শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যাম্নায়-চতুর্থাধস্তন-পুরুষরাজ শ্রীরূপানুগ অপ্রাকৃত-কবিকুলতিলক-
ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমৎ কৃষ্ণদাস-কবিরাজ-গোস্বামি-কৃত

আদি-মধ্য-অন্ত্যলীলা—মূল

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যাম্নায়ষ্টমাধস্তন-পুরুষবর্য্য-শ্রীরূপানুগবর-
ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমৎ সচ্চিদানন্দ-ভক্তিবিনোদ-ঠাকুর-কৃত

অমৃতপ্রবাহ-ভাষ্য,

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যাম্নায়-নবমাধস্তনান্বয়বর পরমহংস-পরিব্রাজকাচার্য্য-শ্রীরূপানুগবর্য্য
শ্রীব্রহ্মমাধ্বগৌড়ীয়-সম্প্রদায়ৈকসংরক্ষকপ্রবর-
ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংসস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-কৃত
শ্রীস্বরূপ-রূপ-বিরোধি-সকল-কুসিদ্ধান্ত-নিরাসপর

অনুভাষ্য

এবং

ভূমিকা, বিবিধ সূচী ও বিবরণ প্রভৃতি-সহ

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যাম্নায় দশমাধস্তনান্বয়বর
শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য্য-ভাস্কর
নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশতশ্রী

শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজানুকম্পিত

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী

শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজ-

কর্ত্তৃক সম্পাদিত

সেবানুকূল্য—

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত বুক্ ট্রাষ্ট-এর পক্ষে
শ্রীসত্যানন্দ দাস ব্রহ্মচারী, বিদ্যারত্ন-কর্ত্তৃক
শ্রীবিনোদবিহারী গৌড়ীয় মঠ ; ২৮, হালদার বাগান লেন,
কলকাতা-৪ হইতে প্রকাশিত।

—ঃ *প্রথম সংস্করণ* ঃ—
শ্রীগৌর-জয়ন্তী, ফাল্গুনী-পূর্ণিমা
২৯ গোবিন্দ, ৫১৭ শ্রীগৌরাব্দ,
২২ ফাল্গুন, ১৪১০ ; ইং ৬।৩।২০০৪

গ্রন্থ-প্রাপ্তিস্থান

১। **শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ,** পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া) পঃ বঃ।
২। **শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ,** চৌমাথা, পোঃ চুঁচুড়া (হুগলী)।
৩। **শ্রীবিনোদবিহারী গৌড়ীয় মঠ,** ২৮, হালদার বাগান লেন, কলকাতা-৪।
৪। **শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠ,** পোঃ ও জেলা মথুরা (উঃ প্রঃ)।
৫। **শ্রীকেশব গোস্বামী গৌড়ীয় মঠ,** শক্তিগড়, পোঃ শিলিগুড়ি (জলপাইগুড়ি)।
৬। **শ্রীশ্যামসুন্দর গৌড়ীয় মঠ,** মিলনপল্লী, পোঃ শিলিগুড়ি (দার্জ্জিলিং)।
৭। **শ্রীনীলাচল গৌড়ীয় মঠ,** স্বর্গদ্বার, পোঃ পুরী (উড়িষ্যা)।
৮। **শ্রীগোলোকগঞ্জ গৌড়ীয় মঠ,** পোঃ গোলকগঞ্জ (ধুবড়ী) আসাম।
৯। **শ্রীবাসুদেব গৌড়ীয় মঠ,** পোঃ বাসুগাঁও (কোকড়াঝাড়) আসাম।
১০। **শ্রীমেঘালয় গৌড়ীয় মঠ,** পোঃ তুরা, ওয়েষ্ট গারো হিলস্ (মেঘালয়)।
১১। **শ্রীরূপ-সনাতন গৌড়ীয় মঠ,** দানগলি, পোঃ বৃন্দাবন (মথুরা) উঃ প্রঃ।
১২। **শ্রীনরোত্তম গৌড়ীয় মঠ,** পশ্চিম খাগড়াবাড়ী, (কোচবিহার)।
১৩। **শ্রীকৃত্তিরত্ন গৌড়ীয় মঠ,** শ্রীচৈতন্য এভিনিউ, দুর্গাপুর-৫, (বর্দ্ধমান)।
১৪। **শ্রীমাধবজীউ গৌড়ীয় মঠ,** ১/১, কালীতলা লেন, পোঃ বৈদ্যবাটী (হুগলী)।
১৫। **শ্রীনিমাইতীর্থ গৌড়ীয় মঠ,** ১/১, নিমাইতীর্থ রোড, পোঃ বৈদ্যবাটী (হুগলী)।
১৬। **শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ গৌড়ীয় মঠ,** রংপুর, শিলচর-৯, (কাছাড়) আসাম।

মুদ্রাকর:
জগদ্ধাত্রী প্রিন্টার্স
৩৭/১/২ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড
কোলকাতা-৪

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-ভূমিকা

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের সকল-শ্রেণীর পাঠকের পক্ষে গ্রন্থপাঠের পূর্ব্বে গ্রন্থের সম্বন্ধে বা গ্রন্থোক্ত বিষয়মালা বুঝিতে যে যোগ্যতা আবশ্যক, তদনুকূলে কয়েকটী কথা ভূমিকায় লিপিবদ্ধ হইল। এতদ্দ্বারা বিষয়টী বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইলে মূলগ্রন্থ-পাঠের পূর্ব্বে পাঠকের ভ্রমের আশঙ্কা অনেকটা নিবারিত হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

ভূমিকার কারণ

শ্রীচরিতামৃতের পাঠকগণ—তিনভাগে বিভক্ত। এক-শ্রেণীর পাঠক কৌতূহল-পরবশ হইয়া গ্রন্থালোচনায় প্রবৃত্ত হন, আর এক-শ্রেণীর পাঠক গ্রন্থ পাঠ করিয়া নিজ-অমঙ্গল বরণ করিবার জন্য বিদ্বেষমূলে গ্রন্থ পাঠ করেন ; তৃতীয়-শ্রেণীর পাঠক নিজ-মঙ্গল-লাভের উদ্দেশে মনোযোগ-সহকারে পাঠ করিয়া সত্যানুশীলন-জন্য পাঠের প্রকৃত ফল লাভ করেন। কৌতূহলি-পাঠকগণ পাঠ করিতে করিতে দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় শ্রেণীতে অচিরেই আপনাদিগকে প্রতিষ্ঠিত করেন। সাধারণ পাঠকমাত্রেই স্বীয় ভ্রম-ধারণায়, প্রমাদ-তাড়নায়, বিপ্রলিপ্সা-বশে ও ইন্দ্রিয়জ্ঞানের অপটুতা-নিবন্ধন নিত্য, পূর্ণ, শুদ্ধ ও নিরপেক্ষ সত্য গ্রহণে অসমর্থ। এই দোষচতুষ্টয়ের হস্ত হইতে তাঁহাদের মুক্ত হইতে হইলে শ্রৌতপন্থা অবশ্যই গ্রহণ করিতে হইবে। অশ্রৌত বা তর্কপন্থা কখনই তাঁহাদিগকে প্রকৃত-সত্যে উপনীত হইতে দিবে না। আমরা ক্রমশঃ এই পন্থাদ্বয়ের বিষয়ে বিস্তৃতভাবে অলোচনা করিব।

ত্রিবিধ পাঠক

কর্ম্ম-জগতে উপকরণসূত্রে প্রাণিমাত্রই যাঁহার উদ্দেশে যাবতীয় অনুষ্ঠান করিয়া ফল-সাফল্য লাভ করেন, সেই বিশ্বম্ভরই জ্ঞানভূমিকায় যাবতীয় চেতনবিশিষ্ট জীবের চরমফল-লাভের একমাত্র সোপান হইয়া 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য'-নামে পরিচিত। তিনি—জগতের সর্ব্বাদর্শের একমাত্র আদর্শ ঔদার্য্যবিগ্রহ এবং আদর্শাকর স্বয়ংরূপ ঐশ্বর্য্য-মাধুর্য্য-বিগ্রহ অদ্বয়জ্ঞান-কৃষ্ণ। শ্রীচৈতন্যদেব—মহাবদান্য, কৃষ্ণপ্রেমদাতা, দয়ানিধি ও নিখিল-মঙ্গলনিলয়। তিনি নিত্যলীলাময় সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ হইয়াও জীবজগতের সর্ব্বোপাস্য নিত্য-ভজনীয় বস্তু। তাঁহার স্বয়ংরূপের প্রতি প্রীতিময় হইলেই জীবকুল মায়িক বদ্ধদশা অতিক্রম করিয়া স্বরূপাবস্থিত হন। যে-সকল জীব কেবল চেতন-ধর্ম্মে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত জানিবার সৌভাগ্য লাভ করেন, তাঁহারাই অচিচ্ছক্তি মায়ার কবল-মুক্ত হইয়া শ্রীচৈতন্যের সেব্য স্বয়ংরূপের, গুণের, পরিকরবৈশিষ্ট্যের ও লীলার সেবোপকরণ-স্বরূপে প্রবেশ করিতে পারেন।

শ্রীচৈতন্য

জড়ভোগপর বদ্ধজীবের কর্ম্মানুষ্ঠানের ইতিহাস অনিত্য কর্ম্মনিপুণের উৎসাহ বর্দ্ধন করে ; পক্ষান্তরে, শ্রীচৈতন্য-লীলা—অনিত্য-কর্ম্মফল-ত্যাগরত মুক্তগণের নিত্যসুপ্তবৃত্তির উন্মেষিণী। কালের অধীনে পাত্রের ক্ষণভঙ্গুর ক্রিয়াসমূহই 'চরিত'-শব্দে কথিত ; কিন্তু শ্রীচৈতন্যচরিত—নিত্য এবং শ্রীচৈতন্যচরিতের আদর্শ জীবের ভোগবুদ্ধি খর্ব্ব করিয়া স্বরূপের নিত্য-সেবাবৃত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করায়।

চরিত

কর্ম্মফলাধীন মায়াবদ্ধ জীব নির্দ্দিষ্টকালের জন্য কৃতকর্ম্মের শুভাশুভ ফল ভোগ করিতে বাধ্য। তাদৃশ কর্ম্মভূমিতে বিচরণ-শীল প্রাণীর কর্ম্মানুষ্ঠান-তালিকাই ভোগের আবাহন-কারিণী। কিন্তু শ্রীচৈতন্যচরিত ভোগময় ও ভোগত্যাগপর অনুষ্ঠানবিশেষ নহে ; ইহা জীবের কর্ম্মফল-মোচনী চেষ্ঠা-সুধা ও নির্ব্বেদ-ব্রহ্মানুসন্ধিৎসোৎসাদক অমৃত। কর্ম্মবীর, জ্ঞানবীর ও অন্যাভিলাষীর অনিত্যপ্রয়াস-নির্ঘণ্টের সহিত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের অখণ্ডকাল-বর্ত্তমান নিত্যলীলার সৌসাদৃশ্য থাকিলেও ইহা কাল-ক্ষোভ্য নহে ; উভয়ের সমত্ব থাকিলেও তাহাদের অদ্বয়ত্ব সিদ্ধ নহে ; মায়িক ও বৈকুণ্ঠ-ভেদে তদুভয়ের মধ্যে নিত্য-বৈশিষ্ট্য বর্ত্তমান। মায়ার জন্ম-স্থিতি-ভঙ্গে বহুবিধ অভাব ও অসম্পূর্ণতা বিরাজমান, কিন্তু বৈকুণ্ঠ-বস্তুতে যে জন্ম, স্থিতি ও অপ্রাকট্যের ভাব বর্ণিত হয়, উহাতে অবরতা, হেয়তা, অনুপাদেয়তা, অসম্পূর্ণতা প্রভৃতির আদৌ অধিষ্ঠান নাই। এইজন্য ভগবানের লীলা—নিত্য এবং মর-রাজ্যে প্রকটিত হওয়া সত্ত্বেও মায়িক-সৃষ্টি হইতে অবিচিন্ত্যশক্তিপ্রভাবে স্বীয় প্রাকট্য-বৈশিষ্ট্য-সংরক্ষণে সর্ব্বকালে সমর্থা।

অমৃত

শ্রীচৈতন্যলীলার বর্ণন ও শ্রবণ—জীবমাত্রেরই একমাত্র প্রয়োজনীয় বিষয়। সর্ব্বমূলাশ্রয় বস্তুর অনুশীলন ব্যতীত মায়িক অনুভূতিবিশিষ্ট জীবের যে গত্যন্তর নাই,—ইহাই বিশেষজ্ঞগণের প্রতিপাদ্য বিষয় বলিয়া নিজ কল্যাণ এবং সমগ্রজগতের পরম-মঙ্গল-বিধানের উদ্দেশেই ভক্তমণ্ডলীর অনুরোধ-মতে গ্রন্থকারের এই গ্রন্থ-রচনায় প্রয়াস। জীবের নিত্য-ধামের পরিচয়, নিত্য-আশ্রয়ের পরিচয় এবং স্বরূপের অনভিজ্ঞানে তাৎকালিক বৈমুখ্যবশতঃই মায়িক-রাজ্যের অধিবাসী বলিয়া বিবর্ত্তানুভূতি, সেব্যের ভজনে ঔদাসীন্য এবং স্বীয় নিত্য-প্রয়াসের বিস্মৃতিজন্য জাড্য উপস্থিত হওয়ায়

গ্রন্থের প্রয়োজনীয়তা

পরমকরুণ গ্রন্থকারের হৃদয় অত্যন্ত পরদুঃখ-কাতর এবং জগতের প্রকৃষ্ট-মঙ্গলপ্রার্থী। স্বীয় ভজনসমৃদ্ধি-বিষয়ে ও একমাত্র লোকহিতকর নিত্যকর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াই অমৃতপ্রদাতৃসূত্রে গ্রন্থকার-কর্ত্তৃক এই অপূর্ব্বগ্রন্থের অবতারণা।

শ্রীচরিতামৃতের রচয়িতা পিতৃমাতৃদত্ত কি-নামে পরিচিত ছিলেন, আমরা জানি না। তাঁহার পিতা বা জননীর যে-সকল নবোদ্ভাবিত নাম বা অনুষ্ঠানের উল্লেখ পাওয়া যায়, তাহা প্রকৃত কিনা, তদ্বিষয়ে দৃঢ়তা নাই। পারমার্থিক-জীবনে তিনি 'কৃষ্ণদাস'-নামে পরিচিত ছিলেন। এই গ্রন্থের আদিলীলার পঞ্চম-পরিচ্ছেদে তিনি যে স্বীয় পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, তদ্দ্বারা আমরা জানিতে পারি যে, তিনি 'ঝামট্‌পুর'-নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ঝামট্‌পুর-গ্রামটী নৈহাটি-নামক গ্রামের নিকটবর্ত্তী। বর্দ্ধমান-জিলার অন্তর্গত কাটোয়া-মহকুমার উত্তরে দুইক্রোশ-ব্যবধানে নোলেপুর-নামে গঙ্গার পশ্চিম উপকূলে একটী গ্রাম আছে, তথা হইতে দুইক্রোশ পশ্চিমে এবং বর্ত্তমান সালার-নামক রেলষ্টেশনের সন্নিহিত ঝামট্‌পুর। তাঁহার পূর্ব্বাশ্রমের স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ তথায় একটী শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের সেবা অদ্যাপি বিরাজমান। তাঁহার পূর্ব্বাশ্রমের কোন আত্মীয়-স্বজনের অধস্তন কেহ সম্প্রতি তথায় থাকিয়া তাঁহার আর কোন পরিচয় দেন না। স্বপ্নে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর আজ্ঞা পাইয়া তিনি ঝামট্‌পুর পরিত্যাগ করিয়া জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত শ্রীবৃন্দাবনে বাস করিয়াছিলেন। শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীরাধাদামোদরের দেবালয়ে অদ্যাপি শ্রীকৃষ্ণদাসের সমাধি প্রদর্শিত হয়।

গ্রন্থকারের দেশ

শ্রীকৃষ্ণদাসের কালনির্ণয়-সম্বন্ধে আমরা কতিপয় ঘটনা প্রমাণরূপে গ্রহণ করিতে পারি। কতিপয় পুস্তকের শেষভাগে ১৫৩৭ শকাতীতাব্দে গ্রন্থসমাপ্তিকাল বলিয়া একটী শ্লোক উল্লিখিত হয় ;—"শাকে সিন্ধ্বগ্নি-বাণেন্দৌ জ্যৈষ্ঠে বৃন্দাবনান্তরে। সূর্য্যাহেঽসিত-পঞ্চম্যাং গ্রন্থোঽয়ং পূর্ণতাং গতঃ।।"—এই শ্লোকটী কাহারও মতে লিপিকারের, গ্রন্থকারের নহে। গ্রন্থাভ্যন্তরে তিনি যে-সকল গ্রন্থের নাম উল্লেখ করিয়াছেন, তন্মধ্যে শ্রীগোপালচম্পূর নাম আমরা দেখিতে পাই। ঐ গ্রন্থ ১৫১২ শকাব্দে রচিত হইয়াছেন। সুতরাং ১৫১২ শকাব্দের পর তাঁহার গ্রন্থরচনা-কাল। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটকের রচনা-কাল—১৪৯৮ শকাব্দা। 'অষ্টাবিংশতিতত্ত্ব'-প্রণেতা স্মার্ত্ত রঘুনন্দনকর্ত্তৃক, রাঢ়ীয় শ্রীনিবাসের ১৪৮৯ শকাব্দার পর এবং রাঘবানন্দের 'দিনচন্দ্রিকা' ১৫২১ শকাব্দার পূর্ব্বে রচিত 'একাদশীতত্ত্ব', 'মলমাসতত্ত্বো'দ্ধৃত-বচন প্রভৃতির উল্লেখও তাঁহার গ্রন্থমধ্যে দৃষ্ট হয়। সুতরাং এইসকল গ্রন্থের পরবর্ত্তিকালেই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত লিখিত হইয়াছে। শ্রীগৌরসুন্দরের পার্ষদপ্রবর শ্রীমদ্ রঘুনাথদাস গোস্বামি-প্রভু স্বীয় 'দানচরিত'-গ্রন্থের পরিশেষে শ্রীকৃষ্ণদাসের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণদাসের রচিত 'শ্রীগোবিন্দলীলামৃত' গ্রন্থের শেষ শ্লোকে বৃন্দাবনবাসী গোস্বামি-গোপালভট্ট প্রভৃতির সমসাময়িকতা প্রকটিত হইয়াছে। এইসকল তথ্য হইতে ও অন্যান্য সমসাময়িক ব্যাপার হইতে অনুমিত হয় যে, তাঁহার প্রকটকাল—আনুমানিক ১৪৫২ হইতে ১৫৩৮ শকাব্দা পর্য্যন্ত হইবার সম্ভাবনা। ১৪৩২ শকাব্দার পরে শ্রীবৃন্দাবনদাস-ঠাকুরের আবির্ভাবকাল। এই মহাগ্রন্থ—তাঁহার রচিত গ্রন্থের পরিশিষ্টস্বরূপ। আবার, ১৪৩৫ শকাব্দার পূর্ব্বে শ্রীজীবগোস্বামীর আবির্ভাব-কাল। গ্রন্থরচনা-কালের বৃন্দাবনবাসী সমসাময়িক ভক্তগণের তালিকা হইতে জানা যায় যে, তৎকালে শ্রীগদাধরপণ্ডিত গোস্বামীর শিষ্য অনন্তাচার্য্যের শিষ্য শ্রীগোবিন্দদেবের সেবাধ্যক্ষ পণ্ডিত-হরিদাস, কাশীশ্বর-গোস্বামীর শিষ্য গোবিন্দের প্রিয়সেবক গোবিন্দ-গোস্বামী, শ্রীরূপগোস্বামীর সঙ্গী যাদবাচার্য্য-গোস্বামী, শ্রীগদাধরপণ্ডিত-গোস্বামিশিষ্য ভূগর্ভ-গোস্বামীর শিষ্য গোবিন্দপূজক চৈতন্যদাস, মুকুন্দানন্দ-চক্রবর্ত্তী, প্রেমবিগ্রহ কৃষ্ণদাস, অদ্বৈতপ্রভুর শিষ্য শিবানন্দ-চক্রবর্ত্তী, গোসাঞিদাস পূজারী প্রভৃতি বৈষ্ণবগণ বর্ত্তমান ছিলেন। গ্রন্থরচনাকালে শ্রীজীব, শ্রীগোপালভট্ট, শ্রীরঘুনাথদাস, শ্রীরঘুনাথভট্ট, শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতন গোস্বামী,—এই ছয় গোস্বামী অথবা শ্রীভূগর্ভ প্রভৃতি কেহই বর্ত্তমান ছিলেন না। যদি তাঁহারা কেহ প্রকট থাকিতেন, তাহা হইলে তাঁহাদের নিকট অনুমতি-গ্রহণ প্রভৃতির কথা উল্লেখ থাকিত।

গ্রন্থকারের কাল

গ্রন্থকারের বর্ণনিরূপণেও অনেক মতভেদ দৃষ্ট হয়। শ্রীকৃষ্ণদাস 'শ্রীগোবিন্দলীলামৃত'-নামক একখানি সুবৃহৎ সংস্কৃত কাব্যগ্রন্থ রচনা করিয়া বৈষ্ণবসমাজে 'কবিরাজ'-নামে প্রসিদ্ধ হন। গৌড়দেশে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্য—এই জাতিত্রয় বহুদিন হইতে কৃতবিদ্যশ্রেণী বলিয়া পরিচিত। নবশাখ ও তৎপ্রতিম বর্ণনিচয় বিদ্যানুশীলনে অধিক কৃতিত্ব প্রদর্শন না করিলেও তাহাদের সামাজিক-মর্য্যাদার মাধ্যমিকত্ব-বিষয়ে কোন প্রতিবাদ হইতে পারে না। এইশ্রেণীর জাতি বিদ্যা-ব্যবসায়ের পরিবর্ত্তে পণ্যদ্রব্য-ক্রয়বিক্রয়ে ও সামাজিক অনুষ্ঠানের সাহায্যকর্ম্মে নিযুক্ত। তাদৃশ পণ্যদ্রব্য-ব্যবসায় ও শ্রমকর্ম্মজীবনের আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াগুলি কখনও গর্হিতদ্রব্য বা নিন্দ্যকর্ম্ম বলিয়া বিবেচিত হয় নাই। গর্হিতদ্রব্য-ব্যবসায়ী ও হীনকর্ম্মজীবিগণ অবর-ব্যবসায়াবলম্বী বলিয়া তাহাদের সামাজিক স্তরের শ্রেষ্ঠতা হিন্দু-সমাজে স্বীকৃত হয় নাই। কৃষ্ণদাসের বর্ণসম্বন্ধে তাঁহাকে বিভিন্নমত-পোষণকারিগণ উচ্চবর্ণত্রয়ের কোন এক কুলে উদ্ভূত বলিয়া স্ব-স্ব-বিচার প্রদর্শন করেন। সাহিত্য ও অলঙ্কার

গ্রন্থকারের বর্ণ

প্রভৃতি কলাপুষ্ট কাব্যশাস্ত্রাধীতিগণ লোকবিচারে তাঁহাদের পারদর্শিতার ফলস্বরূপ কবিরাজ-সংজ্ঞার খ্যাতি লাভ করিতেন। চিকিৎসা-শাস্ত্রকুশল সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকস্থলে কবিরাজ-সংজ্ঞা প্রদত্ত হওয়ায় কৃষ্ণদাসকে কেহ কেহ 'বৈদ্য' বলেন। দর্শনশাস্ত্রে তাঁহার অগাধ কৃতিত্ব এবং শ্রুতি, স্মৃতি ও ন্যায়-প্রস্থানত্রয়ে অসামান্য অধিকার ও প্রতিভা-সন্দর্শনে তাঁহাকে ব্রাহ্মণকুলোদ্ভূত বলিয়া পরিজ্ঞানও প্রতিবাদার্হ নহে। পূর্ব্বাশ্রমে বাসকালে শ্রীদাসগোস্বামীর বুদ্ধিকৌশল প্রভৃতির মর্য্যাদা-বাক্য হইতে এবং বৈষয়িক কূটবুদ্ধির নিজশ্রেণী-সম্পর্কিত-জ্ঞানে আদরশৈথিল্য-বিচারে তাঁহাকে কায়স্থকুলভাস্কর-প্রতিভাবিত কুলচন্দ্র বলিয়া ধারণা করা নিতান্ত অসঙ্গত নহে। সাহিত্যদর্পণ-নামক প্রসিদ্ধ অলঙ্কার-গ্রন্থ-প্রণেতা ত্রৈলঙ্গদেশীয় শ্রীনরহরিতীর্থের পূর্ব্বাশ্রমস্থ কুলচন্দ্র বিশ্বনাথ-কবিরাজ—আন্ধ্রপঞ্চব্রাহ্মণসমাজেরই একজন ; আবার 'কাব্যপ্রকাশ'-নামক অলঙ্কারশাস্ত্রের অধ্যাপক শূদ্ররামদাস, বঙ্গভাষায় মহাভারতের আখ্যানরচক কাশীরামদাস ও ভরতমল্লিকাদি গৌড়ীয় সাহিত্যিকগণের বর্ণ-নিরূপণেও এরূপ মতভেদ পরিদৃষ্ট হয়।

গ্রন্থকারের আশ্রমবিচারে আমরা তাঁহাকে কুলবাস্তব্য শ্রীমদনগোপালের সেবক বলিয়াই জানি। তাঁহার কুলোচিত বিষ্ণুভক্তি—যাহা তাঁহার ভ্রাতৃপরিচয়ে অভিব্যক্ত হইয়াছে, তদ্দ্বারা ভ্রাতার সহিত তাঁহার সংসারে একত্রবাস বিচ্ছিন্ন হইয়াছিল। তিনি ঝামট্‌পুরের বাটীতে অবস্থানকালে গৃহস্থ ছিলেন কিনা, তাহার কোন কথাই উল্লেখ করেন নাই। তাঁহার কনিষ্ঠভ্রাতাকে নিত্যানন্দের প্রতি শ্রদ্ধাবিহীন দেখিয়া তাহার সর্ব্বনাশের ভাবিদৃষ্টি লক্ষ্য করেন। সর্ব্বনাশ-শব্দে ভক্তিহীনতা অর্থাৎ মায়াবাদী হইয়া যাওয়া।

গ্রন্থকারের আশ্রম

শ্রীনিত্যানন্দের আজ্ঞাক্রমে সর্ব্বানর্থনিবৃত্ত হইয়া তাঁহার বৃন্দাবন-গমনই আশ্রমান্তর-লাভের জাজ্জ্বল্যমান দৃষ্টান্ত। পূর্ব্বাশ্রমে অবস্থান-কালেও তাঁহার আশ্রম-নির্ণয়ে মতভেদ দেখা যায়। কেহ বলেন, ব্রহ্মচর্য্য হইতে সহসা শ্রীবৃন্দাবনগমন পথের যাত্রী হওয়া সহজ ; নতুবা, কণ্টকপূর্ণ সংসারের বন্ধন ছিন্ন করিবার প্রসঙ্গে আমরা কবিরাজগোস্বামীর নিকট হইতে অনেক কথাই শুনিতে পাইতাম। অপর বিচারে এইরূপ যুক্তি প্রদর্শিত হয় যে, বিষয়কথা-বর্ণন বিশেষতঃ নিজভোগময়ী ধারণার স্মৃতি ভজনপথের পথিকের সমীচীন নহে বলিয়া কৃষ্ণদাস নিজ-দুস্ত্যজ্য সাংসারিক কথার আবাহন করেন নাই। যাহাই হউক, শ্রীবৃন্দাবন-গমনের পরবর্ত্তিকালে তিনি গৃহকথায় উদাসীন হইয়া হরিকথায় ব্যাপৃত ছিলেন ; তাহা তৃতীয় বা চতুর্থাশ্রমোচিত হরিভজনপর জীবন। আশ্রমাতীত নিষ্কিঞ্চন পারমহংস্য-অবস্থায় গ্রন্থকারের বাসকালেই বক্ষ্যমাণ গ্রন্থের রচনা।

শ্রীকৃষ্ণদাস—তাঁহার পারমার্থিক আত্মীয়-সমাজে 'কবিরাজগোস্বামী'-নামে প্রসিদ্ধ। ঠাকুর শ্রীনরোত্তম তাঁহাকে বৃন্দাবনীয় রসিকভক্তগণের 'কেন্দ্র' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। শ্রীচরিতামৃতের প্রত্যেক পরিচ্ছেদশেষে তিনি শ্রীরূপ গোস্বামী ও শ্রীদাস-গোস্বামীর নিতান্ত অনুগতজন বলিয়া স্বীয় আত্মপরিচয় দিয়াছেন। শ্রীকবিরাজগোস্বামী তাঁহার প্রকটকালে 'শ্রীরূপানুগবর' বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। অন্তরঙ্গভক্তমণ্ডলীর তিনি গুরুদেব। ঠাকুর শ্রীনরোত্তমে কৃষ্ণদাসের আনুগত্য সুষ্ঠুভাবেই প্রতিফলিত। ব্রজবাসি-গোস্বামিষট্‌ককে তিনি স্বীয় 'গুরু' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু—জগদ্‌গুরু এবং কৃষ্ণদাসের 'শ্রীরাধাগোবিন্দ'-সেবাপ্রদাতা। তাঁহারই কৃপায় তিনি শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন, শ্রীরঘুনাথ দাস ও শ্রীজীবের কৃপা লাভ করিয়াছিলেন। তিনি তাৎকালিক বৃন্দাবনবাসি-ভক্তগণের প্রাণস্বরূপে বর্ত্তমান ছিলেন। কৃষ্ণদাস শ্রীচৈতন্যদেবের দ্বিতীয় স্বরূপ শ্রীদামোদরস্বরূপের একান্ত অন্তরঙ্গ শ্রীদাসগোস্বামিপ্রভুর নিতান্ত অনুরক্ত ছিলেন। যৌন-সম্বন্ধ ও প্রাকৃত-পরিচয়-সম্বন্ধে তিনি কেবলমাত্র গুরুদ্রোহী ভ্রাতৃসঙ্গ-পরিহারের ঘটনাই জানাইয়াছেন ; অপর সকল কথায় তিনি নীরব। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের ভক্তগণ ব্যতীত তাঁহার অপর কাহাকেও আত্মীয়-স্বজন বলিয়া জ্ঞান ছিল না।

গ্রন্থকারের স্বজন

শ্রীকৃষ্ণদাসের বৈষ্ণবোচিতস্বভাবের তুলনা হয় না। বৈরাগ্যের চরমাদর্শ শ্রীদাসগোস্বামিপ্রভুকে তিনি যেরূপ সহৃদয় আরাধ্য বলিয়া জ্ঞান করিতেন, সেই কথা শ্রীদাসগোস্বামীর স্নেহসিক্ত-লেখনীতে এবং কৃষ্ণদাসের নিজ-রচনায় স্বর্ণাক্ষরে দেদীপ্যমান। পাণ্ডিত্য-প্রতিভায় প্রচুর পরিমাণে সমৃদ্ধ থাকিয়াও কায়মনোবাক্যে তাঁহার দৈন্যের আদর্শ জগতে তাদৃশ সকল আদর্শকেই অবিসংবাদিতভাবে পরাভূত করিয়াছে। যখনই শ্রীচরিতামৃতের পাঠক গ্রন্থকারের অসামান্য নিজ পরিচয়ের কথা আলোচনা করেন, তখন যতই তাঁহার অহমিকাপুষ্ট বুদ্ধি থাকুক না কেন, নিশ্চয়ই বলা যাইতে পারে যে, সর্ব্ববিধ পাঠকমাত্রেরই অবনত-শীর্ষে দৈন্যগ্রহণের স্পৃহা বলবতী হইবে। শ্রীচৈতন্যদেব-কথিত 'তৃণাদপি'-শ্লোকে সুদীক্ষিত এই মহত্তম গ্রন্থকারের রচিত কয়েক পংক্তি উদ্ধার করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না। তিনি লিখিয়াছেন,—

গ্রন্থকারের স্বভাব

"জগাই মাধাই হৈতে মুঞি সে পাপিষ্ঠ। পুরীষের কীট হৈতে মুঞি সে লঘিষ্ঠ।।
মোর নাম শুনে যেই, তার পুণ্য-ক্ষয়। মোর নাম লয় যেই, তার পাপ হয়।।"

গ্রন্থকার শ্রীচৈতন্যের ঐকান্তিক ভক্ত, সুতরাং পরম-বৈষ্ণব। বৈষ্ণবের শরীরে সর্ব্ব মহাগুণগণ সর্ব্বদা বিরাজমান অর্থাৎ

তাদৃশ সর্ব্বগুণসম্পন্ন জনই প্রকৃত বৈষ্ণব। কবিরাজ গোস্বামী এই গ্রন্থে মধ্য, দ্বাবিংশ-পরিচ্ছেদে (৭৫ সংখ্যা হইতে ৭৭ সংখ্যায়) সেই ছাব্বিশটী গুণ এরূপ বর্ণন করিয়াছেন,—

"কৃপালু, অকৃতদ্রোহ, সত্যসার-সম। নির্দ্দোষ, বদান্য, মৃদু, শুচি, অকিঞ্চন।।
সর্ব্বোপকারক, শান্ত, কৃষ্ণৈকশরণ। অকাম, নিরীহ, স্থির, বিজিত-ষড়্‌গুণ।।
মিতভুক্, অপ্রমত্ত, মানদ, অমানী। গম্ভীর, করুণ, মৈত্র, কবি, দক্ষ, মৌনী।।"

তাঁহার নিজ-চরিত্রে এবং অনুষ্ঠানে এই আদর্শ পরিস্ফুট আছে এবং তাঁহার লেখনীর প্রতি-পংক্তিতে তাঁহার কৃষ্ণৈকশরণতা দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার অসীম অকৃতদ্রোহিতা, মিত্রতা, মানদত্ব, অমানিতা, অকামতা, কৃপালুতা, বদান্যতা, সর্ব্বোপকারকতা ও কারুণ্য গ্রন্থস্থ প্রত্যেক উক্তিতেই পাঠকের চিত্ত আকর্ষণ করে। বাহ্যজগতের বস্তুকামনায় চেষ্টা-রাহিত্য, স্থৈর্য্য, শৌচ, অকিঞ্চনতা, শান্তি ও ইন্দ্রিয়-তর্পণের প্রতিকূলে তাঁহার সমতা, সত্যসারতা, নির্দ্দোষিতা, অপ্রমত্তত্ব, গাম্ভীর্য্য, মৌনীত্ব, মৃদুতা, দক্ষতা, কাব্য ও ষড়্‌বেগবিজয়িত্ব জাজ্জ্বল্যমান। তাঁহার পাকশাস্ত্র-কুশলতা ও ভগবৎসেবায় নানাবিধ পরমাস্বাদযুক্ত বস্তুর অর্পণ-প্রবৃত্তি—উদর ও জিহ্বা-লম্পটগণের হিংসা-দমনে একমাত্র মহৌষধ ; তথাপি ভাগ্যহীনজনগণ ভবরোগ-নাশক বৈদ্যের চিকিৎসা-প্রণালীতে নিজ দুর্ভাগ্যবশতঃ দোষ দর্শন করেন। উহাই বৈষ্ণবহিংসার ফলস্বরূপ তাহাদিগের প্রতি ভগবদ্দণ্ড।

শ্রীচৈতন্যদেবের লীলা বর্ণন করিতে গিয়া আমরা কৃষ্ণদাসের নিখিলশাস্ত্রে অগাধ পাণ্ডিত্য-প্রতিভা, দুরবগাহ্য পারমার্থিক-দর্শনে অসামান্য প্রবেশ ও লোকবোধ্য করাইবার অভূতপূর্ব্ব সূক্ষ্মবিচারদক্ষতা এবং কাব্য, পুরাণ, ঐতিহ্য, স্মৃতি ও গণিত-পারদর্শিতা সন্দর্শন করিয়া বিস্মিত হই। বিশেষজ্ঞগণ বলিয়া থাকেন যে, এরূপ অলৌকিক সাহিত্য পাঠ করিবার জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন

গ্রন্থকারের কৃতিত্ব

প্রদেশীয় বিদ্বৎসমাজ কোনও না কোন দিন বঙ্গভাষায় অধিকার লাভ-করিতে উন্মুখী হইবেন। কবিরাজ-গোস্বামীর পাকরচনা-কার্য্যে কুশলতা গুণিগণের নিকট হইতে মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা আকর্ষণ করে। তাঁহার ভাবমাধুর্য্যপরাকাষ্ঠা জগতের বিভিন্ন কাব্যসংসদের পরমলোভনীয় ব্যাপার। জড়রসপ্রমত্ত বিলাসপর বামনের উদ্দাম ইন্দ্রিয়চাঞ্চল্যের উত্তোলিত খর্ব্বহস্ত পরমোচ্চ গগনভেদী মাধুর্য্যৈশ্বর্য্য স্পর্শ করিতে সমর্থ না হইলেও তাঁহারা প্রেমময় কবিরাজ-গোস্বামীর স্তাবক না হইয়া থাকিতে পারেন না। মধুররস-বর্ণনে তাঁহার গাম্ভীর্য্য মাপিয়া লইবার অধিকারীও বিরল। গ্রাম্যরস-রসিকগণ সিদ্ধান্তবিরোধী মতবাদ লইয়া এই গ্রন্থ আলোচনা করিতে গিয়া বিষম বৈরস্যপঙ্ক-জলধিতে নিমগ্ন হন।

চরিতামৃতের লেখক স্বীয় গ্রন্থমধ্যে একাধারে মহাপ্রভুর লীলার সহিত পরম-নিগূঢ় তত্ত্বশাস্ত্রের অপূর্ব্ব সমাবেশ প্রদর্শন করিয়া পাঠকের লঘুহৃদয়ের জড়ভোগ-তাৎপর্য্যপরতা হ্রাস করিয়াছেন। কেবলমাত্র বিচারপর তত্ত্বালোচনার গুরুভার পাঠকের মস্তিষ্কে ন্যস্ত করিবার চেষ্টা দেখাইলে তাঁহার এই অলৌকিক নিবন্ধের পাঠক সংগ্রহ করা কঠিত হইত। আবার, কুতর্কপূর্ণ জড়বিচারপ্রিয় জনগণকে তাহাদের সিদ্ধান্ত-বিপর্য্যয় হইতে রক্ষা করিবার জন্য চরিতামৃতের বিষয়মালা যে কি উপকার সাধন করিয়াছেন, তাহা বলাই বাহুল্যমাত্র। ঐতিহ্য-পাঠকের রুচিগত বিবর্ত্তবাদ-পোষণের বিষময় কবল হইতে বিবুধম্মন্যগণের পরিত্রাণ-কার্য্যরূপ দয়ার ইহাই এক অদ্ভুত চিত্র। গৃহধর্ম্মপর গ্রাম্যকাব্যসুখামোদী ব্যক্তি মধুর-রসাভাস-প্রাপ্তির জন্য যে লৌল্যের বশবর্ত্তী,

গ্রন্থের ফল

তাদৃশ বিষয়ের ছলনায় পাঠকদিগকে বৈকুণ্ঠে উত্তোলন-কার্য্যে গ্রন্থকারের অচিন্ত্য শক্তি। বৈষ্ণবসেবা-বঞ্চিত ভোগপর গ্রাম্যরসনিপুণ ইন্দ্রিয়ামোদি-সম্প্রদায় শ্রীচরিতামৃতের পদ গান করিয়াও বিষয়রস-মত্ত হইয়া যে কিরূপ নিজ-নিজ-অপকার-সাধনে সিদ্ধহস্ত হইয়াছেন, তাহা বলাই বাহুল্য। আবার একই বিষয়াবধারণে ভাগ্যবান্ বৈষ্ণবসেবা-রত জনগণ বিষয়পঙ্ক হইতে উদ্ধার লাভ করিয়া সদ্গতি প্রাপ্ত হইয়াছেন। কোথায় নরকসদৃশ বিষয়পিপাসার যন্ত্রণা, আর কোথায় অমৃতপানে মরজগতের যন্ত্রণাময় বায়ুর সঙ্কোচবশতঃ বৈকুণ্ঠ-সমীরণে সঞ্জীবিত হওয়ার সৌভাগ্যলাভ! এইজন্যই এই গ্রন্থকে পণ্যদ্রব্য মনে করিয়া দগ্ধোদরপূরণ-ইন্দ্রিয়বিলাস-সম্ভারের আকর্ষণে আকৃষ্ট 'সাধু' বলিয়া প্রতিষ্ঠা-লাভ—একাধারে ভগবদ্বিমুখতার সহিত লোকবঞ্চনা ও আত্মবঞ্চনা-মাত্র। যাঁহার যাহা প্রার্থনা, গ্রন্থানুশীলনরূপ কল্পতরু-সেবনসূত্রে তাঁহার তত্তৎপ্রাপ্তি। মধুর রসের ভাবসমূহ-বর্ণনকালে অপার গাম্ভীর্য্য এই গ্রন্থের মর্য্যাদা প্রচুরপরিমাণে সম্বর্দ্ধন করিয়াছে। বিরোধবুদ্ধিতে অপসম্প্রদায় যে আখ্যায়িকার ছলনায় শ্রীজীবগোস্বামিদ্বারা এই গ্রন্থের অসম্মাননা উদ্ভাবন করিয়াছে, তাহাতেও গ্রন্থের যশঃসৌরভ দিগ্‌দিগন্ত ব্যাপ্ত হইয়াছে। নিজপ্রতিষ্ঠা-লাঘবভয়ে আচার্য্যের ঈর্ষাপরায়ণ হইয়া গ্রন্থখানিকে যামুন-সলিলে নিক্ষেপ প্রভৃতি অপরাধময় বাক্যাবলীতে উদ্ভাবনকারী কপটের নানা অত্যাচার প্রকৃত চরিতামৃত ও সন্দর্ভ-পাঠকের নিকট কোন কুফল উৎপাদন করিতে পারে নাই ; পক্ষান্তরে, তদ্দ্বারা তাহাদের নীচতা, বৈষ্ণব-বিদ্বেষ ও গুরুদ্রোহিতারূপ ইন্দ্রিয়-চাঞ্চল্যই সুষ্ঠভাবে প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে। শ্রীজীবাচার্য্যের প্রতি ভক্তিবিদ্বেষী কপট-সম্প্রদায়ের বিদ্বেষ স্বকীয় ও পারকীয় বিচার-তর্কাশ্রয়ে অথবা দিগ্বিজয়ি-দমনোপলক্ষে

শ্রীকৃষ্ণদাসের বা তাঁহার গ্রন্থের প্রতি পাঠকগণের রুচিবিকার উৎপাদন করিতে সমর্থ হয় নাই, পরন্তু আচার্য্যের সম্মান পরিপোষণ করিয়া একতাৎপর্য্যপরতায় ষড়্‌গোস্বামীর শ্রীচৈতন্যসেবা-সৌন্দর্য্য সম্বর্দ্ধন করিয়াছে।

ভক্ততত্ত্বের অনুকূলে শ্রীচৈতন্য-লীলা বর্ণন করিতে গিয়া গ্রন্থকার কোন্ কোন্ উপকরণ-বলে এই অপূর্ব্ব গ্রন্থ পাঠকের সহজ-লভ্য করিয়াছেন, তাহার একটী সংক্ষিপ্ত তালিকা এস্থলে উপস্থাপিত করা অপ্রাসঙ্গিক নহে। লীলা-বিষয়ের উপকরণরূপে আমরা দেখিতে পাই যে, আদিলীলার আকরগ্রন্থ—শ্রীল বৃন্দাবনদাস-ঠাকুরের রচিত শ্রীচৈতন্যমঙ্গল বা শ্রীচৈতন্যভাগবত। শ্রীমুরারিগুপ্তের শ্রীচৈতন্যচরিত-নামক সংস্কৃত কড়্চা, লোচনদাসের শ্রীচৈতন্যমঙ্গল এবং শ্রীচৈতন্যদাস-রচিত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-নামক মহাকাব্য তৎকালে লিখিত হইলেও ঐ গ্রন্থগুলির উপর তাঁহার নির্ভর ছিল না। অন্যান্য কতিপয় আধুনিক বা পরবর্ত্তিকালে লিখিত গ্রন্থগুলিকে (যথা, জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল, গোবিন্দদাসের কড়্চা, বংশীশিক্ষা, অদ্বৈতপ্রকাশ, নিত্যানন্দবংশবিস্তার প্রভৃতি) 'প্রাচীন' বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে আমাদের প্রবৃত্তি হয় না ; বিশেষতঃ, তাহাদের তত্ত্ব বা সিদ্ধান্তের বিপর্য্যয়, অভিসন্ধি-মূলে সঙ্কীর্ণতা প্রতিপাদন করিবার প্রয়াস ও শিক্ষার অভাব প্রভৃতি লক্ষ্য করিয়া শ্রীচরিতামৃতের 'আকর-গ্রন্থ' বলিয়া ঐ অপগ্রন্থগুলিকে কেহই স্বীকার করেন না। শ্রীকবিকর্ণপূর-রচিত শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটক, শ্রীরঘুনাথের কণ্ঠস্থিত শ্রীদামোদরস্বরূপের কড়্চা, তাৎকালিক শ্রীবৃন্দাবনবাসি-গোস্বামিগণের ও তাঁহাদের সঙ্গিগণের সন্ধানমুখে আলোচনা ও কতিপয় প্রাচীনপদ গ্রন্থকারের প্রধান অবলম্বন ছিল। শ্রীগৌরসুন্দরের প্রচারিত সিদ্ধান্ত ও প্রেমভক্তি-তত্ত্ব সুযোগ্যতার সহিত বর্ণন-মুখে তিনি বেদ (সংহিতা, উপনিষৎ, তাপনী), সূত্রগ্রন্থ, পঞ্চরাত্র, পুরাণ, ধর্ম্মশাস্ত্র, পূর্ব্বাচার্য্য-রচিত গ্রন্থ ও অন্যান্য বহুবিধ গ্রন্থ উপকরণস্বরূপে গ্রহণ করিয়াছেন।

গ্রন্থের উপকরণ

গ্রন্থের উপকরণ

লীলা-বিষয়ক উপকরণ—(১) চৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটক, (২) চৈতন্যভাগবত, (৩) দামোদর-স্বরূপের কড়্চা (রঘুনাথের কণ্ঠস্থিত), (৪) বৃন্দাবনবাসি-গোস্বামিগণের ও সঙ্গিগণের আলোচিত পদসমূহ।

বেদ—(ক) সংহিতা—(১) ঋক্, (২) যজুঃ, (৩) সাম ও (৪) অথর্ব্ব।

(খ) **উপনিষৎ**—(১) ঈশ, (২) ঐতরেয়, (৩) কঠ, (৪) কেন, (৫) ছান্দোগ্য, (৬) তৈত্তিরীয়, (৭) প্রশ্ন, (৮) বৃহদারণ্যক, (৯) মাণ্ডুক্য, (১০) মুণ্ডক ও (১১) শ্বেতাশ্বতর ।

তাপনী—(১) গোপাল ও (২) নৃসিংহ।

সূত্র (দর্শন)—(১) ন্যায়, (২) পাতঞ্জল, (৩) বেদান্ত, (৪) বৈশেষিক, (৫) মীমাংসা ও (৬) সাংখ্য।

পঞ্চরাত্র—(১) কাত্যায়ন-সংহিতা, (২) গৌতমীয়-তন্ত্র, (৩) সাত্বত-তন্ত্র, (৪) তন্ত্রবচন, (৫) নারদ-পঞ্চরাত্র, (৬) বৈষ্ণবতন্ত্র, (৭) ব্রহ্মসংহিতা, (৮) সর্ব্বজ্ঞ-সূক্ত, (৯) সিদ্ধার্থ-সংহিতা, (১০) স্মৃতিবচন ও (১১) হয়শীর্ষ-পঞ্চরাত্র।

পুরাণ ও ভারত—(১) আদিপুরাণ, (২) ইতিহাস-সমুচ্চয়, (৩) উপপুরাণ, (৪) কূর্ম্মপুরাণ, (৫) গরুড়পুরাণ, (৬) নৃসিংহপুরাণ, (৭) পদ্মপুরাণ, (৮) বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর, (৯) বিষ্ণুপুরাণ, (১০) বৃহন্নারদীয়পুরাণ, (১১) ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, (১২) ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ, (১৩) স্কন্দপুরাণ, (১৪) শ্রীভাগবত, (১৫) মহাভারত, (১৬) গীতা, (১৭) সহস্রনাম ও (১৮) হরিভক্তিসুধোদয়।

ধর্ম্মশাস্ত্র—মন্বাদি বিংশতি ধর্ম্মশাস্ত্র।

পূর্ব্বাচার্য্য-রচিত গ্রন্থ—(১) কৃষ্ণকর্ণামৃত (বিল্বমঙ্গল-কৃত), (২) নামকৌমুদী (লক্ষ্মীধর-কৃত), (৩) ভাগবত-তাৎপর্য্য (শ্রীমধ্ব-কৃত ভাগবত-টীকা), (৪) ভাবার্থ-দীপিকা (শ্রীধর-কৃত ভাগবতের টীকা), (৫) মহাভারত-তাৎপর্য্য (শ্রীমধ্ব-কৃত), (৬) মহাভারতীয় উদ্যোগপর্ব্বের শ্রীধর-ধৃত শ্লোক, (৭) মুকুন্দমালা-স্তোত্র (শ্রীকুলশেখর-কৃত), (৮) যামুনাচার্য্যপাদোক্ত পদ্যাবলী, (৯) শ্রীরামানুজ-ভাষ্য, (১০) শ্রীধর-কৃত তন্ত্রবচন, (১১) সর্ব্বজ্ঞসূক্ত ও (১২) স্তোত্ররত্ন (শ্রীযামুনাচার্য্য-কৃত)।

গোস্বামি-রচিত গ্রন্থ—(১) আর্য্যশতক, (২) উজ্জ্বলনীলমণি, (৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রোক্ত পদ্যাবলী, (৪) শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ, (৫) গীতগোবিন্দ, (৬) গোপালচম্পূ, (৭) গোবিন্দলীলামৃত, (৮) জগন্নাথবল্লভ, (৯) বৈষ্ণবতোষণী, (১০) দানকেলিকৌমুদী, (১১) নাটকচন্দ্রিকা, (১২) পদ্যাবলী, (১৩) বিদগ্ধমাধব, (১৪) বৃহদ্ভাগবতামৃত, (১৫) ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, (১৬) ভগবৎসন্দর্ভ, (১৭) লঘুভাগবতামৃত, (১৮) ললিতমাধব-নাটক, (১৯) সর্ব্বসম্বাদিনী, (২০) স্তবমালা, (২১) স্তবাবলী ও (২২) হরিভক্তিবিলাস।

ইতর গ্রন্থ—(১) অধ্যাত্ম-রামায়ণ, (২) অভিধানসমূহ, (৩) অলঙ্কারশাস্ত্র, (৪) উদ্বাহতত্ত্ব, (৫) একাদশীতত্ত্ব, (৬) কাব্য-প্রকাশ, (৭) দিগ্বিজয়ি-স্তব, (৮) নৈষধ, (৯) পাণিনি, (১০) প্রাচীনকৃত শ্লোক, (১১) বঙ্গদেশীয় বিপ্রকৃত শ্লোক, (১২) বাল্মীকি-

কৃত রামায়ণ, (১৩) বিশ্বপ্রকাশ, (১৪) ভরতমুনি-বাক্য, (১৫) ভারবী, (১৬) মলমাসতত্ত্ব, (১৭) মুনিবাক্য, (১৮) যোগবাশিষ্ঠ, (১৯) রঘুবংশ, (২০) শকুন্তলা, (২১) শঙ্করাচার্য্যকৃত শারীরক-ভাষ্য ও (২২) সামুদ্রিক-শাস্ত্র।

গ্রন্থের বিভাগ

গ্রন্থখানি তিনভাগে বিভক্ত,—আদিলীলা, মধ্যলীলা ও অন্ত্যলীলা। আদিলীলায় সপ্তদশ-পরিচ্ছেদ, মধ্যে পঞ্চবিংশ-পরিচ্ছেদ ও অন্ত্যলীলায় বিংশ-পরিচ্ছেদে অন্তর্বিভাগ রচিত হইয়াছে। তিন লীলার বিভিন্ন পরিচ্ছেদে লিখিত বিষয়-সমূহের বর্ণনায় সূত্রাকারে প্রত্যেক-লীলার শেষ-পরিচ্ছেদে অর্থাৎ আদিলীলার সপ্তদশ-পরিচ্ছেদে, মধ্যলীলার পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদে ও অন্ত্যলীলায় বিংশ পরিচ্ছেদে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। তদ্ব্যতীত মধ্যলীলার প্রথম পরিচ্ছেদে শ্রীগৌরসুন্দরের নীলাচলে অবস্থিতি-কালীন যাবতীয় লীলার ধারাবাহিক অনুবাদ লিখিতে গিয়া মধ্য ও অন্ত্যলীলার বিভিন্ন পরিচ্ছেদগত লীলা-বর্ণনের একটী সমাহার পরিদৃষ্ট হয়। ইহাতে পরিচ্ছেদ-গত সংখ্যার উল্লেখ না থাকিলেও লীলাসমূহের সূত্রাকারে বর্ণন আছে। এইরূপ অনুবাদ ও সূত্র-বর্ণন থাকায় গ্রন্থের মধ্যে পরবর্ত্তিকালে অপরের প্রক্ষেপ হইতে গ্রন্থকারের নিজ-গ্রন্থখানির রক্ষা হইয়াছে।

আদিলীলার বিবরণ

আদিলীলার প্রথম চারি পরিচ্ছেদে শ্রীচৈতন্যদেব-তত্ত্ব, পঞ্চম-পরিচ্ছেদে শ্রীনিত্যানন্দ-তত্ত্ব ও ষষ্ঠ-পরিচ্ছেদে শ্রীঅদ্বৈত-তত্ত্ব সূচিত হইয়াছে। সপ্তম পরিচ্ছেদে মহাপ্রভুর নিজতত্ত্ব, প্রকাশতত্ত্ব নিত্যানন্দ, অবতার-তত্ত্ব অদ্বৈত, শক্তিতত্ত্ব গদাধরাদি এবং ভক্ততত্ত্ব শ্রীবাসাদির তত্ত্ব-সম্মিলন বর্ণিত। প্রথম চারি পরিচ্ছেদের প্রথমে শ্রীচৈতন্যের তত্ত্ব সাধারণভাবে, দ্বিতীয়ে বিশেষভাবে, তৃতীয়ে প্রপঞ্চে অবতরণের বাহ্য উদ্দেশ্য, চতুর্থে অন্তরুদ্দেশ্য লিখিয়াছেন। অষ্টম পরিচ্ছেদে গ্রন্থের উপক্রমণিকা ও গ্রন্থকারের নিজ-পরিচয় পাওয়া যায়। নবম পরিচ্ছেদে মহাপ্রভুকে ভক্তিকাননের মালাকাররূপে বর্ণন এবং দশম হইতে দ্বাদশ-পর্য্যন্ত পরিচ্ছেদত্রয়ে মহাপ্রভুর নিজ-পার্ষদশাখা, নিত্যানন্দ-শাখা এবং অদ্বৈত ও গদাধর-শাখার তালিকা প্রদত্ত হইয়াছে। আদিলীলার প্রথম হইতে দ্বাদশ পর্য্যন্ত পরিচ্ছেদগুলিকে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের প্রারম্ভিক 'উদ্বোধন' বা 'উপোদ্ঘাত' বলা যাইতে পারে। আদিলীলার ত্রয়োদশ হইতে সপ্তদশ পরিচ্ছেদ পর্য্যন্ত শেষ পাঁচটী পরিচ্ছেদে ভগবানের গৃহস্থ-চরিত্রের লীলা কথিত হইয়াছে। ত্রয়োদশে জন্মলীলা, চতুর্দ্দশে বাল্যলীলা, পঞ্চদশে পৌগণ্ড-লীলা, ষোড়শে কৈশোর-লীলা এবং সপ্তদশে যৌবন-লীলার ঘটনাবলী বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের আদিলীলায় বর্ণিত কথাগুলি শ্রীবৃন্দাবনদাস-ঠাকুরের শ্রীচৈতন্যভাগবতে বিশেষভাবে বর্ণিত হওয়ায় এই গ্রন্থে তাহা পুনরায় বিস্তৃতভাবে উল্লিখিত হয় নাই। শ্রীচৈতন্যভাগবতকে শ্রীচরিতামৃতের পূর্ব্বভাগ এবং শ্রীচরিতামৃতকে শ্রীচৈতন্যভাগবতের উত্তরভাগ বলা যাইতে পারে। শ্রীচরিতামৃতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর তুর্য্যাশ্রমে অবস্থিতি-কালীন লীলাসমূহ বিশেষভাবে বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীচরিতামৃতের মধ্য ও অন্ত্যলীলার পরিচ্ছেদসমষ্টি অর্থাৎ পঁয়তাল্লিশটী পরিচ্ছেদ—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের সন্ন্যাস-লীলা এবং আদিলীলার শেষ পাঁচটী পরিচ্ছেদ—মহাপ্রভু বিশ্বম্ভরের বাল্যলীলা ও গার্হস্থ্যলীলা-বর্ণনে ব্যবস্থিত। সুতরাং তত্ত্বানুকূল লীলাগ্রন্থ-সূত্রে পঞ্চাশৎ পরিচ্ছেদ এবং তাহার ভূমিকাসূত্রে তত্ত্বপরিচয়ে দ্বাদশ পরিচ্ছেদে,—সর্ব্বসাকল্যে দ্বিষষ্টি পরিচ্ছেদে গ্রন্থ সম্পূর্ণ।

মধ্যলীলার বিবরণ

মধ্যলীলার প্রথম পরিচ্ছেদে প্রচার-কার্য্যে ব্রতী শ্রীরূপ-সনাতনের কথা-প্রসঙ্গ, মধ্য ও অন্ত্যলীলার অনুবাদ-সূত্র-কথন এবং দ্বিতীয়ে অন্ত্যলীলা-কথিত শেষ দ্বাদশবর্ষের লীলামালার সংক্ষিপ্ত পরিচয় লিপিবদ্ধ হইয়াছে। তৃতীয় পরিচ্ছেদে সন্ন্যাস-গ্রহণের পরবর্ত্তি-ঘটনা-বর্ণনমুখে রাঢ়দেশ ও শান্তিপুরে গমন এবং চতুর্থে ও পঞ্চমে নীলাচলপথে রেমুণা, যাজপুর, কটক, সাক্ষিগোপাল ও ভুবনেশ্বরাদি স্থানের আখ্যায়িকা এবং দণ্ডভঙ্গ-লীলা বর্ণিত হইয়াছে। ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে মহাপ্রভুর পুরীতে আগমন ও সার্ব্বভৌম-মিলন, সপ্তমে দক্ষিণ-যাত্রা, অষ্টমে রামানন্দ-মিলন, নবমে দক্ষিণাত্য-ভ্রমণকাহিনী, দশমে ও একাদশে পুরীতে প্রত্যাগমন ও গৌড়াগত ভক্তগণের ও উৎকল-ভক্তগণের সম্মিলন চিত্রিত হইয়াছে। দ্বাদশ, ত্রয়োদশ ও চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদত্রয়ে প্রভুর পুরুষোত্তমে অবস্থান ও জগন্নাথদেবের যাত্রাদি-প্রসঙ্গ এবং পঞ্চদশে ভক্তবিদায় অঙ্কিত হইয়াছে। ষোড়শে প্রভুর বৃন্দাবনযাত্রা ও মধ্যপথ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন এবং শান্তিপুরে রঘুনাথদাস-প্রসঙ্গ কথিত হইয়াছে। সপ্তদশে বন-পথে পুনঃ বৃন্দাবনযাত্রা, অষ্টাদশে বৃন্দাবন-ভ্রমণ, ঊনবিংশে প্রয়াগে শ্রীরূপশিক্ষা এবং বিংশ হইতে পঞ্চবিংশ পর্য্যন্ত ছয়টী পরিচ্ছেদে কাশীতে সনাতন-শিক্ষা-প্রসঙ্গে—বিংশ ও একবিংশে সম্বন্ধ-জ্ঞান, দ্বাবিংশে অভিধেয়, ত্রয়োবিংশে প্রয়োজন, চতুর্ব্বিংশে 'আত্মারামাশ্চ'-শ্লোকার্থ-বিবরণ এবং পঞ্চবিংশে মায়াবাদি-বিমোচন-লীলা বর্ণিত হইয়াছে।

অন্ত্যলীলার বিবরণ

অন্ত্যলীলার আদি পরিচ্ছেদে শ্রীরূপের সহিত দ্বিতীয়বার মিলন-প্রসঙ্গে তাঁহার রচিত গ্রন্থশ্রবণ ও শিবানন্দের কুক্কুরাখ্যান, দ্বিতীয়ে ছোট হরিদাসাখ্যানে যোষিৎসঙ্গিপরিহারলীলা, তৃতীয়ে হরিদাস-মহিমা ও নাম-মহিমা, দামোদরের বাগ্‌দণ্ড, চতুর্থে শ্রীসনাতনের সহিত দ্বিতীয়বার মিলন, পঞ্চমে প্রদ্যুম্নমিশ্রের রামানন্দ-সঙ্গ ও বঙ্গকবির তত্ত্ব-বিভ্রাট, ষষ্ঠে দাস-গোস্বামীর কথা ও মহোৎসব, সপ্তমে বল্লভভট্ট-মিলন, অষ্টমে রামচন্দ্রপুরীর কটাক্ষে ভিক্ষা-সঙ্কোচ, নবমে

রাজার্থাপহারীর গর্হণ, দশমে রাঘবের ঝালি, ভৃত্যের সেবাবৃত্তি-পরীক্ষা এবং নৃত্য, একাদশে হরিদাস-ঠাকুরের নির্য্যাণ, দ্বাদশে জগদানন্দের আনীত তৈলোপেক্ষা ও নিত্যানন্দের শিবানন্দ-তাড়ন, ত্রয়োদশে জগদানন্দের বৃন্দাবন-যাত্রা, প্রভুর দেবদাসীর গীতশ্রবণ এবং রঘুনাথভট্ট-সংবাদ, চতুর্দ্দশে ও পঞ্চদশে দিব্যোন্মাদ, অন্তর্দ্দশায় বৃন্দাবনোপলব্ধি ও কৃষ্ণান্বেষণ, ষোড়শে কালিদাসের বৈষ্ণবোচ্ছিষ্টপ্রসঙ্গ, কবিকর্ণপূরের শৈশবাখ্যান, কৃষ্ণাধরামৃতফল-মাহাত্ম্য, সপ্তদশে গাভিমধ্যে অন্তর্দ্দশা, অষ্টাদশে সমুদ্রমধ্যে অন্তর্দ্দশা, ঊনবিংশে বিপ্রলম্ভাবস্থা এবং বিংশে শিক্ষাষ্টক, অন্ত্যলীলার সূত্রবর্ণন ও গ্রন্থসমাপ্ত এবং গ্রন্থকারের দৈন্য বর্ণিত হইয়াছে।

শ্রীচৈতন্যদেবের প্রচারিত ধর্ম্মমতকে কেহ কেহ আধুনিক ও নবোদ্ভাবিত বলিবার ধৃষ্টতা প্রদর্শন করেন, কিন্তু সকল শাস্ত্রই তারস্বরে তাঁহার কথাই ন্যূনাধিক বলিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়াও সুষ্ঠুভাবে বর্ণন করিতে পারেন নাই। ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেব বাস্তবসত্য-বিষয়ে যে-সকল কথা বলিয়াছেন, তাহাই তিনি প্রাকৃতসর্গের প্রারম্ভে ব্রহ্মার হৃদয়ে প্রকটিত করিয়াছিলেন। ব্রহ্মা কালে কালে যে-সকল ব্যক্তির নিকট ঐ কথা প্রকাশিত করিয়াছিলেন, তাহা ক্রমশঃ কালপ্রভাবে নানাপ্রকারে বিপন্ন হইয়াছিল। ব্রহ্মার কথিত বাস্তবসত্য শ্রুতিপরম্পরায় পরবর্ত্তী ঋষিসমাজে প্রকাশিত হইলেও গুণত্রয়ের আক্রমণে শ্রৌতবাণী নানাপ্রকারে রূপান্তরিত হইয়াছে। শ্রৌতবাণীর বিকৃত ধারণা যেকালে বাস্তবসত্যকে আবৃত ও বিপর্য্যস্ত করিবার প্রয়াস করে, তৎকালেই শ্রৌতপন্থার আদিপুরুষ ভগবান্ বিষ্ণু স্বীয় নৈমিত্তিক লীলাবতারসমূহের অবতারণা করেন।

শ্রীচৈতন্য-প্রচারিত বাস্তব সত্যধর্ম্মের সুপ্রাচীনত্ব ও প্রাগ্‌বন্ধযুগীয় ইতিহাস

ব্রহ্মার সাতটী বিভিন্ন **জন্মে** সেই বাস্তব সত্য পুনঃ পুনঃ প্রকাশিত হইয়াছিল। কালপ্রভাবে সেই সত্য ন্যূনাধিক লুপ্ত হইয়া কলিযুগে বিবিধ তর্কপন্থার আবাহন করিয়াছে। ব্রহ্মার **প্রথম মানস জন্মে** শ্রীনারায়ণ হইতে ফেনপগণ বাস্তবসত্যের কথা অবগত হন। ফেনপগণ হইতে বৈখানসগণ এবং তাঁহাদের নিকট হইতে চন্দ্র বাস্তবসত্য লাভ করেন। ব্রহ্মার **দ্বিতীয় চাক্ষুষ জন্মে** নারায়ণের কৃপাক্রমে ব্রহ্মা ও রুদ্র এবং রুদ্র হইতে বালখিল্যগণ সেই সত্যে উপনীত হন। ব্রহ্মার **তৃতীয় বাচিক জন্মে** নারায়ণ হইতে সুপর্ণ ঋগ্বেদের আকর মন্ত্র লাভ করেন। তৎকালে বায়ু হইতে বিঘশাসি-সম্প্রদায় এবং বিঘশাসিগণ হইতে মহোদধি ঐকান্তিক ধর্ম্মবিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করেন। ব্রহ্মার **চতুর্থ শ্রবণজ জন্মে** আরণ্যক-সহ বেদশাস্ত্রে সাত্বতধর্ম্ম প্রচারিত হয়। তৎকালে ব্রহ্মা হইতে স্বারোচিষ মনু, তাঁহা হইতে তাঁহার পুত্র শঙ্খপদ এবং শঙ্খপদের পুত্র সুবর্ণাভ সাত্বতধর্ম্ম শিক্ষা করেন। ব্রহ্মার মানসজন্ম, চাক্ষুষজন্ম, বাচিকজন্ম ও শ্রবণজ-জন্ম—এই চারিপ্রকার আবির্ভাবে সত্যযুগে ধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছিল। তৎকালে ত্রেতাযুগের ন্যায় বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম ও বৈদিক কর্ম্ম-কাণ্ডের প্রচার আরম্ভ হয় নাই।

ব্রহ্মার সপ্ত জন্মে বাস্তব-সত্যের প্রকাশ

ফেনপ, বৈখানস, সোম, রুদ্র, বালখিল্য, সুপর্ণ, বায়ু, মহোদধি, স্বারোচিষ মনু, শঙ্খপদ ও সুবর্ণাভ প্রভৃতি প্রাগ্‌বন্ধযুগের হরিজনগণের সকলেই একায়ন-শাখী ছিলেন। সেই সময়ে বৈদিক শাখার কোনও বিভাগ ছিল না বলিয়াই বৈদিক ঋষিগণ 'একায়ন-শাখী'-নামে পরিচিত ছিলেন। ফেনপ, বৈখানস, বালখিল্য ও পরবর্ত্তিসময়ে ঔড়ুম্বরগণ পূর্ব্ব-সম্প্রদায়-চতুষ্টয়ের অনুসরণে বর্ণাশ্রমধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হইবার কালেও বানপ্রস্থের শাখাবিশেষে পর্য্যবসিত হইয়াছিলেন।

বাস্তব সত্যোপাসকগণের বর্ণাশ্রমাতীত একায়ন-শাখিত্ব

ত্রেতার প্রারম্ভে বর্ণাশ্রমধর্ম্ম গুণকর্ম্ম-বিভাগানুসারে চারি চারিভাগে বিভক্ত হয়। তৎকালে ব্রহ্মার **পঞ্চম নাসত্য জন্মে** নারায়ণ হইতে সনৎকুমার ঐকান্তিক ধর্ম্মে প্রবিষ্ট হন। সনৎকুমার হইতে বীরণ, বীরণ হইতে রৈভ্য, রৈভ্য হইতে কুক্ষি ঐকান্তিক ধর্ম্মে প্রবিষ্ট হন। সেই সময়ে ব্রহ্মার **ষষ্ঠ অণ্ডজ জন্মে** ব্রহ্মা হইতে বর্হিষৎ ও তদগ্রজ অবিকম্পন প্রভৃতি ঐকান্তিক সাত্বত-ধর্ম্মে প্রবিষ্ট হন। ব্রহ্মার ষষ্ঠ জন্মেই সর্ব্বপ্রথমে সামবেদ-গানের ধ্বনি উদ্গীত হয়। ব্রহ্মার **সপ্তম পাদ্মজন্মেই** নারায়ণ হইতে ব্রহ্মা, ব্রহ্মা হইতে দক্ষ, আদিত্য, বিবস্বান্, মনু ও ইক্ষ্বাকু প্রভৃতি ভাগবতধর্ম্মে অবস্থিত হইয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

সর্ব্বশাস্ত্র-প্রসিদ্ধ ব্রহ্মার পাদ্মজন্মে ভক্তির ইতিহাস

শ্রীসম্প্রদায়—রত্নাকর হইতে উদ্ভূত। রত্নাকর প্রাচীন বিঘশাসি-সম্প্রদায় হইতে এবং উক্ত সম্প্রদায় আবার বায়ু হইতে ব্রহ্মার তৃতীয় বাক্যজ জন্মে প্রকটিত হন। ব্রহ্ম-সম্প্রদায় ও রুদ্র-সম্প্রদায় ব্রহ্মার চাক্ষুষজন্মে শ্রীনারায়ণ হইতে কৃপালাভ করেন। তাঁহাদের অধস্তন বালখিল্যগণই ব্রহ্ম ও রুদ্র-সম্প্রদায়ের সংরক্ষণ করেন। সনৎকুমার ব্রহ্মার পঞ্চম নাসত্য জন্মে শ্রীনারায়ণ হইতে ত্রেতা-প্রারম্ভে ঐকান্তিক ধর্ম্মলাভ করেন।

সাত্বত-সম্প্রদায়-চতুষ্টয়ের ইতিহাস

পাদ্মকল্পের ভগবদবতারাবলীর কথা শাস্ত্রে কীর্ত্তিত আছে। মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, ভার্গব, রাম, বলদেব, বুদ্ধ

সাত্বত, ভক্ত বা ভাগবত-গণের সুপ্রাচীনত্ব বা সনাতনত্ব

ও কল্কি—এই বিষ্ণু-অবতার দশটী উপাস্যরূপে গৃহীত হইয়া বিভিন্ন সাত্বত-শ্রেণীর অনুষ্ঠানসমূহ পুরাণ, মহাভারত প্রমুখ-গ্রন্থে লিপিবদ্ধ দেখা যায়। যদিও এই সকল শাস্ত্রগ্রন্থ সংস্কৃত দেবভাষায় রচিত, তাহা হইলেও প্রাগ্গ্রন্থযুগে সাত্বতধর্ম্মের কথা ইঙ্গিতে ও কিয়ৎপরিমাণে বর্ণন আমাদের লক্ষিতব্য বিষয় হয়। ভগবানের দশাবতারের উপাসকগণ 'ভক্ত', 'ভাগবত' বা 'সাত্বত' আখ্যা লাভ করিয়াছেন। পার্থিব বিচারে যেস্থলে নশ্বর, পরিবর্ত্তনশীল খণ্ডকালের অনুভূতি এবং প্রাকৃত খণ্ডিত পাত্রানুভূতি আরব্ধ, সেস্থলে ভগবানের গুণাবতারদ্বয় ভগবৎপর্য্যায়ে গণিত।

অশ্রৌতপন্থায় আবৃত গৌণ দর্শন ও ভাগবত-বিপর্য্যয় ধর্ম্ম

অধোক্ষজ বিজ্ঞান ব্রহ্মার হৃদ্দেশে সর্ব্বকালে প্রকটিত থাকিলেও ব্রহ্মার অধস্তনগণের মধ্যে অক্ষজ প্রবৃত্তিবশে নানাপ্রকার তাৎকালিক প্রতীতি নিত্য সত্য শ্রেণীতে অবৈধভাবে গণিত হইয়াছে। তজ্জন্যই জগতে ভগবদ্‌বিষয়ে নানাপ্রকার বিবদমান ধারণার প্রবৃত্তি দেখা যায়। কোথায়ও বা গ্রাম্যদেবতাবাদ, ভূতপ্রেতবাদ, বশীকরণ, পঞ্চপক্ষি-সাধন, পঞ্চমকার-সাধনমুখে জড়োন্মুখী শাক্তেয়মতবাদ, কোথায়ও বা সত্ত্ব-রজোমিশ্রিত গুণ-প্রভাবিত সৌরবাদ এবং কোথায়ও বা সত্ত্বতমোগুণোত্থ গাণপত্যমতের গগনভেদি-নিনাদ সাত্বতমত-বিপর্য্যয়ের উদ্দেশে প্রতিদ্বন্দ্বিতার অভিনয় দেখাইয়াছে। ব্রহ্মার চিত্তে উদিত অধোক্ষজের সেবনপ্রণালীর অমর্য্যাদা করিয়া অন্যাভিলাষ—কর্ম্ম ও জ্ঞানপথে তদধস্তন বদ্ধজীবের চিত্তবৃত্তিকে প্রধাবিত করাইয়াছে। ঐ সকল তাৎকালিক উদিত চিত্তবৃত্তি তমোগুণসেব্য গুণাবতার রুদ্রের বিক্রমে স্তব্ধ হয়। প্রাকৃত জগতে নির্গুণ বিষ্ণুর রজোগুণাবতার ব্রহ্মার বিবিধ অধিষ্ঠান তত্তৎস্বভাববিশিষ্ট জনগণকর্ত্তৃক কল্পিত, উদ্ভাবিত ও প্রকটিত হইয়াছে এবং তাদৃশ রাজসিক প্রবৃত্তি তমোগুণে লীন হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত গুণময় বিষ্ণুর উপাসনা প্রপঞ্চে স্বীয় বিক্রম প্রকাশ করে। প্রকৃত প্রস্তাবে সগুণ ও নির্গুণোপাসনার ধারণা প্রাকৃত বিচারে সংশ্লিষ্ট।

অভক্তিমার্গ—অন্যাভি-লাষ, কর্ম্ম ও জ্ঞান

প্রাকৃত বিচার-রাজ্য অতিক্রম করিয়া প্রপঞ্চে অবস্থিত সগুণ ও নির্গুণোপাসনা ভক্তি-প্রতিকূল অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম ও জ্ঞানের আশ্রয়ে প্রপঞ্চে স্ব-স্ব প্রভাব বিস্তার করে। অপ্রাকৃত ভগবৎসেবা নির্গুণ বা সগুণ উপাসনায় প্রাপঞ্চিক বিকারে বিকৃত হইবার যোগ্য নহে। তথাপি আমরা কলির প্রাবল্যে বা বিবাদযুগের প্রবৃত্তিতে নানাপ্রকার ভক্তিবিরোধী মতবাদ লক্ষ্য করি। শ্রীচৈতন্যদেব জগদ্‌গুরুর আসনে অধিষ্ঠিত হইয়া কুতার্কিকগণের নানাপ্রকার কুতর্কের উৎসাদন করিয়াছেন।

চারিযুগ ধর্ম্ম

সত্যযুগের বিষ্ণুধ্যান, ত্রেতার বিষ্ণুযজ্ঞ, দ্বাপরের বিষ্ণুপরিচর্য্যা ও কলির ভগবন্নামকীর্ত্তন কুতর্কগ্রস্ত বদ্ধজীবের ভগবদ্দর্শনে ও সেবাকার্য্যে সবিশেষ উপযোগী। তথাপি বিষ্ণুমায়ার বিক্ষেপাত্মিকা ও আবরণাত্মিকা শক্তি-প্রভাবে প্রকৃত সত্যানুসরণ সকলের ভাগ্যে ঘটিতে পারে না।

ভক্তির প্রাকট্য-কাল

যোগ্যতার অভাবে কলিহত জীবের দুর্গতিবর্ণনে বরাহপুরাণ বলেন,—কলি-প্রবৃত্তির দশসহস্রবর্ষকাল বিষ্ণু-উপাসনা জগতে প্রবল থাকিবে। তদর্দ্ধ পরিমিতকাল বিষ্ণুপাদোদকের মহিমা জগতে আদরণীয় হইবে। সাধারণ গ্রামবাসীর প্রাকৃত-ধারণামূলে যে সকল উপাস্য কল্পিত হয়, তত্তদ্ গ্রাম্যদেবতাকে ভগবদ্‌বোধ সার্দ্ধ-দ্বিসহস্রবর্ষকাল চলিতে থাকিবে। কিন্তু সাত্বত-শাস্ত্র বলেন,—পদ্মজ ব্রহ্মার সপ্তম অধিষ্ঠানে বিষ্ণুর সহিত আধিকারিক দেবগণের সাম্যপ্রয়াস-বাসনা সার্দ্ধদ্বিসহস্র বৎসর কর্ম্মরাজ্যের পথিকগণের ভ্রম উৎপাদন করিবে। বিষ্ণুপাদোদকে সাধারণ নীরবুদ্ধি পাঁচ সহস্র কল্যব্দ পর্য্যন্ত চলিতে থাকিবে। আর দশসহস্র বর্ষ পর্য্যন্ত বিষ্ণুকে অপর দেবকুলের সহিত সমান জ্ঞান অমঙ্গল-পথের পথিকগণ ধ্রুবসত্য বলিয়া গ্রহণ করিবেন।

অসংখ্য দোষাকর কলি-যুগের অপূর্ব্ব মহাগুণ

সাত্বতশাস্ত্র বলেন,—কলির শত শত দোষ থাকিলেও একটী মহাগুণ আছে এই যে, গৌরবিহিত কীর্ত্তনশ্রবণে জীবের প্রাকৃত বুদ্ধি হইতে মুক্তিলাভ ঘটে। কর্ম্ম ও জ্ঞান-কাণ্ডীয় বিচারকগণের সঙ্কীর্ণ বিচার হইতে কৃষ্ণকীর্ত্তন-প্রভাবেই কলিজীবের নানা মতবাদ হইতে মুক্তিলাভ ঘটে। তজ্জন্য শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের লেখক গ্রন্থ-প্রারম্ভের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে শ্রীচৈতন্যদেবের অলৌকিক ও সর্ব্বব্যাপী অনুগ্রহের কথা উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তনমুখে প্রচার করিয়াছেন।

আনুগত্য-মাহাত্ম্য

দুঃসঙ্গবর্জ্জনরূপ কুসিদ্ধান্তের হস্ত হইতে একমাত্র শ্রীচৈতন্যদেবের অনুগতজনগণই মুক্ত হইতে সমর্থ। শ্রীচৈতন্যকৃপা-বঞ্চিতজনগণ কুসিদ্ধান্ত-গর্ত্তে কূপমণ্ডূক-বিচারে প্রাপঞ্চিক দর্শনে আবদ্ধ থাকিবেন। তাঁহারা কোন কালেই অধোক্ষজ সেবায় নিযুক্ত হইবার অধিকার পাইবেন না।

যাঁহারা হরিসেবাবিমুখ হইয়া কুসিদ্ধান্তকে ভক্তিসিদ্ধান্তের সহিত সমপর্য্যায়ে গণনা করেন, তাঁহাদিগের সঙ্গ হইতে জীবকুলকে সেবোন্মুখ করিবার জন্যই শ্রীচৈতন্যদেবের প্রপঞ্চে লীলা প্রকটন।

শ্রীচৈতন্যের অমন্দোদয়া-দয়া

শ্রীচৈতন্যদেব কত প্রকার হরিবিমুখ-সম্প্রদায়ের চিত্তবৃত্তির আময় বিদূরিত করিয়াছেন, তাহার একটী সংক্ষিপ্ত তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে ঃ—

নানামতগ্রাহব্যাপ্ত সংসার

১। বেদবিদ্বেষী অন্যাভিলাষী আধ্যক্ষিক গুণোপাসক নাস্তিক চার্ব্বাক।
২। ক্ষণিকবাদী গুণোপাসক নাস্তিক তার্কিক বৌদ্ধ।
৩। স্যাৎবাদী গুণোপাসক জৈন তার্কিক অর্হৎ।
৪। নিরীশ্বর নির্গুণাত্মবাদী তার্কিক সাংখ্য।
৫। সেশ্বর নির্গুণাত্মবাদী তার্কিক পাতঞ্জল।
৬। সমন্বয়বাদী শ্রৌতব্রুব কেবলাদ্বৈতবিচারপর হরিবিমুখ শাঙ্কর।
৭। পদার্থবাদী শ্রৌতব্রুব সগুণোপাসক বৈয়াকরণ।
৮। বাক্যার্থবেদী শ্রৌতব্রুব সগুণোপাসক মীমাংসক।
৯। উৎপত্তি-সাধনাদৃষ্টবাদী শব্দ-প্রমাণান্তর অঙ্গীকারী সগুণোপাসক নৈয়ায়িক।
১০। উৎপত্তি-সাধনাদৃষ্টবাদী শব্দ-প্রমাণান্তর অনঙ্গীকারী সগুণোপাসক বৈশেষিক।
১১। নিরস্ততর্ক শৈব ভোগ-সাধনাদৃষ্টবাদী জীবন্মুক্ত বিচারপর সগুণোপাসক সেশ্বর।
১২। ভোগসাধনাদৃষ্টবাদী বিদেহমুক্তিবাদী আত্মৈক্যবাদী সগুণোপাসক প্রত্যভিজ্ঞ।
১৩। ভোগসাধনাদৃষ্টবাদী আত্মভেদবাদী বিদেহমুক্তিবাদী কর্ম্মানপেক্ষ ঈশ্বরবাদী সগুণোপাসক নকুলীশ-পাশুপত শৈব-সম্প্রদায়।
১৪। ভোগসাধনাদৃষ্টবাদী বিদেহমুক্তিবাদী আত্মভেদবাদী কর্ম্মসাপেক্ষ ঈশ্বরবাদী সগুণোপাসক শৈব-সম্প্রদায়।

শ্রীচৈতন্যলীলার লেখক পরমহংসলীলাভিনয়কারী শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু "নানামতগ্রাহগ্রস্তান্ দাক্ষিণাত্যজনদ্বিপান্। কৃপারিণা বিমুচ্যৈতান্ গৌরশ্চক্রে স বৈষ্ণবান্।।" শ্লোকদ্বারা প্রাপঞ্চিক তর্কপন্থিদিগকে শ্রীব্যাসের আনুগত্য লাভের জন্য পরামর্শ দিয়াছেন। ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী আশ্রমীর বেশে সেই পারমহংস্য-ধর্ম্ম গ্রহণ করিবার জন্য দৈববর্ণাশ্রমিগণের জগদুপদেশক হইয়াছেন। তাঁহার বিজয়-বৈজয়ন্তী-বহন-সূত্রে শ্রীচৈতন্যাশ্রিত প্রচারক-সম্প্রদায়কে শ্রীরূপানুগ বলিয়া জানিতে যেন কাহারও বিবর্ত্ত উপস্থিত না হয়,—ইহাই আমার সকাতর প্রার্থনা।

বর্ণাশ্রমিগুরু পরমহংস বা বৈষ্ণব-পূজা কর্ত্তব্যতা

বাহ্য প্রাপঞ্চিক ধারণাবশে পরমহংসানুগত বৈষ্ণবদাসানুদাসের আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকলাপ যেন কাহারও সত্যদর্শনে বাধা না দেয়। ইহা বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, শ্রীগৌরসুন্দর-প্রকাশিত সাধনতত্ত্ব—অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম ও জ্ঞানে আবদ্ধ নহে ; কিন্তু ন্যূনাধিক সকল সম্প্রদায়ের মধ্যেই ঐগুলি সাধন বলিয়া বহুমানিত হয়।

পরমহংস বৈষ্ণব বা তদ্দাসগণকে প্রাকৃত-দর্শনে নিষিদ্ধতা

অন্যাভিলাষীর ঐহিক ফল লাভ, কর্ম্মীর পারলৌকিক নশ্বর ফল লাভ, নির্ব্বেদ ব্রহ্মানুসন্ধিৎসুর জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতৃত্বা-ভাবজন্য স্বরূপ-বিনাশচেষ্টা প্রভৃতি সাধ্যবস্তুর ভগবৎপ্রেমার সহিত তুলনা হয় না। ভগবৎপ্রেমা যাঁহাদের নিকট সাধ্যবস্তুরূপে নিত্যকাল পরিদৃষ্ট হইবার পরিবর্ত্তে পরিবর্ত্তনশীল, তাঁহাদের সাধ্যবিচার প্রাপঞ্চিক বা ঔপাধিক অজ্ঞানের সহিত সমশ্রেণীস্থ। এই সাধ্য-সাধন-বিচারের কথাই পারমহংস্য-সম্প্রদায়ের পূর্ব্বগুরু শ্রীকবিরাজ গোস্বামী স্বীয় উপাস্যবস্তু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-লীলা-বিগ্রহে সুষ্ঠু লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

গ্রন্থকারের জগদ্গুরুত্ব বা বৈষ্ণবাচার্য্যত্ব

শ্রীগৌরসুন্দর তত্ত্ববাদি-শাখাস্থিত একদণ্ডিগণের সহিত যে তত্ত্ববাদশাখায় অসম্পূর্ণতা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত গ্রন্থে সুষ্ঠুভাবেই লিপিবদ্ধ আছে। দাক্ষিণাত্য-দেশ পরিভ্রমণ-কালে শ্রীলক্ষ্মণদেশিকাবস্থিত মূলকেন্দ্র শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের সম্পূর্ণতা-সাধনোদ্দেশে শ্রীগৌরসুন্দর যে-সকল কথা স্বীয় লীলায় গৌড়ীয়গণের সাধন-সুষ্ঠুতার জন্য প্রকটিত করিয়াছিলেন, তাহাও শ্রীচরিতামৃতে স্থানে স্থানে উল্লিখিত আছে। শ্রীনিয়মানন্দ মুনির 'পারিজাত', 'দশশ্লোকী' প্রভৃতি গ্রন্থে যে-সকল অভাব তদনুগ সম্প্রদায়ে কৃষ্ণভজনের অন্তরায়রূপে পরিগণিত হইত, সেই সকল অভাব

ব্রহ্মসূত্রভাষ্য-শ্রীভাগবতবেদ্য অচিন্ত্য-ভেদাভেদ সত্য-সংস্থাপন-দ্বারা চারি সাত্বত-সম্প্রদায়ের সম্পূর্ণতা ও সৌষ্ঠব-সম্পাদন

কাশ্মীরদেশীয় কেশবাচার্য্যের সহিত বিচারকালে শ্রীগৌরকৃষ্ণ পরিপূরণ করিয়াছিলেন। বৌদ্ধমতবাদ-বিনাশক পাণ্ড্যদেশীয় সর্ব্বজ্ঞ আদি বিষ্ণুস্বামীর অধস্তন শ্রীধরস্বামীকে 'ভক্ত্যেকরক্ষক'-রূপে দর্শন করিতে গিয়া শ্রীগৌরসুন্দর তৎসম্প্রদায়ের অভাব পূরণ করেন। শ্রীনৃসিংহোপাসনার অভ্যন্তরে শ্রীকৃষ্ণোপাসনার সৌন্দর্য্য প্রকটিত করাইয়া দ্বিতীয় বিষ্ণুস্বামী কাঞ্চীনিবাসী বাল-গোপাল ত্রিদণ্ডিস্বামী ও তদানীন্তন শ্রীবিল্বমঙ্গলের শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতের ভাবসমূহের সম্বর্দ্ধনা করেন। এই বাল-গোপালের কাঞ্চীশ্বর ও দ্বারকেশ-স্থাপনের কথা দ্বিতীয় বিষ্ণুস্বামি-সম্প্রদায়ে প্রচলিত ছিল, পরে শ্রীরামানুজাচার্য্যের অভ্যুদয়ে কাঞ্চীশ্বর রাজগোপাল বা বরদরাজ-নামে অভিহিত হন। তৃতীয় আন্ধ্রবিষ্ণুস্বামি-সম্প্রদায়ের শিষ্য-বংশ-পারম্পর্য্যে উদিত শ্রীবল্লভাচার্য্য-রচিত 'সুবোধিনী'-টীকায় যে-সকল অভাব ছিল, তাহার পরিপূরণ লীলাও শ্রীচরিতামৃত-গ্রন্থে সর্ব্বতোভাবে উদাহৃত আছে।

শ্রীচৈতন্যদেব যে অত্যুন্নত শ্রীকৃষ্ণভজন-প্রণালী তদনুগ গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ে প্রদান করিয়াছেন, তদ্দর্শনে অনেকেই সাম্প্রদায়িক আচার্য্য-চতুষ্টয়ের সহিত শ্রীগৌরসুন্দরের মতভেদ লক্ষ্য করিয়া তাঁহাকে স্বতন্ত্র বিচারময় সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তক জ্ঞান করেন। প্রকৃতপ্রস্তাবে তিনি আচার্য্য মাত্র নহেন, আচার্য্য-চতুষ্টয়ের সিদ্ধান্তের অভাবসমূহের পরিপূরণ-কর্ত্তা। তিনি স্বয়ংরূপ ভগবদ্বস্তু হওয়ায় কেবলাদ্বৈতবাদের বিচারদৌর্ব্বল্য-প্রদর্শন তাঁহাতে দোষাশ্রয় বলিয়া প্রতিভাত হয় নাই। অচিন্ত্যভেদাভেদবাদই শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মার হৃদয়ে প্রকটিত করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যচরিত-লেখকসূত্রে অভিন্ন ব্রজেন্দ্রনন্দনের সেবা-সৌষ্ঠবের অভিনয়কারী শ্রীগৌরসুন্দরের লীলাপূর্ণাঙ্গসমূহ গ্রন্থকারের হস্তেই সুচারুভাবে অঙ্কিত হইয়াছে। জীবন্মুক্ত গৌড়ীয় মহাভাগবতগণ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-আলোচনাক্রমে ভজন-পরাকাষ্ঠা লাভ করিবেন।

উপসংহার

"শ্রূয়তাং শ্রূয়তাং নিত্যং গীয়তাং গীয়তাং মুদা ।
চিন্ত্যতাং চিন্ত্যতাং ভক্তাশ্চৈতন্যচরিতামৃতম্ ॥"

"কৃষ্ণদাস কবিরাজ, রসিক ভকত-মাঝ,
যেঁহো কৈল চৈতন্য-চরিত ।
গৌর-গোবিন্দ-লীলা, শুনিতে গলয়ে শিলা,
তাহাতে না হৈল মোর চিত ॥"

—শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর

নিবেদন

পরমারাধ্যতম শ্রীগুরুপাদপদ্ম নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট জগদ্‌গুরু শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের অশেষ কৃপায় ভগবৎপার্ষদপ্রবর শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামি-কৃত 'শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থখানি বহুবিধ বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি হইতে নানা বৈশিষ্ট্যে ভূষিত হইয়া প্রথম সংস্করণ-রূপে প্রকাশিত হইলেন। এই বিশেষ গ্রন্থ শ্রীগৌরাঙ্গ-সমাজে স্বভাবতঃই বিশেষ আদরণীয়, তদুপরি ইঁহাকে নানাবিধ অলঙ্কারে ভূষিত হইতে দেখিয়া তাঁহারা যে পরমানন্দিত হইবেন, ইহাতে সন্দেহ নাই।

শ্রীচৈতন্যদেবের পার্ষদগণই শ্রীচৈতন্যদেবের যাবতীয় তত্ত্ব ও লীলা-তাৎপর্য্য বর্ণনার সর্ব্বসত্ব-সংরক্ষণকারী। শ্রীমুরারী গুপ্ত, শ্রীস্বরূপ দামোদর, শ্রীসনাতন গোস্বামী, শ্রীরূপ গোস্বামী, শ্রীজীব গোস্বামী, শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য, শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী, শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামী, শ্রীরঘুনাথদাস গোস্বামী, শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর, কবিকর্ণপূর, শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভৃতি গৌরপার্ষদগণের রচনাই সকল সুমেধাগণের নিকট প্রামাণিক-রূপে সমাদৃত হইয়া থাকে। তন্মধ্যে শ্রীমুরারী গুপ্তের কড়চা 'শ্রীচৈতন্যচরিতে' শ্রীচৈতন্যদেবের বিশেষতঃ নবদ্বীপে অবস্থানকালীন লীলা ও শ্রীস্বরূপদামোদর প্রভুর কড়চায় বিশেষতঃ তাঁহার সন্ন্যাস-গ্রহণান্তর লীলা ব্যক্ত হইয়াছে। মূলতঃ এই দুই কড়চাই পরবর্ত্তিকালে শ্রীচৈতন্যলীলা-বর্ণনাকারিগণের নিকট দিগ্‌দর্শি-রূপে বৃত হইয়াছে।

শ্রীচৈতন্যদেবের পরম প্রণয়ী ভক্ত শ্রীশিবানন্দ সেনের পুত্র শ্রীচৈতন্যদাস ১৪৬৪ শকে অর্থাৎ মহাপ্রভুর অন্তর্দ্ধানের নয় বৎসর পর 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃত-কাব্যম্' রচনা করেন। কাহারও মতে উক্ত গ্রন্থ তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা 'কবিকর্ণপূর'-কর্ত্তৃকই রচিত। ১৪৯৪ শকাব্দে তিনি 'শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটকম্' রচনা সমাপ্ত করেন। শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী তাঁহার শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত রচনাকালে অনেকাংশে সেই নাটকটীকে অনুসরণ করিয়াছেন এবং প্রমাণরূপে অনেক শ্লোক তাঁহার গ্রন্থে উদ্ধৃত করিয়াছেন। উক্ত নাটকের চারি বৎসর ব্যবধানে শ্রীকর্ণপূর 'গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকা' রচনা করেন। তাঁহার এইসকল গ্রন্থ শ্রীচৈতন্যদেব-সম্বন্ধে অমলপ্রমাণ-ভাস্কররূপে গৌড়ীয়-গগনে চির উদিত হইয়া আছেন।

শ্রীষড়্‌গোস্বামীর মধ্যে শ্রীরঘুনাথদাস গোস্বামীই একমাত্র সুদীর্ঘ ষোল বৎসর শ্রীস্বরূপদামোদর প্রভুর আনুগত্যে মহাপ্রভুর অন্তর্দ্ধানকালাবধি তাঁহার বিভিন্ন অন্তরঙ্গসেবায় নিযুক্ত থাকিয়া তাঁহার অন্ত্যলীলার সাক্ষীস্বরূপ হইয়াছেন। "সেকালে এ দুই রহেন মহাপ্রভুর পাশে। আর সব কড়চা-কর্ত্তা রহেন দূরদেশে।।" (অন্ত্য ১৪।৮)। শ্রীদাস গোস্বামীর রচিত 'স্তবাবলী'তে 'শ্রীগৌরাঙ্গ-স্তবকল্পতরুঃ' প্রভৃতি স্তোত্রে শ্রীচৈতন্যদেবের মহিমা ও অন্ত্যলীলার বিভিন্ন দিক্ ব্যক্ত দেখিতে পাওয়া যায়। 'স্বরূপের রঘু'-নামে সুপরিচিত শ্রীরঘুনাথদাস গোস্বামীরই নিকট মূলতঃ 'শ্রীস্বরূপ-দামোদর-কড়চা' সংরক্ষিত হয়। পরবর্ত্তিকালে শ্রীল দাস গোস্বামীর শিক্ষাগর্ভে লালিত-পালিত শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রভুই উহার ধারক এবং বাহক হন। বস্তুতঃ শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী শ্রীল স্বরূপ দামোদর প্রভুর কড়চা ও শ্রীল দাস গোস্বামীর উক্ত কড়চার ব্যাখ্যা এবং তাঁহার শ্রীমুখ হইতে শ্রুত শ্রীচৈতন্যলীলার আধারেই 'শ্রীচরিতামৃত'-গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। "চৈতন্যলীলা-রত্ন-সার, স্বরূপের ভাণ্ডার, তেঁহো থুইলা রঘুনাথের কণ্ঠে। তাঁহা কিছু যে শুনিলুঁ, তাহা ইহা বিস্তারিলুঁ, ভক্তগণে দিলুঁ এই ভেটে।।" (মধ্য ২।৮৪)। "স্বরূপ—'সূত্রকর্ত্তা', রঘুনাথ—'বৃত্তিকার'। তার বাহুল্য বর্ণি পাঁজি-টীকা-ব্যবহার।।" (অন্ত্য ১৪।১০)।

'শ্রীচরিতামৃত'-প্রকাশের পশ্চাতে শ্রীমদ্ বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের 'শ্রীচৈতন্যভাগবত'ও একটী বিশেষ ভূমিকা পালন করে। উক্ত গ্রন্থ বঙ্গভাষায় শ্রীচৈতন্যতত্ত্ব ও লীলা-বিষয়ক প্রথম কাব্য এবং শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরই শ্রীচৈতন্যলীলার 'আদি-ব্যাস'—"নিত্যানন্দ কৃপাপাত্র—বৃন্দাবনদাস। চৈতন্যলীলায় তেঁহো হয়েন 'আদি ব্যাস'।।" (অন্ত্য ২০।৮২)। উক্ত গ্রন্থের রচনাকাল কাহারও মতে ১৪৭০ শক, কেহ বলেন ১৪৫৭ শক, আবার কাহারও বিচারে উহা ১৪৯৭ শক। শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর নিজ গ্রন্থকে 'শ্রীচৈতন্য-মঙ্গল'-নামেই অভিহিত করিয়াছিলেন। উক্ত নাম শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীর প্রকটকাল পর্য্যন্তও প্রচলিত ছিল—"বৃন্দাবনদাস কৈল চৈতন্যমঙ্গল" (আদি ৮।৩৫) ইত্যাদি। কিন্তু পরবর্ত্তিকালে তাহা 'শ্রীচৈতন্যভাগবত'-নামে সুপরিচিত হইয়া উঠে। শ্রীশ্রীল ভক্তি-বিনোদ ঠাকুরের লেখনীতে ইহার রহস্য জ্ঞাত হওয়া যায়—"প্রেমবিলাসের রচয়িতার সকল কথা অবলম্বন করিতে পারা যায় না, তথাপি তাঁহার এই কথাটীতে কোন বিরুদ্ধ মত দেখা যায় না। কথাটী এই যে, প্রথমে 'চৈতন্যমঙ্গল' অন্যান্য তৎকাল-প্রচলিত গীতকাব্যের ন্যায় মধ্যে মধ্যে পয়ার ও মধ্যে মধ্যে গীতদ্বারা পরিপূরিত ছিল। পরে শ্রীবৃন্দাবনের পণ্ডিত বৈষ্ণবগণ ঐ গ্রন্থকে সমাজপাঠ্য গ্রন্থ করিবার জন্য বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের রচিত গীতিগুলিকে পৃথক্ করত পয়ার সকল একত্র করিয়া 'শ্রীচৈতন্যভাগবত'-

নামে দেন। ★ ★ একটী প্রবাদ চলিয়া আসিতেছে যে, লোচনদাস ঠাকুরের 'চৈতন্যমঙ্গল'*দেখিয়া বৃন্দাবনদাস ঠাকুর আপনার গ্রন্থের নাম পরিবর্ত্তন করেন। এ প্রবাদটীর কোন মূল পাওয়া যায় না। বরং প্রবাদটীকে সম্পূর্ণরূপে অলীক বলিয়া বোধ হয়।"*

শ্রীমন্নিত্যানন্দ-প্রভুর বিশেষ কৃপাপাত্র শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর তাঁহার 'শ্রীচৈতন্যভাগবত' রচনাকালে বিশেষভাবে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর লীলাতেই আবিষ্ট হইয়া পড়ায় শ্রীচৈতন্যদেবের কোন কোন লীলা তাঁহার নিকট হইতে বিস্তার লাভের অবকাশ না পাইয়া সূত্ররূপেই মাত্র অবস্থিত থাকে। বিশেষতঃ শ্রীচৈতন্যদেবের অন্ত্যলীলা-বর্ণন উক্ত গ্রন্থে একপ্রকার অসম্পূর্ণই থাকিয়া যায়। আবার, তিনি উক্ত গ্রন্থে স্থানে স্থানেই লিখিয়াছেন,—"আগে ব্যাস করিবে বর্ণনে"—এই বাক্যে তিনি যে পরবর্ত্তী মহাজনগণের বর্ণনার জন্য অনেক বিষয়ে ইচ্ছা করিয়াও বর্ণনা করেন নাই, তাহা উপলব্ধি হয়। ইহাতে আরও একটী অন্তর্নিহিত রহস্য এই যে, শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর 'শ্রীগৌরগণোদ্দেশ-দীপিকা'-অনুসারে ব্রজের 'কুসুমাপীড়'-নামক কৃষ্ণসখা। তজ্জন্যও তাঁহার শ্রীচৈতন্যদেবের রাধাভাব-আস্বাদনময়ী নিগূঢ়লীলা পরবর্ত্তী মহাজন ও শ্রীচৈতন্যদেবের অন্তরঙ্গ-জন শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর অপেক্ষাতেই স্পর্শ না করিবার অসম্ভাবনা নাই। 'শ্রীচৈতন্যভাগবত'-গ্রন্থ বৈষ্ণবসমাজে সর্ব্বতোভাবে আদরণীয় হইলেও উক্ত গ্রন্থে শ্রীচৈতন্য-লীলার অসম্পূর্ণতাই 'শ্রীচরিতামৃতে'র প্রাকট্যের কারণ হইয়াছে। তজ্জন্য উক্ত গ্রন্থ 'শ্রীচৈতন্যভাগবতে'রই পরিশিষ্ট অংশ বলিয়া বিচারিত হইয়া থাকে।

শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-কৃত 'শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ' প্রবন্ধে তাঁহার সম্বন্ধে এইরূপ দৃষ্ট হয়,—"শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু চৈতন্য-সম্প্রদায়ের মধ্যে একজন প্রধান পণ্ডিত ও পরম ভক্ত ছিলেন। এই বাক্য সপ্রমাণ করিতে আমাদিগের চেষ্টা করার কোন আবশ্যকতা করে না। কবিরাজ গোস্বামীর গ্রন্থাবলীই (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীগোবিন্দলীলামৃত ও শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতের 'সারঙ্গরঙ্গদা'-টীকা) তাহার সুন্দর প্রমাণ। অপার-মহিম কবিরাজের দয়া দেখিলে বিমোহিত হইতে হয়। তিনি সংস্কৃত-শাস্ত্রজ্ঞান-বিহীন জনগণের প্রতি করুণা প্রকাশ করিয়া কি সুন্দর 'শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত'-গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন! আমাদের বিবেচনায় যদি কবিরাজ প্রভু ঐ প্রকার করুণা প্রকাশ না করিতেন, তাহা হইলে দর্শনাদি-শাস্ত্রজ্ঞান-পরিশূন্য মনুষ্যগণ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর উপদিষ্ট সনাতন-বৈষ্ণবমত জানিতে পারিতেন না এবং তাঁহাদের গতি যে কি হইত, তাহাও বলা যায় না। ধন্য কবিরাজ! তুমি বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ভুক্ত পণ্ডিত ও মূর্খ উভয়কেই ঋণী করিয়া রাখিয়াছ। তোমার গুণ আমরা একমুখে কত গান করিব? শুদ্ধ বৈষ্ণবজগৎ তোমার গুণ সর্ব্বদাই গান করিতেছেন। কবিরাজ! তোমার সিদ্ধবাক্য স্মরণ করিলে কোন্ পাষণ্ড তোমার চরণ আশ্রয় করিতে না চাহে? তুমি চরিতামৃতে বলিয়াছ,—"যে বা নাহি জানে কেহ, শুনিতে শুনিতে সেহ, কি অদ্ভুত চৈতন্যচরিত। কৃষ্ণে উপজিবে প্রীতি, জানিবে রসের রীতি, শুনিলেই বড় হয় হিত।।" (মধ্য ২।৮৭)—ইত্যাদি তোমার এই সিদ্ধবাক্য-গুণেই এই বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ভুক্ত বহু মূর্খের চরিতামৃতে উত্তম অধিকার দেখা যাইতেছে। তোমার চরণে অসংখ্য প্রণাম।" (সঃ তোঃ ২।১০-১১)।

জগদ্‌গুরু শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর তাঁহার 'শ্রীচরিতামৃত-ভূমিকা'য় গ্রন্থকারের বিশদ পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। তাহাতে গ্রন্থকারের দেশ, কাল, বর্ণ, আশ্রম, স্বজন, স্বভাব, কৃতিত্ব প্রভৃতি সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং তৎসম্বন্ধে পুনরালোচনার কোন আবশ্যকতা নাই। উক্ত ভূমিকায় শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর আবির্ভাব-কাল আনুমানিক ১৪৫২ শকাব্দ বলিয়া জানা যায়। সুতরাং তাঁহার আবির্ভাব শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর তিরোধানের কিছু বৎসর পূর্ব্বে হইয়াছিল। সেক্ষেত্রে তিনি শ্রীচৈতন্যদেবের সাক্ষাৎ প্রকটকালীন ভক্ত না হইলেও স্বরূপতঃ তাঁহার নিত্যলীলারই সঙ্গী। শ্রীমদ্ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-কৃত 'মন্ত্রার্থ-দীপিকা'য় দৃষ্ট হয়, শ্রীমতী রাধারাণী স্বয়ং "কৃষ্ণদাস আমার প্রিয় নর্ম্মসহচরী, আমার সকল মর্ম্মবেত্তা" প্রভৃতি উক্তির দ্বারা শ্রীল কৃষ্ণদাস প্রভুর নিত্যসিদ্ধ পরিকরত্ব ঘোষণা করিয়াছেন।

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীর 'মন্ত্রগুরু'র পরিচয় লইয়া কিছু বিভ্রান্তি দেখা যায়। তিনি গ্রন্থের প্রারম্ভে "মন্ত্রগুরু আর যত শিক্ষা-গুরুগণ। তাঁহার চরণ আগে করিয়ে বন্দন।।"—বলিয়া শ্রীরূপাদি ষড়্‌গোস্বামীকে "এই ছয়গুরু—শিক্ষাগুরু যে আমার" বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। এই বাক্যে, উক্ত ষড়্‌গোস্বামি-মধ্যে কাহারও তাঁহার 'মন্ত্রগুরু' হইবার সম্ভাবনা লক্ষিত হয় কি? কিন্তু তন্মধ্যে তিনি রূপানুগপ্রধান শ্রীরঘুনাথদাস গোস্বামীরই সহিত রূপানুগভজন-শিক্ষাবিষয়ে বিশেষভাবে সম্পর্কযুক্ত ছিলেন। তজ্জন্য তিনি বলিয়াছেন,—"শ্রীরঘুনাথদাস শ্রীগুরু, শ্রীজীবচরণ" (অন্ত্য ২০।৯৭)। ইহার অনুভাষ্যে শ্রীল প্রভুপাদ জানাইয়াছেন,—"গ্রন্থকার

** শ্রীলোচনদাস ঠাকুর-কৃত 'শ্রীচৈতন্যমঙ্গলে'র প্রারম্ভেই সূত্রখণ্ডে দেখা যায়,—"বৃন্দাবনদাস বন্দিব একচিত্তে। জগত মোহিত যাঁর ভাগবত-গীতে।।" ইহাতে শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুরের গ্রন্থ রচনার পর শ্রীলোচনদাস ঠাকুরের চৈতন্যমঙ্গল রচিত হইয়াছিল বলিয়া জানা যায়, এবং শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীও শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরকে 'চৈতন্যলীলার আদি ব্যাস' বলিয়া উক্তি করায় শ্রীলোচনদাসকে শ্রীল বৃন্দাবন-দাস ঠাকুরেরও পূর্ব্বে গ্রন্থ-রচয়িতা ভাবিবার অবকাশ নাই।*

শ্রীকবিরাজ গোস্বামি-প্রভুর ভজনশিক্ষাগুরুই শ্রীরূপানুগশ্রেষ্ঠ শ্রীরঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভু।" অনেকে শ্রীরঘুনাথ ভট্ট গোস্বামীকেই তাঁহার মন্ত্রগুরু-রূপে বলিয়া থাকেন। কিন্তু এতৎসম্বন্ধে শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন,—"কেহ রঘুনাথ ভট্টকে কবিরাজ গোস্বামীর পাঞ্চরাত্রিক দীক্ষাগুরু বলিতে চাহেন, তাহার প্রমাণাভাব। কবিরাজ-শাখা-গুরুপরম্পরায় রঘুনাথ ভট্টকে দীক্ষাগুরু বলিয়া যে উল্লেখ দেখা যায়, তাহা বিশিষ্ট সত্যের পরিচয় নহে।" (অনুভাষ্য আদি ১০।১০৩)।

গ্রন্থকার 'মন্ত্রগুরু' বলিয়া পশ্চাৎ কাহারও নাম সাক্ষাদ্ভাবে উল্লেখ না করিলেও তাঁহার বিভিন্ন পয়ারসকল আলোচনা করিলে শ্রীমন্নিত্যানন্দ-প্রভুকেই তাঁহার মন্ত্রগুরু-রূপে বিচার করা যাইতে পারে। যেমন,—"নিত্যানন্দরায়—প্রভুর স্বরূপ-প্রকাশ। তাঁর পাদপদ্ম বন্দো যাঁর মুঞি দাস।।" (আদি ১।৪০)। "যদ্যপি আমার গুরু—চৈতন্যের দাস। তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ।।" (আদি ১।৪৪)। "জয় জয় নিত্যানন্দ-চরণারবিন্দ। যাঁহা হৈতে পাইনু শ্রীরাধাগোবিন্দ।। জগাই-মাধাই হৈতে মুঞি সে পাপিষ্ঠ। পুরীষের কীট হৈতে মুঞি সে লঘিষ্ঠ।। এমন নির্ঘৃণ মোরে কেবা কৃপা করে। এক নিত্যানন্দ বিনা জগৎ ভিতরে।।" (আদি ৫।২০৪-২০৫) প্রভৃতি। তাঁহার এইপ্রকার বন্দনা একমাত্র শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ব্যতীত অন্য কাহারও ক্ষেত্রে দেখা যায় না। তজ্জন্য যেভাবেই হউক্ তিনি নিত্যানন্দ প্রভুর নিকট হইতেই মন্ত্ররূপ অনুগ্রহ লাভ করিয়াছিলেন—বিচার করিলে দোষণীয় হয় না। এইসকল বিষয় আধ্যক্ষিকতার বিচারদ্বারা পরিমাপ করা যায় না—এজন্য অকৃত্রিমভাবে আচার্য্যগণের নিকট শরণাগত হওয়া কর্ত্তব্য।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের প্রতিপাদ্য বিষয় সম্বন্ধে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার ভূমিকায় যাহা জানাইয়াছেন, তাহার অতিরিক্ত আর কিছু বলিবার নাই। সংক্ষেপে গ্রন্থের মহিমা কেবল এইমাত্র বলা যায়, তৎকালীন বৃন্দাবনবাসী গৌরপার্ষদগণ ও তদাশ্রিত গৌরভক্ত-বৃন্দের মধ্যে শ্রীচৈতন্যদেবের মুখ্য-আশ্রয়ভাব-আস্বাদনময়ী লীলা আলোচনার জন্য যে প্রবল আর্ত্তি উদয় হইয়াছিল এবং তাহার অনুমোদন-স্বরূপে স্বয়ং বিষয়-বিগ্রহ শ্রীচৈতন্যদেব-রূপ শ্রীমদনমোহনের গলদেশ হইতে যে 'আজ্ঞামালা' পতিত হইয়াছিল, তদ্দ্বারা প্রেরিত হইয়াই শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী সেকালে বাহ্যে অপটু ইন্দ্রিয়বিশিষ্ট হইলেও ভাগবতী শক্তির প্রকাশ ঘটাইয়াছিলেন—তাহার ফলস্বরূপে অসমোর্দ্ধ-তত্ত্ব শ্রীচৈতন্যদেবের অসমোর্দ্ধ-লীলা অসমোর্দ্ধ-রূপে বর্ণে বর্ণে বর্ণিত হইয়া তাহা জগদ্বরেণ্য হইয়াছে। সত্যই শ্রীচৈতন্যদেব কি বস্তু, কেন অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাঁহার দয়ার চমৎকারিতাই বা কি-প্রকার—প্রভৃতি শ্রীচরিতা-মৃতের আলোকে যেরূপে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা আর সকল প্রকাশকে যেন নিষ্প্রভ করিয়া দিয়াছে—এ বিষয়ে কাহারও মনে কোন সংশয় উদিত হয় না।

এই গ্রন্থ কিরূপে অনুশীলন করিতে হইবে, তাহার পদ্ধতি শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর (তাঁহার সম্পাদিত সংস্করণের 'প্রবোধনে') প্রদর্শন করিয়াছেন,—"পাঠকবর্গের নিকট আমার অনুনয় এই যে, তাঁহারা এই অপূর্ব্বগ্রন্থকে সামান্য কাব্য ইতিহাসের ন্যায় পাঠ করিবেন না। বেদান্তশাস্ত্র ও রসশাস্ত্র যেরূপ যত্নসহকারে সদ্‌গুরুর নিকট পাঠ করিতে হয়, সেইরূপ এই মহাগ্রন্থখানি পাঠ করিবেন। আজকাল অনেকেই না পড়িয়া পাণ্ডিত্যের অভিমান করেন, কেহ কেহ বা সেইরূপ পণ্ডিতদিগের ব্যাখ্যা বিনা-অনুসন্ধানে স্বীকার করত পণ্ডিতাভিমানী হইয়া পড়েন। এই গ্রন্থ অনুশীলন করিতে গেলে নিরপেক্ষভাবে সেইসকল দোষ পরিত্যাগ করিতে হয়। এই গ্রন্থে বেদান্ত ও রসশাস্ত্রমূলক শুদ্ধভক্তিতত্ত্ব শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরিত্র-বর্ণনে প্রদর্শিত হইয়াছে। মায়াবাদ-মত-দূষিত ও সহজিয়া বাউলগণ প্রচারিত বিকৃত ধর্ম্মের সহিত এই গ্রন্থের কোন সম্বন্ধ নাই। এই কথাটী সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করিয়া ও স্মরণ করিয়া মহোদয়গণ এই গ্রন্থ পাঠ করিবেন।"

এই গ্রন্থ-প্রকাশ—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-সম্পাদিত সংস্করণ ৪২৯ শ্রীগৌরাব্দে (১৯১৫ খৃঃ) শ্রীবিমলাপ্রসাদ সিদ্ধান্ত সরস্বতী (অর্থাৎ শ্রীল প্রভুপাদের সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্ব্বে) সম্পাদিত সংস্করণ ও তাঁহার প্রকটকালীন ৪৪২ শ্রীগৌরাব্দে (১৯২৮ খৃঃ) সম্পাদিত ৪র্থ সংস্করণ, মূলতঃ এই তিনটী সংস্করণকে ভিত্তি করিয়া ও বর্ত্তমানে সুলভ অন্যান্য বিভিন্ন সংস্করণ পরস্পর তুলনামূলক আলোচনাদ্বারা করা হইয়াছে। এই গ্রন্থে সর্ব্বজনমান্য শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-কৃত 'অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য' ও সর্ব্ব কুসিদ্ধান্ত-রাদ্ধান্ত-ভাস্কর জগদ্‌গুরু শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের 'অনুভাষ্য' প্রদত্ত হইয়াছে। প্রায় সকল গৌড়ীয় সারস্বত প্রতিষ্ঠান হইতে অবশ্য উক্ত ভাষ্য দুইটী প্রকাশিত হইয়া থাকে। উল্লেখ থাকে যে, শ্রীল প্রভুপাদের প্রকটকালীন ৪র্থ সংস্করণে কিছু কিছু শ্লোকের অমৃতপ্রবাহ-ভাষ্যান্তর্গত বঙ্গানুবাদ (যেমন, মধ্য ২৪।৫৭, ২৪।১৭২ প্রভৃতি) দৈববশতঃ মুদ্রিত হয় নাই, যাহা পূর্ব্বে তৎসম্পাদিত ১ম সংস্করণেও দৃষ্ট হয়। এই গ্রন্থে সেই সকল অভাব সযত্নে ও যথাযথভাবে পূরণ করা হইয়াছে। পুনরায়, উক্ত দুই ভাষ্যে যে-সকল সংস্কৃত শ্লোক ও টীকা উদ্ধৃত হইলেও তাহাতে বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হয় নাই, তাহাদের অনুবাদ সংস্কৃত-ভাষানভিজ্ঞ পাঠকগণের সুবিধার জন্য এই সংস্করণে প্রয়োজন-বিশেষে পাদটীকায় বাঁকা (Script) অক্ষরে প্রদত্ত হইয়াছে।

আরও বৈশিষ্ট্য এই যে, শ্রীল প্রভুপাদের প্রকটকালীন উক্ত ৪র্থ সংস্করণে সমগ্র শ্রীচরিতামৃত-গ্রন্থকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অনুসন্ধান-

দ্বারা শ্লোক, পয়ার, পাত্র ও প্রচলিত-অপ্রচলিত যাবতীয় শব্দের যে অভূতপূর্ব্ব সূচী প্রস্তুত করা হইয়াছিল, যাহা ইতঃপূর্ব্বে ও অদ্যাবধি অপর কোন সংস্করণে প্রকাশিত হয় নাই, এমনকি তদনুগত সারস্বত প্রতিষ্ঠানগুলি হইতেও বর্ত্তমানে যাহা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইতেছে না, তাহা এই গ্রন্থে সম্পূর্ণরূপেই প্রকাশিত হইল। পরন্তু 'প্রয়োজনীয় অংশের যে পদ্যসূচী' উক্ত সংস্করণে ছিল, তাহাতে অনেক পাঠকের 'প্রয়োজন' সম্পূর্ণরূপে সিদ্ধ হইতেছে না দেখিয়া উক্ত পদ্যসূচীর কলেবর বৃদ্ধি করা হইয়াছে। সামগ্রিকভাবে এতদ্দ্বারা গবেষকগণের উক্ত গ্রন্থবিষয়ে বিভিন্ন গবেষণার অপূর্ব্ব সুযোগ উন্মুক্ত হইল।

সর্ব্বোপরি বৈশিষ্ট্য এই যে, এই গ্রন্থে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি হইতে উপরিউক্ত দুই 'অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য' ও 'অনুভাষ্যে'র আনুগত্যে **'অমৃতানুকণা'**-নামে একটী ভাষ্য প্রদত্ত হইল। এতদ্ব্যতীত মধ্যলীলা ২০শ পরিচ্ছেদ-ধৃত 'শ্রীসনাতন-শিক্ষা'য় কথিত স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্ন রূপভেদ ও অবতার-তত্ত্বের একটী তালিকাও প্রদত্ত হইল। শ্রীরূপ গোস্বামী, শ্রীজীব গোস্বামী, শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর প্রভৃতির বিভিন্ন ভাষ্য, শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের 'শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত', 'জৈবধর্ম্ম' প্রভৃতি গ্রন্থ ও প্রবন্ধ, শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমদ্ভাগবত-ব্যাখ্যা, তাঁহার প্রকটকালীন প্রকাশিত সাপ্তাহিক 'গৌড়ীয়' ও 'দৈনিক নদীয়া প্রকাশ' ইত্যাদিই মূলতঃ উক্ত ভাষ্যের উপকরণ। ইহাতে বিশেষ কিছু সাম্প্রদায়িক বিচার ও ভজনের আনুষঙ্গিক বিষয় প্রভৃতি সাধ্যমত পরিস্কৃত হইয়াছে। আজকাল অসিদ্ধান্তপর বিভিন্ন বিচারের উপদ্রব উদয় হইয়া কলির ধর্ম্ম বৃদ্ধিসাধন করিতেছে। যেমন, নিত্যসিদ্ধ শ্রীগৌর-পার্ষদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদকে কেহ কাশীবাসী মায়াবাদী শ্রীপ্রকাশানন্দ সরস্বতীর সহিত একীকরণদ্বারা অপরাধ-আবাহনে নিযুক্ত, কেহ বা ব্রহ্মবৈবর্ত্তের 'অশ্বমেধং গবালম্ভং' শ্লোকের দ্বারা বিবর্ত্তগ্রস্ত হইয়া শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর স্বয়ং আচরিত সন্ন্যাসগ্রহণের শাস্ত্রীয় বিচার অতিক্রম করত শ্রীরূপাদি গোস্বামীবর্গের পারমহংস্য বেষকেই সর্ব্বসাধারণের অধিকার বলিয়া প্রতিষ্ঠা করিতে ব্যস্ত, কেহ শ্রীচৈতন্যদেবের সহিত উড়ুপীর তৎকালীন তত্ত্ববাদী-আচার্য্যের কথোপকথনকে কেন্দ্র করিয়া শ্রীচৈতন্যদেবকে শ্রীমধ্ব-সম্প্রদায়ের পরম্পরা হইতে বাহির করিয়া স্বতন্ত্র সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া স্থাপনে আগ্রহী, কেহ বলিতে চাহেন—বিধিমার্গের প্রতি অশ্রদ্ধ হইয়া কৃত্রিম লোভের দ্বারা রাগানুগ-মার্গই কলিযুগে সকলের অবলম্বনীয় এবং এইরূপে সিদ্ধদেহ-কল্পনাই খাঁটী হরিভজন—ইহাই শ্রীসনাতন-শিক্ষা, আবার কেহ বা শ্রীসনাতন গোস্বামীকে মস্তকে কোন মায়াবাদী সন্ন্যাসীর গেরুয়া-বস্ত্র ধারণের জন্য শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিতের তিরস্কার-দর্শনে শাস্ত্রীয় গৈরিকবস্ত্র-ধারণের বিধি উৎসাদনে ব্রতী হইয়াছেন। ইত্যাদিভাবে দেখা যায়, শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর প্রদর্শিত পরমশুদ্ধ শাস্ত্রীয় বৈদিক বৈষ্ণবধর্ম্ম 'কালেন নষ্টা প্রলয়ে বাণীয়ং বেদসংজ্ঞিতা" (ভাঃ ১১।১৪।৩) শ্লোকানুসারে কালক্রমে বিভিন্ন মনঃকল্পিত বিচারদ্বারা শাস্ত্রবিধি-উল্লঙ্ঘনহেতু স্বেচ্ছাচারিতার প্রশ্রয়ে নষ্ট হইতে চলিয়াছে। এহেন দুঃসময়ে ঐরূপ নানা অপসিদ্ধান্ত-নিরসনমূলক উক্ত 'অমৃতানুকণা' ভাষ্য বিশেষ এক সম্প্রদায়-সংরক্ষণের ভূমিকা অবলম্বন করিবে বলিয়া আশা পোষণ করি।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের একটী অসম্পূর্ণ টীকা শ্রীমদ্ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদ করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। জগদ্গুরু শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার জীবনী-প্রবন্ধেও উহা জানাইয়াছেন। তজ্জন্য উক্ত টীকা সানুবাদ এই গ্রন্থে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু বর্ত্তমানে তাঁহার নামে যে টীকাটী প্রচলিত আছে, তাহাতে কোন কোন অংশে সিদ্ধান্ত-বিষয়ে সংশয়ের ক্ষেত্র উদয় হইতেছে, দেখা যায়। কোন সংস্করণে আবার সেই সকল অংশে উক্ত টীকার প্রতিবাদও দৃষ্ট হইতেছে। শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের অপ্রতিবাদযোগ্য ও সর্ব্বজন-স্বীকার্য্য যে বিচারবৈশিষ্ট্য অন্যান্য সকল টীকাতে উপলব্ধ হয়, তাহার অভাব বর্ত্তমান টীকায় অনুভব হওয়ায়, উক্ত টীকা অন্য কোন চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের কৃত হওয়া অসম্ভব নহে।

এই গ্রন্থ Compose, Set up, Proof-reading প্রভৃতি কার্য্যে শ্রীমান্ সত্যানন্দদাস ব্রহ্মচারীর অক্লান্ত পরিশ্রম এবং প্রয়োজনীয় বিভিন্ন পাণ্ডুলিপি প্রস্তুতকরণ ও প্রুফ্ রিডিং কার্য্যে শ্রীমান্ কৃষ্ণগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারীর নিরলস প্রয়াস সত্যই প্রশংসনীয়। সপার্ষদ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর কৃপাশীর্ব্বাদ তাহাদের প্রতি বর্ষিত হউক্। মুদ্রণ-প্রমাদ সম্পূর্ণরূপে বিদূরিত করা যায় না—তজ্জন্য কিছু ভ্রান্তি থাকা আশ্চর্য্যজনক নহে। কিন্তু তদ্দ্বারা বিষয়বস্তুর অনুধাবনে অসুবিধা হইবে না বলিয়া মনে করি।

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি (রেজিঃ)
শ্রীগৌর-জয়ন্তী, ফাল্গুনী-পূর্ণিমা
২৯ গোবিন্দ, ৫১৭ শ্রীগৌরাব্দ,
২২ ফাল্গুন, ১৪১০ ; ইং ৬।৩।২০০৪

শ্রীরূপানুগ-গুরু-বৈষ্ণব-দাসানুদাস
শ্রীভক্তিবেদান্ত বামন

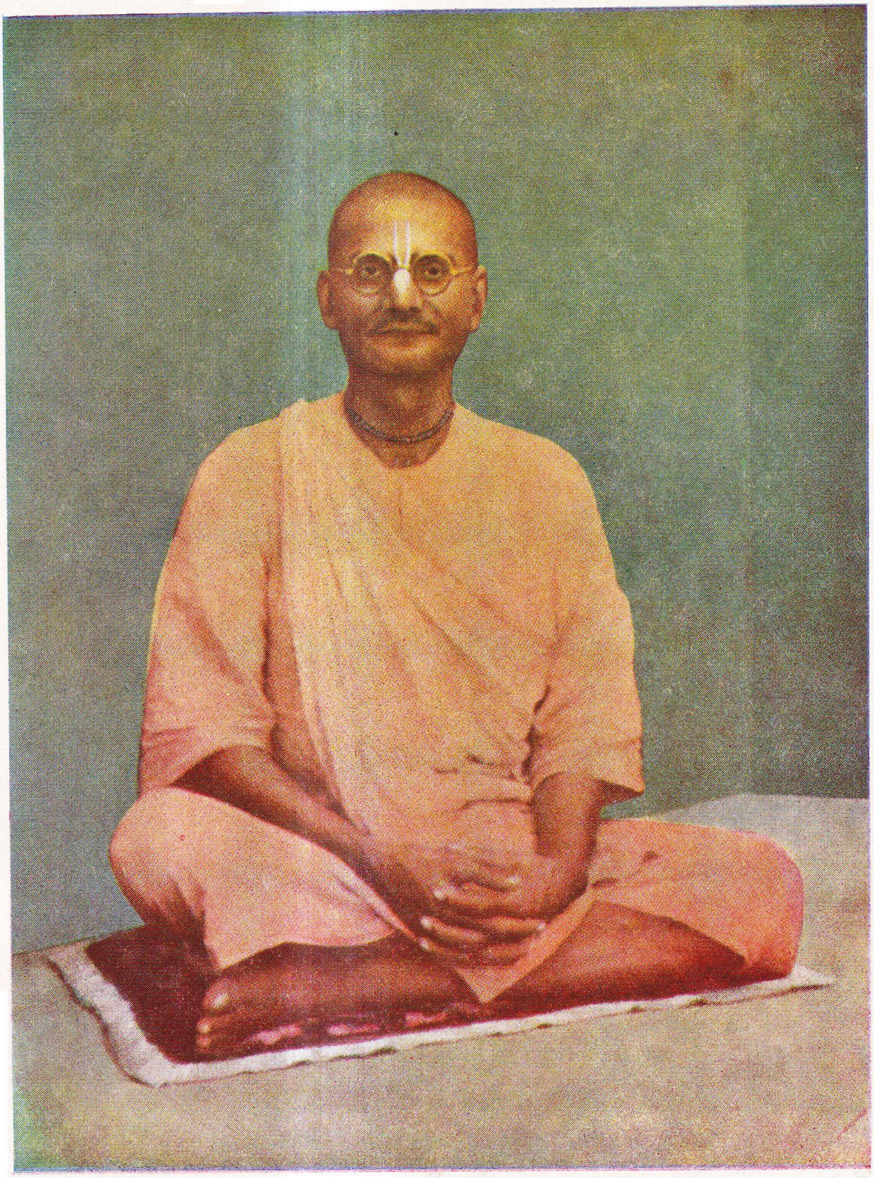

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি
ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ

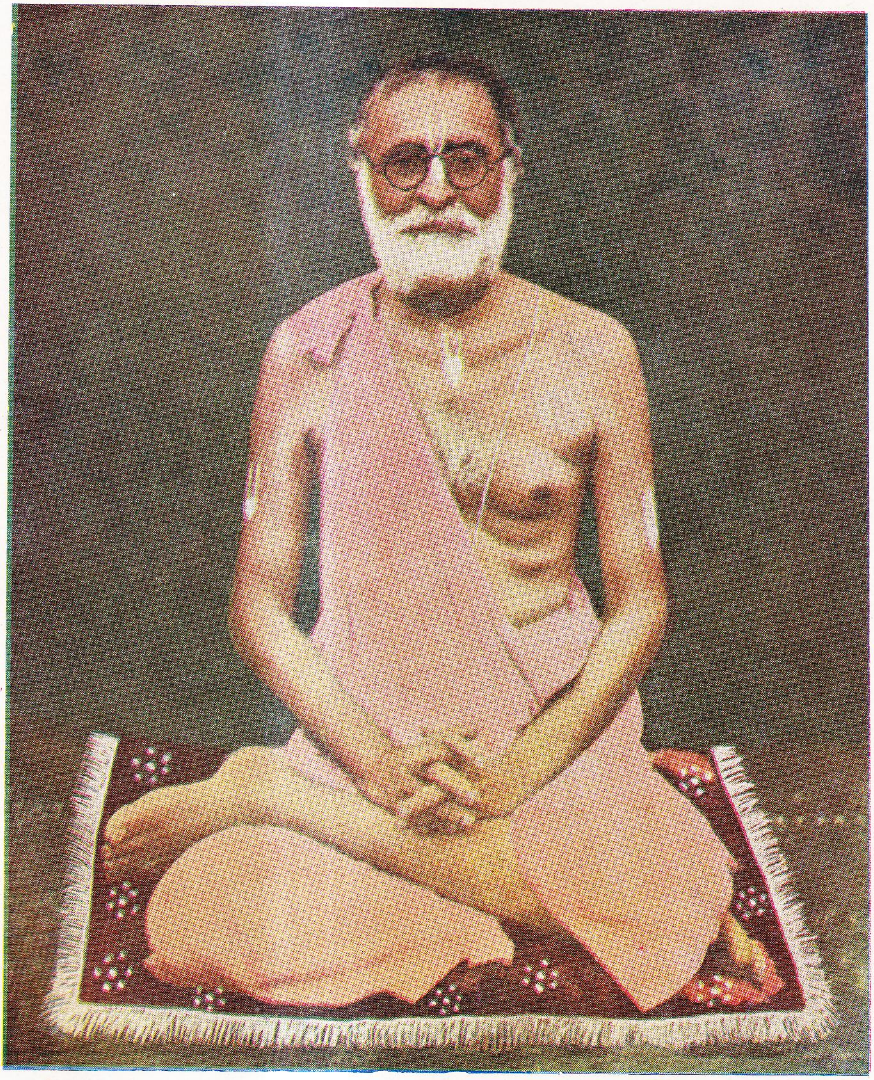

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ

আদিলীলার সূচী

পরিচ্ছেদ	বিষয়	পত্রাঙ্ক
প্রথম	গুর্ব্বাদি-বন্দন-মঙ্গলাচরণ	১-১৪
দ্বিতীয়	বস্তুনির্দ্দেশ-মঙ্গলাচরণে শ্রীচৈতন্যতত্ত্ব-নিরূপণ	১৫-২৯
তৃতীয়	আশীর্ব্বাদ-মঙ্গলাচরণে শ্রীচৈতন্যাবতারের সামান্য ও বিশেষ কারণ	২৯-৪২
চতুর্থ	শ্রীচৈতন্যাবতারের মূল-প্রয়োজন-কথন	৪২-৭০
পঞ্চম	শ্রীনিত্যানন্দ-তত্ত্ব-নিরূপণ	৭১-১০৪
ষষ্ঠ	শ্রীঅদ্বৈত-তত্ত্ব-নিরূপণ	১০৪-১২৪
সপ্তম	পঞ্চতত্ত্বাখ্যান-নিরূপণ	১২৪-১৪৮
অষ্টম	গ্রন্থকরণে বৈষ্ণবাজ্ঞা-কথন	১৪৮-১৫৬
নবম	ভক্তিকল্পতরু-বর্ণন	১৫৬-১৬০
দশম	মূলস্কন্ধ-শাখা-বর্ণন	১৬০-১৮৫
একাদশ	শ্রীনিত্যানন্দস্কন্ধ-শাখা-বর্ণন	১৮৫-১৯৯
দ্বাদশ	শ্রীঅদ্বৈতস্কন্ধ-শাখা-বর্ণন	১৯৯-২০৮
ত্রয়োদশ	জন্ম-মহোৎসব-বর্ণন	২০৮-২২০
চতুর্দ্দশ	বাল্যলীলা-সূত্র-বর্ণন	২২০-২২৬
পঞ্চদশ	পৌগণ্ডলীলা-সূত্র-বর্ণন	২২৭-২২৯
ষোড়শ	কৈশোরলীলা-সূত্র-বর্ণন	২২৯-২৩৬
সপ্তদশ	যৌবনলীলা-সূত্র-বর্ণন	২৩৬-২৫৯

মধ্যলীলার সূচী

পরিচ্ছেদ	বিষয়	পত্রাঙ্ক
প্রথম	মধ্যলীলা-সূত্র-বর্ণন	২৬১-২৮২
দ্বিতীয়	অন্ত্যলীলা-সূত্রকথনে প্রেমোন্মাদ-প্রলাপ-বর্ণন	২৮৩-২৯৪
তৃতীয়	সন্ন্যাসকরণানন্তর অদ্বৈত-গৃহে ভোজন-বিলাস-বর্ণন	২৯৫-৩০৮
চতুর্থ	শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী-চরিতাস্বাদন	৩০৮-৩২০
পঞ্চম	সাক্ষিগোপাল-চরিত্র-বর্ণন	৩২১-৩২৯
ষষ্ঠ	সার্ব্বভৌমোদ্ধার	৩২৯-৩৫৩
সপ্তম	দক্ষিণযাত্রাকালে কুষ্ঠরোগী বাসুদেব বিপ্রের উদ্ধার	৩৫৪-৩৬২
অষ্টম	শ্রীরামানন্দ রায়-সঙ্গোৎসব	৩৬৩-৪০৩
নবম	দক্ষিণদেশ-তীর্থ-ভ্রমণ	৪০৪-৪৩৭
দশম	সর্ব্ববৈষ্ণব-মিলন	৪৩৭-৪৫০
একাদশ	'বেড়াকীর্ত্তন'-বিলাস-বর্ণন	৪৫০-৪৬৪
দ্বাদশ	গুণ্ডিচা-গৃহ মার্জ্জন	৪৬৪-৪৭৮
ত্রয়োদশ	রথাগ্রে নর্ত্তন	৪৭৯-৪৯৩
চতুর্দ্দশ	'হেরাপঞ্চমী'-যাত্রাদর্শন	৪৯৪-৫১০

পরিচ্ছেদ	বিষয়	পত্রাঙ্ক
পঞ্চদশ	সার্ব্বভৌম-গৃহে ভোজন-বিলাস	৫১০-৫৩২
ষোড়শ	পুনর্গৌড়গমন-বিলাস	৫৩২-৫৫১
সপ্তদশ	শ্রীবৃন্দাবন-গমন	৫৫২-৫৬৯
অষ্টাদশ	শ্রীবৃন্দাবন-দর্শন-বিলাস	৫৬৯-৫৮৪
ঊনবিংশ	প্রয়াগে শ্রীরূপানুগ্রহ	৫৮৫-৬১০
বিংশ	স্বরূপতত্ত্বরূপ-শ্রীভগবৎস্বরূপ-ভেদবিচার	৬১০-৬৪৪
একবিংশ	সম্বন্ধতত্ত্ববিচারে শ্রীকৃষ্ণৈশ্বর্য্য-মাধুর্য্য-বর্ণন	৬৪৫-৬৬০
দ্বাবিংশ	অভিধেয়ভক্তিতত্ত্ব-বিচার	৬৬০-৬৮৮
ত্রয়োবিংশ	প্রেমপ্রয়োজন-বিচার	৬৮৯-৭০৬
চতুর্ব্বিংশ	'আত্মারামাশ্চ'-শ্লোক-ব্যাখ্যায় সনাতনানুগ্রহ	৭০৬-৭৪০
পঞ্চবিংশ	কাশীবাসীকে বৈষ্ণবকরণ ও পুনরায় নীলাচল-গমন	৭৪০-৭৫৮

অন্ত্যলীলার সূচী

পরিচ্ছেদ	বিষয়	পত্রাঙ্ক
প্রথম	পুনঃ রূপসঙ্গোৎসব	৭৫৯-৭৭৯
দ্বিতীয়	শ্রীহরিদাস-দণ্ডরূপ-শিক্ষা	৭৭৯-৭৮৯
তৃতীয়	শ্রীহরিদাস ঠাকুরের মহিমা-কথন	৭৮৯-৮০৪
চতুর্থ	পুনঃ সনাতন-সঙ্গোৎসব	৮০৪-৮১৯
পঞ্চম	প্রদ্যুম্নমিশ্রোপাখ্যান	৮১৯-৮৩০
ষষ্ঠ	শ্রীরঘুনাথদাস-মিলন	৮৩১-৮৪৯
সপ্তম	শ্রীবল্লভভট্ট-মিলন	৮৪৯-৮৬০
অষ্টম	ভিক্ষা-সঙ্কোচ	৮৬০-৮৬৬
নবম	শ্রীগোপীনাথ পট্টনায়কোদ্ধার	৮৬৬-৮৭৪
দশম	ভক্তদত্তাস্বাদন	৮৭৪-৮৮২
একাদশ	শ্রীহরিদাস-নির্য্যাণ-বর্ণন	৮৮২-৮৮৭
দ্বাদশ	শ্রীজগদানন্দের তৈলভাণ্ড-ভঞ্জন	৮৮৭-৮৯৫
ত্রয়োদশ	শ্রীজগদানন্দের বৃন্দাবন-গমন	৮৯৫-৯০৫
চতুর্দ্দশ	চটকগিরি-গমনরূপ দিব্যোন্মাদ-বর্ণন	৯০৫-৯১৪
পঞ্চদশ	উদ্যান-বিহার	৯১৪-৯২২
ষোড়শ	কালিদাস প্রসাদ-বিরহোন্মাদ-প্রলাপ	৯২২-৯৩৩
সপ্তদশ	কূর্ম্মাকারানুভাবোন্মাদ-প্রলাপ	৯৩৩-৯৩৮
অষ্টাদশ	সমুদ্র-পতন	৯৩৮-৯৪৫
ঊনবিংশ	বিরহ-প্রলাপ-মুখ-সঙ্ঘর্ষণাদি-বর্ণন	৯৪৬-৯৫৫
বিংশ	শিক্ষাশ্লোকার্থাস্বাদন	৯৫৫-৯৬৭

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-ধৃত প্রমাণ-গ্রন্থ-তালিকা

অভিজ্ঞান-শকুন্তল-নাটক—অ ১৮।৪০ ; অমরকোষ—ম ২৪।৩০৫ ; অলঙ্কার-শাস্ত্র—আ ১৬।৫৮ ; আদিপুরাণ—আ ৪।১৮৪, ২১২, ২১৩, ২১৬ ; ম ১১।২৮ ; আর্য্যশতক—অ ১৬।৭৪ ; ইতিহাস-সমুচ্চয়—ম ১৯।৫০, ২০।৫৮ ; অ ১৬।২৫ ; উজ্জ্বলনীলমণি—আ ৪।৭০, ১৭।২৯৩ ; ম ৮।১১০, ১৬১, ১৯৫ ; ১৪।১৬৩, ১৭৪, ১৮৭, ১৯২, ১৯৭ ; ২৩।৮২-৮৬ ; অ ১৪।১৬, ৫৩ ; উত্তররামচরিত—ম ৭।৭৩; উদ্বাহতত্ত্ব—আ ১৫।২৭ ; উপপুরাণ—অ ৩।৮২ ; একাদশী-তত্ত্ব—আ ২।৭৪ ; ম ১৭।১৮৬, ২৫।৫৬ ; কাত্যায়ন-সংহিতা—ম ২২।৮৮; কাব্যপ্রকাশ—ম ১।৫৮, ১৩।১২১ ; অ ১।৭৮ ; কূর্ম্মপুরাণ—ম ৯।২১১, ২১২ ; কৃষ্ণকর্ণামৃত—আ ১।৫৭ ; ম ২।৫৮, ৬১, ৬৫, ৭৪ ; ১০।১৭৮ ; ২১।১৩৬ ; ২৩।২৯, ৩২ ; আ ১৭।৫০ ; কৃষ্ণচৈতন্যোক্ত শ্লোক—আ ১৬।৮২ ; ১৭।৩১ ; ম ১।২১১, ২।৪৫ ; অ ৬।২৩৯, ২৮৫ ; ২০।১২, ১৬, ২১, ২৯, ৩২, ৩৬, ৩৯, ৪৭ ; কৃষ্ণসন্দর্ভ—অ ৭।৮০ ; গরুড়পুরাণ—ম ২৫।১৩৭, ১৩৮, ১৩৯ ; গীতগোবিন্দ—আ ৪।২১৯, ২২৪ ; ম ৮।১০৫, ১০৬, ১৪৩ ; অ ১৫।৮৪ ; গোবিন্দলীলামৃত—আ ৪।১২৫ ; ম ৮।১৮২, ২০৬, ২১১; ১৪।১৮১, ১৮৯, ১৯৪ ; ১৭।২১০, ২১২, ২১৪, ২১৬ ; ১৮।১২ ; ১৯।৫৪ ; অ ১৫।১৪, ৬৩, ৭৮, ১১৯ ; ১৭।৪০ ; ১৯।৯১ ; গোস্বামিপাদোক্ত-শ্লোক—ম ২।২৮ ; ১৪।২০০ ; ২১।৪৫ ; ২২।৮৯ ; ২৪।১৭৯ ; অ ১৪।৪১ ; গৌতমীয়-তন্ত্র—আ ৩।১০৩ ; ৪।১৬৩ ; ম ৮।২১৬ ; চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক—ম ৩।২৮ ; ৬।১৪২, ২৫৪, ২৫৫ ; ১০।১১৯, ১১।৮, ১১, ৪৭, ১৫১ ; ১৯।১১৯, ১২০, ১২১ ; ২৪।৩৪৪, ৩৪৫, ৩৪৬ ; অ ৬।২৬৩, ২৬৪ ; জগন্নাথবল্লভ নাটক—ম ২।১৮, ৩৬ ; তত্ত্বসন্দর্ভ—আ ৩।৮০ ; তন্ত্র—আ ৮।১৭ ; দানকেলিকৌমুদী—আ ৪।১৩১ ; ম ১৪।১৮০ ; দিগ্বিজয়ী (কেশব-কাশ্মীরি-বাক্য) আ ১৬।৪১ ; নাটকচন্দ্রিকা—আ ১।১৩৫ ; নামকৌমুদী—অ ৭।৮০ ; নারদপঞ্চরাত্র—ম ৯। ১৫৭ ; ১৯।১৭০; ২৩।৮ ; নৃসিংহপুরাণ—অ ৩।৫৬ ; ১৬।৫২, ৫৩ ; নৈষধীয়—অ ১।৯২ ; ন্যায়—অ ১।৯১ ; পদ্মপুরাণ—আ ৩।৯০; ৪।২১৫ ; ম ৩।২৮ ; ৬।১৮১, ১৮২, ২২৫, ২২৬ ; ৮।৯৮ ; ৯।২৯, ৩২ ; ১১।৩১ ; ১৭।১৩৩, ১৩৬ ; ১৮।৮ ; ১৯।২২৯ ; ২০।১৪৫; ২১।৫০, ৫১, ৮৮ ; ২২।১০৯ ; ২৩।২৬ ; ২৫।৭৮ ; অ ৩।৬০ ; পদ্যাবলী—ম ১।৭৬ ; ৪।১৯৭ ; ৮।৬৯, ৭০ ; ১৩।৭৮, ৮০, ১২১; ১৫। ১১০ ; ১৯।৯৬, ৯৮, ১০৬ ; ২২।১৩১ ; অ ১।৭৮ ; ৩।১৮০ ; ৬।২৩৯ ; ৮।৩২ ; ২০।১২, ১৬, ২১, ২৯, ৩২, ৩৬, ৩৯, ৪৭ ; পানিনি—ম ২৪।২৬, ২৯৩, ২৯৫ ; অ ৮।৭৮ ; প্রাচীনকৃত শ্লোক—আ ১।৪০ ; ম ২৪।৩১৫ ; অ ১।১৯৫ ; বঙ্গদেশীয় বিপ্রকৃত শ্লোক—অ ৫।১১২; বিদগ্ধমাধব—আ ১।৪ ; ৩।৪ ; ৪।১১৮ ; ম ২।৫২, অ ১।৯৯, ১২০, ১২৮, ১৩২, ১৩৬, ১৩৮, ১৩৯, ১৪২-১৪৬, ১৪৮, ১৫০, ১৫৫, ১৫৮-১৬৫, ১৬৯-১৭১ ; বিশ্বপ্রকাশ—ম ২৪।১২, ১৮, ৬৪, ৬৫, ১৪৬ ; বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর—ম ১৭।১৩৩ ; বিষ্ণুপুরাণ—আ ৪।৬৩, ১১৬ ; ৭।১১৯ ; ৯।৪৩ ; ম ৬।১৫৪-১৫৭ ; ৮।৫৮, ১৫৩, ১৫৬ ; ১৩।৭৭ ; ২০।১১০, ১১২-১১৫, ৩৪৪ ; ২৪।৬৮, ৩০৪ ; অ ৩।৮৪; বিষ্ণুস্বামিবাক্য—ম ১৮।১১৪ ; অ ৫।১২৭ ; বৃহৎ-গৌতমীয়-তন্ত্র—আ ৪।৮৩ ; ম ২৩।৬৪ ; বৃহন্নারদীয় পুরাণ—আ ৭।৭৬ ; ১৭।২১ ; ম ৬।২৪২ ; বৈষ্ণবতন্ত্র—ম ১৮।১১৬ ; ২২।৯৭, ৯৮ ; বৈষ্ণবতোষণী—ম ২।৪২ ; ব্রহ্মসংহিতা—আ ২।১৪, ১০৭ ; ৪।৭২ ; ৫।২২, ৭১, ১৫৫ ; ম ৮।১৩৬, ১৬৩ ; ১৪।২২৭ ; ১৫।১৭০ ; ২০।১৫৪, ১৬০, ২৫৮, ২৮১, ৩০৪, ৩১০, ৩১৬ ; ২১।৩৫, ৪১১, ৪৯ ; ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ—আ ৫।৩৯ ; ম ৯।৩৩ ; ভক্তিরসামৃতসিন্ধু—আ ৪।৪৫, ১১৭, ২০২, ২০৩ ; ৫।৩৬, ২২৪ ; ম ১।১৯০ ; ৮।৮৪, ১৪১, ১৫৬, ১৮৮, ১৯০; ৯।১১৭, ১৪৬ ; ১০।১৭৮ ; ১৪।২২৮ ; ১৮।৩৮ ; ১৯।১৩৪, ১৬৭, ১৭০, ১৭৬, ১৮৬, ২১১ ; ২০।১০৬, ৩৭৮, ৩৯৭, ৩৯৮, ৩৯৯; ২২।১৬, ১০২, ১০৯, ১২৬, ১২৭, ১২৮, ১৩১, ১৪২, ১৪৫, ১৪৯, ১৫০, ১৫৩, ১৫৫, ১৫৮ ; ২৩।৫, ৭, ১৪, ১৫, ১৮, ১৯, ২৩, ২৬, ৩০, ৩৩, ৩৬, ৬৩, ৬৪,৬৬-৮০, ৮৯-৯২, ৯৪ ; ২৪।৩৭, ১১৬, ১২১, ১২৪, ১২৯, ১৬৫, ১৬৭, ১৭৬, ১৯০, ২৬৯, ২৭৪ ; অ ১।১০৮, ২১২ ; ৩।৬২, ১৯৫ ; ১৯।১০৫ ; ভগবৎসন্দর্ভ—ম ৮।১৫৩ ; ১৮।১১৪, ২৪।১০৮, ১৩৯, ৩০৪ ; ২৫।১৪৯ ; অ ৫।১২৭ ; ভগবদ্গীতা—আ ১।৪৯ ; ২।২০ ; ৩।২২, ২৫ ; ৪।২০, ১৭৮ ; ৭।১১৮ ; ৬।১৬৪, ১৬৫ ; ৮।৬০, ৬৩, ৬৫ ; ম ৯।২৬৫ ; ম ১৭।১৮; ম ১৯।১৯৯ ; ম ২০।১১৬, ১২১, ১৬৩, ৩৭৩, ৩৭৪ ; ২২।২৩, ৫৭, ৫৮, ৯১ ; ম ২৩।১০০-১০৭ ; ম২৪।৯০, ১২৮, ১৩৪, ১৫৪, ১৫৫, ১৬৮, ১৮৪, ১৮৭ ; ২৫।৩৮, ৩৯, ১৪৮ ; অ ৪।১৭৭, ১৭৮ ; অ ৮।৬৫, ৬৬ ; ভরতমুনি-বাক্য—অ ১৬।৭১ ; ভাগবত—আ ১।৪৬, ৪।৮, ৫১-৫৬, ৫৯, ৬০, ৬২, ৬৩, ৭১-৭৪, ৯১ ; ২।১১, ১৭, ২১, ৩০, ৫৩, ৫৫, ৬৩, ৬৭, ৯১, ৯২ ; ৩।২৪, ৩৬, ৩৯, ৫১, ৬৮, ১১০ ; ৪।২৩, ৩৪, ৬৬, ৮৮, ১৫২, ১৫৩, ১৫৫, ১৫৬, ১৭৩, ১৭৬, ১৮০, ২০৫-২০৮ ; ৫।৩৫, ৭২, ৭৯, ৮০, ৮৪, ৮৭, ১৩৮-১৪১, ২১৪ ; ৬।২২, ৫৯, ৬০,৬৩, ৬৬, ৬৭, ৭০, ৭২, ৭৩, ১০০ ; ৭।৯৪; ৮।১৯, ২৫, ৫৮ ; ৯।৪২, ৪৬ ; ১৩।৭৭, ১৪।৬৯ ; ১৭।৭৬, ৭৮; ম ২।৪২ ; ৩।৩৬ ; ৬।৮৪, ১০১-১০৩, ১০৮, ১০৯, ১৪৯, ১৮৬, ২৩৫, ২৬১, ২৭০ ; ৭।১৪৩ ; ৮।৬, ৪০, ৬২, ৬৭, ৭২, ৭৫, ৭৭, ৭৮, ৮০, ৮১, ৮৯, ৯২, ৯৪, ৯৯, ১৩৯, ১৪৫, ১৪৭, ২১৯, ২২৪, ২২৭, ২৩২, ২৬৬, ২৭৫, ২৭৬ ; ৯।১১৪, ১২১, ১২৩, ১৩২,

১৪৩, ২৫৯, ২৬০, ২৬২, ২৬৪, ২৬৬, ২৭০ ; ১০।১২ ; ১১।২৯, ৩০, ৩২, ১০০, ১০৪, ১১৮, ১৯২ ; ১৩।৭৯, ১৩৬, ১৬০ ; ১৪।১৩, ১৫৮ ; ১৫।১৮০, ২৩৭, ২৭০ ; ১৬।১৪৫, ১৮৬ ; ১৭।৩৬, ৩৯, ১৩৮, ১৪০, ১৪২ ; ১৮।৩৪, ৬৫, ১২৫ ; ১৯।৭২, ১৪২, ১৪৩, ১৫০, ১৭১-১৭৪, ১৯৭, ২০১, ২০৩-২০৯, ২১১২, ২১৫ ; ২০।৫৭, ৫৯, ১১৯, ১৩৭, ১৩৮, ১৪৭, ১৪৮, ১৫১, ১৫৬, ১৫৮, ১৬২, ১৭০, ১৭৩, ২৪৯, ২৬২, ২৬৬, ২৬৭, ২৭০, ২৭৪, ২৭৫, ২৯৯, ৩০৬, ৩১২, ৩১৩, ৩১৮, ৩৩১, ৩৩৫, ৩৩৬, ৩৪০, ৩৪, ৩৪৩, ৩৪৫, ৩৫৩, ৩৫৭ ; ২১।৯, ১১, ১৩, ১৫, ২৭, ৩৩, ৩৭, ৮৩, ১০০, ১১২, ১২৩, ১২৪ ; ২২।১৯, ২০, ২২, ২৭, ২৮, ৩০, ৩২, ৩৬, ৪০, ৪৪, ৪৬, ৪৮, ৫০, ৫২, ৫৩, ৫৫, ৬১, ৬৩, ৬৯, ৭০, ৭১, ৭৩, ৭৮, ৭৯, ৮১, ৮২, ৮৩, ৮৫, ৮৬, ৮৭, ৯৩, ৯৫, ১০০, ১০৭, ১০৮, ১৩২, ১৩৩, ১৩৪, ১৩৬,১৩৯, ১৪১, ১৫৭ ; ২৩।১৬, ২১, ২৪, ৩৭, ৬১, ১০৮ ; ২৪।৫, ২১, ৪৫, ৪৬, ৪৮, ৪৯, ৫১, ৫২, ৫৫, ৫৮, ৭১, ৭৩, ৭৮, ৮৩, ৮৪, ৮৬, ৯৪, ৯৬, ৯৯, ১১১, ১১৩, ১১৯, ১২৭, ১৩১, ১৩৩, ১৩৬, ১৩৭, ১৩৮, ১৫১, ১৫২, ১৬১, ১৬৪, ১৭১, ১৭২-১৭৪, ১৭৮, ১৮৫, ১৯২, ১৯৪, ১৯৫, ২০২-২০৫, ২০৯, ২১১, ২১৩, ৩১৬, ৩১৭ ; ২৫।৩১, ৩২, ৩৬, ৩৭, ৭৪, ৭৫, ৮১-৮৩, ৯৯, ১০৩, ১০৭, ১১১, ১১৭, ১২১, ১২৪, ১২৬-১২৮, ১৩০, ১৩২, ১৩৪, ১৩৫, ১৪১, ১৪২, ১৪৪, ১৪৫, ১৫০, ১৫১, ১৫২ ; অ ২।১১৯ ; ৩।৬৩, ৮৩, ১৭৮, ১৮৬, ১৮৭ ; ৪।৫৯, ৬৩, ৬৪, ৬৯, ১৭৫, ১৯৪ ; ৫।১০, ৪৮, ১২৪, ১২৫, ১৩৭ ; ৬।১৩৭, ৩১৪ ; ৭।১০, ২৭, ২৯, ৩২, ৩৩, ৩৯, ৪১ ; ৮।৭৬ ; ৯।৭৭ ; ১৪।৮৬ ; ১৫।৩২-৩৪, ৪৪, ৫১, ৭০, ৮১ ; ১৬।২৬, ২৭, ১১৭, ১৪০ ; ১৭।৩১ ; ১৮।২৫ ; ১৯।৪৫, ৭০ ; ২০।১০ ; ভাগবতামৃত—ম ৮।৯৮ ; ভাবাথদীপিকা—আ ১।৩৯ ; ২।৯৫ ; ম ১৭।৮০ ; ১৮।১১৪ ; ২৪।৬৯, ৭৫, ২৫।১৩৮ ; অ ৫।১২৭ ; ভারবী—অ ১০।২১ ; মলমাসতত্ত্ব—আ ১৭।১৬৪ ; মহাভাগবত—আ ৩।৪৯ ; ১৭।৩০৮ ; ম ৬।১০৪ ; ৯।৩০ ; ১০।১৭০ ; ১৫।২৬৯ ; ১৭।১৮৬ ; মুনিবাক্য—ম ২২।৬ ; যামুনাচার্য্যকৃত-শ্লোক—আ ৩।৮৬, ৮৮ ; ম ১।২০৩, ২০৬ ; ৮।৭৩ ; ১১।১৫১ ; অ ৩।৯১ ; রঘুবংশ—ম ১০।১৪৫ ; রামচন্দ্রপুরীবাক্য—অ ৮।৪৭ ; রামায়ণ (বাল্মিকী-কৃত) —ম ১০।১৪৬ ; ২২।৩৪ ; রূপগোস্বামিকৃত-শ্লোক—আ ৪।২৬০ ; ম ১।৭৬ ; ১৯।৫৩ ; ২৩।২৭, ৭৪-৮০, ৮২-৮৬ ; অ ১।৭৯, ১১৪; ১৪।১৬, ৫৩ ; লঘুভাগবতামৃত—আ ১।৭৫, ৭৭ ; ৩।২৭ ; ৪।১৮৪, ২১২, ২১৩ ; ৫।৭৭ ; ম ৯।১৫৭ ; ১১।২৮, ৩১ ; ২০।২৪২, ২৫১, ৩৭১ ; ২১।৫০, ৫১, ৮৮; অ ১।৬৭ ; ৫।১২৩ ; ৭।১৫ ; ললিতমাধব—আ ৪।১৪৬, ২৫৯ ; ১৭।২৮১ ; ম ১।৮৪ ; ৮।১৪৯ ; ৯।১৫০; ১৯।১৬৫ ; ২০।১৮১, ১৮২ ; অ ১।১৬৬-১৬৮, ১৭৫, ১৭৭, ১৮৪, ১৮৮-১৯১ ; ১৯।৩৫ ; শ্রুতিব্যাখ্যাধৃত-শ্লোক (ভাঃ ১০।৮৭।৩০) —ম ১৯।১৪০ ; 'শ্বেতাশ্বতর' উপনিষৎ—ম ১০।১৪১ ; সর্ব্বজ্ঞসূক্তবাক্য—ম ১৮।১১৪ ; অ ৫।১২৭ ; সাত্বত-তন্ত্র—আ ৫।৭৭ ; ম ২০।২৫১ ; সামুদ্রক—আ ১৪।১৫ ; সাহিত্যদর্পণ—ম ১৩।১২১ ; অ ১।১৮৬ ; স্কন্দপুরাণ—ম ২২।১৪২ ; ২৪।২৭৪ ; স্তবমালা—আ ৩।৫৭, ৬২, ৬৫ ; ৪।৫১, ৫২, ১৯৬, ২৭৫ ; ম ১৩।২০৭ ; অ ১৫।৯৭ ; স্তবাবলী—অ ৬।৩২৭ ; ১৪।৭৩, ১২০ ; ১৬।৮৭ ; ১৭।৭১; ১৯।৭৬ ; স্তোত্ররত্ন—আ ৩।৮৬, ৮৮ ; ম ৮।৭৩ ; স্মৃতিবচন—অ ১৫।২৭ ; ম ১৫।২৬৫ ; স্বরূপ-গোস্বামিকৃত কড়চা—আ ১।৫, ১৪; ৪।৫৫, ২৩০ ; ৫।৭, ১৩, ৫০, ৯৩, ১০৯ ; ৬।৪, ৫ ; ৭।৬ ; হয়শীর্ষপঞ্চরাত্র—ম ৬।১৪২ ; হরিভক্তিবিলাস—আ ৩।১০৩ ; ১৪।১ ; ম ৯।৩৩ ; ১৮।১১৬ ; ১৯।৫০, ২২৯ ; ২২।৩৪, ৮৮, ৯৭, ৯৮ ; ২৩।৮ ; ২৫।১৩৭ ; অ ৩।৬০ ; ১৬।২৫; হরিভক্তিসুধোদয়—আ ৭।৯৮; ম ১৯।৭৫ ; ২০।৬১ ; ২২।৪২ ; ২৩।২৩ ; ২৪।২১৫ ।

সংখ্যা-সূচী

আদিলীলা

	কবিরাজ গোস্বামি-কৃত শ্লোকসংখ্যা	উদ্ধৃত শ্লোক সংখ্যা	কবিরাজ গোস্বামি-কৃত পয়ার সংখ্যা	মোট সংখ্যা
প্রথম পরিচ্ছেদ	৮	৩৫	৬৭	১১০
দ্বিতীয় ”	৩	১৫	১০৩	১২১
তৃতীয় ”	১	২১	৯১	১১৩
চতুর্থ ”	২	৪৬	২২৯	২৭৭
পঞ্চম ”	১	২৩	২১১	২৩৫
ষষ্ঠ ”	১	১২	১০৫	১১৮
সপ্তম ”	১	৬	১৬৪	১৭১
অষ্টম ”	১	৪	৮০	৮৫
নবম ”	২	৩	৫০	৫৫
দশম ”	২	×	১৬২	১৬৪
একাদশ ”	২	×	৫৯	৬১
দ্বাদশ ”	২	×	৯৩	৯৫
ত্রয়োদশ ”	২	১	১২০	১২৩
চতুর্দ্দশ ”	১	৩	৯৩	৯৭
পঞ্চদশ ”	২	১	৩১	৩৪
ষোড়শ ”	২	৪	১০৫	১১১
সপ্তদশ ”	২	৮	৩২৬	৩৩৬
মোট	৩৫	১৮২	২০৮৯	২৩০৬

মধ্যলীলা

	কবিরাজ গোস্বামি-কৃত শ্লোকসংখ্যা	উদ্ধৃত শ্লোক সংখ্যা	কবিরাজ গোস্বামি-কৃত পয়ার সংখ্যা	মোট সংখ্যা
প্রথম পরিচ্ছেদ	৫	৮	২৭৪	২৮৭
দ্বিতীয় ”	১	১০	৮৪	৯৫
তৃতীয় ”	১	২	২১৬	২১৯
চতুর্থ ”	১	১	২১১	২১৩
পঞ্চম ”	১	×	১৬০	১৬১
ষষ্ঠ ”	১	২৬	২৬০	২৮৭
সপ্তম ”	১	৩	১৫১	১৫৫
অষ্টম ”	১	৫১	২৬১	৩১৩
নবম ”	১	২৫	৩৩৯	৩৬৫
দশম ”	১	৬	১৮৩	১৯০
একাদশ ”	১	১৩	২২৯	২৪৩
দ্বাদশ ”	১	×	২২১	২২২
ত্রয়োদশ ”	১	৮	২০০	২০৯
চতুর্দ্দশ ”	১	১৪	২৪২	২৫৭
পঞ্চদশ ”	১	৭	২৯৪	৩০২
ষোড়শ ”	১	২	২৮৭	২৯০
সপ্তদশ ”	১	১৪	২১৯	২৩৪
	২১	১৯০	৩৮১১	৪০৪২

	কবিরাজ গোস্বামি-কৃত শ্লোকসংখ্যা	উদ্ধৃত শ্লোক সংখ্যা	কবিরাজ গোস্বামি-কৃত পয়ার সংখ্যা	মোট সংখ্যা
মধ্যলীলা	২১	১৯০	৩৮১১	৪০৪২
অষ্টাদশ ”	২	৮	২১৯	২২৯
ঊনবিংশ ”	১	৪০	২১৫	২৫৬
বিংশ ”	২	৬৫	৩৩৭	৪০৪
একবিংশ ”	১	২১	১২৭	১৪৯
দ্বাবিংশ ”	১	৬৮	৯৫	১৬৪
ত্রয়োবিংশ ”	১	৫৬	৬৪	১২১
চতুর্ব্বিংশ ”	১	৯২	২৫৭	৩৫০
পঞ্চবিংশ ”	৩	৪০	২৩৩	২৭৬
মোট	৩৩	৫৮০	৫৩৭৮	৫৯৯১

অন্ত্যলীলা

	কবিরাজ গোস্বামি-কৃত শ্লোক সংখ্যা	উদ্ধৃত শ্লোক সংখ্যা	কবিরাজ গোস্বামি-কৃত পয়ার সংখ্যা	মোট সংখ্যা
প্রথম পরিচ্ছেদ	৫	৫১	১৬৭	২২৩
দ্বিতীয় ”	১	১	১৭০	১৭২
তৃতীয় ”	১	১২	২৫৭	২৭০
চতুর্থ ”	১	৮	২৩০	২৩৯
পঞ্চম ”	১	৮	১৫৫	১৬৪
ষষ্ঠ ”	১	৭	৩২১	৩২৯
সপ্তম ”	১	৯	১৫৭	১৬৭
অষ্টম ”	১	৬	৯৪	১০১
নবম ”	১	১	১৫১	১৫৩
দশম ”	১	১	১৬০	১৬২
একাদশ ”	১	×	১০৭	১০৮
দ্বাদশ ”	১	×	১৫৪	১৫৫
ত্রয়োদশ ”	১	×	১৩৮	১৩৯
চতুর্দ্দশ ”	১	৬	১১৬	১২৩
পঞ্চদশ ”	১	১২	৮৬	৯৯
ষোড়শ ”	১	১০	১৪০	১৫১
সপ্তদশ ”	১	৪	৬৭	৭২
অষ্টাদশ	১	২	১১৮	১২১
ঊনবিংশ	১	৬	১০৫	১১২
বিংশ	৬	৯	১৪৩	১৫৮
মোট	২৯	১৫৩	৩০৩৬	৩২১৮

সর্ব্বমোট সংখ্যা

আদিলীলা	৩৫	১৮২	২০৮৯	২৩০৬
মধ্যলীলা	৩৩	৫৮০	৫৩৭৮	৫৯৯১
অন্ত্যলীলা	২৯	১৫৩	৩০৩৬	৩২১৮
সর্ব্বমোট	৯৭	৯১৫	১০৫০৩	১১৫১৫

মোট শ্লোক ও পয়ার সংখ্যা—১১৫১৫

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে

আদিলীলার পরিচ্ছেদ-বিবরণ

প্রথম পরিচ্ছেদ ১-১৪

ত্রিবিধ মঙ্গলাচরণ, অবতারের মূল প্রয়োজন, নিত্যানন্দ ও অদ্বৈততত্ত্ব, পঞ্চতত্ত্ব এবং সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজনাধিদেবতার প্রণামমূলক সপ্তদশটী শ্লোক, তন্মধ্যে নমস্কারাত্মক প্রথম দুই শ্লোকের ব্যাখ্যামুখে গুরুতত্ত্ব, চতুঃশ্লোকী, পঞ্চতত্ত্ব-ব্যাখ্যা এবং শ্রীচৈতন্যনিত্যানন্দ-স্বরূপ ও মাহাত্ম্য-কথন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ১৫-২৯

শ্রীচৈতন্যতত্ত্ব-নিরূপণাত্মক তৃতীয় শ্লোক-ব্যাখ্যামুখে ব্রহ্ম, পরমাত্ম ও ভগবদ্‌বিচার, শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ এবং শক্তিত্রয়-জ্ঞান।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ২৯-৪২

আশীর্ব্বাদ-মঙ্গলাচরণে চৈতন্যাবতারের সামান্যকারণ-বর্ণন-মুখে অবতারের কাল, হেতু, বর্ণ ও লক্ষণাদির বিচার, অবতার-সম্বন্ধে প্রমাণ-বচন, অবতারের প্রকট প্রমাণ, অঙ্গ-উপাঙ্গ-অস্ত্র-পার্ষদ এবং যুগধর্ম্ম-কথন, স্বয়ংরূপাবতারের পূর্ব্বে গুরুবর্গ-রূপ সেবকগণের প্রাকট্য, অবতরণের পূর্ব্বে সামাজিক অবস্থা, অদ্বৈতের জীবে দয়া-বিষয়ক চিন্তা এবং কৃষ্ণারাধন প্রভৃতি কথন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ৪২-৭০

শ্রীচৈতন্যাবতারের মুখ্য উদ্দেশ্যত্রয়-বর্ণনপ্রসঙ্গে যুগধর্ম্ম-প্রবর্ত্তন, অসুর-মারণ ও অদ্বৈতাদি ভক্তগণের আরাধন-অবতারের বাহ্যকারণমাত্র বলিতে গিয়া "অবতারী কৃষ্ণে অবতারগণের স্থিতি, বিধিভক্তি প্রচারার্থ বিষ্ণুর এবং রাগভক্তি প্রচারার্থ স্বয়ং কৃষ্ণের গৌরাবতার, রাসলীলাশ্রবণে মুক্তপুরুষেরই অধিকার, আচার-প্রচার, শান্ত-ব্যতীত চারিরসের আশ্রয়বর্গের কৃষ্ণপ্রীতিই কাম্য, রসোৎকর্ষ-বিচার, তটস্থ-বিচারে মধুর রসের শ্রেষ্ঠতা, স্বকীয়া এবং পরকীয়ারূপে মধুর রসের দ্বিবিধ সংস্থান, শ্রীরাধাকৃষ্ণ-মিলিততনু শ্রীগৌরসুন্দর, শ্রীরাধার তত্ত্ব ও কৃষ্ণের সহিত সম্বন্ধ, একই চিচ্ছক্তির তিন রূপ, শক্তিমান্ ও শক্তির পরস্পর অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ, শুদ্ধসত্ত্বেই ভগবানের প্রাকট্য, মহাভাব, ত্রিবিধা কৃষ্ণকান্তা, অংশিনী রাধা, শ্রীরাধার পঞ্চনাম, রাধিকানামার্থ, রাধার মহাভাবে মগ্ন গৌরসুন্দর, কৃষ্ণের ত্রিবিধ বয়োধর্ম্ম এবং বয়োভেদে লীলা-ভেদ, রাধাপ্রেমবল, কৃষ্ণে যেরূপ পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্ম্মের সামঞ্জস্য বর্ত্তমান শ্রীরাধাতেও তদ্রূপ, বিষয় এবং আশ্রয়জাতীয় সুখ, শ্রীস্বরূপই গৌরাবতারের গূঢ়রহস্যবেত্তা, গোপীপ্রেমের 'রূঢ়ভাব'-সংজ্ঞা, কাম ও প্রেম, শুদ্ধভক্তিপ্রকার-ভেদে কৃষ্ণপ্রাপ্তির তারতম্য-বিচার, গোপীর কৃষ্ণপ্রেমের পরিচয়, রাধিকাই গোপীশ্রেষ্ঠা, কৃষ্ণের সহিত গোপীর সম্পর্ক, সম্ভোগ-রসবিগ্রহ নন্দনন্দনই বিপ্রলম্ভ-রসবিগ্রহ—গৌর, রসসিদ্ধান্তের অধিকারী, রাধাকৃষ্ণের তুলনা-বিচার" প্রভৃতি বিষয়ের অবতারণা।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ ৭১-১০৪

নিত্যানন্দ-তত্ত্বনিরূপণাত্মক পঞ্চশ্লোক-ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে "বলদেব-তত্ত্ব, বলদেবের পঞ্চরূপে কৃষ্ণসেবা, তন্মধ্যে শেষরূপে দশ-দেহে কৃষ্ণসেবা, পরব্যোম এবং তদূর্দ্ধে ত্রিবিধ কৃষ্ণলোক, চিন্ময় ব্রজধামের কৃষ্ণেচ্ছায় প্রপঞ্চে প্রকাশ, চর্ম্মচক্ষে শ্রীধামে প্রপঞ্চ-দর্শন, আদি চতুর্ব্যূহ, কৃষ্ণলোকে কৃষ্ণের দ্বিভুজ এবং পরব্যোম-বৈকুণ্ঠে চতুর্ভুজলীলা, শ্রী-ভূ-নীলাশক্তি, সাযুজ্য ভিন্ন মুক্তিচতুষ্টয় বৈকুণ্ঠপ্রাপক, নির্ব্বিশেষবাদীরই সাযুজ্য স্থান—সিদ্ধলোক, নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম, দ্বিতীয় চতুর্ব্যূহ, কারণার্ণব, গঙ্গা কারণবারির এক কণা, মহৎস্রষ্টা আদি পুরুষাবতার, প্রকৃতি জড়-রূপা—জগৎসৃষ্টির 'গৌণকারণ', কৃষ্ণই মূল জগৎকারণ, মূল-সঙ্কর্ষণ, মহাসঙ্কর্ষণ ও পুরুষত্রয়ের সম্বন্ধ, মৎস্যাদি সমস্ত অবতারের অংশী কারণাব্ধিশায়ী, পুরুষাবতারত্রয়ের কার্য্য, ঈক্ষণাদি ব্যাপারে মায়ার সম্বন্ধসত্ত্বেও বস্তুতঃ পুরুষ মায়াতীত, ঈশ্বর অচিন্ত্যশক্তিমান্, ঈশ্বরে এবং জগতে ভেদাভেদ-সম্বন্ধ, ব্রহ্মাণ্ড-পরিমাণ, চৌদ্দভুবনের উৎপত্তি, গর্ভবারিতে বৈকুণ্ঠধামপ্রকাশ, অনন্তশয্যা, ব্রহ্মার জন্ম, সৃষ্টি-স্থিতি-লয়, সপ্তসমুদ্র, শ্বেতদ্বীপ, বিষ্ণুর শেষরূপ, শেষের দশদেহ, কৃষ্ণকে 'বিষ্ণু'-নামে অভিধান দোষাবহ নহে—যেহেতু তাঁহাতে সবই সম্ভব, কৃষ্ণ ঈশ্বর আর সব ভৃত্য, গুরুবর্গাদি সকলেই লীলার সহায়, জ্যেষ্ঠ-কনিষ্ঠা-ভিমান, মীনকেতন রামদাস, গুণার্ণব মিশ্রের আচরণে রামদাসের ক্রোধ, নিতাই-ব্যতীত গৌর এবং গৌর-ব্যতীত নিতাইয়ে বিশ্বাস ভক্তিবিরোধমাত্র, শ্রীকবিরাজগোস্বামী ঠাকুরের দৈন্যজ্ঞাপক আত্মকাহিনী, অপ্রাকৃত শ্রীবিগ্রহে প্রাকৃত শিলাদি-বুদ্ধি মহাপরাধ" প্রভৃতি বর্ণন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ১০৪-১২৪

শ্রীঅদ্বৈত-তত্ত্বনিরূপণাত্মক শ্লোকদ্বয়ের ব্যাখ্যামুখে "অদ্বৈতের তত্ত্ব ও মহিমা, মায়ার দুইরূপ—নিমিত্ত ও উপাদান, কারণশায়ীর দুইমূর্ত্তিতে সৃষ্টি—স্বয়ং 'নিমিত্ত' এবং অদ্বৈতপ্রভু 'উপাদান' (অন্তর্যামী), সাংখ্যমত-নিরাস, অদ্বৈতের দুই মূর্ত্তি, অদ্বৈত মহাবিষ্ণুর অঙ্গ বা অংশ হইয়াও মায়াতীত, অঙ্গ ও অংশের তাৎপর্য্যার্থ, 'অদ্বৈতাচার্য্য' ও 'কমলাক্ষ'-নামের সার্থকতা,

বৈকুণ্ঠে বিষ্ণু ও বৈষ্ণবের সারূপ্য, আচার্য্য-হুঙ্কারে চৈতন্যাবতার নিত্যানন্দ ও অদ্বৈত মহাপ্রভুর অঙ্গ, শ্রীবাসাদি উপাঙ্গ, অদ্বৈতের প্রতি গৌরের গুরুতুল্য ব্যবহার, অদ্বৈতের কৃষ্ণদাস-অভিমানে ভক্তিপ্রচার, কৃষ্ণদাস্যের নিকট কোটী ব্রহ্মসুখও তুচ্ছ, লক্ষ্মীরও কৃষ্ণদাস্য-প্রার্থনা, নিত্যানন্দাদ্বৈতাদি সকলেরই গৌরদাস্য-প্রার্থনা, সখ্য-বাৎসল্য-মধুর রসে এমন কি শ্রীরাধাতেও কৃষ্ণদাস্য, স্বয়ং-প্রকাশেরও কৃষ্ণদাসাভিমান, কৃষ্ণই সর্ব্বসেব্য, ভক্তাবতারের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মর্য্যাদা, কৃষ্ণের নিকট ভক্তেরই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্মান, কৃষ্ণসাম্যে মাধুর্য্যাস্বাদন অসম্ভব, শ্রীসঙ্কর্ষণ কৃষ্ণের আদি ভক্তাবতার" প্রভৃতি বিষয় বর্ণন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ ১২৪-১৪৮

পঞ্চতত্ত্বনিরূপণ-প্রসঙ্গে "প্রেমবন্যা, মহাপ্রভুর সন্ন্যাস-গ্রহণের কারণ, বঞ্চিতদলের উদ্ধার, কাশীর মায়াবাদী, প্রভুর বৃন্দাবন-গমন, পথে কাশীতে অবস্থান, মায়াবাদিগণের প্রভুনিন্দা, প্রভুর উপেক্ষা ও মথুরাগমন, মথুরা দেখিয়া পুনঃ কাশী প্রত্যা-গমন এবং চন্দ্রশেখর-ভবনে অবস্থান, সনাতন গোস্বামিসহ মিলন, প্রকাশানন্দ-সভায় মহাপ্রভু, প্রভুর নাম-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন, প্রেম—পঞ্চমপুরুষার্থ, প্রেমের স্বভাব, কৃষ্ণনামানন্দ সিন্ধুর নিকট ব্রহ্মানন্দ খাতোদক-সম, বেদান্তসম্বন্ধে প্রভুর মত ও ব্যাখ্যা, ঈশ্বরবাক্য দোষশূন্য, মুখ্যবৃত্তি এবং গৌণবৃত্তি-বিচার, মায়াবাদ বা শাঙ্কর মতের অমূলকত্ব স্থাপন, 'ব্রহ্ম'-শব্দের মুখ্য অর্থ, মায়াবাদে বিষ্ণুনিন্দা, শক্তি ও শক্তিমান্, জীবতত্ত্ব, বস্তু-পরিণামবাদ, বিবর্ত্তবাদ, বিবর্ত্তবাদখণ্ডন, প্রণব, তত্ত্বমসি, অভিধা ও লক্ষণা-বৃত্তি, স্বতঃপ্রমাণ বেদের প্রমাণান্তরাভাব, প্রভুর সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজনাত্মক ব্রহ্মসূত্রের মুখ্যার্থ ব্যাখ্যা, সন্ন্যাসিগণের মতি-পরিবর্ত্তন, প্রভুর তাহাদিগকে কৃপা, প্রভুদর্শনে লোকসঙ্ঘ, সনাতন গোস্বামীকে বৃন্দাবন-প্রেরণ, প্রভুর নীলাচলে আগমন, স্বয়ং এবং প্রচারকগণদ্বারা ভারতের সর্ব্বত্র নামপ্রেমপ্রচার ও লোকোদ্ধার, সেতুবন্ধ পর্য্যন্ত ভক্তিপ্রচার" প্রভৃতি বিষয় কথন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ ১৪৮-১৫৬

পঞ্চতত্ত্বের মাহাত্ম্য না মানিয়া পৃথগ্‌বুদ্ধিতে গৌর বা কৃষ্ণপূজা ঘোর অপরাধ, কৃষ্ণভক্তি বিনা গৌরভক্তি ও গৌর-ভক্তি বিনা কৃষ্ণভক্তি 'অভক্তি' বা 'আসুরবৃত্তি', শ্রীচৈতন্য-দয়ার চমৎকারিতা, অপরাধযুক্ত হইয়া অসংখ্যবার কৃষ্ণের শ্রবণ-কীর্ত্তন বৃথা, কৃষ্ণ ভুক্তি-মুক্তি দিয়া জীবকে বঞ্চনা করিতে পারিলে আর 'ভক্তি' দেন না, কৃষ্ণের সহিত রসসম্বন্ধ না হইলে মুক্তিমাত্র লাভ, মহাপ্রভুর আপামরে প্রেমভক্তিপ্রদানলীলা, গৌর-নিতাইয়ের সেবাতেই কৃষ্ণপ্রেমোদয়, কৃষ্ণনাম অপরাধের বিচার করে, গৌর-নিতাইয়ের নামে অপরাধ-বিচার নাই, শ্রীচৈতন্য-ভাগবত-শ্রবণে গৌর-নিতাই-মহিমা ও কৃষ্ণভক্তি-সিদ্ধান্ত-বিষয়ে জ্ঞান, বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের মহিমা-কীর্ত্তন, শ্রীপণ্ডিত হরিদাস, বৈষ্ণবের পঞ্চাশটী সদ্‌গুণ, কবিরাজ গোস্বামি-ঠাকুরের শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত-বর্ণন-রহস্য।

নবম পরিচ্ছেদ ১৫৬-১৬০

প্রভুর মালাকার-ধর্ম্ম-গ্রহণ ও নবদ্বীপে ভক্তিফলোদ্যান রচনা ভক্তিকল্পতরু, শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী কল্পতরুর প্রথম অঙ্কুর, অচিন্ত্য-শক্তিবলে মালী হইয়াও মহাপ্রভু স্বয়ং স্কন্দ এবং সকল শাখার আশ্রয়, পরমানন্দপুরী ও কেশবভারতী-প্রমুখ নয়জন সন্ন্যাসী বৃক্ষের নবমূল, পরমানন্দপুরী মধ্যমূল, অদ্বৈত ও নিত্যানন্দ—দুই স্কন্ধ, স্কন্ধের বহুশাখা ও উপশাখা, প্রেমফল, প্রেমফলাস্বাদন, প্রেমফল বিতরণ, জীবের নিত্যমঙ্গল-বিধানই পরোপকার, জীবকে নিজানুরূপ কৃষ্ণপ্রেম-অর্পণদ্বারা মহাভাগবতকরণ এবং নিন্দক-দিগেরও কৃষ্ণপ্রেম-প্রাপ্তিতে উদ্ধার।

দশম পরিচ্ছেদ ১৬০-১৮৫

মূল স্কন্ধশাখা অর্থাৎ মহাপ্রভুর নিজশাখা-বর্ণন, গৌরভক্তে গুরু-লঘু-ভেদশূন্যতা, 'প্রভুপাদোপাধান' শঙ্কর পণ্ডিত, বাসুদেব ঠাকুরের পরদুঃখ-কাতরতা, নামাচার্য্য ঠাকুর হরিদাস ও তচ্ছিষ্য সত্যরাজ খাঁ প্রভৃতি কুলীনগ্রামী, অপ্রতিগ্রাহী দেহরোগ-ভবরোগ-চিকিৎসক মুরারি গুপ্তের আত্মবৃত্তির দ্বারা কুটুম্বভরণ, মহাপ্রভুর 'সাক্ষাৎ' 'আবেশ' ও 'আবির্ভাব'—এই তিনরূপে অবতীর্ণ হইয়া কৃপা, নকুল ব্রহ্মচারীর দেহে প্রভুর আবেশ, 'নকুল ব্রহ্মচারী' বা 'প্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারী' বা মহাপ্রভু-প্রদত্ত 'নৃসিংহানন্দ' একই ব্যক্তির নাম, কুলীনগ্রামবাসীর মাহাত্ম্য, শ্রীরূপসনাতন-শাখার বিস্তৃতি, সমগ্র ভারতের উদ্ধার—(১) ভক্তাচার-প্রবর্ত্তন, (২) লুপ্ততীর্থ উদ্ধার ও (৩) শ্রীমূর্ত্তি-পূজা-প্রচার, স্বরূপের অন্তর্দ্ধানে 'স্বরূপের রঘু'র শ্রীরূপ-সনাতনের চরণদর্শন ও বিরহে ভৃগুপাত করিয়া দেহত্যাগ-সঙ্কল্পপূর্ব্বক বৃন্দাবনে আগমন, শ্রীরূপসনাতন-কর্ত্তৃক তৃতীয় ভাইরূপে রঘুকে সমীপে সংরক্ষণ, রঘুনাথের দৈনিক-কৃত্য, ভট্টরঘুনাথের বিবরণ।

একাদশ পরিচ্ছেদ ১৮৫-১৯৯

নিত্যানন্দস্কন্ধশাখা অর্থাৎ নিত্যানন্দগণ-বর্ণন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ ১৯৯-২০৮

অদ্বৈতস্কন্ধশাখা অর্থাৎ অদ্বৈতগণ-বর্ণন, অদ্বৈতগণ প্রথমতঃ একমত পরে দুইমত—আচার্য্যানুগত ও স্বতন্ত্র, অচ্যুতানন্দানুগগণ 'সারগ্রাহী' এবং অপর সকল 'অসার', অসার-সহ গণন করিয়া পশ্চাৎত্যাগ, চৈতন্য চৌদ্দভুবনের গুরু, বাউলিয়া বিশ্বাস, বাউল বা মায়াবাদমতখণ্ডন, প্রভুকর্ত্তৃক বৈষ্ণবাচার্য্যের কর্ত্তব্য-নির্ণয়, অসারগণের গৌরকৃপাভাবে ধ্বংস, গৌরকৃষ্ণভক্ত—যমের গুরু,

গৌরকৃষ্ণ-বিমুখ—যমদণ্ড্য, গদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর উপ-শাখাগণ, শাখা-স্মরণে ভববন্ধ-বিমোচন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ ২০৮-২২০

মহাপ্রভুর আদিলীলার সূত্র, গার্হস্থ্য-লীলাই আদিলীলা এবং সন্ন্যাসলীলাই মধ্য ও অন্ত্যলীলা, মুরারিগুপ্তের আদি এবং স্বরূপগোস্বামীর মধ্য ও অন্ত্যলীলার সূত্রগ্রন্থন, আদিলীলার চারিভাগ, আদি, মধ্য এবং অন্ত্যলীলার সংক্ষেপ বিবরণ, অগ্রে গুরুবর্গের অবতারণ, পরে স্বয়ং অবতরণ, অদ্বৈতের ভক্তি-ব্যাখ্যা, কৃষ্ণাবতারণে প্রতিজ্ঞা, বিশ্বরূপজন্ম, বিশ্বরূপতত্ত্ব, গৌরাবির্ভাব, নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর গণনা, আর্য্যাগণের বিবিধ উপায়ন-সহ গৌরদর্শনে আগমন, চতুর্দ্দিকে আনন্দ-কোলাহল।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ ২২০-২২৬

মহাপ্রভুর বাল্যলীলাবর্ণন ও মাতাপিতাকে চরণচিহ্ন-প্রদর্শন, দ্বাত্রিংশৎ মহাপুরুষ-লক্ষণ, নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর ভবিষ্যদ্বাণী, নাম-করণ—'বিশ্বম্ভর' নাম, জানুচংক্রমণ, ক্রন্দনচ্ছলে নাম-প্রচার, পদচংক্রমণ, মৃত্তিকা-ভক্ষণচ্ছলে মাতাকে জ্ঞানপ্রদান, অতিথি-বিপ্রের প্রতি প্রসাদ, চোরের দিগ্‌ভ্রান্তি-উৎপাদন, ব্যাধিচ্ছলে একাদশী-দিবসে হিরণ্য-জগদীশের নৈবেদ্য ভক্ষণ, বালচাপল্য, মাতার মূর্চ্ছা ও নারিকেল আনয়ন, গঙ্গাতীরে কন্যাগণের সহিত পরিহাস, লক্ষ্মীদেবীর পূজা-গ্রহণ ও বরপ্রদান, উচ্ছিষ্ট হাণ্ডীর উপর উপবেশন ও মাতাকে ব্রহ্মজ্ঞান উপদেশ, শূন্যচরণে নূপুর-ধ্বনি, মিশ্রের শুদ্ধবাৎসল্য, হাতে-খড়ি।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ ২২৭-২২৯

মহাপ্রভুর পৌগণ্ডলীলা-বর্ণন—গঙ্গাদাসপণ্ডিত-স্থানে ব্যাকরণ অধ্যয়ন, মাতাকে একাদশীতে অন্ন না খাইতে অনুরোধ, বিশ্বরূপের সন্ন্যাস, প্রভুর মূর্চ্ছা ও বিশ্বরূপের সহিত কথোপকথন আখ্যায়িকা, মিশ্রপুরন্দরের অপ্রকট, লক্ষ্মীদেবীর পাণিগ্রহণলীলা।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ ২২৯-২৩৬

মহাপ্রভুর কৈশোরলীলা-বর্ণন—অধ্যাপন, পণ্ডিত-বিজয়, জাহ্নবীতে জলকেলি, পূর্ব্ববঙ্গে গমন, তথায় বিদ্যাবিচার ও নামসঙ্কীর্ত্তন, তপনমিশ্রসহ মিলন, তাঁহাকে সাধ্য-সাধনোপদেশ ও বারাণসী যাইবার আদেশ-প্রদান, প্রভুর বিরহে লক্ষ্মীদেবীর বৈকুণ্ঠ-লাভ, প্রভুর গৃহে আগমন, মাতৃদেবীকে সান্ত্বনা দান, বিষ্ণুপ্রিয়াসহ পরিণয়, দিগ্বিজয়ী জয়, দিগ্বিজয়ি-কথিত শ্লোকের দোষগুণ-বিচার, দিগ্বিজয়ীর সরস্বতীর নিকট গৌরতত্ত্ব-বিষয়ক জ্ঞানলাভ এবং মহাপ্রভুর চরণাশ্রয়।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ ২৩৬-২৫৯

মহাপ্রভুর যৌবনলীলা বর্ণন—প্রভুর গয়ায় গমন, ঈশ্বরপুরী-সহ-মিলন ও দীক্ষাভিনয়, প্রেমপ্রকাশ, গৃহে আগমন, শচীকে প্রেমদান, অদ্বৈত-মিলন, অদ্বৈতের বিশ্বরূপ-দর্শন, শ্রীবাসকর্ত্তৃক প্রভুর অভিষেক, নিত্যানন্দ-মিলন, নিতাইকে প্রভুর ষড়্‌ভুজ, চতুর্ভুজ ও দ্বিভুজরূপ-প্রদর্শন, নিত্যানন্দের ব্যাসপূজন, মহাপ্রভুর নিত্যানন্দাবেশে মুষলধারণ, শচীদেবীর রামকৃষ্ণ-দর্শন, জগাই-মাধাইর উদ্ধার, প্রভুর সাতপ্রহরিয়া ভাব, মুরারি-ভবনে বরাহাবেশ, শুক্লাম্বরের তণ্ডুল-ভক্ষণ, 'হরের্নাম' শ্লোকের ব্যাখ্যা, নাম লইবার প্রণালী, শ্রীবাস-ভবনে সম্বৎসর সঙ্কীর্ত্তন, গোপাল-চাপালের উপাখ্যান, দুর্ব্বুদ্ধি বিপ্রের প্রভুকে শাপ-প্রদান-কার্য্য, মুকুন্দের প্রতি প্রভুর দণ্ডানুগ্রহ, অদ্বৈতের প্রতি প্রভুর দণ্ড-প্রসাদ, মুরারিগুপ্তের ঐকান্তিকী রামনিষ্ঠা, শ্রীধরের লৌহপাত্রে জলপান ও তাঁহাকে বরদান, হরিদাস ঠাকুরকে প্রসাদ, আচার্য্য-স্থানে শচীদেবীর অপরাধ খণ্ডন, পাষণ্ড ছাত্রের 'নামে অর্থবাদ', নামাপরাধীর মুখদর্শন ঘটিলে কর্ত্তব্য, প্রভুর অভিধেয় ভক্তির মহিমা-কীর্ত্তন, মুরারিকে প্রশংসা, আম্রবৃক্ষ-রোপণ ও ফলদান-কাহিনী, কীর্ত্তনকালে মেঘবর্ষণ-নিবারণ, শ্রীবাসের বিষ্ণুসহস্র-নাম পাঠ, প্রভুর নৃসিংহা-বেশ-লীলা, গৌরনামে অপরাধক্ষয়, গৌর-দর্শনে সংসারধ্বংস, প্রভুর মহেশাবেশ, ভিক্ষুককে কৃষ্ণপ্রেম প্রদান, জ্যোতিষীর প্রভুকে 'সাক্ষাৎ ভগবান্' বলিয়া উক্তি, জ্যোতিষীর গৌর ও নিতাই-তত্ত্ব-কথন, প্রভুর বলদেবাবেশে যমুনাকর্ষণ-লীলা ও বারঘণ্টা-ব্যাপী নর্ত্তন, প্রভুর আজ্ঞায় প্রতি গৃহে কৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তন, কাজীর মৃদঙ্গ-ভঙ্গ, কীর্ত্তন-বিরোধ ও নিষেধাজ্ঞা, প্রভুর সকলকে নগর-সঙ্কীর্ত্তনের আদেশ ও কাজীদলন, কাজীর সহিত শাস্ত্রবিচার, কাজীর স্বপ্নে নৃসিংহমূর্ত্তির দর্শনোপাখ্যান, কাজীর পেয়াদার বিবরণ, কাজীর নিকট স্মার্ত্ত পাষণ্ডীর অভিযোগ, কাজীর বংশ-ধরগণের প্রতি 'তালাক', শ্রীবাসের পুত্রের পরলোক, প্রভুর নারায়ণীকে উচ্ছিষ্টদান, দরজী যবনের প্রভুকৃপা-লাভ, শ্রীবাসের বৃন্দাবনলীলা-বর্ণন, আচার্য্যরত্নের গৃহে প্রভুর লক্ষ্মীবেশে নৃত্য, জনৈকা ব্রাহ্মণী প্রভুর পাদস্পর্শ করায় প্রভুর গঙ্গায় পতন, 'গোপী', 'গোপী' বলিয়া প্রভুর উচ্চরব, পাষণ্ড ছাত্রের তন্নিবারণ ও প্রভুর ক্রোধ, পাষণ্ডগণের দুর্গতিদর্শনে প্রভুর করুণা ও সন্ন্যাসগ্রহণ, কেশবভারতীর নদীয়া আগমন ও প্রভুসহ মিলন, প্রভুর কাটোয়ায় গিয়া সন্ন্যাসগ্রহণ, চতুর্ব্বিধ ভক্তভাব-আস্বাদন, প্রভুর রাধাভাব, 'গৌরনাগর'-বাদ নিরসন, কৃষ্ণের অন্যরূপে গোপীর অপ্রীতি, গোপীগণের স্তব, শ্রীরাধার নিকট কৃষ্ণ-চাতুর্য্যের পরাভব, গৌরলীলার পার্ষদ এবং ভক্তগণের তত্ত্ব, কৃষ্ণ ও গৌরলীলার রহস্য দুরবগাহ্য, অচিন্ত্যভাব তর্কাতীত, তার্কিকের দুর্গতি, শ্রদ্ধাবানেরই সেবাপ্রবৃত্তি এবং আদিলীলার পুনরাবৃত্তি।

মধ্যলীলার পরিচ্ছেদ-বিবরণ

প্রথম পরিচ্ছেদ ২৬১-২৮২

মধ্য ও অন্ত্যলীলার মুখবন্ধ বা সূত্রবর্ণন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ২৮৩-২৯৪

শেষ ১২ বৎসর গম্ভীরায় অন্তর্দ্দশায় অবস্থিত প্রভুর শ্রীরাধার আবেশে দিব্যোন্মাদ ও প্রলাপাদি এবং শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-গ্রন্থের মূল আকর-কথন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ২৯৫-৩০৮

সন্ন্যাস-গ্রহণান্তে প্রভুর রাঢ়দেশে ভ্রমণ ও নিত্যানন্দের চেষ্টায় শান্তিপুরে অদ্বৈতগৃহে আসিয়া শচীমাতার পাচিতান্ন-ভোজন ও নৃত্যকীর্ত্তনলীলা, পুরীতে অবস্থানাঙ্গীকার ও নিত্যানন্দাদি ভক্ত-চতুষ্টয়সহ পুরীযাত্রা।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ৩০৮-৩২০

রেমুণায় উপস্থিত হইয়া নিত্যানন্দাদির নিকট শ্রীঈশ্বরপুরীর শ্রীমুখ হইতে শ্রুত শ্রীমাধবেন্দ্র পুরী গোস্বামীর গোবর্দ্ধনধারি-গোপাল-প্রতিষ্ঠা ও অন্নকূট-মহোৎসব, মাধবেন্দ্র রেমুণায় আসিলে গোপীনাথের তন্নিমিত্ত ক্ষীর-চুরি এবং মাধবেন্দ্রের পুরী হইতে চন্দন-কর্পূর সংগ্রহপূর্ব্বক রেমুণায় গোপীনাথের অঙ্গে লেপন ইত্যাদি বৃত্তান্ত বর্ণন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ ৩২১-৩২৯

সাক্ষিগোপালে আসিয়া নিত্যানন্দ-মুখে মহাপ্রভুর বড়বিপ্র, ছোটবিপ্র ও সাক্ষিগোপালের চরিত্র-শ্রবণ, কমলপুরে নিত্যানন্দ-কর্ত্তৃক মহাপ্রভুর দণ্ডভঙ্গ, আঠারনালায় আসিয়া তচ্ছ্রবণে প্রভুর একাকী পুরীতে আগমন ও জগন্নাথ-দর্শনে মূর্চ্ছাপ্রাপ্তি।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ৩২৯-৩৫৩

নিত্যানন্দ ও মুকুন্দাদির প্রভুদর্শন, প্রভুর বাহ্যদশা-প্রাপ্তি, সকলের প্রসাদ-সম্মান, অন্য একদিন প্রভুর 'পরমেশ্বরত্ব'-সম্বন্ধে গোপীনাথের সহিত সশিষ্য ভট্টের কুতর্ক, মায়াবাদী পণ্ডিত সার্ব্বভৌমের মুখে ৭ দিন নিঃশব্দে বেদান্ত-ব্যাখ্যা-শ্রবণ ও বেদান্তের নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মপরতারূপ কুতর্ক খণ্ডন। সার্ব্বভৌমের "আত্মারামশ্চ"-শ্লোকের নয়প্রকার ব্যাখ্যা, প্রভুর তদ্ব্যতীত অষ্টাদশ প্রকার ব্যাখ্যা, সার্ব্বভৌমের পরাজয়, সার্ব্বভৌমকে চতুর্ভুজ ও দ্বিভুজরূপ-প্রদর্শন এবং উদ্ধার-সাধন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ ৩৫৪-৩৬২

কৃষ্ণদাসবিপ্রসহ প্রভুর দক্ষিণ-যাত্রা, পথে প্রত্যেক গ্রাম ও নগরবাসীকে বৈষ্ণব-করণ এবং কূর্ম্মস্থানে বাসুদেব বিপ্রের কুষ্ঠরোগ-মোচন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ ৩৬৩-৪০৩

গোদাবরী-তটে রামানন্দ-সহ প্রভুর মিলন ও রায়ের মুখে সাধ্য-সাধন-তত্ত্বের শেষসীমা পর্য্যন্ত শ্রবণ, রায়কে প্রভুর রস-রাজ-মহাভাব-রূপ-প্রদর্শন, রায়কে রাজকার্য্য ত্যাগপূর্ব্বক পুরী গিয়া মিলিত হইতে আদেশ দিয়া দক্ষিণ-যাত্রা।

নবম পরিচ্ছেদ ৪০৪-৪৩৭

দাক্ষিণাত্যে বহুতীর্থ-ভ্রমণকালে অন্যাভিলাষী, জ্ঞানী ও পাষণ্ডিগণকে এবং অপর সাম্প্রদায়িক বৈষ্ণবগণকে কৃষ্ণনামে প্রবর্ত্তন, সিদ্ধবটে রামনামকারী বিপ্রকে কৃষ্ণনামে প্রবর্ত্তন, পথে তার্কিক, মীমাংসক, মায়াবাদী, পাষণ্ডী প্রভৃতি সমস্ত ভক্তি-বিরোধি-মতখণ্ডন কৃষ্ণভক্তি-সিদ্ধান্ত-সংস্থাপন, বৌদ্ধাচার্য্যের পরাজয়, রঙ্গক্ষেত্রে ব্যেঙ্কট ভট্টালয়ে চাতুর্ম্মাস্য-যাপন ও লক্ষ্মীনারায়ণোপাসক শ্রীসম্প্রদায়ী ভট্টকে সপরিবারে রাধা-কৃষ্ণোপাসনায় প্রবর্ত্তন, ঋষভপর্ব্বতে শ্রীপরমানন্দপুরী গোস্বামীর সহিত সাক্ষাৎকার ও পুরী গোস্বামীর শ্রীক্ষেত্রাভিমুখে যাত্রা, দক্ষিণ মথুরায় রাম-সীতার ভক্ত বিপ্রকে অপ্রাকৃত বৈকুণ্ঠেশ্বরী সীতাদেবী প্রাকৃত অসুর রাবণের দর্শনাতীত বলিয়া সান্ত্বনা-দান, পরে রামেশ্বর হইতে কূর্ম্মপুরাণ-শ্লোক আনিয়া প্রদর্শন, মালাবার-দেশে ভট্টথারির কবল হইতে সঙ্গী কৃষ্ণদাসকে উদ্ধার, পয়স্বিনী-তীরে 'ব্রহ্মসংহিতা'র পঞ্চম-অধ্যায় সংগ্রহ, শৃঙ্গেরী মঠে গমন, উড়ুপীতে মঠাধীশ মধ্বাচার্য্যের পরাজয়, পাণ্ঢরপুরে শ্রীরঙ্গ-পুরীমুখে শঙ্করারণ্য অর্থাৎ অগ্রজ বিশ্বরূপের স্বধাম-প্রাপ্তি (অপ্রকট)-সংবাদ-শ্রবণ, কৃষ্ণবেন্বাতীরে 'কৃষ্ণকর্ণামৃত' সংগ্রহ এবং বিদ্যানগরে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক রামানন্দ-সহ সাক্ষাৎকার করিয়া আলালনাথ হইয়া পুরীতে প্রত্যাবর্ত্তন।

দশম পরিচ্ছেদ ৪৩৭-৪৫০

কাশীমিশ্র-গৃহে অবস্থান, সার্ব্বভৌম-সমীপে ক্ষেত্রবাসি-বৈষ্ণবগণের পরিচয়-প্রাপ্তি, কৃষ্ণদাসকে নবদ্বীপে প্রেরণ, গৌড়ীয় ভক্তগণের পুরীগমনোদ্যোগ, শ্রীপরমানন্দ পুরীর নবদ্বীপ হইয়া পুরীতে আগমন, শ্রীদামোদর স্বরূপের কাশী হইতে আগমন ও প্রভুসহ মিলন, শ্রীঈশ্বরপুরীর শিষ্য গোবিন্দের আগমন ও প্রভু-পরিচর্য্যায় আত্মনিয়োগ, ব্রহ্মানন্দ ভারতীর চর্ম্মাম্বর-পরিহার ও প্রভুকে কৃষ্ণজ্ঞান এবং বলবান্ কাশীশ্বরের আগমন।

একাদশ পরিচ্ছেদ ৪৫০-৪৬৪

সার্ব্বভৌম-কর্ত্তৃক প্রতাপরুদ্রের প্রভুসহ-মিলন-সম্পাদন-চেষ্টা, প্রভুর অনিচ্ছা, রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণপূর্ব্বক রায়ের প্রভুদর্শন, রাজার গুণ-কীর্ত্তন, রাজার প্রতি প্রভুর চিত্তভাব-

পরিবর্ত্তন, পুরুষোত্তমে অনবসর-কালে প্রভুর আলালনাথে গমন ও প্রত্যাবর্ত্তনান্তে গৌড় হইতে সমাগত অদ্বৈতাদি-ভক্তগণসহ-মিলন, সার্ব্বভৌম-কর্ত্তৃক প্রাসাদারূঢ় প্রতাপরুদ্রকে গৌড়ীয় ভক্তগণের পরিচয়-দান ও তাঁহাদিগকে গৃহ ও মহাপ্রসাদ-প্রদান, প্রভুর হরিদাসকে টোটামধ্যে স্থান-দান এবং সকলের প্রসাদ-সেবনান্তে সন্ধ্যায় মন্দির-মধ্যে চারি-সম্প্রদায়ের কীর্ত্তন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ ৪৬৪-৪৭৮

নিত্যানন্দাদি ভক্তবৃন্দের প্রভুর নিকট প্রতাপরুদ্রের আর্ত্তি-জ্ঞাপন ও রাজার সান্ত্বনার্থ প্রভুর ব্যবহৃত একটী বহির্ব্বাসখণ্ড প্রদান, পরে রামানন্দের আগ্রহে সমীপানীত রাজপুত্রকে 'কৃষ্ণ'-জ্ঞানে প্রভুর আলিঙ্গন-দান, সেই প্রেমাবিষ্ট পুত্রস্পর্শে রাজার প্রভু-কৃপালাভ ও প্রেমোদয়, গুণ্ডিচামন্দির-মার্জ্জন ও প্রক্ষালন, জনৈক গৌড়ীয়ের প্রভুপাদোদক-পান, অদ্বৈত-তনয় গোপালের নৃত্যফলে মূর্চ্ছা ও প্রভু-কৃপায় চেতন-লাভ, সকলের স্নান ও প্রসাদ-সম্মান, নিতাই ও অদ্বৈতের প্রেমকলহ-লীলা, সকলের জগন্নাথের নবযৌবন-দর্শন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ ৪৭৯-৪৯৩

জগন্নাথের পাণ্ডুবিজয়-দর্শন, রাজার পথসম্মার্জ্জন, রথাগ্রে সাত সম্প্রদায়ের মধ্যে নর্ত্তন ও বলগণ্ডি-উপবনে বিশ্রাম।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ ৪৯৪-৫১০

বিশ্রামকালে প্রতাপরুদ্রের বৈষ্ণববেশে একাকী প্রভুর পাদ-সম্বাহন, তন্মুখে কালোচিত শ্লোক-পাঠ-শ্রবণে প্রেমাবিষ্ট প্রভুর তাঁহাকে আলিঙ্গন-দান, সকলের 'বলগণ্ডি'-ভোগের প্রসাদ-সম্মান, প্রভুকর্ত্তৃক রথসঞ্চালন, ইন্দ্রদ্যুম্ন-সরোবরে ভক্তগণ-সহ জল-কেলি, হেরাপঞ্চমী-যাত্রা-দর্শন, প্রভু ও শ্রীবাসের নিকট স্বরূপ-দামোদরের বৈকুণ্ঠধাম, লক্ষ্মী, ব্রজধাম ও শ্রীরাধার ঐশ্বর্য্য-মাধুর্য্য-প্রেম-তারতম্য-কীর্ত্তন এবং কুলীনগ্রামীকে প্রভুর প্রতি-বর্ষে জগন্নাথের পট্টডোরী আনয়নার্থ আদেশ।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ ৫১০-৫৩২

প্রভুর গোপ ও হনুমদাবেশে লীলা, নিতাইসহ গোপনে পরামর্শ, শ্রীবাসদ্বারা নবদ্বীপে মাতাকে সান্ত্বনাবাক্য-প্রেরণ, রাঘব, খণ্ডবাসী মুকুন্দ ও রঘুনন্দন, মুরারি, বাচস্পতি প্রভৃতি ভক্তগণের গুণব্যাখ্যা করিয়া প্রত্যেকের সেবা নির্দ্দেশ করিয়া বিদায়দান, কুলীনগ্রামীর প্রশ্নের উত্তরে সকল সাধকের নিত্য কর্ত্তব্যোপদেশ-প্রদান, বাসুদেবের অপূর্ব্ব জীবে দয়া-সূচক বাক্যের আলোচনা, সার্ব্বভৌমগৃহে ভিক্ষা ও ভট্ট-জামাতা অমোঘের উদ্ধার।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ ৫৩২-৫৫১

পরবর্ষে গৌড়দেশ হইতে বৈষ্ণব-গৃহিণীগণের ভক্তগণ-সহ প্রভুর জন্য নৈবেদ্য-সংগ্রহপূর্ব্বক পুরীতে আগমন ও চাতুর্ম্মাস্যান্তে গৌড়ে প্রত্যাবর্ত্তন, কুলীনগ্রামীর প্রশ্নের উত্তরে বৈষ্ণবের অধিকার-তারতম্য-নির্দ্দেশ, বিদ্যানিধির শ্রীক্ষেত্রে 'ওড়নষষ্ঠী'-দর্শন, বিজয়া-দিবসে প্রভুর বৃন্দাবন-যাত্রা, অনুগমনেচ্ছু গদাধরের অনুপম প্রভুপ্রেম, গদাধরকে বিদায় দিয়া জলপথে পানিহাটী, কুমারহট্ট ও বিদ্যানগর হইয়া কুলিয়ায় আগমন ও বহু অপরাধীর অপরাধ-মোচন, রামকেলিতে রূপ-সনাতন-সহ সাক্ষাৎকার, সনাতনের ইঙ্গিতানুসারে কানাইর নাটশালা হইতে পুরী-অভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন, তদ্দ্বারা নৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারীর ধ্যানা-বেশে উচ্চারিত ভবিষ্যদ্বাণীর সাফল্য-বিধান, পথে শান্তিপুরে আসিয়া রঘুনাথকে উপদেশ-প্রদান, অবশেষে পুরীতে প্রত্যাগমন।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ ৫৫২-৫৬৯

বলভদ্রবিপ্রসহ বৃন্দাবন-যাত্রা, ঝারিখণ্ড-পথে কাশীতে আগ-মন, তপন মিশ্র-গৃহে অবস্থান, কৃষ্ণনামাপরাধী মায়াবাদীকে গর্হণ, মথুরায় গিয়া মাধবেন্দ্রপুরী-শিষ্য সনোড়িয়া-বিপ্রকে বৈষ্ণব-জ্ঞানে জাতিবুদ্ধি না করিয়া তদ্গৃহে ভোজন, বৃন্দাবনস্থ দ্বাদশ-বনে ভ্রমণ ও কৃষ্ণপ্রেমবিকার।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ ৫৬৯-৫৮৪

বৃন্দাবনে যাবতীয় কৃষ্ণলীলাস্থান-দর্শন, বলভদ্রের কালীয় হ্রদে মৎস-শিকারী কৃষ্ণবর্ণ ধীবরকে 'কৃষ্ণ'-ভ্রমরূপ বিবর্ত্ত-নিরসন, তদ্দেশবাসীকে জীবের ও কৃষ্ণের স্বরূপ-বর্ণন, মথুরা হইতে প্রত্যাবর্ত্তনপথে বিজলী খাঁ ও তৎসঙ্গীর উদ্ধারসাধন, মুসলমানশাস্ত্র হইতে কৃষ্ণভক্তি-সংস্থাপন, ত্রিবেণীতে আগমন।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ ৫৮৫-৬১০

শ্রীরূপের স্বদেশে স্বগৃহে আগমন, রাজকার্য্য-ত্যাগহেতু সনাতনের কারাবাস, অনুজসহ শ্রীরূপের গৃহত্যাগ ও প্রয়াগে প্রভুসহ মিলন, বল্লভাচার্য্যের নিকট প্রভু-কর্ত্তৃক ভ্রাতৃদ্বয়ের পরিচয়-প্রদান, প্রভু ও রঘুপতি উপাধ্যায়-সংলাপ, দশাশ্বমেধ-ঘাটে শ্রীরূপকে কৃষ্ণভক্তিরসতত্ত্ব-শিক্ষাদান, বৃন্দাবনে প্রেরণ ও পরে পুরীতে গিয়া পুনর্ম্মিলিত হইতে আদেশ দিয়া কাশীতে আগমন।

বিংশ পরিচ্ছেদ ৬১০-৬৪৪

সনাতনের কারাগার হইতে পলায়ন, কাশীতে গমন ও চন্দ্রশেখর-গৃহে প্রভুসহ মিলন। শ্রীসনাতন-শিক্ষা—(১) **'সম্বন্ধ-জ্ঞান'**—(ক) জীবের ও ভগবানের স্বরূপ বর্ণন।

একবিংশ পরিচ্ছেদ ৬৪৫-৬৬০

(খ) কৃষ্ণৈশ্বর্য্য-মাধুর্য্য-বর্ণন।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ ৬৬০-৬৮৮

(২) বৈধ ও রাগানুগ-ভেদে **'অভিধেয়'**-সাধন-ভক্তি-বর্ণন।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ ৬৮৯-৭০৬

(৩) 'প্রয়োজন'-প্রেম-তত্ত্ব-বর্ণন।

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ ৭০৬-৭৪০

"আত্মারামাশ্চ"-শ্লোকের ৬১ প্রকার ব্যাখ্যা, শ্রীমদ্ভাগবতের মাহাত্ম্য-কীর্ত্তন, বৈষ্ণব-স্মৃতি হরিভক্তিবিলাসের মূল সূত্র-বর্ণন।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ ৭৪০-৭৫৮

প্রকাশানন্দপ্রমুখ কাশীবাসীর প্রভুনিন্দা, ভক্তবাঞ্ছাপূরণার্থ তাহাদিগকে উদ্ধার (আদি ৭ম পঃ দ্রষ্টব্য), সমাগত সমস্ত কুতার্কিকের কুতর্ক-খণ্ডন, সকলেরই প্রভুকে সাক্ষাৎ নারায়ণ-জ্ঞান, প্রকাশানন্দের জনৈক শিষ্যের প্রভুর প্রচারিত মতের অর্থাৎ শ্রুতির অবরোহপন্থা বা সবিশেষ-ব্রহ্মতাৎপর্য্য ও শক্তিপরিণাম-বাদের প্রশংসা ও নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মপরতা বিবর্ত্তবাদ বা আরোহ-পন্থার গর্হণ, প্রকাশানন্দের তত্ত্বাক্য সমর্থন, অন্যদার্শনিক মতবাদ-খণ্ডন, প্রভুদর্শন, প্রভুকর্ত্তৃক পাষণ্ড-সংজ্ঞা-নির্দ্দেশ, প্রকাশানন্দের সমীপে তৎপ্রার্থিত প্রভুর চতুঃশ্লোকী-ব্যাখ্যা, তৎপর "আত্মা-রামাশ্চ" শ্লোকের ৬১ প্রকার ব্যাখ্যা, কাশীবাসীর উদ্ধার-সাধন, সনাতনকে বৃন্দাবনে প্রেরণ, সুবুদ্ধিরায়কে নিরন্তর কৃষ্ণনাম-গ্রহণ-ব্যবস্থা প্রদান, পুরীতে প্রত্যাবর্ত্তন ও ভক্তগণসহ মিলন।

অন্ত্যলীলার পরিচ্ছেদ-বিবরণ

প্রথম পরিচ্ছেদ ৭৫৯-৭৭৯

স্বরূপ-গোস্বামিকর্ত্তৃক গৌড়ে মহাপ্রভুর বৃন্দাবন হইতে পুরী-আগমনের সংবাদ-প্রেরণ, সকলভক্তসহ শচীদেবীর নীলা-চল-যাত্রা, শিবানন্দের ঘাটীসমাধান ও তৎসঙ্গীয় কুক্কুরোপাখ্যান, শ্রীরূপের বৃন্দাবনাগমন এবং নাটকরচনারম্ভ, সানুজ রূপের গৌড়যাত্রা ও গৌড়ে অনুপমের গঙ্গাপ্রাপ্তি, তথা হইতে রূপের পুরীযাত্রা, সত্যভামাপুরে স্বপ্নে সত্যভামা দেবীর উপদেশ-প্রাপ্তিই —ললিতমাধব রচনার মূল সূত্রপাত, পুরীতে ঠাকুর হরিদাসের বাসায় শ্রীরূপের আগমন, ভক্তগণ-সহ শ্রীরূপের মিলন, প্রভুর কৃপাদেশই বিদগ্ধমাধব-রচনার মূল সূত্রপাত, শ্রীরূপের নাটক-বিভাগ, রথাগ্রে নৃত্যকালে প্রভু-পঠিত 'যঃ কৌমারহরঃ' শ্লোকানু-রূপ শ্রীরূপের শ্লোক লিখন, প্রভুর রূপকৃত শ্লোক পাঠ, প্রভুর স্বরূপ-সমীপে শ্লোকবৃত্তান্ত-কথন, শ্রীরূপের অক্ষরের প্রশংসা ও শ্রীরূপকৃত নামমহিমা-শ্লোক-পঠন, শ্রীরূপের গুণবর্ণন, স্বরূপ-গোস্বামীর শ্রীরূপকৃত শ্লোক-পাঠ, প্রভুর রায় রামানন্দ ও সার্ব্ব-ভৌমাদি ভক্তগণসহ শ্রীরূপের নাটকের মুখবন্ধাদি-শ্রবণ, রায়ের রূপকৃত নাটকের অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি বিচারপূর্ব্বক তাহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব নির্দ্ধারণ, বৈরাগ্যযুক্প্রেমভক্তি সিদ্ধান্তরসপাণ্ডিত্য-বিষয়ে রায় রামানন্দসহ সনাতনের সাম্য-কথন, প্রভুর ভক্তিশাস্ত্র প্রচারণেচ্ছা, চাতুর্ম্মাস্যান্তে ভক্তগণের গৌড়ে প্রত্যাবর্ত্তন, দোলযাত্রা পর্য্যন্ত শ্রীরূপের প্রভুপদে অবস্থান, শ্রীরূপে প্রভুর শক্তিসঞ্চার ও চতু-র্ব্বিধ সেবাভার-প্রদান এবং শ্রীরূপের বৃন্দাবন গমন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ৭৭৯-৭৮৯

মহাপ্রভুর সাক্ষাদ্দর্শন, যোগ্য জীবে আবেশ ও আবির্ভাব— এই ত্রিবিধ প্রাকট্য, ত্রিবিধ প্রাকট্যের ফল-বর্ণন, নকুল ব্রহ্মচারীর দেহে আবেশ ও প্রদ্যুম্নের আবির্ভাবের উপাখ্যান-বর্ণন, মহাপ্রভুর নিত্য আবির্ভাব-স্থান চতুষ্টয়, শ্রীকান্তের প্রতি কৃপা, প্রদ্যুম্নের নৃসিংহানন্দ-নাম-প্রাপ্তির কারণ, প্রদ্যুম্নকে মহাপ্রভুর সর্ব্ববিষ্ণু-তত্ত্বসহ স্বীয় অভেদ বা ঐক্য-প্রদর্শন, ভক্ত-প্রেমবশ্য ভগবান্; ভগবান্ আচার্য্যের নিকট মায়াবাদী ভ্রাতা গোপাল ভট্টাচার্য্যের আগমন ও প্রভুসহ মিলন, আচার্য্যের স্বরূপ-গোস্বামীকে মায়া-বাদভাষ্য-শ্রবণে অনুরোধ, স্বরূপকর্ত্তৃক মায়াবাদ-দোষবর্ণন, গর্হণ ও আচার্য্যের ভ্রাতাকে দেশে প্রেরণ, ভগবান্ আচার্য্যের আদেশে ছোটহরিদাসের মাধবীদেবীর নিকট তণ্ডুল ভিক্ষা ও ছোটহরিদাসের প্রতি প্রভুর দণ্ড-প্রদান-লীলা, মাধবীদেবীর পরিচয়, প্রকৃতিসম্ভাষি বৈরাগীর প্রতি প্রভুর ব্যবহার, ছোটহরিদাসের গতি, প্রকৃতিসম্ভাষীর প্রায়শ্চিত্ত এবং ছোটহরিদাস-দণ্ডলীলা-প্রসঙ্গে শিক্ষণীয় বিষয় সপ্তক।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ৭৮৯-৮০৪

বিধবা ব্রাহ্মণীর পুত্রপ্রতি প্রভুর কৃপা-স্নেহ ও প্রভুপ্রতি দামোদরের বাক্যদণ্ড, দামোদরকে প্রভুর কৃপা ও নবদ্বীপে শচীমাতার নিকট যাইবার আদেশ, ধর্ম্মরক্ষণে নিরপেক্ষতার আবশ্যকতা, দামোদরের নিকট মাতাকে নানারূপ সংবাদ-প্রদান, মাতৃগৃহে প্রভুর আবির্ভাব ও ভোজনলীলার দৃষ্টান্ত, দামোদরের অগ্রে কাহারও স্বাতন্ত্র্য নাই, চৈতন্যলীলা মহাগভীর রহস্যময়ী, মহাপ্রভু-হরিদাস-সংবাদ, প্রভুর হরিদাস ঠাকুরের শ্রীমুখ দিয়া নাম, নামাভাস ও নামাপরাধের ফল এবং উচ্চ সঙ্কীর্ত্তনের মাহাত্ম্য-কথন, ঠাকুরের বেনাপোলে অবস্থান হইতে মায়াদেবীকে কৃপা-লীলা পর্য্যন্ত সংক্ষিপ্ত বিবরণ, তন্মধ্যে বৈষ্ণবচরণাশ্রয়ীর পরমাগতি এবং বৈষ্ণবাপরাধীর ভয়াবহ পরিণাম-বর্ণন এবং 'রামনাম' ও 'কৃষ্ণনাম'-মাহাত্ম্য-বৈশিষ্ট্য-কথন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ৮০৪-৮১৯

শ্রীসনাতন গোস্বামীর মাথুরমণ্ডল হইতে ঝারিখণ্ডপথে নীলাচলে আগমন, বহির্দর্শনে সনাতনের সর্ব্বাঙ্গে কণ্ডুয়ন দৃষ্ট,

সনাতনের দেহত্যাগ-সঙ্কল্প, হরিদাস ও প্রভুসহ মিলন, প্রভুর সনাতনকে আলিঙ্গন ও অনুপমের গঙ্গাপ্রাপ্তি-সংবাদ-জ্ঞাপন, সনাতনকর্ত্তৃক অনুপমের রামনিষ্ঠা-বর্ণন, প্রভুর মুরারিগুপ্তের রামনিষ্ঠা-দৃষ্টান্ত-বর্ণন, ঐকান্তিক ভক্ত ও ভগবান্, ঐকান্তিক ভক্তবাৎসল্য, সনাতনকে হরিদাসসহ অবস্থানে প্রভু-আজ্ঞা, সনাতনের দেহত্যাগ-সঙ্কল্প নিষেধ উপলক্ষ্য করিয়া মনোধর্ম্ম-চালিত অনর্থযুক্ত সাধককে প্রভুর কৃষ্ণপ্রাপ্তির উপায় শিক্ষা-দান, সিদ্ধের চেষ্টা সাধকের অনুকরণীয় নহে, গাঢ়ানুরাগের বিয়োগ অসহনীয়, কৃষ্ণভজনে যোগ্যতা-নির্দ্দেশ, নামসঙ্কীর্ত্তনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভক্ত্যঙ্গ, অপরাধ-শূন্য হইয়া নিরন্তর নামসঙ্কীর্ত্তন-ফলেই কৃষ্ণ-প্রেমলাভ, ভক্তের দেহ প্রভুর নিজধন, সনাতনদ্বারা প্রভুর চতুর্ব্বিধ মনোহভীষ্ট সম্পাদন, হরিদাসকে প্রভুর সনাতন-দেহের ভারার্পণ, হরিদাসের জীবকে প্রভু-আনুগত্য শিক্ষাদান, প্রভুর হরিদাসদ্বারা নাম-মহিমা প্রচার, আচার এবং প্রচার, চাতুর্ম্মাস্যকালে গৌড়ীয় ও উড়িয়া ভক্তসহ সনাতনের মিলন, প্রভুকর্ত্তৃক সনাতনের পরীক্ষা, মর্য্যাদারক্ষণই সাধুর ভূষণ, মর্য্যাদা-লঙ্ঘনে ইহলোক ও পরলোকের নাশ, সনাতনের জগদানন্দ-সহ মিলন ও তৎসমীপে স্ব-দুঃখ বিজ্ঞাপন, সনাতনকে বৃন্দাবন যাইতে জগদানন্দের পরামর্শ-দান, সনাতনের 'প্রভুদত্তদেশ'-বৃন্দাবন, প্রভুর নিকট সনাতনের দুঃখ-নিবেদন এবং জগদানন্দের পরামর্শ-জ্ঞাপন, প্রভুর জগদানন্দ-প্রতি ক্রোধপ্রকাশ ও সনাতন-প্রতি কৃপা-গৌরবোক্তি, নিজের ও পণ্ডিতের প্রতি প্রভুস্নেহ-তুলনায় সনাতনের দুঃখ ও প্রভুর সান্ত্বনা, পাত্রবিশেষে বিষয়ের প্রীতি-বৈশিষ্ট্য, বৈষ্ণবদেহ অপ্রাকৃত, অপ্রাকৃত রাজ্যে জড়ীয় বিধি-নিষেধ-বিচারাভাব, মহাভাগবতের সর্ব্বত্র বিষ্ণু প্রতীতিহেতু জড়ভেদজ্ঞানজ বৈষম্যহীন সুদর্শন, ভক্ত ও ভগবানের মধ্যে পরস্পরের ব্যবহার, বাসুদেব বিপ্রের ঘটনা, দীক্ষাকালে কৃষ্ণপদে আত্মসমর্পণকারি-ভক্তের চিন্ময় দেহলাভ, প্রভুর আলিঙ্গন-স্পর্শ-ফলে সনাতন-দেহের কণ্ডুশান্তি, সনাতনকে সেই বৎসর নীলাচলে থাকিতে আজ্ঞা, দোলযাত্রার পর সনাতনকে বৃন্দাবন-প্রেরণ, প্রভু ও সনাতনের বিচ্ছেদ, বৃন্দাবনপথে প্রভুর লীলাস্থান-দর্শনে সনাতনের প্রেমাবেশ, সনাতন ও রূপের বৃন্দাবনে মিলন, শ্রীরূপের ধনবিভাগ, রূপ-সনাতনের গৌরাজ্ঞা-পালন, বৃন্দাবনে লুপ্ততীর্থোদ্ধার ও সেবাপ্রকাশ এবং গ্রন্থ-রচনাদি কার্য্য, শ্রীজীবের পরিচয় ও গ্রন্থ-রচনাদি কার্য্য, শ্রীজীবের প্রতি নিত্যানন্দপ্রভুর কৃপা এবং কবিরাজ গোস্বামীর শিক্ষাগুরু-চতুষ্টয়।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ ৮১৯-৮৩০

প্রভুর নিকট কৃষ্ণকথা-শ্রবণেচ্ছু প্রদ্যুম্ন মিশ্রকে প্রভুর রামানন্দ-সমীপে প্রেরণ, রামানন্দের বৃত্তান্ত, মিশ্রের রামানন্দ-সভায় গমন ও প্রত্যাবর্ত্তন, প্রভুসমীপে মিশ্রের রামানন্দ-বৃত্তান্ত-বর্ণন, প্রভুর মিশ্রসমীপে রামানন্দতত্ত্ব বিশেষরূপে প্রকাশ, রামানন্দ একমাত্র অদ্বিতীয় অধিকারী, 'রাগাত্মিকা' ভক্তিযাজী নিত্যসিদ্ধ রামানন্দ রায়সমীপে মিশ্রকে শিক্ষালাভার্থ প্রভুর পুনঃপ্রেরণ, শ্রীরামানন্দের মিশ্রসমীপে কৃষ্ণকথা-কীর্ত্তন, কৃষ্ণকীর্ত্তনকারী গুরুতে মর্ত্ত্যবুদ্ধির নিষিদ্ধতা, রামানন্দমুখে বক্তা শ্রীচৈতন্য, মহতের স্বভাব, জগদ্গুরু গৌরাঙ্গের লোকশিক্ষারহস্য, প্রাকৃত বর্ণাশ্রম ও পাণ্ডিত্যাদি সত্যধর্ম্মবক্তৃত্বের নিদর্শন নহে, পূর্ব্ববঙ্গবাসী বিপ্রবেষী প্রাকৃত কবির দৃষ্টান্ত, স্বরূপের ক্রোধকারণ—(১) বিষ্ণুতে জীববুদ্ধি নিরয়জনক, (২) ঈশ্বরের দেহদেহিভেদ-নির্দ্দেশরূপ অপরাধই প্রমাদ, স্বরূপগোস্বামীর বঙ্গদেশীয় কবিকে বৈষ্ণবস্থানে ভাগবতপাঠের উপদেশ, মূর্খ বা বিদ্বেষীর কৃষ্ণ-নিন্দোক্তিদ্বারাও শুদ্ধা সরস্বতীর কৃষ্ণসেবা, অক্ষজজ্ঞানী ইন্দ্রের, বিদ্বেষী জরাসন্ধ ও শিশুপালের নিন্দোক্তি-দৃষ্টান্ত, দারুব্রহ্ম এবং জঙ্গমব্রহ্মের অভেদত্ব সংস্থাপন, কবির বৈষ্ণবচরণে আত্মসমর্পণ-হেতু মহাপ্রভুর কৃপালাভ, কবির সন্ন্যাস-গ্রহণ ও নীলাচলে বাস।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ৮৩১-৮৪৯

বিপ্রলম্ভদশায় রায়ের কৃষ্ণকথা ও স্বরূপের গানই মহাপ্রভুর জীবাতু, কৃষ্ণের যেমন সুবলসখা, প্রভুরও তেমনই রামরায়, শ্রীরাধার যেমন ললিতা, প্রভুরও তেমনই স্বরূপ-দামোদর, প্রভু-সহ রঘুনাথ-মিলন-প্রসঙ্গ, রঘুনাথের প্রতি নিত্যানন্দের অহৈতুকী দয়া, চিড়াদধি-মহোৎসব, নিত্যানন্দ-কৃপায়ই চৈতন্য-কৃপালাভ, রঘুনাথের গৃহত্যাগ ও বারদিনে পুরী-গমন, পথে তিনদিন মাত্র প্রসাদ-সেবন, প্রভু ও ভক্তগণসহ রঘুনাথের মিলন, প্রভুর কৃষ্ণকৃপা-মাহাত্ম্য-বর্ণন, প্রভুকর্ত্তৃক হিরণ্য-গোবর্দ্ধনের চরিত্র-কথন, নিত্যসিদ্ধ রঘুনাথের বিষয়-ভোগ না থাকায় অনর্থযুক্ত সাধককেই প্রভুর উপদেশ, রঘুনাথকে প্রভুর স্বরূপ-হস্তে সমর্পণ, প্রভুর তিন রঘুনাথ, 'স্বরূপের রঘু' নাম, রঘুনাথকে প্রভুর সিন্ধুস্নান ও জগন্নাথ-দর্শনাদেশ, রঘুনাথের সিংহদ্বারে অযাচক-বৃত্তি, ক্ষেত্রে নিষ্কিঞ্চন বিরক্ত ভক্তের ব্যবহার-বর্ণন, প্রভুকর্ত্তৃক বৈরাগী বা ত্যক্তগৃহের বৈধ বা অবৈধ আচার-বর্ণন, স্বরূপকে শিক্ষাগুরুরূপে বরণার্থ প্রভুর রঘুনাথকে আদেশ, স্বরূপই সাধ্য-সাধনতত্ত্বের আচার্য্য, প্রভুকর্ত্তৃক 'রাগানুগা'-ভক্তিযাজীর আচার-বর্ণন, শিবানন্দ-সমীপে রঘুনাথের কঠোর বৈরাগ্য শ্রবণে তাঁহার পিতাকর্ত্তৃক মুদ্রা ও ভৃত্য প্রেরণ, রঘুনাথের মুদ্রাদি অস্বীকার, পরে প্রভু-নিমন্ত্রণার্থ কিয়দংশ স্বীকার, বর্ষদ্বয়ান্তে প্রভু-নিমন্ত্রণকার্য্য-ত্যাগ, বিষয়ীর অন্ন-প্রতি প্রভুর বচন, রঘুনাথের সিংহদ্বার ত্যাগ ও মাধুকরী ভিক্ষা-স্বীকার-বর্ণন, রঘুনাথকে প্রভুর গোবর্দ্ধনের শিলা

ও গুঞ্জামালা প্রদান, প্রভুর রঘুনাথকে শিলা-পূজার প্রণালী-জ্ঞাপন, রঘুনাথের শিলায় ব্রজেন্দ্রনন্দন দর্শন, রঘুনাথের সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণভজন, বিজিত-ষড়্‌বর্গ গোস্বামী রঘুনাথ, যাবন্নির্ব্বাহ্‌-প্রতিগ্রহ এবং রঘুনাথের 'সড়া' প্রসাদান্নগ্রহণ।

সপ্তম পরিচ্ছেদ ৮৪৯-৮৬০

বল্লভভট্টসহ প্রভু-মিলন, ভট্টের 'যুগধর্ম্ম-প্রচারক' প্রভৃতি বলিয়া প্রভু-স্তুতি, মহাপ্রভুর ভট্টসমীপে অদ্বৈত, নিত্যানন্দ, সার্ব্বভৌম, রামানন্দ, দামোদর স্বরূপ, ঠাকুর হরিদাস প্রভৃতি ভক্তগণের মহিমা-কীর্ত্তন, ভট্টের বিস্ময় ও গর্ব্বনাশ, ভট্টের ভক্ত-দর্শনেচ্ছা ও সগণপ্রভুকে ভিক্ষা-প্রদান, ভক্ত-সন্ন্যাসিগণের এক পংক্তিতে উপবেশন, রথযাত্রাকালে সপ্ত-সম্প্রদায়ে সপ্ত-কীর্ত্তনকারী ও চৌদ্দমৃদঙ্গ, কীর্ত্তন-মধ্যে প্রভুর অলাতচক্রবৎ ভ্রমণ, ভট্টের বিস্ময়, প্রভুসমীপে ভট্টের স্বকৃত ভাগবত-টীকা শ্রবণার্থ আবেদন, প্রভুর তাহাতে ঔদাসীন্য, ভট্টের কৃষ্ণনামের ব্যাখ্যা-প্রকাশেচ্ছা ও প্রভুর তাহাতে অসম্মতি, পণ্ডিত গোস্বামীর অনিচ্ছা-সত্ত্বেও ভট্টের তাঁহার নিকট কৃষ্ণনাম-ব্যাখ্যা-পঠন, আচার্য্যাদির সহিত ভট্টের কুতর্ক, আচার্য্যকর্ত্তৃক ভট্টের সকল সিদ্ধান্ত-খণ্ডন, পতিরূপী কৃষ্ণাদেশেই প্রকৃতিরূপী জীবের সদা কৃষ্ণনাম-গ্রহণ-বিধি, নামোচ্চারণ-ফলে কৃষ্ণপদে প্রেমোদয়, প্রতিষ্ঠাক্ষয়ে ভট্টের দুঃখ, ভট্টের শ্রীধরস্বামিনিন্দা ও প্রভুর স্বামি-নিন্দককে বেশ্যা-মধ্যে গণন, ভট্টের গর্ব্বচূর্ণ ও প্রভুপদে শরণ-গ্রহণ, প্রভুর ভট্টকে স্বামি-আনুগত্যে ভাগবত-ব্যাখ্যা ও নিরপরাধে কৃষ্ণনামগ্রহণের আদেশ, সত্যভামার অবতার জগদানন্দের বাম্যস্বভাব, রুক্মিণীর অবতার গদাধর পণ্ডিতের দক্ষিণস্বভাব, প্রভুর গদাধরের প্রেম-পরীক্ষা ও গদাধরের ভীতি, প্রভুর 'গদাধর-প্রাণনাথ'-নাম, ভক্তগণের 'গদাই-গৌরাঙ্গ'-নাম-গান, ভট্টের গদাধর পণ্ডিতের নিকট মন্ত্রদীক্ষা লাভ।

অষ্টম পরিচ্ছেদ ৮৬০-৮৬৬

মহাপ্রভুর পরমানন্দপুরী ও রামচন্দ্রপুরীসহ মিলন, বৈষ্ণবসন্ন্যাসীর সাম্প্রদায়িক ব্যবহার, জগদানন্দের ভিক্ষাদান, রামচন্দ্রপুরীর নিন্দক স্বভাব, মাধবেন্দ্রপুরীর রামচন্দ্রকে বর্জ্জন এবং ঈশ্বরপুরীকে কৃপা, অপ্রাকৃত বিপ্রলম্ভাবস্থায় মাধবেন্দ্র গোস্বামীর অন্তর্দ্ধান, রামচন্দ্রপুরীর স্বয়ং প্রভুকেও মর্ত্ত্যজ্ঞানে তদ্দোষান্বেষণ, প্রভুর ভিক্ষা-সঙ্কোচন ও ভক্তগণের রামচন্দ্র-প্রতি ক্রোধ, নিজজনজ্ঞানে গোবিন্দ ও কাশীশ্বরকে প্রভুকর্ত্তৃক অন্যত্র ভোজনের আদেশ, রামচন্দ্রপুরীর প্রভুকে বৈরাগ্যশিক্ষা-প্রদানের ঔদ্ধত্য, জগদ্‌গুরু লোকশিক্ষক প্রভুকর্ত্তৃক যতিধর্ম্ম-বিধিনির্ণয়, অভক্ত বর্ণ-ব্রাহ্মণ ও পাংক্তেয় ব্রাহ্মণের গৃহে প্রভুর ভিক্ষাগ্রহণ-রীতি-বৈশিষ্ট্য, রামচন্দ্রপুরীর ক্ষেত্রত্যাগে প্রভুর সঙ্কোচ-পরিত্যাগ, ভক্তগণের সানন্দে প্রভু-সন্তোষণ ও গুরুর উপেক্ষাফলে জীবের বিষ্ণুবিরোধ বা পাষণ্ডিত্ব।

নবম পরিচ্ছেদ ৮৬৬-৮৭৪

মনুষ্যবেশে দেবগণের প্রভু দর্শন, ভবানন্দপুত্র গোপীনাথের রাজদণ্ডমোচনার্থ প্রভুর নিকট লোকের প্রার্থনা, প্রভুর নিরপেক্ষতা ও গোপীনাথকে তিরস্কার, গোপীনাথের দণ্ডমোচন, প্রভুর বিষয়কথায় বীতস্পৃহা-জ্ঞাপন ও আলালনাথ-গমনেচ্ছা, লোকশিক্ষার্থ প্রভুর কঠোর নিরপেক্ষতা, কাশীমিশ্রের প্রভুকে আশ্বাসন ও স্তুতি, জড়েন্দ্রিয়-তর্পণার্থ বিষ্ণুভজনচেষ্টা মূর্খতা, প্রভু-প্রীতিকামী নিষ্কিঞ্চন শুদ্ধভক্তগণ, গোপীনাথ সকাম বণিক্ নহেন, গোপীনাথের নিধনোদ্‌যোগ-দর্শনে তৎহিতৈষিগণেরই প্রভু-কৃপা যাচ্ঞা, শুদ্ধভক্তের সংজ্ঞা ও আচার-ব্যবহার, প্রতাপ-রুদ্রের স্বীয় গুরু কাশীমিশ্রের নিত্য পাদ-সম্বাহন-সেবা, রাজার নিকট মিশ্রের গোপীনাথ-বৃত্তান্ত ও প্রভুর আলালনাথ-গমনেচ্ছা-জ্ঞাপন, পুরীতে প্রভুর অবস্থানার্থ রাজার সর্ব্বস্বত্যাগে প্রতিজ্ঞা এবং গোপীনাথকে পুনরায়-রাজসম্মান প্রদান, পঞ্চপুত্রসহ ভবানন্দের প্রভুপদে শরণাগতি, গৌরস্মরণের মুখ্যফল—'গৌর-প্রীতি' আর গৌণফল—'বিষয়-সুখ' এবং গোপীনাথের প্রতি প্রভুর উপদেশ।

দশম পরিচ্ছেদ ৮৭৪-৮৮২

ভক্তবৃন্দের নীলাচলে প্রভু-দর্শনার্থ গমন, দময়ন্তী-প্রদত্ত ঝালিসহ রাঘবের প্রভুর নিকট গমন এবং গোবিন্দের নিকট সমর্পণ, রাঘবের ঝালির বিবরণ, রাঘব ও দময়ন্তীর প্রগাঢ় প্রভু-প্রীতি, নরেন্দ্রে ভক্তগণসহ মহাপ্রভুর জলকেলি, সাতসম্প্রদায়ে বেড়া-সঙ্কীর্ত্তন-বর্ণন, প্রভুর পরিমুণ্ডানৃত্য, প্রভুর মহৈশ্বর্য্য -প্রকাশ, মহিষীগণসহ রাজার সঙ্কীর্ত্তন-দর্শন, গম্ভীরায় গোবিন্দকর্ত্তৃক প্রভুর পাদ-সম্বাহন, প্রভুর গাত্রোপরি বহির্ব্বাস দিয়া গোবিন্দের প্রভুকে লঙ্ঘন এবং পাদসম্বাহনাদি সেবা, গৌরকৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণেচ্ছাই সেবকের একমাত্র লক্ষ্যিতব্য, ভক্তগণসহ প্রভুর গুণ্ডিচা-মার্জ্জন, প্রভুর ভক্তগণ-প্রদত্ত নানারূপ নৈবেদ্য-ভোজন, প্রভুর ভক্ত-গণসঙ্গে চাতুর্ম্মাস্য-যাপন, প্রভুপ্রিয় বিবিধ ব্যঞ্জন, সব ভক্তগণের প্রভুকে নিমন্ত্রণ, শিবানন্দের প্রভুকে নিমন্ত্রণ, শিবানন্দের জ্যেষ্ঠ-পুত্র চৈতন্যদাসের প্রতি প্রভু-কৃপা বর্ণন, রামচন্দ্রপুরী-ভয়ে প্রভুর অর্দ্ধভোজন, গৌড়ীয় ভক্তগণের গৌড়ে গমন এবং পুরীবাসি-গণের পুরীতে অবস্থান।

একাদশ পরিচ্ছেদ ৮৮২-৮৮৭

শ্রীহরিদাস-নির্য্যাণ-বর্ণন-প্রসঙ্গ, প্রভুর কৃষ্ণবিরহে কাল-যাপন, অপ্রাকৃত বিপ্রলম্ভ-লীলায় প্রভুর নিত্যসঙ্গিদ্বয়, গোবিন্দের

হরিদাস ঠাকুরকে প্রসাদ দিতে গমন, ঠাকুরের অপ্রকটকালের অবস্থা, ঠাকুরসহ মহাপ্রভুর সাক্ষাৎ ও ঠাকুরের কুশল-জিজ্ঞাসা, সংখ্যানামকীর্ত্তনাভাব-জনিত স্বীয় দুঃখ-জ্ঞাপনে মহাপ্রভুর সিদ্ধ-দেহ ঠাকুরকে সাধনাভিনয় হ্রাস করিবার আদেশ, প্রভুসমীপে নিজাভিপ্রায় জ্ঞাপন, প্রভুকর্ত্তৃক ঠাকুরের বাঞ্ছাপূরণ, ঠাকুরের সম্মুখে ভক্তগণসহ প্রভুর মহাকীর্ত্তনারম্ভ, প্রভুর মহানন্দে ঠাকুরের গুণকীর্ত্তন, নিজসম্মুখে প্রভুকে দর্শন এবং প্রভুর নামকীর্ত্তনমুখে ঠাকুরের নির্য্যাণ, ভীষ্মের ইচ্ছামৃত্যু-স্মরণ, ঠাকুরের দেহ অঙ্কে লইয়া প্রভুর নৃত্য, ঠাকুরকে সমুদ্রে আনয়ন এবং সমুদ্রে স্নপন, সমুদ্রের মহাতীর্থত্ব, ভক্তগণের ঠাকুরের পাদোদক-পান, কীর্ত্তন-মুখে সমাধি-প্রদান-রীতি, প্রভুর শ্রীহস্তে ঠাকুরকে সমাধিস্থকরণ, সমাধি-পীঠ-নির্ম্মাণ, ভক্তগণসহ কীর্ত্তন-নর্ত্তনান্তে সমুদ্রস্নানান্তে সমাধি-পীঠ-প্রদক্ষিণপূর্ব্বক মন্দিরে আগমন, স্বয়ং প্রভুর প্রসাদ-ভিক্ষা, নির্য্যাণ-মহামহোৎসব, উৎসবে যে কোন প্রকারে যোগদান-কারীরই 'কৃষ্ণপ্রাপ্তি'-বরলাভ, হরিদাসের গুণবর্ণন ও জয়গান।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ ৮৮৭-৮৯৫

মহাপ্রভুর প্রেমবিকার, প্রতিবর্ষের ন্যায় গৌড়ীয় ভক্তগণের সপরিবারে প্রভু-দর্শনার্থ পুরী-যাত্রা, শিবানন্দ সেনের ঘাটী-সমাধান, প্রভুর নিষেধ-সত্ত্বেও নিত্যানন্দের যাত্রা, শিবানন্দের নিত্যানন্দ-পদাঘাত-সৌভাগ্য-বর্ণন, শ্রীকান্তের অভিমান ও সকলের অগ্রে প্রভুসমীপে আগমন, গোবিন্দের শ্রীকান্তকে ভগবদ্বিগ্রহবিষয়ে মর্য্যাদা-বিধির উপদেশ, অন্তর্যামিপ্রভুর শ্রীকান্তের মনোভাব-জ্ঞাপন, শ্রীকান্তের প্রভুসমীপে পদাঘাত-সংবাদ-গোপন, সপুত্রক শিবানন্দে প্রভু-কৃপা, পরমানন্দ বা পুরীদাসের প্রভুর পাদাঙ্গুষ্ঠ-চোষণ, পরমেশ্বর মোদকের বৃত্তান্ত এবং তৎপ্রতি প্রভুর কৃপা, স্ত্রীলোকের নামশ্রবণে জগদ্‌গুরু লোকশিক্ষক প্রভুর সঙ্কোচ-বোধ, গুণ্ডিচা-মার্জ্জন ও রথাগ্রে নর্ত্তন, ভক্তগণসহ চাতুর্ম্মাস্য-যাপন, ভক্ত-দুঃখে ভগবানের দুঃখ, ভক্তগণকে সান্ত্বনা ও বিদায়-দান, নিত্যানন্দকে গৌড়ে থাকিবার আদেশ, জগদানন্দের নবদ্বীপে শচী-সকাশে গমন এবং প্রভুদত্ত দ্রব্যাদি প্রদান, জগদানন্দ-সমীপে শচীমাতার নিমাই-কথা-শ্রবণ, জগদানন্দের চন্দনাদি-তৈল সংগ্রহ, পুরীতে গিয়া প্রভুকে প্রদান, প্রভুর তৈল-ব্যবহারে অস্বীকারোক্তিতে জগদানন্দের প্রণয়াভিমান-রোষ, তৈলভঞ্জন ও উপবাসাদি, প্রভুকর্ত্তৃক জগদানন্দের কোপশান্তি এবং এতৎ প্রসঙ্গে প্রভুর লোকশিক্ষা-প্রদান।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ ৮৯৫-৯০৫

প্রভুর কলার শরলাতে শয়ন, জগদানন্দের তাহাতে মনঃ-কষ্ট এবং তোষক ও বালিশ নির্ম্মাণ, প্রভুর তাহা অস্বীকার ও স্বরূপকৃত কলার শরলানির্ম্মিত শয্যা-স্বীকার, জগদানন্দের মনো-দুঃখ, জগদানন্দের বৃন্দাবন-গমনেচ্ছা প্রকাশ ও প্রভুর অনুমতি-প্রাপ্তি, জগদানন্দকে প্রভুর পথ-বিষয়ে ও ঐশ্বর্য্যজ্ঞানহীন রাগ-মার্গীয় ভক্তসঙ্গ-বিষয়ে সতর্কীকরণ এবং সর্ব্বদা সনাতন-সঙ্গে থাকিবার উপদেশ-দান, সনাতনকে প্রভুর আগমন-সংবাদ-জ্ঞাপন ও ভজন-স্থান নির্ব্বাচন করিতে আদেশ, পণ্ডিতের কাশী হইয়া মথুরাগমন এবং সনাতনসহ মিলন, উভয়ের একত্রাবস্থান, কিন্তু পৃথক্ অভ্যাসমত পৃথক্ খাদ্য গ্রহণ, মানদ সনাতনকর্ত্তৃক পণ্ডিতের সেবা, সনাতনের মস্তকে রক্তবস্ত্র দেখিয়া প্রথমে পণ্ডিতের সন্তোষ, পরে বস্ত্রপ্রাপ্তির কারণ জানিয়া সনাতনের প্রতি ক্রোধ ও প্রহার-চেষ্টা, সনাতনের তদ্দর্শনে সন্তোষ, রাগ-মার্গীয় পরমহংসের কষায়বস্ত্র-পরিধান-নিষিদ্ধতা, জগদানন্দের পুরীযাত্রা ও প্রভুর জন্য সনাতন-প্রদত্ত দ্রব্যাদি গ্রহণ, সনাতনের প্রভুনিমিত্ত স্থান-নির্ব্বাচন ও সংস্কার-সাধন, জগদানন্দের প্রভু-সহ মিলন ও সনাতনদত্ত ভেট প্রদান, পীলুফল ভোজনলীলা, দেবদাসীর গান-শ্রবণে প্রভুর আবেশ ও গোবিন্দের প্রভুকে সাবধান, 'গৌরনাগরবাদ'-নিরাস, রঘুনাথ ভট্টগোস্বামীর বৃত্তান্ত, রামানন্দী সম্প্রদায়ভুক্ত রামদাস বিশ্বাস-কথা, ভট্টপ্রতি প্রভুর কৃপা, রামদাস-প্রতি প্রভুর ঔদাসীন্য ও তাহার কারণ, ভট্টপ্রতি প্রভুর আদেশ, মাতাপিতার ধাম প্রাপ্তি পর্য্যন্ত ভট্টের কাশী-অবস্থান, তৎপরে পুরী গমন ও প্রভু আদেশে বৃন্দাবন গমন, প্রভুর ভট্টকে তুলসী মাল্যাদি প্রদান, ভট্টের বৃন্দাবনে রূপ-গোস্বামীর সভায় ভাগবত-পঠন এবং গোবিন্দের মন্দির নির্ম্মাণ প্রভৃতি।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ ৯০৫-৯১৪

মহাপ্রভুর কৃষ্ণবিরহে অধিরূঢ় দিব্যোন্মাদ-প্রলাপ, প্রভুকৃপা ব্যতীত প্রভুর দিব্যোন্মাদ-বোধে অসামর্থ্য, স্বরূপ ও রঘুনাথদাস প্রভুদ্বয়ের কড়চাই গৌরলীলা-বর্ণনের আকরগ্রন্থ, স্বরূপ—সূত্রকর্ত্তা, রঘুনাথ—বৃত্তিকার, (১৪শ হইতে ২০শ পরিচ্ছেদ পর্য্যন্ত) সর্ব্বত্র 'গৌরনাগর'-বাদ নিরাস, প্রভুর অধিরূঢ় মহাভাবে দিব্যোন্মাদ, অভ্যাসে নিত্যকৃত্য-সম্পাদন, উড়িয়া স্ত্রীর জগন্নাথ-দর্শনে আর্ত্তি, অক্ষজজ্ঞানে কৃষ্ণ-সেবককে স্ত্রী-পুরুষাদি বাহ্য পরিচয়ে দর্শননিষেধ-শিক্ষাদান, প্রভুর অন্তর্দ্দশা, অর্দ্ধবাহ্যদশা এবং বাহ্যদশা, দশদশা, সমস্ত রাত্রি জাগিয়া প্রভুর উচ্চৈঃস্বরে নামসঙ্কীর্ত্তন, তিনদ্বার রুদ্ধ ; অথচ গৃহমধ্যে প্রভুকে অপ্রাপ্তি, প্রভুকে সিংহদ্বারে অচেতনাবস্থায় প্রাপ্তি, স্বরূপের প্রভু-কর্ণে কৃষ্ণনামোচ্চারণ ও প্রভুর বাহ্যদশায় অবতরণ, প্রভুর গোবর্দ্ধন-জ্ঞানে চটকপর্ব্বতাভিমুখে ধাবন, গোবিন্দাদির পশ্চাদ্ধাবন, পথে স্তম্ভাদি বিকার ও ভূমিতে পতন, সকলের উচ্চসঙ্কীর্ত্তন ও গোবিন্দাদির জলসেচন, প্রভুর অর্দ্ধবাহ্যদশা, পুরী ও ভারতীর

দর্শনে প্রভুর বাহ্যদশা এবং শ্রীল রঘুনাথের (দাস গোস্বামীর) চৈতন্যস্তব-কল্পবৃক্ষ গ্রন্থ।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ　　　　৯১৪-৯২২

অপ্রাকৃত কৃষ্ণবিরহ-প্রেমাবেশে অচৈতন্যপ্রভু, প্রভুর অন্তর্দ্দশা, অর্দ্ধবাহ্যদশা ও বাহ্যদশা, স্বভাব ও অভ্যাসক্রমে নিত্যকৃত্যাদি, প্রভুর জগন্নাথে সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন-দর্শন, প্রভুর হৃষীকদ্বারা গোবিন্দ-সেবাশিক্ষা, উপলভোগের পর ভক্তগণের প্রভুকে গৃহে আনয়ন ও প্রভুর বিলাপ, গোপীগণকর্ত্তৃক অপ্রাকৃত পুষ্পবাণের মাধুর্য্যবল-বর্ণন, প্রভুর স্বরূপ ও রামানন্দের কণ্ঠ ধারণ করিয়া বিলাপ, প্রভুর সর্ব্বত্র কৃষ্ণলীলা-দর্শন ও তদন্বেষণ-লীলাপ্রসঙ্গে পুষ্পোদ্যানে কৃষ্ণান্বেষণ-লীলা-বর্ণন, রামানন্দের শ্লোকপঠন ও স্বরূপের গীতগোবিন্দ গান, প্রভুর প্রেমাবেশে নৃত্যাদি।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ　　　　৯২২-৯৩৩

গৌড়ীয় ভক্তগণসহ কালিদাসের শ্রীক্ষেত্রে আগমন, কালিদাসের গুণ, পূর্ব্ব-পরিচয়, মহাপ্রসাদে বিশ্বাস ও বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধিরাহিত্য, কালিদাস ও ঝড়ুঠাকুরের বৃত্তান্ত, কালিদাসের বৈষ্ণবমাহাত্ম্য-সূচক শ্লোক-পঠন, কৃষ্ণভক্তের পদবীনির্ণয়, কৃষ্ণভক্তের অমানিত্ব ও মানদত্ব, ঝড়ুঠাকুরের বৈষ্ণবানুব্রজ্যা শিক্ষাদান, কালিদাসের লুকাইয়া ঝড়ুঠাকুরের পদধূলি-মৃক্ষণ ও উচ্ছিষ্ট-সম্মান, কালিদাসের গৌড়দেশের সকল বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট-সম্মান, কালিদাস-প্রতি প্রভুর নিষ্কপট মহাকৃপা, লোকশিক্ষক আচার্য্যরূপী প্রভুর কঠোরতা, অন্তরঙ্গ ভক্তব্যতীত অন্যের প্রভুপাদোদকে অনধিকার, কালিদাসের প্রভুপাদোদক পান, প্রভুর শ্রীনৃসিংহ-প্রণাম, কালিদাসকে প্রভু-ইচ্ছামতে গোবিন্দের প্রভুর উচ্ছিষ্ট-দান, বৈষ্ণবপ্রসাদেই কৃষ্ণপ্রসাদ-লাভ, কৃষ্ণোচ্ছিষ্ট ও ভক্তোচ্ছিষ্টের সংজ্ঞা, সাধকের 'তিন সাধনের বল', পত্নীপুত্রসহ শিবানন্দের প্রভুদর্শন, পুরীদাসের মৌনাবস্থান ও স্বরূপকর্ত্তৃক তাহার তাৎপর্য্য-ব্যাখ্যা, সাত বৎসরের শিশু পুরীদাসের শ্লোকরচনা, চাতুর্ম্মাস্যান্তে ভক্তগণের গৌড়ে গমন ও প্রভুর দিব্যোন্মাদ, দ্বারপালকে কৃষ্ণ দেখাইয়া দিবার জন্য অনুরোধ, দ্বারপালের প্রভুহস্ত-ধারণপূর্ব্বক জগন্নাথ-সম্মুখে আনয়ন ও প্রভুর শ্যামসুন্দর দর্শন, গোপালবল্লভ-ভোগ, প্রভুর মহাপ্রসাদ-গ্রহণ ও সাত্ত্বিক-বিকার, কিন্তু ঐশ্বর্য্যমিশ্রিত জগন্নাথের সেবক-দর্শনে তাঁহার সঙ্গোপন, প্রভুর ফেলামৃত-মাহাত্ম্য ও চিদ্‌বল-বর্ণন এবং সকলকে অপ্রাকৃত শ্রদ্ধাসহ প্রসাদ-সম্মানার্থ আদেশ, রামানন্দের প্রভু-আজ্ঞায় শ্লোকপঠন, প্রভুর উৎকণ্ঠা ও কৃষ্ণাধরামৃতের চিদ্‌বল এবং পরম মহিমা-কীর্ত্তন, প্রভুর গোপীভাবে কৃষ্ণপ্রেমোন্মাদ।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ　　　　৯৩৩-৯৩৮

প্রভুর উন্মাদ ও প্রলাপ, প্রভুর নিত্যসঙ্গী স্বরূপের গান ও রামানন্দের শ্লোকপাঠ, মধ্যে মধ্যে স্বয়ং প্রভুর শ্লোকপাঠ, প্রভুর উচ্চনাম-সঙ্কীর্ত্তন, প্রভুর দিব্যোন্মাদ, রুদ্ধ-কপাট-গৃহমধ্যে প্রভুর অপ্রাপ্তি, সকলের প্রভু-অন্বেষণ ও তৈলঙ্গী গাভীগণমধ্যে প্রভুকে প্রাপ্তি, প্রভুর কূর্ম্মাকার অবস্থা, উচ্চ সঙ্কীর্ত্তনে প্রভুর চেতন ও অর্দ্ধবাহ্য-দশায় আগমন, স্বরূপকে প্রভুর নিজাবস্থা-বর্ণন, গৌরাদেশে স্বরূপের শ্লোকপঠন ও প্রভুর শ্লোকার্থ-বর্ণন, ভাবশাবল্য, পিঙ্গলার বচন-স্মৃতি, শাখা-চন্দ্র-ন্যায়, প্রভুর দিব্যোন্মাদাদি মহাভাব—মর্ত্ত্যবুদ্ধিতে অপরিমেয়, চৈতন্যভজনেই কৃষ্ণপ্রেম লাভ।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ　　　　৯৩৮-৯৪৫

শারদীয় জ্যোৎস্নারাত্রিতে প্রভুর রাসলীলার উদ্দীপন, সমগ্র রাসপঞ্চাধ্যায়ের পাঠ ও ব্যাখ্যায় প্রভুর যুগপৎ হর্ষ ও বিষাদ, ভক্তপ্রেমনির্দ্ধার ও আস্বাদন-পরিমাণার্থ কৃষ্ণের ভক্তভাব-স্বীকার, কৃষ্ণপ্রেমার অদ্ভুত বিক্রম, চিৎপরমাণুকণ জীবে অপ্রাকৃত কৃষ্ণপ্রেমসিন্ধুর বিন্দুমাত্র স্পর্শেই অধিকার, স্বরূপ-রামানন্দাদি কৃষ্ণশক্তিবর্গেরই প্রভুর ভাবানুভূতিতে অধিকার, গোপীসহ কৃষ্ণের জলকেলি-শ্লোকপাঠ ও প্রভুর মূর্চ্ছা, যমুনাজ্ঞানে সমুদ্রে প্রভুর ঝম্প ও মূর্চ্ছা, মূর্চ্ছিতাবস্থায় ভাসিয়া কোণার্কাভিমুখে গমন, ভক্তগণের অন্বেষণ করিতে করিতে সমুদ্রতীরে গমন এবং প্রভুর অপ্রাপ্তিতে তদন্তর্দ্ধানানুমান, প্রিয়হৃদয়ে প্রিয়ের অদর্শন জন্য অমঙ্গলাশঙ্কা, ধীবরসহ সাক্ষাৎকার ও ধীবরের বাক্যে প্রভুসন্ধান-প্রাপ্তিবিষয়ে স্বরূপের যথার্থানুমান, শ্রীনৃসিংহ-স্মরণে সকল বিপদ-বিনাশ, ধীবরসহ ভক্তগণের প্রভুসমীপে গমন ও চৈতন্য সম্পাদনার্থ প্রভুর সেবা, সকলের উচ্চ সঙ্কীর্ত্তন ও প্রভুর অর্দ্ধবাহ্যদশায় আগমন, প্রভুর দশাত্রয়ের পরিচয়, অর্দ্ধবাহ্যদশায় প্রভুর চিত্রজল্প, অর্দ্ধবাহ্য হইতে প্রভুর বাহ্যদশায় আগমন এবং স্বরূপাদির নিকট স্বীয়-বৃত্তান্ত-বর্ণন।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ　　　　৯৪৬-৯৫৫

প্রভুর দিব্যোন্মাদ, স্বীয় বাৎসল্যোক্তি-জ্ঞাপনার্থ প্রভুর জগদানন্দকে নবদ্বীপে প্রেরণ, পরমানন্দপুরীর অনুরোধে শচীদেবীর নিকট বস্ত্র ও প্রসাদ-প্রেরণ, অপ্রাকৃত বাৎসল্যপ্রেমবশ ভগবান্, জগদানন্দের নবদ্বীপ আগমন এবং শচীদেবীকে প্রভুসন্দেশ-জ্ঞাপন, পণ্ডিতের নবদ্বীপে ও শান্তিপুরে অবস্থানান্তে বিদায়-যাচ্ঞা, অদ্বৈতের পণ্ডিতকে দিয়া প্রভুসমীপে তরজা-প্রহেলী প্রেরণ, পণ্ডিতের পুরী গিয়া প্রভুসমীপে প্রহেলিকা-জ্ঞাপন ও প্রভুর ঈষদ্ধাস্যান্তে মৌনাবলম্বন, স্বরূপের অনুরোধে প্রভুকর্ত্তৃক প্রহেলিকার ব্যাখ্যা-সঙ্কেত, মহাযোগেশ্বর অদ্বৈতপ্রভু, ভক্তগণের বিস্ময় ও স্বরূপের বিমর্ষ, প্রভুর কৃষ্ণবিরহ-দশা-বৃদ্ধি, উদ্‌ঘূর্ণা ও প্রলাপ, প্রভুর নামসঙ্কীর্ত্তনে রাত্রিযাপন, প্রভুর মুখঘর্ষণরূপ দিব্যোন্মাদ, স্বরূপের প্রভুপাদোপাধানরূপে শঙ্করকে নির্ব্বাচন,

বিদুরসহ শঙ্করের সেবা-সাদৃশ্য, শঙ্করের প্রভু-সেবা, প্রভুর জগন্নাথবল্লভোদ্যানে গমন ও অন্তর্দ্দশায় কৃষ্ণান্বেষণলীলা, স্বরূপ ও রায়ের চেষ্টায় প্রভুর বাহ্যদশা, ভ্রমর গীতায় শ্রীরাধার প্রলাপ এবং মহিষীর গীতে দশপ্রকার চিত্রজল্পোক্তি।

বিংশ পরিচ্ছেদ ৯৫৫-৯৬৭

পুরীতে অনুক্ষণ বিপ্রলম্ভভাব-ব্যাকুল প্রভু, পরমপ্রেষ্ঠ অন্তরঙ্গ নিত্যসঙ্গিদ্বয়, প্রভুর আটটী সাত্ত্বিক এবং তেত্রিশটী ব্যভিচারি-ভাবোদয়, স্বয়ং বা ভক্তদ্বয়সহ তত্তদ্ভাবোদ্দীপক শ্লোক-পাঠ বা শ্রবণ, প্রভুর শ্রীনামকীর্ত্তন-মাহাত্ম্য-বর্ণন কৃষ্ণকীর্ত্তনকারীই একমাত্র সুবুদ্ধিমান্, নামাভাস এবং শুদ্ধনামের ফল—অনর্থ-নিবৃত্তি ও কৃষ্ণপ্রেমোদয়, প্রভুর শ্রীমুখনিঃসৃত শিক্ষাষ্টক ও তাহার ব্যাখ্যা, কুষ্ঠী-বিপ্ররমণীর পাতিব্রত্য-ধর্ম্ম-বর্ণন, প্রভু স্বয়ংই শিক্ষাষ্টকের আস্বাদক ও স্বয়ংই প্রচারক, শ্রীশিক্ষাষ্টক শ্রবণ-কীর্ত্তনে নিশ্চয়ই কৃষ্ণপ্রেমলাভ, শেষ দ্বাদশবর্ষে অন্ত্যলীলায় অনুক্ষণ কৃষ্ণপ্রেমাস্বাদন, গ্রন্থবাহুল্য-ভয়ে গ্রন্থকারের প্রভুর প্রেম-চেষ্টা-বর্ণন-বিরাম, গ্রন্থকারের ঠাকুর বৃন্দাবনের মাহাত্ম্য-বর্ণন এবং নানাভাবে স্বদৈন্য-জ্ঞাপন, গ্রন্থকারের উপাস্য বিগ্রহগণ ও মদন-মোহন-কৃপালাভ-রূপ স্বসৌভাগ্য-প্রখ্যাপন, ভাগবতে ব্যাস-রীত্যনুসারে অন্ত্যলীলা পরিচ্ছেদসমূহের সংক্ষেপে পুনরাবৃত্তি, অনুবাদ, পুনরালোচন বা পুনরাবৃত্তিফলেই লীলাস্মরণোদয়, গৌড়ীয়ার নাথ এবং গ্রন্থকারের শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবচরণ বন্দনা-পূর্ব্বক গ্রন্থসমাপ্তি ও গ্রন্থসমাপ্তির কাল-নির্দ্দেশ।

অমৃতপ্রবাহভাষ্যোদ্ধৃত গ্রন্থাদি-তালিকা

(১) অলঙ্কার শাস্ত্র—আ ২।৬-৯, ৭৪ ; (২) ঈশোপনিষদ্—ম ২৫।৯৯ ; (৩) উদ্ভটচন্দ্রিকা—ম ২০।৩ ; (৪) উপপুরাণ—আ ৩।৮৩; (৫) ঋগ্বেদ—আ ৭।১১১-১১৫ ; (৬) ঐতরেয়োপনিষদ্—আ ৭।১১১-১১৫ ; ম ৬।১৪৩-১৪৮; (৭) কঠোপনিষদ্—আ ৭।১২৮-১৩২; (৮) ক্রমসন্দর্ভ—আ ৩।৫১ ; (৯) গীতা—আ ২।৩৬-৩৭ ; (১০) গোবিন্দদাসের কড়চা—ম ৮।১৪, ৯।৯৩ ; (১১) চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক—ম ৮।২৪৫-২৫৭ ; ৯।৩৫৫-৩৫৭ ; ১৬।২০৫-২১০ ; (১২) চৈতন্যচরিত-কাব্য—ম ১৬।২০৫-২১০ ; (১৩) চৈতন্যভাগবত—ম ১।১৫১, ৪।৪, ৫।১৪০, ১৬।৫৫-৫৬, ৮১, ২০৫, ২১০, ২১২ ; (১৪) চৈতন্যমঙ্গল—ম ১৬।২০৫-২১০ ; (১৫) চৈতন্য-শতনাম—ম ৭।১৫০ ; (১৬) ছান্দোগ্য—আ ৭।১২০-১২৭, ১২৮, ১৩২ ; (১৭) জগন্নাথবল্লভ নাটক—ম ৫।২০ ; (১৮) তন্ত্র—আ ৩।৮৩ ; (১৯) তলবকার উপনিষদ্—আ ৭।১১১-১১৫ ; (২০) তৈত্তিরীয়োপনিষদ্—আ ৭।১২০-১২৭ ; ম ৬।১৪৩-১৪৮ ; (২১) নাটক-চন্দ্রিকা—ম ১।১৩৪ ; (২২) নারদপঞ্চরাত্র—আ ৭।১১১-১১৫ ; (২৩) পদ্মপুরাণ—আ ৭।১০৮-১১০, ৮।২৪ ; (২৪) পদ্যাবলী—ম ১৯।৯২ ; (২৫) পাতঞ্জলদর্শন—ম ৬।২৬৯ ; (২৬) পুরুষসূক্ত—আ ১৭।১৮ ; (২৭) প্রপন্নামৃত—ম ৭।১১৩ ; (২৮) প্রেমদাসের ভাষা—ম ১৬।২০৫-২১০ ; (২৯) প্রেমাম্ভোজ-মকরন্দ-স্তোত্র—ম ৮।১৬৮-১৮১ ; (৩০) বৃহদ্ব্যাকরণ—আ ১৩।২৯ ; (৩১) বৃহদারণ্যকোপনিষদ্—আ ৭।১১১-১১৫, ১২৮-১৩২, ১৩৮-১৫০ ; (৩২) বেদ—আ ৩।৮৩ ; (৩৩) বেদান্ত—আ ৪।৫৬-৬২ ; (৩৪) ব্রহ্মসূত্র—আ ৭।১২০-১২৭ ; (৩৫) ভক্তিরসামৃতসিন্ধু—আ ৮।৫৮ ; ম ২২।১১১-১২৫; অ ১৯।১০১ ; (৩৬) ভাগবত—আ ১।৫৭, ৩।৫১-৮৩, ম ৮।১০১-১০২ ; ৯।১৩৩-১৪০, ১১।৫৬, ১৪।৮, ১৫।২৬৫, ১৯।১৪২, ২৪।২৮; (৩৭) ভাগবতামৃত—আ ১।৮১ ; ম ২০।১৬৫ ; (৩৮) মহাদেব-বাক্য—আ ৪।৬৬ ; (৩৯) মাণ্ডূক্য—আ ৭।১২০-১২৭; (৪০) মুণ্ডকোপনিষদ্—ম ৬।১৫৮-১৬৩ ; (৪১) যাজ্ঞবল্ক্য—অ ৬।২৩ ; (৪২) যোগবাশিষ্ঠ—আ ১৭।৬৫ ; (৪৩) রামাষ্টক—আ ১৭।৬৯ ; (৪৪) লঘু-ব্যাকরণ—আ ১৩।২৯ ; (৪৫) শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্—আ ৭।১১১-১১৫, ১২০-১২৭ ; ম ৬।১৩৩-১৪১, ১৫০-১৫৩ ; (৪৬) শ্রীসম্প্রদায়িবৈষ্ণব-গ্রন্থ—আ ৫।২৭-২৮ ; (৪৭) সঙ্গীত দামোদর—ম ১০।১১৬; (৪৮) সহস্রনাম—আ ৩।৫১ ; (৪৯) সাত্বত তন্ত্র ও শৈবতন্ত্র—ম ২০।১৭৩ ; (৫০) সাত্বতশাস্ত্র—ম ৯।৪৮ ; (৫১) সামুদ্রিক গ্রন্থ—আ ১৩।১২০ ; (৫২) সার্ব্বভৌম শ্লোক—আ ৩।৫১ ; (৫৩) সাহিত্য-দর্পণ—ম ১।১৩৪ ; (৫৪) হরিভক্তিবিলাস—ম ৮।১২৭ ; (৫৫) হরিভক্তিসুধোদয়—ম ২২।২১।

অনুভাষ্যোদ্ধৃত গ্রন্থাদি-তালিকা

(১) অথর্ব্ববেদ-সংহিতা—আ ১৪।১৯ ; (২) অথর্ব্বশিখা—আ ৭।১২৮ ; (৩) অদ্বৈত-চরিত—আ ১২।১৩-১৭, ১৮, ২৭ ; (৪) অধ্যাত্ম রামায়ণ—ম ৯।১১ ; (৫) অনন্ত-সংহিতা—আ ২।২২ ; (৬) অভিজ্ঞান-শকুন্তল—আ ১৬।১০১ ; (৭) অমরকোষ—অ ১৪।১০; (৮) অমৃতপ্রবাহ-ভাষ্য—ম ৬।৯৭, ৮।১১২-১১৪, ১৭৪ ; (৯) অষ্টাদশ-মহাপুরাণ—অ ৯।১০ ; (১০) আগ্নেয়-পুরাণ—ম ১৫।৯ ; (১১) আদি-পুরাণ—ম ৮।২৪৬ ; (১২) আদিত্য-পুরাণ—অ ২০।৫৭ ; (১৩) ইতিহাসসমুচ্চয়—ম ৮।২৪৬ ; (১৪) উজ্জ্বলনীলমণি—আ ৪।৪৬, ১০৮ ; ম ১।৮৭, ২।৬৬, ৬।১৩, ৮।১৭২, ১৭৫, ২০২-২০৫, ১৪।১৪১-১৫৩, ১৫৯, ১৬৫, ১৬৮ ; অ ১।১৪০ ; (১৫) উত্তরচরিত—আ ১৬।১০১ ; (১৬) উপদেশামৃত (রূপগোস্বামিকৃত)—আ ২।১১৭; ৭।১৬-১৭ ; ম ১২।১৯৫, ১৫।১০৬, ১১১, ১৬।৭৪, ১৯।১০২, ১৫৭,

অ ৪।১৮০ ; (১৭) ঋগ্বেদ—আ ২।২৪, ম ২৩।১১০, ২৪।২১ ; (১৮) একাদশী-তত্ত্ব—আ ১৭-২৬৫, ২৬৬ ;(১৯) একায়নশাখা—ম ৮।১২৭ ; (২০) ঐতরেয়োপনিষদ্—ম ৬।১৪৩, ১৪৪ ; (২১) কঠোপনিষদ্—ম ১১।৪৭, ৮।৩০৮-৩১০, ৯।১২৬, ১৯৫, ১২।৫৯-৬১ ; (২২) কর্ণামৃত—ম ২২।২১ ;(২৩) কর্ণূল-ম্যানুয়েল—ম ১।১০৬ ;(২৪) কলিসন্তরণোপনিষদ্—আ ৩।৪০ ;(২৫) কল্যাণ-কল্পতরু—ম ১২।৭-৯, ৫৯-৬১ ;অ ৪।১৭৩ ; (২৬) কাত্যায়ন গৃহ্যসূত্র—ম ৮।১২৭ ; (২৭) কাব্যপ্রকাশ—অ ১৮।৯৯ ; (২৮) কাশীখণ্ড—ম ৯।১৫৭, ১৭।৮২ ; (২৯) কুমারসম্ভব—আ ১৬।১০১; (৩০) কূর্ম্মপুরাণ—আ ১৭।৭৭, ৭৮ ;ম ৬।১৮০ ; (৩১) কৃষ্ণকর্ণামৃত—অ ১০।১৪২ ; (৩২) কৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা—আ ১২।৮৩ ;ম ১৫।২৪১ ; (৩৩) কৃষ্ণযামল—আ ২।২২ ; (৩৪) কৃষ্ণসন্দর্ভ—আ ৫।১৪-১৮, ১২০ ;ম ২৩।১১১, ১১২ ; (৩৫) কৌপীন-পঞ্চক (শঙ্করাচার্য্য)—ম ৬।১২১ ;(৩৬) কৌস্তুভপ্রভা (কেশব কাশ্মিরী)—আ ১৬।২৫ ; (৩৭) গঞ্জাম-ম্যানুয়েল—ম ৭।১১৩ ;(৩৮) গরুড়-পুরাণ—ম ৮।২৪৬, ১৫।২৭৪ ;অ ৪।১৯৭ ; ১৬।২৮, ২৯ ; (৩৯) গীতগোবিন্দ বা 'অষ্টপদী'—আ ১৩।৪২ ; (৪০) গীতা—আ ৭।১২৮ ;ম ২৪।৩২৬ ;(৪১) গীতাভাষ্য (মধ্বাচার্য্য) আ ৫।২৮ ; (৪২) গোপালতাপনী উপনিষদ্—ম ৮।১৩৭ ;(৪৩) গোবিন্দভাষ্য—আ ৬।১৫-১৯ ; ম ৬।১৩৫ ;(৪৪) গৌড়ীয় ভাষ্য (শ্রীমদ্ভাগবত)—ম ১১।১৯৫ ; (৪৫) গৌতমীয়তন্ত্র—আ ১৭।২৯৩ ; ম ১৩।১৪২ ; (৪৬) গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকা—আ ৪।১০৫, ৬।৩৯, ৮।৪১, ৫৯, ৬০, ১০।১৪-১৭, ২১-২৪, ২৫, ২৯, ৩১-৩৯, ৪১, ৫৬, ৬৭, ৬৮, ৭০, ৭১, ৭৩, ৭৫-৭৭, ৭৮, ৮৪, ৮৫ ;১২।১৩-১৭, ১৮, ৫৭, ৫৮, ৬৫ ;৭৯, ৮০, ৮১, ৮৩-৮৭ ;১৩।৫৬, ৬০, ৬১, ৭৪ ;১৪।৬২-৬৮ ; ১৫।২৯ ; ১৭।২৯৬, ২৯৯, ৩০১ ;(৪৭) চণ্ডীদাসের গীতিগ্রন্থ—আ ১৩।৪২;(৪৮) চৈতন্যচন্দ্রামৃত—আ ৭।৩৩, ১৪৯ ; ১৩।১২২; ম ৭।৩৭; ৮।২৪৬ ;১০।১৭৫-১৭৭; (৪৯) চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক—আ ১৩।৮৯ ; ১৭।৫৫ ; ম ১০।১০৬ ; ১৬।২০৭ ; (৫০) চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক-টিপ্পনী—ম ১০।১০৫ ;(৫১) চৈতন্য-চরিত মহাকাব্য—আ ১৪।৬২-৬৮ ; ১৭।৫৫ ; ১৬।২০৭ ; (৫২) চৈতন্যভাগবত—আ ১০।৩১, ৩২, ৩৪, ৫৮, ৬৭-৭১, ৭৩, ৭৫-৭৭ ;১২।১৩-১৭, ৪০।৪২, ১৩।২৮, ২৯, ৬৭।৭১ ;১৪।১৯, ২১, ২২, ২৩, ২৫, ৩৭-৪০, ৭৩ ;১৫।৭, ২৩, ৩১ ; ১৭।৭-১২, ২৩, ৩১, ১৭-২০, ৩৭, ৫৫, ৬৪, ৬৫, ৬৯-৭১, ৭৯-৮৬, ৯৯, ১০০, ১০৩-১১৪, ১১৬, ১২৪, ১৩৮-১৪২, ২২৮-২৩০, ২৪১, ২৪২, ২৬২, ২৭৪, ২৭৬-২৭৮ ;ম ৪।১৮৬, ৫।১৪০ ;১৬।২০৭, ২০৮ ; অ ২০।৮৭ ; (৫৩) চৈতন্যমঙ্গল (শ্রীলোচনদাস) —আ ১৪।৪৬ ;১৭।৬৯, ৮৯-৯৫, ১১৯ ; ম ১৬।২০৭ ;(৫৪) চৈতন্যাষ্টক—ম ১৩।২০৭ ;(৫৫) চৈতন্যোপনিষদ্—আ ২।২২ ;(৫৬) ছান্দোগ্যোপনিষদ্—আ ৭।১২৮ ;১৭।৭৭-৭৮ ; ম ৬।১৪৫ ;৯।২৭০ ; ১২।১৯৪ ;(৫৭) ঠাকুর মহাশয়ের প্রার্থনা—আ ৫।২০৪ ;৭।১৬, ১৭ ;১৩।১২৩ ; ম ৮।১৩৭ ;১১।৬৭ ;১২।১৩৫ ; (৫৮) তত্ত্বসন্দর্ভ —ম ৬।১৩৫ ; (৫৯) তত্ত্বসাগর—ম ২৪।৩২৬ ;অ ১৬।২৮, ২৯; (৬০) তন্ত্র—ম ১২।২১২, ২১৫ ;১৯।১৫০ ; অ ১২।৩৭ ; (৬১) তাঞ্জোর গেজেটিয়ার—ম ৯।৭৪, ৭৮, ৭৯ ;(৬২) তিথিতত্ত্ব—অ ১২।১০৮; (৬৩) তৈত্তিরীয় উপনিষৎ—ম ৬।১৪৩-১৪৫, ১৭২ ;৮।২৬৬ ;(৬৪) তৈত্তিরীয় শ্রুতিভাষ্য (রাঘবেন্দ্র যতি)—ম ৬।১৪৩, ১৪৪ ; (৬৫) দক্ষিণ আর্কট ম্যানুয়েল—ম ৯।৩৮, ৭৩ ;(৬৬) দক্ষিণ কানাড়া ম্যানুয়েল—ম ৯।২৪৫ ;(৬৭) দশম-টিপ্পনী (বৈষ্ণবতোষণী)—আ ১৭।৭৭, ৭৮ ;(৬৮) দিগ্‌দর্শিনী টীকা—অ ৪।২১৯, ২২২ ;(৬৯) দুর্গম-সঙ্গমনী—ম ৮।২০২-২০৫ ; ১৭।৯৫ ;(৭০) নবদ্বীপশতক—আ ৭।১৪৯; (৭১) নরোত্তমবিলাস—আ ১২।১৩-১৭; (৭২) নাটকচন্দ্রিকা—অ ১।৩৫, ১৩৪, ১৩৭ ; (৭৩) নামার্থ-সুধাভিধভাষ্য (বলদেব)—আ ৩।৪৯; (৭৪) নামাষ্টক (শ্রীরূপ গোস্বামী)—আ ৭।৭২-৭৪ ;অ ৪।৭১ ; (৭৫) নারদপঞ্চরাত্র—আ ৬।৪৩-৪৪ ;৭।১২৮ ;(৭৬) নারায়ণব্যূহ স্তব—ম ৮।২৪৬ ;(৭৭) নারায়ণ-সংহিতা—আ ৩।৪০ ;অ ৭।১১ ;(৭৮) নারায়ণাথর্ব্বশিরোপনিষদ্—আ ২।২৪; (৭৯) নারায়ণোপনিষদ্—আ ২।২৪ ;(৮০) নিত্যানন্দদায়িনী পত্রিকা—আ ১২।১৩-১৭ ;(৮১) নীলকণ্ঠ টীকা—ম ২৩।১১০ ; (৮২) ন্যাসাদেশ-বিবরণ—ম ১৮।৪৭ ; (৮৩) পদামৃত-সমুদ্র (রাধামোহন ঠাকুর)—ম ৩।১১৪ ;(৮৪) পদ্মপুরাণ—আ ৬।৪৩, ৪৪ ;৭।১০৮-১০৯ ;৮।১৬ ;ম ৮।৩৫-৩৬, ৪৪; ১১।৩২ ;১৫।১৬৭-১৬৯ ;১৭।৯৫ ; ১৮।১১৬ ;২০।২৪২ ;২৪।৩২৬ ; অ ৫।১১৮ ;১৬।২৮-২৯ ;২০।৫৭ ;(৮৫) পদ্যাবলী—ম ১৭।১৪৫; অ ১৪।৫৩ ; (৮৬) পরমাত্ম-সন্দর্ভ—আ ৫।৫৮ ;৭।১২১-১২৬ ;(৮৭) পারিজাতসৌরভ-ভাষ্য—অ ২।৯৫ ;(৮৮) পীঠকভাষ্য—আ ৬।৭৭, ৭৮ ;(৮৯) পূর্ণপ্রজ্ঞ-দর্শন—ম ৬।১৩৫ ;অ ২।৯৫ ; (৯০) প্রপন্নামৃত—আ ৫।২৮ ;ম ৭।১১৩ ; (৯১) প্রমেয়রত্নাবলী—আ ৬।৩৯ ; (৯২) প্রস্তরফলকে লিখিত নবশ্লোক—ম ৭।১১৩ ; (৯৩) প্রীতিসন্দর্ভ— আ ৪।৬০; ৭।৮৮ ;(৯৪) প্রেমতরঙ্গিণী—আ ১২।৫৮ ; (৯৫) প্রেমদাস—ম ১৬।২০৭ ; (৯৬) প্রেমবিবর্ত্ত—ম ৮।১৯২ ; (৯৭) প্রেমবিলাস-বিবর্ত্ত—ম ৮।১৯২ ; (৯৮) বরাহ-পুরাণ—ম ১৮।৫৫ ; (৯৯) বলদেব বিদ্যাভূষণ-ভাষ্য—আ ১৩।৮০-৮৬ ; (১০০) বল্লভ-দিগ্বিজয়—আ ১।৫৭ ;(১০১) বাজসেনের শাখা—ম ৮।১২১ ;(১০২) বাধূল-শাখা—ম ৬।১৪৩-১৪৪ ;(১০৩) বায়ুপুরাণ—আ ১।৪৬; ২।২২ ;(১০৪) বিদ্বন্মণ্ডল—ম ১৮।৪৭ ;(১০৫) বিদ্যাপতির গীতিগ্রন্থ—আ ১৩।৪২; ম ৩।১১৪ ; (১০৬) বিবর্ত্তবিলাস (বাউলের গ্রন্থ)—ম ৮।১৯২ ;(১০৭) বিলাপকুসুমাঞ্জলি—ম ১।২৮৩-২৮৪ ; অ ৬।১ ;(১০৮) বিশ্বনাথ-টীকা—অ ৫।৯৭ ;(১০৯) বিষ্ণুপুরাণ—ম ২৩।১১১-১১২ ;(১১০) বিষ্ণুভক্তিচন্দ্রোদয়—অ ৮।২৪ ;(১১১) বিষ্ণুস্মৃতি—অ ১১।৩০ ; (১১২) বীরচরিত—আ ১৬।১০১ ; (১১৩) বৃন্দাবন-শতক—আ ৭।১৪৯ ;(১১৪) বৃহজ্জাতকাদি- গ্রন্থ—আ ১৩।৯০ ;(১১৫) বৃহদারণ্যক-শ্রুতি—ম ১২।১৯৪ ; (১১৬) বৃহদ্বামন-পুরাণ—ম ৮।২৪৬ ; (১১৭) বৃহদ্বিষ্ণুপুরাণ—ম ৩।৯৯ ; (১১৮) বৃহদ্ভাগবতামৃত —আ ৫।৩৫-৩৬ ; ম ৮।২৪৮ ; ১৪।১২৬ ; অ ৪।৭১, ১৯৩, ২১৯, ২২২ ;৭।১৩৫, ১৪৬;(১১৯) বৃহন্নারদীয়-পুরাণ—ম ৮।২৪৬;(১২০) বেদান্তকৌস্তুভ (শ্রীনিবাস আচার্য্য)—আ ১৬।২৫ ;(১২১) বেদান্ত-দর্শন (গৌড়ীয়)—ম ৮।১৯২ ; (১২২) বেদান্তদর্শনের পারিজাত-ভাষ্য (নিম্বার্ক)—আ ১৬।২৫ ;(১২৩) বেদান্ত-পারিজাত—ম ৬।১৩৫ ; (১২৪) বেদান্তসার (সদানন্দ যোগী)—আ ৭।১০১, ১১৩ ; (১২৫) বেদান্ততত্ত্বসার (শ্রীরামানুজ)—আ ৭।১২১ ; (১২৬) বেদান্তসূত্র বা ব্রহ্মসূত্র—আ ৭।১০৬ ; (১২৭) বেদার্থসংগ্রহ (শ্রীরামানুজ)—আ ৭।১৪০ ; ম ৮।৫৭; (১২৮) বৈষ্ণব-তোষণী—আ ১৭।৭৭- ৭৮ ;(১২৯) বৈষ্ণব-মঞ্জুষা—আ ১০।১৪, ৫৩ ; ১২।১৮, ২৭ ;১৩।৪২ ;১৬।২৫ ;ম ৯।২৪৪-

২৪৫ ;১০।৯০ ;১১।৮৪ ; ১৮।৪৯ ; (১৩০) বোম্বাই গেজেটিয়ার—ম ৯।২৪৫, ২৮০, ২৮১, ৩১৬ ; (১৩১) ব্রহ্মসংহিতা—আ ২।৮৯;
৫।৯৪; ৬।৭৭-৭৮ ;ম ৮।১৩৭ ;১০।১৭৯-১৮১ ;২০।২৭২-২৭৩ ;(১৩২) ব্রহ্মসূত্র—আ ৫।৪১-৪৮ ;৬।১৫, ১৯ ; ম ৬।১৩৫, ১৪৭ ;
৮।২৬৬, ৩০৮-৩১০ ; অ ৯।১০; (১৩৩) ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্য—ম ১৮।৪৭ ; (১৩৪) ভক্তিরত্নাকর—আ ৬।৩৯ ;৭।১৪৯ ;১০।৭৮, ৮৪ ;১২।৫৮;
১৬।২৫ ;১৭।৫৫; ম ১।৩৫-৪৪, ১৮৯ ;৯।৮২ ;১৮।২৬, ৩৮, ৪৭, ৪৯-৫২, ৫৭।৬৪, ৬৬।৬৮, ৭০-৭২ ;অ ৪।২১৮, ২২৬ ; (১৩৫)
ভক্তিরসামৃতসিন্ধু—আ ২।১১৭ ;৬।৪৩, ৪৪ ; ৮।১৬ ;১৪।৯০ ;১৬।১১ ;ম ২।৩৫, ৪৭, ৬৩, ৬৬, ৭২ ;৩।১২৭, ১৬২;৪।২০২ ;৬।১২;
৮।২০২-২০৫ ;১২।১৩৫ ;১৩।১৪২ ;১৪।১৫৭ ; ১৫।১০৮ ;১৬।৭৪, ২৩৮;১৭।৯৫ ;১৯।১৭৭-১৭৮, ১৮০, ১৮৩-১৮৫, ১৮৭-১৮৮;
২২।৬৫-৬৭ ;২৩।৪২-৪৪, ৪৬, ৪৮, ৫২ ;অ ৫।৯৭ ;(১৩৬) ভক্তিসন্দর্ভ—আ ১।৩৫, ৪৬ ;৫।২২৫, ২২৬ ;৭।৭২-৭৪ ; ৫।৯ ; ম ১৫।১০৭,
১০৮, ২৬১ ;১৬।৭৪ ;১৮।১১৫ ;২২।৯৮ ; অ ৩।৬০, ২২০ ;৪।৭১ ;৬।২২৬ ;৮।২৪ ;২০।৩৯ ;(১৩৭) ভগবৎ-সন্দর্ভ—আ ২।১০,
৯৬ ;৩।৮০, ৪।৬২, ৬৬ ;৫।২৮, ৭।১২৮ ; (১৩৮) ভবিষ্যপুরাণ—ম ৬।১৩৭ ; (১৩৯) ভরদ্বাজ-সংহিতা (পঞ্চরাত্র)—ম ১।২৬৩ ; (১৪০)
ভাগবত—আ ২।২২, ২৪, ১১৭ ;৩।১৮ ;৪।৩৩ ;৫।৩৫, ৩৬, ৯৯-১০১ ;৬।৪৩-৪৪, ৭৭-৭৮ ;১২।৭০ ;১৩।৮০-৮৬, ৯৯, ১২২, ১২৩;
১৪।৮৮; ১৬।১১, ১৭।৭৭-৭৮, ১৯৮-২০২, ২৫৭, ৩১২, ৩৩১ ;ম ১।১৮৯ ; ২।২৯-৩৪ ;৩।৯৬, ৯৭, ১৮১ ; ৪।১৭৯, ১৮৬ ; ৫।২৮;
৬।৯৫, ১৪৩, ১৪৪, ২৬৩-২৬৫ ; ৮।৫, ৪৪, ৫৭, ৬০, ৬৪, ১২৭, ২৪৫-২৫৭, ২৬৪-২৬৬ ; ৯।৭৪, ৮০, ৯৪-৯৬, ১০২, ১৮১, ১৯৫,
২০১, ২১৮, ২৩৪, ২৬০, ২৬৪, ২৭০, ৩৬০, ৩৬২ ;১০।১০, ১১, ১৭৫-১৭৭ ;১২।৩২, ৫৬, ১৮৪, ১৯৪ ;১৩।১৩৯, ১৪২ ;১৫।১০৬,
১০৭, ২৬১-২৬২, ২৬৪, ২৭৪-২৭৭ ;১৬।৭৪, ২৮০-২৮১ ;১৭।১৪-১৫, ৫৫-৫৬, ৯৫, ১৮৬; ১৮।১১৫ ;১৯।১৭, ১৫১, ১৮৯ ; ২০।৬৩,
১২৭, ২৪৫, ২৪৮, ২৭৮, ৩৩২-৩৩৩ ; ২১।১১, ১৯ ; ২২।৩১-৩২, ৩৭-৩৯, ৬৯, ৯৮ ;২৩।১১১-১১২ ;২৪।১৬৬, ১৭২, ৩২৬ ;২৫।১৩১-
১৩২ ;অ ৪।৬৬, ৭০-৭১ ;৫।৪৫, ৪৬, ১২১ ;৬।২২৬; ৭।৪৫ ; ৯।১০ ;১১।১০৫ ;১৩।১১৩; ১৬।৭, ২৮, ২৯ ;১৭।৫৪ ;১৯।১০৬-
১০৮ ;২০।৭১ ;(১৪১) ভাগবত-তাৎপর্য্য (মধ্ব)—আ ৫।৮৪ ; ম ৯।১১ ; (১৪২) ভাবার্থ-দীপিকা—আ ৫।৪১-৪৮ ;৬।৪৩-৪৪; ১৩।৮০-
৮৬, ১০৪ ;১৭।৫৭ ; ম ৬।৯৫, ১৪৪ ; ৮।৫ ; ২৪।৩২৬ ; (১৪৩) ভিজাগাপটম্-গেজেটিয়ার—ম ৮।৩ ; (১৪৪) ভোগনির্ণয়-পদ্ধতি—
আ ১২।৮৩; (১৪৫) মথুরাখণ্ড—ম ১৮।৩৮ ; (১৪৬) মথুরা-মাহাত্ম্য—ম ১৮।৫৮-৬২ ; (১৪৭) মধ্ব-বিজয়—ম ৯।২৪৫ ; (১৪৮) মধ্ব-
ভাষ্য—ম ৬।১৩৭, ১৪৭ ; (১৪৯) মনঃশিক্ষা (দাস গোস্বামী)—আ ১।৪৬ ;৪।৩৩ ; ম ৮।৬৪ ; (১৫০) মনুসংহিতা—আ ১।৪৬ ;ম ১০।১৫৪;
২১।৮৪ ;(১৫১) মহাভারত—আ ৫।১০২-১০৩ ;ম ৮।১২৭ ; ৯।১৭৫, ৩১০ ; ১৬।১৫০ ;২০।৫৯; ২৩।১১১-১১২ ;অ ১৬।২৮-২৯,
৯৬-১০০ ; ১৭।৫৪ ;(১৫২) মহাভারত-টীকা (নীলকণ্ঠ)—ম ২৩।১১০ ; ২৪।৩২৬ ;(১৫৩) মাণ্ডূক্যোপনিষদ্—আ ৭।১২৮; (১৯৪)
মার্কণ্ডেয়পুরাণ—অ ২০।৫৭ ;(১৫৫) মালতী-মাধব—আ ১৬।১০১ ;(১৫৬) মুকুন্দমালাস্তোত্র—আ ৪।৩৩ ;৬।৪৩-৪৪ ; ম ৯।২৭১ ;
(১৫৭) মুক্তাফলটীকা—ম ২০।৫৯ ; (১৫৮) মুক্তিকোপনিষদ্—আ ৭।১০৮-১০৯ ;(১৫৯) মুণ্ডকোপনিষদ্—আ ২।১২ ; ম ৬।১৭২ ;
৮।৩০৮-৩১০ ; ১২।৫৯-৬১ ; ১৯।১৭, ১৩৯ ;(১৬০) মুণ্ডকোপনিষদ্ভাষ্য (মধ্বাচার্য্য)—আ ৩।৪০ ; ৭।৭২-৭৪ ;(১৬১) মুরারি-কড়চা—
ম ১০।১৮৫ ; (১৬২) মেঘদূত—আ ১৬।১০১ ; (১৬৩) যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ—আ ১২।৪০ ; (১৬৪) রঘুনাথবৈদ্যলিখিত গ্রন্থ—অ ১২।১২০;
(১৬৫) রঘুবংশ—আ ১৬।১০১ ; (১৬৬) রাগবর্ত্ম-চন্দ্রিকা—ম ২০।৩৯৩-৩৯৫ ;(১৬৭) রাধারস-সুধানিধি—আ ৭।১৪৯ ;ম ১৩।২০৭;
(১৬৮) রামায়ণ—ম ৯।২১৮, ৩১২ ; অ ৩।৮০ ;(১৮৯) লঘুতোষণী-টীকা—অ ৮।২৪ ;(১৭০) লঘুভাগবতামৃত—আ ২।১১৪ ;৫।৩৫-
৩৬, ৭৫, ৮১, ৮৪, ১০৪, ১১১-১১২, ১২০, ১২৬-১৩২, ১৫৩-১৫৪, ২২৩ ;৬।৭৭-৭৮ ;১৩।৮০-৮৬ ; ম ৬।২৬৩-২৬৫;৯।১৩৮-১৩৯;
১২।২১২, ২১৫ ;২০।১৬৫, ১৮৪ ;২১।৩৩, ৫৯-৮৯ ;২৩।১১১-১১২ ;(১৭১) লঘুভাগবতামৃত-টীকা (বলদেব)—ম ৬।২৬৩-২৬৫ ;
২৩।১১১-১১২ ; (১৭২) ললিতমাধব—অ ১৪।৫৩ ; (১৭৩) লীলাস্তব—অ অ ৪।২১৯-২২২;(১৭৪) শরণাগতি (ঠাকুর ভক্তিবিনোদ)
—ম ৩।১৯৪ ; ৭।৬৯ ; (১৭৫) শাখানির্ণয়ামৃত—আ ১২।১৩-১৭, ৫৮, ৬২, ৭৯-৮৭ ;(১৭৬) শারীরকভাষ্য—অ ২।৯৫ ; (১৭৭) শিক্ষাষ্টক
—ম ১৬।৭৪ ; অ ৪।৭১ ; (১৭৮) শৃঙ্গাররসমণ্ডল—ম ১৮।৪৭; (১৭৯) শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্—আ ২।২২, ১০৩ ;৬।১৫-১৯ ;১৭।২৫৭;
ম ৬।১৪৩-১৪৪, ১৫০ ;৮।২৬৪ ;৯।১০২ ;২২।১২৬ ; (১৮০) শ্রীভাষ্য—ম ৬।১৩৫ ; অ ২।৯৫ ;(১৮১) শ্রুতি—ম ৮।২৬৬ ;২২।১২৬;
২৪।৩১৪ ;অ ৫।১১৯ ;(১৮২) সঙ্গীত-মাধব—আ ৭।১৪৯ ;(১৮৩) সজ্জনতোষণী পত্রিকা—আ ৫।৩৫-৩৬ ;(১৮৪) সপ্তশতী—ম ৮।৯০;
অ ৯।৬৯;(১৮৫) সর্ব্বজ্ঞভাষ্য—অ ২।৯৫ ;(১৮৬) সর্ব্বজ্ঞসূক্ত—আ ৪।৬৩ ; ম ৬।১৯৮ ;(১৮৭) সর্ব্বসম্বাদিনী—আ ৩।৮০ ; ম ৬।১৩৫;
৮।১৯২ ; ২৩।১১১-১১২ ;(১৮৮) সাংখ্য-কারিকা—ম ২০।২৭৮ ;(১৮৯) সাংখ্য-দর্শন—আ ৬।১৫-১৯ ; (১৯০) সাধন-দীপিকা—আ
১২।৫৮ ;(১৯১) সারার্থ-দর্শিনী—আ ২।১১৭ ; ৮।২৫ ;(১৯২) সাহিত্য-দর্পণ—অ ১।৩৫, ৭১, ১৩৪, ১৩৭, ১৮৫ ; ১৮।৯৯ ;(১৯৩)
সিদ্ধান্ত-শিরোমণি—আ ৫।১১১ ;ম ২০।২১৮ ;২১।৮৪ ;অ ২।১০ ;(১৯৪) সিদ্ধার্থ-সংহিতা—ম ২০।২২৪- ২৩৬ ;(১৯৫) সীতাদ্বৈতচরিত—
আ ১২।১৩-১৭ ;(১৯৬) সীতোপনিষদ্—আ ৫।২৮ ;(১৯৭) সুবোধিনী-টিপ্পনী—ম ১৮।৪৭ ;(১৯৮) সূর্য্যসিদ্ধান্ত—আ ৩।৭-৮, ২৯ ;ম
২১।৮৪ ;(১৯৯) স্কন্দপুরাণ—আ ১৫।৯ ; ম ৬।১৪৭ ;৮।২৪৬; ১৫।২৬১ ;অ ১৬।৯৬ ; ১০০ ;(২০০) স্তবমালা—ম ৭।৩৭ ;(২০১)
স্তবাবলী—ম ১৮।২৬, ৩৮, ৬৬;(২০২) স্তবামৃতলহরী (বিশ্বনাথ)—আ ১।৪৬ ;(২০৩) স্মৃতি—ম ১০।১৩৭ ;২২।১২৬ ;২৪।৩১৪ ; অ
৮।৭ ;(২০৪) হংসদূত—অ ১৪।৫৩ ;(২০৫) হয়শীর্ষ-পঞ্চরাত্র—আ ২।২৪ ;৬।৪৩-৪৪ ;ম ২০।২৩৮-২৩৯ ;(২০৬) হরিবংশ—ম ২৩।১১০;
(২০৭) হরিভক্তি-বিলাস—আ ১২।২৭ ;ম ৪।৫৯-৬২ ;৮।১২৭ ;১২।১২৬-১২৭ ;১৫।১০৮, ২৬১ ;২০।২০২ ; ২৪।৩২৪, ৩৩০-৩৩২,
৩৩৭ ; অ ৩।৬০, ৪।২১৯-২২২ ;৬।২২৬ ;(২০৮) হোরাশাস্ত্র—আ ১৩।৯০।

শ্লোক-সূচী

মাতৃকা-ক্রমে প্রথম ও তৃতীয় চরণের শ্লোক-সূচী

[শ্লোকের পার্শ্বস্থিত প্রথম অক্ষরটী 'লীলা', দ্বিতীয় সংখ্যাটী 'পরিচ্ছেদ' এবং তৃতীয় সংখ্যাটী 'শ্লোক-সংখ্যা'র নির্দ্দেশক]

অংহঃ সংহরদখিলং অ ৩।১৮০
অকামঃ সর্ব্ব ম ২২।৩৬, ২৪।৮৬, ১৯২
অকারুণ্যঃ কৃষ্ণঃ অ ১।১৪৬
অক্রূরস্ত্বভিবন্দনে ম ২২।১৩২
অক্লেশাং কমলভুবঃ অ ২৪।১১৬
অক্ষণ্বতাং ফলমিদং আ ৪।১৫৫
অক্ষ্ণোঃ ফলং ম ২০।৬১
অখিলরসামৃতমূর্ত্তিঃ ম ৮।১৪১
অগজগদোকসাং ম ১৫।১৮০
অগণ্যধন্যচৈতন্যগণানাং অ ৯।১
অগত্যেকগতিং আ ৭।১, ম ২১।১
অগ্রে বীক্ষ্য অ ১।১৪৫
অঘানাং লবিত্রী ম ৩।২৮
অঙ্গশ্চন্দনশীতলং আ ৪।২৫৯
অঙ্গস্তম্ভারম্ভমুত্তুঙ্গ আ ৪।২০২
অঙ্গীকুর্ব্বন্ স্ফুটাং ম ১৫।১
অচিন্ত্যাঃ খলু আ ১৭।৩০৮
অচিরাদেব সর্ব্বার্থঃ ম২০।১০৬,২৪।১৬৫
অজনি চ যন্ময়ং ম ১৯।১৪৩
অজাতশত্রবঃ ম ২২।৭৮
অজানতা মহিমানং ম ১৯।১৯৮
অজামিলোঽপ্যগাৎ অ ৩।৬৩, ১৮৬
অটতি যদ্ভবানহ্নি আ৪।১৫৩,ম ২১।১২৪
অত আত্যন্তিকং ম ২২।৮২
অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ম ১৭।১৩৬
অতুল্যমধুর ম ২৩।৭৮
অতো হেতোঃ ম ৮।১১০, ১৪।১৬৩
অত্যুদ্দণ্ডং তাণ্ডবং ম ১১।১
অত্র সর্গো আ ২।৯১
অথ পঞ্চগুণাঃ ম ২৩।৭৪
অথবা বহুনা আ২।২০, ম২০।১৬৩, ৩৭৪
অথ বৃন্দাবনৈশ্বর্য্যাঃ ম ২৩।৮২
অথোচ্যন্তে গুণাঃ ম ২৩।৭৬
অদর্শনীয়ানপি ম ১১।৪৭
অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাং ম ২৩।১০০
অদ্বৈতং হরিণা- আ ১।১৩, আ ৬।৫
অদ্বৈতবীথী- ম ১০।১৭৮, ২৪।১২৯
অদ্বৈতাঙ্ঘ্র্যব্জভৃঙ্গান্ আ ১২।১
অধ্যগান্মহদাখ্যানং ম ২৪।১১৩
অনন্যমমতা বিষ্ণৌ ম ২৩।৮
অনপেক্ষঃ শুচিঃ ম ২৩।১০৩
অনয়ারাধিতঃ আ ৪।৮৮, ম ৮।৯৯
অনর্পিতচরীং আ ১।৪, ৩।৪, অ ১।১৩২
অনাথবন্ধো ম ২।৫৮
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ আ ২।১০৭, ম ৮।১৩৬, ২০।১৫৪, ২১।৩৫
অনারুরুক্ষবে ম ১৮।২৫
অনিকেতঃ ম ২৩।১০৬
অনুকৃত্য রুতৈঃ আ ৫।১৩৮
অনুগ্রহায় ভক্তনাং আ ৪।৩৪
অনুদ্ঘাট্য দ্বারত্রয়ম্ অ ১৭।৭১
অনুবাদমনুক্ত্বা তু আ ২।৭৪
অনুবাদমনুক্ত্বৈব ন আ ১৬।৫৮
অনেকত্র প্রকটতা আ ১।৭৫
অন্তঃ কৃষ্ণং আ ৩।৮০
অন্তঃক্লেশকলঙ্কিতাঃ অ ১।১৫৪
অন্তঃ স্মেরতয়োজ্জ্বলা ম ১৪।১৮০
অন্তর্গতঃ স্ববিবরেণ ম ১৭।১৪২, ২৪।৪৫, ১১১, ২৫।১৫১
অন্তর্ব্বাণীভি- ম ২৩।৩৬, অ ১৯।১০৫
অন্তর্ভক্তিরসেন ম ২৪।৩৪৪
অন্নানুরূপাং অ ১।৯২
অন্যথা বিশ্বমোহেঽপি ম ১৭।২১৫
অন্যে চ সংস্কৃতাত্মনঃ ম ২০।১৭৩
অন্যো বেদ ন ম ২।১৮
অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাম্ আ ১।৫৬, ম ২৫।১২১
অন্বীয় ভূতেষু ম ২০।২৬২
অন্বীয়মান ইহ অ ১৫।৫১
অপরিকলিতপূর্ব্বঃ আ ৪।১৪৬, ম ৮।১৪৯, ২০।১৮২
অপরিমিতা ধ্রুবাঃ ম ১৯।১৪৩
অপরেয়মিতঃ আ ৭।১১৮, ম ৬।১৬৫, ২০।১১৬
অপরে হতপাপ্মানঃ আ ৬।৬৩
অপারং কস্যাপি আ ৪।৫২, ২৭৫
অপি বত মধুপুর্য্যাম্ আ ৬।৬৭
অপি সম্ভাবনা ম ২৪।৬৫
অপ্যেণ-পত্ন্যুপগতঃ অ ১৫।৪৪
অপ্রাণস্যেব দেহস্য ম ১৯।৭৫
অপ্রাপ্তাতীত-নষ্টার্থা- ম ২৪।১৭৬
অবজানন্তি মাং ম ২৫।৩৮
অবতারাবলীবীজং ম ২৩।৭৭
অবতারা হ্যসংখ্যেয়াঃ ম ২০।২৪৯
অবরুহ্য গিরেঃ ম ১৮।২৫
অবিচিন্ত্যমহাশক্তিঃ ম ২৩।৭৬
অবিদ্যা-কর্ম্ম আ ৭।১১৯, ম ৬।১৫৪, ৮।১৫৩, ২০।১১২, ২৪।৩০৪
অভবিষ্যদিয়ং আ ৪।১১৮
অভয়ং সর্ব্বদা ম ২২।৩৪
অভিব্যক্তা মত্তঃ অ ১।১৩৯
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য আ ৩।২২
অমানিনা মানদেন আ ১৭।৩১, অ ৬।২৩৯, ২০।২১
অমূন্যধন্যানি ম ২।৫৮
অমৃতং শাশ্বতং ম ২১।৫১, ৮৮
অম্বুজমম্বুনি আ ১৬।৮২
অয়ং নয়নদণ্ডিত অ ১।১৬৫
অয়ং নেতা ম ২৩।৬৬
অয়ং নেতা ম ২৩।৬৬
অয়ং হি ভগবান্ অ ৩।৮৪
অয়মহমপি আ ৪।১৪৬, ম ৮।১৪৯, ২০।১৮২
অয়মাগচ্ছতি অ ৬।২৮৫

অয়ি দীনদয়ার্দ্রনাথ ম ৪।১৯৭, অ ৮।৩২
অয়ি নন্দতনুজ অ ২০।৩২
অরণ্যজপরিস্ক্রিয়া অ ১।১৬৫
অর্চ্চনং বন্দনং ম ৯।২৫৯
অর্চ্চায়ামেব হরয়ে ম ২২।৭১
অর্থোঽয়ং ব্রহ্মসূত্রাণাং ম ২৫।১৩৭
অশ্বত্থবৃক্ষাশ্চ ম ২৪।২৯৫
অশ্বমেধং গবালম্ভং অ ১৭।১৬৪
অসমানোর্দ্ধরূপশ্রী ম ২৩।৭৯
অসর্ব্বব্যঞ্জকঃ ম ২০।৩৭৮
অস্তেবমঙ্গ আ ৮।১৯
অস্পন্দনং গতিমতাং ম ২৪।২০৩
অস্মাভির্যদনুষ্ঠেয়ং ম ১৫।২৬৯
অস্মিন্ সম্পুটিতে অ ১।১৫৪
অস্মিন্ সুখঘনমূর্ত্তৌ ম ২৪।১২৪
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যঃ ম ৮।৬৩, ৯।২৬৫, ২২।৯১
অহং বেদ্মি ম ২৪।৩১৪
অহং সর্ব্বস্য প্রভবঃ ম ২৪।১৮৪
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ম ৬।১৬৪
অহং তরিষ্যামি ম ৩।৬
অহমিহ নন্দং বন্দে ম ১৯।৯৬
অহমেব ক্বচিদ্ ব্রহ্মন্ আ ৩।৮২
অহমেবাসমেবাগ্রে আ ১।৫৩, ম ২৪।৭৩, ২৫।১১১
অহহ চটুলৈরুৎসর্পদ্ভিঃ অ ১।১৯০
অহেরিব গতিঃ ম ৮।১১০, ১৪।১৬৩
অহৈতুক্যব্যবহিতা আ ৪।২০৬, ম ১৯।১৭১
অহো এষাং আ ৯।৪৬
অহো ধন্যোঽসি ম ২৪।২৭৪
অহো বকীয়ং ম ২২।৯৫
অহোবত শ্বপচঃ ম ১১।১৯২, ১৯।৭২, অ ১৬।২৭
অহো বিধাতঃ অ ১৯।৪৫
অহো বিরক্তানাং অ ৮।৪৭
অহো ভাগ্যং ম ৬।১৪৯
অহো মহাত্মন্ ম ২৪।১২১
আকর্ণ্য বেণুরণিতং ম ১৭।৩৬
আকারাদপি ম ১১।১১
আকৃষ্টিঃ কৃতচেতসাং ম ১৫।১১০
আক্ষিপ্তঃ কালসাম্যেন অ ১।১৩৫
আচার্য্যং মাং আ ১।৪৬
আচার্য্যো যদুনন্দনঃ অ ৬।২৬৩
আজ্ঞায়ৈবং গুণান্ ম ৮।৬২, ৯।২৬৪
আততত্বাচ্চ মাতৃত্বাৎ ম ২৪।৬৯, ৭৫
আত্মনিঃক্ষেপকার্পণ্যে ম ২২।৯৭
আত্মা দেহমনোব্রহ্ম ম ২৪।১২
আত্মানং চেদ্ অ ৬।৩১৪
আত্মানঞ্চ তদালোকাৎ ম ১৮।১
আত্মাবাস্যমিদং ম ২৫।৯৯
আত্মারামগণাকর্ষী ম ২৩।৭৭
আত্মারামতয়া ম ২৪।১২৪
আত্মারামস্য তস্য আ ৬।৭৩
আত্মারামাশ্চ ম ৬।১৮৬, ১৭।১৪০, ২৪।৫, ২৫।১৫২
আত্মারামেতি ম ২৪।১
আদরঃ পরিচর্য্যায়াং ম ১১।২৯
আদৌ শ্রদ্ধা ম ২৩।১৪
আদ্যোঽবতারঃ আ ৫।৮৩, ম ২০।২৬৭
আধত্ত বীর্য্যং ম ২০।২৭৪
আনন্দচিন্ময়রস- আ ৪।৭২, ম ৮।১৬৩
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং অ ২০।১২
আনুকূল্যস্য সঙ্কল্পঃ ম ২২।৯৭
আপামরং যো ম ২৩।১
আপায়য়তি গোবিন্দপাদ- ম ২৪।২১১
আবির্ভূতস্তস্যপাদারবিন্দে ম ৬।২৫৫
আবিষ্করোতি পিশুনেষ্বপি অ ১।১০৮
আবিষ্কুর্ব্বতি আ ১৭।২৮১, ম ৯।১৫০
আবেশ্য তদঘং আ ৫।৩৫
আয়ুঃ শ্রিয়ং ম ২৫।৮২
আরজ্যদ্রসনাং আ ৪।২৬০
আরাধনানাং সর্ব্বেষাং ম ১১।৩১
আরুরুক্ষোর্মুনেঃ ম ২৪।১৫৪
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ ম ২২।৩০, ২৪।১২৭, ১৩৭, ২৫।৩২
আরুহ্য যে দ্রুমভুজান্ ম ২৪।১৭১
আর্ত্তোজিজ্ঞাসুঃ ম ২৪।৯০
আলিলিঙ্গ পারিঘায়ত- ম ২৪।৩৪৫
আশাবন্ধঃ সমুৎকণ্ঠা ম ২৩।১৮
আশ্লিষ্য বা অ ২০।৪৭
আসক্তিস্তদ্ ম ২৩।১৯
আসন্ বর্ণাস্ত্রয়ঃ আ ৩।৩৬, ম ৬।১০১, ২০।৩৩১
আস্বাদ্যাস্বাদয়ন্ অ ১৬।১
আহুশ্চ তে ম ১।৮১, ১৩।১৩৬
ইতররাগবিস্মারণং অ ১৬।১১৭
ইতস্ততস্তাম্ ম ৮।১০৫
ইতি কেন সদাশ্রিয়োজ্জ্বলং অ ১।১৭০
ইতি দ্বাপর ম ৬।১০২
ইতি পুংসার্পিতা ম ৯।২৬০
ইতি ব্রুবাণং অ ১৯।৭০
ইতি মত্বা ভজন্তে ম ২৪।১৮৪
ইতিরামপদেনাসৌ ম ৯।২৯
ইতীদৃক্ স্বলীলাভিঃ ম ১৯।২২৭
ইতো নৃসিংহঃ অ ১৬।৫৩
ইত্থং সতাং ম ৮।৭৫
ইত্যসাধারণং ম ২৩।৮০
ইত্যস্যা হৃদয়ং ম ২০।১৪৭
ইত্যাদয়োঽনুভাবাঃ ম ২৩।১৯
ইত্যুদ্ধবাদয়ঃ অ ৬।১৬৩, ম ৮।২১৬
ইন্দ্রারিব্যাকুলং আ ২।৬৭, ৫।৭৯, ম ৯।১৪৩, ২০।১৫৬
ইয়ং সখি অ ১।১৪৩
ইষ্টে স্বারসিকী ম ২২।১৪৬
ইষ্টোঽসি মে ম ২২।৫৭
ঈশস্য যৎ আ ২।৫৩
ঈশ্বরঃ পরমঃ আ ২।১০৭, ম ৮।১৩৬, ২০।১৫৪, ২১।৩৫
ঈশ্বরে তদধীনেষু ম ২২।৭০
উক্ত্বাপি মুক্তিমাপ্নোতি অ ৩।৫৬
উক্তার্থানামপ্রয়োগঃ ম ২৪।২৯৫
উগ্রোঽপ্যনুগ্র ম ৮।৬
উচ্চৈরনিন্দৎ আ ৪।২০৩
উচ্ছিষ্টভোজিনঃ ম ১৫।২৩৭
উৎসীদেয়ুরিমে আ ৩।২৪
উৎসৃজ্যৈতানথ ম ২২।১৬
উত্তুঙ্গং যদুপুরসঙ্গমায় ম ২৪।১১৬
উদরমুপাসতে ম ২৪।১৬১, ২০৯
উদ্গীর্ণাদ্ভুত-মাধুরী ম ২০।১৮১
উদ্ঘূর্ণাচিত্র অ ১৪।১৬

উদ্বাষ্পঃ পুণ্ডরীকাক্ষ ম ২৩।৩৩
উপগীয়মানমাহাত্ম্যং ম ১৯।২০২, অ ৭।৩৩
উপাস্যঞ্চ প্রাহুঃ আ ৩।৫৭
উপেত্য পথি আ ৪।১৯৬
উবাহ ভগবান্ ম ১৯।২০৪
উরুক্রম এব ম ২৪।৩০১
উরোহম্বরতটস্য অ ১।১৯১
উরোগুঞ্জাহারং অ ৬।৩২৭
উল্লঙ্ঘিতত্রিবিধম আ ৩।৮৮, অ ৩।৯১
ঊর্দ্ধস্কন্ধাবধূতেন্দোঃ আ ১১।৪
ঋতেহর্থং আ ১।৫৪, ম ২৫।১১৭
ঋদ্ধা সিদ্ধিঃ ম ১৯।১৬৫
একদেশস্থিতস্য ম ২০।১১০
একস্তু মহতঃ আ ৫।৭৭, ম ২০।২৫১
একস্য শ্রুতমেব অ ১।১৪২
একাবৃত্ত্যা তু কৃষ্ণস্য ম ৯।৩৩
এতদীশনমীশস্য আ ২।৫৫, ৫।৮৭
এতস্য মোহনাখ্যস্য অ ১৪।১৬
এতাং সমাস্থায় ম ৩।৬
এতাদৃশী তব কৃপা অ ২০।১৬
এতাবজ্জন্মসাফল্যং আ ৯।৪২
এতাবদেব জিজ্ঞাস্যং আ ১।৫৬, ম ২৫।১২১
এতাবান্ সর্ব্ববেদার্থঃ ম ২০।১৪৮
এতেহলিনস্তব ম ২৪।১৭২
এতে চাংশকলাঃ আ ২।৬৭, ৫।৭৯, ম ৯।১৪৩, ২০।১৫৬
এতে ন হ্যদ্ভুতা ব্যাধ ম ২২।১৪৩, ২৪।২৬৯
এতৌ হি বিশ্বস্য ম ২০।২৬২
এবং গুণাশ্চতুর্ভেদাঃ ম ২৩।৮০
এবং ব্রতঃ আ ৭।৯৪, ম ৯।২৬২, ২৩।৩৭, ২৫।১৩৫, অ ৩।১৭৮
এবং মদর্থোজ্ঝিত- আ ৪।১৭৬
এবং শশাঙ্কাংশু- ম ১৪।১৫৮
এবং হরৌ ম ২৪।১৫২
এবমুক্তঃ প্রিয়ামাহ ম ১৯।২০৬
এষ স্নিগ্ধঘনদ্যুতিঃ অ ১।১৪২
ওতং প্রোতমিদং আ ১৩।৭৭
ঔৎসুক্যাবলিভিঃ অ ১।১৬৪

কংসারাতেঃ আ ৪।২০২
কংসারিরপি আ ৪।২১৯, ম ৮।১০৬
কঃ পণ্ডিত- ম ২২।৯৩
কই অবরহি অং ম ২।৪২
কথঞ্চন স্মৃতে আ ১৪।১
কথঞ্চিদাশ্রয়াৎ আ ১০।১
কথা গানং নাট্যং ম ১৪।২২৭
কদাহং যমুনাতীরে ম ২৩।৩৩
কদাহমৈকান্তিক- ম ১।২০৬, ৮।৭৩
কম্প্রতি কথয়িতুম্ ম ১৯।৯৮
করুণানিকুরম্বকোমলে ম ২১।৪৫
করৌ হরের্মন্দির ম ২২।১৩৩
কর্ণানন্দি-কলধ্বনিঃ আ ২।২
কর্ম্মণা মনসা বাচা আ ৯।৪৩
কর্ম্মণ্যস্মিন্ননাশ্বাসে ম ২৪।২১১
কর্ম্মভির্ভ্রাম্যমানাণাং আ ৬।৬০
কর্ম্মাণি নির্দাহতি ম ১৫।১৭০
কর্ষন্ বেণুস্বনৈঃ আ ১।১৭, ম ১।৫, অ ১।৭
কলাবতীর্ণাববনেঃ ম ৮।১৪৫
কলাবপ্যাতিগূঢ়েয়ং ম ২২।১
কলিং সভাজয়ন্তি ম ২০।৩৪৫
কলিতশ্যামা-ললিতঃ ম ৮।১৪১
কলের্দোষনিধে ম ২০।৩৪২
কলৌ নষ্টদৃশামেষঃ ম ২৪।৩১৭
কলৌ নাস্ত্যেব আ ৭।৭৬, ১৭।২১, ম ৬।২৪২
কলৌ যং বিদ্বাংসঃ আ ৩।৫৭
কলৌ সংকীর্ত্তনাদ্যৈঃ আ ৩।৮০
কস্মাত্ত্বয়া সখি অ ১।১৬২
কস্মাদ্ বৃন্দে প্রিয়সখি আ ৪।১২৫
কস্যানুভাবোহস্য ম ৮।১৪৭, ৯।১১৪, ২৪।৫১
কা কৃষ্ণস্য ম ৮।১৮২
কাচং বিচিন্বন্নিব ম ২২।৪২, ২৪।২১৫
কান্তাঙ্গসঙ্গকুচকুঙ্কুম অ ১৫।৪৪
কামঞ্চ দাস্যে ম ২২।১৩৫
কামাদীনাং কতি ম ২২।১৬
কামাদ্দ্বেষাৎ আ ৫।৩৫
কালবৃত্ত্যা তু ম ২০।২৭৫

কালান্নষ্টং ম ৬।২৫৫
কালেন বৃন্দাবনকেলি- ম ১৯।১১৯, ২৪।৩৪৬
কালেন যৈর্ব্বা ম ২১।১১
কাস্ত্ব্যঙ্গ তে ম ২৪।৫২, অ ১৭।৩১
কিং কাব্যেন কবেঃ অ ১।১৯৫
কিং পুনর্দ্দর্শন অ ৭।১০
কিং বিধত্তে ম ২০।১৪৭
কিং ভদ্রং কিমভদ্রং অ ৪।১৭৫
কিন্তু প্রোদ্যন্নিখিল ম ১৩।৮০
কিমর্থং কস্য বা অ ৬।৩১৪
কিমিহ কৃণুমঃ অ ১৭।৫০
কিম্বা পামর কাম কার্ম্মুক অ ১।১৫১
কিরাতহূণান্ধ্র- ম ২৪।১৭৪, ২০৫
কীর্ত্তনাদেব কৃষ্ণস্য ম ২০।৩৪২
কীর্ত্ত্যমানং যশঃ ম ২৪।৯৪
কুটিলকুন্তলং আ ৪।১৫৩, ম ২১।১২৪
কুতঃ পুনঃ শশ্বদ্ ম ২২।১৯
কুমনাঃ সুমনস্ত্বং আ ১৫।১
কুরঙ্গমদজিদ্বপুঃ অ ১৯।৯১
কুররি বিলপসি ম ২৩।৬১
কুর্ব্বন্তি চৈষাং ম ৬।১০৮
কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিম্ ম ৬।১৮৬, ১৭।১৪০, ২৪।৫, ১৯৪, ২৫।১৫২
কুলবরতনুধর্ম্মগ্রাববৃন্দানি অ ১।১৬৭
কৃত সংবন্দনৌ ম ১৯।১৯৬
কৃতানুতাপঃ সঃ ম ৮।১০৫
কৃতান্দোলং মন্দোন্নতিভিঃ অ ১।১৫৮
কৃতা যত্র চিকিৎসাপি অ ১।১৪৩
কৃতিসাধ্যা ভবেৎ ম ২২।১০৩
কৃতে যদ্ধ্যায়তো ম ২০।৩৪৩
কৃপয়া তব পাদপঙ্কজস্থিত অ ২০।৩২
কৃপাগুণৈর্যঃ অ ৬।১
কৃপামৃতেনাভিষিষেচ ম ১৯।১১৯, ২৪।৩৪৬
কৃপারিণা বৈমুচ্যৈতান্ ম ৯।১
কৃপাসুধা-সরিদ্ আ ১৬।১
কৃষির্ভূর্বাচকঃ ম ৯।৩০
কৃষ্ণং মর্ত্ত্যমুপাশ্রিত্য অ ৫।১৩৭
কৃষ্ণং স্মরন্ ম ২২।১৫৬
কৃষ্ণঃ স্বয়ং আ ৫।১৫৫

কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ ম ৭।৯৬
কৃষ্ণ! কেশব! ম ৭।৯৬, ৯।১৩
কৃষ্ণনাম্নো রূঢ়িরিতি অ ৭।৮২
কৃষ্ণপ্রিয়াবলীমুখ্যা ম ২৩।৮৬
কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাহকৃষ্ণং আ ৩।৫১, ম ৬।১০৩, ১১।১০০, ২০।৩৪০, অ ২০।১০
কৃষ্ণবিচ্ছেদজাতার্ত্ত্যা অ ১৩।১
কৃষ্ণবিচ্ছেদবিভ্রান্ত্যা অ ১৪।১
কৃষ্ণভক্তিরসভাবিতা ম ৮।৭০
কৃষ্ণমেনমবেহি ম ২০।১৬২
কৃষ্ণস্য পূর্ণতমতা ম ২০।৩৯৯
কৃষ্ণস্বরূপমাধুর্য্য ম ২০।৯৭
কৃষ্ণাদন্যঃ কঃ আ ৩।২৭ অ ৭।১৫
কৃষ্ণাদিভির্বিভাবাদ্যৈঃ ম ২৩।৯২
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনাম্নে ম ১৯।৫৩
কৃষ্ণে স্বধামোপগতে ম ২৪।৩১৭
কৃষ্ণোহন্যো যদুসম্ভূতো অ ১।৬৭
কৃষ্ণোৎকীর্ত্তন-গান আ ২।২
কেচিৎ স্বদেহান্তর্হৃদয় ম ২৪।১৫১
কেয়ং বা কুত আ ৫।১৪০
কেশরীব স্বপোতানাম্ ম ৮।৬
কেশাগ্র-শতভাগস্য ম ১৯।১৪০
কো বেত্তি ভূমন্ ম ২১।৯
ক্রমঃ শক্তৌ ম ২৪।২৪
ক্রিয়েত ভগবত্যদ্ধা ম ৯।২৬০
ক্রীড়াকন্দুকতাং যেন ম ১৮।৩৮
ক্বচিৎ কৃষ্ণাবৃত্তি- অ ১৫।৯৭
ক্বচিৎ ক্রীড়া-পরিশ্রান্তং আ ৫।১৩৯
ক্বচ্চিৎ তুলসী অ ১৫।৩৩
ক্বচিদপি স কথাং আ ৬।৬৭
ক্বচিদ্ধারাশালী অ ১।১৬০
ক্বচিদ্ভৃঙ্গীগীতং অ ১।১৬০
ক্বচিন্মিশ্রাবাসে অ ১৪।৭৩
ক্ব নন্দকুলচন্দ্রমাঃ অ ১৯।৩৫
ক্ব মে কান্তঃ অ ১৬।৮৭
ক্ব রাসরসতাণ্ডবী অ ১৯।৩৫
কাহং তমঃ আ ৫।৭২
কাহং দরিদ্রঃ আ ১৭।৭৮, ম ৭।১৪৩
ক্ব বা কথং ম ২১।৯
কেদৃগ্বিধা আ ৫।৭২
ক্ষতিরিয়মিহ কা ম ২৫।২৭৬
ক্ষান্তিরব্যর্থকালত্বং ম ২৩।১৮
ক্ষিপাম্যজস্রম্ ম ২৫।৩৯
ক্ষীরং যথা ম ২০।৩১০
ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মা ম ২৪।৩০৫
ক্ষেমং ন বিন্দন্তি ম ২২।২০
ক্ষৌণীভর্ত্তা যৎকলা আ ১।১১, ৫।১০৯
খ ইব রজাংসি বান্তি ম ২১।১৫
গচ্ছন্ বৃন্দাবনং ম ১৭।১
গতিবিদস্তব ম ১৯।২০৭, অ ৭।৩৯
গতিস্থানাসনাদীনাং ম ১৪।১৮৭
গন্ধর্ব্বপালিভিঃ অ ১৮।২৫
গর্ব্বাভিলাষরুদিত- ম ১৪।১৭৪
গা গোপকৈঃ ম ২৪।২০৩
গায়ত্রীভাষ্যরূপঃ ম ২৫।১৩৭
গায়ন্ গুণান্ ম ২১।১৩
গায়ন্ত্যে উচ্চৈঃ ম ২৫।১২৮
গিরিধর-চরণাম্ভোজং অ ২০।১৫৬
গুণাত্মনস্তেহপি ম ২১।১১
গুণালিসম্পৎ ম ১৭।২১২
গুর্ব্বর্পিত-গুরুস্নেহা ম ২৩।৮৬
গূঢ়গ্রহা রুচিরয়া অ ১।১৩৬
গৃহান্তঃখেলন্ত্যো অ ১।১৫৩
গৃহীতকাপালিকধর্ম্মকঃ অ ১৪।৪১
গৃহীতচেতা রাজর্ষে ম ২৪।৪৬,২৫।১৫০
গৃহেষু দ্ব্যষ্টসাহস্রং আ ১।৭৪,ম২০।১৭০
গোকুল-প্রেমবসতিঃ ম ২৩।৮৫
গোপতি-তনয়াকুঞ্জে ম ১৯।৯৮
গোপীকোলূখলে ম ১৯।২০৪
গোপীনাং পশুপেন্দ্র- আ ১৭।২৮১, ম ৯।১৫০
গোপ্যঃ কিমাচরদয়ং অ ১৬।১৪০
গোপ্যশ্চ কৃষ্ণম্ আ ৪।১৫২
গোপ্যস্তপঃ আ ৪।১৫৬, ম ২১।১১২
গোবিন্দপ্রেক্ষণাক্ষেপি আ ৪।২০৩
গোবিন্দাখ্যাং হরিতনুমিতঃ আ ৫।২২৪
গোলোক এব আ ৪।৭২, ম ৮।১৬৩
গোলোক নাম্নি ম ২১।৪৯
গৌড়েন্দ্রস্য সভা-বিভূষণ- ম ২৪।৩৪৪
গৌড়োদয়ে পুষ্পবন্তৌ আ ১।২, ৮৪, ম ১।২
গৌড়োদ্যানং ম ১৬।১
গৌরঃ পশ্যন্নাত্ম- ম ১৪।১
গৌরস্য কৃষ্ণবিচ্ছেদ- ম ২।১
গৌরাব্ধিরেতৈরমুনা ম ৮।১
গৌরেণ হরিণা অ ১৫।১
গ্রন্থোহষ্টাদশসাহস্রঃ ম ২৫।১৩৮
গ্রন্থোধনেহথ ম ২৪।১৮
ঘ্রাণঞ্চ তৎপাদসরোজ ম ২২।১৩৪
চতুর্ব্বিধা ভজন্তে ম ২৪।৯০
চতুর্ভুজং কঞ্জরথাঙ্গ ম ২৪।১৫১
চত্বরো জজ্ঞিরে ম ২২।২৭, ১০৯, ২৪।১৩৮
চত্বারো বাসুদেবাদ্যা ম ২০।২৪২
চরিতমৃতমেতৎ অ ২০।১৫৪
চলত্তারং স্ফারং ম ১৪।১৮৯
চস্কন্ত যঃ স্বরংহসা ম ২৪।২১
চাম্বাচয়ে সমাহারে ম ২৪।৬৪
চারুসৌভাগ্যরেখা ম ২৫।৮৩
চিত্র বতৈতদেকেন আ ১।৭৪,ম২০।১৭০
চিত্রায় স্বয়মন্বরঞ্জয়দিহ ম ৮।১৯৫
চিদানন্দভানোঃ ম ৫।২৮
চিন্তাত্র জাগরদ্বেগৌ অ ১৪।১৫
চিন্তামণিপ্রকর- অ ৫।২২
চিন্তামণির্জয়তি অ ১।৫৭
চিন্তামণিশ্চরণ ম ১৪।২২৮
চিন্ত্যতাং চিন্ত্যতাং অ ১২।১
চিরমখিল-সুহৃচ্চকোর অ ১।১৭৫
চিরাদদত্তং ম ২৫।১
চীরাণি কিং পথি ম ২৫।১০৮
চূতপ্রিয়ালপনস- অ ১৫।৩২
চেতঃ কেলি- ম ২০।১৮১
চেতঃ প্রাঙ্গণ-সঙ্গিনী অ ১।৯৯, ১২০
চেতোদর্পণমার্জ্জনং অ ২০।১২
চৈতন্যচরণাম্ভোজ অ ৭।১
চৈতন্যাখ্যং প্রকটম্ আ ১।৫, ৪।৪৫
চৈতন্যার্পিতমস্তু ম ২৫।২৭৫, অ ২০।১৫৫
জই হোই ম ২।৪২
জগত্তমো জহারা- ম ২৪।১
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় ম ১৩।৭৭
জগদ্ধিতায় যোহপ্যত্র ম ২০।১৬২

জগৃহে পৌরুষং আ ৫।৮৪, ম ২০।২৬৬
জঙ্ঘাধস্তটসঙ্গি অ ১।১৬৬
জন্মাদ্যস্য যতঃ ম ৮।২৬৬, ২০।৩৫৭, ২৫।১৪১
জয় জয় জহ্যজাম্ ম ১৫।১৮০
জয়তাং সুরতৌ আ ১।১৫, ম ১।৩, অ ১।৫
জয়তি জননিবাসো ম ১৩।৭৯
জয়তি জয়তি দেবো ম ১৩।৭৮
জয়তি জয়তি মেঘশ্যামলঃ ম ১৩।৭৮
জয়তি ব্রজরাজনন্দনে ম ২১।৪৫
জহৌ যুবৈব ম ২৩।২৪, অ ৬।১৩৭
জানন্ত এব জানন্ত ম ২১।২৭, ৮৩
জানন্তি গোপিকাঃ আ ৪।২১৩
জানাতি তত্ত্বং ম ৬।৮৪, ১১।১০৪
জিহ্বা-ফলং ত্বাদৃশ কীর্ত্তনং ম ২০।৬৯
জীবঃ সূক্ষ্মস্বরূপোঽয়ং ম ১৯।১৪০
জীবনীভূত-গোবিন্দপাদ ম ২৩।৯০
জীবন্মুক্তা অপি ম ২৫।৭৪
জীবভূতাং মহাবাহো আ ৭।১১৮, ম ৬।১৬৫, ২০।১১৬
জীবেষ্বেতে বসন্তোঽপি ম ২৩।৭৩
জীয়াৎ কৈশোরচৈতন্যঃ আ ১৬।৩
জৈহ্ম্যং কেশে ম ৮।১৮২
জ্ঞানং পরমগুহ্যং আ ১।৫১,ম২৫।১০৩
জ্ঞানতঃ সুলভা মুক্তিঃ আ ৮।১৭
জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা অ ৪।১৭৮
জ্ঞানশক্ত্যাদিকলয়া ম ২০।৩৭১
জ্ঞানিনাঞ্চাত্মভূতানাং ম ৮।২২৭, ৯।১৩২, ২৪।৮৩, অ ৭।২৭
জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য ম ৮।৬৭
ত আবেশা নিগদ্যন্তে ম ২০।৩৭১
তং ত্বন্মূর্ত্তিঃ আ ৪।১২৫
তং নির্ব্যাজং ভজ অ ৩।৬২
তং বন্দে কৃষ্ণচৈতন্যং অ ৮।১
তং বন্দে গৌরজলদং ম ১০।১
তং মত্বাত্মজম্ ম ১৯।২০৩
তং মোপযাতং ম ২৩।২১
তং শ্রীমৎকৃষ্ণচৈতন্যদেবং আ ৯।১
তং সনাতনম্ ম ২৪।৩৪৫
তচ্চেদ্দেহ-দ্রবিণ-জনতা অ ৩।৬০
তজ্জোষণাৎ আ ১।৬০, ম ২২।৮৩, ২৩।১৬
তৎকর্ণিকারং ম ২০।২৫৮
তৎ কিং করোমি ম ২।৬১
তত্তৎকথা-রতশ্চাসৌ ম ২২।১৫৬
তত্তদেবাবগচ্ছ ম ২০।৩৭৩
তত্তদ্ভাবাদি-মাধুর্য্যে ম ২২।১৫১
তৎ কিং করোমি ম ২৩।২৯
তত্তেঽনুকম্পাং ম ৬।২৬১, অ ৯।৭৭
তৎপাদাম্বুজসর্ব্বস্বৈঃ ম ২৩।৯৪
তৎপ্রকাশাংশ্চ আ ১।১, ৩৪
তৎস্থানমাশ্রিতস্তন্বা ম ২২।৯৯
তত উদগাদনন্ত ম ২৪।১৬১, ২০৯
ততশ্চান্তর্দ্দধে ম ১৯।২০৬
ততোঽনর্থনিবৃত্তিঃ ম ২৩।১৪
ততো গত্বা বনোদ্দেশং ম ১৯।২০৫
ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য আ ১।৫৯
ততো দুন্দুভয়ঃ আ ১।৭৩
তত্র লৌল্যমপি ম ৮।৭০
তত্রাতিশুশুভে ম ৮।৯৪
তত্রাপি গোপিকাঃ আ ৪।২১৬
তত্রাস্মাভিঃ ম ১।৮৪
তত্ত্বং সনাতনায়েশঃ ম ২০।৯৭
তথাঽবিদাসিনঃ ম ২০।২৪৯
তথাপি তে দেব ম ৬।৮৪, ম ১১।১০৪
তথাপ্যন্তঃ খেলন্ ম ১।৭৬, অ ১।৭৯, ১১৪
তথা মদ্বিষয়া ভক্তিঃ ম ২৪।৫৮
তথৈব তত্ত্ববিজ্ঞানম্ আ ১।৫২, ম ২৫।১০৭
তদাপি ভজসি শশ্বৎ অ ১।১৬৩
তদমলপদপদ্মে অ ২০।১৫৪
তদশ্মসারং হৃদয়ং আ ৮।২৫
তদামৃতত্বং ম ২২।১০১, অ ৪।১৯৪
তদিদমতিরহস্যং ম ২৫।২৭৬
তদীয়েশিতজ্ঞেষু ম ১৯।২২৭
তদ্বক্ষোরুহ আ ৪।১১৭, ম ৮।১৯০
তদ্বা ইদং ম ২৫।৩৭, অ ৫।১২৫
তদ্বিদ্যাদাত্মনঃ আ ১।৫৪, ম ২৫।১১৭
তদ্ব্রহ্ম কৃষ্ণয়োঃ আ ৫।৩৬
তদ্ব্রহ্মনিষ্কলম্ আ ২।১৪, ম ২০।১৬০
তদ্ভাবলিপ্সুনা কার্য্যা ম ২২।১৫৪
তদ্রসামৃততৃপ্তস্য ম ২৫।১৩৯
তনূদ্যৎসঙ্কোচাৎ অ ১৭।৭১
তন্নিষ্ঠা দুর্ঘটা ম ১৯।২০৯
তন্ময়ী যা ভবেদ্ভক্তিঃ ম ২২।১৪৬
তন্মায়য়াতো বুধ ম ২০।১১৯, ২৪।১৩৩
তপশ্চরন্তীমাজ্ঞায় আ ৬।৭২
তপস্বিনো দানপরাঃ ম ২২।২০
তব কথামৃতং ম ১৪।১৩
তব মধুরস্বরকণ্ঠী ম ২৩।৩০
তবাস্মীতি বদন্ ম ২২।৯৯
তমাল-শ্যামলত্বিষি অ ৭।৮০
তমালস্যস্কন্ধে সখি অ ১।১৪৬
তমিমমহমজং আ ২।২১
তমেবাস্বাদয়তি ম ১।২১১
তয়া তিরোহিতত্বাচ্চ ম৬।১৫৬,২০।১১৫
তয়া হি সহিতঃ আ ১৫।২৭
তয়োরপ্যুভয়োর্মধ্যে আ ৪।৭০,ম৮।১৬১
তয়োরৈক্যং পরং ব্রহ্ম ম ৯।৩০
তয়োর্ম্মধ্যে হীরোজ্জ্বল- অ ১।১৬১
তরণিরিব তিমিরজলধিং অ ৩।১৮০
তরেন্নানামত আ ২।১
তর্কোঽপ্রতিষ্ঠঃ ম ১৭।১৮৬, ২৫।৫৬
তল্লভ্যতে দুঃখবদন্যতঃ ম ২৪।১৬৪
তল্লীলা-বর্ণনে যোগ্যঃ আ ১৩।১
তস্মাৎ পরতরং ম ১১।৩১
তস্মাদ্ ভারত ম ২২।১০৮
তস্মান্মদ্ভক্তিযুক্তস্য ম ২২।১৪২
তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং ম ১৯।৫০, ২০।৫৮, অ ১৬।২৫
তস্মৈ নমস্তে ম ২৪।৬৮
তস্মৈ নমো ভগবতে ম ২৫।৩৭, অ ৫।১২৫
তস্য তীর্থপদঃ ম ৮।৭২
তস্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য- আ ১১।৪
তস্য হরেঃ ম ১৯।১৩৪, অ ১।২১২
তস্যাঃ পারে পরব্যোম ম ২১।৫১, ৮৮
তস্যাঃ সুদুঃখভয়- ম ১৯।২০০
তস্যাবতার এব আ ১।১২, ৬।৪

তস্যারবিন্দনয়নস্য ম ১৭।১৪২, ২৪।৪৫, ১১১, ২৫।১৫১
তস্যৈব হেতোঃ ম ২৪।১৬৪
তহ তহ রুন্ধসি অ ১।১৪৪
তাং জহার দশগ্রীবঃ ম ৯।২১১
তাংশ্চাকৃতার্থান্ অ ১৯।৪৫
তাৎকালিকস্তু ম ১৪।১৮৭
তানহং দ্বিষতঃ ম ২৫।৩৯
তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ম ৯।২৬৬,২২।৬১
তাবদ্ভক্তিসুখস্যাত্র ম ১৯।১৭৫
তাভির্যুতঃ শ্রমম্ অ ১৮।২৫
তাভ্যঃ পরং আ ৪।১৮৪
তাসাং তৎ সৌভগমদং অ ১৫।৮১
তাসামাবিরভুচ্ছৌরিঃ আ ৫।২১৪, ম ৮।৮১, ১৩৯
তিতিক্ষবঃ কারুণিকাঃ ম ২২।৭৮
তিতিক্ষা দুঃখসংমর্ষঃ ম ১৯।২১০
তীব্রেণ ভক্তিযোগেন ম ২২।৩৬, ২৪।৮৬, ১৯২
তীর্থী কুর্ব্বন্তি আ ১।৬৩, ম ১০।১২, ২০।৫৭
তুণ্ডে তাণ্ডবিনী রতিং অ ১।৯৯, ১২০
তুলয়াম লবেনাপি ম ২২।৫৫
তুলসীদলমাত্রেণ আ ৩।১০৩
তুল্যনিন্দাস্তুতিঃ ম ২৩।১০৬
তৃণাদপি সুনীচেন আ ১৭।৩১, অ ৬।২৩৯, ২০।২১
তৃতীয়ং সর্ব্বভূতস্থং আ৫।৭৭,ম২০।২৫১
তেজোবারিমৃদাং ম ৮।২৬৬, ম ২০।৩৫৭, ২৫।১৪১
তে তে প্রভাবনিচয়া ম ২১।৪৯
তে দুস্তরামতিতরন্তি ম ৬।২৩৫
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা ম ২৫।৯৯
তেনাটবীমটসি আ ৪।১৭৩, ম ৮।২১৯, ১৮।৬৫
তেপুস্তপস্তে জুহুবুঃ ম ১১।১৯২, ১৯।৭২, অ ১৬।২৭
তে বৈ বিদন্তি ম ২৪।১৮৫
তেষাং সততযুক্তানাং আ ১।৪৯, ম ২৪।১৬৮, ১৮৭
তেষামসৌ ক্লেশলঃ ম ২২।২২, ২৪।১৩৬, ২৫।৩১
তেষ্বশান্তেষু মূঢ়েষু ম ২২।৮৭
তৈস্তৈরতুল্যাতিশয়ৈঃ ম ২০।৩৫৩
ত্রয্যা চোপনিষদ্ভিশ্চ ম১৯।২০২,অ৭।৩৩
ত্রিজগন্মানসাকর্ষি ম ২৩।৭৯
ত্রিপাদ্বিভূতের্ধামত্বাৎ ম ২১।৫৬
ত্রিহ্রস্ব-পৃথু-গম্ভীরঃ আ ১৪।১৫
ত্রৈলোক্য-সৌভগমিদঞ্চ ম ২৪।৫২, ৫৫, অ ১৭।৩১
ত্রৈলোক্যে পৃথিবী ধন্যা আ ৪।২১৬
ত্বং পাসি নস্ত্রিভুবনম্ ম ২০।২৯৯
ত্বং ভক্তিযোগপরিভাবিত আ ৩।১১০
ত্বচ্ছৈশবং ত্রিভুবনাদ্ভুতং ম২।৬১,২৩।২৯
ত্বৎসাক্ষাৎকরণাহ্লাদ- আ ৭।৯৮, ম ২৪।৩৭, অ ৩।১৫৫
ত্বয়াপি লব্ধং ম ১১।১৫১
ত্বয়োপযুক্তস্রগ্ ম ১৫।২৩৭
ত্বাং শীলরূপচরিতৈঃ আ ৩।৮৬
দংষ্টিদংষ্ট্রাহতঃ অ ৩।৫৬
দক্ষিণো বিনয়ী হ্রীমান্ ম ২৩।৭০
দত্তাভয়ঞ্চ ভুজদণ্ডযুগং ম ২৪।৪৮, অ ১৫।৭০
দদামি বুদ্ধিযোগং আ ১।৪৯, ম ২৪।১৬৮, ১৮৭
দধদ্ভিত্তৌ শশ্বৎ অ ১৯।৭৬
দধাতে ফুল্লতাং অ ১৩।১
দশমস্য বিশুদ্ধ্যর্থং আ ২।৯২
দশমে দশমং আ ২।৯৫, ম ২০।১৫১
দশাং কষ্টাম্ অ ১।১৬৯
দাতা ভোক্তা তৎফলানাং আ ৯।৬
দাস্যাস্তে কৃপণায়াঃ আ ৬।৭০
দিবৌকসাং সদারাণা- আ ১।৭৩
দিষ্ট্যা যদাসীৎ আ ৪।২৩, ম ৮।৮৯, ১৩।১৬০
দীপার্চ্চিরেব হি ম ২০।৩১৬
দীব্যদ্বৃন্দারণ্য আ ১।১৬,ম ১।৪,অ ১।৬
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি আ৪।২০৭,ম৬।২৭০, ৯।২৬৮, ১৯।১৭২, অ ৩।১৮৭
দুরাপা হ্যল্পতপসঃ ম ১১।৩২
দুরূহাদ্ভুতবীর্য্যে- ম ২২।১২৯
দুর্গমে কৃষ্ণভাবাব্ধৌ অ ১৫।১
দুর্গমে পথি মেহন্ধস্য অ ১।২
দৃগ্ভিঃ পিবন্ত্য আ৪।১৫৬,ম ২১।১১২
দৃগ্ভির্হৃদিকৃতমলং আ ৪।১৫২
দৃষ্টং শ্রুতং ম ২৫।৩৭
দেবকী বসুদেবশ্চ ম ১৯।১৯৬
দেবরেণ সুতোৎপত্তিং আ ১৭।১৬৪
দেবর্ষিভূতাপ্তনৃণাং ম ২২।১৩৭
দেবী কৃষ্ণময়ীপ্রোক্তা আ৪।৮৩,ম২৩।৬৪
দেশং যযৌ ম ৫।১
দেশকালসুপাত্রজ্ঞঃ ম ২৩।৬৮
দেহ-দেহি-বিভাগোহয়ং অ ৫।১২৩
দেহপাতাদবন্ স্নেহাৎ অ ৪।১
দেহশ্চ বিক্লবধিয়ঃ ম ১৯।২০০
দৈন্যার্ণবে নিমগ্নোহহং অ ৫।১
দৈবাৎ ক্ষুভিতধর্ম্মিণ্যাং ম ২০।২৭৪
দৈবী হ্যেষা গুণময়ী ম ২০।১২১, ২২।২৩, ২৪।১৩৪
দোষেণ ক্ষয়িতাং অ ১।১৫০
দ্যুপতয় এব তে ম ২১।১৫
দ্রব্যং বিকারঃ আ ৫।৮৩, ম ২০।২৬৭
দ্রুতং গচ্ছন্ দ্রষ্টুং অ ১৬।৮৭
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং ম ২০।৩৪৩
দ্বাপরে ভগবান্ শ্যামঃ আ ৩।৩৯, ম ২০।৩০৫
দ্বিজাত্মজা মে ম ৮।১৪৫
দ্বিজোপসৃষ্টঃ ম ২৩।২১
দ্বিতীয়-শ্রীলক্ষ্মীরিব আ ১৬।৪১
দ্বেষানুবন্ধেন অ ৩।৮৪
দ্বৌ ভূতসর্গৌ আ ৩।৯০
ধন্যং তং নৌমি ম ৭।১
ধন্যস্যায়ং নবপ্রেমা ম ২৩।৩৬,অ ১৯।১০৫
ধন্যাঃ স্ম মূঢ়গতয়ঃ ম ১৭।৩৬
ধন্যেয়মদ্য ধরণী ম ২৪।২০২
ধরিঅ পরিচ্ছন্দগুণং অ ১।১৪৪
ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবঃ আ ১।৯১, ম ২৪।৯৬, ম ২৫।১৪২
ধর্ম্মঃ সোহপি মহান্ময়া অ ১।১৫২
ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ অ ৫।১০
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় আ ৩।২৩
ধর্ম্মস্য তত্ত্বং ম ১৭।১৮৬, ২৫।৫৬

ধর্ম্মান্ সংত্যজ্য ম ৮।৬২, ৯।২৬৪
ধর্ম্মী কিশোর এবাত্র ম ২০।৩৭৮
ধৃতরথচরণঃ ম ১৬।১৪৫
ধৃতিঃ স্যাৎ পূর্ণতা ম ২৪।১৭৬
ধ্যায়ন্ কৃতে যজন্ ম ২০।৩৪৪
ন কর্হিচিন্মৎপরাঃ ম ২২।১৫৮
ন গৃহং গৃহং আ ১৫।২৭
ন চ সঙ্কর্ষণঃ আ ৬।১০০
ন চৈবং বিস্ময়ঃ অ ৩।৮৩
ন চ্ছন্দসা নৈব ম ২২।৫২
ন জ্ঞানং ন চ বৈরাগ্যং ম ২২।১৪২
নটতা কিরাতরাজং অ ১।১৮৪
ন তথা মে প্রিয়তম আ ৬।১০০
ন তথাস্য ভবেন্মোহঃ ম ২২।৮৫
ন তদ্ভক্তেষু চান্যেষু ম ২২।৭১
নত্বাখিলান্ আ ১১।১
নদজ্জলদনিস্বনঃ অ ১৭।৪০
ন দেশনিয়মস্তত্র ম ৬।২২৬
নদ্যোঽদ্রয়ঃ খগমৃগাঃ ম ২৪।২০২
ন ধনং ন জনং অ ২০।২৯
ন নির্বিন্নো নাতিসক্তঃ ম ২২।৫০
নন্দঃ কিমকরোদ্ ম ৮।৭৭, অ ৭।৩২
ন পারয়েঽহং চলিতুং ম ১০।২০৬
ন পারয়েঽহং নিরবদ্য আ ৪।১৮০
ম ৮।৯২, অ ৭।৪১
ন প্রেমগন্ধোঽস্তি ম ২।৪৫
ন প্রেমা শ্রবণাদি ম ২৩।২৭
নবাম্বুদলসদ্দ্যুতিং অ ১৫।৬৩
ন বিক্রয়েতাথ আ ৮।২৫
ন ভজন্ত্যবজানন্তি ম ২২।২৮
ন মর্ত্ত্যবুদ্ধ্যা- আ ১।৪৬
নমস্তে নরসিংহায় অ ১৬।৫২
নমস্তে বাসুদেবায় ম ২০।৩৩৬
নমামি হরিদাসং অ ১১।১
ন মৃষা পরমার্থমেব ম ১।২০৩
ন মেঽভক্তঃ ম ১৯।৫০, ২০।৫৮
নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় ম ১৩।৭৭
নমো মহাবদান্যায় ম ১৯।৫৩
ন যত্র মায়া ম ২০।২৭০
ন যুজ্যতে সদা আ ২।৫৫, ৫।৮৭
নয়নং গলদশ্রুধারয়া অ ২০।৩৬
ন শৌরি-চিন্তাবিমুখ ম ২২।৮৮
নষ্টকুষ্ঠং রূপপুষ্টং ম ৭।১
ন সাধয়তি মাং আ ১৭।৭৬,
ম ২০।১৩৭, অ ৪।৫৯
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগঃ আ ১৭।৭৬,
ম ২০।১৩৭, অ ৪।৫৯
ন হ্যলব্ধাস্পদং আ ২।৭৪, ১৬।৫৮
নাতঃ পরং পরম ম ২৫।৩৬, অ ৫।১২৪
নাত্যশ্নতোঽপি অ ৮।৬৫
নাত্র শাস্ত্রং ন যুক্তিঞ্চ ম ২২।১৫১
নান্তং বিদাম্যহম্ ম ২১।১৩
নানাতন্ত্রবিধানেন ম ৬।১০২
নানাভাবালঙ্কৃতাঙ্গঃ ম ১১।১
নানামতগ্রাহগ্রস্তান্ ম ৯।১
নানোপচারকৃতপূজনং ম ৮।৬৯
নামচিন্তামণিঃ ম ১৭।১৩৩
নামসঙ্কীর্ত্তনং ম ২২।১২৮
নামৈকং যস্য বাচি অ ৩।৬০
নাম্নামকারি বহুধা অ ২০।১৬
নায়ং শ্রিয়োঽঙ্গ ম ৮।৮০, ২৩২,
৯।১২১, অ ৭।২৯
নায়ং সুখাপঃ ম ৮।২২৭, ৯।১৩২,
২৪।৮৩, অ ৭।২৭
নায়কানাং শিরোরত্নং ম ২৩।৬৩
নারায়ণোঽঙ্গং আ ২।৩০, ৩।৬৮, ৬।২২
নারায়ণ কলাঃ শান্তাঃ ম ২৪।১১৯
নারায়ণ পরাঃ ম ৯।২৭০, ১৯।২১৩
নারায়ণস্ত্বং ন হি আ২।৩০,৩।৬৮,৬।২২
নারীগণ-মনোহারী ম ২৩।৭১
নাহং বিপ্রঃ ম ১৩।৮০
নিঃশ্রেয়সায় ভগবন্নান্যথা ম ৮।৪০
নিগমকল্পতরোঃ ম ২৫।১৪৪
নিজপ্রণয়িতা অ ১।১৭৭
নিজাঙ্গমপি যা আ ৪।১৮৪
নিজানুরূপে প্রভুরেকরূপে ম ১৯।১২১
নিত্যসিদ্ধস্য ভাবস্য ম ২২।১০৩
নিত্যানন্দ-পদাম্ভোজ আ ১১।১
নিত্যোৎসবং ন ম ২১।১২৩
নিন্যেঽধন্যজন অ ৯।১
নিভৃত-মরুন্মনঃ ম ৮।২২৪, ৯।১২৩
নিমগ্নো মূর্চ্ছনঃ অ ১৮।১
নিমজ্জতোঽনন্ত ম ১১।১৫১
নিরোধোস্যানুশয়নম্ ম ২৪।১৩১
নির্ধৃতামৃতমাধুরী আ ৪।২৫৯
নির্নিশ্চয়ে নিষ্ক্রমর্থে ম ২৪।১৮
নির্ব্বিচারং গুরোরাজ্ঞা ম ১০।১৪৬
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ ম ২৩।১০০
নিশ্চিন্তো ধীরললিতঃ ম ৮।১৮৮
নিষ্কিঞ্চনস্য ভগবদ্ভজনোন্মুখস্য ম ১১।৮
নীচগৈব সদা ভাতি আ ১৬।১
নীচোঽপি যৎপ্রসাদাৎ ম ২০।১
নীচোঽপ্যুৎপুলকঃ ম ২৪।২৭৪
নেচ্ছন্তি সেবয়া আ ৪।২০৮,ম ২৪।১৭৮
নেমং বিরিঞ্চো ন ভবঃ ম ৮।৭৮
নৈচ্ছন্নৃপস্তদুচিতং ম ৯।২৬৯
নৈতচ্চিত্রং ভগবতি আ ১৩।৭৭
নৈবোপযন্ত্যপচিতিং আ ১।৪৮,ম২২।৪৮
নৈষাং মতিস্তাবদ্ ম ২২।৫৩, ২৫।৮৩
নৈষ্কর্ম্ম্যমপ্যচ্যুতভাববর্জ্জিতং ম ২২।১৯
নো চেদ্বয়ং অ ৪।৬৪
নো জানে জনয়ম্ অ ১।১৪৫
নোৎপাদয়েদ্যদি রতিং অ ৫।১০
নো দীক্ষাং ন চ সৎক্রিয়াং ম ১৫।১১০
নৌমি তং গৌরচন্দ্রং ম ৬।১
ন্যস্য স্বরূপে বিদধে অ ৬।১
ন্যাসং বিধায়োৎপ্রণয়ঃ ম ৩।১
পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে অ ১।১
পঞ্চতত্ত্বাত্মকং কৃষ্ণং আ ১।১৪, ৭।৬
পঞ্চদীর্ঘঃ পঞ্চসূক্ষ্মঃ আ ১৪।১৫
পতিঞ্চ পতিতং ত্যজেৎ ম ১৫।২৬৫
পতিপুত্রসুহৃদ্ ম ২২।১৫৯
পতিসুতান্বয় ভ্রাতৃ ম ১৯।২০৭,অ ৭।৩৯
পদানি ত্বগতার্থানি অ ১।১৮৬
পদালস্তঃ কং আ ৩।৬২
পদ্ভ্যাং চলন্ ম ৫।১
পপ্রচ্ছুরাকাশবদন্তরং ম ২৫।১২৮
পয়োরাশেস্তীরে অ ১৫।৯৭
পরং ভাবমজানন্তঃ ম ২৫।৩৮
পরব্যসনিনী নারী ম ১।২১১
পরস্য ব্রহ্মণঃ শক্তিঃ ম ২০।১১০
পরস্য হৃদয়ে লগ্নং অ ১।১৯৫
পরস্বভাবকর্ম্মাণি অ ৮।৭৬

পরামৃষ্টাঙ্গুষ্ঠত্রয়ম্ অ ১।১৬১
পরিত্রাণায় সাধূনাং আ ৩।২৩
পরিনিষ্ঠিতোঽপি ম ২৪।৪৬, ২৫।১৫০
পরিপূর্ণতয়া ভান্তি ম ২৩।৭৩
পরিমলবাসিতভুবনং অ ২০।১৫৬
পরিহারেঽপি ম ১।১৯০
পরীক্ষা-সময়ে বহ্নিং ম ৯।২১২
পশ্চাদহং আ ১।৫৩, ম ২৪।৭৩,২৫।১১১
পশ্যামি বিশ্বসৃজম্ ম ২৫।৩৬, অ ৫।১২৪
পাণিরোধমবিরোধিতবাঞ্ছং ম ১৪।২০০
পাদসম্বাহনং আ ৬।৬৩
পাদৌ হরেঃ ম ২২।১৩৫
পাষাণশুষ্কেন্ধন- ম ২।২৮
পিবত ভাগবতং ম ২৫।১৪৪
পীড়াভির্নবকালকূট ম ১।৫২, অ ১।১৪৮
পীতাম্বরধরঃ স্রগ্বী আ ৫।২১৪, ম ৮।৮১, ১৩৯
পুনর্যস্মিন্নেষ ম ২।৩৬
পুরঃ কৃষ্ণালোকাৎ ম ১৪।১৮৯
পুরাণাদ্যা যে বা ম ২২।৬
পুরুষেণাত্মভূতেন ম ২০।২৭৫
পুলকৈর্নিচিতং বপুঃ অ ২০।৩৬
পুলিন্দেনাপ্যগ্নিঃ অ ১।১৩৯
পুষ্পাণি চ অ ১।১৫৯
পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তঃ ম ১৭।১৩৩
পূর্ণতা পূর্ণতরতা ম ২০।৩৯৯
পূর্ব্বপরয়োর্মধ্যে অ ৮।৭৮
পৌগণ্ডলীলা চৈতন্যকৃষ্ণস্য আ ১৫।৪
প্রকাশিতাখিলগুণঃ ম ২০।৩৯৮
প্রকৃতিজড়মশেষং অ ৫।১১২
প্রকৃতিভ্যঃ পরং আ ১৭।৩০৮
প্রখ্যাতদৈব আ ৩।৮৬
প্রণতভার বিটপাঃ ম ৮।২৭৬, ২৪।২০৪
প্রণয়রসনয়া ম ২৫।১২৬
প্রণোরুসর্ব্বস্ব অ ২০।১৫৭
প্রতাপী কীর্ত্তিমান্ ম ২৩।৭১
প্রতিদৃশমিব আ ২।২১
প্রত্যগ্রহীদগ্রজশাসনং ম ১০।১৪৫
প্রদ্যুম্নায়ানিরুদ্ধায় ম ২০।৩৩৬
প্রধান-পরমব্যোম্নোঃ ম ২১।৫০
প্রবর্ত্ততে যত্র ম ২০।২৭০
প্রবহতি রসপুষ্টিং ম ৮।২০৬
প্রবিষ্টান্যপ্রবিষ্টানি আ ১।৫৫,ম ২৫।১২৪
প্রবিষ্টেন গৃহীতানাং আ ১।৭২
প্রমদরসতরঙ্গ অ ১।১৭১
প্রযচ্ছতি কিমুত অ ৩।৮৪
প্রয়োজনঞ্চাবতারে আ ৪।২৭৬
প্রলপ্য মুখসংঘর্ষী অ ১৯।১
প্রলাপো ব্যাধিরুন্মাদঃ অ ১৪।৫৩
প্র-শব্দেন মোক্ষাভিসন্ধিঃ আ ১।৯৩
প্রশমায় প্রসাদায় অ ১৫।৮১
প্রসভং নর্ত্ততে আ ৮।১
প্রসাদং লেভিরে গোপী ম ৮।৭৮
প্রহৃষ্টরোমা অ ১৯।৭০
প্রাণিনামুপকারায় আ ৯।৪৩
প্রাণৈরর্থৈর্ধিয়া আ ৯।৪২
প্রাণোপহারাচ্চ ম ২২।৬৩
প্রাপ্ত প্রণষ্টাচ্যুত অ ১৪।৪১
প্রাপ্তমন্নং দ্রুতং ম ৬।২২৬
প্রাপ্তিমাত্রেণ ভোক্তব্যং ম ৬।২২৫
প্রায়েণাত্মসমং আ ১।৭৭
প্রায়ো অমী মুনিগণাঃ ম ২৪।১৭১
প্রায়ো বতাম্ব মুনয়ঃ ম ২৪।১৭০
প্রয়ো মায়াস্তু আ ৫।১৪০
প্রিয়ঃ সোঽয়ং ম ১।৭৬, অ ১।৭৯,১১৪
প্রিয়-প্রেমোল্লাসো ম ১৪।১৯৪
প্রিয়স্বরূপে দয়িতস্বরূপে ম ১৯।১২১
প্রিয়েণ সংগ্রথ্য অ ১০।২১
প্রীতিং বো জনয়ন্ অ ১৫।৩৪
প্রেমচ্ছেদরুজঃ ম ২।১৮
প্রেমনামপ্রদানৈশ্চ আ ১৭।৪
প্রেম-মৈত্রী-কৃপোপেক্ষা ম ২২।৭০
প্রেমান্তরঙ্গভূতানি ম ২৩।৯০
প্রেমালাপৈর্দৃঢ়তর ম ১৯।১২০
প্রেমা সুন্দরি ম ২।৫২, অ ১।১৪৮
প্রেমাস্মিন্ বত ম ১৮।১২
প্রেমৈব গোপরামাণাং আ ৪।১৬৩
প্রেমোদ্ভাবিত হর্ষ অ ২০।১
প্রেমোন্মত্তান্ ম ১৭।১
প্রোদ্যন্নন্তঃকরণকুহরে অ ৩।৬২
প্রৌঢ়ানন্দশ্চমৎকারকাষ্ঠাং ম ২৩।৯২
ফলেন ফলকারণম্ অ ১।৯১
বংশীং কুট্মলিতে অ ১।১৬৬
বংশীধারী জগন্নারী ম ১৭।২১৪
বংশীবিলাস্যানন ম ২।৪৫
বক্ত্রং ব্রজেশসুতয়োঃ আ ৪।১৫৫
বজ্রাদপি কঠোরাণি ম ৭।৭৩
বদন্তি তত্তত্ত্ববিদঃ আ ২।১১, ৬৩, ম ২০।১৫৮
বদান্যো ধার্ম্মিকঃ ম ২৩।৬৯
বনলতাস্তরব আত্মনি ম ৮।২৭৬, ২৪।২০৪
বন্দেঽনন্তাদ্ভুতৈশ্বর্য্যং শ্রীনিত্যানন্দং আ ৫।১
বন্দেঽনন্তাদ্ভুতৈশ্বর্য্যং শ্রীচৈতন্য- ম ২০।১
বন্দেঽহং শ্রীগুরোঃ অ ২।১, ৩।১
বন্দে গুরূনীশভক্তান্ আ ১।১, ৩৪
বন্দে চৈতন্যকৃষ্ণস্য আ ১৪।৫
বন্দে চৈতন্যদেবং আ ৮।১
বন্দে তং কৃষ্ণচৈতন্যং অ ১৯।১
বন্দে তং শ্রীমদদ্বৈতাচার্য্যং আ ৬।১
বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যং কৃষ্ণভাবা- অ ১৬।১
বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যং ভক্তানুগ্রহ-অ১০।১
বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবং ম ২২।১
বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দৌ আ ১।২, ৮৪, ম ১।২
বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-প্রেমামরতরোঃ আ ১০।৭
বন্দে স্বৈরাদ্ভুতেহং তং আ ১৭।১
বয়ং নেতুং যুক্তাঃ অ ১।১৫৩
বয়ঃ কৈশোরকং ম ১৯।১০৬
বয়স্তু ন বিতৃপ্যাম ম ২৫।১৪৫
বয়মিব সখি ম ২৩।৬১
বয়সো বিবিধত্বেঽপি ম ২০।৩৭৮
বরং হুতবহজ্বালা ম ২২।৮৮
বরীয়ানীশ্বরশ্চেতি ম ২৩।৭২
বর্ণয়ন্তি মহাত্মানঃ আ ২।৯২
বর্ণাশ্রমাচারবতা ম ৮।৫৮
বলবানিন্দ্রিয়গ্রামো অ ২।১১৯
বলাদক্ষ্ণোর্লক্ষ্মীঃ অ ১।১৬৯
বলিং হরদ্ভিশ্চিরলোকপালৈঃ ম ২১।৩৩
বহিঃক্রোধো ব্যথিতবৎ ম ১৪।১৯৭

বহিঃ সীতাং ম ৯।২১২
বহির্নৃসিংহো হৃদয়ে অ ১৬।৫৩
বাগ্ভিঃ স্তুবন্তো ম ২৩।২৩
বাচালং বালিশং স্তব্ধং অ ৫।১৩৭
বাচা সূচিতশর্ব্বরীরতিকলা আ ৪।১১৭, ম ৮।১৯০
বাচোঽভিধায়িনীর্নাম্নাং আ ৬।৫৯
বাচোদিতং তদনৃতং অ ৪।১৭৫
বাবদূকঃ সুপাণ্ডিত্যঃ ম ২৩।৬৭
বামস্তামরসাক্ষস্য ম ১৮।৩৮
বালাগ্রশতভাগস্য ম ১৯।১৪১
বালোঽপি কুরুতে আ ৪।১
বাষ্পব্যাকুলিতারুণাঞ্চল- ম ১৪।১৮১
বাহুং প্রিয়াংস উপধায় অ ১৫।৫১
বিকচকমলনেত্রে অ ৫।১১২
বিকর্ম্ম যচ্চোৎপতিতং ম ২২।১৪০
বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিঃ অ ৫।৪৮
বিক্রীণীতে স্বমাত্মানং আ ৩।১০৩
বিচারযোগে সতি ম ৬।১৪২
বিচ্ছেদাবগ্রহম্লান ম ১০।১
বিচ্ছেদেঽস্মিন্ প্রভোঃ ম ২।১
বিদগ্ধশ্চতুরো দক্ষঃ ম ২৩।৬৮
বিদগ্ধো নবতারুণ্যঃ ম ৮।১৮৮
বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে অ ৪।১৭৭
বিদ্যারম্ভমুখাপাণিগ্রহণান্তা আ ১৫।৪
বিদ্যাসৌন্দর্য্যসদ্বেশ আ ১৭।৪
বিধুরেতি দিবা অ ১।১৭০
বিনির্য্যাসঃ প্রেম্ণঃ আ ৪।৫১
বিনীতা করুণাপূর্ণা ম ২৩।৮৪
বিন্যাস-ভঙ্গিরঙ্গানাং ম ১৪।১৯২
বিপ্রাদ্দ্বিষড়্গুণযুতাদ্ ম ২০।৫৯, অ ৪।৬৯, ১৬।২৬
বিবিধাদ্ভুতভাষাবিৎ ম ২৩।৬৭
বিভুরপি কলয়ন্ আ ৪।১৩১
বিভুরপি সুখরূপঃ ম ৮।২০৬
বিভূতির্মায়িকী সর্ব্বা ম ২১।৫৬
বিমোহিতা বিকত্থন্তে ম ২২।৩২
বিরাজন্তীমভিব্যক্তং ম ২২।১৫০
বিরাট্ হিরণ্যগর্ভশ্চ আ ২।৫৩
বিলজ্জমানয়া যস্য ম ২২।৩২
বিশ্বং পুরুষরূপেণ ম ২০।৩১৮, ২১।৩৭
বিশ্বমেকাত্মকং অ ৮।৭৬
বিশ্বেষামনুরঞ্জনেন আ ৪।২২৪, ম ৮।১৪৩
বিষ্টভ্যাহমিদং আ ২।২০, ম ২০।১৬৩, ৩৭৪
বিষ্ণুভক্তঃ স্মৃতঃ আ ৩।৯০
বিষ্ণুরারাধ্যতে পন্থা ম ৮।৫৮
বিষ্ণুর্মহান্ স আ ৫।৭১, ম ২০।২৮১, ২১।৪১
বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা আ ৭।১১৯, ম ৬।১৫৪, ৮।১৫৩, ২০।১১২, ২৪।৩০৪
বিষ্ণোর্নুবীর্য্যগণনাং ম ২৪।২১
বিষ্ণোস্তু ত্রীণি রূপাণি আ ৫।৭৭, ম ২০।২৫১
বিসৃজতি হৃদয়ং ন ম ২৫।১২৬
বিস্মাপনং স্বস্য চ ম ২১।১০০
বিস্মৃতে বিপরীতং আ ১৪।১
বিহারসুরদীর্ঘিকা অ ১।১৯১
বিহারী-গোপনারীভিঃ ম ১৭।২১৪
বীক্ষ্যালকাবৃতমুখং ম ২৪।৪৮, অ ১৫।৭০
বৃন্দাবনং দিব্যলতাপরীতং অ ১।১৫৯
বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য অ ১।৬৭
বৃন্দাবনরমণীনাং অ ১৬।৭৪
বৃন্দাবনাৎ পুনঃ প্রাপ্তং অ ৪।১
বৃন্দাবনীয়াং রসকেলিবার্ত্তাং ম ১৯।১
বৃন্দাবনে ব্রজধনং ম ১৪।২২৮
বৃন্দাবনে স্থিরচরান্ ম ১৮।১
বৃষভং ভদ্রসেনস্তু ম ১৯।২০৪
বৃষায়মাণৌ নর্দ্দন্তৌ আ ৫।১৩৮
বৃহত্ত্বাদ্বৃংহণত্বাচ্চ ম ২৪।৬৮
বেণীমৃজো নু ম ২।৭৪
বেদাঙ্গস্বেদজনিতৈঃ ম ২১।৫০
বৈকারিকস্তৈজসশ্চ ম ২০।৩১২
বৈগুণ্যকীটকলিনঃ অ ৫।১
বৈরাগ্যবিদ্যা ম ৬।২৫৪
বৈষ্ণবীকৃত্য সন্ন্যাসিমুখান্ ম ২৫।১
ব্যতনুত কৃপয়া ম ১৭।১৩৮
ব্যামোহায় চরাচরস্য ম ২০।১৪৫
ব্রজজনার্ত্তিহন্ আ ৬।৬৬
ব্রজন্নস্মীতুক্ত্বা অ ১৪।১২০
ব্রজবামদৃশাং ন পদ্ধতিঃ অ ১।১৮৯
ব্রজাতুলকুলাঙ্গনেতর অ ১৬।১১৯
ব্রহ্মবন্ধুরিতিস্মাহং আ ১৭।৭৮, ম ৭।১৪৩
ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ম ৮।৬৫, ২৪।১২৮, ২৫।১৪৮
ব্রহ্মাখ্যং ধাম অ ২।১৭
ব্রহ্মা ভবোঽহমপি আ ৫।১৪১, ম ২০।৩০৬
ব্রহ্মা য এষঃ ম ২০।৩০৪
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি আ ২।১১, ৬৩, ম ২০।১৫৮, ২৪।৭০, ৭৭, ২৫।১৩০
ব্রূহি যোগেশ্বরে কৃষ্ণে ম ২৪।৩১৬
ভক্তাঃ শ্রবন্নেত্রজলাঃ ম ২৩।২৩
ভক্তানাং হৃদি ম ২৩।৯১
ভক্তানামুদগাদ অ ১।১৩৮
ভক্তাবতারং আ ১।৪, ৭।৬
ভক্তাবতারমীশং আ ১।১৩, ৬।৫
ভক্তিং পরাং ভগবতি অ ৫।৪৮
ভক্তিঃ পুনাতিমন্নিষ্ঠা ম ২০।১৩৮, ২৫।১৩২
ভক্তিনির্ধূতদোষাণাং ম ২৩।৮৯
ভক্তিরিত্যুচ্যতে ম ২৩।৮
ভক্ত্যা ভাগবতং গ্রাহ্যং ম ২৪।৩১৫
ভক্ত্যা সঞ্জাতয়া ম ২৫।১৩৪
ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ ম ২০।১৩৮, ২৫।১৩২
ভগবৎসঙ্গিসঙ্গস্য ম ২২।৫৫
ভগবদ্ভক্তিহীনস্য ম ১৯।৭৫
ভজতে তাদৃশীঃ আ ৪।৩৪
ভজ সখে ভবৎ আ ৬।৬৬
ভবদ্বিধা ভাগবতাঃ আ ১।৬৩, ম ১০।১২, ২০।৫৭
ভবন্তমেবানুচরন্ ম ১।২০৬, ৮।৭৩
ভবন্তি তপতাং শ্রেষ্ঠ ম ২০।১১৩
ভবাগ্নিদগ্ধজনতা-বীরুধঃ ম ১৬।১
ভবাপবর্গো ভ্রমতঃ ম ২২।৪৬, ৮১
ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ ম ২০।১১৯, ২৪।১৩৩
ভয়ানকঃ স বীভৎস ম ১৯।১৮৫
ভর্ত্তুর্মিথঃ সুযশসঃ ম ২৪।৮৪
ভাগো জীবঃ সঃ ম ১৯।১৪১
ভাবঃ স এব সান্দ্রাত্মা ম ২৩।৭

ভাস্বান্ যথাশ্মসকলেষু ম ২০।৩০৪
ভিক্ষামটন্নরি- ম ২৩।২৬
ভুক্তিমুক্তিস্পৃহা যাবৎ ম ১৯।১৭৫
ভুঙ্‌ক্তে স্বয়ং অ ১৬।১৪০
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ম ৮।২৭৫, ২২।৬৯, ২৫।১২৭
ভূমিরাপোঽনলঃ ম ৬।১৬৪
ভৃতস্য পশ্যতি অ ১।১০৮
ভেজে সর্পবপুঃ ম ২৫।৭৫
ভ্রমাভা কাপি অ ১৪।১৬
মঙ্গলাচরণং আ ৪।২৭৬
মঙ্গলাচরিতৈর্দানৈঃ আ ৬।৬০
মণির্যথা বিভাগেন ম ৯।১৫৭
মৎকথা-শ্রবণাদৌ ম ৯।২৬৬, ২২।৬১
মত্তুল্যো নাস্তি ম ১।১৯০
মৎপ্রাণসর্ব্বস্ব অ ২০।১৫৭
মৎসর্ব্বস্ব আ ১।১৫, ম ১।৩, অ ১।৫
মৎসেবয়া প্রতীতং আ ৪।২০৮
মৎস্যাশ্বকচ্ছপ ম ২০।২৯৯
মদকলচলভৃঙ্গী অ ১।১৭১
মদন্যত্তে ন জানন্তি আ ১।৬২
মদর্থেষ্বঙ্গচেষ্টা ম ১১।৩০
মদেকবর্জ্জ্যং ম ১১।৪৭
মদেন্দুবরচন্দনা অ ১৯।৯১
মদ্‌গুণশ্রুতিমাত্রেণ আ ৪।২০৫, ম ১৯।১৭০
মদ্ভক্তপূজাভ্যধিকা ম ১১।২৯
মদ্ভক্তনাঞ্চ যে ম ১১।২৮
মধুগন্ধিমৃদুস্মিতম্ ম ২১।১৩৬, ২৩।৩২
মধুরং মধুরং বপুরস্য ম ২১।১৩৬, ২৩।৩২
মধুর-মধুর-স্মেরাকারে অ ১৭।৫০
মধুরেয়ং নববয়াঃ ম ২৩।৮২
মধ্যে মণীনাং ম ৮।৯৪
মনসো বপুষো ম ২১।২৭, ৮৩
মনসো বৃত্তয়ো নঃ আ ৬।৫৯
মনোগতিরবিচ্ছিন্না আ ৪।২০৫, ম ১৯।১৭০
মন্মনা ভব ম ২২।৫৮
মন্মাহাত্ম্যং মৎসপর্য্যাং আ ৪।২১৩
মন্যে তদর্পিতমনঃ ম ২০।৫৯, অ ৪।৬৯, ১৬।২৬
মন্বন্তরেশানুকথা আ ২।৯১
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে অ ২০।২৯
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে আ ৪।২০, ১৭৮
ময়ানুমোদিতঃ সঃ আ ১৪।৬৯
ময়াপরোক্ষং আ ৪।১৭৬
ময়ি ভক্তির্হি আ ৪।২৩, ম ৮।৮৯, ১৩।১৬০
ময়ূরদলভূষিতঃ অ ১৫।৬৩
ময়ৈব বিহিতং দেবি ম ৬।১৮২
ময্যর্পণঞ্চ মনসঃ ম ১১।৩০
ময্যর্পিতমনোবুদ্ধিঃ ম ২৩।১০১
মর্ত্ত্যো যদা ম ২২।১০১, অ ৪।১৯৪
মহৎসেবাং দ্বারম্ ম ২২।৭৯
মহতা হি প্রযত্নেন ম ১৫।২৬৯
মহত্বং গঙ্গায়াঃ আ ১৬।৪১
মহদ্বিচলনং নৃণাং ম ৮।৪০
মহান্তস্তে সমচিত্তাঃ ম ২২।৮৯
মহাবিষ্ণুর্জ্জগৎকর্ত্তা আ ১।১২, ৬।৪
মহাভাবস্বরূপেয়ং আ ৪।৭০, ম ৮।১৬১
মহাসম্পদ্দারাদপি অ ৬।৩২৭
মহীয়সাং পাদরজোঽভিষেকং ম ২২।৫৩, ২৫।৮৩
মহেন্দ্রমণিমণ্ডলী অ ১।১৬৮
মাং বিধত্তেঽভিধত্তে ম ২০।১৪৮
মাঞ্চ গোপয় যেন স্যাৎ ম ৬।১৮১
মাত্রা স্বস্রা অ ২।১১৯
মা দ্রাক্ষীঃ ক্ষীণপুণ্যাম্ ম ২২।৮৯
মাধবস্য কুরুতে ম ১৪।২০০
মানং তনোতি ম ১৮।৩৪, অ ১৪।৮৬
মামেব যে প্রপদ্যন্তে ম ২০।১২১, ২২।২৩, ২৪।১৩৪
মামেবৈষ্যসি ম ২২।৫৮
মায়াং মদীয়ামুদ্‌গৃহ্য ম ৬।১০৯
মায়াতীতে ব্যাপি আ ১।৮, ৫।১৩
মায়াবলেন ভবতা আ ৩।৮৮, অ ৩।৯১
মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রং ম ৬।১৮২
মায়াভর্ত্তাজাণ্ড আ ১।৯, ৫।৫০
মায়ামাত্রমনূদ্যান্তে ম ২০।১৪৮
মায়াশ্রিতানাং ম ৮।৭৫
মারঃ স্বয়ং নু ম ২।৭৪
মালত্যদর্শি বঃ অ ১৫।৩৪
মালাকারঃ স্বয়ং কৃষ্ণঃ আ ৯।৬
মিতঞ্চ সারঞ্চ বচঃ আ ১।১০৬
মিত্রাণীবাজিতাবাস ম ১৭।৩৯
মুকুন্দলিঙ্গালয়দর্শনে ম ২২।১৩৪
মুক্তা অপি লীলয়া ম ২৪।১০৮, ১৩৯, ২৫।১৪৯
মুক্তানামপি সিদ্ধানাং ম ১৯।১৫০, ২৫।৮১
মুক্তির্হিত্বান্যথারূপং ম ২৪।১৩১
মুখবাহূরুপাদেভ্যঃ ম ২২।২৭, ১০৯, ২৪।১৩৮
মুনয়ো বাতবসনাঃ আ ২।১৭
মুমুক্ষবো ঘোররূপান্ ম ২৪।১১৯
মুরভিদিতদ্বিপরীতং আ ১৬।৮২
মুহুরুপচিতবক্রিমা আ ৪।১৩১
মূকং করোতি বাচালং ম ১৭।৮০
মৈবং মমাধমস্যাপি ম ২২।৪৪
ম্রিয়মাণো হরের্নাম অ ৩।৬৩, ১৮৬
য এষাং পুরুষং ম ২২।২৮
যং মন্যেরন্ আ ১।৭২
যঃ কৌমারহরঃ ম ১।৫৮, ১৩।১২১, অ ১।৭৮
যঃ প্রাগেব প্রিয়গুণগণৈঃ ম ১৯।১২০
যঃ শত্রুতামপি ম ২০।৩১০
যঃ সর্ব্বলোকৈকমনঃ অ ৬।২৬৪
যচ্চ ব্রজন্ত্য- ম ২৪।৮৪
যচ্ছক্তয়ো বদতাং ম ৬।১০৮
যচ্ছৃণ্বতাং রসজ্ঞানাং ম ২৫।১৪৫
যজ্ঞৈঃ সংকীর্ত্তনপ্রায়ৈঃ আ ৩।৫১, ম ৬।১০৩, ১১।১০০, ২০।৩৪০, অ ২০।১০
যৎ করোষি যদশ্নাসি ম ৮।৬০
যৎকৃপা তমহং বন্দে ম ১৭।৮০, অ ১।১
যত্তে সুজাত আ ৪।১৭৩, ম ৮।২১৯, ১৮।৬৫
যৎপাদকল্পতরু আ ১।৫৭
যৎপাদসেবাভিরুচি ম ২৪।২১৩
যতোঽহতো ব্রহ্মণঃ ম ২০।১১৩
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় ম ৮।৬০
যত্রান্তরে তথা ম ২৪।৬৪
যত্র নিত্যতয়া সর্ব্বে ম ২৩।৬৩

যত্র নৈসর্গদুর্ব্বৈরাঃ ম ১৭।৩৯
যত্র সঙ্কীর্ত্তনৈনৈব ম ২০।৩৪৫
যত্র স্বল্পোঽপি ম ২২।১২৯, ২৪।১৯০
যত্রোপগীয়তে নিত্যং ম ১১।৩২
যথাগ্নি সুসমিদ্ধার্চ্চিঃ ম ২৪।৫৮
যথা তথা বা বিদধাতু অ ২০।৫৭
যথা তরোর্মূলনিষেচনেন ম ২২।৬৩
যথা মহান্তি ভূতানি আ ১।৫৫, ম ২৫।১২৪
যথা রাধা প্রিয়া আ ৪।২১৫, ম ৮।৯৮, ১৮।৮
যথাহের্ম্মনসঃ ম ১১।১১
যথোত্তরমসৌ আ ৪।৪৫, ম ৮।৮৪
যদ্ যদ্ বিভূতি ম ২০।৩৭৩
যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠঃ আ ৩।২৫, ম ১৭।১৭৮
যদ্‌যদ্ধিয়া আ ৩।১১০
যদ্‌যদ্ব্যধত্ত গৌরাঙ্গঃ অ ১৪।১
যদদ্বৈতং ব্রহ্মোপনিষদি আ ১।৩, ২।৫
যদরীণাং প্রিয়াণাঞ্চ আ ৫।৩৬
যদাপ্নোতি তদাপ্নোতি ম ২০।৩৪৪
যদা যদা হি ধর্ম্মস্য আ ৩।২২
যদা যস্যানুগৃহ্লাতি ম ১১।১১৮
যদা যাতো দৈবাৎ ম ২।৩৬
যদা হি নেন্দ্রিয়ার্থেষু ম ২৪।১৫৫
যদি মে ন দয়িষ্যসে ম ১।২০৩
যদৃচ্ছয়া মৎকথাদৌ ম ২২।৫০
যদ্যচিন্ত্যমহাশক্তৌ ম ২৫।৭৪
যদ্যদ্ভুতক্রমপরায়ণ ম ২৪।১৮৫
যদ্বাঞ্ছয়া শ্রীঃ ম ৮।১৪৭, ৯।১১৪, ২৪।৫১
যন্নামধেয় শ্রবণানুকীর্ত্তনাৎ ম ১৬।১৮৬, ১৮।১২৫
যন্নামশ্রুতিমাত্রেণ ম ৮।৭২
যন্নো বিহায় আ ৪।৪৮, ম ৮।৯৯
যন্মর্ত্ত্যলীলৌপয়িকং ম ২১।১০০
যন্মিত্রং পরমানন্দং ম ৬।১৪৯
যবনাঃ সুমনায়ন্তে আ ১৭।১
যর্হ্যম্বুজাক্ষ ন অ ৪।৬৩
যশোদা বা মহাভাগা ম ৮।৭৭, অ ৭।৩২
যস্তাদৃগেব হি চ ম ২০।৩১৬
যস্ত নারায়ণং ম ১৮।১১৬, ২৫।৭৮
যস্ত্বিন্দ্রগোপং ম ১৫।১৭০
যস্মান্নোদ্বিজতে ম ২৩।১০২
যস্মৈ দাতু চোরয়ন্ ম ৪।১
যস্য প্রভা প্রভবতঃ আ২।১৪,ম২০।১৬০
যস্য প্রসাদাৎ আ ৬।১, ম ১।১
যস্যাংশাংশঃ আ ১।১০, ৫।৯৩
যস্যাংশাংশাংশঃ আ ১।১১, ৫।১০৯
যস্যাং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যঃ আ ১৩।১৯
যস্যাং সমারোপণ অ ৬।২৬৪
যস্যাঙ্ঘ্রি পঙ্কজরজঃস্নপনং অ ৪।৬৩
যস্যাঙ্ঘ্রি পঙ্কজরজোঽখিললোকপালৈঃ আ ৫।১৪১, ম ২০।৩০৬
যস্যাননং মকরকুণ্ডল- ম ২১।১২৩
যস্যানুকম্পয়া আ ৯।১
যস্যাবতারা জ্ঞায়ন্তে ম ২০।৩৫৩
যস্যাস্তি ভক্তিঃ আ ৮।৫৮, ম ২২।৭৩
যস্যেচ্ছয়া তৎস্বরূপম্ আ ৫।১
যস্যৈকনিশ্বসিতকালম্ আ ৫।৭১, ম ২০।২৮১, ২১।৪১
যস্যৈকাংশঃ আ ১।৯, ৫।৫০
যস্যোৎসঙ্গসুখাশয়া অ ১।১৫২
যা ক্ষেত্রজ্ঞশক্তিঃ ম ৬।১৫৫, ২০।১১৮
যা তে লীলারস- ম ১।৮৪
যাবৎ ক্ষুদস্তি জঠরে ম ৮।৬৯
যাবৎ প্রেম্ণাং ম ১৯।১৬৫
যাবানহং যথাভাবো আ ১।৫২, ম ২৫।১০৭
যামাভজন্ আ ৪।১৮০, ম ৮।৯২, অ ৭।৪১
যা যা শ্রুতির্জল্পতি ম ৬।১৪২
যুক্ত ইত্যুচ্যতে যোগী অ ৪।১৭৮
যুক্তশ্চ সন্তি সর্ব্বত্র ম ৬।১০৯
যুক্তাহার-বিহারস্য অ ৮।৬৬
যুগপদয়মপূর্ব্বঃ অ ১।১৬৭
যুগায়িতং নিমেষেণ অ ২০।৩৯
যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ ম ২২।৩০, ২৪।১২৭, ১৩৭, ২৫।৩২
যেঽন্যে পরার্থভবকা অ ১৫।৩২
যে তু ধর্ম্মামৃতমিদং ম ২৩।১০৭
য ধ্যায়ন্তি সদা ম ২২।১৫৯
যেন কেনাপি সন্তুষ্টং অ ১০।১
যেনাতিব্রজ্য ম ১৯।১৭৩
যেনাসীজ্জগতাং চিত্রং ম ১৩।১
যেঽন্যে চ পাপাঃ ম ২৪।১৭৪, ২০৫
যে মে ভক্তজনাঃ ম ১১।২৮
যে যথা মাং আ ৪।২০, ১৭৮
যেষাং প্রসাদমাত্রেণ অ ৭।১
যেষাং স এব ভগবান্ ম ৬।২৩৫
যেষাং সংস্মরণাৎ অ ৭।১০
যেষামহং প্রিয় আত্মা ম ২২।১৫৮
যৌর্দ্দৃষ্টং তন্মুখাচ্ছ্রুত্বা অ ১৭।১
যোঽজ্ঞানমত্তং ভুবনং ম ১৯।৫৪
যোঽন্তর্বহিঃ আ ১।৪৮, ম ২২।৪৮
যোগারূঢ়স্য তস্যৈব ম ২৪।১৫৪
যোগশ্বরেণ কৃষ্ণেন আ ১।৭১
যোগেশ্বরেশ্বরে অ ৩।৮৩
যোজয়ন্তি পদৈরন্যৈঃ অ ১।১৮৬
যো দুস্ত্যজান্ ক্ষিতিসুত ম ৯।২৬৯
যো দুস্ত্যজান্ দারসুতান্ ম ২৩।২৪, অ ৬।১৩৭
যো ন হৃষ্যতি ম ২৩।১০৪
যোষিৎসঙ্গাদ্‌যথা ম ২২।৮৫
রক্ষিষ্যতীতি বিশ্বাসো ম ২২।৯৭
রতিরানন্দরূপৈব ম ২৩।৯১
রতির্বাসনয়া আ ৪।৪৫, ম ৮।৮৪
রথারূঢ়স্যারাৎ ম ১৩।২০৭
রমন্তে যোগিনো ম ৯।২৯
রমাদিকবরাঙ্গনা অ ১৭।৪০
রসালঙ্কারবৎ কাব্যং আ ১৬।৭১
রসেনোৎকৃষ্যতে ম ৯।১১৭, ১৪৬
রহূগণৈতত্তপসা ম ২২।৫২
রাগাত্মিকামনুসৃতা ম ২২।১৫০
রাজন্ পতির্গুরুরলং আ ৮।১৯
রাঢ়ে ভ্রমন্ ম ৩।১
রাত্রাবত্র ঐক্ষবমাসীৎ অ ৮।৪৭
রাধাকৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতিঃ আ ১।৫, ৪।৫৫
রাধামাদায় হৃদয়ে আ৪।২১৯,ম ৮।১০৬
রাধায়াঃ কিলকিঞ্চিতাঞ্চিত ম ১৪।১৮১
রাধায়াঃ প্রণয়স্য আ ১৭।২৯৩
রাধায়া ভবতশ্চ ম ৮।১৯৫
রাধাসঙ্গে যদা ভাতি ম ১৭।২১৫

রাম! রাঘব! ম ৭।৯৬, ৯।১৩
রাম রামেতি ম ৯।৩২
রামাদিমূর্ত্তিষু আ ৫।১৫৫
রামাশ্চ রামাশ্চ ম ২৪।১৪৬
রাসারম্ভবিধৌ আ ১৭।২৯৩
রাসে হরিরিহ অ ১৫।৮৪
রাসোৎসবঃ সম্প্রবৃত্তো আ ১।৭১
রাসোৎসবেহস্য ম ৮।৮০, ২৩২, ৯।১২১, অ ৭।২৯
রুচং স্বাম্ আ ৪।৫২, ২৭৫
রুচিভির্শ্চিত্তমাসৃন্যকৃৎ ম ২৩।৫
রুচিরস্তেজসা যুক্তো ম ২৩।৬৬
রুদ্ধা গুহাঃ কিম্ ম ২৩।১০৮
রুদ্ধায়াঃ পথি ম ১৪।১৮০
রুদ্ধন্নম্বুভৃতঃ অ ১।১৬৪
রূপং দৃশাং দৃশিমতাং ম ২৪।৪৯
রূপং যস্য আ ১।৮, ৫।১৩
রূপভেদমবাপ্নোতি ম ৯।১৫৭
রূপে কংসহরস্য আ ৪।২৬০
রেমে স্ত্রীরত্নকূটস্থঃ আ ৪।১১৬
রোদনবিন্দুমকরন্দ ম ২৩।৩০
লক্ষণং ভক্তিযোগস্য আ ৪।২০৬, ম ১৯।১৭১
লক্ষ্মীসহস্রশত আ ৫।২২
লক্ষ্ম্যার্চ্চিতোহথ আ ১৬।৩
লজ্জাশীলা সুমর্য্যাদা ম ২৩।৮৪
লপিতং গৌরচন্দ্রস্য অ ২০।১
লুণ্ঠন্ ভূমৌ কাক্কা অ ১৪।৭৩
লিখ্যতে শ্রীল গৌরেন্দোঃ অ ১৭।১
লীলা প্রেম্ণা প্রিয়াধিক্যং ম ২৩।৮০
লেভে কৃষ্ণার্ণব অ ১।১৫৫
লেভে গতিং ধাত্র্যুচিতাং ম ২২।৯৫
লেভে চত্বরতাঞ্চ অ ১।১৩৮
লোকস্রষ্টুঃ আ ১।১০, ৫।৯৩
লোকোত্তরাণাং চেতাংসি ম ৭।৭৩
লৌকিকাহারতঃ স্বং অ ৮।১
লৌকিকীমপি তাম্ আ ১৪।৫
শক্তয়ঃ সর্ব্বভাবানাম্ ম ২০।১১৩
শঠেন কেনাপি বয়ং ম ১০।১৭৮, ২৪।১২৯
শমো দমো ভগশ্চেতি ম ২২।৮৬
শমো মন্নিষ্ঠতা বুদ্ধেরিতি ম ১৯।২০৯
শমো মন্নিষ্ঠতা বুদ্ধের্দম ম ১৯।২১০
শরজ্জ্যোৎস্নাসিন্ধোঃ অ ১৮।১
শশ্বদ্ভক্তিবিনোদয়া ম ১০।১১৯
শাকে সিন্ধগ্নিবাণেন্দৌ অ ২০।১৫৮
শাখারূপান্ ভক্তগণান্ আ ১০।৭
শিবঃ শক্তিযুতঃ ম ২০।৩১২
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু ম ২৩।১০৫
শীলং সর্ব্বজনানুরঞ্জনম্ ম ১৭।২১০
শুক্লোরক্তস্তথা আ ৩।৩৬, ম ৬।১০১, ২০।৩৩১
শুচিঃ সদ্ভক্তিদীপ্তাগ্নিঃ ম ১৯।৭৪
শুদ্ধসত্ত্ববিশেষাত্মা ম ২৩।৫
শুনি চৈব শ্বপাকে অ ৪।১৭৭
শুভাশুভ-পরিত্যাগী ম ২৩।১০৪
শুষ্কং পর্য্যুষিতং ম ৬।২২৫
শূন্যায়িতং জগৎ অ ২০।৩৯
শেষশ্চ যস্য আ ১।৭, ৫।৭
শ্যামমেব পরং রূপং ম ১৯।১০৬
শ্রদ্ধধানা মৎপরমা ম ২৩।১০৭
শ্রদ্ধা বিশেষতঃ প্রীতিঃ ম ২২।১২৮
শ্রবণং কীর্ত্তনং ম ৯।২৫৯
শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমদাততং ম ১৪।১৩
শ্রবসোঃ কুবলয়ম্ অ ১৬।৭৪
শ্রিয়ঃ কান্তাঃ কান্তঃ ম ১৪।২২৭
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যশরীরধারী ম ৬।২৫৪
শ্রীকৃষ্ণরূপাদিনিষেবণং ম ২।২৮
শ্রীকৃষ্ণাখ্যং আ ২।৯৫, ম ২০।১৫১
শ্রীগুণ্ডিচামন্দির- ম ১২।১
শ্রীগোপালঃ প্রাদুরাসীৎ ম ৪।১
শ্রীচৈতন্যং লিখাম্যস্য ম ২১।১
শ্রীচৈতন্যং লিখ্যতে আ ৭।১
শ্রীচৈতন্যকৃপাতিরেক- অ ৬।২৬৩
শ্রীচৈতন্যপদাম্ভোজ আ ১০।১
শ্রীচৈতন্যপ্রভুং বন্দে বালোহপি আ ২।১
শ্রীচৈতন্যপ্রভুং বন্দে যৎ আ ৩।১
শ্রীচৈতন্যপ্রসাদেন আ ৪।১
শ্রীচৈতন্যামরতরোঃ আ ১২।৩
শ্রীবৎসাদিভিঃ আ ৩।৩৯, ম ২০।৩৩৫
শ্রীবিষ্ণোঃ শ্রবণে ম ২২।১৩২
শ্রীভাগবতরক্তানাং ম ২৩।৮৯
শ্রীমদদ্বৈতচন্দ্রস্য আ ১২।৩
শ্রীমদ্ভাগবতার্থানাম্ ম ২২।১২৭
শ্রীমদ্ভাগবতে মহামুনিকৃতে আ ১।৯১, ম ২৪।৯৬, ২৫।১৪২
শ্রীমদ্রাধা শ্রীলগোবিন্দ- ম ১।৪, অ ১।৬
শ্রীমন্মদনগোপাল- ম ২৫।২৭৫, অ ২০।১৫৫
শ্রীমান্ রাসরসারম্ভী আ ১।১৭, ম ১।৫, অ ১।৭
শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা আ ১।৬, ৪।২৩০
শ্রীরাধিকায়াঃ প্রিয়তা ম ১৭।২১২
শ্রীরাধেব হরেস্তদীয় সরসী ম ১৮।১২
শ্রীশ্রীরাধা শ্রীল আ ১।১৬
শ্রুতিমপরে স্মৃতিমিতরে ম ১৯।৯৬
শ্রুতির্মাতা পৃষ্টা ম ২২।৬
শ্রুত্বা গুণান্ ম ২৪।৪৯
শ্রুত্বা গোপীরসোল্লাসং ম ১৪।১
শ্রুত্বা নিষ্ঠুরতাং অ ১।১৫১
শ্রূয়তাং শ্রূয়তাং অ ১২।১
শ্রেয়ঃসৃতিং ম ২২।২২, ২৪।১৩৬, ২৫।৩১
শ্রেয়ো হ্যেবং ম ১০।১৪৬
শ্রেষ্ঠমধ্যাদিভিঃ ম ২০।৩৯৭
শ্রোতব্যঃ কীর্ত্তিতব্যশ্চ ম ২২।১০৮
শ্বপাকোহপি বুধৈঃ ম ১৯।৭৪
শ্বদোহপি সদ্যঃ ম ১৬।১৮৬, ১৮।১২৫
ষড়ৈশ্বর্য্যৈঃ পূর্ণঃ আ ১।৩, ২।৫
স এব ধৈর্য্যমাপ্নোতি ম ২৪।১৭৯
স এব ভক্তিযোগাখ্যঃ ম ১৯।১৭৩
সংগৃহ্ণাত্যাকরব্রাতাৎ আ ৩।১
সংসারকূপপতিতো ম ১।৮১, ১৩।১৩৬
সংসারতাপানখিলান্ ম ৬।১৫৫, ২০।১১৪
সংসারেহস্মিন্ ম ২২।৮২
সংস্থিতামপি যন্মূর্ত্তিং অ ১১।১
সকৃদেব প্রপন্নো ম ২২।৩৪
সখি মুরলি বিশাল অ ১।১৬৩
সখি স্থিরকুলাঙ্গনা অ ১।১৬৮

সখেতি মত্বা প্রসভং ম ১৯।১৭৮

সখ্যঃ শ্রীরাধিকায়াঃ ম ৮।২১১

সখ্যোপেত্যাগ্রহীৎ আ ৬।৭২

সঙ্করস্য চ কর্ত্তা আ ৩।২৪

সঙ্করীকরণং হর্ষাদুচ্যতে ম ১৪।১৭৪

সঙ্কর্ষণঃ কারণতোয়শায়ী আ ১।৭, ৫।৭

সঙ্কল্পো বিদিতঃ আ ১৪।৬৯

সঙ্গং ন কুর্য্যাৎ ম ২২।৮৭

সঙ্গীতপ্রসরাভিজ্ঞা ম ২৩।৮৩

সঞ্চার্য্য রামাভিধভক্তমেঘে ম ৮।১

সঞ্চার্য্য রূপে ব্যতনোৎ ম ১৯।১

স জহাতিমতিং ম ১১।১১৮

সজাতীয়াশয়ে স্নিগ্ধে ম ২২।১২৭

স জীয়াৎ কৃষ্ণচৈতন্যঃ ম ১৩।১

সৎসঙ্গমাখ্যেন ম ২৪।১২১

সৎসঙ্গমোর্যর্হি ম ২২।৪৬, ৮১

সৎসঙ্গান্মুক্ত ম ২৪।৯৪

সতাং প্রসঙ্গান্মম আ ১।৬০, ম ২২।৮৩, ২৩।১৬

সত্ত্বং বিশুদ্ধং আ ৪।৪৬

সত্ত্বে চ তস্মিন্ আ ৪।৬৬

সত্যং দিশত্যর্থিতম্ ম ২৪।৯৯, ১৯৫

সত্যং বদামি আ ৪।২১২

সত্যং শৌচং দয়া ম ২২।৮৬

সদাস্বরূপসংপ্রাপ্তঃ ম ২৩।৭৪

সদোপাস্যঃ শ্রীমান্ আ ৩।৬৫

সদ্ধর্ম্মস্যাববোধায় ম২০।১০৬,২৪।১৬৫

সদ্যঃ ক্ষিণোতি ম ২৪।২১৩

সদ্বংশতস্তব জনিঃ অ ১।১৬২

সনাতনং সুসংস্কৃত্য ম ২৫।১

সন্ত এবাস্য আ ১।৫৯

সন্তুষ্টঃ সততং যোগী ম ২৩।১০১

সন্ত্ববতারা বহবঃ আ ৩।২৭, অ ৭।১৫

সন্দর্শনং বিষয়িণামথ ম ১১।৮

সন্ন্যাসকৃচ্ছমঃ আ ৩।৪৯, ম ৬।১০৪, ১০।১৭০

স প্রসীদতু চৈতন্যদেবঃ আ ১৩।১

স বৈ ভগবতঃ ম ২৫।৭৫

স বৈ মনঃ ম ২২।১৩৩

সমঃ শত্রৌ চ ম ২৩।১০৫

সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু ম ৮।৬৫, ২৪।১২৮, ২৫।১৪৮

সমত্বেনৈব বীক্ষেত ম ১৮।১১৬

সমত্বেনৈব মন্যেত ম ২৫।৭৮

সমন্তাৎ সন্তাপোদগম অ ১।১২৮

সময়ে তেন বিধেয়ং অ ১।১৮৪

সমীপে নীলাদ্রেঃ অ ১৪।১২০

সমুদ্রা ইব পঞ্চাশৎ ম ২৩।৭২

সমেত্যয়ং দাস্যতি অ ৬।২৮৫

সম্ভূতং ষোড়শকলং আ ৫।৮৪, ম ২০।২৬৬

সম্যঙ্মসৃণিতস্বান্তো ম ২৩।৭

স যৎ প্রমাণং আ ৩।২৫, ম ১৭।১৭৮

সরসি সারসহংসবিহঙ্গাঃ ম ২৪।১৭৩

সরহস্যং তদঙ্গঞ্চ আ ১।৫১,ম ২৫।১০৩

সর্ব্বগুহ্যতমং ম ২২।৫৭

সর্ব্বগোপীষু সৈবৈকা আ ৪।২১৫, ম ৮।৯৮, ১৮।৮

সর্ব্বথা তৎস্বরূপৈব আ ১।৭৫

সর্ব্বথৈব দুরূহঃ ম ২৩।৯৪

সর্ব্বদৃগুপদ্রষ্টা ম ২০।৩১৩

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য ম ৮।৬৩, ৯।২৬৫, ২২।৯১

সর্ব্ববেদান্তসারং ম ২৫।১৩৯

সর্ব্ববেদেতিহাসানাং ম ২৫।১৩৮

সর্ব্বভূতেষু ভূপাল ম ৬।১৫৬,২০।১১৫

সর্ব্বভূতেষু যঃ ম ৮।২৭৫, ২২।৬৯, ২৫।১২৭

সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী আ ৪।৮৩, ম ২৩।৬৪

সর্ব্বসংকল্পসন্ন্যাসী ম ২৪।১৫৫

সর্ব্বসঙ্গনিবৃত্ত্যাদ্ধা আ ৬।৭৩

সর্ব্বসদ্গুণপূর্ণাং আ ১৩।১৯

সর্ব্বাত্মনা যঃ শরণং ম ২২।১৩৭

সর্ব্বাদ্ভুতচমৎকার-লীলা- ম ২৩।৭৮

সর্ব্বান্ দদাতি সুহৃদঃ ম ২২।৯৩

সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী ম ২৩।১০৩

সর্ব্বে বিধিনিষেধাঃ ম ২২।১১০

সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্তং ম ১৯।১৬৯

স লুণ্ঠিততমস্ততিঃ অ ১।১৭৭

স শুশ্রুবান্মাতরি ম ১০।১৪৫

স শ্রীচৈতন্যদেবঃ ম ১।১

স সর্ব্বদৃগুপদ্রষ্টা ম ২০।৩১৩

সহচরি নিরাতঙ্কঃ অ ১।১৯০

সহ ত্বালিকুলৈঃ অ ১৫।৩৩

সহর্ষং গায়ন্তিঃ ম ১৩।২০৭

সহস্রনামভিস্তুল্যং ম ৯।৩২

সহস্রনাম্নাং পুণ্যানাং ম ৯।৩৩

সহস্রপত্রং কমলং ম ২০।২৫৮

সহায়া গুরবঃ আ ৪।২১২

সা চৈবাস্মি ম ১।৫৮, ১৩।১২১, অ ১।৭৮

সা জয়তি নিসৃষ্টার্থা অ ১।১৮৮

সাদ্বৈতং সাবধূতং অ ২।১, ৩।১

সাধকানাময়ং প্রেম্ণঃ ম ২৩।১৫

সাধনৌঘৈরনাসঙ্গৈঃ ম ২৪।১৬৭

সাধবো হৃদয়ং মহ্যং আ ১।৬২

সার্ব্বভৌমং সর্ব্বভূমা ম ৬।১

সার্ব্বভৌমগৃহে ম ১৫।১

সালোক্য-সার্ষ্টি-সামীপ্য আ ৪।২০৭, ম ৬।২৭০, ৯।২৬৮, ১৯।১৭২, অ ৩।১৮৭

সিক্তায়াং কৃষ্ণলীলামৃতরস ম ৮।২১১

সিঞ্চাঙ্গ নস্ত্বদধরামৃত অ ৪।৬৪

সিদ্ধলোকস্তু তমসঃ আ ৫।৩৯

সিদ্ধান্ততস্ত্বভেদে ম ৯।১১৭, ১৪৬

সিদ্ধান্তে পুনরেক ম ২০।১৪৫

সিদ্ধা ব্রহ্মসুখে আ ৫।৩৯

সিষেব আত্মন্যবরুদ্ধ-সৌরতঃ ম ১৪।১৫৮

সীতয়ারাধিতো বহ্নিঃ ম ৯।২১১

সুকুমারা ভবেদ্যত্র ম ১৪।১৯২

সুখানি গোষ্পদায়ন্তে আ ৭।৯৮, ম ২৪।৩৭, অ ৩।১৯৫

সুখী ভক্তসুহৃৎ ম ২৩।৭০

সুগন্ধো মাকন্দ অ ১।১৫৮

সুজনস্যেব যেষাং আ ৯।৪৬

সুদুর্লভঃ প্রশান্তাত্মা ম ১৯।১৫০,২৫।৮১

সুধাংশুহরিচন্দনোৎপল অ ১৫।৭৮

সুধাজিদহিবল্লিকা অ ১৬।১১৯

সুধানাং চান্দ্রীণামপি অ ১।১২৮

সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গো আ ৩।৪৯, ম ৬।১০৪, ১০।১৭০
সুবিলাসা মহাভাব ম ২৩।৮৫
সুমনোঽর্পণ-মাত্রেণ আ ১৫।১
সুরতবর্দ্ধনং অ ১৬।১১৭
সুররিপুসুদৃশাম্ অ ১।১৭৫
সুরেশানাং দুর্গং আ ৪।৫১
সূক্ষ্মাণামপ্যহং জীবঃ ম ১৯।১৪২
সূর্য্যাংহেঽসিতপঞ্চম্যাং অ ২০।১৫৮
সৃজামি তন্নিযুক্তঃ ম ২০।৩১৮, ২১।৩৭
সেবা সাধকরূপেণ ম ২২।১৫৪
সেবোন্মুখে হি ম ১৭।১৩৬
সেয়ং সাধনসাহস্রৈঃ আ ৮।১৭
সোঽপি কৈশোরকবয়ঃ আ ৪।১১৬
সোঽয়ং বসন্তসময়ঃ অ ১।১৩৬
সৌখ্যঞ্চাস্যাঃ আ ১।৬, ৪।২৩০
সৌন্দর্য্যং ললনালি ম১৭।২১০
সৌন্দর্য্যামৃতসিন্ধু অ ১৫।১৪
সৌরভ্যামৃতসংপ্লবাবৃতজগৎ অ ১৫।১৪
স্তন-স্তবকসঞ্চরন্ আ ৪।১৯৬
স্তনাধরাদিগ্রহণে ম ১৪।১৯৭
স্তোত্রং যত্র তটস্থতাং অ ১।১৫০
স্ত্রিয় উরগেন্দ্রভোগ ম ৮।২২৪, ৯।১২৩
স্থানস্থিতাঃ শ্রুতিগতাং ম ৮।৬৭
স্থানাভিলাষী তপসি ম২২।৪২,২৪।২১৫
স্থিরচরবৃজিনঘ্নঃ ম ১৩।৭৯
স্থিরো দান্তঃ ম ২৩।৬৯
স্মরতি মনো মম অ ১৫।৮৪
স্মরন্তঃ স্মারয়ন্তশ্চ ম ২৫।১৩৪
স্মর্ত্তব্যঃ সততং ম ২২।১১০
স্মিতালোকঃ শোকং অ ৩।৬২
স্মেরাং ভঙ্গীত্রয়পরিচিতাং আ ৫।২২৪
স্যাদ্বপুঃ সুন্দরমপি আ ১৬।৭১
স্রজং ন কাচিদ্বিজহৌ অ ১০।২১
স্বকীয়স্য প্রাণার্ব্বুদ অ ১৯।৭৬
স্বকৃপা-যষ্টিদানেন অ ১।২
স্বচিত্তবচ্ছীতলম্ ম ১২।১
স্বচ্ছন্দং ব্রজসুন্দরীভিঃ আ ৪।২২৪, ম ৮।১৪৩
স্বনিগমমপহায় ম ১৬।১৪৫
স্বপাদমূলং ভজতঃ ম ২২।১৪০
স্বপ্রেমসম্পৎ ম ১৯।৫৪
স্ববশাখিলসিদ্ধিঃ ম ২৩।৭৫
স্বভক্তেভ্যঃ শুদ্ধাং আ ৩।৬৫
স্বয়ং বিধত্তে ভজতাম্ ম ২২।৪০, ২৪।৯৯, ১৯৫
স্বয়ং বিশ্রাময়তি আ ৫।১৩৯
স্বয়ন্ত্বসাম্যাতিশয় আ ২১।৩৩
স্বরিতত্রিতঃ ম ২৪।২৬
স্বরূপমন্যাকারং আ ১।৭৭
স্বরূপাণামেকশেষ ম ২৪।১৪৬, ২৯৩
স্বর্গাপগা-হেমমৃণালিনীনাং অ ১।৯২
স্বর্গাপবর্গ-নরকেষ্বপি ম ৯।২৭০, ১৯।২১৩
স্বসুখ নিভৃতচেতাঃ ম ১৭।১৩৮
স্বাং কাষ্ঠাম্ ম ২৪।৩১৬
স্বাগমৈঃ কল্পিতৈঃ ম ৬।১৮১
স্বাবিদ্যা-সংবৃতো জীবঃ ম ১৮।১১৪, অ ৫।১২৭
হন্তায়মদ্রিরবলাঃ ম ১৮।৩৪, অ ১৪।৮৬
হন্তি শ্রেয়াংসি ম ১৫।২৭০, ২৫।৮২
হয়গ্রীবো বরাহশ্চ ম ২০।২৪২
হরাবভক্তস্য কুতঃ আ ৮।৫৮, ম ২২।৭৩
হরিঃ পুরটসুন্দর আ ১।৪, ৩।৪, অ ১।১৩২
হরিঃ পূর্ণতমঃ ম ২০।৩৯৭
হরিণা চাশ্বদেয়েতি ম ২৪।১৬৭
হরিণ্মণিকবাটিকা অ ১৫।৭৮
হরিভক্তিং গ্রাহয়ামি আ ৩।৮২
হরিভক্তৌ প্রবৃত্তা যে ম ২২।১৪৩, ২৪।২৬৯
হরিমুদ্দিশতে অ ১।১৮৮
হরিমুপাসত তে ম ২৪।১৭৩
হরিরেষ ন চেদ্ আ ৪।১১৮
হরির্হি নির্গুণঃ ম ২০।৩১৩
হরি হরয়ে নমঃ ম ২৫।৬৩
হরেগুর্ণাক্ষিপ্ত মতিঃ ম ২৪।১১৩
হরের্নাম হরের্নাম আ ৭।৭৬, ১৭।২১, ম ৬।২৪২
হরৌ রতিং ম ২৩।২৬
হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগৈঃ ম ২৩।১০২
হসত্যথো রোদিতি আ ৭।৯৪, ম ৯।২৬২, ২৩।৩৭, ২৫।১৩৫, অ ৩।১৭৮
হা নাথ রমণ প্রেষ্ঠ আ ৬।৭০
হাস্যোদ্ভুতস্তথা বীরঃ ম ১৯।১৮৫
হিত্বা গোপীঃ ম ১৯।২০৬
হিত্বা দূরে পথি অ ১।১৫৫
হিত্বাঽসারান্ সারভৃতো আ ১২।১
হিরণ্যকশিপোর্বক্ষঃ অ ১৬।৫২
হঠেন কেনপি ম ১০।১৭৮, ২৪।১২৯
হীনার্থাধিকসাধকে ম ২৩।২৭
হৃদয়ং ত্বদলোককাতরং ম ৪।১৯৭, অ ৮।৩২
হৃদি যস্য প্রেরণয়া ম ১৯।১৩৪, অ ১।২১২
হৃদ্বাপ্বপুভিঃ ম ৬।২৬১, অ ৯।৭৭
হৃষীকেণ হৃষীকেশসেবনং ম ১৯।১৬৯
হৃষীকেশে হৃষীকাণি ম ২৪।১৭৯
হে দেব! হে দয়িত! ম ২।৬৫
হে নাথ! হে রমণ! ম ২।৬৫
হেলোদ্ধূলিত-খেদয়া ম ১০।১১৯
হ্রিয়মাণঃ কালনদ্যা ম ২২।৪৪
হ্রিয়াতির্য্যগ্ ম ১৪।১৯৪
হ্লাদতাপকরী আ ৪।৬৩, ম ৬।১৫৭, ৮।১৫৬
হ্লাদিনী-সন্ধিনী আ ৪।৬৩, ম ৬।১৫৭, ৮।১৫৬
হ্লাদিন্যা সংবিদা ম১৮।১১৪,অ ৫।১২৭

প্রয়োজনীয় অংশের পদ্য-সূচী

[প্রথম ও দ্বিতীয় চরণ]

অংশ অবতার আ ১।৬৫
'অংশ' না কহিয়া আ ৬।২৪
অংশ-শক্ত্যাবেশ আ ২।৯৮
'অংশ' হৈতে অঙ্গ আ ৬।২৪
অংশিনী রাধা আ ৪।৭৬
অংশী-অংশে দেখি আ ৬।৯৬
অংশের অংশ আ ৫।৭৩
অকরণে দোষ ম ২৪।৩৩৭
অকলঙ্ক গৌরচন্দ্র আ ১৩।৯১
অকাম, মোক্ষকাম ম ২৪।৮৪
অকিঞ্চন হঞা লয় ম ২২।৯০
অকৃষ্ণ বরণে তাঁর আ ৩।৫৬
অকৈতব কৃষ্ণপ্রেম ম ২।৪৩
অখিল ব্রহ্মাণ্ড ম ১।২০২
অগণ্য, অনন্ত যত আ ৫।৬৭
অগাধ ঈশ্বর-লীলা ম ৯।১৫৯
অগ্নি পরীক্ষা দিতে ম ৯।২০৬
অগ্নি যৈছে ম ২।২৬
অগ্নিশক্ত্যে লৌহ আ ৫।৬০
অঙ্গ-উপাঙ্গ-নাম আ ৩।৫৯
অঙ্গপ্রভা আ ২।৬
'অঙ্গ'-শব্দে অংশ আ ৩।৬৭, ৭০
'অঙ্গ'-শব্দের অর্থ আ ৩।৬৬
অঙ্গনে বসিয়া আ ৫।১৬৯
অঙ্গ হৈতে যেই কীড়া ম ৭।১৩৭
অঙ্গুলীতে ক্ষত হবে ম ১৩।১৬৬
অঙ্গে কাঁটা লাগিল অ ১৩।৮২
অঙ্গোপাঙ্গ অস্ত্র আ ৩।৬৬
অঙ্গোপাঙ্গ তীক্ষ্ণ আ ৩।৭২
'অঙ্ঘ্রিপদ্মসুধা'য় ম ৮।২২৫
অচিন্ত্য, অদ্ভুত আ ১৭।৩০৬
অচিন্ত্য, ঐশ্বর্য্য আ ৫।৯০
অচিন্ত্য চরিত্র প্রভুর আ ১৭।৩০৪
অচিন্ত্য শক্তি ঈশ্বর ম ৬।১৭০
অচিরাৎ কৃষ্ণ ম ১৬।২৩৯
অচিরাৎ পাইবারে ম ১৯।৫
অচিরাৎ পাবে তবে অ ৩।১৩৬, ৪।৬৫, ৭।১৩৩
অচিরাৎ পাবে তুমি অ ৬।২৯৫
অচিরাৎ মিলে তাঁ'রে অ ৯।৭৬
অচিরাৎ কৃষ্ণ তোমা ম ৭।১৪৮
অচিরে করিবেন কৃপা অ ১৩।১২১
অচেতন দেহ, নাশায় অ ১৪।৬৪
অচেতন পড়িয়াছেন অ ১৭।১৭
অচ্যুতানন্দ আ ১০।১৫০
অজাগলস্তন-ন্যায় ম ২৪।৮৮
অজ্ঞজীব নিজ হিতে অ ৭।১১৫
অজ্ঞ মূর্খ সেই অ ৩।১৩২
অজ্ঞ স্থানে কিছু নহে ম ৬।৭৯
অজ্ঞান-তমের নাম আ ১।৯০
অজ্ঞানে বা হয় যদি ম ২২।১৩৯
'অজ্ঞে অপরাধ' ক্ষমা ম ১২।১২৯
অতএব 'অদ্বৈত-আচার্য্য' অ ৭।১৮
অতএব অধীশ্বর আ ২।৪১
অতএব 'অপ্রাকৃত' ব্রহ্মের ম ৬।১৪৬
অতএব আকর্ষয় ম ১৭।১৩৯
অতএব আত্মপর্য্যন্ত ম ৮।১৪২
অতএব আপনে প্রভু আ ১৭।৩০৩
অতএব আপনে সূত্রার্থী ম ২৫।৯০
অতএব আমি আজ্ঞা আ ৯।৩৬
অতএব আর সব আ ৬।৮২
অতএব ঈশ্বরতত্ত্ব ম ৬।৮৬
অতএব ঐশ্বর্য্য হৈতে অ ৭।৩৫
অতএব 'ঋণী' হয় ম ৮।৯১
অতএব কল্পনা করি ম ৬।১৮০
অতএব কহি কিছু আ ৪।২৩২
অতএব কাম-প্রেমে আ ৪।১৭১
অতএব কৃষ্ণ কহে অ ৭।৪২
অতএব কৃষ্ণনাম আ ১৭।১৪৩
অতএব কৃষ্ণ মূল আ ৫।৬
অতএব কৃষ্ণ শব্দ আ ২।৮২
অতএব কৃষ্ণের করে ম ১৪।১৫৭
অতএব কৃষ্ণের নাম ম ১৭।১৩৪
অতএব গূঢ় অর্থ অ ৩।৪৮
অতএব গোপীগণের আ ৪।১৭২
অতএব গোপীভাব করি ম ৮।২২৭
অতএব গোবধ কেহ আ ১৭।১৬৩
অতএব চৈতন্য আ ২।১১০
অতএব জগন্নাথের কৃপার ম ১৩।১৭
অতএব 'জরগদব' আ ১৭।১৬১
অতএব তার মুখে ম ১৭।১৩০
অতএব তুমি হও আ ২।৩৯
অতএব তোমায়-আমায় ম ৮।২৯০
অতএব ত্রিযুগ ম ৬।১৫
অতএব ত্রিযুগ করি ম ৬।৯৯
অতএব নাম লয় অ ৭।১০৪
অতএব নাম হৈল আ ৬।২৮, ম ৪।২০
অতএব নিস্তারিল আ ৫।২০৯
অতএব পুনঃ কহোঁ আ ৮।১৩
অতএব বিষ্ণু আ ৪।১৩
অতএব ব্রহ্মবাক্যে আ ২।৫৮
অতএব ব্রহ্মসূত্রের ম ২৫।৯৮
অতএব ভক্তগণ অ ৩।১৯৪
অতএব ভক্তগণে আ ৪।২৩৭
অতএব ভক্তি ম ২০।১৩৯
অতএব ভজ আ ৮।৪৩
অতএব ভাগবত ম ২৫।১৩৬
অতএব ভাগবত করহ ম ২৫।১৪৬
অতএব মধুর রস আ ৪।৪৬
অতএব মধুর-রসের ম ১৯।২৩১
অতএব মায়া তারে ম ২০।১১৭
অতএব যাঁর মুখে ম ১৫।১১১
অতএব 'রাধিকা'-নাম আ ৪।৮৭
অতএব লক্ষ্মী-আদ্যের ম ৯।১৪২
অতএব লক্ষ্মীর কৃষ্ণে ম ৯।১৪৪
অতএব 'শান্ত' কৃষ্ণভক্ত ম ১৯।২১৩
অতএব শুক-ব্যাস অ ৭।৩১
অতএব শুদ্ধভক্তির ম ১৯।১৬৬
অতএব শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য আ ৫।১৩৩
অতএব শ্রুতি কহে ম ৬।১৫১
অতএব সখ্যরসের ম ১৯।২২৩, ২২৪
অতএব সব ফল আ ৯।৩৯
অতএব সব শাস্ত্র ম ২৫।৪৭
অতএব সমস্তের আ ৪।৯৫

অতএব সর্ব্বপূজ্যা	আ ৪।৮৯
অতএব সেই ভাব	আ ৪।৫০
অতএব সেই সুখ	আ ৪।১৯৫
অতএব স্বরূপ-গোসাঞি	ম ১০।১১৪
অতএব স্বরূপ-শক্তি	ম ৮।১৫৩
অতএব হও তোমার	ম ৬।৫৬
অতএব হরি ভজে	ম ২৪।৮৮
অতত্ত্বজ্ঞ 'তত্ত্ব' বর্ণে	অ ৫।১২০
অতি-উচ্চ নাসা তার	অ ৩।২০৭
অতি ক্ষুদ্র জীব মুঞি	ম ২০।৩৪৯
অতি ক্ষুদ্র, তাতে	ম ২১।৮৪
অতি গূঢ় হেতু	আ ৪।১০৪
অতি দৈন্যে পুনঃ	অ ২০।৩১
অতি স্তুতি হয় এই	ম ১০।১৮২
অতিহীন-জ্ঞানে	আ ৪।২৪
অতৃপ্ত হইয়া	আ ৪।১৫০
অত্যন্ত নিগূঢ়	আ ৪।১৬০
অথবা কৃষ্ণকে তিহোঁ	আ ৩।৫৩
অথবা ভক্তের বাক্য	আ ৫।১২৭
অদৃশ্য, অস্পৃশ্য মোরে	অ ১১।২৮
অদৃশ্য, অস্পৃশ্য সেই	ম ৬।১৬৭
অদ্ভুত চৈতন্যলীলায়	আ ১৭।৩০৯
অদ্ভুত-দয়ালু চৈতন্য	অ ১৭।৬৮
অদ্যাপি যাঁহার	আ ১১।১১
অদ্যাপিহ তাঁহার সেবা	ম ১৭।১৬৮
অদ্যাপিহ দেখ	আ ৮।২২
অদ্যাবধি সেবা করে	ম ৯।২৪৮
অদ্বয়জ্ঞান	আ ২।৬৫
অদ্বয়জ্ঞান-তত্ত্ব	ম ২০।১৫২
অদ্বয়জ্ঞান-তত্ত্ব কৃষ্ণ	ম ২২।৭
অদ্বিতীয়-জ্ঞান	ম ২৪।৬৯
অদ্বিতীয়, নন্দাত্মজ	আ ৭।৭
অদ্বৈত-আচার্য্য	আ ৬।২০
অদ্বৈত আচার্য্য প্রভুর	আ ১।৩৯
অদ্বৈত-আচার্য্য-ভার্য্যা	আ ১৩।১১১
অদ্বৈত কহে,—অবধূতের	ম ১২।১৮৯
অদ্বৈত নিত্যানন্দ	আ ৩।৭১
অদ্বৈত-প্রসাদে	আ ৬।১১২
অদ্বৈত-ব্রহ্মবাদ	ম ১৮।১৮৭
অদ্বৈত-মহিমা	আ ৬।১১৩
'অদ্বৈত-সিদ্ধান্তে' বাধে	ম ১২।১৯৩
অদ্বৈতাচার্য্য-গোসাঞি	অ ৭।১৭
অদ্বৈতাদি ভক্তগণ	ম ১৪।৬৬
অধম-কাকেরে কৈলা	ম ১৭।৭৯
অধম জীবেরে চড়াইল	আ ৫।১৫৮
অধম যবন কুলে	ম ১৬।১৮১
অধরের এই রীতি	অ ১৬।১৩০
অধিক লাভ পাইয়ে	ম ৯।১১৮
অধিকারী হয়েন তিহোঁ	ম ৭।৬২
অধিরূঢ়-মহাভাব	ম ২৩।৫৪
অনন্ত, অপার—তার	আ ৫।৫২
অনন্ত অবতার কৃষ্ণের	ম ২০।২৪৮
অনন্ত ঐশ্বর্য্য কৃষ্ণের	ম ১৫।১৭৫
অনন্ত কামধেনু তাঁহা	ম ১৪।২২৩
অনন্ত কৃষ্ণের গুণ	ম ২৩।৬৫
অনন্ত গুণ রঘুনাথের	আ ৬।৩০৯
অনন্ত গুণ শ্রীরাধিকার	ম ২৩।৮১
অনন্ত চৈতন্যলীলা	অ ১৩।৪৪
অনন্ত তাহার ফল	আ ৯।১০৮
অনন্ত বৈকুণ্ঠ, আর	ম ৮।১৩৪
অনন্ত বৈকুণ্ঠ পরব্যোম	ম ২১।৭
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে	আ ৬।৭৭
অনন্ত রূপে এক	আ ২।১০০
অনন্ত শক্তিমধ্যে	ম ২০।২৫২
অনন্ত-শয্যাতে তাঁহা	আ ৫।১০০
অনন্ত স্ফটিকে যৈছে	আ ২।১৯
অনন্ত স্বরূপ কৃষ্ণের	ম ২০।৪০২
অনর্গল প্রেমভক্তি	ম ১৫।৪২
অনর্গল প্রেম সবার	আ ১১।৫৯
অনর্থনিবৃত্তি হৈলে	ম ২৩।১১
অনায়াসে ভবক্ষয়	আ ৮।২৮
অনায়াসে হয়	আ ১।২১
অনিকেত দুঁহে	ম ১৯।১২৭
অনিপুণা বাণী	অ ২০।১৪৯
অনিবেদিত-ত্যাগ	ম ২৪।৩৩৩
অনিরুদ্ধের বিলাস	ম ২০।২০৬
অনিরুদ্ধের মূর্ত্তি	ম ২০।১৯৭
অনিষ্টাশঙ্কা বিনা	অ ১৮।৩৯
অনুকূল বাতে যদি	আ ৪।২৫৩
অনুপম মল্লিক, তাঁর	ম ১৯।৩৬
অনুবাদ আগে	আ ২।৭
অনুবাদ কহি তারে	আ ২।৭৬
অনুবাদ না কহিয়া	আ ২।৭৫
'অনুবাদ' হৈতে	অ ২০।১৪০
'অনুভাব'—স্মিত	ম ২৩।৪৭
অনুমান প্রমাণ নহে	ম ৬।৮২
অনুরাগের লক্ষণ এই	অ ১০।৬
অনুষঙ্গ-ফলে করে	ম ১৫।১০৯
অনেক নাচাইলা মোরে	অ ১১।৩০
অনেক প্রকাশ হয়	আ ১।৭৬
অনেক-লোকের বাঞ্ছা	অ ২০।১৭
অনেক 'সুকৃতে' ইহা	অ ১৬।১১৪
অন্তপুর—গোলোক	ম ২১।৪৩
অন্তরঙ্গ-ভক্ত করি	আ ৭।১৭
অন্তরঙ্গ-ভক্ত জানে	ম ১৩।৫৪
অন্তরঙ্গা-চিচ্ছক্তি	ম ৬।১৬০
অন্তরঙ্গা-বহিরঙ্গা	ম ৮।১৫১
অন্তরঙ্গা স্বরূপ-শক্তি	ম ৮।১৫১
অন্তরে অনুগ্রহ, বাহ্যে	অ ৭।১৬৪
অন্তরে ঈশ্বর-চেষ্টা	আ ১১।১০
অন্তরে নিষ্ঠা কর	ম ১৬।২৩৯
অন্তরে সকল জানেন	ম ১৪।২০
অন্তরে সুখ মানে	ম ১৫।৬৫
অন্তর্দ্দশা, বাহ্যদশা	অ ১৮।৭৭
অন্তর্দ্দশার কিছু ঘোর	অ ১৮।৭৮
অন্তর্দ্ধান হইলা প্রভু	অ ১৮।৩৮
অন্তর্যামী ঈশ্বরের	ম ৮।২৬৪
অন্তর্যামী প্রভু	অ ৭।৯৪
অন্তর্যামী, ভক্তশ্রেষ্ঠ	আ ১।৪৭
অন্ন খাবে	ম ১৫।২৩৫
অন্ন, পীঠ,—সমান প্রসাদ	ম ১৫।২৩৫
অন্ন-দোষে সন্ন্যাসীর	ম ১২।১৯০
অন্য অবতারে	আ ৩।৬৪
অন্য ঐছে হয়	অ ১৬।২৯
অন্যকথা, অন্যমন	অ ১৭।৩৭
অন্যকথা নাহি	অ ৬।২৮৬
অন্যকামী যদি করে	ম ২২।৩৭
অন্য গ্রাম নিস্তারয়ে	ম ৯।৮
অন্য ত্যজি ভজে	ম ২২।৯৪
অন্যথা যে মানে	আ ১৭।২৫

অন্যদেব, অন্যশাস্ত্র ম ২২।১১৫
অন্য দেশে প্রেম উছলে ম ১৭।২২৮
অন্য দেহে না পাইয়ে ম ৯।১৩৭
অন্য-বাঞ্ছা, অন্য-পূজা ম ১৯।১৬৮
অন্যাপেক্ষা হৈলে প্রেমের ম ৮।১০১
অন্যাবতার শাস্ত্র- ম ২০।৩৫০
অন্যের আছুক কার্য্য আ ৬।১০৫
অন্যের কা কথা আ ৬।৫৪
অন্যের কি কথা ম ৮।৪৫
অন্যের যে দুঃখ ম ২।২৩
অন্যের সঙ্গমে আ ৪।২৫৮
অন্যের হৃদয়-মন ম ১৩।১৩৭
অন্যেরে অন্য কহ ম ১০।১৫৭
অন্যোন্যে দুঁহার ম ১।৫০
অন্যোপদেশে পণ্ডিত অ ৩।১১
অপবিত্র অন্ন এক ম ৯।৫৩
অপবিত্র স্থানে বৈস আ ৭।৬৩
অপরাধ কৈনু, ক্ষম অ ৭।১২৬
অপরাধ ছাড়ি' কর অ ৭।১৩৩
অপরাধ নাহি, কৈলে আ ১৭।৯৭
'অপরাধ' নাহি তব ম ১৫।২৮৫
অপরাধ হউক, কিবা অ ১০।৯৫
অপরাধ-হস্তীর যৈছে ম ১৯।১৫৭
অপাণিপাদ-শ্রুতি ম ৬।১৫০
অপাদান, করণ ম ৬।১৪৪
অপার সৌন্দর্য্যে হরে অ ১৫।৫৬
অপূর্ব্ব মাধুরী কৃষ্ণের আ ৪।১৫৭
অপূর্ব্বামৃত নদী বহে ম ৮।১০০
অপ্রাকৃত দেহ তোমার অ ৪।১৭৩
অপ্রাকৃত দেহ ভক্তের অ ৪।১৯১
অপ্রাকৃত দেহে তাঁর অ ৪।১৯৩
অপ্রাকৃত বস্তু নহে ম ৯।১৯৫
'অবজ্ঞা'তে নাম লয় ম ১৭।১২৭
অবতরি প্রভু আ ৪।১০২
অবতার-অবতারী আ ৫।১২৮
অবতার-কালে আ ৫।১৫৩
অবতারগণের ভক্ত আ ৬।১০৯
অবতার নাহি কহে ম ২০।৩৫২
অবতার সব পুরুষের আ ২।৭০
অবতার হয় কৃষ্ণের ম ২০।২৪৫
অবতারী কৃষ্ণ আ ৪।৭৬
অবতারী নারায়ণ আ ২।৬১
অবতারীর দেহে আ ২।১১২
অবতারের আর এক আ ৪।১০৩
অবতীর্ণ হঞা আ ৩।৬
অবতীর্ণ হৈলা কৃষ্ণ আ ৩।২৯
অবতীর্ণ হৈলা গৌর আ ৩।১১২
অবশ্য করিব আমি ম ৭।৪৪
অবশ্য পূরিবে, প্রভু অ ১১।৪২
অবিচিন্ত্য-শক্তিযুক্ত আ ৭।১২৪
অবিদগ্ধ বিধি আ ৪।১৫০
অবিদ্যা-নাশক অ ৫।১৪৫
অবৈষ্ণব জগৎ কেমনে অ ৩।২২১
অবৈষ্ণব সঙ্গত্যাগ ম ২২।১১৪
অভক্ত উষ্ট্রের ইথে আ ৪।২৩৫
অভাগিয়া জ্ঞানী ম ৮।২৫৯
'অভিধা'-বৃত্তি ছাড়ি' ম ৬।১৩৪
অভিধেয়-নাম—ভক্তি ম ২০।১২৫
অভিধেয় বলি তারে ম ২০।১৩৯
অভিমান ছাড়ি' ভজ অ ৭।১৩২
অভিমানপঙ্ক ধুঞা অ ৭।১৬৩
অমানী মানদ হঞা অ ৬।২৩৭
অমৃত-গুটিকাদি অ ১০।১২৫
অমৃত ছাড়ি' বিষ মাগে ম ২২।৩৮
অমৃত হইতে পাক অ ৬।১১৬
অম্বরীষাদি ভক্তের ম ২২।১৩১
অযাচিত ক্ষীরপ্রসাদ আ ১৭।২৯
অযাচিত বৃত্তি আ ১৭।২৯
অযোগ্য হঞা তাহা অ ১৬।১৩৭
অযোগ্যেরে দেওয়ায় অ ১৬।১৩৮
অয়ন-শব্দেতে কহে আ ২।৩৮
অরণ্যে রোদিত হৈল অ ৩।২৪৪
অরসজ্ঞ কাক চুষে ম ৮।২৫৮
অরিষ্টে রাধাকুণ্ড ম ১৮।৪
অরুণোদয় কালে হৈল ম ৬।২১৯
অর্জ্জুনের রথে কৃষ্ণ ম ৯।৯৯
অর্জ্জুনেরে কহিলেন ম ৯।১০০
'অর্থব্যস্ত' লিখন সেই অ ৮।১৩০
অর্থাভিজ্ঞতা স্বরূপ শক্ত্যে ম ২০।৩৫৯
"অর্দ্ধকুক্কুটি-ন্যায়" আ ৫।১৭৬
অর্দ্ধবাহ্যে ইতি উতি অ ১৮।৭৬
অর্দ্ধবাহ্যে কহেন প্রভু অ ১৮।৭৯
অর্দ্ধরাত্রিতে প্রভু করেন অ ১৭।৯
অর্দ্ধরাত্রে দুই ভাই ম ১।১৮৩
অর্দ্ধস্বরূপ না মানিলে আ ৭।১৪০
অলক্ষিতে রহি তোমার ম ১৫।৪৪
অলাত-চক্রপ্রায় সেই ম ২০।৩৯১
অলাত-চক্রের প্রায় ম ১৫।২৫
অলৌকিক-কৃষ্ণলীলা অ ১৯।১০৩
অলৌকিক গন্ধ-স্বাদ অ ১৬।১১৩
অলৌকিক প্রকৃতি ম ১৮।১২০
অলৌকিক প্রভুর চেষ্টা অ ১৯।১০৬
অলৌকিক বাক্য ম ৭।৬৬
অলৌকিক বৃক্ষ করে আ ৯।৩২
অলৌকিক লীলা করে ম ১৬।২০১
অলৌকিক লীলায় ম ৭।১১১
অলৌকিক লীলা প্রভুর ম ১৮।২২৫
অলৌকিক শক্তিগুণে ম ২৪।৩৯
অলৌকিক শক্তি তোমার ম ১৮।১২৪
অল্প অন্ন নাহি ম ১১।২০০
অল্প সেবা বহু মানে অ ১।১০৭
অল্প-স্বল্প মূল্য পাইলে ম ১৭।১৪৫
অল্পাক্ষরে কহে ম ৯।২৪০
অষ্টকন্যা ক্রমে হইল আ ১৩।৭২
অষ্টপ্রহর কৃষ্ণ ভজন ম ১৯।১৩০
অষ্টাদশ অর্থ কৈল ম ৬।১৯৫
অষ্টাদশ বর্ষ কেবল ম ১।২২
অষ্টাদশাক্ষর-মন্ত্রে আ ৫।২২১
অষ্টাবিংশ চতুর্যুগে আ ৩।১০
অসৎসঙ্গ ত্যাগ এই ম ২২।৮৪
অসত্যে সত্য ভ্রম ম ১৮।৯৮
অসদ্ব্যয় না করিহ অ ৯।১৪৪
অসমর্থ নহে কৃষ্ণ ম ১৫।১৬৮
অসমোর্দ্ধ মাধুর্য্য আ ৪।২৪২
অসম্ভব কহ কেনে ম ৫।২১
অসহ্য বেদনা দুঃখ আ ১৭।৪৬
অসারের নামে আ ১২।১১
অসুর সংহার আ ৪।৩৬
অসুর-স্বভাব আ ৩।৮৯
অস্ত্রধৃতি ভেদ—নাম ম ২০।২২১

অস্ত্রভেদে নামভেদ ম ২০।১৯২
অস্বাস্থ্যের ছদ্ম করি ম ১৯।১৫
অস্থি, গ্রন্থিভিন্ন অ ১৪।৬৫
অহঙ্কারের অধিষ্ঠাতা ম ২০।২৫৬
'অহমেব' শ্লোকে ম ২৫।১১২
অহিংসা-যম-নিয়মাদি ম ২২।১৪০
আউলায় সকল অঙ্গ আ ৮।২৩
আকণ্ঠ পুরাঞা অ ১১।৮৮
আকার-বর্ণ-অস্ত্র-ভেদে ম ২০।১৭২
'আকার স্বরূপ-ভেদ আ ৪।৭৯
আকারে ত' ভেদ নাহি আ ১।৬৯
আকাশ-অনন্ত অ ২০।৭৯
আকাশাদির গুণ ম ৮।৮৭
আকাশাদি গুণ যেন ম ১৯।২৩২
আকাশে উড়িয়া যাও আ ১০।২০
আকাশে কহেন প্রভু আ ১৮।৭৯
আকাশের শব্দ গুণ ম ১৯।২১৬
আকৃতি, প্রকৃতি স্বরূপ ম ২০।৩৫৫
আকৃত্যে তোমার দেখি ম ১৮।১১৮
আকৃত্যে-প্রকৃত্যে তোমার ম ৮।৪৩
আগে অনুবাদ কহি আ ২।৭৫
আগে মন নাহি চলে ম ১।১৬০
আগে যদি কৃষ্ণ দেন ম ১০।১৮০
'আচ্ছন্ন করিল শ্রেষ্ঠ আ ৭।১২০
আচণ্ডাল আদি কৃষ্ণভক্তি ম ১৫।৪১
আঁচল পাতিয়া প্রসাদ অ ১১।৭৩
'আচার', 'প্রচার' নামের অ ৪।১০৩
আচার্য্য কল্পনা করে ম ২৫।২৬
আচার্য্য-কল্পিত আ ৭।১৩৬, ম ২৫।২৭
আচার্য্য কহে অনুমানে ম ৬।৮১
আচার্য্য কহে আগে অ ৭।১০১
আচার্য্য কহে বর্ণাশ্রম ম ৯।২৫৬
আচার্য্য কহে বিজ্ঞমত ম ৬।৮০
আচার্য্য কহে, তুমি ম ৩।৩৩
আচার্য্য গোসাঞি আ ৩।৯১, ৫।১৪৮
আচার্য্য গোসাঞির আ ৬।৩৫
আচার্য্য গোসাঞির পুত্র ম ১২।১৪৩
আচার্য্য গোসাঞিরে আ ৬।৩৯
আচার্য্য-চরণে মোর আ ৬।১১৪
আচার্য্য-সম্বন্ধে অ ২।৯১
আচার্য্য হইল সেই ম ১৮।১২২
আচার্য্য-হুঙ্কারে আ ৩।৭৫
আচার্য্যের দোষ নাহি ম ৬।১৮০
আচার্য্যের মত যেই আ ১২।১০
আচার্য্যের শ্রদ্ধা ভক্তি ম ৩।২০৩
আছে দুই চারিজন ম ১৩।১৫৬
আজন্ম করিনু মুঞি ম ১০।১৭৫
আজন্ম কৃষ্ণকীর্ত্তন অ ২।১৫৮
আজন্ম না দিল জিহ্বায় অ ৬।৩১১
আজানুলম্বিত-ভুজ আ ৩।৪৪
আজি কালি করি ম ১৬।১০
আজি কৃষ্ণপ্রাপ্তি ম ৬।২৩৪
আজি কেনে এতক্ষণ অ ১০।৯২
আজি তুমি নিষ্কপটে ম ৬।২৩২
আজি ভিক্ষা দিবা অ ১২।১২২
আজি মুঞি অনায়াসে ম ৬।২৩০
আজি মোর শ্লাঘ্য ম ৭।১২৫
আজি মোরে ভৃত্য করি' অ ১২।২৭
আজি লাগ্ পাঞাছি অ ৬।৫০
আজি সে খণ্ডিল ম ৬।২৩৩
আজি হৈতে ম ১।২০৮, অ ২।১১৩
আজ্ঞা দেহ, যাই ম ১৮।৯৯
আজ্ঞা নহে, তবু করিহ ম ১১।১২২
আজ্ঞা পালনে কৃষ্ণের অ ১০।৮
আজ্ঞা-মালা পাঞা আ ৮।৭৭
আজ্ঞা লঙ্ঘি' আইলা অ ১২।৬৯
আটচল্লিশ বৎসর আ ১৩।৮
আত্মনিন্দা করি লৈল ম ৬।২০১
আত্মবৃত্তি করি' আ ১০।৫০
আত্ম-সুখ-দুঃখে আ ৪।১৭৪
আত্মসুখ-সঙ্গ হৈতে ম ৮।২১২
আত্মান্তর্যামী আ ২।১৮
"আত্মা বৈ জায়তে পুত্রঃ" ম ১২।৫৬
আত্মার আত্মা হন কৃষ্ণ ম ২০।১৬১
আত্মারামশ্চ-শ্লোকে ম ৬।১৯৪
আত্মারাম পর্য্যন্ত ম ৬।১৮৫
আত্মারামের মন হরে ম ১৭।১৪১
'আত্মা'-শব্দে কহে ম ২৪।৭৩, ২৭৯
'আত্মা'-শব্দে কহে ক্ষেত্রজ্ঞ ম ২৪।৩০২
'আত্মা'-শব্দে ব্রহ্ম ম ২৪।১১
'আত্মা'-শব্দে 'মন' ম ২৪।১৫৯
'আত্মা'-শব্দে বুদ্ধি ম ২৪।১৮০
আত্মা হইতে কৃষ্ণ আ ৬।৯৯
আত্মা হইতে কৃষ্ণের আ ৬।৯৮
আত্মীয়-জ্ঞানে মোরে ম ১০।৫৭
আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি আ ৪।১৬৫
আথে ব্যাথে পিতামাতা আ ১৫।১৭
আদি চতুর্ব্যূহ কেহ ম ২০।১৮৯
'আদিবস্যা' এই স্ত্রীরে অ ১৪।২৬
আদ্য এব পরো রসঃ ম ১৯।১০৪
আদ্যকায়ব্যূহ আ ৫।৫
আদ্যাবতার মহাপুরুষ আ ৫।৮২
আদ্যোপান্ত চৈতন্যলীলা ম ১৮।২২৬
আধ্যাত্মিকাদি তাপত্রয় ম ২২।১৩
আন কথা না শুনে কান ম ২১।১৪৪
আনন্দ-চিন্ময়রূপ ম ৮।১৫৮
আনন্দাংশে হ্লাদিনী আ ৪।৬২, ম ৬।১৫৯, ম ৮।১৫৪
আনন্দে বিহ্বল আ ৫।১৯৪
আনিয়া কৃষ্ণেরে আ ৩।১০১
আনুকূল্যে সর্ব্বেন্দ্রিয়ে ম ১৯।১৬৮
আনুষঙ্গ-কর্ম্ম আ ৪।১৪
আনুষঙ্গিক ফল নামের অ ৩।১৭৯
আনুষঙ্গে প্রেমময় ম ৮।২৮০
আনের কি কথা আ ৬।৭৪
আনের-বৈভব-সত্তা ম ২১।১২০
আপন ইচ্ছায় চলে ম ১৩।১৩
আপন ইচ্ছায় বুলুন ম ১।১৭০
আপন কারুণ্য অ ২।১৬৮
আপন প্রারব্ধে বসি' ম ১৭।৯৫
আপন বাসার চালে ম ১।৬১
আপন মাধুর্য্য পানে আ ৬।১০৫
আপন মাধুর্য্যে হরে ম ৮।১৪৭
আপন হৃদয় যেন ম ১২।১০৬
আপনা আপনি চাহে ম ৮।১৪৭
আপনা আস্বাদিতে আ ৪।১৪৮, ৭।১১
আপনাকে করেন তাঁর আ ৬।৪১
আপনাকে বড় মানে আ ৪।২২
আপনাকে ভৃত্য করি আ ৫।১৩৭
আপনা বিনা অন্য মাধুর্য্য অ ১৬।১১১

আপনা লুকাইতে আ ৩।৮৭
আপনার আগে মোর অ ১১।৩২
আপনার কথা পরমুণ্ডে অ ৫।৭৭
আপনার কথা লিখি আ ৫।২৩৩
আপনার গুণ নাহি অ ৫।৭৮
আপনার দুঃখ-সুখ ম ৩।১৮৫
আপনার মুণ্ডে সে ম১৮।২২৭
আপনার সুখ-দুঃখে অ ৯।৭৫
আপনার 'অসৌভাগ্য' অ ৪।১৬২
আপনার হিতাহিত ম ২০।১০০
আপনারে করে অ ২০।৩১
আপনারে পালক জ্ঞান ম ১৯।২২৭
আপনি আচরি আ ৩।২০, ৯৮, ৪।৪১
আপনি আচরি জীবে ম ১।২২
আপনি করিমু আ ৩।২০
আপনি নিরভিমানী আ ১৭।২৬
আপনি প্রদ্যুম্নমিশ্র অ ৫।৮৫
আপনি শ্রীকৃষ্ণ যদি আ ৩।৯৮
আপনি শ্রীমুখে মোরে অ ৬।২৩২
আপনি শ্রীহস্তে প্রভু অ ১১।৬৮
আপনে অযোগ্য ম ১।২০৪
আপনে আচরে কেহ অ ৪।১০২
আপনে ঈশ্বর তবে ম ২০।৩০৫
আপনে করিল প্রভুর ম ১৯।৮৫
আপনে করেন আ ৫।৯
আপনে দক্ষিণ দেশ আ ৭।১৬৬
আপনে না কৈলে আ ৩।২১
আপনে নাচায় অ ১৮।১৮
আপনে না জানে অ ৪।৮৫
আপনে পুরুষ বিশ্বের আ ৬।১৬
আপনে প্রকাশানন্দ আ ৭।৬৫
আপনে প্রশ্ন করি অ ৫।৬৪
আপনে বৈরাগ্য-দুঃখ ম ৭।৩০
আপনে ভট্ট করেন ম ১৯।৯০
আবেশ করয়ে অ ২।৪
আবেশে তার গায়ে ম ১৭।২৮
আভাসে কহেন প্রভু অ ১৮।৭৯
আমা উদ্ধারিতে বলী ম ১।১৯৯
আমা উদ্ধারিয়া যদি ম ১।২০০
আমা উদ্ধারিলে ম ৬।২১৩
আমাকে আনন্দ দিবে আ ৪।২৩৯
আমাকে ত' যে যে ভক্ত আ ৪।১৯
আমাকেহ বুঝাইতে অ ৪।১৬৮
আমাতে যে প্রীতি ম ২৫।১২২
আমা দ্রবাইলে ম ৬।২১৪
আমা নিস্তারিতে ম ৮।৩৮
আমা বই জগতে আর ম ২১।৬৫
আমা বিনা অন্যে আ ৩।২৬
আমার আজ্ঞায় ম ৭।১২৮
আমার আলয়ে আ ৫।১৬২
আমার উদ্ধার হেতু ম ২০।৬৪
আমার উপদেষ্টা তুমি অ ৪।১৬০
আমার এই দেহ প্রভুর অ ৪।৯৮
আমার কৃপায় এই সব ম ২৫।১০৬
আমার ঠাকুর কৃষ্ণ ম ৯।১১২
আমার ঠাকুরাণী বৈসে ম ১৪।২১৪
আমার দর্শনে আ ৪।১৯১
আমার দুর্দ্দৈব, নামে অ ২০।১৯
আমার প্রাণ রক্ষা কর ম ২০।৩২
আমার বচনে তাঁরে ম ৭।৬৩
আমার ব্রজের রস আ ৪।২৫৭
আমার ব্রাহ্মণ তুমি ম ৯।২২৯
আমার ভাগ্যে নাহি ম ১৩।৯৭
আমার মাধুর্য্য আ ৪।১৪১, ১৪৩
আমার মাধুর্য্যামৃত আ ৪।১৩৯
আমার মোহিনী রাধা আ ৪।২৬১
আমার লিখন যেন আ ৮।৭৮
আমার শকতি তাঁরে অ ১১।৯৫
আমার শপথ যদি ম ১৬।১৪১
আমার শরীর অ ২০।৯২
আমার সঙ্গমে রাধা আ ৪।২৫৫
আমার 'সর্ব্বনাশ' অ ১২।১১৩
আমার 'হিত' করেন অ ৭।১২০
আমার হৃদয় হৈতে আ ১৩।৮৫
আমারে আদর কর অ ৩।২১৭
আমারে ঈশ্বর মানে আ ৪।১৮
আমারে খাট-তুলি অ ১৩।১৫
আমারে ভাসাও অ ৩।২৫৬
আমা লইয়া পুনঃ লীলা ম ১৩।১৩১
আমা সব অধমে অ ৪।১৮২
আমা সবায় নাহি দেহ অ ৬।৩২০
আমা সবার কৃষ্ণভক্তি ম ১৫।১১৬
আমা হেন যদি এক অ ১১।৪১
আমা হেন যেবা কহে ম ২৪।৩১৮
আমা হৈতে আনন্দিত আ ৪।২৩৯
আমা হৈতে কোটিগুণ আ ৪।১৩৩
আমা হৈতে গুণী বড় আ ৪।২৪১
আমা হৈতে যার হয় আ ৪।২৪০
আমা হৈতে রাধা পায় আ ৪।২৬২
আমি অকুলীন ম ৫।২২
আমি অজ্ঞ জীব অ ৭।১২২
আমি অজ্ঞ, হিত স্থানে অ ৭।১২৪
আমি—অতি ক্ষুদ্র জীব অ ২০।৯০
আমি—এক বাতুল ম ৮।২৯০
আমি কভু লোকাপেক্ষা ম ৭।২৭
আমি কহি আমার আ ১৫।১৯
আমি কি করিব ম ১১।৩৮
আমি কৃষ্ণপদ দাসী অ ২০।৪৮
আমি কোন ক্ষুদ্র জীব ম ১২।২৭
'আমি জিতি' এই গর্ব্ব অ ৭।১১৮
আমি জীব ক্ষুদ্রবুদ্ধি ম ৯।১২৫
আমি ত' গৃহস্থ-ব্রাহ্মণ ম ১২।১৯১
আমি ত' জগতে বসি আ ৫।৮৯
আমি ত' বাউল ম ২১।১৪৬
আমি ত' সন্ন্যাসী অ ৪।১৭৯, ৫।৩৫
আমি ত' সন্ন্যাসী তৈল অ ১২।১১৬
আমি—নীচ জাতি অ ১৬।২৯
আমি—পরতন্ত্র, আমার প্রভু অ ৭।১৪৭
আমি—বড় জ্ঞানী ম ১৮।২০৩
আমি বালক সন্ন্যাসী ম ৬।৫৯
আমি বালক সন্ন্যাসের আ ১৫।১৯
আমি—বিজ্ঞ এই মূর্খে ম ২২।৩৯
আমি—বৃদ্ধ জরাতুর ম ২।৯০
আমি বোঝা বহিমু ম ২৫।১৬৩
আমি মনুষ্য আশ্রমে ম ১২।৫০
আমি যৈছে পরস্পর আ ৪।১২৭
আমি লিখি ইহ অ ২০।৯২
আমি সব—কেবলমাত্র অ ১২।১৩৪
আমি সব না জানি অ ২।১৩৬
আমি সম্বন্ধতত্ত্ব ম ২৫।১০১

আমিহ তোমার স্পর্শে ম ৮।৪৫
আমিহ দেখিতে তাঁহা অ ১।২১৯
আমিহ না জানি আ ৪।৩০
আমিহ সন্ন্যাসী ম ৯।২৩০
আর অদ্ভুত আ ১।১০১
আর অর্দ্ধে কৈল আ ৫।৯৮
আর এক অদ্ভুত আ ৪।১৮৫
আর এক এক মূর্ত্ত্যে আ ৬।২০
আর এক গোপী প্রেমের আ ৪।১৯৭
আর এক হেতু আ ৪।৬
আর কৃষ্ণনাম ম ২৫।১৯৩
আর গ্রাস লৈতে অ ৬।৩২৩
আর তিন যুগে ম ২০।৩৪১
আর দিন গেলা প্রভু আ ৭।৫৮
আর দিন মহাপ্রভু অ ১১।২১
আর নাম লৈতে ম ২৫।১৯২
আর বিপ্র যুবা ম ৫।১৬
আর ভাগবত ভক্ত আ ১।৯৯
আর যত চৈতন্যের আ ৪।২২৮
আর যত মত ম ২৫।৪৪
আর যত সব আ ৬।৮১
আর যেই শুনে আ ৭।১১৪
আর শুদ্ধভক্ত আ ৪।২০৪
আর সব অবতার আ ৪।১০
আর সব কড়চা অ ১৪।৮
আর সব গোপীগণ আ ৪।২১৭
আর সব পারিষদ আ ৫।১৪৩
আর সব স্বরূপ ম ২০।৪০০
আরে আরে কৃষ্ণদাস আ ৫।১৯৫
আরে পাপী ভক্তদ্বেষী আ ১৭।৫১
আরে মূর্খ, আপনার অ ৫।১১৭
আর্ত্ত, অর্থার্থী ম ২৪।৯০
আর্য্য-বিজ্ঞবাক্যে আ ২।৮৬
আর্য্য সরল তুমি ম ১৭।১৬৫
আর্য্য সরল বিপ্রের ম ৯।২২৭
আলালনাথে গেলা ম ১১।৬৩
আশ্চর্য্য,—তরুণী-স্পর্শে অ ৫।৪১
আশ্চর্য্য ভাণ্ডার প্রেম আ ৭।২৪
আশ্রয়-জাতীয় সুখ আ ৪।১৩৪
আশ্রয় জানিতে আ ২।৯৩
আসক্তি হৈতে চিত্তে ম ২৩।১২
আ-সিন্ধুনদীতীর আ ১০।৮৭
আস্বাদ দূরে রহু অ ১৬।১১১
আস্বাদিতে প্রেমে মত্ত অ ১৬।১১৫
আস্বাদিতে হয় লোভ আ ৪।১৪৪
আস্বাদেন রামানন্দ আ ১৩।৪২
আস্তে-ব্যস্তে গোবিন্দ অ ১৩।৮২
ইচ্ছা-জ্ঞান ক্রিয়া বিনা ম ২০।২৫৪
ইচ্ছামাত্রে কৈলা অ ১১।৯৬
ইচ্ছায় অনন্তমূর্ত্তি আ ৬।৯
ইচ্ছায় জগৎরূপে আ ৭।১২৪
ইচ্ছাশক্তি, ক্রিয়াশক্তি ম ২০।২৫২
ইচ্ছাশক্তি, প্রধান কৃষ্ণ ম ২০।২৫৩
ইতর লোকের তাতে অ ১৪।৮২
ইতস্ততঃ ভ্রমিয়া ম ৮।১১৪
'ইত্থম্ভূত'-শব্দের অর্থ ম ২৪।৩৬
ইথি লাগি' আ ৮।১০
ইথে কিছু অপরাধ আ ৬।১১৪
ইথে ভক্তভাব ধরে আ ৭।১২
ইথে যত জীব আ ২।৪৪
ইথে তর্ক করি আ ১৭।৩০৫
ইদানীং দ্বাপরে আ ৩।৩৮
ইন্দ্রগণ আইলা লক্ষ ম ২১।৬৮
ইন্দ্র যেন কৃষ্ণের নিন্দা অ ৭।১২৪
ইন্দ্রসম ঐশ্বর্য্য অ ৬।৩৯
ইন্দ্রিয় চরাঞা বুলে অ ২।১২০
ইন্দ্রিয় দমন হৈল অ ৩।১৪০
ইষ্ট না পাইলে ম ১২।৩১
ইষ্টে আবিষ্টতা ম ২২।১৪৬
ইষ্টে গাঢ় তৃষ্ণা ম ২২।১৪৬
ইহঁ গৌর কভু দ্বিজ আ ১৭।৩০২
ইহ মাটি, সেহ মাটি আ ১৪।২৮
ইহলোক, পরলোক অ ৪।১৩১, ম ৭।১১১
ইঁহা আইস গোসাঞি আ ৭।৬৩
ইহা আস্বাদিতে আর ম ৪।১৯৫
ইঁহা কর গোপীনাথ ম ১৬।১৩২
ইহাকে কহিয়ে আ ১।৭০, ৪।১৭০,
ইহাকে চন্দন দিলে ম ৪।১৬০
ইহা ছাড়ি' কৃষ্ণ যদি আ ১৭।২৮০
ইহা জানি রামদাসের আ ৫।১৭৪
ইহাতে দৃষ্টান্ত যৈছে ম ২০।১২৭
ইহাতে সংশয় যার অ ৬।১২৫
ইহাতে সন্তুষ্ট আ ১৫।২০
ইহা নাহি জানি ম ২০।১০২
ইহা বই কিবা সুখ আ ৪।২৩৬
ইহা বই বুদ্ধিগতি ম ৮।১৯০
ইহা বই মহাভাগ্য অ ৫।৫৮
ইহা মালী সেচে নিত্য ম ১৯।১৫৫
ইহা যেই নাহি শুনে অ ১৭।৪৮
ইঁহা রাজবেশ সঙ্গে ম ১৩।১২৯
ইহার আগে পুছে ম ৮।৯৬
ইহার ঘরের আয়-ব্যয় ম ১৫।৯৬
ইহার প্রসাদে ম ২৫।২৬৩
ইহার বাপ জ্যেঠা অ ৬।১৯৭
ইহার মধ্যে রাধার প্রেম ম ৮।৯৭
ইহার যে জ্যেষ্ঠভ্রাতা অ ১।২০০
ইহার শ্রবণে ভক্ত ম ২৪।৩৪৮
ইহার শ্লোক গীতে অ ১৫।২৭
ইহার সঙ্কোচ অ ৬।২৮০
ইঁহার সেবা কর তুমি আ ৬।২৯৪
ইঁহারে পুছহ অ ৭।১০১
ইঁহা লোকারণ্য ম ১৩।১২৮
ইঁহা সবার বশ ম ৭।২৯
ইহা হৈতে আজি অ ১৪।১০৬
ইহা হৈতে কৃষ্ণে আ ২।১১৭
ইহা হৈতে চল ম ১।২২২
ইহা হৈতে পাবে ম ২৫।১৪৬
ইঁহো কেনে দণ্ড ম ৫।১৫৭
ইঁহো ত' সাক্ষাৎ কৃষ্ণ ম ৬।২০০
ইঁহো ত' দ্বিভুজ আ ২।২৯
ইঁহো দামোদর-স্বরূপ ম ১৪।২১৭
ইঁহো না স্পর্শিহ ম ১৯।৬৯
ঈশ্বর-ইচ্ছায় চলে ম ১৩।২৮
ঈশ্বর-চরিত্র কিছু অ ১২।৮৫
ঈশ্বর-চরিত্র প্রভু অ ৮।৯৩
ঈশ্বর জগন্নাথ অ ৯।৪৪
ঈশ্বর-জ্ঞান-সম্ভ্রম ম ১৯।২১৯
ঈশ্বর-তত্ত্ব সাধি ম ৬।৮১
ঈশ্বর-তত্ত্বে ভেদ মানিলে ম ৯।১৫৫

ঈশ্বরপুরী করে	অ ৮।২৬
ঈশ্বরপুরীর ভৃত্য	ম ১০।১৩২
ঈশ্বরপুরীর শিষ্য	আ ১০।১৩৮
ঈশ্বর-প্রেয়সী সীতা	ম ৯।১৯২
ঈশ্বর-মন্দিরে মোর	ম ১২।১২৬
ঈশ্বর-সারূপ্য পায়	আ ৬।৩১
ঈশ্বর-স্বভাব	অ ১।১০৭, ৩।৯০
ঈশ্বর-স্বভাব—করেন	অ ৭।১১৮
ঈশ্বর-স্বভাব তোমার	ম ১৮।১১৯
ঈশ্বরস্বরূপ	আ ১।৬১
ঈশ্বরস্বরূপ প্রণব	আ ৭।১২৮
ঈশ্বর হইয়া কহায়	আ ১১।৯
ঈশ্বরের অঙ্গ	আ ৬।২৩
ঈশ্বরের অচিন্ত্যশক্তি	আ ৭।১২৭
ঈশ্বরের অবতার	আ ১।৬৫
ঈশ্বরের কৃপা জাতি-কুল	ম ১০।১৩৮
ঈশ্বরের কৃপা নহে	ম ১০।১৩৭
ঈশ্বরের কৃপালেশ	ম ৬।৮৩, ম ৬।৮৬
ঈশ্বরের দৈন্য করি'	আ ১২।৩৫
ঈশ্বরের নাহি কভু	অ ৫।১২২
ঈশ্বরের পরোক্ষ আজ্ঞা	ম ১১।১১৩
ঈশ্বরের বাক্যে	আ ৭।১০৭
ঈশ্বরের লীলা কোটি	ম ৯।১২৫
ঈশ্বরের শক্তি হয়	আ ১।৭৯
ঈশ্বরের শক্ত্যে তবে	আ ৬।১৯
ঈশ্বরের শক্ত্যে সৃষ্টি	ম ২০।২৬১
ঈশ্বরের শ্রীবিগ্রহ	ম ৬।১৬৬
ঈশ্বরের সেবা বিনা	আ ৫।১২০
উচ্চ করি' কহে কৃষ্ণ	অ ১৪।৫৯
উচ্চ সঙ্কীর্ত্তন তা'তে	অ ৩।৭৫
উচ্ছৃঙ্খল-লোক সঙ্গে	ম ১৭।১২১
উছলিত করে যবে	ম ১৪।৮৫
উছলিল প্রেমবন্যা	আ ৭।২৫
উঠ উঠ বলি'	আ ৫।১৮৩
উঠহ গোপাল বলি'	ম ১২।১৪৮
উঠহ পণ্ডিত করি'	অ ১২।১২১
উঠহ পূজারী কর	ম ৪।১২৭
উঠাঞা সেই কীড়া	ম ৭।১৩৭
উঠি' তারে লাথি	অ ১২।২৪
উঠি' মহাপ্রভু তারে	ম ১।৬৮
উঠি' শিবানন্দে	অ ১২।৩১
উঠিতেই অস্থি সব	অ ১৮।৭৬
উঠিলা সন্ন্যাসী সব	আ ৭।৬১
উড়ুম্বর-বৃক্ষ যেন	আ ৯।২৫
উৎসবান্তে গেলা	আ ৫।১৭২
উত্তম, অধম কিছু	আ ৫।২০৮
উত্তম অধিকারী সেই	ম ২২।৬৫
উত্তম, মধ্যম, কনিষ্ঠ	ম ২২।৬৪
উত্তম হঞা আপনাকে	অ ২০।২২
উত্তম হঞা বৈষ্ণব	আ ২০।২৫
উত্তম হঞা রাজা করে	ম ১৩।১৭
উত্তম হঞা হীন করি	ম ১৬।২৬৪
উত্তর না আইসে মুখে	ম ১৮।১৮৮
'উত্তরে' খুদিলে আছে	ম ২০।১৩৪
উদ্‌ঘূর্ণা চিত্রজল্প	ম ২৩।৫৫
উদ্‌ঘূর্ণা প্রলাপ	ম ১।৮৭
উদ্‌ঘূর্ণা বিরহ-চেষ্টা	ম ২৩।৫৭
উদয় করয়ে যদি	ম ১।৮২
উদয় কৈলে কৃষ্ণপদে	অ ৩।১৮৪
উদয় না হৈতে	অ ৩।১৮২
উদয় হৈলে ধর্ম্ম-কর্ম্ম	অ ৩।১৮৩
উদার মহতী যাঁর	ম ২৪।১৯০
উদ্ধব দর্শনে যৈছে	অ ১৪।১৩
উন্মত্ত হইয়া নাচে	আ ৭।৭৮
উন্মাদে করিলা তেঁহ	ম ১০।১০৭
উপজিয়া বাড়ে লতা	ম ১৯।১৫৩
উপদেশ পাঞা মায়া	অ ৩।২৫৮
উপদেশ লঞা করে	ম ২৫।২১
উপনিষৎ সহিত	আ ৭।১০৮
উপনিষদ্ কহে	আ ২।১২
উপনিষদ্ শব্দে	ম ৬।১৩৩
উপপুরাণেহ	আ ৩।৮১
উপমা দিবার নাহি	অ ৬।১০৪
উপরোধে প্রভু মোর	অ ৬।২৭৬
উপাড়ে বা ছিণ্ডে	ম ১৯।১৫৬
'উপাদান' অদ্বৈত করেন	আ ৬।১৭
উপাধ্যায়, শ্রেষ্ঠ মান কায়?	ম ১৯।১০১
উপাসনা-ভেদে জানি	আ ২।২৭
উপাসনা লাগি দেবের	অ ১৯।২৬
উপাস্যের মধ্যে কোন্	ম ৮।২৫৫
উপেক্ষা করিলা কৈল	আ ৭।৪৪
'উরুক্রম'-শব্দে কহে	ম ২৪।১৯
উলটিয়া আমা না	ম ৫।৯৮
উলূকে না দেখে	আ ৩।৮৫
উল্লাস-উপরি	আ ৫।১৬০
ঊষর ভূমিতে যেন	ম ৬।১০৫
এ অন্য গোবিন্দ	ম ২০।১৯৬
এ অর্থ না জানি মূর্খ	আ ২।৬০
এই অমৃত অনুক্ষণ	ম ২৫।২৬৯
এই আজ্ঞা পাঞা	আ ৭।৭৭
এই আজ্ঞাবলে ভক্তের	ম ২২।৬০
এই ইচ্ছায় লজ্জা পাঞা	ম ৪।১২১
এই ইহার মনঃকথা	অ ১৬।৭২
এই ঋণ আমি নারিব	ম ১৮।১৫৩
এই ঋণ শোধিতে আমি	অ ১৩।৮৬
এই এক শুন আর	আ ৪।১৩৭
এই কলিকালে	ম ৬।৯৪
এই কলিকালে আর	ম ৯।৩৬২
এই কহে, নামাভাস-মাত্রে	অ ৩।১৯২
এই কৃষ্ণ ব্রজে পূর্ণতম	ম ২০।৪০০
এই গুণে কৃষ্ণ তারে	ম ১১।২৭
এই গ্রন্থ লেখায়	আ ৮।৭৮
এই ঘাটে অক্রূর	ম ১৮।১৩৬
এই চন্দ্র-সূর্য্য দুই	আ ১।১০২
এই চারি বাটোয়ার	ম ১৮।১৬৫
এই চারি ঠাঞি	অ ২।৩৫
এই চারি সুকৃতি	ম ২৪।৯১
এই চারির সেবা হয়	ম ২২।১২২
এই চারি হৈতে চব্বিশ	ম ২০।১৯১
এই ছয় গুরু	আ ১।৩৭
এই ছয় তত্ত্বের করি	আ ১।৩৩
এই ছয় রূপে	আ ২।১০০
এই জানি মাতা মোরে	আ ১৫।৫০
এই ত' দ্বিতীয় সূত	আ ৫।১৭০
এই ত' পরম ফল	ম ১৯।১৬৪
এই ত' সাধনভক্তি দুই	ম ২২।১০৫
এই ত' সিদ্ধান্ত	আ ৩।২১
এই ত' স্বভাব তাঁ'র	অ ৮।১৫
এই ত' স্বরূপ	আ ২।১০৪
এই তার বাক্যে	আ ৭।৯৫

এই তিন অর্থ আ ৭।১৪৬
এই তিন ঠাকুর আ ১।১৯
এই তিন তত্ত্ব আ ৭।১৫
এই তিন তৃষ্ণা আ ৪।২৬৬
এই তিন ধামের হয় ম ২১।৫৪
এই তিন লোকে আ ৫।২৫, ম ২১।৯১
এই তিন সেবা অ ১৬।৬১
এই তিন—স্থূল-সূক্ষ্ম ম ২১।৩৯
এই তিনে হরে সিদ্ধ ম ৬।১৯৭
এই তীর্থে শঙ্করারণ্যে ম ৯।৩০০
এই তোমার বর ম ২৩।১১৭
এই দুই অধম নহে ম ১৯।৭১
এই দুই গুণ ব্যাপে ম ১৯।২১৬
এই দুই দ্বারে অ ৮।৩০
এই দুই নাম ধরে ম ২০।২৪০
এই দুইর কড়চাতে অ ১৪।৭
এই দুই লক্ষণে বস্তু ম ২০।৩৫৪
এই দুই শ্লোক ভক্তকণ্ঠে ম ৬।২৫৬
এই দেখ—চৈতন্যের ম ১৪।১৬
এই দেখ তোমার ম ১২।১২৫
এই দেহ কৈলুঁ আ ৪।১৮২
এই দোষে মায়া তার ম ২২।২৪
এই ধুয়া গানে নাচেন ম ১।৫৬
এই নব প্রীত্যঙ্কুর ম ২৩।২০
এই নিমন্ত্রণে দেখি অ ৬।২৭
এই নীচ দেহ মোর অ ১১।৩৬
এই পঞ্চমধ্যে ম ২৪।১৮৮
এই পট্টডোরীতে হয় ম ১৪।২৫১
এই প্রেমদ্বারে নিত্য আ ৪।১৩৯
এই প্রেম সদা জাগে অ ১৯।১০৪
এই প্রেমা আস্বাদন ম ২।৫১
এই প্রেমার বশ কৃষ্ণ ম ৮।৮৮
এই প্রেমের অনুরূপ ম ৮।৯১
এই বড় পাপ সত্য ম ২৫।৩৫
এই বাক্যে বিকাইনু ম ১৫।১০০
এই বাঞ্ছা যৈছে আ ৪।৩৬
এই বাঞ্ছা সিদ্ধি মোর অ ১১।৩৬
এই বেশ দূর কর ম ২০।৬৯
এই ব্রজের রমণী অ ১৯।৩৮
এই ভাবে যেই মোরে আ ৪।২১
'এই ভাল, এই মন্দ' অ ৪।১৭৬
এই ভিক্ষা মাগোঁ ম ৩।১৮৯
এই ভূঞা কেনে মোরে ম ২০।২৩
এই ভোগে হয় কৈছে অ ৮।৪২
এইমত অনুভব আ ৪।২৪৯
এইমত অষ্ট মঞ্জরী অ ৬।২৯৭
এইমত আচার করে আ ১৭।৩০
এইমত কর্ণপূর ম ১৯।১২২
এইমত গায় নাচে আ ৬।৫০
এইমত গৌররায় অ ১৯।৫৩
এইমত গৌর-শ্যামে ম ১৩।১১৯
এইমত চৈতন্য কৃষ্ণ আ ৪।৩৭
এইমত চৈতন্য গোসাঞি আ ৫।১৪৩
এইমত জগতে আ ৪।২৪৮
এইমত তিন বৎসর অ ৬।২৯৩
এইমত দশ দিন ম ১৯।১৩৫
এইমত দুই ভাই আ ১।৮৯
এইমত দুঁহে স্তুতি ম ৮।৪৭
এইমত পরম্পরায় ম ৭।১১৮
এইমত পরস্পর আ ৪।১৯৩
এইমত পূর্ব্বে আ ৪।১১৯
এইমত বৈষ্ণব কারে আ ১৭।২৯
এইমত বৈষ্ণব কৈল ম ৭।১০১
এইমত বৈষ্ণব হৈল ম ৭।১০৪
এইমত ব্রহ্মাণ্ড ভরি ম ১৯।১৩৮
এইমত ভক্তগণ রহিলা ম ১৬।৪৭
এইমত ভক্তভাব আ ৪।৪১
এইমত ভাল কর্ম্ম ম ১২।১১৭
এইমত মধুরে সব ম ১৯।২৩৩
এইমত মহাপ্রভুর অ ১১।১৩
এইমত মহিমা তোমার ম ১৮।১২৬
এইমত মোর ইচ্ছা অ ১১।৩৪
এইমত লোকে ম ১।৩০
এইমত হঞা যেই অ ২০।২৬
এইমতে কল্পিত ম ৬।১৭৬
এইমতে নানারূপ আ ২।৬২
এই মহাভাগবত ম ১২।৬১
এই মোর মনের কথা ম ১।২১৩
এই যে তোমার অনন্ত ম ২১।২৬
এই রঘুনাথে আমি অ ৬।২০২
এই রস আস্বাদ নাহি ম ২৩।৯৩
এই রাগমার্গে আছে ম ১১।১১২
এইরূপ রতন ম ২১।১০৩
এইরূপে আগে নৃত্য ম ৭।৮২
এইরূপে নিত্যানন্দ আ ৫।১৩৪
এই লাগি' করে আ ৪।১৮৩
এই লাগি' গীতা পাঠ ম ৯।১০১
এই লাগি' সুখভোগ ছাড়ি' ম ৯।১১৩
এই শিক্ষা সবাকারে আ ১২।৫৩
এই শিলার কর তুমি অ ৬।২৯৫
এই শুদ্ধভক্তি, ইহা ম ১৯।১৬৯
এই শুদ্ধাভক্তি লঞা আ ৪।২৭
এই 'শুষ্ক বৈরাগ্য' নহে অ ৮।৬৩
এই শ্লোক তত্ত্বলক্ষণ আ ২।৫৯
এই শ্লোকের অর্থ ম ১।৫৯
এই সব কৃষ্ণভক্তি-রসে ম ১৯।১৮০
এই সব গুণ লঞা আ ৩।৪৭
এই সব রসনির্য্যাস আ ৪।৩২
এই সব সাধনের অতি ম ২২।১৮
এই সব হয় আ ৬।৯৪
এই সব হয় ভক্তিশাস্ত্র অ ১০।১০০
এই সবে বিদ্ধাত্যাগ ম ২৪।৩৩৭
এই সুখ লাগি' আমি অ ১২।১১৩
এই সুখে মগ্ন রহে আ ৪।২৫২
এই স্থানে আছে ধন ম ২০।১৩২
এই হয় কৃষ্ণভক্তের ম ৯।২৫৬
এই হেতু গোপীপ্রেমে আ ৪।১৯৫
এক অঙ্গ সাধে ম ২২।১২৯
এক অঙ্গাভাসে আ ৫।৬৬
এক অঙ্গে জাড্য আ ৫।১৬৬
এক অঙ্গে সিদ্ধি ম ২২।১৩১
এক অদ্ভুত আ ১।১০১
এক আম্রবীজ প্রভু আ ১৭।৮০
একই চিচ্ছক্তি আ ৪।৬১
একই বিগ্রহ আ ১।৬৯, ৭৬
একই বিগ্রহে করে ম ৯।১৫৪, ১৫৬
একই স্বরূপ আ ৫।৫, ১৯
এক ঈশ্বর ভক্তের ম ৯।১৫৬
এক উড়ুম্বর বৃক্ষে ম ১৫।১৭২
এক এক গুণ শুনি' ম ২৩।৬৫

এক এক গোপ করে	ম ২১।২০
এক এক পাতে	অ ১১।৮২
এক এক বৃক্ষের তলে	ম ১৯।১২৭
এক এক হস্ত-পাদ	অ ১৪।৬৫
এক কুঁজা জল আর	অ ৬।২৯৬
এক কৃষ্ণ দেহ হৈতে	ম ২১।২৩
এক কৃষ্ণনামে	আ ৮।২৬, ম ১৫।১০৭
এক কৃষ্ণ নামের ফলে	আ ৮।২৮
এক কৃষ্ণ লোক হয়	ম ২০।২১৪
এক কৃষ্ণ সর্ব্বসেব্য	আ ৬।৮১
একক্ষণ প্রভুর যদি	অ ৯।৯৫
একজনার দোষে	অ ৩।১৬৩
একদিন গোবিন্দ	অ ১১।১৬
একদিন দ্বারকাতে	ম ২১।৫৯
একদিন পথে ব্যাঘ্র	ম ১৭।২৮
একদিন প্রভু যমেশ্বর	অ ১৩।৭৮
একদিন নৈবেদ্য তাম্বূল	আ ১৫।১৬
একদিন বল্লভাচার্য্য-কন্যা	আ ১৪।৬২
একদিন বিপ্রনাম	আ ১৭।৩৭
একদিন মাতার পদে	আ ১৫।৮
একদিনের লীলার তবু	অ ১৮।১৩, ১৪
এক-দুই গণনে পঞ্চ	ম ৮।৮৫
এক-দুই-তিন-চারি ক্রমে	ম ১৯।২৩২
এক 'নামাভাসে'	ম ২৫।১৯২
এক—নিত্যমুক্ত	ম ২২।১০
এক নিত্যানন্দ বিনু	আ ৫।২০৭
এক পড়ুয়া	আ ১৭।২৪৮
একপাদ বিভূতি	ম ২১।৮৭
এক পাশ হও মোরে	অ ১০।৮৬
এক বন্দী ছাড়ে যদি	ম ২০।৬
এক বপু বহুরূপ যৈছে	ম ২০।১৬৭
এক বস্তু বিনা সেই	ম ১২।১৯৪
এক বহির্ব্বাস যদি দেহ	ম ১২।৩৪
একবাক্যতা নাহি তা'তে	অ ৭।১১০
এক বাঞ্ছা হয় মোর	অ ১১।৩১
এক বারাণসী ছিল	ম ২৫।১৬৫
একবারে স্ফুরে	অ ১৫।৮
এক বৈধীভক্তি রাগানুগা	ম ২২।১০৫
এক ভাগবত	আ ১।৯৯
এক ভাবে চব্বিশ	আ ১০।১৭
এক ভুক্তি কহে	ম ২৪।২৮
একমন পঞ্চদিকে	অ ১৫।৯
এক মহাধনী ক্ষত্রিয়	ম ৪।১০১
এক মহাপ্রভু	আ ৭।১৪
একমাত্র অংশী কৃষ্ণ	আ ৬।৯৬
এক রঞ্চ লঞা তার	অ ১১।২০
এক রামানন্দ রায়	ম ৯।৩৫৭
এক রামানন্দের হয়	অ ৫।৪২
এক লক্ষ্মীগণ পুরে	আ ৪।৭৪
একলা ঈশ্বর	আ ৫।১৪২
একলা বা কত ফল	আ ৯।৩৪
একলা মালাকার	আ ৯।৩৪
একলি রাধাতে তাহা	আ ৪।২৪১
এক লীলা প্রবাহে	অ ৫।১৬২
এক লীলায় করেন প্রভু	অ ২।১৬৮
এক লীলায় বহে গঙ্গার	অ ৭।১৬১
এক শিলা আলিঙ্গিয়া	ম ১৮।১৬
এক শ্লোক পড়িতে ফিরায়	অ ১৩।১২৮
এক শ্বেতকুষ্ঠে যৈছে	আ ১৬।৭০
একষষ্ঠী অর্থ	ম ২৪।৩০৭
এক সখী সখীগণে	অ ১৮।৮২
এক সন্ন্যাসী আইলা	ম ১৭।১০৬
একসের অন্ন রাঁধি	ম ৫।১০০
একাকী যাইব কাঁহো	ম ৭।১১
একাত্তর চতুর্যুগে	আ ৩।৮
একাদশ স্কন্ধে তার	ম ২২।৬৮
একান্ত আশ্রয় কর	অ ৫।১৩১
একা যাইব, কিবা সঙ্গে	ম ১৬।২৭৩
একেতে ত' প্রকাশ হয়	আ ১।৬৮
একেতে বিশ্বাস অন্যে	আ ৫।১৭৬
একে মানি আরে না	অ ৫।১৭৭
এত অন্ন খাও তোমার	অ ৮।৭২
এত কহি 'বিবর্ত্ত'বাদ	আ ৭।১২২
এত চিন্তি' রহে	আ ৪।১৩৬
এত তীর্থ কৈলুঁ	ম ৯।৩৫৬
এতদিন নাহি জানি	ম ৮।৯৬
এত বলি ' এক গ্রাস	অ ৬।৩২২
এত বলি' এক শ্লোক	আ ৭।৭৫, ৯৩
এত বলি' ঘর হইতে	অ ১২।১১৯
এত বলি' ঝাঁপ দিলা	ম ১৮।১৩৭
এত বলি' তাঁরে পুনঃ	অ ৬।২৮৭
এত বলি' তিন তত্ত্ব	ম ২৫।১০৬
এত বলি' নাচে	আ ৫।১৭১
এত বলি' প্রেরিলা	আ ৫।১৯৬
এত বলি' ফল ফেলে	ম ১৫।৮৪
এত বলি' মহাপ্রসাদ	অ ১১।২০
এত বলি' শ্রাদ্ধ-পাত্র	অ ৩।২২০
এত বলি' মনে	আ ৭।৩৩
এত ভাবি কলিকালে	আ ৩।২৯
এত মূর্ত্তি ভেদ	আ ৫।১২৪
এত শুনি' মহাপ্রভু	আ ১৭।৫০
এত সব কর্ম্ম আমি	অ ৪।৮৩
এত সব ছাড়ি' আর	ম ২২।৯০
এ তিনে সব ছাড়ায়	ম ২৪।৯৯
এ তিনে চরণ বন্দোঁ	আ ১।১৯
এতে শব্দে	আ ২।৮০
এথা নিত্যানন্দ প্রভু	ম ৫।১৪২
এথায় রহিব	ম ৫।১০৭
এথা হৈতে বিশ্বরূপ	আ ১৫।১৮
এ দর্পণের আগে	আ ৪।১৪১
এ দেহ-দর্শন-স্পর্শে	আ ৪।১৮৩
এ বন্যায় যে না ভাসে	অ ৩।২৫৩
এবার তোমার যেই	অ ১২।৪৭
এবার না যাবেন প্রভু	ম ১।১৬১
এ বিরোধের একমাত্র	আ ৪।১৮৯
এ বৃক্ষের অঙ্গ	আ ৯।৩৩
এবে অহঙ্কার মোর	ম ৭।১৪৬
এবে আমার বড় ভাই	ম ১১।১৪৮
এবে আমি ইহা আনি	ম ১০।৬৫
এবে কপট কর তোমার	ম ৮।২৮০
এবে জানিলুঁ সাধ্য	ম ৮।১১৭
এবে তোমা দেখি	ম ৮।২৬৭
এবে যদি মহাপ্রভু	ম ১৬।২৩১
এমতে কৃষ্ণের	আ ৩।১০৮
এমন নির্ঘৃণ্য মোরে	আ ৫।২০৭
এ মাধুর্য্যামৃত	আ ৪।১৪৯
এ শরীরে সাধিমু	অ ৪।৭৮
এ সঙ্কটে, কৃষ্ণ রাখ	অ ৭।৯৩
এ সব কথাতে কারো	অ ৩।২৫৮
এ সব পণ্ডিত লোক	আ ৬।৪৯

এ সব প্রমাণে আ ৫।১২৬
এ সব বান্ধিতে অ ৬।৩৯
এ সব বৈষ্ণব ম ১০।৪৭
এ সব শুনিয়া আ ৭।৪৩
এ সব সিদ্ধান্ত আ ২।১০৮, ৪।২৩১, ২৩৪, ম ৬।১০৬
এ সব সিদ্ধান্তে আ ৪।২৩৩
এ সবাকে শাস্ত্রে আ ৬।৯৫
এ সবার দর্শনে ত' আ ২।৫২
এ সৌভাগ্য লাগি' অ ১১।১০৫
এহো উত্তম, আগে কহ ম ৮।৭৬
এহো বাহ্য ম ৮।৫৯
এহো হয়, আগে কহ আর ম ৮।৭১
ঐছে অচিন্ত্য ভগবানের ম ৬।১৮৫
ঐছে অবতরে আ ৪।১২
ঐছে কবিত্ব বিনা অ ১।১৯৮
ঐছে চৈতন্য নিষ্ঠা অ ১৩।৫৯
ঐছে দয়ালু দাতা অ ১৭।৬৮
ঐছে দেবের বরে আ ১৬।৪৪
ঐছে নামোদয়ারম্ভে অ ৩।১৮৪
ঐছে পবিত্র প্রেম সেবা ম ১৫।৮৪
ঐছে বাত পুনরপি ম ১১।১২
ঐছে বেদ পুরাণ জীবে ম ২০।১২৯
ঐছে মোহন বিদ্যা ম ১৭।১১৮
ঐছে শক্তি কার হয় ম ৯।৩১৫
ঐছে শাস্ত্র কহে ম ২০।১৩৬
ঐছে স্বাদ আর কোন অ ৬।৩২৪
ঐশ্বর্য্য কহিতে স্ফুরিল ম ২১।৩১
ঐশ্বর্য্য জ্ঞানপ্রাধান্য ম ১৯।১৯৪
ঐশ্বর্য্য জ্ঞানযুক্ত কেবল অ ৭।২৬
ঐশ্বর্য্যজ্ঞান হৈতে অ ৭।৪৪
ঐশ্বর্য্যজ্ঞান হীন আ ৬।৬১
ঐশ্বর্য্য জ্ঞানেতে আ ৩।১৬, ৪।১৭
ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে দুঁহার ম ১৯।১৯৬
ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে না পাই অ ৭।২৬
ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে নাহি ম ৯।১৩০
ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে বিধি আ ৩।১৭
ঐশ্বর্য্য দেখিলে নিজ ম ১৯।২০২
ঐশ্বর্য্য দেখিলেহ শুদ্ধের অ ৭।৩৫
ঐশ্বর্য্য না জানে ইঁহো ম ১৪।২১৭
ঐশ্বর্য্য-মাধুর্য্য ম ২৪।৪২
ঐশ্বর্য্য শিথিল আ ৪।১৭
ওরে মূঢ় লোক আ ৮।৩৩
কতক্ষণে প্রভুর কাণে অ ১৮।৭৫
কত ঠাঁই বুঝাঞাছ অ ৪।১৬৮
কতেক শুনিব প্রভু আ ৭।৫০
কথায় সভা উজ্জ্বল আ ৮।৬৪
কদম্বের এক বৃক্ষে ম ১৫।১২৯
কদর্থিয়া তুমি ম ২৪।২৪৫
কনিষ্ঠভাবে আপনাতে আ ৬।৯৭
কন্যারে কহে আ ১৪।৫০
কপাট দিয়া করয়ে আ ১৭।৩৫
কপোতেশ্বর দেখিতে ম ৫।১৪২
কবিত্ব না হয় এই অ ১।১৯৩
কভু অসঙ্গত নহে আ ৭।১০৫
কভু এক মূর্ত্তি কভু ম ১৩।৬৪
কভু কুঞ্জে রহে কভু ম ১৮।৪৪
কভু কোন অঙ্গে আ ৫।১৬৬
কভু গুপ্ত, কভু ব্যক্ত অ ৬।১২৪
কভু গুরু কভু সখা আ ৫।১৩৫
কভু গোঁ গোঁ করেন অ ১৮।৫৪
কভু না বাধিবে ম ৭।১২৯
কভু নাসায় ঘ্রাণ লয় অ ৬।২৯১
কভু বাহ্যস্ফূর্ত্তি অ ১৫।৫
কভু ভক্তি না দেন আ ৮।১৮
কভু ভক্তি-রস শাস্ত্র ম ১৯।১৩১
কভু ভাবে মগ্ন অ ১৫।৫
কভু মিলে কভু না আ ৪।৩১
কভু যদি এই প্রেমার আ ৪।১৩৫
কভু লৌকিক রীতি অ ৮।৯১
কভু শস্য খাঞা পুনঃ ম ১৫।৭৮
কভু শূন্য ফল রাখেন ম ১৫।৭৫
কভু স্বতন্ত্র, করেন অ ৮।৯১
কভু স্বর্গে উঠায় ম ২০।১১৮
কমল-নয়নের তেঁহো আ ৬।৩০
'কমলাক্ষ' বলি' ধরে আ ৬।৩০
কর, নখ, চাঁদের ঠাট ম ২১।১২৮
কর্ণ, মন তৃপ্ত করে অ ১১।১০৬
কর্ণামৃত বিদ্যাপতি অ ১৫।২৭
করিয়া কল্মষ-নাশ আ ৩।৬১
করোঁয়া মাত্র হাতে ম ১৯।১২৯
কর্ত্তুমকর্ত্তুমন্যথা অ ৯।৪৪
কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ আগে ম ১৮।১৯৬
কর্ম্ম, তপ, যোগ, জ্ঞান ম ২১।১১৯
কর্ম্মনিন্দা, কর্ম্মত্যাগ, ম ৯।২৬৩
কর্ম্ম হৈতে প্রেমভক্তি ম ৯।২৬৩
কলিকালে তৈছে শক্তি আ ১৭।১৬৩
কলিকালে ধর্ম্ম ম ১১।৯৮
কলিকালে নামরূপে আ ১৭।২২
কলিকালে নামাভাসে ম ২৫।৩০
কলিকালের ধর্ম্ম অ ৭।১১
কলিকালে লীলাবতার ম ৬।৯৯
কলিকালে সন্ন্যাসে ম ২৫।২৮
কলিতে অবতার তৈছে ম ২০।৩৫০
কলিযুগে অবতার নাহি ম ৬।৯৫
কলিযুগে কৃষ্ণনাম আ ৩।৫০
কলিযুগে কৃষ্ণনামে ম ২০।৩৪১
কলিযুগে যুগধর্ম্ম আ ৩।৪০
কল্পনার্থে তুমি তাহা ম ৬।১৩২
কল্পবৃক্ষলতার ম ১৪।২২২
কল্পিত আমার শাস্ত্র আ ১৭।১৭০
'কল্মষ' ঘুচিলে জীব ম ১৫।২৭৬
কল্মষ-দ্বিরদ নাশে আ ৩।৩১
কহ জালিয়া অ ১৮।৪৬
কহ তাহা কৈছে রহে ম ১৯।১২৫
কহ যদি তবে আমায় ম ১১।১২
কহিতে না যুয়ায় অ ২০।৯৯
কহিবার কথা নয় ম ২।৮৩
কহিবার নহে যাহা অ ৫।৩৭
কহেন যদি পুনরপি ম ৬।৭৬
কাকেরে গরুড় করে ম ১২।১৮২
কাঙ্গালের ভোজন-রঙ্গ ম ১৪।৪৫
কাজী কহে মোর বংশে আ ১৭।২২২
কাজী কহে যবে আমি আ ১৭।১৭৮
কাটিলেই তরু যেন আ ১৭।২৮
কাড়িতে না পারি মাথা ম ১৫।১৪৯
কাড়িতে না পারোঁ মাথা অ ৪।৪০
কাণাকড়ি-ছিদ্রসম ম ২।৩১
কাণে মুদ্রা লই ম ১২।২০
কাণের ভিতর বাসা করে ম ২১।১৪৪

কাঁথা-করঙ্গিয়া	ম ২৫।১৭৬
কান্দিয়া বলেন প্রভু	ম ৩।১৪৫
কানাইয়ের নাটশালা	ম ১।১৫৯, ১৬২
কানুপ্রেম বিষে মোর	ম ৩।১২৪
কান্তবক্ষঃস্থিতা	ম ৯।১১১
কান্তভাব প্রেমসাধ্য-সার	ম ৮।৭৯
কান্তভাবে নিজাঙ্গ দিয়া	ম ১৯।২৩১
কান্তসেবা-সুখপূর	অ ২০।৬০
কান্তাগণের রতি	ম ২৪।৩৪
কান্ধে চড়ে, কান্ধে চড়ায়	ম ১৯।২২২
কাম—অন্ধতমঃ	আ ৪।১৭১
কাম-ক্রোধের দাস	ম ২২।১৪
কাম-ক্রীড়া সাম্যে তার	ম ৮।২১৫
কামগন্ধহীন	আ ৪।২০৯
কামগায়ত্রী কামবীজে	ম ৮।১৩৭
কামগায়ত্রী মন্ত্ররূপ	ম ২১।১২৫
কাম ছাড়ি' দাস হৈতে	ম ২২।৪১
কাম ত্যজি' কৃষ্ণ ভজে	ম ২২।১৩৫
কাম-ধেনু কোটিপতির	ম ১৫।১৭৯
কাম, প্রেম, দোঁহাকার	অ ৪।১৬৪
কাম লাগি' কৃষ্ণ ভজে	ম ২২।৪১
কামাদি দুঃসঙ্গ ছাড়ি'	ম ২৪।৯২
কামের তাৎপর্য্য	আ ৪।১৬৬
কায়ব্যূহ করি'	আ ৬।৯৩
কায়ব্যূহ হৈলে নারদের	ম ২০।১৬৯
কায়মনোবাক্যে	ম ১২।৫০
কায়মনোবাক্যে করে	আ ৮।৬২
কারণসমুদ্র মায়া	আ ৫।৫৭
কারণাব্ধি-গর্ভোদক	আ ২।৪৯
কারুণ্যামৃত-ধারায়	ম ৮।১৬৭
কারো মন কোন গুণে	ম ২৪।৪৩
কার্য্যদ্বারা জ্ঞান	ম ২০।৩৫৫
কার্য্য-সিদ্ধি নহে, কৃষ্ণ	অ ৬।২২৪
কাল, দেশ, নিয়ম নাহি	অ ২০।১৮
কালবস্ত্র পরে সেহ	ম ১৮।১৮৫
কালিকার পড়ুয়া জগা	অ ৪।১৫৮
কালিদাসে খাওয়াইল	অ ১৬।৫৭
কালিন্দী দেখিয়া আমি	অ ১৮।৮০
কালীয়দহে মৎস্য মারে	ম ১৮।১০৪
কালীয়-শিরে নৃত্য করে	ম ১৮।৯৪
কালীয়ের শরীরে কৃষ্ণ	ম ১৮।১০৫
কাশীতে আইলাম আমি	ম ২৫।১৬১
কাশীতে গ্রাহক নাহি	ম ২৫।১৬২
কাশীতে লেখক শূদ্র	আ ৭।৪৫
কাশীপুরে না বিকাবে	ম ১৭।১২০
কাষ্ঠ নারী-স্পর্শে	ম ১১।১০
কাষ্ঠ-স্পর্শ-দ্রবে	আ ১১।১৯
কাষ্ঠ-পাষাণ-স্পর্শে	অ ৫।১৯
কাষ্ঠের পুতলী যেন	অ ৪।৮৫, ১২।৮৫
কাষ্ঠের পুত্তলী	আ ৮।৭৯, অ ১।২০৩
কাঁহা আছে মহী	আ ৫।১১৭
কাঁহা করোঁ	ম ২।১৫
কাঁহা করোঁ, কাঁহা যাঙ	অ ১৫।২৪
কাঁহা ক্ষুদ্র জীব দুঃখী	অ ৫।১২৬
কাঁহা গেলে তোমা পাই	অ ১৭।৬১
কাঁহা তুমি সাক্ষাৎ	ম ৮।৩৫
কাঁহা তুমি সেই কৃষ্ণ	ম ৯।১৫৮
কাঁহা তোমার কৃষ্ণরস	অ ১।১৭৯
কাঁহা পূর্ণানন্দৈশ্বর্য্য	অ ৫।১২৬
কাঁহা বহির্ম্মুখ	ম ১২।১৮৪
কাঁহা মুই পাব	ম ২৫।৪২
কাঁহা মোর প্রাণনাথ	ম ২।১৫
কাঁহা যমুনা-বৃন্দাবন	অ ১৮।১০৯
কাঁহা যাঙ কাঁহা পাঙ	অ ১২।৫
কাঁহার স্মরণ জীব	ম ৮।২৫২
কাহারে কহিব	ম ২।১৬
কাহারে রাব্ণা	ম ১৫।৩৪
কাহা হৈতে পাইলে	ম ১৭।১৬৫
কি করিলে হিত হয়	অ ৪।১৪০
কি কহিব রে সখি	ম ৩।১১৪
কি কহিয়ে ভাল-মন্দ	ম ৮।১২২, ১৯৭
কি কাজ সন্ন্যাসে মোর	ম ১৫।৫১
কি কারণে আমা	আ ৭।৬৭
কি দেখিনু, কি শুনিনু	আ ৫।১৯৮
কিন্তু অনুরাগী লোকের	ম ১২।৩১
কিন্তু আছিলাঙ্	ম ৭।১৪৬
কিন্তু আমার যে	অ ১১।৩৮
কিন্তু কাহোঁ কৃষ্ণ দেখে	ম ১৮।১০৮
কিন্তু কৃষ্ণের যেই	আ ৪।৯
কিন্তু কৃষ্ণের সুখ	আ ৪।১৯৪
কিন্তু তুমি অর্থ কৈলে	ম ৬।১৯২
কিন্তু তোমা স্মরণের	অ ৯।১৩৭
কিন্তু যদি লতার সঙ্গে	ম ১৯।১৫৮
কিন্তু যাঁর যেই রস	ম ৮।৮৩
কিন্তু শাস্ত্রদৃষ্টে করি এক	অ ৫।৪৪
কিবা অনুরাগ করে	অ ২০।৪৯
কিবা আমি আগে	ম ৫।১৫৪
কিবা গৌরচন্দ্র ইহা	ম ৪।১৯৫
কিবা না দেয় দরশন	অ ২০।৪৮
কিবা বিপ্র, কিবা ন্যাসী	ম ৮।১২৭
কিবা মন্ত্র দিলা গোসাঞি	আ ৭।৮১
কিবা মার ব্রজবাসী	ম ১৩।১৪৫
কিবা যুক্তি কৈল দুঁহে	ম ১৫।৩৮
কিবা রঘুনন্দন-পিতা	ম ১৫।১১৪
কি মোর কর্ত্তব্য, মুই	অ ৬।২৩২
কিম্বা 'কান্তি'-শব্দে	আ ৪।৯৩
কিম্বা কৃষ্ণপূজা	আ ৪।৮৪
কিম্বা দোঁহা না মানিঞা	আ ৫।১৭৭
কিম্বা নবম পদার্থ	ম ৬।২৭২
কিম্বা নিজ প্রাণ যদি	ম ১৫।২৬২
কিম্বা প্রেমরসময়	আ ৪।৮৬
কিম্বা সর্ব্বলক্ষ্মী	আ ৪।৯১
কিশোর-স্বরূপ	আ ২।৯৯
কীর্ত্তন শুনি' বাহিরে	আ ১৭।৩৬
কীর্ত্তন সমাপ্ত হৈলে	অ ৩।২৩৯
কীর্ত্তনীয়ার পরিশ্রম	ম ১৪।৩৮
কীর্ত্তিগণ-মধ্যে জীবের	ম ৮।২৪৫
কুক্কুরকে কৃষ্ণ কহাঞা	অ ১।৩৩
কুণ্ডের মহিমা যেন	ম ১৮।১১
কুণ্ডের মাধুরী	ম ১৮।১১
কুণ্ডের মৃত্তিকা লঞা	ম ১৮।১৪
কুবিষয়-কূপে পড়ি'	ম ২০।৯৯
কুবিষয় বিষ্ঠা-গর্ত্তে	ম ১।১৯৮
কুবুদ্ধি ছাড়িয়া কর	অ ৪।৬৫
কুমারের চাক্ যেন	অ ১৫।৬
কুম্ভীপাকে পচে সেই	আ ১৭।৩০৭
'কুর্ব্বন্তি' পদ	ম ২৪।২৫
কুলিয়া-নগর হৈতে	ম ১।১৫৬
কুলীনগ্রামীর ভাগ্য	আ ১০।৮৩
কুলীনগ্রামীরে কহে	ম ১৫।৯৮

কুলীন পণ্ডিত ধনীর অ ৪।৬৮
কুষ্ঠবিপ্রের রমণী অ ২০।৫৭
কৃতঘ্ন হইলা আ ১২।৬৮
কৃতঘ্নতা হয় তোমার ম ৫।২০
কৃতমালায় স্নান করি' ম ৯।১৮১
কৃপা করি' কর মোরে অ ২০।৩৪
কৃপা করি' কহ যদি ম ৮।৯৫
কৃপা করি' কৃষ্ণ অ ১১।৯৪
কৃপা করি' তেঁহ ম ১৭।১৬৭
কৃপা করি' মোর মাথে অ ৭।১২৬
কৃপা করি' যদি মোরে ম ২০।১০১
কৃপা করি' রায় ম ৮।১৯৬
কৃপা করি' সব তত্ত্ব ম ২০।১০৩
কৃপাতে কহিল অনেক অ ২০।১৭
কৃপা-পাশ গলায় বাঁধি ম ১০।১২৫
কৃপা বিনা ঈশ্বরের ম ৬।৮২
কৃপা বিনা ব্রহ্মাদিক ম ১৩।৫৯
কৃপার সমুদ্র কৃষ্ণ ম ২০।৬৩
কৃপালু, অকৃতদ্রোহ ম ২২।৭৫
কৃষ্ণ-অবতারে হৈল আ ৫।১৫২
কৃষ্ণ অংশী, তিঁহো অংশ ম ২০।৩১৫
কৃষ্ণ আজি নিষ্কপটে ম ৬।২৩২
কৃষ্ণ আদি আর যত অ ৩।২৬৬
কৃষ্ণ আদি নরনারী আ ৪।১৪৭
কৃষ্ণ আমি নাহি জানি ম ২০।৬৪
কৃষ্ণ আলিঙ্গন পাইনু আ ৪।২৫২
'কৃষ্ণ' উপদেশি ম ৭।১৪৮, অ ৩।২৫১
'কৃষ্ণ' এই দুই বর্ণ আ ৩।৫৩
কৃষ্ণ এক প্রেমদাতা অ ৭।১৪
কৃষ্ণ এক সর্ব্বাশ্রয় আ ২।৯৪
কৃষ্ণকথা, কৃষ্ণনাম ম ১৯।১২৯
কৃষ্ণকথা, পূজাদিতে অ ১৩।১৩২
কৃষ্ণকথায় রুচি তোমার অ ৫।৯
কৃষ্ণ কর-পদতল ম ২।৩৪
কৃষ্ণ করেন মহাপ্রভু অ ১৮।৩২
কৃষ্ণ-কর্ত্তা মায়া তার আ ৫।৬৪
কৃষ্ণ কহ কৃষ্ণ কহ ম ১৮।২০৬
কৃষ্ণ কহ বলি' প্রভু ম ১৭।৩১
'কৃষ্ণ'-কহি ব্যাঘ-মৃগ ম ১৭।৪০
কৃষ্ণ কহে—আমা ভজে ম ২২।৩৮
কৃষ্ণ কহে—আমি হই আ ৪।১২১
কৃষ্ণ কহে—এই ব্রহ্মাণ্ড ম ২১।৮৪
কৃষ্ণ কহে—প্রতিমা চলে ম ৫।৯৫
কৃষ্ণ কহেন ব্রহ্মা আ ২।৩৪
কৃষ্ণকান্তাগণ দেখি' আ ৪।৭৪
কৃষ্ণকৃপা তোমাতে ম ২০।১০৪
কৃষ্ণকৃপা বিনা ম ১৭।৭৫
কৃষ্ণ কৃপাময় অ ১১।৩৭
কৃষ্ণকৃপায় অজ্ঞ পায় ম ১৯।২৩৫
কৃষ্ণকৃপা যাঁরে ম ১৬।২৪১
কৃষ্ণকৃপায় সাধুসঙ্গে ম ২৪।১৮২
কৃষ্ণ কৃপালু ম ১৭।৬৯
কৃষ্ণ কৃষ্ণ-অবতারের আ ৫।১৫
'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' কহ করি' ম ১৭।৪০
'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' কহি' করে ম ১২।১১২
'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' কহি' ব্যাঘ্র ম ১৭।২৯
কৃষ্ণ কৃষ্ণনাম সদা আ ৭।১৪৯
কৃষ্ণ কৃষ্ণভক্তি-প্রেম ম ২০।১৪৩
কৃষ্ণ কৃষ্ণভক্তি বিনা ম ২৪।৯৪
কৃষ্ণকে আহ্লাদে তাতে ম ৮।১৫৬
কৃষ্ণকে করায় শ্যামরস ম ৮।১৭৯
কৃষ্ণ কেনে দরশন ম ১৮।১০১
কৃষ্ণকে কহয়ে আ ২।১১৩
কৃষ্ণকে তুলসী জল আ ৩।১০৪
কৃষ্ণগুণ-লীলা আ ৬।৭৯
কৃষ্ণগুণাকৃষ্ট ম ২৪।১০৮
কৃষ্ণগুণাখ্যানে করে ম ২৩।৩১
কৃষ্ণ, গুরুদ্বয় আ ১।৩২
কৃষ্ণচরণ-কল্পবৃক্ষে ম ১৯।১৫৪
কৃষ্ণচৈতন্য-নিকটে ম ১০।১৩৩
কৃষ্ণতত্ত্ব ম ২৫।২৫৮
কৃষ্ণতত্ত্ব, ভক্তিতত্ত্ব ম ১৯।১১৫
কৃষ্ণ তাঁ'রে করে ম ২২।৯৯
কৃষ্ণ তারে শুদ্ধ করে ম ২২।১৩৯
কৃষ্ণ তাহা সম্যক্ অ ১৮।১৭
কৃষ্ণতুল্য ভাগবত ম ২৪।৩১২, ২৫।২৫৯
কৃষ্ণতে অধিক লীলা ম ৯।১১৫
কৃষ্ণ তোমার হও ম ২২।৩৩
কৃষ্ণদাস-অভিমানে আ ৬।৪৩
কৃষ্ণদাস কহে মুঞি ম ১৮।৮৫
'কৃষ্ণদাস' নামে এই সরল ম ৭।৩৯
কৃষ্ণদাস ভাব-বিনু আ ৬।৭৫
'কৃষ্ণদাস হও' জীবে আ ৬।৪২
কৃষ্ণ দেখি' আইলা? ম ১৮।১০৩
কৃষ্ণধ্যান করে ম ২০।৩৩৩
কৃষ্ণ—নবজলধর ম ২১।১০৯
কৃষ্ণনাম উপদেশি' আ ৭।৯২, অ ৩।২৫১
কৃষ্ণনাম করে আ ৮।২৪
কৃষ্ণনাম কৃষ্ণকথা ম ৩।১৯০
কৃষ্ণনাম কৃষ্ণগুণ ম ১৭।১৩৫
'কৃষ্ণনাম' 'কৃষ্ণস্বরূপ' ম ১৭।১৩০
কৃষ্ণনাম গুণ ছাড়ি' ম ১।২৭০
কৃষ্ণনাম-গুণ-লীলা ম ৮।২৫১
কৃষ্ণনাম দিয়া কৈল ম ১৭।৪৬
কৃষ্ণনাম দেহ তুমি অ ৩।২৫৬
কৃষ্ণনাম না লও আ ১৭।২৪৯
কৃষ্ণনাম নিরন্তর ম ১৬।৭২
কৃষ্ণনামপরায়ণ আ ৫।২২৮
'কৃষ্ণনাম' পারক হঞা অ ৩।২৫৫
কৃষ্ণনাম বিনা তেঁহো অ ১৬।৫
কৃষ্ণনাম-বীজ অ ৮।৩০
কৃষ্ণনাম মহামন্ত্রের আ ৭।৮৩
কৃষ্ণনাম লঞা নাচে অ ৩।২৬১
কৃষ্ণনাম লোকমুখে ম ৭।১১৭
কৃষ্ণনাম সঙ্কীর্ত্তন ম ২০।৩৩৭
কৃষ্ণনাম 'সঙ্কেতে' অ ১৬।৬
কৃষ্ণনাম, সেই পূজ্য ম ১৫।১০৬
কৃষ্ণনাম স্ফুরে মুখে ম ১০।১৭৬
কৃষ্ণনাম স্ফুরে রামনাম ম ৯।২৭
কৃষ্ণনাম হইল সঙ্কেত ম ১২।১১৩
কৃষ্ণনাম হৈতে আ ৭।৭৩
কৃষ্ণনামামৃত বন্যায় ম ৭।১১৮
কৃষ্ণনামে আ ৭।৯৭
কৃষ্ণনামের ফল আ ৭।৮৬
কৃষ্ণনামের মহিমা অ ১।১০১
কৃষ্ণনারায়ণ যৈছে ম ৯।১৫৩
কৃষ্ণ নাহি মানে আ ৮।৯
কৃষ্ণ নিজশক্তি রাধা আ ৪।৭১
কৃষ্ণ-নিত্যদাস জীব ম ২২।২৪

কৃষ্ণ-নিষেবণ করি ম ৩।৯
কৃষ্ণনিষ্ঠা তৃষ্ণাত্যাগ ম ১৯।২১৪
কৃষ্ণপদার্চ্চন হয় ম ২০।৩৩৪
কৃষ্ণপাদপদ্ম-গন্ধ অ ৬।১৩৬
কৃষ্ণ-পারিষদ নাম ম ২২।১১
কৃষ্ণপ্রাপ্তি-তারতম্য ম ৮।৮২
কৃষ্ণ-প্রাপ্তির উপায় ম ৮।৮২
কৃষ্ণপ্রাপ্তি, সেবামৃত অ ২০।১৪
কৃষ্ণপ্রাপ্য সম্বন্ধ ভক্তি ম ২০।১২৪
কৃষ্ণপ্রাপ্ত্যের উপায় অ ৪।৫৬
কৃষ্ণপ্রীত্যে করি তোমার ম ৫।২৩
কৃষ্ণপ্রীত্যে ভোগত্যাগ ম ২২।১১২
কৃষ্ণপ্রেম-কণ তৈছে অ ১৮।২০
'কৃষ্ণপ্রেম' 'কৃষ্ণ' দিতে অ ৪।৭০
কৃষ্ণপ্রেম জন্মায় ম ২২।১২৫
কৃষ্ণপ্রেম জন্মে ম ২২।৮০
কৃষ্ণপ্রেম দিয়া আ ৭।১৬৭
কৃষ্ণপ্রেম-ভক্তিরস ম ২৪।৩৪৮
কৃষ্ণপ্রেম-ভাবিত আ ৪।৭১
কৃষ্ণপ্রেম যাঁর সেই ম ৮।২৪৯
কৃষ্ণপ্রেম-সেবা ম ৯।২৫৮, ২৪।১৭৬
কৃষ্ণপ্রেমা তাঁহা ম ১৭।১৭৩
কৃষ্ণপ্রেমামৃত পান ম ৮।২৫৮
কৃষ্ণপ্রেমা সুনির্ম্মল ম ২।৪৮
কৃষ্ণপ্রেমা সেই পায় আ ৭।১০০
কৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্ত আ ৬।৭৯
কৃষ্ণপ্রেমে পুলকাশ্রু আ ৮।২২
কৃষ্ণপ্রেমে প্রতিষ্ঠা ম ৪।১৪৭
কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত করে অ ৩।২৬৬
কৃষ্ণপ্রেমের এই এক আ ৬।৫২
কৃষ্ণপ্রেমের স্বভাবে আ ৬।৮০
কৃষ্ণপ্রেমোদ্দাম অ ২০।১৪
কৃষ্ণবংশী করে যাঁহা ম ১৪।২২৬
কৃষ্ণ বড় দয়াময় ম ২০।৬২
কৃষ্ণবর্ণ শব্দে আ ৩।৫৪
কৃষ্ণবর্ণ করায় লোকে ম ২০।২৩৪
কৃষ্ণ বলিলে আ ৮।২৪
কৃষ্ণবশ করিবেন আ ৩।১০২
কৃষ্ণবশহেতু এক আ ১৭।৭৫
কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখতা-দোষ ম ২৪।১৩১
কৃষ্ণবাঞ্ছা-পূর্ত্তিরূপ আ ৪।৮৭
কৃষ্ণবিচ্ছেদে প্রভুর অ ১৪।১২
কৃষ্ণবিনা অন্য-উপাসনা ম ১৫।১৪২
কৃষ্ণবিনা তৃষ্ণা ত্যাগ ম ১৯।২১৩
কৃষ্ণ বিনু অন্যত্র আ ৭।১৪৩
কৃষ্ণ বিনু তার মুখে আ ৩।৫৪
কৃষ্ণবিষয়ক প্রেমা আ ৭।৮৪
কৃষ্ণভক্তগণ করে ম ২৩।৯৩
কৃষ্ণভক্ত দুঃখহীন ম ২৪।১৭৬
কৃষ্ণভক্ত নিষ্কাম ম ১৯।১৪৯
কৃষ্ণভক্ত বলিয়া ম ৮।২৪৫
কৃষ্ণভক্তবশ গুণ ম ১৯।২২৮
কৃষ্ণভক্ত-বিরহ বিনা ম ৮।২৪৭
কৃষ্ণভক্ত-সঙ্গ বিনা ম ৮।২৫০
কৃষ্ণভক্তি-অভিধেয় ম ২২।৫
কৃষ্ণভক্তি গন্ধহীন আ ৩।৯৫
কৃষ্ণভক্তি-জন্মমূল ম ২২।৮০
কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু ম ২২।৫১
কৃষ্ণভক্তি ধর তুমি ম ২০।১০৫
কৃষ্ণভক্তি পায় ম ২২।১৫
কৃষ্ণভক্তির বাধক আ ১।৯৪
কৃষ্ণভক্তি বিনা ম ২।১৮, অ ২।৯১
কৃষ্ণভক্তি-রস মধ্যে ম ১৯।১৮৫
কৃষ্ণভক্তি-রসস্বরূপ ম ২৫।১৪৩
কৃষ্ণভক্তি-রস হয় ম ১৯।১৮১
কৃষ্ণভক্তি রসের ম ২৩।৪
কৃষ্ণভক্তি-সিদ্ধান্তগণ ম ২৫।২৬৬
কৃষ্ণভক্তি হয় ম ২২।১৭
কৃষ্ণভক্তে কৃষ্ণের গুণ ম ২২।৭২
কৃষ্ণ-ভজনে নাহি অ ৪।৬৭
কৃষ্ণ ভুলি' সেই জীব ম ২০।১১৭
কৃষ্ণ মথুরায় গেলে অ ১৪।১২
'কৃষ্ণমন্ত্র' জপ সদা আ ৭।৭২
কৃষ্ণমন্ত্র হৈতে আ ৭।৭৩
কৃষ্ণমন্ত্রে করাইল ম ১৯।৫
কৃষ্ণময়ী কৃষ্ণ যা'র আ ৪।৮৫
কৃষ্ণ মাধুর্য্য সেবানন্দ ম ২০।১২৬
কৃষ্ণ মাধুর্য্যের আ ৪।১৪৭, ৭।১১
কৃষ্ণমূর্ত্তি দেখি' প্রভু ম ৯।২৪৯
কৃষ্ণ মোর জীবন অ ২০।৫৮
কৃষ্ণ মোর প্রভু, ত্রাতা ম ২০।১২৩
কৃষ্ণ মোরে কান্তা করি' অ ২০।৫৯
কৃষ্ণ যদি অংশ আ ২।৮৪
কৃষ্ণ যদি কৃপা করে ম ২২।৪৭
কৃষ্ণ যদি ছুটে আ ৮।১৮
কৃষ্ণ যদি পৃথিবীতে আ ৩।৯২
কৃষ্ণ যদি রুক্মিণীরে ম ১৯।২০০
কৃষ্ণ যবে অবতরে আ ৫।১৩১
কৃষ্ণ যাঁহা ধনী ম ১৪।২২০
কৃষ্ণ যা'র না পায় অন্ত অ ১৮।১৫
কৃষ্ণ-যোগ্য নহে ম ১৫।৮৩
কৃষ্ণ-রস আস্বাদয়ে অ ২০।৬৯
কৃষ্ণ-রস-তত্ত্ববেত্তা ম ১০।১১১
কৃষ্ণরূপামৃতসিন্ধু অ ১৫।১৯
কৃষ্ণ লঞা ব্রজে যাই ম ১।৫৬
কৃষ্ণ লাগি' পতি ম ১২।৩২
কৃষ্ণলীলা অমৃতসার ম ২৫।২৬৪
কৃষ্ণলীলা কালের সেই ম ১৮।৭৬
কৃষ্ণলীলা নিত্য ম ২০।৩৮৪
কৃষ্ণলীলা বর্ণিতে অ ৫।১০৫
কৃষ্ণলীলা ভাগবতে আ ৮।৩৪
কৃষ্ণলীলামণ্ডল অ ১৪।৪৪
কৃষ্ণলীলা-মনোবৃত্তি ম ৮।১৭৬
কৃষ্ণলীলামৃত যদি ম ৮।২০৯
কৃষ্ণলীলা-রসপ্রেম অ ৪।২২০
কৃষ্ণশক্তি বিনা নহে অ ৭।১১
কৃষ্ণশক্ত্যে প্রকৃতি আ ৫।৬০
কৃষ্ণশোভা দেখি' আ ৪।১৯২
কৃষ্ণসঙ্গ দেহ মোরে আ ১৭।২৮৮
কৃষ্ণসঙ্গে পতিব্রতা-ধর্ম্ম ম ৯।১১৮
কৃষ্ণসঙ্গে যুদ্ধ আ ৬।৬২
কৃষ্ণসম্বন্ধ বিনা ম ২৩।২২
কৃষ্ণসহ নিজ লীলায় ম ৮।২০৬
কৃষ্ণসহ রাধিকার লীলা ম ৮।২০৭
কৃষ্ণসাম্যে নহে আ ৬।১০১
কৃষ্ণসুখ-তাৎপর্য্য আ ৪।১৬৬, ম ৮।২১৬, অ ৭।৩৯
কৃষ্ণসুখ নিমিত্ত ম ২৪।২৫
কৃষ্ণসুখ লাগি' আ ৪।১৭২
কৃষ্ণসুখহেতু করে আ ৪।১৬৯, ১৭৪, ১৭৫

কৃষ্ণ—সূর্য্যসম ম ২২।৩১
কৃষ্ণ সেই নারিকেল-জল ম ১৫।৭৫
কৃষ্ণ সেই সত্য করে ম ১৫।১৬৬
কৃষ্ণ সেই সেই তোমা ম ২৪।৩২৩
কৃষ্ণ-সেবা বিনা ইঁহার ম ১৫।১৩১
কৃষ্ণস্ফূর্ত্তে তাঁর মন ম ৯।১০৫
কৃষ্ণ-স্বভাব অ ৩।২১১
কৃষ্ণস্মৃতি বিনা আ ১২।৫১
কৃষ্ণ হয় 'ধীর-ললিত ম ৮।১৮৬
কৃষ্ণাঙ্গ—লাবণ্যপূর ম ২১।১৩৮
কৃষ্ণাদ্ভুত বলাহক অ ১৫।৬৫
কৃষ্ণাবলোকন আ ৪।১৫৪
কৃষ্ণার্থে অখিলচেষ্টা ম ২২।১২২
কৃষ্ণাশ্রয় হয় ম ১১।১১৭
কৃষ্ণে কর্ম্মার্পণ ম ৮।৫৯
কৃষ্ণে গাঢ় প্রেম আ ১।১০৭
কৃষ্ণে তোমার গাঢ় প্রেমা ম ১০।১৭৯
কৃষ্ণে নামাবিষ্টমনা অ ৩।২৪৪
কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি- আ ৪।১৬৫
কৃষ্ণে প্রেমভক্তি তাঁর আ ২০।৬৫
কৃষ্ণে ভক্তি কর আ ৭।১০১
কৃষ্ণে-ভক্তি-কৈলে ম ২২।৬২
কৃষ্ণে ভগবত্তা-জ্ঞান আ ৪।৬৭
কৃষ্ণে মতি রহু বলি' ম ৬।৪৮, ১৯।৯৩
কৃষ্ণে রতি গাঢ় হৈলে ম ২৩।৪
কৃষ্ণে সুখ দিতে করে ম ৮।২১৭
কৃষ্ণে সেবা করে ম ২০।১২৬
কৃষ্ণে সেবে কৃষ্ণে করায় ম ১৯।২২২
কৃষ্ণের অঙ্গের প্রভা আ ৫।৩২
কৃষ্ণের অচিন্ত্য শক্তি আ ১৭।৩০৫, ম ২১।৭১
কৃষ্ণের অধরামৃত ম ২।৩২
কৃষ্ণের অনন্তশক্তি ম ৮।১৫১
কৃষ্ণের আসন-পীঠ ম ১৫।২৩১
কৃষ্ণের আহ্বান আ ৩।১০৮
কৃষ্ণের উচ্ছিষ্ট হয় আ ১৬।৫৯
কৃষ্ণের উজ্জ্বলরস ম ৮।১৭০
কৃষ্ণের উপরে যেন কৈল অ ৭।১২০
কৃষ্ণের এই চারি প্রাভব ম ২০।১৯০
কৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য ম ২১।৯৮
কৃষ্ণের করুণা কিছু ম ১৯।৪৯
কৃষ্ণের কলার আ ৫।১৩৭
কৃষ্ণের কীর্ত্তন করে আ ১৭।২১১
কৃষ্ণের চরণ প্রাপ্ত্যে আ ৭।৮৭
কৃষ্ণের চরণে হয় আ ৭।১৪৩
কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি ম ২০।১০৮
কৃষ্ণের দর্শন পাঞা ম ১৩।১২৪
কৃষ্ণের দর্শনে ম ২৪।১২২
কৃষ্ণের নামকরণে আ ৩।৩৫
কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা আ ৪।১৭৭
কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা দৃঢ় সর্ব্ব ম ৮।৯০
কৃষ্ণের প্রসাদ তাঁতে অ ১৬।৬৩
কৃষ্ণের প্রেয়সী ব্রজে আ ৬।৬৪
কৃষ্ণের বল্লভা আ ৪।২১৮
কৃষ্ণের বসিতে এই ম ১৫।২৭৪
কৃষ্ণের বিগ্রহ ম ৬।২৬৪
কৃষ্ণের বিচার আ ৪।২৩৮
কৃষ্ণের বিভূতি-স্বরূপ ম ২১।৮৯
কৃষ্ণের বিয়োগে গোপীর অ ১৪।৫২
কৃষ্ণের বিরহলীলা ম ১।৫১
কৃষ্ণের বিলাসমূর্ত্তি ম ৯।১৪২
কৃষ্ণের বিশুদ্ধ প্রেম ম ৮।১৮১
কৃষ্ণের বিশ্বরূপ দেখি' ম ১৯।১৯৮
কৃষ্ণের মধুর বাণী ম ২।৩১
কৃষ্ণের মহিমা বহু ম ২১।২৮
কৃষ্ণের মাধুর্য্য-রস আ ৪।৪৯, ৬।১০৪
কৃষ্ণের মাধুর্য্যে আ ৪।১৫৮
কৃষ্ণের যতেক খেলা ম ২১।১০১
কৃষ্ণের যাঁতে পূর্ণ কৃপা অ ১৬।৯৯
কৃষ্ণের যে ভুক্ত-শেষ অ ১৬।৯৮
কৃষ্ণের যে সাধারণ আ ৮।৫৭
কৃষ্ণের শরীরে সর্ব্ব আ ২।৯৪
কৃষ্ণের শেষতা পাঞা আ ৫।১২৪
কৃষ্ণের সকল বাঞ্ছা অ ৪।৯৩
কৃষ্ণের সকল শেষ ম ১৫।২৩৬
কৃষ্ণের সদৃশ তোমার ম ১৮।১১৭
কৃষ্ণের সমতা হৈতে আ ৬।৯৮
কৃষ্ণের সহায় আ ৪।২১০
কৃষ্ণের স্বরূপ—অনন্ত ম ২০।১৪৯
কৃষ্ণের স্বরূপ আর আ ২।৯৬
কৃষ্ণের স্বরূপ কহ ম ৮।১১৮
কৃষ্ণের স্বরূপ-বিচার ম ২০।১৫২
কৃষ্ণের স্বরূপলীলা অ ৫।১৩৩
কৃষ্ণের স্বরূপ-সম ম ১৭।১৩৫
কৃষ্ণের স্বরূপের আ ২।৯৭
কৃষ্ণের স্বাভাবিক তিন ম ২০।১১১
কৃষ্ণেরে করায় যৈছে আ ৪।৭৩
কৃষ্ণেরে দেখিল লোক ম ১৮।১০৭
কৃষ্ণেরে নাচায় প্রেমা অ ১৮।১৮
কৃষ্ণেরে বাহির নাহি অ ১।৬৬
কৃষ্ণোন্মুখী-মুক্তি ম ২৪।১৩১
কৃষ্ণোন্মুখে সেই মুক্তি ম ২২।২১
কে অন্ন-ব্যঞ্জন খাইল ম ১৫।৫৯
কে আছিনু পূর্ব্বজন্মে আ ১৭।১০৪
কে আমি, কেনে আমায় ম ২০।১০২
কে কহিতে পারে অ ৫।৮৭, ৯।১১৫
কেনে উপবাস কর ম ১৫।২৮৭
কেবল এ গণ-প্রতি আ ১২।৭১
কেবল জ্ঞান মুক্তি দিতে ম ২২।২১
কেবল ব্রহ্মোপাসক ম ২৪।১০২
কেবল যে রাগমার্গে ম ২১।১১৯
'কেবল'-শব্দে পুনরপি আ ১৭।২৪
কেবল স্বরূপ জ্ঞান ম ১৯।২১৮
কেবলার শুদ্ধপ্রেম ম ১৯।২০২
কেবা এড়াইবে প্রভুর আ ৭।৩৭
কে বুঝিতে পারে অ ৯।৫৮
কে বৈষ্ণব, কহ তাঁর ম ১৫।১০৫
কেমন সন্ন্যাস-ধর্ম্ম ম ৬।৭৪
কেমনে ছাড়িব রঘুনাথে ম ১৫।১৪৬
কেমনে জানিব কলিতে ম ২০।৩৪৯
কে মোর নিলেক কৃষ্ণ অ ১৪।৩৭
কেশব ভারতীর শিষ্য আ ৭।৬৬
কেশাগ্র শতেক ভাগ ম ১৯।১৩৯
কেশাবতার, আর বিরুদ্ধ ম ২৩।১১১
কেশে ধরি' বিপ্রে লঞা ম ৯।২৩৩
কেহ করিবারে নারে আ ১০।৫
কেহ কেহ এড়াইল আ ৭।৩২
কেহ জ্ঞানী, কেহ কর্ম্মী ম ৯।৯
কেহ ত' আচার্য্যের আ ১২।৯
কেহ তত্ত্ববাদী, কেহ হয় ম ৯।১১

কেহ তাঁরে পুত্র জ্ঞানে	ম ৯।১২৯
কেহ তাঁরে বলে যদি	আ ৩।৫৫
কেহ পাপে, কেহ পুণ্যে	আ ৩।৯৬
কেহ বলে নাম হৈতে	অ ৩।১৭৬
কেহ ভূমে পড়ে কেহ	ম ১৭।৩৩
কেহ মানে, কেহ না মানে	আ ৬।৮৩
কেহ যদি তাঁর মুখে	ম ১৭।৪৮
কেহ যদি দেশে যায়	ম ১৯।১২৪
কেহ সখাজ্ঞানে জিনি'	ম ৯।১২৯
কেহ কহে কৃষ্ণ	আ ২।১১৪
কেহো কোনমত	আ ২।১১২
কেহো বলে কৃষ্ণ	আ ৫।১২৯, ১৩০
কৈছে অষ্টপ্রহর	ম ১৯।১২৬
কৈছে নাচে, কেবা নাচায়	অ ৪।৮৬
কৈছে রহে, কৈছে বৈরাগ্য	ম ১৯।১২৫
কৈলা জগতে বেণুধ্বনি	অ ১৭।৩৫
কৈশোর বয়স	ম ৮।১৮৮
কৈশোর বয়সে কাম	আ ৪।১১৫
কোটি অংশ, কোটি শক্তি	আ ৬।১৩
কোটি অর্ব্বুদ শঙ্খ-পদ্ম	ম ২১।২০
কোটি অশ্বমেধ এক	আ ৩।৭৮
কোটি কর্ম্মনিষ্ঠ	ম ১৯।১৪৭
কোটি কল্পে যদি যজ্ঞ	ম ২০।৩০৫
কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডে	আ ২।১৫
কোটি চন্দ্র জিনি'	আ ৫।১৮৮
কোটি চিন্তামণি লাভ	অ ৯।৯৫
কোটিজন্ম এইমতে	আ ১৭।৫১
কোটিজন্ম হবে তোর	আ ১৭।৫২
কোটিজন্মে তোমার	ম ৩।১৪৬
কোটিজন্মে ব্রহ্মজ্ঞানে	অ ৩।১৯২
কোটিজন্মের পাপ গেল	ম ১৮।২০৫
কোটি জ্ঞানীমধ্যে হয়	ম ১৯।১৪৮
কোটি দেহ ক্ষণেকে	অ ৪।৫৫
কোটি নামগ্রহণযজ্ঞ	অ ৩।১২৩
কোটি নেত্র নাহি	আ ৪।১৫১
কোটি ব্রহ্মসুখ নহে	আ ৬।৪৩
কোটিমন্মথমোহন	অ ১৫।৫৬
কোটি মুক্তমধ্যে	ম ১৯।১৪৮
কোটিযুগ-পর্য্যন্ত যদি	অ ১৮।১৪
কোটি যে ব্রহ্মাণ্ড ভাসে	ম ১৫।১৭২
কোটি সূর্য্য-চন্দ্র জিনি'	আ ১।৮৫
কোটি সেবা ত্বৎপাদ-দর্শন	ম ১৬।১৩২
কোথা হৈতে জানিবে	অ ৩।২০৪
কোন্ অর্থ জানি তোমার	ম ৯।৯৭
কোন কারণে যবে হৈল	আ ৪।৩৮
কোন ছলে গোপাল আসি'	ম ১৮।৪৩
কোন্ ছার পদার্থ	অ ৯।৯৬
কোন্ জানে ক্ষুদ্রজীব	অ ৫।১২৬
কোন জন্মে মোরে	ম ১১।২৪
কোনপ্রকারে হরিদাসের	অ ৩।১০৩
কোন প্রবাসীরে দিমু	অ ১৩।৬১
কোন্ বিদ্যা বিদ্যামধ্যে সার	ম ৮।২৪৪
কোন্ ব্রহ্মা ? পুছিলে	ম ২১।৬৫
কোন ব্রহ্মাণ্ডে	ম ২০।৩৯৩
কোন ভাগ্যে কা'রো	ম ২২।৪৫
কোন ভাগ্যে কোন জীবের	ম ২৩।৯
কৌতুকেতে তেঁহো	অ ১৬।৭
কৌতুকে পুরী তাঁরে	ম ৯।২৯৪
কৌতুকে লক্ষ্মী চাহেন	ম ৯।১১৬
কৌমার, পৌগণ্ড আর	আ ৪।১১২
ক্যা করোঁ, কাঁহা যাঙ	অ ১৭।৫৩
ক্রম করি কহে প্রভু	ম ১৬।৭৫
'ক্রম' শব্দে কহে	ম ২৪।১৯
ক্রমে ঈশ্বর পর্য্যন্ত	অ ৮।৯৭
ক্রমে ক্রমে তেঁহো ভক্ত	ম ২২।৬৭
ক্রমে ক্রমে পায় লোক	ম ১৬।২৩৭
ক্রমে ক্রমে হৈল	অ ১৪।১৩
ক্রিয়াশক্তি-প্রধান	ম ২০।২৫৫
ক্রুদ্ধ হৈয়া বংশী ভাঙ্গি'	আ ৫।১৭৮
ক্রোধ করি' রাস ছাড়ি'	ম ৮।১১১
ক্রোধাবেশে বলে তাঁরে	আ ১৭।৫০
ক্ষণে ক্ষণে উঠে প্রেমার	অ ১৮।২১
ক্ষণে ক্ষণে কর তুমি	ম ১১।১৯০
ক্ষম অপরাধ	আ ৭।১৪৮
ক্ষীর এক রাখিয়াছি	ম ৪।১২৭
ক্ষীর লহ এই যা'র	ম ৪।১৩৩
ক্ষীরোদক-তীরে যাই	আ ৫।১১৪
ক্ষুদ্র জীব সব	অ ২।১২০
ক্ষুধা নাহি বাধে	অ ৬।১৮৬
'ক্ষেত্র'-সন্ন্যাস না ছাড়িহ'	ম ১৬।১৩০
ক্ষেত্র-সন্ন্যাস মোর	ম ১৬।১৩১
খই-সন্দেশ-অন্ন	আ ১৪।২৮
খণ্ড খণ্ড হৈল	ম ৯।২৩২
খণ্ডিবে আধ্যাত্মিকাদি	অ ১৯।১১০
খণ্ডিবে সংসার-দুঃখ	আ ৮।৪৩
খাইতে শুইতে যথা	অ ২০।১৮
খাওয়াইয়া পুনঃ তাঁরে	অ ৮।৭২
খাসা বস্ত্র খাও সবে	অ ৬।৩২২
খোলাবেচা শ্রীধর	আ ১০।৬৭
গঙ্গাঘাটে বৃক্ষতলে	আ ১৭।৪৭
গঙ্গাজলে তুলসী	আ ৩।১০৭
গঙ্গাতীরে লঞা যায়	ম ১।৯৩
গঙ্গা-দুর্গা দাসী মোর	আ ১৪।৫০
গঙ্গায় যমুনা বহে	ম ৩।৩৬
গড়খাইতে ভাসে যেন	ম ১৫।১৭৬
গদাধর পণ্ডিত তবে	ম ১৬।১৩০
গদাধর পণ্ডিতাদি	আ ১।৪১, ৭।১৭
গদাধর-প্রাণনাথ	অ ৭।১৫৯
গণি ধ্যানে দেখে	আ ১৭।১০৫
গন্ধ বাড়ে তৈছে এই	ম ৪।১৯২
গবাক্ষে উড়িয়া যৈছে	ম ২০।২৭৯
গবাক্ষের রন্ধ্রে	আ ৫।৭০
গম্ভীরা-ভিতরে মুখ	অ ১৯।৫৮
গয়া হৈতে আসিয়া	আ ১৭।২০৬
গর্ভোদ-ক্ষীরোদশায়ী	আ ৫।৭৬
গরুড়ের পাশে রহি'	ম ৬।৬৩
গলে মালা দেন	ম ১৫।৯
গাঢ় ভক্তিযোগে তবে	ম ২২।৩৫
গাঢ়ানুরাগের বিয়োগ	অ ৪।৬২
গান মধ্যে কোন্ গান	ম ৮।২৫০
গায়ত্রীর অর্থে	ম ২৫।১৪০
গার্হস্থ্যে প্রভুর লীলা	আ ১৩।১৪
গিরিধাতু শিখিপিচ্ছ	ম ১৪।২০৪
গীতগোবিন্দ-পদ গায়	অ ১৩।৭৯
গীতাবিষ্ণুপুরাণাদি	আ ৭।১১৭
গীতা-ভাগবত কহে	আ ১৩।৬৪
গীতা-ভাগবতে	আ ৬।২৭
গীতাশাস্ত্রে জীবরূপ	ম ৬।১৬৩
গুঞ্জামালা দিয়া দিলা	অ ৬।৩০৭
গুণ-দোষোদ্গার-ছলে	ম ৭।৩২

গুণমধ্যে ছলে করে অ ৮।৭৯
গুণরাজ খান কৈল ম ১৫।৯৯
গুণাবতার তেঁহ আ ৬।৭৭
গুণাকৃষ্ট হঞা ম ২৪।১০৬
গুণাতীত বিষ্ণু আ ৫।১০৪
গুণাধিক্য স্বাদাধিক্য ম ৮।৮৬
গুণার্ণব মিশ্র আ ৫।১৬৮
গুণ্ডিচায় আসিবে ম ১৫।৯৭
গুজ্জরী রাগিনী লঞা অ ১৩।৭৯
গুরু অন্তর্যামিরূপে ম ২২।৪৭
গুরু আজ্ঞা দিয়াছেন ম ১০।১৪৩
গুরু-আজ্ঞা না লঙ্ঘিয়ে ম ১০।১৪৪
গুরু উপেক্ষা কৈলে অ ৮।৯৭
গুরু-কর্ণে কহ কৃষ্ণ নাম ম ৯।৫৯
গুরু-কর্ণে কহে সবে ম ৯।৬১
গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ম ১৯।১৫১
গুরু কৃষ্ণরূপ হন আ ১।৪৫
গুরু-তত্ত্ব কহিয়াছি আ ৭।৩
গুরুতুল্য স্ত্রীগণের ম ২৪।৫৩
গুরুপাদাশ্রয় ম ২২।১১১
গুরুপাশে সেই ভক্তি ম ২৫।১২০
গুরুবর্গ নিত্যানন্দ আ ৫।১৪৪
গুরুবুদ্ধ্যে ছোট বিপ্র ম ৫।৩৪
গুরু-বৈষ্ণব-ভগবান্ আ ১।২০
গুরু মোরে মূর্খ দেখি' আ ৭।৭১
গুরুর আজ্ঞা হয় বলবান্ ম ২০।১৪৪
গুরুর কিঙ্কর হয় ম ১০।১৪২
গুরুরূপে কৃষ্ণ আ ১।৪৫
গুরু-সম লঘুকে আ ৬।৫২
'গুরু' হঞা তরুলতায় অ ১৯।৮১
'গুরু' হঞা শিষ্যে ম ১৭।১৭০
গুহ্য অঙ্গ যত অ ৫।৩৯
গৃহ-সহিত আত্মা তাঁরে ম ১০।৩২
গৃহস্থ বিষয়ী আমি ম ১৫।১০৩
গৃহস্থ হইয়া করি আ ১৫।২০
গৃহস্থ হইলাম আ ১৫।২৫
গৃহস্থ হঞা নহে অ ৫।৮০
'গৃহস্থ' হয়েন ইঁহো ম ১৫।৯৫
গৃহিণী বিনা গৃহধর্ম্ম আ ১৫।২৬
গৃহে রহি' কৃষ্ণনাম ম ৭।১২৭
গো-অঙ্গে যত লোম আ ১৭।১৬৬
গোকুলে কেবলা রতি ম ১৯।১৯৩
গোপজাতি কৃষ্ণ, গোপী ম ৯।১৩৫
গোপবালক সব ম ৩।১৩
গোপবেশ ত্রিভঙ্গিম আ ১৭।২৭৯
গোপবেশ, বেণুকর ম ২১।১০১
গোপাল গোবিন্দ রাম আ ১৭।১২২
গোপালচম্পূ-নামে ম ১।৪৪
গোপাল চরণে মাগে ম ৫।১২২
গোপাল প্রকট করি' ম ১৭।১৬৮
গোপাল যদি সাক্ষী ম ৫।৭৭
গোপালের আগে ম ৫।৩১, ১১১
গোপালের সহজ প্রীতি ম ৪।৯৫
গোপিকা জানেন আ ৪।২১০
গোপিকা-দর্শনে আ ৪।১৮৭, ১৯০
গোপীকার প্রেমে নাহি ম ১৪।১৫৭
গোপীকার ভাব নাহি আ ১৭।২৮০
গোপিকার মন হরিতে ম ৯।১৪৭
গোপিকার সুখে আ ৪।১৮৯
গোপিকা হয়েন আ ৪।২১০
গোপী-আনুগত্য বিনা ম ৮।২৩০
গোপীগণ করেন আ ৪।১৮৬
গোপীগণ বিনা কৃষ্ণের ম ১৪।১২৩
গোপীগণের প্রেমে আ ৪।১৬২
গোপীগণের রাসনৃত্য ম ৮।১০৪
'গোপী' 'গোপী' নাম লয় আ ১৭।২৪৭
গোপীচন্দন-তলে ম ৯।২৪৭
গোপীদ্বারে লক্ষ্মী করে ম ৯।১৯৫
গোপীনাথ আমার সে ম ৪।১৬০
গোপীনাথ পট্টনায়ক অ ৯।১৭
গোপী প্রেমে করে আ ৪।১৯৮
গোপীভাব-দরপণ ম ২১।১১৮
গোপীভাব যা'তে প্রভু আ ১৭।২৭৭
গোপীভাব হৃদয়ে অ ১৯।৫৩
গোপীভাবে বিরহে ম ১১।৬৩
গোপী-রাগানুগা হঞা ম ৯।১৩৬
গোপী-লক্ষ্মী-ভেদ ম ৯।১৫৩, ১৫৪
গোপীশোভা দেখি' আ ৪।১৯২
গোপেন্দ্রসুত বিনা ম ৮।২৮৭
গোবধে রৌরব আ ১৭।১৬৬
গোবর্দ্ধন-উপরে আমি ম ১৮।২৩
গোবর্দ্ধন-পরিক্রমায় ম ১৮।৩২
গোবর্দ্ধনশিলা প্রভু অ ৬।২৯১
গোবর্দ্ধন হৈতে অ ১৪।১০৫
গোবর্দ্ধনে না চড়িহ অ ১৩।৩৯
'গোবর্দ্ধনের শিলা', 'গুঞ্জা' অ ৬।২৮৭
গোবিন্দ কহে, আমার অ ১০।৯৫
গোবিন্দ কহে, উঠ আসি অ ১১।১৮
গোবিন্দ কহে, জগন্নাথ অ ১৩।৮৬
গোবিন্দ কহে, শ্রীকান্ত অ ১২।৩৭
'গোবিন্দকুণ্ডাদি'-তীর্থে ম ১৮।৩৫
গোবিন্দ-চরণারবিন্দ অ ১৩।১৩০
গোবিন্দচরণে কৈলা অ ১৩।১৩০
গোবিন্দবিরহে শূন্য ম ১।৪০
গোবিন্দবিরুদাবলী ম ১।৪০
গোবিন্দসর্ব্বস্ব আ ৪।৮২
গোবিন্দানন্দিনী আ ৪।৮২
গোবিন্দে দেখিয়া প্রভু অ ১০।৯২
গোবিন্দের প্রতিমূর্ত্তি আ ৫।৭৩
গোবিন্দের মাধুরী দেখি' ম ২০।১৭৯
গোবিন্দেরে মহাপ্রভু অ ১৬।৪৩
গো-ব্রাহ্মণদ্রোহী-সঙ্গে ম ১।১৯৭
গোলোকাখ্য গোকুল ম ২১।৯১
গোসাঞি কহে যে খণ্ডিল ম ২০।৯৩
গোসাঞির সঙ্গে রহে ম ৯।২২৬
গৌড়দেশে আ ১।৮৬
গৌড়দেশে হয় মোর ম ১৬।৯০
গৌড়-নিকট আসিতে ম ১।২১২
গৌড়, বঙ্গ, উৎকল ম ১৭।৫২
গৌড় হইতে আইলা ম ৪।১০৩
গৌড়ীয়া ঠগ্ এই কাঁপে ম ১৮।১৭২
গৌণবৃত্ত্যে যেবা আ ৭।১০৯
গৌণার্থ করিল আ ৭।১১০
গৌণার্থ ব্যাখ্যা করে আ ৭।১৩৩
গৌর অঙ্গ নহে ম ৮।২৮৭
গৌর আগে চলে ম ১৩।১১৮
গৌরচন্দ্র বিনা আ ১০।১১
গৌরপাদপদ্ম যাঁ'র অ ৫।১০৬
গৌর যদি পাছে চলে ম ১৩।১১৮
গৌরলীলা, ভক্তি, ভক্ত অ ৫।১৬৩

'গৌরহরি' বলি' আ ১৩।২৫
গ্রন্থের আরম্ভে আ ১।২০
গ্রাম-সম্বন্ধে চক্রবর্ত্তী আ ১৭।১৪৮
গ্রামে গ্রামে কৈল আ ৭।১৬৬
গ্রাম্যকথা না শুনিবে অ ৬।২৩৬
গ্রাম্যকবির কবিত্ব অ ৫।১০৭
গ্রাম্যবার্ত্তা না শুনে অ ১৩।১৩২
গ্রাম্যবার্ত্তা ভয়ে ম ৪।১৭৯
গ্রাম্যব্যবহারে পণ্ডিত ম ২০।১০০
গ্রাহক নাহি, না বিকায় ম ১৭।১৪৪
ঘটপটিয়া মূর্খ অ ৩।১৯৯
ঘটের কারণ আ ৫।৬৪
ঘটের নিমিত্ত-হেতু আ ৫।৬৩
ঘরে আনি' প্রভুর কৈল ম ৭।১২২
ঘরে কৃষ্ণ ভজি' ম ৭।৬৯
ঘরে যাঞা কর সদা ম ৩।১৯০
ঘর্ম্ম বৃষ্টি সহে, আনের অ ২০।২৪
ঘষিতে ঘষিতে ম ৪।১৯২
ঘৃণা নাহি জন্মে অ ৪।১৮৬
ঘোর নরকেতে পড়ে আ ৫।২২৬
চক্রাদি ধারণ-ভেদে ম ২০।১৯৫
চঞ্চল-স্বভাব কৃষ্ণের অ ১৫।৮০
চড়ি' গোপী-মনোরথে ম ২১।১০৭
চণ্ডাল—পবিত্র ম ১৬।১৮৪
চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি ম ২।৭৭
চতুরালি ছাড় সনাতন ম ২০।৩৬৪
চতুর্ভুজ পীতবাস আ ৬।৩১
'চতুর্ভুজ-মূর্ত্তি' দেখায় ম ৯।১৪৯
চতুর্ভুজ-রূপ প্রভু ম ৬।২০২
চতুর্ভুজ-হৈলে, নাম ম ২০।১৭৬
চন্দন-পঙ্কেতে আমার অ ৪।১৭৯
চন্দন-লেপিত অঙ্গে আ ৫।১৮৭
চন্দনের অঙ্গদ আ ৩।৪৬
চন্দনেশ্বর নিজপুত্র ম ৬।৩৩
চব্বিশ বৎসর আ ৭।৩৪, ম ১।১৬
চব্বিশ বৎসর-শেষ ম ৩।৩
চম্পককলি-সম হস্ত অ ৩।২০৮
চর্ম্মচক্ষে দেখে আ ২।১৩, ৫।২০
চর্ম্মাম্বর-পরিধানে ম ১০।১৫৯
চাতুর্ম্মাস্য মহাপ্রভু ম ১।১১০
চান্দ ধরিতে চাহে অ ১৮।১৯
চাপড় মারিয়া তা'রে ম ১৩।৯৫
চারিজনের পুনঃ ম ২০।১৯৪
চারিদণ্ড নিদ্রা সেহ আ ১০।১০২
চারি পুরুষার্থ ম ২৪।৬০
চারিবর্ণ ধরি' কৃষ্ণ ম ২০।৩৩০
চারি বর্ণাশ্রমী যদি ম ২২।২৬
চারিবিধ তাপ ম ২৪।৫৬
চারিভাব ভক্তি আ ৩।১৯
চারিমুক্তি দিয়া করে আ ৫।৩০
চালে গোঁজা তালপত্রে ম ১।৬৬
চিচ্ছক্তিবিভূতি-ধাম ম ২১।৫৫
চিচ্ছক্তি বিলাস এক আ ৫।৪৩
চিচ্ছক্তি, জীবশক্তি ম ২০।১১১
চিচ্ছক্তি, মায়াশক্তি, জীবশক্তি ম ৮।১৫০, ২০।১৪৯
চিচ্ছক্তি-সম্পত্তির ম ২১।৯৬
চিচ্ছক্তি, স্বরূপশক্তি আ ২।১০১
চিৎব্রহ্ম, মায়ামিথ্যা অ ২।৯৮
চিৎস্বরূপ তাঁহা আ ৫।৩৩
চিত্ত আকর্ষিয়া করায় ম ১৫।১০৯
চিত্ত কাড়ি' তোমা ম ১৩।১৪০
চিত্ত দৃঢ় হঞা আ ২।১১৮
চিত্তশুদ্ধি হৈল অ ৩।২৫১
চিত্তশুদ্ধি, সর্ব্বভক্তি অ ২০।১৩
চিত্রজল্পের দশ অঙ্গ ম ২৩।৫৬
চিত্রভাব, চিত্রগুণ আ ১৭।৩০৬
চিদংশে সম্বিৎ আ ৪।৬২, ম ৬।১৫৯, ৮।১৫৪
চিদানন্দ কৃষ্ণবিগ্রহে ম ২৫।৩৫
চিদানন্দ দেহ আ ৭।১১৩, ম ২০।১৫৩
চিদ্বিভূতি আচ্ছাদিয়া আ ৭।১১২
চিদৈশ্বর্য্য পরিপূর্ণ আ ৭।১১১
চিন্তামণিগণ ম ১৪।২২১
চিন্তামণি-ভূমি আ ৫।২০
চিন্তামণিময় ভূমি ম ১৪।২২১
চিন্ত্যতাং চিন্ত্যতাং অ ১২।১
চিন্ময় জল সেই আ ৫।৫৪
চিরকাল নাহি করি আ ৩।১৪
চিরদিন মাধব ম ৩।১১৪
চুরি করি' রাধাকে নিল ম ৮।১০১
চেতন পাইতে অস্থি অ ১৪।৭১
চৈতন্যকথা শুনে ম ১৯।১৩১
চৈতন্যকৃষ্ণের সৈন্য আ ৩।৬৪
চৈতন্য গোসাঞি ম ১।২৭, ২৫।৪৪
চৈতন্য গোসাঞিকে আ ৬।৪১
চৈতন্য গোসাঞি মোরে আ ৬।৫১
চৈতন্য গোসাঞির নিন্দা ম ১৫।২৬১
চৈতন্য গোসাঞির যত আ ১০।৪
চৈতন্যচন্দ্রের কৃপা অ ৬।৪১
চৈতন্যচন্দ্রের লীলা ম ৯।৩৬৩
চৈতন্য-চরণ বিনা ম ৬।২৩৭
চৈতন্য-চরণ বিনু আ ১০।৩৬
চৈতন্য-চরিত এই পরম অ ৯।১৫১
চৈতন্য-চরিত শুন ম ৯।৩৬১
চৈতন্য-চরিত শ্রদ্ধায় ম ৯।৩৬৪
চৈতন্যচরিতামৃত অ ৫।৮৯, ১৯।১১১
চৈতন্যচরিতামৃত যেই জন অ ২০।১৫১
চৈতন্য-চরিত্র এই ম ১৮।২২৮, অ ১১।১০৬
'চৈতন্য' 'চৈতন্য' করি' ম ১৭।১২৬
চৈতন্যদাস, রামদাস আ ১০।৬২
চৈতন্য-নাম তাঁ'র ম ১৭।১১৭
চৈতন্য না মানিলে আ ৮।৯
চৈতন্য-নিতাইয়ের যা'তে আ ৮।৩৬
চৈতন্য-নিত্যানন্দ ভজ আ ৮।১৩
চৈতন্য-নিত্যানন্দে আ ৮।৩১
চৈতন্যপ্রভুতে তাঁ'র আ ৫।১৭৩
চৈতন্যপ্রভুর বাতুল আ ৬।৪১
চৈতন্যপ্রভুর মহিমা আ ২।১১৯
চৈতন্যপ্রভুর লীলাতে অ ৭।১৬১
চৈতন্য-প্রসাদে ম ৬।২২৪
চৈতন্য-বিমুখ যেই আ ১২।৭১
চৈতন্যভক্তি-মণ্ডপে আ ১১।১০
চৈতন্যমঙ্গল শুনে আ ৮।৩৮
চৈতন্য-মহিমা জানি' আ ২।১১৮
চৈতন্য-মহিমা যা'তে আ ৮।৩৩
চৈতন্য-রহিত দেহে আ ১২।৭০
চৈতন্যলীলা ম ২৫।২৭০
চৈতন্য-লীলামৃতসিন্ধু অ ২০।৮৮

চৈতন্য-লীলারত্নসার ম ২।৮৪
চৈতন্য-লীলার ব্যাস আ ৮।৩৪, ১৩।৪৮, ম ১।১৩
চৈতন্য-সিংহের আ ৩।৩০
চৈতন্য সেব ম ১।২৯
চৈতন্যাবতারে কৃষ্ণপ্রেমে অ ৩।২৬০
চৈতন্যাবতারে বহে অ ৩।২৫২
চৈতন্যে যে ভক্তি করে ম ১।২৯
চৈতন্যের অবতারে আ ৩।১০৯
চৈতন্যের কৃপা যাঁহে ম ১৯।১৩২
চৈতন্যের কৃপায় জানে অ ১০।১০০
চৈতন্যের দাস মুঞি আ ৬।৮৪
চৈতন্যের দাস্যপ্রেমে আ ৬।৪৭
চৈতন্যের দাস্যে আ ৬।৪৯
চৈতন্যের প্রিয় ম ১।২৬
চৈতন্যের প্রেমপাত্র অ ১২।১০১
চৈতন্যের ভক্তগণের অ ৫।১৩২
চৈতন্যের ভক্তবাৎসল্য ম ৭।৩০
চৈতন্যের লীলা অ ৩।৪৭
চৈতন্যের সৃষ্টি ম ১১।৯৭
'চোরার মাকে ডাকি' অ ১৬।১২৯
চৌদ্দ একদিনে মাসে ম ২০।৩২১
চৌদ্দ ভুবনে বৈসে ম ১।২৬৭
চৌদ্দ ভুবনের গুরু আ ১২।১৬
চৌদ্দ মন্বন্তর আ ৩।৮
চৌদ্দশত ছয়শকে আ ১৩।৮০
চৌদ্দশত পঞ্চান্নে আ ১৩।৯
চৌদ্দশত সাতশকে আ ১৩।৯
চৌদ্দহাত জগন্নাথের অ ১৩।১২৩
চৌর-প্রেত-রাক্ষসাদির অ ৩।১৮৩
চৌরাশী লক্ষ যোনিতে ম ১৯।১৩৮
ছত্র-পাদুকা-শয্যা আ ৫।১২৩
ছত্রে গিয়া যথা লাভ অ ৬।২৮৬
ছত্রে মাগি' খায় অ ৬।২৮৩
ছয়ের ছয় মত ম ২৫।৫২
ছাড়ি' কৃষ্ণকথা অধন্য অ ১৭।৫৫
ছি, ছি, বিষয়ীর স্পর্শ ম ১৩।১৮২
ছিণ্ডা কানি কাঁথা অ ৬।৩১২
ছিদ্র চাহি' বুলে অ ৮।৪১
ছোট বিপ্র বলে ম ৫।৩৩
ছোট হঞা মুকুন্দ ম ১১।১৪০
ছোট হরিদাসে অ ২।১১৩
জঙ্গমে-তির্য্যক্-জল ম ১৯।১৪৪
জগৎ কারণ নহে আ ৫।৫৯
জগৎ ডুবাইতে আ ৭।৩১
জগৎ ডুবিল আ ৭।২৭
জগৎ নাচাও যা'রে অ ১১।২৯
জগৎ নিস্তার লাগি' অ ৩।২২১
জগৎ নিস্তারিলে ম ৬।২১৩
জগৎপালক তিঁহ আ ৫।১১২
জগৎ ব্যাপিয়া মোর আ ৯।৪০
জগৎ ভাসাইতে পারে অ ৫।৮৮
জগৎ ভাসিল ম ১৭।২৩৩
জগৎ মঙ্গল অদ্বৈত আ ৬।১২
জগৎ মঙ্গল তাঁ'র ম ১৭।১১৩
জগৎ মোহন কৃষ্ণ আ ৪।৯৫
জগৎ যে মিথ্যা নহে ম ৬।১৭৩
জগতে নাহি জগদানন্দ অ ৪।১৬২
জগতে যতেক জীব আ ১০।৪২
জগতের মধ্যে পাত্র অ ২।১০৫
জগতের মাতা সীতা ম ৯।২০২
জগতের হিত লাগি' অ ৭।১১৩
জগতের হিত হউক্ অ ৭।১৩৬
জগদ্‌গুরু শ্রীধরস্বামী অ ৭।১২৯
জগদানন্দ চাহে ম ৭।২১, অ ১৩।১৪
জগদানন্দে পিয়াও অ ৪।১৬৩
জগদানন্দের 'প্রেমবিবর্ত্ত' অ ১২।১৫৪
জগৎ রূপ হয় ঈশ্বর ম ৬।১৭১
জগন্নাথ—অচল ম ১০।১৬৩
জগন্নাথ-দরশনে ম ১১।৩৮
জগন্নাথ নাম-পদবী ম ৬।৫১
জগন্নাথ-নৃসিংহ-সহ অ ২।৬৭
জগন্নাথ মগ্ন প্রভুর ম ১৩।১১৭
জগন্নাথ-মন্দিরে ম ১।৬৩
জগন্নাথ মিশ্র-পত্নী আ ১৩।৭২
জগন্নাথ মিশ্র পূর্ব্বাশ্রমে ম ৯।৩০১
জগন্নাথ-শচীর দেহে আ ১৩।৮০
জগন্নাথের ব্রাহ্মণী ম ৯।২৯৭
জগন্মাতা মহালক্ষ্মী ম ৯।১৮৯
জগল্লক্ষ্মী রাখে ম ২১।৫৩
জগাই মাধাই করিয়াছেন ম ১১।৪৫
জগাই মাধাই হৈতে আ ৫।২০৫, ম ১।১৯৬
'জজ গগ' 'জজ গগ' ম ১৩।১০৪
জড়রূপা প্রকৃতি নহে ম ২০।২৫৯
জড় লোক বুঝাইতে আ ১৭।২৩
জড় হইতে কভু নহে আ ৬।১৮
জড় হৈতে সৃষ্টি নহে ম ২০।২৬০
'জননী' 'জাহ্নবী'—এই দুই ম ১৬।৯০
জন্ম-কুল-শীলাচার ম ১২।১৯২
জন্ম জন্ম তুমি পঞ্চ অ ৯।১৪১
জন্মদাতা পিতা নারে অ ৬।৪০
জন্ম-দিনাদি-মহোৎসব ম ২২।১২২
জন্ম-বাল্য-পৌগণ্ড অ ১৩।২২
জন্ম সার্থক করি' আ ৯।৪১
জন্ম হৈতে ম ২৪।১০৮
জন্মে জন্মে তুমি দুই ম ১।২১৫
জন্মে জন্মে তোমার পায় অ ৫।৭৬
জপিতে জপিতে আ ৭।৮১
জয় কৃষ্ণচৈতন্য ম ১।২৭২
জয় জয় নিত্যানন্দ আ ৫।২০০, ২০৪
জয় জয় মহাপ্রভু ম ১।২৭৩
জয় শ্রীচৈতন্যের ভক্ত আ ১৩।৫
জয় শ্রীমাধবপুরী আ ৯।১০
জরদ্গব হঞা যুবা আ ১৭।১৬২
জল গোময় দিয়া আ ১৭।৪৪
জল তুলসী দিয়া আ ৬।৯২
জল তুলসীর সম আ ৩।১০৫
জল তুলসীর সেবায় অ ৬।৩০২
জলপাত্র বস্ত্র বহি' ম ৭।৪০
জলশায়ী অন্তর্যামী আ ৩।৬৯
জলে জলকেলি করে ম ১৮।৯
জলে ভরি অর্দ্ধ তাহা আ ৫।৯৮
জাতি-অনুরোধে তবু আ ১৭।১৭০
জানি দার্ঢ্য লাগি' পুছে ম ২০।১০৫
জানি বা না জানি আ ৯।৫, ম ৩।১৪৭
জানি' হরিদাস তাঁরে অ ৪।১৪
জাল বহিতে এক অ ১৮।৪৭
জালিয়া কহে ইঁহা অ ১৮।৪৭
জালিয়ার চেষ্টা দেখি' অ ১৮।৪৫

জালিয়ারে মূঢ় লোক ম ১৮।১০৬
জিজ্ঞাসু জ্ঞানী ম ২৪।৯০
জিনি' পঞ্চশর-দর্প ম ২১।১০৭
জিহ্বা কৃষ্ণনাম করে আ ১৭।২০২
জিহ্বায় উচ্চারিমু তোমায় অ ১১।৩৪
জিহ্বার লালসে যেই অ ৬।২২৭
জিহ্বা-স্পর্শে আচণ্ডালে ম ১৫।১০৮
জীব, ঈশ্বর-তত্ত্ব ম ১৮।১১৩
জীব কীট কোথায় আ ৬।৩৫
জীব ক্ষুদ্রবুদ্ধি কোন্ অ ২০।৭১
জীব ছার কাঁহা তাঁ'র অ ১৮।২১
জীবজ্ঞান-কল্পিত অ ২।৯৮
জীবতত্ত্ব—শক্তি আ ৭।১১৭
জীবতত্ত্ব হয়, নহে কৃষ্ণের ম ২০।৩০৮
জীব তুমি এই তিন ম ২৫।১০৪
জীব দীন কি করিবে অ ১৭।৬৫
'জীব'-নাম তটস্থাখ্য আ ৫।৪৫
জীব নিস্তারিল আ ৬।২৭
জীব নিস্তারিতে আ ২।২২
জীবন্মুক্ত অনেক সেই ম ২৪।১২৪
জীব প্রকৃতি পতিত করি অ ৭।৯৯
জীব—ব্যাপ্য ম ১০।১৬৮
জীব-রূপ বীর্য্য তা'তে আ ৫।৬৫, ম ২০।২৭৩
'জীবরূপ' ব্রহ্মার ম ২০।৩৬৭
জীবশক্তি তটস্থাখ্য আ ২।১০৩
জীবাধমে 'কৃষ্ণ'-জ্ঞান ম ১৮।১১১
জীব হঞা কেবা সম্যক্ অ ২০।৮০
জীবহৃদি জলে বৈসে আ ২।৪৭
জীবাধমে 'কৃষ্ণজ্ঞান' ম ১৮।১১১
জীবিতেই মৃত সেই আ ১২।৭০
জীবে দুঃখ দিতেছ ম ২৪।২৪৩
জীবে না সম্ভবে এই ম ৮।৪৩
জীবে 'বিষ্ণু'-বুদ্ধি ম ২৫।৭৭
জীবে 'বিষ্ণু' মানি ম ২৫।৭৬
জীবের অস্থি-বিষ্ঠা ম ৬।১৩৬
জীবের ঈশ্বর পুরুষাদি আ ২।৪০
জীবের কল্মষ তমো আ ৩।৫৯
জীবের জীবন ম ২।২৪
জীবের দুঃখ দেখি' ম ১৫।১৬২
জীবের দেহে আত্মবুদ্ধি ম ৬।১৭৩
জীবের ধর্ম্ম—নাম-দেহ ম ১৭।১৩২
জীবের নিস্তার লাগি' ম ৬।১৬৯
জীবের পাপ লঞা ম ১৫।১৬৩
জীবের স্বভাব ম ২৪।১৯৫
জীবের স্বরূপ আ ৭।১১৬
জীবের স্বরূপ হয় ম ২০।১০৮
জীবেরে কৃপায় কৈলা ম ২০।১২২
জীবে সম্মান দিবে জানি' অ ২০।২৫
জীবে সাক্ষাৎ নাহি আ ১।৫৮
জীয়াও আমার গুরু ম ৯।৫৮
জ্ঞান-কর্ম্ম নিন্দি' আ ১৩।৬৪
জ্ঞান-কর্ম্মপাশ ম ৬।২৮৫
জ্ঞান-কর্ম্ম-যোগধর্ম্মে আ ১৭।৭৫
জ্ঞান-বৈরাগ্যাদি ম ২২।১৪০
জ্ঞানমার্গে উপাসক ম ২৪।১০২
জ্ঞানমার্গে নির্ব্বিশেষ ম ২৪।৭৯
জ্ঞানমার্গে লইতে নারে আ ২।১৩
জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি ম ৮।৬৪
জ্ঞান-যোগ-তপাদি আ ১৭।২৪
জ্ঞান-যোগ, তপো-ধর্ম্ম আ ১৩।৬৫
জ্ঞান, যোগ, ভক্তি ম ২০।১৫৭
জ্ঞান-যোগমার্গে আ ২।২৬
জ্ঞানশক্তিপ্রধান ম ২০।২৫৩
জ্ঞানশূন্যা ভক্তি ম ৮।৬৬
জ্ঞানী জীবন্মুক্তদশা ম ২২।২৯
জ্যেষ্ঠভাবে অংশীতে আ ৬।৯৭
জ্যোতিশ্চক্রে সূর্য্য ম ২০।৩৮৫
জ্বলদগ্নিরাশি যৈছে ম ১৮।১১৩
ঝারিখণ্ডে স্থাবর-জঙ্গম ম ১৭।৪৬
টানাটানি প্রভুর মন অ ১৫।৯
ঠাকুর উপবাসী রহে অ ২।৬৫
ঠাকুরের নাসাতে ম ৫।১২৭
ঠেলিতেই চলিল ম ১৩।১৯০
ডরে নাম থুইল নিমাই আ ১৩।১১৭
ডাকিনী-শাঁখিনী হৈতে আ ১৩।১১৭
ডুভৃঞ্ ধাতুর অর্থ আ ৩।৩৩
ডুবিয়া রহিল প্রভু ম ১৮।১৩৭
তটস্থলক্ষণে উপজয় ম ২২।১০৩
তটস্থ হইয়া হৃদি আ ৪।৪৪
তটস্থ হঞা বিচারিলে ম ৮।৮৩
তৎকালে আমার ভ্রাতার আ ৫।১৭৮
তত তত বাড়ে জল আ ৭।২৮
ততরূপে পুরুষ করে আ ৫।৬৭
তত্তৎ কামাদি ছাড়ি' ম ২৪।৯১
তত্তৎপদ-প্রাধান্যে ম ৬।১৯৫
তত্ত্ববস্তু-কৃষ্ণ আ ১।৯৬
তত্ত্ববাদিগণ প্রভুকে ম ৯।২৫০
তত্ত্ববাদী-আচার্য্য সব ম ৯।২৫৪
'তত্ত্বমসি' জীব-হেতু ম ৬।১৭৫
'তত্ত্বমসি'-বাক্য আ ৭।১২৯
তত্ত্ব যেন ঈশ্বরের আ ৭।১১৬
তথাই আমার সঙ্গ অ ১২।৮১
তথাপি অচিন্ত্যশক্ত্যে আ ৭।১২৫
তথাপি আপন-গণে ম ১৩।১৮৫
তথাপি আমার মন ম ১৩।১২৭
তথাপি চৈতন্যের করে ম ১।২৮
তথাপি জানিয়ে আ ১।৪৪
তথাপি তৎস্পর্শ আ ২।৫৪
তথাপি তাঁহাতে রহু অ ৬।৫৮
তথাপি তাঁহার ভক্ত আ ৩।৮৭
তথাপি তোমার গুণে ম ১।২০৪
তথাপি তোমার তা'তে অ ৪।১৭৩
তথাপি দাম্ভিক পড়ুয়া আ ১৭।২৫৮
তথাপি নূতনপ্রায় অ ১০।১২৬
তথাপি নহিল আ ৪।১২০
তথাপি না পাইল ব্রজে ম ৮।২৩০
তথাপি নামের তেজ অ ৩।৫৫
তথাপি পুরী দেখি' ম ১৭।১৮০
তথাপি প্রকৃতি-সহ আ ৫।৮৬
তথাপি বাড়য়ে সুখ আ ৪।১৮৮
তথাপি বাহিরে কহে ম ১২।২২
তথাপি বিষয়ের স্বভাব অ ৬।১৯৯
তথাপি বৃক্ষ নাহি জানে ম ১৫।১৭৩
তথাপি ভক্ত-স্বভাব অ ৪।১৩০
তথাপি যবন-জাতি ম ১।২২৩
তথাপি রাজা কালসর্পাকার ম ১১।১০
তথাপি রাধিকা-যত্নে ম ৮।২১১
তথাপি লৌকিক লীলা ম ১।২২৫
তথাপি সে নির্লজ্জ অ ১৬।১৩৬

তথাপি সে ক্ষণে ক্ষণে আ ৪।১২৮
তথাপি স্বচ্ছতা তার আ ৪।১৪০
তথাপিহ মণি রহে অ ৭।১২৬
তথাপিহ মোর আ ৬।৫১
তথা যাহ, তেঁহ যদি আ ১৭।৫৭
তদেকাত্মরূপে ম ২০।১৮৪
তদীয় তুলসী-বৈষ্ণব ম ২২।১২২
তপ করি কৈছে ম ৯।১২২
তপনমিশ্রের ঘরে আ ৭।৪৬
'তপস্বী' প্রভৃতি ম ২৪।২১০
তপ্তহেম-সম আ ৩।৪১
তব কৃপা কাড়িল অ ৬।১৯৪
'তব যোগ্য নহে' বলি' অ ৬।৩২৩
তবহিঁ বিকার পায় অ ৫।৩৬
তবু ত' না পায় আ ৮।১৬
তবু বৃন্দাবন যাহ ম ১৬।২৮১
তবু যদি প্রেম নহে আ ৮।২৯
তবে অবতরি' করে আ ৫।১১৫
তবে আত্মা বেচি' আ ৩।১০৬
তবে আমার নাক কাটিমু অ ৩।১৯৭
তবে আমার মনোবাঞ্ছা ম ১৩।১৩১
তবে এই প্রেমানন্দের আ ৪।১৩৫
তবে কেনে পণ্ডিত ম ১১।১০১
তবে গোবিন্দ তা'র অ ১০।৮৯
তবে চিত্তে হয় আ ৪।২৩৫
তবে জানি আ ৮।৩০, ম ৮।১০২
তবে ত' জানিবা সিদ্ধান্ত অ ৫।১৩২
তবে তাঁরে কহে প্রভু ম ১৮।১০০
তবে তুমি আমা পাশ ম ১৬।২৪০
তবে ধৈর্য্য ধরি' মনে আ ৭।৭৯
তবে পাণ্ডিত্য তোমার অ ৫।১৩৩
তবে বিপরীত হৈত আ ২।৮৪
তবে ব্রজে পাঠাইল ম ১।৩১
তবে মহত্তত্ত্ব হৈতে ম ২০।২৭৬
তবে মহাপ্রভু তাঁর ম ১২।১৪৮
তবে মায়াসীতা অগ্নে ম ৯।২০৭
তবে মিশ্র পুরাতন ম ২০।৭৮
তবে মুক্তি পাইলে ম ২৪।১৩৪
তবে মূল শাখা বাড়ি' ম ১৯।১৬১
তবে যায় তদুপরি ম ১৯।১৫৪
তবে যে দেখিয়ে আ ৪।১৮১
তবে রামানন্দ আর ম ১৫।১০২
তবে সকল সন্ন্যাসী আ ৭।১৫১
তবে সূত গোঁসাঞি আ ২।৬৯
তবে সূত্রের মূল অর্থ ম ২৫।৯১
তবে সে অদ্বৈতনাম আ ৩।১০১
তবে সেই কৃষ্ণদাসে ম ১০।৭৪
তবে সেই জীব ম ২৩।৯
তবে হাসি তাঁ'রে প্রভু ম ৮।২৮১
তমো-রজো-ধর্ম্মে অ ৪।৫৭
তমোনাশ করি' আ ১।৮৯, ৯৫
তরজা-প্রহেলী আচার্য্য অ ১৯।১৮
তরজার না জানি অর্থ অ ১৯।২৭
তরজা শুনি' মহাপ্রভু অ ১৯।২৩
তরুণীস্পর্শে রামানন্দের অ ৫।১৯
তরুসম সহিষ্ণুতা আ ১৭।২৭
তর্ক না করিহ অ ৩।২২৬, ১৯।১০৬
তর্কনিষ্ঠ হৃদয় ম ৬।১০০
তর্কপ্রধান বৌদ্ধশাস্ত্র ম ৯।৪৯
তর্কশাস্ত্রে জড় আমি ম ৬।২১৪
তর্কশাস্ত্রে সিদ্ধ আ ৮।১৪
তর্কে ইহা নাহি মানে আ ১৭।৩০৭
তর্কের গোচর নহে অ ৩।২০৪,১৯।১০৩
তর্জ্জনীতে ভূমে লিখে ম ১৩।১৬৫
তাঁ'র অবতার আ ৬।৮৭, ৮৮
তাঁ'র আজ্ঞা বিনা অ ৭।১৪৭
তাঁ'র আজ্ঞা ভাঙ্গে অ ১০।৬
তাঁ'র আজ্ঞায় ম ১।১৩
তাঁ'র আজ্ঞায় আইলা অ ৪।২৩৫
তাঁ'র আজ্ঞা লঙ্ঘি' আ ১২।১০
তাঁ'র ইচ্ছায় গেল মোর ম ২০।৯৩
তাঁ'র উপদেশমন্ত্রে ম ২২।১৫
তাঁ'র এক যোগ্যপুত্র ম ৯।২৯৯
তাঁ'র এক স্বরূপ আ ৫।৭৪
তাঁ'র ঐছে বাক্য স্ফুরে ম ৬।২৭৮
তাঁ'র কৃপায় প্রশ্ন করিতে ম ২০।৯৪
তাঁ'র কৃপালেশ হয় ম ১১।১০২
তাঁ'র গর্ভে জনমিলা আ ৮।৪১
তাঁ'র গুণ গণিবে ম ৮।১৮৪
তাঁ'র গুরু অন্য আ ১২।১৬
তাঁ'র গৌরকান্ত্যে ম ৮।২৬৮
তাঁ'র চরণ ধুঞা অ ২০।১৫১
তাঁ'র জ্ঞানে আনুষঙ্গে ম ২০।১৪৪
তাঁ'র ঠাঞি গোপালের ম ৪।৭৮
তাঁ'র দোষ নাহি তেঁহো আ ৭।১১৪
তাঁ'র নব অর্থমধ্যে ম ৬।১৯৩
তাঁ'র নাভিপদ্ম হইতে আ ৫।১০২, ম ২০।২৮৭
তাঁ'র নিন্দা হয় যদি ম ৩।১৮১
তা'র পিতা কহে অ ৬।৩৮
তাঁ'র প্রতিজ্ঞা ম ১১।৪৮
তাঁর প্রসাদে জানিলুঁ অ ৭।২২
তাঁ'র প্রেমবশ আমি ম ১৫।৪৯
তাঁ'র প্রেমে আনি ম ১৫।৬৫
তাঁ'র ফল কি কহিমু অ ৫।৫০
তাঁ'র বাক্য, ক্রিয়া ম ২৩।৩৫
তাঁ'র ভক্তিবশে ম ৫।১২৩
তাঁ'র ভক্ত্যে হয় জীবের ম ১৮।১৯৩
তাঁ'র ভর্ত্তা কহিলা আ ১৬।৬৩
তাঁ'র ভাগ্য দেখি' ম ১২।৬৪
তাঁ'র ভ্রাতুষ্পুত্র নাম ম ১।৪২
তাঁ'র মন কৃষ্ণমায়া ম ৮।১২৯
তাঁ'র মুখে আন শুনে ম ১৭।৪৮
তাঁ'র যুগাবতার আ ৩।৩৫
তাঁ'র যেই আজ্ঞা অ ১৯।২৩
তাঁ'র যেই সুখ ম ৩।১৮৫
তাঁ'র লাগি' আমি মরি অ ১৯।৫১
তাঁ'র লাগি' গোপীনাথ ম ১৬।৩৩
তাঁ'র শক্তি তাঁ'র আ ৪।৮৬
তাঁ'র শাস্ত্রযুক্ত্যে তাঁ'রে ম ১৮।১৮৭
তাঁ'র শিক্ষা লাগি' আ ৭।৪৭
তাঁ'র শেষ পাইলে অ ৬।১২৩
তাঁ'র সঙ্গে অন্যোন্যে ম ১৮।২২০
তাঁ'র সঙ্গে আমার মন অ ৭।১৭
তাঁ'র সঙ্গে বহু আইলা ম ৮।১৫
তাঁ'র সম গুরু আ ৬।৫৪
তাঁ'র সুখে সুখবৃদ্ধি আ ৪।১৯৪
তাঁ'র সূত্রের অর্থ ম ২৫।৯০
তাঁ'র স্পর্শে নাহি যায় ম ৯।১১৬
তাঁ'র সেবা ছাড়ি' ম ১৫।৪৮

তাঁ'র সেবা বিনা	ম ১৮।১৯৪
তাঁ'র হস্তস্পর্শে পুনঃ	ম ৪।৭৭
তাঁ'রা দাস্যভাবে	আ ৬।৬২
তাঁ'রে ঈশ্বর করি'	ম ৯।১২৮
তাঁ'রে কহে প্রাকৃত	আ ৭।১১৩
তাঁ'রে কৈলি ক্ষুদ্রজীব	অ ৫।১১৯
তাঁ'রে কৈলি জড়	অ ৫।১১৮
তাঁ'রে তুমি উঠাইলা	অ ১৮।৬৫
তাঁ'রে দেখি' মহাপ্রভু	ম ১২।৬০
তাঁ'রে দেখি হয় মোর	ম ৯।১০০
তাঁ'রে না দেখিয়া ব্যাকুল	ম ৮।১১১
তাঁ'রে না ভজিলে	আ ৮।৩২
তাঁ'রে নিরাকার করি'	ম ৬।১৪০
তাঁ'রে 'নির্ব্বিশেষ' কহি	আ ৭।১৪০
তাঁ'রে নির্ব্বিশেষ স্থাপি'	ম ২৫।৩৩
তাঁ'রে প্রশ্ন কৈল	ম ৯।২৫৪
তাঁ'রে বালু দিয়া উপরে	অ ১১।৬৯
তাঁ'রে ভয় নাহি কিছু	অ ৭।৯৪
তাঁ'রে রাধা-সম	ম ১৮।১০
তাঁ'রে শিখাইল সব	আ ৭।৪৮
তাঁ' সবার আগে ভট্ট	অ ৭।৬০
তাঁ' সবার আচার-চেষ্টা	অ ১৩।৩৭
তাঁ' সবার কথা রহু	আ ৬।৬৮
তাঁ' সবার নাহি	আ ৪।১৮৮
তাঁ' সবার পাদপদ্মে	আ ১।৩৭
তাঁ' সবার প্রসাদে	ম ১২।৯
তাঁহা উপবাস যাঁহা	ম ১১।১১৪
তাঁহা একবাক্য তাঁ'র	ম ১৫।৯৯
তাঁহাকেই প্রেমে	আ ৬।৫৫
তাঁহা ক্ষীরোদধি	আ ৫।১১১
তাঁহা গোপবেশ	ম ১৩।১২৯
তাঁহা ছাড়ি' করিয়াছি	ম ১৫।৪৯
তাঁহা তর্ক উঠাঞা	অ ৮।৪৯
তাঁহা নাহি নিজসুখ	আ ৪।১৯৯
তাঁহা পুষ্পারণ্য ভৃঙ্গ	ম ১৩।১২৮
তাঁহা বিকাই, যাঁহা	অ ১২।৭৪
তাঁহা বিনা এই প্রেমার	ম ১৭।১৭৩
তাঁহা বিনা এই রাজ্য	ম ১৬।৬
তাঁহা বিনা রত্নশূন্যা	অ ১১।৯৭
তাঁহা বিনা রাসলীলা	ম ৮।১১৩
তাঁহা বিনু সুখহেতু	আ ৪।২১৮
তাঁহা বিস্তারিত হঞা	ম ১৯।১৫৫
তাঁহা যমুনা, গঙ্গা	ম ১৬।২৮০
তাঁহা যাব সেই মোর	অ ৪।১১৪
তাঁহা যে রামের রূপ	আ ৫।৪২
তাঁহার অঙ্গের শুদ্ধ	আ ২।১২
তাঁহার চরণাশ্রিত সেই	আ ৭।২
তাঁহার চরণে প্রীতি	ম ১৮।১৯৪
তাঁহার দ্বিতীয় দেহ	আ ৫।৪
তাঁহার নাহিক দোষ	আ ৭।১১০
তাঁহার পদারবিন্দে	আ ১।৪২
তাঁহার প্রকাশভেদ	আ ৬।৯০
তাঁহার প্রথম বাঞ্ছা	আ ৪।১২১
তাঁহার বিভূতি	আ ৭।১১২
তাঁহার মনের ভাব	অ ৫।৪৩
তাঁহার মহিমা প্রতাপ	ম ১৭।১০৬
তাঁহার শ্রীমুখ	আ ৬।৫৬
তাঁহার সন্তোষে	ম ৫।২৪
তাঁহার হৃদয়ে	আ ৬।৮৯
তাঁহার হৃদয়ে তাঁ'র	আ ১।১০০
তাঁহারা আপনাকে	আ ৬।৬৫
তাঁহারাও আপনাকে	আ ৬।৭১
তাঁহারে জানিহ তুমি	ম ১৬।৭৪
তাঁহারে মলিন কৈল	ম ১২।৫৪
তাঁহা সর্ব্ব লভ্য হয়	আ ৫।২৩১
তাঁহা স্তম্ভ রোপণ কর	ম ১৬।১১৫
তাঁহা সেই কল্পবৃক্ষে	ম ১৯।১৬৩
তা'তে অনুরাগী বাঞ্ছে	অ ৪।৬২
তা'তে কৃষ্ণ ভজে	ম ২২।২৫
তা'তে ছয় দর্শন	ম ২৫।৫৫
তা'তে জানি অপ্রাকৃত	অ ৫।৪২
তা'তে জানি,—কোন	অ ১৬।১৩৮
তা'তে জানি—পূর্ব্বে	অ ১।১১৭
তা'তে জানি মোতে	আ ৪।২৬১
তা'তে প্রেমভক্তি-পুরুষার্থ	অ ৭।২৪
তা'তে বড়, তাঁ'র সম	ম ২১।৩৪
তা'তে বার বার কহি	অ ১৬।৬২
তা'তে 'বৈষ্ণবের ঝুটা'	অ ১৬।৫৮
তা'তে ভাসে মায়া লঞা	ম ১৫।১৭৬
তা'তে মালী যত্ন করি'	ম ১৯।১৫৭
তা'তে লীলা নিত্য	ম ২০।৩৯৩
তা'তে সুগন্ধি দেহ	ম ৮।১৬৫
তাবৎ ইহা বসি' শুন	অ ৩।১২০
তাবৎ তোমার সঙ্গ	ম ৮।২৩৯
তাবৎ রহিব আমি	ম ১৫।২৮৯
তাবৎ স্পর্শমণি	ম ৬।২৭৯
তামা, কাসা, রূপা	ম ৮।২৯৪
তাম্বুল চর্ব্বিত যবে	আ ৪।২৫৪
তা'র অনুসন্ধান বিনা	ম ১৪।১৬
তা'র অস্ত্র তা'র অঙ্গে	ম ৯।২৩২
তা'র ঋণ শোধিতে	আ ৩।১০৫
তা'র এক কণা স্পর্শি	অ ২০।৭১
তা'র একদেশে বৈকুণ্ঠাজাণ্ড	ম ২১।২৯
তা'র এক প্রেম-লেশ	ম ১১।২৫
তা'র এক ফল পড়ি'	ম ১৫।১৭৩
তা'র এক রাই নাশে	ম ১৫।১৭৭
তা'র এক 'লব'	অ ১৬।৯৮
তা'র কোটি অপরাধ	আ ১৭।৯৬
তা'র তলে পিঁড়ি বাঁধা	ম ১৮।৭৬
তা'র দুঃখ দেখি'	অ ৯।৭৪
তা'র দোষ নাহি	আ ৭।১১৪
তা'র পাছে পাছে	ম ৫।১০১
তা'র পাপ ক্ষয় হয়	আ ৩।৬৩
তা'র প্রতিফল মোরে	ম ৩।১৬৫
তা'র প্রেমে বশ আমি	আ ৪।১৮
তা'র মধ্যে আবেশে	ম ১৭।২৬
তা'র মধ্যে এক-মূর্ত্তে	ম ৮।১০৮
তা'র মধ্যে ছয় বৎসর	ম ১।১৯, ২৩
তা'র মধ্যে পূর্ব্ববিধি	অ ৮।৭৭
তা'র মধ্যে প্রবেশয়ে	ম ২২।৯৬
তা'র মধ্যে ব্রজে নানা	আ ৪।৮১
তা'র মধ্যে মনুষ্যজাতি	ম ১৯।১৪৫
তা'র মধ্যে মিথ্যা কেনে	অ ১।১৭৯
তা'র মধ্যে ম্লেচ্ছ-পুলিন্দ	ম ১৯।১৪৫
তা'র মধ্যে মোক্ষবাঞ্ছা	আ ১।৯২
তা'র মধ্যে শ্রীরাধার	আ ৪।৪৮
তা'র মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ	অ ৪।৭১
তা'র মধ্যে স্থাবর-জঙ্গম	ম ১৯।১৪৪
তা'র মুক্তিফল	ম ৬।২৬৫
তা'র শুক্লপক্ষে প্রভু	ম ১।১৬

তা'র শেষ যেই রহে ম ১।৫১
তা'র লক্ষণ শ্লোক অ ২০।২০
তা'রা আসি' প্রভু পায় আ ৭।৩৬
তা'রা তৈছে তোমা ম ২৪।২৪৫
তা'রা দুই জন জানাইল ম ১।১৮৪
তারুণ্যামৃত-ধারায় ম ৮।১৬৬
তারুণ্যামৃত পারাবার ম ২১।১১৩
তা'রে কহে আ ২।৭৩
তা'রে তিরস্করিবারে ম ২৫।১১৩
তা'রে ধ্যান শিক্ষা করাহ ম ১৩।১৪০
তা'রে বধ কৈলে ম ১৫।২৬১
তা'রে মিলিবারে প্রভু অ ১৩।৮১
তা'রে সে সে ভাবে আ ৪।১৯
তার্কিক-মীমাংসক ম ৯।৪২
তার্কিক-শৃগালসঙ্গে ম ১২।১৮৩
তা-সবা ডুবাইতে আ ৭।৩২
তা-সবার বিদ্যাপীঠ আ ৮।৬
তাহা আস্বাদিতে আমি আ ৪।২৬২
তাঁহাই প্রকট কৈল আ ৫।৯৯
তাহাকে তালাক দিব আ ১৭।২২২
তাহা ক্ষীরোদধি-মধ্যে আ ৫।১১১
তাহা খণ্ডি' সবিশেষ ম ১৮।১৮৯
তাহা খাঞা ম ৫।১০০
তাহা ছাড়ি' কর আ ৭।৬৯
তাহা ছাড়িতে চাহ তুমি অ ৪।৮৩
তাহা জানিবারে আর অ ৫।৪৩
তাহাতে আপন ভক্ত আ ৩।২৮
তাহাতেই অনুমানি' ম ৮।১১৫
তাহাতে দীক্ষিত আমি অ ৩।২৩৮
তাহাতে দৃষ্টান্ত যৈছে ম ৮।২২২, ২৩০
তাহাতে নিমিষ আ ৪।১৫১
তাহাতে প্রকট দেখি ম ৮।২৬৯
তাহাতে প্রকট হৈলা আ ৪।২৭২
তাহাতে প্রমাণ কৃষ্ণ আ ৪।১৭৯
তাহাতে বিখ্যাত ম ৬।৭৯
তাহাতে সুগন্ধি-তৈল অ ১২।১০৮
তাহা দেখি' পাঁচ আ ৭।২৭
তাহা দেখি' মহাপ্রভু আ ৭।৩১
তাহা দেখি মহাপ্রভুর ম ১২।১২৩
তাহা না করিয়া কেনে ম ১২।১১১
তাহা নিস্তারিয়া কৈলা ম ২৫।১৬৫
তাহা পাঞা প্রাণ ম ১২।৩৪
তাহা বিঘ্ন করি' বনপথে ম ১৭।৭৪
তাহা বিনা অন্যত্র নাহি ম ৯।২৮৯
তাহা বিনা নহে তোমার অ ১।১১৭
তাহা যেই পায় অ ১৬।১৩৫
তাহার ইয়ত্তা কহি আ ৬।১১৫
তাহার উপরিভাগে আ ৫।১৬
তাহার 'কল্মষ' নাম আ ৩।৬০
তাহার গণনা করোঁ অ ৯।১০৯
তাহার নাহিক দোষ আ ৭।১১০
তাহার মহিমা তবে ম ৯।৩৬
তাহার যে আত্মা আ ২।৩৬
তাহার বাহিরে আ ৫।৫১
তাহার শ্রবণে আ ৭।১০৯
তাহা সহি তোমার ম ৭।৪৮
তাহা হরি ভোগ করে অ ৯।৮৯
তাহা হৈতে কোটিগুণ আ ৪।১২৬
তাহা হৈতে রাধা আ ৪।২৫৮
তিঁহ জীব নহেন ম ১০।১৩
তিঁহ প্রেমাধীন ম ১১।৫২
তিঁহ শ্যাম, বংশীমুখ আ ১৭।৩০২
তিঁহ স্বয়ং ঈশ্বর ম ১০।১৫
তিঁহো কহে ম ৮।২১
তিঁহো কহে মোর প্রভু ম ১।২৭
তিঁহো গৌড়দেশ ভাসাইল ম ১।২৪
তিঁহো দণ্ডবৎ কৈল ম ১৯।৬২
তিঁহো দণ্ডবৎ কৈল ম ১৯।৬২
তিঁহো দুই বহির্ব্বাস ম ২০।৭৬
তিঁহো ভক্তি প্রচারিলা আ ৭।১৬৫
তিঁহো যদি ইঁহা রহে ম ৩।১৮১
তিঁহো যে কহয়ে ম ২৫।৫৭
তিঁহো রহু, সর্ব্বজ্ঞ-শিরোমণি ম ২১।১৪
তিন অংশে চিচ্ছক্তি ম ৬।১৫৮
তিন অমৃতে হরে কাণ অ ১৭।৩৮
তিন আবাসস্থান কৃষ্ণের ম ২১।৪২
তিনকালে সত্য ম ২৪।৭১
তিন খণ্ড করি দণ্ড ম ৫।১৪৩
তিন গুণ ক্ষোভ নহে অ ৫।৪৬
তিন চাপড় মারি' অ ১৮।৬২
তিন দশায় মহাপ্রভু অ ১৮।৭৭
তিন দ্বার দেওয়া আছে অ ১৪।৬০
তিন দিন রহি সেই আ ১৭।৪৫, অ ৩।২০৭
তিন পুত্র মরুক শিবার অ ১২।২০
তিন বারে কৃষ্ণনাম ম ১৭।১২৭
তিন ভোগ খাইলা অ ২।৬২
তিন মুদ্রার ভোট গায় ম ২০।৯২
তিন রঘুনাথ নাম অ ৬।২০৩
তিন লক্ষ নাম ঠাকুর অ ৩।১৭৫
তিন সন্ধ্যা রাধাকুণ্ডে আ ১০।১০১
তিন সাধনে ম ২৪।৭৬
তিন হৈতে কৃষ্ণনাম অ ১৬।৬৩
তিনে আজ্ঞাকারী ম ২১।৩৬
তিনে ভেদ নাহি ম ১৭।১৩১
তিনের অধীশ্বর কৃষ্ণ ম ২১।৯২
তিনের তিন শক্তি ম ২০।২৫৪
তিনের স্মরণে আ ১।২১
তীরে বন দেখি' ম ৮।১১
তীরে রহি' দেখি আমি অ ১৮।৮২
তীর্থ পবিত্র করিতে ম ১০।১১
তীর্থযাত্রায় এত সঙ্ঘট্ট ম ১।২২৩
তীর্থ লুপ্ত জানি' ম ১৮।৫
তীর্থের মহিমা অ ২।১৬৮
তুমি আমায় আনি' ম ১৮।১৫৩
তুমি ঈশ্বর নাহি তোমার ম ১৭।১৮২
তুমি এক জিন্দাপীর ম ২০।৫
তুমি এত কৃপা কৈল অ ৭।১২৫
তুমি ঐছে না করিলে অ ৪।১৩২
তুমি কহ কলিতে নাহি ম ৬।৯৮
তুমি কাজী হিন্দুধর্ম্ম আ ১৭।১৭৪
তুমি কৃপা কৈলে তা'রে অ ৬।১৩১
তুমি কৃষ্ণনাম মন্ত্র অ ১৬।৭১
তুমি কেনে এত দুঃখী ম ২০।১২৮
তুমি কোন্ বড়লোক আ ৪।২৫
তুমি খাইলে হয় অ ৩।২২০
তুমি গৌরবর্ণ ম ১০।১৬৪
তুমি জান, কৃষ্ণ নিজ ম ১৬।১৪৪
তুমি ত' ঈশ্বর, তোমার ম ২৫।৮৮
তুমি ত' ঈশ্বর সাক্ষাৎ ম ৯।৫৮

তুমি দেখা পাবে ম ১৫।৪৬
তুমি নরাধিপ হও ম ১।১৭৮
তুমি না দেখাইলে অ ১৩।৫৯
তুমি না দেখিলে কার আ ২।৪৫
তুমি পাণ্ডু পঞ্চপাণ্ডব আ ১০।১৩২
তুমি বক্তা ভাগবতের ম ২৪।৩১০
তুমি ভাল করিয়াছ ম ১২।১১৭
তুমি মোরে কৈরাছ অ ৪।৭৬
তুমি যাঁ'র হিত বাঞ্ছ ম ১৫।১৬৯
তুমি যাঁহা কহ ম ৩।১৪৮
তুমি যাঁহা যাঁহা রহ ম ১৬।২৮০
তুমি যেই অর্থ কর ম ৬।১২৭
তুমি যেই কহ সেই ম ৯।১৫৯
তুমি যেই কহাও ম ৮।১২০
তুমি যে খণ্ডিলে অর্থ আ ৭।১৩৫
তুমি শুনি' শুনি' রহ ম ৬।১২৯
তুমি সব আগে ম ৫।১৫৪
তুমি সবলোক ম ৩।১৮৯
তুমি—সর্ব্বগুরু অ ৪।১০৩
তুমি সাক্ষাৎ সেই কৃষ্ণ ম ৯।১২৬
তুমি সে জানহ ম ৯।১০২
তুমিহ' করিহ ভক্তি ম ২৩।৯৭
তুরীয় কৃষ্ণের নাহি আ ২।৫২
তুরীয় বিশুদ্ধসত্ত্ব আ ৫।৪৮
তুলসী-সেবন করে অ ৩।১৪০
তুষানলে পোড়ে অ ২০।৪১
তুষ্ট হঞা শিলা মালা অ ৬।২৯৩
তৃণ হৈতে নীচ হঞা আ ১৭।২৬
তৃতীয় দিবসে প্রভু অ ১২।১২১
তৃষিত চাতক যৈছে ম ১০।৪০
তৃষ্ণানুরূপ ঝারী অ ২০।৮৮
তৃষ্ণা শান্তি নহে আ ৪।১৪৯
তেঁতুলতলে বসি' ম ১৮।৭৮
তেঁতুলতলাতে আসি' ম ১৮।৭৫
তেঁহ আসি কৃষ্ণরূপে আ ২।৭২
তেঁহ কহে,—কে বৈষ্ণব ম ১৬।৭১
তেঁহ কৃষ্ণের প্রকাশ আ ২।৫৮
তেঁহ চতুর্ভুজ ইঁহ আ ২।৬১
তেঁহ জানাইলা কৃষ্ণ অ ৭।২৩
তেঁহ তোমার আ ২।৫৭
তেঁহ দেখাইল মোরে অ ৭।২২
তেঁহ ব্রহ্মা হঞা আ ৫।১০৩
তেঁহ যাঁ'র পদধূলি অ ৭।৪৫
তেঁহ সেই শিলা অ ৬।২৮৮
তেঁহো আপনাকে আ ৬।৭৫
তেঁহো ঈশ্বর হেন আ ৬।৫৭
তেঁহো করেন কৃষ্ণের আ ৬।৭৮
তেঁহো কহে,—বাউলী অ ১২।২৩
তেঁহো কহে,—সংখ্যাকীর্ত্তন অ ১১।২৩
তেঁহো দাস্য-সুখ আ ৬।৪৫
তেঁহো যদি ইঁহা রহে ম ৩।১৮১
তেঁহো যাঁ'র দাসী হঞা আ ৬।৬৯
তেঁহো রতি-মতি আ ৬।৫৬
তেরছে নেত্রান্তবাণ ম ২১।১০৫
তেরছে পড়িল থালি ম ৯।৫৬
তৈছে ইঁহ অবতার আ ২।৭৯
তৈছে এক ব্রহ্মাণ্ড যদি ম ১৫।১৭৪
তৈছে কৃষ্ণ-অবতার আ ২।৮১
তৈছে জগতের কর্ত্তা আ ৫।৬৩
তৈছে জীব গোবিন্দের আ ২।১৯
তৈছে পরব্যোমে নানা আ ৪।৩৭
তৈছে ভক্তিফলে কৃষ্ণে ম ২০।১৪১
তৈছে রাধাকুণ্ডপ্রিয় ম ১৮।৭
তৈছে সব অবতারের আ ২।৯০
তৈল-ভাণ্ডি সেই অ ১২।১২০
তোমরা এ অমৃত ম ২০।১৫২
তোমরা কৃষ্ণনাম লহ অ ৭।১০০
তোমরা জীয়াইতে নার আ ১৭।১৬৫
তোমাকে তদ্রূপ দেখি ম ১০।১৭৬
তোমাকে দেখিয়ে যেন অ ৭।৮
তোমাকে নিন্দয়ে যত আ ৭।৫১
তোমাকে যে প্রীতি করে ম ১১।২৬
তোমাতে ঈশ্বর-কৃপা ম ৬।৮৮
তোমাতে যে এত প্রীতি ম ১১।২৭
তোমা ছাড়ি' অন্যত্র ম ১০।১২৩
তোমা দুঁহা দেখিতে ম ১।২১২
তোমা দুঁহার কৃপাতে অ ১।৫৭
তোমা দেখি' কৃষ্ণ ম ৯।২৬, ১০।১৭৫
তোমা দেখি' জিহ্বা মোর ম ১৮।২০৩
তোমা দেখি' তোমা স্পর্শি ম ২০।৬০
তোমা দেখি' সর্ব্বলোক ম ১৮।১১০
তোমা বিনা অন্য ম ২৪।৩১০
তোমা বিনা অন্য নাহি ম ৮।২৩৭
তোমা বিনা কেহ ইহা ম ৮।১১৯
তোমা সঙ্গে আমা সবার ম ১২।১৮৫
তোমা সঙ্গে না যাইব ম ১৬।১৩৪
তোমা সবা জানি ম ৭।৮
তোমা স্পর্শে পবিত্র অ ৪।১২৯
তোমা সহ তেরছে ম ৫।১৪৯
তোমার অগ্রেতে প্রভু ম ১।১৮৯
তোমার অনুকম্পা চাহে অ ৯।৭৬
তোমার আগমনে মোর অ ৫।৩০
তোমার আগে ম ৬।১০৫
তোমার আগে ধার্ষ্ট্য অ ১।১৪৭
তোমার আগে মূর্খ অ ৭।১২২
তোমার আজ্ঞাতে আমি অ ৩।৩৯
তোমার আজ্ঞাতে শুভে ম ৭।৪৫
তোমার আশ্রয় নিলুঁ ম ৬।৫৯
তোমার ইচ্ছামাত্রে ম ১৫।১৭১
তোমার ঈশ্বর কৃষ্ণে আ ৬।৫৮
তোমার উপরে তাঁ'র ম ৬।১০৬
তোমার এই দশা অ ১৮।৪৬
তোমার কবিত্ব যেন আ ১৬।১০০
তোমার কার্য্য ধর্ম্ম ধন ম ১৫।১৩০
তোমার কি কথা ম ১৫।১০১
তোমার কৃপা-অঞ্জনে অ ৭।১২৫
তোমার কৃপা বিনা কেহ অ ৬।১৩১
তোমার কৃপায় বংশে অ ৪।২৯
তোমার কৃষ্ণনাম অ ৩।২৫০
তোমার গুণে স্তুতি করায় অ ৪।১৭০
তোমার গৌড়ীয় করে ম ১২।১২৭
তোমার ঘরে কীর্ত্তনে ম ১৫।৪৬
তোমার চরণ পাইল ম ১১।১৩৯
তোমার চরণ মোর ম ১।৮২
তোমার চরণে মোর ম ১০।১২৪
তোমার ঠাঁই আমার ম ৮।২৮৯
তোমার দর্শন বিনে ম ২।১৫৯
তোমার দর্শন যে পায় অ ৭।৮
তোমার দর্শনে যবে ম ৯।৩৬
তোমার দর্শনে সর্ব্ব আ ২।৪৫

তোমার দুই ভাই ম ২৫।১৭৫
তোমার দেশে তোমার ম ১।১৭৬
তোমার দেহ আমারে অ ৪।১৭২
তোমার দেহ কহেন প্রভু অ ৪।৯৪
তোমার দেহ তুমি অ ৪।১৭২
তোমার দৈন্য দেখি' ম ১১।১৫৭
তোমার দোষ কহিতে ম ১৭।১২৬
তোমার নাভিপদ্ম আ ২।৩২
তোমার নাম লৈঞা ম ৯।১৯৫
তোমার নাম শুনি' ম ১৮।১২৪
তোমার নিত্যদাস মুই অ ২০।৩৩
তোমার নিশ্বাসে ম ২৪।৩০৯
তোমার পণ্ডিত সবার ম ১৮।১৯৭
তোমার পবিত্র ধর্ম্ম ম ১১।১৮৯
তোমার পালিত দেহ ম ৩।১৪৬
তোমার প্রভাবে সবার আ ৭।১০৫
তোমার প্রসাদে মোর ম ১২।১৮১
তোমার প্রেমেতে আ ৭।৯১
তোমার বাপ-জ্যেঠা অ ৬।১৯৭
তোমার ব্যাখ্যা শুনি' ম ৬।১৩০
তোমার ভজনফলে অ ৯।৬৯
তোমার মঙ্গল বাঞ্ছে ম ১।১৭৭
তোমার মনে যেই উঠে ম ৮।১৩২
তোমার মহিমা আ ৬।১১৫
তোমার যে অন্য বেশ ম ১৩।১৪৬
তোমার যে শিষ্য কহে ম ৬।১০৭
তোমার যৈছে বিষয় ত্যাগ অ ১।২০১
তোমার যোগ্য নহে অ ১১।৩৮
তোমার লাগি' ম ৩।১৯৭
তোমার শরীর এই ম ৩।১৪৫
তোমার শরীর মোর অ ৪।৭৮
তোমার শাস্ত্রে কহে ম ১৮।১৯০
তোমার শিক্ষায় পড়ি ম ৮।১২১
তোমার সঙ্গ লাগি' ম ৬।৬০
তোমার সঙ্গে লোভ অ ৩।২৫৪
তোমার সঙ্গের যোগ্য ম ৭।৬৪
তোমার সম্প্রদায়ে দেখি ম ৯।২৭৬
তোমার সম্মুখে দেখি ম ৮।২৬৯
তোমার সুখে আমার সুখ ম ১৭।৯
তোমার সেবক করোঁ অ ২০।৩৪
তোমার সেবা ছাড়ি' অ ১৯।৯
তোমার স্পর্শযোগ্য ম ১১।১৫৬
তোমার হৃদয় এই অ ১।১১৫
তোমারে উপদেশ করে অ ৪।১৫৯
তোমারে কাড়িল বিষয় অ ৬।১৯৩
তোমারে ক্ষীণ দেখি' অ ৮।৬৩
তোমারে না কহিল ম ২০।১২৮
তোমারে যে স্মরণ করে অ ৭।৯
তোমারে লাল্য অ ৪।১৮৪
তোমারেহ উপদেশে অ ৪।১৬০
তোমায় চাখাইতে ম ১৯।১৩৭
তোমা লাগি' গোপীনাথ ম ৪।১৩৩
তোমা লাগি' রামানন্দ অ ৯।৭০
তোমা লাগি' সনাতন অ ৯।৭০
তোমা সব না ছাড়িব ম ৩।১৭৬
তোমা সবার আজ্ঞা ম ৩।১৭৪
তোমা সবার ইচ্ছায় ম ২৫।১৬৩
তোমা সবার দোষ নাহি অ ৩।২০৩
তোমা সবার সঙ্গ ম ২৪।৯
তোমা সবার মুখে ম ১৭।৭
তোমা সবার সম্প্রদায়ে আ ৭।৬৪
তোমা-সবারেহ উপদেশ অ ৪।১৫৮
তোমা-সম নিরপেক্ষ অ ৩।২৩
তোমা-সম বৈষ্ণব ম ৯।৩৫৬
তোমা-সম ভাগ্যবান অ ৪।৯৪
তোরে দেখি' মৈলে অ ৮।২২
ত্রিজগতে ইহার কেহ আ ৪।১৩৮
ত্রিজগতে তোমার চরিত্র অ ১২।২৮
ত্রিজগতে যত আছে আ ৯।২৮
ত্রিজগতে রাধা-প্রেমের ম ৮।১০৩
ত্রিপাদ বিভূতির ম ২১।৮৭
ত্রিভুবন-মধ্যে ঐছে ম ৮।১৯৯
ত্রিমল্লভট্টের ঘরে ম ১।১০৮
ত্রি-শব্দে কৃষ্ণের তিন ম ২১।৯০
ত্রেতার ধর্ম্ম যজ্ঞ ম ২০।৩৩৩
দক্ষিণাধো হস্ত হৈতে ম ২০।২২২
দড়ির বন্ধনে তাঁ'রে অ ৬।৪০
দণ্ড দুই বহি' প্রভু অ ১০।৯১
দণ্ডবৎ হৈয়া আমি আ ৫।১৮২
দণ্ডভঙ্গ-লীলা ম ৫।১৫৮
দণ্ড্যজনে রাজা যেন ম ২০।১১৮
দক্ষি-চিড়া ভক্ষণ অ ৬।৫১
দধি যেন খণ্ড মরিচ ম ২৩।৪৫
দম্ভ করি' বলি অ ২০।১০০
দরবেশ হঞা আমি ম ২০।১৩
দরশন করি' কৈনু আ ৮।৭৪
'দরশন' স্নানে করে ম ১৫।১৩৪
দর্পণাদ্যে দেখি আ ৪।১৪৪
দর্শন দূরে, প্রকৃতি অ ৫।৩৫
দর্শনলোভেতে করি ম ১২।২১০
দর্শনে পবিত্র হবে অ ৭।৯
দর্শনে বৈষ্ণব হৈল ম ৭।১১৫
দর্শনের কার্য্য আছুক ম ১৮।১২৩
দশম টিপ্পনী ম ১।৩৫
দশদিনের কা কথা ম ৮।২৩৯
দশদেহ ধরি' আ ৬।৭৬
দশ সহস্র গন্ধর্ব্ব আ ১০।১৯
দশেন্দ্রিয়ে শিষ্য করি' অ ১৪।৪৭
দাতা, ভোক্তা, দুঁহার অ ৬।২৭৯
দানকেলি কৌমুদী ম ১।৩৯
দামোদর-সম আর ম ১০।১১৬
দারিদ্র্য-নাশ, ভবক্ষয় ম ২০।১৪২
দারী-সন্ন্যাসী করি অ ১২।১১৪
'দারু'-'জল'রূপে কৃষ্ণ ম ১৫।১৩৪
দারু-প্রকৃতি হরে অ ২।১১৮
দারুব্রহ্ম-রূপে সাক্ষাৎ ম ১৫।১৩৫
দার্ঢ্য লাগি' 'হরের্নাম' আ ১৭।২৩
দার্শনিক পণ্ডিত সবাই ম ৯।৫১
দাস করি' বেতন মোরে অ ২০।৩৭
দাস-ভাব সম নহে আ ৬।৪৪
দাস-সখা-পিতা-মাতা আ ৩।১২
দাস্য-প্রেম, সর্ব্বসাধ্য-সার ম ৮।৭১
দাস্য-বাৎসল্যাদি ভাবে ম ৮।২০১
দাস্য ভক্তের রতি ম ২৪।৩২
দাস্যভাব-ভক্ত ম ১৯।১৮৯
দাস্যভাবে আনন্দিত আ ৬।৪৬
দাস্য রতি 'রাগ' পর্য্যন্ত ম ২৩।৫০
দাস্য-সখ্য-বাৎসল্য আ ৩।১১, ৪।৪২
দাস্যের সম্ভ্রম গৌরব ম ১৯।২২১
দিনে নৃত্য-কীর্ত্তন অ ১১।১২

দিনে প্রভু নানা সঙ্গে অ ৬।৭
দিব্য দেহ দিয়া ম ২৪।১০৫
দীক্ষা অনন্তরে হৈল আ ১৭।৯
দীক্ষাকালে ভক্ত করে অ ৪।১৯২
দীক্ষা-পুরশ্চর্য্যা-বিধি ম ১৫।১০৮
দীন দয়ালু গুণ অ ৪।১৮২
দীন দেখি' কৃপা করি' অ ৫।৬২
দীনে দয়া করে অ ৩।২৩৫
দীনেরে অধিক দয়া অ ৪।৬৮
দীপ হৈতে যৈছে আ ২।৮৯
দুই অপূর্ব্ব বস্তু অ ৬।২৯০
দু-এক সঙ্গে চলুক ম ৭।১৬
দুই কর শীঘ্র পাবে ম ১৬।৭০
দুই কার্য্যে অবধূত অ ৩।১৪৮
দুই গণ্ড সুচিক্কন্ ম ২১।১২৭
দুই গুণ যাঁহা তাঁহা অ ৭।১২৭
দুই জনার তরে দণ্ড ম ৫।১৫০
দুইজনে খট্‌মটি আ ১০।২৩
দুই ঠাঁই অপরাধে অ ৫।১২০
দই ত' ঈশ্বরে তোর অ ৫।১১৭
দুই-তিন গণনে বাড়ে ম ৮।৮৭
দুইদিকে দুই পত্র অ ৬।২৯৭
দুইদিকে মাতা-পিতা ম ১৮।৬০
দুই ধান্যক্ষেত্রে অল্প ম ১৮।৫
দুই নাম মিলনে আ ৫।২৯
দুই পুস্তক আনিয়াছি ম ১১।১৪১
দুই পুস্তক লঞা ম ১।১২০
দুই প্রকারে সহিষ্ণুতা অ ২০।২২
দুই প্রভু সেবে আ ৭।১৪
দুই বস্তু ভেদ নাহি আ ৪।৯৬
দুই বস্তু মহাপ্রভুর অ ৬।২৮৯
দুই বিপ্রমধ্যে ম ৫।১৬
দুই ব্রহ্ম কৈল ম ১০।১৬৪
দুই ভাই এক তনু আ ৫।১৭৫
দুই ভাই বিষয়ত্যাগের ম ১৯।৪
দুই ভাই হৃদয়ের আ ১।৯৮
দুই ভাগবতদ্বারা আ ১।১০০
দুই ভাগবত সঙ্গে আ ১।৯৮
দুই মাস রহি' তাঁরে ম ১।২৪৪
দুই যোগ্য নহে ম ১৫।২৬২
দুইরূপে হয় আ ১।৬৮
দুই লীলা চৈতন্যের আ ৩।৪৮
দুই সেনাপতি আ ৩।৭৪, ৭।১৬৪
দুই হেতু অবতরি আ ৪।৩৯
দুঁহার মুখে কৃষ্ণনাম ম ১৯।৭১
দুঁহার রূপ-গুণে আ ৪।৩০
দুঁহে দুঁহার দরশনে ম ৮।৪৭
দুঃখ মধ্যে কোন্ দুঃখ ম ৮।২৪৭
দুঃসঙ্গ কহিয়ে ম ২৪।৯৪
দুগ্ধ আউটি' দধি মথে ম ১৪।২১৪
দুগ্ধ মাত্র দেন ম ১৪।২২৩
দুগ্ধ যেন অম্লযোগে ম ২০।৩০৯
দুগ্ধান্তর বস্তু নহে ম ২০।৩০৯
দুর্গতি না হয় তার অ ২।১৫৯
দুর্দ্দৈব ঝঞ্ঝা পবনে অ ১৫।৬৮
দুর্দ্দৈবে সেবক যদি অ ৪।৪৭
দুর্ব্বার ইন্দ্রিয় করে অ ২।১১৮
দুর্ব্বার উদ্ভট প্রেম ম ১৯।৮২
দুর্ব্বাসার ঠাঁই তেঁহো অ ৬।১১৬
দুস্ত্যজ্য আর্য্যপথ আ ৪।১৬৮
দূর হৈতে তাহা দেখি' ম ১৮।১০৫
দূর হৈতে পুরুষ আ ৫।৬৫
দূরে গান শুনি' অ ১৩।৮০
দূরে রহি' ভক্তি করি' অ ১৭।৩৭
দেখ, জগন্নাথ কৈছে ম ১২।১৭৪
দেখাইল তারে আগে ম ৬।২০৩
দেখা দিয়া মন হরি' অ ১৫।৮০
দেখি এই উপায়ে অ ১৭।৫৫
দেখিয়া না পারোঁ অ ২।১১৭
দেখি' ত্রাস উপজিল অ ২।১৪৪
দেখিনু দেখিনু বলি আ ১৭।২৩২
দেখিব সে মুখচন্দ্র ম ১২।২১
দেখি' ভট্টাচার্য্যের মনে ম ১৭।৩৩
দেখিয়া ত' ছদ্ম কৈল ম ১০।১৫৫
দেখিয়া না দেখে আ ৩।৮৫
দেখিলে না দেখে ম ৬।৯২
দেখিলে না মানে ঐশ্বর্য্য ম ১৯।১৯৪
দেখিলেন বসিয়াছেন আ ৭।৫৮
দেখেন এক জালিয়া অ ১৮।৪৪
দেখে শীঘ্র আসি' অ ২।৬২
দেখে হরিদাস অ ১১।১৭
দেখোঁ,—যদি কৃষ্ণ অ ১৪।১০৬
দেব, ঋষি, পিতৃদিগের ম ২২।১৩৫
দেবগণে না পায় আ ৫।১১৪
'দেবী' কহি দ্যোতমানা আ ৪।৮৪
দেবীধাম নাম তার ম ২১।৫৩
দেবী বা অন্য স্ত্রী ম ৯।১৩৫
দেহকান্তি পীতাম্বর ম ১৮।১১৮
দেহকান্ত্যে হয় আ ৩।৫৬
দেহত্যাগাদি তমোধর্ম্ম অ ৪।৬০
দেহত্যাগাদি যত সব অ ৪।৫৭
দেহত্যাগে কৃষ্ণ না পাই অ ৪।৫৬
দেহ দেহ বলি' অ ১১।৮৮
দেহ-দেহী-ভেদ ঈশ্বরে অ ৫।১২১
দেহ-দেহীর নাম-নামীর ম ১৭।১৩২
দেহমাত্র-ধন তোমায় অ ১২।৭৪
দেহরোগ, ভবরোগ আ ১০।৫১
দেহস্মৃতি নাহি যা'র ম ১৩।১৪২
দেহারামী কর্ম্মনিষ্ঠ ম ২৪।২০৮
দেহারামী দেহে ভজে ম ২৪।২০৬
দেহারামী সর্ব্বকাম ম ২৪।২১২
দেহে আত্মজ্ঞানে ম ২৪।১৯৫
দেহে আত্মবুদ্ধি হয় আ ৭।১২৩
দেহের স্বভাবে করেন অ ১৪।৩৯
দৈন্য, বৈরাগ্য, পাণ্ডিত্যের অ ১।২০১
দৈবে আসি' প্রভু ম ১।৬৬
দৈবে সার্ব্বভৌম ম ৬।৫
দৈবে সে বৎসর ম ১।৫৯
দৈর্ঘ্য-বিস্তারে আ ৩।৪২
দোঁহার যে সমরস আ ৪।২৫৭
দোষরূপ ছলে ম ৭।২৯
দ্বাদশ বৎসর ঐছে অ ২০।৬৯
দ্বাদশ বন দেখি' ম ৫।১২
দ্বাদশ মাসের দেবতা ম ২০।১৯৮
দ্বারকাতে রুক্মিণ্যাদি আ ৬।৭১
দ্বারকা বৈকুণ্ঠ-সম্পৎ ম ১৪।২১৯
দ্বারকা-মথুরা আ ৫।১৫, ম ২০।১৯০
দ্বারকায় চতুর্ব্যূহ আ ৫।৪০
দ্বার চাহি' ফিরি শীঘ্র অ ১৯।৬৩
দ্বারমানা হরিদাস অ ২।১১৪

দ্বারে এক বৈষ্ণব হয় ম ২০।৪৭
দ্বারে বসি' শুন তুমি অ ৩।২৪০
দ্বিজ ন্যাসী হৈতে ম ১১।১৯১
দ্বিবিধ বিভাব ম ২৩।৪৬
দ্বিভুজ স্বরূপ কভু ম ২০।১৭৫
দ্বৈতে ভদ্রাভদ্র জ্ঞান অ ৪।১৭৬
ধন জন নাহি মাগোঁ অ ২০।৩০
ধন নাহি পাবে, খোদিতে ম ২০।১৩৪
ধন পাইলে যৈছে ম ২০।১৪০
ধনের ঝারি পড়িবেক ম ২০।১৩৫
ধরণীর মধ্যে সপ্ত আ ৫।১১০
ধরিব সে পাদপদ্ম ম ১২।২১
ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-বাঞ্ছা আ ১।৯০
ধর্ম্ম ছাড়ায় বেণুদ্বারে অ ১৭।৩৬
ধর্ম্ম ছাড়ি' রাগে আ ৪।৩১
ধর্ম্ম নহে করি আমি ম ১৫।৪৮
ধর্ম্ম প্রবর্ত্তন করে ম ২০।৩৩৯
ধর্ম্ম সংস্থাপন লাগি' ম ১২।১২৪
ধর্ম্ম-স্থাপন-হেতু ম ১৭।১৮৫
ধর্ম্মহানি হয় ম ২০।৯২
ধর্ম্মাচারি-মধ্যে বহুত ম ১৯।১৪৭
ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচার কিবা আ ৪।৭৭
ধাঞা যায়েন প্রভু অ ১৩।৮৩
ধান্যরাশি মাপে যৈছে আ ১২।১২
ধীরা ধীরাত্মক গুণ ম ৮।১৭১
ধৈর্য্য ধরিতে নারি আ ৭।৭৮
ধোওয়া পাখলা নাম ম ১২।২০৩
ধ্যানে তবে প্রভু অ ৬।৭৭
ধ্যেয়-মধ্যে জীবের ম ৮।২৫৩
ধ্বনি—বড় উদ্ধত ম ২১।১৪২
নগরে নগরে ভ্রমে আ ১৩।৩২
নদীয়া-উদয়গিরি অ ১৩।৯৭
নদীয়া-নিবাসী ম ৬।১৮
নদীয়া-সম্বন্ধে সার্ব্বভৌম ম ৬।৫৫
নদীর প্রবাহে যেন ম ২২।৪৩
নন্দ-নন্দন কৃষ্ণ ম ১৫।১০০
নন্দ-সুত বলি' আ ২।৯
নবদ্বীপে ছিলা তেঁহ ম ১০।১০৩
নবদ্বীপে যেই শক্তি ম ৭।১০৯
নবদ্বীপে শচীগর্ভ আ ৪।২৭২
নববিধ অর্থ কৈল ম ৬।১৯০
নববিধা ভক্তিপূর্ণ ম ১৫।১০৭
নবমেঘ জিনি' আ ৩।৪১
নব যোগীশ্বর ম ২৪।১১৩
নমস্কার করিতে আ ৫।১৬৪
নমো নারায়ণ আ ১৭।২৮৮
নমো নারায়ণায় বলি' ম ৬।৪৮
নয়নে দেখিনু তোমার অ ১১।৩৩
নরক বাঞ্ছয়ে ম ৬।২৬৮
নরক ভুঞ্জিতে চাহে আ ১০।৪২
নরক হৈতে তোমার আ ১৭।১৬৫
নর্ত্তক গোপাল ম ৯।২৪৬
নহে গোপী যোগেশ্বর ম ১৩।১৪১
না আমি জগতে আ ৫।৮৯
না করে বেদান্ত আ ৭।৪১
না কহিলা তেঁহ ম ৯।২৭২
না কহিলে কেহ আ ৪।২৩১
না কহিলে হয় মোর অ ২০।১০০
না গণি আপন দুঃখ অ ২০।৫২
নাচ, গাও, ভক্তসঙ্গে আ ৭।৯২
নাচে কাঁদে ব্যাঘ্রগণ ম ১৭।৪১
না জানি, কি মন্ত্রৌষধি আ ১৭।২০২
না জানি, তোমার ম ১২।১৯৫
না জানি রাধার প্রেমে আ ৪।১২৩
নাটক লক্ষণ সব অ ১।১৯৩
নাটকালঙ্কার জ্ঞান অ ৫।১০৪
না দিলেক লক্ষকোটি ম ২১।১৩৩
নানা কামে ভজে ম ২৪।১৯০
নানা ছলে কৃষ্ণে প্রেরি ম ৮।২১২
নানা ভক্তভাবে আ ৬।১০৮
নানা ভক্তের রসামৃত ম ৮।১৪০
নানা ভাব চন্দ্রোদয়ে অ ২০।৬৬
নানাভাবে চঞ্চল ম ৮।২৬৯
নানা যত্ন করি আ ৪।২৬৩
নানা রত্নরাশি আ ৭।১২৬
নানারূপে বিলসয়ে আ ৫।২৩
নানা রোগগ্রস্ত অ ২০।৯৪
নানা শাস্ত্র আনি' ম ১।৩৩
"নান্নদোষেণ মস্করী" ম ১২।১৯১
না পড় কুতর্ক-গর্ত্তে ম ২৫।২৭২
না পারি সহিতে আ ৭।৫০
নামগানে সদা রুচি ম ২৩।২৮
নাম-প্রেম আস্বাদিলা অ ৩।২৬২
নাম-প্রেম-দানাদি ম ৬।২০৫
নাম-প্রেম দিয়া কৈল ম ১৭।৫৪
নাম-প্রেমমালা আ ৪।৪০
নাম-বলে বিষ যাঁরে আ ১০।৭৫
নাম, বিগ্রহ, স্বরূপ ম ১৭।১৩১
নাম বিনা কলিকালে আ ৭।৭৪
নাম বিনু কলিকালে অ ৩।৯৯
নাম লৈতে প্রেম দেন আ ৮।৩১
নাম লৈতে লৈতে আ ৭।৭৭
নাম সঙ্কীর্ত্তন কর আ ১৬।১৫
নাম-সঙ্কীর্ত্তন—কলৌ অ ২০।৮
নাম-সকীর্ত্তন-প্রেমে ম ১৯।১৩০
নাম-সঙ্কীর্ত্তন সর্ব্ব আ ১।৯৬
নাম সঙ্কীর্ত্তনে হয় অ ২০।১১
নাম সমাপ্ত হৈলে করিমু অ ৩।২৪০
নাম সার্থক হয় আ ৯।৭
নাম হৈতে হয় আ ১৭।২২
না মাগিলেও কৃষ্ণ তাঁরে ম ২২।৩৭
না মানিলে দুঃখী অ ৬।২৭৬
না মানে চৈতন্য-মালী আ ১২।৬৭
নামাভাস হৈতে হয় অ ৩।৬১
নামাভাসে 'মুক্তি' হয় অ ৩।৬৪
নামের অক্ষর সবের অ ৩।৫৯
নামের ফলে কৃষ্ণপদে অ ৩।১৭৭, ৭।১০৪
নামের মহিমা ঐছে অ ১।১০১
নামের মহিমা যেঁহ অ ১১।৯৯
নামের মহিমা শাস্ত্র ম ৯।২৮
নামের সহিত প্রাণ অ ১১।৫৬
নায়ক-নায়িকা দুই ম ২৩।৮৭
নায়িকার শিরোমণি ম ২৩।৬২
নারদ প্রকৃতি শ্রীবাস ম ১৪।২১৫
নারদ প্রহ্লাদাদি আসে অ ৩।২৬১
নার-শব্দে কহে অ ২।৩৮
নারায়ণ অংশী আ ২।৮৫
নারায়ণ চতুর্ব্যূহ আ ৪।১১
নারায়ণরূপে আ ৫।২৬, ২৭

নারায়ণ হৃদি-স্থিতি অ ২০।৬০
নারায়ণ হৈতে কৃষ্ণের ম ৯।১৪৪
নারায়ণী চৈতন্যের আ ৮।৪১
নারায়ণের নাভিনাল আ ৫।১১০
নারায়ণে মানে ম ২৫।৭৭
নারায়ণের কা কথা ম ৯।১৪৮
নারীর যৌবনধন ম ২।২৫
নারের অয়ন যাতে আ ২।৪২, ৪৬
না সো রমণ ম ৮।১৯৪
নাহি কাঁহা সবিরোধ ম ২।৮৬
নাহি নাহি নাহি অ ১৭।২৫
ন্যায় কহে,—পরমাণু ম ২৫।৫০
নিঃশক্তি করি' তাঁ'রে ম ৬।১৫৩
নিকটে না আইস অ ৬।৫০
নিকটে না আইসে ম ১৪।২৩৬
নিকটে যমুনা বহে ম ১৮।৭৭
নিগূঢ় চৈতন্যলীলা অ ৭।১৬৫
নিজ কার্য্য নাহি ম ৮।৩৯
নিজকৃত সূত্রের ম ২৫।১৩৬
নিজ কৃপাগুণে প্রভু অ ১২।৮৩
নিজ গুণামৃতে আ ৮।৬৪
নিজ গুণের অন্ত ম ২২।১৪
নিজ গূঢ় কার্য্য তোমার ম ৮।২৭৯
নিজ-গৃহ-বিত্ত-ভৃত্য ম ১০।৫৫
নিজ চিচ্ছক্ত্যে কৃষ্ণ ম ২১।৯৬
নিজ জন্মস্থানে রহে ম ৩।১৭৭
নিজ তৃতীয় ভাই করি' আ ১০।৯৬
নিজ-দুঃখ-বিঘ্নাদির ম ৪।১৮৬
নিজ-দেহে যে কার্য্য অ ৪।৯৫
নিজ ধন দিতে ম ৫।২৯
নিজ নিজ ভাব আ ৪।৪৩
নিজ নিজ মত ছাড়ি' ম ৯।১০
নিজ নিজ শাস্ত্রোদ্গ্রাহে ম ৯।৪৩
নিজ প্রেমানন্দে আ ৪।২০১
নিজ প্রেমাস্বাদে আ ৪।১২৬
নিজ ভক্তে দণ্ড করে অ ২।১৪৩
নিজ ভ্রমে মূর্খলোক ম ১৮।১০১
নিজ রস আস্বাদিতে ম ৮।২৭৮
নিজ রূপ প্রভু তারে ম ৬।২০২
নিজ লজ্জা শ্যাম ম ৮।১৬৭
নিজ-সম সখা-সঙ্গে ম ২১।১০৮
নিজ সুখ হৈতে ম ৮।২০৭, ২০৯
নিজ সুখে মানে লাভ অ ২০।৫৫
নিজ সৃষ্টিশক্তি প্রভু আ ৬।১৯
নিজাঙ্গ-স্বেদ-জল আ ৫।৯৬
নিজাচিন্ত্যশক্ত্যে অ ৯।১২
নিজাজ্ঞানে সত্য ছাড়ি' ম ১৮।৯৮
নিজাভীষ্ট কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ ম ২২।১৫৪
নিজাংশ কলায় কৃষ্ণ ম ২০।৩০৭
নিজেন্দ্রিয়-সুখবাঞ্ছা ম ৮।২১৮
নিজেন্দ্রিয়-সুখহেতু ম ৮।২১৭
নিত্য দুই ফুল হয় ম ১৫।১২৯
নিত্যবদ্ধ—কৃষ্ণ হৈতে ম ২২।১২
নিত্যমুক্ত—নিত্য কৃষ্ণচরণে ম ২২।১১
নিত্য যাই দেখি মুঞি ম ১৫।৫৩
নিত্য রাত্রে করি আমি আ ১৭।৪২
নিত্যলীলা স্থাপন ম ১।৪৪
নিত্য সংসার, ভুঞ্জে ম ২২।১২
নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম ম ২২।১০৪
নিত্যসিদ্ধ সেই অ ৫।৫১
নিত্যানন্দ অবধূত আ ৬।৪৭
নিত্যানন্দ কহে ম ১৬।৬৬
নিত্যানন্দ কৃপাপাত্র অ ২০।৮২
নিত্যানন্দ-গুণে লেখায় অ ৫।২৩৩
নিত্যানন্দ গোসাঞি আ ৩।৭৩
নিত্যানন্দ গোসাঞিরে ম ১।২৪
নিত্যানন্দ গোসাঞে অ ৭।১৬৫
নিত্যানন্দ দয়া আ ৫।২১৬
নিত্যানন্দ দূরে দেখি' ম ১৪।২৩৫
নিত্যানন্দ দেখিয়া প্রভুর ম ১৪।২৩৬
নিত্যানন্দ না মান আ ৫।১৭৫
নিত্যানন্দ পূর্ণ করে অ ৫।১৫৬
নিত্যানন্দ-প্রতি আ ৫।১৭৩
নিত্যানন্দ প্রভু ম ১।৯৩
নিত্যানন্দ প্রভু ভোকে অ ১২।১৯
'নিত্যানন্দ' বলি' আ ৫।১৬৭
'নিত্যানন্দ' বলিতে আ ৮।২৩
নিত্যানন্দ মহিমাসিন্ধু আ ৫।১৫৭
নিত্যানন্দরায় প্রভুর আ ১।৪০
নিত্যানন্দ-সঙ্গে ম ১।২৬২
নিত্যানন্দ স্বরূপ আ ৫।১৪৯
নিত্যানন্দ স্বরূপের আ ৫।১৯৩
নিত্যানন্দে আজ্ঞা দিল ম ১৫।৪২
নিত্যানন্দে আজ্ঞা দিলুঁ অ ১২।৬৯
নিত্যানন্দে কহিলা অ ১২।৮১
নিত্যানন্দে কহে প্রভু ম ৫।১৪৮
নিত্যানন্দের গণ যত আ ১১।২১
নিত্যানন্দের নৃত্য অ ৬।১০৮
নিন্দক পাষণ্ডী যত আ ৭।২৯
নিন্দা-স্তুতি-হাস্যে ম ৬।১১২
নিবৃত্তিমার্গে অ ১৭।১৫৬
নিবৃন্ত পুষ্পসজ্জা ম ১।১৫৬
নিবেদন প্রভাবেহ তবু অ ৯।১১৪
'নিমাঞি' নাম ছাড়ি' অ ১৭।২১০
নিমাঞির প্রিয় মোর ম ১৫।৫৬
'নিমিত্তাংশে' করে অ ৬।১৭
নিরন্তর ইহাকে ম ৬।৭৫
নিরন্তর কর কৃষ্ণনাম ম ১৫।১০৪, ২৫।১৪৭, ১৯১
নিরন্তর কর তুমি ম ৬।১২১, ১১।১৯১
নিরন্তর কহ তুমি ম ৭।১৪৭
নিরন্তর কহে শিব আ ৬।৭৮
নিরন্তর কাম-ক্রীড়া ম ৮।১৮৭
নিরন্তর কৃষ্ণনাম আ ৭।৯৫
নিরন্তর গায় মুখে ম ২১।১২
নিরন্তর নাম কর অ ৩।১৩৬
নিরন্তরপূর্ণ করে ম ৮।১৭৯
নিরন্তর রাত্রি-দিন ম ১।৫২
নিরন্তর সদৈন্যে আ ৩।১০০
নিরন্তর সেবা করে ম ২২।১৫৪
নিরপরাধে নাম লৈলে অ ৪।৭১
নিরপেক্ষ নহিলে অ ৩।২৩
নিরুপাধি প্রেম অ ৪।২০০
'নির্গুণ' ব্যতিরেকে ম ২৫।৫৩
'নির্গ্রন্থ'-শব্দে কহে ম ২৪।১৬
নির্ব্বিকার দেহ, মন অ ৫।৪১
নির্ব্বিঘ্নে চৈতন্য পাঙ্ অ ৬।১৩৩
নির্ব্বিণ্ণ হইনু, মোতে অ ৯।১৩৯
নির্ব্বিশেষ তা'রে কহে ম ৬।১৪১
নির্ব্বিশেষ জ্যোতির্বিম্ব আ ৫।৩৭

নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম সেই আ ৫।১৩৮
নির্ব্বেদ হর্ষাদি ম ২৩।৪৮
নির্ম্মল-উজ্জ্বল-শুদ্ধ আ ৪।২০৯
নির্ম্মল হৃদয়ে ভক্তি আ ১৭।২৬৬
নিশ্বাস সহিত আ ৫।৬৮
নিশ্চয় করিয়া কহি ম ১।১৬১
নিশ্চিন্ত হঞা ভজ ম ১১।২২
নিশ্চিন্তে কৃষ্ণ ভজিব ম ১০।১০৭
নিষিদ্ধ পাপাচারে তার ম ২২।১৩৭
নিষিদ্ধাচার, কুটিনাটি ম ১৯।১৫৯
নিষেধ করিতে নারে আ ৫।১৫১
নিষেধিহ ইঁহারে অ ৪।৮৮
নিষ্কিঞ্চন ভক্ত খাড়া অ ৬।২১৭
নিষ্ঠা হৈতে উপজয় ম ২২।১২৯
নিষ্ঠা হৈতে শ্রবণাদ্যে ম ২৩।১১
নিস্তারের হেতু অ ২।৩
নীচ জাতি নহে অ ৪।৬৬
নীচ জাতি, নীচ সঙ্গী ম ১।১৮৯, ২০।৯৯
নীচ-শূদ্রদ্বারা অ ৫।৮৪
নীচে কন্যা দিলে ম ৫।৩৯
নীবি খসায় পতি আগে ম ২১।১৪৩
নীলাচলে আছি মুঞি ম ১৫।৫২
নীলাচল আসিতে ম ৭।২০
নীলাচল-গৌড় সেতুবন্ধ ম ১।১৯
নীলাচলে তুমি আমি ম ৮।২৪০
নীলাচলে নবদ্বীপে ম ৩।১৮৩
নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর ম ৬।৫২
নূতন একশত ঘট ম ১২।৭৮
নূপুরের ধ্বনিমাত্র ম ৫।৯৯
নৃসিংহানন্দ নাম আ ১০।৫৮
নেত্রজলে সেই শিলা অ ৬।২৯২
নৈহাটী-নিকটে আ ৫।১৮১
নৌকাতে কালীয় জ্ঞান ম ১৮।১০৬
ন্যগ্রোধপরিমণ্ডল আ ৩।৪৩
ন্যায় কহে পরমাণু ম ২৫।৫০
পক্ষী, মৃগ, বৃক্ষ ম ২৪।৫৪
পঙ্গু গিরি লঙ্ঘে আ ৮।৫
পঙ্গু নাচাইতে যদি ম ২৩।১১৬
পঞ্চগুণে করে অ ১৫।৮
পঞ্চতত্ত্ব অবতীর্ণ আ ৭।৫
পঞ্চতত্ত্ব এক বস্তু আ ৭।৫
পঞ্চপাণ্ডব তোমার ম ১০।৫৩
পঞ্চবংশতি বর্ষে আ ৭।৩৪
পঞ্চবিধ ভক্তে গৌণ ম ১৯।১৮৭
পঞ্চবিধ মুক্তি ত্যাগ ম ৯।২৬৭
পঞ্চবিধ মুক্তি পাঞা ম ৯।২৫৭
পঞ্চভূত যৈছে ম ২৫।১২৩
পঞ্চম পুরুষার্থ আ ৭।৮৫, ম ২৩।৯৫
পঞ্চমবর্ষের বালক আ ১২।১৭
পঞ্চরস—স্থায়ী ব্যাপি ম ১৯।১৮৮
পঞ্চরাত্রে, ভাগবতে ম ১৯।১৬৯
পঞ্চরূপ ধরি' আ ৫।৮
পঞ্চরোগ পীড়া অ ২০।৯৪
পঞ্চলক্ষ চারি সহস্র ম ২০।৩২২
পঞ্চাশৎ কোটি আ ৫।১১৯
পট্টডোরী লঞা ম ১৪।২৫৩
পড়িছা মারিতে তেঁহো ম ৬।৫
পড়িয়াছোঁ ভবার্ণবে অ ২০।৩৩
পড়ুয়া পাষণ্ডী আ ৭।৩৬
পণ্ডিত কহে যাঁহা তুমি ম ১৬।১৩১
পণ্ডিত কহে, 'যে খাইবে' অ ১২।১৩৪
পণ্ডিত হঞা মনে ম ৯।১৯১, অ ৩।১৫
পণ্ডিতে না বুঝে অ ১৯।১০৮
পণ্ডিতের গৌরাঙ্গপ্রেম ম ১৬।১৩৭
পণ্ডিতের ভাবমুদ্রা অ ৭।১৫৯
পণ্ডিতেহ তা'র চেষ্টা অ ১৯।১০৪
পতিতপাবন নামের আ ১০।১২০
পতিত হইলে ভর্ত্তা ম ১৫।২৬৪
পতিব্রতা শিরোমণি ম ৯।২০২
পতিব্রতা হঞা পতির অ ৭।১০০
পতির আজ্ঞা নিরন্তর অ ৭।১০৩
পতির আজ্ঞা পতিব্রতা অ ৭।১০৩
পথ বান্ধা না যায় ম ১।১৬০
পথ সাজাইলে মনে ম ১।১৫৫
পথে যাইতে তৈল অ ১২।১১৪
পথে সিজের বাড়ী অ ১৩।৮১
পরং ব্রহ্ম পরমাত্মা ম ১৯।২১৭
পরকীয়া ভাবে অ ৪।৪৭
পর্ব্বতে না চড়ে ম ১৮।৪৫
পরবিধি নিন্দা করে অ ৮।৭৭
পরব্যোম-মধ্যে আ ৫।২৬, ম ২০।১৯২
পরব্যোমেতে বৈসে আ ২।২৩
পরব্যোমে নারায়ণ আ ২।৭১
পরব্যোমে বাসুদেবাদি ম ২০।২২৬
পরম ঈশ্বর কৃষ্ণ আ ২।১০৬, ম ৮।১৩৩, ২১।৩৪
পরম উদার ইহো ম ১৫।৯৪
পরম কারণ ঈশ্বরে ম ২৫।৫৪
পরমতত্ত্ব, পরব্রহ্ম আ ১৭।১০৬
পরম দুর্ল্লভ এই অ ১৬।১৩৫
পরম পবিত্র স্থান ম ১৫।২৭৫
পরম পুরুষোত্তম ম ১৪।২২০
পরম প্রেয়সী লক্ষ্মী আ ৬।৪৫
পরম বিরক্ত, মৌনী ম ৪।১৭৯
পরম মধুর গুপ্ত ম ১৫।১৩৮
পরমাত্মা যিঁহো ম ২০।১৬১
পরমার্থ থাকুক ম ১২।২৪
পরমার্থ-বিচার গেল ম ২৫।৪২
পরমার্থ যায়, আর অ ৬।২২৫
পরমার্থে প্রভুর কৃপা অ ৯।১০৮
পরম্পরায় বৈষ্ণব ম ১৭।৪৯
পরশুরামের দুষ্ট নাশ ম ২০।৩৭০
পরস্পর বেণুগীতে আ ৪।২৫১
পরাইল মুক্তা ম ৫।১৩২
পরাত্মনিষ্ঠামাত্র বেষ ম ৩।৮
'পরিণামবাদ' ব্যাস ম ৬।১৭০
পরিণামবাদে ঈশ্বর আ ৭।১২২
পরিত্যাগ কৈলুঁ ম ১৫।২৬৩
পরিপূর্ণ কৃষ্ণপ্রাপ্তি ম ৮।৮৮
পরিভাষারূপে ইহার আ ২।৫৯
পরিহাস করিয়াছি তাঁ'রে ম ৭।৬৬
পরীক্ষা করিয়া শেষে ম ৪।১৮৯
পরের দ্রব্য তুমি কেনে অ ৪।৭৭
পরের স্থাপ্য দ্রব্য অ ৪।৮৮
পল দুই-তিন মাঠা আ ১০।৯৮
পশ্চাতে পাত্না অ ১২।১২
'পশ্চিমে' খুদিবে তাঁহা ম ২০।১৩৩
পশ্চিমের লোক সব আ ১০।৮৯
পহিলে দেখিলুঁ ম ৮।২৬৮
পহিলেহি রাগ ম ৮।১৯৪
পাইনু বৃন্দাবননাথ অ ১৪।৩৭
পাইয়া অমৃতধুনী আ ১৩।১২২

পাইয়া মানুষ-জন্ম অ ১৩।১২২
পাঞা কৃষ্ণের লীলা অ ১৪।১০৫
পাঁচ গণ্ডার পাত্র হয় অ ৯।৪০
পাঁচ সহস্র মুদ্রা দিব ম ২০।৮
পাঁচে মিলি' লুটে আ ৭।২১
পাকিল যে প্রেমফল আ ৯।২৭
পাগল হইলাঙ্ আ ৭।৮০
পাছে আমি করিব অর্থ ম ৬।১৮৮
পাছে দুই মত আ ১২।৮
পাছে শ্যাম-বংশীমুখ ম ৬।২০৩
'পাঠান-বৈষ্ণব' বলি' ম ১৮।২১১
পাণ্ডিত্য আর ভক্তিরস ম ৭।৬৫
পাণ্ডিত্যাদ্যে ঈশ্বর-তত্ত্ব ম ৬।৮৭
পাতঞ্জল কহে ম ২৫।৫১
পাত্রাপাত্র বিচার আ ৭।২৩
পাদ-পীঠ মুকুটাগ্র ম ২১।৭২
পাদ প্রক্ষালিয়া বসিল আ ৭।৫৯
পাদ-সম্বাহন কৈল অ ১০।৯০
পাপরাশি দহে ম ১।১৯৪
পাপী, নীচ উদ্ধারিতে ম ১১।৪৫
পার্শ্বে গাঁথা গুঞ্জামালা অ ৬।২৮৯
পারাপার শূন্য গভীর ম ১৯।১৩৭
পারিষদ্‌গণ এক আ ১।৬৪
পারিষদগণে দেখি' আ ৫।১৯১
পালনার্থ-স্বাংশ ম ২০।৩১৪
পালনার্থে বিষ্ণু ম ২০।৩১৭
পালয়িতা বিষ্ণু আ ৫।১১১
পালে পালে ব্যাঘ্র-হস্তী ম ১৭।২৬
পাষণ্ডদলনবানা আ ৩।৭৫
পাষণ্ডী সংহারিতে আ ১৭।৫৩
পাষণ্ডী হাসিতে আইসে আ ১৭।৩৫
পিকস্বর কণ্ঠ অ ১৩।১২৮
পিচ্ছলদা পর্য্যন্ত সব ম ১৬।১৫৯
পিছে নিন্দা করে অ ৮।১৫
পিঠা-পানা, অমৃত-গুটিকা ম ১২।১৬৭
পিতা-মাতা-গুরু আ ৩।৯৩, ৬।৮০
পিতা-মাতা-বালকের আ ২।৩৩
পিতা-মাতা মারি' খাও আ ১৭।১৫৪
পিতৃকুল, মাতৃকুল আ ১৫।১৪
পিতৃ-মাতৃ-স্নেহ ম ২৪।৩৩
পিপীলিকা মৈলে অ ১১।৪১
পীতবর্ণ ধরি' তবে ম ২০।৩৩৮
পুছিল তোমার নাম আ ৭।৬৬
পুঁথি পাঞা প্রভুর ম ৯।২৩৮
পুণ্য, অর্থ—দুই লাভ ম ২০।৮
পুত্র বাতুল হইল অ ৬।৩৮
পুত্র-ভৃত্যরূপে তুমি অ ৬।২০২
পুত্রসম স্নেহ করে ম ৯।২৯৮
পুত্রের প্রভাবে যত আ ১৩।১২০
পুত্রের লালন-শিক্ষা অ ১৪।৮৭
পুনঃ কহে শীঘ্র চলে ম ৬।১৫০
পুনঃ কৃষ্ণরতি হয় ম ১৯।১৯২
পুনঃ পুনঃ পিয়াইয়া আ ৭।২২
পুনঃ পুনঃ সর্ব্বশাস্ত্রে অ ১৬।৬১
পুনঃ সেই নিন্দকের ম ১৫।২৩৬
পুনরপি এই ঠাঞি ম ৭।১২৯
পুনরপি দেশে বহি ম ২৫।১৬২
পুনরপি শ্বাস যবে আ ৫।৬৯
পুনরপি সেই পথে অ ১৩।৮৪
পুরাণ-বাক্যে সেই অর্থ ম ৬।১৪৮
পুরী-গোসাঞি তোমার ম ১৭।১৭৭
পুরী-গোসাঞির আজ্ঞায় ম ১০।১৩২
পুরী-গেসাঞির যে আচরণ ম ১৭।১৮৫
'পুরীদাস' বলি' নাম অ ১২।৪৭
পুরীদ্বয়ে পরব্যোমে ম ২০।৩৯৬
পুরীদ্বয়ে বৈকুণ্ঠাদ্যে ম ১৯।১৯৩
পুরী মধুপুরী বরা ম ১৯।১০২
পুরীর আবরণরূপে ম ২০।২৪০
পুরীর-বাৎসল্য মুখ্য ম ২।৭৮
পুরীর স্বভাব অ ৮।৭১
পুরুষের কীট হইতে আ ৫।২০৫
পুরুষ-ঈশ্বর ঐছে আ ৬।১৫
পুরুষ-নাসাতে যবে আ ৫।৬৮
পুরুষ যোষিৎ কিবা ম ৮।১৩৮
পুরুষার্থ শিরোমণি ম ২০।১২৫
পুরুষের লোমকূপে আ ৫।৭০
পুরুষোত্তম, অচ্যুত ম২০।২০৪
পুরুষোত্তম আচার্য্য ম ১০।১০৩
পুষিল, ধরিল প্রেম আ ৩।৩৩
পুষ্পগন্ধ লঞা বহে অ ১৯।৮১
পুষ্পসম কোমল ম ৭।৭২
পূজাকালে দেখে শিলায় অ ৬।৩০০
পূজা-নির্ব্বাহণ হৈলে অ ১৯।২৭
পূজা লাগি' কত কাল অ ১৯।২৬
পূজিতে চাহি আমি অ ৬।১৫০
পূতনা-বধাদি যত ম ২০।৩৭৯
পূর্ণজ্ঞান পূর্ণানন্দ আ ২।৮
পূর্ণ ভগবান্ আ ৩।৫, ৪।১০
পূর্ণ যৈছে দুগ্ধের কলস ম ১২।৫৩
পূর্ণষড়ৈশ্বর্য্য চৈতন্য অ ৫।১১৯
পূর্ণানন্দ-চিৎস্বরূপ অ ৫।১১৮
পূর্ণানন্দ প্রাপ্তি তাঁ'র ম ১৮।১৯৫
পূর্ণানন্দময় আমি আ ৪।১২২
পূর্ণৈশ্বর্য্য প্রভুজ্ঞান ম ১৯।২১৮
পূর্ব্ব আজ্ঞা, বেদধর্ম্ম ম ২২।৫৯
পূর্ব্বদিকে তা'তে মাটী ম ২০।১৩৫
পূর্ব্বপক্ষ কহে আ ২।৭১
পূর্ব্ব পূর্ব্ব রসের গুণ ম ৮।৮৫
পূর্ব্বপ্রায় যথাবৎ অ ১৪।৭১
পূর্ব্ব প্রেমভাণ্ডারের আ ৭।২০
পূর্ব্বাপর বিধিমধ্যে ম ১৮।১৯৭
পূর্ব্বে আমি ইহারে ম ১৫।১৩৮
পূর্ব্বে আমি রামনাম অ ৩।২৫৪
পূর্ব্বে আসিয়াছিল ম ৯।২৯৫
পূর্ব্বে উদ্ধবদ্বারে ম ১৩।১৩৯
পূর্ব্বে প্রভু মোরে ম ১১।১১৬
পূর্ব্বে বিদ্যানগরের ম ৫।১০
পূর্ব্বে ব্রজে কৃষ্ণের আ ৪।১১২
পূর্ব্বে ভাল ছিল আ ১৭।২০৬
পূর্ব্বে মাধবপুরী ম ৪।২০
পূর্ব্বে যেন রঘুনাথ অ ৩।৮০
পূর্ব্বে যৈছে কুরুক্ষেত্রে ম ১৩।১২৪
পূর্ব্বে যৈছে কৈল আ ৬।২৬
পূর্ব্বে যেন পৃথিবীর আ ৪।৭
পৃথিবী ধরেন যেই আ ৬।৯৩
পৃথিবীতে বিজ্ঞবর অ ১।২০০
পৃথিবীতে ভক্ত নাহি অ ৭।৪৪
পৃথিবীতে রসিক ভক্ত ম ৭।৬৪
পৃথ্বী যৈছে ঘট আ ২।৩৭
পেটাঙ্গি গায় করে অ ১২।৩৭
পেটের ভিতর হস্ত-পাদ অ ১৭।১৬
পৈতা ছিণ্ডিয়া শাপে আ ১৭।৬২
পৌগণ্ড বয়সে পড়েন আ ১৩।২৮

পৌগণ্ড সফল আ ৪।১১৩
প্রকটিয়া দেখে আ ৩।৯৫
প্রকাশ বিশেষে আ ২।১০
প্রকাশানন্দ-নামে আ ৭।৬২
প্রকৃতি কারণ আ ৫।৬১
প্রকৃতি ক্ষোভিত করি' ম ২০।২৭২
প্রকৃতি দর্শন কৈলে অ ২।১৬৫
প্রকৃতি দর্শনে স্থির অ ৫।৩৬
প্রকৃতির পার আ ৫।১৪
প্রকৃতি-সম্ভাষী বৈরাগী অ ২।১২৪
প্রকৃতি সহিতে আ ৫।৮৬
প্রগাঢ় প্রেমের ম ৪।১৮৬
প্রচার করেন কেহ অ ৪।১০২
প্রণতিতে হবে ইহার আ ১৭।২৬৬
'প্রণব' মহাবাক্য আ ৭।১৩০
'প্রণব' যে মহাবাক্য ম ৬।১৭৪
'প্রণব' সে মহাবাক্য আ ৭।১২৮
'প্রণব' হৈতে ম ৬।১৭৪
প্রণবের যেই অর্থ ম ২৫।৯২
প্রণয়, মান, কঞ্চুলিকায় ম ৮।১৬৮
প্রতাপরুদ্র ছাড়ি' ম ১১।৪৬
"প্রতাপরুদ্র সংত্রাতা" ম ১৬।১০৮
প্রতিগ্রহ কভু না করিবে আ ১২।৫০
প্রতিগ্রহ নাহি করে আ ১০।৫০
'প্রতিজ্ঞা' শ্রীকৃষ্ণসেবা ম ১৬।১৩৭
প্রতিজ্ঞা সেবা ছাড়িবে ম ১৬।১৩৯
প্রতিধ্বনি নহে অ ৩।৭০
প্রতিবর্ষ আইসে ম ১।২৫৬
প্রতিমা চলিয়া ম ৫।১১০
প্রতিমা নহ তুমি ম ৫।৯৬
প্রতিযুগে করেন কৃষ্ণ ম ৬।১০০
প্রতিষ্ঠার ভয়ে ম ৪।১৪৭
প্রতিষ্ঠার স্বভাব ম ৪।১৪৬
প্রতীত করিতে কহি অ ৩।২৫৯
প্রত্যক্ষ তাঁহার আ ৩।৫৮
প্রত্যক্ষে দেখহ নানা আ ৩।৮৪
প্রত্যব্দ আসিবে যাত্রায় ম ১৫।৯৮
প্রথম বৎসরে ম ১।৪৬
প্রথম লীলায় আ ৩।৩২
প্রথমেই উপশাখার ম ১৯।১৬১
প্রথমে করেন আ ৩।৯২, ৯৩
প্রথমে ত' আচার্য্যের আ ১২।৮
প্রথমে মিলিলা নিত্যানন্দ ম ১।১৮৩
প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ মুখ্য ম ২০।১৮৬
প্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারী তাঁ'র আ ১০।৫৮
প্রদ্যুম্নের বিলাস ম ২০।২০৬
প্রদ্যুম্নের মূর্ত্তি ম ২০।১৯৭
প্রপঞ্চ যে দেখ সব ম ২৫।১০৯
প্রবেশ করিতে নারি ম ৯।৩৬৩
প্রভাবে আকর্ষিল সব আ ৭।৬১
প্রভাবে দেখিয়ে তোমা আ ৭।৭০
প্রভাবে 'বৈষ্ণব' কৈল ম ৯।৬৮
প্রভু আগে দুঃখী হঞা ম ১৭।১২৩
প্রভু-আজ্ঞা প্রসাদ ত্যাগে ম ১১।১১৪
প্রভু আজ্ঞায় ম ১।২৫, ৪৯
প্রভু কণ্ঠ হৈতে মালা আ ৮।৭৫
প্রভু কহে,—অঙ্গ আমি অ ১০।৮৭
প্রভু কহে,—অজ্ঞ বালক অ ৮।৬৭
প্রভু কহে,—অন্যাবতার ম ২০।৩৫০
প্রভু কহে,—অমোঘ শিশু ম ১৫।২৮৭
প্রভু কহে,—আমা-'পূজ' আ ১৪।৬৬
প্রভু কহে,—আমি আ ৯।৭
প্রভু কহে,—আমি হই আ ৭।৬৪
প্রভু কহে,—উঠ, কৃষ্ণনাম ম ১৮।২০৫
প্রভু কহে,—উপাধ্যায় ম ১৯।১০১
প্রভু কহে,—এই যে দিলা অ ১৬।৯৭
প্রভু কহে,—এই শিলা অ ৬।২৯৪
প্রভু কহে,—এথা মোর ম ৯।৩৩২
প্রভু কহে,—কভু তোমার ম ৭।১৪৭
প্রভু কহে,—কর্ম্মী, জ্ঞানী ম ৯।২৭৬
প্রভু কহে,—কর বা অ ১০।৮৮
প্রভু কহে,—কহ কৃষ্ণ ম ১৭।২৯
প্রভু কহে,—কাঁহা পাইলা ম ১৮।১০৯
প্রভু কহে,—কুলীনগ্রামের আ ১০।৮২
প্রভু কহে,—কৃষ্ণকৃপা ম ২০।১০৪, অ ৬।১৯৩
প্রভু কহে,—কৃষ্ণনামের অ ৭।৮১
প্রভু কহে,—কৃষ্ণের ম ৯।১২৭
প্রভু কহে,—কে তুমি ম ১৮।৮৫
প্রভু কহে,—কোন্ বিদ্যা ম ৮।২৪৪
প্রভু কহে,—কোন্ ব্যাধি অ ১১।২৩
প্রভু কহে,—ক্ষৌর করাহ ম ২০।৬৮
প্রভু কহে,—গীতাপাঠে ম ৯।১০২
প্রভু কহে,—গো-দুগ্ধ খাও আ ১৭।১৫৩
প্রভু কহে,—গোবিন্দ, অ ১৩।৮৫
প্রভু কহে,—তথাপি রাজা ম ১১।১০
প্রভু কহে,—তুমি ম ১১।২৬
প্রভু কহে,—তুমি কি অর্থ ম ৬।১৮৮
প্রভু কহে,—তুমি গুরু ম ১৭।১৭০
প্রভু কহে,—তুমি পণ্ডিত অ ৭।১২৭
প্রভু কহে,—তুমি মহা ম ৮।৪৪
প্রভু কহে,—তোমা ম ১১।১৮৯, ২০।৫৬
প্রভু কহে,—তোমার দেহ অ ৪।৭৬
প্রভু কহে,—তোমার শাস্ত্র ম ১৮।১৮৯
প্রভু কহে,—দেবের বরে আ ১৬।৪৪
প্রভু কহে,—ধর্ম্ম নহে ম ১৫।১৮৮
প্রভু কহে,—পূজ্য এই ম ১৫।২৩৪
প্রভু কহে,—পূর্ণ যৈছে ম ১২।৫৩
প্রভু কহে,—পূর্ব্বাশ্রমে ম ৯।৩০১
প্রভু কহে,—'বিষ্ণু' ম ৮।১১১, ২৫।৭৬
প্রভু কহে,—বৃদ্ধ অ ১১।২৪
প্রভু কহে,—বেদান্তসূত্র আ ৭।১০৬
প্রভু কহে,—বৈরাগী অ ২।১১৭
প্রভু কহে,—বৈষ্ণব দেহ অ ৪।১৯১
প্রভু কহে,—বৈষ্ণবসেবা ম ১৬।৭০
প্রভু কহে,—ভট্ট তোমার ম ৯।১১১
প্রভু কহে,—ভট্টাচার্য্য ম ৬।১৮৪
প্রভু কহে,—ভাগবতার্থ অ ৭।৭৮
প্রভু কহে,—ভাল কৈল অ ৬।২৮৪
প্রভু কহে,—মায়াবাদী ম ১৭।১২৯
প্রভু কহে,—'মুক্তি'পদে ম ৬।২৬২
প্রভু কহে,—মূর্খ আমি ম ৬।১২৬
প্রভু কহে,—মোর বশ অ ২।১২৪
প্রভু কহে,—মোরে দেহ ম ১২।১৬৭
প্রভু কহে,—যাঁর মুখে ম ১৫।১০৬
প্রভু কহে,—যে করিতে ম ২৪।৩২৩
প্রভু কহে,—'রামানন্দ' অ ৫।৭৭
প্রভু কহে,—রূপে কৃপা অ ১।৫৬
প্রভু কহে,—শক্তি নাহি অ ১০।৮৬
প্রভু কহে,—শাস্ত্রে কহে ম ৯।২৫৮
প্রভু কহে,—সন্ন্যাসী অ ১২।১০৮
প্রভু কহে,—সমুদ্র এই অ ১১।৬৪

প্রভু কহে,—সাধু ম ৩।৭
প্রভু কহে,—সূত্রের অর্থ ম ৬।১৩০
প্রভু কহে,—সেবা ছাড়িবে ম ১৬।১৩৩
প্রভু কহে,—হরিদাস অ ১১।৩৭
প্রভু কহেন,—উদ্বেগে ঘরে অ ১৯।৬৩
প্রভু কহেন,—কৃষ্ণকথা অ ৫।৭
প্রভু কহেন,—কৃষ্ণসেবা ম ১৫।১০৪
প্রভু কহেন,—তুমি না অ ৭।১০২
প্রভু কৃপা বিনা ম ১২।৯
প্রভু কৃপাপাত্র অ ২।১৫৮
প্রভুকে কহিল আ ৭।৬২
প্রভুকে কৃষ্ণ জানি' ম ৬।১৯৯
প্রভুকে জানিল ম ৬।২৮০
প্রভুকে দেখিতে আইসে আ ৭।১৫৪
প্রভুকে যে ভজে ম ৭।১১০
প্রভুগণে যাঁ'র দেখে অ ৩।৪৫
প্রভু গুরু করি' মানে আ ৫।১৪৭
প্রভু চতুর্ভুজ মূর্ত্তি ম ১০।৩৩
প্রভু জলে কৃত্য করেন ম ১৭।৩১
প্রভু তাঁ'র উপর করেন অ ১৯।৬৮
প্রভু তাঁরে দেখি' ম ৮।১৬
প্রভু তাঁ'রে বিদায় দিয়া ম ১৬।২২৭
প্রভু দেখি' বৃন্দাবনের ম ১৭।২০২
প্রভু না খাইলে ম ১৪।৪০, অ ১১।৮৫
প্রভু পড়িয়াছেন অ ১৪।৬৪
প্রভু-পাদতলে শঙ্কর অ ১৯।৬৮
'প্রভু পাদোপাধান' বলি' অ ১৯।৬৯
প্রভু বলে একাদশীতে আ ১৫।৯
প্রভু বলেন তুমি মোর আ ১০।২০
প্রভু বলেন 'নিতি' 'নিতি' অ ৬।৩২৪
প্রভু ভক্তগণ মধ্যে ম ১২।৬৮
প্রভু-ভঙ্গী এই অ ২।১৫৯
প্রভু ভিক্ষা কৈল ম ৯।১৮৬
প্রভু মাত্র বুঝেন অ ১৯।১৮
প্রভু যাঁ'র নিত্য লয় আ ১০।৬৮
প্রভুর অত্যন্ত প্রিয় অ ১৯।৪
প্রভুর অত্যন্ত মর্ম্মী ম ১০।১০২
প্রভুর অন্তরঙ্গ বলি' অ ৬।১১
প্রভুর আগে আঙ্গিনাতে অ ১২।১১৯
প্রভুর আজ্ঞায় কৃষ্ণকথা অ ৫।৫৮
প্রভুর উপদেশামৃত ম ২৩।১২০
প্রভুর উপাঙ্গ আ ৬।৩৭
প্রভুর কৃপায় তাঁর ম ৬।২০৫
প্রভুর কৃপায় হয় ম ৭।১০৭
প্রভুর গম্ভীর লীলা অ ২০।৭৭
প্রভুর গম্ভীর স্বরে ম ১৭।২০৬
প্রভুর চরণযুগে ম ১২।১২২
প্রভুর চরণে কিছু ম ১৫।১০২
প্রভুর চরণে পড়ে ম ১৬।২২৪
প্রভুর চরণে যদি আ ৮।৭৫
প্রভুর দর্শনে শুদ্ধ ম ১৭।১২৩
প্রভুর নিকটে আছে ম ১২।৭
প্রভুর নিন্দায় সবার অ ১৭।২৫৭
প্রভুর প্রেমাবেশ, আর ম ১৯।৭৬
প্রভুর বিচ্ছেদে কার অ ১৮।৩৯
প্রভুর বিরহ-সর্প আ ১৬।২১
প্রভুর বিরহোন্মাদ অ ১৪।৫
প্রভুর ভাবানুরূপ ম ১৩।১৬৭
প্রভুর মিষ্টবাক্য আ ৭।৯৯
প্রভুর যতেক গুণ অ ৮।৪১
প্রভুর 'শিক্ষাষ্টক'-শ্লোক অ ২০।৬৫
প্রভুর সঙ্গে যত মহান্ত অ ৬।১৫০
প্রভুর সহিত করে ম ১৬।৪৭
প্রভুর সাক্ষাৎ আজ্ঞা ম ১১।১১৩
প্রভুর সিদ্ধান্ত কেহ ম ৯।৪৪
প্রভুর সন্ন্যাস দেখি' ম ১০।১০৪
প্রভুর স্বভাব, যেবা ম ২৫।৮
প্রভুরূপ করি করে ম ১২।৩৮
প্রভুরে আসন দিয়া ম ৬।১১৯
প্রভুরে মিলিয়া গেলা ১৯।৩
প্রভু লেখা করে অ ২।১০৫
প্রভু সঙ্গে রহে ম ১৮।৯০
প্রভু হাসি' কহে, স্বামী অ ৭।১১১
প্রমাণের মধ্যে শ্রুতি ম ৬।১৩৫
প্রলয়ে অবশিষ্ট আমি ম ২৫।১১০
'প্র'-শব্দে মোক্ষবাঞ্ছা ম ২৪।৯৬
প্রশ্নোত্তরে ভাগবতে ম ২৪।৩১৩
প্রশ্রয়-প্রাগল্ভ্য শুদ্ধ অ ১২।৬০
প্রসন্ন না হয় ইহায় অ ৬।২৭৪
প্রসন্ন হইল সব আ ১৩।৯৫
প্রসন্ন হৈল দশদিক্ আ ১৩।৯৬
প্রসাদ কড়ারসহ অ ১৩।১৩৪
প্রসাদ মাগিয়ে ভিক্ষা অ ১১।৭৪
প্রসিদ্ধা বৈষ্ণবী হৈল অ ৩।১৪১
প্রহ্লাদেশ জয়পদ্মা ম ৮।৫
প্রাকৃত-ইন্দ্রিয়ের তাঁরে ম ৯।১৯২
প্রাকৃত করিয়া মানে আ ৭।১১৫
প্রাকৃত-ক্ষোভে তাঁ'র ম ২৩।২০
প্রাকৃত চিন্তামণি তাহে অ ৭।১২৫
প্রাকৃত নিষেধি করে ম ৬।১৪১
প্রাকৃত প্রপঞ্চ পায় ম ২৫।১১০
প্রাকৃত বস্তুতে যদি আ ৭।১২৭
প্রাকৃত শক্তিতে তবে ম ৬।১৪৫
প্রাকৃত হৈলেহ তোমার অ ৪।১৭৪
প্রাকৃতাপ্রাকৃত-সৃষ্টি আ ২।৩৬
প্রাকৃতেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য নহে ম ১৭।১৩৪
প্রাণ ছাড়া যায় ম ৭।৮
প্রাণনাথ শুন মোর ম ১৩।১৩৮
প্রাণ রক্ষা লাগি' যেবা অ ৬।৩১৩
প্রাণ-রাজ্য করোঁ অ ৯।৯৬
প্রাণীমাত্রে মনোবাক্যে ম ২২।১১৭
প্রাতঃকালে ভব্যলোক ম ১৮।১০৩
প্রাতে কুমারহট্টে আইলা ম ১৬।২০৫
প্রাতে বৃন্দাবনে কৈলা ম ১৮।৭৫
প্রাতে শয্যায় বসি' ম ১১।১১৬
প্রাভব-বিলাস বাসুদেব ম ২০।১৮৬
প্রাভব-বৈভব-ভেদে ম ২০।১৮৫
প্রাভব-বৈভবরূপে আ ২।৯৭,
ম ২০।১৬৭
প্রিয়া যদি মান করি' আ ৪।২৬
প্রীতি-বিষয় সুখে আ ৪।২০০
প্রীতি বিষয়ানন্দে আ ৪।১৯৯
প্রীতি-স্বভাবে কাহাঁতে অ ৪।১৭১
প্রীত্যঙ্কুরে 'রতি-ভাব' ম ২২।১৬১
প্রেম দিতে, কৃষ্ণ দিতে আ ১১।৫৯
প্রেমধন বিনা ব্যর্থ অ ২০।৩৭
'প্রেম-নাম' প্রচারিতে আ ৪।৫
প্রেমনেত্রে দেখে আ ৫।২১
প্রেম-পরকাশ নহে অ ৭।১৪
প্রেম প্রচারণ আর আ ৩।১৪৮
প্রেম প্রয়োজন বেদে ম ৬।১৭৮
প্রেমফল পাকি' পড়ে ম ১৯।১৬২
প্রেমবন্যায় ডুবাইল আ ৭।২৬

প্রেমবশ গৌর-প্রভু অ ২।৮১
প্রেমবাচী 'হা' শব্দ অ ৩।৫৮
প্রেম বিনা কভু নহে ম ১০।১৮১
প্রেম বিনা কৃষ্ণ প্রাপ্তি অ ৪।৫৮
প্রেমবৃদ্ধি ক্রমে নাম ম ১৯।১৭৮
প্রেম-বৈচিত্র্য শ্রীদশমে ম ২৩।৬০
প্রেমভক্তি প্রবর্ত্তাইলা ম ১।২৩
প্রেমভক্তি শিখাইতে আ ৪।৯৯
প্রেমভক্তি সর্ব্বসাধ্যসার ম ৮।৬৮
প্রেমময় বপু কৃষ্ণ ম ১৪।১৫৬
প্রেমরস নির্য্যাস আ ৪।১৫
প্রেমসুখ-ভোগ—মুখ্য ম ২০।১৪২
প্রেম সেবা পরিপাটি আ ৪।২১২
প্রেমা ক্রমে বাড়ি' হয় ম ২৩।৩৯
প্রেমাদি স্থায়ী ভাব ম ২৩।৪৩
প্রেমাবিষ্ট হয় অ ২।৩৫
প্রেমাবেশে তিনদিন ম ৩।৩৮
প্রেমাবেশে পড়িলা ম ৫।১৪৯, অ ১৮।৬৫
প্রেমাবেশে পথে ম ৭।৩৮
প্রেমার বিকার বর্ণিতে অ ১৮।১৯
প্রেমার স্বভাব করে আ ৭।৮৭
প্রেমার স্বভাবে ভক্ত আ ৭।৮৮
প্রেমা হৈতে কৃষ্ণ হয় আ ৭।১৪৫
প্রেমা হৈতে পায় আ ৭।১৪৫
প্রেমী-ভক্ত বিয়োগে অ ৪।৬১
প্রেমে আজ্ঞা ভাঙ্গিলে অ ১০।৮
প্রেমে কৃষ্ণ মিলে অ ৪।৬১
প্রেমে কৃষ্ণাস্বাদ হৈলে ম ২০।১৪১
প্রেমে প্রভু করে রাধা ম ১৮।৬
প্রেমে মত্ত অঙ্গ আ ৫।১৮৯
প্রেমে মত্ত নাহি তাঁ'র ম ৪।২২
প্রেমে মত্ত নিত্যানন্দ আ ৫।২০৮
প্রেমের উদয়ে হয় আ ৮।২৭
প্রেমের কারণ ভক্তি আ ৮।২৬
প্রেমের পরম সার ম ৮।১৬০
প্রেমের বিবর্ত্ত ইহা ম ১৬।১৪৯
প্রেমের স্বভাব যাঁহা অ ২০।২৮
প্রেমের 'স্বরূপ' জানে অ ১২।১৫৪
প্রেমের স্বরূপ দেহ ম ৮।১৬২
প্রৌঢ় নির্ম্মল ভাব আ ৪।৪৯
ফল-ফুল দিয়া আ ৯।৪৪
ফলাভাস এই যাতে অ ৯।১৩৭
ফল্গু করি 'মুক্তি' দেখে ম ৯।২৬৭
ফাল্গুনী-পূর্ণিমা-সন্ধ্যায় আ ১৩।২০
ফাল্গুনে আসিয়া কৈল ম ৭।৪
ফাল্গুনের শেষে দোল ম ৭।৫
ফুল-ফল ভরি' ম ১৭।২০১
বংশীগানামৃত ম ২।২৯
বংশীগীতে হরে ম ২৪।৫০
বংশীধ্বনি চক্রবাত ম ২১।১১৩
বংশী স্বরাদি উদ্দীপন ম ২৩।৪৬
বক্তব্য-বাহুল্য আ ১।১০৫
বক্রেশ্বর পণ্ডিত আ ১০।১৭
বজ্রের স্থাপিত আমি ম ৪।৪১
বড় বড় বৈষ্ণব অ ৩।১৪১
বড় বড় লোকেরে আ ১৭।৪১
বড় হরিদাস আর আ ১০।১৪৭
বন দেখি' ভ্রম হয় ম ১৭।৫৫
বন্দ্যাভাবে অনম্র অ ৫।১৪১
বন্ধু দেখি' বন্ধু যেন ম ১৭।২০১
বনপথে আনি' আমায় ম ১৭।৬৯
বয়ঃ কৈশোরকং ধ্যেয়ং ম ১৯।১০৩
বর্ণমাত্র ভেদ, সব ম ২০।১৭৪
বর দিলা এই সব ম ২৩।১১৮
বর দেহ মোর মাথে ম ২৩।১১৬
বলগণ্ডি ভোগের প্রসাদ ম ১৪।২৫
বলদেব দেখি' আ ৫।১৭০
বলদেব প্রকাশ পরব্যোমে আ ১৩।৭৫
বসাইল সভামধ্যে আ ৭।৬৫
বসি কৃষ্ণনাম মাত্র অ ৭।৭৯
বসিয়া করিলা আ ৭।৬০
বসিয়াছেন তাতে ম ৯।৯৯
বসুদেব দেবকীর কৃষ্ণ ম ১৯।১৯৬
বস্তুতঃ পরিণামবাদ আ ৭।১২৩
বস্তুতঃ বুদ্ধি শুদ্ধ নহে ম ২২।২৯
বস্তুতত্ত্ব জ্ঞান হয় ম ৬।৮৯
বস্তু নির্দ্দেশ আ ১।২২
বস্তু প্রকাশিয়া আ ১।৮৮
বস্ত্র পাইয়া রাজার ম ১২।৩৮
বহির্বস্তু ঘট-পট আ ১।৯৭
বহিরঙ্গা-মায়া,—তিনে ম ৬।১৬০
বহুকান্তা বিনা আ ৪।৮০
বহুগ্রন্থ-কলাভ্যাস ম ২২।১১৪
বহুজন্ম করে যদি আ ৮।১৬
বহুজন্ম পুণ্য করে অ ১৬।১৩১
বহুজন্মের পুণ্যফলে ম ৭।৪৭
বহুত সন্ন্যাসী যদি ম ১৫।১৯৭
বহুদিনের অপরাধে অ ৩।১৪৬
বহু ধন দিয়া দুই ম ১৯।৪
বহু যত্ন কৈলা আ ১৭।২৯১
বহু শাস্ত্রে বহু বাক্যে আ ১৬।১১
বাউল কহিহ, লোক অ ১৯।২০, ২১
'বাউল' হঞা আমি অ ১৯।৯
বাক্যদণ্ড করি' ম ৩।৪৫
বাক্যে কহে মুঞি আ ৬।৯১
বাচস্পতি কর ম ১৫।১৩৬
বাচাল কহিয়ে বেদ অ ৫।১৪০
বাণীনাথ পট্টনায়ক ম ১০।৬১
বাৎসল্য আবেশে আ ৪।১১৩
বাৎসল্য-ভক্ত-মাতাপিতা ম ১৯।১৯০
বাৎসল্য রতি, মধুররতি ম ১৯।১৮৪
বাৎসল্যে শান্তের গুণ ম ১৯।২৫
বাৎসল্যে হয়েন তিঁহ ম ৯।২৯৭
বাতুল বালকের মাতা ম ১৫।৫০
বাতুল না হইহ, ঘরে ম ১৮।১০২
বাদিয়ার বাজি পাতি ম ১৬।২৭২
বান্ধে সবারে অ ৫।১৪৫
বাপের ধন আছে জানে ম ২০।১৩১
বামন হঞা চাঁদ ম ১।২০৫, অ ৬।১২৯
বামপার্শ্বে শ্রীরাধিকা আ ৫।২২০
বায়ু-ব্যাধি ছলে কৈল আ ১৭।৭
বায়ু যৈছে সিন্ধুজলে অ ১৮।২০
বার বার গোবিন্দ কহে অ ১০।৮৭
বারাণসী হৈল দ্বিতীয় ম ২৫।১৬০
বালক-দোষ না লয় ম ১৫।২৯১
বাল-গোপাল কিবা ম ১৫।৫৯
বালিশ তথাপি শিশু অ ৫।১৪০
বাল্যকাল হৈতে ম ৩।১৬৫, ৯।২৮, ১৬।২২২
বাল্যকালে মাতা মোর ম ৫।১২৯
বাল্য, পৌগণ্ড, কৈশোরে ম ১৯।১০৩
বাল্যাবধি রামনাম-গ্রহণ ম ৯।২৬

'বাসি' বিস্বাদ নহে অ ১০।১২৬
বাসুদেব দত্তের তুমি ম ১৫।৯৩
বাসুদেবের ক্ষত্রিয় বেশ ম ২০।১৭৭
বাসুদেবের বিলাস দুই ম ২০।২০৫
বাসুদেবের মূর্ত্তি ম ২০।১৯৫
বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ আ ৫।২৪, ৪১
বাহিরে জড়িমা অ ১৭।১৭
বাহিরে না কহে ম ৮।২৬৪
বাহিরে নাগররাজ ম ২।১৯
বাহিরে বামতা-ক্রোধ ম ১৪।১৯৬
বাহিরে বিষজ্বালা হয় ম ২।৫০
বাহু তুলি' আ ৩।৬১, ৭।১৫৯
বাহ্য অর্থ করিবারে অ ৩।৪৮
বাহ্য, অভ্যন্তর—ইহার ম ২২।১৫১
বাহ্য প্রকাশিতে অ ৩।৮৯
বাহ্য বৈরাগ্য ও বাতুলতা ম ১৬।২৪৩
বাহ্যান্তরে গোপীদেহ ম ৯।১৩৪
বাহ্যার্থ যেই লয় অ ৭।১৬৪
বাহ্যে রাজবৈদ্য ইঁহো ম ১৫।১২০
বাহ্যে সাধক-দেহে ম ২২।১৫১
বিচার করিয়া যবে ম ২৪।১৮৫
বিচার করিয়ে যদি আ ৪।১৪৫
বিচার করিলে চিত্তে আ ৮।১৫
বিজয়া-দশমী দিনে ম ১৬।৯৪
বিজয়া-দশমী লঙ্কা ম ১৫।৩২
বিজাতীয় লোক দেখি' ম ৮।২৮
বিজ্ঞজনের হয় যদি ম ২২।৯৪
বিতণ্ডা, ছল, নিগ্রহাদি ম ৬।১৭৭
বিদগ্ধ আত্মীয়-বাক্য অ ৫।১০৭
বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস অ ১৭।৬
বিদ্যাপতি, জয়দেব আ ১৩।৪২
বিদুরের ঘরে কৃষ্ণ ম ১০।১৩৮
বিদ্যুৎ-প্রায় দেখা অ ১৪।৭৮
বিধি-ধর্ম্ম ছাড়ি' ভজে ম ২২।১৩৭
বিধিভক্ত্যে পার্ষদ ম ২৪।৮১
বিধিভক্ত্যে ব্রজভাব আ ৩।১৫
বিধিমতে কৈল তিঁহো ম ৮।১৫
বিধিমার্গে না পাইয়ে ম ৮।২২৫
বিধি মোর হিন্দুকুলে ম ১৬।১৮১
বিধেয় কহিয়ে তা'রে আ ২।৭৬
বিনা দানে এত লোক ম ১।১৬৯
বিনা পাপ ভোগে ম ১৫।১৬৭
বিনোদিনী লক্ষ্মীর ম ৯।১১৯
বিপ্র কহে,—তুমি সাক্ষাৎ ম ৯।২১৪
বিপ্র কহে,—মূর্খ আমি ম ৯।৯৮
বিপ্র কহে, শ্রীপাদ ম ১৭।১৬৬
বিপ্র-গৃহে স্থূলভিক্ষা ম ১৯।২২৮
বিপ্র বলি' জানি আ ২।৭৮
বিপ্র বলে প্রতিমা হঞা ম ৫।৯৫
বিপ্রলম্ভ চতুর্ব্বিধ ম ২৩।৫৯
বিপ্র লাগি' কর তুমি ম ৫।৯৬
বিপ্রের শ্রাদ্ধপাত্র খাইনু অ ১১।৩০
বিবর্ত্তবাদ স্থাপিয়াছে ম ৬।১৭২
বিবর্ত্তবাদ স্থাপে ম ২৫।৪০
'বিবাহ না করিহ' বলি' অ ১৩।১১২
বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক ম ২৩।৪৪
বিভিন্নাংশ জীব তাঁ'র ম ২২।৯
বিভুরূপে ব্যাপে ম ২৪।২২
বিম্ব-প্রতিবিম্ব আ ৪।৭৭
বিরক্ত সন্ন্যাসী আমার ম ১১।৭
বিরজা ব্রহ্মালোক ভেদি' ম ১৯।১৫৩
বিরহ-বেদনায় প্রভুর অ ৬।৬
বিরহ-সর্প-বিষে আ ১৬।২১
বিরহে কৃষ্ণস্ফূর্ত্তি ম ২৩।৫৭
বিরাট্ ব্যষ্টি জীবের ম ২০।২৯৫
বিরুদ্ধার্থ কহ আ ২।৮৭
বিলাইল যা'রে তা'রে আ ৮।২১
বিলায় চৈতন্যমালী আ ৯।২৭
বিলাস স্বাংশের ভেদে ম ২০।১৮৫
বিলাসের বিলাসভেদ ম ২০।১৮৪
বিল্বমঙ্গল কৈল ম ১০।১৭৭
বিশ, পঞ্চাশ দশবার অ ৬।১৫১
বিশারদের সমাধ্যায়ী ম ৬।৫৩
বিশুদ্ধ নির্ম্মল প্রেম আ ৪।১৬২, ম ১৫।১৩৯
বিশ্রম্ভপ্রধান সখ্য ম ১৯।২২৩
বিশ্বম্ভর জগন্নাথে ম ১৩।১৩
'বিশ্বম্ভর' নাম ইঁহার আ ১৪।১৯
বিশ্বরূপ উদ্দেশে অবশ্য ম ৭।১১
বিশ্বরূপ সিদ্ধিপ্রাপ্তি ম ৭।১৩
বিশ্বসৃষ্টি করে আ ৬।১৫
বিশ্বসৃষ্ট্যাদি কৈল ম ২০।৩৫৯
'বিশ্বাস' আসিয়া প্রভুর ম ১৬।১৭০
বিশ্বাস করিয়া কর অ ১৬।৬২
বিশ্বাস করিয়া শুন ৩।২২৬
বিশ্বাস করি' শুন ম ৮।৩০৭
বিশ্বাসে পাইয়ে ম ৮।৩০৮
বিশ্বে অবতরি ধরে ম ২০।২৬৪
বিষয়কূপ হৈতে তোমা ম ১৯।৪৯
বিষয় ছাড়িয়া তুমি ম ৮।২৯৭
বিষয়-জাতীয় সুখ আ ৪।১৩৩
বিষয়-রোগ খণ্ডাইল ম ২০।৯০
বিষয় লাগি' তোমায় ভজে অ ৯।৬৯
বিষয়-সুখ দিতে প্রভুর অ ৯।১১৪
বিষয়ী হঞা সন্ন্যাসীরে অ ৫।৮০
বিষয়ীর অন্ন খাইলে আ ১২।৫০, অ ৬।২৭৮
বিষয়ীর অন্ন হয় অ ৬।২৭৯
বিষয়ীর দ্রব্য লঞা অ ৬।২৭৪
বিষয়ীর ভাল-মন্দ অ ৯।৯৩
বিষাদ করেন কামবানে ম ৮।১১৪
বিষ্ণু-দ্বারে কৃষ্ণ আ ৪।১৩
বিষ্ণু-নিন্দা আর নাহি আ ৭।১১৫
'বিষ্ণু' 'বিষ্ণু' কি কহ ম ১০।১৮২
বিষ্ণু-বৈষ্ণব-নিন্দা ম ২২।১১৭
বিষ্ণুরূপ হঞা আ ৫।১০৪
বিস্তারি না বর্ণি আ ১।১০৫
বুঝ কিনা বুঝ ইহা ম ৬।১২৫
বুঝিবার লাগি' সেহ ম ৬।২২৮
বুঝিতে না পারে অ ১৪।৫
বুঝিবে রসিক ভক্ত আ ৪।২৩২
বুদ্ধি প্রবেশ নাহি অ ২০।৭৭
বুদ্ধিভ্রষ্ট হৈল অ ২।৯৪
'বুদ্ধিমান'-অর্থে ম ২৪।৮৬
বুদ্ধির গোচর নহে আ ৪।১৮৫
বুদ্ধি, স্বভাব ম ২৪।১১
বৃক্ষ যেন কাটিলেহ অ ২০।২৩
বৃক্ষলতা-প্রফুল্লিত ম ১৭।৪৫
বৃদ্ধকালে রূপ গোসাঞি ম ১৮।৪৬
বৃদ্ধ জরাতুর আমি অ ২০।৯৩
বৃদ্ধ মাতা-পিতা অ ১৩।১১৩
বৃদ্ধা তপস্বিনী আর অ ২।১০৪
বৃন্দাবন ক্রীড়াতে ম ১৪।১২২

বৃন্দাবন, গোবর্দ্ধন ম ১৩।১৪৩
বৃন্দাবনদাস কৈল আ ৮।৩৫
বৃন্দাবনদাস-মুখে আ ৮।৩৯
বৃন্দাবন দেখি' যবে ম ১৬।২৪০
বৃন্দাবন পুরন্দর আ ৫।২১২
বৃন্দাবন যাইতে পথে ম ১৭।২২৬
বৃন্দাবন যাইতে প্রভু আ ৭।৪০
বৃন্দাবন যাইবার ম ১।২২৪, ১৬।২৬৬
বৃন্দাবন যাব কাঁহা ম ১৬।২৭৪
বৃন্দাবন যাবেন প্রভু ম ১।১৫৫
বৃন্দাবন-লীলায় ম ১৪।১২৩
বৃন্দাবন শোভা দেখি' ম ১৮।৭৭
বৃন্দাবন স্থানের ম ২১।২৮
বৃন্দাবনে অপ্রাকৃত ম ৮।১৩৭
বৃন্দাবনে আইলা কৃষ্ণ ম ১৪।৭৩
বৃন্দাবনে উদয় করাও ম ১৩।১২৭
বৃন্দাবনে কল্পদ্রুমে আ ৮।৫০
বৃন্দাবনে কৃষ্ণ আইলা ম ১৮।১০৭
বৃন্দাবনে কৃষ্ণসেবা ম ২৩।৯৮
বৃন্দাবনে কৈল শ্রীমূর্ত্তি আ ১০।৯০
বৃন্দাবনে গোবিন্দ-স্থানে ম ৫।১৩
বৃন্দাবনে বৈসে যত আ ৫।২২৮
বৃন্দাবনে যোগপীঠে আ ৫।২১৮
বৃন্দাবনে সাহজিক ম ১৪।২১৯
বৃন্দাবনের সম্পদ্ দেখ ম ১৪।২০৪
বৃন্দাবনে হৈলা তুমি ম ১৮।১১০
বৃষ অন্ন উপজায় আ ১৭।১৫৩
বৃহদ্বস্তু 'ব্রহ্ম' কহি আ ৭।১৩৮
বেণুনাদ অমৃত-ঘোলে অ ১৭।৩৮
বেদ-আজ্ঞা যৈছে ম ৩।১৮৬
বেদধর্ম্ম ত্যজি' সে কৃষ্ণে ম ৮।২১৯
বেদ ধর্ম্মাতীত হঞা আ ১১।৯
বেদ-ধর্ম্ম লঙ্ঘি' ম ৬।২৩৪
বেদ না মানিয়া ম ৬।১৬৮
বেদ-নিষিদ্ধ পাপ করে ম ১৯।১৪৬
বেদনিষ্ঠ-মধ্যে অর্দ্ধেক ম ১৯।১৪৬
বেদ-পুরাণেতে এই ম ৯।১৯৫
বেদ-পুরাণে কহে 'ব্রহ্ম' ম ৬।১৩৯
বেদ-ভাগবত-উপনিষদ্ আ ২।২৪
বেদমতে কহে তাঁ'রে ম ২৫।৫১
বেদমন্ত্রে সিদ্ধ করে আ ১৭।১৬১
বেদময় মূর্ত্তি তুমি আ ৭।১৪৮
বেদ-শাস্ত্র কহে—'সম্বন্ধ' ম ২০।১২৪
বেদশাস্ত্রে উপদেশে ম ২২।৩
বেদ-শাস্ত্রে কহে 'সম্বন্ধ' ম ২০।১৪৩
বেদ-স্তুতি হৈতে আ ৪।২৬
বেদাদি সকল শাস্ত্রে ম২০।১৪৪
বেদান্ত-পঠন ধ্যান আ ৭।৬৯
বেদান্ত পড়াইতে তবে ম ৬।১২০
বেদান্ত-মতে 'ব্রহ্ম' ম ২৫।৫৩
বেদান্ত-শ্রবণ এই ম ৬।১২১
বেদাশ্রয় নাস্তিক্যবাদ ম ৬।১৬৮
বেদের নিগূঢ় অর্থ ম ৬।১৪৮
বেদের প্রতিজ্ঞা কেবল ম ২০।১৪৬
বেশ্যাগণে আনি' অ ৩।১০৩
বেশ্যার ভিতর তারে অ ৭।১১১
বৈকুণ্ঠ বাহিরে আ ৫।৩১, ৩২, ৫১
বৈকুণ্ঠ বেড়িয়া এক আ ৫।৫২
বৈকুণ্ঠ, ব্রহ্মাণ্ডগণ ম ২০।১৫০
বৈকুণ্ঠাদ্যে নাহি আ ৪।২৮
বৈকুণ্ঠেতে যায় আ ৩।১৭
বৈকুণ্ঠের পৃথিব্যাদি আ ৫।৫৩
বৈকুণ্ঠের শেষধরা ম ২০।৩৬৮
বৈদিক যাজ্ঞিক তুমি ম ১৯।৬৯
বৈধী ভক্তি বলি তারে ম ২২।১০৬
বৈবস্বত নাম আ ৩।৯
বৈভবগণ যেন আ ৪।৭৭
বৈভব-প্রকাশ কৃষ্ণের ম ২০।১৭৪
বৈভব-প্রকাশ যৈছে ম ২০।১৭৫
বৈভব-প্রকাশে আর ম ২০।১৮৮
বৈয়াকরণ তুমি আ ১৬।৫০
বৈরাগী করিবে সদা অ ৬।২২৩
বৈরাগী হঞা এত খায় অ ৮।১৪
বৈরাগী হঞা করে অ ৬।২২৫
বৈরাগী হঞা যেবা অ ৬।২২৪
বৈরাগীর কৃত্য সদা অ ৬।২২৬
বৈরাগী-অদ্বৈত মার্গে ম ৬।৭৫
বৈরাগ্যের কথা তাঁ'র অ ৬।৩১১
বৈশাখের প্রথমে দক্ষিণে ম ৭।৬
বৈষ্ণব-আজ্ঞা পাঞা আ ৮।৭৩
বৈষ্ণব-জ্ঞানে বহুত ম ৯।২৫১
বৈষ্ণব-ধর্ম্ম নিন্দা করে অ ৩।১৪৬
বৈষ্ণব-পাশ ভাগবত অ ১৩।১১৩
বৈষ্ণব, বৈষ্ণবশাস্ত্র অ ৯।৩৬২
বৈষ্ণব সকল পড়ে ম ৯।৩০৫
বৈষ্ণব সন্ন্যাসী ইঁহো ম ৬।৪৯
বৈষ্ণব হইল লোক ম ৭।৮৯
বৈষ্ণব হঞা যেবা শারীরক- অ ২।৯৫
বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট খাইতে অ ১৬।৮
বৈষ্ণবের এই হয় ম ১০।১৩
বৈষ্ণবের কর্ত্তব্য যাহা অ ৪।২২১
বৈষ্ণবের গুণগ্রাহী আ ৮।৬২
বৈষ্ণবের গুরু তেঁহো আ ৬।২৯
বৈষ্ণবের তেজ দেখি' অ ৭।৬০
বৈষ্ণবের নিন্দ্যকর্ম্ম অ ১৩।১৩৩
বৈষ্ণবের পাপ কৃষ্ণ ম ১৫।১৬৯
বৈষ্ণবের মধ্যে রাম ম ৯।১১
বৈষ্ণবের শেষ-ভক্ষণের অ ১৬।৫৭
বৌদ্ধগণের উপরে অন্ন ম ৯।৫৫
বৌদ্ধাচার্য্য 'নবপ্রশ্ন' ম ৯।৫০
বৌদ্ধাচার্য্যের মাথায় ম ৯।৫৫
ব্যক্ত করি' ভাগবতে আ ৩।৫০
ব্যথা পাঞা করে ম ১৪।১৯৯
ব্যথা যেন নাহি লাগে ম ৩।১৬৬
ব্যবহার লাগি' তোমা ভজে অ ৯।৬৮
ব্যবহারে-পরমার্থে অ ৪।১৫৯
ব্যবহিত হইলেহ অ ৩।৫৯
ব্যর্থ মোর এই দেহ ম ১৬।১৮২
ব্যষ্টি-জীব-অন্তর্যামী আ ২।৫১
ব্যাকরণ নাহি জানে অ ৫।১০৪
ব্যাকরণ মধ্যে জানি আ ১৬।৩২
ব্যাখ্যা শিখাইল ম ২৩।১১২
ব্যাঘ্র-গালে চড় মারে আ ১১।২০
ব্যাঘ্র, মৃগ অন্যোন্যে ম ১০।৪২
ব্যাঘ্র, মৃগী মিলি' চলে ম ১৭।৩৭
ব্যাজস্তুতি করে দুঁহে ম ১২।১৯৬
ব্যাধ হঞা ম ২৪।২২২
ব্যাধিচ্ছলে জগদীশ আ ১৪।৩৯
'ব্যাপ্য-ব্যাপক'-ভাবে ম ১০।১৬৮
ব্যাস-কৃপায় ম ২৪।১১১
ব্যাস ভ্রান্ত বলি'আ ৭।১২১, ম ৬।১৭২
ব্যাসরূপে কৈল আ ৭।১০৬
ব্যাস-সূত্রের অর্থ ম ৬।১৩৮, ২৫।২৪

ব্যাসের সূত্রেতে আ ৭।১২১
ব্রজ ছাড়ি' কৃষ্ণ কভু অ ১।৬৬
ব্রজদেবীর সঙ্গে ম ৮।৯৩
ব্রজবধূগণের আ ৪।৪৮
ব্রজবধূর সঙ্গে অ ৫।৪৫
ব্রজবাসী লোক গোলোক ম ১৮।১৩৬
ব্রজবাসী লোকের ম ৪।৯৫
ব্রজ বিনা ইহার আ ৪।৪৭
ব্রজলীলা-প্রেমরস যেন অ ১।১৯৯
ব্রজলোকের কোন ভাব ম ৮।২২২
ব্রজলোকের ভাবে ম ৯।১২৮, ১৩১
ব্রজাঙ্গনা রূপ আ ৪।৭৫
ব্রজে কৃষ্ণ-সর্ব্বৈশ্বর্য্য প্রকাশে ম ২০।৩৯৬
ব্রজে ক্রীড়া করে আ ৩।১২
ব্রজে গোপভাব রামের ম ২০।১৮৭
ব্রজে গোপীগণ আ ১।৮০
ব্রজে তোমার সঙ্গে ম ১৩।১৩০
ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণ ম ২৩।৬২
ব্রজেন্দ্রনন্দন বিনা ফাটে ম ২।১৬
'ব্রজেন্দ্রনন্দন' বলি' ম ৯।১৩০
ব্রজেন্দ্রনন্দন-স্মৃতি ম ১২।৬১
ব্রজেন্দ্রনন্দনে ইহা ম ২০।১৭৮
ব্রজেন্দ্রনন্দনে কহে আ ১৭।৩০৩
ব্রজেন্দ্রনন্দনে মানে আ ১৭।২৭৭
ব্রজেন্দ্র-ব্রজেশ্বরীর ম ১৮।৬২
ব্রজে বাস ম ২৪।১৮৭
ব্রজে যে বিহরে আ ১।৮৫
ব্রজের নির্ম্মল রাগ আ ৪।৩৩
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ সেবা অ ৬।২৩৭
ব্রজের সহিত আ ৩।১০
ব্রজেশ্বর শুদ্ধপ্রেম অ ২০।৬২
ব্রজেশ্বরী সুত ভজে ম ৯।১৩৩
ব্রহ্ম অঙ্গকান্তি তাঁ'র ম ২০।১৫৯
ব্রহ্ম আত্মরূপে তাঁরে আ ২।২৬
ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান্ আ ২।৬, ৬০, ম ২০।১৫৭
'ব্রহ্ম'-'আত্মা'-'চৈতন্য' কহে ম ১৭।১২৯
ব্রহ্ম-জ্ঞানাদিক সব অ ৪।৬৭
ব্রহ্মজ্ঞানী আকর্ষিয়া ম ১৭।১৩৭
ব্রহ্মণ্যদেব তুমি ম ৫।৮৮
ব্রহ্ম-পরমাত্মা আর আ ২।১০
ব্রহ্মলোক-আদি-সুখ অ ৬।১৩৬
'ব্রহ্ম'-শব্দে আ ৭।১১১
'ব্রহ্ম'-শব্দে কহে ম ৬।১৪৭, ২৫।৩৩
ব্রহ্ম-শব্দের অর্থ ম ২৪।৬৬
ব্রহ্মসংহিতা, কর্ণামৃত ম ১।১২০
ব্রহ্মসাযুজ্য ম ৬।২৬৯
ব্রহ্মসাযুজ্য-মুক্তের আ ৫।৩১
ব্রহ্মস্ব-অধিক এই অ ৯।৮৯
ব্রহ্ম হৈতে জন্মে ম ৬।১৪৩
ব্রহ্মা আইলা দ্বারপাল ম ২১।৫৯
ব্রহ্মা কহে জলে আ ২।৪৮
ব্রহ্মাকে বেদ যেন ম ৮।২৬৩
ব্রহ্মাণ্ড-জীবের তুমি ম ১৫।১৬৭
ব্রহ্মাণ্ড প্রমাণ আ ৫।৯৭
ব্রহ্মাণ্ড ভিতরে হয় ম ১।২৬৭
ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ম ১৯।১৫১
ব্রহ্মাণ্ডাণুরূপ ব্রহ্মার ম ২১।৮৬
ব্রহ্মাণ্ডে প্রকাশ তাঁর আ ৫।১৯
ব্রহ্মাদি আনন্দ আ ৭।৮৫
ব্রহ্মাদি কীট পর্য্যন্ত ম ২৪।৩০২
ব্রহ্মাদি দুর্ল্লভ এই অ ১৬।৯৭
ব্রহ্মাদি রহু, সহস্রবদনে ম ২১।১২
ব্রহ্মানন্দ তাঁর আগে আ ৭।৯৭
ব্রহ্মানন্দ হৈতে ম ১৭।১৩৯
ব্রহ্মা বলেন আ ২।৩৫
ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব আ ১।৬৭, ম ২০।২৯১, ৩০১
ব্রহ্মা, বিষ্ণু, হর এই ম ২১।৩৬
ব্রহ্মার একদিনে আ ৩।৬, ম ২০।৩২০
ব্রহ্মার দুর্ল্লভ তোমার অ ১২।২৯
ব্রহ্মার বৎসরে পঞ্চসহস্র ম ২০।৩২১
ব্রহ্মার সৃষ্টি-শক্তি ম ২০।৩৬৯
ব্রহ্মা, শিব—আজ্ঞাকারী ম ২০।৩১৭
ব্রহ্মা-শিব-আদি যাঁ'র অ ৯।১১৫
ব্রহ্মা-শিব সনকাদি অ ৩।২৬০
ব্রহ্মা, শিব, শেষ আ ১৭।৩৩১
ব্রহ্মে, ঈশ্বরে সাযুজ্য ম ৬।২৬৯
ব্রাহ্মণ মারিতে চাহে আ ১৭।২৫৫
ব্রাহ্মণ-সমাজ সব ম ৯।৩০৫
ব্রাহ্মণ-সেবায় কৃষ্ণে ম ৫।২৪
ব্রাহ্মণের সেবা এই অ ১৩।৯৭
ব্রাহ্মণেরে কহে ম ৫।১০৭
'ভকতবৎসল' তুমি অ ১১।৪২
ভক্ত অবতার আ ৬।৯৫, ১১০, ৭।১৩
ভক্ত অভিমান মূল আ ৬।৮৬
ভক্ত আদি ক্রমে আ ১।৮২
ভক্ত আমা বান্ধিয়াছে ম ২৫।১২৫
ভক্ত ইচ্ছা বিনা প্রভু ম ১৬।১১
ভক্ত কৃপা-বশে ম ১৬।১৪৪
ভক্তগণ 'কৃষ্ণ' কহে ম ১২।৮৫
ভক্তগণ কোকিলের আ ৪।২৩৪
ভক্তগণ সুখ দিতে ম ৮।১৫৮
ভক্তগণে স্ফুরি ম ২৫।১২৩
ভক্ত-চিত্তে ভক্ত-গৃহে অ ৬।১২৪
ভক্ত ঠাঞি লুকাইতে অ ৩।৯০
ভক্ত ঠাঞি হার' তুমি ম ১০।১৭৪
ভক্তদেহ পাইলে ম ২৪।১০৬
ভক্তপদধূলি আর অ ১৬।৬০
ভক্ত-প্রেমের যে দশা অ ১৮।১৬
ভক্তবৎসল ম২৫।২৬১
ভক্তবৎসল, কৃতজ্ঞ ম ২২।৯২
ভক্তবাৎসল্যে ম ২৪।৪২
ভক্তভাব অঙ্গী করি' আ ৬।১০৩
ভক্তভাব অঙ্গীকারে অ ১৮।১৭
ভক্তভাব বিনু আ ৬।১০৬
ভক্তভাবময় আ ৭।১০
ভক্তভাব হৈতে আ ৬।১০৯
ভক্তভাবে করে আ ৬।১০১
ভক্ত-ভক্তি-কৃষ্ণতত্ত্ব অ ৪।২১৯
ভক্তভুক্তশেষ অ ১৬।৬০
ভক্তভেদে রতি ভেদ ম ১৯।১৮৩
ভক্ত-মহিমা বাড়াইতে ম ১২।১৮৬
'ভক্তশেষ' হৈল অ ১৬।৫৯
ভক্ত-সম্বন্ধে যাহা ম ১৫।৩০০
ভক্ত-সহিতে হয় অ ১।৮১
ভক্ত-স্বভাব অ ৩।২১১
ভক্তস্বরূপ তাঁ'র আ ৭।১২
ভক্তি-উপদেশ বিনু আ ৬।২৮
ভক্তি-কল্পতরু রোপিলা আ ৯।৯
ভক্তিকল্পতরুর তেঁহ আ ৯।১০
ভক্তিগন্ধ নাহি আ ৩।৯৬
ভক্তিপ্রভাব ম ২৪।১৯২

'ভক্তি', 'প্রেম', 'তত্ত্ব' কহে অ ৫।৮৫
ভক্তিফল প্রেম হয় ম ২২।৪৯
ভক্তিবলে পার তুমি ম ২০।৫৬
ভক্তিবলে প্রাপ্তস্বরূপ ম ২৪।১২৯
'ভক্তি' বিনা কৃষ্ণে কভু অ ৪।৫৮
ভক্তি বিনা কেবল ম ২৪।১০৪
ভক্তি বিনা কোন ম ২৪।৮৭
ভক্তি বিনা জগতের আ ৩।১৪
ভক্তি বিনা মুক্তি ম ২৪।১৩৪, ২৫।৩০
ভক্তি বিনা শাস্ত্রের ম ৬।২৩৭
ভক্তিমুখ নিরীক্ষক ম ২২।১৭
ভক্তিযোগে ভক্ত আ ২।২৫
ভক্তির বিরোধী কর্ম্ম আ ৩।৬০
ভক্তিরসে ভরিল আ ৩।৩২
ভক্তির স্বভাব ম ২৪।১০৫
ভক্তি লাগি' বিস্তারিলা ম ২৫।২৬০
ভক্তি-শব্দ কহিতে ম ৬।২৭৬
ভক্তি-শব্দের অর্থ ম ২৪।৩০
ভক্তি সাধন করে যেই ম ২৪।১০৪
ভক্তিসিদ্ধান্ত তাতে ম ১।৪৩
ভক্তিসিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ ম ১০।১১৩
ভক্তিসিদ্ধান্ত-সিন্ধু অ ৫।১০৩
ভক্তিসুখ আগে অ ৩।১৯৪
ভক্তে কৃপা করেন আ ১০।৫৬
ভক্তের ইচ্ছায় আ ৩।১০৯, ১১১
ভক্তের প্রেম বিকার দেখি' অ ১৮।১৫
ভক্তের মহিমা কহিতে ম ১৫।১১৮
ভক্তের হৃদয়ে আ ১।৬১
ভক্ত্যে কৃষ্ণ বশ হয় ম ২০।১৩৬
'ভক্ত্যে জীবন্মুক্ত' ম২৪।১২৪
ভক্ত্যে জীবন্মুক্ত গুণাকৃষ্ট ম ২৪।১২৫
ভক্ত্যে ভগবানের অনুভব ম ২০।১৬৪
ভগবত্তা মানিতে অদ্বৈত ম ২৫।৪৭
ভগবত্তা-লক্ষণে ম ৬।৭৮
ভগবদ্ভক্তি বিমুখের ম ৬।২৬৩
ভগবান্ অনেক হৈতে ম ৬।১৪৫
ভগবান্-সম্বন্ধ ম ৬।১৭৮
ভগবানের ভক্ত যত আ ১।৩৮
ভগবানের সত্তা হয় আ ৪।৬৪
ভগবানের সবিশেষে ম ৬।১৪৪
ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ অ ৪।৭০
ভজিলেহ নাহি পায় ম ৮।২২৯
ভট্ট কহে,—গুরুর আজ্ঞা ম ১০।১৪৪
ভট্ট কহে,—তুমি যেই ম ১১।১১২
ভট্টথারি হৈতে কাছে ম ১০।৬৪
ভট্ট মিলিবারে যায় ম ১৯।৬৭
ভট্টসঙ্গে গোঙাইল ম ৯।৮৬
ভট্টাচার্য্য কহে,—ভক্তিসম ম ৬।২৬৩
ভট্টাচার্য্য তুমি ইঁহার ম ৬।৭৮
ভট্টাচার্য্যদ্বারা মৃত্তিকা ম ১৮।১৪
ভট্টাচার্য্য পণ্ডিত ম ১৯।১৭
ভট্টাচার্য্য প্রেমাবেশে ম ৬।২০৭
ভট্টাচার্য্যের প্রার্থনাতে ম ৬।১৯৩
ভট্টাচার্য্যের বৈষ্ণবতা ম ৬।২৮০
ভট্টের সঙ্কোচে প্রভু ম ১৯।৬৩
ভদ্র করাঞা তাঁরে ম ২০।৭০
ভদ্র হও ছাড় এই ম ২০।৪২
ভদ্রাভদ্র বস্তু জ্ঞান নাহি অ ৪।১৭৪
ভবসিন্ধু তরিবারে অ ১১।১০৭
ভবানী-পূজার সব আ ১৭।৩৮
ভবানী-শব্দে কহে আ ১৬।৬৩
'ভবেৎ' ক্রিয়া আ ৪।৩৫
ভর্ৎসনা তাড়নে আ ১৭।২৭
ভাগবত করিব ম ২৫।৯৫
ভাগবত পড় সদা অ ১৩।১২১
ভাগবত বিচার করেন ম ১৯।১৭
ভাগবত ভারত আ ৩।৮৩, ম ৬।৯৭
ভাগবতার্থ শুনিতে অ ৭।৭৮
ভাগবতে যত আ ৮।৩৭
ভাগবতের সম্বন্ধ ম ২৫।১০০
ভাগবতের সার এই আ ৭।৯৩
ভাগবতে সেই ঋক্ ম ২৫।৯৭
ভাগবতে স্বামীর ব্যাখ্যান অ ৭।১০৯
ভাগীরথী হন সাক্ষাৎ ম ১৫।১৩৫
ভাগ্যবান্ তুমি ম ১৩।৯৭, ১৫।২২৮
ভাবকালি বেচিতে আমি ম ১৭।১৪৪
ভাবগ্রহণের হেতু আ ৪।৫৩
ভাবগ্রাহী মহাপ্রভু অ ১০।১৮
ভাবযোগ্য দেহ পাঞা ম ৮।২২১
ভাবানুরূপ শ্লোক অ ১৭।৬
ভাবাবেশাকৃতি ভেদে ম ২০।১৮৩
ভাবিতে ভাবিতে কৃষ্ণ ম ১৯।২৩৫
ভাবুক সব আ ৭।৬৮
ভাবুক হইয়া আ ৭।৪২
ভাবুকের সিদ্ধান্ত শুন অ ৩।১৯১
ভাবের পরমকাষ্ঠা আ ৪।৬৮
ভারত-ভূমিতে জন্মি' অ ৪।১৮
ভারত-ভূমিতে হৈল আ ৯।৪১
ভারতী গোসাঞি ম ১০।১৫৭
ভারতী সম্প্রদায় এই ম ৬।৭২
ভারহরণ-কাল আ ৪।৯
ভারী বোঝা লৈঞা ম ১৭।১৪৫
ভাল কর্ম্ম দেখি' তারে ম ১২।১১৬
ভাল কৈল, বৈরাগীর অ ৬।২২২
ভাল না খাইবে আর অ ৬।২৩৬
ভালমতে শোধন ম ১২।৯৩
ভাল-মন্দ কিছু আমি অ ৫।৬২
ভাল হৈল জানিয়া সে অ ৬।২৮০
ভাল হৈল পাইলে আ ৭।৯১
ভাল হৈল, বিশ্বরূপ আ ১৫।১৪
ভাষ্য কহ তুমি ম ৬।১৩১
ভিক্ষা করি মহাপ্রভু ম ১৭।৯০
ভিক্ষা করিলেন সবে আ ৭।১৫১
ভিতর ঘরে গেলা অ ১০।৮৯
ভিতরে প্রবেশি' দেখে আ ৫।৯৫
ভিতরে সূর্য্যের রথ আ ৫।৩৪
ভিন্ন ভিন্ন লিখিয়াছি আ ১।১০৯
'ভীমরুল-বরুলী' উঠিবে ম ২০।১৩২
ভুক্তি-মুক্তি আদি বাঞ্ছা ম ১৯।১৭৫
ভুক্তি-মুক্তি বাঞ্ছা যত ম ১৯।১৫৮
ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধি ম ২৪।৩৯
ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধিকামী ম ১৯।১৪৯, ২২।৩৫
ভুক্তিসিদ্ধি ইন্দ্রিয়ার্থ ম ২৩।২২
ভূত নহে, তেঁহো অ ১৮।৬৪
ভূতপ্রেত আমার অ ১৮।৫৭
ভূষণের ভূষণ অঙ্গ ম ২১।১০৫
ভৃত্য-বাঞ্ছা পূরণ বিনা ম১৫।১৬৬
ভেদ জানিবারে করি আ ১২।১১
ভোকে মরি গেনু অ ১২।২০
ভোগের সময় লোকের ম ১৩।২০১
ভোজন করিলুঁ, না জানি ম ১২।১৮৯
ভোট কম্বল-পানে প্রভু ম ২০।৮২

ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা আ ২।৮৬, ৭।১০৭
ভ্রমময় চেষ্টা আ ৪।১০৭
ভ্রমিতে ভ্রমিতে ম ১৭।১৬৬, ২৪।৩০৫
ভ্রমিতে ভ্রমিতে যদি ম ২২।১৪
মকরে পৌঁছিতে প্রয়াগে ম ১৮।১৪৬
মড়ারূপ ধরি' অ ১৮।৫৪
মণিপীঠে ঠেকাঠেকি ম ২১।৯৫
মণি যৈছে অবিকৃত ম ৬।১৭১
মণ্ডলী ছাড়িয়া গেলা ম ৮।১১৩
মৎস্যকূর্ম্মাদ্যক আ ৫।৭৮
মত্তগজ ভাবগণ ম ২।৬৪
মথুরাতে কেশবের ম ২০।২১৫
মথুরাতে পাঠাইল আ ৭।১৬৪
মথুরাতে লুপ্ততীর্থের ম ২৩।৯৭
মথুরা দ্বারকায় আ ৫।২৩
মথুরাপদ্মের পশ্চিম ম ১৮।১৮
মথুরাবাস শ্রীমূর্ত্তির ম ২২।১২৫
মদনগোপালে গেলাঙ আ ৮।৭৩
মদনমোহন নাট অ ১৯।৯৮
মদ্যপ যবনের চিত্ত ম ১৬।১৭৪
মধু আন মধু আন আ ১৭।১১৫
মধুর ঐশ্বর্য্য ম ২১।৪৪
মধুর প্রসঙ্গ ইঁহার অ ১।১৯৮
মধুর মর্দ্দনে প্রভুর অ ১০।৯০
মধুররসে কৃষ্ণনিষ্ঠা ম ১৯।২৩০
মধুর রসে ভক্ত মুখ্য ম ১৯।১৯১
মধুর হৈতে সুমধুর ম ২১।১৩৮
মধ্বাচার্য্য ঠাঞি ম ৯।২৪৭
মধ্বাচার্য্য-স্থানে আইলা ম ৯।২৪৫
'মধ্য'-'অন্ত'-নামে অ ১৩।১৪
মধ্যম অধিকারী সেই ম ২২।৬৬
মধ্যম আবাস কৃষ্ণের ম ২১।৪৭
মধ্যাহ্ন করি আসি ম ১৮।৭৮
মধ্যাহ্নে আসিমু, এবে অ ১২।১২২
মধ্যে মধ্যে আমি তোমার ম ১৫।৪৪
মধ্যে মধ্যে আসিমু তাঁর ম ১৫।৫২
মধ্যে এক শিশু হয় ম ১৮।৬০
মন দুষ্ট হইলে আ ১২।৫১
মনুষ্য নহে ইঁহো ম ১৯।১০০
মনুষ্য নহে রায় অ ৫।৭১
মনুষ্যে রচিতে নারে অ ৮।৩৯
মনুষ্যের বেষ ধরি' ম ১।২৬৮
মনে না মিলিলে করে ম ১২।১১৬
মনে নিজ সিদ্ধদেহ ম ২২।১৫২
মনে মনে জপে অ ১৬।৭২
মনে ভাবে কুরুক্ষেত্রে ম ১।৫৩
মনের সন্তোষে অ ৩।৮৯
মন্ত্রগুরু আর যত আ ১।৩৫
মন্ত্র পাঞা কার অ ১৬।৭১
মন্দ মন্দ করিতেছেন অ ১১।১৭
মন্দিরের চক্র দেখি' ম ১১।১৯৫
মন্দিরের নিকটে যাইতে ম ১১।১৬৫
মন্বন্তরাবতার এবে ম ২০।৩১৯
মন্মাধুর্য্য রাধার প্রেম আ ৪।১৪২
মমতা অধিক কৃষ্ণে ম ১৯।২২৪
মমতাধিক্যে তাড়ন ম ১৯।২২৬
ময়ূরের কণ্ঠ দেখি' ম ১৭।২১৮
মর্কট বৈরাগ্য না কর ম ১৬।২৩৮
মর্দ্দনিয়া এক রাখ অ ৪।১৩০
মর্য্যাদা পালন হয় অ ৪।১৩০
মর্য্যাদা রাখিলে তুষ্ট অ ৪।১৩২
মর্য্যাদা লঙ্ঘন আমি অ ৪।১৬৬
মর্য্যাদা লঙ্ঘনে লোক অ ৪।১৩১
মর্য্যাদা হৈতে কোটী সুখ ম ১০।১৪০
মরুক আমার তিন অ ১২।২৩
মরিত' অমোঘ, তারে ম ১৫।২৯০
মলিন মন হৈলে অ ৬।২৭৮
মহৎ-কৃপা বিনা কোন ম ২২।৫১
মহৎস্রষ্টা পুরুষ আ ৫।৫৬
মদনুগ্রহ নিগ্রহের অ ৮।৩০
মহদপরাধে হৈল অ ৩।১৪৪
মহা-অপরাধ কৈনু ম ৬।২০০
মহা-কৃপাপাত্র প্রভুর আ ১০।১২০
মহাকুলীন তুমি ম ৫।২২
মহাজন যেই কহে ম ২৫।৫৫
মহাতেজোময় বপু আ ৭।৬০
মহানুভবের এই মত অ ৫।৭৮
মহানুভাবের চিত্তের ম ৭।৭২
মহান্ত-স্বভাব এই ম ৮।৩৯
মহান্তের অপমান অ ৩।১৬৩
মহান্তের এই এক লীলা ম ১০।১০
মহাপরাধ হয় অ ১০।৯৯
মহাপাতকের হয় ম ২৫।১৯৩
মহাপ্রভু দেখি' সত্য ম ১৮।৯৮
মহাপ্রভু-নিত্যানন্দ অ ১৯।১০৯
মহাপ্রভু পাদাঙ্গুষ্ঠ অ ১২।৫০
মহাপ্রভু বিনা অন্য ম ১২।১৮৬
মহাপ্রভু বিনা কেহ ম১২।১৮২
মহাপ্রভুর আগে আর অ ৪।১২
মহাপ্রভুর আসন ডাইনে অ ৬।১০৭
মহাপ্রভুর কৃপা-ঋণ অ ১২।৮৩
মহাপ্রভুর গুণ গাঞা ম ১।২৬৯
মহাপ্রভুর দত্ত মালা অ ১৩।১৩৪
মহাপ্রভুর দর্শন পায় অ ৬।৮২
মহাপ্রভুর প্রসাদ জানি' অ ১৩।৫২
মহাপ্রভুর ভক্ত ম ১১।৬৭
মহাপ্রভুর ভক্তগণের অ ৫।২১, ৬।২২০
মহাপ্রভুর ভক্ত তেঁহো ম ৬।১৮
মহাপ্রভুর যত বড় বড় ম ১৯।১২৩
মহাপ্রভুর শ্রীহস্তে অ ১১।৮২
মহাপ্রসাদ আনিয়াছ অ ১১।১৯
মহাপ্রেমময় আ ৫।১৬৩
মহাপ্রেমাবেশে নাচে ম ১৭।৫৬
মহাবাক্যে করি আ ৭।১৩০
মহাবিষয় কর, কিবা অ ৯।১৪১
মহাবিষ্ণু,—পদ্মনাভ ম ২১।৩৯
মহাবিষ্ণুর অংশ আ ৬।২৫
মহাবিষ্ণু সৃষ্টি করেন আ ৬।৭
মহাভাগবত, কৃষ্ণপ্রাণধন অ ২।৯৬
মহাভাগবত তুমি অ ৩।২৫০
মহাভাগবত তেঁহো অ ১৬।৬
মহাভাগবত দেখে ম ৮।২৭৩
মহাভাগবত-লক্ষণ ম ১৭।১১০
মহাভাগবত হরিদাস অ ১১।১০৫
মহাভাব-চিন্তামণি ম ৮।১৬৫
মহাভাব-স্বরূপা আ ৪।৬৯
মহা মহা বিপ্র এথা অ ৩।২১৭
মহামাদক হয় এই অ ১৬।১১৩
মহাযোগপীঠ তাঁহা আ ৮।৫০
মহাযোগেশ্বর আচার্য্য অ ১৯।১২৮
মহারৌরব হৈতে ম ২০।৬৩
মহাসঙ্কর্ষণ সব আ ৫।৪৫

মহিষীগণ প্রভাব	আ ৪।৭৮
মহিষীগণ, লক্ষ্মীগণ	ম ১৯।১৯১
মহিষীগণের রূঢ়	ম ২৩।৫৩
মহিষী-বিবাহে যৈছে	আ ১।৭০
মহিষী-বিবাহে হৈল	ম ২০।১৬৮
মহিষীর গীত যেন	অ ১৯।১০৮
মহিষী-হরণ আদি	ম ২৩।১১২
মাগিয়া খাঞা করে	অ ৬।২২৩
মাগিলে বা কেনে দিবে	অ ৯।৪০
মাঘ মাস লাগিল, এবে	ম ১৮।১৪৫
মাটি—দেহ, মাটি—ভক্ষ্য	আ ১৪।২৯
মাটি খাইতে জ্ঞান যোগ	আ ১৪।৩০
মাটির বিকার অন্ন	মআ ১৪।৩১
মাৎসর্য্য-চণ্ডাল কেনে	ম ১৫।২৭৫
মাৎসর্য্য ছাড়িয়া	ম ৯।৩৬১
মাতা, পিতা, স্থান	অ ৪।৬৫
মাতাকে কহিলা	আ ১৫।২১
মাতা বলে তাই দিব	আ ১৫।৯
মাতা মোরে পুত্রভাবে	আ ৪।২৪
মাতার যৈছে বালকের	অ ৪।১৮৬
মাতারে তাবৎ আমি	ম ৩।১৭৬
মাতৃভক্তগণের প্রভু	অ ১৯।১৪
মাতৃভক্ত-শিরোমণি	অ ১৯।১
মাধবদাস-গৃহে তথা	ম ১৬।২০৮
মাধবী-দেবী	আ ১০।১৩৭
মাধবেন্দ্রপুরীর সম্বন্ধ	ম ১৭।১৭২
মাধুর্য্য প্রকাশি'	আ ৫।২১৯
মাধুর্য্য-ভগবত্তা-সার	ম ২১।১১০
মাধুর্য্যশক্ত্যে গোলোক	ম ২৪।২২
মান সেই কৃষ্ণচন্দ্রে	অ ১৬।৩৩
মানে কেহ হয় ধীরা	ম ১৪।১৪৩
মায়া অংশে কহি	আ ৫।৬২
মায়া কার্য্য নহে	আ ৩।৭০
মায়া কার্য্য মায়া হৈতে	ম ২৫।১১৪
মায়াজাল ছুটে পায়	ম ২২।২৫
মায়াতীত পরব্যোমে	ম ২০।২৬৪
মায়াতীত হৈলে হয়	ম ২৫।১১৬
মায়া-দাসী 'প্রেম' মাগে	অ ৩।২৬৪
মায়াদ্বারা সৃষ্টি করে	আ ২।৪৯
মায়াদ্বারে সৃজে তেঁহো	ম ২০।২৫৯
মায়াধীশ মায়াবশ	ম ৬।১৬২
'মায়া' নিমিত্ত হেতু	আ ৬।১৪, ম ২০।২৭১
মায়াবন্ধ হৈতে কৃষ্ণ	ম ২২।৩৩
মায়াবাদ শুনিবারে	অ ২।৯৪
মায়াবাদ শ্রবণে	অ ২।৯৬
মায়াবাদিগণ তাঁ'রে	আ ৭।৪০
মায়াবাদিগণ, যাতে	ম ১৭।১৪৩
মায়াবাদী আমি ত' সন্ন্যাসী	ম ৮।১২৩
মায়াবাদী কর্ম্মনিষ্ঠ	আ ৭।২৯
মায়াবাদী কৃষ্ণে অপরাধী	ম ১৭।১২৯
মায়াবাদী নির্ব্বিশেষ	ম ২৫।৫০
মায়াবাদী-ভাষ্য শুনিলে	ম ৬।১৬৯
মায়াবাদী সন্ন্যাসী আমি	অ ৭।১৬
মায়ামুগ্ধ জীবের নাহি	ম ২০।১২২
মায়া যৈছে দুই অংশ	আ ৬।১৪
মায়ার আশ্রয় হয়	ম ২০।২৯৩
মায়ার যে দুই বৃত্তি	ম ২০।২৭১
মায়াশক্তি বহিরঙ্গা	আ ২।১০২
মায়াশক্তি রহে	আ ৫।৫৭
মায়াসঙ্গ-বিকারে রুদ্র	ম ২০।৩০৮
মায়া-সীতা দিয়া অগ্নি	ম ৯।২০৫
'মায়া-সীতা' রাবণ নিল	ম ৯।২০৪
মায়া হৈতে জন্মে	আ ৫।৬৬
মায়িক বিভূতি	ম ২১।৫৫
মায়িক ভূতের তথি	আ ৫।৫৩
মার্গশীর্ষে কেশব	ম ২০।১৯৮
মালা-প্রসাদ লঞা	ম ১১।৭৪
মালী মনুষ্য আমার	আ ৯।৪৪
মালী হঞা করে	ম ১৯।১৫২
মাহিতীর ভগিনীর নাম	অ ২।১০৪
মিলনে রসালা হয়	ম ১৯।১৮২
মীনকেতন রামদাস	আ ৫।১৬১
মীমাংসক কহে	ম ২৫।৪৯
মুই তার ঘরে যাঞা	অ ২০।৫৬
মুকুন্দ কহে, রঘুনন্দন	ম ১৫।১১৫
মুকুন্দসেবন-ব্রত	ম ৩।৭
মুকুন্দ সেবায় হয়	ম ৩।৮
মুক্ত-মধ্যে কোন্ জীব	ম ৮।২৪৯
মুক্তাহার-বকপাঁতি	ম ২১।১০৯
মুক্তি, কর্ম্ম,—দুই বস্তু	ম ৯।২৭১
'মুক্তি' তুচ্ছ ফল	অ ৩।১৮৫
মুক্তিপদ-শব্দে	ম ৬।২৭১
মুক্তিপদে যাঁ'র	ম ৬।২৭২
মুক্তি-ভুক্তি বাঞ্ছে	ম ৮।২৫৬
মুক্তি-ভুক্তি-সিদ্ধি-কামী	ম ২২।৩৫
মুক্তি লাগি' ভক্ত্যে	ম ২৪।১১৭
মুক্তি-শব্দ কহিতে	ম ৬।২৭৬
মুক্তি হেতু তারকব্রহ্ম	অ ৩।২৫৫
মুখর জগতের মুখ	অ ৩।১৪
মুখে না নিঃসরে বাণী	ম ৬।১৮৩
মুখে ফেন, পুলকাঙ্গ	অ ১৭।১৬
মুখে মুখ দিয়া করে	ম ১৭।৪২
মুখে 'হয়' 'হয়' করে	ম ২৫।২৭
মুখ্য-গৌণ-বৃত্তি	ম ২০।১৪৬
মুখ্য ছাড়ি' লক্ষণাতে	ম ৬।১৫১
মুখ্যবৃত্তি সেই	আ ৭।১০৮
মুখ্যার্থ ছাড়িয়া কর	ম ৬।১৩৪
মুখ্যার্থ ব্যাখ্যা কর	আ ৭।১৪৩
মুঞি কোন্ ক্ষুদ্র	অ ১।১৩৭
মুঞি তাঁর ভক্ত	আ ৬।৯১
মুঞি তোমা ছাড়িল	ম ১০।১২৫
মুঞি নীচ, অস্পৃশ্য	ম ১১।১৮৮
মুঞি যে চৈতন্যদাস	আ ৬।৪৪
মুঞি যে শিখাই	ম ২৩।১১৭
মুদ্রা দেহ বিচারিয়া	অ ৬।১৫১
'মুনি'-শব্দে মননশীল	ম ২৪।১৫
মুনি সব জানি'	ম ২০।৩৫২
মুমুক্ষা ছাড়িঞা	ম ২৪।১২২
মুমুক্ষু অনেক জগতে	ম ২৪।১১৭
মুরারীকে কহে প্রভু	আ ১৭।৭৭
মূক কবিত্ব করে	আ ৮।৫
মূর্খ তুমি	আ৭।৭২
মূর্খ, নীচ, ক্ষুদ্র আমি	আ ৮।৮৩
মূর্খলোক করিবে	ম ১৭।১৮৩
মূর্খ সন্ন্যাসী	আ ৭।৪২
মূর্খের বাক্যে মূর্খ হৈলা	ম ১৮।১০০
মূর্চ্ছিত হঞা আচার্য্য	ম ৯।৫৬
মূর্চ্ছিত হঞা মুঞি	আ ৫।১৯৭
মূর্চ্ছিত হঞা সবে	ম ৭।৯২
মূঢ় অধম জনেরে	ম ১।৩৩
মূঢ় লোক নাহি জানে	আ ৬।১০২
মূল ভক্ত-অবতার	আ ৬।১১০

মৃগমদ, তার গন্ধ　আ ৪।৯৭
মৃগমদ বস্ত্রে বান্ধে　ম ১৮।১১৯
মৃগী ব্যাধিতে আমি　ম ১৮।১৮৪
মেরু-মন্দর-পর্ব্বত　ম ১৪।৮৬
মোক্ষাকাঙ্ক্ষী জ্ঞানী　ম ২৪।১১৬
মোক্ষাদি আনন্দ যার　ম ১৮।১৯৫
মো-পাপীষ্ঠে আনিলেন　আ ৫।২১০
মো-বিনু দয়ার পাত্র　ম ১।২০১
মো বিষয়ে গোপীগণের　আ ৪।২৯
মোর অপরাধে তোমার　ম ৫।১৫১
মোর আগে নিজরূপ　ম ৮।২৭৭
মোর ইচ্ছা হয়—হঙ　ম ১৮।৮৬
মোর কর্ম্ম, মোর হাতে　ম ১।১৯৮
মোর কীর্ত্তন মানা　আ ১৭।১৮২
মোর গৃহে প্রভুপাদের　ম ১০।২৩
মোর চিত্ত দ্রব্য লইতে　অ ৬।২৭৫
মোর চিত্ত প্রাণ হরে　আ ৪।২৪৫
মোর জিহ্বা বীণাযন্ত্র　ম ৮।১৩২
মোর ধ্যানে অশ্রুজল　ম ১৫।৫৭
মোর নাম শুনে　আ ৫।২০৬
মোর পাদজল যেন　অ ১৬।৪৩
মোর পুত্র, মোর সখা　আ ৪।২১
মোর প্রতিজ্ঞা—তাঁহা　ম ১১।৪৮
মোর বংশী-গীত　আ ৪।২৪৪
মোর বাঙ্মানসের　ম ২১।২৬
মোর বুকে নখ দিয়া　আ ১৭।১৮১
মোর মন ছুঁইতে নারে　ম ২৩।১১৫
মোর মনের কথা　ম ১।৬৯, ৭১
মোর মুখে কথা　অ ৫।৭৪
মোর মুখে কথা কহেন　অ ৫।৭৩
মোর মুখে বক্তা তুমি　ম ৮।২০০
মোর যদি বোল ধরে　ম ২১।১৩৪
মোর রূপে আপ্যায়িত　আ ৪।২৪৩
মোর লাগি' প্রভুপদে　ম ১২।৮
মোর শ্লোকের অভিপ্রায়　ম ১।৬৯
মোর সখা মোর পুত্র　অ ৭।৩১
মোর সুখ চাহ যদি　ম ১৬।১৪১
মোর সুখ-সেবনে　অ ২০।৫৯
মোরে আজ্ঞা করিলা　আ ৮।৭২
মোরে খাওয়াইতে করে　ম ১৫।৬৪
মোরে 'চৈতন্য' দেহ　অ ৬।১৩২
মোরে তুমি ভিক্ষা দেহ　ম ১৭।১৭৭
মোরে দয়া করি'　ম ১।২০২
মোরে দিতে মনঃপীড়া　অ ২০।৫১
মোরে না ছুঁইহ　ম ১১।১৫৬, ২০।৫২
মোরে না মানিলে　আ ৮।১০
মোরে পিয়াও　অ ৪।১৬৩
মোরে পূর্ণ কৃপা কৈল　ম ৯।১৬০
মোরে প্রসাদ দেহ　ম ১৫।২৩১
মোরে মুখ না দেখাবি　অ ৮।২২
মোরে যদি দিয়া দুঃখ　অ ২০।৫২
মোরে শিক্ষা দেহ　অ ৮।৬৭
মোরে শিষ্য করি'　ম ১৭।১৬৭
মো হেন অধমে　আ ৫।২১০
মৌন ধরি রহে　আ ৫।১৫১
মৌষললীলা, আর　ম ২৩।১১১
ম্লেচ্ছজাতি, ম্লেচ্ছসঙ্গী　ম ১।১৯৭
ম্লেচ্ছভয়ে সেবক মোর　ম ৪।৪২
ম্লেচ্ছের হৃদয়ে যেন　ম ১৮।১৭৮
যত দুঃখ, যত সুখ　অ ১৮।১৬
যত নদ-নদী যৈছে　ম ১০।১০৮
যত নাচাইলা, নাচি　অ ২০।১৪৯
যত পিয়ে, তত তৃষ্ণা　ম ১২।২১৫
যত যত পিয়ে তৃষ্ণা　আ ৭।২১
যত যত প্রেমবৃষ্টি　আ ৭।২৮
যতি হঞা জিহ্বা-লাম্পট্য　অ ৮।৮৩
যতির ধর্ম্ম,—প্রাণ　অ ৮।৮৩
যতেক পলাঞাছিল　আ ৭।৩৫
যতেক বিচারে, তত পায়　ম ৯।৩৬৪
যত্নাগ্রহ বিনা ভক্তি　ম ২৪।১৬৫
যথাযোগ্য উদর ভরে　অ ৮।৬৪
যথাযোগ্য বিষয় ভুঞ্জ　ম ১৬।২৩৮
যথেষ্ট বিহরি'　আ ৩।১৩
যদি পুনঃ ঐছে　আ ১৭।৫৮
যদি বৈষ্ণব অপরাধ　ম ১৯।১৫৬
যদি মোরে কৃপা　ম ১২।১০
যদি সেই মহাপ্রভুর　ম ১১।৪৯
'যদ্বা তদ্বা' কবির বাক্যে　অ ৫।১০২
যদ্যপি অন্যত্র সঙ্কেতে　অ ৩।৫৫
যদ্যপি অসম্ভাষ্য　ম ৯।৪৮
যদ্যপি অসৃজ্য নিত্য　ম ২০।২৫৭
যদ্যপি আপনি　ম ১।২৮
যদ্যপি আপনে পূর্ণ　ম ১১।১৩৫
যদ্যপি আমার　আ ১।৪৪, ৪।২৪৫, ২৪৬, ২৪৭
যদ্যপি ঈশ্বর তুমি　ম ১২।২৯
যদ্যপিও তুমি হও　অ ৪।১২৯
যদ্যপি কহিয়ে তারে　আ ৫।৭৮
যদ্যপি কাহার মমতা　অ ৪।১৭১
যদ্যপি কেবল　আ ৫।২৯
যদ্যপি গোপাল　ম ৪।৭৭
যদ্যপি গোসাঞি তারে　ম ১২।১২৪
যদ্যপি জগদ্‌গুরু　ম ৪।৮৫
যদ্যপি তিনের মায়া　আ ২।৫৪
যদ্যপি নির্ম্মল রাধার　আ ৪।১৪০
যদ্যপি প্রভু কোটি সমুদ্র　অ ২০।৬৬
যদ্যপি বস্তুতঃ　ম ১।২২৫
যদ্যপি ব্রহ্মণ্য করে　অ ৬।১৯৮
যদ্যপি ব্রহ্মাণ্ড　আ ২।১০৫
যদ্যপি ভট্টের আগে　ম ১৯।৮২
যদ্যপি মাসেকের বাসী　অ ১০।১২৫
যদ্যপি মুক্তি হয়　ম ৬।২৬৬
যদ্যপি রাজারে দেখি'　ম ১৩।১৮৪
যদ্যপি রায় প্রেমী　ম ৮।১২৯
যদ্যপি শুনিয়া প্রভুর　ম ১২।২২
যদ্যপি সখীর　ম ৮।১১২
যদ্যপি 'সানোড়িয়া' হয়　ম ১৭।১৭৯
যদ্যপি সর্ব্বাশ্রয় তিঁহো　আ ৫।৮৫
যদ্যপি সহসা আমি　ম ৩।১৭৫
যদ্যপি সাংখ্য মানে　আ ৬।১৮
যদ্যপি সৌন্দর্য্যকৃষ্ণ　ম ৮।৯৩
যবন সকলের মুক্তি　অ ৩।৫৩
যবে যেই ভাব উঠে　আ ৪।১১০
যবে যেই রস, তাহা　ম ১৩।১৬৭
যমুনাতে জলকেলি　অ ১৮।৩২
যমুনার জল দেখি'　ম ১৯।৭৮
যমুনার জলে মহারঙ্গে　অ ১৮।৮১
যশোদা-নন্দন হৈলা　আ ১৭।২৭৫
যাইতে নারিল বিঘ্ন　ম ৩।১৭৪
যাঁ'র আগে তৃণতুল্য　আ ৭।৮৪, ম ১৯।১৬৪
যাঁ'র এক ফণে রহে　আ ৫।১১৯
যাঁ'র ঠাঞি কলাবিলাস　ম ৮।১৮২

যাঁ'র দ্বারা কৈলা প্রভু আ ৬।৩৪
যাঁ'র ধ্যান নিজ আ ৫।২২১
যাঁ'র পতিব্রতা-ধর্ম্ম ম ৮।১৮৩
যাঁ'র পদধূলি করে আ ৬।৬৪
যাঁ'র প্রাণধন আ ৫।২২৯
যাঁ'র প্রেমগুণে আ ৬।৬৯
যাঁ'র ফুটা লৌহপাত্রে আ ১০।৬৮
যাঁ'র ভগবত্তা হৈতে আ ২।৮৮
যাঁ'র ভাব শুদ্ধসখ্য আ ৬।৭৪
যাঁ'র মাধুরীতে করে আ ৫।২২৩
যাঁ'র যত শক্তি ম ১৭।২৩৩
যাঁ'র সদ্গুণ গণনে ম ৮।১৮৪
যাঁ'র সৌন্দর্য্যাদি গুণ ম ৮।১৮৩
যাঁ'র হয়, তাঁ'র আ ২।৯৬
যাঁ'রে কৃপা করি' ম ১১।১১৭
যাঁ-সবার উপরে আ ৬।৬৫
যাঁ-সবা লঞা করে আ ৭।১৯
যাঁহা কৃষ্ণ, তাঁহা নাহি ম ২২।৩১
যাঁহাকে ত' কলা কহি আ ৫।৭৫
যাঁহা গুণ শত আছে অ ৮।৭৯
যাঁহা তাঁহা প্রভুর নিন্দা আ ১৭।২৫৮
যাঁহা তাঁহা প্রেমফল অ ৯।৩৬
যাঁহা তাঁহা রাধাকৃষ্ণ ম ৮।২৭৬
যাঁহা নদী দেখে ম ১৭।৫৬
যাঁহা নেত্র পড়ে ম ১০।১৭৯,২৫।১২৫
যাঁহা প্রীতি তাঁহা অ ৩।৭
যাঁহা বিপ্র নাহি ম ১৭।৬০
যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে আ ৪।৮৫
যাঁহা যাঁহা প্রভুর ম ১।১৬৫
যাঁহার কৃপাতে পাইনু আ ৫।২০০
যাঁহার চরিত্রে প্রভু অ ১৯।৪
যাঁহার ছটায় আ ৩।৫৮
যাঁহার তুলসীদলে আ ৬।৩৩
যাঁহার দর্শনে মুখে ম ১৬।৭৪
যাঁহার প্রকাশে আ ১।৮৭
যাঁহার প্রসাদে এই আ ১।৯৫
যাঁহার শ্রবণে নাশে আ ৮।৩৫
যাঁহার সর্ব্বস্ব ম ৮।৩১০
যাঁহার সৌভাগ্য-গুণ ম ৮।১৮২
যাঁহা লঞা যায় ম ১১।৩৭
যাঁহা লঞা যাহ তুমি ম ১৮।১৫৪
যাঁহা সঙ্গে চলে এই ম ১।২২৪, ১৬।২৬৬
যাঁহা হৈতে আ ১।১০৩, ৫।৪৬, ২০৪
যাঁহা হৈতে কৃষ্ণভক্তি ম ১৫।১১৭
যাঁহা হৈতে পাইনু আ ৫।২০১
যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণী সব ম ১২।৩২
যাতে জানি কৃষ্ণভক্তি আ ৮।৩৬
যা'তে বিবরিতে অ ১।৫৭
যাদবের বিপক্ষ ম ১৩।১৫৬
যাবৎ কীর্ত্তন সমাপ্ত নহে অ ৩।২৩৯
যাবৎ পড়োঁ, তাবৎ পাণ্ড ম ৯।১০১
যাবৎ বুদ্ধির গতি অ ২০।৮১
যা'র এককণা গঙ্গা আ ৫।৫৪
যা'র একবিন্দু পানে ম ২৫।২৭১
যা'র কৃষ্ণকথায় রুচি অ ৫।৯
যা'র যত শক্তি অ ২০।৭৯
যা'রে কৃপা করি' করেন ম ১১।১১৭
যা'রে কৃপা করেন, তার অ ১৯।১০৯
যা'রে চাহি ছাড়িতে অ ১৭।৫৬
যা'রে জানাহ, সেই ম ৯।১২৬
যা'রে তা'র কৃপা সেই ম ১৩।৫৯
যা'রে দেখ তা'রে কহ আ ৭।১২৮
যা'রে দেখে তা'রে কহে আ ১৩।৩০, ম ৭।১০১
যা'রে মিলে, সেই মানে অ ১২।১০১
যারে যৈছে নাচাও অ ৪।৮৬
যারে যৈছে নাচায় আ ৫।১৪২
যাহ ভাগবত পড় অ ৫।১৩১
যাহা ইচ্ছা যাহ ম ১০।৬৫
যাহা দেখি' প্রীত হন অ ৬।২২০
যাহা বই গুরুবস্তু আ ৪।১২৯
যাহা বই সুনির্ম্মল আ ৪।১৩০
যাহার কোমল শ্রদ্ধা ম ২২।৬৭
যাহার দর্শনে মুনির অ ৩।২৩৬
যাহার মহিমা সর্ব্ব ম ৮।৯৭
যাহার শ্রবণে ভাগে অ ৩।৪৬
যাহার শ্রবণে হয় অ ৩।২৫৯
যাহা লাগি' মদন ম ১।৫৫
যাহা হৈতে অন্য পুরুষ অ ৫।১৪৪
যাহা হৈতে অন্য বিজ্ঞ অ ৫।১৪১
যাহা হৈতে কৃষ্ণ আ ১।৯২
যাহা হৈতে পাইবা অ ১৬।৫৮, ১৭।৬৯
যাহা হৈতে প্রেমানন্দ অ ৫।৮৯
যাহা হৈতে হয় কৃষ্ণে ম ৯।৩০৭
যুক্ত বৈরাগ্য স্থিতি ম ২৩।৯২
যুগধর্ম্ম কাল হৈল আ ৪।৩৮
যুগধর্ম্ম নামপ্রেম আ ৪।২২০
যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তন আ ৩।২৬, ৪।৩৭
যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তামু আ ৩।১৯
যুগমন্বন্তরে ধরি' আ ৫।১১৩
যে আগে পড়য়ে আ ৫।২০৯
যেই কহাও, সেই কহি ম ৮।১৯৮
যেই কহে, সে পাষণ্ডী আ ৩।৭৮
যেই কুণ্ডে নিত্য কৃষ্ণ ম ১৮।৯
যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা ম ৮।১২৭
যেই গ্রন্থকর্ত্তা ম ২৫।৪৮
যেই গ্রাম দিয়া যান ম ১৭।৪৭
যেই গ্রামে রহি ম ৭।১০৬
যেই চতুর, সেই করুক অ ৯।৩৩
যেই জন কহে, শুনে অ ৫।৪৫
যেই জন কৃষ্ণ দেখে আ ৪।১৫৪
যেই জপে তাঁর কৃষ্ণে আ ৭।৮৩
যেই তর্ক করে ইহাঁ ম ১৮।২২৭
যেই তাঁ'রে দেখে ম ১৭।১১৮
যেই ভজে, সেই বড় অ ৪।৬৭
যেই ভট্টাচার্য্য পড়ে ম ৬।৬৮
যেই মত নাচাও ম ৮।১৩১
যেই মহাপ্রভু কহান অ ১।২১১
যেই মুক্তি ভক্ত না লয় অ৩।১৮৫
যেই মূঢ় কহে ম ১৮।১১৫
যেই যাহা পায় আ ৭।২৩
যেই যেই কহিল প্রভু ম ১৮।১৮৮
যেই যেই কহে ম ১২।১১৩
যেই যেই রূপে জানে আ ৫।।১৩২
যেই যে মাগয়ে, তা'রে অ ২০।২৪
যেই সূত্রকর্ত্তা ম ২৫।৯১
যেই সূত্রে যেই ঋক্ ম ২৫।৯৭
যে ইহা একবার পিয়ে ম ৮।৩০৫
যে করাইতে চাহে ঈশ্বর অ ৪।৯৬
যে কহে কৃষ্ণের বৈভব ম ২১।২৫
যে কালে করেন ম ১।৫৩
যে কালে দ্বিভুজ, নাম ম ২০।১৭৬

যে কালে নিমাঞি পড়ে ম ৩।১৬৬
যে কালে বা স্বপনে ম ২।৩৭
যে কালে সন্ন্যাস কৈলুঁ ম ১৫।৫১
যে কিছু কহিলে আ ৭।১০০
যে কৃষ্ণের করাইল আ ১৭।২৯২
যে খণ্ডিল কু-বিষয় ভোগ ম ২০।৯৩
যে গোপী মোর করে দ্বেষে অ ২০।৫৬
যে তোমা দেখিল আ ১৭।৯৭
যে তোমার মায়া নাটে ম ৮।১৯৮
যে তোমারে রাজ্য ম ১।১৭৬
যে দিবস প্রভু সন্ন্যাসীরে ম ২৫।১৮
যে দেখিবে কৃষ্ণানন ম ২১।১৩৪
যে নয়ন দেখিতে আ ৫।১৬৫
যে না খায় তারে অ ৮।৭১
যে না বাঞ্ছে ম ৪।১৪৬
যে না মানে, তার হয় আ ৬।৮৩
যে পুরুষ সৃষ্টি করে আ ৬।৮
যে -প্রকারে হয় আ ৪।১৯৭
যে বলে আমারে করে আ ৪।১২৩
যে বংশের উপরে অ ৪।৪৪
যেবা অজ্ঞে করে আ ৫।২২৫
যেবা কহে অন্য জানে আ ৪।১৬১
যে 'বিগ্রহ' নাহি মানে ম ২৫।১১৩
যে মদন তনুহীন ম ২।২২
যেমন অপরাধ ভৃত্যের অ ১২।২৭
যে 'মুক্তি' ভক্ত না অ ৩।১৮৫
যে যে অংশে কহে আ ১৭।৩৩২
যে যেই দোষ করে ম ১৯।২৬
যে যে পূর্ব্বে নিন্দা আ ৯।৫৩
যে যে লৈল আ ১২।৭৪
যে যৈছে ভজে আ ৪।১৭৭, ম ৮।৯০
যে রূপের এক কণ ম ২১।১০২
যেরূপে লৈলে নাম অ ২০।২০
যে লাগি কহিতে আ ৪।২৩৬
যে লীলামৃত বিনে খায় ম ২৫।২৭১
যে সে বড় হউক আ ১৪।৮৬
যে হও, সে হও আ ১৭।১১৮
যৈছে আমার গুণ-কর্ম্ম ম ২৫।১০৫
যৈছে আমার স্বরূপ ম ২৫।১০৫
যৈছে ইক্ষু রস বীজ ম ১৯।১৭৯, ২৩।৩৯
যৈছে কহায়, তৈছে কহি অ ৫।৭৩
যৈছে কহি এই বিপ্র আ ২।৭৭
যৈছে তৈছে যহি কহি ম ২৪।৫৬
যৈছে তৈছে করে অ ৮।৬২
যৈছে দধি-সিতা-ঘৃত ম ১৯।১৮২
যৈছে নাচাও, তৈছে অ ৪।৭৪
যৈছে বলদেব আ ১।৭৮
যৈছে সূর্য্যের স্থানে ম ২৫।১১৫
"যোঽসি সোঽসি নমোস্তুতে"ম ১৫।১১
যোগপট্ট না নিল ম ১০।১০৮
যোগমায়া করিবেক আপন আ ৪।২৯
যোগমায়া চিচ্ছক্তি ম ২১।১০৩
যোগমায়া দাসী ম ২১।৪৪
যোগমার্গে অন্তর্যামী ম ২৪।৭৯
যোগারুরুক্ষু—যোগারূঢ় ম ২৪।১৫২
যোগ্যজন নাহি পায় অ ১৬।১৩৭
যোগ্যপাত্র হয় ম ১।৭৪
রক্তবস্ত্র বৈষ্ণবের অ ১৩।৬১
রঘুনাথ কহে মনে অ ৬।১৯৪
রঘুনাথদাসের তেঁহো অ ১৬।৮
রঘুনাথের নিয়ম অ ৬।৩০৯
রঘুনাথের পাদপদ্মে অ ৪।৪০
রঘুনাথের পায় মুঞি ম ১৫।১৪৯
রতি গাঢ় হৈলে তার ম ১৯।১৭৭
রতি, প্রেম তারতম্যে ম ২২।৬৮
রতিভেদে কৃষ্ণভক্তি ম ১৯।১৮৪
রত্নগণ-মধ্যে যৈছে ম ৪।১৯৩
রত্ন-মণ্ডপ তাহে আ ৫।২১৮
রথপাছে যাই ঠেলে ম ১৩।১৮৯
রথযাত্রা দেখি' তাঁহা ম ১।৪৭
রথযাত্রায় আগে ম ১।৫৪
রথে দেহ ছাড়িমু অ ৪।১২
রন্ধনে নিপুণা তাঁ- ম ৯।২৯৮
রস আস্বাদিতে আ ৪।২৬৪, ৭।৫
রস কোন্ তত্ত্ব, প্রেম ম ৮।১১৮
রসগণ-মধ্যে তুমি ম ১৯।১০৪
রসজ্ঞ কোকিল খায় ম ৮।২৫৭
'রস', 'রসাভাস' যাঁর অ ৫।১০৩
'রসরাজ' মহাভাব ম ৮।২৮২
রসাভাস হয় যদি অ ৫।৯৭
রসামৃতসিন্ধু আর ম ১।৩৮
রসিকশেখর কৃষ্ণ আ ৪।১৬
রহিতে নাহিক স্থান আ ৫।৯৫
রাক্ষসে স্পর্শিল ম ৯।১৮৯
রাগ, অনুরাগ, ভাব ম ১৯।১৭৮, ২৩।৩৮
রাগ-ভক্তি, বিধি-ভক্তি ম ২৪।৮০
রাগভক্ত্যে ব্রজে স্বয়ং ম ২৪।৮১
রাগময়ী ভক্তির হয় ম ২২।১৪৭
রাগমার্গ ভক্তিলোকে আ ৪।১৫
রাগমার্গে ভজি' পাইল ম ৮।২২২
রাগমার্গে ভক্ত ভক্তি আ ৪।২৬৫
রাগমার্গে ভজে যেন আ ৪।৩৩
রাগহীনজন ভজে ম ২২।১০৬
রাগাত্মিকা ভক্তি ম ২২।১৪৪
রাগানুগমার্গে ম ৮।২২১, অ ৫।৫১
রাঙা যষ্টি হস্তে আ ৫।১৯০
রাঘবের ঘরে রান্ধে অ ৬।১১৫
রাজদণ্ড হয় সেই অ ৯।৯০
রাজদ্রব্য শোধি' পায় অ ৯।৩৩
রাজবেশ, হাতী ম ১।৭৯
রাজমন্ত্রী সনাতন ম ২০।৩৪৮
রাজহংস-মধ্যে যেন অ ৭।৯৮
রাজা কহে, উপবাস ম ১১।১১১
রাজা কহে, শাস্ত্রপ্রমাণে ম ১১।১০১
রাজা কহে, শুন মোর ম ১।১৮০
রাজা মোরে প্রীতি করে ম ১৯।১৩
রাজার বর্ত্তন খায় অ ৯।৯০
রাজ্য ছাড়ি' যোগী হই ম ১২।১০
'রাজ্য বিষয়' ফল এই অ ৯।১০৯
রাজ্যভোগ নহে চিত্তে ম ১২।২০
রাতুল বস্ত্র দেখি' অ ১৩।৫২
রাত্রিকালে বাড়ে প্রভুর অ ৬।৭
রাত্রি-দিন কুঞ্জে ক্রীড়া ম ৮।১৮৮
রাত্রি-দিন চিন্তে ম ৮।২২৭
রাত্রি-দিনে করে ব্রজে ম ২২।১৫২
রাত্রে প্রলাপ করে আ ৪।১০৯
রাত্রে সঙ্কীর্ত্তন কৈল আ ১৭।৩৪
রাত্রে রায়-স্বরূপ সনে অ ১১।১২
রাধাকৃষ্ণ এক আত্মা আ ৪।৫৬
রাধাকৃষ্ণ ঐছে আ ৪।৯৮
রাধাকৃষ্ণ কুঞ্জ-সেবা ম ৮।২০৫

রাধাকৃষ্ণ পদাম্বুজ ম ৮।২৫২
রাধাকৃষ্ণ-প্রেমলীলা ম ৮।২৫৪
রাধাকৃষ্ণ ভক্তি বিনে আ ৫।২২৯
রাধাকৃষ্ণে তোমার ম ৮।২৭৬
রাধাকৃষ্ণে প্রেম যাঁর ম ৮।২৪৭
রাধাকৃষ্ণের প্রেমকেলি ম ৮।২৫০
রাধাকৃষ্ণের লীলা ম ৮।২০০
রাধাকৃষ্ণে লাগাঞাছ ম ১৫।২২৮
রাধা চাহি বনে ফিরে ম ৮।১০৪
রাধা-দামোদর অন্য ম ২০।২০১
রাধা পূর্ণশক্তি আ ৪।৯৬
রাধা-প্রতি কৃষ্ণ-স্নেহ ম ৮।১৬৫
রাধা-প্রেমা বিভু আ ৪।১২৮
রাধা-প্রেমাবেশে ম ১৪।২৩৫
রাধাভাব-অঙ্গীকরি' আ ৪।২৬৮
রাধার অধর-রসে আ ৪।২৪৬
রাধার কুটিল প্রেমে ম ৮।১০৯
রাধার বচনে হরে আ ৪।২৪৪
রাধার দর্শনে মোর আ ৪।২৪৩, ২৫০
রাধার বিশুদ্ধ ভাবের আ ১৭।২৯২
রাধার স্বরূপ কৃষ্ণপ্রেম ম ৮।২০৮
রাধা লাগি' গোপীরে ম ৮।১০২
রাধাসহ ক্রীড়া আ ৪।২১৭
রাধিকা উন্মাদ যৈছে ম ১।৮৭
রাধিকা করেন আ ৪।৯৪
রাধিকাদি গোপীগণ অ ১৮।৮১
রাধিকাদি লঞা আ ৪।১১৪
রাধিকাদ্যে পূর্ব্বরাগ ম ২৩।৬০
রাধিকা প্রেম-গুরু আ ৪।১২৪
রাধিকার গণ অ ২।১০৫
রাধিকার প্রেমে মোরে আ ৪।১২২
রাধিকার ভাব-কান্তি আ ৪।২৬৭, ম ৮।২৭৮
রাধিকার ভাব-বর্ণ আ ৪।২৭১
রাধিকার ভাব-মূর্ত্তি আ ৪।১০৬
রাধিকার ভাব যৈছে আ ৪।১০৮
রাধিকার ভাবে প্রভুর অ ১৪।১৪
রাধিকার রূপ-গুণ আ ৪।২৪৮
রাধিকার স্পর্শে মোরে আ ৪।২৪৭
রাধিকা স্বরূপ হৈতে আ ৪।১৪৫
রাধিকা হয়েন আ ৪।৫৯
রাবণ আসিতেই ম ৯।১৪৯
রাবণ দেখিয়া সীতা ম ৯।২০৩
রাবণ হৈতে অগ্নি ম ৯।২০৩
রাবণের আগে ম ৯।১৯৪
রামচন্দ্র খান অপরাধ-বীজ অ ৩।১৪৩
রামদাস, অভিরাম আ ১০।১১৬
রামদাস কহে, আমি অ ১৩।৯৭
রামদাস বলি' প্রভু ম ১৮।২০৭
'রাম' দুই অক্ষর অ ৩।৫৮
রাম! রাঘব! ম ৯।১৩
রাম-লক্ষ্মণ-কৃষ্ণ আ ৫।১৫৩
রামলীলা বাসনাতে ম ৮।১১২
রামনন্দ আইলা ম ৮।১৭
রামানন্দ চরিত্র তাহে ম ৮।৩০৩
'রামানন্দ রায়' আছে ম ৭।৬২
রামানন্দ রায়ে মোর ম ৮।৩১১
রামানন্দ-সহ মোর আ ১০।১৩৪
রামানন্দের কৃষ্ণকথা অ ৬।৬
রায়ের চরিত্র সব আ ৫।১৫০
রায় কহে,—আমি নট ম ৮।১৩১
রায় কহে,—আমি বিষয়ী ম ১০।৫৪
রায় কহে,—ইহা আমি ম ৮।১২০
রায় কহে,—ইহার আগে ম ৮।৯৬
রায় কহে,—ঈশ্বর তুমি অ ১।২০৩
রায় কহে,—কহ সহজ অ ১।১৪৯
রায় কহে,—কৃষ্ণভক্তি ম ৮।২৪৪
রায় কহে,—কৃষ্ণে কর্ম্মার্পণ ম ৮।৫৯
রায় কহে,—চরণ-রথ ম ১১।৩৭
রায় কহে,—প্রভু ম ৮।২৭৭
রায় কহে,—রূপের কাব্য অ ১।১৮০
রায় কহে,—স্বধর্ম্মাচরণ ম ৮।৫৭
রায়, ভট্টাচার্য্য বলে অ ১।১১৫
রাস না পাইল ম ৯।১২০
রাসলীলা বাসনাতে ম ৮।১১২
রাসস্থলীর বালু অ ১৩।৬৭
রাসাদিক লীলা আ ৫।২২০
রাসাদি বিলাসী আ ৭।৮
রুচি-ভক্তি হৈতে হয় ম ২৩।১২
রুদ্ররূপ ধরি' করে আ ৫।১০৫
রূঢ় অধিরূঢ় ভাব ম ২৩।৫৩
রূঢ়িবৃত্ত্যে নির্ব্বিশেষ ম ২৪।৭৮
রূপ কহে,—কাঁহা তুমি অ ১।১৭৩
রূপ-গুণ শ্রবণে ম ২৪।৪৭
রূপ গোসাঞি কহে অ ১।১৪৯
রূপ গোসাঞির ছোট ভাই ম ১৯।৩৬
রূপ গোসাঞিরে শিক্ষা ম ১৯।১১৪
রূপ দেখি' আপনার ম ২১।১০৪
রূপ-সনাতন—সবার ম ১৯।১২৩
রোগ খণ্ডি' সদ্বৈদ্য ম ২০।৯১
রৌরব হইতে মোরে অ ১১।২৮
লইতে না পারি তাঁ'র অ ৭।১০৯
লক্ষণা করিলে আ ৭।১৩২, ম ৬।১৩৭
লক্ষ লক্ষ লোক আ ৭।১৫৬, ১৫৭
লক্ষ্মী আদি করি' অ ৩।২৬২
লক্ষ্মী আদি নারীগণের ম ৮।১৪৪
লক্ষ্মীকান্তাদি অবতারের ম ৮।১৪৪
লক্ষ্মী কেনে না পাইল ম ৯।১২২
লক্ষ্মীগণ তাঁর আ ৪।৭৮
লক্ষ্মী চাহে সেই দেহে ম ৯।১৩৬
লক্ষ্মী জিনি' গুণ যাঁহা ম ১৪।২২৬
লক্ষ্মীসঙ্গে দাসীগণের ম ১৪।১৩৫
লঘু-গুরু ভাব তাঁ'র আ ১০।৪
লঘুভাগবতামৃতাদি ম ১।৪১
লঘুভ্রাতা হৈয়া আ ৫।১৪৯
লজ্জা, ধৈর্য্য, দেহসুখ আ ৪।১৬৭
লতা অবলম্বি' মালী ম ১৯।১৬২
লব-মাত্র সাধুসঙ্গে ম ২২।৫৪
ললাটে অষ্টমী ইন্দু ম ২১।১২৭
ললাটে লিখিল তাঁরে আ ১৭।৬৯
ললিতাদি সখী ম ৮।১৬৪
লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠাদি ম ১৯।১৫৯
লাবণ্যামৃত ধারণে ম ৮।১৬৭
লালকের নাহি লাল্য অ ৪।১৮৪
লাল্যামেধ্য লালকের অ ৪।১৮৭
লিখিয়াছেন ইহাঁ আ ৮।৩৭
লীলা অন্তে সুখে আ ৪।২৫৬
লীলামৃত বরিষণে অ ১৫।৬৮
লীলায় চড়িল ঈশ্বর ম ১৩।২২
লীলারস আস্বাদিতে আ ৪।৯৮
লীলা সম্বরিবে তুমি অ ১১।৩১
লুকাইতে নারে কৃষ্ণ আ ৩।৮৯
লুকাইল দুই ভুজ আ ১৭।২৯১

লুকাইলে প্রেমবলে	ম ৮।২৮৯
লুটিয়া, খাইয়া, দিয়া	আ ৭।২৪
লোক কহে,—রাত্রে কৈবর্ত্ত	ম ১৮।১০৪
লোক কহে,—সন্ন্যাসী	ম ১৮।১০৯
লোক-গতি দেখি'	অ ৩।৯৭
লোকধর্ম্ম, বেদধর্ম্ম	অ ৪।১৬৭
লোক-ভিড় ভয়ে প্রভু	ম ১৯।১১৪
লোকহিত লাগি'	অ ২।১৩৬
লোকাপেক্ষা নাহি'	ম ৭।২৭
লোকে উপদেশে	আ ৬।৫০
লোকে কহে,—এ সন্ন্যাসী	ম ৯।৩১৪
লোকে কহে,—কৃষ্ণ প্রকট	ম ১৮।৯৪
লোকেরে কহিব	ম ৫।১০৪
লোভে ব্রজবাসীর	ম ২২।১৪৮
লোহাকে যাবৎ স্পর্শি	ম ৬।২৭৯
লৌকিক লীলাতে	আ ৬।৪০
লৌহ আর হেম	আ ৪।১৬৪
শক্তি এই ছয়রূপে	আ ১।৩২
শক্তি কম্পযুক্ত	ম ২৪।২০
শক্তি সঞ্চারিয়া তারে	আ ৫।৫৯
শক্ত্যাবেশ অবতার	আ ১।৬৬
শক্ত্যাবেশ দুইরূপ	ম ২০।৩৬৬
শক্ত্যাবেশাবতার	আ ১।৬৭
শঙ্কর পণ্ডিত প্রভুর	অ ১৯।৬৭
শঙ্করানন্দ সরস্বতী	অ ৬।২৮৮
শঙ্করারণ্য-নাম তাঁ'র	ম ৯।২৯৯
শঙ্খ, ঘণ্টা আদি	অ ১৬।৮৮
শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম	আ ৫।২৮
শচী কহে,—না খাইব	আ ১৫।১০
শচীদেবী আসি	ম ১।২৩৩
শচীর মন্দিরে আর	অ ২।৩৪
শচীমাতা মিলি তাঁ'র	ম ১৬।২১০
শতকোটি গোপীতে নহে	ম ৮।১১৫
শতকোটি গোপীসঙ্গে	ম ৮।১০৮
শত জনের ভক্ষ্য	অ ১০।১২৭
শতমুখে বলি'	আ ৪।২৫৫
শত শ্লোক কৈল	ম ৬।২০৬
শতেক বৎসর হয়	ম ২০।৩২২
শতেক সন্ন্যাসী যদি	ম ৩।১০০
শব্দ না পাঞা	অ ১৪।৬০
শয়নে আমার উপর	আ ১৭।১৮০
শর্করা সিতা-মিছরি	ম ১৯।১৭৯
শরণ লঞা করে	ম ২২।৯৯
শরণাগতের, অকিঞ্চনের	ম ২২।৯৬
শরীর সুস্থ হয় মোর	অ ১১।২২
শাক-পত্র-ফল-মূলে	অ ৬।২২৬
শাখা চন্দ্র ন্যায় করি'	অ ১৭।৬৫
শান্ত-দান্ত-কৃষ্ণভক্তি	আ ৩।৪৫
শান্ত-দাস্য-সখ্য	ম ৮।৮৬, ১৯।১৮৫
শান্ত-দাস্য-রসে ঐশ্বর্য্য	ম ১৯।১৯৫
শান্তভক্ত—নবযোগেন্দ্র	ম ১৯।১৮৯
শান্ত ভক্তের রতি	ম ২৪।৩২
শান্তরতি, দাস্যরতি	ম ১৯।১৮৩
শান্তরসে শান্তি রতি	ম ২৩।৫০
শান্তরসে স্বরূপবুদ্ধ্যে	ম ১৯।২১০
শান্তাদি রসের যোগ	ম ২৩।৫২
শান্তিপুরাচার্য্য-গৃহে	ম ১৬।২১০
শান্তের গুণ দাস্যে	ম ১৯।২২০, ২২১
'শান্তি'-ছলে কৃপা কর	অ ১২।২৮
শাস্ত্র করি' কত কাল	অ ৪।২৩৫
শাস্ত্র-গুরু-আত্ম-রূপে	ম ২০।১২৩
শাস্ত্র ছাড়ি' কুকল্পনা	ম ২৫।৪১
শাস্ত্রদৃষ্ট্যে কৈল	আ ১০।৯০
শাস্ত্র বিরুদ্ধার্থ কভু	আ ২।৭৩
শাস্ত্র-ব্যাখ্যা করিতে	ম ৬।১৯১
শাস্ত্রযুক্তি নাহি জানে	ম ২২।৬৬
শাস্ত্রযুক্তি নাহি মানে	ম ২২।১৪৮
শাস্ত্রযুক্ত্যে সুনিপুণ	ম ২২।৬৫
শাস্ত্র লোকাতীত যেই	অ ১৪।৮২
শাস্ত্রে কহে,—নামাভাসে	অ ৩।১৯৩
শাস্ত্রে যেই দুই কর্ম্ম	অ ৮।৭৫
শাস্ত্রের সহজ অর্থ	ম ২৫।৪৮
শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত এই	আ ৬।১০২
শাস্ত্রে লিখিয়াছে	ম ১৮।১৯৯
শ্বাসসহ ব্রহ্মাণ্ড	আ ৫।৬৯
শিখি মাহিতি তিন	অ ২।১০৬
শিক্ষাগুরুকে ত'	আ ১।৪৭
শিক্ষাগুরু হয়	অ ১।৫৮
শিঙ্গা বাঁশী বাজায়	আ ৫।১৯২
'শিব-পত্নীর ভর্ত্তা'	আ ১৬।৬৪
শিব—মায়াশক্তির সঙ্গী	ম২০।৩১১
শিবানন্দ যবে সেই	আ ১২।৫০
শিবানন্দ সেনের পুত্র	ম ১৯।১১৮
শিবানন্দে গালি পাড়ে	আ ১২।১৯
শিবানন্দের পত্নী তাঁ'রে	অ ১২।২২
শিরে বজ্র পড়ে যদি	ম ৭।৪৮
শিরের পাথর যেন	অ ৮।৯৫
শিলা দিয়া গোসাঞি	অ ৬।৩০৭
শিলারে কহেন প্রভু	অ ৬।২৯২
শিশু-বৎস হরি'	আ ২।৩১
শিশ্নোদরপরায়ণ	অ ৬।২২৭
শিষ্য করি তাঁর ভিক্ষা	ম ১৭।১৮০
শিষ্য পড়িছাদ্বারা	ম ৬।৮
শিষ্য হঞা গুরুকে	অ ৮।১৮
শীঘ্র আসিহ তাঁহা	অ ১৩।৩৯
শীঘ্র যাই মুঞি সব	ম ১৫।৫৮
শীতল, নির্ম্মল কৈল	ম ১২।১৩৩
শুইয়া রহিলা ঘরে	অ ১২।১২০
শুকদেবের মন	ম ২৪।৪৪
শুকাইয়া মরে	আ ১৭।২৮
শুকাঞা মৈলেহ	অ ২০।২৩
শুক্লবস্ত্রে মসিবিন্দু	ম ১২।৫১
শুক্ল, রক্ত, কৃষ্ণ, পীত	ম ২০।৩৩০
শুক্ল, রক্ত, পীতবর্ণ	আ ৩।৩৭
শুদ্ধ-কৃপা কর, গোসাঞি	অ ৯।১৩৯
শুদ্ধপ্রেম ব্রজদেবীর	অ ৭।৩৯
শুদ্ধ বাৎসল্যে ঈশ্বর	আ ৬।৫৫
'শুদ্ধ বৈষ্ণব' নহে	অ ৬।১৯৮
শুদ্ধভক্ত-তত্ত্বমধ্যে	আ ৭।১৬
শুদ্ধভক্তি দেহ' মোরে	অ ২০।৩০
শুদ্ধভক্তি হৈতে হয়	ম ১৯।১৬৬
শুদ্ধভাবে করিব	আ ৩।১০০
শুদ্ধভাবে ব্রজেশ্বরী	অ ৭।৩০
শুদ্ধভাবে সখা করে	অ ৭।৩০
শুদ্ধসত্ত্বময়	আ ৫।৪৩
শুদ্ধ হয় যদি	ম ১০।১১৪
শুদ্ধাশুদ্ধ গীতা পড়ি	ম ৯।৯৮
শুন উদ্ধব সত্য কৃষ্ণ	আ ৬।৫৭
শুনি' কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি	ম ১৫।২৭৮
শুনি' চমৎকার হৈল	আ ৭।১৩৪
শুনিতেই গোপালের হৈল	ম ১২।১৪৮
শুনিতে শুনিতে জুড়ায়	অ ১৯।১১১
শুনি' নিত্যানন্দ প্রভুর	অ ১২।৩১

শুনি' প্রভু কহে ম ৬।১৯০
শুনি' প্রভু ক্রোধে কৈল আ ১৭।২৫০
শুনিয়া আনন্দ হৈল অ ৬।৫১
শুনিয়াছি গৌড়দেশের ম ১৭।১১৬
শুনিলু ফাঁকিতে তোমার আ ১৬।৩২
শুনিলে খণ্ডিবে আ ১।১০৭
শুনিলে জানিবে আ ১।১০৯
শুনিলেও ভাগ্যহীনের ম ১৮।২২৫
শুনিলে না হয় প্রভুর ম ১০।১১৩
শুনি' শিবানন্দের পত্নী অ ১২।২১
শুষ্কজ্ঞানে জীবন্মুক্ত ম ২৪।১২৫
শুষ্ক তর্ক খলি খাইতে ম ১৪।৮৭
শুষ্ক বৈরাগ্য-জ্ঞান ম ২৩।৯৯
শুষ্ক ব্রহ্মেতে নাহি অ ৮।২৫
শুষ্ক রুটি চানা চিবায় ম ১৯।১২৮
শূকর চরায় ডোম আ ১০।৮৩
শৃঙ্গ, বেত্র, গোপবেশ আ ১১।২১
শৃঙ্গার রসরাজময় ম ৮।১৪২
শেষরূপে করে আ ৫।১০
শেষলীলায় নাম অ ৩।৩৪
শেষলীলায় প্রভুর আ ৪।১০৭
শেষশয়ন-জলে আ ৫।৯৯
শেষে স্ব-সেবন শক্তি ম ২০।৩৭০
শৈল উপরি হৈতে ম ৪।৪২
শৈল দেখি' মনে হয় ম ১৭।৫৫
শ্যাম চিক্কন কান্তি আ ৫।১৮৪
'শ্যামমেব পরং রূপং' ম ১৯।১০১
শ্যামরূপের বাসস্থান ম ১৯।১০২
'শ্যামসুন্দর' যশোদানন্দন ম ৭।৮১
শ্যামসুন্দর শিখিপিচ্ছ আ ১৭।২৭৯
শ্রদ্ধা করি' এই লীলা অ ৫।১৬৩
শ্রদ্ধা করি' শুন ইহা অ ১৯।১১০
শ্রদ্ধা করি' শুন সেই অ ১১।১০৭
শ্রদ্ধাবান্ জন হয় ম ২২।৬৪
শ্রদ্ধায় চৈতন্যলীলা ম ৬।২৮৬
শ্রদ্ধা-শব্দে বিশ্বাস কহে ম ২২।৬২
শ্রবণ, কীর্ত্তনজলে ম ১৯।১৫২
শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ ম২২।১১৭
শ্রবণ কীর্ত্তন হইতে ম ৯।২৬১
শ্রবণমধ্যে জীবের ম ৮।২৫৫
শ্রবণাদি ক্রিয়া ম২২।১০৩
শ্রবণাদি ভক্তি আ ৭।১৪২
শ্রবণাদি শুদ্ধচিত্তে ম ২২।১০৪
শ্রবণাদ্যের ফল প্রেমা ম ২৪।৫৮
শ্রবণে, দর্শনে আ ৪।১৪৮
শ্রীঅঙ্গরূপে হরে ম ২৪।৪৭
শ্রীঈশ্বরপুরী-রূপে আ ৯।১১
শ্রীকৃষ্ণচরণে তাঁ'র অ ২০।২৬
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য আর প্রভু অ ১।৮৭
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গোসাঞি আ ৪।২২২
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দয়া আ ৮।১৫
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু আ ১।৪২, অ ৫।১৫৩
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-বাক্য ম ২৫।২৮
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-বাণী ম ২৫।৫৭
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে আ ৪।১০০
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-লীলা অ ৫।১৬২
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-শব্দ অ ১১।৫৬
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য হয় ম ২৫।২৪
শ্রীকৃষ্ণ জানায়ে সব আ ৩।৩৪
শ্রীগোপাল নাম মোর ম ৪।৪১
শ্রীগোবিন্দ বসিয়া আ ৫।২১৯
শ্রীগোলোক, শ্বেতদ্বীপ অ ৫।১৭
শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত নিত্য অ ১৯।১১১
শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দ ম ৮।৩১০
শ্রীচৈতন্য মালাকার আ ৯।৯
শ্রীচৈতন্যলীলা এই অ ৫।৮৮
শ্রীচৈতন্যসম আর ম ২৫।২৬১
শ্রীচৈতন্য—সেই কৃষ্ণ আ ৫।১৫৬
শ্রীজীব গোপালভট্ট আ ১।৩৬
শ্রীদামাদি ব্রজে আ ৬।৬১
শ্রীধর উপরে গর্ব্বে অ ৭।১৩০
শ্রীধরস্বামী নাহি মান অ ৭।১২৮
শ্রীধরস্বামী নিন্দি' অ ৭।১২৮
শ্রীধরস্বামী প্রসাদে অ ৭।১২৯
শ্রীধরানুগত্য কর অ ৭।১৩২
শ্রীধরের অনুগত অ ৭।১৩১
শ্রীনৃসিংহ, জয় নৃসিংহ ম ৮।৫
শ্রীপাদ, ধর মোর ম ৯।২৮৯
শ্রীবলরাম গোসাঞি আ ৫।৮
শ্রীবাস কহে,—বংশী আ ১৭।২৩৩
শ্রীবাস-কীর্ত্তনে অ ২।৩৪
শ্রীবাস-পণ্ডিতের স্থানে আ ১৭।৫৭
শ্রীবাস বর্ণেন বৃন্দাবন আ ১৭।২৩৪
শ্রীবাস বলেন আ ১৭।৯৬
শ্রীবাস-হরিদাস আ ৬।৪৮
শ্রীবাসাদি পারিষদ আ ৩।৭৪
শ্রীবাসাদি যত আ ৭।১৬
শ্রীবাসে করাইলি তুই আ ১৭।৫২
শ্রীবাসের বস্ত্র সিয়ে আ ২৭।২৩১
শ্রীবিগ্রহ যে না মানে ম ৬।১৬৭
শ্রীবৃন্দাবনভূমি ম ৮।২৫৩
শ্রীবৈষ্ণব এক ম ৯।৮২
শ্রীভাগবত-আদি আ ৭।৪৮
শ্রীভাগবত-শাস্ত্র অ ৫।৪৪
শ্রীভাগবতসন্দর্ভ ম ১।৪৩
শ্রী, ভূ, নীলাশক্তি আ ৫।২৮
শ্রীমদনগোপাল মোরে অ ২০।৯৯
শ্রীমাধবপুরীর শিষ্য ম ৯।২৮৫
শ্রীমুখে করেন আজ্ঞা ম ১৫।১০৩
শ্রীরঘুনাথ-চরণ ম ১৫।১৫০
শ্রীরাধার দাসীমধ্যে আ ১০।১৩৭
শ্রীরাধার প্রলাপ অ ১৯।১০৭
শ্রীরাধার প্রলাপ যৈছে আ ১৩।৪১
শ্রীরাধিকা হৈতে আ ৪।৭৫
শ্রীরামের দাস্য আ ৬।৮৮
শ্রীরূপ কৃপায় আ ৫।২০৩
শ্রীরূপদ্বারা ব্রজের অ ৫।৮৭
শ্রীরূপ-সনাতন আ ১।৩৬, ম ১৯।৩
শ্রীরূপ-হৃদয়ে প্রভু ম ১৯।১১৭
শ্রীরূপে শিক্ষা দিল ম ১৯।১৩৫
শ্রী, লজ্জা, দয়া, কীর্ত্তি ম ২১।১২১
শ্রীহস্তে পরিবেশন ম ১১।১৯৯
শ্রুতিগণ গোপীগণের ম ৯।১৩৩
শ্রুতিবাক্যে সেই দুই ম ৬।১৩৬
শ্রুতি যে মুখ্যার্থ কহে ম ৬।১৩৫
শ্রেয়ো-মধ্যে কোন্ শ্রেয়ঃ ম ৮।২৫১
শ্রেষ্ঠ উপাস্য যুগল ম ৮।২৫৫
শ্রোতার পদরেণু অ ২০।১৫২
শ্লোক করি' এক ম ১।৬১
ষড়্দর্শন বেত্তা আ ৭।২১
ষড়্দর্শন ব্যাখা বিনা ম ১৭।৯৬
ষড়্দর্শনে জগদ্গুরু অ ৭।২১

ষড়্‌বিধ ঐশ্বর্য্য ম ৬।১৬১
ষড়্‌বিধৈশ্বর্য্য তাঁহা আ ৫।৪৪
ষড়ৈশ্বর্য্য পূর্ণকৃষ্ণ ম ১৮।১১২
ষড়ৈশ্বর্য্য পূর্ণানন্দ ম ৬।১৫২
ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ লক্ষ্মী আ ২।২৩
'ষাঠী রাণ্ডী হউক' ম ১৫।২৫২
ষোড়শোপচার পূজায় অ ৬।৩০২
ষোল ক্রোশ বৃন্দাবন ম ২১।২৯
ষোলসাঙ্গের কাষ্ঠ আ ১০।১১৬
সওয়াশত বৎসর ম ২০।৩৯০
সঙ্কীর্ত্তন প্রচারিয়া আ ৬।১১২
সঙ্কীর্ত্তন-প্রবর্ত্তক আ ৩।৭৬
সঙ্কীর্ত্তন বাদ যৈছে আ ১৭।২২১
সঙ্কীর্ত্তন যজ্ঞে আ ৩।৭৬
সঙ্কীর্ত্তন যজ্ঞে কলৌ অ ২০।৯
সঙ্কীর্ত্তন যজ্ঞে তাঁরে ম ১১।৯৯
সঙ্কীর্ত্তন হৈতে পাপ অ ২০।১৩
সংখ্যা কীর্ত্তন পূরে অ ১১।১৯
সংখ্যানাম কীর্ত্তন যাবৎ অ ৩।১১৩
সংখ্যানাম পূর্ণ মোর অ ৭।৭৯
সংখ্যা-নাম-সঙ্কীর্ত্তন অ ৩।২৩৮
সংখ্যা লাগি' দুই অ ৯।৫৭
সংসার ভ্রমিতে কোন ম ২২।৪৩
সংসার সুখ তোমার আ ১৭।৬৩
সংসার হইতে তারে ম ১০।৬
সংস্কার করিয়ে ম ৬।৭৬
সংহারার্থে মায়াসঙ্গে ম ২০।৩০৭
সকল জগতে আ ৩।১৫, অ ৩।৭১
সকল জীবের তিঁহ আ ৫।১১২
সকল জীবের প্রভু ম ১৫।১৬৩
সকল বৈষ্ণব শাস্ত্রমধ্যে ম ৯।২৪০
সকল বৈষ্ণব শুন আ ১।৩১
সকল মঙ্গল তাহে অ ৪।৪৪
সকল লোকের ম ৫।১১২
সকল শাখার সেই আ ৯।১২
সকল সন্ন্যাসী কহে আ ৭।১৩৫
সকল সন্ন্যাসী মুঞি আ ৭।৫৪
সকল সম্ভবে কৃষ্ণে আ ২।১১৫,৫।১৩২
সকল সম্ভবে তাঁতে আ ২।১১১, ৫।১২৭
সকল সাধনশ্রেষ্ঠ ম ২২।১২৫
সকাম ভক্তে ম ২৪।৯৭
সকারণ লিখি ম ২৪।৩২৪
সঙ্কর্ষণ-অবতার আ ৬।৮৯
সঙ্কর্ষণের বিলাস ম ২০।২০৫
সঙ্কর্ষণের মূর্ত্তি ম ২০।১৯৬
সখাগণের রতি ম ২৪।৩৩
সখা শুদ্ধ সখ্যে আ ৪।২৫
সখি হে, কৃষ্ণগন্ধ অ ১৯।৯৩
সখীগণ হয় তার পল্লব ম ৮।২০৮
সখী বিনা এই লীলা ম ৮।২০২
সখী বিনা এই লীলায় ম ৮।২০৩
সখীভাবে পায় রাধা ম ৮।২২৮
সখীভাবে যে তারে ম ৮।২০৩
সখীর স্বভাব এক ম ৮।২০৬
সখীলীলা বিস্তারিয়া ম ৮।২০২
সখী হৈতে হয় লীলা ম ৮।২০১
সখ্য, বাৎসল্য রতি ম ২৩।৫১
সখ্যভক্ত শ্রীদামাদি ম ১৯।১৯০
সখ্যভাবে ধার্ষ্ট্য ম ১৯।১৯৮
সখ্যে, বাৎসল্যে, মধুর ম ১৯।১৯৫
সখ্যের অসঙ্কোচ ম ১৯।২৩০
সখ্যের গুণ অসঙ্কোচ ম ১৯।২২৬
সগর্ভ নিগর্ভ ম ২৪।১৪৯
সঙ্গীতে গন্ধর্ব্বসম ম ১০।১১৬
সঙ্গে কেন আনিয়াছ ম ২০।২৫
সচেতন রহু দূরে অ ১৬।১২৪
সচ্চিদানন্দ তনু ম ৮।১৩৫
সচ্চিদানন্দময় কৃষ্ণের ম ৮।১৫৪
সচ্চিদানন্দপূর্ণ আ ৪।৬১
সচ্চিদানন্দ-দেহ, পূর্ণব্রহ্ম ম ১৮।১৯১
সচ্চিদানন্দময় হয় ম ৬।১৫৮
সজ্জন, দুর্জ্জন, পঙ্গু আ ৭।২৬
সঞ্চয় না কৈলে ম ১৫।৯৫
সৎকুল বিপ্র নহে অ ৪।৬৬
সৎসঙ্গ, কৃষ্ণসেবা ম ২৪।১৮৭
সৎসঙ্গে 'কর্ম্ম' ত্যজি' ম ২৪।২০৮
সত্য এই হেতু আ ৪।৬
সত্য এক বাত কহোঁ ম ১।২০১
সত্য-ত্রেতা-কলিকালে আ ৩।৩৭
সত্য-ত্রেতা-দ্বাপর আ ৩।৭
সত্যং পরং সম্বন্ধ ম ২৫।১৪০
সত্যং শব্দে কহে ম ২০।৩৫৮
সত্যবিগ্রহ ঈশ্বরে ম ৯।২৭৭
সত্যযুগে ধ্যান-কর্ম্ম ম ২০।৩৩২
সত্যরাজ বলে, বৈষ্ণব চিনিবম ১৫।১০৫
সত্য সীতা আনি' ম ৯।২০৭
সদা আমা নানা নৃত্যে আ ৪।১২৪
সদা নাম লবে আ ১৭।৩০
সনকাদি নারদ ম ২০।৩৬৭
সনকাদি ভাগবত আ ৫।১২২
সনকাদির মন ম ২৪।৪৪
সনকাদি শুকদেব ম ৬।১৯৮
সনকাদ্যে জ্ঞান-শক্তি ম ২০।২৬৯
সনাতন-কৃপায় আ ৫।২০৩
সনাতন গ্রন্থ কৈলা অ ৪।২১৯
সনাতন, গোসাঞি আ ৭।৪৭
সনাতন, দেহত্যাগে অ ৪।৫৫
সনাতন-দ্বারা ভক্তি অ ৫।৮৬
সনাতনমুখে কৃষ্ণ ম ১৭।৭৪
সনাতনে কহিলা ম ২৫।১৭৫
সনাতনের ক্লেদে অ ৪।১৮৭
সনাতনের বৈরাগ্যে ম ২০।৮২
সনোড়িয়া-ঘরে সন্ন্যাসী ম ১৭।১৭৯
সন্ধিনীর সার আ ৪।৬৪
সন্ন্যাস আশ্রম প্রভু আ ৭।৩৩
সন্ন্যাস করহ তুমি আ ১৫।১৮
সন্ন্যাস করি' বিশ্বরূপ ম ৭।৪৪
সন্ন্যাস করিয়া প্রভু আ ৭।৩৫
সন্ন্যাস করিয়া সদা অ ১৯।১৪
সন্ন্যাস করিলা শিখা ম ১০।১০৮
সন্ন্যাস গ্রহণ ম ১০।১০৪
সন্ন্যাসী—চিৎকণজীব ম ১৮।১১২
সন্ন্যাসী দেখিয়া ম ৯।২৭২
'সন্ন্যাসী' নামমাত্র ম১৭।১২০
সন্ন্যাসী পণ্ডিতগণের অ ৫।৮৪
সন্ন্যাসী বলিয়া মোরে ম ৮।১২৮
সন্ন্যাসী বিরক্ত তোমার অ ৯।৬৮
সন্ন্যাসীবুদ্ধ্যে মোরে আ ৮।১১,১৭।১৬৫
সন্ন্যাসী মানুষ আমার অ ১৩।১৫

সন্ন্যাসীর অল্প ছিদ্র ম ১২।৫১
সন্ন্যাসীর তবে সিদ্ধ অ ৮।৬৪
সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম নহে ম ৩।৭৪, ১৭৭, অ ৮।৬২
সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম লাগি' ম ৬।১২৭
সন্ন্যাসীর বেশ দেখি' ম ৮।২৮৩
সন্ন্যাসীর বেশে মোরে ম ৯।২১১৪
সন্ন্যাসীর সঙ্গভয়ে ম ১৭ ।১০৩
সন্ন্যাসীরে এত খাওয়াঞা অ ৮।১৪
সন্ন্যাসী হইয়া করে আ ৭।৪১, ৬৮
সন্ন্যাসী হঞা করে অ ৮।৪২
সপ্তগ্রামে বারলক্ষ ম ১৬।২১৭
সপ্তগৌণ আগন্তুক ম ১৯।১৮৮
সপ্ত-তাল দেখি' প্রভু ম ৯।৩১২
সপ্তদিন পর্য্যন্ত ঐছে ম ৬।১২৩
সবংশে করেন আ ১০।১১
সবংশে সেই জল ম ১৯।৮৬
সব অবতারের আ ২।৬৮
সব অণ্ডে প্রবেশিলা আ ৫।৯৪
সব কহা না যায় ম ২২।৭৪
সব খণ্ডি' প্রভু ম ৬।১৭৭
সব খণ্ডি' স্থাপে ঈশ্বর ম ১৮।১৯৬
সব গোপী হইতে ম ১৮।৭
সব ছাড়ি' কৃষ্ণভক্তি ম ২৪।১৮২
সব জীব প্রেমে ভাসে অ ৩।২৫২
সব তত্ত্ব জান ম ২০।১০৪
সব ত্যজি তবে তিঁহো ম ২৪।৩০৫
সব ত্যজি ভজি যাঁরে অ ১৯।৫১
সব দেশ ভ্রষ্ট কৈল আ ১৭।২৫৫
সব ফল দেয় ম ২৪।৮৭
সব ব্রহ্মাণ্ডসহ যদি ম ১৫।১৭৮
সব ভক্তদ্বারে তাঁ'রে অ ৬।১৪৪
সব ভক্তের আজ্ঞা ম ১৪।৬
সব মুক্ত করি' অ ৩।৭৮
সব রস হৈতে আ ৪।৪৪
সব লোক মান্য করি অ ৭।১৩৯
সব শিখাইলা প্রভু ম ১৯।১১৫
সব শ্রোতাগণের আ ২।১১৬
সব শ্রোতা-বৈষ্ণবেরে আ ১।৩০
সব সাধি' অবশেষ আজ্ঞা ম ২২।৫৯
সবা নমস্করি গেলা আ ৭।৫৯
সবা নিস্তারিতে আ ৭।৩৮
সবার প্রেম-জ্যোৎস্নায় আ ১৩।৫
সবারে উপদেশ করে ম ১৮।৮১
সবা লঞা নিজকার্য্য আ ৫।১৪৫
সবা হৈতে সকলাংশে আ ৬।৬৮
সবে আসি' কৃষ্ণ অঙ্গে আ ৪।১২
সবে এই আস্বাদ কর অ ১৬।১১৪
সব লোক নিস্তারিলা অ ৫।১৫৩
সবে, এক গুণ দেখি ম ৯।২৭৭
সবে একদোষ তার ম ১।১৯৪
সবে একমত নহে ম ১৭।১৮৪
সবে এক সখীগণের ম ৮।২০২
সবে এড়াইল কাশীর আ ৭।৩৯
সবে কৃপা করি' অ ১।১৯৯
সবে কৃষ্ণ কহে ম ১৮।২০৬
সবে কৃষ্ণ ভজন করে অ ১৩।৩৩
সবে গায়, জয় জয় অ ১১।৯৯
সবে চারি দণ্ড আহার অ ৬।৩১০
সবে দণ্ড ধন ছিল ম ৫।১৫৩
সবে দেখি হয় অ ১৪।৭৮
সবে পারিষদ, সবে আ ৫।১৪৫
সবে বলে কেনে আইলা ম ১।২১৩
সবে রামানন্দ জানে অ ৫।৭
সবে হৈলা চতুর্ভুজ ম ২১।২২
সম দৃশঃ শব্দে কহে ম ৮।২২৪
সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডগণের ম ২০।২৮২
সমুৎকণ্ঠা হয় সদা ম ২৩।২৮
সমুদ্রের মধ্যে অ ২০।৮১
সম্পত্তির মধ্যে জীবের ম ৮।২৪৭
সম্প্রতিক 'দুই ব্রহ্ম' ম ১০।১৬৩
সম্প্রদায় অনুরোধে আ ৭।১৩৬
সম্বন্ধ অভিধেয় আ ৭।১৪৬
সম্ভাষিলে জানিবে ম ৭।৬৫, ৬৭
সম্ভোগ, বিপ্রলম্ভ-ভেদে ম ২৩।৫৮
সম্ভোগে মাদন ম ২৩।৫৪
সম্মান করিতে নারি ম ১৫।১৯৭
সম্যক বাসনা কৃষ্ণের ম ৮।১১২
সযৌক্তিক বাক্যে ম ২৫।২০
সরখেল হঞা তুমি ম ১৫।৯৬
'সরস্বতী' এই বাক্যে ম ১৮।৯৭
সর্ব্ব অবতার বীজ আ ৫।৮২, ১০১
সর্ব্ব অবতারী কৃষ্ণ আ ৫।৪
সর্ব্ব অবতারী সর্ব্ব ম ৮।১৩৩
সর্ব্ব অমঙ্গল হরে ম ২৪।৫৫
সর্ব্ব আদি, সর্ব্ব অংশী ম ২০।১৫৩
সর্ব্ব কর্ম্ম ত্যাগ করি ম ২২।৬০
সর্ব্ব চতুর্ব্ব্যূহ আ ৫।২৪
সর্ব্ব চিত্তাকর্ষক ম ৮।১৩৮
সর্ব্বগ, অনন্ত আ ৫।১৫, ১৮
সর্ব্বগুণ খনি আ ৪।৬৯
সর্ব্বজন দেশকাল ম ২৫।১১৮
সর্ব্বজীবের পাপ ম ১৫।১৬২
'সর্ব্বজ্ঞ' আসি' দুঃখ ম ২০।১২৭
সর্ব্বজ্ঞ কহে তারে ম ২০।১৩১
সর্ব্বজ্ঞ, কৃপালু তুমি অ ৪।৭৪
সর্ব্বজ্ঞ মুনির বাক্য ম ২০।৩৫১
সর্ব্বজ্ঞের বাক্যে করে ম২০।১২৯
সর্ব্বজ্ঞের বাক্যে মূলধন ম ২০।১৩০
সর্ব্বতত্ত্ব নিরূপিয়া ম ১৯।১১৭
সর্ব্বতীর্থে হৈল তাঁর ম ১৮।২১২
সর্ব্ব ত্যাগ করি' আ ৪।১৬৯
সর্ব্ব ত্যজি' জীবের ম ৮।২৫৪
সর্ব্বত্র গাহিয়া বুলে ম ১৮।২১১
সর্ব্বত্র জল যাঁহা ম ১৪।২২৫
সর্ব্বত্র প্রমাণ দিবে ম ২৪।৩৩৮
সর্ব্বত্র 'ব্যাপক' প্রভুর অ ৬।১২৫
সর্ব্বত্র মাগিয়ে কৃষ্ণ আ ১।২৫
সর্ব্বত্র স্থাপয় প্রভু ম ৯।৪৪
সর্ব্বত্র হয় তাঁর ম ৮।২৭৩
সর্ব্বদা ঈশ্বর-তত্ত্ব আ ৫।৮৮
সর্ব্বদেশ কাল ম ২৫।১২০
সর্ব্বদেশ বৈষ্ণব হৈল ম ৭।১০৪
সর্ব্ব পালিকা সর্ব্ব আ ৪।৮৯
সর্ব্বনাশ হবে তোর অ ৩।২০০
সর্ব্বপ্রাণীর উপকার আ ৯।৪৫
সর্ব্ববেদে সূত্রে করে আ ৭।১৩১
সর্ব্ব ভক্তপদরেণু অ ১১।৫৪
সর্ব্বভাবে করিল আ ৪।১৬৯
সর্ব্ব ভাবে ভজ লোক অ ১৭।৬৯

সর্ব্ব মত দুষি' প্রভু ম ৯।৪৩
সর্ব্বমন্ত্রসার নাম আ ৭।৭৪
সর্ব্ব মহাগুণগণ ম ২২।৭২
সর্ব্ব মুক্ত করিতে ম ১৫।১৭১
সর্ব্ব যজ্ঞ হৈতে আ ৩।৭৭
সর্ব্বরূপে আস্বাদয়ে আ ৫।১১
সর্ব্বলক্ষ্মীগণের আ ৪।৯২
সর্ব্বলোক উদ্ধারিতে অ ২।৩
সর্ব্বলোক নিন্দা করে অ ৮।২৫
সর্ব্বলোকে করিবে আ ১৪।১৯
সর্ব্বশক্তি নামে দিলা অ ২০।১৯
সর্ব্বশাস্ত্র খণ্ডি' ম ২৫।২০
সর্ব্বশাস্ত্র সিদ্ধান্তের ম ২৫।২৬৩
সর্ব্বশাস্ত্রে উপদেশে ম ২০।১৩১
সর্ব্বশাস্ত্রে কহে আ ১৩।৬৫
সর্ব্বশাস্ত্রে কৃষ্ণভক্ত্যে অ ৭।১৮
সর্ব্ব শুভোদয় কৃষ্ণে অ ২০।১১
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সর্ব্বারাধ্য ম ১৮।১৯৩
সর্ব্ব সৌন্দর্য্যকান্তি আ ৪।৯২
সর্ব্বাকর্ষক ম ২৪।৩৮
সর্ব্বাঙ্গ বেড়িল কীটে আ ১৭।৪৬
সর্ব্বাঙ্গে হৈল কুষ্ঠ আ ১৭।৪৫
সর্ব্বাত্মা, সর্ব্বজ্ঞ, নিত্য ম ১৮।১৯১
সর্ব্বাভীষ্টপূর্ত্তি হেতু আ ৯।৩
সর্ব্বাংশ আসি' আ ৫।১৩১
সর্ব্বাশ্রয় ঈশ্বরের আ ৭।১২৯
সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্বাদ্ভুত আ ৫।৪৭
সর্ব্বেন্দ্রিয়-ফল ম ২০।৬০
সর্ব্বৈশ্বর্য্য পরিপূর্ণ স্বয়ং ম ৬।১৪০
সর্ব্বৈশ্বর্য্য পূর্ণ তেঁহো ম ১৮।১৯০
সর্ব্বৈশ্বর্য্য পূর্ণ যাঁর ম ২০।১৫৫
সর্ব্বৈশ্বর্য্য সর্ব্বশক্তি ম ৮।১৩৫
সর্ব্বোত্তম আপনাকে ম ২৩।২৫
সর্ব্বোত্তম ভজন এই অ ৭।৪২
সর্ব্বোত্তম হইলেও আ ৮।১২
সর্ব্বোপরি কৃষ্ণলোকে ম ২১।৭
সর্ব্বোপরি শ্রীগোকুল আ ৫।১৭
সশরীরে সপ্ততাল ম ৯।৩১৩
সসাগর শৈল মহী ম ১৩।৮৩
সহজ গমন করে ম ১৪।২২৪
সহজ গোপীর প্রেম ম ৮।২১৫
সহজ ধর্ম্ম কহে অ ৮।৮২
সহজ লোকের কথা ম ১৪।২২৪
সহজে আমার কিছু ম ২৪।৯
সহজেই অবৈষ্ণব আ ৩।১৪৫
সহজেই নিত্যানন্দ ম ১।২৫
সহজেই পূজ্য তুমি ম ৬।৫৬
সহজে নির্ম্মল এই ম ১৫।২৭৪
সহজেই পিপীলিকা অ ৮।৪৯
সহজে বিচিত্র মধুর ম ৪।৫
সহজে যবন-শাস্ত্রে আ ১৭।১৭১
সহস্র চরণ হস্ত আ ৫।১০১
সহস্র বদনে করে আ ৫।১২১
সহস্র বদনে যবে অ ১৮।১৩
সহস্র বদনে যেঁহো আ ৬।৭৬
সহস্র বিস্তীর্ণ যাঁ'র আ ৫।১১৮
সহস্রাদি পূর্ণ হৈলে অ ৯।৫৭
সহায় করেন তাঁ'র আ ৬।১১
সহায় হৈল দৈব ম ১৫।২৬৭
সহিতে না পারি আমি ম ১৮।১৪৮
সহিতে না পারিমু প্রভু ম ১৭।১৮৩
সহিতে না পারে প্রভু অ ৫।৯৭
'সাংখ্য' কহে,—জগতের ম ২৫।৪৯
'সাক্ষাৎ' আবেশ আ ১০।৫৬
সাক্ষাৎ ঈশ্বর ম ১।১৮০, ৮।১২১
সাক্ষাৎ দর্শন আর আ ২।৪
সাক্ষাৎ পাণ্ডু তুমি ম ১০।৫৩
সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রসুত আ ৫।২২৫
সাক্ষাৎ মহাপ্রভু ম ১০।১১১
সাক্ষাৎ শক্ত্যে অবতার ম ২০।৩৬৬
সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ তেঁহো ম ১০।১৫
সাক্ষাতে না দেখিলে ম ৫।১০৫
সাক্ষাতে না দেয় দেখা ম ১৩।৬১
সাক্ষীগোপাল বলি' ম ৫।১১৮
সাড়ে সাত প্রহর যায় অ ৬।৩১০
সাতদিন কর তুমি ম ৬।১২৪
সাত দিন রহি' তথা ম ১৬।২০৯
সাত্ত্বিক সেবা এই অ ৬।২৯৬
সাধক না পায় অ ৪।৬০
সাধক ব্রহ্মময়, আর ম ২৪।১০৩
সাধন করিলে প্রেম ম ১৯।১৭৫
সাধনভক্তি হৈতে হয় আ ৭।১৪২, ম ১৯।১৭৭
সাধনভক্ত্যে হয় ম ২৩।১০
সাধনের ফল প্রেম ম ২৫।১০২
সাধারণ প্রেমে দেখি ম ৮।১০৯
'সাধুকৃপা', 'নাম' বিনা অ ৩।২৬৪
সাধুগুরু-প্রসাদে ম ২৫।২৭০
সাধু-শাস্ত্র কৃপায় যদি ম ২০।১২০
সাধুসঙ্গ কৃপা কিংবা ম ২৪।৯২
সাধুসঙ্গ, কৃষ্ণকৃপা ম ২৪।৯৯
সাধুসঙ্গ, নামকীর্ত্তন ম ২২।১২৪
সাধুসঙ্গ, সাধুসঙ্গ ম ২২।৫৪
সাধুসঙ্গ হৈতে হয় ম ২৩।১০
সাধুসঙ্গে কৃষ্ণভক্ত্যে ম ২২।৪৯
সাধুসঙ্গে তপ ছাড়ি' ম ২৪।২১০
সাধুসঙ্গে তরে, কৃষ্ণে ম ২২।৪৫
সাধু, সাধু, গুপ্ত, তোমার ম ১৫।১৫৩
সাধ্যবস্তু 'সাধন' বিনা ম ৮।১৯৬
সাধ্য-সাধন আমি ম ৯।২৫৫
সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব ম ২০।১০৩
'সাধ্য-সাধন বস্তু' নারি ম ১৮।২০২
সাধ্য-সাধন-শ্রেষ্ঠ আ ১৬।১১,ম ৯।২৫৫
সাধ্বী হৈয়া চাহে কেন ম ৯।১১২
সাবধানে প্রভুর কৈলা অ ৬।৩১২
সাবরণে প্রভুরে আ ১।৪৩
সামান্য ভাগ্য হৈতে অ ১৬।৯৯
সাম্প্রতিক দুই ব্রহ্ম ম ১০।১৬৩
সাম্প্রদায়িক সন্ন্যাসী তুমি আ ৭।৬৭
সাযুজ্য না লয় আ ৩।১৮
সাযুজ্য শুনিতে ম ৬।২৬৮
সাযুজ্যের অধিকারী আ ৫।৩৮
সার্ব্বভৌম কর ম ১৫।১৩৬
সার্ব্বভৌম কহে ম ৬।৫৩
সার্ব্বভৌম-গৃহে ম ১৫।২৮৪
সার্ব্বভৌম পরিবেশন ম ৬।৪৩
সার্ব্বভৌম সঙ্গে তোমার ম ১৫।২৭৬
সার্ব্বভৌম সঙ্গে মোর ম ৮।১২৪
সার্ব্বভৌম সম্বন্ধে তুমি ম ১৫।২৮৩
সার্ব্বভৌম হৈলা ম ৬।২৫৭

সার্ব্বভৌমের হৈল ম ৬।২৩১
সার্ষ্টি, সারূপ্য আর আ ৩।১৮
সালোক্য, সামীপ্য আ ৫।৩০
সাহজিক প্রেমধর্ম্ম অ ১।১৪৯
সিংহগ্রীব, সিংহবীর্য্য আ ৩।৩০
সিংহদ্বারে আসি' অ ১১।৭৩
সিংহদ্বারে ভিক্ষাবৃত্তি অ ৬।২৮৪
সিদ্ধদেহ তুমি অ ১১।২৪
সিদ্ধদেহ তুল্য অ ৫।৫১
সিদ্ধদেহে চিন্তি' করে ম ৮।২২৮
'সিদ্ধলোক' নাম তার আ ৫।৩৩
সিদ্ধান্ত বলিয়া চিত্তে আ ২।১১৭
সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ শুনিতে অ ৫।১০২
সিদ্ধান্ত-শাস্ত্র নাহি ম ৯।২৩৯
সিদ্ধান্ত শিখাইল ম ২৩।১১৪
সিদ্ধান্তসার গ্রন্থ কৈলা অ ৪।২২০
সিদ্ধি—অষ্টাদশ, মুক্তি ম ২৪।২৮
সিদ্ধি প্রাপ্তি-কালে ম ১০।১৩৩
সীতার আকৃতি মায়া ম ৯।১৯৩
সীতা লৈঞা রাখিলেন ম ৯।২০৫
সুকৃতিলভ্য ফেলা লব অ ১৬।৯৬
'সুকৃতি'-শব্দে কহে অ ১৬।১০০
সুখ করি' মানে বিষয় অ ৬।১৯৭
সুখবাঞ্ছা নাহি আ ৪।১৮৬
সুখভোগ হইতে দুঃখ ম ২০।১৪০
সুখরূপ কৃষ্ণ করে ম ৮।১৫৭
সুখী হইয়া লোক আ ৯।৪০
সুখে প্রেমফল রস ম ১৯।১৬৩
সুদৃঢ় সরল ভাবে অ ৭।১৫৮
সুন্দর শরীর যৈছে আ ১৬।৭০
সুপঠিত বিদ্যা কারও আ ১৭।২৫৭
সুবর্ণ-কুণ্ডল কর্ণে আ ৫।১৮৬
সুবলাদ্যের 'ভাব' পর্য্যন্ত ম ২৩।৫১
সুবলিত হস্ত-পদ আ ৫।১৮৫
সুবুদ্ধিজনের হয় ম ২৪।১৮৮
সুভদ্রাসহিত দেখে ম ১।৮৫
সুরাবিন্দু-পাতে ম ১২।৫৩
সুস্থ হও হরিদাস অ ১১।২১
সূক্ষ্ম জীবে পুনঃ অ ৩।৭৮
সূক্ষ্ম ধূলি, তৃণ ম ১২।৯৩
সূত্র উপনিষদের মুখ্য অর্থ ম ২৫।২৬
সূত্র করি' গণে আ ১৩।৪৫
সূত্র-বৃত্তি-টীকায় আ ১৩।২৯
সূত্রের অর্থ ভাষ্য ম ৬।১৩১
সূত্রের পরিণামবাদ ম ২৫।৪০
সূত্রের মুখ্য অর্থ না ম ৬।১৩২
সূর্য্যচন্দ্র বাহিরের আ ১।৯৭
সূর্য্যচন্দ্র হরে আ ১।৮৮
সূর্য্য জিনি' মণিগণ আ ৫।১১৮
সূর্য্য বিনা স্বতঃ তার ম ২৫।১১৫
সূর্য্যমণ্ডল যেন আ ৫।৩৪
সূর্য্য যেন উদয় ম ১।২৮০
সূর্য্য যেন চর্ম্মচক্ষে ম ২০।১৫৯
সূর্য্য যেন সবিগ্রহ আ ২।২৫
সূর্য্যাংশু কিরণ যৈছে ম ২০।১০৯
সৃজাইল, জীয়াইল আ ১২।৬৮
সৃষ্টি করি তার মধ্যে ম ২৫।১০৯
সৃষ্টিকর্ত্তা বিষ্ণু করেন আ ৪।৮
সৃষ্টির পূর্ব্বে ষড়ৈশ্বর্য্য ম ২৫।১০৬
সৃষ্টিলীলা কার্য্য আ ৫।৯
সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় ম ১৮।১৯২
সৃষ্টিহেতু যেই মূর্ত্তি ম ২০।২৬৩
সৃষ্ট্যাদি নিমিত্তে আ ৫।৮১
সৃষ্ট্যাদিক সেবা আ ৫।১০
সে অক্ষয়চন্দ্র হয় ম ২১।১২৫
সে আনন্দের প্রতি আ ৪।২০১
সেই অংশ লৈয়া আ ৫।১৫৪
সেই অদ্বয়তত্ত্ব ম ২৪।৭১
সেই অপরাধে আ ৫।২২৬
সেই অপরাধে ইঁহার অ ৮।২৪
সেই অভিমান সুখে আ ৬।৪২
সেই অমোঘ হৈল ম ১৫।২৯৬
সেই অর্থ চতুঃশ্লোকীতে ম ২৫।৯২
সেই অর্থ মুখ্য ম ৬।১৩৩
সেই আচরিব, যেই শাস্ত্রমত অ ৩।২১৯
সেই এক জীবের আ ১।৯৪
সেই কর্ম্ম করায়, যাতে অ ৬।১৯৯
সেই কর্ম্ম নিরন্তর অ ৮।৭৫
সেই কার্য্য করাইবে অ ৪।৯৫
সেই কালে কৃষ্ণ তা'রে অ ৪।১৯২
সেইকালে দেবদাসী অ ১৩।৭৮
সেইকালে দৈবযোগে আ ১৩।২০
সেই কুণ্ডল কাণে পরি' অ ১৪।৪৪
সেই কুণ্ডে যেই একবার ম ১৮।১০
সেই কৃপা কারণ হৈল অ ৩।১৩৯
সেই কৃষ্ণ অবতারী আ ২।১০৯
সেই কৃষ্ণ অবতীর্ণ আ ২।৯, ৬।৮২, ৭।৯
সেই কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহে ম ১৭।৩২
সেই কৃষ্ণ নবদ্বীপে আ ৫।৬
সেই কৃষ্ণ ভজ তুমি ম ১৫।৪২
সেই কৃষ্ণ সেই গোপী আ ১৭।৩০৪
সেই কৃষ্ণে গোপিকার ম ৯।১৪৯
সেইক্ষণে বৃন্দাবনে আ ৫।১৯৯
সেই গোপীগণ-মধ্যে আ ৪।২১৪
সেই গোপীভাবামৃতে ম ৮।২২০
সেই গোবর্দ্ধনের পুত্র ম ১৬।২২২
সেই গোবিন্দ ভজি আ ২।১৬
সেই চারিযুগে আ ৩।৭
সেই ছলে নিস্তারয়ে ম ১০।১১
সেই ছলে সেই দেশের ম ৯।৪
সেই ছিদ্র অদ্যাপিহ ম ৫।১৩০
সেই জন আহ্লাদিতে আ ৪।২৪০
সেই জন পায় ব্রজে ম ৮।২২০
সেই জন যায় আ ১৭।৩০৯
সেই জল বংশসহিত ম ৭।১২২
সেই জলবিন্দু কণা ম ১৭।৩২
সেই জল লইয়া ম ১২।১২৩
সেই জলে কৈল আ ৫।৯৬
সেই জীব নিস্তারে ম ২০।১২০
সেই ঠাকুর ধন্য অ ৪।৪৭
সেই ত' অংশেরে আ ৫।৮১
সেই ত' অনন্তশেষ আ ৫।১২০
সেই ত' ঈশ্বরতত্ত্ব ম ৬।৮৩
সেই ত' কারণার্ণবে আ ৫।৫৫
সেই ত' গোবিন্দ আ ২।২২
সেই ত' পরাণনাথ ম ১।৫৫, ১৩।১৩৩
সেই ত' পাষণ্ডী হয় ম ১৮।১১৫
সেই ত' পুরুষ আ ৫।৯১, ৯৪
সেই ত' বৈষ্ণব ম ১৫।১১১
সেই ত' ভক্তের বাক্য আ ২।১১১

সেই ত' মাধুর্য্যসার ম ২১।১১৭
সেই ত' মায়া আ ৫।৫৮
সেই ত' সুমেধা আ ৩।৭৭, ম ১১।৯৯, অ ২০।৯
সেই তিনজনের আ ২।৫৬
সেই তিন জলশায়ী আ ২।৫০
সেই তিনের অংশী আ ২।৫৭
সেই তুমি, সেই আমি ম ১৩।১২৬
সেই দণ্ড কাঁহা ম ৫।১৫০
সেই দশ দশা অ ১৪।৫২
সেই দশা কহেন ভক্ত অ ১৮।৭৮
সেই দিন তাঁ'র ঘরে ম ৯।২০
সেই দিনে ব্যয় করে ম ১৫।৯৪
সেই দুই এক আ ৪।৫৭
সেই দুই জগতের আ ১।৮৬
সেই দুই প্রভুর আ ১।১০৩
সেই দুইর দণ্ড ম ৬।২৬৫
সেই দুই শ্রেষ্ঠ ম ২৩।৮৭
সেই দুই স্থাপ তুমি ম ৯।২৭১
সেই দেহ করে তা'র অ ৪।১৯৩
সেই দেহে কৃষ্ণসঙ্গে ম ৯।১৩৪
সেই দোষে মায়াপিশাচী ম ২২।১৩
সেই দ্বারা আর সব অ ৭।১৬৩
সেই দ্বারে আচণ্ডালে আ ৪।৪০
সেই দ্বারে প্রবর্ত্তাইল আ ৪।২২৬
সেই নন্দসুত ইহ আ ১৭।২৯৫
সেই নাম হইল তার ম ১।১৯৫
সেই নারায়ণ আ ২।২৮
সেই নারায়ণের আ ৬।২১
সেই নীচ নহে আ ১৬।২৮
সেই পঞ্চতত্ত্ব আ ৭।২০
সেই পঞ্চম পুরুষার্থ ম ৯।২৬১
সেই পদ্মনালে হৈল আ ৫।১০৩
সেই পদ্মে হৈল আ ৫।১০২
সেই পরব্যোমে আ ৫।৪০
সেই পরিকর আ ৭।৯
সেই পুরুষ মায়া পানে ম ১০।২৭২
সেই পুরুষ সৃষ্টি-স্থিতি আ ৫।৮০
সেই প্রভু ধন্য অ ৪।৪৬
সেই প্রেমা প্রয়োজন ম ২৩।১৩
সেই প্রেমাঙ্কুর বৃক্ষ অ ৮।১৪
সেই প্রেমা যাঁ'র মনে ম ২।৫১
সেই প্রেমার রাধিকা আ ৪।১৩২
সেই প্রেমার আমি আ ৪।১৩২
সেই প্রেমে পায় জীব ম ২৫।১০২
সেই ফল খায় আ ৯।৫৩
সেই ফেন লইয়া ম ১৩।১১০
সেই বন্যা তা' সবারে আ ৭।৩০
সেই বপু ভিন্নাভাসে ম ২০।১৮৩
সেই বপু, সেই আকৃতি ম ২০।১৭১
সেই বলদেব আ ১৭।২৯৫
সেই বলরাম আ ৫।৬
সেই বহির্ব্বাস সার্ব্বভৌম ম ১২।৩৭
সেই বিজলী খাঁন হৈল ম ১৮।২১২
সেই বিভিন্নাংশ জীব ম ২২।১০
সেই বিষ্ণু শেষরূপে আ ৫।১১৭
সেই বিষ্ণু হয় যাঁর আ ৫।১১৬
সেই বীজ বৃক্ষ হঞা অ ৩।১৪৩
সেই বুঝে গৌরচন্দ্রে অ ৭।১৬০
সেই বুঝে তাঁর পদে অ ৯।১৫১
সেই বুঝে দুঁহার ম ৫।১৫৮
সেই বুদ্ধি দেন ম ২৪।১৮৫
সেই বেষ কৈল ম ৩।৯
সেই বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ ম ১৬।৭২
সেই ব্যাখ্যা করেন, যাঁহা অ ৭।১১০
সেই ব্রজে পায় শুদ্ধ ম ৯।১৩১
সেই ব্রজের জনগণ ম ১৩।১৪৩
সেই ব্রজেশ্বর আ ১৭।২৯৪
সেই ব্রজেশ্বরী আ ১৭।২৯৪
সেই ব্রহ্ম গোবিন্দের আ ২।১৫
সেই ব্রহ্ম বৃহদ্বস্তু ম ৬।১৩৮
সেই ব্রহ্ম-শব্দে ম ২৪।৬৯
সেই ব্রহ্মে পুনরপি ম ৬।১৪৩
সেই ভক্ষ্য-ভোজ্য-পান অ ১৬।১৩০
সেই ভক্তগণ হয় আ ১।৬৪
সেই ভক্তগণ ধন্য অ ৪।৪৬
সেই ভাব সেই কৃষ্ণ ম ১।৮০
সেই ভাবে অনুগত আ ৬।৮৬
সেই ভাবে আপনাকে অ ১৪।১৪
সেই ভাবে নিজবাঞ্ছা আ ৪।২২১
সেই ভিতে হাত দিয়া ম ১৫।৮৩
সেই মানে, কৃষ্ণে মোর অ ২০।২৮
সেই মহাভাব হয় ম ৮।১৬৩
সেই মহাভাবরূপা ম ৮।১৫৯
সেই মায়া অবলোকিতে ম ২০।২৬৫
সেই মোর প্রিয় আ ১০।৮২,ম ১৫।২৮৪
সেই যাই অন্যগ্রামে ম ৭।১০৪
সেই যাঁ'র হয় অ ১৬।১০০
সেই রতি গাঢ় হৈলে ম ২৩।১৩
সেই রস আস্বাদিতে আ ৪।২২৩
সেই রাত্রে এক সিংহ আ ১৭।১৭৯
সেই রাধাভাব আ৪।২২০
সেই লিখি, মদনগোপাল আ ৮।৭৯
সেই লীলা প্রভু অ ১১।৩২
সেই শক্তিদ্বারে সুখ ম ৮।১৫৬
সেই শক্তি প্রকাশি' ম ৭।১০৯
সেই শব্দে আমার ম ৫।৯৯
সেই শুদ্ধ ভক্ত আ ৯।৭৫
সেই সতী প্রেমবতী ম ১৩।১৫৩
সেই সব অস্ত্র হয় আ ৩।৭২
সেই সব আচার্য্য ম ৭।১০৭
সেই সব গুণ হয় ম ২২।৭৪
সেই সব তত্ত্ববস্তু ম ৮।১১৬
সেই সব তীর্থ স্পর্শি' ম ৯।৪
সেই সব দয়ালু মোরে ম ১২।৮
সেই সব মহাদক্ষ আ ৭।৩০
সেই সব রসামৃতের ম ৮।১৪০
সেই সব সূত্র লঞা ম ২৫।৫২
সেই সবের সাধুসঙ্গে ম ২৪।১১৯
সেই সাধ্য পাইতে ম ৮।২০৪
সেই সিংহ বসুক আ ৩।৩১
সেই সুখ-মাধুর্য্য আ ৪।২৬৩
সেই সুখ সমুদ্রের ম ১৩।১৩০
সেই সুখে মত্ত আ ৬।১০৪
সেই সেই সেবনের ম ১৯।২২৫
সেই সে এসব লীলা ম ৭।১১০
সেই সে কর্ত্তব্য ম ৬।১২২
সেই সে তাঁহারে ম ১১।১০২
সেই স্বরাজ্যলক্ষ্মী ম ২১।৯৭
সেই হৈতে অভ্যন্তরে অ ৬।১১৫

সেই হয় পুরুষোত্তম অ ৫।১৪৪
সেই হৈতে একাদশী আ ১৫।১০
সেই হৈতে কৃষ্ণনাম ম ৯।২৭
সেই হৈতে ভট্টাচার্য্যের ম ৬।২৩৬
সেই হৈতে ভাগ্যবান্ ম ১২।৬৮
সেকজল পাঞা উপশাখা ম ১৯।১৬০
সে কার্য্য করাইবে তোমা অ ৪।৯৫
সে কালে এ-দুই অ ১৪।৮
সে কালে দক্ষিণ হৈতে ম ১০।৯১
সে কালে নাহি জন্মে ম ৬।১৪৬
সে কেনে রাখিবে ম ২০।৯১
সে চৈতন্যলীলা হয় ম ২৫।২৬৪
সে ছল সেকালে কৃষ্ণ ম ১৬।২৪১
সে জানুক—কায়মনে ম ২১।২৫
সেতুবন্ধ পর্য্যন্ত কৈল আ ৭।১৬৭
সে পুরুষের অংশ আ ৬।১০
সে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ আ ৪।১৭৯
সে ফেলার এক লব অ ১৬।১৩১
সেবা করি কৃষ্ণে ম ১৯।২১৯
সেবা নামাপরাধ ম ২২।১১৪
'সেবা' লাগি' কোটি অ ১০।৯৬
সে-বিগ্রহে কহ ম ৬।১৬৬
সে বিঘ্ন করিবে ম ২০।১৩৩
সে বৈষ্ণবের পদরেণু আ ৫।২৩০
সেব্য-সেবক ভাব ছাড়ি' অ ২।৯৫
সে মঙ্গলাচরণ হয় আ ১।২২
সে মন্দিরে গোপালের ম ৫।১৩
সে মাধুর্য্য বাড়ে আ ৪।১৯০
সে মাধুরী আস্বাদিতে ম ২০।১৭৯
সে মৃত্তিকা লয় ম ১।১৬৫
সে যৈছে তৃষ্ণায় অ ২০।৯০
সে-সব গুণের অ ৮।৫৭
সে সিদ্ধ হৈল ম ১৬।১৩৯
সেহ অপরাধে তার আ ৫।২২৬
সেহ মহা বৈষ্ণব হয় আ ৮।৩৮
সেহ ত' কৃষ্ণের আ ৪।১৮১
সেহ তোমার অংশ আ ৩।৬৯
সৌন্দর্য্য, ঐশ্বর্য্য, মাধুর্য্য ম ২০।১৭৮
সৌভর্য্যাদি প্রায় সেই ম ২০।১৬৯
সৌভাগ্য-তিলক চারু ম ৮।১৭৫
স্কন্ধ হঞা মূলশাখা ম ১৯।১৬০
স্তম্ভিল সূর্য্যের গতি অ ২০।৫৭
'স্ত্রী-গান' বলি গোবিন্দ অ ১৩।৮৩
স্ত্রী-দরশন সম বিষের ভক্ষণ ম ১১।৭
স্ত্রী-ধন দেখাইয়া তাঁ'র ম ৯।২২৭
স্ত্রী-নাম শুনি' অ ১৩।৮৪
'স্ত্রী'-পরশ হৈলে অ ১৩।৮৫
স্ত্রী, পুরুষ, কে গায় অ ১৩।৮০
স্ত্রী, বাল, বৃদ্ধ আর ম ১৮।১২১
স্ত্রী, বৃদ্ধ, বালক আ ৭।২৫
স্ত্রীসঙ্গী এক অসাধু ম ২২।৮৪
স্থানু পুরুষে যৈছে ম ১৮।১০৮
স্থাবর-জঙ্গম দেখে ম ৮।২৭৩
স্থাবর-জঙ্গম মিলি' ম ১৭।২০৬
স্থাবর দেহ, দেব-দেহ ম ৮।২৫৬
স্থাবর হইয়া ধরে আ ৯।৩২
স্থায়ীভাব রস হয় ম ২৩।৪৪
স্থায়ীভাবে মিলে যদি ম ১৯।১৮০
স্থিতিকর্ত্তা বিষ্ণু আ ৪।৮
স্থিরচর জীবের অ ৩।৭৫
স্থির হঞা ঘরে যাও ম ১৬।২৩৭
স্থূল-সূক্ষ্ম-জগতের ম ১৮।১৯২
স্নান করিবারে আইল ম ৮।১৪
স্নান, দর্শন, ভোজন অ ১৫।৬
স্নান-ভিক্ষাদি-নির্ব্বাহ ম ১৭।২২৯
স্নেহবশ হঞা করে ম ১০।১৩৯
স্নেহ ভক্তি করি কিছু ম ৬।১২০
স্নেহ-সেবাপেক্ষা মাত্র ম ১০।১৩৯
স্পর্শিবার কার্য্য আছুক ম ৯।১৯৩
স্ফূর্ত্তি জ্ঞানে তেঁহো ম ১৫।৫৩
স্বকর্ম্ম করিতে সে ম ২২।২৬
স্বকর্ম্মফলভুক্ অ ২।১৬৩
স্বকল্পিত ভাষ্য ম ৬।১৩৮
স্বকীয়া-পরকীয়ারূপে আ ৪।৪৬
স্ব-চরণ দিয়া ম ২৪।৯৭
স্বচরণামৃত দিয়া ম ২২।৩৯
স্বচ্ছ ধৌত বস্ত্রে আ ৪।১৭০
স্বজন করয়ে আ ৪।১৬৮
স্বতঃপ্রমাণ বেদ আ ৭।১৩২, ম ৬।১৩৭, ১৭৯
স্বতন্ত্র-ঈশ্বর আ ৮।২১, ৩২
স্বতন্ত্র-ঈশ্বর তুমি ম ১৭।৭৯, অ ১১।২৯
স্বতন্ত্র কৃষ্ণের ইচ্ছা অ ১১।৯৪
স্বতন্ত্র-লীলার দুঃখ আ ৫।১৫০
স্বধর্ম্ম ত্যাগ ম ৮।৬১
স্বধর্ম্ম আচরণে ম ৮।৫৭
স্ব-নিমিত্ত অপরাধাভাসে অ ১০।৯৬
স্বপ্নেহ ছাড়িল সবে অ ২।১৪৪
স্বভক্তের গাঢ় অনুরাগ অ ২।১৬৮
স্বমত কল্পনা করে আ ১২।৯
স্বমাধুর্য্য আস্বাদিতে আ ৬।১০৬
স্বমাধুর্য্য দেখি' আ ৪।১৩৭
স্বমাধুর্য্য রাধাপ্রেম আ ১৭।২৭৬
স্বমাধুর্য্যে লোকের আ ৫।২১৫
স্ব-মাধুর্য্যে, সর্ব্বচিত্ত ম ৯।১২৭
স্বয়ং ভগবত্তা ম ২৪।৮০
স্বয়ং ভগবান্ আ ২।৮, ৭০, ৮৮, ১০৬
স্বয়ং ভগবান্ আর ম ২০।২৪০
স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ আ ৭।৭, ম ৬।১৪৭, ৯।১৪১, ১৪৭, ২০।১৫৫, অ ২।৭৭
স্বয়ং ভগবানের আ ২।৮৩, ৪।৮
স্বয়ংরূপ কৃষ্ণের আ ১।৮১
স্বয়ংরূপ, তদেকাত্মরূপ ম ২০।১৬৫
স্বয়ংরূপ, স্বয়ংপ্রকাশ ম ২০।১৬৬
স্বয়ংরূপের গোপবেশ ম ২০।১৭৭
'স্বরূপ' অনুভবি ম ২৫।৮
স্বরূপ ঐশ্বর্য্যপূর্ণ ম ২০।৩১৫
স্বরূপ ঐশ্বর্য্যে আ ৭।১৩৯
স্বরূপ কহে,—ঐছে অ ৬।৩২০
স্বরূপ কহে,—তথাপি অ ২।৯৮
স্বরূপ কহে,—যা'তে ম ১।৭২
স্বরূপ কহে,—সিংহদ্বারে অ ৬।২৮৩
স্বরূপ গোসাঞি আ ৪।১০৫, ১৬০, অ ২।১০৬
স্বরূপ গোসাঞি তাঁ'রে অ ১৮।৪৫
স্বরূপ, দেহ, চিদানন্দ অ ৫।১২২
স্বরূপ বিগ্রহ কৃষ্ণের আ ৫।২৭
স্বরূপ-লক্ষণ, আর তটস্থ ম ২০।৩৫৪
স্বরূপ লক্ষণে তুমি ম ১৮।১২৬
স্বরূপশক্তি শক্তিকার্য্যের ম ২০।১৫০

স্বরূপশক্তি হ্লাদিনী আ ৪।৫৯
স্বরূপ-সূত্রকর্ত্তা অ ১৪।১০
স্বরূপের ইন্দ্রিয়ে প্রভুর ম ১৩।১৬৪
'স্বরূপের রঘু' অ ৬।২০৩
স্বরূপের সঙ্গে অ ৭।৪৫
স্বর্গ, মোক্ষ কৃষ্ণভক্ত ম ১৯।২১৪
স্ব-সুখার্থ সালোক্যাদি আ ৪।২০৪
স্ব-সৌভাগ্য যাঁ'র নাম ম ২১।১০৪
স্ব-স্ব প্রেম অনুরূপ আ ৪।১৪৩
স্ব-স্ব মত স্থাপে ম ২৫।৫৪
স্বহস্তে করেন মলমূত্রাদি অ ৮।২৬
স্বাঙ্গ বিশেষাভাসরূপে ম ২০।২৭৩
স্বাদ জানি তৈছে ক্ষীর ম ৪।১২০
স্বাভাবিক কৃষ্ণের ম ২০।১০৯
স্বাভাবিক তিন শক্তি ম ৬।১৫৩
স্বামী আজ্ঞা পালে, এই অ ৭।১০২
স্বেদ-কম্প-পুলকাদি আ ৮।২৭
স্বেদ-কম্প-রোমাঞ্চাদি আ ৭।৮৯
স্মরণের কালে বলে অ ৬।২৯০
হংস মধ্যে বক অ ৫।১২৯
হরিদাস আছিল পৃথিবীর অ ১১।৯৭
হরিদাস কহে,—আজি অ ১১।১৮
হরিদাস কহে,—আমি ম ১১।১৬৫
হরিদাস কহেন, কেনে অ ৩।১৯৩
হরিদাস কহেন, নামের অ ৩।১৭৭
হরিদাস কহেন, যৈছে অ ৩।১৮২
হরিদাস কৃপা করে অ ৩।১৬৯
হরিদাস ঠাকুর ম ১।৬৩, অ ৭।৪৬
হরিদাস ঠাকুরে অ ৩।২০০
হরিদাস ঠাকুরের অ ১১।৭৪
হরিদাসদ্বারা নাম অ ৫।৮৬
'হরিদাস' বলি' প্রভু ম ১২।১৬০
হরিদাসে দিতে গেলা অ ১১।১৬
হরিদাসের অপরাধে অ ৩।১৪৫
হরিদাসের ইচ্ছা যবে অ ১১।৯৫
হরিদাসের কৃপাপাত্র অ ৩।১৬৬
হরিদাসের কৈলা তেঁহ অ ৪।১৪

হরিদাসের পাদোদক অ ১৬।৬৫
হরিদাসে সমুদ্রজলে অ ১১।৬৪
হরিধ্বনি করি' সবে আ ১৬।১১৫
হরিনাম লওয়াইলা আ ১৩।২২
'হরিবোল' বলি' কাঙ্গাল ম ১৪।৪৬
'হরিবোল' বলি তারে ম ১৪।৪৫
হরিবোল হরিবোল অ ১১।৬৮
হরিভক্তিবিলাস আর ম ১।৩৫
হরিভক্তিবিলাস-গ্রন্থ কৈলা অ ৪।২২১
হরিভক্ত্যে হিংসা-শূন্য ম ২৪।২৬৬
হরি-শব্দে নানার্থ ম ২৪।৫৫
হরি হরয়ে নমঃ আ ১৭।১২২
'হরেকৃষ্ণ' 'হরেকৃষ্ণ' অ ১৬।৭
হর্ষে প্রভু কহেন, শুন অ ২০।৮
হস্ত হালে মনোবুদ্ধি অ ২০।৯৩
হস্তীগণ মধ্যে যেন ম ২১।৬৯
হস্তী, ব্যাঘ্র পথ ছাড়ে ম ১৭।২৫
হস্তে তাঁ'রে স্পর্শি ম ১৩।৯৩
'হা রাম, হা রাম' অ ৩।৫৩
হারি' হারি' প্রভু মতে ম ৯।৪৫
হাসায়, নাচায় মোরে আ ৭।৮২
হাসিঞা গোপালদেব ম ৫।১০৬
হাসে, কান্দে, নাচে অ ১৮।৪৪
হাস্য, অদ্ভুত, বীর ম ১৯।১৮৭
হা হা কৃষ্ণ প্রাণধন অ ১৭।৬০
হা হা কৃষ্ণ প্রাণনাথ অ ১২।৫
হা হা শ্যামসুন্দর অ ১৭।৬০
হিত নিমিত্ত আইলাঙ্ অ ৪।১৪০
হিন্দুকে পরিহাস কৈনু আ ১৭।২০১
হিন্দুর ধর্ম্ম নষ্ট কৈল আ ১৭।২১০
হিন্দুশাস্ত্রে ঈশ্বর-নাম আ ১৭।২১২
হিন্দু হৈলে পাইতাম ম ১৬।১৮২
হিরণ্যগর্ভ অন্তর্যামী আ ৫।১০৬, ম ২০।২৯২
হিরণ্যগর্ভের আত্মা আ ২।৫১
'হিরণ্য', 'গোবর্দ্ধন' দুই ম ১৬।২১৭
হীনাচার কর কেনে আ ৭।৭০

হুঙ্কার করিয়া প্রভু অ ১৮।৭৫
হৃদয় উপরে ধরোঁ অ ২০।৫৮
হৃদয়ে ধরয়ে যে আ ৪।২৩৩
হৃদয়ে ধরিমু তোমার অ ১১।৩৩
হৃদয়ে প্রেরণ কর ম ৮।১২২
হৃদ্রোগ-কাম তাঁ'র অ ৫।৪৬
হেতু-শব্দে কহে ম ২৪।২৭
হেনকালে অমোঘ ম ১৫।২৪৫
হেনকালে আইল আ ৪।২৬৯
হেনকালে গোপাল অ ১৬।৮৮
হেনকালে গোবিন্দের ম ১০।১৩১
হেনকালে গৌড়ীয়া এক ম ১২।১২২
হেনকালে দোলায় ম ৮।১৪
হেনকালে পাষণ্ডী হিন্দু আ ১৭।২০৩
হেনকালে ব্যাঘ্র তথা ম ১৭।৩৭
হেনকালে মহাকায় ম ৯।৫৪
হেন কৃষ্ণ কৃপাময় আ ৮।১২
হেন কৃষ্ণ ছাড়ি' ম ২২।৯২
হেন কৃষ্ণনাম আ ৮।২৯
হেন জীব-তত্ত্ব আ ৭।১২০
হেন জীবে অভেদ ম ৬।১৬৩
হেন জীবে ঈশ্বরসহ ম ৬।১৬২
হেন চরণস্পর্শ অ ১২।২৯
হেন তোমার এই জীব ম ১৬।১৮৪
হেন তোমার সঙ্গে ম ১২।১৯৫
হেন নারায়ণ যাঁ'র আ ৫।১০৭
হেন বংশ ঘৃণা ছাড়ি' অ ৪।২৯
হেন ভগবানে তুমি কহ ম ৬।১৫২
হেন মোরে স্পর্শ ম ৭।১৪৫
হেন যে গোবিন্দ আ ৫।২২৭
হেন রস মোরে পান অ ৫।৭৬
হেন শক্তি নাহি মান ম ৬।১৬১
হেন সঙ্গ বিধি মোর ম ৭।৪৭
হেলায় 'মুক্তি' পাবে ম ২৫।১৪৭
হ্লাদিনী করায় আ ৪।৬০
হ্লাদিনীর দ্বারা আ ৪।৬০
হ্লাদিনীর সার আ ৪।৬৮
হ্লাদিনীর সার অংশ ম ৮।১৫৯

পাত্র-সূচী

[বিষ্ণু-তত্ত্ব]

অচ্যুত (বৈভববিলাস) ম ২০।২০৪, ২০৫, ২৩৩

অজিত (মন্বন্তরাবতার)—ম ২০।৩২৬

অদ্বৈত (ঈশাবতার)—(তত্ত্ব) আ ১।১২-১৩, ১৮-১৯, ৩৯ ; ৩।৭১, ৭৩, ৯১, ৯৪-১০৮, ৪।২২৭,২৭০;৫।১৪৪,১৪৬-১৪৮ ;৬।১-১১৭ ; ৭।১৩, (শাখা নির্ণয়) আ ৮।৭০, (ভক্তিকল্প-বৃক্ষের স্কন্ধস্বরূপ) আ ৯।২১, (শ্রাদ্ধপাত্র দান) আ ১০।৪৪, (দ্বিবিধ অদ্বৈতশাখী) আ ১২।১, (শাখা নির্ণয়) আ ১২।৪-৬৬, (শাখীদের পৃথক্ মত) আ ১২।৭-১০, (নৃসিংহমন্ত্র-পাঠ) আ ১২।২৩, (কমলাকান্তকে সান্ত্বনা) আ ১২।৩৮-৪৩, (যোগবাশিষ্ঠ-ব্যাখ্যা) আ ১২।৪০; ১৩।৫৫, ৬৩ (ভক্তি-ব্যাখ্যা ও কৃষ্ণপূজা) আ ১৩।৬৪-৭১, ৯৮, (মহাপ্রভুসহ মিলন ও বিশ্বরূপ-দর্শন) আ ১৭।১০, (জ্ঞানমার্গ-ব্যাখ্যানে মহাপ্রভুর দণ্ড-প্রসাদ) আ ১৭।৬৬-৬৮, (শচী-দেবীর অপরাধ-ভঞ্জনাভিনয়) আ ১৭।৭১, ১৩৬, (তত্ত্ব) আ ১৭।২৯৮, ৩১৯, (নীলাদ্রি-গমন) ম ১।৪৬, (শান্তিপুরে মহাপ্রভুর ১ম ভিক্ষা) ম ১।৯৪, (পুরী আগমন) ম ১।১৩৮, (প্রত্যব্দ মহাপ্রভু-দর্শনে পুরী গমন) ম ১।২৫৫, (অদ্বৈতের হস্তে মহাপ্রভুর ভোজন) ম ১।২৬১; ২।৯৪ ; ৩।২০, (শান্তিপুরে গঙ্গাঘাটে মহাপ্রভু-সহ মিলন) ম ৩।৩০, (মহাপ্রভুর সন্দেহ-ভঞ্জন) ম ৩।৩১-৩৩, (অদ্বৈতগৃহে মহাপ্রভুর বিবিধ বিলাস) ম ৩।৪১-২১৮, (দীক্ষাগ্রহণ-লীলা) ম ৪।১১০-২ ; ৭।১৯ ; ১০।৬৯, ৭২, (শান্তিপুরে কালাকৃষ্ণদাসসহ মিলন) ম ১০।৭৮-৮০, ৮৫-৮৭, (নীলাদ্রি-যাত্রা) ম ১০।৮৮, ১১৭, (স্বরূপ-প্রদত্ত মাল্য-পরিধান) ম ১১।৭৮-৮৩, (মহাপ্রভু-সহ মিলন) ম ১১।১২৭, (মহাপ্রভুর স্তুতি-বাক্য) ম ১১।১৩৪-১৩৬, ১৯৭, (কীর্ত্তন) ম ১১।২২৭, (গুণ্ডিচামার্জ্জন) ম ১২।১০৯, (প্রসাদসেবন) ম ১২।১৫৬, (নিত্যানন্দের সহিত ক্রীড়াকলহ) ম ১২।১৮৮-১৯৬, ২০৮;১৩।৭, (প্রভুর সম্মান) ম ১৩।৩১, (রথযাত্রাকালে নৃত্য) ম ১৩।৩৫, ৩৮, ১৪।৬৬, ৭১, (জলকেলি) ম ১৪।৮৯, ('শেষ'-লীলা) ম ১৪।৮৮-৯০, ৯২, (মহাপ্রভু-পূজা) ম ১৫।৭-৯, ২২, (মহাপ্রভুর প্রচারাদেশ) ম ১৫।৪১, (নীলাচল-গমনোদ্যোগ) ম ১৬।১৩ ;৩৮, ৩৯, (পুরীতে মহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণ) ম ১৬।৫৫, (তর্জ্জা-পঠন) ম ১৬।৬০, (শান্তিপুরে মহাপ্রভু-মিলন) ম ১৬।২১০, (গোবর্দ্ধন পণ্ডিতের আচার্য্য-সেবা) ম ১৬।২২৫-২২৬, ২৪৫ ;২৫।২৩৮ ; (রূপমিলন) অ ১।৫৬-২০৭ ; ২।৪১, (ঠাকুর হরিদাসসহ মিলন) অ ৩।২১৩, (শ্রাদ্ধ-পাত্র-দান) অ ৩।২১৯-২২০, (প্রতিজ্ঞা ও কৃষ্ণপূজা) অ ৩।২২২, (সনাতন-মিলন) অ ৪।১০৮ ; ৬।১৬২, (রঘুনাথ-মিলন) অ ৬।২৪৫, (মহাপ্রভুর অদ্বৈত-গুণকীর্ত্তন) অ ৭।১৮-১৯, ৬১, ৬৯, (নীলাচল-যাত্রা) অ ১০।৪, (কীর্ত্তন) অ ১০।৫৯, ১১৮, (পুরীতে মহাপ্রভু-সহ মিলন ও বিদায়কালে মহাপ্রভুর প্রীতিবচন) অ ১২।৭০ ;৮০, (নদীয়ায় জগদানন্দ-মিলন) অ ১২।৯৭, (নদীয়ায় জগদানন্দসহ মিলন ও তরজা-প্রহেলিকথন) অ১৯।১৬-২১, (অদ্বৈত-অবধূত) অ ১২।৭৮

অধোক্ষজ (বৈভববিলাস)—ম ২০।২০৪, ২০৫, ২৩৬

অনন্ত (পৃথ্বীধারী)—আ ৫।১১৭ ; ম ২০।৩৬৮, ৩৬৯

অনন্ত (ভক্তাবতার)—আ ৫।১২০-১২১, ১২৪-১২৫ ;৬।৭৬, ৯৩, ১০৩ ;১৩।৪৫; ম ২১।১২ ;অ ১৮।১৩

অনন্ত (অর্চ্চা)—ম ১।১১৫

অনন্ত পদ্মনাভ (অর্চ্চা)—ম ৯।২৪১

অনিরুদ্ধ (প্রাভববিলাস)—আ ৫।২৪ ; ম ২০।১৮৬

অনিরুদ্ধ (বৈভববিলাস)—আ ৫।৪১ ; ম ২০।১৯৭, ২০৬, ২২৫

অহোবল-নৃসিংহ (অর্চ্চা)—ম ১।১০৬ ; ৯।১৬-১৭

আদিকেশব (অর্চ্চা)—ম ৯।২৩৪, ২৩৫

উপেন্দ্র (বৈভববিলাস)—ম ২০।২০৪, ২০৫, ২৩৬

উরুক্রম (স্বাংশ-অবতার)—ম ২৪।১৯, ২৩, ১৫৮

ঋষভ (মন্বন্তরাবতার)—ম ২০।৩২৬

কারণাব্ধিশায়ী (১ম পুরুষাবতার)—আ ২।৪৯-৫৪ ;৬।৮৯ ;ম ২০।২৬৮, ২৮২

কূর্ম্ম (অংশাবতার)—আ ৫।৭৮ ; ম ২০।২৯৮

কূর্ম্ম (অর্চ্চা)—(কূর্ম্মস্থানে) ম ৭।১১৩

কৃষ্ণ (স্বয়ংরূপ)—আ ১।৩২, ৪৫-৪৭, ৫৮, ৬১, ৭০-৭৮, ৮১, ৮৫-৮৬ ;২।৮-৯, ২৮, ৬১-৯৪, ৯৬-১০৬, ১০৯, ১১১-১১৫, ১১৭, ১২০;৩।৫, (আবির্ভাবকাল) আ ৩।১০, (রস-চতুষ্টয়ের উপাস্য) আ ৩।১১-১২, (অন্তর্দ্ধান) আ ৩।১৩, (গৌরাবতার-রহস্য আ ৩।১৩-২৯, ৮৭, ৮৯, ৯১, ৯২, (ভক্তের কৃষ্ণাকর্ষণ) আ ৩।৯৯-১১১, (গৌরাবতারের মুখ্যকারণ) আ ৪।৭-৩৬, (রাধাকৃষ্ণ-তত্ত্ব) আ ৪।৫৬-২১৮, ২৩৮-২৭২ ; ৫।৪, ৬, ১৫, ২১, ২৫, (স্বয়ংরূপ দ্বিভুজ) আ ৫।২৭, (সর্ব্বকারণকারণ) আ ৫।৬১, ৬৪ (সর্ব্ব অংশের আশ্রয় অংশী) আ ৫।১২৭-১৩২,১৩৬-১৪১, (সর্ব্বেশ্বর) আ ৫।১৪২ ; (কৃষ্ণই চৈতন্য) আ ৫।১৫৬;৬।৬৯, (কৃষ্ণ ও কৃষ্ণভক্ত) আ ৬।৯৬-১০১, (গৌর-রূপে স্বমাধুর্য্যাস্বাদন) আ ৬।১০৫, (কৃষ্ণাভিন্ন গৌরের সর্ব্বেশ্বরত্ব) আ ৭।৭-১১, (প্রেমাধীন) আ ৭।১৪৩-১৪৫, (কৃষ্ণ ও গৌরলীলার পার্থক্য) আ ৮।১৮-৩২ ;১৩।৭৮ ;(কৃষ্ণ অন্য-রূপে মাধুর্য্যরসের বিষয় নহেন) আ ১৭।২৮০, (ঐ) আ ১৭।২৮৬-২৯২, ৩০১, ৩০৪ ; ম ১।৫১, ৫৬, ৭৮, ৮০ ; ২।১৯, ২৪-২৬, ৩০-৩৪, ৪৬, (কৃষ্ণপ্রেম) ম ২।৪৮, ৬৮, ৭১, ৭৩, ৭৫, ৮৭ ; ৩।৫৭, ৫৯ ; ৪।৪৫, (ব্রজবাসীর প্রতি কৃষ্ণের সহজপ্রীতি) ম ৪।৯৫, ১৩৭, ১৭২; (কৃষ্ণ-ব্যবহার) ম ৪।১৯০ ; ৫।৯১, (কৃষ্ণ-বিগ্রহ প্রতীক নহেন) ম ৫।৯৫-৯৬, (কলি-যুগে কৃষ্ণাবতার) ম ৬।১০০, (কৃষ্ণই পরম-ব্রহ্ম) ম ৬।১৪৭, ১৯৯-২০০, ২৩২ ;৭।১৪৭-১৪৮ ; ৮।৮৮, ৯০, ১১২, (স্বরূপ বিচার) ম ৮।১১৮-১৪৯, (কৃষ্ণশক্তি-বিচার) ম ৮।১৫০-১৮৫, (বিলাস-মহত্ত্ব) ম ৮।১৮৬-১৯৫, (কৃষ্ণপ্রাপ্তির উপায়) ম ৮।২১৯-২৩২, ২৭২-২৭৭ ; ৯।৩৬-৩৭, ৪১, ৫৯-৬২, ৭০, ৮৫-৮৬, ৮৯-৯০, ৯৯, ১০৪, (নারায়ণ হইতে কৃষ্ণের উৎকর্ষ) ম ৯।১১২-১৬১ ; ১০।১৫, ১৭, (কৃষ্ণকৃপা দেশ-কালাতীত) ম ১০।১৩৮-১৩৯, ১৭৫-১৭৬, ১৭৯-১৮০ ;১১।২৭, ২৩৩; ১২।৩২, ৬৪, ৮৫, ১১১-১১৪, ১৬৫, ১৮৫, ২১১, ১৩।৬৯, ১২৪-১২৬, ১৪৮, ১৫৯ ; ১৪।৭৩-৭৪, (কৃষ্ণলীলায় অধিকারী) ম ১২৩-২০২ ; ১৫।৭৪-৭৮, ৮৩, ১০০, ১২৯, ১৩৪,

(সর্ব্বরসময় কৃষ্ণ) ম ১৫।১৩৯-১৪২, ১৬৫-১৭৭;১৬।১৪৪, ২৪১, ২৬৪, ২৭১;১৭।৬৯, ৭৪, ৭৭, ১২২, ১২৭-১২৯ ; (কৃষ্ণনামের স্বরূপ) ম ১৭।১৩০-১৩৪, (নাম-রূপ-গুণ-লীলার অদ্বয়ত্ব) ম ১৭।১৩৫, (ব্রহ্মানন্দ হইতে কৃষ্ণানন্দের উৎকর্ষ) ম ১৭।১৩৭-১৪২, ১৪৩, ১৫৯, ১৬২-১৬৩, ২০৪-২০৫, ২০৯, ২১১, ২১৩;১৮।৯-১০, ২৫, ৯১, ৯৬, ১১০, (জীবে ও কৃষ্ণে সাম্যজ্ঞান অপরাধ) ম ১৮। ১১-১৬, ১১৭, ১২২-১২৩, ১২৭-১২৮; ১৯।১৯৬, ১৯৮-২০০, (রসবিচার) ম ১৯।২১০-২৩৩ ; ২০।৬২-৬৪, ৯০, (সম্বন্ধতত্ত্ব) ম ২০।১০৮-৪০৩, (ঐ) ম ২১।১০-১৪৯, (অভিধেয়-তত্ত্ব) ম ২২।৪, ১৬২, (প্রয়োজন-তত্ত্ব) ম ২৩।৩-১২০, ("আত্মারাম"-শ্লোক-ব্যাখ্যা) ম ২৪।৩-৩১৭, (কৃষ্ণবিগ্রহে মায়িক জ্ঞান মহাপাপ) ম ২৫।৩৪-৩৯, ৬৩; অ ১।১৫৬;৩।৮২, ২২৩, ২৪৪, ২৫১, ২৬৬ ;(কৃষ্ণপ্রাপ্তির উপায়) অ ৪।৫৫-৭২, ১৯২;৫।১৩৯, ১৩৪, ১৪৮-১৪৯ ১৫৫;৬।৪, ৯, ১৯৩-১৯৪, ২২৪, ২২৭, ২৭৮, ২৯৪;৭।২৩, ৪০, ৪২, ৯৩, ৯৩ ,১১৪, ১২০, ১২৪, ১৩২-১৩৩, ১৪৩ ;৮।২৫, ২৮, ৩৩ ; ৯।১১ ;১০৮;১২।৫, ১৫২ ;১৩।১২১, ১৩৩; ১৪।১২, ১৭, ২০, ৪৩-৫২ ; ১৫।৮, ১২, (কৃষ্ণের মাধুর্য্য) অ ১৫।১৪-৮০ ; ১৬। ৫৯ ; ১৭।২৪-৬০ ;১৮।১৫-২০, ৮৩-১০৯ ; ১৯। ৩২, ৪৯-৫৩, ৮৫-৯৬, ৯৯ ; (শুদ্ধপ্রেম) অ ২০।৪৯-৬২

কৃষ্ণ (বৈভববিলাস—চতুর্ভুজ) ম ২০।২০৪, ২০৬, ২০৯, ২৩৫

কৃষ্ণ (অর্চ্চা)—(উড়ুপীতে) ম ৯।২৪৫, ২৪৯, (পাবন সরোবরে) ম ১৮।৬২

কেশব (বৈভববিলাস)—ম ২০।১৯৪, ১৯৫, ১৯৮, ২২৭, ২৩৮

কেশব (অর্চ্চা)—(মথুরায়) ম ১৭।১৫৬, (ঐ) ম ২০।২১৫

ক্ষীরচোরা গোপীনাথ (অর্চ্চা)—(আখ্যান) ম ৪।১৩২-২০৯ ;১৬।২৮-৩৩

ক্ষীরোদকশায়ী (৩য় পুরুষাবতার)—(লক্ষণ) আ ২।৪৯-৫৪, ৫।৭৬ ; ম ২০।২৯৫, ২১। ৩৯

গর্ভোদকশায়ী (২য় পুরুষাবতার)—(লক্ষণ) আ ২।৪৯-৫৪, ৫।৭৬ ;ম ২০।২৯২ ; গোপাল (বজ্রের স্থাপিত অর্চ্চা)—ম ১।৯৬, (মাধবপুরী-দ্বারা সেবাপ্রকাশ) ম ৪।৪১-১৮৯, ১৬। ৩২, (গোবর্দ্ধনে অদ্যাপি সেবা-প্রকট) ম ১৭। ১৬৮, (ম্লেচ্ছভয়চ্ছলে প্রভুকে দর্শনদান) ম ১৮।২৩-৫৫, (গোবর্দ্ধনে উঠিয়া গোপাল দর্শন নিষিদ্ধ) অ ১৩।৩৯ ; গোপীনাথ (শ্রীবৃন্দাবনের প্রয়োজনাধিদেব—অর্চ্চা) আ ১।১৭ ; অ ২০। ১৪৩

টোটা গোপীনাথ (অর্চ্চা) ম ১৬।১৩২

গোবর্দ্ধনশিলা (অর্চ্চা)—(বৃত্তান্ত) অ ৬। ২৮৭-৩০৮

গোবর্দ্ধনধারী (অর্চ্চা)—গোপাল দ্রষ্টব্য।

গোবিন্দ (শ্রীবৃন্দাবনের অভিধেয়াধিদেব—অর্চ্চা)—আ ১।১৬, ৮।৫১, (শ্রীমূর্ত্তি-সেবা-প্রচার) ম ১।৩২, (বৃন্দাবনে) ম ৫।১৩, অ ৪।২২২

গোবিন্দ (বৈভববিলাস)—ম ২০।১৯৬, ১৯৯, ২২৮

গোবিন্দমোহিনী—আ ৪।৮২

গোবিন্দানন্দিনী রাধা—আ ৪।৮২

জগন্নাথ (অর্চ্চা)—ম ১।৫৩, ৬৩-৬৪, ৭৭, ৮৫, ৯৮, ১২২, ২৪৭ ;২।৫৩ ;৩।১৯৭;৪।৩, ১৪৩-১৪৪, ১৪৯ ; ৫।১৪৪ ;৬।৩, ৪, ১৫ ; ৩৪-৩৬, ১১৮, ২১১, ২১৬, ২৩৯, ২৪৮;৭।৫, ৫৮ ; ৯।৩৪৬, ৩৫১; ১০।১০, ৪১, ১৬৩ ; ১১।৩৮, ১৬৭, ১৯৮, ২১৩-৩৮ ; ১২।৭১, ১৭৪, ২০৩ ২০৪, ২০৬, ২০৯ ;১৩।৫, ১৩, ২৬, ৫৫, ৭০, ৭৬, ৯৮-৯৯, ১১৫-১১৭, ১২৫, ১৬২, ১৬৮, ১৭৫, ১৭৮, ১৯২-১৯৭ ; ১৪। ৩৬, ৬১-৬২, ৭০, ১০৪, ১১৩, ১১৭, ২৪১-২৪৭, ২৫৪ ;১৫।৫, ১৬, ১৮৫, ২৪৪, ২৮৮ ; ১৬।৪৪, ৪৯, ৭৯-৮১, ৯৫-৬, ২৫২ ;১৭।২১; ২০।২১৫ ; ২৫।২২৪-২২৬ ;অ ১।২৬, ৭২, ১০৩ ; ২।৬০, ৬৪, ৬৭, ৭১, ১৪২ ;৩।৪১ ; ৪।৯, ১১, ১২, ৫১, ৫৩, ১৪৩, ৫।২৪, ১১৪, ১১৮, ১৪৮, ১৫২ ; ৬। ২১১, ২১৫, ২১৮ ; ৭।৭ ;৯।৬, ৪৩;১০।৪১, ৫৩, ৫৭ ; ১৪।২২, ২৬, ২৮, ২৯, ৩১, ৩৩, ৭৯ ;১৫।৭ ;১৬।৫৪, ৮০, ৮৫ ;১৮।৩৫ ;১৯।১০২

জনার্দ্দন (অর্চ্চা)—ম ১।১১৫ ;৯।২৪২ ; ২০। ২১৬

জনার্দ্দন (বৈভববিলাস)—ম ২০।২০৪, ২০৬, ২৩৪

ত্রিবিক্রম (অর্চ্চা)—ম ৯।২১

ত্রিবিক্রম (বৈভববিলাস)—ম ২০।১৯৭, ২০০, ২০৯, ২২০, ২৩০

দামোদর (বৈভববিলাস)—ম ২০।১৯৭, ২০১, ২৩২

দামোদর (স্বয়ংরূপ)—ম ২০।২০১ ; অ ১৯। ৫৩

ধর্ম্মসেতু (মন্বন্তরাবতার)—ম ২০।৩২৭

নরনারায়ণ (অর্চ্চা)—আ ২।১১৩, ৫।১২৯

নর্ত্তক গোপাল (অর্চ্চা)—(উড়ুপীতে)—ম ৯। ২৪৬-২৩২

নারায়ণ (বৈভববিলাস)—আ ১।৭৮ ২। ২৩, ২৮, ৩৪-৩৮, ৪৭-৪৮, ৫৭, ৫৮, ৬১, ৭১, ৮৪-৮৫, (কারণার্ণবশায়ী, গর্ভোদকশায়ী ও ক্ষীরোদকশায়ী) আ ৩।৬৯ ; ৪।১১ ; ৫।২৬-২৭, ৬২, (গর্ভোদকশায়ী) আ ৫।১০৭, (ঐ) আ ৫।১১০ ;৭।৭০, ১০৩, ১০৬, ১৪৮, ১৪। ১৬, ৮৯ ;১৫।২০ ;১৭।২১৫, ২১৮, ২৭০, ম ৩।১৬৫ ;ম ৮।২৬৪ ; ৯।১১৫, ১৩৮, ১৪২, ১৪৪, ১৪৭-১৪৮, ১৫৩, ১৬০, ১৩।১৫৪ ; ১৭।১০৯ ; (বাসুদেবের প্রকাশ) ম ২০। ১৯৫, ১৯৮, ২১৩, ২২৭, ২৩৯ ; ২১।৪৬, ১১৫-১১৬ ; ২৪।২২৪ ; ২৫।২৪, ৭৭ ;অ ৩।৫৭ ; ২০।৬০

নারায়ণ (অর্চ্চা)—(ঋষভ পর্ব্বতে) ম ৯।১৬৭

নারায়ণ (মূল—স্বয়ংরূপ)—আ ২।৩৯-৪২, ৪৬, ৫৬, ৫৭, (কৃষ্ণের মূলনারায়ণত্ব-স্থাপন) আ ২।৬১-৮৫ ; ৩।৬৯, (গোপীদের নিকট নারায়ণরূপ প্রকটকারী কৃষ্ণ) আ ১৭।২৮৭-২৮৮

নিত্যানন্দ (ঈশ-প্রকাশ)—(তত্ত্ব) আ ১।৭-১১, (গৌড়ীয়ের উপাস্য আ ১।১৮-১৯, (তত্ত্ব) আ ১।৪০, (গৌড়শৈলে উদয়) আ ১।৮৪, ৮৭, (তত্ত্ব) আ ৩।৭১, ৭৩, ৭৫ ; ৪।২২৭, ২৩৩ ; ৫।৩, ৬, ১১, ১২, ১৩-১৫৬, (মহিমা) আ ৫।১৫৭-২৩৪, (তত্ত্ব) আ ৬।৩৬, ৪৭, ১০৩ ; ৭।১২, ১৬৫ ;৮।৩১, (ভক্তিকল্পবৃক্ষের স্কন্ধ-স্বরূপ) আ ৯।২১ ; ১০।১১৫, (গৌড়ে নাম-প্রচার) আ ১০।১১৭, (দানকেলি) আ ১১।১৭, ১৮, ২১, ২৩ ; ১৩।৬১, (তত্ত্ব) আ ১৩।৭৮, (মহাপ্রভুসহ মিলন ও ষড়্ভুজ দর্শন) আ ১৭। ১২, (ব্যাসপূজা) আ ১৭।১৬, (যমুনাকর্ষণ) আ ১৭।১১৬, ২২৭ ; (কাটোয়ায় মহাপ্রভু সঙ্গে) আ ১৭।২৭৩, (তত্ত্ব) আ ১৭।২৯৫-২৯৬, ৩১৮, (প্রচার) ম ১।২৪-২৫, (মহাপ্রভুর প্রতি চাতুর্য্য) ম ১।৯৩, (দণ্ডভঞ্জন) ম ১।৯৭, (সার্ব্বভৌম-গৃহে মহাপ্রভুসহ মিলন) ম ১। ১২৪, (রূপ-সনাতন-সহ মিলন) ম ১।১৮৩, (রামকেলিতে মহাপ্রভুসঙ্গে) ম ১।২১৯, (প্রত্যব্দ মহাপ্রভু দর্শনে পুরী গমন) ম ১।২৫৫, (মহাপ্রভুসহ যুক্তি এবং তদ্দ্বারা মহাপ্রভুর

নিত্যানন্দে গৌড়-গমনাদেশ) ম ১।২৬২, (দাসরঘুনাথসহ মিলন) ম ১।২৮৩ ; ২।৯৪, (মহাপ্রভুর সন্ন্যাসের পর বৃন্দাবনপথে) ম ৩। ১১, ১৬ (মহাপ্রভুকে শান্তিপুরে আনয়ন) ম ৩।২০-২৩, ৩৪, (অদ্বৈতের সহিত নানা কৌতুক) ম ৩।৭৯, ৮৩, ৮৪, ৯৩, ৯৯, ১১৩, ১৩১, ১৩৪, (মহাপ্রভু-মুখে মাধবপুরী-কথা শ্রবণ) ম ৪।১৭১, ১৯৯ ;(সাক্ষিগোপাল-কথা শ্রবণ) ম ৫।৮, (সাক্ষিগোপাল-কথা কীর্ত্তন) ম ৫।৯-১৩৪, ১৩৮, (মহাপ্রভুর দণ্ডভঞ্জন) ম ৫।১৪১-১৪৩, ১৪৮ ; ৬।১৪ ; (গোপীনাথ আচার্য্যসহ মিলন) ম ৬।২২, (সার্ব্বভৌম ও মহাপ্রভুর মিলন) ম ৬।৩১, (জগন্নাথ-দর্শনে প্রেমাবেশ) ম ৬।৩৪-৩৬ ;(প্রভুর সহিত দক্ষিণ-গমনেচ্ছা) ম ৭।১২-১৭, ৩৪, ৭৪, ৮২, ৮৩, (মহাপ্রভুর দক্ষিণ-ভ্রমণান্তে মিলন) ম ৯।৩৩৮-৩৩৯, (যুক্তি) ম ১০।৬৭-৭১, ১১৭, (স্বরূপ প্রণতি) ম ১০।১২৬, (রায়-সহ মিলন) ম ১১। ৩৩, (ঠাকুর হরিদাসসহ মিলন) ম ১১।১৯৬, ২০৫, (কীর্ত্তন) ম ১১।২২৭, (রাজদর্শন-সম্বন্ধে প্রভুকে যুক্তি-প্রদান) ম ১২।১৮-৩৬, (গোবিন্দের নিকট বহির্ব্বাস-ভিক্ষা) ম ১২।৩৬, (গুণ্ডিচা-মার্জ্জন) ম ১২।১০৯, (প্রসাদ-সেবন) ম ১২।১৫৬, (অদ্বৈতের সহিত ক্রীড়া-কলহ) ম ১২।১৮৮-১৯৬ ; ১৩।৭, ৩১, (রথ-যাত্রা-কালে নৃত্য) ম ১৩।৩৫, (রথাগ্রে কীর্ত্তন) ম ১৩।৩৯, ৮৬, (লোকনিবারণ) ম ১৩।৮৮, ১৮৩, ১৪।৭১, (জলকেলি) ম ১৪।৭৯, ২৩৫-২৩৭ ;(লগুড়ালোড়ন) ম ১৫।২৬, (মহাপ্রভুর সহিত যুক্তি) ম ১৫।৩৭, (মহাপ্রভুর নিত্যানন্দকে গৌড়দেশে প্রচারাদেশ) ম ১৫।৪২-৪৪, (নীলাচলে যাত্রা) ম ১৬।১৪-১৫, ২৯, ৩৪, ৩৬, (মাল্যপ্রাপ্তি) ম ১৬।৩৯, ৫২, (নিভৃতে যুক্তি) ম ১৬।৫৯, (মহাপ্রভুর নিত্যানন্দকে প্রত্যব্দ পুরীতে আসিতে নিষেধকরণ ও নিত্যানন্দের গৌড়ে প্রচার) ম ১৬।৬৩-৬৭, ২৪৫ ; ২৫।২৪০, (রূপসহ মিলন) অ ১।৫৬-২০৭, (নিত্যানন্দ-নর্ত্তনে মহাপ্রভুর আবির্ভাব) অ ২। ৩৪, ৮০ ;(রামচন্দ্র খাঁর ব্যবহার) অ ৩। ১৪৭-১৫৫, (সনাতনসহ মিলন) অ ৪।১০৮, পানিহাটীতে রঘুনাথ-সহ মিলন, চিড়াদধি-মহোৎসব ও রঘুনাথকে কৃপাশীর্ব্বাদ) অ ৬।৪২-১৫৪, (মহিমা) অ ৭।২০, ৬১, ৬৯, (নীলাচল-যাত্রা) অ ১০।৫, অ ১২।১০, (কীর্ত্তন) অ ১০।৫৯, ৭৭, ৭৯; (পুরীপথে শিবানন্দের প্রতি কপট ক্রোধ, অভিশাপ ও পাদ-প্রহাররূপ কৃপা) অ ১২।১৯-৩৩, (শ্রীকান্তের উহাতে অভিমান) অ ১২।৪০, ৬৯, ৭৮, (বিদায়কালে মহাপ্রভুর আদেশ) অ ১২। ৮১ ; ২০।১১২, ১২০, (নিত্যানন্দ-অবধূত) ৬। ৪৭ ;৭।২০

নৃসিংহ—আ ১০।৩৫ ;১২।২৩ ;১৭।৯১-৯৩ (কাজীকে ভীতি প্রদর্শন) আ ১৭।১৭৯- ১৮৭; অ ২।৬১-৭৪ ;১৬।৫০-৫৩ ;১৮।৫৭-৫৮

নৃসিংহ (অর্চ্চা)—(জিয়ড়ক্ষেত্রে) ম ১। ১০৩ ; ৮।৪-৭, ৯।১৬-১৭, (পানা-নৃসিংহ) ম ৯।৬৭; ১২।১৩৬, ১৪৬, (পুরীতে) ম ১২।১৫২

নৃসিংহ (বৈভববিলাস)—ম ২০।২০৪, ২০৬, ২০৯, ২২০, ২৩৪

পদ্মনাভ (অর্চ্চা)—ম ১।১১৫ ;২০।২১৬

পদ্মনাভ (বৈভববিলাস)—ম ২০।১৯৭, ২০১,২০৯, ২৩২ ;২১।৩৯

পানা-নৃসিংহ—নৃসিংহ দ্রষ্টব্য।

পুরুষোত্তম (অর্চ্চা)—ম ১।১১৫ ;১৫। ১৩৫, ২০।২১৫ ;অ ১৬।৮৪

পুরুষোত্তম (বৈভববিলাস) ম ২০।২০৪, ২০৫, ২৩৩

প্রদ্যুম্ন (বৈভববিলাস)—আ ১।৭৮ ; ৫।৪১, ম ২০।১৯৭, ২০৬, ২২৫

প্রদ্যুম্ন (প্রাভববিলাস)—আ ৫।২৪ ; ম ২০। ১৮৬

বরাহ (অর্চ্চা)—(যাজপুরে) ম ৫।৩

বরাহ (লীলাবতার)—ম ২০।২৯৮

বলদেব বা বলরাম (বৈভববিলাস)—আ ১। ৭৮, ৮৫, ৮৬, (তত্ত্ব) আ ৫।৪-১২৫, (বলদেবেরও কৃষ্ণদাস্য) আ ৬।৭৪-৭৬, ৮৬, ১০৩; ১৩।৭৪, ৭৫, ৭৮ ; ১৭।১১৮; ম ১।২৮ ; ২০।১৭৪, ১৮৮, ২৫৫

বলদেব বা বলরাম (অর্চ্চা)—ম ২।৫৩, ১৩। ১০০, ১৯১ ; ১৪।৬২, ১২৪, (বিদ্যানিধিকে চপেটাঘাত) ম ১৬।৮০-৮১ ;অ ১৪।৩৩

বামন (লীলাবতার)—আ ২।১১৩ ;৫।১২৯ ; ম ২০।২৯৮

বামন (বৈভববিলাস) ম ২০।১৯৭, ২০০, ২০৯, ২২০, ২৩০

বামন (মন্বন্তরাবতার)—ম ২০।৩২৬

বালগোপাল (অর্চ্চা)—আ ১৪।৯ ; ম ১৫। ৫৯, ৬৩

বাসুদেব (বিলাস)—আ ১।৭৮ ;ম ২০।১৭৭, ১৭৯, ২৫৩

বাসুদেব (প্রাভববিলাস)—আ ৫।২৪, ৪১ ;ম ২০।১৮৬

বাসুদেব (বৈভববিলাস) ম ২০।১৯৫, ২০৫, ২২৪, ২২৬

বাসুদেব (অর্চ্চা)—ম ১।১১৫ ;২০।২১৬

বিঠ্‌ঠল ঠাকুর (অর্চ্চা)—ম ৯।২৮২, ৩০৩

বিন্দুমাধব (অর্চ্চা)—ম ১৭।৮৬, ১৪৯ ; ১৯। ৩৮, ৪১ ; ২৫।৫৯, ৬১

বিভু (মন্বন্তরাবতার)—ম ২০।৩২৫

বিশাখা (বিষ্ণুশক্তি)—অ ১৫।১২, ৬২, ৭৭ ; ১৯।৩৪

বিশ্বম্ভর (মহাপ্রভু)—আ ৩।৩২ ;১৪।১৯, ৭৩

বিশ্বরূপ (সন্ন্যাসের নাম—শঙ্করারণ্য)—আ ১৩।৭৪, (মহাসঙ্কর্ষণ) আ ১৩।৭৫-৭৬ ; (সন্ন্যাস) আ ১৫।১১-১২, ১৪, ১৮. ২১ ;ম ৩।১৪৩ ;৭।১১, ১৩, ৪৪

বিষ্ণু (তত্ত্ব) আ ২।৮, ৭।১১৫, ম ২৫।৭৭

বিষ্ণু (বৈভববিলাস)—ম ২০।১৯৬, ১৯৯, ২২০, ২২৯

বিষ্ণু (স্বাংশ ও গুণাবতার) আ ১।৬৭ ; ৪।৮, ১৩ ;৫।৭৬, ১০৪, ১১১, ১১৬-১১৭ ;৮।৮ ; ১০।৭১ ; ১৩।৭৩ ; ১৬। ৮৩ ; ম ৬।৯৪, (নামান্তর 'ত্রিযুগ') ম ৬। ৯৫-৯৮ ;২০।২২০, ২৮৯, ২৯১, ২৯৪, ৩০১, ৩১১, ৩১৪, ৩১৭; ২১।৩৬

বিষ্ণু (অর্চ্চা)—(দেবস্থানে) ম ৯।৭৭, (পাপনাশনে) ম ৯।৭৯, (গজেন্দ্রমোক্ষণ-তীর্থে) ম ৯।২২১, (শ্রীবৈকুণ্ঠে) ম ৯।২২২, (বিষ্ণুকাঞ্চীতে) ম ২০।২১৭

বিষ্ণুপ্রিয়া (বিষ্ণুশক্তি)—আ ১৬।২৫

বিষ্বক্‌সেন (মন্বন্তরাবতার)—ম ২০।৩২৭

বীরভদ্র (নিত্যানন্দাত্মজ—ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণু) আ ১১।৮-১২, ৫৬

বৃহদ্ভানু (মন্বন্তরাবতার)—ম ২০।৩২৮

বৈকুণ্ঠ (মন্বন্তরাবতার)—ম ২০।৩২৬

ব্রহ্মণ্যদেব—ম ৫।৮৮

মৎস্য (লীলাবতার)—আ ১।৬৬ ;৪।১১ ;৫। ৭৮ ;ম ২০।২৪৪, ২৯৮

মদনগোপাল (বৃন্দাবনের সম্বন্ধাধিদেব—অর্চ্চা)—আ ৫।২১১, ২১২ ; ৮।৭৩, ৭৯ ; ১২।৮৭, ম ১।৩২ ;অ ৪।২২২ ; ২০।৯৯, ১৫৫

মদনমোহন (বৃন্দাবনের সম্বন্ধাধিদেব—অর্চ্চা) —অ ১।১৫ ; ৫।২১৬ ; ৮।৭৮, ৮০; অ ২০।১৪২

মদনমোহন (সর্ব্বচিত্তাকর্ষক স্বয়ংরূপ)—ম ২।৫৬ ;১৭।২১৩ ;২১।১০৭

মধুসূদন (বৈভববিলাস)—ম ২০।১৯৬, ১৯৯, ২৯৯

মধুসূদন (অর্চ্চা)—(মন্দারে) ম ২০।২১৬

মহাবিষ্ণু (আদ্যপুরুষাবতার—কারণার্ণবশায়ী) —আ ১।১২, (স্বরূপ) আ ৫।৭৫ ; ৬।৪, (কার্য্য) ৬।৭, ২৫, (মহত্তত্ত্বস্রষ্টা) ম ২০।২৭৮-২৮২, ৩২৩-৩২৪, (অন্তর্যামী) ম ২১।৩৯

মহালক্ষ্মী (বিষ্ণুশক্তি)—ম ৯।১৮৯ ; ১৩।২৩

মহাসঙ্কর্ষণ (দ্বিতীয় চতুর্ব্যূহগত বাসুদেবের বৈভবপ্রকাশ)—আ ৫।৪২, (সর্ব্বজীবের আশ্রয় কারণার্ণবশায়ীর অংশী) আ ৫।৪৫-৪৬, ৭৪

মাধব (স্বয়ংরূপ)—ম ৩।১১৪ ; অ ১৯।৫৩

মাধব (বৈভববিলাস)—ম ২০।১৯৫, ১৯৯, ২২৮, ২৩৮

মুকুন্দ—ম ৩।৭-৮

মূলসঙ্কর্ষণ (বলরাম-বৈভবপ্রকাশ)—আ ৫।৮

যজ্ঞ (মন্বন্তরাবতার)—(স্বায়ম্ভুবে) ম ২০। ৩২৫

যশোদানন্দন (স্বয়ংরূপ কৃষ্ণ)—আ ১৪।৩ ; ১৭।২৭৫ ; অ ৭।৮১

যোগমায়া (চি চ্ছক্তি)—আ ৪।২৯ ; ম ২১ ৪৪, ১০৩

যোগেশ্বর (মন্বন্তরাবতার)—(দেবসাবর্ণ্যে) ম ২০।৩২৭

রঘুনন্দন (লীলাবতার)—ম ৯।২১৪

রঘুনাথ (অর্চ্চা)—(অহোবল নৃসিংহ) ম ৯। ১৮,(ব্যেঙ্কটাচলে) ম ৯।৬৫, (দুর্ব্বশনে) ম ৯।১৯৯, (বেতাপনিতে) ম ৯।২২৫

রঘুনাথ (লীলাবতার)—ম ৯।২০৬ ; ১৫। ১৪৫, ১৪৯, ১৫০ ; ২০।২৯৮ ; অ ৩।৮০; ৪।৩০, ৩১, ৩৮-৪২ ; ১৩।৯২

রঙ্গনাথ (অর্চ্চা)—(শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে) ম ১। ১০৭, (কাবেরীতে) ম ৯।৮০, ৮৭, ১৬৪

রাধা (অন্তরঙ্গা চিচ্ছক্তি—অর্চ্চা) আ ১।১৫, ১৬ ; (অন্তরঙ্গা চিচ্ছক্তি)—আ ৪।৪৮, (তত্ত্ব ও মহিমা) আ ৪।৫৬-২৬২, ২৬৭-২৬৮, ২৭১, (কৃষ্ণদাস্য) আ ৬।৬৮ ; ১৩। ৪১ ; ১৭।২৭৬, ২৮২-২৮৩, ২৮৯-২৯২, (কুরুক্ষেত্রে কৃষ্ণ-দর্শনে) ম ১।৭৮ ; (উদ্ধব-দর্শনে) ম ১।৮৭, ২।৪, ৮০, ১৯৪ ; ৮।৯৭, (সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব) ম ৮।১০১-১১৫, ১১৮, (স্বরূপবিচার) ম ৮। ১৪৯-১৮৫, ১৮৯, ২০৮-২১২, ২৭৯ ; ১৩। ১২৬, ১৩২, ১৪৮, ১৫৯ ; ১৪।৭৪, (গুণ ও স্বভাব) ম ১৪।১৬০-২৩০, ২৩৫ ; ১৭।২১১ ; ১৮।৭, ৯-১১ ; ২১।১০৫ ; (মহিষীগণের সহিত ভাব-বৈচিত্র্য) ম ২৩।৬০, ৬২-৬৪, (পঞ্চ-বিংশতি গুণ) ম ২৩।৮১, ৮৭ ; অ ১।১৫৬ ; ৬।১০ ; ১৪।১৩-১৪, ১৯ ; ১০৮-১০৯ ; ১৫।১২, ৩০, ৪৫-৪৭, ৬২; ৭৭ ; ১৭।২৪, ৩৯, ৫০, ৫৭ ; ১৮।৮১, ৯২-৯৩, ১০৬-১০৭ ; ১৯।৩৪, ৯০, ১০৭ ; ২০।৪৩, ৪৫, ৬১

রাম (লীলাবতার) আ ৫।১৪৯, ১৫৩, ১৫৫-১৫৬ ; ৬।৮৮, ম ১৫।১৫৬

রাম (অর্চ্চা)—(ব্যেঙ্কটাচলে) ম ৯।৬৫, (চিয়ড়তলায়) ম ৯।২২০, (পানাগড়িতে ‘সীতা-পতি’) ম ৯।২২১, (চাম্‌তাপুরে) ম ৯।২২২, (আম্‌লীতলায়) ম ৯।২২৪

রুক্মিণী (বিষ্ণুশক্তি)—আ ৬।৭১ ; ১৭।২৪১ ; ম ৫।২৭ ; ১৯।২০০ ; ২৪।৪৭ ; অ ৭।১৪০, ১৪৩

লক্ষ্মণ (বৈভববিলাস) আ ৫।১৪৯-৫৪ ; ৬।৮৮, ১০৩ ; ম ৯।১৮৪

লক্ষ্মণ (অর্চ্চা)—(চিয়ড়তলায়) ম ৯।২২০, (চাম্‌তাপুরে) ম ৯।২২২

লক্ষ্মী (বিষ্ণুশক্তি)—আ ৬।৪৫ ; ১৫।২০; ১৭।২৪২ ; ম ৮।১৪৪, ১৮৪, ২৩১ ; (লক্ষ্মী ও গোপীর সেবা-বৈশিষ্ট্য) ম ৯। ১১১-১৬০, (ব্রজলীলায় লক্ষ্মীর অনধিকার) ম ১৪।১২২-১২৩, (ক্রোধ) ম ১৪।১২৪-১৩৫, ২০৫-২১৩; ২৪।৫০ ; অ ৩।২৬২, (কৃষ্ণমাধুর্য্যাস্বাদনে লোভ) অ ১৭।৪৭ ; ২০।৬০

লক্ষ্মী (অর্চ্চা)—ম ১।১৪৫, (কোলাপুরে) ম ৯।২৮১ ; ১৪।১০৭, ১২১-২১৩, ২৩৩, (বৃন্দাবনে) ম ১৮।৬৪

লক্ষ্মীনারায়ণ (অর্চ্চা)—(বিষ্ণুকাঞ্চীতে) ম ৯।৬৯, ১০৯, ১৫৯

লক্ষ্মীপ্রিয়া (‘শ্রী’শক্তি)—আ ১৪।৬২, ৬৩, ৬৭; ১৫।৩০ ; ১৬।২০-২১

ললিতা (বিষ্ণুশক্তি)—ম ৮।১৬৫, অ ৬।১০

শঙ্কর নারায়ণ (অর্চ্চা)—(পয়স্বিনী-তীরে) ম ৯।২৪৩

শালগ্রাম (অর্চ্চা)—ম ১৫।৫৫, ২০৪

শঙ্করারণ্য (বিশ্বরূপ—বৈভবপ্রকাশ)—আ ১০।১০৬, (পাণ্ডুরপুরে সিদ্ধিলাভ) ম ৯।২৯৯-৩০০

শেষ (পৃথ্বীধারী অনন্ত—মুখ্যাবেশাবতার)—ম ২০।৩৬৮, ৩৭০

শেষসঙ্কর্ষণ (অনন্ত)—আ ৬।৭৬

শ্বেতবরাহ (অর্চ্চা—চাক্ষুষ-মন্বন্তরীয় নৃ-বরাহ —লীলাবতার)—(বৃদ্ধকোল-তীর্থে) ম ৯।৭৩

শ্রীধর (বৈভববিলাস)—ম ২০।১৯৭, ২০০, ২৩১

সঙ্কর্ষণ (বৈভববিলাস)—আ ১।৭৮ ; ৫।৭, ৪১, ৪৪, ৪৮, ৫৫ ; ৬।৮৭, ৮৯, ১০৩, ১১০, ১৩।৭৫ ; ম ২০।১৯৬, ২০৫, ২২৪, ২৪৪, ২৫৫, ২৫৭, ২৬০, ২৬৫

সঙ্কর্ষণ (প্রাভববিলাস)—আ ৫।২৪ ; ম ২০। ১৮৬

সত্যভামা (বিষ্ণুশক্তি)—আ ১০।২১, ম ৮।১৮২ ; ১৪।১৩৮ ; অ ১।৬৯ ; ৭।১৩৬; ১২।১৫২

সত্যসেন (মন্বন্তরাবতার)—(উত্তমে) ম ২০। ৩২৫

সদাশিব—আ ৬।৭৭

সরস্বতী (নৃসিংহকান্তা—বিষ্ণুশক্তি)—আ ১৩।১০৪ ; ১৬।৯৪ ; ম ১৮।৯৭ ; অ ৫।১৩৫-১৩৬, ১৩৯, ১৪৪, ১৪৬-১৪৭, ১৫৪

সাক্ষীগোপাল—ম ১।৯৭ ; (কটকে) ম ৫।৫, (আখ্যান) ম ৫।৬-১৩৩ ; ১৬।৩২, ৩৫-৩৬, ১০০ ; ২৫।২৪০

সার্ব্বভৌম (মন্বন্তরাবতার)—(সাবর্ণ্যে) ম ২০। ৩২৬

সীতাঠাকুরাণী (যোগমায়া—অদ্বৈতভার্য্যা)—আ ১৩।১১০, ১১৭ ; ম ৩।৪১, ১৬।২১

সীতা (রামভার্য্যা—বিষ্ণুশক্তি)—ম ৯।১৮৪, ১৮৯, ১৯২, (সীতাহরণ-সম্বন্ধে সৎসিদ্ধান্ত) ম ৯।১৯২-২১২

সীতাপতি (রামসীতা-অর্চ্চা)—(সিদ্ধবটে) ম ৯।১৭, (পানাগড়ি-তীর্থে) ম ৯।২২১

সুধামা (মন্বন্তরাবতার)—(রুদ্রসাবর্ণ্যে) ম ২০। ৩২৭

হয়গ্রীব (নবব্যূহের অন্যতম)—ম ২০।২৪২

হরি (স্বয়ংরূপ কৃষ্ণ)—ম ৮।১১১ ; ২৪।৫৫-৫৯, ৮৯

হরি (বৈভববিলাস)—ম ২০।২০৪, ২০৬, ২০৯, ২৩৫

হরি (অর্চ্চা) ম ২০।২১৭, (বিন্দুমাধব) ম ২৫। ৫৯

হরি (মন্বন্তরাবতার)—(তামসে) ম ২০।৩২৫

হরিদেব (অর্চ্চা)—(গোবর্দ্ধন-গ্রামে) ম ১৮। ১৭-২০, ২২

হলধর (বলরাম অর্চ্চা)—(পুরীতে) ম ১৩। ২২, ১৭৮

হৃষীকেশ (বৈভববিলাস)—ম ২০।১৯৭, ২০০, ২৩১

বিষ্ণুজন

অক্রূর (প্রাচীন)—আ ১০।৭৬, ম ১৮। ১৩৬, অ ১৯।৪৯
অগস্ত্য (প্রাচীন)—ম ৯।২২৩
অচ্যুতানন্দ (অদ্বৈতের ১ম তনয়—সমকালীন) —(নীলাচলে প্রভুসহ মিলন) আ ১০।১৫০, (শাখানির্ণয়) আ ১২।১৩, (চরিত) আ ১২। ১৪-১৭, (অচ্যুতানুগগণই মহাভাগবত) আ ১২।৭৩-৭৫ (রথাগ্রে কীর্ত্তন) ম ১৩।৪৫ ;১৪। ৭১, (কীর্ত্তন) অ ১০।৬০, ১২২
অজামিল (প্রাচীন)—(নামাভাসের প্রভাব) অ ৩।৫৭-৬৪
অনন্ত আচার্য্য (সমকালীন)—(শাখানির্ণয়) আ ৮।৫৯ ; ১২।৫৮, ৮০
অনন্তদাস (সমকালীন)—(শাখানির্ণয়) আ ১২।৬১
অনুপম (নামান্তর—শ্রীবল্লভ, শ্রীজীব-গোস্বামি-পিতা—সমকালীন)—(শাখা-নির্ণয়) আ ১০।৮৪-৮৫, (রূপসহ মহাপ্রভু মিলনে গমন) ম ১৯।৩৬-৪৭ ; ২০।৬৬ ; (গৌড়ে গঙ্গাপ্রাপ্তি) অ১।৩৭, ৩৯, ৫২, (সনাতন-বর্ণিত চরিত্র) অ ৪।২৭-৪৪, মহাপ্রভুর মুরারি গুপ্তের চরিত্রোল্লেখ ও তৎসহ সাম্যপ্রদর্শন) অ ৪।৪৫-৪৭, ২২৭
অভিরাম ঠাকুর (সমকালীন)—দ্বাদশ গোপাল দ্রষ্টব্য ।
অমৃতলিঙ্গ-শিব (বৈষ্ণব অর্চ্চা)—ম ৯।৭৬
অমোঘ পণ্ডিত (সমকালীন)—(শাখানির্ণয়) আ ১২।৮৬, (প্রভু-নিন্দা ও প্রভুর ক্ষমা) ম ১৫। ২৪৫-৩০০ ;২৫।২৪৭
অম্বরীষ (প্রাচীন)—ম ২২।১৩১
অর্জ্জুন (প্রাচীন)—ম ৯।৯৯-১০০ ;১৯।১৯০, (বিশ্বরূপে ভীতি) ম ১৯।১৯৮ ;২২।৫৬
আচার্য্যরত্নের পত্নী (সমকালীন)—আ ১৩। ১০৯
ঈশান (শচীমাতার সেবক—সমকালীন)— শাখানির্ণয়) আ ১০।১১০, (শচীগৃহে) ম ১৫। ৬৩
ঈশান (গোপাল-দর্শনে রূপ-সঙ্গী—সম-কালীন)—ম ১৮।৫২
ঈশান (সনাতন-ভৃত্য—সমকালীন)—(সনা-তন-সঙ্গে) ম ২০।২৩-৩৬
ঈশ্বরপুরী (সমকালীন)—আ ৩।৯৪, (প্রেম-কল্পতরুর অঙ্কুরপুষ্ট) আ ৯।১১, (শাখা-নির্ণয়) আ ১০।১৩৮ ;১৩।৫৪ (গয়ায় প্রভু-সহ মিলন) আ ১৭।৮ ;(গোবিন্দের প্রতি আদেশ) ম ১০। ১৩২-১৩৩, (গুরুসেবা ও গুরুকৃপা-লাভ) অ ৮।২৬-৩০
উড়িয়া ব্রাহ্মণ-কুমার (সমকালীন)—(প্রভু-সহ মিলন) অ ৩।৩-১০
উড়িয়া স্ত্রী (সমকালীন)—জগন্নাথ-দর্শনে আর্ত্তি ও মহাপ্রভুর প্রশংসা) অ ১৪।২৪-৩০
উদ্ধব (প্রাচীন)—আ ৬।৫৭ ; ১৩।৪১ ; ম ১। ৮৭ ; ২।৪ ; ১৩।১৩৯ ; অ ৭।৪২ ; ১৪।১৩
উদ্ধবদাস (গদাধরপণ্ডিত-শাখা, সমকালীন)— (শাখানির্ণয়) আ ১২।৮৩, (রূপসঙ্গে গোপাল-দর্শন) ম ১৮।৫১
উদ্ধারণ ঠাকুর—দ্বাদশ গোপাল দ্রষ্টব্য ।
উপেন্দ্র মিশ্র (সমকালীন)—(পরিচয়) আ ১৩। ৫৬
কংসারি মিশ্র (সমকালীন)—আ ১৩।৫৭
কংসারি সেন (সমকালীন)—(শাখানির্ণয়) আ ১১।৫১
কণ্ঠাভরণ (অনন্ত চট্টরাজ—সমকালীন)— (শাখানির্ণয়) আ ১২।৮০
কপোতেশ্বর (শিবলিঙ্গ)—ম ৫।১৪২
কবিকর্ণপুর (পুরীদাস) বা পরমানন্দ দাস— সমকালীন) আ ১০।৬২, (রূপ-শিক্ষা-বর্ণন) ম ১৯।১১৮, (স্বকৃতগ্রন্থে রূপ-সনাতন সম্বন্ধে উল্লেখ) ম ১৯।১২২-১২৩ ; ২৪।৩৪৩ ;(রঘু-নাথ-মাহাত্ম্য-বর্ণন) অ ৬।২৬২-২৬৫, (বাল্যে প্রভুর অঙ্গুষ্ঠচোষণ ও কৃপা-লাভ) অ ১২।৪৫-৫৩, (সাত বৎসর বয়সে পুরীতে প্রভু-কৃপালাভ ও শ্লোকপঠন) অ ১৬।৬৫-৭৬,২০।১২৯
কবিচন্দ্র (সমকালীন)—(শাখানির্ণয়) আ ১০। ১০৯
কবিদত্ত (সমকালীন)—(শাখানির্ণয়) আ ১০। ১১৩ ; ১২।৮০
কমলনয়ন (সমকালীন)—আ ১০।১১১
কমলাকর পিপ্পলাই—দ্বাদশ গোপাল দ্রষ্টব্য
কমলাকান্ত দ্বিজ (সমকালীন)—নীলাচল-যাত্রা) ম ১০।৯৫-১০১
কমলাকান্ত বিশ্বাস (অদ্বৈতশাখা—সম-কালীন)—(শাখানির্ণয়) আ ১০।১১৯ ; ১২। ২৮, (চরিত) আ ১২।২৯-৫৫
কমলাক্ষ (অদ্বৈতের পূর্ব্বনাম—সমকালীন)— আ ৬।৩০
কমলানন্দ (সমকালীন)—নীলাচলে প্রভুসহ মিলন) আ ১০।১৪৯
কর্দ্দম (প্রাচীন)—ম ২০।৩৩২
কলানিধি (সমকালীন)—(নীলাচলে প্রভুসহ মিলন) আ ১০।১৩৩
কাজী (চাঁদকাজী—সমকালীন)—(কীর্ত্তন-বিরোধ ও পরে প্রভুপ্রসাদ-লাভ) আ ১৭। ১২৪-১২৬
কানাই খুঁটিয়া (সমকালীন)—(নন্দবেশে) ম ১৫।১৯, (নন্দোৎসব) ম ১৫।২৯
কানু ঠাকুর (পুরুষোত্তম দাসের পুত্র—সম-কালীন)—(শাখানির্ণয়) আ ১১।৪০
কানু পণ্ডিত (সমকালীন)—(শাখানির্ণয়) অ ১২।৬১
কান্যকুব্জীয় বিপ্র (সমকালীন)—ম ১৮।১৩৩
কামদেব (সমকালীন)—(শাখানির্ণয়) আ ১২। ৫৯
কামাভট্ট (সমকালীন)—নীলাচলে প্রভুসহ মিলন) আ ১০।১৪৯
কালাকৃষ্ণদাস—দ্বাদশ গোপাল দ্রষ্টব্য।
কালিদাস (রঘুনাথের জ্ঞাতি খুড়া—সম-কালীন)—(নীলাচলে প্রভুসহ মিলন ও চরিত্র বর্ণন) অ ১৬।৫-৩৮, (প্রভুর কৃপা) লাভ ও পাদোদক-পান) অ ১৬।৩৯-৬৪ ; ২০।১২৮
কাশীনাথ পণ্ডিত (সমকালীন)—(শাখা-নির্ণয়) আ ১০।১০৬
কাশীমিশ্র (সমকালীন)—(প্রভুসহ মিলন ও শাখানির্ণয়) আ ১০।১৩১, পুরীতে প্রভুসহ মিলন) ম ১।১২৯, (প্রভুপদে-শরণাগতি) ম ৬।২৮১, (প্রভুসহ মিলন) ম ৯।৩৪৯ ; ১০।২১, (গৃহে প্রভুর অবস্থান) ম ১০।২২-২৩, ২৮, (প্রভুসহ মিলন ও প্রভুর চতুর্ভুজ-মূর্ত্তি দর্শন) ম ১০।৩১-৩৭, ১০১, (রাজ-আজ্ঞা) ম ১১। ১১৯-১২৩, (গৃহে ভক্ত ও ভগবন্মিলন) ম ১১। ১২৫-১৩১, (প্রভুর পাদ-বন্দন) ম ১১।১৬৯, (সর্ব্বস্ব-নিবেদন) ম ১১।১৭৭-১৭৮, (প্রভুর আদেশ) ম ১২।৭২, (পঞ্চশত মূর্ত্তির পরিমিত প্রসাদ প্রেরণ) ম ১২।১৫৪, (রথাগ্রে প্রভু-প্রকটিত রহস্য দর্শন) ম ১৩।৫৭-৬২ ; ১৪। ১০৬, ১১৫, (নন্দোৎসব) ম ১৫।২০, (প্রসাদ-সংস্থান) ম ১৬।৬৫,২৫৪, (প্রভুসহ মিলন) ম ২৫।২২২, (গোপীনাথের প্রতি রাজদণ্ড-প্রসঙ্গে প্রভুসহ কথোপকথন) অ ৯।৫৯-৭৯, (প্রতাপ-রুদ্রসহ মিলন ও গোপীনাথ-প্রসঙ্গোত্থাপন) অ ৯।৮০-১০৪ (প্রভুসহ মিলন ও রাজার উদারতা-জ্ঞাপন) অ ৯। ১১৬-১২৭, (হরিদাস-নির্য্যাণোৎসবে) অ ১১।৮০, ৮৫-৮৬
কাশীশ্বর গোসাঞি (ব্রহ্মচারী-সমকালীন)— (শাখানির্ণয়) আ ৮।৬৬ ; ১০।১৩৮, (প্রভুসহ

মিলন) আ ১০।১৩৯, (মহাপ্রভুর সেবাপ্রাপ্তি) আ ১০।১৪১-১৪২, (পুরীতে প্রভুসহ মিলন) ম ১।১২৯, (পুরীবাসিভক্ত) ম ১।২৫৩, (গোবিন্দের গুরুভ্রাতা) ম ১০।১৩৪, (প্রভুসহ মিলন), ম ১০।১৮৫, (প্রসাদ পরিবেশন) ম ১২।১৬৩, (প্রভুকে লোকস্পর্শ হইতে রক্ষণার্থ লোকনিবারণ) ম ১২।২০৭ ; ১৩।৮৯, ১৮৩ (পুরীবাসী) ম ১৫।১৮৪, (প্রভু-সঙ্গে) ম ১৬। ১২৭, (প্রভুসহ মিলন) ম ২৫।২২১ ; অ ২। ১৫৩ ; (সনাতনসহ মিলন) অ ৪।১১০ ; ৭। ৪৭, ৬৪ ; ৮।৩৮, ৫৯ ; ১০।১৫৪ ; (হরিদাস-নির্য্যাণোৎসব) অ ১১।৮৪

কুন্তী (প্রাচীন) ম ১০।১৫২

কূর্ম্ম (বৈদিক ব্রাহ্মণ—সমকালীন)—(প্রভু-পূজা) ম ৭।১২১-১৩৫, ১৩৮-১৩৯

কৃষ্ণদাস (অকিঞ্চন—সমকালীন)—শাখা-নির্ণয়) আ ১০।৬৬, (পুরীযাত্রা) অ ১০।৯

কৃষ্ণদাস (কবিরাজ সমকালীন)—(আত্মকথা) আ ৫।১৮০-২৩৩ ; ৮।৬৫, ৭২-৮২, (রূপ ও রঘুনাথের আনুগত্য স্বীকার) আ ১০।১০৩, (গ্রন্থসম্বন্ধে নিজের কথা) ম ২।৮৫-৯৫, (রূপানুগাভিমান) অ ১৯। ১০১, (চরিতামৃত উপসংহারে গ্রন্থ-সম্বন্ধীয় নিজ-কথা) অ ২০। ৭১-১০১, ১৪২-১৫৮, কৃষ্ণদাস (দ্বিজ—সমকালীন)—(শাখা-নির্ণয়) আ ১১।৩৬

কৃষ্ণদাস (নিত্যানন্দ-শাখা—সমকালীন)—(শাখানির্ণয়) আ ১১।৪৬

কৃষ্ণদাস (প্রেমী, ভূগর্ভশিষ্য, সমকালীন)—আ ৮।৬৯

কৃষ্ণদাস বিপ্র বা কালাকৃষ্ণদাস (সমকালীন)—(নীলাচলে প্রভুসহ মিলন ও শাখানির্ণয়) আ ১০।১৪৫, (ভট্টথারি হইতে উদ্ধার) ম ১।১১২, (প্রভুসঙ্গী) ম ৭।৩৯, (প্রভুর জল-পাত্র বহন) ম ৭।৯৩, (ভট্টথারি হইতে উদ্ধার) ম ৯।২২৬-২৩৩, (নিত্যানন্দাদিকে আলালনাথে প্রভুর আগমন-বৃত্তান্ত-কথন) ম ৯।৩৩৮ ; ১০।৬৩-৬৪, (প্রভুর বর্জ্জন) ম ১০।৬৫, (পুনরায় কৃপা ও গৌড়ে প্রেরণ) ম ১০।৬৬-৭৯

কৃষ্ণদাস (রাজপুত—সমকালীন)—(বৃন্দাবনে প্রভুসহ মিলন) ম ১৮।৮২-৯০, ১৩৮, (প্রয়াগ-পথে) ম ১৮।১৫৮, (পাঠান দস্যুর সহিত চাতুর্য্য) ম ১৮।১৬৭-১৭৫, (বিদায়) ম ১৮। ২১৫, (আড়াইলে প্রভুর অবশেষ-প্রাপ্তি) ম ১৯।৮৯

কৃষ্ণদাস (রাঢ়ী বিপ্র—সমকালীন)—(প্রভুকে অভিষেক) ম ১।১৪৪, ম ১৬।৫১-৫২

কৃষ্ণদাস (বাণী কৃষ্ণদাস, রূপপার্ষদ—সমকালীন)—(রূপসঙ্গে গোপাল-দর্শন) ম ১৮।৫২

কৃষ্ণদাস বৈদ্য (সমকালীন)—(শাখানির্ণয়) আ ১০।১০৯

কৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী (অদ্বৈত-শাখা—সমকালীন)—(শাখানির্ণয়) আ ১২।৬২

কৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী (সমকালীন)—(শাখা-নির্ণয়) আ ১২।৮৪

কৃষ্ণদাস সরখেল (সমকালীন)—(শাখা-নির্ণয়) আ ১১।২৫

কৃষ্ণদাস (সুবর্ণবেত্রধারী)—(পুরীতে প্রভুসহ মিলন) ম ১০।৪২

কৃষ্ণদাস হোড় (বড়গাছি নিবাসী—সমকালীন)—(শাখানির্ণয়) আ ১১।৪৭, (চিড়া-দধি-মহোৎসবে) অ ৬।৬২

কৃষ্ণমিশ্র (অদ্বৈতের ২য় পুত্র—সমকালীন)—(শাখানির্ণয়) আ ১২।১৮

কৃষ্ণানন্দ (ওঢ্র—সমকালীন)—প্রভুসহ-মিলন ও শাখানির্ণয়) আ ১০।১৩৫

কৃষ্ণানন্দ (নিত্যানন্দ-শাখা—সমকালীন)—শাখানির্ণয়) আ ১১।৫০

কৃষ্ণানন্দপুরী (সমকালীন)—(ভক্তিকল্প-বৃক্ষের মূলস্বরূপ) আ ৯।১৪

কেশবছত্রী (সমকালীন)—(প্রভুর শুভ-বাঞ্ছা) ম ১।১৭১-১৭৪

কেশবপুরী (সমকালীন)—(ভক্তিকল্প-বৃক্ষের মূলস্বরূপ) আ ৯।১৪

কেশব ভারতী (সমকালীন)—আ ৭।৬৬, (ভক্তিকল্পতরুর নবমূলের অন্যতম) আ ৯।১৩, (পরিচয়) আ ১২।১৪ ; ১৩।৫৪, (প্রভুসহ নদীয়ায় মিলন) আ ১৭।২৬৮, ২৭১, (প্রভুর সন্ন্যাস-গ্রহণ) আ ১৭।২৭২, ম ৬।৭১ ; ১৭। ১১৬

ক্ষীর ভগবতী (বৈষ্ণবী অর্চ্চা)—ম ৯।২৮১

গঙ্গা (প্রাচীন)—আ ১৪।৫০

গঙ্গাদাস পণ্ডিত (সমকালীন)—আ ১০।২৯; ১৩।৬১, (অধ্যাপনা) আ ১৫।৫, (শান্তিপুরে প্রভুসহ মিলন) ম ৩।১৫৩, (পুরী-গমন) ম ১৮।৮৫, (প্রভুসহ মিলন) ম ১১।১৫৯, (রথাগ্রে কীর্ত্তন) ম ১৩।৩৯, (পুরী-গমন) অ ১০।৯

গঙ্গাদাস ভট্টাচার্য্য বা নির্লোম গঙ্গাদাস (চতুর্ভুজ পণ্ডিত-পুত্র—সমকালীন)—আ ১০।১৫১ ; ১১।৪৩

গঙ্গামন্ত্রী (সমকালীন)—আ ১২।৮০

গজপতি (প্রতাপরুদ্র দ্রষ্টব্য, সমকালীন)—(প্রভুসহ মিলনোদ্যোগ) ম ১১।৫৯, (গৌড়ীয়-ভক্তদর্শন) ম ১২।২৩৬ ; (প্রভুসহ মিলনে উৎকণ্ঠা) ম ১২।৪, ৫২

গদাধর দাস (সমকালীন)—(শাখানির্ণয়) আ ১০।৫৩ (নিত্যানন্দসহ গৌড়ে প্রচার) আ ১১।১৩-১৪, ১৭, (নিতাইয়ের প্রচারসঙ্গী) ম ১৫।৪৩ ; (চিড়াদধি-মহোৎসব) অ ৬।৬১

গদাধর পণ্ডিত (ঈশশক্তি—সমকালীন)—আ ১।৪১ ; ৪।২২৭ ; ৬।৪৮, ৭।১৭ ৮।৫৯, ৬৮ ; (শাখানির্ণয়) আ ১০।১৫, ১২৫ ; ১২।৭৮-৮৯; ১৩।৩ ; ১৭।৩০১; রামকেলিতে প্রভুসঙ্গে) ম ১।২১৯, (ক্ষেত্র-সন্ন্যাস) ম ১।২৫২ ; ২।৭৮, শান্তিপুরে প্রভুসহ মিলন) ম ৩।১৫৩, (কালা-কৃষ্ণদাসসহ মিলন) ম ১০।৮২, (পুরীগমন) ম ১১।৮৪, (প্রভুসহ মিলন) ম ১১।১৫৯, (গুণ্ডিচা-মার্জ্জনান্তে প্রসাদ-সেবন) ম ১২। ১৫৭; (জলকেলি) ম ১৪।৮১; (টোটা-গোপী-নাথের সেবাপ্রাপ্তি) ম ১৫।১৮৩ ; (প্রেমপ্রভাব) ম ১৬।১৩০-১৪৮, ২৫৫, ২৭৮-২৭৯, ২৮৪-২৮৭ ; (প্রভুসহ মিলন) ম ২৫।২২১, ২২৮, (সনাতনসহ মিলন) অ ৪।১০৯ ; ৭।৪৮, ৭১, বল্লভভট্টের তোষামোদ) অ ৭।৮৬, ৮৮, ৯১-৯৩, ৯৫, (দক্ষিণ-স্বভাব, শুদ্ধ গাঢ় প্রেম) অ ৭।১৪০, (প্রভুর প্রেমপরীক্ষণ ও উপেক্ষণ, পরে আলিঙ্গনদান) অ ৭।১৪২-১৬০, (বল্লভকে শিক্ষাদানে পণ্ডিতের অসম্মতি) অ ৭।১৪৪-১৪৮, (প্রভুর 'গদাধর-প্রাণ-নাথ', নাম ও 'গদাইগৌরাঙ্গ'-নামের তথ্য) অ ৭।১৫৯-১৬০; ৮।৮৮ ; ১০।১৪০, ১৫৩ ; ১৪।৮৯

গরুড় (অর্চ্চা) ম ২।৫৪, অ ১৪।২৪, ১৬।৮৫

গরুড় পণ্ডিত (সমকালীন)—(শাখানির্ণয়) আ ১০।৭৫, (পুরীযাত্রা) অ ১০।১০

গর্গ (প্রাচীন)—আ ৩।৩৫

গালীম (সমকালীন)—(শাখানির্ণয়) আ ১০। ১১২

গুণরাজ খান (সমকালীন)—('কৃষ্ণবিজয়'-গ্রন্থকর্ত্তা) ম ১৫।৯৯

গুণার্ণ মিশ্র (বৈষ্ণবপ্রায়, সমকালীন)—(মীন-কেতন রামদাসে অনাদর) আ ৫।১৬৮-১৭০

গোকুলদাস (সমকালীন)—(শাখানির্ণয়) আ ১১।৪৯

গোপাল (অদ্বৈতের ৩য় পুত্র—সমকালীন)—(শাখানির্ণয়) আ ১২।১৯, (নৃত্য ও মূর্চ্ছা) ম ১২।১৪৩-১৪৯

গোপাল আচার্য্য (সমকালীন)—(শাখানির্ণয়) আ ১০।১১৪

গোপালদাস (গোপালভট্ট-শাখা, সমকালীন) —আ ১০।১১৩

গোপালদাস—(সমকালীন)—(রূপসঙ্গে 'গোপাল'-দর্শন) ম ১৮।৫১

গোপাল (নিত্যানন্দ-শাখা, সমকালীন)—আ ১১।৫৩

(নর্ত্তক) গোপাল (নিত্যানন্দ-শাখা, সমকালীন) আ ১১।৫৩

গোপালভট্ট (ষড়্গোস্বামীর অন্যতম—সমকালীন) আ ১।৩৬ ; ৯।৪ ; ১০।১০৫; (রূপসঙ্গে 'গোপাল'-দর্শনে) ম ১৮।৪৯ গোপীকান্ত (গোপালভট্ট-শাখা—সমকালীন)—(শাখানির্ণয়) আ ১০।১১০

গোপীনাথ আচার্য্য (সমকালীন)—আ ১০।১৩০, (নিত্যানন্দ-মুকুন্দাদিসহ মিলন) ম ৬।১৭-২২, (সার্ব্বভৌম-গৃহে প্রভুসহ মিলন) ম ৬।২৯-৩০, ৪৭, (সার্ব্বভৌমকে মহাপ্রভুর পরিচয়-প্রদান) ম ৬।৫০-৫২, (প্রভুসহ জগন্নাথ-দর্শন ও প্রভুর বাসা-সমাধান) ম ৬।৬৪-৬৭, (প্রভুর পরিচয়-প্রদান) ম ৬।৭১, (সার্ব্বভৌমের সহিত বিচার ও সুসিদ্ধান্ত স্থাপন) ম ৬।৭৩-১০৯, ১১২-১১৪, ২০৯-২১০, ২৩৮ ; ৭।৫৯, ৭৫, ৮৬ ; (প্রভুসহ মিলন) ম ৯।৩৪১ ; ১১। ৬৬-৬৭, ৭১, (গৌড় হইতে আগত ভক্তগণের রাজাকে পরিচয় দান) ম ১১।৭২, (ভক্ত ও ভগবন্মিলন দর্শন) ম ১১।১২৪, (গৌড়ীয় বৈষ্ণবদিগের বাসা-সমাধান) ম ১১।১৭৩, ১৭৯-১৮০, ২০৩-২০৪, (প্রসাদ-পরিবেশন) ম ১১।২০৭, (ঐ) ম ১২।১৬৩, ১৭৯ ; (রথাগ্রে কীর্ত্তন) ম ১৩।৪০ ; ১৪।৮৩, ৮৫ ; ১৫।২৭১, ২৮২, ২৯৪ ; (প্রভুসঙ্গে) ম ১৬। ১২৮ ; অ ১০।১৫৪

গোপীনাথ পট্টনায়ক (সমকালীন)—(প্রভুসহ মিলন ও শাখানির্ণয়) আ ১০।১৩৩, (রাজকোপ হইতে উদ্ধার লাভ) ম ১।২৬৫, (রাজদণ্ড হইতে নিষ্কৃতি, পুনঃ রাজসম্মান-প্রাপ্তি ও প্রভুর কৃপা-লাভ) অ ৯।১৩-১৫২, ২০।১১৬

গোপীনাথ সিংহ (অক্রূর-খ্যাতি—সমকালীন) —(শাখানির্ণয়) আ ১০।৭৬

গোবর্দ্ধন দাস (পণ্ডিত ও মজুমদার খ্যাতি-সমকালীন)—(পরিচয়) ম ১৬।২১৭-২২২, (ঠাকুর হরিদাসসহ মিলন) অ ৩। ১৬৫, ১৭৩; (শিবানন্দ-সমীপে রঘুনাথের সংবাদ-শ্রবণ ও পুরীতে অর্থ ও লোক-প্রেরণ) অ ৬।২৪৮-২৬৭

গোবিন্দ (মহাপ্রভুর সেবক—সমকালীন)—আ ১০।১৩৮, (প্রভুমিলন) আ ১০।১৩৯, (প্রভুর শ্রীঅঙ্গসেবাপ্রাপ্তি) আ ১০।১৪১, ১৪৪; ১২।৩৬, (পুরীতে প্রভুসহ মিলন) ম ১।১২৯, (পুরীবাসী ভক্তগণের অন্যতম) ম ১।২৫৩, (শুদ্ধদাস্যরস) ম ২।৭৮, (পুরীতে প্রভুসহ প্রথম মিলন ও প্রভুর সেবা-সৌভাগ্যলাভ) ম ১০।১৩১-১৫০, (প্রভু-আদেশে গৌড় হইতে আগত ভক্তগণের সম্বর্দ্ধনা) ম ১১।৭৪, ৭৭, (অদ্বৈতকে প্রভুপ্রেরিত মাল্যদান ও স্বরূপের অদ্বৈতকে গোবিন্দের সৌভাগ্য কথন) ম ১১।৭৮-৮১, (হরিদাস ঠাকুরকে প্রসাদ-অর্পণ) ম ১১।২০৬, (রাজার জন্য নিত্যানন্দের প্রভুর বহির্ব্বাস ভিক্ষা) ম ১২।৩৬, ১৬২, (প্রভুর অবশেষ-প্রাপ্তি) ম ১২।২০১-২০২, (প্রভুর করঙ্গ বহন) ম ১২।২০৭; ১৩।১৮৩ ; (প্রভুর কাঙ্গালীভোজন করান'র আদেশ ও তৎপ্রতিপালন) ম ১৪।৪৪-৪৬, (পুরীবাসী ভক্তগণের অন্যতম) ম ১৫। ১৮৪ ; ১৬।৩৮, (প্রভুর বৃন্দাবন-যাত্রায় অন্যতম সঙ্গী) ম ১৬।১২৭, (প্রভুর কাশী হইতে পুরী প্রত্যাগমনকালে প্রভুসহ মিলন ও প্রভুর আলিঙ্গন-লাভ) ম ২৫।২২১-২২৩ ;অ ১।৬৪ ;২।১১২, ১৩২-১৩৩, ১৫৩, ১৫৫ ; ৪।৫০, (সনাতনসহ মিলন)অ ৪।১১০;৬।২০৬, (রঘুনাথকে প্রভুর অবশেষ-প্রদান) অ ৬।২১২-২১৩,২২১, ২৮২, ৩০৫ ; ৭।১৫০ ;৮।৩৮, ৫০, ৫৩, ৫৬-৫৯, (রাঘবের *ঝালি সাবধানে রক্ষণ*) আ ১০।৫৫-৫৬, (প্রভুপাদ-সম্বাহন ও আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছা-ত্যাগের জ্বলন্ত আদর্শ-স্থাপন) অ ১০।৮২-১০০, (ভক্তদত্ত দ্রব্য প্রভুকে নিবেদন) আ ১০।১০০-২৮, (হরিদাস ঠাকুরকে প্রসাদ অর্পণ) অ ১১।১৬-১৮, ১২।৩৭-৫২, (প্রভুঅঙ্গে চন্দনাদি-তৈল দিবার জন্য জগদানন্দের আবেদন) অ ১২।১০৪-১০, ১১৫, ১৪৪-১৪৫, ১৪৮-১৪৯, ১৫১ ;১৩।১১-১২, (যমেশ্বর-টোটাপথে প্রভুসঙ্গে) অ ১৩।৮২-৮৭ (প্রভু-আদেশে রঘুনাথভট্ট গোস্বামীর বাসা-সমাধান) অ ১৩।১০৪ ; ১৪।২১, (উড়িয়া স্ত্রীকে ভক্ত ও ভগবচ্চরণে অপরাধ হইতে সতর্কীকরণ) অ ১৪।২৫, ৫৮, (চটক পর্ব্বতাভিমুখে প্রভু-সঙ্গে) অ ১৪।৮৭, ৯৬ ; ১৬।৪০, (কালিদাসকে প্রভুর অবশেষ-প্রদান) অ ১৬।৫৫-৫৬, ৯২, ১০৫, (প্রভু-অন্বেষণে) অ ১৭।৯, ১৩, (গম্ভীরায় প্রভু-সঙ্গে) অ ১৯।৫৬, ৬১ ;২০।১১৮

গোবিন্দ কবিরাজ (সমকালীন)—(শাখানির্ণয়) আ ১১।৫১

গোবিন্দ গোসাঞি—(সমকালীন)—(রূপসঙ্গে গোপালদর্শন) ম ১৮।৫০

গোবিন্দ গোসাঞি (কাশীশ্বর গোসাঞির শিষ্য—সমকালীন)—(শাখানির্ণয়) আ ৮।৬৬

গোবিন্দ ঘোষ (প্রভুর কীর্ত্তনীয়া—সমকালীন) —(শাখানির্ণয়) আ ১০।১১৫, (প্রভুসহ পুরীতে অবস্থান) আ ১০।১১৮, (পুরী আগমন) ম ১১।৮৮, (রথাগ্রে কীর্ত্তন) ম ১৩।৪২, ৭৩, (পুরী যাত্রা) ম ১৬।১৬

গোবিন্দ দত্ত (প্রভুর কীর্ত্তনীয়া—সমকালীন) —(শাখানির্ণয়) আ ১০।৬৪, (রথাগ্রে কীর্ত্তন) ম ১৩।৩৭, ৭৩

গোবিন্দভক্ত (সমকালীন)—(শ্রীরূপসঙ্গে গোপাল-দর্শন) ম১৮।৫২

গোবিন্দানন্দ (কীর্ত্তনীয়া—সমকালীন)—(শাখানির্ণয়) আ ১০।৬৪, (রথাগ্রে কীর্ত্তন) ম ১৩।৩৭, ৭৩

গোসাঞি দাস পূজারী (বৃন্দাবনে মদন-গোপালের সেবক—সমকালীন) আ ৮।৭৪-৭৬

গৌরাঙ্গদাস (সমকালীন)—(শাখানির্ণয়) আ ১১।৫৩

গৌরী (প্রাচীনা)—আ ১৩।১০৪

গৌরীদাস পণ্ডিত—দ্বাদশ গোপাল দ্রষ্টব্য।

চক্রপাণি আচার্য্য (সমকালীন)—(শাখা-নির্ণয়) আ ১২।৫৮

চণ্ডীদাস (মধ্যযুগীয়)—আ ১৩।৪২ ; ম ২।৭৭; ১০।১১৫ ;অ ১৭।৬

চন্দনেশ্বর (সার্ব্বভৌমপুত্র—সমকালীন)—(নিত্যানন্দাদিকে লইয়া জগন্নাথ-দর্শন) ম ৬।৩৩ ; (প্রভুসহ মিলন) ম ১০।৪৫

চন্দ্রশেখর আচার্য্য বা আচার্য্যরত্ন (সমকালীন) —আ ৬।৪৮ ;(শাখানির্ণয়) আ ১০।১৩, ১৩।৫৫, ১০১, ১০৭ (প্রভুর লক্ষ্মীবেশে নৃত্যদর্শন) আ ১৭।২৪১, (কাটোয়ায় প্রভুসঙ্গে) আ ১৭।২৭৩, (বৃন্দাবনপথে প্রভুসঙ্গে) ম ৩।১১, (শান্তিপুর ও নবদ্বীপে প্রভুর আগমনবার্ত্তা-জ্ঞাপন) ম ৩।২০, (অদ্বৈতগৃহে) ম ৩।১৩৭, (কালাকৃষ্ণদাস-সহ মিলন) ম ১০।৮২, (পুরী-গমন) ম ১১।৮৫, (প্রভুসহ মিলন) ম ১১।১৫৯, (গুণ্ডিচামার্জ্জনান্তে প্রসাদ-সেবন) ম ১২।১৫৭, (নীলাচল-যাত্রা) ম ১৬।১৬, ৫৮ ; অ ৭।৪৮, ১০।৪, ১২০, ১৩৯, (গৃহিণীসহ পুরীযাত্রা) অ ১২।১১

চন্দ্রশেখর-পত্নী (সমকালীন)—(নীলাচল-যাত্রা) ম ১৬।২৪, অ ১২।১১
চন্দ্রশেখর (লেখক—সমকালীন)—আ ৭। ৪৫, ৪৯, ১৫৩ (শাখানির্ণয়) আ ১০। ১১২, (কাশীতে প্রভুসহ মিলন) আ ১০। ১৫২-১৫৪, ম ১৭।৯১-১০০, (প্রভুসহ পুনর্মিলন) ম ১৯। ২৪৩-২৫১, (সনাতন-সহ মিলন) ম ২০।৪৬,-৫৩, ৬৭, (সনাতনকে প্রভুর অনুমোদিত বেষ-ধারণ করাইবার জন্য প্রভু-আজ্ঞা) ম ২০।৬৯-৭১ ; ২৫।৪, ১২, (কাশীতে সঙ্কীর্ত্তন) ম ২৫। ৬২, (রূপ-সহ মিলন) ম ২৫।২১০-২১২, (কাশীতে জগদানন্দসহ মিলন) অ ১৩।৪৩, ১০২, চিরঞ্জীব (খণ্ডবাসী—সমকালীন)—(শাখানির্ণয়) আ ১০।৭৮, ১১৯, (পুরীগমন) ম ১১।৯২
চৈতন্যদাস (ভূগর্ভশিষ্য, গোবিন্দপূজক—সমকালীন)—(পরিচয়) আ ৮।৬৯
চৈতন্যদাস (শিবানন্দ পুত্র—সমকালীন)—আ১০।৬২, (শাখানির্ণয়) আ ১২।৫৯, (পুরী-যাত্রা) ম ১৬।২৩, (পুরীতে প্রভুকে নিমন্ত্রণ ও প্রভুর কৃপালাভ) অ ১০।১৪২-১৫১
চৈতন্যবল্লভ (সমকালীন)—(শাখানির্ণয়) আ ১২।৮৬
চৈতন্যানন্দ (স্বরূপের সন্ন্যাস-গুরু—সমকালীন)—ম ১০।১০৫
চোর-পার্ব্বতী (অর্চ্চা)—(কোলাপুরে) ম ৯। ২৮১
ছোটবিপ্র—(সাক্ষীগোপাল-প্রসঙ্গ) ম ৫।১০-১৩৩
জগদানন্দ পণ্ডিত (সমকালীন)—(শাখা-নির্ণয়) আ ১০।২১, ১২৫, (পুরীতে সার্ব্বভৌম-গৃহে প্রভুসহ মিলন) ম ১।১০০, (রাম-কেলিতে প্রভু সঙ্গে) ম ১।২১৯, (পুরীবাসি-ভক্তগণের অন্যতম) ম ১।২৫২, (মধুর-রসের ভক্ত) ম ২।৭৮, (শান্তিপুর হইতে পুরীপথে প্রভুসঙ্গে) ম ৩।২০৯, (সার্ব্বভৌমের শ্লোক প্রভুকে প্রদান) ম ৬। ২৪৮-২৫৩, (প্রভুর সহিত প্রেমকোন্দল) ম ৭।২১, (প্রভুসহ মিলন) ম ৯।৩৪০, (কৃষ্ণদাসকে গৌড়ে পাঠাইবার যুক্তি) ম ১০।৬৭-৭১, (স্বরূপসহ মিলন) ম ১০। ১২৭, (রায়সহ মিলন) ম ১১।৩৩, (হরিদাস-সহ মিলন) ম ১১।১৯৬, (পরিবেশন) ম ১১।২০৮, ম ১২।১৬৩, ১৬৯-১৭২, (পুরী-বাসি ভক্তগণের অন্যতম) ম ১৫।১৮৪, (প্রভুর বৃন্দাবন-যাত্রাপথের সঙ্গী) ম ১৬।১২৭, (প্রভু-সহ মিলন) ম ২৫।২২১ ; অ ২।৪৩, ৪৫, ৪৭, ১৫৩ ; (সনাতনসহ মিলন) আ ৪।১০৯, (সনাতনকে বৃন্দাবন-গমনের পরামর্শ প্রদান) অ ৪।১৩৫-১৪৪, ১৫৬, (প্রভুর তিরস্কার) অ ৪।১৫৭-১৬০, (প্রভুর স্নেহ) অ ৪।১৬১-১৬৯; ৭।৪৮, ৬৬ ; (বাম্য-স্বভাব ও শুদ্ধ গাঢ়ভাব) অ ৭।১৩৮-১৩৯, ১৫০, (রামচন্দ্রপুরীকে নিমন্ত্রণ ও পুরীর কটাক্ষ) অ ৮।৮-১৫ ; ১০।১৫৪ ; (হরিদাস-নির্য্যাণোৎসব-প্রসঙ্গে) অ ১১।৮৪ ; (শচীমাতাসহ মিলন ও প্রভু-মহিমা-কীর্ত্তন) অ ১২।৮৬-৯৫, (নদীয়াবাসী ভক্তগণসহ মিলন) অ ১২।৯৬-১০১, (শিবানন্দ-গৃহ হইতে চন্দনাদি তৈল লইয়া পুরীতে আনয়ন, প্রভুর তৈল-গ্রহণে অস্বীকার, পণ্ডিতের তৈল-কলস ভঞ্জন ও অভিমানাদি-প্রেমবিবর্ত্ত) অ ১২। ১০২-১৫৪, (প্রভুকে তুলার বালিশ প্রদান, প্রভুর অস্বীকার ও তাহাতে অভিমান) অ ১৩।৩-২০; বৃন্দাবন-গমনের জন্য প্রভুর আদেশ প্রার্থনা ও বৃন্দাবন-যাত্রা) অ ১৩।২১-৪১, (বৃন্দাবন-পথে বারাণসীতে তপনমিশ্র ও চন্দ্রশেখর-মিলন) অ ১৩।৪২-৪৩, (মুথরায় সনাতনসহ মিলন) অ ১৩। ৪৪, ধামদর্শন, দেবালয়ে পাক, সনাতনের মস্তকে রক্তবস্ত্র-দর্শনে পণ্ডিতের ক্রোধ এবং দুইমাস অবস্থানের পর পুরী-প্রত্যাবর্ত্তন) অ ১৩।৪৫-৭৭, (চটক-পর্ব্বতাভিমুখে) অ ১৪। ৮৯, (প্রভুর প্রিয়পাত্র) অ ১৯।৪, (প্রভু-ইচ্ছায় প্রত্যব্দ নদীয়া-গমন, মাতৃমিলন ও অদ্বৈতের প্রহেলী প্রভুকে জ্ঞাপন) অ ১৯।৫-২২ ; ২০। ১২০-১২১
জগদীশ পণ্ডিত (সমকালীন)—(শাখানির্ণয়) আ ১০।৭০ ; ১১।৩০ ; ১৪।৩৯, (চিড়াদধি-মহোৎসবে) অ ৬।৬২
জগদীশ (অদ্বৈতের ৬ষ্ঠ পুত্র—সমকালীন)—(শাখানির্ণয়) আ ১২।২৭
জগন্নাথ (নিত্যানন্দ-শাখা—সমকালীন)—(শাখানির্ণয়) আ ১১।৪৮
জগন্নাথ আচার্য্য (সমকালীন)—(শাখা-নির্ণয়) আ ১০।১০৮
জগন্নাথ কর (সমকালীন)—(শাখানির্ণয়) আ ১২।৬০
জগন্নাথ তীর্থ (সমকালীন)—(শাখানির্ণয়) আ ১০।১১৪
জগন্নাথ দাস (সমকালীন)—(শাখানির্ণয়) আ ১০।১১২
জগন্নাথ দাস (কাষ্ঠকাটা—সমকালীন) (শাখা-নির্ণয়) আ ১২।৮৩
জগন্নাথ মাহাতি (সমকালীন)—ম ১৫।১৯, ২৯
জগন্নাথ মিশ্র বা মিশ্র পুরন্দর (সমকালীন)—আ ৩।৯৪ ; ১৩।৫৪, ৫৮, ৫৯, ৭২, (গৌর-প্রাকট্য-বর্ণন) আ ১৩।৮০-৯৩, ১০৭, ১১৮ ; ১৪।৯, ১১, ১২, ৭১, (বাৎসল্যভাব) আ ১৪। ৮২-৯১, ৯৪ ; ১৫।১৩, (অপ্রকট) আ ১৫।২৩, (তত্ত্ব আ ১৭।২৯৪; ম ৬।৫১, ৫৪ ; ৯।২৯৬, ৩০১ ; ১৬।২২১ জগাই (জগন্নাথ—সম-কালীন)—আ ৫। ২০৫ ; ৮।২০, (শাখানির্ণয়) আ ১০।১২০; ১৭।১৭ ; ম ১।১৯২, ১৯৬ ; ১১।৪৫
জনার্দ্দন (জগন্নাথ-সেবক—সমকালীন)—ম ১০।৪১
জনার্দ্দন (অদ্বৈতশাখা—সমকালীন)—(শাখা-নির্ণয়) আ ১২।৬১
জনার্দ্দন মিশ্র (সমকালীন) আ ১৩।৫৮
জয়দেব (মধ্যযুগীয়)—আ ১৩।৪২ ; (কবিত্বে দোষ) ১৬।১০১ ; ম ১০।১১৫ ; অ ১৭।৬, ৬১; ২০।৬৭
জানকীনাথ বিপ্র (সমকালীন)—(শাখানির্ণয়) আ ১০।১১৪
জিতামিত্র (সমকালীন)—(শাখানির্ণয়) আ ১২।৮৩
জীবগোস্বামী (সমকালীন)—আ ১।৩৬ ; ৩।৪, (শাখানির্ণয়) আ ১০।৮৫, (গ্রন্থপ্রচার) ম ১।৪২-৪৫, (রূপসঙ্গে 'গোপাল'-দর্শন) ম ১৮।৫০, (বৃন্দাবনে গমন ও ভক্তিশাস্ত্র প্রবর্ত্তন) অ ৪। ২২৮-৩১, (নিত্যানন্দাদেশে গৌড় হইতে মথুরা গমন) অ ৪।২৩২-২৩৫
জ্ঞানদাস (সমকালীন)—(শাখানির্ণয়) আ ১১।৫২
ঝড়ু ঠাকুর (সমকালীন)—(কালিদাসের উচ্ছিষ্টভোজন প্রসঙ্গে) অ ১৬।১৪-৩৭
তপনমিশ্র বা তপনাচার্য্য (সমকালীন) —আ ৭।৪৬, ৪৯, ১৫৩ ; (নীলাচলে প্রভুসহ মিলন ও শাখানির্ণয়) আ ১০।১৪৮, কাশীতে প্রভুসহ মিলন) আ ১০।১৫২-১৫৪, (সাধ্যসাধনতত্ত্ব-নির্ণয়েচ্ছা) আ ১৬।১০, (স্বপ্নাদেশ) আ ১৬। ১২, (বঙ্গদেশে প্রভুসহ প্রথম মিলন) আ ১৬। ১৪, (প্রভু-আজ্ঞায় কাশীগমন) আ ১৬।১৭, (প্রভুসহ মণিকর্ণিকাঘাটে মিলন) ম ১৭। ৮৩-১০০, (পুনর্মিলন) ম ১৯।২৪৬-৫১, (সনাতন-সহ মিলন) ম ২০।৬৭-৭৮ ; ২৫।১২, (সন্ন্যাসি-উদ্ধারে আনন্দ) ম ২৫। ৬২, ১৭২, (রূপসহ মিলন) ম ২৫।২১০-২১২, কাশীতে জগদা-

নন্দসহ মিলন) অ ১৩।৪৩, ৮৯, ১০২, (কাশীতে অপ্রকট) অ ১৩।১১৮
তমাল কার্ত্তিক (অর্চ্চা)—ম ৯।২২৫
তুলসী পড়িছা (সমকালীন)—(মহাপ্রসাদ প্রেরণ) ম ১২।১৫৪, (নন্দোৎসব) ম ১৫।২০, ২৭ ; (প্রভুসহ মিলন) ম ২৫। ২২৬
ত্রিমল্লভট্ট (সমকালীন)—ভট্টগৃহে প্রভুর চাতুর্ম্মাস্য-যাপন) ম ১।১০৮, (ভট্টের পরিচয়) ম ১।১০৯-১০
ত্রৈলোক্যনাথ মিশ্র (সমকালীন) আ ১৩।৫৮
ত্র্যম্বক (অর্চ্চা)—ম ৯।৩১৭
দবিরখাস (শ্রী'রূপ' দ্রষ্টব্য—সমকালীন)—ম ১।১৭৫, (বাদশাহের নিকট প্রভু-মহিমা-কীর্ত্তন) ম ১।১৭৬-১৭৯, ১৮১, (প্রভু দেখিবার যুক্তি) ম ১।১৮২, (প্রভুসহ মিলন) ম ১।১৮৩, (দৈন্যস্তুতি) ম ১।১৮৫-২০৫, (প্রভুর দাসরূপে স্বীকার) ম ১।২০৭
দময়ন্তী (রাঘবভগিনী—সমকালীন)—আ ১০।২৫ ; (ঝালি-সজ্জন) অ ১০।১৩-৩৯
দয়িতাগণ (সমকালীন) (জগন্নাথবিজয়) ম ১৩।৮-১৩
দলই (জগন্নাথ-মন্দিরের দ্বারপাল—সমকালীন—(দিব্যোন্মাদগ্রস্ত কৃষ্ণান্বেষণ-লীলা প্রদর্শনকারী প্রভুকে লইয়া জগন্নাথ-দর্শন) অ ১৬।৮০-৮৭
দাক্ষিণাত্যের বৈদিকব্রাহ্মণ (সমকালীন)—(বিপ্রগৃহে প্রভুর ভিক্ষা) ম ১৮।১৩৩, ম ১৯। ৪৪, বিপ্রগৃহে রূপ ও বল্লভের প্রভুসহ মিলন) ম ১৯।৪৫, ৫৮, ২৪২
দামোদর দাস (সমকালীন)—(শাখানির্ণয়) আ ১১।৫২
দামোদর পণ্ডিত (ব্রহ্মচারী—সমকালীন)—(শাখানির্ণয়) আ ১০।৩১-৩২, ১২৬, (শান্তিপুর হইয়া প্রভুসঙ্গে পুরীগমন) ম ১।২৩৬, (পুরীবাসী ভক্তগণের অন্যতম) ম ১।২৫২, (প্রভুকে বাক্যদণ্ড) ম ১।২৫৯, (শান্তিপুরে প্রভুসহ মিলন) ম ৩।১৫৪, (শান্তিপুর হইতে পুরীপথে প্রভুসঙ্গে) ম ৩।২০৯, (সার্ব্বভৌম-গৃহে) ম ৬। ২৪৮, (সার্ব্বভৌম-কৃত শ্লোক প্রভুকে প্রদান) ম ৬।২৫১, (ব্রহ্মচারীর নিরপেক্ষতায় প্রভুর কটাক্ষ) ম ৭।২৫-২৭, (প্রভুসহ মিলন) ম ৯। ৩৪০, (কালাকৃষ্ণদাসকে গৌড়ে পাঠাইবার যুক্তি) ম ১০।৬৭-৭১, (কালাকৃষ্ণদাস-সহ গৌড়ে মিলন *) ম ১০।৮৩, (প্রভুর সগৌরব প্রীতি) ম ১১।১৪৬-১৪৮, (হরিদাসসহ মিলন) ম ১১।১৯৬, (পরিবেশন) ম ১১।২০৮ ; ১২। ২৪, (প্রভুর প্রতি অভিমান) ম ১২।২৬-২৯ ; ম ১৬।১২৮ ; (প্রভুসহ মিলন) ম ২৫।২২২ ; অ ২।১৫৩, (প্রভুকে শাসন) অ ৩।৫-১৯, (প্রভুর আদেশে গৌড়ে গমন) অ ৩।২০-৪৬, (সনাতনসহ মিলন) অ ৪।১০৮ ; ৭।৪৬, ৬৪ ; ২০। ১০৬
দামোদর স্বরূপ (পূর্ব্বাশ্রমে পুরুষোত্তম আচার্য্য —সমকালীন)—আ ৪।১০৪-১০৫, ১০৯, ১১০, ১৬০, ২২৭ ; ১০।৯২-৯৩ ; (শাখানির্ণয়) আ ১০।১২৫ ; ১৩।৪, (কড়চায় প্রভুর শেষলীলার গ্রন্থন) আ ১৩।১৬, ৪২, (প্রভুর মুখ্য মুখ্য লীলা সূত্ররূপে গ্রন্থন) আ ১৩।৪৬ ; ম ১।৫৯, (শ্রীরূপরচিত শ্লোকদর্শন) ম ১।৭০-৭২, (সার্ব্বভৌমগৃহে প্রভুসহ মিলন) ম ১। ১০০, (প্রভুসহ মিলন) ম ১।১৩০, (পুরীবাসি-ভক্তগণের অন্যতম) ম ১।২৫৩, (দাস রঘুনাথ-সহ মিলন) ম ১।২৮৪ ; ২।৪১, ৫০, ৭৭, (মুখ্য রসানন্দ) ম ২।৭৮, (চৈতন্য-লীলারত্নের ভাণ্ডারী) ম ২।৮৪, ৯৪ ; ৮।৩১২, (পুরীতে প্রভুসহ মিলন) ম ১০। ১০২, (সন্ন্যাস-বিবরণ) ম ১০।১০৩-১০৮, (চরিত্র) ম ১০।১০৯-১১৭, (প্রভু ও অন্যান্য ভক্তসহ মিলনানন্দ) ম ১০।১১৮-১২৯, (রায়সহ মিলন) ম ১১।৩৩, (ভক্ত-অভ্যর্থনা) ম ১১।৭৪, ৭৬, ২০২, (পরিবেশন) ম ১১।২০৮, (গুণ্ডিচামার্জ্জন) ম ১২। ১০৯, (গৌড়ীয়ভক্তকে শাসন) ম ১২।১২৫-১২৮, (কীর্ত্তন) ম ১২।১৪১, (পরিবেশন) ম ১২।১৬৩, ১৭৩, ২০৮ ; (প্রভুর মাল্যচন্দন দান) ম ১৩।৩২, (রথাগ্রে কীর্ত্তন) ম ১৩।৩৬, ৭৪, ১১২, ১১৪, (প্রভুর হৃদয়ভাববেত্তা) ম ১৩।১২২, ১৩৪-১৩৫, ১৬১-১৬৭ ; (জলকেলি) ম ১৪।৮০, ১০১, ('জগন্নাথের বৃন্দাবন গমন' কীর্ত্তন) ম ১৪।১১৬-২০২, (রাধার শ্রেষ্ঠতা কীর্ত্তন) ম ১৪।২০৩-২২৬, ২৩১, ২৩৮ ; (পুরীবাসি ভক্তগণের অন্যতম) ম ১৫। ১৮৪, (সার্ব্বভৌমগৃহে ভিক্ষা) ম ১৫। ১৯৫, ১৯৮ ; ১৬।৪১, (বিদ্যানিধির প্রতি সখ্যভাব) ম ১৬।৭৭, (প্রভুসঙ্গে) ম ১৬। ১২৭ ; ১৭।৩, ১৫, ২৩ ; (প্রভুসহ মিলন) ম ২৫।২২১, ২৪৬; (গৌড়ে বার্ত্তাপ্রেরণ) অ ১।১৩, রূপসহ মিলন ও শ্লোক সম্বন্ধে অভিমত) অ ১।৭৬-৯২, ১১৩, ১২৪ ; (ভগবানাচার্য্যসহ সখ্যভাব) অ ২।৮৫, ৯২, (গোপালাচার্য্য-সম্বন্ধে অভিমত) অ ২।৯৩-১০০, (রাধিকার গণ) অ ২।১০৬, ১১৫, (ছোটহরিদাসকে সান্ত্বনা) অ ২।১৩৮-১৪১, ১৫৩, (ছোটহরিদাসের গতি-বিষয়ে অভিমত) অ ২।১৫৭-১৫৯, (ছোটহরিদাসের গতি-বিষয়ে সিদ্ধান্ত) অ ২।১৬৬ ; ৩।২৬৭, (সনাতনসহ মিলন) অ ৪।১০৯ ; (বঙ্গদেশী বিপ্রের নাটক শ্রবণ ও বিপ্রকে উপদেশ) অ ৫।৯৫-১৫৫ ; ৬।৬, ১০, ১৪২, ১৮৯, (রঘুনাথদাসসহ মিলন) অ ৬।১৯২, (প্রভুর রঘুনাথকে স্বরূপহস্তে সমর্পণ) অ ৬।২০১-২০৫, (রঘুনাথের স্বরূপদ্বারা প্রভুকে নিবেদন) অ ৬।২২৮-২৩২, (প্রভু-আদেশে রঘুনাথের উপদেষ্টা হওন) অ ৬।২৩৩, ২৩৮, ২৪১, ২৫২, ২৭২-৩ ; ২৮২-৩ ২৯৯, ৩০৩, ৩০৫, রঘুনাথের নিকট দড় মাজি ভাত ভিক্ষা) অ ৬।৩১৯-৩২০, ৩২৩, (প্রভু-কীর্ত্তিত গুণাবলী) অ ৭।৩৮-৪৫, ৬৬, ১৫০-১৫১; ৯।৬, ৩৬, (উড়িয়া-পদ কীর্ত্তন) অ ১০।৬৭, ৭৮ ; ১১।২, ১৫, (হরিদাসের-নির্য্যাণে কীর্ত্তন) অ ১১। ৪৯, ৬১, ৭৬-৭৮, (নির্য্যাণ-মহোৎসব) অ ১১।৮৩-৮৪ ; ১২।৬ ; (প্রভু-সেবার্থে শয্যা-দ্রব্য নির্ম্মাণ) অ ১৩।১০-২০, ২৭, ৩০, ৩৩, ৮৮ ; (রঘুনাথভট্ট-সহ মিলন) অ ১৩। ১০৪ ; (কড়চা-গ্রন্থন) অ ১৪।৭-১০, (প্রভুর অন্তরঙ্গপার্ষদ, তৎসমীপে প্রভুর স্বীয় মনোভাব জ্ঞাপন) অ ১০।৪০-৫৬, (অর্গলরুদ্ধ গৃহ হইতে প্রভুর অন্তর্দ্ধান ও সিংহদ্বারে গমন-প্রসঙ্গে) অ ১৪।৫৭-৮২; (চটক-পর্ব্বতাভিমুখে) অ ১৪।৮৯, ৯৮, ১০৪ ; (প্রভুর অন্তরঙ্গ-সেবা) ১৫।১১, ২৪-২৬ ; (প্রভুর ইচ্ছায় গীতগোবিন্দ পদ-কীর্ত্তন) অ ১৫।৮২-৯০ ; ১৬।৭০, ১০৬, ১৫০ ; ১৭।৪-৮, (প্রভুকে তেলেঙ্গা গাভী-মধ্যে দর্শন) অ ১৭।১৩-৩১, (প্রেমোন্মত্ত প্রভুকে ক্রোড়ে ধরিয়া ধাবন হইতে নিবারণ) অ ১৭।৬০-৬১, (সিন্ধুতীরে জালিয়ার নিকট প্রভু-সংবাদ-শ্রবণ ও প্রভুসহ মিলন) অ ১৮।৪৫-১২০, অদ্বৈতাচার্য্য-প্রেরিত তরজার অর্থালোচনা) অ ১৯।২৪-২৯, ১৯।৩৩, ৫৪, (গম্ভীরায় প্রভুসঙ্গে) অ ১৯।৫৫-৬৭, ১০০ ; ২০।৪, ৮, ২০, ১১১, ১১৩
দিগ্বিজয়ী কেশবকাশ্মীরী, পরে শ্রীনিবাসাচার্য্য (সমকালীন)—আ ১৬।২৫, ২৭, (নদীয়ায় গঙ্গাতীরে প্রভুসহ মিলন) আ ১৬।২৯, ৩০, ৪০, ৪২ (প্রভুর নিকট বিচারে পরাভব) আ ১৬।৮৭, ৯৫, (গৌরানুগত্য স্বীকার) আ ১৬। ১০৮
দুর্ল্লভ বিশ্বাস (সমকালীন)—(শাখানির্ণয়) আ ১২।৫৯

* ইনি বোধ হয়, কালাকৃষ্ণদাসের কিছু পূর্ব্বে গৌড়ে আসেন।

দেবকী (প্রাচীন)—ম ১৯।১৯৬, ২০।১৭৫
দেবানন্দ (নিত্যানন্দশাখা, সমকালীন)—(শাখানির্ণয়) আ ১১।৪৬, (ভাগবতী) দেবানন্দ পণ্ডিত (সমকালীন)—(শাখানির্ণয় ; বক্রেশ্বর-কৃপায় প্রভুকৃপা-লাভ) আ ১০।৭৭, (কুলিয়ায় প্রভু-কৃপা) ম ১।১৫৩
ধনঞ্জয় পণ্ডিত—দ্বাদশগোপাল দ্রষ্টব্য ।
ধ্রুবানন্দ ব্রহ্মচারী (সমকালীন)—(শাখানির্ণয়) আ ১২।৭৯
নকড়ি (সমকালী)—(শাখানির্ণয়) অ ১১।৪৮
নকুল ব্রহ্মচারী (সমকালীন)—(প্রভুর আবেশ) আ ১০।৫৭, (প্রভুর আবির্ভাব) অ ২।৫, (প্রভুর আবেশ) অ ২।১৬-৩২
নন্দ (ব্রজরাজ—প্রাচীন) আ ৬।৫৪ ;১৩।৫৯
নন্দন আচার্য্য (চতুর্ভুজ পণ্ডিতনন্দন ; সমকালীন)—(শাখানির্ণয় ও প্রভুর গুপ্তভাবে অবস্থান) আ ১০।৩৯ ;(শাখানির্ণয়) আ ১১। ৪৩ ; (শান্তিপুরে প্রভুসহ মিলন) ম ৩।১৫৪ ; কালাকৃষ্ণদাস-সহ মিলন) ম ১০।৮৪ ; (পুরী আগমন) ম ১১।৮৯ ; (গুণ্ডিচামার্জ্জনান্তে প্রসাদসেবন) ম ১২।১৫৭ ;অ ১০।১২২, ১৩৯
নন্দাই—(শাখানির্ণয় ; গোবিন্দানুগত্যে প্রভু-সেবা) আ ১০।১৪৩-১৪৪, (নিত্যানন্দ-শাখা) আ ১১।৪৯, (পুরীতে গোবিন্দসঙ্গে) ম ১০। ১৪৯, (প্রভুসঙ্গে) ম ১৬।১২৯ ; (প্রভুর অবশেষ-সেবা) অ ১২।১৪৮, (চটকপর্ব্বতাভিমুখে) অ ১৪।৮৯
নন্দিনী (অদ্বৈতকন্যা—সমকালীন)—(শাখা-নির্ণয়) আ ১২।৫৯
নবীন হোড় (সমকালীন)—(শাখানির্ণয়) আ ১১।৫০
নবযোগেন্দ্র (প্রাচীন)—(শান্তভক্ত) ম ১৯। ১৮৯
নয়ন মিশ্র (সমকালীন)—(শাখানির্ণয়) আ ১২।৮০
নরহরিদাস (শ্রীখণ্ডবাসী—সমকালীন)—(শাখানির্ণয়) আ ১০।৭৮, (পুরীতে প্রভুসহ মিলন) ম ১।১৩২ ; (নবদ্বীপবাসিসহ মিলন) ম ১০।৯০ ; (পুরী-আগমন) ম ১১। ৯২ ; (রথাগ্রে নৃত্য) ম ১৩।৪৬, (প্রভুর উপদেশ) ম ১৫।১১২-১৩২ ;(নীলাচল-যাত্রা) ম ১৬।১৮, (কীর্ত্তন) অ ১০।৬০
নর্ত্তক গোপাল (নিত্যানন্দশাখা)—গোপাল দ্রষ্টব্য ।
নারদ (প্রাচীন)—আ ৬।৪৬, (তত্ত্ব) ম ২০। ৩৬৭ ;৩৬৯ ;২৪।১১৪, ১২২, (ব্যাধের উপাখ্যান-প্রসঙ্গে) ম ২৪।২২৬-২৭৮ ; ২৫।৯৩-৯৪, ৯৬ ; অ ৩।২৬১
নারায়ণ (নিত্যানন্দশাখা, দেবানন্দ-ভ্রাতা, সমকালীন)—(শাখানির্ণয়) আ ১১।৪৬, (পুরীতে) ম ১১।৮৯
নারায়ণ দাস (অদ্বৈতশাখা—সমকালীন)—(শাখানির্ণয়) আ ১২।৬১, (রূপসঙ্গে গোপাল-দর্শন) ম ১৮।৫১
নারায়ণ পণ্ডিত (চৈতন্যগণ—সমকালীন)—(শাখানির্ণয়) আ ১০।৩৬, (শ্রীরাম-পণ্ডিত-সহ পুরী আগমন) ম ১১।৮৬ ; (রথাগ্রে কীর্ত্তন) ম ১৩।৩৭ (?)
নারায়ণী (শ্রীবাসের ভ্রাতৃসুতা, সমকালীন)—(ব্যাসমাতা) আ ৮।৪১ ;১১।৫৪, (প্রভুর উচ্ছিষ্ট লাভ) আ ১৭।২৩০
নীলাম্বর (সমকালীন)—(শাখানির্ণয়, প্রভুসঙ্গে নীলাচলে বাস) আ ১০।১৪৮
নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী (সমকালীন)—আ ১৩।৬০; (গণনা) আ ১৩।৮৮, ১২০ ; ১৪।১২-১৩ ; ১৭।১৪৮, ১৪৯ ; ম ৬।৫২ ; (বিশারদের সমাধ্যায়ী) ম ৬।৫৩ ; ১৬। ২১০ ;অ ৬।১৯৫-১৯৬
নৃসিংহচৈতন্য (সমকালীন)—(শাখানির্ণয়) অ ১১।৫৩
নৃসিংহতীর্থ (সমকালীন)—(ভক্তিকল্প-বৃক্ষের মূলস্বরূপ) আ ৯।১৪
নৃসিংহানন্দ বা প্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারী (সমকালীন)—(শাখানির্ণয়) আ ১০।৩৫, (চৈতন্যের আবির্ভাব) আ ১০।৫৮, (ধ্যানে পথসজ্জা) ম ১।১৫৫-১৬২ ;(পুরী আগমন) ম ১১। ৮৭ ; (পথসজ্জা) ম ১৬।২১৪ ; (প্রভুর আবির্ভাব) অ ২।৬, ৩৬।৮৩ ;(পুরীযাত্রা) অ ১০।১১
পড়িছা (সার্ব্বভৌমের শিক্ষা-শিষ্য, তুলসী-পড়িছা ?—সমকালীন,—(প্রভুকে আঘাতের উদ্যম ও সার্ব্বভৌমের নিবারণ) ম ৬।৫, ৮, (গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের সাচ্ছন্দ্য সংরক্ষণে রাজাদেশ) ম১১।১১৯-১২২, (প্রভুর পাদ-বন্দন) ম ১১।১৬৯, (মাল্যচন্দন দান) ম ১১। ২১৪, (প্রসাদ-সংস্থান) ম ১১।২৩৯ ; (প্রভুর গুণ্ডিচামার্জ্জনহেতু ঘটাদি সংগ্রহের আদেশ) ম ১২।৭২, ৭৪, ৭৮
পণ্ডিত গোসাঞি—গদাধর পণ্ডিত দ্রষ্টব্য ।
পদ্মনাভ মিশ্র (সমকালীন)—আ ১৩।৫৭
পরমানন্দ অবধূত (সমকালীন)—(শাখা-নির্ণয়) আ ১১।৪৯
পরমানন্দ উপাধ্যায় (সমকালীন)—(শাখা-নির্ণয়) আ ১১।৪৪
পরমানন্দ কীর্ত্তনীয়া (সমকালীন)—(কাশীতে প্রভুসঙ্গে) ম ২৫।৪, ৬২, ১৭২
পরমানন্দ গুপ্ত (সমকালীন)—(শাখানির্ণয়) আ ১১।৪৫
পরমানন্দ দাস বা পুরীদাস—কবিকর্ণপূর দ্রষ্টব্য।
পরমানন্দপুরী (সমকালীন)—(ভক্তি-কল্প-বৃক্ষের মধ্যমূল) আ ৯।১৩, ১৬ ;(শাখানির্ণয়) আ ১০।১২৫, (দক্ষিণে প্রভুসহ মিলন) ম ১।১১১, (পুরীতে প্রভুসহ মিলন) ম ১।১২৯, (বস্ত্রদান-প্রসঙ্গ) ম ১।১৪৯, (পুরীবাসি-ভক্তগণের অন্যতম) ম ১।২৫৩ ; (বাৎসল্য) ম ২। ৭৮, (ঋষভপর্ব্বতে প্রভুসহ মিলন) ম ৯।১৬৮-১৭৫, (দক্ষিণ হইতে শচীগৃহে) ম ১০।৯১-৯২, (নীলাচল-গমনেচ্ছা) ম ১০।৯৩, (পুরীতে স্বরূপসহ মিলন) ম ১০।১২৮, (রায়সহ মিলন) ম ১১।৩৩ ; (প্রসাদসেবা) ম ১১।২০৪ ; (গুণ্ডিচা-মার্জ্জন) ম ১২।১০৯, (প্রসাদ-সেবন) ম ১৩।১৫৬, ২০৮ ; (প্রভুর সম্মান-পাত্র) ম ১৩।৩০ ;১৪।৯২ ;(পুরীবাসি ভক্তগণের অন্যতম) ম ১৫।১৮৪-৫, (সার্ব্বভৌমগৃহে ভিক্ষা) ম ১৫।১৯৪ ; (প্রভুসঙ্গে) ম ১৬।১২৭ ; (প্রভু-সহ মিলন) ম ২৫।২২০;(ছোটহরিদাসের জন্য প্রভুকে অনুরোধ) অ ২।১২৮-১৩৬, (সনাতন-সহ মিলন) অ ৪।১০৯ ; ৭।৬০ ; (রামচন্দ্র-পুরীসহ মিলন অ ৮।৫-৬, ৬৯ ; (হরিদাস-নির্য্যাণোৎসবে) অ ১১।৮৭, (চটক পর্ব্বতা-ভিমুখে) অ ১৪।৯০, ১১৩, ১১৫ ;১৬।১০৫ ; ১৯।১২
পরমানন্দ মহাপাত্র (সমকালীন)—(প্রভুসহ মিলন ও শাখানির্ণয়) আ ১০।১৩৫, (প্রভুসহ মিলন) ম ১০।৪৬
পরমানন্দ মিশ্র (সমকালীন) আ ১৩।৫৭
পরমেশ্বর (ী) দাস—দ্বাদশগোপাল দ্রষ্টব্য ।
পরমেশ্বর মোদক (সমকালীন)—(পুরীতে প্রভুসহ মিলন ও প্রভুর কৃপালাভ) অ ১২।৫৪-৬০
পরশুরাম (শক্ত্যাবেশাবতার)—ম ৯।১৯৯; ২০।৩৬৭, ৩৭০
পর্ব্বত মুনি (প্রাচীন)—ম ২৪।২৬৪, ২৭৩
পাণ্ডু (প্রাচীন)—আ ১০।১৩২ ; ম ১০।৫৩
পীতাম্বর (সমকালীন)—(শাখানির্ণয়) আ ১১। ৫২
পীতাম্বর শিব (অর্চ্চা)—ম ৯।৭৩

পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি, আচার্য্যনিধি বা প্রেমনিধি (সমকালীন)—(শাখানির্ণয়) আ ১০।১৪ ;১৩। ৫৫, (প্রত্যব্দ প্রভু-দর্শনে পুরীগমন) ম ১।২৫৫; (শান্তিপুরে প্রভুদর্শন) ম ৩।১৫৩; (কালাকৃষ্ণদাসসহ মিলন) ম ১০।৮২ ; (পুরী আগমন) ম ১১।৮৪, (প্রভুসহ মিলন) ম ১১।১৫৯; (গুণ্ডিচা-মার্জ্জনান্তে প্রসাদ-সেবা) ম ১২। ১৫৭, (জলকেলি) ম ১৪।৮০ ; (নীলাচলযাত্রা) ম ১৬।১৬, (পুরীবাস) ম ১৬।৭৬, (গদাধর পণ্ডিতকে পুনঃ মন্ত্র-প্রদান) ম ১৬। ৭৮, (বলরাম-জগন্নাথের চপেটাঘাত) ম ১৬। ৮০-৮১ ;অ ৭।৪৮ ; (নীলাচলযাত্রা) অ ১০।৪, ১২০, ১৩৯ ;(পুরীযাত্রা) অ১২।১৩

পুণ্ডরীকাক্ষ (সমকালীন)—(রূপসঙ্গে গোপাল-দর্শন) ম ১৮।৫২

পুরন্দর আচার্য্য (সমকালীন)—(শাখানির্ণয়, প্রভুর 'পিতা' সম্বোধন) আ ১০।৩০

পুরন্দর পণ্ডিত (সমকালীন)—(শাখানির্ণয়) আ ১১।২৮, (পুরী আগমন) ম ১১।৮৫, (প্রভুসহ মিলন) ম ১১।১৫৯ (?), (চিড়াদধি মহোৎসবে অ ৬।৬১

পুরিয়া গোপালদাস (সমকালীন)—(শাখানির্ণয়) আ ১২।৮৪

পুরুষোত্তম আচার্য্য, পরে দামোদর-স্বরূপ (সমকালীন)—ম ১০।১০৩

পুরুষোত্তম (কুলীনগ্রামবাসী ; সমকালীন)—(শাখানির্ণয়) আ ১০।৮০

পুরুষোত্তমদাস—দ্বাদশগোপাল দ্রষ্টব্য ।

পুরুষোত্তম (উৎকলরাজ—মধ্যযুগীয়)—৫। ১২০, (সাক্ষীগোপালকে কটকে আনয়ন ম ৫। ১২১, ১২৪

পুরুষোত্তম পণ্ডিত—দ্বাদশগোপাল দ্রষ্টব্য ।

পুরুষোত্তম পণ্ডিত (অদ্বৈতশাখা—সমকালীন)—আ ১২।৬৩

পুরুষোত্তম ব্রহ্মচারী (অদ্বৈতশাখা—সমকালীন)—আ ১২।৬২

পুরুষোত্তম (মহাপ্রভুর গণ—সমকালীন)—আ ১০।১১২

পুরুষোত্তম সঞ্জয় (সমকালীন)—(প্রভুর ছাত্র, শাখানির্ণয়) আ ১০।৭২, (পুরীতে) ম ১১। ৯০, (পুরীযাত্রা) অ ১০।১০

পুষ্পগোপাল (সমকালীন)—(শাখানির্ণয়) আ ১২।৮৪

পৃথু (শক্ত্যাবেশ-অবতার, প্রাচীন)—আ ১।৬৭, ম ২০।৩৬৭, ৩৭০

প্রকাশানন্দ সরস্বতী (সমকালীন)—আ ৭।৬২, ৬৫, (প্রভুকৃপালাভের পূর্ব্বজীবন) ম ১৭। ১০৪-১৪৩ ; (প্রভুকৃপা) ম ২৫।৫-১৬০

প্রতাপরুদ্র রাজা (সমকালীন)—(প্রভু সহ-মিলন ও শাখানির্ণয়) আ ১০।১৩৫, (কমলাকান্তের পত্র) আ ১২।২৯, (প্রভু-কৃপা) ম ১।১৩৫, (প্রভুসেবা) ম ১।১৪৮, (সার্ব্বভৌমের সহিত সংলাপ) ম ১৪।৩-২২ ;(প্রভুদর্শনেচ্ছা) ম ১১।৫, ১৪ ;(সার্ব্বভৌমের সহিত আলাপ) ম ১১।৪১-১১৭, (কীর্ত্তন শ্রবণ) ম ১১।২৩৬-২৩৮; (প্রভু-দর্শনোৎকণ্ঠা) ম ১২।৪-১০, (প্রভুর বহির্ব্বাসপ্রাপ্তি) ম ১২।৩৭-৩৮, ৪৫, ৪৭, ('রাজা'-নামে প্রভুর অপ্রীতি) ম ১২।৫৪, (পুত্রসহ প্রভুর মিলন) ম ১২।৫৫-৬৮, (প্রভুর গণকে পাণ্ডুবিজয় প্রদর্শন) ম ১৩।৬, (পথ-সম্মার্জ্জন) ম ১৩।১৫-১৭, (বিস্ময়) ম ১৩। ৫৬, (প্রভুর রহস্য দর্শন) ম ১৩।৬০-৬২, (লোক-নিবারণ) ম ১৩।৯০, (হরিচন্দনকে সান্ত্বনা) ম ১৩।৯৬-৯৭, (প্রভুর কৃপা) ম ১৩। ১৮০-১৮৮ ; (প্রভুসহ মিলন) ম ১৪।৪-২০, (প্রভুর মহিমা-দর্শনে উল্লাস) ম ১৪।৪৭-৬০ ; (নন্দোৎসব)ম ১৫।২০, ২৭ ;(প্রভুর বৃন্দাবন-গমনবার্ত্তা-শ্রবণে বিষাদ) ম ১৬।৩, (কটকে প্রভুসহ মিলন) ম ১৬।১০২-১২৫, ২৮৫ ; (কাশীমিশ্র-সাক্ষাৎ ও গোপীনাথ-প্রসঙ্গ) অ ৯।৮০-১০৪, (গোপীনাথকে পুনঃ সম্মান প্রদান) অ ৯।১০৪-১০৭

প্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারী—নৃসিংহানন্দ দ্রষ্টব্য।

প্রদ্যুম্নমিশ্র (উড়িষ্যাবাসী—সমকালীন)—(প্রভুসহ পুরীতে মিলন ও শাখানির্ণয়) আ ১০। ১৩১, (পুরীতে প্রভুসহ মিলন) ম ১।১২৯, (রামানন্দ-নিকটে প্রভুর আদেশে কৃষ্ণকথা শ্রবণ) ম ১।২৬৪, (প্রভুসহ মিলন) ম ১০।৪৩; ১৬।২৫৪, (প্রভুসহ মিলন) ম ২৫।২২২ ; (কৃষ্ণকথা শ্রবণেচ্ছা) অ ৫।৪-৬, (প্রভুর আদেশে রামানন্দ-সমীপে কৃষ্ণকথা শ্রবণ) অ ৫।৭-৬৭, (প্রভুসমীপে রায়ের গুণ-বর্ণন) অ ৫।৭০-৭৬, (প্রভুর অভিমত) অ ৫।৭৭-৭৯, (প্রভুর ইচ্ছা) অ ৫।৮০-৮৫ ;২০।১১০

প্রহররাজ মহাপাত্র (পুরীবাসী—সমকালীন) —(প্রভুসহ মিলন) ম ১০।৪৬

প্রহ্লাদ (প্রাচীন)—১০।৪৫ ;ম ৮।৫ ; ১৫। ১৬৫ ; অ ৩।২৬১ ; ৯।১০

বক্রেশ্বর পণ্ডিত (সমকালীন)—আ ৬।৪৮, (শাখানির্ণয়) আ ১০।১৭-২০, (দেবানন্দ-পণ্ডিতকে কৃপা) অ ১০।৭৭, (শাখানির্ণয়) আ ১০।১২৫, (রামকেলিতে প্রভুসঙ্গ) ম ১।২১৯, (পুরীবাসি-ভক্তগণের অন্যতম) ম ১।২৫২ ; (শান্তিপুরে প্রভুসহ মিলন) ম ৩।১৫৩ ; (কালাকৃষ্ণদাসসহ মিলন) ম ১০।৮২, (পুরী আগমন) ম ১১।৮৪, (কীর্ত্তন) ম ১১।২২৮, (গুণ্ডিচামার্জ্জনান্তে প্রসাদ-সেবন) ম ১২।১৫৭, (রথযাত্রাকালে নৃত্য) ম ১৩।৩৫, ৪৩ ;১৪।৭২, (জলকেলি) ম ১৪।৮১, (নৃত্য) ম ১৪।১০০ ; (প্রভুসঙ্গে) ম ১৬।১২৮ ; (প্রভুসহ মিলন) ম ২৫।২২১, (সনাতনসহ মিলন) অ ৪।১০৮ ; ৭।৪৬, ৬৯ ; (কীর্ত্তন) অ ১০।৬০, ১৫৪, (হরিদাস-নির্য্যাণ-প্রসঙ্গে) অ ১১।৪৮, ৬৩, ৬৭

বঙ্গদেশী বিপ্র কবি (সমকালীন)—(ভগবান্ আচার্য্যাদি-সমীপে নাটক পঠন) অ ৫।৯২-৯৪, (ভগবান্ আচার্য্যের স্বরূপকে নাটক শ্রবণে অনুরোধ) অ ৫।৯৯-১১০, (স্বরূপের নাটক-শ্রবণ ও বিপ্রকে উপদেশ) অ ৫।১১১-১৫৫, (বিপ্রের আত্মসমর্পণ ও প্রভুকৃপা-লাভ) অ ৫। ১৫৬-১৬১ ;২০।১১১

বঙ্গবাটী চৈতন্যদাস (সমকালীন)—শাখা-নির্ণয়) আ ১২।৮৫

বজ্র (প্রাচীন)—ম ৪।৪১

বড়বিপ্র (মধ্যযুগীয়)—(সাক্ষিগোপাল-কথা) ম ৫।১০-১৩৩

বনমালী আচার্য্য—(প্রভুকে বলরামভাবে স্বর্ণ-লাঙ্গলহস্তে দর্শন) আ ১৭।১১৯

বনমালী কবিচন্দ্র (সমকালীন)—(শাখানির্ণয়) আ ১২।৬৩

বনমালী ঘটক (সমকালীন)—আ ১৫।২৯

বনমালী দাস (সমকালীন)—(শাখানির্ণয়) আ ১২।৫৯

বনমালী পণ্ডিত (সমকালীন)—(শাখানির্ণয়; প্রভুহস্তে স্বর্ণমুষল দর্শন) আ ১০।৭৩

বলভদ্র ভট্টাচার্য্য (সমকালীন)—(শাখানির্ণয় ; প্রভুর মথুরা-গমনকালে প্রভুর ব্রহ্মচারী) আ ১০।১৪৬, (শান্তিপুর হইয়া প্রভুসঙ্গে পুরীগমন) ম ১।২৩৬, (প্রভুর বৃন্দাবনযাত্রাপথে একমাত্র সঙ্গী) ম ১।২৩৮, (প্রভুকে মথুরা হইতে প্রয়োগে আনয়ন) ম ১।২৪০ ;(বৃন্দাবনপথে প্রভুর সঙ্গী) ম ১৭।১৫-২০, ৪১-২২৫ ; (বৃন্দাবনে) ম ১৮।১৪-২২২, (প্রয়াগে) ম ১৯।৫৯-২৩৫, (কাশীতে) ম ১৯।২৩৬-২৫৩ ;(কাশী হইতে নীলাচল পথে) ম ২৫।২১৬, ২১৭; অ ৩।৭২; (সনাতনকে বৃন্দাবনের বন-পথের উদ্দেশ) অ ৪।২১০

বলরাম (অদ্বৈতের ৪র্থ পুত্র, সমকালীন)—(শাখানির্ণয়) আ ১২।২৭
বলরাম আচার্য্য (সমকালীন)—হরিদাসসহ মিলন) অ ৩।১৬৪-২১২
বলরাম দাস (সমকালীন)—(শাখানির্ণয় ; প্রেমিকভক্ত) আ ১১।৩৪
বলি (প্রাচীন)—অ ৯।১০
বল্লভচৈতন্যদাস (সমকালীন)—শাখানির্ণয়) আ ১২।৮২
বল্লভভট্ট (সমকালীন)—গর্ব্বনাশ ও নাম-মহিমা-শ্রবণ) ম ১।২৬৩ ; (প্রয়াগে প্রভুসহ মিলন) অ ৭।৪-৬, (প্রভুকে স্তুতি) অ ৭।৭-১৫, (প্রভুর দৈন্য ও বৈষ্ণব-মহিমা-কীর্ত্তন এবং ভট্টের বিস্ময়) অ ৭।১৬-৫৩, (বৈষ্ণব-সম্মিলনেচ্ছা) অ ৭।৫৪-৫৫, (বৈষ্ণবগণসহ মিলন ও সগণ প্রভুকে ভিক্ষা প্রদান) অ ৭।৫৮-৬৭, (বিস্ময়) অ ৭।৭৪-৭৫, (প্রভুকে ভাগবতের টীকা-শ্রবণে অনুরোধ ও প্রভুর নানাছলে উপেক্ষা) অ ৭। ৭৬-৮৪, (গদাদর পণ্ডিতকে ব্যাখ্যা-শ্রবণে অনুরোধ ও নানা তোষামোদ) অ ৭।৮৪-৯৫, (আচার্য্য-কর্ত্তৃক ভট্টের সিদ্ধান্ত খণ্ডন) অ ৭।৯৬-৯৮, (প্রকৃতিরূপিজীবের পতিরূপি-কৃষ্ণনাম-গ্রহণের কারণ কি, তৎ-সম্বন্ধে সদুত্তরদান) অ ৭।৯৯-১০৪, (ভট্টের দুঃখ ও উপায়-চিন্তন) অ ৭।১০৫-১০৭, (স্ববচন স্থাপনোদ্দেশ্যে শ্রীধরস্বামীকে অমান্যকরণ ও প্রভুর শিক্ষা) অ ৭।১০৯-১১৪, (ভট্টের গর্ব্ব-চূর্ণ ও প্রভুপদে দৈন্যস্তুতি) অ ৭।১১৫-১২৬, (প্রভুর উপদেশ ও কৃপালাভ) অ ৭।১২৭-১৩৩, (প্রভুকে নিমন্ত্রণ ও প্রভুর তদুপরি প্রসন্নতা) অ ৭।১৩৪-১৩৭, (কিশোরগোপাল-উপাসনার প্রবৃত্তি ও পণ্ডিতের নিকট মন্ত্র-লাভেচ্ছা এবং পণ্ডিতের তদ্বিষয়ে অনিচ্ছা প্রকাশ) অ ৭।১৪৬-১৪৮, (প্রভুকৃপা) অ ৭। ১৪৯, ১৬৩, (কিশোর-গোপাল-মন্ত্রে গদাধরের নিকট দীক্ষালাভ) অ ৭।১৬৭ ; ২০।১১৪
বল্লভসেন (শিবানন্দ-ভাগিনেয় ; সমকালীন)—আ ১০।৬৩, (পুরী আগমন) ম ১১।৯০, (রথাগ্রে-কীর্ত্তন) ম ১৩।৪১
বল্লভাচার্য্য (লক্ষ্মীপিতা ; সমকালীন)—আ ১৪।৬২ ; ১৫।২৮
বসন্ত (সমকালীন)—(শাখানির্ণয়) আ ১১।৫০
বসুদেব (প্রাচীন) আ ১৩।৫৯ ; ম ১৯।১৯৬
বাণী কৃষ্ণদাস (কৃষ্ণদাস দ্রষ্টব্য)—(রূপসঙ্গে গোপালদর্শন) ম ১৮।৫২
বাণীনাথ পট্টনায়ক (সমকালীন)—(প্রভুসহ মিলন, শাখানির্ণয়) আ ১০।১৩৩, (প্রভু-পদে আত্মসমর্পণ) ম ১০।৫৬-৬১, (বৈষ্ণবগণের (প্রসাদ সমাধান) ম ১১।১৭৪, ১৭৯-১৮১, (ঐ) ম ১২।১৫৩, (পরিবেশন) ম ১২।১৬৩ ; (প্রসাদানয়ন) ম ১৪।২৩-৩৫, ৯৩, (প্রসাদ সংস্থান) ম ১৬।৪৫, ৯৮, ২৫৪ ; (প্রভুসহ মিলন) ম ২৫।২২৭ ; (রাজদণ্ড) অ ৯।৩৪, (রাজদণ্ড প্রাপ্ত হইয়াও নির্ভীক) অ ৯।৫৫-৫৮, ১৩৮, (হরিদাস নির্য্যাণোৎসবে) অ ১১। ৮০
বাণীনাথ বসু (কুলীনগ্রামবাসী ; সমকালীন)—(শাখানির্ণয়) আ ১০।৮১
বাণীনাথবিপ্র (চাঁপাহাটী-নিবাসী ; সমকালীন)—(শাখানির্ণয়)—আ ১০।১১৪
বাণীনাথ ব্রহ্মচারী (সমকালীন)—(শাখা-নির্ণয়) আ ১২।৮২
বাসুদেব বিপ্র (কূর্ম্মক্ষেত্রবাসী ; সমকালীন)—ম ১।১০২, (প্রভুর কৃপা ও প্রভুর বাসুদেবামৃতনাম) ম ৭।১৩৬-১৫১ ; ২৫।২৪১; অ ৪।১৮৯
বাসুদেব (নবদ্বীপবাসী, সমকালীন)—(প্রত্যব্দ প্রভুসহ পুরীতে মিলন) ম ১।২৫৫, (শান্তিপুরে প্রভুসহ মিলন) ম ৩।১৫৪
বাসুদেব ঘোষ (সমকালীন)—(শাখানির্ণয়) আ ১০।১১৫, (নিত্যানন্দসহ গৌড়ে গমন) আ ১০।১১৮, (নিত্যানন্দগণ) আ ১১।১৫ (কীর্ত্তন) আ ১১।১৯ ; (পুরী আগমন) ম ১১। ৮৮, (রথাগ্রে কীর্ত্তন) ম ১৩।৪৩, (নীলাচল-যাত্রা) ম ১৬।১৬
বাসুদেব দত্ত (সমকালীন)—(শাখানির্ণয়) আ ১০।৪১-৪২, ১২।৫৭ ; ১৩।৩ (?), (কালা-কৃষ্ণদাসসহ মিলন) ম ১০।৮১, (পুরী আগমন) ম ১১।৮৭, (প্রভুসহ মিলন) ম ১১।১৩৭-১৩৯, (ব্রহ্মসংহিতা ও কর্ণামৃত নকলকরণ) ম ১১। ১৪১-১৪২ ; (রথাগ্রে কীর্ত্তন) ম ১৩।৪০ ; ১৪। ৯৮ ; ১৫।৯৩, (জীবে দয়া) ম ১৫।১৫৮-১৭৯; (নীলাচল যাত্রা) ম ১৬।১৬, (প্রভুসহ মিলন) ম ১৬। ২০৬, (জীবে দয়া) অ ৩।৭৩ ; (সনাতন-সহ মিলন) অ ৪।১০৮ ; ৬।১৬১ ; ৭।৪৭; (পুরীযাত্রা) অ ১০।৮, ১২১, ১৪০ ; (নদীয়ায় জগদানন্দসহ মিলন) অ ১২।৯৮
বিজয়দাস (অদ্বৈতশাখা ; সমকালীন)—আ ১২।৬১
বিজয়দাস (প্রভুদত্তনাম 'রত্নবাহু'; সমকালীন)—(শাখানির্ণয়) আ ১০।৬৫
বিজয়পণ্ডিত (অদ্বৈতশাখা ; সমকালীন)—আ ১২।৬৫, (শান্তিপুরে প্রভুসহ মিলন) ম ৩। ১৫৪, (কালাকৃষ্ণদাসসহ মিলন) ম ১০।৮৩ ; (পুরী আগমন) ম ১১।৯০
বিজলী খাঁন (পাঠানকুলোদ্ভুত বৈষ্ণব ; সমকালীন)—(প্রভুকৃপা) ম ১৮।১৬৩-২১২
বিঠ্ঠলেশ্বর (বল্লভভট্ট-পুত্র ; সমকালীন)—(গৃহে গোপালের অবস্থান) ম ১৮।৪৭
বিদুর (প্রাচীন)—ম ১০।১৩৮ ; অ ১৯।৬৯
বিদ্যানন্দ (কুলীনগ্রামবাসী ; সমকালীন)—(শাখানির্ণয়) আ ১০।৮০
বিদ্যাপতি (মৈথিলকবি ;মধ্যযুগীয়)—আ ১৩। ৪২ ;ম ২।৭৭ ;১০।১১৫ ;অ ১৫। ২৭ ;১৭। ৬, ৬১
বিদ্যাবাচস্পতি (মদুসূদন বিদ্যাবাচস্পতি, সার্ব্বভৌমভ্রাতা ; সমকালীন)—(প্রভুর বিদ্যা-নগরে আগমন) ম ১।১৫০ ;(প্রভুর উপদেশ) ম ১৫।১১৩-১৩৬, (প্রভুসহ মিলন) ম ১৬। ২০৭
বিধি (ব্রহ্মা)—আ ৬।৪৬ ; ম ২৪।১১৪ ; অ ১৯।৪৪
বিল্বমঙ্গল (মধ্যযুগীয়)—ম ১০।১৭৭
বিশারদ (মহেশ্বর বিশারদ ; সমকালীন)—ম ৬।১৮, ৫৩
বিশালাক্ষী (অর্চ্চা)—ম ৯।২৭৯
বিশ্বাস (যবনরাজার কায়স্থকর্ম্মচারী—সমকালীন)—ম ১৬।১৬৯-১৭০, ১৭৬, ১৭৮
বিশ্বেশ্বর (অর্চ্চা)—(কাশীতে) ম ১৭।৮৬ ; (ঐ) ম ২৫।১৬৮
বিষ্ণাই হাজরা (সমকালীন)—(শাখানির্ণয়) আ ১১।৫০
বিষ্ণুদাস ভট্টাচার্য্য (চতুর্ভুজপণ্ডিত-পুত্র—সম-কালীন)—(পুরীতে প্রভুসঙ্গে অবস্থান শাখা-নির্ণয়) আ ১০।১৫১ ; ১১।৪৩ ; ১২।৫৮, (পুরীতে প্রভুসহ মিলন) ম ১০। ৪৫, (রথাগ্রে কীর্ত্তন) ম ১৩।৪২
বিষ্ণুপুরী (সমকালীন)—(ভক্তিকল্পবৃক্ষের মুলস্বরূপ) আ ৯।১৪
বুদ্ধিমন্তখান (সমকালীন)—(শাখানির্ণয়) আ ১০।৭৪, (শান্তিপুরে প্রভুসহ মিলন) ম ৩।১৫৪; (পুরীযাত্রা) অ ১০।১০, ১২১
বৃন্দাবনদাস (ব্যাসাবতার—সমকালীন)—আ ৮।৩৪-৪৮, ৮১, ৮২ ; ১০।৪৭, (শাখানির্ণয়) আ ১১।৫৪, ৫৫ ; ১৩।৪৮ ; ১৫।৭, ৩১, ৩২; ১৬।২৬, ১০৯ ; ১৭।১৩৮, ১৪২, ২৭৪, ৩৩০; ম ১।৮, ১১, ১৩ ; ৩।২১৭ ; ৪।৪-৫ ; ৫।১৪০;

১২।১৫০ ; ১৬।৫৬, ৮১, ২১২ ; অ ৩।৯৫-৯৭ ; ১০।৫০ ; ২০।৭৩, ৮২

বৈদ্যনাথ (সমকালীন)—(শাখানির্ণয়) আ ১২।৬৩

বৈশম্পায়ন মুনি (প্রাচীন)—আ ৩।৪৭

বৈষ্ণবানন্দ আচার্য্য (পূর্ব্বনাম রঘুনাথপুরী—সমকালীন)—(শাখানির্ণয়) আ ১১।৪২

ব্যাসমুনি (শক্ত্যাবেশাবতার—প্রাচীন)—আ ১।৬৭ ; ৩।৮১ ; ৭।১২১ ; ৮।৩৪ ; ১১।৫৫ ; ১৭।৩১২ ;ম ৬।১৬৯, ১৭০, ১৭২ ;২০।৩৬৫ ; ২৪।১১২, ২০০ ;২৫।৪০, ৫২, ৮৯, ৯৪ ; অ ৭।৩১ ; ৯।১০ ; ২০।৮৬, ৮৭

ব্যেঙ্কটভট্ট ('শ্রী'সম্প্রদায়ী বৈষ্ণব, শ্রীরঙ্গমবাসী—সমকালীন)—(শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে প্রভুসহ মিলন) ম ৯।৮২-১৬৬

ব্রহ্মা (গুণাবতার—প্রাচীন)—আ ১।৬৭;(গো-বৎস-হরণান্তে কৃষ্ণতত্ত্বাবগতি ও কৃষ্ণের স্তুতি) আ ২।৩০-৫৭, ৫৮ ;৩।৬, ৮ ;৫।১০৩ ;৬।৪৬; ম ২।৮২ ;৭।১২৪, ৮।২৬৪ ;২০।২৮৭-২৮৮, ২৯১, ৩০১-৩০৫, ৩২০-৩২৮, ৩৫৯, ৩৬৭, (সৃষ্টি-শক্তি) ম ২০।৩৬৯ ; ২১।৮, ১০, ১২, ২২, ২৪, ৩৬, ৫৮, (ব্রহ্মার দর্পনাশ-সম্বন্ধে পৌরাণিক আখ্যান)—ম ২১।৫৯-৮৯ ; ২৫।৯৩ ; অ ১।১১৬ ; ৩।২৪৩, ২৪৯, ১৬০ ; ১৪।১১৮ ; ১৬।৭৬

ব্রহ্মানন্দ পুরী (সমকালীন)—(ভক্তিকল্পবৃক্ষের মূল) আ ৯।১৩

ব্রহ্মানন্দ ভারতী (সমকালীন)—(ভক্তিকল্পবৃক্ষের মূলস্বরূপ) আ ৯।১৩, (প্রভুসহ মিলন ও শাখানির্ণয়) আ ১০।১৩, (চর্ম্মাম্বর ত্যাগ) ম ১।২৮৫; (পুরীতে প্রভুসহ মিলন) ম ১১।৩৩, (প্রসাদ-সেবন) ম ১১।২০৪, (গুণ্ডিচা-মার্জ্জন) ম ১২।১০৯, (প্রসাদ-সেবন) ম ১২।১৫৬, ২০৮, (প্রভুর সম্মান) ম ১৩।৩০ ;১৪।৯২;(প্রভুসহ মিলন) ম ২৫।২২০, (সনাতন-সহ মিলন) অ ১১।৮৭ ;(চটকপর্ব্বতাভিমুখে) অ ১৪।৯০, ১১৩ ;১৬।১০৫

ভগবান্ আচার্য্য (সমকালীন)—(প্রভুসহ মিলন ও শাখানির্ণয়) আ ১০।১৩৬, (ঐকান্তিক ভক্ত) ম ১০।১৮৪, (প্রভুকে নিমন্ত্রণ, গোপাল আচার্য্য ও ছোটহরিদাস-প্রসঙ্গ) অ ২।৮৪-১১১, (বঙ্গদেশী বিপ্র-কবির নাটক শ্রবণ) অ ৫।৯২-৯৪, (স্বরূপকে নাটক শ্রবণে অনুরোধ) অ ৫।৯৯-১১০ ; ৮।৮৮ ; ১০।১৫৪, (চটক-পর্ব্বতাভিমুখে) অ ১৪।৯০

ভগবান্ পণ্ডিত (সমকালীন)—(শাখানির্ণয়) আ ১০।৬৯, (পুরীযাত্রা) অ ১০।১০

ভগবান্ মিশ্র (সমকালীন)—(শাখানির্ণয়) আ ১০।১১০

ভব (শিব)—আ ৬।৪৬

ভবনাথ কর (সমকালীন)—(শাখানির্ণয়) আ ১২।৬০

ভবানন্দ রায় (সমকালীন)—(প্রভুসহ মিলন ও শাখানির্ণয়) আ ১০।১৩১, (পুরীতে প্রভু-সহ মিলন) ম ১।১৩০, (পুরীবাসি-ভক্তগণের অন্যতম) ম ১।২৫৩, (প্রভুসহ মিলন) ম ১০।৪৯-৬১ ;অ ৯।১৫, ১০৩, ১২০, ১২৫, (পঞ্চ-পুত্রসহ প্রভুপদে শরণাগতি ও প্রভুর উপদেশ) অ ৯।১২৭-১৪৬

ভাগবত দাস (ভূগর্ভসঙ্গী ; সমকালীন)—(শাখানির্ণয়) আ ১২।৮১

ভাগবতাচার্য্য (রঘুনাথ—সমকালীন)—(শাখানির্ণয়) আ ১০।১১৩, ১১৯ ; (শাখা-নির্ণয়) আ ১২।৫৮ ; (শাখানির্ণয়) আ ১২।৭৯

ভীম (প্রাচীন)—(সখ্যভক্ত) ম ১৯।১৯০

ভীষ্ম (প্রাচীন)—(ভক্ত-প্রতিজ্ঞারক্ষণার্থ কৃষ্ণের স্বপ্রতিজ্ঞা ভঙ্গ) ম ১৬।১৪৪ (স্বচ্ছন্দ নির্য্যাণ) অ ১১।৫৭

ভীষ্মক (রুক্মিণীর পিতা ; প্রাচীন)—ম ৫।২৭, ২৮

ভূগর্ভ গোসাঞি (সমকালীন)—(শাখানির্ণয়) আ ৮।৬৮ ;১২।৮১, (রূপসঙ্গে গোপালদর্শন) ম ১৮।৫০

ভৈরবী দেবী (অর্চ্চা)—(শিয়ালীতে) ম ৯।৭৪

ভোলানাথ দাস (সমকালীন)—(শাখানির্ণয়) আ ১২।৬০

মকরধ্বজকর (সমকালীন)—(শাখানির্ণয়) অ ১০।২৪, (রাঘবের ঝালির মুন্সিব) অ ১০।৪০

মঙ্গরাজ মহাপাত্র (সমকালীন)—(রাজাজ্ঞা) ম ১৬।১১৩, ১২৬

মঙ্গলবৈষ্ণব (সমকালীন)—(শাখানির্ণয়) আ ১২।৮৬

মধুসূদন (সমকালীন)—(শাখানির্ণয়) আ ১০।১১১

মধ্বাচার্য্য (মধ্যযুগীয়)—(উড়ুপীতে) ম ৯।২৪৫ ; (নর্ত্তক-গোপাল-মূর্ত্তি স্থাপন) ম ৯।২৪৬-২৪৮, ২৭৫

মহাদেব (অর্চ্চা)—রামদাস মহাদেব—মল্লিকার্জ্জুনতীর্থে ম ৯।১৬, (ত্রিকালহস্তী-স্থানে) ম ৯।৭১, (বেদাবনে) ম ৯।৭৫

মহারাষ্ট্রীয় বিপ্র (সমকালীন)—(কাশীতে প্রভু-সহ মিলন) ম ১৭।১০১-১৪৬ ;(পুনর্মিলন) ম ১৯।২৫২ ; (সনাতনসহ মিলন) ম ২০।৭৯-৮১ ; (কাশীর সন্ন্যাসি-উদ্ধারে প্রভুর কৃপা-ভিক্ষা) ম ২৫।৭-১৬, ৫৮-৬০, ১৫৩, ১৭২, (রূপসহ মিলন) ম ২৫।২১০-২১২

মহীধর (সমকালীন)—(শাখানির্ণয়) আ ১১।৪৮

মহেশ বা মহেশ্বর (গুণাবতার)—আ ১৪।৫০, ৬৬ ; ১৭।১০০

মহেশ (অর্চ্চা)—(ভার্গীতীরে) ম ৫।১৪৩, (মল্লিকার্জ্জুনতীর্থে) ম ৯।১৫

মাধব? (নিত্যানন্দশাখা—সমকালীন)—(শাখানির্ণয়) আ ১১।৪৮

মাধব ঘোষ (সমকালীন)—(শাখানির্ণয়) আ ১০।১১৫, (নিত্যানন্দসহ গৌড়ে গমন) আ ১০।১১৮, (দুইগণে গণ্য) আ ১১।১৫, মুখ্য কীর্ত্তনকারিগণের অন্যতম) আ ১১।১৮, (পুরীতে) ম ১১।৮৮ ; (রথাগ্রে-কীর্ত্তন) ম ১৩।৪৩, ৭৩, (পুরীযাত্রা) ম ১৬।১৬

মাধবদাস চট্টোপাধ্যায় (সমকালীন)—(কুলিয়ায় প্রভুসহ মিলন) ম ১৬।২০৮

মাধবদাস (?—সমকালীন)—রূপসঙ্গে গোপালদর্শন) ম ১৮।৫১

মাধবপণ্ডিত (সমকালীন)—(শাখানির্ণয়) আ ১২।৬৪

মাধবাচার্য্য (নিত্যানন্দকন্যা গঙ্গাদেবীর ভর্ত্তা—সমকালীন)—(শাখানির্ণয়) আ ১০।১১৯ ; ১১।৫২

মাধবীদেবী (শিখিমাহিতীর ভগ্নী—সমকালীন)—আ ১০।১৩৭ ;অ ২।১০৩, ১০৬, ১১০

মাধবেন্দ্রপুরী (সমকালীন)—আ ৩।৯৪ ; ৬।৩৯ ;৯।১০ ;১৩।৫৪ ;ম ১।৯৬, (শ্রীগোপাল ও ক্ষীরচোরা গোপীনাথপ্রসঙ্গ) ম ৪।২১-১৯৭; ৯।২৮৫, ২৯৫ ; ১৬।৩২, ২৭১; ১৭।১৬৬, ১৮৫ ; ১৮।১২৯ ; (রামচন্দ্রপুরীকে উপেক্ষা ও ঈশ্বরপুরীকে কৃপা) অ ৮।১৬-৩০, (নির্য্যাণ) অ ৮।৩১-৩৫

মাধাই (সমকালীন)—আ ৫।২০৫ ; ৮।২০, (শাখানির্ণয়) আ ১০।১২০ ; ১৭।১৭; ম ১।১৯২, ১৯৬, ১১।৪৫

মামুঠাকুর (জগন্নাথ চক্রবর্ত্তী—সমকালীন)—(শাখানির্ণয়) আ ১২।৮০

মালিনীদেবী (শ্রীবাসগৃহিণী—সমকালীন)—আ ১৩।১০৯, (নীলাচল-যাত্রা) ম ১৬। ২২

(পুরীতে প্রভুসেবা) ম ১৬।৫৭ ; (পুরী-যাত্রা) অ ১২।১১, (প্রভুদর্শন ও প্রভুকে নিমন্ত্রণ) অ ১২।৬২-৬৩
মীনকেতন রামদাস (নিত্যানন্দশাখা—সমকালীন)—আ ৫।১৬১-১৭৮ ; ৬।৪৮ ; (শাখানির্ণয়) আ ১১।৫৩
মুকুন্দ ? (নিত্যানন্দশাখা—সমকালীন)—আ ১১।৪৮
মুকুন্দ ? (নিত্যানন্দশাখা—সমকালীন)—আ ১১।৫২
মুকুন্দ কবিরাজ ? (নিত্যানন্দশাখা—সমকালীন)—আ ১১।৫১
মুকুন্দ দত্ত (চৈতন্যগণ—সমকালীন)—আ ১০।৪০ ; ১১।৪৮ (?), ১৩।৩, ৬১ ; (দণ্ড-প্রসাদ) আ ১৭।৬৫ ; (কাটোয়ায় প্রভুসঙ্গে) আ ১৭।২৭৩, (সার্ব্বভৌমগৃহে প্রভুসহ মিলন) ম ১।১০০, (রামকেলিতে প্রভুসঙ্গে) ম ১।২১৯, (প্রত্যব্দ প্রভুদর্শনে পুরীগমন) ম ১।২৫৫, (বৃন্দাবন-পথে প্রভুসঙ্গে) ম ৩।১১, (অদ্বৈত-ভবনে) ম ৩।৬১-৬২, ১০৬, ১২১, ১২৬, (শান্তিপুর হইতে পুরীপথে প্রভুসঙ্গে) ম ৩।২০৯ ; ৫।১৫৫ ; (গোপীনাথাচার্য্যসহ মিলন) ম ৬।১৯-২৩, ৬৮, (সার্ব্বভৌমবাক্যে দুঃখ) ম ৬।৭৭, ১১৫, ২৫১, (মুকুন্দের দুঃখে প্রভুর দুঃখ) ম ৭।২৩-২৪ ; (প্রভুসহ মিলন) ম ৯।৩৪০, (কৃষ্ণদাসকে গৌড়ে পাঠাইবার যুক্তি) ম ১০।৬৭-৭১, (স্বরূপসহ মিলন) ম ১০।১২৭, ১৫১-১৫৬ ; (রায়সহ মিলন) ম ১১।৩৩, (প্রভুর প্রীতি) ম ১১।১৩৮-১৪০, (হরিদাস সহ মিলন) ম ১১।১৯৬ ; (রথাগ্রে কীর্ত্তন) ম ১৩।৪০, ৭৩ ; (লোক-নিবারণ) ম ১৩।৮৯ ; (প্রভুসঙ্গে) ম ১৬। ১২৭, ১৯০ ; অ ২।১৫৩ ; (পুরীতে রঘুনাথদাস-সহ মিলন) অ ৬।১৯০ ; ৭।৪৯, (পুরীযাত্রা) অ ১২।১৩
মুকুন্দদাস (শ্রীখণ্ডবাসী—সমকালীন)—(শাখানির্ণয়) আ ১০।৭৮, (নবদ্বীপবাসিসহ মিলন) ম ১০।৯০ ; (পুরী আগমন) ম ১১।৯২, (প্রভুর উপদেশ) ম ১৫।১১২-১৩০
মুকুন্দ মোদক (পরমেশ্বর মোদকের পুত্র—সমকালীন)—অ ১২।৫৮
মুকুন্দ সঞ্জয় (প্রভুর পড়ুয়া—সমকালীন)—আ ১০।৭২, (শাখানির্ণয়) আ ১০।১০৬, (শান্তিপুরে প্রভুসহ মিলন) ম ৩। ১৫৪, (পুরী আগমন) ম ১১।৯০, (পুরী-যাত্রা) অ ১০।১০
মুকুন্দানন্দ চক্রবর্ত্তী (সমকালীন)—আ ৮।৬৯
মুকুন্দার মাতা (সমকালীন)—(পুরীতে প্রভু-দর্শন) অ ১২।৫৮-৬০
মুরারি গুপ্ত (সমকালীন)—আ ৪।২২৭ ; ৬।৪৮ ; (শাখানির্ণয়) আ ১০।৪৯ ; ১৩।৪, চৈতন্যচরিত আদিলীলার সূত্রগ্রন্থন) আ ১৩।১৫, ৪৬, ৬১ ; (প্রভুর বরাহাবেশ) আ ১৭।১৯, ('রামদাস' নাম) আ ১৭।৬৯, (প্রভুর কৃপা) আ ১৭।৭৭, (রামকেলিতে প্রভুসঙ্গ) ম ১।২১৯, (প্রত্যব্দ প্রভুদর্শনে পুরী গমন) ম ১।২৫৫, (শান্তিপুরে প্রভুসহ মিলন) ম ৩।১৫৩ ; (কালাকৃষ্ণদাসসহ মিলন) ম ১০।৮১ ; (পুরী আগমন) ম ১১।৮৬, (দৈন্য) ম ১১।১৫২-১৫৮, (রথাগ্রে কীর্ত্তন) ম ১৩।৪০ ; (জলকেলি) ম ১৪।৮০ ; (প্রভুকর্ত্তৃক মহিমা-কীর্ত্তন) ম ১৫।১৩৭-১৫৭ ; (নীলাচল যাত্রা) ম ১৬।১৬, (প্রভুর অনুপমের চরিত্রসহ গুপ্তের সাম্য-প্রদর্শন) ম ৪।৪৫-৪৭ ; (সনাতনসহ মিলন) অ ৪।১০৮ ; ৭।৪৯ ; (পুরীযাত্রা) অ ১০।৯, ১২১, ১৪০ ; (পুরীযাত্রা) অ ১২।১৩ ; (নদীয়ায় জগদানন্দসহ মিলন) অ ১২।৯৮
মুরারি চৈতন্যদাস (সমকালীন)—(শাখানির্ণয়, অলৌকিকলীলা) আ ১১।২০, (চিড়াদধি-মহোৎসব) অ ৬।৬১
মুরারি পণ্ডিত ? (সমকালীন)—(শাখানির্ণয়) আ ১২।৬৪, (পুরীযাত্রা) অ ১০।১০
মুরারি ব্রাহ্মণ (পুরীবাসী, সমকালীন)—(প্রভু-সহ মিলন) ম ১০।৪৫
মুরারি মাহিতি (শিখিমাহিতির ভ্রাতা—সমকালীন)—(শাখানির্ণয়) আ ১০।১৩৬, (প্রভু-সহ মিলন) ম ১০।৪৪
মৃগারি ব্যাধ (প্রাচীন)—(পৌরাণিক উপাখ্যান) ম ২৪।৩৬
যদু গাঙ্গুলি (সমকালীন)—(শাখানির্ণয়) আ ১২।৮৬
যদুনন্দন আচার্য্য (অদ্বৈতশাখা—সমকালীন) আ ১০।১৯৯ ; ১২।৫৬, (রঘুনাথকে পুজারী ব্রাহ্মণ আনাইবার অনুরোধ) অ ৬।১৬০-১৬৯
যদুনাথ কবিচন্দ্র (সমকালীন)—(শাখানির্ণয়) আ ১১।৩৫
যদুনাথ (কুলীনগ্রামবাসী ; সমকালীন)—(শাখানির্ণয়) আ ১০।৮০
যবনদর্জ্জি (সমকালীন)—(প্রভুর কৃপা) আ ১৭।২৩১-২৩২
যবনরাজ অধিকারী (সমকালীন)—(ওঢ়্র-দেশ-সীমায় প্রভুসহ মিলন ও পিছলদা পর্য্যন্ত প্রভু-সঙ্গে গমন) ম ১৬।১৭২-১৯৯
যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণপত্নী (প্রাচীন)—ম ১২।৩২
যাদবাচার্য্য গোসাঞি (রূপসঙ্গী ; সমকালীন) আ ৮।৬৮, (রূপসঙ্গে গোপালদর্শন) ম ১৮।৫০
যাদবদাস (অদ্বৈতশাখা—সমকালীন) আ ১২।৬১
রঘুনন্দন (শ্রীখণ্ডবাসী—সমকালীন)—(শাখানির্ণয়) আ ১০।৭৮, ১১৯, (নবদ্বীপবাসিসহ মিলন) ম ১০।৯০ ; (পুরী আগমন) ম ১১।৯২, (রথাগ্রে নৃত্য) ম ১৩।৪৬, ৭৩ ; (প্রভুর উপদেশ) ম ১৫। ১১২-১৩১ ; (নীলাচল-যাত্রা) ম ১৬।১৮
রঘুনাথ ? (অদ্বৈতশাখা—সমকালীন)—আ ১২।৬৩
রঘুনাথ ? (গদাধর শাখা—সমকালীন)—আ ১২।৮৫
রঘুনাথদাস গোস্বামী (সমকালীন)—(তত্ত্ব) আ ১।৩৬ ; ৯।৪, (শাখানির্ণয়) আ ১০।৯১, (স্বরূপের আনুগত্য ও স্বরূপের অন্তর্দ্ধানে বৃন্দাবন-গমন) আ ১০।৯২-৯৪, (বৃন্দাবনে রূপসনাতনসহ মিলন) আ ১০।৯৫, (সাধন-রীতি) আ ১০।৯৭-১০৩, ১২৬, (নিত্যানন্দসহ মিলন ও চিড়াদধি-মহোৎসব) ম ১।২৮৩, (নিত্যানন্দাদেশে প্রভুসঙ্গ, প্রভুর আদেশে স্বরূপের সঙ্গ) ম ১।২৮৪ ; (স্বরূপের কড়চা-সূত্র কণ্ঠস্থ করিয়া রক্ষণ) ম ২।৮৪, ৯৩, ৯৪ ; (শান্তিপুরে প্রভুসহ মিলন) ম ১৬।২১৬, ২২২, (শান্তিপুরে প্রভুসহ মিলন, প্রভুপদে আত্ম-নিবেদন ও প্রভুর উপদেশ) ম ১৬।২২৩-২৪৪ ; (রূপসঙ্গে গোপাল-দর্শন) ম ১৮।৪৯ ; (বাল্যে হরিদাসের সঙ্গ ও কৃপালাভ) অ ৩।১৬৮-১৬৯, ২৬৭ ; ৪।২৩৬ ; (প্রভুসহ মিলন-প্রসঙ্গ, মথুরা যাইবার উদ্যোগ) অ ৬।১২-১৬, (মুলুকপতির কোপশান্তি) অ ৬।১৭-৩৪ ; (পানিহাটিতে নিত্যানন্দসহ মিলন, চিড়াদধি-মহোৎসব) অ ৬।৩৫-১০০, (রাঘব-গৃহে নিত্যানন্দসহ-প্রসাদ-সেবন) অ ৬।১১৮-১২৩, (নিত্যানন্দ-কৃপা লাভ) অ ৬।১২৭, ১৫৪, (গৃহত্যাগ) অ ৬।১৫৫-১৮৭, (পুরীতে আগমন ও প্রভুসহ মিলন) অ ৬।১৮৮-২০০, (স্বরূপ-হস্তে সম-র্পিত) অ ৬।২০১-২০৫, (প্রভুর কৃপা ও প্রসাদ-সেবন) অ ৬।২০৬-২১৩, (সিংহদ্বারে ভিক্ষা ও প্রভুর উপদেশ) অ ৬।২১৪-২৩৮, (প্রভু-নির্দ্দেশে স্বরূপ-সঙ্গে অন্তরঙ্গ সেবা) অ ৬২৩৯-২৪১, (গৌড়ভক্তসহ মিলন) অ ৬।২৪২-২৪৫, (শিবানন্দ-সমীপে পিতার পত্র প্রাপ্তি)

অ ৬।২৪৬-২৪৭, (রঘুনাথের পিতৃ-প্রেরিত লোকের নিকট শিবানন্দের রঘুনাথ-বৃত্তান্ত বর্ণন) অ ৬।২৪৮-২৬১, (কর্ণপূর-গ্রন্থে রঘুনাথ-মহিমা) অ ৬।২৬২, ২৬৫, (পিতৃপ্রেরিত অর্থে প্রভুকে নিমন্ত্রণ ও পরে তাহা বন্ধ) অ ৬।২৬৬-২৭৭, (নিমন্ত্রণ-বন্ধে প্রভুর সন্তোষ) অ ৬।২৭৮, ২৮০, (সিংহদ্বারে ত্যাগ করিয়া ছত্রে ভিক্ষা ও প্রভুর তাহাতে সন্তোষ) অ ৬।২৮১-২৮৬ (প্রভুদত্ত গোবর্দ্ধনের শিলা ও গুঞ্জমালার সেবা) অ ৬।২৮৭-৩০৮, (কঠোর বৈরাগ্য ও প্রভুর আনন্দ) অ ৩০৯-৩২৫ ;('চৈতন্যস্তব-কল্পবৃক্ষ'-গ্রন্থে স্বকৃত স্তবে প্রভুর করুণা-বর্ণন) অ ৬।৩২৬, (প্রভুলীলা কড়চাকারে গ্রন্থন) অ ১৪।৭-১০, (চৈতন্যস্তবকল্পবৃক্ষ-গ্রন্থে প্রভুর অদ্ভুত বিকার বর্ণন) অ ১৪।৭২-৭৩, ৮৩, (চৈতন্যস্তবকল্পবৃক্ষে প্রভুর চটকগিরি-গমন-লীলা-বর্ণন) অ ১৪।১১৯-১২০ ;১৬।৮, (চৈতন্যস্তবকল্পবৃক্ষের শ্লোক) অ ১৬।৮৬-৮৭ ; ১৭।৭১-৭২ ; ১৯। ৭৫-৭৬ ;২০।১১২

রঘুনাথ পুরী—বৈষ্ণবানন্দ দ্রষ্টব্য।

রঘুনাথ (বৈদ্য ; সমকালীন)—আ ১০।১২৬, (শাখানির্ণয়) আ ১১।২২

রঘুনাথ ভট্ট (তপনমিশ্রনন্দন-সমকালীন)—(তত্ত্ব) আ ১।৩৬, (মদনমোহন-সেবক) আ ৮।৮০ ;৯।৪ (প্রভুসহ নীলাচলে ; শাখানির্ণয়) আ ১০।১৪৮ ;(কাশীতে প্রভু-সহ মিলন) আ ১০।১৫৩, ১৫৫-১৫৮, (প্রভুর কাশী-অবস্থান-কালে পাদসম্বাহন) ম ১৭।৯০ ; (রূপসঙ্গে গোপাল দর্শন) ম ১৭।৪৯ ; (কাশীতে) ম ২৫।১৭২ ; (প্রভুর জন্য রন্ধনকার্য্য) অ ১২। ১৪৩, (প্রভুর অবশেষ-লাভ) অ ১২।১৪৮, (ঝালি লইয়া রামদাস বিশ্বাসসহ পুরীগমন ও প্রভুসহ মিলন) অ ১৩।৮৯-১০১, (অষ্টমাস প্রভুসঙ্গে, পরে বিদায় ও প্রভুর যুক্তবৈরাগ্যের উপদেশ) অ ১৩।১০৫-১১৬, (চারি বৎসর পর গৃহত্যাগ করিয়া প্রভুসমীপে আগমন, অষ্টমাস পরে প্রভুর আদেশে বৃন্দাবন-গমন ও রূপ-সনাতন-সহ মিলন) অ ১৩।১১৭-১৩৫ ; ২০।১২২

রঘুপতি উপাধ্যায় (ত্রিহুতপণ্ডিত—সমকালীন)—(আড়াইলে প্রভুসহ মিলন ম ১৯।৯২-১০৫

রঘু মিশ্র (সমকালীন)—(শাখানির্ণয়) আ ১২। ৮৫

রাঘব পণ্ডিত (সমকালীন)—(শাখানির্ণয়) অ ১০।২৪-২৮, (কালাকৃষ্ণদাসসহ মিলন) ম ১০।৮৪ ;(পুরী আগমন) ম ১১।৮৯ ;(গুণ্ডিচা-মার্জ্জনান্তে প্রসাদ-সেবন) ম ১২।১৫৭ ;(রথাগ্রে কীর্ত্তন) ম ১৩।৩৭, ৪২ ;(জলকেলি) ম ১৪। ৮১, (প্রেমসেবা)ম ১৫।৭৮-৯২ ;(ঝালি লইয়া নীলাচল-যাত্রা) ম ১৬।১৭, (প্রভুসহ মিলন) ম ১৬।২০৪, (প্রভুর অবির্ভাব) অ ২।৩৪, ৮০, (সনাতন-সহ মিলন) অ ৪।১০৮, চিড়াদধি-মহোৎসবে) ম ৬।৭১-৭৬, (নিতাইয়ের রাঘব-ভবনে গণসহ কীর্ত্তন ও মহোৎসব) অ ৬।১০১-১২১, (রঘুনাথের প্রতি কৃপা) অ ৬।১২২-১২৫, (রঘুনাথের জন্য নিত্যানন্দে নিবেদন) অ ৬।১২৭, (রঘুনাথের যুক্তি) অ ৬।১৪৫-১৫৩, (পুরীতে প্রসাদ-পরিবেশন) অ ৭।৬৬, ৭১, (ঝালি সাজাইয়া পুরীযাত্রা) অ ১০।১৩, (ঝালির দ্রব্য) অ ১০।১৩-৩৯, ১২৮, ১২৯, ১৩৯, (ঝালি লইয়া পুরীযাত্রা অ ১২।১২ ; ২০।১১৭

রাজ অধিকারী (উড়িয়া—সমকালীন)—(ওড্রদেশ-সীমায় প্রভুসহ মিলন) ম ১৬। ১৫৬

রাজেন্দ্র (সমকালীন)—(শাখানির্ণয়) আ ১০।৮৫

রামচন্দ্র কবিরাজ (চিরঞ্জীব-তনয় ; সমকালীন)—(শাখানির্ণয়) আ ১১।৫১

রামদাস (শিবানন্দ-পুত্র ; সমকালীন)—আ ১০।৬২

রামদাস (?—সমকালীন) আ ১০।১১৩

রামদাস—অভিরাম ঠাকুর (দ্বাদশগোপাল) দ্রষ্টব্য।

রামদাস (পাঠানকুলোদ্ভূত বৈষ্ণব—সমকালীন)—(প্রভুর কৃপা) ম ১৮।১৬৩-২১৩

রামদাস বিপ্র (সমকালীন)—(দুঃখবিমোচন) ১।১১৩, (প্রভুমুখে কূর্ম্মপুরাণ-বচন-শ্রবণে দুঃখ-নিবৃত্তি) ম ১।১১৭-১১৯, (প্রভুর কৃপা-লাভ) ম ৯।১৮০, ২১৭

রামদাস বিশ্বাস (বৈষ্ণবপ্রায়—সমকালীন)—(রঘুনাথভট্টসহ পুরীগমন ও প্রভুসহ মিলন) অ ১৩।৯১-১০০ ;(মুক্তিবাঞ্ছা ও বিদ্যাগর্ব্বদোষে প্রভুর পূর্ণ-লাভে বঞ্চিত) অ ১৩।১০৯-১১০ (পট্টনায়ক-গোষ্ঠীকে কাব্যপ্রকাশ অধ্যাপনা) অ ১৩।১১১

রামদাস মহাদেব (অর্চ্চা)—(মল্লিকার্জ্জুন তীর্থে) ম ৯।১৬

রামভদ্র (নিত্যানন্দগণ ; সমকালীন)—আ ১১। ৫৩

রামভদ্র-আচার্য্য (?) (গৌরগণ, সমকালীন)—(পুরীতে প্রভুসহ মিলন) আ ১০।১৪৮, (প্রভুর ঐকান্তিকভক্ত) ম ১০।১৮৪ ; অ ১০।১৫৪

রামসেন (সমকালীন)—(শাখানির্ণয়) আ ১১।৫১

রামাই (সমকালীন)—(পুরীতে গোবিন্দানুগত্যে প্রভুর সেবন, শাখানির্ণয়) আ ১০।১৪৩-১৪৪, (শান্তিপুরে প্রভুসহ মিলন) ম ৩।১৫৩ ; (পুরীতে গোবিন্দসঙ্গে) ম ১০।১৪৯, (রথাগ্রে কীর্ত্তন) ম ১৩।৭৩ ;(নীলাচল-যাত্রা) ম ১৬। ১৬, (প্রভুসঙ্গে) ম ১৬।১২৯ ; (প্রভুনিমিত্ত রন্ধনকার্য্য) অ ১২।১৪৩, (প্রভুর অবশেষ লাভ) অ ১২।১৪৮, (চটকপর্ব্বতাভিমুখে) অ ১৪। ৮৯

রামানন্দ বসু (কুলীনগ্রামবাসী, সমকালীন)—(শাখানির্ণয়) আ ১০।৮০ ; ১১।৪৮, নবদ্বীপ-বাসি-ভক্তসহ মিলন) ম ১০।৮৯ ; (রথাগ্রে নৃত্য) ম ১৩।৪৪ ;১৪।২৪৮, ২৫১;(পট্টডোরী সরবরাহের আদেশ-প্রাপ্তি) ম ১৫।৯৮, (প্রভুর উপদেশ) ম ১৫।১০২-১১১, (পট্টডোরী লইয়া নীলাচল-যাত্রা) ম ১৬।১৭, (বৈষ্ণব-লক্ষণ-শ্রবণ) ম ১৬।৬৯-৭৫

রামানন্দ রায় (সমকালীন)—(প্রভুসহ মিলন, শাখানির্ণয়) আ ১০।৩৩-৪ ; ১৩।৪২, (বিদ্যা-নগরে প্রভুসহ মিলন) ম ১।১০৪, (পুরীগমনে প্রভুর আদেশ) ম ১।১২৭, (পুরীতে প্রভুসহ মিলন) ম ১।১২৮, (প্রভুসহ ভদ্রক পর্য্যন্ত আগমন) ম ১।৪৯, (পুরীবাসি-ভক্তগণের অন্যতম) ম ১।২৫৪, ২৬৫ ; ২।৪১, ৫০, (নাটকগীতি) ম ২।৭৭, (শুদ্ধ-সখ্য) ম ২।৭৮, (প্রভুকে রায়সহ মিলনের জন্য সার্ব্বভৌমের অনুরোধ) ম ৭।৬২ ;(গোদাবরী-তীরে প্রভুসহ মিলন) ম ৮।১৪-৫৩, (প্রভুসহ কৃষ্ণকথা) ম ৮।৫৫-৩১১, (প্রভুসহ পুনর্মিলন) ম ৯।৩১৮-৩৩৫, ৩৫৭ ;১০।৫০-৫২, (প্রভুসহ মিলন) ম ১১।১৫-৪০, ৫৮, ৯১, (বৈষ্ণব-সম্মিলন) ম ১১।২১২, (প্রভুর রাজদর্শন-সম্বন্ধে পরস্পর কথোপকথন) ম ১২।৩৯-৫৪, (রাজপুত্রসহ মিলনস্থির) ম ১২।৫৫-৫৭ ;(প্রসাদানয়ন) ম ১৪।২৩-৩৫, (জলকেলি) ম ১৪।৮২ ;১৬।৪, (প্রভুর যুক্তি) ম ১৬।৭, ৮৫, (প্রভুর বৃন্দাবন-গমনেচ্ছা) ম ১৬।৮৭-৯৩, ৯৮, ১০১, ১০৭, ১১৬, ১২৬, ১৫৩-১৫৫, ২৫৪ ;১৭।৩ ;১৯। ১১৬ ;২০।৯৫, (প্রভুসহ মিলন) ম ২৫।২২৭, ২৪২ ; (রূপের নাটকাস্বাদন) অ ১।১০৬ ; (সনাতনসহ মিলন) অ ৪।১০৯;(কৃষ্ণকীর্ত্তনা-ধিকারী) অ ৫।৭-৮, প্রদ্যুম্ন-মিশ্রের রায়-

সমীপে আগমন ও সেবক-কথিত বৃত্তান্ত-শ্রবণ) অ ৫।১১-১৫, (দেবদাসী-পরিচর্য্যা) অ ৫।১৬-২৬, (প্রদ্যুম্নমিশ্র-সহ মিলন ও মিশ্রের বিস্মিত-চিত্তে গৃহে প্রত্যাগমন) অ ৫।২৭-৩২, ৩৪, (রায়-সম্বন্ধে মিশ্রের অভিমত-শ্রবণে প্রভুর রামানন্দ-গুণকীর্ত্তন) ম ৫।৪-৫৪, (প্রদ্যুম্নমিশ্র-সমীপে রায়ের কৃষ্ণ-কথাকীর্ত্তন) অ ৫।৫৫-৬৭, (মিশ্রকর্ত্তৃক রায়ের গুণবর্ণন) অ ৫।৭০-৭৬, (রায়ের আদর্শে প্রভুর শুদ্ধবৈষ্ণবের স্বভাব-কীর্ত্তন) অ ৫।৭৭-৭৮, ৭৯, (প্রভুর উদ্দেশ্য রায়দ্বারা ভক্তিতত্ত্ব-প্রচার) অ ৫।৮০-৮৫, ৬।৬; (মহিমা) অ ৭।২৩-৩৭, ৯।১৭, ১১।১২, ১৫, (প্রভু-মুখে হরিদাস-মহিমা-শ্রবণ) অ ১১।৫০; ১২।৬; (প্রভুর মনোভাব-আস্বাদন) অ ১৪। ৪০-৫৮, (প্রভুসহ রসাস্বাদন) অ ১৫। ১১-৯৪, ১৬।১০৬, (শ্লোক-পঠন) অ ১৬। ১১৬-১১৯, ১৩৯-১৪০, ১৫০; (প্রভুর কৃষ্ণকথালাপ) অ ১৭।৪-৮, (প্রভুসহ প্রেমাস্বাদন) অ ১৯।৩৩, ৫৪, ৫৬, ১০০; ২০।৪, ৮, ২০, ১১০

রামেশ্বর (অর্চ্চা)—(সেতুবন্ধে) ম ১।১১৬; ৯।২০০

রুদ্র (গুণাবতার)—(তত্ত্ব) আ ৫।১০৫; ৬। ৭৭, (তত্ত্ব) ম ২০।২৯০, ৩০৭-৩০৮; ২১। ৫৮, ৬৮, ৭৩

রুদ্র পণ্ডিত (সমকালীন)—(শাখানির্ণয়) আ ১০।১০৬

রুদ্রাণী (প্রাচীন)—আ ১৩।১০৫

রূপ (গোস্বামী (দবীরখাস দ্রষ্টব্য—সমকালীন) —(তত্ত্ব) আ ১।৩৬; ৪।২৭৩-২৭৪; ৫।২২৩; ৭।১৬৪; ৮।৮০; ৯।৪, (শাখানির্ণয়) আ ১০। ৮৪, ৮৫, (দাস রঘুনাথের সহিত মিলন) আ ১০।৯৫, (ভট্টরঘুনাথসহ মিলন) আ ১০। ১৫৭-১৫৮, (ব্রজে আগমন) ম ১।৩১, (প্রচারাদিকার্য্য) ম ১।৩২, ৪১, (নীলাদ্রি আগমন) ম ১।৫৯, (প্রভুর মনোঽভীষ্ট-জ্ঞাপক শ্লোক রচনা) ম ১।৬০-৮০, (জগন্নাথ-মন্দিরে গমন-বিষয়ে দৈন্য) ম ১।৬৩, (শ্লোকরচনা) ম ১।৮৩, (রামকেলিতে প্রভুসহ মিলন) ম ১। ১৭৫-২০৭, (প্রভুকর্ত্তৃক নামকরণ) ম ১।২০৮, (প্রভুর আশীর্ব্বাদ) ম ১।২১৬, (প্রয়াগে প্রভুসহ মিলন) ম ১।২৪৩, (প্রভুর শিক্ষা, বৃন্দাবন-গমনাদেশ) ম ১।২৪৩, (পুরীতে পুনরাগমন ও প্রভুর শক্তিসঞ্চার)ম ১।২৫৮; ২।৯৩, ৯৪; ১৩।১৩৪,২০৬;(প্রভুসহ মিলন) ম ১৬।২১৪, ২৬০; (গোপালদর্শন) ম ১৮।৪৫-৫৪; (রামকেলি-গ্রামে) ম ১৯।৩, (প্রয়াগে প্রভুসহ মিলন-প্রসঙ্গ) ম ১৯।৪-৫২, (সনাতনের সংবাদ-শ্রবণ) ম ১৯।৫৫-৫৭, (প্রভুর নিকটে অবস্থান) ম ১৯।৫৮-৬০, (আড়াইলে প্রভুর অবশেষ-প্রাপ্তি) ম ১৯।৮৮-৮৯, (দশাশ্বমেধঘাটে প্রভুর শক্তিসঞ্চার) ম ১৯।১১৪-১৩৫, (প্রভুর শিক্ষা) ম ১৯।১৩৬, ২৩৬, (প্রভুর আদেশ) ম ১০। ২৩৭-২৪০, (বল্লভসহ বৃন্দাবন-যাত্রা) ম ১৯। ২৪২; ২০।৩, ৬৬; (মথুরায় সুবুদ্ধি-রায়-সহ মিলন) ম ২৫।১৭৯, ২০২, (বল্লভ-সহ কাশী আগমন) ২৫।২০২ ও ২০৯-২১৩, (কাশী হইতে গৌড়যাত্রা) ম ২৫।২১৪, ২৫০, (নাটকের কড়চা) অ ১।৩৪-৩৬, (অনুপমসহ গৌড়ে আগমন ও তথা হইতে পুরী যাত্রা) অ ১।৩৭-৩৮, (সত্যভামাপুর-গ্রামে স্বপ্ন দর্শন) অ ১।৪০-৪৪, (নীলাচলে হরিদাস ও প্রভুসহ দ্বিতীয়বার মিলন) অ ১।৪৫-৬৫, (প্রভুর নাটক-সম্বন্ধে উপদেশ) অ ১।৬৬, (পৃথক্ নাটক) অ ১।৬৭-৭১, (নাটক-বর্ণন) অ ১।৭৪-১৯১, (রায়ের নাটক-সম্বন্ধে অভিমত) অ ১।১৯২-২০৫, (প্রভু ও ভক্তগণের আলিঙ্গন) অ ১। ২০৬-২১০, (প্রভুর আদেশ) অ ১।২১৬-২২১, (বৃন্দাবনে সনাতনসহ মিলন) অ ৪।২১৩-২১৭, (দুই ভাইয়ের কৃষ্ণসেবা ও গ্রন্থাদি প্রকাশ) অ ৪।২১৭-২৩১, (প্রভুর ইচ্ছা—ব্রজরস-প্রচার) অ ৫।৮৭, (নাটক-সম্বন্ধে স্বরূপের অভিমত) অ ৫।১০৮, (প্রভুর আদেশ-মতে রঘুনাথভট্টের রূপসহ মিলন) অ ১৩।১২০-১২৬, (স্তবমালায় প্রভুর কৃষ্ণান্বেষণলীলা-বর্ণন) অ ১৫।৯৬৭; ২০।১০৩

লক্ষ্মীনাথ পণ্ডিত (সমকালীন)—(শাখানির্ণয়) আ ১২।৮৫

লঘু-হরিদাস (ইনি ছোট হরিদাস নহেন—সমকালীন)—(রূপসঙ্গে গোপালদর্শন) ম ১৮। ৫২

লাঙ্গগণেশ (অর্চ্চা)—ম ৯।২৮১

লীলাশুক (বিল্বমঙ্গল গোস্বামী, মধ্যযুগীয়)—ম ২।৭৯; অ ১৭।৫০

লোকনাথ গোস্বামী (সমকালীন)—(শ্রীরূপ-সঙ্গে গোপালদর্শন) ম ১৮।৪৯

লোকনাথ পণ্ডিত (সমকালীন)—(শাখানির্ণয়) আ ১২।৬৪

শঙ্কর (কুলীনগ্রামবাসী; সমকালীন)—(শাখানির্ণয়) আ ১০।৮০

শঙ্কর (নিত্যানন্দশাখা; সমকালীন)—আ ১১। ৫২

শঙ্কর পণ্ডিত (দামোদর পণ্ডিতের ভ্রাতা; সমকালীন)—(শাখানির্ণয়) আ ১০।৩৩, ১২৫, (পুরীবাসি-ভক্তগণের অন্যতম) ম ১।২৫২, (স্বরূপসহ মিলন) ম ১০।১২৭, (পুরী-আগমন) ম ১১।৮৫ (প্রভুর শঙ্কর-প্রতি শুদ্ধপ্রেম) ম ১১।১৪৬-১৪৮, (গুণ্ডিচা মার্জ্জনান্তে প্রসাদ-সেবন) ম১২।১৫৭, ১৬৩, (প্রভুসহ মিলন) ম ২৫।২২২; অ ২।১৫৩; (সনাতনসহ মিলন) অ ৪।১০৯; ৭।৪৬, ৬৪; ১০।১৫৪; (হরিদাস-নির্য্যাণ-মহোৎসব) অ ১১।৮৪; (চটকপর্ব্বতাভিমুখে) অ ১৪।৮৯, (গম্ভীরায় প্রভুর পাদ-সম্বাহন) অ ১৯।৬৭-৭৪

শঙ্করাচার্য্য (মধ্যযুগীয়)—আ ৭।১০৯-১৩৩, ম ৯।২৪৪; ২৫।৪৩, ৪৬, ৮৬

শঙ্করানন্দ সরস্বতী (সমকালীন)—(পুরীতে প্রভুসহ মিলন ও প্রভুকে গোবর্দ্ধনশিলা এবং গুঞ্জামালা প্রদান) অ ৬।২৮৮-২৮৯

শচীমাতা (সমকালীন)—আ ৫।২৭২; (দণ্ড-প্রসাদ) আ ১২।৪২; ১৩।৫৪, ৬০; (অষ্টকন্যার আবির্ভাব ও তিরোভাব) আ ১৩।৭২; (গৌরাবির্ভাব) আ ১৩।৮০, ৯৩, ১১৮; ১৪। ১০, ২৪-২৬, ৩০, ৪৪, ৭১-৭৭, ৮০; (একাদশীতে অন্নভক্ষণে প্রভুর নিষেধ-বাক্য) আ ১৫। ১০, ১৩, ২৯-৩০; ১৬।২২, ২৩; (প্রেমলাভ) আ ১৭।১০, (রামকৃষ্ণ দর্শন) আ ১৭।১৭, (অপরাধ-খণ্ডন) আ ১৭।৭১, (তত্ত্ব) আ ১৭। ২৯৪, (শান্তিপুরে প্রভুসহ মিলন) ম ১।৯৫, (প্রভুকে নমস্কার) ম ১।২৩৩; ৩।২২, (অদ্বৈত-ভবনে) ম ৩।১৩৯, (প্রভুর দণ্ডবৎ) ম ৩।১৪০, ১৪১, ১৪৩, (প্রভুর জন্য রন্ধন) ম ৩।১৬০, (বাৎসল্য) ১৬৩-১৬৭, (প্রভুকে ভিক্ষাদান ও নীলাচলে রহিবার অনুমতি প্রদান)ম ৩।১৬৯-১৮৭, ২০০-২০৪; ১০।৬৮, ৭২, (দক্ষিণ হইতে প্রভুর পুরী-প্রত্যাবর্ত্তনের সংবাদ-প্রাপ্তি) ম ১০।৭৭, ৮৮, (পরমানন্দপুরীকে ভিক্ষাদান) ম ১০।৯২, ৯৯, (প্রভুসহ মিলন) ম ১৬।২১০; অ ১।১৪; (প্রভুর আবির্ভাব) অ ২।৩৪, ৭৯; (প্রভুদর্শনে পুরীযাত্রাকালে ভক্তগণের শচীমা'র আদেশ প্রার্থনা) অ ১২।১৪, জগদানন্দের আগমন ও তন্মুখে নিমাই-কথা শ্রবণ) অ ১২।৮৬-৯৫, (জগদানন্দের আগমন ও প্রভুদত্ত 'গোপলীলা'র প্রসাদ-বস্ত্র-অর্পণ) অ ১৯।৫-১৫

শতানন্দ খান (সমকালীন)—অ ২।৮৮

শিখি মাহিতি (সমকালীন)—(প্রভুসহ মিলন ও শাখানির্ণয়) আ ১০।১৩৬, (পুরীতে প্রভুসহ মিলন) ম ১।১৩০; (প্রভুসহ মিলন) ম ৯।৪২,

৪৪ ; ১৬।২৫৪, অ ২।১০৩, (রাধিকার গণ) অ ২।১০৬
শিব (গুণাবতার)—আ ১।৬৭ ; ৬।৭৮ ; ১৬। ৬৪ ; ১৭।৯৯, ৩৩১ ; ম ৯।৩৮, ৬৮, ৭২, ৭৫, ৭৮, ১৭৬, ২২০, ২৮০ ; ২০।২৯১, (তত্ত্ব) ম ২০।৩০১-৩১২ ; ২১।৮, ১০ ; ২৪।১১৪ ; অ ৩।২৬০
শিবাই (সমকালীন)—(শাখানির্ণয়) আ ১১। ৪৯
শিবানন্দ (ওড্র ; সমকালীন)—(প্রভুসহ মিলন—শাখানির্ণয়) আ ১০।১৩৫
শিবানন্দ চক্রবর্ত্তী (অদ্বৈতশিষ্য ; সমকালীন)—আ ৮।৭০ ; (শাখানির্ণয়) আ ১২।৮৭
শিবানন্দ (দস্তুর ; সমকালীন)—(প্রভুসহ মিলন, শাখানির্ণয়) আ ১০।১৪৯
শিবানন্দ সেন (সমকালীন)—(শাখানির্ণয়) আ ১০।৫৪, ৬০-৬৩, (পুরীতে প্রভুসহ মিলন) ম ১।১৩২, ১৩৯-১৪০, (গৌড়দেশে কালাকৃষ্ণ-দাসসহ মিলন) ম ১০।৮১, (পুরী-আগমন) ম ১১।৮৭, (প্রভুর কৃপা) ম ১১।১৪৯-১৫০ ; (প্রভুর বাসুদেব দত্তের সরখেল ও ঘাটী-সমাধান-কার্য্যে নিয়োগ) ম১৫।৯৩-৯৭; (নীলাচল-যাত্রা) ম ১৬।১৯-২৩, (ঘাটীসমাধান) ম ১৬। ২৬-২৭, (প্রভুসহ মিলন) ম ১৬।২০৬ ; ১৯। ১১৮ (নীলাচলযাত্রা) অ ১।১৫, ১৬, (কুক্কুরো-পাখ্যান) অ ১।১৭-৩৩, (নকুল ব্রহ্মচারীসহ মিলন) অ ২।২২-৩২, ৩৭, ৪২, ৪৫, (নৃসিংহা-নন্দসহ মিলন) অ ২।৪৭-৭৪, (প্রভুসহ মিলন) অ ২।৭৫-৮২, ১৬২, (রঘুনাথের পিতৃদত্ত পত্রী-বহন) অ ৬।১৮০-১৮২, (রঘুনাথ-স্থানে পত্রী-বৃত্তান্ত কথন) অ ৬।২৪৬-২৪৭, (গোবর্দ্ধনদাস প্রেরিত লোকের নিকট রঘুনাথের পরিচয় প্রদান) অ ৬।২৪৮-২৫৭, (গোবর্দ্ধন-প্রেরিত লোক লইয়া পুরীতে রঘুনাথসহ মিলন) অ ৬।২৫৮-২৬৭ ; (পুরী-যাত্রা) অ ১০।১২, (নিমন্ত্রণাখ্যান) অ ১০।১৪২-১৪৭; (পুরীযাত্রা) অ ১২।৮, (ঘাটী-সমাধান) অ ১২।১৫, ১৬, (নিত্যানন্দ-প্রভুর শাপ প্রদান ও পাদপ্রহার-রূপ কৃপা) অ ১২।১৭-৩৩, (শ্রীকান্তের অভিমান, পুত্রাদিসহ প্রভুর মিলন, পুরীদাসের মুখে প্রভুর পাদাঙ্গুষ্ঠদান, সবংশে প্রভুর কৃপালাভ) অ ১২। ৩৪-৫৩ ; (জগদানন্দের চন্দনাদি তৈল সংগ্রহ) অ ১২।১০২; (পত্নী ও ছোটপুত্রসহ নীলাচলে প্রভুসহ মিলন) অ ১৬।৬৫-৭৭ ; ২০।১০৪, ১০৫, ১২০
শিবানন্দ-পত্নী (সমকালীন)—(নীলাচল-যাত্রা) ম ১৬।২২ ; (নীলাচল-যাত্রা) অ ১২।১২, (নিত্যানন্দের অভিশাপ-শ্রবণে ভীতি ও শিবানন্দের সান্ত্বনা) অ ১২।২২-২৩ ; (নীলাচলে প্রভু-দর্শন) অ ১৬।৬৫
শুকদেব (প্রাচীন)—আ ৬।৪৬ ; ম ৬।১৯৮ ; ২১।১১০ ; ২৪।৪৪, ১০৮, ১১১, ১৯৮ ; অ ৭।৩১, ৯।১০ ; ১৪।৪৪, ৪৬ ; ১৯।৬৯
শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী (সমকালীন)—(শাখানির্ণয়) আ ১০।৩৮ ; (প্রভুর তণ্ডুল-ভোজন) আ ১৭। ২০, (শান্তিপুরে প্রভুসহ মিলন) ম ৩।১৫৩ ; (পুরী আগমন) ম ১১।৯০, (পুরীযাত্রা) অ ১০।১১
শুভানন্দ (সমকালীন)—(শাখানির্ণয়) আ ১০।১১০, (রথাগ্রে কীর্ত্তন) ম ১৩।৩৯, (প্রভুর মুখামৃত পান) ম ১৩।১১০
শেখর পণ্ডিত (সমকালীন)—(শাখানির্ণয়) আ ১০।১০৯
শৌনক (প্রাচীন)—ম ২৪।১২২
শ্রীকর (সমকালীন)—(শাখানির্ণয়) আ ১০। ১১১
শ্রীকান্ত সেন (শিবানন্দ ভাগিনেয়—সমকালীন)—আ ১০।৬৩, (পুরী আগমন) ম ১১।৮৯ ; (রথাগ্রে কীর্ত্তন) ম ১৩।৪১, (প্রভুসহ মিলন) অ ২।৩৭-৪৪ ; (পুরীপথে নিত্যানন্দের কার্য্য-দর্শনে অভিমান, পুরীতে প্রভুসহ মিলন) অ ১২। ৩৪-৪১
শ্রীজীবপণ্ডিত (রত্নগর্ভ আচার্য্য-পুত্র—সমকালীন)—(শাখানির্ণয়) আ ১১।৪৪
শ্রীদাম (কৃষ্ণ-সখা)—আ ৬।৬১ ; ম ১৯।১৯০
শ্রীধর—'দ্বাদশ গোপাল' দ্রষ্টব্য।
শ্রীধর ব্রহ্মচারী (সমকালীন)—(শাখানির্ণয়) আ ১২।৭৯
শ্রীধরস্বামী (প্রাচীন)—ম ২৪।৯৭ ; (বল্লভ-ভট্টের স্বামি-নিন্দা ও প্রভুর স্বামি-মহিমা কীর্ত্তন) অ ৭।১০৭-১০৯, স্বামীর আনুগত্যে ভাগবত ব্যাখ্যার কর্ত্তব্যতা) অ ৬।১২৮-১৩২
শ্রীনাথ চক্রবর্ত্তী (সমকালীন)—(শাখানির্ণয়) আ ১২।৮৩
শ্রীনাথ পণ্ডিত (সমকালীন)—(শাখানির্ণয়) আ ১০।১০৭
শ্রীনাথমিশ্র (সমকালীন)—(শাখানির্ণয়) আ ১০।১১০
শ্রীনিধি (সমকালীন)—আ ১০।৯, (শাখানির্ণয়) আ ১০।১১০
শ্রীনিবাস—শ্রীবাস দ্রষ্টব্য।
শ্রীপতি (শ্রীবাসভ্রাতা—সমকালীন)—(শাখানির্ণয়) আ ১০।৯
শ্রীবৎস পণ্ডিত (সমকালীন)—(শাখানির্ণয়) আ ১২।৬২
শ্রীবাস বা শ্রীনিবাস (ঈশভক্ত—সমকালীন)—আ ১।৩৮ ; ৩।৭৪ ; ৪।২২৭ ; ৫।১৪৪ ; ৬। ৩৭, ৪৮ ; ৭।১৬, (শাখানির্ণয়) আ ১০।৮ ; ১৩।৩, ৫৫, ১০১, ১০৭; (প্রভুর শ্রীবাস-ভবনে সাত প্রহরিয়া ভাব) আ ১৭।১১, (প্রভুর শ্রীবাস-ভবনে কীর্ত্তন-বিলাস) আ ১৭।৩৪-৩৬, (গোপাল চাপালের কাণ্ড) আ ১৭।৩৮, ৪১, ৫২, ৫৭, ৫৯, (বিষ্ণুসহস্রনাম-পাঠ) আ ১৭। ৯০, ৯৪-৯৮, (পুত্রের দেহত্যাগ) আ ১৭। ২২৭-২২৯, (কৃষ্ণলীলা-বর্ণন) আ ১৭।২৩৩-২৪০, ৩০০ ; ম ১।১৫৩, (রামকেলিতে প্রভু-সঙ্গ) ম ১।২১৯, (প্রত্যব্দ প্রভুদর্শনে পুরী গমন) ম ১।২৫৫, (গৌর-নাম-কীর্ত্তনে প্রভুর ক্রোধ ও কৃষ্ণকীর্ত্তন-আজ্ঞা) ম ১।২৬৯-২৭১, ২৭৮, ২৮১, (অদ্বৈত-গৃহে প্রভুসহ মিলন) ম ৩।১৫৩, ১৬৮ ; ১০।৬৯, ১১৭, (পুরী-আগমন) ম ১১।৮৪, (প্রভুসহ মিলন) ম ১১।১২৯, ১৪৪-১৪৫, (কীর্ত্তন) ম ১১।২২৮ ; (গুণ্ডিচা-মার্জ্জ-নান্তে প্রসাদ সেবন) ম ১২।১৫৭, (প্রভুর স্বহস্তে মাল্য-চন্দন-দান) ম ১৩।৩২, (রথাগ্রে কীর্ত্তন) ম ১৩।৩৮, ৭৩, (হরিচন্দনকে চপেটাঘাত) ম ১৩।৯২-৯৫, (জলকেলি) ম ১৪।৮১, (লক্ষ্মী-মাহাত্ম্য-কথন) ম ১৪।২০৩-২২৯, (প্রভুর শ্রীবাস-অঙ্গনে নর্ত্তনাঙ্গীকার) ম ১৫।৪৫ ; (নীলাচল-যাত্রা) ম ১৬।১৬, ২২, ৫৬, (কুমার-হট্টে প্রভুসহ মিলন) ম ১৬।২০৫, (প্রভুর আবির্ভাব-স্থান) অ ২।৩৪, ৭৯, (ছোট হরিদাস-সম্বন্ধে প্রভুর অভিমত শ্রবণ) অ ২।১৬৩-১৬৫; (সনাতনসহ মিলন) অ ৪।১০৮ ; ৭।৬৯ ; ১০। ৪, (কীর্ত্তন) অ ১০।৬০, ১১৯, ১৩৯ ; (মালিনী-দেবীসহ পুরীযাত্রা) অ ১২।১১
শ্রীমন্ত (সমকালীন)—(শাখানির্ণয়) আ ১১। ৪৯
শ্রীমান্ পণ্ডিত (সমকালীন)—(শাখানির্ণয়) আ ১০।৩৭, (কালাকৃষ্ণদাস সহ মিলন) ম ১০। ৮৩, (পুরী-আগমন) ম ১১।৮৯ ; (রথাগ্রে কীর্ত্তন) ম ১৩।৩৯, (পুরী-যাত্রা) অ ১০।৯, ১২২
শ্রীরঙ্গ কবিরাজ (সমকালীন)—(শাখানির্ণয়) আ ১১।৫১
শ্রীরঙ্গপুরী (সমকালীন)—(প্রভুর মিলন) ম

১।১১৩, (মাধবপুরীর শিষ্য) ম ৯।২৮৫, (প্রভুসহ মিলন) ম ৯।২৮৬-৩০২

শ্রীরাম পণ্ডিত (শ্রীবাসভ্রাতা—সমকালীন)—আ ১০।৮, (শাখানির্ণয়) আ ১০।১১০, ১২।৬৫, (কালাকৃষ্ণদাস-সহ মিলন) ম ১০।৮৩, (রথাগ্রে নর্ত্তন) ম ১৩।৩৯

শ্রীহরি আচার্য্য (সমকালীন)—(শাখানির্ণয়) আ ১২।৮৪

শ্রীহরিচরণ (অদ্বৈতশাখা ; সমকালীন)—আ ১২।৬৪

শ্রীহর্ষ (সমকালীন)—(শাখানির্ণয়) আ ১২।৮৫

ষষ্ঠীবর (কীর্ত্তনীয়া—সমকালীন)—(শাখানির্ণয়) আ ১০।১০৯

ষাঠী (সার্ব্বভৌম-কন্যা—সমকালীন)—ম ১।১৩৭ ; ১৫।২৫২, (পিতার কন্যাকে দুষ্ট পতি-ত্যাগের পরামর্শ) ম ১৫।২৬৪

ষাঠীর মাতা (সার্ব্বভৌমপত্নী—সমকালীন)—ম ১।১৩৭ ; ৭।৫২ ;(প্রভুর ভোজন-প্রসঙ্গ) ম ১৫।২০০-৩০০

সত্যরাজ খান (কুলীনগ্রামবাসী—সমকালীন)—(ঠাকুর হরিদাসের কৃপাপাত্র) আ ১০।৪৮ ; (শাখানির্ণয়) আ ১০।৮০, (নবদ্বীপবাসিসহ মিলন) ম ১০।৮৯, (পুরী আগমন) ম ১১।৯১, (রথাগ্রে নৃত্য) ম ১৩।৪৪ ; ১৪।২৪৮, ২৫২ ; (প্রভুর আদেশ—প্রত্যব্দ পট্টডোরী সরবরাহ) ম ১৫।৯৮, (প্রভুর উপদেশ) ম ১৫।১০২-১১১ ; (পট্টডোরী লইয়া নীলাচল-যাত্রা) ম ১৬।২৭, (বৈষ্ণবলক্ষণ-শ্রবণ) ম ১৬।৬৯-৭৫, (কীর্ত্তন) অ ১০।৬০

সদাশিব কবিরাজ (সমকালীন)—(শাখানির্ণয়) আ ১১।৩৮ ;(চিড়াদধি-মহোৎসবে) অ ৬।৬১

সদাশিব পণ্ডিত (সমকালীন)—(শাখানির্ণয়) আ ১০।৩৪

সনক (প্রাচীন)—আ ৫।১২২ ; ম ৬।১৯৮, (শান্তভক্ত) ম ১৯।১৮৯ ; ২০।৩৬৭, ৩৬৯; ২১।১০, ৬১ ; ২৪।৪৪, ১০৯, ১১০, ১৯৯, ২০০ ; অ ৩।২৬০

সনাতন (নিত্যানন্দশাখা, সমকালীন)—(শাখানির্ণয়) আ ১১।৫০

সনাতন (প্রাচীন)—আ ৬।৬৪

সনাতন গোস্বামী (সাকর মল্লিক দ্রষ্টব্য)—(সমকালীন)—আ ১।৩৬, ৫।২০১, ২০৩; (কাশীতে প্রভুসহ মিলন) আ ৭।৪৭, ১৫৩, ১৬০, ১৬৪ ;(মদনমোহন-সেবক) আ ৮।৮০; ৯।৪ ;(শাখানির্ণয়) আ ১০।৮৪, ৮৫, (দাস রঘুনাথসহ মিলন) আ ১০।৯৫, ১০৫, (ব্রজে আগমন) ম ১।৩১, (প্রচারাদি কার্য্য) ম ১।৩২-৩৬, (জগন্নাথ-মন্দির প্রবেশে দৈন্য) ম ১।৬৩, (রামকেলিতে প্রভু-সহ মিলন) ম ১।১৮২-২০৫ ; (প্রভুকর্ত্তৃক নামকরণ) ম ১।২০৮, (প্রভুর আশীর্ব্বাদ) ম ১।২১৬, (প্রভুকে লোক-সংঘট্ট-বারণ) ম ১।২২৮, (কাশীতে প্রভুসহ মিলন) ম ১।২৪৪, (মথুরাগমনের জন্য প্রভুর আদেশ) ম ১।২৪৫, (পুরীতে পুনরাগমন ও জ্যৈষ্ঠ মাসে পরীক্ষা) ম ১।২৬০, (বৃন্দাবন-গমন-জন্য প্রভুর আদেশ) ম ১।২৬১ ; ২।৯৪ ;(প্রভুসহ মিলন) ম ১৬।২১৪, ২৬০, (প্রহেলী) ম ১৬।২৬৫-৬, ২৬৮ ; ১৭।৭৪ ; (গোবর্দ্ধনের গোপাল-দর্শন) ম ১৮।৪৫, (রামকেলিতে) ম ১৯।৩, (রূপের মুদ্রা-রক্ষণ) ম ১৯।৯, (প্রভু-মিলনের পূর্ব্বাবস্থা) ম ১৯।১৩-৩৫, (কর্ণপূরের বর্ণন) ম ১৯।১২২-১২৩, (বৈরাগ্য) ম ১৯।১২৫-১৩২ ; (কারামুক্তি) ম ২০।৩-১৫, (পাতড়া পর্ব্বতে দস্যু-হস্তে) ম ২০।১৬-৩৩, (ঈশানকে বিদায় প্রদান) ম ২০।৩৪-৩৬, (হাজিপুরে) ম ২০।৩৭-৪৪, (কাশীতে প্রভুসহ মিলন) ম ২০।৪৫-৯৬, (পরিপ্রশ্ন) ম ২০।৯৮-১০৩, (প্রভুর শিক্ষা) ম ২০।১০৪-৪০৩ ;২১।৩-১৪৯ ;২২।৪-১৬৪ ; ২৩।৩-১২০ ; (প্রভুর 'আত্মারাম'-শ্লোক-ব্যাখ্যা) ম ২৪।৩-৩১৯, (প্রভুর বৈষ্ণব-স্মৃতি-বিষয়ে উপদেশ) ম ২৪।৩২০-৩৪৯ ; (সন্ন্যাসী উদ্ধারে আনন্দ) ম ২৫।৬২, (বৃন্দাবনে) ম ২৫।২০৩-৯, ২৫১ ;অ ১।৫০,২১৭ ; (মথুরা হইতে পুরী আগমন)অ ৪।৩, (গাত্রে কণ্ডুরসা-ছল ও দৈন্য) অ ৪।৫-১২, (ঠাকুর হরিদাসসহ মিলন) অ ৪।১৩-১৫, (প্রভুসহ দ্বিতীয়বার মিলন) অ ৪।১৮-৫৪, (দেহত্যাগ সঙ্কল্প ও প্রভুর উপদেশ) অ ৪।৫৫-৯২, (হরিদাসসহ ইষ্টগোষ্ঠী) অ ৪।৯৩-১০৪, ১০৬, (বৈষ্ণব-সম্মিলন) অ ৪।১০৭, ১১২, (বালু-পথে যমেশ্বর-টোটায় গমন ও প্রভুসহ মিলন) অ ৪।১১৬-১৩৪, (জগদানন্দসহ মিলন ও পরামর্শ) অ ৪।১৩৫, ১৪৪, (প্রভুর সনাতনকে আলিঙ্গন প্রদান ও জগদানন্দকে তিরস্করণ) অ ৪।১৪৭-১৬০, (জগদানন্দের সৌভাগ্যে লোভ ও প্রভুর উপদেশ) অ ৪।১৬১-১৯৩, (কণ্ডু-অপগমে দিব্যকান্তিলাভ) অ ৪।১৯৫-২০১, (কণ্ডুদ্বারা পরীক্ষণ) অ ৪।২০৩-২০৪ ; (বন-পথে বৃন্দাবন-যাত্রা) অ ৪।২০৬-২১২, (রূপসহ মিলন) অ ৪।২১৩, (দুই ভাইয়ের কৃষ্ণসেবা ও গ্রন্থাদি প্রকাশ) অ ৪।২১৭-২৩১ ; (প্রভুর ইচ্ছা—ভক্তিসিদ্ধান্ত প্রচার) অ ৫।৮৬ ; ১৩।৩৬, ৩৮, ৪০, (মথুরায় জগদানন্দসহ মিলন মস্তকে রক্তবস্ত্র বাঁধিয়া জগদানন্দের চৈতন্যনিষ্ঠা দর্শন) অ ১৩।৪৪-৬৩, (প্রভুর অবস্থান-জন্য দ্বাদশাদিত্য-টিলার মঠ-সংস্কার) অ ১৩।৬৫-৭০, ৭৩, (প্রভুর আদেশে রঘুনাথভট্টের সনাতনসহ মিলন) অ ১৩।১২০-১২৫ ;২০।১০৮

সনাতন (নিত্যানন্দশাখা—সমকালীন)—(শাখানির্ণয়) আ ১১।৫০

সনোড়িয়া বিপ্র (সমকালীন)—প্রভুসহ মিলন ও পরিচয়) ম ১৭।১৫৮-১৮৫ ;(জীবে দয়া) ম ১৮।১২৮-১৩২, (বৃন্দাবন হইতে প্রভুকে প্রয়াগে লইবার যুক্তি) ম ১৮।১৩৯-১৪৬, (প্রয়াগপথে) ম ১৮। ১৫৮, (পাঠান দস্যুর সহিত চাতুর্য্য) ম ১৮।১৬৭-১৭৫, (বিদায়) ম ১৮।২১৫

সর্ব্বেশ্বর মিশ্র (সমকালীন)—আ ১৩।৫৭

সাকর মল্লিক (সনাতন দ্রষ্টব্য, সমকালীন)—(প্রভু-দর্শনে যুক্তি) ম ১।১৮২, (মিলন) ১।১৮৩, ১৮৪, (দৈন্যস্তুতি) ম ১।১৮৫-২০৫

সাবিত্রী (ব্রহ্মাপত্নী ; প্রাচীন)—আ ১৩। ১০৪

সারঙ্গ দাস (শার্ঙ্গ ঠাকুর—সমকালীন)—(শাখানির্ণয়) আ ১০।১১৩

সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য (সমকালীন)—(প্রভুসহ মিলন, (শাখানির্ণয়) আ ১০।১৩০, (প্রভুসেবা ও প্রভুকৃপা লাভ) ম ১।৯৯-১০১, (প্রভুকে পুরীতে আনয়ন) ম ১।১২৪, (প্রভুকে ভিক্ষাদান) ম ১।১৩৭, কাশী-গমনপথে পুরীযাত্রী ভক্তগণসহ মিলন) ম ১। ১৪১ ; ৪।৩ ;(প্রভু-সহ মিলন-বৃত্তান্ত) ম ৬।৫-২৮৪ ; ৭।৩, ৬, (প্রভুর দক্ষিণদেশ যাত্রা-প্রসঙ্গে) ম ৭।৪১-৭৪, ৮।৩০, ৩২, ৩৪, ৪৬, ১২৪ ;(প্রভুসহ মিলন) ম ৯।৩৪৩-৩৫৭ ;১০।৩-২২, ২৬-২৯, (মিশ্র-ঘরে প্রভুকে আনয়ন ও পুরীবাসীর পরিচয় দান) ম ১০।৩১-৫৭, ৬২, ৬৩, (স্বরূপসহ মিলন) ম ১০।১২৭, (ঈশ্বরপুরী-প্রেরিত গোবিন্দ-সম্বন্ধে বিচার) ম ১০।১৩০-১৫০, (ভারতীর-বিচারে মধ্যস্থতা) ম ১০।১৬৭-১৮২ ;(রাজ-দর্শনে প্রভুকে অনুরোধ) ম ১১।৩-১৩, (রাজাকে প্রভু-দর্শনের পরামর্শ ও প্রভুর গণের পরিচয় দান) ম ১১।৪১-৯৬, (কীর্ত্তন, প্রভুতত্ত্ব ও মহাপ্রসাদ-গ্রহণ সম্বন্ধে রাজাকে উপদেশ) ম ১১।৯৭-১১৭, (ভক্ত ও ভগবন্মিলন-দর্শন) ম ১১।১২৩-১২৪, (বৈষ্ণব-সম্মিলন) ম ১১।১৩৩ ;১২।৫-১৬ ;(রাজাকে বহির্ব্বাস প্রেরণ) ম ১২।৩৭-৩৮, (প্রভুর আদেশ) ম ১২।৭২,

(গুণ্ডিচামার্জ্জনান্তে প্রসাদ-সেবন) ম ১২।১৫৮, (প্রভুর প্রীতি) ম ১২।১৭৭-১৮৬; ১৩।৫৮, (রাজাকে আস্বাদ দান) ম ১৪।২৩-৩৫, (জলকেলি)ম ১৪।৮২ ; (নন্দোৎসব) ম ১৫।২০, (প্রভুর উপদেশ) ম ১৫।১৩৩-১৩৬, (প্রভুর ভোজন-বিলাস) ম ১৫।১৮৬-৩০০ ; ১৬।৪, (প্রভুর যুক্তি) ম ১৬।৭, (প্রভুর বৃন্দাবন-গমনেচ্ছা জ্ঞাপন) ম ১৬।৮৭-৯৩, ১৪৩, ২৫৪; ১৭।১১৯ ; ২৪।৪, ৭ ; (প্রভুসহ মিলন) ম ২৫।২২৭, ২২৮, ২৪১, ২৪৭, (রূপের নাটকাস্বাদন) অ ১।১০৬-২০৭, (সনাতনসহ মিলন) অ ৪।১০৯ ; (গুণাবলী) অ ৭।২১-২২ ;৮।৮৮; ১০।১৫৩ ;(হরিদাস-নির্য্যাণ-প্রসঙ্গে) অ ১১। ৫০ ;১৬।১০৬

সিংহেশ্বর ওঢ্র (সমকালীন)—(নীলাচলে প্রভুসহ মিলন ও শাখানির্ণয়) আ ১০।১৪৮, (প্রভুসহ মিলন) ম ১০।৪৫

সিঙ্গাভট্ট (সমকালীন)—(প্রভুসহ মিলন, শাখানির্ণয়) আ ১০।১৪৯

সুখানন্দপুরী (সমকালীন)—(ভক্তিকল্পবৃক্ষের মূলস্বরূপ) আ ৯।১৪

সুধানিধি (সমকালীন)—(প্রভুসহ মিলন—শাখানির্ণয়) আ ১০।১৩৩

সুন্দরানন্দ—দ্বাদশ গোপাল দ্রষ্টব্য।

সুবল (কৃষ্ণসখা ; প্রাচীন)—ম ২৩।৫১ ; অ ৬।৯

সুবুদ্ধিমিশ্র (সমকালীন)—(শাখানির্ণয়) আ ১০।১১১

সুবুদ্ধিরায় (সমকালীন)—(রূপসহ মিলন) ম ২৫।১৭৯-২০০, (সনাতনসহ মিলন) ম ২৫। ২০৩, ২০৬

সুভদ্রা (অর্চ্চা)—ম ১।৮৫ ;২।৫৩ ;১৩।২২, ১০০, ১৯১ ;১৪।৬২, ১২৪ ;অ ১৪।৩৩

সুলোচন (শ্রীখণ্ডবাসী—সমকালীন)—(শাখানির্ণয়) আ ১০।৭৮, (পুরী-আগমন) ম ১১।৯২

সুলোচন (নিত্যানন্দশাখা ; সমকালীন)—(শাখানির্ণয়) আ ১১।৫০

সূর্য্য (নিত্যানন্দশাখা ; সমকালীন)—(শাখানির্ণয়) আ ১১।৪৮

সূর্য্যদাস সরখেল (সমকালীন)—(শাখানির্ণয়) আ ১১।২৫

স্বপ্নেশ্বর বিপ্র (সমকালীন)—(প্রভুসহ মিলন) ম ১৬।১০০

স্বরূপ (অদ্বৈতের ৫ম পুত্র—সমকালীন)—(শাখানির্ণয়) আ ১২।২৭

হনুমান্ (প্রাচীন)—ম ৮।২৯৯, ১৫।৩৩, ১৫৬

হর (গুণাবতার)—ম ২১।৩৬

হরিচরণ (শ্রীহরিচরণ দ্রষ্টব্য)—(শাখানির্ণয়) আ ১২।৬৪

হরিদাস (দ্বিজ—সমকালীন)—(শাখানির্ণয়) আ ১০।১১২

হরিদাস (ছোট—সমকালীন)—(শাখানির্ণয়) আ ১০।১৪৭, (প্রভুর নিকট দণ্ডপ্রাপ্তি) ম ১। ২৫৯, (গোবিন্দসঙ্গে) ম ১০। ১৪৯ ; (রথাগ্রে কীর্ত্তন) ম ১৩।৪২ ; (প্রভুর নিকট দণ্ডপ্রাপ্তি) অ ২।১০২-১৬৬ ;২০। ১০৫

হরিদাস (বড় ;সমকালীন)—(শাখানির্ণয়) আ ১০।১৪৭, (গোবিন্দসঙ্গে) ম ১০।১৪৯, (রথাগ্রে কীর্ত্তন) ম ১৩।৩৯

হরিদাস (নামাচার্য্য ; সমকালীন)—আ ৪।২২৭; ৬।৪৮ ;(শাখানির্ণয় ও চরিত্র-বর্ণন) আ ১০।৪৩-৪৬, ১২৬ ; ১৩।৩, ৫৫, ৯৮, ১০০, (প্রভুর প্রসাদ) আ ১৭।৭১, ১৩৬, (জগন্নাথ-মন্দিরে দৈন্যবশতঃ গমনে অনিচ্ছা) ম ১।৬৩, (রূপ-সনাতনসহ মিলন) ম ১।১৮৩, (রামকেলিতে প্রভুর সঙ্গে ম ১।২১৯, (পুরীবাসী ভক্ত) ম ১। ২৫২, (সিদ্ধিলাভ) ম ১।২৫৭;২।৯৫, (অদ্বৈত-গৃহে) ম ৩।৬১, ৬৩, ১০৬, ১১৩, ১৩১, (দৈন্য) ম ৩।১৯৩ ;(কালাকৃষ্ণদাস-সহ মিলন) ম ১০।৮১, (পুরী-আগমন) ম ১১।৮৬, (দৈন্য) ম ১১।১৬১-১৬৮, (প্রভুকর্ত্তৃক বাসস্থান নির্দ্দেশ) ম ১১।১৭৫-১৯৬, (প্রভু-প্রেরিত প্রসাদ গ্রহণ) ম ১১।২০৬ ;(দৈন্য) ম ১২।১৬০-১৬২, (প্রভুর অবশেষ-প্রাপ্তি) ম ১২।২০১-২০২, (রথযাত্রা-কালে নৃত্য) ম ১৩।৩৫, ৪১, ৭৩ ; ১৪।৭১; ১৫।৬, (প্রভুসঙ্গে) ম ১৬।১২৮ ; (প্রভুসহ মিলন) ম ২৫।২২২ ; রূপসহ মিলন) অ ১। ৪৫-৪৯, ৬৩, (রূপের নাটকাস্বাদন) অ ১। ১০০-১০১, (নাটকাস্বাদন) অ ১।১১১-২১০, ২১৩ ;(প্রভুর নির্দ্দেশে নাম-মহিমা-কীর্ত্তন) অ ৩।৪৯-৯০ ; (প্রভুর হরিদাস-মহিমা-কীর্ত্তন) অ ৩।৯২-৯৩, (কবিরাজ গোস্বামি-কীর্ত্তিত হরিদাস-চরিত্র) অ ৩।৯৭-২৬৯ ;(সনাতনসহ মিলন) অ ৪।১৩-১৫, (প্রভুসহ মিলন) অ ৪।১৬-১৮, ২৩, (সনাতনোদ্দেশে ঠাকুর-প্রতি প্রভুর আদেশ) অ ৪।৮৭-৯২, (সনাতনসহ ইষ্টগোষ্ঠী) অ ৪।৯৩-১০৪, ১৪৬, ১৮১, (প্রভুর বাৎসল্য) অ ৪।১৮৩-১৮৮, ২০২, ২০৬; (প্রভুর উদ্দেশ্য—নাম-মাহাত্ম্য প্রকাশ) অ ৫।৮৬, (হরিদাস-মহিমা) অ ৭।৪৪-৪৫, ৬৯; ২০।১০৬, ১০৭, ১১৯

হরিদাস পণ্ডিত (সমকালীন)—(গুণ-বর্ণন) আ ৮।৫৪, ৬০

হরিদাস ব্রহ্মচারী (সমকালীন)—(শাখানির্ণয়) আ ১২।৬২ ; ১২।৭৯

হরিদাস (লঘু)—লঘু হরিদাস দ্রষ্টব্য।

হরিভট্ট (সমকালীন)—(পুরী আগমন) ম ১১।৮৭, (প্রভুসহ মিলন) ম ১১।১৫৯

হরিহরানন্দ (সমকালীন)—(শাখানির্ণয়) আ ১১।৪৯

হস্তিগোপাল (সমকালীন)—(শাখানির্ণয়) আ ১২।৮৬

হিন্দুচর (সমকালীন)—ম ১৬।১৬২-১৬৮

হিরণ্য পণ্ডিত (মজুমদার ; সমকালীন)—(শাখানির্ণয়) আ ১০।৭০ ;১৪।৩৯, (পরিচয়) ম ১৬।২১৭-২২১ ; (হরিদাসসহ মিলন) অ ৩।১৬৫-২০৬ ;৬।১৮, ২০

হৃদয়ানন্দ (সমকালীন)—(শাখানির্ণয়) আ ১০।১১১

হৃদয়ানন্দ সেন (সমকালীন)—(শাখানির্ণয়) আ ১২।৬০

হোড় কৃষ্ণদাস—কৃষ্ণদাস দ্রষ্টব্য।

দ্বাদশ গোপাল

অভিরাম ঠাকুর বা রামদাস অভিরাম (সমকালীন)—আ ৬।৪৮, (শাখানির্ণয়, নিতাই-সহ গৌড়ে গমন) আ ১০।১১৬-১১৮, (ঐ, নিতাইসহ গৌড়ে প্রচার ও লীলা) আ ১১। ১৩-১৬ ; (নিতাই-সঙ্গী) ম ১৫।৪২-৪৩ ; (চিড়াদধি-মহোৎসবে) অ ৬।৬১, ৯০

উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর (সমকালীন)—(শাখানির্ণয়) আ ১১।৪১, (চিড়াদধি-মহোৎসবে) অ ৬।৬৩

কমলা পিপ্পলাই (সমকালীন)—(শাখানির্ণয়) আ ১১।২৪, (চিড়াদধি-মহোৎসবে) আ ৬।৬১

কালাকৃষ্ণদাস (সমকালীন)—(শাখানির্ণয়) আ ১১।৩৭

গৌরীদাস পণ্ডিত (সমকালীন)—(শাখানির্ণয়) আ ১১।২৬, (নিত্যানন্দে আত্মসমর্পণ) আ ১১।২৭, (চিড়াদধি-মহোৎসবে) অ ৬।৬২

ধনঞ্জয় পণ্ডিত (সমকালীন)—(শাখানির্ণয়) আ ১১।৩১, (চিড়াদধি-মহোৎসবে) অ ৬।৬২

পরমেশ্বর (ী) দাস (সমকালীন)—(শাখানির্ণয়) আ ১১।২৯ ; (চিড়াদধি-মহোৎসবে) অ ৬।৬২

পুরুষোত্তম দাস বা নাগর পুরুষোত্তম (সদাশিব কবিরাজ-তনয়—সমকালীন) আ ১১।৩৮, ৪০

পুরুষোত্তম পণ্ডিত (সমকালীন)—(শাখানির্ণয়) আ ১১।৩৩

মহেশ পণ্ডিত (সমকালীন)—(শাখানির্ণয়) আ ১০।১১১, (ঐ, ঢক্কাবাদ্যে নর্ত্তন) আ ১১।৩২, (চিড়াদধি-মহোৎসবে) অ ৬।৬২

শ্রীধর (খোলাবেচা—সমকালীন)—(শাখানির্ণয়) আ ১০।৬৭ ; ১১।৪৮ ; (লৌহপাত্রে প্রভুর জলপান) আ ১৭।৭০, (শান্তিপুরে প্রভুসহ মিলন) ম ৩।১৫৪ ; (কালাকৃষ্ণদাস-সহ মিলন) ম ১০।৮৩, (পুরী-গমন) ম ১১।৯০

সুন্দরানন্দ ঠাকুর (সমকালীন)—(শাখানির্ণয়) আ ১১।২৩, (চিড়াদধি-মহোৎসবে) অ ৬।৬

প্রকৃতি-জন
(দেববর্গ)

অগ্নি—(মায়াসীতা পরীক্ষায়) ম ৯।২০৩-২০৭

অরুন্ধতী (বশিষ্ঠ-পত্নী)—আ ১৩।১০৪ ; ম ৮।১৮৩

ইন্দ্র—ম ২১।৬৮ ; ২৩।১১০ ; অ ৫।১৩৯ ; ৭।১১৪, ১২০, ১২৪

ইন্দ্রগণ—ম ২১।৬৮

গঙ্গা—'বিষ্ণুজন' দ্রষ্টব্য।

দুর্গা—আ ১৪।৫০ ; ১৭।২৪২ ; ম ৯।১৭৬

পার্ব্বতী—ম ৮।১৮৪ ; ৯।২০৫

বিষহরি—আ ১৭।২০৫

বৃহস্পতি—ম ৬।১৯১, ২০৬ ; ২০।৩৪৮

ভবানী—আ ১৭।৩৮, ৪২, ৫২

মঙ্গলচণ্ডী—আ ১৭।২০৫

মহেশ—'বিষ্ণুজন' দ্রষ্টব্য।

রম্ভা—আ ১৩।১০৪

শচী (ইন্দ্রাণী)—আ ১৩।১০৪

সরস্বতী (অপরাবিদ্যাধিষ্ঠাত্রী)—আ ১৬।৩৮, ৮৯, ৯০, ৯৭, ১০৫, (দিগ্বিজয়ীকে উপদেশ) আ ১৬।১০৬

স্কন্দ (অর্চ্চা)—ম ৯।২১

প্রকৃতি-জন

উৎকলের দানী (সমকালীন)—(পুরী গোসাঞিকে বাধা-প্রদান) ম ৪।১৮৩

কংস (প্রাচীন)—ম ১৩।১৫৬

কালিদাস (মধ্যযুগীয় ; কবি)—(কবিত্বে দোষ) আ ১৬।১০১

কুষ্ঠ বিপ্ররমণী (প্রাচীন)—(পতিসেবাদর্শ) অ ২০।৫৭

গোপাল চক্রবর্ত্তী (আরিন্দাব্রাহ্মণ—সমকালীন)—(ঠাকুর হরিদাস-সমীপে অপরাধ এবং তৎপ্রতিফল) অ ৩।১৮৮-২১২

গোপাল চাপাল (সমকালীন)—আ ১৭।৩৭, (কুষ্ঠরোগগ্রস্ত) আ ১৭।৪৫, (কুলিয়ায় অপরাধ-ভঞ্জন) ম ১।১৫৩

গোপাল ভট্টাচার্য্য (ভগবান্ আচার্য্যের কনিষ্ঠ-ভ্রাতা—সমকালীন)—(ভগবান্ আচার্য্য ও প্রভুসহ মিলন) অ ২।৮৯-৯১, (স্বরূপসহ মিলন) অ ২।৯২-১০০

গৌড়েশ্বর—'হুসেন খাঁ' দ্রষ্টব্য।

জড়াসন্ধ (প্রাচীন)—আ ৮।৮ ; অ ৫।১৪৩

জালিয়া (সমকালীন)—(জালে করিয়া প্রভুকে সমুদ্র হইতে তীরে উত্তোলন ও মৃতাশঙ্কায় পরিত্যাগ, পরে স্বরূপাদিকে তৎসন্ধান-জ্ঞাপন) অ ১৮।৪৪-৭০ ; ২০।১৩৫

দিগ্বিজয়ী কেশবকাশ্মিরী—বিষ্ণুজন দ্রষ্টব্য।

দুর্ব্বাসা (প্রাচীন)—অ ৬।১১৬

দেবদাসী (সমকালীন)—অ ৫।১৩-১৪, ১৭-২৬, ৩৮-৪১, ৭৮-৮৭ ; ২০।১২১

দেবানন্দ পণ্ডিত (সমকালীন)—'বিষ্ণুজন' দ্রষ্টব্য।

পুরুষোত্তম জানা (সমকালীন)—অ ৯।৯৯

পূতনা (দ্বাপরযুগীয়)—ম ২০।৩৭৯ ; ৩৯২

বেশ্যা (রামচন্দ্র খাঁন প্রেরিত, সমকালীন) —(ঠাকুর হরিদাস-কৃপায় পরে পরম বৈষ্ণবী) অ ৩।১০৫-১৪২

বৌদ্ধাচার্য্য (সমকালীন)—(প্রভুর সহিত তর্ক) ম ৯।৪৭, (প্রভুর বৌদ্ধমত-খণ্ডন) ম ৯।৪৮-৫১, (বৌদ্ধগণের কুবুদ্ধি ও তাহার শাস্তি) ম ৯।৫২-৫৬, (প্রভুপদে শরণাগতি ও কৃষ্ণনাম-কীর্ত্তন) ম ৯।৫৭-৬২

ভট্টথারি (একপ্রকার জাতি—সমকালীন)—ম ১।১১২ ; ৯।২২৪, ২২৬-২৩৩

ভবভূতি (মধ্যযুগীয়)—(কবিত্বে দোষ) আ ১৬।১০১

ভরতমুনি (প্রাচীন)—আ ৪।২৫৭

ভৌমিক (দস্যুপতি ; সমকালীন)—ম ২০।১৭-৩৩

মায়াদেবী (ঠাকুর হরিদাসের কৃপালাভ) অ ৩।২৩০-২৫৮, ২৬৪

মায়াসীতা—(রাবণের সীতাহরণ-রহস্য) ম ১।১১৭ ; ৯।১৯৪, ২০৪, ২০৫, ২০৭

মুকুন্দসরস্বতী (সমকালীন)—(সনাতনকে রক্তবস্ত্র প্রদান) অ ১৩।৫০, ৫৩

যবন রাজা (সমকালীন)—ম ১৬।১৫৮

রাবণ (প্রাচীন)—(মায়াসীতাহরণ) ম ১।১১৭, ৯।১৯৩-২০৭ ; ১৫।৩৪

রামচন্দ্রখান (সমকালীন)—(বিষ্ণু-বৈষ্ণব-বিদ্বেষ ও তাহার পরিণাম) অ ৩।১০১-১৬৩

রামচন্দ্রপুরী (সমকালীন)—ম ১।২৬৬, (প্রভুসহ মিলন ও জগদানন্দের ভিক্ষায় কটাক্ষ) অ ৮।৫-১৫, (গুর্ব্বপরাধ ও গুরুদেবের উপেক্ষা) অ ৮।১৬-৩০, (প্রভুর ভিক্ষায় কটাক্ষ ও নিন্দক-স্বভাব) অ ৮।৩৬-৯৪ ; ১০।১৬ ; ২০।১১৫

রোমহর্ষণ (প্রাচীন)—আ ৫।১৭০

শিশুপাল (প্রাচীন)—অ ৫।১৪৬

শ্রীকান্ত (সনাতন-ভগ্নীপতি ; সমকালীন)—(হাজিপুরে) ম ২০।৩৮-৪৪

সৌভরী ঋষি (প্রাচীন)—ম ২০।১৬৯

হরিচন্দন মহাপাত্র (সমকালীন)—(শ্রীবাসের চপেটাঘাত প্রসঙ্গ) ম ১৩।৯১-৯৭ ; ১৬।১১৩-১১৫, ১২৬ ; (গোপীনাথের জন্য রাজাকে অনুরোধ) অ ৯।৪৫-৫১

হুসেন খাঁ 'সৈয়দ' (সমকালীন)—ম ১।১৬৮, (প্রভুসম্বন্ধে ধারণা) ম ১।১৮০, ২২২ ; (সনাতন-গৃহে আগমন) ম ১৯।১৮-২৬, (সনাতনকে বন্দীকরণ) ম ১৯।২৭-৩০, (পূর্ব্বে সুবুদ্ধি-রায়ের অধীনে চাকর) ম ২৫।১৮০, (পরে গৌড়রাজ) ম ২৫।১৮২, (পত্নী-উপদেশে সুবুদ্ধিরায়ের জাতিনাশ) ম ২৫।১৮০-১৮৬

স্থান-সূচী

অক্রূরতীর্থ (গৌরপদাঙ্কপূত)—ম ১৮।৭০, ৭৪, ৭৮, ৭৯, ৮৯, ৯২, ১২৮, ১৩৪
অনন্ত-পদ্মনাভ (ঐ—তন্নামীয় বিষ্ণুমন্দির হইতেই স্থান-নাম)—ম ৯।২৪১
অন্নকূট গ্রাম (ঐ)—ম ১৮।২৬
আম্বুয়া-মুলুক (নকুল ব্রহ্মচারীর পাট, বর্ত্তমান নাম প্যারীগঞ্জ)—অ ২।১৬
অযোধ্যা (গীরপদাঙ্কপূত)—ম ২৫।১৯৪ ;অ ৩।৮০
অহোবল নৃসিংহক্ষেত্র (ঐ)—ম ১।১০৬, ৯। ১৬
আইটোটা (ঐ)—ম ১৪।৬৫, ৯১ ; অ ১।৬২; ১৮।২৬
আঠারনালা (ঐ)—ম ৫।১৪৭ ; ১৬।৩৮ ; ২৫।২১৭
আড়াইল গ্রাম (ঐ—বল্লভভট্ট-গৃহ)—ম ১৯। ৬১, ৮৩
আনন্দারণ্য (বিলাসবিগ্রহ বাসুদেবের অর্চ্চাপীঠ)—ম ২০।২১৬
আম্‌লিতলা (গৌরপদাঙ্কপূত—রামচন্দ্রের অর্চ্চাপীঠ)—ম ৯।২২৪
আরিট্‌ বা অরিষ্ট গ্রাম (ঐ)—ম ১৮।৩, ৪
আলালনাথ (ঐ)—ম ১।১২২ , ৭।৫৯ ;৭৬ ; ৯।৩৩৮ ;১১।৬৩ ;অ ২।১৩২ ;৯।৬০, ৭৮, ৮৪, ৯৩
উড়ুপী (ঐ—মধ্বজন্মস্থান)—ম ৯।২৪৫
উৎকল (পঞ্চগৌড়ের অন্যতম)—ম ৪।১৮৩; ৫।১২০ ;১৫।২১৮ ; ১৭।৫২
ওড্র দেশসীমা (ঐ)—ম ১৬।১৫৬
কটক (গৌরপদাঙ্কপূত)—ম ৫।৫, ১২৩-১২৪; ১২।৫, ২৩ ;১৬।৩৫, ১০০, ১৩৬ ;১৭।২৪
কন্যাকুমারী বা কুমারিকা অন্তরীপ (ঐ)—ম ৯।২২৩
কমলপুর (ঐ—দণ্ডভাঙ্গা নদীর তীরে)—ম ৫।১৪১
কাটোয়া (ঐ)—আ ১৭।২৭২
কানাইর নাটশালা (ঐ)—ম ১২।১৫৯, ১৬২, ২২৭ ;১৬।২১১, ২৬৭ ;২৫।২৪৮
কান্যকুব্জ (পঞ্চগৌড়ের অন্যতম)—ম ১৮। ১৩৩
কামকোষ্ঠিপুরী (গৌরপদাঙ্কপূত)—ম ৯। ১৭৮, ১৭৯
কাম্যবন (ঐ)—ম ১৮।৫৫
কালীয়দহ (ঐ)—ম ১৮।৮৩
কাশী (ঐ)—আ ৭।৩৯, ৪০, ৪৫ ;১০।১৫৩, ১৬।১৭, ১৮ ;ম ১।১৪১, ২৩৮, ২৩৯, ২৪৪ ; ১৭।৮২, ৯৯, ১২০, ১৪৪ ;১৯।২৪৯ ;২৫।৬৭, ১৫৮, ১৬১-১৬২, ২০৯, ২১২, ২৫৪ ; অ ২।৮৯ ;১৩।৯০, ১১৮
কাশী মিশ্রের ভবন (ঐ)—ম ১০।২১
কুমারহট্ট (ঐ, ঈশ্বরপুরীর শ্রীপাট, শ্রীবাস-পণ্ডিতের গৃহ)—ম ১৬।১০৫
কুমুদবন (ঐ)—ম ১৭।১৯৩
কুম্ভকর্ণ বা কুম্ভকোণম্‌ নগর (ঐ)—ম ৯।৭৮
কুরুক্ষেত্র (ঐ)—ম ১।৫৩, ৭৮ ;২।৫৩ ;১৩। ১২৪, অ ১৪।৪৩
কুলিয়াগ্রাম (ঐ, অপরাধভঞ্জন-পাট, গঙ্গার পশ্চিমে)—অ ১৭।৫৫, ম ১।১৫১-১৫৩ ১৫৬, ১৬৩ ;১৬।২০৭
কুলীনগ্রাম (গুণরাজ খান ও রামানন্দ বসুর গৃহ) —আ ১০।৪৮, ৮০, ৮২, ৮৩ ;ম ১।১৩১, ১০।৮৯ ;১১।৯১ ;১৩।৪৪ ;১৪।২৪৮ ;১৫। ৯৮ ;১৬।১৭, ৪৯, ৬৯ ; অ ১।১৫ ;১০।১২, ১২৩, ১৪১, ১২।৯
কুশাবর্ত্ত (গৌরপদাঙ্কপূত)—ম ৯।৩১৭
কূর্ম্মক্ষেত্র (ঐ, কূর্ম্মের অর্চ্চাপীঠ)—ম ১।১০২; ৭।১১৩
কেশীতীর্থ (ঐ)—ম ৫।১৪, ১৮।৭২, ৮৩
কোণার্ক বা কোণারক (ঐ)—অ ১৮।৩১, ৩৬
কোলাপুর (ঐ, লক্ষ্মীর অর্চ্চাপীঠ)—ম ৯। ২৮১
খণ্ড—শ্রীখণ্ড দ্রষ্টব্য।
খদিরবন (গৌরপদাঙ্কপূত)—ম ১৮।৬৩
খেলাতীর্থ (ঐ)—ম ১৮।৬৬
গঙ্গাবাস গ্রাম (জগন্নাথ আচার্য্যের বাসভূমি) —আ ১০।১০৮
গজেন্দ্রমোক্ষণতীর্থ (গৌরপদাঙ্কপূত)—ম ৯। ২২১
গম্ভীরা (ঐ)—ম ২।৭ ;অ ১০।৮২ ; ১৭।৯ ; ১৯।৫৫, ৫৬, ৫৮
গয়া (ঐ)—আ ১৭।৮, ২০৬ ; ম ৫।১১
গাঠোলি-গ্রাম (ঐ)—ম ১৮।২৯, ৩৫
গুণ্ডিচা-মন্দির (ঐ)—ম ১।৪৮, ৪৯, ১৩৩, ১৪৩, ১৪৫ ;১২।৭৩-১৩৫ ;১৪।৫৮, ১০৪, ২৫৩ ;১৫।৪০, ৯৭ ;১৬।৪৮ ;২৫।২৪৪ ;অ ১।৬২ ;৬।২৪৩ ; ১২।৬১;১৮।৩৬
গোকর্ণ (ঐ)—ম ৯।২৮০ ;১৭।১৯১
গোকুল—আ ৫।১৬, ১৭, ২৫, ম ১৮। ৬৯ ; ১৯।১৯৩ ;২০।২১৪, ৩৯৪ ;২১।৯১ ; অ ১৩।৪৫
গোবর্দ্ধন-গ্রাম (গৌরপদাঙ্কপূত ; হরিদেবের অর্চ্চাপীঠ)—ম ১৮।১৭
গোবিন্দ-কুণ্ড (ঐ)—ম ৪।২৩, ৫৫ ;১৮।৩৫
গোলোক—আ ৩।৫, ৫।১৭ ; ম ১৮।১৩৬; ২০।১৫৫, ২৫৬ ;৩৯৪, ৩৯৫ ; ২১।৪৩ ;৫৪, ৯১ ; ২৩।১১০
গো-সমাজ তীর্থ (গৌরপদাঙ্কপূত) ম ৯।৭৫
গৌড়দেশ—আ ১।৮৬, ১০২ ; ৭।১৬৫ ;১০। ১১৭, ১২১, ১২৮, ১৪৯ ; ১১।১৪;১৩।১২, ৩৬, ম ১।১৯, ২৪, ১২৩, ১২৫, ১৩১, ১৩৫, ১৪৭, ১৪৮, ১৬৬, ২১২, ২৫০ ; ৪।১০৩ ; ৯।১৭১ ; ১০।৫, ৬৮, ৭১, ৯৮ ; ১১।৬৪, ৬৭, ৭০ ; ১৫।৩৯, ৪২, ১৮৭, ২১৮ ; ১৬। ১২, ১৪, ৬৪, ৭৬, ৮৬, ৯০-৯১, ২৫৬, ২৫৭; ১৭।১৬, ৫২, ৭১, ১১৬ ; ২০।৩ ; ২৫।১৮০, ১৮২, ২১৪, ২৪৮, অ ১।১৩, ৩৭, ৯৩, ২১৪; ২।৮-১৫, ১৭, ২০, ৪০, ৩।১৮৯ ; ৪।৩, ২৬, ১০৫, ১১৩, ২১৪, ২১৫ ; ৬।১৫৭, ১৭৮, ২৪৮ ; ৭।৩, ৫৪; ১০।৫, ১০৭ ; ১২।৭-৬৫, ৬৯, ১১৬, ১১৮ ; ১৩।৩২, ৯০ ;১৬।৪, ৯, ৩৮, ৭৭
চতুর্দ্বার-গ্রাম (গৌরপদাঙ্কপূত)—ম ১৬। ১১৬, ১২২
চান্দপুর (বলরাম ও যদুনন্দন আচার্য্যের গৃহ) —অ ৩।১৬৪
চামতাপুর (গৌরপদাঙ্কপূত)—ম ৯।২২২
চিয়ড়তলা (ঐ—রামলক্ষ্মণের অর্চ্চাপীঠ)—ম ৯।২২০
চীরঘাট (ঐ)—ম ১৮।৭৫
ছত্রভোগ (ঐ)—ম ৩।২১৬, অ ৬।১৮৫
জগন্নাথ—অ ৪।৭ ; ১০।৬২
জগন্নাথ-বল্লভ (গৌরপদাঙ্কপূত)—ম ১৪। ১০৫ ; অ ১৯।৭৯
জিয়ড় নৃসিংহক্ষেত্র (ঐ)—ম ১।১০৩ ;৮।৩

ঝাঁকরা—অ ৬।১৮১, ২৪৭

ঝামট্‌পুর (কবিরাজ গোস্বামীর শ্রীপাট)—আ ৫।১৮১

ঝারিখণ্ড (গৌরপদাঙ্কপূত)—ম ১।২৩৮; ১৭। ৪৬, ৫৩; ২৫।১৭৪; অ ৩।৭২; ৪।৪, ৫, ২০৩

তালবন (ঐ)—ম ১৭।১৯৩

তিলকাঞ্চী (ঐ)—ম ৯।২২০

তেঁতুলতলা বা আম্‌লিতলা (ঐ)—ম ১৮।৭৫, ৭৮, ৮৩

ত্রিকালহস্তী (ঐ)—ম ৯।৭১

ত্রিতকূপ (ঐ)—ম ৯।২৭৯

ত্রিপদী বা তিরুপতি (ঐ)—ম ১।১০৫; ৯। ৬৪, ৬৫

ত্রিমঠ (ঐ)—ম ৯।২১

ত্রিমল্ল বা তিরুমলয় (ঐ)—ম ১।১০৫; ৯। ৬৪, ৭১

দক্ষিণদেশ—আ ৭।১৬৬; ১০।১৪৫; ১৩। ১২; ম ১।২০২, ১১১; ৪।১১১; ৬।২৮২; ৭।৩, ৬, ১০, ১৩, ১৭, ৪৪, ৪৫, ৫৩, ৫৭, ১০৪, ১০৯, ১১২; ৮।৩০০; ৯।৩, ৯, ৪৫, ১৬৪, ১৭৪; ১০।৩, ৯, ২৫, ৭২, ৭৬, ৯১; ১৭।৫২, ১৫৩; ১৮।২২১; ২০।১০; ২৫।২৪৩

দক্ষিণমথুরা বা মাদুরা (গৌরপদাঙ্কপূত)—ম ৯।১৭৯, ২১০

দণ্ডকারণ্য (ঐ)—ম ৯।৩১১

দশাশ্বমেধঘাট (প্রয়াগে—ঐ)—ম ১৯। ১১৪

দাক্ষিণাত্য—ম ১৮।১৩৩; ১৯।৪৪, ২৪০

দীর্ঘ বিষ্ণু (গৌরপদাঙ্কপূত)—ম ১৭।১৯১

দুর্ব্বশন বা দর্ভশয়ন (ঐ)—ম ৯।১৯৮, ১৯৯

দেবস্থান (বিষ্ণুর অর্চ্চাপীঠ); (ঐ)—ম ৯।৭৭

দ্বাদশ-আদিত্য (ঐ)—ম ১৮।৭২

দ্বাদশ-কানন (ঐ)—ম ১।২৩৯; ৫।১২; ২৫।২০০; অ ১৩।৪৫

দ্বাদশাদিত্য টিলা (ঐ—মদনমোহনের পুরাতন ভগ্নমন্দির স্থান)—অ ১৩।৬৯

দ্বারকা—আ ১।৭৯; ৪।৭৪; ৫।১৬, ২৩, ২৫, ৪০; ৬।৭১; ম ৯।৩০২; ১৪।১১৭, ২১৯; ১৫।২৪০; ২০।১৮০, ১৮৭, ১৯০, ২১৪; ২১।৫৯, ৭৮, ৭৯,

দ্বারাবতী বা দ্বারকা—ম ২১।৯১

দ্বৈপায়নি (গৌরপদাঙ্কপূত)—ম ৯।২৮০,

ধনুস্তীর্থ বা ধনুষ্কোটিতীর্থ (ঐ)—ম ৯। ২০০, ৩১১

ধ্রুবঘাট (ঐ—মথুরায়)—ম ২৫।১৭৯

নদীয়া (ঐ)—আ ৩।২৯; ১০।৩২; ১২। ৯৬; ১৩।৫৮, ৯৭; ১৭।২২১, ২৬৮, ম ৩।১৩৮, ৬।১৮, ৫৫; ৯।২৯৫; ১০।৯১; ১৬।২১৯; ২৫।১৬০, অ ৩।২১, ৪২; ১২।৫৪, ৯৬; ১৯।৫-৬, ১৫

নন্দীশ্বর (গৌরপদাঙ্কপূত—নন্দালয়)—ম ১৮।৫৭

নবখণ্ড (নববর্ষ)—ম ২০।২১৮; অ ২।১০; ৯।৯

নবদ্বীপ (গঙ্গার পূর্ব্ব ও পশ্চিমপারে অবস্থিত নয়টী দ্বীপ)—আ ৩।৩০; ৪।২৭২; ৫।৬; ৯। ৮; ১১।৩৩; ১২।৮, ৯; ১৩।৮, ৩০, ৩৩, ১০৫; ১৬।১৬, ২০; ১৭।২১১, ম ১।১৯৩; ৩।২২, ১৫৫, ১৫৭, ১৮২-১৮৩, ১৮৮; ৬।৫১; ৭। ১০৯; ৯।২৯৪; ১০।৭৫; ৮৮; ১৬।২৫০; অ ২।১৬০; ৩।৮৫; ১২।৮, ৯

নবদ্বীপ গ্রাম—আ ১৩।৩০, ৩৩

নয়ত্রিপতি (গৌরপদাঙ্কপূত—নয়টী বিষ্ণু-অর্চ্চাপীঠ)—ম ৯।২১৯

নর্ম্মদার তীর—ম ৯।৩১০

নাসিক-তীর্থ (ঐ)—ম ৯।৩১৭

নীলাচল (ঐ)—আ ৭।১৬১; ১০।৫৫, ১২২-১২৪, ১২৭-১২৯, ১৩৯, ১৫০, ১৫১, ১৫৬; ১২।২৯; ১৩।১১, ১৩, ৩৪, ৩৫, ৩৯; ১৭। ৫৫; ম ১।১৯, ২২, ৪৬, ৯৫, ১২১, ১২৪, ১২৭, ২৩১, ২৩৫, ২৩৬, ২৪৫, ২৪৯, ২৫২, ২৬৮; ৩।৭৫, ১৮২-১৮৩, ১৯১, ১৯৪, ২০৮, ২১৬, ২১৭; ৪।৩, ১০, ১০৭, ১৪৩, ১৬৯; ৫।১৫৩; ৬।২৩; ৭।৪, ১২, ২০, ২৮, ৬৯, ৯৪, ১৩২; ৮।২৪১, ২৯৭-২৯৮; ৯।১৭২-১৭৫, ৩৩১-৩৩৫; ১০।৩৯, ৮৭, ৮৮, ৯০, ৯৪, ৯৭, ৯৮, ১০৯; ১১।৬৫, ২৩৫; ১৩। ১৭৫, ১৯৮; ১৪।১১৪, ১২০; ১৫।৪, ৫২, ১৮৫, ২৩৯; ১৬।১২, ৩৭, ৬৪, ১৩১, ১৪১, ১৪৭, ২২৭, ২২৮, ২৩০, ২৩৫, ২৪০, ২৪৬, ২৪৭, ২৫০, ২৫১, ২৮২; ১৭। ২২৬; ১৯।১০, ১১, ৩০, ২৪০, ২০।২১৫; ২৫।১৭৩, ২৩১, ২৩৪, ২৪৮, ২৫৪; অ ১।১৩, ১৪, ২৫, ৪৫, ২১৫; ২।৭৫; ৩।৩৯; ৪।৩, ১৩, ৮২; ৫।৯০, ১১৫, ১৫৮; ৬।৩, ১৫৭, ১৭৮, ২৫০, ২৬৬, ২৬৭; ৭।৮৫; ৮।৪, ৩৬, ৯৪; ৯।৪; ১০।৩, ৪১, ১৫৭; ১১।১১; ১২।৭২, ১০৩; ১৩।৭১, ৭৭, ১০০, ১১১, ১১৪; ১৬।৩, ৩৯, ৬৪; ১৮।৩; ১৯।১১, ২২; ২০।৩

নৈমিষারণ্য (ঐ)—ম ২৫।১৯৪-১৯৫

নৈহাটি—আ ৫।১৮১

পক্ষীতীর্থ (গৌরপদাঙ্কপূত)—ম ৯।৭২

পঞ্চবটী (ঐ)—ম ৯।৩১৬

পঞ্চাপ্সরাতীর্থ (ঐ)—ম ৯।২৭৯

পয়স্বিনীতীর (ঐ, আদিকেশব-মন্দির) ম ৯। ২৩৪, ২৪৩

পরব্যোম—আ ২।২৩, ৫।১৪, ২৬, ৩৭, ৪০; ম ২০।২১১-২১৩, ২৬৪, ২৬৯, ৩৯৬, ২১।৩-৭, ৪৬, ৫৪, ১০৬, ১১৫, পশ্চিমদেশ আ ১০। ৮৬, ৮৯; ম ১৮।২১৩, ২২১

পানিহাটি (গৌরপদাঙ্কপূত—রাঘব-ভবন)—ম ১৬।২০২, অ ২।৫৪, ৬৯, ৬।৪৩

পাণ্ডরপুর (ঐ, বিঠ্‌ঠল নারায়ণের অর্চ্চা-পীঠ)—ম ৯।২৮২

পাণ্ড্যদেশ (ঐ, কেরল ও চোলরাজ্যের মধ্যবর্ত্তী প্রদেশ)—ম ২।১৮

পানাগড়িতীর্থ (ঐ, সীতাপতির অর্চ্চাপীঠ)—ম ৯।২২১

পানানৃসিংহ (ঐ, নৃসিংহের অর্চ্চাপীঠ)—ম ৯। ৬৬

পাপনাশন (ঐ, বিষ্ণুর অর্চ্চাপীঠ)—ম ৯।৭৯

পিছলদা (ঐ) ম ১৬।১৫৯, ১৯৯

পুরুষোত্তম বা পুরী (ঐ)—ম ৩।১৯৭; ৯। ১৭১; ১০।২৪, ৩৮, ১৬৫, ১১।১৪; অ ২।৮৪; ৩।৩, ১২; ৬।১৮৮

পূর্ব্ববঙ্গ—আ ১৬।৮

প্রয়াগ (গৌরপদাঙ্কপূত)—ম ১।২৪১; ৫।১১; ১৭।১৪৯, ১৫১, ১৮।১৪৩-১৪৬, ২১৪, ২১৬, ২২২; ১৯।৩৭, ৪০, ৪৩, ১১১-১১৩, ১৩৫; ২০।৬৬, ২১৬; ২৪।২২৬; ২৫।১৯৪, ১৯৫, ২০২, ২০৩, ২৫০; অ ১।৫২, ৮৮; ২। ১৪৬, ১৬০; ৭।১১৪

প্রস্কন্দন ক্ষেত্র (ঐ)—ম ১৮।৭১

ফল্গুতীর্থ (ঐ)—ম ৯।২৭৮

বঙ্গদেশ—ম ১৭।৫২

বলগণ্ডিস্থান (গৌরপদাঙ্কপূত)—ম ১৩। ১৯৩

বহুলাবন (ঐ) ম ১৭।১৯৩

বারাণসী (ঐ)—৭।১৫৪, ১৫৫, ১৬১; ১০। ১৫২; ১৬।১৬; ম ১।২৪৩; ৫।১১; ১৭।৯৫; ১৯।২৩৬, ২৪৩; ২০।৪৫; ২৫।১০, ১৫৯-১৬০, ১৬৫-১৬৬, ১৯০; অ ১৩।৩৪, ৪২, ১১৬

বিদ্যানগর বা বিদ্যাপুত্র (ঐ—গোদাবরীতীর,

রায়রামানন্দের বসতিস্থল)—ম ৫।১০; ১১৯; ৭।৬২; ৮।৩০০; ৯।৩১৮, অ ৫।৬০
বিপ্রশাসন—(ঐ) ম ১৩।১৯৪
বিশ্রামতীর্থ—(ঐ) ম ১৭।১৯১
বিষ্ণুকাঞ্চী (ঐ বরদরাজ, বিষ্ণুর অর্চ্চাপীঠ)—ম ৯।৬৯; ২০।২১৭
বৃদ্ধকাশী (ঐ) ম ৯।৩৮
বৃদ্ধকোলতীর্থ (ঐ—শ্বেতবরাহ অর্চ্চাপীঠ)—ম ৯।৭২
বৃন্দাবন—আ ৫।১৭, ১৯৫, ১৯৮-২০০, ২১০, ২১৮, ২২৮, ২৩২; ৭।১৬০; ৮।৫০, ৭১; ১০।৮৭, ৯০, ৯৩-৯৫, ১৫৩, ১৫৭; ১২।৮১; ১৩।১২, ৩৬, ১৭।২৩৪-২৩৫, ৩৩৪; ম ১।১৯, ৩১, ৪৫, ৭৯-৮০, ৯১, ১০৪, ১৪৮, ১৫৫, ১৬১, ১৬৩, ২২৪, ২৩০, ২৩৭, ২৩৯, ২৪৯; ২।১০, ৫৫; ৩।৪, ৯, ১৭-১৮, ২৫, ৩২-৩৩, ১৭৪, ৪।২১; ৫।১১-১৩, ৮৭; ৮। ১৩৭, ২৫৩; ১৩।২৫, ৬৬, ১২৭, ১৩১-১৪৩, ১৫৬, ১৫৮, ১৯৪, ১৪।৭৩, ৭৫, ৯৬, ১১৮, ১১৯, ১২২-১২৩, ২০৪-২০৬, ২১৮-২১৯; ১৬।৩, ৮৫, ২৪৮-২৪৯, ২৫৬, ২৬৬, ২৭০-২৭৪, ২৭৭, ২৭৮, ২৮০; ২৮১; ১৭।৪, ৩৮, ৫৫, ৭০, ৭১, ৯৮, ২০০, ২০২, ২২৬, ২২৮; ১৮।৫৪-২২৭; ১৯।১০, ১১, ৩০, ৩১, ৩২, ৩৫, ১২৫, ২৩৯-২৪২; ২০।৬৬; ২১।২৮, ২৯, ৪৩, ১০৮; ২৩।৯৮; ২৫।১৭৫, ১৭৬, ১৭৮, ১৯১, ১৯৪, ১৯৫, ২০১, ২৩১, ২৪৮, ২৪৯; অ ১।১৩, ৩৪, ৩৫, ৫২, ১৫৬, ২১৭, ২২১; ৩।৭২; ৮।৮১, ১৪১, ১৪২, ১৫৫, ১৫৬, ২০৭, ২০৯, ২১৩, ২১৬-২১৮, ২২৮; ৬।২৮৮; ১৩।২১, ২৪, ২৭, ৩০, ৩২, ৪০, ৬৪, ৭৪, ৭৬, ১২০, ১২৫; ১৪।২০, ৩৪, ৪৭, ৪৮; ১৫।২৯, ৯৫; ১৭।২৩; ১৮।৮০, ১০২, ১০৯, ১১৫, ১১৭; ১৯।৮০; ২০।১০৯, ১২২, ১২৩, ১২৬
বেনাপোল (ঠাকুর হরিদাসের জন্মস্থান)—অ ৩।৯৮
বেতাপনি (গৌরপদাঙ্কপূত; রঘুনাথের অর্চ্চা-পীঠ)—ম ৯।২২৫
বেদাবন (ঐ)—ম ৯।৭৫
বৈকুণ্ঠ—আ ২।৪৩, ১০১; ৩।৭১; ৪।২৮, ৫।১৫, ৩১-৩২, ৪৩, ৫১-৫৩, ৯৯, ২২২; ১৭।১০৫; ম ৩।১৫৬; ৯।৩১৫; ১৪।২১৯, ১৫।১৭৫; ১৮।১৩৬; ১৯।১৯৩; ২০।২১১, ২৫৬, ৩৬৮; ২১।৩-৭, ২২, ৪৮; ২২।৮; ২৪।৮২; অ ১।৩২; ৩।৭৮, ৮০; ১১।২৮
ব্যেঙ্কটাদ্রি (গৌরপদাঙ্কপূত)—ম ৯।৬৪
ব্রজ—আ ১।৮০, ৮৫; ৩।৫, ১০; ৪।৩৩, ৪৭, ৮১, ১১২, ২৫৭; ৫।১৭; ৬।৫৪, ৬৪; ম ১। ৩১, ৩৪, ৫৬, ৮২; ২।৭০; ৪।৯৫, ৯৭; ১৩। ১৩৮, ১৪৩-১৫৯; ১৪।১৪০; ১৫।২৪১; ২০। ১৬৬, ১৮৭, ৩৯৬, ৪০০; ২১।১৬, ১১০, ১২২; ২২।১৫৩; ২৪।৮২; অ ১।৬৬; ৩।৮২; ৭।৩৬, ৩৭; ১৪।৪৬
ব্রহ্মকুণ্ড (গৌরপদাঙ্কপূত)—ম ১৮।২১
ব্রহ্মগিরি (ঐ)—ম ৯।৩১৭
ব্রহ্মলোক—আ ৫।১৫
ভদ্রক (গৌরপদাঙ্কপূত)—ম ১।১৪৯
ভদ্রবন (ঐ)—ম ১৮।৬৬
ভবানীপুর (ঐ)—ম ১৬।৯৭
ভাণ্ডীরবন (ঐ)—ম ১৮।৬৬
ভুবনেশ্বর (ঐ)—ম ৫।১৪০; ১৬।৯৯
ভূতেশ্বর (ঐ)—ম ১৭।১৯১
মক্কা—ম ২০।১৩
মণিকর্ণিকা (গৌরপদাঙ্কপূত)—ম ১৭।৮২
মৎস্যতীর্থ (বর্ত্তমানে মাহে-নগর, ঐ)—ম ৯।২৪৪
মথুরা (ঐ)—আ ৫।১৬, ২৩, ২৫; ৭।৪৪, ১৬৪; ১০।৮৭, ১৪৬; ম ১।২২৯, ২৩৯, ২৪০, ২৪৫; ৪।৯৯; ৫।১১; ১৭।৫৩, ১৪৬, ১৫২-১৫৬, ১৬৩, ১৬৬, ২২৭; ১৮।১৮, ৪৭-৪৮, ৬৯-৭০, ১২৯-১৩০; ২০।১৮০, ১৯০, ২১৪-২১৫; ২১।৯১, ১১১; ২২।১২৫; ২৩।৯৭; ২৫।১৭৯, ১৯৬, ২০৩, ২০৪, ২৪৯-২৫০; অ ৪।৩, ২৫, ৮১, ৯৫, ২৩২; ৫।১৬; ৬।১৬; ৮।১৭, ২১, ১৩।২২, ২৩, ৩১, ৩৬, ৪৪; ১৪। ১২; ১৯।৩২; ২০।১২১
মধুপুরী (ঐ)—ম ১৭।১৮৭
মধুবন (ঐ)—ম ১৭।১৯৩
মল্লারদেশ (ঐ)—ম ৯।২২৪
মল্লিকার্জ্জুনতীর্থ (শিবের অর্চ্চাপীঠ, ঐ)—ম ৯।১৫
মহাবন (ঐ)—ম ১৮।৬৭, ১৫৬; অ ১৩, ৪৫, ৪৭, ৪৮, মহাবিদ্যা (ঐ)—ম ১৭।১৯১
মায়াপুর (বৈভববিলাস হরির অর্চ্চা-পীঠ)—ম ২০।২১৭
মালজাঠ্যা-দণ্ডপাট—অ ৯।১৮, ১০৫
মাহিষ্মতীপুর (গৌরপদাঙ্কপূত)—ম ৯।৩১০
যদুপুরী—ম ১৩।১৫৪
যমলার্জ্জুনভঞ্জন-স্থল (গৌরপদাঙ্কপূত)—ম ১৮।৬৮
যমুনার চব্বিশ ঘাট (ঐ)—ম ১৭।১৯০
যমেশ্বর টোটা (টোটা গোপীনাথের অর্চ্চা, ঐ)—ম ১৫।১৮৩; অ ৪।১১৬; ১৩।৭৮
যাজপুর (ঐ)—ম ৫।৩, ৪; ১৬।১৫০
রাজমহেন্দ্রী বা রাজমহীন্দ্র—অ ৯।১২২
রাঢ়দেশ (গৌরপদাঙ্কপূত)—আ ১১।৩৬; ১৩।৬১; ম ১।৯২; ৩।৪, ৫
রাধাকুণ্ড (ঐ)—ম ১৮।৪-১৪
রামকেলি-গ্রাম (ঐ)—ম ১।১৬৬, ২১৩; ১৬।২১১, ম ২৬০; ১৯।৩
রামেশ্বর (সেতুবন্ধ, ঐ)—ম ১।১১৬; ৯। ২০০
রাসস্থলী (ঐ)—ম ১৮।৭২; অ ১৩।৬৭, ৭৩
রেমুণা (ঐ—ক্ষীরচোরা গোপীনাথের অর্চ্চা-পীঠ)—ম ৪।১২, ১৩, ১১২, ১৫৪, ১৮৮; ১৬।২৮
লঙ্কা—ম ১৫।৩২
লৌহবন (গৌরপদাঙ্কপূত)—ম ১৮।৬৭
শান্তিপুর (ঐ)—ম ১।৯৪, ২৩২; ৩।১০৮, ১৩।৪৫, ১৬।২১০, ২১২, ২১৬, ২৩১, ২৩৪; ৪।১১০; অ ৩।২১২; ৬।১৩
শিবকাঞ্চী (ঐ)—ম ৯।৬৮
শিবক্ষেত্র (ঐ)—ম ৯।৭৮
শিয়ালি (ঐ)—ম ৯।৭৪
শৃঙ্গেরি মঠ (ঐ, শঙ্করাচার্য্য-স্থাপিত)—ম ৯। ২৪৪
শেষশায়ী (ক্ষীরসমুদ্র, বৃন্দাবনে)—ম ১৮।৬৪
শ্বেতদ্বীপ—আ ৫।১৭, ১১১
শ্রীখণ্ড (নরহরি ঠাকুরের পাট)—আ ১০।৭৮; ম ১।১৩২; ১০।৯০; ১৩।৪৬; ১৬।১৮; অ ১।১৫; ১০।১২, ১২৩, ১৪১; ১২।৯
শ্রীবন (গৌরপদাঙ্কপূত)—ম ১৮।৬৭
শ্রীবৈকুণ্ঠ (ঐ, বিষ্ণুর অর্চ্চাপীঠ)—ম ৯।২২২
শ্রীরঙ্গক্ষেত্র (ঐ, শ্রীরঙ্গনাথের অর্চ্চাপীঠ)—ম ১।১০৭; ৯।৭৯, ৯১
শ্রীশৈল (ঐ, শিবদুর্গার পীঠ)—ম ৯।১৭৫
শ্রীহট্ট—আ ১৩।৫৬
সত্যভামাপুর-গ্রাম—অ ১।৪০
সপ্ত-গোদাবরী-তীর (গৌরপদাঙ্কপূত)—ম ৯। ৩১৮

সপ্তগ্রাম (দাস গোস্বামীর আবির্ভাব-স্থান)—ম ১৬।২১৭ ; অ ৬।১৭
সপ্তদ্বীপ—ম ২০।২১৮ ; অ ২।১০ ; ৯।৯
সিদ্ধবট (গৌরপদাঙ্কপূত, রামসীতার অর্চ্চা-পীঠ)—ম ৯।১৭, ২২
সিদ্ধলোক—আ ৫।৩৩
সুন্দরাচল (ঐ)—ম ১৪।১১৩, ১২০
সুমনঃ বা কুসুম-সরোবর (ঐ)—ম ১৮।১৫
সূর্পারিক-তীর্থ (ঐ)—ম ৯।২৮০
সেতুবন্ধ (রামেশ্বর, ঐ)—আ ৭।১৬৭ ; ১৩।৩৬ ; ম ১।১৯, ১১৬ ; ৭।১২, ১০৮ ; ৯।১৭২, ২০০
সোরোক্ষেত্র (ঐ)—ম ১৮।১৪৪, ২১৪
স্কন্দক্ষেত্র-তীর্থ (ঐ)—ম ৯।২১
স্বয়ম্ভুতীর্থ (ঐ)—ম ১৭।১৯১
হাজিপুর (পাটনার নিকটবর্ত্তী)—ম ২০।৩৭, ৩৮

নদ ও নদী

কাবেরী (গৌরপদাঙ্কপূত)—ম ১।১০৭ ; ৯।৭৪, ৮০, ৮৭
কালিন্দী (ঐ)—ম ১৭।৫৬, অ ১৬।১৪৬ ; ১৮।৮০
কৃতমালা (ঐ)—ম ৯।১৮১, ১৯৮
কৃষ্ণবেণ্বা (ঐ)—ম ৯।৩০৪
কেশীতীর্থ (ঐ, যমুনার ঘাট)—ম ৫।১৪ ; ১৮।৭২, ৮৩
গঙ্গা—আ ৫।৫৪, ৭।১৫৮ ; ১০।১০৮ ; ১৩।৫৮, ৯৯ ; ১৪।৪৮, ৭৪, ১৫।২৮ ; ১৬।২৮, ২৯, ৩৫, ৩৬, ৭৯ ; ১৭।৪৭, ৫৪, ৬১, ৭৪, ২৪৫ ; ম ১।৯৩, ২৪১ ; ৩।১৭, ১৯, ২৬, ২৯, ৩৩-৩৬, ১৮৪, ২০৮, ২১৬ ; ৯।১৭১, ১০।৯১ ; ১৬।১৯০, ২৫৬, ২৭৫, ২৮০, ১৭।৭০, ৭২ ; ১৮।১৪৭, ১৫৮, ২১৪ ; ১৯।৪০ ; ২০।১১, ১৫, ৪৩, ৪৪, ৮৪ ; ২৫।২০২, ২০৫ ; অ ১।৫১ ; ৩।২১৪, ২২৮ ; ১৪।৯৪ ; ১৬।১৪৬
গোদাবরী (ঐ)—ম ১।১০৪ ; ৭।৬২ ; ৮।১০-১২ ; ৯।৩১৭-৩১৮
গৌতমী গঙ্গা (ঐ)—ম ৯।১৪
চিত্রোৎপলা (ঐ)—ম ১৬।১১৯
চীরঘাট (ঐ, যমুনার ঘাট)—ম ১৮।৭৫
জাহ্নবী—আ ১৬।৭
তাপী বা তাপ্তী (গৌরপদাঙ্কপূত)—ম ৯।৩১০
তাম্রপর্ণী (ঐ)—ম ৯।২১৮, ২১৯
তুঙ্গভদ্রা (ঐ)—ম ৯।২৪৪
ত্রিবেণী (ঐ)—ম ১৮।২২২ ; ১৯।৬০ ; ২৪।২২৬ ; অ ২।১৪৭, ১৬১, ১৬৪, ১৬৬
দশাশ্বমেধ ঘাট (ঐ, প্রয়াগে গঙ্গার ঘাট)—ম ১৯।১১৪
নর্ম্মদা (ঐ)—ম ৯।৩১০
নির্ব্বিন্ধ্যা (ঐ)—ম ৯।৩১১
পঞ্চনদ (ঐ, কাশীতে)—ম ২৫।৫৯
পয়স্বিনী (ঐ)—ম ৯।২৩৪, ২৪৩
ভার্গী বা দণ্ডভাঙ্গা (ঐ)—ম ৫।১৪১
ভীমা (ঐ)—ম ৯।৩০৩
মণিকর্ণিকা-ঘাট (ঐ, কাশীতে) ম ১৭।৮২
মন্ত্রেশ্বর-নদ (ঐ)—ম ১৬।১৯৯
মানসগঙ্গা (ঐ)—ম ১৮।৩২
যমুনা—আ ১৭।১১৭ ; ম ১।৯৩ ; ২।৫৬ ; ৩।২১-২৭ ; ৩৪-৩৭ ; ১৩।১৪৩ ; ১৬।২৮০, ১৭।১৫০, ১৫৪, ১৯০ ; ১৮।৬৬, ৭৭ ; ১৯।৪০, ৭৮, ৭৯ ; অ ১৪।৯৪ ; ১৮।২৭, ২৮, ৩২, ৮১, ৯০, ১০৯, ১১২

পর্ব্বত

ঋষভ পর্ব্বত (গৌরপদাঙ্কপূত—নারায়ণের অর্চ্চাপীঠ)—ম ৯।১৬৭
ঋষ্যমূক-পর্ব্বত (গৌরপদাঙ্কপূত)—ম ৯।৩১১
গোবর্দ্ধনগিরি (ঐ)—আ ১০।৯৪ ; ১৭।২৮২ ; ম ২।৯ ; ৪।২১ ; ৫।১২ ; ১৩।১৪৩ ; ১৫।২৪২ ; ১৭।৫৫, ১৬৮, ১৮।১৫-১৬, ২৩, ৩২-৩৩, ৪৩ ; অ ৬।২৮৭, ২৮৯, ২৯১, ৩০১ ; ১৩।৩৯, ৬৭, ১৪।৮৫, ১০৫-১০৭ ; ২০।১১৩
চটক-পর্ব্বত (ঐ, পুরীতে বালুকাস্তূপ)—ম ২।৯, অ ১৪।৮৪, ১১৯, ১৮।৩৬, ২০।১২৫
চিরায়ু-পর্ব্বত—অ ১৮।৪১
পাতড়া-পর্ব্বত—ম ২০।১৬
ব্যেঙ্কটাদ্রি (গৌরপদাঙ্কপূত)—ম ৯।৬৪
ব্রহ্মগিরি (ঐ)—ম ৯।৩১৭
মন্দার-পর্ব্বত (মধুসূদনের অর্চ্চাপীঠ)—ম ২০।২১৬
মলয়-পর্ব্বত (অগস্ত্যাশ্রম—ঐ)—ম ৯।২২৩
মহেন্দ্র-শৈল (পরশুরামের ক্ষেত্র, ঐ)—ম ৯।১৯৯
শ্রীশৈল (শিবদুর্গার পীঠ)—ম ৯।১৭৫
হিমালয়—আ ১০।৮৭

সমুদ্র

কারণ-সমুদ্র (বিরজা)—আ ৫।৫১, ৫৫, ৫৭ ; ম ১৫।১৭৫ ; ২০।২৬৮-২৬৯ ; ২১।৫২
ক্ষীরোদক (সুমেরুর পূর্ব্বে—ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণুর স্থান)—আ ৫।১১১, ১১৪
সপ্ত-সমুদ্র—আ ৫।১১০
সিন্ধু (বঙ্গোপসাগর)—আ ১০।৮৭ ; ম ২।৮ ; অ ১৮।২৮

সরোবর

ইন্দ্রদ্যুম্ন-সরোবর (গৌরপদাঙ্কপূত—ম ১৪।৭৫
কুম্ভকর্ণ-কপাল (ঐ)—ম ৯।৭৮
নরেন্দ্র-সরোবর (ঐ)—ম ১১।৬৮ ; ১৪।১০২, ২৪২ ; ১৬।৪২ ; ২৫।২১৯ ; অ ১০।৪২-৪৯ ; ১৮।৩৬
পঞ্চাপ্সরা-তীর্থ (ঐ)—ম ৯।২৭৯
পম্পা-সরোবর (ঐ)—ম ৯।৩১৬
পাবন-সরোবর (ঐ)—ম ১৮।৫৮
সুমনঃ বা কুসুম-সরোবর (ঐ)—১৮।১৫

হ্রদ

কালীয়-হ্রদ বা কালীয়দহ (গৌরপদাঙ্কপূত)—ম ৫।১৪ ; ১৮।৭১, ৮৩, ৯৪, ১০৪

কুণ্ড

গোবিন্দকুণ্ড (গৌরপদাঙ্কপূত)—ম ৪।২৩, ৫৫ ; ম ১৮।৩৫
ব্রহ্মকুণ্ড (ঐ)—ম ১৮।২১
রাধাকুণ্ড (ঐ)—আ ১০।১০১ ; ম ১৮।৪-১৪

শব্দ-সূচী

[সাধারণ-শব্দ]

অকথ্যকথন আ ৫।২১৭ ; ম ৭।৩০; ৮।২০৭; অ ৩।৭০ ; অকপট ম ৩।৩৭ ; ৮।২৭১; অ ৯।১১৮ ; অকরণে দোষ ম ২৪।৩৩৭ ; অকলঙ্ক আ ১৩।৯১ ; অকলঙ্ক পূর্ণকল অ ১৫।৬৭ ; অকাম ম ২২।৩৬, ৭৬ ; ২৪।৮৫ ; অকার্য্যকরণ ম ৫।৯৬ ; অকিঞ্চন আ ১০।৬৬; ১৩।১০৮ ; ম ২২।৭৫, ৯০, ৯৬ ; অ ১০।৯ ; অকুলীন ম ৫।২২ ; অকৃতদ্রোহ ম ২২।৭৫ ; অকৃতার্থান্ অ ১৯।৪৭ ; অকৃষ্ণবরণ আ ৩।৫৬; অকৈতব-কৃষ্ণপ্রেম ম ২।৪৩ ; অক্ষয় ম ৩।১৫৯ অক্ষয়-সরোবর ম ২৫।২৬৪ ; অক্ষর (অকারাদি-বর্ণ) আ ১৪।৯৪ ; অক্ষর (মন্ত্র) ম ২১।১২৫ ; অক্ষর (শ্রীনামাক্ষর) অ ৩।৫৮, ৫৯ ; অক্ষয় (হস্তাক্ষর) অ ১।৯৬, ৯৭ ; অখিল-চেষ্টা ম ২২।১২২

অগৌরবসার ম ১৯।২২৪ ; অগ্নিজ্বালাচয় ম ২০।১০৯ ; অগ্নিপরীক্ষা ম ৯।২০৬ ; অগ্নি-শক্তি আ ৫।৬০; ম ২০।২৬১ ; অঙ্কুর-পুলক ম ১৭।২০০ ; অঙ্গ আ ২।১২ ; ৩।৬৭-৬৮ ; ৪।১২ ; ৫।১৬৬ ; ১৮৭, ১৮৯ ; ৬।৩৭ ; ৮।২৩ ; ৯।২৫, ৩৩ ; ১৩।১১৫, ১২০ ; ১৪।৬৭ ; ১৭।৫, ১৪; ম ২।৬ ; ৩।৯৫, ৯৬, ১২২, ১৪২ ; ৪।৬৩, ১৫৯, ১৭৫ ; ৭।১৩৭ ; ১৪১ ; ৮।৪২, ১৭০, ১৭২, ১৭৪, ২৬৯ ; ২১।১০৫; ২২।১৪০ ; ২৩।৫৬, ৫৮, অঙ্গকান্তি আ ২।১৫; ম ২০।১৫৯ ; অ ৩।২৩০ ; অঙ্গগন্ধ অ ১৫।৪৬; ১৯।৮৮; অঙ্গপ্রভা আ ২।৬ ; অঙ্গবিভূষণ আ ১৭।৫; অঙ্গভঙ্গ ম ১৪।১৯০ ; অঙ্গমলা ম ৪।৬০; অঙ্গ-সমার্জ্জন ম ১১।১৫৮, ২০।৫৫ ; অঙ্গসাধন ম ২২।১৩০ ; অঙ্গসেবা আ ১০।১৪১ ; অঙ্গস্বেদ-জল ম ২০।২৮৬ ; অঙ্গীকার আ ৪।৪১, ৫০, ৯৯ ; ম ৭।৪১; ৯।১৩৫ ; ১০।৩৬, ৪০ ; ১৬।১১৮ ; ১৭।২০, ১৮০ ; ২০।৮ ; অঙ্গের অবয়ব আ ৩।৬৭, ৭১ ; অঙ্ঘ্রি-পদ্মসুধা ম ৮।২২৬

অচিন্ত্য আ ১৭।৩০৬ ; ম ৬।১৮৫ ; অচিন্ত্য ঐশ্বর্য্য আ ৫।৯০ ; অচিন্ত্যচরিত্র আ ১৭।৩০৪; অচিন্ত্যপ্রভাব আ ১৭।২৯২ ; ম ৬।১৯৬ ; অ ২।৩৩ ; অচিন্ত্যশক্তি আ ৫।৮৮ ; ৭।১২৫, ১২৭ ; ৯।১২ ; ১৭।৩০৫ ; ম ৬।১৭০ ; ১৩।৫৪ ; ১৬।৬৭, ৮১ ; ২১।৭১ ; অজাতরতি (সাধক) ম ২৪।২৮২, ২৮৫ ; অজ্ঞ অ ৭।১২০ ; অজ্ঞদোষ অ ৩।২১১ ; অজ্ঞানতমঃ আ ১।৯০ ; অজ্ঞান তমস্ততি আ ৩।৫৮ ; অজ্ঞানতমোধর্ম্ম আ ১।৯৪ ; অজ্ঞানতমোনাশ আ ১।৮৯ ; অজ্ঞানাদিদোষ আ ১।১০৭

অট্টঅট্ট হাস আ ১৭।১৮০ ; অণ্ড (ব্রহ্মাণ্ড) ম ২১।১৪১ ; অণ্ডনাশ ম ১৫।১৭৭; ; অণ্ড-সন্নিবেশ আ ৫।৬৭

অতত্ত্বজ্ঞ অ ৯।১২০ ; অতিকাল ম ৭।৮৩; অ ৫।৩২ ; অতিথি অ ১৭।১৪৭ ; ১৬।১৮ ; অতিথি বিপ্র আ ১৪।৩৭ ; অতিমর্ম্ম আ ৪।১১২ ; অতিস্তুতি ম ১০।১৮২ ; অ ১।১৩১; অতিহীনজ্ঞান আ ৪।২৪ ; অত্যাগ্রহ আ ৭।৫৭; অদৃশ্য ম ৬।১৬৭ ; অদ্বিতীয় আ ৭।৭ ; অদ্বৈত-তত্ত্বাখ্যান আ ১।২৮ ; অদ্বৈতশাখা আ ১২।৬৫; অদ্বৈতস্কন্ধ আ ১২।৬৬ ; ১৭।৩২৪

অধম আ ৫।১৫৮, ২০৮, ২১০, ২৩০ ; ম ১০।৫৪ ; ১৯।৭১ ; ২০।৯৯ ; অধর-চরিত অ ১৬।১২২ ; অধর-মধুস্মিত চার অ ১৫।৭১ ; অধর-রস অ ১৫।১৫ ; অধর-সুরঙ্গ ম ১২।২১৩ ; অধরামৃত ম ২।৩২ ; ২১।১৩০ ; অ ১৫।২৩ ; ১৬।৯৪ ; ৯৭, ১২৭, ১৩৩ ; অধর্ম্ম অ ৩।৬০; ম ২০।২১৯ ; অধর্ম্ম-সংহার আ ৫।১১৩ ; অধিকার (আধিপত্য) ম ১৬।১৫৮ ; ২০।২৯১ ; ২২।৩১ ; অ ৬।১৮ ; ৯।১২১ ; অধিকার (যোগ্যতা) আ ৬।১০৯ ; ম ৪।১৯০; ৮।২০২ ; ৯।১০২ ; ১০।১৪৭ ; ১১।১৬৫ ; ১৪।১২২ ; অ ৪।১২৬ ; ৫।৪২ ; ৭।৮১ ; ১২।১০৮ ; অধিকারী (যোগ্য) আ ৭।১২৫, ১০।১৪৬ ; ১১।৪২ ; ম ২০।৩৩৩ ; ২২।৬৪-৬৬ ; ২৩।৪১ ; অ ২।১৬ ; ৭।৭৮ ; ভক্তি-অধিকারী আ ১১।৪২ ; ম ২২।৬৪ ; উত্তম-অধিকারী ম ২২।৬৫ ; মধ্যম-অধিকারী ম ২২।৬৬ ; জ্ঞান-অধিকারী ম ২০।৩৩৩ ; বড় অধিকারী অ ২।১৬ ; অধিকারী (রাজকর্ম্মচারী) ম ৭।৬২ ; ১৬।১৫৬ ; ২৫।১৮০ ; অ ৬।১৭ ; অধিকারী (সমর্থ বা প্রভু) আ ১৭।১৭৪ ; ম ৪।৪১ ; ২১।১১৫ ; অধিষ্ঠাতা ম ২০।২৫৩ ; অধিষ্ঠাত্রী শক্তি আ ৪।৯১ ; অধিষ্ঠান আ ৪।৯০ ; অ ২০।২৫ ; অধোবাস অ ১৮।৯১ ; অধ্যয়নলীলা আ ১৫।৭

অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড আ ৫।৯৪ ; অনন্ত-শয্যা আ ৫।১০০ ; অনন্যশরণ অ ৯।৭৪ ; অনবসর ম ১।১২২; ১০।৪১ ; ১১।৬২ ; অনর্গল আ ১১।৫৯ ; ম ১৫।৪২ ; অ ১৩।১৩৫ ; অনর্গল প্রেম আ ১১।৫৯ ; অনর্থনিবৃত্তি ম ২৩।১১, ১৪; অনাচার ম ১২।৯২ ; অনাথ পিতা-মাতা আ ১৫।১৯; অনাদি বহির্ম্মুখ ম ২০।১১৭ ; অনাসক্ত ম ১৬।২৩৮, ২৪৩ ; অনিকেত ম ১৯।১২৭ ; অনিপুণা বাণী অ ২০।১৪৯ ; অনিবেদিত-ত্যাগ ম ২৪।৩৩৪ ; অনিমন্ত্রণ ভিক্ষা অ ৮।৩৭ ; অনুক্রম আ ১৪।৪, ৯৫ ; ১৭।৩ ; ম ৯।৬ ; ১২।১৫৯ ; ২০।৩৭৯ ; অনুগতি ম ৮।২০৪, ২২৫, ২২।১৪৯ ; অনুবন্ধ ম ২০।১৩০ ; অনুবাদ (পশ্চাৎ কথন) আ ১৭।৩১১, ৩১২, অ ২০।১০২, ১৪০ ; অনুভব আ ২।২৬, ৪।১৩৫, ১৪১, ২৪৯ ; ম ৪।৭৮, ২০।১৬৪, ২১।৭৯ ; ২৫।১১৬, অ ১৬।১০৯ ; অনুভাব (প্রভাব) আ ৩।৮৪ ; অনুমান আ ৩।১৩, ম ৪।১১৪, ১১৫, ৬।২৫, অ ১।৮৭, ২।১৫৫, ১৫।৩৭, ১৬।৭২, ২০।৯২ ; অনুরাগ (আসক্তি, রুচি) ম ৯।১৪৯, ১১।৫০, ২১।১১৯, অ ২০।১৬ ; অনুরোধ ম ২।৮৬ ; অনুষঙ্গ ফল ম ১৫।১০৯ ; অনুর্দ্ধসমান আ ৭।১১১ ; অন্তর ম ৩।১২১ ; অন্তরকথা আ ১২।৪৮; অন্তরবার্ত্তা অ ১।৮৬ ; অন্তরে নিষ্ঠা ম ১৬।২৩৯ ; অন্তরঙ্গ আ ৪।৬, ১০৫, ৬।২৪, ৭।১৭, ১০।৫৪, ৯৩, ১৭।১৭৭, ম ১৩।৫৪, ২১।৯২, অ ৩।১৯, ৬।১১, ১৪২, ১৬২, ২৩১, ১৬।৪৪ ; অন্তরঙ্গভক্ত আ ৭।১৭, ম ১৩।৫৪ ; অন্তরঙ্গভৃত্য আ ১০।৫৪ ; অ ৬।১৪২ ; অন্তরঙ্গ শিষ্য অ ৬।১৬২ ; অন্তরঙ্গ-সেবন আ ১০।৯৩; অন্তরঙ্গসেবা অ ৬।২৪১ ; অন্তরাত্মা অ ৫।৮৫; অন্তর্দ্ধান (অপ্রকট) আ ৩।১৩ ; ৫।১৯৬ ; ১০।৯৩ ; ১৩।৯ ; ১৭।২৮২ ; ম ১।১৪০; ৪।৪৪ ; ৭।১৪৯ ; ৯।৬৩, ১৯৪, ২০৭, ৩১৩, ২৩।১১১ ; ২৪।২৭৫ ; অ ২।১৪৮, ১৪৯ ; ৮।১৬, ৩১ ; ১৪।৭৮ ; ১৫।৩০, ৮০ ; ১৮।৩৮ ; ১৯।৮৬ ; অন্তর্ভাব অ ৯।১১৫ ; অন্তর্মনা ম ২২।১৫৪ ; অন্তর্যামী আ ১।৪৭ ; ২।১৮, ৫০, ৫১ ; ৩।৬৯ ; ৫।১০৬, ১১২ ; ১৬।২২ ; ১৭।২৭১ ; ম ৮।২৬৫ ; ২০।২৮২, ২৯২, ২৯৫ ;

২১।৩৯ ;২২।৪৭ ;২৪।৭৯, ১৪৯ ;অ ২।৯০; ৭।৯২ ;অন্তর্যামী-উপাসক ম ২৪।১৪৮ ;অন্তর্যামীস্বরূপ ম ২৪।৭৯ ; অন্ত্যলীলা আ ১।৯, ১১ ;১৩।৩৭ ;ম ১।২০, ২১, ২৪৮ ;২।৯১ ; অ ২০।১০২;অন্ত্যলীলার সূত্রগণ অ ১।১০ ; অন্ধকার ম ২২।৩১ ; অন্ধতমঃ আ ৪।১৭১ ; অন্নকূট ম ৪।৭৫ ;৪।৮৬, ৯০, ৯৪, ১৮।২৬ ; অন্নদোষ ম ১২।১৯০ ; অন্নপান ম ৩।১৫৮ ; ২৫।২৭১ ;অ ১৩।৪৮ ; অন্নপীঠ ম ১৫।২৩৫; অন্নার্থী বৈষ্ণব অ ৬।২১৬ ; অন্যকথা অ ১৭। ৩৬, ৩৭ ; অন্যকামী ম ২২।৩৭ ; অন্যদেব ম ২২।১১৫ ; অন্যপূজা ম ১৯।১৬৭ ; অন্যবাঞ্ছা ম ১৯।১৬৭ ; অন্যবিস্মারণ অ ১৬।১১৩ ; অন্যশাস্ত্র ম ২২।১১৫; অন্যোপদেশে পণ্ডিত অ ৩।১১

অপতিত আ ১০।৪৩ ;অপতিত-স্নান আ ১০।১০১ ; অপবিত্র আ ১৪।৭৪ ; অপবিত্র অন্ন ম ৯।৫৩ ; অপরাধ আ ২।৩১, ৩৩ ; ৫।১৬০, ২২৬ ;৬।১১৪, ১১৫ ;৭।৩৭, ১৪৮, ১৫০, ১৫৪;৮।২৪, ৩০ ;১২।৪৫ ;১৭।৫৭, ৭১, ৯৫-৯৭, ১৫০, ২২৬, ২৬২, ২৬৬ ;ম ১। ১৫৩, ১৫৪ ;৩।৯৯, ১০০ ;৪।৯, ১২৪ ;৫। ১৫১ ;৯।৫৮, ১৫৫ ;১০।১২৩ ; ১১।১১৪ ; ১২।১২৭, ১২৯ ;১৫।৪৭, ১৯৭, ২৩৫, ২৫৬, ২৫৭, ২৬৮, ২৮০, ২৮৫, ২৯২, ৩০০ ;২৪। ১২৬, ২৪৪ ;২৫।৭৬ ;অ ১।৩১, ১০৭ ;২১। ২৩ ;৩।১৪৫, ১৪৬ ;৪।৯, ১৩৯, ১৪৮, ১৫২, ১৫৪ ;৫।২৯, ১২০, ১২১ ;৭।১২৪, ১৩১ ; ৮।২৪, ৯৭ ;১০।৯৫, ৯৬, ১২।২৭ ;১৯।১০; অপরাধ চিহ্ন ম ২৫।৭৬ ;অপরাধবীজ অ ৩। ১৪৩, অপরাধ হস্তী ম ১৯।১৫৭ ;অপরাধাভাস অ ১০।৯৬; অপরাধী ম ১৬।২০৯ ;অপরাধের বিচার আ ৮।২৪; অপাত্র (অনধিকারী) আ ৯।২৯ ; অপ্রমত্ত ম ২২।৭৭ ; অপ্সরা-সম স্ত্রী ম ৬।৩৯

অবজ্ঞান অ ৭।১১৪ ; অবতংস আ ২।৭০; ৫।১০৭, ১১৬ ;৬।৩০, ৭৭ ;ম ৮।১৭৯ ;১৫। ১২৯ ;২০।১৬১ ; অবতার-কার্য্য অ ৪।১০০ ; অবতার-কাল আ ৪।৯ ;৫।১৫৩ ;ম ২০।৩৬১; অবতীর্ণ আ ২।৯ ;৩।৬, ২৯, ১১২ ; ৪।৭, ১২, ২৬৮ ;৬।৮২, ১০৭ ;৭।৪, ৯ ;১৩।৫২, ৬২ ;ম ২১।৭৭ ;অ ।১৩৩ ; অবধান (কারকতা) আ ৫।৮১ ; অবধান (মনোযোগ) ম ৬।৯৭ ; ১২।৩৩ ; ১৫।২৪৯ ; অ ১৫।৫৩ ; অবধান (ঈক্ষণ) ম ২০।২৭২ ; অবধূত ম ৩।৮৫, ৯৬; ১২।১৮৯ ; ২১। ১৮ ;অ ৩।১৪৮ ; অবধূত গোসাঞি আ ৫।১৬১ ; ম ১৬।৩৯ ; অবধূতের ঝুটা ম ৩।৯৬ ; অবধ্য-বধ অ ৩।১৫৯ ; অবধ্য-রন্ধন অ ৩।১৬১ ; অবয়ব আ ৩।৬৭, ৭১ ; অবশিষ্ট (উচ্ছিষ্ট) অ ২।৬২ ; অবশিষ্টপাত্র অ ৬।১২২, ২১২ ;১৩।১০৮ ; অবশেষ (ভুক্তাবশেষ) ম ১২।২০১ ; ১৯। ৮৯ ;অ ৬।৯৪, ১১৪ ;৮।১০ ;১২।৫৩;১৬।৩৮ ;২০।৭৪ ; অবশেষপাত্র অ ৪। ১২১ ;১২।৫৩ ; অবসাদ আ ৭।৬৩ ;ম ২৪।৩৪১, ৩৪৬ ; অবিচিন্ত্য-শক্তিযুক্ত আ ৭।১২৪ ; অবিচ্ছেদ আ ৪।৯৭; অবিদগ্ধ-বিধি আ ৪।১৫০ ; অবিদ্যাগ্রন্থি ম ২৪।১৬ ; অবিদ্যানাশ ম ২৪।৫৯ ; অবিদ্যানাশক অ ৫।৪৫ ; অবিদ্যাবন্ধু অ ৫।১৪৫ ; অবিদ্যাহীন ম ২৪।১৪১ ; অবৈষ্ণব অ ৩।১৪৫, ২২১ ; অবৈষ্ণব জগৎ অ ৩।২২১ ; অবৈষ্ণব সঙ্গত্যাগ ম ২২।১১৫ ; অব্যয় ম ৩।১৫৯

অভক্ত উষ্ট্র আ ৪।২৩৫ ; অভক্তহীনছার অ ৪।৬৭ ; অভক্তের গণ আ ৩।৮৫ ;ম ২৩। ৯৩ ; অভিধান (উদ্দেশ) আ ৭।১৩১ ; অভিধান (নাম) ম ১।২০ ;২০।৩২৮ ;২১।৫৫ ;২৩।৪; অভিমান (অপ্রাকৃত) আ ৬।৪২, ৮৭ ;ম ১।২৮; ৯।১৩৮ ; অ ১২।৩৪ ; ১৪।১৪; ১৬।১২৫ ; (জীব)-অভিমান ২০।৩১ ; (দাস)-অভিমান আ ৬।৪১ ; ম ২৪।১৯৫; ২৫।৭৯ ; (দাসী)-অভিমান আ ৬।৬৫ ; অ ২০।৫৯ ; (বালক)-অভিমান অ ৪।১৮৫ ; (ভক্ত)-অভিমান আ ৬।৯৭ ;(লালক)-অভিমান অ ৪।১৮৪ ;অভিমান-সুখ আ ৬।৪২ ; অভিমান (প্রাকৃত) আ ১৩।১১৯ ;১৬।৩৩ ;ম ৬।৯৬, ২৩৬ ;৭।১৪৭; ১৮। ২০৩ ;অ ৪।৬৮, ৮৯ ; ৭।৫১, ১১৩, ১১৪, ১৩২, ১৬৩, অভিমান-পঙ্ক অ ৭।১৬৬; অভিমানী (দাসী)-অভিমানী অ ২০।৬০ ; (মনুষ্য)-অভিমানী অ ৫।১৪২ ; অভিলাষ ম ২।৮০ ;৬।২৩১ ;৯।১১৯ ;অ ৩।১২৮ ;২০। ৫৬ ; অভীপ্সিত বর আ ১৪।৪৬ ; অভীষ্ট-ক্রীড়ন ম ২।৬৭ ; অভীষ্টদেব অ ১।১৮২ ; অভীষ্টপূরণ আ ১।১০৩ ; ১১।১২ ; ম ২৫। ২৭৩ ;অ ১।৪ ; অভোজ্যান্ন বিপ্র আ ৮।৮৬; অভ্যঙ্গমর্দ্দন অ ৫।১০ ; অভ্যন্তর (অন্দরবাড়ী) অ ২।১২১ ; ৬।১৫৫ ; অভ্যন্তর-সাধন ম ২২।১৫১ ; অভ্যাগত আ ১৭।১৪৫

অমঙ্গল (অনর্থ) আ ৮।৩৫ ;ম ২৪।৫৫; অমন্দোদয়া দয়া ম ১০।১১৯ ; অমৃত আ ৯। ২৬, ম ১৫।২১৪ ;১৯।১৮১;২২।৩৮ ;২৫। ২৬৯, ২৭২ ; অ ৬।১১০, ১১৬ ; ১৬।৯৭, ১৫১ ;১৭।৩৮, ৪৪, ৪৫ ;১৮।৮৬ ;২০।১৫২, ১৫৪ ; (কৃষ্ণ-ভুক্তামৃত) অ ৬।৩২০ ; অধরামৃত—'অধরামৃত' শব্দ দ্রষ্টব্য ; অমৃত-অন্ন অ ১২।১৩৩ ; অমৃতঘোল অ ১৭।৩৮ ; অমৃতচরিত ম ৪।১৭০ ;অমৃত-তরঙ্গ ম ১২।২১৩ ; অমৃতধুনী আ ১৩।১২২ ; অমৃত-নিন্দক ম ৩। ৪৬ ;অমৃতপুর ম ২৫।২৭০ ;অমৃতফল (প্রেম) ম ২৫।২৬৯; অমৃতমধুর আ ৯।২৭ ; ম ১৯। ১৮২ ;অমৃতমুদা (মুদ্রা) অ ১৬।১৪৪ ;অমৃত-রস-ময় আ ১৭।৮৫ ;অমৃতসম অ ১০।১৬১ ; অমৃতসমান ম ৪।১১৭ ;১৪।২২৫ ;১৯।২২৭; অ ৪।১৭২ ;১৬।১৩০ ;১৭।৩৮; অমৃতসার ম ২৫।২৬৪ ;অ ১৬।১৩২ ; অমৃত-স্বাদ (মহাপ্রসাদের আস্বাদ) অ ১৬। ৯৩ ;অমৃতানন্দ ম ১৯।২২৬ ;অমৃতের খনি ম ৮।১০৭ ;অমৃতের তরঙ্গিণী ম ২।৩১ ; অমৃতের ধার আ ১৬।১১০; ম ৪।৫;২৫।৫৭ ;অ ১।১৭২, ১৯৩ ;অমৃতের ধারা ম ১৩।১০৯ ;অমৃতের পুর অ ১। ১৮০ ; ৮।৯৯ ; অমৃতের সম অ ৬।৩০৪;১৩।১০৭ ; ১৭।২৮ ;অমৃতের সার অ ৬। ১১১ ;৫।১৬২; অমৃতের সিন্ধু ম ২।৪৮;১৮।২২৮ ;২১।১৩৭; অ ৩।৮৭ ;৫।৮৮;১১।১০৬ ;১৫।১৯ ; অমেধ্য ম ৯।৫৫ ;২৫।২৭২ ;অ ৪।১৮৬

অযাচক ম ৪।২৯ ; অযাচিত ম ৪।১২০, ১২৩ ; অযাচিত-বৃত্তি আ ১৭।২৯ ;ম ৪।১২৩; অযোগ্য (অনধিকারী) ম ১।২০৪ ;অ ৬।১৩২; ১৬।১৩৭, ১৪৪, ১৪৯ ; অয়ন (আশ্রয়) আ ২।৩৮, ৪২, ৪৬

অরণ্যে রোদিত অ ৩।২৪৪ ; অরসজ্ঞ ম ৮।২৫৮ ; অরুণ-বসন (মহাপ্রভুর সন্ন্যাস বেশ) ম ৭।৭৯ ; (রাধার কৃষ্ণানুরাগের উপমান) ম ৮।১৬৯ ; অরুণবস্ত্র কান্তি ম ৩।১১০

অর্থ (তাৎপর্য্য) আ ১।৩০ ইত্যাদি ;(চতুর্ব্বর্গের অন্যতম) আ ১।৯০ ; অ ১২।৩০ ; (ধন) অ ৪।২১৫ ;অর্থবাদ আ ১৭।৭২ ;অর্থ-বিচার আ ১।৩০ ; অর্থবিবরণ অ ৩। ১৮১ ; অর্থব্যস্ত (অর্থবিপরীত) অ ৭।১৩০;অর্থাভিজ্ঞতা ম ২০।৩৫৯ ; অর্থালঙ্কার (আলঙ্কারিক শব্দ দ্রষ্টব্য); অর্থের তরঙ্গ ম ২৪।৩০৭ ;অর্থের ভাণ্ডার (সর্ব্ববিধ তাৎপর্য্যের আকর ও আধার) ম ২৪।২৭৮ ;গীতা-অর্থসার ম ৯।১০২ ;শ্রুতি-অর্থসার ম ২৫।১৪৬ ; স্থিতি-অর্থ (সম্পত্তি) অ ৪।২১৪; অর্দ্ধস্বরূপ আ ৭।১৪০ ; অর্দ্ধাশন আ ৮।৫৮, ৬৩, ৬৮

অলঙ্কার (কাব্যাঙ্গ) আ ১৬।৫০, ৫২, ৬৯, ৯২ ; অ ৫।১০৪ ; ১৮।৯৮, ৯৯ ; অলঙ্কার (ভূষণ) ম ৫।১২৫ ইত্যাদি ;গন্ধপুষ্প-অলঙ্কার অ ১৮।১০১; অলম্পট আ ১৩।১২০ ; অলাত-আকার ম ১৩।৮২ ; অলাতচক্র ম ১৫।২৫ ; ২০।৩৯১; অলৌকিক আ ৫।১৯৩ ; ১০।৫৯ ; ম ১৫।২২৫ ; ১৮।২২৬ ; অ ১৬।১১৩; অলৌকিক অনুভাব আ ৩।৮৪ ; অলৌকিক আস্বাদ অ ১৬।১০৭, অলৌকিক কথা ম ১৭। ১১৪ ;অলৌকিক কর্ম্ম আ ৩।৮৪ ;অলৌকিক কৃষ্ণলীলা আ ৩।৮৪ ; অলৌকিক গন্ধস্বাদ অ ১৬।১১৩ ; অলৌকিক গূঢ় চেষ্টা অ ১৭।৬৫ ; অলৌকিক চরিত্র অ ৩।২২৫ ; অলৌকিক চেষ্টা অ ১৯।১০৬ ; অলৌকিক-প্রকৃতি ম ১৮।১২০; অলৌকিক প্রেম আ ১১।২৪ ; ম ৪।১৭৮ ; অলৌকিক-বাক্য-চেষ্টা ম ৭।৬৬ ; অলৌকিক বৃক্ষ আ ৯।৩২ ;অলৌকিক রীত আ ১১।২৪ ; অলৌকিক রূপরস-সৌরভাদি গুণ ম ২৪।৪৩; অলৌকিক-লীলা আ ১১।২০ ; ম ৭।১১১ ; ৮।৩০৯ ; ১৩।৬৬ ; ১৬।২০১; ১৮।২২৫ ; অ ১৪।১২১ ; অলৌকিক শক্তি ম ১৮।১২৪ ; অলৌকিক শক্তি-গুণ ম ২৪।৩৯, অল্পসেবা অ ১।১০৭, অল্পাক্ষর আ ১।১০৫

অশান্ত ম ১৯।১৪৯ ; অশুচি আ ১৪।৭৪; অশেষ-লীলা ম ১।১০ ; অশোক (বৃক্ষ) অ ১৯।৮৫ ; অষ্টপদ্ম (কৃষ্ণের নেত্রদ্বয়, নাভি, বদন, কর ও চরণদ্বয়) অ ১৯।৯৪ ; অষ্টমী-ইন্দু ম ২১।১২৭ ; অষ্টাদশ অধ্যায় (গীতা) ম ৯।৯৪

অসংখ্য লোকের ঘটা অ ২।২৬ ; অসঙ্কোচ ম ১৯।২২৬ ; অসঙ্কোচ-মতি ম ২০।৩৪৮ ; অসৎসঙ্গ-ত্যাগ ম ২২।৮৪ ; ম ২৪।৩৩৪ ; অসত্য বচন ম ৫।৬৪ ; ৭০, ৮৪ ; অসত্যে সত্যভ্রম ম ১৮।৯৮ ; অসদ্গতি অ ৮।২২ ; অসম্ভাষ্য বৌদ্ধ ম ৯।৪৮ ; অসমোর্দ্ধ মাধুর্য্য আ ৪।৪২ ; অসাধু ম ২২।৮৪ ; অসার (সার-হীন) আ ১২।১০-১১; অসার (জড়) আ ৪।৬; অসুর আ ৪।১৩ ; অসুর-মারণ আ ৪।১৪, অসুর-সংহার আ ৪।৩৬ ; অসুর-সমান অ ৩।১৪৫ ; অসুর-স্বভাব আ ৩।৮৯ ; অসুরে গণন আ ৮।১২ ; অসৃজ্য ম ২০।২৫৭ ; অস্ত্র (হরিনামাদি) আ ৩।৫১, ৬৬, ৭২ ; অস্ত্র (শঙ্খ-চক্রাদি) অস্ত্রধারণ-গণনা ম ২০।২২২ ;অস্ত্র-ধারণভেদ ম ২০।২০৭ ; অস্ত্রধৃতিভেদ ম ২০। ২২১ ;অস্ত্রভেদ ম ২০।১৯১ ; অস্থির ম ৮।২৭; অস্থিসন্ধি অ ১৪।৬৬, ৭১ ;অ ১৮।৫৩, ৬৯ ; অস্থিসন্ধি-ত্যাগ অ ২০।১২৪ ; অস্পৃশ্য ম ৬। ১৬৭ ;৮।৩৪ ;ম ১১।৮৮ ;ম ১৯।৬৭, অ ১১। ২৮ ; অস্বাস্থ্যের ছদ্ম ম ১৯।১৫ ; অহিংসা ম ২২।১৪০ ; অহৈতুকী ভক্তি ম ২৪।২৯, ১৪০, ১৫৭, ১৬১ ; অহোরাত্র সঙ্কীর্ত্তন আ ৫।১৬২

আকণ্ঠ ম ১৪।৪২ ;আকণ্ঠভোজন অ ৬। ১১৯ ;আকণ্ঠপূরণ অ ১১।৮৮ ;অ ১২।৯১ ; আকণ্ঠবপু অ ১৮।৯২ ; আকর্ষণ আ ৪।২৭০ ; আ ৫।২১৫, ২২৩;আ ৭।৩৫, ১৭। ২৩৭, ম ২।৬৮, ২১। ১০২, ১৪২, ২৪।৪৩, ৪৭, ৫৩, ১০৫, ১৯২ ;অ ৩।৩৮, ৬।৪৮, ১৫।৮, ২১, ২২, ১৬।১২২, ১৯।৯২, পঞ্চেন্দ্রিয়-আকর্ষণ অ ২০।১২৭ ; মহা-আকর্ষণ অ ১৫।১৮ ; আকার-বর্ণ-অস্ত্র-ভেদ ম ২০।১৭২; আকার-বেশ ভেদ ম ২০।২০৮ ; আকার-স্বরূপ-ভেদ আ ৪।৭৯ ; আকাশ-অনন্ত অ ২০।৭৯ ; 'আকাশে-কথা' অ ১৮।৭৯ ; বংশী-ছিদ্র-আকাশ ম ২১।১৪০ ; আকৃতি-প্রকৃতি-স্বরূপ ম ২০।৩৫৫ ; আকৃতি-মায়া (মায়া-আকৃতি—ছায়ারূপা মায়িক আকৃতি) ম ৯।১৯৩ ; আকৃষ্ট আ ১৩।৭১ ; আখ্যান ম ৪।১৯ ; অ ১৬।৭২ ; গদ্গদ আখ্যান অ ১৫।৬৯ ; নিমন্ত্রণাখ্যান অ ১০।১৪২ ; মহা-মহাপ্রসাদখ্যান অ ১৬।৫৯

আগ্রহ ১।১১৯, ১২৪ ;ম ৯।৩০৬ ২৫। ২৬, ৪৬, ১৫৫ ;অ ৫।১১০ ; ৬।২৯৪ ; ৮। ১১, ১২, ৮৪ ; ১০।৩৮-৮৬ ; ১২।১২৯; যত্নাগ্রহ ম ২৪।১৬৫ ; সাধনে আগ্রহ (অর্থাৎ নিয়মাগ্রহ) অ ১১।২৪

আচণ্ডাল আ ৪।৪০ ;ম ১।২৫১ ; ১৫। ৪১, ১০৮ ; আচমন ম ৩।১০২ ; ম ৬।৪৬ ;ম ১৫। ২৫৪ ;অ ৬।৯৪, ১১৯, ১২০, অ ৮।১২; অ ১১।৮৯ ; অ ১২।৫২, ১৪০ ; আচরণ (প্রতিপালন) অ ১৭।৩৩, ৩৭, ৫৮ ; (লীলা) ম ২।৮৫ ; আচার আ ১৭।৩০ ;ম ১০।১৬২ ; অ ৪।১০২, অলৌকিক আচার অ ৩।২১৮; আচারচেষ্টা অ ১৩।৩৭ ;আচার-নির্ণয় অ ৪। ৯৭ ; আচার-প্রচার অ ৫।১০৩ ; প্রেমের স্বভাব-আচার ম ৪।১৮৬ ; বেশ্যার আচার অ ৬।২৮৪; বৈষ্ণব-আচার অ ২২।৮৭, অ ৪।২২১ ;ব্যাধের আচার অ ১৫।৭২ ; ব্যাসের আচার আ ১৭। ৩১২ ;ভক্তির আচার আ ৬।৯৪;স্বচ্ছন্দ আচার অ ৩।১৪ ; আচার্য্য (উপাধি) আ ১।৩৯ ;৩। ৭৫, ৯১, ৯৪, ৯৫ ; ৯৭, ১০৪, ১০৬ ; ৫।১৪৪, ১৪৬-১৪৮ ;৬।৬, ৭, ২০, ২৮, ২৯, ৩২, ৩৫, ৩৬, ৩৯, ৪১, ৮৫, ৯০, ১১১, ১১৪, ১১৬ ; (শঙ্করাচার্য্য) ৭।১০৯, ১৩৬ ;৮। ৫৯, ৭০ ; ১০।১০৬, ১০৮, ১১। ৪২ ;১২।৮-১০, ১৭, ২৩, ২৪, ২৭, ৩০, ৩১, ৩৪, ৩৭, ৪৩, ৪৭, ৪৯, ৫৪, ৫৮, ৭৪, ৭৬, ৮০ ; ১৩।৫৫, ৬৩, ৭০, ১২৩ ; ১৭।৬৬, ৬৮, ৭১, ১১৮, ১১৯, ১৩৬, ২৪১, ২৪৬, ২৭৩, ২৯৮, ৩১৯ ; ম ১।৯৪, ২৩২ ;৩।২০, ৩০-৩৩, ৩৫, ৪১, ৫৯, ৬৪, ৬৬, ৬৭, ৬৯, ৭১, ৭৩, ৭৫, ৮১, ৮৯, ৯১, ৯২, ৯৫, ১০১, ১০৫, ১০৭, ১১২, ১১৩, ১১৮, ১২০, ১২২, ১৩১, ১৩৫, ১৩৭, ১৫০, ১৭১, ১৭৯, ১৯৮-২০০, ২০৩, ২১০-২১৩ ; ৪।১১০, ৬।১৭, ২২, ৩০, ৪৭, ৫০, ৫১, ৬৪, ৭৭, ৮০-৮১, ৮৮-৮৯, ৯৬, ১১২-১১৪, ১৮০, ২০৯-২১০, ২১৫, ২৩৮, ২৪৪, ৭।৫৯, (গুরু) ১০৭ ; (বৌদ্ধাচার্য্য) ম ৯।৫৫, ৫৬, ৬১-৬২, (তত্ত্ববাদী-আচার্য্য) ২৫৪, ২৭৩-২৭৪, (উপাধি) ৩৪১ ;১০।৭৮-৮০, ৮২, ৮৪, ৮৬, ৮৭, ১৮৪ ;১১।৭৯, ৮৩-৮৫, ৮৯, ১২৭, ১৫৯, ২০৭, ১২।১৪৫, ১৪৭, ১৫৬-১৫৭, ১৩।৪৫, ৮৭, ১৪।৭৯, ৮৩, ৯২ ; ১৫।১০-১৩ ২৮, ৪১, ২৭১, ২৭২ ;১৬।১৩, ২৮, ৬০, ৬১, ৮১, ২২৫-২২৬ ;১৮।৫০, (গুরু) ১২২; (শঙ্করাচার্য্য) ২৫।২৬-২৭ ৪৩, ৪৬, ৮৬ ;অ ১।১৫ ; ২।৪৫, ৮৪, ৮৮-৯২, ৯৭, ১০০-১০১, ১০৯-১১১ ;৩।৪৩, ১৬৪, ১৬৭, ২১৩, ২১৫, ২১৯; ৫।৯২, ৯৯, ১০৯-১১০ ; ৬। ১৬০, ১৬২, ১৬৭, ২৪৫ ;৭।১৭, ১৮, ৯৬-৯৯, ১০১;১০।৪, ১১৪, ১১৮, ১৩৪, ১৫৩, ১২।৩২, ৯৭ ; ১৯।১৬-১৮, ২৫, ২৮, ২০। ১৪৪, আচার্য্য-কিঙ্কর আ ১২।২৮ ; আচার্য্য-গৃহ ম ৩।১৭১ ;আচার্য্য-গোসাঞি আ ৩।৯১; ৫।১৪৮ ;৭। ১৩ ;১০।৪৪ ;১২।৪, ৫৩ ;ম ৩।১৫৮, ১৫৯;১০।৮০, ৮৬ ;১৬।৫৫, ৬০ ; অ ১০।৪ ; ১২। ৮, ৭০ ; ১৯।১৭, আচার্য্য-গোসাঞির গণ আ ১২।৭৩, ৭৬ ; আচার্য্য-চরণ আ ৬।১১৪ আচার্য্য-তনয় আ ১২।১৮, আচার্য্য-দ্বারে ম ৬।২১৫ ; আচার্য্য-নন্দন আ ১২।১৩ ; আচার্য্যনিধি অ ৭।৪৮ ; ১০।১২০, ১৩৯ ;আচার্য্য-প্রসাদে ম ১৬।২২৬ ;আচার্য্য-ব্যবহার আ ১২।২৮ ; আচার্য্য-মন্দির ম ৩। ১৫৬, আচার্য্যরত্ন আ ১০।১২, ১৩ ;ম ১১। ৮৫, ১৫৯ ; ১৬।১৬ ; অ ৭।৪৮ ;১০।১২০ ; ১৩৯ ; ১২।১১ ; আচার্য্য-সঙ্গ ম ১৬।২১; আচার্য্য-সেবন ম ১৬।২২৫ ; আচার্য্য-হুঙ্কার

আ ৩।৭৫ ; আচার্য্যাণী ম ৩।৪১ ; আচার্য্যের অভিপ্রায় আ ১২।৫৪;আচার্য্যের গণ আ ১২। ৭৩ ; আচার্য্যের ইচ্ছা ম ৩।৯২ ; আচার্য্যের গৃহ ম ১।৯৪ ; আচার্য্যের ঘর ম ২৫।২৩৮ ; আচার্য্যের মত আ ১২।১০০

আজানুলম্বিত ভুজ আ ৩।৪৪ ; ম ১৭। ১০৮ ; আজ্ঞাকারী আ ১০।৭৪ ;ম ১১।১৭৮; ১৫।১৪৪ ; ২০।৩১৭ ; ২১।৩৬ ; আজ্ঞাকারী দাস আ ৭।১১৪ ;আজ্ঞাধন ম ২।৯৫ ;আজ্ঞা-পত্র ম ১৬।১১০ ; আজ্ঞা-পালন ম ৪।৪৬ ; আজ্ঞাবাণী আ ১৭।১৬০ ;আজ্ঞা-ভঙ্গ ম ১৫। ১৫১ ;আজ্ঞামালা আ ৮।৭৭ ;ম ৭।৫৭ ;আজ্ঞা-মৃত ম ৪।১৮০

আত্মইচ্ছামত আ ৯।৩৮ ; আত্মকন্যা (নিজকন্যা) ম ৫।৭১ ; আত্মঘাত অ ২।১৫৬; আত্মজ্ঞান ম ২৪।১৯৫ ; আত্মতা অ ৫।১৪৯ ; আত্মনিন্দা ম ৬।২০১ ; আত্মনিবেদন ম ১৫। ২৫৯ ;২২।১১৮ ; আত্মপবিত্রতা আ ১১।৫৭; আত্মপর্য্যন্ত প্রসাদ অ ১।১০৭ ; আত্মপর্য্যন্ত সর্ব্বচিত্তহর ম ৮।১৪২ ; আত্মবঞ্চনা ম ২৪। ৯৫ ; আত্মবশ ম ১৭।১৩৭ ;অ ১৬।১২১ ; আত্মবিমোচন ম ১৯।৩৪ ; আত্মবৃত্তি আ ১০। ৫০ ; আত্মবুদ্ধি আ ৭।১২৩ ; আত্মভূত অ ৭। ২৮ ; আত্ম-মন ম ৮।২৮৮ ; আত্মরূপ আ ২। ২৬ ; আত্মসম ম ২২।১০০ ;অ ৪।১৯২ ; ৯। ১২০, ১২৫ ; আত্মসম জ্ঞান ম ১৯।২২২; আত্মসমর্পণ ম ৪।৬৬ ; ১০।৫৫ ; ২২।৯৬, ১০০ ;অ ৪।৭৬, ১৯২ ;১৩।১৩০ ; আত্মসাৎ আ ১।১৯;ম ১০।৩৩ ; ১৭।১৪৬ ;অ ২।১৬৯; ২০।৪৮ ; আত্মসুখ আ ৪।১৬৭ ;অ ২০।৫২; আত্মসুখ-দুঃখ আ ৪।১৭৪ ; আত্মসুখ-সঙ্গ ম ৮।২১৩ ; আত্মস্ফূর্ত্তি অ ১৫।৪ ; আত্মস্বরূপ অ ৫।১৪৮ ; আত্মস্মৃতি অ ৫।৬৫ ; আত্মা ('আত্মা'-শব্দের সপ্তবিধ অর্থ) ম ২৪।১১, (ব্রহ্ম) ৬৬-১৩৯, (মন) ১৫৯-১৬১, (যত্ন) ১৬২-১৬৭, ১২, (ধৃতি) ১৬৮, ১৭৪, (বুদ্ধি) ১৮০-১৯৩, (স্বভাব) ১৯৪, (দেহ) ২০৫-২১৩ ; আত্মারামের মন ম ১৭।১৩৯, ১৪১; আত্মীয়-জ্ঞান ম ১০।৫৭ ; আত্মীয়তা-জ্ঞান অ ৪।১৬৪ ; আত্মীয়তা-সুধারস অ ৪।১৬৩ ; আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছা আ ৪।১৬৫

আদি-চতুর্ব্ব্যূহ ম ২০।১৮৯ ; আদি পরকাশ (প্রকাশ) ম ১৮।১৮ ; আদি ব্যাস অ ২০।৮৩ ; আদিলীলা আ ১৩।১৫ ;১৭।২৭৪, ৩১৩, ৩২৮; ম ১।১৫, ২১ ; আদিলীলা-সূত্র আ ১৩।৫১ ; আদ্য-অনুচর আ ১০।২৪ ; আদ্য-অবতার আ ৫।৫৬, ৮২ ; আদ্য-কায়ব্যূহ আ ৫।৫ ; আদ্যোপান্ত ম ২০।৬৫ ; আধান আ ৫।৬৫ ;২০।২৬০, ২৭২ ; আনন্দ (প্রেমানন্দ) আ ১।৮৭ ; ৪।১৮৭, ২৩৩, ২৩৫, ২৩৯, ২৫৫, ৫।১৯৪ ; ৬।৪৪, ৮।৭৭, ১০।৬০, ১৩১; ১৩।৬৬, ৯৯, ১৪।২০, ৯৩, ১৭।৬৮, ২৩৫, ম ১।১০০, ১৩৯, ১৫৫, ২৪৭, ২।৩৭, ৫৪; ৩।৬৪, ১১৪, ১১৮, ১৫৬, ১৮৭, ২০৪, ৪। ৫১, ১০৪, ১১০, ১৫০, ১৬৭, ১৬৯, ১৭৫, ১৮২, ১৮৮, ২০৬, ৬।৩৪, ৩৮, ১৮৮, ২২০, ২২৩, ২২৭, ২২৯, ৭।৫৭, ১৪১, ৮।২৮৩, ৯।২৩৮, ২৪২, ২৮২, ২৯২, ৩০৬, ৩১৯, ৩২৫, ৩৪০, ৩৪৩, ৩৪৮, ১০।৫৯, ১২।১৪১, ১৩।২৭, ৩০, ৩১, ৯৮, ১১৪, ১৪।৫৭, ৬৩, ৬৪, ১৫৪, ১৯৮, ১৬।৩১, ৩৪, ৩৬, ৯৪ ; ১৮।৬১, ২২৮, ২০।৫০, ৭১, ৮২, অ ২।৬৩, ৫।৪৭, ১০৮ ; ৬।৫১, ১০৮, ২৯৮, ৩০৮, ৭।৩৬, ৯।১২৭, ১২।৯৭ ;১৫।২৭ ; ১৯।৪, আনন্দ-অন্তর ম ৩।৪০, আনন্দ-আবেশ ম ৯। ৯৪, ১০০ ;অ ১০।৭৫, আনন্দ-আস্বাদ অ ১৫।৫৮, আনন্দ-কোলাহল ম ১৮।৪০, আনন্দ-ক্রন্দন ম ৯।৩৪২ ; আনন্দ-চিন্ময় ম ২১।৫, আনন্দ-চিন্ময়রূপ রস ম ৮।১৫৯, আনন্দ-ঘূর্ণন অ ১।১৯৪; আনন্দ-বিকার অ ১৬।১৪৮, আনন্দ-বিশেষ আ ৪।২৩৫ ;আনন্দ-বিহ্বল অ ১৭।১৭ ;আনন্দময় আ ১৩।১০০, ম ২।৫০, আনন্দ-সমুদ্র আ ৪।২৫৪, ম ২৫। ২২৪ আনন্দ-সাগর ম ১৪।১৬২, ১৬৪, অ ১০।৭৬, আনন্দসিন্ধু আ ৬।৪৩ ;ম ১৩।১৭০; আনন্দসিন্ধু আস্বাদন আ ৭।৯৭ ;আনন্দস্বরূপ আ ১।৯৬, আনন্দাংশে হ্লাদিনী আ ৪।৬২, ম ৬।১৫৯, ৮।১৫৫, আনন্দান্তর ম ৩।৪০ ; আনন্দাবেশ ম ৯।১০০ ; আনন্দাস্বাদন আ ৪।৬০ ; আনন্দিত-মতি আ ৪।১২; আনন্দিত মন ম ৪।১১৪ ;আনন্দে বিহ্বল আ ১৩। ৯৬, ১০১, ১০২, ১০৬ ; ১৭।১১৯ ;ম ১।১৮৬ ; ৩।১৩০ ;২৫।২১৯, অ ৭।৭২; বৈষ্ণব-আনন্দ আ ৮।৬৪ ; আনন্দ (জড়ানন্দ) ম ২৪।২৩৭; আনুকূল্য ম ১৯।১৬৭ ; আনুষঙ্গ আ ৪।৩৬, ২২৩, ম ৮।২৮০,২০।১৪৪ ;আনুষঙ্গকর্ম্ম আ ৪।১৪ ;আনুষঙ্গ প্রয়োজন আ ৪।৩৬ ;আনু-ষঙ্গিক ফল অ ৩।১৭৯ ; আপনগণ ম ১৩। ১৮৫ ; আপনবাঞ্ছিত আ ১৩।৪২ ; আপন মাধুর্য্য ম ৮।১৪৮ ; আপন-মাধুর্য্যপান আ ৬। ১০৫ ; আপ্যায়িত আ ৪।২৪৩, ম ২১।১৩০

আবরণ ম ৪।৫২ ; ১৬।২৪৪ ;অ ১১। ৬৯ ; আবর্ত্ত ম ২১।১১৩ ; আবর্ত্তন ম ৯।১৩, ২৫।৫২ ; আবালবৃদ্ধ ম ৪।৮৩ ; আবাস (অনন্ত-দেবের দশদেহের অন্যতম) আ ৫। ১২৩; আবির্ভাব আ ১০।৫৬, ৫৯; ১৩।৬৩ ;ম ৫। ৯২, অ ২।৪-৬, ৩৩, ৩৫, ৮০, ৮৩ ; আবির্ভূত অ ২।৩৬ ; ৫।১১৫ ; আবিষ্ট আ ১৭।৯১;ম ১।৬৭, ৫।৬, ১৪৪, ১৪৫;৬।৪;৯।৯৫ ; ১৩। ১৬২-১৬৪;১৬।১৮৩ ;২৫।৬১ ;অ ১৪।২০, ২৯, ৮৫ ; ১৭।৩২ ; ইষ্টে আবিষ্টতা ম ২২। ১৪৬ ; আবেশ আ ২।৯৮ ;৪।১০৯ ;৮।৪৮ ; ১০।৫৬, ৫৭ ;১৭।১১৬, ২৩৩, ২৩৪;ম ২। ৮৬ ;৩।৫, ১৯, ২৬ ;৪।১৩৮, ৬।৩;৯।৪১, ১১।২৩২ ;১৩।১৮৩;১৪।২৩০;২৩৭ ;১৫। ২৯, ৩১, ৩৫; ১৭।২৬, ২৮;১৮।১৪১, ১৯। ৪১, ২০।১৬৫ ;অ ২।৪, ১৩, ১৫, ১৭, ২২, ২৫ ;১০।৬৯, ৭৫ ;১৩।৮০, ৮১ ;১৪।৩৮ ; ১৬।১০৩ ; ২০।১৩২ ; আবেশ-অবতার ম ২০।৩৬৭ ; আভাস (প্রতিবিম্ব) ম ২৫।১১৫; আভিজাত্য অ ৭।৯১ ; আমলকী উদ্বর্ত্তন অ ১৮।১০০ ; আম্রআঠা অ ১৯।৪০ ; আম্র-বীজ আ ১৭।৮০ ;আম্র-মহোৎসব আ ১৭।৮৮

আরাম আ ৫।১২৩; আরোপণ (কল্পনা) অ ৫।২০, (দোষ)-আরোপণ অ ৮।৭৯ ; আর্ত্ত ম ১।২৭৪ ; আর্ত্তনাদ ম ২।৯ ; আর্ত্তি অ ১৪।২৮-৩০ ; আর্দ্র কৌপীন অ ১৮।৭৩ ; আর্য্য আ ৫।১৪৪, ১৬৮ ;৬।১১৬ ;৮।৫৯ ;ম ৯।২২৭ ;১৭।১৫, ১৬৫ ;অ ২।৮৪, ৪।১০৩, ১৬০, ১১।৭, ১৬।১৪৮;আর্য্যা আ ১৩।১১০; আর্য্যাপথ অ ১৭।৩৫ ; আর্য্য-বিজ্ঞবাক্য আ ২।৮৬ ; আলবাটী অ ১৬।১৩২ ; আলম্বন (আশ্রয়) ম ১৩।৯ ; আলিঙ্গন আ ৪।২৫১ ; ১০।১০১, ১৩২;১৭।২৪০ ;ম ১।৭৩, ২৪২ ; ৩।২১৫ ;৬।২০৭, ২২৭, ২৪৭ ;৭।৭, ৬৮, ৯১, ১০৫ ;৮।৫৬, ১৪৮, ২৩৩, ২৮৫, ২৯৯; ৯।১০৩, ১৬৩, ১৬৯, ২৯০, ৩১৩, ৩২০, ৩৪২, ৩৪৪, ৩৪৯ ;১০।৩০, ৩৩, ৫১, ৬০, ৮৬, ৯৬, ১২০, ১৪১;১১।১৬, ২০, ১৫৮, ১৮৬ ;১৪।১০, ১১, ১৪, ১৪৫, ১৮২ ;১৫। ৪৫, ৯২, ১৩৭, ১৫২, ১৫৮;১৮১ ;১৬।৬২, ৬৮, ৮৭, ১০৫, ২৪৬ ; ১৭।৪২, ৮৫, ৯৩, ২০৪ ;১৮।৮৮, ১৯।৫১, ৬২, ১০৭, ২৩৬ ; ২০।৫১ ;অ ১।৫৫, ২০৬, ২০৯, ২২০ ;৩। ৮৯, ২১৩ ;৪।১৪, ২১, ৪৩, ৯২, ৯৩, ১৩৩,

১৩৪, ১৩৮, ১৪৭, ১৪৯, ১৮৯, ১৯৬, ১৯৮, ১৯৯, ২০১, ২৩৩ ; ৬। ১৯১, ১৯২ ; ৭।৫, ১৫৬ ; ৮।৭, ২৮ ; ৯।১২৮ ; ১০।৪৫ ; ১১। ৪৪ ; ১২।৭৬ ; ১৩।৪১, ৬৩, ১০১, ১১৫, ১২২ ;কৃপালিঙ্গন অ ৬।২৪০ ; কৃষ্ণ-আলিঙ্গন আ ৪।২৫২ ; দৃঢ়-আলিঙ্গন ম ৩।১৫১ ; ৬। ২৭৭ ; ৮।২২ ; ১১।২৩৪ ; অ ১৮৪ ; ৮।৬ ; ১৩।৭২ ;(প্রেম-আলিঙ্গন) ম ১০।১২৬, ১২৮; ১১।১২৭, ১২৯ ; ২৫। ২২০ ; অ ৪।১৪৬ ; ১২।৩১

আশাঝুলি অ ১৪।৪৪ ; আশীর্ব্বাদ (ত্রিবিধ মঙ্গলাচরণের অন্যতম) আ ১।২২, ২৫ ; আশীর্ব্বাদ (মঙ্গলবচন) আ ১৩।১০৩; ম ৭। ৬৯ ;১১।৬৬ ;অ ৬।১৩৩, ১৩৫, ১৪৪; আশীষ অ ১৩।১১৬ ; আশ্বাস আ ১২।৪৩; আশ্বাস-বচন ম ১৬।২৩৬ ; আশ্বাসন ম ১৩। ১৪৮ ; আশ্রয় আ ২।৩৭, ৩৮, (শ্রীমদ্ভাগবতের দশম পদার্থ—কৃষ্ণ) ৯৩, ১০৪, ১০৫ ; ৪।১৩৩, ১৩৫, ২০০;৫।৪৫ ;১৭। ১০৫, ম ৬।৫৯ ; অ ৫।১৩১; ৭।২৫ ; ১৩। ১২৫; আশ্রয়ার্থ আ ২।৯৩, পরম আশ্রয় আ ২।৫৬ ; ৪।১৩২ ; ১৭।১০৮ ;সর্ব্বাংশ-আশ্রয় আ ৫।১৩১ ;সর্ব্বা-শ্রয় আ ২।৩৭, ৯৩; আশ্রিতজন অ ৬।১৫০

আসক্তি (সাধনভক্তির সপ্তম স্তর) ম ২৩।১২ ; আসক্তি (ভাবোদ্গমের লক্ষণ) ম ২৩।৩১, ২৪।১৪০ ; আসন ম ৬।৪০, ১১৯, ২২২ ; ৭।৪২ ; ১৫।২৩৪ ; অ ৬।৮৩, ৮৪, ১০৭, ১০৮ ;কৃষ্ণের আসন ম ১৫।২৩৪;(মহা-প্রভুর) আসন অ ৬।১০৭ ;(কৃষ্ণের) আসন-পীঠ ম ২৫।২৩১ ; আ-সিন্ধুনদী-তীরে আ ১০।৮৭ ; আস্বাদ আ ৪।৩২, ১৩৩ ;১৭।৩১১; ম ৮।১৫৭ ;২৩।৪০;২৫।২৩৫;আস্বাদাধিক্য ম ১৯।২৩৩ ; আস্বাদন আ ৪।১৫, ৫৬, ২৫৪, ২৬৬, ২৬৭ ;৬।১০৬;৭।২১, ১৪৪ ;১৩।৪২, ১৭।২৭৫ ;ম ২।৮০, ৮১ ; ৪।১৯৫, ২১১ ; ৬।৪৫ ;৭।২৯ ;৮।২৮৫, ২৮৮, ৩০৫ ;১৩। ১৩৫, ১৬১, ১৬৪, ১৯৬ ;১৬।২৮৭ ; ২১। ১২২, ১৩৫;২৩।৯৩;২৫।২৩৯, ২৪০, ২৪৬, ২৬৬ ;অ ১।৭৬ ;৩।২১৫ ; ৪।২৩৮ ; ৯।৬ ; ১০।১৫৮, ১৬১ ; ১১।১২ ; ১৬।১০৭; ১৭। ৩৯ ;১৮।২২, ৯৯ ;২০।৪, ১৪, ৬৮ ;আস্বাদন-ছল আ ১৩।৩৯ ; আহ্লাদ আ ৪।১২৬ ; ম ৮।১৫৭ ; আহ্লাদিনী (কৃষ্ণ-শক্তি) ম ৮।১৫৭

ইক্ষুদণ্ডসম অ ৪।২৩৮ ; ইচ্ছাজল আ ১১।৬ ; ইচ্ছাজ্ঞান ক্রিয়া ম ২০।২৫৪ ; ইচ্ছা-পানি আ ৯।৯ ; ইচ্ছাময় অ ১১।২৯ ; ইচ্ছার পিধান ম ২৪।৯৭ ; ইচ্ছাশক্তিপ্রধান ম ২০। ২৫৩ ; ইতরজন ম ২।৮৫ ;অ ৮।৯১ ; ইতরেতর ম ২৪।১৪২, ২৮৯ ; (মহা) ইন্দ্রজালী ম ১৭।১২০ ; ইন্দ্রধনু অ ১৯।৩৯ ;ইন্দ্রধনুপিঞ্ছ ম ২১।১০৯ ;ইন্দ্রধনু-শিখিপাখা অ ১৫।৬৬ ; ইন্দ্রনীলসম-কান্তি অ ১৯।৪১ ; ইন্দ্রসম ঐশ্বর্য্য অ ৬।৩৯ ; ইন্দ্রসুখসম অ ৬।১৩৪ ; ইন্দ্রিয় ম ২৫।২১৮;ইন্দ্রিয়গণ ম ২।৩০;ইন্দ্রিয়তর্পণ অ ৮।৬২ ; ইন্দ্রিয়দমন অ ৩।১৪০ ; ইন্দ্রিয়প্রীতি আ ৪।১৬৫;ইন্দ্রিয়-বারণ ম ৩।৭০;ইন্দ্রিয়ার্থ ম ২৩।২২

ইষ্ট ম ২২।১৪৬ ; ইষ্টগোষ্ঠী ম ৬।৯৩ ; ৮।২৬২ ;৯।১৭৮, ৩০২, ৩২২ ; ১৯।২৪৪ ; ২০।৪১ ; অ ১।৪৯, ৬০ ; ৪।৫২ ; ৮।৮ ; ১০। ৫৪; ৬।১৭ ; ইষ্টদেব আ ১।২৩ ; ম ৯।৩৫ ; অ ১।১২৯ ; ২।৬১ ; ১৩।১২৪ ; ইষ্টদেব-স্ফূর্ত্তি ম ৮।২৭৪ ; ইষ্টবর আ ১৪।৬০ ; ১৭। ৭০, ইষ্টমন্ত্র অ ২।২৪ ; ইষ্টসমীহিত আ ৪। ২১১ ; ইষ্টে আবিষ্টতা ম ২২।১৪৬ ; ইষ্টে গাঢ়তৃষ্ণা ম ২২।১৪৬

ঈক্ষণ আ ৬।১৭ ; ঈশ্বর আ ২।৪০ ; ৪। ১৮ ; ৬।১৫ ;৭।১২২, ১২৯, (মহাপ্রভু) ১০। ১৩, ১৪১ ; ১১।৯, ১২।৩৪ ; আ ১৫।২৪, ১৭।১৩, ২১৫, ২৭০, ২৭১ ; ম ১।২৭৭, (স্বয়ংরূপ) ৫।৮৬, ১১৩, (জগন্নাথ) ৫।১৫৪; ৬।৮০, ৮২, ১৬২, ১৬৯, ১৭০, ১৭৩, ৯।৫৮, ১২৮, ২৭৭, (মহাপ্রভু) ম ১০।১৬, (শক্তি-শালী পুরুষ) ম ১০।১৩৭, (জগন্নাথ) ম ১১। ৩৬, ৬২, ১০৩, ১৩৫, (মহাপ্রভু) ম ১১।২৩৯, (নিয়ন্তা) ম ১২।২৯, ৪৯, (জগন্নাথ) ম ১৩। ২২, ২৩ ;১৫।২৪৩ ;১৬।১৬৭, (মহাপ্রভু) ম ১৬।২০৬, ১৭।৮, ৯৭, ১০৮, ১১৮, ১৮২ ; ১৮।১১৫, ১৯০, ১৯৬ ; ২০।২৯৩, ৩২০, ৩৬৩ ; ২৪। ৩২২, ২৫।৪৯, ৫১, ৫৪ ;অ ১। ২০৩, ২।৯৫, ৯৯ ; ৪।৭৪, ৯৬, ১৮৮ ; ৫। ১১৭, ১২১, ১২২, (জগন্নাথ) ১১।৪৫ ; ১৫। ১০ ; ঈশ্বর-অচিন্ত্যশক্ত্যে আ ১৬।৮১; ঈশ্বর-আজ্ঞা আ ৭।১১০ ; ম ৬।১৮০ ; ঈশ্বর-চরিত্র অ ৮।৯৩; ১২।৮৫ ; ঈশ্বর-কৃপা ম ৬।৮৮, ১০।১৩৭, ১৩৮ ; ঈশ্বর-চেষ্টা আ ১১।১০ ; ঈশ্বরজ্ঞান আ ৬।৫৫, ম ৬।৮১, ৯১ ;১৯।২১৭, ঈশ্বর-তত্ত্ব আ ৫।৮৮, ৭।১০ ;ম ৬।৮১-৮৩, ৮৬, ৮৭, ৯।১৫৫, ১৮।১১৩, ঈশ্বরতত্ত্ব-জ্ঞান ম ৬।৮২, ৮৭ ; ঈশ্বরত্ব আ ১২।৩১ ; ঈশ্বর-দরশন (দর্শন) ম ৬।২৬, ২৮, ২৪৭, ৯।৩৪৫; ১০।১৮৬, ১৪।৯৫, ১৫।২৯৩, ২৯৫ ; অ ১১।১২ ; ঈশ্বর-নাম আ ১৭।২১২ ; ঈশ্বর-পর্য্যন্ত অ ৮।৯৭ ; ঈশ্বরপ্রভাব ম ১৪।২১৬ ; ঈশ্বরপ্রেয়সী ম ৯।১৯২ ,ঈশ্বর-বচন বা ঈশ্বরের বাক্য আ ৭।১০৬, ১০৭ ; ঈশ্বর-ভজন ম ৬। ১৮৫ ; ঈশ্বর-মন্দির ম ১২।১২৬ ; ঈশ্বরমহত্ত্ব আ ৭।১২০ ; ঈশ্বরমহিমা আ ২।২৭ ; ঈশ্বর-মূর্ত্তি ম ১।১০১, ২০।২৬৩ ; ঈশ্বররূপ ম ৬। ১৫৮ ; ঈশ্বর-লক্ষণ ম ৬।৮০, ৯০ ; ১৩৯ ; ৮। ৪৩ ; ১০।৫৪ ; ২০।৩৬২ ; ঈশ্বর-লীলা বা ঈশ্বরের লীলা ম ৯।১২৫;১৫৯;ঈশ্বর-শক্তি ম ২০।২৬০ ; ঈশ্বরসাযুজ্য ম ৬।২৬৯, ঈশ্বর-সেবক ম ৬।৩৫, ঈশ্বর-স্বভাব ম ১৮।১১৯, অ ১।১০৭, ২।৬ ; ৩।৯০ ; ৭।১১৬-১১৮ ; ঈশ্বর-স্বরূপ আ ১।৬১,৭।১২৮ ; ম ৬।১৫৮ ; ঈশ্বরের অংশবর্য্য আ ৬।৩২ ;ঈশ্বরের অঙ্গ আ ৬।২৪ ; ঈশ্বরের অচিন্ত্যশক্তি আ ৭।২১৭ ; ঈশ্বরের অবতার আ ১।৬৫ ; ঈশ্বরের দৈন্য আ ১২।৩৫ ; ঈশ্বরের পরোক্ষ-আজ্ঞা ম ১১।১১৩; ঈশ্বরের মায়া ম ৬।৯১ ; ঈশ্বরের মূর্ত্তি ম ৬। ১৭৪ ; ঈশ্বরের রীতি ম ১৭।১১৪; ঈশ্বরের শক্তি আ ১।৭৯ ; ঈশ্বরের শক্ত্যে আ ৬।১৯ ; ম ২০।২৬১ ; ঈশ্বরের শ্রীবিগ্রহ ম ৬।১৬৬; ঈশ্বরের সেবা আ ৫।১২০ ;(অধীশ্বর) ম ২১। ৩৬, ৪০, ৫৪ ; অন্তর্য্যামী ঈশ্বর ম ৮।২৬৫ ; (এক) ঈশ্বর ম ৯।১৫৬ ; একলা ঈশ্বর আ ৫।১৪২-১৪৩; একলা ঈশ্বরতত্ত্ব আ ৭।১০ ; একলে ঈশ্বর আ ৭।৭ ; চৈতন্য ঈশ্বর আ ৭। ১০ ;অ ১৬।৪৮ ;জগৎ ঈশ্বর ম ২১।৪০;পরম ঈশ্বর আ ২।১০৬, ম ৬।৮৩ ; ৮।১৩৩ ; ২১। ৩৪, সাক্ষাৎ ঈশ্বর আ ৫।১৪৭, ১৬।১০৬ ;ম ১।১৮০ ;৬।২৭১ ;৮।৩৫; ১২১ ; ৯।১৫৮ ; ১৮।২০১ ; অ ৭।১৭, ২০; সৃষ্ট্যাদি ঈশ্বর ম ২১।৩৬ ;স্বতন্ত্র ঈশ্বর আ ৭।৪৫, ম ৪।১৬৪ ; ৭।৩৩, ৪৯, ১৪৫ ;১০।১৩ ;১২।২৬ ;২০৩; ১৭।৭৯ ; অ ২।১৩৫, ১৩৯ ; ১১। ২৯ ; ১২।৮৪ ;স্বয়ং ঈশ্বর ম ১০।১৫

উচ্চ-সঙ্কীর্ত্তন ম ১৭।৩৪, অ ৩।৬৮;৭১, ৭৫ ; ৭।৭৩ ; ১৪।১০০ ; ১৭।৯ ; ১৮।৭৪ ; উচ্ছিষ্ট-আ ১৭।২৩০ ;ম ৩।৭৪ ; অ ১৬।৯, ১৩, ৫৯, ১৪৫ ;উচ্ছিষ্ট-গর্ত্ত আ ১৪।৭৩ ;অ ১৬।৩৬, ৫৯ ; উচ্ছিষ্ট-চর্ব্বণ ম ১।১৩ ; উচ্ছিষ্ট-ভাজন আ ৮।৪১ ;উচ্ছিষ্ট-ভোজন অ ১০।১৫১ ; উচ্ছিষ্ট-মার্জ্জন আ ১০।১৫৫ ;

উচ্ছৃঙ্খল লোকসঙ্গ ম ১৭।১২১ ; উজ্জ্বল-বরণ ম ৮।১৬৬ ; উজ্জ্বল-মধুর রস অ ৫।৪৭ ; উজ্জ্বল রস ম ৮।১৭১ ; উৎকণ্ঠা ম ৮।৫৪ ; ১০।২৫ ; ১১।৫, ২৩৭ ; ১২।২০৯. ১৪।১১৪, ১১৮ ; ১৬।৮৮, ১৭৩; ১৮।৪৩; অ ১।২৫ ; উৎকণ্ঠা-কারণ অ ১৫।১২ ; উৎকল ম ৪।৮৩; ৫।১১৯ ; ১৫।২১৮ ; ১৭।৫২ ; উৎক্রামণ অ ১১।৫৬ ; উত্তম (মহাভাগবত) ম ২২।৬৭ ; অ ২০।২২, ২৫ ; উত্তম আ ৫।২০৮ ; ১৬। ২৬৪ ;উত্তম অধিকারী ম ২২।৬৪, ৬৫ ; উত্তম ব্রাহ্মণ ম ১৭।১১ ;উত্তম সম্প্রদায় ম ৬।৭৬ ; উত্তান-নয়ন ম ১৪।৬৮ ;১৮।৫৪; উত্তান-শয়ন অ ১৪।৬ ; উৎসব ম ১৪।১০৭;অ ৬।৭৩

উদরস্পন্দন ম ৬।৯ ; উদার আ ৮।৫৯ ; ১০।৩৬ ; ম ২৪।১৯১ ; (মহাবদান্য) অ ৬। ৮৮ ;১৬।৬ ;অত্যন্ত উদার (অর্থাৎ মহাবদান্য) আ ৮।৩২;উদার গোপাল আ ১১।৩২ ; পরম-উদার অ ৫।১০১ ; উদাস ম ৩।১৪৭, ১৭৫ ; ম ৪।১২৩ ; ১৪।২০. ১৪৮; ১৬।২২২ ; অ ৯।৩৭, ১৪১ ; উদাসীন ম ৪।১৭৯ ;১৩।১৫৭; অ ১৩।১১৮ ;১৯।৫২ ;২০।৪২ ; উদ্দণ্ড নৃত্য ম ৩।১৩৩ ; ১২।১৪০, ১৪১; ১৩।৭৪, ৮২, ১০১ ; উদ্ধব দরশন (দর্শন) ম ১।৮৭ ; ২।৪ ; উদ্ধার আ ১৭।৪৯,২৬৪ ;ম ১।১১২, ১৯২, ২১৫; ৮।২৮১ ; ৯।৮৫; ১১।৪৫; ১৩।১৪২ ; ১৫।১০৮, ১৬৭ ; ১৬।২৩৯, ২৬৪ ; ১৯।৫৬; ২০।৬৩, ১০১;২৫।২৪১ ;অ ৫।১৫১ ;আপন উদ্ধার অ ৬।৩২৬ ; উদ্ধার-হেতু ম ১০।৬৪, জগৎ উদ্ধার অ ৩।২২৪, লুপ্ত তীর্থের উদ্ধার আ ১০।৯০ ;ম ২৩।৯৭ ; উদ্বর্তন ম ৮।১৬৬; অ ১৮।১০০ ; উদ্ভট-প্রেম ম ১৯।৮২ ; উদ্যান-বিলাস অ ২০।১২৬ ; উন্মত্ত (প্রেমোন্মত্ত) আ ৬।৪৯ ; ৭।৭৮, ৮৮ ; ১০।৮৮, ম ১৭।৪৬ ; ১৮।১৬, ১২২ ;অ ২।১৮, ১৪।৩৯ ; উন্মুখ (কৃষ্ণচরণে) ম ২২।১১

উপকরণ ম ৩।৭০ ; উপকার আ ৯।৪৫, ম ২০।৮৫ ; (পর)-উপকার আ ৯।৪১ ;অ ১৫।৩৫ ;পর-উপকারী অ ১৬।১৪৭ ; প্রত্যু-পকার ম ২০।৭ ; উপদেশ আ ৬।৪২ ; ১২। ১২ ; ১৬।১৫, ১০৬, ম ৬।২৪১ ; ৭।১০৪ ; ১৮।৮১, ২০৬; ২২।৫৬; ২৪।২৫২, ২৫৯, ৩২১;ম ২৫।২১, ৯৩ ; অ ১।৮৯ ;৩।১৩৪, ১৩৭, ২৫৮ ; ৪।১৪৪, ১৫৮, ১৬০; ৫।৭৯, ৮০, ১৩০ ; ৬।২২৯, ২৩২, ২৩৮ ; ৮।১৮, ২৫, ৩৩ ;১৬।৭১ ;উপদেশ-মন্ত্র ম ২২।১৫ ; উপদেশামৃত ম ২৩।১২০ ; উপদেষ্টা অ ৪। ১৬০ ; ৫।৬১ ; ৬।২৩৩ ; উপপতিভাবে আ ৪।২৯ ; উপপথ ম ১৭।২৪ ; অ ৬।১৭২ ; উপবাস ম ৩।৩৮, ৭৯, ৮০, ১৩৩; ৪।২৭ ; ১২৩ ;৯।১৮৬, ১৮৭;১১।১১১;১২।১৭২ ; ১৫।২৭২, ২৮৭ ;২০।২২ ;অ ১।২৩ ;২।৬৫, ১১৫, ১১৬;৩।১৪০, ৪।৪, ৫ ;৬।২৫৬;১২। ১৩৮ ; উপবাসী ম ৩।৮১, ৪।২৮ ; ৭।৯৪ ; অ ২।৬৫ ; উপযোগ (গ্রহণ) অ ২।৬৪ ;১০।১৪, ১৩০, ১৩২ ; উপরাগ-ছল আ ১৩।৯৯ ; উপর্য্যধো আ ৫।১৮ ; উপলভোগ ম ১।৫৪ ; ১৫।৬ ;অ ১।৪৭, ৪।১৬, ১৫।১০ ; ১৬। ১০১ ; উপশাখা আ ৯।১৯, ২২, ২৩, ২৬, ৩১;১০।১০, ১২, ১৬, ৪৮, ৬১, ৮৫, ১০৬ ; ১১।৮, ৫৬ ;১২।৫৬, ৭২, ৭৮;ম ১৯।১৫৮-১৬১ ; উপশিষ্য আ ৯।২৪ ;১০।১৬ ; উপহাস ম ১৭।১১৫; উপাঙ্গ আ ৩।৫৯, ৬৪, ৬৬, ৬৭, ৭১; ৬।৩৭ ; উপাঙ্গ-ব্যাখ্যান আ ৩।৬৭ ; উপাধান আ ৫।১০৩, ১২৩ ; উপাধ্যায় আ ১১।২২, ৪৪; ম ১৯।৯৪, ৯৭, ১০০-১০৪; উপাধ্যায়ী অ ২০।১৪৭ ; উপায় ম ২।৬০ ;৮। ১৯৭, ২০৫ ; উপাসক আ ১০।৩৫, ২৪।৮৪; ১০২, ১০৩ ;অ ১৩।৯২ ; উপাসন ম ৮।১৩৭; ১৫।১৪২ ; উপাসনা আ ২।২৭ ;৫।২২১ ;৯। ১৮৫ ;অ ৪।৩০ ; ৭।১৪২, ১৪৩ ; ১৯।২৬; উপাস্য ম ৮।২৫৬ ; ২১।১১৬ ; উপেক্ষণ অ ২০।৪২, ১১১ ;উপেক্ষা আ ৭।৪২, ৪৪ ;ম ৭।৬২ ; অ ৬।২২৪ ; ৭।৮২, ১৪৯, ১৬২ ; ৮।২৪, ৯৭ ; উপেক্ষা-বচন অ ১৭।৩৩ ; উপোষণ ম ১১।১১৩, ১১৫ ; উরুক্রম— বিষ্ণুতত্ত্ব দ্রষ্টব্য।

উল্লাস আ ১৩।৯৭, ১৪।৬৫, ১৭।৮৬, ২৩৯ ; ম ৬।২৭৬ ; ৯।১৭৬ ; ১০।১১৩, ১১।১৬১ ; ১৩।১০০; ১৪।১৯৫ ; ১৬।১৩ , ২৩, ৮১ ; ১৭।৮৪ ; ১৯।১২৯ ; অ ১।১৭৮, ১৮১, ২।৬৬, ৯১, ১০৭;৩।৯৩ ; ৫।১০২ ; ১০।২০ ; ১৩।৭৭, ৯৮, ১০৫ ; ১৬।৩৭, ৬৩; ২০।১১, ৫৬ ; অধিক উল্লাস ম ২০।১৭৮, পরম-উল্লাস আ ৭।২৭, ১৭।১০২, ১৩৬ ;ম ১।৪৭ ;১০।৭৮, সুখোল্লাস ম ১১।১৩৬

ঊর্দ্ধবাহু আ ৮।১৩ ;১৭।৩২ ;ম ৭।১১৬; ১৯।৪২ ; ২৪।২৭২ ; ঊর্দ্ধসীমা আ ৫।১৫৮ ; ঊষরভূমি ম ৬।১০৫

ঋক্ (মন্ত্র) ম ২৫।৯৭ ; ঋষি ম ২২।১৩৬; ২৪।১৫, ২৬৩ ; ঋষিগণ ম ১৭।১৮৪

একগ্রাস ম ৩।৯৪ ; একতত্ত্বরূপ অ ৫। ১৪৯ ; একতনু আ ৫।১৭৫ ; একপাদ- বিভূতি ম ২১।৫৭, ৮৭ ; একপিণ্ডি (পীঠ) ম ২৪। ২৫৪ ; একবিন্দু ম ২৪।২৭১ ; অ ৩।৮৭ ; একমত আ ১২।৮ ; একরূপ অ ৫।১৪৯ ; একশিলা (গোবর্দ্ধনের অসংখ্য শিলার মধ্যে একটী) ম ১৮।১৬ ; একাকার আ ১৭।১১৩ ; একান্ত অ ৫।১৩১ ;একান্ত ভক্ত আ ১০।৬৩ ; একান্তভাবে অ ২।৮৬ ;একান্ত শরণ ম ৭।১৫৪; ঐকৈক-শাখা আ ১০।১৬০

ঐশ্বর্য্য আ ২।৪০ ; ৫।৪৭ ; ১৪।৩৬ ; ১৭।১১, ১১২ ;ম ১১।২২৯, ২৩১ ;১৪।১৯, ১৩৭, ২১৭ ; ১৯।১৯৩-১৯৫, ২০২, ২০। ১৭৮;২১।৩১, ৪৪, ৯৮, ৯৯ ;২৪।২২, ৪২ , ৬৭ ;অ ৩।৯০ ; ৬।৩০ ; ৭।৩৫ ; ঐশ্বর্য্যজ্ঞান আ ৩।১৬, ১৭, ৪।১৭ ;ম ৮।২৩০ ;৯।১৩০, অ ৭।২৬, ২৮, ৪৪, ১৪১ ; ঐশ্বর্য্যজ্ঞান প্রাধান্য ম ১৯।১৯৪ ; ঐশ্বর্য্যজ্ঞানমিশ্রা (রতি) ম ১৯।১৯২ ; ঐশ্বর্য্যজ্ঞানযুক্ত অ ৭।২৬; ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানহীন আ ৬।৬১ ; ম ১৯।১৯৩ ; ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানিগণ ম ১৯।২২৮ ;ঐশ্বর্য্যপূর্ণ ম ২০।৩১৫, ঐশ্বর্য্য-প্রকটন অ ৮।৯১ ; ঐশ্বর্য্য-প্রকাশ আ ৭।৬০ ; ঐশ্বর্য্য-প্রবীণ ম ১৯।১৯৩ ; ঐশ্বর্য্য-ভাব ম ১৪।২১৬ ; ঐশ্বর্য্য-মদ অ ৫।১৩৮ ; ঐশ্বর্য্য-মাধুর্য্যময় ম ২১।১২০ ; ঐশ্বর্য্য-শিথিল-প্রেম আ ৩।১৬ ;৪।১৭ ;ঐশ্বর্য্য-সাগর ম ২১।৩১ ;ঐশ্বর্য্য-স্বভাব অ ৫।৮৩ ;অচিন্ত্য-ঐশ্বর্য্য আ ৫।৯০ ;অনন্ত-ঐশ্বর্য্য ম ১৫।১৭৫; ২০।২৮০ ; অপার-ঐশ্বর্য্য ম ২১।৩০; চিদৈ-শ্বর্য্য আ ৭।১১১ ; ষড়্‌বিধৈশ্বর্য্য আ ৪।৯১ ; ৭।১৩৮ ; ম ৬।১৬১ ; ষড়ৈশ্বর্য্য ম ২১।৯৬ ; স্বরূপ-ঐশ্বর্য্য আ ৭।১৩৯

ওড্র আ ১০।১৩৫, ১৪৮ ;ওড্রদেশসীমা ম ১৬।১৫৬

ঔদাস্য-লেশ ম ১৪।১২৭ ; ঔদ্ধত্য আ ১৬।৭ ; ১৭।৬ ;ম ১।২৭১ ; ঔদ্ধত্য-প্রকাশ আ ১৬।২৪

কংসপক্ষ ম ১৩।১৫৬ ; কক্ষতালি ম ১৪। ২২৯ ; কজ্জ্বল ম ৮।১৭৩ ; কঞ্চুলি অ ১৮।৯১; কঞ্চুলিকা ম ৮।১৬৯ ; কটিবস্ত্র ম ১৪।২০৯ ; কণ্টক-দুর্গম-বন ম ১৭।২২২ ; কণ্ঠমালা অ ১৩।১১৪ ; কণ্ঠলগ্নজল আ ১৮।৮৯ ; কথামৃত ম ১৪।১০ ; কনিষ্ঠ (কনিষ্ঠ-অধিকারী) ম ২২। ৬৪ ; কনিষ্ঠজন (ভক্ত) ম ২২।৬৭ ;কনিষ্ঠভাব

আ ৬।৯৭ ; কনিষ্ঠাভিমান আ ৫।১৫৪ ; কন্দর্প-সম-অঙ্গ অ ৪।১৯০

কপট ম ৮।২৮১ ; কপট প্রেমের গন্ধ ম ২।৪৬ ; কপাট আ ১৭।৩৫, ৬০ ; ম ২।৮ ; ৪।১৩০, ৭।৮৫ ; কবি (প্রাকৃত) আ ১৬।৩৭, ৪৯, ৫৩, ৯৮, ১০৫ ; অ ৫।৯৯, ১১৪, ১২৯, ১৫৬, ১৫৮, ১৬১ ; কবি (অপ্রাকৃত রসিক ভক্ত) ম ২২।৭৭ ; কবিচন্দ্র (উপাধি) আ ১১।৩৫ ; ১২।৬৩ ; কবিশিরোমণি আ ১৬।৯৯ ; কবিতা সুন্দরী অ ২০।৩০ ; কবিতা-শ্লোক আ ১৬।৩৮ ; কবিত্ব আ ১৬।৩৪, ৩৫, ৮৫, ৮৬, ১০০-১০২ ; অ ৫।৯৫, ১০৭ ; কবিত্বের সার আ ১৬।৫০; কবিবর আ ১৬।৬৪ ; কবিরাজ (উপাধি) আ ১১।৩৮, ৫১ ; কমলনয়ন অ ৬।৩০ ; ম ৪।১৩৭ ; ৮।২৭০ ; ১১।৩৫ ; ১২।৫৮ ; ১৭।১০৮ ; কমললোচন আ ৩।৪৪ ; ম ৮।১৮ ; অ ১৩।১০৩ ; কর (উপাধি) আ ১২।৬০ ; করনখচাঁদ ম ২১।১২৮ ; করন্যাস ম ৮।১৭৭ ; করপুষ্কর অ ১৮।৬৪ ; করযোড় ম ১।১৮৭ ; করামৃত অ ১৯।৩৮ ; করুণ ম ১৩।১৪৪ ; ২২।৭৭ ; করুণ-স্বভাব ম ১৮।৪২ ; করুণ-হৃদয় আ ৩।৯৭ ; অ ৯।২ ; করুণা ম ৬।১১৭ ; ১৬।২২৪, অ ১২।২৮ ; করুণাসাগর অ ১২।৩ ; করুণাসিন্ধু ম ২।৫৯, ৬৯ ; করুণাসিন্ধু-অবতার অ ৮।২ ; কর্কশ আবর্ত্ত ম ২৫।২৭২ ; কর্ণচকোর জীবন অ ১৭।৪৫ ; কর্ণতৃষ্ণা অ ১৭।২৯ ; কর্ণদ্বারে (কর্ণ দিয়া) ম ৮।৩০৬ ; কর্ণরসায়ন ম ৮।২৫৫ ; কর্ণোৎপল ম ১৪।১৪৭ ; কর্ণোল্লাস অ ১৭।২৬ ; কর্ত্তব্যা-কর্ত্তব্য স্মার্ত্তব্যবহার ম ২৪।৩৩৯ ; কর্ত্তা (কৃষ্ণ) আ ৫।৬৪ ; কর্ত্তুমকর্ত্তুমন্যথা অ ৯।৪৪ ; কর্পূর (উপমাস্থলে ব্যবহৃত) অ ১৬।১০৮ ; ১৯।৯৫; কর্পূর বেণামূল-চন্দন অ ১৫।৭৬, কর্পূরলিপ্ত-কমল অ ১৯।৯৪; মন্দস্মিতকর্পূর অ ১৫।২৩; রাধাকৃষ্ণ লীলাকর্পূর ম ৮।৩০৫ ; স্মিতকর্পূর অ ১৭।৪৪ ; স্মিতকান্তিকর্পূর ম ৮।১৭০ ; কর্ম্ম (ভগবল্লীলা) ম ২৫।১০৫ ; কর্ম্ম (প্রাকৃত) ত্যাগ ম ৯।২৬৩ ; কর্ম্মনিন্দা ম ৯।২৬৩ ; কর্ম্ম-নিবারণ আ ১৭।২৪ ; কর্ম্মনিষ্ঠ আ ৭।২৯ ; ম ১৯।১৪৭ ; ২৪।২১০ ; কর্ম্মের অঙ্গ ম ২৫।৪৯; কর্ম্মী আ ৭।২৯ ; ১৭।২৬০ ; ম ৯।৯, ২৭৬ কলা (অংশের অংশ) আ ৫।৭৩-৭৫, ৭৮, ১২৫, ১৩৭ ; ম ২১।৪০ ; কলানিধি (চন্দ্র) অ ১৯।৪৩ ; কলাভ্যাস ম ২২।১১৫; কলি আ ৩।৭ ; ম ৬।৯৮ ; ২০।৩৪৯ ; ৩৫০ ; কলিকাল আ ৩।২৯, ৩৭, ৯৯ ; ৭।৭৪ ; ১৭।২২, ১৬৩ ; ম ৯।৯৪, ৯৯ ; ৯।৩৬২ ; ১১।৯৮ ; ১৮।১০১; ২০।৩৬৩ ; ২৫।২৮, ৩০ ; অ ৩।৫০ ; ৭।১১ ; কলিযুগ আ ৩।৪০, ৫০ ; ম ৬।৯৫ ; ২০।৩২৯, ৩৪১ ; কলিযুগ-ধর্ম্ম আ ৪।২২৬ ; ম ২০।৩৩৭; কলিহত জন ম ১১।৯৯ ; কলুষ ম ১৫।২৭৬ কলেবর ম ৩।১০৪ ; ক্ষীণ কলেবর অ ১৪।৪৫; নিন্দ্য-কলেবর (দৈন্যসূচক) অ ১১।২৭ ; বিচিত্র কলেবর ম ৮।১৭১ ; কল্প (ব্রহ্মার আয়ুষ্কাল) ম ২০।৩০৫ ; কল্পতরুবন আ ৫।২১৮ ; কল্পদ্রুম আ ৮।৫০ ; কল্পবৃক্ষ ম ১৪।২২২ ; ১৯।১৫৪, ১৬২ ১৬৩ ; কল্পবৃক্ষ-ময় বন আ ৫।২০ ; কল্পিত অর্থ ম ২৫।২৭, ৪১ ; কল্পিত ভাষ্য ম ৬।১৭৬ ; কল্পিত নিন্দন অ ৮।৪৮; কল্মষ আ ৩।৩১, ৬০, ৬১ ; ম ২৫।২৭৬ ; কল্মষ-তমোনাশ আ ৩।৫৯ ; কল্মষ-দ্বিরদ আ ৩।৩১ ; কল্যাণ আ ৮।৮১ ; কস্তুরী (দ্রব্য) অ ১৯।৯৫ ; কস্তুরিকা অ ১৯।৯২; ক্বণিতম ১৩।২১ ; কাঞ্চন পঞ্চালিকা (শ্রীরাধিকা) ম ৮।২৬৯ ; কাঞ্চনসদৃশ দেহ ম ৭।৭৯ ; কাণে মুদ্রা (পশ্চিমদেশীয় যোগীদিগের চিহ্নবিশেষ) ম ১২।২০ ; কাতর ম ৩।১২৬ ; কান্তি আ ৩।৪১ ; ৪।৯৩ ; অ ১৯।৪১ ; কান্ত্য-মৃত অ ১৯।৩৬, ৪২ ; কাব্যবাণী আ ১৬।৯৯; কাব্য-সালঙ্কার অ ১।১৯৮

কাম (প্রাকৃত) আ ১।৯০ ; ৪।১৬২, ১৬৪-১৬৬, ১৭১, ২৪২ ; ম ৮।২১৫, ২১৭ ; ২২।১৪, ৪১, ১৩৫ ; ২৪।৮৬, ৯১, ১৯০ ; ১৯২ ; ২১২ ; অ ৫।৪৬ ; ১২।৩০ ; কাম (বাসনা) ম ১।২৮২ ; কামক্রীড়া-সাম্য ম ৮।২১৪ ; কাম-ক্রোধের দাস ম ২২।১৪ ; কামগন্ধআ ৪।১৭২; কামগন্ধহীন আ ৪।১৯৭, ২০৯ ; অ ৮।৩৮, কামতিমিঙ্গিল ম ১৩।১৪২ ; কামদোষ আ ৪।১৯৫ ; কামধেনু কোটিপতি ম ১৫।১৭৯ ; কামনির্ব্বাপণ ম ৮।১১৫ ; কামভোগ ম ২১।১১৬ ; কামের তাৎপর্য্য আ ৪।১৬৬, ম ৮।২১৭ ; কামের রীতি ম ২।৪৭ ; কায় আ ৫।৯, ১৯ ; অ ৫।৫০ ; কায়মনে ম ১০।১০৬ ; অ ১।৫৬ ; ৬।৩০৮ ; কায়মনোবাক্যে অ ৬।৯০; ৮।৬২ ; ম ১৬।১০৭ ; অ ৬।১৭৩ ; কায়স্থ ম ১৯।১৬ ; কায়স্থবুদ্ধ্যে অ ৬।৩২ ; কায়াতে সেবন আ ৬।৯২

কারণসমুদ্র আ ৫।৫৭ ; কারণাব্ধি আ ৫।৫৭ ; ম ১৫।১৭৫ ; কারণাব্ধিপার ম ২০।২৬৯; কারণাব্ধিশায়ী আ ২।৪৯ ; ৬।৮৯ ; ম ২০।২৬৮, ২৮২ ; কারণার্ণব আ ৫।৫১, ৫৫ ; কারুণ্য ম ২৪।৪২, আপন-কারুণ্য অ ২।১৬৮;কারুণ্যা-মৃতধারা ম ৮।১৬৭ ; কার্য্যভঙ্গ ম ৭।২০; কালবস্ত্র ম ১৮।১৮৫ ; কালযম ম ২০।২৫ ; কাল-সর্পাকার ম ১১।১০ ; কালীয়-জ্ঞান ম ১৮।১০৬ ; কালীয়শির ম ১৮।৯৪ ; কালীয়ের শরীর ম ১৮।১০৫

কাশীবাসী ম ২৫।৬৭, ১৫৮, ২৫৪ ; কাশীশ্বর-প্রিয় (মহাপ্রভুর একনাম) অ ১১।৪

কিঙ্কর আ ৫।১৪৩, ১৪৭ ; ৬।৮২ ; ১০।৬১, ১৪৩ ; ১৪।৫০ ; ম ১।২১৫ ; ৫।১১৩, ১১৫ ; ১০।৫৮, ১০১, ১২৯, ১৪২ ; অ ৫।৩০, ১২৬ ; ৯।১৩০ ; কিন্নর অ ২।১০ ; ৯।৮ ; কিশোর-গোপাল-উপাসনা অ ৭।১৪৩

কীর্ত্তন আ ৩।৭৪ ; ৭।৬৮ ; ৮।১৬ ; ১০।৪০, ১১৫ ; ১২।২০ ; ১৩।৩২ ; ১৭।৩৫, ৫৬, ৬০, ৮৮, ৮৯, ১২৭, ১২৮, ১৩০, ১৩১, ১৩৩, ১৩৫, ১৩৯, ১৪১, ১৭৮, ১৮২, ১৮৯, ১৯১, ১৯২, ২০৪, ২২২, ২২৪ ; ম ১।১২৬, ১৪৭, ২৬৯, ২৭০ ; ৩।১৩৫, ১৬২ ; ৪।১২৫; ১১।৮৮, ৯৫, ২১৩, ২১৫, ২১৭, ২১৮, ২২৪, ২৩৬-২৩৮ ; ১২।১৩৭, ২১৮ ; ১৩।৪৬, ৫০, ৫৫, ৭১ ; ১৪।৭২, ২৩৭ ; ১৫।৪৬ ; ১৮।৭৯ ; ২২।১১৮ ; ২৩।১০ ; ২৪।২৫৭ ; ২৫।৪, ২১৩; অ ১।৭২, ৭৫, ৯১ ; ২।৭৯ ; ৩।৭০ ; ১১৫, ১২৯, ১৬৭, ১৭৫, ২৩৯, ২৪২, ২৫০ ; ৬।১০১ ; ৭।৭০ ; ৮।৯৬ ; ৯।৬ ; ১০।৪৬, ৪৭, ৫৮, ৬৪, ৬৫, ৮০, ১০৪ ; ১১।১১, ১২, ১৯, ২৩, ৬০, ৬২, ৬৭, ৭০, ৭২, ৯১ ; ১৪।১০১ ; কীর্ত্তন-নর্ত্তন ম ৯।২৪৩, ২৮৩ ; ১৬।২৮ ; ১৮।৩৬ ; কীর্ত্তন-প্রচার আ ৬।৩৪ ; ৭।১৮ ; কীর্ত্তন-বিলাস আ ১৩।১০ ; ম ১।২৪৭, ২৫১; ১১।২৪২ ; ১৬।৪৭ ; ২৫।২৩৪ ; অ ১১।১১ ; কীর্ত্তন-সঞ্চার আ ৩।১০১ ; ৪।৪০ ; কীর্ত্তনাবেশ ম ১।১২৬ ; কীর্ত্তনীয়া আ ১০।৬৪, ১০৯, ১৪৭ ; ১১।১৮ ; ম ১০।১৪৯ ; ১৩।৩২, ১১৬, ২০৪ ; ১৪।৩৮, ১০১ ; ২৫।৪ ; অ ২।১০২ ; ৬।৪৩ ; ১০।৭৭ ; কীর্ত্তনীয়া-সমাজ ম ১৩।৪৪; কীর্ত্তি আ ১২।৫২ ; ম ৮।২৪৬ ; ১৮।২১১ ; ২১।১২১

কুকল্পনা ম ২৫।৪১ ; কুগ্রাম (সামান্যগ্রাম) অ ৬।১৮৫ ; কুঙ্কুম-ভূষিত অ ১৫।৪৭ ; কুঞ্জ আ ১৭।২৮৪ ; ম ৪।৩৫-৩৭, ৪২, ৪৮-৫০ ; ৮।১৮৯ ; ১৩।১৪৩ ; ১৮।৩১, ৪৪ ; ২৫।২০৭; অ ১৪।৫০ ; কুঞ্জ-ঘর অ ১৭।২৪ ; কুঞ্জস্থান ম

৪।৪৩ ; কুটিনাটি ম ১৩।১৪১ ; ১৯।১৫৯ ; অ ১৬।১৩৩, ১৭।৩৭ ; কুটুম্ব ম ৩।১৭৭ ; ১১।৩৯ ; কুটুম্ব-ভরণ আ ১০।৫০ ; ম ১৫।৯৫ ; ১৯।৭ ; কুণ্ড ম ৪।৫৫ ; ১৮।৯, ১০, ১৪, ৫৮; কুণ্ডের মহিমা ম ১৮।১১ ; কুণ্ডের মাধুরী ম ১৮।১১ ; কুণ্ডিকা অ ৬।৯৫ ; মৃৎকুণ্ডিকা অ ৬।৫৬, ৬৫ ; কুণ্ডী অ ৬।৫৯ ; ৭৬, ৭৯, ৮৩, ৯৪ ; কুতুহল ম ৪।১০ ; ১৭।২১৭ ; অ ১৩।১০০ ; মহাকুতূহল ম ৩।২০৫ ; কুন্দমালা অ ১৫।৪৭ ; কুবিষয়-কূপ ম ২০।৯৯ ; কুবিষয়-বিষ্ঠাগর্ত্ত ম ১।১৯৮ ; কুবিষয়-ভোগ ম ২০।৯৩ ; কুবুদ্ধি-সংসার আ ৩।৭৭ ; কুব্যাখ্যা-খণ্ডন আ ২।৯০ ; কুঙ্কুম (গন্ধদ্রব্য) আ ১।১১৩ ; ম ৮।১৭০ ; অ ১৯।৯৫ ; কুমতি আ ১৭।২২০ ; কুমন্ত্রণা ম ৯।৫২; কুম্ভীপাক আ ১৭।৩০৭

কুলধর্ম্ম অ ৪।২৮ ; কুলহীন ম ৫।৬৭ ; কুলাধিদেবতা আ ৮।৮০ ; কুলীন ম ১৫।২৪৫; ১৯।৬৯ ; অ ৪।৬৮ ; কুলীন ব্রাহ্মণ আ ১০।১৪৫ ; কুলীন-সমাজ অ ৩।২১৭ ; কুলীনগ্রাম-বাসী আ ১০।৮০ ; ম ১।১৩১ ; ১০।৮৯ ; ১৬।১৭ ; অ ১২।৯ ; কুলীনগ্রামী আ ১০।৪৮, ৮৩; ম ১৪।২৪৮ ; ১৫।৯৮ ; ১৬।৪৯, ৬৯ ; অ ১০।১২, ১৪১ ; কুলীনগ্রামী ভক্ত অ ১।১৫ ; কুশল-প্রশ্ন অ ১।৪৯ ; কুশলবার্ত্তা অ ৪।২৪ ; কুহক আ ৮।৭৯ ; অ ৪।৮৫ ; ১২।৮৫

কূর্পর ম ১।১৯৩ ; কূর্ম্ম-দরশন ম ৭।১৫১; কূর্ম্মের ভবন ম ৭।১৩৮

কৃতজ্ঞ ম ২২।৯২, ৯৩ ; কৃতার্থ আ ৭।৯১ ; ম ১।২৭৪ ; ৩।১৫ ; ৯।৮০, ১৬২ ; অ ১।১৩৩ ; ২।৭ ; ৫।৬৭, ৭০ ; ৬।১৫৪ ; ১৬।২১ ; কৃত্য ম ৩।৬২ ; ১৫।১৬৬ ; ১৭।৩১ ; ২০।৭৪ ; ২৪।৩২৭ ; অ ৬।২২৬, ২২৮ ; ১৪।৩৯ ; কৃপণী আ ১৪।৫৮ ; কৃপা আ ৫।২৯, ৫৯, ১৫৭, ১৫৯ ; ৭।৫৬ ; ৮।৮২ ; ১০।৭৭, ১৫৮ ; ১৩।৯৭, ১২১ ; ১৬।৩৫, ১০৭ ; ১৭।৫৯, ২২০, ২৭০ ; ম ১।১২৯, ২১৭, ২৪৫ ; ২।৫৯ ; ৩।১৯৮ ; ৪।১২, ১৯৪ ; ৬।৮২, ৮৯, ২০১, ২০৫, ২১১, ২৪৫ ; ৭।১০৭, ১১০, ১৪২ ; ৮।৩৩, ৩৪, ৩৭, ৯৫, ১১৯, ১৯৭, ২৩৬, ২৬৭ ; ৯।৮৪, ২১৮ ; ১০।৬ ; ১৩।১৮, ৫৯, ১৩৭ ; ১৪।১৫, ১৬, ৮৭ ; ১৫।১৩৩, ১৫১, ২৭৭ ; ১৬।১০৭, ১০৮ ; ১৭।৭৮, ৯৩-৯৪, ৯৬, ১২৮ ; ১৮।৮৮, ২০১, ২০৪, ২১০; ১৯।৫১, ১১৬, ১৩২, ১৩৩, ২৫২, ২৫৪ ; ২০।৬৪, ৯৪, ১০১, ১২২, ৩৩২, ৩৪৮ ; ২৫।১৮, ১০৬ ; অ ১।৮৮ ; ৬।১৩ ; ৯।১৪৭ ; কৃপা-অঞ্জন অ ৭।১২৫ ; কৃপা-অবতার আ ৭।৩৮ ; কৃপা-ঋণ অ ১২।৮৩ ; কৃপা-গুণ অ ১২।৮৩ ; কৃপা-গৌরবপাত্র ম ১৯।১২৩ ; কৃপা-ছদ্মবন্ধ অ ৯।৫৮ ; কৃপাজলের সেচন আ ১২।৫ ; কৃপাডোর অ ১২।৭৯ ; কৃপাদৃষ্টি ম ১৬।১৮৭ ; কৃপাদৃষ্ট্যে ম ৩।১৫৫ ; কৃপাধাম আ ১০।৭৯ ; কৃপাপাত্র অ ২।১৫৮ ; ৩।১৬৬, ২০।৮২ ; কৃপাপারাবার ম ২।২৪ ; কৃপাপাশ ম ১০।১২৫ ; কৃপাপূর্ণান্তর অ ১২।৩ ; কৃপাপ্রসাদ ম ১৪।১৫ ; কৃপাফল অ ১৩।১৩৫ ; কৃপাবতার আ ৫।২০৮ ; কৃপাবশে ম ১৬।১৪৪ ; কৃপাবিবর্ত্ত অ ৯।১৪৫ ; কৃপাময় আ ৫।২০১ ; ৮।৩, ১২ ; ম ১৩।১৩৯; অ ৫।২ ; ১১।৩৭ ; কৃপা-মহাফল অ ১৩।১৩৭ ; কৃপা-মহাসিন্ধু ম ১৪।৮৫ ; কৃপা-মহিমা আ ১১।১১ ; অ ৯।১৩৬ , কৃপা-মূল্য ম ১১।১৪৫ ; কৃপা-মৈত্রী অ ৪।১১২ ; কৃপার তরঙ্গ অ ৪।১৯০; কৃপার ভাজন আ ১০।৪৮, ১০৭ ; ১২।৫৭, ৭৪ ; ম ১।৭২ ; ১৩।১৭; কৃপার মহিমা আ ৫।১৫৮ ; কৃপার সমুদ্র ম ১৭।৭৫ ; ২০।৬৩ ; কৃপার্দ্র আ ৮।১০ ; ম ১৩।১৪৭ ; অ ৬।২০১ ; কৃপার্দ্রচিত্ত অ ৬।২০১ ; কৃপালু ম ১৭।৬৯ ; ২২।৫৬, ৭৫ ; ২৪।৬০ ; অ ৬।৮৮ ; কৃপালেশ ম ৬।৮৩, ৮৬; ১১।১০২ ; অ ৪।৪৪ ; কৃপা-সাটী ম ১৬।২০২; কৃপাসিন্ধু ম ১।৬ ; অ ২।১৪৩ ; ৫।৩ ; ১২।২; কৃশ-শাখা আ ১২।৬৯

কৃষ্ণ-অঙ্গ আ ৪।১২ ; কৃষ্ণ-অঙ্গগন্ধ ম ২।৩৩ ; অ ১৯।৯২, ৯৬ ; কৃষ্ণ-অঙ্গ সুশীতল অ ১৫।২১ ; কৃষ্ণ-অঙ্গ-সৌরভভর অ ১৫।২২; কৃষ্ণ-অজগর ২০।১৩৪ ; কৃষ্ণ-অধিষ্ঠান অ ২০।২৫ ; কৃষ্ণ-অনুরাগ ম ৮।১৬৯, কৃষ্ণ-অন্তর্দ্ধান ম ২৩।১১১, কৃষ্ণ-অবতংস ম ১৫।১২৯, কৃষ্ণ-অবতার আ ২।৮১, ৩।৮৩, ৯১, ৯৯, ৫।১৫, ১৭।২২, ম ১৭।১৬৩, ১৮।১১০, ২১।১৬, কৃষ্ণ-অবতারের জ্যেষ্ঠ আ ৫।১৫২, কৃষ্ণ-আরাধন ম ৩।১৯০, কৃষ্ণ-আলিঙ্গন আ ৪।২৫২, কৃষ্ণ-আশা আ ১৭।৫৪, কৃষ্ণ-উপদেশ ম ৭।১২৮, কৃষ্ণ-উপাসক ম ৯।১২, কৃষ্ণকথা আ ১৩।৬৬ ; ম ১।১২৮, ২৬৪, ৩।১৯০, ৭।৯০, ৮।৫০, ৫৬, ১২৫, ২৩৮, ২৬০, ২৬২, ২৯২, ২৯৮, ৯।৮৫, ১০৮, ১৭০, ২৯৩, ৩২৮, ৩২৯, ১৬।৭৭, ১৫১, ১৭।৯৬, ১৯।৬২, ৬৩, ১২৯, অ ১।২১৩, ৩।২১৫, ৪।৩৩, ৫২, ১০৪, ১৩৬, ৫।৬-৯, ৩৩, ৫২, ৫৩, ৫৬, ৫৮, ৬৩, ৬৬, ৬৯, ৭০, ৭২, ১৫৯, ৬।৬, ১০।১৩৩, ১৩।১৩২, ১৬।১০৪, ১৭।৪, ৫৪, ২০।১১০, কৃষ্ণ-কথানন্দ ম ৯।১০৮ ; কৃষ্ণকথামৃতার্ণব অ ৫।৭০;কৃষ্ণ-কথারঙ্গ ম ৭।৯০ ; ৮।২৪১, ২৯২, ২৯৮ ; ১০।১৩০ ; অ ৪।৩৫;কৃষ্ণকথা-রস ম ৮।২৬০; ৯।৮৬ ; কৃষ্ণকথারসামৃতসিন্ধু অ ৫।৬৩ ; কৃষ্ণকথা-রুচি অ ৫।৯ ; কৃষ্ণকর-পদতল ম ২।৩৪ ; কৃষ্ণ-কলেবর অ ৬।২৯২, কৃষ্ণকান্তা-গণ আ ৪।৭৪, কৃষ্ণকান্তা-শিরোমণি আ ৪।৬৯; কৃষ্ণকান্তি অ ১৫।৬৪ ; কৃষ্ণকান্তি-স্মৃতি ম ১৭।২১৮, কৃষ্ণকার্য্য আ ৫।১৭১, কৃষ্ণকীর্ত্তন ম ৪।১০, অ ২।১৫৮, ১২।১৪, কৃষ্ণকৃপা আ ৮।৭, ম ৭।২৭, ১৬।২৪১, ১৭।৭৫, ২০।১০৪, ২১।১৪৫, ২৪।৪০;১০০, ১১০, ১৭০, ১৮৩, ২০১;২১৪ ; অ ৬।১৯৩, ২০০ ; ৮।২১, ১৬।১০০, কৃষ্ণকৃপাপাত্র ম ১৬।২৬১, কৃষ্ণ-কৃপাহেতু পুণ্য অ ১৬।১০০, কৃষ্ণকেলি-মৃণাল ম ২৪।২৬৭ ; কৃষ্ণক্ষেত্র-যাত্রা ম ২৪।৩৩১, কৃষ্ণগন্ধ অ ১৯।৯৩, ১০১, কৃষ্ণগন্ধলুব্ধা অ ১৯।৯০, কৃষ্ণগুণ ম ১।২৭০, ১৭।১৩৫, ১৩৯, ২২।৭২, ৯৪, ২৪।৫৪, ১০১, ১০৯, ১১৪, ১৩০, ১৫৫, ১৬২, ২০১, অ ১৪।৪৯, ২০।১৩২ ; কৃষ্ণগুণগান আ ৫।১২১, কৃষ্ণগুণ-চরিত ম ২।৩২, কৃষ্ণগুণ-জ্ঞান ম ২২।৯৪, কৃষ্ণগুণ-লীলা আ ৬।৭৯, কৃষ্ণগুণাকৃষ্ট ম ২৪।১০৮, ১১২, ১২৯, ১৯৯, কৃষ্ণগুণাখ্যান ম ২৩।৩১, কৃষ্ণগুণাস্বাদ ম ২৪।১০০;কৃষ্ণ-চরণ ম ১৯।১৯৬, ২৫।১৯২, কৃষ্ণ-চরণ-কল্প-বৃক্ষ ম ১৯।১৫৪, কৃষ্ণচরণ-সম্বন্ধ ম ১৭।১৪১, কৃষ্ণচরণে উন্মুখ ম ২২।১১ ; কৃষ্ণচরিত্র-লীলা ম ১।২২৭ ; কৃষ্ণচৈতন্য-বিহার আ ১৭।৩০৬ ; কৃষ্ণচৈতন্য-মহিমা আ ৫।৩ ; কৃষ্ণ-চৈতন্য-লীলা অ ৫।১৬২ ; শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শব্দ উচ্চারণ অ ১১।৫৬ ; কৃষ্ণচৈতন্যের তত্ত্ব আ ১।২৭ ; কৃষ্ণ-জন্মযাত্রা ম ১।১৪৬ ; ১৫।১৭; কৃষ্ণজ্ঞান ম ৬।১৫৯ ; ১৮।১১১ ; ২৩।৫৭ কৃষ্ণতত্ত্ব আ ৭।১১৭ ; ম ৮।২৬৩ ; ১৯।১১৫ ; ২৫।২৫৮, ২৬৩ ; অ ৪।২১৯ ; কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা ম ৮।১২৭ ; কৃষ্ণতনু অ ১৯।৪০; কৃষ্ণতীর্থে বাস ম ২২।১১৩;কৃষ্ণতুল্য ম ২৪।৩১২;২৫।২৫৯ ; কৃষ্ণতৃষ্ণা অ ১৭।৫৮;কৃষ্ণত্ব আ ২।৮৩; কৃষ্ণ-দরশন ম ২।৩৮ ; ১৮।৯৮, ৯৯, ১০২, ১০৯ ; কৃষ্ণদাস আ ৬।৪২, ৭৮; ১৭।১৯৮, কৃষ্ণদাস-অভিমান আ ৬।৪৩ ; কৃষ্ণ-

দাস-ভাব আ ৬।৭৫; কৃষ্ণদাসাভিমান ম ২৪। ১৯৭ ; কৃষ্ণদাসী আ ৬।৭১ ; অ ১৫।৪২ ; কৃষ্ণদেহ ম ২১।২৩ ; কৃষ্ণধ্বনি ম ১৭।২০৬ ; কৃষ্ণধ্যান অ ১৪।৫০ ; কৃষ্ণনাম আ ৩।৭৮ ; ৭।৭৩, ৭৯, ৮৩, ৮৬, ৯২, ৯৫-৯৭, ১৫০; ৮। ২৪, ২৬, ২৯ ; ১৩।৩০, ১৭।২০২, ২১৭, ২৪৯, ৩১৬, ৩২১, ৩২৫ ; ম ৩।১৯০ ; ৭। ১০১, ১১৭, ১২৭ ; ৯।১২, ১৫, ২২, ২৪, ২৬, ২৭, ৩৪, ৩৬, ৫৯, ৮৯, ৯০; ১০।১৭৬ ; ১১।৫৭, ৯৮ ; ১২।৮৫, ১১৩ ; ১৫।১০৪, ১০৬, ১০৭, ১১১, ২৭৬, ২৭৭, ২৮৫, ২৯৬; ১৬।৭২, ৭৪, ১৮০ ; ১৭।২৫, ৪৬, ৪৮, ১১১, ১২৭, ১৩০, ১৩৫, ১৪৩, ১৬২ ; ১৮।১২২, ১২৮, ২০৩, ২০৫, ১৯।৭০, ৭১, ১২৯ ; ২০। ৩৩৭, ৩৪১ ; ২৩।২৮, ২৪।২৫৭, ২৭২ ; ২৫। ১৯৩ ; অ ১।১০১ ; ২।২১ ; ৩।২৫০, ২৫১, ২৫৪-২৫৬, ২৬১ ; ৪।৪৯, ৬।২৩৭; ৭।১৩, ৭৭-৭৯, ৮৮, ৮।২৭, ৯।৫৬ ; ১৩। ১২১, ১৪।৫৯, ৬৯, ৮০ ; ১৬।৫, ৬, ৬৩, ৬৭-৭১ ; ১৮।৭৪, ১১৬ ; ২০।২৬ ; কৃষ্ণনাম-গুণ ম ১।২৫০ ; কৃষ্ণ-নাম-গুণ-যশ-অবতংস ম ৮। ১৭৯ ; কৃষ্ণ-নাম-গুণ-যশ প্রবাহ ম ৮।১৭৯, কৃষ্ণনাম-গুণলীলা ম ৮।২৫২ ; কৃষ্ণনাম-পরায়ণ আ ৫।২২৮ ; কৃষ্ণনাম-প্রচার ম ১। ১১২ ; কৃষ্ণনাম-প্রচারণ আ ৭।১৬৬ ; ম ১। ১০৫; কৃষ্ণনামপ্রেম আ ৭।১৬৩, ম ১৭।১৫১-১৫২, অ ৭।৪৮ ; কৃষ্ণনাম-বীজ আ ৮।৩০ ; কৃষ্ণনাম মহামন্ত্র আ ৭।৮৩ ; কৃষ্ণনাম-যজ্ঞ আ ৩।৭৭ ; কৃষ্ণনাম-সঙ্কীর্ত্তন আ ৩।৫০ ; ৭।৯৫ ; ম ১১।৯৮, ২০।৩৩৭, ২৫।১৪৭, ১৯১ ; অ ৭। ১১, ৮।১৭, ১৪।৫৯ ; কৃষ্ণনামামৃত বন্যা ম ৭।১১৮ ; কৃষ্ণনামে জ্ঞানাচ্ছন্ন আ ৭।৭৯; কৃষ্ণনামের অর্থ ম ১।২৬৩ ; কৃষ্ণনামের তাৎপর্য্য আ ১৩।২৯ ; কৃষ্ণনামের ফল আ ৭।৮৬ ; ৮।২৮; কৃষ্ণনামের ব্যাখ্যান আ ১৩। ২৮ ; কৃষ্ণনামের মহিমা অ ১।১০১ ; কৃষ্ণ-নিজ-শক্তি আ ৪।৭১; কৃষ্ণনিরূপণ ম ২০। ৩৫৯ ; কৃষ্ণনিবেদন ম ৬। ৯ ; কৃষ্ণনিষ্ঠ অ ২। ৯৭; কৃষ্ণনিষ্ঠা ম ১৯।২১২, ২২৮ ; কৃষ্ণপদ অ ৩।১৭৭, ১৮৪ ; ৭।১০২ ; ২০।৪৮ ; কৃষ্ণ-পদার্চ্চন ম ২০।৩৩৪ ; কৃষ্ণপদে ভক্তি ম ২৪। ১৯৩ ; কৃষ্ণপদ-দাসী অ ২০।৪৮; কৃষ্ণপদে প্রেমধন আ ৮।১৬ ; কৃষ্ণপরিমল অ ১৯।৮৯ ; কৃষ্ণপাদপদ্ম আ ৩।১০৭ ; কৃষ্ণপাদপদ্মগন্ধ অ ৬।১৩৬ ; কৃষ্ণপাদপীঠ ম ২। ৭০, ৯৪; কৃষ্ণ-পারিষদ্ ম ২২।১১ ; কৃষ্ণপাশ অ ১৯।৯৩ ; কৃষ্ণপূজা আ ১৩।৬৬, ৭০ ; কৃষ্ণপূজা-ক্রীড়ার বসতি নগরী আ ৪।৮৪ ; কৃষ্ণপূর্ণ ইন্দু আ ৪।২৭২ ; কৃষ্ণপ্রকট ম ১৮।৯৪ ; কৃষ্ণ-প্রবোধন ম ২৪।৩২৯ ; কৃষ্ণপ্রসাদ-ভোজন ম ২৪। ৩৩৪; কৃষ্ণপ্রাকট্য আ ৪।৩৬ ; কৃষ্ণ-প্রাণধন আ ৪।২১৮ ; কৃষ্ণপ্রাপ্তি ম ৮।৮২ ; ১৩।১৫৯ ; অ ৪।৫৮ ; ১১।৯৩ ; ২০।১৪ ; কৃষ্ণপ্রাপ্তির উপায় ম ৮।৮২ ; কৃষ্ণপ্রাপ্তি-সেবামৃতসমুদ্র অ ২০। ১৪ ; কৃষ্ণপ্রাপ্তিহেতু ম ২৪।৭৬ ; কৃষ্ণ-প্রাপ্ত্যের উপায় ম ২০।১৩৯ ; অ৪।৫৬ ; কৃষ্ণ-প্রাপ্ত্যের সহায় আ ৭।১৪১ ; কৃষ্ণপ্রীত্যে ম ৫।২৩; কৃষ্ণ-প্রীত্যে ভোগত্যাগ ম ২২।১১২ ; কৃষ্ণপ্রীত্যঙ্কুর ম ২৩।১২ ; কৃষ্ণপ্রেম আ ৪।২০৪ ; ৬।৫২, ৭৯ ; ৮০ ; ৭।১০০, ১৬৭ ; ৮।২২ ; ১০।১৫৮; ১১।২২, ২৬, ৩০ ; ১৩।৩৩ ; ১৭। ৭৫ ; ম ১।১৫৪ ; ২।৪০, ৪৮, ৫০ ; ৩।২১৮ ; ৮।৪৫, ২৩৭, ২৪৯, ২৫৯ ; ৯।২৫৮ ; ১৩।১৯৬ ; ১৬। ১২১ ; ১৮।১২০, ১২৭ ; ২২।৪, ৮০, ১০২, ১০৫, ১২৬, ১৬২ ; ২৩।৩৪, ৯৫, ১২০ ; ২৪।১৭৭, ৩৪৯ ; অ ৩।২৬০, ২৬২, ২৬৬ ; ৪।৬৫, ৭০, ৮০, ২৩১ ; ৬।২৯৫ ; ৭।১৩, ২০; ৯।৪ ; ১৩।১২২, ১৩৫ ; ১৬।৬১ ; ১৭।৬৮ ; ১৮।২০ ; ১৯।৩ ; ২০।১৪, ৬৫ ; কৃষ্ণপ্রেম-আনন্দ-বিহ্বল ম ১০।১০৯ ; কৃষ্ণপ্রেম-কল্প-লতা ম ৮।২০৯ ; কৃষ্ণপ্রেম-জল আ ১০।১৬১; কৃষ্ণপ্রেমতত্ত্ব অ ৪।৭৯, ২৩১ ; কৃষ্ণপ্রেম-তরঙ্গ অ ৮।৪ ; কৃষ্ণপ্রেমধন ম ২।৪০; ৩।২১৮; ২২। ৪, ১৬৪; ২৩।১২০ ; অ ৬।২৯৫; ৯।৭ ; ১৩। ১৩৮ ; কৃষ্ণপ্রেমনাম আ ১৩।৩৩ ; কৃষ্ণপ্রেমপুর আ ৯।১০ ; কৃষ্ণপ্রেমভক্তি আ ১১।২২ ; কৃষ্ণ-প্রেম-ভক্তিরস ম ২৪।৩৪৯ ; কৃষ্ণপ্রেম-ভাবিত আ ৪।৭১ ; কৃষ্ণপ্রেমময় আ ১১।৩১ ; ১২। ৮২ ; কৃষ্ণপ্রেমময়তনু আ ৮।৫৯; কৃষ্ণপ্রেম-মহাধন ম ২২।১০২ ; ২৩।৯৫ ; কৃষ্ণ-প্রেম-প্রতিষ্ঠা ম ৪।১৪৭ ; কৃষ্ণপ্রেমরস আ ১৭।৭৫; কৃষ্ণপ্রেমরসাস্বাদী আ ১১।৩৪ ; কৃষ্ণ-প্রেমরসিক ম ১৩।১১০ কৃষ্ণপ্রেমলীলামৃত আ ১৩।১৩ ; কৃষ্ণপ্রেমলুব্ধ অ ৩।২৬০, ২৬২ ; কৃষ্ণপ্রেমসেবা আ ৪।২০৪ ; কৃষ্ণপ্রেমসেবা-পূর্ণানন্দপ্রবীণ ম ২৪।১৭৭ ; কৃষ্ণপ্রেমসেবাফল ম ৯।২৫৮ ; কৃষ্ণপ্রেমা ম ১৭।১৭৩, ২৩।৩৫ ; কৃষ্ণপ্রেমাবেশ অ ১৯।৩ ; কৃষ্ণপ্রেমামৃত ম ৮।২৫৯; কৃষ্ণ-প্রেমামৃতধন অ ১৭।৬৮; কৃষ্ণপ্রেমামৃতপুর আ ১১।৪০; কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত ম ১৮।১২৩ ; কৃষ্ণ-প্রেমের অদ্ভুতচরিত্র ম ২।৫০, কৃষ্ণপ্রেমের বন্যা ম ১৯।৪০ ; কৃষ্ণপ্রেমের সাগর অ ৭।২০, কৃষ্ণ-প্রেমোদয় আ ৮।২৩ ; ম ১৫।১০৯ ; ২৪।১৮৯; অ ১৮।৬৬ ; কৃষ্ণপ্রেমোদ্দাম ম ১।২৫ ; অ ২০।১৪ ; কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ ম ২২।১৫৪, "কৃষ্ণ-ফেলা" অ ১৬।১৩০ ; কৃষ্ণবংশী ম ১৪।২২৬, কৃষ্ণবপু ম ২১।১২৬ ; কৃষ্ণবর্ণ আ ৩।৩৮, ৫৪ ; ম ৮। ২৪, ২০।৩৩৪ ; কৃষ্ণবশ আ ১৭।৭৫, ৭৭, কৃষ্ণবহির্ম্মুখ আ ১৩।৬৭ ; ম ২৪।১৩২ ; কৃষ্ণবহির্ম্মুখদোষ ম ২৪।১৩২ ; কৃষ্ণবাঞ্ছা ম ৮।১৬৪ ; ১৪।১৯৮ ; কৃষ্ণবাঞ্ছা-পূর্ত্তি আ ৪।৮৭ ; কৃষ্ণবার্ত্তা ম ৭।৪৩ ; কৃষ্ণ-বিগ্রহ আ ৫।১৪ ; ম ২৫।৩৫ ; কৃষ্ণবিচ্ছেদ অ ১২।৬৪, ১৩।৪ ; ১৪।১২ ; কৃষ্ণবিচ্ছেদার্ণব অ ১৮।৩, কৃষ্ণবিয়োগ অ ৬।৪ ; কৃষ্ণবিরহ-উন্মাদ ৪। ১০৭ ; কৃষ্ণবিরহ-তরঙ্গ অ ৯।৫ ; কৃষ্ণবিরহ-স্ফুরণ আ ১৩।৪০ ; কৃষ্ণবিরহে বিহ্বল অ ২০।৩ ; কৃষ্ণবিষয়ক-প্রেমা আ ৭। ৮৪ ; কৃষ্ণ-বিষয়ক ভাব অ ১।১৪৭ ; কৃষ্ণবেণুগান অ ১৭। ১০ ; কৃষ্ণভক্ত আ ৬।৯৯ ; ১১।৪৫ ; ম ৮। ২৪৬, ২৪৮, ৯।৭০, ৯০, ২৫৬, ১১।২৬, ১৯। ১০৯, ১৪৮, ১৪৯, ২১১, ২১২, ২২।৭২, ১৪১, ২৪।১৭৭ ; কৃষ্ণভক্তগণ ম ২৩।৯৩ ; কৃষ্ণ-'ভক্তবশ'-গুণ ম ১৯।২২৮ ; কৃষ্ণভক্ত-বিরহ ম ৮।২৪৮ ; কৃষ্ণভক্তসঙ্গ ম ৮।২৫১ ; ২২।১৪০ ; কৃষ্ণভক্তি আ ১।৯২, ৯৪, ৯৬, ৩।৪৫ ; ৬।২৭ ; ৮।৭ ; ১১।২৯ ; ১৩।৬৫ ; ম ৮।২৪৫, ৯।১৬২, ১২।২২১, ১৫।৪১, ১১৬, ১১৭ ; ১৯।১৭৯, ১৮৪, ২০।১০৫, ১৪৩, ২২। ৫, ১৫, ১৮, ২৯, ৫১, ২৩।৪, ৪৩, ২৪।৯৫, ১৮৩ ; অ ২।৯১, ৪।৮০, ২২৩, ৭।১৬, ১৯, ২৪, ৪৮ ; ১২।৩০, ১৬।২৮, ২৯ ; কৃষ্ণভক্তি-গন্ধহীন আ ৩।৯৫ ; কৃষ্ণভক্তি-জন্মমূল ম ২২।৮০ ; কৃষ্ণভক্তিতত্ত্ব ম ৮।১২৪, কৃষ্ণভক্তি-নিষ্ঠাপরায়ণ আ ৩।৪৫ ; কৃষ্ণভক্তি-যোগসার অ ৭।২২, কৃষ্ণভক্তির বাধক আ ১। ৯৪, কৃষ্ণভক্তিরস ম ১৯।১৮০, ১৮৩, ১৮৪, ২৩। ৪, ৪৩ ; অ ৪।৪৯, ২২৩ ; কৃষ্ণভক্তি-রসময় অ ৫।৭১ ; কৃষ্ণভক্তিরসস্বরূপ ম ২৫।১৪৩ ; কৃষ্ণভক্তিসিদ্ধান্ত ম ২৫।২৬৬ ; কৃষ্ণভক্তি-সিদ্ধান্তের সীমা আ ৮।৩৬ ; কৃষ্ণভক্ত্যে অ ৭। ১৮ ; কৃষ্ণভজন ম ১৯।১৩০ ; ২৪।১২০, ২২৩, অ ৪।৩৫, ৩৭, ৬৬, ৬৭ ; ১৩।১৩৩ ; কৃষ্ণ-ভাবাবেশ অ ১৫।৪ ; কৃষ্ণমত্ত করিবর অ ১৮। ৮৪ ; কৃষ্ণমন ম ১৪।২০১ ; কৃষ্ণমনন ম

২৪।২২০, ২২৪ ; কৃষ্ণমননে আসক্তি ২৪।
১৪১ ; কৃষ্ণময়ী আ ৪।৮৫ ; কৃষ্ণমর্ম্ম অ ২০।
৫৫ ; কৃষ্ণ-মাধুর্য্য আ ৪।১৪৭, ১৯৮, ৭।১১,
১৪৪ ; ম ৮।৯৩, ২৮৮ ; ২১।১১৯ ; অ ৫।
৪৭, ১৭।৩৯, কৃষ্ণমাধুর্য্য অমৃতের সিন্ধু ম
২১।১৩৭, কৃষ্ণমাধুর্য্য-সেবাপ্রাপ্ত্যের কারণ ম
২০।১২৬ ; কৃষ্ণমাধুর্য্যের ধৈর্য্য ম ৮।৯৩, কৃষ্ণ-
মায়া ম ৮।১২৯ ; কৃষ্ণমুখ ম ২১।১২৬, ২২।
৪১, অ ১।১৭৯, ৪।৪৯, ৬।৮, ৭।২৩, ২০।
৬৯, কৃষ্ণরস-আস্বাদন ম ২০।১২৬, কৃষ্ণরস-
কথা ম ৩।২০১, কৃষ্ণরসতত্ত্ববেত্তা ম ১০।১১১,
কৃষ্ণরসবাক্যসুধাসিন্ধু অ ১।১৭৯ ; কৃষ্ণরস-
শ্লোকগীত অ ৬।৮, কৃষ্ণরসের নিধান অ ৭।২৩,
কৃষ্ণরাধাতত্ত্ব ম ৮।১২৮, কৃষ্ণরাধাপ্রেমতত্ত্ব ম
৮।১৮৬, কৃষ্ণরাসপঞ্চাধ্যায়ী ম ১১।৫৬, কৃষ্ণ-
রূপ ম ২১।১১৪, অ ১৫।১৫, ১৮, কৃষ্ণরূপ-
সুমাধুরী ম ২১।১১৪, কৃষ্ণরূপামৃতসিন্ধু অ
১৫।১৯, কৃষ্ণলীলা আ ৮।৩৪, ১১।৫৫,
১৪।৭৪, ১৭।২৪১, ম ১৯।৯৫, ৯৯, ২০।
৩৮৪, ২৫।২৭০ ; অ ৫।১০৫, ১০৬, ৮।২৭,
১৪।৪৪, ৫৬, ১০৫, ১১১ ; কৃষ্ণলীলাকাল ম
১৮।৭৬ ; কৃষ্ণলীলানাটক অ ১।৩৪ ; কৃষ্ণ-
লীলাবৃন্দ ম ১৭।১৩৫ ; কৃষ্ণলীলামৃত ম ৮।
২১০ ; ১৪।১৭ ; ২৫।২৬৪ ; কৃষ্ণলীলা-
মৃতান্বিত ম ২৫।২৭৪ ; কৃষ্ণলীলার নাটক অ
১।১২৪ ; কৃষ্ণলীলারস অ ৪।২২০, ২২৫ ;
কৃষ্ণলীলারস-প্রেম অ ৪।২২০ ; কৃষ্ণলীলার
সহায় আ ৫।৫, ৯ ; কৃষ্ণলীলা-সুকর্পূর ম ২৫।
২৭০ ; কৃষ্ণলীলাস্থলম ১৮।৬৪ ; কৃষ্ণলীলাস্থান
ম ২৩।৩১, কৃষ্ণলোক আ ৫।১৬, ম ২০।২১৩,
২১৪, ২১।৭, কৃষ্ণশক্তি অ ৭।১১, ১২, ১৪,
কৃষ্ণশক্তিভাবাবেশ ম ২০।৩৭২, কৃষ্ণশক্ত্যে
আ ৫।৬০, কৃষ্ণশোভা আ ৪।১৯২, কৃষ্ণ-
সঙ্কীর্ত্তন আ ৩।৪৬, ম ১।১১০, ৩।১৯০,
২০৭, ৯।৬০, ১৬।৪০, ১৬৪, ১৭।১০৯, ১৮।
২১৯, ২৫।২১, ৪৫, অ ৩।২৫৭, ২৬৬, ৬।
২৮৬, ৭।১৩১ ; কৃষ্ণসঙ্গ আ ১৭।২৮, ম ৩।
১১৯, ৮।১৭৮, ৯।১১৮, ১৩৪, ২১।১৯, অ
১৭।৪৬ ; কৃষ্ণসঙ্গ ম ৮।২১২ ; কৃষ্ণসঙ্গানন্দ
ম ৮।২২৬ ; কৃষ্ণসঙ্গাস্বাদ ম ৯।১৫৫ ; কৃষ্ণ
সন্তোষণ আ ৪।১৮৩, কৃষ্ণসমাশ্রয় ম কৃষ্ণ-
সর্পকায় অ ১৫।৭৫, ২০।১৫০, কৃষ্ণসম্বন্ধ ম
২৩।২২, কৃষ্ণসাম্য আ ৬।১০১, কৃষ্ণসুখ আ
৪।১৭৪, ১৭৫, ১৮৯, ১৯৫, ম ৮।২১৮, কৃষ্ণ-
সুখ-আস্বাদন আ ৪।৪৩, কৃষ্ণসুখ-তাৎপর্য্য আ
৪।১৬৬, ম ৮।২১৭, অ ৭।৩৮, কৃষ্ণসুখ-
নিমিত্ত ম ২৪।২৫, কৃষ্ণসুখপর্য্যবসান আ ৪।
১৮৯, কৃষ্ণসুখহেতু আ ৪।১৬৯, ১৭৫, কৃষ্ণ-
সুখান্বিতরঙ্গ ম ১৪।১৬৯, কৃষ্ণসুখের সহায়
অ ৬।৯, কৃষ্ণসেবা আ ৫।১২৪, ১০।১০৭, ম
১৫।৬৯, ১০৪, ১৩১ ; ২৩।৯৮, ২৪।১৮৮,
অ ১।২১৯, ৪।২১৮, কৃষ্ণসেবানন্দ আ ৪।
২০১, ৫।১১, কৃষ্ণসেবানন্দবাধ আ ৪।২০১,
কৃষ্ণসেবারসভক্তি আ ১।২১৯ ; কৃষ্ণস্থান ম
২১।১৪৩ ; কৃষ্ণস্থানে স্থিতি ম ২৫।১৯৩,
কৃষ্ণস্নেহ ম ৮।১৬৬, কৃষ্ণস্ফুরণ ম ২।৬৬,
কৃষ্ণস্ফূর্ত্তি ম ১০।১৭৯, ২১।৯৯ ; ২৩।৫৭ ; অ
১৭।৫৫ ; কৃষ্ণস্ফূর্ত্ত্যে ম ৯।১০৫, কৃষ্ণস্বভাব
অ ৩।২১১, কৃষ্ণস্বরূপ ম ৮।১৫০, ১৭।১৩০,
কৃষ্ণস্বরূপতত্ত্ব ম ২০।৪০৩, কৃষ্ণস্মৃতি আ
১২।৫১, ম ১২।৬০, অ ৮।৭, কৃষ্ণস্মৃতিজ্ঞান
ম ২০।১২২ ; কৃষ্ণাঙ্গ ম ২১।১৩৫, ১৩৮, অ
১৫।২১, ২২, কৃষ্ণাঙ্গগন্ধ অ ১৫।৪৩, ১৯।৯৬,
কৃষ্ণাঙ্গ-মাধুর্য্যসিন্ধু ম ২১।১৩৫ ; কৃষ্ণাঙ্গ-
লাবণ্যপূর ম ২১।১৩৮, কৃষ্ণাধর অ ১৬।১১২,
১১৩, ১৪৪, কৃষ্ণাধরামৃত অ ১৬।৯৭, ১০২,
১৩৫, ১৩৮, ২০।১৩০ ; কৃষ্ণাধরামৃতফল অ
১৬।১৩৮ ; কৃষ্ণাধরের গুণ অ ১৬।১১৩ ;
কৃষ্ণানন ম ২১।১৩৪, অ ১৯।৪৮, কৃষ্ণাবতার
ম ২০।৩৬৩, কৃষ্ণাবলোকন আ ৪।১৫৪,
কৃষ্ণাবেশে ম ১৭।২২৩ ; কৃষ্ণাভক্ত ম ২২।
৮৪, কৃষ্ণার্চ্চন ম ২০।৩৩৭, কৃষ্ণার্চ্চনকর্ম্ম ম
২০।৩৩৪, কৃষ্ণার্থে অখিল-চেষ্টা ম ২২।১২২,
কৃষ্ণাশ্রয় ম ৬।২৩২, ১১।১১৭, ১৫।১৪২,
কৃষ্ণাস্বাদ ম ২০।১৪১, কৃষ্ণে অভিলাষ ম ৯।
১১৯, কৃষ্ণে অহৈতুকী ভক্তি ম ২৪।১৪১, কৃষ্ণে
কর্ম্মার্পণ ম ৮।৫৯, কৃষ্ণেচ্ছা ম ২০।৩৯৪,
কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছা আ ৪।১৬৫, কৃষ্ণে ভক্তি
ম ২২।৬২, কৃষ্ণে ভগবত্তা জ্ঞান আ ৪।৬৭,
কৃষ্ণে 'ভাব' ম ২৪।৯৯, কৃষ্ণের অঙ্গ-গন্ধ অ
১৯।৮৮ ; কৃষ্ণের অঙ্গের প্রভা আ ৫।৩২,
কৃষ্ণের অধরামৃত ম ২।৩২, অ ১৬।৯৪, কৃষ্ণের
অনন্তশক্তি ম ৮।১৫১ ; কৃষ্ণের অভিমত ম
২২।১২১, কৃষ্ণের আনন্দামৃত-সাগর ৭।৯০,
কৃষ্ণের আরাধন আ ৩।১০০, কৃষ্ণের আহ্বান
আ ১৩।৭১, কৃষ্ণের ইচ্ছা আ ৫।১৯, ম ৮।
১১২, কৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য ম ২১।৯৮, কৃষ্ণের করুণা
ম ১৯।৪৯, কৃষ্ণের কলার কলা আ ৫।১৩৭,
কৃষ্ণের কীর্ত্তন আ ১৭।২১১, কৃষ্ণের কৃপা ম
২৪।৯২, কৃষ্ণের গুণ ম ১৭।২০৯, কৃষ্ণের গুরু-
বান্ধব-প্রেয়সী আ ৪।২১০, কৃষ্ণের চরণ আ
৭।৭৩, ১৪৩, ম ২১।৬২, ৮১, ২২।২৫, অ
৩।১৩৬, ৭।১৩১ ; ১৪।১২২, কৃষ্ণের চরণ-
প্রাপ্ত্যে আ ৭।৮৭, কৃষ্ণের চিচ্ছক্তিবিলাস ম
২৫।৩৪, কৃষ্ণের চৌষট্টি গুণ ম ২৩।৬৫-৮০,
কৃষ্ণের দর্শন ম ১।৭৮, ২৪।১২৩, কৃষ্ণের দাস্য
প্রত্যাশা আ ৬।৭৮, কৃষ্ণের নামদেহ-বিলাস
ম ১৭।১৩৪, কৃষ্ণের নিত্যদাস ম ২০।১০৮,
কৃষ্ণের পঞ্চগুণ অ ১৫।৮, কৃষ্ণের প্রকট- প্রকাশ
ম ২০।৩৯০, কৃষ্ণের প্রকাশ আ ২।৫৮, কৃষ্ণের
প্রতিজ্ঞা আ ৪।১৭৭, কৃষ্ণের প্রসাদ ম ২৫।৪২,
অ ১৬।৬৩, কৃষ্ণের প্রেয়সী আ ৬।৬৪ ; ম ১৮।
৭ ; কৃষ্ণের প্রেয়সীশ্রেষ্ঠ ম ৮।১৬২ ; কৃষ্ণের
বর্ণন ম ১৭।২১১ ; ১৯।৯৪ ; কৃষ্ণের বল্লভা আ
৪।২১৮ ; কৃষ্ণের বাঞ্ছিত পূরণ আ ৪।৯৪ ;
কৃষ্ণের বিগ্রহ অ ৬।২৯৪, কৃষ্ণের বিবিধ- সেবন
আ ৫।১০ ; কৃষ্ণের বিভূতি-স্বরূপ ম ২১।৮৯ ;
কৃষ্ণের বিয়োগ-স্ফূর্ত্তি ম ২।৩ ; কৃষ্ণের বিরহ-
স্ফূর্ত্তি ম ১৪।৭৩ ; অ ২০।১৩৬ ; কৃষ্ণের বিলাস
আ ৫।২১ ; কৃষ্ণের বিলাস-মূর্ত্তি ম ৯।১৪২ ;
কৃষ্ণের বিশুদ্ধ প্রেমরত্নের আকর ম ৮।১৮১ ;
কৃষ্ণের বিহার আ ২।৬০ ; কৃষ্ণের ভজন ম
২২।৩৭ ; ২৪।১০৬, ১১৫, ১১৮, ১২২, ২০৮,
৩০৭ ; কৃষ্ণের ভোগ ম ৩।৫৭ ; ১৫।২২৭ ;
কৃষ্ণের ভোজন-শয়ন ম ২৪।৩২০ ; কৃষ্ণের মধুর
বাণী ম ২।৩১ ; কৃষ্ণের মধুর রূপ ম ২১।১০২;
কৃষ্ণের মনের বাঞ্ছিত আ ৪।২১১; কৃষ্ণের
মহিমা আ ২।১১৯; ম ২১।২৮ ; কৃষ্ণের মাধুরী
আ ৪।১৫৭ ; ম ২১।১৪৮ ; কৃষ্ণের মাধুরী গুণ
ম ২।৭৩; কৃষ্ণের মাধুর্য্য-রসামৃত আ ৬।১০৪;
কৃষ্ণের শরীর আ ২।৯৪ ; ৪।১৩ ; কৃষ্ণের শেষতা
আ ৫।১২৪ ; কৃষ্ণের শোভা আ ৪।১৯২ ;
কৃষ্ণের সখা অ ১৫।৩৭ ; কৃষ্ণের সঙ্গম ম ৯।
১১৬, ১৩৬ ; কৃষ্ণের সমতা আ ৬।৯৮ ; কৃষ্ণের
সম্বন্ধ অ ৮।২৫ ; কৃষ্ণের সর্ব্বকাম ম ৮।১৭৯;
কৃষ্ণের সহায় আ ৪।২১০ ; কৃষ্ণের সুখ-সঙ্গম
অ ২০।৫৯ ; কৃষ্ণের সেবন আ ৫।৮ ; ৬।৭৬,
৯৩ ; ৮।২৮ ; ম ১৫।১৩১ ; কৃষ্ণের স্বয়ং ভগবত্তা
আ ২।৮৩, কৃষ্ণের স্বরূপ আ ২।৬৫, ৯৬, ৯৭,
৪।৬১, ৮৬ ; ম ৮।১১৮, ১৫৩ ; ১৭।১৩৫ ;
২০।১৪৯, ৩০৮ ; কৃষ্ণের স্বরূপগণ ম ২৪।
৩৪৭ ; কৃষ্ণের স্বরূপ বিচার ম ২০।১৫২, ৪০১;
কৃষ্ণের স্বরূপ লীলা অ ৫।১৩৩ ; কৃষ্ণের স্মরণ
আ ১২।৫১ ; কৃষ্ণৈকনিষ্ঠতা ম ১৯।২০৮
কৃষ্ণৈকশরণ ম ২২।৭৬, ৯০, কৃষ্ণৈশ্বর্য্য মাধুর্য্য

ম ২৫।২৫২ ; কৃষ্ণোন্মুখ ম ২০।১২০ ; ২২। ২১ ; কৃষ্ণোন্মুখভক্তি ম ২৪।১৩২ ; কৃষ্ণ-অজগর ম ২০।১৩৪

কেবলার রীতি ম ১৯।১৯৪ ; কেবলার শুদ্ধপ্রেম ম ১৯।২০২ ; কেয়া-পত্র দ্রোণী ম ১৪।৩৭ ; কেশবন্ধ অ ১৯।৯৬ ; কেশব-সেবক ম ১৭।১৬০ ; কেশাবতার ম ২৩।১১১ ; কেশীস্নান ম ১৮।৮৩ ; কৈতব আ ১।৯০, ৯২; ম ২৪।৯৪-৯৬ ; কৈতব-প্রধান ম ২৪।৯৬ ; কৈবর্ত্ত ম ১৮।১০৪ ; কৈশোর বয়স ম ৮।১৮৯; কৈশোরলীলাসূত্র-অনুবন্ধ আ ১৬।৪; কোটি কাম জিনি' রূপ আ ৪।২৪২ ; কোটিচন্দ্র জিনি' মুখ আ ৫।১৮৮ ; কোটিচন্দ্র সুশীতল ম ২।৩৪; অ ১৫।৭৬ ; কোটি জন্ম আ ১৭।৫১ ; কোটি ব্রহ্মসুখ আ ৬।৪৩ ; কোটি ভক্ত অ ১১।৪০ ; কোটি যুগ অ ১৮।১৪ ; কোটি সমুদ্র গম্ভীর ম ৯।১২৫ ; কোটিসূর্য্যাভাস আ ৭।৬০ ; কোটি সেবা ম ১৬।১৩২ ; কোটীন্দু অ ১৫।২১ ; কোটীন্দু শীতল আ ৪।২৪৭ ; কোবিদার (বৃক্ষ) অ ১৫।৩৫ ; কোমল-মঞ্জরী অ ৬।২৯৭ ; কোলাহল (কৃষ্ণকোলাহল) আ ৭।১৬১ ; ১৪। ৮১ ; ১৭।১৪০, ১৯৫ ; ম ১।২৭২, ১৩।১৭৭; ১৪।৫৯ ; ১৬।২০৩, ২৫২ ; ১৭।১৬০ ; ২৫। ১৬৬, ২২৭ ; অ ১০।৬৪, ৭৯ ; ১১।৫৮ ; ১৭। ২৭; মহাকোলাহল অ ১৪।৮৮ ; ১৮।১০৯ ; হরিধ্বনি কোলাহল অ ১১।৭০ ; হরিকীর্ত্তন কোলাহল অ ১১।৭২ ; কোলাহল (প্রাকৃত) ম ৯।৩৩৩ ; ১৮।৯২, ১০১ ; অ ৬।১৭৭ ; কৌটিল্য-মাৎসর্য্য-হিংসাশূন্য আ ৮।৫৬ ; কৌতুক (অপ্রাকৃত) ম ৯।৬৩, ২৯৪ ; ১৭। ৪৩ ; অ ৬।৯৩ ; ১৮।৫, ৯৪ ; কৌতুকী ম ২৪। ২৯ ; অ ৬।৪৯ ; কৌস্তুভ-মণি (দ্রব্য) ম ৪।১৯৩

ক্রন্দনের স্থল আ ১৪।২২ ; ক্রম ম ১৬। ৭৫; ২৪।১৯ ; ক্রীড়া আ ২।৯৯, ৩।১২, ৪। ২১৭, ম ৮।১৮৯, ২১৫, ১৩।১৫৪, ১৪।২৪৩, ১৭।২০৩, অ ৮।৪, ১৭।২৪, ১৮। ১০০, ১১৫, ২০।৫০, ৫১, ৫৩, ক্রীড়াকলহ ম ১২। ১৮৮ ; ক্রীড়ামাত্র ধর্ম্ম আ ৫।২৯ ; ক্রীড়ারঙ্গ ম ৮।১৮৯, ক্রীড়ারণ ম ১৯।২২২ ; ক্রীড়ারত ম ২।৬৭ ; ক্রীড়ারস আ ৪।২১৭ ; ক্রীড়ার সহায় আ ৪।৭১, ৭৩ ; ক্রুদ্ধ অ ৪।১৫৭ ; ১২।৩৩; ক্রুদ্ধমন আ ১৭।৫০ ; ক্রূর ম ২।২১

ক্রোধ আ ১৭।২৫০ ; অ ৮।২০ ; ১৩। ২৩, ৫৪ ; ১৬।১৩৪ ; ১৯।৪৪ ; ঈষৎ ক্রোধ ম ৫।১৫২ ; ক্রোধাবেশ আ ১৭।৫০, ৬৭ ; ম ১৫।৩৪ ; অ ১৭।৩৯ ; ক্রোধাবেশের পাক অ ১২।১৩১ ; ক্রোধাবিষ্ট অ ১৩।১০ ; ক্লেদ অ ৪।১৮৭ ; ক্ষত্রিয় ম ৪।১০১ ; ১৯।২৫৩ ; ক্ষত্রিয়গণ ম ১৩।১২৯ ; ক্ষত্রিয়জ্ঞান ম ২০। ১৭৭ ; ক্ষত্রিয় বেশ ম ২০।১৭৭ ; ক্ষত্রিয়ভাবন ম ২০।১৮৭ ; ক্ষমা আ ১৭।১৮৪ ; ক্ষয় ম ২২।৪৯ ; অ ৫।৪৬ ; ১৬।১২১ ; ক্ষয়োন্মুখ ম ২২।৪৫ ; তমের ক্ষয় অ ৩।১৮২ ; পাপ-আদির ক্ষয় অ ৩।১৮৪ ; পাপক্ষয় অ ৩।১৭৬ ; সংসার ক্ষয় অ ৩।৬৯ ; সংসারের ক্ষয় অ ৩।৬১ ; সর্ব্বপাপ-ক্ষয় অ ৩।৬১ ; ক্ষালন-মার্জ্জন ম ১২।১১৫ ; ২৫।২৪৪ ; অ ১০।১০৩ ; ক্ষীণতা-মালিন্য অ ৬।২০১ ; ক্ষীরচুরি-কথা ম ১।৯৭ ; ক্ষীরচুরির বর্ণন ম ২৫।২৩৯ ; ক্ষীরচোরা ম ৪।১৯, ২০, ১৭৪ ; ক্ষীরোদকতীর আ ৫। ১১৪; ক্ষীরোদকশায়ী আ ২।৪৯, ৫১ ; ম ২০। ২৯৫ ; ক্ষীরোদকস্বামী ম ২১।৩৯ ; ক্ষীরোদধি আ ৫।১১১ ; ক্ষীরোদশায়ী আ ২।১১০ ; ক্ষীরোদশায়ী-অবতার আ ২।১১৪ ; ৫।১৩০ ; ক্ষুদ্রজীব ম ১৮।২২৪ ; অ ২।১২০ ; ৩।২৬৮ ; ৫।১১৯, ১২৬ ; ২০।৯০ ; ক্ষুদ্রবুদ্ধি ম ৯।১২৫; ক্ষুধা আ ১৪।৩৪ ; ম ৪।৭৬ ; অ ৬।১৮৬ ; ক্ষুধাতৃষ্ণা ম ৪।১২৪ ; ক্ষেত্র (শ্রীধামপুরী) অ ৯।৮৪ ; ক্ষেত্রবাস ম ১।২৪৬ ; ক্ষেত্রবাসী ম ১।২৫৪ ; ক্ষেত্রসন্ন্যাস ম ১৬।১৩০, ১৩১ ; ক্ষেত্রের ভূষণ ম ১০।৪৭ ; ক্ষেত্রের মরণ অ ২।১৫৮ ; ক্ষোভ আ ৪।১৫৮ ; ম ১।২০৪ ; চিত্তনু-ক্ষোভ আ ৭।৮৭ ; তিনগুণ-ক্ষোভ অ ৫।৪৬ ; প্রাকৃত-ক্ষোভ ম ২৩।২০

খণ্ডবাসী ম ১।১৩২ ; ১১।৯২ ; অ ১।১৫; ১০।১২, ১২৩, ১৪১ ; ১২।৯ ; খাদোদক আ ৭।৯৭ ; খিন্ন ম ৮।১১৪ ; খেলা ম ২১।১০১; খ্যাতি ম ৪।১৪৫ ; ৮।২৪৬

গঙ্গা-ঘাট আ ১৩।৯৯ ; ১৭।৪৭ ; গঙ্গাজল আ ৩।১০৭ ; ১৩।৭০, ১০১ ; গঙ্গাজলধার আ ১৬।১০০ ; গঙ্গাজলপাত্র আ ১৭।১৬৬ ; গঙ্গাতীর ম ১।৯৩ ; ৩।৩৩, ২১৬ ; অ ৬।৪৪, ৬৮, ৭০, ৯০, গঙ্গাতীর-পথ ম ১।২৪১ ; ৩।১৭, ১৯ ; গঙ্গাতীরে তীরে ম ১০।৯১ ; গঙ্গাধার ম ৩।৩৬ ; গঙ্গাধারা-প্রায় ম ১৭।১১১; গঙ্গাপথ অ ১।৫১; গঙ্গাপ্রাপ্তি অ ১।৩৭, ৫২, ৪।২৭; গঙ্গার উৎপত্তি আ ৬।৮০; গঙ্গার প্রকাশ আ ১৬।৮১; গঙ্গার মহত্ত্ব আ ১৬।৫৬, ৮৩ ; গঙ্গা-স্নান আ১৩।৯৯ ; ১৪।৪৯ ; ৬২, ৭৪; ১৭।৫৪, ৭৪, ১২০; ম ১।২৩১, ৩।২৯, ১৮৪, ২০৮; ৯।১৪, ১৭১ ; ১৭।৮৩; ১৮।১৪৪, ১৫০, ২১৪; অ ৬।১২৬ ; গজ-যুদ্ধ ম ২।৬৪ ; গজোদংঘাত অ ১৮।৮৯ ; গণ ম ১৪।১৫৯ ; অ ৬।৫১ ; গণপ্রতি আ ১২।৭১ ; গণ্ডশৈল ম ১৪।৮৬ ; গণ্ডূষ আ ১৬।৫১ ; গতি (পরিণাম) ম ৬।২১০ ; ৮।২৫৭, ১৬।১৮৫ ; অ ৫।১২০; গতি (প্রবেশ) ম ৮।২০৪ ; অনুগতি ঐ ; গতি (উপায়) ম ১০।৪৪ ; গতি (আত্মার গতি) ম ১২।১২৭, ১৮৯ ; গদা-শঙ্খ-চক্র-পদ্মধর (বাসুদেব) ম ২০।২২৪ ; গদা-শঙ্খ-পদ্ম-চক্র-কর (সঙ্কর্ষণ) ম ২০।২২৪

গন্ধ (কৃষ্ণাঙ্গগন্ধ) অ ১৪।৪৯ ; ১৬।৭৯, ১৯।৮৮, ৮৯, ৯০, ৯২-৯৫, ৯৭-৯৯, ১০১; গন্ধ (প্রসাদ-গন্ধ) অ ১৬।৯০, ১১০, ১১১ ; অলৌকিক গন্ধস্বাদ অ ১৬।১১৩ ; গন্ধ (লেশ) অ ২০।৬২ ; গন্ধ (দ্রব্য) ম ১৫।৯০ ; গন্ধতৈল-মর্দ্দন অ ১৮।১০০ ; গন্ধপুষ্প-অলঙ্কার অ ১৮। ১০১ ; গন্ধবশ নাসা অ ১৯।৯৭ ; গন্ধর্ব্ব আ ১০।১৯ ; ১৩।১০৫ ; ম ১০।১১৬ ; অ ২। ১০ ; ৯।৮ ; গন্ধর্ব্বদেহ অ ২।১৪৯ ; গন্ধর্ব্বনৃত্য ম ২০।১৮০ ; গমনাগমন আ ১৩।১২ ; ম ১। ১৯ ; ৩।১৮৪ ; গম্ভীর (কৃষ্ণ ও কৃষ্ণভক্তের গুণ) আ ৮।৫৫; ম ৫।১৩৬; ৮।২৭, ২০।৬৩; ২২।৭৭ ; গম্ভীর আশয় অ ৩।২৩৭ ; গম্ভীর হৃদয় অ২।১৩৬ ; ৪।৮৪,৮৯, ১৮৮ ; গম্ভীর (নিগূঢ়) আ ১৪।৭০ ; ম ৯।৩৬৩; অ ৩।৪৭ ; ৫।৮৭;১৪।৫; কোটি সমুদ্র গম্ভীর ম ৯।১২৫; অ ২০।৬৬ ; গম্ভীর অর্থ ম ২৫।৮৯ ; গম্ভীর লীলা অ ২০।৭৭; পরমগম্ভীর ম ৫।১৫৮ ; অ ৯।১৫১; সমুদ্র-গম্ভীর অ ২।১৭০; গম্ভীর ধ্বনি অ ১৭।৪১ ; গরুড়স্তম্ভ ম ২।৫৪ ; গরুড়ের পাশে ম ৬।৬৩ ; গর্জ্জন ম ৩।২১৯ ; ৫।১৪৬; গর্ব্ব ম ২।৩৩ ; ৯।৪৮, ১৪০, ২৫৩, অ ৭। ১০৮ ; ১২৩, ১২৭, ১২৮, ১৩০, গর্ব্ব আন্ধ্য আ ৭। ১২৫ ; গর্ব্বখণ্ডন অ ২০।১১৪ ; গর্ব্ব-চূর্ণ ম ৯।১৫১, ২৭৮ ; অ ৭।১১৩ ; গর্ব্বধন অ ১৫।২২ ; গর্ব্বনাশ অ ৫।৮৪ ; গর্ব্বপর্ব্বত অ ৭।১২৭ ; গর্ব্বমান ম ২।৩৩ ; গর্ব্বশূন্য অ ৫। ১৪০, ৭।১১৬ ; গর্ব্বশৈল অ ৭।১১৮ ; দীর্ঘ-গর্ব্ব অ ৭।৫৩ ; বিদ্যাগর্ব্ববান্ অ ১৩।১১০ ; গর্ব্বী অ ৪।১৫৮ ; গর্ভ অ ১২।৪৮ ; গর্হ-অর্থ ম ২৪।২১৯ ; গলৎকুষ্ঠী অ ৪।১৮৯; গাঢ়তৃষ্ণা ম ২২।১৪৬ ; গাঢ়ভক্তিযোগ ম ২২। ৩৫ ; গাঢ়রোষ অ ২০।৫৫ ; গাত্রসম্মার্জ্জন অ ৫।১৭; গাভীঘটা ম ১৭।১৯৪ ; গাভীর রাখাল আ

১৭।১১১ ; গার্হ্যস্থ আ ১৩।১৪ ; গিরিধাতু ম ১৪।২০৪ ; গীত ম ৪।৫৬ ; ৮।১৯৩ ; ২১। ১২৮ ;অ ২।১৫৫ ;৫।২২, ৯৫, ১৭।৫ ;২০। ১২১ ;মহিষীর গীত অ ১৯।১০৮ ; গীতশ্লোক অ ১৮।৫ ; গীতের মর্ম্ম ম ৮।২৫০ ; গীতা আবর্ত্তন ম ৯।৯৩ ; গীতাপাঠ ম ৯।১০২ ; গুঞ্জা আ ১৭।১৭৯ ;গুঞ্জামালাময় ম ১৪।২০৪; গুঞ্জামালা অ ৬।২৮৭-২৯০, ৩০৭ ;১৩।৬৭ ; ২০।১১৩ ; গুণ আ ৫।১৪০, ৮।৫৪, ৫৭ ;ম ১।২৬৯, ২৭০, ৪।২১১ ;৭।২৯ ;১৪৪, ১৪৯; ৮।৩০, ৪৭, ৮৫-৮৭, ১৮৫, ২৩৮;১৭।১১৩; ২৩।৮১, ২৪।৩৫, ৩৯, ৪১, ১০৬, ১০৯, ১১৯;২৫।১০৫ ;অ ৫।৮১, ১৫৭ ;১২।৭৮ ; ১৬।৪৯, গুণখনি ম ২১।১১৭; গুণগণ ৬। ১৮৫, ১৯৬ ;গুণগ্রাম আ ১৬।৩১ ;গুণডোর ম ২।২১ ;গুণদোষ আ ১৬।৪৫, ৫৩, গুণধাম আ ৩।৪৩ ;৬।১২, ২৫ ; ১৭।৯১ ; ম ৬।২৫৮ ; গুণমহিমা আ ৫।২৩৪ ; ৬।৩৫ ; গুণ (সত্ত্ব-রজস্তমোগুণাত্মক) মায়াপার ম ২০।৩১৪, গুণলীলা ম ৮।২৫২, গুণলেশ অ ৫।৭৯, গুণ-শ্রেণী-পুষ্প মালা ম ৮।১৭৫, গুণাকৃষ্ট ম ২৪।১০৬, ১০৯, ১১৪, ১২৫, গুণাতীত আ ৫।১০৪, ম ২০।২৮৯, ৩১১, গুণাধিক্যে-স্বাদাধিক্য ম ৮।৮৬, গুণাবতার আ ১।৬৫, ৬৭, ৬।৭৭ ; ম ২০।২৪৬, ২৯১, ২৯৪, ৩০০, ৩০১; গুণাবতারগণ ম ২০।৩৪৬, গুণামৃত আ ৮।৬৪, গুণে দোষোদ্গার-ছল ম ৭।৩২, গুণের তরঙ্গ আ ১০।৪৫, গুণের স্মরণ ম ২৪।১০৭, সদ্গুণ আ ৮।৫৭, ম ৮।১৮৫ সৌন্দর্য্যাদি গুণ ম ৮।১৮৪, সৌভাগ্য-গুণ ম ৮।১৮৩ ; গুণী আ ৪।২৪১

গুণ্ডিচা আ ১২।২০, ম ১।৪৮, ৪৯, ১৩৩, ১৪৩, ১৪৫, ১২।৮১, ২২১, ১৩।৭০, ১৪। ৫৮, ৭২, ১০৪, ২৫৩, ১৫।৪০, ৯৭, ১৬।৪৮, ২৫।২৪৪, অ ১০।১০৩, ১৮।৩৬, গুণ্ডিচা-গমন ম ১৩।৭০, গুণ্ডিচা-গৃহসম্মার্জ্জন ১। ১৪৩, ১২।২২১, গুণ্ডিচা-প্রাঙ্গন ম ১৪।৭২, গুণ্ডিচামন্দির আ ১২।২০, ম ১৬।৪৮, গুণ্ডিচা-মন্দির-মার্জ্জন ম ১২।৭৩, গুণ্ডিচামন্দির-মার্জ্জনক্ষালন ম ২৫।২৪৪, গুণ্ডিচামার্জ্জন ম ১।১৩৩, অ ১।৬২, ৬।২৪৩, ১২।৬১

গুপ্ত (অব্যক্ত) ম ১।২৭৮, আ ৬।১২৪, গুপ্তভাবসিন্ধু ম ২।৮১, গুপ্তসেবা (অন্তরঙ্গ সেবা) আ ১০।৯২ ; গুপ্তবার্ত্তা ম ৯।১৭৭ ; গুপ্ত (উপাধি) আ ১০।৪৯, ১১।৪৫, ১৩।৪, ১৫, ৪৬, ১৭।৬৯, ম ১০।৮১, ১১।৮৬, ১৫২, ১৫।১৩৮, ১৫৩, ১৫৭ ; অ ১০।৯, ১২১, ১৪০;১২।১৩, ৯৮

গুরু (ভারী) অ ১৯।৮১ ; গুরু আ ১।২০, ৪৪, ৪৫, ৪৭, ৫৮; ৩।৯২, ৯৩ ; ৪।১২৯, ২১০ ; ৫।১৩৫, ১৪৭ ; ৬।৩৯, ৫১, ৫২, ৫৪; ৭।৭১, ৮০, ৮২, ১০।১৪০, ১২।১৪, ১৬ ; ম ৬।৫৯, ৭১ ; ৭।১২৮ ; ৮।১২৭ ; ৯।৫৮, ৬০ ;১০।১০৯, ১৪২-১৪৪, ১৫২ ;১৫।১১৭; ১৭।১৭০ ;১৮।১৬৯ ; ২৪।২৫৮, ২৬৩,২৮৩, ২৮৪, ২৫।১২০, ২৭০ ; অ ১।৪, ৩।১৩৮ ; ৪।১০৩, ১৫৯ ;৬।১৬১, ১৭৬ ; ৭।২৫, ১২৭; ৮।১৮, ৯৭ ; ২০।১৪৫, ১৪৭, ১৪৮ ; গুরু অন্তর্যামী বা অন্তর্যামী গুরু ম ২২।৪৭ ; গুরু-আগে অ ১৬।১২৮ ; গুরু-আজ্ঞা ম ৯।৯৮ ; ১০।১৪৪ ; গুরু-আশ্রয়ণ ম ২৪।৩২৪ ; গুরু-কর্ণে (বৌদ্ধাচার্য্যকর্ণে) ম ৯।৫৯, ৬১; গুরু-কৃষ্ণপ্রসাদ ম ১৯।১৫১ ;গুরুগণ ম ১৯।১৯০; গুরুজ্ঞান আ ৬।৫১ ;গুরুতত্ত্ব আ ৭।৩ ; গুরু-তুল্য স্ত্রীগণ ম ২৪।৫৩; গুরুদ্বয় আ ১।৩২ ; গুরুপরিবার আ ১৩।৫৩ ;গুরুপাদাশ্রয় ম ২২। ১১২ ; গুরুবর্গ আ ৩।৯২ ; ৫। ১৪৪ ; গুরু-বর্গের সঞ্চার আ ৩।৯২ ; গুরুবস্তু (শ্রেষ্ঠবস্তু) আ ৪।১২৯;গুরুবুদ্ধ্যে ম ৫।৩৪ ; অ ৮।৪৪ , ৯৮ ; গুরুব্যবহার আ ১৭।২৯৯ ;গুরুভক্তি আ ১৭।৬৬ ; গুরুর আজ্ঞা ম ১০।১৪৪ ; গুরুর চরণ আ৭।৮০ ; অ ৬।১৬৮ ; গুরুর ধর্ম্ম আ ৪।১২৯ ;গুরুর সেবন ম ২২।২৫, ১১২ ;গুরু-রূপে কৃষ্ণ আ ১।৪৫ ; গুরুলক্ষণ ম ২৪।৩, ২৫ ; গুরু-শিষ্যন্যায় ম ১০।১৭৩ ; গুরু-সম-লঘু (বড়, ছোটো এবং সমবয়স্ক) আ ৬।৫২ ; গুরুসেবা ম ২৪।৩২৭ ; গুর্ব্বাদি ছয় তত্ত্ব আ ৭।৩ ; গুহ্য অঙ্গ অ ৫।৩৯ ; গুহ্যকথা অ ৩।২৯; গূঢ় অ ২।৬৮;গূঢ় অর্থ ম ২১।৪২ ;অ ৩।৪৮ ; গূঢ় ঐশ্বর্য্য-স্বভাব অ ৫।৮৩ ; গূঢ়-চেষ্টা অ ১৭।৬৫ ; গূঢ় তত্ত্ব ম ৮।৩০৮ ;গূঢ়ধন ম ২১। ১০৩ ; গূঢ় নাট অ ৩।৮১ ;গূঢ় মর্ম্ম আ ৭।৪৮; গূঢ়রসবিবেচন ম ১।৭৪ ; গূঢ়রসাখ্যান ম ১। ৭৪ ;গূঢ়লীলা ম ১৭।৫৪, অ ৩।৮৮ ; গূঢ়হেতু আ ৪।১০৪ ; গৃহধর্ম্ম আ ১৫।২৫, ২৬ ; ম ২১।১৪৩ ; গৃহবাস আ ১৩।১০ ; গৃহবিত্ত অ ৩।১৩৮ ; গৃহ-সংস্কার ম ২৪।৩২৯ ; গৃহ-সম্পদ্ধন ম ৩।২০৩ ; গৃহস্থ আ ১৫।২০, ২৫; ম ১৫।৯৫ ;১৮।৮২ ;অ ৩।১৫১ ;৫।৫, ৮০; ১৪।৪৮ ;গৃহস্থ-আশ্রম আ ৭।৩৪ ;অ ১৪।৪৮; গৃহস্থ বিষয়ী ম ১৫।১০৩, গৃহস্থ-ব্রাহ্মণ ম ১২। ১৯১ ; গৃহিণী আ ১৫।২৬ ;ম ১৫।২০০, ২৩৩; ১৬।২২, ২৪ ;অ ১২।১১ ; গৃহী আ ১২।৭২

গো-অঙ্গ আ ১৭।১৬৬ ; গোগণ-চারণরঙ্গ ম ২১।১০৮ ; গোচারক ম ৯।১১২ ; গোদুগ্ধ আ ১৭।১৫৩ ; গোদোহন ম ৪।৩১ ; গো-ধন অ ১৪।১০৬ ; গোপ আ ২।৩৪ ;৫।২১ ;ম ৪।২৮ ; ৯।১১২ ; ১৫।২২ ; ১৮।১৬১ ; ২১।১৯, ২০ ;অ ৫।১০১ ;৬।৯০, ১৭৪, ১৭৫ ;গোপ-অবতার অ ২।৮৫ ;গোপ-অভি-মান ম ২০।১৭৭ ; গোপগণ ম ১৫।২৪১ ; ২১।২১ ;অ ৬।৭৫ ; গোপগৃহ আ ১৭।১১১; গোপজাতি অ ৬।৭৫ ; ম ৯।১৩৫ ; গোপ-বালক ম ৩।১৩ ; ৪।২৪ ; গোপবিলাসী আ ১৭।৩০২ ;গোপবেশ আ ৫।১৯১ ;১৭।২৭৯; ম ১।৭৯, ১৪৬ ; ১৩।১২৯ ; ১৫।১৭ ; ২০। ১৭৭, ২১।১০১ ;গোপভাব ম ১৫।২৬ ;২০। ১৮৭ ;গোপমূর্ত্তি ম ২০।১৬৬ ; গোপলীলা অ ১৯।১২ ;গোপসুন্দরী অ ১৮।৯০ ; গোপাল-কৃপার আখ্যান ম ১৮।৫৫ ; গোপালচরণ ম ৫।৪৬, ১২২, ১৬০ ; গোপাল-চরিত ম ৫। ১৩৪ ; গোপাল-দর্শন ম ৫।১২৫ ;১৮।৩৬ ; গোপালপ্রকট ম ৪।৮৯, ৯৮ ; গোপাল-প্রভাব ম ৪।৭৯ ; গোপাল-বৃত্তান্ত ম ৪।১৪৯ ; গোপালমন্দির ম ১৮।৪১ ; গোপাল রায়ের দরশন ম ১৮।২৩ ; গোপাল-সঙ্গ ম ১৮।৪০ ; গোপাল-সেবা ম ৫।১২৪ ; গোপাল-সৌন্দর্য্য ম ৫।৫, ১৫, ১১০ ; গোপাল-স্তবন ম ৫।৬ ; গোপাল-স্থাপন ম ১।৯৬ ; গোপালের আজ্ঞা-মৃত ম ৪।১৪০ ; গোপালের করুণস্বভাব ম ১৮।৪২ ; গোপালের পূর্ব্বকথা ম ৫।৭ ; গোপালের মহাসেবা ম ৫।১৩ ; (ব্রহ্মণ্যদেব) গোপালের মহিমা ম ৫।১৫৯ ; গোপালের সহজে প্রীতি ম ৪।৯৫ ; গোপালের সৌন্দর্য্য ম ১৮।৩৭, ৪৬ ; গোপালের স্থিতি ম ১৮।২৬; গোপিকা আ ৪।২১০, ২১১ ;ম ৮।২১৮ ;৯। ১৪৭-১৪৯ ; ১৪।১৪২, ১৫৬ ; ২৪।৪৭ ; গোপিকা-দর্শন আ ৪।১৮৭, ১৯০ ; গোপিকা-নিকর ম ২৩।৫৩ ;গোপিকা-ভাব আ ১৭।২৭৮; গোপিকার-ঠাট আ ১৭।২৮৩ ;গোপিকার প্রেম ম ১৪।১৫৭ ;গোপিকার-ভাব আ ১৭।২৮০ ; গোপিকার সুখ আ ৪।১৮৯ ; গোপী আ ৪। ১৭৯, ১৮১, ১৮৫, ১৮৭, ১৯১, ১৯২ ;৫।২১; ১৭।২৩৩, ২৪৭-২৪৯, ২৭৭, ২৮৬, ৩০৪ ;ম ৮।১০২, ১০৮, ২১৫ ;৯।১৩৫, ১৫৩, ১৫৪ ;

১৩।১৪১ ; ১৮।৭ ; ২১।১১১ ;অ ১০।৭ ; ১৪।১২, ৫২ ;১৬।১২৫, ১৩৯, ১৪২-১৪৪ ; ১৮।৮৮, ৯২, ৯৩ ;২০।৫৬, ১৩৪ ; গোপী-আনুগত্য ম ৮।২৩০ ; গোপীগণ আ ১।৮০ ; ৪।২৯, ৩০, ১৬২, ১৭২, ১৮৬, ১৯৪, ২১৪, ২১৭, ২১৮; ৬।৬৪ ; ১৭।২৩৭, ২৮৪, ২৮৫, ২৮৯ ; ম ৮।১০১ ;৯।১৩৩, ১৪৯ ;১৩।১২৪, ১৪২, ১৫০ ;১৪।১২৩, ১৩৮, ১৫৯, ১৬০, ২১৪ ; ১৯।১৯১ ; ২১।১০৭, ১১৪, ১২২, ১৪২ ;অ ১৪।১৯, ৪৯ ; ১৭।২৬ ; ১৮।৩২, ৮১, ১০৯, ১১৭ ; গোপীগণের রাসনৃত্যমণ্ডলী ম ৮।১০৪ ; গোপীচন্দন ম ৯।২৪৭ ; ২৪। ৩২৮; গোপীদেহ ম ৯।১৩৪ ; গোপীদেহপ্রাপ্তি ম ৮।২২৫ ; গোপীদ্বারে ম ৯।১৫৫ ; গোপী-প্রেম আ ৪।১৯৫, ১৯৭, ১৯৮, ২০৯ ;ম ৮। ২১৫ ; গোপীপ্রেমের স্বাভাবিক চিহ্ন আ ৪। ১৯৭ ; গোপীভাগ্য ম ২১।১১১ ; গোপীভাব আ ৪।১৮৫ ;১১।১৭ ;১৭।২৪৭, ২৭৭, ৩০৩; ম ৮।২২৮ ;৯।১৩৩ ; ১১।৬৩ ;অ ১৭।৩২ ; ১৯।৫৩ , গোপীভাবদর্পণ ম ২১।১১৮ গোপী-ভাববর্য্য ম ৮।২১৭ ; গোপীভাবাবেশ অ ১৭। ৩৩ ; গোপীভাবামৃত ম ৮।২২০ ; গোপীভাবে আবিষ্ট অ ১৭।৩২ ; গোপীভাবের স্বভাব আ ৪।১৮৫, গোপী-মনোরথ ম ২১।১০৭, গোপী-ধর্ম্ম অ ১৮।৮৮ ; গোপীমাননদী ম ১৪।১৪০; গোপীর ভজন আ ১।১৭৯ ; গোপীর মুখ অ ১৬।১৩২ ;গোপী রাগানুগা ম ৯।১৩৬ ;গোপী-রূপগুণ আ ৪।১৯৪ ;গোপীশোভা আ ৪।১৯২; গোপীসঙ্গ ম ১৪।১২৫ ; গোপীনাথ-চরণ ম ৪।১৫৫ ; গোপীনাথ-দরশন ম ৪।১১২ ; গোপীনাথরূপে (গোপীনাথস্বরূপে) ম ৪। ২০৮; গোপীনাথ-সেবক ম 3।২০৩ ; গোপী-নাথের অঙ্গ ম ৪।১৫৯, ১৬৩ ; গোপীনাথের ক্ষীর ম ৪।১১৮ ; গোপীনাথের দাসগণ ম ৪। ১৬ ; গোপীনাথের সেবকগণ ম ৪।১৬২ ; গোপেন্দ্র-নন্দন ম ২।৫৫ ; গোপেন্দ্র-সুত ম ৮।২৮৭ ; গোবধ আ ১৭।১৫৭-১৫৯, ১৬৩, ১৬৬ ; গোবর্দ্ধন-পরিক্রমা ম ১৮।৩২ ; গোব-র্দ্ধন-ভ্রম ম ২।৯ ; গোবর্দ্ধন-যজ্ঞ ম ১৫।২৪২; গোবর্দ্ধন-শৈলজ্ঞান অ ১৪।৮৫ ; গোবিন্দ-চরণ আ ১৩।৭৯ ; গোবিন্দবদন ম ২১।১৩১ ; গোবিন্দমহিমাতত্ত্ব ম ৯।২৩৯ ; গোবিন্দ-মোহিনী আ ৪।৮২ ; গোবিন্দসর্ব্বস্ব আ ৪।৮২; গোবিন্দ-স্থান ম ৫।১৩ ; গোবিন্দানন্দিনী আ ৪।৮২ ; গোবিন্দের প্রতিমূর্ত্তি আ ৫।৭৩ ; গোবিন্দের সেবা ম ১।৩২ ; গোব্রাহ্মণদ্রোহী ম ১।১৯৭ ; গো-ব্রাহ্মণহিংসা অ ৩।৫০ ; গোময় আ ১৭।৪৪ ;গোময়জল অ ৩।১৫৭ ; গোরোচন (মাঙ্গলিক দ্রব্য) আ ১৩।১১৩ ; গোলোকদর্শন ম ১৮।১৩৬ ; গোশালা অ ৩। ১৫২ ; গোষ্ঠ অ ১৭।২৩ ; গোষ্ঠী (বংশ) ম ৫। ৩৮ ;অ ৯।৩৭, ৬১ ; ১২।৫১ ; ১৩।১১১ ; গোষ্ঠীসহিত ম ১।৪৫ ;জাতিগোষ্ঠী ম ৫।২৬; সন্ন্যাসি-গোষ্ঠী (অর্থাৎ সন্ন্যাসি-সভা বা সম্প্র-দায়) আ ৭।৫৫ ; গোষ্ঠী (পরস্পর-আলাপন) ম ৯।৭৭, ২৩৭, ২৫৩ ;২৫।২২ ;অ ৩।৪৯ ; কৃষ্ণকথা-গোষ্ঠী অ ৪।১৩৬ ;প্রশ্নোত্তর-গোষ্ঠী ম ৮।২৪৩

গৌড় আ ১।১০২ ; ১০।১১৭, ১৪৯ ; ১১।১৪ ;১৩।১২, ৩৬ ;ম ১।১৯, ১৩১, ১৪৮, ১৬৬, ২১২, ২৬২ ; ৯।১৭১ ; ১০।৫, ৭০, ৭১, ৭৪ ;১১।৬৭, ৭০ ;১৩।২৭ ;১৪।৩, ৪৭, ৪৮ ;১৫।২১৮ ;১৬।১৪, ৬৪, ৭৬, ৮৬, ২৫৭; ১৭।১৬, ৫২ ; ১৯।৯ ; ২০।৩ ; ২৫।১৮০, ১৮২, ২১৪ ;অ ১।১৩, ৩৭, ৯৩, ২১৪, ২২১; ২।১৫, ৪০, ৪৪ ;৩।১৪৭, ১৮৯ ;৪।৩, ২৬, ১০৫, ২১৪, ২১৫, ২৩২ ;৬।১৭৮, ২৪৮ ; ৭।৪৯, ৫৬ ;১০।৫, ১০৭ ; ১২।৬৯, ১০৭, ১৭০, ১৭৮ ; গৌড়ঘর (গোয়ালার ঘর) অ ১২।২৫ ; গৌড়দেশ আ ১।৮৬ ; ৭।১৬৫ ;ম ১।২৪ ;৪।১০৯ ;১০।৬৮, ৭১, ৭৪ ;১৫।৩৯, ৪২, ১৮৭ ; ১৬।৯০, ৯১, ২৫৬ ; ১৭।৭২, ১১৬ ;১৯।২৩৮ ;২৫।২৪৮ ;অ ১।৩৭ ;২।৮, ১৭, ২০ ; ৪।১১৩ ; ৬।১৫৭ ; ১২।৭, ৬৫ ; ১৩।৩২ ;১৬।৯, ৩৮, ৭৭ ;গৌড়দেশবাসী আ ১০।১২৮ ; গৌড়দেশভক্ত আ ১০।১২১ ; গৌড়পথ অ ১৩।৯০ ;গৌড়রাজ ম ১।২২২ ; গৌড়াধ্যক্ষ ম ১।১৬৮ ; গৌড়িয়া আ ১।১৯ ; ম ১২।১২২, ১২৫, ১২৭ ;১৮।১৬৬, ১৭২, ১৭৫ ;২৫।১৯৯ ;অ ১।৫৮ :১০। ৪৬, ৪৮ ; ১৩।৩৫, ৭৫ ;গৌড়িয়ার নাথ অ ২০।১৪৩ ; গৌড়ীয়-সম্প্রদায় অ ১০।৪৬ ;গৌড়ের ভক্ত ম ১।১২৩, ১২৫, ১৪৭, ২৫০ ;অ ৬।২৪২ ; ৭।৬২ ;১০।৪৪, ১৫৭ ; গৌড়ের ভক্তগণ ম ৪।১০৫ ; ১৬।১২, ৮২, ৮৬ ; অ ৭।৩ ; গৌড়েশ্বর ম ১৯।১৮, ২৭

গৌণ ম ২০।৩৬৬ ;সপ্তগৌণ ম ১৯।১৮৮; গৌণ অর্থ ম ২৪।২১৮ ; গৌণবৃত্ত্যে আ ৭। ১০৯; গৌণসপ্তরস ম ১৯।১৮৭ ;গৌণার্থ আ ৭। ১১০, ১৩৩ ;ম ৬।১৩৪

গৌর (কান্তি) আ ১৭।৩০২ ; গৌর-অঙ্গ ম ৮।২৮৭ ; গৌরকথা আ ৮।৬৮ ; গৌরকান্তি অ ২।২০ ; গৌরকান্ত্যে ম ৮।২৬৯ ; গৌরকৃষ্ণ আ ১৩।৯৪ ; গৌর-গুণ আ ১৩।১২৩ ; গৌরচন্দ্র আ ৮।২ ;৯।২ ;১০।১১ ;১৩।২ ; ১৪।৯৩ ; ১৭।১৩৭, ১৪০ ;ম ১।৬ ; ৪।২, ১৯৫ ;১৯৯ ;৬।২ ;৯।১০৮, ২৫৩, ২৮২ ;অ ৫।৭৩ ;৬।৩ ;৭।১৪৭, ১৬৫ ;৮।৪ ;১৪।২ ; গৌরজঙ্গমরূপে অ ৫।১৫১ ; গৌরদেহকান্তি ম ৩।১১০ ; গৌরধাম আ ১৪।২২ ;ম ১২। ১৪৩ ;অ ২।৫৩ ; গৌরপাদপদ্ম অ ৫।১০৬ ; গৌরপ্রিয়তম অ ১৪।৩ ; গৌরব ম ১৫।১৪৩; অ ১০।১৪৭ ; গৌরব-বর্জ্জিত আ ৪।১২৯ ; গৌরব-ভাজন অ ৪।১১২ ; গৌরব-সম্ভ্রমহীন ম ১৯।২২৩ ; গৌরব-সেবা ম ১৯।২১৯ ; গৌরবস্তুতি-নিম্ব-নিসিন্দারস অ ৪।১৬৩ ; গৌরবর্ণ ম ১০।১৬৪ ; গৌরভক্ত ম ১।১৩৫; অ ৫।১৫৮ ; ১২।৩ ;১৭।২ ; ১৮।২ ; ২০। ১৪৪; গৌরভক্তগণ আ ৯।৩ ; ৯।৩; ১১।৮ ; গৌরভক্তবৃন্দ আ ১।১৮ ;৩।২ ; ৪।২ ; ৫। ২ ; ৬।২ ; ১০।২ ; ১৪।২ ; ১৫।২; ১৬।২ ; ১৭।২ ; ম ১।৭ ; ২।২ ; ৩।২ ; ৪।২; ৫।২; ৬।২ ; ৭।২ ; ৮।২ ; ৯।২ ; ১০।২ ; ১১।২ ; ১২।২ ; ১৩।২ ; ১৫।২ ; ১৬।২ ; ১৭।২ ; ১৮।২ ;১৯।২; ২০।২ ;২১।২; ২২।২ ; ২৩। ২ ;২৪।২ ; ২৫।২ ; অ ১।৮ ; ২।২ ; ৩।২ ; ৪। ২ ; ৬।২ ; ৭।২ ; ১০।২ ; ১৩।২ ;১৬।২ ; ১৭।২ ; ২০।২ ; গৌর-ভগবান্ অ ৬। ২২০ ; গৌরমণি ৯।২৫২ ; গৌররায় আ ৫। ১৪৫ ; ১৭।১৩৫ ; ম ১২।১৪১ ; ১৪।৩৮, ৪৬ ; ১৬।৪৩, ১০৮ ; গৌরলীলা ম ১৬।২৮৮; অ ৫।১০৬ ; ১৬৩ ; গৌরলীলামৃতসিন্ধু অ ১২। ৯৩ ; গৌরসুখ অ ৬।৯ ; গৌরহরি আ ১৩।২৫; ১৫।২২ ; ১৭।১৭৫, ১৭৬, ২১০ ; ম ১।২৩১; গৌরাঙ্গ-চরণ অ ৬।৩০৮ ; গৌরাঙ্গপ্রেম ম ১৬। ১৩৭ ; গৌরাঙ্গ শ্রীহরি আ ৪।৫০ ; গৌরাঙ্গ-সুন্দর আ ৭।১৫২ ;১০।৩০ ; ম ৯।৭৮ ; ১৫। ৩১

গ্রন্থ আ ১।২০ ;৩।৭৯ ; ৮।৩৯, ৪০, ৪৬, ৭৭, ৭৮ ; ১০।৬৫ ;১২।৫৫ ; ১৩।১৬, ৪৯; ১৭।৩১১ ;ম ১।৩৬, ৩৭, ৪৩, ৪৫ ;২।৮৫ ; ১৬।২১৩ ; ১৭।২৩১ ; ২৪।৩৪২ ; ২৫।১৭, ১৪০, ২৫৬ ; অ ৫।৯৫ ; গ্রন্থকর্ত্তা ম ২৫।৪৮;

গ্রন্থবাক্য ম ৬।৯৭; গ্রন্থমুখবন্ধ আ ১৭।৩২৮; গ্রন্থারম্ভ আ১৩।৬ ; গ্রন্থি আ ১৪।৬৫ ; গ্রহগণ আ ১৩।৯০ ; গ্রহগ্রস্ত অ ২।১৮ ; গ্রহণের ছল আ ১৩।১০২

গ্রাম ম ৪।১১, ২৮, ৫৭, ৬৭, ৯৩, ১৩২; ৭।১০৬ ;অন্যগ্রাম ম ৭।১০৪ ; অন্য গ্রামের লোক ম ৪।৮৫ ; নিজগ্রাম ম ৭।১০০, ১০১, গ্রামমধ্য ম৪।৪৭ ; গ্রাম-সম্বন্ধ আ ১৪।৫২; ১৭।৪৮, ১৪৮; গ্রামের ঈশ্বর ম ৪।৪৮; গ্রামের ঠাকুর আ ১৭।২১৩ ; গ্রামের ব্রাহ্মণ ম ৪।৫৫; গ্রামের লোক ম ৪।৩৭ ; ৮৩ ;৭।১০৩, গ্রামের শূন্যহট্ট ম ৪।১২৫ ; গ্রামী ম ১৮।২৭, ২৫। ১৬৬ ; অন্যগ্রামী ম ৭।১০৩, গ্রামীজন আ ১০।৮১; গ্রামীদেশীলোক ম ২৫।১৬৬; গ্রাম্য-কথা অ ৬।২৩৬; গ্রাম্যকবি অ ৫।১০৭; গ্রাম্য-বার্ত্তা ম ৪।১৭৯, ২২।১১৭, অ ৬।২৩৬, ১৩। ১৩২ ; গ্রাম্যব্যবহার ম ২০।১০০ ; গ্রাস ম ৩। ৭৬ ;অ ৬।৭৯, ৮০, ৩২২, ৩২৩ ; পঞ্চগ্রাস ম ৩।৭৬, গ্রাসী ম ১৫।২৪২ ; গ্রাসশেষে অ ১৪।৪৯, গ্রাসে গ্রাসে অ ৬।৯৫ ; গ্রাহক ম ২৫।১৬২

ঘট ম ৪।৬১, ৭৬ ; ঘট-পটিয়া মূর্খ অ ৩। ১৯৯ ; ঘটক আ ১৫।২৯ ; ঘটকুলের কারণ আ ২।৩৭ ; ঘটা ম ১৩।৪৯ ; ঘটী (ঘটিকা) আ ১৬।৩৬ ; ঘটী-ক্ষণ-পল ম ২।৩৮ ; ঘর্ম্ম (তাপ) অ ২০।২৪ ; ঘূর্ণন অ ১৯।৯৬ ;আনন্দ ঘূর্ণন অ ১।১৯৪; ঘৃণা ম ৮।৩৬ ;অ ১৬।৫৮ ; ঘৃণাত্রাস ম ৬।২৭৬ ;ঘৃণাভয় ম ৬।২৬৮; ঘোষ (উপাধি) আ ১১।১৫, ১৮ ;ম ১১।৮৮

চ ম ২৪।৬১-৬৩, ১৩৯, ১৪২, ১৪৩, ১৪৬, ১৫৬, ১৬৫, ১৭৯, ১৯৬, ২১৫, ২১৭, ২১৯ ; চক্র (বিষ্ণুপদচিহ্ন) আ ১৪।৭ ; চক্র (বিষ্ণু-অস্ত্র) আ ১৭।১৪ ;চক্র-গদা-শঙ্খপদ্ম-কর (অনিরুদ্ধ) ম ২০।২২৫ ;চক্র-শঙ্খ-গদা-পদ্মকর (প্রদ্যুম্ন) ম ২০।২২৫ ;চক্রাদিক সাথ আ ২।২৯ ;চক্রাদি-ধারণ ম ২০।২২৩, ২৩৭ ; চক্রাদিধারণভেদ ম ২০।১৯৫, ২২১ ;চক্রাদ্যস্ত্র আ ৬।৩৭ ; চক্র (জগন্নাথ-মন্দিরের নীল চক্র) ম ১১।১৯৫ ;অ ৪।৫১ ;জগন্নাথের চক্র অ ৪।৫১ ;মন্দিরের চক্র ম ১১।১৯৫ ; চক্রদণ্ডাদি (কুম্ভকারের) আ ৫।৬৪ ; চক্রবর্ত্তী (উপাধি) আ ১২।৮৩, ৮৭ ;১৩।৬০, ৮৮ ;১২০ ;১৪। ১৩;১৭।১৪৮, ১৪৯ ;ম ৬।৫২ ;অ ৬।১৯৫, ১৯৬ ; চক্রবাক্ অ ১৮।৯৬, ৯৮ ; চক্রবাক্-গণ ম ২৫।২৬৭ ;চক্রবাক্ মণ্ডল অ ১৮।৯৫; চক্রবাত ম ২১।১১৩ ; চঞ্চল (কৃষ্ণগুণ) ম ৮। ২৭০ ; অ ১৮।৮৪ ; চঞ্চল স্বভাব (কৃষ্ণের) অ ১৫।৮০ ; চঞ্চল (মায়িক বিষয়ের স্বভাব) অ ৯।১৩৭

চটক ম ২১।১২৫ ; চটকগিরি অ ১৪। ১১৯ ; চটক-পর্ব্বত ম ২।৯ ; অ ১৪।৮৪ ; ১৮।৩৬ ; ২০।১২৫ ; চণ্ডাল ম ১৬।১৮৪ ; ১৮।১২১

চতুঃশ্লোকী ম ২৫।৯৩, ১০০ ; চতুঃষষ্টি-অঙ্গ ম ২২।১২৪ ; চতুঃসম-গন্ধ অ ৪।১৯৭; চতুর (কৃষ্ণগুণ) ম ১৫।১৪০ ; চতুরালি ম ২০।৩৬৪ ; চতুর্থ চরণ আ ১৬।৭৫ ; চতুর্দ্দশ লোক ম ১১।২১৭ ; চতুর্দ্বার ম ১৬।১১৬, ১২২ ; চতুর্ব্বিধ বিপ্রলম্ভ ম ২৩।৫৯ ; চতুর্ব্বিধ ভক্ত আ ৪।৪২ ;চতুর্ব্বিধ ভক্তভাব আ ১৭। ২৭৫ ;চতুর্ব্বিধ মুক্তি আ ৩।১৭ ; চতুর্ব্যূহ আ ৪।১১ ;৫।২৩, ২৪, ৪০ ;ম ২০।১৮৯, ১৯২, ১৯৩ ; ২২।৯ ; চতুর্ব্যূহগণ ম ২০।১৮৯ ; চতুর্ভুজ আ ২।৬১ ;৫।২৭ ;৬।৩১ ;১৭।১৪ ; ম ৫।৯৩ ;২০।১৭৫, ১৭৬ ;২১।২২ ; চতুর্ভুজ-মূর্ত্তি আ ১৭।২৮৬, ২৯০ ; ম ৫।৯৩ ; ৯।৬৪, ১৪৯ ; ১০।৩৩ ; চতুর্ভুজরূপ ম ৬।২০২, ২০৩ ; চতুর্ম্মুখ ম ২১।৬১, ৬৯, ৮১ ; চতুর্যুগ আ ৩।৮-১০ ; চত্বর-প্রাঙ্গণ ম ১২।১২০

চন্দন (গন্ধদ্রব্য) আ ১৩।১১৪ ;১৪।৫১; ম ৪।৬৩, ১০৬, ১৪৮, ১৫০-১৫২, ১৫৪, ১৫৯, ১৬০, ১৬১,১৬৪-১৬৮, ১৭৫, ১৭৭, ১৮০-১৮৫, ১৮৭, ১৮৮ ; ৮।১৭০ ; ১৬।৩২; অ ৪।১৭৯, ১৮৭, ১৯৮ ; ৬।৯৬ ;১০।৩৬ ; ১১।৬৫ ; ১৫।২১ ;৭৬ ; ১৯।৯৫ ; কর্পূর-চন্দন ম ৪।১৫৮, ১৬৩, ১৭৬ ; মালাচন্দন অ ৬।৯৮ ; মাল্যচন্দন ম ১১।২১০, ২১৪ ; সুগন্ধি চন্দন ম ৩।১০৪ ; চন্দন-জল ম ১৩।১৬ ; চন্দন-বিন্দু ম ২১।১২৭ ; চন্দনভার ম ৪।১৮১; চন্দন-ভূষণ আ ৩।৪৬; চন্দন-লেপিত অঙ্গ অ ৫।১৮৭ ; চন্দন-সাধন ম ৪।১৪৮ ; চন্দনাক্ত প্রসাদ-ডোর ম ১০।১৭১ ; চন্দনের অঙ্গদ বালা আ ৩।৪৬

চন্দ্র আ ১।৮৭, ৮৮, ৯৭, ১০২ ; ম ২১। ১২৫, অ ১৯।৩৮ ; চন্দ্রকান্তে অ ১৮।২৭ ; চন্দ্রগ্রহণ আ ১৩।২০ ; চন্দ্রজ্যোৎস্না অ ১৯। ৪১ ; চন্দ্রবদন ম ৫।১৩৭ ; চন্দ্রমুখ আ ১০।১৯; চন্দ্র-সূর্য্য আ ১।১০২; চন্দ্রিকা অ ১৮।৪; চন্দ্রের সমাজ ম ২১।১২৬; চন্দ্রোদয় আ ১৩।৪; চপল অ ১৪।৪২ ; চপলমতি ম ২।৬৯ ; চবুতরা অ ৬।৬০; চব্বিশ-মূর্ত্তি ম ২০।১৯১, ২০৭, ২২৩; চমকিত মন আ ১৭।১৩১ ; চমৎকার ম ৩। ১০৯ ; ৪।৩২, ৮৬ ; চমৎকারকারী ম ২৩।৪৮; চম্পক-কলি অ ৩।২০৮

চরণ আ ১।১৯, ৪১ ;৫।১৯০ ; ৬।৫৬, ৬৯ ; ৭।৫৩, ৮০, ৮।৪ ; ১০।১৮, ৯৪, ৯৫ ; ১১।৩৯ ; ৪১ ; ১২।৪৫, ৯৩ ;১৪।১১, ৭৮; ১৭।২৪৩, ৩৩৪ ;ম ১।১৪, ২৬, ১৪০, ১৫৪, ১৬৫, ১৬৭, ২২০, ২২৬ ;২।৯৩, ৯৪ ;৩।৬৫, ১০৮, ১১৬, ২১০ ;৬।৪০ ; ৭।৪৬, ৪৯, ৬১, ১৫৪ ; ৮।২৩৫ ; ৯।৩৭, ১২৮ ; ২৪।৩৪৯ ; ২৫।২৭৪ ;অ ৫।৪, ৫, ২৯, ৬৯, ১৫৬, ১৬১; ৬।৪৮, ৮।২ ; ১৯।৯৪ ; ২০।১৪২, ১৫১ ; চরণ-আশ্রয় আ ১০।১৫০ ; চরণ-কমল ম ১৫।১৫৬ ; অ ১১।৩৩ ; চরণকৃপা আ ৫।২২৭; অ ২০।৯৮, ১৪৭, ১৫০ ; চরণ-চিহ্ন অ ১৬। ৩১ ; চরণ-ধূলি অ ২০।১০১ ; চরণবন্দন আ ৬।৪০ ; ৮।৭৪; ম ৬।২২১ ; ১৮।৬২, ৯৩ ; ১৯।৯৩ ;অ ১।৪, ১০৯, ২০৬ ; ৪।১৪, ২২ ; ২০।১৫০ ; চরণরথ ম ১১।৩৭ ;চরণসঙ্গ ম ১৮।২১৬ ;চরণ-সন্নিধান ম ১৬।১৮২ ;চরণ-সেবন আ ৬।৬২ ; ৮।৭৪ ; ম ১৮।১৯৫ ; চরণারবিন্দ আ ৫।২০৪ ; অ ১১।৬ ; ১৩। ১৩০ ;চরণাশ্রিত আ ৭।২ ; ১১।২ ;চরণের ধূলি আ ১৭।২৪৪ ; চরণ (সম্মানার্থে ব্যবহৃত) শ্রীজীবচরণ অ ২০।৯৭, ১৪৫ ; চরণ (পংক্তি) প্রথমচরণ আ ১৬।৭৪ ; তৃতীয় চরণ আ ১৬। ৬৪ ; চতুর্থচরণ আ ১৬।৭৫

চরিত ম ৮।১৮৭ ; চরিত্র অ ১৯।১০৩ ; চরিত্রকথন আ ১০।১০০ ; চর্ম্মচক্ষু ম ২০। ১৫৯ ; চর্ম্মচক্ষে আ ৫।২০ ; চর্ম্মাম্বর ম ১। ২৮৫ ; ১০।১৫৮-১৬১ ; চর্চ্চা অ ১৯।৯৫; চর্ব্বণ অ ৩।১৪০ ;৪।৪, ২৩৮ ;৬।৯৭, ১৮৭, ২৫৬

চাক্‌লা ম ১৯।২৫ ; (তৃষিত)-চাতক অ ১৯।৪২ ; নেত্র-চাতক অ ১৫।৬৫ ; চাতুরী ম ৩।৭৭ ;বচন-চাতুরী ম ৩।৭২ ; চাতুর্য্য (কৃষ্ণ-গুণ) ম ১৫।১৪১ ; চাপল্য আ ১৪।৬১, ৭১, ৮৩ ; শৈশব-চাপল্য আ ১৬।১০৩ ; চার অ ১৫।৭১; চারণ (স্তুতিপাঠকারী) আ ১৩।১০৬; চারণ ম ২১।২০, ১০৮ ;অ ১৪।১০৬ ;গোগণ-চারণ ম ২১।১০৮ ; গোধনচারণ অ ১৪।১০৬; বৎসচারণ ম ২১।২০ ; চারিকায় আ ৫।৯ ; চারিপুরুষার্থ আ ৭।৮৪ ; ম ১৯।১৬৪ ; ২৪। ৬০ ; চারিপ্রেম আ ৪।৪২ ; চারিবিধ তাপ ম

২৪।৫৬; চারিবিধ প্রকাশ ম ২৪।২৮৫; চারি-ভাব আ ৩।১১; ম ২।৭৮; চারিভাব-ভক্তি আ ৩।১৭; চারিভিতে ম ৯।২৩২; অ ১৯।৬৪; চারি মুক্তি আ ৫।৩০; চারিযুগাবতার ম ২০।৩৪৭; চারুললাট ম ৮।১৭৬

চিকিৎসা আ ১০।৫১; চিত্ত আ ১।১০৭; ৭।৯৯; ৮।১৫, ৭০; ১৪।৮, ৬৩, ৬৫; ১৫।২৫; ১৬।৯, ১১; ১৭।৬৫, ২২৮, ২৩৫, ম ১।১৭৯; ২।৮৫, ৮৯; ৩।১২৬; ৪।৩২; ৫।৪৮, ৭১; ৭।৭২, ১১৪; ৮।১১৩, ২৬৩; ৯।১২৭, ১৮।১৮৬; ২১।১৮; ২৪।৩৪১, ৩৪৬; অ ১৭।৫৫; চিত্তগুহা আ ১।১০১; চিত্ততনু আ ৭।৮৭; চিত্তভ্রম ম ২১।১৪৫; চিত্তমন ম ৭।৭১; চিত্তশুদ্ধ অ ৩।২৫১; চিত্তশুদ্ধি অ ২০।১৩; চিত্তহর ম ২।৬৮; চিত্তাকর্ষক ম ২।১৩৮; চিত্তেন্দ্রিয়কায় আ ৪।৭১; চিত্র ম ২।৮৩; অ ১৮।৯৮; চিত্রগুণ আ ১৭।৩০৬; চিত্রচন্দ্র অ ১৫।৬৭; চিত্রবস্ত্র ম ১৪।১০৯; চিত্রবিলোকন ম২০।১৮০; চিত্রব্যবহার আ ১৭।৩০৬; চিত্র-ভাব আ ১৭।৩০৬; চিত্রলীলা আ ৭।১৫২; চিন্তা অ ১১।১৪, ১৪।৪৫, ৫৩, ৬১, ৬৩; ১৯।৬৬; চিন্তাকান্থা অ ১৪।৪৫; চিন্তামণি আ ১।৫৭; ৫।২০; ৭।১২৫, ১২৬; অ ৯।৯৫; চিন্তামণিগণ ম ১৪।২২১; চিন্তামণিভূমি আ ৫।২০; চিন্তামণিময়ভূমি ম ১৪।২২১; চিন্তা-মণি-সার ম ৮।১৬৪; চিরজীবি আ ১৩।১১৭; চিরলোকপাল ম ২১।৫৮, ৯৩; চিহ্ন (মহা-প্রভুর চরণচিহ্ন) আ ১৪।৬, ১১, ১৩; চিহ্ন (দোষ) আ ১৬।৫৫

চুম্বন ম ১৭।৪২; চূড়া ম ৪।১৫, ১৯৮; অ ১৯।৩৯; চূড়ার ঠাম অ ১৯।৩৯

চেতন আ ৪।২৫১, ১২।২৪; ম ১।৯৯; ৬।১৬, ৩৭; ৮।২৮৪; ৯।৬০, ৬১; ১০।২২১; ১৮।৩৭; ১৭০; অ ৫।১১৫ চেষ্টা (কার্য্য) অ ১৯।৪৬, ১০৪, ১০৬, ২০।৭২

চৈতন্য-ঈশ্বর আ ৬।৮২; ৭।১০; চৈতন্য-কথা ম ১৯।১৩১; চৈতন্য-কিঙ্কর আ ১০।৬১; চৈতন্য-কৃপাধাম আ ১০।৭৯; চৈতন্য-কৃপাবল আ ১৭।১৩৮; চৈতন্যকৃষ্ণ আ ৩।৬৪; ৪।৩৭, ২২৮; ১৭।৩১৫; চৈতন্য-কৃষ্ণ-অবতার-প্রকট প্রমাণ আ ৩।৮৩; চৈতন্যগণ অ ৮।১৩; চৈতন্য-গোসাঞির লীলা ম ১৪।২৫৬; চৈতন্যচন্দ্রের কৃপা অ ৬।৪১; চৈতন্যচন্দ্রের মায়া ম ১৩।৬১; চৈতন্যচন্দ্রের লীলা আ ৮।৪৬; ম ৯।৩৬৩; চৈতন্য-চরণ আ ১০।৩৬, ৫২; ১২।১৩, ৫৭, ৭৪, ৯১; ম ৬।২৩৭, ২৮৬; ৭।১৫২; ৯।৩৬০; ১১।১৯, ২২; ১৫।৩০১; ১৬।১৪৯; ১৯।৫, ২৫৫, ২৫।২৩২, ২৬২; অ ১।২২২; ২।৯, ৮৬; ৫।১৩১; ৬।১২৮, ১৪৩; ১৭৩; ১৮৬, ৩২৮; ১০।১৬০; ১৭।৬৯; ১৮।১২০; চৈতন্য-চরণ-প্রাপ্ত্যে অ ৬।১৮৬; চৈতন্যচরিত-বর্ণন আ ৮।৪২; চৈতন্য-চরিতামৃতআ ২।১২১, ৫।৮৯, ২০।১৫১; চৈতন্য-চরিত্র ম ৮।৩০৪; ১৮।২২৮; অ ১১।১০৬; ১০৭; ২০।৭৮; চৈতন্য-চাপল্য আ ১৪।৭১; চৈতন্য-চিন্তন ম ১৯।১৩১; চৈতন্য-জীবন ম ১১।৯৩; অ ১৪।৩; চৈতন্য-তত্ত্বজ্ঞান আ ১৭।৩১৪; চৈতন্যতত্ত্ব-নিরূপণ আ ১৭।৩১৪; চৈতন্যদাস আ ৬।৪৪; চৈতন্য-নাম ম ১।২৯; চৈতন্য-নিষ্ঠা অ ১৩।৫৯; চৈতন্য-পার্ষদ আ ১০।৩০; চৈতন্য-প্রতাপ ম ১৪।৫৮; চৈতন্যপ্রভুর বাতুল অ ৬।৪১; চৈতন্য-প্রসাদ ম ৬।২২৪, ২৭৮; চৈতন্য-প্রাণধন আ ১০।৮১; চৈতন্য-বিমুখ আ ১২।৭১, ৭২; চৈতন্য-বিরহ অ ১৩।৬৩, ৬৪; চৈতন্য-বিলাসসিন্ধু-কল্লোল ম ২।৯৫; চৈতন্য-বিহার আ ৭।১৭০; ম ৪।৫; অ ৫।১০৫; চৈতন্যভক্ত আ ১০।১২১, ১৫৯; চৈতন্য-ভক্তি ম ১।৩০; চৈতন্যভক্তিমণ্ডপ আ ১১।১০; চৈতন্য-ভৃত্য আ ১০।৮১; চৈতন্য-মহিমা আ ২।১১৮; ৩।৫২; ৮।৩৩; অ ৩।৮৬; চৈতন্য-মালাকার আ ৯।৪৭; চৈতন্য-মালী আ ৯।১১, ২৭; ১১।৯১; ১২।৫, ৬৭, ৯২; চৈতন্যরহিতদেহ আ ১২।৭০; চৈতন্য-রূপ আ ২।১০৯; চৈতন্যলীলা আ ৮।৩৪; ৪৪, ৮২, ১১।৫৫, ১৩।৪৪, ৪৮, ১৭।৩০৯, ৩২১; ম ১।১৩, ২।৮৪; ৬।২৮৬; ৭।১৫৩; ৯।৩৫৯, ১৮।২২৬; ২৫।২৬৪; অ ২।১৭০; ৫।৮৮, ১১।১০, ১৫।৯৮, ২০।৮২; ১০১; চৈতন্যলীলা অমৃতপূর ম ২৫।২৭০, চৈতন্য-লীলাক্রম-অনুবন্ধ আ ১৩।৬; চৈতন্যলীলার গুণ আ ৯।৫; চৈতন্যলীলামৃত-সিন্ধু অ ২০।৮৮; চৈতন্যলীলারত্ন-সার ম ২।৮৪; চৈতন্য-লীলার পাথার ম ১৭।২৩৩; চৈতন্যসিংহ আ ৩।৩০; চৈতন্য-সেবন আ ১৭।৩০০; চৈতন্যানন্দ আ ৮।৭০; চৈতন্যা-বতার আ ৩।৪০, ৪।২২০; চৈতন্যের অনুচর আ ৬।৯১; চৈতন্যের আর্য্য অ ১১।৭; চৈত-ন্যের কাম আ ৫।১৫৬; চৈতন্যের কৃপা ম ২।৮৩; চৈতন্যের খেলা অ ৫।৮৭; চৈতন্যের গূঢ়লীলা ম ১৭।৫৪; চৈতন্যের চুরি ম ১৩।৫৮; চৈতন্যের দাস আ ৪।২২৬; ৫।১৩৪; ৬।৮৪; ১০।৭৬; ম ১১।২৪২; চৈতন্যের দাস্য আ ৬।৪৯; চৈতন্যের প্রাণ অ ১১।৬; চৈতন্যের বাণী ম ২৫।৩৫; চৈতন্যের ভক্ত অ ৫।১৩২; চৈতন্যের ভৃত্য অ ১০।১০২; চৈতন্যের রঙ্গ ম ২।৮৩; চৈতন্যের লীলা অ ৩।৪৭; চৈতন্যের সেবা আ ১০।১১; চৈত্ত্যরূপ আ ১।৫৮; চৌদ্দ অবতার ম ২০।৩২৮; চৌদ্দ-ভুবন আ ৫।৯৮, ১০৩, ২২২; ১২।১৬; ম ১।২৬৭; ২০।২৮৮; অ ১৫।৬৮; ১৯।৯২; চৌদ্দভুবনের গুরু আ ১২।১৬

ছটা (কান্তি) অ ১৫।২১; ছত্র-চামর-ধ্বজা-পতাকার গণ ম ১৪।১২৯; ছত্রভোগ-পথ ম ৩।২১৬; ছদ্ম (ছল) ম ১০।১৫৫, ১৯।১৫, ২৫।১৮৭, অ ৯।২৮, অস্বাস্থ্যের ছদ্ম ম ১৯।১৫; ছন্নতনু আ ১৪।৬৪; ছয়গুরু আ ১।৩৭; ছয়তত্ত্ব আ ১।৩৩; ছল আ ১৩।২২, ২৩, ১৪।৩৬, ১৭।১৭২; ম ১।১৩৬, ৭।১৩, ২৯, ৮।২১৩; ৯।৪; ১৬।২৪০, ২৪১; অ ৬।১৬৯; ১৬।৪৪; ছিদ্র (দোষ) ম ২৫।১৮১; অ ৩।১০৩; ৮।৪১; ছিন্ন ম ৬।২৩৩

জগৎ আ ১।২৫; ৫।৮৯; ৬।১১২; ৭।৩১; ৮।৫৪; ৯।২২-২৪, ৪০; ১০।৮, ৪২, ৭৩; ১১।১১; ১২।৬; ১৩।১০১; ম ১।১৯১, ২০১, ২৭৩; ২।৪৯; ৪।১৪৬, ১৭১, ১৭৩, ১৯১; ৬।১৭৩, ২১৩; ৭।১০৭; ৮।১৬২; ২১।৬৫, ১০৯, ১২১, ১৪১; ২৫।৪৯; অ ১।২০৫; ২।৭; ৩।৭১; ৫।৮৮, ১১৫; ৬।১০২; ১২।৭৮; জগৎ-আধার আ ৫।৮৫; জগৎ-ঈশ্বর আ ৬।৮১; ম ২১।৪০; জগৎ-কারণ আ ২।১০২, ৫।৫৬, ৫৯, ১০১, ১০৬; ম ২০।২৬৮; ২১।৩৮; জগৎ-তারণ ম ১০।১৬৪; জগৎ-নিস্তার আ ৬।৩৪; জগৎ-পাবন আ ১১।৩০; অ ৪।১২৯; জগৎ-পালক আ ৫।১১২; জগৎ-পালন আ ৪।৮; ৫।১০৪, ১১৫; ম ২০।২৮৯; জগৎ-পূজিতা আ ১৩।১১১; জগৎ-মঙ্গল আ ৬।১২; ম ১৭।১১৩; জগৎ-মোহন আ ৪।৯৫; ৫।২১৯; জগৎ-রক্ষিতা আ ২।৪১; জগৎরূপ আ ৭।১২৪; জগৎ-শস্য ম ২১।১০৯; জগৎ-সংহার আ ৫।১০৫; ম ২০।২৯০; জগৎসৃজন আ ৬।১৮; জগতের আর্য্য আ ৬।২৯; জগতের কাণে ম ২১।১৪১; জগতের বন্ধু অ ৩।২৩৪; জগতের ভর্ত্তা আ ৫।৮০; জগতের স্বামী আ ৫।১১২; ম ২০।

২৮২ ; জগতের হিত ম ২১।১২১ ;জগদাদি-কার্য্য আ ৬।৭ ; জগদানন্দ-প্রাণেশ্বর অ ১১।৪; জগদ্‌গুরু আ ১২।১৫ ;ম ৬।৫৮, ৮৫ ;২৫।৭০; অ ৭।২১, ১২৯, ৮।৩১ ; জগদ্রূপ ম ৬।১৭১; জগন্নাথ-দরশন বা দর্শন ম ১।৫৩, ২৪৭ ; ৪।৩, ১৪৪ ;৬।২১৬ ;৯।৩৪৬ ; ১০।২৯ ; ১১।৩৮, ১৪।২৪১, ১৫।৫, ১৮৫ ;১৬।৪৪, ২৫২ ; অ ১।২৬, ৭২ ; ২।১৪২ ;৫।১৫২ ; ৬।২১৮ ; ৯।৬ ; ১৩।৯৩ ; ১৪।২২, ২৬, ৩১ ; ১৬।৫৪, ৮০, ১৯।১০২ ; জগন্নাথ-প্রদক্ষিণ ম ৭।৫৮ ; জগন্নাথ-প্রসাদ ম ১৫।২২১ ;২৫।২৩০, জগন্নাথ-প্রসাদ-বস্ত্র ম ১৫।২৭ ; জগন্নাথবাসী অ ১০।৬২ ; জগন্নাথবিজয় ম ১৩।৮ ; জগন্নাথ-ভবন ম ১২।২০৯ ; জগন্নাথ-মগ্ন ম ১৩।১১৭; জগন্নাথ-মন্দির ম ১।৬৩, ৬।৩, ৭।৫৫ ; অ ৪।৫৩ ; জগন্নাথ-শয্যোত্থান ম ৬।২১৬ ; জগন্নাথ-সেবক ম ১০।৪১ ; ১১।১৬৭ ; ২৫।২২৬ ; জগন্নাথালয় ম ১১।২১৩ ; জগন্নারী-গ্রাহক অ ১৯।৯৮ ; জগন্মাতা ম ৩।১৮০, ৯।১৮৯, ২৯৭, ১৫।৩৪ ; জগন্নাথের উত্তম প্রসাদ অ ১৯।১৩ ; জগন্নাথের চরণ অ ৯।৪৩ ; জগন্নাথের দেউল ম ৫।১৪৪ ; জগন্নাথের পাণিশঙ্খ অ ১৪।৭৯ ; জগন্নাথের প্রসাদ ম ১৪।২৪০ ;১৫।২৪৪, ২৪৮, ১৬।৯৫ ; অ ৩।৪১, ১০।১৩৮, ১৪১ ; জগন্নাথের বস্ত্রপ্রসাদ অ ১২।৮৭ ; জগন্নাথের বহুমূল্য প্রসাদ অ ১০।১৪৬ ; জগন্নাথের মন্দির ম ১১।২২০ ; জগন্নাথের সেবক ম ৪।১৪৯, ৯।৩৪৮, ১১।৯ ; অ ৪।৯; জগল্লক্ষ্মী ম ২১।৫৩ ; জঙ্গম আ ১৩।৯৭ ; ম ৮।১৩৮, ২৭২, ২৭৩ ; ১৭।৪৬, ২০২, ২০৬, ১৯।১৪৪, ২১।১০৮, ২৪।১৯৬; অ ৩।৬৬-৬৯, ৭১, ৭৭, ৭৯, ২৬৬, ১৪।৪৮; জঙ্গমনারায়ণ ম ১৮।১০৯, জঙ্গমব্রহ্ম অ ৫।১৫৩, জঙ্গমের ধর্ম্ম আ ৯।৩২ ; গৌরজঙ্গমরূপ অ ৫।১৫১; জঞ্জাল ম ৪।১৭৬, নিমন্ত্রণের জঞ্জাল ম ১৮।১৪১ ; জড় আ ৬।১৮, ৭।২৬, ম ৬।২১৪, ২০।২৬০, ২১।১৩৩, জড়জগৎ অ ৫।১১৫, জড়-নশ্বর-প্রাকৃতকায় অ ৫।১১৮; জড়-ব্যবহার ম ১২।১৮০ ; জড়রূপা প্রকৃতি আ ৫।৫৯ ;ম ২০।২৫২, জড়লোক আ ১৭।২৩

জন-নেত্র-রসায়ন ম ২১।১৩১ ; জন্ম আ ১৩।১২৩ ;ম ২।৩১; ১৬।২০১, ২১।১১৪, জন্মকুলধন ম ৭।১২৫, জন্মকুলশীলাচার ম ১২।১৯২, জন্ম-জন্মান্তর ম ২৪।২৪৫, জন্ম-দাতা অ ৬।৪০; জন্ম-বাল্য-পৌগণ্ড-কৈশোর-যুবা-কাল আ ১৩।২২; জন্মবিবরণ আ ১৭।৩২৫;জন্মলীলা আ ১৩।১২৪ ; ১৪।৩ ; জন্ম-লীলা-অনুক্রম আ ১৪।৪; জন্মলীলা-সূত্র আ ১৪।৩ ; জন্মসদ্ম আ ৫।১০২ ; ম ২০।২৮৭; জন্মস্থান ম ১৭।১৫৬;১৮।৬৯;জন্মস্থান-দরশন বা দর্শন ম ১৮।৬৭; জন্মাদিক-লীলাক্রমে ম ২০।৩৭৭ ; জন্মান্তরে অ ১৬।১৪৩ ; জন্মের প্রমাণ আ ১৩।৯; জন্মের মূলকারণ আ ১৭।৩১৭ ; জন্মোদয় আ ২।৩২ ;১৩।২০

জরদ্গব আ ১৭।১৬১, ১৬২ ; জরজর ম ২।২২, ৩।১২৮ ; জরাগ্রস্ত অ ১।১১ ; জরাতুর ম ২।৯০, অ ২০।৯৩

জল (কারণ, গর্ভ ও ক্ষীরবারি) আ ১।৪৭, ৪৮, ৫।৯৮ ; জল (পাদোদক) অ ১৬।৪৪; পাদজল অ ১৬।৪৩ ; চিন্ময়জল আ ৫।৫৪; নিজাঙ্গস্বেদজল আ ৫।৯৬ ; শেষশয়নজল আ ৫।৯৯ ; জলতুলসী—স্মৃতিপ্রকরণ দ্রষ্টব্য; জল-নিধি আ ৫।৫২ ; জল-করঙ্গ ম ১২।২০৭; অ ১৬।৪০ ; জলকেলি (প্রভুর) আ ১৬।৭;ম ১।১৪৫ ; ১৪।৮০; জলকেলি-রঙ্গ অ ১০।৪৩; ১১।৭১ ; জলক্রীড়া (মহাপ্রভুর) ম ১।১৪২; ১৪।৯১, ১০৩, ২৪২ ;অ ১০।৪২, ৪৭, ৪৯, ৫০; জলখেলা (মহাপ্রভুর) ম ১৪।৭৫, ১০২; জল-গোময় আ ১৭।৪৪ ; জলদস্যুভয় ম ১৬।১৯৮ ; জলপাত্র ম ৩।৫৬ ; ৬।৬৬ ; ৭।৩৬, ৩৭, ৯৩ ;১৭।৬৫ ;১৮।৯০ ; জলপাত্রবস্ত্র ম ৭।৪০ ; জলব্রহ্ম ম ১৫।১৩৫, ১৩৬ ; জল-মণ্ডুক বাদ্য ম ১৪।৭৭ ; জলযন্ত্র ম ১৩।১০৫; জলযুদ্ধ অ ৮৮।৮৫ ; জলরণ ম ১৪।৭৮ ; জল-লীলা (জগন্নাথের) অ ১০।৪১, ৫২ ; জলশায়ী আ ২।৫০ ;৩।৬৯ ; জল-স্থলচর-বিভেদ ম ১৯।১৪৪ ; জলাদি-পরিচর্য্যা ম ১০।১২৯

জাড্য (জড়তা) ম ৬।২২৪ ; জাত-অজাত-রতিভেদ ম ২৪।২৮২ ; জাতরতি-সাধক ম ২৪।২৮৪ ; জাতি ম ২৫।১৮৫ ; জাতি-অনুরোধ আ ১৭।১৭০; জাতি-কুল আ ১১।২৭; ম ৩।৯৭; ১০।১৩৮ ; জাতিকুলাদি অ ৪।৬৭ ; জাতি-ধনজন অ ৩।১৬২ ; জানু-চংক্রমণ আ ১৪।২১ ; জাম্বুনদ-হেম ম ২।৪৩; অ ২০।৬২ ; জারণ আ ৫।৬০ ; জাহ্নবী আ ১৬।৭

জিহ্বার লালস অ ৬।২২৫, ২২৭ ; জিহ্বালম্পট অ ৮।৮৩ ; জীব আ ১।৫৮, ৮৯, ৯৪;২।১৯, ২২, ৩৬, ৪০, ৪৪, ৪৭, ৪৮, ৫১; ৩।৫৯; ৫।১১২, ১৫৮; ৬।২৭, ৪২; ৭।২৭; ১০।৪২;১৩।৪৪;১৭।১৫৬, ২৬৪;ম ১।২২; ২।২৪, ২৫; ৬।১৩৬, ১৬২, ১৬৩, ১৬৯, ১৭৩, ১৭৫; ৭।১৪৪, ১৪৮; ৮।৪৩, ১৮৫, ২৩৭, ২৪০, ২৪৬, ২৪৭, ২৪৯-২৫৫ ; ৯।১২৫, ১৫৮; ১০।১৩, ১৬৮; ১১।৩৭; ১৫।১৩৪, ১৬৭, ২৪৩, ২৭৬;১৬।১৮৪;১৭।৭৭, ১৩২; ১৮।১১২, ১১৩, ১১৫, ১৯৩, ১৯৪; ১৯।২৫, ১৫১;২০।১২৯, ৩০৫, ৩৪৯, ৩৫১; ২১।৮, ৫৩;২২।২৪;২৩।৯;২৪।১৮০, ১৯৫, ১৯৭, ২২৭, ২৩৫, ২৪৩-২৪৫ ; ২৫।৭৬, ৭৭, ৮৯, ৯০, ১০২, ১০৪, ২৫৭; অ ১।১৯৬; ২।১৪;৩।৬৬, ৭৩, ৭৫, ৭৭, ৭৯, ৮০, ৮৫, ২৫২, ২৫৩ ;৫।২৬ ; ৭।১১৩, ১২০ ; ১৭।৬৪ ;১৮।২০, ২১, ২৩, ৫৫ ; জীব-অভিমান অ ২০।৩১ ; জীবকীট আ ৬।৩৫ ; জীবগণ ম ১।২৬ ; ১৯।১৩৮; জীবজ্ঞান অ ২।৯৯; জীবতত্ত্ব আ ৭।১১৭, ১২০ ; ম ২০।৩০৮; জীবদেহ অ ২।১৩ ; জীব-পশু ম ১৯।২৫ ; জীব-প্রকৃতি অ ৭।৯৭ ; জীবমতি ম ১৮।১১৭; জীবরূপ বীজ ম ২০।২৭৩ ; জীবরূপ বীর্য্য আ ৫।৬৫ ; জীবরূপা আ ২।৩৬ ; ম ৬।১৬৩ ; ২০।৩৬৭ ; জীবলক্ষণ ম ২৪।৩০২ ; জীব-শক্তি আ ২।১০৩ ;ম ৬।১৬০ ;৮।১৫১; ২০।১১১, ১৪৯ ; জীবশূন্য অ ৩।৭৬ ;জীবহিংসন ম ১৯।১৫৯; জীব-হৃদি-জল আ ২।৪৭; জীবে বিষ্ণুবুদ্ধি ম ২৫।৭৭; জীবের আশ্রয় আ ৫।৪৫; জীবের ঈশ্বর আ ২।৪০ ; জীবের গোচর আ ৬।৬ ; জীবের দুঃখ ম ১৫।১৬২ ; জীবের নিদান আ ২।৩৭ ; জীবের নিস্তার আ ৫।৩০; জীবের পাপ ম ১৫।১৬৩ ;জীবের স্বভাব ম ২৪।১৯৭ ; জীবের স্বরূপ আ ৭।১১৬ ;ম ১৯।১৩৯; ২০।১০৮ ; জীবের হৃদয়-কন্দর ৩।৩১ ; জীবে সম্মান অ ২০।২৫ ; জীবন অ ১৩।৮৫ ; ১৪।৪৯ ; ১৬।২১ ; ১৭।৪৪ ; ১৯।৩৭, ৪৩ ;২০।৩৭, ৪১, ৫৮ ;জীবনের জীবন ম ১৩।১৫০ ; জীবন্মুক্ত ম ২৪।১১৬, ১২৪, ১২৫ ; জীবন্মুক্তদশা ম ২২।২৯ ; জীবাতু আ ৪।২৪৮ ; জীবাধম ম ১৮।১১১;অ ৬।১২৮ ; জীবিত অ ১৬।১৩০ ; জীবোত্তম ম ২০।৩০২

জ্ঞাতা ম ২১।২৮ ; জ্ঞাতি-গোষ্ঠী ম ৫।২৬ ; জ্ঞাতি-লোক ম ৫।৪১ ; জ্ঞান-অন্ধ অ ৯।৬৮ ; জ্ঞান-কর্ম্ম-পাশ ম ৬।২৮৫ ; জ্ঞান-

নিস্ফল ম ৮।২৫৮ ; জ্ঞানী ম ৮।২৫৯ ; ৯।৯, ২৭৬ ;১৮।২০৩ ; ১৯।১৪৭, ১৪৮ ;২২।২৯; ২৪।৯১, ১১৩ ; জ্ঞানের কথন আ ১৭।২২৯

জ্যেষ্ঠ-কনিষ্ঠ-আচার আ ৬।৯৬ ; জ্যেষ্ঠ-কনিষ্ঠাভিমান আ ৫।১৫৪ ; জ্যেষ্ঠভাব আ ৬।৯৭ ; জ্যেষ্ঠ-লঘুক্রম আ ১০।৫ ; জ্যোৎস্না-ভর ম ২০।১৩৮ ; জ্যোৎস্নামৃত ম ২১।১৩০ ; জ্যোতিষ ('জ্যোতিষ' অর্থে ব্যবহৃত) আ ১৭। ১০৩ ; জ্যোতির্ম্ময় আ ১৭।১০৫ ;জ্যোতির্ম্ময় দেহগেহ আ ১৩।৮১; জ্যোতির্ম্ময় ধাম আ ৫।৫১;১৩।৮৪;জ্যোতির্ম্ময় মণ্ডল আ ৫।৩২; জ্যোতিশ্চক্র ম ২০।৩৮৪, ৩৮৫ ; জ্বলিত জ্বলন আ ৭।১১৬ ; জ্বালা (অসন্তোষ) আ ৮।২১

ঢক্কাবাদ্য আ ১১।৩২; ঢক্কাবাদ্যকার ম ৬।২৫৬

তটস্থ আ ৪।৪৪; ম ৮।৮৩ ; তড়িদ্ঘন অ ১৮।৮৬ ; তড়িদ্দ্যুতি অ ১৯।৩৯ ; তণ্ডুল ম ৪। ৬৭ ; অ ২।১০৭, ১১০ ;২০।২২, ২৯ ; তণ্ডুল ভক্ষণ আ ১৭।২০ ; তৎপর অ ২।৫৭ ;১০।৪০; ততি আ ৪।৭৭ ; তত্তৎকামাদি ম ২৪।৯১ ; তত্ত্বজ্ঞাতা ম ৬।১৮ ; তত্ত্বতঃ অ ৪।১৮৩ ; তত্ত্ববাদী আচার্য্য ম ৯।২৫৪ ; তত্ত্বরূপ ম ৮। ১১৮ ; তত্ত্বাচার্য্য ম ৯।২৭৩ ; তদীয় (তুলসী-বৈষ্ণব-মথুরা-ভাগবত) ম ২২।১২১

তপ বা তপঃ ম ৯।১১৩, ১২২; ১১।১৯০; ২১।১১৪, ১১৯ ; ২৪।২১০; অ ১৬।১৪৩, ১৪৭, ১৪৯ ; ১৭।৪৭ ; তপস্বিনী অ ৩।১৬ ; তপস্বী আ ১২।৭২;ম ২৪।১৫, ২১০ ; তপস্যা ম ২১।১১৬ ; অ ১৬।১৩৮, ১৪৫, ১৪৯ ; তপোধন ম ২২।১৩৩ ; তপোধর্ম্ম আ ১৩।৬৫; তপোনিষ্ঠ আ ১৭।২৬০ ; তপ্ত ইক্ষু চর্ব্বণ ম ২।৫১ ; তপ্তকাঞ্চন-দ্যুতি আ ৩।৫৮ ; তপ্তহেম-সম-কান্তি আ ৩।৪১

তমঃ আ ১।৯৫ ; ১৩।৪ ; অ ৩।১৮২ ; তমোগুণ ম ২০।৩০৭; তমোধর্ম্ম অ ৪।৫৭, ৬০, তমোনাশ আ ১।৮৯, ৯৫; তমোরজোধর্ম্ম অ ৪।৫৭; অজ্ঞানতম আ ১।৯০; অজ্ঞান-তমোনাশ আ ১।৮৯; কল্মষ-তমোনাশ আ ৩। ৫৯ ; তমাল আ ৪।২৫১ ; তমালদ্যুতি অ ১৯। ৪১; তমোগুণাবেশ ম ২০।৩১১ ; তরঙ্গ ম ২১। ১১৩ ;অ ১৮।২৭, ৩১ ; তরঙ্গবিন্দু অ ১৫।১৯; অর্থের তরঙ্গ ম ২৪।৩০৮; কৃষ্ণবিরহ তরঙ্গ অ ৯।৫ ; তৃষ্ণাতরঙ্গ অ ১৭।৪৭; ধার্ষ্ট্যের তরঙ্গ অ ১।১৮৫ ; প্রেমার তরঙ্গ অ ১৮।২১ ; প্রেমের তরঙ্গ অ ১৩।৩ ; ভাবের তরঙ্গ অ ১৭।৩৯ ; শুদ্ধপ্রেমের তরঙ্গ অ ৩।১৯ ; সমুদ্রে তরঙ্গ অ ১৪।৯৫ ; সমুদ্রের তরঙ্গ ১৮।১১২ ; তরুসম সহিষ্ণুতা আ ১৭।২৭ ; তর্ক অন্ধ ম ৬।২৪৬ ; তর্কনিষ্ঠ অ ১৩।২০৩ ; তর্কনিষ্ঠহৃদয় ম ৬। ১০০ ; তর্কপ্রধান বৌদ্ধশাস্ত্র ম ৯।৪৯ ; তর্কশাস্ত্র আ ৮।১৪ ; ম ৬।১৮৯, ২১৪ ; তর্কের গোচর অ ৩।২০৪ ; ১৯।১০৩ ; তর্জ্জন-গর্জ্জন আ ১৭।১৪১ ; তর্জ্জন-বচন আ ১৭।৫০

তাড়ন অ ৯।১৬ ; ২০।১২০ ; তাড়ন-ভর্ৎসন অ ২০।৫৪;তাড়ন-ভর্ৎসন ব্যবহার ম ১৯।২২৬ ; ভর্ৎসন-তাড়নে আ ১৭।২৭ ; তাণ্ডব নৃত্য ম ১১।২২৫ ; ১৩।১১১, ১১২ ; তাৎপর্য্য অ ২০।৫২ ; তাপ (অঙ্গের জ্বালা) ম ৪।১০৬ ; তাপক্ষয় ম ৪।১৬০ ; তাপত্রয় ম ২০।১০২, ১০৪ ;২২।১৩ ; তামা ম ৮।২৯৪; তাম্বুগৃহ ম ১৬।১১৭ ; তাম্বূল-চর্ব্বণ আ ৫। ১৮৮ ; তাম্বূল-চর্ব্বিত আ ৪।২৫৪ ; তাম্বূল-রাগ ম ৮।১৭১ ; তারকব্রহ্ম অ ৩।২৫৫ ; তারণ আ ১৩।৬৮ ; ১৪।১৬; সংসার-তারণ অ ৫। ১৫০ ; তার্কিক আ ৮।১৪ ; ম ৯।৪২, ১২। ১৮১ ; তার্কিক শিষ্যগণ-সঙ্গে ম ১২।১৮৪ ; তার্কিক শৃগাল-সঙ্গে ম ১২।১৮৩ ; তার্কিকাদি-গণ আ ৭।৩৫ ; তালপত্র ম ১।৬১, ৬৬ ; অ ১।৮০

তিনগণের বিস্তার অ ৪।৭৬ ; তিন তৃষ্ণা আ ৪।২৬৬ ; তিন বস্তু ম ২।৮০ ; তিন বাঞ্ছিত পূরণ আ ৪।১২০ ; তিন ভাব আ ৫।১৩৫ ; তিন ভাবময় আ ১৭।২৯৬ ; তিন ভুবন অ ৬।১০৪ ; তিনরূপ ম ৮।১৫৪ ; তিনলোক আ ৫।২৫ ; তিন সুখ আ ৪।২৬৭, ২৬৮ ; তিন স্বরূপ আ ১০।৫৫ ; ম ২৪।৭৬ ; তিলফুল জিনি' নাসা আ ৩।৪৪

তীর্থ আ ১০।৮৭ ;১৫।১২ ;ম ৫।৮, ১০, ১৮, ৩৬ ; ৭।২৮, ৮।২৯৭ ; ৯।৩-৫, ৭২, ২২০, ৩০০, ৩০৪, ৩১০, ৩৫৬ ; ১০।১১ ; ১৩৪, ১১।১১১; ১৮।৫, ৩৫ ; অ ৮।৯৪ ; ১৬।১৪৩ ;তীর্থগণ ম ১৬।২৮০ ;তীর্থপথ ম ৭।১৭ ;তীর্থপর্য্যটন ম ১।১৭২ ;তীর্থবাক্য ম ৫।৪০; তীর্থবাসী ম ১৮।১৭৫ ; অ ১৫।৩৫; তীর্থবৈরাগ্য ম ৭।৩২ ;তীর্থভ্রমণ ম ১০।১১ ; ২৫।২৪৩ ; তীর্থ-মহিমা অ ২।১৬৯ ; তীর্থ-যাত্রা ম ১।২২৩ ; ৫।৫৯ ; ৯।৩৫৫, ৩৫৮, ৩৬০ ; ২৫।২৪১ ; তীর্থযাত্রাকথা ম ৯।৩২৩; তীর্থস্থান ম ১৭।১৯০; সর্ব্বতীর্থ ম ১।৩২ ; ১১।১৯০;১৭।১৬ ; ১৮।২১২ ; তুচ্ছজ্ঞান ম ২৫।৮৯ ; তুচ্ছফল ম ২২।১৮ ; তুচ্ছসেবা ম ১৩।১৬, ৬০ ; তুলসী আ ৩।১০৫, ৬।৯২, ১৩।৭০ ; ম ৪।৫৯, ৬৩ ;১৫।১০, ২৪।২৫৪, অ ৩।১০৯, ১২১, ১২৭, ২২২, ২২৯, ২৩২, ১৫।৪০; তুলসী-জল আ ৩।১০৪; তুলসীদল আ ৬। ৩৩, তুলসী মঞ্জরী আ ৩।১০৭, ম ৩। ৫৬ ; ১০৩, ১৫।৯, ২২০, ২২৭, ২৫৪ ; অ ৬।২৯৬;১২।১২৬; তুলসীর গন্ধ ম১৭।১৪১, তুলসীর মালা অ ১৩।১২৩ ; তুলস্যাদিগণ অ ১৫।৩৯ ; তুষানল অ ২০।৪১

তৃণতুল্য ম ১৯।১৬৪ ; তৃতীয় চরণ আ ১৬।৭৪ ; তৃণপ্রায় অ ৮।৯২; তৃণাধম অ ২০। ২২ ; তৃতীয় পুরুষ (বিষ্ণু) ম ২০।২৯৪ ; তৃষিত চাতক ম ১০।৪০ ; অ ১৯।৪২ ; তৃষিত চাতকী-গণ অ ১৮।৮৬ ; তৃষ্ণা আ ৪।১৪৯, ৭।২১, ম ৯।১৪৪, ২১।১৩২ ; অ ১৪।৪৪, ১৭।৪১, ৪৬ ; তৃষ্ণাত্যাগ ম ১৯।২১১, ২২, তৃষ্ণানুরূপ ঝারী অ ২০।৮৮, গাঢ়-তৃষ্ণা ম ২২।১৪৬ ; তেজ ম ৮।২৬, ১১।৮২ ; তৈর্থিক সন্ন্যাসী ম ৩।৮১ ; ত্বৎপাদ-দর্শন ম ১৬।১৩২ ; ত্যক্ত-হাণ্ডী অ ১৪।৭৩

ত্রসরেণু আ ৫।৭০ ; ত্রাতা ম ১।২৬৫ ; ২০।১২৩ ; ত্রাসা অ ২।১৪৪, ৭।১৪২,১৪৩, ৮।৭৩ ; ৯।৯৯ ; ত্রিকালিক কর্ম্ম আ ২।৪৪ ; ত্রিগুণ ম ২০।৩০১ ; ত্রিজগৎ আ ৯।২৮;১০। ১৬১, ১৩।৯৭ ; ম ৮।১০৩ ;১২।১৮৬ ; ২১। ১২৫ ;২৫।২৬১ ; অ ২।১২ ; ৯।৭ ;১২।২৮; ১৫।১৯ ; ১৭।৩৪, ২০।১১৬ ; ত্রিজগৎ-জন অ ১৬।১২৭ ; ত্রিবিধত্বে স্থিতি আ ৫।১৬ ; ত্রিবিধ সাধন ম ২৪।৭৬ ; ত্রিবেণী-প্রভাব অ ২।১৬৬ ; ত্রিভঙ্গ ম ২১।১০৫ ;ত্রিভঙ্গঠাম ম ২।৫৬ ;ত্রিভঙ্গসুন্দর ম ১।৮৬ ; ১৮।৬০ ;অ ১৪।১৮;ত্রিভঙ্গিম আ ১৭।২৭৯ ; ত্রিভুবন আ ৩।৩৩ ;৪।২৩৬, ২৩৯, ২৪৩, ২৪৪, ৭।২৮, ৮।৪২, ১০।১০৭ ;১৩।৫, ৩২ ;ম ১।১৯৯, ২।৮৮, ৪।১৩৪; ৫।৭৬, ৬।২৩০, ৮।১৯৯, ২৮০ ; ৯।২৯৮,৩০৭ ; ১৬।১২১ ; ১৮।১২৩, ২১।১০২, ১৩৯, ১৪০;২৪।২০ ;অ ২।১৫, ৩।২১৫ ; ২০।৪১ ; ত্রিযুগ (ভগবন্নাম) ম ৬। ৯৫, ৯৯ ; ত্রেতার ধর্ম্ম ম ২০।৩৩৩ ; ত্র্যধীশ্বর ম ২১।৩৮, ৯০

দক্ষ ম ২২।৭৭;অ ১৫।২১, ৭৫ ; দক্ষিণ-গমন ম ১।১০২, ১১১ ;৭।৩, ৯।৩, ১০।৯, ৭২ ; দক্ষিণদেশ আ ৭।১৬৬ ; ম ৭।১৩, ৫৭,

১০৪, ১০৯ ; ৯।৯, ৪৫ ; ১৭।৫২ ; দক্ষিণদেশ-উদ্ধার ম ৭।১৩ ; দক্ষিণভ্রমণ ম ৭।১১২ ; দক্ষিণযাত্রা ম ৬।২৮২, ৭।৫৩ ; দগ্ধবান্ হেম ম ১৪।১৬৫ ; দণ্ড (সন্ন্যাস দণ্ড) ম ৫।১৪১-১৪৩, ১৪৮-১৫১, ১৫৭, ৭।২০, দণ্ডধন ম ৫।১৫৩, দণ্ডভঙ্গে ম ৫।১৪২;দণ্ডভঙ্গলীলা ম ৫।১৫৮ ; দণ্ড (শাস্তি) আ ১২।৩৫, ৩৭, ৩৮, ৪১;৪২, ৭১;ম ১।২৫৯, ৫।১৫১, ৬।২৬৩,; ২৬৫, ২২।১৩, অ ৩।২৪, ৭।১৩৬, ৯।৬২, দণ্ডকথা আ ১০।৩২, দণ্ডন অ ৬।৪৭, দণ্ডপ্রসাদ আ ১২।৪২; ১৭।৬৫, বাক্যদণ্ড আ ১০।৩১, ম ১।২৫৯ ; দণ্ডবৎ আ ৫।১৮২, ১০।৯৯, ম ১।৬৭, ১৮৫, ২৪২, ৩।১৪০, ৪।৬৬, ১৩৫, ১৪২, ৫।৮৭, ১০৯, ১১১, ১৪৪, ৬।২০৪, ২৪০, ৮।১৯, ৪৮, ৫৩, ৯।৩২০, ১০।৪৮, ১১৮, ১৩১, ১১।৭৯, ১৫০, ১৫২, ১৬২, ১৩।৭৬, ১৪।২২, ১৫।৪৭, ২৫৫, ১৬।১০৩, ১৭৯ ; ১৭।১৫৫ ; ১৮।১৬ ; ১৯।৪৬, ৬২, ৬৬, ২১।৬২, ৭০, ৮০, ৯৪;২৪।২৬৭, ৩৩২; ২৫।১৬৯ ; অ ১।৩১, ৪৮, ৮৩, ৯৫, ১০৯; ২।১৪৬ ; ৩।১৩০, ৪।১৭ ; ৫।৪ ; ৬।৪৬, ১৬৩ ; ১২।৩৭, ৫৭, ৮৮ ; ১৩।৭৩, ১০২; দণ্ডবৎ-নতি ম ২২।১১৯ ; অ ৮।৭; দণ্ডবৎ-প্রণতি ম ৮।৪ ; দণ্ডবন্ধ ম ১৯।৮ ; দণ্ডজন ম ২০।১১৮ ; দত্ত (উপাধি) আ ১১।৪১; ১২।৫৭ ; ১৭।৬৫, ২৭৩ ; ম ৩।২০৯ ; ৬।৬৮, ২৫১;১০।৮১, ১৫১;১১।৮৭;১৫।৯৩, ১৫৯; ১৬।১৯০; অ ৬।১৬১, ১৯০; ১০।৯, ১২১; ১২।১৩ ; দত্ত-অপহার অ ১৯।৪৮

দধিদুগ্ধভার ম ১৫।১৮ ; দধিভার ম ১।১৪৬ ; দধিরূপ ম ২০।৩০৯ ; দম্পতি আ ১৩।৭৯ ; দম্ভ ম ৪।৬ ;অ ১৬।১৩১ ; ২০।১০০ ; দয়া ম ৫।১১৫ ; ২১।১২১ ;অ ৩।৫; ১১।৩৯ ; দয়াবল ম ১।২০২ ; দয়াবান্ ম ৪।১৮৯ ;৫।৭৯ ; দয়াময় আ ১০।৭০ ; ম ১।২০১, ২৭৫ ; ৫।৮৮, ৯০ ; ৭।১৪৪ ; ৯।৬৬; ১২।১৮২ ; ১৭।১০, ৭৫ ; ২০।৬২ ; অ ৪।১৮৮; ৬।৪৯ ; ৯।২, ৩; ১১।২, ৩৫ ; ১২।২ ; দয়ার পাত্র ম ১।২০১ ; দয়ার স্বভাব আ ৫।১৭৯ ; দয়ালু ম ২।৮২ ;৫।৮৬ ;৮।৩৮ ; ১২।৮ ;২৪।৯৮ ; অ ২।১৩৯ ; ১৭।৬৭ ; দয়িত ম ২।৬৭ ; ৪।১৯৭ ; দয়িতা ম ১৩।৯ ; দয়িতাগণ ম ১৩।৮, ১০ ; দরিদ্র ম ২।৪০ ;৫।৬৭ ;অ ২০।৩৭; দরিদ্র-ব্রাহ্মণ ম ৩।৮৬ ; দরিদ্র ব্রাহ্মণঘরে ম ৩।৮২ ; দর্প ম ২১।১০৭ ; দর্শন-আনন্দ ম ১২।২১৯ ; দর্শন-কৃপা ম ৭।১০৭ ; দর্শনপ্রভাব ম ৯।১০, ২৫ ;১৬।১০৫ ; দর্শন-শ্রবণ-প্রভাব ম ১৭।৫১ ; দর্শন-সতৃষ্ণ ম ৭।৯৮ ; দর্শন-স্মরণ ম ১৬।১৭৫ ; দলন ম ১।১০৬ ; দলিতাঞ্জনচিক্কণ অ ১৫।৬৪ ; দশ-অলঙ্কার আ ১৬।৬৯ ; দশদেহ আ ৬।৭৬ ; দশবিধাকার ম ২৫।৩০ ; দশম (ভাঃ ১০ম স্কন্ধ) অ ১৯।১০৮; দশমূর্ত্তি ম ১৪।২৫১ ; দশেন্দ্রিয় অ ১৪।৪৭ ; দস্যুবৃত্তি অ ৩।১৫৮ ; দস্যুব্যবহার ম ১৯।২৪; দাক্ষিণাত্যবিপ্র ম ১৯।৪৪, ২৪২ ; দাড়িম্ব-বীজ-সম দন্ত আ ৫।১৮৮ ; দাতা ম ২।৮২ ;অ ৬।২৭৯ ; দাতাশিরোমণি ম ২।৮১ ; দান আ ১৭।২২১ ; ম ৩।১৭১ ; ৭।১০ ; ১১।১৯০; ২৪।২৪২ ; অ ১৬।৫৬ ;২০।৩১, ৫৯ ; দানকেলি আ ১১।১৭ ; দানঘাটী-পথ ম ১৪।১৭১; দানী (ঘাটের মাঝি) ম ৪।১২, ১৫৩, ১৮৩ ; দান্ত আ ৩।৪৫ ; ১৩।১১৯ ; দাম্ভিক আ ১৭।২৫৮; দারিদ্র্যনাশ ম ২০।১৪২ ; দারী সন্ন্যাসী অ ১২।১১৪ ; দারু-প্রকৃতি অ ২।১১৮ ; দারুব্রহ্ম ম ১৫।১৩৫ ;অ ৫।১৪৮ ; দারুব্রহ্ম-আরাধন ম ১৫।১৩৬ ; দার্ঢ্য আ ১৭।২৩ ;ম ২০।১০৫; দার্শনিক পণ্ডিত ম ৯।৫১

দাস (সেবক) আ ১।৪০, ৪৪ ;৬।৮৩ ;ম ৮।২১ ; ১০।৪৩ ; ১৪।২১৫ ; ১৭।৬৫, ৯২ ; ২১।৭৪;২২।৪১ ; ২৩।৮৮ ;২৪।২৮৩, ২৮৪; অ ৭।২৫ ;দাস-অভিমান আ ৬।৪১, ৫১ ;ম ১।১৮; ২৫।৭৯ ; দাসগণ ম ৪।১৬ ; দাসদাসী ম ১৫।২৮৪ ;দাসভাব অ ৬।৪৪ ;দাসভাবনা আ ৬।৭৫; দাসভাব-সম আ ৬।৪৪ ; দাস-সখা-পিতামাতা-প্রেয়সীগণ আ ৩।১২ ; দাস-সখা-পিত্রাদি-প্রেয়সীগণ ম ২২।১৫৬ ;দাসানুদাস-সঙ্গ ম ২।৮৩ ;দাসের দাস আ ৬।৮৪ ;ম ১৪।১৮ ; পারিষদ-দাস ম ২৪।২৮৩ ; দাস (উপাধি) আ ১২।৫৯-৬১ ; অ ৬।২৪৫, ২৬৮, ৩২৬ ; দাসী আ ৪।২১০ ;ম ৫।১২৭ ; ২১।৪৪ ; অ ২০।৪৮, ৫৬, ৫৯, দাসী-অভিমান আ ৬।৬৫ ;অ ২০।৫৯ ; দাসী-অভিমানী অ ২০।৬০ ; দাসীগণ ম ১৪।১৩২, ১৩৫, ২০৯; দাসী-চরণ ভূষণ ম ১৪।২২১ ; দাসীভাব অ ৫।২০ ; দাসের দাস আ ৬।৮৪ ; ম ১৪।১৮ ; দাস্যের সেবন ম ১৯।২২১, ২২৫ ; দাহ-শক্তি ম ২০।২৬১

দিক্পাল ম ২১।৯৩ ; দিক্-বিদিক্-জ্ঞান ম ৩।১০ ;৮।৯ ; দিগ্দরশন বা দর্শন আ ১২।৭৭ ;ম ১।৯০ ;১৭।২৩২ ;১৮।২২৪ ;১৯।২৩২ ;২০।২৪৮, ২৯৭, ৩০০, ৩৬৫, ৪০২ ; ২২।৭৪ ;২৪।৩২৮, ৩৪০ ;২৫।২৩৩ ; অ ২।১৫ ;১৪।১২২ ;১৭।৬৪ ;১৮।১২ ;২০।৭৬ ; দিগ্বিজয়ী আ ১৬।২৫, ২৭, ২৯, ৩০, ৪০, ৪২, ৮৭, ৯৫, ১০৮ ; দিঙ্মাত্র আ ১০।৪৪ ; ১৫৯, ১৫।৩৩ ;অ ১৫।৯৮ ; দিব্য অ ৬।১১০; দিব্যগীত ম ১৪।২২৪ ; দিব্যগুণগণ ম ২১।১২০ ;দিব্যজ্যোতি আ ১৩।১১৫ ;দিব্যদেহ ম ২৪।১০৬, ১৩০ ; অ ২।১৪৮ ; দিব্যনৃত্য অ ১৯।১০১ ; দিব্য-পুষ্করিণী ম ১।১৫৭ ; দিব্য-বস্ত্র আ ১৭।৫ ; দিব্যবেশ আ ১৭।৫ ; দিব্য-ভূষাম্বর ম ১৪।১৩০; দিব্যমহাপ্রসাদ ম ৯।৩৫১; দিব্যমূর্ত্তি আ ১৩।৮৩ ; দিব্যরূপা নারী অ ১।৪১ ; দিব্যলীলা অ ১।৩৩ ; দিব্যলোক আ ১৪।৭৬, ৮০ ; দিব্যশক্তি অ ১৯।১০৩ ;দিব্য-সদ্গুণ ম ২১।১০ ;দিব্যসদ্গুণ-সাগর অ ১৭।৬০ ; দিব্যসামগ্রী আ ৮।৫২, দিব্যাসন ম ১২।৮৫ ; দিশা ম ২৪।৩২৩ ;অ ১৪।৮৫ ;১৮।৪২

দীক্ষাকালে অ ৪।১৯২ ; দীক্ষার বিশ্রাম অ ৩।২৩৯ ; দীক্ষিত অ ৩।২৩৮ ; দীন ম ৪।২০১ ; ৯।২৫৪ ;১৭।৭৫, ১৯।৫২, ৬৬ ; অ ৪।৬৮ ;৫।৫, ৬২ ;১৭।৬৪ ;দীনদয়ালু-গুণ অ ৪।১৮২ ;দীনবন্ধু ম ১।৬ ;দীনহীন ম ১।২৯ ;অ ১৬।১৫১ ;দীনহীনজন ম ১৪।৪৪ ; দীর্ঘগর্ব্ব অ ৭।৫১ ; দীর্ঘাগল অ ১৫।৭৫

দুই অঙ্গ আ ৫।১৪৬ ;দুই গণ আ ১১।১৫; দুই বন্ধু অ ২০।৬, ৬৯ ; দুই ব্রহ্ম ম ১০।১৬৩, ১৬৪ ; দুইভাব (দাস্য ও সখ্য) আ ১৭।২৯৯; দুই মত আ ১২।৮ ; দুই রূপ অ ৫।১৪৯ ; দুই লোক-নাশ ম ১৭।১২১; দুঃখ ম ৮।২৪৮ ;অ ১৯।১১০ ;২০।১৫, ৫২ ;দুঃখপুর ম ২।১৯ ; দুঃখবিমোচন ম ১।১১৩ ; দুঃখমতি আ ১৭।৬৬ ;দুঃখসঙ্গ ম ৭।১৪১;দুঃখসমুদ্র ম ২।২৬; দুঃখহীন ম ২৪।১৭৬ ;দুঃখাভাব ম ২৪।১৭৪ দুঃখাভাস অ ২।৬৬ ;দুঃখিত অ ৬।২৫৮, ৭।৮৬ ; ১৫।৫৪ ; ১৯।৫ ; দুঃখী অ ৫।১২৬ ; ৬।২৭৬ ; ১৪।২১ ; ২০।৫৩ ; দুঃখী বৈষ্ণব (নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণব) ম ২৫।১৯৯ ; দুঃখের কপাট ম ২।২৭ ; দুঃসঙ্গ ম ২৪।৯৩, ৯৫ ; দুগ্ধদান-ছল ম ৪।১৭২ ; ১৬।২৭১ ; দুগ্ধপান অ ৬।১৮৭ ; দুগ্ধভাণ্ড ম ৪।২৪ ; দুগ্ধান্তর বস্তু ম ২০।৩০৯; দুগ্ধাব্ধি অ ২০।৮৮ ; দুগ্ধাহার ম ৪।২৯; দুরাচার আ ৫।২০৯ ; ১৭।৪৩, ৩০৭ ;অ ৩।৫০ ; ১৯।৪৯ ; দুর্গতি আ ১৭।২৫৯ ;অ ২।১৫৯ ;৫।১২০ ; দুর্গন্ধ অ ৪।১৯৭ ; দুর্গম অ

৫।১০৫ ; ১২।৭১ ; দুর্গম-মহিমা অ ৫।২১ ; দুর্গামণ্ডপ অ ৩।১৪৯, ১৫৯ ; ৬।১৫৫ ; দুর্জ্জন আ ৭।২৬; ১৭।২৬০, ২৬২ ; দুর্দ্দৈব ম ১৩। ১৫১ ; ২১। ১৩৭ ; অ ৪।৪৭ ; ১৫।৭৯ ; ২০। ১৯ ; দুর্দ্দৈব-কারণ আ ১২।৬৭, দুর্দ্দৈবঝঞ্ঝা-পবন অ ১৫। ৬৮ ; দুর্দ্দৈবদোষ অ ১৯।৫২ ; দুর্দ্দৈব বিলাস ম ১৩।১৪৪ ; দুর্ব্বার ইন্দ্রিয় অ ২।১১৮ ; দুর্ব্বিজ্ঞেয় আ ১৭।১০৯ ; দুর্ম্মতি ম ৬।২৪০ ; দুর্ম্মুখ আ ১৭।৩৭ ; দুর্ল্লভ ম ২১। ১১৯, অ ১২।২৯, ১৬।৯৭, ১৩৫, ১৯।৪৭ ; দুষ্কর কর্ম্ম ম ১৬।৬৫ ; দুষ্ট আ ১২।৫০, ৫১, ম ৫।৫৯, ১৭।১৮৩ ; দুষ্টচিত্ত ম ৮।৫১, দুষ্টনদ ম ১৬। ১৯৯, দুষ্টনাশ ম ২০।৩৭০, দুষ্টমন ম ৮।৫২, ২৩৬ ; দুস্ত্যজ্য আর্য্যপথ আ ৪।১৬৮ ; দূরদেশে (প্রদেশ বা স্থান) অ ২।২৫, ১৪।৮

দৃঢ়-অনুরাগ আ ৪।১৭০ ; দৃঢ়-আলিঙ্গন ম ৩।১৫১ ; দৃঢ়-বিশ্বাস আ ১১।২৫ ; দৃঢ়-শ্রদ্ধা ম ২২।৬৫ ; দৃষ্টান্ত ম ৮।২২৩, ২৩১, অ ২০।৯১ ; দেব আ ১৪।৭৩, ৮৬, ১৬।৪৪ ; অ ২।১০ ; দেবঋষি পিতৃদিগের ম ২২।১৩৫, দেবকন্যা অ ৫।১৩ ; দেবগণ আ ২।২৫, ১৩। ১০৫, দেবতা আ ১৪।৪৮, ৬২, ১৬।৪৮, দেবতা-প্রসাদ (কৃপা) আ ১৬।৮৫ ; দেবতা-মন্দির ম ৭।৮৫ ; ৯।৩০৪, দেবতা-সজ্জ আ ১৪।৫৩ ; দেবতেন্দ্রিয়-ভূতের প্রচার ম ২০। ২৭৬, দেব-দরশন বা দর্শন ম ১।৯৬, দেবদাসী অ ৫।৩৮, ১৩।৭৮, ১৩৬, ২০।১২১, দেব-দাসীগণ ম ১৪।১২৯, দেব-দেহ ম ৮।২৫৭, দেবনারীগণ আ ১৩।১০৪ ; দেবপূজা ছল আ ১৪।৬৫ ; দেবমূর্ত্তি ম ১৮।১৯ ; দেবাবিষ্ট আ ১৪।৫৯ ; দেবালয় ম ৪।১৫৭ ; ৭।১৩০ ; ৯। ৯৩ ; অ ৪।২১৫ ; ১০।৫২ ; ১৩।৪৬, ৪৭ ; ১৮।৩৫ ; দেবী (শ্রীরাধিকা) আ ৪।৮৪ ; দেবী (ঐশ্বর্য্যময়ী লক্ষ্মী আদি) ম ৯।১৩৫ ; দেবীগণ (গোপীগণ) অ ১৮।১০২ ; দেবী (প্রাকৃত)আ ১০।১১ ; ১৬।৯৫ ; দেবীধাম ম ২১।৫৩ ; দেবীভাব (রুক্মিণীভাব) আ ১০।১৩ ; দেবের বর আ ১৬।৪৪ ; দেশাধ্যক্ষ অ ৩।১০১ ; দেশী লোক ম ২৫।১৬৬ ; দেহ (অপ্রাকৃত) ম ৩। ১৪৬ ; ৬।১৩ ; ৭।৭৯ ; ৮।১৬২, ১৬৬, ২৮৩ ; ৯।১৩৪, ১৩৭ ; ১০।৩৭, ১১১ ; ১১।৪৯ ; ১৭।১৩২, ১৩৪ ; অ ৫।৪১, ৫১ ; দেহকান্তি ম ১৩।১০৬ ; ১৮।১১৮ ; দেহকান্ত্যে আ ৩। ৫৬ ; দেহদেহী ম ১৭।১৩২ ; দেহদেহীভেদ অ ৫।১২১, ১২২ ; দেহভেদমাত্র আ ১০।১৩৪ ; দেহস্বভাব অ ১৫।৬ ; দেহস্মৃতি ম ১৩।১৪২ ; দেহাভ্যাস অ ১৪।২২ ; দেহেন্দ্রিয় ম ২।৪০ ; দেহেন্দ্রিয় মন ম ২৪।৫৯ ; দেহের মাধুরী ম ২৫।৬৬ ; গোপীদেহ ম ৯।১৩৪ ; নির্ব্বিকার দেহ-মন অ ৫।৪১ ; সিদ্ধদেহ অ ৫।৫১;

দেহ (প্রাকৃত) আ ১৪।২৯ ; দেহআত্মঘর অ ১০।৭৬ ; দেহত্যাগ অ ৪।৪৫, ৫৬, ৫৭ ; ২০।১০৮ ; দেহধর্ম্ম আ ৪।১৬৭ ; দেহপুষ্টি আ ১৪।৩১ ; দেহরোগ আ ১০।৫১ ; দেহ-সম্বন্ধ আ ১৭।১৪৮ ; দেহসুখ অ ৪।১৬৭ ; দেহাদিবন্ধন ম ৬।২৩৩ ; দেহারামী ম ২৪। ২০৮, ২১০, ২১২, ২১৪ ; দেহ (আত্মা) ম ২৪।১১

দৈত্য আ ৮।৯ ; অ ৫।১৩৬ ; ৯।৮ ; দৈত্য-ভয় ম ২১।৭৬ ; দৈন্য আ ১০।৪৯ ; ম ১।১৮৬, ১৮৭, ২০৮, ২৭৫ ; ৩।৯২ ; ৬।২৪০ ; ১১। ১৫৭;১৫।১৫৭ ; ১৬।২৬৩ ; ১৭।১৮১ ; ১৮। ১৩৩ ; ২০।৯৮ ; ২৫।১৪ ; দৈন্যপত্রী ম ১। ২০৯ ; দৈন্যবচন ম ২৫।২৬৫ ; দৈন্য-সম্বরণ ম ৩।১৯৬ ; ১১।১৫৭ ; দৈন্যাধীন ম ১১।১৫৪; ঈশ্বরের দৈন্য আ ১২।৩৫ ; দৈব অ ৬।১৫৯ ; দৈবত ঈশ্বর আ ১২।৩৪ ; দৈবপরতন্ত্র আ ১২।৯ ; দৈবযোগ আ ১৩।২০ ; দৈবসিদ্ধ আ ১৪।৮৮ ; দৈবের কারণ আ ১২।৮ ; দৈবের ঘটন আ ৪।৩১ ; দৈবে (দৈবাৎ) আ ১২।৩২; ম ৬।২৭ ; অ ১০।৪১

দোলযাত্রা ম ৭।৫ ; ১৬।৯ ; অ ১।২১৫, ২১৬ ; অ ৪।১১৪, ২০৭ ; দোষ ম ২৫।১৮৯ ; অ ৮।৭৯, ৯৮ ; ১৭।৩৬ ; ১৯।৪৯, ৫২ ; ২০। ১০০ ; দোষ-আরোপণ অ ৮।৭৯ ; দোষগুণ আ ১৬।৫২ ; দোষগুণ-বিচার আ ১৬।১০২ ; দোষগুণের বিচার আ ১৬।২৬ ; দোষবাদ আ ১৬।৮৫ ; দোষরূপ ছল ম ৭।২৯ ; দোষস্থান ম ১২।১৯১ ; দোষাভাস ম ১৩।১৪৪ ; দোষের প্রকাশ অ ১৬।৪৬, ১০১ ; দোষোদ্গার আ ১৭।২৫০ ; ম ৭।৩২ ; দ্যুতি আ ৩।৩৭

দ্বাদশ আদিত্য ম ১৮।৭২ ; দ্বাদশ কানন ম ১।২৩৯ ; দ্বাদশ তিলক-মন্ত্র ম ২০।২০২ ; দ্বাদশ নাম ম ২০।২০২ ; দ্বাদশ ফলা আ ১৪। ৯৪ ; দ্বাদশ বন ম ৫।১২ ; ২৫।২০০ ; অ ১৩।৪৫ ; দ্বাপরের ধর্ম্ম ম ২০।৩৩৪ ; দ্বার ম ২।৮ ; ৪।৪৯, ৫০, ১২৭, ১৩০, ১৩২ ; দ্বারকাদি বিভূতি ম ২১।৭৮ ; দ্বারকা-বৈকুণ্ঠ-সম্পৎ ম ১৪।২১৯ ; দ্বারকাবৈভব ম ২১।৭৯; দ্বারপাল ম ২১।৫৯ ; দ্বারী ম ২১।৬০-৬২ ; অ ২০।১২৯ ; দ্বিজ আ ১০।১১২ ; ৩।১১৯; ১৪।৯১; ১৭।২৫৩, ৩০২ ; ম ৭।১৩৬ ; ১০। ৯৪ ; দ্বিজন্যাসী ম ১১।১৯১ ; দ্বিজবর আ ১১।৩৬ ; ম ৫।৬৬ ; দ্বিজরাজরাজ ম ২১।১২৬; দ্বিতীয় ম ১২।১৯৪ ; দ্বিতীয় চতুর্ব্যূহ আ ৫। ৪১ ; দ্বিতীয়ত্ব আ ১৬।৫৯ ; দ্বিতীয়দেহ আ ৫।৪ ; দ্বিতীয়ভর্ত্তা জ্ঞান আ ১৬।৬৫ ; দ্বিতীয় শ্রীলক্ষ্মী অ ১৬।৫৯ ; দ্বিতীয় সঙ্গহীন ম ৪। ১৭৯ ; দ্বিতীয় স্বরূপ ম ১০।১১১ ; দ্বিনয়ন ম ২১।১৩৪ ; দ্বিবিধ প্রকাশ আ ২।৯৭; ম ২০। ১৬৭ ; দ্বিবিধাবতার আ ২।৯৮ ; দ্বিবিধ প্রকাশ আ ২।৯৭; ম ২০।১৬৭ ; দ্বিভুজ আ ২।২৯ ; ৫।২৭ ; ১৭।১৫ ; ম ১০।১৭১, ১৭৬ ; দ্বিভুজ-স্বভাব আ ১৭।২৯২ ; দ্বিভুজস্বরূপ ম ২০। ১৭৫ ; দ্বিমূর্ত্তি আ ৬।১৫ ; দ্বিরদ আ ৩।৩১ ; দ্বিসন্ধ্যা ভোজন ম ১৫।২৪১ ; দ্বেষ অ ২০। ৫৬ ; দ্যোতমানা আ ৪।৮৪ ; দ্রব ম ৮।৪৪ ; দ্রবীভূত ম ৮।৪১

ধন ম ২।৮২ ; ৩।২০৩ ; ৫।৫৯, ৬১ ; ৮। ৩১০; ২৪।২৫৫, ৩৪৯ ; অ ২০।২৪, ৩০; ধন-জন আ ১৬।২৩ ; ধনদণ্ড ম ১৪।২১০ ; ধন-ধান্যবান্ আ ১৪।৫৫ ; ধনপ্রাণ ম ২।৭১ ; ধন-বিদ্যাহীন ম ৫।২২ ; ধনভোগ আ ১৩।১১৯; ধনলোভ ম ৫।৬৩ ; ধনসঞ্চয়ী ম ২৪।১৭ ; ধনী আ ১৩।৫৬ ; ম ২।৮১ ; ৪।৯১ ; ৫।৬৭ ; ৮। ২৪৭ ; ১৪।২২০ ; ধনু অ ১৫।৬৬ ; ধনুক ম ২১।১২৯ ; ধনুর্ব্বাণ ম ২৪।২২৯ ; ধন্য আ ৩।৩৪, ৭৬ ; ৭।২, ৯, ৬৬, ১৬৩ ; ৮।৩৯ ; ১১।২ ; ১২।২, ৮৯; ১৭।২৪৯, ৩৩২ ; ম ১। ২২০ ; ৫।১৫৯ ; ১৪।৫৯ ; ১৬।২০১ ; ১৮। ২১৩ ; অ ৩।২৫২ ; ৪।৪৬ ; ৫।২, ১৪০ ; ১০। ৪ ; ১২।১০১ ; ১৭।৫৪ ; ধম্মিল্ল-বিন্যাস ম ৮। ১৭২ ; ধরণী আ ৫।১১০, ১১৭ ; ম ৩।১৬৬

ধর্ম্ম আ ১।৯০, ৯৪ ; ২।৯৮ ; ৩।২১ ; ৬০, ৯৯, ১০৯ ; ৪।৩১ , ৩৩, ৫৩, ১২৯ ; ৫।২৯, ১১৩ ; ৭।৬৯, ৭৪; ৮।৮ ; ৯।৮, ৩২, ১২।৪৯, ৫২; ১৪।৮৯ ; ১৭।১৪৫, ১৫৪ ; ম ৩।১৭৭, ১৭৮ ; ৫।৪২, ৪৭, ৮৮, ৬।১১৭, ১২১ ; ৯। ৩৬২ ; ১১।১১২, ১১৭ ; ১৫।৪৮, ১৮৮ ; ১৬। ১৪০, ১৪৮ ; ১৭।১৩২, ১৮৪ ; ১৯।১৪৬ ; ২০।৬, ২৭, ৯২, ২১৯, ৩৩৯ ; ২২।৫৯ ; ২৫। ১১৯ ; অ ৩।২৩ ; ৪।৮২ ; ৫।৮৪, ৭।১০০, ১০১ ; ৯।১৪৩ ; ১০।১০০ ; ১২।৩০ ; ১৩। ৯৭ ; ১৬। ১২১, ১২৬, ১২৮ ; ১৭।৩৬ ; ১৮। ৯৭ ; ধর্ম্মকর্ম্ম আ ৪।৩৩ ; অ ৩।১৮৩ ; ধর্ম্ম-

কীর্ত্তি আ ১২।৫২ ; ধর্ম্ম-নাম-দেহ-স্বরূপ ম ১৭।১৩২ ; ধর্ম্মনাশ অ ৮।১৪, ৭৩ ;১৯।৯ ; ধর্ম্মপরায়ণ ম ৫।৮৩ ;ধর্ম্মপ্রচারণ ম ১১।৯৮; অ ৪।৮১ ; ধর্ম্মপ্রবর্ত্তন ম ২০।৩৩৯ ; ধর্ম্মভয় আ ১৭।২৫৫ ; ম ৫।৬৩ ; ধর্ম্মমর্ম্ম আ ১৪।৮৭ ; ধর্ম্মমর্য্যাদা-রক্ষণ আ ৬।৪০ ; ধর্ম্মশিক্ষা আ ১৪।৮৩ ;ধর্ম্ম-সংস্থাপন ম ১২।১২৪ ;ধর্ম্ম-সার ম ১৭।১৮৫ ; ধর্ম্ম-সেতু আ ৩।১০৯; ধর্ম্মস্থাপন আ ৪।৩ ; ৫।১১৩ ;ম ১৭।১৮৫ ; ধর্ম্মাচারী ম ১৯।১৪৭ ; ধর্ম্মাধর্ম্ম অ ৭।১০০; ১৫।৭২ ; ধর্ম্মী আ ১৭।২৬০ ; ম ২০।৩৭৬, ৩৭৮ ; ধর্ম্মের প্রকাশ অ ৫।৮৪; ধর্ম্মের প্রচার আ ১।৮৮ ; ধর্ম্মের বিচার আ ১৪।৯০

ধাতুপাত্র মম ৩।৪২ ; ধাম আ ৫।১৪, ১৫।২০০ ; ম ২১।৩, ৫, ৯২, ১০৪ ; ধারণ-পোষণ ম ২৪।২২ ; ধার্ম্মিক অ ১৭।৩৬ ; ধার্ম্মিকাগ্রগণ্য ম ১৬।২১৮ ; ধার্ষ্ট্য ম ১৯।১৯৮; অ ১।১৭৪ ;ধার্ষ্ট্যের তরঙ্গ অ ১।১৮৫ ; ধিক্কার আ ১৬।২৭ ;ম ৬।১৯৯, ২৯৬ ;১৩।১৮২ ;অ ৩।১৯৮ ; ১২।১০৮ ; ধীর ম ৮।১৯০ ;অ ২।১৭০ ;৯।১৫১ ;১৪।৫ ;১৮।৬৩ ; ধূলি ম ২।৯৪ ; অ ১৩।৭৩, ১৪।৪৫ ১৬।৩২, ২০।১০১

ধৃতি ম ২৪।১১, ১৬৯ ১৭৪ ; ধৃতিমন্ত ম ২৪।১৭৯ ; ধৃষ্ট পুরুষ অ ১৬।১২৫ ; ধৃষ্টরায় অ ১৬।১২৩ ; ধেনু ম ১৭।১৯৭ ; ধেনুগণ ম ১৭।১৯৬ ; ধৈর্য্য আ ৪।১৬৭ ; ৭।৭৮-৮০, ৮৯ ; ম ২।২৩, ৫৭, ৭৬ ; ৬।১০ ; ৮।১৭ ; ১৬।১৭১ ; ১৯।৮২ ; ২১।১২১ ; ২৪।১৬৯ ; অ ১৪।৪২ ; ১৬।১২১, ১২৭ ; ধৈর্য্যবন্ত ম ২৪।১৬৮ ; ধ্বজ-বজ্র-শঙ্খ-চক্র-মীন আ ১৪।৭ ; ধ্বজা ম ১৪।১২৯ ; ধ্বজাবৃন্দপতাকাঘণ্টা ম ১৪।১১০ ; ধ্বনি ম ২১।১৪২ ; কঙ্কণধ্বনি অ ১৭।৪৩ ; কণ্ঠের গম্ভীর ধ্বনি অ ১৭।৪১ ; নবঘনধ্বনি অ ১৭।৪১; নূপুর-কিঙ্কণীধ্বনি অ ১৭।৪৩ ; বেণু-কলধ্বনি অ১৭।৪৬ ;বেণুধ্বনি অ ১৭।৩৫ ; ভূষণধ্বনি অ ১৭।২৫ ; ভূষণ-মুরলীর ধ্বনি অ ১৭।২৮

ধ্যান আ ৪।২৭৩ ; ৫।২২১, ২২২ ; ৭।৬৯ ; ৮।৮১ ; ১৬।৯৬ ; ১৭।১০৫, ১১২ ;ম ৪।২৫ ;৬।২৫৮ ;৭।১২৪ ; ১০।১৭৫ ;১৩।১৪০, ১৪১ ;১৫।৫৭, ১৭।২০৪ ;২০।৩৩৩, ৩৪১ ; ২১।৬৬ ; ২২।১২১ ;অ ২।৫৪, ৬১ ; ৩।৩৩ ; ৬।৭৭ ; ৯।১৩৫ ; ১৪।৫০ ; ২০।৫৮ ; ধ্যান-অনুরূপ ম ৯।১৫৬ ; ধ্যানকর্ম্ম ম ২০।৩৩২ ; ধ্যেয় ম ৮।২৫৩

নখ-চিহ্ন আ ১৭।১৮৬ ; নগর আ ১৭।১২৭, ১৩৩, ১৩৯, ১৭৩, ১৯২, ১৯৩ ; ম ৩।১৩৮ ; ৫।১০৮ ; ২৫।৬০ ;নগর মণ্ডন আ ১৭।১৩৩ ; নগরী ম ৯।২৯৫ ;১০।৯১ ; নট ম ৮।১৩১ ; নটবর ম ২১।১০১ ; নতি ম ৯।২৩৫ ; নতিস্তুতি আ ১৭।২৮৭ ; ম ৯।১৭, ১৬৭ ; নদীয়া-উদয়গিরি আ ১৩।৯৭ ; নদীয়া-নিবাসী ম ৬।১৮ ; নদীয়াবাসী ব্রাহ্মণ ম ১৬।২১৯ ; নদীয়াবাসী মোদক অ ১২।৫৪ ; নন্দন আ ২।৩৪ ;১৫।৩০ ;১৭।১০০, ২২৫, ২২৯, ৩১৫ ; নন্দন-আচার্য্য-শাখা আ ১০।৩৯ ; নন্দ-বেশ ম ১৫।১৯ ; নন্দসুত আ ২।৯ ;১৭।২৯৫; নন্দাত্মজ আ ৭।৭

নবঘট ম ৪।৫৫ ; নবঘন-ধ্বনি অ ১৭।৪১; নবঘন স্নিগ্ধবর্ণ অ ১৫।৬৪; নবজলধর ম ২১।১০৯ ; নবদ্বীপবাসী ম ৩।১৫৫, ১৮৮ ; নব-ঘনরূপ আ ৪।১৪১ ; নববস্ত্র ম ৪।৭২, ৮১ ; নববিধা ভক্তি ম ১৫।১০৭ ;অ ৪।৭০ ; নবমূর্ত্তি ম ২০।২৪১ ; নবমুল আ ৯।১৫, ১৬; নবমেঘ আ ৩।৪১ ;অ ১৯।৩৯ ; নবযোগেন্দ্র ম ১৯।১৮৮ ; নবশত ঘট ম ৪।৫৬ ; নবাম্বুদ অ ১৯।৩৯ ; নবাম্বুদ-গর্জ্জিত অ ১৯।৪২ ; নবীন অ ৪।১৬৭ ; নবীন যৌবন আ ১৩।২৭ ; নব্যগৃহ ম ১৬।১৫২ ; নব্যবাস ম ১৬।১১৬ ; নমস্কার আ ১।৩০, ৩৭, ৪৩ ; ৫।১৬৪ ; ৭।১৭০; ৮।১১, ৪০ ;১০।৬ ;১২।৭৫ ;১৫।২১; ১৬।২৭ ;১৭।১১৪, ২৬৪ ;ম ১।২৬, ২৩৩ ; ৩।৩১, ১৪৯, ১৭২ ;৪।৯, ১২২, ১৫৫ ; ৫।৪৯ ; ৬।২০, ২২, ৩১, ৪৮, ২৪৫, ২৫৯ ; ৭।৫৭, ৭৬ ;৮।১৯, ৫৬, ৩১১ ;১০।৪ ;১৫।১২, ৩০ ;১৮।৮৪ ;২১।৮১ ;২৪।২৫৮ ;২৫।১৫৭; অ ১।১৫৭ ;২।২৯ ;৩।৪, ২৭, ১২১, ১২৭, ১৪২, ২০৯, ২৩২ ;৪।১৮, ৮৪ ;৫।২৮ ;৭।৬৩ ; ১১।২২ ; ১২।৩৭ ; ১৫।৫০ ; ১৬।১৫, ৫১ ; ১৯।৬, ১৯ ; ২০।৭৫ ; নয়ন-চকোর অ ১৯।৩৬ ; নরক আ ৫।২২৬ ; ১৭।১৬৫ ;ম ৯।২৬৭ ;১৯।২১৪ ;২০।১১৮ ;২২।১২ ;অ ১০।৯৫ ; নরকভোগ ম ১৫।১৬৩ ; নরদেহ আ ১৭।১৭৯ ; নরবপু ম ২১।১০১ ; নরলীলা ম ২১।১০১

নর্ত্তক আ ১১।৫৩ ; ১৩।১০৫, ১০৮ ;ম ৭।১৮ ; নর্ত্তন ম ১।৫৪, ১৪৩ ;৩।১১৫, ১১৮, ১২২ ;৬।২২৮ ;৭।১৮ ;৯।৮১, ৮৭ ;১৩।৪১, ৭০, ৯২, ২০৫, ২০৬ ;১৪।৯৪, ৯৮ ;১৬।৪৯, ৬১ ; ১৭।২২৩ ; ১৮।১০৫ ; ১৯।৭১, ১০৭, ১২৯ ;২১।১০৫ ;১২৮ ;২৫।২১, ১৫৮, ২৪৫, ২৭১ ;অ ৪।১০৬ ;৫।১৪ ;৬।১০৪, ২৪৪ ; ১০।৪৭, ১০৪, ১০৫ ; ১১।৪৮, ৬৭, ৭০, ১০৩ ; ১২।৬১ ; ১৪।১৯ ; ১৫।৮৮ ; ১৮।৬ ; নর্ত্তন-কীর্ত্তন ম ৩।১৬১ ;১৪।৬৩, ২৪২, ২৪৫; নর্ত্তন-গায়ন আ ৭।৬৮ ; নশ্বর ম ৬।১৭৩, ১৭৪; অ ৫।১১৮ ; নাট আ ১৩।১০৫ ;ম ৮।১২১ ; ২১।১২৮, ১৩০ ; অ ১৮।৩০ ; ১৯।৯৮ ; নাটক অ ১।৩৪-৩৬, ৪২, ৪৩, ৬৯, ৭০, ৯৪, ১২৫, ১৯৩ ; ৫।১৪, ৯১, ৯৩, ৯৪, ৯৯, ১০৮, ১৬১ ;২০।১০৩ ; নাটক-বর্ণন ম ১।৪০ ; নাট-কালঙ্কার-জ্ঞান অ ৫।১০৪ ; নাটশালা ম ১২।১২০ ; নাথ আ ১।১৯ ; ম ২।৭০ ; গৌড়িয়ার নাথ অ ২০।১৪৩ ; নানাবাদ ম ৬।১০৭ ; নানা-ভাব ম ৮।২৭০ ; নানাভাবগণ ম ২।৭৬ ; নানা-ভাব-চন্দ্রোদয় অ ২০।৬৬ ; নানাভাবোদ্গাম অ ৫।৪০ ; নানারঙ্গ ম ২৫।২১৬ ; নানা সুখ-আস্বাদন আ ৫।১৫২ ; নাভিপদ্ম আ ২।৩২ ; ৫।১০২ ;ম ২০।২৮৭

নাম (হরিনাম) আ ৩।৯৯ ; ৪।৫ ; ৫।১৬১ ;৭।৭৪, ৭৭, ১৪৬ ;১০।৪৩, ৭৫, ৯৯ ; ১৩।৩০, ৯২ ; ১৭।২২, ২৬, ৩০, ৩২, ৩৭, ৬৯, ৭২, ৯৬, ২১২, ২৪৯, ৩১৬ ; ম ১।১০৩, ১৯৫ ; ৪।৩৪, ২০৯ ;৬।২০৫, ২৪১, ২৫৮ ; ৭।৯৫, ১৪৭ ; ৮।১৩, ২৫৬ ; ৯।১২, ৩৫ ; ১১।১৮৫, ১৯৪ ;১৭।৫৪, ১১৩, ১৩১, ১৩২; ২৩।২৮ ;২৪।১৮৮ ;২৫।১৯২ ;অ ৩।১২০, ১২৭, ১২৮, ১৩৬, ১৩৭, ১৩৯, ১৭৬, ১৭৭, ১৭৯, ২২৪, ২২৭, ২৪৬, ২৫৪, ২৫৫, ২৬৩, ২৬৪ ; ৪।৭১ ; ৫।১৫৫ ; ৭।৯৮, ১০১, ১০২; ৮।১৭, ১১।৫৬ ; ১৩।৯৩, ২০।১৭, ২০, ১০৭; নাম-উচ্চারণ অ ৫।১৫৫ ;নামকীর্ত্তন ম ২২।১২৫ ; নামগণন ম ৭।৩৭ ; নামগান ম ২৩।২৮ ;নামপ্রচার আ ৩।৪০ ;অ ৪।১০০ ; নাম-প্রবর্ত্তন ম ১।১০৩ ; নামপ্রেম আ ৪।২২০; অ ৩।২২৪, ২৬২ ;নামপ্রেমমালা আ ৪।৪০ ; নামবল আ ১০।৭৫ ;নামবিভেদ ম ২০।১৭২; নামভেদ ম ১।১৮ ;২০।১৯১, ১৯৫, ২২১ ; নামমহিমা ম ২৪।৩৩২ ;অ ১।১০১, ১২২, ৩।১৭৫ ; ৪।১০১ ; ৭।৪৫ ; ১১।২৫ ;৯৯ ; ২০।১০৭ ; নাম-মাহাত্ম্য-প্রকাশ অ ৫।৮৬ ; নামযজ্ঞ আ ৩।৭৭ ;অ ৩।১২৩ ;নামরূপে আ ১৭।২২, নামলীলা আ ১৩।৩৭ ;নামসঙ্কীর্ত্তন আ ১।৯৬ ;৩।১৯ ;১৩।২৭, ৬৬ ;১৬।৮, ১৫, ম ৩।১৩৯ ;৪।২০৯ ;৬।৩৭, ২৪১ ;৭।৯৫ ;

১১।১৮৫, ১৯৪ ; ১৫।৭, ১০৪ ; ১৬।৭০, ১৮।৭৮, ৮০, ৮১ ;২৫।৬২, ১৫৮ ;অ ৩।৯৯, ১।১৪, ১২০, ২২৩, ২২৭, ২৪০, ২৪১ ;৪। ৭১, ১০১ ;৬।২১৮, ২২৩, ২৫৩ ;১১।৪৯ ; ১৭।২০ ; ১৯।৫৭ ; ২০।৮, ১১, ৩৫ ;নাম-সঙ্কীর্ত্তন-প্রেম ম ১৯।১৩০ ;নামসূত্র আ ১৭। ৩২ ;নামাপরাধ ম ২২।১১৩ ; ২৪।৩৩১ ; নামাবিষ্ট মন অ ৩।২৪৪ ;নামাভাস ম ১।১৯৪; ২৫।৩০, ১৯২ ;অ ৩।৫৩, ৫৫, ৬১, ৬৪, ১৮৫, ১৯০, ১৯৬, ১৯৭ ;নামাভাস-মাত্রে অ ৩।১৯২, ১৯৩ ;নামী আ ২।৫০ ;ম ১৭।১৩২; নামের তেজ অ ৩।৫৫ ;নামের প্রচার অ ২০। ১৭ ; নামের মহত্ত্ব অ ৩।২০৪ ;নামের মহিমা অ ৭।৪৭ ; নামের মহিমা-শাস্ত্র ম ৯।২৮ ; নামে স্তুতিবাদ আ ১৭।৭৩ ;নামোদয়ারম্ভ অ ৩।১৮৪ ; নামোপদেশ আ ৩।১৩৭ ; নার আ ২।৩৮ ; নারদ-প্রকৃতি ম ১৪।২১৫ ; নারদ-স্বভাব ম ১৬।২৬৬ ;নারায়ণ-মূর্ত্তি ১৭।২৮৭ ; নারায়ণ-রূপ আ ৫।২৬, ২৭ ;ম ২০।১৯২ ; নারায়ণের নাভিনাল আ ৫।১১০ ; নারীবধ অ ১৯।৫১ ;নারীমন-লক্ষ্য ম ২১।১২৯ ;নারের অয়ন আ ২।৪২, ৪৬

নিগূঢ় অর্থ ম ৬।১৪৮ ; নিগূঢ় চৈতন্যলীলা অ ৭।১৬৫ ; নিগূঢ় প্রেমের মাধুর্য্যমহিমা অ ১৭।৬৭ ; নিগূঢ় ব্রজের রসলীলা ম ৮।২৯৩ ; নিগূঢ়-ভক্তি ম ১।৩৪ ; নিগ্রহ অ ৮।৩০ ; নিজ-কর্ম্ম ম ৯।১২৬ ; নিজকার্য্য আ ৫।১৪৫ ;ম ৮।৩৯, ২৩৪, ২৬১ ; নিজকৃত্য ম ৪।১২৬ ; নিজগণ আ ৫।২৫, ১৯৬ ;ম ৭।৭, ৮৫ ;৯। ৩৩৮ ;৩৫২, ৩৫৫ ;১৩।১৮৭ ;১৪।৪২, ৫২, ৫৪, ১১৩, ২০৯ ;১৮।৪৮, ১৭৯, ২৫।১৬৮; অ ৬।১০৭, ১২৬ ; ১০।১০৩ ; ১৬।১০৪ ; ১৮।৪ ; ১৯।৮৪ ; নিজগুণ ম ২।২৬ ; নিজ গূঢ়কার্য্য ম ৮।২৮০ ; নিজগৃহ ম ১।৬৪ ;নিজ-গৃহবিত্তভৃত্য পঞ্চপুত্র-সনে ম ১০।৫৫ ; নিজ-গ্রাম ম ৭।১০১ ; নিজ-চিচ্ছক্ত্যে ম ২১।৯৬ ; নিজ-ছায়ে ম ১৫।১৯৮ ; নিজজন ম ৫।৪৭ ; অ ৬।৬৩ ; নিজদাস ম ৬।৫৬ ; নিজদুঃখ-বিঘ্নাদি ম ৪।১৮৬ ; নিজদেশ ম ৫।১০৩ ; নিজদেহ ম ২।৪৭ ; নিজদোষ আ ১৪।৪৪ ; নিজধন আ ১৩।১২৩ ;ম ৫।২৯ ;অ ১৬।১৪২; নিজধর্ম্ম আ ৭।৪২ ;ম ৮।২৫০ ; নিজধাম আ ৫।৯৯, ১১১ ;ম ২।২৬ ; নিজ-নিজ-ভাব আ ১৭।৩০০ ; নিজ-পাদপদ্ম আ ৫।৮১২ ; নিজ-পান অ ১৬।১২৫ ; নিজপ্রিয়দান ম ২২।১২১; নিজ-প্রেমানন্দে আ ৪।২০১ ; নিজবাঞ্ছা আ ৪।৫০, ২২১ ; নিজবাঞ্ছিত পূরণ আ ১।২১ ; নিজবাস আ ৫।৯৮ ; নিজবাসা ম ৬।২১৫ ; নিজভক্ত আ ৭।৩৯ ; অ ২।১৬৯ ; নিজভক্তবশ আ ৭।১৪৫ ; নিজভক্তি অ ২।১৪ ; নিজভাব আ ৪।৪৩ ; ১৭।৩০০ ;ম ২।৫০ ; নিজভৃত্য আ ১০।৩৭ ; নিজমত ম ৮।৩০১ ;৯।১০ ; নিজরস ম ৮।২৭৯ ; নিজরূপ আ ৫।২৩ ; ম ৬।২০২ ; ৮।২৭৮, নিজরূপদর্শন আ ১৭। ২৩১; নিজলজ্জা-শ্যামপট্টসাটী পরিধান ম ৮। ১৬৮ ; নিজলাভ অ ৫।৮২ ; নিজলীলা ম ৮।২০৭ ; নিজলোক আ ৫।২২১ ; নিজশক্তি আ ১।৪১ ; নিজ-সম্বন্ধ ম ১৯।২০১ ; নিজ-সম্ভোগ আ ৪।১৬৬ ; নিজসুখ আ ৪।১৮৮, ম ৩।১৮৫, ২০৪ ;৮।২০৮, ২১০ ;নিজসুখবাঞ্ছা আ ৪।১৯৯ ; নিজসৃষ্টিশক্তি আ ৬।১৯ ; নিজ-স্থান ম ৬।২৩৬ ; নিজাংশকলা ম ২০।৩০৭ ; নিজাঙ্কুরে পুলকিত অ ১৬।১৪৮ ; নিজাঙ্গ ম ৮।১৭৮, নিজাঙ্গ-স্বেদজল আ ৫।৯৬ ; নিজা-ধরামৃত-দান অ ১৬।১৩৩ ; নিজানুসন্ধান ম ১৩।৬৫ ; নিজাভীষ্ট ম ২২।১৫৪ ; নিজামৃত ম ২১।১৩০ ; নিজালয় আ ১৩।৯৮ ; নিজাস্পদ ম ১০।১৭১ ; নিজেন্দ্রিয়-সুখবাঞ্ছা ম ৮।২১৮; নিজেন্দ্রিয়-সুখহেতু ম ৮।২১৭ ; নিজৈশ্বর্য্য-মাধুরী ম ২১।১৪৫

নিত্যকৃত্য অ ১৩।৪৯ ; ১৪।২২ ; নিত্য-দাস ম ২২।২৪ ;অ ২০।৩৩ ;নিত্যধাম ম ২০। ১৫৫ ;২১২ ;নিত্যনূতন অ ১৯।১১১ ; নিত্য-পূর্ণকাম ম ২১।৯৭ ; নিত্যবদ্ধ ম ২২।১২; নিত্যবহির্ম্মুখ ম ২২।১২ ; নিত্য-বিরাজমান ম ২১।৯৬ ; নিত্যবিহার আ ৩।৫ ; ৭।১৮ ; ম ২০।৩৯৫ ;নিত্যমুক্ত ম ২২।১০, ১১ ;নিত্য-লীলা ম ১।৪৪ ; ২০।৩৮৩ ; ২১।১০৩ ; নিত্যলীলারস ম ৮।৫৪ ;নিত্যসংসার ম ২২। ১০, ১২ ;নিত্যসিদ্ধ ম ৬।১২ ;২২।১০৫ ;অ ৫।৫০ ; নিত্যসিদ্ধ-পারিষদ্ ম ২৪।২৮৩ ; নিত্যস্থিতি ম ২০।৩৮২ ;২১।৪৩, ৯১ ;২৩। ১১০ ; নিত্যানন্দ-আবেশ অ ১৭।১৬ ; নিত্যা-নন্দগণ আ ১১।২১, ৫৭, ৬০ ; নিত্যানন্দ-গুণ আ ৫।২৩৩ ; নিত্যানন্দ-তত্ত্ব আ ৫।৩, ১২ ; নিত্যানন্দতত্ত্ব-সীমা আ ৫।১২৬ ; নিত্যানন্দ-দয়া আ ৫।২১৬, ২৩০ ; নিত্যানন্দ-নর্ত্তন অ ২।৩৪ ; নিত্যানন্দ-প্রভুপ্রাণ আ ১১।৪৭ ; নিত্যানন্দ-ভৃত্য আ ১১।৪৪ ; নিত্যানন্দ-লীলা আ ৮।৪৮ ; নিত্যানন্দ-শাখা আ ১১।২৩ ;১৭। ৩২৪ ; নিত্যানন্দস্বরূপ আ ৫।১৪৯, ১৯৩ ; ১৭।১২ ; নিত্যানন্দৈকশরণ আ ১১।২৯

(জীবের) নিদান আ ২।৩৭ ; (বেদের) নিদান আ ৭।১২৮ ; (রসের) নিদান আ ৪। ১২১ ;(কৃষ্ণ-রসের) নিধান অ ৭।২৩ ; নিন্দক আ ৭।২৯, ৩৬ ; ১৭।২৬০ ; ম ১।৩০, ১৫৪; ১৫।২৪৫, ২৬৩ ; নিন্দুক-স্বভাব অ ৮।৭০ ; নিন্দন আ ৭।২৯, ৩৬ ; ১৭।২৬০; ম ১।৩০, ১৫৪ ; ১৫।২৪৫, ২৬৩ ; নিন্দুক-স্বভাব অ ৮। ৭০ ; নিন্দন আ ৭।৫০ ;১৪৮ ;ম ১।১৯৫ ;৩। ১৭৮ ;১২।২৪ ;১৫।২৪৭ ;১৭।১৮৩ ; অ ৫। ১৩৯, ১৪৬ ;৮।৭২ ;প্রভুর নিন্দন আ ১৭।২৫৪; নিন্দা আ ৯।৫৩ ;১৭।২৬৪ ;ম ৩।১৮১ ;৬। ১১২, ১১৫, ২৬৪ ; ১৫।২৫১, ২৫৬, ২৫৭, ২৬১ ;২২।১১৫ ;২৫।১২, ৭৩, ৮০ ;অ ৫। ১৪৭ ;৮।৯, ১২, ১৫, ৪৩, ৭৭ ;৯।১৪৯ ; নিন্দা-অপরাধ আ ১৭।২৬১ ;নিন্দাতে নির্ব্বন্ধ অ ৮।২৫ ;নিন্দা-স্তুতিহাস্যে শিক্ষা ম ৬।১১২; কৃষ্ণের নিন্দা অ ৭।১২৪ ;প্রভুর নিন্দা আ ১৭। ২৫৭, ২৫৮ ;ম ২৫।৭ ;বিষ্ণু-বৈষ্ণবনিন্দা ম ২২।১১৬ ; নিন্দ্য-কর্ম্ম ম ৮।৩৭ ; বৈষ্ণবের নিন্দ্যকর্ম্ম অ ১৩। ১৩৩ ; নিন্দ্যকলেবর অ ১১।২৭ ; নিদ্রালব ম ২।৭ ; নিবর্ত্তন ম ৩।১৭৪; নিবৃত্ত ম ১৬।২৭৫ ; ১৭।২৩ ; নিবৃন্তপুষ্প-শয্যা ম ১।১৫৬ ; নিবেদন আ ৩।১০০ ;৭।৪৯, ৫৩ , ১০২ ;১৪।৪১ ;১৭।১২৪, ১৭৬, ১৯২, ২৬৯, ম ৩।৫৯, ১৮০, ১৯৭ ;৫।৫৭ ;৭।৩৫, ৩৯, ৬১, ৮।২৬২ ; ৯।৮৪ ; ১০।২৬, ৩২, ১৩।১৮৮ ;১৪।৪০ ;১৫।১০২, ১৪৮, ১৬০, ১৮৬, ১৯৩ ;১৬।৬৯ ;১৭।৯, ১০ ;১৮।১৪৬; ১৯।২৩৭ ; ২০।৭৬ ; ২১।৬৪, ২৩।১১৩ ; ২৫।১২, ২৬৫ ;অ ২।১২২, ১২৮, ১৩০ ;৩। ৭৩, ১৩০, ২১৬ ;৫।৪, ২৮, ৯৯ ; ৬।১০৬, ১২৭, ১৩২, ২২৮ ; ৭।৭৬ ; ৯।৩৬, ১১৩ ; ১০।৮৫, ১১০, ১১৭ ;১১।২২, ২৬, ৩৫, ৬১; ১২।৮৭, ১০৫ ;১৩।২৭ ;১৯।১৫, ১৯ ;২০। ৯৫ ; নিভৃত আ ১৭।১৭৬ ;ম ৮।২৪৩ ;৯। ১৭৭ ;১০।১০১ ;১১।১৭৬ ;১৩।২৩ ;১৫। ৩৭ ;১৭।৩, ১৬৪ ;১৮।১৩৯ ;অ ৩।২০;৫। ১৪, ২৫, ৫৯ ;১০।১২৯ ;১৬।১০৪ ;নিভৃত-নিকুঞ্জ আ ১৭।২৮৩

নিমন্ত্রণ আ ৭।৪৬, ৫৪-৫৬ ; ১৭।২৬৯; ম ৩।৮৩, ৯৭, ১০১ ;৬।১১০, ১১৪ ;৭।৫১, ১২১ ; ৮।৮, ৪৮, ৪৯ ;৯।১৮, ৮২, ৯১, ১৭৭, ১৮০, ২৮৩, ৩৫০ ;১২।৭০ ;১৪।৬৬,

৬৯, ৯২ ; ১৫ ।১২-১৪, ১৮৭, ১৯৯, ১৬ ।৫৫, ৫৬, ৫৮, ১০০, ২৮৬ ; ১৭ ।৫৮, ৬০, ৮৯, ৯৯, ১০২, ১০৩, ১৮ ।১২৯-১৩৩, ১৪১, ১৪৮ ; ১৯ ।৫৯, ১১০, ২৪৬, ২৪৭, ২০ ।৬৮, ৭৯ ; ২৫ ।১১, ১৪, ১৫, ২২৮ ; অ ২ ।৮৬ ; ৬ ।২৬৯-২৭৭, ২৭৯ ; ৭ ।৫৬, ১৩২, ১৩৩, ১৩৫, ১৬৪, ১৬৬ ; ৮ ।৮, ৩৮, ৫৫, ৮৫-৮৮, ৯৬ ; ১০ ।১৩৪, ১৪০, ১৪১, ১৪৪, ১৪৮, ১৫০, ১৫২, ১৫৫, ১৫৬, ১৫৮ ; ১১ ।৮৫ ; ১২ ।৬২ ; ১৩ ।১০৬ ; নিমেষে নিন্দন ম ২১ । ১২২ ; নিম্বনিশিন্দারস ম ৪ ।১৬৩

নিরন্তর আ ১০ ।৯৭, ১৪৩ ; ১৩ ।১০ ; ম ২ ।৩ ; ৯ ।১৯, ২২, ১০৮ ; অ ৩ ।২৮ ; ১৩৬ ; ৪ ।৩২ ; ৬ ।২৯২ ; ৮ ।২৭ ; ১১ ।৮৪ ; ১২ ।৪ ; ১৫ ।৬৬ ; ১৬ ।১২৪ ; ১৯ ।৩৬, ৭৩, ৮৯,

নিরপরাধ অ ৪ ।৭১ ; নিরপেক্ষ ম ৩ ।২১২; অ ৩ ।২৩ ; নিরবধি অ ৪ ।৩১ ; নিরভিমান অ ২০ ।২৫ ; নিরভিমানী আ ১৭ ।২৬ ; নিরানন্দ অ ২ ।৪৯ ; নিরীক্ষক ম ২২ ।১৭ ; নিরীহ ম ২২ ।৭৬ ; নির্জ্জন অ ৩ ।৯৯, ১৬৭, ২১৪ ; ১৮ ।৫৭ ; নির্জ্জনবাসী অ ৯ ।৬৪ ; নির্জ্জনবৃন্দাবন ম ১ ।৭৯ ; ১৬ ।২৭০; নির্জ্জনস্থান ম ৬ ।৬৫; নির্ঘৃণ আ ৫ ।২০৭ ; নির্ণয় অ ৮ ।৩৭ ; ১৫ ।৪৩; নির্দম্ভ আ ১১ ।১০ ; নির্দ্দোষ ম ২২ ।৭৫ ; নির্দ্ধার অ ৭ ।৮৩ ; ১৫ ।৫০ ; নির্দ্ধারণ ম ২৪ । ২১৬, ২৯৭, ২৫ ।১১৩ ; অ ১৭ ।৫৪ ; নির্ধন ম ২৪ ।১৭, ২২১ ; নির্ব্বচন আ ২ ।৬৬ ; অ ৭ । ১০৩ ; নির্ব্বন্ধ ম ৯ ।২৭৫ ; অ ৮ ।২৫ ; ১০ । ১৫৬ ; ২০ ।৬২ ; নির্ব্বাহণ অ ৪ ।২১৬ ; পূজা-নির্ব্বাহণ অ ১৯ ।২৭ ; ভিক্ষানির্ব্বাহণ অ ৩ । ১০০, ১৬৭, ২১৫ ; ১৬ ।১০২ ; নির্ব্বিকার অ ৩ ।২৩৭ ; ৫ ।১৮, ৪০ ; নির্ব্বিকার মন অ ৫ ।৪১; নির্ব্বিঘ্ন অ ৬ ।১৩৩, ১৪৩ ; নির্ব্বিষয় অ ৯ । ১৩৮; নির্ব্বুদ্ধি অ ৬ ।৩২ ; নির্ব্বেদ অ ৪ ।৬ ; ৯ ।১৪৯ ; নির্ব্বেদবচন অ ১০ ।১১৩; নির্ব্বেদন অ ৬ ।৩১৩ ; নির্ভয় অ ৯ ।৫৬

নির্ম্মল অ ৫ ।১৩৩ ; ৬ ।২৭৫ ; ৭ ।১৭ ; ১৮ ।৯০ ; নির্ম্মল উজ্জ্বলরস ১৪ ।১৬০ ; নির্ম্মল-ভজন ম ২৪ ।১০৭, ১১০ ; নির্ম্মলভাস্কর আ ৪ ।১৭১ ; নির্ম্মলস্বাদ ম ২৩ ।৪০; নির্ম্মল হৃদয় আ ১৭ ।২৬৬ ; অ ২০ ।৪৩ ; নির্য্যাণ অ ৮ ।৩ ; ১১ ।৫৭ ; ২০ ।১১৯ ; নির্য্যাপণ ম ১৪ ।৫৭ ; নির্য্যাস আ ৪ ।১৫, ৩২, ১১৪, ১১৯ ; নির্লজ্জ আ ৮ ।৭২ ; অ ১৬ ।১৩৬ ; নির্লোম আ ১০ । ১৫১ ; নিশ্চয় আ ৮ ।৩৭ ; নিশ্চয়করণ আ ১৭ । ২৪ ; নিশ্বাস ম ২৪ ।৩০৯ ; নিষিদ্ধ পাপাচার ম ২২ ।১৩৮ ; নিষিদ্ধাচার ম ১৯ ।১৫৯ ; নিসেচন ম ১৩ ।১৬ ; নিষেধ আ ১৭ ।১৫৬ ; ম ২৪ ।১৬; অ ৩ ।৬ ; ১৩ ।১১২ ; ১৬ ।৪৬ ; নিষেধন অ ৭ । ৯৩ ; নিষ্কপট ম ৬ ।২৩২ ; নিষ্কাম ম ১৯ ।১৪৯; নিষ্কিঞ্চন ভক্ত অ ৬ ।২১৭ ; নিষ্ক্রামণ অ ১১ । ৯৬ ; নিষ্ঠা আ ৩ ।৪৫ ; ম ১৫ ।৬৮, ১৫৫ ; ১৬ । ২৩৯ ; ২২ ।১৩০ ; ২৩ ।১১ ; নিষ্ঠাপরায়ণ আ ৩ ।৪৫ ; নিষ্ঠাপ্রেম ম ১৫ ।৬৮ ; নিষ্ঠুর ম ১২ ।২২; অ ১৯ ।৪৭, ৫০ ; নিস্তার আ ৫ ।২০৯, ২২৬ ; ৬ ।৩৪ ; ৭ ।১৬৭ ; ৮ ।১১, ৩২ ; ১৩ ।৬৮, ৬৯ ; ১৪ ।১৭, ৩৭ ; ১৭ ।২৫, ১৬৫, ২৬৭, ৩০৭ ; ম ১ ।৩৩ ; ৬ ।১৬৯ ; ৭ ।৩ ; ১৪৮ ; ৯ ।২১৫ ; ১১ । ৪৬ ; ১৫ ।১৬৭ ; ১৬ ।১৮৯ ; ১৭ ।৫২, ৫৪, ১৬৩ ; ১৮ ।১১০ ; ২৪ ।২৫০ ; ২৫ ।১৬, ১৫৯, ২৪১ ; অ ২ ।৩ ; ৩ ।৫১, ৬৭, ৮৫, ১৩১, ২২১, ২৫৩; ৪ ।১৩৯ ; ১০ ।১১৫ ; নিস্তারের হেতু অ ২ ।৩

নীচ আ ১৬ ।২৬ ; ম ৫ ।৩৯, ৬৭ ; ১১ । ৪৫ ; ২৪ ।১৭, ১৯৭, ৩২২ ; অ ৫ ।৮৪ ; ১৬ । ২৮ ; নীচকায় ম ১ ।১৮৯ ; নীচজাতি ম ১ ।১৮৯; ২০ ।৯৯ ; ২৩ ।১১৪; ২৪ ।৩২০; অ ১৬ ।১৮, ২৩, ২৯; নীচদেহ অ ১১ ।৩৬ ; নীচ-বাড়বাড় আ ১৭ ।২১১; নীচসঙ্গী ম ১ ।১৮৯, ২০ ।৯৯ ; নীচসেবা ম ১ ।১৯৩ ; নীচসেবী ম ২৩ ।১১৪ ; নীচাচার ম ২০ ।৩৪৯; নীচের কূর্পর ম ১ ।১৯৩; নীবী ম ২১ ।১৪৩ ; অ ১৬ ।১২৮ ; ১৯ ।৯৬ ; নীবীবন্ধ অ ১৭ ।৪৬ ; নীলমণি দর্পণ-কান্তি ম ১২ ।২১২ ; নীলাচলবাসী ম ৬ ।২৮১ ; ১৩ । ১৭৫, ১৯৮ ; নীলাদ্রি ম ৩ ।২০৮, ২১৭ ; ১০ । ৮৮ ; অ ১ ।২১৫ ; নীলাদ্রি-গমন ম ১ ।৪৬, ৯৫; ৩ ।২১৭ ; ৪ ।৩ ; নীলাব্জ অ ১৮ ।৯৪ ; নীলোৎপল ম ২ ।৩৩ ; অ ১৫ ।২২ ; ১৯ ।৯২

নূতন যৌবন অ ৩ ।১৯০ ; নূপুরের ধ্বনি আ ১৪ ।৭৯ ; ম ৫ ।৯৯, ২১ ।১২৮ ; নৃত্য-অবসান আ ১৭ ।২৪৩ ; নৃত্যের মাধুরী অ ৬ । ১০৫ ; নৃলোক ম ২ ।৪৩ ; নৃসিংহ-আবেশ আ ১৭ ।৯২, ৯৩ ; নৃসিংহনাম অ ১৮ ।৫৮; নৃসিংহ-মন্দির ম ১২ ।২৩৬ ; নৃসিংহসেবক ম ৮ ।৭ ; নৃসিংহ-স্তবন অ ১ ।১০৩ ; নৃসিংহ-স্মরণ অ ১৮ ।৫৭ ; নৃসিংহের নাম আ ১৭ ।৯১ ; নৃসিংহের মন্ত্র আ ১২ ।২৩ ; ম ১২ ।১৪৬

নেত্রকর্ণযুগ্ম অ ১৮ ।৯৯ ; নেত্র-চাতক অ ১৫ ।৬৫ ; নেত্রজল অ ৬ ।২৯২ ; নেত্র-নাভি-বদন-কর-যুগচরণ অ ১৯ ।৯৪; নেত্রবাণ ম ২১ ।১২৯ ; নেত্রমন অ ১৫ ।৬০; নেত্রযুগল ম ৮ ।১৭৩ ; নেত্ররোধ অ ১৩ ।১২৭ ; নেত্রলীলা-কমল ম ২১ ।১২৯ ; নেত্রানন্দ ম ২ ।৭৫ ; নেত্রান্তবাণ ম ২১ ।১০৫ ; নেত্রজলধার ম ১৪ ।১২ ; নেত্রোৎসব ম ১২ ।২০৪ ; ন্যগ্রোধ-পরিমণ্ডলতনু আ ৩ ।৪৩ ; ন্যায় ম ৫ ।৪২, ৪৫, ৬৪ ; ন্যাসীচূড়াবণি অ ১৪ ।৮১ ; ন্যাসীশিরোমণি ম ৯ ।২৮০ ; অ ১১ ।১০২

পংক্তি ম ১২ ।১৮৯, ১৯২ ; পঞ্চ অঙ্গ ম ২২ ।১২৬ ; পঞ্চ-অলঙ্কার আ ১৬ ।৫৪, ৬৮, ৭২, ৮৪ ; পঞ্চক্ষীর ম ৪ ।২০৭ ; পঞ্চগুণ ম ১৯ ।২৩১ ; অ ১৫ ।৮, ৯ ; পঞ্চগ্রাম ম ৩ ।৭৬ ; পঞ্চজন (পঞ্চতত্ত্ব) আ ৭ ।২৮ ; পঞ্চজন (পঞ্চ-জ্ঞানেন্দ্রিয়) অ ১৫ ।১৫ ; পঞ্চদিক অ ১৫ ।৯ ; পঞ্চপাণ্ডব আ ১০ ।১৩২; পঞ্চবিধ ভক্ত ম ১৯ ।১৮৮ ; পঞ্চবিধ মুক্তিত্যাগ ম ৯ ।২৬৭ ; পঞ্চবৃত্তি ম ৬ ।২৭৫ ; পঞ্চমুখ অ ১ ।১০৫ ; ৩ । ১৭৪ ; ১১ ।৫১ ; পঞ্চরূপ আ ৫ ।৮ ; পঞ্চরোগ-পীড়া-ব্যাকুল অ ২০ ।৯৪ ; পঞ্চসাধন ম ২৪ । ১৮৭; পঞ্চাশৎকোটি যোজন ম ২১ ।৮৪ ; পঞ্চেন্দ্রিয় অ ১৪ ।৪৯ ; ১৫ ।৮, ১৬ ; পঞ্চেন্দ্রিয়-আকর্ষণ অ ১৫ ।৮ ; ২০ ।১২৭ ; পট্টনায়ক (উপাধি) ম ১ ।২৬৫ ; ১০ ।৬১ ; অ ৯ ।১৭, ৪৬, ৮৬; ১১ ।৮০ ; ২০ ।১১৬ ; পট্টবস্ত্র আ ৫ ।১৮৫ ; ম ১৩ ।২১ ; অ ১৮ ।৮৩ ; পট্টবাস ম ৮ ।১৭২ ; পণ্ডিত আ ১ ।৪০, ৪১ ; ১০ ।১০৭ ; ১১ ।২৬, ২৮, ৩০-৩৩, ৪৪ ; ১২ ।৬২-৬৫, ৭২, ১৩ ।৫৫, ৫৬, ৬১ ; ১৪ ।৫৫ ; ১৫ ।৫ ; ১৬ ।৬, ১২, ১৯ ; ১৭ ।৬, ৫৭, ১৬৯, ৩০১ ; ম ১ ।১০৯, ২৫৯ ; ৩ ।২০৯ ; ৫ ।৬৭ ; ৬ ।৮৫ ; ৮ । ২৭ ; ১০ ।৮২-৮৪ ; ১১ ।৮৪, ৮৫, ৮৯, ১০১, ১০৩ ; ২৪ ।১৮১ ; ২৫ ।২৫, ১৫৯, ২২৮ ; অ ৩ ।১১, ১৫, ৪৩ ; ৪ ।১৩৬, ১৪১, ১৫৬ ; ৫ । ৮৪, ১৪২ ; ৬ ।৬৪ ; ৭১, ১০৬, ১১৮, ১২৭, ১৪৮, ১৪৯, ১৫৩, ৭ ।৪৬, ৬৯, ৮৬, ৮৯-৯১, ৯৩, ১২৫, ১৪০, ১৪৩, ১৪৪, ১৪৮, ১৪৯, ১৫৭, ১৫৮, ১৬০, ১৬৪, ১৬৫ ; ৮ ।৮, ৮৮ ; ১০ ।১৩, ১১৯, ১২২, ১৫৩ ; ১১ ।৪৮ ; ১২ ।১২, ১১০, ১১১, ১১৬, ১১৮, ১২১, ১২৩, ১২৮, ১৩৪-১৩৭, ১৪০, ১৪২, ১৪৪-১৪৬ ; ১৩ ।১৩, ২৭, ৪৬, ৪৮, ৪৯, ৫২, ৫৪, ৫৮, ৬৬, ৬৮, ৭৩, ৯৬ ; ১৯ ।৪, ৬৭, ১০৮; ২০ ।১০৬, ১১৭ ; পণ্ডিতমানী অ ৫ ।১৪২ পণ্ডিতের গণ (পণ্ডিত-সমাজ) ম ২৫ ।১৮৮ ;

পণ্ডিতের (গদাধর পণ্ডিতের) গণ অ ১২।৮৮, ৮৯

পতঙ্গী ম ২।২৬ ; পতাকা ম ১৪।১২৯ ; পতি অ ৭।৯৯ ; পতি আগে ম ২১।১৪৩ ; পতিকোল ম ২১।১৪২ ; পতিত ম ১।১৯১, ১৯৬ ; পতিত-অধম ২০।৯৯ ; পতিতপাবন আ ৫।৫৪ ;ম ১।১৮৮, ১৯১, ১৯৯ ;৮।৩৮ ; ২০।৬৩ ; পতিতপাবন নাম আ ১০।১২০; পতিতপাবন-হেতু ম ১।১৯১ ; পতিতপামর অ ১৬।২০ ; পতিত্যাগে দোষ অ ১৭।৩৬ ; পতিব্রতা ম ৯।১১১, ২৯৭ ;২১।১০৬, ১১৬, ১৪২ ;অ ৭।১০০, ১০৩ ;২০।৫৭; পতিব্রতা উপাখ্যান ম ৯।২০১ ;পতিব্রতাধর্ম্ম ম ৮।১৮৪; ৯।১১৬, ১১৮ ;অ ৭।১০২.;পতিব্রতা শিরোমণি ম ৯।১১১, ২০২ ;২০।৫৭ ; ২১।১০৬ ; পতিব্রতা সতী আ ১৩।৬০ ; পতির আজ্ঞা অ ৭।১০৩ ; পতির নাম অ ৭।১০০ ; পত্নী আ ১৩।৭২, ১০৯ ; পত্র (সাক্ষ্যপত্র) ম ৫।৮১, ৮২ ; পত্র-ফল-ফুল-লোভ ম ১৪।২০৭ ; পত্রাশন অ ১৪।৪৮ ; পত্রিকা আ ১২।২৯ ; পত্রী আ ১২।৩০, ৩১ ; ম ১।২০৯ ;৬।২৫২ ;১২।৫, ১১ ;২০।৩, ৪; অ ৬।১৮০, ১৮২, ২৪৭ ; দৈন্যপত্রী ম ১।২০৯ ;প্রসাদপত্রী ম ৬।২৫১; পথের সাজন ম ১৬।২১৪ ; পদ (গীতের) ম ৩।১১৫, ১২৬ ; পদ (শ্লোকের) ম ৬।১৯৪ ; পদ (শ্রীচরণ) ম ৬।২৭২; মুক্তিপদ ম ৬।২৭১, ২৭২ ;পদকমল ম ১৩।১৪১ ;পদচংক্রমণ আ ১৪।২৩ ;পদচিহ্ন আ ১৪।৮ ;পদছায়া আ ৫। ২৩০ ;পদজল অ ১৬।৪৩ ;পদতলে বাস আ ১০।৯১ ;পদধূলি আ ৬।৬৪ ;ম ৬।৩৮;২৫। ২৬৫ ;অ ৬।১৫৪ ;৭।৪৫ ;২০।৩৪ ;পদনখচন্দ্রগণ ম ২১।১২৮ ;পদপাশ আ ১৭।৩০৯ ; পদপ্রক্ষালন ম ৭।১২২ ;পদপ্রাধান্য ম ৬।১৯৫; পদবী (উপাধি) আ ১৩।৫৯ ;ম ৬।৫১ ; পদরেণু আ ৫।২৩০ ;অ ১১।৫৪ ;২০।১৫২ ; পদারবিন্দ আ ১।৪২

পদ্ম অ ১৮।৯৬, ৯৭, পদ্মনাভ ম ১।১১৫; পদ্মনাল ম ২০।২৮৮ ; পদ্মপত্র ম ২।২৪ ; পদ্মবন ম ২৫।২৬৬ ;পদ্মমণ্ডল অ ১৮।৯৫ ; পদ্মলোচন (কৃষ্ণ) ম ২।৫৩ ; অ ১৭।৬০ ; পদ্মামুখপদ্মভৃঙ্গ (নৃসিংহ) ম ৮।৫ ; পদ্মাসন (ব্রহ্মা) আ ৫।২২১ ;পদ্মিনী-লতা অ ১৮।৯১; পদ্মোৎপল অ ১৮।৯৭ ; পবিত্র ম ৩।৯৬ ; ১৮।২০৫ ;অ ৩।৯৬ ;৪।১২৯, ৫।৩০, ৩১; ৭।৯ ;১৬।২১ ;পবিত্রস্থান ম ৬।৮

পর-উপকার আ ৯।৪১ ; পরংব্রহ্ম-পরমাত্মাজ্ঞানপ্রবীণ ম ১৯।২১৭ ; পরতন্ত্র আ ১২। ৯ ;ম ১০।১৫, ১৩৭ ;১২।২৯, ৪৯ ;১৭।৮ ; অ ৭।১৪৭ ; পরপর-ভূতে ম ১৯।২৩২ ; পরবশ অ ১৬।১৪৬ ; পরবিধি ম ১৮।১৯৭ ; অ ৮।৭৭; পরব্যোম-অধিকারী ম ২১।১১৫ ; পরব্যোম-ধাম ম ২০।২১১ ; ২১।৩ ; পরব্যোম-নারায়ণ আ ২।৫৭, ৫৮ ; পরম-আনন্দ আ ৯। ৪৭ ;১২।৪১ ; ম ১।১৩০ ;২।৭৭ ; ৯।৩২৯; ১০।৮১ ;১৪।২৪৫, ২৫২, ১৬।২৭ ;অ ১০। ৩ ; পরম-আবেশে আ ১৭।৩৫ ;ম ১৪।৯৯ ; পরম-ঈশ্বর আ ১৭।১০৬ ;ম ৬।৭৯ ;৮।১৩৩; ২১।৩৪ ;পরম-ঈশ্বর কৃষ্ণ আ ২।১০৬ ; পরম উজ্জ্বল অ ১৯।৮২ ; পরম উন্মাদী আ ১১।৩৪; পরম উল্লাস আ ৭।২৭ ; ৮।৬১ ; ১৭।১০২, ১৩৬ ; ম ১।৪৭ ; পরম করুণ আ ৪।১৬ ; পরম কারণ আ ৫।৫৪ ;ম ২৫।৫৪ ; পরম কিঙ্কর আ ১১।৩৬ ; পরম কুলীন ম ৫।৬৭ ; পরম কৌতুকী আ ৪।১৩৬ ; পরম গম্ভীর অ ৯।১৫১ ; পরম দুর্ল্লভ অ ১৬।১৩৫ ; পরম দেবতা আ ৪।৮৯ ; পরম নিগূঢ় ম ৮।৩০৯ ; পরম পণ্ডিত আ ২।৭৭ ; পরম পবিত্র আ ১৭। ২১৭ ;ম ১৫।৬৯ ; পরম পুরুষোত্তম ম ১৪। ২২০ ; পরম প্রবীণ ম ১৬।২৬২ ; পরম প্রমাদ অ ৫।১২১ ; পরম প্রেয়সী আ ৬।৪৫ ; পরম ফল ম ১৯।১৬৪ ; পরম বান্ধব ম ৩।১৮৯ ; পরম বিদ্বান্ ম ১২।৩৫ ; পরম বিরক্ত ম ৪। ১৭৯ ; পরম বিরোধ আ ১৭।৩০৪ ; পরম বিশ্বাস আ ৮।৬১ ; পরম বিষাদ ম ১।৫২ ; পরম বৈষ্ণব ম ১৯।৩৬ ;অ ২।১৬, ৮৪ ; ১৩।৯২ ; পরম ভক্ত্যে (ভক্তিতে) ম ৫।৪৯ ; পরম মঙ্গল আ ৫।২২৮ ; পরম মধুর ম ১৫। ১৩৭ ; পরম মহত্ত্ব আ ২।৮ ;৬।৪৯ ;৭।১০৮; ম ১৮।২১২ ;২২।১২৪ ; পরম মহান্তী অ ৩। ১৪১ ; পরম মোহন ম ৪।১৩ ;৯।২৪৬ ;১৩। ৩ ; পরম সমর্থ ম ২৪।১৪৩, ১৫৭, ২১৬ ; পরম সাধন ম ৯।২৫৮ ; পরম সার ম ৮।১৬০; প্রেমের পরম সার ম ৮।১৬০ ; পরম সুখ ম ২৫।২৬৮ ; পরম সুবাস অ ১০।৩০ ; পরমানন্দ আ ৮।২ ;ম ১।২৪২ ;১০।১৪০ ;১২। ১৮০ ;অ ৯।৫৮ ; পরমা বৈষ্ণবী অ ২।১০৪ ; পরমেশ ম ২০।৩১১ ; পরমেশ্বর ম ২০।৩৫৬; পরম্পরায় ম ১৭।৪৯ ; পরলোক আ ১৫।২৩; ১৬।২১, ১৭।২২৮ ; ম ৭।১১১ ; অ ৪।১৩১

পরাজয় আ ১৬।৬, ৯৫ ; ১৭।১৮৩ ;অ ১৮।৮৫ ; পরা ঠাকুরাণী আ ৪।৯৫ ; পরাত্মনিষ্ঠা ম ৩।৮ ; পরাপেক্ষা অ ৬।২২৪ ; পরাভব আ ১৭।১৬৮ ; পরামৃত অ ১৬।১৫১ ;১৭।৪৪ ; পরায়ণ অ ৬।২২৭

পরিকর আ ৭।৮, ৯ ;১০।৯, ১২, ৬১ ; পরিচয় অ ৫।৯২ ;৬।২৫০ ; পরিচর্য্যা ম ২২। ১১৮ ; পরিচ্ছেদ অ ১৩।১৩৭ ; ১৯।১০১ ; পরিজ্ঞান অ ৪।১৮৪ ; পরিণয় অ ১৬।২৫, ১।৪২ ; পরিণাম ম ২১।১৪০ ;২৩।৪৩ ;অ ৩।১৪৬ ; পরিতোষ অ ১০।৮ ; পরিত্রাণ আ ১৭।৬৪ ;ম ২।৭০ ; পরিধান ম ৩।২৯, ৩৭ ; অ ১৮।৮৩, ১০১ ; পরিপাটী ম ১।১৩৭, ২২৪; ৬।২৮৩ ;১৩।১৪১ ;১৬।২৬৬ ;২৪।২০ ; অ ২।৬৯ ;১০।৩৭ ;১৬।১৩২, ১৩৩ ;১৭।৩৭ ; ১৮।১০৭ ; পরিপূর্ণ কৃষ্ণপ্রাপ্তি ম ৮।৮৮ ; পরিপূর্ণ ভগবান্ আ ১৭।১০৮ ; পরিবার (পরিকর-বৈশিষ্ট্য) আ ৭।১১৩ ; পরিবেশক ম ১২। ২০০ ; পরিবেশন ম ৩।৬৭ ;৬।৪৩ ;১১।১৯৯, ২০৫, ২০৭ ;১২।১৬৪, ১৬৯ ; ১৪।৩৯ ;অ ৬।৭০, ১০৯ ;৭।৬৪ ;৮।১১ ;১১।৮৩, ৮৪ ; পরিমল ম ২।৩৩ ;অ ১৯।৮৯, ৯২ ; পরিশ্রম ম ৩।১৩৩ ;৪।১৮৮ ; অ ১০।৯০ ;১২।১০৯; ১৯।৪৬ ; পরিহাস আ ১০।৬৭, ৭৬ ; ১৭। ১৯৮, ২০১ ;ম ৭।৬৬ ;৯।১১০, ১১৯, ১৪০, ১৫২ ;১৪।২১৫ ;১৭।২১৬ ;১৯।১৯৯ ; অ ৬।৭৯, ১৯৬ ; ৯।৯৯ ; ১২।১১৩ ; ১৭।২৬, ৩৭ ; পরীক্ষণ ম ১।২৬০ ; ২৪।৩২৫ ; অ ২০।৪২, ১০৯, ১১৮; পরীক্ষা ম ৪।১৮৯ ; অ ৩।২৪৮ ;৪।৩৩, ১১৫, ২০৪ ; পরোক্ষ-আজ্ঞা ম ১১।১১৩ ; পর্ণশালা অ ৩।১৬৭ ; পর্ব্বত ম ৪।৫৩, ৬৭, ৭৩ ; অ ৭।১২৫ ; পল্লব-পুষ্পপাতা ম ৮। ২০৯ ; পল্লবাদ্য ম ৮।২১০ ; পশ্চিম (দিক্) ম ২০।১৩৩ ; পশ্চিমের লোক আ ১০।৮৯

পাক অ ১৩।৪৯ ;৬।১১২, ১১৬ ;১২। ১৩১, ১৩২ ;পাককর্ত্তা অ ১২।১৩৪ ;পাকপাত্র ম ১৫।৬১ ;অ ৩।৩৭ ; পাকভাণ্ডার ম ৪।১০১ ;পাকযাত্রা ম ১৮।২১ ;পাকশালা ম ১২।১২০ ; পাগল আ ৭।৮০, ৮১ ;১৭।২৩২; ম ৩।৯৭ ;৫।৬০ ;১৭।১১৯ ; অ ১৯।৮৯ ; পাঠ ম ৬।২৭৩ ; পাণিরোধ ম ১৪।১৯৮ ; পাণ্ডাপাল ম ৯।৩৪৭ ; পাণ্ডিত্য ম ৭।৬৫ ; ৯।৪৬ ;১০।১১০,অ ১।২০১ ;৪।১১২ ;৫। ১৩৩ ;৭।১২০ ; পাণ্ডিত্য-প্রতিভা ম ৬।১৯২; পাণ্ডিত্য-প্রেম ম ১।১০৯ ; পাণ্ডিত্যাদ্যে ম ৬।

৮৭ ; পাণ্ডুবিজয় ম ১৩।৫ ; ১৪।৬১, ২৪৬, ২৪৭ ; পাণ্ডুবিজয়ের তুলী ম ১৪।২৪৭ ; পাতক-কারণ অ ৪।৬০ ; পাত্র (উৎকলে পদস্থ রাজকর্ম্মচারীর উপাধি) ম ৮।২৭, ১৫।২০ ; অ ৯।৪৫ ; পাত্রগণ ম ১৩।৬, ৯০ ;পাত্রমিত্র ম ১৪।৪৮, ৬০ ;পাত্রমিত্রগণ ম ১৩।১৯৮ ;পাত্র-মিত্রসঙ্গে ম ১১।১৪ ; পাত্র (অধিকারী) অ ২। ১০৫ ;৫।৪৩ ; পাত্র (প্রসাদ-পাত্র) ম ৪।১৩৯; পাত্রপ্রক্ষালন ম ৪।১৩৯ ; পাত্র বা অপাত্র (যোগ্যাযোগ্য) আ ৯।২৯ ; পাত্র-সন্নিধান অ ১।১৩৪ ; পাত্রাপাত্র-বিচার আ ৭।২৩

পাদ (শ্লোকের চরণ) আ ১৬।৬৭; পাদ-জল অ ১৬।৪৩ ; পাদপদ্ম আ ৪।২৭৩ ; ৭। ১৭০ ;৮।৮১ ;ম ৪।১৪ ;৭।১২৪ ; অ ৪।৪০, ৪২, ৬।১৩৬ ; ১৯।৬ ; পাদপীঠ ম ২১।৭০, ৭২ ; পাদপ্রক্ষালন আ ৭।৫৯ ;ম ৩।৪০ ;৭। ১২২ ; ৯।৮৩ ;১৫।২২৩ ;১৯।৮৫ ;২০।৭৩ অ ১২। ১২৪ ;১৬।৪২ ; পাদপ্রসারণ অ ১৯। ৬৮; পাদপ্রহার অ ১২।২৫; পাদরজঃ অ ১৬। ২২ ; পাদসন্ধ্যে ম ১৫।২৪ ; পাদ-সম্বাহন আ ৫।১৩৬ ;১০।১৫৫ ;ম ৩।১০৫ ;৯।৩৫৩ ; ১৪।৭ ;১৭।৯০ ;১৯।৯০ ; অ ১০।৮২, ৮৪, ৮৮, ৯০ ; ১২।১৪৬ ; ১৩।৯৫ ; ১৮।১০৮ ; ১৯।৭১ ; পাদাঙ্গুষ্ঠ অ ১২।৫০ ; পাদাব্জ ম ২৫।৮৪ ; পাদুকা আ ৫।১২৩ ; পাদোদক অ ১১।৬৫ ; পাদোপাধান আ ১০।৩৩ ; পাদ্য ম ১৫।৮

পাপ আ ৩।৯৬ ;৫।২০৬ ;৬।৮৩ ;১০। ৪২ ;১৭।৫৮, ৫৯, ২১১ ; ম ৫।৯০ ;১৬।১৮৯; ২০।৩০ ;২২।১৩৮ ;২৪।২৪৪, ২৪৮ ;২৫। ৩৫ ;অ ১৯।৪৮ ;২০।১৩ ; কোটিজন্মের পাপ ম ১৮।২০৫ ;জীবের পাপ ম ১৫।১৬৩; বৈষ্ণবের পাপ ম ১৫।১৬৯ ;সর্ব্বজীবের পাপ ম ১৫।১৬২ ;পাপক্ষয় আ ৩।৬৩ ;১৭।২১৭, ২৬৩ ; ম ১৫।১০৭ ;অ ৩।১৭৬ ;পাপতমঃ আ ১৩।৯৭ ;পাপদোষ ম ২৫।১৯২ ;পাপনাশ অ ৩।১৭৯ ; পাপ-প্রায়শ্চিত্ত ম ১৫।২৬১ ; পাপফল ম ১৫।১৬৮ ;অ ১৯।৫২ ; পাপ-বিমোচন আ ১৭।৫৮, ৫৯ ; পাপভয় আ ১৭। ১৫৭ ; পাপরাশি ম ১।১৯৪ ; পাপ-সংসার-নাশন অ ২০।১৩ ;পাপাচার ম ১।১৯৪;২২। ১৩৮ ; পাপাশয় অ ৪।১৫২ পাপের ভোগ ম ১৫।১৬৭ ; পাপিষ্ঠ আ ৫।২০৫, ২১০ ; অ ৮।৫৪ ; পাপিষ্ঠ অধম ম ৩।৬৩ ;পাপিষ্ঠজীবন ম ৩।১৯৫ ; পাপী আ ১৭।৫১, ৫৬ ;ম ১। ১৯৬ ;১০।১২৪ ;১১।৪৫ ;১২।২২১ ;১৫। ৩৪ ; অ ৮।২০ ; ৯।৯১

পাবন ম ১৮।১২৪ ;অ ১১।১০ ; পাবনী ১৬।১৪৬ ; পামর ম ২।৬৮;৭।১৪৫ ;৮।৩৯, ৫১; ৯।১৫৮ ; ১১।১৫৬, ১৮৮ ; ১৮।৮৫ ; ২০১ ; ১৯।৬৭ ; ২৪।২৪৯ ;অ ৪।৭৫ ;৬। ১২৮ ;১১।২৭ ;১৬।২০ ; পারক অ ৩।২৫৫; পারাবার ম ২১।১১৩ ;অ ২০।৭২ ; পারিষদ্ আ ৩।৭৪ ;৫।১৪৩, ১৪৫;ম ২৪।২৮৩ ;অ ১২।৩৫ ; পারিষদ্গণ আ ১।৬৪ ; ৫।১৯১ ; ৬।৩১, ৪৬ ;ম ১৯।১২৪;২১।৪৮ ;অ ৭।১২৮; পারিষদচয় আ ১০।৪ ; পারিষদ-দেহ অ ৪। ১৯৭ ;পারিষদ-ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ ম ২১।৫ ;পারি-ষদ-সৈন্য আ ৩।৭৪ ; পার্ষদ-দেহ ম ২৪।৮১ ; পার্ষদ-প্রধান অ ১৩।৫৬

পালক ম ১৫।২৯১ ; অ ৬।২৭, ২৮ ; পালক-জ্ঞান ম ১৯।২২৫ ; পালন আ ২।৪২ ; ম ৬।৬০ ; ১৯।২২৫ ; ২০।৩৭০ ; অ ১২।১৫; পালনকর্ত্তা ম ২০।২৯৫ ; পাল্য অ ৬।২৭, ২৮ ; পাল্য-জ্ঞান ম ১৯।২২৭ ; পাশক অ ১৬।৭

পাষণ্ড আ ৩।৭২ ;৫।১৭৭ ;১২।৭১ ; ম ১৭।৫৩ ;২৫।৪১, ৭৭ ; অ ৩।৪৬ ;পাষণ্ড-দলন ম ৩।১৪৮ ;পাষণ্ডদলনবানা আ ৩।৭৫ ; পাষণ্ডিগণ ম ১।১০৬ ; ৯।৪৬ ; পাষণ্ড-প্রধান অ ৩।১০১ ; পাষণ্ডী আ ৩।৭৫, ৭৮ ;৭।২৯, ৩৬ ; ১৭।৩৫, ৩৭, ৫৩, ৯২, ২০৩, ২১০, ২৬৭ ;ম ১।১৫৪ ;৬।১৬৭ ;৯।৯, ৪৬ ;১৮। ১১৫ ; পাষণ্ডী-যবন আ ৮।৩৮ ; পাষণ্ডী হিন্দু আ ১৭।২০৩ ; পাষাণের রেখা অ ৬।৩০৯

পিক ম ১৭।১৯৯ ;পিকস্বর অ ১৩।১২৮; 'পিঙ্গলা'র বচনস্মৃতি অ ১৭।৫৪ ; পিঞ্ছ ম ২১।১০৯ ; পিতানারায়ণ আ ২।৩৪ ; পিতা-মাতা আ ২।৩২, ৩৩ ;পিতা-মাতা-গুরু-সখা-ভাব আ ৬।৮০ ; পিতৃকুল আ ১৫।১৪ ; পিতৃধন ম ২০।১২৮ ; পিতৃমাতৃ সেবন আ ১৫।২০ ; পিতৃশূন্য অ ৩।৩ ; পিধান ম ২৪।৯৮ ; পিশাচী ম ২২।১৩, ১৫

পীঠ ম ১৫।২৩৫ ;২১।৯৪ ;পীঠের স্তুতি ম ২১।৯৫ ; পীড়া অ ১৮।১১৫ ; ২০।৫০ ; পীড়া-ব্যাকুল অ ২০।৯৪ ; পীতবর্ণ আ ৩।৩৭, ৪০, ৫৬ ;ম ২০।৩৩০, ৩৩৮, ৩৬২ ;অ ৩। ২৩১ ; পীতবস্ত্র আ ১৭।১৫ ; পীতবাস আ ৬। ৩১ ; পীতাম্বর ম ১৮।১১৮ ; ২১।১০৯ ;অ ১৪।১৮ ; ১৫।৬৬ ; ১৯।৩৯ ; পীতাম্বরধর অ ১৭।৫৯ ; ১৯।৩৯

পুণ্য আ ৩।৯৬ ;৫।২০৬ ;৯।৪৪ ;১৭। ১১১, ২৪৯ ; ম ৫।৮৫ ; ২০।৮, ২৮, ৩১; ২১।১৩২ ;অ ১৬।১৩১ ; পুণ্যখ্যাতি আ ৯। ৪০ ; পুণ্যপুঞ্জফল ম ২১।১৩২ ; পুণ্যফল ম ৭।৪৭ ; পুণ্যবান্ আ ১৭।২১৮ পুতনাবধাদি-লীলা ম ২০।৩৭৯ ; পুত্র অ ৭।৩১, পুত্রজ্ঞান ম ৯।১২৯ ; পুত্র-ভৃত্যরূপে অ ৬।২০২

পুরদ্বার ম ১২।১৩৫ ; পুরন্দর (উপাধি) আ ১৩।৫৯ ; পুরলীলা অ ১।১২৪ ; পুরস্কার আ ১৭।১১৪ ; পুরাণ-বাক্য ম ৬।১৪৮ ; পুরাতনদাস ম ১।২০৭

পুরী (উপাধি) অ ৮।৫ ;৬, ১০, ১৬, ১৮, ২৬, ২৯, ৩৬, ৩৮, ৪০, ৬০, ৬৯, ৭০, ৯২, ৯৪ ; ১১।৮৭ ; পুরী (দ্বারকা) ম ২০।২৪১ ; পুরীষের কীট আ ৫।২০৫ ; পুরুষ-শরীর আ ৫।৬৯ ; পুরুষাদি-অবতার আ ২।৪০ ; পুরু-ষাদিগণ ম ২৪।৫৩ ; পুরুষাধম অ ৫।১৪৩ ; পুরুষাধর অ ১৬।১২৫ ; পুরুষের লোমকূপ আ ৫।৭০ ; পুরুষোত্তম (বিষ্ণু) ম ১।১১৫ ; অ ৫।১৪৪ ; পুরুষোত্তম-গ্রাম (পুরীধাম) ম ১৪।২৩২ ; পুরুষোত্তমবাসী ম ১০।২৪, ৩৮

পুলকিত ম ৮।৪২ ; ১৬।১৭৯ ; পুলিন ভোজন ম ১১।২৩৩ ; ১২।১৬৫ ;অ ৬।৭৫, ৮৭, ৮৯, ১৩৯ ; পুলিন-ভোজনরঙ্গ ৬।৭৫ ; পুলিন্দ ম ১৯।১৪৫ ; পুষ্কর অ ১৮।৮৪ ; পুষ্ট কলেবর ম ১৮।৬০ ; পুষ্টি আ ৪।১৯৮ ; পুষ্প ম ৪।৫৯ ; ১৯।৮৭ ; ২৪।৩৩২ ;অ ১৫।৪৯, পুষ্প-কিসলয় ম ১৪।২০৪ ; পুষ্পগন্ধ অ ১৯। ৮১ ; পুষ্পচূড়া ম ৪।১৪ ; পুষ্পফল ম ১৪।২২২; পুষ্প-বকুলের শ্রেণী ম ১।১৫৭ ; পুষ্পবাড়ী ম ১৪।২০৭ ; পুষ্পমালা ম ৩।১০৪;৪।৬৩ ; অ ৬।৯৬ ; পুষ্পাঞ্জলি ম ১১।২৩৮, অ ৬।২১৪, ২৫৫ ; পুষ্পারণ্য ম ১৩।১২৮ ; পুষ্পারাম ম ১৪।১০৫ ; পুষ্পোদ্যান ম ১১।১৯৩, ১৪।২৩৯ ; অ ২০।১৩৭ ; পুস্তক ম ১১।১৪১, ১৪২

পূজক (গোবিন্দপূজক) আ ৮।৬৯ ; পূজা (ভক্তিবাধক) ম ১৯।১৫৯ ; পূজা আ ১৩। ১১৭ ; ১৪।৪৯, ৬৮ ; ম ১৭।৮৮ ; পূজাকাল অ ৬।৩০০ ; পূজা-নির্ব্বাহণ অ ১৯।২৭ ; পূজা-পাত্র ম ১৫।১০ ; পূজারী আ ৮।৭৪ ; পূজ্য ম ৬।৫৪, ৫৬, ১৫।২৩৪;২৪।২২২ ;২৫।৮০ ; পূজ্য-গর্ব্বিত অ ৯।১০৩

পূর্ণ (কৃষ্ণের স্বরূপ) আ ৪।৬১, ১৩৮ ;

পূর্ণ ইন্দু অ ৯।৩৬ ; পূর্ণ ফল অ ১৫।৬৭ ; পূর্ণ-কৃপা অ ১৬।৯৯ ; পূর্ণচন্দ্র অ ৮।৬৪ ;ম ২১। ১২৭ ;অ ১৯।৮২ ; পূর্ণচন্দ্রগণ আ ১৩।৫ ; পূর্ণচন্দ্র-গৌরহরি আ ১৩।৯৭ ; পূর্ণচন্দ্র চন্দ্রিকা অ ১৯।৮২ ; পূর্ণনাম আ ৬।২৫ ; ম ২০।৪০০; পূর্ণষড়ৈশ্বর্য্য-চৈতন্য অ ৫।১১৯ ; পূর্ণানন্দ-লীলারস ম ১৭।১৩৭ ; পূর্ণৈশ্বর্য্য প্রভুজ্ঞান ম ১৯।২১৮ ; পূর্ত্তি ম ২০।১৯৪ ; পূর্ব্বজন্ম আ ১৭।১০৪, ১০৮ ; পূর্ব্বদিক ম ২০।১৩৫ ; পূর্ব্বপ্রার্থিত অ ৭।১৬৭ ; পূর্ব্ববৎ অ ৬।২৪২; ৭।৩, ৬৮ ;৮।৮১, ১০।১০৪, ১০৫ ; ১২। ৪২, ৪৩, ৬১ ;১৩।১১৯ ;১৫।৫৮ ;১৬।৪ ; ১৭।২১ ; ১৮।৮ ; পূর্ব্ববিধি অ ৮।৭৭ ; পূর্ব্ব-সঙ্গী আ ১০।১২৭ ; পূর্ব্বাপরবিধি ম ১৮। ১৯৭ ; পূর্ব্বাশ্রম ম ৬।৫০ ;৯।৩০১

পৃথিবী (ভূমণ্ডল) ম ৪।১১৮ ; ৬।৮৫ ; অ ১।২০০ ; ৫।৭৪ ; পৃথিবী (পঞ্চ মহাভূতের অন্যতম) ম ৮।৮৭ ; পৃথিবী (মৃত্তিকা) ম ২। ৫৫ ; পৃথ্বী (মৃত্তিকা) আ ২।৩৭ ; পৃষ্ঠ অ ১০। ৯০ ;কটিপৃষ্ঠ অ ১০।৯০ ; পোষণ-ধারণ আ ৩।৩৩ ; পোষ্টা ম ২৫।১৮৪ ; অ ৫।৬১

পৌগণ্ড আ ২।৯৮ ;৪।১১২, ১১৩ ;১৩। ১৮, ২৬ ; ১৫।৩ ; ম ১৯।১০৩, ২০।২৪৭, ৩৭৫, ৩৮২, ৩৯২ ; পৌগণ্ডবয়স আ ১৩।২৬, ২৮, ১৫।৩ ; পৌগণ্ডলীলা আ ১৫।৪, ৩১, ৩২ ;১৭।৩২৬ ;পৌগণ্ড-লীলার সূত্র আ ১৫।৩

প্রকট আ ৩।৯৪ ;৪।২৭২ ;৫।৯৯ ;১৩। ৮ ; ১৭।১২৬ ;ম ৪।৮৯, ১৭৩ ;৮।২৬৯ ; ১৪।৯০, ১২৬, ১৩৯ ;১৫।১৩৪ ;১৭।১১০ ; ১৮।৯১ ;২০।৩৭৭, ৩৭৯, ৩৮১, ৩৯৫ ২১। ১০৩ ;২৫।১০০, ২০৮ ; অ ৫।২৪ ;৬।১৫৮; ৯।১৩১, ১৫।৮৬ ;১৮।৯৯;২০।৫০ ;প্রকটন ম ১৪।৮৯, ২০।৩৮০, অ ৫।২৩, ৮৩ ; ৮। ৯১ ; প্রকটপ্রভাব আ ৩।৮৪ ;প্রকটপ্রমাণ আ ৩।৮৩ ; প্রকটবিহার আ ৩।৬ ;প্রকটলীলা ম ২০।৩৭৬ ; প্রকটীকরণ অ ২।১৬৮ ; প্রকাণ্ড-দেহ ম ৮।১৮ ; প্রকাশ (আবির্ভাব বা প্রকট আ ১।৮৭, ১০১, ৩।১০ ; ৫।১৯, ২৬, ১৭৫, ২১৩, ৬।৯ ;৮।২৬ ;১৭।১১ ;ম ২০।২১৮, ২১৯, ২৫৭ ; ২১।২৩ ; প্রকাশ (উৎপত্তি) আ ৫।৯৮ ; প্রকাশ (প্রচার) ম ১। ৪৫, ২৫১ ; প্রকাশ (ব্যক্তি) আ ৪।৪, ৫৪ ;৫।৩৭ ; ৮। ৫৪, ৬০, ৮২ ;১০।৪৭ ;১৬।৪৬, ৯২, ১০৯ ; ম ১।২৭৮ ;২।১৪ ;৭।১০৯ ;৮।২৯০ ;২৪। ৯, ২৮৮ ;২৫।১১৫ ; অ ৩।৯৫ ;১৪।৭, ৭২; ১৬।৭১, ৭৩ ; ১৭।৭১; ১৮।৯৯ ; ১৯।৭৫; ঐশ্বর্য্যপ্রকাশ আ ১৭।১১ ; বাৎসল্য প্রকাশ অ ৯।১৫২ ; প্রকাশ (স্ফূর্ত্তি) আ ১৭।২৫৭ ; প্রকাশন ম ৮।২৬৪ ; ৯।১০৬

প্রকৃতি (স্ত্রী) অ ২।১১৭, ১২০, ১৬৫ ; ৫।৩৫ ; ১২।৫৩ ; প্রকৃতিদর্শনে অ ৫।৩৬ ; প্রকৃতি-সম্ভাষী অ ২।১২৪ ; প্রকৃতি (স্বভাব) ম ৬।৬৯ ;২০।৩৫৫ ;অ ৬।৩২০

প্রকোপ অ ১২।১০৬ ; প্রকোষ্ঠ অ ১৪। ৫৭ ; প্রক্ষালন ম ১২।৯৭, ১০০, ১১৯-১২১, ১৩৯; অ ৭।৮৮ ;১৬।৪২ ; প্রখ্যাপন ম ২।৪৬; প্রগল্ভ ম ৫।৫৮; প্রচণ্ড ম ৬।২১৪ ;অ ২০। ১০৬ ;প্রচণ্ড দুর্ম্মুখ আ ১৭।৬২ ;প্রচণ্ড প্রতাপ ম ৬।২১৪ ; প্রচার আ ২।৬৪ ;৩।৪০, ৯৮ ; ৪।৭, ৪১, ১০৪, ২২৩ ;৬।৩৪, ৩৮ ;৭।১৮; ১০।৯০ ;১৪।১৭;১৭।২৯৮ ; ম ১।৩৪, ১১২; ২।১১ ;৮।৩১২ ;২৩।৯৭ ; ৯৮ ;২৫।২৫৯ ; অ ৩।৭৫ ; ৪।১০২ ; ১১।২৫ ;২০।১৭ ; প্রচারণ আ ৪।১৫ ; অ ১।২০৪, ২১৮

প্রণতি আ ১।৩৯, ৪১ ;১৭।২৬৩, ২৬৬ ; ম ৯।১৮, ৬৭, ৮০ ;১৪।২১০ ;২৫।৮৪ ;অ ৫।৫৫ ; প্রণয়-কলহ অ ৭।১৩৭ ; প্রণাম আ ১।৩৮, ৪২ ;১৫।৮ ; ম ৪।১৪ ; ৫।৩ ; ৯। ৬৫, ৬৯, ৭১ ; ১৬।১০৬ ; ১৮।১৭ ;অ ৪। ১৪৭ ; ১৩।১০১ ; ১৫।৫৩ ; প্রণালিকা ম ১২।১৩৪; প্রণিপাত অ ৬।১৯০

প্রতাপ ম ৬।২১৪; ১৭।২৭; প্রভুর প্রতাপ ম ১৭।২৭ ; প্রতাপরুদ্র-সংত্রাতা (মহাপ্রভুর নাম) ম ১৬।১০৮ ; প্রতারণা অ ৪।১৮১ ; প্রতিগ্রহ আ ১০।৫০ ; ১২।৫০ ; ম ২২।১১৩ প্রতিজ্ঞা আ ৪।১৭৯ ; ৭।৩২ ; ম ৫।৮৫, ৮৯; ৮।৯০ ; ১১।৪৮ ; ১৬।১৩৫, ১৩৭, ১৩৯, ১৪৪, ১৪৬ ; প্রতিধ্বনি ম ১৭।২০৬ ; অ ৩। ৬৯, ৭০ ; প্রতিপক্ষ অ ৬।১৯ ; প্রতিফল ম ৩।১৬৫ ; প্রতিভা আ ১৬।৪৮, ৮৫, ৮৭ ; প্রতিমা আ ৫।২২৫ ; ম ৫।৪৩, ৮০, ৯৫, ৯৬, ১১০ ; প্রতিষ্ঠা (যশঃ) ম ৪।১৪১, ১৪৬, ১৪৭; অ ৩।১২ ; ৬।২৭৫ ; প্রতিষ্ঠাদি (ভক্তিবাধক) ম ১৯।১৫৯ ; প্রতীত আ ৪।২৪৯, ১৩।২৯ ; ম ১৬।১৭৭ ; অ ৩।২৫৮, ২৫৯ ; ১৬।১১০ ; প্রতীতি ম ১।২২৩ ; ৫।৯৩, ৯৯, ১০৫ ;৬। ২৭৫ ;৯।২০৯ ;১৩।১৫৯ ;১৭।১১৪ ; ১৮। ২২৫ ; অ ২।৩২ ; ৩।২২৬ ; ১৪।৮৩ ; প্রত্যক্ষ আ ৩।৫৮, ৮৪ ;ম ১১।১৬০ ; অ ৭।৬৩ ; ১৩।৬০ ; প্রত্যব্দ আ ১০।১২৮ ;ম ১।৪৮, ৪৯, ১৩৬ ; ১৫।৯৮ ; ১৬।৮২ ; অ ২।৮ ; প্রত্যয় অ ২।৭৮ ; প্রত্যবায় আ ৪।৩৫ ; প্রত্যাশা অ ২।৪৫ ;১৬।৫৫ ; ১৭।৪৬ ; প্রত্যুত্থান ম ১৪।১৪৪ ; প্রত্যুদ্গম আ ৫।১৭০; প্রত্যুপকার ম ২০।৭ ; প্রথমচরণ (শ্লোকের) আ ১৬।৭৪ ; প্রপঞ্চ-রচন ম ২০।২৫৪ ; প্রফুল্ল কমল ম ১।১৫৮, ১২।২১২ ; প্রফুল্লিত অ ১০।৭২ ; ১৩।৪ ; ১৯।৩৮, ৮০

প্রবর্ত্তক অ ১।১৩৪ ; প্রবর্ত্তন ম ২০।৩৩৮; ২০২ ; ৭।১১ ; প্রবন্ধম ৩।১৬ ; প্রবাস ম ২৩। ৬০ ; প্রবাসী অ ১৩।৬১ ; প্রবাহ ম ২২।৪৩ ; প্রবীণ আ ১৫।৬ ; ১৬।৩৪ ; ম ১৯।৬৯, ১১৭; অ ৪।১৬৭ ; ১৩।৯২ ; প্রবেশ অ ২০।৭৭ ; প্রবোধ অ ১২।৮০ ; প্রভাব আ ৩।৮৪ ; ৪। ১৮৫ ; ৭।৬১, ৭০, ১০৫ ;ম ৪।১৬, ৮৬ ; ৯।৪০, ৬৭, ৬৮ ; ১০।১৭৪ ; ১৯।৭৬ ; ২৪।২৩৩ ; অ ২।৫২, ৮৩ ;৩।১০০ ;৬।৪৫, ৮৯ ;৭।৩৬, ৯।১৩৫, ১৪।১১৮ ; পুত্রের প্রভাব আ ১৩।১১৯ ; প্রভুর প্রভাব ম ১৯।৭৬, অ ৬।৪৫ ; প্রভু (ঈশ্বর) আ ৫।১৩৭, ২২৭ ;৬। ৪১ ; ৭।১৩, ম ১।২৭, ২৮ ; প্রভুজ্ঞান আ ৬। ৪১, ৯৭ ; প্রভুর চরণ অ ৪।৪৬ ; প্রভু (গুরু) আ ১০।১০৩ ; প্রভু (মহাপ্রভু ও নিত্যানন্দ) আ ১।১০৩ ; ম ৭।৮৬ ; প্রভু (নিত্যানন্দ ও অদ্বৈত) আ ৭।১৪ ; প্রভু (নিত্যানন্দ) আ ১৭। ১৩৭ ;ম ৫।১৪২, ৬।৩৪ ; ৭।১৫, ৮২ ; অ ৪। ২৩২, ২৩৩, ৬।৪৩, ৭৩, ৭৪, ৭৭, ৮৫, ৯৬-৯৯, ১০১, ১০৬, ১০৭, ১৩৪, ১৩৮, ১৪৫-১৪৭, ১৫০, ১০।৫৯, ৭৭ ; ১২।১৯, ২৪ ; প্রভুর দর্শন আ ১৪।৬৩ ; অ ৬।৪৩ ; প্রভু (মহাপ্রভু) আ ১।৩৯-৪৩ ;২।১১৯ ;৪।১০২, ১০৭ ; ৭।১৭, ১৮, ৩৫-৩৮, ৪০, ৪৩, ৪৫, ৪৯, ৫০, ৫২, ৫৭, ৫৮; ১০।২৫, ২৭, ৩২-৩৫, ৩৭, ৪১, ৪৬, ৫৪, ৫৮, ৫৯, ৬৮, ৭০-৭৩, ৭৬, ৭৭, ১০৪, ১০৭, ১০৮ ; ১৩।২১, ১২১ ; ১৭।৬৮, ৭২, ৮০, ৯৮, ৯৯, ১০১-১০৪ ;১০৬, ১০৭, ১১০, ১২৯, ১৩০, ১৩২, ১৩৫, ১৩৯, ২৩৪-২৩৬, ২৩৯, ২৫০-২৫৪ ; ম ১।২৫, ৩১, ৬৫-৬৭, ৯৭, ১৫২, ১৫৫, ১৬৫-১৬৭, ১৭১, ২১৮, ২২১, ২২৫, ২২৬, ২৬৮, ২৭৩, ২৭৪, ২৭৬-২৭৮, ২৮১, ২৮৪, ৪।১৭০, ১৭১, ১৭৭, ১৯১, ১৯৮, ২০৫, ২১০ ; ৫।১৪৩, ১৪৫, ১৪৭, ১৪৮, ১৫৫, ১৫৬ ; ৬।২০-২২, ২৫, ২৬, ২৮, ৩০, ৩২, ৩৭, ৬৩, ৬৬, ৬৭, ১৮৪, ১৮৮, ১৯০, ১৯৩,

১৯৯, ২০১, ২০২, ২০৫, ২০৭, ২১৯-২২২,
২২৭-২২৯, ২৪৫-২৪৭, ২৫০-২৫৩, ২৭৭,
২৮০-২৮৩ ; ৭।৩, ১৭, ১৮, ২৯, ৬৮, ৭৪-
৭৬, ৮৪, ৯২, ৯৩, ৯৫, ৯৮, ১০৭, ১০৮,
১১০, ১২৬, ১২৭, ১৩০ ; ৮।১০, ১৩, ১৬,
১৭, ২০, ২২, ৫৯, ৬১, ৬৪, ৬৬, ৬৮, ৭১,
৭৪, ৭৬, ৭৯, ৯৫, ১০০, ১১৬, ১২৩, ১৯১,
১৯৩, ১৯৬, ২৩৩, ২৪৪, ২৪৫, ২৭২, ২৮২,
২৮৪, ২৮৫, ২৯২, ২৯৫, ৩০০, ৩০২, ৩১১;
৯।৩৭, ৩৮, ৪০, ৪৩, ৪৪, ৪৭-৫০, ৫৩, ৫৭,
৫৯, ৬২, ৬৬, ৬৭, ৮২, ৮৪, ১৬৩-১৬৬,
১৯১, ২২৮, ২৩৬, ২৩৮, ২৭৬, ২৮৪, ২৮৬,
৩০১, ৩০৩, ৩১৬, ৩২৩-৩২৭, ৩৩০, ৩৩২,
৩৩৩, ৩৩৫, ৩৩৬, ৩৩৯, ৩৪১-৩৪৫, ৩৫০,
৩৫২, ৩৫৪, ৩৫৬ ; ১০।৬২, ৬৩, ৭৬, ৯৩-
৯৭, ১০১-১০৪, ১৫৬, ১৬০, ১৬১, ১৭৯,
১৮২, ১৮৪ ; ১১।৬, ১৫-১৭, ২৬, ৪০, ৫৩,
৫৪, ৫৮, ৫৯, ৬১-৬৫,৭৭, ৮১, ১১৩, ১১৪,
১১৬, ১৪৬, ১৪৯, ১৬৮, ১৬৯, ১৭৩, ১৯৭-
২০১, ২২৬, ২৩০, ২৩১, ১২।৪-৭, ১৩, ১৪,
১৭, ৩৬, ৪২-৪৭, ৫০; ১৩।১৬৩, ১৬৪,
১৬৬, ১৬৭, ১৭০, ১৭৩, ১৭৬-১৭৮, ১৮০,
১৮১, ১৮৬-১৮৮, ১৯১;১৯।১২২ ; ২৫।৪,
৭, ৮, ১২, ১৩, ১৬, ১৮-২০, ২৩, ১৯১,
১৯৫, ১৯৬ ; অ ১।১৩, ২৭, ৩৮, ৪৬-৪৯,
৫৬, ৬০, ৬১, ৬৫, ৭৫, ৭৭, ৮১-৮৩, ৮৫,
৮৮, ৯৫-৯৮, ১০৫, ১০৯, ১১০, ১১২, ১১৮,
১১৯, ১২৯-১৩১, ১৭৮, ১৮১, ১৯৭, ২০৮,
২১৪-২১৬, ২২০, ২২১; ২।৮, ১১, ১৩, ১৭,
৩৩, ৩৮-৪০, ৫০, ৫২, ৫৪, ৬৮, ৬৯, ৭৬,
৮১, ৮২, ৮৬, ৯১, ১০১, ১০২, ১০৫, ১০৮;
১০৯, ১১১, ১১২, ১১৬, ১১৭, ১২৩, ১২৪,
১২৮, ১৩১, ১৩৩, ১৩৪, ১৩৯, ১৪২, ১৪৬,
১৪৯, ১৬২, ১৬৩, ১৬৫, ১৬৯, ৩।৪-৭, ১৩,
১৮, ২০, ২১, ২৮, ৪৩, ৪৯, ৬৭, ৭৬, ৮৮,
৯৩ ; ৪।১৫-২৩, ২৬, ৫২, ৫৪, ৭২, ৭৬,
৮৭, ৯৪, ১০০, ১০৬, ১০৭, ১১৫-১১৮,
১১৯, ১২২, ১২৩, ১৩৩, ১৩৫, ১৩৭, ১৩৮,
১৪৩, ১৪৬, ১৪৭, ১৪৯, ১৫০, ১৬১, ১৮১,
১৮৩, ১৯১, ১৯৮, ১৯৯, ২০২, ২০৭, ২০৯,
২১২, ২১৭, ২৩৪ ;৫।১৫৩ ; ৬।১৫৭, ১৯১-
১৯৩, ১৯৫, ২০৯, ২২১, ২২২, ২২৯-২৩১,
২৪২, ২৪৩, ২৭৬, ২৮২, ২৮৪, ২৯০-২৯২,
২৯৪, ৩১২, ৩২১, ৩২৪ ; ৭।৫৪, ৫৬, ৫৮,
৬৭, ৭০, ৭২, ৭৬, ৭৮, ৮১, ৮৪, ১০২, ১০৮,
১১১, ১২৭, ১৩৫, ১৩৯, ১৪২, ১৪৭-১৪৯,
১৫১, ১৫৩, ১৫৬ ; ৮।৩, ৫, ৪০, ৪৮, ৫০,
৫৭-৬১, ৬৯, ৮২, ৮৪, ৮৯, ৯৮, ৯।১০, ১১,
১৬, ৩১, ৩৫, ৯৪, ১৩০ ; ১০।৪৯, ৫২, ৮১,
১০১, ১০৪, ১১৬, ১৪৬, ১৪৭ ; ১২।৫৪-
৬০, ৬২-৬, ৬৬ ; ১৬।৭৬, ১২০ ; ১৭।৪, ৫,
৭, ৯-১৩, ১৫, ১৯, ২২ ; অন্তর্যামি-প্রভু অ
২।৯০ ; গৌরপ্রভু অ ২।১৮ ; ১৬।১২০ ;
চৈতন্যপ্রভু অ ৭।১৬১ ; সর্ব্বত্রব্যাপক প্রভু অ
৬।১২৫ ; প্রভু-অঙ্গ ম ১৭।১৯৮; প্রভু-আজ্ঞা
আ ১৭।৩৩ ; ম ১।২৫, ৩১, ৩৪, ৪৯ ; ১২।
১৭৯ ;অ ১।৩৪, ৬৯, ১২৫, ১২৭ ; ৯।১০৭;
প্রভুকণ্ঠ আ ৮।৭৫ ; প্রভুকণ্ঠ-ধ্বনি ম ১৭।১৯৭;
প্রভুকৃপা ম ১৯।৫২ ; অ ১।৬১ ; ২।১৪৮ ;
৬।১৯২ ; প্রভুকৃপা-অশ্রু ম ১৬।১০৬ ; প্রভু-
কৃপাপাত্র অ ২।১৫৮ ; প্রভুগণ অ ৩।৪৫ ;
প্রভুগুণগান ম ১৭।১৪৮ ; প্রভুচরণ ম ১৬।
১৭০ ; প্রভুচরিত্র ম ১৮।২২৩ ; প্রভু-জ্ঞান আ
৬।৪১, ৯৭ ; প্রভুদত্ত দেশ অ ৪।১৪৪; প্রভু-
দর্শন ম ৮।৩০১ ; প্রভুনৃত্য ম ১৩।১৭৭ ; প্রভু-
পদ (প্রভুচরণ) আ ১৬।১০৭ ; ম ১।২২১ ;
৬।২০৮ ; ১১।৪২, ১৭১ ; ১২।৮, ১৩, ৪৩ ;
অ ১।২১৫, ২।৯০ ; প্রভুপদে নির্ম্মঞ্ছন অ ৯।
৯৬ ; প্রভুপাদ ম ১০।২৩ ; প্রভুপাদতল অ
১৯।৬৮ ; প্রভুপাদ-প্রাপ্তি অ ২।১৪৭ ; প্রভু-
পাদোপাধান আ ১০।৩৩ ; অ ১৯।৬৯ ; প্রভু-
পাশ অ ১।২৮, ৩৮ ; ২।৮৪, ১৬৬; ৪।১২১,
৮।৬০, ৬৯ ; প্রভুপ্রেমসৌন্দর্য্য ম ১৮।২০;
প্রভুবাক্য আ ১৭।১০৪ ; প্রভু-ভগবান্ আ ১২।
৩৮ ; প্রভু-ভঙ্গী অ ২।১৫৯ ; প্রভুমত ম ৯।৪৫;
প্রভু র অবশিষ্ট পাত্র অ ৬।২১২ ; প্রভুর আজ্ঞা
অ ৪।১৪২ ; ৭।১৬৭ ; প্রভুর আবেশ ম ১৮।
৩৭ ; প্রভুর ইচ্ছা ম ৮।১৩০ ; প্রভুর উচ্ছিষ্টপাত
ম ১৬।২২৬ ; প্রভুর উপেক্ষা অ ৭।৮৭ ; প্রভুর
কীর্ত্তনীয়া অ ২।১০২ ; প্রভুর কৃপা অ ২।৩৭;
৬।২১০ ; প্রভুর গণ আ ১০।৫৫ ; ম ৬।২০৯ ;
১৫।২৮ ; অ ৯।৪২ ; প্রভুর গুণ অ ৪।২০৫ ;
প্রভুর চরণ আ ৮।৭৫ ; ১৬।১৪ ; ১৭।২১৯ ;
ম ১।২৮৪ ; ১৭।৮৫ ; ১৯।৯১ ; অ ১।১৯২,
২২০ ; ২।৭৫, ১২২ ; ৪।৪৬, ৭৩, ২০৮;
৬।২৩১, ২৫৩ ; ৭।৫, ৭৬, ১২৫, ১৫৫;
১০।৪৫ ; ১১।৫৪ ; ১৩।৭১, ১০০ ; প্রভুর
চরণবন্দন অ ৪।১৪৬ ; প্রভুর চরণোদক ম ১৭।
৮৮; প্রভুর চরিত্র ম ২৫।২১২ ; প্রভুর জনম
(জন্ম) আ ১৭।৩২৫ ; প্রভুর দণ্ড আ ১২।৩৭ ;
প্রভুর দণ্ডভঞ্জন ম ১।৯৭ ; প্রভুর দর্শন আ
১৪।৬৩ ; অ ৪।৭ ; ৬।৪৩ ; ৯।৯ ; প্রভুর ধ্যান ম
৮।৩০২ ; প্রভুর নিন্দন আ ১৭।২৫৪ ; প্রভুর
নিন্দায় আ ১৭।২৫৭ ; প্রভুর নিমন্ত্রণ অ ৭।
১৬৩ ; প্রভুর নৃত্য ম ১৪।২৩১ ; প্রভুর নৃত্য-
কীর্ত্তন অ ১।৭২ ; প্রভুর নৃত্য-শ্লোক অ ১।৭৩;
প্রভুর পাদস্পর্শন ম ১৬।২২৪ প্রভুর পায় অ
১০।১৯ ; প্রভুর পাশ অ ২।১১৫ ; প্রভুর পূজন
ম ১৫।৭; প্রভুর বচন অ ৭।৫৩ ; প্রভুর বাঞ্ছা ম
১৮।৪১ ; প্রভুর বিরহ ম ১৭।১৪৮ ; প্রভুর
ব্যবহার অ ১।৬১ ; ২।৭০ ; প্রভুর ভক্তগণ অ
১।৫৮, ১৪১ ; ৬।২৫২ ; ৭।৬৫ ; ১৫।৩ ;
প্রভুর ভাবন ম ১।৭৭ ; প্রভুর মন অ ৬।২৭৪;
৭।১৩৬ ; প্রভুর মিলন অ ১০।৪৬ ; প্রভুর মুখে
অ ৭।৫৪, প্রভুর মূর্ত্তি আ ১৭।১০৬, প্রভুর
যোগ্য-ভোগ অ ১০।১৪, প্রভুর লীলা ম ১৬।
১৪৩ ; প্রভুর শরীর অ ৪।১৩৮ ; প্রভুর শিক্ষা ম
২৫।২১১ ; প্রভুর শেষপাত্র ম ২০।৭৫; প্রভুর
শেষ প্রসাদ অ ১।৬৪; প্রভুর শ্রীঅঙ্গ অ ৪।১৩৩;
প্রভুর সঙ্কোচঅ ১।১২৯ ; প্রভুর সদা আবির্ভাব
অ ২।৩৫ ; প্রভুর সহজ স্বভাব অ ২।৩৫; প্রভুর
সেবন আ ১০।১৫৫ ; অ ২।১৫৮ ; প্রভুর স্থান
অ ২।১৪৮ ; ৬।২৫১ ; ৭।১৫৫ ; প্রভুর স্থিতি-
রীতি-ভিক্ষা-শয়ন-প্রয়াণ অ ৮।৪০ ; প্রভুর
স্বহস্তদত্ত গোবর্দ্ধনশিলা ম ৬।৩০১ ; প্রভুর
স্বাতন্ত্র্য অ ৮।৮৯ ; প্রভুরূপ (মহাপ্রভুর ন্যায়) ম
১২।৩৮ ; প্রভুশিক্ষা অ ২০।৬৫ ; প্রভুসঙ্গ আ
১০।১৫১ ; ম ৯।১০৭ ; ১২।৩৯ ; ১৫।১৫ ;
১৬।১২৭, ১৫০; ১৭।৩৫ ; ১৮।৯০ ; অ ১।
২১৫ ; ৪।১১৪ ; প্রভুস্থান ম ৬।২৩৯ ; ১০।৭১;
অ ১।২৭ ; ২।১২৯ ; ১৪৮ ; ৩।৪, ৯ ; ৪।৫১,
১২০, ২০৬ ; ৬।১৭৮ ; প্রভুস্থিতি অ ১৫।৫ ;
প্রভুস্পর্শ ম ৭।১৪১

প্রমাণ আ ৪।১৭৯, ২৭৪, ৫।১২৬, ১৭৬,
৬।৫৩, ৫৬, ৯৯ ; ৭।১১৭, ১২৩ ; ৮।১৪ ; ম
৫।২৭, ৭৯; ৬।৮০, ৮৮, ৮৯, ১৪৭, ১৯৮;
২৪।৩০১ ; অ ৫।৪৪ ; শাস্ত্রের প্রমাণ ম ৬।
১৪৭ ; শ্রুতিপ্রমাণ ম ৬।১৩৫ ; সত্যপ্রমাণ ম
১৩।১৫২ ; সুদৃঢ় প্রমাণ আ ৬।৫৩ ; প্রমাদ ম
১০।১২৩ ; অ ৯।১৩৪ ; প্রমোদপূরিত লোক
আ ১৩।১০৬ ; প্রয়াগস্নান ম ১৮।১৪৫ ; প্রয়াণ
ম ৮।৩০০; ৯।১৪, ৩৩৪; ১০।৯৪ ; ১৮।৩২ ;
অ ৩।২৩৪; ৬।১৮৫; ৮।৪০ ; ১৭।১০;
প্রয়াণপথ ম ২৪।২৩৪

প্রয়োজন-বিবরণ ম ২৩।৯৫ ; প্রয়োজন-

সংবাদ ম ২৩।১১৯ ; প্রলাপ ম ২৪।৩১৭ ; প্রলাপবর্ণন ম ২৫।২৩৭ ;অ ২০।১২৫, ১৩৬; প্রশংসন অ ৭।৩১ ; প্রশিষ্য আ ৯।২৪ ; প্রশ্ন ম ২১।৬৩ ;প্রশ্নোত্তর ম ৮।২৪৩, ২৯৫ ; প্রশ্রয়-পাগল আ ১৭।১৪০ ; প্রষ্টব্য ম ২৫।১২০ ; প্রসঙ্গ আ ৭।১৬২ ;ম ১।১৪৯ ;১২।৪৩ ;অ ১।১৯৮ ;৬।১৭০ ; প্রসন্ন আ ১৩।৯৪, ৯৬ ;ম ১৩।১৮৪ ; ১৬।৯১, ২২৫ ; ২০।১৪, ৯৪; ২৪।২৪৬ ;অ ২।১২৮ ;৭।১৩২, ১৩৫ ;৬। ২৭৪ ;১০।১৪৯ ; প্রসাদ (কৃপা) আ ১।২৫, ৯৫ ;২।১৬, ৩১, ৩৩ ;৪।৩২ ;৬।১১২ ;৭। ১৫০ ;৮।৬৩ ;৯।৫ ;১১।১২ ;১২।৪২, ৪৫; ১৭।৫৭, ৬৮, ৭১, ২২০, ২২৬, ২৮৮ ;ম ১। ৭০, ১০১, ১৫৩ ;৫।১৯ ;৭।৬৭, ৬৯ ;৮। ১৯৬ ;৯।৫৮ ;১০।৪৮ ;১১।৫১ ;১২।১৮১; ১৩।৬০, ৬২ ; ১৫।২৯২, ৩০০ ; ১৬।৬৩; ১৭।৭৬ ; ১৮।১২৭ ; ২১।৭৬ ; ২৩।১১৯ ; ২৪।৩৪১, ৩৪২, ৩৪৬ ; ২৫।২৬৩ ; অ ১। ১০৭, ১১৫, ১১৭, ২১৬ ; ২।১২৩, ১৩০, ১৪৫; ৬।১৩৩, ২৮৭; ৭।৪৭, ১২৯, ১৬০; ৯।১৩৪; ১১।১০, ৩০, ৩৫; ১২।১৩১; ১৩। ৫২ ;১৪।৩০ ;১৬।৪৯, ৬৩ ; প্রসাদ (নির্ম্মাল্য) অ ১৩।১৩৪ ; প্রসাদ (মহাপ্রসাদ) ম ৩।৬২, ৬৪, ৯৯; ৪।৮৫, ২০৫, ২০৮; ৬।৩৫, ৩৬, ৪১, ১১১, ২৩৪, ২৪৯, ২৫১;৭।৭৫ ;৯।৫৩; ১০।৭৯;১১।৬৮, ১০৮, ১৮০, ১৮১, ২৩৯, ১২।১৬২, ১৭৩, ১৭৮, ১৭৯; ১৪।২৩-২৫, ৩৫, ৪৩, ৯৩; ১৫।৪৭, ৫৬, ২৩১, ২৩৫, ২৪৭, ২৮৯, ২৯৪; ১৬।৪৫, ৫৩, ৯৫, ৯৮, ৯৯, ১২৪, ১২৫ ;১৮।৮৯ ;১৯।৮৯ ;২০।৭৪; অ ১।২৯, ৫৯, ৬৩ ; ৩।৪১ ; ৪।৫০, ১২১; ৫।২৫ ; ৬।৭২-৭৪, ১০৯, ১১১, ১১৭, ১৪০, ১৪৯, ২১৩, ২২১, ৩২৪; ৭।৬৮; ৮।৯ ; ১০।৮৬, ৮৭, ৯৬ ; ১০।৫৩, ৮১, ৮৩, ৯৩, ৯৪, ৯৮, ১০৮, ১০৯, ১১২, ১২৬, ১৩৮, ১৪৬, ১৫৫ ;১১।৬৫, ৬৬, ৭৩-৭৫, ৭৯, ৮০, ৮৬, ১০৪ ; ১২।৮৭, ১২৯, ১৪২, ১৫০; ১৩।৬২, ৬৩, ১০৩, ১৩৪ ; ১৬।১৯, ৮৯-৯১, ১০৫-১০৭ ;১৯।১২, ১৩, ১৬ ; প্রসাদ-অঙ্গীকার ম ১২।১৬১ ;প্রসাদ-অন্ন ম ১১।১১৬; প্রসাদ-চন্দন অ ১১।৬৫ ; প্রসাদ-পাত্র আ ১২। ৪৪ ; প্রসাদ-বসন অ ১৯।১২ ;প্রসাদ-ভক্ষণ ম ৪।২০৮ ; ৬।২৩৪ ;অ ৬।৭৪, ১৪০ ; প্রসাদ ভোজন ম ১১।১১৩ ;১২।২০০ ;১৬।৯৯ ; অ ৮।৯৬ ; ১০।৮১ ; ১৩।১০৩ ; প্রসাদ-মূল্য অ ৮।৮৬ ;প্রসাদান্ন ম ৬।২১৭, ২১৮, ২২, ২২৩, ৭।৬০, ৮৬, ১২৩, ১১।১৯৫, ২০৪, ২০৬; ১২।২০২ ;অ ৬।৩১৫ ; প্রসিদ্ধ প্রকটসঙ্গ অ ৬।১৫৮ ; প্রসিদ্ধ ভজন ম ২৪।১৯৮ ; প্রস্তাব ম ১।৭৫ ; অ ৫।১৬১ ; ৬।২৬২, ৮।৩৫ ; প্রহেলী ম ১৬।২৬৫, ২৬৮ ; অ ১৯।১৮ ; প্রহ্লাদেশ ম ৮।৫

প্রাকট্য-কারণ ম ২০।১৮৯ ; প্রাকৃত কাম ম ৮।২১৫ ; প্রাকৃত বস্তুর স্বাদ অ ১৬।১০৯ ; প্রাখর্য্য ম ১৪।১৫৩ ; প্রাগল্‌ভ্য ম ১৪।১৩৫ ; প্রাঙ্গন ম ১২।৮৭, ১০৩, ১২০ ; অ ১।৮৩ ; ৩।১৫৭ ; প্রাচীর ম ৪।১০১ ; প্রাণ ম ৩।২১৪; অ ২।১৪৭ ;প্রাণধন আ ৫।২২৯, ম ২।৪৭ ; ১৪।৩ ; ১৫।৩ ; ২৪।৩৫০ ; অ ৫।১০৬ ; ৮। ৩ ; ১৩।১৩০ ; ১৭।৫৯ ;২০।৫৮ ; প্রাণনাথ আ ১৭।৩০৩ ; ম ২।১৫ ;১৩।১৩৮ ; ১৫। ১০০ ; অ ৭।১৫৭ ; ১১।৩, ৯ ;১২।৫ ; ১৬। ৮১, ৮৩ ; ১৯।৫০ ;২০।৪৮, ৫১ ; প্রাণপতি আ ৪।২১ ;১১।২৭ ; প্রাণপ্রিয়া ম ১৩।১৪৯ ; প্রাণবল্লভ আ ১২।৮৯ ; প্রাণাঘাত আ ১৭। ১৮৪; প্রাণাধিক ম ৭।৮ ; প্রাণী ম ২১।১০৮ ; প্রাণের পরাণ অ ২০।৫৮ ; প্রাণের বান্ধব ম ২। ৪০ ; প্রাতঃস্নান ম ৪।৪৭ ;১৩।৪ ; প্রাধান্য অ ১৭।৫৭ ; প্রাপ্ততত্ত্ব অ ১৪।৩৫, ৪২ ; প্রাপ্য সম্বন্ধ ম ২০।১২৪ ; প্রাপ্যের সাধন ম ২০। ১২৪ ; প্রামাণিক ম ২০।৮৬ ; অ ৪।১৬০ ; প্রামাণিকজন ম ১৪।৮৪ ;প্রামাণিক শাস্ত্র অ ৪।১৬৭ ; প্রার্থন (পদ্যে ব্যবহৃত) ম ৩।৯১, অ ৭।৪৫

প্রিয় অনুচর আ ১০।১৩৮ ; প্রিয়জন-সুখ ম ১৩।১৫৩ ; প্রিয়তম অ ১৫।৩ ; প্রিয়দাস আ ১০।৬৭, ৬৯, ১০৮ ; প্রিয়দাসী আ ১০।২৫ ; প্রিয়নিরসন ম ১৪।১৪৬ ; প্রিয়পাত্র আ ১০। ১৩৪ ; প্রিয়বাণী আ ১৭।২১৯ ; প্রিয় ভৃত্য আ ১০।১৭, ৯১ ;১১।৩১ ; প্রিয়সঙ্গহীনা ম ১৩। ১৫২ ; প্রিয়সেবক আ ৮।৬৬ ; প্রিয়হিত ম ১৩।১৫৩ ; প্রিয়া আ ৪।২৬ ; ম ১৩।১৫২ ; প্রিয়ার সরসী ম ১৮।৭

প্রীত আ ৩।১৬, ৪।১৭, ১৮১ ; ম ৬।৫৫; প্রীতি আ ১৩।১১৬ ;ম ২।৪৭ ;৪।৯৫ ;৫।২৪; ৬।৬৯ ;১১।২৬, ২৭ ; ১২।১৮৫ ;১৭।২০৩; ১৮।১৯৪; ১৯।১৩ ; ২৫।২০০ ;অ ৩।৫, ৭, ৯, ১৫ ;৬।২৬, ৩১ ; ৭।৮৬ ;প্রীতিবাক্য আ ১৭।২১৪ ; প্রীত্যাভাস অ ২।৯১

প্রেত অ ৩।১৮৩ ;১৮।৫৭, ৬৬ ; প্রেম-গুরু আ ৪।১২৪ ; প্রেমচিন্তামণি ম ২।৮১ ; প্রেমজল আ ৭।৩৭ ; প্রেমজ্বালার তরঙ্গ ম ৩। ১১৯ ; প্রেমজ্যোৎস্না আ ১৩।৫ ; প্রেমতত্ত্ব ম ৮।১১৮, ১৮৬ ; ২৫।২৫৮ ; প্রেমতত্ত্বসার ম ৮।২৬৩ ; প্রেমদাতা অ ৭।১৪ ; প্রেমদান আ ৭।২৩, ১৭।১০, ৩১৬, ৩২০ ; ম ১।২৫ ;৬। ২০৫ ; ৯।৩৬৪ ; ১৭।৩২০ ; ২৫।১৭৭ ; অ ৩।২৫৫ ; ৮।৩১ ; প্রেমদান-সঙ্কীর্ত্তন ম ২০। ৩৬২ ; প্রেমদৃষ্টে আ ৩।৬১ ; প্রেমদ্বারে আ ৪।১৩৯ ; প্রেমধন আ ৩।৬৩ ;৬।১১২ ;৭।১৯; ম ৪।২১২ ; ৯।৩৬০ ;১৭।১৬৫ ; ২২।১০৪; অ ৪।৬৫, ৭১ ; ৭।১৬৬ ; ৮।২৮ ; ৯।৬৯ ; ১২।১৫৪ ; ১৪।১১ ; ২০।৩৭ ; প্রেমধাম আ ৫।১৬১ ; প্রেমনাট ম ৪।২০৩ ; প্রেমনাম আ ১৩।৩৬ ; প্রেমনাম-সঙ্কীর্ত্তন আ ৪।৩৯ ; ম ১১।১৮৫ ; প্রেমনেত্রে আ ৫।২১ ; প্রেম-পরকাশ (প্রকাশ) আ ১৭।৭ ; অ ৭।১৪ ; প্রেম-পরতন্ত্র ম ১২।২৯ ; প্রেম-পরাকাষ্ঠা ম ৪।১৭৮; প্রেমপরিপাটী অ ১।১৯৪ ; প্রেম-পাত্র অ ১২। ১০১ ; প্রেমপ্রকাশ আ ১৭।৯ ; প্রেমপ্রচারণ আ ১৭।৩১৬ ;অ ৩।১৪৮ ; প্রেম-প্রয়োজন-সংবাদ ম ২৩।১১৯ ; প্রেমফল অ ৯।২৬, ২৭, ৩৬, ৪৮, ৪৯, ৫১, ৫৪ ;১০।৭৯, ১৬১, ১২।৬; ম ১৯।১৫৫, ১৬২, ১৬৩ ; প্রেমফল-ফুল আ ১০।৭৯ ; প্রেমফল-বিতরণ আ ৯।৫৪ ;প্রেম-ফলরস ম ১৯।১৬৩ ;প্রেম-ফলাস্বাদ আ ১০। ৮৮ ; প্রেমফুলফল আ ১১।৬ ; প্রেমবতী ম ১৩।১৫৩ ; ১৪।১২৭ ; প্রেমবন্ধ ম ২।৪৬ ; প্রেমবন্যা আ ৭।২৫, ২৬ ; অ ৩।২৫৬, ২৬১; প্রেমবল ম ৮।২৮৯ ;অ ৩।৩৯ ; প্রেমবশ ম ৪।৪০ ;১৫।৪৯ ;অ ২।৮১, ৮২ ; প্রেমবাচী অ ৩।৫৮ ; প্রেমবান্‌ ম ১৩।১৫৩ ; প্রেমবিহ্বল অ ১৬।৩ ; প্রেমবৃত্তি ম ১৪।১৪১ ; প্রেমবৃষ্টি আ ৭।২৮ ; প্রেমভক্তি আ ৩।১৪ ; ৪।৯৯ ; ১৩।৩২, ৩৫, ৩৮ ; ১৭।২৪২, ২৯৭ ; ম ১। ২৩, ২৫১ ;৬।১৬০ ; ৮।৬৮, ৩০৭ ; ৯।২৬৩; ১১।৪০ ; ১২।৪৩ ; ১৩।২০৮ ; ১৫।৪২ ; ১৬।১৪ ; ১৭।৪৭ ; ১৯।২৫৩ ; ২০।৩৩৮ ; ২৪।৩০ ; ২৫।২৫৩ ; অ ৫।৪৭ ; ৭।২৪ ; ৯। ১৫২ ; ২০।৬৫ ; প্রেমভক্তিদান আ ১৩।৩৫ ; প্রেমভাণ্ডারের মুদ্রা আ ৭।২০ ; প্রেমময় বপু ম ১৪।১৫৬ ; প্রেম-মহাজাল আ ৭।৩৭ ; প্রেম-মহাধন আ ৭।১৪৪ ;ম ২০।১২৫ ; প্রেমরত্ন-খনি ১৪।১৬০ ; প্রেমরস আ ৪।২৬৪ ; ১৭। ১০২ ;ম ৮।২৩৯ ; ১৩।১৫১ ;অ ১।১২৬ ;

১৯৯ ;৭ ।৩৭ ;প্রেমরস-কুমুদবন ম ২৫ ।২৬৬; প্রেমরসতত্ত্ব আ ১ ।১০৮ ; প্রেমরসনির্য্যাস আ ৪ ।১৫ ;প্রেমরসময় আ ৪ ।৮৬ ; প্রেমরাশি আ ১১ ।১৬ ; প্রেমরূপ আ ১ ।৯৬ ; ম ১০ ।১১১ ; প্রেমরূপগুণ ম ৪ ।১৬ · প্রেমলক্ষণা ম ২৪ ।৩১; প্রেমলীলা ম ৮ ।২৫৫ ; অ ৫ ।৮৭ ; প্রেমলেশ ম ১০ ।১২৪ ; ১১ ।২৫ ; প্রেমসঙ্কীর্ত্তন ম ১১ । ৯৭ ; প্রেমসাগর ম ১৪ ।৬৪ ; প্রেমসার আ ৪ । ৬৮ ; প্রেমসিদ্ধান্ত ম ৯ ।৩২৪ ; প্রেমসিন্ধু ম ১৫ ।৭৮ ;অ ১৯ ।৭৭ ; প্রেমসীমা ম ১৪ ।১৫২; অ ২ ।৮২ ; প্রেমসুখ আ ৫ ।১২২ ;১২ ।২০ ;ম ২১ ।১৪৮; প্রেমসুখভোগ ম ২০ ।১৪২ ; প্রেম-সেবন আ ৪ ।১৬৯ ; প্রেমসেবা ম ১৫ ।৮৪, ৯১ ;১৭ ।৮১ ; প্রেমসেবা-পরিপাটী আ ৪ ।২১১

প্রেমা আস্বাদন ম ২ ।৫১ ; প্রেমাধীন ম ৮ ।৩৪ ; ১১ ।৫২ ;অ ১৯ ।৫২ ; প্রেমামৃতসিন্ধু আ ৭ ।৮৫ ; প্রেমানন্দের অনুভব আ ৪ ।১৩৫ ; প্রেমাবস্থা আ ১৩ ।৩৯ ; প্রেমাবিষ্ট আ ৩ ।১২ ; ম ৩ ।১৩৪ ; ৪ ।১৩৬ ; ৬ ।২২৭, ২২৯ ; ৯ । ৩৪৭ ; ১১ ।৫৪, ১৫০ ; ১২ ।৬৭ ; ১৫ ।১২৩ ; ১৬ ।২২৪, ২৭৯ ; ১৭ ।১৫৫, ১৫৮, ১৯৩ ; ১৮ ।১৩, ৩৩, ১৫৬ ; ১৯ ।৭৩ ; ২০ ।৫১, ৫২ ; ২৫ ।২২৩, ২২৫ ;অ ১ ।৮২ ;২ ।১১, ১৮, ৩৫; ৬ ।৯০ ;১১ ।৫৯, ৯০ ;১৩ ।৫২ ;প্রেমাবিষ্ট মন ম ১৩ ।৯২ ; প্রেমাবেশ 'রস'-শব্দাবলী দ্রষ্টব্য, প্রেমাবেশ-মন ম ১৭ ।২২৬ ; প্রেমামৃত ম ৪ ।১২৪ ; প্রেমামৃত-আস্বাদন অ ২০ ।১৪ ; প্রেমামৃত-বন্যা অ ৩ ।২৫২ ; প্রেমামৃতবৃষ্টি ম ১৩ ।১৭৪ ; প্রেমাম্রমুকুল ম ৮ ।২৫৮ ; প্রেমের অনুরূপ ম ৮ ।৯১ ; প্রেমার গন্ধ ম ৯ ।২৮৯ ; প্রেমার তরঙ্গ অ ১৮ ।২১ ; প্রেমার স্বভাব আ ৭ ।৮৭, ৮৮ ; ম ৮ ।২৭২ ; অ ২০ ।৪৩ ; প্রেমার্ণব আ ১১ ।২৮ ; প্রেমালিঙ্গন ম ১১ ।১২৯ ; অ ৪ ।১৪৬ ;১৪ ।১১৪ ; প্রেমাস্পদ আ ৪ ।১২৬ ; প্রেমাস্বাদ আ ৪ ।১২৬ ; প্রেমাস্বাদন ম ৮ ।২৮০; প্রেমাস্বাদী ম ৯ ।২৪৫ ; প্রেমী ম ৮ ।১২৯ ; ১৮ ।১৫৮ ; প্রেমীভক্ত অ ৪ ।৬১

প্রেমে অচেতন ম ১ ।১৬৭ ; প্রেমে আবিষ্ট ম ৯ ।২৩৫ ; প্রেমে মত্ত ম ৪ ।২২ ;১৭ ।১৪৮, ১৬২, ১৮৯ ;১৮ ।১৭, ১৯, ৮৮, ১১৩, ২১৯; অ ১ ।৬৪ ; ১৬ ।১১৫ ; প্রেমে মত্ত অঙ্গ আ ৫ ।১৮৯ ; প্রেমে বিহ্বল অ ১৬ ।১৭০ ; প্রেমেতে উল্লাস অ ১৬ ।৩৭ ; প্রেমেতে পাগল ম ১৬ ।২২৭ ; প্রেমেতে বিবশ ৪ ।১৯৮ ; প্রেমেতে বিহ্বল ম ১ ।৯২ ; ৪ ।১৪৩ ;অ ১৩ ।১২৯ ; প্রেমেতে আবেশ ম ১৪ ।৪ ; প্রেমের উৎকণ্ঠা ম ৩ ।১১৯ ; প্রেমের উদয় আ ৮ ।২৭ ; প্রেমের উল্লাস অ ১৬ ।৬৩ ; ২০ ।১১ ; প্রেমের কপাট ম ৪ ।২০৩ ; প্রেমের কারণভক্তি আ ৮ ।২৬ ; প্রেমের গাঢ়তা ম ৮ ।১০১ ; প্রেমের তরঙ্গ ম ১৩ ।৬৮ ; ১৫ ।২৭৯ ; ১৭ ।১৯৫ ; ২২ ।১৩০ ; অ ১৩ ।৩ ; প্রেমের প্রকাশ অ ৩ ।১৪০ ; প্রেমের ফল ম ২০ ।১৪২ ; প্রেমের বন্যা ম ১৪ ।১০১ ; প্রেমের ভাণ্ডার আ ১০ ।৪৯ ; প্রেমের ভাবিত ম ৮ ।১৬২ ; প্রেমের মহিমা ম ৮ ।১০৩ ; প্রেমের লক্ষণ ম ২৩ ।৬ ;অ ১ ।১৪৯ ; প্রেমের সম্বন্ধ অ ২০ ।২৮ ; প্রেমের সাগর অ ৮ ।২৯ ; প্রেমের স্বভাব অ ২০ ।২৮, ৪৩ ; প্রেমের স্বরূপ ম ৮ । ১৬২; প্রেমোৎপত্তি-কারণ অ ১ ।১৪০ ; প্রেমোত্তম অ ২ ।৮১ ; প্রেমোদয় অ ৩ ।১৮৪ ; ৪ ।৫৮; প্রেমোদণ্ড ভক্তি আ ১১ ।২৬ ; প্রেমোন্মাদে মত্ত ম ১৫ ।২৭৮ ; প্রেমোল্লাস ম ১২ ।৮৫ ; ১৭ ।২১৬ ; ২৫ ।২৬৮ ; প্রৌঢ় যৌবন ম ৬ । ৭৪ ; প্রৌঢ়ি-শ্লোক অ ২০ ।৪৫ ·

ফল (প্রেমফল) আ ৯ ।৩৪, ৩৭, ৩৮, ৩৯; ম ৬ ।২৬৫ ; ফলদাতা আ ৯ ।৫৪ ; ফলদান কর্ম্ম আ ৯ ।৮ ; ফল-ফুল (প্রেম ও ভাব) আ ৯ ।৪৪ ;ফল বিতরণ আ ১৭ ।৩২৩ ; ফলমূল-পত্রাশন অ ১৪ ।৪৮ ;ফলাস্বাদে মত্ত আ ৯ ।৪৮; ফলেফুলে (প্রেম ও ভাব) আ ১২ ।৭ ; ফলাভাস অ ৯ ।১৩৭ ; ফল্গু ম ৯ ।২৬৬ ; ফুৎকার অ ২ ।৬৩, ৭০ ; ফুলফল (ভাব ও প্রেম) আ ১২ ।৬৬ ; ফুলমালা আ ১৪ ।৫১ ; ফেন ম ১৩ ।১০৯, ১১০ ; অ ১৪ ।৬৮ ; ১৭ ।১৬ ; ফেনা অ ১৬ ।৯৮, ১০০, ১৩১ ;ফেলালব ১৬ । ৯৬ ;(কৃষ্ণ) ফেলা অ ১৬ ।১৩০

বংশ (কুল) আ ১৭ ।২২২ ; বংশী আ ৪ । ২৪৪ ;৫ ।১৬৪, ১৭৮ ;১৭ ।২৩৩, ২৩৭, ৩০২; ম ১ ।৮৫ ;২৪৭ ;১৮ ।১৬১ ;২১ ।১২৮, ১৪০; অ ১৩ ।১৩১; বংশীগানামৃত-ধাম ম ২ ।২৯ ; বংশীগীত ম ২৪ ।৫০ ; বংশী-ছিদ্র আকাশে ম ২১ ।১৪০ ; বংশীধ্বনি ম ২ ।৪৭; বংশীধ্বনি-সুখ ম ২ ।৪৭ ; বংশীবদন আ ১৭ ।১৫ ; ২১ । ১১৩ ; ম ২ ।৩৭, ৫৫ ; ৮ ।২৭০ ; বংশীবাদ্য আ ১৭ ।২৩৭ ; বংশীমুখ আ ১৭ ।৩০২ ; বংশীর চরিতে ম ২১ ।১৪৪; বংশী-স্বরাদি ম ২৩ ।৪৬; বক অ ৫ ।১২৯ ; হংসমধ্যে বক ৫ ।১২৯ ; বকপ্রায় অ ৭ ।৯৬ ; বক্তব্য আ ১ ।১০৫ ; বক্তা আ ৮ ।৩৯ ;ম ৫ ।১৫৯, ৮ ।২০০; ২৪ ।৩১০ ; অ ৫ ।৬৫, ৭২, ৮৫ ; বক্রেশ্বর-কৃপা আ ১০ । ৭৭ ; বক্ষ ম ৮ ।১৬৯ ; বঙ্গ আ ১৬ ।৮, ১৯, ২০; ম ১৭ ।৫২ ; বঙ্গদেশী অ ৫ ।৯১ ; বঙ্গবাটী আ ১২ ।৮৫ ; বচন ম ৮ ।১৭৯ ; কৃষ্ণনামগুণযশ-প্রবাহ-বচন ম ৮ ।১৭৯ ;বচনাচাতুরী ম ৩ ।৭২

বজ্র (গৌরপদ-চিহ্ন) আ ১৪ ।৭ ; বজ্র (কুলীশ) ম ৭ ।৪৮ ;বজ্রময় ম ৭ ।৭২ ; বজ্রাঘাত অ ৮ ।৫৩ ; বঞ্চন ম ৪ ।১৭;৮ ।১২৭ ; বঞ্চনা অ ১০ ।১১৫ ; বট (কপর্দ্দক) ম ৪ ।১৮৫ ; বটু অ ৪ ।১৬৭;বটো, ভিক্ষামট, গাঞ্চানয় ম ২৪ । ২১৯ ; বৎসচারণ ম ২১ ।২০ ; বত্রিশ বিভেদ ম ২৪ ।২৮৬ ; বত্রিশ লক্ষণ আ ১৪ ।১৪ ; বদন-কমল ম ১২ ।২১১ ; বদান্য আ ৮ ।৫৫ ; ম ১৬ ।২১৮, ২১ ।১২১;২২ ।৭৫, ৯২ ;২৫ ।২৬১; অ ১৭ ।৬৭ ; বদান্যতা ম ২৪ ।৪২ ; বধির অ ২০ ।৯৩

বন আ ১৭ ।২৩৭ ;ম ৫ ।১২ ;১৩ ।১৪৩; বনপথ অ ৪ ।৪ ; ১৩ ।৪২ ; বন-বিহরণ আ ১৭ ।২৩৭ ; বনভোজন ম ১৪ ।২৪৩ ; বনমালা অ ১৪ ।১৮ ; বনযাত্রা ম ৫ ।১১ ; বনলীলা ম ১৪ ।১০২ ; বণ্টন অ ১৬ ।১০৬ ; বন্দন (নবধা ভক্তির অন্যতম) আ ১৪ ।৬৭;ম ১৬ ।১০৯ ; ২২ ।১১৭ ; ২৪ ।৩৩২ ;অ ১ ।৫৫ ; ১১ ।২০; ১২ ।৮৭ ;১৬ ।৮০ ;২০ ।১০১ ; চরণ বন্দন অ ৬ ।১২১, ১২৭ ;৮ ।৬ ;১৬ ।৬৬ ;২০ ।১৫০ ; বন্দিশাল ম ২০ ।৩ ; বন্দ্যাভাব অ ৫ ।১৪১ ; বন্দন (মায়ার বন্ধন) আ ১৬ ।১০৭ ;ম ১৯ ।১৩; অ ৬ ।১২৩ ; বিঘ্নাদি বন্ধন অ ৬ ।১৪১ ; বন্ধন (বাৎসল্যভাবে) অ ৭ ।৩০ ; বন্ধন-মোক্ষণ-কথা ম ২০ ।৪১ ; বন্ধু ম ৭ ।৯ ; ১৭ ।২০১, ২০২; বন্ধুকৃত্য ম ৭ ।৯ ; বন্ধুগণ ম ১৭ ।২০২ ;বন্ধুজন আ ১৩ ।২৪; বন্ধুবান্ধব আ ৫ ।২৪; বন্ধুহন্ অ ৫ ।১৪৩

বন্যবেশ অ ১৮ ।১০১ ; বন্যব্যঞ্জন ম ১৭ । ৬১ ; বন্যভোজন ম ১৭ ।৬৪ ;অ ৬ ।২৪৩ ; ১০ ।১০৪ ;১৮ ।১০৭, ১১৮ ;২০ ।১৩৫ ; বপু ম ২ ।৩৪ ;২০ ।১৬৭, ১৭১, ১৮৩ ; বপু-চিত্ত-মন ম ২ ।৩০ ; বয়োধর্ম্ম আ ৪ ।১১২ ; বর (প্রার্থিত বস্তু) ম ৩ ।১৬৪; ৫ ।৬৬, ১১৪, ১১৫; ২৩ ।১১৬-১১৮ ;বরদান অ ১৭ ।৭০, ২৩০ ; অ ১১ ।৯০ ; বরাহ-আবেশ আ ১৭ ।১৯ ; বরাহ-ঠাকুর ম ৫ ।৩ ; বর্জ্জন আ ১৭ ।২১৩ ;অ ১৪ । ২৬ ; বর্ণবেশ-ভেদ ম ২০ ।১৮৭ ; বর্ণমাত্রভেদ ম ২০ ।১৭৪ ; বর্ণাশ্রমধর্ম্ম ম ৯ ।২৫৬ ;২২ ।৯০; বর্ণাশ্রমী ম ২২ ।২৬ ; বর্ত্তন ম ১১ ।২২ ;অ ৯ । ৯০, ১৩৩ ; বর্ষান্তরে অ ২ ।৭৫ ;১০ ।৭ ; বল-

গণ্ডি ম ১৩।১৯৩ ; বলগণ্ডিভোগ ম ১৪।২৫; ১৬।৫৩ ; বলদেব-অনুকার আ ১৭।১১৮ ; বলদেব-ধাম আ ১৩।৭৪ ; বলরামের স্বরূপ অ ১৪।৩৩ ; বলাৎকার ম ২১।১৪১ ; অ ৪। ২১, ১৪৯ ; ৭।৯০ ; ১৬।১৪৫ ; ১৭।২৭ ; বলাহক অ ১৫।৬৫ ; বলিষ্ঠ অ ৬।১৯৩ ; ৮। ৭৭ ; বলী ম ১।১৯৯ ; বল্লভভোগ অ ১৬।৮৮; বশ ম ৪।১৩৭, ১৭৩ ; ৭।২৯ ; ৮।৮৮ ; বশিষ্ঠব্যাখ্যান (যোগবশিষ্ঠ) আ ১২।৪০ ; বসন (শ্রীশেষের দশমূর্ত্তির অন্যতম) আ ৫।১২৩ ; বসু (উপাধি) অ ১১।৪৮ ; বস্তু (দ্রব্য) আ ১।৮৮ ; ২।৭৬, ৭৯; ৭।৫৩ ; ম ৬।১৭৮ ; ৯।২৭১ ;২৪, ২৪০ ;২৫।১৬২ ; উত্তম বস্তু ম ৮।২৯৫

বস্ত্র ম ৪।৫৯, ১০০;২১।২১; অ ১৩।৭, ৬০; রক্তবস্ত্র অ ১৩।৬১; রাতুলবস্ত্র অ ১৩। ৫২ ;সন্ন্যাসীর বস্ত্র অ ১৩।৫৭ ;বস্ত্র-গুপ্তদোলা আ ১৩।১১৩ ; বস্ত্রপ্রসাদ ম ৭।৭৫ ; বস্ত্রহরণ অ ১৮।৯০ ; বস্ত্রাম্বুভাজন ম ১৭।১৯ ; বহিরঙ্গ আ ৪।৬ ; অ ৪।১৭০; ১৫।৪৬ ; বহির্দ্বার ম ৭।৮৫, ৮৭;অ ১৬।৫৫ ; বহির্বস্তু আ ১।৯৭ ; বহির্ম্মুখ ম ৬।৯২ ; ১২।১৮৪ ; ১৭।১৪৩; নিত্যবহির্ম্মুখ ম ২২।১২ ;মহাবহির্ম্মুখ ম ১৭। ১৪৩ ; বহির্ম্মুখজন ম ৬।৯২ ; বহু অঙ্গ ম ২২। ১২৯; বহু অঙ্গসাধন ম ২২।১৩০ ; বহুগ্রন্থ-কলাভ্যাস-ব্যাখ্যান ম ২২।১১৪ ; বহুপ্রীতি ম ৬।৬৯ ; বহুবিধ মূর্ত্তি ম ২০।১৬৯ ; বহুমূর্ত্তি আ ৫।৯৪ ; বহুরূপ আ ১।৬৯

বাক্য ম ২৩।৩৫; বাক্য অগোচর ম ২১। ৫৭ ; বাক্যছল ম ৫।৫৮ ; কৃপাবাক্যডোর ১২। ৭৯ ; বাক্যদণ্ড আ ১০।৩১; ম ১।২৫৯ ;অ ৩।৪৬ ; ২০।১০৬ ; বাঙ্মানস ম ২১।২৬ ; বাচস্পতি-গৃহ ম ১৬।২০৭ ; বাচাল আ ১৭। ৩৭ ;অ ৫।১৪০ ; বাজিকর অ ১৬।১২৪ ; বাঞ্ছা আ ৪।৯৩, ১১৪, ১২১, ২২১; ম ১। ৮৬, ২০৫ ; অ ১১।৩১ ;১৬।২২ ;২০।১৭ ; বাঞ্ছান্তর (ভুক্ত্যাদি) ম ২৪।২৭ ;বাঞ্ছান্তরহীন ম ২৪।১৭৬ ; বাঞ্ছাপূরণ আ ১৩।৫২ ; অ ১৬।৪৭ ; বাঞ্ছাসিদ্ধি অ ১১।৩৬ ;বাঞ্ছিত আ ৮।৮৪ ;১৩।১১৮ ; অ ১৬।৫৮ ;বাঞ্ছিতপূরণ আ ১।২১ ;১২।৯১ ;ম ১।৮০; অ ২০।১৪৬; বাঞ্ছিতপ্রচার আ ৬।৩৮ ; বাট আ ১৭।২৮৩ ; ম ৪।৩৩ ;১৭।১৯৮ ; বাণ ম ২৪।২৩৫ ;বাণ-বিদ্ধ ম ২৪।২২৭ ; বাণী ম ৪।২০১ ;৬।১৮৩; ৮।১২০, ১২২, ১৯৮;৯।১৯;অ ৭।৫১ ;২০। ১৪৮ ;অনিপুণাবাণী অ ২০।১৪৯ ;অমৃতসম-বাণী অ ১৭।২৮ ; কৃষ্ণের মুখহাস্য-বাণী অ ১৭।৩৩ ; গদ্গদবাণী অ ১৭।২৯ ; ১৮।৫০ ; বেদবাণী ম ২১।১০৬ ; মিথ্যাবাণী অ ১২। ১১৮ ; সুমধুরবাণী অ ১৮।৬০ ;বাণী—শিষ্যা অ ২০।১৪৭ ; বাণী (উপাধি) ম ১৮।৫২

বাৎসল্য-আবেশ আ ৪।১১৩ ; বাৎসল্য-উপাসন আ ৭।১৪৪ ; বাৎসল্য-প্রকাশ অ ৯। ১৫২ ; বাৎসল্য-ভক্ত ম ১৯।১৮৯ ; বাৎ-সল্যাদিময় আ ৬।৭৪ ; বাৎসল্যে আকর্ষণ ম ২৪।৫৩ ; বাৎসল্যে বিহ্বল ম ৩।১৬৭ ; বাত (বায়ু) অ ৪।২৫৩ ;অনুকূলবাত অ ৪।২৫৩; বাতুল ম ৮।২৯১ ;১৫।৪৯, ৫০ ;১৬।২৩৭ ; ১৮।১০২ ;২৪।৭, ৩১৮, ৩১৯ ; অ ৬।৩৮, ৪১;বাতুল-চেষ্টা ম ৮।২৯০ ;বাতুলতা ম ১৬। ২৪৩ ; ২৪।৭ ; বাদ (বিরোধ) অ ১৬।৫৭ ; বাদক আ ১৩।১০৫ ; বাদাবাদি অ ১৮।৮৭ ; বাদ্যগীত আ ১৩।১০৬ ; বাদ্যগীত কোলাহল আ ১৭।১৭৩ ; বাদ্যনৃত্য আ ১৩।৯৫ ; বাদ্য-ভেরী ম ৪।৫৬ ; বানরসৈন্য ম ১৫।৩২ ; বান্ধব আ ৪।২১০;ম ৫।২৬; অ ১৪।৪৩ ;১৫।৭২; বান্ধুলীর ফুল ম ১২।২১৩ ; বাপী ম ১৬।৫০ ; বাম-দীন অ ১৭।৫৯ ; বামন ম ১।২০৫ ; ৫। ৫২ ; অ ৬।১২৯ ;১৮।১৯ ; বায়ুগতি অ ১৪। ৯১; বায়ুব্যাধিছল আ ১৭।৭ ; বারক্ষীর ম ১৬। ৩০ ; বার লক্ষমুদ্রার ঈশ্বর ম ১৬।২১৭ ; বারাণসী-বাস ম ২৫।১০ ; বার্ত্তা ম ৬।২২ ; ১০।৪ ;১৯।৫৫ ;অ ১।৫০ ;২।১৬০ ;৩।৯; ৬।১৬, ১৭৬, ১৮২, ৩২১ ; ৯।৬৬, ৯৩ ; ১৩।১০২

বালক ম ৪।২৮, ৩২, ৩৩, ৩৫, ৪৪; অ ৬।২৭ ; বালককাল ম ৩।১৬৫ ; বালকঠাম আ ১৩।১১৪ ; বালকশিরোমণি আ ১৩।১১১; বালক সন্ন্যাসী ম ৬।৫৯ ; বালগোপাল আ ১৪।৯ ; ১৫।৫৯ ; বাল-চাঞ্চল্য ম ১৪।৮৪ ; বালিশ (অজ্ঞ) অ ৫।১৪০ ; বালিশ (উপাধান) অ ১৩।৮, ১৫ ; বালুকা অ ১১।৬৬, ৯২ ; ১৮।৭৩ ; বাল্য আ ১৩।১৮ ;ম ১৯।১০৩ ; ২০।২৪৭, ৩৭৫ ;বাল্য-পৌগণ্ড-কৈশোরতা-প্রাপ্তি ম ২০।৩৮২; বাল্যপৌগণ্ড-ধর্ম্ম আ ২।৯৮ ;ম ২০।৩৭৫ ;বাল্যবয়স আ ১৩।২৬ ; বাল্যভাব আ ১১৪।৩৬, ৬৪ ; বাল্যভাবছল আ ১৩।২৩ ;বাল্যভাবে ছন্নতনু আ ১৪।৬৪ ; বাল্যলীলাসূত্র আ ১৪।৪, ৯৫ ;বাল্যশাস্ত্র আ ১৬।৩১ ; বাষ্প অ ১৩।১২৭ ; বাস ম ৪।২৭; বাসনা ম ৮।১১২ ; অ ৮।২৪ ; বাস-বিভূষণ অ ৫।৩৯ ; বাসযোগ্য অ ৪।১৪১ ; বাসুদেব-গীত আ ১১।১৯ ; বাসুদেবগৃহ ম ১৬।২০৬ ; বাসু-দেববিমোচন ম ১।১০২ ;৭।১৫১ ; বাসুদেবা-মৃতপ্রদ ম ৭।১৫০ ; বাসুদেবোদ্ধার ম ৭।১৫০

বাহুল্য আ ১।১০৫ ;অ ৯।১৪৭ ;১৪।৯, ১০ ;১৮।১১ ;২০।৭৪ ; বাহ্য (বাহ্যদশা) আ ১৭।৯৪ ; ম ১।৯২ ; ২।৩৯ ; ৪।২০৪ ; ৫। ১৪৭ ; ৭।১১৯ ; ১৩।১৮১ ; ১৪।২৩৮ ;১৫। ৬৫ ; ১৮।৩, ১৮০ ; ২২।১৫১ ; ২৫।৬৮ ;অ ৩।৮৯ ;১০।৭৯ ;১৩।৮৪ ;১৪।৩৩, ৩৮, ৫৬; ১৭।৬২ ;১৮।১১০ ; নিপট্টবাহ্য অ ১৪।১১৪; বাহ্যজ্ঞান ম ১১।৫৭;২১।১৪৫ ;অ ১৬।৭৮ ; ১৮।৭৮ ; বাহ্যদশা অ ১৮।৭৭ ; বাহ্যবিকার ম ১৮।১৫৬ ;বাহ্যবিরহ অ ৩।৩৬ ;বাহ্যবিস্মরণ অ ৬।৩০৮ ; বাহ্যবৃত্তি লয় ম ৪।৩৪ ; বাহ্য-স্ফূর্ত্তি অ ১৫।৫ ; ১৯।১০০ ; বাহ্যান্তর ম ৯। ১৩৪ ; বাহ্য (বাহিরের বিষয়) ম ৮।৫৯, ৬১, ৬৪, ৬৬ ; ১৬।২৩৯ ; ২১।৪২ ; অ ২।৯১ ; ১৩।২২ ; বাহ্য-অভ্যন্তর-সাধন ম ২২।১৫১ ; বাহ্যকৃত্য (বহিঃশৌচাদি) ম ২০।১১ ;অ ১৬। ১০৩ ; বাহ্য প্রতারণা অ ৪।১৮১ ;বাহ্যবৈরাগ্য ম ১৬।২৪৩ ; বাহ্যহেতু আ ৪।১০২ ; বাহ্যা-পেক্ষা ম ৬।৭৩ ; বাহ্যার্থ অ ৭।১৬৪

বিকর্ম্ম আ ১৭।১৫৪ ; বিকল ম ৩।১৪১, ১৬৭ ; ৬।১৩০ ; বিকার (ক্ষোভ) অ ৫।৩৬ ; বিকার (সাত্ত্বিক বিকার) আ ৮।২৪ ; বিকৃত আকার অ ১৮।৬৮ ; বিক্রম ম ২।৫১ ; বিগীত আ ১৬।৭০ ; বিগ্রহ আ ১।৬৯, ৭৬ ; ২।২৮ ; ৫।১৪ ; ম ৬।১৫২, ১৬৬, ১৬৭, ২৬৪; ৯। ১৫৪, ১৫৬ ; ১৭।১৩১ ;২০।১৬৪ ;২৫।১১২, ১১৩ ; অ ৬।২৯৪ ; বিগ্রহ-মহিমা অ ২০। ১১১ ; বিগ্রহের ধর্ম্ম ম ২০।২৪৭ ; বিঘ্ননাশ আ ১।১০৩ ;অ ১।৪ ; বিঘ্ন-বিনাশন আ ১।২১

বিচার আ ১।৩০, ৪৩, ১০৯ ; ২।৬৪, ৭৩ ; ৩।৯৭ ; ৪।৪৪, ১১১, ১৩৭, ১৪৫, ১৭৪, ২৩৮ ; ৫।৯৫, ১৯৮, ২০৮ ; ৭।২৩, ৩৩, ৭৯ ; ৮।১৫, ২১, ৩১ ; ৯।২৯ ; ১২।৫৫; ১৩।৫২ ; ১৪।৯০ ; ১৬।৪৯, ৫৪, ৭২, ৮৬, ৯৭ ; ১৭।১৬৯, ১৭১ ; ম ১।৩৪, ১১৪ ; ২। ৪১, ৯২ ; ৪।৪৪, ১৩০, ১৭১, ১৭৮, ১৮৪, ১৮৬, ১৯২ ; ৫।৬২ ; ৬।১১, ৪৯, ৯৩, ১০০; ৭।৩৫ ; ৮।২৫, ২৯৩, ৯।১৯১ ; ৩৬৪, ১০। ১৪২ ; ১২।১৮০ ; ১৬।২৬৮ ; ১৭।৭০ ; ১৮। ১৩৫, ১৬৪ ; ২০।৯০, ২৮৫, ৩৭৫ ; ২।২৩ ;

২৪।১৮৬,৩২০ ; ২৫।৯৪, ১১৮, ১১৯, ১৪৬, ১৫৯ ; অ ১।৪৩, ২।২৩, ১৬৬ ; ৩।১৫ ; ৪।৬ ; ৫।১০৩, ১০৯ ; ৬।২৭৩ ; ১৬।১৪৩; ১৭।৫৩ ; ১৯।৬৬ ; বিচারণ আ ৩।১০৪ ; ম ২৪।৩১১ ; বিচিত্র ম ৪।৫ ; ৮।১৭১ ; অ ৭।৯ ; ১৮।১০০ ; বিচিত্র ক্রীড়া অ ১৮।১০০ ; বিচ্ছেদ আ ৬।১০ ; বিজন বন ম ৯।৪৭ ; বিজয় ম ১৫।৬ ; বিজয়-দর্শন ম ১৩।৬ ; বিজয়োৎসব অ ১১।৯১ ; বিজলী সঞ্চার ম ২১।১০৯ ; বিজাতীয় ভাব আ ৪।২৬৬ ; বিজাতীয় লোক ম ৮।২৮ ; বিজিত ষড়্‌গুণ ম ২২।৭৬ ; বিজ্ঞ ম ১৮।১৫৮ ; ২২।৩০, ৯৪ ; ২৩।৩৫ ; অ ৫।১৫১ ; বিজ্ঞবর অ ১।২০০ ; বিজ্ঞমত ম ৬।৮০ ; বিজ্ঞশিরোমণি ম ১০।৫৭ ; বিজ্ঞের অনুভব আ ৬।১০২ ; বিজ্ঞের গোচর ম ৬।৭৯ ; বিজ্ঞপ্তি ম ২২।১১৮ ; বিজ্ঞান বিবেক ম ২৫।১১৪ ; বিঠ্‌ঠল-দর্শন ম ৯।৩০৩ ; বিড়ম্বনা আ ১২।৪৭ ; ম ১।২৮১ ; অ ১৬।১২৭ ; ১৯।৪৩ ; বিদগ্ধ আ ১৪।৫৫ ; বিদগ্ধ আত্মীয়-বাক্য অ ৫।১০৭ ; বিদায় অ ১৬।৩০, ৩১, ১০১ ; বিদায় ভাব ম ১৬।১৫৫ ; বিদিত অ ৩।৯০ ; বিদূর (অতিদূর) অ ১৯।৫০ ; বিদ্যমান অ ৫।৩৩ ; ১৪।৭৮ ; বিদ্যা ম ৮।২৪৪ ; বিদ্যা-ধনাদি প্রবীণ ম ৫।২২ ; বিদ্যাপাঠ আ ৮।৬ ; বিদ্যাবল আ ১৬।২৪, ১০৮ ; বিদ্যাভক্তি বুদ্ধি-বল ম ১৬।২৬২ ; বিদ্যার ঔদ্ধত্য আ ১৭।৬ ; বিদ্যার প্রভাব আ ১৬।৯ ; বিদ্যার প্রসঙ্গ আ ১৬।২৮ ; বিদ্যার বিলাস আ ১৬।২৪ ; বিদ্যা-নিধি (উপাধি) ম ১১।১৫৯ ; অ ১২।১৩ ; বিদ্যাবাচস্পতির গৃহ ম ১।১৫০ ; বিদ্যুৎপ্রায় অ ১৪।৭৮ ; বিদ্বান্ ম ১২।৩৫ ; অ ১১।১০৫

বিধাতা-নির্ম্মিত ম ৪।১৪৬ ; বিধান ম ৬।১৮৯ ; অ ১৯।২৫, ৪৬, ২০।১০৩ ; বিধি (ব্রহ্মা) আ ৪।১৫০ ; ৬।৪৬ ; ১৭।১৫৭ ; ম ৭।৪৭, ২১।১২২ ; ১৩২-১৩৪ ; অ ১৯।৪৩, ৪৪, ৪৭, ৪৮ ; অবিদগ্ধবিধি আ ৪।১৫০ ; হতবিধিবল ম ২।৩০ ; বিধির নিন্দন ম ২১।১৩২ ; বিধির বিধান ম ২।২০ ; বিধিনিষেধ বেদশাস্ত্রজ্ঞানাদি-বিহীন ম ২৪।১৬ ; বিধিভক্ত ম ২৪।২৮০ ; বিধিভক্তি আ ৩।১৫ ; ম ২১।১১৯ ; ২৪।৮০ ; বিধিভক্ত্যে আ ৩।১৫ ; ম ২৪।৮১, ২৮৩ ; বিধিভজন আ ৩।১৭ ; বিধিমত আ ১৫।২৪; ম ৮।১৫ ; বিধিমার্গ ম ৮।২২৬ ; ২৪।২৮৫ ; বিধিরাগমার্গ ম ২৪।২৮২, ৩৪৭ ; বিধিহীন ম ২৪।১৪১ ; বিনতি ম ৮।২৩৫ ; ২০।৯৮ ; বিনতিস্তুতি অ ১২।৮৮

বিনয় ম ৫।৪৯ ; ৬।২৪৭ ; ৭।৭, ৫০ ; ১৯।৫২, ১৯৮ ; ২৪।৩ ; অ ৬।১৫৩, ১৮০ ; ৭।৬, ৫৬ ; ৮।৬৯ ; ৯।১২৭ ; ১২।১৩৯ ; ১৩।২৯ ; ২০।৪৪ ; বিনয়বচন ম ৬।৫৭ ; ১০।১৩১ ; ১৬।৪ ; বিনয়ভঙ্গী আ ১৬।৬ ; বিনয়ের খনি অ ৫।৭৭ ; বিনামূল্য ম ২৫।১৬৩ ; অ ১৭।৪৫ ; ১৯।৯৮ ; বিনীত অ ৫।২৮ ; বিনোদিনী লক্ষ্মী ম ৯।১১৯ ; বিন্দুমাধবচরণ ম ১৭।৮৬ ; বিপত্তি ম ৬।৬১ ; বিপরীত আ ১৭।২৬২; ম ২।২০ ; অ ২।১৭১ ; ৪।১৪০, ১৫১, ১২।৩৩ ; ১৬।১২২ ; বিপরীত জ্ঞান ম ১৮।১০৮; বিপুলায়তারুণ ম ২১।১৩১ ; বিপ্র আ ২।৭৭, ৭৮ ; ৫।১৬৮, ১৭১ ; ৭।৫২, ৫৭ ; ১০।১১৪, ১৩৯ ; ১৩।১০৮ ; ১৪।৩৭, ৮৮ ; ১৬।১০, ১২, ৪৫ ; ১৭।৩৭, ৫৯-৬১ ; ম ১।১১২, ১১৩, ১১৮, ১৪৪, ১৫৩ ; ৩।৯৮ ; ৪।৬৯, ১৫২ ; ৫।১৬-১৮, ২১, ২৫, ২৬, ২৯, ৩১, ৩২, ৩৬, ৪০, ৪২, ৪৬, ৪৬, ৪৮, ৫১, ৫৩, ৫৬, ৫৭, ৬৫, ৬৮, ৭০, ৭৩, ৭৫, ৮৩, ৮৫, ৮৮, ৯১-৯৩, ৯৫, ৯৬, ১০৩, ১০৬, ১০৮, ১১৩, ১১৪ ; ৬।২৪৯ ; ৭।১৪৯ ; ৮।৮, ১২৬; ৯।১৮, ১৯, ২২, ২৩, ২৫, ৩৭, ৯৮, ১০৩, ১০৭, ১৮০, ১৮১, ১৮৩, ১৮৫-১৮৮, ১৯৭, ২১০, ২১৩, ২১৪, ২১৭, ২২৭, ২২৮, ২৩৩, ২৮৩ ; ১৬।৫১, ১০০ ; ১৭।১২, ১৭, ১৯, ৬০, ৬৫, ১০২, ১০৫, ১১৫, ১২২, ১২৪, ১৫৮, ১৬৬, ১৭১, ১৭৪, ১৭৫, ১৮১, ১৮৭, ১৯০, ২২৪, ২২৫ ; ১৮।১৩২, ১৪৩, ১৬৭, ১৬৮, ২১৫ ; ১৯।৮, ৪৪, ৫৮ ; ২০।৭৯ ; ২৫।১১, ১৪, ৬০ ; অ ৫।৯১ ; ৬।৫৬, ৫৯, ৬৪, ৬৮, ৯৫, ৯৬, ১৬৮, ২৬৬, ২৬৭ ; ১০।১৩৯; ১১।৩০ ; ২০।৫৭ ; বিপ্রগণ ম ৪।৭০ ; ৮।২৮ ; বিপ্রগৃহ ম ৯।২৮৫, ২৮৬ ; ১৮।৩০ ; ১৯।৪৫, ১২৮ ; বিপ্রদ্বার ম ৭।৬০ ; বিপ্রভক্তগণ ম ৩।১৬৮; বিপ্রসভা ম ৯।২০১ ; বিপ্রশাসন ম ১৩।১৯৪

বিবরণ আ ৫।১০৮ ; অ ২০।১৩৩, ১৩৭, ১৪০ ; বিবশ আ ৯।৫১ ; বিবাদ আ ৭।১২১, ১৩৫ ; বিবাহ আ ১৩।২৬, ২৭ ; ১৫।১১, ২৬, ৩০ ; বিবিধ খেলন আ ১৪।২৩ ; বিবিধ বিভেদ আ ৭।৫ ; বিবিধাঙ্গ ম ২২।১১১ ; বিবেক ম ২৫।১১৪ ; বিভূষণ আ ১৩।১১৭ ; ম ১৪।১৩৭ ; ২৫।২৬৫ ; বিভেদ আ ২।২৮, ১০৩; ম ১৭।১৩২ ; ২০।১৮৪ ; ২৩।৫২ ; ২৪।১৪৯ ; অ ৫।১২২ ; বিমন ম ১৬।৩ ; অ ১৯।২৯ ; বিমনা অ ৭।৮৩ ; বিমান অ ১১।৬২ ; বিমুখ ম ২৫।১৬৫ ; বিমোচন ম ৬।২৮৬ ; বিম্ব-প্রতিবিম্ব-রূপ আ ৪।৭৭ ; বিরক্ত আ ১১।৩১; ম ৪।১২৩ ; ৯।১৮০; ১০।৮, ১০৬ ; ১১।৭ ; অ ৫।৩৫ ; ৯।৬৮, ১৪১ ; বিরক্ত সন্ন্যাসী অ ৯।৩৫ ; বিরক্ত স্বভাব অ ৮।৩৬ ; বিরজা ম ১৯।১৫৩ ; ২০।২৬৮, ২৬৯ ; ২১।৫৩ ; বিরজার জল ম ১৫।১৭২ ; বিরজার পার ম ২১।৫২ ; বিরস আ ১৭।২৮৫ ; বিরুদ্ধ-ধর্ম্মময় আ ৪।১২৭ ; বিরুদ্ধ-ধর্ম্মাশ্রয় আ ৪।১২৭ ; বিরুদ্ধ-ব্যাখান ম ২৩।১১১ ; বিরুদ্ধার্থ আ ২।৮৭ ; বিরোধ আ ৪।১৮৮, ১৮৯ ; অ ১৩।৩৫ ; বিলক্ষণ অ ১।৪২ ; বিলম্ব অ ১৪।২১ ; বিলাস ম ১।২৪৬ ; ১৩।৫২ ; ২০।১৯৪, ২১৮, ৩৯২ ; ২৫।২৩৮, ২৬৮ ; অ ৭।৪ ; ১৩।৭৭ ; কীর্ত্তন-বিলাস ম ১।২৪৭ ; বিবিধ বিলাস অ ১৭।৭ ; ম ১।২৫৬ ; ১১।১৩৬ ; বিলাসী (ভোগী) ম ২১।১২৯ ; বিলেপন ম ৮।১৭০; বিলোকন ম ৬।১৪৫ ; বিশেষ-কারণ আ ১৭।৩১৬ ; বিশেষ-জ্ঞান আ ২।৮১ ; বিশ্ব আ ৩।৩৪; ৭।১৬৩ ; ১৩।৭৫, ৭৬ ; ম ৬।১৪৩ ; ২০।২৭১; ২৫।৫০; বিশ্বধাম আ ৫।৭৬ ; বিশ্বরূপ ম ১৯।১৯৭ ; বিশ্বরূপ-দরশন আ ১৭।১০; বিশ্বসৃষ্টি আ ৬।১৫ ; বিশ্ব-সৃষ্ট্যাদি ম ২০।৩৫৯; বিশ্বের সৃজন আ ৬।২৬ ; বিশ্বম্ভর আ ৩।৩২ ; ৯।৭ ; বিশ্বাস (প্রত্যয়) আ ৫।১৭৬ ; ১১।২৫; ১৭।৩০৯ ; ম ৪।১৬১ ; ৬।২৩১ ; ৭।১১১; ৮।৩০৮, ৩০৯ ; ৯।১৯৬, ১৯৭; ২২।৬২ ; অ ২।১৩৮, ১৭১ ; ৩।২২৬, ২৫৯ ; ৫।৪৫, ১১৭ ; ১৪।১১ ; ১৬।৪৮, ৬২ ; দৃঢ়বিশ্বাস আ ৭।৯৫; পরম বিশ্বাস আ ৮।৬১; বৈষ্ণব-বিশ্বাস ম ৯।১৫২ ; সুদৃঢ় বিশ্বাস আ ৫।১৭৩ ; ম ১৩।২০৮; ২৫।২৭২ ; বিশ্বাস আভাস আ ৫।১৭৩ ; বিশ্বাসময় ম ১৯।২২১ ; বিশ্বাস (উপাধি) আ ১২।২৮, ৩৭, ৩৮, ৫৯ ; ম ১৬।১৬৯, ১৭০, ১৭৬, ১৭৮, ১৯৪ ; অ ১৩।৯১ ; বিশ্বেশ্বর-দর্শন আ ৭।১৫৭ ; ম ১৭।৮৬ ; বিশ্বোৎপত্তি আ ৫।৪৬ ; বিশ্বোদ্যান ম ২৫।২৬৯ ; বিশ্রাম ম ১৭।১৯১ ; অ ৫।৬৬ ; ৬।১০১, ১০৬ ; ১২।১৪২ ; ২০।১৪৯

বিষ ম ১১।৭ ; ২২।৩৮ ; অ ২।১৫৬ ; বিষজ্বালা ম ২।৫০ ; অ ১৫।৭৫ ; বিষণ্ণ অ ১২।৮২ ; ১৪।৩৫ ; বিষণ্ণ-অন্তর অ ১২।৪ ;

বিষধর অ ৯।৮ ; বিষম অ ৭।৯৪ ; বিষয় (প্রাকৃত) ম ৭।২১ ; ৮।২৯৭, ৩০২ ; ১৩।১৪০; ১৬।২৩৮ ; ২২।৩৯ ; ২৫।১১৯, ১৮৭ ; অ ৬।২০০ ; ৯।৬৯-৭২, ১৩৭, ১৩৯ ; নির্ব্বিষয় অ ৯।১৩৮; বিষয়-কূপ ম ১৯।৪৯ ; বিষয়তরঙ্গ ম ৭।১২৯ ; বিষয়-গ্রহণ অ ২।১১৮ ; বিষয়ত্যাগ ম ১৯।৪ ; অ ১।২০১ ; বিষয়বাঞ্ছা অ ৯।৭৩ ; বিষয়-বিষ অ ৬।১৯৭ ; বিষয়বিষ্ঠা-গর্ত্ত ম ১।১৯৮ ; অ ৬।১৯৩, ১৯৭ ; বিষয়বিষ্ঠা গর্ত্তের কীড়া অ ৬।১৯৭ ; বিষয়ভোগ আ ৩।৯৬ ; ম ২০।৯১ ; অ ৮।৬৪ ; ১৪।৪৭ ; বিষয়-বিমুখ অ ২।৮৮ ; বিষয়রোগ ম ২০।৯০, ৯৩ ; বিষয়-লালস আ ৮।৮৩ ; বিষয়সুখ ম ২২।৩৮ ; অ ৬।১৩৪ ; ৯।১১৪ ; বিষয়স্পর্শ অ ৯।৭২; বিষয়ে উদাস ম ১৬।২২২; বিষয়ে নিমগ্ন আ ১৩।৬৭ ; বিষয়ের স্বভাব অ ৬।১৯৯ ; বিষয় (সম্বন্ধ) অ ৭।৮৫ ; প্রভুবিষয়ে অ ৭।৮৫ ; বিষয়ী ম ৮।৩৫ ; ১০।৫৪ ; ১৩।১৮২ ; ১৬।১১০ ; অ ২।৮৮ ; ৫।৮০ ; ৬।১৪ ; ২১৫, ২৭৪, ২৭৮, ২৭৯ ; ৯।৬৬, ৯৩ ; বিষয়ীর অন্ন আ ১২।৫০ ; অ ৬।২৭৯ ; বিষয়ীর বার্ত্তা অ ৯।৬৬ ; বিষহরি (প্রাকৃত দেবতা) আ ১৭।২০৫; বিষাদ আ ১৭।৯৫, ২৮৮ ; বিষাদ-উত্তর ম ৭।৪৬ ; বিষাদে বিহ্বল অ ১৮।৪৩ ; বিষামৃত ম ২।৫১

বিষ্ণু-অংশ ম ১।১৭৮ ; বিষ্ণু-কলেবর আ ৭।১১৫ ; বিষ্ণু-দর্শন ম ৯।৭৭ ; বিষ্ণুদূত অ ৩।৫৭ ; বিষ্ণুদ্বারে আ ৪।১৩ ; বিষ্ণুনাম ম ৬।৯৫ ; বিষ্ণুনিন্দা আ ৭।১১৫ ; বিষ্ণুপাদপদ্ম আ ১৬।৮০ ; বিষ্ণুপাদোৎপত্তি আ ১৬।৮৩ ; বিষ্ণুবৈষ্ণব-নিন্দা ম ২২।১১৭ ; বিষ্ণুভক্তি ম ৮।৫৭ ; বিষ্ণুমণ্ডপ আ ১৭।১১৫ ; বিষ্ণুমন্দির ম ২৪।৩৩৮ ; বিষ্ণুর অবতার ম ৬।৯৪ ; বিষ্ণুর চরণ আ ১৩।৭৩ ; বিষ্ণুর পূজন আ ৮।৮ ; বিষ্ণুর প্রচার ম ৬।৯৮ ; বিষ্ণুরূপ ম ২০।৩১৪; বিষ্ণুলোক ম ২১।৪৬ ; বিষ্ণুসমর্পণ ম ৩।৪১; বিষ্ণুস্মরণ ম ৪।১২১

বিস্তার ম ২২।১১০ ; অ ১৮।১০ ; ২০।৮৬, ৯১, ১৪১ ; স্বাংশবিস্তার ম ২২।৯ ; বিস্বাদ অ ১০।১২৬ ; বিস্ময় ম ১৭।২১৬ ; ১৯।৬৮ ; অ ১।৬৮ ; ১২১ ; ২।১৫২ ; ৫।১২৯ ; ১৪।১৫ ; ৭৪ ; ১৬।১০৭ ; বিস্মরণ অ ৬।৩০৪ ; ১৬।১১১ ; ১৭।৫৪ ; বিস্মারণ অ ১৬।১১৩; বিস্মিত অ ৬।৪৫, ২১০ ; ১১।৫২ ; ১৪।১০৩ ; ১৭।৫৫ ; ১৯।২৯ ; বিহার আ ৪।২৭ ; ৬।৩৮ ; ম ১৩।২৪ ; ১৪।১১৭ ; ২১।৪৭, ১০৮ ; ২২।৮ ; ২৫।২৬৭ ; অ ৬।১০০ ; ১৭।২৬ ; বিহ্বল আ ৬।৭৯ ; ৯।৫১ ; ১৭।১১৭ ; ম ৩।১৪১ ; অ ২।৬৩ ; ৭।৭২ ; ১১।৫ ; ১৩।১২৯ ; ১৪।৪২ ; ১৫।৫৮ ; ১৬।৩ ; ১৭।১৭ ; ১৮।৪৩, ২০।৩ ; বিহ্বল-অন্তর ম ২।১৭, বিহ্বল-মন ম ৪।১১২

বীজ ম ১৯।১৫২ ; অ ৩।১৪৩ ; বীজনাশ আ ৭।২৭ ; বীণাধারী ম ৮।১৩২ ; বীভৎস অ ৪।১৫৪ ; বীভৎস-জ্ঞান অ ৪।১৭২ ; বীর্য্য-সঞ্চার ম ২০।৩৭০ ; বীর্য্যের আধান ম ২০।২৭২

বুদ্ধি আ ১৬।৮৯ ; ১৭।২৫৭ ; ম ২৪।১১, ১৮০, ১৮২, ১৮৫ ; অ ২০।৭৭ ; সর্ব্বোত্তমা-বুদ্ধি ম ২৪।১৯০ ; বুদ্ধি অগোচর ম ১৮।১২০, বুদ্ধিগতি ম ৮।১৯১ ; বুদ্ধিনাশ ম ৯।২২৭ ; অ ৫।১৩৮ ; বুদ্ধিভ্রষ্ট অ ২।৯৪ ; বুদ্ধিমান ম ২৪।৮৭, ৮৯ ; বুদ্ধিগোচর আ ৪।১৮৫

বৃক্ষ আ ৯।১৫, ১৬, ২০, ২১, ৩৩, ৩৮, ৪৫ ; ১০।৩, ৮৪, ১০৬ ; ১২।৪, ১৭।৮০, ৮১, বৃক্ষ-আরোপণ আ ১৭।৩২২ ; বৃক্ষতল আ ১৭।৪৭ ; ম ৪।২৩ ; বৃক্ষ-পরিবার আ ৯।৩১, ৪৭ ; বৃক্ষমূল আ ৯।১৫ ; বৃক্ষসম অ ২০।২২; বৃত্তান্ত ম ২৫।১৯০ ; অ ৯।১৩২ ; বৃত্তি (কার্য্য) ম ২০।২৭১ ; অ ৬।২৮৪ ; ১৪।৪৮ ; ভিক্ষাবৃত্তি অ ৬।২৮৪ ; বৃত্তিকার (সূত্রের বৃত্তি রচয়িতা) অ ১৪।১০ ; বৃথাকথা অ ২।১২৫ ; বৃদ্ধ জরাতুর অ ২০।৯৩ ; বৃন্দাবন-কেলি ম ১৪।১৫৫ ; বৃন্দাবনক্রীড়া ম ১৪।১২২ ; বৃন্দাবনগমন ম ১৮।২২৩ ; বৃন্দাবনগুণ-বর্ণন ম ১৭।৩৮ ; বৃন্দাবনজ্ঞান ম ২।১০ ; বৃন্দাবনত্যাগ ম ১৮।১৫২ ; বৃন্দাবনধাম আ ৫।২০০ ; ম ১৪।২২০; বৃন্দাবনপথ ম ৩।১৭ ; বৃন্দাবন-পুরন্দর আ ৫।২১২ ; বৃন্দাবনবাসী আ ৮।৪৯ ; বৃন্দাবন-বিহার ম ১৪।৯৬ ; ২৫।২৪৯ ; বৃন্দাবনমাধুর্য্য আ ১৭।২৩৫ ; বৃন্দাবনযাত্রা ম ২৫।২৪৮ ; বৃন্দাবনলীলা ম ১৪।৭৫, ১২৩ ; বৃন্দাবন-লীলা-রস আ ১৭।২৩৪ ; বৃন্দাবনশোভা ম ১৮।৭৭ ; বৃন্দাবনসম্পদ্ ম ১৪।২০৪, ২১৮ ; বৃন্দাবন-স্মৃতি ম ১৭।৩৮ ; বৃন্দাবনে কৃষ্ণসেবা ম ২৩।৯৮ ; বৃষ আ ১৭।১৫৩ ; বৃষ্টি অ ২০।২৪ ; বৃহত্ত্ব-স্বরূপ ম ২৪।৭৩ ; বৃহদ্বস্তু ম ৬।১৩৯ ; অ ৭।১০৪

বেণামূল অ ১৫।৭৬ ; বেণু আ ২।২৯ ; ১৭।১৪ ; ম ২১।২১, ১০৮ ; অ ১৪।১০৭ ; ১৬।১৩৩, ১৪৩, ১৪৬, ১৪৮, ১৪৯ ; ১৬।১২৪, ১২৫, ১৪৪ ; ১৭।২৩, ৩৪, ৩৬, ৪৬ ; বেণুকর ম ২১।১০১ ; বেণুকলধ্বনি অ ১৭।৪৬; বেণুগান ম ২।৫৬ ; বেণুগীত আ ৪।২৫১ ; বেণুঝুটাধররস অ ১৬।১৪৬ ; বেণুধ্বনি ম ২১।১০৮ ; অ ১৭।৩৫ ; বেণুনাদ অ ১৪।১০৮; ১৭।২৪ ; বেণুনাদ অমৃতঘোলে অ ১৭।৩৮ ; বেণুশব্দ অ ১৭।২৩ ; বেতন ম ৪।১৬৬ ; অ ২০।৩৭ ; বেত্র ম ২১।২১ ; বেদ আ ২।২৪ ; ৪।২৬ ; ৭।১২৮, ১২৯, ১৩২, ১৩৯ ; ১৭।১৫৮, ১৫৯ ; ম ৬।১৩৭, ১৩৯, ১৪৮, ১৬৮, ১৭৪, ১৭৮ ; ৮।৩৬, ২৬৪ ; ১১।১১৭, ১৯১; ১৯।১৪৬ ; ২০।১৪৪, ২৯২, ৩১৫ ; ২১।৯৭; ২৫।৯৬ ; বেদ-আজ্ঞা ম ৩।১৮৬ ; বেদগুহ্য-কথা আ ৫।১৫৯ ; বেদধর্ম্ম আ ৪।১৬৭ ; ৮।৮ ; ১১।৯ ; ম ৬।২৩৪ ; ৮।২২০ ; ২২।৫৯ ; অ ১৪।৪৩ ; বেদধর্ম্মাতীত আ ১১।৯ ; বেদনিষিদ্ধ পাপ ম ১৯।১৪৬ ; বেদনিষ্ঠ ম ১৯।১৪৬ ; বেদপরতন্ত্র ম ১০।১৩৭ ; বেদপুরাণ আ ১৭।১৫৫, ১৬০ ; ম ৯।১৯৫ ; ২০।১২২, ১২৯ ; বেদ-প্রবর্ত্তক অ ৫।১৪০ ; বেদপ্রবর্ত্তন ম ২৪।৩১০ ; বেদবাণী ম ২১।১০৬, বেদভয় ম ৮।৩৬ ; বেদমত ম ২৫।৫১ ; বেদমন্ত্র আ ১৭।১৬১ ; বেদময়মূর্ত্তি আ ৭।১৪৮ ; বেদশাস্ত্র ম ২০।১২৪, ১৪৩ ; ২২।৩ ; ২৪।১৬ ; ২৫।১৪৩, বেদসার আ ১৬।৪৯ ; বেদসূত্র আ ৭।১৩১ ; বেদের প্রতিজ্ঞা ম ২০।১৪৬ ; বেদান্ত—শাস্ত্র-তালিকা দ্রষ্টব্য, বেদান্ত পঠন আ ৭।৬৯ ; বেদান্ত-মত ম ২৫।৫৩ ; বেদান্ত-শ্রবণ ম ৬।১২১, ১২৪ ; বেদান্ত-সূত্র আ ৭।১০৬ ; বেদান্তাধিকার আ ৭।৭২ ; বেদ্য ম ৩।৬৬

বেশ ম ১।১৮২ ; বেশান্তর ম ১৬।১৬১ ; বেশ্যা অ ৩।১০৩-১০৫, ১০৭, ১০৮, ১১৫, ১১৬, ১১৮, ১২১, ১২২, ১২৬, ১২৯, ১৩১, ১৩৪, ১৩৮, ১৪২ ; ৬।২৮৪ ; ৭।১০৭ ; ২০।৫৭; বেশ্যার আচার অ ৬।২৮৪; বেশ্যার সেবা ২০।৫৭ ; বেষ ম ৩।৯ ; বেষধারণ ম ৩।৮ ; বেষ্টিত অ ৬।৪৫

বৈকল্য অ ৬।৫ ; বৈকুণ্ঠাদি-ধাম আ ২।৪৩ ; ৫।৪৩ ; ম ১৫।১৭৫ ; বৈকুণ্ঠাদিপুর আ ৫।২২২ ; বৈকুণ্ঠাবরণ ম ২১।৯৩; বৈকুণ্ঠের পতি ম ২১।২২ ; বৈকুণ্ঠের পৃথিব্যাদি আ ৫।৫৩ ; বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মীগণ ম ২১।১৪২ ; বৈজয়ন্তী মালা অ ১৫।৬৬ ; বৈদিক ম ৮।৪৮ ; ১৯।৬৯; বৈদিক ব্রাহ্মণ ম ৭।১২১ ; ৮।১৫, ২৫, ১৮।১৩৩ ; বৈদ্য (চিকিৎসক) আ ১০।১০৯, ১১২,

১২৬, ১৫২ ; ১১।২২ ; ১৯।২০ ; ২১।১৩৭; বৈদ্যজাতি ম ১৭।৯২ ; বৈধীভক্তি ম ২২। ১০৬, ১০৭, ১৪৪ ; বৈধীভক্তিসাধন ম ২২। ১৪৩ ; বৈভব আ ৬।১০২ ; ভাবের বৈভব আ ৬।১০২ ; বৈভবামৃতসিন্ধু ম ২১।২৬ ; বৈয়াকরণ আ ১৬।৫০ ; বৈরাগী ম ৪।১০৩ ; ১৮। ২১০ ; অ ২।১১৭, ১২৪ ; ৩।১০৪ ; ৬।২২২-২২৬ ; ৮।১৪ ; বৈরাগীর কৃত্য অ ৬।২২৬ ; বৈরাগীর ধর্ম্ম অ ৬।২২২ ; বৈরাগ্য আ ১০। ২২ ; ম ৬।৭৫ ; ৭।৩০, ৩২ ; ১৯।১২৫ ; ২০। ৮২ ; ২২।১৪০ ; অ ১।২০১ ; ৩।১০৪ ; ৬। ১৪, ১৫, ২২০, ২৫৪, ৩১১, ৩২৫ ; ৮।১৪ ; বৈরাগ্য-অদ্বৈতমার্গ ম ৬।৭৫ ; বৈরাগ্য-দুঃখ ম ৭।৩০ ; বৈরাগ্যপ্রধান অ ২।৮৮ ; বৈরাগ্যশিক্ষণ অ ৪।৮০ ; বৈরী ম ২।৩৭ ; অ ১৭।৫৬ ; বৈলক্ষণ্য ম ১৪।১৮৬ ; বৈশারদী মতি ম ২১। ১২১

বৈষ্ণব আ ১।২০, ৩০, ৩১; ৫।১৬৩, ২২৮, ২৩০; ৭।৪৮ ; ৮।৩৮, ৬২-৬৪, ৭৩, ৭৬ ; ১০।৯৯, ১০১ ; ১২।২৪, ৮৬ ; ১৩।১৭, ৫৬, ১১৯ ; ১৪।১৭ ; ১৭।২৭, ৮৬, ২২৩, ২৩২ ; ম ১।১৮, ১৩১, ১৪২ ; ২৬৬ ; ৪।৮৭ ; ৬।২৮০ ; ৭।৬৬, ৮৯, ১০১, ১০৩-১০৫, ১০৮, ১১৬-১১৮ ; ৮।১০, ৪৮, ৪৯, ৩০১ ; ৯।৮, ১০-১২ ; ৪১, ৪৪, ৪৫, ৫২, ৬৮, ৭৬, ৭৭, ৯৩, ১৫২ ; ২৫১, ২৫২, ২৭৪, ৩০৫, ৩৫৬, ৩৬২ ; ১০।১৩, ৪৩, ৪৭, ৭৪, ১৪৮, ১৮৯ ; ১১।৫৭, ৬৭, ৭৩, ৭৪, ৯৪, ১২৩-১২৬, ১৪৩, ১৭০, ১৭১, ১৭৩, ১৭৪, ১৮২, ২০৮, ২৩৮ ; ১২।১৯৭ ; ১৩।৪৮, ৪৯ ; ১৪।৫ ; ১৫।১০৫, ১১১, ১৬৯, ১৮৭, ২৯২ ; ১৬।৩৪, ৩৬, ৭১, ৭৩, ৭৫, ৭৬, ১৮৯, ১৭।৪৯, ৫১, ১৫৩ ; ১৮।৮২, ৮৬, ২২০ ; ১৯।৯২ ; ২০। ৪৭, ৪৮ ; ২২।৭২, ৮৪, ১২১ ; ২৪।২৬২, ২৭৫ ; ২৫।২৫৪ ; অ ১।২৪, ৯৩ ; ২।১১, ১৪, ১৬, ৯৫, ১৩১, ১৬০ ; ৩।৪১, ৪৩, ১৪১, ১৪৬ ; ৪।৭৯, ১১৩, ১৯১ ; ৫।৯৩, ১৩১, ৬।৮১, ৮৭, ১০৯, ১৯৮, ২১৬, ২১৮, ২৪৯ ; ৭।৫২, ৫৫, ৫৯, ৬০, ৬৮ ; ৮।৫৩ ; ১০।৪১, ১৫২ ; ১১।৪৬, ৭৭, ৮১, ৮৭ ; ১২। ৩২, ৩৯, ৪১ ; ১৩।৬১, ১১৩, ১১৭, ১৩৩ ; ১৪।১০২, ১০৪, ১১২, ১১৬ ; ১৬।৮-১০, ১৩, ১৪, ৩৮, ৪৮, ৫৭, ৫৮, ১৪৮ ; ২০।২৫, ৭৮ ; বৈষ্ণব-আচার ম ১৭।১৮০ ; ২২।৮৪ ; ২৩।৯৮ ; ২৪।৩৪০; অ ৪।৭৯, ২২১ ; বৈষ্ণব-আজ্ঞা আ ৮।৮৩ ; বৈষ্ণব-আনন্দ আ ৮।৬৪ ; বৈষ্ণব-করণ ম ২৫।২৫৪ ; বৈষ্ণব-কিঙ্কর ম ১৮।৮৬ ; বৈষ্ণবগণ আ ১৩।৬৩ ; ম ২।৯৫ ; ৯।৩৩৬ ; ১১।২১২ ; বৈষ্ণব-চরিত্র ম ৯।৩০৫; বৈষ্ণব-জ্ঞান ম ৯।২৫১; বৈষ্ণবতম ম ১৬। ৭৫ ; বৈষ্ণবতর ম ১৬।৭৫ ; বৈষ্ণবতা ম ৬। ২৩৮ ; ম ৯।২৭৩ ; অ ৭।৫২ ; বৈষ্ণবতাশক্তি অ ৭।১৯ ; বৈষ্ণবদেহ অ ৪।১৯১ ; বৈষ্ণব-দ্বেষী অ ৩।১০১ ; বৈষ্ণবধর্ম্ম অ ৩।১৪৭ ; বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রচার আ ১৪।১৭ ; বৈষ্ণব-নিন্দা ম ২২।১১৭ ; বৈষ্ণবনিন্দাদি বর্জ্জন ম ২৪। ৩৩৩ ; বৈষ্ণব-প্রধান আ ১১।৩৭; ম ১৬।৭৪ ; বৈষ্ণব-বিশ্বাস ম ৯।১৫২ ; বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণ ম ৮।৪৮ ; ৯।৯১, ৯৩ ; বৈষ্ণব-মণ্ডল আ ৫। ২২৮ ; বৈষ্ণব-মন ম ১৬।৩৪, ৩৬ ; বৈষ্ণব-মিলন ম ২৫।২৪৩ ; বৈষ্ণব-লক্ষণ ম ১৬।৭৫; ২২।৭৪ ; ২৪।৩৩১ ; বৈষ্ণব-শরীর ম ২২।৭২; বৈষ্ণব-শাস্ত্র ম ৯।৩৬২ ; বৈষ্ণব-শ্রেষ্ঠ ম ১৬। ৭২ ; বৈষ্ণব-সন্তোষ আ ৮।৬২ ; বৈষ্ণব-সন্ন্যাসী ম ৬।৪৯ ; বৈষ্ণব-সমাজ অ ১।১৩০ ; বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত ম ৯।৪৪ ; বৈষ্ণব-সেবন ম ১৫।১০৪ ; বৈষ্ণব-সেবা ম ১৬।৭০; বৈষ্ণব-স্মৃতি ম ২৪। ৩১৯ ; বৈষ্ণবাপরাধ ম ১৯।১৫৬ ; বৈষ্ণবের আজ্ঞা আ ৮।৭৩ ; বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট অ ১৬।৮; বৈষ্ণবের কর্ত্তব্য অ ৪।২২১ ; বৈষ্ণবের কৃত্য অ ৪।৭৯ ; বৈষ্ণবের গণ আ ১৩।৬৬ ; অ ৬। ১৮১ ; বৈষ্ণবের গুণগ্রাহী আ ৮।৬২ ; বৈষ্ণবের তেজ অ ৭।৫৮ ; বৈষ্ণবের ধর্ম্ম আ ৭।৪৮ ; বৈষ্ণবের নিন্দ্যকর্ম্ম অ ১৩।১৩৩ ; বৈষ্ণবের পদরেণু আ ৫।২৩০ ; বৈষ্ণবের প্রায় অ ৬।১৯৮; বৈষ্ণবের শেষ-ভক্ষণ অ ১৬।৫৭ ; বৈষ্ণবোচ্ছিষ্ঠ অ ২০।১২৮; বৌদ্ধ ম ৬।১৬৮ ; ৯।৪৮, ৫১, ৫২, ৬০ ; ১৯।১৪৫ ; বৌদ্ধগণ ম ৯।৫৫; বৌদ্ধাচার্য্য ম ৯।৪৭, ৫০, ৫৫

ব্যক্ত অ ৬।১২৪ ; ব্যগ্র অ ১৪।৩৫ ; ব্যজন ম ১৪।১৩০ ; অ ১৫।৯২ ; ১৮।১০৮ ; ব্যথা অ ১৩।৫ ; ব্যবহার ম ১।২০৯ ; ৫।৫০, ৫৫ ; ৬।৯১ ; ৭।২৬, ১২০, ১৩৩ ; ৮।২৮১ ; ১৬। ২৬১ ; ১৯।১২ ; অ ১।৬১ ; ৪।১৫৯ ; ৬।২১৭; ৮।৭৪, ৯০ ; ৯।৪৬, ৬৮, ১৪৭ ; ১৪।১০ ; ১৬।৬ ; ১৯।৪৯ ; ব্যবহার-ভক্তি অ ৪।১৬৮ ; ব্যবহার-স্নেহ ম ২৫।২০৬ ; ব্যবহিত অ ৩।৫৯; ব্যভিচারী (ব্যর্থ) আ ২।১১১ ; ব্যর্থ অ ১৯।৪৬; ২০।৩৭ ; ব্যষ্টি-জীব-অন্তর্যামী আ ২।৫১ ; ব্যাকরণ আ ১০।৭২ ; ১৫।৫ ; ১৬।২৯, ৩২, ৩৩ ; অ ৫।১০৪ ; ব্যাকুল ম ৩।১২০ ; ১৯৬ ; ৭।৯৩ ; ৮।১১১ ; ১৭।২২ ; ২৪।২২৯ ; অ ৯।৫ ; ১২।১৯ ; ১৩।৬৮ ; ১৪।৫১, ৫৪, ৬১ ; ১৯।৫৮ ; ২০।৯৪ ; ব্যাখ্যা আ ১৬।৫ ; ব্যাখ্যান আ ২।৭১, ৮৫ ; ৩।৭৯ ; ৪।৯০, ১২১, ২৭৩ ; ৫।১৫৪ ; ৬।৫৩ ; অ ৩।১৭০ ; ৭।৭৮, ১০৭, ১৩০ ; ১৫।৩৯ ; ব্যাখ্যাভাষা ম ২।৮৮ ; ব্যাঘ্র আ ১১।২০ ; ব্যাঘ্রাম্বর ম ২৪।২৪১ ; ব্যাজস্তুতি ম ২।৬৬ ; ১২।১৯৬ ; ব্যাধ ম ২৪।২২১-২২৩, ২২৮, ২৩১, ২৩৪, ২৩৮, ২৪০, ২৪৪, ২৪৬, ২৪৮, ২৪৯, ২৫২, ২৫৩, ২৫৮, ২৬০-২৬২, ২৬৫, ২৬৮, ২৭০, ২৭৩, ২৭৫, ২৭৮ ; অ ১৫।৭২ ; ব্যাধের আচার অ ১৫।৭২ ; ব্যাধি অ ১১।২৩ ; ব্যাধিছল আ ১৪।৩৯ ; ব্যাসকৃপা ম ২৪।১১১ ; ব্যাসপূজন আ ১৭।১৬ ; ব্যাস-সূত্র—গ্রন্থ-তালিকা দ্রষ্টব্য ।

ব্রজ আ ১।৮০, ৮৫ ; ৩।৫, ১০, ১২ ; ৪। ৩৩, ৪৭, ৮১, ১১২ ; ৫।১৩৫ ; ৬।৫৪ ; ৬১, ৬৪ ; ১১।৩২ ; ম ১।৩১, ৩৪, ৫৬, ৮৬ ; ২। ৭০, ৯৫ ; ৮।২২১, ২২২, ২২৬, ২৩১, ৯। ১৩১, ১৩৪ ; ১৩।১৩০, ১৩৮, ১৪৩, ১৪৫, ১৪৭, ১৫৯ ; ১৪।১৩৮, ১৪০ ; ১৫।২৪১ ; ১৯।১৯১ ; ২০।১৫২, ১৮৭, ৩৯৬, ৪০০ ; ২১।১৬, ১১০, ১২২ ; ২৪।৮১ ; অ ১।১৯৯, ২১৮, ৩।৮২ ; ৬।২৩৭ ; ১৪।৪৬ ; ১৬।১৪২ ; ব্রজজন ম ৯।১২৮, ১৩০ ; ১৩।১৪৪, ১৪৭, ১৫৭ ; অ ১৯।৩৬, ৪২ ; ব্রজদেবী ম ৮।৯৩ ; ২৫।২৪৬ ; অ ৭।৩৮ ; ১৫।৭৪ ; ব্রজদেবীগণ আ ৪।৭৯ ; ব্রজনর্ম্ম আ ১১।২৩ ; ব্রজনারী অ ১৫।২৩ ; ১৫।৭১ ; ব্রজপুর ম ২০।৩৯০ ; ব্রজপুরলীলা অ ১।৪৪ ; ব্রজপ্রাণ ম ২।৭০ ; ব্রজবধূ অ ৫।৪৫ ; ব্রজবধূগণ আ ৪।৪৮ ; ব্রজবন্ধু ম ১৩।১৫৮ ; ব্রজবাসী আ ১০।১০১ ; ম ৪।৯৫, ১০২ ; ১৩।১৪৫, ১৫০ ; ১৪।২১৭ ; ২২।১৪৫, ১৪৯ ; ব্রজবাসী বৈষ্ণব আ ১০। ১০১ ; ব্রজবাসী লোক ম ১৮।১৩৬ ; ব্রজবিলাস ম ১।৩৭ ; ২।৮০ ; ব্রজবিলাস-বর্ণন ম ১।৪১ ; ব্রজভাব আ ৩।১৫ ; ব্রজভূমি ম ৪। ৯৭ ; ১৩।১৪৬ ; ব্রজমধুর-রসজ্ঞান অ ৭।৩৮ ; ব্রজরমণী অ ১৯।৩৮ ; ব্রজরস অ ১।২০৫ ; ব্রজরসগীত ম ১৪।২৩২ ; ব্রজরসপূর ম ১। ৪৪ ; ব্রজরাজের প্রাণধন ম ১৩।১৪৭ ; ব্রজরামা ম ৮।১৮৩ ; ব্রজলীলা অ ১।১২৪ ; ব্রজলোক আ ৫।১৭ ; ম ৮।২২২ ; ৯।১২৮, ১৩১ ; ১৩। ১৪৮ ; ব্রজসখা আ ১১।২১ ; ব্রজাঙ্গনারূপ আ

৪।৭৫ ; ব্রজাশ্রয় ম ২১।১২০ ; ব্রজে কৃষ্ণের সেবন ম ২২।১৫৩ ; ব্রজেন্দ্রকুমার আ ২।১০৯; ৩।৫ ;৪।২২২ ; ৫।২১২ ;১৩।৫২, ৬২, ৭১ ; ম ১।২৭৩ ; ১৫।১৩৮ ; ২০।৩৮১ ; অ ৭।২৬, ব্রজেন্দ্রকুল—দুগ্ধসিন্ধু অ ১৯।৩৬ ; অ ১৯। ৩৬ ; ব্রজেন্দ্রনন্দন আ ১।৮০ ; ২।১২০, ৫। ২১৯ ; ৮।৫১, ১৭।১৫, ২৭৭, ২৭৮, ২৮৪, ৩০৩, ৩১৪ ; ম ১।৮৬ ;২।১৫, ১৬ ; ৮।১৩৫, ২২১, ২২৩, ২৩০, ২৩১ ; ৯।১৩০, ১৩১ ; ১১।২৪ ; ১২।৬১ ; ১৮।১১৮, ১২৬ ; ২০। ১৫৩, ১৭৮, ১৯৬, ২৪০, ২৪৭, ৩৩৯, ৩৭৬; ২৩।৮৭ ; ২৪।৩০৯ ; অ ৩।২৬৩ ; ৬।৩০০ ; ৭।২৮ ; ১২।৫ ; ১৪।১৯ ; ১৬।৮২, ১৪২ ; ১৭।২৩, ১৮।৮০ ; ব্রজেন্দ্রনন্দন-কৃষ্ণ ম ২৩। ৬২ ; ব্রজেন্দ্র-ব্রজেশ্বরী ম ১৮।৬২ ; ব্রজে বাস ম ২৪।১৮৭ ; ব্রজের জীবন ম ১৩।১৪৭ ; ব্রজের নির্ম্মলরাগ আ ৪।৩৩ ; ব্রজের রসপ্রেম-লীলা অ ৫।৮৭ ;ব্রজের সম্পদ্ ম ১৩।১৪৭ ; ব্রজেশ্বর আ ১৭।২৯৪ ; অ ২০।৬২ ; ব্রজেশ্বরী আ ১৭।২৯৪ ; ম ১৫।১৯ ; অ ৭।৩০ ; ব্রজেশ্বরীমুখ ম ১৩।১৪৫ ; ব্রজেশ্বরী-সুত ম ৯।৩৩; ব্রত ম ২১।১১৬, ১৪২ ; ব্রতনিয়ম ম ৯।১১৩; ব্রতভঙ্গ অ ৩।১২৫ ; ব্রতী ম ২৪।১৫

ব্রহ্মচারী (উপাধি) আ ১০।৩৫, ৩৮, ৫৮, ১৩৮ ;১২।৬২, ৭৯, ৮২, ৮৪ ; অ ২।৫, ১৬, ২৭, ২৮, ৩০, ৫১, ৫৩, ৭০, ৭৩ ; ব্রহ্মচারী (সন্ন্যাসীর শিষ্য) আ ১০।১৪৬ ; ব্রহ্মচারী (ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমস্থ) ম ৭।২৫ ; ব্রহ্মণ্য অ ৬।১৯৮; ব্রহ্মণ্যতা অ ৭।১৬২ ; ব্রহ্মণ্যদেব ম ৫।৮৮, ১৫৯ ; ব্রহ্মদৈত্য অ ১৮।৫১ ; ব্রহ্মবাক্য আ ২।৫৮ ; ব্রহ্মরাক্ষস অ ২।১৫৬ ; ব্রহ্মলোক ম ১৯।১৫৩ ; অ ৬।১৩৬ ; ব্রহ্মশাপ আ ১৭। ৬৪ ; ব্রহ্মসম ম ৮।২৬ ; ব্রহ্মস্তব ম ৬।২৬০ ; ব্রহ্মস্ব অ ৯।৮৯ ; ব্রহ্মাগণ ম ২১।৮০ ; ব্রহ্মাণ্ড (দার্শনিক শব্দ দ্রষ্টব্য) ; ব্রহ্মাণ্ডগণ ম ২০। ৩৯৪, ৩৯৫ ; ব্রহ্মাণ্ডজীব ম ১৫।১৬৭ ; ব্রহ্মাণ্ড-প্রমাণ আ ৫।৯৭ ; ব্রহ্মাণ্ডবৃন্দ আ ২।৫০ ; ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডল ম ২০।৩৮৯ ; ব্রহ্মাণ্ড-মোচন ম ১৫।১৭১;ব্রহ্মাণ্ড-সৃজন আ ৬।১৭ ; ব্রহ্মাণ্ডাদি পরিপাটি সৃজন ম ২৪।২৩ ; ব্রহ্মাণ্ডানুরূপ ম ২১।৮৬ ; ব্রহ্মাণ্ডার্দ্ধ ম ২০।২৮৬ ; ব্রহ্মাণ্ডের কর্ত্তা আ ৬।২০ ; ব্রহ্মাণ্ডের গণ ম ২১।৮৬ ; ব্রহ্মাণ্ডের জাল আ ৫।৭০ ; ব্রহ্মাণ্ডের ভর্ত্তা আ ৬।২০ ; ব্রহ্মাদি ম ২৪।৩০২ ; ব্রহ্মাদিজীব অ ৩।২৪৯ ; ব্রহ্মাদিদুর্লভ অ ১৬।৯৭ ; ব্রহ্মার অগোচর ম ২৩।১১৪ ; ব্রহ্মার একদিন ম ২০। ৩২০ ; ব্রহ্মার জীবন ম ২০।৩২২, ৩২৩ ; ব্রহ্মার দুর্লভ অ ১২।২৯ ; ব্রহ্মা-রূপ ম ২০। ৩০৩

ব্রাহ্মণ আ ১৩।১০০ ;১৪।১৮, ২০, ৮৪; ১৬।৩৬ ;১৭।১৬৩, ২৫৫ ; ম ১।১৭৪, ১৯৩; ৩।৮৫, ৮৬ ;৪।৫৫, ৮৩, ৮৪, ৮৭, ৯৪, ১০৩, ১১৩, ১১৬ ;৫।১০, ২৪, ৪৫, ৮৯, ৯৭, ১০১, ১০৭ ; ৭।৩৯ ; ৮।১৫, ২৫, ৪১, ৪৮ ; ৯।৩৯, ৯২, ১৭৬, ১৭৯, ২০৮, ২২৬, ২২৯, ৩০৩, ৩০৫ ; ১০।৪৫ ; ১৫।২৬২ ; ১৬।১৮৯, ২২৯; ১৭।৫৮, ১৬৪, ১৬৫, ১৬৯, ১৭৯, ১৯২, ২২৫ ; ১৮।৪, ১২৯, ১৩৩, ১৩৯, ১৫৮ ; ১৯।৪, ২৫৩ ; ২০।৮১ ; ২৪।২৫৫ ; অ ৩। ১০০, ১৩৮, ১৭৩, ২২০ ;৪।২১৫ ; ৬।১৬৫, ২৫৯ ; ১৬।১৯ ; ব্রাহ্মণকুমার অ ৩।৩, ৬ ; ব্রাহ্মণগণ ম ৮।২৫ ; ব্রাহ্মণ-জাতি ম ১।১৯৩; ব্রাহ্মণ-পত্নী আ ১৬।৬৫ ; ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব ম ১৬।১৮৯ ; ১৯।৭ ; অ ১৬।১০ ; ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী আ ১৪।২০ ; ব্রাহ্মণ-সজ্জন আ ১৩। ১০৩ ; ১৭।৪২ ; ম ১৮।১৩০ ; অ ৬।৫৪ ; ব্রাহ্মণ-সমাজ ম ৯।৩৯, ৩০৫ ; ব্রাহ্মণসেবা ম ৫।২৪ ; ব্রাহ্মণহৃদয় ম ১৫।২৭৪ ; ব্রাহ্মণের উপজীব্যপ্রায় ম ১৬।২১৯ ; ব্রাহ্মণী আ ১০। ১০৯ ; ১৩।১০৪ ; ১৭।২৪৩ ;ম ৭।৫২ ; ৯। ২৩৭ ; অ ৩।১৫, ১৬ ; ব্রাহ্মণীগণ ম ৪।৮৪ ; ব্রাহ্মণ্য ম ১৬।২১৮

ভক্ত আ ১।১৮, ৩২, ৩৮, ৪৭, ৬১, ৬৪, ৮১, ৮২, ৯৯, ১০৮ ; ২।২৫, ১১১ ; ৩।১১, ১৮, ৮৭, ৯১, ১০৯, ১১১ ;৪।১৯, ৩২, ১৪৩, ২০১, ২৩২, ২৬৫ ; ৫।১২০, ১২৭ ; ৬।৮৭, ৮৯, ৯১, ৯৫, ৯৮, ১০৩, ১০৮-১১০, ১১৭ ; ৭।১৭, ৩৯, ৮৮, ৯২ ; ৮।১৮, ৪৯ ; ১০।২৮, ৫৬, ৫৭, ৬৩, ১২২, ১৫২ ; ১১।১৩ ; ১৩।৫, ৬২ ; ১৬।১৯ ; ১৭।৭০, ২৩০, ২৪৬ ; ম ১।১২৩, ১৩৮, ১৪৭ ; ৩।১৫২, ২০০, ২১৪ ; ৪।১০, ২১১ ; ৫।১২২ ; ৬।১২, ১৮, ২১১, ২৫৩, ২৫৭, ২৬৭, ২৬৮ ; ৭।৩১ ; ৮।১৪০ ; ৯।১০৭, ১৫৬ ; ১০।৭২, ৯৪, ১৭৪, ১৮৭; ১১।৬৪, ৬৭, ১৩০, ১৩৬, ১৩৬, ১৬৪;১২। ১৫৯, ১৬১, ১৭৬, ১৭৭, ১৮৬, ১৮৭, ২০৪; ১৩।২৪, ২০৪, ১৪।৬, ২২, ৭৫, ৭৬, ২৩৯ ; ১৫।১৫, ১৭, ৩৯, ১১৮, ১৮১, ১৮২, ২৯৬, ৩০০ ; ১৬।১৮, ১৪৪, ১৪৮, ২৮৪ ; ১৮।৪৪, ৫২ ; ১৯।১২৩, ১৮৩, ২২৮ ; ২০।২১৯ ; ২২।৬০, ৬৭, ১৩০ ; ২৩।৪২ ; ২৪।২২৩, ২৮১, ২৮৫, ২৮৬, ৩৪৮ ; ২৫।৫, ৯, ১৩, ১২৫, ১৭১, ২১৮, ২১৯, ২২৩, ২৬০, ২৬৯, ২৭১ ;অ ১।৫৩, ৫৪, ১০৭, ২০৯ ; ২।৯৯, ১৬২, ১৭০ ; ৩।৫৪, ৯০, ৯২, ৯৩, ২৬৯ ; ৪।৭৯, ১৯১, ১৯২, ২১৯, ৫।১৫৭, ১৬৩, ৬।৪৫ ; ৯৫, ১০২, ২০৬, ২০৯ ; ৭।৪৪ ; ৮। ৪, ৩৩ ; ৯।১৪৬ ; ১০।৩, ৪৯, ১৩২, ১৩৯; ১১।৮, ৪৫ ; ১২।৮ ; ১৩।১১৬ ; ১৮।১৭, ১৮ ; ২০।১৩৯ ; ভক্ত-অঙ্গ ম ১২।১৩৯ ; ভক্ত-অবতার আ ৩।৯১ ; ৫।১২০ ; ৬।৯৫, ১১০ ; ৭।১৩ ; ১৭।২৯৮ ; ভক্ত-অভিমান আ ৬।৮৬, ৯৭ ; ভক্ত-ইচ্ছা ম ১৬।১১;১৮।১৫২; ভক্তকণ্ঠে মণিহার ম ৬।২৫৬ ; ভক্তকৃপা অ ১।২০৫ ; ভক্তগণ আ ১।৪৫ ; ৩।৩ ২৮ ; ৪। ৩৩, ৩৯, ২২৮, ২৩৭ ; ৬।৩৭, ১১৭ ; ৭।১৬, ৯০, ১৬৯, ৮।৪, ৭১ ; ১০।১২৩, ১২৪, ১২৭, ১২৮, ১২৯, ১৫৯, ১৬৩ ; ১৩।৩১, ৩৪, ৩৮, ৫১ ; ১৭।৭, ১৮, ৭২, ৭৯, ৮৭, ২৪২, ২৫১, ৩০০, ৩৩৪ ; ম ১।২৩, ৪৬, ৪৯, ৭৭, ৯৫, ১২১, ১২৫, ১৩৩, ১৬১, ১৬৩, ২১৭, ২১৮, ২৩৪, ২৪৮, ২৫০, ২৬৯, ২৭০ ; ২।৮১, ৮৪, ৯১, ৯৩ ; ৩।২২, ১২৯, ১৫০, ১৫১, ১৬০, ১৬৮, ১৭২, ১৭৩, ১৮৬-১৮৮, ২০১, ২০৬ ; ৪।১৫, ১৯, ১৫০, ১৭০, ২০৬ ; ৫। ১৩৫, ১৩৮, ১৪৫ ; ৬।৪২ ;৭।৭৫, ৮২, ৯১, ৯৪, ১৫৪ ; ৮।১৫৮ ; ৯।২৬৭, ২৭১ ; ১০। ৬৯, ৭৭, ৮৪, ১১৭ ; ১১।১৭, ১১০, ১২। ১৩৭, ১৪৭, ১৫১, ১৫৩, ১৫৮, ১৬৪, ১৯৯, ২০২, ২০৬, ২০৯ ; ১২।২১৬, ২১৯ ; ১৩।৭, ২৯, ৬৩, ৬৭, ৬৯, ৭১, ৮১, ৮৯, ১০৮, ১৯১, ১৯৫, ১৯৭ ; ১৪।৩, ২১, ২৩, ৩৯, ৫৬, ৬৩, ৬৬-৬৮, ৭০, ৭২, ৭৬, ৯১, ৯২, ৯৬, ১০৩, ১১২, ১১৪, ১৮৪, ২৩৮, ২৪২, ২৪৫, ২৫৩, ২৫৫ ; ১৫।১৪, ৩২, ৩৮, ৯২, ৯৭, ১১৯, ১৩২, ১৩৭ ; ১৬।৪৭, ৫৪, ৬৮, ৮৬, ১২৯, ২৪৫, ২৫০, ২৫৩, ২৫৪, ২৫৭, ২৭৬, ২৮৬; ১৭।২২, ৭০, ৭১, ৭৩ ; ১৯।১২৬ ; ২০।৩৭৭; ২১।১০৩, ১১০ ; ২২।১২৩, ১৩১ ; ২৫। ১২৩, ২১৭, ২২৪, ২৬২, ২৬৫, ২৭৩ ; অ ১।৯, ১৪, ৬২, ৬৩, ১১০, ১৩৩, ১৪১, ২১৪, ২২১ ; ২।৪০, ৪৪, ৭৫, ১৩৭, ১৪৪, ১৫০, ১৫২, ১৬৭ ; ৩।৯৩, ৯৭, ১৭০, ১৯৪ ; ৪। ১৬, ২২, ২৩, ১০৭, ২১১ ; ৫।৩, ২১, ৮৩, ৯০, ১৩২ ; ৬।৩, ১২, ৭২, ১১৯, ১২১,

১৩৪, ১৫৭, ১৭৮, ২২০, ২৪৮ ; ৭।৪, ৪৯, ৬৩, ১৬৬ ; ৮।৩, ৫৮, ৯০ ; ৯।৪, ১০।৪২, ৪৩, ৪৫, ৫৩, ১০৬, ১০৭, ১৩৩, ১৪৬ ; ১১।১১, ৬৩, ৬৫, ৬৭, ৭১, ৯০ ; ১২।৭, ৬৪, ৮২, ৯৬ ; ১৩।৪২, ১০৪ ; ১৪।২, ৪ ; ১৫।১০, ৯১ ; ১৬।৩, ৬২, ৭৭ ; ১৭।১৯ ; ১৮।৭৯ ; ১৯।১৩, ১৬, ২৯, ৬৬, ৭৯

ভক্তগণ-ধন ম ২।৯১ ; ভক্তগণ-পাশ অ ১।৩৯ ; ভক্তগণবল্লভ আ ৪।২৩৪ ; ভক্তগণ-সঙ্ঘ ম ৩।১৩৭ ; ৫।৭, ১৩৮, ১৪২ ; ৭।৯০ ; ১৪।২৫৩ ; ১৫।৪ ; ভক্তগণ অ ৫।৮২; ভক্ত-গৃহ ম ১৫।১৫ ; অ ৬।১২৪ ; ভক্তচিত্ত অ ৬।১২৪ ; ভক্তজন ম ১৬।২৪৫, ১৮।৪২ ; ১৯।২১৬ ; ২৫।২৬৭ ; ভক্তজনস্থান আ ৩।৮৯ ; ভক্ততত্ত্ব অ ৭।১৫ ; ভক্তদত্ত অ ১০।১৫৮ ; ২০।১১৭ ; ভক্তদেহ ম ২৪।১০৬ ; ভক্তদ্বারে অ ৬।১৪৪ ; ভক্তদ্বেষী আ ১৭।৫১ ; ভক্তধর্ম্ম ম ১৬।১৪৮ ; ভক্তনেত্রভৃঙ্গ ম ১২।২১৪ ; ভক্ত-পদ আ ৬।৯৮ ; ভক্তপদজল অ ১৬।৬০ ; ভক্ত-পদধূলি অ ১৬।৬০ ; ভক্তপ্রিয় ম ৪।১৯০, ভক্তপ্রেম ম ৪।২১০ ; ভক্তপ্রেমা ম ১৮।১৬ ; ভক্তপ্রেমাধীন ম ১৪।১৫৬ ; ভক্তবৎসল আ ৩।৪৫ ; ম ৪।১৭৭ ; ২২।৯২ ; ২৫।২৬১ ; অ ১১।৪২ ; ভক্তবাঞ্ছা অ ১১।১০২ ; ভক্ত-বাৎসল্য ম ৪।২১০ ; ৭।৩০ ; ২৪।৪২ ; অ ৫।১৪২ ; ৬।২০৬ ; ৯।১৩১, ১৪৫ ; ১১।১০২ ; ২০।১১৯ ; ভক্তবৃন্দ আ ১৭।৩৩৩ ; ম ২।৯৪; ১১।৩৩ ; ২৫।২৭৩ ; অ ১।১২১ ; ভক্তভাব আ ৩।২০ ; ৪।৪১ ; ৬।৮৯, ১০১, ১০৩, ১০৬-১০৯ ; ৭।১১, ১২ ; ১৭।২৭৫ ; অ ১৮।১৭ ; ভক্তভাব-অঙ্গীকার আ ৩।২০ ; ভক্তভাবময় আ ৭।১০ ; ভক্তভুক্তশেষ অ ১৬।৬০ ; ভক্তভেদে রতিভেদ ম ১৯।১৮৩ ; ভক্ত-মন ম ১৯।১৮৮ ; ভক্তমহিমা ম ১২।১৮৬ ; ভক্তমুখ্য ম ১৯।১৯১ ; ভক্তযতি আ ১৩।১০৩ ; ভক্তরাজ ম ৫।১২২ ; ১৬।২৬১, ভক্ত-শূর আ ১০।৬২, ভক্তশেষ (ভক্তের উচ্ছিষ্ট) অ ১৬।৫৯ ; ভক্তাশ্রম ম ৪।১৭৭ ; অ ১০।৮০, ভক্তসঙ্গ ম ১।১২৩, ২৪৭ ; ৪।২১১ ; ৫।১৪৩, ১০।১৩০ ; ১৪।৭৫ ; ২৫।২২৫ ; অ ১।১০৯, ১১০ ; ভক্তসাথ ম ১৪।১০৪ ; ভক্তস্বভাব অ ৫।২১১ ; ৪।১৩০ ; ভক্তস্বরূপ আ ৭।১২ ; ভক্তহংস ম ২৫।২৬৭ ; ভক্তাবতার ম ২০।২১৭ ; ভক্তাভাস অ ১১।৪২ ; ভক্তের গুণ ম ২৫।২৪৭ ; অ ১।১০৫ ; ভক্তের চরণ অ ৬।১৯২ ; ভক্তের পোষণ আ ৪।৬০ ; ভক্তের বাক্য আ ২।১১১ ; ভক্তের বিচ্ছেদ ম ১৫।১৮২ ; ভক্তের মহিমা ম ১৫।১১৮; ভক্তোত্তম ম ১১।১৯

ভক্তি আ ১।১০৮ ; ৩।১৪, ১৫, ১৯, ২০, ৯৮ ; ৪।১৫, ৪১, ২২৮, ২৬৫ ; ৫।২২৯ ; ৬।৯০, ৯২, ৯৪ ; ৭।১০১, ১৬৪, ১৬৫, ১৬৭ ; ৮।১৮, ২৬ ; ১০।৭৭ ; ১১।২২, ২৬, ২৯ ; ১৩।৬৪ ; ১৭।৫৩ ; ৭৪, ২২০, ২৬১, ২৬৩, ২৬৬, ২৯৮ ; ম ১।১৪, ২২, ২৯, ৩২, ৩৪, ২২২ ; ৪।১৩, ৯৯, ১৪৫, ১৯০, ২০৮ ; ৫।১২৫, ১৫৮ ; ৬।১৭৮, ১৮৪, ২৩৭, ২৬৩, ২৬৫, ২৭৬ ; ৯।১০৯, ৩৬১ ; ১৬।১০৫ ; ২০।৫৬, ১০৭, ১২৪, ১২৫, ১৩৯, ১৫৭, ১৬৪, ৩৬৯ ; ২২।২১, ৫১, ৬২, ১৪১, ১৪৪, ১৪৫, ১৪৮ ; ২৩।১১, ১২, ৯৮ ; ২৪।২৯, ৩০, ৩৪, ৭৫, ৮৭, ৯৯, ১০৪, ১১৪, ১৩৪, ১৬৫, ২৯৫, ২৯৬ ; ২৫।২০, ৩০, ৮৪, ১২০, ১৩১, ২৫৭, ২৬০ ; অ ২।৩২ ; ৩।১৬৬, ১৭৪, ১৯৯ ; ৪।৪৯, ৫৬, ৫৮, ৭৯, ২১৯, ২৩৫ ; ৫।৯০, ১৬৩ ; ৭।৪২, ৮৫ ; ১১।৬-৮ ; ১৩।৩৭ ; ভক্তি অধিকারী আ ১০।১৪৬ ; ১১।৪২ ; ম ২২।৬৪ ; ভক্তি-অর্থ আ ১০।৭৭ ; ভক্তি-উপদেশ আ ৬।২৮ ; ভক্তিকল্পতরু আ ৯।৯, ১০ ; ভক্তিকল্পবৃক্ষ আ ১৭।৩২২ ; ভক্তি-গন্ধ আ ৩।৯৬ ; ভক্তিগ্রন্থ ম ১৩।৩৪২ ; ভক্তি-তত্ত্ব ম ৮।১২৩ ; ১৯।১১৫ ; ২৫।২৫৮ ; অ ৫।৮৯ ; ভক্তিতত্ত্ব-জ্ঞান অ ৫।৮৯ ; ভক্তি-তরতম ম ২২।৬৮ ; ভক্তিধর্ম্মপোষ আ ১৭।৩০ ; ভক্তিনিষ্ঠা ম ১৫।১৩৭ ; ভক্তিপদ ৬।২৬২ ; ভক্তিপ্রচার আ ৭।১৬৪ ; ভক্তি-প্রবর্ত্তন আ ৬।২৬ ; ভক্তিপ্রভাব ম ২৪।১৯২ ; ভক্তি-ফল ম ২০।১৪১ ; ২২।৪৯ ; ২৩।৩ ; ভক্তিবল ম ১।২৪৫ ; ২৪।১৩০ ; ভক্তিবশ ম ৫।১২৩; ২৪।৩০৭ ; ভক্তিবাধক-কর্ম্ম ম ২৪।৫৯ ; ভক্তিবৃক্ষ আ ৯।২৫ ; ভক্তিভাব আ ৪।২২৮ ; ভক্তিমিশ্র-কৃত-পুণ্য ম ২০।৩০২ ; ভক্তিমুখ-নিরীক্ষক ম ২২।১৭ ; ভক্তিযোগ আ ২।২৫ ; ম ২২।৩৫ ; অ ৭।২২ ; ভক্তিরস আ ১।১০০; ৩।৩২ ; ম ৭।৬৫ ; ১৯।২৩২ ; ২৩।৩ ; ভক্তি-রসপাত্র আ ১।৯৯ ; ভক্তিরসপ্রান্ত আ ৫।২০৩; ভক্তিরসশাস্ত্র ম ১৯।১৩১ ; ভক্তিরসসিন্ধু ম ১৯।১৩৬ ; ভক্তিরসের লক্ষণ ম ১৯।১৩৬ ; ভক্তিলতাবীজ ম ১৯।১৫১ ; ভক্তিশাস্ত্র ম ২৩।৯৭ ; অ ১।২০২ ; ৪।২২৮ ; ১০।১০০ ; ভক্তি-শাস্ত্রের প্রচার ম ২৩।৯৭ ; ভক্তিসদাচার আ ১০।৮৯ ; ভক্তিসম্পদ্ ম ৫।২৪ ; ভক্তিসাধন-শ্রেষ্ঠ ম ৬।২৪১ ; ভক্তিসার ম ১৯।৭৬ ; ভক্তি-সিদ্ধান্ত আ ৮।৩৭ ; ম ১।৪৩ ; ১০।১১৩ ; ২৪।৩৪৯ ; ২৫।৩ ; অ ৪।৯৭ ; ৭।৫২ ; ভক্তি-সিদ্ধান্ত বিলাস অ ৫।৮৬ ; ভক্তিসিদ্ধান্ত-সিন্ধু অ ৫।১০৩ ; ভক্তিসিদ্ধান্তের সার আ ৮।৩৭ ; ভক্তিসিদ্ধি ম ২৪।১৯০ ; ভক্তিহীন ম ৯।২৭৬; ভক্তির প্রচার অ ৭।১৬৭ ; ভক্তির বিরোধী কর্ম্ম আ ৩।৬০ ; ভক্তির বিস্তার আ ১৩।৬৯ ; ভক্তির ব্যাখান আ ৬।২৭ ; ভক্তির মহিমা আ ১৭।৭৪ ; ভক্তির সাধন আ ১০।১০২ ; ভক্তির সিদ্ধান্ত আ ৫।২০৩ ; ভক্তির স্বভাব ম ২৪।৯৯, ১০৫ ; ভক্ত্যে জীবন্মুক্ত ম ২৪।১২৪, ১২৫ ; ভক্ত্যে দাসী-অভিমান ম ১৬।৫৭

ভক্ষ্য আ ১৪।২৯ ; ম ৩।৭০, ১৫৮ ; ১৫।২১৮ ; ২৪।২৭৪ ; অ ১।১৭ ; ১৬।১৩০; ১৮।১০৭ ; ভক্ষ্য-উপহার ম ৪।১০০, ভক্ষ্য-দ্রব্য আ ৬।৫২ ; ১০।৩৩ ; ভক্ষ্য-পরিধান অ ৬।২৫৪, ভক্ষ্য-পিণ্ড ম ৩।৭৬ ; ভক্ষের পরি-পাটি অ ১৮।১০৭

ভগবত্তা আ ২।৮৮ ; ৪।৬৭ ; ম ৬।৭৮ ; ২১।১২০ ; ২৪।৭৬ ; ২৫।৪৭ ; স্বয়ং ভগবত্তা আ ২।৮২, ৮৩ ; ম ২৪।৮০ ; ভগবত্তা-লক্ষণ ম ৬।৭৮ ; ভগবত্তা-সার ম ২১।১১০ ; ভগবদ্ভক্তি-বিমুখ ম ৬।২৬৩ ; ভগবান্ আ ১।২০, ৩৮, ৪২, ৬৮, ৮০ ; ২।৬, ৮, ১০, ২৩, ৪৩, ৬০, ৬৫, ৭১, ৮৮, ১০৬, ১২০ ; ৩।৫ ; ৪।৮, ১০, ১২, ৩৭ ; ৫।৪, ১২২ ; ৭।১১১, ১৩৮, ১৩৯, ১৪১ ; ১০।৩৮ ; ১৭।১০৮ ; ম ৬।৯৯, ১৪০, ১৪৪, ১৪৫, ১৪৭, ১৫২, ১৭৮, ১৮৪, ১৯৬, ৯।১৩৮, ১৪৭ ; ১৩।৮১, ১৮৫ ; ১৪।২৫১ ; ১৫।২৭৭ ; ১৭।৭৯ ; ১৯।২২৪ ; ২০।১৫৫, ১৫৭, ১৬৪, ১৬৫, ৪০০ ; ২২।৭, ১৬১, ২৪।৭১, ৭৬, ৮২, ৯৭, ১৫৮, ২৭৯ ; ২৫।৭৯, ৮৯ ; অ ২।৬৭ ; ৪।৬৮ ; ৫।১১৯ ; ৬।১২৪, ২২০ ; ৭।৮, ২৩, ১১২, ১৩০ ; ১১।৫ ; ১৩।১১০, ১২১ ; ১৪।২ ; ১৮।৬৪ ; ১৯।৮৩ ; ২০।১১৯ ; স্বয়ং ভগবান্ ম ২৪।৮১ ; ভগবান্-প্রাপ্তিহেতু অ ৭।১৪০ ; ভগবানাখ্যান ম ২৪।২৮০ ; ভগবানের গুণ আ ৫।১২২ ; ভগবানের সত্তা আ ৪।৬৪ ; ভগবানের স্বরূপ ম ২৫।২৫১

ভগ্নপাদ ম ২৪।২২৫ ; ভঙ্গী আ ৭।৫৬ ; ১৬।৯৩ ; ১৭।৬৭ ; অ ২।১৫৯ ; ৩।৬৫ ; ৪।২০২, ২০৪ ; ৫।৮২ ; ৭।৫১, ১৫৮ ; ৯।৮৩ ;

১০।১০১ ; ভজন আ ৪।১৬৯, ১৭৯ ; ম ৮। ২৩১; ৯।১৩১, ১৩৬, ১৩৯ ;১৯।১২৬, ২৪। ২৫, ১১১, ১৬৮, ১৬৯,২০৮ ;অ ৪।৭০ ;৫। ৫১ ;৭।৪০ ;৯।৬৯ ;ভজনকৃত্য অ ১৪।৩৯ ; ভঞ্জন অ ২০।১২০

ভট্ট (উপাধি) ম ১।২৬৩ ; ৭।৫৫ ; ৯। ১১১, ১১৫, ১২৪, ১৪১ ; ১০।১০, ১৪৪ ; ১১।৬০, ৭১, ৮৭, ১০৬, ১১২ ; ১৫।২০৫, ২৩৪, ২৩৮, ২৪৪, ২৯৮ ; অ ৭।৫১, ৫৩-৫৫, ৫৮-৬১, ৬৫, ৬৭, ৬৯, ৭৪-৭৬, ৮০, ৮৪-৮৮, ৯২ ;১৩।৯৪ ;২০।১১৪ ;ভট্টগৃহ ম ৯।১০৮ ; ভট্টগৃহ ম ৯।৮৬, ১০৮ ; ভট্টাচার্য্য (উপাধি) ম ১।১৪১, ২৩৬ ;৪।৩ ;৬।৯, ১১, ১৪, ৪৪, ৫৭, ৬২, ৭৪, ৭৮, ১১০, ১১২, ১১৪, ১১৫, ১১৮, ১১৯, ১২৮, ১৭৬, ১৮৩, ১৮৪, ১৮৭, ১৮৯, ১৯১, ১৯৩, ১৯৯, ২০৭, ২০৯, ২১০, ২১২, ২১৫, ২১৮, ২২০, ২২৩, ২৩৬, ২৩৯, ২৪৩-২৪৫, ২৪৮, ২৬৩, ২৭৭, ২৭৮, ২৮০ ;৭।৫১, ৫৪, ৫৮, ৭৪ ;৮।৩০ ; ৯।৩৪৩ ;১০।১৫ ;১৯, ১২, ২৮, ২৯, ৩১, ৬২, ৬৩, ১৪২, ১৭২ ; ১১।১৩, ৬৬, ৭০, ৭৬, ৯৭, ১২৪, ১৩৩ ; ১৫।২০০, ২০৩, ২১৯, ২২৩, ২২৪, ২৩২, ২৪৫, ২৪৬, ২৪৯-২৫১, ২৫৮, ২৬০, ২৬৭, ২৭১ ; ১৭।১৯, ২০, ২৭, ৩৩, ৪১, ৫৭, ৫৯-৬১, ৬৩, ৬৫, ৬৮, ৭৬, ৮৮, ৮৯, ১১৯, ১৫০, ১৭৪, ১৭৬, ২১৯, ২২২, ২২৪ ;১৮।১৪, ২১, ৯৯, ১৩০, ১৩১, ১৩৮, ১৩৯, ১৪৭, ১৫৬, ১৫৭, ১৮০, ২১৭ ;১৯।১৭, ৫৯, ৮৯, ২৪৭ ; অ ৬।৬৪ ; ৭।২১ ; ভট্টাচার্য্য ব্রাহ্মণ ম ২৫।২১৭ ; ভণ্ড আ ৫।১৭৭ ; অ ৯।৯১ ; ভণ্ডবচন ম ১৪। ১৩৪ ; ভদ্র ম ২০।৪২, ৭০ ;ভদ্রাভদ্রজ্ঞান অ ৪।১৭৬ ;ভদ্রাভদ্র-বস্তুজ্ঞান অ ৪।১৭৪

ভবক্লেশ অ ৩।১৩৪ ; ভবক্ষয় আ ৮।২৮; ম ২০।১৪২ ; ভবন ম ৫।১০৪ ; ভবনাশ ম ২০।১৪১ ; ভববন্ধ আ ১২।৯০ ;অ ৬।১৯৯ ; ভববন্ধ বিমোচন আ ১২।৯০ ; ভবরোগ আ ৩।৯৬ ;১০।৫১ ;ম ১৫।১৬৩ ; ভবসিন্ধু অ ১১।১০৭ ;ভবসিন্ধুকূল ম ১৬।২৩৭ ; ভবানী আ ১৬।৬৩ ;ভবানী-পূজন আ ১৭।৩৮, ৪২, ৫২ ; ভবানীভর্ত্তা আ ১৬।৬২ ; ভবার্ণব অ ২০।৩৩ ; ভব্যলোক আ ১৭।১৪৩ ;ম ১৮। ১০৩ ; ভয় অ ১৭।৩৬ ;১৮।৪৮ ;৫০, ৫৮, ৬২, ৬৩, ৬৭ ; ১৯।৫১, ৭৪ ; ২০।১১৫ ; অতিবাহুল্যভয় অ ১৮।১১ ;ভয়-অংশ অ ১৮। ৬৩ ; ভরণ অ ৯।১৪০ ; ভর্ৎসনা অ ৪।২৬ ;৫। ১৭৪ ;১৪।৫৬, ৮৩, ৮৫ ; ১৭।২৭ ;ম ১২। ২৪ ; ১৪।১৯৯ ; ২০।২৫ ; অ ৩।১৯৯ ; ৪। ১৬৯ ; ৫।১৩৬ ; ৬।২১ ; ৮।২০ ; ৯।৮৭ ; ১৭।৫৭ ; ১৯।৪৪ ; ২০।৫৪ ; ভর্ৎসন-তাড়ন আ ১৪।৮৫ ; ভর্ত্তা আ ১৪।৫৪, ৫৮ ;১৬।৬৩-৬৫ ; ভস্ত্রা ম ২।৩৩

ভাগবত (ভক্ত ও গ্রন্থ) আ ১।৯৪, ১০০ ; ভাগবত (গ্রন্থ, গ্রন্থতালিকা দ্রষ্টব্য) ; ভাগবত-অর্থ অ ৭।৫২, ৭৮ ; ভাগবতগীতার ভক্তি-অর্থ অ ৩।২১৪ ; ভাগবত-গূঢ়সিদ্ধান্ত ম ২৩। ১০৯ ;শ্রীভাগবত-তত্ত্বরস ম ২৫।২৫৯ ;ভাগবত-পঠন অ ১৩।১২৬ ;ভাগবত-পদ্য আ ২। ৬২ ; ভাগবত-বিচার ম ১৯।১৭ ; ২৫।১৫৯ ; ভাগবত-শ্রবণ ম ২২।১২৪ ;ভাগবত-শ্লোক ম ২৫।৯৮ ; ভাগবতসার আ ২।৫৯ ; ভাগবত-সিদ্ধান্ত ম ১৯।১১৫ ; ভাগবতাদি-শাস্ত্রগণ অ ১৪।৪৬ ; ভাগবতারম্ভে ম ২০।৩৫৬ ; ভাগবতের অর্থ ম ২৪।৩১৮ ;ভাগবতের টীকা অ ৭।৭৭ ;ভাগবতের বচন আ ২।৬৬ ; ভাগবতের ব্রহ্মস্তব ম ৬।২৬০ ;ভাগবতের ভক্তি-অর্থ আ ১০।৭৭ ;ভাগবতের শ্লোক অ ১৭।৩০ ; ভাগবতের শ্লোকার্থ ম ১।৮৩ ;অ ১৭।৩২ ;ভাগবতের সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজন ম ২৫।১০০; ভাগবতের সার আ ৭।৯৩ ;ভাগবতের স্বরূপ ম ২৪।৩১১ ; ভাগবত (ভক্ত) আ ১।৯৯ ; ১২।৮৯ ;ভাগবতবুদ্ধ্যে অ ৭।৫ ;ভাগবতোত্তম ম ২৪।২২২ ;অ ৭।২১ ; 'মহাভাগবত' শব্দ দ্রষ্টব্য ; ভাগবতাচার্য্য (উপাধি) আ ১০। ১১৩, ১১৯ ; ভাগবতী আ ১০।৭৭ ; ভাগী (অংশী) ম ১৬।১৩৫ ; অ ৬।৩২

ভাগ্য আ ৭।৮৬ ;১০।৮৩ ;১৭।১৪৭ ;ম ১।১৭৬ ;২।৬৭ ;৩।২৭, ৭৭ ;৭।১২৫ ;১৩। ৯৭, ১৫৫, ১৬৩ ;১৪।২১ ;১৫।২৩০ ;১৬। ১৭৬ ;১৭।২৮২ ;অ ৫।৫, ৮, ১৫৪ ;৬।৮৮ ; ১২।১৩৩ ; ভাগ্যবতী আ ১২।৪২ ; অ ১৪। ৩০ ; ভাগ্যবন্ত আ ১৬।১০৮ ; ভাগ্যবশ অ ১৭।৪৪ ; ভাগ্যবান্ আ ৪।১৫৪ ; ১০।৩৮ ; ১২।৩৮, ৪১ ;১৭।২১৮ ;ম ১।১৪০ ;৩।১৫; ৪।১৩৪, ১৭১ ; ৮।২৫৯, ৩০৫ ; ১০।২৩ ; ১১।২৬ ;১২।৬৮ ;১৩।৯৭ ;১৪।২৫২ ;১৫। ২২৮, ২৩০ ;১৯।১৫১ ;২০।৪০৩ ;২২।৪৭, ৬৬, ১৪৮ ; ২৪।২৭৭ ; অ ২।৩৭ ; ৪।৯৪, ১৬২ ;৫।৯ ;৬।৮২ ;৭।৮ ;৮।৩৫ ;১০।১৬১; ১৬।৯৪ ; ভাগ্যসিন্ধু অ ১২।৫১ ; ভাগ্যসীমা ম ১০।১৫০ ;ভাগ্যহীন ম ১৮।২২৫ ;ভাগ্যে (সুকৃতিবলে) ম ২২।৪৩, ৪৫ ;ভাগ্যোদয় আ ৭।১০০ ; ভাজন ম ১৩।১৭ ; ভাণ্ড আ ১৪। ৪৩ ;ম ৪।৩১, ৩৩ ; ভাণ্ডার আ ৭।২৪ ;৮। ২১ ;১০।৪৯ ;ম ২। ৮৪ ;৩।১৫৯ ;৪।১০০, ১০১ ; ১৪।১০৯ ; ২১।৪৪, ৪৭, ৪৮ ; ২৪। ২৮০ ; অ ২০।৮৩ ; ভাণ্ডারী অ ৬।১৪৬

ভাব-অঙ্গীকার আ ১৪।৬৮ ; ভাবগ্রাহী অ ১০।১৮ ; ভাবন (চিন্তন) ম ২২।১৫২ ; ভাবভেদ ম ২০।১৮৮ ; ভাবরসভেদ আ ৪।৮১ ; ভাবসমাহার ম ১৯।২৩৩ ; ভাবাবেশভেদে ম ২০।১৭১ ; ভাবাবেশাকৃতিভেদ ম ২০।১৮৩ ; ভাবুক আ ৭।৪২, ৬৮, ৬৯ ; ম ১৭।১১৬, ১১৭ ;অ ৩।১৯১ ;ভাবুকের কর্ম্ম আ ৭।৬৯ ; ভাবে ভাবিত ম ৮।২৮৮

ভার আ ৪।৭ ;ভারহরণ আ ৪।৮ ;ভারহরণ-কাল আ ৪।৯ ; ভারতভূমি আ ৯।৪১ ; অ ৪।৯৮ ; ভারতী (সন্ন্যাসোপাধি) ম ১০। ১৫১, ১৫৩, ১৬৩, ১৬৭, ১৭২, ১৭৩, ১৮৩; ১১।৮৭ ; ভারতী-গোসাঞি ম ১০।১৫৫, ১৫৭, ১৮৩ ; ১১।৩৩ ; ভারতী-সম্প্রদায় ম ৬।৭২ ; ভার্গীনদী-স্নান ম ৫।১৪১ ; ভার্য্যা আ ১৩।১১১ ; ভাষ্য আ ৭।১০৯ ;ম ৬।১৩১ ;অ ২।৯৩, ৯৭ ;শারীরকভাষ্য অ ২।৯৫ ;সূত্রের ভাষ্যস্বরূপ ম ২৫।৯৫

ভিক্ষা আ ৭।১৫১, ১৫২ ; ১০।১৫৪, ১৫৬ ;১২।৩৫ ;১৭।২৬৯ ;ম ১।৯৪, ১৩৭, ২৬৬ ;৩।৩৮, ১৬৮, ১৭১, ১৮৯ ; ৪।১১, ১৫৬ ;৬।৩৯, ৪৬, ১১১, ২১৫ ;৭।৫২, ৮৬, ১০৬, ১২৩, ১৩০, ১৩১ ; ৮।৫৪ ; ৯।২০, ২৩, ৮৪, ৯২, ১৭৭, ১৮১, ১৮৬, ২১৫-২১৭, ২৮৪, ২৯৬, ৩২৭, ৩৫০, ৩৫২, ৩৫৩; ১০।৯২ ; ১২।৭০ ; ১৫।১৮৮-১৯২, ১৯৪, ১৯৬, ২০৫ ; ১৬।২৫, ১০২, ২৮৬, ২৮৭ ; ১৭।১১, ১৯, ৭৮, ৮৯, ৯০, ১৬৭, ১৭৭, ১৮০, ১৮২, ১৮৭ ;১৮।৭৪, ১৩৪ ;১৯।৭৭, ৮৮, ২৪৭-২৫১ ; ২০।৭২-৭৫, ৮৮, ২৪৫, ২৪৬-২৪৯ ; ২০।৭২-৭৫, ৮০, ৮১ ; ২৫। ২১১, ২৪৭ ; অ ২।৪৩, ৫৫ ;৩।১০০, ১৬৭; ৪।১১৬ ; ৬।২১৯, ২৮২, ৭।১৬৪ ; ৮।৯, ১০, ৩৭, ৩৯, ৪০, ৫১ ; ১০।১৫৩, ১৫৮ ; ১১।৭৪, ৮৬, ৮৭ ; ১২।৬৩, ১২২ ; ১৩।৪৭ ; ১৬।১০২ ;ভিক্ষাটন ম ১৭।১৯ ;অ ১৪।৪৮ ; ভিক্ষা-নিমন্ত্রণ ম ১৫।১৯২ ;ভিক্ষানির্ব্বাহন আ ৭।৪৬ ; ম ৬।২৮৩ ; ভিক্ষাবৃত্তি অ ৬।২৮৪ ;

ভিক্ষাব্যবহার ম ১।২৩৩ ; ভিক্ষাভাবে ক্ষীণ কলেবর অ ১৪।৪৫ ; ভিক্ষা-সঙ্কোচন অ ২০। ১১৫ ; ভিক্ষুক আ ১৭।১০১ ; অ ৯।৪২, ৬৪ ; ভিক্ষুক-বচন ম ৩।৭ ; ভিক্ষুক-বিপ্র অ ৫।৬১ ; ভিক্ষুক-সন্ন্যাসী ম ১৮।১৮৩ ; ভিন্নাকার ম ২০।১৮৩ ; ভিন্নাভাস ম ২০।১৮৩ ; ভিন্নাভিন্ন-রূপ ম ২০।৩০৮

ভুক্তশেষ আ ১৩।৫০ ; অ ১৬।৯৮ ; ভুক্তি আ ৮।১৮ ; ম ১৯।১৭৪ ; ২২।৩৫ ; ২৩।২২ ; ২৪।২৭, ২৮, ৩৯ ; ভুক্তিকামী ম ১৯।১৪৯ ; ভুক্তিমুক্তি-বাঞ্ছা ম ৮।২৫৭ ; ১৯।১৮ ; ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধিকামী ম ১৯।১৪৯ ; ভুজযুগল অ ১৫।৭৫ ; ভুবন আ ৯।৩৩ ; ম ৮।৯৬ ; অ ৬।৮৬ ; ১১।৭০ ; ভুবনপাবন ম ১১।৮৬ ; অ ১৬।১৪৬ ; ভুবনেশ্বর-পথ ম ৫।১৪০ ; ভূঁইমালী অ ১৬।১৪ ; ভূত (প্রাণী) ম ২৫।১২৩, ভূত-গণ ম ১৯।২১৬ ; ভূতগ্রাম আ ৩।৩২ ; ভূত (প্রেত) অ ১৮।৪৯, ৫১, ৫৫, ৫৯, ৬১, ৬২, ৬৪ ; ভূতজ্ঞান অ ১৮।৬৪ ; ভূতপ্রেতজ্ঞান অ ১৮।৬৬ ; ভূ-ধারণশক্তি ম ২০।৩৬৯ ; ভূমি অ ১৪।৩৬ ; ভূমিকম্প ম ১২।১৪০ ; ভূরিদা ম ১৪।১৪ ; ভূষণ ম ২।৯৪ ; ৭।৭৯ ; ২১।১০৫ ; ২৫।২৭৩ ; অ ১১।৫৪ ; ১৭।২৫, ৩৮ ; ২০।১৫২ ; ভূষিত অ ১৫।৪৭

ভৃগুপাত আ ১০।৯৪ ; ভৃঙ্গ আ ৫।১৯০ ; ম ১৭।১৯৯ ; ২৪।১৭০ ; অ ১১।৫৩ ; ১৫।৫২ ; ১৯।৮০, ৯৯ ; ভৃঙ্গপিকনাদ ম ১৩।১২৮ ; ভৃত্য আ ৫।১৩৭, ১৪২, ১৬১ ; ১০।৫৪, ১৪৯ ; ম ৬।২২৮ ; ৮।২২, ৫৫ ; ১৫।১৬৬, ২৩৬ ; ১৬।১৭৭, ২৭৩ ; ১৭।১৭, ১০০ ; ১৮।২০ ; অ ৬।২৫৯, ২৬৭ ; ১২।২৭ ; ১৯।১০১ ; ভৃত্য-গণ ম ১৪।২১২ ; ভৃত্যজ্ঞান ম ৮।৩২ ; ভৃত্য-বাঞ্ছাপূর্ণ ম ১৫।১৬৬ ; ভৃত্যমর্ম্ম আ ১১।২৩ ; ভৃত্যলীলা আ ৫।১৩৫ ; ভৃত্যের ভৃত্য ম ১৪।১৮

ভেক-কোলাহল আ ৮।৬ ; ভেকজিহ্বা ম ২।৩২ ; ভেদ (দর্শনশাস্ত্রে দ্রষ্টব্য) আ ১২।১১ ; ১৩।১৮ ; ম ১৪।১৪১, ১৪২, ১৪৯, ১৫১ ; ১৯।১৪৪ ; ২০।১৮৪, ১৮৫, ২৩৮, ২৩৯, ২৪৩, ২৪৪ ; ২৩।৫২, ৫৫ ; ২৪।১২৪, ১৪৮, ১৪৯, ১৫২ ; ভোক-শোষ ম ৪।২৬ ; ভোক্তা অ ৬।২৭৯ ; ভোগ (নৈবেদ্য—স্মৃতি-শাস্ত্র দ্রষ্টব্য) ; ভোগ (ভুক্তি) ২৪।১২৮ ; ভোগ-ত্যাগ ম ২২।১১৩ ; ভোগভাগী অ ৯।৭৫ ; ভোগ-বিবরণ ম ৪।১১৬ ; ভোগ-মণ্ডপ ম ১২।২১০ ; ভোগমন্দির ম ১২।৮৭ ; ভোগশেষ ম ৪।২৬ ; ভোগসামগ্রী আ ১০।২৫ ; ম ৪।৫৮ ; ভোগ-সিদ্ধ ম ১৫।২৩২ ; ভোগসেবা ম ১৫।২০৪ ; ভোগালয় ম ১৫।২০৪ ; ভোজন ম ৩।৫৭, ৬০, ৬৩, ৬৫, ৬৭, ৭২, ৭৭, ৭৮, ৮৩, ৮৮, ৯০, ৯২, ১০০, ১০৬, ১০৭, ১৩৩, ১৬০, ২০২, ২০৪ ; ৪।৮৩, ৮৪, ৯১, ৯৪, ২০৮ ; ৫।১০২ ; ৬।৪১, ৪২, ৪৫, ৪৭ ; ৭।৫১ ; ৯।১৯৭ ; ২৫।১৯৯, ২২৯, ২৩০ ; অ ২।৩৬, ৬৯, ৭৭, ৭৯ ; ৬।৭৪, ৭৫, ৮৬, ৮৭, ৮৯, ১০৬, ১০৭, ১১৩, ১১৮, ১১৯, ১২৩, ১৪০, ২০৮ ; ৭।৬১, ৬২, ৬৭ ; ৮।৫৮, ৮৯, ৯৬ ; ১০।৮১, ১২২, ১২৪, ১২৯, ১৪৭, ১৫১ ; ১১।১৮, ৮৫, ৮৭-৮৯, ৯২ ; ১২।৫২, ১২৪, ১২৭, ১২৮, ১৩৬, ১৪৯, ১৫১ ; ১৩।১০৩, ১০৮ ; ১৪।৩৯ ; ১৫।৬, ৯৪ ; ১৬।৯, ১২, ৫৪ ; ১৮।১০৭ ; ১৯।৮ ; ভোজন-কীর্ত্তন ম ৩।১৩৬ ; ভোজনবিলাস ম ১৫।২৯৮ ; ভোজনরঙ্গ ম ১৪।৪৫ ; ভোজনলীলা ম ১৪।১০৩ ; ভোজ্য অ ১৬।১৩০ ; ভোজ্যান্ন বিপ্র অ ৮।৮৭ ; ভোজ্যান্ন ব্রাহ্মণ ম ১৭।১২ ; ভৌমিক ম ২০।১৭ ; ভ্রষ্ট আ ১৭।২৫৫ ; ভ্রষ্ট অবধূত ম ৩।৮৫ ; ভ্রাতৃব্যবহার ম ১৬।২২০ ; ভ্রান্ত ম ৬।১৭২ ; ভ্রান্তি অ ৩।৩৬ ; ভ্রূধনু-নর্ত্তন ম ২১।১০৫, ১২৯ ; ভ্রূভঙ্গ আ ১০।৪৫

মকর ম ১৮।১৪৬ ; মকরস্নান ম ১৮।২২২ ; মকরে প্রয়াগস্নান ম ১৮।১৪৫ ; মঙ্গল আ ৬।১২ ; ম ১।১৭৭, ১৮৬ ; ১৩।১৭৭ ; ১৮।১৪২ ; জগৎমঙ্গল আ ৬।১২ ; মঙ্গল-গুণধাম আ ৬।১২ ; মঙ্গল-চরিত্র আ ৬।১২ ; মঙ্গলদ্রব্য আ ১৩।১১৪ ; মঙ্গলধ্বনি ম ২৫।৬৪ ; অ ১৪।১০২ ; মঙ্গল-বন্দন আ ১।১০৪ ; মঙ্গলাচরণ আ ১।২০, ২২, ২৯, ৩৩, ৮৩ ; ৩।৭৯ ; ১৭।৩১৩ ; ম ১৯।১৩৩ ; ২০।৩৫৬ ; অ ১।৩৫, ১৮২ ; মঙ্গল-আরতি ম ৪।২০৯ ; ৫।১৩৯ ; মজ্জন ২০।১৪ ; মঞ্জরী আ ৩।১০৭ ; অ ৬।২৯৬, ২৯৭ ; অষ্টমঞ্জরী অ ৬।২৯৭ ; কোমল-মঞ্জরী আ ৬।২৯৭ ; তুলসী-মঞ্জরী আ ৩।১০৭ ; অ ৬।২৯৬

মঠ (দেবালয়) ম ৪।৩৮ ; অ ১৩।৬৯, ৭০ ; মণি ম ৬।১৭১ ; ২১।৯৪ ; মণি-সুদর্পণ ম ২১।১২৭ ; মৎস্য (জীব) অ ১৮।৪৮, ৫৭ ; মৎস্যকূর্ম্মাদ্যবতার আ ৫।৭৮ ; মৎস্যাদ্যবতার আ ৪।১১ ; মত আ ১২।৮ ; ম ২৫।৪৪, ৫২ ; মতি ৫।১৫৬ ; ৬।৪৮ ; ২৫।৮৮ ; মতিমান আ ১৪।৫৫ ; মত্ত আ ১৭।২০৮ ; ম ৮।২৭ ; প্রেমে মত্ত অ ১৬।১১৫ ; ১৮।১১৩ ; মত্তগজ আ ৫।১৮৭ ; মত্তগজ-ভাবগণ ম ২।৬৪ ; মত্তসিংহ আ ৫।১৯০ ; মত্তসিংহ-প্রায় ম ৭।৯৫ ; মত্তহস্তী ম ১৪।৫১, ৫২ ; মত্তহস্তীযূথ ম ১৭।৩০

মথুরাপদ্ম ম ১৮।১৮ ; মথুরা-বাস (চৌষট্টি ভক্ত্যঙ্গের অন্যতম) ম ২২।১২৪ ; মথুরা-মাহাত্ম্য ম ১।৪০ ; মথুরা-মাহাত্ম্য-শাস্ত্র ম ২৫।২০৮ ; মথুরার বৈষ্ণব অ ৪।২৫ ; মথুরার স্বামী অ ১৩।৩৬ ; মদ্যপ-যবন ম ১৬।১৭৪ ; মদ্যভাণ্ড-পাশ আ ১৭।৪০

মধু ম ১৪।১৭৮ ; মধু-অশ্রু ম ১৭।২০০ ; মধুপুরীবরা ম ১৯।১০২ ; মধুমিষে অ ১৬।১৪৮ ; মধুর অ ৬।১১৬ ; মধুর কণ্ঠধ্বনি ম ১৭।৩৪ ; মধুর গর্জ্জন অ ১৫।৬৭ ; মধুর গান অ ১৭।৬২ ; মধুর চরিত্র ম ১৫।১৪১ ; মধুর চৈতন্যলীলা অ২।১৭০ ; মধুর বচন আ ৮।৫৫ ; ম ৩।১৭৯ ; ১৮।১৫২ ; অ ৭।১৫৬ ; ১৬।১৭ ; মধুর-রসজ্ঞান অ ৭।৩৭ ; ম ২২।৬৪ ; মধ্যম (শ্রদ্ধানুসারে) ম ২২।৬৪ ; মধ্যম-অধিকারী ম ২২।৬৬ ; মধ্যম স্নান ম ৮।১৬৭ ; মধ্যমূল আ ৯।১৬ ; মধ্যলীলা আ ১৩।৩৭ ; ম ১।২০, ২১, ২৪৮, ২৮৬ ; অ ১।৯, ১০ ; মধ্যাহ্ন (মাধ্যাহ্নিক-কৃত্য) ম ৬।৩৯ ; ৭।৮৪, ৮৫ ; ৯।৩৫২ ; ১০।৬৬ ; ১৪।২৩ ; ১৫।২২২ ; ১৯।৫৮ ; ২০।৭২ ; ২৫।১৫ ; অ ১।৬০, ৬৮, ১০২ ; ২।১২৭ ; ৩।২০ ; ৪।৯২ ; ৬।২০৯ ; ১১।৪৩, ৪৪ ; ১২।১২৪ ; ১৬।১০২ ; মধ্যাহ্ন-ভিক্ষা-কাল অ ৪।১১৭ ; মধ্যাহ্ন-স্নান ম ১৪।২৩৯

মন (আত্মা) ম ২৪।১১, ১৫৯ ; মন অ ৬।২৭৮ ; ১৪।৪৩ ; কর্ণমন অ ১১।১০৬ ; চমৎকার মন অ ১৬।৭৫ ; নারীমন ম ২১।১২৯ ; নারীর মন ম ২১।১১৩ ; মনঃকথা ম ৩।৬৬ ; ১৬।২৩৪ ; অ ৪।২১৬ ; ১৬।৭২ ; মনঃকায় অ ১৩।৪ ; মনঃক্ষোভ ম ২১।১৩২, মনঃপীড়া অ ২০।৫১ ; মননশীল ম ২৪।১৫ ; মননের কাল অ ১৩।১৩৪ ; মনস্কাম অ ১১।৯০ ; মনস্তাপ অ ১৫।১৩ ; মনেন্দ্রিয় ম ২১।৩১ ; মনে মনে জপ অ ১৬।৭২ ; মনোগোচর অ ৩।৮৭ ; মনোদুঃখ আ ১৭।৬২ ; মনোধর্ম্ম অ ৪।১৭৬ ; মনো-নেত্রোৎসব ম ২।৭৫ ; মনো-বক্ষ অ ১৫।৭৪ ; মনোবল আ ১৩।৯৯, ১০১, ১০২ ; মনোবাঞ্ছা ম ১৩।১৩১ ; মনোবুদ্ধি অ ২০।৯৩ ; মনোবৃত্তি আ ৬।৫৮ ; মনোবেগ অ

১৮।৩৪ ; মনোভৃঙ্গগণ ম ২৫।২৬৬ ; মনোরথ ম ২১।১০৭ ; অ ৭।৭ ; মনোহংস ম ২৫।২৬৪

মনুষ্য-আকার আ ২।৬১ ; মনুষ্য-গহন আ ১০।১৪২ ; ম ১।৭৯ ; মনুষ্যজন্ম অ ৯।৪১; ম ৮।৩৩ ; মনুষ্যজাতি ম ১৯।১৪৫ ; মন্ত্র (স্মৃতি দ্রষ্টব্য) ; মন্ত্রগুরু আ ১।৩৫ ; মন্ত্রের বীর্য্য আ ১৭।২১২ ; মন্ত্রণা ম ১১।৫৯ ; মন্ত্রী ম ২১।১৩১ ; মন্ত্রৌষধি আ ১৭।২০২ ; মন্দর (পর্ব্বত) আ ১১।২৮ ; মন্দস্বর অ ১০।৭৮ ; মন্দস্মিত কর্পূর অ ১৫।২৩ ; মন্দির ম ৩।২১, ১১৪ ; ৪।১০১ ; ৫।১৩, ১১৮, ১৩১, ৬।৪, ৬৩, ১১৯ ; ১০।৯২ ; ১১।১৯৫, ২২৪ ; ১২। ১২১ ; ১৫।১২৮ ; ১৮।২২, ৩১, ৪১ ; অ ১। ৫৯ ; ৪।৮ ; ১৮।১০৭ ; মন্মাধুর্য্য আ ৪।১৪২; মমতা-গন্ধহীন ম ১৯।২১৭

ময়ূরপুচ্ছ ম ১৫।১২২ ; ময়ূরের কণ্ঠ ম ১৭।২১৮ ; ময়ূরের নৃত্য ম ১৭।২১৭ ; মরণ ম ৩।১৪৪ ; অ ১।১১ ; মরণপ্রমাদ অ ৯।১৩৪ ; মর্কট-বৈরাগ্য ম ১৬।২৩৮ ; অ ২।১২০ ; ৬।১৪ ; মর্ত্ত্য ম ২৫।৬৪ ; মর্ত্ত্যে স্থিতি ৩।৭৭ ; মর্দ্দন অ ১২।১১২ ; গন্ধতৈল মর্দ্দন অ ১৮। ১০০ ; মধুর মর্দ্দন অ ১০।৯০ ; মর্ম্ম আ ২। ৪৪ ; ৪।২২৬ ; ১০।১২৪ ; ম ১।৮৯ ; ৮।৩৭, ২৮৯ ; অতিমর্ম্ম আ ৪।১১২ ; অত্যন্ত মর্ম্মী ম ১০।১০২ ; আত্মসুখ-মর্ম্ম আ ৪।১৬৭ ; কৃষ্ণ-মর্ম্ম অ ২০।৫৫ ; গোপীমর্ম্ম অ ১৮।৮৮ ; ধর্ম্মমর্ম্ম আ ১৪।৮৭ ; নারী-মৃগীমর্ম্ম অ ১৫। ৭২, প্রেমমর্ম্ম অ ১৯।৪৬ ; ভক্তিশাস্ত্র-সূক্ষ্মমর্ম্ম অ ১০।১০০ ; মর্ম্মকথা অ ১২।৯৯ ; মর্ম্মদুঃখ অ ৮।৮০

মর্য্যাদা ম ১০।১৪০ ; ৪।১৩২ ; ৫।৯৮ ; অল্প মর্য্যাদালঙ্ঘন অ ৩।৪৫ ; মর্য্যাদা-পালন অ ৪।১৩০; মর্য্যাদা-রক্ষণ অ ৪।১৩০ ; মর্য্যাদা-লঙ্ঘন ম ১২।২১০ ; অ ৪।১৩১, ১৬৬ ; মর্য্যাদা-স্থাপন অ ৩।৪৫

মলয়জ ম ৪।১০৭ ; মলয়জচন্দন ম ৪।১০৬ ; মলয়জ-সার ম ৪।১৯২ ; মলয়-পবন অ ১৯।৮১ ; মলিন অ ৬।২৭৮ ; মলিন মন অ ৬।২৭৯ ; মল্লিকার মালা অ ১৪।৬৭ ; মল্লিকে (সম্বোধনে) অ ১৫।৪০ ; মসীবিন্দু ম ২।৪৮ ; ১২।৫১ ; মস্তক-মুণ্ডন অ ১৩।১৫ ; মহৎকৃপা ম ২২।৫১ ; মহতী ম ২৪।১৯০ ; মহত্ত্ব ম ৬।২০৫ ; ৭।৬৭ ; ২০।২৮৩, অদ্বৈতাচার্য্যের মহত্ত্ব আ ৬।৩ ; গঙ্গার মহত্ত্ব আ ১৬। ৮৩; চৈতন্য-নিত্যানন্দ-অদ্বৈত-মহত্ত্ব আ ১। ১০৮ ; নিত্যানন্দের মহত্ত্ব আ ১।২৭ ; পরম-মহত্ত্ব ম ২৫।১৪৩ ; মহদনুগ্রহ-নিগ্রহ অ ৮। ৩০; মহদনুভব আ ৬।৫৩ ; মহদপরাধ অ ৩।১৪৪

মহা-অন্ধ অ ৬।১৯৯ ; অ ১০।৯৯ ; মহা-অমৃত ম ১২।১৯৭ ; মহা-উচ্চসঙ্কীর্ত্তন ম ১২।১৪০ ; মহাকায় ম ৯।৫৪ ; মহাকুতূহল আ ১০।৪৬ ; মহাকুলীন ম ৫।২২ ; মহাকৃপা অ ৭।১১৬, ১৬।৩৯, ৬৪ ; মহা-কৃপাপাত্র আ ১০।১২০ ; মহাকোলাহল অ ১০।৪৭, ৪৮ ; মহাক্রোধ আ ৪।২০১ ; মহাগুণবান্ আ ১৩। ৭৪ ; মহাচমৎকার অ ৫।১২৮ ; মহা-চমৎকৃতি আ ১৬।৮০ ; মহাজন আ ১৬।১১৩ ; ম ৫। ৬৪, ৭৬ ; ৭।১৩১, ৯।১৮০, ২৫।৫৫ ; অ ১৩।৫০ ; ১৬।১৪৫ ; মহা-জ্যোতির্ম্ময় আ ১৭।১০৫ ; মহাতমঃ আ ৩।৬০ ; মহাতীর্থ ম ৯।৪ ; ১৬।১১৫ ; অ ১১।৬৪ ; মহাতুষ্ট অ ১৬।১১৮ ; মহাতুষ্টি আ ৪।১৯৮ ; মহা-তেজোময় আ ১৭।৯৩ ; ম ৫।১৩৭ ; মহা-তেজোময় বপু আ ৭।৬০ ; মহাদক্ষ আ ৭। ৩০ ; মহাদয়াময় ম ৪।১৭৭ ; মহাদুঃখ ম ৪। ৩৬ ; ৭।১৪ ; অ ১৩।৬, ১৬ ; মহাদুরাচার অ ৩।৫০ ; মহাদেবালয় ম ৫।১৩ ; মহাদেবের গৃহিণী আ ১৬।৬৩ ; মহাদোষ আ ১৬।৬২ ; মহাধন ম ২০।১৪৩ ; অ ১৪।৪৭ ; মহাধনী ম ৪।১০১ ; মহাধন্য আ ৭।১৫৫ ; ম ৬।৭১ ; মহাধার্ম্মিক অ ৯।৯১ ; মহাধীর (ত্রিগুণক্ষোভ-রহিত) আ ৮।৫৫ ; অ ৫।৪৬, ১১৪ ; মহানুভব অ ৫।৭৮ ; মহানুভাব ম ৭।৭২ ; মহান্ত আ ১০।৫ ; ম ৪।১৪৯, ৭।১৫৩ ; ১০।১০ ; ১১। ৮২, ২২৬ ; ১৬।৩০ ; ১৯।১৩২ ; অ ৩।১৬৩; ৬।১৫০ ; মহান্তস্বভাব ম ৮।৩৯, মহান্তস্বরূপ ম ১।৫৮ ; মহান্তি অ ৩।১৪১ ; মহাপণ্ডিত আ ১৬।৯৯ ; ম ৯।৪৭ ; অ ৩।১৭৩ ; ৪।২২৭ ; মহাপবিত্র ম ৬।১৩৬ ; মহাপরাধ ম ৬।২০০; মহাপাতক ম ২৫।১৯৩ ; মহাপাত্র (উপাধি) ম ১০।৪৬ ; ১৬।১১৩, ১৭৪, ১৮০, ১৮৩, ১৯৩, ১৯৫, ১৯৭ ; মহাপাপীজন অ ৯।৮৯ ; মহাপীড়া অ ৬।১৯৭ ; মহাপুরুষ (ভগবান্) আ ৩।৪২ ; ৫।৮২ ; মহাপুরুষভূষণ আ ১৪। ১৪ ; মহাপুরুষের চিহ্ন আ ১৩।১২০ ; মহা-পূজা ম ১৯।৮৭ ; মহাপূর্ণ ম ২৪।১৭৪ ; মহা-প্রভু আ ৭।১৪, ৩১, ১৫১, ১৫২ ; ১০।১০, ১৮, ৯৭, ১০০, ১৪৭, ১৬৩ ; ১১।১৪ ; ১২।২০, ২৫, ৪৩, ৪৬ ; ১৬।৯৩, ১০৮ ; ১৭।৫০, ১৭১, ২১৬, ২৩৩, ২৪৩, ২৭২, ৩০০ ; ম ১।৬৪, ৮৫, ৯৩, ১২৪, ২০৭, ২৫৭, ২৬৯, ২৭৩ ; ২।৭৭, ৮১, ৮৯ ; ৩।২৩, ১৩৪; ৪।১০, ১৫, ২০৬ ; ৫।১৩৪, ১৫২ ; ৬।১৭, ১৮, ২১, ২৩, ৩৬ ; ৪১, ৫৭, ১১৬, ১১৮, ২১০ ; ২১৫, ২৩৬, ২৫৭ ; ৭।৭০, ৭১ ; ৮। ২৯ ; ৯।১২ ; ২৩, ৬৪, ৯৬, ৯৭, ১০৬, ১০৭, ১৭৮, ১৮০, ১৮২, ৩০৪, ৩৩৫, ৩৪৪ ; ১০। ৩, ৪, ২৫, ২৯, ৩০, ৩৪, ৪৯, ৫১, ৬১, ৭৯, ১২০, ১২১, ১২৯, ১৩০, ১৪৭, ১৫৩, ১৮৭; ১১।৪৯, ৫৬, ৬৭, ৭০, ৭৬, ৮৩, ১০৬, ১০৯, ১১৫, ১২৬, ১৩৩, ১৫৪, ১৮২, ১৮৫, ২২৪, ২২৯, ২৩৪, ২৪১ ; ১২।১৩০, ১৪৮, ১৮২, ১৯৯, ২১৬ ; ১৪।৪২, ৮৮, ৯০, ৯৩ ; ১৬। ১১৬ ; ১৯।৬১, ৬৫, ৭৩ ; ২৩।১১৮ ; ১২৪।৩০৯ ; ২৫।৩, ৫৯, ৬০ ; অ ১।২৫, ২৬, ৫৪, ৬৮, ৯৩, ৯৪, ১০২, ১-৩, ১৩৭, ২০৬, ২০৯, ২১১ ; ২।৩৩, ৩৯, ১২৭, ১৪৩, ১৪৫, ১৫০, ১৫২ ; ৩।৯২ ; ৪।১২, ১৫, ২১, ২৪, ৫০, ৭৩, ৯২, ১২০, ১২৮, ১৪৫, ১৪৮, ১৫৭, ১৬৫, ২১১ ; ৫।২১, ৩৪, ৫৬, ৯৪, ৯৫, ৯৬, ১০০, ১১৫, ১৫৭ ; ৬।১৩, ৭৭-৮০, ৮২, ৮৪, ৮৮, ৮৯, ১০৩, ১০৫, ১০৭, ১০৮, ১১১-১১৩, ২০৫, ২২০, ২৩৩, ২৪০, ২৪৯, ২৭৭, ২৮৯, ৩২৫ ; ৭।৩, ১৬, ৫১, ৫৯, ৬০, ৬৩, ৭৫, ৭৬, ১১২, ১৩৭ ; ৯।৪, ৩৮, ৪৫, ৮৪ ; ১০।১৮, ৪৩, ১০৩, ১১৭, ১৩৩, ১৪৫ ; ১১।১১, ১৩, ২১, ৪৪, ৫৮, ৬৩, ৭১, ৮২, ৯৮, ১০০ ; ১২।৪, ৩৬, ৪৬, ৫০, ৮২, ৮৩, ১৩০, ১৪০, ১৫১, ১৩।৩, ৫২, ৫৬, ৬৫, ৭২, ১০২, ১৩৪, ১৩৫, ১৩৭; ১৪।৮, ১৭, ২৭, ৫৫, ৫৯, ৭২, ৭৭, ৭৯, ৮৪, ১০৩, ১১২-১১৪, ১১৭, ১২১ ; ১৫।৪, ১০, ২৮, ৬২ ; ১৬।৩, ৩৯, ৪৩, ৬৪, ১১৬, ১১৮; ১৭।৩, ২০, ৬২ ; ১৮।৩, ২৬, ৩২, ৭০ ; ১৯। ৩, ২৯, ৫৭, ৭৫, ৭৭, ৭৮, ৮৬, ১০০, ১০২, ১০৯ ; ২০।৩, ৬৩, ৮০, ১২১ ; মহাপ্রভু-পাশ আ ১২।৪৩ ; মহাপ্রভুর আলয় ম ১১।১০৯ মহাপ্রভুর কৃপা ম ২।৯২ ; মহাপ্রভুর গণ ম ১৪।১৩৫ ; অ ৪।৯৯ ; মহাপ্রভুর চরণ আ ৭। ১৪ ; ১৬।১০৮ ; অ ৪।১১৩ ; মহাপ্রভুর দর্শন অ ৬।৮২ ; মহাপ্রভুর মন অ ৯।৮৭, ১১৩, মহাপ্রভুর লীলা আ ১০।৯৭ ; অ ২।১২৭ ; মহাপ্রভুর শিক্ষা ম ১৬।২৪২ ; মহাপ্রভুর সঙ্গ ম ১৫।১৬

মহাপ্রসাদ ম ৪।১৮, ৯৬ ; ৬।৪৫, ২৩১ ; ৯।৫৩, ৩৫১ ; ১০।৩০, ৭৪, ৭৬ ; ১১।১০৯, ১১৪, ১৭২ ; ১২।১৫৩, ১৭৪, ১৭৯, ১৯৭ ; ১৬।১২৩ ; ২২।১২০ ; ২৫।২২৯ ; অ ৩।৪৩ ; ৬।২১২ ; ৭।৬১, ৬৭ ; ১১।১৬ ; ১৯, ২০ ; ১২।৪৩ ; ১৪।১১৭ ; ১৬।৫৯ ; ২০।১৩০ ; মহাপ্রসাদ-ক্ষীর-লোভ ম ৪।১৮ ; মহাপ্রসাদ-ভোজন ম ২২।১২০ ; মহাপ্রসাদান্ন ম ৬।৩৯ ; ১১।১৭৪ ; মহাপ্রীত ম ১১।১৪৪ ; অ ৩।৭ ; মহাফল অ ১৩।১৩৭ ; কৃপামহাফল অ ১৩।১৩৭ ; মহাবল আ ১১।৫৯ ; মহাবলী ম ১৩।১১৯ ; মহাবহির্ম্মুখ ম ১৭।১৪৩ ; মহাবাক্য আ ৭।১২৮, ১৩০ ; ম ৬।১৭৪, ১৭৫ ; মহা-বিদগ্ধ ম ১৫।১২৭ ; মহাবিরক্ত ম ২৫।২০৭ ; মহাবিষয় অ ৯।১৪১ ; মহাবিষ্ণু-অবতার আ ১৭।৩১৯ ; মহাবৈষ্ণব আ ৮।৩৮ ; মহাভক্ত ম ১৫।২০০ ; মহাভক্তগণ ম ৯।২৩৭ ; মহা-ভক্তি অ ১৬।১১৪ ; মহাভয় অ ১৮।৬৬ ; মহাভয়ঙ্কর ম ২৪।২২৯

মহাভাগবত ('ভাগবত'-শব্দ দ্রষ্টব্য) আ ১০।৬৪, ১১।৯, ৩৫, ৪১ ; ১২।৭৩ ; ম ৬।৯৪, ২৪৬ ; ৭।১০৭ ; ৮।৪৪, ১২৯, ২৭৩ ; ১১।৬৭ ; ১২।৬১ ; ১৭।১১০ ; ১৮।২১২ ; অ ২।৯৬ ; ৩।২৫০ ; ৭।৪৬ ; ১১।১০৫ ; ১৩।৯৬ ; ১৬।৬ ; মহাভাগবত-লক্ষণ ম ১৭।১১০ ; মহা-ভাগোবতোত্তম ম ৮।৪৪ ; মহাভাগ্য অ ৫।৫৮ ; মহাভাগ্যবান্ ম ১৩।১১০ ; ১৬।৫১ ; ২০।৫ ; ২২।৬৬ ; ২৪।৯২ ; অ ৪।২১৭ ; মহা-মঙ্গল ম ১১।২১৭ ; মহামতি আ ১১।৪৫ ; ম ৫।৬৯ ; ১০।৪৬, ৫৩, ১১৬ ; অ ৭।১৬ ; মহামত্ত আ ৭।২২ ; মহামন্ত্র আ ৭।৮৩ ; ১৭।২১২ ; মহামল্লগণ ম ১৪।৪৯ ; মহামহাপ্রসাদ ('মহাপ্রসাদ'-শব্দ দ্রষ্টব্য) অ ১৬।৫৯ ; মহা-মহাবলিষ্ঠ ম ৪।৫৩ ; মহামহিমা-কথন আ ১৭।৩২১ ; মহামহোৎসব ম ৩।২০০, ২০১ ; ৫।১৩২ ; ('মহোৎসব'-শব্দ দ্রষ্টব্য) ; মহা-মাদক অ ৯।৪৯ ; অ ১৬।১১৩ ; মহামুনি ম ২৪।১৬১, ২৭১ ; মহাযজ্ঞ অ ৩।২৩৮ ; মহা-যুদ্ধ অ ১৫।৮৭ ; মহাযোগপীঠ আ ৮।৫০ ; মহাযোগেশ্বর অ ১১।৫৭ ; ১৯।২৮ ; মহারঙ্গ ম ৫।১৩৮, ১৩৯ ; ১০।২৯ ; ১৫।১৬ ; অ ১৮।৮১ ; মহারণ ম ২।৬৩ ; মহারাজ ম ৮।২৭ ; মহারাষ্ট্রীয়-দ্বিজ (পাত্র-সূচী দ্রষ্টব্য) ম ২০।৭৯ ; ২৫।২১০ ; মহারাষ্ট্রীয় বিপ্র (পাত্র-সূচী দ্রষ্টব্য) ; মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ ম ২৫।৫৮, ১৫৩, ১৭২ ; মহারোষ ম ১২।১২৪ ; মহারৌরব ম ২০।৬৩ ; মহাশক্তি আ ১১।২৬ ; অ ৪।৭০ ; মহাশয় ম ১১।২১৩ ; অ ১০।১১৪ ; ১১।৪০ ; ১৩।৫৮ ; ১৭।৫ ; মহাশাখা আ ১০।৭৯ ; মহাশান্ত ম ১৫।২৯৬ ; মহাশীত ম ১৬।৯ ; মহাশূর ম ১।৪৪ ; মহা-সঙ্কীর্ত্তন ম ১১।২৩৫ ; ১৩।২০৫ ; অ ১১।৪৮ ; মহাসিদ্ধ-জ্ঞান ম ১৫।১২৭ ; মহাসুখ ম ৩।১৫২ ; ৪।১৪৪ ; ৫।৯, ১৪।১৮৪ ; ১৭।৬৪ ; ২৫।২১৫ ; অ ১।১০৫ ; ১০।১৮ ; ১১।৫১ ; ১৯।১১০ ; ২০।৫২ ; মহাসুন্দর অ ৩।৩ ; মহাসেবা ম ৫।১৩ ; মহাস্তব্ধ ম ১৮।১৮৮

মহিমা আ ২।১১০ ; ৩।৫২ ; ৫।৪৭, ১২৬, ৬।৬, ১১১, ১১৫ ; ৮।৩৬ ; ১৭।৪২ ; ম ১।১৭১ ; ৪।২১০ ; ৫।১৫৯ ; ৬।৭৮ ; ৭।৬৫ ; ৮।৯৭ ; ১২৬, ২৩৯ ; ৯।৩৬, ১৬১ ; ১০।৫২ ; ১৩।৫৭ ; ১৪।৬০ ; ১৮।১২৬ ; ১৯।৪৩ ; অ ৫।১৬০ ; ১৬।৫৭, ৭৬ ; ১৭।৬৬ ; ২০।১০৬, ১৩০ ; অদ্বৈত-মহিমা আ ৬।১১৩ ; নাম-মহিমা আ ১৭।৭২ ; মহিমা-কথন আ ৪।৫৮ ; মহিমা জ্ঞান আ ২।১১৮ ; মহিমা-প্রতাপ ম ১৭।১০৬ ; মহিমা-সিন্ধু আ ৫।১৫৭ ; মহিষী আ ৪।৭৭ ; ৬।৭১ ; ম ৫।১২৫ ; ১৫।২৪০ ; ১৬।১১৯ ; মহিষীগণ আ ৪।৭৪, ৭৮ ; ম ১৯।১৯১ ; ২৩।৫৩, ৬০ ; মহিষী-বিবাহ ম ২০।১৬৮ ; মহিষী-হরণাদি ম ২৩।১১২

মহেশ-আবেশ আ ১৭।১০০ ; মহৈশ্বর্য্য-যুক্ত ম ১৬।২১৮ ; মহোৎসব আ ১৪।১৮, ২০ ; ম ১।২৫৭ ২৮৩ ; ৪।৫৭, ৭৯, ৯৭ ; ১০।৮৭, ১২।২০৪ ; ১৪।১০৮ ; ১৫।১৫, ১৮ ; ২০।১১২ ; ২২।১২১, ১২৩ ; অ ৬।৫৪, ৯১, ১০০ ; ১১।৭৪, ৯২, ১০৪ ; ১৩।১২৩ ; ২০।১১২ ; মহোৎসব-স্থান ম ১৫।১৮ ; মহৌষধি অ ১৯।৪৩ ; প্রাণরক্ষা-মহৌষধি অ ১৯।৪৩ ; মাংস-ব্রণ ম ১৩।১০২ ; মাণিক্য-সিংহাসন ম ৫।১২১, ১২৪ ; মাৎসর্য্য আ ৮।৫৬ ; ম ৯।৩৬১ ; মাৎসর্য্য-চণ্ডাল ম ১৫।২৭৫

মাতার চরণ অ ৩।২৫ ; মাতুল আ ১৭।৪৮, ১৫০ ; মাতৃ-আজ্ঞা আ ১৪।৭৭ ; মাতৃ-কুল আ ১৫।১৪ ; মাতৃভক্ত অ ১৯।১৪ ; মাতৃ-ভক্তগণের শিরোমণি অ ১৯।১৪ ; মাতৃভক্তি অ ১৯।১০১ ; মাতৃস্বসা-গৃহ ম ৬।৬৫ ; মাথুর-ব্রাহ্মণ ম ১৮।১৬৯ ; মাধব-দাস-গৃহ ম ১৬।২০৮ ; মাধবী (পুষ্প-বৃক্ষ) আ ১৫।৪০ ; মাধ-বেন্দ্র-বাণী ম ৪।১৯৪ ; মাধুকরী ম ১৫।২৪৩ ; ১৯।১২৮ ; ২০।৮১ ; মাধুকরী-গ্রাস ম ২০।৯২ ; মাধুর্য্য-শক্ত্যে ম ২৪।২২

মান (সম্মান) আ ১৭।২৬ ; ম ২।৬৮ ; মানদ ম ২২।৭৭ ; অ ৬।২৭৩ ; মানস অ ৬।২৩৭ ; ১৬।৩৩ ; মানস-সেবন আ ১০।১০০ ; মনুষ্য-জন্ম আ ১৩।১২৩ ; মান্য অ ৬।৬৪ ; মান্যগণ আ ৩।৯৩ ; মান্যপাত্র ম ১১।৮৩ ; অ ৫।১৪২ ; মান্যপূজা ম ২১।৬৩ ; মারণের চিহ্ন ম ২৫।১৮৩ ; মার্গ ম ২৪।২৮৬ ; মার্জ্জন (চিত্তশুদ্ধি) ম ৮।৫২ ; মার্জ্জন (পরিষ্কার) অ ৮।২৬ ; ১০।১০৩ ; গুণ্ডিচামন্দির-মার্জ্জন-ক্ষালন ম ২৫।২৪৪ ; গুণ্ডিচা-মার্জ্জন অ ১।৬২ ; ৬।২৪৩ ; মার্জ্জনী ম ১২।৮১ ; মালতী (পুষ্প-বৃক্ষ) অ ১৫।৪০ ; মালা ম ১১।৭৭, ৭৮, ৮২ ; ১৬।৩৯ ; অ ১৬।৯০ ; গোপী-চন্দন-মালা-ধৃতি (স্মৃতি দ্রষ্টব্য) ; শিলামালা অ ৬।২৯৩, ৩০৬ ; মালা-চন্দন অ ৬।১৪৮ ; ৭।৬৯ ; মালা-চন্দন-তাম্বুল-শেষ অ ৬।৯৮ ; মালা-প্রসাদ ম ৬।৩৫ ; ৭।৫৬ ; ৮।৭ ; ৯।৩৪৭, ৩৪৮ ; ১১।৭৪ ; ২৫।২২৬ ; মালাপ্রসাদান্ন ম ৬।২১৭ ; মালিন্য অ ৬।২০১ ; ক্ষীণতা-মালিন্য অ ৬।২০১

মালী আ ৯।১২, ৪৫ ; ১০।৩, ৮৬ ; ম ১৯।১৫২, ১৫৫, ১৫৭ ; মালী-দত্ত জল আ ১২।৬৬ ; মালী-মনুষ্য আ ৯।৪৪ ; মাল্যগন্ধ ম ১১।১৩২ ; মাল্য-চন্দন আ ১৭।৫ ; ম ২।৩৮ ; ম ১১।২১০, ২১৪ ; ১২।১৯৯ ; ১৩।২৯, ৩২ ; অ ৬।১২০, ১২১ ; ১১।৮৯ ; ১২।১৪০ ; মাস-কৃত্য ম ২৪।৩৩৫ ; মিতভুক্ ম ২২।৭৭ ; মিত্র অ ১৮।৯৮ ; মিথ্যাবচন ম ৫।৪৪ ; মিথ্যাবাণী ম ১২।১১৮ ; মিথ্যারোষ আ ১৪।৫৬ ; মিনতি ম ৩।১৬৯ ; ১৪।২১০ ; অ ৩।১৭১ ; মিলন ম ১৭।৭১ ; অ ১।৫৯ ; মিশ্র (উপাধি) আ ১৩।৫৬, ৭২, ৭৩, ৮৪, ১০৬, ১০৭, ১১৭, ১১৯, ১২০ ; ১৪।৯, ১১, ১২, ২০, ৭৯, ৮২-৮৬, ৮৯-৯১, ৯৪ ; ১৫।১১, ১৩, ২৩ ; ১৬।১০, ১৪, ১৭ ; ম ১।১২৯, ২৬৪ ; ১১।১১৯, ১২৫, ১৬৯ ; অ ৫।৪, ১১, ১৬, ২৭, ২৮, ৩১-৩৪, ৫৪, ৫৬, ৫৯, ৬৭, ৬৮, ৭০, ৭৯, ৮১, ৮৫, ১৫৯, ৯।৬৭, ৮০. ৮২, ৮৩, ৮৫, ৯৭, ১০৪, ১১৬-১১৮, ১৫০ ; ১১।৮০, ৮৫ ; ১৩।৪৩ ; ২০।১১০ ; মিশ্র-পুরন্দর ম ৬।৫১, ৫৪ ; মিশ্র-বর আ ১৩।৫৯ ; মিত্রের আবাস ম ১১।১৩১ ; মীন (মহাপ্রভুর পদ-চিহ্ন) আ ১৪।৭

মুকুট ম ২১।৭০, ৭২, ৯৪, ৯৫ ; মুকুন্দ-সেবন-ব্রত ম ৩।৭ ; মুকুন্দ-সেবা ম ৩।৮ ; মুক্ত ম ৪।১৩০ ; মুক্ত কেশপাশ অ ১৮।৯১ ;

মুক্ত-শিরোমণি ম ৮।২৪৯ ; মুখ-ঘর্ষণ অ ১৯।১০১ ; মুখচন্দ্র ম ১২।২১ ; মুখপদ্ম অ ১১।৫৩ ; মুখবন্ধ আ ১৩।৬ ; অ ৫।১০৮ ; মুখ-বাদ্য ম ১৫।১১ ; মুখবাস ম ৩।১০৩ ; ১৫।২৫৪ ; ১৯।৯০ ; অ ১২।১৪০ ; মুখ-ব্যাদান অ ১।১৭৪ ; মুখর-জগৎ অ ৩।১৪ ; মুখ-সঙ্ঘর্ষণ অ ১৯।৬০ ; ২০।১৩৬ ; মুখ-সুধাকর ম ২১।১৩৮ ; মুখাব্জ অ ১৯।৭৪ ; মুখামুখি অ ১৮।৮৭ ; মুখাম্বুজ ম ১২।২১৫ ; মুখ্য ম ৬।১৫১ ; ২০।৩৬৬ ; অ ২০।৫৭, ১৪১ ; মুখ্য-অঙ্গ আ ৬।২১, ৩৬ ; ম ২২।৮০ ; মুখ্য-অধ্যয়ন আ ১৫।৩ ; মুখ্য-অর্থ আ ৭।১১০, ১১১ ; ম ২৪।৬২ ; মুখ্য-গৌণ-বৃত্তি ম ২০।১৪৬ ; মুখ্য-জন আ ১১।৭ ; ম ২০।৩৬৫ ; মুখ্য-তত্ত্ব আ ২।৬৪ ; মুখ্য-ধাম আ ১৩।৩৭ ; মুখ্য-প্রয়োজন ম ২০।১৪২ ; মুখ্য-ফল অ ৯।১৩৭ ; মুখ্য-বীজ আ ৪।১০৩ ; মুখ্য-বৃত্তি আ ৭।১০৮, ১৩১ ; ম ২০।১৪৬ ; মুখ্য-ভক্ত ম ১৪।৬৮ ; ১৮।৫৩ ; মুখ্য-ভক্তগণ ম ১৬।৫৮ ; মুখ্য-মুখ্য-লীলা ম ১।৯০ ; অ ২০।১৪০ ; মুখ্য-লীলা-সূত্র আ ১৩।৪৬ ; মুখ্য-শাখা আ ৯।২০ ; ১০।৩ ; ১১।১৬ ; মুখ্য-সম্বন্ধ ম ২০।১৪৪ ; মুখ্য-সূত্রগণ ম ১।১০ ; মুখ্য-হেতু আ ৩।১০৯ ; ৪।৫৩ . মুখ্যার্থ আ ৭।১৩৭ ; ম ৬।১৩২-১৩৫ ; ২৫।২৫, ২৬, ৮৭ ; মুণ্ড ম ২।২৯ ; মুদ্রা আ ১২।৩২ ; ম ২০।১৪, ১৫ ; ২৩।৩৫ ; অ ৬।১৪৬, ১৫৩, ২৫৯, ২৬৭ ; ৭।১৫৯, ১৬২ ; মুনি আ ১৪।৮৬ ; ১৭।১৫৮ ; ম ২০।৩৫১, ৩৫২ ; ২৪।১৫, ১৫৬, ১৬৯, ২১৮, ২৮৭ ; অ ৩।২৩৬ ; ১৪।৮৬ ; মুনি-আদি ম ২৪।১৪ ; মুনিগণ আ ১৭।১৬১ ; ম ২০।৩৫৪, ৩৬০ ; ২২।৫, ২৪।১২১, ১৮১ ; মুনিজন ম ২৪।১৯৭ ; মুনেরপি মন অ ২।১১৮ ; মুরারি-ভবন আ ১৭।১৯ ; মুষল আ ১০।৭৩ ; ১৭।১৬ ; মুষল ধারণ আ ১৭।১৬ ; মুষ্টিকান্ন ম ৩।৮২, ৮৭

মূঢ়-অনাচার (মূঢ় ও অনাচারসম্পন্ন) আ ১০।৮৯ ; মূঢ়জন ম ১।৩৩ ; মূর্খ ম ৫।৬৭ ; ৬।১২৬ ; ২২।৩৮, ৩৯ ; ২৪।১৭, ১৭৯, ১৮১, ১৯৭ ; অ ৩।১৩২ ; ৫।১১৭ ; ৭।১২০, ১২২ ; ৮।২৩ ; ৯।৬৯ ; মূর্খজন ম ২৪।১৬৯ ; অ ৬।২৭৬ ; ৯।৬৯ ; মূর্খরাজ ম ১৮।২২৭ ; মূর্চ্ছিত আ ১৪।৪৫ ; ম ৯।৫৬ ; মূর্ত্তি (শ্রীবিগ্রহ) আ ১৪।৯ ; ম ৫।৯৪, ১৩৫ ; ম ৯।১৭ ; ১৮।৬১ ; অনন্তমূর্ত্তি আ ৬।৯ ; একমূর্ত্তি (অভেদ-প্রতিপাদক) ম ৫।১৩৫ ; একমূর্ত্তি (সংখ্যা-জ্ঞাপক) ম ১৩।৬৪ ; বহুমূর্ত্তি ম ১৩।৬৪ ; মূর্ত্তিভেদ আ ৫।১২৪ ; ম ২০।১৭২ ; মূর্ত্তিমন্ত ম ২।৭৫ ; মূর্ত্তিমান্ ম ২।৭৫ ; অ ৭।৩৮, ১০১ ; মূর্ত্ত্যে আ ৬।৯, ২০ ; মূর্ত্তি (প্রাকৃত) ম ৮।২৭৪

মূল (বৃক্ষ-মূল) অ ১৬।১৩২ ; ফলমূল অ ১৪।৪৮ ; শাক-পত্র-ফল-মূল অ ৬।২২৬ ; শাকমূলফল ম ১৭।৫৭ ; মূলদ্বারে অ ১৬।১৪৭ ; মূল (প্রধান) মূলকারণ আ ৪।১৪, ২২১ ; ১৭।৩১৭ ; মূলধন (পুঁজি) ম ২০।১৩০ ; অ ১৫।২৩ ; মূল-প্রয়োজন ম ২৫।১০২, ১৩৩ ; মূল বিধেয় আ ১৬।৫৬ ; মূল ভক্ত-অবতার আ ৬।১১০, মূলশাখা আ ৯।৩১ ; ম ১৯।১৬০, ১৬১ ; মূলস্কন্ধ আ ৯।২৬ ; মূলস্তম্ভ আ ১১।১০ ; মূলহেতু আ ৪।৫৪

মৃগ ম ১৭।১৯৮, ২০৭ ; ২৪।২২৮, ২৩০, ২৩২, ২৩৮, ২৪১, ২৫৭ ; মৃগচর্ম্মাম্বর ম ১০।১৫৪ ; মৃগছাল ম ২৪।২৩৯ ; মৃগব্যাঘ্রাম্বরে ম ২৪।২৩৯ ; মৃগমদ আ ৪।৯৭ ; ম ১৮।১১৯ ; অ ১৫।২২ ; মৃগমদ-নীলোৎপল ম ২।৩৩ ; মৃগমদভর ম ৮।১৭১ ; মৃগারি ম ২৪।২৩৬ ; মৃগী ম ১৭।১৯৮ ; মৃগীপাল ম ১৭।১৯৭ ; মৃগীমর্ম্ম অ ১৫।৭২ ; মৃণাল অ ১৮।১০৫ ; মৃৎকুণ্ডিকা ম ৩।৫৩, ৫৫ ; ১৫।২১৭ ; অ ৬।৫৬, ৬৫ ; মৃৎপাত্র ম ৪।১১৭ ; অ ১০।৩৬ ; মৃত অ ১৮।৪৭ ; মৃত-পতি অ ২০।৫৭ ; মৃতক অ ১৮।৪৮ ; মৃত্তিকা আ ১৪।২৫ ; ম ১।১৬৫ ; ১৮।১৪ ; মৃদু (কৃষ্ণগুণ) ম ১৩।১৪৪ ; ২১।১২১ ; মৃদু (বৈষ্ণবের গুণ) ম ২২।৭৫ ; মৃদু-ব্যবহার অ ৩।৩ ; মৃদ্ভাজন ম ৪।৬৮

মেদিনী অ ১১।৯৭ ; মেঘ অ ১৫।৬৮ ; মেঘগণ আ ১৭।৮৯ ; মেঘ-ঘটা ম ১৩।৪৯ ; মেঘ-নিবারণ আ ১৭।৮৯ ; বর্ষার মেঘ-প্রায় অ ২০।৪০ ; মেরুমন্দর পর্ব্বত ম ১৪।৮৬ ; মৈত্র (বৈষ্ণব-গুণ) ম ২২।৭৭ ; মৈত্রী (বৈষ্ণব-গুণ) অ ৪।১১২

মোচন ম ১৯।৫৭ ; ২৪।২৪০, পট্টনায়ক-মোচন অ ২০।১১৬ ; ব্রহ্মাণ্ড-মোচন অ ২০।১০৭ ; মোদক (জাতি) অ ১২।৫৪ ; মোহন-বিদ্যা ম ১৭।১১৮ ; জগৎ-মোহন কৃষ্ণ আ ৪।৯৫ ; মোহর (মুদ্রা) ম ২০।২৪, ২৬, ২৭, ২৯-৩১, ৩৫ ; মোহর (চাপ) অ ১০।৩৮

মৌন আ ১৭।১০৭ ; ম ৫।৫১ ; ৬।১২৫, ১২৯ ; ২১।১৪৭ ; অ ২।১২১ ; ৩।১৮ ; ৭।১১২ ; ১২।১১০, ১১৫ ; ১৪।৫৫ ; ১৬।১২৯ ; মৌনী (বৈষ্ণব-গুণ) ম ৪।১৭৯ ; ২২।৭৭ ; মৌনী ('মুনি'-শব্দের অর্থ) ম ২৪।১৫ ; মৌষল-লীলা ম ২৩।১১১ ; মৌষলান্ত বিলাস ম ২০।৩৯২

ম্লেচ্ছ আ ৭।৩৯ ; ১৭।১৯২, ১৯৪, ১৯৮, ২০১ ; ম ১৬।১৯৫ ; ১৮।১৬৪, ১৭৮, ১৭৯, ১৮৫, ১৯৯ ; ১৯।১৪৫ ; ২৪।১৭ ; অ ৩।১৫৪ ; ১৫৮ ; ৬।১৭ ; ২৪, ২৯, ৩০, ৩৪ ; ৭।১৯ ; ১১।৩০ ; ম্লেচ্ছ-অধিকারী ম ১৬।১৭১ ; অ ৬।১৭ ; ম্লেচ্ছ-কর্ম্ম ম ১।১৯৭ ; ম্লেচ্ছগণ ম ১৮।১৮০, ১৮১ ; ম্লেচ্ছ-জাতি ম ১।১৯৭ ; ম্লেচ্ছদেশ ম ৪।১৭৬, ১৮৪ ; ১৮।২১৭ ; ম্লেচ্ছ-পাঠান ম ১৮।১৬৩ ; ম্লেচ্ছভয় ম ৪।৪২ ; ১৮।৩১, ৪৭ ; ম্লেচ্ছ-রাজা ম ১৫।১২১ ; ম্লেচ্ছ-শাস্ত্র ম ১৮।২০২ ; ম্লেচ্ছ-সঙ্গী ম ১।১৯৭, ম্লেচ্ছের হৃদয় ম ১৮।১৭৮

যক্ষ ম ২০।১৩৩ ; যজ্ঞ আ ৩।৭৭ ; ম ১১।১৯ ; ২০।৩২৫, ৩৩৩ ; অ ২০।৯ ; যজ্ঞ-সূত্র আ ৫।১২৩ ; যতি আ ১২।৭২ ; ম ১৮।১৬৪, ১৬৫, ১৬৯ ; ১৭০ ; ২৪।১৫ ; অ ৮।৮৩ ; যতিধর্ম্ম আ ৭।৩৪ ; অ ৮।৮৩ ; যতি-ধর্ম্মচিহ্ন ম ১৫।১৮৯ ; যত্ন ('আত্মা'-শব্দের অর্থ) ম ২৪।১১, ১৬৩ ; যত্ন-দৈন্যে (যত্ন এবং দৈন্যের সহিত) ম ৩।৯২ ; যত্নাগ্রহ ম ২৪।১৬৫ ; যথা তথা অ ১৫।৩১ ; যথাবৎ অ ১৪।৭১ ; যথাযোগ্য ম ১০।১২৭ ; ১১।৩৪, ১৩৩, ১৭০ ; ১৬।২৩৮ ; অ ৪।১১১, ১১২ ; ৮।৬৪ ; ১৭।২১ ; ২০।৫৪ ; যথাযোগ্য কর্ম্ম ম ১৬।২৪৩ ; যথাযোগ্য কৃপা-মৈত্রী-গৌরব-ভাজন অ ৪।১১২ ; যথার্থ অ ৯।৪৮, ৫২, ৫৪ ; যথালাভ আ ১৭।৩০ ; যথেষ্ট অ ৮।৯, ৭১ ; ১৪।২৬ ; যথেষ্ট বিহরি' (বিহার করিয়া) আ ৩।১৩ ; যদুগণ ম ১৩।১৫৭ ; যদুপুরী ম ১৩।১৫৪ ; যদ্যপি অ ১২।১০ ; ১৪।৫ ; ২০।৮৩

যবন আ ১০।৪৫ ; ১৩।৯৪ ; ১৭।১২৪, ১৩০, ১৮৫, ১৯৬, ১৯৭, ২৩১ ; ম ১।১৭৩ ; ১৬।১৬১, ১৭৮, ১৯৮, ১৯৯ ; ১৮।২৮, ১২১, ২০।৯, ১৫, অ ৩।৫০ ; দরজী যবন আ ১৭।২৩১ ; যবন-অধিকারী ম ১৬।১৭২ ; যবনকুল ম ১৬।১৮১ ; যবন জাতি ম ১।২২৩ ; যবন-তাড়ন আ ১০।৪৫ ; যবন-পাশ ম ১৬।১৬২ ; যবন-মন ২০।১৪ ; যবন-রক্ষক ম ২০।৪ ; যবন-রাজা ম ১।১৬৮ ; ১৬।১৫৮ ; যবন-শাস্ত্র আ ১৭।১৭১ ; যবন সকলের মুক্তি অ ৩।৫৩ ;

যবনাদি ম ১৮।২১৩ ; যবনের মন ম ১৬। ১৬৯ ; যবনের সংসার অ ৩।৫২

যম আ ১২।৭০ ; ম ১৮।১১৫ ; দণ্ডধর যম ম ২৪।২২৯ ; যমদণ্ড্য ম ৬।১৬৭ ; যমলার্জ্জুন-ভঙ্গাদি ম ১৮।৬৮ ; যমুনাকর্ষণ-লীলা (রস-শব্দ দ্রষ্টব্য) যমুনা-জল অ ১৮।৯০ ; যমুনা-জ্ঞান ম ৩।২৬ ; যমুনা-দর্শন ম ১৭। ১৫৪ ; যমুনা-পার ম ১৮।৮২ ; যমুনা-পুলিন ম ২।৫৬ ; ১৩।১৪৩ ; অ ৬।৯০ ; যমুনার কূল অ ১৫।৫৫ ; যমুনার চব্বিশঘাট অ ১৭।১৯০; যমুনার জল অ ১৮।২৭, ৮১ ; যমুনার নীর ম ১৮।৭৭ ; যমুনার ভ্রম অ ১৮।২৮, ১১২ ; যমুনা-স্মরণ ম ৮।১১ ; যশোদানন্দন আ ১৪।৩; ১৭।২৭৫ ; অ ৭।৮১

যাজ্ঞিক ম ১৯।৬৯ ; যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণী ম ১২।৩২ ; যাজ্ঞিকাদি-জন ম ২৪।২০৮ ; যাত্রি দর্শন ম ১৬।৮২ ; যাত্রান্তর অ ৭।৭৬ ; যাত্রিক জন ম ১৩।১৯৯ ; যাত্রিক লোক ম ১৩।১৭৫; যাত্রিকের ছল ম ১।২৬৮ ; যাদবের ঘর ম ১৫।২৪০ ; যাদবের বিপক্ষ ম ১৩।১৫৬ ; যাবৎ অ ২০।৮১ ; যাবৎ কাল অ ১৪।২৩ ; যাবৎ জীব (বাঁচিব) অ ১৯।১১ ; যাবৎ নির্ব্বাহ প্রতিগ্রহ ম ২২।১১৩ ;

যুক্তবৈরাগ্য-স্থিতি ম ২৩।৯৯ ; যুক্তি আ ১৭।২৬৭ ; ম ৩।১৭৮, ১৮২ ; দৃঢ়যুক্তি আ ১৭।২৬৮ ; যুক্তি-তর্ক ম ৯।৫০ ; যুগ কাল-দ্রষ্টব্য ; যুগ-অবতার ম ৬।১০০ ; যুগধর্ম্ম আ ৩।১৯, ৪০ ; ৪।২২০ ; ১৭।৩১৬ ; ম ২০। ৩৩০ ; যুগধর্ম্ম-কাল আ ৪।৩৮ ; যুগধর্ম্ম-প্রবর্ত্তন আ ৩।২৬ ; ৪।৩৭ ; যুগ-মন্বন্তর আ ৫।১১৩ ; যুগ-মন্বন্তরাবতার আ ৪।১১ ; যুগসম অ ২০।৪০ ; যুগাবতার আ ৩।৩৫ ; ৪।২৬৯ ; ম ৬।১০০ ; ২০।২৪৬, ৩২৯ ; যুদ্ধভয় ম ১৬। ১৭৩ ; সুন্দরী যুবতী অ ৩।১৬, ১০৫ ; যুবা আ ১৪।৫৫ ; যূথি (পুষ্পবৃক্ষ) অ ১৫।৪০ ; 'যোঽহসি সোঽহসি নমোঽস্তুতে' ম ১৫।১১ ; যোগ (উদয়) ম ২।৪৩ ; যোগপীঠ আ ৫। ২১৮ ; যোগ ম ২০।১৫৭ ; যোগশাস্ত্র আ ২। ১৮ ; যোগিগণ অ ১৪।৪৬ ; যোগ্য অ ৬। ১৫১ ; ১১।৩৮ ; ১৬।১৩৬ ; যোগ্য-আচরণ আ ১৭।২০৫, যোগ্যজন অ ১৬।১৩৭ ; যোগ্য-পাত্র ম ১।৭৪ ; ২০।১০৭ ; অ ১।৮৮ ; যোগ্য-ভক্ত অ ২।১৩ ; যোগ্যভক্ত-জীব অ ২।৪ ; যোগ্যভাবে ম ২৪।৫০, যোগ্য-সৃষ্টি ম ২১। ১৩৪ ; যোগ্য-স্থান ম ১৫।২৭৪ ; যোগ্যাযোগ্য ম ১২।১৯ ; যোজন ম ২১।৪ ; যোষিৎ ম ৮। ১৩৮ ; যৌতুক আ ১৩।১০৩, ১০৮ ; যৌবন-লীলার সূত্র আ ১৭।৩

রক্ত (বর্ণ) আ ৩।৩৭ ; রক্তচন্দন (শক্তি-পূজায় ব্যবহৃত) আ ১৭।৩৯ ; রক্তধার আ ১৭।৪৫ ; রক্তনেত্র ম ২৪।২২৯ ; রক্তপীতবর্ণ আ ১৭।৮৩ ; রক্তবর্ণ ম ২০।৩৩৩ ; রক্তবস্ত্র অ ১৩।৬১ ; রক্তাম্বর ম ৫।১৩৬ ; রক্তোৎপল অ ১৮।৯৬ ; রক্তোদ্গাম ম ১৩।১০৪ ; অ ১০।৭৩

রক্ষক ম ১৬।২৩৫ ; অ ৬।১৫৬, ১৬৬, ১৭০, ১৭৬ ; রক্ষণ অ ২০।২৪, ১০৮ ; রঘুনাথ-উপাসক অ ১৩।৯২ ; রঘুনাথ-ত্যাগচিন্তা (ভগবান্) ম ১৫।১৪৫ ; রঘুনাথমহিমা (দাসগোস্বামী) অ ১৬।২৬২ ; রঘুনাথের ক্ষীণতা-মালিন্য (ঐ) অ ৬।২০১ ; রঘুনাথের চরণ (ভগবান্) ম ১৫।১৪৬ ; রঘুনাথের নিয়ম (দাসগোস্বামী) অ ৬।৩০৯ ; রঘুনাথের বৈরাগ্য (দাসগোস্বামী) অ ৬।৩২৫ ; রঘুনাথের ভাগ্য (ঐ) ৬।৮৮

রঙ্গ আ ৩।২৮ ; ১০।১২২, ১৩।১০০ ; ম ৩।৯৫, ১৩২ ; ৫।৭ ; ১৪।২৪১, ২৫৩ ; ১৭।৩৫, ৪১, ৭২ ; ১৮।৫৩, ৭৪ ; অ ৬।৩, ৮১, রঙ্গলীলা ম ৯।১৬৬ ; রঙ্গী আ ৮।৬৭ ; ১৬।৯৩ ; ম ২৫।৪ ; অ ১০।১০১ ; রজত আ ১৩।১১১ ; রজনী অ ২০।৩, ১৩৭ ; রজোগুণে বিভাবিত ম ২০।৩০২ ; রজ্জুধর (সারথি) ম ৯।৯৯ ; রতন ম ৫।১২১ ; রতি-বুদ্ধি ম ২৪।১৮২ ; রত্ন ম ৮।১৭৬ ; চিন্তামণি রত্ন ম ৮।২৯৪ ; রত্নগণ ম ৪।১৯৩ ; রত্নজ্ঞান ম ১৮। ১০৬ ; রত্নবন্ধঘাট ম ১।১৫৮ ; রত্নমণ্ডপ আ ৫।২১৮ ; রত্নমন্দির অ ১৮।১০১, ১০৩ ; রত্ন-রত্নাকর ম ১৫।১৪০, রত্নসিংহাসন আ ৫। ২১৮ ; ৮।৫০ ; ম ১৪।২১৪ ; রত্নাভরণ ম ২। ৩৮ ; রত্নালয় ম ২১।১২০ ; রত্নের ভবন ম ১৪।২২১ ; রথ ম ৯।৯৯ ; অ ১০।১০৫, রথ-অগ্রে ম ১।১৩৪ ; অ ৪।১০৬, রথযাত্রা ম ১।৪৭, ৫৪, ১৩৪, ১৪৩, ২৩৫ ; ১১।৫৪ ; ১২।৭১, ২২০ ; ১৩।৩, ১৪।১১১, ১২০, ১৬।৮, ৪৮, ৫৪ ; অ ১।৭২ ; ৪।১১, ১০৫, ৬।২৪৪ ; ৭।৭০ ; রথী ম ১১।৩৭ ; রন্ধন ম ৩।১৬০, ২০২ ; ৪।৬৮, ৯৪ ; অ ৬।১৮৭, ১২।১২২, ১২৩ ; অমৃতরসময় আ ১৭।৮৫ ; ইক্ষুরস ম ১৯।১৭৯ ; রস (ইতর রস) অ ১৬। ১২১, ১২৩ ; অন্যরস ম ১৬।১২১, ১২৩ ; রস—রস-শাস্ত্রধৃত 'রস'-শব্দ দ্রষ্টব্য ; রসজ্ঞ কোকিল ম ৮।২৫৮ ; অরসজ্ঞ কাক ম ৮।২৫৮; রসনা ম ২।৩২ ; রসবাস ম ৩।১০৩ ; ১৫।২৫৪; অ ১০।৩০ ; ১৬।১০৯ ; রসাভাস ম ১০।১১৩; অ ৫।৯৭, ১০২, ১০৩ ; রসাভাসদোষ ম ১৪। ১৫৭ ; রসামৃতসিন্ধু-গ্রন্থের মঙ্গলাচরণ ম ১৯। ১৩৩ ; রসের প্রচার আ ৪।২২৩ ; অ ১।১৯৮; রসের বশ (মিষ্টাদি রস) অ ৬।২২৫ ; রসের বিচার ম ২৩।৯৬ ; রসের বিশেষ অ ১।৮৯, রসের বিস্তার ম ৮।৩১১ ; রসের রীতি ম ২। ৮৭ ; রসের সাক্ষী ম ৯।৩২৪ ; রহস্য ম ৮। ২০০ ; রহস্যদর্শন ম ১৩।৬০

রাক্ষস ম ৯।১৮৯ ; অ ৩।১৮৩ ; রাগ (ইতর-আসক্তি) আ ৭।১৪৩ ; রাঘব-ভবন অ ২।৩৪ ; রাঘব-মন্দির অ ৬।১০১ ; রাজ-অধিকারী ম ১৬।১৫৬ ; রাজ-আজ্ঞা ম ১।১২৮ ; রাজকার্য্য ম ১৯।১৫, ১৬ ; রাজ-দরশন (দর্শন) ম ১০।৮ ; ১১।৭, ৪৩ ; রাজদ্বার ম ১৯।১৫ ; রাজদ্রব্য অ ৯।৬১ ; রাজধন আ ১২।৫০ ; রাজপত্র ম ৪।১৮৩ ; রাজপথ ম ১১।১৬২, ১৬৩ ; ২৫।২০৩, ২০৫ ; অ ১।৫১ ; রাজপাত্র ম ৪।১৫১, ১৫৩ ; ১৬।১৫০, ২৬১ ; রাজপাত্র-গণ ম ১৩।১৭৫ ; ১৬।১০৯ ; রাজপাত্রদ্বারে (দ্বারা) ম ৪।১৫৩ ; রাজপুত ম ১৮।১৬৭ ; রাজপুতজাতি ম ১৮।৮২, ৮৬ ; রাজপুতলোক ম ১৮।২৬ ; রাজপ্রতিগ্রহ অ ৯।১১৭ ; রাজ-বন্দী ম ২০।২৮ ; রাজবিষয় অ ৯।৬১, ৮৮ ; রাজবিষয়ী অ ৯।১৭ ; রাজবেশ ম ১।৭৯ ; ১১।৫৫ ; ১৩।১২৯ ; ১৪।৫ ; রাজবৈদ্য ম ১৫।১২০, ১২৪ ; রাজব্যবহার ম ১২।১৫ ; রাজভয় ম ২০।৯, ১০ ; রাজভৃত্যগণ ম ১৬। ১৫২ ; রাজমন্ত্রী ম ১৬।২৬১ ; ২০।২২, ৩৪৮; রাজমহিষীবৃন্দ ম ১৩।১৯৮ ; রাজমার্গ ম ৫।১৪৫ ; রাজস নিমন্ত্রণ অ ৬।২৭৯ ; রাজ-সিংহাসন ম ১৩।১৬ ; রাজসেবক ম ৮।৩৫ ; রাজসেবা আ ৮।৫২ ; ম ৪।১০৪ ; ১৫।১২০ ; রাজহংস অ ৭।৯৮ ; রাজা ম ১।১৭৪, ১৭৫, ১৮০, ১৮১, ২৬৫ ; ম ৫।১১৭-১১৯, ১২১, ১৩১ ; ১০।১০, ১৪, ১৭, ২১, ২২ ; ১১।১৪, ৬১, ৬৬, ৬৯, ৭৫, ১০১, ১০৮, ১১১ ; অ ৬। ১৯ ; রাজ্য ম ১১।৪৯ ; রাজ্যধন আ ৯।৪৪ ; রাজ্যবিষয় ফল অ ৯।১০৯ ; রাজ্যভোগ ম ১২।২০ ; রাজ্যশাসন ম ২১।১২৬ ; রাঢ়—স্থান-সূচী দ্রষ্টব্য ; রাঢ়ী-বিপ্র ম ১৬।৫১ ; রাণী ম ৫।১৩১ ; রাতুল-বসন অ ১৩।৫৩ ; রাতুল-

বস্ত্র অ ১৩।৫২ ; রাত্রিদিন-জ্ঞান ম ৪।২২ ; রাম-অবতার ম ৯।৩১৪ ; রাম-উপাসক ম ৯।১১ ; রামকৃষ্ণ আ ১৭।১৭ ; রামকৃষ্ণহরি অ ১।২৯ ; রাম-গুণগ্রাম আ ১৭।৬৯ ; রামজপী-বিপ্রমুখে ম ১।১১২ ; রামদাস আ ১৭।১৯৮ ; রামনাম ম ৯।১৯, ২৪, ২৭, ৩৫ ; অ ১৩।৯৩ ; রামনাম-গ্রহণ ম ৯।২৬ ; রাম-ভক্ত ম ৯।১৮০ ; রামাকার আ ১৭।১১৮ ; রামানন্দমিলন-লীলা ম ৮।৩১২ ; রামানন্দের কৃষ্ণকথা অ ৬।৬ ; রামের রূপ (মহাসঙ্কর্ষণ) আ ৫।৪২ ; রায় (রামানন্দ) ম ১।১৩০, ১৪৯, ২৫৪ ; ৮।৯৬, ১০৩, ১২০, ১২৯, ১৩১, ১৮৬, ১৯০, ১৯৬, ১৯৭, ২৩৪, ২৪১, ২৪৪, ২৬১, ২৭৭ ; ১১।১৫, ১৬, ১৮ ; ২৫।১৮১, .১৮৯ ; অ ৭।২৩, ৩৬ ; ৯।৬, ৩৭, ১২৯ ; ১১।১২, ১৫ ; ১৪।৫৫, ৫৮ ; ১৫।৯২ ; ১৬।১১৬ ; রামপ্রসাদ অ ৭।৩৭ ; রায়ের ঘরে অ ৯।১৪৫ ; রায়ের নাটক অ ২০।৬৭ ; রায়ের নাটক-গীতি ম ২।৭৭ ; রায়ের নাটক-শ্লোক ম ২।১৭ ; রায়ের ভজন অ ৫।৫১ ; রাহু আ ১৩।৯২

রুক্মিণ্যাদি রূপ আ ১৭।২৪১ ; রুচি ম ২৩।১১ ; কৃষ্ণকথায় রুচি অ ৫।৯ ; নামগানে সদা রুচি ম ২৩।২৮ ; রুচিভক্তি ম ২৩।১২ ; রুদ্র (পাত্র-সূচী দ্রষ্টব্য) ; রুদ্রগণ ম ২১।৬৮ ; রুদ্ররূপ ম ২০।২৯০, ৩০৭ ; রুধির অ ১৪।৯৩ ; রোগ আ ১৪।৩১ ; রোগগ্রস্ত অ ২০।৯৪ ; রোদন অ ৭।১৫৫ ; ৮।১৯ ; ১০।৪৮ ; রোপণ অ ৮।৩৪ ; রোমকূপ অ ১৪।৯২ ; রোমবৃন্দ ম ১৩।১০২ ; রোষ ম ২।৬৯ ; অ ২০।১০০ ; রোষাভাস ম ১৩।১৮৫ ; অ ১।১৭৮ ; ৭।১৪২ ; রৌহিণীনন্দন আ ১৭।৩১৮ ; রৌপ্য (খনিজ পদার্থ) ম ৪।১০০ ; রৌরব আ ১৭।৫২, ১৬৬ ; ম ২০।৬৩ ; ২২।২৬

লক্ষ ম ২১।৪ ; লক্ষকোটিনয়ন ম ২১।৬৮ ; লক্ষকোটিবদন ম ২১।৬৮ ; লক্ষবদন ম ২১।৬৭ ; লক্ষণ আ ২।৬৯ ; ৪।১৫৯ ; ম ১।৪০ ; ১৭।১১০ ; ২২।৬৮, ৯৬ ; ২৪।৬০, ৭৫, ২৫।১০০, ১৩৩ ; প্রেমলক্ষণ ম ২৪।৩১ ; মহাভাগবত-লক্ষণ ম ১৭।১১০ ; মহাভাব-লক্ষণ-রূপা ম ২৪।৩১ ; রতি-লক্ষণ ম ২৪।৩১ ; রাগানুগা ভক্তির লক্ষণ ম ২২।১৪৩ ; শুদ্ধ-প্রেমলক্ষণ অ ২০।৬১ ; স্থায়িভাবের লক্ষণ অ ৫।২৩ ; লক্ষণবিচার ম ২০।৩৫২ ; লক্ষণশ্লোক অ ২০।২০ ; লক্ষণা দার্শনিক শব্দ দ্রষ্টব্য ; লক্ষণা-ব্যাখ্যান আ ৭।১৩১ ; লক্ষনাম আ ১০।৯৯ ; লক্ষবদন ম ২১।৬৭ ; লক্ষ্মী—পাত্র-সূচী দ্রষ্টব্য ; লক্ষ্মী-অধিষ্ঠিত আ ১৩।৮১ ; লক্ষ্মী-আদি নারীগণ ম ৮।১৪৪ ; লক্ষ্মী-আদ্যের ম ৯।১৪২ ; লক্ষ্মীকান্ত ভগবান্ আ ২।২৩ ; লক্ষ্মীকান্তাদি অবতার ম ৮।১৪৪ ; লক্ষ্মীগণ আ ৪।৭৪, ৭৮ ; ম ১৯।১৯১ ; ম ২১।১৬০ ; লক্ষ্মীঠাকুরাণী ম ৯।১১১ ; অ ১৭।৪৬ ; ২০।৬০ ; লক্ষ্মীদেবীর কেলি ম ১।১৪৫ ; লক্ষ্মীনাথ আ ১৩।১১৮ ; লক্ষ্মী-বিরহ আ ১৬।২০ ; লক্ষ্মীর প্রসাদ ম ১৪।২৪০ ; লক্ষ্মীর বিজয় ম ১৪।১০৭ ; লক্ষ্মীর সমতা আ ১৬।৬০ ; লক্ষ্য ম ২১।১২৯ ; ২২।৫৬ ; ২৪।২৩২ ; লক্ষ্যে অ ৪।২০৩ ; লগুড় ম ১।১৪৬ ; ১৫।২২-২৬ ; লঘিষ্ঠ আ ৫।২০৫ ; লঘু আ ৫।১৪৪ ; লঘুগুরুভাব আ ১০।৪ ; লঘুপদচিহ্ন আ ১৪।৭ ; লঘুবিপ্র ম ৫।৪৮, ৫৪ ; লঘুভ্রাতা আ ৫।১৪৯

লঙ্কাগড় ম ১৫।৩৩ ; লঙ্কাবিজয় ম ১৫।৩২ ; লঙ্ঘন (উপবাস) অ ৬।২০৭ ; ১১।১৮ ; লঙ্ঘন (ডিঙ্গাইয়া) অ ১০।৯৯ ; লজ্জা আ ৪।১৬৭ ; ম ৪।১২১ ; ২১।১৪৩ ; অ ১।১১২ ; ৫।১২৯ ; ৭।১০৭ ; ১৬।১২৬ ; ১৭।৩৬ ; লজ্জা (কৃষ্ণগুণ) ম ২১।১২১ ; লজ্জাধর্ম্ম অ ১৬।১২৮ ; লজ্জাধর্ম্ম-হানি আ ১২।৪৯ ; লজ্জাপঙ্ক অ ৭।৯০ ; লজ্জাভয় ম ৯।৫১ ; অ ২।১০০ ; লজ্জিত অ ৪।১৬৫ ; ৭।৮৮ ; ১৩।৫৫ ; ১৪।১১৬ ; লতা ম ৮।২১০ ; কৃষ্ণপ্রেম-কল্পলতা ম ৮।২০৯ ; পদ্মিনীলতা অ ১৮।৯১ ; বৃন্দাবনে তরুলতা অ ১৮।১০২ ; লব (অক্ষাংশ) অ ১৬।৯৪, ১৩১ ; লবমাত্র ম ২২।৫৪ ; ললাট আ ১৭।৬৯ ; ললাটে অষ্টমী-ইন্দু ম ২১।১২৭ ; ললিতত্রিভঙ্গ ম ২১।১০৫ ; ললিত-লবঙ্গলতা অ ১৯।৮৪

লাঞ্ছনা ম ১।২৮১ ; লাবণ্য ম ২১।১৩১ ; লাবণ্যজ্যোৎস্না অ ১৫।৬৭ ; লাবণ্যপুর ম ২১।১৩৮ ; লাবণ্যসার ম ২১।১১৩ ; লাবণ্যামৃত-জন্মস্থান ম ২।২৯ ; লাবণ্যামৃতধারা ম ৮।১৬৮ ; লাভ (ভক্তিবাধক) ম ১৯'।১৫৯ ; লালক অ ৪।১৮৪, ১৮৭ ; লালক-অভিমান অ ৪।১৮৪ ; লালন-মমতাধিক্য ম ১৯।২৩০ ; লালন-শিক্ষা আ ১৪।৮৭ ; লালস অ ৬।২২৫ ; জিহ্বার লালস অ ৬।২২৫, ২২৭ ; লালসা-প্রধান ম ২৩।২৮ ; লালাফেন অ ১৪।৬৮ ; লাল্য অ ৪।১৮৪, ১৮৭ ; লাল্যদোষ-পরিজ্ঞান অ ৪।১৮৪ ; লাল্যামেধ্য অ ৪।১৮৭

লিখন অ ১।৯৪, ২০৪ ; লিখন-বৃত্তি ম ১৭।৯২ ; লিখনাধিকারী ম ১০।৪২ ; লীলা আ ৩।৪৮ ; ৪।২৮, ২৬৫ ; ৬।৮ ; ৭।১৬২ ; ৮।৪৫, ৪৭, ৪৯ ; ১০।৪৭ ; ১২।৪৪ ; ১৩।১৮ ; ১৪।৭০ ; ১৫।২২, ৩২ ; ১৬।২০, ১০৯ ; ১৭।৮৭, ২৩৮ ; ম ১।১৭, ২৮৫ ; ২।৯১ ; ৪।৪, ৭, ৮ ; ৭।১১০, ১৫২ ; ৮।২০৩, ২০৪, ২০৮ ; ৯।১১৫ ; ১০।১০ ; ১১।২৪০ ; ১২।১৫০, ১৬৫, ২০৩ ; ১৩।৬৩, ১৩১ ; ১৪।১০৪, ১২৫, ২০২ ; ১৫।৩১, ৩০১ ; ১৬।২১৫ ; ১৮।২১৩ ; ২০।২৪৭, ৩৭৯-৩৮১, ৩৮৩, ৩৯৩ ; ২৫।২৬২ ; অ ৩।৮৭ ; ৪।২১০, ২১২ ; ৫।৭৪, ১৬৩ ; ৬।৩ ; ১১। ৩২, ৪০ ; ১৩।৭৬ ; ১৪।৭ ; ১৬।৮৬ ; ১৭। ৭১ ; ১৮।১১ ; ১৯।৭৫ ; ২০।৭৩, ৭৫, ৮০, ৯১ ; অন্ত্যলীলা ম ১।২০, ২১ ; অন্ত্যলীলা- গণ অ ২০।১০২ ; অন্ত্যলীলাসার ম ২।৯১ ; অলৌকিক কৃষ্ণলীলা অ ১৯।১০৩ ; অলৌকিক লীলা ম ৮।৩০৯ ; অ ১৪।১২১ ; অশেষ-লীলা ম ১।১০ ; আদিলীলা আ ১৩।১৫ ; ম ১।১৫, ২০, ২১ ; আদিলীলা-খ্যান আ ১৩।১৪ ; ঈশ্বরের লীলা ম ৯।১২৫ ; একদিনের লীলা অ ১৮।১৩, ১৪ ; একলীলা অ ২।১৬৯ ; কৃষ্ণ-লীলামণ্ডল ম অ ১৪।৪৪ ; কৃষ্ণলীলার অবধি ম ৯।৩০৪ ; কৃষ্ণলীলার সহায় আ ৫।৯ ; কৃষ্ণের লীলা ম ১৪।২০২ ; কৃষ্ণের স্বরূপলীলা অ ৫। ১৩৩ ; গম্ভীরলীলা অ ২০।৭৭ ; গৌরলীলা অ ৫।১৬৩ ; চিত্র-লীলা ম ১৫।২৯৭ ; চৈতন্য-গোসাঞির-লীলা আ ১৬।১১০ ; চৈতন্য-গোসাঞির লীলার স্বভাব অ ৩।২৬৫ ; চৈতন্য-প্রভুর লীলা অ ৭।১৫৯ ; চৈতন্যলীলা আ ১৪।৭০ ; চৈতন্য-লীলামৃতসিন্ধু অ ২০।৮৮, চৈতন্য-লীলার ব্যাস আ ১৩।৪৮ ; ম ১।১৩ ; ছয়ঋতুর লীলা আ ১৭।২৩৮ ; নানালীলা আ ১৫।২২ ; ১৬।২০ ; ম ১।৯৬ ; অ ৬।৩, ৩২৫ ; পৌগণ্ড-লীলা আ ১৫।৩২ ; পৌগণ্ডলীলার সূত্র-প্রকাশ আ ১৫।৩১ ; প্রথমলীলা ম ৩।৩২ ; প্রভুর লীলা ম ১৯।৪৩ ; বৈদগ্ধ্যাদিরূপ-লীলা ম ৯।১১৫ ; ব্রজের রসলীলার বিচার ম ৮।২৯৩ ; মধ্যলীলা ম ১।২০, ২১ ; মধ্যশেষ লীলা আ ১৩।১৬ ; মহাপ্রভুর লীলা ম ৬।২৮৪ ; অ ২০।৮০ ; যমুনা-কর্ষণ-লীলা আ ১৭।১১৭ ; রাসাদিলীলা আ ৪।১১৫ ; রাসাদিলীলাসার ম ২১।৪৪ ; শেষ-লীলা আ ৪।১০৭ ; ১৩।১৪ ; ম ১।১৭, ১৮ ; শেষলীলার মুখ্য সূত্রগণ ম ১।১০ ; শেষ লীলার

সূত্র ম ১।১৪ ; শেষলীলার সূত্রগণ ম ২।৮৯ ; সর্ব্বাবতারলীলা আ ৫।১৩৩ ; সৃষ্টি-লীলা কার্য্য আ ৫।৯ ; লীলা অনুক্রম আ ১২। ৯২ ; লীলা-অন্তে আ ৪।২৫৬ ; লীলা-অবতার ম ৬।৯৯ ; ২০।৩০০ ; লীলা-আচরণ-দ্বারে আ ৪।২৬৫ ; লীলাখ্যান আ ১৩।১৪ ; লীলাগণ অ ১৪।৪৬ ; লীলাগণ অ ১৪।৪৬ ; ২০।১০২ ; লীলাগুণ আ ৫।২২২ ; ৯।৫ ; লীলাগুণগান আ ৫।২২২ ; লীলাচক্র ম ২০।৩৯১ ; লীলাতত্ত্ব ম ৮।২৬৩ ; ২৫।২৫৮ ; লীলাদিস্মরণ ম ২৪।১১২ ; লীলা-পদ্ম অ ১৫।৫২ ; লীলাপ্রকাশ অ ১৪।৭ ; লীলা-প্রবাহ অ ৫।১৬২ ; লীলাবতার ম ২০।২৪৫, ২৯৬, ২৯৭ ; লীলাবেশ ম ১৩। ৬৫ ; লীলাভেদ ম ১।১৮ ; অ ১৯।১০১ ; লীলামণ্ডল ম ২০। ২৮৯ ; লীলাময় আ ৫।২৫ ; লীলামর্ম্ম ম ৯। ১২৬ ; লীলামৃত আ ১৩।৫০ ; ম ১৪।৮৭ ; ২৫।২৭১ ; অ ২০।৮৮ ; লীলামৃতধার ম ২১। ১০৯ ; লীলামৃত-বরিষণ (বর্ষণ) অ ১৫।৬৮ ; লীলায় আ ৬।৮ ; ম ১৩।২২ ; লীলার আস্বাদ অ ২০।১০২ ; লীলার প্রচার আ ৪।২৮ ; লীলার বাহুল্য অ ২০।৭৪ ; লীলার বিস্তার ম ৮।২০২ ; অ ২০।৯১ ; লীলার ভাণ্ডার অ ২০।৮৩ ; লীলারস আ ৪।৯৮ ; ম ১৫।১৪১ ; অ ৪।২২০, ২২৪, ২৩০ ; লীলার সহায় আ ৪।৮০ ; অ ১১।৪০ ; লীলা-শক্তি অ ৪।৮০ ; ৫।১৪৫ ; ম ১৩।৬৫ ; লীলাশুক-মত্তজন ম ২।৭৯ ; লীলা-শেষ ম ২।৮৯ ; লীলাশ্রবণ ম ২৪।৪৪ ; লীলাসম্বরণ অ ১১।৩১ ; লীলাসূত্র আ ১৩। ৪৭ ; লীলাস্থল ম ১।২৪০ ; ১৮।৬৪ ; লীলা-স্থলী ম ১৮।৫৭ ; লীলাস্থান ম ২৩।৩১ ;

লুপ্ততীর্থ আ ১০।৯০ ; ম ২৩।৯৭ ; ২৫। ২০৮ ; অ ১।২১৮ ; ৪।৮০, ২১৮ ; লুব্ধ অ ৩। ১১২ ; কৃষ্ণগন্ধলুব্ধ অ ১৯।৯০ ; কৃষ্ণপ্রেমে লুব্ধ অ ৩।২৬০, ২৬২ ; লোকগতি আ ৩।৯৭ ; লোক-গতাগতি বার্ত্তা ম ৩।১৮৩ ; লোকচেষ্টা-ময় ম ১।২২৫ ; লোকজ্ঞান-অধিকারী ম ২০। ৩৩৩ ; লোকধর্ম্ম অ ৪।১৬৭ ; ম ১১।১১৭ ; ২১।১৪৩ ; লোকপ্রতারক ম ১৭।১১৬ ; লোকবৈরাগ্য অ ২।১৬৮ ; লোকব্যবহার ম ১৬। ২৩৯ ; লোকমান্য আ ১৩।১১৮ ; লোক-লজ্জা আ ১২।৫২ ; লোকশিক্ষা ম ২৫।৭২ ; অ ২০।৬৪ ; লোকসংঘট্ট ম ১।১৫০ ; ১৭। ৫০ ; ১৮।১৪১ ; ২৫।৬৮ ; লোকসঙ্গ ম ৭। ৭৪ ; লোকাতীত অ ১৬।১১০ ; লোকাপেক্ষা ম ৭।২৭ ; লোকারণ্য ম ১৩।১২৮ ; লোভ (অপ্রাকৃত) আ ৪।১৪৪, ১৫৮, ২৬৩ ; ৭।৮৭ ; ম ১।২০৪ ; ৮।২২০, ৩০৬ ; অ ১২।৬৮ ; ১৪। ৪৩ ; ১৬।১৩৭ ; প্রেমলোভ আ ৪।১৩৬ ; সুরতলোভ অ ১৬।১২১ ; লোভমন ম ৩।৮২ ; লোভে পরবশ অ ১৬।১৪৬ ; লোভের ঝুলি অ ১৪।৪৫ ; লোভের প্রকার আ ৪।১৩৭ ; লোভ (প্রাকৃত) ম ২০।১৫ ; লোভী কায়স্থগণ ম ১৯।১৬ ; লোমকূপ ম ২০।২৭৮ ; লোম-কূপে রক্তোদ্গম ম ২।৬ ; লৌকিক রীতি অ ৮।৯১ ; লৌকিক লীলা আ ৬।৪০ ; ম ১। ২২৫ ; লৌহপাত্র আ ১৭।৭০ ; লৌহপিণ্ড ম ৬।২১৪

শক্তি আ ৩।১৫ ; ১০।১৬২ ; ১৬।৩৮, ৯০, ১০২ ; ১৭।১৬৩ ; ম ৪।৬ ; ৬।১৯১, ২১৩ ; ৭।১০৯ ; ৯।১৯২, ৩১৫ ; ১৯।১৩৫ ; ২০।১৪ ; অ ১।১৯৬, ২০২ ; ১০।৮৬ ; ১১। ৯৩, ৯৫ ; ১৪।৪৬, ৯১ ; ১৬।২৯ ; ১৭।৪৪ ; ২০।৭৯ ; অচিন্ত্য-শক্তি আ ৫।৮৮ ; অলৌকিক-শক্তি ম ১৮।১২৪ ; মহাশক্তি আ ১১।২৬ ; সর্ব্বশক্তি ম ১।৭৩ ; শক্তিত্রয়-জ্ঞান আ ২। ৯৬ ; শক্তি-সঞ্চার ম ৭।৯৯ ; ১৯।১১৪, ১১৭, ১৩৫ ; ২৩।৯৬ ; অ ১।৮৯, ২১৬ ; ২০।১০৯ ; শক্তি-সঞ্চারণ ম ১।২৫৮ ; ম ২৫। ২৫৬ ; শক্তি (ক্রম-শব্দের অর্থ) ম ২৪।২০

শক্ত্যে ম ২৪।২২ ; অগ্নি শক্ত্যে আ ৫। ৬০ ; কৃষ্ণ-শক্ত্যে আ ৫।৬০ ; নিজাচিন্ত্য-শক্ত্যে আ ৯।১২ ; মাধুর্য্যশক্ত্যে ম ২৪।২২ ; মায়া-শক্ত্যে ম ২৪।২৩ ; শঙ্খ (ভগবচ্চরণ-চিহ্ন) আ ১৪।৭ ; শঙ্খ (শ্রীভগবৎকর-ধৃত) ম ২০। ২২৪, ২২৫, ২২৭-২৩৬ ; শঙ্খ-চক্র আ ১৭। ১৪ ; শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-মহৈশ্বর্য্যময় আ ৫। ২৮ ; শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-শার্ঙ্গ-বেণুধর আ ১৭।১৩ ; শঙ্খ-জল-গন্ধ-পুষ্প-ধূপাদি-লক্ষণ ম ২৪।৩৩২ ; শঙ্খ ম ৬।১৩৬ ; ২৪।৩৩২ ; পাণিশঙ্খ অ ১৪।৭৯ ; শুদ্ধ-শঙ্খ-কুণ্ডল অ ১৪। ৪৪ ; শঙ্খ (সংখ্যাবাচক) ম ২১।২০

শচীগর্ভ-শুদ্ধদুগ্ধ-সিন্ধু আ ৪।১৭২ ; শচী-গৃহ আ ১৩।১১৪ ; শচীপাশ ম ৩।১৭৯ ; শচীর-নন্দন অ ১৭।২৭৫ ; ম ৯।৬৩, ৭৪, ২৭৯ ; ১৬।২৫১ ; অ ১।৩৩ ; ২।১৬৭ ; ৬।২৭২ ; শচীর মন্দির অ ২।৩৪ ; শচীসুত ম ২।৪৪ ; ৬। ২৫৮ ; অ ৫।২ ; শত-শ্লোক আ ১৬।৩৬, ৪০ ; শত্রু অ ১৮।৯৮ ; অপরিচিত শত্রুর মিত্র অ ১৮।৯৮ ; শপথ ম ১৬।১৪১ ; শব্দ অর্থ অ ১৭।৪৩ ; শব্দামৃত অ ১৭।৪৮ ; শব্দালঙ্কার আ ১৬।৭২, ৭৩, ৭৫, ৭৭ ; শব্দালঙ্কার-ভেদ আ ১৬।৭৭ ; শবর (জাতি) ম ১৯।১৪৫ ; শম ম ১৯।২১০ ; শয্যা (শেষরূপী বিষ্ণুর দশ-দেহের অন্যতম) আ ৫।১২৩ ; ম ৩।১০২ ; ৪।৮১ ; শয্যোত্থান ম ৬।৬৭ ; অ ১০।৫৭ ; জগন্নাথ-শয্যোত্থান ম ৬।২১৬ ; শয়ন অ ১৯। ৬২, ৬৮, ৭১ ; শরণ আ ১৬।১০৭ ; ১৭।৫৬ ; ম ৬।২০১, ২৮১ ; ৯।৫৭ ; ২২।১০০ ; অ ৫। ১৫৬ ; ৭।৮৯, ৯৩, ১২১, ১২৬ ; অগ্নির শরণ ম ৯।২০৩ ; একান্ত শরণ ম ৭।১৫৪ ; চরণ-শরণ আ ১১।১২ ; নিত্যানন্দৈক শরণ আ ১১।২৯ ; শ্রীবাসের শরণ আ ১৭।৫৯ ; শরণা-গত ম ২২।৯৬ ; শরণাপত্তি ম ২২।১২৪ ; শরীর ম ৩।১২৮, ১৪৫ ; অ ৫।১১৪, ২০। ১২৩ ; শরীর-বিশেষ আ ৬।১০ ; শরীরী অ ৫।১১৪ ; শর্করা (উপমার্থে ব্যবহৃত) ম ১৯। ১৭৯ ; ২৩।৩৯ ; শস্য অ ১।৩০ ; শাক্ত-শৈবগণ ম ৯।৬৮

শাখা আ ৯।১২, ১৭, ১১, ২১, ২৩ ; ১০। ৮, ১২, ২০, ২৪, ৩৩, ৫৩, ৮৪-৮৬, ৮৮ ; ১০৬ ; ১২।৪, ৭, ২৭, ৭৬, ৭৭ ; অদ্বৈত-শাখা আ ১২।৫৬, ৬৫, অদ্বৈত-স্কন্ধশাখা আ ১৭। ৩২৪ ; উপশাখা আ ৯।১৯, ২৩ ; ১০।১৬, ৪৮, ৮৫, ১০৬ ; ১২।৭৮ ; উপশাখাগণ আ ৯।২২ ; একৈক শাখা আ ১০।১৬০ ; কৃশ-শাখা আ ১২।৬৯ ; গদাধরদাস-শাখা আ ১০। ৫৩ ; গোপালভট্ট-শাখা আ ১০।১০৫ ; দামোদর পণ্ডিত-শাখা আ ১০।৩১ ; নন্দনাচার্য্য-শাখা আ ১০।৩৯ ; নিত্যানন্দ-শাখা আ ১৭। ৩২৪ ; বড় শাখা আ ১০।১৪, ১৫, ৮৫, ১৩০ ; বনমালী পণ্ডিত-শাখা আ ১০।৭৩ ; মহা-মহাশাখা আ ৯।১৮ ; মহাশাখা আ ১০।৭৯ ; মুকুন্দ দত্ত-শাখা আ ১০।৪০ ; মুখ্য-মুখ্য-শাখাগণ আ ৯।২০ ; মুরারিগুপ্ত-শাখা আ ১০। ৪৯ ; মূলশাখা-উপশাখা আ ৯।৩১ ; শিবানন্দের উপশাখা আ ১০।৬১ ; শ্রীমান্ পণ্ডিত-শাখা আ ১০।৩৭ ; হরিদাস ঠাকুর-শাখা আ ১০। ৪৩ ; শাখা-উপশাখা আ ১০।১২ ; ১২।৮৮ ; শাখা-উপশাখাগণ আ ৯।২৬ ; ১২।৫৬ ; শাখা-গণ আ ৯।৫৪ ; ১১।৬ ; ১২।৬৭ ; শাখাতে উদ্দাম আ ১২।৮৭ ; শাখাদিগণন অ ১৭।৩২৩ ; শাখা-প্রশাখা আ ১১।৫ ; শাখার উপশাখা আ ১০।১০, ১৬ ; ১২।৭৮ ; শাখার গণন আ ১২। ৯০ ; শাখার শক্তি আ ১০।১৬২ ; শাখাশ্রেষ্ঠ আ ১২।৭৯

শান্ত(বৈষ্ণবের গুণ) আ ১৩।১১৯; শান্ত (প্রভুর ক্রোধ-নিবৃত্ত) আ ১৭।১৪৬, ১৪৭, ২৫২ ; শান্ত (শান্তিযুক্ত) অ ৬।৩৪ ; শান্ত (শান্ত-রসারূঢ়-যোগী) ম ২৪।১৫৮; শান্তভক্ত ম ১৯।১৮৯ ;২৪।১৫৮ ;শান্তভক্তের রতি ম ২৪।৩২ ; শান্তের গুণ ম ১৯।২২০ ; ২২১, ২২৫ ;শান্তের দুই গুণ ম ১৯।২১৪ ;শান্তের স্বভাব ম ১৯।২১৭ ;শান্তি আ ৪।১৪৯ ;তৃষ্ণা-শান্তি অ ৪।১৪৯ ; শান্তিপুরাচার্য্যগৃহ ম ১৬।২১০ ; শাপ আ ১৭।৬২, ৬৩ ;অ ১২।২২ ; ব্রহ্মশাপ আ ১৭।৬৪ ;শাপবার্ত্তা আ ১৭।৬৪ ; শারিকা (শুক দ্রষ্টব্য) ম ১৭।২০৯ ; শারী ম ১৭।২০৮, ২১৫, ২১৭ ; শালগ্রাম ম ১৫।৫৫, ২০৪ ; ১৮।১৩৪ ; শালগ্রাম-লক্ষণ ম ২৪।৩৩০ ;শালগ্রাম-সেবা ম ১৩।৮৬ ; শসন আ ৭।৭১ ; শাস্তি অ ১২।২৮

শাস্ত্র আ ১।৩১, ৪৫ ;৪।৭ ;৬।৫৩, ৯৫, ১০২ ;৭।৪৮ ;১২।১৬ ;১৬।১১, ৬৪, ১৭।১৫৫, ১৫৬, ১৬৯, ১৭০ ;ম ১।৩৩ ;৬।৮৭, ৯৭, ১৪৭, ১৯০, ১৯১, ২৩৭ ;৯।৩১, ২৫৮; ১০।১১৬, ১৬৮, ১১।১০১ ;১৮।১৮৯, ১৯০, ১৯৮, ১৯৯ ; ২০।৬০, ১৩০, ১৩৬, ১৩৯, ১৪৪, ৩৫০, ৩৫১, ৩৮৩ ; ২১।২৯, ৪২ ; ২২।১০৬ ;২৫।১৯, ৪১, ৪৭, ৪৮ ; অ ১।১০১ ;৫।৪৪, ১০১ ;সর্ব্বশাস্ত্র আ ১৩।৬৫ ; শাস্ত্র-আজ্ঞা আ ১৭।১৫৭ ; ম ১৫।২৩৬ ; ২২।১৩৫ ;শাস্ত্রকর্ত্তা আ ১৭।১৬৭ ;শাস্ত্রগুরু-আত্মা ম ২০।১২৩ ;শাস্ত্রজ্ঞ ম ৬।৯৬ ; শাস্ত্র-জ্ঞান ম ৬।৯৫ ;১৮।১৯৭ ;শাস্ত্রজ্ঞানবান্ ম ৬।৮৫ ;শাস্ত্রদৃষ্ট আ ১০।৯০ ;শাস্ত্রদৃষ্টে ম ৬।৯৪; শাস্ত্রনিন্দা ম ২২।১১৬ ;শাস্ত্রনিরূপণ ম ৯।২৫৭; শাস্ত্রপরমাণ (প্রমাণ) আ ৩।৬৭ ;৪।৯৬ ;শাস্ত্র-পরসিদ্ধি (প্রসিদ্ধি) ম ২০।১৬৮; শাস্ত্র-প্রমাণ ম ১০।১৪৪ ;১২।১৯১ ;২০।৩৫১ ;২৪।৭২; শাস্ত্রবচন আ ৬।৯৯ ;শাস্ত্র-বিরুদ্ধার্থ আ ২।৭৩; শাস্ত্রমত অ ৩।২১৯ ; শাস্ত্রমর্ম্ম আ ৭।৭৪ ; শাস্ত্রযুক্তি ম ১৮।১৮৭ ;২২।৬৬, ১৪৯ ;২৪।৪০ ; শাস্ত্রযুক্ত্যে ম ২২।৬৫ ;শাস্ত্রযুক্ত্যে-সুনিপুণ ম ২১।৬৫ ;শাস্ত্র-রিক্তগণ ম ২৪।১৭ ;শাস্ত্র-লোকাতীত অ ১৪।৮২ ;শাস্ত্রসিদ্ধান্ত ম ৯।১৫২; শাস্ত্রাগম-পুরাণের মর্ম্ম আ ৩।৩৮ ;শাস্ত্রাভ্যাস আ ১৬।৯২ ; শাস্ত্রের আজ্ঞায় ম ২২।১০৬ ; শাস্ত্রের বচন ম ১৫।১৬৮ ; শাস্ত্রের বিচার আ ১৬।৯৪, ১০৪ ;ম ১।৩৪ ;২।২৩ ; ১৯।১৬ ; শাস্ত্রের মর্ম্ম আ ১৭।১৬৭ ; শাস্ত্রোদ্গ্রাহ ম ৯।৪৩

শিক্ষণ আ ২০।১০৫ ; শিক্ষা আ ৭।৪৭ ; ১২।৩৫, ৫৩ ;১৭।১৮৩ ;ম ৬।১১১, ১১২ ; ৭।১৩০ ; ৮।১২১ ;শিক্ষাগুরু আ ১।৩৫, ৩৭, ৪৭ ;৫৮ ;শিক্ষাদণ্ড ম ৭।২৫ ; শিখা-সূত্রত্যাগ ম ১০।১০৮; শিখিগণ ম ১৭।১৯৯ ; শিখিপাখা আ ১১।২১ ;অ ১৫।৬৬ ; শিখিপিচ্ছ ম ১৪।২০৪ ; ১৫।১২৩ ; অ ১৯।৩৯ ; শিখিপিচ্ছ-গুঞ্জাবিভূষণ আ ১৭।২৭৯ ; ভূষণ-শিঞ্জিত অ ১৭।৩৮ ; শিথিল আ ১৩।১৬ ;ম ৭।৫০ ;৯।৩২১ ;১৬।২৪৪ ;অ ১৮।৭২ ;ঐশ্বর্য্য-শিথিল-প্রেম আ ৩।১৬ ;প্রেমানন্দে শিথিল ম ৯।৩২১; শিবগুণ আ ১৭।৯৯ ; শিব-দরশন ম ৯।৩৮, ৬৮, ৭২ ; শিবপত্নীর ভর্ত্তা আ ১৬।৬৪; শিব-ভক্ত আ ১৭।৯৯ ; শিবালয় ম ৯।৭৬ ; শিমুলীর তুলা আ ১৩।৭ ; শিমুলীর বৃক্ষ ম ১৩।১০২ ; শিরোমণি অ ১১।৪০ ; ১৯।১৪ ; দাতা-শিরোমণি ম ২।৮১ ;ন্যাসি-শিরোমণি অ ১১।১০২; পতিব্রতা-শিরোমণি অ ২০।৫৭ ; পৃথিবীর শিরোমণি অ ১১।৯৭ ;মাতৃভক্তগণের শিরোমণি অ ১৯।১৪ ;সর্ব্বজ্ঞ শিরোমণি ম ২১।১৪; অ ১।৬৫ ; ৭।১৫৩ ; ১৬।৪৮ ; শিলা অ ৬।২৯১, ২৯২, ২৯৪, ২৯৫, ২৯৮, ৩০০, ৩০৬, ৩০৭ ;গোবর্দ্ধনশিলা অ ৬।২৮৯, ৩০১ ; ২০।১১৩ ; গোবর্দ্ধনের শিলা অ ৬।২৮৭ ; ১৩।৬৭ ;শিলা-গুঞ্জমালা আ ৬।২৮৮ ;শিলা-মালা অ ৬।২৯৩ ;শিলাসঙ্গে আ ১৪।৯

শিশুঅঙ্গ আ ১৪।১৪ ; শিশুদ্বারে আ ১৬।৯৫, ৯৬ ; শিশুপ্রায় অ ৫।১৪০ ; শিশুবৎস আ ২।৩১ ; শিশু-লীলা আ ১৪।৯৩ ; শিশু-সঙ্গ আ ১৪।৪৮ ; শিশ্নোদর-পরায়ণ অ ৬।২২৭ ; শিষ্টলোক আ ১৭।৪৩ ; শিষ্য আ ৬।৩৯ ; ৭।৬৬ ;৮।৫৯, ৬০, ৬৮-৭০ ;৯।২৪ ;১০।১৬, ৭২ ; ১৩।২৯ ; ১৬।৫, ৩২, ৩৩, ১০৩ ; ম ২।৭৬ ; ৪।১০৪ ;৬।৮, ৮১, ১০৭ ;১৭।১১৬; ১৬৭, ১৭০, ১৮০ ; ১৮।১২৯ ; ২২।১১৫ ; ২৪।২৬২ ; ২৫।২৩ ; অ ৬।১৬৪, ৮।৬৭ ; ১৪।৪৭, ৪৯ ; নিজশিষ্য অ ১৩।১৩১, বহুশিষ্য ম ২২।১১৪ ; শিষ্য-উপশিষ্য আ ১০।১৬০ ; শিষ্যগণ আ ১৩।২৮ ;১৬।৪, ৭, ২৪, ২৮, ৯৮ ;১৭।২৬০ ;ম ৬।৮০ ; ৯।৪৬, ৫৭ ; ১৭।১০৪ ;২৫।৬৬ ;অ ১৪।৫০ ; শিষ্যনট আ ৪।১২৪ ; শিষ্যবৃন্দ ম ২৫।৬৫ ; শিষ্যের প্রেম অ ২০।১৪৮ ;শিষ্য-লক্ষণ ম ২৪।৩২৫ ;শিষ্যের শিষ্য ম ২৫।৭০ ; শিষ্যা আ ৪।২১০ ;অ ২০।১৪৭ ; শীত-বৃষ্টি-বাতাগ্নি ম ৪।৩৬ ; শীতল ম ৪।১৬৪ ; শীর্ষ আ ১৩।১১৬

শুক (পক্ষী) ম ১৭।১৯৯, ২১৩, শুকমুখে ম ১৭।২১১ ;শুক-শারিকা ম ১৭।২০৯ ;শুক-শারী ম ১৭।২০৮, ২১৭ ; অ ১৯।৮০ ; শুকের পঠন আ ৮।৭৮ ; শুক (শুকদেব গোস্বামী)-কারিকর অ ১৪।৪৪ ;শুকদেব-বাণী ম ২১।১৯; শুক-পাঠ ম ৮।১২১ ; শুকাদি অ ১৪।৪৬ ; শুক্ল (ভগবানের অঙ্গকান্তি) আ ৩।৩৭ ;শুক্ল-মূর্ত্তি ম ২০।৩৩২ ; শুক্লবস্ত্র ম ১২।৫১ ;অ ১৮।৮৩ ; শুচি (বৈষ্ণবের গুণ) ম ২২।৭৫ ; শুদ্ধ (ভ্রান্তিশূন্য) আ ১৬।৬৪ ; শুদ্ধ (বৈষ্ণবের গুণ) আ ১৩।১১৯ ; শুদ্ধ (নির্ম্মল) ম ৮।৫১, ৫২, ২৩৮ ; ২২।১৩৮ ; শুদ্ধ-অনুরাগ আ ৪।১৭৫ ;শুদ্ধকলেবর (অপ্রাকৃত তনু) আ ৭।১০; শুদ্ধ-কিরণমণ্ডল আ ২।১২ ;শুদ্ধকৃপা অ ৯।১৩৯ ;শুদ্ধ-কেবল-প্রেম (প্রীতি) ম ১১।১৪৭; শুদ্ধ-গঙ্গাজল ম ২।৪৮ ;শুদ্ধগাঢ়-ভাব অ ৭।১৩৮, ১৪০ ; শুদ্ধচিত্ত ম ২২।১০৫ ; শুদ্ধ-দাস্যরস ম ২।৭৮ ;শুদ্ধ-প্রেম ম ২।৪৬ ; ১৪।১৫৬ ;২১৭ ;অ ৩।১৯, ৩৮ ;৭।৩৮ ;২০।৬১, ৬২ ;শুদ্ধ-প্রেম-বন্ধ ম ২।৪৬ ;শুদ্ধ-প্রেম-লক্ষণ অ ২০।৬১ ; শুদ্ধ-প্রেম-সুখসিন্ধু ম ২।৪৯ ; শুদ্ধপ্রেমের তরঙ্গ অ ৩।১৯ ;শুদ্ধ-বাৎসল্য আ ৬।৫৫ ;১৪।৯০ ;শুদ্ধবুদ্ধ্যে ম ২৪।১৮২ ;শুদ্ধ-বৈষ্ণব অ ৬।১৯৮ ;শুদ্ধ-ব্রজবাসী ম ১৪।২১৭; শুদ্ধভক্ত আ ৪।২০৪; অ ৯।৭৫ ;শুদ্ধভক্ত-তত্ত্ব আ ৭।১৬ ; শুদ্ধভক্তি আ ৪।২১, ২৭ ; ১৭।৩১০ ; ম ১৩।৫৪ ; ১৯। ১৬৬, ১৬৯ ; ২৪।৯৩ ; অ ২০।২৭, ৩০ ;শুদ্ধ-ভক্তিকার্য্য ম ১২।১৯৩ ;শুদ্ধভক্তিমান ম ২৪। ৯২ ;শুদ্ধভাব আ ৩।১০০ ;অ ৬।২৯৬ ;৭।৩০, ৩৭ ; ব্রজের শুদ্ধভাব অ ৭।৩৭ ; শুদ্ধমিশ্রি (উপমার্থে ব্যবহৃত) ম ২৩।৩৯ ; শুদ্ধরস ম ১৪।২৩০ ; শুদ্ধসখ্য আ ৪।২৫ ;৬।৭৪ ;ম ২।৭৮ ;শুদ্ধসত্ত্ব আ ৪।৬৪, ৬৫, ৫।৪৩ ;শুদ্ধসত্ত্বময় আ ৫।৪৩; শুদ্ধসত্ত্বের বিকার আ ৪। ৬৫ ; শুদ্ধহেম ম ১৫।১১৯ ;শুদ্ধহেমাচল ম ১৩।১৭৩

শুভক্ষণ আ ১৩।৮৮, ৮৯ ; শুভদৃষ্টি ম ১।২৮২ ; শুভবার্ত্তা ম ৯।২৮৪ ; শুভাশুভকর্ম্ম আ ১।৯৪ ; শুভের কারণ অ ২০।১৫০ ; শুভ্র-পীঠ ম ৩।৫৭ ;শুভ্র-পীঠোপরি ম ১৫।২১৯ ; শুষ্ক অ ১৮।৭৩ ; শুষ্ককাষ্ঠ আ ১২।৭০,ম ২৫।১৯৭ ;অ ১৮।৩০ ;শুষ্কজ্ঞান ম ৮।২৫৯ ;

২৪।১২৬ ; শুষ্কতর্ক ম ১৪।৮৭ ; শুষ্ক পক্ক-পীলুফল অ ১৩।৬৭ ; শুষ্কবস্ত্র অ ১৮।১০১ ; শুষ্ক-বৈরাগ্য ম ২৩।৯৯ ; অ ৮।৬৩ ; শুষ্কব্রহ্ম অ ৮।২৫ ; শুষ্করুটী ম ১৯।১২৮ ;শুষ্করোদন ম ১৪।১৯৯ ;শুষ্কেন্ধন অ ১৬।১২৪

শূকর আ ১০।৮৩ ; শূদ্র আ ৭।৪৫ ; ম ৮।২১, ২৬, ১২৭ ; ১০।৫৪ ; অ ৫।৮৪ ; শূদ্র অধম অ ১৩।৯৭ ; শূদ্রবিষয়িজ্ঞানে ম ৭।৬৩ ; শূদ্র বৈষ্ণব অ ১৬।১৩ ; শূদ্র-সেবক ম ১০।১৩৬ ;শূদ্রাধম ম ৮।৩৫ ; শূন্যপদ আ ১৪।৭৯ ; শূন্যহট্ট ম ৪।১২৫ ; শৃঙ্খলা ম ৮।১১২ ; শৃঙ্গ ম ২১।২১ ;শৃঙ্গ-বেত্র-গোপবেশ আ ১১।২১

শেলধার ম ১৮।১৭৮ ; শেষ (অনন্তদেব) আ ৫।১২০, ১২৪ ;ম ২০।৩৬৮, ৩৭০ ;শেষ অধিষ্ঠান ম ১৪।২৫১ ; শেষতা (দশদেহে সেবা) আ ৫।১২৪ ; শেষরূপ আ ৫।১০, ১১৭ ;শেষ-শয়ন-জল আ ৫।৯৯ ;শেষ-শয্যা ম ১৪।৮৮ ;২০।২৮৬ ;শেষশায়ী ম ১৮।৬৪ ; শেষশায়ীলীলা ম ১৪।৮৯ ; শেষ-সঙ্কর্ষণ আ ৬।৭৬, ৯৩, ১০৩ ; শেষ (উচ্ছিষ্ট) ম ১৯।৮৯ ; অ ১০।৮৪ ; শেষপাত্র আ ১৬।৫৬ ; শেষ-প্রসাদ অ ১।৬৪ ; শেষ-প্রসাদ-পাত্র ম ১৯।৫৯ ; শেষান্ন ম ১৭।৯১ ; ঝারী-শেষামৃত অ ২০।৮৯ ; শেষকাল (গোলোক-গমনকাল) অ ১১।১০৩ ; শেষলীলা (অন্ত্যলীলা) আ ৩।৩৪ ;৪।১০৭ ;৮।৪৮, ৬৫, ৭১ ;১৩।১৪, ১৬; ম ১।১০, ১৪, ১৭, ১৮, ৮৮ ;২।৮৯ ;২৫।২৩৬

শৈব ম ৯।৭৬ ; শৈবগণ ম ৯।৬৮ ; শৈল (গোবর্দ্ধন) ম ১৭।৫৫ ; গোবর্দ্ধন শৈলজ্ঞান অ ১৪।৮৫ ; শৈল-উপরি ম ৪।৪২ ; শৈল-পরিক্রমা ম ৪।২৩ ; শৈল-ছিদ্র অ ১৫।৭৫ ; শৈশবচাপল্য আ ১৬।১০৩

শোক অ ১২।৭৩ ; দুঃখশোক অ ২০।১৫ ; শোকাদির বশ ম ২২।১১৫ ; শোধন অ ১২।৭৩ ; মন্ত্রসিদ্ধাদি শোধন ম ২৪।৩২৬ ; হৃদয়-শোধন অ ৭।১৩৬ ; শৌচ ম ২৪।৩২৬; শ্বপচ ম ১৮।১২৪ ; শ্বাস ম ৩।১২৮ ;অ ১০।৭১ ; শ্বাস-প্রশ্বাস ম ৬।৯ ; শ্বেত (বৈবর্ণ অবস্থায়) অ ১৪।৯৫ ; শ্বেত-তনু অ ১৮।৭১ ; শ্বেত-বালু ম ১৩।২৫

শ্যাম-অঙ্গ আ ১৭।১৫ ;শ্যাম-কলেবর ম ১৮।১৯০ ;শ্যামগোপরূপ ম ৮।২৬৮ ;শ্যাম-চিক্কণকান্তি আ ৫।১৮৪ ; শ্যামতনু অ ১৯।৩৯ ; শ্যাম-নবঘন অ ১৮।৮৬ ; শ্যামপট্ট ম ৮।১৬৮ ; শ্যামবংশীমুখ ম ৬।২০৩ ; শ্যামবর্ণ ম ১০।১৬৪ ; ২৪।২৩১ ; শ্যামবর্ণ-জগন্নাথ ম ১০।১৬৬ ;শ্যামরূপ ম ১৯।১০২ ;শ্যামল ম ১৯।৭৮ ; শ্যামলসুন্দর ম ৯।৯৯ ; শ্যামসুন্দর আ ১৭।২৭৯ ; অ ৭।৮১ ; ১৭।৫৯

শ্রদ্ধা ম ৬।২৮৫, ২৮৬ ; ৭।১৫২ ; ৯।৩৬৪ ;১৫।৭৮, ২১৯, ৩০১ ;১৮।২২৬ ;১৯।২৫৫ ;২২।৪৯, ৬০-৬২, ১২৫ ;২৩।৯ ;২৫।২৩২ ; ২৬২ ; অ ৫।১৬১, ১৬৩ ; ৬।২৩৫, ২৯৭, ৩০৪ ; ১০।১৬০ ; ১১।১০৭ ; ১৩।১৩৮ ; ১৯।১১০ ; কোমল শ্রদ্ধা ম ২২।৬৭ ; দৃঢ়শ্রদ্ধা ম ২২।৬৫ ; বহু শ্রদ্ধাভক্ত্যে ম ৭।১২১ ;ভক্তের শ্রদ্ধার দ্রব্য অ ১০।১৩২ ;শ্রদ্ধা-অনুসারী ম ২২।৬৪ ; শ্রদ্ধাবান্ আ ১৭।৬৪ ;ম ২২।৬৬ ;শ্রদ্ধাবান্-জন ম ২২।৬৪ ;শ্রদ্ধাভক্তি ম ৩।২০৩ ;৭।১২১ ;৯।৩৬১ ;শ্রদ্ধাযুক্ত ম ৪।২১২ ;৫।১৬০

শ্রবণ (কর্ণ) আ ৭।১০৪ ; ম ২।৩১, ৯০; অ ১৪।১০০ ; ১৭।২০, ২৫ ; হৃদয়-শ্রবণ অ ১৯।১১১ ; শ্রবণ (ভক্ত্যঙ্গ) ম ৬।১২৬ ; ৮।২৫৫ ; ২২।১১৭ ; নাটকের বিধান শ্রবণ অ ২০।১০৩ ;বেদান্ত-শ্রবণ ম ৬।১২৪ ;রূপগুণ-শ্রবণ ম ২৪।৪৭ ; লীলা-শ্রবণ ম ২৪।৪৪ ; শ্রবণ-কীর্ত্তন আ ৮।১৬ ; ম ৯।২৫৮, ২৬১ ; ১৯।১৫২, ১৫৫ ; ২২।১৫২ ; ২৩।১০ ; অ ৪।৬৫ ; শ্রবণকীর্ত্তনাদিজল ম ১৯।১৫৫ ; শ্রবণাদি-ক্রিয়া ম ২২।১০৩ ; শ্রবণাদি-ভক্তি আ ৭।১৪১ ; শ্রবণাদি শুদ্ধচিত্ত ম ২২।১০৪ ; শ্রবণাদ্যে ম ২৩।১১ ;শ্রবণাদ্যের ফল ম ২৪।৫৮ ;শ্রবণেচ্ছা অ ১।১৩৭ ; শ্রম ম ৩।১৩৪ ; অ ১২।১১৭ ; ১৫।৯২ ২০।১৪৮ ; শ্রমযুক্ত আ ১৭।৭৯ ; শ্রাদ্ধপাত্র আ ১০।৪৪ ; অ ৩।২২০ ; ১১।৩০

শ্রী (কৃষ্ণের গুণ) ম ২১।১২১ ; শ্রী (লক্ষ্মী) আ ১৬।৭৬ ; শ্রীঅঙ্গ আ ৩।৬৩ ; ম ৪।৬০, ৬২, ৬৩ ; অ ৪।২১, ১৩৩ ; শ্রীঅঙ্গ মার্জ্জন ম ৪।৩৮ ; শ্রীঅঙ্গরূপ ম ২৪।৪৭ ; শ্রীঅঙ্গসেবন ম ১০।৪১ ;শ্রীঅঙ্গসেবা ম ১০।১৪৭ ;শ্রীকৃষ্ণগোপাল ম ৭।৮১ ;শ্রীকৃষ্ণ-চরণ আ ১৭।৩৩ ;ম ৪।২১২ ;১৬।৭০ ;২৪।১৫৯; অ ২০।২৬ ; শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য আ ৩।৩৪, ৭৬ ; ৪।১০০ ; ৭।২, ৯, ৬৬, ১৫৫, ১৬৩ ; ৮।২, ১৫ ; ৯।২ ;১০।২ ;১১।২ ;১২।২, ৮৯ ;১৩।২, ৮ ;১৭।৩৩২, ৩৩৩ ; ম ১।১৮৮ ;৬।৭১, ২৫৮ ; ১৬।২০১ ; ১৮।২১৩ ; ২২।২ ; ২৫।২৪, ২৮, ৪৩ ; অ ৫।২, ১৫৩ ; শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গোসাঞি আ ৪।২২২, ২২৫ ; ৫।১৩৩ ; শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-বাণী ম ২৫।৫৭ ; শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য-লীলা আ ১৭।৩৩১ ; অ ৫।১৬২ ; শ্রীকৃষ্ণ-বচন আ ৩।৮১ ;শ্রীকৃষ্ণবিজয়-গ্রন্থসূচী দ্রষ্টব্য ; শ্রীকৃষ্ণভজন ম ১৯।১১৬ ; শ্রীকৃষ্ণ-সেবা ম ১৬।১৩৭ ;শ্রীকৃষ্ণস্ফুরণ ম ৮।২৭৩ ; শ্রীকৃষ্ণস্মরণ ম ১২।৫৯ ; শ্রীগীতগোবিন্দ—গ্রন্থসূচী দ্রষ্টব্য ; শ্রীগোকুল-ব্রজলোক-ধাম আ ৫।১৭ ; শ্রীগোপাল ম ৪।৪১, ২১১, ৫।১৪ ; শ্রীগোপাল-দরশন ম ১৮।৫৩ ; শ্রীগোপাল-নাম আ ১২।১৯ ; শ্রীগোবিন্দ আ ৫।২১৯ ; শ্রীগোবিন্দ-দরশন আ ৫।২১১, ২১৭ ; শ্রীগৌরভক্তবৃন্দ অ ২০।১৪৪ ; শ্রীগৌর-রায় অ ২০।৬১ ; শ্রীগৌরহরি ম ২।২৭ ; ৯।২৭৮ ; অ ১৫।৭৭ ;শ্রীচরণ আ ১৩।১২৩ ;ম ২।৯৪; ১০।১৮৮ ;১৮।২০৯ ; অ ১৬।১৫১ ;শ্রীচরণ-রেণু অ ১২।২৯ ;শ্রীচরণ-সঙ্গে ম ১৯।২৩৮ ; শ্রীচৈতন্য আ ১।১৮ ;৫।২২৯ ; ৬।১ ; ৮।৩৯; ১০।৭৪ ;১১।২৭ ;১৩।৫ ;১৪।৪ ;১৫।২ ; ১৬।২ ; ১৭।২ ;ম ২।২ , ৯৪ ;৩।২ ;৫।২, ১৫৯ ; ৭।২ ; ৮।২, ৩১০ ; ৯।২ ; ১০।২ ; ২৫।২৬১ ;অ ৬।২ ;শ্রীচৈতন্যচন্দ্র আ ৫।৬ ; শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দ আ ১৩।১২৩ ;শ্রীচৈতন্য-মালী আ ১৭।৩২২ ; শ্রীচৈতন্য মালাকার অ ৯।৯ ; শ্রীচৈতন্যাষ্টক ম ১৩।২০৬ ;শ্রীজনার্দ্দন ম ১।১১৫ ; শ্রীজীব-চরণ (সম্মানার্থে ব্যবহৃত) অ ২০।৯৭, ১৪৫ ; শ্রীধর (শ্রাবণ মাস) ম ২০।২০০ ; শ্রীধরস্বামি-প্রসাদ অ ৭।১২৯ ; শ্রীনামমঙ্গল আ ১০।৭৫ ; শ্রীনাম-শ্রবণ ম ১৬।১৮৪ ; শ্রীনিত্যানন্দ-তত্ত্ব আ ৬।৩ ; শ্রীনিত্যা-নন্দপদ আ ১১।৪৭ ; শ্রীনিত্যানন্দ-বৃক্ষ আ ১১।৫ ; শ্রীনীলাচল ম ৪।১৪৩ ; শ্রীনৃসিংহ ম ৮।৫ ; শ্রীনৃসিংহ-উপাসক আ ১০।৩৫ ; শ্রীপতি আ ৩।৩৭ ; শ্রীপদ্মচরণ ম ১৩।৯ ; শ্রীপাদ আ ৭।৬৩, ৭১, ১৩৫ ;ম ৩।২৪ ;৯।২৮৮, ২৮৯ ;১৬।৬৩ ;১৭।১০৪ ;অ ৮।২৬ ; শ্রীপাদ-বচন ম ৩।৩৫ ; শ্রীপাদসেবন অ ৮।২৬ ; শ্রীপুরুষোত্তম ম ১০।১৬৫ ; শ্রীপ্রভু ম ১২।৯ ; শ্রীবৎস (চিহ্ন) অ ১৫।৭৪ ; শ্রীবদন ম ৫।৯৪ ; শ্রীবাসকীর্ত্তন অ ২।৩৪ ; শ্রীবাসগৃহ আ ১৭।৩৪ ; শ্রীবাসমন্দির আ ১৭।২২৭ ; শ্রীবাসের গৃহ অ ২।৭৯ ; শ্রীবিষ্ণু ম ৬।৫৭ ; শ্রীবৃন্দাবন—স্থানসূচী দ্রষ্টব্য;শ্রীবৃন্দাবনভূমি ম ৮।২৫৪ ; শ্রীবৈকুণ্ঠ ম ৯।২২২ ; শ্রীবৈকুণ্ঠধাম

ম ৯।৩১৫ ; শ্রীবৈকুণ্ঠপুরী ম ৩।১৫৬ ; শ্রীবৈষ্ণব (রামানুজীয় বৈষ্ণব) ম ১।১০৯, ১১০ ; ৯।১১, ৭৭, ৮২, ১০৯, ১৩৯ ; শ্রীবৈষ্ণবের ভজন ম ৯।১৩৯ ; শ্রীভগবান্ আ ৭।১২৪ ; শ্রীভাগবত অ ৩।৬৪ ; শ্রীভাগবতশাস্ত্র ম ১৩।৬৭ ; অ ৫। ৪৪ ; শ্রীভাগবতশ্রবণ ম ২৪।৩৩৫ ; শ্রীভাগবত-সন্দর্ভ ম ১।৪৩ ; শ্রীভূ-নীলা-শক্তি আ ৫।২৮ ; শ্রীমদনগোপাল আ ৫।২১১, ২১২ ; শ্রীমন্দির ম ২৫।২৪৪ ; শ্রীমধুসূদন আ ১৭। ১২২ ; শ্রীমহাসঙ্কর্ষণ আ ৫।৭৪ ; শ্রীমুখ আ ৩।৬৩ ; ম ৪।১৭০ ; ২১১ ; অ ৫।১৬০, ৬। ২৩২ ; ১৭।৪৩ ; শ্রীমুখকমল ম ১৩।১৬৮ ; শ্রীমুখগাথা ম ১৯।২১১ ; শ্রীমুখবচন আ ৪। ১৭৯ ; শ্রীমুখবাণী আ ৬।৫৬ ; শ্রীমূর্ত্তি আ ৫। ৭৩ ; ম ২২।১২১, ১২৫ ; ২৪।৩৩৮ ; শ্রীমূর্ত্তি-দর্শন ম ২২।১২০ ; শ্রীমূর্ত্তিপূজা আ ১০।৯০ ; শ্রীমূর্ত্তি-লক্ষণ ম ২৪।৩৩১ ; শ্রীযুতলক্ষ্মী আ ১৬।৭৩ ; শ্রীরঘুনাথচরণ ম ১৫।১৫০ ; শ্রীরঙ্গ দর্শন ম ৯।৮৭ ; শ্রীরাধা আ ১৯।১০৭ ; ২০। ১৪২, ১৪৩ ; শ্রীরাধামদনমোহন আ ৫।২১৬ ; শ্রীরাধার দাসী আ ১০।১৩৭ ; শ্রীরাধার ভাব-সার ম ২।৮০ ; শ্রীরাধিকার গুণ ম ৮।১১৫ ; শ্রীরাধিকার চেষ্টা ম ২।৪ ; শ্রীরাধিকার পঁচিশ গুণ ম ২৩।৮১ ; শ্রীরামকিঙ্কর ম ১৫।১৫৬ ; শ্রীরাম-দর্শন ম ৯।৬৫ ; শ্রীরামনবমী ম ২৪। ৩৩৬ ; শ্রীরামের দাস্য আ ৬।৮৮ ; শ্রীরূপচরণ আ ৫।২১০ ; শ্রীশচীনন্দন ম ২।৩৫ ; শ্রীহট্ট-নিবাসী আ ১৩।৫৬ ; শ্রীহরিধ্বনি ম ১।২৭৬ ; শ্রীহস্ত ম ৭।৭ ; অ ৬।৯৮, ২৯৮ ; ১১।৬৮, ৮২, ১০৪ ; ১৮।৬১ ; শ্রীহস্তচরণ আ ১৪।১৬

শ্রুতি ম ৬।১৩৫, ১৫০, ১৫১ ; ৯।১২৪ ; ১৭।১৮৪ ; ২৫।৩৪, ১৪৬ ; শ্রুতিগণ ম ৬। ১৪১ ; ৮।২২৩ ; ৯।১২২, ১৩৩ ; 'অপাণি-পাদ'-শ্রুতি ম ৬।১৫০ ; সূত্র-শ্রুতি ম ২৫।১৪৬ ; শ্রুতিধর আ ১৬।৪৪ ; শ্রুতিপ্রমাণ ম ৬।১৩৫ ; শ্রুতিবাক্য ম ৬।১৩৬ ; শ্রুতির গোপীদেহপ্রাপ্তি ম ৮।২২৫ ; শ্রেয়ঃ ম ৮।২৫১ ; শ্রোতব্য ম ২৫।১২০ ; শ্রোতা আ ১।৩০ ; ম ৫।১৫৯ ; ৮।২০০ ; ২৫।২৭৩ ; অ ৫।৬৫, ৮৫ ; ২০।৭৮, ১০০, ১৫০, ১৫২ ; শ্রোতাগণ আ ২।১১৬ ; ম ১৩।৩ ; ১৪।৩

শ্লাঘা ম ৭।১২৫ ; ২১।১১৪ ; শ্লোক ম ৪।১৯১ ; ২১।৯৯, ১৩৫ ; অ ১।৭৩ ; ৭৫-৭৫, ৮০, ৮২, ৮৫, ৯০, ৯৮, ১০০, ১০৫, ১১২, ১১৩, ১১৮, ১১৯, ১২১, ১৩১, ১৩৩ ; ৩। ১৮১, ৫।৯৫, ১১৩, ১৩৪, ১৪৭ ; ৬।২৬৫, ১৩।১২৮, ১৪।৫৫ ; ১৫।৬৯ ; ১৬।৭৩, ৭৫ ; ২০।৬, ৪৬, ৬২, ৬৩, ৬৭, ৬৮, ১২৯, ১৩২, ১৩৩, ১৩৭ ; অষ্টশ্লোক অ ২০।৬৪ ; আপন-শ্লোক অ ২০।১৫ ; কর্ণামৃতশ্লোকের অর্থ অ ২০।১৩৩ ; কাস্ত্যঙ্গতে শ্লোকের অর্থ অ ২০। ১৩২ ; কৃষ্ণধরামৃতের ফলশ্লোক অ ২০।১৩০ ; কৃষ্ণের সৌরভ্যশ্লোকের অর্থ বিবরণ অ ২০। ১৩৭ ; নাটকের শ্লোক অ ১।১১৮ ; নান্দীশ্লোক অ ১।১২৭ ; ৫।১১১ ; নৃত্যশ্লোক অ ১।৭৩ ; প্রৌঢ়িশ্লোক অ ২০।৪৫ ; লক্ষণশ্লোক অ ২০। ২০ ; শিক্ষাষ্টক-শ্লোক অ ২০।৬৫ ; শ্লোকচন্দ্র ম ৪।১৯১ ; শ্লোকতত্ত্ব আ ২।৫৯ ; শ্লোকতত্ত্ব-লক্ষণ আ ২।৫৯ ; শ্লোক-পঠন অ ২০।৭ ; শ্লোকানুরূপ পদ অ ১।৭৬ ; শ্লোকার্থ আ ৩। ১০৪ ; অ ১।৭৩ ; শ্লোকাষ্টকের অর্থ অ ২০। ১৩৯ ; শ্লোকের অর্থ ১।৭৬

ষড়্ দর্শন-বেত্তা অ ৭।২১ ; ষড়্দর্শন-ব্যাখ্যা ম ১৭।৯৬ ; ষড়্বর্গেরি বশ অ ৫।৮০ ; ষড়্বিধ ঐশ্বর্য্য আ ৪।৯১ ; ম ৬।১৬১ ; ষড়্-বিধ প্রকার ম ২০।২৪৫ ; ষড়্বিধ বিলাস আ ২।৯৭ ; ষড়্বিধৈশ্বর্য্য আ ৫।৪৪ ; ষড়্বিধৈ-শ্বর্য্যপূর্ণ আ ৭।১৩৮ ; ষড়্ভুজ আ ১৭।১৩ ; ষড়্ভুজদর্শন আ ১৭।১২ ; ষড়ৈশ্বর্য্য ম ২১।৮, ৪৮, ৯৬ ; ষড়ৈশ্বর্য্য-পতি ম ১৫।১৭৯, ষড়ৈ-শ্বর্য্যপূর্ণ আ ২।২৩ ; ম ২১।৫ ; ২৫।১০৮, ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ কৃষ্ণ ম ১৮।১১২ ; ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবান্ ম ২৫।৩৩ ; ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণানন্দবিগ্রহ ম ৬।৫২ ; ষড়ৈশ্বর্য্য-ভাণ্ডার ম ২১।৪৭ ; ষড়ৈ-শ্বর্য্যশক্তি ম ২৫।১০৫ ; 'ষাঠী' কন্যার ভর্ত্তা ম ১৫।২৪৫ ; ষোড়শবিভেদ ম ২৪।২৮৬ ; ষোড়শ-ভেদ ম ২৪।২৮৫

সঙ্কট ম ২৫।১৮৬ ; অ ৭।৮৯, ৯১ ; সঙ্কল্প অ ২।১৪৭, ১৬১, ১৬৪ ; সঙ্কীর্ত্তন অ ৪।১০২ ; ৬।১১২ ; ৭।৪, ৪১, ৯২ ; ১০।১০ ; ১৩।৩১, ১০২ ; ১৭।৩৪, ৭৯, ১২১, ১২৩, ১৭৩ ; ২০৯, ২২১ ; ম ১।৯৪ ; ৩।১১২, ১১৮ ; ১১।২১৪ ; ১৩।৫৫ ; ১৪।৭০ ; ১৬।৪০ ; ১৮। ২১৯ ; ২০।৩৩৯ ; ২২।১২০ ; অ ৩।৬৮, ৭১ ; ১০।৪৮, ৬২ ; ১১।২৬ ; ১৪।১০০ ; ১৮।৭৪ ; ২০।১৩ ; সঙ্কীর্ত্তন-কোলাহল অ ১০।৬২ ; সঙ্কীর্ত্তন-প্রবর্ত্তক আ ৩।৭৬ ; সঙ্কীর্ত্তন-মহাধ্বনি আ ১৭।১২৩ ; সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞ আ ৩।৭৬ ; ম ১১।৯৯ ; অ ২০।৯ ; সঙ্কীর্ত্তন-রঙ্গ আ ৭।৪ ; ম ৩।২০১ ; সংক্ষেপ ম ২২।১১১ ; অ ৬।২৩৮ ; ১০।১০২ ; ১৪।৯ ; ১২২ ; ২০।৭৪, ৮৪, ৮৬ ; সংখ্যাকীর্ত্তন অ ১১।১৭, ১৯, ২৩ ; সংখ্যানাম-কীর্ত্তন অ ৩।১১৩, ২৩৮ ; সংগ্রাম ম ৫।১২০ ; সংঘট্ট ম ১।২২৩, ২২৮ ; ৩।১১১, ১৩৮ ; ৪।২০৪ ; ১৬।২৫৮ ; ১৮।৭০, ১৪১ ; ২৫। ১৯ ; অ ২।২৬ ; সম্বরণ ম ৮।২৮ ; সংবীজন অ ১৪।৯৭ ; সংলাপ আ ১৬।৩২ ; সংশয় ম ৫।২৫, ৩০, ৬৩ ; ৮।২৬৭ ; ৯।১৪১ ; ১৫। ১৫১ ; ২১।৬৪ ; ২৪।২৩৫ ; অ ২।৩০, ৭২ ; ৩।১৯৩ ; ৬।১২৫ ; ৭।৯১ ; ১৮।৩৪ ; সংসার আ ৩।৯৫ ; ৪।৪০ ; ৫।৮৫ ; ৬।১৩ ; ৮।৪০ ; ১৩।১২০ ; ১৭।৯৭ ; ম ১।২৬ ; ২।৮২ ; ৪। ৪০ ; ১০।১৫৯ ; ১৮।১৯৩, ১৯৪ ; ২০।৬ ; ২২।৪৩, ৪৫, ৪৯, ৫১, ৬৫ ; ২৫।২৮, ২৫৯ ; অ ৩।৬১, ৬৯, ৭৫, ৮২ ; ৫।১৫২ ; ২০।১৩ ; সংসার-কূপ ম ১৩।১৪২ ; সংসার-তারণ ম ৩। ৮ ; ১৮।১৯৩ ; সংসারতারণ-হেতু অ ৫।১৫০ ; সংসার-দুঃখ আ ৮।৪৩ ; ম ২০।১১৭ ; সংসার-মোচন আ ৭।৭৩ ; ১৭।২৭০ ; সংসার-সুখ আ ১৭।৬৩ ; সংসারী অ ২।১২ ; ২০।৩১ ; সংসারী-জন ম ২৪।১১৭ ; সংসারী-লোক অ ৫।১৫১ ; সংস্কার আ ১২।১২ ; ম ৬।৭৬ ; ১১।১৮১ ; ১৫।৭৯ ; অ ৩।৩৭ ; ১৩।৭০ ; ১৮।১০৩ ; সংহতি ম ১৭।৬২ ; সংহরণ ম ২৪।৫৭ ; সংহার ম ২১।৭৭ ; সকপট অ ২০। ৫১ ; সকলঙ্কচন্দ্র আ ১৩।৯১ ; সকল বৈষ্ণব-শাস্ত্র ম ৯।২৪০ ; সকল সাধনশ্রেষ্ঠ ম ২২। ১২৫ ; সকলাংশে পরম-অধিকা আ ৬।৬৮ ; সকাম ম ২৪।৯০, ৯৭ ; সকামভক্ত ম ২৪।৯৮ ; সকারণ (পাঠান্তরে সর্ব্বকারণ) ম ২৪। ৩২৪ ; সক্রোধবচন ম ১।২৭০ ; অ ৫। ১১৬ ; ৯।৩৮ ; ১২।১১২

সখা আ ৪।২১, ২৫ ; ৫।১৩৫ ; ৬।৬১ ; ম ১১।২৩৩ ; ১৭।৯২ ; ২৪।২৮৩, ২৮৪ ; অ ৭। ২৫, ৩০, ৩১ ; ১৬।৮৩ ; সখাগণ ম ১৩।১৫০ ; ২৩।৮৮ ; সখাগণের রতি ২৪।৩৩ ; সখাজ্ঞানে ম ৯।১২৯ ; সখাবল আ ৪।১১৩ ; সখাবৃন্দ ম ১৫।২৪১ ; সখার নিচয় আ ৬।৬১ ; সখাসঙ্গ ম ২১।১০৮

সখী আ ৪।২১০ ; ম ৮।১৬৫ ; ২০২-২০৪, ২০৭, ২০৯, ২১২ ; ১৪।১৭২ ; অ ১৫।৪১, ৬৫ ; ১৭।৪১, ৫২ ; ১৮।৮২, ৮৩ ; ১৯।৯০ ; ২০।৪২, ৪৫ ; সখীগণ আ ৫।২২০ ; অ ১৪।১০৮, ১০৯ ; ১৫।৩০ ; ১৭।৫১ ; ১৮।১০০, ১০৭, ১০৮ ; ১৯।৩৩ ; সখীভাব ম ৮।২০৪, ২২৯ ; সখীপ্রণয়চন্দন ম ৮।১৭০ ; সখীর স্বভাব ম ৮।২০৭ ; সখীস্কন্ধ ম ৮।১৭৭

সখ্য (রস-শাস্ত্রে ব্যবহৃত সখ্য-শব্দ দ্রষ্টব্য) কেবল সখ্যময় আ ৬।৬১ ; সখ্য-প্রেমরাশি আ ১০।১১৬ ; ১১।১৬ ; সখ্যব্যবহার অ ২।৮৫ ; সখ্যভক্ত ম ১৯।১৮৯ ; সখ্য-ভাবাক্রান্তচিত্ত অ ২।৮৫ ; সখ্যরসের তিন গুণ ম ১৯।২২৩ ; সখ্যরসের বশ ম ১৯।২২৪ ; সখ্যের অসঙ্কোচ ম ১৯।২৩০ ; সখ্যের গুণ ম ১৯।২২৬ ; সখ্যের স্বভাব ম ৯।১১০ ; সগণ আ ১৭।৭৪ ; সগৌরব-প্রীতি ম ১১।১৪৬ ; সঘন অ ১০।৭২ ; ১৬।১০৩ ; সঘনহুঙ্কার আ ১৩।৭১ ; অ ২।১৯ ; সঘৃণ ম ১৬।৭৯

সঙ্কর্ষণ-সমাশ্রয় আ ৫।৪৬ ; সঙ্কর্ষণ-বিভূতি আ ৫।৪৪ ; সঙ্কীর্ণ অ ৩।১৫২ ; সঙ্কুচিত প্রীতি ম ১৯।১৯৪ ; সঙ্কেত আ ১৭।২৮২ ; অ ৩।৫৫ ; ১৬।৬ ; ১৭।২৪ ; সঙ্কোচ ম ১০।৫৮; অ ১।১২৯, ১৩০, ১৭৬ ; ৩।৪৪ ; ৬।২৮০ ; ৮।৫০ ; ১২।৫৯ ; ১৩।১১, ৯৮

সঙ্গ আ ১০।৫৪, ৫৫ ; ম ৬।৬০, ২১১, ২৪৮ ; ৭।১১, ১৬, ১৭, ৩৯ ; ৪০, ৪৭, ৫৮, ৬৪, ৭৬, ১২৯ ; ৮।১৫, ৪১, ৫৫, ৯৩, ১০৮, ১২৪, ২৪০, ২৪১ ; ২২।১২৫ ; ২৪।২৯৯, ৩০৭ ; অ ৩।১০৭, ১১৭, ১২৫, ২৩৪ ; ৫।১৩২ ; ৬।৭, ৮, ৪৩, ৭৫ ; সঙ্গবল ম ২৪।৮, ৯ ; সঙ্গভঙ্গ অ ১১।৯৪ ; সঙ্গসুখ অ ১২।৬৮; সঙ্গসুধা-সমুদ্রতরঙ্গ ম ১২।১৮৪ ; সঙ্গম আ ৪।২৫৫, ২৫৮ ; ম ১।১৯৭ ; ৮।২১২, ২১৩ ; ৯।১১২ ; ১৩।১৩৮ ; ১৪।১৭৯ ; অ ৩।১১২, ১১৭ ; ৪।২৩৭ ; ১৮।৮৮ ; ২০।৫৯, ৬০ ; সঙ্গম-বিহার ম ৮।২১৮ ; সঙ্গী আ ৮।৬৭ ; ম ১৮।১৮৩ ; ২৫।৪ ; সঙ্গীত ম ১০।১১৬ ; সঙ্গীত-নর্ত্তন আ ১৭।১৭৩ ; সচেতন আ ৯।৩৩ ; অ ১৬।১২৪ ; ১৮।৯৭ ; সচেলে আ ১৭।৭৪

সচ্চিদ্রূপ-গুণ ম ২৪।৪১ ; সচ্চিদানন্দ —দার্শনিক শব্দ দ্রষ্টব্য ; সচ্চিদানন্দ-দেহ ম ১৮।১৯১ ; সচ্চিদানন্দ-তনু ম ৮।১৩৫ ; সচ্চিদানন্দময় ম ৬।১৫৮ ; ৮।১৫৪ ; সচ্চিদা-নন্দাকার ম ৬।১৬৬ ; সজীবলক্ষণ ম ৯।১২৭; সজ্জন আ ৭।২৬ ; অ ৩।১৭৩ ; ৬।৫৪ ; সৎকার আ ১৬।৩৭ ; ম ৯।২৩৬, ২৫১ ; সৎকুল-বিপ্র অ ৪।৬৬ ; সৎকুলীন ম ১৬।২১৮ ; সৎপ্রেম-দর্পণ আ ৪।১৪০ ; সৎসঙ্গ ম ২৪।১৮৭, ২০৬, ২০৮ ; সৎসঙ্গ-মহিমা ম ২৪।২২৩ ; সৎসঙ্গ-মহিমার জ্ঞান ম ২৪।২২৩ ; সতত অ ১৫।৬ ; সতী ম ১৩।১৫৩ ; অ ৩।১৬ ; সতৃষ্ণ আ ৬।১০৫ ; ম ৮।২০ ; ১৪।১৯৩ ; ২১।১৪ ; অ ২০।৫৩ ; সত্তা আ ২।৮৮

সত্য আ ৩।৭, ৩৭ ; ১৭।১৬৯ ; ম ১।২০১ ; ১৮।১০৭, ১৯৯ ; ২০।৩২৯ ; ২৫।৫৫; সত্যকথা ম ৫।৭৭ ; সত্যপ্রতিজ্ঞা ম ৫।৮৫, ৯২ ; সত্যত্বের প্রমাণ অ ১৯।১০৭ ; সত্যবচন ম ৫।৩১ ; সত্যবাক্ ম ৫।৮৩ ; সত্যবাণী ম ২০।৮৭ ; সত্যবিগ্রহ ম ৯।২৭৭ ; সত্যসার ম ২২।৭৫

সদন আ ১৪।৩৯ ; অ ১৩।৪৭ ; কেলি-সদন ম ২১।১৩১ ; সদয় ম ৫।৮৮ ; অ ৬।১৩২ ; সদাচার আ ১০।৮৯ ; ম ২৪।৩৩৯ ; সদাচারী ম ১৬।২১৮ ; সদৈন্য আ ৩।১০০, সদৈন্যবচন ম ১৫।২৫৫ ; সদ্গতি অ ২।১৫৯, ৪।১০ ; সদ্গুণ ম ৮।১৮৫ ; ১৩।১৪৪ ; অ ৪।১১২ ; ১৭।৫৯ ; সদ্গুণগণ ম ৮।১৮৫ ; সদ্গুণপ্রধান আ ১৩।৫৬ ; সদ্গুণবৃন্দ ম ১৫।১৪০ ; সদ্গুণসাগর আ ১৩।৫৯ ; সদ্ধর্ম্ম-শিক্ষা ও পৃচ্ছা ম ২২।১১১ ; সদ্বৈদ্য ম ২০।৯১

সনক-পিতা চতুর্ম্মুখ ম ২১।৬১ ; সনকাদি ম ১৯।১৮৮ ; ২০।৩৬৭ ; সন্তর্পণ ম ১৭।২২৯; অ ৬।২০৭ ; সন্তাপে বিহ্বল অ ১৪।৪২ ; সন্তুষ্ট অ ১০।১২৪, ১৫০ ; সন্তোষ আ ১।১০৭; ১৭।৩০ ; ম ৪।২৬ ; ৫।২৪, ১১৭ ; ৬।১১৩; অ ৪।১২৮ ; ৫।৫৭, ১৩৪ ; ৬।১১৭, ৩২৫ ; ৭।১১২ ; ১৩।১০৮ ; ২০।৫, ৫৪, ৫৫ ; সন্দেশ (সংবাদ) অ ২।৪৪ ; ১৩।৬৫, ১৯।১৭ ; সন্দেহ অ ২।২২ ; সন্ধান অ ১২।১৬ ; সন্ধি (সংযোগ-স্থল) ম ২।১২ ; অ ১৪।৬৬ ; অস্থি-সন্ধি অ ১৪।৭১ ; সন্ধিনীর সার অংশ আ ৪।৬৪

সন্ন্যাস অ ৭।৩৩, ৩৫ ; ৮।১০ ; ১৩।১১, ৩৪ ; ১৫।১২, ১৪, ১৮, ১৯ ; ১৭।৫৫, ২৬৫, ২৭২ ; ম ১।১৬, ১৭, ৮৯, ৯১ ; ৩।৩, ৪, ৭১, ৮৫, ১৪৭, ১৭৫, ১৭৭ ; ৬।৫৬, ৭০, ১১৭ ; ৭।৪, ১৯, ৪৪ ; ৯।২৯৯, ১০।১০৭, ১০৮ ; ১৫।৪৮, ৫১ ; ১৬।২২৩ ; ১৭।৮৪ ; ২৫।২৮; ২৩৮ ; অ ১২।১১৩ ; ১৯।৯, ১৪ ; সন্ন্যাস-আশ্রম আ ৭।৩৩ ; সন্ন্যাস-করণ ম ১।৯১ ; সন্ন্যাস-ধর্ম্ম ম ৬।৭৪ ; ৭।২৩ ; সন্ন্যাসী আ ৭।৪১, ৪২, ৪৬, ৫৪-৫৬, ৫৮, ৬১, ৬২, ৬৮, ৬৯, ৯৯, ১০৩, ১৩৫, ১৪৭, ১৪৯, ১৫১, ১৫৪ ; ১৭।২৬৫, ৩০২ ; ম ১।১৭২, ২৪৫ ; ৩।৭০, ৭৪, ১০০, ১০১, ১৪৪, ১৭৭ ; ৪।১২৭, ১২৯ ; ৬।১৫, ৪৯, ৬৯, ১২১, ১২৭ ; ৭।২৫ ; ৮।১৭, ২৬, ২৭, ১২৩, ১২৬-১২৮, ২৬৮, ২৮৪ ; ৯।২১৪, ২৩০, ২৭২, ২৯৮, ৩১৪ ; ১০।৮ ; ১১।৭, ২০৩, ২০৭ ; ১২।৫০, ৫১, ১৯০ ; ১৫।১৮৩, ১৯৬, ১৯৭, ২৪৮ ; ১৬।১৬৩ ; ১৭।১০৬, ১১৬, ১২০, ১৭১, ১৭৯ ; ১৮।১১২ ; ১৯।২৫০ ; ২৫।৫-৭, ৯, ১১, ১৩, ১৬, ১৮, ২২, ১৫৯, ২১২ ; অ ৪।১৭৯ ; ৫।৩৫, ৮০, ৮৪ ; ৭।১৬, ৬০ ; ৮।১৪, ৪২, ৬৩, ৬৪, ৭৩ ; ৯।৩৫, ৪০, ৬৪, ৬৮, ১৪০ ; ১২।৭৩, ১০৮, ১১৪, ১১৬ ; ১৩।১৫, ৫০, ৫৭ ; সন্ন্যাসিগণ অ ৭।৬৭ ; সন্ন্যাসী-গোষ্ঠী আ ৭।৫৫ ; সন্ন্যাসী-নিমন্ত্রণ ম ৩।১০১; সন্ন্যাসীবুদ্ধ্যে আ ৮।১১ ; ১৭।২৬৫ ; সন্ন্যাসী-ভোজন ম ৯।২৯৮ ; সন্ন্যাসীর গণ আ ৭।৫১, ১৩৪, ১৩৬ ; ম ২৫।৬৮ ; সন্ন্যাসীর তেজ ম ৮।২৬ ; সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম আ ৭।৬৯ ; ম ৩।৭৪, ১৭৭ ; ৬।১২১, ১২৭ ; অ ৮।৬২, ৬৩ ; সন্ন্যাসীর বেষ ম ৮।২৮৪ ; সন্ন্যাসীর সঙ্গভয়ে ম ১৭।১০৩ ; সন্ন্যাসি-স্বরূপ ম ৮।২৬৮ ; সপুষ্পচন্দন আ ১৪।৬৭

সপ্তঋষীশ্বর আ ১৩।৫৭ ; সপ্তগোদাবরী ম ৯।৩১৮ ; সপ্ততাল ম ৯।৩১২, ৩১৩ ; সপ্ত-তাল-বিমোচন ম ১।১১৬ ; সপ্তদ্বীপ ম ২০।২১৮ ; অ ২।১০ ; ৯।৯ ; সপ্তদ্বীপাম্বুধি ম ২০।৩৮৫ ; সপ্ত-পাতাল অ ৯।১৮ ; সপ্তপ্রহর আ ১৭।১৮ ; সপ্ত-মিশ্র (জগন্নাথমিশ্রাদি সপ্ত-ভ্রাতা) আ ১৩।৫৭ ; সপ্তরস ম ১৯।১৮৬ ; সপ্তসমুদ্র আ ৫।১১০ ; সপ্রেমবচন অ ১২।১২৮ ; সপ্রেমাবেশ আ ৫।১৯১ ; সফল ম ৪।১৭৭ ; অ ১২।৩০, ১০৯, ১১৭ ; ১৬।২১, ১৩৫ ; ২০।১৫২ ; সফলজীবন আ ১৬।১০৮

সবংশ আ ১০।১১ ; ১৭।১৮৫ ; সবংশী-বদন ম ৮।২৭০ ; সব গুণ ম ২২।৭৪ ; সবিগ্রহ আ ২।২৫ ; সবিরোধ ম ২।৮৬ ; সবিশেষ অ ৬।২৩৮ ; সর্ব্বঅবতারী ম ২১।১১৫ ; সভয় অ ১৮।৬৩ ; সভা আ ৭।৬৫ ; ৮।৬৪ ; ম ৫।৯১ ; ১৭।১০৪ ; ১৯।১৭, ১৮ ; ২৫।১৫৩ ; অ ৫।২৭, ৫৪ ; সভাসদ্ অ ৩।১৯৮ ; ৫।১২৮ ; সভ্যগণ অ ২।৭৮

সম আ ৫।১৪৪ ; ম ২২।৭৫ ; অ ৩।২৩ ; সমতা ম ৮।১০৯, সমতুল ম ৮।২৯১ ; সমদৃশ ম ৮।২২৫ ; সমদৃষ্টি অ ৪।১৭৯ ; সমবস্তু ম ৯।৩০৭ ; সমহীন আ ৪।২২ ; সমর্থ অ ৯।৪৪; ১৯।১২৮ ; সমর্পণ অ ৬।৯৭, ১৪২, ২০৪, ২৫২, ৩০৪, ৩০৫ ; ১২।৭৪, ১৩৩ ; ১৭।৩৫; সমা ম ৮।২২৫, ১৪, ১৫২, ১৬১ ; সমাচার ম ৬।২০ ; ১০।৮৯ ; অ ৩।১১৬, ১২৬ ; ১১।৪৭ ; ১২।৩৯, ১৫০ ; ১৮।৪৫ ; সমাজ ম ২১।১২৬

সমাধান ম ৩।১১১, ১৫৮, ২১৪ ;৪।৬২; ৬।৬৫, ৬৬ ; ৯।৩৩৪ ; ১০।৩৫, ১৪৮ ; ১১।৬৮, ১৭১, ১৭২ ; ১২।৩৫ ; ১৩।৬৫ ; ১৬।২৬, ৯৪ ;১৯।২৩ ; অ ৬।৩০৫ ; ৯।৫০, ১২।১৫,৩২, ১৩৯, ১৪২ ;১৩।৪৮ ; সমাধ্যায়ী অ ১০।৪০ ; ম ৬।৫৩ ; সমানপ্রকাশ আ ৫।১৭৫ ; সমাপন অ ১০।৮০ ; ১৪।২২ ; ২০।৭৮ ; সমাপ্ত অ ৩।১১৩, ১১৪, ১২৪, ১২৫ ; সমাপ্তি অ ২০।৭৫ ; সমাশ্রয় ম ৬।২৭২ ;১৬।৯০, ১৮।১৯২

সমুচ্চয় ম ২৪।১৪৬, ২১৫, ২৯৬, ২৯৮; সমুৎকণ্ঠ ম ২৩।২৮ ; সমুদ্র ম ১০।১৮৭ ;অ ৬।২১১ ; ১১।৬৪ ;সমুদ্র-গম্ভীর অ ২০।৬৬ ; সমুদ্রপতন অ ১৮।১২০ ; সমুদ্র-পথ অ ৪।১২২ ; সমুদ্র-বালু অ ৪।১১৮ ; সমুদ্র-স্নান ম ১।৬২ ; ৬।৪০ ;১১।১৮৩, ১৯৭ ; অ ১।৮০; *২।১৫৪ ;সমুদ্রে স্নান অ ১০।৮০*

সমৃদ্ধ ম ৩।১৩৮ ; সম্পৎ ম ৩।২০৩ ; ১৪।২১৩ ;সম্পৎসিদ্ধি ম ১২।১৮১ ;সম্পৎ-সিন্ধু ম ১৪।২১৯ ; সম্পত্তি ম ৮।২৪৭ ; ১৪।১৩৯, ২০৩, ২০৬, ২০৭ ; সম্পুট ম ১৪।১৩০ ;তাম্বূল-সম্পুট ম ১৪।১৩০ ; সম্পূর্ণ-প্রসাদ ম ১৫।১৬৫

সম্প্রদায় আ ৭।৬৪, ১৩৬ ; ১৭।১৩৫-১৩৭ ; ৬।৭০, ৭৩ ;৯।২৭৫-২৭৭ ;১১।২১৫, ২২১, ২২৫, ২২৭, ২২৮, ; ১৩।৩৩, ৩৪, ৩৬, ৩৮, ৪০, ৪২, ৪৫-৪৮, ৫৩, ৭২, ৭৫ ; ১৪।২৩৪ ; অ ৭।৭০ ; ১০।৪৬, ৫৮, ৫৯, ৬১, ৬৬, ৭৮ ; সম্প্রদায়-অনুরোধ আ ৭।১৩৬; সম্প্রদায়-সম্বন্ধ ম ৯।২৭৫ ; সম্প্রাপ্তি অ ১৬।১১৪ ; সম্বন্ধ আ ৭।১৪৬ ; (বিবাহ-সম্বন্ধ) আ ১৫।৩০ ;১৭।১৪৯ ; অ ৯।৬৮ ;১৯।৫০; প্রভুর সম্বন্ধে ম ৭।১০৮ ; প্রেমের সম্বন্ধে অ ২০।২৮ ;সম্বন্ধ-মানন ম ৯।১৩০ ; সম্বরণ অ ১৬।৯৫, ১০৩ ; সম্বল ম ৪।১৫২ ; সম্বাহন অ ৯।৮২ ; ১০।৮২ ; ১২।১৪৬ ; সম্বিতের সার আ ৪।৬৭ ; সম্ভার অ ১৮।১০১ ; সম্ভাষ আ ৫।১৬৯ ; সম্ভাষণ আ ৭।৪৩ ;ম ৯।২৫০ ; সম্ভোগকারণ আ ৪।১৮২ ; সম্ভ্রম ম ১৪।১৮৮; অ ৮।৪৪ ; ১৪।১১৩ ; সম্ভ্রম-গৌরব ম ১৯।২১৯, সম্ভ্রম-গৌরব-সেবা ম ১৯।২২১ ; সম্মান আ ৫।১৭৬ ; ম ২।৬৬ ;২৫।২৩ ;অ ৮।৪৪ ; ১২।১৩৯ ; ১৬।১৬ ; ২০।২৫ ;সম্মান-কর্ত্তা আ ৮।৫৬ ; সম্মার্জ্জন ম ১৩।১৫ ;অ ১৪।১০০; সম্মার্জ্জনী ম ১২।৭৭, ৭৮, ৮৪ ; সম্মিলন অ ১৯।৪৭ ; সম্যক্ অ ১৮।১৭ ;২০।৮০

সরল ম ৭।৩৯ ; অ ১৬।৬ ; সরলভাব অ ৭।১৫৮ ; সরস্বতী-আরাধন আ ১৬।১০৫ ; সরস্বতী (উপাধি) ৬।২৮৮ ; সরোবর ম ৯।৭৮; ২৫।২৭৫ ; সরোষ বচন আ ১৪।৮৪ ; সর্প আ ১১।২০

সর্ব্বঅংশী ম ২১।১২০ ; সর্ব্ব-অন্তর্যামী আ ২।৫০ ; সর্ব্ব-অবতংশ আ ২।৭০, ৫।১০৭, ১১৬ ; সর্ব্ব-অবতারবীজ আ ৫।৮২, ১০১ ; সর্ব্ব-অবতার-লীলা আ ৫।১৩৩ ; সর্ব্ব-অবতারী আ ৫।৪ ; ম ৮।১৩৩ ; সর্ব্বঅর্থ অ ৯।৪৪ ; সর্ব্বকর্ত্তা ম ২০।২৫৩ ; সর্ব্বকর্ম্ম ম ২২।৬০, ৬২ সর্ব্বকর্ম্মত্যাগ ম ২২।৬০ ; সর্ব্ব-কান্তা-শিরোমণি আ ৪।৮২ ; সর্ব্বকান্তি আ ৪।৯৪ ; সর্ব্বকাম ম ২৪।৮৫, ২১২ ; সর্ব্বকারণ-প্রধান ম ৮।১৩৩ ; সর্ব্বকাল ম ২৫।১০; অ ৬।২৪৭ ;৯।১৭ ; ১০।৮৩ ;১৮।৭৭ ; ১৯।৯৩ ; *সর্ব্বগ অ ৫।১৫, ১৮, সর্ব্বগ অনন্ত বিভু আ ৫।১৮* ;সর্ব্বগ অনন্তব্রহ্ম আ ৫।১৫ ; সর্ব্বগুণ-খানি আ ৪।৬৯ ; সর্ব্বচতুর্ব্যূহ অংশী আ ৫।২৪; সর্ব্বচিত্তজ্ঞাতা অ ১৩।১১০ ; সর্ব্বচিত্তহর ম ৮।১৪২ ; সর্ব্বচিত্তাকর্ষক ম ৮।১৩৮ ; সর্ব্ব-জগৎ নিস্তার আ ১৭।২২ ; সর্ব্বজগতের মাতা আ ৪।৮৯ ; সর্ব্বজগতে স্থিতি আ ২।৪৫ ; সর্ব্বজিষ্ণু আ ৫।৭৫ ; সর্ব্বজীবের নিচয় আ ২।৩৮ ; সর্ব্বজীবের পাপ ম ১৫।১৬২ ; সর্ব্বজ্ঞ (দৈবজ্ঞ) আ ১৭।১০৩-১০৬, ১১২, ম ২০।১২৭ ; সর্ব্বজ্ঞ (ভগবান্) ম ১৮।১৯১, সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর ম ১৭।৯৭, সর্ব্বজ্ঞ গৌরাঙ্গপ্রভু ম ১৬।২৩৬ ; সর্ব্বজ্ঞ নিত্যানন্দ অ ৩।১৪৯ ; সর্ব্বজ্ঞ প্রভু ম ১২।১৬৮ ;অ ৭।৮৪ ;১২।৪০ ;সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্ ম ১৮।৫ ;অ ১৩।১১০ ;সর্ব্বজ্ঞ মহা-প্রভু অ ৪।৭৩ ; সর্ব্বজ্ঞ শিরোমণি অ ১।৬৫ ; ৭।১৫৩ ; ১৬।৪৮ ; সর্ব্বজ্ঞ শিরোমণি শ্রীকৃষ্ণ ম ২১।১৪ ; সর্ব্বজ্ঞ মুনির বাক্য ম ২০।৩৫১ ; সর্ব্বতত্ত্ব ম ১৯।১১৭ ; সর্ব্বতীর্থ ম ১।৩২ ; সর্ব্বত্রাধিকার আ ২।৫৯ ; সর্ব্বথা অ ১০।১৬০; ১৫।৪৫ ; সর্ব্বথা শরণাপত্তি ম ২২।১২৪ ; সর্ব্বদেব-অবতংস আ ৬।৭৭ ; সর্ব্বধাম আ ২।৯৪ ; সর্ব্বনাশ অ ৪।১৫৪ ;৫।১১৭ ;১২।১১৩, ১৭।৩৭ ; সর্ব্বনিন্দাকর অ ৮।২৯ ; সর্ব্ব-পাপক্ষয় অ ৩।৬১ ; সর্ব্বপাপনাশ আ ৮।২৬ ; সর্ব্বপালিকা আ ৪।৮৯ ; সর্ব্বপিতা আ ২।৪১; সর্ব্বপূজ্যা আ ৪।৮৯ ; সর্ব্বপূর্ণানন্দ ম ২৪।৪১; সর্ব্বপ্রাণী আ ৯।৪৫ ; সর্ব্ববন্ধনাশ আ ১০।২৯; সর্ব্ববিধ ভগবান্ ম ২৪।২৭৯ ; সর্ব্ববিশ্বধাম আ ৭।১২৮ ; সর্ব্ববিশ্বের বিশ্রাম আ ২।৯৪ ; সর্ব্ববেদ আ ৭।১৪২ ; সর্ব্ববেদ-প্রবর্ত্তন ম ২৪।৩০৯ ; সর্ব্বব্যাপক ম ২৪১।৭৪ ; সর্ব্বভক্তগণ ম ১২।১৪৯ ; সর্ব্বভক্তবৃন্দ আ ১১।৩ ; সর্ব্ব-ভক্তি অ ২০।১৩ ; সর্ব্বভাবোদয় ম ৩।১৬২ ; সর্ব্বভূত আ ৩।৪৫ ; সর্ব্বমন্ত্র-বিচারণ ম ২৪।৩২৫ ; সর্ব্বমন্ত্রসার নাম আ ৭।৭৪ ; সর্ব্বমহা-গুণগণ ম ২২।৭২ ; সর্ব্বরসপূর্ণ ম ৮।১৩৫ ; সর্ব্বরসময় ম ১৫।১৩৯ ; সর্ব্বলক্ষ্মী আ ৪।৯১; সর্ব্বলক্ষ্মীগণ আ ৪।৯০ ;সর্ব্বলক্ষ্মীগণের শোভা আ ৪।৯২ ; সর্ব্বলভ্য আ ৫।২৩১ ; সর্ব্বলোক আ ৭।১৫৫ ;সর্ব্বলোক-হিতকর্ত্তা ম ৬।৫৮ ; সর্ব্বশক্তি ম ২৫।৮৮ ; অ ২০।১৯ ; সর্ব্ব-শক্তিবর্য্য আ ৪।৯১ ; সর্ব্বশাখা আ ১১।৫৮, সর্ব্বশাখাশ্রেষ্ঠ আ ১১।৫৬ ; সর্ব্বশাস্ত্র আ ২।১০৬ ; ৭।৮৬ ; ১৬।৬, ৩৪ ; ম ৯।২৬৩, ২৭৪ ; ২২।৫, ৫৪ ; ২৩।১৭ ; ২৫।২০, ২৬৩; অ ৩।৬৪ ; ৬।২৮ ; ১৩।৯২ ; ১৬।৬১ ; সর্ব্ব-শিরোধার্য্য ম ১১।৮৩ ; সর্ব্বশুভের কারণ আ ১।৮২ ; সর্ব্বশুভোদয় অ ২০।১১ ; সর্ব্বসাক্ষী ম ২৪।৭৪ ; সর্ব্বসাধ্যসার ম ৮।৫৯, ৬৮, ৭১, ৭৪, ৭৬ ; সর্ব্বসিদ্ধি ম ২২।৫৪ ; অ ২০।১৮; সর্ব্বসূত্রে (ব্রহ্মসূত্রের সর্ব্বত্র) আ ৭।১৪৬, ১৪৭ ; সর্ব্বসেব্য আ ৬।৮১ ; সর্ব্বসৌন্দর্য্যকান্তি আ ৪।৯২ ; সর্ব্বস্ব আ ১৭।১২৮; ম ৮।৩১০ ; সর্ব্বস্বরূপ ম ২১।৩ ; সর্ব্বাংশ-আশ্রয় আ ৫।১৩১ ; সর্ব্বাংশী ম ১৫।১৩৯ ; সর্ব্বাকর্ষক ম ২৪।৩৮ ; সর্ব্বাঙ্গ আ ১৭।৪৫, ৪৬ ; ম ৭।১৩৬ ; ৮।১৭৫ ; ৯।২৮৭ ; অ ১৬।৩২, ৯৩; সর্ব্বাঙ্গ-মণ্ডন অ ৫।১৮ ; সর্ব্বাঙ্গ-স্পর্শন ম ১৮।৬২ ; সর্ব্বাত্মা ম ১৮।১৯১ ; সর্ব্বাদিস্বরূপ ম ১৮।১৯১ ; সর্ব্বাদ্ভুত ঐশ্বর্য্য আ ৫।৪৭ ; সর্ব্বাধিকা (শ্রীরাধিকা) আ ৪।২১৪ ; সর্ব্বানন্দধাম ম ২৩।১৩ ; সর্ব্বানন্দস্বরূপ আ ১।৯৬; সর্ব্বানর্থ-নাশ অ ২০।১১, সর্ব্বানর্থ-নিবর্ত্তন ম ২৩।১০ ; সর্ব্বানুসন্ধান অ ৮।৪০ ; সর্ব্বাভীষ্ট-পূর্ত্তি-হেতু আ ৯।৩ ; সর্ব্বারাধ্য আ ৭।১৫ ; ম ১৮।১৯৩ ; সর্ব্বাশ্রয় আ ২।৩৭, ৯৪, ১০৬ ; ৫।৪৭, ৮৫ ; ৭।১২৯ ; ম ১৫।১৩৯ ; ২০।১৫৩ ; ২১।৪০, ১২০ ; ২৪।৩১২ ; সর্ব্বাশ্রয়-ধাম আ ৫।৮২, সর্ব্বাহ্লাদক ম ২৪।৩৮

সর্ব্বেন্দ্রিয়-কর্ম্ম আ ৯।৩২ ; সর্ব্বেন্দ্রিয়-তৃপ্তি আ ১৬।১১০ ; সর্ব্বেন্দ্রিয়ফল ম ২০।৬০; সর্ব্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলন ম ১৯।১৬৭ ; সর্ব্বেশ্বর ম ২০।১৫০ ; সর্ব্বৈশ্বর্য্য ম ৮।১৩৫, ১৮।১৯০ ; সর্ব্বৈশ্বর্য্য-পরিপূর্ণ স্বয়ং ভগবান্ ম ৬।

১৪০ ; সর্ব্বৈশ্বর্য্য পূর্ণ ম ২০।১৫৫ ; সর্ব্বৈশ্বর্য্য প্রকাশ ম ২০।৩৯৬ ; সর্ব্বৈশ্বর্য্য-সর্ব্বশক্তি-সর্ব্বরসপূর্ণ ম ৮।১৩৫ ; সর্ব্বৈশ্বর্য্যময় আ ১৭।১০৮ ; ম ১১।১৩৫ ; সর্ব্বোত্তম আ ৮।১২ ; ম ৮।৮৩ ; ১৯।৭১ ; ম ২৩।২৫ ; অ ৭।৪২ ; ১৬।১৮, ৯১ ; সর্ব্বোত্তম-বুদ্ধি ম ২৪।১৯১ ; সর্ব্বোপকারক ম ২২।৭৬ ; সর্ব্বোপরিকিক্ষা ম ৯।১৩৯

সলিল অ ১০।৪৭ ; সল্লক্ষণ ম ১৭।১০৮; সশৈল অ ১৫।২১ ; সস্মিত-কটাক্ষবাণ অ ১৫।৭৩ ; সহজ অ ৫।১১৫ ; সহজধর্ম্ম অ ৮।৮২; সহজ-প্রকট ম ১৪।১১৭ ; সহজ-প্রেম ম ১৪।১৬৭ ; সহজবস্তু ম ২।৮৬ ; সহজস্বভাব অ ২।৩৫ ; সহজার্থ আ ৭।১৩৩ ; সহজ গোপীর প্রেম ম ৮।২১৪ ; সহজে নির্ম্মল ম ১৫।২৭৪; সহন ম ৭।৪৮ ; সহবাসী অ ১৮।৯ ; সহস্র ম ২১।১২ ; সহস্র-কর অ ১৮।৮৮ ; সহস্র-কাণ অ ১৮।৮৮ ; সহস্র-চরণ আ ৫।১০১ ; সহস্র-নয়ন আ ৫।১০১ ; সহস্র-নাম আ ৩।৪৭ ; ১৭।৯০ ; সহস্র-নেত্র অ ১৮।৮৮ ; সহস্র-পাদ অ ১৮।৮৮ ; সহস্র-বদন আ ৫।১০০, ১২১, ২৩৪ ; ৬।৭৬ ; ৮।৫৩ ; ১০।১৬২, ১৬৩, ১১।৬০ ; ১৩।৪৫ ; ম ৮।৩০৩ ; ১৪।২০২, ২৫৬ ; ১৬।২৮৯ ; ১৮।২২৩ ; ২১।১২ ; অ ১।১৯২ ; অ ১৮।১৩ ; ২০।৭০ ; সহস্র-বপু-সঙ্গম অ ১৮।৮৮ ; সহস্র-মস্তক আ ৫।১০০ ; সহস্রমুখচুম্বন অ ১৮।৮৮ ; সহস্রশীর্ষ ম ২০।২৯২ ; সহস্রাযুত ম ২১।৪, ৬৭ ; সহায় অ ৬।১০ ; সহিষ্ণু আ ৮।৫৫ ; সহিষ্ণুতা আ ১৭।২৭; অ ২০।২২

সাংসারিক-জন ম ১০।১১ ; সাক্ষাৎ আ ১০।৫৭ ; ম ৬।২০০ ; ৮।১২১ ; ১১।১১৩ ; অ ১২।৯২ ; ১৪।৫০ ; ১৮।৫৫ ; সাক্ষাৎ-অবতার ম ৬।৯৮ ; সাক্ষাৎ-আবেশ আ ১০।৫৬ ; সাক্ষাৎ-ঈশ্বর আ ৩।৭৩ ; ৫।১৪৭ ; ৬।৬ ; ১৬।১৩, ১০৬ ; ম ১।১৮০ ; ৬।২৭১ ; ৮।৩৫, ৩৭, ১২১ ; ৯।৫৮, ১৫৮ ; ১৮।২০১ ; ২৪।৩১০ ; অ ৭।১৭, ২০ ; সাক্ষাৎ-কন্দর্প আ ৫।১৮৪ ; সাক্ষাৎকাম ম ২।৭৫ ; সাক্ষাৎ-কার ম ২।৭৩ ; ৪।৮৬ ; সাক্ষাৎকৃষ্ণ ম ৩।৫৭; ৬।২০০ ; সাক্ষাৎগোকুল-কান আ ১৩।১১৫; সাক্ষাৎচৈতন্য গোসাঞি আ ২।২২ ; সাক্ষাৎ-দর্শন অ ২।৪, ৫, ৭ ; সাক্ষাৎ নর-নারায়ণ আ ৫।১২৯ ; সাক্ষাৎ নারায়ণ আ ৭।৭০, ১০৩, ১৩৮ ; ১৭।২৭০ ; ম ২৫।২৪ ; সাক্ষাৎ পাণ্ডু ম ১০।৫৩ ; সাক্ষাৎ প্রহ্লাদ ম ১৫।১৬৫ ; সাক্ষাৎ বামন আ ২।১১৩ ; ৫।১২৯ ; সাক্ষাৎ বৃহস্পতি ম ৬।১৯১ ; সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রকুমার আ ৫।২১২ ; সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন ম ৫।৯৬ ; ৬।২৮০ ; অ ১৪।৩১ ; ১৫।৭ ; সাক্ষাৎব্রজেন্দ্র-সুত আ ৫।২২৫ ; সাক্ষাৎ ভগবান্ ম ২৫।৭৯; অ ৭।৮ ; সাক্ষাৎ মদন আ ৮।৫১ ; সাক্ষাৎ মন্মথমদন ম ৮।১৩৮ ; সাক্ষাৎ-শক্ত্যে ম ২০।৩৬৬ ; সাক্ষাৎ শৃঙ্গার আ ৪।২২২ ; সাক্ষাৎ শ্রীপুরুষোত্তম ম ১৫।১৩৫; সাক্ষাৎ শ্রীরঘুনন্দন ম ৯।২১৪ ; সাক্ষাৎ হনুমান ম ১৫।১৫৬ ; সাক্ষাৎ হলধর আ ৩।৭৩ ; সাক্ষাদনুভব অ ১৬।৭৯

সাক্ষী আ ২।৪৪ ; ১০।১২০ ; ৫।৩৩ ; ৪২, ৪৩, ৭৪-৭৭, ৮০, ৮৫, ৯০, ৯২, ৯৪, ১০৪, ১০৯, ১১২ ; ২১।১১৬ ; অ ৩।৬৪ ; ১৬।৬৩ ; ২০।৬০ ; সাক্ষীগোপাল-বিবরণ ম ১।৯৭ ; সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদ আ ৩।৫১ ; সাত্ত্বিক ম ৬।১২ ; ১৩।১৭২ ; ১৯।১৮০ ; ২৩।৪৪, ৪৭ ; অ ২।১৯ ; ৫।২৩ ; ১৪।৯৯ ; ১৫।৫৮ ; ২০।৬১ ; সাত্ত্বিকপূজন অ ৬।২৯৫ ; সাত্ত্বিক-বিকার ম ৬।১১, সাত্ত্বিকসেবা অ ৬।২৯৬

সাধক আ ১।৬৪ ; ম ৬।১৯৭ ; ম ২৪।১০৪, ১১৩, ২৮৪, অ ৪।৬০, সাধকগণ ম ২৪।২৮১, সাধকদেহ ম ২২।১৫২ ; সাধন আ ১০।১০২, ম ৪।১৪৮, ৮।১৯৭, ২০০, ৯।২৫৬, ২৫৮, ২৭১, ১৫।১০৩, ১৯।১৭৪, ২০।১৫৭, ২২।১৮, ১২৬, ১৩১, ১৫১, ২৪।৩০, ৭৬, ৭৭, ৮৮, ৮৯, ১০৪ ; ২৫।১০২, ১৪০ ; অ ৫।২৬, ৬।১৬৫, ১১।২৪, ১৬।৬০, ২০।১৩, ৫৪ ; সাধনভক্তি আ ৭।১৪২, ম ১৯।১৭৬, ২২।১০২, ১০৬, ১১১, ১৬৩, ২৬৪, ২৩।১০, ২৪।৩৪৭, ২৫।১০১, ১১৮, ১১৯, ২৫২, সাধন-ভক্তির বিধান ম ২৪।৩৪৭, সাধন-ভক্তিলক্ষণ ম ২২।১০২, সাধন রীতি আ ১০।১০৩, সাধনশ্রেষ্ঠ ম ৬।২৪১, সাধনসিদ্ধ ম ২৪।২৮৩, ২৮৬, সাধনাঙ্গ ম ২২।১১১, সাধনের ফল ম ২৫।১০২, সাধনের বল অ ১৬।৬০ ; সাধারণ সদ্‌গুণপঞ্চাশ আ ৮।৫৭

সাধু ম ৩।৭ ; ১৫।১৫৩ ; ১৭।১৫ ; ২৫।২৭০ ; ১৩।৫৮ ; সাধু-কৃপা অ ৩।২৬৪, সাধুগুরু-প্রসাদ ম ২৫।২৭০ ; সাধুবর্য্য ম ২৪।২৬৬, সাধুবৈদ্য ম ২২।১৪ ; সাধুব্যবহার ম ১৭।১৮৫, সাধুমহান্ত ম ২৫।২৬৯, সাধুমার্গানু-গমন ম ২২।১১১, সাধুমুখ অ ১।১০১, সাধুর সঙ্গম ম ২৪।২২০, সাধুর স্বভাব ম ২০।১০৫, সাধুলক্ষণ ম ২৪।১৩৪, সাধুসঙ্গ ম ২২।৪৫, ৪৯, ৫৪, ৮০, ১২৪ ; ২৩।৯, ১০ ; ২৪।৯৯, ১১৯, ১৫৯, ১৮২, ২১০, ২২১, ৩০৫, ৩৩৪, সাধুসঙ্গকৃপা ম ২৪।৯২ ; সাধুসঙ্গ-প্রভাব-জ্ঞান ম ২৪।২৭৬ ; সাধুসঙ্গাদিহেতু ম ২৪।১৫৫, সাধুসঙ্গে রতি-বুদ্ধি ম ২৪।১৮২, সাধুসেবন ম ২৪।৩৩৪, সাধু-স্বভাব অ ৩।২৩৫

সাধ্য ম ৮।৫৭, ২০৫ ; ৯।২৫৭, ২৭১, ২২।১০৪ ; সাধ্যবস্তু ম ৮।১৯৬ ; সাধ্যবস্তুর অবধি ম ৮।১৯৬ ; সাধ্যশিরোমণি ম ৮।৯১, সাধ্যসাধন আ ১৬।১০, ১১, ১৩, ১৫, ৮৩, ম ৬।১৯৭, ৯।২৫৫, ২৭২, ১৮।২০২, ২০৪, অ ৬।২৩৪ ; সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব ম ২০।১০৩ ; সাধ্য-সাধন-নির্ণয় ম ৮।১১৭ ; সাধ্য-সাধনবস্তু ম ১৮।২০২, সাধ্যসাধন লক্ষণ ম ৮।২৭২, সাধ্যসার ম ৮।৬১, ৬৪, ৬৬, ৭৯; সাধ্যাবধি ম ৮।৯৫, সাধ্যের নির্ণয় ম ৮।৫৭ ; সাধ্বস আ ১৭।২৮৫ ; সাধ্বী ম ৯।১১২ ; সান্ত্বনা অ ৬।৮; সাবধান অ ৩।২২, ১৩।৮৭ ; সাবরণে আ ১।৪৩ ; সাবর্ণি (মন্বন্তরকাল) ম ২০।৩২৬ ; সাভিলাষ মন আ ১৪।৬৩ ; সামগ্রী (দ্রব্যাদি) আ ১০।২৬, ২৮ ; ম ৭।৩৮ ; অ ২।৭৩, ৬।৫৫, ১০।১৪৯ ; পাকসামগ্রী অ ২।৫৫, ৫৮, ভোগ-সামগ্রী অ ২।৭৪ ; সামগ্রী (রস) মিলন ম ২৩।৪৩

সামান্য কারণ আ ১৭।৩১৫ ; সামান্য-বিশেষ রূপ আ ১।২৩ ; সামান্যভাগ্য অ ১৬।৯৯ ; সামান্য লক্ষণ অ ২।৬৮ ; সামীপ্য আ ৩।১৮, ৫।৩০, ম ৬।২৬৬ ; সাম্প্রদায়িক সন্ন্যাসী আ ৭।৬৭ ; সাম্যস্বভাব ম ১৪।১৫৩ ; সাযুজ্য আ ৩।১৮, ৫।৩৮, ম ৬।২৬৬, ২৬৮, ২৭৫, সাযুজ্যের অধিকারী আ ৫।৩৮

সার ম ৮।২৪৫, ২৫১ ; ২৫।৪৪ ; সারথি ম ১১।৩৭ ; সারস (পক্ষী) অ ১৭।৪৩ ; সারার্থ আ ১।১০৫ ; সারূপ্য আ ৩।১৮ ; ৫।৩০ ; ৬।৩১ ; ম ৬।২৬৬ ; সার্দ্ধ চব্বিশ অক্ষর ম ২১।১২৫ ; সার্ব্বভৌম (উপাধি) ম ৬।৫-৭, ১৬, ২৬, ৩১, ৩৩, ৩৮, ৩৯, ৪১, ৪৩, ৪৯, ৫৩, ৫৫, ৬৪, ৬৮, ৭২, ৮৮, ৯২, ১২৪, ২০৪, ২৩১, ২৫৬, ২৫৭, ২৫৯, ২৭৩, ২৮৩ ; ৭।৩, ৪২, ৪৬, ৫৯, ৬১, ৭০ ; ৮।৩০, ৩২, ৩৪, ৪৬, ১২৪ ; ৯।৩৪৩, ৩৫০, ৩৫২, ৩৫৩, ৩৫৫ ; ১০।৩, ২৬, ৩৬, ৩৮, ৫০, ১৩০, ১৬৭, ১৮২; ১১।৩, ৫, ৬, ৯, ১৩, ৪১, ৪২, ১২৩, ১২৪ ; সার্ব্বভৌম-গৃহ ম ৬।২৫ ; সার্ব্বভৌম-ঘর ম ১।১৩৭ ; ৬।২৯ ; ৭।৪১ ; সার্ব্বভৌম-বিমোচন ম ৭।৬ ; সার্ব্বভৌম-মিলন ম ৬।২৮৪ ; সার্ব্ব-

ভৌম-স্থান ম ৬।৩০, ৬৮ ; সার্ব্বভৌমের-ভবন ম ৬।২৮ ; সার্ষ্টি আ ৩।১৮ ; ৫।৩০ ; ম ৬।২৬৬; সালঙ্কার আ ১৬।৮৬ ; সালোক্য আ ৩।১৮ ; ৪।২০৪ ; ৫।৩০ ; ম ৬।২৬৬, ২৬৭ ; সাহজিক ম ১৪।২১৯ ; সাহজিক প্রীতি আ ১৪।৬৪ ; সাহজিক প্রেমধর্ম্ম অ ১।১৪৯ ; সাহজিক বন ম ১৪।২২২

সিংহ আ ১৭।১৭৯, ১৮৩, ১৮৬ ; সিংহ-গ্রীব আ ৩।৩০ ; সিংহদ্বার ম ২।৮ ; ৬।১৪ ; ১১।১২৫ ; ১৪।১৩১ ; ১৬।৪৩ ; অ ৪।১২৩, ১২৬ ; ৬।২১৪, ২১৬, ২১৭, ২১৯, ২২১, ২৫৫, ২৮১-২৮৪, ৩১৬; ১১।৭২, ৭৩ ; ১৪।৬২, ৭৪, ; ১৬।৪১, ৮০; ১৭।১৫ ; ২০।১২৪, ১২৯ ; সিংহবীর্য্য আ ৩।৩০ ; সিংহমুখ আ ১৭।১৭৯ ; সিংহ-রাশি আ ১৩।৯০ ; সিংহ-লগ্ন আ ১৩।৯০ ; সিংহাসন আ ৫।১২৩ ; ম ৪।৫৪ ; ৫।১২১ ; ১৩।৫ ; ১৪।৬১, ৬২, ২৫৪, ২১।১২৬ ; সিংহের গর্জ্জন ম ১৭।১১২ ; সিঞ্চন অ ১৪।৯৭

সিদ্ধ আ ১৩।১০৬ ; ১৪।৮৬ ; ম ১।১৭৭; ৬।১৯৭ ; অ ৫।৫০ ; ৬।১২৯ ; সিদ্ধদেহ ম ৮।১১৯ ; ২২।১৫৩ ; ২৪।৩২২ ; অ ১।৩২ ; ৫।৫১ ; ১১।২৪ ; সিদ্ধপুরুষ ম ১৬।১৬৩ ; সিদ্ধ-মন্ত্র অ ১৬।১৪৩ ; ১৭।৩৫ ; সিদ্ধলোক আ ৫।৩৩ ; সিদ্ধান্ত—দার্শনিক শব্দ দ্রষ্টব্য ; সিদ্ধান্ত-শাস্ত্র ম ৯।২৩৯ ; সিদ্ধান্তসঙ্গ ম ১২।১৯৪ ; সিদ্ধান্ত-সমুদ্রতরঙ্গ অ ৫।১৩২ ; সিদ্ধান্তামৃত-সিন্ধু ম ২৩।১১৫ ; সিদ্ধান্তের খনি অ ১।১২৩; সিদ্ধান্তের সার আ ১২।১৭ ; ১৭।৩১০ ; সিদ্ধি (বস্তুসিদ্ধি) আ ১০।৪৬ ; সিদ্ধিকাল আ ১০।১৩৯ ; সিদ্ধিপ্রাপ্তি ম ১।২৫৭ ; ৪।১৯৬ ; ৭।১৩; ৯।৩০০ ; ১০।১৩৩ ; সিদ্ধি ম ২১।১১৭, ২২।১৩০ ; অ ৭।১৬৭ ; সিন্দুর আ ১৭।৩৯ ; সিন্ধু ম ২১।১৩৭; অ ২০।৮৮ ; সিন্ধুজল অ ১৮।২০, ২৮ ; সিন্ধুতীর অ ১৮।৪২ ; সিন্ধুনীর ম ২।৮ ; সিন্ধুস্নান অ ৬।২০৮ ; সীতাপতি ম ৯।১৭ ; সীমা অ ১৬।৫৭, ৭৬ ; ১৭।৬৭

সুকর্পূর ম ২১।১৪০ ; ২৫।২৭০ ; সুকিরণ ম ২১।১৩৫ ; সুকৃতি ম ২৪।৯২ ; অ ১৬।১০০, ১১৪, ১৩১ ; সুকৃতি-লভ্য অ ১৬।৯৬ ; সুকোমল অ ১৫।৬৪ ; সুখ ম ২।২০, ৭০; ২৫।৩০ ; সুখ-আস্বাদন ৮।১৫৮ ; ১৩।১৩০ ; সুখদার্থ ম ২৫।২৯ ; সুখপুর অ ২০।৬০ ; সুখ-বর্য্য অ ২০।৫২ ; সুখবাঞ্ছা আ ৪।১৮৬ ; সুখ-ভোগ ৯।১১৩ ; ২০।১৪০ ; সুখময় ম ২১।১৩১ ; সুখমাধুর্য্য-ঘ্রাণ আ ৪।২৬৩ ; সুখরূপ কৃষ্ণ ম ৮।১৫৮ ; সুখসমুদ্র ম ১৩।১৩০ ; সুখা-বিষ্ট ম ১৪।১৮২ ; সুখের উল্লাস অ ২০।৫৬ ; সুখোল্লাস আ ১৩।১০১ ; ম ১১।১৩৬ ; সুগন্ধি অ ৬।১১৭ ; ১০।১৩০ ; ১২।১০৩, ১০৮ ; সুগন্ধি-উদ্বর্ত্তন ম ৮।১৬৬ ; সুগন্ধিচন্দন ম ১৫।৮, ২৫৫ ; সুগন্ধি সলিল ম ১৫।৮ ; সু-চামর ম ১৩।২০ ; সুচিক্কণ ম ২১।১২৭ ; সুঠাম আ ৫।১৮৭ ; অ ১৮।৮৩ ; সুদর্পণ ম ২১।১২৭ ; সুদৃঢ় প্রমাণ আ ৬।৫৩ ; সুদৃঢ়-বচন ম ৫।৭২ ; সুদৃঢ় বিশ্বাস ম ২৫।২৭২ ; সুদৃঢ় ভজন ম ১৫।১৫৩; সুদৃঢ় মানস আ ২।১১৭ ; সুদৃঢ় সরলভাব অ ৭।১৫৮

সুধা অ ১৪।৪৯ ; ১৬।১৪২, ১৪৪ ; সুধা রস অ ৪।১৬৩ ; সুধাসম-জল ম ১।১৫৮ ; সুধাসারস্বাদুবিনিন্দন ম ২। ৩২ ; সুধাসিন্ধু অ ১।১৭৯ ; সুধাংশুবদন আ ৩।৪৪ ; সুধাকর ম ২১।১৩৮ ; সুনিপুণ ম ২২।৬৫; অ ১৩।১০৭ ; সুনির্ম্মল ম ২৪।১০ ; সুনির্ম্মাণ আ ১৩।১১৫; সুন্দরাচল ম ১৪।১১৩, ১২০ ; সুন্দরী তরুণী অ ৫।৩৮ ; সুপঠিত-বিদ্যা আ ১৭।২৫৭ ; সুপণ্ডিত অ ২।৮৪ ; সুপামর ম ২৩।১১৪ ; সুপ্রসন্ন অ ৭।১৪৯ ; সুবর্ণ ম ৬।৪২ ; সুবর্ণ-প্রতিমা-ভাণ আ ১৩।১১৫ ; সুপর্ণবেত্রধারী ম ১০।৪২ ; সুবর্ণমাজ্জনী ম ১৩।১৫ ; সুবর্ণসদন আ ৮।৫০ ; সুবর্ণের সম অ ৪।২০১ ; সুবলা-দ্যের ভাব ম ২৩।৫১ ; সুবলিত ম ৮।১৮ ; সুবলিত-হস্ত আ ৫।১৮৫ ; সুবাসিত অ ১৫।৪৭ ; সুবাসিত জল ম ৩।৫৬ ; ৪।৬৫, ৭৬ ; সুবিস্তার অ ২০।৭২ ; সুবুদ্ধি ম ২২।৩৫ ; সুবুদ্ধিজন ম ২৪।১৮৮ ; সুবোধ আ ১৬।৭৯ ; সুমধুর ম ২১।১৩৫, ১৩৮, ১৩৯ ; অ ২০।৬০, সুমধুর ইন্দু ম ২১।১৩৫ ; সুমধুর বাণী অ ১৮।৬০ ; সুমাধুর্য্য ম ২৫।২৭০ ; সুমেধা আ ৩।৭৭ ; ম ১১।৯৯ ; অ ২০।৯ ; সুমেরু-আকার ম ১৩।১৯ ; সুরাবিন্দুপাত ম ১২।৫৩ ; সুলক্ষণ আ ১৩।৯০ ; সুলক্ষণময় আ ১৩।১১৫ ; সুললিত অ ১৫।৭৫ ; সুশীতল অ ১৪।১০০ ; ১৫।২১, ৭৬ ; সুশীল (৬৪ গুণের অন্যতম) আ ৩।৪৫ ; ম ১৩।১৪৪ ; ২১।১২১ ; সুশীল (বৈষ্ণবের গুণ) আ ৮।৫৫ ; সুসজ্জন অ ১৬।২৩ ; সুসিদ্ধান্ত ম ২৩।১১২ ; সুস্থ ম ৮।২৯ ; ২৪।২৫৯ ; অ ১১।২২ ; সুস্থির ম ৪।৪৬; অ ১২।৮০ ; ১৮।৬২ ; সুস্নিগ্ধ ম ১৭।১৫ ; সুহৃত্তম অ ১৯।৪৩

সূক্ষ্ম ম ১৮।১৯২ ; ২৪।২৭৮ ; অ ১৩।৭, ১৮ ; ১৮।৮৩ ; সূক্ষ্মজীব অ ৩।৭৮ ; সূক্ষ্ম-তূলা ম ৬।১০ ; সূক্ষ্মমতি অ ১৮।৯৩ ; সূক্ষ্ম মর্ম্ম অ ১০।১০০ ; সূচন অ ১৫।৯৮ ; সূতের বচন আ ২।৮৪ ; সূত্র (উপায়) অ ৬।৩০ ; সূত্র (মূল-কারণ) আ ৫।২৩১ ; সূত্র (ব্রহ্মসূত্র) আ ৭।১০৮, ১২১, ১৩৩, ১৩৪, ১৩৭ ; ম ৬।১৩০, ১৩১, ১৬৯ ; ১৭০ ; ২৫।২৬, ৪৬, ১৪৬; সূত্রকর্ত্তা (ব্যাসদেব) ম ২৫।৯১ ; সূত্রের অর্থ ম ৬।১৩১ ; ২৫।১৩৬ ; সূত্রের ব্যাখ্যানুরূপ ম ২৫।৯৫ ; ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য ম ২৫।৯৮ ; সূত্রের ভাষ্যস্বরূপ ম ২৫।৯৫ ; সূত্রবৃত্তিগণ (ব্যাক-রণের) আ ১৫।৫ ; সূত্রবৃত্তিটীকা আ ১৩।২৯ ; সূত্রকর্ত্তা (কড়চার) ম ১৪।১০ ; সূত্র (সংক্ষেপ বিবরণ) আ ৮।৪৫ ; ১৩।৭, ১৫, ১৭, ৪৫ ; ১৪।৯৬ ; ১৭।৩ ; ম ১।৯, ১২, ৯১ ; ২।৯১ ; ৪।৭, ৮ ; অ ১।১২, ২০।৭৩ ; সূত্রগণন আ ১৭।২৭৪ ; ম ১।৯০ ; সূত্রধৃত আ ৮।৪৭ ; সূত্র-প্রকাশ আ ১৫।৩১ ; সূত্র (বিষয়নির্দ্দেশ) ম ১।১৪, ২৪৮ ; সূত্রগণ ম ১।৮, ২৮৬ ; ২।৮৯ ; সূত্রধার (নাটক-সম্বন্ধীয়) ম ৭।১৮ ; ৮।১৩১

সূর্য্য আ ২।১৯, ২৫, ২৭ ; সূর্য্যচন্দ্র আ ১।৮৮, ৯৭ ; 'কোটি সূর্য্যচন্দ্রজিনি' আ ১।৮৭; সূর্য্য জিনি' মণিগণ আ ৫।১১৮ ; সূর্য্যমণ্ডল আ ৫।৩৪ ; সূর্য্যশত-সমকান্তি ম ৮।১৮ ; সূর্য্যসম ম ২২।৩১ ; সূর্য্যাংশু-কিরণ ম ২০।১০৯ ; সূর্য্যের কিরণ আ ৩।৮৫ ; সূর্য্যের প্রকাশ অ ৩।১৭৯ ; সূর্য্যের রথাদি সবিশেষ আ ৫।৩৪ ; সূর্য্যোপম ম ১৮।১১২ ; সূর্য্যোপমভাস অ ১।১৭৩

সৃষ্টি আ ২।৪৯ ; ৬।৭, ৮ ; ম ১৮।১৯২ ; ২০।২৬০, ২৬১, ২৯০, ২৯১ ; ২১।১৩৪ ; ২৫।১০৮, ১০৯ ; সৃষ্টি-লীলা-কার্য্য আ ৫।৯ ; সৃষ্টি-শক্তি আ ২।১৬ ; ম ২০।৩৬৯ ; সৃষ্টি-স্থিতি আ ৬।৮ ; সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় আ ৫।১০৫; সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের কর্ত্তা আ ৫।৮০ ; সৃষ্টি-হেতু ম ২০।২৬৩ ; সৃষ্ট্যাদি আ ৫।৮১ ; ম ২১।৩৬ ; সৃষ্ট্যাদিকসেবা আ ৫।১০ ; সৃষ্ট্যাদি নিমিত্ত আ ৫।৮১ ; সৃষ্ট্যাদি-ব্যবহার ম ২০।৩০১

সেকজল ম ১৯।১৬০ ; সেনাপতি আ ৩।৭৪ ; ৭।১৬৪ ; সেবক আ ৫।১৯২ ; ৮।৫৩, ৮০ ; ১০।৫২ ; ম ৪।৪২, ১৩৭, ১৪৯, ১৫২, ১৫৬, ১৬৫, ১৬৭, ২০৩ ; ৭।১১৯ ; ৮।৭ ; ৯।৩৪৮ ; ১২।২২০ ; ১৫।৭৯, ৮০, ১২২ ; ১৬।৩০, ২২৯ ; ১৯।১৮৯, ২০।২৯ ; অ ১।২০, ২১ ; ৩।১৫০ ; ৪।৪৭, ১২৬ ; ৫।১১, ১২, ২৭, ৬৬, ৬।৪৩, ৪৬, ৯৭, ১৭০, ১৭৬, ২১৫,

২৬৬ ;৯।৪৬, ৭৪, ৮৬, ১১৩ ;১৫।৫৪ ;১৬। ৮৯, ৯৫ ; ২০।৩৪ ; সেবকগণ ম ১০।৩০ ; ১৪।৬১, ২১১ ; ১৬।২৯ ; সেবক-প্রধান আ ১০।৭৪ ;সেবক-প্রভাব আ ৫।১৭৯ ;সেবকানুচর আ ৬।৮১ ; সেবকের প্রীতি ম ১৫।১৫৪

সেবন আ ৫।২১৫ ;১০।১২৭ ;১৩।৭৯, ১৭।৯৮ ;ম ১।১৪৮ ;৩।১৩৬, ১৬৫ ;৪।১৭, ৩৯, ৯২, ১০৫ ;৫।১৭, ১৯, ১১৬ ;৬।২৮৩ ; ৮।২২৯ ; ১০।৫৬, ১৫০ ; ১৫।১৩৬ ; ১৬। ১৫২, ১৫৭, ২২১, ২৫১ ; ১৮।৩০, ১৯৬ ; ১৯।১৬৩, ২২০, ২২২, ২২৫, ২৩১ ; ২২। ১২৪ ;২৫।১০২ ; অ ৫।২০ ;৭।১৪৪ ; ৮।২৬; ১৬।১৮, ৬২ ;২০।৩৪, ৫৯ ; সেবা আ ৮।৫৩, ৫৪ ;১০।১২২, ১৪০, ১৪৩, ১৪৪ ; ম ১।৩২; ৩।১৩৫ ;৪।৮৭, ১০৪, ১০৯, ১৭৩ ;৫।১৩, ১৭, ১৮, ৩৪, ৬৫, ১১৮, ১১৯ ; ৬।২৫৮, ৯।২৪৮, ১৩।১৮ ; ১৪।১৫ ; ১৫।৪৮, ৪৯, ৬৯, ১২৮ ; ১৬।১১২, ১২৬, ১৩৩, ১৩৯, ১৮৮ ;১৭।৬৫, ৮৭, ১৬৮, ১৭৫, ১৮।১৯৪ ; ১৯।২১৯, ২০।১২৬ ;২২।১৫৪ ; অ ৫।৩৮ ; ৬।২৯৪, ২৯৮ ;১০।৯৫, ৯৬, ১৩।৯৫-৯৮, ১১৭ ;১৬।৬১ ;২০।৫৭ ; সেবা-অঙ্গীকার ম ৪।৪০ ;সেবা-আজ্ঞা ম ১৪।২৫২ ;সেবা-কার্য্য আ ৫।১৬৮ ; সেবা-ত্যাগ-দোষ ম ১৬।১৩৫ ; সেবা-দ্বার ম ৬।২৬৭ ; সেবানামাপরাধাদি ম ২২।১১৩ ; সেবাপরাধ-খণ্ডন ম ২৪।৩৩১ ; সেবা-ভিক্ষা কৃত্য ম ১৭।১৭ ; সেবাযোগ্য অ ৪।১৫১ ; সেবার অধ্যক্ষ আ ৮।৫৪ ; সেবার কারণ আ ৫।১৫২ ; সেবার সৌষ্ঠব ম ৪।১১৪; সেবাসুখ ম ২২।১১ ; সেবাসুখরস আ ৭।১৪৫; সেব্যবুদ্ধি অ ৫।২০ ; সেব্য-ভগবান্ ম ২৪। ৩২৫ ; সেব্যমান আ ৮।১৪ ; সেব্য-সেবক-ভাব অ ২।৫৯ ; সৈন্য ম ২।৬৩ ;১৬।১৯৮, ২৭৪ ; সৈন্যশস্ত্র আ ৩।৬৪

সোদ্বেগবচন অ ৯।৫৯ ; সোমরসমধু ম ৮।১৮০ ; সোল্লুণ্ঠ-বচন-রীতি ম ২।৬৬ ; সোল্লুণ্ঠ বাক্য ম ১৪।১৪৬ ; সৌজন্য অ ৭। ১৬২ ; সৌদামিনী অ ১৫।৬৬ ; সৌন্দর্য্য ম ৩। ১০৯, ১৫২ ;৪।২৬ ;৬।৬ ;৮।৯৩ ; ৯।৪১, ৮৮;৩০৮ ;২০।১৭৮ ; ২৫।৬১ ;অ ৪।৩৪ ; ১৩।১২৯ ; ১৫।৫৬, ৫৭ ; সৌন্দর্য্য-কুঙ্কুম ম ৮।১৬৯ ; সৌন্দর্য্যাদি-গুণ ম ৮।১৮৪ ;সৌন্দর্য্যাদি-গুণগ্রাম ম ২১।১০৪ ; সৌভর্য্যাদি-প্রায় ম ২০।১৬৯ ; সৌভাগ্য অ ৪।৯৬, ১৬১ ; ৬। ১১ ;১১।১০৫ ;১২।১৫৩ ;২০।৫০ ; সৌভাগ্য-গুণ ম ৮।১৮৩ ; সৌভাগ্যতিলক ম ৮।১৭৬ ; সৌভাগ্য-প্রকট অ ২০।৫০ ; সৌরভ ম ২৪। ৪৩ ; সৌরভ-ভর অ ১৫।২২ ; সৌরভাদি গুণ ম ২৪।৪৩, ৪৪ ; সৌরভালয় ম ৮।১৭৮ ; সৌরভ্য ম ১৫।২২৯ ; অ ১৬।১০৭ ;২০।১৩৭

স্কন্ধ (ভক্তিকল্প-বৃক্ষকাণ্ড) আ ৯।১২, ২১, ২২ ; ১১।৫ ; ১২।৪-৭, ৬৮, ৬৯, ৭৬, ৯০ ; ১৭।৩২৩ ; স্কন্ধ মহাশাখা আ ১১।৮ ; স্কন্ধ (কাঁধ) আ ১৪।৩৮ ;১৭।১৯ ;অ ১৪।২৪, ২৯, স্কন্ধ-আরোহণ অ ৭।৩০

স্তব ম ১।২৭৮ ;স্তব-পাঠ ম ২২।১২০ ; স্তবন ম ৩।২৭, ১৮৬ ; ৪।৬৬ ;৫।৪, ৬ ;৭। ১৪২, ৯।১৮, ৬৫, ১৪।৮ ;১৫।৫ ;১৭।৮১ ; ২১।৭৩ ;২৪।৩১১ ; অ ৫।১৩৬, ১৩৯, ১৪৬; স্তবন-প্রণাম ম ৭।১১৩ ; স্তবাবলী (স্তবমালা-গ্রন্থ) ম ১।৩৯ ; স্তব্ধ (বন্দ্যাভাবে অনম্র) অ ৫।১৪১ ; স্তব্ধ (নিশ্চল) ম ১৯।১৬০ ; স্তুতি আ ১৩।৮৩ ;১৪।৮১ ;১৭।২৮৭ ;ম ১।১৮৭; ২।৭১ ;৩।১৫ ;৬।১১২, ২০৪, ২১২, ২১৫, ২৪০ ; ৭।৭৬, ১৪৪ ; ৮।৪, ৭, ৪৭, ১২৬, ২০৪,২৪০ ;৯।১৭, ৬৭, ৮০, ২৩৫ ;১০।৫১; ১৩।৭৬ ;১৪।১৪৮, ২৩৫ ;১৫।৯ ;১৬।১০৪, ১৮৩ ;১৮।১৩ ;১৯।৫২ ;২১।২২, ২৪, ৭২, ২৩।১১০ ; ২৪।৩০৮, ৩৩২ ; অ ৪।১৭০, ৫।১৩৫, ১৪৭ ; ৭।১২১ ; ১২।৮৮ ;স্তুতিক্ষার-বিন্দু অ ১।১৭৯ ; স্তুতি-নৃত্য আ ১৩।১০৫, স্তুতি-বচন ম ২।৭১, স্তুতি-বাদ আ ১৭।৭৩, স্তুতি-ভক্ত্যে আ ৬।৪০ ; স্তূপ অ ১২।১২৫

স্ত্রীগণ ম ৪।৩০, ৫৬, স্ত্রী-জাতি অ ১৫।৩৮, স্ত্রী-দর্শন ম ১১।৭, স্ত্রী-পরশ (স্ত্রী স্পর্শ) অ ১৩।৮৫, স্ত্রী-পুত্র ম ৫।২৬, স্ত্রী-বালক-বৃদ্ধ ম ৩।১৩৮ ; স্ত্রীবৃদ্ধ-অবাল ম ৭। ৮১ ; স্ত্রী-ভাবপ্রকাশ অ ৩।২৪৪ ; স্ত্রীসঙ্গী ম ১৮।৮৪ ; স্ত্রী-সম্ভাষণ অ ২।১৪৪

স্থানুপুরুষ ম ১৮।১০৮ ; স্থানাস্থান আ ৭। ২৩ ;ম ২।২১, ৮১ ;৪।২২ ;১৩।১৪০ ; নামের মহিমা স্থাপন অ ২০।১০৭ ; স্থাপ্য-দ্রব্য অ ৪। ৮৮ ; স্থাবর আ ৯।৩২ ; ১৩।৯৬ ; ম ৮। ১৩৮,২।৭৩ ; ২৭৪ ; ১৭।৪৬, ২০২, ২০৬ ; ১৯।১৪৪ ; ২১।১০৮ ; ২৪।১৯৪, ১৯৭ ; অ ৩।৬৭-৬৯,৭১, ৭৭, ৭৯, ২৬৬ ; ৫।১৪৮ ; ১৪।৪৮ ;১৬।৬৯, ১৪৪ ;স্থাবর-জঙ্গম ম ২৪। ১৯৪, ১৯৭ ; স্থাবর দেহ ম ৮।২৫৭ ; স্থাবর-স্বরূপ অ ৫।১৪৮ ;স্থাবরাদি ম ২৪।১৯৮

স্থিতি আ ২।৪৫, ৫।৮০ ;৬।৮ ;ম ১৮। ১৯২ ;২০।২৯০, ২৯১ ;স্থিতিকর্ত্তা আ ৪।৮; স্থিতি (নিয়ম) ভিক্ষার স্থিতি অ ৮।৩৮ ; স্থিতি অর্থ অ ৪।২১৪ ; স্থিতি গতি আ ২।৪৫ ; স্থির (বৈষ্ণবের গুণ) ম ২২।৭৬ ; স্থিরচর জীব (স্থাবর-জঙ্গম) অ ৩।৭৫ ; স্থির তড়িদ্ঘন অ ১৮।৮৬ ; স্থূল (স্থূল অর্থ) ম ২৪।২৭৮ ; স্থূল ভিক্ষা ম ১৯।১২৮ ; স্থূল-সূক্ষ্ম-জগৎ ম ১৮। ১৯২

স্নান ম ৬।২২৩ ; ৭।১২৩ ; ৮।১৬৭, ১৬৮ ;কারুণ্যামৃত ধারায় স্নান (প্রথম) ম ৮। ১৬৭ ; কারুণ্যামৃত ধারায় স্নান (মধ্যম) ম ৮।১৬৭ ; লাবণ্যামৃত ধারায় স্নান (উত্তম) ম ৮।১৬৮ ;স্নান-কৃত্য ম ১৬।১২৩ ;স্নান-ভিক্ষাদি-নির্ব্বাহ ম ১৭।২২৯ ;স্নান-ভোগ ম ১৪।৬২ ; স্নান-ভোজন অ ৫।৬৮ ; স্নানাদি তর্পণ ম ৮। ১৫ ; স্নানযাত্রা (জগন্নাথদেবের) ম ১।১২১, ১৩৩ ; ১১।৬০-৬২ ; স্নিগ্ধ (কৃষ্ণগুণ) ম ১৩। ১৪৪

স্নেহ ম ৬।১২০, ১২।১৭৭, ১৬।২৮৭, ১৯।৭৮, ২৩।৩৮, ২৫।২০৬, অ ১০।১৮, ৩৪, ১২।৫৬, স্নেহ-আচরণ ম ১০।১৪৪, স্নেহ-পাত্র ম ১৫।২৮৩, স্নেহবশ ম ১০। ১৩৯, ১২।২৮, স্নেহ-ব্যবহার ম ১১।১৭, ১২। ১৭৬, স্নেহ-ভক্তি ম ৬।১২০, স্নেহ-সেবাপেক্ষা ম ১০।১৩৯, স্নেহেতে জননী ম ১৬।৫৭, স্নেহের ভাজন ম অ ১।৫৮

স্পর্শ-গন্ধ আ ৫।৮৬ ; স্পর্শ-ধ্বনি আ ১২। ২৬ ; স্পর্শন অ ২।১২৪ ; ৬।৩১১ ; ১১। ১০৩ ;১৮।২০ ; স্পর্শমণি ম ২।৩৪, ৬।২৭৯, ২৪।২৭১ ; স্পর্শমাত্র অ ১৮।৪৯ ; স্ফুট আ ১৭।১৭৭ ; স্ফুরণ ম ২৪।৩৪০ ; স্ফুলিঙ্গ অ ৫।১১৯, স্ফুলিঙ্গের কণ আ ৭।১১৬, ম ১৮। ১১৩ ; স্ফূর্ত্তি ম ২।৩, ৮।২৭৪, ৯।১০৫, ১৩।১৫৪, ১৪।৭৩, ১৫।৫৩; ২০।১৬৬ ; অ ৩।৩১, ৩৩ ; ১৭।৪৯, ১৯।১০০, ২০।১৩৬, স্ফূর্ত্তিজ্ঞান ম ১৫।৫৩

স্বকর্ম্ম ম ২২।২৬ ; স্বকর্ম্ম-ফলভুক্ পুমান্ অ ২।১৬৩ ; স্বকল্পিত-ভাষ্যমেঘ ম ৬।১৩৮ ; স্বকার্য্য সাধন আ ৩।৬৬ ; স্বকীয় পরকীয়ারূপ আ ৪।৪৬ ; স্বগণ আ ৬।৩৩, ম ১৬।১২৫, ১৯৬ ; স্বচরণ ম ২২।৩৭ ; ২৪।৯৭ ; স্বচরণামৃত ম ২২।৩৯ ; স্বচ্ছ ধৌত-বস্ত্র আ ৪।১৭০ ; স্বচ্ছন্দ আ ১৭।১৩১ ;ম ৩।২১৫ ;২১।১২১ ; ২১।১০৮ ;অ ৩।১৪, ১২৫ ;৬।২১৮ ;৮।৯৬; ১১।৫৭ ;১২।১৫১ ;১৩।৩৪ ;স্বচ্ছন্দাচরণ অ ৩।২৫ ; স্বচ্ছন্দে মরণ অ ১১।৫৭ ; স্বজন

মৃত্যুভয় ম ৫।৮৪ ; স্বতঃপ্রমাণতা হানি আ ৭।১৩২ ; স্বতঃপ্রমাণবেদ আ ৭।১৩২ ; ম ৬। ১৩৭ ; স্বতঃপ্রমাণবেদবাক্য ম ৬।১৭৯ ; স্বতঃ-প্রামাণ্য-হানি ম ৬।১৩৭ ; স্বতঃসিদ্ধ-জ্ঞান আ ১৪।৮৮

স্বতন্ত্র আ ৫।১৫০ ; ১২।৯ ; ১৭।২৭১ ; ম ১।২৭১ ; ৭।২৬, ৪৯ ; ১০।১৬, ১৩৭ ; ১২। ২৯ ; ২০৩ ; ১৬।১১ ; ১৭।৮, ৭৯ ; ২৪।৮৮ ; অ ২।১৩৯ ; ৭।১৪৭ ; ৮।৯১ ; ১১।৯৪ ; স্বতন্ত্র ঈশ্বর আ ৭।৪৫ ; ৮।২১, ৩২ ; ম ৪।১৬৪ ; ৭।৩৩, ১৪৫ ; ১০।১৩, ১৫ ; ১২।২৬ ; অ ২।১৩৫ ; ৩।১৩ ; ৪।৭৪ ; ১১।২৯ ; ১২।৮৪ ; স্বতন্ত্র গৌড়েশ্বর ম ১৯।২৬ ; স্বতন্ত্র ভগবান্ অ ৪।১৬৪ ; ৬।১২৪ ; স্বতন্ত্রভাব ম ১০।১৬ ; স্বতন্ত্র লীলার দুঃখ আ ৫।১৫০ ; স্বধর্ম্ম আ ১৪।৮৭ ; স্বধর্ম্মত্যাগ ম ৮।৫৭ ; স্বপ্ন অ ১২। ৯২ ; ১৪।২১, ৩২, ৩৮ ; ১৮।১১৭ ; স্বপ্নভঙ্গ আ ৫।১৯৭ ; স্বপ্রকাশ ম ১৭।১৩৪ ; স্বপ্রভাব ম ৯।৬৬ ; স্বপ্রেম অ ২০।৬২ ; স্ববচন অ ৭।১০৭ ; স্বভক্ত ম ৫।১৩৪ ; অ ২।১৬৮ ; স্বভবন ম ৫।৯১, ১২৮ ; অ ২০।১৩৫ ; স্বভাব আ ৪।১৯ ; ম ২৪।১১ ; অ ১৪।৩৯ ; ১৫।৮০, ১৭।৫৬ ; স্বভাব-আচার ম ৪।১৮৬ ; স্বভাব-প্রাবল্য ম ১৩।১৭২ ; স্বমত ম ২৫।৪৮ ; স্ব-মাধুর্য্য আ ৪।১৩৭, ৫।২১৫, ৬।১০৬, ম ৯। ১২৭, অ ১৫।২৩, স্বমাধুর্য্যপান আ ৬।১০৮, স্বমাধুর্য্য প্রেমরসাস্বাদন ম ১৭।৩১৭

স্বয়ং অবতারী আ ২।৯৯ ; স্বয়ং নব-কন্দর্প ম ২১।১০৭ ; স্বয়ং ভগবত্তা আ ২।৮২, ৮৩ ; ম ২৪।৮৪ ; স্বয়ং ভগবান্ আ ১।৮০, ২।৮, ১০, ৭০, ৭১, ৮৩, ৮৫, ৮৮, ১০৬, ১২০ ; ৪।৮ ; ৫।৪ ; ৭।৭ ; ১৭।৩১৪ ; ম ৬।১৪৭ ; ৮।১৩৩ ; ৯।১৩৮, ১৪১, ১৪৫, ১৪৭ ; ১৪। ২২০ ; ১৫।১৩৯ ; ১৭।৭৯ ; ২০।১৫৫, ২৪০ ; ২১।৩৪ ; ১৭।৭৯ ; ২০।১৫৫, ২৪০ ; ২১।৩৪, ৯২, ৯৭ ; ২২।৭ ; ২৪।৭০, ৭২, ৮২, ২৮০ ; ২৫।৫১ ; অ ৫।১১৯ ; ৭।২৩ ; ১১।৫ ; ১৪। ২ ; স্বয়ং ভগবানের কৃষ্ণত্ব আ ২।৮৩ ; স্বয়ং মূর্ত্তিমন্ত ম ২।৭৫ ; স্বয়ম্ভু ম ১৭।১৯১ ; স্বরভঙ্গ ম ১৫।১৬৪ ; ২।৭৯ ; স্বরভেদ ম ২।৭২ ; স্বরূপ (ব্রহ্মচারী উপাধি) আ ১৭।১২ ; ম ১০। ১০৮ ; স্বরূপ প্রাণনাথ অ ১১।৩ ; স্বরূপের গান ম ১৪।২৩১ ; স্বরূপের রঘু অ ৬।২০৩ ; স্বর্গ আ ১৩।৯৫ ; ম ১৯।২১৪, ২০।১১৮ ; ২৫।৬৪ ; স্বর্গমর্ত্ত্য আ ৭।১৫৯ ; ম ১২।১৯৮ ; স্বর্ণ ম ৪।১০০ ; স্বর্ণমুদ্রা আ ১৩।১১১ ; স্বর্ণ-রৌপ্যমুদ্রা আ ১৩।১১২ ; স্বশাস্ত্র ম ১৮।১৮৬ ; স্বসঙ্গ আ ১৬।১৮ ; স্বসদন অ ১৪।৪৭ ; স্বসুখার্থ ৪।২০৪ ; স্বসেবনশক্তি ম ২০।৩৭০ ; স্ব-সৌভাগ্য ২১।১০৪ ; স্বসৌভাগ্য প্রখ্যাপন ম ২।৪৬ ; স্বস্তি অ ১২।৬ ; স্ব-স্ব-নাথ ম ২১।১৭ ; স্ব স্ব ভাব ম ১৪।১৫২ ; স্বহস্ত ম ২১।১৩৫ ; অ ৫।১৭, ১৮ ; ৮।২৬ ; স্বাঙ্গবিশেষাভাস ম ২০।২৭৩ ; স্বাতন্ত্র্য অ ৩।৪৪ ; ৮।৭৯ ; স্বাদ ম ২।৩২ ; ৪।১২০ ; ২৩।৪০ ; অ ১২।১৩১ ; স্বাদন আ ১৩।৫০ ; স্বাদু ম ২।৩২ ; অ ১০। ১৩০ ; স্বানন্দ আ ১৪।১০২ ; স্বাভাবিক অ ৫। ২০ ; ২০।৪৩ ; স্বাভাবিক প্রেম ম ৮।২৩ ; ১১। ১০৬ ; স্বাভাবিক প্রেমার স্বভাব অ ২০।৪৩ ; স্বাভাবিক বল আ ৪।১৪৭ ; স্বামী (জীব-প্রভু) ম ২০।২৯৫ ; স্বামী (পতি) আজ্ঞা অ ৭।১০২ ; স্বামীর ব্যাখ্যান (শ্রীধরস্বামী) অ ৭।১০৯ ; স্বারাজ্যলক্ষ্মী ম ২১।৯৭ ; স্বার্থ আ ৯।৪১ ; স্বাস্থ্য অ ৯।৬০ ; ১২।৬ ; নিজাঙ্গস্বেদ-জল আ ৫।৯৬ ; ম ২০।২৮৬ ; স্মরজ্বালা বিষ অ ১৫। ৭৬

স্মরণ আ ১।২০, ২১ ; ৮।৫ ; ৯।৩ ; ১০। ২৯, ১১।২৯ ; ১২।৫১, ৯০, ৯১ ; ম ১।৯২, ১১৮ ; ২।৯০ ; ৪।১২১ ; ৫।৪৪, ৯১ ; ৬।৫৭ ; ৮।১১, ২৫২ ; ১৩।১৪৯ ; ২২।১১৮ ; ২৪।৫৭, ১০৭, ১১২ ; অ ৩।৪০ ; ৬।৮৭, ২৭৮, ২৯০, ৩১০ ; ৭।৯ ; ৮।১৯, ২৭ ; ৯।১৩৫, ১৩৭ ; ১১।৫৭ ; ১৬।১০২ ; ১৯।৭ ; স্মার্ত্তব্যবহার ম ২৪।৩৩৯ ; স্মিতম ২১।১৩০ ; ২৩।৪৭ ; স্মিত-কর্পূর অ ১৭।৪৪ ; স্মিতকান্তিকর্পূর ম ৮।১৭০, স্মিতকিরণ সুকর্পূর ম ২১।১৪০ ; স্মিত-জ্যোৎস্না ম ২১।১৩৮ ; স্মিতজ্যোৎস্নামৃত ম ২১।১৩০ ; স্মৃতি ম ৯।৪২ ; ১৭।১৮৪ ; অ ১০।৬৭ ; ১৭।৪৮, ৫৩, ৫৫ ; স্মৃতিধর্ম্ম ম ৩।১০১ ; স্মৃতিপ্রচার ম ২৪।৩২০ ; স্মৃতিশাস্ত্র ম ২৩।৯৮

হংসচক্রবাক ম ২৫।২৬৮ ; হংস-মধ্যে বক অ ৫।১২৯ ; হংস সারস-জিনি অ ১৭। ৪২ ; হঠ ম ১৬।৮৫, ৮৮, ৯২ ; অ ২।১৩৯, ১০০ ; ৭।১৫৩ ; হঠরঙ্গ ম ৭।১৬ ; হনুমান-আবেশ ম ১৫।৩৩ ; হরণ অ ১৮।৯০

'হরি' অভিধান ম ২০।৩২৫ ; হরিদাস (বৈষ্ণব) আ ১৭।১৯৯ ; হরিদাসের বিজয় ১১।১০১ ; হরিদ্রা (দ্রব্য) আ ১৭।৩৯ ; হরি-ধ্বনি আ ৭।১৫৯ ; ৮।৭৬ ; ১২।২৬ ; ১৭। ১২৩, ২২৩ ; ম ৯।৩৩৭ ; ১১।৯৬, ২১৬ ; ১২।১১১, ১৬৪, ১৯৮ ; ১৭।১৮৯ ; ১৯।৪২ ; ২৫।৬৫, ১৫৭, ১৬৯ ; অ ৬।৮৬, ১১৯ ; ৭। ৬৮ ; ৯।১৪৬ ; ১০।৬৪, ৭০, ১১।৭০ ; ১৫। ৯১ ; ১৬।১১৫ ; হরিনাম আ ১৩।২২, ২৩, ৯২ ; ১৪।২২ ; ম ৩।১৫ ; হরিবোল ম ১৪। ৪৫, ৪৬ ; ১৭।৪৫ ; অ ৭।৭২ ; ১১।৬৮ ; ১৪। ৭০, ১০১ ; হরিভক্ত্যে হিংসাশূন্য ম ২৪।২৬৬ ; হরি-ভজন ম ২৪।৮৮ ; 'হরি' শব্দ ম ২৪।৬০ ; হরি-সঙ্কীর্ত্তন আ ১৩।১০১ ; 'হরি' 'হরি' ধ্বনি আ ৭।১৯৩ ; হরে কৃষ্ণ অ ১৬।৭ ; হরের্নাম আ ১৭।২০, ২৩ ; হর্ষ ম ৬।৩০, ২১৭ ; ৭। ৫৭ ; হর্ষমতি আ ১৩।১২০ ; হর্ষশোকাদি আর অ ১৬।১২১

(প্রেমবাচী) 'হা'-শব্দ অ ৩।৫৮ ; হা হা অ ২।৬৩ ; ১৪।৪২ ; হাহাকার আ ১৭।৪৩ ; ম ৫।৩৮ ; ৯।৫৭ ; ১০।৪০ ; ১৪।৫৩ ; অ ৩। ১৯৮ ; ৮।৫৬ ; হাহা-হুতাশ ম ২।১৪ ; হানি-লাভে সম ম ২২।১১৬ ; হাস্যবদন অ ১৭।৫৮ ; হাস্যবাণী অ ১৭।৩৩ ; হাস্যরস ম ৩।৮৮ ; হিংসা আ ৮।৫৬ ; ম ১।১৭৩ ; ১৬।১৮৯ ; হিত আ ৮।৫৬ ; ১৭।২৬২ ; ম ২।৮৭ ; ৫। ১৫৩ ; ১৫।১৬৯ ; ২০।১০২ ; অ ৫।১৩১ ; হিত-উপদেশ আ ১৭।৫৬ ; ম ৯।১০০ ; হিতা-হিত ম ২০।১০০ ; হিন্দু আ ১৩।৯৫ ; ১৭। ১৫৯, ১৭৮, ১৯৪-১৯৮ ; ২০১, ২০৩, ২১৫ ; ম ১৬।১৮২ ; হিন্দুকুল ম ১৬।১৮১ ; হিন্দু-গণ আ ১৭।২০২ ; হিন্দুচর ম ১৬।১৬২ ; হিন্দুধর্ম্ম-বিরোধ আ ১৭।১৭৪ ; হিন্দুবেশ ম ১৬।১৭৮ ; হিন্দুর ঈশ্বর আ ১৭।২১৫ ; হিন্দুর দেবতা আ ১৭।১৯৭ ; হিন্দুর ধর্ম্ম আ ১৭। ১৯৩, ২০৪, ২১০ ; হিন্দু-শাস্ত্র আ ১৭।২১২ ; হিরণ্যগর্ভ আ ২।৫১ ; ৫।১০৬ ; ম ২০।২৯২ ;

হীন ম ১৬।২৬২, ২৬৪ ; ১৯।৬৯ ; ২৩।২৫ ; অ ৬।১২৮ ; হীনকর্ম্ম অ ১১।২৭ ; হীন জাতি অ ১১।২৭ ; হীনবুদ্ধি ম ১।১১৪ ; হীন-সম্প্রদায় আ ৭।৬৪ ; হীনাচার আ ৭।৭০ ; হীনের বন্দন ম ২৫।৭১

হুঙ্কার আ ৩।৩০, ৩১, ৭৫, ৯১, ১০৮ ; ৪।২৭০ ; ৫।১৬৭ ; ৬।৩৩, ৮৫, ১১১ ; ৯। ৫০ ; ১৩।৭১, ৯৮ ; ম ৩।১১৫ ; ৪।২০০ ; ৫। ১৪৬ ; ৬।৩৮ ; ১০।৮০, ১১।২২২ ; ১২।১৩৮, ১৪৬ ; ১৩।৮২, ৮৭ ; ১৭।১৫৭, ১৯৪ ; ১৮। ১৭৭ ; ১৯।৭৯ ; অ ২।১৯ ; ১০।৭১ ; ১৮।৭৫ ; হুঙ্কার-কীর্ত্তন-রঙ্গ আ ১৩।৯৮ ; হুঙ্কার-গর্জ্জন

ম ৩।১১৫ ; হুতাশ ম ২।১৪ ; ৯।১৮৭ ; হুহুঙ্কার ম ২।৭৩ ; ১৭।১১২

হৃদয় আ ১।৬১, ১০০ ; ১৩।৮৪, ৮৫, ম ৩।১০৪ ; ৮।১৭৬, ২৬৫, ২৬৭ ; অ ৬।২৯১ ; ১৩।৯৮ ; হৃদয়কন্দর আ ৩।৩১ ; হৃদয়কমল ম ২৫।১২৫ ; হৃদয়-শ্রবণ আ ৭।৫১ ; হৃদয়-সারথি ম ১১।৩৭ ; হৃদয়ানুবাদ অ ১।১১৭ ; হৃদয়ের শোক ম ২।৩৫ ; হৃদ্রোগ-কাম অ ৫।৪৬ ; হৃষ্ট ম ৬।৫৫ ; হেমকীলিত চন্দন অ ১৯।৯৫ ; হেমভার ম ৬।১৭১ ; হেমাব্জ অ ১৮।৯২, ৯৪ ; হেলা (অনায়াস) ম ২৫।১৪৭ ; হেলায় মুক্তি ম ২৫।১৪৭

অঙ্গাভরণ-সমূহ

অঙ্গদ আ ১৩।১১২ ; ম ১০।১৭১ ; অবতংস (কর্ণের অলঙ্কার) ম ৮।১৭৯

কঙ্কণ আ ১৩।১১২ ; অ ১৭।৪২ ; কটি-পট্টসূত্র-ডোরী (ঘুন্‌সি) আ ১৩।১১৩ ; কড়ি-বউলি (কর্ণাভরণ-বিশেষ) আ ১৩।১১২ ; কিঙ্কিণী ম ১৩।২১ ; ১৪।১০৯ ; অ ১৭।৪২ ; কুণ্ডল অ ১৪।৪৪ ; মকরকুণ্ডল (মকরাকৃতি কর্ণভূষণ) ম ২১।১২৯ ; অ ১৩।১৩১ ; ১৫।৭৩

চিত্রবর্ণ পট্টসাড়ী আ ১৩।১১৩

নূপুর আ ৫।১৮৬ ; ১৪।৭৮, ৭৯ ; ম ৫।৯৯, ১০।২ ; ২১।১২৮ ; অ ১৭।৪২

বস্ত্রালঙ্কার আ ১৩।১১৪ ; বুনি-ফোতো-পট্টপাড়ী আ ১৩।১১৩ ; ব্যাঘ্রনখ আ ১৩।১১৩

মকরকুণ্ডল ম ২১।১২৯, অ ১৩।১৩১ ; ১৫।৭৩ ; মলবক্ষ আ ১৩।১১২ ; মুক্তা ম ৫।১২৬, ১২৭, ১২৯, ১৩২ ; মুক্তামালা আ ১৯।৩৯ ; মুক্তাহার ম ২১।১০৯, অ ১৫।৬৬

রজতমুদ্রা-পাশুলি আ ১৩।১১২ ; রজতের মলবক্ষ আ ১৩।১১২

শঙ্খ (শঙ্খনির্ম্মিত বলয়) আ ১৩।১১২ ; দিব্যশঙ্খ আ ১৩।১১২

সুবর্ণ-কুণ্ডল আ ৫।১৮৬ ; সবুর্ণের অঙ্গদ আ ১৩।১১২ ; সুবর্ণের কড়ি-বউলি আ ১৩।১১২ ; স্বর্ণমুদ্রার হারগণ আ ১৩।১১২ ; স্বর্ণাঙ্গদ বালা আ ৫।১৮৬

হেমজড়ি আ ১৩।১১৩

অপ্রচলিত শব্দাবলী

অগেয়ান আ ৪।২৫০, ম ২।২১ ; ম ১০।১৫৬ ; অ ১৫।৯ ; অঙ্গী করিয়াছে (অঙ্গীকার করিয়াছে) আ ১৭।২৭৬ ; অঝোর নয়ন অ ১২।৭৫ ; অট্টালী অ ১০।৬৩ ; অধিকাই আ ৪।২৫৮ ; অনুব্রজি' ম ৭।১৩৫, অ ১৬।৩০ ; অপরশ আ ১০।১৪২ ; অব্ (এক্ষণে) ম ৮।১৯৪ ; অবঁহি (এখনই) ম ১৮।১৭০ ; অভাগিয়া ম ৮।২৫৯

আই ম ৩।১৪৫ ; ১৪৯, ১৫০ ; ম ১০।৬৮, ৭২, ৭৫, ৯২ ; ম ১৬।১৩৫ ; অ ১২।৮৬, ৮৭, অ ১৩।৩২ ; আইনু আ ৫।১৯৯ ইত্যাদি ; আইল আ ১২।৪৩ ইত্যাদি ; আইলা আ ১০।১১৭ ইত্যাদি ; আইলাম অ ১।৫১ ইত্যাদি ; আইস অ ১।৩৬ ; আইসেন অ ১।৪৭ ; আউটি' ম ১৪।২১৪ ; আউল অ ১৯।২১ ; আউলায় আ ৮।২৩ ; অ ১৩।১২৬ ; ১৪।৫১ ; ১৭।৪৬ ; আঁখি আ ১৭।১৮২ ; ম ২১।১৩২-১৩৪ ; আঁচল ম ৪।১৩১ ; অ ৯।৩৯ ; ১১।৭৩ ; ১৬।৯২ ; আঁঠি অ ১৩।৭৫ ; ১৬।৩৫-৩৭ ; আকৃত্যে অ ১৮।১১৮ ; আকৃত্যে-প্রকৃত্যে ম ৮।৪৩ ; আখরিয়া আ ১০।৬৫ ; আগল (অগ্রগণ্য) আ ৬।৪৭ ; আ ১৭।২৩২ ; আগুবাড়ি' ম ১৬।৪১ ; আঙ্গটিয়া পাতে ম ৩।৪৩ ; ম ১৫।২০৭ ; আঙ্গিনা ম ১৪।৬৩, অ ১২।১১৯ ; আচম্বিতে অ ১।৪৭, ৯৪ ; ২।৪২, ৪৮ ; ৪।৫৪, ৮।৯৫, ১০।৭১, ১৪।৮৪, ১০১, ১৫।২৮, ১৭।১০, ১৮।২৬, ১৯।৩২, ৮৫ ; আছয় ম ৮।৮২ ; আছয়ে আ ৪।২৩৮ ; আছাড় ম ৩।১৬৩ ; ১১।২২১ ; আছিল আ ১৩।১০৭, ১০৮ ; ম ৩।১০৭ ; আছিলা অ ৩।১৫৩ ; আছিলাম ম ৭।১৪৬ ; আছিলুঁ আ ১৭।১০৪ ; আছিস্ অ ১০।৯২ ; আছুক আ ৬।১০৫ ; আজা অ ৬।১৯৫ ; আজাড় অ ১০।৫৬ ; আজিহ অ ৪।১৬৪ ; আজুক ম ৩।১১৪ ; আড়ানী ম ৫।১২২ ; আড়ে অ ১৬।৪১

আত্ম (সংস্কৃত 'আত্মন্'-শব্দের অপভ্রংশ —নিজ) আ ১৪।৩৩ ; আদিবস্যা অ ১০।১১৬, ১৪।২৬ ; আন (অন্য, আর) আ ৩।৫৪, ৬।৬৫, ৮৮, ১০৪, ৯।৫২, ১০।৫২, ম ৬।২৩৭, ২১।১২০, ২৪।৩৫ ; অ ৩।২২, ২৪, ৫।৬১ ; আনকথা ম ২১।১৪৪ ; আনের বৈভব-সত্তা ম ২১।১২০ ; আনহ অ ২।১০৩ ইত্যাদি ; আনাইলা ম ৬।৪১ ইত্যাদি ; আনাঞা ম ৪।৮১ ইত্যাদি ; আনিয়া আ ৪।৯৩ ইত্যাদি ; আমাকেহ অ ৩১।২২ ইত্যাদি ; আমিহ অ ১।২১৯ ইত্যাদি ; আয় (আসিয়া) আ ৫।২৩২ ; আরিন্দাগিরি অ ৩।১৮৯ ; আরিন্দাব্রাহ্মণ অ ৩।১৮৮ ; আলবাটী অ ১৬।১৩২ ; আলুয়াইলা ম ১৯।৯৯

আশ ম ৪।২১৩ ; আশপাশ ম ৮।১৭৭ ; ১৩।৮৬ ; আশাঝুলি অ ১৪।৪৪ ; আশোয়ার ম ১৮।১৬৩ ; আসোয়াথ ম ১৪।২০৫ ; আস্তে-ব্যস্তে অ ১৭।২৫১ ; ম ৪।১৯৯ ; ৬।২২১, ৯।১৮৫ ; ১২।১৪৫ ; ১৭।১৫০, ২২০, ১৯।৮০ ; ২৪।২৬৬ ; অ ২।১৩৪ ; ৩।৩৪ ; ১৩।৮২ ; ১৪।২৭

ইতি-উতি আ ৭।৮৮, ম ২।৭২, ৪।২০০, ২৪।২৬৬, অ ৬।২২৭, ৮।৩৯, ৯।২৪, ১৪।১০৩, ১৭।১৫, ২২ ; ১৮।৭, ৭৬ ; ১৯।৯৯ ইতিউতি গতি ম ১।২৪৬ ; ইথিমধ্যে আ ৭।৪৯ ; ইথি লাগি' আ ৪।৫৮, ৮।১০ ; ইথে আ ২।৪৪, ৫৬ ইত্যাদি ; ইহঁ বা ইঁহ আ ২।৬১ ইত্যাদি ; ইহাঁ বা ইঁহা ম ৬।৬০ ইত্যাদি ; ইহাঁতে বা ইঁহাতে অ ৩।২৮ ; ইহাঁর বা ইঁহার অ ১।১৯৭ ; ইহাঁয় বা ইঁহায় অ ১।১৯৭ ; ইঁহারে অ ১।১৯৯ ; ইহোঁ আ ২।২৯ ; ম ৫।১৫৭ ইত্যাদি

উকাশিতে ম ২।২১ ; উঘাড়ি' আ ৪।১০৯, ৭।২০, ম ২।২৭, ৩৫, ৪।২০৩, ১৮।৬১, অ ৩।১১০, ৭।১১৫, ১৪।৪০, ১৫।৭৭, ১৯।৭২ ; উঠাঞাছ অ ১৮।৬৭ ; উছলিল আ ৭।২৫ ; উজাড় আ ৭।২৪, ১৭।২১১, ম ১৮।৩০, অ ৩।১৬৩ ; উজির অ ৩।১৫৮, ৬।২০, ৩১ ; উজোর (উজ্জ্বল) অ ১৯।৩৬ ; উঝালি ম ৩।৯৪ ; উড়াঞা আ ১২।১২ ; উড়ান অ ১৯।৩৯ ; উড়িয়া (উৎকলবাসী) ম ১৬।১৭১, ১৯।২৮ ; অ ১।৫৮ ; ৩।৩ ; ১৪।২৪ ; উড়িয়া-কটক ম ১৬।১৬১ ; উড়িয়া-নাবিক অ ১।১৮,

উড়িয়া-দেশ অ ১।৪০ ; উড়িয়া-পথ ম ১৬। ২০ ; অ ১২।১৬ ; উড়িয়াপদ অ ১০।৬৭ ; উড়িয়া-ভক্তগণ ম ১৬।৯৬, ৯৭, উড়িয়া-স্থান ম ১৬।১৬৯ ; উতরে ম ১৮।৪৩ ; উতার অ ১২।৩৭ ; উত্তরিলা অ ১।৪৫ ; ৪।১৩ ; উথলিল ম ৪।১৭৫ ; ১৪।২৩২ ; অ ৫।৬৩ ; ১০।৭৬ ; ১৫।৮৬ ; ১৮।২৭ ; উদুখল ম ৯। ১২৯ ; উদ্ধারিমু আ ১৭।৫১ ; উপজয়ম ২২। ৪৫ ইত্যাদি ; উপজয়ে আ ৭।৮৩ ইত্যাদি ; উপজাঞা অ ৪।১৯৫ ; উপজায় আ ১৭।১৫৩ ইত্যাদি ; উপজিবে ম ২।৮৭ ইত্যাদি ; উপজিল আ ৯।১১ ইত্যাদি; উপজে অ ৫।১০১ ইত্যাদি; উবরিল ম ১৪।৪৩ ; উভারিল ম ১৫।২০৭ ; উলটিয়া ম ৫।৯৮;অ ৬।১৭১ ; উসিমিসি অ ৩।১২২

এক ঠাঞি আ ৪।৫৭ ;১৭।১৫৩ ; একল ম ৫।৬০ ; একলা আ ৫।১৪২ ইত্যাদি ; একলি আ ৪।১৩৯ ; একলে আ ৭।৭ ইত্যাদি ; একেলা ম ১।৫৯ ইত্যাদি ; একেশ্বর ম ১৫।১৯৫ ; ১৬।১৩৪, ২৭১ ; অ ২।৩৮ ; এড়াইল আ ৭।৩২ ইত্যাদি ; এড়াইবে আ ৭।৩৭ ; এতেক অ ৬।২৭০ ; এথা অ ৯।৯৪ ইত্যাদি ; এথাকে অ ৩।২৩৪ ; এবে আ ১৩।৬ ইত্যাদি ; এ সবার আ ১।৮২ ; এহোঁ ম ৫।১৫৭ ইত্যাদি ; এহো আ ৪।৬ ইত্যাদি

ঐছন আ ১৩।১০১ ইত্যাদি ; ঐছে ম ১১।৯৪ ইত্যাদি

ওঁত ম ২৪।২২৮ ; ওঝা অ ১৮।৫৬, ৬১; ওড়ন-পাড়ন অ ১৩।১৯ ; উড়ফুল আ ১৭। ৩৯ ; ওথা অ ১৮।৫৯ ; ওর ম ৩।১১৪ ; ওরপার অ ২০।৮০ ; ওলাহন আ ১৪।৪১, ৭১ ; অ ৭।১৪৬, ১৫০ ; ১৭।৩৩ ; ১৯।৪৪

কক্ষাপাত (পরাজয়) অ ৭।১০৬ ; কড়চা ম ৮।৩১২ ; অ ১।৩৬ ; ৩।২৬৭ ; ১৪।৭-৯ ; কড়ার অ ১৩।১৩৪, কড়ার চন্দন ডোর ম ১৬।৯৫ ; কড়ি অ ১।১৯ ; কণ ম ২১।১০২, অ ১৭।৪১, ৪৪ ; ১৮।২০ ; ২০।৯১ ; কতি অ ১৭।২২ ; ১৯।৫৩ ; কতেক আ ১০।২৮ ; কথেক অ ৭।১৪৯ ; কদর্থনা (কষ্ট) ২৪।২৪৪; কদর্থিয়া ম ২৪।২৪৫ ; কপাট (কিয়দংশ সাধারণ-শব্দে দ্রষ্টব্য) অ ১২।১২০: ১৪।৬০; ১৬।৪১; ১৭।১১, ১৩ ; করঙ্গ অ ১৪।৯৭; ১৬।৪০ ; কাঁথা করঙ্গিয়া ম ২৫।১৭৬

করয়ে অ ২।৬৩ ইত্যাদি ; করহ অ ২। ৫১, ১২৩ ইত্যাদি ; করাইলি আ ১৭।৫২ ইত্যাদি ; করাইহ অ ৩।৪০ ইত্যাদি ; করাঙ অ ১৬।৮২ ইত্যাদি ; করাকরি অ ১৮।৮৭ ; করাঞা অ ২০।৫৩ ইত্যাদি ; করাহ অ ২।৫১ ইত্যাদি; করিনু আ ১৭।১৮৪ ইত্যাদি ; করিমু আ ৩।২০, ২৮ ইত্যাদি ; করিয়াছোঁ ম ৩।৩৯ ; অ ৩।১৩২; ইত্যাদি ; করিলা অ ১।১৪ ইত্যাদি ; করিলুঁ ম ২।৯১ ইত্যাদি ; করু ম ১।৩৬ ইত্যাদি; করেছ অ ২।৩১ ইত্যাদি ; করোঁ আ ৩।১০১ ইত্যাদি; করোঁয়া ম ১৯।১২৯ ; ২০।৩৬ ; কারোয়াঁর পানি ম ২৫।১৮৬ ; কলাখোলা-ডাঙ্গা ম ১৫। ২০৯ ; কলাডোঙ্গা অ ১২।১২৫; কলাপাত আ ১৭।৩৯ ; অ ১২।১২৫ ; কলার পাটুয়া-খোলা অ ১৬।৩৪, ৩৬ ; কলার শরলা অ ১৩।৫, ১২ ; কলৌ অ ২০।৮, ৯ ; কষ্টে-সৃষ্টে ম ১৬।২৬০ ; ১৭।১৯৭

কহাঞাঁ অ ১।৩৩ ইত্যাদি ; কহান অ ১। ২১১ ইত্যাদি ; কহাইলুঁ অ ১৬।৬৯ ইত্যাদি; কহিয় অ ২।৪২ ইত্যাদি ; কহিয়ে অ ৩।১৯ ইত্যাদি ; কহিলা অ ১।৪৮ ইত্যাদি ; কহোঁ আ ১৭।৩২ ; কাঁকর আ ১৭।১০৬, ১১২, ম ১২। ৯৩, ১৩১ ; কাঁচাসোনাদ্যুতি আ ১৩।১০৪ ; কাঁটা অ ১৩।৮২ ; কাঁথা বা কান্থা ম ১৯।১২৯, ২০।৩৬, ৮৪-৮৮ ; অ ১৪।৪৫ ; কাঁথা-করঙ্গিয়া ম ২৫।১৭৬ ; কাঁসা ম ৮।২৯৩ ; কাঁহা বা কাহা আ ৯।৩৪ ইত্যাদি ; কাঁহাতে অ ২।১১০; কাঁহো বা কাহো ম ২৫।২৬০ ইত্যাদি ; কাক ম ৮।২৫৮ ; কা-কথা ম ৮।২৪০ ; ৯।১৪৮ ; কাকলী অ ১৭।৪৬ ; কাঙ্গাল ম ১৪।৪৪-৪৬ ; ২৫।১৭৬ ; কাজী আ ১৭।১২৪, ১২৫, ১২৯, ১৩১, ১৩৪, ১৩৯, ১৪১-১৪৪, ১৪৬, ১৫২, ১৫৫, ১৬৮, ১৭৪, ১৭৫, ১৭৮, ১৮৭, ১৮৮, ২১৬, ২১৯, ২২২, ২২৪-২২৬ ; কাজীগণ আ ১০।৫৩ ; কাটন ম ২।৫৯

কাড়িতে বা কাঢ়িতে ম ১৫।১৪৯ ;অ ৪। ৪০ ইত্যাদি ; কাড়িয়ে ম ১৮।১৪২ ইত্যাদি ; কাড়িল ম ১৯।৪৯ ;অ ৬।১৯৩ ইত্যাদি ; কাঢ় বা কাড় ম ৪।৩৭, ৪৩ ইত্যাদি ; কাণাকড়ি ম ২।৩১;অ ১৭।৪৭, কাণাকড়ি-ছিদ্রসম ম ২। ৩১ ; কানু ম ৩।১২৪ ; কাম (কার্য্য) ম ২৪। ২৩৬ ;অ ৩।২৩৯ ; অ ৮।৪৪ ; কালিকার অ ৪।১৫৮, ১৬৭ ; কাহাতে অ ১।৬৬ ; কাহো আ ৫।১২৮ ; কীড়া আ ১৭।৫১ ;ম ৭।১৩৭ ; অ ৪।১৮৯ ; ৬।১৯৭ ;কীড়াময় ম ৭।১৩৬

কুঁজা অ ৬।২৯৬, ২৯৯ ; কুঠারি ম ৪। ৪৯ ; কুথলী (ঝুলি) অ ১০।২৩, ২৭, ৩৬ ; কুমারের চাক (অপ্র) অ ১৫।৬ ; কৃষ্ণ-ঠাঞি ম ২।৬০; কেনে আ ১২।৪৭, ৪৯ ইত্যাদি ; কেয়া-পত্র ম ১৫।২০৯ ইত্যাদি

কৈছে আ ২।৩৪ ইত্যাদি ; কৈনু আ ৭।৫৪ ইত্যাদি ; কৈফিয়ৎ অ ৬।২০ ; কৈল আ ৩।৪৭ ইত্যাদি ; কৈলা ম ৭।১০৮ ইত্যাদি ; কৈলি অ ৫।১১৭ ইত্যাদি ; কৈলু আ ৭।১৪৮ ইত্যাদি ; কৈলে আ ১৭।১৫৭ ইত্যাদি ; কোঁকড় অ ৩। ২০৮ ; কোঠরি ম ২১।৪৮, ৫২ ; কোদালি ম ৪।৪৯ ; কোল ম ৪।১৯৯ ; অ ১৩।৮৩ ; কোলাকুলি ম ১৬।১৯৩ ; ১৭।১৫৯

কৌড়ি অ ৬।২৭০, ৩০৪, ৩০৫ ;৮।৩৮; অ ৯।১৯, ২৮, ২৯, ৩১, ৩৯, ৪৭, ৯১, ৯৭, ১০০-১০২, ১০৫, ১১১, ১১২, ১১৯, ১৩৩ ; ক্যা ক্যা (কি কি) ম ৪।১১৩ ; ক্ষমাইতে আ ২।৩১ ; ক্ষমাইলা অ ১।৩১ ; ক্ষমাপয় ম ১৯।১৯৮

খট্‌মটি আ ১০।২৩ ;অ ৭।১৩৯ ; খণ্ডা-ইলা অ ৩।৭৫, ৮২ ; খসাঞা অ ১০।১৩১ ; খসায় অ ১৬।১২৮ ;১৯।৯৬ ; খাঁ (উপাধি) ম ২৫।১৮২ ;খাঁ সৈয়দ ম ২৫।১৮০ ; খাই অ ২। ৭৭ ইত্যাদি ; খাওয়াইমু আ ১৭।৫১ ; খাজুয়া-ইতে অ ৪।৫ ; খাঞা আ ১৭।২০৮ ইত্যাদি ; খাট আ ১৭।১১, ২৪২ ; ম ৪।৮১ ;অ ১৩।১৪; খাড়া অ ৬।২১৭, ২২১, ২২৫ ; খান (উপাধি) অ ১০।১০, ১২১ ; ম ১১।৯১ ; খাপ্‌ড়া ম ১২।৯৮ ; খায় অ ৯।১২১ ইত্যাদি ; খাল ম ২।৫৪ ; খাসাবস্ত্র অ ৬।৩২২ ; খিলিয়া অ ১২।১২০ ; খুটিয়া (উপাধি) ম ১৫।১৯, ২৯ ; খুড়া অ ১৬।৮ ; খোদাইতে ম ২৫।১৮১ ; খোদাইল অ ৩।১৫৬ ; খোলা (বল্কল) অ ১৬। ৩৪, ৩৬ ; খোলাবেচা আ ১০।৬৭

গড়খাই ম ১।১৭৫, ১৭৬ ; গড়বড়ি ম ১৮।১৪৮ ; গড়াগড়ি আ ৯।৫০ ; ১৭।২০৮ ; ম ১৬।১৬৬ ;১৭।২২১ ;১৮।৭৩ ;১৯।৩৯ ; গড়াঞা ম ৪।১৪৭ ; গড়দ্বার ম ২০।১৬, ২৮; গরগর ম ১৭।২২৩ ;২২৯ ;১৯।৬৪ ; অ ১৩। ১১৫ ; ১৪।৩৮ ; ১৬।১০৩ ; ১৯।৫৭ ; গলা-গালি ম ৭।১৪৯ ;৮।২৩৩ ;৯।২৯০ ;২০।৫৩

গায় (গান করে) ম ২০।৩১৫ ; গায় অ ১৬।১৫০ ; গাগরী অ ১২।১০৩ ; গাঞা ম ১।২৬৯ ; গাড়ে অ ১৬।৪১, ৪২ ; গাঙ্গুলী (উপাধি) আ ১২।৮৭ ; গান ম ৮।২৫০ ; ৯। ৮১ ;২১।১২৮ ; অ ১৪।৩৯ ; ১৮।৬ ; গায়ন আ ৭।৪১ ; ১৩।১০৯ ; ম ১।৫৪ ; ১৩।৩৩,

৩৪ ; ১৪ ।৯৮ ; গায়েন অ ২ ।১৫৪ ; গালাগালি ম ১২ ।১৯৬ ; গালি অ ১২ ।১৯

গুঞ্জিয়া ম ১ ।৬১ ; গুণ্ডা (চূর্ণ—'গুঁড়া') অ ১০ ।১৬, ২২ ; গুপত (পদ্যে ব্যবহৃত) আ ১০ ।২৬ ; গৃহপিণ্ডা ম ১৩ ।২০২ ; গেনু ম ১৩ ।১১৩ ইত্যাদি ; গেরি অ ১৩ ।৭ ; গেল ত' অ ২ ।১২৬ ; গেলা আ ৫ ।১৭২ ইত্যাদি ; গেলাঙ আ ৮ ।৭৩ ইত্যাদি ; গেলুঁ আ ১৭ ।১৮৯ ইত্যাদি ; গেহ আ ১৩ ।৮১ ; গোঁ গোঁ অ ১৮ । ৫৪ ; ১৯ ।৬০ ইত্যাদি ; গোঙাইতে ম ২ ।৫৭ ইত্যাদি ; গোঙাইনু ম ২০ ।৯৯ ইত্যাদি ; গোঙাইব ম ৮ ।২৪১ ইত্যাদি ; গোঙাইল ম ১ ।৮৮ ইত্যাদি ; গোঙাইলা ম ৮ ।২৩৪ ; অ ১০ ।১৩৩ ; গোঙায় ম ১ ।১২৫ ; গোফা ম ১৮ ।৫৯, ৬১ ; অ ৩ ।২১৪, ২২৩, ২২৭, ২২৯, ২৩২ ; ১৩ ।৪৬ ; গোফা-দ্বার অ ৩ ।২৩২ ; গোয়াঙ ম ১১ ।১৬৬ ; গোয়াল ম ১৭ ।১৯৭ ; গোয়ালা আ ১৭ ।১১০

গোসাঞা (চৈতন্য) ম ১ ।১৬৯; গোসাঞি (অদ্বৈত) আ ৩ ।৭৩ ; ৫ ।১৪৭, ১৪৮ ; ৬ ।৬, ১১১; ৮ ।৭০ ; ১৩ ।৬৪ ; ১৭ ।৬৬, ৬৮, ১৩৬, ২৯৮ ; ম ৩ ।২০, ৩০, ৩২, ১৩৫ ; অ ৩ ।২১৬; ৭ ।৪৭ ; ১২ ।৮, ৭০ ; গোসাঞি (ঈশ্বরপুরী) ম ১০ ।১৩২, ১৩৩, ১৩৬ ; গোসাঞি (কাশীশ্বর) আ ৮ ।৬৬ ; ম ১০ ।১৮৫ ; গোসাঞি (কৃষ্ণ) অ ১৬ ।১২৯ ; গোসাঞি (গদাধর পণ্ডিত) আ ৮ ।৫৯, ৬৮ ; ১০ ।১৫ ; ১৭ ।৩০১ ; ম ১৬ । ১৩৬ ; অ ৭ ।৬ ; গোসাঞি (গুরু-উদ্দেশে) আ ৭ ।৮১ ; অ ৩ ।১২ ; গোসাঞি (গোবিন্দ) আ ৮ ।৬৬ ; ম ১৮ ।৫০ ; গোসাঞি (চৈতন্য) আ ২ ।৯, ১১০, ১২০, ৪ ।৫৭, ১৬১ ; ৫ ।১৪৩ ; ৬ ।৪১, ৫১ ; ৭ ।১২, ৬৩ ; ১০ ।৪, ৪০, ১৪২ ; ১১ ।১৩ ; ১২ ।১৪, ১৬, ১৮, ২১ ; ১৬ ।১১০; ১৭ ।২২৭, ২৫৯, ২৯৫ ; ম ১ ।১২৭, ১০৯, ১৬৩, ১৬৯, ১৭৫, ১৭৬, ২২০ ; ৩ ।৭৮, ১২০ ; ৬ ।৪৮, ৫০, ৫৫, ৬৪, ৯৪, ১১০ ; ৭ ।১২৩, ১৩২, ১৩৮ ; ৯ ।৪১, ২২৬, ২৯১, ২৯৪, ৩২৬, ১১ ।১৬২ ; ১২ ।১২ ; ১৫ ।৩৫, ১৩৩, ২৬১ ; ১৬ ।৬, ৩৮, ২৪৬ ; ১৮ ।৬৪, ৮৩, ২০১ ; ১৯ ।৩২ ; ২০ ।৮৮ ; ২৫ ।৪৪, ১৫৬, ২২৮ ; অ ১ ।৫০, ৫৩, ২১৪ ; ২ ।৪৭, ৬২, ৬৭, ৮৭, ১২১ ; ৩ ।৯, ১১, ১২, ২৬৫ ; ৪ ।৪৫ ; ৫ । ১১৪ ; ৬ ।১৮৯, ৩০৬, ৩০৭ ; ৮ ।৬৮ ; ৯ । ১৩৯ ; ১০ ।১০৮ ; ১২ ।১০ ; ১৩ ।৭১ ; ১৪ । ৬২ ; ১৭ ।৮ ; গোসাঞি-প্রতিষ্ঠা অ ৩ ।১২ ; গোসাঞির স্থান ম ৬ ।১১৪ ; গোসাঞি (জীব) আ ৩ ।৭৯ ; ম ১ ।৪২ ; ১৮ ।৫০ ; অ ৪ ।২৩২ ; গোসাঞি (নারদ) ম ১৪ ।২৩২, ২৩৬ ; গোসাঞি (নিত্যানন্দ) আ ৩ ।৭৩ ; ৭ ।১৬৫ ; ১২ ।২১ ; ১৭ ।১৬, ১১৬ ; ম ১ ।২৪ ; ৩ ।৭৮, ১১৩, ১৫৩, ১৫৫, ২০৯ ; ৫ ।৮ ; ৬ ।২২, ৩১, ১৩২ ; ৭ ।৮৩ ; ১১ ।৩৪ ; ১২ ।৩৬ ; ১৬ । ৩৯ ; অ ৩ ।১৪৭, ১৫১, ১৫৬ ; ৬ ।৪২ ; গোসাঞি (পরমানন্দপুরী) ম ১ ।১৪৯ ; ৯ । ১৬৮, ১৬৯, ১৭১ ; ১০ ।১২৮ ; ১১ ।৩৪ ; ১৫ ।১৮৪, ১৯৪; ১৬ ।১২৭ ; অ ২ ।১২৯, ১৩১, ১৩৪, ১৩৭ ; ৮ ।৬ ; ১৪ ।৯০, ১১৫ ; গোসাঞি (বলরাম—কৃষ্ণাগ্রজ) আ ৫ ।৮ ; গোসাঞি (বীরভদ্র) আ ১১ ।১২, ৫৬ ; গোসাঞি (ব্রহ্মানন্দ ভারতী) আ ১৭ ।২৭২ ; ম ১১ ।৩৪ ; অ ১৪ ।৯০ ; গোসাঞি (ভগবান্) ম ২০ ।৬ ; গোসাঞি-নির্ব্বিশেষ ম ১৮ ।২০০ ; সাকার ; গোসাঞি (ভূগর্ভ) আ ৮ ।৬৮ ; ১২ ।৮১ ; ম ১৮ ।৫০ ; গোসাঞি (মাধবেন্দ্রপুরী) ম ৪ ।৭৫, ৭৮, ৮৩, ৯১, ১০৩, ১০৫, ১০৮, ১১৯, ১৩৫, ১৫২, ১৬২, ১৭৫, ২১০ ; ৯ ।২৮৯ ; ১৭ ।১৭৭, ১৮৫ ; অ ৮ ।১৭, ৩৫ ; গোসাঞি (যাদবাচার্য্য) আ ৮ ।৬৭ ; গোসাঞি (রঘুনাথভট্ট) ম ১৮ ।৪৯; গোসাঞি (রামচন্দ্রপুরী) অ ৮ ।৫ ; গোসাঞি (রূপ) আ ৪ ।২৭৩, ২৭৪ ; ১০ ।১৫৭, ১৫৮ ; ম ১ ।৩৬, ৬০, ৬৭, ২৫৮ ; ১৮ ।৪৬, ৪৮ ; ১৯ ।৬, ১১, ৩৬, ৩৭, ৮৮, ১১৪ ; ২৫ ।১৭৯; অ ১ ।৩৮, ৪৩, ৬৮, ৭৩, ৭৭, ৮০, ৮২ ৯৩, ১৩১, ১৪১, ১৪৯, ১৫৭, ১৮৩, ২২০ ; ৪ । ২১৩, ২১৪, ২১৬, ২২৩ ; ১৩ ।১২৬ ; ১৫ । ৯৬ ; ১৯ ।১০১ ; গোসাঞি (সনাতন) আ ৭ । ৪৭ ; ম ১ ।৩৬, ২৬০ ; ১৯ ।১৩, ১৮ ; ২০ ।৩২-৪৫, ৮৯, ৯৩ ; ২৫ ।১৭৮, ২০৩ ; অ ১৩ ।৭০, ৭১ ; গোসাঞি (স্বরূপ) আ ৪ ।১০৫ ; ম ১ । ৭০ ; ২ ।৯৩ ; ১০ ।১১৪ ; ১১ ।৩৪, ২০২ ; ১৭ ।২৩ ; ২২ ।১২৮ ; অ ১ ।১৩, ১১৩ ; ২ ।৮৫, ১০৬, ১৩৮ ; ৩ ।২৬৭ ; ৫ ।১১১, ১২৮ ; ৬ ।১০, ৩০৩ ; ৯ ।৩৬ ; ১১ ।১২, ৪৯, ৬১, ৭৬-৭৮ ; ১৩ ।৯, ১৬, ১৭, ৩০, ৩৩ ; ১৪ ।৭, ৫৬, ৬৩, ৬৯, ১০৪ ; ১৫ ।৮২, ৮৩, ৮৫, ৮৯, ৯০ ; ১৬ ।৭০ ; ১৭ ।১৪, ৩০ ; ১৮ ।৪৫, ৬০, ১১০, ১১১, ১১৯ ; ১৯ ।২৪, ২৯, ৫৫, ৬৬ ; ২০ । ১১১ ; গোসাঞি (হরিদাস) অ ৩ ।১০৯

ঘড়া আ ১০ ।১৪৪ ; ঘর্ঘর অ ১৪ ।৯৩ ; ঘরভাত অ ২ ।৮৭ ; ১০ ।১৩৪, ১৫৫ ; ১২ । ৬৩ ; ১৩ ।১০৬ ; ঘাঘর ম ১৩ ।২১ ; ঘাট ম ৮ । ১৩ ; ঘাটাইল ম ১ ।২৬৬ ; অ ১০ ।১৫৬ ; ঘাটাঞা অ ৯ ।২৩ ; ঘাটি অ ১ ।২০ ; ১২ ।১৭, ২১ ; ঘাটি-সমাধান ম ১৬ ।১৯ ; অ ১ ।১৬ ; ১২ ।১৫ ; ঘাটিয়াল ম ১৬ ।২৬ ; ঘাটী (ঘাট-ওয়ালা) ম ৪ ।১৫৩ ; ঘাটীদান ম ৪ ।১৮৫ ; ঘাটী-দানী ম ৪ ।১৫৩ ; ঘুচাহ অ ৯ ।১৩৯ ; ঘোড়া পিড়া ম ১৮ ।১৭৪ ; ঘোড়ার পরাণে অ ১৫ ।১৭, ১৮

চক্রভ্রমিভ্রমে ম ১৩ ।৮২ ; চড় (চপেটা-ঘাত) আ ১১ ।২০ ; চড়াইল বা চড়াইলা ম ৪ ।১৭৫ ; অ ৯ ।১৩, ৩০, ৬৩, ৮৬ ইত্যাদি ; চড়াঞা ম ৩ ।৪০ ; অ ৯ ।২৮ ইত্যাদি ; চড়ায় অ ১ ।১৪ ইত্যাদি ; চরাঞা অ ২ ।১২০ ; চলহ অ ৩ ।২১ ; চলি' অ ১৩ ।৭১ ; চলিতেছিলা অ ২ । ৪৫ ইত্যাদি ; চলিলা অ ১ ।৫৩ ইত্যাদি ; চাউল অ ১৯ ।২০ ; চাঁদবদন ম ২ ।২৯ ; অ ১১ ।৩৩ ; চাঁদমুখ আ ১২ ।৩৩ ; ম ২ ।৪৭ ; চাঁদের হাট ম ২১ ।১৩০ ; অ ১৯ ।৯৮ ; চাঁদোয়া ম ১৩ ।২০ ; চাকরি ম ২৫ ।১৮০ ; চাঙ্গ অ ৯ ।১৩, ২৮, ৩০, ৫১, ৬৩, ৮৬, ১১০, ১৩৪, ১৩৫ ; চাঙ্গে চড়া অ ৯ ।৯৮ ; চাঙ্গড়া অ ১১ ।৭৫, ৭৬ ; চাচা আ ১৭ ।১৪৮ ; চানা চাবাঞা ম ২৬ ।১৯৮ ; চান্দ ম ২১ ।১৩০ ; অ ৬ ।১২৯ ; চান্দের ঠাট ম ২১ । ১২৮ ; চান্দের হাট ম ২১ ।১৩০ ; চাপড় ম ১ । ৬৮ ; ১৩ ।৯৫ ; অ ১ ।৮৩ ; ১৮ ।৬২ ; চাপয়ে ১৮ ।৫৮ ; চাবাঞা অ ১৩ ।৭৫ ; চাবুক ম ২৫ । ১৮১ ; চাম ম ১০ ।১৫৭ ; চারিভিতে ম ৯ । ২৩২ ; অ ১৯ ।৬৪ ; চাল (চাউল) আ ১৪ ।৫১; চাল (খড়ের ছাউনি) ম ১ ।৬১, ৬৬ ; অ ১ ।৮০, ৮১ ; চালাইতে আ ২ ।১০৮ ; চালাইল অ ২ । ৭৬ ; ৭ ।১৫৫ ; চালি অ ১৩ ।৭০

চিকিৎসার বাত্ ম ১৫ ।১২১ ; চিঠি অ ৬ । ১৫২ ; চিত আ ৮ ।৫৬ ; ম ২ ।৬৭ ; চিরি' চিরি' অ ১৩ ।১৮

চুম্বে (পদ্যে ব্যবহৃত) ম ৩ ।১৪২ ; চুরি ম ৩ ।৭১ ; ৪ ।২০, ১৭৪ ; ৮ ।২৭৮ ; চুষিতে অ ১৩ ।৭৫ ; ১৬ ।৩৭ ; চুষিয়া অ ১৬ ।৩৪ ; চুষে অ ১৬ ।৩৭ ; চেড়ী আ ১৩ ।১১৪ ; চোরা অ ৬ । ৪৭, ৫০ ; চোরার মাকে অ ১৬ ।১২৯ ; চোষা আঁঠি অ ১৬ ।৩৫

চৌঠ জন ম ৪ ।১৯৫ ; চৌঠি অ ৮ ।৫১, ৫৫ ; চৌতরা তলান অ ৬ ।৬৬ ; চৌদিক অ ১৫ ।৫৯ ; চৌদোলা (সুবর্ণের) ম ১৪ ।১২৮ ; চৌধুরী অ ৬ ।১৭

ছত্র (সত্র-শব্দের অপভ্রংশ) অ ৬ ।২১৯, ২৮১, ২৮৩, ২৮৬ ; ছত্রী (উপাধি 'ক্ষত্রিয়' শব্দের অপভ্রংশ) ম ১ ।১৭১ ; ছাওয়াল আ

১৭।১১১ ; ছাড়াইয়া আ ১০।৪২ ইত্যাদি ; ছাড়াঞা আ ১৬।১৮ ইত্যাদি ; ছানি' অ ১৯।৪১ ;ছানিঞা ম ৪।৫৫ ;ছানিল অ ৬।৫৭, ৫৮; ছার ম ৮।১৮৫ ; ১৭।৭৮ ;অ ৩।২৫৩ ;৫।১০৫ ;৮।২৩ ;১৩।৮৬ ;১৮।১৫, ২১ ;ছারখার আ ১৬।৬৮;ম ২।৩৪ ;২৫।৪৪ ;ছিণ্ডাকানি কাঁথা অ ৬।৩১২ ;ছিণ্ডিয়া আ ১৭।৬২ ;ছুঁইলা আ ১৪।৭৪ ;ছুঁইহ আ ৪।২০;ছোঁয় অ ১৮।২৩

জগজন ম ২৫।২৬৯ ;অ ৮।৩০ ;জগভরি' আ ১৩।৯৭ ;জগমোহন ম ৪।১১৩ ;১২।৮৩, ১১৯ ;অ ১০।৬৮ ;১৩।৭৯ ;১৬।৮৩ ;জগাতি ম ৪।১৮৪ ;জড়ায় অ ১৯।৭২ ; জনমিল আ ১৩।৭৪ ; জন্মাইহ অ ৩।২৯ ; জরে ম ৩।১২৪, জল ফেলাফেলি অ ১৮।৮৫ জাতি-কুল-পাঁতি আ ১১।২৭ ;জানাঞা ম ৬।৩১ ইত্যাদি ; জানিঞা ম ৬।২০০ ইত্যাদি ; জানিলাঙ আ ১৪।৩৪ ইত্যাদি ;জানিলুঁ ম ৮।১৮৬ ইত্যাদি ;জানুক অ ৩।৮৬ ইত্যাদি ;জারি' মারে ম ২২।১৩ ;জাল অ ১৮।৪৪, ৪৭, ৪৯, ৬৫, ১১৩ ;জালিয়া ম ১৮।১০৬, অ ১৮।৪৪-৪৭, ৬০, ৬৮, ১১৩, ১১৪ ;২০।১৩৫

জিনি' আ ৫।১৮৭ ; ১৬।২৪ ; ১৭।৬ ;ম ৫।৪৫, ১২১ ;জিনিনু ম ৬।২৩০ ; জিনিবারে ম ৫।৬৪ ;জিনিয়া ম ৩।১১০ ;জিনে আ ৯।২৬ ; ১৫।৬ ;জীতে অ ১৯।৪৪ ;জীন্দাপীর ম ২০।৫, অ ৬।২৮ ;জীব (প্রকট থাকিব) ম ৩।১৭৬ ;জীব (বাঁচিবে) ম ২৫।১৮৫, অ ১৮।৫৫ ;জীয়য় ম ২।৪৩ ;জীয়াইতে আ ১৭।৬০, ১৬৫ ;জীয়াইল অ ৪।৭৫ ;২০।৫৭ ;জীয়াইলা ম ১৫।২৯০ ; জীয়াও ম ৯।৫৮, ১৩।১৪৫, ১৪৭ ;জীয়ায় অ ১৯।৪৪ ;জীয়ে আ ১২।৬৬; ম ১৩।১৫২, ২৫।২৬৯ ;অ ২।৬৫, ১৬।১৯, ১৯।৩৬, ৪৩, ২০।৫৫ ;জীলা ম ২৫।২১৮ ; জুড়ায় অ ২।১৬৭, ১০।১৬১, ১১।৯০, ১৭।৬৫, ১৯।১১১ ; জ্ঞাতিখুড়া অ ১৬।৮ ; জ্যেঠা অ ৬।২১, ২৫, ৩২-৩৫

ঝন্‌ঝন্‌ আ ১৪।৭৮ ;ঝন্‌ঝনি ম ২১।৯৫; ঝলমল আ ১৬।৮৬ ;ম ৩।১১০ ;১২।২১২ ; ১৩।১৬৯ ; ২৪।১০ ; অ ৩।২২৮ ; ১৫।৬৭, ৭৩ ;১৮।২৭, ৯০ ;১৯।৮২ ;ঝারি (পাত্র) ম ২০।১৩৫ ; ঝারী (গন্ধজল-প্রদায়ক যন্ত্র) ম ১৪।১৩০ ;অ ২০।৮৮, ৮৯ ;ঝাল অ ১৩।৭৬; ঝালি আ ১০।২৬, ২৭ ;ম ১৬।১৭ ;অ ১০।১৩, ৩৭-৪০, ৫৫, ৫৬, ১২৮, ১২৯ ;১২।১২; ১৩।৯০, ৯৪, ৯৯ ;ঝালির সাজন অ ২০।১১৭; ঝাঁপ অ ১৮।২৮ ;ঝিকুর ম ১২।৮৮ ;ঝুঠ ম ৩।৮৭ ; ঝুটা ম ৩।৯৬, ৯৮, ৯৯ ; অ ১৬।১৪৬ ; বৈষ্ণবের ঝুটা অ ১৬।৫৮ ; ঝুরি' ম ১।৫৫ ;ঝুরোঁ ম ১৩।১৪৯ ;ঝুলি অ ১৪।৪৪, ৪৫ ;আশাঝুলি অ ১৪।৪৪ ;লোভের ঝুলি অ ১৪।৪৫

টলমল আ ৪।১৫৭ ;ম ২।৫৭ ;৮।১৩০; ১৩।৮২ ; ১৮।৬৮ ; ১৯।৮১ ; অ ১০।৬৪ ; টাটি ম ৪।৮২ ; টানাটানি ম ৯।৩৫৯ ;অ ৩।৪৮ ;১৫।৯, ২০ ; টুঙ্গি ম ১৫।১২১, ১২৩ ; ২০।৪০ ; টুটি ম ১৪।২৪৬ ; টোটা ম ১১।১৬৬ ;১৩।২৫ ;অ ১০।১০৪ ;১৩।৭৮

ঠক্‌ ম ১৮।১৭২, ১৮১, ১৮৩ ; ঠাকুর (অদ্বৈত ম ৩।৮৪ ; ঠাকুর (কাজী—গ্রামের ঠাকুর) আ ১৭।২১৩ ; ঠাকুর (ক্ষীরচোরা শ্রীগোপীনাথ) ম ৪।১১৯, ১২৫, ১২৬, ১৪১, ১৪৮, ২০৪, ২০৫ ; ঠাকুর (শ্রীগোবিন্দ, শ্রীগোপীনাথ, শ্রীমদনমোহন)—তিন ঠাকুর আ ১।১৯ ;অ ২০।১৪৩ ;ঠাকুর (শ্রীচৈতন্য) অ ৮।৩৪ ;ঠাকুর (শ্রীজগন্নাথদেব) ম ৭।৫৬ ; ৯।১১২ ;১০।২০, ২১ ;১৪।১০৯, ২০৭ ;অ ৪।১২৬ ;ঠাকুরের ভাণ্ডার ম ১৪।১০৯ ;ঠাকুর (ঝড়ু) অ ১৬।১৭, ২৪, ২৮, ৩০, ৩৩ ;ঠাকুর (শ্রীনিত্যানন্দ) আ ১১।৪৩ ;ম ৩।১৬ ;ঠাকুর (শ্রীনৃসিংহদেব) অ ২।৬৫ ; ঠাকুর (ব্রজের স্থাপিত অর্চ্চা) ম ৪।৫১-৫৪, ৯১ ;ম ১৮।২৮; ঠাকুর (ভগবান্‌) অ ৪।৪৭ ; ঠাকুর (রাঘব) ৬।১১১ ; ঠাকুর (রাঘব-গৃহের বিগ্রহ) অ ৬।১৪৮ ;ঠাকুর (সাক্ষীগোপাল) ম ৫।৩৩, ১২৭; ঠাকুর (হরিদাস) ম ১১।৮৬ ;অ ১।৪৬, ২০৯; ৩।১১১, ১২৬, ১২৭, ১২৯, ১৩০, ১৩২, ১৩৫, ১৩৭, ১৬৪, ১৬৬, ১৬৮, ১৭১, ১৭২, ১৭৫, ২০০, ২৪৫, ২৪৭, ২৬৯ ;৭।৪৪ ;১১।১৭, ৭৪ ; ঠাকুরাণী (বৈষ্ণব-গৃহিণী) ম ১৬।২১, ২৫ ; ঠাকুরাণী (শ্রীরাধা) অ ৬।১১৫; ঠাকুরাণী (লক্ষ্মীদেবী) ম ১৪।২১৪ ;ঠাকুরালী অ ১২।৩৫ ;ঠাঞ ম ৭।১৩৭ ;ঠাঞি বা ঠাঁই ম ১।১৭৩ ;২।৬০ ইত্যাদি ;ঠাট আ ১৭।২৮৩ ; ম ২১।১২৮ ;ঠাড় অ ৬।২৮২ ;ঠাম আ ১৩।১১৫ ;অ ১৯।৩৯ ;বালক-ঠাম আ ১৩।১১৫; চূড়ার ঠাম অ ১৯।৩৯ ; ঠারাঠারি ম ৫।১৩৮ ; ১৩।৫৮ ; ঠারে অ ১৬।৫৫ ; ঠারেঠোরে আ ১৩।১০১ ;১৭।১৫১ ;ম ১৬।৬০ ;অ ১৯।১৮ ; ঠিকারি ম ৪।১৩৯ ; ঠেকাঠেকি ম ২১।৯৫ ;ঠেঙ্গা ম ৫।৫১, ৫৩ ;ঠেলাঠেলি ম ১৩।১১৯

ডর অ ৬।২৩ ; ১৬।১২৬ ; ডরে আ ১৩।১৭ ;ম ৮।১০১ ;ডম্বরু আ ১৭।৯৯ ; ডাকাতিয়া বক্ষ অ ১৫।৭৪ ;ডাকিনী-শাঁখিনী আ ১৩।১১৭ ; খড়্গো ডারা অ ৯।৯৮ ;ডারিবে অ ৯।১৪ ;ডারিয়া অ ৯।৪১ ;মারি ডারিয়াছে ম ১৮।১৬৫ ; ডারে ম ২।২৬ ;অ ৬।৩১৬ ; ডাহিন অ ৬।১০৭ ;ডিঙ্গাতে ম ৯।২৪৭ ;ডুবায় অ ১৮।২৯ ; ডোঙ্গা ম ৩।৫১, ৫২ ; ডোম (জাতি) আ ১০।৮৩ ; ডোর ম ১০।১৭১ ; ১৬।৯৫ ;ডোর কড়ার প্রসাদ বস্ত্র অ ১১।৬৬ ; ডোরী ম ২৪।২৪৯, ২৫০

ঢঙ্গে ম ৩।৯৬ ; ১৬।২৬৯

ততেক অ ২০।৮১ ;ততেকে অ ২০।৮৯; তথাই অ ১।৩৫ ;তথি আ ৫।৫৩ ;তথি লাগি' আ ৩।৪০ ;তবহি বা তবহিঁ অ ১।৯০ ;৫।৩৬; ৬।১৫৮ ;১৮।৭৫ ;তবু ম ১।৭৮ ;তরজা বা তর্জ্জা ম ১৬।৬০ ;অ ১৪।৪৬ ;১৯।১৮, ২৩, ২৪, ২৭, ২৮ ; তরাস অ ১২।১৩৮ ; তর্জ্জ-গর্জ্জ আ ১৭।১৪০ ;অ ৬।২৩ ; তলানে অ ৬।৬৬ ;তঁহি বা তঁহি আ ৬।১১০ ;১৭।৩১৬ ইত্যাদি ;তহিমধ্যে আ ১।২৯ ;তাত (উত্তাপ) অ ১৪।৬৫ ;তা'তে ম ২২।২৫ ইত্যাদি ; তান ম ২১।১২৮ ইত্যাদি ;তারিতে (পদ্যে ব্যবহৃত) অ ২।১৩ ;তারিল (ঐ) অ ২।৭, ১৫ ;তারিলা (ঐ) ম ৭।১০৭ ; তারে বা তাঁরে অ ২।২১, ৩৯, ৫১ ইত্যাদি ;তালপাত ম ৬।২৫০ ;তালাক আ ১৭।২২২ ;তালি ('কর্ণে লাগে তালি') আ ১৭।২০৭ ; তালি (হাতে তালি) ম ৬।২৩৮ ; তা' সবা আ ৭।৩২ ;তা' সবার বা তাঁ' সবার আ ১।৩৭, ৪১ ;৫।৩১ ইত্যাদি ;তাঁ' সবারে আ ১৭।২০৩ ইত্যাদি ;তাঁহা বা তাঁহা অ ২।৪১, ৪৩ ;৩।৭ ইত্যাদি ;তাহাঁই অ ২।৪১ ইত্যাদি; তাহাঞি বা তাহাঁঞি আ ৫।১৫ ;ম ৮।২২৯ ইত্যাদি ; তাহে অ ৬।১৮৭ ;তিঁহ বা তিহঁ অ ৩।২৪১, ৫।৯৩ ;তিহোঁ আ ৫।১৪৭, ১৬৩ ইত্যাদি ;তুঞি অ ৩।২০০ ইত্যাদি ;তুমিহ অ ১।৮৯ ইত্যাদি ;তুর্কী ম ১৮।১৭৩ ;তুরুক্‌ অ ৬।১৯ ;তুরুক্‌ধারী ম ১৮।২৭ ;তুলা ম ৬।১০; ১৩।১২ ;তুলী ম ১৩।১১, ১২, তৃণটাটি ম ৪।৮২ ;তৃণপাত ম ২১।১১৩ ;তেঁহ বা তেহঁ আ ২।৮৫ ;অ ৬।১৬২ ইত্যাদি ; তেঁহ ত' অ ৯।৫২ ;তেঁহসে অ ১২।১৫৩ ;তেঁহো বা তেহোঁ অ ১।৪৩ ;৬।৪৫ ইত্যাদি ; তেঞি আ ৬।২৫ ইত্যাদি ; তেরছে ম ৫।১৪৯ ; ৯।৫৬ ; ২১।১০৫ ; তৈছে আ ৪।১২৭ ইত্যাদি ; তৈলঙ্গ-গাই অ ৬।৩১৬ ;তৈলঙ্গী গাভীগণ অ ১৭।১২;

তোমা দুঁহার অ ১।৫৭ ; তোর অ ৩।২০০ ইত্যাদি

থরহরি ম ৬।২০৮ ; থালি ম ৯।৫৩-৫৬ ; অ ১৪।৪৪ ; ১৮।১০৩ ; থুইল আ ২।৮৪ ; থেহ ম ৯।৩৩৯

দড় (নিপুণ) ম ১৮।১৬৭ ; দড়ভাত অ ৬।৩১৮ ; দড়ির বন্ধন অ ৬।৪০ ; দঢ় (দৃঢ়) ম ৩।৫১ ; দণ্ড-পরণাম ম ৯।২৮৭ ; ১৫।৫ ; অ ১৩।১০১ ; দস্তুর (উপাধি) আ ১০।১৪৯ ; দরজী যবন আ ১৭।২৩১ ; দরবেশ ম ২০।১৩, ৪৯, ৫০ ; দর্পণাদ্যে আ ৪।১৪৪ ; দলই অ ১৬।৮০ ; দশপণ কড়ি অ ১।১৯

দাড়ি আ ১৭।১৯০ ; অ ৬।২৯ ; দাড়ুকা ম ২০।১২, ১৫ ; দাণ্ডাঞা অ ৩।১০৯ ; ৬।৮১ ; দারীনাটুয়ারা অ ৯।৩২ ; দালি ম ৪।৬৭ ; দিউটী আ ১০।৩৭ ; ১৭।১৩৪ ; ম ১৮।১০৪ ; অ ১৭।১৪ ; দিবা (দেওয়া অর্থে) অ ২।১১৩ ; দিলা অ ১।২১৬ ; দিহ ম ৬।২৫০ ; দীঘল অ ১৮।৫২ ; দীঘি ম ২৫।১৮১ ; দুঁহাকার ম ৯।৩২১ ; অ ২।৫০ ইত্যাদি ; দুঁহাকারে আ ১০।১৪০ ; দুঁহায় অ ৪।৩৯ ; ৫।১৩৪ ইত্যাদি ; দুঁহার আ ১২।৪৮ ; ১৪।৬৪ ; ম ৮।২৫৭ ; ইত্যাদি ; দুঁহার রণ অ ১৮।৯৬ ; দুঁহার সেবন আ ১৫।১৫ ; দুঁহারে অ ১।১০৬ ; ৪।৫৪ ইত্যাদি ; দুঁহু মন ম ৮।১৯৪ ; দুঁহে ম ১২।১৯৬ ; ১৩।১৫২ ; অ ৫।১৪ ইত্যাদি

দেই অ ৯।১২১ ; দেউল (জগন্নাথের মন্দির) ম ৫।১৪৪ ; দেখাইহ ম ৩।১৭ ; দেখাঞাছি অ ১৮।১২ ; দেখিয়া আ ১৭।৬১ ইত্যাদি ; দেখিনু আ ৫।১৯৮ ইত্যাদি ; দেখিলুঁ ম ২।৫৩ ইত্যাদি ; দেখেছো অ ১৮।৫৫ ; দেখো অ ১৪।১০৬ ; দেবা (দেবতা) অ ২০।৫৭ ; দেবী-দেবা আ ১০।১১ ; দেহ (দান কর) আ ৭।৫৩ ইত্যাদি

দোঁহা আ ৪।২৫৭ ইত্যাদি, দোঁহাকার আ ৪।১৬৪ ইত্যাদি ; দোঁহাকারে অ ৪।৫৩ ইত্যাদি ; দোঁহাতে আ ৫।১৫৩ ইত্যাদি ; দোঁহার ম ৮।৫৩ ইত্যাদি ; দোঁহারে আ ১০।১৪০ ইত্যাদি ; দোঁহে আ ৪।৫৭ ইত্যাদি ; দোনা ম ৩।৯০ ; ১৪।৩৭ ; দোলা আ ১৩।১১৪ ; ম ৮।১৪ ; ১৬।৯৮ ; দোলায় (দোলার মধ্যে) ম ৩।১৩৭ ; দোহাই ম ১৮।১৬৮ ; দ্বার মানা অ ২।১১৪ ; ৩।২০৬ ; দ্রবাইলে ম ৬।২১৪ ; দ্রবিলা ম ১।২৭৫ ;

ধক্‌ধকি আ ৪।১৩৬ ; ধটি অ ৯।১৩৩ ; ধড় অ ১৮।৫৩ ; ধড়ফড় ম ২৪।২২৮, ২৩৯ ; ধড়ফড়ি ম ২৪।২২৭ ; ধড়া ম ৪।১২৮, ১৩১ ; ধনের ঝারি ম ২০।১৩৫ ; ধরাঞাছ অ ১০।১৪৪ ; ধরিনু ম ৫।১৪৯ ; ধরোঁ ম ৩।৬৫ ; অ ২০।৫৮ ইত্যাদি ; ধাঞা আ ৭।৩০ ইত্যাদি, ধুঞা ম ৪।৩৩ ; ধুতি অ ৬।৫৯ ; ধুতুরা ম ৫।৬০ ; ১৮।১৮১ ; ধোয়া পাখ্‌লা ম ১২।২০৩

নখানখি অ ১৮।৮৭ ; নগরিয়া আ ১৭।২০৯ ; নগরিয়া লোক আ ১৭।১২১, ১২৯ ; নটকায় অ ১৮।৭২ ; নড়বড় অ ১৮।৫৩ ; নমস্করি' (পদ্যে ব্যবহৃত) ম ৪।১৩৮ ; নহিল অ ২।১৪৫ ; নহিব ম ৩।১৪৭, ১৭৫ ; নাই অ ২।৬২ ; ৬।২৬ ; নাক অ ৩।১৯৬, ১৯৭ ; নাচন আ ৭।৪১ ; নাচাই অ ২০।১৪৭ ; নাচাইলে ম ৩।১০৬ ; নাচান ম ৩।১০৬ ; নাচামু আ ৩।১৯ ; নাচিলা আ ১৭।১৯ ; নাচে অ ১৬।৫০ ; নাঞি ম ৮।২৩৭ ; অ ২।৬২ ; ৬।২৬ ; নানা (দাদা মহাশয়) আ ১৭।১৪৯ ; নারিনু ম ৪।৪৫ ইত্যাদি ; নারিব ম ৮।২৪০ ইত্যাদি ; নারিবা অ ৬।২৬০ ইত্যাদি ; নারিমু ম ৭।২১৬ ইত্যাদি ; নারিল ম ৫।২৮ ইত্যাদি ; নারিলেক অ ৬।৩৯ ; নারে আ ৩।৮৯ ইত্যাদি ; নারেন অ ১২।১৩৮ ইত্যাদি ; নাশিমু আ ১৭।৮৫

নিকসিল আ ৯।১৫, ১৭ ; নিজ-বুক আ ১৭।১৮৭ ; নিঠুরাই ম ৩।১৪৩ ; নিতাই-কিঙ্কর আ ১১।৪৬ ; নিতি নিতি অ ৪।১৫১ ; ৬।৩২০, ৩২৪ ; নিন্দিয়ে আ ৭।৫১ ; নিমন্ত্রিল (পদ্যে ব্যবহৃত) ম ২৫।১১ ; নিমাই বা নিমাঞি আ ১৭।২০৪, ২১০, ২১৩, ২৫৫ ; ম ৩।১৪৩, ১৬৬, ১৬৯, ১৭১ ; অ ৩।৩৫ ; ১২।৯৩, ৯৪ ; নিমাঞি-কলেবর ম ৩।১৬৪ ; নিমাঞি পণ্ডিত আ ১৬।৩১, ৯১ ; ১৭।২০৬ ; নিমাঞি-শরীর ম ৩।১৬৬ ; নির্জ্জিতে (পদ্যে ব্যবহৃত) আ ২।৬২ ; নির্ব্বিশেষ-গোসাঞি ম ১৮।২০০ ; নিলা অ ৯।১৩০ ; নিলুঁ ম ৬।৫৯ ; নিষেধিনু (পদ্যে ব্যবহৃত) ম ৫।৬৬ ; নি-সক্‌ড়ি অ ৬।৭২ ; নিসক্‌ড়ি-প্রসাদ ম ১৪।২৫ ; নেতধটি অ ৯।১০৭, ১৩২, ১৩৪ ; নেতধড়ি অ ৯।১১১ ; নেহানে ম ১১।২৩৩ ; নৌকা ম ৩।২১, ৩০, ৪০

পট্টডোরী ম ১৩।১০ ; ১৪।২৪৬, ২৫০, ২৫১, ২৫৩ ; ১৫।৯৮ ; ১৬।১৭, ৪৯, ২৪।২৪৯ ; পট্টসাড়ী আ ১৩।১১২ ; পঠিতে পঠিতে ম ৪।১৯৬ ; পড়াঞা আ ১৬।১৯ ইত্যাদি ; পড়িছা ম ৬।৫, ৮; ১১।১১৯, ১৬৯, ২১৪, ২৩৯ ; ১২।৭৪, ৭৮, ১৫৪ ; ১৫।২৭, ১৬।১২৪ ; ২৫।২২৬ ; পড়িছা-পাত্র ম ১১।১১৯ ; ১২।৭২ ; পড়িনু আ ৫।১৮২, ১৯৭ ইত্যাদি ; পড়িয়াছো অ ২০।৩৩ ; পড়ুয়া আ ৭।২৯, ৩৬ ; ১০।৭২ ; ১৫।৬ ; ১৬।৯, ৩৪, ৮৯ ; ১৭।৭২, ২৪৮, ২৫০, ২৫৩, ২৫৮ ; অ ৪।১৫৮ ; পড়ুয়া-অধম আ ৭।২৯ ; পড়ুয়ার গণ আ ১৭।২৫৪ ; পড়ুয়া-সভা আ ১৭।২৫২ ; পড়োঁ অ ৪।২০ ; পণ্ডিতেহ অ ১৯।১০৪ ; পদ্মচান্দ অ ১৫।৭১ ; পয়ান আ ৫।১৮৭ ; ম ১৬।৯৪, ১০২, ১৮।১৪৪, ২১৪ ; অ ১১।১০৫

পরকাশ (পদ্যে ব্যবহৃত) আ ১৪।৬৫ ; পরচার (পদ্যে ব্যবহৃত) আ ৪।২২০ ; ৫।৯০ ; ম ২৪।৩২০ ; অ ৫।৭৪ ; পরণাম (পদ্যে ব্যবহৃত) আ ১০।৯৯ ; পরতেখ ম ১৮।৮৭ ; পরমাণ (পদ্যে ব্যবহৃত) আ ৩।৬৭ ; পরমুণ্ডে অ ৫।৭৭ ; পরসন্ন (পদ্যে ব্যবহৃত) আ ১৩।১০০ ; ম ১৪।১৫০ ; অ ৩।১৫৭ ; পরাণ (পদ্যে ব্যবহৃত) আ ১৭।৫৪ ; ম ২।২০ ; অ ৬।৬ ; পরাণনাথ (পদ্যে ব্যবহৃত) ম ১।৫৫ ; ১৩।১১৩ ; পরাণবন্ধু (পদ্যে ব্যবহৃত) ম ২।৬৯

পরিবেশে (পদ্যে ব্যবহৃত) ম ৩।৮৯, অ ৬।১১৪ ; ১০।১৩১ ; ১১।৮২ ; ১২।১৩৫, ১৩৭ ; পরিমুণ্ডা অ ১০।৬৮, ১৫৯ ; পরিমুণ্ডা-নৃত্য অ ১০।১০২, ১৫৯, ২০।১১৮ ; পরীক্ষিতে (পদ্যে ব্যবহৃত) অ ৪।১৯৫ ; পরোক্ষেহ ম ৮।৩২ ; পালাঞা ম ৪।১৪৭ ; পলাশের পাত ম ৪।৭২ ; পশিল অ ১৪।৭০ ; ১৭।৫৬ ইত্যাদি ; পশ্চিমা মাথুর ম ১৮।১৭২ ; পসারি অ ৬।৯১, ২১৬, ৩১৫ ; ১১।৭৩, ৭৫, ৭৬, ৭৮ ; পসারি' (প্রসারিত করিয়া) ম ২১।১৩০ ; অ ১৯।৯৮ ; পহিলেহি ম ৮।১৯৪ ; পহিলে ম ৮।২৬৮

পাইক ম ১৬।২২৯ ; অ ৩।১০৬, ১০৭ ; পাইনু আ ৫।২০১ ইত্যাদি ; পাইমু আ ১৭।১২৮ ইত্যাদি ; পাইলা অ ১।৬৪ ইত্যাদি ; পাইলাঙ আ ১৭।১৪৭ ইত্যাদি ; পাইলুঁ ম ২।৩৭ ইত্যাদি ; পাঁচবাণ ম ২।২২ ; ৮।১৯৪ ; পাঁচের বিচার আ ৭।৩ ; পাঁতি আ ১১।২৭, ১৬।৭৪ ; ম ১৪।৩৯ ; অ ১।৯৭ ; পাকে (রন্ধন-বিষয়ে) অ ১৩।১০৭ ; পাখালি' (ধুইয়া) ম ৬।৪০ ; পাগলামি ম ৩।৮৭ ; পাণ্ড আ ১০।২০ ইত্যাদি ; পাঞা আ ১৩।১১৯ ইত্যাদি ; পাঞাছ ম ৬।৯০ ইত্যাদি ; পাঞাছি ম ১।৫৩ ইত্যাদি ; পাঞাছে অ ১।২১ ইত্যাদি ; পাঞাছো অ ৫।৫ ইত্যাদি ; পাটুয়া অ ১৬।৩৪-৩৬ ; পাঠাইলা অ ১।২২ ইত্যাদি ; পাঠান ম ১৮।১৬৬, ১৬৮, ১৭২, ১৭৬, ২০৭, ২০, ২১০ ; পাঠান-বৈষ্ণব

ম ১৮।২১১ ; পাড়ন অ ১৩।১৯ ; পাড়া-পড়্সীর ঘর আ ১৪।৪০ ; পাৎসা ম ১৮।১৬৮, ১৬৯ ; ১৯।১৯ ; ২০।৩৯ ; পাৎসাহা অ ৩। ১৮৯ ; পাতসাহ আ ১৭।১৯৫ ; পাত্না আ ১২।১২ ; পাতিয়ায় ম ২।৪৯ ; অ ১৬।১৩১ ; পাথর ম ৪।৫৪ ;পাথরের সিংহাসন ম ৪।৫৪; পাথার ম ১৭।২৩৩ ; পানি বা পানী আ ১৪। ৩২ ; ১৫।১৭ ; ১৭।২১৯ ; ম ২৫।১৮৬ ;অ ৪।২০৩ ;৬।২৯৯, ৩১৭ ;১৮।৮৯ ;২০।২৩, ৯০ ; পামু ম ৩।৬২ ইত্যাদি ; পারোঁ অ ২।১১৭ ইত্যাদি ; পালাঞা আ ৭।৩৫ ; পালনে (পদ-মিলনার্থ ‘পালন’-শব্দের এইরূপ ব্যবহার) অ ১।১৭ ; পালিবা অ ২।১১৩ ; পাশরি’ আ ৪। ২৫৬ ; পাসরায় অ ১৬।১২১ ; পাসরিতে অ ১৭।৫৬ ; পাসরিয়া অ ২০।৩৩ ; পাসরিল ১০।৭৬ ; পাসরিলা ম ১৩।১৪৩ ; অ ১।২০ ; পাসরে আ ৬।৪২ ;অ ১২।৯৯ ; পাহাচ অ ১৬।৪১, ৫০

পিড়া অ ১।১১১ ; ৬।২৯৯ ; পিঙ পিঙ (পান কর পান কর) অ ১৯।৯৭ ; পিঙো অ ১৬।১২৫ ; পিচকারী ম ১১।২২৩ ; পিছাড়া অ ১১।৭৭ ; পিছে অ ৬।১০৯ ; পিণ্ডা ম ৩। ৬৯ ; ১২।১৫৮ ; ২০।৫৪ ;অ ১।১১০ ; ৪। ২৩, ১৫০ ; ৬।৪৪ ; ১১।৬৯ ; ১৮।১০৩ ; পিণ্ডাতল অ ১।১১১ ; পিণ্ডাভোগ অ ৮।৫১; পিণ্ডি অ ৩।২২৯ ; লেপা-পিণ্ডি (তুলসীর) অ ৩।২২৯ ; পিপ্পলাই (উপাধি) আ ১১।২৪ ; পিমু অ ১৬।১২৬ ; পিয়া (পান করিয়া) অ ১৯।৩৬ ; পিয়াইয়া আ ৭।২২ ; পিয়াইল আ ১৪।১০ ; পিয়াও ম ১৪।১৭ ;অ ৪।১৬৩ ; পিয়া পিয়া অ ১৬।১২৫ ; পিয়াস অ ১৬।৬৫; ১৭।৪৪ ; পিয়ে আ ৭।২১ ;১৩।১২২ ; ম ৮। ৩০৬ ; অ ৯।১২১ ;১৯।৩৬ ; পিরীত (প্রীত অর্থাৎ প্রীতি) ম ৩।৮৪ ; পিল (পান করিল) আ ১০।৬৮ ; পীর ম ১৮।১৮৫

পুঁথি ম ১।১২০ ;৯।২৩৮, ৩০৬, ৩০৯, ৩২৩ ; পুছ ম ১।১৭৮ ; পুছই অ ৩।৬৫ ; পুছহ অ ৭।৯৯ ; পুছি’ অ ৪।১৩ ; পুছিতে অ ৫।৬২ ইত্যাদি ; পুছিয়া আ ১৬।৫১ ; পুছিল আ ১৬।৪০, ৪২ ইত্যাদি ; পুছিলা অ ২।১১৫ ইত্যাদি ; পুছিলেন অ ৬।১৭৬ ; পুছে অ ৬। ২৮২ ; পুছেন আ ১৭।১৭১ ইত্যাদি ; পুছোঁ অ ১৭।৫১ ইত্যাদি ; পুঞ্জা অ ১১।৭৮ ; পুতলী অ ১।২০৩ ;৪।৮৫ ;১২।৮৫ ;২০।৯২ ; পুত্তলী আ ৮।৭৯ ; পূজারী ম ৪।১২৫-১২৭, ১৩০, ১৩৫, ১৩৬, ২০৫, ২০৭ ; ৬।২১৭ ;৭।৫৬ ; পুরাঞা অ ১১।৮৮ ; পূর্ব্বদিশা অ ৬।১৬৭ ; পেট ম ৩।৯০ ; পেটাঙ্গি অ ১২।৩৭ ; পেটারি আ ১৩।১১৩ ; পেয়াদা আ ১৭।১৮৮, ১৯০ ; পেষল ম ৮।১৯৩ ; পৈতা আ ১৭।৬২ ; পৈশে ম ২১।১৪০ ইত্যাদি

প্রকটেহ ম ১৩।১৫৫ ; প্রবর্ত্তাইল আ ৪। ২২৬ ; প্রবর্ত্তাইলা অ ৭।১২ ; প্রবর্ত্তামু আ ৩। ২৯ ; প্রেরিলা আ ৫।১৯৬

ফাঁকি আ ১৬।৩২ ; ফাঁপর বা ফাঁফর আ ১৭।১০৬ ;ম ২১।৩১, ৬৯ ; ফাড়িমু আ ১৭। ১৮১ ; ফান্দ আ ১৫।৭১ ; ফুকার ম ১৮।১৩৮; অ ৯।১১, ৯২ ; ১৪।৮৮ ; ফুকারি’ ম ১৮। ১৭৪ ;ফুকারিয়া অ ১৬।৬১ ; ফুটা লৌহপাত্র আ ১০।৬৮ ; ফেরাফেরি ম ৯।৫ ; ফেলাইয়া অ ১।২৯ ; ফেলাফেলি অ ১৮।৮৫ ; ফোস্কা অ ৪।১২০

বকপাঁতি ম ২১।১০৯ ;অ ১৫।৬৬ ; ৯। ৩৯ ; বড়জানা অ ৯।১৩, ১০৪ ; বড়শাখা আ ১০।১৩০ ; ১২।১৩ ; বড়াই আ ১৩।৬৪ ; বত্তিশা আঠিয়া কলার আঙ্গটীয়া পাত ম ৩।৪৩; ১৫।২০৭ ; বত্তিশা আঠিয়া কলার ডোঙ্গা ম ৩।৫১ ; বন্দিল অ ৬।১৪৪ ; বন্দিলা আ ৫। ১৬৩ ; বন্দিহ অ ৩।৪০ ; বন্দোঁ বা বন্দো আ ১৭।৩৩৬ ইত্যাদি ; বরিষণ অ ১৫।৬৮ ; বর্ণিলা আ ১১।৫৫ ইত্যাদি ; বলয় আ ১৭।২৮ ; বলাবলি ম ১২।১৯৬ ; বসাইলা অ ২।৪৮ ইত্যাদি ; বসিলা অ ১।৯৫ ; বহাঞা ম ৬।৮ ; বহুত ম ৩।১০৬ ; ২২।১১০ ; অ ২০।১৪৭ ; বাইশ ঘড়া আ ১০।১৪৪ ; বাইশ পাহাচ অ ১৬।৪১, ৫০ ; বাউরী অ ১৯।৯৬ ; বাউল ম ২।৪৯ ;১৬।১৬৬, ১৬৮ ;২১।১৪৬ ; অ ১৭। ৫১ ;১৯।৯, ২০, ২১ ;মহাবাউল অ ১৪।৪৭; বাউলিয়া আ ১২।৩৬, ৪৯ ;বাউলী (পাগলী) অ ১২।২৩ ; ১৭।৪৬ ; বাঁটি ম ৭।৮৬ ; অ ৪।২১৫ ; ৬।৭২, ৯৮ ; বাঁটিয়া ম ৪।২০৭ ; অ ৬।৯৯, ১২।১৪৮ ; বাঁশী আ ১০।১১৬ ; ১১। ১৬ ; বাখানি আ ১৬।১০২ ; ম ৮।৯৭ ;অ ৭। ৫০ ;১৭।৩৯ ;বাখানে আ ৪।৮৭ ;অ ৫।১১৩; বাঙ্গাল অ ২০।১১১ ; বাছা ম ৩।১৪৩ ; বাজ ম ২।২৯ ;১৮।২২৭ ; বাজনা ম ৮।১৪ ; বাঞ্ছি (পদ্যে ব্যবহৃত) অ ২০।৫২ ; বাঞ্ছে ম ৮।১৮৩, ১৮৪ ; বাটপাড় ম ১৮।১৭৫ ;অ ১৩।৩৫ ; বাটোয়ার ম ১৮।১৬৫ ; বাড় অ ১২।১২৭ ; বাড়য় অ ৬।১১২ ;বাড়য়ে অ ৩।৯৩ ; বাঢ়ল ম ৮।১৯৪ ; বাণিয়া ম ২৫।১৯৮ ; বাত (কথা) ম ১।২০১, ২৭৯ ;৫।৩৮, ৭৮ ;৬।১৫ ;৭।১২৭; ৯।১০৬ ;১৭।১৭১ ;অ ৩।৪ ; ৬।২৩০ ;৭। ১০৬ ;৮।৫৩ ;৯।৪৯, ৬৭, ৭৮, ৮৪ ; ১৬। ২৩ ;লোকের কাণাকাণি বাত অ ৩।১৭ ;মিষ্ট-বাত ম ৩।২১৩ ; বাত চালাইলা অ ২।৭৬ ; বাথান অ ৬।১৭৪ ; বাদল ম ১৩।৪৯ ; বাদা-বাদি অ ১৮।৮৭ ; বাদিয়ার বাজি ম ১৬।২৭২; বাপ অ ৬।২১ ; বামদীন অ ১৭।৫৯ ; বারবার ম ১৪।১৫৪ ইত্যাদি ; বারমাসি আ ১০।২৫ ; বালকা অ ৪।১৬০ ; বালাই অ ১২।২৩ ; বালু অ ১১।১০৪ ;১৩।৬৭ ; ১৮।৭১ ; বাসহ অ ৩।২১৭ ; বাসা ম ২১।১৪৪ ;অ ১।৫৩ ;৪।৮; বাসাঘর ম ২৫।১৬০; বাসাস্থল অ ১।৪৫; বাসাস্থান অ ১।১৬, ২৭ ;৩।১৫১ ; বাসি (পর্য্যু-সিত) অ ১০।১২৫, ১২৬ ; বাসোঁ ম ৩।১৬৪; বাহিরায় আ ১৬।৯৯ ; বাহুড়ি’ অ ১৩।৮৪ ; ১৭।৪১ ; বাহুড়িয়া ম ৪।২০৭ ;অ ৬।১৮০, ১৮৩

বিকাইলাম অ ৫।৭৬ ; বিকায় ম ২৫।৬৭; অ ৬।৩১৫ ;১২।৭৪ ; বিচারি (পদ্যে ব্যবহৃত) আ ৪।২৪৯ ; বিচারিতে (ঐ) অ ১৬।১২২, ১৪৯ ; বিচারিয়া (ঐ) অ ৬।১৫১, ২৭৭ ; বিচারিলা (ঐ) অ ৩।১৮ ; বিজ্ঞেহ ম ২৩।৩৫; বিড়ক সঞ্চয় ম ৪।৮০ ; বিড়া অ ৬।১২১ ; বিনাশায় অ ১৬।১২১ ; বিনু আ ৩।৫৪, ৯৯ ; ১০।৩৬, ৫২ ; বিপরীতি অ ১৮।৯৭ ; বিপ্রঘর ম ৮।৫৪ ;৯।২২, ১৭০ ;১৮।৬৯ ; বিবরিতে (পদ্যে ব্যবহৃত) অ ১।৫৭ ; বিবরিব (ঐ) আ ৪।১১১ ; বিবাহিতে (ঐ) ম ৫।৫২ ; বিলসয়ে আ ৫।২৩ ; রাজবিলাত অ ৯।৩২ ; বিলায় অ ৪।৮৮ ; ৯।১২১ ; বিশ্বাসখানা অ ১৩।৯১ ; বিষগর্ত্ত-পানি আ ১৩।১২২ ; বিষয়ীর বাত অ ৯।৭৮ ; বিহান ম ৮।২৬১

বুঝন অ ২।১২৭ ; বুঝাঞাছ অ ৪।১৬৮ ; বুঝাহ আ ১৬।৫১ ; বুড়া অ ১৬।৮ ; বুড়াভর্ত্তা আ ১৪।৫৮ ; বুদ্ধ্যে ম ২৪।১৮১ ইত্যাদি ; বুনিফোতো পট্টপাড়ী আ ১৩।১১৩ ; বুলুন ম ১।৭০ ; বুলে ম ৪।১৮০ ইত্যাদি ; বুলেন আ ৩।৭৪ ইত্যাদি ; বেড়ানৃত্য ম ১১।২২৪ ; বেড়াসঙ্কীর্ত্তন ম ২৫।২৪৪ ; বৈস আ ৭।৬৩ ইত্যাদি ; বৈসয়ে আ ৪।৯২ ইত্যাদি ; বৈসে আ ১৭।৭৯ ইত্যাদি ; বোঝা (ভার) ম ২৫। ১৬৩, ১৯৭ ; বোঝারি অ ১০।৩৮ ; বোলয় অ ২০।২৩ ; বোলাঞা ম ৫।২৪ ইত্যাদি ; বোলা-ঞাছে অ ৪।১১৯; বোলাইব অ ৫।৩৩ ইত্যাদি; বোলাইমু ম ৫।৭৬ ইত্যাদি ; বোলাইল ম ১০।৬২ ইত্যাদি ; বোলাইলা আ ১৭।১৪৩

ইত্যাদি ; বোলান অ ২।২৪ ইত্যাদি ; বোলায় অ ৩।৫৭ ইত্যাদি ; বোলাহ অ ২।২৭ ইত্যাদি; বোলে অ ২।৩০ ইত্যাদি ; ব্যঞ্জন ডোঙ্গা ম ৩।৪৪ ; ব্যাপি (ব্যাপ্ত হইয়া) ম ১৯।১৮৮ ; ব্রজেন্দ্র-কোঙর ম ২০।২০১ ; ব্রাহ্মণ-ছাওয়াল আ ১৭।১১১

ভক্ত্যে ম ১৮।১৯৩ ; ২০।১৩৬ ; ২৪। ১১৭, ১২৪, ১৩৪, ২৬৮, ২৬৯ ; ভজ ম ১১। ২২ ; অ ১৭।৬৯ ; ভজয় ম ৮।২২০ ; ভজি অ ১৯।৫১ ; ভজিলেহ ম ৮।২৩০ ; ভজে ম ৭। ১১০ ; ৮।২২১, ২২২ ; ১১।২৩ ; ভট্টথারি ম ১।১১২ ; ৯।২২৪, ২২৬, ২৩১, ২৩২ ; ১০। ৬৪; ভট্টথারিগণ ম ৯।২২৯ ; ভট্টথারিঘর ম ৯। ২২৮, ২৩৩ ; ভরে আ ১৩।১১৮ ; ভর্ৎসিনু আ ৫।১৮০ ; ভাগ (পলাইয়া থাক) অ ৬।৫০ ; ভাগি' (ভাগিয়া) অ ৪।১৪৯ ; ভাগিনা আ ১৭। ৪৮, ১৪৯, ১৫০ ; ভাগে (পলাইয়া যায়) আ ১৭।৯৩ ; ম ১৮।৩১ ; ভাট আ ১৩।১০৫, ১০৮ ; ভাণ্ডিয়া ম ৩।১১৭ ; ভাত (খাদ্য দ্রষ্টব্য) ভাতের হাণ্ডি অ ১৩।৫৪ ; নানাভাতি অ ১৮। ১০৪ ; ভাবকালি ম ১৭। ১২০, ১৪৪ ; ২৫। ১৬১ ; ভাবিহ অ ৩।৫২ ; ভায় ম ৭।২৬ ; ১০। ১৫৮ ; ১২।১৪১, ১৬৮ ; ১৩।১৪৬ ; ১৬।৬ ; ২০।৮৩ ; ২৫।৪১ ; অ ১।৭৭ ; ৪।৭২, ১৮৭ ; ভার হরিবারে (পদ্যে ব্যবহৃত) আ ৪।৭ ; ভারি ভুরি ম ৩।৭১ ; ৮।২৭৮ ; ভাসাঞা ম ৫।১৪৩; ভাসায় অ ১৮।২৯

ভিখারী ম ১।১৭২ ; ১২।১০, ২০ ; অ ১৩।২৩ ; ১৪।৪৩ ; ভিড় ম ১০।১৮৬ ; অ ১৪।২৪ ; ভিতর বিজয় ম ১৪।২৪৪ ; ভিতে ম ৬।২৫২ ; ভিত্যে অ ১৯।৭৪ ; ২০।১৩৬ ; ভিয়ান অ ৯।৮২ ; ভীমরুল বরুলী ম ২০। ১৩২ ; ভুঞ্জ ম ১৬।২৩৮ ; ভুঞ্জাইতে ম ৭।২১; অ ১৩।১৪ ; ভুঞ্জাইল অ ৩।২১০ ; ভুঞ্জিতে আ ১০।৪২ ; ভুঞ্জে ম ২২।১১, ১২ ; ভুঞা ম ২০।১৮, ১৯, ২৩, ২৬, ৩৩

ভেউ ম ১২।১৮৩ ; ভেট ম ২।৮৪ ; ৪। ৯৯ ; ১৭।২০১ ; অ ১৩।৭৩ ; ১৬।১০, ১৩, ১৫ ; ভেটবস্তু অ ১৩।৬৬ ; ভেল ম ৮।১৯৪ ; ভেলি ম ৮।১৯৪ ; ভোক (খ) অ ১২।১৯, ২০ ; ভোকে ম ৪।১৮১ ; ভোগলাগান' ম ৪।১১৩, ১১৫, ১১৭ ; ভোট ম ২০।৮৩, ৮৫-৮৮, ৯২ ; ভোট কম্বল ম ২০।৪৪, ৮২, ৮৯ ; ভ্রময় অ ১৫।৬১ ; ভ্রমিলা আ ১৭।১৩৯ ; ম ৫।৮

মক্‌ররি অ ৬।১৮ ; মজুমদার অ ৩।১৬৬, ১৭১ ; মরা-রূপ অ ১৮।৫৪ ; মণিমা ম ১৩। ১৪ ; নগরমণ্ডন আ ১৭।১৩৩ ; শূন্যকুঞ্জ মণ্ডপ কোণ অ ১৪।৫০ ; মণ্ডল আ ৯।১৮ ; ম ১৩। ৮৮, ৯০ ; ১৪।৭৭ ; অ ৬।৮১ ; কৃষ্ণলীলা মণ্ডল অ ১৪।৪৪ ; চক্রবাক্ মণ্ডল অ ১৮।৯৫; মণ্ডলী ম ৮।১১৩ ; মণ্ডলীবন্ধ অ ৬।৬৬ ; ১৪।১৯ ; মণ্ডলী রচন অ ৬।৬০ ; মৎ (না) ম ৬।১১৬ ; মনকান অ ১৭।৬৬ ; মনচুরি অ ১৯।৯৯ ; মরিস্ অ ১২।২৩ ; মরোঁ অ ৮।২১, ২৩; মশক ম ২১।৬৯ ; মহা-বাউল অ ১৪।৪৭ ; মহাভারি ম ৪।৫২ ; মহা-সোয়ার ম ১০।৪৩

মাইলা (মারিলেন) অ ১২।২৪ ; মাগয় আ ১৭।২৮ ; অ ২০।২৩ ; মাগিবারে ম ৭। ৪৩ ; মাগিয়া অ ২।১০৩, ১১১ ; মাগিয়ে আ ১।২৫; অ ১১।৭৪ ; মাগিলা ম ৭।৫৪, ৫৬ ; মাগে আ ৬।৪৫, ৫৬ ; অ ২০।৩১ ; মাগেন আ ২।৩১ ; মাগোঁ আ ৭।৫৩ ; অ ২০।৩০ ; মাজি' (মাজিয়া) অ ৬।৩১৮ ; মাটি আ ১৪।২৬, ২৮-৩২, ৩৪ ; ম ২।৫৫ ; মাটিতৃণ ম ৪।৫১ ; মাটি-পিণ্ডি আ ১৪।৩২ ; মাটির বিকার আ ১৪।২৮, ৩১, ৩২ ; মাড়ুয়া-বসন ম ১৬।৭৯ ; মাৎমানে (মানে না) অ ৯।১২৬ ; মাতায় অ ১৯।৯৩ ; মাতে অ ১৬।১১১ ; মাতোয়াল আ ৯।৫৩ ; ১১।৩২ ; ম ২১।১৪১ ; অ ৫।১৩৮ ; মাথামাথি-রণ আ ৫।১৩৬ ; মাথামুড়ি অ ৩। ১৩৯ ; মাথে (মস্তকে) আ ৫।১৮২ ; ম ২৩। ১১৬ ; অ ৬।৪৮, ১৩৩, ১৩৮ ; ৭।১২৪ ; ৮। ৫৩, ৯।১৩২ ; ১৩।৯৪ ; ১৪।৪৫ ; ১৬।২২ ; মানে (মানিয়া লয়) অ ১২।৯২, ১০১ ; ২০। ২২, ২৮, ৫৫ ; মামা আ ১৭।১৫০, ১৭২ ; মাহাতি (উপাধি) ম ১০।৪৪ ; ১৫।১৯ ; মিঠা-বোলে অ ১৭।৩৮ ; মিতালী ম ১৬।১৯৩ ; মিলয়ে ম ৩।২১৮ ইত্যাদি ; মিলাইলা অ ১।৫৪ ইত্যাদি ; মিলাঞা ম ৬।১৯৫ ইত্যাদি; মিলাহ অ ৬।৩৩ ইত্যাদি ; মিলি অ ১।১৪ ইত্যাদি ; মিলিলা অ ১।১৫ ইত্যাদি ; মিলিলাঙ আ ১৭।১৪৭ ইত্যাদি ; মিলে অ ৬।১৮৭ ইত্যাদি ; মিশাল আ ৪।৯

মুই আ ১৭।৪৮ ইত্যাদি ; মুঞি আ ১৩। ৮৩ ইত্যাদি ; মুকতি (পদ্যে ব্যবহৃত) ম ১৫। ১৩৪ ; মুকুতা (ঐ) অ ১০।১২৫ ; মুকুতার পাঁতি অ ১।৯৭ ; মুখ ফান্দ অ ১৫।৭১ ; মুখা-মুখি অ ১৮।৮৭ ; মুখ্য তিনদেবা অ ২০।৫৭ ; অমৃতমুদা অ ১৬।১৪৪ ; মুদীঘর ম ১৯।৯ ; মুদ্দতী অ ৯।৫৪ ; মুনসিব্ (ফ্) ম ২৫।১৮১ ; অ ১০।৪০ ; মুলুক অ ২।১৬ ; ৩।১৬৫ ; ৬। ১৭, ১৮ ; মূল (মূল্য) আ ৯।২৭ ; অ ৯।১৩০; মেলি (মিলিত হইয়া) আ ১৭।২৫৪ ইত্যাদি; মৈল ম ২।৩২ ইত্যাদি ; মৈলে (মৃত হইলে) আ ১২।৭০ ইত্যাদি ; মো-অধমে আ ৫।২১৭; অ ৩।১৩১ ; ১১।৩৯ ; মোতে আ ৪।১৬১ ইত্যাদি ; মো-পাপিষ্ঠে আ ৫।২১০ ইত্যাদি ; মো-বিনু ম ১।২০১ ; মো-বিষয় আ ৪।২৯ ; মোর অ ১৮।৫৫ ইত্যাদি ; মোরে (ঐ) ; মোহিল অ ৩।২৪৯ ইত্যাদি ; মোহে (মুগ্ধ হয়) ম ১৭।১১৮ ; অ ১৭।৩৫ ইত্যাদি ; মো-হেন আ ৫।২০৯, ২১০

যতেক আ ৭।৩৫ ইত্যাদি ; যথি তথি অ ৮।২২ ইত্যাদি ; যদ্দা তদ্দা কবি ৫।১০২ ; যবে আ ১৭।৫৫ ইত্যাদি ; যাঁ সবা আ ৭।১৮ ইত্যাদি; যাঁ সবার আ ৮।৫ ইত্যাদি ; যাঁহা বা যাহা অ ২।৮১ ; ৩।১৫৬ ইত্যাদি ; যাইছোঁ অ ১৮।৫৬ ইত্যাদি ; যাইতেছোঁ আ ১৭।১২৭ ইত্যাদি ; যাইমু ম ৫।১০৪ ইত্যাদি ; যাউক অ ৩।১০৬ ইত্যাদি ; যাঙ ম ২।৬২ ইত্যাদি ; যাইমু অ ১। ২১৯ ইত্যাদি ; যাঞা আ ১৪।৪৩ ইত্যাদি ; যাহ আ ১৬।১০৪ ইত্যাদি ; যাহি (যাও) অ ৫।১৪৩ ইত্যাদি ; যুকতি (পদ্যে ব্যবহৃত) অ ১৮।৪১ ; যুঝিমু অ ৫।১৪৩ ইত্যাদি ; যুদ্ধাদিক ম ৬।২৬৪ ; যুয়ায় আ ৪।২৩১ ইত্যাদি ; যেহ আ ১০।৫৩ ইত্যাদি ; যেহো আ ৬।৭৬ ইত্যাদি; যৈছন আ ১১।২৮ ইত্যাদি ; যৈছে আ ৬।৩১ ইত্যাদি ; যৈছে তৈছে ম ১৯।৩৩ ইত্যাদি ; যোহি কোহি ম ২৪।৫৬ ইত্যাদি

রক্তরসা অ ৪।১৫৩ ; কুণ্ডুরক্তরসা অ ৪।১৫৩ ; রঞ্চ (কণ) অ ১১।২০ ; রথচাকা অ ৪।১১ ; রমে (পদ্যে ব্যবহৃত) ম ২৪।১৩ ; রসই অ ১২।১৪৩ ; রহ (যাক) অ ৩।২১ ইত্যাদি ; রহিনু আ ১৭।১৯১ ইত্যাদি ; রহিমু আ ১৭।১৪৬ ইত্যাদি ; রহিলা অ ১।২০ ইত্যাদি ; রহু ম ৬।৪৮ ইত্যাদি ; রাখিলা অ ১। ৮০ ইত্যাদি ; রাঘবের ঝালি আ ১০।২৭ ; অ ১০।৩৯, ৫৫, ১২৮, ১২৯, ১৫৯ ; রাঙ্গাটুনি অ ২০।৯০ ; রাঙ্গা যষ্টি আ ৫।১৯০ ; রাজঘর ম ১৯।৫৬ ; রাজঠাঞি অ ৯।৩৯ ; রাজকাম ম ২০।৩৮ ; রাজলেখা ম ৪।১৫৩ ; রাণ্ডী ম ১। ১৩৭ ; ১৫।২৫২ ; রাণ্ডী ব্রাহ্মণী অ ৩।১৫ ; রূপা ম ৮।২৯৪ ; রেমুনারে আইলা ম ৪।১২

লইমু আ ১৭।১২৮ ; লঙ্ঘি' (অমান্য করিয়া) অ ১২।৬৯ ; লঙ্ঘি' (অতিক্রম করিয়া) অ ১২।৭১ ; লঙ্ঘিতে (অমান্য করিতে) অ ৭।১০৩ ; লঙ্ঘিয়া (ডিঙ্গাইয়া) অ ১০।৮৯ ; লঞা ম ১।২৪১ ইত্যাদি ; লহ আ ১৪।৫৩

ইত্যাদি ; তৃষ্ণা লাউথালি অ ১৪।৪৪ ; লাখে লাখে অ ১৪।২৩ ; লাগ আ ১৭।১২৮ ; অ ১।৩৯ ; ৬।৫০ ; লাগানি ম ১।১৭৩ ; অ ৯।২৭ ; লাগি' অ ১।৩৯ ; লাগিলা অ ১।৬৪, ৬৫ ইত্যাদি ; লাজ (লজ্জা) ম ২।৪৪ ; অ ১।১৩০; ১৭।৪১ ; ঘৃণালাজ অ ১৬।৫৮ ; লাজবীজ ম ২।৪৪ ; লাজায় অ ১৭।৪৩ ; লাথি খায় ম ২২।১৪ ; লাথি মাইলা অ ১২।২৪ ; লাথি মারি' অ ১২।৩৩ ; লাথি মারিলা অ ১২।৪১ ; লাথি মারে অ ১২।৩৫ ; লিখিয়ে অ ১।১২ ; লুকাঞিয়া অ ১৬।৩২ ইত্যাদি ; লুঁটে অ ৩।১৬০ ; ৯।১২১ ; ১৮।৯৬, ৯৮ ; লেউটি ম ৭।৪৫ ; ম ২০।১০ ; অ ১৩।৮৮ ; লেপাপিণ্ডি অ ৩।২২৯ ; লেপিলা অ ১৬।৩২ ইত্যাদি ; লৈতে অ ৩।২৫১ ; লৈয়া আ ১০।১৪৫ ইত্যাদি ; লোকের কানাকানি অ ৩।১৭ ; লোকভীড় ম ৪।১৪১ ; লোভাইলা অ ১৯।৪৮ ; লোহা-সম ম ২।৩৪

শরলা অ ১৩।৫, ১২ ; কলার শরলা অ ১৩।৫ ; শালিকাচটি-ধান্য অ ১০।২৭ ; শাপে (শাপ দেয়) আ ১৭।৬২ ; শাপিব আ ১৭।৬২; শিক্ষাইতে ম ১।২১০ ; শিখামু আ ৩।২০ ; শুঁকে অ ১৭।১৮ ; শুকাঞা অ ২০।২৩ ; শুনহ অ ২।১৩১ ; শুনাঞা ম ৩।১৫ ইত্যাদি ; শুনিনু আ ৫।১৯৮ ইত্যাদি ; শুনিয়াত' অ ৩।১৭৪ ; শুষ্ক তর্কখলি ম ১৪।৮৭ ; শুষ্ক বাঁশের লাঠিখান অ ১৬।১২৯ ; শোধ' (শোধন কর) ম ৮।২৩৬; শোধিতে অ ২০।৭১ ; শোধিলা অ ৭।১৬৩ ; শোয়াঞা ম ৬।৮ ; শোষি' আ ১৪।৩২

ষোল সাঙ্গের কাষ্ঠ আ ১০।১১৬; ১১।১৬

সংহারিমু আ ১৭।১৩০ ; সঁপিনু অ ৬।২০২ ; সঙরিয়া অ ১৪।৪২ ; সঞ্চয়ন অ ১০।১১১ ; সঞ্চারি' (পদ্যে ব্যবহৃত) অ ১।৮৯ ইত্যাদি ; সঞ্চারিয়া (ঐ) অ ১৬।১২৭ ইত্যাদি; সঞ্চারিল (ঐ) অ ১৬।৯৪, ১১২ ইত্যাদি ; সঞ্চারিলা ম ১৯।১১৭ ইত্যাদি ; সঞ্চারে (ঐ) ম ২২।৭২ ইত্যাদি ; সড়াগন্ধ অ ৬।৩১৬ ; সড়ি' (সড়িয়া অর্থাৎ পচিয়া) অ ৬।৩১৫ ; সতিনী আ ১৪।৫৮ ; সনে অ ১।১৭, ১৯৭ ; ২।৪১ ; সনোড়িয়া ম ১৭।১৭৯ ; সন্ধান অ ১০।৩৬ ; সবা অ ১।২৬, ১০৪ ইত্যাদি ; সবাকার আ ৭।১৭০ ; ম ১।২৭ ইত্যাদি ; সবাকার ইচ্ছা ম ১৬।২৮৪ ; সবাকারে আ ৭।১৫০, ১৫৩ ইত্যাদি ; সবাকে অ ১।১৬ ; সবাকেহ অ ৪।১৫৮ ; সবাতে প্রধান আ ১।৮০ ; সবায় অ ১।১৩৩ ; সবার অ ১।৫৮ ; সবারে অ ১।২৭ ; সমুঝে আ ১২।৫৪ ; সন্তালিতে আ ১৩।১০৬; সরখেল (উপাধি) আ ১১।২৫ ; ম ১৫।৯৬ ; সরাণ অ ৬।১৮৫ ; সহিমু আ ১৭।১৮৫ ; সর্ব্বত্যজি' অ ৪।২২৮ ; ৫।১৫৮ ; ১৩।৯৩

সাঁচা আ ১৭।১৪৮ ; সাকার গোসাঞি ম ১৮।২০০ ; সাজন ম ১৪।২০৬ ; অ ২০।১১৭; সাজনি ম ১৩।১৯ ; অ ১৪।১০৮ ; সাটী ম ৮।১৬৮ ; সাত (সপ্ত) অ ৬।১৪৬ ; সাতকুণ্ডী অ ৬।৫৯ ; সাথ অ ১।৫১, ১০৩ ইত্যাদি ; সাথে অ ১৩।৯৬ ইত্যাদি ; সাধিবার তরে অ ৬।১৬৪ ; সাম্প্রতিক ম ১০।১৬৪ ; সান্তাল অ ৫।১৩৮ ; ৭।৭৪ ; সিক্‌দার-পাশ ম ১৮।১৬৮; সিজের বাড়ী অ ১৩।৮১ ; সিতা মিছরি (উপমার্থে ব্যবহৃত) ম ১৯।১৭৯ ; ২৩।৩৯ ; সিনান ম ১১।২২৩ ; সু-পুরুখ-প্রেমক ম ৮।১৯৩ ; সুবর্ণথালা ম ৬।৪২ ; সৃজাইল আ ১২।৬৮ ; সৃজে আ ৬।১৩

সেন (উপাধি) আ ১১।৫১ ; ১২।৬০ ; ম ১।১৩৯ ; ১১।১৫০ ; ১৫।৯৩ ; ১৬।১৯, ২৬ ; ১৯।১১৮ ; অ ৬।২৪৬, ২৪৯ ; ১০।১২ ; ১২।৩৪ ; সেবয় আ ৫।২৮ ; সেবোঁ অ ৪।৪১ ; ২০।৫৬ ; সেয়াকুলের কাটা অ ১৯।৪০ ; সেহ অ ৪।৬১ ইত্যাদি ; সেহো আ ৩।৬৯, ৭০ ইত্যাদি ; সোনা ম ৮।২৯৩ ; অ ৬।৪৬, ১৫৩ ; সোনার মুষল আ ১০।৭৩ ; সোনার লাঙ্গল আ ১৭।১১৯ ; সোয়াস্তি ম ৩।১২৫ ; সোহি (সেই রাগ) ম ৮।১৯৪ ; স্তম্ভিল (পদ্যে ব্যবহৃত) অ ২০।৫৭ ; স্ফুরয় ম ৮।২৭৭ ; স্ফুরিয়াছে ম ৪।১৯৪ ; স্ফুরুক ম ২৩।১১৭ ; ২৫।১০৬ ; স্ফুরে আ ৪।৮৫ ; ম ৮।১০১, ২১।১৪৪ ; অ ১২।৪; ১৬।৭৯ ; ১৯।৩২, ৯৯ ; স্বতন্তর ম ১৫।১৪৪

হইবেক অ ৬।২৭৬ ইত্যাদি ; হইলাঙ আ ৭।৮০ ইত্যাদি ; হঙ আ ১৬।১০৩ ইত্যাদি ; হঞা আ ৯।৪৫ ইত্যাদি ; হঞাছে আ ৫।১৯৭; হঞাছোঁ আ ১৭।৪৮ ; হবেক অ ৩।১২৪ ; হরষিত (পদ্যে ব্যবহৃত) আ ১৩।২১, ৮৬ ; ম ৩।১১৩ ; ৪।৯০ ; ৬।২৯, ৩২ ; হরষিত মন ম ৬।২০৯ ; হরিষ ম ৪।৫০ ; অ ৫।৫৭ ; হাজরা (উপাধি) আ ১১।৫০ ; হাট ম ৪।১২৯, ১৩২; অ ৩।৮১ ; হাড় অ ১৩।৫ ; হাড়ি (নীচজাতি-বিশেষ) আ ১৭।৪৪ ; হাড়ির সেবন ম ১৩।১৮৪ ; হাণ্ডি অ ১৩।৫৫

হাত অ ১৯।৫১ ; হাতগণিতা ম ২০।১৮; হাতসান আ ৫।১৯৬ ; হাতে খড়ি আ ১৩।২৬; হাতে তালি ম ৬।২৩৮ ইত্যাদি ; হাতীমাতা (মত্তহস্তী) ম ১৯।১৫৬ ; হাম (আমি) ম ৮।১৯৪ ; হা-রাম, হা-রাম অ ৩।৫৩, ৫৪ ; হালে (নড়ে) ম ২।৬ ; ৩।৫১ ; অ ২০।৯৩ ; হাসে কান্দে নাচে গায় অ ২।১৮ ; হিন্দুয়ানী আ ১৭।১২৬ ; হুড়াহুড়ি আ ৪।১৫৩ ; ম ১৮।১৪৮ ; ২১।১১৮ ; অ ১৮।৮৫ ; হুলাহুলি আ ১৩।৯৬ ; হৃদাহৃদি অ ১৮।৮৭ ; হৃদি (হৃদয়ে) আ ৪।৪৪ ; হৈঞা আ ৫।২৩ ইত্যাদি ; হৈতে অ ১।৭ ইত্যাদি ; হৈনু আ ৫।১৮৩ ইত্যাদি ; হৈল অ ১।১০৮ ইত্যাদি ; হৈলা আ ৬।১০৭ ইত্যাদি ; হৈলাঙ আ ৭।৯১ ইত্যাদি ; হোড় (উপাধি) আ ১১।৪৭, ৫০ ; অ ৬।৬২ ; হোড় করি' (স্পর্দ্ধা করিয়া) আ ৪।১৪২ ; হোল্‌না অ ৬।৫৫, ৬৭, ৬৮, ৭৯

আলঙ্কারিক শব্দাবলী

অতিশয়োক্তি অ ১৮।৯৯ ; অনুপ্রাস আ ১৬।৪৬, ৬৭, ৭৩, ৭৫ ; অনুবাদ আ ২।৬, ৭, ৭৫-৭৭, ৮০, ৮২ ; ১৬।৫৬, ৫৭ ; 'অনুমান'-অলঙ্কার আ ১৬।৮৩ ; অবিমৃষ্ট-বিধেয়াংশ-দোষ আ ২।৮৭ ; ১৬।৫৫, ৬১ ; অভিধাবৃত্তি ম ৬।১৩৪ ; অর্থালঙ্কার আ ১৬।৭২, ৭৮

আমুখ (প্রস্তাবনা) অ ১।১৮৫ ; আলম্বন ম ২।৪৭ ; ২৩।৪৬, ৮৭ ; অ ১৭।৪৯ ; আশ্রয় ম ৮।১৪০ ; আশ্লিষ্য-দোষ ম ৬।২৭৪

উদ্ঘাত্যক (নাটক-প্রস্তাবনা) অ ১।১৮৫, ১৮৬ ; উদ্দীপন ম ১২।৫৯ ; ১৯।১৯৪ ; উপমা-প্রকাশ অ ১৬।৭৮ ; উপমালঙ্কার আ ১৬।৪৬

কালসাম্যে (উপস্থিত সময়ে) অ ১।১৩৪

নমস্কার আ ১।২২, ২৩ ; নান্দী অ ১।৭১, ১৭৬ ; নান্দী-ব্যবহার অ ১।১৭২ ; নান্দী-শ্লোক অ ১।৩৫, ১২৭, ১৭৪ ; ৫।১১১

পঞ্চদোষ আ ১৬।৫৪, ৬৮, ৮৪ ; পুনরাত্ত-দোষ আ ১৬।৫৫ ; পুনরুক্তি (দোষ) অ ১০।৫১ ; পুনরুক্তি বদাভাস আ ১৬।৭৩, ৭৬, ৭৭ ; প্ররোচনা অ ১।১৩৭ ; প্রস্তাবনা অ ১।৭১

বস্তুনির্দেশ আ ১।২২;২।৪ ;বস্তুনির্দেশ-রূপ মঙ্গলাচরণ আ ২।৪ ; বিধেয় আ ২।৬, ৭, ৭৫-৭৭, ৮০, ৮২ ; ১৬।৫৬, ৫৭, ৫৯, ৬০ ; বিধেয়-চিহ্ন আ ২।৬ ;বিধেয়-সংবাদ আ ২। ৮০, ৮২ ; বিরুদ্ধমতি আ ১৬।৫৫, ৬২, ৬৪ ; বিরোধ আ ১৬।৭৯, ৮১ ; বিরোধাভাস আ ১৬।৭৮, ৮১ ; অ ১৮।৯৯ ;বিরোধালঙ্কার আ ১৬।৮০ ;অ ১৮।৯৮ ; বিষয় আ ৪।১৩২ ;ম ৮।১৪০ ; বীথী-অঙ্গ অ ১।১৮৫

ভগ্নক্রম আ ১৬।৫৫ ; ভগ্নদোষক্রম আ ১৬।৬৭

রূঢ়িবৃত্ত্যে ম ৬।২৭৫ ;২৪।৭৮

লক্ষণা আ ৭।১৩১, ১৩২ ; ম ৬।১৩৪ ১৩৭, ১৫১, ১৭৯

উপনিষদুক্ত শব্দাবলী

অপাণিপাদ ম ৬।১৫০ (অন্যান্য শব্দ সাধারণ ও দার্শনিক-শব্দ মধ্যে দ্রষ্টব্য)

কালবিষয়ক শব্দাবলী

(দ্বাদশ মাসের দেবতা)

১। কেশব (মার্গশীর্ষ বা অগ্রহায়ণ) ম ২০।১৯৮
২। নারায়ণ (পৌষ) ম ২০।১৯৮
৩। মাধব (মাঘ) ম ২০।১৯৯
৪। গোবিন্দ (ফাল্গুন) ম ২০।১৯৯
৫। বিষ্ণু (চৈত্র) ম ২০।১৯৯
৬। মধুসূদন (বৈশাখ) ম ২০।১৯৯
৭। ত্রিবিক্রম (জ্যৈষ্ঠ) ম ২০।২০০
৮। বামন (আষাঢ়) ম ২০।২০০
৯। শ্রীধর (শ্রাবণ) ম ২০।২০০
১০। হৃষীকেশ (ভাদ্র) ম ২০।২০০
১১। পদ্মনাভ (আশ্বিন) ম ২০।২০১
১২। দামোদর (কার্ত্তিক) ম ২০।২০১

অষ্টপ্রহর অ ১৩।৯৩, ১৩২
অহর্নিশি অ ৫।৪৯
আশ্বিন ম ২০।২০১
আষাঢ় ম ২০।২০০
ইন্দ্র-সাবর্ণ্য (মন্বন্তর) ম ২০।৩২৮
উত্তম (মন্বন্তর) ম ২০।৩২৫
কার্ত্তিক ম ২০।২০১
গ্রীষ্মকাল ম ৪।১৬৫, ১৬৯
চাক্ষুষ (মন্বন্তর) ম ২০।৩২৬
চারিযুগ আ ৩।৭
চৈত্র ম ৭।৬ ;ম ২০।১৯৯
চৌদ্দ মন্বন্তর ম ২০।৩২০, ৩২৮, ৩৮৯
ছয় ঋতু আ ১৭।২৩৮
জ্যৈষ্ঠ ম ২০।২০০
তামস (মন্বন্তর) ম ২০।৩২৫
ত্রিযুগ ম ৬।৯৫, ৯৯
ত্রিসন্ধ্যা ম ২৪।৭২
ত্রেতা আ ৩।৭, ৩৭ ;ম ২০।৩৩৩
ত্রেতাযুগ ম ২০।৩২৯
দক্ষসাবর্ণ্য (মন্বন্তর) ম ২০।৩২৬
দণ্ড ম ৬।২০৬
দিব্য একযুগ আ ৩।৭
দেবসাবর্ণ্য (মন্বন্তর) ম ২০।৩২৭
দ্বাপর আ ৩।৭, ১০, ৩৮ ; ম ২০।৩২৯, ৩৩৪, ৩৩৭
ধর্ম্মসাবর্ণ্য ম ২০।৩২৭
পৌর্ণমাসী অ ১৯।৭৮
পৌর্ণমাসীর সন্ধ্যাকাল আ ১৩।৮৯
পৌষ ম ২০।১৯৮
ফাল্গুন ম ৭।৪, ৫ ;২০।১৯৯
ফাল্গুন-পূর্ণিমা আ ১৩।১৯, ২০
ফাল্গুন-পূর্ণিমা-সন্ধ্যা আ ১৩।২০
ফাল্গুন-মাস আ ১৩।৮৯
বর্ষা অ ২০।৪০
বসন্ত অ ১৯।৮৩
বসন্তকাল আ ১৭।২৮২
বসন্ত-রজনী অ ২০।১৩৭
বৈবস্বত (মন্বন্তর) আ ৩।৯ ; ম ২০।৩২৬
বৈশাখ ম ৭।৬ ; ২০।১৯৯
ব্রহ্মসাবর্ণ্য (মন্বন্তর) ম ২০।৩২৭
ভাদ্র ম ২০।২০০
মধ্যাহ্ন ম ৯।১৮২, ৩২৭ ;১২।২১৬ ; অ ২।১০৯ ;৪।১১৮ ;৯।৭০ ;১২।১২২
মধ্যাহ্নকাল অ ৬।২৮৪
মন্বন্তর আ ৬।৮, ৯
মাঘ মাস আ ১৩।৮০ ;ম ১।১৬ ; ৩।৩ ;২০।১৯৯
মাঘ-শুক্ল-পক্ষ ম ৭।৪
মার্গশীর্ষ ম ২০।১৯৮
যুগ ম ৬।১০০ ;২০।৩৪১
যুগ-মন্বন্তর আ ৫।১১৩
রুদ্রসাবর্ণ্য (মন্বন্তর) ম ২০।৩২৭
রৈবত (মন্বন্তর) ম ২০।৩২৬
শরৎকাল অ ১৮।৪
শুক্লপক্ষ ম ১।১৬ ;৩।৩
শ্রাবণ ম ২০।২০০
সংক্রান্ত্যে (সংক্রান্তিতে) অ ৩।৩২
সত্যযুগ ম ২০।৩৩২
সন্ধ্যা ম ৩।১১২
স্বারোচিষ (মন্বন্তর) ম ২০।৩২৫
সায়ম্ভুব (মন্বন্তর) ম ২০।৩২৫

খাদ্য-তালিকা

অমৃতকর্পূর অ ১০।২৬
অমৃতকেলি ম ৪।১১৭ ;অ ১৮।১০৬
অমৃত-গুটিকা ম ১২।১৬৭ ;১৪।২৮ ; ১৫।২২১ ;অ ১০।১১৮, ১২৫
অমৃতমণ্ডা ম ১৪।২৯ ; অ ১০।১১৯
অমৃতি ম ১৪।৩০
অম্ল ম ৩।৪৯
আদা অ ১০।১৫, ১৪৯
আদা-চাকি অ ২।১০৮
আদা-ঝাল-কাসন্দি অ ১০।১৫
আমখণ্ড অ ১০।১৬
আমসত্তা অ ১০।১৬
আমপিত্তহর অ ১০।২৩
আম্‌সি অ ১০।১৬
আম্রকলি অ ১০।১৫
আম্র ম১৪।২৬ ;১৫।৮৬, ২১৭ ;অ ১৮।১০৪
আম্র-কাশন্দি অ ১০।১৫
আরোয়া চিড়া অ ৬।৮৩

উখ্ড়া অ ১০।৩১
উত্তমান্ন ম ৫।১০২
এলাচি ম ১৪।১৭৮ ; ১৫।২৫৪ ; অ ১০।৩০
এলাচি-বীজ ম ৩।১০৩
ঐক্ষব অ ১৬।১০৮
কদ্মা ম ১৪।৩১
কদলী ম ১৪।২৬
কমলা ম ১৪।২৭ ; অ ১৮।১০৪
কর্পূর (খাদ্যদ্রব্যে ব্যবহৃত মসলা বিশেষ) ম ১৪।৩০, ১৭৮ ; ১৯।১৮২ ; ২৩।৪৫ ; অ ৬।৫৮ ; ১০।২৬, ২৮, ৩০-৩২
কর্পূরকুপী অ ১০।১১৮
কর্পূরকেলি অ ১৮।১০৬
কলা আ ১৪।৫১ ; ম ৩।৫৪ ; ১৫।৮৬ ; অ ৬।৫৩, ৫৭, ৯১, ৯৩ ; ১৮।১০৪
কলাবড়া ম ৩।৫০ ; ১৫।২১৫
কাঁজিবড়া ম ১৫।২১৬
কাঁঠাল ম ১৪।২৬ ; ১৫।৮৬
কাশম্দি, কাশন্দি বা কাশুন্দি ম ১৫।৯০ ; অ ১০।১৫, ১৮
কুম্ড়া-কুরী ম ১৪।২৯
কুল (কুলের আচার) ম ১৪।৩৪
কুষ্মাণ্ড ম ১৫।২১৩
কুষ্মাণ্ড-ফল অ ১৭।১৭
কুষ্মাণ্ডবড়ি ম ৩।৪৫
কুষ্মাণ্ড -মানচাকি ম ৩।৪৭
কেশুর অ ১৮।১০৫
কোমল নিম্বপত্রসহ ভাজা বার্ত্তাকী ম ৩।৪৭
কোলি অ ১৮।১০৪
কোলিখণ্ড অ ১০।২৪
কোলিচূর্ণ অ ১০।২৪
কোলিশুণ্ঠী অ ১০।২৪
ক্ষীর ম ৪।২০, ১১৭, ১১৮, ১২০, ১২৪, ১২৭-১২৯, ১৩১, ১৩৬, ১৩৮, ১৪১, ১৭৪, ২০৫-২০৭ ; ১৬।৩১, ৩৩ ; ২৫। ২৩৯ ; অ ২।৫৯ ; ৩।৩২
ক্ষীর-ওদন ম ১৫।৮৯
ক্ষীরপুলি ম ১৫।২১৫
ক্ষীর-প্রসাদ ম ৪।১২০, ১৫৬ ; ১৬।৩১
ক্ষীরসা ম ১৪।২৮
ক্ষীরসার অ ১০।২৬
ক্ষীরিকা অ ১৮।১০৫
খই আ ১৪।২৪, ২৮
খণ্ড ম ১৭।৫৯ ; অ ১২।৫৫
খণ্ড ক্ষীরিসা বৃক্ষ অ ১৮।১০৬
খণ্ডসার ম ১৪।৩১ ; ১৫।৫৫ ; ১৯।১৭৯ ; ২৩।৩৯ ; অ ১০।১৩৫
চিরস্থায়ী খণ্ড-বিকার অ ১০।২৫
খর্জ্জুর অ ১৮।১০৪
খরমুজা অ ১৮।১০৫
খাজা ম ১৪।৩১ ; অ ৬।৩০৪, ৩০৫
গব্য অ ১৬।১০৮
গুড়ত্বক (মশলা) অ ১৬।১০৯
গুবাক অ ৭।৬৭
গোধূমচূর্ণ ম ৪।৬৭
গোপীনাথের ক্ষীর (ভোগ) ম ৪।১১৮
ঘনদুগ্ধ ম ১৫।২১৭
ঘনদুগ্ধপূর ম ৮।৩০৪
ঘনাবর্ত্ত দুগ্ধ ম ৩।৫৩
ঘনাবৃত-দুগ্ধ অ ৬।৫৮
ঘৃত ম ৪।৭১, ৯৩ ; ১৪।১৭৮ ; ১৭।৫৯ ; ১৯।১৮২ ; অ ৬।৫৮
ঘৃত-সিক্ত পরমান্ন ম ১৫।২১৭
ঘোল ম ১৫।২১০
চই-মরিচ ম ৩।৪৬
চন্দ্রকান্তি ম ১৪।৩১
চাঁপাকলা ম ৩।৫৫ ; ১৫।২১৭ ; অ ৬।৫৮
চানাম ১৯।১২৮
চিড়া ম ১।২৮৩ ; ৩।৫৪ ; ১৫।৮৮ ; ৬।৫৩, ৫৬, ৫৭, ৬৫, ৬৮, ৭৬-৭৯, ৮৪, ৯১, ৯৩, ১০০, ১৪০ ; ১০।২৮ ; ২০।১১২
চিনি অ ৬।৫৩, ৫৭, ৫৮
চিরস্থায়ী ক্ষীরসার অ ১০।২৬
চিরস্থায়ী খণ্ডবিকার অ ১০।২৫
ছানা ম ৩।৪৮ ; ১৪।২৬
ছানাবড়া ম ১৫।২১০
ছুটাপান (নৈবেদ্যে ব্যবহৃত) অ ১৩।১২৪
ছুটাপানবিড়া অ ১৩।১২৩
ছোহারা ম ১৪।২৭
ছোলঙ্গ ম ১৪।২৭, ৩২
জাম অ ১৮।১০৪
ঝাল-কাশন্দি অ ১০।১৫
ঝোল ম ১৫।২১০
টাবা ম ১৪।২৭
ডালি-মরিচ-লাড়ু ম ১৪।৩০
তক্র ম ১৪।৩৩
তণ্ডুল-ভাজা অ ১০।২৯
তাম্বূল আ ৪।২৫৪ ; ৫।১৮৮, ১৯২ ; ১৫। ১৬ ; ম ৪।৬৫ ; ৮।১৭৩ ; ১৪।১৩০ ; অ ৬।৯৭, ৯৮ ; ১৬।১৩২ ; ১৮।১০৮
নৈবেদ্য তাম্বূল আ ১৫।১৬
তাল অ ১৮।১০৫
তিক্ত-ঝাল ম ৩।৪৬
তিলাখাজা ম ১৪।৩১
তৈলাম্র অ ১০।১৬
দধি ম ১।২৮৩ ; ৩।৫৫ ; ৪।৫৭, ৬৪, ৭৪, ৯৩ ; ১৪।৩৩, ১৭৮, ২১৪ ; ১৫।১৮, ৫৫ ; ১৭।৫৯ ; ১৯।১৮২ ; ২৩।৪৫ ; অ ৬।৫১, ৫৩, ৫৭, ৯১, ৯৩, ১০০ ; ১০।১৩৫, ১৪৯ ; দধিচিড়া অ ৬।৫১, ৫৩, ৬৫, ৬৭, ৬৯ ; দধিভাত ম ২৫।১৯৯ ; অ ১০।১৫১
দাড়িম্ব অ ১৮।১০৫
দুগ্ধ ম ৪।২৫, ৩০, ৩৩, ৫৭, ৬৪, ৭৪, ৯৩ ; ১৪।৩৩ ; ১৫।৫৫ ; ১৭।৫৯ ; ২০। ৩০৯ ; অ ৬।৫৩, ৬৫, ১৪০, ১৭৫ ; ১০। ১৩৫ ; ১২।৫৫ ; তপ্তদুগ্ধ অ ৬।৫৭ ; ঘনাবৃত দুগ্ধ অ ৬।৫৮ ; দুগ্ধ-কুষ্মাণ্ড ম ৩।৪৮ ১৫।২১১ ; দুগ্ধ-চিড়া ম ১৫।২১৬ ; অ ৬।৬৫, ৬৭ ; দুগ্ধচিড়া-কলা ম ৩।৫৪ ; দুগ্ধতুম্বী ম ১৫।২১১ ; দুগ্ধ-লক্লকি ম ৩।৫৪ ; ১৫।২১৬
দেউলপ্রসাদ অ ২।১০৮
দ্রাক্ষা ম ১৪।২৭ ; অ ১৮।১০৪
ধনিয়া-মৌহরীর তণ্ডুল (লাড্ডুর উপকরণ) অ ১০।২২
ননী ম ১৪।৩৩
নব নিম্বপত্রসহ ভৃষ্ট বার্ত্তাকী ম ১৫।২১৩
নবাত ম ১৪।৩০
নাড়ু অ ১০।২৩, ২৫, ২৮, ৩০, ৩২, ১০৯
নারঙ্গ ম ১৪।২৭, ৩২ ; অ ১৮।১০৪
নারিকেল আ ১৪।৪৬, ৪৭ ; ম ৩।৫০ ; ১৪। ২৬ ; ১৫।৭০, ৭১, ৮৫, ৮৬, ২১৫ ; অ ১০।১২৫ ; ১৮।১০৪
নারিকেল-খণ্ড অ ১০।২৫
নারিকেল-জল ম ১৫।৭৪
নারিকেল-শস্য ম ৩।৪৮ ; অ ১২৯
নিম্ব-তিক্ত-সুখ্তা-ঝোল ম ১৫।২১০
নিম্ববার্ত্তাকী অ ১০।১৩৬
নেম্বু অ ১০।১৫
পটোল ম ৩।৪৫
পটোল-ফুলবড়িভাজা ম ৩।৪৭
পটোলভাজা ম ১৫।২১৩
পদ্মচিনি ম ১৪।৩১ ; অ ১০।১১৯ ; ১৮।১০৬
পনস অ ১৮।১০৪
পান (তাম্বূল) অ ৭।৬৯
পানা ম ১৪।২৬
পানীফল অ ১৮।১০৫

পায়স ম ৪।৭৪
পিঠা ম ৩।৫০ ; ১১।১৮১ ; ১৫।২১৬ ; অ ২।৫৯ ; ৬।১১০
পিঠা-পানা ম ৬।৪৪, ৪৬, ৯।৩৫১ ; ১১।২০৯ ; ১২।১৩২, ১৫৫, ১৬৭, ১৮৭ ; ১৫।৮৯, ২২১ ; অ ১০।১০৯, ১১৯ ; ১২।১২৬
পিঠাপায়স অ ৩।৩২ ; ৬।১১০
পিণ্ডখর্জ্জুর ম ১৪।২৭
পিয়াল অ ১৫।৩৫
পিষ্ট ম ১৫।২১৫
পীত-ঘৃতসিক্ত-শাল্যন্ন ম ৩।৪৪
পীত-সুগন্ধিঘৃত ম ১৫।২০৮
পীযূষগ্রন্থি অ ১৮।১০৬
পীলুফল অ ১৩।৬৭, ৭৪-৭৬ ; ১৮।১০৫
পেড়া অ ১০।১০৯
পৈড় ম ১৪।২৬ ; অ ১০।১১৮
ফুট্‌কলাই অ ১০।৩২
ফুলবড়া অ ১০।১৪৯
ফুলবড়ি ম ১৫।২১২, ২১৩ ; অ ১০।১৩৭
বড়া ম ১৫।২১০
বড়াবড়ি ম ১৫।২১০
বড়াম্ল ম ১৫।২১৪
বন্যশাক ম ৪।৭০
বাদাম ম ১৪।২৭ ; অ ১৮।১০৪
বার্ত্তাকী ম ৩।৪৭
বাস্তুক-শাক ম ৩।৪৫
বিয়রি ম ১৪।৩১
বিল্ব অ ১৮।১০৫
বীজতাল ম ১৪।২৬
বীজপূর ম ১৪।২৭
বৃদ্ধকুষ্মাণ্ডবড়ি ম ১৫।২১২
বেসর ম ১৫।২১১
ব্যঞ্জন ম ৩।৩৯, ৪৪, ৪৯, ৫২, ৮৮-৯০, ৪।৬৯, ৭০, ৭৩ ; ৬।৪২ ; ১৫।৫৬, ২০৯, ২১২ ; ১৬।৫৭ ; ১৭।৬১, ৬৩ ; অ ২।৫৯, ৭৭, ৮৭ ; ৬।১১০ ; ৮।৫১, ৫৫, ৫৭ ; ১০।১৩৪, ১৩৭, ১৪৮ ; ১২।৬৩, ৯৩, ১২৩, ১২৫-১২৭, ১৩০, ১৩৫, ১৩৭, ১৪৩, ১৪৮ ; ১৩।১০৬
ব্যঞ্জনভাত ম ৩।৬৮ ; অ ১২।১৪৩, ১৪৮
ব্যঞ্জনের শাক ফলমূল ম ১৫।৮৮
ভাজাবার্ত্তাকী ম ৩।৪৭
ভাত ম ৩।৯৫ ; ৪।৭২ ; ১৫।৫৯ ; ২৫।১৯৯ ; অ ১।২০-২২ ; ৩।৩৫ ; ৬।৩১৫-৩১৭ ; ৮।৫৫, ৫৭ ; ১২।১৪৩, ১৪৮
ভৃষ্ট-পটোল অ ১০।১৩৬
ভৃষ্ট-পটোল-নিম্বপাত ম ১৫।৫৪
ভৃষ্টফুলবড়ি অ ১০।১৩৭
ভৃষ্টবার্ত্তাকী ম ১৫।২১৩
ভৃষ্টমাষমুদ্গসূপ ম ১৫।২১৪
মণ্ড অ ১০।১১৮
অমৃতমণ্ড অ ১০।১১৯
মথনী (নবনীত) ম ৪।৭৪
মধুরাম্ল ম ১৫।২১৪ ; অ ১০।১৩৫
মধুরাম্ল বড়া ম ৩।৪৯
মনোহরা ম ১৪।২৮
মরিচ ম ১৪।১৭৮ ; ১৯।১৮২ অ ১০।৩০ ; ১৬।১০৮
মরিচের ঝাল ম ১৫।২১০ ; অ ১০।১৩৫
মাঠা আ ১০।৯৮ ; ম ৪।৭৪
মানকচু ম ৩।৪৫
মানচাকি ম ৩।৪৭ ; ১৫।২১৩
মালতী ম ১৪।৩০
মাষবড়া ম ৩।৫০ ; ১৫।২১৫
মিষ্টান্ন অ ২।৭৭ ; ৩।৩০ ; ৮।৪২
মুদ্গডালিসূপ অ ১০।১৩৭
মুদ্গবড়া ম ৩।৫০ ; ১৫।২১৪
মুদ্গসূপ ম ৩।৪৪ ; ১৫।২১৪
মুদ্গাঙ্কুর ম ১৪।৩৩
মেওয়া অ ১৮।১০৪
মোচাঘণ্ট ম ৩।৪৮ ; ১৫।৫৪, ২১১
মোচার ঘণ্ট ম ৯।২৯৬
মোচা-ভাজা ম ১৫।২১১
মোদক (মিষ্ট) অ ১২।৫৪, ৫৫
মৌহরী (মশলা) অ ১০।২২
ধনিয়া মৌহরীর তণ্ডুল গুণ্ডা অ ১০।২২
রসপূপী অ ১০।১১৮
রসালা ম ১৪।৩৩, ১৭৮ ; ১৫।২১৮ ; ১৯।১৮২
রসালাখ্যরস ম ২৩।৪৫
রসালামথিত দধি ম ১৫।২১৮
রুটি ম ৪।৭১, ৭৩
রুটিরাশি ম ৪।৭৩
লবঙ্গ (মসলা) ম ৩।১০৩ ; ১৫।২৫৪ ; অ ১০।৩০ ; ১৬।১০৮
লবণ অ ৬।৩১৮ ; ১০।১৩৫, ১৪৯
লাড়ু ম ১৪।২৮
লাফ্‌রা ম ১৫।২১
লাফ্‌রাব্যঞ্জন ম ৬।৪৩ ; ১২।১৬৭
লেম্বু ম ১৪।৩৪ ; অ ১০।১৩৫
লেম্বু-আদাখণ্ড ম ১৫।৫৫
লেম্বু-সলবণ অ ২।১০৮
শর্করা ম ৩।৪৮
শালিকা চটিধান্যের আতপচিড়া অ ১০।২৭
শাক ম ৩।৩৯ ; ১৫।৫৪, ১০ ; ১৭।৬৩ ; অ ১০।১৩৬
শাক-পত্র-ফল-মূল অ ৬।২২৬
শাকফল আ ১৭।২৯
শাক-ফলাদি ম ১৫।২০২
শাক-মূল-ফল ম ১৭।৫৭
শাক্‌রা ম ১৫।২১১
শালিধান্যের তণ্ডুল ভাজা অ ১০।২৯
শালিধান্যের খই অ ১০।৩১
শাল্য-অন্ন অ ৬।১১০
শাল্যন্ন ম ৩।৪৪ ; ১৫।৫৪ ; অ ২।২০৯ ; ১২।১২৫
শিখরিণী ম ৪।৭৪ ; ১৪।৩৩
শুক্ল-চাউল অ ২।১০৩
শুখা-রুখা-ব্যঞ্জন (চচ্চড়ি) ম ৩।৩৯
শুণ্ঠিখণ্ড অ ১০।২৩
সঘৃত-পায়স ম ৩।৫৩
সন্তারা অ ১৮।১০৪
সন্দেশ আ ১৪।২৪, ২৮, ৫১ ; ম ৩।৫৫ ; ৪।৫৮ ৬৪ ; ১৫।৮৮, ২১৮ ; অ ৬।৫৩, ৯১, ৩০৪
সর ম ৪।৭৪
সর-পূপী অ ১৮।১০৬
সরপুরী ম ১৪।২৯
সরবতী ম ১৪।২৯
সরভাজা ম ১৪।২৯
সার্দ্রক ম ৩।৪৫
সিতা ম ১৯।১৮২
নিম্ব-তিক্ত-সুখ্‌ত-ঝোল ম ১৫।২১০
সুখ্‌তা অ ১০।১৬-১৮, ২০
সুখ্‌তার ঝোল অ ১০।১৩৬
সূপ ম ৩।৩৯ ; ৪।৬৯, ৭৩ ; অ ২।৫৯
সূপাদি ব্যঞ্জন-ভাণ্ড ম ৪।৭৩
সেঁওতি ম ১৪।৩০
হরিবল্লভ ম ১৪।৩০
হুড়ুম ম ১৫।৮৮ ; অ ১০।২৮

গীতায় ব্যবহৃত শব্দাবলী

অর্থার্থী ম ২৪।৯০ আর্ত্ত ম ২৪।৯০ ক্ষেত্রজ্ঞ ম ২৪।৩০৩-৩০৫ জিজ্ঞাসু ম ২৪।৯১

গ্রন্থ-তালিকা

অষ্টাদশ লীলাছন্দ ম ১।৩৯
উজ্জ্বলনীলমণি ম ১।৩৮
কর্ণামৃত বা কৃষ্ণকর্ণামৃত ম ১।১২০ ; ২।৭৭ ; ৯।৩০৫, ৩০৭, ৩০৯ ; অ ১৫।২৭
কলাপ (ব্যাকরণ) আ ১৬।৩২
কাব্যপ্রকাশ অ ১৩।১১১
কূর্ম্মপুরাণ ম ১।১১৭ ; ৯।২০১
কৃষ্ণবিজয় ম ১৫।৯৯
কেতাব-কোরাণ আ ১৭।১৫৫
কেতাব-কোরাণ-শাস্ত্র ম ২০।৫
গীতগোবিন্দ অ ১৩।৮৯ ; ১৫।৮৩ ; ১৭।৬২
শ্রীগীতগোবিন্দ ম ২।৭৭ ; ১০।১১৫ ; অ ১৫।২৭ ; ১৭।৬
গীতা আ ৩।২১ ; ৫।৮৮, ৯০ ; ৬।২৭ ; ৭।১১৭ ; ১৩।৬৪ ; ম ৯।৯৩, ৯৫, ৯৮, ১০১, ১০২
গীতাশাস্ত্র ম ৬।১৬৩
গোপালচম্পূ ম ১।৪৪ ; অ ৪।২৩০
গোবিন্দবিরুদাবলী ম ১।৪০
চৈতন্যমঙ্গল আ ৮।৩৩, ৩৫, ৩৮, ৪৪, ৬৩ ; ১১।৫৪ ; ১৫।৭, ৩৩ ; ১৭।১৩৮, ৩৩০ ; ম ১।১১ ; ৩।২১৭ ; ৪।৭ ; অ ১০।৫০ ; ২০।৮৫, ৮৭
চৈতন্যস্তবকল্পবৃক্ষ (দাসগোস্বামি-রচিত স্তবাবলী) অ ৬।৩২৬ ; ১৪।৭২, ১১৯ ; ১৬।৮৬ ; ১৭।৭০ ; ১৯।৭৫
দশমচরিত ম ১।৩৫
দশমটিপ্পনী ১।৩৫
দানকেলিকৌমুদী ম ১।৩৯ ; অ ৪।২২৬
পঞ্জী-টীকা আ ১৫।৬
পদ্যাবলী ম ১।৩৯
পাতঞ্জল ম ৯।৪২ ; ২৫।৫১
পাঁজি-টীকা অ ১৪।১০
বিদগ্ধমাধব ম ১।৩৮ ; অ ৪।২২৫
বিষ্ণুপুরাণ আ ৭।১১৭
বৃহৎসহস্রনাম আ ১৭।৯০
ব্যাকরণ আ ১৬।৩২, ৩৩ ; অ ৫।১০৪
ব্যাসসূত্র ম ৬।১৩৩, ১৩৮ ; ২৫।৪৩, ৮৯
ব্রহ্মসংহিতা ম ১।১২০; ৯।২৩৯,৩০৯,৩২৩
ব্রহ্মসংহিতাধ্যায় (পুঁথি) ম ৯।২৩৭
ব্রহ্মসূত্র ম ২৫।৯৮
ভাগবত (গ্রন্থ) আ ১।৯৮-১০০ ; ২।৯, ২৪, ৫৯, ৬২, ৬৬ ; ৩।২১, ৫০, ৮৩ ; ৫।১২২ ; ৬।২১, ২৭ ; ৭।৪৮, ৯৩ ; ৮।৩৪, ৩৭ ; ১০।৭৭, ১৫৮ ; ১১।৫৫ ; ১৩।৬৪ ; ১৭।৩১২ ; ম ১।৮৩ ; ২।৮৮ ; ৬।৯৭, ২৬০ ; ৮।৮৮, ৯১ ; ১৩।৬৭, ১৩২ ; ১৭।১১০ ; ১৯।১৭, ১১৫, ১৬৮ ; ২০।৩৫৬ ; ২১।৩২, ১১০ ; ২২।১২১, ১২৪ ; ২৩।১০৯ ; ২৪।১৮৭, ৩১০-৩১৩, ৩১৮ ; ২৫।৩০, ৯৫, ৯৭, ৯৮, ১০০, ১২৯, ১৩১, ১৩৬, ১৪৬, ১৫৯, ২৫৯ ; অ ৪।৩৩, ১৩১ ; ৭।৫২, ৭৭, ৭৮, ১০৯, ১২৯ ; ১২।১৫২, ১৩।১১৩, ১১৭, ১২১, ১২৬ ; ১৪।৪৬ ; ১৭।৩০, ৩২ ; ২০।৬৭
শ্রীভাগবত আ ৭।৪৮ ; ম ১৩।৬৭ ; ২৫।৯৮, ১৪৩, ২৫৯ ; অ ৩।৬৪ ; ৫।৪৪ ; ১৯।১০৭ ;
ভাগবতশাস্ত্র আ ১।৯৯
ভাগবতামৃত ম ১।৩৫
ভাগবতসন্দর্ভ আ ৩।৭৯ ; ম ১।৪৩ ; অ ৪।২২৯
ভারত (মহাভারত) ম ৬।৯৭
ভারত-শাস্ত্র আ ৩।৮৩
ভ্রমরগীতা ম ২৩।৫০ ; অ ১৯।১০৭
মথুরা-মাহাত্ম্য ম ১।৪০ ; ২৫।২০৮
রসামৃতসিন্ধু ম ১।৩৮; ১৯।১৩৩; অ ৪।২২৩
লঘুভাগবতামৃত ম ১।৪১
ললিতমাধব ম ১।৩৮ ; অ ৪।২২৫
শারীরক-ভাষ্য অ ২।৯৫
শিক্ষাষ্টক অ ২০।১৩৮, ১৩৯
শ্রীকৃষ্ণবিজয় ম ১৫।৯৯
ষট্‌সন্দর্ভ অ ৪।২৩১
ষড়্‌দর্শন ম ১৭।৯৬ ; অ ৭।২১
সিদ্ধার্থ-সংহিতা ম ২০।২২৩
স্তবাবলী ম ১।৩৯
হয়শীর্ষ-পঞ্চরাত্র ম ২০।২৩৭
হরিবংশ ম ২৩।১১০
হরিভক্তিবিলাস ম ১।৩৫

দর্শনশাস্ত্রে ব্যবহৃত শব্দাবলী

অংশ আ ২।৬, ১৯, ৪৮, ৮০, ৮৪, ৯৮ ; ৩।২৬, ৬৭, ৬৯, ৭০ ; ৫।৪৮, ৫৫, ৭৩, ৭৪, ৭৬, ৮১, ৯১, ১০৬, ১১৬, ১৫৩, ১৫৪ ; ৬।১০, ১৩, ১৪, ২১, ২৩-২৫, ৩০, ৩২, ৭৭, ৯৬ ; ম ৬।১৫৮ ; ২০।৩০৫, ৩১৫ ; অংশ-অবতার আ ১।৩৯, ৬৫, ৬৬ ; ২।৯৮ ; অংশগণ আ ৬।৮৬ ; অংশবর্য্য আ ৬।৩২ ; অংশ-বিভূতি আ ২।১৮ ; অংশাংশ আ ৫।১১৬ ; অংশাংশী-রূপ আ ৫।১৫৪ ; অংশাংশের অংশ আ ৫।১১৬ ; অংশিনী আ ৪।৭৬ ; অংশী আ ২।৫৭, ৮৪ ; ৮৫ ; ৫।২৪ ; ৬।৯৬, ৯৭ ; ম ২০।১৫৩, ৩১৫ ; অংশের অংশ আ ৫।৭৩, ১০৭

অঙ্গ আ ৩।৬৬, ৬৭, ৭০, ৭১ ; ৬।২১, ২৩, ২৪ ; ৩০, ৩৬ ; অঙ্গ-উপাঙ্গ আ ৩।৬৪ ; অঙ্গ-উপাঙ্গ-নাম আ ৩।৫৯ ; অঙ্গ-বিভূতি আ ৪।৭৭ ; অঙ্গাভাস আ ৫।৬৭ ; অঙ্গোপাঙ্গ আ ৩।৬৬, ৭২

অজ্ঞান আ ১।৮৯, ৯০, ৯৪, ১০৭ ; ২।৯৬ ; ৩।৫৮ ; ম ২২।১৩৯ ; অ ২।৯৯ ; ৩।৪৬ ; ৭।১২৪

অদ্বয়জ্ঞান আ ২।৬৫ ; অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব ম ২০।১৫২ ; ২২।৭ ; অদ্বয়তত্ত্ব ম ২৪।৭১ ; অদ্বয় ব্রহ্মবাদ ম ১৮।১৮৭ ; অদ্বিতীয় জ্ঞান ম ২৪।৪৬ ; অদ্বৈতবাদ ম ২৫।৪৬ ; অদ্বৈতমার্গ ম ৬।৭৫ ; অদ্বৈত-সিদ্ধান্ত ম ১২।১৯৩

অনন্তশক্তি ম ২০।২৫২ ; অনুমান আ ২।৭৩ ; ম ৬।৮১, ৮২ ; অ ৫।৪৪ ; অন্তরঙ্গা আ

২।১০১ ;ম ৬।১৬০ ;৮।১৫২ ; অন্তর্যামী আ ১।৪৭ ; ২।১৮, ৫০, ৫১ ;৩।৬৯ ; ৫।১০৬, ১১২;১৬।২২; ১৭।২৭১ ; ম ৮।২৬৫ ; ২০। ২৮২, ২৯২, ২৯৫ ;২১।৩৯ ;২২।৪৭ ;২৪। ৭৯, ১৪৯ ;অ ২।৯০ ;৭।৯২ ;অন্তর্যামি-স্বরূপ ম ২৪।৭৯ ; অন্বয়-ব্যতিরেক ম ২০।১৪৬

অপ্রাকৃত আ ২।৩৬ ;ম ৬।১৪১, ১৪৬ ; ৮।৪৩, ১৩৭ ; ৯।১৯৫ ; ২০।২৫৫ ;অ ৪। ১৭৩, ১৭৪, ১৯১, ১৯৩, ৫।৪২ ;অপ্রাকৃত গুণ ম ৮।৪৩ ; অপ্রাকৃত দেহ অ ৪।১৭৩, ১৯১, ১৯৩ ;৫।৪২ ;অপ্রাকৃত নবীনমদন ম ৮।১৩৭ ; অপ্রাকৃত বস্তু ম ৯।৯৭

অবতার আ ১।৩২, ৩৯, ৬৫, ৬৬, ৭০, ১১৪ ;২।৪০, ৬৮, ৭২, ৭৯-৮১, ৯০, ১০৯, ১১১ ;৪।৫, ৯-১১, ১৪, ২৭,৩৮, ৭৬, ১০০, ১০৩, ২২০, ২২১, ২২৩, ২৬৪, ৫।১৫, ৫৬, ৭৮, ৮০-৮৩,১০১, ১১৩, ১২০, ১২৮, ১৩০, ১৩৩ ; ৬।৭, ১৩, ৩৩, ৮৭-৮৯, ৯৪, ৯৫, ১০৯-১১১, ৭।১৭ ;১৩।৬২, ১২১ ;১৭।৪৯, ৫৩, ৩১৯ ;ম ১।১৯১, ২৭৩, ২।৮২ ;৬।৯৪, ৯৫, ৯৮, ৮।১৩৪, ২৭৯ ;১১।৪৫, ৪৬ ;১৫। ১৬০ ;২০।২২০, ২৪৪-২৪৬, ২৪৮, ২৫০, ২৬৩, ২৬৪, ২৯৪, ৩১৪, ৩২০, ৩৪৯, ৩৫০, ৩৫২, ৩৬০, ২১।৮, ১৬ ;২৫।১৬৪ ;অ ২। ৩ ;৩।৭৪, ৮২, ৮৫, ২২৪ ;৫।১৫১ ;৭।১১১; ৮।৩, ৯০; ১১।২৫ ; অবতারগণ ম ২২।৯ ; অবতারের স্থিতি আ ২।১১২ ; অবতারী আ ২।৬১, ৯৯, ১০৯, ১১১, ১১২, ১১৫ ; ৪। ৭৬ ; ৫।৪, ৭৮, ১২৭,১২৮ ; ম ৮।১৩৩ ; ২১।১১৫ ; অবতারীর দেহ আ ২।১১২ ; অবিদ্যা ম ২৪।১৬, ৫৯, ১৪১ ;অ ৫।১৪৫

অভিধেয় আ ৭।১৪২, ১৪৭ ;ম ৬।১৭৮; ২০।১২৪, ১২৫, ১৩৯, ১৪৩ ; ২২।৪, ৫, ১৭, ১৬২ ; ২৫।১০০, ১০১, ১১৮, ১২৯, ১৩১ ;অভিধেয়-প্রধান ম ২২।১৭ ;অভিধেয়-বিবরণ ম ২২।১৬১ ;অভিধেয়-লক্ষণ ম ২২।৪; অভিধেয়-সাধনভক্তি ম ২২।১৬৩, ১৬৪ ; অভেদ আ ২।২৮ ;৫।১২৮ ;৬।২৫ ; ম ৬। ১৬২

অর্থ (চতুর্ব্বর্গের অন্যতম) আ ১।৯০ ; ১২।৩০ ;অসত্যে সত্যভ্রম ম ১৮।৯৮; অহঙ্কার (চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বের অন্যতম) ম ২০।২৫৬, ২৭৬ ;অহঙ্কারের অধিষ্ঠাতা ম ২০।২৫৬

আত্মজ্ঞান ম ২৪।১৯৫ ; আত্মভূত অ ৭।২৮ ; আত্মা (পরমাত্মা) আ ২।৬, ৩৬, ৫০, ৬০, ৬৫, ম ১৭।১২৯, ২০।১৫৭, ১৬১ ;২৪। ৭৩, ৭৮ ;অ ১৪।৪৬, ৫০ ; আত্মা (জীবাত্মা) ম ১০।৩২ ; ২৪।১১ ; আত্মা (স্ব-স্বরূপ) আ ৪।৫৬, ৬।৯৮, ৯৯ ; ম ২৪।৪২ ; আত্মা (ক্ষেত্রজ্ঞ জীব) ম ২৪।৩০২ ; আত্মান্তর্যামী আ ২।১৮ ; আত্মারাম ম ৬।১৮৫, ১৮৬, ১৯৪, ১৯৫, ১৭।১৩৯-১৪১ ;২৪।১, ১৩৯ ;১৪০, ১৪৩, ১৪৪, ১৪৬, ১৪৮, ১৮১, ১৯৪, ১৯৬, ২১৫, ২১৯, ২৮০, ২৮৬, ২৮৯, ২৯০, ২৯২, ২৯৫, ২৯৬, ২৯৮ ;২৫।২৫৩ ;আত্মারামগণ ম ২৪।১৩ ; আধ্যাত্মিক তাপত্রয় ম ২২।১৩ ; আবেশ (শ্রীকৃষ্ণের ত্রিবিধ রূপের অন্যতম) ম ২০।১৬৫

উদ্‌গ্রাহ ম ৯।৪৭ ; উদ্‌গ্রাহাদি-প্রায় অ ৭।৯৬ ; উপাদান আ ৫।৫৮ ;৬।১৪-১৭ ;ম ২০।২৭১

একবস্তু আ ৭।৫

করণাপাটব আ ২।৮৬ ; ৭।১০৭ ; কর্ত্তা-হেতু (মূল-নিমিত্তকারণ) আ ৫।৬২ ; কর্ম্ম (বেদোক্ত) আ ১৩।৬৪ ;১৭।৭৫ ;৬।২৮৫ ; ৯।২৭১ ; ১৯।১৬৮ ; ২১।১১৯ ; ২২।৫১, ৫০ ;অ ৯।১৪৩ ;কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগ ম ১৮। ১৯৬ ; ২০।১৩৬ ; কর্ম্মযোগ আ ১৭।৭৫ ; কর্ম্ম-যোগ-জ্ঞান ম ২২।১৭, ৫৯

কায়ব্যূহ আ ১।৮১ ;৪।৭৯ ; ৬।৯৩ ; ম ৮।১৬৫ ; ২০।১৬৯ ; আদ্যকায়ব্যূহ আ ৫।৫

কারণ আ ২।৯০;৫।৬১, ৬৪, ৬।১৮ ; ম ২৫।৪৯, ৫৪ ; গৌণকারণ আ ৫।৬০ ; ঘটের কারণ আ ৫।৬৪ ; জগৎ-কারণ আ ৫।৫৯ ; নিমিত্তকারণ আ ৫।৬২ ; পরমকারণ ম ২৫। ৫৪ ; মূল-জগৎকারণ আ ৫।৬১ ; কারণের-কারণ আ ৫।৪২ ; ম ১৮।১৯৩

কিরণকণসম ম ১৮।১১২ ; কুতর্ক আ ৮।১৩, ১৪ ; ম ৬।১০৭ ; কুতর্ক-গর্ত্ত ম ২৫। ২৭২ ; কুতর্কানুমান আ ২।৭৩ ;কুতার্কিকগণ আ ৭।২৯

কেবলজ্ঞান ম ২২।২১ ; কেবল জ্যোতির্ম্ময় আ ৫।৩৮ ; কেবল ব্রহ্মোপাসক ম ২৪। ১০২, ১০৩ ; কেবল-ভাব অ ৭।২৬, ৩৫, ৪৪; কেবল লীলাময় আ ৫।২৫ ; কৈতব— 'সাধারণ-শব্দসূচী' দ্রষ্টব্য ; কোটি শক্তি আ ৬।১৩ ; ক্রিয়াশক্তি ম ২০। ২৫২ ;ক্রিয়াশক্তি-প্রধান ম ২০।২৫৫

খণ্ডন ম ৩।১০০ ;১৮।১৮৭ ;২৫।৪৭

গুরুতত্ত্ব আ ৭।৩ ; গৌণকারণ আ ৫।৬০

চিচ্ছক্তি আ ২।১০১, ৪।৬১, ৫।৩৩, ৩৭, ৪২ ;৭।১৪০ ;১৭।২৪২ ;ম ৬।১৫৮, ১৬০ ; ৮।১৫১ ; ২০।১১১, ১৪৯, ২৫৬ ; ২১।৫৫, ৯৬, ১০৩ ;২৫।৩৪ ;চিচ্ছক্তি-আশ্রয় আ ৫। ৪২ ; চিচ্ছক্তি-বিকার আ ৫।৩৩ ; চিচ্ছক্তি-বিলাস আ ৫।৩৭ ;ম ৬।১৬১ ; ২০।২৫৭ ; চিচ্ছক্তি-সম্পত্তি ম ২১।৯৬

চিৎকণ ম ১৮। ১১২ ; চিৎস্বরূপ আ ৫। ৩৩ ;অ ৫।১১৮ ; চিদংশে সম্বিৎ আ ৪।৬২ ;ম ৬।১৫৯ ;৮। ১৫৫ ; চিদাকার আ ৭।১১২ ; চিৎ ব্রহ্ম অ ২।৯৮ ; চিদানন্দ অ ৭।১১৩ ;ম ১৭।১৩৫ ;২৫।৩৫ ;চিদানন্দ-জ্যোতিঃ ম ১৪। ২২৫ ; চিদানন্দ-দেহ আ ৭।১১৩ ; ম ২০। ১৫৩ ;চিদানন্দময় আ ৩।৭০ ;৬।২৩ ;অ ৪। ১৯১, ১৯৩ ;চিদানন্দমূর্ত্তি ম ৯।১৯২ ;চিদানন্দ-রূপ ম ১৭।১৩১ ; চিদৈশ্বর্য্য-পরিপূর্ণ আ ৭।১১১ ; চিন্ময় আ ৪।১২২ ;৫।৪৪, ৫৩ ;ম ২১।৫ ;চিন্ময়-জল আ ৫।৫৪ ;চিন্ময়পূর্ণতত্ত্ব আ ৪।১২২

চেতন অ ১৫।৫৯ ; ১৭।১৯ ; ১৮।৪৩ ; ১৯।৭৩, ১০২ ; চেতনাচেতন ম ২৪।৫৪ ; চৈতন্য ম ১৭।১২৯ ; চৈতন্য-তত্ত্ব আ ৭। ১৬৮ ; চৈতন্যতত্ত্ব-নিরূপণ আ ১৭।৩১৪

জীবতত্ত্ব আ ৭।১১৭ ; জীবন্মুক্ত ম ২৪। ১১৬, ১২৪, ১২৫ ;জীবন্মুক্তদশা ম ২২।২৯ ; জীব-শক্তি আ ২।১০৩ ; ২০।১৪৯

জ্ঞান আ ৪।৬২ ; ১৩।৬৫ ; ম ৬।২৮৫ ; ৮।১৫৫, ২৫৮, ১৮।১৯৬ ; ১৯।১৬৭ ;২০। ১৩৬, ১৫৭ ;২১।১১৯ ;২২।১৭, ৫৯, ১৪১; ২৪।৭৫, ১২৫, ১৯৫ ; অ ৯।৬৮; জ্ঞানকর্ম্ম আ ১৩।৬৪ ;জ্ঞান-কর্ম্ম-যোগ-ধর্ম্ম আ ১৩। ৬৪ ;জ্ঞানবিজ্ঞান ম ২৫।১০১ ;জ্ঞান-বিজ্ঞান-বিবেক ম ২৫।১১৪ ; জ্ঞান-বৈরাগ্যাদি ম ২২। ১৪১ ;জ্ঞানমার্গ আ ২।১৩ ; ১৭।৬৭ ;ম ২৪। ৮০, ১০৩ ;জ্ঞানমিশ্রাভক্তি ম ৮।৬৪ ; জ্ঞান-যোগ আ ১৪।৩০ ;অ ৮।৬৪ ; জ্ঞান-যোগ-তপ-আদি কর্ম্ম-নিবারণ আ ১৭।২৪ ; জ্ঞান-যোগমার্গ আ ২।২৬ ; জ্ঞানশক্তি ম ২০।২৫২, ২৫৩, ৩৬৯ ;জ্ঞানশক্তি-প্রধান ম ২০।২৫৩ ; জ্ঞানশূন্যাভক্তি ম ৮।৬৬ ; জ্ঞানে জীবন্মুক্ত ম ২৪।১২৪ ;শুষ্ক-জ্ঞানে জীবন্মুক্ত ম ২৪।১২৫

তটস্থ-লক্ষণ ম ১৮।১২৬ ; ২০।৩৫৪, ৩৫৫, ৩৬০ ;২২।১০৩, ১৪৬, ২৩।৬ ; তটস্থা

(শক্তি) ম ৬।১৬০ ; ৮।১৫২ ; ২০।১০৮ ; তটস্থাখ্য আ ২।১০৩ ;৫।৪৫

তত্ত্ব আ ১।২৭, ২৮, ৯৫, ২।৫৯ ; ৫।১৪৮; ৬।৩২ ; ৭।১৩, ১৫, ১০৮, ১১৬, ১৩৬ ; ১৪।৮৫ ; ১৬।২৩ ; ম ১।১১৪ ; ৬।২০৫ ; ৭।৬৭ ; ৮।১১৮, ১১৯, ২৬৪ ; ৯।১০৫ ; ১৯।১০৫ ;৯।১০৫ ;২০।১০৪, ১০৫, ১০৭, ২৭৭, ২৪।৬৬ ; ২৫।৫৫, ৫৭, ১০৬ ; অ ৫।১২৭ ;১৮।৬০ ; তত্ত্ব-নিরূপণ আ ২।১২০; ১৭।৩১৮ ;ম ২০।৯৬ ; তত্ত্ববস্তু আ ১।৯৬ ; ২।৬৫ ;ম ৮।১১৬ ;তত্ত্ববাদী ম ১।১১৪ ;৯। ১১, ২৪৫, ২৪৮, ২৫০ ;তত্ত্ববিবরণ আ ২।৫৮; তত্ত্ববেত্তা ম ১০।১১১ ; তত্ত্বমসি ম ৬।১৭৫ ; তত্ত্বমসি-বাক্য আ ৭।১২৯ ;তত্ত্বমসির স্থাপন আ ৭।১৩০ ; অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব ম ২০।১৫২ ; অদ্বৈততত্ত্ব আ ১৭।৩১৯ ; অদ্বৈততত্ত্ব-নিরূপণ আ ১৭।১১৭ ;ঈশ্বরতত্ত্ব আ ৫।৮৮;৭।১০ ;ম ৬।৮৩, ৮৬ ;ঈশ্বরতত্ত্বজ্ঞান ম ৬।৮৭ ;কৃষ্ণতত্ত্ব আ ৭।১১৭ ;ম ৮।২৬৩ ;২৫।২৫৮ ;কৃষ্ণতত্ত্ব-বেত্তা ম ৮।১২৭ ;কৃষ্ণতত্ত্বসার ম ২৫।২৬৩ ; কৃষ্ণভক্তিতত্ত্ব ম ৮।১২৪ ;কৃষ্ণরাধাতত্ত্ব ম ৮। ১২৮ ;গুরুতত্ত্ব আ ৭।৩ ; চৈতন্যতত্ত্ব আ ৭। ১৬৮ ; চৈতন্যতত্ত্বনিরূপণ আ ১৭।৩১৪; ছয়-তত্ত্ব আ ১।৩৩ ;জীবতত্ত্ব আ ৭।১১৭ ;নিত্যা-নন্দতত্ত্ব আ ৫।১২ ; ৬।৩ ;নিত্যানন্দতত্ত্ব আ ৫।১২ ; ৬।৩ ; নিত্যানন্দ-তত্ত্বসীমা আ ৫।৩, ১২৬ ;পঞ্চতত্ত্ব আ ৭।৪, ৫, ২০, ১৬৮ ;১৭। ৩২০ ;পরতত্ত্ব-ধাম আ ৭।১৩৮ ; প্রেমতত্ত্ব ম ৮।২৬৩ ;২৫।২৫৮ ;প্রেমরসতত্ত্ব আ ১।১০৮; বস্তুতত্ত্বজ্ঞান ম ৬।৮৯ ;ভক্তিতত্ত্ব ম ৮।১২৩; ২৫।২৫৮ ;ভাগবত-তত্ত্বরস ম ২৫।২৫৯ ;ভাব-তত্ত্ব ম ২৫।২৫৮ ;মুখ্যতত্ত্ব আ ২।৬৪ ;রসতত্ত্ব ম ৮।২৬৩, ২৫।২৫৮ ;রাধাতত্ত্ব ম ৮।২৬৩ ; লীলাতত্ত্ব ম ৮।২৬৩ ;২৫।২৫৮ ;শুদ্ধ-ভক্ত-তত্ত্ব আ ৭।১৬ ;সম্বন্ধতত্ত্ব ম ২৫।১০১ ;সাধ্য-সাধনতত্ত্ব ম ২০।১০৩ ;অ ৬।২৩৪ ; তদাশ্রয়া-নন্দ আ ৪।১৯৯ ; তদেকাত্ম ম ২০।১৮৩ ; তদেকাত্মরূপ ম ২০।১৬৫, ১৮৪

তর্ক আ ৮।১৪ ;১৭।৩০৫, ৩০৭ ;ম ৬। ১০০, ১৮৯, ২১৪, ২৪৬ ; ৮।৩০৮, ৩০৯;৯। ৪৯ ; ১৮।২২৭ ; অ ২।১৭১ ;৩।২০৩, ২০৪, ৮।৪৯ ; ১৯।১০৩

তিনগুণ ক্ষোভ অ ৫।৪৬ ; তিনতত্ত্ব আ ৭।১৩, ১৫ ; তিন শক্তি আ ২।১০৩, ১০৪ ; তুরীয় আ ২।৫২, ৫৩, ৫।২৪, ৪১, ৪৮ ; ত্রিগুণ ম ২০।৩০১ ; ত্রিপাদ-বিভূতি ম ২১।৫৭, ৮৭; ত্রিপাদৈশ্বর্য্য ম ২১।৫৫ ; ত্রিবিধপ্রকাশ ম ২০। ১৫৭ ; দেবতেন্দ্রিয়-ভূত ম ২০।২৭৬ ; দেহে আত্মজ্ঞান ম ২৪।১৯৫ ; দেহে আত্মবুদ্ধি ম ৬।১৭৩ ; 'দেহোপাধি ব্রহ্ম' ম ২৪।২০৮ ; দ্বারকা-বৈভব ম ২১।৭৯ ; দ্বৈত অ ৪।১৭৬

নব-পদার্থ আ ২।৯৩ ; নব-প্রশ্ন ম ৯।৫০; নবব্যূহরূপ ম ২০।২৪১ ; নব-মত ম ৫।৮৬ ; ৬।১৬৮ ; নাস্তিক-শাস্ত্র ম ৬।১৮০ ; নিঃশক্তিক ম ৬।১৫৩ ; নিজাংশকলা ম ২০।৩০৭ ; নিবৃত্তি-মার্গ আ ১৭।১৫৬ ; নিমিত্ত (কারণ) আ ৬।১৪, ১৫ ; নিমিত্ত-কারণ আ ৫।৬২, ৬।১৬ ; ১৩। ৭৫ ; নিমিত্ত হেতু অ ৫।৬৩ ; ৬।১৪ ; ২০। ২৭১;নিমিত্তাংশে আ ৬।১৭ ; নিরঞ্জন অ ১৪। ৪৬, ৫০ ; নিরাকার আ ৭।১১২ ;ম ৬।১৪০, ১৫২ ;১০।১৭৫ ;২৫।১১৩ ; নির্গুণ ম ২৫।৫৩; নির্গ্রন্থ ম ২৪।১৬, ১৭, ১৪২, ১৪৮, ১৫৭, ১৬২, ১৬৩, ১৭০, ১৮২, ১৯৯, ২০০, ২১৮, ২২২, ২২৩ ;২৮৯, ২৯৮, ২৯৯ ; নির্ব্বিশেষ আ ২।১৩, ৫।৩৪, ৩৭, ৩৮ ; ৭।১৪০ ; ১০। ৫৭ ;ম ৬।১৪১, ১৫১, ১৮।১৮৬, ১৮৯, ২০০, ২০।১৫৯ ; ২৪।৭৯, ৮০ ; ২৫।৩৩, ৫০, নির্ব্বিশেষ-জ্যোতির্বিম্ব আ ৫।৩৭ ; নির্ব্বিশেষ-প্রকাশ ম ২০।১৫৯ ; নিবির্বশেষ-ব্রহ্ম আ ৫।৩৮ ;ম ১৮।১৮৬ ; ২৫।৫০ ; নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মপ্রকাশ ম ২৪।৮০

পঞ্চতত্ত্ব আ ১।২৮, ৬।১১৭ ; ৭।৪, ৬, ১৬৩, ১৬৮ ;১৭।৩২০ ;পঞ্চতত্ত্বাখ্যান ম ২৫। ১৬ ; পঞ্চবিধ মুক্তি ম ৯।২৫৭, ২৬৭ ; ২৪।২৮ পঞ্চভূত ম ২৫।১২৩ ; পঞ্চম-পুরুষার্থ আ ৭। ৮৫, ১৪৪ ; ম ৯।২৬১ ; ২৩।৯৫ ; পঞ্চেন্দ্রিয় অ ১৪।৪৯ ; ১৫।৮, ১৬ ; ২০।১২৭

পরংব্রহ্ম ম ৯।৩১ ; ১৯।২১৭ ; পরতত্ত্ব আ ১।২৪ ; ২।৮, ১১০ ; ৭।১২০ ; পরতত্ত্বধাম আ ৭।১৩৮ ;পরতত্ত্ব-সীমা আ ২।১১০ ; পর-ব্যোম আ ১।৭৮ ; ২।২৩, ৫৭, ৭১, ১১৫ ; ৫।১৪, ২৬, ৩৭, ৪০ ; ১৩।৭৫ ; ম ১৯।১৫৩; ২০।১৯২, ২১১-২১৩, ২২৬, ২৬৪, ২৬৯, ৩৯৬ ; ২১।৩, ৬, ৭, ৪৬, ৫৪, ১০৬, ১১৫, ২৪।২২ ; পরব্রহ্ম আ ১৭।১০৬ ; পরম-আশ্রয় আ ২।৫৬ ; ৪।১৩২ ; ১৭।১০৮ ; পরমতত্ত্ব আ ১৭।১০৬ ; পরমতের খণ্ডন ম ২৫।৫৪ ; পরম পুরুষার্থ আ ৭।৮৪, ৯১ ; ম ৬।১৮৪ ; ১৯।১৬৪; অ ৪।১২ ; পরম-প্রমাণ অ ২০।৮৫; পরমস্বরূপ ম ২৪।৭৪ ; পরমাণু ম ২৫।৫০ ; পরমাত্মা আ ২।১০, ৬৩ ; ম ১৯।২১৫ ;২০। ১৫৮, ১৬১ ; ২৪।৭৬ ; পরমার্থ ম ১২।২৪ ; অ ৪।১৫৯, ৬।২২৫, ৯।১০৮ ;পরমার্থ-বিচার ম ২৫।৪২

পরিণাম আ ৭।১২৪ ; পরিণামবাদ আ ৭।১২১-১২৩ ; ম ৬।১৭০ ; ২৫।৪০ ; পরি-ভাষা আ ২।৫৯ ; পরোক্ষ ম ৮।৩২ ; ১১।১১৩

পুরুষ (ঈশ্বর) আ ১।৬৬ ;২।১০৫ ; ৫। ৬৫, ৬৭-৬৯, ৭৪, ৭৬, ৮০, ৯১, ৯৪ ;৬।৮, ১০, ১৩, ১৫, ১৬, ৮।১৩৮; ২০।২৫০, ২৬৮, ২৭২, ২৭৮, ২৮৩, ২৮৪, ২৯৩ ; পুরুষ-ঈশ্বর আ ৬।১৫ ; পুরুষ-নামী আ ২।৫০ ; পুরুষ-নিশ্বাস ম ২০।২৭৯ ;পুরুষ-রূপ ম ২০।২৬৫; পুরুষের তত্ত্ব ম ২০।২৮৩ ; পুরুষ (জীব) ম ২৫।১০৮ ;অ ৫।১৪৪ ; পুরুষাবতার আ ৫। ৬৩ ; ম ২০।২৪৪, ২৪৫, ২৫০, ২৯৬ ;২১। ৩৮; পুরুষার্থ ম ৯।২৬১ ;পুরুষার্থ-শিরোমণি ম ২০।১২৫ ;অ ৭।২৪ ;পুরুষার্থসার ম ১৮। ১৯৪ ; পুরুষের কলা অংশ আ ২।৭০

পূর্ণজ্ঞান আ ২।৮ ; পূর্ণতত্ত্ব আ ২।২৪ ; ৪।১২২ ; পূর্ণতম ভগবান্ ম ২০।৪০০ ; পূর্ণ-তাদি জ্ঞান ম ২৪।১৭৫ ; পূর্ণ-ব্রহ্মস্বরূপ ম ১৮। ১৯১ ; পূর্ণ-ব্রহ্মানন্দ অ ৮।১৯ ; পূর্ণভগবান্ আ ৩।৫ ;৪।১০, ৩৭ ; পূর্ণরূপ ম ২০।১৬৪ ; পূর্ণশক্তি আ ৪।৯৬ ;পূর্ণশক্তিমান্ আ ৪।৯৬ ; পূর্ণ স্বয়ং-ভগবান্ ম ৬।১৪৭ ; পূর্ণানন্দ আ ২।৮ ;৪।২৩৮ ; ১১।১৭ ;ম ১৭।১৩৯, ১৮। ১৯৫ ;২৪।১৭৭ ;অ ৫।১১৮ ;১৫।২ ; পূর্ণা-নন্দ-কলেবর অ ১৫।২; পূর্ণানন্দ-রসস্বরূপ আ ৪।২৩৮ ; পূর্ণানন্দময় আ ৪।১২২ ; পূর্ণানন্দৈ-শ্বর্য্য অ ৫।১২৬ ; পূর্ণৈশ্বর্য্য-বিগ্রহ ম ২৫।১১২; পূর্ব্বপক্ষ আ ২।৬২, ৭১, ১০৮ ; ম ৬।১৭৬

প্রকাশ আ ১।৩২, ৬৮, ৭০, ৭৬ ;২।৫৭, ৫৮, ৯৭ ; ৪।৮০ ;৫।৪০, ১৩৪ ;৬।৯০ ;১৩। ৭৫ ;ম ২১।১১৭;প্রকাশ-বিলাস ম ২০।২৪৩; প্রকাশ-বিশেষ আ ২।১০ ;প্রকাশ-ভেদ আ ৬। ৯০ ; প্রকৃতি আ ৫।১৪, ৩৩, ৫৮-৬১, ৮৬, ম ২০।২৫৯, ২৬১, ২৭১-২৭৩, ২১।৫৪ ;২৫। ৪৯, ১০৮ ; অ ৭।৯৯ ; প্রকৃতির পার আ ৫। ১৪ ; প্রকৃতি-স্পর্শন ম ২০।২৭৩ ; প্রণব আ ৭।১২৮, ১২৯, ১৩০ ; ম ৬।১৭৪, ১৭৫ ; ২৫।৯২ ; প্রধান আ ৫।৫৮ ;৬।১১, ১৪, ১৮,

১৯ ; ম ২০।২৭১ ; প্রপঞ্চ আ ৫।২০ ;ম ২৫।১০৮-১১০ ;প্রপঞ্চাবতার ম ২০।২৬৩ ; প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি-মার্গ আ ১৭।১৫৬ ; প্রবৃত্তিমার্গ আ ১৭।১৫৭ ; প্রভুর নিজশক্তি আ ১।৪১ ; প্রমাণ আ ১।৪৫, ২।৭৩ ;৩।৫৪ ;ম ১।৭৯ ; ৬।৮২ ; ১৩৫, ৯।১৪৫, ১৩।৬৭, ২৪।৩১৮, ৩৩৯ ;অ ৭।১২, ১৪, ১৫।৫৩ ; ১৯।১০৭, ২০।৮৫ ;প্রমাণ-শিরোমণি আ ৭।১৩২ ; প্রমাদ আ ২।৮৬ ;৭।১০৭ ;অ ৫।১২১ ; প্রয়োজন আ ৭।১৪৬ ; ম ৬।১৭৮ ;২০।১২৪, ১২৫, ১৪২, ১৪৩ ;২৩।৩, ১৩, ৯৫, ১১৯ ; ২৫। ১০০, ১০২, ১২২, ১২৯, ১৩৩, ১৪০ ; প্রলয় আ ৫।৪৬, ৮০ ;ম ৩।১৬২ ;১৮।১৯২ ;২০। ২৯০, ২৯১ ; ২৫।১১০

প্রাকৃত আ ২।৩৬, ৭।১১৩, ১১৫ ;ম ৬। ১৪১, ১৪৬, ২০।২৫৫ ; ২৫।১১০ ;অ ৪। ১৭৩, ১৭৪, ১৯১, ৫।৫১ ; প্রাকৃত-ইন্দ্রিয় ম ৯।১৯১ ;প্রাকৃত কাম ম ৮।২১৫ ; প্রাকৃতকায় অ ৫।১১৮ ;প্রাকৃতক্ষোভ ম ২৩।২০, প্রাকৃত-গোচর ম ৯।১৯৪ ; প্রাকৃত-চিন্তামণি আ ৭। ১২৫, প্রাকৃতদ্রব্য অ ১৬।১০৮ ;প্রাকৃত পাণি-চরণ ম ৬।১৫০ ;প্রাকৃতবস্তু আ ৭।১২৭ ; অ ১৬।১০৯ ; প্রাকৃতশক্তি ম ৬।১৪৫, প্রাকৃত-সত্ত্বের বিকার আ ৭।১১৩; ম ২০।১৫৫ ; ২১। ১৭ ; প্রাকৃতাপ্রাকৃতসৃষ্ট্যে আ ২।৩৬; প্রাকৃতে-ন্দ্রিয়গ্রাহ্য ম ১৭।১৩৪ ; প্রাদেশিক বাক্য ম ৬। ১৭৫ ; প্রাপ্তব্রহ্মলয় ম ২৪।১০৩, ১০৪ ; প্রাপ্ত-সিদ্ধি ম ২৪।১৫২ ; প্রাপ্তস্বরূপ ম ২৪। ১১৬, ১২৯ ; প্রাভবপ্রকাশস্বরূপ আ ৪।৭৮ ; প্রাভব-বিলাস ম ২০।১৬৮, ১৭৬, ১৮৬, ১৮৮, ১৯০, ২০৭, ২১০ ; প্রাভব-বৈভবভেদে ম ২০।১৮৫; প্রাভব-বৈভবরূপ আ ২।৯৭ ;ম ২০।১৬৭ ; প্রারব্ধ ম ১৭।৯৫ ;অ ৬।৪০ ; প্রেমতত্ত্বসার ম ৮।২৬২ ; প্রেমরসতত্ত্ব আ ১।১০৮

বস্তু আ ১।২৪ ;৪।৯৬ ; ম ৮।২৬৫ ;১২। ১৯৪ ;২০।৩৫৪ ;২৫।৫৭ ;বস্তুজ্ঞান ম ৬।৮৯; অ ৪।১৭৪ ; বস্তুতত্ত্বজ্ঞান আ ১।৮৯ ;ম ৬।৮৯; বস্তুতত্ত্বসার আ ১।১০৯ ;বস্তুনিরূপণ আ ১। ২৯ ; বস্তুবিষয় ম ৬।৮৯

বহিরঙ্গা আ ২।১০২ ; ম ৬।১৬০ ; ৮। ১৫২ ; বাহ্যাবতার-কারণ আ ১।২৬ ; বাহ্যা-বাস (দেবীধাম) ম ২১।৫২

বিকার ম ২০।৩০৮ ; মায়াসঙ্গ-বিকার ম ২০।৩০৮ ; বিকারী আ ৭।১২২ ; বিজ্ঞান ম ২৫।১১৪ ; বিপ্রলিপ্সা আ ২।৮৬ ; ৭।১০৭ ; বিবর্ত্ত আ ৭।১২৩ ;ম ৮।১৯২ ; বিবর্ত্তবাদ আ ৭।১২২ ;ম ৬।১৭২ ;২৫।৪০; বিবর্ত্তের স্থান আ ৭।১২৩ ; বিভিন্নাংশ ম ২২।৮ ; বিভিন্নাংশ জীব ম ২২।৯, ১০ ; বিভু আ ৪।১২৮ ; ৫।১৮; ম ২০।৩২৫, ৩৯৪ ; ২৪।২২, ৩১৩ ; বিভূতি আ ২।১৫, ১৮ ; ৪।৭৭ ; ৫।১৪, ৪৪ ; ৭।১১২; ম ২০।২১৩, ৩৬৬, ৩৭২ ;২১।৫৫, ৫৭, ৭৮, ৮৭, ৮৯ ; অ ১৪।৪৫ ;বিভূতিধাম ম ২১।৫৫; বিভূত্যাদি গুণবান্ আ ৫।১৪ ; বিরাট্ ম ২০। ২৯৫ ; বিরাটকল্পন আ ৫।১০৬ ; বিলাস আ ১।৩২, ৬৮, ৭৬ ; ২।৯৭ ; ম ২০।১৮৪, ১৮৫, ১৮৭, ২০৫, ২০৭ ; বিলাসমহত্ত্ব ম ৮। ১৬৮ ; বিলাসমূর্ত্তি ম ৯।১৪২ ; ২০।২০৩; বিলাসের বিলাসভেদ ম ২০।১৮৫ ; বিশুদ্ধসত্ত্ব আ ৫।৪৮ ; বিশুদ্ধসত্ত্ব-পরিণতি ম ২১।১০৩; বিশেষ আ ২।১৩ ; বিশ্বোৎপত্তি আ ৫।৪৬ ; বিষ্ণু-অংশ ম ১।৭৮ ; বৃহত্ত্বস্বরূপ ম ২৪।৭৩ ; বেদাশ্রয়া নাস্তিক্যবাদ ম ৬।১৯৮

বৈকুণ্ঠ আ ২।৪৩, ১০১ ; ৩।১৭ ;৪।২৮; ৫।১৫, ৩১, ৩২, ৪৩, ৫১-৫৩, ৯৯, ২২২ ; ১৭।১০৫ ;ম ৬।২৩০ ; ৮।১৩৪ ; ৯।২৫৭ ; ১৫।১৭৫ ; ১৮।১৩৬ ; ১৯।১৯৩ ; ২০।১৫০, ২১১, ২৫৬, ৩৬৮ ; ২১।৩-৭, ১৪১ ; ২২।৮; ২৪।৮২ ; অ ১।৩২ ; ৩।৭৮, ৮০ ; ১১।২৮; বৈকুণ্ঠাজাণ্ড ম ২১।১৭, ২৯ ; বৈভব (অপ্রাকৃত) আ ২।৯৭, ১০১ ; ৫।১১৫, ১৯৩ ;ম ২০। ১৬৭ ; বৈভব (প্রাকৃত) আ ২।১০২ ; বৈভব-গণ অ ৪।৭৭ ; বৈভবপ্রকাশ ম ২০।১৭১, ১৭৪-১৭৬, ১৮৮ ; বৈভববিলাস ম ২০।১৯১; বৈভববিলাসাংশরূপ আ ৪।৭৮ ; বৈভবসত্ত্বা ম ২১।১২০

ব্যষ্টি ম ২০।২৯৫, ৩০৩ ; ব্যষ্টিজীব আ ২।৫১ ;ম ২০।২৯৫ ; ব্যষ্টিসৃষ্টি ম ২০।৩০৩

ব্যাপক ম ১০।১৬৮ ;২১।৫ ;অ ৬।১২৫; ব্যাপকত্ব ম ১০।১৬৯ ; ব্যাপ্তি ম ২৫।১১৮ ; ব্যাপ্য ম ১০।১৬৮, ১৬৯ ; ব্যাপ্য-ব্যাপক ম ১০।১৬৮

ব্রহ্ম আ ২।৬, ১০, ১২, ১৫, ২৬, ৬০, ৬৫ ;৩।১৮ ;৫।৩৮ ; ৭।১১১, ১৩৮ ; ম ৬। ১৩৯, ১৪৩, ১৪৬, ১৪৭, ১৫১, ১৫৩, ২৬৯; ৮।২৬৪ ;১০।১৬৩, ১৬৪, ১৬৮ ; ১৭।৯৫, ১২৯ ; ২০।১৫৭, ১৫৯ ; ২৪।১১, ৬৬, ৬৯, ৭৬, ৭৮, ১০৫ ; ২৫।৩৩, ৫০, ৫৩, ৭১, ৭২, ৭৭ ;ব্রহ্ম-ঐক্য আ ৩।১৮ ;ব্রহ্মজ্ঞান আ ৪। ৬৭ ; ১৪।৭৫ ; অ ৩।১৯২ ; ব্রহ্মজ্ঞানী ম ১৭। ১৩৭ ;ব্রহ্মনিরূপণ ম ৬।১৩৯ ; ব্রহ্মবিৎ অ ৮। ১৯ ; ব্রহ্মময় ম ২৪।১০৩, ১০৮ ; ব্রহ্মলয় প্রাপ্ত ম ২৪।১০৩, ১০৪ ; ব্রহ্মসাযুজ্য ম ৬। ২৬৯ ; ব্রহ্ম-সাযুজ্য-মুক্ত আ ৫।৩১ ; ব্রহ্ম-সাযুজ্য-মুক্তি ম ৬।২৬৫ ; ব্রহ্মাদি-আনন্দ আ ৭।৮৫ ; ব্রহ্মানন্দ আ ৭।৯৭ ; ম ১৭।১৩৭, ১৩৯ ; ২৪।৩৬ ; পূর্ণব্রহ্মানন্দ অ ৮।১৯; ব্রহ্মের বিভূতি আ ২।১৫ ;ব্রহ্মোপাসক ম ২৪। ১০২, ১০৩ ;কেবল-ব্রহ্মোপাসক ম ২৪।১০২, ১০৩ ; ব্রহ্মাণ্ড আ ২।১৫, ৪৩, ৫০, ১০৫ ; ৫।১৯, ৬৬, ৬৮, ৬৯, ৯৪, ৯৬ ;৬।৮, ৯, ১১, ১৭, ২০ ; ৯।১৮ ; ১৭।১০৫ ;ম ১।২০২, ২৬৭ ;৮।১৩৪ ; ১১।২১৭ ; ১২।১৪৬ ;১৫। ১৬৭, ১৭১, ১৭২, ১৭৪, ১৭৬, ১৭৮ ; ১৯। ১৩৮, ১৫১, ১৫৩ ; ২০।৫৬, ১৫০, ২১২, ২১৭, ২১৮, ২৫৯, ২৭৭-২৭৯, ২৮২, ২৮৪, ২৯৩, ৩৮০, ৩৯১, ৩৯৩ ; ২১।২২, ৫২, ৫৮, ৭৮, ৮৪-৮৬, ৯৩, ১০৬ ; ২২।৮ ;অ ৩।৭৬, ৭৯, ৮২, ৮৫ ;১০।৪৮ ;২০।১০৭ ; ব্রহ্মাণ্ড-গণ ম ২০।২৮২; ব্রহ্মাণ্ডবৃন্দের আত্মা আ ২। ৫০ ; ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডল ম ২০।৩৮৯ ; ব্রহ্মাণ্ডোর্দ্ধ ম ২০।২৮৬

ভক্তিযোগ—'সাধারণ শব্দসূচী' দ্রষ্টব্য ; ভক্তিসিদ্ধান্ত—'সাধারণ শব্দসূচী' দ্রষ্টব্য ; ভগবান্—'সাধারণ শব্দসূচী' দ্রষ্টব্য ; ভগবানের প্রকাশ আ ১।৬৮ ; ভূত (পঞ্চমহাভূত) ম ৮। ৮৭ ; ভূ-ধারণ-শক্তি ম ২০।৩৬৯ ; ভেদ আ ১।৬৯ ; ২।১০০; ৪।৯৬, ৯৭ ; ৬।১০ ; ম ৬।১৬২ ; ৯।১৫৫ ; ১৭।১৩১, ১৩২ ; ২০। ১৭২ ;২৪।২৮২ ; ভেদাভেদ-প্রকাশ ম ২০। ১৮০ ; ভ্রম আ ২।৮৬ ;৭।১০৭

মন্বন্তরাবতার ম ২০।২৪৬, ৩১৯, ৩২২, ৩২৪ ; মহৎস্রষ্টা পুরুষ আ ৫।৫৬ ; ম ২০। ২৭৮ ; মহত্তত্ত্ব ম ২০।২৭৬ ; মহাপুরুষাবতারী আ ৫।৭৫ ; মহালক্ষ্মী (সীতাঠাকুরাণী) ম ৯। ১৮৯ ; মহাসঙ্কর্ষণ আ ৫।৪২, ৪৫

মায়া আ ২।৫৪ ; ৫।৫৬-৫৮, ৬২, ৬৪-৬৬, ১০৪ ;৬।৮, ১৪, ১৭, ২৩ ;১৭।১১৩ ;ম ৪।১২৮ ; ৬।৯১, ১০৭, ১৬০; ১৫।১৭৬, ১৭৮, ১৭৯;১৭।৯৫ ;২০।১১৭, ১২০, ১২১, ২৫৯, ২৬৫, ২৬৯-২৭২, ২৮৯, ২৯৩, ৩৫৯; ২২।১৩, ২৪, ৩১ ;২৪।১৩২ ;২৫।১১৪ ;অ

২।৯৮;৩।২৪৮, ২৫৮;১১।৩৯, মায়া-অংশে আ ৫।৬২;মায়া-কার্য্য আ ৩।৭০;ম ২৫।১১৪; মায়াগন্ধ আ ২।৫২ ; ৭।১৩৯ ; মায়াগুণ আ ৫।১০৪ ; মায়াজাল ম ২২।২৫ ; মায়াতীত ম ২০।৩১১ ; ২৫।১১৬ ; মায়াতীত পরব্যোম ম ২০।২৬৪ ; মায়াদাসী ম ২১।৫৩ ;অ ৩।২৬৪; মায়াদ্বারা সৃষ্টি আ ২।৪৯; মায়াদ্বারে ম ২০। ২৫৯ ; মায়াধীশ ম ৬।১৬২; মায়া-নাট ম ৮।১৯৮ ; মায়াপার আ ২।৫৪ ;ম ২০।২৮০, ২৯৩ ; মায়াপিশাচী ম ২২।১৩ ; মায়াবদ্ধ অ ২০।৩৩ ; মায়াবন্ধ ম ২০।১৪৪ ; ২২।৩৩ ; মায়াবশ ম ৬।১৬২ ;মায়াবাদ ম ৬।২৭৮ ;৮। ১২৩ ;২৫।৮৬ ; অ ২।৯৪, ৯৬, ৯৮;মায়াবাদী আ ৭।২৯, ৩৯, ৪০ ; ম ৮।১২৩ ; ৯।৪২ ; ১৭।১২৯, ১৪৩ ; ২৫।৫০ ; মায়াবাদি-জ্ঞানে ম ৯।২৫০ ;মায়াবাদি-ভাষ্য ম ৬।১৬৯ ;মায়া-বাদী সন্ন্যাসী ম ৮।৪৫ ;অ ৭।১৬ ;মায়াময় ম ২৩।১১২ ;মায়ামুক্ত ম ২৪।১৩২;মায়ামুগ্ধ ম ২০।১২২ ;মায়ার অধিকার ম ২২।৩১ ;মায়ার কিঙ্কর অ ৫।১২৬ ;মায়ার দরশন আ ৫।৫৬ ; মায়ার দুইবিধ অবস্থিতি আ ৫।৫৮; মায়ার প্রসাদ ম ৬।১০৭ ;মায়ার বন্ধন ম ৬।২৩৩ ; মায়ার সম্বন্ধ আ ২।৫২ ; ৬।২৩; মায়াশক্তি আ ২।১০২ ;৫।৫৭ ;ম ৮।১৫১ ;২০।১১১, ১৪৯ ; মায়াশক্তি-সঙ্গী ম ২০।৩১১ ; মায়া-শক্ত্যে ম ২৪।২৩ ; মায়াসঙ্গ ম ২০।৩০৭, ৩০৮; মায়িক ম ২৫।৩৫ ;মায়িক বিভূতি ম ২১।৫৫ ;মায়িকভূত আ ৫।৫৩ ; মায়ী আ ২। ৪৯ ; মিথ্যা ম ৬।১৭৩ ;অ ২০।৯২ ; মীমাংসক ম ৯।৪২; ২৫।৪৯

মুক্ত ম ৮।২৪৯ ;১৫।১৭১ ;১৯।১৪৮ ; ২০।৬ ; অ ৩।৭৮ ;২০।১০৪ ; মুক্তি আ ৩। ১৭ ;৫।৩০ ;৮।১৮ ;১২।৪০ ;ম ১।১৯৫ ; ৬।২৬৬, ২৭১, ২৭২, ২৭৫, ২৭৬ ;৯।২৭১ ; ১৯।১৭৪ ;২২।২১, ৩৫ ; ২৪।২৭, ২৮, ৩৯, ১০৪, ১১৭, ১৩৪ ;২৫।৩০, ১৪৭ ; অ ৩। ৫৩, ৬৪, ১৭৯, ১৮৫, ১৯০, ১৯২-১৯৪, ১৯৬, ১৯৭, ২৫৫ ;৫।১৫৫ ; মুক্তিকামী ম ১৯।১৪৯ ;মুক্তিপদ ম ৬।২৬২, ২৭১, ২৭২; মুক্তিফল ম ৬।২৬৩ ;মুক্তিবাঞ্ছা ম ১৯।১৫৮; মুক্তি-ভুক্তি-সিদ্ধিকামী ম ২২।৩৫ ; মুক্তির কারণ ম ১।১৯৫ ;অ ৫।১৫৫ ;মুক্তিহেতু অ ৩।২৫৫ ; মুখ্যাবেশাবতার ম ২০।৩৬৮ ; মুমুক্ষা ম ২৪।১১৯-১২২ ; মুমুক্ষু ম ২৪।১১৬, ১১৭; অ ১৩।১১০

মূল-জগৎকারণ আ ৫।৬১ ; মূল-নারায়ণ আ ২।৩৯, ৪২, ৪৬, ৫৬, ৫৭ ; ৩।৬৯ ; মূল-প্রয়োজন ম ২৫।১০২ ; মূল-সঙ্কর্ষণ আ ৫।৮ ; মূল-স্বরূপ আ ২।৩৬ ; মূলাশ্রয় আ ২।১০৫

মোক্ষ ম ১৯।২১৪ ;অ ৩।১৭৬ ;মোক্ষ-কাম ম ২৪।৮৪ ; মোক্ষকামী ম ২৪।৯০ ; মোক্ষবাঞ্ছা আ ১।৯২ ;ম ২৪।৯৬ ; মোক্ষা-কাঙ্ক্ষী ম ২৪।১০২ ; মোক্ষাকাঙ্ক্ষী জ্ঞানী ম ২৪।১১৬ ; মোক্ষাদি-আনন্দ ম ১৮।১৯৫

যোগ আ ১৩।৬৫ ; ১৭।২৪ ;ম ২১।১১৯; ২৪।৭৫; যোগজ্ঞান ম ১৩।১৩৯ ; যোগারুরুক্ষু ম ২৪।১৫২ ; যোগারূঢ় ম ২৪।১৫২;যোগমার্গ ম ২৪।৭৯ ; যোগেশ্বর ম ১৩।১৪১ ; যোগমায়া আ ৪।২৯ ;ম ২১।৪৪, ১০৩

রসতত্ত্ব ম ৮।২৬২ ; ২৫।২৫৮ ; রাধাতত্ত্ব ম ৮।২৬২ ; রাধিকাস্বরূপ আ ৪।১৪৫ ; রূপ (ভগবানের) আ ২।৬৫ ;ম ২০।১৬৬

লয় ম ৬।১৪৩ ; লীলাতত্ত্ব ম ৮।২৬২ ; ২৫।২৫৮ ; লীলাশক্তি ম ১৩।৬৫

শক্তি আ ১।৩২ ;২।৪১ ;৪।৮৬ ;৫।৫৯; ৭।১১৭ ;ম ৬।১৫৩, ১৬১, ১৬৩, ১৯৬ ;৮। ১৫৭ ;১৩।৬৪ ;২০।১০৯, ২৫২, ২৫৪, ২৬০, ৩০৩ ; ২৪।৩০২ ;অনন্তশক্তি ম ২০।২৫২ ; ইচ্ছাশক্তি ম ২০।২৫২ ; ঈশ্বরশক্তি ম ২০। ২৬০ ; ঈশ্বরের শক্তি আ ১।৭৯ ; কোটিশক্তি আ ৬।১৩ ;ক্রিয়াশক্তি ম ২০।২৫২ ;চিচ্ছক্তি ম ২০।১৪৯ ; ২১।১০৩ ; চিচ্ছক্তি-বিলাস ম ৬।১৬১ ; জীবশক্তি আ ২।১০৩ ; ম ২০।১৪৯; জ্ঞানশক্তি ম ২০।২৫২, ৩৬৯ ;তটস্থাখ্যশক্তি আ ৫।৪৫ ; তিনশক্তি আ ২।১০৩, ১০৪ ; প্রভুর নিজশক্তি আ ১।৪১ ;ভক্তিশক্তি ম ২০। ৩৬৯ ; ভূ-ধারণ-শক্তি ম ২০।৩৬৯ ; মায়া-শক্তি ২০।১৪৯ ;লীলা-শক্তি ম ১৩।৬৫ ;সৃষ্টি-শক্তি ম ২০।৩৬৯ স্বরূপ-শক্তি ম ২০।১৫০ ; স্বাভাবিক তিনশক্তি ম ৬।১৫৩, শক্তি-অবতার আ ৭।১৭, শক্তিকার্য্য ম ২০।১৫০ ;শক্তিত্রয় আ ২।৯৬ ; শক্তি-পরিণতি ম ২০।১১১ ; শক্তিমান্ আ ৭।১১৭ ;শক্তির আধান ম ২০। ২৬০; শক্ত্যাবেশাবতার আ ১।৬৬, ৬৭ ; ম ২০।২৪৬, ৩৬৪, ৩৬৫, ৩৭৫ ; শুদ্ধভক্ত-তত্ত্ব আ ৭।১৬

সগুণ ম ২৫।৫৩ ; সচ্চিদ্রূপে-গুণে ম ২৪।৪১ ; সচ্চিদানন্দ আ ৪।৬১ ;ম ৬।১৫৮, ১৬৬ ;৮।১৩৫, ১৫৪ ;১৮।১৯১ ; সত্ত্বগুণ ম ২০।৩১৪ ;সত্ত্বগুণের বিকার ম ৬।১৬৬

সদংশে সন্ধিনী আ ৪।৬২ ;ম ৬।১৫৯ ; ৮।১৫৫ ; সন্ধিনী আ ৪।৬২, ৬৪ ;ম ৮।১৫৫; সবিশেষ আ ৫।৩৪ ;ম ৬।১৪৪, ১৫১ ; ১৮। ১৮৯ ; সম্বন্ধ আ ৭।১৩৯, ১৪৬ ;ম ৬।১৭৮ ; ২০।১২৪, ১৩০, ১৪৩, ২৫।১০০, ১২৯, ১৩১, ১৪০ ;সম্বন্ধতত্ত্ব ম ২২।৩ ;২৫।১০১, ১১৬ ; সম্বিৎ আ ৪।৬২, ৬৭ ; ১২।২২ ; ম ৬।১৫৯ ;৮।১৫৫ ১৮।১৭০ ; অ ১৫।৪৪, ৮২ ; সাকার ম ১৮।২০০ ;২৫।৫৩

সিদ্ধান্ত আ ২।১০৮, ১১৬-১১৮, ৩।২১; ৪।১৬০, ২৩১, ২৩৩, ২৩৪ ;৫।২০৩ ;৬। ১০২, ১০৮ ;৮।৩৭ ;১২।১৭, ১৭।৩১০ ;ম ৬।১০৬, ১১৩, ৯।৪৪,১৫১, ২০৮, ২৪০, ৩২৪ ; ১৯।১১৫, ১১৬ ; ২৩।১০৯, ১১৪, ২৪।৪০, ৩৪৯, ২৫।২৪২, ২৬৩ ; অ ১।১১৬, ১২৩, ১৯৩ ; ৩।১৯১ ; ৪।২২০ ; ৫।৬৪, ১৩২ ; ৭।৯৭ ; সিদ্ধান্তবিচার ম ২৪।৪০ ; সিদ্ধান্তবিরোধ অ ৫।৯৭

স্বয়ংপ্রকাশ ম ২০।১৬৬ ; স্বয়ংভগবত্তা আ ২।৮২, ৮৩ ;ম ২৪।৮০ ; স্বয়ংরূপ আ ১। ৮১ ;ম ২০।১৬৫, ১৬৬, ১৭৭ ; স্বরূপ আ ১।৬৯ ;২।৬ ;৪।৯৮, ১৬৪ ;৫।৫, ১৯, ৭৪ ; ৭।১২৬ ; ১০।২১, ৫৬ ; ১৭।১০৯ ; ম ৮। ২৮২ ; ৯।১১৫, ১৫৩, ১৫৪ ;১৭।১৩১, ১৩২; ২০।৩১৫ ;২১।১০১ ;২৩।৬ ;২৪।৬৬, ৭৬, ৮০ ;২৫।১০৫ ;অ ৫।১২২ ;১৪।৩৩ ; স্বরূপ-আকার ম ২০, ৩১৭ ;স্বরূপ-আখ্যান ম ২৫। ৫১ ; স্বরূপ-ঐশ্বর্য্য আ ৭।১৩৯ ;ম ২৪।৬৬ ; স্বরূপগণ আ ২।১০৪ ;ম ২১।১০৬ ;স্বরূপ-জ্ঞান ম ১৯।২১৬ ;স্বরূপ-পূর্ণতা ম ২৪।৪২ ; স্বরূপপ্রকাশ আ ১।৪০ ;৫।২১, ২৬ ;স্বরূপ-বিগ্রহ আ ৫।২৭ ; স্বরূপবুদ্ধি ম ১৯।২০৮, ২১০ ;স্বরূপ-লক্ষণ ম ১৮।১২৬ ; ২০।৩৫৪, ৩৫৫, ৩৫৮ ; ২২।১০৪, ১৪৬ ;২৫।১২২ ; স্বরূপশক্তি আ ২।১০১ ;৪।৫৯ ;ম ৮।১৫৪ ; ২০।১৫০, ৩৫৯, ২২।৭০ ; স্বরূপের গণ (পর-ব্যোমে) ম ২১।১১৫

স্বাংশ ম ২০।১৮৪, ২৪৩, ৩১৪ ; ২২। ৮, ৯

হ্লাদিনী আ ৪।৫৯, ৬০, ৬২, ৬৮ ;ম ৬। ১৫৯ ; ৮।১৫৫, ১৫৮, ১৫৯ ;হ্লাদিনীর সার আ ৪।৬৮ ; হ্লাদিনীর-সার অংশ ম ৮।১৫৯

ন্যায়-পরিভাষা ও লৌকিক ন্যায়

অজাগলস্তন-ন্যায় আ ৫।৬১ ; ম ২৪।৮৯ ; অর্দ্ধকুক্কুটী-ন্যায় আ ৫।১৭৬

ছল ম ৬।১৭৭ ; অ ৮।৭৯

নিগ্রহ ম ৬।১৭৭

বিতণ্ডা ম ৬।১৭৭

শাখাচন্দ্র-ন্যায় ম ২০।২৪৮, ৪০২ ; ২১।৩০ ; অ ১৭।৬৪

পরিমাণ-বিষয়ক শব্দাবলী

আয়াম আ ৫।৯৭

একমাত্রা অ ১২।১০২ ; একমান অ ২।১০৩

তোলা-বিশেক ম ৪।১৮২ ; তোলা-সাত (সপ্ত তোলা) অ ৬।১৪৬

বিতস্তি অ ৬।২৯৯ ; ১৪।৬৬ ; বিতস্তি-প্রমাণ ম ২।১২

মণেক (একমণ) ম ৪।১৮২ ; মান ম ৩।৮৬ ; ১৫।২০৭ ; অ ২।১০৩

পৌরাণিক শব্দাবলী

অরুন্ধতী ম ৮।১৮৪ ; অশ্বমেধ আ ৩।৭৮

বৈয়াকরণ শব্দাবলী

অধিকরণ ম ৬।১৪৪ ; অন্বাচয় ম ২০।২১৭ ; অপাদান ম ৬।১৪৪

করণ (কারক) ম ৬।১৪৪ ; কারক ম ৬।১৪৪

পরস্মৈপদ ম ২৪।২৫

বিশেষণ আ ১৬।৬৬

সমাস আ ১৬।৫৯, ৬০ ; ম ২৪।২৮৯

ভিষক্ ও ভৈষজ শব্দাবলী

আম অ ১০।১৯, ২০

কণ্ডু অ ৪।২০১, ২০৩, ২০৪ ; কণ্ডুক্লেদ অ ৪।২১ ; কণ্ডুরসা অ ৪।৫, ১৩৩, ১৩৮ ; কুষ্ঠ ৭।১৪১ ; অ ৩।২০৭, ২০৮

গলিতকুষ্ঠ ম ৭।১৩৬

চন্দনাদি তৈল অ ১২।১০২, ১০৫

পিত্তবায়ু-ব্যাধি অ ১২।১০৬

বায়ু-ব্যাধি আ ১৭।৭ ; অ ১২।১০৬ ; বিসূচিকা ম ১৫।২৬৬, ২৭২ ; ব্রণ আ ; ১৭।১৯০ ; অ ৪।১২৪, ১২৫ ; ১৪।৯২

মৃগী (ব্যাধি) ম ১৫।১২৬ ; ১৮।১৮৪

রসা (কণ্ডুরসা) অ ৪।১৩৪

শ্বেতকুষ্ঠ আ ১৬।৭০

সন্নিপাত ম ২১।১৩৭

যোগশাস্ত্রে ব্যবহৃত শব্দাবলী

অষ্টাদশ সিদ্ধি ম ২৪।২৮

আধ্যাত্মিক অ ১৯।১১০

ধ্যান—'সাধারণ শব্দসূচী' দ্রষ্টব্য

নিগর্ভযোগী ম ২৪।১৪৯ ; নিয়মাদি ম ২২।১৪০

যম-নিয়মাদি ম ২২।১৪০ ; যোগিগণ অ ১৪।৪৬ ; যোগিনী অ ১৭।৩৫ ; যোগী ম ১২।১০, ১৯, ২৪।১৫৫, অ ১৪।৪৩, ৫১ ; আত্মারাম যোগীর দুই ভেদ (সগর্ভ ও নিগর্ভ)—ম ২৪।১৪৮, ১৪৯, ছয় যোগী—[(১) সগর্ভ-যোগারুরুক্ষু, (২) নিগর্ভ-যোগারুরুক্ষু, (৩) সগর্ভ-যোগারূঢ়, (৪) নিগর্ভ-যোগারূঢ়, (৫) সগর্ভ-প্রাপ্তসিদ্ধি ও (৬) নিগর্ভ-প্রাপ্তসিদ্ধি ম ২৪।১৫৫]

সগর্ভযোগী ম ২৪।১৫০ ; সিদ্ধমন্ত্রা-যোগিনী অ ১৭।৩৫ ; সিদ্ধি ম ২৩।২২, ২৪।২৭, ২৮, ৩৯, ; সিদ্ধিকামী ম ২২।৩৫

রসশাস্ত্রে ব্যবহৃত শব্দাবলী

অধিরূঢ় ম ২৩।৫৩ ; অধিরূঢ়-ভাব ম ২৩।৫৩ ; অ ১৪।১৫ ; অধিরূঢ়-মহাভাব ম ৬।১৩ ; ১৪।১৬৫ ; ম ২৩।৫৪ ; অধীরা ম ১৪।১৪৩, ১৪৭

অনুভাব ম ১৯।১৮০ ; ২৩।৪৪, ৪৭ ; অ ২০।১২৪, ১৩১ ; অনুরাগ আ ৪।১৭০, ১৭৫ ; ৭।১৪৩ ; ম ২।৪৮ ; ৮।১৬৯ ; ১৯।১৭৮ ; ২৩।৩৮, ৫১ ; ২৪।৩৩ ; অ ৪।৬২, ১০৬ ; ২০।৪৯ ; অনুরাগ-সীমা ম ২৩।৫১ ; অনুরাগী ম ৪।৬২ ; অন্তর্দ্দশা অ ১৮।৭৭, ৭৮

অবসাদ ম ২।৩৫, ৬৪ ; অবিদগ্ধ আ ৪।১৫০ ; অভিলাষ ম ১৪।১৭৬, ১৮৮ ; অর্দ্ধবাহ্য অ ১৪।১০৪ ; ১৮।৭৬, ৭৭, ৭৮, ৭৯, ১১৬ ; অর্দ্ধ-বাহ্যস্ফূর্ত্তি অ ১৫।৫

অশ্রু আ ৭।৮৯ ; ৮।২২ ; ম ২।৭২ ; ৩।১১৫, ১২৩, ১৪২, ১৬২ ; ৪।২০২ ; ৬।২০৮, ২২৯ ; ৭।৭৯ ; ৮।২৪, ৪২ ; ৯।৯৬, ২৩৮, ২৮৭, ৩৪৬ ; ১১।২২২, ২২৩ ; ১২।৬৩ ; ১৫।১৬৪, ২৭৯ ; ১৬।১০৬, ১৭৯ ; ১৭।২০৫, ২০৭ ; অ ২।১৯ ; ৩।৩৩, ৩৫ ; ১৩।১২৭ ; ১৪।৯৪ ; ২০।৪০ ; অশ্রু-গঙ্গা আ ৮।২৩ ; অ ১৪।৩৬ ; অশ্রুজল ম ২।৫৪ ; ১২।৮৬, ২১৭ ; ১৬।১০৪ ; অশ্রুধার আ ৮।২৭, ২৯, ৩১ ; ১০।২৮ ; ম ৪।২০১ ; ১২।১৩৮ ; ২১।১০৮ ; অ ২।৬৩ ; ১৬।৯৩, ১৪৮ ; ১৭।১৬

অষ্টভাব ম ১৪।১৭৭ ; অষ্টভাব-সম্মিলন (মহাভাব) ম ১৪।১৭৫ ; অষ্টসাত্ত্বিক বিকার অ ১৪।৯৯ ; অষ্টসাত্ত্বিকভাব ম ১৩।১০১ ; ১৪।১৬৭ ; অ ১৫।৮৬

অসূয়া ম ১৪।১৭৬ ; অস্থি-সন্ধি-ত্যাগ—('সাধারণ শব্দসূচী' দ্রষ্টব্য) অ ২০।১২৪

আনন্দ—'সাধারণ শব্দসূচী' দ্রষ্টব্য ; আনন্দোন্মাদ ম ১৩।১৭১ ; আলম্বন ম ২।৪৭ ; ২৩।৪৬, ৮৭ ; অ ১৭।৪৯ ; আশ্রয় (দ্বিবিধ আলম্বনের অন্যতম) ম ৮।১৪০ ; আশ্রয়-জাতীয় সুখ আ ৪।১৩৪ ; আশ্রয়ের আহ্লাদ আ ৪।১৩৩ ; আশ্রয়ের প্রীতি আ ৪।২০০

ইষ্টে আবিষ্টতা ম ২২।১৪৬ ; ইষ্টে গাঢ় তৃষ্ণা ম ২২।১৪৬

উৎকণ্ঠা ম ৩।১১৯ ; অ ১৬।১৩৪, ১৪১ ; ২০।৫, ৪৪ ; (অতি) উৎকণ্ঠা অ ২০।৩৫ ; উৎকণ্ঠা-অন্তর ম ১৬।৩৭ ; অ ২।৩৮ ; (রাধার) উৎকণ্ঠা-বাণী অ ১৭।৩৯ ; উৎকণ্ঠা-শ্লোক অ ১৬।১১৮

উদ্‌ঘূর্ণা ম ১।৮৭ ; ২৩।৫৫, ৫৭ ; উদ্‌ঘূর্ণা-দশা অ ১৯।৩২ ; উদ্‌ঘূর্ণা-প্রলাপ ম ১।৮৭ ; উদ্দীপন ম ১২।৫৯ ; ১৯।১৯৪ ; ২৩।৪৬ ; উদ্বেগ ম ২।৫৭ ; অ ১১।১৪ ; ১৪।৪৫, ৫৩ ; ১৭।৪৯, ৫২ ; ১৯।৫৮, ৬৩ ; ২০।৫, ৩৮, ৪০ ; উদ্ভাস্বর ম ২৩।৪৭

উন্মাদ আ ৭।৮৯ ; ১৩।৪০ ; ম ১।৮৭ ; ১০।১০৭ ; ১৩।১৭০ ; অ ১৬।৭৮ ; ১০।৫০, ৭০ ; ১৮।৩৫ ; উন্মাদ-চেষ্টিত অ ১৭।৬৩, ৭০ ; উন্মাদ-ঝঞ্ঝাবাত ম ১৩।১৭০ ; উন্মাদ-দশা অ ১৯।৬৫ ; উন্মাদ-প্রলাপ আ ১৩।৪১ ; ১৭।৭০ ; ১৯।৩ ; উন্মাদ-প্রলাপচেষ্টা অ ১৯।৩১ ; উন্মাদ-বর্ণন অ ১৫।৯৬ ; উন্মাদ-বিলাপ অ ১৪।১৩ ; উন্মাদ-লক্ষণ বা উন্মাদের লক্ষণ ম ২।৬৬ ; ১৯, ৩২, ৬৫ ; উন্মাদের চেষ্টা ম ১৭।৩ ; আনন্দোন্মাদ ম ১৩।১৭১, পরম উন্মাদী আ ১১।৩৪ ; বিরহ-উন্মাদ ম ১।৫২ ; ২।৫ ; অ ১৪।৫ ; মহোন্মাদ আ ১১।৩৩ ; রাধিকা-উন্মাদ ম ১।৮৭

ঔৎসুক্য ম ২।৬৩ ; অ ১৭।৪৯, ৫৮

কঞ্চুকাকর্ষণ ম ১৪।১৯৫ ; কটাক্ষ-কামশর অ ১৭।৩৬ ; কটাক্ষবাণ অ ১৫।৭৩ ; কন্দল আ ১০।২৩ ; কম্প আ ৫।১৬৬ ; ৭।৮৯ ; ৮।২৭ ; ম ২।৭২ ; ৩।১১৫, ১২৩, ১৬২ ; ৪।২০২ ; ৬।২০৮, ২২৯ ; ৭।৭৯ ; ৮।২৪ ; ৯।৯৬, ২৩৮, ২৮৭, ৩৪৬ ; ১১।২২২ ; ১২।১৩৮,

২১৭ ;১৩ ।৮৪ ;১৫ ।১৬৪, ২৭৯;১৭ ।২০৫ ; ২১ ।১০৮;২৪ ।২৭২ ;অ ২ ।১৯ ;১৩ ।১২৭ ; ১৪ ।৯৫ ;১৮ ।৫০ ;কম্পাশ্রু-পুলক-স্বেদ-স্তম্ভ-বিকার ম ৯ ।২৩৮ ; করুণ (রস) ম ১৯ ।১৮৭

কলহ (প্রণয়-কলহ) অ ১৮ ।৯২ ; প্রণয় কলহ অ ৭ ।১৩৯ ; কলাবিলাস ম ৮ ।১৮৩

কানুপ্রেমবিষ ম ৩ ।১২৪ ; কান্ত বক্ষঃস্থিতা ম ৯ ।১১১ ; কান্তভাব ম ৮ ।৭৯ ; ১৯ ।২২৯ ; কান্তসেবা অ ২০ ।৬০ ; কান্তা আ ৪ ।৮০ ;১৭ । ২৭৭ ;ম ১৪ ।১২৭, ১৪৪, ১৫০ ;অ ৭ ।২৫, ২০ ।৫৪, ৫৯ ;কান্তাগণ ম ২৪ ।২৮৩, ২৮৪ ; অ ১৮ ।৮৩, ১০০ ;কান্তাগণ-সার আ ৪ ।৭৫ ; কান্তাগণের বিস্তার আ ৪ ।৭৫ ; কান্তাগণের রতি ম ২৪ ।৩৪ ; কান্তা-প্রেম ম ৮ ।৭৯ ; কান্তাভাব ম ১৪ ।১৯১ ;কান্ত্যমৃত-ধার অ ১৯ ।৪২

কাম আ ৪ ।১১৫ ;ম ৮ ।২১৫ ;২১ ।১০৪ কামক্রীড়া ম ৮ ।১৮৭ ;কামজ্ঞান অ ১৭ ।৫৬ ; কামবাণ ম ৮ ।১১৪ ;কামময় ম ২১ ।১২৫ ; কামলিখন অ ১ ।১৪০ ;কামশর অ ১৭ ।৩৬ ; কামার্কতপ্ত-কুমুদিনী অ ১৯ ।৩৮ ;কিলকিঞ্চিত ম ১৪ ।১৬৮, ১৭৩, ১৭৪ ;কিলকিঞ্চিতাদিভাব ম ১৪ ।১৭০ ;কিলকিঞ্চিতাদিভাব-বিংশতি ম ৮ ।১৭৫

কিশোর-বয়স আ ১৩ ।৩১ ; কিশোর-শেখর ম ২০ ।১৫৩ ;কিশোর-শেখর-ধর্ম্মী ম ২০ ।৩৭৬ ;কিশোর-স্বরূপ আ ২ ।৯৯ ; কিশোরী অ ৫ ।১৩

কুচকুঙ্কুম অ ১৫ ।৪৭ ; কুঞ্জদাসী অ ১৮ । ১০২ ; কুঞ্জসেবা ম ৮ ।২০৫ ; কুটিল-প্রেম বা প্রেমা ম ২ ।২১ ; ৮ ।১০৯ ; কুট্টমিত ম ১৪ । ১৬৮, ১৯৬ ; কুণ্ডলীলা ম ১৮ ।১৩

কূর্ম্মরূপ ম ২ ।১৩ ; কূর্ম্মাকার-অনুভাব অ ২০ ।১৩১ ; কূর্ম্মাকৃতিভাব অ ১৭ ।৬৯ ; কূর্ম্মের আকার অ ১৭ ।৬৯

কৃষ্ণ-বিচ্ছেদ অ ১২ ।৬৪ ; ১৩ ।৪ ; ১৪ । ১২ ; কৃষ্ণ-বিচ্ছেদার্ণব অ ১৮ ।৩ ; কৃষ্ণ-বিয়োগ অ ৬ ।৪ ; কৃষ্ণ-বিরহ-তরঙ্গ অ ৯ ।৫ ; কৃষ্ণ-লীলা-মনোবৃত্তি-সখী ম ৮ ।১৭৭ ; কৃষ্ণের বিরহ-বিকার অ ১১ ।১৩ ; কৃষ্ণের বিরহলীলা ম ১ । ৫১

কেবলা ম ১৯ ।১৯২ ;কেবলারতি ম ১৯ । ১৯৩ ; কেবলার রীতি ম ১৯ ।১৯৪ ; কেবলার শুদ্ধপ্রেম ম ১৯ ।২০২ ; কেলি অ ১৮ ।৮১

কৈশোর আ ৪ ।১১২, ১১৫ ; ১৩ ।১৮ ; ১৬ ।৪ ; ম ১৯ ।১০৩ ; ২০ ।৩৮২, ৩৯২ ; কৈশোর-বয়স আ ৪ ।১১৫ ; ম ৮ ।১৮৯ ; কৈশোর-লীলা আ ১৬ ।৪ ; ১৭ ।৩, ৩২৭ ; কৌমার আ ৪ ।১১২, ১১৩

ক্রন্দন (প্রেম-ক্রন্দন) ম ২ ।৯ ; ৪ ।১৯৯ ; ৮ ।২৩৩ ;অ ১২ ।৭৫ ; ১৩ ।৬৩ ; ১৪ ।১১২ ; ক্রীড়া—'সাধারণ শব্দসূচী' দ্রষ্টব্য ; ক্রোধ ম ১৪ ।১৭৬, ১৯৬ ;অ ১৬ ।১২৬ ;ক্রোধভাব ম ১৪ ।১২৭

গদ্‌গদ আ ৭ ।৮৯ ;ম ৩ ।১৬২ ; ৮ ।২৪ ; ম ১৩ ।১২৭ ; গদ্‌গদ-আখ্যান অ ১৫ ।৬৯ ; গদ্‌গদ-বচন ম ৩ ।১২৩ ;১৩ ।১০৪ ; ২০ ।৫২ ;অ ১০ ।৭৩ ; গদ্‌গদ-বাণী অ ১৭ ।২৯ ; ১৮ ।৫০ ; গদ্‌গদ-স্বর ম ১৯ ।১০৫ ; গদ্‌গদাশ্রুধার আ ৮ ।২৭

গর্ব্ব আ ৭ ।৮৯ ; ম ২ ।৬৬ ; ৩ ।১২৭ ; ৪ । ২০২ ;১৩ ।৮৪ ;১৪ ।১৭৬ ; গর্ব্ব-পর্য্যঙ্ক ম ৮ । ১৭৮

গাঢ়-অনুরাগ ম ৮ ।১০২ ; ১১ ।১৪৯ ;অ ২ ।১৬৮ ; ৪ ।৬২ ; গাঢ়-প্রেম আ ১ ।১০৭ ;ম ৮ ।২৭২ ; গাঢ়-প্রেমভাব ম ১৪ ।১৬১ ; গাঢ়-ভাব অ ৭ ।১৩৮, ১৪০ ; গাঢ়-স্নেহ ম ৭ ।২০

গীত (অনুভাব) ম ৯ ।২৩৫, ২৩ ।৪৭ ; ২৫ ।১৩৩ ; গূঢ়প্রেম-চেষ্টা অ ১৭ ।৬৬

চকিত ম ১৪ ।১৬৮ ; চাপল ম ২ ।৬২, ৬৩ ; ৩ ।১১৭ ;ভাবচাপল ম ২ ।৬০ ; চাপল্য ম ২ ।৭৬ ; চাপল্যাদি ম ২৫ ।৬৭ ; চিত্রজল্প ম ২৩ ।৫৫, ৫৬

চুম্বন অ ১৮ ।৮৮ ; চুম্বনাদি ম ২৩ ।৫৫

জড়িমা অ ১৭ ।১৭ ; জলকেলি (ব্রজলীলার) আ ১৭ ।২৩৮ ;ম ১৮ ।৯ ;অ ১৮ ।৩২, ৮৩, ৮৫, ২০ ।১৩৪ ; কৃষ্ণের জলকেলি-রঙ্গ অ ১৮ ।৮৪, জলকেলির শ্লোক অ ১৮ ।২৪ ; জলক্রীড়া (ব্রজলীলার) অ ১৮ ।৮০, ১১৮ ; জলাঞ্জলি (গোপীগণের জলক্রীড়া) অ ১৮। ৮৭ ; জলাবগাহন (গোপীদিগের) অ ১৮ ।৮৩

জাড্য আ ৫ ।১৬৬ ;ম ৪ ।২০২ ; জাতরতি ম ২৪ ।২৮৪

তারুণ্যামৃত ম ২১ ।১১৩ ; তারুণ্যামৃত-ধারা ম ৮ ।১৬৭ ; তিন-দশা অ ১৮ ।৭৭ ; তেত্রিশ ব্যভিচারী ম ২৩ ।৪৮ ; ত্রাস অ ১৭ ।৪৯

দক্ষিণ-স্বভাব অ ৭ ।১৪০ ; দক্ষিণা ম ১৪ ।১৫৯ ; দশ-দশা অ ১৪ ।৫১, ৫২, ৫৪ ; দশা ম ২ ।৪ ;৯ ।২৩ ; ১৩ ।১৫২ ;অ ১৪ ।১২, ৫৪, ৬৩, ১১২ ; ১৮ ।১৬, ৪৬, ৭৭, ৭৮ ; ১৯ ।৩০, ৩২, ৬৫

দাস্য আ ৩ ।১১ ; ৪ ।৪২ ; ৬ ।৪৫, ৪৯, ৫৫, ১৭ ।২৯৬, ২৯৯ ;ম ৮ ।৮৬ ;১৯ ।১৮৫, ২১৮, ২১৯ ;২২ ।১১৮ ;২৩ ।৪১, ৪৯,৮৮ ;অ ৭ ।২৫ ;দাস্যপ্রেম আ ৬ ।৪৭;ম ৮ ।৭১ ; দাস্য-বাৎসল্যাদিভাব ম ৮ ।২০১ ;দাস্যভক্তি অ ২০ । ৩১ ;দাস্যভক্তের রতি ম ২৪ ।৩২ ;দাস্যভাব আ ৬ ।৪৬, ৫২, ৬২, ৮০ ; দাস্যভাবভক্ত ম ১৯ ।১৮৮ ;দাস্যরতি ম ১৯ ।১৮২ ; ২৩ ।৫০ ; দাস্যরস ম ১৯ ।২১৮ ;দাস্যসখ্যাদিভাব ম ২৪ । ৫৩ ;দাস্যসুখ আ ৬ ।৪৫

দিব্যোন্মাদ ম ২ ।৬৪ ;২৩ ।৫৭ ; অ ১৪ । ১৫ ; ২০ ।১২৩ ; দিব্যোন্মাদ-প্রলাপ অ ১৪ । ১৫ ; দিব্যোন্মাদ-ভাব অ ১৪ ।১১৮

দূতী ম ৮ ।১৯৪ ; অ ১৭ ।৩৫ ; দৃঢ়প্রেম অ ৭ ।১৬২ ; দৃঢ়ভক্তি অ ৪ ।২৭, ৪৩ ; ৭ ।১৬৫ ; ১১ ।১০১

দৈন্য আ ৭ ।৮৯ ;ম ২ ।৩৫, ৩৯, ৬৩, ৭৬; ৩ ।১২৭ ;৪ ।২০২ ;১৩ ।৮৪ ;২৫ ।৬৭ ;অ ১ । ৩১, ২০১ ; ৭ ।৮৯, ১২১ ; ৮ ।৬৯ ; ২০ ।১৫, ২৭, ৩১, ৩৫, ৩৮, ৪৪ ;দৈন্যভাব ম ৩ ।১৬৭; দৈন্যোদ্বেগাদি অ ২০ ।৫ ;অতি দৈন্য অ ২০ । ৩১

দ্বিবিধ বিভাব ম ২৩ ।৪৬ ; দ্বিবিধ শৃঙ্গার ম ২৩ ।৫৮

ধীর ম ১৫ ।১৪০ ; ধীরললিত ম ৮ ।১৮৭; ধীরা ম ১৪ ।১৪৩, ১৪৪ ; ধীরাদিবিভেদ ম ১৪ ।১৫১ ; ধীরাধীরা ম ১৪ ।১৪৩, ১৪৮ ; ধীরাধীরাত্মক-গুণ ম ৮ ।১৭২ ; ধৃতি অ ১৭ ।৪৯

নবকন্দর্প ম ২১ ।১০৭ ; নবকিশোর ম ২১ ।১০১ ; নবসঙ্গম ম ১৩ ।১২৬ ; নয়নভঙ্গ ম ৮ ।১৯৪ ; নর্ম্ম-বিভূষিত অ ১৭ ।৪৪

নাগর অ ১৬ ।১২২ ; ১৭ ।৩৪ ;নাগররাজ ম ২ ।১৯ ; নানা-ভাববিভূষণ ম ১৪ ।১৬৬ ; নানারস-নর্ম্মধারী অ ১৫ ।২০ ; নায়ক ম ২৩ ।৮৭; নায়ক-শিরোমণি ম ২৩ ।৬২ ; নায়িকা ম ২৩ । ৮৭ ; নায়িকার ভেদ ম ১৪ ।১৪৯ ; নায়িকার শিরোমণি ম ২৩ ।৬২ ; নায়িকার স্বভাব ম ১৪ । ১৪১

নিন্দা ম ২ ।৬৬, ৭১ ;১৪ ।১৪৮ ; নিপট্টবাহ্য অ ১৪ ।১১৪ ; নিরুপাধি-প্রেম আ ৪ ।২০০ ; নির্ব্বেদ ম ২ ।৩৫, ৭৬ ; ৩ ।১২৭ ; ৪ ।২০২ নির্ব্বেদ-হর্ষাদি ম ২৩ ।৪৮

নৃত্য (অনুভাব) আ ১৭।১০০-১০২ ১১৯, ১২০, ১৩৬, ১৩৭, ২২৭, ২৩২, ২৪৩; ম ১।৫৭, ১৩৪, ১৪৫, ১৬৭ ; ২।৭৬;৩।১২০; ৬।২০৯ ; ৭।৭৮, ৮২ ;৯।২৩৫ ; ১১।২৩১, ২৩৪ ; ১৩।৯৮, ১১৪, ১১৫, ১৩৫, ১৭৬, ১৭৮, ১৮০, ১৯১, ১৯২, ২০১, ২০৩ ;১৪। ৬৫, ৭০, ২২৪, ২২৯-২৩১, ২৩৩ ;১৬।৫০ ; ১৭।৮৭, ১৫৮, ১৫৯, ১৯৯ ;১৮।১৩, ৯৪ ; ২২।১১৮ ;২৩।৪৭ ;২৫।৬৬, ৬৮, ১৩৩ ;অ ১।৭৩, ৫।২২ ; ৬।১০২-১০৪, ১০৬, ১৪০ ; ৯।৬ ;১০।৫৯, ৬৯, ৭৫ ; ১১।১২, ৬১, ৬৩, ৯১ ;১৪।৩৯, ১১৫;১৫।৮৯ ;১৯।৮৪ ;১০১; ২০।১১৮ ; নৃত্যগান ম ৮।১২ ; ১৭।১৪৯ ; নৃত্যগীত আ ১৩।৩৫ ;ম ১।৪৭ ;৪।১৫, ১১৩, ১৫৫ ; ৫।৪, ৬ ; ৭।৫, ৭৭, ১১৪ ; ৯।৭০, ২৪৯, ৩৪৭ ; ১১।২৩০; ১৪।৯৫ ; ১৫।৫ ; ১৮।৪০, ৬৩ ; ২৫।২২৫ ;অ ৫।১৩ ; নৃত্য-গীত-কীর্ত্তনবিলাস ম ১।২৫১ ;নৃত্যগীত-কৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তন ম ১।১১০ ; নৃত্য-গীত-বাদ্য আ ১৭। ২০৫ ;নৃত্য-গীতরঙ্গ আ ১৩।৩৮ ;ম ১।২৩ ; ১৫।৪ ;নৃত্য-গীত-রোদন ম ৮।২৬০ ; নৃত্য-গীত-স্তুতি ম ৮।৪ ;নৃত্য-গীত-হাস ম ২।৫৬ ; নৃত্য-গীত-হুঙ্কার ম ১০।৮০ ; নৃত্যরঙ্গ ম ১৩। ৬৮, ১৭৯ ;১৫।২১ ;নৃত্যাবেশ ম ১৩।৯৪

পক্ক প্রেমফল আ ১১।৫৮; পঞ্চবিধ রস ম ২৩।৪৯ ; পঞ্চরস ম ১৯।১৮৭ ; পঞ্চশরদর্প ২১।১০৭ ; পঞ্চ স্থায়িভাব ম ২৩।৪২

পরকীয়া আ ৪।৪৬, ৪৭ ; পরকীয়া-ভাব আ ৪।৪৭ ; পরদ্রোহে পরবীণ (বা প্রবীণ) ম ২।২২ ; পরধন অ ১৫।১৬ ; পরনারী ম ২। ১৯ ; পীরিতি ম ১১।২১

পুলক আ ৫।১৬৬ ;৮।২৭ ;ম ২।৭২, ৩। ১২৩ ;৬।২০৮ ;৮।২৪ ;৯।২৩৮, ২৮৭ ;১১। ২২২ ;১২।৬৩, ১৩৮ ;১৭।২০৫, ২০৭ ;২১। ১০৮ ;অ ১০।৭২ ;১৬।৯৩ ; পুলক-কদম্ব আ ৫।১৬৬ ; পুলকাঙ্গ ম ১৬।১০৪ ;অ ১৭।১৬, পুলকাশ্রু আ ৮।২২ ; ম ৩।১১৫, ১৬২ ;৪। ২০২ ; ৭।৭৯ ; ৯।৯৬, ৩৪৬ ;১৩।৮৪, ২৪। ২৭২ ; পুলকাশ্রু-নৃত্যগীত ম ২৫।১৩৩ ; পুলকাশ্রু-বিহ্বল আ ৮।২২

পূর্ব্বরাগ ম ২৩।৫৯, ৬০ ; পূর্ব্বসিদ্ধভাব আ ১৫।২৯ ; পূর্ব্বানুরাগ অ ১।১৪০ ; প্রখরা ম ১৪।১৫২ ; প্রগল্ভা ম ১৪।১৪৯, ১৫১ ; প্রগাঢ়-প্রেম ম ৪।১৮৬ ; প্রচ্ছন্ন-মান ম ৮।১৭২; প্রজল্প ম ২৩।৫৬ ; প্রণয় ম ২।৬৬ ; ৬।১২ ; ৮।১৬৯, ১৭০ ; ১৯।১৭৭ ; ২৩।৩৮ ; অ ৭। ৯৫, ১৩৯ ; ৯।৩১ ; ১৯।৫১ ; প্রণয়-কলহ অ ৭।১৩৯ ; প্রণয়-বিকার আ ৪।৫৯ ; প্রণয়-বিহ্বল ম ১৬।১০৪ ; প্রণয়-মান-কঞ্চুলিকা ম ৮।১৬৯ ; প্রণয়রোষ ম ১৬।১৩৮ ; অ ৭।৯৩

প্রলাপ আ ৪।১০৯, ১৩।৪১ ;ম ১।৮৭ ; ২।৩৯ ;অ ১১।১৪ ;১৪।১৫, ৪৫ ; ১৬।১২০, ১৪১ ; ১৭।৩, ৭০ ; ১৮।১২, ১১৬, ১১৮ ; ১৯।৩, ৩১, ৩৪, ১০৬, ১০৭ ; ২০।৬৩, ৭২, ১২৫, ১৩৬ ; প্রলাপন অ ১৯।৩৩, ১০১, ২০। ৩৮, ১৩৩ ; প্রলাপ-বচন আ ১৩।৪০ ; অ ১৭। ৬৭ ; ১৮।৭৯, প্রলাপময় বাদ আ ৪।১০৭ ; ম ২।৫ ; প্রশ্রয়প্রাগলভ্য অ ১২।৬০ ; প্রস্বেদ ম ২।৭২ ; ১৩।১০৪ ; অ ১০।৭৩, ১৪।৯৩

প্রাণপ্রিয়সখী ম ৩।১২৪ ; প্রাণবল্লভ ম ২। ৭৫ ; প্রাণসখী ম ২।২৩ ; প্রাণেশ্বর অ ২০।৪৯; প্রাণেশ্বরী অ ২০।৫৯

প্রিয়সখী অ ১৫।৪৬ ; প্রিয়সখী কায ম ১৪।২২৬ ; প্রিয়াসঙ্গ ম ১৩।১৫২

প্রীতি ম ২।২০, ৮৭ ; ৪।৯৫ ; ২২।১৫৯; ২৫।১২২ ; প্রীতি-বিষয়-সুখে আ ৪।২০০, প্রীতি-বিষয়ানন্দ আ ৪।১৯৯ ; প্রীত্যঙ্কুর ম ২২।১৬০ ; ২৩।১২, ২০

প্রেম আ ১।১০০, ১০৭, ৩।৩৩, ৬১, ১১২, ৪।৫, ১৮, ৪২, ৪৯, ৬৮, ১২২, ১২৩, ১৩২, ১৩৬, ১৪২, ১৪৩, ১৬২, ১৬৪-১৬৬, ১৬৯, ১৭১, ১৯৭, ১৯৮, ২০০, ২৫৩, ৫। ১৬৪, ২০৮, ৬।৫৫, ৮০, ৭।১৯, ২১, ২৪, ৮৬, ৯০, ৯১, ১৪২, ১৪৫;৮।২০, ২১, ২৭, ২৯, ৩১, ৯।৭, ৫২, ১০।৩১, ১১।৩২, ৫৯, ১৩।৩১, ৩৬, ১৪।৭১, ১৭।১১৪, ২৩২ ; ম ১।৯২, ১০৭, ২৪০, ২৬২, ২৭৭, ২।১৯, ২১, ৪৩, ৪৬, ৪৯, ৫১, ৬৩, ৪।১১০, ১৩৭, ১৪৩, ১৭৩, ১৭৫, ১৭৮, ১৮৬, ১৮৭, ১৯৮, ৫।৪, ১৪৪, ৬।৩, ৪, ২৬, ১৭৮, ২০৫, ৭।৮১, ১১৫, ৮।৮৮, ১০৯, ১৫৯, ১৬০, ১৬২, ১৯৩, ২১৪, ২৭৭, ২৮০, ৯।১৬৯, ১৭০, ২৩৬, ৩৩৯, ১০।১৮১, ১১।৫২, ২১৮, ২১৯, ১৩। ১৪৮, ১৫৫, ১৭৭, ১৪।৭, ৪৬, ৬০, ৬৪, ২৩২, ১৫।৫১, ৬৫, ১১৯, ১২০, ২৯৬, ২৯৯, ৩০০, ১৬।২৪, ১৭।৩২, ৪৬, ৫০, ৫৪, ১০১, ১৪৯, ১৫০, ১৫৪, ১৫৯, ১৬১, ১৭২, ২০৫, ২২৩, ২২৭, ২২৮, ২৩০, ১৮।৬, ৫৭, ৭২, ৮৮, ১২৮, ২২১, ১৯।৬৪, ১০০, ১৬৬, ১৬৮, ১৭৪, ১৭৬, ১৭৭, ২০।১২৫, ১৪১, ১৪৩, ২৩৯, ২১।১১১, ২২।৪৯, ৬৮, ২৩।৩, ৪, ১৩, ৫০, ১১৯, ২৪।৩০, ৩২, ৫৪, ৫৫, ১৬৫, ২৫।৬১, ৬৬, ১০২, ১২২, ১৩৩, ১৪৭, ১৫৮, ২৬৯, ২৭১ ; অ ১।৯৮, ১৯৪, ২।৫২, ৩।১৪৭, ১৪৮, ১৭৭, ২২৪, ২৫২, ২৬২-২৬৫, ৪।৫৮, ৬১, ২২০, ৫।৮৫, ৬।১০২, ৩০১, ৭।৫০, ৭৩, ১০৪, ১৩৮, ৮।১০০, ৯।১০, ১২, ১০। ৫, ৮, ৬৯, ১৬০, ১২।১৫২, ১৫৪, ১৩।৩, ৬০, ১১৫, ১২৯, ১৪।৩৮, ১৫।৯০, ১৩৯, ১৬।৩, ৩৭, ৬১, ১০৩, ১১৫, ১৭।৬৫, ৬৬, ১৮।১৫, ১৬ , ১৮, ২১, ৪৩, ৬৩, ৬৫, ৬৭, ৬৯, ১১৩, ১৯।৪৬, ৪৭, ১০৪, ২০।২০, ২৬, ৩৫, ৩৭, ৪৩, ৬২ ; প্রেম-আর্ত্তি ম ১১।২৫ ; প্রেম-আলাপন আ ১০।১০৫ ; প্রেম-আলিঙ্গন ম ১০।১২৬, ১২৮, ১১।১২৭, ১২৯ ; ১৬। ২৫৩ ; ২৫।২২০ ; অ ১২।৩১, প্রেম-আস্বাদন আ ৭।১৯ ; প্রেমঋণ অ ১২।৭০ ; প্রেমকাহিনী ম ৮।১৯৪ ; প্রেমকেলি ম ৮।২৫০ ; প্রেম-কৌটিল্য ম ৮।১৭৩ ; প্রেমক্রন্দন অ ১০।৪৬; প্রেম-ক্রোধ অ ২।৯৩ ; প্রেমগুণ ম ১১।৫৮ ; ১৩।১৫৮ ; প্রেমগুরু আ ৪।১২৪; প্রেমচেষ্টা ম ১৬।১৫, ২০০ ; প্রেম-চেষ্টিত আ ১৩।৪৩; প্রেমজ্যোৎস্না আ ১৩।৫ ; প্রেম-জ্বালার তরঙ্গ ম ৩।১১৯ ; প্রেমতত্ত্ব ম ৮।১১৮, ১৮৬, ২৫। ২৫৮ ; প্রেমতত্ত্বসার ম ৮।২৬৩ ; প্রেমধন আ ৩।৬৩ ; ৬।১১২ ; ৭।১৯ ; ম ৪।২১২ ; ১৭। ১৬৫ ; ২২।১০৪ ; অ ৪।৬৫, ৭১ ;৭।১৬৮ ; ৮।২৮ ;৯।৬৯ ;১২।১৫৪ ;১৪।১১ ;২০।৩৭; প্রেমধাম আ ৫।১৬১ ; প্রেমনাট ম ৪।২০৩ ; প্রেম-পরাকাষ্ঠা ম ৪।১৭৮;প্রেমফল আ ৯।২৬, ২৭, ৩৬, ৪৮, ৪৯, ৫১, ৫৪ ;১০।৭৯, ১৬১ ; ১২।৬ ;ম ১৯।১৫৫, ১৬২, ১৬৩ ; প্রেমফল-রস ম ১৯।১৬৩ ;প্রেম-ফলাস্বাদ আ ১০।৮৮; প্রেম-ফুলফল আ ১১।৬ ;প্রেমবন্ধ ম ২।৪৬ ; প্রেমবন্যা আ ৭।২৫, ২৬ ; অ ৩।২৫৬, ২৬১; প্রেমবশ ম ৪।৪০ ; ১৫।৪৯ ;অ ২।৮১, ৮২ ; প্রেমবাম্যস্বভাব অ ৭।১৩৮ ; প্রেম-বিকার অ ১৮।১৫, ১৯ ; প্রেম-বিবর্ত্ত ম ৮।১৯২ ; অ ১২।১৫৪ ;প্রেমবিলাস ম ৮।১৯২ ;অ ৪।৩৪; প্রেমবিহ্বল অ ১৬।৩ ; প্রেমবৈচিত্ত্য ম ৮। ১৭৬ ; ২৩।৫৯, ৬০ ; প্রেমভক্তি আ ৩।১৪ ; ৪।৯৯ ;১৩।৩২, ৩৫, ৩৮ ;১৭।২৪২, ২৯৭ ;

ম ১।২৩, ২৫১ ; ৬।১৬০ ; ৮।৬৮, ৩০৭ ; ৯। ২৬৩ ; ১১।৪০ ; ১২।৪৩ ; ১৩।২০৮ ; ১৫।৪২; ১৬।১৪ ; ১৭।৪৭ ; ১৯।২৫৩ ; ২০।৩৩৮ ; ২৪।৩০ ; ২৫।২৫৩ ; অ ৫।৪৭ ; ৭।২৪ ; ৯। ১৫২ ; ২০।৬৫ ; প্রেম-ভাব অ ৩।২৬৫ ; প্রেমময় ম ৮।২৮০ ; ১৩।৫৬ ; ১৪।১৫৬ ; ১৫।৯৯ ; ১৬।১২০ ; অ ৪।২০৫ ; প্রেমরস আ ৪।২৬৪; ১৭।১০২ ; ম ৮।২৩৯ ; ১৩।১৫১ ; অ ১।১২৬, ১৯৯ ; ৭।৩৮; প্রেমরসতত্ত্ব আ ১।১০৮ ; প্রেম-রস-নির্য্যাস আ ৪।১৫ ; প্রেমরাশি আ ১১।১৬; প্রেমসাগর ম ১৪।৬৪ ; প্রেমসার আ ৪।৬৮ ; প্রেমসিন্ধু ম ১৫।৭৮ ; অ ১৯।৭৭ ; প্রেমসীমা ম ১৪।১৫২; অ ২।৮২ ; প্রেমসুখ আ ৫।১২২; ১২।২০ ; ম ২০।১৪২ ; ২১।১৪৮ ; প্রেমসেবা আ ৪।২১১; ম ১৫।৮৪, ৯১ ; ১৭।৮১

প্রেমা আ ৪।১৩৫; ৭।৮৬ ; ম ২।৪৮ ; ৯। ২৬১ ; ১০।১৭৯ ; ১৭।১৭৩ ; ২৩।৩৮ ; প্রেমা-আস্বাদন অ ২।৫১ ; প্রেমাঙ্কুর ম ২।১৯ ; অ ৮। ৩৪ ; প্রেমাদি ম ২৩।৪৩ ; প্রেমাধীন ম ৮।৩৪ ; ১১।৫২ ; অ ১৯।৫২ ; প্রেমানন্দ আ ৮।৪৩ ; ম ৯।৩২১ ; ১১।১২৮ ; অ ৫।৮৯ ; ১১।৫৮ ; প্রেমানন্দ-রস আ ১৭।৩১৭ ; প্রেমানন্দামৃত-সিন্ধু আ ৭।৮৫; প্রেমাবেশ ম ৩।৪, ১২, ৩৮ ; ৪।৪৫, ১০৮, ১৪০, ১৪৪, ১৫৫ ; ৫।৬, ১৪৫, ১৪৯ ; ৬।৯০, ২০৭ ; ৭।৫, ৩৮, ৭৭, ৭৮, ৯৫, ১১৪, ১১৬ ; ৮।৪, ৯, ২২, ২৩৪ ; ৯।৬৭, ৭০, ৮১, ৮৭, ৮৮, ২৪৯, ২৫১, ২৮৩, ২৮৭, ৩২১, ৩৪২, ৩৪৫, ৩৪৬, ১০।৮০, ১২০ ; ১১।১৬, ২১, ৫৫, ১৮৭, ২৩৫ ; ১২।৬০, ৬৩, ১১৪, ১৪৪, ১৬৬ ; ১৩।২০২ ; ১৪।১০, ২২৯, ২৩৪ ; ১৭।৬৭, ১৫৭ ; ১৮।৩৬, ৬২, ৬৩, ৬৮, ৮৪, ১৫৫, ২১৮, ২২৫, ১৬১, ১৭৭, ১৭৮, ২০৬ ; ১৯।৪২, ৪৭, ৭৬, ৭৮, ৯৯, ১০৭ ; ২১।১১১ ; অ ২।২০, ৭২ ; ৩।৭১; ৪।২১২ ; ৫।৬৫ ; ১০।৬৬ ; ১১।৬০ ; ১৫।২৯, ৮৫ ; ১৬।৯৫, ১১৬, ১৫০ ; ১৭।৩ ; ১৮।৬, ৬৫ ; ১৯।৫৭ ; প্রেমামৃত ম ৪।১২৪ ; প্রেমামৃত আস্বাদন অ ২০।১৪ ; প্রেমামৃত-বন্যা অ ৩। ২৫২ ; প্রেমার তরঙ্গ অ ১৮।২১ ; প্রেমার বিকার অ ১৮।১৯ ; প্রেমার্ণব আ ১১।২৮ ; প্রেমার্ত্তি ম ১১।২৫ ; প্রেমাস্বাদ আ ৪।১২৬ ; প্রেমাস্বাদন ম ৮।২৮০ ; প্রেমী আ ৮।৬৯ ; প্রেমে নৃত্য আ ১৩।৩১ ; অ ২।১৯ ; প্রেমের উৎকণ্ঠা ম ৩।১১৯ ; প্রেমের উদ্গম আ ৭। ১৪২ ; প্রেমের তরঙ্গ ম ১৩।৬৮ ; ১৫।২৭৯ ; ১৭।১৯৫ ; ২২।১৩০ ; অ ১৩।৩ ; প্রেমের বন্যা ম ১৪।১০১ ; প্রেমের বিকার আ ৮।২৭ ; ম ৬। ৬ ; ১১।২১৯, ২২২ ; ১৭।২৩১ ; অ ১৮।৬৯ ; প্রেমের বিবর্ত্ত ম ১৬।১৪৯ ; প্রেমের বিলাস আ ১৭।৯ ; ম ১।২৪৭ ; প্রেমোত্তম অ ২।৮১ ; প্রেমোদ্দাম অ ২০।১৪ ; প্রেমোদ্দণ্ডভক্তি আ ১১।২৬ ; প্রেমোদ্দাম অ ২।২১ ; প্রেমোন্মাদ ম ২।৬৩ ; ৩।১০ ; ৪।২০০ ; ১৫।২৭৮ ; ১৯।১১১; প্রেয়সী আ ৪।২১০ ; ম ৯।১৩৫ ; ২২।১৫৭

প্রৌঢ় নির্ম্মলভাব আ ৪।৪৯ ; প্রৌঢ়ি অ ২০।৪৪

বক্র-বাক্য ম ১৪।১৪৮ ; বক্রব্যবহার আ ৪।১৩০

বাৎসল্য আ ৩।১১ ; ৪।৪২, ১১৩ ; ১৩। ১১৫ ; ১৭।২৯৬ ; ম ২।৭৮ ; ৩।১৬৭ ; ৬। ১১৭; ৮।৮৬, ২০১, ৯।২৯৭ ; ১০।১৩৫ ; ১৭।১৯৫; ১৯।১৮৫, ১৯৫, ২২৫, ২২৭ ; ২৩।৪১, ৪৯, ৫২ ; অ ৭।২৫ ; বাৎসল্য-প্রেম ম ৮।৭৬ ; বাৎসল্যরতি ম ১৯।১৮৩ ; বাৎসল্য-রস ম ১৯।১৯৫

বামতা ম ৮।১০৯ ; ১৪।১৯৬ ; বামতা-ক্রোধ ম ১৪।১৯৬ ; বামা ম ১৪।১৫৯, ১৬১; বাম্য ম ৮।১৭২ ; ১৪।১৮৮, ১৯৮ ; অ ৭।১৩৮; বাম্যক্রোধ ম ১৪।১৯৮ ; বাম্য-বক্র-ব্যবহার আ ৪।১৩০ ; বাম্য-স্বভাব ম ১৪।১৬২ ; বাল্যলীলা আ ১১।৩৯ ; ১৪।৬, ৯৬ ; ১৭।৩২৬

বিকার অ ১১।১৪ ; ১৮।১০, ১২, ১৬ ; অদ্ভুত বিকার অ ১৪।৮০ ; আনন্দ-বিকার অ ১৬।১৪৮ ; প্রেম-বিকার অ ১৮।১৫ ; প্রেমার বিকার অ ১৮।১৯ ; প্রেমের বিকার অ ১৮।৬৯; বিরহ-বিকার অ ১১।১৩ ; ভাবের বিকার অ ১৭।৬৪ ; সাত্ত্বিক বিকার অ ২।১৯ ; ১৪।৯৯ ; বিকারচেষ্টা অ ১।১৪০

বিচ্ছেদ ম ৭।৪৮ ; ৮।৫৩ ; ১৬।৪৬, কৃষ্ণ-বিচ্ছেদ অ ১২।৬৪ ; ১৩।৪ ; ৪।১২ ; প্রভুর বিচ্ছেদ ম ১৫।১৮২ ; অ ১৮।৩৯ ; বিচ্ছেদে ব্যাকুল ম ৭।৯৩ ; বিচ্ছেদের ভয় ম ১৬।১০ ; বিচ্ছেদ-দশা অ ৪।২০৮ ; বিচ্ছেদ-দুঃখিতা অ ১৯।৫ ; বিচ্ছেদে ব্যাকুল ম ৭।৯৩ ; বিচ্ছেদের ভয় ম ১৬।১০

বিদগ্ধ ম ১৩।১৩৯, ১৪৪ ; ১৫।১৪০ ; বিদগ্ধ-শিরোমণি ম ১৪।২০৮ ; বিপ্রলম্ভ ম ২৩।৫৮, ৫৯ ; বিবিধ বিলাস আ ৫।২৬ ; ম ১। ১৪৪, ২৫৬ ; বিব্বোক ম ১৪।১৬৮ ; বিভাব ম ১৯।১৭৯ ; ২৩।৪৪, ৪৬ ; বিয়োগ ম ২।৪৩, ১৩।১৫৬ ; ২৩।৫২ ; অ ১৪।৫১ ; ১৫।১২, ৫৪ ; বিয়োগ-দশা অ ১২।৪ ; বিয়োগ-স্ফুরণ অ ২০।৩৮ ; বিয়োগী অ ১৪।৫১

বিরজা ম ১৯।১৫৩ ; ২০।২৬৮, ২৬৯ ; ২১।৫৩ ; বিরহ ম ১।৫২, ১২২, ১২৫ ; ২।৫, ৪৩, ৫৭ ; ৩।১১৯ ; ৮।৩০২ ; ২৩।৫৭ ; অ ৬।৬, ৭, ১২ ; ৯।৫ ; ১১।১৩ ; ১৩।৬৩, ৬৪ ; ১৪।৫ ; ১৭।৫১ ; ১৯।৩০, ৫৮ ; ২০।৩, ৪১, ১৩৬ ; বিরহ-চেষ্টা ম ২৩।৫৭ ; বিরহ-তরঙ্গ ম ৭।১২৬ ; ১৯।২৩৬ ; বিরহদশা অ ১৯।৩০ ; বিরহবেদন অ ৬।৭ ; বিরহবেদনা অ ৬।৬ ; বিরহ-সমুদ্রজল ম ১৩।১৪২ ; বিরহ-সর্পবিষ আ ১৬।২১ ; বিরহানল ম ২।৫৭ ; বিরহিণী অ ১৫।৪৮ ; বিরহে বিহ্বল ম ১।১২৫ ; বিরহে ব্যাকুল অ ১৯।৫৮ ; বিরহে 'মোহন' ম ২৩। ৫৪; বিরহোন্মাদ ম ১।৫২ ; ২।৫ ; অ ১৪।৫

বিলাপ ম ২।১৭, ২৭ ; ৭।১৪০ ; ৮।১০৪; অ ১৪।১৩ ; ১৫।১১, ২৫ ; ১৭।৭, ৪৮ ; ১৯। ৫৩ ; বিলাপন ম ২।৩৫ ; বিলাস আ ৪।৫৬ ; ৫।২১ ; ম ৩।২১৮ ; ১৪।১৬৮ ; ২০।৩৯০ ; উদ্যানবিলাস অ ২০।১২৬ ; প্রেমবিলাসবিবর্ত্ত ম ৮।১৯২ ; প্রেমের বিলাস আ ১৭।৯ ; ম ১। ২৪৭ ; রাসবিলাস আ ৫।২১৩ ; ১৭।২৩৯ ; রাসাদিবিলাস আ ৪।১১৪ ; অ ৫।৪৫ ; বিলাস-ভূষণ ম ১৪।১৮৬ ; বিলাসাদি-ভাবভূষা ম ১৪। ১৮৩ ; বিশুদ্ধ প্রেম ম ৮।২১৪ ; বিশ্রম্ভ-প্রধান সখ্য ম ১৯।২২১ ; বিষয় আ ৪।১৩২ ; ম ৮।১৪০ ; বিষয়জাতীয় সুখ আ ৪।১৩৩

বিষাদ অ ৭।৮৯ ; ম ২।২৭, ৩৫, ৭৬ ; ৩। ১২৭, ১৩২ ; ৪।২০২ ; ৮।১১৪ ; অ ১১।১০০; ১৫।৭৭ ; ১৭।৪৯, ৫২ ; ১৮।৪৩ ; ১৯।৫৩ ; ২০।১৫, ৩৮ ; পরম বিষাদ ম ১।৫২ ; বীভৎস (গৌণরস) ম ১৯।১৮৭ ; বীররস ম ১৯।১৮৭

বৈদগ্ধ ম ১৫।১৪১ ; বৈদগ্ধবিলাস ম ২। ৭০ ; ২০।১৭৮ ; বৈদগ্ধাদিরূপ-লীলা ম ৯।১১৫; শুদ্ধবৈদগ্ধী অ ১২।৬০ ; বৈদগ্ধবিভেদ ম ১৪। ১৪৯ ; বৈবর্ণ্য আ ৭।৮৯ ; ম ২।৭২ ; ৪।২০২; ৮।২৪ ; ১২।১৩৮ ; ১৩।৮৪ ; অ ১৪।৯৫

ব্যভিচারি-ভাব ম ১৯।১৮১ ; ব্যভিচারী ম ১৪।১৬৭ ; ১৯।১৮১ ; ২৩।৪৪, ৪৮ ; অ ১৫।৮৬ ;

ব্রজপ্রেম আ ৩।২৬ ; ম ১৩।১৪৮ ; ব্রজ-

প্রেম-লীলারস অ ৪।২৩০ ; ব্রজললনা-নাগর আ ৭।৮ ; ব্রজলীলা-প্রেমরস অ ১।১৯৯ ; ব্রজের রসপ্রেম-লীলা অ ৫।৮৭

ভক্তিরস—'সাধারণ শব্দসূচী' দ্রষ্টব্য ; ভক্তের প্রেমবিকার অ ১৮।১৫ ; ভয় ম ৩। ১৬৭ ; ১৪।১৭৬, ১৮৮

ভাব আ ৪।৪৩, ৪৮, ৫০ ; ৫৭, ৬৮, ১১০, ২২১, ৬।৭৪, ৮৬ ; ৭।৮৩ ; ১৭।২৯৯ ; ম ২।১১, ৮।২২২, ২২৫ ; ১৩।১২৫, ১৪৮, ১৬২ ; ১৪।১৭০, ১৭৫, ১৮৮ ; ১৮।৪২ ; ১৯।১৭৮ ; ২২।১৬০ ; ২৩।৩৮ ; অ ৮।৩৩ ; ১৪।১৪ ; ১৭।৫০ ; ২০।৪৪-৪৬, ৬১, ৬৮ ; অধিরূঢ়ভাব অ ১৪।১৫ ; অন্য ভাব-সৈন্য অ ১৭।৫৮ ; অষ্টভাব ম ১৪।১৭৭ ; অষ্টভাব-সম্মিলন ম ১৪।১৭৫ ; অষ্টসাত্ত্বিকভাব অ ১৫। ৮৬ ; আপনভাব আ ৪। ১০৯ ; কনিষ্ঠভাব আ ৬।৯৭ ; কান্তভাব ম ৮।৭৯; কান্তাভাব ম ১৪। ১৯১ ; কিল-কিঞ্চিতাদিভাব ম ১৪।১৭০ ; কিল-কিঞ্চিতাদিভাব-বিংশতিভূষিত ম ৮।১৭৫; কৃষ্ণভাবাবেশ অ ১৫।৪ ; গোপীভাবের স্বভাব আ ৪।১৮৫ ; চারিভাব আ ৩।১১ ; ম ২।৭৮ ; চারিভাব ভক্তি আ ৩।১৯ ; জ্যেষ্ঠভাব আ ৬। ৯৭ ; দাস্যভাব আ ৬।৮০ ; দাস্য-বাৎসল্যাদি-ভাব ম ৮।২০১ ; দিব্যোন্মাদভাব অ ১৪।১১৮; নানা-ভক্তভাব আ ৬।১০৮ ; নানাভাব ম ১৪। ১৮৬ ; অ ১৭।৪৯ ; নানাভাবচন্দ্রোদয় অ ২০। ৬৬ ; নানা-ভাবরসভেদ আ ৪।৮১ ; নানাভাব সৈন্য ম ১৩।১৭১ ; নানাভাবের উদ্গার ম ১৪। ১৯১ ; নানাভাবের প্রাবল্য ম ২।৬৩ ; নিজভাব আ ৪।৪৩ ; পরকীয়াভাব আ ৪।৪৭ ; পিতা-মাতা-গুরু-সখা-ভাব আ ৬।৮০ ; বিংশতি-ভাব-অলঙ্কার ম ১৪।১৬৭ ; বিরহোন্মাদভাব অ ১৪।৫ ; বিলাসাদিভাব-ভূষা ম ১৪।১৮৩ ; ভক্ত-ভাব আ ৪।৪১ ; ৬।১০১, ১০৬, ১০৭, ১০৯; ভক্তিভাব আ ৪।২২৮ ; মহাভাব আ ৪।৬৮ ; ম ৮।১৬০, ১৬৪, ২৮২ ; ১৯।১৭৮, ২৩।৩৮, মহাভাব-চিন্তামণি ম ৮।১৬৫ ; মহাভাবরূপা ম ৮।১৬০ ; মহাভাবলক্ষণরূপা ম ২৪।৩১ ; মহাভাবস্বরূপ আ ৪।৬৯ ; রাধাভাব আ ৪। ২২০, ২৬৮ ; রাধাভাবকান্তি আ ৪।৯৯ ; রাধা-ভাবের স্বভাব অ ১৭।৫৭ ; শ্রীরাধার ভাবসার ম ২।৮০, শ্রীরাধার ভাবের অবধি আ ৪।৪৮ ; রাধিকার ভাব আ ৪।১০৮ ; রাধিকার ভাবকান্তি আ ৪।২৬৭ ; ম ৮।২৭৯ ; রাধিকার ভাব-বর্ণন আ ৪।২৭১ ; রাধিকার ভাব-মূর্ত্তি আ ৪।১০৬; রাধিকার ভাবে অ ১৪।১৪ ; রূঢ়ভাব আ ৪। ১৬২ ; শুদ্ধ গাঢ়ভাব অ ৭।১৩৮, ১৪০ ; সখী-ভাব ম ৮।২০৪ ; সর্ব্বভাবোদয় ম ২।৭৯ ; সুদৃঢ় সরলভাব অ ৭।১৫৮ ; সুদ্দীপ্ত সাত্ত্বিক-ভাব ম ৮।১৭৪ ; ভাব-গ্রহণের হেতু আ ৪।৫৩; ভাবচাপল ম ২।৬০ ; ভাবতত্ত্ব ম ২৫।২৫৮, ভাবতরঙ্গ ম ৩।১৩০ ; ভাবপুষ্পদ্রুম ম ১৩। ১৭৩ ; ভাব প্রকটনলাস্য অ ৫।২৪ ; ভাববিভূষণ ম ১৪।১৯৬, ২০১ ; ভাববিশেষ ম ১৩।১১১; অ ৮।৩৩ ; ভাবভক্তি-প্রেমসীমা অ ৫।২১ ; ভাবভূষণ ম ৮।১৭৪ ; ভাবভূষা ম ১৪।১৬৯, ১৭০, ১৮৩ ; ভাবমতি অ ১৭।৫৪ ; ভাবমুদ্রা অ ৭।১৫৯ ; ভাবযুক্ত ম ১৪।১৭৯ ; ভাবযোগ্য-দেহ ম ৮।২২২ ; ভাবরূপা ম ২৪।৩১ ; ভাব-শান্তি ম ১৩।১৭২ ; ভাবশাবল্য অ ১৫।৮৭ ; ১৭।৬০ ; ২০।১৩৩ ; ভাবসন্ধি অ ১৫।৮৭ ; ভাবসার ম ২।৮০ ; ভাবসৈন্য ম ৩।১২৭ ; ১৩।১৭১ ; অ ১৭।৫৭ ; ভাবাঙ্কুর ম ২৩।১৭, ভাবানুরূপ ম ১৩।১২০, ১৬৭ ; অ ১৭।৫৬ ; ভাবাবিষ্ট ম ১৩।১২৫ ; ৫।৪৯ ; ১৬।১২০, ১৪১, ২০।৬৩ ; ভাবাবেশ আ ১৭।১৮ ; ম ২। ৬৬ ; ৫।১৩৭ ; ১৩।১৩৩ ; ১৪।২৩৬ ; ২১। ১১১ ; অ ৬।৮৫ ; ১৩।৪ ; ১৫।৪, ৩১ ; ১৬। ১৫০ ; ১৭।১০, ১১, ২৯, ২০৩ ; ১৯।৫৯, ২০।৬৮ ; ভাবাবেশে মূর্চ্ছা অ ১৬।১৫০ ; ভাবে অনুগতি ম ৮।২২৫ ; ভাবে আবিষ্ট ম ১৩। ১৬২ ; ভাবেতে আবিষ্ট ম ৬।৩৪ ; ভাবে ব্যাকুলিত ম ১৩।১৪৮ ; ভাবে ভাবিত ম ৮। ২৮৮ ; ভাবে ভাবে মহাযুদ্ধ অ ১৫।৮৭ ; ভাবে ভাবে মহারণ ম ২।৬৩ ; ভাবে মগ্ন অ ১৫।৫ ; ভাবে মত্ত আ ৫।১০৮ ; ভাবের আবেশ ম ৩। ৫ ; ১৩।১৬৫ ; ভাবের উদ্গার ম ১৪।১৯১ ; ভাবের জ্ঞান অ ১৪।১১ ; ভাবের তরঙ্গ ম ৩।১৩২ ; ১৩।১৭১ ; অ ১৭।৩৯ ; ভাবের তরঙ্গ-বলে ম ২।২৭ ; ভাবের দিগ্‌দরশন ম ২৫।২৩৭ ; ভাবের পরমকাষ্ঠা আ ৪।৬৮ ; ভাবের প্রহার ম ৩।১২৮ ; ভাবের প্রাবল্য ম ২।৬৩ ; ভাবের বর্ণন অ ১৪।১১ ; ভাবের বিকার ম ২।১১ ; অ ১৭।৬৪ ; ভাবের বৈভব আ ৬।১০২ ; ভাবের (গাঢ় অনুরাগের) শ্রবণ ম ২৫।২৪৬ ; ভাবের স্বভাব অ ১।১৪৭ ; ভাবের স্বরূপ-তটস্থ-লক্ষণ ম ২৩।৬ ; ভাবোদয় ম ২।৭৯ ; ১৩।১৭২ ; অ ৪।১৭১ ; ১৫।৮৭ ; ভাবোদ্গাম আ ১২।২১ ; ম ২।৭৯ ; ২১।১১৩; অ ১৭।৫৪ ; ভাবোদ্বেগ ম ২।৫৭ ; ভাবোন্মাদ অ ৭।২০ ; ১৮।৭

ভ্রম ম ২।৭৩ ; অ ১৮।২৮, ১১২ ; ভ্রমময়-চেষ্টা আ ৪।১০৭ ; ম ২।৫

মথুরা-নগরী ম ২১।১১১

মদন ম ২।২২, ৩৭ ; অপ্রাকৃত নবীনমদন ম ৮।১৩৭ ; সাক্ষাৎমন্মথ-মদন ম ৮।১৩৮ ; মদন-দহন ম ১।৫৫, ১৩।১১৩, মদন-মদ-ঘূর্ণন ম ২১।১৩১ ; মদনমোহন ম ১৭।২১৩ ; ২১।১০৭ ; অ ১৪।১৮ ; মদনমোহন নাট অ ১৯।৯৮ ; মদগর্ব্বব্যাজস্তুতি ম ২।৬৬ ; মদমত্ত আ ৭।২২, ৭৮ ; মদমত্তগতি আ ১৭।১১৮ ; মদ-মন্থর পয়ান আ ৫।১৮৭

মধু আ ১৭।১১৫ ; মধুপান আ ১৭।২৩৮; শ্যামরস মধুপান ম ৮।১৭৯ ; মধুর ম ৪।৫, ৮।৮৬ ; ২১।১৩৮-১৪০ ; ২৩।৪১, ৫৩ ; অ ৮।৯৯ ; মধুর-ঐশ্বর্য্য ম ২১।৪৪ ; মধুর বিলাস ম ১৫।১৪১ ; মধুর-রতি ম ১৯।১৮৪ ; মধুর রস আ ৪।৪৬ ; ম ১৯।১৮৫, ১৯০, ১৯৪, ১৯৫, ২২৮, ২২৯, ২৩।৪৯ ; অ ৫।৪৭ ; মধুর রূপ ম ২১।১০২ ; মধুর-হাস্য-বদন অ ১৭।৫৯; মধুরিমা আ ৪।১৩৮ ; মধুস্মিতচার অ ১৫।৭১; মধুস্মিত সুকিরণ ম ২১।১৩৫ ; মধ্যবয়স ম ৮।১৭৭ ; মধ্যমা ম ১৪।১৬১ ; মধ্যা ম ১৪। ১৪৯, ১৫১

মন্দস্মিত ম ১৪।১৭৬ ; মন্দস্মিত কর্পূর অ ১৫।২৩ ; মন্মথ ম ২১।১০৭, মন্মথ-মন্মথরূপ আ ৫।২১৩, কোটি মন্মথমোহন অ ১৫।৫৬, মন্মথের মন ম ২১।১০৭ ; মন্যু ম ২।৭৬

মমতা ম ১৯।২২৪, অ ৪।১৭১, মমতা-ধিক্য ম ১৯।২৩০, মমতাধিক্যে তাড়ন-ভর্ৎসন-ব্যবহার ম ১৯।২২৬ ; মলিনাঙ্গতা (দশ দশার অন্যতম) অ ১৪।৫৩

মহানৃত্য ম ১১।২৩৫ ; মহাপ্রেম ম ৬।১১, ৮।২৭৭ ; ১১।২৩৫ ; ১৯।৬৩ ; অ ৩।৫৪, মহাপ্রেমময় আ ৫।১৬৩ ; মহাপ্রেমাবেশ ম ৬। ৯০ ; ১৭।৫৬ ; ১৯।৯৫ ; মহাভাব আ ৪।৬৮; ম ৮।১৬০, ১৬৪, ২৮২ ; ১৪।১৭৫ ; ১৯।১৭৮; ২৩।৩৮ ; ২৪।৩১ ; অধিরূঢ়-মহাভাব ম ২৩। ৫৪ ; মহাভাব-চিন্তামণি ম ৮।১৬৪ ; মহাভাব-রূপা ম ৮।১৫৯ ; মহাভাবলক্ষণরূপা ম ২৪। ৩১ ; মহাভাবসীমা ম ২৪।৩৪ ; মহাভাব-স্বরূপা আ ৪।৬৯ ; মহারসায়ন ম ২৪।৩৮ ;

মহালম্পট অ ১৫।১৬ ; মহিষীর গীত অ ১৯। ১০৮ ; মহোৎকণ্ঠা অ ১৭।৩৫ ; মহোন্মাদ আ ১১।৩৩

মাদন ম ২৩।৫৪, ৫৫ ; মাধুরী আ ৪।৪৪, ১৪৪ ; ৫।২২৩ ; ৭।১০৪ ; ম ২০।১৭৯ ; ২১।১১৫, ১৪৫ ; ২৫।৬৫ ;অ ১১।৫৫, ১৪। ৪৩ ; মাধুরীগন্ধ আ ১২।৯৪ ; মাধুরীগুণ অ ১৫।২০ ; মাধুরীবল ম ২।৬২

মাধুর্য্য আ ৪।১৪১, ১৪৩, ১৯০, ৫।২১৯; ম ২।৭৫ ; ৮।৯৪, ১৪৮ ; ১৪।১৫৩ ; ২০। ১৭৮ ; ২১।৯৯, ১১০, ১১৫, ১১৮, ১২২ ; ২৪।৪২; অ ১।১২২; ৪।৩৪ ; ৬।১১৭ ; ১৫। ১৫ ; ১৬।১১১ ; আপন-মাধুর্য্য ম ৮। ১৪৮ ; আপন মাধুর্য্যপানে আ ৬।১০৫ ; ঐশ্বর্য্য-মাধুর্য্য-ময় ম ২১।১২০ ; কৃষ্ণমাধুর্য্য ম ২১।১১৯ ; কৃষ্ণ-মাধুর্য্যের ধূর্য্য ম ৮।৯৩ ; কৃষ্ণাঙ্গ-মাধুর্য্য-সিন্ধু ম ২১।১৩৫ ; সুমাধুর্য্য ম ২৫।২৭০ ; সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য ম ৯।৩০৮ ; অ ১৩।১২৯ ; সৌরভ্য-মাধুর্য্য অ ১৬।১০৭ ; স্ব-মাধুর্য্যপান আ ৬।১০৮ ; মাধুর্য্য-কৃপাদি-ভাণ্ডার ম ২১।৪৪; মাধুর্য্য-চর্ব্বণ আ ৬।১০১ ; মাধুর্য্য-প্রাচুর্য্য ম ২৫।২৭০ ;মাধুর্য্য-মর্য্যাদা ম ১০।১১৯ ;মাধুর্য্য-মহিমা অ ১৭।৬৭ ; মাধুর্য্যরস আ ৭।১৪৪ ; মাধুর্য্যরস-আস্বাদ আ ৪।৪৯ ; মাধুর্য্য-রসামৃত আ ৬।১০৪ ;মাধুর্য্যলোভ ম ২১।১১৬ ;মাধুর্য্য-সার ম ২১।১১৭ ;মাধুর্য্য-স্রোত ম ২১।১৪৬ ; মাধুর্য্যাদি-গুণখনি ম ২১।১১৭ ; মাধুর্য্যামৃত আ ৪।১৩৯, ১৪৯ ;মাধুর্য্যাস্বাদন আ ৬।১০১; মাধুর্য্যের পুষ্টি আ ৪।১৯৮ ;মাধুর্য্যের-সার ম ২৪।৪০ ;অ ৬।১১৭

মান আ ৪।২৬ ;ম ২।৩৩ ;৮।১১১ ;১৪। ১৩৮, ১৪২, ১৪৩, ১৪৯, ১৬২ ;১৯।১৭৭ ; ২৩।৩৮, ৫৯, ৬০ ; অ ২০।৫৪ ; গোপিকার মান ম ১৪।১৪২ ;প্রণয়মান ম ২।৬৬ ;মানিনী ম ১৪।১৩৭ ; মানের উদ্ভেদ ম ১৪।১৪১ ; মানের পোষণ ম ১৪। ১৪৬ ;মানের প্রকার ম ১৪।১৩৬, ১৪০ ; মানের বৈদগ্ধ্য-বিভেদ ম ১৪।১৪৯

মুখ-চুম্বন অ ১৮।৮৮ ; মুখ্য-রসানন্দ ম ২।৭৮ ; মুখ্য-রসাশ্রয় ম ২।৭৯ ; মুগ্ধা ম ১৪। ১৪৯ ; মুরলী (কৃষ্ণবংশী) আ ১৭।২৭৯ ; ম ২১।১২৮ ;অ ১।১৫৬ ; ১৫।৬৭ ; ১৭।২৮ ; মুরলীধ্বনি অ ১৯।৪২ ; মুরলীনিঃস্বন অ ১। ১৫৬ ;মুরলীবদন ম ২।১৫ ;অ ১২।৫ ; ১৪। ১৮, ৩২;১৫।৫৬, ৬১ ; ১৬।৮৫ ;মুরলী-বাদন ম ১৩।১২৯ ; মুরলীর কলধ্বনি অ ১৫। ৬৭

মূর্চ্ছা ম ২।১০, ৭৩ ;অ ১০।৭১ ; ১৫। ৫৭ ; ১৬।১৫০ ; ১৮।৭, ২৯, ১১৫ ; মূর্চ্ছাচ্ছলে অ ১৮।১১৫ ; মূর্চ্ছিত ম ২।৭২ ; ৪।১৭৮ ; ৬। ১৬ ; ৭।৭০, ৯২ ; ৮।২৮৩ ; ১৬।১৪২ ; ১৯। ২৪১ ; ২৫।১৭৭ ; অ ১৯।৮৭

মৃদু (কৃষ্ণগুণ) ম ১৩।১৪৪ ; ২১।১২১ ; মৃদু (গোপী-স্বভাব) ম ১৪।১৫২

মোট্টায়িত ম ১৪।১৬৮ ; মোহ (দশদশার অন্যতম) অ ১৪।৫৩ ; মোহন ম ২৩।৫৪, ৫৫ ; মোহিনী আ ৪।৯৫ ; মৌগ্ধ্য ম ১৪।১৬৮

যমুনাকর্ষণ-লীলা আ ১৭।১১৭ ; যমুনাতে জলকেলি অ ১৮।৩২

যুদ্ধ ম ৩।১২৭ ; অ ১৮।৯৪ ; করাকরি যুদ্ধ ১৮।৮৭ ;জলযুদ্ধ অ ১৮।৮৫ ;জলাঞ্জলি-যুদ্ধ অ ১৮।৮৭ ; নখানখি-যুদ্ধ অ ১৮।৮৭ ; বাদাবাদি-যুদ্ধ অ ১৮।৮৭ ; মুখামুখি-যুদ্ধ অ ১৮।৮৭ ;হৃদাহৃদি-যুদ্ধ অ ১৮।৮৭ ;যুদ্ধরঙ্গ ম ১৩।১৭১ ; যুবতীর গণ ম ২১।১৪১ ; ২৪।৫০

যোগ ম ২৩।৫২ ;যোগাদির অনেক বিভেদ ম ২৩।৫২ ; যোগাভ্যাস অ ১৪।৫০ ; যোগী (রসভাবদ্যোতনার্থে প্রযুক্ত) অ ১৪।৪৩, ৫১ ; যোগ্যা নারী অ ১৬।১৪৯ ; ১৭।৩৪

যৌবন আ ১৩।১৮ ; ম ২।২৫ ; নারীর যৌবন-ধন ম ২।২৫ ; যৌবন -প্রবেশ আ ১৭। ৫ ; যৌবনলীলা আ ১৭।৩, ৩২৭

রতি ম ১৯।১৭৭ ; ২২।৪৫, ৬৮, ১৬০ ; ২৩।১৩, ৪০, ৪১ ;২৪।৩২, ১৮২ ;দাস্য-রতি ম ২৩।৫০ ;শান্তরতি ম ২৩।৫০ ;সখ্য-বাৎসল্য-রতি ম ২৩।৫১ ; রতিপ্রেম-তারতম্য ম ২২।৬৮ ;রতিভাব ম ২২।১৬০ ;রতিমতি আ ৬।৫৬ ;রতির উদয় ম ১৯।১৭৭ ;রতির চিহ্ন ম ২৩।৩৪ ; রতি-লক্ষণা ম ২৪।৩১

রমণ ম ২।৭০ ; ৮।১৯৩ ; রমণী ম ৮। ১৯৩

রস আ ৪।৪৪, ৫৬, ২২৩, ২৪৬, ২৬১, ২৬৪ ; ৭।৫ ; ১০।৬০ ; ১৭।৩০১ ;ম ৮।৮৩, ৮৫, ৮৬, ১১৮ ; ১৩।১৬৭ ; ১৪।৭৪ ; ১৯। ২২৭ ; ২৩।৪৮, ৮৮ ; ২৪।৪৩ ;অ ১।২০৪ ; ৫।৭৬, ১০৩ ; অধররস আ ৪।২৪৬ ; অলৌকিকরস ম ২৪।৪৩ ; কৃষ্ণভক্তিরস অ ৪।২২৩; ম ১৯।১৮০, ১৮১ ; কৃষ্ণভক্তি রসময় অ ৫। ৭১ ; কৃষ্ণভক্তি-রসস্বরূপ ম ২৫।১৪২ ; কৃষ্ণ-রস-ভক্তি অ ১।৫৭, ২১৯ ; কৃষ্ণলীলারস অ ৪।২২৫; কৃষ্ণলীলারসপ্রেম অ ৪।১২০; কৃষ্ণের মাধুর্য্যরস আ ৪।৪৯ ;কৃষ্ণের রস ম ২১।১১১; নানাভাব-রসভেদ আ ৪।৮১ ; নানারস অ ১৭। ৪৪ ; পঞ্চবিধ রস ম ২৩।৪৯ ; পঞ্চরস ম ২৩। ৪২ ; পূর্ণানন্দরসস্বরূপ আ ৪।২৩৮ ; প্রেমরস-ময় আ ৪।৮৬ ; বাৎসল্যরস ম ১৯।২২৭ ; বেণুঝুটাধররস অ ১৬।১৪৬ ;ব্রজপ্রেম-লীলা-রস অ ৪।২৩০ ; ব্রজের রস অ ৪।২২৬ ; ভক্তিরস ম ১৯।২৩৪ ; মধুররস আ ৪।৪৬ ; ম ১৯।২৩০, ২৩১ ;২৩।৪৯ ; রাধাকৃষ্ণ-লীলা-রস অ ৪।২২৪ ; রাধার শুদ্ধরস ম ১৪।২৩০ ; শান্তরস ম ২৩।৫০ ; সমরস আ ৪।২৫৭ ; স্থায়িভাব-রস ম ২৩।৪৪ ; রস-আস্বাদ ম ২৩। ৯৩ ;রস-আস্বাদক ম ১৪।১৫৫ ; রস-আস্বাদন আ ৪।৫৬, ৭৩, ২২৫ ; ম ১৪।১৫৯ ;২৩।৯৩; অ ৪।২৩৪ ; ৯।৬ ; ১১।১২ ; রসকাব্য ম ৪। ১৯৩ ; রসগণমধ্যে শ্রেষ্ঠ ম ১৯।১০৪, রসগীত অ ২০।৪ ; রসগুণ ম ১৪।১৫৬ ; রসতত্ত্ব ম ৮। ২৬৩ ; ১৯।১১৫ ; ২৫।২৫৮ ; অ ৫।১৬৩ ; রসতত্ত্ব-জ্ঞান ম ৮।৩০৭ ; রসনির্য্যাস আ ৪।৩২, ১১৪, ১১৯ ; রসনির্য্যাস-চর্ব্বণ আ ৪। ১১৯ ;রসপুষ্টি ম ৮।২১৪ ; রসবিশেষ ম ১৪। ১১৬ ; রস-বৃদ্ধির কারণ আ ৪।২১৭ ; রসভঙ্গ ম ১।২২৯, রসময় অ ৯।৩ ; রসময়-কলেবর ম ১৪।১৫৫ ; রসময়-মূর্ত্তি আ ৪।২২২ ; রস-রাজ ম ৮।২৮২ ; শৃঙ্গার-রসরাজময় মূর্ত্তিধর ম ৮।১৪২ ;রসলীলা অ ২০।৭০ ; রসশাস্ত্র অ ১।২১৮ ; রসসিন্ধুপার ম ১৯।২৩৫ ;রসসুখ-রাশি অ ২০।৪৮ ; রসস্বরূপ আ ৪।২৩৮ ; ম ২৫।১৪৩ ; রসান্তরাবেশ অ ২০।৩৮ ; রসাবেশ ম ১৪।২৩০, ২৩১ ; রসামৃত ম ৮।১৪০ ; অ ১৭।২৯ ; নানা-ভক্তের রসামৃত ম ৮।১৪০, রসামৃতের বিষয় আশ্রয় ম ৮।১৪০ ; কৃষ্ণকথা-রসামৃতসিন্ধু অ ৫।৬৩ ; রসিক ভক্ত আ ৪। ২৩২ ; ম ৭।৬৭ ; রসিকশেখর আ ৪।১৬, ১০৩, ৭।৭ ; ম ১৪।১৫৫ ; ১৫।১৪০ ; রসে আবিষ্ট অ ১৪।২০ ; রসের আলম্বন ম ২৩।৮৭; রসের উল্লাস আ ৪।৪৭, ৮০ ; রসের কারণ আ ৪।৭৯ ; রসের নিদান আ ৪।১২১, রসের নিধান ম ১৪।১৩৮ ; রসের নির্য্যাস আ ৪।১১৪; রসের সদন আ ৪।১১৯, ২২৫ ; রসের সাগর (শ্রীস্বরূপ দামোদর) ম ১০।১০২ ; রসের সাগর (শ্রীকৃষ্ণ) অ ৫।৭৫; রসের সিদ্ধান্ত আ

৪।১৬০ ; রসের স্পর্শন অ ৬।৩১১ ; রসোপ-করণ আ ৪।২১৭

রাগ আ ৪।৩১, ম ৮।১৯৪ ; ১৯।১৭৮ ; ২২।১৪৬; ২৩।৩৮, ৫০ ; ব্রজের নির্ম্মলরাগ আ ৪।৩৩ ; রাগ-তাম্বূলরাগ ম ৮।১৭৩ ; রাগ-দশা-অন্ত ম ২৪।৩২ ; রাগভক্ত ম ২৪।২৮০ ; রাগভক্তি ম ২৪।৮০ ; রাগভক্ত্যে ম ২৪।৮১, রাগময়ী-ভক্তি ম ২২।১৪৭ ; রাগমার্গ আ ৪। ৩৩, ২৬৫ ; ম ৮।২২৩ ; ১১।১১২ ; ২১।১১৯; ২২।১৫৬ ; ২৪।২৮২, ২৮৬, ৩৪৭ ; অ ৭। ২৪ ; বিধিরাগমার্গ ম ২৪।২৮২, ৩৪৭ ; রাগ-মার্গ-ভক্তি আ ৪।১৫ ; রাগহীন-জন ম ২২। ১০৬ ; রাগাত্মিকা ম ২২।১৪৭ ; রাগাত্মিকা-ভক্তি ম ২২।১৪৪ ; রাগানুগমার্গ ম ৮।২২১; অ ৫।৫১ ; রাগানুগা ম ২২।১৪৪ ; রাগানুগা ভক্তি ম ২২।১৫০, ১৫৯ ; রাগানুগা ভক্তির লক্ষণ ম ২২।১৪৩ ; রাগানুগার প্রকৃতি ম ২২। ১৪৮ ; রাগের বিভাগ অ ১৩।১২৮ ; রাগের স্বরূপ লক্ষণ ম ২২।১৪৬ ; রাগোদ্দেশ ম ২।৮৬

রাধা—'পাত্রসূচী' দ্রষ্টব্য ; রাধা-অঙ্গ-গন্ধ আ ৪।২৪৫ ; রাধাকুণ্ড আ ১০।১০১ ; ম ১৮। ৭ ; রাধাকুণ্ডবার্ত্তা ম ১৮।৪ ; রাধাকুণ্ডের স্তবন ম ১৮।৬ ; রাধাকৃষ্ণলীলা-কর্পূর ম ৮।৩০৫ ; রাধা-গোপীগণ-মন ম ২১।১০৫ ; রাধাঙ্গ-স্পর্শন ম ৮।২৮৭ ; রাধা-জ্ঞান অ ১৪।১৪, রাধাঠাকুরাণী ম ৪।১৯৪ ; ৮।১৫৯ ; ২৩।৬২; অ ১৪।১০৮ ; রাধাতত্ত্ব ম ৮।২৬৩, রাধাতত্ত্ব-রূপ ম ৮।১৫০ ; রাধা-পাশ ম ৮।১০৮ ; রাধা-প্রেম আ ৪।১২৭ ; ম ৮।১০৩, রাধাপ্রেমতত্ত্ব ম ৮।১৮৬ ; রাধাপ্রেম-রস আ ১৭।২৭৬ ; রাধাপ্রেমা বিভু আ ৪।১২৮ ; রাধাপ্রেমাবেশ ম ১৪।২৩৫ ; রাধাপ্রেমাস্বাদ আ ৪।১২৬ ; রাধাভাব আ ৪।২২০, ২৬৮ ; ১৭।২৭৬ ; অ ১৭।৫৬ ; রাধাভাব-কান্তি আ ৪।৯৯ ; রাধা-ভাবাবেশ অ ১৯।৩১ ; রাধার অধর-রস আ ৪।২৪৬ ; রাধার উৎকণ্ঠা-শ্লোক অ ১৬।১১৮, রাধার কুটিল-প্রেম ম ৮।১০৯ ; রাধার পঁচিশ প্রধান গুণ ম ২৩।৮১ ; রাধার প্রেম ম ৮।৯৭ ; রাধার বাট আ ১৭।২৮৩ ; রাধার বিশুদ্ধভাব আ ১৭।২৯২ ; রাধার 'মধুরিমা' ম ১৮।১১ ; রাধার মহিমা ম ১৮।১১ ; রাধার স্বরূপ ম ৮। ১১৮, ১৬৫ ; রাধাসঙ্গ ম ৮।১৮৯ ; রাধাসম-প্রেম ম ১৮।১০ ; রাধাসুখ আ ৪।২৫৮ ; রাধা-স্বরূপ ম ৮।২০৯ ; রাধাস্য-নয়ন ম ১৪।১৭৯ ; রাধাকৃষ্ণ অ ১৮।১০৮ ; রাধাকৃষ্ণ-কুঞ্জসেবা ম ৮।২০৫ ; রাধাকৃষ্ণপদাম্বুজ-ধ্যান ম ৮।২৫৩ ; রাধাকৃষ্ণ-প্রেমরসজ্ঞান ম ৮।২৩৯ ; রাধাকৃষ্ণ-প্রেমলীলা ম ৮।২৫৫ ; রাধাকৃষ্ণ-ভক্তি আ ৫।২২৯ ; রাধাকৃষ্ণলীলা ম ৮।২০১, ৩০৫ ; রাধাকৃষ্ণলীলারস অ ৪।২২৪ ; রাধাকৃষ্ণসেবা অ ৬।২৩৭ ; রাধাকৃষ্ণের প্রেম ম ৮।২৪৭; রাধা-কৃষ্ণের চরণ ম ৮।২২৯, ৩০৭ ; রাধাকৃষ্ণের প্রেমকেলি ম ৮।২৫০ ; রাধাকৃষ্ণের বিহার ম ৮।২২৮

রাধিকা অ ১৪।১৪ ; ১৯।৩৪ ; রাধিকা-উন্মাদ ম ১।৮৭ ; রাধিকাচরণ অ ৬।৩০৭ ; রাধিকাদি গোপীগণ অ ১৮।৮১ ; রাধিকা-বর্ণন ম ১৭।২১১ ; রাধিকা-বাণী ম ১৩।১৪৮ ; রাধিকার গণ অ ২।১০৫ ; রাধিকার প্রেম আ ৪।১২২ ; ম ১৪।১৬৫ ; রাধিকার ভাব আ ৪। ১০৮ ; রাধিকার ভাবকান্তি আ ৪।২৬৭ ; ম ৮। ২৭৯ ; রাধিকার ভাব-বর্ণ আ ৪।২৭১ ; রাধি-কার ভাবমূর্ত্তি আ ৪।১০৬ ; রাধিকার রূপ-গুণ আ ৪।২৪৮ ; রাধিকার লীলা ম ৮।২০৮ ; রাধিকার স্পর্শ আ ৪।২৪৭ ; রাধিকা-স্বরূপ আ ৪।১৪৫

রাস ম ৮।১১১, ৯।১২০, ২০।১৬৭, ২১। ১০৭ ; অ ১০।৭, ১৫।৩০, ১৭।৩৩, ১৮।২৪, ১১৭, ২০।১২৭ ; রাসক্রীড়া ম ৯।১৩৪ ; রাস-নৃত্যমণ্ডলী ম ৮।১০৪ ; রাসবিলাস আ ৫। ২১৩, ১৭।২৩৯ ; ম ২।৫৬, ৮।১০৮, ৯। ১১৮, ১৩৭ ; অ ১৭।৬০ ; রাসবিলাসী আ ৫। ২১২ ; রাসযাত্রা ম ১৫।৩৬ ; রাসরঙ্গ ম ১৮।৯, রাসলীলা আ ১৭।২৮২ ; ম ৮।১১২, ১১৩, ১৪।৮ ; অ ১৪।১৭ ; ১৮।৫, ৮, ৯ ; রাস-লীলানুকরণ অ ১৮।৬ ; রাসলীলা-বাসনা ম ৮।১১২ ; রাসস্থলী ম ১৮।৭২ ; অ ১৩।৬৭, ৭৩ ; রাসাদিক-লীলা আ ৫।২২০ ; ম ১৩। ১৪৩ ; রাসাদিক-লীলাস্বাদ আ ৪।৮১ ; রাসাদি-বিলাস আ ৪।১১৪; অ ৫।৪৫ ; রাসাদি-বিলাসী আ ৭।৮ ; রাসাদিলীলা আ ৪।১১৫ ; ম ১৩। ৬৬ ; ২০।৩৮২ ; রাসোৎসব আ ১৭।২৩৮

রূঢ়ভাব আ ৪।১৬২; ম ২৩।৫৩ ; অধি-রূঢ় ভাব ম ২৩।৫৩

রূপ (রেমুণার শ্রীগোপীনাথের) ম ৪। ১১২ ; রূপ (শ্রীকৃষ্ণের) ম ২১।১০৪ ; অ ৫। ১৪৯ ; একতত্ত্বরূপ অ ৫।১৪৯ ; শ্রীঅঙ্গরূপ ম ২৪।৪৭ ; কৃষ্ণের মধুর রূপ ম ২১।১০২ ; রূপ-গন্ধ-রস অ ১৬।৭৯ ; রূপ-গুণ-শ্রবণে ম ২৪।৪৭ ; রূপগুণৈশ্বর্য্য ম ৯।১৬১ ; রূপের এক কণ ম ২১।১০২ ; রূপ (মহাপ্রভুর) ম ৭। ১১৫ ; ৮।২৮২, ২৮৫, ২৮৬ ; ১৭।১০১, ১১৩ ; প্রভুর রূপ-প্রেম ম ৭।১১৫ ; ১৭।১০১; ১৮।৮৪ ; রূপ-গুণ-লীলা (শ্রীনিত্যানন্দের) আ ৫।১৯৩

রোদন ম ৩।১২৩ ; ৪।৪৬ ; অ ১২।৬৪, ৮২ ; ১৪।১১২ ; রোমাঞ্চাশ্রু আ ৭।৮৯ ; রোমোদ্গম অ ১৪।৯২ ; রোষ অ ৭।১৪১ ; ১৭।৩৩, ৩৬ ; ১৯।৪৯, ৫০, ৫২ ; ২০।৫ ; গাঢ়রোষ অ ২০।৫৫ ; প্রণয়রোষ অ ৭।১৪১ ; রোষামর্ষ-আদি সৈন্য ম ২।৬৩ ; রৌদ্র ম ১৯।১৮৭

লজ্জা ম ১৪।১৮৮; নিজ-লজ্জা-শ্যামপট্ট-শাটী-পরিধান ম ৮।১৬৮ ; লম্পট অ ২০।৫১; মহা-লম্পট অ ১৫।১৬

ললিত ম ১৪।১৬৮ ; ললিত-অলঙ্কার ম ১৪।১৯১ ; ললিত-ত্রিভঙ্গ ম ২১।১০৫ ; ললিত-ভূষিত রাধা ম ১৪।১৯৩

লালস অ ১৭।৫৭ ; লালসাপ্রধান ম ২৩। ২৮

শঠ অ ২০।৫১; ক্রূরশঠ ম ২।২১; শঠ-পরিপাটী অ ১৭৩৭ ; শঠের কাজ ম ২।১৯

শান্ত আ ৩।৪৫ ; ৮।৫৫ ; ম ৮।৮৬; ১৯। ১৪৯, ১৮৫, ২১০, ২১৪, ২২।৭৬ ; ২৩।৪১, ৪৯ ; ২৪।১৫৮ ; অ ১২।১০৬, ১৬। ১৩৪ ; শান্ত-দাস্যরস ম ১৯।১৯৫ ; শান্তরতি ম ১৯। ১৮৩ ; শান্তরস ম ১৯।২১০, ২১৮ ; শান্তরসে শান্তিরতি ম ২৩।৫০ ; শান্তাদি-রস ম ২৩।৫২; শান্তিরতি ম ২৩।৫০

শাবল্য ম ২।৬৩ ; ১৩।১৭২ ; ভাবশাবল্য অ ১৫।৮৭ ; শুষ্করুদিত ম ১৪।১৭৬

শৃঙ্গার আ ৩।১১ ; ৪।৪২, ৪৪, ২২২ ; ২৩।৫৮ ; অ ৭।২৫ ; শৃঙ্গার-ভাব ম ২৩।৪৯ ; শৃঙ্গার-রসসার অ ১৯।৪১ ; শৃঙ্গার-রসরাজময়-মূর্ত্তিধর ম ৮।১৪২

শোক অ ২০।৫ ; ক্রোধ-শোক অ ১৯। ৪৪ ; হর্ষশোক অ ১৫।৬৯, ১৮।৯ ; হর্ষশোক-রোষ ভাব অ ২০।৫ ; হর্ষ-শোকাদি ভার অ ১৬।১২১

সখ্য আ ৩।১১ ; ৪।৪২ ; ১৭।২৯৬, ২৯৯; ম ৮।৮৬ ; ৯।১১০ ; ১৯।১৮৫, ১৯০, ১৯৫, ২২১, ২২৩, ২২৪, ২২৬, ২৩০ ; ২২।১১৭ ;

২৩।৪১, ৪৯, ৫২, ৮৮ ; অ ২।৮৫ ; ৭।২৫ ; 'কেবল' সখ্য আ ৬।৬১ ; বিশ্রম্ভপ্রধান-সখ্য ম ১৯।২২৩ ; শুদ্ধসখ্য ম ২।৭৮ ; সখ্যপ্রীতি ম ১৬।৭৭ ; সখ্য-প্রেম আ ১০।১১৬, ১১।৬ ; ম ৮।৭৪ ; সখ্য-বাৎসল্যরতি ম ২৩।৫১, সখ্যভাব ম ৯।১১০ ; ১৯।১৯৮ ; অ ২।৮৫ ; সখ্যরতি ম ১৯।১৮৩ ; সখ্যরস ম ১৯।১৯৫, ২২৩, ২২৪

সঞ্চারী ম ৮।১৭৪ ; ১৩।১৭২ ; ১৪।১৭৩ ; ২৫।৬৭ ; অ ৫।২৩ ; সন্ধি (ভাবসন্ধি) ম ২। ৬৩ ; ১৩।১৭২ ; সম্ভোগ ম ২৩।৫৮ ; সম্ভোগে মাদন ম ২৩।৫৪ ; সস্মিত কটাক্ষ-বাণ অ ১৫। ৭৩ ; সুদ্দীপ্ত-ভাব ম ৬।১২ ; সুদ্দীপ্ত-সাত্ত্বিক-ভাব ম ৬।১২ ; ৮।১৭৪

স্তম্ভ ম ২।৭২ ; ৩।১৬২ ; ৪।২০২ ; ৬। ২০৮ ; ৮।২৪ ; ৯।২৩৮ ; ১২।৬৩ ; ১৩।৮৪ ; ১৫।২৭৯ ; অ ২।১৯ ; স্তম্ভভাব অ ১৪।৯১ ; স্তম্ভাদি ম ২৩।৪৭ ; স্থায়ী (ভাব) ম ১৩।১৭২ ; ১৯।১৮৮ ; স্থায়িভাব ম ১৯।১৮০ ; ২৩।৪, ৪২-৪৪ ; অ ৫।২৩

স্বেদ ম আ ৭।৮৯ ; ৮।২৭ ; ম ৩।১১৫, ১২৩ ; ৪।২০২ ; ৬।২০৮, ২২৯ ; ৭।৭৯ ; ৮। ২৪ ; ৯।৯৬, ২৩৮, ৩৪৬, ১১।২২২ ; ১২। ৬৩, ১৩৮, ২১৭ ; ১৩।৮৪ ; ১৫।২৭৯ ; অ ২।১৯

হর্ষ আ ৭।৮৯ ; ম ২।৭৬ ; ৩।১১৫, ১২৭, ১৩২, ১৬৭ ; ১৪।১৮৮ ; ২৫।৬৭ ; অ ১৬।১৪৬, ২০।৫, ৪৪ ; নির্ব্বেদ-হর্ষাদি ম ২৩।৪৮ ; ১৫। ৬৯ ; হর্ষশোক অ ১৮।৯ ; হর্ষ-সঞ্চারী ম ১৪। ১৭৩ ; হর্ষাদি-ব্যভিচারী ম ১৪।১৬৭ ; অ ১৫। ৮৬ ; হর্ষাদি-সঞ্চারী ম ৮।১৭৪ ; হাস্য ম ১৯।১৮৭

শাস্ত্রে নাম

আগম আ ২।২৪ ; ৩।৮৩ ; ম ৯।৪২ ; আগমশাস্ত্র অ ১৯।২৫

উপনিষৎ আ ২।১২, ২৪ ; ৭।১০৮ ; ম ৬।১৩৩ ; ৮।২২৩ ; ২৫।২৫, ২৬, ৯৬ ; উপপুরাণ আ ৩।৮১

জ্যোতিষ আ ১৭।১০৩

নিগমপুরাণ ম ২০।৩৯৩ ; ন্যায় ম ২৫। ৫০

পঞ্চরাত্র ম ১৯।১৬৯ ; পুরাণ আ ৩।৩৮, ৮৩ ; ৪।৮৭ ; ম ৬।১৩৯ ; ৯।৪২ ; ২৫।৩৪

বেদ—'সাধারণ শব্দসূচী' দ্রষ্টব্য ; বেদান্ত আ ৭।৪১, ১০১, ১০৬ ; ম ৬।৫৮, ৭৫, ১২০, ১০।১০৫ ; ১৭।১০৪, ১২১ ; ২৫।৫২ ; অ ২।৮৯, ৯২

যোগশাস্ত্র আ ২।১৮

শ্রুতি ম ৬।১৩৫, ১৪১, ১৫০, ১৫১ ; ৮।২২৩ ; ৯।১২২, ১২৪, ১৩৩, ১৭।১৮৪ ; ২৫।৩৪, ১৪৬

সাংখ্য ম ৯।৪২, ২৫।৪৯

সঙ্গীতবিদ্যা-বিষয়ক শব্দাবলী

করতাল আ ১৭।১২৩, ২০৭ ; ম ১১। ২১৬ ; করতালি আ ১৭।২০৭

গুজ্জরী-রাগিণী অ ১৩।৭৯

চৌদ্দমাদল অ ৭।৭৩

ধুয়া ম ১৩।১১৪, ১২৫ ; ধুয়াগান ম ১। ৫৬

পঞ্চম (তান) ম ১৭।১৯৯ ; পদ (গান) ম ৩।১২১, ১২২ ; পালিগান ম ১৩।৩৬

বীণাযন্ত্র ম ৮।১৩২ ; অ ৫।৭৩

মাদল ম ১৩।৪৮ ; অ ৭।৭১

মৃদঙ্গ আ ১৭।১২৩, ১২৫, ১৭৮, ১৮১ ; ম ১১।২১৬ ; মৃদঙ্গ-করতাল-শব্দ আ ১৭।২০৭

শিঙ্গাবাঁশী আ ৫।১৯২

সামুদ্রিক শব্দাবলী

অষ্টবর্গ আ ১৩।৯০

জ্যোতিষশাস্ত্রে ব্যবহৃত শব্দাবলী

লগ্ন আ ১৩।১২০, ১৪।১৩

ষড়্‌বর্গ আ ১৩।৯০

স্মৃতিবিষয়ক শব্দাবলী

অগুরু (গন্ধদ্রব্য) অ ১৯।৯৫ ; অনুব্রজ্যা ম ২২।১১৯ ; অবিদ্ধাকরণ ম ২৪।৩৩৭ ; অভিষেক আ ১৭।১১ ; ম ১।১৪৪ ; ম ৪।৫৯ ; ১৬।৫২ ; অভ্যুত্থান ম ২২।১১৯ ; অ ৩।১৭২ ; অর্চ্চন ম ২৪।৩২৯ ; অশ্বত্থপূজন ম ২২।১১৪ ; অষ্টমঞ্জরী (ভাবসেবার উপকরণ) অ ৬।২৯৭ ; অষ্টাদশাক্ষর-মন্ত্র আ ৫।২২১

আচমন ম ৪।৬৫, ৮০ ; ম ১৫।৮ ; ২০। ২০২ ; ম ২৪।৩২৬

আবাস (কৃষ্ণসেবোপকরণ) আ ৫।১২৩ ; আবাহন ম ১৯।২৬ ; আরতি ম ৩।৫৮, ৫৯ ; ৪।৮০, ১২১, ১২২, ২০৪, ১৪।৬৫ ; আরাত্রিক ম ৪।৬৬ ; ২২।১২১ ; আরাধক আ ৭। ১৫ ; আরাধন আ ৩।১০২, ১০৬, ৪।৮৭, ২৭০, ম ১১।৯৯ ; অ ২০।৯ ; আরাম (কৃষ্ণসেবোপকরণ) আ ৫।১২৩

উত্থান-দ্বাদশীযাত্রা ম ১৫।৩৬ ; উপাধান (কৃষ্ণসেবোপকরণ) আ ৫।১২৩

উর্দ্ধপুণ্ড্র ম ২৪।৩২৮

একাদশী আ ১০।৭১ ; ১৪।৩৯ ; ১৫।৯, ১০ ; ম ২৪।৩৩৬ ; একাদশ্যাদি-বিবরণ ম ২৪।৩৩৫ ; একাদশ্যুপবাস ম ২২।১১৩

ওড়ন-ষষ্ঠী—ম ১৬।৭৮

কর্পূর (গন্ধদ্রব্য) ম ৪।১৫৯, ১৮২ ; কর্পূর-চন্দন ম ৪।১৫১, ১৫৮, ১৬৩, ১৭৫, ১৭৬

কামগায়ত্রী ম ৮।১৩৭ ; ২১।১২৫ ; কাম-বীজ ম ৮।১৩৭ ; কার্ত্তিকাদি-ব্রত ম ২২।১২৪

কিশোরগোপাল-উপাসনা অ ৭।১৪৫

কুঙ্কুম (মাঙ্গলিক দ্রব্য) অ ১৩।১১৩ ; কুশাসন ম ২৪।২৭০

কৌপীন ম ৩।২৯, ৩০, ৩৭ ; ৭।৩৬, ৬০ ; ১৯।৮৬ ; ২০।৭৮ ; অ ১৮।৭৩ ; ক্ষৌর ম ১১।১১১, ১১৩ ; ২০।৬৮

গন্ধ (দ্রব্য) ম ১১।১৩২, ১৯।৮৭ ; ২৪। ৩৩২ ; গন্ধ-পুষ্প-ধূপ-দীপ ম ১৯।৮৭ ; গায়ত্রী ম ২৫।৯২, ১৪০ ; গীত (৬৪ ভক্ত্যঙ্গের অন্যতম) ম ২২।১১৯

গোপী-চন্দন-মালা-ধৃতি (৬৪ ভক্ত্যঙ্গের অন্যতম) ম ২৪।৩২৮ ; গোরোচন (মাঙ্গলিক দ্রব্য) আ ১৩।১১৩ ; গৌরগোপাল-মন্ত্র অ ২।৩১

চক্রাদি-ধারণ ম ২৪।৩২৭ ; চন্দন (মাঙ্গলিক দ্রব্য) আ ১৩।১১৩ ; চন্দন-তুলসী-পুষ্পমালা ম ৪।৬৩

চাতুর্ম্মাস্য ম ১।১১০ ; ৪।১৬৯ ; ৯।৮৪, ৮৫, ৯২, ১৬৪ ; ১৪।৬৭ ; ১৬।৫৯ ; অ ১। ৯৩ ; ১০।১৩৩ ; ১২।৬২, ৬৫ ; চাতুর্ম্মাস্যান্তর ম ১।১১১ ; চামর (কৃষ্ণসেবোপকরণ) আ ৫। ১৯২ ; ম ১৪।১০৯, ১২৯, ১৩০

চিড়াদধি-মহোৎসব ম ১।২৮৩ ; অ ৬। ১০০ ; চিড়ামহোৎসব অ ২০।১১২

ছত্র (দশবিধ কৃষ্ণসেবোপকরণের অন্যতম) আ ৫।১২৩, ম ১৪।১০৯, ১২৯

জন্মদিনাদি-মহোৎসব ম ২২।১২৩

জন্মাষ্টমী ম ২৪।৩৩৭ ; জন্মাষ্টমী-আদি যাত্রা অ ১০।১০৬ ; জন্মাষ্টম্যাদি-বিবিধ-বিবরণ ম ২৪।৩৩৬

জপ আ ৭।৮১, ৮৩ ; ১৬।৯৬ ; ম ৬।

২৫৮ ; ২১ ।১১৯ ; ২২ ।১২০ ; ২৪ ।৩৩৩ ; অ ১৬ ।৭২ ; কৃষ্ণমন্ত্র-জপ আ ৭ ।৭২ ; তারকমন্ত্র-জপ অ ১৩ ।৯৯ ; রামনাম-জপ অ ১৩ ।৯৩ ; সিদ্ধমন্ত্র-জপ অ ১৬ ।১৪৩ ; জপধ্যান আ ১৬ । ৯৬ ; জলতুলসী আ ৩ ।১০৫ ; তুলসীজল আ ৩ ।১০৪ ; জাতকর্ম্ম আ ১৩ ।১০৭

তৎকৃপাবলোকন (৬৪ ভক্ত্যঙ্গের অন্যতম) ম ২২ ।১২৩ ; তদীয় সেবন (ঐ) ম ২২ । ১২১ ; তারকমন্ত্র অ ১৩ ।৯৯ ; তিলক আ ৫ । ১৮৭ ; ম ৮ ।১৭৬ ; ১৮ । ১৪ ; তিলকমন্ত্র ম ২০ ।২০২ ; তীর্থগৃহে গতি ম ২২ ।১১৯

তুলসী আহরণ ম ৪ ।৩২৮ ; তুলসী-পরিক্রমা ম ২৪ ।২৫৫ ; অ ৩ ।২৩২ ; তুলসী-সেবন ম ২৪ ।২৫৫ ; অ ৩ ।৯৯, ১৩৬, ১৪০ ; ৬ ।৩০২

দন্ত-অপহার অ ১৯ ।৪৮ ; দধিদুগ্ধ-হরিদ্রাজল ম ১৫ ।২১ ; দন্তধাবন ম ৬ ।২২৩, ২৪ ।৩২৭

দিনকৃত্য ম ২৪ ।৩৩৫ ; দীক্ষা আ ১৭ ।৯ ; ম ৪ ।১১১ ; ১৫ ।১০৮ ; ২২ ।১১২ ; ২৪ ।৩২৭; অ ৩ ।১২৩, ২৩৯ ; ৪ ।৩৭, ১৯২ ; দীক্ষা-পুরশ্চর্য্যা-বিধি ম ১৫ ।১০৮ ; দীক্ষামন্ত্র অ ৪ । ৩৭ ; দীপ ম ৪ ।৬৪ ; ১৯ ।৮৭ ; অ ১২ ।১০৯, ১১৭ ; দীপাবলী ম ১৫ ।৩৬ ; দূর্ব্বা (মাঙ্গলিক দ্রব্য) আ ১৩ ।১১৩, ১১৬ ; দ্বাদশ তিলক-মন্ত্র ম ২০ ।২০২

ধাত্র্যশ্বত্থ-গো-বিপ্র-বৈষ্ণব-পূজন ম ২২ । ১১৪ ; ধান্য (মাঙ্গলিক দ্রব্য) আ ১৩ ।১১৪, ১১৭ ; ধূপ ম ৪ ।৬৪ ; ১৯ ।৮৭, ২৪ ।৩৩২ ; ধূপ-মাল্য-গন্ধ ম ২২ ।১২০ ; ধ্যান আ ১৬ ।৯৬

নন্দ-মহোৎসব ম ১৫ ।১৭ ; নামকরণ আ ৩ ।৩৫ ; ১৪ ।১৮ ; নিরোধন অ ১৯ ।২৬ ; নির্ম্মঞ্ছন অ ৯ ।৯৬ ; নৃসিংহ-চতুর্দ্দশী ম ২৪ । ৩৩৬ ; নৈবেদ্য আ ১০ ।৭১ ; ১৪ ।৩৯, ৫১, ৫৭, ৫৮, ৬০ ; ১৫ ।১৬ ; ম ৩ ।৬৬

পক্ষকৃত্য ম ২৪ ।৩৩৫ ; পঞ্চকাল পূজারতি ম ২৪ ।৩২৯ ; পঞ্চগব্য ম ৪ ।৬১ ; পঞ্চামৃত ম ৪ ।৬১ ; অ ১০ ।১৭ ; পঞ্চাশৎ উপচার ম ২৪ । ৩২৯ ; পরিক্রমা ম ৪ ।২৩ ; ১৮ ।৩২ ; ২২ । ১২০ ; ২৪ ।৩৩২

পাণিশঙ্খ অ ১৪ ।৭৯ ; পাদুকা (কৃষ্ণ-সেবোপকরণ) আ ৫ ।১২৩ ; পাদ্য ম ১৫ ।৮; পারণা ম ৩ ।৭৯ ; পিতৃক্রিয়া আ ১৫ ।২৪ ; পুরশ্চরণ ম ১৯ ।৫ ; পুরশ্চরণ-বিধি ম ২৪ । ৩৩৪ ; পুরশ্চর্য্যা ম ১৫ ।১০৮ ; পুরোহিত অ ৩ ।১৬৫ ; ৬ ।১৬১ ; পূজন ম ২২ ।১১৮, অ ৬ ।২৯৫, ৩০০ ; পূজারতি ম ২৪ ।৩৩০

প্রদক্ষিণ ম ৩ ।২১১ ; ৭ ।৫৮ ; অ ১১ ।৭২; প্রাতঃকৃত্য ম ৩ ।১৩৯ ; প্রাতঃস্মৃতি ম ২৪ । ৩২৬ ; প্রায়শ্চিত্ত ম ১৫ ।২৬১ ; ২২ ।১৩৯ ; ২৫ ।১৮৮ ; অ ২ ।১৬৫ ; প্রায়শ্চিত্তি ম ২৫ । ১৯৩

বসন (কৃষ্ণসেবোপকরণ) আ ৫ ।১২৩ ; বস্ত্র-সংস্কার ম ২৪ ।৩২৮ ; বহির্ব্বাস ম ৩ ।৩০, ৪ ।১৩৯ ; ৭ ।৩৬, ৩৭, ৬০ ; ১০ ।১৬০ ; ১২ । ৩৪, ৩৬, ৩৭, ৮৮ ; ১৭ ।৬৫, ২২০ ; ১৯ ।৮৬, ১২৯ ; ২০ ।৭৮ ; অ ১০ ।৮৯ ; ১৩ ।১৮, ৫০ ; ১৪ ।৯৭ ; ১৮ ।৭৩ ; বামন-দ্বাদশী ম ২৪ ।৩৩৬; বালগোপাল-মন্ত্র অ ৭ ।১৪২

বিজয়া-দশমী ম ১৫ ।৩২, ৬৬ ; ১৬ ।৯৩, ৯৪ ; বিদ্ধাত্যাগ ম ২৪ ।৩৩৮ ; বিধি ম ১২ ।২৭; বিধিধর্ম্ম আ ১৩ ।১০৭ ; ম ১১ ।১১২ ; ২২ । ১৩৮ ; বিধি-নিষেধ ম ২৪ ।১৬ ; বিধি-বিচারণ ম ২৪ ।৩৩৫ ; বিধি-বিধান অ ১৯ ।২৫ ; বিধি-ব্যবহার ম ১৭ ।১৮২ ; বিসর্জ্জন ম ২২ ।১১৪ ; অ ১৯ ।২৭ ; ব্যাস-পূজন আ ১৭ ।১৬

ভোগ (নৈবেদ্য) আ ১৭ ।৮২ ; ম ৩ ।৪২, ৪৩, ৫২, ৫৭, ৬৬ ; ৪ ।৬৪, ৮৮, ১১৩-১১৯, ১২১, ২০৪ ; ৬ ।৭ ; ১২ ।২১৮, ২২০, ১৩ । ১৯৬, ১৯৭, ১৯৯, ২০১ ; ১৫ ।৭৪, ৭৯, ৮৫, ২২৭, ২২৮, ২৩৯, ১৯ ।১২৮ ; অ ২ ।৬০ ; ৬২, ৬৪, ৭১, ৭৪ ; ৩ ।৩৩, ৩৬, ৩৭ ; ৬ ।৭৩, ১১২ ; ১০ ।১৪ ; ১৬ ।৮৮, ৮৯

মন্ত্র আ ৭ ।৮১ ; ১২ ।২৩, ২৪ ; ম ৪ ।১১১; ১৫ ।১১ ; ১৬ ।৭৮ ; ২০ ।৩৩৭ ; অ ১৬ ।৭১; ১৮ ।৬১ ; কামগায়ত্রী-মন্ত্ররূপ ম ২১ ।১২৫ ; কৃষ্ণনাম-মন্ত্র অ ১৬ ।৭১; কৃষ্ণমন্ত্র আ ৭ ।৭২ ; বালগোপাল-মন্ত্র অ ৭ ।১৪৪ ; সর্ব্বমন্ত্র-বিচারণ ম ২৪ ।৩২৫ ; সিদ্ধমন্ত্র-জপ অ ১৬ ।১৪৩ ; মন্ত্র-অধিকারী ম ২৪ ।৩২৬ ; মন্ত্রগুরু আ ১ । ৩৫ ; মন্ত্রসার আ ৭ ।৭২ ; মন্ত্র-সিদ্ধ্যাদি-শোধন ম ২৪ ।৩২৬ ; মন্ত্রাদি-শিক্ষা অ ৭ ।১৪৬ ; মহা-স্নান ম ৪ ।৬১

যজ্ঞসূত্র (কৃষ্ণসেবোপকরণ) আ ৫ ।১২৩

যোগপট্ট ম ৬ ।৭৬ ; ১০ ।১০৮

শঙ্খ ম ২৪ ।৩৩২ ; শঙ্খ-গন্ধোদক ম ৪ । ৬২ ; শঙ্খ-ঘণ্টা-আদি অ ১৬ ।৮৮ ; শঙ্খ-জল-গন্ধ-পুষ্প-ধূপাদি-লক্ষণ ম ২৪ ।৩৩২ ; শয্যা (কৃষ্ণসেবোপকরণ) আ ৫ ।১২৩

শ্রীরামনবমী ম ২৪ ।৩৩৭

ষোড়শ উপচারে অর্চ্চন ম ২৪ ।৩২৯ ; ষোড়শোপচার-পূজা অ ৬ ।৩০২

সন্ধ্যা (আহ্নিক) ম ৬ ।২২৩ ; সন্ধ্যাকৃত্য অ ১৬ ।১০৪ ; সন্ধ্যাদিবন্দন ম ২৪ ।৩২৭ ; সন্ধ্যা-স্নান (স্নান-আহ্নিক) অ ১৪ ।২৪১ ; সিংহাসন (কৃষ্ণসেবোপকরণ) আ ৫ ।১২৩ ; স্নানযাত্রা— 'সাধারণ শব্দসূচী' দ্রষ্টব্য

হরিদ্রা (মাঙ্গলিক দ্রব্য) আ ১৩ ।১১৩ ; হেরাপঞ্চমী ম ১ ।১৪৫ ; ১৪ ।১০৬, ১০৭, ১১৪ ; ১৬ ।৫৪ ; ২৫ ।২৪৫ ; অ ১০ ।১০৫

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্ন রূপভেদ ও অবতার-তত্ত্ব

(মধ্য ২০শ পরিচ্ছেদে 'শ্রীসনাতন-শিক্ষা'-অনুসারে)

শ্রীকৃষ্ণ

স্বয়ং ভগবান্

- **স্বয়ংরূপ**
  - **স্বয়ংরূপ** — 'ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ'
  - **স্বয়ংপ্রকাশ**
    - **প্রাভব-প্রকাশ** — একই বপুর একপ্রকার বহুরূপ, যথা—'রাস' (কিন্তু মহিষীবিবাহে ধৃত বহুবিধ মূর্ত্তি—দ্বিভুজ-বাসুদেবের 'প্রাভব-বিলাস')
    - **বৈভব-প্রকাশ** — একই বপুর ভিন্ন রূপ ও ভিন্ন ভাব
      - ১। **শ্রীবলরাম** (গোপ-অভিমানী)
      - ২। **দ্বিভুজ বাসুদেব** (ক্ষত্রিয়-অভিমানী) → **চতুর্ভুজ বাসুদেব** 'প্রাভব-বিলাস'
- **তদেকাত্মরূপ**
  - **বিলাস**
    - **প্রাভব-বিলাস** (দ্বারকান্ত আদি চতুর্ব্ব্যূহ)
      - ১। বাসুদেব
      - ২। সঙ্কর্ষণ (ক্ষত্রিয়-অভিমানী শ্রীবলরাম)
      - ৩। প্রদ্যুম্ন
      - ৪। অনিরুদ্ধ
    - **বৈভব-বিলাস** (পরব্যোমস্থ ২য় চতুর্ব্ব্যূহ)
      - **বাসুদেব** → কেশব, নারায়ণ, মাধব
      - **সঙ্কর্ষণ** → গোবিন্দ, বিষ্ণু, মধুসূদন
      - **প্রদ্যুম্ন** → ত্রিবিক্রম, বামন, শ্রীধর
      - **অনিরুদ্ধ** → হৃষীকেশ, পদ্মনাভ, দামোদর

      (এইসকল মূর্ত্তি ১২ মাসের ও ১২টী তিলকের দেবতা)

      পুনরায় উক্ত চতুর্ব্ব্যূহ হইতে ২টী করিয়া ৮টী বৈভববিলাস
      - অধোক্ষজ, পুরুষোত্তম
      - উপেন্দ্র, অচ্যুত
      - নৃসিংহ, জনার্দ্দন
      - হরি, কৃষ্ণ

      দ্বিতীয় চতুর্ব্ব্যূহের এই ২০ মূর্ত্তি বিলাস-বিগ্রহ— মোট ২৪ মূর্ত্তি 'বৈভববিলাস'—তাঁহাদের শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম—এই চতুর্ব্বিধ অস্ত্রধারণ-ভেদে নাম-ভেদ।
  - **স্বাংশ** (অবতারগণ)
    - **পুরুষাবতার**
      - ১ম পুরুষাবতার কারণশায়ী মহাবিষ্ণু (শ্রীসঙ্কর্ষণ)
      - ২য় পুরুষাবতার গর্ভোদশায়ী (প্রদ্যুম্ন)
      - ৩য় পুরুষাবতার ক্ষীরোদশায়ী (অনিরুদ্ধ) গুণাবতার-অন্তর্গত 'বিষ্ণু'
    - **লীলাবতার** (মৎস্য, কূর্ম্ম, রাম, নৃসিংহ প্রভৃতি ২৫ মূর্ত্তি লীলাবতার ; তাঁহারা প্রতিকল্পে অবতীর্ণ হন বলিয়া 'কল্পাবতার'-নামেও কথিত।)
    - **মন্বন্তরাবতার** (১৪ মন্বন্তরে যজ্ঞ, বিভু প্রভৃতি ১৪অবতার)
    - **যুগাবতার**
      - সত্যযুগে 'শুক্ল'
      - ত্রেতাযুগে 'রক্ত'
      - দ্বাপরযুগে 'শ্যাম'
      - সাধারণ কলিযুগে 'কৃষ্ণ' ; বিশেষ কলিযুগে 'পীত' বা 'গৌর'
    - **গুণাবতার**
      - **বিষ্ণু** (সত্ত্বগুণের অধিদেবতা) (ইঁনি প্রকৃতপক্ষে ৩য় পুরুষাবতার)
      - **ব্রহ্মা** (রজোগুণের অধিদেবতা)
      - **শিব** (তমোগুণের অধিদেবতা)
- **আবেশরূপ** (আবেশাবতার)
  - **সাক্ষাৎ শক্ত্যাবিষ্ট মুখ্য 'অবতার'** (ভগবদাবেশ—কপিল, ঋষভ ; শক্ত্যাবেশ—শেষ, অনন্ত, ব্রহ্মা, চতুঃসন, নারদ, পরশুরাম প্রভৃতি)
  - **শক্ত্যাভাস-আবিষ্ট গৌণ 'বিভূতি'** (গীতায় বিভূতিযোগে কথিত বিভূতিসমূহ)

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

আদি-লীলা

প্রথম পরিচ্ছেদ

কথাসার—এই পরিচ্ছেদের প্রথমে তত্ত্বনির্ণায়ক চৌদ্দটী শ্লোক। শ্রীমদনমোহন, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীগোপীনাথের মঙ্গলাচরণ ১৫-১৭শ শ্লোকে দিয়াছেন। প্রথম ১৪টী শ্লোকের মধ্যে প্রথম শ্লোকে সামান্যতঃ ছয় তত্ত্বের বন্দনা। তাহার বিশেষ ব্যাখ্যাতেই এই পরিচ্ছেদ সমাপ্ত হইয়াছে। গুরু-শব্দে দীক্ষাগুরু ও শিক্ষা-গুরু ; তাঁহাদিগকে কৃষ্ণের প্রকাশ বলিয়া শিষ্যের অভিমান করিতে হইবে। ঈশভক্ত সিদ্ধ ও সাধক-ভেদে দুইপ্রকার। ঈশ—স্বয়ং-রূপ কৃষ্ণ ও তাঁহার কায়ব্যূহ। অংশাবতার, গুণাবতার ও শক্ত্যাবেশাবতার, এইরূপ ত্রিবিধাবতার। তৎপ্রসঙ্গে কৃষ্ণের প্রকাশতত্ত্ব ও তৎসঙ্গে বিলাসতত্ত্বের বিচার। কৃষ্ণের ত্রিবিধ শক্তি—তন্মধ্যে বৈকুণ্ঠাদ্যে লক্ষ্মীগণ, দ্বারকায় মহিষীগণ এবং তাঁহাদের মধ্যে সর্ব্বোত্তম ব্রজের গোপীগণ। কৃষ্ণ ও কৃষ্ণের কায়ব্যূহ—ঈশতত্ত্ব এবং ভক্তসমুদয়—আবরণতত্ত্ব, অতএব তাঁহার শক্তি-বিশেষ। শক্তি-শক্তিমানের অভেদ-বুদ্ধিতে নিত্য অভেদ এবং শক্তিমান্ হইতে শক্তির পৃথক্ বুদ্ধিতে নিত্য ভেদ। এইরূপ এক অখণ্ডতত্ত্ব তাঁহার অচিন্ত্য-শক্তিদ্বারা প্রতিপাদিত হয়। এই সিদ্ধান্তের নাম বেদান্ত-সম্মত অচিন্ত্যভেদাভেদতত্ত্ব। এই পরিচ্ছেদের শেষাংশে শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দের স্বরূপ ও মাহাত্ম্য কথিত হইয়াছে। (অঃ প্রঃ ভাঃ)

卐 মঙ্গলাচরণারম্ভ 卐

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যতত্ত্বের সামান্য নমস্কার ঃ—

বন্দে গুরূনীশভক্তানীশমীশাবতারকান্ ।
তৎপ্রকাশাংশ্চ তচ্ছক্তীঃ কৃষ্ণচৈতন্যসংজ্ঞকম্ ॥ ১ ॥

ইষ্টদেব-যুগলের প্রতি বিশেষ নমস্কার ; যুগপৎ চন্দ্রসূর্য্যবৎ নিতাই-গৌরের উদয় ও জীবে দয়া ঃ—

বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যনিত্যানন্দৌ সহোদিতৌ ।
গৌড়োদয়ে পুষ্পবন্তৌ চিত্রৌ শন্দৌ তমোনুদৌ ॥ ২ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ, অদ্বৈত প্রেমের কন্দ,
হরিদাস স্বরূপ-গোঁসাঞি।
শ্রীবংশীবদনানন্দ, সার্ব্বভৌম রামানন্দ,
রূপ-সনাতন দুই ভাই।।
শ্রীজীব, গোপালভট্ট, দাসরঘুনাথ ভট্ট,
শিবানন্দ, কবিকর্ণপূর।
নরোত্তম, শ্রীনিবাস, রামচন্দ্র, কৃষ্ণদাস,
বলদেব, চক্রবর্ত্তীধুর।।
ঈশ-ঈশভক্তগণে, প্রণমিয়া সযতনে,
'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' সার।
চৈতন্যচরিতামৃত, করিলাম সুবিস্তৃত,
ভক্তবৃন্দ, করহ বিচার।।

অনুভাষ্য

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য, রাধাকৃষ্ণ—নহে অন্য,
রূপানুগ-জনের জীবন।
বিশ্বম্ভর-প্রিয়ঙ্কর, শ্রীস্বরূপ-দামোদর,
তাঁর মিত্র রূপ-সনাতন।।
রূপপ্রিয় মহাজন, রঘুনাথ ভক্তধন,
তাঁর প্রিয় কবি-কৃষ্ণদাস।
কৃষ্ণদাস-প্রিয়বর, নরোত্তম সেবাপর,
যাঁর পদ বিশ্বনাথ-আশ।।
ভক্তরাজ বিশ্বনাথ, তাঁহে শ্রদ্ধ জগন্নাথ,
তাঁর প্রিয় ভকতিবিনোদ।
মহাভাগবতবর, শ্রীগৌরকিশোরবর,
হরিভজনেতে যাঁর মোদ।।

গ্রন্থপ্রতিপাদ্য তত্ত্ববস্তুর নির্দ্দেশ ; অদ্বিতীয় পরমতত্ত্ব
একই গৌর-কৃষ্ণের ত্রিবিধ প্রতীতি-ভেদ ঃ—

যদদ্বৈতং ব্রহ্মোপনিষদি তদপ্যস্য তনুভা
য আত্মান্তর্যামী পুরুষ ইতি সোঽস্যাংশবিভবঃ ।
ষড়ৈশ্বর্য্যৈঃ পূর্ণো য ইহ ভগবান্ স স্বয়ময়ং
ন চৈতন্যাৎ কৃষ্ণাজ্জগতি পরতত্ত্বং পরমিহ ॥ ৩ ॥

আশীর্ব্বাদ ও গৌরাবতারের বাহ্যকারণ-বর্ণনমুখে ঔদার্য্যবিগ্রহ
মহাবদান্য গৌরের অতুল দান ঃ—
বিদগ্ধমাধব (১।২)—

অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ম্ ।
হরিঃ পুরটসুন্দরদ্যুতিকদম্বসন্দীপিতঃ
সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ ॥ ৪ ॥

গৌরাবতারের মূল প্রয়োজন-নির্দ্দেশমুখে শ্রীরাধা, কৃষ্ণ
ও তদুভয়-মিলিত-তনু গৌরের তত্ত্ববর্ণন ঃ—
শ্রীস্বরূপগোস্বামি-কড়চা—

রাধা কৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতির্হ্লাদিনী শক্তিরস্মা-
দেকাত্মানাবপি ভুবি পুরা দেহভেদং গতৌ তৌ ।
চৈতন্যাখ্যং প্রকটমধুনা তদ্দ্বয়ং চৈক্যমাপ্তং
রাধাভাবদ্যুতিসুবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপম্ ॥ ৫ ॥

গৌরাবতারের মূল প্রয়োজন—গুহ্যকারণত্রয় ঃ—

শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশো বানয়ৈবা-
স্বাদ্যো যেনাদ্ভুতমধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ ।
সৌখ্যঞ্চাস্যা মদনুভবতঃ কীদৃশং বেতি লোভা-
ত্তদ্ভাবাঢ্যঃ সমজনি শচীগর্ভসিন্ধৌ হরীন্দুঃ ॥ ৬ ॥

স্বয়ংপ্রকাশ ভগবান্ বলদেবস্বরূপ নিত্যানন্দতত্ত্ব ও তৎপ্রণাম ;
তাঁহার পঞ্চরূপ ঃ—

সঙ্কর্ষণঃ কারণতোয়শায়ী গর্ভোদশায়ী চ পয়োব্ধিশায়ী ।
শেষশ্চ যস্যাংশকলাঃ স নিত্যানন্দাখ্যরামঃ শরণং মমাস্তু ॥ ৭ ॥

(১) বৈকুণ্ঠে সঙ্কর্ষণ-রূপ ঃ—

মায়াতীতে ব্যাপিবৈকুণ্ঠলোকে
পূর্ণৈশ্বর্য্যে শ্রীচতুর্ব্ব্যূহমধ্যে ।
রূপং যস্যোদ্ভাতি সঙ্কর্ষণাখ্যং
তং শ্রীনিত্যানন্দরামং প্রপদ্যে ॥ ৮ ॥

(২) প্রকৃতিবীক্ষণ-কর্ত্তা, জীব ও জগতের কারণ পরমাত্মা,
কারণোদশায়ী প্রথম পুরুষ ঃ—

মায়াভর্ত্তাজাণ্ডসংঘাশ্রয়াঙ্গঃ
শেতে সাক্ষাৎ কারণাম্ভোধিমধ্যে ।
যস্যৈকাংশঃ শ্রীপুমানাদিদেব-
স্তং শ্রীনিত্যানন্দরামং প্রপদ্যে ॥ ৯ ॥

(৩) ব্রহ্মাণ্ডান্তর্যামী সমষ্টিবিষ্ণু, পদ্মযোনি-পিতা,
গর্ভোদশায়ী দ্বিতীয় পুরুষ ঃ—

যস্যাংশাংশঃ শ্রীল গর্ভোদশায়ী যন্নাভ্যব্জং লোকসংঘাতনালম্ ।
লোকস্রষ্টুঃ সূতিকাধামধাতুস্তং শ্রীনিত্যানন্দরামং প্রপদ্যে ॥১০॥

(৪) বিশ্বপাতা ক্ষীরোদশায়ী তৃতীয় পুরুষ (৫) ভূধারী 'শেষ' ঃ—

যস্যাংশাংশাংশঃ পরাত্মাখিলানাং
পোষ্টা বিষ্ণুর্ভাতি দুগ্ধাব্ধিশায়ী ।
ক্ষৌণীভর্ত্তা যৎকলা সোঽপ্যনন্ত-
স্তং শ্রীনিত্যানন্দরামং প্রপদ্যে ॥ ১১ ॥

শ্রীঅদ্বৈততত্ত্ব ও তৎপ্রণাম ঃ—

মহাবিষ্ণুর্জ্জগৎকর্ত্তা মায়য়া যঃ সৃজত্যদঃ ।
তস্যাবতার এবায়মদ্বৈতাচার্য্য ঈশ্বরঃ ॥ ১২ ॥
অদ্বৈতং হরিণাদ্বৈতাদাচার্য্যং ভক্তিশংসনাৎ ।
ভক্তাবতারমীশং তমদ্বৈতাচার্য্যমাশ্রয়ে ॥ ১৩ ॥

পঞ্চতত্ত্বের স্বরূপ ও তাঁহাদের প্রণাম ঃ—

পঞ্চতত্ত্বাত্মকং কৃষ্ণং ভক্তরূপস্বরূপকম্ ।
ভক্তাবতারং ভক্তাখ্যং নমামি ভক্তশক্তিকম্ ॥ ১৪ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

গৌরকথা-পয়োরাশি, কৃষ্ণদাস তাহে ভাসি,
আনিয়াছে অমৃতের ধার।
সেই কাব্য-সুধা-পানে, বৈষ্ণব শীতলপ্রাণে,
আরো পিতে চাহে বার বার।।
এই দীন-অকিঞ্চনে, আজ্ঞা দিল সর্ব্বজনে,
ভাষ্য তার করিতে রচন।
সাধু-আজ্ঞা শিরে ধরি', যত্নে এই ভাষ্য করি,
সাধু-করে করিনু অর্পণ।।

অনুভাষ্য

এই সব হরিজন, গৌরাঙ্গের নিজজন,
তাঁদের উচ্ছিষ্টে যার কাম।
শ্রীবার্ষভানবী বরা, সদা সেব্য-সেবাপরা,
তাঁহার দয়িত-দাস নাম।।
হরিজন-সেবা-আশে, ভক্তিবৃদ্ধি-অভিলাষে,
প্রবাহভাষ্যের অনুগত।
গৌরজন-শাস্ত্র দেখি', সেই অনুসারে লিখি,
'অনুভাষ্য' রূপানুগমত।।

গ্রন্থের মঙ্গলাচরণের উদ্দেশে গ্রন্থকার আদিতে চৌদ্দটী শ্লোক

নিজাভীষ্ট সম্বন্ধাধিদেবের প্রণাম ঃ—

জয়তাং সুরতৌ পঙ্গোর্মম মন্দমতের্গতী ।
মৎসর্ব্বস্বপদাম্ভোজৌ রাধামদনমোহনৌ ॥ ১৫ ॥

নিজাভীষ্ট অভিধেয়াধিদেবের প্রণাম ঃ—

দীব্যদ্‌বৃন্দারণ্যকল্পদ্রুমাধঃ
শ্রীমদ্‌রত্নাগারসিংহাসনস্থৌ ।
শ্রীশ্রীরাধা-শ্রীলগোবিন্দদেবৌ
প্রেষ্ঠালীভিঃ সেব্যমানৌ স্মরামি ॥ ১৬ ॥

নিজাভীষ্ট প্রয়োজনাধিদেবের প্রণাম ঃ—

শ্রীমান্ রাসরসারম্ভী বংশীবটতটস্থিতঃ ।
কর্ষন্ বেণুস্বনৈর্গোপীর্গোপীনাথঃ শ্রিয়েহস্তু নঃ ॥ ১৭ ॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ১৮ ॥

গৌড়ীয়ের অভীষ্ট আরাধ্য-বিগ্রহত্রয় ঃ—

এই তিন ঠাকুর গৌড়ীয়াকে করিয়াছেন আত্মসাৎ ।
এ তিনের চরণ বন্দোঁ, তিনে মোর নাথ ॥ ১৯ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৫। আমি পঙ্গু এবং মন্দমতি ; যাঁহারা আমার একমাত্র গতি, যাঁহাদের পাদপদ্ম আমার সর্ব্বস্বধন, সেই পরম কৃপালু শ্রীশ্রীরাধা-মদনমোহন জয়যুক্ত হউন্।

১৬। জ্যোতির্ম্ময়-শোভাবিশিষ্ট বৃন্দাবনের কল্পবৃক্ষতলে রত্নমন্দিরস্থ সিংহাসনের উপরে অবস্থিত শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দকে প্রিয়সখীগণ সেবা করিতেছেন। আমি তাঁহাদিগকে স্মরণ করি।

অনুভাষ্য

লিখিয়াছেন, তাহাতেই গ্রন্থপ্রতিপাদ্য বস্তুর নির্দ্দেশ, শ্রোতৃগণকে আশীর্ব্বাদ ও নমস্কার করিয়াছেন। আদিলীলার প্রথম সপ্ত পরিচ্ছেদে ক্রমশঃ ইহাই বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

১৫। গ্রন্থকারের স্ব-কৃত শ্লোক—

পঙ্গোঃ (স্বপদ্‌ভ্যাং নিজবলেন স্থানান্তরগমনেঽসমর্থস্য) মন্দমতেঃ (বিষয়াবিষ্টস্যাল্পধিয়ঃ অন্যাভিলাষ-কর্ম্মজ্ঞানাদি-সাধনোদ্যমরহিতস্যৈকান্তিনঃ) মম গতী ('গম্যতে' ইতি গতিঃ আশ্রয়ঃ তথাভূতৌ) মৎসর্ব্বস্বপদাম্ভোজৌ (মম সর্ব্বস্বরূপে পদাম্ভোজে যয়োস্তৌ) সুরতৌ (দয়ালূ মিথোঽত্যন্তানুরক্তৌ বা) রাধামদনমোহনৌ (তত্তদভিধদেবৌ) জয়তাং (সর্ব্বোৎকর্ষেণ বর্ত্তেতাম্)।

১৬। দীব্যদ্‌বৃন্দারণ্য-কল্পদ্রুমাধঃ (দীব্যতি পরমোৎকৃষ্টে মনোহরে বৃন্দাবিপিনে কল্পবৃক্ষস্য অধোমূলে) শ্রীমদ্রত্নাগার-সিংহাসনস্থৌ (পরমশোভাময়রত্নালয়াভ্যন্তরে রত্নসিংহাসনা-বস্থিতৌ) প্রেষ্ঠালীভিঃ (সেবাপরাভিঃ শ্রীরূপমঞ্জর্য্যাদি-পরিবৃত-শ্রীললিতাদিপ্রিয়নর্ম্মসখীভিঃ) সেব্যমানৌ শ্রীশ্রীরাধা-শ্রীল-গোবিন্দদেবৌ [অহং] স্মরামি।

১৭। বেণুস্বনৈঃ (বংশীধ্বনিভিঃ) গোপীঃ (ব্রজগোপবধূঃ) কর্ষন্ (কৃষ্ণেতরবাসনাঃ শিথিলীকুর্ব্বন্ গৃহাৎ বংশীনিনাদরূপ-প্রেমরজ্জুবলেন আনয়ন্) শ্রীমান্ (পরমশোভাময়বিগ্রহঃ) রাস-রসারম্ভী (রাসরসপ্রবর্ত্তকঃ) বংশীবটতটস্থিতঃ (বংশীবট-তরোর্মূলে অবস্থিতঃ সন্ স্বচ্ছন্দং বিহরতি সঃ) গোপীনাথঃ নঃ (অস্মাকং) শ্রিয়ে (প্রেমসম্পত্ত্যৈ) অস্তু (ভবতু)।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৭। রাসরস-প্রবর্ত্তক বংশীবট-তটস্থিত শ্রীমদ্‌গোপীনাথ বেণুধ্বনিদ্বারা গোপীগণকে আকর্ষণ করিতেছেন। তিনি আমাদের মঙ্গল বিধান করুন্।

১৯। শ্রীমদনমোহন, শ্রীগোবিন্দদেব ও শ্রীগোপীনাথ—এই তিন ঠাকুর বৃন্দাবনের অধিদেব, গৌড়ীয় ভক্তগণকে নিজ নিজ সেবায় অধিকার দান করিয়া আপনার নিজজন করিয়াছেন।

অনুভাষ্য

১৮। পাঠান্তরে এই পদ্যটী দৃষ্ট হয় না।

১৯। গৌড়ীয় বৈষ্ণবের সেব্য অষ্টাদশাক্ষরমন্ত্রের নির্দ্দিষ্ট কৃষ্ণই মদনমোহন, গোবিন্দই গোবিন্দ এবং গোপীজনবল্লভই গোপীনাথ। মদনমোহন-কৃষ্ণানুভবই সম্বন্ধ। গোবিন্দসেবাই অভিধেয় এবং গোপীজনবল্লভকর্ত্তৃক আকৃষ্টিই প্রয়োজন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদিষ্ট সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজন-তত্ত্বত্রয়াশ্রয় ভগবদ্বিগ্রহ এই তিন ঠাকুর শ্রীবৃন্দাবনের অধিদেব।

'গৌড়ীয়'-শব্দে গৌড়-দেশীয়। হিমালয়ের দক্ষিণে বিন্ধ্যের উত্তরাংশ ভারতবর্ষকে 'আর্য্যাবর্ত্ত' বলে। তথায় পঞ্চ গৌড়দেশ —যথা, সারস্বত, কান্যকুব্জ, (লক্ষ্মণাবতী) মধ্যগৌড়, মৈথিল ও উৎকল প্রদেশ। বঙ্গদেশকে অনেকে গৌড়দেশ বলেন; বিশেষতঃ বঙ্গদেশের রাজধানীর 'গৌড়' আখ্যা ছিল। উহাই পূর্ব্বে গৌড়পুর, পরে শ্রীমায়াপুর-নামে প্রসিদ্ধ। উৎকলদেশীয় ভক্তগণকে যেমন উড়িয়াভক্ত এবং দ্রাবিড়দেশীয় ভক্তগণকে যেমন দ্রাবিড়ী ভক্ত বলা হয়, তদ্রূপ বঙ্গদেশীয়গণও গৌড়ীয়-ভক্ত বলিয়া সংজ্ঞিত হন। আবার দাক্ষিণাত্যও পঞ্চদ্রবিড়-সংজ্ঞায় পরিচিত। সাম্প্রদায়িক বৈষ্ণবাচার্য্যগণ চারিজনেই দ্রবিড়দেশে জন্মগ্রহণ করেন। শ্রীরামানুজাচার্য্য দক্ষিণান্ধ্রপ্রদেশে মহাভূত-পুরীতে, শ্রীমধ্বাচার্য্য ম্যাঙ্গালোর জিলার বিমানগিরি-সমীপে 'পাজকম্'-ক্ষেত্রে, নিম্বাদিত্য দক্ষিণাপথের মুঙ্গেরপত্তন গ্রামে এবং শ্রীবিষ্ণুস্বামী পাণ্ড্যদেশে জন্মগ্রহণ করেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু যদিও শ্রীমাধ্ব-সম্প্রদায় স্বীকার করিয়াছেন, তথাপি মাধ্বমতস্থ তত্ত্ববাদশাখাবলম্বী বৈষ্ণবাচার্য্যগণ দ্রাবিড়ীয়। তজ্জন্য শ্রীগৌর-

আদি চতুর্দ্দশ-শ্লোকে স্বকৃত মঙ্গলাচরণ-ব্যাখ্যা ঃ—

গ্রন্থের আরম্ভে করি 'মঙ্গলাচরণ' ।
গুরু, বৈষ্ণব, ভগবান্‌,—তিনের স্মরণ ॥ ২০ ॥

আরাধ্যত্রয়ের স্মরণে অভীষ্টসিদ্ধি ঃ—

তিনের স্মরণে হয় বিঘ্নবিনাশন ।
অনায়াসে হয় নিজ বাঞ্ছিতপূরণ ॥ ২১ ॥
সে মঙ্গলাচরণ হয় ত্রিবিধ প্রকার ।
বস্তুনির্দ্দেশ, আশীর্ব্বাদ, নমস্কার ॥ ২২ ॥

শ্লোকচতুষ্টয়ে গ্রন্থকার-কর্ত্তৃক মঙ্গলাচরণ ঃ—

প্রথম দুই শ্লোকে ইষ্টদেব-নমস্কার ।
সামান্য-বিশেষ-রূপে দুই ত' প্রকার ॥ ২৩ ॥
তৃতীয় শ্লোকেতে করি বস্তুর নির্দ্দেশ ।
যাহা হৈতে হয় পরতত্ত্বের উদ্দেশ ॥ ২৪ ॥
চতুর্থ শ্লোকেতে করি জগতে আশীর্ব্বাদ ।
সর্ব্বত্র মাগিয়ে কৃষ্ণচৈতন্য-প্রসাদ ॥ ২৫ ॥
সেই শ্লোকে কহি বাহ্যাবতার-কারণ ।
পঞ্চ ষষ্ঠ শ্লোকে কহি মূল-প্রয়োজন ॥ ২৬ ॥
এই ছয় শ্লোকে কৃষ্ণচৈতন্যের তত্ত্ব ।
আর পঞ্চ শ্লোকে নিত্যানন্দের মহত্ত্ব ॥ ২৭ ॥
আর দুই শ্লোকে অদ্বৈত-তত্ত্বাখ্যান ।
আর এক শ্লোকে পঞ্চতত্ত্বের ব্যাখ্যান ॥ ২৮ ॥
এই চৌদ্দ শ্লোকে করি মঙ্গলাচরণ ।
তঁহি মধ্যে কহি সব বস্তুনিরূপণ ॥ ২৯ ॥
সব শ্রোতা-বৈষ্ণবেরে করি নমস্কার ।
এই সব শ্লোকের করি অর্থ-বিচার ॥ ৩০ ॥
সকল বৈষ্ণব, শুন করি' একমন ।
চৈতন্য-কৃষ্ণের শাস্ত্রে যেমত নিরূপণ ॥ ৩১ ॥

পূর্ব্বোক্ত চৌদ্দ শ্লোকের ব্যাখ্যারম্ভ ;
প্রথম শ্লোক-ব্যাখ্যা ঃ—

কৃষ্ণ, গুরুদ্বয়, ভক্ত, অবতার, প্রকাশ ।
শক্তি—এই ছয়রূপে করেন বিলাস ॥ ৩২ ॥
এই ছয় তত্ত্বের করি চরণ বন্দন ।
প্রথমে সামান্যে করি মঙ্গলাচরণ ॥ ৩৩ ॥
বন্দে গুরূনীশভক্তানীশমীশাবতারকান্‌ ।
তৎপ্রকাশাংশ্চ তচ্ছক্তীঃ কৃষ্ণচৈতন্যসংজ্ঞকম্‌ ॥ ৩৪ ॥

লীলা-ভেদে গুরুদ্বয় ঃ—

মন্ত্রগুরু আর যত শিক্ষাগুরুগণ ।
তাঁহার চরণ আগে করিয়ে বন্দন ॥ ৩৫ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৩১। চৈতন্যস্বরূপ কৃষ্ণের সম্বন্ধে শাস্ত্র যে-মত নিরূপণ করিয়াছেন।

৩৪। দীক্ষা-শিক্ষা-ভেদে গুরুদ্বয়কে, শ্রীবাসাদি ঈশভক্ত-গণকে, অদ্বৈতপ্রভু প্রভৃতি ঈশাবতারগণকে, প্রভু শ্রীনিত্যানন্দাদি তাঁহার প্রকাশসকলকে, শ্রীগদাধরাদি ঈশশক্তিগণকে এবং ঈশস্বরূপ মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নামক পরমতত্ত্বকে আমি বন্দনা করি।

৩৫। "তাঁহার"—উভয়বিধ গুরু একতত্ত্ব-বিচারে একবচন-ব্যবহার। পাঠান্তরে, 'তাঁ-সবার'।

অনুভাষ্য

পদাশ্রিত সম্প্রদায়ের গৌড়ীয় আখ্যা। বিশেষতঃ শ্রীআনন্দতীর্থ পূর্ণপ্রজ্ঞ মধ্বাচার্য্যের অপর নাম শ্রীগৌড়পূর্ণানন্দ। তজ্জন্যও শ্রীগৌরভক্তগণ মাধ্ব-গৌড়ীয়-শব্দে সংজ্ঞিত হইতে পারেন।

৩২। গুরুদ্বয়-শব্দে দীক্ষাগুরু ও শিক্ষাগুরুকে বুঝায়। উভয়েই অভিন্ন গুরুতত্ত্ব। দীক্ষা ও শিক্ষাগুরুর লীলা-ভেদ থাকিলেও শিষ্যের নিকট উভয়েই সমতত্ত্ব ও সমভাবে পূজ্য।

৩৪। গ্রন্থকারের নিজ-কৃত শ্লোক—

[গ্রন্থকারঃ কৃষ্ণদাসোঽহং] গুরূন্‌ (বর্ত্মপ্রদর্শক-মন্ত্রদাতৃ-শিক্ষাদাতৄন্‌ গুরুগণান্‌ শ্রীনিত্যানন্দরঘুনাথরূপাদীন্‌) ঈশভক্তান্‌ (গৌরকৃষ্ণসেবকান্‌ শ্রীবাসাদীন্‌) কৃষ্ণচৈতন্য-সংজ্ঞকম্‌ ঈশং (স্বয়ং ভগবন্তম্‌) ঈশাবতারকান্‌ (শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যাদীন্‌) তৎ-প্রকাশান্‌ (তস্য চৈতন্যকৃষ্ণস্য প্রকাশান্‌ শ্রীনিত্যানন্দাদীন্‌ নিজগুরূন্‌) তচ্ছক্তীঃ (তস্য গৌরকৃষ্ণস্য শক্তীঃ—শ্রীগদাধর-দামোদর-জগদানন্দাদীন্‌) [অভিন্নাবরণাত্মক-তত্ত্বষট্‌কান্‌ অহং] বন্দে।

৩৫। শ্রীজীবপ্রভু—(ভক্তিসন্দর্ভে ২০২ সংখ্যায়)—"যদ্যপি অকিঞ্চনা ভক্তিরভিধেয়েতি তৎকারণত্বেন মদ্ভক্তসঙ্গ এবাভিধেয়ে সতি ভক্তোঽপি স এব লক্ষিতব্যঃ। তত্র প্রথমং তাবৎ তত্তৎসঙ্গাজ্জাতেন তত্তচ্ছ্রদ্ধা-তত্তৎপরম্পরা-কথারুচ্যাদিনা জাতভগবৎসাম্মুখ্যস্য তত্তদনুষঙ্গেনৈব তত্তদ্ভজনীয়ে ভগবদাবি-র্ভাববিশেষে তদ্ভজনমার্গবিশেষে চ রুচির্জায়তে। ততশ্চ বিশেষ-বুভুৎসায়াং সত্যাং তেষ্বেকতোঽনেকতো বা শ্রীগুরুত্বেনাশ্রিতাৎ শ্রবণং ক্রিয়তে। *** প্রীতিলক্ষণভক্তীচ্ছূনাং তু রুচিপ্রধান এব মার্গঃ শ্রেয়ান্‌, নাজাতরুচীনামিব বিচারপ্রধানঃ। তদেতদুভয়-স্মিন্নপি তত্তদ্ভজনবিধিশিক্ষাগুরুঃ প্রাক্তনঃ শ্রবণগুরুরেব ভবতি।

ছয় গোস্বামী ঃ—

শ্রীরূপ, সনাতন, ভট্ট-রঘুনাথ ।
শ্রীজীব, গোপালভট্ট, দাস-রঘুনাথ ॥ ৩৬ ॥

তাঁহারাই গ্রন্থকারের শিক্ষা-গুরুবর্গ ঃ—

এই ছয় গুরু—শিক্ষাগুরু যে আমার ।
তাঁ'সবার পাদপদ্মে কোটি নমস্কার ॥ ৩৭ ॥

ঈশভক্ত ঃ—

ভগবানের ভক্ত যত শ্রীবাস প্রধান ।
তাঁহার চরণপদ্মে সহস্র প্রণাম ॥ ৩৮ ॥

ঈশাবতার ঃ—

অদ্বৈত আচার্য্য—প্রভুর অংশ-অবতার ।
তাঁর পাদপদ্মে কোটি প্রণতি আমার ॥ ৩৯ ॥

ঈশপ্রকাশ ঃ—

নিত্যানন্দরায়—প্রভুর স্বরূপপ্রকাশ ।
তাঁর পাদপদ্ম বন্দো যাঁর মুঞি দাস ॥ ৪০ ॥

ঈশশক্তি ঃ—

গদাধর-পণ্ডিতাদি—প্রভুর নিজশক্তি ।
তাঁ'সবার চরণে মোর সহস্র প্রণতি ॥ ৪১ ॥

স্বয়ং ঈশ ঃ—

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু স্বয়ং ভগবান্ ।
তাঁহার পদারবিন্দে অনন্ত প্রণাম ॥ ৪২ ॥
সাবরণে প্রভুরে করিয়া নমস্কার ।
এই ছয় তেঁহো যৈছে—করিয়ে বিচার ॥ ৪৩ ॥

গুরুতত্ত্ব ঃ—

(১) দীক্ষাগুরু ঃ—

যদ্যপি আমার গুরু—চৈতন্যের দাস ।
তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ ॥ ৪৪ ॥
গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে ।
গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে ॥ ৪৫ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৪৩। আবরণ—চতুর্দ্দিগ্‌বর্ত্তী ভক্তগণ প্রভুর আবরণ। সেই আবরণের সহিত তাঁহাকে নমস্কার করিলাম। সেই ছয়তত্ত্ব—গুরু, ঈশভক্ত, ঈশাবতার, ঈশপ্রকাশ, ঈশশক্তি ও ঈশস্বরূপ কৃষ্ণচৈতন্য—যেরূপে তাঁহারই স্বরূপ তাহা এক্ষণে বিচার করিতেছি।

অনুভাষ্য

মন্ত্রগুরুস্ত্বেক এব নিষেৎস্যমানত্বাদ্বহূনাম্।" (২০৬ সংখ্যায়—) "শ্রবণগুরুভজনশিক্ষাগুর্ব্বোঃ প্রায়িকমেকত্বমিতি। শিক্ষাগুরোর্বহুত্বমপি জ্ঞেয়ম্।" (২০৮ সংখ্যায়—) "তত্র শ্রবণগুরুসংসর্গেণৈব শাস্ত্রীয়জ্ঞানোৎপত্তিঃ স্যাৎ।" (২০৭ সংখ্যায়—) "অনুগ্রহো মন্ত্রদীক্ষারূপঃ।" (২০৯ সংখ্যায়—) "যে গুরোশ্চরণং সমবহায় ভগবদন্তর্ম্মুখীকর্ত্তুং প্রযতন্তে, তে তেষু তেষু উপায়েষু খিদ্যন্তে, অতো ব্যসনশতান্বিতা ভবন্তি, অতএব ইহ সংসারে তিষ্ঠন্ত্যেব, অকৃতকর্ণধরা জলধৌ যথা তদ্বৎ। গুরুভক্ত্যা স মিলতি স্মরণাৎ সেব্যতে বুধৈঃ। মিলিতোঽপি ন লভ্যেত জীবৈরহমিকাপরৈঃ।।" (২১০ সংখ্যায়—) "পরমার্থগুর্ব্বাশ্রয়ো ব্যবহারিক-গুর্ব্বাদি-পরিত্যাগেনাপি কর্ত্তব্যঃ।"

অকিঞ্চনা ভক্তি অভিধেয় হইলে কৃষ্ণভক্তসঙ্গই লক্ষিতব্য হয়। আদৌ কৃষ্ণভক্তসঙ্গক্রমে শ্রদ্ধা লাভ করিলে জীব কৃষ্ণোন্মুখ হন। তৎসঙ্গফলে সেব্য ভগবানের আবির্ভাব-বিশেষে এবং ভজনমার্গবিশেষে রুচি জন্মে। কৃষ্ণবিষয়ে অধিক জানিতে ইচ্ছা হইলে সুকৃতিসম্পন্ন জীব এক অথবা একাধিক গুরু আশ্রয় করিয়া তাঁহাদিগের নিকট শ্রবণ করেন। প্রীতিলক্ষণা ভক্তি-প্রার্থিগণের রুচিপ্রধান-পথই প্রশস্ত ; অজাতরুচিগণের ন্যায়

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৪৪। যদিও সকল জীবই কৃষ্ণদাস, সুতরাং আমার গুরুও বস্তুতঃ কৃষ্ণদাস, তথাপি আমি আমার গুরুকে কৃষ্ণের প্রকাশ বলিয়া জানিব। শিষ্যের পক্ষে গুরুদেব কৃষ্ণের প্রকাশস্বরূপ। কিন্তু নিত্যানন্দ-বলদেব বস্তুতঃ বিলাস-স্বরূপ প্রকাশতত্ত্ব।

অনুভাষ্য

বিচারপ্রধান পথ রাগানুগগণের নহে। এতদুভয়ের প্রাক্তন শ্রবণ-গুরুই সেই সেই ভজনবিধি-শিক্ষাগুরু হন। মন্ত্রগুরু একজনই, যেহেতু অনেক দীক্ষাগুরুকরণের নিষেধ আছে। শ্রবণগুরু ও ভজনশিক্ষাগুরুর প্রায়ই একত্ব ; শিক্ষাগুরুর বহুত্ব ; এ বিষয়ে শ্রবণগুরু-সঙ্গ হইতেই শাস্ত্রীয়-জ্ঞানলাভ ঘটে। মন্ত্র-দীক্ষারূপ অনুগ্রহ। যাঁহারা গুরুপাদপদ্ম অবজ্ঞা করিয়া ভগবানের সান্নিধ্য-প্রার্থী, তাঁহারা সেই সেই উপায়ে খিন্ন হন। সুতরাং শত শত ব্যসন আসিয়া গুরুভক্তি-রহিত জীবকে ভক্তসজ্জায় কেবল সংসারেই বাস করায়। সমুদ্রে কর্ণধাররহিত নৌকার ন্যায় সংসার হইতে তাহার উদ্ধার হয় না। গুরুসেবাদ্বারাই কৃষ্ণলাভ হয়। ভক্তগণ স্মরণাদিদ্বারা তাঁহার সেবা করেন। 'আমি অধিক বুঝি, আর অন্য গুরু আসিয়া আমায় কি অধিক উপদেশ দিবেন?'—এইরূপ অহঙ্কারকারী-জনের অপরাধবশতঃ কৃষ্ণভক্তি লাভ হয় না। ব্যবহারিক, লৌকিক, কৌলিক অযোগ্য গুরুদেবের পরিবর্ত্তে পারমার্থিক গুরুর আশ্রয় করিবে।

৩৬। শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন ও শ্রীজীব—আদি ১০ম পঃ ৮৫ সংখ্যা দ্রষ্টব্য। শ্রীরঘুনাথ ভট্ট—আদি ১০ম পঃ ১৫৩-১৫৮ সংখ্যা দ্রষ্টব্য। শ্রীরঘুনাথ দাস—আদি ১০ম পঃ ৯১ সংখ্যা দ্রষ্টব্য। শ্রীগোপালভট্ট—আদি ১০ম পঃ ৮ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

শ্রীমদ্ভাগবত (১১।১৭।২৭)—

আচার্য্যং মাং বিজানীয়ান্নাবমন্যেত কর্হিচিৎ।
ন মর্ত্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ ॥ ৪৬ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৪৬। ভগবান্ উদ্ধবকে কহিলেন,—হে উদ্ধব, গুরুদেবকে মৎস্বরূপ জানিবে। গুরুতে সামান্য নরবুদ্ধিতে অসূয়া অর্থাৎ অনাদর করিবে না। গুরু সর্ব্বদেবময়।

অনুভাষ্য

৩৮। শ্রীবাস—আদি ১০ম পঃ ৮ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

৩৯। শ্রীঅদ্বৈত—আদি ৬ষ্ঠ পঃ।

৪০। শ্রীনিত্যানন্দ—আদি ৫ম পঃ।

৩৭-৪৫। শ্রীগৌরসুন্দরে অনন্ত প্রণতি, শ্রীঅদ্বৈতে ও শ্রীশিক্ষাগুরুতে কোটি প্রণতি, শক্তি ও ভক্ততত্ত্বে সহস্র প্রণতির সংখ্যাগত তারতম্য-দর্শনে মায়িক ভেদবুদ্ধি উদ্দিষ্ট হয় নাই।

গুরুদ্বয়, ভক্ত, ঈশ্বর, ঈশ্বরাবতার, ঈশ্বর-প্রকাশ ও শক্তি—এই ছয় তত্ত্বরূপেই কৃষ্ণচৈতন্যদেবের বিলাস এবং অচিন্ত্য-ভেদাভেদবিচারে অদ্বয়জ্ঞান কৃষ্ণচৈতন্যসংজ্ঞায় কথিত।

মহাপ্রভু চৈতন্যদেব ব্যতীত সকলেই তাঁহার দাস, সুতরাং গুরুদেবে চৈতন্যদাস্য ব্যতীত অপর প্রকাশের সম্ভাবনা নাই। তিনি আশ্রয়-বিগ্রহ বলিয়া সেবক। সেবাপ্রকাশ-বিগ্রহ গুরুদেব সেব্যের সেবা ব্যতীত অন্যভাবে প্রকাশিত নহেন। প্রকাশ-বিগ্রহ গুরুদেবে বিষয়বিগ্রহ-বুদ্ধির অবকাশ নাই। আশ্রয়-বিগ্রহ বলিয়া তিনি কৃষ্ণরূপে শাস্ত্রে কথিত।

৪৬। বর্ণাশ্রমচারী ও তদিতরগণের কৃষ্ণভক্তি-লক্ষণরূপ স্বধর্ম্ম শুনিয়া উদ্ধব সেই ভক্তির অনুষ্ঠানবিষয়ে ভগবানের নিকট প্রশ্ন করিলে তিনি বর্ণিগণের স্বভাব বর্ণনপূর্ব্বক ব্রহ্মচারীর গুরুকুলবাস-প্রসঙ্গে গুরুর প্রতি ব্যবহার বলিতেছেন,—

আচার্য্যং (গুরুং) মাং (মদীয়প্রেষ্ঠং) বিজানীয়াৎ। কর্হিচিৎ (কদাপি) ন অবমন্যেত (যত্র কুত্র কারণোদয়েঽপি ন গর্হয়েৎ)। [যতঃ] গুরুঃ সর্ব্বদেবময়ঃ, [তং] মর্ত্ত্যবুদ্ধ্যা (ঔপাধিক-জড়-দেশকালপাত্রাবচ্ছিন্নধিয়া) ন অসূয়েত (নিজ-প্রাকৃতজাড্যেন মৎসরো ভূত্বা আত্মসমং ন ভাবয়েৎ)।

আচার্য্য—"উপনীয় তু যঃ শিষ্যং বেদমধ্যাপয়েদ্দ্বিজঃ। সকল্পং সরহস্যঞ্চ তমাচার্য্যং প্রচক্ষতে।।" (—মনু ২।১৪০); "আচিনোতি যঃ শাস্ত্রার্থমাচারে স্থাপয়ত্যপি। স্বয়মাচরতে যস্মাদাচার্য্যস্তেন কীর্ত্তিতঃ।।"—বায়ুপুরাণ।

শ্রীভগবান্ই আচার্য্যরূপে শিষ্যের নিকট প্রকাশিত হন। শ্রীমদাচার্য্যের আচরণে হরিসেবা ব্যতীত অন্য কার্য্য নাই। তিনি সাক্ষাৎ আশ্রয়-বিগ্রহ। যদি কেহ হরিসেবাবিমুখ হইয়া আচার্য্যত্বের অভিমান করেন, তাহা হইলে তাঁহার সুদুরাচারকে কেহই সদাচার বলিয়া গ্রহণ করেন না। আচার্য্যের অনন্যভজনই তাঁহার ভগবৎপ্রকাশত্বের পরিচায়ক। ভোগে অসন্তুষ্ট হইয়া ইন্দ্রিয়পরায়ণগণ আচার্য্যের সুষ্ঠু আচরণেও ঈর্ষা করেন। আচার্য্যদেব—সেব্য ভগবানের অভিন্নাঙ্গ, সুতরাং তাঁহার প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ করিলে ভগবান্ ও তৎপরিকরের কৃপা হইতে বঞ্চিত হইয়া জীবের দুর্গতি হয়।

গুরুদেব বস্তুতঃ কৃষ্ণচৈতন্যদাস হইলেও শিষ্য অপ্রাকৃত দৃষ্টিতে তাঁহাকে শ্রীগৌরসুন্দরের প্রকাশবিশেষ জানিবেন। কৃষ্ণ-সহ প্রকৃতপক্ষে নিত্য সেব্য-সেবকভাবরহিত হইয়া গুরুদেব কোন অংশেই ব্রজেন্দ্রনন্দনের সহিত লীলাবৈচিত্র্যে ভিন্ন নহেন—এরূপ নহে। নির্ব্বিশেষবাদিগণের মতে অপ্রাকৃতা-নুভূতিতে স্বগত-সজাতীয়-বিজাতীয় বিশেষত্ব না থাকায় তাঁহাদের দৃষ্টির অনুগমনে কোন ভক্তিমান্ বৈষ্ণবাচার্য্যই গুরু ও কৃষ্ণে কোন অংশে ভেদ নাই বলেন না, পরন্তু অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্বই উপদেশ করেন। শ্রীরঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভু গুরুদেব-সম্বন্ধে 'মুকুন্দপ্রেষ্ঠত্বে গুরুবরং স্মর' এইরূপ বলেন। শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু ভক্তিসন্দর্ভে (২১৬ সংখ্যা) লিখিয়াছেন, —"শুদ্ধভক্তাঃ শ্রীগুরোঃ শ্রীশিবস্য চ ভগবতা সহ অভেদ-দৃষ্টিং তৎপ্রিয়তম—ত্বেনৈব মন্যন্তে।" তদনুগ শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর শ্রীগুরুদেব-স্তোত্রে বলিয়াছেন,—"সাক্ষাদ্ধরিত্বেন সমস্তশাস্ত্রৈরুক্তস্তথা ভাব্যত এব সদ্ভিঃ। কিন্তু প্রভোর্যঃ প্রিয় এব তস্য বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্।।" অর্থাৎ সমস্ত শাস্ত্রেই শিষ্যের দৃষ্টিতে গুরুদেব সাক্ষাৎ 'হরি' বলিয়া কথিত হইয়াছেন এবং সাধুগণ গুরুকে তাহাই জানেন। কিন্তু যিনি সদা প্রকাশ-স্বরূপ হইয়া কৃষ্ণচৈতন্যদেবের প্রিয়-সেবাধিকারী, সেই গুরুদেবের চরণপদ্ম গুরুর নিত্যদাস আমি বন্দনা করি। গৌড়ীয় বৈষ্ণবমাত্রেই আশ্রয়-বিগ্রহ শ্রীগুরুদেবকে 'তদীয়' জানিয়া গুরুধ্যান করেন এবং সকল প্রাচীন উপাসনা-পদ্ধতিসমূহে ও শুদ্ধভজনগীতিগুলিতে, শ্রীগুরুদেবকে শ্রীরাধাপ্রিয়সখী বা শ্রীনিত্যানন্দস্বরূপ-প্রকাশ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন।

৪৭। যিনি হরিভজন শিক্ষা দেন, তিনি শিক্ষা-গুরু। ভজনহীন দুরাচার, গুরু বা আচার্য্য নহেন। ভজনানন্দী মহান্ত-গুরু এবং ভজনানুকূল বিবেকদাতা চৈত্ত্যগুরুভেদে শিক্ষক দ্বিবিধ। সাধ্য-সাধন-ভেদে ভজনশিক্ষা-ভেদ। কৃষ্ণপ্রদাতা

(২) শিক্ষাগুরুর তত্ত্ব ; তাঁহার দ্বিবিধ রূপ (ক) চৈত্ত্যগুরু, (খ) মহান্তগুরু ঃ—

শিক্ষাগুরুকে ত' জানি কৃষ্ণের স্বরূপ।
অন্তর্যামী, ভক্তশ্রেষ্ঠ,—এই দুই রূপ ॥ ৪৭ ॥

শ্রীমদ্ভাগবত (১১।২৯।৬)—

নৈবোপযন্ত্যপচিতিং কবয়স্তবেশ
ব্রহ্মায়ুষাপি কৃতমৃদ্ধমুদঃ স্মরন্তঃ ।
যোঽন্তর্ব্বহিস্তনুভৃতামশুভং বিধুন্ব-
ন্নাচার্য্য-চৈত্ত্যবপুষা স্বগতিং ব্যনক্তি ॥ ৪৮ ॥

ভগবান্‌ই তদীয় শরণাগত সাধকের প্রেমসিদ্ধি-দাতা ঃ—

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (১০।১০)—

তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্ ।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে ॥ ৪৯ ॥

যথা ভগবান্ ব্রহ্মাণে স্বয়মুপদিশ্যানুভাবিতবান্ ॥ ৫০ ॥

শ্রীমদ্ভাগবত (২।৯।৩০-৩৫)—

জ্ঞানং পরমগুহ্যং মে যদ্বিজ্ঞান-সমন্বিতম্ ।
সরহস্যং তদঙ্গঞ্চ গৃহাণ গদিতং ময়া ॥ ৫১ ॥
যাবানহং যথাভাবো যদ্রূপগুণকর্ম্মকঃ ।
তথৈব তত্ত্ববিজ্ঞানমস্তু তে মদনুগ্রহাৎ ॥ ৫২ ॥
অহমেবাসমেবাগ্রে নান্যৎ যৎ সদসৎপরম্ ।
পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোঽবশিষ্যেত সোঽস্ম্যহম্ ॥ ৫৩ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৪৮। হে ঈশ, ব্রহ্মার সদৃশ আয়ুলব্ধ কবিসকলও তোমার স্মৃতিজনিত আনন্দদ্বারা তোমার প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতে সমর্থ হন না ; যেহেতু, তুমি অপার কৃপাবশতঃ দেহধারী জীবের সমস্ত অশুভ নাশ ও স্বগতি প্রকাশ করিবার জন্য বাহ্যে আচার্য্যরূপে এবং অন্তরে অন্তর্যামিরূপে অবস্থিত আছ।

৪৯। নিত্য ভক্তিযোগদ্বারা যাঁহারা প্রীতিপূর্ব্বক আমার ভজন করেন, আমি তাঁহাদের শুদ্ধজ্ঞানজনিত বিমল-প্রেমযোগ দান করি। তাঁহারা তাহাদ্বারা আমার পরমানন্দধাম লাভ করেন।

অনুভাষ্য

শ্রীগুরুদেব, শিষ্যকে সম্বন্ধজ্ঞানে সমৃদ্ধ করিয়া তাঁহাতে স্বীয় সেবানুভূতি উন্মেষিত করেন। সেই দীক্ষাগুরুর নিকট হইতে অনুগ্রহ লাভ করিয়া তাঁহার সুষ্ঠুভাবে বিষ্ণুসেবন-শিক্ষা 'অভিধেয়'-নামে কথিত। আশ্রয়-বিগ্রহ শিক্ষাগুরু—অভিধেয়-বিগ্রহ, সুতরাং ঐ আশ্রয়-বিগ্রহ সম্বন্ধজ্ঞান-দাতা দীক্ষাগুরু হইতে পৃথক্ বস্তু নহেন। উভয়েই শ্রীগুরুদেব। তাঁহাদের প্রতি উচ্চাবচ-ভাব-প্রদর্শন বা উপলব্ধি অপরাধ আনয়ন করে। কৃষ্ণের 'রূপ' ও 'স্বরূপে' ভাষাগত বৈষম্য নাই। দীক্ষাগুরু শ্রীসনাতন মদনমোহন-পাদপদ্মদাতা। ব্রজে বিচরণে অসমর্থ ভগবদ্বিস্মৃত জীবকে তিনি ভগবৎপাদ-সর্ব্বস্বানুভূতি প্রদান করেন। শিক্ষাগুরু শ্রীরূপ শ্রীগোবিন্দের ও তৎপ্রেষ্ঠের পাদ-সেবাধিকার-দাতা।

৪৮। সবিস্তার যোগশাস্ত্র শ্রবণ করিয়া উদ্ধব যোগপন্থাকে বহ্বায়াসযুক্ত জানিয়া সংক্ষেপে ভগবানের নিকট ভক্তিযোগ-কথা শুনিবার উদ্দেশ্যে তাঁহাকে বলিতেছেন,—

হে ঈশ, তব কৃতং (ত্বৎকৃতমুপকারং) স্মরন্তঃ (চিন্তয়ন্তঃ) ঋদ্ধমুদঃ (বর্দ্ধিতপরমানন্দাঃ) কবয়ঃ (বিবেকিনঃ) ব্রহ্মায়ুষাপি (ব্রহ্মতুল্যমায়ুঃ প্রাপ্য ভজন্তোঽপি) অপচিতিং (প্রত্যুপকারং আনৃণ্যং) নৈব উপযন্তি (প্রাপ্নুবন্তি)। [যতঃ] যঃ (ভবান্) বহিঃ আচার্য্যবপুষা (মন্ত্রগুরুরূপেণ শিক্ষাগুরুরূপেণ বা) অন্তশ্চৈত্ত্য-বপুষা (অন্তর্যামিরূপেণ) তনুভৃতাং (শরীরধারিণাং জীবানাং) অশুভং (কৃষ্ণেতর বিষয়াভিনিবেশং) বিধুন্বন্ (নিরস্যন্) স্বগতিং (আত্মস্বরূপং পার্ষদত্বলক্ষণাং গতিং) ব্যনক্তি (প্রকাশয়তি)।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৫০। ভগবান্ স্বয়ং ব্রহ্মাকে এইরূপ উপদেশদ্বারা অনুভব করাইয়াছিলেন।

৫১। বিজ্ঞানসমন্বিত রহস্য ও তদঙ্গযুক্ত আমার পরমগুহ্য জ্ঞান তোমাকে কৃপা করিয়া আমি বলিতেছি, তাহা তুমি গ্রহণ কর।

৫২। আমার স্বরূপ, আমার লক্ষণ, আমার রূপ, গুণ ও লীলা যে-প্রকার, সেই সকলের তত্ত্ববিজ্ঞান আমার অনুগ্রহে তুমি প্রাপ্ত হও।

৫৩। এই জগৎসৃষ্টির পূর্ব্বে কেবল আমি ছিলাম। সৎ, অসৎ এবং অনির্ব্বচনীয় নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম পর্য্যন্ত অন্য কিছুই আমা হইতে পৃথগ্রূপে ছিল না। সৃষ্টি হইলে পর এ সমুদয়-স্বরূপে আমিই আছি এবং সৃষ্টির লয় হইলে একমাত্র আমিই অবশিষ্ট থাকিব।

অনুভাষ্য

৪৯। নিশ্চল ভক্তিযোগে অবস্থিত হইয়া ভগবান্ হইতে সকল উৎপত্তি ও প্রবৃত্তি হয় জানিয়া যে-সকল ভজনশীল পণ্ডিত কৃষ্ণচিত্ত ও কৃষ্ণপ্রাণ হইয়া পরস্পর ভাব-বিনিময় ও হরিবিষয়ক কথোপকথন করিয়া কৃষ্ণকে তোষণ ও রমণ করেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন,—

তেষাং সততযুক্তানাং (নিত্যমেব মৎসেবাযোগাকাঙ্ক্ষিণাং) প্রীতিপূর্ব্বকং (আদরেণ) ভজতাং (ত্যক্তান্যাভিলাষকর্ম্মজ্ঞানানাং হরিসেবারতানাং) তং বুদ্ধিযোগং দদামি (তেষাং হৃদ্বৃত্তিষু অহমেব উদ্ভাবয়ামি) যেন তে মাং উপযান্তি (লভন্তে)। (স বুদ্ধিযোগঃ স্বতোঽন্যস্মাচ্চ কুতশ্চিদপ্যধিগন্তুমশক্যঃ, কিন্তু মদেকদেয়স্তদেক-গ্রাহ্য ইতি ভাবঃ)।

৫১। সৃষ্টি করিতে মানস করিয়া ব্রহ্মা অত্যধিক চিন্তা করিতেছিলেন। 'তপ' এই দৈববাণী শ্রবণ করিয়া নিষ্কপট তপস্যায় প্রবৃত্ত হইয়া বিষ্ণুর প্রসন্নতাক্রমে বৈকুণ্ঠ দর্শন করেন। সেখানে নির্ম্মদ হইয়া তত্ত্বজিজ্ঞাসু হইলে ভগবান্ ছয়টী শ্লোক বলিলেন। (শ্রীমদ্ভাগবতের গৌড়ীয় ভাষ্য দ্রষ্টব্য)।

মে (মম ভগবতঃ) জ্ঞানং পরমগুহ্যং (নির্ব্বিশেষব্রহ্মজ্ঞানা-দেরপি শ্রেষ্ঠতমং) বিজ্ঞান-সমন্বিতং (ন কেবলং মদ্রূপস্য জ্ঞানং এব তুভ্যং দদামি, অপি তু কার্ষ্ণকৃষ্ণবিজ্ঞানেনানুভবেন যুক্তং)

ঋতেঽর্থং যৎ প্রতীয়েত ন প্রতীয়েত চাত্মনি ।
তদ্বিদ্যাদাত্মনো মায়াং যথাভাসো যথা তমঃ ॥ ৫৪ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৫৪। পূর্ব্বশ্লোকে পরমতত্ত্বের স্বরূপজ্ঞান নির্ণীত হইয়াছে। কিন্তু স্বরূপ হইতে ইতর তত্ত্বের জ্ঞানদ্বারা স্বরূপতত্ত্বের জ্ঞানকে যতক্ষণ দৃঢ় না করে, ততক্ষণ বিজ্ঞান হয় না। স্বরূপতত্ত্ব হইতে ইতর তত্ত্বের নাম 'মায়া'। সেই মায়াতত্ত্বের জ্ঞান এই শ্লোকে বিস্তৃত হইতেছে। স্বরূপতত্ত্বই 'অর্থ' অর্থাৎ যথার্থ তত্ত্ব। সেই তত্ত্বের বাহিরে যাহা প্রতীত হয় এবং সেই স্বরূপতত্ত্বে যাহার প্রতীতি নাই, তাহাকেই আত্মতত্ত্বের মায়াবৈভব বলিয়া জানিবে। সহজে বুঝা যায় না বলিয়া ইহার দুইটী প্রাদেশিক উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে। স্বরূপতত্ত্বকে সূর্য্যের ন্যায় জ্ঞান কর। সূর্য্যের ইতরতত্ত্ব দুইরূপে প্রতীত হয়—একরূপ আভাস, অন্যরূপ তমঃ। সূর্য্যের প্রতিচ্ছবি জল হইতে অন্যস্থানে পতিত হয়, তাহাকে 'আভাস' বলে। সূর্য্যের প্রভাব যেদিকে দৃশ্য না হয়, তাহাকে 'তমঃ' অর্থাৎ 'অন্ধকার' বলে। চিজ্জগৎ ভগবৎস্বরূপের কিরণ-স্বরূপ। তাহার সাদৃশ্যাবলম্বী আভাসরূপ মায়াবৈভব—ইহাই আভাসের উদাহরণ। চিত্তত্ত্ব হইতে সুদূরবর্ত্তী অন্ধকার ঐ মায়াবৈভব ; এইটী দ্বিতীয় উদাহরণ। তাৎপর্য্য এই, আত্মতত্ত্ব ও মায়াতত্ত্বের পরস্পর দুইপ্রকার সম্বন্ধ ; প্রথম সম্বন্ধ এই যে, আত্মস্বরূপ ব্যতীত ইতরস্বরূপ যাহা প্রকাশিত হয়, তাহা 'মায়া'। এবং আত্মস্বরূপ হইতে সুদূরবর্ত্তী অনাত্ম অজ্ঞানও মায়া।

অনুভাষ্য

সরহস্যং (তত্রাপি রহস্যং যৎ কিমপ্যস্তি, তেনাপি সহিতং প্রেম-ভক্তিরূপং) তদঙ্গঞ্চ (তস্য রহস্যস্য অঙ্গং শ্রবণাদিভক্তিরূপং সাধনভক্তিযোগং সম্বন্ধজ্ঞানস্য সহায়ং) ময়া গদিতং (ত্বয়া অপৃষ্টমপি এতৎ ত্রয়ং কৃপয়ৈব ময়া, ন ত্বন্যেন কথিতং সৎ) গৃহাণ।

৫২। যাবান্ (যৎপ্রমাণাকারঃ, যাদৃশস্থৌল্যকার্শ্যদৈর্ঘ্যতুঙ্গতা-বৃত্ততাদ্যৌচিত্যসংনিবেশবিশিষ্টাবয়বঃ স্বরূপতো যৎপরিমাণকঃ), অহং যথাভাবঃ (সত্তা যস্যেতি যল্লক্ষণঃ), অহং যদ্রূপ-গুণকর্ম্মকঃ (যানি রূপানি শ্যামত্ব-চতুর্ভুজত্ব-দ্বিভুজত্ব-গৌরত্ব-কৃষ্ণত্ব-রামত্ব-নৃসিংহত্বাদীনি, যে গুণাঃ ভক্তবাৎসল্যাদ্যাঃ, যানি কর্ম্মাণি লক্ষ্মীপরিগ্রহ-গোবর্দ্ধনোদ্ধরণাদীনি যস্য সঃ) তথৈব (তেন সর্ব্বেণ প্রকারেণৈব) তত্ত্ববিজ্ঞানং (যাথার্থ্যানুভবঃ) মদনুগ্রহাৎ তে (তব) অস্তু। [সাধনভক্তি-প্রেমভক্ত্যোর্বৃদ্ধি-তারতম্যেনৈব মদ্রূপ-গুণ-লীলামাধুর্য্যানুভবতারতম্যে মৎস্বরূপা-দধিকতম-মাধুর্য্যং পরম-দুর্ল্লভং কৃষ্ণস্বরূপং মাং ব্রজভূমৌ ত্বং সাক্ষাদনুভবিষ্যসি। এতেন চতুঃশ্লোক্যর্থস্য নির্ব্বিশেষপরত্বং স্বয়মেব পরাস্তম্।]

যথা মহান্তি ভূতানি ভূতেষূচ্চাবচেষ্বনু ।
প্রবিষ্টান্যপ্রবিষ্টানি তথা তেষু নতেষ্বহম্ ॥ ৫৫ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৫৫। যেরূপ মহাভূতসকল বৃহৎ ও ক্ষুদ্র ভূতমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াও অপ্রবিষ্টরূপে স্বতন্ত্র বর্ত্তমান, সেইরূপে আমি ভূতময় জগতে সর্ব্বভূতে সত্ত্বাশ্রয়রূপ পরমাত্মভাবে প্রবিষ্ট থাকিয়াও পৃথগ্ ভগবদ্রূপে নিত্য বিরাজমান ও ভক্তজনের একমাত্র প্রেমাস্পদ। তাৎপর্য্য,—ক্ষিতি-জল-তেজো-বায়ু-আকাশরূপ মহাভূতসকল পঞ্চীকৃত হইয়া যেমন স্থূলজগৎকে প্রকাশ করত তাহার উপকরণরূপে তন্মধ্যস্থিত হইয়াও মহাভূত অবস্থায় স্বতন্ত্র আছে, তদ্রূপ চিন্ময় পরমেশ্বর স্বীয় জড়শক্তি ও জীবশক্তিদ্বারা জগৎ সৃষ্টি করিয়া একাংশে জগতে সর্ব্বব্যাপী হইয়া থাকিয়াও যুগপৎ তদীয় চিদ্ধামে পূর্ণ চিদ্বিগ্রহরূপে নিত্য বিরাজমান। আবার চিদ্বিগ্রহের কিরণপরমাণুস্বরূপ জীবগণ শুদ্ধপ্রেমমার্গে তাঁহার বিমলপ্রেম আস্বাদন করেন—ইহাই রহস্য।

অনুভাষ্য

৫৩। অহং (অহং-শব্দেন তদ্বক্তা মূর্ত্ত এবোচ্যতে, ন তু নির্ব্বিশেষং ব্রহ্ম, তদবিষয়ত্বাৎ ; আত্মজ্ঞানত্বাৎ পর্য্যকত্বে তু তত্ত্ব-মসীতিবৎ ত্বমেবাসীরিত্যেব বক্তুমুপযুক্তত্বাৎ। সম্প্রতি ভবন্তং প্রতি প্রাদুর্ভবন্নসৌ পরম মনোহর-শ্রীবিগ্রহোঽহম্) এব অগ্রে (সৃষ্টেঃ পূর্ব্বং মহাপ্রলয়কালেঽপি) আসম্ ; অন্যৎ ন (ন কিঞ্চিৎ আসীৎ, "বাসুদেবো বা ইদমগ্র আসীন্ন ব্রহ্মা ন চ শঙ্করঃ", "একো নারায়ণ আসীন্ন ব্রহ্মা নেশানঃ" ইত্যাদি-শ্রুতিভ্যঃ। বৈকুণ্ঠ-তৎপার্ষদাদীনামপি তদুপাঙ্গত্বাদহংপদেনৈব গ্রহণং—রাজাঽসৌ প্রযাতীতিবৎ) ; সদসৎপরং (সৎ কার্য্যং অসৎ কারণং তয়োঃ পরং) যৎ (যদ্ব্রহ্ম) তৎ অন্যৎ ন (তন্ন মত্তোঽন্যৎ ; যদ্বা, তদানীং প্রপঞ্চে বিশেষাভাবাৎ নির্ব্বিশেষচিন্মাত্রাকারেণ, বৈকুণ্ঠে তু সবিশেষভগবদ্রূপেণ) ; পশ্চাৎ (সৃষ্টেরনন্তরমপি) অহম্ (এবাস্মি, বৈকুণ্ঠে তু ভগবদাদ্যাকারেণ, প্রপঞ্চেষু অন্তর্যাম্যাকারেণ) ; যদেতৎ (বিশ্বং) তদপ্যহমেবাস্মি (মদনন্যত্বান্মদাত্মকমেব) [তথা প্রলয়ে] যোঽবশিষ্যেত সোঽহমেবাস্মি। [কালাব্যবচ্ছিন্ন-নিত্য-লীলাবিগ্রহস্য শ্রীকৃষ্ণস্য সর্ব্বকালে প্রকটতাস্তীত্যর্থঃ]।

৫৪। অর্থং (পরমার্থভূতং মাং) ঋতে (বিনা) যৎ প্রতীয়েত (মৎপ্রতীতৌ তৎপ্রতীত্যভাবাৎ মত্তো বহিরেব যস্য প্রতীতি-রিত্যর্থঃ), যচ্চাত্মনি ন প্রতীয়েত (যস্য চ মদাশ্রয়ত্বং বিনা স্বতঃ প্রতীতির্নাস্তীত্যর্থঃ), তৎ (তথালক্ষণং বস্তু) আত্মনো (মম পরমে-শ্বরস্য) যথাভাসঃ (আভাসো জ্যোতির্বিম্বস্য স্বীয়-প্রকাশাদ্ব্যবহিত-প্রদেশে কথঞ্চিদুচ্ছলিতপ্রতিচ্ছবি-বিশেষঃ, স যথা তস্মাদ্বহিরেব প্রতীয়তে, ন চ তং বিনা তস্য প্রতীতিস্তথা সা) যথা তমঃ ('তমঃ-শব্দেন তমঃপ্রায়ং বর্ণশাবল্যমুচ্যতে' তদ্ যথা তন্মূলজ্যোতিষ্যসদপি

শ্রীমদ্ভাগবত (২।৯।৩৫)—

এতাবদেব জিজ্ঞাস্যং
তত্ত্বজিজ্ঞাসুনাত্মনঃ ।
অন্বয়-ব্যতিরেকাভ্যাং
যৎ স্যাৎ সর্ব্বত্র সর্ব্বদা ॥ ৫৬ ॥

শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত (১)—

চিন্তামণির্জয়তি সোমগিরির্গুরুর্মে-
শিক্ষাগুরুশ্চ ভগবান্ শিখিপিঞ্ছমৌলিঃ ।
যৎপাদকল্পতরুপল্লবশেখরেষু
লীলাস্বয়ম্বররসং লভতে জয়শ্রীঃ ॥ ৫৭ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৫৬। যিনি আত্মতত্ত্বজিজ্ঞাসু তিনি অন্বয়-ব্যতিরেকদ্বারা এই বিষয়ের বিচারপূর্ব্বক যে বস্তু সর্ব্বত্র ও সর্ব্বদা নিত্য, তাহারই অনুসন্ধান করিবেন। তাৎপর্য্য,—প্রেম-রহস্য যে উপায়ে সাধিত হয়, তাহার নাম সাধনভক্তি। তত্ত্বজিজ্ঞাসু পুরুষ সদ্‌গুরুচরণ হইতে অন্বয়-ব্যতিরেকে অর্থাৎ বিধি-নিষেধ শিক্ষাপূর্ব্বক তত্ত্বানুশীলন করিতে করিতে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিবেন।

৫৩-৫৬। শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের মত সম্পূর্ণরূপে আছে। ভাগবতগ্রন্থে ১৮,০০০ শ্লোক ; সেই আঠারহাজার শ্লোকে যাহা কিছু আছে, তাহার মূল এই চারিশ্লোকে। 'অহমেব' শ্লোকে—ভগবত্তত্ত্ব, ভগবৎস্বরূপ, তাঁহার গুণ ও লীলা সংক্ষেপে বর্ণিত। 'ঋতেঽর্থং' শ্লোকে—ভগবৎস্বরূপতত্ত্ব হইতে পৃথগ্‌রূপে প্রতিভাত মায়াতত্ত্ব এবং সেই মায়াতত্ত্বের সম্বন্ধজনিত মায়াশক্তির বশযোগ্য জীবতত্ত্ব এবং জীবের ভোগায়তন জড়তত্ত্ব বিচারিত হইয়াছে। এই দুইটী শ্লোকে সম্বন্ধজ্ঞান সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাতব্য। 'যথা মহান্তি' শ্লোকে—জীব ও জড় হইতে ভগবত্তত্ত্বের অচিন্ত্যভেদাভেদ-সত্ত্বেও ভগবানের নিত্যস্বরূপের পৃথগবস্থান এবং জীবগণের তাঁহার চরণাশ্রয়ক্রমে মহাপ্রেমসম্পত্তিলাভরূপ পরম প্রয়োজন কথিত হইয়াছে। 'এতাবদেব' শ্লোকে সেই পরমপ্রয়োজন লাভের একমাত্র উপায়স্বরূপ সাধনভক্তি উল্লিখিত হইয়াছে। সাধনভক্তির অন্তর্গত প্রাপ্তিসাধক বিধিসকলকে আনুকূল্যভাবে 'অন্বয়' বলিয়া উক্তি করা গিয়াছে। তৎপ্রাপ্তির বাধকরূপ প্রাতিকূল্যজনক ক্রিয়াসকলকে নিষেধমধ্যে পরিগণিত করিয়া ব্যতিরেক-শব্দে উক্তি করা গিয়াছে। সাধনতত্ত্বের নাম 'অভিধেয়' অর্থাৎ শাস্ত্রের অভিধাবৃত্তিক্রমে যে উপদেশ লব্ধ হয়, তাহাই অভিধেয়।

৫৭। চিন্তামণিস্বরূপ সোমগিরি-নামা যিনি আমার গুরু, তিনি জয়যুক্ত হউন। ময়ূরপুচ্ছধারী মৎশিক্ষাগুরু ভগবান্‌ও জয়যুক্ত হউন। তাঁহার পদকল্পতরু-পল্লবরূপ নখাগ্রের শোভাতে আকৃষ্ট হইয়া জয়শ্রী অর্থাৎ শ্রীমতী রাধিকা স্বয়ম্বরজনিত সুখ লাভ করিতেছেন।

অনুভাষ্য

তদাশ্রয়ত্বং বিনা ন সম্ভবতি তদ্বদিয়ং) মায়াং (জীবমায়া-গুণমায়েতি দ্ব্যাত্মিকাং মায়াখ্যশক্তিং) বিদ্যাৎ (জানীয়াৎ)।

৫৫। যথা মহান্তি ভূতানি (আকাশাদীনি) উচ্চাবচেষু ভূতেষু (দেবমনুষ্যতির্য্যগাদিষু) অপ্রবিষ্টানি (বহিঃস্থিতান্যপি) অনুপ্রবিষ্টানি (অন্তঃস্থিতানি ভান্তি), তথা [লোকাতীত-বৈকুণ্ঠস্থিতত্বেন অপ্রবিষ্টোঽপি] অহং তেষু (তত্তদ্‌গুণবিখ্যাতেষু) নতেষু (প্রণত-জনেষু) প্রবিষ্টো (হৃদি স্থিতঃ) [অহং ভামি অন্তকরণেষু দর্শনং দাতুম্ ; তথা অপ্রবিষ্টঃ বহিঃ স্থিতশ্চ তেষাং নয়নেষু স্বসৌন্দর্য্যমর্পয়িতুং, নাসাসু স্বসৌরভ্যং প্রবেশয়িতুং, তৈঃ সহোক্তিপ্রত্যুক্তী কুর্ব্বন্ তেষাং কর্ণেষু স্বসৌস্বর্য্যামৃতং পূরয়িতুং, স্পর্শনালিঙ্গনাদি-দানৈস্তেষামঙ্গেষু স্বীয়সৌকুমার্য্য-মাধুর্য্যাদিকং চানুভাবয়িতুমিতি তেষু গুণাতীত-ভক্তেষু অন্তর্ব্বহির্ময়া ত্যক্তুমশক্যেষু আসঙ্গ-সহিতৈব মম ক্রীড়া। তদেবং তেষাং তাদৃগাত্মবশকারিণী প্রেম-ভক্তির্নাম-রহস্যমিতি সূচিতম্]।

৫৬। আত্মনঃ (মম ভগবতঃ) তত্ত্বজিজ্ঞাসুনা (স্বস্য শ্রেয়ঃসাধনে যাথার্থ্যমনুভবিতুমিচ্ছুনা) এতাবদেব জিজ্ঞাস্যং (শ্রীগুরুচরণেভ্যঃ শিক্ষণীয়ম্) [কিং তৎ] যৎ (একমেব বস্তু) অন্বয়-ব্যতিরেকাভ্যাং (বিধি-নিষেধাভ্যাং) সর্ব্বদা সর্ব্বত্র স্যাৎ (ইতি)। [স্বর্গাপবর্গপ্রেমসু মধ্যে আত্মনঃ শ্রেয়ঃ কিমিতি প্রশ্নে—প্রেমা তু স্বস্যৈবান্বয়-ব্যতিরেকাভ্যাং সিদ্ধ্যতি, স্বর্গাপবর্গৌ তাভ্যাং তাবৎ ন সিদ্ধতঃ। যথা—জিজ্ঞাস্যেষু মধ্যে এতাবদেব জিজ্ঞাস্যং, কিং তৎ? অন্বয়-ব্যতিরেকাভ্যাং যোগাযোগাভ্যাং সম্ভোগ-বিপ্রলম্ভাভ্যাং যৎ স্যাৎ সর্ব্বত্র সর্ব্বব্রহ্মাণ্ডবর্ত্তিনি শ্রীবৃন্দাবনাদৌ দাস-সখি-গুরু-প্রেয়সীষু সর্ব্বদা নিত্যমেব মহাপ্রলয়-সময়েঽপীতি দাস্য-সখ্য-বাৎসল্য-শৃঙ্গাররসানাং আস্বাদনং ব্যঞ্জিতম্]।

৫৭। 'শ্রীবল্লভ-দিগ্বিজয়' গ্রন্থে অষ্টম শকশতাব্দীতে দ্রাবিড় যতিরাজ ত্রিদণ্ডি-শ্রীবিল্বমঙ্গলের উদয়কাল নির্ণীত হইয়াছে। বিল্বমঙ্গল দ্বারকাধীশ-বিগ্রহের প্রতিষ্ঠাতা রাজবিষ্ণুস্বামীর প্রধান শিষ্য বলিয়া উল্লিখিত হন। বিল্বমঙ্গলের শিষ্য দেবমঙ্গল প্রভৃতি। বিল্বমঙ্গল সাতশত-বর্ষকাল বৃন্দাবনে ব্রহ্মকুণ্ডে ভজন করেন। বল্লভভট্টের সহ সাক্ষাতের পর তাঁহার শ্রীবিগ্রহের পূজাভার হরি ব্রহ্মচারীর উপর ন্যস্ত হয়। শঙ্কর-সম্প্রদায়ের দ্বারকা মঠতালিকায়ও চিৎসুখাচার্য্য (কল্যব্দ ২৭১৫) বিল্বমঙ্গলের নাম পাওয়া যায়। লীলাশুক শ্রীবিল্বমঙ্গল ঠাকুর অপ্রাকৃত বৃন্দাবনীয়

শিক্ষাগুরুরূপে দয়া ঃ—

জীবে সাক্ষাৎ নাহি তাতে গুরু চৈত্ত্যরূপে।
শিক্ষাগুরু হয় কৃষ্ণ মহান্তস্বরূপে ॥ ৫৮ ॥

সাধুসঙ্গের কর্ত্তব্যতা ; সাধুগুরুর
ধর্ম্ম, লক্ষণ ও স্বভাব ঃ—
শ্রীমদ্ভাগবত (১১।২৬।২৬)—

ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্।
সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ ॥ ৫৯ ॥

সাধুসঙ্গে হরিকথা-শ্রবণের ফল,—শ্রদ্ধা, ভাব ও প্রেমোদয় ঃ—
শ্রীমদ্ভাগবত (৩।২৫।২৫)—

সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য্যসংবিদো ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি শ্রদ্ধা রতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি ॥ ৬০ ॥

ঈশভক্তের তত্ত্ব ও প্রকার-ভেদ ঃ—

ঈশ্বরস্বরূপ ভক্ত—তাঁর অধিষ্ঠান।
ভক্তের হৃদয়ে কৃষ্ণের সতত বিশ্রাম ॥ ৬১ ॥

শ্রীমদ্ভাগবত (৯।৪।৬৮)—

সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধূনাং হৃদয়ন্ত্বহম্।
মদন্যত্তে ন জানন্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি ॥ ৬২ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৫৮। অন্তর্যামী গুরু চৈত্ত্যরূপে অর্থাৎ চিত্তমধ্যে অবস্থিত। সুতরাং তাঁহার সম্মুখ সাক্ষাৎকার লাভ হয় না। অতএব কৃষ্ণ মহান্ত অর্থাৎ ভক্তশ্রেষ্ঠরূপে শিক্ষাগুরু।

৫৯। অতএব দুঃসঙ্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি সৎসঙ্গ করিবেন। সাধুগণ সাধু উপদেশদ্বারা তাঁহার সমস্ত ভক্তি-প্রতিকূল বাসনা-বন্ধন ছেদন করিবেন।

৬০। সাধুসঙ্গক্রমে আমার বীর্য্যসূচক হৃৎকর্ণরসায়ন কথা-সকল আলোচিত হয়। সেই সেই কথা শ্রবণ করিতে করিতে শীঘ্র অপবর্গ-পথস্বরূপ আমাতে প্রথমে শ্রদ্ধা, পরে রতি ও অবশেষে প্রেমভক্তি উদিত হয়।

৬১। ঈশ্বরের সচ্চিদানন্দস্বরূপে যাঁহার ভক্তি, তিনিই অর্থাৎ তাঁহার হৃদয় কৃষ্ণের অবস্থিতি-স্থান।

৬২। সাধুসকল আমার হৃদয় এবং আমিই সাধুগণের হৃদয়। তাঁহারা আমা ব্যতীত আর কাহাকেও জানেন না ; আমিও তাঁহাদের ব্যতীত আর কাহাকেও আমার বলিয়া জানি না।

অনুভাষ্য

লীলায় প্রবেশ-লালসায় শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত-গীতের আদিতে ত্রিবিধ গুরুবর্গের জয় উল্লেখ করিয়াছেন।—

মে (মম) গুরুঃ (বর্ত্মপ্রদর্শক-শ্রবণগুরুঃ) চিন্তামণিঃ জয়তি। [মন্ত্রগুরুঃ] সোমগিরিঃ জয়তি। [চৈত্ত্যঃ] শিক্ষাগুরুঃ শিখিপিঞ্ছ-মৌলিঃ (শিখিপিঞ্ছেরেব মৌলিঃ শিরোভূষণং যস্য সঃ) ভগবান্ (বৃন্দাবনচন্দ্রো) জয়তি। যৎপাদকল্পতরু-পল্লবশেখরেষু (যস্য ভগবতঃ পাদৌ এব কল্পতরুপল্লবৌ তয়োঃ শেখরেষু পদ-নখাগ্রেষু) জয়শ্রীঃ (জয়া চাসৌ শ্রিয়শ্চেতি মহালক্ষ্মীঃ বৃন্দাবনে-শ্বরীত্যর্থঃ) লীলাস্বয়ম্বররসং (লীলয়া গাঢ়ানুরাগেণ যঃ স্বয়ম্বর-স্তদ্রসং সুখং) লভতে।

৫৮। কৃষ্ণের সহিত বদ্ধজীবের সাক্ষাৎকার হয় না। তজ্জন্য কৃষ্ণ জীবের চিত্তে কৃষ্ণভক্তির বিবেক উদয় করাইয়া চৈত্ত্য-শিক্ষাগুরু এবং মহান্তস্বরূপ হইয়া শিক্ষাগুরু হন।

৫৯। উর্ব্বশী পুরূরবার সঙ্গ ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলে তিনি শোকে অধীর হইয়া বর্ষকালব্যাপী অনুতাপ করেন, পরে বিবেক লাভ করিয়া সঙ্গদোষের ফল উপলব্ধি করেন। শ্রীভগবান্ উদ্ধবকে এই আখ্যায়িকা বলেন,—

ততঃ দুঃসঙ্গং (যোষিৎসঙ্গং যোষিৎসঙ্গিসঙ্গং চ) [দূরে] উৎসৃজ্য (বিহায়) বুদ্ধিমান্ (সদসদ্‌বিবেকী) সৎসু (বিরক্তেষু হরিজনেষু) সজ্জেত (হরিজনসঙ্গং সর্ব্বাত্মনা কুর্য্যাৎ)। [যতঃ] সন্তঃ (সাধবঃ) অস্য (বিষয়াভিনিবিষ্টস্য) মনোব্যাসঙ্গং (বিরুদ্ধামাসক্তিম্) উক্তিভিঃ (সদুপদেশৈঃ) ছিন্দন্তি (নাশং কুর্ব্বন্তি)।

৬০। দেবহূতি নিজপুত্র কপিলদেবের নিকট নিজশ্রেয়ঃ জিজ্ঞাসা করিলে তদুত্তরে কপিলের উক্তি,—

সতাং (হরিজনানাং) প্রসঙ্গাৎ (প্রকৃষ্টাৎ সঙ্গাৎ) মম বীর্য্য-সংবিদঃ (বীর্য্যস্য সম্যগ্‌বেদনং যাসু তাঃ) হৃৎকর্ণরসায়নাঃ (হৃৎকর্ণয়োঃ রসায়নাঃ শ্রোত্রমনোঽভিরামাঃ সুখদাঃ) কথা ভবন্তি। তজ্জোষণাৎ (তাসাং জোষণাৎ সেবনাৎ) অপবর্গবর্ত্মনি (অপবর্গোঽবিদ্যানিবৃত্তিঃ এব বর্ত্ম যস্মিন্ তস্মিন্ হরৌ) [প্রথমং] শ্রদ্ধা [ততঃ] রতিঃ (ভাবঃ, ততঃ) ভক্তিঃ (প্রেমা) আশু (শীঘ্রং) অনুক্রমিষ্যতি (অনুক্রমেণ ভবিষ্যতি)। [প্রথমং শ্রদ্ধা, ততঃ সৎ-সঙ্গঃ, সঙ্গাৎ তৎকথাশ্রবণে তৎসেবনপ্রবৃত্তিঃ ভজনক্রিয়া, ততঃ প্রকৃষ্টাৎ সঙ্গাৎ অনর্থনিবর্ত্তিকাঃ কথাঃ, ততস্তা এব কথা নিষ্ঠা-মুৎপাদয়ন্ত্যো মন্মাহাত্ম্যবেদনং যতস্তথাভূতা ভবন্তি, ততো রুচি-মুৎপাদয়ন্ত্যো হৃৎকর্ণরসায়না ভবন্তি। তাসাং কথানাং জোষণাৎ প্রীত্যাস্বাদনাৎ ভগবতি শ্রদ্ধা আসক্তির্ভাবঃ প্রেমা অনুক্রমিষ্যতি]।

৬১। একমাত্র অদ্বিতীয় বস্তু ঈশ্বর। সেই ঈশ্বরবস্তু সর্ব্ব-শক্তিমান্। ভক্ত তাঁহার শক্তিজাতীয়স্বরূপ ; শক্তিমান্ জাতীয় বস্তু নহেন। কৃষ্ণের সম্বন্ধে সেবাবৃত্তি ভজনশীল ভক্তে অবস্থিত, সুতরাং কৃষ্ণের ভক্তরূপ আধারে স্থিতি।

শ্রীমদ্ভাগবত (১।১৩।১০)—

ভবদ্বিধা ভাগবতাস্তীর্থভূতাঃ স্বয়ং প্রভো ।
তীর্থীকুর্ব্বন্তি তীর্থানি স্বান্তঃস্থেন গদাভৃতা ॥ ৬৩ ॥

সেই ভক্তগণ হয় দ্বিবিধ প্রকার ।
পারিষদগণ এক, সাধকগণ আর ॥ ৬৪ ॥

ঈশাবতারের প্রকার ঃ—

ঈশ্বরের অবতার এ তিন প্রকার ।
অংশ-অবতার, আর গুণ-অবতার ॥ ৬৫ ॥
শক্ত্যাবেশ-অবতার—তৃতীয় এমত ।
অংশ-অবতার—পুরুষ-মৎস্যাদিক যত ॥ ৬৬ ॥
ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব—তিন গুণাবতারে গণি ।
শক্ত্যাবেশাবতার পৃথু, ব্যাসমুনি ॥ ৬৭ ॥

ঈশ-প্রকাশের লীলাভেদ ঃ—

দুইরূপে হয় ভগবানের প্রকাশ ।
একে ত' প্রকাশ হয়, আরে ত' বিলাস ॥ ৬৮ ॥

ঈশপ্রকাশ ঃ—

একই বিগ্রহ যদি হয় বহুরূপ ।
আকারে ত' ভেদ নাহি, একই স্বরূপ ॥ ৬৯ ॥
মহিষী-বিবাহে যৈছে, যৈছে কৈল রাস ।
ইহাকে কহিয়ে কৃষ্ণের 'মুখ্য প্রকাশ' ॥ ৭০ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৬৩। আপনার ন্যায় ভাগবতসকল স্বয়ং তীর্থস্বরূপ। তাঁহারা স্বীয় অন্তঃস্থিত ভগবানের পবিত্রতাবলে পাপিগণের পাপ-মলিন তীর্থসকলকে পবিত্র করেন।

৬৪। ভক্ত দ্বিবিধ অর্থাৎ ভগবৎপার্ষদ ও সাধক। ভগবৎ-পার্ষদগণ সিদ্ধসেবকমণ্ডলী। তন্মধ্যে কেহ কেহ ঐশ্বর্য্যপর হইয়া পরব্যোমে অবস্থিত, কেহ কেহ মাধুর্য্যপর হইয়া শ্রীবৃন্দাবনে কৃষ্ণসেবায় অনুরক্ত। যাঁহারা সেবাসিদ্ধিলাভের জন্য বৈধ বা রাগানুগা সাধনভক্তি অবলম্বন করিয়াছেন, তাঁহারা সাধক।

৬৫। অংশাবতারগণ বিষ্ণুর সাক্ষাৎ অবতার—মায়াধীশ। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই তিনটী গুণে প্রতিভাত ভগবদবতার-(গণ) গুণাবতার। যে-সকল শ্রেষ্ঠ জীবে কৃষ্ণশক্তিবিশেষের আবেশ হয়, তাঁহারা শক্ত্যাবেশাবতার।

অনুভাষ্য

৬২। পরম ভাগবত অম্বরীষ মহারাজের চরণে দুর্ব্বাসা ঋষি অপরাধ করায় বিষ্ণুচক্র দুর্ব্বাসার প্রাণসংহারে উদ্যত হইলে তিনি সকল দেবতার সাহায্যপ্রার্থী হন। অবশেষে ভগবান্ (বিষ্ণু) দুর্ব্বাসা ঋষিকে অম্বরীষের পাদপদ্মে ক্ষমা ভিক্ষা করিতে উপদেশ দিয়া প্রকৃতপক্ষে এই শ্লোকে ভাগবত-সাধুগণের পরম মহত্ত্ব জানাইয়াছেন,—

সাধবঃ মহ্যং (মম) হৃদয়ং (প্রাণতুল্যাঃ), সাধূনাং তু অহং হৃদয়ম্। তে (সাধবঃ) মদন্যৎ (মত্তঃ অন্যৎ) ন জানন্তি, অহম্ (অপি) তেভ্যঃ (সকাশাৎ) মনাক্ (ঈষৎ) অন্যৎ ন [জানামি, ভক্তানামহমেব সর্ব্বাত্মনা সদা চিন্তনীয়ঃ, মমাপি মদনুশীলনৈক-পরাঃ সর্ব্বাত্মনাশ্রিতপদা ভক্তাঃ সদা ধ্যেয়াঃ]।

৬৩। বিদুর মহাশয় নানাতীর্থ পর্য্যটন করিয়া হস্তিনাপুরে প্রত্যাগমন করিলে যুধিষ্ঠির মহারাজ এই শ্লোকদ্বারা অভিবন্দন করিলেন।—

হে প্রভো, ভবাদৃশাঃ তীর্থভূতাঃ ভাগবতাঃ (সন্তঃ) স্বান্তঃ-স্থেন (স্বস্য অন্তঃস্থিতেন) গদাভৃতা (ভগবতা বিষ্ণুনা) তীর্থানি (মলিনজনসম্পর্কেন অতীর্থানি সন্তি পুনঃ) তীর্থীকুর্ব্বন্তি (মহা-তীর্থীকুর্ব্বন্তি) [ভবতাঞ্চ তীর্থাটনং তীর্থানামেব ভাগ্যেন]।

৬৫-৬৭। ঈশ্বরের—স্বয়ংরূপ কৃষ্ণের। লঘুভাগবতামৃতের পূর্ব্বখণ্ডে উপাস্য ও অবতারপ্রসঙ্গ এবং চৈতন্যচরিতামৃত মধ্য ২০শ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

৬৮। 'ভগবানের'—স্বয়ংরূপের। চৈঃ চঃ মঃ, ২০শ পঃ দ্রষ্টব্য।

৬৯। "প্রকাশস্তু ন ভেদেষু গণ্যতে স হি নো পৃথক্"* (লঘুভাগবতামৃতে পূর্ব্বখণ্ডে)।

৭০। 'এক বপু বহুরূপ যৈছে হৈল রাসে।।' "মহিষী বিবাহে হৈল বহুবিধ মূর্ত্তি। 'প্রাভববিলাস' এই শাস্ত্র-পরসিদ্ধি।।" (মধ্য, ২০শ পরিচ্ছেদ)।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৬৮-৭০, ৭৬, ৭৮। দুইরূপে ভগবানের প্রকাশ অর্থাৎ প্রকাশ ও বিলাস। যে-স্থলে দ্বারকায় মহিষী-বিবাহ ও শ্রীবৃন্দাবনে রাস-লীলায় কৃষ্ণ যুগপৎ বহুমূর্ত্তি প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহাতে আকারভেদ ছিল না। একই বিগ্রহ বহুরূপ হইয়াছিলেন। তাহাই কৃষ্ণের মুখ্য প্রকাশ। যেখানে স্বরূপের অন্যাকার হইয়া পড়ে ও আত্মসাদৃশ্য প্রকাশ পায়, সেই প্রকাশস্থলে 'বিলাস'-নাম হয়। বৃন্দাবনে বলদেব, পরব্যোমে নারায়ণ-বাসুদেব-প্রদ্যুম্ন-সঙ্কর্ষণ ইত্যাদি ভগবৎস্বরূপের বিলাসমূর্ত্তি।

* *'প্রকাশ' কোনরূপ ভেদের মধ্যে গণ্য নহে, যেহেতু তিনি স্ব-স্বরূপ হইতে পৃথক্ নহেন।*

শ্রীমদ্ভাগবত (১০।৩৩।৩-৫)—

রাসোৎসবঃ সংপ্রবৃত্তো গোপীমণ্ডলমণ্ডিতঃ।
যোগেশ্বরেণ কৃষ্ণেন তাসাং মধ্যে দ্বয়োর্দ্বয়োঃ ॥ ৭১ ॥
প্রবিষ্টেন গৃহীতানাং কণ্ঠে স্বনিকটং স্ত্রিয়ঃ।
যৎ মন্যেরন্নভবত্তাবদ্বিমানশতসঙ্কুলম্ ॥ ৭২ ॥
দিবৌকসাং সদারাণামত্যৌৎসুক্যভৃতাত্মনাম্।
ততো দুন্দুভয়ো নেদুর্নিপেতুঃ পুষ্পবৃষ্টয়ঃ ॥ ৭৩ ॥

শ্রীমদ্ভাগবত (১০।৬৯।২)—

চিত্রং বতৈতদেকেন বপুষা যুগপৎ পৃথক্।
গৃহেষু দ্ব্যষ্টসাহস্রং স্ত্রিয় এক উদাবহৎ ॥ ৭৪ ॥

লঘুভাগবতামৃতে পূর্ব্বখণ্ডে আবেশকথনে (১।২১)—

অনেকত্র প্রকটতা রূপস্যৈকস্য যৈকদা।
সর্ব্বথা তৎস্বরূপৈব স প্রকাশ ইতীর্য্যতে ॥ ৭৫ ॥

ঈশবিলাস ঃ—

একই বিগ্রহ যদি আকারে হয় আন।
অনেক প্রকাশ হয়, 'বিলাস' তার নাম ॥ ৭৬ ॥

লঘুভাগবতামৃতে তদেকাত্মরূপকথনে (১।১৫)—

স্বরূপমন্যাকারং যত্তস্য ভাতি বিলাসতঃ।
প্রায়েণাত্মসমং শক্ত্যা স বিলাসো নিগদ্যতে ॥ ৭৭ ॥

যৈছে বলদেব, পরব্যোমে নারায়ণ।
যৈছে বাসুদেব প্রদ্যুম্নাদি সঙ্কর্ষণ ॥ ৭৮ ॥

ঈশশক্তি—

ঈশ্বরের শক্তি হয় ত্রিবিধ প্রকার।
এক লক্ষ্মীগণ, পুরে মহিষীগণ আর ॥ ৭৯ ॥
ব্রজে গোপীগণ আর সবাতে প্রধান।
ব্রজেন্দ্রনন্দন যা'তে স্বয়ং ভগবান্ ॥ ৮০ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৭১-৭৩। যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ অচিন্ত্যশক্তিবলে দুই দুইটী গোপীর মধ্যে এক একটী মূর্ত্তি প্রকাশ করত গোপীমণ্ডলমণ্ডিত হইয়া রাসোৎসবে প্রবৃত্ত হইলেন। তদ্রূপ প্রবিষ্ট হইলে, গোপীগণ অনুভব করিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ কণ্ঠধারণপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে আলিঙ্গন করিতেছেন। সেই সময়ে সস্ত্রীক দেবগণ ঔৎসুক্য-সহকারে শত শত রথে আরোহণপূর্ব্বক আকাশমার্গে পরিদৃশ্য হইলেন। তৎপরে দুন্দুভিনাদ ও পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল।

৭৪। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, একই কৃষ্ণ এক একটী স্বরূপে গৃহে গৃহে যুগপৎ ষোল হাজার স্ত্রীকে বিবাহ করিয়াছিলেন।

৭৫। একরূপে অনেক অবিকল যুগপৎ প্রকাশকে 'প্রকাশ' বলে।

অনুভাষ্য

৭১-৭৩। তাসাং (মণ্ডলরূপেণ অবস্থিতানাং) দ্বয়োর্দ্বয়োর্মধ্যে (একৈকরূপেণ) প্রবিষ্টেন যং (শ্রীকৃষ্ণং) স্বনিকটং (স্বনিকটস্থং) (মামেব আশ্লিষ্টবান্ ইতি) মন্যেরন্, [তেন] যোগেশ্বরেণ কৃষ্ণেন কণ্ঠে গৃহীতানাং (উভয়তঃ আলিঙ্গিতানাং) গোপীমণ্ডল-মণ্ডিতঃ (গোপীমণ্ডলৈঃ শোভমানঃ) রাসোৎসবঃ সংপ্রবৃত্ত। তাবৎ (তৎক্ষণমেব) অত্যৌৎসুক্যভৃতাত্মনাং (দর্শনৌৎসুক্যেন অতি-ব্যাকুলমনসাং) সদারাণাং (সস্ত্রীকাণাং) দিবৌকসাং (দেবানাং) বিমানশতসঙ্কুলং (বিমানশতৈঃ সঙ্কুলং ব্যাপ্ত সঙ্কীর্ণং) [নভঃ] অভবৎ (বভূব)। ততো দুন্দুভয়ঃ নেদুঃ, পুষ্পবৃষ্টয়ঃ নিপেতুঃ।

৭৪। বত (অহো) এতৎ চিত্রম্। একঃ (কৃষ্ণঃ) একেন বপুষা যুগপৎ পৃথগ্‌গৃহেষু দ্ব্যষ্টসাহস্রং (ষোড়শ-সহস্রং) স্ত্রিয়ঃ (মহিষীঃ) উদাবহৎ (উপযেমে)।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৭৭। অচিন্ত্যশক্তিবিলাসক্রমে তাঁহার স্বরূপ যখন আত্ম-সদৃশপ্রায় অন্যরূপে প্রকাশিত, তখন তাহাকে 'বিলাস' বলা যায়।

৭৯-৮০। লক্ষ্মীগণ বৈকুণ্ঠে, মহিষীগণ পুরে অর্থাৎ দ্বারকা-পুরে, ব্রজে গোপীগণ তৃতীয় প্রকার শক্তি। সবাতে—সকলের মধ্যে। যাতে—যেহেতু, ব্রজেন্দ্রনন্দন স্বয়ং ভগবান্, (অতএব) তাঁহার ব্রজসঙ্গিনীগণ স্বয়ং স্বরূপশক্তি।

৪৪-৮০। 'যদ্যপি আমার গুরু' (৪৪ সংখ্যা) হইতে 'সাধকগণ আর' (৬৪ সংখ্যা) পর্য্যন্ত—গুরু ও ভক্ত, এই দুই তত্ত্বের বিচার। 'ঈশ্বরের অবতার' (৬৫ সংখ্যা) হইতে 'পৃথু ব্যাসমুনি' (৬৭ সংখ্যা) পর্য্যন্ত—ঈশ ও তদবতার-বিচার। 'দুইরূপে হয়' (৬৮ সংখ্যা) হইতে 'প্রদ্যুম্নাদি-সঙ্কর্ষণ' (৭৮ সংখ্যা) পর্য্যন্ত—তাঁহার 'প্রকাশ'-'বিলাস'-বিচার। তৎপরে 'ঈশ্বরের শক্তি হয়' (৭৯ সংখ্যা) হইতে 'স্বয়ং ভগবান্' (৮০ সংখ্যা) পর্য্যন্ত—তাঁহার শক্তি-বিচার।

অনুভাষ্য

৭৫। একদা (একস্মিন্ কালে) একস্য রূপস্য যা অনেকত্র প্রকটতা, সর্ব্বথা তৎস্বরূপা (আকৃত্যা গুণৈর্লীলাভিশ্চৈকস্বরূপা) এব স প্রকাশ ইতীর্য্যতে।

৭৭। তস্য (মূলরূপস্য) যৎ স্বরূপং অন্যাকারং (বিলক্ষণাঙ্গ-সন্নিবেশং), বিলাসতঃ (লীলা-বিশেষাৎ) প্রায়েণ (কৈশ্চিদ্‌গুণৈ-রূপাধিকং) আত্মসমং (নিজমূলরূপতুল্যং) শক্ত্যা ভাতি, স বিলাসঃ নিগদ্যতে।

৭৮। বলদেব—স্বয়ংপ্রকাশ। নারায়ণ—প্রাভববিলাস।

স্বয়ংরূপ কৃষ্ণের কায়ব্যূহ—তাঁর সম ।
ভক্ত সহিতে হয় তাঁহার আবরণ ॥ ৮১ ॥
ভক্ত আদি ক্রমে কৈল সবার বন্দন ।
এ-সবার বন্দন সর্ব্বশুভের কারণ ॥ ৮২ ॥
প্রথম শ্লোকে সামান্য মঙ্গলাচরণ ।
দ্বিতীয় শ্লোকেতে করি বিশেষ বন্দন ॥ ৮৩ ॥

আদি চৌদ্দ শ্লোকের দ্বিতীয় শ্লোক-ব্যাখ্যা ঃ—

বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দৌ সহোদিতৌ ।
গৌড়োদয়ে পুষ্পবন্তৌ চিত্রৌ শন্দৌ তমোনুদৌ ॥৮৪॥

সূর্য্য-চন্দ্রের সহিত ভ্রাতৃদ্বয়ের উপমার সার্থকতা ঃ—

ব্রজে যে বিহরে পূর্ব্বে কৃষ্ণ-বলরাম ।
কোটীসূর্য্যচন্দ্র জিনি দোঁহার নিজধাম ॥ ৮৫ ॥

'গৌড়োদয়ে পুষ্পবন্তৌ' ঃ—

সেই দুই জগতেরে হইয়ে সদয় ।
গৌড়দেশে পূর্ব্ব-শৈলে করিল উদয় ॥ ৮৬ ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য আর প্রভু নিত্যানন্দ ।
যাঁহার প্রকাশে সর্ব্ব জগত আনন্দ ॥ ৮৭ ॥

'তমোনুদৌ' ও 'শন্দৌ' ঃ—

সূর্য্যচন্দ্র হরে যৈছে সব অন্ধকার ।
বস্তু প্রকাশিয়া করে ধর্ম্মের প্রচার ॥ ৮৮ ॥

অহৈতুকী দয়ার নিদর্শন ঃ—

এই মত দুই ভাই জীবের অজ্ঞান ।
তমোনাশ করি' করে বস্তু-তত্ত্বজ্ঞান ॥ ৮৯ ॥

কৈতবের সংজ্ঞা ঃ—

অজ্ঞান-তমের নাম কহিয়ে 'কৈতব' ।
ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-বাঞ্ছা আদি এই সব ॥ ৯০ ॥

শ্রীমদ্ভাগবত (১।১।২)—

ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবোঽত্র পরমো নির্ম্মৎসরাণাং সতাং
বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তু শিবদং তাপত্রয়োন্মূলনম্ ।
শ্রীমদ্ভাগবতে মহামুনিকৃতে কিংবাপরৈরীশ্বরঃ
সদ্যো হৃদ্যবরুদ্ধ্যতেঽত্র কৃতিভিঃ শুশ্রূষুভিস্তৎক্ষণাৎ ॥ ৯১ ॥

তার মধ্যে মোক্ষবাঞ্ছা কৈতবপ্রধান ।
যাহা হৈতে কৃষ্ণভক্তি হয় অন্তর্দ্ধান ॥ ৯২ ॥

উক্ত শ্লোকে শ্রীধরস্বামিকৃত ভাবার্থদীপিকায়—

"প্র-শব্দেন মোক্ষাভিসন্ধিরপি কৈতবং নিরস্তং" ইতি ॥ ৯৩ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৮১। 'স্বয়ংরূপ' 'তদেকাত্ম' ইত্যাদি ভাগবতামৃত শ্লোক-বিচারে দ্বিভুজ কৃষ্ণই স্বয়ংরূপ। তাঁহার কায়ব্যূহ, তাঁহার সমান। কায়ব্যূহ অর্থাৎ স্বীয় কায়বিস্তার। সেই স্বরূপের পার্শ্ববর্ত্তী ভক্তগণ লইয়া তাঁহার আবরণ। আবরণ ও বেষ্টিত-তত্ত্ব একত্রবিচারে পূর্ব্বোক্ত ছয়তত্ত্বের একত্ব-নির্ণয়। এইরূপ নির্ণয় কেবল অচিন্ত্য-ভেদাভেদতত্ত্ব-বিচারে সিদ্ধ হইল।

৮৪। উদয়াচলরূপ গৌড়দেশে যুগপৎ দিবাকর-নিশাকর-স্বরূপ আশ্চর্য্যরূপে উদিত, মঙ্গলদাতা, জীবের অন্ধকারবিনাশী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দকে আমি বন্দনা করি।

৮৫। নিজধাম—জ্যোতিঃ।

৮৬। পূর্ব্বশৈলে—গৌড়রূপ উদয়াচলে গঙ্গার পূর্ব্বতটে।

অনুভাষ্য

৮৪। গৌড়োদয়ে (গৌড়দেশঃ এব উদয়াচলঃ তস্মিন্) সহোদিতৌ (এককালে উদয়ং প্রাপ্তৌ) পুষ্পবন্তৌ (যুগপৎ দিবাকরনিশাকরৌ, অতঃ) চিত্রৌ (আশ্চর্য্যৌ) শন্দৌ (কল্যাণ-প্রদৌ) তমোনুদৌ (অন্ধকারবিনাশকৌ) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যা-নন্দৌ [অহং] বন্দে।

৯১। মহামুনিকৃতে (শ্রীনারায়ণমহামুনিরচিতে) অত্র শ্রীমদ্ ভাগবতে (শ্রীমতি শোভাময়ে ভাগবতে) প্রোজ্ঝিতকৈতবঃ (প্রকর্ষেণ উজ্ঝিতং নিরস্তং কৈতবং ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাত্মকং

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৯১। এই শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ আদৌ মহামুনি শ্রীনারায়ণকর্ত্তৃক চতুঃশ্লোকীরূপে নির্ম্মিত। ইহাতে নির্ম্মৎসর অর্থাৎ সর্ব্বভূতে দয়াবিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের জন্য ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ পর্য্যন্ত কৈতবশূন্য পরমধর্ম্ম ব্যাখ্যাত হইয়াছে। সেই ধর্ম্ম জীবের ত্রিতাপনাশক, শিবদ ও বাস্তব-বস্তুতত্ত্বজ্ঞানপ্রদ। ইহার শ্রবণেচ্ছুক ব্যক্তিগণ ইচ্ছামত ঈশ্বরকে হৃদয়ে অবরুদ্ধ করিতে সমর্থ হন। অতএব ভাগবত ব্যতীত অন্যশাস্ত্রের প্রয়োজন কি?

৯২-৯৩। তার মধ্যে মুক্তিবাঞ্ছাই প্রধান কৈতব। স্বামিপাদ তজ্জন্যই প্র-শব্দে মোক্ষের অভিসন্ধিরূপ কৈতবরাহিত্য উল্লেখ করিয়াছেন।

অনুভাষ্য

ফলাভিসন্ধিলক্ষণং কপটং যস্মিন্ সঃ কেবল ভগবৎসেবালক্ষণঃ) সতাং (হরিজনানাং) নির্ম্মৎসরাণাং (কামক্রোধলোভমোহমদ-মৎসরশূন্যানাং) পরমঃ (শ্রেষ্ঠ, কর্ম্মজ্ঞানশাস্ত্রনিরাসপরত্বাৎ) ধর্ম্মঃ [বর্ণিতঃ]। অত্র (শ্রীমদ্ভাগবতে) তাপত্রয়োন্মূলনং (আধ্যাত্মিকাধি-ভৌতিকাধিদৈবিক-পাপবিনাশকং) শিবদং (মঙ্গলপ্রদং) বাস্তবং (শশ্বৎ পারমার্থিকম্ অদ্বয়ং) বস্তু বেদ্যম্। অত্র (শ্রীমদ্ভাগবতে) শুশ্রূষুভিঃ (শ্রোতুমিচ্ছদ্ভিঃ) কৃতিভিঃ (সুকৃতিবদ্ভিঃ) হৃদি তৎক্ষণাৎ সদ্যঃ (কালব্যবধানরহিতঃ) ঈশ্বরঃ অবরুদ্ধ্যতে।

কৃষ্ণভক্তির বাধক—যত শুভাশুভ কর্ম্ম।
সেহ এক জীবের অজ্ঞানতমো-ধর্ম্ম ॥ ৯৪ ॥

নিতাই-গৌরের কৃপার ফল ঃ—

তাঁহার প্রসাদে এই তমো হয় নাশ।
তমো নাশ করি' করে তত্ত্বের প্রকাশ ॥ ৯৫ ॥

তত্ত্ববস্তুর পরিচয় ঃ—

তত্ত্ববস্তু—কৃষ্ণ, কৃষ্ণভক্তি, প্রেমরূপ।
নাম-সঙ্কীর্ত্তন—সর্ব্ব আনন্দস্বরূপ ॥ ৯৬ ॥

সূর্য্য-চন্দ্র অপেক্ষা তাঁহাদের উপাদেয়তা ঃ—

সূর্য্য চন্দ্র বাহিরের তমঃ সে বিনাশে।
বহির্ব্বস্তু ঘট-পট-আদি সে প্রকাশে ॥ ৯৭ ॥
দুই ভাই হৃদয়ের ক্ষালি' অন্ধকার।
দুই ভাগবত-সঙ্গে করান সাক্ষাৎকার ॥ ৯৮ ॥
এক ভাগবত বড়—ভাগবত-শাস্ত্র।
আর ভাগবত—ভক্ত ভক্তি-রস-পাত্র ॥ ৯৯ ॥
দুই ভাগবতদ্বারা দিয়া ভক্তিরস।
তাঁহার হৃদয়ে তাঁর প্রেমে হয় বশ ॥ ১০০ ॥
এক অদ্ভুত সমকালে দোঁহার প্রকাশ।
আর অদ্ভুত—চিত্তগুহার তমঃ করে নাশ ॥ ১০১ ॥
এই চন্দ্র সূর্য্য দুই পরম সদয়।
জগতের ভাগ্যে গৌড়ে করিল উদয় ॥ ১০২ ॥
সেই দুই প্রভুর করি চরণ-বন্দন।
যাঁহা হইতে বিঘ্ননাশ, অভীষ্টপূরণ ॥ ১০৩ ॥
এই দুই শ্লোকে কৈল মঙ্গল-বন্দন।
তৃতীয় শ্লোকের অর্থ শুন সর্ব্বজন ॥ ১০৪ ॥
বক্তব্য-বাহুল্য, গ্রন্থ বিস্তারের ডরে।
বিস্তারে না বর্ণি, সারার্থ কহি অল্পাক্ষরে ॥ ১০৫ ॥

অনাদি-ব্যবহারসিদ্ধ প্রাচীনের স্বশাস্ত্রে উক্তি—

"মিতঞ্চ সারঞ্চ বচো হি বাগ্মিতা" ইতি ॥ ১০৬ ॥
শুনিলে খণ্ডিবে চিত্তের অজ্ঞানাদি দোষ।
কৃষ্ণে গাঢ় প্রেম হবে, পাইবে সন্তোষ ॥ ১০৭ ॥

গ্রন্থের বর্ণনীয় বিষয় ঃ—

শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দ-অদ্বৈত-মহত্ত্ব।
তাঁর ভক্ত-ভক্তি-নাম-প্রেম-রসতত্ত্ব ॥ ১০৮ ॥
ভিন্ন ভিন্ন লিখিয়াছি করিয়া বিচার।
শুনিলে জানিবে সব বস্তুতত্ত্বসার ॥ ১০৯ ॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ১১০ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে গুর্ব্বাদি-বন্দন-মঙ্গলাচরণং নাম প্রথমঃ পরিচ্ছেদঃ।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৯৪। শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দ দুই ভাই সূর্য্যচন্দ্রস্বরূপ। তাঁহারা উদিত হইয়া জীবের হৃদয়ের অন্ধকার বিনাশ করেন। এই পদ্যগুলির তাৎপর্য্য এই যে, জীব চিৎস্বরূপ তত্ত্ব। জীবের স্বধর্ম্ম কৃষ্ণভক্তি ও কৃষ্ণপ্রেম। শুভকর্ম্ম (পুণ্য) ও অশুভকর্ম্ম (পাপ) এবং মোক্ষাভিসন্ধি—সকলই জীবের (বিকৃত) স্বধর্ম্মরূপে প্রবেশ করত তাহাকে তমোধর্ম্মময় করিয়াছে। কর্ম্ম ও জ্ঞান-প্রতিপাদক সমস্ত উপদেশই কৈতব অর্থাৎ ছল, অতএব তমোধর্ম্মের অনুগত। চৈতন্য ও নিত্যানন্দের উদয়ের পূর্ব্বে সেই তমোধর্ম্ম জীবের হৃদয়কে দূষিত করিতেছিল। দুই ভাই উদিত হইয়া জীবের চিত্তগুহা হইতে সেই তমোধর্ম্মকে দূরীকৃত করত বস্তুতত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন।

৯৯। দুই ভাগবত অর্থাৎ ভাগবত-শাস্ত্র ও ভক্তিরসের পাত্র ভক্ত-ভাগবত। এই দুইএর সাক্ষাৎকার করাইয়া ভক্তিরস প্রদানপূর্ব্বক জীবের প্রেমে বশ হইয়াছেন।

১০২। জগতের ভাগ্যে—সেই দুই ভাই-প্রচারিত প্রেমধর্ম্ম ক্রমশঃ এই জগতে সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইবে, ইহাই জগতের ভাগ্য। গৌড়ে—মল্লদহজেলার অন্তর্গত প্রাচীন গৌড়নগর হইতে সেনবংশীয় ভূপতিগণ সাম্রাজ্যসিংহাসন শ্রীনবদ্বীপমণ্ডলে আনিয়াছিলেন। তজ্জন্য শ্রীনবদ্বীপমণ্ডলকে গৌড়ভূমি বলা যায়। সেই গৌড়ে গঙ্গার পূর্ব্বতটে মহাপ্রভু জন্মগ্রহণ করেন এবং তথায় নিত্যানন্দপ্রভু আসিয়া মিলিত হইয়া উদিত হন।

১০৬। পরিমিত সারবাক্যের উক্তিকে বাগ্মিতা বলে।

১০৭। "কৃষ্ণে গাঢ় প্রেম হবে"—এইস্থলে পাঠান্তরে "সর্ব্ব-তত্ত্ব জ্ঞান হইবে" পাওয়া যায়।

ইতি অমৃতপ্রবাহ-ভাষ্যে প্রথম পরিচ্ছেদ।

অনুভাষ্য

১০৬। মিতঞ্চ (প্রজল্পরহিতং প্রয়োজনমাত্রং) সারঞ্চ (উদ্দেশকং) বচঃ হি বাগ্মিতা (বাক্‌পটুতা)।

১০৭। মহাভারত উদ্‌যোগপর্ব্ব ৪৩ অধ্যায় ১৬ শ্লোকে দ্বাদশপ্রকার দোষের উল্লেখ এবং বিষ্ণুপুরাণে অষ্টাদশপ্রকার দোষ লিখিত আছে। স্বরূপের দুর্জ্ঞেয়তা—১। অজ্ঞান—জড়দেহে আমি-বুদ্ধি ; ২। বিপর্য্যাস—জড়ভোক্তার অভিমান ; ৩। ভেদ—দ্বিতীয়াভিনিবেশ ; ৪। ভয় ও বিরূপ গ্রহণ ; ৫। শোক—এই পাঁচটী অজ্ঞান।

ইতি অনুভাষ্যে প্রথম পরিচ্ছেদ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কথাসার—এই দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে শ্রীচৈতন্যকে শ্রীকৃষ্ণের সহিত একতত্ত্ব প্রকাশ করত ব্রহ্মকে তাঁহার অঙ্গজ্যোতিঃ এবং পরমাত্মাকে তাঁহার অংশ বলিয়া প্রমাণ করিয়াছেন। আবার পুরুষাবতার ও জীবসমূহের পরম আশ্রয় যে শ্রীকৃষ্ণ, তাহা প্রমাণ করিয়া তাঁহার মূল-নারায়ণত্ব সংস্থাপনপূর্ব্বক কৃষ্ণের স্বরূপ ও শক্তিত্রয়জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা দেখাইয়াছেন। কৃষ্ণের স্বরূপের প্রাভব-বৈভব-ভেদে দ্বিবিধ প্রকাশ, অংশ-শক্ত্যাবেশ-ভেদে দ্বিবিধাবতার এবং বাল্য-পৌগণ্ড-ধর্ম্মভেদে দুইপ্রকার আদ্যলীলা দেখাইয়া কিশোরস্বরূপ কৃষ্ণের স্বয়ং অবতারিত্ব স্থাপন করিয়াছেন। চিচ্ছক্তি-বৈভব—বৈকুণ্ঠাদি, মায়াশক্তি-বৈভব—অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ও জীবশক্তি-বৈভব—অনন্ত জীব, ইহাও দেখাইয়াছেন। কৃষ্ণচৈতন্যই সকলকারণের কারণ, সকলের আদি, স্বয়ং অনাদি নিত্য-সচ্চিদানন্দবিগ্রহ সাক্ষাৎ কৃষ্ণচন্দ্র, ইহা স্থির করিয়া দিয়াছেন। কৃষ্ণের স্বরূপজ্ঞান, শক্তিত্রয়-জ্ঞান, বিলাসজ্ঞানরূপ সম্বন্ধজ্ঞান, সকল ভক্তের জ্ঞাতব্য তত্ত্ব, ইহাও সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। (অঃ প্রঃ ভাঃ)

ভক্তিসিদ্ধান্ত-বিচারমুখে গৌরবন্দনা ঃ—

শ্রীচৈতন্যপ্রভুং বন্দে বালোঽপি যদনুগ্রহাৎ ।
তরেন্নানামতগ্রাহব্যাপ্তং সিদ্ধান্তসাগরম্ ॥ ১ ॥

কৃষ্ণকীর্ত্তনের নিমিত্ত শ্রীচৈতন্যের দয়া ভিক্ষা ঃ—

কৃষ্ণোৎকীর্ত্তন-গান-নর্ত্তনকলা-পাথোজনি-ভ্রাজিতা
সদ্ভক্তাবলি-হংস-চক্র-মধুপশ্রেণী-বিহারাস্পদম্ ।
কর্ণানন্দি-কলধ্বনির্বহতু মে জিহ্বা-মরুপ্রাঙ্গণে
শ্রীচৈতন্যদয়ানিধে তব লসল্লীলাসুধাস্বর্ধুনী ॥ ২ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১। যাঁহার অনুগ্রহে অজ্ঞব্যক্তিও নানা মতবাদরূপ কুম্ভীরাদি পরিপূর্ণ সিদ্ধান্ত-সমুদ্র অনায়াসে উত্তীর্ণ হয়, সেই শ্রীচৈতন্য-প্রভুকে বন্দনা করি।

২। হে দয়াসমুদ্র চৈতন্যদেব, কৃষ্ণবিষয়ক উচ্চকীর্ত্তন-গীত-নর্ত্তনাদি অম্বুজ-শোভিত এবং হংস-চক্রবাক-ভ্রমররূপ সাধুভক্ত-সকলের বিহার-স্থান, তথা সকলের কর্ণানন্দজনক স্রোতের অস্ফুট মধুরধ্বনিরূপ তোমার দীপ্তিমতী লীলামৃত-ভাগীরথী আমার মরুপ্রাঙ্গণস্বরূপ জিহ্বাক্ষেত্রে নিরন্তর বহিতে থাকুক।

অনুভাষ্য

১। যদনুগ্রহাৎ (যস্য কৃপয়া) বালোঽপি (অনভিজ্ঞোঽর্ভ-কোঽপি) নানামতগ্রাহব্যাপ্তং (ঔলুক্যজিন-বুদ্ধ-জৈমিনি-পতঞ্জলি-গৌতম-কণাদ-কপিল-শঙ্কর-দত্তাত্রেয়-কথিত-মিথো-বিবদমান-নক্রমকর-প্রতিম-জড়স্বার্থ-সঙ্কুল-মতবাদপূর্ণং) সিদ্ধান্তসাগরং (বিচারসমুদ্রং) তরেৎ (তেষাং সঙ্কীর্ণমতবাদানি তৃণীকৃত্য অমলং কৃষ্ণচরণং জানাতি) [তং] শ্রীচৈতন্যপ্রভুং [অহং] বন্দে।

২। হে দয়ানিধে শ্রীচৈতন্য, কৃষ্ণোৎকীর্ত্তনগাননর্ত্তনকলা-পাথোজনিভ্রাজিতা (কৃষ্ণস্য নামরূপগুণলীলাদীনাং উৎকীর্ত্তনম্ উচ্চৈর্ভাষণং গানং নর্ত্তনঞ্চ তদ্রূপাঃ কলাঃ তা এব পাথোজনীনি পদ্মানি তৈর্ভ্রাজিতা শোভিতা) সদ্ভক্তাবলিহংসচক্র-মধুপশ্রেণী-বিহারাস্পদং (হংসচক্রবাক-ভ্রমরশ্রেণীভেদপ্রতিমানাং ভাবভেদা-বস্থিতানাং সদ্ভক্তাবলীনাং শুদ্ধভক্তবৃন্দানাং বিহারাস্পদং বিলাস-ক্ষেত্রং, যস্যাং লীলায়াং শুদ্ধভক্তবৃন্দানাং পরমামোদো ভবতীতি ভাবঃ) কর্ণানন্দিকলধ্বনিঃ (কর্ণানন্দী ভক্তানাং কর্ণরসায়নঃ কলধ্বনিঃ হংসচক্রবাক-ভ্রমরোপম-হরিজনৈঃ গীত-হরিলীলা-প্রবাহাণামস্ফুটমধুরনিনাদঃ) [এবম্ভূতা] তব লসল্লীলাসুধাস্বর্ধুনী (লসতী দীব্যতী গৌরলীলারূপামৃতময়ী স্বর্ধুনী স্বর্গঙ্গা মন্দাকিনী) মে (মম) জিহ্বামরু-প্রাঙ্গণে (গৌরলীলারসাস্বাদবঞ্চিতে রস-বর্জ্জিতে জিহ্বারূপে নীবৃতি) বহতু।

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ৩ ॥

আদি ১৪ শ্লোকের মধ্যে ৩য় শ্লোকের ব্যাখ্যা ; বস্তু-নির্দ্দেশ—

তৃতীয় শ্লোকের অর্থ করি বিবরণ ।
বস্তু-নির্দ্দেশরূপ মঙ্গলাচরণ ॥ ৪ ॥

যদদ্বৈতং ব্রহ্মোপনিষদি তদপ্যস্য তনুভা
য আত্মান্তর্যামী পুরুষ ইতি সোঽস্যাংশবিভবঃ ।
ষড়ৈশ্বর্য্যৈঃ পূর্ণো য ইহ ভগবান্ স স্বয়ময়ং
ন চৈতন্যাৎ কৃষ্ণাজ্জগতি পরতত্ত্বং পরমিহ ॥ ৫ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৫। উপনিষদ্‌গণ যাঁহাকে অদ্বৈত ব্রহ্ম বলেন, তিনি আমার প্রভুর অঙ্গকান্তি—যাঁহাকে যোগশাস্ত্রে অন্তর্যামী পুরুষ বা পরমাত্মা বলেন, তিনি আমার প্রভুর অংশস্বরূপ—যাঁহাকে ব্রহ্ম ও পরমাত্মার আশ্রয় ও অংশিস্বরূপ ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবান্ বলেন, আমার প্রভু সেই স্বয়ং ভগবান্। অতএব কৃষ্ণচৈতন্য অপেক্ষা জগতে আর পরতত্ত্ব নাই।

অনুভাষ্য

৫। উপনিষদি (ব্রহ্মবিদ্যাভিধান-সর্ব্বোন্নত-বেদশাখাবিশেষে,

তত্ত্ববস্তুবিচার ঃ—

ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান্—অনুবাদ তিন ।
অঙ্গপ্রভা, অংশ, স্বরূপ—তিন বিধেয়-চিহ্ন ॥ ৬ ॥
অনুবাদ আগে, পাছে বিধেয় স্থাপন ।
সেই অর্থ কহি, শুন শাস্ত্রবিবরণ ॥ ৭ ॥

কৃষ্ণ ও চৈতন্যতত্ত্ব ঃ—

স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ, বিষ্ণু-পরতত্ত্ব ।
পূর্ণজ্ঞান পূর্ণানন্দ পরম মহত্ত্ব ॥ ৮ ॥
'নন্দসুত' বলি' যাঁরে ভাগবতে গাই ।
সেই কৃষ্ণ অবতীর্ণ চৈতন্যগোসাঞি ॥ ৯ ॥

ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবদ্বিচার ঃ—

প্রকাশবিশেষে তেঁহ ধরে তিন নাম ।
ব্রহ্ম, পরমাত্মা আর স্বয়ং ভগবান্ ॥ ১০ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৬-৯। অলঙ্কার-শাস্ত্রমতে প্রথমেই অনুবাদ বলিয়া পরে বিধেয় চিহ্নিত করিবে। বেদাদিশাস্ত্রে স্থানে স্থানে ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্—এই তিনটী বিষয়ের উক্তি থাকায় তাহা পরিজ্ঞাত তত্ত্ব ; সুতরাং তাহাকেই অনুবাদরূপে স্থির করিতে হইবে। শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যের অঙ্গপ্রভা যে ব্রহ্ম, অংশ যে পরমাত্মা ও স্বরূপ যে ভগবান্—একথা এখনও অপরিজ্ঞাত। অতএব এই তিনটী অনুবাদ সর্ব্বাগ্রে বলিয়া শাস্ত্রার্থ বিচারপূর্ব্বক বিধেয় স্থাপন করিবে। শাস্ত্রসিদ্ধান্ত এই যে, বিষ্ণুতত্ত্বের পরতত্ত্ব স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র। ভাগবতে নন্দসুত বলিয়া যাঁহার গান শুনা যায়, তিনি শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যরূপে অবতীর্ণ। অতএব আমি কৃষ্ণ ও চৈতন্য একান্ত অভেদপূর্ব্বক বিচারস্থলে উক্তি করিব। সুতরাং সেই পরতত্ত্ব-বস্তুর ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও স্বয়ং ভগবান্ বলিয়া যে প্রকাশত্রয় কথিত আছে, সে-সকলই শ্রীচৈতন্যের প্রকাশ-বিশেষ বলিয়া বলিতে পারি।

অনুভাষ্য

উপ-নি-পূর্ব্বকস্য বিশরণগত্যাবসাদনার্থস্য যদ্৯ধাতোঃ ক্বিপ্ প্রত্যয়ান্তস্যেদং—তত্র, উপ উপগম্য গুরূপদেশাল্লব্ধেতি যাবৎ। উপস্থিতত্বাদ্‌ব্রহ্মবিদ্যাং নিশ্চয়েন তন্নিষ্ঠতয়া যে দৃষ্টানুশ্রবিক-বিষয়-বিতৃষ্ণাঃ সন্তঃ তেষাং সংসারবীজস্য সদ্ বিশরণকর্ত্রী শিথিলয়িত্রী অবসাদয়িত্রী বিনাশয়িত্রী ব্রহ্মগময়িত্রীতি তত্র) যদ্ অদ্বৈতং (দ্বিতীয়রহিতং) ব্রহ্ম [অভিধীয়তে] তদপি অস্য (গৌরকৃষ্ণস্য) তনুভা (অপ্রাকৃতদেহস্য কান্তিঃ) ; যঃ আত্মা (পরমাত্মা সর্ব্বজীবাদি-নিয়ন্তা) অন্তর্যামী পুরুষঃ সোঽস্য অংশ-বিভবঃ (ঐশ্বর্য্যস্যান্যতমঃ বিভুত্ববিশেষঃ) ; ইহ (অস্মিন্ তত্ত্ব-বিচারে) যঃ ষড়ৈশ্বর্য্যৈঃ (ষড়্ভিঃ সমগ্রৈশ্বর্য্যবীর্য্যযশঃশ্রীজ্ঞান-বৈরাগ্যৈঃ ঐশ্বর্য্যৈঃ প্রভুত্বৈঃ) পূর্ণঃ (অপেক্ষাশূন্যঃ পরিপূর্ণঃ) সঃ অয়ং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যঃ স্বয়ং ভগবান্ ; ইহ (জগতি তত্ত্ববিচারে কলৌ বা) চৈতন্যাৎ কৃষ্ণাৎ (কৃষ্ণ-চৈতন্যাৎ) পরং (অন্যৎ) পরতত্ত্বং (শ্রেষ্ঠাশ্রয়ঃ) ন (নাস্তীত্যর্থঃ)। [জ্ঞানশাস্ত্রপ্রয়োজনং ব্রহ্মবস্তু, তথা যোগশাস্ত্রলক্ষ্যঃ পরমাত্মা ভগবতা সহ তত্ত্বসাম্যেঽপি অধিকারোচিত-দৃষ্টিভেদেন ভগবদ্বিগ্রহস্য চিৎ-প্রভাংশরূপ-পুটদ্বয়মাত্রম্, ন তু সম্পূর্ণ-সবিশেষ-শক্তিমৎ স্বয়ং বস্তু যথা ভগবান্]। এই শ্লোকটীর সঙ্গে শ্রীজীব-প্রভুকৃত তত্ত্বসন্দর্ভে ৮ম সংখ্যায় প্রদত্ত শ্লোকটী বিচার্য্য—"যস্য ব্রহ্মেতি সংজ্ঞাং ক্বচিদপি নিগমে যাতি চিন্মাত্রসত্তাপ্যংশো যস্যাংশকৈঃ স্বৈর্বিভবতি বশয়ন্নেব মায়াং পুমাংশ্চ। একং যস্যৈব রূপং বিলসতি পরম-ব্যোম্নি নারায়ণাখ্যং, স শ্রীকৃষ্ণো বিধাত্তং স্বয়মিহ ভগবান্ প্রেম তৎপাদ-ভাজাম্।।"

সচ্চিদানন্দ ভগবানের সদানন্দ-দর্শনে বঞ্চিত হইয়া কেবল সম্বিদ্বৃত্তি অবলম্বন করিয়া চিন্ময়লীলাযুক্ত তত্ত্ববস্তুর অনুধাবন-ফলে ব্রহ্মদর্শন এবং সচ্চিদানন্দ ভগবানের আনন্দদর্শনে বঞ্চিত হইয়া কেবল সচ্চিদ্বৃত্তি অবলম্বন করিয়া চিন্ময়লীলাযুক্ত তত্ত্ববস্তুর অনুধাবনফলে পরমাত্মদর্শন ঘটে। সুতরাং সচ্চিদানন্দলীলাবিগ্রহ ভগবানের চিন্ময় অঙ্গপ্রভাই চিদ্বিলাসহীন অতন্মায়ারহিত ব্রহ্ম এবং (তাঁহার) ঐশ্বর্য্যাংশ-সত্তাই পরমাত্মা।

১০। প্রভু শ্রীজীবগোস্বামী শ্রীভগবৎসন্দর্ভে (৩য় সংখ্যা) —"তথা চৈবং বৈশিষ্ট্যে প্রাপ্তে পূর্ণাবির্ভাবত্বেনাখণ্ডতত্ত্ব-রূপোঽসৌ ভগবান্। ব্রহ্ম তু স্ফুটমপ্রকটিত-বৈশিষ্ট্যাকারত্বেন তস্যৈবাসম্যগাবির্ভাবঃ। 'সংভর্ত্তেতি তথা ভর্ত্তা ভকারোঽর্থ-দ্বয়ান্বিতঃ। নেতা গময়িতা স্রষ্টা গকারার্থস্তথা মুনে।। বসন্তি তত্র ভূতানি ভূতাত্মন্যখিলাত্মনি। স চ ভূতেম্বশেষেষু বকারার্থস্ততোঽব্যয়ঃ।। জ্ঞানশক্তি-বলৈশ্বর্য্য-বীর্য্যতেজাংস্যশেষতঃ। ভগবচ্ছব্দ-বাচ্যানি বিনা হেয়ৈর্গুণাদিভিঃ।।' সংভর্ত্তা স্বভক্তানাং পোষকঃ। ভর্ত্তা ধারকঃ স্থাপকঃ। নেতা স্বভক্তিফলস্য প্রেম্ণঃ প্রাপকঃ। গময়িতা স্বলোক-প্রাপকঃ। স্রষ্টা স্বভক্তিষু তত্তদ্‌গুণস্যোদ্‌-গময়িতা।" (৪র্থ সংখ্যা—) "স্বয়মহেতুঃ স্বরূপশক্ত্যৈকবিলাস-ময়ত্বেন তত্রোদাসীনমপি প্রকৃতিজীবপ্রবর্ত্তকাবস্থ-পরমাত্মাপর-পর্য্যায়-স্বাংশলক্ষণপুরুষদ্বারা যদস্য স্বর্গস্থিত্যাদিহেতুর্ভবতি তদ্ভগবদ্রূপং বিদ্ধি। ** যেন হেতুকর্ত্রা আত্মাংশভূত-জীব-প্রবেশেনদ্বারা সংজীবিতানি সন্তি দেহাদীনি তদুপলক্ষণানি

শ্রীমদ্ভাগবত (১।২।১১)—

বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ম্‌।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে ॥ ১১ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১১। তত্ত্ববিদ্‌গণ অদ্বয়জ্ঞানকে তত্ত্ব বলেন। সেই অদ্বয়-জ্ঞানের প্রথম প্রতীতি—ব্রহ্ম, দ্বিতীয় প্রতীতি—পরমাত্মা ও তৃতীয় প্রতীতি—ভগবান্‌।

অনুভাষ্য

প্রধানাদি-সর্ব্বাণ্যেব তত্ত্বানি যেনৈব প্রেরিতয়ৈব চরন্তি স্ব-স্ব-কার্য্যে প্রবর্ত্তন্তে, তৎপরমাত্মরূপং বিদ্ধি। জীবস্য আত্মত্বং তদপেক্ষয়া তস্য পরমত্বং ইত্যতঃ পরমাত্মশব্দেন তৎসহযোগী স এব ব্যজ্যতে। যদেব তত্তত্ত্বং স্বপ্নাদৌ অন্বয়েন স্থিতং, যচ্চ তদ্বহিঃ শুদ্ধায়াং জীবাখ্যশক্তৌ তথা স্থিতং, চকারাৎ ততঃ পরত্রাপি ব্যতিরেকেণ স্থিতং স্বয়মবশিষ্টং তদ্‌ব্রহ্মরূপং বিদ্ধি।"

সমস্তশক্তিবিশিষ্ট হইয়া পূর্ণ আবির্ভাববশতঃ ভগবান্‌ অখণ্ড-তত্ত্বরূপ। আর ব্রহ্মে তাদৃশ বৈশিষ্ট্যাকারত্বের অপ্রকাশহেতু ব্রহ্ম ভগবানের খণ্ড অসম্যক্‌ আবির্ভাবমাত্র। হে মুনে ভগবৎ-শব্দের আদ্যক্ষর ভ-কারের সংভর্ত্তা ও ভর্ত্তা এই দুই অর্থ; গ-কারের অর্থ নেতা, গময়িতা ও স্রষ্টা। প্রাণিগণ অখিলাত্মা ভূতাত্মায় বাস করেন, আর সেই অব্যয়পুরুষও অশেষ প্রাণীতে বাস করেন, ইহাই ব-কারের অর্থ। অশেষ জ্ঞান, শক্তি, বল, ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য ও তেজঃ হেয়গুণসমূহ বর্জ্জিত হইয়া ভগবৎ-শব্দবাচ্য। 'সংভর্ত্তা'-শব্দে স্বভক্তগণের পোষক। 'ভর্ত্তা'-অর্থে ধারক ও স্থাপক, 'নেতা'-অর্থে নিজভক্তিফলের অর্থাৎ প্রেমের প্রাপক। নিজলোক-প্রাপক 'গময়িতা'। 'স্রষ্টা'-শব্দে নিজভক্তসমূহে তত্তদ্‌গুণের উদ্‌গমকারী। যিনি স্বয়ং অহেতু, স্বরূপশক্তিদ্বারা একমাত্র বিলাসবিশিষ্ট, সংসারে সম্পূর্ণ উদাসীন হইলেও প্রকৃতি ও জীবের প্রবর্ত্তক-অবস্থা-বিশিষ্ট স্বাংশ-লক্ষণান্বিত পুরুষদ্বারা সংসারের জন্ম, স্থিতি প্রভৃতির হেতু, সেই তত্ত্বকেই ভগবত্তত্ত্ব জানিবে। যে হেতুকর্ত্তা, জগতে আত্মাংশভূত জীবগণকে প্রবেশ করাইয়া জগৎকে সঞ্জীবিত করেন, দেহাদি উপলক্ষণ-প্রধানাদি তত্ত্বসমূহ যাঁহাকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া অবস্থানপূর্ব্বক নিজ নিজ কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, তাঁহাকে পরমাত্মা বলিয়া জানিবে। জীব স্বরূপতঃ আত্মা, জীবাপেক্ষা যাহার পরমত্ব; একারণে 'পরমাত্মা'-শব্দে তিনি জীবের নিত্য সহযোগিরূপে ব্যক্ত হইতেছেন। যে তত্ত্ব স্বপ্ন-জাগর-সুষুপ্তিতে অন্বয়ভাবে স্থিত, যাহা সমাধিতে শুদ্ধা জীবশক্তি হইয়া অবস্থিত হইলেও পরে পরত্রও ব্যতিরেকভাবে অবস্থিত হইয়া স্বয়ং অবশিষ্ট, তাহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে।

১১। শৌনকাদি ঋষিগণ শুকদেবের শিষ্য সূতকে ছয়টী প্রশ্ন করেন। 'শাস্ত্রের সারতত্ত্ব কি?' এই দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে এই শ্লোক,—

তত্ত্ববিদঃ (তত্ত্বজ্ঞাঃ) তৎ [এব] তত্ত্বম্‌ অদ্বয়ং জ্ঞানং (চিদেক-রূপং) বদন্তি। যৎ [অদ্বয়জ্ঞানং ক্বচিৎ] ব্রহ্ম ইতি, [ক্বচিৎ] পরমাত্মা ইতি, [ক্বচিৎ] ভগবান্‌ ইতি চ শব্দ্যতে (অভিধীয়তে; অয়মর্থঃ—কেবলজ্ঞানবৃত্ত্যা অদ্বয়জ্ঞানরূপং ব্রহ্ম, সচ্চিদ্বৃত্ত্যা অদ্বয়জ্ঞানরূপঃ পরমাত্মা, সচ্চিদানন্দবৃত্ত্যা তদদ্বয়জ্ঞানরূপো ভগবান্‌)।

ভগবদ্ভক্তগণ ব্রজেন্দ্রনন্দনকেই অদ্বয়জ্ঞানবিগ্রহ জানেন; কৃষ্ণের নাম, রূপ, গুণ ও লীলায় দ্বিতীয়াভিনিবেশ করেন না। অপ্রাকৃত নাম, রূপ, গুণ ও লীলার সহিত কৃষ্ণে পার্থক্য-বুদ্ধি করিলে বিষ্ণুকলেবরে প্রাকৃত বুদ্ধি হয়, উহাই অদ্বয়জ্ঞানের অভাব। কৃষ্ণেতর অবিষ্ণুবস্তুতে অদ্বয়জ্ঞানের অভাববশতঃ কৃষ্ণেতর বস্তু কৃষ্ণ হইতে অর্থাৎ অদ্বয়জ্ঞান হইতে মায়া বা অজ্ঞানদ্বারা স্বতন্ত্র হইয়া মায়িক বশযোগ্যতা লাভ করায় মায়া-বশ বা দ্বৈতজ্ঞানের অধীন। কৃষ্ণবস্তুর যাবতীয় প্রকাশ ও বিলাস-মূর্ত্তিসকলে দ্বিতীয়জ্ঞান নাই, সুতরাং তাঁহারা বিষ্ণুতত্ত্ব বলিয়া মায়াধীশ। যোগিগণ অদ্বয়জ্ঞান-বিগ্রহ পরমাত্মার সহিত শুদ্ধাত্মার অবিমিশ্র কেবল যোগকেই দ্বিতীয়জ্ঞানরহিত অবস্থা জানেন। জ্ঞানিগণ স্বগত-সজাতীয়-বিজাতীয়-ভেদহীন নির্ব্বিশেষ জ্ঞান-কেই অদ্বয়জ্ঞান ব্রহ্ম জানেন। (ভাষ্যকারকৃত ভাগবতের গৌড়ীয়-ভাষ্য দ্রষ্টব্য।)

(১) ব্রহ্ম-বিচার ঃ—

তাঁহার অঙ্গের শুদ্ধ কিরণ-মণ্ডল।
উপনিষদ্‌ কহে তাঁরে ব্রহ্ম-সুনির্ম্মল ॥ ১২ ॥

অনুভাষ্য

১২। মুণ্ডকোপনিষৎ, দ্বিতীয়মুণ্ডক, দ্বিতীয়খণ্ড ৯-১১ মন্ত্র—"হিরন্ময়ে পরে কোশে বিরজং ব্রহ্ম নিষ্কলম্‌। তচ্ছুভ্রং জ্যোতিষাং জ্যোতিস্তদ্‌যদাত্মবিদো বিদুঃ।। ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং, নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ। তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং, তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি।। ব্রহ্মৈবেদমমৃতং পুরস্তাদ্‌ ব্রহ্ম পশ্চাদ্‌ ব্রহ্ম দক্ষিণতোশ্চোত্তরেণ অধশ্চোর্দ্ধং চ প্রসৃতং ব্রহ্মৈবেদং বিশ্বমিদং বরিষ্ঠম্‌।"*

** আত্মবিদ্‌গণ যে পরব্রহ্মকে জানেন, তিনি সুবর্ণ-জ্যোতিঃসম্পন্ন, আনন্দময় শ্রেষ্ঠকোশে তথা জীবের হৃদয়পদ্মে অবস্থানকারী, নির্গুণ, অখণ্ড, নির্দ্দোষ ও সকল জ্যোতিষ্কগণেরও জ্যোতিঃ। তাঁহাকে চন্দ্র-সূর্য্য-নক্ষত্ররাজি বা এই বিদ্যুৎসকল প্রকাশ করিতে পারে না, অগ্নির আর কি কথা? তাঁহাকে অনুসরণ করিয়া সূর্য্যাদি সকলেই দীপ্তিলাভ করে, তাঁহার প্রকাশেই এই সকল জগৎ প্রকাশিত হয়। এই যে সম্মুখে, পিছনে, দক্ষিণে, বামে, ঊর্দ্ধে ও অধোভাগে বিশ্ব বিস্তৃত রহিয়াছে, এ সমস্তই সেই অমৃতস্বরূপ শাশ্বত ব্রহ্মাত্মক। অতএব ব্রহ্মই শ্রেষ্ঠতম।*

চর্ম্মচক্ষে দেখে যৈছে সূর্য্য নির্ব্বিশেষ ।
জ্ঞানমার্গে লইতে নারে তাঁহার বিশেষ ॥ ১৩ ॥

ব্রহ্মসংহিতা (৫।৪০)—

যস্য প্রভা প্রভবতো জগদণ্ডকোটি-
কোটিষ্বশেষবসুধাদিবিভূতিভিন্নম্ ।
তদ্‌ব্রহ্ম নিষ্কলমনন্তমশেষভূতং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ১৪ ॥

কোটী কোটী ব্রহ্মাণ্ডে যে ব্রহ্মের বিভূতি ।
সেই ব্রহ্ম গোবিন্দের হয় অঙ্গকান্তি ॥ ১৫ ॥
সেই গোবিন্দ ভজি আমি, তেঁহো মোর পতি ।
তাঁহার প্রসাদে মোর হয় সৃষ্টিশক্তি ॥ ১৬ ॥

শ্রীমদ্ভাগবত (১১।৬।৪৭)—

মুনয়ো বাতবসনাঃ শ্রমণা ঊর্দ্ধমন্থিনঃ ।
ব্রহ্মাখ্যং ধাম তে যান্তি শান্তাঃ সন্ন্যাসিনোঽমলাঃ ॥ ১৭ ॥

(২) পরমাত্ম-বিচার ঃ—

আত্মান্তর্যামী যাঁরে যোগশাস্ত্রে কয় ।
সেহ গোবিন্দের অংশ বিভূতি যে হয় ॥ ১৮ ॥
অনন্ত স্ফটিকে যৈছে এক সূর্য্য ভাসে ।
তৈছে জীবে গোবিন্দের অংশ প্রকাশে ॥ ১৯ ॥

শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা (১০।৪২)—

অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জ্জুন ।
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ ॥ ২০ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৩। নির্ব্বিশেষ—যে লক্ষণদ্বারা কোন বস্তু পরিচিত হয়, তাহাকে বিশেষ বলে ; তদ্রহিতই নির্ব্বিশেষ।

১৪। কোটী কোটী ব্রহ্মাণ্ডে অশেষ, বসুধাদি ঐশ্বর্য্যদ্বারা পৃথক্‌কৃত, নিষ্কল, অনন্ত, অশেষভূত ব্রহ্ম যাঁহার প্রভা হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।

অনুভাষ্য

১৪। শ্রীব্রহ্মকৃত শ্রীগোবিন্দের তত্ত্ব ও মাহাত্ম্য স্তবাকারে ব্রহ্মসংহিতা-গ্রন্থের পঞ্চমাধ্যায়ে লিখিত আছে,—

জগদণ্ডকোটি-কোটিষু (অসংখ্যব্রহ্মাণ্ডেষু) অশেষ-বসুধাদি-বিভূতিভিন্নম্ (অনন্তব্রহ্মাণ্ডাদিভিরাকারাভির্বিভূতিভির্ভিন্নং লব্ধ-পার্থক্যং) [যৎ] নিষ্কলং (নিরংশম্ অখণ্ডং পরিপূর্ণং) অনন্তং (খণ্ডজ্ঞানাতীতং) অশেষভূতং (সীমারহিতং) তদ্ব্রহ্ম প্রভবতঃ (প্রভাব-বিশিষ্টস্য) যস্য (গোবিন্দস্য) প্রভা (অঙ্গকান্তিঃ) তম্ আদিপুরুষং গোবিন্দং অহং ভজামি।

১৬। আমি—ব্রহ্মা।

১৭। উদ্ধব শ্রীকৃষ্ণের সত্বর অন্তর্দ্ধান হইবে জানিয়া তাঁহার শ্রীচরণে প্রার্থনাকালে ভক্তগণের কৃষ্ণচরণ-লাভ সুলভ এবং ক্লেশপর-সন্ন্যাসিগণের পরিশ্রমলব্ধ-সাধনফলে কেবলমাত্র ব্রহ্ম-লোকপ্রাপ্তি জানাইলেন।—

বাতবসনাঃ (দিগম্বরাঃ বসনহীনাঃ) শ্রমণাঃ (শরীরকর্ষণ-কারিণঃ ভিক্ষবঃ) ঊর্দ্ধমন্থিনঃ (ঊর্দ্ধরেতসঃ) শান্তাঃ (ব্রহ্মনিষ্ঠৈক-ধিয়ঃ) অমলাঃ (বিষয়মলবর্জ্জিতাঃ সন্ন্যাসিনঃ) তে ব্রহ্মাখ্যং (নির্ব্বিশেষরূপং) ধাম যান্তি (প্রাপ্নুবন্তি)।

১৮। ভগবান্ চিদ্বিলাসময়-বিগ্রহ ; তিনি তুরীয় বিগ্রহ বলিয়া দেবীধামের কোন ব্যাপারেই স্বয়ং আসক্ত না হইয়া পুরুষাবতার-দ্বারা 'প্রধান' ও জীবের নিয়ন্তা। ত্রিবিধ পুরুষাবতারের তত্ত্ববোধ

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৭। দিগ্বসন, শ্রমশীল, ঊর্দ্ধরেতা মুনিগণ, শান্ত ও নির্ম্মল সন্ন্যাসীসকল ব্রহ্মধাম লাভ করেন।

১৯। অনন্ত স্ফটিক-খণ্ডে এক সূর্য্য প্রতিভাত হইয়া পৃথক্ পৃথক্ প্রতীতি প্রকাশ করে, সেইরূপ অনন্ত সংখ্যক জীবে গোবিন্দের অংশ যে পরমাত্মা তিনি প্রকাশ পান।

২০। হে অর্জ্জুন, অধিক কি বলিব, আমি এক অংশে পরমাত্মরূপে অখিল জগতে প্রবিষ্ট হইয়া অবস্থিত।

অনুভাষ্য

হইলেই জীব চতুর্ব্বিংশ মায়িক-তত্ত্বোপলব্ধি হইতে মুক্ত হন। প্রতি জীবের অন্তর্যামী ক্ষীরোদকশায়ী মহাবিষ্ণু, ব্রহ্মাণ্ডের সমষ্টি-জীবের অন্তর্যামিরূপে গর্ভোদকশায়ী মহাবিষ্ণু এবং নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা কারণার্ণবশায়ী অন্তর্যামী মহাবিষ্ণু পুরুষাবতারত্রয় দেবীধামের সৃষ্টির কর্ত্তাস্বরূপ আংশিক কার্য্যের নিয়ন্তা। চতুর্ব্বিংশ মায়িকতত্ত্ব অতিক্রম উদ্দেশে পরমাত্মার সহযোগবিধান যোগ-শাস্ত্রে কথিত আছে। সুতরাং অন্তর্যামী পুরুষ পরমাত্মা, গোবিন্দের অংশ-বিভূতিমাত্র।

১৯। একমাত্র সূর্য্য যে-প্রকার নিজস্থানে অবস্থানপূর্ব্বক অনন্ত স্ফটিকখণ্ডে অনন্তমূর্ত্তিতে প্রতিভাত হন, সেইপ্রকার একমাত্র শ্রীগোবিন্দ গোলোক-বৃন্দাবনে নিত্যপ্রকট থাকিয়া অনন্তজীব-হৃদয়ে জীবের সেব্যপুরুষ অন্তর্যামী পরমাত্মরূপে প্রকাশিত হন। "দ্বা সুপর্ণা সযুজা" প্রভৃতি মন্ত্রত্রয়ে একবৃক্ষে সেব্যসেবক-ভাবে অবস্থিত জীবাত্মা ও পরমাত্মরূপ পক্ষিদ্বয়ের উল্লেখ আছে। পরমাত্মা জীবাত্মাকে কর্ম্মফল ভোগ করান, কিন্তু তাদৃশ ফল-ভোক্তা হন না। যে-কালে জীব কর্ম্মফল-ভোক্তৃত্ব ত্যাগ করিয়া সেব্য-পরমাত্মার মহিমা জানিতে পারেন, তখন নিরঞ্জন হইয়া পরম সমতা বৈকুণ্ঠ লাভ করেন।

শ্রীমদ্ভাগবত (১।৯।৪২)—

তমিমমহমজং শরীরভাজাং
হৃদি হৃদি ধিষ্ঠিতমাত্মকল্পিতানাম্ ।
প্রতিদৃশমিব নৈকধার্কমেকং
সমধিগতোঽস্মি বিধূতভেদমোহঃ ॥ ২১ ॥

(৩) ভগবদ্বিচার ঃ—

সেইত' গোবিন্দ সাক্ষাচ্চৈতন্য গোসাঞি ।
জীব নিস্তারিতে ঐছে দয়ালু আর নাই ॥ ২২ ॥

পরব্যোমপতি নারায়ণই
সর্ব্বশাস্ত্রে বর্ণিত ঃ—

পরব্যোমেতে বৈসে নারায়ণ নাম ।
ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ লক্ষ্মীকান্ত ভগবান্ ॥ ২৩ ॥
বেদ, ভাগবত, উপনিষদ্, আগম ।
'পূর্ণতত্ত্ব' যাঁরে কহে, নাহি যাঁর সম ॥ ২৪ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২১। ভীষ্ম কহিলেন,—হে কৃষ্ণ, একই সূর্য্য যেরূপ প্রতি চক্ষুর বিষয়ীভূত ভিন্ন ভিন্ন বস্তু বলিয়া বোধ হয়, তদ্রূপ তোমার এক অংশরূপ পরমাত্মা প্রতি দেহীর হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হইয়া পৃথক্ তত্ত্বরূপে অনুমিত হন। কিন্তু যখন তাহারা তোমার আত্মকল্পিত হয় অর্থাৎ তোমার দাসরূপে আপনাদিগকে জানে, তখন আর সে ভেদমোহ থাকে না। পরমাত্মাকে তোমার অংশ জানিয়া সেইরূপ বিগত-ভেদমোহ হইয়া আমিও তোমার অজস্বরূপের জ্ঞান লাভ করিলাম।

২২। এইস্থলে সাক্ষাৎ-শব্দ প্রয়োগদ্বারা গ্রন্থকার সিদ্ধান্ত করিতেছেন যে, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য স্বয়ং গোবিন্দ অর্থাৎ গোবিন্দের প্রকাশ বা বিলাস নন।

অনুভাষ্য

২০। ভগবান্ অর্জ্জুনকে নানাপ্রকারে নিজ সম্বন্ধতত্ত্ব বুঝাইয়া তাহার সংক্ষেপার্থ প্রকাশ করিতেছেন,—

অথবা হে অর্জ্জুন, বহুনা (বাহুল্যেন পৃথক্ পৃথগুপদিশ্যমানেন) জ্ঞাতেন কিং [তব প্রয়োজনম্—অলমিত্যর্থঃ]। ইদং (চিদচিদাত্মকং) কৃৎস্নং (সমগ্রং) জগৎ একাংশেন (প্রকৃত্যাদ্যন্তর্যামিনা পুরুষাখ্যেন অংশেন) বিষ্টভ্য (অধিষ্ঠানত্বাৎ বিধৃত্য অধিষ্ঠাতৃত্বাদধিষ্ঠায়, নিয়ন্তৃত্বান্নিয়ম্য ব্যাপকত্বাৎ ব্যাপ্য) অহং (ভগবান্) স্থিতঃ।

২১। যুধিষ্ঠির ভীষ্মের নিকট ধর্ম্মজিজ্ঞাসা-বাসনায় যাত্রা করিলে অর্জ্জুনের রথে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার অনুগমন করেন। অন্যান্য দেবর্ষি ব্রহ্মর্ষিগণ ভীষ্মের দর্শনজন্য তথায় উপস্থিত হইলে যুধিষ্ঠিরের কতিপয় প্রশ্নের উত্তর দিবার পর ভীষ্মের নির্য্যাণকাল উপস্থিত হইলে তিনি সম্মুখস্থিত শ্রীকৃষ্ণকে অনেকগুলি শ্লোকে স্তব করেন ; তন্মধ্যে ইহা একটী—

[নানাদেশাবস্থিতানাং প্রাণিনাং] প্রতিদৃশং (অবলোকনং প্রতি) [যথা] একং অর্কং ইব নৈকধা (অধিষ্ঠানভেদাৎ অনেকধা দৃষ্টং) [তথা] আত্মকল্পিতানাং (আত্মনা স্বয়মেব কল্পিতানাং) শরীরভাজাং হৃদি হৃদি (প্রতিহৃদয়ং) ধিষ্ঠিতম্ (অধিষ্ঠিতং) তম্ ইমং অজং (শ্রীকৃষ্ণং) বিধূতভেদমোহঃ (বিধূতো দূরীকৃতো ভেদরূপো মোহঃ ভগবতঃ নামরূপগুণলীলাভেদরূপঃ ভগবদ্বিগ্রহস্য প্রকাশবিলাসমূর্ত্তিভেদেন ব্যাপকত্ব-সম্ভাবনাজনিত-নানাত্বপ্রতীতিলক্ষণঃ মোহঃ যস্য তথাভূতঃ) অহং সমধিগতঃ (সম্যগধিগতঃ প্রাপ্তঃ অস্মি)।

২২। চৈতন্যোপনিষদি—"গৌরঃ সর্ব্বাত্মা মহাপুরুষো মহাত্মা মহাযোগী ত্রিগুণাতীতঃ সত্ত্বরূপো ভক্তিং লোকে কাশ্যতীতি।" শ্বেতাশ্বতরে—"তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং তং দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতম্। পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাৎ বিদাম দেবং ভুবনেশমীড্যম্।।" "মহান্ প্রভুর্বৈ পুরুষঃ সত্ত্বস্যৈষঃ প্রবর্ত্তকঃ। সুনির্ম্মলামিমাং প্রাপ্তিমীশানো জ্যোতিরব্যয়ঃ।।" "যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্।" ভাগবতে—"ধ্যেয়ং সদা পরিভবঘ্নমভীষ্টদোহং তীর্থাস্পদং শিববিরিঞ্চিনুতং শরণ্যম্। ভৃত্যার্ত্তিহং প্রণতপাল-ভবাব্ধিপোতং বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দম্।। ত্যক্ত্বা সুদুস্ত্যজ-সুরেপ্সিত-রাজ্যলক্ষ্মীং ধর্ম্মিষ্ঠ আর্য্যবচসা যদগাদরণ্যম্। মায়ামৃগং দয়িতয়েপ্সিতমন্বধাবৎ" ইতি। "ইত্থং নৃতির্যগৃষিদেবঝষাবতারৈর্লোকান্ বিভাবয়সি হংসি জগৎপ্রতীপান্। ধর্ম্মং মহাপুরুষ পাসি যুগানুবৃত্তশ্ছন্নঃ কলৌ যদভবস্ত্রিযুগোঽথ স ত্বম্।।" ইতি প্রহ্লাদবচনম্। এখানে চরিতামৃতে উদ্ধৃত প্রমাণাবলীর উদ্ধার নিষ্প্রয়োজন। কৃষ্ণযামলে—"পুণ্যক্ষেত্রে নবদ্বীপে ভবিষ্যামি শচীসুতঃ।" ব্রহ্মযামলে—"অথবাহং ধরাধামে ভূত্বা মদ্ভক্তরূপধৃক্। মায়ায়াং চ ভবিষ্যামি কলৌ সঙ্কীর্ত্তনাগমে।।" বায়ুপুরাণে—"কলৌ সঙ্কীর্ত্তনারম্ভে ভবিষ্যামি শচীসুতঃ।" অনন্ত-সংহিতায়—"য এব ভগবান্ কৃষ্ণো রাধিকা-প্রাণবল্লভঃ। সৃষ্ট্যাদৌ স জগন্নাথো গৌর আসীন্মহেশ্বরি।।" ইত্যাদি।

২৪। ঋক্সংহিতায় (১।২২।২০) "তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ। দিবীব চক্ষুরাততম্" ইত্যাদি। (ভাঃ ১১।৩।৩৪-৩৫) "নারায়ণাভিধানস্য ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনঃ। নিষ্ঠামর্হথ নো বক্তুং যূয়ং হি ব্রহ্মবিত্তমাঃ।। স্থিত্যুদ্ভবপ্রলয়হেতুরহেতুরস্য, যৎ স্বপ্নজাগর-সুষুপ্তিষু সদ্বহিশ্চ। দেহেন্দ্রিয়াসু হৃদয়ানি চরন্তি যেন, সঞ্জীবিতানি তদবেহি পরং নরেন্দ্র।।" নারায়ণাথর্ব্বশির-উপনিষদে —"নারায়ণাদেব সমুৎপদ্যন্তে নারায়ণাৎ প্রবর্ত্তন্তে নারায়ণে

দ্রষ্টাভেদে দর্শনভেদ এবং উপায়ভেদে উপেয়-প্রতীতিভেদ ঃ—

ভক্তিযোগে ভক্ত পায় যাঁহার দর্শন ।
সূর্য্য যেন সবিগ্রহ দেখে দেবগণ ॥ ২৫ ॥
জ্ঞানযোগমার্গে তাঁরে ভজে যেই সব ।
ব্রহ্ম-আত্মরূপে তাঁরে করে অনুভব ॥ ২৬ ॥
উপাসনা-ভেদে জানি ঈশ্বর-মহিমা ।
অতএব সূর্য্য তাঁর দিয়েত উপমা ॥ ২৭ ॥

(ক) কৃষ্ণ ও নারায়ণের অভেদত্ব সত্ত্বেও লীলাগতভেদ ঃ—

সেই নারায়ণ কৃষ্ণের স্বরূপ অভেদ ।
একই বিগ্রহ, কিন্তু আকার বিভেদ ॥ ২৮ ॥
ইহোঁ ত' দ্বিভুজ, তিঁহো ধরে চারি হাত ।
ইহোঁ বেণু ধরে, তিঁহো চক্রাদিক সাথ ॥ ২৯ ॥

শ্রীমদ্ভাগবত (১০।১৪।১৪)—

নারায়ণস্ত্বং ন হি সর্ব্বদেহিনা-
মাত্মাস্যধীশাখিললোকসাক্ষী ।
নারায়ণোঽঙ্গং নরভূ-জলায়না-
ত্তচ্চাপি সত্যং ন তবৈব মায়া ॥ ৩০ ॥

শ্লোক-ব্যাখ্যা ঃ—

শিশু বৎস হরি' ব্রহ্মা করি অপরাধ ।
অপরাধ ক্ষমাইতে মাগেন প্রসাদ ॥ ৩১ ॥

মূল নারায়ণত্বহেতু কৃষ্ণে সর্ব্বপুরুষাবতারত্ব অন্তর্ভুক্ত ঃ—

"তোমার নাভিপদ্ম হৈতে আমার জন্মোদয় ।
তুমি পিতা-মাতা, আমি তোমার তনয় ॥ ৩২ ॥
পিতা-মাতা বালকের না লয় অপরাধ ।
অপরাধ ক্ষম, মোরে করহ প্রসাদ ॥" ৩৩ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২৫-২৬। ভগবানের যে নিত্যবিগ্রহ, তাহা জড়েন্দ্রিয় বা জ্ঞানচেষ্টার দ্বারা দেখিতে পাওয়া যায় না। ভক্তিযোগে অর্থাৎ ভক্তিবৃত্তিদ্বারা ভক্তগণই কেবল তাহা দর্শন করিতে যোগ্য হন। উদাহরণ-স্থল এই যে, সূর্য্য বিগ্রহবিশিষ্ট বস্তু। সামান্য চর্ম্মচক্ষে বা আসুরিক চক্ষে সে বিগ্রহের দর্শন হয় না। দেবগণের দিব্যচক্ষু সূর্য্যের রশ্মিজাল ভেদ করত তাহা দর্শন করে। যে মানবগণ জ্ঞানমার্গে ও যোগমার্গে তাঁহার অনুসন্ধান করেন, তাঁহারা নিত্য-বিগ্রহের রশ্মিজালরূপ ব্রহ্ম ও অংশরূপ পরমাত্মাকেই অনুসরণ করিতে পারেন। কিন্তু তাঁহারা চিন্ময় নিত্যবিগ্রহ দেখিতে যোগ্য হন না।

অনুভাষ্য

প্রলীয়ন্তে। অথ নিত্যো নারায়ণঃ। নারায়ণ এবেদং সর্ব্বং যদ্ভূতং যচ্চ ভব্যম্। শুদ্ধো দেব একো নারায়ণো ন দ্বিতীয়োঽস্তি কশ্চিৎ।" নারায়ণোপনিষদে—"যতঃ প্রসূতা জগতঃ প্রসূতা।" হয়শীর্ষ-পঞ্চরাত্রে—"পরমাত্মা হরির্দেবঃ।"★

৩০। ব্রহ্মা গোবৎস হরণ করিলে পর শ্রীকৃষ্ণের তত্ত্ব অবগত হইয়া যে স্তুতি করেন, তন্মধ্যে ইহা একটী শ্লোক,—

হে অধীশ (পুরুষাবতারত্রয়াদধিকৈশ্বর্য্যসম্পন্ন), ন হি [কিং] ত্বং নারায়ণঃ (নারস্য অয়নং প্রবৃত্তির্যস্মাৎ সঃ) ; সর্ব্বদেহিনাং

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৩০। হে অধীশ, তুমি অখিললোকসাক্ষী। তুমি যখন দেহিমাত্রের আত্মা অর্থাৎ অত্যন্ত প্রিয় বস্তু, তখন কি তুমি আমার জনক নারায়ণ নহ? নরজাত জল-শব্দে নার, তাহাতে যাঁহার অয়ন, তিনিই নারায়ণ। তিনি তোমার অঙ্গ অর্থাৎ অংশ। তোমার অংশরূপ কারণাব্ধিশায়ী, ক্ষীরোদশায়ী ও গর্ভোদশায়ী কেহই মায়ার অধীন নন। তাঁহারা মায়াধীশ মায়াতীত পরমসত্য।

অনুভাষ্য

(সর্ব্বপ্রাণিনাম্) আত্মা ত্বং নারায়ণঃ (নারং জীবসমূহঃ অয়নং আশ্রয়ো যস্য সঃ তৃতীয়পুরুষাবতারঃ ক্ষীরোদকস্থঃ) অসি (ভবসি) ; অখিললোক-সাক্ষী (সমষ্ট্যন্তর্যামী) ত্বং নারায়ণঃ (নারং অয়সে জানাসি দ্বিতীয়পুরুষাবতারঃ গর্ভোদকস্থঃ) অসি ; নরভূ-জলায়নাৎ (নরাৎ পরমাত্মনঃ উদ্ভূতাঃ যে অর্থাঃ চতুর্ব্বিংশতি-তত্ত্বানি, তথা নরাৎ জাতং যৎ জলং তদয়নাৎ যঃ প্রসিদ্ধঃ আদি-পুরুষাবতারঃ কারণোদকস্থঃ) নারায়ণঃ সঃ অপি তব অঙ্গং (অংশঃ)। তচ্চ অপি সত্যম্ [এব], ন তু মায়া (ন মায়িকবদ-নিত্যম্)। [অবতারেঽপি ত্বয়ি তব চিন্ময়কলেবরস্য স্পর্শনে মায়া অসমর্থা। হে কৃষ্ণ, ত্বং মূলনারায়ণঃ, পুরুষাদ্যবতারাস্তে অংশা, ত্বমেব অংশীতি। তেঽবতারা অঙ্গাঃ, ত্বমেবাঙ্গীতি মে মতিঃ]।

★ ঋক্‌সংহিতা—আকাশে সূর্য্য উদিত হইলে চক্ষু যেরূপ সর্ব্বত্র দৃষ্টিপাতে সমর্থ হয়, তদ্রূপ জ্ঞানিগণ সেই শ্রীবিষ্ণুর পরমপদ সদা প্রত্যক্ষ করেন। শ্রীমদ্ভাগবত—মহারাজ নিমির প্রশ্ন,—'হে মুনিগণ! আপনারা যেহেতু ব্রহ্মজ্ঞশ্রেষ্ঠ, সেহেতু নারায়ণ-শব্দ-অভিহিত বস্তু, ব্রহ্ম ও পরমাত্মার স্বরূপ আমাদের নিকট বর্ণনে সমর্থ।' ঋষি পিপ্পলায়ন-কৃত উত্তর,—'হে রাজন্! যিনি এই বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের হেতু, কিন্তু স্বয়ং হেতুরহিত, তিনি নারায়ণ; যিনি স্বপ্ন-জাগর-সুষুপ্তি ও সমাধি প্রভৃতি অবস্থায় সর্ব্বত্র সৎরূপে অনুবর্ত্তমান, তিনি ব্রহ্ম; দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, হৃদয় যাঁহার বলে সঞ্জীবিত হইয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, তিনি পরমাত্মা-রূপে জ্ঞাতব্য।' অথর্ব্ববেদীয় শ্রীনারায়ণোপনিষদ—শ্রীনারায়ণ হইতেই সকল কিছু সমুদ্ভূত হয়, তাঁহা হইতেই প্রবর্ত্তিত (পরিচালিত) হয় এবং তাঁহাতেই বিলীন হয়। অতএব নারায়ণ নিত্য। এই সমগ্র বিশ্ব—যাহা হইয়াছে ও হইবে, তাহা সমস্তই নারায়ণাত্মক। বিশুদ্ধসত্ত্বময় দেবতা নারায়ণই এক বা অদ্বিতীয়—অপর কেহ দ্বিতীয় নাই।

কৃষ্ণ কহেন—"ব্রহ্মা, তোমার পিতা নারায়ণ।
আমি গোপ, তুমি কৈছে আমার নন্দন ॥" ৩৪ ॥

প্রথম প্রমাণ ঃ—

ব্রহ্মা বলেন,—"তুমি কিনা হও নারায়ণ।
তুমি নারায়ণ—শুন তাহার কারণ ॥ ৩৫ ॥
প্রাকৃতাপ্রাকৃত-সৃষ্ট্যে যত জীব রূপ।
তাহার যে আত্মা তুমি মূল-স্বরূপ ॥ ৩৬ ॥
পৃথ্বী যৈছে ঘটকুলের কারণ আশ্রয়।
জীবের নিদান তুমি, তুমি সর্ব্বাশ্রয় ॥ ৩৭ ॥
'নার'-শব্দে কহে সর্ব্বজীবের নিচয়।
'অয়ন'-শব্দেতে কহে তাহার আশ্রয় ॥ ৩৮ ॥
অতএব তুমি হও মূল নারায়ণ।
এই এক হেতু, শুন দ্বিতীয় কারণ ॥ ৩৯ ॥

দ্বিতীয় প্রমাণ ঃ—

জীবের ঈশ্বর—পুরুষাদি অবতার।
তাঁহা সবা হৈতে তোমার ঐশ্বর্য্য অপার ॥ ৪০ ॥
অতএব অধীশ্বর তুমি সর্ব্ব পিতা।
তোমার শক্তিতে তাঁরা জগৎ-রক্ষিতা ॥ ৪১ ॥
নারের অয়ন যাতে করহ পালন।
অতএব হও তুমি মূল নারায়ণ ॥ ৪২ ॥

তৃতীয় প্রমাণ ঃ—

তৃতীয় কারণ শুন, শ্রীভগবান্।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড বহু বৈকুণ্ঠাদি ধাম ॥ ৪৩ ॥
ইথে যত জীব, তার ত্রিকালিক কর্ম্ম।
তাহা দেখ, সাক্ষী তুমি, জান সব মর্ম্ম ॥ ৪৪ ॥
তোমার দর্শনে সর্ব্ব জগতের স্থিতি।
তুমি না দেখিলে কার নাহি স্থিতি গতি ॥ ৪৫ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৩৬-৩৭। প্রাকৃত সৃষ্টি মায়া প্রকৃতির অন্তর্গত। "ভূমি-রাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ। অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা।। অপরেয়ং" ইতি—এই গীতা (৭।৪-৫) বাক্যে মন, বুদ্ধি, অহঙ্কাররূপ লিঙ্গজগৎ ভূম্যাদি পঞ্চমহাভূতরূপ সকলই মায়িক অথবা প্রাকৃত। শুদ্ধজীব ও চিজ্জগৎ অপ্রাকৃত। সেই প্রাকৃতাপ্রাকৃত জগদ্দ্বয়ে বদ্ধ ও শুদ্ধ উভয়প্রকার জীবের তুমি আত্মা, অতএব মূলস্বরূপ। ঘটসমূহের পৃথিবী যেমত কারণ ও আশ্রয়, তদ্রূপ জীবের তুমি একমাত্র নিদান অর্থাৎ কারণ এবং আশ্রয়।

৪০। পুরুষাদি অবতার—কারণাব্ধিশায়ী, গর্ভোদকশায়ী ও ক্ষীরোদকশায়ী—এই তিন পুরুষাবতার।

অনুভাষ্য

৩৬। প্রকৃতি হইতে গুণদ্বারা উৎপন্ন যে-সব বিভিন্ন বস্তু, সে-সকলই প্রাকৃত। গুণদ্বারা ক্ষোভের অযোগ্য যে-সকল নিত্য চিদ্বিলাস-বিচিত্রতা বর্ত্তমান, উহাই অপ্রাকৃত সৃষ্টি। অপ্রাকৃত-প্রকাশের অন্তর্গত মুক্তজীবকুল কৃষ্ণসেবাপর। কালের অধীন ত্রিগুণান্তর্গত বদ্ধজীব প্রাকৃত-সৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত। অপ্রাকৃত-প্রকাশ মুক্তজীব নিরন্তর কৃষ্ণসেবা-নিরত, প্রাকৃত জীব সর্ব্বদা সুখদুঃখ-ভোগাধীন। সঙ্কর্ষণই মুক্ত এবং বদ্ধজীবের মূলস্বরূপ অর্থাৎ তাঁহার তটস্থশক্তি হইতে বিবিধ জীব সেবোন্মুখ ও সেবাবিমুখ অবস্থায় নানারূপে অবস্থিত। মুক্ত হইয়া জীব অপ্রাকৃত রাজ্যে পাঁচপ্রকার বিভিন্নরসে আশ্রয়াধীন হইয়া ভগবৎসেবা-নিরত। আবার, ভোগময় রাজ্যে অবিদ্যাগ্রস্ত হইয়া আপনাকে বিষয়ী বলিয়া অভিমান করিয়া অপর বস্তুতে যোষিদ্‌বুদ্ধি করে। এই

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৪৪। ইথে—প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডনিচয়ে এবং অপ্রাকৃত বৈকুণ্ঠাদি-ধামে। সাক্ষী—বদ্ধ ও শুদ্ধ জীবের ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান কালের সকল কর্ম্মের তুমি একমাত্র দ্রষ্টা।

অনুভাষ্য

উভয়বিধ তটস্থশক্তি-পরিণামপ্রকাশ জীব শক্তিমৎ-তত্ত্বের আশ্রিত।

৩৭। যেরূপ ব্যাপক মৃত্তিকা ব্যাপ্য বিবিধ ঘটের উপাদান-কারণ, তদ্রূপ অদ্বয়জ্ঞান ভগবদ্বস্তু হইতে নিখিল জীবকুল ঘটের ন্যায় নিত্যপ্রকটিত। জীবের কারণরূপে সেই সর্ব্বকারণকারণ ভগবান্ সর্ব্বদা অধিষ্ঠিত। "নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাং" —এই শ্রুতি পরতত্ত্বকেই সকল বস্তুর আশ্রয়রূপে নির্দ্দেশ করে।

বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী বেদান্তপ্রতিপাদ্য-নিরূপণে বলেন যে, যেরূপ সূক্ষ্মদেহ ও স্থূলদেহের দেহী জীব ত্রিবিধ অবস্থানে পরিদৃষ্ট, তদ্রূপ ভগবৎস্বরূপ হইতে স্বতন্ত্রভাবে চিৎ ও অচিৎ জগৎ—দ্বিবিধ অবস্থানে প্রকাশিত হইয়া তাঁহারই অদ্বয়বৈশিষ্ট্য স্থাপন করিতেছে। চিজ্জগৎ ভগবৎপরিকরে পূর্ণ, আর অচিজ্জগৎ ভগবদ্বিমুখ বদ্ধ-জীবের ভোগ্যভূমি। ভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তি পরিকরবৈশিষ্ট্যের কারণ ; ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তি প্রাকৃত-গুণজাত জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। প্রাকৃত জগৎ ভগবানের স্থূল বাহ্যাঙ্গ, আর জীবজগৎ ভগবানের সূক্ষ্মাঙ্গ। ভগবান্ এই উভয়বিধ অঙ্গের অঙ্গী। গৌড়ীয়-দর্শন স্বরূপশক্তিমত্তত্ত্ব, চিচ্ছক্তি ও অচিচ্ছক্তি-পরিণত জগদ্দ্বয়ের যুগপৎ কারণ-কার্য্যে অচিন্ত্য-ভেদাভেদ স্থাপন করিয়াছে।

নারের অয়ন যাতে কর দরশন ।
তাহাতেও হও তুমি মূল নারায়ণ ॥" ৪৬ ॥
কৃষ্ণ কহেন—"ব্রহ্মা, তোমার না বুঝি বচন ।
জীব-হৃদি, জলে বৈসে সেই নারায়ণ ॥" ৪৭ ॥
ব্রহ্মা কহে—"জলে, জীবে যেই নারায়ণ ।
সে-সব তোমার অংশ—এ সত্য বচন ॥ ৪৮ ॥

পুরুষাবতারত্রয়ের লক্ষণ ঃ—

কারণাব্ধি-গর্ভোদক-ক্ষীরোদকশায়ী ।
মায়াদ্বারা সৃষ্টি করে, তাতে সব মায়ী ॥ ৪৯ ॥
সেই তিন জলশায়ী সর্ব্ব-অন্তর্যামী ।
ব্রহ্মাণ্ডবৃন্দের আত্মা যে পুরুষ-নামী ॥ ৫০ ॥
হিরণ্যগর্ভের আত্মা গর্ভোদকশায়ী ।
ব্যষ্টিজীব-অন্তর্যামী ক্ষীরোদকশায়ী ॥ ৫১ ॥
এ সবার দর্শনেতে আছে মায়াগন্ধ ।
তুরীয় কৃষ্ণের নাহি মায়ার সম্বন্ধ ॥ ৫২ ॥

শ্রীমদ্ভাগবত ১১।১৫।১৬ শ্লোকের ভাবার্থ-দীপিকায়—

বিরাড়্হিরণ্যগর্ভশ্চ কারণং চেত্যুপাধয়ঃ ।
ঈশস্য যৎত্রিভির্হীনং তুরীয়ং তৎ প্রচক্ষতে ॥ ৫৩ ॥

যদ্যপি তিনের মায়া লইয়া ব্যবহার ।
তথাপি তৎস্পর্শ নাই, সবে মায়া পার ॥ ৫৪ ॥

প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়া প্রপঞ্চাতীত থাকাই ভগবত্তা ঃ—
শ্রীমদ্ভাগবত (১।১১।৩৯)—

এতদীশনমীশস্য প্রকৃতিস্থোঽপি তদ্‌গুণৈঃ ।
ন যুজ্যতে সদাত্মস্থৈর্যথা বুদ্ধিস্তদাশ্রয়া ॥ ৫৫ ॥

সেই তিনজনের তুমি পরম আশ্রয় ।
তুমি মূল নারায়ণ—ইথে কি সংশয় ॥ ৫৬ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৪৬। যাতে অর্থাৎ যেহেতু জীবের দ্রষ্টা, অতএব নারের অয়নরূপ নারায়ণ। ব্রহ্মা তিনটী যুক্তিদ্বারা কৃষ্ণকে মূলনারায়ণ স্থির করিতেছেন। ১ম—সর্ব্বজীবের নিদান ও আশ্রয়প্রযুক্ত কৃষ্ণই মূল নারায়ণ। ২য়—সর্ব্বজীবের ঈশ্বর কারণাব্ধিশায়ী পুরুষ, সমষ্টিজীবের অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভের আত্মা গর্ভোদশায়ী পুরুষ এবং ব্যষ্টি-জীবের অন্তর্যামী আত্মা ক্ষীরোদশায়ী পুরুষ—এই তিন পুরুষের ও তদবতারদিগের মূল শক্তিদাতারূপ নারের অয়ন হইয়া কৃষ্ণই মূল নারায়ণ। ৩য়—অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ও বৈকুণ্ঠাদিতে বদ্ধ ও শুদ্ধ জীবসমূহের ত্রিকালিক কর্ম্মের সাক্ষিরূপ নারের অয়ন বলিয়া কৃষ্ণই মূল-নারায়ণ।

৪৭। জীব-হৃদি—ব্যষ্টি ও সমষ্টি জীবের অন্তরে। জলে—কারণাব্ধিতে, গর্ভোদকে ও ক্ষীরোদকে।

৪৯। তাতে সব মায়ী—মায়াদ্বারা সৃষ্টি করেন বলিয়া সেই তিন পুরুষ মায়ী অর্থাৎ মায়া-সম্বন্ধে অধীশ্বর।

৫০। যে পুরুষ নামী—যাঁহাদের নাম 'পুরুষ'।

৫১-৫২। হিরণ্যগর্ভ—সমষ্টিজীব ; তদন্তর্যামী—গর্ভোদকশায়ী। ব্যষ্টি অর্থাৎ পৃথক্ পৃথক্ জীবের অন্তর্যামী পুরুষ—ক্ষীরোদকশায়ী। এই তিন পুরুষের অতীত পুরুষ তুরীয় অর্থাৎ চতুর্থ। তিনি কৃষ্ণচন্দ্রের বিলাসমূর্ত্তি পরব্যোমনাথ নারায়ণ—নিতান্ত মায়াগন্ধশূন্য।

৫৩। বিরাট্, হিরণ্যগর্ভ ও কারণ—এইসকল মায়াসম্বন্ধীয় উপাধি। উপাধিশূন্য তত্ত্বই তুরীয় (চতুর্থ)।

৫৪। হিরণ্যগর্ভাদি সমষ্টি ও ব্যষ্টি-জীব মায়াবশ। উক্ত তিন পুরুষের মায়া লইয়া ব্যবহার থাকিলেও তাঁহারা মায়া-পার। তাঁহারা মায়াধীশ-তত্ত্ব, মায়াতে ঈক্ষণ করেন, কিন্তু মায়া সংস্পর্শ করেন না।

৫৫। প্রকৃতিস্থ হইয়া তাহার গুণের বশীভূত না হওয়াই ঈশ্বরের ঈশিতা। মায়াবদ্ধ জীবের বুদ্ধি যখন ঈশাশ্রয়া হয়, তখন তাহা মায়া-সন্নিকর্ষেও মায়াগুণে সংযুক্ত হয় না।

অনুভাষ্য

৫৩। শ্রীধরস্বামী স্ব-টীকায় 'তুরীয়' ব্যাখ্যা করিতে এই শ্লোকের অবতারণা করিয়াছেন,—

বিরাট্ (স্থূলং) হিরণ্যগর্ভঃ (সূক্ষ্মং) কারণং (অবিদ্যা, প্রকৃতির্বা) ইতি [এতে] ঈশস্য (মহৎস্রষ্টুঃ পুরুষাবতারস্য) উপাধয়ঃ (প্রকাশবিশেষাঃ)। যৎ ত্রিভিঃ (এতৈঃ উপাধিভিঃ) হীনং (তৎসম্বন্ধবর্জ্জিতং) তৎ (পদং) তুরীয়ং (চতুর্থং, পুরুষত্রয়াতীতং বৈকুণ্ঠং) প্রচক্ষতে।

৫৫। শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকানগরীতে স্বীয় প্রাসাদে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া মহিষীগণের সহিত কালযাপন-প্রসঙ্গে তাঁহার মায়াগন্ধ-শূন্য ব্যবহারে শ্রীসূতকর্ত্তৃক এতাদৃশ উল্লেখ,—

তদাশ্রয়া (শ্রীভগবদাশ্রয়া) [পরমভাগবতানাং] বুদ্ধিঃ যথা [প্রকৃতিস্থা কথঞ্চিত্তত্র পতিতাঽপি] ন যুজ্যতে তথা, (যদ্বা, ব্যতিরেকেণ) তদাশ্রয়া (প্রকৃত্যাশ্রয়া) বুদ্ধিঃ (জীবজ্ঞানং) যথা যুজ্যতে তথা ন। প্রকৃতিস্থোঽপি (ত্রিগুণময়ে প্রপঞ্চে তিষ্ঠন্নপি) সদা আত্মস্থৈঃ গুণৈঃ ন যুজ্যতে (প্রাকৃতগুণেষ্বাসক্তো ন ভবতি)—এতৎ [এব] ঈশস্য (সমর্থস্য মায়াতীতস্য ভগবতঃ) ঈশনং (ঐশ্বর্য্যম্)।

৫৬। সেই তিনজনের অর্থাৎ ক্ষীরোদকশায়ী, গর্ভোদকশায়ী ও কারণার্ণবশায়ী মহাবিষ্ণুর তুমি পরমাশ্রয়। তোমার

সেই তিনের অংশী পরব্যোম নারায়ণ ।
তেঁহ তোমার প্রকাশ, তুমি মূল-নারায়ণ ॥" ৫৭ ॥
অতএব ব্রহ্মবাক্যে—পরব্যোম-নারায়ণ ।
তেঁহো কৃষ্ণের প্রকাশ—এই তত্ত্ব-বিবরণ ॥ ৫৮ ॥
এই শ্লোক তত্ত্ব-লক্ষণ ভাগবত-সার ।
পরিভাষারূপে ইহার সর্ব্বত্রাধিকার ॥ ৫৯ ॥
ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান্—কৃষ্ণের বিহার ।
এ অর্থ না জানি' মূর্খ অর্থ করে আর ॥ ৬০ ॥

কৃষ্ণকে অংশী নারায়ণের অংশরূপে স্থাপন-খণ্ডন ঃ—

অবতারী নারায়ণ, কৃষ্ণ-অবতার ।
তেঁহ চতুর্ভুজ, ইঁহ মনুষ্য-আকার ॥ ৬১ ॥
এইমতে নানারূপ করে পূর্ব্বপক্ষ ।
তাহারে নির্জ্জিতে ভাগবত-পদ্য দক্ষ ॥ ৬২ ॥

(খ) কৃষ্ণ ও নারায়ণের ভেদবিচার-খণ্ডন ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবত (১।২।১১)—

বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ম্ ।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে ॥ ৬৩ ॥

শুন ভাই, এ শ্লোকার্থ করহ বিচার ।
এক মুখ্যতত্ত্ব, তিন তাহার প্রচার ॥ ৬৪ ॥
অদ্বয়জ্ঞান তত্ত্ববস্তু কৃষ্ণের স্বরূপ ।
ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান্—তিন তাঁর রূপ ॥ ৬৫ ॥
এই শ্লোকের অর্থে তুমি হৈলা নির্ব্বচন ।
আর এক শুন ভাগবতের বচন ॥ ৬৬ ॥

কৃষ্ণের অবতারত্ব বা অংশত্ব-খণ্ডন ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবত (১।৩।২৮)—

এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্ ।
ইন্দ্রারিব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে ॥ ৬৭ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৫৭। অংশী—যাঁহার অংশ, তিনি অংশী। পরব্যোম-নারায়ণ—পুরুষাবতারদিগের অংশী। তিনি তোমার বিলাসরূপ গৌণপ্রকাশ।

৫৯। পরিভাষা—সূত্র। সর্ব্বত্রাধিকার—ভাগবতের সর্ব্বত্র এই লক্ষণ পাইবে।

৬০-৬২। বিহার—প্রকাশরূপ বিহার। মূর্খগণ এরূপ অর্থ না বুঝিয়া অন্যান্য অর্থ করেন, যথা—"অবতারী নারায়ণ, কৃষ্ণ অবতার।" এইরূপ সিদ্ধান্তসকল পূর্ব্বপক্ষরূপে দণ্ডায়মান হইলে ভাগবত-পদ্য তাহাকে নির্জ্জিত করিতে বিশেষ দক্ষ।

অনুভাষ্য

বিলাসমূর্ত্তি চতুর্ব্যূহ—বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ—মূল। সঙ্কর্ষণ হইতে কারণজলে আদিপুরুষাবতার মহৎস্রষ্টা কারণার্ণবশায়ী, প্রদ্যুম্ন হইতে দ্বিতীয় পুরুষাবতার গর্ভোদকশায়ী এবং অনিরুদ্ধ হইতে তৃতীয় পুরুষাবতার ক্ষীরোদকশায়ী প্রকাশ পাইয়া নারায়ণেরই আশ্রিত।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৬৫। এই পদ্যে অদ্বয়জ্ঞান-শব্দ কৃষ্ণস্বরূপস্থলীয় মূল-তত্ত্ববস্তু।

৬৭। রাম-নৃসিংহাদি, পুরুষাবতারের অংশ বা কলা। কিন্তু কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্; দৈত্যনিপীড়িত লোককে যুগে যুগে ইঁহারা রক্ষা করেন।

অনুভাষ্য

৫৯। এই শ্লোক—পূর্ব্বোক্ত ৩০শ সংখ্যাধৃত "নারায়ণস্ত্বং" শ্লোক।

৬৩। আদি ২য় পঃ ১১ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

৬৭। শ্রীকৃষ্ণের অবতারসমূহ গণনা করিয়া অবশেষে শ্রীসূত এই শ্লোকের অবতারণা করিতেছেন,—

এতে (পূর্ব্বকথিতাঃ অবতারাদয়ঃ) পুংসঃ (পুরুষাবতারস্য) অংশঃ, কলাশ্চ (অংশস্য অংশাঃ)। কৃষ্ণস্তু স্বয়ং ভগবান্। [তে অংশাবতারাঃ] ইন্দ্রারিব্যাকুলং (অসুরোপদ্রুতং) লোকং (বিশ্বং) যুগে যগে (প্রতিযুগং যথাকালে) মৃড়য়ন্তি (সুখিনং কুর্ব্বন্তি)।

অমৃতানুকণা—৫৯। 'নারায়ণস্ত্বং' (ভাঃ ১০।১৪।১৪)—শ্রীব্রহ্মার মুখোদ্গীর্ণ এই শ্লোকটী শ্রীমদ্ভাগবতে ভগবৎতত্ত্ব-প্রতিপাদক সকল শ্লোকমধ্যে সার অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ। তজ্জন্য 'পরিভাষা'-রূপে ইহার মর্য্যাদা। "পরিভাষা হ্যেকদেশস্থা সকলং শাস্ত্রমভিপ্রকাশয়তি যথা বেশ্মপ্রদীপ ইতি" (ভাঃ ১০।৮।৪৫ শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-কৃত টীকা)—অর্থাৎ, গৃহের এক-স্থানে থাকিয়া প্রদীপ সমস্ত গৃহকে যেরূপ আলোকিত করে, তদ্রূপ শাস্ত্রের একদেশে অবস্থিত হইয়া যাহা সকল শাস্ত্রকে প্রকাশিত করে, তাহাকে 'পরিভাষা' বলে। তাৎপর্য্য এই যে, ব্রহ্মা-কথিত এই শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণই মূল-নারায়ণ এবং পরব্যোমনাথ শ্রীনারায়ণ তাঁহার অংশ-বিশেষ-রূপে সিদ্ধান্তিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংই ব্রহ্মাকে ভগবৎ-তত্ত্ববিজ্ঞানমূলক বেদসংজ্ঞিতা বাণী কল্পারম্ভে বলিয়াছিলেন,—"কালেন নষ্টা প্রলয়ে বাণীয়ং বেদসংজ্ঞিতা। ময়াদৌ ব্রহ্মণে প্রোক্তা ধর্ম্মো যস্যাং মদাত্মকঃ।" (ভাঃ ১১।১৪।৩)। তজ্জন্য ব্রহ্মবাক্যের প্রামাণিকতা সর্ব্বোপরি। সেইহেতু শ্রীমদ্ভাগবতে কোনস্থলে (ভাঃ ১০।২।৯, ১০।৪৩।২৩ প্রভৃতি) বা অন্যত্র শ্রীকৃষ্ণ শ্রীনারায়ণের অংশরূপে যে কখনও আপাত-দৃষ্ট হইয়া থাকে, তাহা প্রমাণ-শিরোমণিরূপ উক্ত ব্রহ্ম-বাক্যকে অতিক্রম করিতে পারিবে না। পরিভাষা-রূপে ইহার সর্ব্বত্র অধিকার হওয়ায় তত্তৎস্থানে ইহারই অনুকূল অর্থদ্বারা সামঞ্জস্য করিতে হইবে।

সব অবতারের করি সামান্য-লক্ষণ।
তার মধ্যে কৃষ্ণচন্দ্রের করিল গণন ॥ ৬৮ ॥
তবে সূত-গোসাঞি মনে পাঞা বড় ভয়।
যার যে লক্ষণ তাহা করিল নিশ্চয় ॥ ৬৯ ॥
অবতার সব—পুরুষের কলা, অংশ।
স্বয়ং-ভগবান্ কৃষ্ণ সর্ব্ব অবতংস ॥ ৭০ ॥
পূর্ব্বপক্ষ কহে,—তোমার ভাল ত' ব্যাখ্যান।
পরব্যোমে নারায়ণ স্বয়ং-ভগবান্ ॥ ৭১ ॥
তেঁহ আসি' কৃষ্ণরূপে করেন অবতার।
এই অর্থ শ্লোকে দেখি—কি আর বিচার ॥ ৭২ ॥

(গ) আলঙ্কারিক-বিচারে কৃষ্ণের নারায়ণাংশত্ব খণ্ডন ঃ—

তারে কহে, কেনে কর কুতর্কানুমান।
শাস্ত্রবিরুদ্ধার্থ কভু না হয় প্রমাণ ॥ ৭৩ ॥

একাদশীতত্ত্বে ১৩ অঙ্কে ধৃত আলঙ্কারিক ন্যায় ঃ—

অনুবাদমনুক্ত্বা তু ন বিধেয়মুদীরয়েৎ।
ন হ্যলব্ধাস্পদং কিঞ্চিৎ কুত্রচিৎ প্রতিতিষ্ঠতি ॥ ৭৪ ॥

অনুবাদ ও বিধেয়ের প্রয়োগ-বিধি ঃ—

অনুবাদ না কহিয়া না কহি বিধেয়।
আগে অনুবাদ কহি, পশ্চাদ্ বিধেয় ॥ ৭৫ ॥

অনুবাদ ও বিধেয়ের সংজ্ঞা ঃ—

'বিধেয়' কহিয়ে তারে, যে বস্তু অজ্ঞাত।
'অনুবাদ' কহি তারে, যেই হয় জ্ঞাত ॥ ৭৬ ॥

দৃষ্টান্ত ঃ—

যৈছে কহি,—এই বিপ্র পরম পণ্ডিত।
বিপ্র—অনুবাদ, ইহার বিধেয়—পাণ্ডিত্য ॥ ৭৭ ॥
বিপ্র বলি' জানি, তার পাণ্ডিত্য অজ্ঞাত।
অতএব বিপ্র আগে, পাণ্ডিত্য পশ্চাৎ ॥ ৭৮ ॥

অনুবাদ ও বিধেয়-বিচারে "এতে চাংশকলাঃ" শ্লোক বা কৃষ্ণের অবতারিত্ব-ব্যাখ্যা ঃ—

তৈছে ইঁহ অবতার, সব তাঁর জ্ঞাত।
কার অবতার?—এই বস্তু অবিজ্ঞাত ॥ ৭৯ ॥
'এতে'-শব্দে অবতারের আগে অনুবাদ।
'পুরুষের অংশ' পাছে বিধেয়-সংবাদ ॥ ৮০ ॥
তৈছে কৃষ্ণ অবতার-ভিতরে হৈল জ্ঞাত।
তাঁহার বিশেষ-জ্ঞান সেই অবিজ্ঞাত ॥ ৮১ ॥
অতএব 'কৃষ্ণ'-শব্দ আগে অনুবাদ।
'স্বয়ং-ভগবত্তা' পিছে বিধেয়-সংবাদ ॥ ৮২ ॥
কৃষ্ণের স্বয়ং ভগবত্তা—ইহা হৈল সাধ্য।
স্বয়ং-ভগবানের কৃষ্ণত্ব হৈল বাধ্য ॥ ৮৩ ॥

সূত-বাক্যের বিরোধ সম্ভাবনা ঃ—

কৃষ্ণ যদি অংশ হৈত, অংশী নারায়ণ।
তবে বিপরীত হৈত সূতের বচন ॥ ৮৪ ॥
নারায়ণ অংশী যেই স্বয়ং ভগবান্।
তেঁহ শ্রীকৃষ্ণ—ঐছে করি তা' ব্যাখ্যান ॥ ৮৫ ॥

দোষ-চতুষ্টয়-রাহিত্যই মুক্তবাক্যের লক্ষণ ও বিশেষত্ব ঃ—

ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা, করণাপাটব।
আর্ষ-বিজ্ঞবাক্যে নাহি দোষ এইসব ॥ ৮৬ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৭৪। আলঙ্কারিক-বিচারমতে অপরিজ্ঞাত বিষয়কে 'বিধেয়' ও পরিজ্ঞাত বস্তুকে 'অনুবাদ' বলে। 'এই বিপ্র পণ্ডিত' এই উক্তিতে 'এই ব্যক্তি বিপ্র' ইহা সকলেই জানেন, অতএব ইহা অনুবাদ। 'বিপ্র যে পণ্ডিত' ইহা সকলে জানে না, অতএব তাহা বিধেয়। অনুবাদ না বলিয়া যিনি বিধেয় অগ্রে বলেন, তাঁহার বাক্যের আশ্রয় না থাকায় তাহার প্রতিষ্ঠা হয় না।

৭৯। ইঁহ—ইনি। "তাঁহার অবতারসকল" পরিজ্ঞাত বিষয়। ঐ অবতারসকল যাঁহার অবতার, সেই বস্তু এখন অবিজ্ঞাত।

৮০-৮৬। "এতে চাংশকলাঃ" শ্লোকে 'এতে'-শব্দে অবতারগণ তাহার অনুবাদ হইয়াছে। তাঁহারা যে পুরুষাবতারের অংশ, তাহাই পূর্ব্ব অপরিজ্ঞাত বিধেয়-সংবাদরূপে পরে বলা হইল। ঐ পদ্যে কৃষ্ণকে অবতারের মধ্যে জানা গেল। কিন্তু কৃষ্ণের বিশেষ জ্ঞান অবিজ্ঞাত থাকায় বিধেয়-সংবাদ উপস্থিত হইল। এইজন্যই কৃষ্ণ-শব্দ আগে অনুবাদ কহিয়া, কৃষ্ণ যে 'স্বয়ং ভগবান্' ইহাই তাঁহার বিধেয়। কৃষ্ণ যে স্বয়ং ভগবান্—ইহাই এস্থলের সাধ্য সংবাদ অর্থাৎ বিচারদ্বারা ইহা সাধিত হইবে। সুতরাং 'কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্' এই কথায় 'কৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান্' এই অর্থ বাধ্য হইল অর্থাৎ এই অর্থ ব্যতীত অন্য অর্থ হইতে পারে না। যদি নারায়ণ অংশী এবং কৃষ্ণ অংশ হইতেন, তাহা

অনুভাষ্য

৭৪। অনুবাদং (উদ্দেশ্যং, জ্ঞাতং বস্তু) অনুক্ত্বা (ন কথয়িত্বা) বিধেয়ং (অজ্ঞাতং বস্তু) ন উদীরয়েৎ (ন কথয়েৎ)। হি অলব্ধাস্পদং (ন লব্ধং প্রাপ্তং আস্পদং স্থানং যেন তথাভূতং) কিঞ্চিৎ কুত্রচিৎ [অপি] ন প্রতিতিষ্ঠতি (প্রতিষ্ঠাং ন লভতে)।

৮৬। ভ্রম—যে বস্তু যাহা নহে, তৎসম্বন্ধে মিথ্যাজ্ঞান ; যথা —রজ্জুতে সর্পভ্রম, শুক্তিতে রজতভ্রম। প্রমাদ—অনবধানতা,

বিরুদ্ধার্থ কহ তুমি, কহিতে কর রোষ ।
তোমার অর্থে অবিমৃষ্টবিধেয়াংশ-দোষ ॥ ৮৭ ॥

'স্বয়ং ভগবান্'-শব্দের অর্থ ও সংজ্ঞা ঃ—

যাঁর ভগবত্তা হৈতে অন্যের ভগবত্তা ।
'স্বয়ং ভগবান্'-শব্দের তাহাতেই সত্তা ॥ ৮৮ ॥

অবতারী ও অবতারের দৃষ্টান্ত ঃ—

দীপ হৈতে যৈছে বহু দীপের জ্বলন ।
মূল এক দীপ তাহা করিয়ে গণন ॥ ৮৯ ॥

তৈছে সব অবতারের কৃষ্ণ সে কারণ ।
আর এক শ্লোক শুন, কুব্যাখ্যা-খণ্ডন ॥ ৯০ ॥

(ঘ) পুরাণ-লক্ষণ বিচারেও নারায়ণের পরিবর্ত্তে কৃষ্ণের মূলাশ্রয়ত্ব ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবত (২।১০।১-২)—

অত্র সর্গো বিসর্গশ্চ স্থানং পোষণমূতয়ঃ ।
মন্বন্তরেশানুকথা-নিরোধো মুক্তিরাশ্রয়ঃ ॥ ৯১ ॥
দশমস্য বিশুদ্ধ্যর্থং নবানামিহ লক্ষণম্ ।
বর্ণয়ন্তি মহাত্মানঃ শ্রুতেনার্থেন চাঞ্জসা ॥ ৯২ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

হইলে সূতবাক্য বিপরীত হইত। অর্থাৎ "স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ" এইরূপ বিপরীত অর্থ হইত ; কিন্তু আর্ষ অর্থাৎ ঋষিকৃত বিজ্ঞ-বাক্যে ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা ও করণাপাটব—এই চারিটী দোষ না থাকায় 'কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্' লিখিয়াছেন। ভ্রম—মিথ্যাজ্ঞান; প্রমাদ—অনবধানতা ; বিপ্রলিপ্সা—চিত্তের অন্যত্র বিক্ষেপ ; করণাপাটব—ইন্দ্রিয়গণের অপটুতা।

অনুভাষ্য

এককথা অন্যপ্রকারে উপলব্ধি করা বা শ্রবণ করা বা বলা। বিপ্রলিপ্সা—বঞ্চনেচ্ছা। করণাপাটব—ইন্দ্রিয়ের অপটুতা ; যথা—চক্ষুর দূরদর্শন-রাহিত্য, ক্ষুদ্রবস্তুদর্শন-রাহিত্য, কাম্লাদি-রোগে বর্ণ (রূপ)-জ্ঞানের বিপর্য্যয়, (কর্ণের) সুদূরস্থিত শব্দশ্রবণে অক্ষমতা।

৮৭। অবিমৃষ্ট-বিধেয়াংশ—বিধেয়াংশ অর্থাৎ অজ্ঞাত বস্তু যে-স্থলে প্রধানভাবে নির্দ্দিষ্ট হয় নাই, তথায় অবিমৃষ্ট-বিধেয়াংশ দোষ হয়। ইহার সংজ্ঞান্তর 'বিধেয়াবিমর্শ'।

৮৯। ব্রহ্মসংহিতা ৫ম অধ্যায় ৪৬ শ্লোক—"দীপার্চ্চিরেব হি দশান্তরমভ্যুপেত্য, দীপায়তে বিবৃতহেতুসমানধর্ম্মা। যস্তাদৃগেব হি চ বিষ্ণুতয়া বিভাতি, গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি।।" বিষ্ণুতত্ত্ব সর্ব্বত্রই দীপসদৃশ আলোকময় ও মূল-নারায়ণের সহিত সমানধর্ম্মবিশিষ্ট। তাহা হইলেও তাঁহারা মূল দীপ হইতেই প্রকাশমান। বিষ্ণুতত্ত্ব যেরূপ গোবিন্দের সহ জ্যোতিরূপত্বাংশে সম, বিরিঞ্চি বা শম্ভুতত্ত্ব গুণাবতার হইলেও তাদৃশ নহে। শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামী বলেন,—"শম্ভোস্তু তমোধিষ্ঠানত্বাৎ কজ্জল-ময়সূক্ষ্মদীপ-শিখাস্থানীয়স্য ন তথা সাম্যম্।"—(অর্থাৎ শ্রীশম্ভু তমোগুণের অধিষ্ঠান বলিয়া তিনি বিষ্ণুরূপ দীপের কজ্জ্বলময় সূক্ষ্ম শিখা-স্থানীয়, উক্ত দীপ-সাম্য নহেন।)

৯১। বৈরাজ পুরুষ হইতে কি-প্রকার রাজস-সৃষ্টিসমূহ উদিত হইয়াছে, পরীক্ষিতের এই প্রশ্নোত্তরে শুকদেব চতুঃশ্লোকী-ব্যাখ্যার আদিতে এই শ্লোক বলেন,—

অত্র (শ্রীমদ্ভাগবতে) সর্গঃ (ভূতমাত্রেন্দ্রিয়ধিয়াং জন্ম), বিসর্গঃ (ব্রহ্মণো গুণবৈষম্যং), স্থানং (ভগবতঃ বিজয়ঃ সৃষ্টানাং তত্ত-ন্মর্য্যাদাপালনেন উৎকর্ষঃ স্থিতিঃ), পোষণং (স্বভক্তেষু তস্য অনুগ্রহঃ), ঊতয়ঃ (কর্ম্মবাসনাঃ), মন্বন্তরেশানুকথাঃ (মন্বন্তরাণি সাত্ত্বিকধর্ম্মাণি, ঈশানুকথাঃ হরেঃ অবতারকথাঃ), নিরোধঃ (অস্যানুশয়নমাত্মনঃ সহশক্তিভিঃ) মুক্তিঃ (শুদ্ধাবস্থিতিঃ), আশ্রয়ঃ (জন্মস্থিতিলয়কারণং পরব্রহ্ম পরমাত্মা) [ইতি দশ অর্থাঃ]।

ক। সর্গ—পঞ্চমহাভূত, পঞ্চ তন্মাত্রা, দশেন্দ্রিয়, মন, মহত্তত্ত্ব ও অহঙ্কার—এ সকলের বিরাট্‌রূপে ও স্বরূপে যে উৎপত্তি।

খ। বিসর্গ—ব্রহ্মা হইতে চরাচর সৃষ্টি।

গ। স্থিতি—ভগবানের বিজয়—সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা ও সংহার-কারী শিব হইতে উৎকর্ষ।

ঘ। পোষণ—নিজ ভক্তগণের প্রতি ভগবানের অনুগ্রহ।

ঙ। উতি—কর্ম্মবাসনা।

চ। মন্বন্তর—সাত্ত্বিক জীবগণের আচরণীয় ধর্ম্ম।

ছ। ঈশকথা—হরির অবতারকথা ও ভাগবতদিগের কথা।

জ। নিরোধ—হরির যোগনিদ্রাকালে স্বোপাধি-শক্তিসহ শয়ন।

ঝ। মুক্তি—স্থূল-সূক্ষ্মরূপ ত্যাগ করিয়া শুদ্ধজীবস্বরূপে বা পার্ষদরূপে অবস্থিতি।

ঞ। আশ্রয়—যাঁহা হইতে সৃষ্টি ও লয় হয়, যাঁহাতে বিশ্ব প্রকাশিত হয়, সেই প্রসিদ্ধ পরব্রহ্ম ও পরমাত্মা।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৮৭। অবিমৃষ্ট-বিধেয়াংশদোষ,—অনুবাদ না বলিয়া বিধেয় অগ্রে বলিলে ঐ দোষ হয়। অবিমৃষ্ট—অবিচারিত।

৯১-৯২। এই ভাগবত-শাস্ত্রে সর্গ, বিসর্গ, স্থান, উতি, পোষণ, মন্বন্তর, ঈশকথা, নিরোধ, মুক্তি ও আশ্রয়—এই দশটী বিষয় বিবৃত হইয়াছে। দশমতত্ত্ব যে আশ্রয়—তাহার বিশুদ্ধ আলোচনার জন্য পূর্ব্ব নয়টী লক্ষণ মহাত্মাগণ কোনস্থলে স্তুতি ও আখ্যানচ্ছলে এবং কোনস্থলে সাক্ষাৎ বিচারদ্বারা বর্ণনা করিয়াছেন।

আশ্রয় জানিতে কহি এ নব পদার্থ ।
এ নবের উৎপত্তি-হেতু সেই আশ্রয়ার্থ ॥ ৯৩ ॥
কৃষ্ণ এক সর্ব্বাশ্রয়, কৃষ্ণ সর্ব্বধাম ।
কৃষ্ণের শরীরে সর্ব্ব-বিশ্বের বিশ্রাম ॥ ৯৪ ॥

অনুভাষ্য

৯২। মহাত্মানঃ (বিদুরাদয়ঃ) ইহ (শ্রীমদ্ভাগবতে পুরাণে) দশমস্য (আশ্রয়স্য) বিশুদ্ধ্যর্থং (তত্ত্বজ্ঞানার্থং) নবানাং লক্ষণং (স্বরূপং) শ্রুতেন (তদ্বাচকশব্দেন) অঞ্জসা (সাক্ষাৎ) অর্থেন (তাৎপর্য্যেণ) বর্ণয়ন্তি।

৯৫। দশমে (শ্রীমদ্ভাগবত-দশমস্কন্ধে) আশ্রিতাশ্রয়বিগ্রহং (আশ্রিতানাং প্রপন্নানাং আশ্রয়বিগ্রহং) দশমম্ (আশ্রয়তত্ত্বং) লক্ষ্যম্। তৎ পরং ধাম (শ্রেষ্ঠাশ্রয়ং) জগদ্ধাম (সর্ব্বাশ্রয়ং) শ্রীকৃষ্ণাখ্যং নমামি।

৯৬। শ্রীজীবপ্রভু ভগবৎসন্দর্ভে (১৬ সংখ্যা)—"একমেব তৎ পরমতত্ত্বং স্বাভাবিকাচিন্ত্যশক্ত্যা সর্ব্বদৈব স্বরূপ-তদ্রূপ-বৈভব-জীব-প্রধানরূপেণ চতুর্দ্ধাবতিষ্ঠতে—সূর্য্যান্তর্মণ্ডলস্থতেজ ইব মণ্ডল-তদ্বহির্গতরশ্মি-তৎপ্রতিচ্ছবিরূপেণ। দুর্ঘটঘটকত্বং হ্যচিন্ত্যত্বম্। শক্তিশ্চ সা ত্রিধা—অন্তরঙ্গা, তটস্থা, বহিরঙ্গা চ। তত্রান্তরঙ্গয়া স্বরূপশক্ত্যাখ্যয়া সূর্য্যতন্মণ্ডলস্থানীয়-পূর্ণেনৈব স্বরূপেণ বৈকুণ্ঠাদিস্বরূপবৈভবরূপেণ চ তদবতিষ্ঠতে, তটস্থয়া রশ্মিস্থানীয়-চিদেকাত্মশুদ্ধ-জীবরূপেণ, বহিরঙ্গয়া মায়াখ্যয়া প্রতিচ্ছবিগত-বর্ণশাবল্যস্থানীয়-তদীয়বহিরঙ্গবৈভবজড়াত্ম-প্রধানরূপেণ চেতি চতুর্দ্ধাত্বম্। অতএব তদাত্মকত্বেন জীবস্যৈব তটস্থ-শক্তিত্বং প্রধানস্য চ মায়ান্তর্ভূতত্বমভিপ্রেত্য শক্তিত্রয়ং বিষ্ণুপুরাণে গণিতম্। অবিদ্যা কর্ম্ম কার্য্যং যস্যাঃ সা তৎসংজ্ঞা মায়েত্যর্থঃ। যদ্যপীয়ং বহিরঙ্গা, তথাপ্যস্যাস্তটস্থশক্তিময়মপি জীবমাবরিতুং সামর্থ্যমস্তীতি। তারতম্যেন তৎকৃতাবরণস্য ব্রহ্মাদিস্থাবরান্তেষু দেহেষু লঘুগুরুভাবেন বর্ত্ততে। যয়ৈব অচিন্ত্যমায়য়া চিদ্রূপতা-নির্ব্বিকারতাদি-গুণরহিতস্য প্রধানস্য জড়ত্বং বিকারিত্বঞ্চেতি জ্ঞেয়ম্। অত্রান্তরঙ্গত্ব-তটস্থত্ব-বহিরঙ্গত্বাদিনাং তেষামেকাত্মকানাং তত্তৎসাম্যং, ন তু সর্ব্বাত্মনেতি তত্তৎস্থানীয়ত্বমেবোক্তং, ন তু তত্তদ্রূপত্বম্। ততস্তত্তদ্দোষা অপি নাবকাশং লভন্তে।"

সেই একমাত্র পরমতত্ত্ব, স্বাভাবিক, মানবজ্ঞানাতীত শক্তি-বলে সকল সময়েই স্বরূপ, তদ্রূপবৈভব, জীব ও প্রধানরূপে চারিপ্রকারে অবস্থিত—সূর্য্য, অন্তর্মণ্ডলস্থিত তেজঃ সদৃশ মণ্ডল, মণ্ডল-বহির্গত কিরণ ও তাহার প্রতিচ্ছবি—এই চারিরূপ। দুর্ঘট-ঘটকত্বই অচিন্ত্যত্ব। শক্তিও ত্রিবিধা—অন্তরঙ্গা, তটস্থা ও বহিরঙ্গা। (তন্মধ্যে) অন্তরঙ্গা স্বরূপ-শক্তিপ্রভাবে পূর্ণ-স্বরূপবিগ্রহ

শ্রীমদ্ভাগবত ১০।১।১ শ্লোকের ভাবার্থ-দীপিকায়—

দশমে দশমং লক্ষ্যমাশ্রিতাশ্রয়বিগ্রহম্ ।
শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরং ধাম জগদ্ধাম নমামি তৎ ॥ ৯৫ ॥

কৃষ্ণজ্ঞানের মূলকথা ঃ—

কৃষ্ণের স্বরূপ, আর শক্তিত্রয় জ্ঞান ।
যাঁর হয়, তাঁর নাহি কৃষ্ণেতে অজ্ঞান ॥ ৯৬ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৯৫। দশমস্কন্ধে আশ্রিতগণের আশ্রয়-বিগ্রহস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ লক্ষিত হইয়াছেন। সেই শ্রীকৃষ্ণাখ্য পরমধাম ও জগদ্ধামকে আমি নমস্কার করি। তাৎপর্য্য এই যে, জগতে দুইটী তত্ত্ব আছে অর্থাৎ আশ্রয় ও আশ্রিত। যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া সমস্ত আশ্রিততত্ত্ব বর্ত্তমান, সেই মূলতত্ত্বই আশ্রয়। সেই তত্ত্বকে আশ্রয় করিয়া যে-সকল তত্ত্ব আছেন, তাঁহারা সকলেই আশ্রিত-তত্ত্ব। সর্গ হইতে মুক্তি পর্য্যন্ত সমস্ত আশ্রিততত্ত্ব, সুতরাং পুরুষাবতার ও তদনুগত সমস্ত অবতার, সমস্ত শক্তি, তদনুগত জৈব ও জড় জগৎ সকলেই সেই কৃষ্ণরূপ আশ্রয়ের আশ্রিত। ভাগবতে স্তব ও আখ্যানচ্ছলে কিঞ্চিৎ গৌণরূপে এবং সাক্ষাৎ উপদেশস্থলে সাক্ষাৎ আশ্রয়-তত্ত্বেরই বিচার করিয়াছেন। অতএব কৃষ্ণের স্বরূপ ও শক্তিত্রয়-জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা।

৯৬। শক্তিত্রয়—চিৎশক্তি, জীবশক্তি ও মায়াশক্তি।

অনুভাষ্য

এবং বৈকুণ্ঠ-গোলোক প্রভৃতি স্বরূপ-বৈভব ; তটস্থাশক্তিপ্রভাবে কিরণস্থানীয় চিন্ময়শুদ্ধ-জীববিগ্রহ এবং বহিরঙ্গা মায়াশক্তি-প্রভাবে প্রতিচ্ছবিগত বর্ণশাবল্যস্থানীয় তৎসম্বন্ধীয় বহিরঙ্গবৈভব জড়প্রধান রূপ—এই চারিপ্রকার। অতএব তদাত্মক বলিয়া জীবের তটস্থ-শক্তিত্ব এবং প্রধানের মায়ার অন্তর্ভুক্তত্ব জ্ঞান করিয়া বিষ্ণু-পুরাণে তিনটী শক্তির গণনা দেখা যায়। যাহার অবিদ্যা কর্ম্ম করিতে হয়, তাহার সংজ্ঞাই মায়া। যদিও এই শক্তি বহিরঙ্গা, তাহা হইলেও তটস্থ-শক্তিময় জীবকে আবরণ করিবার ক্ষমতা এই শক্তিতেই ন্যস্ত আছে। মায়াকর্ত্তৃক আবৃত হইয়া জীব লঘু ও গুরু তারতম্যে স্থাবর হইতে ব্রহ্মা পর্য্যন্ত দেহে বর্ত্তমান থাকে। চিদ্রূপত্ব ও বিকাররাহিত্যাদি গুণরহিত প্রধানের জড়ত্ব ও বিকার-বিশিষ্টতা সেই অচিন্ত্য-মায়াদ্বারাই ঘটে—জানিতে হইবে। একাত্মক অন্তরঙ্গ, তটস্থ ও বহিরঙ্গ শক্তিত্বে সাম্য হইলেও সর্ব্বতোভাবে পরস্পর সদৃশ নহে—তত্তৎস্থানীয়ত্ব উদ্দেশে কথিত, তত্তদ্রূপত্বে নহে ; সুতরাং তটস্থত্বে বহিরঙ্গত্বে যে দোষসমূহ অবস্থিত, তাহা অন্তরঙ্গত্বে থাকিবার অবকাশ নাই। আবার বহিরঙ্গত্বের দোষ তটস্থত্বে, তটস্থত্বের দোষ বহিরঙ্গত্বে থাকিবার অবকাশ নাই।

কৃষ্ণের ছয়প্রকার বিলাস ; (১) দ্বিবিধ প্রকাশ ঃ—

কৃষ্ণের স্বরূপের হয় ষড়্‌বিধ বিলাস ।
প্রাভব-বৈভব-রূপে দ্বিবিধ প্রকাশ ॥ ৯৭ ॥

(২) দ্বিবিধাবতার, (৩) দ্বিবিধ বয়োধর্ম্ম ঃ—

অংশ-শক্ত্যাবেশরূপে দ্বিবিধাবতার ।
বাল্য-পৌগণ্ড-ধর্ম্ম দুই ত' প্রকার ॥ ৯৮ ॥
কিশোরস্বরূপ কৃষ্ণ স্বয়ং অবতারী ।
ক্রীড়া করে এই ছয়-রূপে বিশ্ব ভরি' ॥ ৯৯ ॥

বিলাসে লীলাভেদ হইলেও তত্ত্বতঃ অভেদ ঃ—

এই ছয়-রূপে হয় অনন্ত বিভেদ ।
অনন্তরূপে একরূপ, নাহি কিছু ভেদ ॥ ১০০ ॥

চিচ্ছক্তি ও তদ্‌বৈভব ঃ—

চিচ্ছক্তি, স্বরূপশক্তি, অন্তরঙ্গা নাম ।
তাহার বৈভব অনন্ত বৈকুণ্ঠাদি ধাম ॥ ১০১ ॥

মায়াশক্তি ও তদ্‌বৈভব ঃ—

মায়াশক্তি বহিরঙ্গা জগৎকারণ ।
তাহার বৈভব অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের গণ ॥ ১০২ ॥

জীবশক্তি ঃ—

জীবশক্তি তটস্থাখ্য, নাহি যার অন্ত ।
মুখ্য তিনশক্তি, তার বিভেদ অনন্ত ॥ ১০৩ ॥

স্বরূপ ও শক্তিবর্গের অবস্থান ঃ—

এই ত' স্বরূপগণ, আর তিন শক্তি ।
সবার আশ্রয় কৃষ্ণ, কৃষ্ণে সবার স্থিতি ॥ ১০৪ ॥
যদ্যপি ব্রহ্মাণ্ডগণের পুরুষ আশ্রয় ।
সেহ পুরুষাদি-সবার কৃষ্ণ মূলাশ্রয় ॥ ১০৫ ॥

কৃষ্ণের পরিচয় ঃ—

স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ, কৃষ্ণ সর্ব্বাশ্রয় ।
পরম ঈশ্বর কৃষ্ণ সর্ব্বশাস্ত্রে কয় ॥ ১০৬ ॥

ব্রহ্মসংহিতা (৫।১)—

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্ ॥ ১০৭ ॥

এ সব সিদ্ধান্ত তুমি জান ভালমতে ।
তবু পূর্ব্বপক্ষ কর আমা চালাইতে ॥ ১০৮ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৯৭। প্রাভব ও বৈভব—যাঁহাদের হরিতুল্য সচ্চিদানন্দময়মূর্ত্তি এবং যাঁহারা পরাবস্থ হইতে কিঞ্চিৎ ন্যূন। শক্তির তারতম্যে প্রভুতার প্রাবল্যে 'প্রাভব' ও বিভুতার প্রাবল্যে 'বৈভব'-সংজ্ঞা হয়। প্রাভব দুইপ্রকার—একপ্রকার প্রাভব চিরকালস্থায়ী নয় ; তাহার উদাহরণ—মোহিনী, হংস, শুক্ল প্রভৃতি অচিরস্থায়ী অব তার ; ইঁহারা যুগানুগত। দ্বিতীয় প্রাভবের কীর্ত্তির অতিশয় বিস্তার হয় না ; তাঁহার উদাহরণ—ধন্বন্তরী, ঋষভ, ব্যাস, দত্তাত্রেয়, কপিল ইত্যাদি। কূর্ম্ম, মৎস্য, নরনারায়ণ, বরাহ, হয়গ্রীব, পৃশ্নিগর্ভ, বলদেব, যজ্ঞ, বিভু, সত্যসেন, হরি, বৈকুণ্ঠ, অজিত, বামন, সার্ব্বভৌম, ঋষভ, বিষ্বক্‌সেন, ধর্ম্মসেতু, সুধামা, যোগেশ্বর ও বৃহদ্ভানু—এই চতুর্দ্দশ মন্বন্তরাদি বৈভবাবতার।

৯৮। অংশাবেশ ও শক্ত্যাবেশ-অবতার অন্যত্র ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ইঁহারাও প্রাভব-বৈভবের মধ্যে গণিত হইয়া থাকেন। সঙ্গে সঙ্গে গুণাবতারদিগেরও সেই অবস্থা।

৯৯। নিত্যকিশোরস্বরূপ কৃষ্ণের বাল্য ও পৌগণ্ড-বয়সে দ্বিবিধ লীলা। অতএব কিশোরস্বরূপ কৃষ্ণই স্বয়ং অবতারী।

৯৭-১০০। কৃষ্ণের স্বরূপের ছয়প্রকার বিলাস—প্রাভব ও বৈভবরূপে দুইপ্রকার প্রকাশ ; অংশ ও শক্ত্যাবেশরূপে দুইপ্রকার অবতার ; বাল্য ও পৌগণ্ডরূপে দুইপ্রকার ধর্ম্ম—এই ছয়প্রকার। কিশোরস্বরূপ কৃষ্ণ এই ছয়প্রকার স্বরূপবিলাসে বিশ্ব ভরিয়া লীলা করিয়াছেন। ইহাতে এই ছয়রূপের অনন্ত বিভেদ ; অনন্ত হইয়াও কৃষ্ণ এক অখণ্ডতত্ত্ব।

১০১-১০৩। চিচ্ছক্তি—স্বরূপশক্তির নামান্তর অন্তরঙ্গা শক্তি; তাহা হইতে বৈকুণ্ঠাদিধামে বৈভবানন্ত-প্রকাশ। তটস্থাখ্য জীবশক্তি হইতে বদ্ধ মুক্ত অনন্ত জীব। বহিরঙ্গা মায়াশক্তি হইতে প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডগণের অনন্ত বৈভব।

১০৭। সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ কৃষ্ণই পরমেশ্বর ; তিনি স্বয়ং অনাদি ও সকলের আদি এবং সর্ব্বকারণের কারণ।

১০৮। চালাইতে—বৃথা উদ্বেগ দিবার জন্য।

অনুভাষ্য

১০৩। শ্বেতাশ্বতরে ৬ষ্ঠ অধ্যায় ৮ম মন্ত্র—"ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে, ন তৎ সমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে। পরাস্যশক্তি-র্বিবিধৈব শ্রূয়তে, স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ।।"*

১০৭। কৃষ্ণঃ (ব্রজেন্দ্রনন্দনঃ) পরমঃ ঈশ্বরঃ (বলদেব-নারায়ণ-বাসুদেব-সঙ্কর্ষণ-প্রদ্যুম্নানিরুদ্ধ-কারণগর্ভক্ষীরার্ণবত্রয়-শায়ি-পরমাত্ম-পুরুষাবতার-মৎস্যকূর্ম্মবরাহ-রামনৃসিংহাদি-নৈমিত্তিকাবতার-ব্রহ্ম-শিবাদি-গুণাবতার-নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম-মহেন্দ্রাদি-বিভূত্যবতারাণাং সর্ব্বেষাং পতিঃ) সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহঃ (সন্ধিনী-সম্বিৎ-হ্লাদিনী-শক্তিত্রয়-সমন্বিতঃ) অনাদিঃ (আদি-

* *সেই পরমেশ্বরের প্রাকৃত ইন্দ্রিয়াদি নাই, সেহেতু সেই ইন্দ্রিয়াদিসাধ্য কার্য্যও নাই। তাঁহার সমান বা অধিক বস্তু নাই। তাঁহার পরাশক্তি স্বাভাবিকী এবং তাহা জ্ঞান (চিৎ), বল (সৎ) ও ক্রিয়া (আনন্দ)-ভেদে বিবিধা।*

শ্রীচৈতন্যই স্বয়ং অবতারী কৃষ্ণ ঃ—

সেই কৃষ্ণ অবতারী ব্রজেন্দ্রকুমার।
আপনে চৈতন্যরূপে কৈল অবতার ॥ ১০৯ ॥

অবতারী শ্রীচৈতন্যে সর্ব্ব অবতার অন্তর্ভুক্ত ঃ—

অতএব চৈতন্য গোসাঞি পরতত্ত্ব-সীমা।
তাঁরে ক্ষীরোদশায়ী কহি, কি তাঁর মহিমা ॥ ১১০ ॥

তাঁহাকে যে কোন বিষ্ণুনামে অভিধানও দোষাবহ নহে ঃ—

সেই ত' ভক্তের বাক্য নহে ব্যভিচারী।
সকল সম্ভবে তাঁতে, যাতে অবতারী ॥ ১১১ ॥
অবতারীর দেহে সব অবতারের স্থিতি।
কেহো কোনমত কহে, যেমন যার মতি ॥ ১১২ ॥
কৃষ্ণকে কহয়ে কেহ—নরনারায়ণ।
কেহো কহে, কৃষ্ণ হয় সাক্ষাৎ বামন ॥ ১১৩ ॥
কেহো কহে, কৃষ্ণ ক্ষীরোদশায়ী অবতার।
অসম্ভব নহে, সত্য বচন সবার ॥ ১১৪ ॥
কেহো কহে, পরব্যোমে নারায়ণ-হরি।
সকল সম্ভবে কৃষ্ণে, যাতে অবতারী ॥ ১১৫ ॥

বৈধ ও রাগানুগ, সকল ভক্তেরই ভক্তিসিদ্ধান্ত জানা একান্ত আবশ্যক ঃ—

সব শ্রোতাগণের করি চরণ বন্দন।
এ সব সিদ্ধান্ত শুন, করি' এক মন ॥ ১১৬ ॥
সিদ্ধান্ত বলিয়া চিত্তে না কর অলস।
ইহা হৈতে কৃষ্ণে লাগে সুদৃঢ় মানস ॥ ১১৭ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১১০-১১২। কোন কোন গ্রন্থে শ্রীচৈতন্য ক্ষীরোদশায়ী বৈকুণ্ঠনাথ বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। তদ্দ্বারা তাঁহার মহিমা সম্পূর্ণরূপে বর্ণিত হয় নাই, কিন্তু সেইসকল ভক্তের বাক্য মিথ্যা নয়; যেহেতু কৃষ্ণ হইতে অভিন্ন কৃষ্ণচৈতন্য স্বয়ং অবতারী, সুতরাং সকল অবতারই তাঁহাতে বর্ত্তমান।

১১৭। কোন কোন ভক্তিপিপাসু ব্যক্তি এইসকল সিদ্ধান্তকে ভক্তির অঙ্গ না বলিয়া ইহাতে প্রবিষ্ট হইতে আলস্য প্রকাশ করেন, কিন্তু তাহা মঙ্গলের বিষয় নয়; কেন না কৃষ্ণের সম্বন্ধজ্ঞান জানিতে পারিলে, তাঁহার পাদপদ্মে চিত্ত দৃঢ়রূপে লগ্ন হয়। অতএব এরূপ সৎসিদ্ধান্ত শুদ্ধভক্তির মূল।

ইতি অমৃতপ্রবাহ-ভাষ্যে দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

অনুভাষ্য

রহিতঃ—'অহমেবাসমেবাগ্রে' ইতি পদবাচ্যঃ) আদিঃ (সর্ব্বেষাং মূলরূপঃ) সর্ব্বকারণকারণং (সর্ব্বকারণানাং কারণং মূলং) গোবিন্দঃ।

১১০। শ্রীচৈতন্যভাগবত মধ্য, ৬ষ্ঠ অঃ ৯৫ সংখ্যা—"শুতিয়া আছিনু মুই ক্ষীরোদসাগরে। নিদ্রাভঙ্গ হইল মোর নাড়ার হুঙ্কারে।।"

১১৪। শ্রীলঘুভাগবতামৃতে কৃষ্ণের অবতারিত্ববর্ণন-প্রসঙ্গে—"অতএব পুরাণাদৌ কেচিন্নরসখাত্মতাম্। মহেন্দ্রানুজাতং কেচিৎ কেচিৎ ক্ষীরাব্ধিশায়িতাম।। সহস্রশীর্ষতাং কেচিৎ কেচিৎ বৈকুণ্ঠনাথতাম্। ব্রূয়ুঃ কৃষ্ণস্য মুনয়স্তত্তদ্বৃত্ত্যনুগামিনঃ।।"*

১১৭। অনেকে জাতরুচি ভক্তগণের আদর্শদর্শনে মনে করেন যে, সিদ্ধান্ত-বিষয়ে প্রবেশ করিবার তাদৃশ আবশ্যকতা নাই। এইরূপ আলস্য হইতে অনেকে ভজনবিষয়ে অভাবগ্রস্ত হইয়া কৃষ্ণবৈমুখ্য সংগ্রহ করেন ও ভক্তির বিরোধী জড়ভাব-সমূহকে ভক্তি মনে করিয়া অনর্থগ্রস্ত হন। বিচারপ্রধান-মার্গ যদিও অজাতরুচিগণের পক্ষে উপযোগী, তথাপি জাতরুচিমানী স্বল্প-রুচিবিশিষ্ট জনের শ্রবণাঙ্গ বিশেষ আবশ্যক। কৃষ্ণবিষয়ক-সিদ্ধান্ত শ্রবণ না করিলে রুচিবৃদ্ধি হয় না। নবধা-ভক্তির প্রারম্ভেই কীর্ত্তিত বাক্যের পূর্ব্বে 'শ্রবণের' ব্যবস্থা। শ্রবণ-কীর্ত্তন-জলেই সিঞ্চিত হইলে ভক্তিলতা সংবর্দ্ধিতা হন। ব্রহ্মা যে-কালে ত্যক্তজ্ঞান-প্রয়াস ভক্তগণের অবস্থা বলিয়া কৃষ্ণের স্তব করিলেন, তথায়ও "সন্মুখরিতাং ভবদীয়বার্ত্তাং শ্রুতিগতাং" বলিয়াছেন। পারমহংস্য অমলজ্ঞানপ্রদ ভাগবতের বিচারপর হইয়া পঠন-শ্রবণাদি করিলেই জীবের মহাভাগবতাধিকার হয়। শ্রীমহাপ্রভুর সনাতনশিক্ষা-মধ্যেই আমরা শুনি,—"শাস্ত্রযুক্ত্যে সুনিপুণ দৃঢ়শ্রদ্ধা যাঁর। উত্তম অধিকারী তিঁহ তারয়ে সংসার।।" শ্রীরূপগোস্বামিপাদও বলিয়াছেন,—আলস্য ত্যাগ করিয়া "উৎসাহান্নিশ্চয়াদ্ধৈর্য্যাৎ তত্তৎকর্ম্মপ্রবর্ত্তনাৎ। সঙ্গত্যাগাৎ সতো বৃত্তেঃ ষড়্ভির্ভক্তিঃ প্রসিদ্ধ্যতি।।" সিদ্ধান্তহীন ভক্তাভিমানিগণ মূর্খতাবশতঃ অনেক সময়ে কৃত্রিমভাবে সাত্ত্বিক-বিকারসমূহ অভ্যাস করিয়া লোকচক্ষে বৈষ্ণব-পদবীকে খর্ব্ব করেন। তাঁহাদের তাদৃশ অসৎ অভ্যাস গর্হণ করিয়া শ্রীমদ্ভাগবত "তদশ্মসারং"শ্লোক লিখিয়াছেন। তাঁহার টীকায় শ্রীপাদ চক্রবর্ত্তিঠাকুর বলেন,—"বহিরশ্রুপুলকয়োঃ সতোরপি যদ্ধৃদয়ং ন বিক্রিয়েত তদশ্মসারমিতি কনিষ্ঠাধিকারিণা-মেব অশ্রুপুলকাদিমত্ত্বেঽপি অশ্মসার-হৃদয়তয়া নিন্দেষা।"

* *অতএব পুরাণাদিতে শ্রীকৃষ্ণকে মুনিগণ সেই সেই অধিকারানুসারে কেহ নরসখা নারায়ণ, কেহ উপেন্দ্র, কেহ ক্ষীরোদশায়ী, কেহ সহস্রশীর্ষা পুরুষ এবং কেহ বা বৈকুণ্ঠনাথ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন।*

চৈতন্য-মহিমা জানি এ সব সিদ্ধান্তে ।
চিত্ত দৃঢ় হঞা লাগে মহিমা-জ্ঞান হৈতে ॥ ১১৮ ॥

চৈতন্যে নিষ্ঠা জন্মাইবার জন্যই
কৃষ্ণতত্ত্ব-বর্ণন ঃ—

চৈতন্যপ্রভুর মহিমা কহিবার তরে ।
কৃষ্ণের মহিমা কহি করিয়া বিস্তারে ॥ ১১৯ ॥

যেই কৃষ্ণ, সেই চৈতন্য ঃ—

চৈতন্য-গোসাঞির এই তত্ত্ব নিরূপণ ।
স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥ ১২০ ॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ১২১ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে বস্তুনির্দ্দেশমঙ্গলাচরণে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যতত্ত্বনিরূপণং নাম দ্বিতীয়ঃ পরিচ্ছেদঃ।

অনুভাষ্য

সিদ্ধান্তকে অনাদর করিলে যে কৃত্রিম ভক্তি দেখা যায়, তাহার চিত্র শ্রীরূপপ্রভু এরূপ লিখিয়াছেন,—"নিসর্গপিচ্ছিলস্বান্তে তদভ্যাসপরেঽপি চ। সত্ত্বাভাসং বিনাপি স্যুঃ কাপ্যশ্রুপুলকাদয়ঃ।।" মিছাভক্তদল সিদ্ধান্তাভাবপ্রযুক্ত কিরূপ মায়িক বিকারকে অপ্রাকৃত বলিয়া মনে করে, তাহাও ইহার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। অনেকে শ্রীরামানুজ-মধ্বাচার্য্য-নিম্বার্ক-বিষ্ণুস্বামী প্রভৃতি বৈষ্ণবাচার্য্যগণের লিখিত সিদ্ধান্তগ্রন্থের পাঠকেও ভক্তিবিরোধী অদ্বৈতবাদিগণের গ্রন্থালোচনার ন্যায় গর্হণ করে। শ্রীজীবপাদ ইহাদের সুসিদ্ধান্ত-গুলিই ষট্সন্দর্ভে বৈষ্ণবগণের মঙ্গলের জন্য উদ্ধার করিয়াছেন। নির্ব্বিশেষবাদিগণ যেরূপ ভক্ত্যঙ্গগুলিকে ভ্রমবশতঃ কর্ম্মাঙ্গজ্ঞান করেন, তদ্রূপ সিদ্ধান্তহীন বৈষ্ণবাখ্য জীব, ভক্তির অনুকূল-সিদ্ধান্তগুলিকেও প্রতিকূল-শ্রেণীস্থ কল্পনা করিয়া কৃষ্ণ-ভক্তি হইতে বিচ্যুত হন।

১১৮। পঞ্চরাত্রে—"মাহাত্ম্যজ্ঞানযুক্তস্তু সুদৃঢ়ং সর্ব্বতোঽধিকঃ। স্নেহো ভক্তিরিতি প্রোক্তস্তয়া সার্ষ্ট্যাদির্নান্যথা।।" "মহিমজ্ঞানযুক্তঃ স্যাদ্বিধিমার্গানুসারিণাম্। রাগানুগাশ্রিতানান্তু প্রায়শঃ কেবলো ভবেৎ।।"★

ইতি অনুভাষ্যে দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

কথাসার—এই পরিচ্ছেদে শ্রীচৈতন্যাবতারের হেতু বিচারিত হইয়াছে। কৃষ্ণলীলার অন্তে সেই লীলায় দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, শৃঙ্গাররূপ চারিরসের যে প্রাকট্য, তাহা জগতে আস্বাদনের বিষয় কিরূপে হয়, এই চিন্তা করিয়া শ্রীকৃষ্ণ ঐ প্রেমভক্তিবিষয়ক রসসমূহের আস্বাদন-প্রক্রিয়া জগৎকে দেখাইবার জন্য স্বয়ং ভক্তরূপে অবতীর্ণ হন। নামসঙ্কীর্ত্তন কলিযুগের প্রধান ধর্ম্ম, তাহা যুগাবতারই প্রকাশ করিতে পারেন, কিন্তু পূর্ব্বোক্ত চারিরসের প্রেমভক্তি সাক্ষাৎ কৃষ্ণচন্দ্র ব্যতীত কোন অংশাদি অবতারেরই দান করিবার ক্ষমতা নাই। এইজন্য সাক্ষাৎ কৃষ্ণচন্দ্র নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন। সাক্ষাৎ কৃষ্ণ যে জন্মগ্রহণ করিবেন, তাহার প্রমাণস্বরূপ ভাগবত-বচনাদি উদ্ধার করিয়াছেন। মহাপুরুষের লক্ষণদ্বারা চৈতন্যের সাক্ষাৎ ভগবত্তা স্থাপন করিয়াছেন। আরও দেখাইয়াছেন যে, কৃষ্ণচৈতন্য অঙ্গোপাঙ্গ অর্থাৎ অদ্বৈত, নিত্যানন্দ ও শ্রীবাসাদি ভক্তবৃন্দের সহিত অবতীর্ণ হইয়া জগতে হরিভক্তি প্রচার করিয়াছেন। চৈতন্যাবতার জগতে সর্ব্বাবতার অপেক্ষা উপাদেয়, অতএব গূঢ়। তিনি একমাত্র ভক্তিব্যঙ্গ্য অর্থাৎ ভক্ত তাঁহাকে ভক্তিদর্শনে দেখিবার যোগ্য হন। তাঁহার সেই উপাদেয় তত্ত্ব গোপনে রাখিবার জন্য তিনি অনেক যত্ন করেন, কিন্তু পরম ভক্তদিগের নিকট তিনি প্রকাশিত হইয়া পড়েন। বেদ-পুরাণাদি শাস্ত্রে তাঁহাকে গোপন রাখিবার জন্য কেবল ইঙ্গিতবাক্যদ্বারা তাঁহার ভাবী উদয়ের উল্লেখ আছে। তাহাতে তাঁহার ছন্নাবতারের গূঢ়তা ও বিশেষ উপাদেয়তাই স্পষ্টীকৃত হয়। অদ্বৈতাচার্য্য গুরুবর্গের সহিত প্রকট হইয়া দেখিলেন যে,—জগৎ অতিশয় কৃষ্ণভক্তিহীন হইয়াছে, এ

★ *যিনি ভগবন্মহিমা-জ্ঞানযুক্ত, তাঁহার সর্ব্বতোভাবে অধিক ও সুদৃঢ় স্নেহ—ইহাই ভক্তি বলিয়া কথিত, যদ্দ্বারা সার্ষ্ট্যাদি মুক্তিচতুষ্টয় লাভ হয়, অন্যথা হয় না। বিধিমার্গ-অনুসারিগণের স্নেহ মহিমাজ্ঞানযুক্ত অর্থাৎ মহিমাজ্ঞান-নির্ভর, কিন্তু রাগানুগ-আশ্রিতগণের স্নেহ প্রায়শঃ কেবল অর্থাৎ মহিমাজ্ঞান-অনির্ভর, তথা স্বাভাবিক।*

অবস্থায় কোন অংশাবতার অবতীর্ণ হইয়া জগন্মঙ্গল সাধন করিতে পারিবেন না, সাক্ষাৎ কৃষ্ণকে অবতীর্ণ করাইতে পারিলে জগতের কল্যাণ হইবে। এই বিচারে জলতুলসী কৃষ্ণপাদপদ্মে দিয়া তিনি নিরুপাধিক কৃষ্ণতত্ত্বকে অবতীর্ণ করাইবার জন্য হুঙ্কার করিতে লাগিলেন। শুদ্ধ সরলভক্তের প্রার্থনায় কৃষ্ণ তাঁহার ধ্যেয় পরম-স্বরূপ প্রকট করিয়া থাকেন, সুতরাং শুদ্ধভক্ত অদ্বৈত আচার্য্যের প্রেমহুঙ্কারে জগৎকে প্রেম-দান করিবার জন্য গৌরাঙ্গ অবতীর্ণ হইয়াছেন। (অঃ প্রঃ ভাঃ)

ভক্তিসিদ্ধান্ত-সঙ্কলনের নিমিত্ত মহাপ্রভুর বন্দনা ঃ—

শ্রীচৈতন্যপ্রভুং বন্দে যৎপাদাশ্রয়বীর্য্যতঃ।
সংগৃহ্ণাত্যাকরব্রাতাদজ্ঞঃ সিদ্ধান্তসন্মণীন্ ॥ ১ ॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ২ ॥

তৃতীয় শ্লোকের অর্থ কৈল বিবরণ।
চতুর্থ শ্লোকের অর্থ শুন ভক্তগণ ॥ ৩ ॥

আদি ১৪ শ্লোকের মধ্যে ৪র্থ শ্লোক-ব্যাখ্যা ঃ—

বিদগ্ধমাধব (১।২)—

অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ম্।
হরিঃ পুরটসুন্দরদ্যুতিকদম্বসন্দীপিতঃ
সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ ॥ ৪ ॥

অবতারকাল বর্ণন ঃ—

পূর্ণ ভগবান্ কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্রকুমার।
গোলোকে ব্রজের সহ নিত্য বিহার ॥ ৫ ॥

ব্রহ্মার একদিনে তিঁহো একবার।
অবতীর্ণ হঞা করেন প্রকট বিহার ॥ ৬ ॥

সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি—চারিযুগ জানি।
সেই চারিযুগে দিব্য একযুগ মানি ॥ ৭ ॥

একাত্তর চতুর্যুগে এক মন্বন্তর।
চৌদ্দ মন্বন্তর ব্রহ্মার দিবস ভিতর ॥ ৮ ॥

অমৃতপ্রবাহ-ভাষ্য

১। যাঁহার পদাশ্রয়-শক্তিবলে অজ্ঞব্যক্তিও শাস্ত্ররূপ আকর-সমূহ হইতে সিদ্ধান্তরূপ উৎকৃষ্ট মণি সংগ্রহ করিতে সমর্থ হয়, সেই শ্রীচৈতন্যপ্রভুকে আমি বন্দনা করি।

৪। সুবর্ণকান্তিসমূহদ্বারা দীপ্তমান্ শচীনন্দন হরি তোমাদের হৃদয়ে স্ফূর্ত্তিলাভ করুন্। তিনি যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট উজ্জ্বলরস জগৎকে কখনও দান করেন নাই, সেই স্বভক্তি-সম্পত্তি দান করিবার জন্য কলিকালে অবতীর্ণ হইয়াছেন।

অনুভাষ্য

গ্রন্থকারের স্ব-কৃত শ্লোক ঃ—

১। অজ্ঞঃ (মূর্খোঽপি) যৎপাদাশ্রয়-বীর্য্যতঃ (যস্য শ্রীচৈতন্যস্য পাদাশ্রয়প্রভাবাৎ) আকরব্রাতাৎ (ধাতূৎপত্তিস্থান-সমূহাৎ) সিদ্ধান্ত-সন্মণীন্ (মীমাংসারূপ-সদ্রত্নান্) সংগৃহ্ণাতি (সম্যগ্ গ্রহণে সমর্থো ভবতি) [তং] শ্রীচৈতন্যপ্রভুম্ [অহং] বন্দে।

৪। শ্রীরূপগোস্বামী বিদগ্ধমাধব-নাটক-প্রারম্ভে এই শ্লোকে (জগতের প্রতি আশীর্ব্বাদপূর্ব্বক) মঙ্গলাচরণ করায় তদনুগ গ্রন্থকারও নিজাভীষ্ট-গুরুপাদের অনুসরণ করিতেছেন,—

চিরাৎ (চিরকালং ব্যাপ্য) অনর্পিতচরীং (অদত্তপূর্ব্বাং) উন্নতোজ্জ্বলরসাং (উন্নতঃ সম্বর্দ্ধিতঃ উজ্জ্বলঃ শৃঙ্গাররসো যস্যাং তাং) স্বভক্তিশ্রিয়ং (নিজপ্রেমশোভাং) সমর্পয়িতুং (সম্যক্ দাতুং) কলৌ করুণয়াবতীর্ণঃ (কৃপয়া প্রপঞ্চাগতঃ) পুরটসুন্দরদ্যুতিকদম্ব-সন্দীপিতঃ (সুবর্ণোত্থসৌন্দর্য্যকান্তিপুঞ্জেন সম্যক্ প্রকাশিত যঃ সঃ) শচীনন্দনঃ হরিঃ বঃ (যুষ্মাকং) হৃদয়কন্দরে (চিত্তগুহায়াং) সদা (সর্ব্বস্মিন্ কালে অহর্নিশং) স্ফুরতু (প্রকাশয়তু)।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৫-৬। যে ব্রজেন্দ্রকুমার কৃষ্ণকে পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে পূর্ণ ভগবান্ বলিয়া সংস্থাপন করা হইয়াছে, তিনি গোকুলের বৈভবরূপ গোলোকে ব্রজরসের সমস্ত উপকরণসহ নিত্য বিহার করেন। ইহারই নাম অপ্রকট-বিহার। জগতে অবতীর্ণ হইয়া প্রতিকল্পে অর্থাৎ ব্রহ্মার এক এক দিনে তিনি একবার প্রকট বিহার করেন।

অনুভাষ্য

৭-৮। ৪,৩২,০০০ সৌরবর্ষে কলিযুগ। কলিযুগের পরিমাণের দ্বিগুণবর্ষ-সংখ্যা—দ্বাপর, তিনগুণ—ত্রেতা এবং চতুর্গুণ—সত্য। সুতরাং সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলিযুগে ৪৩,২০,০০০ সৌরবর্ষ। এই মহাযুগকে দিব্যযুগ-সংজ্ঞা দিয়াছেন। তাদৃশ ৭১ মহাযুগে এক মন্বন্তর ; চতুর্দ্দশ মন্বন্তর ও তদন্তর্গত ১৫টী সত্যযুগকাল-পরিমিত সন্ধিসহ সহস্রযুগে ব্রহ্মার এক দিবস বা কল্প।

"** চতুর্যুগমুদাহৃতম্। সূর্য্যাব্দসংখ্যয়া দ্বিত্রিসাগরৈ-রযুতাহতৈঃ। যুগানাং সপ্ততিঃ সৈকা মন্বন্তরমিহোচ্যতে।। সসন্ধয়স্তে মনবঃ কল্পে জ্ঞেয়াচতুর্দ্দশ। কৃতপ্রমাণঃ কল্পাদৌ সন্ধিঃ পঞ্চদশঃ স্মৃতঃ।। ইত্থং যুগসহস্রেণ ভূতসংহারকারকঃ। কল্পো ব্রাহ্মমহঃ প্রোক্তং শর্ব্বরী তস্য তাবতী।।"—সূর্য্যসিদ্ধান্তে মধ্যমাধিকারঃ।

'বৈবস্বত'-নাম এই সপ্তম মন্বন্তর ।
সাতাইশ চতুর্য্যুগ গেলে তাহার অন্তর ॥ ৯ ॥
অষ্টাবিংশ চতুর্য্যুগে দ্বাপরের শেষে ।
ব্রজের সহিতে হয় কৃষ্ণের প্রকাশে ॥ ১০ ॥

শান্ত ব্যতীত চতুর্ব্বিধ মুখ্যরস ঃ—

দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, শৃঙ্গার—চারি রস ।
চারি ভাবে ভক্ত যত, কৃষ্ণ তার বশ ॥ ১১ ॥
দাস-সখা-পিতা-মাতা-প্রেয়সীগণ লঞা ।
ব্রজে ক্রীড়া করে কৃষ্ণ প্রেমাবিষ্ট হঞা ॥ ১২ ॥

ঔদার্য্যপ্রধান গৌরাবতারের সূচনা ঃ—

যথেষ্ট বিহরি' কৃষ্ণ করে অন্তর্দ্ধান ।
অন্তর্দ্ধান করি' মনে করে অনুমান ॥ ১৩ ॥
চিরকাল নাহি করি প্রেমভক্তি দান ।
ভক্তিবিনা জগতের নাহি অবস্থান ॥ ১৪ ॥

জগৎ বৈধীভক্তিচালিত, সুতরাং কৃষ্ণপ্রেমে অনভিজ্ঞ ঃ—

সকল জগতে মোরে করে বিধি ভক্তি ।
বিধি-ভক্ত্যে ব্রজভাব পাইতে নাহি শক্তি ॥ ১৫ ॥
ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানে সব জগৎ মিশ্রিত ।
ঐশ্বর্য্য-শিথিল-প্রেমে নাহি মোর প্রীত ॥ ১৬ ॥

গৌরব-ভাবময়ী বৈধীভক্তিফলে চতুর্ব্বিধ মুক্তি ও বৈকুণ্ঠে নারায়ণ-প্রাপ্তি ঃ—

ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে বিধি ভজন করিয়া ।
বৈকুণ্ঠকে যায় চতুর্ব্বিধ মুক্তি পাঞা ॥ ১৭ ॥
সার্ষ্টি, সারূপ্য আর সামীপ্য, সালোক্য ।
সাযুজ্য না লয় ভক্ত যাতে ব্রহ্ম ঐক্য ॥ ১৮ ॥

নিজ ভজনশিক্ষা দিবার জন্য স্বয়ং কৃষ্ণের ইচ্ছা ঃ—

যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তামু নাম-সঙ্কীর্ত্তন ।
চারি ভাব-ভক্তি দিয়া নাচামু ভুবন ॥ ১৯ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১০। বৈবস্বত-মন্বন্তরের অষ্টাবিংশ চতুর্য্যুগের দ্বাপরের শেষভাগে কৃষ্ণ নিজের ব্রজতত্ত্বের সমস্ত উপকরণ লইয়া প্রকাশ পান।

১১। রসই কৃষ্ণলীলার প্রকরণ। রস পঞ্চপ্রকার—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও শৃঙ্গার। তন্মধ্যে দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও শৃঙ্গার—এই চারিপ্রকার রসের ভক্তগণের নিকট কৃষ্ণ একান্ত বশ।

১৪-১৬। এ যাবৎ আমি প্রেমভক্তি জগৎকে দান করি নাই। শাস্ত্রাদি পাঠ করিয়া জগতে লোকে বিধিভক্তিতে আমাকে ভজনা করে। কিন্তু আমার পরমভাব যে ব্রজভাব, তাহা বিধিভক্তিতে পায় না। বিধিভক্তিতে ঐশ্বর্য্যজ্ঞানই প্রবল। ঐশ্বর্য্যভাবে প্রেম শিথিল হয় অর্থাৎ প্রেমে গাঢ়তা থাকে না। সুতরাং ঐরূপ প্রেমে আমি প্রীত হই না।

অনুভাষ্য

৯। বৈবস্বত-নামক সপ্তম মনুর মন্বন্তরে মহাপ্রভুর উদয়কাল। "স্বায়ম্ভুবাখ্যো মনুরাদ্য আসীৎ, স্বারোচিষশ্চোত্তম-তামসাখ্যৌ। জাতৌ ততো রৈবতচাক্ষুষৌ চ বৈবস্বতঃ সম্প্রতি সপ্তমোঽয়ম্।। সাবর্ণির্দক্ষসাবর্ণির্ব্রহ্মসাবর্ণিকস্ততঃ। ধর্ম্মসাবর্ণিকো রুদ্রপুত্রো রৌচ্যশ্চ ভৌত্যকঃ।।" ১। স্বায়ম্ভুব, ২। স্বারোচিষ, ৩। উত্তম, ৪। তামস, ৫। রৈবত, ৬। চাক্ষুষ, ৭। বৈবস্বত, ৮। সাবর্ণি, ৯। দক্ষসাবর্ণি, ১০। ব্রহ্মসাবর্ণি, ১১। ধর্ম্মসাবর্ণি, ১২। রুদ্রপুত্র (সাবর্ণি), ১৩। রৌচ্য (দেবসাবর্ণি), ১৪। ভৌত্যক (ইন্দ্রসাবর্ণি)—এই চতুর্দ্দশ মনু। প্রত্যেকের ভোগকাল ৭১ মহাযুগ।

১০। বৈবস্বত মন্বন্তরের ৭১ মহাযুগের মধ্যে ২৭ মহাযুগ গত হইলে পর অষ্টাবিংশতি চতুর্য্যুগে সত্য ও ত্রেতা অতীত

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৭-২০। ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে, বিধিমার্গে যাঁহারা ভজন করেন, তাঁহারা সার্ষ্টি, সারূপ্য, সামীপ্য ও সালোক্যরূপ মুক্তিচতুষ্টয় লাভ করত বৈকুণ্ঠে গমন করেন। ব্রহ্মের সহিত ঐক্যরূপ সাযুজ্য-মুক্তি বিধিভক্তগণও প্রার্থনা করেন না। কিন্তু প্রেমভক্তি পাইলে উক্ত চারিপ্রকার মুক্তিকেও পরিত্যাগপূর্ব্বক ভক্তগণ আমার সেবাসুখ লইয়া থাকেন। সেইপ্রকার বিধিভক্তির অতীত প্রেম-ভক্তি জগতে প্রচার করা আমার অভীষ্ট। আমি কলিযুগের ধর্ম্ম যে নাম-সঙ্কীর্ত্তন, তাহা দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, শৃঙ্গাররসের সহিত

অনুভাষ্য

হইয়া দ্বাপরের শেষভাগে কৃষ্ণের প্রকটকাল। দ্বাপরাবসান পর্য্যন্ত ব্রহ্মদিন প্রারম্ভ হইতে সসন্ধি ছয় মনু। বৈবস্বত মনুর ২৭ যুগ সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপরযুগকাল একত্র সমষ্টি করিয়া (সৃষ্টিকাল হীন করিলে) সৌরবর্ষ-সংখ্যায় ১৯৭৫৩২০০০০ বর্ষ অতীত হয়।

১১। এস্থলে 'শান্ত' রসের অনুল্লেখের কারণ এই যে, যদিও জড়জগতে শান্তরস সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চস্থানে অবস্থিত, চিজ্জগতে অত্যন্ত নিম্নভাবে শান্তরস অবস্থিত এবং শান্তরস অপ্রাকৃত হইলেও রসের আলম্বন বিষয় ও আশ্রয়গণের পরস্পরের মধ্যে জ্ঞেয় ও জ্ঞাতৃ-ভাবের বিনিময় নাই। এজন্য দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রসে যথাক্রমে কৃষ্ণপ্রীতির উৎকর্ষ-তারতম্য বিদ্যমান।

১৮। "সালোক্য-সার্ষ্টি-সারূপ্য-সামীপ্যৈকত্বমপ্যুত। দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ।।" (ভাঃ ৩।২৯।১৩), (ভাঃ ৯।৭।৬৭) দ্রষ্টব্য।

তজ্জন্যই ভক্ত ও গুরুরূপে অবতার,
প্রচার ও আচার ঃ—

আপনি করিমু ভক্তভাব অঙ্গীকারে ।
আপনি আচরি' ভক্তি শিখামু সবারে ॥ ২০ ॥

আচার বিনা প্রচার নিরর্থক ঃ—

আপনে না কৈলে ধর্ম্ম শিখান না যায় ।
এই ত' সিদ্ধান্ত গীতা-ভাগবতে গায় ॥ ২১ ॥

অবতারকাল ঃ—
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (৪।৭-৮)—

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত ।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥ ২২ ॥

অবতারের কার্য্য ঃ—

পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্ ।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥ ২৩ ॥

আচার বিনা প্রচারের ব্যর্থতা ও বিষময় ফল ঃ—
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (৩।২৪)—

উৎসীদেয়ুরীমে লোকা ন কুর্য্যাং কর্ম্ম চেদহম্ ।
সঙ্করস্য চ কর্ত্তা স্যামুপহন্যামিমাঃ প্রজাঃ ॥ ২৪ ॥

আচার্য্যের আচরণ সকল লোকের আদর্শ ঃ—
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (৩।২১)—

যদ্যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে ॥ ২৫ ॥

যুগধর্ম্ম প্রচার—বিষ্ণুর কার্য্য, কিন্তু কৃষ্ণ বিনা অপর অংশ-
বিষ্ণুতত্ত্বের কৃষ্ণপ্রেমদান অসম্ভব ঃ—

যুগধর্ম্ম-প্রবর্ত্তন হয় অংশ হৈতে ।
আমা বিনা অন্যে নারে ব্রজপ্রেম দিতে ॥ ২৬ ॥

লঘুভাগবতে পূর্ব্বখণ্ডে (৫।৩৭) বিল্বমঙ্গল-বাক্য—

সন্ত্ববতারা বহবঃ পঙ্কজনাভস্য সর্ব্বতো-ভদ্রাঃ ।
কৃষ্ণাদন্যঃ কো বা লতাস্বপি প্রেমদো ভবতি ॥ ২৭ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

জগৎকে দিয়া সর্ব্বলোককে নৃত্য করাইব ; আপনিও ভক্তভাব গ্রহণ করত স্বীয় আচারদ্বারা জগজ্জীবকে শিক্ষাপ্রদান করিব।

১৮। সার্ষ্টি—বিষ্ণুর সহিত সমান ঐশ্বর্য্যপ্রাপ্তি ; সারূপ্য—বিষ্ণুর ন্যায় চতুর্ভুজাদি অঙ্গ-বর্ণ প্রাপ্তি ; সামীপ্য—বিষ্ণুর সমীপে অবস্থিতি ; সালোক্য—বিষ্ণুলোকে বাস।

২২। হে অর্জ্জুন, যখন যখন ধর্ম্মগ্লানি উপস্থিত হয় এবং অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয়, তখন তখন আমি আপনাকে প্রকট করি।

২৩। সাধুদিগের পরিত্রাণ, দুষ্কৃতদিগের বিনাশ এবং ধর্ম্ম-সংস্থাপনের জন্য আমি প্রতিযুগে প্রকাশিত হই।

অনুভাষ্য

২২। পূর্ব্বকালের কথা উল্লেখ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ তৎকর্ত্তৃক পূর্ব্বে সূর্য্যকে কথিত যোগপন্থা কালে নষ্ট হওয়ায় অর্জ্জুনকে পুনরায় তাহা বলা হইল, এরূপ বলিলেন। অর্জ্জুনের প্রত্যয়ের জন্য ভগবান্ স্বীয় আবির্ভাব-কথা-প্রসঙ্গে বলিতেছেন,—

হে ভারত, যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানিঃ (হানিঃ) অধর্ম্মস্য অভ্যুত্থানং (বৃদ্ধিঃ) ভবতি, তদা [অহং দ্বে সোঢুমশক্নুবন্ তয়োর্বৈপরীত্যং কর্ত্তুং] আত্মানং সৃজামি।

২৩। সাধূনাং (মদনুশীলনপরাণাং) পরিত্রাণায় (সেবন-বিঘ্ননিবৃত্ত্যৈ) দুষ্কৃতাং (ভক্তদ্রোহিণাং মদন্যৈরবধ্যানাং রাবণ-কংস-কেশ্যাদীনাং) বিনাশায়, ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় চ (পরিচর্য্যা-সংকীর্ত্তনলক্ষণ-ভগবৎসেবনপর-নির্ম্মৎসরধর্ম্মস্য সম্যগাচরণার্থায় প্রচারার্থায় চ) যুগে যুগে (তত্তৎকালে) সম্ভবামি।

২৪। অর্জ্জুনের কর্ম্মবিষয়ক সন্দেহাত্মক প্রশ্নে জড়ভোগ-

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২৪। যদি আমি কর্ম্মাচরণদ্বারা কর্ম্ম-ব্যবস্থা রক্ষা না করি, তবে এই লোক উৎসন্ন হয় এবং সাঙ্কর্য্যের কারণ হইয়া আমিই প্রজাবিনাশক হইয়া পড়ি।

২৫। শ্রেষ্ঠব্যক্তি যাহা আচরণ করেন, তাহাই অপর ব্যক্তি অনুকরণ করিয়া থাকেন। শ্রেষ্ঠ যাহাকে 'প্রমাণ' বলেন, সকলেই তাহাতে অনুবর্ত্তমান (অনুরত) হন।

২৬। নামসঙ্কীর্ত্তনরূপ যুগধর্ম্ম ও ব্রজপ্রেম—এই দুইটী প্রচার করিবার জন্য আমি প্রকট হইতে ইচ্ছা করিতেছি। যদিও যুগধর্ম্ম প্রচার কার্য্য অংশাবতারদ্বারা হইতে পারে, তথাপি পূর্ণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আমি ব্যতীত ব্রজপ্রেম-প্রদান আর কেহই করিতে পারেন না।

২৭। ভগবান্ পঙ্কজনাভের অনেক মঙ্গলময় অবতার হউন্ না কেন, কৃষ্ণব্যতীত লতা অর্থাৎ আশ্রিতজনের প্রেমদাতা আর কে আছে?

অনুভাষ্য

বাসনারহিত ভগবানের কর্ম্ম (আচার) করিবার উদ্দেশ্য বলিতেছেন,—

চেৎ (যদি) অহং কর্ম্ম ন কুর্য্যাম্, ইমে লোকাঃ উৎসীদেয়ুঃ (মাং দৃষ্টান্তীকৃত্য ভ্রংশ্যেয়ুঃ), সঙ্করস্য চ কর্ত্তা স্যাম্, ইমাঃ প্রজাঃ উপহন্যাং (মলিনাঃ কুর্য্যাম্)।

২৫। শ্রেষ্ঠঃ (মহাজনঃ) যৎ যৎ আচরতি, তৎ তৎ [কর্ম্ম] এব ইতরঃ (অশ্রেষ্ঠঃ) জনঃ [আচরতি] ; সঃ (শ্রেষ্ঠঃ) যৎ প্রমাণং কুরুতে, লোকঃ (ইতরঃ জনঃ) তৎ অনুবর্ত্ততে (অনুসরতি)।

২৭। পঙ্কজনাভস্য (পদ্মনাভস্য ভগবতঃ) সর্ব্বতঃ ভদ্রাঃ

তাহাতে আপন ভক্তগণ করি' সঙ্গে ।
পৃথিবীতে অবতরি' করিমু নানা রঙ্গে ॥ ২৮ ॥
এত ভাবি' কলিকালে প্রথম সন্ধ্যায় ।
অবতীর্ণ হৈলা কৃষ্ণ আপনি নদীয়ায় ॥ ২৯ ॥
চৈতন্যসিংহের নবদ্বীপে অবতার ।
সিংহগ্রীব, সিংহবীর্য্য, সিংহের হুঙ্কার ॥ ৩০ ॥
সেই সিংহ বসুক্ জীবের হৃদয়-কন্দরে ।
কল্মষ-দ্বিরদ নাশে যাঁহার হুঙ্কারে ॥ ৩১ ॥

অভিধেয়াধিদেবতা 'বিশ্বম্ভর' নাম ঃ—

প্রথমলীলায় তাঁর বিশ্বম্ভর নাম ।
ভক্তিরসে ভরিল, ধরিল ভূতগ্রাম ॥ ৩২ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৩১। কল্মষ—পাপ ; দ্বিরদ—হস্তী।

৩২। ভূতগ্রাম—জীবসমূহ।

অনুভাষ্য

(মঙ্গলপ্রদাঃ) বহবঃ অবতারাঃ সন্তুঃ অপি কৃষ্ণাৎ অন্যঃ কো বা লতাসু (তদাশ্রিতাসু) প্রেমদঃ (প্রেমভক্তিদাতা) ভবতি।

২৯। প্রথম সন্ধ্যায়—যুগারম্ভকালে আদিতে এবং যুগান্ত-কালে শেষে যুগের ষষ্ঠভাগ পরিমিত-কাল 'সন্ধ্যা'। যুগের প্রথম সন্ধ্যা দ্বাদশভাগ ও শেষ সন্ধ্যা দ্বাদশভাগ। সুতরাং কলিকালের প্রথম সন্ধ্যা ৩৬,০০০ সৌরবর্ষ। শ্রীগৌরসুন্দর কলিকালের ৪,৫৮৬ বর্ষ গত হইলে প্রকটিত হওয়ায় প্রথম সন্ধ্যায় শ্রীমায়াপুর নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন। "ক্রমাৎ কৃতযুগাদীনাং ষষ্ঠাংশঃ সন্ধ্যয়োঃ স্বকঃ"—শ্রীসূর্য্যসিদ্ধান্তে মধ্যমাধিকারে ১৭শ শ্লোকঃ।

৩৪। শেষলীলায় অর্থাৎ সন্ন্যাসগ্রহণের পর চতুর্ব্বিংশ বর্ষ-কাল। যদিও শ্রীবিষ্ণুস্বামি-সম্প্রদায়ে দশনামী ও অষ্টোত্তর-শতনামী ত্রিদণ্ডিবৈদিক-সন্ন্যাসিগণ শ্রীশঙ্করপাদের বহুপূর্ব্ব হইতে বর্ত্তমান ছিলেন, তথাপি নির্ব্বিশিষ্ট-বিচারপ্রিয় বৈদান্তিকব্রুব শঙ্করের অভ্যুদয়ে সমন্বয়প্রথায় ভারতে পঞ্চোপাসক-সমাজ পুনর্গঠিত হওয়ায় শ্রীমহাপ্রভু, শ্রীশঙ্করাচার্য্য-সম্প্রদায়ের দশ-নামী দণ্ডিন্যাসিগণের প্রথামত বৈদিক সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। আর্য্যাবর্ত্তে বৈদিকাভাস অর্থাৎ বেদানুগব্রুব আর্য্যসমাজ অনেকেই শঙ্করাচার্য্যের অনুবর্ত্তী এবং শাঙ্করসম্প্রদায়ের শাসনানুসারে পঞ্চোপাসক।

দশনামী সন্ন্যাসী, যথা—"তীর্থাশ্রমবনারণ্যগিরিপর্ব্বত-সাগরাঃ। সরস্বতী ভারতী চ পুরী নামানি বৈ দশঃ।।" প্রত্যেকের সন্ন্যাসের, স্থানের ও ব্রহ্মচারীর উপাধি যথাক্রমে লিখিত হইতেছে। (মঞ্জুষা ২য় সংখ্যা ১০৪-১০৭ পৃঃ দ্রষ্টব্য) তীর্থ ও আশ্রম—সন্ন্যাসোপাধি, স্থান—দ্বারকা, ব্রহ্মচারি-নাম—স্বরূপ।

ডুভৃঞ্ ধাতুর অর্থ—পোষণ, ধারণ ।
পুষিল, ধরিল প্রেম দিয়া ত্রিভুবন ॥ ৩৩ ॥

সম্বন্ধাধিদেবতা 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' নাম ঃ—

শেষলীলায় ধরে নাম 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' ।
শ্রীকৃষ্ণ জানায়ে সব বিশ্ব কৈল ধন্য ॥ ৩৪ ॥
তাঁর যুগাবতার জানি' গর্গ মহাশয় ।
কৃষ্ণের নামকরণে করিয়াছে নির্ণয় ॥ ৩৫ ॥

চারিযুগে চারিবর্ণ অবতার ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবত (১০।৮।১৩)—

আসন্ বর্ণাস্ত্রয়ো হ্যস্য গৃহ্ণতোঽনুযুগং তনূঃ ।
শুক্লো রক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ ॥ ৩৬ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৩৩। 'বিশ্বম্ভর' শব্দ ডুভৃঞ্ ধাতু হইতে সিদ্ধ হইয়াছে। সেই ধাতুর অর্থ পোষণ ও ধারণ ; প্রেম দিয়া ত্রিভুবনকে পোষণ ও ধারণ করিলেন।

৩৫। গর্গ মহাশয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে কলিযুগাবতার জানিয়া নিম্নলিখিত শ্লোকে তাঁহার বর্ণ নিরূপণ করিয়াছেন।

৩৬। তোমার এই বালক শুক্ল, রক্ত ও পীতবর্ণ অন্য তিনযুগে ধারণ করেন ; অধুনা দ্বাপরে কৃষ্ণবর্ণ প্রাপ্ত হইয়াছেন।

অনুভাষ্য

বন ও অরণ্য—সন্ন্যাসোপাধি, স্থান—পুরুষোত্তম, ব্রহ্মচারি-নাম—প্রকাশ। গিরি, পর্ব্বত ও সাগর—সন্ন্যাসের উপাধি, স্থান—বদরিকাশ্রম, ব্রহ্মচারি-নাম—আনন্দ ; সরস্বতী, ভারতী ও পুরী—সন্ন্যাসের উপাধি, স্থান—শৃঙ্গেরী, ব্রহ্মচারি-নাম—চৈতন্য।

শ্রীশঙ্করাচার্য্য সমগ্র ভারতের পূর্ব্ব, পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ-প্রদেশে চারিটী মঠ স্থাপন করিয়া তাঁহার চারিটী শিষ্যকে মঠাধিপ করেন। এই চারিটী মূলমঠের অধীন অসংখ্য শাখামঠ ক্রমশঃ উদ্ভূত হইয়াছে। দেশভেদে মঠের সাম্য নির্দ্দিষ্ট থাকিলেও অনেক ক্ষেত্রে বিপর্য্যয় লক্ষিত হয়। এই চারিমঠে আনন্দবার, ভোগবার, কীটবার ও ভূমিবারভেদে চতুর্ব্বিধ সম্প্রদায়। কালে এই সম্প্রদায়ের ধারণাও বিপর্য্যস্ত দেখা যায়। চারিটী মহাবাক্যেরও মঠভেদে বিভাগ আছে। সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে হইলে পূর্ব্বে মঠাধীশ সন্ন্যাসিগুরুর নিকট গমন করিয়া ব্রহ্মচারী হইতে হয়। তিনি যে-প্রকার সন্ন্যাসী, তদনুসারে 'ব্রহ্মচারী' নাম দিয়া থাকেন। এ প্রথা আজও এই সম্প্রদায়ে বিশিষ্টভাবে চলিয়া আসিতেছে।

শ্রীমহাপ্রভু কেশব ভারতীর নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে গেলে তাঁহার নাম 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' হইয়াছিল। সন্ন্যাস গ্রহণ করিবার পরও ভগবান্ নিজ ব্রহ্মচারিনামই প্রচার করেন। 'ভারতী' সংজ্ঞা

শুক্ল, রক্ত, পীতবর্ণ—এই তিন দ্যুতি।
সত্য-ত্রেতা-কলিকালে ধরেন শ্রীপতি ॥ ৩৭ ॥
ইদানীং দ্বাপরে তিঁহো হৈলা কৃষ্ণবর্ণ।
এই সব শাস্ত্রাগম-পুরাণের মর্ম্ম ॥ ৩৮ ॥

শ্রীমদ্ভাগবত (১১।৫।২৭)—

দ্বাপরে ভগবান্ শ্যামঃ পীতবাসা নিজায়ুধঃ।
শ্রীবৎসাদিভিরঙ্কৈশ্চ লক্ষণৈরুপলক্ষিতঃ ॥ ৩৯ ॥

কলিযুগাবতারের লক্ষণ ঃ—

কলিযুগে যুগধর্ম্ম—নামের প্রচার।
তথি লাগি' পীতবর্ণ চৈতন্যাবতার ॥ ৪০ ॥
তপ্তহেম-সম কান্তি, প্রকাণ্ড শরীর।
নবমেঘ-জিনি কণ্ঠধ্বনি যে গম্ভীর ॥ ৪১ ॥
দৈর্ঘ্য-বিস্তারে যেই আপনার হাত।
চারি হস্ত হয় 'মহাপুরুষ' বিখ্যাত ॥ ৪২ ॥
'ন্যগ্রোধপরিমণ্ডল' হয় তাঁর নাম।
ন্যগ্রোধপরিমণ্ডল-তনু চৈতন্য গুণধাম ॥ ৪৩ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৩৯। দ্বাপরযুগে ভগবান্ শ্যামবর্ণ, পীতবাস, বংশী ইত্যাদি নিজায়ুধধারী, শ্রীবৎসাদি অঙ্কযুক্ত—এইরূপে উপলক্ষিত হন।

অনুভাষ্য

গ্রহণ করিয়া পরিচয় দিবার কথা তাঁহার লীলালেখকগণ কেহই বলেন না। শঙ্করসম্প্রদায়ে সন্ন্যাস-নামের সহিত ঈশ্বরাভিমান সংশ্লিষ্ট থাকায়, বোধ করি, তাদৃশ ব্যবহার শ্রীমন্মহাপ্রভু আদর করেন নাই। 'ব্রহ্মচারী' নামে গুরুদাস্যাভিমান অনুস্যূত বলিয়া ভক্তির প্রতিকূল নহে। মহাপ্রভু দণ্ড ও কমণ্ডলু প্রভৃতি সন্ন্যাসের চিহ্নসমূহ গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া উল্লেখ রহিয়াছে।

৩৬। গর্গমহাশয় নন্দমহারাজকে কৃষ্ণের নামকরণ-হেতু বর্ণনমুখে তাঁহার অন্যান্য অবতার ও অবতারিত্ব বলিতেছেন।—

অনুযুগং (যুগোচিতং) তনূর্গৃহ্ণতঃ অস্য (তব পুত্রস্য) শুক্লঃ রক্তঃ তথা (ইতি ভবিষ্যন্নির্দ্দেশবাক্যেন বৈবস্বতমন্বন্তরস্যাষ্টাবিংশ-মহাযুগীয়কলিযুগস্য আদিসন্ধ্যায়াং) পীতঃ (পীতবর্ণঃ ভবিষ্যতি) ত্রয়ো বর্ণাঃ আসন্। ইদানীং হি কৃষ্ণতাং গতঃ (প্রাপ্তঃ)।

৩৯। 'কোন্ কালে কিভাবে ভগবানের অবতার হয়', বিদেহ-রাজ নিমির এই প্রশ্নের উত্তরে নবযোগেন্দ্রের অন্যতম শ্রীকর-ভাজন সত্য ও ত্রেতার অবতার বর্ণন করিয়া দ্বাপরের অবতার-সম্বন্ধে বলিতেছেন,—

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৪৩। যিনি নিজহস্তের দৈর্ঘ্যবিস্তারের পরিমাণে চারিহস্ত পরিমিত দীর্ঘ হন, তিনি মহাপুরুষ বলিয়া বিখ্যাত ও তাঁহার নাম 'ন্যগ্রোধপরিমণ্ডল'।

অনুভাষ্য

দ্বাপরে ভগবান্ শ্যামঃ পীতবাসাঃ (পীতঃ বাসো যস্য সঃ) নিজায়ুধঃ (নিজানি আয়ুধানি গদাচক্রাদীনি যস্য সঃ) শ্রীবৎসা-দিভিঃ অঙ্কৈঃ (আঙ্গিকৈশ্চিহ্নৈঃ) লক্ষণৈঃ (বাহ্যৈঃ কৌস্তুভাদি-ভিশ্চ) উপলক্ষিতঃ।

৪০। শ্রীমধ্বাচার্য্য মুণ্ডকোপনিষদ্ভাষ্যে শ্রীনারায়ণ-সংহিতা হইতে প্রমাণ লিখিয়াছেন,—"দ্বাপরীয়ৈর্জনৈর্বিষ্ণুঃ পঞ্চরাত্রৈস্তু কেবলৈঃ। কলৌ তু নামমাত্রেণ পূজ্যতে ভগবান্ হরিঃ।।" কলি-সন্তরণোপনিষদেও লিখিয়াছেন,—"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।। ইতি ষোড়শকং নাম্নাং কলিকল্মষনাশনম্। নাতঃ পরতরোপায়ঃ সর্ব্ববেদেষু দৃশ্যতে।।"

৪২। ন্যগ্রোধপরিমণ্ডল—যিনি নিজ বাহুপরিমাণে চারি হস্ত দীর্ঘ ও চারি হস্ত বিস্তৃত অর্থাৎ পরিধিবিশিষ্ট গোলাকার 'মহাপুরুষ'; যিনি সকল প্রাণীকে ন্যক্কার করিয়া নিজ মায়ার দ্বারা রোধ করিয়াছেন, এরূপ পূর্ণ চতুর্ব্ব্যূহবিশিষ্ট বিষ্ণু।

অমৃতানুকণা—৪০। "যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তন হয় অংশ হৈতে। আমা বিনা অন্যে নারে ব্রজপ্রেম দিতে।।" কলিযুগে শ্রীহরিকীর্ত্তনই যুগধর্ম্ম, তাহা শ্রীগৌরসুন্দরের অংশাবতারই প্রবর্ত্তন করেন, কিন্তু শ্বেতবরাহকল্পগত অষ্টাবিংশ-বৈবস্বত-মন্বন্তরীয় কলিযুগে শ্রীনামপ্রচার-রূপ যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তনের উদ্দেশ্যে কিন্তু মুখ্যতঃ ব্রজপ্রেম-প্রদানার্থ যিনি অবতীর্ণ হইয়া থাকেন, তিনি 'পীতবর্ণ-চৈতন্যাবতার'। এস্থলে 'পীতবর্ণ-চৈতন্যাবতার' বলিয়া অঙ্গুলি-নির্দ্দেশ করিবার হেতু এই যে, সাধারণতঃ কলিযুগে যে যুগাবতার, তাঁহার নাম ও বর্ণ 'কৃষ্ণ', কিন্তু বিশেষ কলিযুগে যে শ্রীচৈতন্যাবতার, তিনিই কেবল পীতবর্ণ। লঘুভাগবতামৃতে যুগাবতার-প্রকরণে উক্ত আছে,—"কথ্যতে বর্ণনামাভ্যাং শুক্লঃ সত্যযুগে হরিঃ। রক্তঃ শ্যামঃ ক্রমাৎ কৃষ্ণস্ত্রেতায়াং দ্বাপরে কলৌ।।" বর্ণ ও নামদ্বারা হরি সত্যযুগে শুক্ল, ত্রেতাযুগে রক্ত, দ্বাপরযুগে শ্যাম এবং কলিযুগে কৃষ্ণ বলিয়া কথিত হইয়া থাকেন। শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু ইহার টীকায় বলিয়াছেন,—"সামান্যতঃ সকল কলি-যুগেই কৃষ্ণবর্ণ ও তন্নামক যুগাবতার—'কৃষ্ণঃ কলিযুগে বিভু' এই হরিবংশ-প্রমাণ-হেতু। তবে যে-কলিযুগে স্বর্ণগৌর-বর্ণ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য অবতীর্ণ হন, সেই কলিতে উক্ত 'কৃষ্ণ'রূপ যুগাবতার তাঁহাতে অন্তর্ভুক্ত থাকেন, বুঝিতে হইবে।" শ্রীমদ্ভাগবতে যুগাবতার-প্রকরণে কথিত "কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাঽকৃষ্ণম্" (ভাঃ ১১।৫।৩২) শ্লোকের ব্যাখ্যায় শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর জানাইয়াছেন,—"সর্ব্বকলিযুগপক্ষে 'কৃষ্ণবর্ণং' —কৃষ্ণবর্ণদেহ ; রুক্ষত্ব নিবারণ করিতে বলা হইতেছে—'ত্বিষাঽকৃষ্ণং' অর্থাৎ ইন্দ্রনীলমণিবৎ উজ্জ্বল। এক বিশেষ কলিযুগপক্ষে—কৃষ্ণবর্ণ, কিন্তু কান্তিতে 'অকৃষ্ণ' বলিতে পীতবর্ণ বুঝাইতেছে—অর্থাৎ অন্তরে কৃষ্ণবর্ণ কিন্তু বাহিরে গৌরবর্ণ, এই অর্থ।"

আজানুলম্বিত-ভুজ কমললোচন ।
তিলফুল-জিনি নাসা, সুধাংশু-বদন ॥ ৪৪ ॥
শান্ত, দান্ত, কৃষ্ণভক্তি-নিষ্ঠাপরায়ণ ।
ভক্তবৎসল, সুশীল, সর্ব্বভূতে সম ॥ ৪৫ ॥
চন্দনের অঙ্গদ-বালা, চন্দন-ভূষণ ।
নৃত্যকালে পরি' করেন কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন ॥ ৪৬ ॥
এইসব গুণ লঞা মুনি বৈশম্পায়ন ।
সহস্রনামে কৈল তাঁর নাম-গণন ॥ ৪৭ ॥
দুই লীলা চৈতন্যের—আদি আর শেষ ।
দুই লীলায় চারি চারি নাম বিশেষ ॥ ৪৮ ॥

মহাভারতে দানধর্ম্মে (১২৭ অঃ) সহস্রনামে (৯২, ৭৫)—
সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গো বরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী ।
সন্ন্যাসকৃচ্ছমঃ শান্তো নিষ্ঠাশান্তিপরায়ণঃ ॥ ৪৯ ॥
ব্যক্ত করি' ভাগবতে কহে বার বার ।
কলিযুগে কৃষ্ণ-নামসঙ্কীর্ত্তন-সার ॥ ৫০ ॥

শ্রীমদ্ভাগবত (১১।৫।৩২)—
কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাঽকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্ ।
যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ ॥ ৫১ ॥
শুন, ভাই, এই সব চৈতন্য-মহিমা ।
এই শ্লোকে কহে তাঁর মহিমার সীমা ॥ ৫২ ॥

অনুভাষ্য

৪৭। সহস্রনাম—বিষ্ণুর সহস্রনাম অর্থাৎ মহাভারতে দান-ধর্ম্মে ১৪৯ অধ্যায়। এই গ্রন্থের শঙ্করাচার্য্য এবং শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণাদি অন্যান্য বৈষ্ণবাচার্য্যগণ ভাষ্য লিখিয়াছেন।

৪৮। আদি—গার্হস্থ্যলীলা (প্রথম ২৪ বৎসর), শেষ—সন্ন্যাসলীলা (শেষ—২৪ বৎসর)। ৩২-৩৪ সংখ্যা দ্রষ্টব্য। চারি চারিনাম—পরবর্ত্তী ৪৯ সংখ্যায় উল্লিখিত।

৪৯। সুবর্ণবর্ণঃ (স্বর্ণবর্ণবৎ পীতবর্ণঃ যস্য সঃ) হেমাঙ্গঃ (হেমবৎ অঙ্গং যস্য সঃ) বরাঙ্গঃ (মহাপুরুষবোধকং অঙ্গং যস্য সঃ) চন্দনাঙ্গদী (চন্দনাঙ্কিতে অঙ্গদে বিদ্যেতে যস্য সঃ) [আদি-লীলায়াং ভগবতো গৌরচন্দ্রস্য এতানি চত্বারি নামানি]। সন্ন্যাস-কৃৎ (যতিধর্ম্মপরঃ) শমঃ (নির্বিষয়ঃ) শান্তঃ (কৃষ্ণৈকনিষ্ঠচিত্তঃ) নিষ্ঠাশান্তিপরায়ণঃ (নিষ্ঠা চিত্তৈকাগ্র্যং চ শান্তি চ নিষ্ঠাশান্তী পরম্ অয়নং আশ্রয়ো যস্য সঃ) [শেষলীলায়াং ভগবতো গৌরহরে-র্নামানি চতুঃসংখ্যকানি সহস্রনাম্নি উদাহৃতানি]।

বিষ্ণুসহস্রনামের শ্রীবলদেববিদ্যাভূষণকৃত 'নামার্থ-সুধাভিধ' ভাষ্যে—"সুবর্ণস্যেব বর্ণো রূপমস্যেতি সুবর্ণবর্ণঃ—'যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্' ইতি শ্রুতেঃ। হেমবৎ স্পৃহণীয়ানি বর্ণাধিষ্ঠানান্যঙ্গানি যস্য সঃ হেমাঙ্গঃ। বরাণি সৌন্দর্য্যবন্ত্যঙ্গানি অস্যেতি বরাঙ্গঃ। চন্দনে ভক্তচিত্তাহ্লাদকে অঙ্গদে অস্যেতি চন্দনাঙ্গদী। সুবর্ণবর্ণাদি চতুষ্টয়ং কেচিৎ কৃষ্ণ-চৈতন্যতায়াং যোজয়ন্তি। অথ কৃষ্ণচৈতন্যতাং দ্যোতয়ন্নাহ ষড়্ভিঃ—সন্ন্যাসং পরিব্রজ্যং করোতীতি সন্ন্যাসকৃৎ। শময়ত্যা-লোচয়তি রহস্যং হরেরিতি শমঃ। শম আলোচনে চুরাদিমৎ। শাম্যত্যুপরমিতি কৃষ্ণান্যবিষয়াদিতি শান্তঃ। নিতিষ্ঠন্ত্যস্যাং হরিকীর্ত্তন-প্রধানা ভক্তিযজ্ঞা ইতি নিষ্ঠা—'কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাঽকৃষ্ণং' ইতি স্মরণাৎ। শাম্যন্ত্যনয়া ভক্তিবিরোধিনঃ কেবলাদ্বৈতপ্রমুখান্ ইতি শান্তিঃ। মহাভাবান্তানাং ভাবভেদানাং পরমময়নমিতি পরায়ণম্।"*

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৪৯। সুবর্ণবর্ণ, গলিত-হেমবৎ অঙ্গ, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর গঠন, চন্দন-মালা শোভিত—এই চারিটী গৃহস্থলীলায় লক্ষিত। সন্ন্যাসা-শ্রমী, হরি-রহস্যালোচনারূপ শমগুণবিশিষ্ট, হরিকীর্ত্তনরূপ মহাযজ্ঞে দৃঢ়তারূপ্ নিষ্ঠ, কেবলাদ্বৈতবাদী অভক্ত-নিবৃত্তিকারিণী-শান্তিলব্ধ মহাভাবপরায়ণ।

৫১। যাঁহার মুখে সর্ব্বদা কৃষ্ণ-বর্ণ, যাঁহার কান্তি অকৃষ্ণ অর্থাৎ গৌর, সেই অঙ্গ, উপাঙ্গ, অস্ত্র ও পার্ষদ-পরিবেষ্টিত মহাপুরুষকে সুবুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ সঙ্কীর্ত্তনপ্রায় যজ্ঞদ্বারা যজন করিয়া থাকেন।

অনুভাষ্য

৫১। 'কোন্ যুগে কিভাবে ভগবান্ অবতীর্ণ হন?'—নিমি-রাজের এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীকরভাজন কলিকালের অবতারী ও তদীয় ভজন-প্রণালীর কথা বর্ণন করিতেছেন,—

**তাঁহার সুবর্ণের (স্বর্ণের) ন্যায় বর্ণ অর্থাৎ রূপ, অতএব তিনি 'সুবর্ণবর্ণ'। মুণ্ডক-শ্রুতিতে ইহার প্রমাণ যেমন, 'যেকালে সাধক স্বর্ণবর্ণ-বিগ্রহ, জগৎকর্ত্তা, ব্রহ্মযোনি পরমপুরুষ ঈশ্বরকে দর্শন করেন' ইত্যাদি। হেমতুল্য স্পৃহণীয় বর্ণের অধিষ্ঠানস্বরূপ অঙ্গ যাঁহার, তিনি 'হেমাঙ্গ'। তাঁহার সর্ব্বোত্তম সৌন্দর্য্যময় অঙ্গ বলিয়া তিনি 'বরাঙ্গ'। তাঁহার চন্দন অর্থাৎ ভক্তচিত্ত-আহ্লাদকারী অঙ্গদদ্বয় (বাহুভূষণ), অতএব তিনি 'চন্দনাঙ্গদী'। সুবর্ণবর্ণাদি এই নাম চতুষ্টয় কেহ কেহ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যে যোজনা করিয়া থাকেন। অনন্তর ছয়টী নামদ্বারা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যত্ব প্রকাশ করিতে বলা হইতেছে—তিনি সন্ন্যাস অর্থাৎ পরিব্রজ্যা-গ্রহণকারী বলিয়া 'সন্ন্যাসকৃৎ'। শ্রীহরির আলোচনা করেন, তজ্জন্য তিনি 'শম'—চুরাদি-গণীয় 'শম' ধাতু আলোচনার্থে প্রযুক্ত। কৃষ্ণেতর বিষয় হইতে শমতা অর্থাৎ উপরম (নিবৃত্তি)-বিশিষ্ট বলিয়া তিনি 'শান্ত'। তাঁহাতে হরিকীর্ত্তন-প্রধান ভক্তিযজ্ঞ নিশ্চয়রূপে অবস্থান করে বলিয়া তিনি 'নিষ্ঠা'—'কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাঽকৃষ্ণং', এই ভাগবতীয় স্মৃতিপ্রমাণ-হেতু। কেবলাদ্বৈত-প্রমুখ ভক্তিবিরোধি-মতবাদসমূহ তাঁহার দ্বারা উপশম হয়, তজ্জন্য তিনি 'শান্তি'। মহাভাবের অন্ত (সীমা)-রূপ ভাবভেদসমূহের পরম আশ্রয়হেতু তিনি 'পরায়ণ'।*

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

শ্রীজীব (ক্রমসন্দর্ভে) "ত্বিষা কান্ত্যা যোঽকৃষ্ণো গৌরস্তং কলৌ সুমেধসো যজন্তি। গৌরত্বঞ্চাস্য "আসন্ বর্ণাস্ত্রয়ো হ্যস্য গৃহ্ণতোঽনুযুগং তনূঃ। শুক্লো রক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ" ইত্যত্র পারিশেষ্যপ্রমাণ-লব্ধম্। 'ইদানীম্' এতদবতারাস্পদ-ত্বেনাভিখ্যাতে দ্বাপরে 'কৃষ্ণতাং গতঃ' ইত্যুক্তেঃ, শুক্লরক্তয়োঃ সত্যত্রেতাগতত্বেন দর্শিতং পীতস্যাতীতত্বং প্রাচীনাবতারাপেক্ষয়া। অত্র শ্রীকৃষ্ণস্য পরিপূর্ণরূপত্বেন বক্ষ্যমাণত্বাদ্ যুগাবতারত্বম্,—তস্মিন্ সর্ব্বেঽপ্যবতারা অন্তর্ভূতা ইতি তত্তৎপ্রয়োজনং তস্মিন্নেকস্মিন্নেব সিদ্ধ্যতীত্যপেক্ষয়া। তদেবং যদ্দ্বাপরে কৃষ্ণোঽবতরতি, তদেব কলৌ শ্রীগৌরোঽপ্যবতরতীতি স্বারস্যলব্ধেঃ শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাববিশেষ এবায়ং গৌর ইত্যায়াতি, তদব্যভিচারাৎ।" "তদেতদাবির্ভাবত্বং তস্য স্বয়মেব বিশেষণদ্বারা ব্যনক্তি। 'কৃষ্ণবর্ণং'—কৃষ্ণেত্যেতৌ বর্ণৌ চ যত্র ; যস্মিন্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব-নাম্নি কৃষ্ণত্বাভিব্যঞ্জকং কৃষ্ণেতি-বর্ণযুগলং প্রযুক্তমস্তীত্যর্থঃ। তৃতীয়ে শ্রীমদুদ্ধববাক্যে 'সমাহুতা' ইত্যাদি-পদ্যে 'শ্রিয়ঃ সবর্ণেন' ইত্যত্র টীকায়াং—"শ্রিয়ো রুক্মিণ্যাঃ সমানবর্ণদ্বয়ং বাচকং যস্য সঃ, শ্রিয়ঃ সবর্ণো রুক্মীত্যপি দৃশ্যতে" ; যদ্বা, কৃষ্ণং বর্ণয়তি তাদৃশ-স্বপরমানন্দবিলাস-স্মরণোল্লাসবশতয়া স্বয়ং গায়তি, পরম-কারুণিকতয়া চ সর্ব্বেভ্যোঽপি লোকেভ্যস্তমেবোপদিশতি যস্তম্; অথবা, স্বয়মকৃষ্ণং গৌরং ত্বিষা স্বশোভা-বিশেষেণৈব কৃষ্ণোপদেষ্টারঞ্চ, যদ্দর্শনেনৈব সর্ব্বেষাং শ্রীকৃষ্ণঃ স্ফুরতীত্যর্থঃ ; কিংবা, সর্ব্বলোকদ্রষ্টাবকৃষ্ণং গৌরমপি ভক্ত-বিশেষদৃষ্টৌ 'ত্বিষা' প্রকাশ-বিশেষেণ কৃষ্ণবর্ণং, তাদৃশ-শ্যামসুন্দরমেব সন্তমিত্যর্থঃ। তস্মাত্তস্মিন্ সর্ব্বথা শ্রীকৃষ্ণরূপস্যৈব প্রকাশাৎ তস্যৈবাবির্ভাব-বিশেষঃ স ইতি ভাবঃ। তস্য ভগবত্বমেব স্পষ্টয়তি—'সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্র-পার্ষদম্'—অঙ্গান্যেব পরমমনোহরত্বাদুপাঙ্গানি ভূষণাদীনি, মহাপ্রভাবত্বাৎ তান্যেবাস্ত্রাণি, সর্ব্বদৈবৈকান্তবাসিত্বাত্তান্যেব পার্ষদাঃ। বহুভির্মহানুভাবৈরসকৃদেব তথা দৃষ্টোঽসাবিতি গৌড়-বরেন্দ্র-বঙ্গোৎকলাদিদেশীয়ানাং মহাপ্রসিদ্ধেঃ ; যদ্বা, অত্যন্ত-প্রেমাস্পদত্বাত্তত্তুল্যা এব পার্ষদাঃ শ্রীমদদ্বৈতাচার্য্য-মহানুভাবচরণ-প্রভৃতয়স্তৈঃ সহ বর্ত্তমানমিতি চার্থান্তরেণ ব্যক্তম্। তমেবম্ভূতং কৈর্যজন্তি? যজ্ঞৈঃ পূজাসম্ভারৈঃ,—'ন যত্র যজ্ঞেশমখা মহোৎসবাঃ' ইত্যুক্তেঃ। তত্র চ বিশেষণেন তমেবাভিধেয়ং ব্যনক্তি, 'সঙ্কীর্ত্তনং' বহুভির্ম্মিলিত্বা তদ্গানসুখং শ্রীকৃষ্ণগানং তৎপ্রধানৈঃ, তথা সঙ্কীর্ত্তন-প্রাধান্যস্য তদাশ্রিতেষ্বেব দর্শনাৎ, স এবাত্রাভিধেয় ইতি স্পষ্টম্। অতএব সহস্রনাম্নি তদবতারসূচকানি নামানি কথিতানি—"সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গো বরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী। সন্ন্যাস-কৃচ্ছমঃ শান্তঃ" ইত্যেতানি। দর্শিতঞ্চৈতৎ পরমবিদ্বচ্ছিরোমণিনা শ্রীসার্ব্বভৌমভট্টাচার্য্যেণ—"কালান্নষ্টং ভক্তিযোগং নিজং যঃ প্রাদুষ্কর্ত্তুং কৃষ্ণচৈতন্যনামা। আবির্ভূতস্তস্য পাদারবিন্দে গাঢ়ং গাঢ়ং লীয়তাং চিত্তভৃঙ্গঃ।।" ইতি সর্ব্বসংবাদিন্যাম্। ✶

অনুভাষ্য

সুমেধসঃ (বুদ্ধিমন্তঃ) ত্বিষা (কান্ত্যা) অকৃষ্ণং (বিদ্যুদ্গৌরং শুক্লরক্তবর্ণদ্বয়াবশেষং তৃতীয়ং পীতবর্ণং) কৃষ্ণবর্ণং (কৃষ্ণং বর্ণয়তি গায়তি যঃ তম্ ; যদ্বা, কৃষ্ণেতি এতৌ বর্ণৌ চ যস্মিন্ তং) সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্ (অঙ্গে নিত্যানন্দাদ্বৈতৌ, উপাঙ্গানি শ্রীবাসাদি-ভক্তাঃ, অস্ত্রাণি হরিনামাদীনি, পার্ষদাঃ গদাধরদামোদর-স্বরূপাদয়ঃ, তৈঃ সহিতং) সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈঃ (বহুভির্ম্মিলিত্বা হরিকথা-নাম-গানৈঃ) যজ্ঞৈঃ যজন্তি।

✶ *'ত্বিষা' অর্থাৎ কান্তিতে যিনি 'অকৃষ্ণ' অর্থাৎ গৌরবর্ণ, কলিযুগে সুমেধাগণ তাঁহার উপাসনা করেন। তাঁহার এই গৌরবর্ণের কথা নন্দমহারাজের প্রতি গর্গমুনির কথিত 'প্রতিযুগে তনু-ধারণকারী তোমার এই পুত্রের শুক্ল, রক্ত এবং পীত এই তিনটী বর্ণ ছিল ; ইদানীং তিনি কৃষ্ণবর্ণ প্রাপ্ত হইয়াছেন', এই বাক্যে চারিবর্ণ-মধ্যে শুক্ল, রক্ত ও শ্যামবর্ণ ব্যতীত যে অবশিষ্ট 'পীতবর্ণ', এই প্রমাণ হইতেই তাহা পাওয়া যায়। 'ইদানীং' অর্থাৎ বর্ত্তমান অবতারকালরূপে বর্ণিত দ্বাপরযুগে 'তিনি কৃষ্ণবর্ণ প্রাপ্ত হইয়াছেন'—এই উক্তি-হেতু এবং সত্য ও ত্রেতাযুগে শুক্ল ও রক্তবর্ণের প্রাপ্তিহেতু ভগবানের পূর্ব্ব পূর্ব্ব (কলিযুগে পীতবর্ণধারী) অবতারকে লক্ষ্য করিয়াই এই পীতবর্ণের অতীতকালত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে। এইস্থলে শ্রীকৃষ্ণের, যিনি পরিপূর্ণরূপে পরে ব্যাখ্যাত হইবেন, সেই তাঁহার যে যুগাবতারত্ব তাহা, তাঁহাতেই সমস্ত অবতার অন্তর্ভুক্ত ও সেই সমস্ত অবতারের প্রয়োজনীয়তা এক তাঁহাতেই সিদ্ধ হয়, ইহা দেখাইবার জন্য। সেইরূপে যে-দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হন, সেই চতুর্যুগান্তবর্ত্তী কলিযুগেই শ্রীগৌরসুন্দরও অবতীর্ণ হইয়া থাকেন—এইরূপ তাৎপর্য্য পাওয়া যায় বলিয়া শ্রীগৌরসুন্দর যে শ্রীকৃষ্ণেরই আবির্ভাব-বিশেষ, ইহা সিদ্ধান্তিত হয়, যেহেতু কখনও ইহার ব্যতিক্রম নাই। সেই আবির্ভাবত্বেরই কথা ঋষিবর স্বয়ংই তাঁহার (শ্রীগৌরের) সম্বন্ধে কথিত বিশেষণদ্বারা ব্যক্ত করিয়াছেন, যথা,—'কৃষ্ণবর্ণং'—'কৃ' ও 'ষ্ণ' এই দুইটী বর্ণ যাঁহাতে অর্থাৎ যাঁহার 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব'-নামের মধ্যে কৃষ্ণত্ব-সূচক ঐ বর্ণ দুইটী প্রযুক্ত রহিয়াছে। (এইপ্রকার ব্যাখ্যা যে কল্পিত নহে, তাহার দৃষ্টান্তরূপে বলিতেছেন,—) যেমন, শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধে উদ্ধব-কথিত 'সমাহূতা'-পদ্যের 'শ্রিয়ঃ সবর্ণেন' এই অংশের শ্রীধরস্বামি-কৃত টীকায়—'শ্রী অর্থাৎ রুক্মিণীর সমান বর্ণদ্বয় (রুক্মী) যাঁহার বাচক, তিনি', (এস্থলে শ্লোকার্থ এইরূপ হইল—শ্রীরুক্মিণী নামের সমান দুইটী বর্ণ যাঁহার নামের মধ্যে, সেই রুক্মী-কর্ত্তৃক রাজাগণ সমাহূত হইয়াছিলেন)—ইহাতে যেমন 'শ্রিয়ঃ সবর্ণঃ' বলিতে 'রুক্মী', এইরূপ দেখা যায়, তদ্রূপ।*

'কৃষ্ণবর্ণং'-শ্লোক-ব্যাখ্যা ঃ—

'কৃষ্ণ' এই দুই বর্ণ সদা যাঁর মুখে ।
অথবা, কৃষ্ণকে তিঁহো বর্ণে নিজ সুখে ॥ ৫৩ ॥
কৃষ্ণবর্ণ-শব্দের অর্থ দুই ত' প্রমাণ ।
কৃষ্ণ বিনু তাঁর মুখে নাহি আইসে আন ॥ ৫৪ ॥
কেহ তাঁরে বলে যদি কৃষ্ণ-বরণ ।
আর বিশেষণে তারে করে নিবারণ ॥ ৫৫ ॥
দেহকান্ত্যে হয় তেঁহো অকৃষ্ণবরণ ।
অকৃষ্ণবরণে তাঁর কহে পীতবরণ ॥ ৫৬ ॥

স্তবমালায় দ্বিতীয়-চৈতন্যাষ্টকে (১)—

কলৌ যং বিদ্বাংসঃ স্ফুটমভিযজন্তে দ্যুতিভরা-
দকৃষ্ণাঙ্গং কৃষ্ণং মখবিধিভিরুৎকীর্ত্তনময়ৈঃ ।
উপাস্যঞ্চ প্রাহুর্যমখিলচতুর্থাশ্রমজুষাং
স দেবশ্চৈতন্যাকৃতিরতিতরাং নঃ কৃপয়তু ॥ ৫৭ ॥

ব্রহ্মজ্যোতিতে তমোনাশ ঃ—

প্রত্যক্ষ তাঁহার তপ্তকাঞ্চনের দ্যুতি ।
যাঁহার ছটায় নাশে অজ্ঞান-তমস্ততি ॥ ৫৮ ॥
জীবের কল্মষ-তমো নাশ করিবারে ।
অঙ্গ-উপাঙ্গ-নাম নানা অস্ত্র ধরে ॥ ৫৯ ॥

তমঃ বা কল্মষের সংজ্ঞা ঃ—

ভক্তির বিরোধী কর্ম্ম, ধর্ম্ম বা অধর্ম্ম ।
তাহার 'কল্মষ' নাম, সেই মহাতমঃ ॥ ৬০ ॥
বাহু তুলি' হরি বলি' প্রেমদৃষ্ট্যে চায় ।
করিয়া কল্মষ নাশ প্রেমেতে ভাসায় ॥ ৬১ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৫৫। মূল শ্লোকে কেহ যদি 'কৃষ্ণবর্ণ' এই শব্দ হইতে কলির উপাস্য পুরুষকে কৃষ্ণ (অর্থাৎ কৃষ্ণরূপ কান্তিযুক্ত) বলিয়া থাকেন, "ত্বিষাঽকৃষ্ণং" এই অপর বিশেষণদ্বারা সে অর্থ হইতে পারে না।

৫৭। শ্রীরাধিকার ভাবরূপ দ্যুতির আতিশয্যক্রমে অকৃষ্ণ অর্থাৎ গৌররূপপ্রাপ্ত শ্রীকৃষ্ণকে কীর্ত্তনময় যজ্ঞদ্বারা পণ্ডিতসকল কলিকালে স্পষ্টরূপে অভিযজন করেন। তিনি সন্ন্যাসান্তর্গত পারমহংস্যরূপ চতুর্থাশ্রমসেবিগণের একমাত্র উপাস্যতত্ত্ব। সেই চৈতন্যাকৃতি পরমপুরুষ শীঘ্র আমাদের প্রতি কৃপা করুন্।

৫৮। অজ্ঞান-তমস্ততি—অজ্ঞানরূপ অন্ধকারের বিস্তৃতি।

৬০। ধর্ম্মই হউক্ বা অধর্ম্মই হউক্, যেস্থলে কোন কর্ম্ম

অনুভাষ্য

৫৭। বিদ্বাংসঃ (পণ্ডিতাঃ) স্ফুটং (স্পষ্টং) দ্যুতিভরাৎ (কান্ত্যাধিক্যাৎ) অকৃষ্ণাঙ্গং (গৌরং পীতবর্ণং) কৃষ্ণং উৎকীর্ত্তন-ময়ৈঃ (উচ্চৈঃ কীর্ত্তনাখ্যভক্ত্যবলম্বনৈঃ) মখবিধিভিঃ (নামযজ্ঞ-বিধানৈঃ) কলৌ অভিযজন্তে, যং চ অখিলচতুর্থাশ্রমজুষাং (সকলভিক্ষুণাম্) উপাস্যং (পূজ্যং) প্রাহুঃ, সঃ চৈতন্যাকৃতিঃ দেবঃ নঃ (অস্মান্) অতিতরাং (অতিশয়েন) কৃপয়তু।

অথবা 'কৃষ্ণবর্ণ'-পদে যিনি 'কৃষ্ণ'-নাম 'বর্ণন' করেন অর্থাৎ তাদৃশ নিজ পরমানন্দ-বিলাস-স্মরণজনিত উল্লাসবশতঃ স্বয়ং ঐ নাম কীর্ত্তন করেন এবং পরম করুণাবশতঃ সমস্ত লোককে ঐ নাম যিনি উপদেশ করেন, তিনি সেই শ্রীগৌরসুন্দর ; অথবা তিনি স্বয়ং 'অকৃষ্ণ' অর্থাৎ গৌর হইয়াও 'ত্বিষা' অর্থাৎ নিজ শোভাবিশেষদ্বারাই 'কৃষ্ণ'-সম্বন্ধে উপদেশদাতা অর্থাৎ যাঁহার দর্শনে সকলের শ্রীকৃষ্ণের নাম-রূপ-গুণাদির স্ফূর্ত্তি হয় ; কিংবা সর্ব্বলোকদৃষ্টিতে তিনি 'অকৃষ্ণ' অর্থাৎ গৌর হইলেও ভক্তবিশেষের দৃষ্টিতে 'ত্বিষা' অর্থাৎ বিশেষপ্রকাশযোগে 'কৃষ্ণবর্ণং' অর্থাৎ তাদৃশ শ্যামসুন্দররূপেই স্থিত হন, তিনি সেই শ্রীগৌরসুন্দর। অতএব তাঁহাতে সর্ব্বপ্রকারে শ্রীকৃষ্ণরূপেরই প্রকাশ হওয়ায় তিনি শ্রীকৃষ্ণেরই আবির্ভাব-বিশেষ, ইহাই ভাবার্থ।

তাঁহার ভগবত্তা স্পষ্ট করিতেছেন,—'সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্' এই বাক্যে। তাঁহার অভিন্ন 'অঙ্গ'সমূহ পরম মনোহর বলিয়া, 'উপাঙ্গ' বা ভূষণাদি মহাপ্রভাবযুক্ত বলিয়া, সে-সকলই 'অস্ত্র' এবং সর্ব্বদাই একান্তভাবে তৎসান্নিধ্যে বাস করেন বলিয়া সে-সকলই 'পার্ষদ'। বহু বহু মহাজন যে তাঁহার এবম্বিধ শ্রীরূপ অনেকবার দর্শন করিয়াছেন, তাহা গৌড়, বরেন্দ্র, বঙ্গ, উৎকল প্রভৃতি দেশবাসিগণের মধ্যেও বিশেষ প্রসিদ্ধ আছে। অথবা অঙ্গ, উপাঙ্গ ও অস্ত্রতুল্য অতিশয় প্রেমভাজন শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য প্রভৃতি বহুপ্রভাবশালী পার্ষদগণের সহিত তিনি বর্ত্তমান, এরূপ অর্থান্তরেও তিনি ব্যক্ত হন। এবম্ভূত সেই গৌরসুন্দরকে সুমেধাগণ কি কি উপায়ে আরাধনা করেন? যজ্ঞরূপ পূজাসম্ভারদ্বারা—যেহেতু, 'যেস্থানে কৃষ্ণকীর্ত্তনরূপ মহোৎসব হয় না, সেস্থান সুরেশ-লোক হইলেও বাসযোগ্য নহে', দেবগণের এই গীতবাক্যই (ভাঃ ৫।১৯।২৩) প্রমাণ। তাহাতে 'সঙ্কীর্তনপ্রায়ৈঃ' এই বিশেষণদ্বারা সেই সঙ্কীর্তনপ্রধান যজ্ঞকেই আরাধনার উপায়রূপে ব্যক্ত করিতেছেন। 'সঙ্কীর্ত্তন' অর্থাৎ বহুজন মিলিত হইয়া যে তৎকীর্ত্তনসুখ অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন, তাহাই যে-যজ্ঞে প্রধান সম্ভার, তদ্দ্বারা ; শ্রীচৈতন্যাশ্রিতগণের মধ্যেই সঙ্কীর্ত্তনের প্রাধান্য দেখা যায় বলিয়া তাহাই আরাধনার উপায়, ইহা স্পষ্ট।

অতএব শ্রীবিষ্ণুসহস্রনামে তাঁহার অবতারসূচক—সুবর্ণবর্ণ, হেমতনু, সুঠাম, চন্দনবলয়যুক্ত, সন্ন্যাসগ্রহণকারী, শান্ত ইত্যাদি নামসমূহ কথিত হইয়াছে। পরমপণ্ডিত-শিরোমণি শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য মহাশয়ও তাহা ব্যক্ত করিয়াছেন—কালক্রমে অন্তর্হিত নিজ ভক্তিযোগ যিনি পুনঃ প্রকটিত করিতে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নামে আবির্ভূত হইয়াছেন, তাঁহার পাদপদ্মে আমার মনোভৃঙ্গ গাঢ়ভাবে লীন হউক্।

স্তবমালায় দ্বিতীয়-চৈতন্যাষ্টকে (৮)—

স্মিতালোকঃ শোকং হরতি জগতাং যস্য পরিতো
গিরাস্তু প্রারম্ভঃ কুশলপটলীং পল্লবয়তি ।
পদালম্ভঃ কং বা প্রণয়তি ন হি প্রেমনিবহং
স দেবশ্চৈতন্যাকৃতিরতিতরাং নঃ কৃপয়তু ॥ ৬২ ॥

গৌরদর্শনে পাপক্ষয় ও প্রেমপ্রাপ্তি ঃ—

শ্রীঅঙ্গ, শ্রীমুখ যেই করে দরশন ।
তার পাপক্ষয় হয়, পায় প্রেমধন ॥ ৬৩ ॥

অন্যান্য অবতারে অস্ত্র ও সৈন্যসামন্ত, কিন্তু গৌরাবতারে ভক্ত ও সঙ্কীর্ত্তন ঃ—

অন্য অবতারে সব সৈন্য-শস্ত্র সঙ্গে ।
চৈতন্য-কৃষ্ণের সৈন্য অঙ্গ-উপাঙ্গে ॥ ৬৪ ॥

স্তবমালায় প্রথম-চৈতন্যাষ্টকে (১)—

সদোপাস্যঃ শ্রীমান্ ধৃতমনুজকায়ৈঃ প্রণয়িতাং
বহদ্ভির্গীর্ব্বাণৈর্গিরিশ-পরমেষ্ঠি-প্রভৃতিভিঃ ।
স্বভক্তেভ্যঃ শুদ্ধাং নিজভজনমুদ্রামুপদিশন্
স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদম্ ॥ ৬৫ ॥

অঙ্গোপাঙ্গ অস্ত্র করে স্বকার্য্যসাধন ।
'অঙ্গ'-শব্দের অর্থ আর শুন দিয়া মন ॥ ৬৬ ॥
'অঙ্গ'-শব্দে অংশ কহে শাস্ত্র-পরমাণ ।
অঙ্গের অবয়ব 'উপাঙ্গ'-ব্যাখ্যান ॥ ৬৭ ॥

শ্রীমদ্ভাগবত (১০।১৪।১৪)—

নারায়ণস্ত্বং ন হি সর্ব্বদেহিনা-
মাত্মাস্যধীশাখিললোকসাক্ষী ।
নারায়ণোঽঙ্গং নরভূজলায়না-
ত্তচ্চাপি সত্যং ন তবৈব মায়া ॥ ৬৮ ॥

জলশায়ী অন্তর্যামী যেই নারায়ণ ।
সেহো তোমার অংশ, তুমি মূল নারায়ণ ॥ ৬০ ॥
'অঙ্গ'-শব্দে অংশ কহে, সেহো সত্য হয় ।
মায়াকার্য্য নহে—সব চিদানন্দময় ॥ ৭০ ॥

দুই বিষ্ণুই দুই সেনাপতি ঃ—

অদ্বৈত, নিত্যানন্দ—চৈতন্যের দুই অঙ্গ ।
অঙ্গের অবয়বগণ কহিয়ে উপাঙ্গ ॥ ৭১ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

ভক্তির বিরোধী হয়, সেস্থলে তাহার নাম 'কল্মষ'—তাহাই মহান্ধকার।

৬২। যাঁহার হাসিমাখা দৃষ্টি জগতের শোক সম্পূর্ণরূপে দূর করে, যাঁহার বাক্যারম্ভ কুশলসমূহের বল্লীরূপ ভক্তিলতাকে পল্লবিত করে এবং যাঁহার চরণাশ্রয় সমস্ত প্রেমরহস্য প্রণয়ন করে, সেই চৈতন্যাকৃতি দেব আমাদের প্রতি প্রচুর কৃপা করুন।

৬৫। মানবশরীরধারী শিব-ব্রহ্মাদি দেবতাগণের প্রণয়গৃহীতা শ্রীচৈতন্যদেব সকল জীবের সর্ব্বদা উপাস্য। স্বীয় ভক্তদিগকে বিশুদ্ধ স্বভজন-মুদ্রা উপদেশ করিতে করিতে সেই শ্রীচৈতন্যদেব কি পুনরায় আমার নয়নগোচর হইবেন?

অনুভাষ্য

৬২। যস্য (চৈতন্যদেবস্য) স্মিতালোকঃ (মন্দহাসকটাক্ষঃ) জগতাং (সর্ব্বপ্রাণিনাং) পরিতঃ (সর্ব্বতোভাবেন) শোকম্ (অভাবং) হরতি (বিনাশয়তি), গিরাং প্রারম্ভঃ (বাক্যোপক্রমঃ) তু কুশলপটলীং (কল্যাণমালাং) পল্লবয়তি (বিস্তারয়তি), পদালম্ভঃ (চরণাশ্রয়ঃ) কং বা প্রেমনিবহং (প্রেমসকলং) ন হি প্রণয়তি (প্রাপয়তি), সঃ চৈতন্যাকৃতিঃ দেবঃ নঃ (অস্মান্) অতিতরাং কৃপয়তু।

৬৫। প্রণয়িতাং বহদ্ভিঃ (স্বানুরাগপোষণপরৈঃ) ধৃতমনুজ-কায়ৈঃ (গৃহীত-নরশরীরৈঃ) গিরিশ-পরমেষ্ঠিপ্রভৃতিভিঃ (শিব-চতুর্ম্মুখাদিভিঃ) গীর্ব্বাণৈঃ (দেবৈঃ) সদা (নিত্যং) উপাস্যঃ (পূজ্যঃ) স্বভক্তেভ্যঃ (স্বরূপ-রামানন্দাদি-নিজজনেভ্যঃ) শুদ্ধাং (নির্ম্মলাম্ অন্যাভিলাষিতাহীনাং কর্ম্মজ্ঞানাদ্যনাবৃতাং) নিজ-ভজনমুদ্রাং (স্বভজন-পরিপাটিং) উপদিশন্ স চৈতন্যঃ কিং পুনঃ অপি মে (মম) দৃশোঃ পদং যাস্যতি (প্রাপ্স্যতি)?

৬৮। আদি ২য় পঃ ৩০ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

৭০। যেরূপ মায়ারাজ্যে মায়াকর্ত্তৃক বস্তু খণ্ডিত হইয়া অংশ হয়, তদ্রূপ বিষ্ণুতত্ত্বে মায়াবশযোগ্যতা না থাকায় তিনি অংশ হইলেও বিষ্ণুত্বে বা বস্তুত্বে খণ্ড হন না। দীপের উদাহরণে দেখা যায় যে, মূল দীপ হইতে অন্য দীপ উদিত হইলেও যেমন বস্তুত্বে পার্থক্য নাই, তদ্রূপ স্বয়ংরূপ কৃষ্ণের স্বয়ংপ্রকাশ বা বিলাস বলদেব হইতে যাবতীয় বিষ্ণুতত্ত্বের আবির্ভাব—পরস্পরের লীলাভেদ থাকিলেও বস্তুতঃ অভেদ। পরন্তু মায়াবশযোগ্যতা-ক্রমে বিভিন্নাংশ ব্রহ্মা ও শিব বিকারযোগ্যতা লাভ করিয়াছেন। সেই চিদানন্দময় বিষ্ণুগণ সবই মায়াধীশ—তাঁহাদের উপর মায়ার কার্য্যকারিতা নাই। তদিতর-তত্ত্বে মায়ার ক্রিয়া আছে। দুগ্ধের পরিণতি যেরূপ দধি, শম্ভু-তত্ত্বাদিও তদ্রূপ।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৬৭। অঙ্গ-শব্দের পূর্ব্বকৃত অর্থ ব্যতীত আর একটী অর্থ আছে; যথা,—অঙ্গ-শব্দে অংশ। পরমাণ—প্রমাণ। অঙ্গের অবয়ব (অংশ)—উপাঙ্গ।

৭০। অঙ্গ-শব্দে অংশরূপ কারণাব্ধিশায়ী প্রভৃতি পুরুষত্রয়। তাঁহারা চিদানন্দময়, সত্য ঈশ্বর—মায়ানির্ম্মিত তত্ত্ব নন। অতএব অদ্বৈত ও নিত্যানন্দ—ইহাঁরা প্রভুর দুই অঙ্গ।

অঙ্গোপাঙ্গ তীক্ষ্ণ অস্ত্র প্রভুর সহিতে ।
সেই সব অস্ত্র হয় পাষণ্ড দলিতে ॥ ৭২ ॥
নিত্যানন্দ গোসাঞি সাক্ষাৎ হলধর ।
অদ্বৈত আচার্য্য গোসাঞি সাক্ষাৎ ঈশ্বর ॥ ৭৩ ॥

ভক্তগণই সৈন্য, আর কৃষ্ণকীর্ত্তনই অস্ত্র ঃ—

শ্রীবাসাদি পারিষদ সৈন্য সঙ্গে লঞা ।
দুই সেনাপতি বুলেন কীর্ত্তন করিয়া ॥ ৭৪ ॥
পাষণ্ডদলনবানা নিত্যানন্দ রায় ।
আচার্য্য-হুঙ্কারে পাপ-পাষণ্ডী পলায় ॥ ৭৫ ॥

কৃষ্ণকীর্ত্তন-পিতাই গৌরসুন্দর ঃ—

সঙ্কীর্ত্তন-প্রবর্ত্তক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ।
সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞে তাঁরে ভজে, সেই ধন্য ॥ ৭৬ ॥
সেই ত' সুমেধা, আর কুবুদ্ধি সংসার ।
সর্ব্ব-যজ্ঞ হৈতে কৃষ্ণনামযজ্ঞ সার ॥ ৭৭ ॥

জড়কর্ম্মের সহিত শ্রীনামপ্রভুর সাম্যজ্ঞান পাষণ্ডতা ঃ—

কোটি অশ্বমেধ এক কৃষ্ণ-নাম সম ।
যেই কহে, সে পাষণ্ডী, দণ্ডে তার যম ॥ ৭৮ ॥
'ভাগবতসন্দর্ভ'-গ্রন্থের মঙ্গলাচরণে ।
এ শ্লোক জীবগোসাঞি করিয়াছে ব্যাখ্যানে ॥ ৭৯ ॥

তত্ত্বসন্দর্ভ (২)—

অন্তঃকৃষ্ণং বহির্গৌরং দর্শিতাঙ্গাদিবৈভবম্ ।
কলৌ সঙ্কীর্ত্তনাদ্যৈঃ স্ম কৃষ্ণচৈতন্যমাশ্রিতাঃ ॥ ৮০ ॥

উপপুরাণেহ শুনি শ্রীকৃষ্ণবচন ।
কৃপা করি ব্যাস প্রতি করিয়াছেন কথন ॥ ৮১ ॥

উপপুরাণ—

অহমেব ক্বচিদ্ব্রহ্মন্ সন্ন্যাসাশ্রমমাশ্রিতঃ ।
হরিভক্তিং গ্রাহয়ামি কলৌ পাপহতান্নরান্ ॥ ৮২ ॥

গৌরসুন্দরের স্বয়ং ভগবত্তাবিষয়ে শব্দপ্রমাণ ঃ—

ভাগবত, ভারতশাস্ত্র, আগম পুরাণ ।
চৈতন্য-কৃষ্ণ-অবতার প্রকট প্রমাণ ॥ ৮৩ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৭৩। (সাক্ষাৎ ঈশ্বর) অর্থাৎ তিনি সাক্ষাৎ মহাবিষ্ণুর অবতার।

৭৫। বানা—চিহ্ন, তুরীভেরীর ন্যায় একপ্রকার যন্ত্র, যদ্দ্বারা পাষণ্ডদলন-চিহ্ন প্রকাশ পায়।

৭৭-৭৮। যিনি সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞে কৃষ্ণচৈতন্যকে ভজন করেন, তিনিই সুমেধা অর্থাৎ সুবুদ্ধি, আর এই সংসারে যাহারা তাঁহাকে সেইরূপ ভজন করে না, তাহারা নিতান্ত মন্দবুদ্ধি। কৃষ্ণনামযজ্ঞ সর্ব্বযজ্ঞের সার। কোটী অশ্বমেধ-যজ্ঞের সহিত এক কৃষ্ণনামের তুলনা হইতে পারে না। যিনি সমান মনে করেন, তিনি পাষণ্ডী এবং যম তাঁহাকে দণ্ড দেন।

৮০। অঙ্গ-উপাঙ্গাদি-বৈভব-লক্ষিত, ভিতরে সাক্ষাৎ কৃষ্ণ, বাহ্যে গৌরস্বরূপ কৃষ্ণচৈতন্যকে কলিযুগে সঙ্কীর্ত্তনাদি অঙ্গের দ্বারা আশ্রয় করিতেছি।

৮২। হে ব্রহ্মন্! কোন বিশেষ কলিযুগে আমি সন্ন্যাসাশ্রম আশ্রয়পূর্ব্বক পাপহত মানবসকলকে হরিভক্তি প্রদান করিব।

৮৩। ভাগবতে "কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাঽকৃষ্ণং", "আসন বর্ণাস্ত্রয়ো", "ছন্ন কলৌ" ইত্যাদি বাক্যে, ভারতে "সম্ভবামি যুগে যুগে",

অনুভাষ্য

৭২। পাষণ্ড—যাহারা মায়াধীশ বিষ্ণুতত্ত্বের সহ মায়াবশ শিবাদি-তত্ত্বের সাম্য কল্পনা করে ; ভগবল্লীলার নিত্যত্ব উপলব্ধি না করিয়া নিত্যভক্তিতত্ত্বকেও কালদ্বারা খণ্ডিত ও অনিত্য কর্ম্মমাত্র মনে করে। এতাদৃশ পাষণ্ডিগণের দুর্ব্বুদ্ধির অপনোদন করিতে বিষ্ণু ও তদীয়গণের প্রয়াস।

৭৮। "ধর্ম্ম-ব্রত-ত্যাগ-হুতাদি-সর্ব্বশুভ-ক্রিয়া-সাম্যমপি প্রমাদঃ।" এই অষ্টম নামাপরাধ সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জনীয়। "গো-কোটিদানং গ্রহণে খগস্য, প্রয়াগ-গঙ্গোদক-কল্পবাসঃ। যজ্ঞাযুতং মেরুসুবর্ণদানং, গোবিন্দকীর্ত্তের্ন সমং শতাংশৈঃ।।"

৮০। শ্রীজীবগোস্বামী "কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাঽকৃষ্ণং" শ্লোকটী 'ভাগবত-সন্দর্ভ' বা 'ষট্‌সন্দর্ভে'র মঙ্গলাচরণে লিখিয়াছেন। ইহার অনুরূপ তাঁহার নিজ শ্লোক—"অন্তঃকৃষ্ণং বহির্গৌরম্'—এই শ্লোক ঐ মঙ্গলাচরণের দ্বিতীয় শ্লোক এবং ভাগবতস্থ করভাজনের শ্লোকের ব্যাখ্যান মাত্র। ষট্‌সন্দর্ভের অনুব্যাখ্যা 'সর্ব্বসংবাদিনী' গ্রন্থের আদিতে ইহার তাৎপর্য্য ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

অন্তঃকৃষ্ণং (অন্তর্মধ্যে চিত্তাভ্যন্তরে কৃষ্ণো যস্য তং, রাধা-হৃদয়ভাবেন আবৃতকৃষ্ণহৃদ্‌গত-নাগরভাবং) বহির্গৌরং (দেহ-কান্তিকিরণৈঃ পীতবর্ণবিগ্রহং) দর্শিতাঙ্গাদিবৈভবং (দর্শিতং প্রকটিতং অঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদবৈভবং যেন তং) কৃষ্ণচৈতন্যং কলৌ সঙ্কীর্ত্তনাদ্যৈঃ (নামসঙ্কীর্ত্তনযজ্ঞাদ্যৈঃ) [বয়ম্] আশ্রিতাঃ স্ম।

৮২। কোন উপপুরাণে এই শ্লোকটী দৃষ্ট হয়,—

হে ব্রহ্মন্, অহং (ভগবান্) এব ক্বচিৎ কলৌ (বৈবস্বত-মন্বন্তরে অষ্টাবিংশ-চতুর্যুগীয়-কলিযুগে প্রথমসন্ধ্যায়াং) সন্ন্যাসা-শ্রমং (তুর্য্যাশ্রমং) আশ্রিতঃ সন্ (অবলম্ব্য) পাপহতান্ নরান্ হরিভক্তিং গ্রাহয়ামি (দাস্যামি)।

৮৩। আদি ২য় পঃ ২২শ সংখ্যার অনুভাষ্য দ্রষ্টব্য।

ঐ বিষয়ে প্রত্যক্ষ প্রমাণ ঃ—

প্রত্যক্ষে দেখহ নানা প্রকট প্রভাব ।
অলৌকিক কর্ম্ম, অলৌকিক অনুভাব ॥ ৮৪ ॥

অধোক্ষজ-তত্ত্ব ভোগচক্ষুর দৃশ্য নহে ঃ—

দেখিয়া না দেখে যত অভক্তের গণ ।
উলূকে না দেখে যেন সূর্য্যের কিরণ ॥ ৮৫ ॥

আলবন্দারু যামুনাচার্য্য-কৃত স্তোত্ররত্ন (১৫)—

ত্বাং শীলরূপচরিতৈঃ পরমপ্রকৃষ্টৈঃ
সত্ত্বেন সাত্ত্বিকতয়া প্রবলৈশ্চ শাস্ত্রৈঃ ।
প্রখ্যাতদৈবপরমার্থবিদাং মতৈশ্চ
নৈবাসুরপ্রকৃতয়ঃ প্রভবন্তি বোদ্ধুম্ ॥ ৮৬ ॥

কিন্তু ভক্তের প্রেমে অজিত জিত, বৈকুণ্ঠ পরিমেয় ঃ—

আপনা লুকাইতে কৃষ্ণ নানা যত্ন করে ।
তথাপি তাঁহার ভক্ত জানয়ে তাঁহারে ॥ ৮৭ ॥

আলবন্দারু যামুনাচার্য্য-কৃত স্তোত্ররত্ন (১৮)—

উল্লঙ্ঘিতত্রিবিধসীমসমাতিশায়ি-
সম্ভাবনং তব পরিব্রঢ়িম-স্বভাবম্ ।
মায়াবলেন ভবতাপি নিগুহ্যমানং
পশ্যন্তি কেচিদনিশং ত্বদনন্যভাবাঃ ॥ ৮৮ ॥

অধোক্ষজ—ভক্তিলভ্য, অক্ষজজ্ঞানগম্য নহে ঃ—

অসুরস্বভাব কৃষ্ণে কভু নাহি জানে ।
লুকাইতে নারে কৃষ্ণ ভক্তজন-স্থানে ॥ ৮৯ ॥

পদ্মপুরাণ—

দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকেঽস্মিন্ দৈব আসুর এব চ ।
বিষ্ণুভক্তঃ স্মৃতো দৈব আসুরস্তদ্বিপর্য্যয়ঃ ॥ ৯০ ॥

ভক্তাবতার বলিয়াই আচার্য্যের গৌরাবতারণ-সামর্থ্য ঃ—

আচার্য্য গোসাঞি প্রভুর ভক্ত-অবতার ।
কৃষ্ণ-অবতার হেতু যাঁহার হুঙ্কার ॥ ৯১ ॥

স্বয়ংরূপাবতারের পূর্ব্বে গুরুবর্গরূপ সেবকগণের প্রাকট্য ঃ—

কৃষ্ণ যদি পৃথিবীতে করেন অবতার ।
প্রথমে করেন গুরুবর্গের সঞ্চার ॥ ৯২ ॥
পিতা মাতা গুরু আদি যত মান্যগণ ।
প্রথমে করেন সবার পৃথিবীতে জনম ॥ ৯৩ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

"সন্ন্যাসকৃৎ শমঃ শান্তঃ" ইত্যাদি বচনে, "মহান প্রভুর্বৈ পুরুষঃ", "যদা পশ্যঃ পশ্যতি রুক্মবর্ণং" ইত্যাদি বেদবাক্যে, "মায়াপুরে ভবিষ্যামি শচীসুতঃ" ইত্যাদি আগমানুগত বহুতর তন্ত্রবাক্যে এবং "অহমেব" ইত্যাদি উপপুরাণবাক্যে চৈতন্যকৃষ্ণের সাক্ষাৎ অবতারত্ব প্রমাণিত হইয়াছে।

৮৫। উলূক—দিবান্ধ পেচক-বিশেষ ; সূর্য্যের কিরণ দেখিতে না পাইয়া সূর্য্যের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে পারে না।

৮৬। হে ভগবন্, তোমার অবতারতত্ত্বজ্ঞ পরমার্থবিৎ ব্যাসাদি ভক্তগণ প্রবল সাত্ত্বিকশাস্ত্রদ্বারা (এবং) তোমার শীল, রূপ, চরিত্র ও পরম সাত্ত্বিকভাব লক্ষ্য করিয়া তোমাকে জানিতে পারেন, কিন্তু রাজস ও তামস-গুণবিশিষ্ট অসুর-প্রকৃতি জীবগণ তোমাকে জানিতে সমর্থ হয় না।

অনুভাষ্য

৮৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলাসামর্থ্য, তাঁহার লোকাতীত আচরণ ও লোকাতীত মহিমা-প্রভাব-বৈচিত্র্য স্বয়ং নিজেন্দ্রিয়দ্বারা প্রত্যক্ষ করিয়া দেখিলেও শাস্ত্রের লক্ষ্য গৌরের কৃষ্ণত্ব বুঝিতে পারা যায়।

৮৬। শ্রীরামানুজাচার্য্যের গুরু এবং পরমগুরু শ্রীযামুনাচার্য্য, যাঁহার অপর নাম আলবন্দারু, স্ব-কৃত স্তোত্ররত্নের ১৫শ ও ১৮শ শ্লোকদ্বয়ে ভগবানের মহিমা ও ঐশ্বর্য্য বর্ণন করিতেছেন,—

হে ভগবন্, পরমপ্রকৃষ্টৈঃ (সর্ব্বোৎকৃষ্টতমৈঃ) শীলরূপ-চরিতৈঃ (শীলং রূপাণি চ চরিতানি চ তৈঃ) সত্ত্বেন (অলৌকিক-

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৮৮। হে ভগবন্, দেশ, কাল, চিন্তা—এই তিনটী সীমাদ্বারা সমস্ত বস্তুই আবদ্ধ, কিন্তু তোমার গূঢ়স্বভাব সম ও অতিশয়শূন্য হওয়ায় উক্ত ত্রিবিধ সীমাকে অতিক্রম করিয়া বর্ত্তমান আছে। মায়াবলদ্বারা তুমি ঐ স্বভাবকে আচ্ছাদন কর, কিন্তু তোমার অনন্যভক্তগণ সর্ব্বদা তোমাকে দর্শন করিতে যোগ্য হন।

৯০। এই লোকে 'দৈব' ও 'আসুর' ভেদে দুই প্রকার ভূতসৃষ্টি। বিষ্ণুভক্তগণ 'দৈব' এবং যাহারা বিষ্ণুভক্ত নয়, তাহারা তদ্বিপরীত অর্থাৎ আসুর-স্বভাব।

৯২-৯৬। সাক্ষাৎ ভগবান্ অবতীর্ণ হইবার পূর্ব্বেই 'গুরুবর্গের

অনুভাষ্য

প্রভাবেণ) সাত্ত্বিকতয়া (সত্ত্বপ্রধানতয়া) প্রবলৈঃ শাস্ত্রৈঃ প্রখ্যাত-দৈবপরমার্থবিদাং (প্রসিদ্ধং দৈবং পরমার্থঞ্চ বিদন্তি যে তেষাং) মতৈশ্চ আসুর-প্রকৃতয়ঃ (দুর্ব্বৃত্তাঃ ভক্তদ্রোহিণঃ) ত্বাং বোদ্ধুং (জ্ঞাতুং) ন প্রভবন্তি (সমর্থাঃ ভবন্তি)।

৮৮। উল্লঙ্ঘিত-ত্রিবিধ-সীম-সমাতিশায়ি-সম্ভাবনং (উল্লঙ্ঘিতা অতিক্রান্তা ত্রিবিধানাং দেশকালদ্রব্যানাং সীমা সমা অতিশায়িনী চ সম্ভাবনা চ যেন তং) ভবতা মায়াবলেন (স্বযোগ-মায়াসামর্থ্যেন) নিগুহ্যমানং অপি তব পরিব্রঢ়িম-স্বভাবং (পরিব্রঢ়িম্নঃ প্রভুত্বস্য স্বভাবং স্বরূপং) কেচিৎ ত্বদনন্যভাবাঃ (ত্বয়ি অনন্যভাবাঃ একান্তভক্তাঃ) অনিশং (নিরন্তরং) পশ্যন্তি।

৯০। অস্মিন্ লোকে দৈবঃ আসুরশ্চ এব দ্বৌ ভূতসর্গৌ

মাধব-ঈশ্বর-পুরী, শচী, জগন্নাথ।
অদ্বৈত আচার্য্য প্রকট হৈলা সেই সাথ ॥ ৯৪ ॥

অবতরণের পূর্ব্বে তাৎকালিক সমাজের অবস্থা ঃ—

প্রকটিয়া দেখে আচার্য্য সকল সংসার।
কৃষ্ণভক্তিগন্ধহীন বিষয়-ব্যবহার ॥ ৯৫ ॥
কেহ পাপে, কেহ পুণ্যে করে বিষয়ভোগ।
ভক্তিগন্ধ নাহি, যাতে যায় ভবরোগ ॥ ৯৬ ॥

আচার্য্যের জীবে দয়া-বিষয়ক চিন্তা ঃ—

লোকগতি দেখি' আচার্য্য করুণ-হৃদয়।
বিচার করেন, লোকের কৈছে হিত হয় ॥ ৯৭ ॥
আপনি শ্রীকৃষ্ণ যদি করেন অবতার।
আপনে আচরি' ভক্তি করেন প্রচার ॥ ৯৮ ॥
নাম বিনু কলিকালে ধর্ম্ম নাহি আর।
কলিকালে কৈছে হবে কৃষ্ণ অবতার ॥ ৯৯ ॥
শুদ্ধভাবে করিব কৃষ্ণের আরাধন।
নিরন্তর সদৈন্যে করিব নিবেদন ॥ ১০০ ॥

বিষ্ণুদ্বারাই বিষ্ণুর অবতারণ ; এজন্য তাঁহার অদ্বৈতাখ্যা ঃ—

আনিয়া কৃষ্ণেরে করোঁ কীর্ত্তন সঞ্চার।
তবে সে 'অদ্বৈত'-নাম সফল আমার ॥ ১০১ ॥
কৃষ্ণ বশ করিবেন কোন্ আরাধনে।
বিচারিতে এই শ্লোক আইল তাঁর মনে ॥ ১০২ ॥

ভক্তের আত্মনিবেদনেই অজিতের পরাজয় ঃ—
বিষ্ণুধর্ম্ম-বচন ও গৌতমীয়-তন্ত্র-বাক্য—

তুলসীদলমাত্রেণ জলস্য চুলুকেন বা।
বিক্রীণীতে স্বমাত্মানং ভক্তেভ্যো ভক্তবৎসলঃ ॥ ১০৩ ॥

এই শ্লোকার্থ আচার্য্য করেন বিচারণ।
কৃষ্ণকে তুলসীজল দেয় যেই জন ॥ ১০৪ ॥
তার ঋণ শোধিতে কৃষ্ণ করেন চিন্তন।
'জল-তুলসীর সম কিছু ঘরে নাহি ধন' ॥ ১০৫ ॥
তবে আত্মা বেচি' করে ঋণের শোধন।
এত ভাবি' আচার্য্য করেন আরাধন ॥ ১০৬ ॥
গঙ্গাজলে তুলসীমঞ্জরী অনুক্ষণ।
কৃষ্ণপাদপদ্ম ভাবি' করে সমর্পণ ॥ ১০৭ ॥
কৃষ্ণের আহ্বান করেন করিয়া হুঙ্কার।
এমতে কৃষ্ণেরে করাইল অবতার ॥ ১০৮ ॥

কৃষ্ণপ্রেমবিতরণরূপ ভক্তেচ্ছাপূরণার্থই স্বয়ংকৃষ্ণের গৌরলীলা—

চৈতন্যের অবতারে এই মুখ্য হেতু।
ভক্তের ইচ্ছায় অবতারে ধর্ম্মসেতু ॥ ১০৯ ॥

শ্রীমদ্ভাগবত (৩।৯।১১)—

ত্বং ভক্তিযোগপরিভাবিত-হৃৎসরোজ
আস্সে শ্রুতেক্ষিতপথো ননু নাথ পুংসাম্।
যদ্যদ্ধিয়া ত উরুগায় বিভাবয়ন্তি
তত্তদ্বপুঃ প্রণয়সে সদনুগ্রহায় ॥ ১১০ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

সঞ্চার' অর্থাৎ পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করান। অন্যান্য গুরুবর্গের সঙ্গে শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী, শ্রীঈশ্বর পুরী, শ্রীশচী, শ্রীজগন্নাথ, শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য প্রকট হইয়াছিলেন। আচার্য্য প্রকট হইয়া দেখিলেন, সকল সংসারই পাপপুণ্যে জড়িত ও কৃষ্ণভক্তিহীন। জীবসকল বিষয়ভোগ করিতেছে, কিন্তু যাহাতে ভবরোগ দূর হয়, এমত কৃষ্ণভক্তিকে তাহার সহ মিশ্রিত করে না।

১০৩। তুলসীদল ও গণ্ডূষমাত্রজল তাঁহাকে ভক্তিপূর্ব্বক অর্পণ করিলে শ্রীকৃষ্ণ ভক্তবাৎসল্যবশতঃ ভক্তের নিকট বিক্রীত হন।

কোন কোন পাঠে এই দুইটী শ্লোক দৃষ্ট হয়,—"সাগ্রজং তুলসীপত্রং দ্বিদলং ক্ষুদ্রমেব চ। মঞ্জরী সা তু বিখ্যাতা প্রশস্তা কৃষ্ণপূজনে।। যথা রাধা প্রিয়া বিষ্ণোস্তথা চ মঞ্জরী হরেঃ। তস্মাদ্দদ্যাৎ প্রযত্নেন চন্দনেন তু মিশ্রিতাম্।।"

১০৬-১০৭। কৃষ্ণকে যিনি জল-তুলসী দেন, তাঁহার ঋণ শোধ করিতে না পারিয়া আপনার স্বরূপকে তদ্বিনিময়ে দিয়া ঋণ শোধন করেন। অতএব অদ্বৈত আচার্য্য কৃষ্ণের সাক্ষাৎ-স্বরূপকে অবতীর্ণ করাইবার জন্য গঙ্গাজল তুলসীমঞ্জরীর সহিত কৃষ্ণপাদপদ্মে অর্পণ করিতে থাকিলেন।

১০৯। ধর্ম্মের সেতুস্বরূপ কৃষ্ণ ভক্তের ইচ্ছায় অবতীর্ণ হন। পরমভক্ত অদ্বৈতাচার্য্যের প্রার্থনায় চৈতন্যের অবতার।

১১০। ব্রহ্মা কহিলেন,—হে নাথ! তুমি ভক্তদিগের শ্রবণ ও নয়নপথে সর্ব্বদা বিহার কর। ভক্তিযোগপূত তাঁহাদের হৃৎপদ্মে তুমি সর্ব্বদা অবস্থান কর। হে উরুগায়! ভক্তবৃন্দ হৃদয়ে তোমার যে নিত্যস্বরূপ বিভাবনা করেন, তাঁহাদের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া তুমি সেই সেই স্বরূপ প্রকট করিয়া থাক।

ইতি অমৃতপ্রবাহভাষ্যে তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

অনুভাষ্য

(প্রাণীসৃষ্টী)—বিষ্ণুভক্ত (হরিজনঃ) দৈবঃ স্মৃতঃ, তদ্বিপর্য্যয়ঃ (মায়াভোগনিরতঃ) আসুরঃ (প্রকৃতিজনঃ) এব।

১০৩। ভক্তবৎসলঃ (নিজজনরতঃ ভগবান্) তুলসীদল-মাত্রেণ (চন্দন-মন্ত্রাদিকং বিনা কেবলতুলসীপত্রেণ) জলস্য চুলুকেন (গণ্ডূষেণ) বা (চ) ভক্তেভ্যঃ আত্মানং বিক্রীণীতে (তদায়ত্তং করোতি)।

এই শ্লোকের অর্থ সংক্ষেপের সার ।
ভক্তের ইচ্ছায় কৃষ্ণের সর্ব্ব অবতার ॥ ১১১ ॥
চতুর্থ শ্লোকের অর্থ হৈল সুনিশ্চিতে ।
অবতীর্ণ হৈলা গৌর প্রেম প্রকাশিতে ॥ ১১২ ॥

অনুভাষ্য

১১০। ব্রহ্মা তপস্যাদ্বারা ভগবানের দর্শন ও কৃপা লাভ করিয়া সৃষ্টিমানসে স্তব করিতেছেন,—

ননু হে নাথ (হে প্রভো) শ্রুতেক্ষিতপথঃ (শ্রুতং শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত-শ্রবণং তেন ঈক্ষিতঃ দৃষ্টঃ পন্থাঃ যস্য সঃ) ত্বং পুংসাং ভক্তিযোগ-পরিভাবিত-হৃৎসরোজে (ভক্তিযোগেন প্রেম্ণা পরি-ভাবিতং যোগ্যতাং আপাদিতং যৎ হৃৎসরোজং তস্মিন্) আস্সে (তিষ্ঠসি)। তে ধিয়া যদ্ যদ্ বিভাবয়ন্তি (চিন্তয়ন্তি), হে উরুগায়, (উরুধা এব গীয়স ইতি উরুক্রম) সদনুগ্রহায় (সতাং ভক্তানাং অনুগ্রহায়) তৎ তৎ বপুঃ (শরীরং) প্রণয়সে (প্রকর্ষেণ তৎসমীপে নয়সি প্রকটয়সি)।

শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ১১৩ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে আশীর্ব্বাদ-মঙ্গলাচরণে চৈতন্যাবতার-সামান্যকারণং নাম তৃতীয়-পরিচ্ছেদঃ।

ইতি অনুভাষ্যে তৃতীয় পরিচ্ছেদঃ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

কথাসার—এই চতুর্থ পরিচ্ছেদে ইহাই দৃঢ় করিয়া বলিতেছেন যে, তিনটী গূঢ় প্রয়োজন সাধনের জন্য শ্রীচৈতন্য অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। প্রথম তাৎপর্য্য এই,—আমার প্রেমের আশ্রয়ই রাধিকা ; আমি সেই প্রেমের বিষয় হইয়া আশ্রয়জাতীয় সুখকে অনুভব করিতে পারি না, সুতরাং আশ্রয়স্বরূপ রাধিকার ভাব অবলম্বনপূর্ব্বক তাহা আস্বাদন করিব। দ্বিতীয় প্রয়োজন এই—আমার নিজমাধুরী শ্রীমতী রাধিকা আস্বাদন করেন, তাহা জগদাকর্ষক হইলেও, আমি তাহা আস্বাদন করিতে পারি না ; সুতরাং রাধিকার ভাবকান্তি স্বীকার না করিলে আমার সে প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না। তৃতীয় প্রয়োজন এই—শ্রীরাধিকার সঙ্গসুখ আমি যাহা লাভ করি, তদপেক্ষা রাধিকা আমার সঙ্গে অধিক সুখ লাভ করেন। তবেই আমাতে এমন এক অপূর্ব্ব রস আছে, যাহা ভোগ করিয়া রাধিকার সুখ অধিক হইয়াছে। আমার পক্ষে বিজাতীয়ভাবে সে সুখ অনুভব করা সম্ভব হয় না। রাধিকার ভাবকান্তি অঙ্গীকার করিয়া রাধিকার স্বজাতীয়ভাবে আস্বাদন করিতে পারিব—এই তিনটী গূঢ় বাঞ্ছা পূরণ করিবার ইচ্ছায় চৈতন্যের অবতার। যুগধর্ম্ম-প্রবর্ত্তনাদি এবং অদ্বৈতাদি-ভক্তগণের আরাধন—অবতারের বাহ্যকারণ মাত্র। শ্রীস্বরূপ-গোস্বামী মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ-ভক্তদিগের মধ্যে প্রধান ; তাঁহার কড়চা-শ্লোকেই এই গূঢ়তত্ত্ব পাওয়া যায়। শ্রীরূপগোস্বামিকৃত শ্লোক-দ্বারা সেই সিদ্ধান্ত দৃঢ়ীকৃত হইয়াছে। এই পরিচ্ছেদে কাম ও প্রেমের তাত্ত্বিক ভেদ প্রদর্শনপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণপ্রীতি-কামনাকে কামতত্ত্ব হইতে পৃথক্ করিয়াছেন। (অঃ প্রঃ ভাঃ)

গৌরকৃপায় কৃষ্ণস্বরূপ-নির্ণয় ঃ—

শ্রীচৈতন্যপ্রসাদেন তদ্রূপস্য বিনির্ণয়ম্ ।
বালোঽপি কুরুতে শাস্ত্রং দৃষ্ট্বা ব্রজবিলাসিনঃ ॥ ১ ॥
জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ২ ॥
চতুর্থ শ্লোকের অর্থ কৈল বিবরণ ।
পঞ্চম শ্লোকের অর্থ শুন দিয়া মন ॥ ৩ ॥
মূল-শ্লোকের অর্থ করিতে প্রকাশ ।
অর্থ লাগাইতে আগে কহিয়ে আভাস ॥ ৪ ॥

আদি ১৪ শ্লোকের মধ্যে ৪র্থ শ্লোক-তাৎপর্য্য—
নাম-প্রেম-প্রচারই গৌরাবতারের
বাহ্য কারণ ঃ—

চতুর্থ শ্লোকের অর্থ এই কৈল সার ।
প্রেম-নাম প্রচারিতে এই অবতার ॥ ৫ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১। অজ্ঞব্যক্তিও শ্রীচৈতন্যপ্রসাদে শাস্ত্রদর্শনপূর্ব্বক ব্রজ-বিলাসী শ্রীকৃষ্ণের তত্ত্বস্বরূপ নির্ণয় করিতে সমর্থ হন।

৪-৬। তৃতীয় পরিচ্ছেদে ৪র্থ শ্লোকের সারার্থ এইরূপ

অনুভাষ্য

১। বালঃ (অর্ভকঃ) অপি শ্রীচৈতন্যপ্রসাদেন (গৌরকৃপয়া) শাস্ত্রং দৃষ্ট্বা ব্রজবিলাসিনঃ (ব্রজেন্দ্রনন্দনস্য) তদ্রূপস্য (রাধাকৃষ্ণা-ভিন্নগৌররূপস্য) বিনির্ণয়ং (তত্ত্বনির্দ্দেশং) কুরুতে।

সত্য এই হেতু কিন্তু এহো বহিরঙ্গ ।
আর এক হেতু, শুন, আছে অন্তরঙ্গ ॥ ৬ ॥

গৌরাবতারের গুহ্যকারণ-বর্ণনমুখে প্রথমে কৃষ্ণ ও বিষ্ণুলীলার বৈচিত্র্যবর্ণন ঃ—

পূর্ব্বে যেন পৃথিবীর ভার হরিবারে ।
কৃষ্ণ অবতীর্ণ হৈলা শাস্ত্রেতে প্রচারে ॥ ৭ ॥

বিষ্ণুর কার্য্য—সাধু-পরিত্রাণ ও দুষ্কৃত-বিনাশ ; স্বয়ং কৃষ্ণের তাহা নহে ঃ—

স্বয়ং ভগবানের কর্ম্ম নহে ভারহরণ ।
স্থিতিকর্ত্তা বিষ্ণু করেন জগৎপালন ॥ ৮ ॥

অবতারী কৃষ্ণের অবতরণ-কালে তাঁহার সহিত অবতার বিষ্ণুর মিলন ঃ—

কিন্তু কৃষ্ণের যেই হয় অবতার-কাল ।
ভারহরণ-কাল তাতে হইল মিশাল ॥ ৯ ॥
পূর্ণ ভগবান্ অবতরে যেই কালে ।
আর সব অবতার তাঁতে আসি' মিলে ॥ ১০ ॥
নারায়ণ, চতুর্ব্ব্যূহ, মৎস্যাদ্যবতার ।
যুগ-মন্বন্তরাবতার, যত আছে আর ॥ ১১ ॥
সবে আসি' কৃষ্ণ-অঙ্গে হয় অবতীর্ণ ।
ঐছে অবতরে কৃষ্ণ ভগবান্ পূর্ণ ॥ ১২ ॥

দেহস্থিত অংশ-বিষ্ণুর দ্বারা জগতের ভারহরণ ও পালন-লীলা ঃ—

অতএব বিষ্ণু তখন কৃষ্ণের শরীরে ।
বিষ্ণুদ্বারে কৃষ্ণ করে অসুর-সংহারে ॥ ১৩ ॥
আনুষঙ্গ-কর্ম্ম এই অসুর-মারণ ।
যে লাগি' অবতার, কহি সে মূল কারণ ॥ ১৪ ॥

বিধিভক্তি-প্রচারার্থ বিষ্ণুর অবতার, রাগভক্তির প্রচারার্থ কৃষ্ণের গৌরাবতার ঃ—

প্রেমরস-নির্যাস করিতে আস্বাদন ।
রাগমার্গ ভক্তি লোকে করিতে প্রচারণ ॥ ১৫ ॥
রসিক-শেখর কৃষ্ণ পরমকরুণ ।
এই দুই হেতু হৈতে ইচ্ছার উদ্গম ॥ ১৬ ॥
ঐশ্বর্য্যজ্ঞানেতে সব জগৎ মিশ্রিত ।
ঐশ্বর্য্য-শিথিল-প্রেমে নাহি মোর প্রীত ॥ ১৭ ॥
আমারে ঈশ্বর মানে, আপনাকে হীন ।
তার প্রেমে বশ আমি না হই অধীন ॥ ১৮ ॥
আমাকে ত' যে যে ভক্ত ভজে যেই ভাবে ।
তারে সে সে ভাবে ভজি,—এ মোর স্বভাবে ॥ ১৯ ॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (৪।১১)—

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্ ।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ ॥ ২০ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

নিরূপিত করা হইয়াছে—প্রেম অর্থাৎ প্রেমভক্তি ও কৃষ্ণনাম প্রচার করিবার জন্য গৌরাঙ্গের অবতার ; সেই সিদ্ধান্ত যেহেতু উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা সত্য বটে, কিন্তু তাহাও বহিরঙ্গ অর্থাৎ বাহ্য, গূঢ় নয় ; একটী অন্তরঙ্গ অর্থাৎ গূঢ় হেতু আছে, তাহা বলিতেছি।

৭-১৯। যে-সময় স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তখন জগতের ভার-হরণের কালও উপস্থিত হইয়াছিল। স্থিতিকর্ত্তা বিষ্ণু জগতের ভারহরণের ভারপ্রাপ্ত কর্ত্তা ; ভারহরণ, স্বয়ং ভগবানের কার্য্য নয়। কৃষ্ণ অবতীর্ণ হইবার সময় ভারহরণের কাল উপস্থিত হইলে, পূর্ণ ভগবান্ কৃষ্ণে সুতরাং নারায়ণ, চতুর্ব্ব্যূহ অর্থাৎ বাসুদেব-সঙ্কর্ষণ-প্রদ্যুম্ন-অনিরুদ্ধ, মৎস্যাদি অংশাবতারসকল, যুগাবতার ও মন্বন্তরাবতার—সকলেই কৃষ্ণের অঙ্গে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। পূর্ণ ভগবানে তাঁহার অঙ্গ ও অংশাদি-খণ্ডরূপ ভগবদবতারসকল অবশ্যই আশ্রয় করিয়া থাকেন, তন্নিবন্ধন পালনকর্ত্তা বিষ্ণু কৃষ্ণের স্বরূপে ছিলেন। বিষ্ণুদ্বারাই কৃষ্ণ অসুরসকল সংহার করেন। অসুরমারণ কেবল কৃষ্ণাবতারের আনুষঙ্গ কর্ম্মমাত্র। কিন্তু কৃষ্ণাবতারের মূল কারণ এই যে, প্রেমরস-নির্যাস আস্বাদন করিবার জন্য এবং রাগ ও ভক্তিকে জগতে প্রচার করিবার জন্য পরমরসিক ও পরমকারুণিক কৃষ্ণ অবতীর্ণ হইতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। কৃষ্ণের মনের ভাব এই যে,—ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে জগৎ পরিপূরিত ; সেই ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে যে শিথিল প্রেম উদিত হয়, তাহাতে আমার প্রীতি নাই ; যে ভক্ত আপনাকে হীন জানিয়া আমাকে ঈশ্বর বলিয়া মনে করে, তাহার প্রেম ঐশ্বর্য্যগত, আমি কখনই সে প্রেমের অধীন হই না ; আমাকে যে যেভাবে ভজন করে, আমিও তাহাকে সেইভাবে ভজন করি,—ইহাই আমার স্বভাব।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

অনুভাষ্য

১৭। আদি, ৩য় পঃ ১৬ সংখ্যায় এই পদ্য দ্রষ্টব্য।

২০। পূর্ব্বে সূর্য্যকে ভগবান্ যে যোগবিষয়ক উপদেশ দেন, তাহা পারম্পর্য্যক্রমে আগত হইয়া বিপর্য্যয় লাভ করিলে পুনরায় অর্জ্জুনকে তাহাই উপদেশ করেন। এই শ্লোকটী ভগবান্ স্বীয় প্রকটলীলা-কারণ-প্রসঙ্গে বলিতেছেন,—

হে পার্থ (অর্জ্জুন), যে (ভক্তাঃ) যথা (যেন ভাবেন) মাং (কৃষ্ণং) প্রপদ্যন্তে, অহং তথৈব তান্ ভজামি (অনুগৃহ্ণামি)। মনুষ্যাঃ সর্ব্বশঃ (সর্ব্বপ্রকারেণ এব) মম বর্ত্ম (সিদ্ধমার্গং) অনুবর্ত্তন্তে (অনুসরন্তি)।

মোর পুত্র, মোর সখা, মোর প্রাণপতি ।
এইভাবে যেই মোরে করে শুদ্ধভক্তি ॥ ২১ ॥
আপনাকে বড় মানে, আমারে সম-হীন ।
সেই ভাবে হই আমি তাহার অধীন ॥ ২২ ॥

শ্রীমদ্ভাগবত (১০।৮২।৪৪)—

ময়ি ভক্তির্হি ভূতানামমৃতত্বায় কল্পতে ।
দিষ্ট্যা যদাসীন্মৎস্নেহো ভবতীনাং মদাপনঃ ॥ ২৩ ॥

মাতা মোরে পুত্রভাবে করেন বন্ধন ।
অতিহীন-জ্ঞানে করে লালন-পালন ॥ ২৪ ॥
সখা শুদ্ধসখ্যে করে স্কন্ধে আরোহণ ।
তুমি কোন্ বড় লোক,—তুমি আমি সম ॥ ২৫ ॥
প্রিয়া যদি মান করি' করয়ে ভর্ৎসন ।
বেদস্তুতি হৈতে হরে সেই মোর মন ॥ ২৬ ॥
এই শুদ্ধভক্তি লঞা করিমু অবতার ।
করিব বিবিধবিধ অদ্ভুত বিহার ॥ ২৭ ॥
বৈকুণ্ঠাদ্যে নাহি যে যে লীলার প্রচার ।
সে সে লীলা করিব যাতে মোর চমৎকার ॥ ২৮ ॥
মো-বিষয়ে গোপীগণের উপপতি-ভাবে ।
যোগমায়া করিবেক আপনপ্রভাবে ॥ ২৯ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২০। হে পার্থ! যিনি আমাকে যেভাবে উপাসনা করেন, আমি তাঁহার নিকট সেইভাবে প্রাপ্য হই ; সকল মানবই আমার বর্ত্ম অর্থাৎ মৎপ্রদর্শিত পথের অনুগামী।

২১-২২। 'কৃষ্ণ আমার পুত্র' এইরূপ বাৎসল্য, 'কৃষ্ণ আমার সখা' এইরূপ সখ্য, ' কৃষ্ণ আমার প্রাণপতি' এইরূপ মধুরভাবে শুদ্ধভক্তি করেন, রসভেদে আমাকে হীন জানিয়া আপনাকে বড় মনে করেন, সেইভাবে আমি তাঁর অধীন হই। 'শুদ্ধভক্তি'— জ্ঞানকর্ম্ম-আবরণহীন, অন্যাভিলাষিতাশূন্য, আনুকূল্যসঙ্কল্পযুক্ত কৃষ্ণানুশীলনরূপ ভক্তি।

২৩। আমার প্রতি ভক্তিই জীবের পক্ষে অমৃত। হে গোপীগণ! আমার প্রতি তোমাদের যে স্নেহ, তাহাই একমাত্র তোমাদের পক্ষে মৎপ্রাপ্তির হেতু।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২৮-৩৩। বৈকুণ্ঠাদ্যে অর্থাৎ বৈকুণ্ঠগোলোকাদিতে যে যে লীলার প্রচার নাই, সেই সেই লীলা এই কৃষ্ণাবতারে আমি প্রচার করিব। সেই লীলাতে আমিও স্বয়ং চমৎকৃত হইব। আমার যোগমায়া স্বরূপ-শক্তি অবিচিন্ত্যপ্রভাবক্রমে আমার ইচ্ছায়

অনুভাষ্য

২১। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আমরা 'ভক্তি' ও 'শুদ্ধভক্তি' কথার সঙ্গে সঙ্গে 'বিদ্ধভক্তি' কথারও উল্লেখ দেখিয়া ভক্তির ত্রিবিধ বিভাগ লক্ষ্য করি। অন্যাভিলাষিতাযুক্ত, জ্ঞানকর্ম্মযোগাদি-দ্বারা আবৃত, কৃষ্ণেতর-ভোগানুশীলনের সহিত হরিসেবার সজ্জাকে 'বিদ্ধভক্তি' বলে। কর্ম্মমিশ্রা, জ্ঞানমিশ্রা, যোগমিশ্রা ও ভোগময়-ব্রতমিশ্রা প্রভৃতি (দ্বারা) আবৃত সেবাচেষ্টা বিদ্ধভক্তির অন্তর্গত। উহাতে শুদ্ধভক্তি ব্যতীত অন্যরূপ চেষ্টা বর্ত্তমান। অবিদ্ধা-সেবাময়ী বিধির অনুগমনে 'ভক্তি' হইয়া থাকে। এই ভক্তি বিদ্ধভক্তি হইতে স্বতন্ত্রা ও বিষ্ণুর অনুকূল-চেষ্টাময়ী। রাগাত্মিকজনের অহৈতুকী, নিত্যা হরিসেবার অনুগমনে যে লোভোদিত প্রেমসেবা, তাহাই শুদ্ধভক্তি ; তাহা কেবলমাত্র বিধিচালিত নহে। 'বৈধীভক্তি' বা 'ভক্তি' বা 'অবিদ্ধা ভক্তি' শুদ্ধভক্তির সাহায্য-কারিণী হইলেও 'শুদ্ধভক্তি'-শব্দে রাগানুগা সেবাকেই লক্ষ্য করে। শুদ্ধভক্তিকে ভক্তি-পর্য্যায়ে 'পরাকাষ্ঠা' বলা যায়। ইহা গোলোকস্থিতা রাগময়ী ভক্তি, আর বৈধীভক্তি পরব্যোম বা বৈকুণ্ঠস্থিতা গৌরবময়ী ভক্তি।

২৩। স্যমন্তপঞ্চকে সূর্য্যগ্রহণ-উপলক্ষে দ্বারকা হইতে যাদবগণ এবং ব্রজ হইতে সগোষ্ঠী নন্দমহারাজ উপস্থিত হইয়া-ছিলেন। গোকুলবাসিনী ব্রজগোপীসকলের সহিত শ্রীকৃষ্ণের সম্মিলন হইলে গোপীগণের প্রতি শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন,—

ময়ি ভূতানাং (প্রাণিনাং) ভক্তিঃ (শ্রবণকীর্ত্তনাখ্যা) অমৃতত্বায় (নিত্যপার্ষদত্বায়) কল্পতে (যোগ্যো ভবতি) হি। ভবতীনাং (গোপীনাং) মদাপনঃ (মৎসাক্ষাৎকারকঃ) মৎস্নেহঃ যৎ আসীৎ, তৎ দিষ্ট্যা (তৎ তু মদ্ভাগ্যেনৈব)।

২৬। শুদ্ধ অনুরাগের বশবর্ত্তী হইয়া পরমাত্মীয়-জ্ঞানে আশ্রয়ের বিষয়ের প্রতি যে শাসন-প্রতিম দুর্ব্বচন, উহা আত্যন্তিক ও ঐকান্তিক প্রীতিরই পরিচায়ক। যে-স্থলে বিষয়কে পূজ্য ও গুরুবুদ্ধি হয়, তথায় স্বাভাবিকী প্রীতির শৈথিল্য ন্যূনাধিক বর্ত্তমান। প্রীতিরহিত অজ্ঞজনগণের (জন্য) যে বিধি ও নিষেধ-সমূহ বেদশাস্ত্রে নির্দ্ধারিত হইয়াছে, তাদৃশ বিধিবাধ্যজনোচিত গৌরববাক্যসমূহের সহিত প্রীতিমূলক বাক্যের তারতম্য-বিচারে উহাতে গৌরব-পূজার অভাব থাকিলেও তাহার ঔৎকর্ষ বৈধস্তুতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। কৃষ্ণেতর-বিষয়মুক্ত শুদ্ধভক্তের ভগবত্তার সহিত ঘনিষ্ঠতর সম্বন্ধ। তাদৃশ সম্বন্ধজ্ঞানে যে নিত্যবৃত্তির উদয় দেখা যায়, তাহা ঐশ্বর্য্যপ্রধান বৈধ গৌরব অপেক্ষা সর্ব্বতোভাবে উপাদেয়।

২৯। বৈকুণ্ঠ প্রভৃতি মায়াতীত রাজ্যে ভগবানের যে সমস্ত

আমিহ না জানি তাহা, না জানে গোপীগণ ।
দুঁহার রূপগুণে দুঁহার নিত্য হরে মন ॥ ৩০ ॥
ধর্ম্ম ছাড়ি' রাগে দুঁহে করয়ে মিলন ।
কভু মিলে, কভু না মিলে,—দৈবের ঘটন ॥ ৩১ ॥

এই সব রসনির্য্যাস করিব আস্বাদ ।
এই দ্বারে করিব সব ভক্তেরে প্রসাদ ॥ ৩২ ॥
ব্রজের নির্ম্মল রাগ শুনি' ভক্তগণ ।
রাগমার্গে ভজে যেন ছাড়ি' ধর্ম্ম-কর্ম্ম ॥ ৩৩ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

আমার নিত্যপ্রিয়া গোপীদিগের হৃদয়ে উপপতির ভাব সঞ্চার করিবেন। আমিও তখন রসপুষ্টির জন্য তাহা জানিতে পারিব না, অর্থাৎ আমার অবিচিন্ত্যশক্তি আমার সর্ব্বজ্ঞতাকে গোপন করিয়া তাহাতে একপ্রকার অদ্ভুত রস উৎপন্ন করিবে এবং সেই স্বরূপশক্তিস্বরূপ হইয়াও গোপীগণও তাহা জানিতে পারিবেন না। আমার ও আমার গোপীগণের অদ্ভুতরূপগুণে পরস্পরের মন হরণ করিলে সামান্য ধর্ম্মপথ ত্যাগ করিয়া শুদ্ধরাগমার্গে আমাদের পরস্পরের মিলনসুখ উদিত হইবে ; কখনও মিলন, কখনও বিচ্ছেদ দৈব-ঘটনার ন্যায় উদিত হইবে। এই সমস্ত রসের নির্যাস আমি আস্বাদন করিব এবং ভক্তদিগকে প্রসন্ন হইয়া দান করিব। সর্ব্বভক্তকে সেই রস দান করিবার প্রক্রিয়া এই যে, আমি ব্রজে যে নির্ম্মল রাগ প্রকট করিব, তাহা শ্রবণ করিয়া ভক্তগণ ধর্ম্মকর্ম্ম ত্যাগ করত আমাকে রাগমার্গে ভজন করিবে।

অনুভাষ্য

লীলাবৈচিত্র্য প্রকটিত আছে, তাহাতে স্বয়ংরূপ কৃষ্ণের চমৎকারিতা নবনবায়মান হয় না। তদুপরিস্থিত অর্থাৎ গোলোকের, যেখানে স্বয়ংরূপের নিজসুখতাৎপর্য্যপর লীলা প্রকটিত, তাদৃশী লীলার উৎকর্ষ ঐশ্বর্য্যপ্রধান ভক্তগণের নিকট প্রদর্শন করিবার জন্য প্রপঞ্চে প্রকটিত করিবার ইচ্ছা। আশ্রয়ের নিজবিচারে বিষয়ের প্রতি বৈধ গৌরব অপেক্ষা, আশ্রয়ের যাঁহার প্রতি বৈধ গৌরব বর্ত্তমান, তাঁহাকে (পতিকে) বঞ্চনা ও পরিহার করিয়া কৃষ্ণানুরাগবশে ঐশ্বর্য্যব্যতিরিক্ত মাধুর্য্যের আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া যে চেষ্টা দেখা যায়, সেই পারকীয়া সেবাপ্রবৃত্তি যোগমায়া হইতে

অনুভাষ্য

সম্পন্ন হয়। তাদৃশ চিন্ময়ী মায়ার প্রভাব বিষয়েরও অজ্ঞেয় বিষয়, তাহা তাঁহার কৃপাস্বরূপা যোগমায়াকর্ত্তৃকই সম্ভবপর।

৩০। ঈশ্বরের বশ্যের প্রতি যে ভাব বর্ত্তমান, সেই ভাবের অনুভূতিতে আশ্রয়ের বিষয়ের চমৎকারিতা উৎপাদনের চেষ্টা (ঈশ্বরের) উপলব্ধি হয় না। এজন্যই যোগমায়ার বিশেষত্ব বর্ণনে আশ্রয়-জাতীয়ের সহায় বলিয়া উল্লেখ। বিষয় ও আশ্রয়, উভয়ের নিজ নিজ ভাবের অনুভূতিতে একে অপরের ভাবের প্রতীতিতে অবস্থিত হইতে আকৃষ্ট হন। এই লীলাবৈচিত্র্য সম্বন্ধে বাহ্যজগতে ভ্রমণশীল জনগণ প্রবেশ করিতে পারেন না। তত্তদ-বস্থ না হইলে অথবা তাহাতে রুচিবিশিষ্ট না হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত জীবের এই অভিজ্ঞতা-লাভের সৌভাগ্য উদিত হয় না।

৩১। মর্য্যাদাময় বৈধধর্ম্ম ছাড়িয়া কৃষ্ণ ও গোপী পরস্পর আকর্ষণক্রমে বাধা অতিক্রমপূর্ব্বক মিলিত হন। তাঁহাদের পরস্পরের বৈধ কর্ত্তব্য তৎকালে স্তব্ধ হয় এবং পরস্পরের উদ্দীপনাক্রমে মিলিত হইতে বাধ্য হন। মিলনোৎকর্ষের সমৃদ্ধির জন্য কোন সময় বিপ্রলম্ভ-রসদ্বারা উহাই পুষ্ট হয়। প্রাকৃত জড়জগতে অনুপাদেয়তা প্রভৃতি ধর্ম্মের অবস্থানহেতু বিপ্রলম্ভের অভাব পরিলক্ষিত হয়, কিন্তু অপ্রাকৃত রাজ্যে বিয়োগকালে সমাবেশজনিত চমৎকারিতা সমৃদ্ধ হয়। মিলনে প্রার্থনীয় বস্তুর অস্মিতাবগতির কিঞ্চিৎ শিথিলতা, পরন্তু বিরহে তত্তদ্ভাবের সংযোগস্পৃহার প্রাবল্যহেতু উহাও অধিকতর চমৎকারিতা উদয় করায়।

৩৩। শ্রীরঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভু তৎকৃত 'মনঃশিক্ষা'য়—

অমৃতানুকণা—২৯। "গোলোকে শুদ্ধ চিৎ-প্রতীতি। তথায় জড়-প্রতীতি মাত্র নাই। রসপুষ্টির জন্য চিৎশক্তি যে-সকল বিচিত্র ভাব উদয় করিয়াছেন, তাহাতে অনেকস্থলে অভিমান বলিয়া একটী সত্তা আছে। গোলোকে কৃষ্ণ অনাদি, জন্মরহিত। তথাপি তথায় নন্দ-যশোদারূপ লীলাসহায়-সত্ত্বসকল পিতৃত্ব-মাতৃত্ব-অভিমানদ্বারা বৎসলরসকে মূর্ত্তিমান্ করিয়াছেন। শৃঙ্গাররসে বিপ্রলম্ভ ও সম্ভোগাদি অভিমানরূপে বর্ত্তমান। আবার পরকীয়ভাবে শুদ্ধসকীয়ত্ব-সত্ত্বেও পরকীয় অভিমান এবং ঔপপত্য অভিমান নিত্য বর্ত্তমান। ব্রজে সেই সেই অভিমান মায়া-প্রত্যয়িত স্থূল হইয়া লক্ষিত হইতেছে। যশোদার প্রসব, কৃষ্ণের সূতিকা-গৃহ, অভিমন্যু-গোবর্দ্ধনাদির সহিত নিত্যসিদ্ধাদিগের উদ্বাহমূলক পরকীয় অভিমান অত্যন্ত স্থূলরূপে লক্ষিত হয়। এ সমস্তই যোগমায়া-কর্ত্তৃক সম্পাদিত এবং অতি সূক্ষ্ম-মূলতত্ত্বে সংযোজিত—কিছুমাত্র মিথ্যা নয় এবং গোলোকের সম্পূর্ণ অনুরূপ। ★★ শুদ্ধ-স্বকীয়ত্ব বৈকুণ্ঠে বিরাজমান। স্বকীয়ত্ব পরকীয়ত্ব অচিন্ত্যভেদাভেদরূপে গোলোকে লক্ষিত হয়। আবার দেখ, আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ব্রজে পরকীয়ভাব স্থূল হইয়া পর-দার ঘটনার ন্যায় দেখা গেলেও তাহাতে পরদারত্ব নাই। কেননা কৃষ্ণশক্তিগণ কৃষ্ণের নিজশক্তি। অনাদিকাল হইতেই তাহাদের সহিত কৃষ্ণের সংযোগ থাকায় স্বকীয়ত্ব ও দাম্পত্যই সিদ্ধ হয়। অভিমন্যাদি কেবল তত্তৎ অভিমানের অবতার বিশেষ—কৃষ্ণের লীলাপুষ্টির জন্য পতি হইয়া কৃষ্ণকে উপপতিভাবে ব্রজরঙ্গের নেতা করিয়াছেন। প্রপঞ্চাতীত গোলোকে অভিমান-মাত্রেই রসের সম্পূর্ণ পুষ্টি হয়। প্রপঞ্চান্তর্গত গোকুলে বিবাহধর্ম্ম ও তদ্ধর্ম্মলঙ্ঘন-প্রতীতির জন্য (অভিমন্যাদি) পৃথক্ সত্ত্বরূপে তত্তৎ অভিমানের প্রকটতা যোগমায়া-কর্ত্তৃক সিদ্ধ।" (জৈবধর্ম্ম)

রাগানুগ সাধনসিদ্ধ মুক্তপুরুষেরই অপ্রাকৃত রাসলীলা-
শ্রবণে অধিকার ঃ—
শ্রীমদ্ভাগবত (১০।৩৩।৩৬)—

অনুগ্রহায় ভক্তানাং মানুষং দেহমাশ্রিতঃ।
ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়া যাঃ শ্রুত্বা তৎপরো ভবেৎ ॥ ৩৪ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৩৪। ভক্তদিগের অনুগ্রহের জন্য ভগবান্ নরদেহ প্রকটপূর্ব্বক যে রাসলীলা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা শ্রবণ করত তদধিকারী ভক্তজন সেই লীলাপর হইয়া সেই ক্রীড়া ভজন করিবেন।

অনুভাষ্য

"ন ধর্ম্মং নাধর্ম্মং শ্রুতিগণ-নিরুক্তং কিল কুরু" এবং শ্রীকুলশেখর সম্রাট্ তৎকৃত 'মুকুন্দমালা' স্তোত্রে—"নাস্থা ধর্ম্মে ন বসুনিচয়ে নৈব কামোপভোগে, যদ্‌যদ্ ভব্যং ভবতু ভগবন্ পূর্ব্বকর্ম্মানুরূপম্। এতৎ প্রার্থ্যং মম বহুমতং জন্মজন্মান্তরেঽপি, ত্বৎপাদাম্ভোরুহযুগগতা নিশ্চলা ভক্তিরস্তু।।" ইত্যাদি শ্লোকে স্বধর্ম্মাতীত রাগভক্তির কথা লিখিয়াছেন ; (ভাঃ ১১।১১।৩২)—"আজ্ঞায়ৈব গুণান্ দোষান্ ময়াদিষ্টানপি স্বকান্। ধর্ম্মান্ সংত্যজ্য যঃ সর্ব্বান্ মাং ভজেৎ স চ সত্তমঃ।।"

৩৪। রাজা পরীক্ষিৎ শ্রীশুকদেবের নিকট কৃষ্ণের পারকীয়-বিহারের যাথার্থ্য ও প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে তদুত্তরে শুকদেবের উক্তি,—

ভক্তানাং (রসভেদাবস্থিতানাং হরিজনানাং) অনুগ্রহায় (কৃপাবিতরণায়) মানুষং দেহং (নরোচিতং পরম্ অপ্রাকৃতশরীরম্) আশ্রিতঃ (দধৎ) তাদৃশীঃ ক্রীড়াঃ ভজতে (করোতি), যাঃ (ক্রীড়াঃ লীলাঃ) শ্রুত্বা (অন্যোঽপি জনঃ ভগবতি শ্রদ্ধান্বিতো ভূত্বা) তৎপরঃ (কৃষ্ণসেবাপরায়ণঃ) ভবেৎ।

৩৪-৩৫। অনন্তলীলাময় ভগবানের বিবিধ প্রকাশমূর্ত্তি নিত্য বিরাজমান। সেই গোলোক-বৈকুণ্ঠের বিকৃত প্রতিফলনরূপ দেবীধাম। প্রপঞ্চান্তর্গত বিচিত্রতা গোলোক-বৈকুণ্ঠের অনুরূপ হইলেও তাহাতে পরিচ্ছেদ, অবরতা, হেয়তা বা অনুপাদেয়তা ও কালক্ষোভ্য ধর্ম্ম অবস্থিত। বিষয়-বিগ্রহের বিবিধ প্রকাশসমূহ আশ্রিত জীবকুলের যথোপযোগী সেব্য-সেবনধর্ম্মে নিত্যস্থিতিবান্। বৈকুণ্ঠে বিশুদ্ধসত্ত্ব ও প্রপঞ্চে মিশ্র ও গুণময় সত্ত্ব পরিদৃষ্ট হয়। বিষয় ও আশ্রয়ে নিত্যানুভূতিতে বিবিধ লীলাবৈচিত্র্য নিত্য বর্ত্তমান থাকায় আশ্রয়ের উপযোগিতা-বিচারে "নরতনু ভজনের মূল"—এই বাক্যের সার্থকতা আছে। প্রপঞ্চে মানবজাতি সৃষ্টি-পর্য্যায়ে উন্নতস্তরে অবস্থিত। আশ্রয়জাতীয় জীবকুল প্রপঞ্চে অবস্থানকালে তাঁহার উপযোগী বিষয়-বিগ্রহের সেবাধিকার লাভ করেন। ভগবানের মানুষরূপ ব্যতীত অমানুষিক বিবিধ রূপ

'ভবেৎ' ক্রিয়া বিধিলিঙ্, সেই ইহা কয়।
কর্ত্তব্য অবশ্য এই, অন্যথা প্রত্যবায় ॥ ৩৫ ॥

রাগময়ী ভক্তি-প্রচারেচ্ছাই শ্রীগৌরাবতারের মুখ্য কারণ ঃ—

এই বাঞ্ছা যৈছে কৃষ্ণপ্রাকট্য-কারণ।
অসুরসংহার—আনুষঙ্গ প্রয়োজন ॥ ৩৬ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৩৫। উক্ত শ্লোকে "ভবেৎ" পদরূপ ক্রিয়ায় বিধিলিঙ্ ব্যবহার করা হইয়াছে ; অতএব ইহা অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া নিশ্চিত ; অন্যথা অর্থাৎ না করিলে প্রত্যবায় অর্থাৎ দোষ আছে।

৩৬-৩৯। কৃষ্ণাবতারে যেরূপ উক্ত বাঞ্ছাক্রমে কৃষ্ণ প্রকট হইয়াছিলেন, অসুর-সংহার মূলপ্রয়োজন ছিল না, কেবল আনুষঙ্গিক প্রয়োজন ছিল, সেইরূপ গৌরাবতারে কৃষ্ণচৈতন্য

অনুভাষ্য

আছে। জীবের স্বরূপবৃত্তির উন্মেষণে ভজনীয় বস্তুর প্রকাশভেদে লীলার বৈচিত্র্য। সেই লীলাবৈচিত্র্যের উপযোগিতা-বিচারে তারতম্য-কথনে মানুষদেহেই নিত্য লীলাশ্রিত ভক্তগণে অধিক কৃপা বিতরিত হয়। সেইরূপ লীলা প্রপঞ্চে অবতরণ করিলে সর্ব্বোত্তম মানবগণ সেব্যবস্তুর তত্তৎসেবায় উৎসাহিত হন। ভজনপরাকাষ্ঠায় ভজনীয় বস্তুর অনুভূতি-বর্ণন-শ্রবণে স্বরূপোন্মেষের বিপুল সহায়তা হয়। পঞ্চবিধ স্থায়িভাব রতির মধ্যে পরমোৎকৃষ্ট মধুর রতি সামগ্রীযোগে যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রসের প্রকাশ করে, তাহাতে লব্ধরুচি ভক্তেরই একমাত্র অধিকার। রুচিলাভের সুবিধার জন্য ভগবান্ মৎস্য-কূর্ম্ম-বরাহাদি-লীলার বিনিময়ে রামাদি-লীলা প্রপঞ্চে প্রকটিত করেন। আবার রামাদি মানুষী লীলায় যে রসের চমৎকারিতা প্রবল নহে, তাহা জীববুদ্ধির নিতান্ত গম্য না হইলেও বা নিতান্ত দুর্ল্লভ হইলেও ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য বিচারের তারতম্যে পারকীয়া মধুর রতি অতুলনীয় নবনবায়মান চমৎকারিতা প্রকাশ করে।

প্রাকৃত বুদ্ধিবিশিষ্ট সাহজিকগণ অপ্রাকৃত সহজধর্ম্মের কথা বুঝিতে না পারিয়া যে ব্যভিচার আনয়ন করে, তদ্দ্বারা বিশুদ্ধ-সত্ত্বময় গোলোকের বৈচিত্র্য উদ্দিষ্ট হয় না, উহা মলিনচিত্তকে ইন্দ্রিয়পরায়ণতায় অধঃপাতিত করায় মাত্র। অপ্রাকৃত-লীলায় অধোক্ষজ সেবা বর্ত্তমান। প্রাকৃত সাহজিকগণ সেই কথা বুঝিতে না পারিয়া কৃষ্ণসেবাকে ভোগময় ইন্দ্রিয়তর্পণ-জ্ঞানে ভ্রান্ত হন। প্রপঞ্চাগত ভগবল্লীলা কিছু প্রাকৃত-সাহজিকগণের বিচরণ-ভূমিকা নহে। যোগমায়া-নির্ম্মিত কৃষ্ণরাসাদি প্রাকৃত-বিচারে সুষ্ঠুভাবে পরিলক্ষিত হয় না। সহজিয়া-সম্প্রদায় কৃষ্ণলীলাকে নশ্বর ভোগান্তর্গত মনে করে। তাহারা "তৎপরত্বেন নির্ম্মলম্" ও "তৎপরো ভবেৎ" পদের বিকৃতার্থ করিয়া অপ্রাকৃতত্বে প্রাকৃতত্বের

ধর্ম্মসংস্থাপনাদি স্বয়ংরূপ কৃষ্ণ বা গৌরের মুখ্য কার্য্য নহে ঃ—

এই মত চৈতন্য-কৃষ্ণ পূর্ণ ভগবান্ ।
যুগধর্ম্মপ্রবর্ত্তন নহে তাঁর কাম ॥ ৩৭ ॥

স্বাংশ যুগাবতারের সহিত অবতারীর মিলন ঃ—

কোন কারণে যবে হৈল অবতারে মন ।
যুগধর্ম্মকাল হৈল সে কালে মিলন ॥ ৩৮ ॥

গুহ্য ও বাহ্য কারণবশতঃ অবতীর্ণ হইয়া স্বয়ং আচার ও প্রচার—

দুই হেতু অবতরি' লঞা ভক্তগণ ।
আপনে আস্বাদে প্রেম-নাম-সঙ্কীর্ত্তন ॥ ৩৯ ॥
সেই দ্বারে আচণ্ডালে কীর্ত্তন সঞ্চারে ।
নাম-প্রেমমালা গাঁথি পরাইল সংসারে ॥ ৪০ ॥

এইমত ভক্তভাব করি' অঙ্গীকার ।
আপনি আচরি' ভক্তি করিল প্রচার ॥ ৪১ ॥

শান্ত-ব্যতীত চারিরসের আশ্রয়বর্গের কৃষ্ণপ্রীতিই কাম্য ঃ—

দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, আর যে শৃঙ্গার ।
চারি প্রেম, চতুর্ব্বিধ ভক্তই আধার ॥ ৪২ ॥

ভক্তগণের নিজ নিজ রসের শ্রেষ্ঠতা-মানন ঃ—

নিজ নিজ ভাব সবে শ্রেষ্ঠ করি' মানে ।
নিজভাবে করে কৃষ্ণসুখ-আস্বাদনে ॥ ৪৩ ॥

নিরপেক্ষ বিচারে অপ্রাকৃত মধুররসে অন্যান্য রস অন্তর্ভুক্ত বলিয়া কৃষ্ণপ্রীতিচেষ্টা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ঃ—

তটস্থ হইয়া হৃদি বিচার যদি করি ।
সব রস হৈতে শৃঙ্গারে অধিক মাধুরী ॥ ৪৪ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

পূর্ণতম ভগবান্। নামকীর্ত্তনরূপ যুগধর্ম্মপ্রবর্ত্তন তাঁহার নিজকার্য্য ছিল না, পরন্তু কোন গূঢ় কারণের জন্য যখন পূর্ণ ভগবান্ অবতীর্ণ হইতে মনন করিলেন, ঘটনাক্রমে সেইসময় যুগধর্ম্মকাল আসিয়া উপস্থিত হইল। সুতরাং গৌরাঙ্গের গূঢ় অন্তরঙ্গ প্রয়োজন এবং যুগধর্ম্ম-প্রচাররূপ বাহ্য প্রয়োজন—এই দুই হেতুক্রমে অবতীর্ণ হইয়া, তিনি প্রেম ও নামসঙ্কীর্ত্তন ভক্তগণের সহিত আস্বাদন করিয়াছেন।

অনুভাষ্য

আবর্জ্জনা নিক্ষেপ করে মাত্র। "তাদৃশীঃ ক্রীড়া"-শব্দের অর্থভ্রমে ইন্দ্রিয়তর্পণে নিমগ্ন হয়, কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে অপ্রাকৃত রতিই "তাদৃশী"-শব্দের মুখ্যার্থ। অবিদ্যাগ্রস্ত হরিবিমুখ জীব অপ্রাকৃত ক্রীড়া পরিহার করিয়া অক্ষজ-জ্ঞানে জড়ভোগোন্মত্ত হইয়া এই শ্লোকের কদর্থ করে। **সাধন ও সিদ্ধির ভূমিকায় বিবর্ত্ত উপস্থিত হইলেই জীব প্রাকৃত-সহজিয়া হইয়া পড়ে।**

বিধিলিঙের "ভবেৎ"-পদ দেখিয়া কেহ এই রুচিলভ্য রাগানুগ পথকে অধিকার-নির্ব্বিশেষে অনর্থযুক্ত ভোগীরও বৈধপথ মনে না করেন। প্রপঞ্চে কর্ত্তব্য ও অকর্ত্তব্যের বিচার আছে। গোলোক-বৃন্দাবনে তাদৃশ বিধি অবস্থিতি হইতে পারে না। সেখানে অনুরাগের পথেই লোভের বশবর্ত্তী হইয়া সকল আশ্রিত-তত্ত্ব কৃষ্ণ-প্রীতিরূপ উপাদেয়তার অনুসন্ধান করেন।

যদি কেহ জীবাত্মার নিত্য ও অবশ্য সেব্য প্রপঞ্চাগত পরমশ্রেষ্ঠ মধুরভাবে উদাসীন হন, তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই ভগবৎসেবা ছাড়িয়া নশ্বর জৈব-লাম্পট্যে অধঃপাতিত হইবেন। মধুররতিতে তৎপর না হইলে জীবের মধুর-রতির বিপরীত হেয় জড়ভোগবাদ প্রবল হইয়া যাইবে। সেইরূপ, বৎসলরতিতে কৃষ্ণসেবাবিমুখ হইলে ভোগপ্রবৃত্তি তাঁহাকে নশ্বর পুত্র-বাৎসল্যে অধঃপাতিত করিবে। সেইরূপ, কৃষ্ণকে একমাত্র বন্ধুজ্ঞান না করিলে ইন্দ্রিয়পরায়ণ নশ্বর বন্ধুগণ আসিয়া জীবকে অধঃপাতিত করিবে। সেইরূপ, ভগবদ্বিমুখতা উপস্থিত হইলে জীব কৃষ্ণসেবায় উদাসীন হইয়া ভোগপর ইন্দ্রিয়সেবী নশ্বর-দেহের ভৃত্যবৃত্তি করিতে করিতে স্বরূপবিভ্রান্ত হইবে। সেইরূপ, কৃষ্ণে নিরপেক্ষ-বুদ্ধি না হইলে জীব কৃষ্ণবিমুখ হইয়া জড়বস্তুতে নিরপেক্ষ অর্থাৎ প্রস্তরতা-নামক মোক্ষ বা নির্ব্বাণের দাস হইয়া নির্ব্বিশেষ-বাদী হইয়া পড়িবে। কৃষ্ণলীলা-প্রবেশে যাহার ঔদাসীন্য হইবে, তাহারই ইন্দ্রিয়পরায়ণ ভোগবুদ্ধি এবং তন্নিবন্ধন সৎকর্ম্ম ও কুকর্ম্মে ঔপাধিক অস্মিতা সমৃদ্ধ হইয়া তাহাকে চরম কল্যাণ হইতে বঞ্চিত করিবে।

৪১। কৃষ্ণ ঔদার্য্যলীলার প্রাকট্য-বাসনায় তাঁহার নিত্য গৌরলীলা প্রপঞ্চে প্রকাশিত করিয়াছেন। নিত্য গৌরলীলায় কৃষ্ণের ভক্তভাবই তাঁহার নিত্যলীলার চমৎকারিতা। স্বয়ংরূপ কৃষ্ণ নিত্যগৌরলীলা প্রপঞ্চে অবতারণ করাইয়া সেব্য কৃষ্ণের সেবা জীবের সুলভ করিয়াছেন। অপ্রাকৃত বিপ্রলম্ভের স্বরূপ-জ্ঞানাভাবে প্রাকৃত-সাহজিক লম্পট-সম্প্রদায় যে শ্রীগৌরসুন্দরের ভক্তভাব অঙ্গীকার বিপর্য্যস্ত করিয়া তাঁহাকে সম্ভোগবিগ্রহ বলিয়া অবৈধভাবে সাজাইতে চাহে এবং আপনাদিগকে "নদীয়-নাগরী" বা "গৌরনাগরী" প্রভৃতি কাল্পনিক অভিধানে ভূষিত করিয়া নিত্য বিপ্রলম্ভ রসের ভক্ত বা আশ্রয়-জাতীয় ভাবের বিলোপ সাধন

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৪২-৪৪। দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর,—এই চারিপ্রকার রসের প্রত্যেকেই নিজ নিজ ভক্তদিগের নিকট কৃষ্ণসুখাস্বাদনে শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে হয়, কিন্তু তটস্থ হইয়া অর্থাৎ নিরপেক্ষভাবে দেখিলে মধুর অর্থাৎ শৃঙ্গার-রসের মাধুরী আর তিন রস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্থির হইবে।

দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুররসে উত্তরোত্তর কৃষ্ণসুখাস্বাদনের আধিক্য ঃ—

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু (২।৫।৩৮)—

যথোত্তরমসৌ স্বাদবিশেষোল্লাসময্যপি ।
রতির্বাসনয়া স্বাদ্বী ভাসতে কাপি কস্যচিৎ ॥ ৪৫ ॥

মধুররসে দ্বিবিধা স্থিতি, স্বকীয়া ও পরকীয়া ঃ—

অতএব মধুর রস কহি তার নাম ।
স্বকীয়া-পরকীয়া-রূপে দ্বিবিধ সংস্থান ॥ ৪৬ ॥

তন্মধ্যে পরকীয়-ভাবের কৃষ্ণপ্রীতির সর্ব্বাধিক্য এবং কেবলমাত্র ব্রজেই অধিষ্ঠান ঃ—

পরকীয়ভাবে অতি রসের উল্লাস ।
ব্রজ বিনা ইহার অন্যত্র নাহি বাস ॥ ৪৭ ॥

ব্রজললনায় পারকীয়-ভাবের নিত্যাবস্থান এবং শ্রীরাধায় উহার পরাকাষ্ঠা ঃ—

ব্রজবধূগণের এই ভাব নিরবধি ।
তার মধ্যে শ্রীরাধার ভাবের অবধি ॥ ৪৮ ॥
প্রৌঢ়-নির্ম্মলভাব প্রেম সর্ব্বোত্তম ।
কৃষ্ণের মাধুর্য্যরস-আস্বাদ-কারণ ॥ ৪৯ ॥

শ্রীরাধার ভাব অঙ্গীকারপূর্ব্বক গৌররূপে নিজবাঞ্ছাত্রয়-পূরণ ঃ—

অতএব সেই ভাব অঙ্গীকার করি' ।
সাধিলেন নিজবাঞ্ছা গৌরাঙ্গ-শ্রীহরি ॥ ৫০ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৪৫। উল্লাসময়ী রতি উত্তরোত্তর আস্বাদনবিশেষ প্রতীত হয়। সেই রতি স্থলবিশেষে বাসনাক্রমে পরমাস্বাদন-বিশেষ হইয়া মধুর-রসরূপে প্রকাশ পায়।

৪৬-৫০। আর তিন রস অপেক্ষা শৃঙ্গাররসের মাধুরী অধিক হওয়ায় তাহাকে 'মধুর রস' কহা যায়। সেই মধুর রসের দ্বিবিধ স্থিতি—স্বকীয় ও পারকীয়। কৃষ্ণকে বিবাহিত পতিজ্ঞানে মধুররস উদিত হইলে, তাহাকে স্বকীয়-মধুররস বলি ; কৃষ্ণকে উপপতি-জ্ঞানে মধুররস উদিত হইলে তাহাকে পারকীয় মধুর রস বলি। মধুররস-বিচারকেরা ইহা একবাক্যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, পারকীয়ভাবে মধুররসে উল্লাস অধিক, ব্রজ বিনা এই রসের অন্যত্র স্থিতি নাই। অনেকে মনে করেন যে, শ্রীকৃষ্ণ নিত্য-গোলোকবিহারী—স্বল্পকালের জন্য ব্রজে উদিত হইয়া এই পারকীয়-ভাবে লীলা করিয়াছিলেন। ইহা গোস্বামিপাদদিগের মত নয়। শ্রীগোস্বামিপাদদিগের মতে ব্রজবিহারও নিত্য। নিত্য চিন্ময়ধাম গোলোকের নিতান্ত অন্তরঙ্গ প্রকোষ্ঠের নামই 'ব্রজ'। যেরূপ প্রপঞ্চাবতারে শ্রীকৃষ্ণের লীলা হইয়াছে, নিত্যধাম ব্রজেও সেইরূপ লীলা নিত্য বিরাজমান। ব্রজে পারকীয়-রসের নিত্যা-বস্থান। কবিরাজ-গোস্বামী তৃতীয় পরিচ্ছেদে কহিয়াছেন,—"অষ্টাবিংশ চতুর্যুগে দ্বাপরের শেষে। ব্রজের সহিতে হয় কৃষ্ণের প্রকাশে।।" "ব্রজের সহিতে"—এই শব্দে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, 'ব্রজ' বলিয়া একটী চিন্ময়ধামে অচিন্ত্যপীঠ আছে ; সেই পীঠের সহিত কৃষ্ণ নিজ-চিচ্ছক্তিবলে প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। গোলোকান্তঃপুর সেই নিত্য ব্রজ ব্যতীত পারকীয় রসের অন্যত্র স্থিতি নাই ; কেন না, তথায় গোলোকাপেক্ষা অনন্তগুণে উৎকৃষ্ট রসের অবস্থান। প্রকটব্রজে অপ্রকটব্রজের বিচিত্রতা জীবের চক্ষে লক্ষিত হইয়াছে, এই মাত্র। এই ব্রজবধূর ভাবের অবধি অর্থাৎ অত্যন্ত সীমা শ্রীরাধায় আছে। পরিপক্ক বিমলভাবরূপ শ্রীরাধার ব্রজগত-প্রেমই সর্ব্বোত্তম। কৃষ্ণের মাধুর্য্যরসের যতদূর আস্বাদন সম্ভব, তৎপ্রাপ্তিই ইহার কারণ। অতএব সেই ভাব অঙ্গীকার করিয়া গৌরাঙ্গ-শ্রীহরি নিজবাঞ্ছা সাধন করিয়াছেন।

অনুভাষ্য

করিয়া যে দৌরাত্ম্য করেন, তাহাতে স্বয়ংরূপ কৃষ্ণ সন্তুষ্ট হন না। স্বয়ংরূপ শ্রীগৌরবিগ্রহ সেইসকল প্রাকৃত ভোগপরায়ণ সাহজিকগণকে কৃপা করিবার পরিবর্ত্তে সুদূরে পরিবর্জ্জন করেন। কৃষ্ণলীলার সম্ভোগবিচারে বিপ্রলম্ভ-রস-লীলাময়ের কৃষ্ণভক্তি-বিনাশ-চেষ্টা—উহা শ্রীগৌরবিদ্বেষ ব্যতীত অন্য কিছুই নহে।

৪৫। অসৌ রতিঃ যথোত্তরম্ (উত্তরোত্তরক্রমেণ) স্বাদ-বিশেষোল্লাসময়ী (মধুরবিশেষস্য আধিক্যবতী) অপি বাসনয়া (বাসনাভেদেন) কা অপি (রতিঃ) কস্যচিৎ (ভক্তস্য) স্বাদ্বী ভাসতে।

৪৬। উজ্জ্বলনীলমণিতে—স্বকীয়া কৃষ্ণবল্লভা,—"করগ্রাহ-বিধিং প্রাপ্তাঃ পত্যুরাদেশতৎপরাঃ। পাতিব্রত্যাদবিচলাঃ স্বকীয়াঃ কথিতা ইহ।।" যথাবিধি শাস্ত্রানুসারে যাঁহাদের পাণিগ্রহণ হইয়াছে, পতির আদেশ-পালনে যাঁহারা তৎপর এবং পাতিব্রত্য-ধর্ম্ম হইতে যাঁহারা অবিচলা, তাঁহারা 'স্বকীয়া' নারী। পরকীয়া কৃষ্ণবল্লভা,—"রাগেণৈবার্পিতাত্মানো লোকযুগ্মানপেক্ষিণা। ধর্ম্মেণাস্বীকৃতা যাস্তু পরকীয়া ভবন্তি তাঃ।।" পরপুরুষের অনুরাগাকৃষ্ট হইয়া যাঁহারা আত্মসমর্পণ করেন এবং এতাদৃশ যৌনসম্বন্ধ ধর্ম্মশাস্ত্রবিধির স্বীকৃত নয় জানিয়া ইহলোক ও পরলোকের কোনপ্রকার অসুবিধা গ্রাহ্য করেন না, তাঁহারা 'পরকীয়া' রমণী।

স্তবমালায় প্রথম চৈতন্যাষ্টকে (২)—

সুরেশানাং দুর্গং গতিরতিশয়েনোপনিষদাং
মুনীনাং সর্ব্বস্বং প্রণতপটলীনাং মধুরিমা।
বিনির্য্যাসঃ প্রেম্ণো নিখিলপশুপালাম্বুজদৃশাং
স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদম্ ॥ ৫১ ॥

স্তবমালায় দ্বিতীয় চৈতন্যাষ্টকে (৩)—

অপারং কস্যাপি প্রণয়িজনবৃন্দস্য কুতুকী
রসস্তোমং হৃত্বা মধুরমুপভোক্তুং কমপি যঃ।
রুচং স্বামাবব্রে দ্যুতিমিহ তদীয়াং প্রকটয়ন্
স দেবশ্চৈতন্যাকৃতিরতিতরাং নঃ কৃপয়তু ॥ ৫২ ॥

ভাবগ্রহণের হেতু করিল ধর্ম্ম স্থাপন।
তার মুখ্য হেতু কহি, শুন সর্ব্বজন ॥ ৫৩ ॥
মূল হেতু আগে শ্লোকের কৈল আভাস।
এবে কহি সেই শ্লোকের অর্থ প্রকাশ ॥ ৫৪ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৫১। দেবতাদিগের পক্ষে দুর্গম, উপনিষদ্‌গণের কষ্টগম্য, মুনিগণের সর্ব্বস্ব, প্রণতপটলীভক্তগণের মধুরিমা, ব্রজযুবতীগণের নয়নগত প্রেমের নির্য্যাস-বস্তুস্বরূপ, সেই চৈতন্যচন্দ্র কি পুনরায় আমার দৃষ্টিগোচর হইবেন?

৫২। যে কৌতুকী কৃষ্ণ প্রণয়িজনের রসসমূহ আস্বাদন করত অপার (অসীম) কোন এক প্রকার মধুররসবিশেষ ভোগ করিবার আশয়ে নিজবর্ণ গোপন করত শ্রীরাধার দ্যুতি স্বীকারপূর্ব্বক চৈতন্যাকৃতিতে প্রকট হইয়াছেন, তিনি আমাদিগকে বিশেষ কৃপা করুন্।

৫৩-৫৪। শ্রীরাধার ভাবগ্রহণের আশয়ে ধর্ম্মস্থাপনকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। সেই কার্য্যের যে মুখ্য প্রয়োজন, তাহা বলিতেছি। মূল হেতু বলিবার জন্য শ্লোকের আভাস এ-পর্য্যন্ত বলিলাম।

অনুভাষ্য

৫১। সুরেশানাং (মহেন্দ্রাদীনাং) দুর্গং (দুরধিগম্যঃ আশ্রয়ঃ), উপনিষদাং (বেদশিরোভাগানাম্) অতিশয়েন গতিঃ (লক্ষ্যং), মুনীনাং সর্ব্বস্বং (জড়নির্ব্বিণ্ণানাং একমাত্রধনং), প্রণতপটলীনাং (ভক্তসমূহানাং) মধুরিমা (সৌন্দর্য্যাশ্রয়ঃ), নিখিলপশুপালাম্বুজ-দৃশাং (সমস্তব্রজবনিতানাং) প্রেম্ণঃ বিনির্য্যাসঃ (সারঃ) স চৈতন্যঃ পুনঃ অপি কিং মে দৃশোঃ পদং যাস্যতি (প্রাপ্স্যতি)?

৫২। কুতুকী (ভাবাস্বাদনানন্দঃ) যঃ কস্য অপি প্রণয়ি-জনবৃন্দস্য (নিজপ্রীতিবিগ্রহস্য) কমপি [অনির্ব্বচনীয়ম্] অপারং মধুরং রসস্তোমং হৃত্বা উপভোক্তুং (স্বয়ং তদ্ভাবগ্রহণেন আস্বা-দয়িতুং) তদীয়াং (তৎপ্রণয়িজনসম্বন্ধিনীং) দ্যুতিং (শোভাং)

আদি ১৪ শ্লোকের মধ্যে ৫ম শ্লোকের ব্যাখ্যা ঃ—

শ্রীস্বরূপগোস্বামি-কড়চা—

রাধা কৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতির্হ্লাদিনীশক্তিরস্মা-
দেকাত্মানাবপি ভুবি পুরা দেহভেদং গতৌ তৌ।
চৈতন্যাখ্যং প্রকটমধুনা তদ্দ্বয়ঞ্চৈক্যমাপ্তং
রাধাভাবদ্যুতিসুবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপম্ ॥ ৫৫ ॥

প্রথমে রাধাকৃষ্ণতত্ত্ব ঃ—

রাধাকৃষ্ণ এক আত্মা, দুই দেহ ধরি'।
অন্যোন্যে বিলাসে রস আস্বাদন করি' ॥ ৫৬ ॥

রাধাগোবিন্দমিলিত তনু গৌর ঃ—

সেই দুই এক এবে চৈতন্য গোসাঞি।
ভাব আস্বাদিতে দোঁহে হৈলা এক ঠাঁই ॥ ৫৭ ॥

গৌরতত্ত্বমহিমা বর্ণনের নিমিত্ত রাধাগোবিন্দের প্রণয়-ব্যাখ্যা ঃ—

ইথি লাগি' আগে করি তাহার বিবরণ।
যাহা হৈতে হয় গৌরের মহিমা-কথন ॥ ৫৮ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৫৫। রাধা কৃষ্ণের প্রণয়-বিকৃতিরূপ হ্লাদিনীশক্তিক্রমে রাধাকৃষ্ণ স্বরূপতঃ একাত্মক হইয়াও বিলাসতত্ত্বের নিত্যত্বপ্রযুক্ত রাধা-কৃষ্ণ নিত্যরূপে স্বরূপদ্বয়ে বিরাজমান। সেই দুই তত্ত্ব সম্প্রতি একস্বরূপে চৈতন্য-তত্ত্বরূপে প্রকট। অতএব রাধার ভাব ও দ্যুতিদ্বারা সুবলিত সেই কৃষ্ণস্বরূপ গৌরসুন্দরকে প্রণাম করি।

৫৬-৬২। অন্যোন্যে—পরস্পরে। এই পদ্যগুলির বাক্যার্থ স্পষ্ট, কিন্তু ভাবার্থ গূঢ়। রাধা—শক্তি, কৃষ্ণ—শক্তিমান্ তত্ত্ব। "শক্তিশক্তিমতোরভেদঃ"—এই বেদান্ত-বাক্যের অর্থ এই যে,—

অনুভাষ্য

প্রকটয়ন্ (প্রকাশয়ন্) স্বাং (স্বকীয়াং ঘনশ্যামরূপাং দ্যুতিং) আবব্রে (আবৃতবান্) সঃ চৈতন্যাকৃতির্দেবঃ (গোপীজনবল্লভঃ) নঃ (অস্মান্) অতিতরাং কৃপয়তু।

৫৩-৫৪। এই চারি লাইনের পরিবর্ত্তে কোন কোন পাঠে ছয় লাইন দেখা যায়। যথা—"ভাবগ্রহণের হেতু করিল ধর্ম্ম-স্থাপন। মূলহেতু আগে শ্লোকের করিব বিবরণ।। ভাবগ্রহণের এই শুনহ প্রকার। তাহা লাগি পঞ্চম শ্লোকের করিয়ে বিচার।। এই ত' পঞ্চম শ্লোকের কহিল আভাস। এবে কহি সেই শ্লোকের অর্থ পরকাশ।।"

৫৫। রাধা কৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতিঃ (কৃষ্ণস্য প্রণয়বিকৃতিঃ প্রেম-বিলাসরূপা হ্লাদিনী শক্তিঃ); একাত্মানৌ (অভিন্নাত্মানৌ) অপি পুরা (অনাদিকালতঃ) তৌ (রাধাকৃষ্ণৌ) ভুবি দেহভেদং (বিষয়াশ্রয়গত-বিগ্রহদ্বয়ভেদং) গতৌ (প্রাপ্তৌ)। অধুনা (ইদানীং) তদ্দ্বয়ং (তয়োর্দ্বয়ং) ঐক্যম্ আপ্তম্ ; রাধাভাবদ্যুতিসুবলিতং (ভাবশ্চ দ্যুতিশ্চ ভাবদ্যুতী, রাধায়াঃ ভাবদ্যুতী, তাভ্যাং সুবলিতং

শ্রীরাধার তত্ত্ব ও কৃষ্ণের সহিত সম্বন্ধ ঃ—

রাধিকা হয়েন কৃষ্ণের প্রণয়-বিকার।
স্বরূপশক্তি—'হ্লাদিনী' নাম যাঁহার ॥ ৫৯ ॥

হ্লাদিনী-শক্তির লক্ষণ ঃ—

হ্লাদিনী করায় কৃষ্ণে আনন্দাস্বাদন।
হ্লাদিনীর দ্বারা করে ভক্তের পোষণ ॥ ৬০ ॥

একই শক্তিমানের একই শক্তির তিনটী রূপ ঃ—

সচ্চিদানন্দ, পূর্ণ, কৃষ্ণের স্বরূপ।
একই চিচ্ছক্তি তাঁর, ধরে তিন রূপ ॥ ৬১ ॥
আনন্দাংশে হ্লাদিনী, সদংশে সন্ধিনী।
চিদংশে সম্বিৎ—যারে জ্ঞান করি' মানি ॥ ৬২ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

কোন বিচারে শক্তির আধার হইতে শক্তিকে পৃথক্ করা যায় না। কিন্তু অবিচিন্ত্য-শক্তিক্রমে রাধাকৃষ্ণ পরস্পর বিলাসরসাস্বাদন করিতে নিত্য পৃথক্ অথচ যুগপৎ এক। রাধা প্রকৃতপ্রস্তাবে কৃষ্ণের স্বরূপশক্তি হ্লাদিনী ; কৃষ্ণকে পরমানন্দে নিমগ্ন করিয়া রাখিয়াছেন বলিয়া তাঁহার ঐ নাম। আবার, তিনি কৃষ্ণের চিদ্বিভিন্নাংশরূপ জীবের স্বরূপগত প্রেমপুষ্টিক্রিয়াদ্বারা লক্ষিতা। পূর্ণতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণ সচ্চিদানন্দস্বরূপ। সেই একই চিচ্ছক্তি প্রথমে সদংশে সন্ধিনী অর্থাৎ সত্তাবিস্তারিণী, চিদংশে পূর্ণজ্ঞানরূপ সম্বিৎতত্ত্ব অর্থাৎ কৃষ্ণের স্বরূপতত্ত্ব, আনন্দাংশে হ্লাদিনী অর্থাৎ সেই স্বরূপতত্ত্বের আহ্লাদ-দায়িনী।

অনুভাষ্য

যুক্তম্, অন্তঃকৃষ্ণং বহির্গৌরং) চৈতন্যাখ্যং প্রকটং (প্রকটিত-বিগ্রহং) কৃষ্ণস্বরূপং নৌমি (প্রণমামি)।

৬০। শ্রীজীবপ্রভু প্রীতিসন্দর্ভে'—(৬৫ সংখ্যায়) "অথ শ্রুতৌ চ—'ভক্তিরেবৈনং নয়তি, ভক্তিরেবৈনং দর্শয়তি, ভক্তিবশঃ পুরুষঃ, ভক্তিরেব ভূয়সী' ইতি শ্রূয়তে। তস্মাদেবং বিবিচ্যতে—যা চৈবং ভগবন্তং স্বানন্দেন মদয়তি, সা কিংলক্ষণা স্যাৎ? ইতি। ন তাবৎ সাংখ্যানামিব প্রাকৃতসত্ত্বময়-মায়িকানন্দরূপা,—ভগবতো মায়ানভিভাব্যত্বশ্রুতেঃ, স্বতস্তৃপ্তত্বাচ্চ। ন চ নির্ব্বিশেষবাদিনামিব ভগবৎস্বরূপানন্দরূপা, অতিশয়ানুপপত্তেঃ। অতো নতরাং জীবস্য স্বরূপানন্দরূপা,—অত্যন্তক্ষুদ্রত্বাৎ তস্য। ততো 'হ্লাদিনী সন্ধিনী সম্বিত্ত্বয্যেকা সর্ব্বসংশ্রয়ে। হ্লাদতাপকরী মিশ্রা ত্বয়ি নো গুণবর্জ্জিতে।।' ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণানুসারেণ হ্লাদিন্যাখ্য-ত্বদীয়স্বরূপশক্ত্যানন্দ-রূপৈবেত্যবশিষ্যতে, যয়া খলু ভগবান্ স্বরূপানন্দবিশেষী ভবতি, যয়ৈব তং তমানন্দমন্যানপ্যনুভাবয়তীতি। অথ তস্যা অপি ভগবতি সদৈব বর্ত্তমানতয়াতিশয়ানুপপত্তেস্ত্বেবং বিবেচনীয়ং—শ্রুতার্থান্যথানুপপত্ত্যর্থাপত্তিপ্রমাণসিদ্ধত্বাৎ। তস্যা হ্লাদিন্যা এব কাপি সর্ব্বানন্দাতিশায়িনী বৃত্তির্নিত্যং ভক্তবৃন্দেষ্বেব নিক্ষিপ্যমাণা ভগবৎপ্রীত্যাখ্যয়া বর্ত্ততে। অতস্তদনুভবেন শ্রীভগবানপি শ্রীমদ্ভক্তেষু প্রীত্যতিশয়ং ভজত ইতি।"

বেদেও কথিত হইয়াছে যে, ভক্তিই ভগবানের নিকট ভক্তকে

অনুভাষ্য

লইয়া যান, ভক্তিই ভক্তকে ভগবদ্দর্শন করান, ভগবান্ ভক্তিবশ এবং ভক্তিরই বাহুল্য তথায় কথিত হইয়াছে। অতএব এইরূপ বিবেচিত হইতেছে —যে বস্তুশক্তি ভগবান্‌কে নিজ আনন্দদ্বারা উন্মত্ত করান, তাহার লক্ষণ কি? তদুত্তর এই,—শ্রুতিতে 'মায়া ভগবান্‌কে অতিক্রম করিতে পারে না' কথিত হওয়ায় এবং ভগবান্ স্বতঃতৃপ্ত বলিয়া সাংখ্যমতবাদিগণের সিদ্ধান্তানুসারে সেই বস্তুশক্তিকে প্রাকৃত সত্ত্বগুণময়ী মায়িকী আনন্দরূপা বলা যায় না। সেই বস্তুশক্তিকে নির্ব্বিশেষবাদিগণের ন্যায় ভগবৎস্বরূপানন্দরূপাও বলা যায় না, যেহেতু এই সিদ্ধান্ত পূর্ব্বাপর বিচারে বিশেষরূপে অসিদ্ধ। অতএব উহা জীবের স্বরূপানন্দরূপাও নহে, যেহেতু নিত্য হইলেও জীব অত্যন্ত ক্ষুদ্র। তজ্জন্য "হে ভগবন্, সর্ব্বাশ্রয় তোমাতে একমাত্র 'হ্লাদিনী' 'সন্ধিনী' ও 'সম্বিৎ শক্তিত্রয় অবস্থিত। গুণ-বর্জ্জিত তোমাতে আহ্লাদ ও ক্লেশমিশ্র ভাব নাই"—এই বিষ্ণুপুরাণ-বাক্যে তদীয় হ্লাদিনী-নাম্নী স্বরূপ-শক্তিই আনন্দরূপা, যেহেতু এই শক্তিদ্বারাই ভগবৎস্বরূপে আনন্দবিশেষ লক্ষিত হয় এবং ভগবান্ এই শক্তিদ্বারাই তত্তৎ আনন্দ অন্য ভক্তগণকে প্রদান করেন—ইহাই শেষ সিদ্ধান্ত। ভগবানে হ্লাদিনীশক্তি নিত্য বর্ত্তমান থাকায় নির্ব্বিশেষবাদীর উক্তরূপ সিদ্ধান্ত বিশেষরূপে পরিত্যজ্য—ইহাই জানিতে হইবে, যেহেতু শ্রুতির অর্থসমূহের অন্যরূপ অসঙ্গতি হইলে ফলান্তরের আশঙ্কা হয় অর্থাৎ বিষ্ণুপুরাণীয় উক্ত প্রমাণ বেদার্থসহ একরূপে সিদ্ধ বলিয়া নির্ব্বিশেষবাদিগণের ঐরূপ উক্তি বেদার্থের বিপর্য্যয়জনক এবং বেদার্থ-তাৎপর্য্যের বিষয়ীভূত নহে। সেই হ্লাদিনীরই সর্ব্বানন্দাতিশায়িনী কোন একবৃত্তি ভক্তবৃন্দে নিত্য প্রদত্ত হইলে উহা 'ভগবৎপ্রীতি' আখ্যা লাভ করে। শ্রীভগবান্‌ও সেই প্রীতি ভক্তে অনুভব করিয়া ভক্তগণের প্রতি অতিশয় প্রীতি প্রদর্শন করেন।

শ্রীভগবানে তিনপ্রকার শক্তি বিষ্ণুপুরাণে কথিত থাকায়, যে শক্তি ভগবানকে আনন্দ বিধান করেন, তাহা সাংখ্যের জড়ানন্দ বা নির্ব্বিশেষবাদীর শক্তি-শক্তিমৎতত্ত্বের পার্থক্যের অনভিজ্ঞতা-নিবন্ধন কেবল চিদেকানন্দ, এইরূপ নহে। হ্লাদিনী-শক্তিই ভগবানকে আনন্দ প্রদান করেন এবং ভগবান্ হ্লাদিনী-

অনুভাষ্য

শক্তিদ্বারা জীবকে তাঁহার নিজের প্রতি প্রীতিধর্ম্ম প্রদান করেন, আবার ভক্তের ভগবৎপ্রীতিতে বাধ্য হইয়া প্রীতি পুষ্ট করেন।

৬২। শ্রীজীবপ্রভু শ্রীভগবৎসন্দর্ভে (১০২ সংখ্যায়) "সদ্রূপত্বেন ব্যপদিশ্যমানো যয়া সত্তাং দধতি ধারয়তি চ সা সর্ব্বদেশ-কাল-দ্রব্যাদি-প্রাপ্তিকরী সন্ধিনী ; তথা সম্বিদ্রূপোঽপি যয়া সম্বেত্তি সম্বেদয়তি চ, সা সম্বিৎ ; তথা হ্লাদরূপোঽপি যয়া সম্বিদুৎকর্ষরূপয়া তং হ্লাদং সম্বেত্তি সম্বেদয়তি চ, সা হ্লাদিনীতি বিবেচনীয়ম্। তদেবং তস্যা মূলশক্তেস্ত্র্যাত্মকত্বে সিদ্ধে যেন স্বপ্রকাশতালক্ষণেন তদ্বৃত্তিবিশেষেণ স্বরূপং স্বয়ং স্বরূপশক্তির্বা বিশিষ্টং বাবির্ভবতি তদ্বিশুদ্ধসত্ত্বম্। তচ্চান্য-নিরপেক্ষস্তৎপ্রকাশ ইতি জ্ঞাপনজ্ঞানবৃত্তিকত্বাৎ সম্বিদেব। অস্য মায়য়া স্পর্শাভাবাৎ বিশুদ্ধত্বম্।" ✱✱ যতশ্চ সত্ত্বাৎ লোকো বৈকুণ্ঠাখ্যঃ প্রকাশতে। সত্ত্ব-শব্দেন স্বপ্রকাশতা-লক্ষণ-স্বরূপ-শক্তিবৃত্তিবিশেষ উচ্যতে। প্রকৃতিগুণঃ সত্ত্ব-মিত্যশুদ্ধসত্ত্ব-লক্ষণপ্রসিদ্ধ্যনুসারেণ তথাভূতশ্চিচ্ছক্তিবিশেষঃ সত্ত্বমিতি সঙ্গতিলাভাৎ। ততশ্চ তস্য স্বরূপ-শক্তিবৃত্তিত্বেন স্বরূপাত্মতৈবেত্যুক্তম্। প্রাকৃতাঃ সত্ত্বাদয়ো গুণা জীবস্যৈব ন ত্বীশস্যেতি শ্রূয়তে। যথৈকাদশে—"সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণা জীবস্য নৈব মে' ইতি। শ্রীবিষ্ণুপুরাণে চ—'সত্ত্বাদয়ো ন সন্তীশে যত্র ন প্রাকৃতা গুণাঃ। স শুদ্ধঃ সর্ব্বশুদ্ধেভ্যঃ পুমানাদ্যঃ প্রসীদতু।।' অত্র প্রাকৃতা ইতি বিশিষ্যাপ্রাকৃতাস্তন্যে গুণাস্তস্মিন্ সন্ত্যেবেতি ব্যঞ্জিতম্। তথা চ দশমে দেবেন্দ্রণোক্তম্—'বিশুদ্ধ-সত্ত্বং তব ধাম শান্তং তপোময়ং ধ্বস্তরজস্তমস্কম্। মায়াময়োঽয়ং গুণসম্প্রবাহে ন বিদ্যতে তে গ্রহণানুবন্ধঃ।।' প্রকৃতিগুণঃ সত্ত্বং, গোচরস্য বহুরূপত্বে রজঃ, বহুরূপস্য তিরোহিতত্বে তমঃ। তথা পরস্পরস্যোদাসীনত্বে সত্ত্বম্ ; উপকারিত্বে রজঃ ; অপকারিত্বে তমঃ।

অত্র চেদমেব বিশুদ্ধসত্ত্বং সন্ধিন্যংশপ্রধানং চেদাধারশক্তিঃ; সম্বিদংশপ্রধানমাত্মবিদ্যা, হ্লাদিনীসারাংশপ্রধানং গুহ্যবিদ্যা। যুগপৎ শক্তিত্রয়প্রধানং মূর্ত্তিঃ। অত্রাধারশক্ত্যা ভগবদ্ধাম প্রকাশতে।"

(অর্থাৎ) "সদ্রূপে প্রসিদ্ধ ভগবান্ যে শক্তিদ্বারা সত্তাকে ধারণ করেন ও করান, তাহা সকল দেশ-কাল-দ্রব্যাদি-প্রকাশিকা 'সন্ধিনী' ; (সেইরূপ সম্বিদ্রূপ হইয়াও ভগবান্) যে শক্তিদ্বারা স্বয়ং জানিতে এবং জানাইতে সমর্থ হন, তাহা 'সম্বিৎ' ; (তথা আনন্দরূপ হইয়াও ভগবান্) চিৎপ্রধানা যে শক্তিদ্বারা স্বয়ং আনন্দকে জানেন এবং অপরকে জানাইতে সমর্থ হন, তাহাকে 'হ্লাদিনী' বলিয়া বিবেচনা করিতে হইবে।

অতএব সেই মূল পরা শক্তির ত্রিরূপত্ব সিদ্ধ হইল ; উহার স্বতঃপ্রকাশ-লক্ষণময় যে বৃত্তিবিশেষদ্বারা ভগবান্ স্বয়ং, তাঁহার

অনুভাষ্য

স্বরূপশক্তি অথবা চিদ্বৈশিষ্ট্যাদির আবির্ভাব হয়, তাহাই 'বিশুদ্ধ-সত্ত্ব'। উহা অন্য-নিরপেক্ষ ও ভগবৎপ্রকাশ-স্বরূপ। স্বয়ং অনুভব ও অন্যকে অন্যকে করাইবার বৃত্তিদ্বয়ের বর্ত্তমানতাহেতু উহা সম্বিৎও বটে। মায়াস্পর্শ না থাকায় উহার বিশুদ্ধতা। এই বিশুদ্ধসত্ত্ব হইতে 'বৈকুণ্ঠ' নামক ধাম প্রকাশ পায়। এই 'বিশুদ্ধ-সত্ত্ব'-শব্দে স্বতঃপ্রকাশলক্ষণময় ভগবৎস্বরূপশক্তির বৃত্তি-বিশেষকে বলা হয়। প্রাকৃত সত্ত্বের অশুদ্ধতা-লক্ষণের প্রসিদ্ধি সঙ্গত হওয়ায় শুদ্ধসত্ত্ব বা সন্ধিনী—চিচ্ছক্তিবিশেষ। এই শুদ্ধ-সত্ত্ব স্বরূপশক্তির বৃত্তি বলিয়া ইহাও স্বরূপশক্ত্যাত্মক। প্রাকৃত সত্ত্বাদি গুণসমূহ যে জীবেরই, ঈশ্বরের নহে, তাহা শ্রুতি ও স্মৃতিতে কথিত আছে। যথা একাদশ-স্কন্ধে ভগবদুক্তি—"সত্ত্ব-রজস্তম এই গুণত্রয় মদ্‌বিমুখ জীবের সহিত সম্বন্ধযুক্ত, কখনই আমার সহিত সম্বন্ধযুক্ত নহে।" বিষ্ণুপুরাণেও কথিত আছে—"যাঁহাতে অপ্রাকৃত গুণসমূহ বিরাজমান, সেই ঈশ্বরে সত্ত্বাদি প্রাকৃত গুণ থাকে না, থাকিতে পারে না ; সেই নিখিল শুদ্ধ-বস্তুসমূহের মধ্যে অবিমিশ্র শুদ্ধবস্তু আদ্যপুরুষ ভগবান্ নারায়ণ প্রসন্ন হউন্।" এস্থলে 'প্রাকৃত' এই বিশেষণদ্বারা বিশেষ করিয়া তাঁহাতে (ভগবানে) যে তদিতর অপ্রাকৃত গুণসমূহ বর্ত্তমান, তাহা ব্যক্ত হইতেছে। দশমস্কন্ধে দেবরাজ ইন্দ্রের উক্তি,—'হে ভগবন! তোমার ধাম বিশুদ্ধ সত্ত্বময়, উহা শান্ত, তপস্যারূপ সেবাময় এবং রজস্তমোবিহীন ; এই মায়াময় গুণপ্রবাহ ও প্রাকৃত গুণের সংস্পর্শ বা গ্রহণাদি তোমার নাই।' অব্যক্তাবস্থায় সত্ত্ব-গুণ ; বাহ্য অভিব্যক্তি ও উৎপত্তিশীল বহু প্রকাশে রজোগুণ ; বহু প্রকাশের অভাবে তমোগুণ ; অর্থাৎ গুণত্রয় যেস্থানে পরস্পর শিথিল বা উদাসীন, তথায় সত্ত্বগুণ, যেস্থলে কার্য্যকারিতা বা ক্রিয়াশীলতা সে-স্থলে রজোগুণ এবং যেস্থলে ধ্বংস বা বিনাশভাব, তথায় তমোগুণ বর্ত্তমান।'

এইস্থলে বিশুদ্ধসত্ত্বই সন্ধিন্যংশপ্রধান হইলে আধারশক্তি; সম্বিদংশপ্রধান—আত্মবিদ্যা ; হ্লাদিনীশক্তি-সারাংশ-প্রধান—গুহ্যবিদ্যা (প্রেমভক্তি)। যুগপৎ ত্রিশক্তিপ্রধান—মূর্ত্তি বা বিগ্রহ। ঐ আধার-শক্তিদ্বারা ভগবদ্ধাম প্রকাশ পায়।"

পরতত্ত্ব—বাস্তব-বস্তুস্বরূপ এবং ত্রিশক্তিতে নিত্য-প্রকটিত। (সেই পরতত্ত্ব) শক্তিত্রয়ময়ী এক পরা অচিন্ত্যশক্তি হইতে বৈকুণ্ঠাদি স্বরূপবৈভব, তটস্থাখ্য চিদেকাত্ম শুদ্ধজীব, বহিরঙ্গ-বৈভব জড়াত্মপ্রধান এবং পূর্ণস্বরূপের সহিত চারিপ্রকারে নিত্য অবস্থান করেন। স্বরূপ এবং তদ্রূপবৈভব-শক্তি অন্তরঙ্গা-শক্তির স্বয়ংরূপ ও বৈভব-প্রকাশভেদে দুইপ্রকারে অবস্থিত। অঙ্গীর অন্তঃ অঙ্গে যে শক্তি বিরাজমানা, তাহাই 'অন্তরঙ্গা'। অন্তরঙ্গা-শক্তির

শ্রীবিষ্ণুপুরাণে (১।১২।৬৯) ধ্রুবের উক্তি—

হ্লাদিনী সন্ধিনী সম্বিত্ত্বয্যেকা সর্ব্বসংস্থিতৌ ।
হ্লাদতাপকরী মিশ্রা ত্বয়ি নো গুণবর্জ্জিতে ॥ ৬৩ ॥

সন্ধিনীর ভগবান্ ও তৎসেবোপকরণ-প্রাকট্য
বিধানরূপ সেবা ঃ—

সন্ধিনীর সার অংশ—'শুদ্ধসত্ত্ব' নাম ।
ভগবানের সত্তা হয় যাহাতে বিশ্রাম ॥ ৬৪ ॥

মাতা, পিতা, স্থান, গৃহ, শয্যাসন আর ।
এসব কৃষ্ণের শুদ্ধসত্ত্বের বিকার ॥ ৬৫ ॥

শ্রীমদ্ভাগবত (৪।৩।২৩)—

সত্ত্বং বিশুদ্ধং বসুদেব-শব্দিতং
যদীয়তে তত্র পুমানপাবৃতঃ ।
সত্ত্বে চ তস্মিন্ ভগবান্ বাসুদেবো
হ্যধোক্ষজো মে মনসা বিধীয়তে ॥ ৬৬ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৬৩। হে ভগবন্! সর্ব্বাশ্রয়, নির্গুণ যে তুমি, তোমাতে 'হ্লাদিনী', 'সন্ধিনী' ও 'সম্বিৎ' ত্রিবিধ ব্যাপারই চিন্ময়। মায়াবশ-যোগ্য চিৎকণ জীব মায়াবিষ্ট হইয়া মায়ার ত্রিগুণ আশ্রয় করত যে অবস্থা লাভ করিয়াছেন, তাহাতে শক্তি 'হ্লাদকরী', 'তাপকরী' ও 'মিশ্রা'—এই তিনপ্রকার ভাব পাইয়াছেন ; কিন্তু সর্ব্বগুণাতীত যে তুমি, তোমাতে ঐ শক্তি নির্ম্মলা ও নির্গুণস্বরূপে একাকারা।

৬৪-৬৫। সত্তাবিস্তারিণী সন্ধিনীশক্তির সারাংশের নাম 'শুদ্ধসত্ত্ব'। সত্ত্ব দুই প্রকার—মিশ্রসত্ত্ব ও শুদ্ধসত্ত্ব। বস্তুসত্তারই

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

নাম 'সত্ত্ব'। সন্ধিনীক্রিয়া ব্যতীত কোন সত্ত্বই হইতে পারে না। ভগবানের সত্তাপ্রকাশও সেই সন্ধিনীর কার্য্য। শুদ্ধচিত্তত্ত্বে সন্ধিনীর যে ক্রিয়া, তাহারই নাম 'শুদ্ধসত্ত্ব'। ভগবানের মাতা, পিতা, স্থান, গৃহ, শয্যা ও আসন প্রভৃতি কৃষ্ণের শুদ্ধসত্ত্বের বিকার অর্থাৎ বিশেষরূপ কার্য্য। এইস্থলে এই তত্ত্ব স্পষ্ট বুঝিবার জন্য আরও জানা উচিত যে, স্বরূপ অর্থাৎ চিচ্ছক্তিগত সন্ধিনী চিজ্জগতের সমস্ত সত্তা অর্থাৎ ভগবানের চিন্ময়স্বরূপ, ভগবানের দাস, দাসী, সঙ্গিনী, পিতা, মাতা প্রভৃতি সমস্ত চিন্ময়স্বরূপের সত্তা প্রকাশ করিয়াছেন ; মায়াশক্তিগত সন্ধিনী জড়জগতের সমস্ত ভৌতিক সত্তা বিস্তার করিয়াছেন এবং জীবশক্তিগত সন্ধিনী জীবের চিৎকণরূপ সত্তা বিস্তার করিয়াছেন।

৬৬। শ্রীমহাদেব বলিয়াছেন,—ভগবানের স্বরূপশক্তিগত সন্ধিনী-প্রভাব হইতেই শুদ্ধসত্ত্বরূপ যে নিত্যতত্ত্ব আছে, তাহারই

অনুভাষ্য

শক্তিমত্তত্ত্ব স্বয়ংরূপ ভগবান্ স্বীয় বৈকুণ্ঠাদি স্বরূপবৈভব প্রকাশ করেন। ভগবানের বাহ্য অঙ্গ—'প্রধান' ও প্রাকৃত দ্রব্যসমূহ। এই বহিরঙ্গা শক্তি প্রাকৃত জগতে ব্রহ্মা হইতে আরম্ভ করিয়া স্থাণু-প্রস্তরাদি দেহে তটস্থাশক্তি-পরিণত জীবকে আবৃত করিয়া লঘু-গুরু ভাবে বর্ত্তমান থাকে।

স্বরূপশক্তি ত্রিবিধ বিভাগে পরিলক্ষিত হন। সেইগুলিকে অংশিনী স্বরূপশক্তির অংশ বলা হইয়াছে। শক্তির নিত্য বর্ত্তমানতা বা সদংশ অর্থাৎ কালাদিদ্বারা ক্ষোভ্য হইবার অযোগ্যতা 'সন্ধিনী' নামে পরিচিত। জ্ঞাতৃত্ব বা চিদংশ নিত্য আনন্দ হইতে বিশেষত্ব-যুক্ত হইয়া অদ্বয়জ্ঞান 'সম্বিদ্' নামে পরিচিত অর্থাৎ যাহাতে কৃষ্ণের স্বতঃকর্তৃত্ব পূর্ণ চিদ্ধর্ম্মে পরিচিত, তাহাই সম্বিচ্ছক্তি' নামে প্রসিদ্ধ। অংশিনীর যে অংশ সচ্চিৎ হইতে বিশেষত্ব রক্ষা করেন, উহাই আনন্দময়ী শক্তি। বিশেষত্ব-বর্ণনে ত্রিবিধশক্তির বিভিন্ন পরিচয় থাকিলেও এই অংশত্রয় স্বরূপ-শক্তিতেই অবস্থিত ; আবার তটস্থা ও বহিরঙ্গাশক্তিতে এই শক্তিত্রয়ের বিভিন্ন অধিষ্ঠান পরিলক্ষিত হয়। বহিরঙ্গা-শক্তিতে ত্রিগুণ ও তটস্থাখ্যশক্তির বদ্ধজীবাংশে ঐ ত্রিগুণের ক্রিয়া এবং মুক্তজীবাংশে সচ্চিদানন্দের আশ্রয়জাতীয়ত্বে সেবনবৃত্তিতে সেব্যের উপযোগী শক্ত্যংশ বিরাজমান।

৬৩। [হে ভগবন্!] একা (মুখ্যা অব্যভিচারিণী স্বরূপভূতা শক্তিঃ) হ্লাদিনী (আহ্লাদকারী) সন্ধিনী (সন্ততা) সম্বিৎ (বিদ্যা-শক্তিঃ) সর্ব্বসংস্থিতৌ (সর্ব্বেষাং সম্যক্ স্থিতির্যস্মাৎ তস্মিন্

অনুভাষ্য

সর্ব্বাধিষ্ঠানভূতে) ত্বয়ি এব [ন তু জীবেষু। তত্র চ যা গুণময়ী ত্রিবিধা সা ত্বয়ি নাস্তি] ; হ্লাদতাপকরী মিশ্রা (হ্লাদকরী মনঃপ্রসাদোত্থা সাত্ত্বিকী, বিষয়বিয়োগাদিষু তাপকরী তামসী, তদুভয়মিশ্রা বিষয়জন্যা রাজসী) গুণবর্জ্জিতে (প্রাকৃত-সত্ত্বাদি-গুণৈঃ বর্জ্জিতে) ত্বয়ি (ভগবতি) ন [পরন্তু জীবেষু এব। অত্র ক্রমাদুৎকর্ষেণ সন্ধিনীসম্বিৎহ্লাদিন্যো জ্ঞেয়াঃ]।

এই শ্লোকের এবং ভাঃ ১।৭।৬ শ্লোকের টীকায় শ্রীধরস্বামী শ্রীবিষ্ণুস্বামিকর্তৃক কথিত (নিম্নলিখিত) এই শ্লোককে 'সর্ব্বজ্ঞ সূক্ত'-বচন বলিয়া উদ্ধার করিয়াছেন,—'হ্লাদিন্যা সংবিদাশ্লিষ্টঃ সচ্চিদানন্দ ঈশ্বরঃ। স্বাবিদ্যা-সংবৃতো জীবঃ সংক্লেশনিকরাকরঃ।।'

৬৪। কৃষ্ণের মাতা-পিতা, স্থান-গৃহাদি শুদ্ধসত্ত্বের পরিণতি। পরিণত শুদ্ধসত্ত্বে ভগবানের স্বরূপ শুদ্ধসত্ত্বাত্মকরূপে পরিদৃষ্ট হয়। কৃষ্ণের আকরস্থল যে শুদ্ধসত্ত্ব, তাহাতে কৃষ্ণোৎপত্তির স্বরূপ দেখা গেলেও কৃষ্ণ বসুদেবাত্মক শুদ্ধসত্ত্বমাত্র নহেন, তিনি অদ্বয়জ্ঞান সম্বিৎসার ভগবজ্জ্ঞানের নিত্যাধিষ্ঠাতা দেব। আশ্রয়-জাতীয় কৃষ্ণসম্বন্ধ-বিশিষ্ট বস্তুগুলি শুদ্ধসত্ত্বাত্মক বলিয়া তাহাতে কৃষ্ণের সম্বন্ধ সেবোন্মুখচিত্তে তাহারা দেখিতে পান ; বস্তুতঃ ভগবান্ চিৎস্বরূপ।

সম্বিৎশক্তিদ্বারা শ্রীকৃষ্ণে অদ্বয়তত্ত্ব ভগবজ্জ্ঞান ঃ—

কৃষ্ণে ভগবত্তা-জ্ঞান—সম্বিতের সার ।
ব্রহ্ম-জ্ঞানাদিক সব তার পরিবার ॥ ৬৭ ॥

হ্লাদিনীর বিভাগ তথা বিবিধ চিদ্‌বিকার ; সেই বিকারক্রমে কৃষ্ণপ্রণয়-পরাকাষ্ঠা মহাভাব-স্বরূপই শ্রীরাধা ঃ—

হ্লাদিনীর সার 'প্রেম', প্রেমসার 'ভাব' ।
ভাবের পরমকাষ্ঠা, নাম—'মহাভাব' ॥ ৬৮ ॥

মহাভাবস্বরূপা শ্রীরাধা-ঠাকুরাণী ।
সর্ব্বগুণখনি কৃষ্ণকান্তাশিরোমণি ॥ ৬৯ ॥

উজ্জ্বলনীলমণিতে শ্রীরাধা-প্রকরণে (২)—

তয়োরপ্যুভয়োর্মধ্যে রাধিকা সর্ব্বথাধিকা ।
মহাভাবস্বরূপেয়ং গুণৈরতিবরীয়সী ॥ ৭০ ॥

কৃষ্ণপ্রেম-ভাবিত যাঁর চিত্তেন্দ্রিয়-কায় ।
কৃষ্ণ-নিজশক্তি রাধা, ক্রীড়ার সহায় ॥ ৭১ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

নাম 'বসুদেব'। সেই শুদ্ধসত্ত্বে চৈতন্যস্বরূপ ভগবান্ নিত্যপ্রকাশ লাভ করিয়াছেন ; তাঁহারই নাম 'বাসুদেব'। তিনি জড়ীয় ও মায়িক—সমস্ত ইন্দ্রিয়ের অতীত। ভক্তিপূতচিত্তে আমি তাঁহাতে প্রণাম বিধান করি। তাৎপর্য্য এই,—কৃষ্ণস্বরূপ ইত্যাদি তাঁহার স্বরূপশক্তি-গত সন্ধিনীর নিত্যকার্য্য।

৬৭। সম্বিৎক্রিয়ার নাম 'জ্ঞান'। দ্রষ্টা দুই জন—কৃষ্ণ ও জীব। কৃষ্ণের দর্শন পূর্ণজ্ঞানমূলক বলিয়া তাঁহার সম্বেদন-কার্য্যে অন্তর নাই, অতএব তাঁহার জ্ঞানকে 'ঈক্ষণ-মাত্র' বলা যায়। জীবের দর্শনে অনেক অন্তর আছে, অতএব তাহার দর্শনকে 'সংবেদনস্বরূপজ্ঞান' বলি। সেই জ্ঞান ত্রিবিধ—সাক্ষাজ্জ্ঞান, ব্যতিরেক জ্ঞান ও বিকৃতজ্ঞান। জড়বিষয়ে জীবের জড়েন্দ্রিয়দ্বারা যে জ্ঞান, তাহা কখনই নির্ম্মল নয়, সুতরাং বিকৃত ; তাহা মায়া-শক্তিগত সম্বিতের বিকৃতিময়-ক্রিয়া। জড়ব্যতিরেক নির্ব্বিশেষ-জ্ঞান জড়জ্ঞানের সম্বন্ধাশ্রিত হওয়ায় তাহা ক্ষুদ্র, তাহা কেবল জীবগত-সম্বিচ্ছক্তির কার্য্য, অতএব অসম্পূর্ণ। এইসকল জ্ঞানের নাম 'ব্রহ্মজ্ঞান', 'আত্মজ্ঞান', 'নির্ব্বিশেষজ্ঞান', 'অভেদজ্ঞান' ইত্যাদি। চিদ্‌গত-সম্বিচ্ছক্তি যখন হ্লাদিনীর সহিত যুক্ত হইয়া জীবে কৃপা করেন, তখন কৃষ্ণে ভগবত্তা-জ্ঞান জন্মে ; অতএব তাহাই সম্বিতের সার। ব্রহ্মজ্ঞান ও বিষয়জ্ঞান তাহার পরিবার অর্থাৎ অবস্থা-ভেদে আবরণমাত্র।

অনুভাষ্য

৬৬। পিতা দক্ষের গৃহে যজ্ঞদর্শনার্থ গমনোন্মুখী সতীর প্রতি কর্ম্মজড় দক্ষকে বিষ্ণুবিমুখ জানিয়া মহাদেবের উক্তি,—

বিশুদ্ধং (স্বরূপশক্তিবৃত্তিত্বাৎ জাড্যাংশেন রহিতং) সত্ত্বং (চিচ্ছক্তিবৃত্তিময়ম্ অপ্রাকৃতং) বসুদেব-শব্দিতং (বসত্যস্মিন্নিতি বসুঃ তথা দীব্যতি দ্যোততে ইতি দেবঃ, স চাসৌ স চেতি) যৎ (যস্মাৎ) তত্র (সত্ত্বে) পুমান্ (পুরুষঃ) অপাবৃতঃ (আবরণশূন্যঃ সন্) ঈয়তে (প্রকাশতে)। তস্মিন্ সত্ত্বে অধোক্ষজঃ (অধঃকৃতম্ অতিক্রান্তম্ অক্ষজম্ ইন্দ্রিয়জজ্ঞানং যেন সঃ) ভগবান্ বাসুদেবঃ (বসুদেবে ভবতি প্রতীয়তে ইতি বাসুদেবঃ পরমেশ্বরঃ প্রসিদ্ধঃ,

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৬৮-৬৯। হ্লাদিনীর ক্রিয়ার নাম 'প্রেম'। সেই প্রেম দুই প্রকার অর্থাৎ শুদ্ধপ্রেম ও মিশ্রপ্রেম। কৃষ্ণগত হ্লাদিনীশক্তি কৃষ্ণকে আনন্দপ্রদান করিয়া যখন শুদ্ধ সম্বিতের সহিত একত্রে জীবকে কৃপা করেন, তখনই জীবের 'কৃষ্ণপ্রেম' হয়। জীবগত হ্লাদিনীর বিকার যখন মায়াশক্তিদ্বারা জীবকে আকর্ষণ করে, তখনই জীব বিষয়প্রেমে মত্ত হইয়া কৃষ্ণপ্রেম হইতে বঞ্চিত হয়, সুতরাং সুখ-দুঃখের বশীভূত হইয়া পড়ে। জীবগণের প্রেমা-দর্শ ব্রজের গোপীমণ্ডলী ; তাঁহাদের মধ্যে শ্রীরাধা সর্ব্বাধিকা। চিৎস্বরূপগত হ্লাদিনীর সার যে 'প্রেম' এবং প্রেমের সার যে 'ভাব', আবার সেই ভাবের পরাকাষ্ঠা যে 'মহাভাব', তাহাই শ্রীমতী রাধিকা ঠাকুরাণী। তিনিই সর্ব্বগুণের আকর, আর কৃষ্ণকান্তাদিগের শিরোমণি।

৭০। ব্রজবিলাসিনী গোপীগণের মধ্যে চন্দ্রাবলী এবং রাধিকা শ্রেষ্ঠা ; আবার, সেই দুইয়ের মধ্যে শ্রীমতী রাধিকা সর্ব্বপ্রকারে শ্রেষ্ঠা। তিনি মহাভাবস্বরূপা, তাঁহার তুল্য গুণ আর কোন গোপীকারই নাই।

৭১। শ্রীমতী রাধিকা চিন্ময়ী—জড়গত জীবের ন্যায় তাঁহার জড়েন্দ্রিয়, জড়দেহ ও লিঙ্গদেহরূপ চিত্ত নাই। তাঁহার চিন্ময়-

অনুভাষ্য

বাসয়তি দেবমিতি ব্যুৎপত্ত্যা) মে (ময়া) মনসা বিধীয়তে (বিশেষেণ চিন্ত্যতে)।

শ্রীজীবপ্রভু (ভগবৎসন্দর্ভের ১০২ সংখ্যায়)—"অথ মূর্ত্ত্যা পরতত্ত্বাত্মকঃ শ্রীবিগ্রহঃ প্রকাশতে ; ইয়মেব বাসুদেবাখ্যা।" পরবর্ত্তী শেষাংশে এবং শ্রীমদ্ভাগবতে এই শ্লোকের গৌড়ীয় ভাষ্য দ্রষ্টব্য।

৭০। তয়োঃ (শ্রীরাধাচন্দ্রাবল্যোঃ) উভয়োঃ অপি মধ্যে রাধিকা সর্ব্বথাধিকা (সর্ব্বপ্রকারেণ অধিকা শ্রেষ্ঠা)। ইয়ং (শ্রীরাধিকা) মহাভাবস্বরূপা (মাদনাখ্যমহাভাববিশিষ্টা অষ্টভাব-সমন্বিতবিগ্রহা) গুণৈঃ (পঞ্চবিংশতি সংখ্যকৈঃ) অতি বরীয়সী (সর্ব্বশ্রেষ্ঠা)।

গোলোকে গোপীর সহিত নিত্য রসবিলাসী গোবিন্দ ঃ—

ব্রহ্মসংহিতা (৫।৩৭)—

আনন্দচিন্ময়রসপ্রতিভাবিতাভি-
স্তাভির্য এব নিজরূপতয়া কলাভিঃ।
গোলোক এব নিবসত্যখিলাত্মভূতো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ৭২ ॥

কৃষ্ণেরে করায় যৈছে রস আস্বাদন।
ক্রীড়ার সহায় যৈছে, শুন বিবরণ ॥ ৭৩ ॥

ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যগত মধুররতিতে ত্রিবিধা কৃষ্ণকান্তা ঃ—

কৃষ্ণকান্তাগণ দেখি ত্রিবিধ প্রকার।
এক লক্ষ্মীগণ, পুরে মহিষীগণ আর ॥ ৭৪ ॥
ব্রজাঙ্গনারূপ আর—কান্তাগণ-সার।
শ্রীরাধিকা হৈতে কান্তাগণের বিস্তার ॥ ৭৫ ॥

সব কৃষ্ণকান্তাই অংশিনী রাধার অংশ ঃ—

অবতারী কৃষ্ণ যৈছে করে অবতার।
অংশিনী রাধা হৈতে তিন গণের বিস্তার ॥ ৭৬ ॥
বৈভবগণ যেন তাঁর অঙ্গ-বিভূতি।
বিম্ব-প্রতিবিম্ব-রূপ মহিষীর ততি ॥ ৭৭ ॥

দ্বারকায় মহিষীগণ এবং নারায়ণ-বাসুদেবাদি লক্ষ্মীগণ ঃ—

লক্ষ্মীগণ তাঁর বৈভব-বিলাসাংশরূপ।
মহিষীগণ প্রাভব-প্রকাশস্বরূপ ॥ ৭৮ ॥

ললিতাদি ব্রজাঙ্গনাগণ কায়ব্যূহ ঃ—

আকার-স্বরূপ-ভেদে ব্রজদেবীগণ।
কায়ব্যূহরূপ তাঁর রসের কারণ ॥ ৭৯ ॥

রসের বর্দ্ধন ও চমৎকারিতার জন্য একই হ্লাদিনীর বহু প্রকাশ ঃ—

বহু কান্তা বিনা নহে রসের উল্লাস।
লীলার সহায় লাগি' বহুত' প্রকাশ ॥ ৮০ ॥

তন্মধ্যে ব্রজবিলাসই কৃষ্ণপ্রীতির শ্রেষ্ঠ চমৎকারিতা ঃ—

তার মধ্যে ব্রজে নানা ভাব-রস-ভেদে।
কৃষ্ণকে করায় রাসাদিক-লীলাস্বাদে ॥ ৮১ ॥

শ্রীরাধিকার পঞ্চনাম ঃ—

গোবিন্দানন্দিনী, রাধা, গোবিন্দমোহিনী।
গোবিন্দসর্ব্বস্ব, সর্ব্বকান্তা-শিরোমণি ॥ ৮২ ॥

বৃহদ্গৌতমীয়তন্ত্র ঃ—

দেবী কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা পরদেবতা।
সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী সর্ব্বকান্তিঃ সম্মোহিনী পরা ॥ ৮৩ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

স্বরূপে শুদ্ধ-চিন্ময়চিত্ত, চিন্ময়-ইন্দ্রিয় ও চিন্ময়-শরীর আছে। তাঁহার চিত্তেন্দ্রিয়কায় কৃষ্ণপ্রেমকর্ত্তৃক পরিভাবিত। তিনি কৃষ্ণের নিজশক্তি, অতএব তাঁহার একমাত্র ক্রীড়ার সহায়। শক্তিমৎতত্ত্ব কৃষ্ণ, শক্তি হইতে পৃথক্ হইলে কোন ক্রীড়া করিতে পারেন না। স্বরূপশক্তির সন্ধিনী শ্রীকৃষ্ণের চিন্ময় কলেবরকে প্রকট করিয়াছেন। সেই কলেবরে যখন কৃষ্ণ ক্রীড়া করেন, তখন শ্রীমতীর সহায়তা ব্যতীত আর কি করিবেন? অতএব রাধিকাই কৃষ্ণের ক্রীড়ার একমাত্র সহায়।

৭২। আনন্দচিন্ময়রসদ্বারা প্রতিভাবিত যে গোপীসকল, তাঁহাদের সহিত স্ব-স্বরূপে অখিলাত্মভূত আদিপুরুষ গোবিন্দ গোলোকে নিত্য নিবাস করেন, তাঁহাকে আমি ভজনা করি।

অনুভাষ্য

৭২। অখিলাত্মভূতঃ (গোকুলবাসিনাং প্রিয়বর্গাণাম্ আত্মভূতঃ) সঃ এব আনন্দচিন্ময়রসপ্রতিভাবিতাভিঃ (আনন্দচিন্ময়াত্মকেন রসেন প্রতিক্ষণং ভাবিতাভিঃ) নিজরূপতয়া (স্ব-স্বরূপতয়া প্রসিদ্ধাভিঃ) কলাভিঃ (হ্লাদিনীশক্তিরূপাভিঃ) তাভিঃ (ব্রজসুন্দরীভিঃ সহ) গোলোকে এব নিবসতি, তমাদিপুরুষং গোবিন্দমহং ভজামি।

৭৭। 'বৈভবগণ যেন তাঁর অঙ্গ বিভূতি'—এই পাঠের পরিবর্ত্তে 'লক্ষ্মীগণ হন তাঁর অংশবিভূতি' এই পাঠও দেখা যায়।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৭৫। আর—অন্যপ্রকার, তৃতীয়প্রকার অর্থাৎ ব্রজাঙ্গনাগণ, ইহারা সর্ব্বপ্রকার কান্তাগণের সার অর্থাৎ শ্রেষ্ঠা।

৭৬-৮১। অবতারিস্বরূপ কৃষ্ণ যেরূপ পুরুষাদি অবতারগণকে বিস্তার করেন, তদ্রূপ শ্রীমতী রাধিকা সমস্ত কান্তাগণের অংশিনী অর্থাৎ তাঁহার অংশ হইতে লক্ষ্মীগণ, মহিষীগণ ও ব্রজাঙ্গনাগণ বিস্তৃত হইয়াছেন। সেইসকল কান্তাগণ তাঁহার অঙ্গবিভূতিরূপে বৈভবগণমধ্যে পরিগণিত। বিম্ব-প্রতিবিম্বরূপে মহিষীগণের বিস্তৃতি। ইহার মধ্যে বিচার এই যে, লক্ষ্মীগণ রাধিকার বৈভব-বিলাসাংশরূপ এবং মহিষীগণ তাঁহার প্রাভব-প্রকাশস্বরূপ। ব্রজদেবীগণ তাঁহার নিজের কায়ব্যূহ-রূপ আকার ও স্বরূপ-প্রভেদে রসের কারণ হইয়াছেন। বহু কান্তা বিনা রসের উল্লাস হয় না, এই জন্য লীলার সহায়স্বরূপ এইরূপ অনেক 'প্রকাশ' তাঁহার দেখা যায়; তন্মধ্যে ব্রজরস সর্ব্বাধিক। নানাভাব-রসভেদে কৃষ্ণকে তথায় তিনি রাসাদি-লীলার আস্বাদন করান।

৮৩। পরদেবতা রাধিকাদেবী 'সাক্ষাৎকৃষ্ণময়ী', 'সর্ব্বলক্ষ্মী-

অনুভাষ্য

৭৯। 'স্বরূপ'-শব্দের পরিবর্ত্তে পাঠান্তরে 'স্বভাব'-শব্দ আছে।

৮২। ইহাই শ্রীরাধার পঞ্চনাম।

৮৩। রাধিকা (আরাধয়তি যা সা), দেবী (দ্যোততে ইতি) কৃষ্ণময়ী (কৃষ্ণাভিন্না কৃষ্ণস্ফূর্ত্তিমতী), পরদেবতা (পরমপূজ্যা).

শ্লোকার্থ—(১) সৌন্দর্য্য বা বিলাসের আধার ঃ—

'দেবী' কহি দ্যোতমানা, পরমা সুন্দরী।
কিম্বা, কৃষ্ণপূজা-ক্রীড়ার বসতি নগরী ॥ ৮৪ ॥

(২) কৃষ্ণে একান্ত তন্ময়তা ঃ—

কৃষ্ণময়ী—কৃষ্ণ যার ভিতরে বাহিরে।
যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে, তাঁহা কৃষ্ণ স্ফুরে ॥ ৮৫ ॥

কৃষ্ণ-সহ অভেদাত্মতা ঃ—

কিম্বা, প্রেমরসময় কৃষ্ণের স্বরূপ।
তাঁর শক্তি তাঁর সহ হয় একরূপ ॥ ৮৬ ॥

(৩) কৃষ্ণবাঞ্ছাপূরণরূপ কৃষ্ণারাধনহেতু 'রাধা'-সংজ্ঞা ঃ—

কৃষ্ণবাঞ্ছা-পূর্ত্তিরূপ করে আরাধনে।
অতএব 'রাধিকা'-নাম পুরাণে বাখানে ॥ ৮৭ ॥

ভাগবতে রাধানামের সঙ্কেত ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবত (১০।৩।২৮)—

অনয়ারাধিতো নূনং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ।
যন্নো বিহায় গোবিন্দঃ প্রীতো যামনয়দ্রহঃ ॥ ৮৮ ॥

(৪) কৃষ্ণাকর্ষিণী বলিয়া সর্ব্বশ্রেষ্ঠা, সমগ্র ভক্ত ও ভক্তির পোষিকা ও মূল আকর ঃ—

অতএব সর্ব্বপূজ্যা, পরম-দেবতা।
সর্ব্বপালিকা, সর্ব্ব জগতের মাতা ॥ ৮৯ ॥

(৫) যাবতীয় কৃষ্ণকান্তার অংশিনী ঃ—

'সর্ব্বলক্ষ্মী'-শব্দ পূর্ব্বে করিয়াছি ব্যাখ্যান।
সর্ব্বলক্ষ্মীগণের তিঁহো হন অধিষ্ঠান ॥ ৯০ ॥

কৃষ্ণের যাবতীয় ঐশ্বরী শক্তির মূল-আশ্রয়স্বরূপা ঃ—

কিম্বা, 'সর্ব্বলক্ষ্মী'—কৃষ্ণের ষড়্‌বিধ ঐশ্বর্য্য।
তাঁর অধিষ্ঠাত্রী শক্তি—সর্ব্বশক্তিবর্য্য ॥ ৯১ ॥

(৬) সকল শোভার মূল আকরস্বরূপা ঃ—

সর্ব্ব-সৌন্দর্য্য-কান্তি বৈসয়ে যাঁহাতে।
সর্ব্বলক্ষ্মীগণের শোভা হয় যাঁহা হৈতে ॥ ৯২ ॥

কৃষ্ণেচ্ছাপূর্ত্তিময়ী ঃ—

কিংবা 'কান্তি'-শব্দে কৃষ্ণের সব ইচ্ছা কহে।
কৃষ্ণের সকল বাঞ্ছা রাধাতেই রহে ॥ ৯৩ ॥
রাধিকা করেন কৃষ্ণের বাঞ্ছিত পূরণ।
'সর্ব্বকান্তি'-শব্দের এই অর্থ বিবরণ ॥ ৯৪ ॥

(৭) ভুবনমোহন-মনোমোহিনী ঃ—

জগৎমোহন কৃষ্ণ, তাঁহার মোহিনী।
অতএব সমস্তের পরা ঠাকুরাণী ॥ ৯৫ ॥

পূর্ণচন্দ্র কৃষ্ণের পূর্ণিমাস্বরূপিণী ঃ—

রাধা—পূর্ণশক্তি, কৃষ্ণ—পূর্ণশক্তিমান্।
দুই বস্তু ভেদ নাহি, শাস্ত্র-পরমাণ ॥ ৯৬ ॥

রাধাকৃষ্ণের পরস্পর অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ ঃ—

মৃগমদ, তার গন্ধ—যৈছে অবিচ্ছেদ।
অগ্নি, জ্বালাতে—যৈছে কভু নাহি ভেদ ॥ ৯৭ ॥

একস্বরূপ হইয়াও আস্বাদক ও আস্বাদিতরূপে দুই দেহ ঃ—

রাধাকৃষ্ণ ঐছে সদা একই স্বরূপ।
লীলারস আস্বাদিতে ধরে দুই রূপ ॥ ৯৮ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

ময়ী', 'সর্ব্বকান্তি', 'কৃষ্ণসম্মোহিনী' ও 'পরাশক্তি' বলিয়া কথিত হইয়াছেন।

৮৪-৮৭। দ্যুতিবিশিষ্টা পরমা সুন্দরী বলিয়া, কিম্বা কৃষ্ণ-পূজারূপ যে ক্রীড়া, তাহার বসতিস্থান বলিয়া তিনি 'দেবী'। 'কৃষ্ণময়ী'-শব্দের দুই অর্থ—এক অর্থ এই, যাঁহার ভিতরে-বাহিরে কৃষ্ণ এবং যেখানে যেখানে তাঁহার দৃষ্টি পড়ে, সেইখানেই কৃষ্ণ স্ফূর্ত্তি হয়; অথবা কৃষ্ণের স্বরূপ প্রেমরসময়, তাঁহার শক্তি তাঁহার সহিত একই তত্ত্ব—ইহাই 'কৃষ্ণময়ী'-শব্দের দ্বিতীয় অর্থ। কৃষ্ণের বাঞ্ছাপূরণরূপ আরাধন-কার্য্য হইতে তাঁহার 'রাধিকা' নাম উক্ত হইয়াছে।

৮৮। হে সহচরি! আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ যাঁহাকে নিভৃতে লইয়া গেলেন, তিনিই ঈশ্বর-হরিকে অবশ্যই অধিক আরাধনা করিয়াছেন। গূঢ় অর্থ এই যে, তিনি কৃষ্ণকান্তা-গণের শিরোমণি বলিয়া তাঁহার নাম 'রাধিকা' হইয়াছে।

৯০-৯১। সর্ব্বলক্ষ্মীগণের রাধিকা আশ্রয়স্বরূপা; অথবা 'সর্ব্বলক্ষ্মী'-শব্দে কৃষ্ণের ষড়্‌বিধ ঐশ্বর্য্য; তিনিই কৃষ্ণের অধিষ্ঠাত্রী শক্তি।

৯৫। 'অতএব সমস্তের পরা ঠাকুরাণী' এই পর্য্যন্ত 'দেবী কৃষ্ণময়ী' শ্লোকের প্রত্যেক পদের অর্থ বিচারিত হইল।

৯৭। মৃগমদ ও তাহার গন্ধ পৃথক্ দুই বস্তু হইয়াও তাহারা যেরূপ অবিচ্ছেদ্য, অগ্নি ও অগ্নিজ্বালা পৃথক্ বস্তু হইয়াও যেরূপ

অনুভাষ্য

সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী (লক্ষ্মীগণনাং মূলাধিষ্ঠাত্রী), সর্ব্বকান্তিঃ (সর্ব্বাঃ কান্তয়ঃ শোভাঃ যস্যাং সা) সম্মোহিনী (শ্রীকৃষ্ণং সম্মোহয়িতুং শীলং যস্যাঃ সা) পরা প্রোক্তা (কথিতা)।

৮৮। রাসলীলাস্থলী হইতে শ্রীরাধা ও শ্রীগোবিন্দ, উভয়ে চলিয়া গেলে পর গোপীগণের উক্তি,—

অনয়া (রাধয়া) নূনং (নিশ্চিতং) ঈশ্বরঃ (ভক্তাভীষ্টপ্রদাতা) ভগবান্ হরিঃ আরাধিতঃ (আরাধ্য বশীকৃতঃ, ন তু অস্মাভিঃ ব্রজবধূভিঃ); যৎ (যস্মাৎ) গোবিন্দঃ প্রীতঃ (প্রীতিযুক্তঃ সন্)

শ্রীরাধার কৃষ্ণপ্রেম বিলাইতে রাধার ভাব ও রূপ লইয়া কৃষ্ণের গৌরাবতার ঃ—

প্রেমভক্তি শিখাইতে আপনে অবতরি।
রাধা-ভাব-কান্তি দুই অঙ্গীকার করি'॥ ৯৯॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে কৈল অবতার।
এই ত' পঞ্চম শ্লোকের অর্থ পরচার॥ ১০০॥

আদি ১৪ শ্লোকের মধ্যে ৬ষ্ঠ শ্লোক-ব্যাখ্যারম্ভ ঃ—

ষষ্ঠ শ্লোকের অর্থ করিতে প্রকাশ।
প্রথমে কহিয়ে সেই শ্লোকের আভাস॥ ১০১॥

পূর্ব্বাভাস ; নামসঙ্কীর্ত্তন-প্রবর্ত্তন গৌরাবতারের বাহ্যহেতু ঃ—

অবতরি' প্রভু প্রচারিল সঙ্কীর্ত্তন।
এহো বাহ্য হেতু, পূর্ব্বে করিয়াছি সূচন॥ ১০২॥

মুখ্য ও গূঢ় কারণ—উহা স্বয়ংকৃষ্ণের নিজকার্য্য এবং একমাত্র শ্রীদামোদরস্বরূপের বিজ্ঞাত ঃ—

অবতারের আর এক আছে মুখ্য বীজ।
রসিকশেখর কৃষ্ণের সেই কার্য্য নিজ॥ ১০৩॥
অতি গূঢ় হেতু সেই ত্রিবিধ প্রকার।
দামোদরস্বরূপ হৈতে যাহার প্রচার॥ ১০৪॥
স্বরূপ-গোসাঞি—প্রভুর অতি অন্তরঙ্গ।
তাহাতে জানেন প্রভুর এসব প্রসঙ্গ॥ ১০৫॥

রাধার মহাভাবে মগ্ন গৌরসুন্দর ঃ—

রাধিকার ভাবমূর্ত্তি প্রভুর অন্তর।
সেইভাবে সুখ-দুঃখ উঠে নিরন্তর॥ ১০৬॥
শেষলীলায় প্রভুর কৃষ্ণবিরহ-উন্মাদ।
ভ্রমময় চেষ্টা, আর প্রলাপময় বাদ॥ ১০৭॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

অবিচ্ছেদ্য, তদ্রূপ রাধা ও কৃষ্ণ লীলারসাস্বাদনে নিত্য পৃথক্ হইয়াও একই স্বরূপ।

৯৯। রাধিকার ভাব ও কান্তি অর্থাৎ বর্ণ-সৌন্দর্য্য নিজে গ্রহণ করিয়া।

অনুভাষ্য

নঃ (অস্মান্) বিহায় (বিশেষেণ ত্যক্ত্বা) যাং (রাধাং) রহঃ (নির্জ্জনে প্রদেশে) অনয়ৎ।

১০৫। শ্রীপুরুষোত্তম ভট্টাচার্য্য নবদ্বীপবাসী। তিনি মহাপ্রভুর সন্ন্যাসের পূর্ব্বেই স্বয়ং সন্ন্যাসগ্রহণের অভিলাষে বারাণসীতে গিয়া দশনামী দণ্ডিদলের মধ্যে ব্রহ্মচারী হন। তাহাতে তাঁহার নাম 'শ্রীদামোদরস্বরূপ' হয়, পরে সন্ন্যাসের পূর্ণাঙ্গতার জন্য অপেক্ষা না করিয়া শ্রীমহাপ্রভুর পদকমলে আজীবন নীলাচলে অবস্থান করেন। শ্রীগৌরসুন্দরের সহিত সর্ব্বকাল থাকিয়া তাঁহার উপদিষ্ট ভজনাদি গান করিয়া তাঁহাকে অনুক্ষণ পরমপ্রীতি প্রদান করিতেন। শ্রীপ্রভুর হৃদয়ের গূঢ়ভাবসমূহ তাঁহার প্রসাদেই ভক্তগণের উপলব্ধির বিষয় হইয়াছে। ব্রজলীলায় এই মহাত্মা ললিতাদেবী, সুতরাং রাধিকার দ্বিতীয়-স্বরূপিণী। কবিকর্ণপূরকৃত 'গৌরগণোদ্দেশদীপিকা'র মতে—ইনি বিশাখাদেবী। "কলা-মশিক্ষয়দ্ রাধাং যা বিশাখা ব্রজে পুরা। সাদ্য স্বরূপগোস্বামী তত্তদ্ভাববিলাসবান্।।" শ্রীগৌরলীলায় রাধাভাবমূর্ত্তি গৌরহরির দ্বিতীয় স্বরূপ শ্রীদামোদরস্বরূপ।

১০৬। শ্রীগৌরসুন্দরের হৃদয় শ্রীমতী রাধিকার ভাবময় আকারবিশিষ্ট। 'ভাবমূর্ত্তি'-শব্দে স্থূলবুদ্ধি জড়তর্পণরত জনগণ ভাবময়ী মূর্ত্তির স্বরূপ উপলব্ধি করিতে অসমর্থ। অনর্থমুক্ত জাতরতি ভক্তগণ আশ্রিততত্ত্ব-বিচারে পঞ্চপ্রকারে দৃষ্ট হন।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১০৪। গৌরাবতারের মুখ্য কারণ অতিশয় গূঢ়, সেই কারণ তিনপ্রকার ; পরে মূলে 'শ্রীরাধায়াঃ প্রণয় মহিমা' শ্লোকে কথিত হইয়াছে।

অনুভাষ্য

রাধিকার ভাব—মাধুর্য্যের পরমোন্নত এবং সম্পূর্ণ অবস্থা। সেইভাব রূঢ় ও অধিরূঢ়-ভেদে দ্বিবিধ—মহিষীগীতিতে ও গোপীগীতিতে 'রূঢ়' ও 'অধিরূঢ়' ভাবদ্বয়ের অভিব্যক্তি। শ্রীগৌরসুন্দরে অধিরূঢ় মহাভাবের কথাই উদ্দিষ্ট হইয়াছে। বিধির অপগমে, লৌল্যবিচারে দ্বারকার অধিরূঢ় ভাব গোকুলভাবে পর্য্যবসিত হইয়াছে। শ্রীগৌরসুন্দরের অন্তরে কৃষ্ণবিরহরূপ বিপ্রলম্ভ-দুঃখাভাস ও কৃষ্ণ-লাভরূপ সম্ভোগসুখ সর্ব্বক্ষণ উদিত হইয়া ভাবনারপথ অতিক্রমপূর্ব্বক মধুর রস আস্বাদিত হয়। যাহারা ভাব ও অভাবের বিশেষত্ব বুঝিতে না পারিয়া জড়েন্দ্রিয়-তর্পণমূলে 'অধিরূঢ়' মহাভাবকে প্রতিষ্ঠিত করে, তাহাদেরই নিজস্বরূপে আশ্রিততত্ত্বের উপলব্ধি ঘটে না। স্বরূপের উন্মেষ না হইলে দুর্গত জীব গৌরসুন্দরকে ব্রজনাগরীর ভাবোন্মত্ত না জানিয়া নিজ-জড়েন্দ্রিয়-তর্পণের বিষয়-জ্ঞানে 'নাগর' মনে করিয়া রসাভাস-দোষদুষ্ট হন।

১০৭। শ্রীগৌরহরি সিদ্ধের চেষ্টায় বিপ্রলম্ভ রসের চরমোৎ-কর্ষ প্রদর্শন করেন। তাহাতে অক্ষজজ্ঞানবাদী তাঁহার সাক্ষাৎ অনুভূতিকে প্রলপিত বাক্য ও ভ্রমময় উদ্যম বলিয়া মনে করে। ইন্দ্রিয়পরায়ণ মূঢ় জনগণ সর্ব্বদা বাহ্য জগতের সংক্লেশে পাশবদ্ধ থাকায়, সেব্যবস্তু চিন্ময়ী মূর্ত্তিতে তাহাদের নিকট আকৃষ্ট হন না। তাহারা মনে করে যে, প্রত্যক্ষ জগৎ যেমন তাহাদিগের ভোগের কেন্দ্র, শ্রীগৌরসুন্দরের অপ্রাকৃত চেষ্টাসমূহও বুঝি

রাধিকার ভাব যৈছে উদ্ধবদর্শনে ।
সেই ভাবে মত্ত প্রভু রহে রাত্রিদিনে ॥ ১০৮ ॥

প্রভুর হৃদয়ভাব-প্রকাশ ও স্বরূপের আনন্দদান ঃ—

রাত্রে প্রলাপ করে স্বরূপের কণ্ঠ ধরি' ।
আবেশে আপন ভাব কহয়ে উঘাড়ি' ॥ ১০৯ ॥
যবে যেই ভাব উঠে প্রভুর অন্তর ।
সেই গীত-শ্লোকে সুখ দেন দামোদর ॥ ১১০ ॥
এবে কার্য্য নাহি, কিছু এসব বিচারে ।
আগে ইহা বিবরিব করিয়া বিস্তারে ॥ ১১১ ॥

ব্রজে ত্রিবিধ বয়োধর্ম্ম ঃ—

পূর্ব্বে ব্রজে কৃষ্ণের ত্রিবিধ বয়োধর্ম্ম ।
কৌমার, পৌগণ্ড, আর কৈশোর অতিমর্ম্ম ॥ ১১২ ॥

কৃষ্ণের বয়োভেদে লীলাভেদ ঃ—

বাৎসল্য-আবেশে কৈল কৌমার সফল ।
পৌগণ্ড সফল কৈল লঞা সখাবল ॥ ১১৩ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১০৮। শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় কুশল-সংবাদ দিবার জন্য মথুরা হইতে উদ্ধবকে গোপীদিগের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন। শ্রীমতী রাধিকা উদ্ধবকে দেখিয়া কোন বিচিত্র ভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন।

১১১। আগে ইহা—অন্ত্যলীলায়।

১১২-১১৩। পাঁচ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত 'কৌমার'; দশ বৎসর পর্য্যন্ত 'পৌগণ্ড'; একাদশ হইতে ষোড়শ পর্য্যন্ত 'কৈশোর'; তৎপরে 'যৌবন'। কৌমারে বাৎসল্য, পৌগণ্ডে সখ্য এবং কৈশোরে শৃঙ্গার-রস।

~~অমৃতপ্রবাহ~~ ভাষ্য

তদন্তর্ভুক্ত! বিকৃত 'নদীয়া-নাগরী'-বাদ নামক অসৎমতের আনুগত্যে ইন্দ্রিয়-তর্পণচেষ্টা শ্রীগৌরসুন্দর ও তদনুগজনের প্রদর্শিত পথ নহে—ঐ মতবাদিগণ জড়ভোগবাদী, সুতরাং বিষ্ণুবিদ্বেষী।

১০৮। শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণের ও পিতামাতার উৎকণ্ঠা কিয়ৎ-পরিমাণে লাঘব করিবার মানসে নিজ সুহৃৎ উদ্ধবকে গোকুলে প্রেরণ করিয়াছিলেন। কৃষ্ণসুহৃৎ উদ্ধবকে দেখিয়া শ্রীমতী রাধিকা নিজের সুতীব্র অন্তিম উৎকণ্ঠাব্যঞ্জক প্রচুর ভাবময় গূঢ়রোষ বিবিধভাষায় প্রকাশ করেন, সেই মাথুরভাবে শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীরাধাতন্ময়তা লাভ করিয়া অহর্নিশ মত্ত ছিলেন—ইহাই 'চিত্র-জল্প'-ভাব। উজ্জ্বলনীলমণৌ—'প্রেষ্ঠস্য সুহৃদালোকে গূঢ়রোষা-ভিজৃম্ভিতঃ। ভূরিভাবময়ো জল্পো যস্তীব্রোৎকণ্ঠিতান্তিমঃ।।" শ্রীগৌরপদাশ্রিতজনে এই সুদীর্ঘ বিপ্রলম্ভই কৃষ্ণভজন। বিপ্রলম্ভা-তিশয্যই সম্ভোগের কারণ—ইহা না বুঝিয়া অনেকে সম্ভোগ-

কিশোরলীলায় সকলের সার্থকতা-সম্পাদন ঃ—

রাধিকাদি লঞা কৈল রাসাদি-বিলাস ।
বাঞ্ছা ভরি' আস্বাদিল রসের নির্য্যাস ॥ ১১৪ ॥
কৈশোর-বয়সে কাম, জগৎসকল ।
রাসাদি-লীলায় তিন করিল সফল ॥ ১১৫ ॥*

বিষ্ণুপুরাণ (৫।১৩।৬০)—

সোঽপি কৈশোরক-বয়ো মানয়ন্মধুসূদনঃ ।
রেমে স্ত্রীরত্নকূটস্থঃ ক্ষপাসু ক্ষপিতাহিতঃ ॥ ১১৬ ॥

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু (২।১।২৩১)—

বাচা সূচিতশর্ব্বরী-রতিকলা-প্রাগল্‌ভ্যয়া রাধিকাং
ব্রীড়াকুঞ্চিতলোচনাং বিরচয়ন্নগ্রে সখীনামসৌ ।
তদ্বক্ষোরুহ-চিত্রকেলিমকরী-পাণ্ডিত্যপারং গতঃ
কৈশোরং সফলীকরোতি কলয়ন্ কুঞ্জে বিহারং হরিঃ ॥ ১১৭ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১১৫। 'কাম' অর্থাৎ সাক্ষাৎমন্মথস্বরূপ স্বেচ্ছাময় কৃষ্ণ কৈশোরবয়সে রাসাদিলীলা করিয়া সকল জগৎকে এবং বাল্য, পৌগণ্ড, কৈশোর—এই তিন বয়সকে সফল করিয়াছিলেন।

১১৬। অমঙ্গলশূন্য শ্রীকৃষ্ণ কৈশোর-বয়সে রজনীযোগে স্ত্রীগণমধ্যে স্থিত হইয়া বিহার করত কৈশোর-বয়সকে বিশেষ সম্মান করিয়াছেন। মহাভাবময়ী রাধা ও ভাবময়ী গোপীগণের মধ্যস্থিত পরমচৈতন্য শ্রীকৃষ্ণই কূটস্থ তত্ত্ব।

১১৭। এই কৃষ্ণ প্রগল্‌ভতা-সহকারে পূর্ব্বরজনীর রতিকলা-সম্বন্ধীয় বাক্যদ্বারা শ্রীরাধিকার নয়নদ্বয়কে লজ্জার দ্বারা আবৃত-প্রায় করিয়া, তাঁহার স্তনযুগলে চিত্রকেলি ভ্রমরাদি চিত্রিত করত সখীদিগের মধ্যে বিশেষ পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়াছিলেন; এবম্ভূত রসক্রীড়াদ্বারা কুঞ্জে বিহার করত হরি কৈশোর-বয়স সফল করিয়া থাকেন।

অনুভাষ্য

স্বরূপজ্ঞানে বঞ্চিত হইয়া সাধক ও সিদ্ধ উভয় জীবনে বিপ্রলম্ভ-রসোদ্দীপ্তির একমাত্র আবশ্যকতা উপলব্ধি করেন না।

১১৬। ক্ষপিতাহিতঃ (ক্ষপিতং বিনাশিতং অহিতং অকল্যাণং যেন সঃ) সোঽপি মধুসূদনঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ অপি) কৈশোরকবয়ঃ মানয়ন্ (সফলীকুর্ব্বন্) স্ত্রীরত্নকূটস্থঃ (স্ত্রীরত্নানাং গোপীনাং কূটেষু সমূহেষু স্থিতঃ সন্) ক্ষপাসু (শারদীয়-নিশাসু) রেমে।

১১৭। ধীরললিত নায়কের লক্ষণ বর্ণনা করিয়া শ্রীকৃষ্ণ-চন্দ্রের ধীরললিত-নায়কত্ব দেখাইতেছেন,—

* পাঠান্তরে—"**কৈশোর বয়স, কাম, জগৎসকল ।**
রাসাদি-লীলায় তিন করিল সফল ॥"

বিদগ্ধমাধব (৭।৩)—

হরিরেষ ন চেদবাতরিষ্যন্মথুরায়াং মধুরাক্ষি রাধিকা চ।
অভবিষ্যদিয়ং বৃথা বিসৃষ্টির্মকরাঙ্কস্তু বিশেষতস্তদাত্র ॥ ১১৮ ॥

কৃষ্ণলীলায় ত্রিবিধ বাঞ্ছার অপূরণ ঃ—

এই মত পূর্ব্বে কৃষ্ণ রসের সদন।
যদ্যপি করিল রস-নির্য্যাস-চর্ব্বণ ॥ ১১৯ ॥
তথাপি নহিল তিন বাঞ্ছিত পূরণ।
তাহা আস্বাদিতে যদি করিল যতন ॥ ১২০ ॥

তাঁহার (১) প্রথম বাঞ্ছা ঃ—

তাঁহার প্রথম বাঞ্ছা করিয়ে ব্যাখ্যান।
কৃষ্ণ কহে,—'আমি হই রসের নিদান ॥ ১২১ ॥

রাধাপ্রেমের সামর্থ্য ও গাঢ়ত্ব বিচার ঃ—

পূর্ণানন্দময় আমি চিন্ময় পূর্ণতত্ত্ব।
রাধিকার প্রেমে আমা করায় উন্মত্ত ॥ ১২২ ॥
না জানি রাধার প্রেমে আছে কত বল।
যে বলে আমারে করে সর্ব্বদা বিহ্বল ॥ ১২৩ ॥
রাধিকার প্রেম—গুরু, আমি—শিষ্য নট।
সদা আমা নানা নৃত্যে নাচায় উদ্ভট ॥ ১২৪ ॥

গোবিন্দলীলামৃত—(৮।৭৭)—

কস্মাদ্বৃন্দে প্রিয়সখি হরেঃ পাদমূলাৎ কুতোঽসৌ
কুণ্ডারণ্যে কিমিহ কুরুতে নৃত্যশিক্ষাং গুরুঃ কঃ।
তং ত্বন্মূর্ত্তিঃ প্রতিতরুলতাং দিগ্বিদিক্ষু স্ফুরন্তী
শৈলূষীব ভ্রমতি পরিতো নর্ত্তয়ন্তী স্ব-পশ্চাৎ ॥ ১২৫ ॥

কৃষ্ণ ও রাধার পরস্পর প্রেমের তুলনা ও বৈশিষ্ট্য ঃ—

নিজ-প্রেমাস্বাদে মোর হয় যে আহ্লাদ।
তাহা হইতে কোটিগুণ রাধা-প্রেমাস্বাদ ॥ ১২৬ ॥
আমি যৈছে পরস্পর বিরুদ্ধধর্ম্মাশ্রয়।
রাধাপ্রেম তৈছে সদা বিরুদ্ধধর্ম্মময় ॥ ১২৭ ॥
রাধা-প্রেমা বিভু—যার বাড়ীতে নাহি ঠাঞি।
তথাপি সে ক্ষণে ক্ষণে বাড়য়ে সদাই ॥ ১২৮ ॥
যাহা বই গুরুবস্তু নাহি সুনিশ্চিত।
তথাপি গুরুর ধর্ম্ম গৌরব-বর্জ্জিত ॥ ১২৯ ॥
যাহা বই সুনির্ম্মল দ্বিতীয় নাহি আর।
তথাপি সর্ব্বদা বাম্য-বক্র-ব্যবহার ॥ ১৩০ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১১৮। হে সখি, যদি মথুরায় হরি ও মধুরনয়নী রাধিকা প্রকট না হইতেন, তাহা হইলে সমস্ত সৃষ্টি, বিশেষতঃ কন্দর্পসর্গ বিফল হইত।

১২১। রসের নিদান—রসের মূল কারণ। পাঠান্তরে 'রসের নিধান'—রসের ভাণ্ডার।

অনুভাষ্য

সূচিতশর্ব্বরীরতিকলাপ্রাগল্ভ্যয়া (সূচিতং প্রকাশীকৃতং শর্ব্বর্য্যাঃ যামিন্যাঃ রতেঃ কলায়াঃ কৌশলস্য প্রাগল্ভ্যং ঔদ্ধত্যং যয়া সা তয়া) বাচা সখীনাং অগ্রে রাধিকাং ব্রীড়াকুঞ্চিতলোচনাং (ব্রীড়য়া লজ্জয়া কুঞ্চিতে লোচনে যস্যাঃ সা তথাবিধাং) বিরচয়ন্ (কুর্ব্বন্) তদ্বক্ষোরুহচিত্রকেলি-মকরীপাণ্ডিত্যপারঙ্গতঃ (তস্যাঃ শ্রীরাধায়াঃ বক্ষোরুহয়োঃ কুচয়োঃ চিত্রকেলিমকরীনির্ম্মাণে যৎ পাণ্ডিত্যং তস্য পারং গতঃ ইতি সোপহাসোক্তিঃ, তন্নির্ম্মাণকালে কর কম্পনেন চিত্রস্য বক্রত্বাৎ; অত্র পুনঃ পুনঃ বক্রাঙ্কনং সুষ্ঠুং কর্ত্তুং ঋজুরেখানির্ম্মাণব্যাজেন পুনঃ পুনঃ বক্ষস্পর্শাৎ রহসি দ্বিবিধ-সম্ভোগ-ভেদস্যান্যতমঃ সম্প্রয়োগাবসরঃ) অসৌ হরিঃ (ব্রজবিলাসী) কুঞ্জে বিহারং কলয়ন্ (কুর্ব্বন্) কৈশোরং (বয়ঃ) সফলীকরোতি।

১১৮। শ্রীবৃন্দাদেবী পৌর্ণমাসীকে বলিতেছেন,—

হে মধুরাক্ষি, মথুরায়াম্ এষঃ হরিঃ রাধিকা চ চেৎ (যদি) ন অবাতরিষ্যৎ, তদা অত্র বিসৃষ্টিঃ (জগৎসৃষ্টিঃ) বৃথা অভবিষ্যৎ; বিশেষতঃ মকরাঙ্কঃ (কন্দর্পসর্গঃ) তু [বৃথা অভবিষ্যৎ]।

১২৫। শ্রীরাধাকৃষ্ণের মাধ্যাহ্নিক লীলার অভ্যন্তরে শ্রীরাধা ও বৃন্দার পরস্পর উক্তি ও প্রত্যুক্তি,—

হে প্রিয়সখি বৃন্দে, ত্বং কস্মাৎ? (আগতা ইতি শ্রীরাধিকায়াঃ প্রশ্নস্যোত্তরে বৃন্দা বদতি,) হরেঃ (ভগবতো যশোদানন্দনস্য)

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১২৫। 'হে প্রিয়সখি বৃন্দে! তুমি কোথা হইতে আসিতেছ?' 'রাধে, কৃষ্ণপাদমূল হইতে আসিতেছি।' 'কৃষ্ণ কোথায়?' 'কুণ্ডারণ্যে (রাধাকুণ্ড-কাননে)।' 'তিনি কি করিতেছেন?' 'নৃত্যশিক্ষা করিতেছেন।' 'নৃত্যশিক্ষার গুরু কে?' 'তোমার মূর্ত্তি দিগ্বিদিকে তরুলতাসকলকে স্ফূর্ত্তি করিয়া শৈলূষী অর্থাৎ বাজী-করের ন্যায় আপনার পাছে পাছে নৃত্য করিতেছে; তাহারই পার্শ্বে শ্রীকৃষ্ণ নৃত্য করিতেছেন।' এইটী প্রশ্নোত্তরময় শ্লোক।

১২৭-১৩০। আমি কৃষ্ণ যেরূপ পরস্পর-বিরুদ্ধ ধর্ম্মসকলের আশ্রয়, যথা,—নির্ব্বিকার ও স্বেচ্ছাময়, সর্ব্বব্যাপী ও সুন্দর মূর্ত্তিমান্, নিরপেক্ষ ও ভক্তপক্ষপাতী, আত্মারাম ও ভক্তপ্রেমা-কাঙ্ক্ষী ইত্যাদি, রাধাপ্রেমও সেইরূপ বিরুদ্ধধর্ম্মে পরিপূর্ণ; যথা—চরম মহাভাবময় অথচ সর্ব্বদা বৃদ্ধিশীল, প্রেমগৌরবে পূর্ণ অথচ গৌরববিহীন, নির্ম্মল অথচ বাম্যাদি-পূর্ণ।

দানকেলিকৌমুদী (২)—

বিভুরপি কলয়ন্ সদাভিবৃদ্ধিং
গুরুরপি গৌরবচর্য্যয়া বিহীনঃ ।
মুহুরুপচিতবক্রিমাপি শুদ্ধো
জয়তি মুরদ্বিষি রাধিকানুরাগঃ ॥ ১৩১ ॥

সেই প্রেমের 'বিষয়' কৃষ্ণ, ও আশ্রয়' রাধিকা ঃ—

সেই প্রেমার রাধিকা পরম 'আশ্রয়' ।
সেই প্রেমার আমি হই কেবল 'বিষয়' ॥ ১৩২ ॥

বিষয় ও আশ্রয়ের পরস্পর সুখের তারতম্য ঃ—

বিষয়জাতীয় সুখ আমার আস্বাদ ।
আমা হৈতে কোটিগুণ আশ্রয়ের আহ্লাদ ॥ ১৩৩ ॥

আশ্রয়ের সুখাধিক্য-দর্শনে বিষয়ের 'আশ্রয়' হইবার সাধ ঃ—

আশ্রয়জাতীয় সুখ পাইতে মন ধায় ।
যত্নে আস্বাদিতে নারি, কি করি উপায় ॥ ১৩৪ ॥
কভু যদি এই প্রেমার হইয়ে আশ্রয় ।
তবে এই প্রেমানন্দের অনুভব হয় ॥' ১৩৫ ॥
এত চিন্তি' রহে কৃষ্ণ পরমকৌতুকী ।
হৃদয়ে বাড়য়ে প্রেম-লোভ ধক্‌ধকি ॥ ১৩৬ ॥

(২) দ্বিতীয় বাঞ্ছা ঃ—

এই এক, শুন আর লোভের প্রকার ।
স্বমাধুর্য্য দেখি' কৃষ্ণ করেন বিচার ॥ ১৩৭ ॥

নিজ-মাধুর্য্যে নিজেরই চমৎকার ও আকর্ষণ ঃ—

'অদ্ভুত, অনন্ত, পূর্ণ মোর মধুরিমা ।
ত্রিজগতে ইহার কেহ নাহি পায় সীমা ॥ ১৩৮ ॥
এই প্রেমদ্বারে নিত্য রাধিকা একলি ।
আমার মাধুর্য্যামৃত আস্বাদে সকলি ॥ ১৩৯ ॥
যদ্যপি নির্ম্মল রাধার সৎপ্রেমদর্পণ ।
তথাপি স্বচ্ছতা তার বাড়ে ক্ষণে ক্ষণ ॥ ১৪০ ॥
আমার মাধুর্য্য নাহি বাড়িতে অবকাশে ।
এ দর্পণের আগে নব নব রূপে ভাসে ॥ ১৪১ ॥
মন্মাধুর্য্য, রাধার প্রেম—দোঁহে হোড় করি' ।
ক্ষণে ক্ষণে বাড়ে দোঁহে, কেহ নাহি হারি ॥ ১৪২ ॥
আমার মাধুর্য্য নিত্য নব নব হয় ।
স্ব-স্ব-প্রেম-অনুরূপ ভক্তে আস্বাদয় ॥ ১৪৩ ॥
দর্পণাদ্যে দেখি যদি আপন-মাধুরী ।
আস্বাদিতে হয় লোভ, আস্বাদিতে নারি ॥ ১৪৪ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৩১। রাধিকার অনুরাগ বিভু অর্থাৎ শেষসীমাবিশিষ্ট হইয়াও সর্ব্বদা বর্দ্ধনশীল, অত্যন্ত গুরু হইয়াও গৌরবাচরণ-বিহীন, শুদ্ধ ও নির্ম্মল হইয়াও মুহুর্মুহুঃ বক্রগতিবিশিষ্ট ; এইরূপ কৃষ্ণে যে রাধিকার অনুরাগ, তাহা জয়যুক্ত হউক্।

১৩২-১৩৫। যিনি প্রেম করেন, তিনি প্রেমের 'আশ্রয়' ; যাঁহাকে প্রেম করা যায়, তিনি প্রেমের 'বিষয়'। রসতত্ত্বে 'বিভাব', 'অনুভাব', 'সাত্ত্বিক' ও 'ব্যভিচারী'—এই চারিপ্রকার সামগ্রী আছে। বিভাবরূপ সামগ্রী দুইপ্রকার—'আলম্বন' ও 'উদ্দীপন'। আলম্বন পুনরায় দুইপ্রকার—বিষয় ও আশ্রয়। রাধার প্রেমের আশ্রয়—রাধিকা ও প্রেমের একমাত্র বিষয়—কৃষ্ণ। 'আমি কৃষ্ণ, আমাতে যে সুখ আস্বাদিত হয়, তাহা বিষয়জাতীয় সুখ ; কিন্তু আশ্রয়ে যে আহ্লাদ বা সুখ আছে, তাহা আমার বিষয়জাতীয় সুখ হইতে কোটিগুণ (অধিক)। আশ্রয়জাতীয় সুখ রাধিকাই ভোগ করেন, আমি কৃষ্ণরূপে তাহা ভোগ করিতে পারি না। যদি কখনও সেই প্রেমের 'আশ্রয়' হইতে পারি, তবেই আশ্রয়-জাতীয় সুখরূপ পরমানন্দ অনুভব করিব। এই আশ্রয়গত প্রেমাস্বাদের লোভই আমার বাঞ্ছা।'

১৩৭-১৪৫। দ্বিতীয় বাঞ্ছা এই—কৃষ্ণের মাধুর্য্য অদ্ভুত, অনন্ত ও অসীম। এই মাধুর্য্য একা রাধিকা স্বীয় আশ্রয়গত প্রেমদ্বারা আস্বাদন করেন। রাধিকার শুদ্ধপ্রেমদর্পণ অত্যন্ত নির্ম্মল হইলেও তাহার স্বচ্ছতা ক্ষণে ক্ষণে বৃদ্ধি পায়। আমার মাধুর্য্য অসীম বলিয়া বৃদ্ধির অযোগ্য হইলেও বর্দ্ধনশীল এবং রাধিকার স্বচ্ছতাপূর্ণ প্রেমদর্পণের অগ্রে তাহা নব-নবরূপে ভাসমান ; সুতরাং মদীয় মাধুর্য্য ও রাধার প্রেম—দুইই পরস্পর সমস্পর্দ্ধী

অনুভাষ্য

পাদমূলাৎ ; অসৌ শ্রীকৃষ্ণঃ কুতঃ? (কুত্র ইতি শ্রীরাধায়াঃ পুনঃ প্রশ্নে, বৃন্দায়াঃ উত্তরং) কুণ্ডারণ্যে (রাধাকুণ্ডসমীপস্থকাননে)। [শ্রীরাধা পুনঃ পৃচ্ছতি,] ইহ [সঃ] কিং কুরুতে? [বৃন্দাহ,] নৃত্যশিক্ষাম্ ; [রাধাহ,] গুরুঃ কঃ? [বৃন্দোবাচ,] দিগ্‌বিদিক্ষু (দশদিশি) প্রতিতরুলতাং (তরুলতাঃ প্রতি) শৈলূষী (উৎকৃষ্টনটী) ইব স্ফুরন্তী ত্বন্মূর্ত্তিঃ তং (কৃষ্ণং) স্বপশ্চাৎ পরিতো নর্ত্তয়ন্তী ভ্রমতি।

১৩১। বিভুঃ (ব্যাপকঃ) অপি সদা অভিবৃদ্ধিম্ (অভিতো বৃদ্ধিং) কলয়ন্ (ধারয়ন্) গুরুঃ অপি (শ্রেষ্ঠোঽপি) গৌরবচর্য্যয়া বিহীনঃ (দাক্ষিণ্যসেবয়া হীনঃ) [মদীয়তাময়-মধুস্নেহোত্থত্বাৎ] মুহুঃ (পুনঃ পুনঃ) উপচিতবক্রিমা (উপচিতঃ বর্দ্ধিতঃ বক্রিমা কৌটিল্য-পর্য্যায়ঃ বাম্যলক্ষণো যস্মিন্ তথাভূতঃ) অপি শুদ্ধঃ (নিরুপাধিকঃ) মুরদ্বিষি (মুরারৌ শ্রীকৃষ্ণে) রাধিকানুরাগঃ (শ্রীরাধিকায়াঃ অনুরাগঃ) জয়তি (সর্ব্বোৎকর্ষেণ বর্ত্ততে)।

নিজ মাধুর্য্য-আস্বাদনের নিমিত্ত তদাস্বাদকারিণীর রূপগ্রহণে লোভ ঃ—

বিচার করিয়ে যদি আস্বাদ-উপায় ।
রাধিকা-স্বরূপ হইতে তবে মন ধায় ॥' ১৪৫ ॥

ললিতমাধব (৮।৩৪)—

অপরিকলিতপূর্ব্বঃ কশ্চমৎকারকারী
স্ফুরতি মম গরীয়ানেষ মাধুর্য্যপূরঃ ।
অয়মহমপি হন্ত প্রেক্ষ্য যং লুব্ধচেতাঃ
সরভসমুপভোক্তুং কাময়ে রাধিকেব ॥ ১৪৬ ॥

কৃষ্ণমাধুর্য্যের বল ও তদাস্বাদন-নিমিত্ত কৃষ্ণের চেষ্টা ঃ—

কৃষ্ণমাধুর্য্যের এক স্বাভাবিক বল ।
কৃষ্ণ আদি নরনারী করয়ে চঞ্চল ॥ ১৪৭ ॥
শ্রবণে, দর্শনে আকর্ষয়ে সর্ব্বমন ।
আপনা আস্বাদিতে কৃষ্ণ করেন যতন ॥ ১৪৮ ॥

শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্যে তৃপ্তির অভাব, কেবল লোভবৃদ্ধি ঃ—

এ মাধুর্য্যামৃত সদা যেই পান করে ।
তৃষ্ণাশান্তি নহে, তৃষ্ণা বাড়ে নিরন্তরে ॥ ১৪৯ ॥
অতৃপ্ত হইয়া করে বিধিরে নিন্দন ।
'অবিদগ্ধ বিধি ভাল না জানে সৃজন ॥ ১৫০ ॥
কোটি নেত্র নাহি দিল, সবে দিল দুই ।
তাহাতে নিমেষ,—কৃষ্ণ কি দেখিব মুঞি ॥' ১৫১ ॥

শ্রীমদ্ভাগবত (১০।৮২।৩৯)—

গোপ্যশ্চ কৃষ্ণমুপলভ্য চিরাদভীষ্টং
যৎপ্রেক্ষণে দৃশিষু পক্ষ্মকৃতং শপন্তি ।
দৃগ্‌ভির্হৃদীকৃতমলং পরিরভ্য সর্ব্বা-
স্তদ্ভাবমাপুরপি নিত্যযুজাং দুরাপম্ ॥ ১৫২ ॥

শ্রীমদ্ভাগবত (১০।৩১।১৫)—

অটতি যদ্ভবানহ্নি কাননং, ত্রুটির্যুগায়তে ত্বামপশ্যতাম্ ।
কুটিলকুন্তলং শ্রীমুখঞ্চ তে, জড় উদীক্ষতাং পক্ষ্মকৃদ্দৃশাম্ ॥১৫৩॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

হইয়া পরস্পরকে বাড়িয়া যাইতে চায়, কেহ হারিতে চায় না। সেই স্বীয় মাধুরী রাধিকার প্রেমদর্পণাদিতে দেখিয়া আস্বাদন করিতে আমার লোভ জন্মে। সেই লোভ হইতে রাধিকার স্বরূপ অঙ্গীকার করিবার জন্য আমার চিত্ত ধাবিত হয়।

১৪৬। কৃষ্ণ কহিলেন,—আহা! এই প্রগাঢ় মাধুর্য্য-চমৎকার-কারী অবিচারিতপূর্ব্ব চিত্রিত শ্রেষ্ঠ পুরুষটী কে? ইঁহাকে দৃষ্টি করিয়া আমি ক্ষুব্ধচিত্তে দেখিতেছি এবং বলপূর্ব্বক আলিঙ্গন করিতে রাধিকার ন্যায় ইচ্ছা করিতেছি।

১৫২। গোপীগণ বহুদিনের বাঞ্ছনীয় শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্ত হইয়া তদ্দর্শনসময়ে চক্ষের নিমেষসৃষ্টিকারী বিধাতাকে ভর্ৎসনা করিয়াছিলেন এবং দর্শনেন্দ্রিয়দ্বারা হৃদয়ে সকলেই তাঁহাকে যথেষ্ট আলিঙ্গন করত প্রেমভাব লাভ করিয়াছিলেন, সেই ভাব ব্রহ্মধ্যাতা যোগিদিগেরও অপ্রাপ্য।

১৫৩। গোপীগণ কহিলেন,—হে কৃষ্ণ, তুমি দিবাভাগে যখন বনে গমন কর, তখন তোমার কুটিল কুন্তলযুক্ত শ্রীমুখ না দেখিয়া

অনুভাষ্য

১৪২। হোড় করি'—স্পর্দ্ধা করিয়া।

১৪৬। দ্বারকায় নববৃন্দাবনে মণিভিত্তিতে শ্রীকৃষ্ণ আপনার প্রতিকৃতিতে স্বসৌন্দর্য্য অবলোকন করিয়া বলিতেছেন,—

অপরিকলিতপূর্ব্বঃ (অননুভূতপূর্ব্বঃ) চমৎকারকারী (বিস্ময়োৎপাদকঃ) এষঃ গরীয়ান্ মম কঃ [অনির্ব্বচনীয়ঃ] মাধুর্য্যপূরঃ (সৌন্দর্য্যপুঞ্জঃ) স্ফুরতি (প্রকাশয়তি)। অয়ম্ অহং (কৃষ্ণঃ) অপি যং (প্রতিবিম্বরূপং) প্রেক্ষ্য (দৃষ্ট্বা) রাধিকা ইব লুব্ধচেতাঃ [সন্] সরভসং (সৌৎসুক্যং) উপভোক্তুং কাময়ে (অভিলষামি)।

১৪৭। স্বয়ং কৃষ্ণ হইতে আরম্ভ করিয়া গোপী, বলদেব, নারায়ণ, লক্ষ্মী, অন্যান্য প্রাণী—সকলকেই, কৃষ্ণমাধুর্য্য চঞ্চল করিতে স্বাভাবিক সামর্থ্যবিশিষ্ট।

১৫২। কুরুক্ষেত্রে বৃষ্ণিগণের সহিত গোপগণের মিলনের পর শুকদেব-কর্ত্তৃক কৃষ্ণের প্রতি গোপীগণের মনোভাব-বর্ণন,—

যৎপ্রেক্ষণে (যস্য শ্রীকৃষ্ণস্য দর্শনে) দৃশিষু (নেত্রেষু) পক্ষ্মকৃতং (ব্যবধানকারক-নেত্রলোম-কৃতং বিধাতারং) শপন্তি (ভর্ৎসয়ন্তি) সর্ব্বাঃ গোপ্যঃ [তং] অভীষ্টং (কৃষ্ণং) চিরাৎ (বহুকালানন্তরং) [কুরুক্ষেত্রে] উপলভ্য দৃগ্‌ভিঃ (নেত্রদ্বারৈঃ) হৃদিকৃতং (হৃদয়ে প্রবেশিতং) পরিরভ্য (আলিঙ্গ্য) নিত্যযুজাং (আরূঢ়যোগিনাম্) অপি দুরাপং (দুর্ল্লভং) তদ্ভাবং (পরমানন্দ-ঘনতাম্) আপুঃ (প্রাপুঃ)।

১৫৩। রাসকালে কৃষ্ণ অন্তর্হিত হওয়ায় তদুদ্দেশে গোপী-গণের বিলাপগীতি,—

যৎ (যদা) অহ্নি (দিবাভাগে) ভবান্ কাননং (বৃন্দাবনম্) অটতি (গচ্ছতি), তদা ত্বাম্ অপশ্যতাং [প্রাণিনাং] ত্রুটীঃ (ক্ষণার্দ্ধমপি কালঃ) যুগায়তে (যুগমিতকালপ্রতীতির্ভবতি)। তে (তব) কুটিলকুন্তলং (কুটিলাঃ বক্রাঃ কুন্তলাঃ কেশাঃ যস্মিন্ তং) শ্রীমুখম্ উদীক্ষতাম্ (উচ্চৈঃ ঈক্ষমাণানাং) চ দৃশাং পক্ষ্মকৃৎ (নিমেষস্রষ্টা বিধাতা) জড়ঃ (মূর্খঃ) এব।

কৃষ্ণরূপ দর্শনেই চক্ষুর সার্থকতা ঃ—

কৃষ্ণাবলোকন বিনা নেত্রে ফল নাহি আন ।
যেই জন কৃষ্ণ দেখে, সেই ভাগ্যবান্ ॥ ১৫৪ ॥

শ্রীমদ্ভাগবত (১০।২১।৭)—

অক্ষণ্বতাং ফলমিদং ন পরং বিদামঃ
সখ্যঃ পশূননুবিবেশয়তোর্বয়স্যৈঃ ।
বক্ত্রং ব্রজেশসুতয়োরনুবেণুজুষ্টং
যৈর্বৈ নিপীতমনুরক্তকটাক্ষমোক্ষম্ ॥ ১৫৫ ॥

গোপীসৌভাগ্যে মথুরাবাসিনীগণের বিস্ময় ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবত (১০।৪৪।১৪)—

গোপ্যস্তপঃ কিমচরন্ যদমুষ্য রূপং
লাবণ্যসারমসমোর্দ্ধমনন্যসিদ্ধম্ ।
দৃগভিঃ পিবন্ত্যনুসবাভিনবং দুরাপ-
মেকান্তধাম যশসঃ শ্রিয় ঐশ্বরস্য ॥ ১৫৬ ॥

অপূর্ব্ব মাধুরী কৃষ্ণের, অপূর্ব্ব তার বল ।
যাহার শ্রবণে মন হয় টলমল ॥ ১৫৭ ॥
কৃষ্ণের মাধুর্য্যে কৃষ্ণে উপজয় লোভ ।
সম্যক্ আস্বাদিতে নারে, মনে রহে ক্ষোভ ॥ ১৫৮ ॥

(৩) তৃতীয় বাঞ্ছা ঃ—

এই ত' দ্বিতীয় হেতুর কহিল বিবরণ ।
তৃতীয় হেতুর এবে শুনহ লক্ষণ ॥ ১৫৯ ॥

একমাত্র দামোদর-স্বরূপই ভক্তিরসামৃতের মূল মহাজন ঃ—

অত্যন্ত নিগূঢ় এই রসের সিদ্ধান্ত ।
স্বরূপ গোসাঞি মাত্র জানেন একান্ত ॥ ১৬০ ॥
যেবা কেহ অন্য জানে, সেহ তাঁহা হৈতে ।
চৈতন্যগোসাঞির তেঁহ অত্যন্ত মর্ম্ম যাতে ॥ ১৬১ ॥

গোপীপ্রেমের সংজ্ঞা ঃ—

গোপীগণের প্রেমের 'রূঢ়ভাব' নাম ।
বিশুদ্ধ নির্ম্মল প্রেম, কভু নহে কাম ॥ ১৬২ ॥

গোপীর কাম ও প্রেম একই বস্তু ঃ—

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু (১।২।২৮৩-২৮৪) গৌতমীয় তন্ত্রবাক্য—

প্রেমৈব গোপরামাণাং কাম ইত্যগমৎ প্রথাম্ ।
ইত্যুদ্ধবাদয়োঽপ্যেতং বাঞ্ছন্তি ভগবৎপ্রিয়াঃ ॥ ১৬৩ ॥

কাম ও প্রেমের স্বরূপ-লক্ষণ ভেদ ঃ—

কাম, প্রেম,—দোঁহাকার বিভিন্ন লক্ষণ ।
লৌহ আর হেম যৈছে স্বরূপে বিলক্ষণ ॥ ১৬৪ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

আমাদের এক এক ত্রুটিকালও যুগস্বরূপ হইয়া পড়ে। তোমার মুখদর্শক যে আমাদের চক্ষু, তাহাতে যে বিধাতা পলক সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহাকে নির্ব্বোধ বলিয়া স্থির করি।

১৫৫। গোপীগণ কহিলেন,—হে সখিগণ, গাভীগণসহ বয়স্যগণ-বেষ্টিত হইয়া নন্দনন্দনদ্বয় যখন বনে প্রবেশ করেন, তখন তাঁহাদের বেণুগীতযুক্ত এবং অনুরক্ত-জনের প্রতি কটাক্ষ-কারী বদন যাঁহারা চক্ষের দ্বারা সেবন করেন, তাঁহারাই ধন্য। চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তিদিগের পক্ষে ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট লাভ আর দেখা যায় না।

১৫৬। মথুরাবাসিনীগণ কহিলেন,—আহা! গোপীগণ কি তপস্যাই করিয়াছেন! শ্রী, ঐশ্বর্য্য ও যশসমূহের একান্ত আশ্রয়, দুর্ল্লভ, স্বতঃসিদ্ধ, সমানাধিক-রহিত, লাবণ্যসাররূপ এই শ্রীকৃষ্ণ-বদনামৃত তাঁহারা নয়নদ্বারা নিরন্তর পান করেন।

অনুভাষ্য

১৫৫। শরৎসমাগমে কৃষ্ণের উদ্দেশে শ্রীগোপীগণের গীতি-বাক্য,—

হে সখ্যঃ, বয়স্যৈ (সখিভিঃ) পশূন্ অনুবিবেশয়তোঃ (বনাৎ বনান্তরং প্রবেশয়তোঃ) ব্রজেশসুতয়োঃ (রামকৃষ্ণয়োঃ) অনু-বেণুজুষ্টং (বেণুং বাদয়ৎ) অনুরক্ত-কটাক্ষ-মোক্ষং (স্নিগ্ধকটাক্ষ-বিসর্গং) বক্ত্রং যৈঃ নিপীতং (তৈর্যৎ জুষ্টং সেবিতং তৎ) ইদং বৈ অক্ষণ্বতাং (চক্ষুষ্মতাং) ফলং, পরম্ (অন্যৎ) ন বিদামঃ (বিদ্মঃ)।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৫৯। আশ্রয়জাতীয় প্রেমদ্বারা কৃষ্ণমাধুরী সম্যক্ আস্বাদন করিবার লোভ হইলেও কৃষ্ণ তাহা আস্বাদন করিতে না পারিয়া ক্ষুব্ধ হইলেন। রাধিকার ভাবগ্রহণ করিবার দ্বিতীয় গূঢ়হেতু এই।

১৬২। "প্রেমের রূঢ়ভাব নাম"—প্রেমের নাম 'রূঢ়ভাব' ; বস্তুতঃ নির্ম্মলপ্রেম কাম-শব্দের দ্বারা ব্যাখ্যাত হয় না।

১৬৩। গোপরামাদিগের শুদ্ধপ্রেমকেই 'কাম' বলিয়া আখ্যা দেওয়া প্রথা হইয়াছে। ভগবদ্ভক্ত উদ্ধবাদিও ঐ প্রেমের পিপাসু।

১৬৪। লৌহ ও স্বর্ণের স্বরূপ যেমন পরস্পর বিলক্ষণ, কাম ও প্রেম একজাতীয়প্রায় হইলেও তাহাদের লক্ষণ পৃথক্ পৃথক্।

অনুভাষ্য

১৫৬। মথুরায় কংসের রঙ্গভূমিতে তাহার মল্লদ্বয় মুষ্টিক ও চাণূরের সহিত মল্লযুদ্ধে ব্যাপৃত রামকৃষ্ণকে দেখিয়া সমবেত নারীগণের উক্তি,—

গোপ্যঃ কিং তপঃ অচরন্, যৎ (যস্মাৎ) অমুষ্য (শ্রীকৃষ্ণস্য) লাবণ্যসারং (লাবণ্যেন সারং শ্রেষ্ঠম্) অসমোর্দ্ধং (ন বিদ্যতে সমং উর্দ্ধম্ অধিকঞ্চ যস্য তৎ) অনন্যসিদ্ধং (ন অন্যেন অলঙ্কারাদিনা সিদ্ধং কিন্তু স্বতঃ এব) অনুসবাভিনবং (প্রতিক্ষণম্ অভিনবং) দুরাপং (দুর্ল্লভং) যশসঃ শ্রিয়ঃ ঐশ্বরস্য একান্তধাম রূপং দৃগ্ভিঃ পিবন্তি।

১৬২। গোপীগণের মহাভাবে সাত্ত্বিকভাবসকল উদ্দীপ্ত, তজ্জন্য তাঁহাদের প্রেম 'রূঢ়ভাব'-সংজ্ঞায় কথিত হয়। "উদ্দীপ্তা

কাম ও প্রেমের সংজ্ঞা ঃ—

আত্মেন্দ্রিয়প্রীতি-বাঞ্ছা—তারে বলি 'কাম'।
কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতি-ইচ্ছা ধরে 'প্রেম' নাম ॥ ১৬৫ ॥
কামের তাৎপর্য্য—নিজসম্ভোগ কেবল।
কৃষ্ণসুখতাৎপর্য্য মাত্র প্রেম ত' প্রবল ॥ ১৬৬ ॥

কৃষ্ণপ্রেমার লক্ষণ ও পরিচয় ঃ—

লোকধর্ম্ম, বেদধর্ম্ম, দেহধর্ম্ম, কর্ম্ম।
লজ্জা, ধৈর্য্য, দেহসুখ, আত্মসুখ-মর্ম্ম ॥ ১৬৭ ॥
দুস্ত্যজ্য আর্য্যপথ, নিজ পরিজন।
স্বজনে করয়ে যত তাড়ন-ভর্ৎসন ॥ ১৬৮ ॥
সর্ব্বত্যাগ করি' করে কৃষ্ণের ভজন।
কৃষ্ণসুখহেতু করে প্রেম-সেবন ॥ ১৬৯ ॥
ইহাকে কহিয়ে কৃষ্ণে দৃঢ় অনুরাগ।
স্বচ্ছ ধৌতবস্ত্রে যৈছে নাহি কোন দাগ ॥ ১৭০ ॥

কাম ও প্রেমের পার্থক্য ঃ—

অতএব কাম-প্রেমে বহুত অন্তর।
কাম—অন্ধতমঃ, প্রেম—নির্ম্মল ভাস্কর ॥ ১৭১ ॥

কাম ও গোপীর কৃষ্ণপ্রেম ঃ—

অতএব গোপীগণের নাহি কামগন্ধ।
কৃষ্ণসুখ লাগি মাত্র, কৃষ্ণ সে সম্বন্ধ ॥ ১৭২ ॥

গোপীর গাঢ় কৃষ্ণপ্রেমের পরিচয় ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবত (১০।৩১।১৯)—

যত্তে সুজাতচরণাম্বুরুহং স্তনেষু
ভীতাঃ শনৈঃ প্রিয় দধীমহি কর্কশেষু।
তেনাটবীমটসি তদ্ব্যথতে ন কিং স্বিৎ
কূর্পাদিভির্ভ্রমতি ধীর্ভবদায়ুষাং নঃ ॥ ১৭৩ ॥

গোপীর শুদ্ধকৃষ্ণপ্রেম ঃ—

আত্ম-সুখ-দুঃখে গোপীর নাহিক বিচার।
কৃষ্ণসুখহেতু করে সব ব্যবহার ॥ ১৭৪ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৬৫-১৬৮। নিজসুখসম্ভোগ-তাৎপর্য্যযুক্ত বাঞ্ছার নাম 'কাম'। বেদে লোকৈষণা, পুত্রৈষণা, বিত্তৈষণা ইত্যাদি শব্দদ্বারা যে কামনা উক্ত হইয়াছে, তাহাই লোকধর্ম্ম, বেদধর্ম্ম, দেহধর্ম্ম, কর্ম্ম, লজ্জা, ধৈর্য্য, দেহসুখ, মুক্ত্যাদিরূপ আত্মসুখ, আর্য্যপথ, নিজপরিজন-প্রীতি, স্বজনতাড়ন, ভর্ৎসন ও ভয়—এ সমস্তই কামরূপ আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতির বাঞ্ছা; এ সমস্ত কার্য্যে স্বীয় ইন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছাই প্রবর্ত্তক। 'আমি কৃষ্ণদাস' এই বুদ্ধির অনুগত যে সমস্ত বাঞ্ছা, তাহাই কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছা হইতে পারে; 'আমি ফলভোক্তা'—এই বুদ্ধি হইতে যে সমস্ত বাঞ্ছার উদয়, সে সমস্ত কামবাঞ্ছা।

অনুভাষ্য

সাত্ত্বিকা যত্র স রূঢ় ইতি ভণ্যতে।" কেবল কৃষ্ণসুখতাৎপর্য্যময় বলিয়া তাঁহাদের প্রেম নির্ম্মল,—কৃষ্ণেতর-ভোগময় ঘৃণিত 'কাম'-শব্দবাচ্য নয়।

১৬৩। গোপরামাণাং (ব্রজললনানাং) প্রেমা এব কাম ইতি প্রথাং (খ্যাতিম্) অগমৎ; ইতি [হেতোঃ] উদ্ধবাদয়ঃ ভগবৎ-প্রিয়াঃ (অপর-রস-রসিকভক্তাঃ) অপি এতং (প্রেমাণং) বাঞ্ছন্তি।

১৬৫। "সর্ব্বথা ধ্বংসরহিতং সত্যপি ধ্বংসকারণে। যদ্ভাব-বন্ধনং যূনোঃ স প্রেমা পরিকীর্ত্তিতঃ।।" ধ্বংসের কারণ উদিত হইলেও দম্পতি-দ্বয়ের যে সুদৃঢ় ভাববন্ধন কোনপ্রকারেই ধ্বংস হয় না, তাহাই 'প্রেম' বলিয়া কথিত হয়। একান্তভাবে সর্ব্বাত্মদ্বারা আশ্রয়জাতীয় গোপীগণ কৃষ্ণবিষয়ে ভাববন্ধনে সুদৃঢ় আবদ্ধ।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৬৯। এই সর্ব্বত্যাগের দ্বারা দেহকার্য্য-মনঃকার্য্যাদি-পরিত্যাগের পরামর্শ হয় নাই। দেহকার্য্য-মনঃকার্য্যসকলেও যদি 'আমি কৃষ্ণদাস' এই বুদ্ধিজনিত প্রবর্ত্তকপ্রবৃত্তি থাকে, তাহাও কাম নয়।

১৭৩। গোপীগণ কহিলেন,—হে প্রিয়! তোমার সুকোমল চরণকমল আমাদের কর্কশ স্তনে ধীরে ধীরে ধারণ করি, সেই চরণদ্বারা তুমি এখন বনভ্রমণ করিতেছ, তাহা সূক্ষ্মপাষাণাদি-দ্বারা ক্ষত হওয়ায় অবশ্য ব্যথিত হইতেছে। সুতরাং আমাদের জীবন-স্বরূপ তুমি, তোমার সম্বন্ধে আমাদের চিত্ত অস্থির হইতেছে।

অনুভাষ্য

তাঁহারা কামরূপ আত্মসুখ-ত্যাগের আদর্শ হইয়া কৃষ্ণানন্দ-বিধান-সেবাকার্য্যেই তৎপরা, সুতরাং কৃষ্ণোদ্দেশে আত্মসুখ-ধ্বংসে তাঁহাদের প্রচুর আনন্দ ও ভাববন্ধনের সুদৃঢ়তাই লক্ষিত হয়।

১৭৩। রাসকালে কৃষ্ণের অন্তর্দ্ধানে তদুদ্দেশে গোপীগণের বিলাপগীতি,—

হে প্রিয়, তে (তব) যৎ সুজাতচরণাম্বুরুহং (সুজাতং সুকুমারং চরণাম্বুরুহং পদকমলং) কর্কশেষু (কঠিনেষু) স্তনেষু ভীতাঃ (স্পর্শনদুঃখাশঙ্কিতাঃ সত্যঃ বয়ং) শনৈঃ (সাবধানাঃ) দধীমহি (ধারয়ামঃ) তেন (চরণেন) অটবীং (বনস্থলীম্) অটসি (বিচরসি), তদা [ত্বৎচরণকমলং] কূর্পাদিভিঃ (সূক্ষ্মপাষাণখণ্ডৈঃ) কিং স্বিৎ ন ব্যথতে ইতি ভবদায়ুষাং (ভবান্ এব আয়ুঃ জীবনং যাসাং তাসাং) নঃ (অস্মাকং) ধীঃ ভ্রমতি (চঞ্চলতাং গচ্ছতি)।

কৃষ্ণ লাগি' আর সব করি' পরিত্যাগ ।
কৃষ্ণসুখহেতু করে শুদ্ধ অনুরাগ ॥ ১৭৫ ॥

গোপীপ্রেমবদ্ধ কৃষ্ণের অন্তর্দ্ধানজন্য ক্ষমা-যাচ্ঞা ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবত (১০।৩২।২১)—

এবং মদর্থোজ্ঝিতলোকবেদ-
স্বানাং হি বো ময্যনুবৃত্তয়েঽবলাঃ ।
ময়া পরোক্ষং ভজতা তিরোহিতং
মাসূয়িতুং মার্হথ তৎপ্রিয়ং প্রিয়াঃ ॥ ১৭৬ ॥

শুদ্ধভক্তিপ্রকার-ভেদে কৃষ্ণপ্রাপ্তি-তারতম্য ঃ—

কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা এক আছে পূর্ব্ব হৈতে ।
যে যৈছে ভজে, কৃষ্ণ তারে ভজে তৈছে ॥ ১৭৭ ॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (৪।১১)—

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্ ।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ ॥ ১৭৮ ॥

গোপীপ্রেমের নিকট কৃষ্ণের অপরিশোধ্য ঋণ ঃ—

সে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হৈল গোপীর ভজনে ।
তাহাতে প্রমাণ কৃষ্ণ-শ্রীমুখবচনে ॥ ১৭৯ ॥

শ্রীমদ্ভাগবত (১০।৩২।২২)—

ন পারয়েঽহং নিরবদ্যসংযুজাং
স্বসাধুকৃত্যং বিবুধায়ুষাপি বঃ ।
যা মাভজন্ দুর্জ্জয়গেহশৃঙ্খলাঃ
সংবৃশ্চ্য তদ্বঃ প্রতিযাতু সাধুনা ॥ ১৮০ ॥

গোপীর নিজদেহ-সজ্জার মূলেও কৃষ্ণসুখতাৎপর্য্য ঃ—

তবে যে দেখিয়ে গোপীর নিজদেহে প্রীত ।
সেহো ত' কৃষ্ণের লাগি, জানিহ নিশ্চিত ॥ ১৮১ ॥
'এই দেহ কৈঁলু আমি কৃষ্ণে সমর্পণ ।
তাঁর ধন, তাঁর এই সম্ভোগ-কারণ ॥ ১৮২ ॥
এ দেহ-দর্শন-স্পর্শে কৃষ্ণ-সন্তোষণ ।'
এই লাগি' করে অঙ্গের মার্জ্জন-ভূষণ ॥ ১৮৩ ॥

লঘুভাগবতামৃতে উত্তরখণ্ডে (৪০) আদিপুরাণবচন—

নিজাঙ্গমপি যা গোপ্যো মমেতি সমুপাসতে ।
তাভ্যঃ পরং ন মে পার্থ নিগূঢ়প্রেমভাজনম্ ॥ ১৮৪ ॥

গোপীর সেবাসুখ কৃষ্ণসুখ অপেক্ষা কোটিগুণ বেশী ঃ—

আর এক অদ্ভুত গোপীভাবের স্বভাব ।
বুদ্ধির গোচর নহে যাহার প্রভাব ॥ ১৮৫ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৭৬। হে গোপীগণ, আমার জন্য তোমরা লোকধর্ম্ম, বেদধর্ম্ম ও বান্ধবসকল পরিত্যাগ করিয়াছ ; তথাপি আমাতে তোমাদের অধিকতর অনুবৃত্তি হইবে বলিয়া আমি তিরোহিত হইয়াছিলাম। হে প্রিয়াগণ, তোমাদের প্রিয়সাধনে প্রবৃত্ত যে আমি, আমার প্রতি দোষারোপ করিও না।

অনুভাষ্য

১৭৬। রাসস্থলীতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া গোপীগণের বাক্য শুনিয়া কৃষ্ণের উক্তি,—

হে প্রিয়াঃ অবলাঃ, এবং (অনেন প্রকারেণ) মদর্থোজ্ঝিত-লোকবেদস্বানাং (মদর্থং মৎপ্রাপ্তিনিমিত্তং উজ্ঝিতাঃ ত্যক্তাঃ লোকাঃ সংসার-ধর্ম্মাদয়ঃ, বেদাঃ পারলৌকিক-ধর্ম্মাঃ স্বাঃ চ নিজসম্বন্ধিপরিজনাশ্চ যাভিঃ কৃষ্ণৈকপ্রাণাভিঃ তাসাং) বঃ (যুষ্মাকং) ময়ি অনুবৃত্তয়ে (উক্তলক্ষণানামন্যেষাং ভক্তা-নামিবানুবৃত্তিবৃদ্ধ্যৈ) পরোক্ষম্ (অদর্শনং যথা ভবতি তথা) ভজতা (উপকুর্ব্বতা) ময়া তিরোহিতম্ (অন্তর্দ্ধানেন স্থিতং) হি তৎ (তস্মাৎ) প্রিয়ং মা (মাম্) অসূয়িতুং (দোষদৃষ্ট্যা দ্রষ্টুং) মা (ন) অর্হথ।

১৭৮। আদি ৪র্থ পঃ ২০ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১৮০। কৃষ্ণের অন্তর্দ্ধানফলে অদর্শনহেতু গোপীগণের বিলাপগীতি-শ্রবণে কৃষ্ণ আবির্ভূত হইয়া তাঁহাদিগকে এই বলিয়া সান্ত্বনা প্রদান করিতেছেন,—

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৮০। হে গোপীগণ, আমার সহিত তোমাদের সংযোগ নির্ম্মল, বহুজীবনেও আমি নিজ-সৎকারদ্বারা তোমাদের প্রতি কর্ত্তব্যানুষ্ঠান করিতে পারিব না ; যেহেতু তোমরা অতি কঠিন সংসার-শৃঙ্খল সম্পূর্ণরূপে ছেদন করিয়া আমাকে অন্বেষণ করিয়াছ। আমি তোমাদের ঋণ পরিশোধ করিতে অক্ষম। অতএব তোমরা নিজ কার্য্যদ্বারাই পরিতুষ্ট হও।

১৮৪। যে গোপীসকল তাঁহাদের নিজশরীর কৃষ্ণের ভোগ্য বলিয়া তাহাতে যত্ন প্রকাশ করেন, হে পার্থ, সেই গোপীগণ অপেক্ষা আমার প্রেমভাজন আর কেহই নাই।

অনুভাষ্য

নিরবদ্যসংযুজাং (নিরবদ্যা নিষ্কপটা সংযুক্ সম্যক্ মিলনং যাসাং তাসাং) বঃ (যুষ্মাকং) স্বসাধুকৃত্যং (স্বীয়ম্ অসাধারণং যৎ সাধুকৃত্যং সাধুকর্ম্ম তৎ) অহং বিবুধায়ুষাপি (বিবুধানাং দেবানাং আয়ুস্তৎকালমিতেনাপি) ন পারয়ে (শক্নোমি প্রতিদাতুমিত্যর্থঃ)। যাঃ (ভবত্যঃ) দুর্জ্জয়গেহশৃঙ্খলাঃ (দুর্জ্জয়াঃ অনভিভব্যাঃ যাঃ গেহরূপাঃ শৃঙ্খলাস্তাঃ) সংবৃশ্চ্য (নিঃশেষং ছিত্ত্বা) মা (মাম্) অভজন্, তাসাং বঃ (যুষ্মাকম্) এব সাধুনা (সাধুকৃত্যেন) তৎ (যুষ্মৎসাধুকৃতং) প্রতিযাতু (প্রতিকৃতং ভবতু)।

১৮৪। হে পার্থ, যা গোপ্যঃ নিজাঙ্গং অপি মম ইতি (কান্তা-র্পিতমিদং শরীরং ভগবতঃ ইতি) সমুপাসতে (ভূষণাদিভি-

গোপীগণ করেন যবে কৃষ্ণ দরশন ।
সুখবাঞ্ছা নাহি, সুখ হয় কোটিগুণ ॥ ১৮৬ ॥
গোপিকা-দর্শনে কৃষ্ণের যে আনন্দ হয় ।
তাহা হৈতে কোটিগুণ গোপী আস্বাদয় ॥ ১৮৭ ॥
তাঁ সবার নাহি নিজসুখ-অনুরোধ ।
তথাপি বাড়য়ে সুখ, পড়িল বিরোধ ॥ ১৮৮ ॥
এ বিরোধের একমাত্র দেখি সমাধান ।
গোপিকার সুখে কৃষ্ণসুখ পর্য্যবসান ॥ ১৮৯ ॥
গোপিকা-দর্শনে কৃষ্ণের বাড়ে প্রফুল্লতা ।
সে মাধুর্য্য বাড়ে যার নাহিক সমতা ॥ ১৯০ ॥
আমার দর্শনে কৃষ্ণ পাইল এত সুখ ।
এই সুখে গোপীর প্রফুল্ল অঙ্গমুখ ॥ ১৯১ ॥
গোপী-শোভা দেখি' কৃষ্ণের শোভা বাড়ে যত ।
কৃষ্ণ-শোভা দেখি' গোপীর শোভা বাড়ে তত ॥১৯২॥
এইমত পরস্পর পড়ে হুড়াহুড়ি ।
পরস্পর বাড়ে, কেহ মুখ নাহি মুড়ি ॥ ১৯৩ ॥

কৃষ্ণের সুখে গোপীর সুখ ঃ—

কিন্তু কৃষ্ণের সুখ হয় গোপী-রূপ-গুণে ।
তাঁর সুখে সুখবৃদ্ধি হয়ে গোপীগণে ॥ ১৯৪ ॥

কৃষ্ণের সুখবৃদ্ধিহেতু গোপীপ্রেম 'কাম' নহে ঃ—

অতএব সেই সুখ কৃষ্ণ-সুখ পোষে ।
এই হেতু গোপী-প্রেমে নাহি কাম-দোষে ॥ ১৯৫ ॥

স্তবমালায় কেশবাষ্টকে (৮)—

উপেত্য পথি সুন্দরীততিভিরাভিরভ্যর্চ্চিতং
স্মিতাঙ্কুরকরম্বিতৈর্নটদপাঙ্গভঙ্গীশতৈঃ ।
স্তন-স্তবকসঞ্চরন্নয়নচঞ্চরীকাঞ্চলং
ব্রজে বিজয়িনং ভজে বিপিনদেশতঃ কেশবম্ ॥ ১৯৬ ॥

গোপীপ্রেমের স্বাভাবিক লক্ষণ ঃ—

আর এক গোপীপ্রেমের স্বাভাবিক চিহ্ন ।
যে-প্রকারে হয় প্রেম কাম-গন্ধ-হীন ॥ ১৯৭ ॥
গোপীপ্রেমে করে কৃষ্ণমাধুর্য্যের পুষ্টি ।
মাধুর্য্য বাড়ায় প্রেম হঞা মহাতুষ্টি ॥ ১৯৮ ॥

সেব্য 'বিষয়ে'র প্রীতিতেই সেবক 'আশ্রয়ে'র শুদ্ধপ্রীতি ঃ—

প্রীতিবিষয়ানন্দে তদাশ্রয়ানন্দ ।
তাঁহা নাহি নিজসুখবাঞ্ছার সম্বন্ধ ॥ ১৯৯ ॥
নিরুপাধি প্রেম যাঁহা, তাঁহা এই রীতি ।
প্রীতিবিষয়সুখে আশ্রয়ের প্রীতি ॥ ২০০ ॥

কৃষ্ণসেবাকালে নিজেন্দ্রিয়প্রীতি ঘৃণ্য ও দূরে পরিত্যাজ্য ঃ—

নিজ-প্রেমানন্দে কৃষ্ণ-সেবানন্দ বাধে ।
সে আনন্দের প্রতি ভক্তের হয় মহাক্রোধে ॥ ২০১ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৮৬-১৮৭। গোপীদিগের সুখবাঞ্ছা নাই, তথাপি গোপী-দর্শনে কৃষ্ণের যে সুখ হয়, কৃষ্ণদর্শনে গোপীর তাহা অপেক্ষা কোটিগুণ সুখাস্বাদন উপস্থিত হয়।

১৯৪-১৯৫। যদিও কৃষ্ণ-দর্শনে গোপীর যে সুখ হয়, তাহাকে কেহ কেহ 'কাম' বলিয়া দোষ দিতে পারেন, তথাপি যখন গোপীদিগের মনের ভাব এই যে, 'কৃষ্ণ-দর্শনে আমরা সুখী হইয়াছি, এই ভাব গ্রহণ করিলে কৃষ্ণের সুখ অধিকতর পুষ্ট হইবে' তখন কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছাই গোপীর সুখপ্রাপ্তির চরম হেতু। অতএব তাহাতে আত্মেন্দ্রিয়-সুখবাঞ্ছারূপ কাম-দোষ নাই।

১৯৬। বন হইতে ব্রজে আসিতেছেন যে কেশব, তাঁহাকে আমি ভজনা করি। তিনি মৃদুহাস্যযুক্ত নটনশীল ভঙ্গীশতদ্বারা ব্রজসুন্দরীগণকর্ত্তৃক পথিমধ্যে অর্চ্চিত হইয়াছেন। সেই গোপী-গণের স্তনস্তবকে ভ্রমরতুল্য তাঁহার নয়নের প্রান্তভাগ বিচরণ করিতেছে।

১৯৯-২০১। প্রীতির বিষয় যে কৃষ্ণ, তাঁহার যে আনন্দ, তাহাতেই প্রীতির আশ্রয় যে গোপীগণ তাঁহাদের আনন্দ। এরূপ আনন্দসমৃদ্ধিতে গোপীর নিজসুখবাঞ্ছার সম্বন্ধ নাই। যেখানে নিরূপাধিক প্রেম, সেইস্থলে এই রীতি দেখিবে অর্থাৎ প্রীতির বিষয়ের সুখেই প্রীতির আশ্রয়ের সুখ। তবে এক কথা বলিতে পার যে, যেখানে নিজের প্রেমানন্দ হয়, সেখানে কৃষ্ণসেবানন্দের বাধা অবশ্য হইবে। এইজন্যই যেস্থলে সেবানন্দের বাধকরূপ আনন্দের উদয় হয়, সেস্থলে ভক্তের মহাক্রোধ উপস্থিত হয়।

অনুভাষ্য

রলঙ্করোতি) তাভ্যঃ (গোপীভ্যঃ) পরম্ অন্যৎ মে (মম) নিগূঢ়-প্রেমভাজনং (নিগূঢ়প্রেমপাত্রং) নাস্তি।

১৯৬। আভিঃ সুন্দরীততিভিঃ (ব্রজবিলাসিনীশ্রেণীভিঃ) উপেত্য (অট্টালিকামারুহ্য) পথি (মার্গে) স্মিতাঙ্কুরকরম্বিতৈঃ (মন্দহাস্যাঙ্কুরং তেন করম্বিতাঃ যুক্তাস্তৈঃ) নটদপাঙ্গভঙ্গীশতৈঃ (নটৎ অপাঙ্গং নয়নকটাক্ষং যস্য তস্য ভঙ্গীশতানি তৈঃ) অভ্যর্চ্চিতং (সর্ব্বতোভাবেন পূজিতং) স্তনস্তবকসঞ্চরন্নয়নচঞ্চরী-কাঞ্চলং (স্তনস্তবকাঃ গুচ্ছাঃ ইব তেষু সঞ্চরৎ নয়নয়োঃ চঞ্চরী-কয়োঃ ভৃঙ্গয়োঃ ইব অঞ্চলং প্রান্তভাগঃ যস্য সঃ তং) বিপিন-দেশতঃ (অপরাহ্নে গোচারণাৎ) ব্রজে (নন্দীশ্বরে) বিজয়িনং কেশবং (কৃষ্ণং) ভজে।

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু (৩।২।৬২)—

অঙ্গস্তম্ভারম্ভমুত্তুঙ্গয়ন্তং প্রেমানন্দং দারুকো নাভ্যনন্দৎ ।
কংসারাতের্বীজনে যেন সাক্ষাদক্ষোদীয়ানন্তরায়ো ব্যধায়ি ॥২০২॥

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু (২।৩।৫৪)—

গোবিন্দপ্রেক্ষণাক্ষেপি-বাষ্পপূরাভিবর্ষিণম্ ।
উচ্চৈরনিন্দদানন্দমরবিন্দবিলোচনা ॥ ২০৩ ॥

শুদ্ধভক্তের কৃষ্ণভক্তি বিনা মুক্তিতেও ঘৃণা ঃ—

আর শুদ্ধভক্ত কৃষ্ণ-প্রেম-সেবা-বিনে ।
স্বসুখার্থ সালোক্যাদি না করে গ্রহণে ॥ ২০৪ ॥

কৃষ্ণে অহৈতুকী ও অব্যবহিতা ভক্তিই নির্গুণা ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবত (৩।২৯।১১-১৩)—

মদ্‌গুণশ্রুতিমাত্রেণ ময়ি সর্ব্বগুহাশয়ে ।
মনোগতিরবিচ্ছিন্না যথা গঙ্গাম্ভসোঽম্বুধৌ ॥ ২০৫ ॥
লক্ষণং ভক্তিযোগস্য নির্গুণস্য হ্যুদাহৃতম্ ।
অহৈতুক্যব্যবহিতা যা ভক্তিঃ পুরুষোত্তমে ॥ ২০৬ ॥
সালোক্য-সার্ষ্টি-সারূপ্য-সামীপ্যৈকত্বমপ্যুত ।
দীয়মানং ন গৃহ্নন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ ॥ ২০৭ ॥

নশ্বরভোগ দূরের কথা, মোক্ষাদিও ভক্তের কাম্য নহে ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবত (৯।৪।৬৭)—

মৎসেবয়া প্রতীতং তে সালোক্যাদি-চতুষ্টয়ম্ ।
নেচ্ছন্তি সেবয়া পূর্ণাঃ কুতোঽন্যৎ কালবিপ্লুতম্ ॥ ২০৮ ॥

গোপীপ্রেমের বর্ণন ঃ—

কামগন্ধহীন স্বাভাবিক গোপী-প্রেম ।
নির্ম্মল, উজ্জ্বল, শুদ্ধ যেন দগ্ধ হেম ॥ ২০৯ ॥

কৃষ্ণের সহিত গোপীর সম্পর্ক ঃ—

কৃষ্ণের সহায়, গুরু, বান্ধবী, প্রেয়সী ।
গোপিকা হয়েন প্রিয়া শিষ্যা, সখী, দাসী ॥ ২১০ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২০২। শ্রীকৃষ্ণকে চামর ব্যজন করিবার সময় প্রেমানন্দ-জনিত দেহের জড়তাকে সেবার বাধাকর জানিয়া দারুক অভিনন্দন করিলেন না।

২০৩। পদ্মলোচনা কৃষ্ণভামিনী কৃষ্ণদর্শনের বাধাকর নেত্রজল-বর্ষণশীল আনন্দকে অতিশয় নিন্দা করিলেন।

২০৪। আরও দেখ, কৃষ্ণ-প্রেমসেবা ব্যতীত স্বসুখযুক্ত সালোক্যাদি মুক্তিও শুদ্ধভক্ত কদাচ গ্রহণ করেন না।

২০৫-২০৬। আমার গুণশ্রবণমাত্র সর্ব্বচিত্তনিবাসী যে আমি, আমাতে সমুদ্রপ্রবিষ্ট গঙ্গাজলের ন্যায় যে মনের অবিচ্ছিন্না অবস্থার উদয় হয়, তাহাই নির্গুণ ভক্তিযোগের লক্ষণ। পুরুষোত্তমস্বরূপে আমাতে সেই ভক্তি অহৈতুকী ও অব্যবহিতা। অহৈতুকী—হেতুরহিতা, স্বতঃসিদ্ধা ; অব্যবহিতা—ব্যবধান বা অবান্তর ফলানুসন্ধান-রহিতা।

২০৭। সালোক্য (বৈকুণ্ঠবাস), সার্ষ্টি (ঐশ্বর্য্যসম্পত্তি), সারূপ্য (চতুর্ভুজাকার), সামীপ্য (নৈকট্যলাভ), একত্ব (সাযুজ্য বা অভেদগতি) প্রদত্ত হইলেও ভক্তগণ তাহা গ্রহণ করেন না ; যেহেতু, আমার অপ্রাকৃত সেবা ব্যতীত তাঁহাদের আর কিছুই প্রার্থনীয় নাই।

২০৮। আমার সেবাদ্বারা সালোক্যাদি-মুক্তিচতুষ্টয় স্বয়ং আগত হইলেও আমার সেবাতেই পূর্ণমনা হইয়া শুদ্ধভক্তগণ যখন সে সমুদয় গ্রহণ করেন না, তখন মায়িকভোগ ও সাযুজ্য-মুক্তি,—যাহা কালের দ্বারা অতি সত্বরে নষ্ট হয়, তাহা কেন ইচ্ছা করিবেন? সাযুজ্যমুক্তি-দ্বারা জীবের সত্তা কাল-কবলে পতিত হয় ; অতএব ভুক্তি ও সাযুজ্য-মুক্তি, ইহাদের স্থায়িত্ব নাই।

অনুভাষ্য

২০২। যেন (প্রেমানন্দেন) কংসারাতেঃ (কৃষ্ণস্য) বীজনে (চামরসেবনে) সাক্ষাৎ অক্ষোদীয়ান্ (মহান্) অন্তরায়ঃ (বাধকঃ) ব্যধায়ি, দারুকঃ (শ্রীকৃষ্ণস্য সারথিঃ) অঙ্গস্তম্ভারম্ভম্ (অঙ্গানাং স্তম্ভারম্ভং জড়ীভাবম্) উত্তুঙ্গয়ন্তং (প্রাপয়ন্তং) তং প্রেমানন্দং (নিজানুভবার্হানন্দং) নাভ্যনন্দৎ (আনুকূল্যকরত্বে নৈব অভি-লষিতবান্)।

২০৩। অরবিন্দবিলোচনা (কমলনেত্রা রাধিকা) গোবিন্দ-প্রেক্ষণাক্ষেপি-বাষ্পপূরাভিবর্ষিণং (গোবিন্দস্য প্রেক্ষণং তস্য আক্ষেপী বাধকো যো বাষ্পপূরাশ্রুবৃন্দং তম্ অভিবর্ষিতুং স্বভাবো যস্য তম্) আনন্দম্ উচ্চৈঃ (অতিশয়েন) অনিন্দৎ (নিনিন্দ)।

২০৫-২০৬। শ্রীকপিলদেব মাতা দেবহূতিকে বলিতেছেন,—

মদ্‌গুণশ্রুতিমাত্রেণ (মম গুণশ্রবণমাত্রেণ) সর্ব্বগুহাশয়ে (সর্ব্বান্তঃকরণবর্ত্তিনি) ময়ি, অম্বুধৌ (সমুদ্রে) গঙ্গাম্ভসঃ যথা, [তথা] অবিচ্ছিন্না (অপ্রতিরুদ্ধা, বিষয়ান্তরেণ ছেত্তুমশক্যা যা) মনোগতিঃ, পুরুষোত্তমে যা অহৈতুকী (ফলানুসন্ধানরহিতা) অব্যবহিতা (দেহদ্রবিণজনতালোভপাষণ্ডত্বাদি-ব্যবধান-বিবর্জ্জিতা) ভক্তিঃ, সা নির্গুণস্য (ত্রিগুণাতীতস্য ভগবতঃ) ভক্তিযোগস্য লক্ষণম্ উদাহৃতং (কথিতং) হি।

২০৭। জনাঃ (হরিজনাঃ) মৎসেবনং বিনা (মদ্ভজনং ত্যক্ত্বা) দীয়মানং সালোক্যং (ময়া সহ একস্মিন্ লোকে বাসং) সার্ষ্টিং (সমানমৈশ্বর্য্যং) সামীপ্যং (নিকটবর্ত্তিত্বং) সারূপ্যং (সমান-রূপতাম্) একত্বম্ উত (সাযুজ্যমপি) ন গৃহ্নন্তি (নাভিনন্দন্তি)।

গোপিকা জানেন কৃষ্ণের মনের বাঞ্ছিত ।
প্রেমসেবা পরিপাটী, ইষ্ট-সমীহিত ॥ ২১১ ॥

কৃষ্ণের নিজের সহিত গোপীর সম্বন্ধ-বর্ণন ঃ—
আদিপুরাণবচন—

সহায়া গুরুবঃ শিষ্যা ভুজিষ্যা বান্ধবাঃ স্ত্রিয়ঃ ।
সত্যং বদামি তে পার্থ গোপ্যঃ কিং মে ভবন্তি ন ॥ ২১২ ॥

লঘুভাগবতামৃতে উত্তরখণ্ডে (৩৯) আদিপুরাণবচন—

মন্মাহাত্ম্যং মৎসপর্য্যাং মচ্ছ্রদ্ধাং মন্মনোগতম্ ।
জানন্তি গোপিকাঃ পার্থ নান্যে জানন্তি তত্ত্বতঃ ॥ ২১৩ ॥

গোপীগণ-মধ্যে শ্রীরাধিকাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠা ঃ—

সেই গোপীগণ-মধ্যে উত্তমা রাধিকা ।
রূপে, গুণে, সৌভাগ্যে, প্রেমে সর্ব্বাধিকা ॥ ২১৪ ॥

লঘুভাগবতামৃতে উত্তরখণ্ডে (৪৫) পদ্মপুরাণবচন—

যথা রাধা প্রিয়া বিষ্ণোস্তস্যাঃ কুণ্ডং প্রিয়ং তথা ।
সর্ব্বগোপীষু সৈবৈকা বিষ্ণোরত্যন্তবল্লভা ॥ ২১৫ ॥

সর্ব্বলোক-মধ্যে বৃন্দাবন ও তন্মধ্যেও শ্রীরাধার সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা ঃ—
লঘুভাগবতামৃতে উত্তরখণ্ডে (৪৬) আদিপুরাণবচন—

ত্রৈলোক্যে পৃথিবী ধন্যা যত্র বৃন্দাবনং পুরী ।
তত্রাপি গোপিকাঃ পার্থ যত্র রাধাভিধা মম ॥ ২১৬ ॥

মধুররসে শ্রীরাধার সহিতই মূল বিলাস, অন্য সব বস্তু তদুপকরণ ঃ—

রাধাসহ ক্রীড়া রস-বৃদ্ধির কারণ ।
আর সব গোপীগণ রসোপকরণ ॥ ২১৭ ॥
কৃষ্ণের বল্লভা রাধা, কৃষ্ণ-প্রাণধন ।
তাঁহা বিনু সুখহেতু নহে গোপীগণ ॥ ২১৮ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২১১। ইষ্ট-সমীহিত—অভিলষিত চেষ্টা।

২১২। গোপীসকল আমার সর্ব্বস্ব—তাঁহারা আমার সহায় অর্থাৎ প্রিয়া, গুরুস্বরূপ স্নেহ করেন, শিষ্যের ন্যায় সেবা করেন, উপভোগযোগ্যা, বন্ধুর ন্যায় প্রেমাচরণ করেন এবং বিবাহিত-স্বরূপে ব্যবহার করেন।

২১৩। আমার মাহাত্ম্য, আমার সেবা, আমার প্রতি শ্রদ্ধা, আমার মনের ভাব কেবল গোপীগণই জানেন। হে পার্থ, স্বরূপতঃ ঐ সমস্ত আর কেহই জানেন না।

অনুভাষ্য

২০৮। অম্বরীষের ন্যায় ভক্তের গুণবর্ণনকালে দুর্ব্বাসার প্রতি শ্রীভগবানের বাক্য,—

সেবয়া পূর্ণাঃ তে (ভক্তাঃ) মৎসেবয়া প্রতীতং (প্রাপ্তম্ অপি) সালোক্যাদিচতুষ্টয়ং ন ইচ্ছন্তি (নাভিলষন্তি), অন্যৎ (স্বর্গাদিকং) কালবিপ্লুতং (কালে নাশযোগ্যং) কুতঃ।

২১২। হে পার্থ, তে (তুভ্যম্) অহং সত্যং (স-শপথং নিশ্চিতং) বদামি—মে (মম) সহায়াঃ (রাসক্রীড়াদৌ সহায়াঃ) গুরবঃ (প্রেমশিক্ষাদৌ উপদেষ্টারঃ) শিষ্যাঃ (মদাজ্ঞাপালনপরাঃ) ভুজিষ্যাঃ (দাসীবৎ মৎসেবাপরাঃ) বান্ধবাঃ (বন্ধুবৎ প্রীত্যাচরণ-শীলাঃ) স্ত্রিয়ঃ (স্বপত্নীবৎ ভোগ্যাঃ)—[অতঃ] গোপ্যো মে কিং ন ভবন্তি? [অপি তু মৎসর্ব্বস্বা এবেত্যর্থঃ]।

২১৩। হে পার্থ, গোপিকাঃ মন্মাহাত্ম্যং (মম মহিমানং) মৎসপর্য্যাং (মম সেবাং) মৎশ্রদ্ধাং (মম স্পৃহনীয়ং) মন্মনোগতং (মম মনোঽভিপ্রায়ং) তত্ত্বতঃ (স্বরূপতঃ) জানন্তি, [অন্যে] ভক্তাঃ ন জানন্তি।

২১৫। বিষ্ণোঃ (কৃষ্ণস্য) রাধা যথা প্রিয়া, তস্যাঃ (রাধায়াঃ)

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২১৫। রাধা যেরূপ শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়া, রাধাকুণ্ডও তদ্রূপ প্রিয়স্থান ; সমস্ত গোপীবর্গের মধ্যে রাধাই কৃষ্ণের অত্যন্ত বল্লভা।

২১৬। বৃন্দাবনধাম পৃথিবীতে অবতীর্ণ হওয়ায় ত্রৈলোক্য ধন্য হইয়াছেন। তন্মধ্যে গোপিকাসকল ধন্য, যেহেতু তন্মধ্যে আমার অত্যন্ত প্রিয় 'রাধা' নাম্নী গোপী বর্ত্তমানা।

অনুভাষ্য

কুণ্ডং তথা প্রিয়ম্। সর্ব্বগোপীষু সা (শ্রীরাধিকা) একা এব বিষ্ণোঃ অত্যন্তবল্লভা (পরা প্রিয়তমা)।

২১৬। হে পার্থ, ত্রৈলোক্যে (ভূর্ভুবঃস্বর্লোকত্রয়মধ্যে) পৃথিবী ধন্যা, যত্র (পৃথিব্যাং) বৃন্দাবনং [নাম] পুরী [অস্তি]। তত্র (বৃন্দাবনে) অপি গোপিকাঃ ধন্যাঃ, যত্র মম রাধাভিধা [গোপী বর্ত্ততে]।

২১৭। শ্রীরাধিকাই শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বস্ব, অন্যান্য গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের রাধাসহ ক্রীড়ারসের বৃদ্ধির উদ্দেশে রসোপকরণ মাত্র। "সমন্তান্মাধবাকর্ষিবিভ্রমাঃ সন্তি সুভ্রুবঃ। তাস্তু বৃন্দাবনেশ্বর্য্যাঃ সখ্যঃ পঞ্চবিধা মতাঃ॥ সখ্যশ্চ নিত্যসখ্যশ্চ প্রাণসখ্যশ্চ কাশ্চন। প্রিয়সখ্যশ্চ পরমপ্রেষ্ঠসখ্যশ্চ বিশ্রুতাঃ॥ ** আসাং সুষ্ঠুং দ্বয়োরেব প্রেম্ণঃ পরমকাষ্ঠয়া। ক্বচিজ্জাতু ক্বচিজ্জাতু তদাধিক্য-মিবেক্ষ্যতে॥ ** প্রেমলীলাবিহারাণাং সম্যগ্বিস্তারিকা সখী।।"

কামৌৎসুক্যকৃত চেষ্টাদ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে সর্ব্বতোভাবে আকর্ষণ-সমর্থা সুভ্রু গোপীগণ শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরী শ্রীরাধিকারই পঞ্চপ্রকার সখী। যথা—সখী, নিত্যসখী, প্রাণসখী, প্রিয়সখী ও পরমপ্রেষ্ঠ-সখী। পরমপ্রেষ্ঠ অষ্টসখীগণ প্রেমের পরাকাষ্ঠাবশতঃ কখনও মানকালে শ্রীকৃষ্ণের, কখনও বা খণ্ডিতাবস্থায় শ্রীরাধার পক্ষ অবলম্বন করিয়া একের প্রতি অনুরাগ ও অপরের প্রতি বিপক্ষ-ভাব প্রদর্শন করিয়া রসবৃদ্ধি করেন।

শ্রীগীতগোবিন্দ—(৩।১)—

কংসারিরপি সংসারবাসনাবদ্ধশৃঙ্খলাম্ ।
রাধামাধায় হৃদয়ে তত্যাজ ব্রজসুন্দরীঃ ॥ ২১৯ ॥

মুখ্যরূপে রাধাভাবে বাঞ্ছাত্রয়-পূরণ, গৌণরূপে নামপ্রেম-প্রচার—

সেই রাধাভাব লঞা চৈতন্যাবতার ।
যুগধর্ম্ম নাম-প্রেম কৈল পরচার ॥ ২২০ ॥
সেইভাবে নিজবাঞ্ছা করিল পূরণ ।
অবতারের এই বাঞ্ছা মূল-কারণ ॥ ২২১ ॥

সম্ভোগরস-বিগ্রহ নন্দনন্দনই বিপ্রলম্ভরস-বিগ্রহ গৌর ঃ—

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গোসাঞি ব্রজেন্দ্রকুমার ।
রসময়-মূর্ত্তি কৃষ্ণ সাক্ষাৎ শৃঙ্গার ॥ ২২২ ॥
সেই রস আস্বাদিতে কৈল অবতার ।
আনুষঙ্গে কৈল সব রসের প্রচার ॥ ২২৩ ॥

ব্রজললনার সহিত কৃষ্ণের নিত্যবিলাস ঃ—

শ্রীগীতগোবিন্দ (১।১১)—

বিশ্বেষামনুরঞ্জনেন জনয়ন্নানন্দমিন্দীবর-
শ্রেণীশ্যামলকোমলৈরুপনয়ন্নঙ্গৈরনঙ্গোৎসবম্ ।
স্বচ্ছন্দং ব্রজসুন্দরীভিরভিতঃ প্রত্যঙ্গমালিঙ্গিতঃ
শৃঙ্গারঃ সখি মূর্ত্তিমানিব মধৌ মুগ্ধো হরিঃ ক্রীড়তি ॥ ২২৪ ॥

গৌরাবতারে রসনিধান কৃষ্ণের নানাভাবে গোপীপ্রেম-রসাস্বাদন ঃ—

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গোসাঞি রসের সদন ।
অশেষ-বিশেষে কৈল রস আস্বাদন ॥ ২২৫ ॥

চৈতন্যদাসই চিচ্ছক্তির আশ্রয়ে গৌরাবতার-রহস্যের জ্ঞাতা ঃ—

সেই দ্বারে প্রবর্ত্তাইল কলিযুগ-ধর্ম্ম ।
চৈতন্যের দাসে জানে এই সব মর্ম্ম ॥ ২২৬ ॥

গৌরপার্ষদ ওগৌরভক্ত-বন্দনা ঃ—

অদ্বৈত আচার্য্য, নিত্যানন্দ, শ্রীনিবাস ।
গদাধর, দামোদর, মুরারি, হরিদাস ॥ ২২৭ ॥
আর যত চৈতন্য-কৃষ্ণের ভক্তগণ ।
ভক্তিভাবে শিরে ধরি সবার চরণ ॥ ২২৮ ॥

এ পর্য্যন্ত ষষ্ঠ শ্লোকের আভাস-বর্ণন ; এক্ষণে বিস্তৃত ব্যাখ্যা—

ষষ্ঠশ্লোকের এই কহিল আভাস ।
মূল শ্লোকের অর্থ শুন, করিয়ে প্রকাশ ॥ ২২৯ ॥

শ্রীস্বরূপগোস্বামি-কড়চা—

শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশো বানয়ৈবা-
স্বাদ্যো যেনাদ্ভুতমধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ ।
সৌখ্যঞ্চাস্যা মদনুভবতঃ কীদৃশং বেতি লোভা-
ত্তদ্ভাবাঢ্যঃ সমজনি শচীগর্ভসিন্ধৌ হরীন্দুঃ ॥ ২৩০ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২১৮। রাধিকা বিনা অন্য গোপীসকল কৃষ্ণের সুখের কারণ হইতে পারেন না।

২১৯। কংসারি কৃষ্ণ সম্পূর্ণসাররূপ রাসলীলা-বাসনাবদ্ধা রাধাকে হৃদয়ে লইয়া অন্যান্য ব্রজসুন্দরীগণকে ত্যাগ করিয়া গেলেন।

২২৪। হে সখি! অঙ্গসৌন্দর্য্যদ্বারা জগতে আনন্দ জন্মাইয়া এবং ইন্দীবরসদৃশ সুন্দর, কোমল করচরণাদিদ্বারা ব্রজাঙ্গনাদিগের হৃদয়ে কন্দর্পোৎসব উদয় করত ব্রজসুন্দরীগণকে লইয়া স্বচ্ছন্দে আলিঙ্গনমূর্ত্তিবিশিষ্ট শৃঙ্গারস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ বসন্তকালে ক্রীড়া করিতেছেন।

অনুভাষ্য

২১৯। শ্রীরাসস্থলী পরিত্যাগ করিয়া তথা হইতে শ্রীকৃষ্ণের রাসের মূলাশ্রয় রাধার উদ্দেশে গমনোপলক্ষে শ্রীজয়দেবের বাক্য,—

কংসারিঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) অপি সংসারবাসনাবদ্ধশৃঙ্খলাং (সম্যক্ সারভূতা রাসলীলা-বাসনা তয়া আবদ্ধা বন্ধনং দৃঢ়ীকরণায় সংযুক্তা শৃঙ্খলা নিগড়রূপা তাং রাসক্রীড়া-পরমাশ্রয়াং) রাধাং হৃদয়ে আধায় (আ-সম্যক্ প্রকারেণ ধৃত্বা) ব্রজসুন্দরীঃ (সর্ব্বাঃ গোপবধূঃ) তত্যাজ।

২২০। 'সেই রাধা-ভাব' অর্থাৎ সর্ব্বোত্তম কৃষ্ণের সর্ব্বস্ব,

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২৩০। শ্রীরাধার প্রণয়মহিমা কিরূপ, আমার অদ্ভুত মধুরিমা —যাহা শ্রীরাধা আস্বাদন করেন—তাহাই বা কিরূপ, আমার মধুরিমার অনুভূতি হইতে শ্রীরাধারই বা কি সুখের উদয় হয়,—এই তিনটী বিষয়ে লোভ জন্মিলে শ্রীকৃষ্ণরূপ চন্দ্র শচীগর্ভসমুদ্রে জন্মগ্রহণ করিলেন।

অনুভাষ্য

প্রীতির আশ্রয়স্বরূপ শ্রীমতী গান্ধর্ব্বিকা, তাঁহার ভাব অর্থাৎ ঐকান্তিকী কৃষ্ণৈকসেবাপরা চিত্তবৃত্তি।

২২৪। হে সখি! অনুরঞ্জনেন (প্রীণনেন) বিশ্বেষাং (সর্ব্বাসাং গোপরামাণাং) আনন্দং জনয়ন্, ইন্দীবরশ্রেণী-শ্যামলকোমলৈঃ (হরিদ্বর্ণবিবিধ-সুকুমার-নীলপদ্মপ্রতিমৈঃ) অঙ্গৈঃ অনঙ্গোৎসবং উপনয়ন্ (প্রাপয়ন্) স্বচ্ছন্দম্ (অসঙ্কোচং যথা স্যাৎ তথা) অভিতঃ ব্রজসুন্দরীভিঃ প্রত্যঙ্গং আলিঙ্গিতঃ মুগ্ধঃ হরিঃ মধৌ (বসন্তসময়ে) মূর্ত্তিমান্ শৃঙ্গারঃ ইব ক্রীড়তি।

২৩০। শ্রীরাধায়াঃ (বার্ষভানব্যাঃ) প্রণয়মহিমা (প্রণয়-মাহাত্ম্যঃ) বা কীদৃশঃ, অনয়া (রাধয়া) মদীয়ঃ অদ্ভুতমধুরিমা (অপূর্ব্বমাধুর্য্যাতিশয়ঃ) যেন (প্রণয়েন) কীদৃশঃ বা আস্বাদ্যঃ, মদনুভবতঃ (মদনুভবাৎ) অস্যাঃ (শ্রীরাধায়াঃ) সৌখ্যং কীদৃশং বা—ইতি লোভাৎ তদ্ভাবাঢ্যঃ (তস্যাঃ ভাবেন আঢ্যঃ সমন্বিতঃ

গূঢ় হইলেও রসিক ভক্তের জন্য বর্ণন ঃ—

এ সব সিদ্ধান্ত গূঢ়,—কহিতে না যুয়ায় ।
না কহিলে, কেহ ইহার অন্ত নাহি পায় ॥ ২৩১ ॥
অতএব কহি কিছু করিঞা নিগূঢ় ।
বুঝিবে রসিক ভক্ত, না বুঝিবে মূঢ় ॥ ২৩২ ॥

শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-দাসেরই রসসিদ্ধান্তে অধিকার ঃ—

হৃদয়ে ধরয়ে যে চৈতন্য-নিত্যানন্দ ।
এসব সিদ্ধান্তে সেই পাইবে আনন্দ ॥ ২৩৩ ॥
এ সব সিদ্ধান্ত হয় আম্রের পল্লব ।
ভক্তগণ-কোকিলের সর্ব্বদা বল্লভ ॥ ২৩৪ ॥

অভক্তের দুর্ব্বুদ্ধিকে ভয়, কিন্তু তাহার অজ্ঞতাহেতু সুখ ঃ—

অভক্ত-উষ্ট্রের ইথে না হয় প্রবেশ ।
তবে চিত্তে হয় মোর আনন্দ-বিশেষ ॥ ২৩৫ ॥
যে লাগি কহিতে ভয়, সে যদি না জানে ।
ইহা বই কিবা সুখ আছে ত্রিভুবনে ॥ ২৩৬ ॥
অতএব ভক্তগণে করি নমস্কার ।
নিঃশঙ্কে কহিয়ে, তার হউক্ চমৎকার ॥ ২৩৭ ॥

কৃষ্ণের গৌরাবতার-চিন্তা, হ্লাদিনী-শক্তির মাহাত্ম্য ঃ—

কৃষ্ণের বিচার এক আছয়ে অন্তরে ।
'পূর্ণানন্দ-রসস্বরূপ সবে কহে মোরে ॥ ২৩৮ ॥

হ্লাদিনী-মাধুর্য্যে কৃষ্ণমাধুর্য্যের হীনতা ও পরাভব ঃ—

আমা হৈতে আনন্দিত হয় ত্রিভুবন ।
আমাকে আনন্দ দিবে—ঐছে কোন্ জন ॥ ২৩৯ ॥
আমা হৈতে যার হয় শত শত গুণ ।
সেইজন আহ্লাদিতে পারে মোর মন ॥ ২৪০ ॥
আমা হৈতে গুণী বড় জগতে অসম্ভব ।
একলি রাধাতে তাহা করি' অনুভব ॥ ২৪১ ॥
কোটিকাম জিনি' রূপ যদ্যপি আমার ।
অসমোর্দ্ধমাধুর্য্য—সাম্য নাহি যার ॥ ২৪২ ॥
মোর রূপে আপ্যায়িত হয় ত্রিভুবন ।
রাধার দর্শনে মোর জুড়ায় নয়ন ॥ ২৪৩ ॥
মোর বংশী-গীত আকর্ষয়ে ত্রিভুবন ।
রাধার বচনে হরে আমার শ্রবণ ॥ ২৪৪ ॥
যদ্যপি আমার গন্ধে জগৎ সুগন্ধ ।
মোর চিত্ত-ঘ্রাণ হরে রাধা-অঙ্গ-গন্ধ ॥ ২৪৫ ॥
যদ্যপি আমার রসে জগৎ সুরস ।
রাধার অধর-রসে আমা করে বশ ॥ ২৪৬ ॥
যদ্যপি আমার স্পর্শ কোটীন্দু-শীতল ।
রাধিকার স্পর্শে আমা করে সুশীতল ॥ ২৪৭ ॥

রাধিকার রূপ-গুণই কৃষ্ণের জীবন-সর্ব্বস্ব ঃ—

এই মত জগতের সুখে আমি হেতু ।
রাধিকার রূপ-গুণ আমার জীবাতু ॥ ২৪৮ ॥

কৃষ্ণের রাধাপ্রীতি অপেক্ষা রাধিকার কৃষ্ণপ্রীতির আধিক্য-বিচার ঃ—

এইমত অনুভব আমার প্রতীত ।
বিচারি' দেখিয়ে যদি, সব বিপরীত ॥ ২৪৯ ॥
রাধার দর্শনে মোর জুড়ায় নয়ন ।
আমার দর্শনে রাধা সুখে অগেয়ান ॥ ২৫০ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২৩৫-২৩৬। তথাপি আমার চিত্তে এই আনন্দ হইতেছে যে, যে-সব অভক্তের ভয় করা যায়, তাহাদের এই গ্রন্থে প্রবেশ-সম্ভাবনা নাই ; সুতরাং তাহারা পড়িবে না (বুঝিবে না)। ইহা অপেক্ষা আর কি সুখ আছে?

অনুভাষ্য

সন্) শচীগর্ভসিন্ধৌ (শচ্যাঃ মাতুঃ গর্ভসমুদ্রে) হরীন্দুঃ (কৃষ্ণচন্দ্রঃ) সমজনি (প্রাদুরাসীৎ)।

২৩১। শ্রীগৌরাবতারের এই গূঢ় সিদ্ধান্ত—শ্রীকৃষ্ণের হৃদয়গত বাসনা জগতে প্রকাশ করিতে যদিও যোগ্য হয় না, বা জগতে শ্রোতৃবর্গের অধিকারোচিত নয়, তথাপি এই কথা প্রকাশিত না হইলে জীব নিজচেষ্টাদ্বারা ইহার সীমা উপলব্ধি করিতে পারিবে না।

২৩৪-২৩৫। এ সকল কথা গৌর-নিত্যানন্দের ভক্তেরই আনন্দ-বিধায়ক। গৌরভক্তগণ কোকিলসদৃশ ; সিদ্ধান্ত—আম্রপল্লবোপম ; কোকিল যেরূপ আম্রপল্লবের সমাদর করে, তদ্রূপ ভক্তগণ ইহাতে পরমপ্রীতি লাভ করেন। পক্ষান্তরে, উষ্ট্র যেরূপ কণ্টকাদিদ্বারা জিহ্বাকে ক্ষতবিক্ষত না করাইয়া আম্রপল্লবাদি খাইতে বাসনা করে না, তদ্রূপ অভক্ত জ্ঞানী, কর্ম্মী ও অন্যাভিলাষী মিছাভক্তরূপ উষ্ট্রগণ এ সকল সিদ্ধান্তে কুতর্ক নির্ম্মাণ করে।

২৪২। কৃষ্ণ—মদনমোহন ; কৃষ্ণমাধুর্য্য কোটী কামদেবের অসামান্য সৌন্দর্য্যকে ক্ষুণ্ণ করিতে সমর্থ। কৃষ্ণরূপের সমান এবং তদধিক মাধুর্য্য কোনও বস্তুতে নাই। কৃষ্ণরূপের সহিত অন্য কোন রূপবানের তুলনা নাই।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২৪৮। জীবাতু—জীবন।

২৪৯। আমি মনে করি, আমার রাধিকার প্রতি প্রীতি অত্যন্ত প্রবল, কিন্তু বিচার করিয়া দেখিলে ইহার বিপরীত জ্ঞান হয়, অর্থাৎ আমার প্রতি রাধিকার প্রীতি আমা অপেক্ষা অধিক বলিয়া বোধ হয়।

পরস্পর বেণুগীতে হরয়ে চেতন ।
মোর ভ্রমে তমালেরে করে আলিঙ্গন ॥ ২৫১ ॥

রাধিকার সম্পূর্ণ কৃষ্ণময়তা, সর্ব্বত্র কৃষ্ণদর্শনে আনন্দবিহ্বলতা ঃ—

কৃষ্ণ-আলিঙ্গন পাইনু, জনম সফলে ।
এই সুখে মগ্ন রহে বৃক্ষ করি' কোলে ॥ ২৫২ ॥
অনুকূলবাতে যদি পায় মোর গন্ধ ।
উড়িয়া পড়িতে চাহে, প্রেমে হয় অন্ধ ॥ ২৫৩ ॥

রাধার কৃষ্ণসেবা-সুখ কৃষ্ণেরও দুর্জ্জ্ঞেয় ঃ—

তাম্বুলচর্ব্বিত যবে করে আস্বাদনে ।
আনন্দসমুদ্রে ডুবে, কিছুই না জানে ॥ ২৫৪ ॥
আমার সঙ্গমে রাধা পায় যে আনন্দ ।
শতমুখে বলি, তবু না পাই তার অন্ত ॥ ২৫৫ ॥
লীলা-অন্তে সুখে ইঁহার অঙ্গের মাধুরী ।
তাহা দেখি' সুখে আমি আপনা পাশরি ॥ ২৫৬ ॥

প্রপঞ্চে কান্ত-কান্তার তুল্য রস হইলেও চিদ্রাজ্যে কান্তরস অপেক্ষা কান্তা-রসের আধিক্য ঃ—

দোঁহার যে সম-রস, ভরত-মুনি মানে ।
আমার ব্রজের রস সেহ নাহি জানে ॥ ২৫৭ ॥

রাধাসঙ্গে কৃষ্ণের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আনন্দ ঃ—

অন্যের সঙ্গমে আমি যত সুখ পাই ।
তাহা হৈতে রাধা-সঙ্গে শত অধিকাই ॥ ২৫৮ ॥

ললিতমাধব—(৯।৯)—

নির্ধূতামৃতমাধুরীপরিমলঃ কল্যাণি বিম্বাধরো
বক্ত্রং পঙ্কজসৌরভং কুহরিতশ্লাঘাভিদস্তে গিরঃ ।
অঙ্গং চন্দনশীতলং তনুরিয়ং সৌন্দর্য্যসর্ব্বস্বভাক্
ত্বামাসাদ্য মমেদমিন্দ্রিয়কুলং রাধে মুহুর্মোদতে ॥ ২৫৯ ॥

শ্রীরূপগোস্বামির উক্তি—

রূপে কংসহরস্য লুব্ধনয়নাং স্পর্শেঽতিহৃষ্যত্ত্বচং
বাণ্যামুৎকলিতশ্রুতিং পরিমলে সংহৃষ্টনাসাপুটাম্ ।
আরজ্যদ্রসনাং কিলাধরপুটে ন্যঞ্চন্মুখাম্ভোরুহাং
দম্ভোদ্গীর্ণমহাধৃতিং বহিরপি প্রোদ্যদ্বিকারাকুলাম্ ॥ ২৬০ ॥

কৃষ্ণের স্ব-মাধুর্য্য-বলের বিচার ঃ—

তাতে জানি, মোতে আছে কোন এক রস ।
আমার মোহিনী রাধা, তারে করে বশ ॥ ২৬১ ॥

রাধাসুখ আস্বাদিতে কৃষ্ণের ব্যগ্রতা ঃ—

আমা হৈতে রাধা পায় যে জাতীয় সুখ ।
তাহা আস্বাদিতে আমি সদাই উন্মুখ ॥ ২৬২ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২৫১। আমার বেণুধ্বনিতে রাধিকার চেতন হরণ করে এবং রাধিকার কোমল গীত আমার চেতন হরণ করে। রাধিকার যখন চেতন-হরণ হয়, তখন তিনি তমালকে কৃষ্ণভ্রমে আলিঙ্গন করিয়া মহাসুখ লাভ করেন ; অথবা, আর একটী অর্থ—পরস্পর বংশ-ঘর্ষণে যে বেণুগীত-শব্দ হয়, তচ্ছ্রবণে রাধিকা হৃতচেতন হইয়া আমাকে ভ্রম করিয়া তমালকে আলিঙ্গন করেন।

২৫৭। ভরতমুনির মতে,—স্ত্রীপুরুষের রস সমান, কিন্তু তিনি মুনি হইয়াও আমার ব্রজরসের তত্ত্ব জানেন না ; কেন না, রাধিকার রস স্বরূপতঃ অধিক।

অনুভাষ্য

২৫৯। হে কল্যাণি (আনন্দবিগ্রহে), তে (তব) বিম্বাধরঃ (রক্তবর্ণাধরঃ) নির্ধূতামৃতমাধুরীপরিমলঃ (নির্ধূতৌ পরাজিতৌ অমৃতস্য মাধুরীপরিমলৌ যেন তাদৃশঃ), বক্ত্রং পঙ্কজসৌরভং (পঙ্কজস্য কমলস্য সৌরভং ইব সৌরভং যস্য তৎ), গিরঃ (বাচঃ) কুহরিতশ্লাঘাভিদঃ (কুহরিতানাং কোকিলধ্বনীনাং শ্লাঘাভিদঃ তিরস্কারিণ্যঃ), অঙ্গম্ (অবয়বঃ) চন্দনশীতলং (চন্দনবৎ শীতলং), ইয়ং তনুঃ (মূর্ত্তিঃ) সৌন্দর্য্যসর্ব্বস্বভাক্ (সৌন্দর্য্যাণাং সর্ব্বস্বং ভজতে যা সা)। হে রাধে ত্বাম্ আস্বাদ্য (প্রাপ্য) মম ইদম্ ইন্দ্রিয়কুলং (ইন্দ্রিয়গণঃ) মুহুঃ (পুনঃ পুনঃ) মোদতে (হ্লাদযুক্তো ভবতি)।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২৫৯। হে কল্যাণি! অমৃত-মাধুরী-পরিমল-বিজয়ী তোমার বিম্বাধর, পদ্মগন্ধযুক্ত তোমার মুখ, কোকিলধ্বনি-তিরস্কারী তোমার বাক্যসকল, চন্দনের ন্যায় শীতল অঙ্গ ও সমস্ত সৌন্দর্য্যের আধারস্বরূপ তোমার শরীর,—এতাদৃশ রূপগুণ-লীলাময়ী তোমাকে লাভ করিয়া আমার ইন্দ্রিয়গণ পুনঃ পুনঃ মহামোদ লাভ করিতেছে।

২৬০। কংসারি-শ্রীকৃষ্ণের রূপে লোভযুক্ত শ্রীরাধার নয়ন-যুগল, কৃষ্ণস্পর্শে অতি হর্ষান্বিত তাঁহার ত্বগিন্দ্রিয়, বাক্য-শ্রবণে উৎকণ্ঠিতা শ্রুতি (কর্ণ), কৃষ্ণের অঙ্গগন্ধে প্রফুল্ল নাসাপুট, কৃষ্ণের অধরামৃতবশীকৃত রসনা, সর্ব্বদা প্রফুল্লমুখাব্জ, নম্রীভূত ধৈর্য্য-নাশক উৎকট রোমাঞ্চাদি-বিকারসমূহে ব্যস্ত অঙ্গসমূহ লক্ষিত হইল।

অনুভাষ্য

২৬০। কংসহরস্য (কংসান্তকস্য শ্রীকৃষ্ণস্য) রূপে (রূপ-দর্শনে) লুব্ধনয়নাং (লুব্ধে ক্ষোভযুক্তে নয়নে যস্যাঃ তাং কৃষ্ণরূপাকৃষ্টনেত্রাং), স্পর্শে (অঙ্গসঙ্গে) অতিহৃষ্যত্ত্বচং (অতি-হৃষ্যন্তী পুলকিতা ত্বক্ যস্যাঃ তাং, কৃষ্ণস্পর্শাত্যানন্দিতগাত্রাং), বাণ্যাং (বাচি) উৎকলিতশ্রুতিং (উৎকলিতে উৎসুকে শ্রুতী কর্ণৌ যস্যাঃ তাং, কৃষ্ণশব্দশ্রবণোৎকর্ণাং), পরিমলে (অঙ্গসৌরভে) সংহৃষ্টনাসাপুটাং (সংহৃষ্টে নাসাপুটে যস্যাঃ তাং, কৃষ্ণসুগন্ধ-

নানা যত্ন করি আমি, নারি আস্বাদিতে ।
সেই সুখমাধুর্য্য-ঘ্রাণে লোভ বাড়ে চিত্তে ॥ ২৬৩ ॥

নানাভাবে রাধাপ্রেমরস আস্বাদিতে গৌরাবতার ঃ—

রস আস্বাদিতে আমি কৈল অবতার ।
প্রেমরস আস্বাদিব বিবিধ প্রকার ॥ ২৬৪ ॥

রাগভজন-বিধির প্রচার ও আচার ঃ—

রাগমার্গে ভক্ত ভক্তি করে যে-প্রকারে ।
তাহা শিখাইব লীলা-আচরণদ্বারে ॥ ২৬৫ ॥

আশ্রয়জাতীয়-ভাব বিনা বিষয়জাতীয়-ভাবে সেবা-সুখ অনাস্বাদ্য ঃ—

এই তিন তৃষ্ণা মোর নহিল পূরণ ।
বিজাতীয়-ভাবে নহে তাহা আস্বাদন ॥ ২৬৬ ॥
রাধিকার ভাবকান্তি-অঙ্গীকার বিনে ।
সেই তিন সুখ কভু নহে আস্বাদনে ॥ ২৬৭ ॥
রাধাভাব অঙ্গীকরি' ধরি' তার বর্ণ ।
তিনসুখ আস্বাদিতে হব অবতীর্ণ ॥' ২৬৮ ॥

গৌররূপে অবতরণকালে যুগাবতার-কাল ও অদ্বৈতের আকর্ষণের সম্মিলন ঃ—

সর্ব্বভাবে করিল কৃষ্ণ, এই ত' নিশ্চয় ।
হেনকালে আইল যুগাবতার-সময় ॥ ২৬৯ ॥
সেইকালে শ্রীঅদ্বৈত করেন আরাধন ।
তাঁহার হুঙ্কারে কৈল কৃষ্ণে আকর্ষণ ॥ ২৭০ ॥

পূর্ব্বে গুরুবর্গের অবতার, পশ্চাৎ স্বয়ংরূপ গৌরের অবতার ঃ—

পিতামাতা, গুরুগণ আগে অবতরি' ।
রাধিকার ভাব-বর্ণ অঙ্গীকার করি' ॥ ২৭১ ॥
নবদ্বীপে শচীগর্ভ—শুদ্ধদুগ্ধসিন্ধু ।
তাহাতে প্রকট হৈলা কৃষ্ণ পূর্ণ ইন্দু ॥ ২৭২ ॥
এই ত' ষষ্ঠশ্লোকের করিলুঁ ব্যাখ্যান ।
শ্রীরূপ-গোসাঞির পাদপদ্ম করি' ধ্যান ॥ ২৭৩ ॥
এই দুই শ্লোকের আমি যে করিল অর্থ ।
শ্রীরূপ-গোসাঞির শ্লোক প্রমাণ-সমর্থ ॥ ২৭৪ ॥

স্তবমালায় দ্বিতীয় চৈতন্যাষ্টকে (৩)—

অপারং কস্যাপি প্রণয়িজনবৃন্দস্য কুতুকী
রসস্তোমং হৃত্বা মধুরমুপভোক্তুং কমপি যঃ ।
রুচং স্বামাবব্রে দ্যুতিমিহ তদীয়াং প্রকটয়ন্
স দেবশ্চৈতন্যাকৃতিরতিতরাং নঃ কৃপয়তু ॥ ২৭৫ ॥

মঙ্গলাচরণং কৃষ্ণচৈতন্য-তত্ত্বলক্ষণম্ ।
প্রয়োজনঞ্চাবতারে শ্লোকষট্কৈর্নিরূপিতম্ ॥ ২৭৬ ॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ২৭৭ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে চৈতন্যাবতার-মূলপ্রয়োজনকথনং নাম চতুর্থ-পরিচ্ছেদঃ ।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২৬৬। বিজাতীয়—বিষয়জাতীয়।

২৬৯-২৭৪। পূর্ব্বোক্ত তিনপ্রকার বাঞ্ছাপূরণ, ভক্তগণকে রাগমার্গীয় ভক্তির আচরণের দ্বারা শিক্ষা প্রদান করিব, এই সকলভাবে যে-সময়ে কৃষ্ণ অবতীর্ণ হইবার জন্য নিশ্চয় করিলেন, সেই সময় যুগাবতারকাল উপস্থিত হইল এবং সেই সময়ে শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য কৃষ্ণকে আরাধন করিলেন। এতৎ-প্রযুক্ত রাধিকার ভাববর্ণ অঙ্গীকার করিয়া নবদ্বীপে শচীগর্ভে কৃষ্ণচন্দ্র গৌরাঙ্গস্বরূপে উদিত হইলেন। স্বরূপগোস্বামীর দুই শ্লোকে যে তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিলাম, তাহা শ্রীরূপগোস্বামীর শ্লোক-দ্বারা প্রমাণ করিতেছি।

অনুভাষ্য

ঘ্রাণাদ্ভুতমোদাম্), অধরপুটে (অধরামৃতপানে) আরজ্যদ্রসনাং (আরজ্যন্তী অনুরাগভরা রসনা জিহ্বা যস্যাঃ তাং, কৃষ্ণাধরানুরক্ত-রসনাং), ন্যঞ্চন্মুখাম্ভোরুহাং (ন্যঞ্চৎ পূজিতং মুখং এব অম্ভোরুহং যস্যাঃ তাম্, অবনতবদনকমলাং) বহিঃ অপি কিল দম্ভোদ্গীর্ণ-মহাধৃতিং (দম্ভেন কপটেন উদ্গীর্ণা প্রকাশিতা মহতী ধৃতিঃ ধৈর্য্যং যস্যাঃ তাং বহির্ব্বাম্যচেষ্টাবতীং) অপি প্রোদ্যদ্বিকারাকুলাং (প্রোদ্যতা প্রকর্ষেণ উদ্ভুতেন বিকারেণ আকুলাম্ অন্তঃক্রীড়ৌৎ-সুক্যপরাং) [রাধামহং স্মরামি]।

২৭১। অবতরি—অবতরণ করাইয়া।

২৭৫। আদি ৪র্থ পঃ ৫২ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

২৭৬। কৃষ্ণচৈতন্যতত্ত্বলক্ষণং (গৌরতত্ত্বনিরূপণাত্মকং) মঙ্গলাচরণম্, অবতারে (গৌরাবতারবিষয়ে) প্রয়োজনং চ শ্লোক-ষট্কৈঃ ('বন্দে গুরূন্' ইত্যারভ্য 'গর্ভসিন্ধৌ হরীন্দুঃ' ইত্যন্তৈঃ শ্লোকৈঃ ষট্সংখ্যকৈঃ) নিরূপিতম্।

ইতি অনুভাষ্যে চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২৭৬। মঙ্গলাচরণ, কৃষ্ণচৈতন্য-তত্ত্বলক্ষণ এবং চৈতন্যা-বতারের প্রয়োজন—এই তিনটী বিষয় ছয়টী শ্লোকদ্বারা নিরূপিত হইল।

ইতি অমৃতপ্রবাহ ভাষ্যে চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

কথাসার—পঞ্চম পরিচ্ছেদে পঞ্চশ্লোকে শ্রীনিত্যানন্দ-মহিমা এইরূপে বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্; তাঁহার বিলাসমূর্ত্তি অর্থাৎ দ্বিতীয় দেহ শ্রীবলরাম। প্রকৃতির অতীত 'পরব্যোম'-নামে একটী চিন্ময় ধাম আছে, সেই চিন্ময়ধামের সর্ব্বোপরিভাগে 'কৃষ্ণলোক'। কৃষ্ণলোকে দ্বারকা, মথুরা ও গোকুল; তথায় আদিচতুর্ব্ব্যূহ কৃষ্ণ, বলদেব, প্রদ্যুম্ন অর্থাৎ কামদেব ও অনিরুদ্ধ। সেই কৃষ্ণলোকে 'শ্বেতদ্বীপ' বলিয়া বৃন্দাবনস্থ ধাম। কৃষ্ণলোকের অধোভাগে 'পরব্যোম'-নামক বৈকুণ্ঠ; তথায় কৃষ্ণের বিলাসমূর্ত্তি চতুর্ভুজ নারায়ণ বিরাজমান। কৃষ্ণলোকে যিনি বলদেব, তিনি মূল-সঙ্কর্ষণ। তাঁহার বিলাসমূর্ত্তি পরব্যোম-বৈকুণ্ঠে মহাসঙ্কর্ষণ। সেই মহাসঙ্কর্ষণের চিচ্ছক্তিক্রমে পরব্যোমস্থ সমস্ত শুদ্ধসত্ত্ব-প্রকাশ; জীবশক্তিক্রমে শুদ্ধজীবসকল তথায় বর্ত্তমান, মায়া-শক্তির তথায় অবস্থিতি নাই। নারায়ণধামে দ্বিতীয় কায়ব্যূহ। সেই পরব্যোমের বাহিরে জ্যোতির্ম্ময়ধামরূপ 'ব্রহ্মালোক'। তাহার বাহিরে চিন্ময়জলবিশিষ্ট কারণসমুদ্র। কারণ-সমুদ্রের অপরপারে অসংস্পৃষ্টরূপে মায়ার অবস্থিতি। কারণ-সমুদ্রে মূল-সঙ্কর্ষণের অংশরূপ আদিপুরুষাবতার মহাবিষ্ণু। তিনিই দূর হইতে মায়ার প্রতি ঈক্ষণ করেন; এক অঙ্গাভাসে (অর্থাৎ তাহা অঙ্গের ন্যায় বোধ হয়, কিন্তু অঙ্গ নয়) মায়ার উপাদান-কারণে মিলিত হন। মায়াই উপাদান-কারণরূপে 'প্রধান' ও নিমিত্ত-কারণরূপে 'প্রকৃতি'। মহাবিষ্ণুর ঈক্ষণই জড়রূপা প্রকৃতির মূল-নিমিত্তকারণ, সুতরাং প্রকৃতি গৌণনিমিত্তকারণ মাত্র। সেই কারণাব্ধিশায়ী মহাবিষ্ণুই সমষ্টিজগতে প্রবিষ্টরূপে গর্ভোদশায়ী এবং প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডে, প্রত্যেক জীবে প্রবিষ্টরূপে ক্ষীরোদশায়ী। সেই ক্ষীরোদশায়ী পুরুষ প্রতি ব্রহ্মাণ্ডে এক একটী বৈকুণ্ঠ প্রকট করিয়া তাহাতে বিষ্ণু-পরমাত্মা-ঈশ্বরাদিরূপে বিরাজমান এবং ব্রহ্মাণ্ডের জলাংশে শেষশয্যায় শয়ন করেন; তিনিই ব্রহ্মার পিতা; তাঁহারই এক অংশকে বিরাট্‌রূপে কল্পনা করা যায়। প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডে ক্ষীরসমুদ্রের মধ্যে এক একটী 'শ্বেতদ্বীপ' প্রকট হইয়াছে, তাহাতে বিষ্ণু অবস্থান করেন। সুতরাং শ্বেতদ্বীপ দুইটী—একটী কৃষ্ণলোকে আর একটী প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডে ক্ষীরোদ-সমুদ্রে। কৃষ্ণলোকের 'শ্বেতদ্বীপ' তত্রস্থ বৃন্দাবন হইতে অভিন্নরূপে কৃষ্ণের কোন পরিশিষ্ট-লীলার ভূমি। ব্রহ্মাণ্ডগত 'শেষ'-মূর্ত্তি বিষ্ণুকে ছত্র, পাদুকা, শয্যা, উপাধান, বসন, আবাস, যজ্ঞসূত্র, সিংহাসন ইত্যাদিরূপে সেবা করেন। কৃষ্ণলোকস্থ বলদেবই প্রভু নিত্যানন্দ, অতএব তিনি মূল-সঙ্কর্ষণ; পরব্যোমের মহাসঙ্কর্ষণ এবং তাঁহার পুরুষাবতারগণ সুতরাং নিত্যানন্দপ্রভুর অংশকলা।

এই পরিচ্ছেদে গ্রন্থকার নিজের বৃন্দাবন-যাত্রা ও তথায় তাঁহার সর্ব্বসিদ্ধি-সম্বন্ধে একটী আখ্যায়িকা লিখিয়াছেন। তাহাতে পাওয়া যায়,—তাঁহার পূর্ব্বনিবাস কাটোয়া-প্রদেশে নৈহাটীর নিকট 'ঝামটপুর' গ্রামে। তাঁহারা দুই ভাই। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর পারিষদ শ্রীমীনকেতনরামদাস তাঁহার বাটীতে নিমন্ত্রিত হইয়া পূজারি গুণার্ণবমিশ্রের প্রতি অসন্তুষ্ট হন। কবিরাজ গোস্বামীর ভ্রাতা তাঁহার পক্ষপাতী হইয়া শ্রীনিত্যানন্দের মাহাত্ম্য স্বীকার করেন নাই। (এইজন্য শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী তাঁহার ভ্রাতাকে তিরস্কার করেন।) রামদাস নিজের বংশী ভাঙ্গিয়া সেইস্থান হইতে চলিয়া যান, তাহাতে কবিরাজ গোস্বামীর ভ্রাতার তৎক্ষণাৎ সর্ব্বনাশ হয়। সেই রাত্রে কবিরাজ গোস্বামী স্বপ্নে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর প্রসন্নতা ও আদেশ লাভ করিয়া পরদিবসেই বৃন্দাবন যাত্রা করেন। (অঃ প্রঃ ভাঃ)

নিত্যানন্দ-কৃপাবলে নিত্যানন্দস্বরূপ-জ্ঞান ঃ—

বন্দেঽনন্তাদ্ভুতৈশ্বর্য্যং শ্রীনিত্যানন্দমীশ্বরম্‌ ।
যস্যেচ্ছয়া তৎস্বরূপমজ্ঞেনাপি নিরূপ্যতে ॥ ১ ॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ২ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১। অনন্ত-অদ্ভুত-ঐশ্বর্য্যবিশিষ্ট ঈশ্বর নিত্যানন্দকে বন্দনা করি। মূর্খলোকেও তাঁহার ইচ্ছায় তাঁহার স্বরূপ নিরূপণ করিতে সমর্থ।

অনুভাষ্য

১। যস্য (নিত্যানন্দস্য) ইচ্ছয়া (অনুকম্পয়া) অজ্ঞেন (শাস্ত্র-জ্ঞানানভিজ্ঞেন) অপি [ময়া] তৎস্বরূপং (নিত্যানন্দতত্ত্বং) নিরূপ্যতে (বর্ণ্যতে), তম্‌ অনন্তাদ্ভুতৈশ্বর্য্যম্‌ (অনন্তম্‌ অদ্ভুতম্‌ ঐশ্বর্য্যং যস্য তং দেশকালপাত্রাতীতৈশ্বর্য্যসম্পন্নম্‌) ঈশ্বরং (দেবদেবং) শ্রীনিত্যানন্দম্‌ অহং বন্দে।

ছয় শ্লোকে গৌর-তত্ত্ব, পাঁচ শ্লোকে নিত্যানন্দ-তত্ত্ব ঃ—

এই ষট্‌শ্লোকে কহিল কৃষ্ণচৈতন্য-মহিমা ।
পঞ্চশ্লোকে কহি নিত্যানন্দতত্ত্ব-সীমা ॥ ৩ ॥

বলদেব-তত্ত্ব ঃ—

সর্ব্ব-অবতারী কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্‌ ।
তাঁহার দ্বিতীয় দেহ শ্রীবলরাম ॥ ৪ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৪। তাঁহার দ্বিতীয় দেহ—শ্রীকৃষ্ণের বিলাস-দেহ।

অনুভাষ্য

একই স্বরূপ দোঁহে, ভিন্নমাত্র কায় ।
আদ্য কায়ব্যূহ, কৃষ্ণলীলার সহায় ॥ ৫ ॥

কৃষ্ণ—গৌর, বলরাম—নিতাই ঃ—

সেই কৃষ্ণ—নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্যচন্দ্র ।
সেই বলরাম—সঙ্গে শ্রীনিত্যানন্দ ॥ ৬ ॥

আদি ১৪ শ্লোকের মধ্যে ৭ম শ্লোক-ব্যাখ্যা ঃ—
সঙ্কর্ষণ ও কারণ-গর্ভ-ক্ষীর-বারিশায়িগণ এবং শেষের অংশী নিত্যানন্দ বা বলদেব ঃ—

শ্রীস্বরূপগোস্বামি-কড়চা—

সঙ্কর্ষণঃ কারণতোয়শায়ী গর্ভোদশায়ী চ পয়োঽব্ধিশায়ী ।
শেষশ্চ যস্যাংশকলাঃ স নিত্যানন্দাখ্যরামঃ শরণং মমাস্তু ॥ ৭ ॥

মূল-সঙ্কর্ষণ বলদেবের পঞ্চরূপে কৃষ্ণসেবা ঃ—

শ্রীবলরাম গোসাঞি মূল-সঙ্কর্ষণ ।
পঞ্চরূপ ধরি' করেন কৃষ্ণের সেবন ॥ ৮ ॥
আপনে করেন কৃষ্ণলীলার সহায় ।
সৃষ্টিলীলা-কার্য্য করে ধরি' চারি কায় ॥ ৯ ॥

চিদচিৎসর্গ, স্থিতি ও অনুপ্রবেশাদি-কার্য্যে চারিরূপ এবং শেষরূপে দশদেহে সেবা ঃ—

সৃষ্ট্যাদিক সেবা,—তাঁর আজ্ঞার পালন ।
'শেষ'-রূপে করে কৃষ্ণের বিবিধ সেবন ॥ ১০ ॥
সর্ব্বরূপে আস্বাদয়ে কৃষ্ণ-সেবানন্দ ।
সেই বলরাম—গৌরসঙ্গে নিত্যানন্দ ॥ ১১ ॥

নিত্যানন্দতত্ত্ব-বর্ণনমুখে চারিশ্লোকে সপ্তমশ্লোক ব্যাখ্যা ঃ—

সপ্তম শ্লোকের অর্থ করি চারিশ্লোকে ।
যাতে নিত্যানন্দতত্ত্ব জানে সর্ব্বলোকে ॥ ১২ ॥

শ্রীস্বরূপগোস্বামি-কড়চা—

মায়াতীতে ব্যাপিবৈকুণ্ঠলোকে পূর্ণৈশ্বর্য্যে শ্রীচতুর্ব্ব্যূহমধ্যে ।
রূপং যস্যোদ্ভাতি সঙ্কর্ষণাখ্যং তং শ্রীনিত্যানন্দরামং প্রপদ্যে ॥১৩॥

অপ্রাকৃত-ষড়ৈশ্বর্য্যযুক্ত 'পরব্যোম' ঃ—

প্রকৃতির পার 'পরব্যোম'-নামে ধাম ।
কৃষ্ণবিগ্রহ যৈছে বিভূত্যাদি-গুণবান্ ॥ ১৪ ॥

ব্রহ্ম ও তদূর্দ্ধলোক এবং কৃষ্ণ ও তদবতারাবলীর ধাম ঃ—

সর্ব্বগ, অনন্ত, ব্রহ্ম-বৈকুণ্ঠাদি ধাম ।
কৃষ্ণ, কৃষ্ণ-অবতারের তাহাঞি বিশ্রাম ॥ ১৫ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৫-৬। শ্রীবলদেবই কৃষ্ণের আদ্যকায়ব্যূহ অর্থাৎ কায়-বিস্তৃতি, তিনিই কৃষ্ণলীলার সহায়। সেই কৃষ্ণ নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্যচন্দ্ররূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন এবং আদ্যকায়ব্যূহ সেই শ্রীবলরাম তাঁহার সঙ্গে শ্রীনিত্যানন্দ।

৭। সঙ্কর্ষণ, কারণাব্ধিশায়ী, গর্ভোদশায়ী, পয়োব্ধিশায়ী ও শেষ যাঁহার অংশ ও কলা, সেই নিত্যানন্দরাম আমার শরণস্বরূপ হউন্।

৮-১১। আদ্যকায়ব্যূহ শ্রীবলরামকে মূল-সঙ্কর্ষণ বলা যাইতে পারে ; যেহেতু তিনি তদীয় দ্বিতীয়স্বরূপগত অংশরূপে 'মহাসঙ্কর্ষণ' এবং কলাস্বরূপে 'কারণাব্ধিশায়ী', 'গর্ভোদশায়ী', 'পয়োব্ধিশায়ী' ও 'শেষ'—এই পঞ্চরূপ ধারণ করিয়া কৃষ্ণের সেবা করেন। তিনি স্বয়ং কৃষ্ণলীলার সহায় থাকিয়া মহাসঙ্কর্ষণ, কারণাব্ধিশায়ী, গর্ভোদশায়ী ও পয়োব্ধিশায়ী—এই চারিরূপে সৃষ্টিলীলাদি কার্য্য করেন। 'শেষ'-সংজ্ঞক 'অনন্ত'-রূপে কৃষ্ণের বিবিধ সেবা করেন। এই সর্ব্বরূপে সেই বলরাম কৃষ্ণসেবানন্দ আস্বাদন করেন।

১২। সপ্তম শ্লোকের অর্থ—৭ম শ্লোকে যাহা কথিত হইয়াছে, ৮ম, ৯ম, ১০ম ও ১১শ শ্লোকে তাহার অর্থ করিতেছি।

১৩। মায়াতীত, সর্ব্বব্যাপক বৈকুণ্ঠলোকে বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ—এই পূর্ণ ঐশ্বর্য্যযুক্ত চতুর্ব্ব্যূহতত্ত্বে যাঁহার সঙ্কর্ষণাখ্য-রূপ বিরাজমান, সেই নিত্যানন্দস্বরূপ রামের প্রতি আমি প্রপন্ন হই।

১৪-১৬। চতুর্ব্বিংশতি-তত্ত্ব প্রকৃতির উপরে 'পরব্যোম'-নামে একটী চিন্ময় ধাম আছে। সেই ধাম শ্রীকৃষ্ণস্বরূপের ন্যায় সমস্ত বিভূত্যাদি গুণযুক্ত। সেই ধামে সর্ব্বগত, অনন্ত ব্রহ্মধাম ও

অনুভাষ্য

৭। সঙ্কর্ষণঃ (পরব্যোমস্থো মহাসঙ্কর্ষণঃ), কারণতোয়শায়ী (আদিপুরুষাবতারঃ), গর্ভোদশায়ী (দ্বিতীয়-পুরুষাবতারঃ হিরণ্যগর্ভঃ সমষ্টিবিষ্ণুঃ), পয়োব্ধিশায়ী (তৃতীয়পুরুষাবতারঃ ক্ষীরশায়ী ব্যষ্টিবিষ্ণুঃ), শেষঃ (অনন্তদেবঃ) যস্য অংশকলাঃ, সঃ নিত্যানন্দাখ্যরামঃ (নিত্যানন্দনামা বলদেবঃ) মম শরণম্ অস্তু।

৮। শ্রীবলরামের পঞ্চরূপ—১। মহাসঙ্কর্ষণ, ২। কারণোদশায়ী, ৩। গর্ভোদশায়ী, ৪। ক্ষীরোদশায়ী ও ৫। শেষশায়ী।

১৩। মায়াতীতে (গুণময়দেশবহির্ভাগে) ব্যাপিবৈকুণ্ঠলোকে (মায়ারহিতাসঙ্কুচিতাখণ্ডাধারে) পূর্ণৈশ্বর্য্যে (পরিপূর্ণশক্তিসমন্বিতে) শ্রীচতুর্ব্ব্যূহমধ্যে (বাসুদেব-সঙ্কর্ষণ-প্রদ্যুম্নানিরুদ্ধ-বিষ্ণু-চতুষ্টয়স্য মধ্যে) যস্য (নিত্যানন্দরামস্য) সঙ্কর্ষণাখ্যং রূপম্ উদ্ভাতি (বিরাজতে), তং নিত্যানন্দরামম্ অহং প্রপদ্যে।

১৪-১৮। শ্রীজীবঃ শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে (১০৬ সংখ্যা)—"অথ

পরব্যোমের ঊর্দ্ধলোকে ত্রিবিধ কৃষ্ণলোক ঃ—

তাহার উপরিভাগে 'কৃষ্ণলোক' খ্যাতি ।
দ্বারকা-মথুরা-গোকুল—ত্রিবিধত্বে স্থিতি ॥ ১৬ ॥

সর্ব্বোর্দ্ধস্তরে ব্রজ, গোলোক ও শ্বেতদ্বীপ ঃ—

সর্ব্বোপরি শ্রীগোকুল—ব্রজলোক-ধাম ।
শ্রীগোলোক, শ্বেতদ্বীপ, বৃন্দাবন-নাম ॥ ১৭ ॥

গোলোক-বৃন্দাবন সম্পূর্ণ কৃষ্ণাভিন্ন ধাম ঃ—

সর্ব্বগ, অনন্ত, বিভু, কৃষ্ণতনুসমা ।
উপর্য্যধো ব্যাপিয়াছে, নাহিক সীমা ॥ ১৮ ॥

উহা স্বপ্রকাশ, কৃষ্ণেচ্ছায় প্রপঞ্চে অবতীর্ণ ঃ—

ব্রহ্মাণ্ডে প্রকাশ তাঁর কৃষ্ণের ইচ্ছায় ।
একই স্বরূপ তাঁর, নাহি দুই কায় ॥ ১৯ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

বৈকুণ্ঠাদি ধাম বিরাজমান। সেই সমস্ত ধামে সাক্ষাৎ কৃষ্ণ এবং কৃষ্ণের সর্ব্বপ্রকার অবতার বিশ্রাম করেন। সেই ধামের উপরি তৃতীয়ভাগে যে সর্ব্বোত্তম চিন্ময়লোক, তাহার নাম 'কৃষ্ণলোক'—সেই কৃষ্ণলোক দ্বারকা, মথুরা এবং গোকুল-ভেদে তিনরূপে বিচিত্র।

১৭। সেই পরব্যোম-ধামের সর্ব্বোপরি শ্রীগোকুল অর্থাৎ ব্রজলোক ধাম, শ্রীগোলোক অর্থাৎ স্বকীয়ভাবযুক্ত কৃষ্ণধাম, শ্বেতদ্বীপ ও বৃন্দাবন।

১৯-২১। সেই চিন্ময় ব্রজধাম কৃষ্ণের ইচ্ছায় এই জড়-ব্রহ্মাণ্ডে প্রকাশিত হইয়াও একই স্বরূপে বিরাজমান। কেহ কেহ

অনুভাষ্য

কতমত্তৎ পদং যত্রাসৌ বিহরতি? তত্রোচ্যতে—'যা যথা ভুবি বর্ত্তন্তে পুর্য্যো ভগবতঃ প্রিয়াঃ। তাস্তথা সন্তি বৈকুণ্ঠে তত্তল্লীলার্থমাদৃতাঃ।।' ইতি স্কান্দবচনানুসারেণ বৈকুণ্ঠে যৎস্থানং বর্ত্ততে, তত্তদেবেতি মন্তব্যম্। তচ্চাখিলবৈকুণ্ঠোপরিভাগ এব। ** স্বায়ম্ভুবাগমে চ স্বতন্ত্রতয়ৈব সর্ব্বোপরি তৎস্থানমুক্তম্ ; যথা ঈশ্বরদেবীসংবাদে চতুর্দ্দশাক্ষরধ্যানপ্রসঙ্গে পঞ্চাশীতিতমে পটলে —'নানাকল্পলতাকীর্ণং বৈকুণ্ঠং ব্যাপকং স্মরেৎ। অধঃ সাম্যং গুণানাঞ্চ প্রকৃতিঃ সর্ব্বকারণম্।।" ** তস্মাদ্ যা যথা ভুবি বর্ত্তন্ত ইতি ন্যায়াচ্চ স্বতন্ত্র এব দ্বারকামথুরাগোকুলাত্মকঃ শ্রীকৃষ্ণলোকঃ স্বয়ংভগবতো বিহারাস্পদত্বেন ভবতি সর্ব্বোপরীতি সিদ্ধম্। অতএব বৃন্দাবনং গোকুলমেব সর্ব্বোপরি বিরাজমানং গোলোকত্বেন প্রসিদ্ধম্। ব্রহ্মসংহিতায়াং—'সহস্রপত্রং কমলং গোকুলাখ্যং মহৎ পদম্। ** চতুরস্রং তৎপরিতঃ শ্বেতদ্বীপাখ্যমদ্ভুতম্।।" ** তস্য শ্রীকৃষ্ণস্য ধাম নন্দযশোদাভিঃ সহ বাসযোগ্যং মহান্তঃপুরম্, তস্য স্বরূপমাহ—অনন্তস্য শ্রীবলদেবস্যাংশাৎ সম্ভবো নিত্যাবির্ভাবো যস্য তৎ। তথা তন্ত্রেণ তদপি বোধ্যতে—অনন্তোঽংশো যস্য তস্য শ্রীবলদেবস্যাপি সম্ভবো নিবাসো যত্র তদিতি। ** অথ গোকুলাবরণান্যাহ—তদ্বহিশ্চতুরস্রং তস্য গোকুলস্য বহিঃ সর্ব্বতশ্চতুরস্রং চতুষ্কোণাত্মকং স্থলং শ্বেতদ্বীপাখ্যম্, ইতি তদংশে গোকুলমিতি নাম-বিশেষাভাবাৎ। কিন্তু চতুরস্রাভ্যন্তর-মণ্ডলং বৃন্দাবনাখ্যং, বহির্মণ্ডলং কেবলং শ্বেতদ্বীপাখ্যং জ্ঞেয়ং; গোলোক ইতি যৎপর্য্যায়ঃ। ** ব্রহ্মলোকঃ বৈকুণ্ঠাখ্যঃ। ** নারদ-পঞ্চরাত্রে বিজয়াখ্যানে—'তৎ সর্ব্বোপরি গোলোকে শ্রীগোবিন্দঃ সদা স্বয়ম্। বিহরেৎ পরমানন্দী গোপীগোকুলনায়কঃ।।' ইতি। তদেবং সর্ব্বোপরি শ্রীকৃষ্ণলোকোঽস্তীতি সিদ্ধম্। স চ লোকস্তত্তল্লীলাপরিকরভেদেনাংশভেদাৎ দ্বারকামথুরাগোকুলাখ্যস্থান-ত্রয়াত্মক ইতি নির্ণীতম্। অন্যত্র তু ভুবি প্রসিদ্ধান্যেব তত্তদাখ্যানি স্থানানি তদ্রূপত্বেন শ্রূয়ন্তে, তেষামপি বৈকুণ্ঠান্তরবৎ প্রপঞ্চাতী-তত্বনিত্যত্বালৌকিকরূপত্বভগবন্নিত্যাস্পদত্বকথনাৎ।"

কি-প্রকার ধামে এই ভগবান্ বিচরণ করেন? তদ্বিষয়ে উক্ত হইতেছে—'এই প্রপঞ্চে ভগবানের যেরূপ প্রিয় পুরীসমূহের অবস্থিতি আছে, সেইপ্রকার প্রিয় পুরীত্রয় তাঁহার সেই সেই লীলার উদ্দেশ্যে বৈকুণ্ঠেও বিরাজিত'—স্কন্দপুরাণের এই বাক্যানুসারে বৈকুণ্ঠে যে-সকল স্থান বর্ত্তমান, সেই সেই স্থানই প্রপঞ্চে—এরূপ জানিতে হইবে। প্রাকৃতসৃষ্টির উপরিভাগে অখিল বৈকুণ্ঠের স্থান। স্বায়ম্ভুবতন্ত্রেও—স্বতন্ত্রভাবেই সকলের উপরে বৈকুণ্ঠের স্থান—কথিত হইয়াছে। যথা,—ঐ গ্রন্থে চতুর্দ্দশাক্ষর-ধ্যানপ্রসঙ্গে ৮৫ পটলে দেবী-মহেশ্বর-সংবাদে উক্ত হইয়াছে,—'নানা কল্পলতাকীর্ণ, ব্যাপক, অখণ্ড বৈকুণ্ঠ স্মরণ করিবে। তাহার অধোভাগে সর্ব্বজড়-কারণের কারণ গুণসাম্যাবস্থা প্রকৃতি অবস্থিত।' সেজন্য 'যে-প্রকারে পৃথিবীতে হরিধামসমূহ বর্ত্তমান, তথায়ও সেইপ্রকার'—এই ন্যায় হইতেও দ্বারকা, মথুরা এবং গোকুলাত্মক শ্রীকৃষ্ণলোকের স্বতন্ত্রতারই উপলব্ধি হয়, স্বয়ং ভগবানের বিহারক্ষেত্র বলিয়া ঐ ধামসমূহ যে সর্ব্বোপরি—ইহাই সিদ্ধ হয়। অতএব বৃন্দাবন-গোকুলই সর্ব্বোপরি বিরাজমান 'গোলোক' বলিয়া প্রসিদ্ধ। ব্রহ্মসংহিতায়—'সহস্রপত্রবিশিষ্ট, পদ্মাত্মক, মহৎপদ স্থান 'গোকুল' বলিয়া খ্যাত, তাহার চারিদিকে চতুরস্র অর্থাৎ চারি ঋজুরেখাদ্বারা বেষ্টিত অদ্ভুত ক্ষেত্র 'শ্বেতদ্বীপ' বলিয়া সংজ্ঞিত।' সেই কৃষ্ণের ধামে নন্দ-যশোদাদির সহিত বাসযোগ্য কৃষ্ণের মহা-অন্তঃপুর আছে । তাহার স্বরূপ এরূপ কথিত হইয়াছে—বলদেবপ্রভুর অনন্তাংশ হইতে সেই ধাম নিত্য

ভোগনেত্রে প্রপঞ্চসদৃশ হইলেও ভক্তিনেত্রে কৃষ্ণবিলাসক্ষেত্র চিন্ময়ী চিন্তামণি-ভূমি ঃ—

চিন্তামণি-ভূমি, কল্পবৃক্ষময় বন ।
চর্ম্মচক্ষে দেখে তাঁরে প্রপঞ্চের সম ॥ ২০ ॥

প্রেমনেত্রে দেখে তাঁর স্বরূপ প্রকাশ ।
গোপ-গোপীসঙ্গে যাঁহা কৃষ্ণের বিলাস ॥ ২১ ॥

গোলোকে গোবিন্দ ঃ—

ব্রহ্মসংহিতা (৫।২৫)—

চিন্তামণিপ্রকরসদ্মসু কল্পবৃক্ষ-
লক্ষাবৃতেষু সুরভীরভিপালয়ন্তম্ ।
লক্ষ্মীসহস্রশতসম্ভ্রমসেব্যমানং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ২২ ॥

আদি চতুর্ব্ব্যূহ ঃ—

মথুরা-দ্বারকায় নিজরূপ প্রকাশিয়া ।
নানারূপে বিলসয়ে চতুর্ব্ব্যূহ হৈঞা ॥ ২৩ ॥

সকল চতুর্ব্ব্যূহের অংশী ঃ—

বাসুদেব-সঙ্কর্ষণ-প্রদ্যুম্নানিরুদ্ধ ।
সর্ব্বচতুর্ব্ব্যূহ-অংশী, তুরীয়, বিশুদ্ধ ॥ ২৪ ॥

গোকুল, মথুরা ও দ্বারকায় দ্বিভুজরূপে লীলা ঃ—

এই তিন লোকে কৃষ্ণ কেবল লীলাময় ।
নিজগণ লঞা খেলে অনন্ত সময় ॥ ২৫ ॥

পরব্যোম-বৈকুণ্ঠে চতুর্ভুজ-নারায়ণরূপে আধিপত্য ঃ—

পরব্যোম-মধ্যে করি' স্বরূপ-প্রকাশ ।
নারায়ণরূপে করেন বিবিধ বিলাস ॥ ২৬ ॥

স্বয়ংরূপ কৃষ্ণ—দ্বিভুজ, ঐশ্বর্য্যবিলাস নারায়ণ—চতুর্ভুজ ঃ—

স্বরূপবিগ্রহ কৃষ্ণের কেবল দ্বিভুজ ।
নারায়ণরূপে সেই তনু চতুর্ভুজ ॥ ২৭ ॥
শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম, মহৈশ্বর্য্যময় ।
শ্রী-ভূ-নীলা-শক্তি যাঁর চরণ সেবয় ॥ ২৮ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

মনে করেন যে, পরব্যোমস্থ গোলোকাদি-ধাম প্রপঞ্চে প্রকাশিত ব্রজধাম হইতে পৃথক্, কিন্তু তাহা নয় অর্থাৎ একই স্বরূপ,—একই সময়ে পরব্যোমে ও প্রপঞ্চে প্রকাশিত থাকেন, এই মাত্র। প্রপঞ্চে প্রকাশিত ব্রজেও ভূমি চিন্তামণি, বন কল্পবৃক্ষ-ময়,—তাহার স্বরূপ-প্রকাশ প্রেম-নেত্রে দৃষ্ট হয়, চর্ম্মচক্ষে তাহা প্রপঞ্চের ন্যায় প্রতিভাত হয়।

২২। লক্ষ লক্ষ কল্পবৃক্ষদ্বারা আবৃত, চিন্তামণিসমূহ-নির্ম্মিত স্থানে, কামদুঘ-গোসমূহ-পালনকারী শতসহস্র লক্ষ্মীগণকর্ত্তৃক সম্ভ্রমদ্বারা সেবিত সেই আদিপুরুষ শ্রীগোবিন্দচন্দ্রকে আমি ভজনা করি।

২৩। সেই কৃষ্ণধামের মথুরা-দ্বারকাখণ্ডে কৃষ্ণ, বাসুদেব-সঙ্কর্ষণ-প্রদ্যুম্ন-অনিরুদ্ধ—এই আদিচতুর্ব্ব্যূহ প্রকাশ করত নানারূপে বিলাস করেন। দ্বারকাগত চতুর্ব্ব্যূহ অন্য সমস্ত চতুর্ব্ব্যূহের অংশী ও বিশুদ্ধচিন্ময়।

অনুভাষ্য

উদ্ধৃত। তন্ত্রশাস্ত্রেও সেইপ্রকার বুঝা যায়। অনন্তদেব যাহার অংশ, সেই বলদেবের যথায় সম্ভব ও নিবাস, তাহাই ভগবদ্ধাম। গোকুলের আবরণসমূহ এরূপ কথিত হয়—সেই গোকুলের বহির্ভাগে সর্ব্বদিক্স্থিত চতুরস্র স্থল (চতুষ্কোণাত্মক ক্ষেত্র) 'শ্বেতদ্বীপ' বলিয়া প্রসিদ্ধ। শ্বেতদ্বীপাংশে 'গোকুল' এই নাম নাই, কিন্তু চতুঃস্কোণের অভ্যন্তর-মণ্ডল 'বৃন্দাবন'-নামে খ্যাত; কেবল বাহিরের মণ্ডল 'শ্বেতদ্বীপ' বলিয়া জানিতে হইবে ; ইহার অপর নাম 'গোলোক'। 'ব্রহ্মলোক'-শব্দে 'বৈকুণ্ঠ'কে বুঝায়। নারদ-পঞ্চরাত্রে বিজয়াখ্যান-প্রসঙ্গে উক্ত হইয়াছে,—সেই ধাম

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২৭-২৮। কৃষ্ণের স্বরূপবিগ্রহ সর্ব্বদা দ্বিভুজ। পরব্যোমে তাঁহার স্বরূপ-প্রকাশ নারায়ণরূপে চতুর্ভুজ এবং শ্রী, ভূ ও নীলা-শক্তিসেবিত। শ্রীসম্প্রদায়ি-বৈষ্ণবদিগের গ্রন্থে এই ত্রিবিধ শক্তির বিশেষ বর্ণন আছে।

অনুভাষ্য

সকলের উপরিভাগে গোলোকে সর্ব্বদা স্বয়ং গোপীনাথ গোকুলাধিপতি গোবিন্দদেব পরমানন্দে বিহার করেন। তাহা হইলে সর্ব্বলোকোপরি কৃষ্ণলোকের স্থিতিই সিদ্ধ হয়। সেই কৃষ্ণলোকই যে সেই সেই লীলা ও পরিকরভেদে এবং অংশ-ভেদে বিভিন্ন প্রকোষ্ঠাত্মক 'দ্বারকা', 'মথুরা' ও 'গোকুল' নামক স্থানত্রয়-বিশিষ্ট, তাহাই নির্ণীত হইল। অন্যত্র—প্রপঞ্চাগত পৃথিবীতে প্রসিদ্ধ সেই সেই নামবিশিষ্ট স্থানসমূহও তদ্রূপই বলিয়া শুনা যায় ; যেহেতু তাহাদিগকেও অন্য বৈকুণ্ঠের ন্যায় প্রপঞ্চের অতীত, নিত্য, অলৌকিক রূপবিশিষ্ট ও ভগবানের নিত্যাস্পদ বলিয়া কথিত হওয়ায় অভিন্ন জানিতে হইবে।

২২। কল্পবৃক্ষলক্ষাবৃতেষু (কল্পবৃক্ষাণাং প্রার্থনোচিতাভীষ্ট-ফলপ্রদবৃক্ষাণাং লক্ষৈঃ অসংখ্যৈঃ আবৃতেষু মণ্ডিতেষু) চিন্তামণি-প্রকরসদ্মসু (চিন্তামণীনাম্ অভীষ্টফলদানসমর্থরত্নানাং প্রকরেণ সমূহেন রচিতানি সদ্মানি হর্ম্ম্যাণি তেষু) সুরভীঃ (কামধেনূঃ) অভিপালয়ন্তম্ (অভি সর্ব্বতোভাবেন গোপোচিত-গো-পরি-চর্য্যাপ্রকারেণ পালয়ন্তং) লক্ষ্মীসহস্রশতসম্ভ্রমসেব্যমানং (লক্ষ্ম্যঃ গোপরামাঃ তাসাং সহস্রাণাং শতৈঃ সম্ভ্রমেণ সেব্যমানং) তম্ আদিপুরুষং গোবিন্দম্ অহং ভজামি।

২৫। তিন লোকে—গোকুলে, মথুরায় ও দ্বারকায়।

কৃষ্ণ কেবল-লীলাময় হইলেও জীবে অহৈতুক-কৃপাময় ঃ—

যদ্যপি কেবল তাঁর ক্রীড়ামাত্র ধর্ম্ম ।
তথাপি জীবেরে কৃপায় করে এক কর্ম্ম ॥ ২৯ ॥

চতুর্ব্বিধ মুক্তিদ্বারা জীবের উদ্ধার-সাধন বা বৈকুণ্ঠে আনয়ন ঃ—

সালোক্য-সামীপ্য-সার্ষ্টি-সারূপ্য-প্রকার ।
চারি মুক্তি দিয়া করে জীবেরে নিস্তার ॥ ৩০ ॥

নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মজ্ঞানীর বৈকুণ্ঠের বাহিরে স্থিতি ঃ—

ব্রহ্মসাযুজ্য-মুক্তের তাঁহা নাহি গতি ।
বৈকুণ্ঠ-বাহিরে হয় তা'সবার স্থিতি ॥ ৩১ ॥

পরব্যোমের বাহিরে চিন্ময় ব্রহ্মলোক ঃ—

বৈকুণ্ঠ-বাহিরে এক জ্যোতির্ম্ময় মণ্ডল ।
কৃষ্ণের অঙ্গের প্রভা, পরম উজ্জ্বল ॥ ৩২ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২৯। কেবল ক্রীড়ামাত্র তাঁহার ধর্ম্ম হইলেও জীবের প্রতি কৃপাবশতঃ জীবনিস্তাররূপ একটী লীলা করেন।

৩২-৩৪। 'বৈকুণ্ঠ'-শব্দে 'কৃষ্ণধাম' ও 'পরব্যোম' বুঝিতে হয়। সেই পরব্যোমের বাহিরে কৃষ্ণের অঙ্গপ্রভা বিস্তীর্ণ হইয়া

অনুভাষ্য

২৮। শ্রী-ভূ-নীলা—নীলাকে বঙ্গীয়পাঠে কেহ কেহ 'লীলা-শক্তি' বলেন। এই তিন শক্তি বৈকুণ্ঠে নারায়ণের নিকট বিরাজমানা। যেকালে ভূতযোগী, সরযোগী ও ভ্রান্তযোগী (আল্‌বারগণ) নিশীথে গেহলীগ্রামে ব্রাহ্মণালয়ে আশ্রয়গ্রহণ করিয়াছিলেন, তৎকালে নারায়ণ তাঁহাদের গৃহমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে নিজরূপ দর্শন করাইয়াছিলেন। 'প্রপন্নামৃত'—৭৭ অধ্যায় ৬১-৬২ শ্লোক—

"তার্ক্ষ্যাধিরূঢ়ং তড়িদম্বুদাভং লক্ষ্মীধরং বক্ষসি পঙ্কজাক্ষম্।
হস্তদ্বয়ে শোভিতশঙ্খচক্রং বিষ্ণুং দদৃশুর্ভগবন্তমাদ্যম্।।
আজানুবাহুং কমনীয়গাত্রং পার্শ্বদ্বয়ে শোভিতভূমিনীলম্।
পীতাম্বরং ভূষণভূষিতাঙ্গং চতুর্ভুজং চন্দনরুষিতাঙ্গম্।।"

সীতোপনিষদি,—"মহালক্ষ্মীর্দেবেশস্য ভিন্নাভিন্নরূপা-চেতনাঽচেতনাত্মিকা। সা দেবী ত্রিবিধা ভবতি—শক্ত্যাত্মনা ইচ্ছাশক্তিঃ ক্রিয়াশক্তিঃ সাক্ষাচ্ছক্তিরিতি। ইচ্ছাশক্তিস্ত্রিবিধা ভবতি—শ্রী-ভূ-নীলাত্মিকা।"

শ্রীমধ্বাচার্য্য স্বকৃত গীতা-টীকায় ৪র্থ অধ্যায় ৬ষ্ঠ শ্লোকে শাস্ত্রোদ্ধার করিয়াছেন—"মহদাদেস্তু মাতা যা শ্রী-ভূ-নীলেতি কল্পিতা। বিমোহিকা চ দুর্গাখ্যা তাভির্বিষ্ণুরজোঽপি হি। জাতবৎ প্রথতে হ্যাত্মচিদ্বলান্মূঢ়-চেতসাম্।।" ** "শ্রীভূদুর্গেতি যা ভিন্না মহামায়া তু বৈষ্ণবী। তচ্ছক্ত্যনন্তাংশহীনাথাপি তস্যাশ্রয়াৎ প্রভোঃ।। অনন্তব্রহ্মরুদ্রাদের্নাস্যাঃ শক্তিকলাপি হি। তেষাং দুরত্যয়াপ্যেষা বিনা-বিষ্ণুপ্রসাদতঃ।।'—ব্যাসযোগে, ৭ম অধ্যায়, ১৪ সংখ্যা। গীতার ১৪ অধ্যায় ৩য় শ্লোকের মাধ্ব-ভাষ্য—"মহদ্ব্রহ্ম প্রকৃতিঃ। সা চ শ্রী-ভূ-দুর্গেতি ভিন্না। উমা-সরস্বত্যাদ্যস্তু তদংশযুতা অন্যজীবাঃ।।" তথা চ কার্য্যায়ণ-শ্রুতিঃ—"শ্রীর্ভূর্দুর্গা মহতী তু মায়া, সা লোকসৃতির্জগতো বন্ধিকা চ। উমা বাগাদ্যা অন্যজীবাস্তদংশাস্তদাত্মনা সর্ব্ববেদেষু গীতাঃ।।" ইতি।

শ্রীজীবপ্রভু, ভগবৎসন্দর্ভে (৮০ সংখ্যায়)—"যথা পাদ্মে—'নিত্যং তদ্রূপমীশস্য পরং ধাম্নি স্থিতং শুভম্। নিত্যং সম্ভোগ্যমীশ্বর্য্যা শ্রিয়া ভূম্যা চ সংবৃতম্।।' নামস্বরূপয়োর্নিরূপণেন মহাসংহিতায়ামপি বিবিক্তং ; তৎত্রিশক্তিঃ—শ্রীর্ভূর্দুর্গেতি যা ভিন্না জীবমায়া মহাত্মনঃ। আত্মমায়া তদিচ্ছা স্যাৎ গুণমায়া জড়াত্মিকা।।" (ঐ ২২ সংখ্যায়)—'শ্রীরত্র জগৎপালনশক্তিঃ, ভূস্তুৎসৃষ্টিশক্তিঃ, দুর্গা তৎপ্রলয়শক্তিঃ। তত্তদ্রূপেণ যা ভেদং প্রাপ্তা, সা জীববিষয়া তচ্ছক্তির্জীবমায়েত্যুচ্যতে। পাদ্মে শ্রীকৃষ্ণ-সত্যভামা-সংবাদে—'অহমেব ত্রিধা ভিন্না তিষ্ঠামি ত্রৈবিধৈর্গুণৈঃ' ইত্যেতদ্বাক্যানন্তরং 'ততঃ সর্ব্বেঽপি দেবাঃ শ্রুত্বা তদ্বাক্য-চোদিতাঃ। গৌরীং লক্ষ্মীং ধরাঞ্চৈব প্রণেমুর্ভক্তি-তৎপরাঃ।।' ইতি। *

** প্রপন্নামৃতে—তাঁহারা (আল্‌বারগণ) গরুড়-পৃষ্ঠে আরূঢ় চতুর্ভুজ আদিপুরুষ ভগবান্ বিষ্ণুকে দর্শন করিয়াছিলেন। তাঁহার বিদ্যুৎ-সমন্বিত মেঘবর্ণ কমনীয় গাত্র, কমল-নয়ন, আজানুলম্বিত বাহু, হস্তদ্বয়ে শঙ্খ ও চক্র শোভমান্। তাঁহার পীতবর্ণ-বস্ত্র, শ্রীঅঙ্গ বিবিধ অলঙ্কার-বিভূষিত ও চন্দনচর্চ্চিত, বক্ষঃস্থলে 'লক্ষ্মী' (শ্রী) ও পার্শ্বদ্বয়ে 'ভূ' ও 'নীলা' অবস্থিতা।*

সীতা-উপনিষদে—"পরমেশ্বরের ভিন্নাভিন্ন-রূপা, চেতনাচেতনাত্মিকা মহালক্ষ্মী নিজ-শক্তিদ্বারা ইচ্ছাশক্তি, ক্রিয়াশক্তি ও সাক্ষাৎশক্তি-রূপে তিনপ্রকারে হইয়া থাকেন। ইচ্ছাশক্তি পুনঃ শ্রী, ভূ ও নীলা-ভেদে ত্রিবিধা হইয়া থাকেন।" শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা (৪।৬) মধ্ব-ভাষ্যে—"মহৎতত্ত্বাদির মাতা যিনি শ্রী-ভূ-নীলারূপে নিরূপিতা এবং বিমোহনকারিণী 'দুর্গা'-রূপেও কথিতা, তাঁহাদিগের সহিত জন্মরহিত শ্রীবিষ্ণুও স্বীয় চিদ্বল-প্রভাবে মূঢ়চিত্ত ব্যক্তিগণের নিকট উৎপত্তিশীল বস্তুরূপে খ্যাত হন।" গীতা (৭।১৪) মধ্ব-ভাষ্যে—"শ্রী, ভূ, দুর্গা—এই তিনরূপে ভিন্না যে বৈষ্ণবী (বিষ্ণুর অংশরূপা) মহামায়া, তিনি অনন্তাংশ-হীন হইলেও সেই প্রভুর আশ্রয়হেতু তাঁহার কলাভাগ শক্তিও অনন্ত ব্রহ্মা-রুদ্রাদির নাই। বিষ্ণুর অনুগ্রহ-বিনা তাঁহাদের জন্যও এই মায়া দুরতিক্রমনীয়া।" গীতা (১৪।৩) মধ্ব-ভাষ্যে—"মহদ্ব্রহ্ম অর্থাৎ প্রকৃতি। সেই প্রকৃতি আবার শ্রী, ভূ, দুর্গা—এই তিনরূপে ভিন্না। উমা, সরস্বতী প্রভৃতি কিন্তু সেই শক্তির অংশযুক্তা অন্য জীব। তাহাই কার্য্যায়ণ-শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে,—শ্রী, ভূ, দুর্গা কিন্তু মহামায়া—তিনি ব্রহ্মাণ্ডলোক প্রসবকারিণী ও জগতের বন্ধনকারিণী। উমা, বাক্ আদি অন্য জীবগণ তাঁহার অংশ এবং সেই প্রভাববলে তাঁহারা সর্ব্ব বেদশাস্ত্রে কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন।"

মায়াতীত হইলেও উহা চিদ্বিলাসহীন, কেবল চিন্মাত্র ঃ—

'সিদ্ধলোক' নাম তার প্রকৃতির পার ।
চিৎস্বরূপ, তাঁহা নাহি চিচ্ছক্তি-বিকার ॥ ৩৩ ॥

ব্রহ্মধামের দৃষ্টান্ত ঃ—

সূর্য্যমণ্ডল যেন বাহিরে নির্ব্বিশেষ ।
ভিতরে সূর্য্যের রথ-আদি সবিশেষ ॥ ৩৪ ॥

শ্রীমদ্ভাগবত (৭।১।২৯)—

কামাদ্দ্বেষাৎ ভয়াৎ স্নেহাৎ যথা ভক্ত্যেশ্বরে মনঃ ।
আবেশ্য তদঘং হিত্বা বহবস্তদ্গতিং গতাঃ ॥ ৩৫ ॥

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু (১।২।২৭৮)—

যদরীণাং প্রিয়াণাঞ্চ প্রাপ্যমেকমিবোদিতম্ ।
তদ্ব্রহ্মকৃষ্ণয়োরৈক্যাৎ কিরণার্কোপমা-জুষোঃ ॥ ৩৬ ॥

ব্রহ্মলোকের ঊর্দ্ধে চিদ্বিলাসময় পরব্যোম ঃ—

তৈছে পরব্যোমে নানা চিচ্ছক্তিবিলাস ।
নির্ব্বিশেষ জ্যোতির্ব্বিম্ব বাহিরে প্রকাশ ॥ ৩৭ ॥

নির্ব্বেদ-ব্রহ্মানুসন্ধানীর চিন্মাত্র-ব্রহ্মলোকই প্রাপ্য—

নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্ম সেই কেবল জ্যোতির্ম্ময় ।
সাযুজ্যের অধিকারী তাঁহা পায় লয় ॥ ৩৮ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

একটী জ্যোতির্ম্ময় মণ্ডল করিয়াছে। তাহাকে 'সিদ্ধলোক', 'ব্রহ্মলোক' ইত্যাদি বলে। ব্রহ্মসাযুজ্যমুক্তির তাহাই একমাত্র স্থান। ঐ ধাম চিৎস্বরূপ বটে, কিন্তু তাহাতে চিচ্ছক্তিগত বিকার অর্থাৎ বিচিত্রতা নাই। সূর্য্যমণ্ডল যেমন বাহিরে নির্ব্বিশেষ অর্থাৎ বিচিত্রতারহিত জ্যোতির্ম্ময় মাত্র, কিন্তু মণ্ডলের মধ্যে সূর্য্যের রথাদি সবিশেষ অর্থাৎ অনেক বিচিত্রতা লক্ষিত হয়, তদ্রূপ। সূর্য্যমণ্ডলের বহিরংশ ব্রহ্মধামের সদৃশ।

৩৫। অনেকেই ভক্তির ন্যায় কাম, দ্বেষ, ভয় ও স্নেহক্রমে তাঁহাতে মন আবিষ্ট করিয়া সেই পাপ পরিত্যাগপূর্ব্বক তাঁহার গতি লাভ করেন। পাঠান্তরে এই অধিক শ্লোকটী দৃষ্ট হয়,—

কামাদ্গোপ্যো ভয়াৎ কংসো দ্বেষাচ্চৈদ্যাদয়ো নৃপাঃ।
সম্বন্ধাদ্বৃষ্ণয়ঃ স্নেহাদ্ যূয়ং ভক্ত্যা বয়ং বিভো।।

অনুভাষ্য

৩৫। শিশুপাল কৃষ্ণবিদ্বেষফলে কেন সাযুজ্য-মুক্তির যোগ্য, —ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীনারদ বলিলেন,—

যথা [বিহিতয়া] ভক্ত্যা (সেবনেন) ঈশ্বরে মনঃ আবেশ্য [তদ্গতিং গচ্ছন্তি], তথা কামাদ্ [যথা গোপ্যঃ], দ্বেষাৎ [যথা দন্তবক্র-শিশুপালাদয়ঃ], ভয়াৎ [যথা কংসাদ্যাঃ], স্নেহাৎ [যথা পাণ্ডবাঃ] [এতাদৃশঃ] বহবঃ তদঘং (কামাদিনিমিত্তং পাপং) হিত্বা তদ্গতিং (মোক্ষপ্রকারভেদং) গতাঃ (প্রাপ্তাঃ)।

শ্রীমদ্ভাগবত সপ্তম-স্কন্ধে প্রথম অধ্যায়ে যুধিষ্ঠিরের প্রশ্ন ও তদুত্তরে শ্রীনারদের উক্তি ২২-৪৬ শ্লোক এবং ৩।৩০, ৩২, ৩৪ শ্লোকের গৌড়ীয়-ভাষ্যের তথ্যে বিভিন্ন-টীকা দ্রষ্টব্য।

৩৬। যৎ (যস্মিন্ শাস্ত্রে) অরীণাং (ভগবদ্বিদ্বেষিণাং) প্রিয়ানাঞ্চ (ভগবদ্ভক্তানাং) একং প্রাপ্যম্ উদিতং (কথিতং), তৎ (তু) কিরণার্কোপমাজুষোঃ ব্রহ্মকৃষ্ণয়োঃ ঐক্যাৎ (অর্থাৎ কিরণস্থানীয়-নির্ব্বিশেষব্রহ্মণঃ, অর্কস্থানীয়-কৃষ্ণস্য চ তত্ত্বতোঽভেদাৎ) [বোদ্ধব্যং ইত্যর্থঃ]।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৩৬। শাস্ত্রে যে যে স্থলে ভগবৎ-শত্রু ও প্রিয়ব্যক্তিদিগের একত্বপ্রাপ্তির কথা উল্লেখ আছে, সে-সকল কিরণস্থলীয় ব্রহ্ম ও সূর্য্যস্থলীয় কৃষ্ণের একত্ববিচার-স্থলে কথিত হইয়াছে মাত্র। ফলকথা,—ভগবৎপ্রিয় ব্যক্তিগণ বৈকুণ্ঠবৈচিত্র্য এবং ভগবৎশত্রুগণ বিলাসশূন্য 'সিদ্ধলোক' প্রাপ্ত হন।

অনুভাষ্য

শ্রীমদ্ভাগবত (১০।২।৩২) শ্লোকে,—

যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিনস্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ।।

শ্রীরূপপ্রভু লঘুভাগবতামৃতে শ্রীকৃষ্ণমহিমার বর্ণনপ্রসঙ্গে (২৫-৩৭) "তত্র মৈত্রেয়প্রশ্নঃ, চতুর্থেঽংশে (বিঃ পুঃ ৪।১৫।১-১০)—"হিরণ্যকশিপুত্বে চ রাবণত্বে চ বিষ্ণুনা। অবাপ নিহতো ভোগান্ অপ্রাপ্যান্ অমরৈরপি।। নালভৎ তত্র চৈবেহ সাযুজ্যং স কথং পুনঃ। সম্প্রাপ্তঃ শিশুপালত্বে সাযুজ্যং শাশ্বতে হরৌ।।" শ্রীপরাশরোত্তরং—"দৈত্যেশ্বরস্য বধায়াখিললোকোৎপত্তিস্থিতিবিনাশকারিণা অপূর্ব্বতনুগ্রহণং কুর্ব্বতা নৃসিংহরূপমাবিষ্কৃতম্। তত্র হিরণ্যকশিপোর্বিষ্ণুরয়মিত্যেতৎ ন মনস্যভূৎ। নিরতিশয়পুণ্যজাত-সমুদ্ভূতমেতৎ সত্ত্বমিতি রজোদ্রেক-প্রেরিতৈকাগ্রমতিস্তদ্ভাবনাযোগাৎ ততোঽবাপ্তবধহৈতুকীং নিরতিশয়ামেবাখিলত্রৈলোক্যাধিক্যধারিণীং দশাননত্বে ভোগসম্পদমবাপ।। নাত-

ভক্তিসন্দর্ভে—"পরমধামে স্থিত ঈশ্বরের সেই রূপ নিত্য, শুভ এবং শ্রী, ভূ, নীলাশক্তি-সংবৃত হইয়া নিত্য সম্ভোগ্য।" "নাম ও স্বরূপের নিরূপণদ্বারা মহাসংহিতায়ও সেই তিনশক্তি বিবেচিত হইয়াছেন ; যথা,—'মহাত্মা ভগবানের যে (১ম) জীবমায়া, তাহা শ্রী, ভূ, দুর্গা—এই তিনরূপে ভিন্না। তাঁহার (২য়) আত্মমায়া তাঁহার ইচ্ছা এবং (৩য়) গুণমায়া জড়াত্মিকা।' ইহার অর্থ—শ্রী—জগৎপালনশক্তি, ভূ—তাঁহার সৃষ্টিশক্তি এবং দুর্গা—তাঁহার প্রলয়শক্তি। এই তিনরূপে যিনি ভেদপ্রাপ্তা, সেই জীববিষয়া শক্তিকেই জীবমায়া বলা হয়। পদ্মপুরাণে শ্রীকৃষ্ণ-সত্যভামা-সংবাদে পাওয়া যায়,—'আমিই তিনপ্রকারে বিভেদ প্রাপ্ত হইয়া তিনপ্রকার গুণের সহিত বর্ত্তমান থাকি।' এই বাক্যের পর দেখা যায়—'তখন সমস্ত দেবগণ ইহা শুনিয়া তাঁহার বাক্যদ্বারা প্রেরিত হইয়া ভক্তি-তৎপরতাসহ গৌরী, লক্ষ্মী ও পৃথিবীকে প্রণাম করিলেন।"

অনুভাষ্য

স্তস্মিন্ননাদিনিধনে পরব্রহ্মভূতে ভগবত্যনালম্বনীকৃতে মনসস্তল্লয়ম্। দশাননত্বেঽপ্যনঙ্গপরাধীনতয়া জানকীসমাসক্তচেতসো দাশরথিরূপধারিণস্তদ্রূপদর্শনমেবাসীৎ। নায়মচ্যুত ইত্যাসক্তির্বিপদ্যতোঽন্তঃকরণে মানুষবুদ্ধিরেব কেবলমস্যাভূৎ। পুনরপ্যচ্যুতবিনিপাতনমাত্রফলমখিলভূমণ্ডল-শ্লাঘ্যং চেদিরাজকুলে জন্ম অব্যাহতঞ্চৈশ্বর্য্যং শিশুপালত্বে চাবাপ।। তত্র ত্বখিলানামেব ভগবন্নাম্নাং কারণান্যভবন্। ততশ্চ তৎকারণকৃতানাং তেষামশেষাণামেবাচ্যুতনাম্নামনবরতানেক-জন্ম-সম্বর্দ্ধি-তদ্‌বিদ্বেষানু-বন্ধিচিত্তো বিনিন্দন-সন্তর্জনাদিষূচ্চারণমকরোৎ। তচ্চ রূপমতি-প্ররূঢ়-বৈরানুভাবাদটন-ভোজন-স্নানাসন-শয়নাদিষ্বশেষাবস্থান্তরেষু নৈবাপযযাবস্যাত্মচেতসঃ।। ততস্তমেবাক্রোশেষূচ্চারয়ন্ তমেব হৃদয়েনাবধারয়ন্নাত্মবিনাশায় ভগবদস্তচক্রাংশুমালোজ্জ্বলমক্ষয়-তেজঃস্বরূপং পরমব্রহ্মভূতমপগতদ্বেষাদিদোষো ভগবন্তমদ্রাক্ষীৎ। তাবচ্চ ভগবচ্চক্রেণাশুব্যাপাদিতস্তৎস্মরণদগ্ধাখিলাঘ-সঞ্চয়ো ভগবতা তেনান্তমুপনীতস্তস্মিন্নেব লয়মুপযযৌ।। এতচ্চ তবাখিলং ময়াভিহিতম্। অয়ং হি ভগবান্ কীর্ত্তিতঃ সংস্মৃতশ্চ দ্বেষানুবন্ধেনাপ্যখিলসুরাসুরাদিদুর্ল্লভং ফলং প্রযচ্ছতি, কিমুত সম্যগ্‌ভক্তিমতাম্।।" ইতি। নোক্তং পরাশরেণাত্র স্থিতৌ তৌ পার্ষদাবিতি। কিন্তুভয়োস্তয়োরাসীজ্জন্মত্রয়মিতীরিতম্।। অতঃ সর্ব্বেষু কল্পেষু ন তৌ পার্ষদজৌ মতৌ। অন্যথা ন তয়োঃ পাতঃ প্রতিকল্পং সমঞ্জসঃ।। নৃসিংহরূপং হরিণা যদাবিষ্কৃতমদ্ভুতম্। হিরণ্যকশিপোরস্মিন্ বিষ্ণুবুদ্ধির্ন নিশ্চিতা।। কিন্ত্বেষ পুণ্যসম্পন্নঃ কোঽপীতি কৃতনিশ্চয়ঃ। রজ-উদ্রিক্ততা নুন্নমতিস্তদ্ভাবযোগতঃ।। ততোঽবাপ্তবিনাশৈকহেতুকামখিলোত্তমাম্। অবাপ ভোগসম্পত্তিং রাবণত্বে সুদুর্ল্লভাম্।। বিষ্ণুত্বানিশ্চয়ান্নাতিদ্বেষান্নাবেশসন্ততিঃ। তাং বিনা চ ভবেদ্ দ্বেষো নরকায়ৈব বেণবৎ।। কিন্ত্বস্য সম্পৎ-সম্প্রাপ্তিস্তৎকরেণ মৃতেঃ পরম্। এবমাহৈব-শব্দেন তৎসাদ্‌গুণ্য-মনুস্মরন্।। আবেশাভাবতো দোষানাশাচ্ছুদ্ধমপশ্যতঃ। প্রকটেঽপি পরব্রহ্ম-রূপে তত্রাস্য নো লয়ঃ।। রাবণত্বে মহাকাম-পরাধীনী-কৃতাত্মনঃ। তদ্বন্মনুষ্যধীরস্য শ্রীরামেঽভূন্মৃতাবপি।। অতোঽসৌ চেদিরাজত্বে পুনরাপোত্তমাং শ্রিয়ম্।। তত্র কৃষ্ণে সমস্তানামেব নাম্নাং রমাপতেঃ। কারণানি প্রবৃত্তেস্তু নিমিত্তান্যভবংস্তদা।। তেন নিশ্চিত্য তং বিষ্ণুং স্বস্য দ্বির্মরণং যতঃ। অতিদ্বেষান্মহাবেশাৎ তানি নামানি সর্ব্বশঃ। জজল্প সততং শশ্বন্নিন্দা-সন্তর্জনাদিষু।। রূপঞ্চ তাদৃশং দৃষ্ট্বা বিষ্ণুরেবেতি নিশ্চয়াৎ। নামবৎ তচ্চ সর্ব্বত্র সর্ব্বদা চৈব সংস্মরন্।। দগ্ধতদ্দ্বেষজাঘৌঘঃ ক্ষিপ্তে চক্রে চ তদ্রুচা। অপেতদৈত্যভাবোঽন্তে তথা সংস্কৃতদৃষ্টিকঃ। তদা তূজ্জ্বলমদ্রাক্ষীৎ পরং ব্রহ্ম নরাকৃতি।। তদৈব চক্রঘাতেন দৈত্য-দেহে বিনাশিতে। তদেব ব্রহ্ম পরমমনুলীনত্বমাযযৌ।। ইত্যুক্তাপ্যত্র বক্যাদের্মোক্ষমপ্যর্ভলীলয়া। অমোক্ষং কালনেম্যাদেরন্যত্রাপীশচেষ্টয়া। মুনিঃ স্মৃত্বা পুনঃ প্রাখ্যৎ 'অয়ং হি ভগবান্' ইতি।। 'হি' প্রসিদ্ধং অয়ং কৃষ্ণো ভগবান্ স্বয়মেব যৎ। প্রীণতাং দ্বিষতাং চাতশ্চেতাংস্যাকর্ষতি দ্রুতম্। তস্মাৎ কীর্ত্তিত ইত্যাদি মাহাত্ম্যং চিত্রমত্র ন।।"

মর্ম্মানুবাদ—"বিষ্ণুপুরাণে চতুর্থ অংশে পরাশরের প্রতি মৈত্রেয়-প্রশ্ন—'হিরণ্যকশিপু ও রাবণের দেহ ধারণপূর্ব্বক যে দৈত্য অমরগণেরও দুষ্প্রাপ্য ভোগসমূহ লাভ করিয়াছিল, কিন্তু মুক্তি লাভ করে নাই, সেই দৈত্য আবার শিশুপালদেহে কি-প্রকারে শ্রীকৃষ্ণে সাযুজ্য লাভ করিল?' পরাশরের উত্তর—শ্রীনৃসিংহদেব আবির্ভূত হইলে হিরণ্যকশিপু নৃসিংহদেবকে 'ইনি বিষ্ণু' এই বুদ্ধি না করিয়া কোন পুণ্যরাশিসমুদ্ভূত প্রাণিবিশেষ বলিয়া মনে করিয়াছিল। রজোগুণের উদ্রেকহেতু মরণকালে তাঁহার রূপ চিন্তা করিতে পারে নাই, কিন্তু তাঁহার হস্তে নিধনফলে রাবণদেহে ত্রৈলোক্যাধিকারিণী নিরতিশয় ভোগসম্পত্তি লাভ করিয়াছিল। এই কারণে ভগবান্‌কে আলম্বন অর্থাৎ সেব্য বিষয়-বিগ্রহ বুদ্ধি না করায় তাহার মন ভগবানে বিলীন হয় নাই। সে রাবণদেহে কামপরবশত্বহেতু জানকীতে আসক্তচিত্ত হইয়া ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের রূপ দর্শনমাত্র করিয়াছিল, কিন্তু মৃত্যুকালে শ্রীরামে বিষ্ণুবুদ্ধি না হইয়া, তাহার অন্তঃকরণে কেবল তৎপ্রতি মনুষ্যবুদ্ধি হইয়াছিল। পুনরায় শ্রীরামহস্তে পতনফলে শিশুপাল-দেহে শ্লাঘ্য চেদিরাজ-বংশে জন্ম এবং প্রচুর ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণ বাসুদেব বলিয়া তাঁহাকে বিষ্ণু-জ্ঞানে বহুজন্মপর্য্যন্ত বিদ্বেষফলে তাহার চিত্তে সেই বিদ্বেষ দৃঢ়ভাবে সংলগ্ন থাকায় নিন্দন-তর্জ্জনাদিতেও সে কৃষ্ণের নাম উচ্চারণ করিত। আর বদ্ধমূল বিদ্বেষপ্রভাবে ভ্রমণ, ভোজন, স্নান, উপবেশন ও শয়নাদি কোন অবস্থায়ই কিছুতেই সেই সুন্দর ভগবদ্রূপ শিশুপালের কৃষ্ণাবিষ্ট চিত্ত হইতে অপসৃত হয় নাই। আক্রোশাদিতে সেই নামের উচ্চারণ এবং হৃদয়ে সেই রূপের অবধারণ করিতে করিতে অন্তিমকালে দ্বেষাদি অপরাধ দূর হওয়ায় নিজবিনাশ-নিমিত্ত আগত সুদর্শন-চক্রের কিরণচ্ছটায় পরমব্রহ্ম ভগবৎস্বরূপ দর্শন করিয়াছিল। (প্রতিকূল হইলেও) ভগবৎস্মরণপ্রভাবে অভদ্ররাশি দগ্ধ হওয়ায় শিশুপাল ভগবচ্চক্রে নিহত হইয়া ভগবৎসমীপে উপনীত হইয়া তাঁহাতে লয় প্রাপ্ত হইয়াছিল। হে মৈত্রেয়, ইহাই তোমার প্রশ্নের উত্তর। প্রতিকূল-অনুশীলন-ফলে কৃষ্ণদ্বেষিগণ যখন বৈরানুবন্ধদ্বারাও সদ্‌গতি লাভ করিতে পারে, তখন অনুকূল অনুশীলন-ফলে শুদ্ধভক্তগণ যে সর্ব্বাপেক্ষা উত্তমগতি কৃষ্ণপাদপদ্ম বা কৃষ্ণপ্রেম লাভ করিবেন, তাহাতে আর সন্দেহ কি? সেই দুই দৈত্য পূর্ব্বে

জ্ঞানী, যোগী ও হরিদ্বেষীর গতি ঃ—

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু (১।২।২৮০)-ধৃত ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ-বচন—

সিদ্ধলোকস্তু তমসঃ পারে যত্র বসন্তি হি।
সিদ্ধা ব্রহ্মসুখে মগ্না দৈত্যাশ্চ হরিণা হতাঃ ॥ ৩৯ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৩৯। তমঃ অর্থাৎ মায়িকজগতের পারে ব্রহ্মধামরূপ 'সিদ্ধলোক'। সেখানে ব্রহ্মসুখমগ্ন মায়াবাদিগণ ও ভগবৎকর্ত্তৃক বিনষ্ট কংসাদি অসুরগণ বাস করেন ; পাতঞ্জল-যোগিগণ কৈবল্য লাভ করিয়াও সেই লোক প্রাপ্ত হইবেন।

৪০-৪৫। দ্বারকায় যে কৃষ্ণ-বলদেবাদি চতুর্ব্ব্যূহ, তাঁহারই

অনুভাষ্য

ভগবৎপার্ষদ জয় ও বিজয় ছিলেন,—পরাশর এই কথা না বলিয়া তাহারা তিনবার জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিল,—এইমাত্র বলিয়াছেন, অতএব এই ভগবৎপার্ষদদ্বয় যে সকল কল্পেই অসুররূপে জন্মগ্রহণ করেন, তাহা পরাশরের অভিপ্রায় নহে। তাহা না হইলে প্রতিকল্পেই ভগবৎপার্ষদের পতন হয়, একথা বড়ই অসঙ্গত (অর্থাৎ ভগবান্ বিষ্ণুতে সৃষ্টি করিবার ইচ্ছা-শক্তির ন্যায় যুদ্ধ করিবার ইচ্ছা-শক্তিও নিত্য বর্ত্তমান। ক্রীড়ামোদী মহারাজ যেমন প্রতিকূল-বৃত্তিবিশিষ্ট ক্রীড়কগণের সহিত সর্ব্বদা ক্রীড়া করিয়া থাকেন, আবার ক্রীড়কগণের অনুপস্থিতি হইলে স্বীয় পারিষদ বা অনুচর-গণকে প্রতিদ্বন্দ্বী করিয়া তাহাদিগের সহিত ক্রীড়ামোদ করেন এবং সেই অনুচরগণও প্রতিকূল-ভাবের সহিত ক্রীড়া করিয়া প্রভুর সন্তোষবিধান করে, তদ্রূপ ভগবান্ বিষ্ণুও প্রতিকূলভাবাপন্ন অনাদি-বহির্ম্মুখ জীব অথবা স্বীয় কোন পার্ষদকে প্রতিকূল-ভাবযুক্ত করিয়া এবং তাহারাও প্রতিকূল-ভাববিশিষ্ট হইয়া পরস্পরের যুদ্ধক্রীড়াবৃত্তি চরিতার্থ করেন, এজন্য প্রতিকল্পে ভগবৎপার্ষদের পতন অসঙ্গত)।

ভগবান্ যে অলৌকিক নৃসিংহরূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাহাতে হিরণ্যকশিপুর বিষ্ণুবুদ্ধি হয় নাই, কিন্তু কোন পুণ্যরাশি-জাত প্রাণিমাত্র মনে হইয়াছিল। রজোগুণের উদ্রেকহেতু বুদ্ধি বিচ্ছিন্ন হওয়ায় নৃসিংহকে 'ইহা একটী তেজস্বী প্রাণী' এইরূপ ভাবনা করায়, সে অন্তিমকালে তাঁহার রূপের ভাবনা করিতে পারে নাই। সুতরাং কেবল নৃসিংহ-হস্তে বিনাশহেতু রাবণ-দেহে সুদুর্ল্লভ ভোগসম্পত্তি লাভ করিয়াছিল। বিষ্ণু বলিয়া নিশ্চয় ধারণার অভাবে এবং অতিদ্বেষের অভাবে ভগবানে আবেশবৃদ্ধি হয় না ; বেণ রাজার ন্যায় ভগবানে এই আবেশ-বৃদ্ধি ব্যতীত যে দ্বেষ, তাহা কেবল নরকের কারণ। অত্যন্ত আবেশ না হইলে নিন্দাদি-জনিত অপরাধের বিনাশ হইতে পারে না।

অপরাধ-নাশের অভাবে ভগবানের শুদ্ধস্বরূপ দর্শন না করায় পরব্রহ্ম নৃসিংহদেব প্রকট থাকিতেও হিরণ্যকশিপু তাঁহাতে লীন

পরব্যোমস্থ ২য় চতুর্ব্ব্যূহ দ্বারকার আদি-চতুর্ব্ব্যূহেরই প্রকাশ—

সেই পরব্যোমে নারায়ণের চারি পাশে।
দ্বারকার চতুর্ব্ব্যূহ দ্বিতীয় প্রকাশে ॥ ৪০ ॥

অনুভাষ্য

হইতে পারে নাই। রাবণদেহেও তাহার চিত্ত অত্যন্ত কামপরতন্ত্র হওয়ায় শ্রীরামে তাহার হিরণ্যকশিপুর ন্যায় মনুষ্যবুদ্ধি ছিল। এই কারণে সেই দৈত্য শিশুপালরূপে পুনর্ব্বার পূর্ব্বের ন্যায় উত্তম ভোগসম্পদ্ লাভ করিল। শ্রীকৃষ্ণে বাসুদেবত্ব থাকায় সেই নামযোগহেতু সে তৎকালে তাঁহাকে পূর্ব্বজন্মদ্বয়ের মৃত্যুর কারণ নিশ্চয় করিয়া অত্যন্ত দ্বেষ ও পরম আবেশবশতঃ সতত নিন্দা-তর্জ্জনাদিতেও সেইসকল নাম কীর্ত্তন করিত এবং তাঁহাতে চতুর্ভুজাদিরূপ দর্শন করিয়া ও বিষ্ণু বলিয়া নিশ্চয় হওয়ায় নামকীর্ত্তনের ন্যায় সেইরূপেরও অনুক্ষণ চিন্তা করিত। তজ্জন্য দ্বেষজনিত পাপরাশি দগ্ধ হওয়ায় শ্রীকৃষ্ণ-নিক্ষিপ্ত চক্রের দীপ্তিদ্বারা তাহার দৈত্যভাব দূর হইয়াছিল এবং শুদ্ধ-সংস্কৃত দিব্যচক্ষু লাভ করিয়া সে তাঁহার পরব্রহ্ম নরাকৃতি দর্শন করে। তৎকালে সুদর্শন-চক্রাঘাতে তাহার দৈত্যদেহ বিনষ্ট হইলে সে পরব্রহ্মে লীন হইয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণে দ্বেষজনিত অতিশয় আবেশ-হেতু শিশুপাল তাঁহাতে সাযুজ্য-লয় প্রাপ্ত হইয়াছিল—এই কথা বলিয়া নিজের বাল্যলীলায় নিহত পূতনাদির মোক্ষ, কিন্তু অন্যাবতারে এবং ঈশ্বরচেষ্টাক্রমে নিহত কালনেমি প্রভৃতির মোক্ষাভাব আলোচনা করিয়া এই গদ্য কীর্ত্তন করিলেন। 'হি'—প্রসিদ্ধি অর্থে। অন্যান্য অবতার অপেক্ষা অবতারীকে বিদ্বেষ অর্থাৎ প্রতিকূলভাবেও কীর্ত্তন ও স্মরণ করিলে তাদৃশ অসুরেরও সদ্গতি লাভ হয়।" শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণকৃত ভাষ্যও দ্রষ্টব্য।

শ্রীসনাতন প্রভু বৃহদ্ভাগবতামৃতে' (গোলোক-মাহাত্ম্য-নামক ২য় খণ্ড ৩০-৩১ সংখ্যা)—'অহো শ্লাঘ্যঃ কথং মোক্ষো দৈত্যানামপি দৃশ্যতে। তৈরেব শাস্ত্রৈর্নিন্দ্যন্তে যে গো-বিপ্রাদি-ঘাতিনঃ।। সর্ব্বথা প্রতিযোগিত্বং যৎ সাধুত্বাসুরত্বয়োঃ। তৎ-সাধনেষু সাধ্যে চ বৈপরীত্যং কিলোচিতম্।।"

শ্রীসজ্জনতোষণী ১০ম খণ্ডে, শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরকৃত অনুবাদ,—যে-সকল দৈত্যগণকে শাস্ত্রে গো-বিপ্রাদিঘাতী বলিয়া নিন্দা করিয়াছেন, সেই কংসাদি দৈত্য যে সাযুজ্য মোক্ষলাভ করিয়াছে, সেই মোক্ষকে কিরূপে শ্লাঘ্য বলা যায়? ভগবদ্ভক্তগণই সাধু এবং ভগবদ্বিদ্বেষিগণই অসুর। সাধুত্ব ও অসুরত্বে যেরূপ সর্ব্বদা বৈপরীত্য-ধর্ম্ম আছে, তাহাদের সাধন ও সাধ্য-বিষয়েও সেইরূপ বৈপরীত্য-ভাব থাকা আবশ্যক। অসুরদের সাধুবিদ্বেষ ও গো-বিপ্রহননই সাধন এবং মোক্ষই সাধ্য ; ভক্তদিগের ভক্তিই

ইঁহারা তুরীয়—বিরাট্, গর্ভ ও কারণের অতীত ঃ—

বাসুদেব-সঙ্কর্ষণ-প্রদ্যুম্নানিরুদ্ধ ।
'দ্বিতীয় চতুর্ব্ব্যূহ' এই—তুরীয়, বিশুদ্ধ ॥ ৪১ ॥

দ্বিতীয়-চতুর্ব্ব্যূহগত মহাসঙ্কর্ষণই চিচ্ছক্তির মূল-আশ্রয় ঃ—

তাঁহা যে রামের রূপ—মহাসঙ্কর্ষণ ।
চিচ্ছক্তি-আশ্রয় তিহোঁ, কারণের কারণ ॥ ৪২ ॥

চিচ্ছক্তি-সন্ধিনী-পরিণত তদ্রূপবৈভব ঃ—

চিচ্ছক্তি-বিলাস এক—'শুদ্ধসত্ত্ব' নাম ।
শুদ্ধসত্ত্বময় যত বৈকুণ্ঠাদি-ধাম ॥ ৪৩ ॥

ষড়ৈশ্বর্য্যাদি সমস্তই মহাসঙ্কর্ষণের চিদ্বৈভব ঃ—

ষড়্বিধৈশ্বর্য্য তাঁহা সকল চিন্ময় ।
সঙ্কর্ষণের বিভূতি সব, জানিহ নিশ্চয় ॥ ৪৪ ॥

মহাসঙ্কর্ষণই জীবশক্তির আশ্রয় ঃ—

'জীব'-নাম তটস্থাখ্য এক শক্তি হয় ।
মহাসঙ্কর্ষণ—সব জীবের আশ্রয় ॥ ৪৫ ॥

সঙ্কর্ষণেরই অংশ—কারণার্ণবশায়ী বিষ্ণু ঃ—

যাঁহা হৈতে বিশ্বোৎপত্তি, যাঁহাতে প্রলয় ।
সেই পুরুষের সঙ্কর্ষণ সমাশ্রয় ॥ ৪৬ ॥
সর্ব্বাশ্রয়, সর্ব্বাদ্ভুত, ঐশ্বর্য্য অপার ।
'অনন্ত' কহিতে নারে মহিমা যাঁহার ॥ ৪৭ ॥
তুরীয়, বিশুদ্ধসত্ত্ব, 'সঙ্কর্ষণ' নাম ।
তিঁহো যাঁর অংশ, সে-ই নিত্যানন্দ-রাম ॥ ৪৮ ॥
অষ্টম শ্লোকের কৈল সংক্ষেপ বিবরণ ।
নবম শ্লোকের অর্থ শুন দিয়া মন ॥ ৪৯ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

দ্বিতীয়প্রকাশ পরব্যোমে। এই চতুর্ব্ব্যূহের নাম 'দ্বিতীয় চতুর্ব্ব্যূহ'; ইহাও চিন্ময় বিশুদ্ধ। তথায় বলরামের স্বরূপ মহাসঙ্কর্ষণ। সেই পরব্যোমে 'শুদ্ধসত্ত্ব' নামে চিচ্ছক্তির সন্ধিনী-বিলাস, যদ্দ্বারা বৈকুণ্ঠাদি শুদ্ধসত্ত্বময় ধাম ও ষড়্বিধ ঐশ্বর্য্য—এ সমস্তই মহাসঙ্কর্ষণের বিভূতি। মহাসঙ্কর্ষণই সকল জীবের আশ্রয়, সুতরাং তটস্থাখ্য জীব-শক্তির আশ্রয়। চিৎকণ-জীবসত্তা জীবশক্তিসম্ভূত হইয়াও মায়াশক্তির অভিভাব্য-রূপে নির্ম্মিত হওয়ায় 'মায়া' ও 'চিৎ' এই উভয়তটস্থ-ধর্ম্মজনিত 'তটস্থ' নাম প্রাপ্ত হইয়াছে।

অনুভাষ্য

সাধন ও প্রেমই সাধ্য। যাঁহারা সেই মোক্ষপ্রয়াসী, তাঁহারা সুতরাং অসাধুদিগের ন্যায় কেবল-জ্ঞানচেষ্টারূপ অসাধু সাধন আশ্রয় করেন।

৩৯। তমসঃ পারে (ত্রিগুণাতীতে প্রদেশে) তু সিদ্ধলোকঃ [বর্ত্ততে], যত্র সিদ্ধাঃ (নির্ভেদব্রহ্মজ্ঞানসিদ্ধাঃ, কৈবল্যযোগ-সিদ্ধাশ্চ) হরিণা (কৃষ্ণেন) হতাঃ দৈত্যাঃ চ, ব্রহ্মসুখে (নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মেশ্বর-সাযুজ্যে) মগ্নাঃ [সন্তঃ] বসন্তি হি।

পূর্ব্বোল্লিখিত ৩৫-৩৬ সংখ্যার অনুভাষ্য দ্রষ্টব্য।

৪০। শ্রীরূপপ্রভু লঘুভাগবতামৃতে (চতুর্ব্ব্যূহবর্ণন-প্রসঙ্গে ৮৩-৮৪ সংখ্যায়)—"পাদ্মে তু পরমব্যোম্নঃ পূর্ব্বাদ্যে দিক্-চতুষ্টয়ে। বাসুদেবাদয়ো ব্যূহাশ্চত্বারঃ কথিতাঃ ক্রমাৎ।। তথা পাদবিভূতৌ চ নিবসন্তি ক্রমাদিমে। জলাবৃতিস্থ-বৈকুণ্ঠস্থিত-বেদবতীপুরে।। সত্যোর্দ্ধে বৈষ্ণবে লোকে নিত্যাখ্যে দ্বারকাপুরে। শুদ্ধোদাদুত্তরে শ্বেতদ্বীপে চৈরাবতীপুরে। ক্ষীরাম্বুধিস্থিতানন্ত-ক্রোড়-পর্য্যঙ্ক-ধামনি।।"

পরব্যোমের পূর্ব্বাদি দিক্‌চতুষ্টয়ে বাসুদেবাদি চতুর্ব্ব্যূহ ক্রমান্বয়ে অবস্থান করেন, ইহাই পদ্মপুরাণে কথিত হইয়াছে।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৪৮। মহাসঙ্কর্ষণ—চিন্ময়বিশুদ্ধসত্ত্ব ; তিনি নিত্যানন্দ-রামের অঙ্গ অর্থাৎ 'প্রকাশ'।

অনুভাষ্য

আর একপাদবিভূতিতে অর্থাৎ প্রপঞ্চমধ্যে ক্রমে চারিস্থানে এই বাসুদেবাদি চারি মূর্ত্তি বাস করিতেছেন। জলাবরণস্থ বৈকুণ্ঠে বেদবতীপুরে বাসুদেব, সত্যলোকের উপরিভাগে বিষ্ণুলোকে সঙ্কর্ষণ, নিত্যাখ্য দ্বারকাপুরে প্রদ্যুম্ন এবং শুদ্ধজলনিধির উত্তর-তীরস্থিত ক্ষীরসমুদ্রের মধ্যবর্ত্তী শ্বেতদ্বীপস্থ ঐরাবতীপুরে অনন্তশয্যায় অনিরুদ্ধ বাস করিতেছেন।

৪১। সঙ্কর্ষণ—অপর নাম 'মহাসঙ্কর্ষণ' (পরবর্ত্তী ৪২-৪৮ সংখ্যায় বর্ণিত)।

৪৮। মূলে 'অংশ'-পাঠ, প্রবাহভাষ্যে 'অঙ্গ'-পাঠ—উভয়ই একার্থ-প্রতিপাদক।

৪১-৪৮। ব্রহ্মসূত্রের ২য় পাদে দ্বিতীয় অধ্যায়ের 'উৎপত্ত্য-সম্ভবাধিকরণে" শ্রীশঙ্করাচার্য্য স্বীয় ভাষ্যমধ্যে চতুর্ব্ব্যূহের বিষয়ে যে ভ্রমপূর্ণ বিচার উত্থাপন করিয়াছেন, তাহার মীমাংসা-স্বরূপে গ্রন্থকার ৪১-৪৭ সংখ্যায় উক্ত মতবাদ নিরাস করিয়া দেখাইয়াছেন। অদ্বয়জ্ঞান বিষ্ণুবস্তুকে দৃশ্যজগতের অন্যতম বস্তুজ্ঞানে শ্রীপাদের যে ভ্রান্তি, তাহা পঞ্চরাত্রে শ্রীনারায়ণ স্বয়ং তাঁহাকে বুঝাইয়া দিয়াছেন, কিন্তু বদ্ধ ও আসুর-প্রকৃতি জীবের মোহের জন্য তাঁহাকে যে বিপ্রলিপ্সা অবলম্বন করিতে হইয়াছে, তৎফলেই অপ্পয়দীক্ষিতাদি অদ্বৈতপন্থী ভ্রান্তির চরম-সীমায় উপনীত হইয়াছেন। বদ্ধজীবগণের যোগ্যতায় চতুর্ব্ব্যূহজ্ঞান সম্ভবপর নহে। তাহাদের নির্ব্বুদ্ধিতা-বর্দ্ধনের জন্য আচার্য্যের এইপ্রকার দুরুক্তি। চতুর্ব্ব্যূহ শুদ্ধসত্ত্বময়, চিচ্ছক্তিবিলাসী ও ষড়্বিধ ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন। তাঁহাদিগকে দরিদ্র ও নিঃশক্তিক বলা ও বোধ করা—মূঢ় জীবের ধর্ম্ম। তাদৃশ জীব মায়ামোহিত হইবারই

অনুভাষ্য

যোগ্য। বৈকুণ্ঠ ও মায়িকদেশকে বুঝিতে না পারিলে এইপ্রকার ভ্রান্তিই সম্ভাবনা। শ্রীপাদ শঙ্কর ব্রহ্মসূত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ে দ্বিতীয় পাদের ৪২-৪৫ সংখ্যক সূত্রের ভাষ্যে এই 'চতুর্ব্ব্যূহ-বাদ' নিরাস করিবার বৃথা প্রয়াস করিয়াছেন। শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্যের ভাষ্য হইতে 'চতুর্ব্ব্যূহ'-সম্বন্ধে তাঁহার বিকৃত ধারণামূলক বাক্য (নিম্নে) উদ্ধৃত হইতেছে।

"উৎপত্ত্যসম্ভবাৎ" (৪২)—(শঃ ভাঃ)— *** "তত্র ভাগবতা মন্যন্তে, ভগবানেবৈকো বাসুদেবো নিরঞ্জনো জ্ঞানস্বরূপঃ পরমার্থ-তত্ত্বম্। স চতুর্দ্ধাত্মানং প্রবিভজ্য প্রতিষ্ঠিতো বাসুদেবব্যূহ-রূপেণ সঙ্কর্ষণব্যূহরূপেণ প্রদ্যুম্ন-ব্যূহরূপেণাঽনিরুদ্ধব্যূহরূপেণ চ। বাসুদেবো নাম পরমাত্মোচ্যেতে, সঙ্কর্ষণো নাম জীবঃ, প্রদ্যুম্নো নাম মনঃ, অনিরুদ্ধো নামাহঙ্কারঃ। তেষাং বাসুদেবঃ পরা প্রকৃতিঃ, ইতরে সঙ্কর্ষণাদয়ঃ কার্য্যম্। তত্র যত্তাবদুচ্যতে, যোঽসৌ নারায়ণঃ পরঃ পরমাত্মা সর্ব্বাত্মা, স আত্মানাত্মনমনেকধা ব্যূহ্যাবস্থিত ইতি, তন্ন নিরাক্রিয়তে। যৎ পুনরিদমুচ্যতে,—বাসুদেবাৎ সঙ্কর্ষণ উৎপদ্যতে, সঙ্কর্ষণাচ্চ প্রদ্যুম্নঃ, প্রদ্যুম্নাচ্চানিরুদ্ধ ইতি, অত্র ব্রূমঃ —ন বাসুদেবসংজ্ঞকাৎ পরমাত্মনঃ সঙ্কর্ষণসংজ্ঞস্য জীবস্যোৎ-পত্তিঃ সম্ভবতি, অনিত্যত্বাদিদোষপ্রসঙ্গাৎ। উৎপত্তিমত্ত্বে হি জীবস্যানিত্যত্বাদয়ো দোষাঃ প্রসজ্যেরন্, ততশ্চ নৈবাস্য ভগবৎ-প্রাপ্তির্মোক্ষঃ স্যাৎ, কারণাপ্রাপ্তৌ কার্য্যস্য প্রবিলয়প্রসঙ্গাৎ। প্রতিষেধিষ্যতে চাচার্য্যো জীবস্যোৎপত্তিং 'নাত্মাশ্রুতের্নিত্যত্বাচ্চ তাভ্যঃ' ইতি। তস্মাদসঙ্গতৈষাং কল্পনা।"

ভাষ্যার্থ এই—"ভাগবতগণ মনে করেন যে, ভগবান্ বাসুদেব এক, তিনি নিরঞ্জন, জ্ঞানবপুঃ এবং তিনিই পরমার্থতত্ত্ব। তিনি স্বয়ং আপনাকে চতুর্দ্ধা বিভাগ করিয়া বিরাজ করিতেছেন। সেই চারিপ্রকার ব্যূহ এই—১ম বাসুদেব-ব্যূহ, ২য় সঙ্কর্ষণ-ব্যূহ, ৩য় প্রদ্যুম্ন-ব্যূহ, ৪র্থ অনিরুদ্ধ-ব্যূহ, এই চারিপ্রকার ব্যূহই তাঁহার শরীর। বাসুদেবের অপর নাম 'পরমাত্মা', সঙ্কর্ষণের অন্য নাম 'জীব', প্রদ্যুম্নের নামান্তর 'মন', এবং অনিরুদ্ধের আর একটী নাম 'অহঙ্কার'। এই ব্যূহচতুষ্টয়মধ্যে বাসুদেব-ব্যূহই পরা প্রকৃতি অর্থাৎ মূলকারণ। সঙ্কর্ষণ প্রভৃতি বাসুদেব-ব্যূহ হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছেন, সুতরাং সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ, সেই পরা প্রকৃতির কার্য্য। জীব দীর্ঘকাল ভগবদ্‌গৃহে গমন, উপাদান, ইজ্যা, স্বাধ্যায় ও যোগসাধনে রত থাকিয়া নিষ্পাপ হয় এবং পুণ্যশরীরী হইয়া পরা প্রকৃতি ভগবানকে লাভ করে। মহাত্মা ভাগবতগণ যে বলেন, নারায়ণ প্রকৃতির পর এবং পরমাত্ম-নামে প্রসিদ্ধ ও সর্ব্বাত্মা, তাহা শ্রুতিবিরুদ্ধ নহে এবং তিনি যে আপনা আপনি অনেক-প্রকার ব্যূহভাবে অবস্থিত বা বিরাজমান, তাহাও আমরা স্বীকার করি। অতএব ভাগবত-মতের ঐ অংশ এই সূত্রের নিরাকরণীয় নহে। ভাগবতগণ যে বলেন, বাসুদেব হইতে সঙ্কর্ষণের, সঙ্কর্ষণ হইতে প্রদ্যুম্নের, প্রদ্যুম্ন হইতে অনিরুদ্ধের উৎপত্তি হইয়াছে, এতদংশের নিষেধার্থই আচার্য্য এই সূত্র গ্রথিত করিয়াছেন।

অনিত্যত্বাদি-দোষগ্রস্ত বলিয়া বাসুদেব-সংজ্ঞক পরমাত্মা হইতে সঙ্কর্ষণ-সংজ্ঞক জীবের উৎপত্তি একান্ত অসম্ভব। জীব যদি উৎপত্তিমান হয়, তাহা হইলে তাহাতে অনিত্যত্বাদি-দোষ অপরিহার্য্য হইবে। জীব নশ্বর স্বভাব হইলে তাহার ভগবৎ-প্রাপ্তিরূপ মোক্ষ হইতেই পারে না। কারণ-বিনাশে কার্য্য-বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। আচার্য্য বেদব্যাস জীবের উৎপত্তি ২য় অধ্যায়ের ৩য় পাদের "নাত্মাশ্রুতের্নিত্যত্বাচ্চ তাভ্যঃ" এই সূত্রদ্বারা নিষেধ করিয়াছেন এবং উৎপত্তিনিষেধদ্বারা নিত্যতা প্রমাণিত করিবেন। অতএব এই কল্পনা অসঙ্গত।"

"ন চ কর্ত্তুঃ করণম্" (৪৩)—(শঃ ভাঃ)—'ইতশ্চাসঙ্গ-তৈষাং কল্পনা, যস্মান্ন হি লোকে কর্ত্তুর্দেবদত্তাদেঃ করণং পরশ্বা-দুৎপদ্যমানং দৃশ্যতে। বর্ণয়ন্তি চ ভাগবতাঃ—কর্ত্তুর্জীবাৎ সঙ্কর্ষণ-সংজ্ঞকাৎ করণং মনঃ প্রদ্যুম্নসংজ্ঞকমুৎপদ্যতে, কর্ত্তৃজাচ্চ তস্মাদ-নিরুদ্ধ-সংজ্ঞকোঽহঙ্কার উৎপদ্যত ইতি। ন চৈতদ্দৃষ্টান্তমন্তরেণা-ধ্যবসিতুং শক্নুমঃ। ন চৈবম্ভূতাং শ্রুতিমুপলভামহে।'

ভাষ্যার্থ এই—'এতাদৃশী কল্পনা যে অসঙ্গত, তাহার কারণ আছে। লোকমধ্যে দেবদত্তাদি কর্ত্তা হইতে দাত্রাদি (কুঠারাদি) করণের উৎপত্তি দৃষ্টিগোচর হয় না ; অথচ ভাগবতগণ বর্ণনা করেন—সঙ্কর্ষণ-নামক কর্ত্তা-জীব হইতে প্রদ্যুম্ন-নামক করণ-মন জন্মিয়াছে, আবার সেই কর্ত্তৃজাত প্রদ্যুম্ন হইতে অনিরুদ্ধ-অহঙ্কারের উৎপত্তি হয়। ভাগবতেরা এই কথা দৃষ্টান্তদ্বারা বুঝাইতে না পারিলে কি-প্রকারে গ্রহণ করা যাইতে পারে? এই তত্ত্বের অববোধক শ্রুতি-বাক্যও শুনা যায় না।'

"বিজ্ঞানাদিভাবে বা তদপ্রতিষেধঃ" (৪৪)—(শঃ ভাঃ)—'তথাপি স্যান্ন চৈতে সঙ্কর্ষণাদয়ো জীবাদিভাবেনাভিপ্রায়ন্তে, কিং তর্হি, ঈশ্বরা এবৈতে সর্ব্বে জ্ঞানৈশ্বর্য্যশক্তিবলবীর্য্যতেজোভি-রৈশ্বর্য্যধর্ম্মৈরন্বিতা অভ্যুপগম্যন্তে, বাসুদেবা এবৈতে সর্ব্বে নির্দ্দোষা নিরধিষ্ঠানা নিরবদ্যাশ্চেতি, তস্মান্নায়ং যথাবর্ণিত উৎপত্ত্যসম্ভবো দোষঃ প্রাপ্নোতীতি, অত্রোচ্যতে—এবমপি তদ-প্রতিষেধ উৎপত্ত্যসম্ভবস্যাপ্রতিষেধঃ প্রাপ্নোত্যেব। অয়মুৎপত্ত্য-সম্ভবো দোষঃ প্রকারান্তরেণেত্যভিপ্রায়ঃ। কথম্? যদি তাবদয়ম-ভিপ্রায়ঃ—পরস্পরভিন্না এবৈতে বাসুদেবাদয়শ্চত্বার ঈশ্বরাস্তুল্য-ধর্ম্মাণো নৈষামেকাত্মকত্বমস্তীতি, ততোঽনেকেশ্বর-কল্পনানর্থক্যং, একেনৈবেশ্বরেণেশ্বরকার্য্যসিদ্ধেঃ ; সিদ্ধান্তহানিশ্চ—ভগবানেকো বাসুদেবঃ পরমার্থতত্ত্বমিত্যভ্যুপগমাৎ। অথায়মভিপ্রায়—একস্যৈব

অনুভাষ্য

ভগবত এতে চত্বারো ব্যূহাস্তুল্যধর্ম্মাণ ইতি, তথাপি তদবস্থ এবোৎপত্ত্যসম্ভবঃ। ন হি বাসুদেবাৎ সঙ্কর্ষণস্যোৎপত্তিঃ সম্ভবতি, সঙ্কর্ষণাচ্চ প্রদ্যুম্নস্য, প্রদ্যুম্নাচ্চানিরুদ্ধস্য, অতিশয়াভাবাৎ। ভবিতব্যং হি কার্য্যকারণয়োরতিশয়েন যথা মৃদ্ঘটয়োঃ। ন হ্যসত্যতিশয়ে কার্য্যং কারণমিত্যবকল্পতে। ন চ পঞ্চরাত্রসিদ্ধান্তিম্বেকৈকস্মিন্ সর্ব্বেষু বা জ্ঞানৈশ্বর্য্যাদিতারতম্যকৃতঃ কশ্চিদ্ভেদোঽভ্যুপগম্যতে। বাসুদেবা এব হি সর্ব্বে ব্যূহা নির্ব্বিশেষা ইষ্যন্তে। ন চৈতে ভগবদ্ব্যূহাশ্চতুঃসংখ্যায়ামেবাবতিষ্ঠেরন্, ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যন্তস্য সমস্তস্যৈব জগতো ভগবদ্ব্যূহত্বাবগমাৎ।'

ভাষ্যার্থ এই—'ভাগবতদিগের এমন অভিপ্রায়ও হইতে পারে যে উক্ত সঙ্কর্ষণাদি জীবভাবান্বিত নহেন ; তাঁহারা সকলেই ঈশ্বর, সকলেই জ্ঞানশক্তি, ঐশ্বর্য্যশক্তিযুক্ত, বল, বীর্য্য ও তেজঃসম্পন্ন, সকলেই বাসুদেব, সকলেই নির্দ্দোষ, নিরধিষ্ঠিত, নিরবদ্য। সুতরাং, তাঁহাদের সম্বন্ধে উৎপত্ত্যসম্ভব-দোষ নাই। এই অভি-প্রায়ের উপর বলা যাইতেছে যে, এইপ্রকার অভিপ্রায় থাকিলেও উৎপত্ত্যসম্ভবদোষ নিবারিত হয় না, অন্যপ্রকারে এই দোষ থাকিয়া যায়। বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ—ইঁহারা পরস্পর ভিন্ন, একাত্মক নহেন ; অথচ সকলেই সমধর্ম্মী ও ঈশ্বর। এই অর্থ অভিপ্রেত হইলে অনেক ঈশ্বর স্বীকার করিতে হয়। অনেক ঈশ্বর-স্বীকার নিষ্প্রয়োজন। কেননা, এক ঈশ্বরদ্বারাই ঈশ্বর-কার্য্য সিদ্ধ হয়। আরও, ভগবান্ বাসুদেব এক অর্থাৎ অদ্বিতীয় ও পরমার্থ-তত্ত্ব, এইরূপ প্রতিজ্ঞা থাকায় সিদ্ধান্তহানিদোষও প্রসক্ত হইতেছে। অভিপ্রায় এই—এই চতুর্ব্যূহ একটী মাত্র ভগবানেরই এবং তাঁহারা সকলেই সমধর্ম্মী। এইরূপ হইলেও উৎপত্ত্যসম্ভব-দোষ পরিহার করা যায় না ; কেননা, কোনরূপ আতিশয্য (ন্যূনতাধিক্য) না থাকিলে বাসুদেব হইতে সঙ্কর্ষণের, সঙ্কর্ষণ হইতে প্রদ্যুম্নের এবং প্রদ্যুম্ন হইতে অনিরুদ্ধের জন্ম হইতে পারে না। কার্য্য-কারণ-মধ্যে কোনও বৈশিষ্ট্য আছে, ইহা স্বীকার করিতে হইবে ; যেমন, মৃত্তিকা হইতে ঘট হয়। অতিশয় না থাকিলে কোন্‌টী কার্য্য, কোন্‌টী কারণ, তাহা নির্দ্দেশ করিতে পারা যায় না। আরও দেখ, পঞ্চরাত্র-সিদ্ধান্তীরা বাসুদেবাদির জ্ঞানাদি-তারতম্যকৃত কোন ভেদ মানেন না, প্রত্যুত ব্যূহচতুষ্টয়কে অবিশেষে বাসুদেব মান্য করেন। ভগবানের ব্যূহ কি চতুঃসংখ্যায় পর্য্যাপ্ত? অবশ্যই তাহা নহে। ব্রহ্মাদি স্তম্ব পর্য্যন্ত সমুদায় জগৎ ভগবদ্ব্যূহ—ইহা শ্রুতি, স্মৃতি, উভয়ত্র প্রমাণিত হইয়াছে।'

'বিপ্রতিষেধাচ্চ' (৪৫)—(শঃ ভাঃ)—"বিপ্রতিষেধশ্চাস্মিন্ শাস্ত্রে বহুবিধ উপলভ্যতে গুণগুণিত্ব-কল্পনাদিলক্ষণঃ। জ্ঞানৈশ্বর্য্যশক্তিবলবীর্য্যতেজাংসি গুণাঃ, আত্মান এবৈতে ভগবন্তো বাসুদেবা ইত্যাদিদর্শনাৎ।'

অনুভাষ্য

ভাষ্যার্থ এই—'ভাগবতদিগের পঞ্চরাত্রাদি শাস্ত্রে গুণগুণিভাব প্রভৃতি অনেকপ্রকার বিরুদ্ধ কল্পনা দেখা যায়। নিজেই গুণ, নিজেই গুণী, ইহা কোনওপ্রকারে সম্ভাব্য নহে। ভাগবতগণ বলিয়া থাকেন, জ্ঞানশক্তি, ঐশ্বর্য্যশক্তি, বল, বীর্য্য ও তেজঃ—এইসকল গুণ, এবং প্রদ্যুম্নাদি ভিন্ন হইলেও ইঁহারা আত্মা এবং ভগবান্ বাসুদেব।

শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্যের এই মতবাদের উত্তরে শ্রীরূপপ্রভু লঘুভাগবতামৃতে (চতুর্ব্ব্যূহ-বর্ণন-প্রসঙ্গে ৮০-৮৩ শ্লোকে)—"মহাবস্থাখ্যয়া খ্যাতং যদ্ব্যূহানাং চতুষ্টয়ম্। তস্যাদ্যোঽয়ং তথোপাস্যশ্চিত্তে তদধিদৈবতম্। তথা বিশুদ্ধসত্ত্বস্য যশ্চাধিষ্ঠানমুচ্যতে।। নিজাংশো যস্য ভগবান্ শ্রীসঙ্কর্ষণ ইষ্যতে। যস্তু সঙ্কর্ষণো ব্যূহো দ্বিতীয় ইতি সম্মতঃ। জীবশ্চ স্যাৎ সর্ব্বজীবপ্রাদুর্ভাবাস্পদত্বতঃ।। পূর্ণশারদ-শুভ্রাংশুপরার্দ্ধমধুরদ্যুতিঃ। উপাস্যোঽয়মহঙ্কারে শেষন্যস্তনিজাংশকঃ।। স্মরারাতেরধর্ম্মস্য সর্পান্তকসুরদ্বিষাম্। অন্তর্যামিত্বমাস্থায় জগৎসংহারকারকঃ।। ব্যূহস্তৃতীয়ঃ প্রদ্যুম্নো বিলাসো যস্য বিশ্রুতঃ। যঃ প্রদ্যুম্নো বুদ্ধিতত্ত্বে বুদ্ধিমদ্ভিরুপাস্যতে।। স্তবত্যা চ শ্রিয়া দেব্যা নিষেব্যত ইলাবৃতে। শুদ্ধজাম্বুনদপ্রখ্যঃ ক্বচিন্নীলঘনচ্ছবিঃ।। নিদানং বিশ্বসর্গস্য কামন্যস্তনিজাংশকঃ। বিধেঃ প্রজাপতীনাঞ্চ রাগিণাঞ্চ স্মরস্য চ। অন্তর্যামিত্বমাপন্নঃ সর্গং সম্যক্ করোত্যসৌ।। ব্যূহস্তুর্য্যোঽনিরুদ্ধাখ্যো বিলাসো যস্য শস্যতে। যোঽনিরুদ্ধো মনস্তত্ত্বে মনীষিভিরুপাস্যতে।। নীলজীমূতসঙ্কাশো বিশ্বরক্ষণতৎপরঃ। ধর্ম্মস্যায়ং মনূনাঞ্চ দেবানাং ভূভুজাং তথা। অন্তর্যামিত্বমাস্থায় কুরুতে জগতঃ স্থিতিম্।। মোক্ষধর্ম্মে তু মনসঃ স্যাৎ প্রদ্যুম্নোঽধিদৈবতম্। অনিরুদ্ধস্ত্বহঙ্কারস্যেতি তত্রৈব কীর্ত্তিতম্।। সর্ব্বেষাং পঞ্চরাত্রাণামপ্যেষা প্রক্রিয়া মতা। পাদ্মে তু পরমব্যোম্নঃ পূর্ব্বাদ্যে দিক্চতুষ্টয়ে। বাসুদেবাদয়ো ব্যূহাশ্চত্বারঃ কথিতা ক্রমাৎ।।"

পরব্যোম-মহাবৈকুণ্ঠনাথ নারায়ণের 'মহাবস্থ'-নামক বিখ্যাত ব্যূহচতুষ্টয়ের মধ্যে এই বাসুদেব 'আদিব্যূহ' এবং চিত্তে উপাস্য; যেহেতু ইনি চিত্তের অধিষ্ঠাতৃদেবতা এবং বিশুদ্ধ-সত্ত্বে অধিষ্ঠিত। (ভাঃ ৪।৩।২৩) শ্রীসঙ্কর্ষণ ইহার স্বাংশ অর্থাৎ বিলাস। সঙ্কর্ষণকে 'দ্বিতীয়ব্যূহ' এবং সকল জীবের প্রাদুর্ভাবের আস্পদ্ বলিয়া 'জীব'ও বলিয়া থাকে। অসংখ্য শারদীয় পূর্ণ শশধরের শুভ্রকিরণ অপেক্ষাও তাঁহার অঙ্গকান্তি সুমধুর। তিনি অহঙ্কারতত্ত্বে উপাস্য; তিনি অনন্তদেবে স্বীয় আধারশক্তি নিধন করিয়াছেন এবং তিনি স্মরারাতি রুদ্র এবং অধর্ম্ম, অহি, অন্তক ও অসুরদিগের অন্তর্যামিরূপে (থাকিয়া) জগতের সংহারকার্য্য সম্পাদন করেন। সেই সঙ্কর্ষণের বিলাসমূর্ত্তি প্রদ্যুম্ন তৃতীয়ব্যূহ। বুদ্ধিমান্‌গণ বুদ্ধিতত্ত্বে এই প্রদ্যুম্নের উপাসনা করিয়া থাকেন। লক্ষ্মীদেবী ইলাবৃত-

অনুভাষ্য

বর্ষে তাঁহার গুণগান করিতে করিতে পরিচর্য্যা করিতেছেন। কোন স্থানে তপ্ত জাম্বুনদের (সুবর্ণের) ন্যায়, কোন স্থানে বা নবীন-নীল-জলধরের ন্যায় তাঁহার অঙ্গকান্তি। তিনি বিশ্বসৃষ্টির নিদান এবং স্বীয় স্রষ্টৃত্ব-শক্তি কন্দর্পে নিহিত করিয়াছেন। যিনি বিধাতা, সমস্ত প্রজাপতি, বিষয়ানুরক্ত দেবমানবাদি প্রাণিগণ এবং কন্দর্পের অন্তর্যামিরূপে সৃষ্টিকার্য্য সম্পাদন করেন। চতুর্থ-ব্যূহ অনিরুদ্ধ ইঁহার (সঙ্কর্ষণের) বিলাসমূর্ত্তি। মনীষিগণ মনস্তত্ত্বে এই অনিরুদ্ধের উপাসনা করিয়া থাকেন। তাঁহার অঙ্গকান্তি নীল-নীরদের সদৃশ। তিনি বিশ্বরক্ষণে তৎপর। তিনি ধর্ম্ম, মনু, দেবতা এবং নরপতিগণের অন্তর্যামিরূপে জগতের পালন করেন। মোক্ষধর্ম্মে প্রদ্যুম্নকে মনের অধিদেবতা এবং অনিরুদ্ধকে অহঙ্কারের অধিদেবতা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। পূর্ব্বোক্ত প্রক্রিয়া (অর্থাৎ প্রদ্যুম্ন যে বুদ্ধির এবং অনিরুদ্ধ যে মনের অধিদেবতা, ইহা) সর্ব্ববিধ পঞ্চরাত্রের সম্মত।

ভগবানের বিলাস ও অচিন্ত্যশক্তি-সম্বন্ধে লঘুভাগবতামৃতে (৪৪-৪৬ সংখ্যা)—

"নন্বিদং শ্রূয়তে শাস্ত্রে মহাবারাহ-বাক্যতঃ। 'সর্ব্বে নিত্যাঃ শাশ্বতাশ্চ দেহাস্তস্য পরাত্মনঃ। হানোপাদানরহিতা নৈব প্রকৃতিজাঃ ক্বচিৎ।। পরমানন্দসন্দোহা জ্ঞানমাত্রাশ্চ সর্ব্বতঃ। সর্ব্বে সর্ব্বগুণৈঃ পূর্ণা সর্ব্বদোষবিবর্জ্জিতাঃ।।' ইতি। কিঞ্চ শ্রীনারদ-পঞ্চরাত্রে—'মণির্যথা বিভাগেন নীল-পীতাদিভির্যুতঃ। রূপভেদমবাপ্নোতি ধ্যানভেদাৎ তথাচ্যুতঃ।।' ইতি। তস্মাৎ কথং তারতম্যং তেষাং ব্যাখ্যায়তে ত্বয়া।। অত্রোচ্যতে—'একত্বঞ্চ পৃথকত্বঞ্চ তথাংশত্বমুতাংশিতা। তস্মিন্নেকত্র নাযুক্তমচিন্ত্যানন্তশক্তিতঃ।।' তত্রৈকত্বেঽপি পৃথক্প্রকাশিতা, যথা—(ভাঃ ১০।৬৯।২) 'চিত্রং বতৈতদেকেন বপুষা যুগপৎ পৃথক্। গৃহেষু দ্ব্যষ্টসাহস্রং স্ত্রিয় এক উদাবহৎ।।' ইতি। পৃথক্ত্বেঽপ্যেকরূপতাপত্তিঃ, যথা পাদ্মে—'স দেবো বহুধা ভূত্বা নির্গুণঃ পুরুষোত্তমঃ। একীভূয় পুনঃ শেতে নির্দ্দোষো হরিরাদিকৃৎ।।' ইতি। একস্যৈব অংশাংশিত্বং বিরুদ্ধশক্তিত্বঞ্চ, যথা (ভাঃ ১০।৪০।৭)—'যজন্তি ত্বন্ময়াস্ত্বাং বৈ বহুমূর্ত্ত্যেকমূর্ত্তিকম্।।' ইতি। কৌর্ম্মে চ—'অস্থূলশ্চানণুশ্চৈব স্থূলোঽণুশ্চৈব সর্ব্বতঃ। অবর্ণঃ সর্ব্বতঃ প্রোক্তঃ শ্যামো রক্তান্তলোচনঃ। ঐশ্বর্য্যযোগাদ্ ভগবান্ বিরুদ্ধার্থোঽভিধীয়তে।। তথাপি দোষা পরমে নৈবাহার্য্যাঃ কথঞ্চন। গুণা বিরুদ্ধা অপ্যেতে সমাহার্য্যাঃ সমন্ততঃ।।" ইতি। শ্রীষষ্ঠস্কন্ধে মিথো বিরুদ্ধাচিন্ত্যশক্তিত্বং যথা গদ্যেষু (ভাঃ ৬।৯।৩৪-৩৭)—"দুরববোধ ইবায়ং তব বিহারযোগো যদশরণোঽশরীর ইদমনবেক্ষিতাস্মৎসমবায় আত্মনৈবাবিক্রিয়মাণেন সগুণমগুণঃ সৃজসি হরসি পাসি।। অথ তত্রভবান্ কিং দেবদত্তবদিহ গুণবিসর্গপতিতঃ পারতন্ত্র্যেণ স্বকৃতকুশলাকুশলং ফলমুপাদদাতি? আহোস্বিদাত্মারাম উপশমশীলঃ সমঞ্জসদর্শন উদাস্তে? ইতি হ বাব ন বিদামঃ।। ন হি বিরোধ উভয়ং ভগবত্যপরিগণিতগুণগণে ঈশ্বরে অনবগাহ্যমাহাত্ম্যেঽর্ব্বাচীন-বিকল্প-বিতর্ক-বিচার-প্রমাণাভাসকুতর্ক-শাস্ত্রকলিতান্তঃকরণাশয়-দুরবগ্রহবাদিনাং বিবাদানবসরে।। উপরতসমস্তমায়াময়ে কেবল এবাত্মমায়ামন্তর্দ্ধায় কো ন্বর্থো দুর্ঘট ইব ভবতি, স্বরূপদ্বয়াভাবাৎ সম-বিষমমতীনাং মতমনুসরসি যথা রজ্জুখণ্ডঃ সর্পাদিধিয়াম্।" ইতি। অত্র কারিকাঃ—"বিনা শরীরচেষ্টত্বং বিনা ভূম্যাদিসংশ্রয়ম্। বিনা সহায়াংস্তে কর্ম্মাবিক্রিয়স্য সুদুর্গমম্।। উক্তো গুণবিসর্গেণ দেবাসুররণাদিকঃ।। তস্মিন্ পতিত আসক্তঃ পারতন্ত্র্যাত্তু তদ্ভবেৎ। যদাশ্রিতেষু দেবেষু পারবশ্যং কৃপাকৃতম্।। তেন স্বকৃতমাত্মীয়কৃতং শুভশুভেতরৎ। সুখদুঃখাদিরূপং কিং ফলং স্বীকুরুতে ভবান্। আত্মারামতয়া কিংবা তত্রোদাস্তেতরামিতি। ন বিদ্মঃ কিন্তু নৈবেদং বিরুদ্ধমুভয়ং ত্বয়ি।। তত্র হেতুর্ভগবতীত্যাদি প্রোক্তং পদদ্বয়ম্। তথৈবেশ্বর-ইত্যাদিপদানাং পঞ্চকং মতম্।। ভগবত্ত্বেন সার্ব্বজ্ঞ্যং সদ্‌গুণত্বং তথান্যতঃ। ব্রহ্মত্বং কেবলত্বেন লভ্যতে তত্র চ স্ফুটম্।। যদ্যপি ব্রহ্মতাহেতোঃ সর্ব্বত্র স্যাৎ তটস্থতা। তথাপ্যাদিগুণদ্বয্যা ভবেদ্ভক্তানুকূলতা।। নন্বেকস্য স্বরূপস্য দ্বৈরূপ্যং কথমেকদা। তত্রাহ অর্ব্বাচীনেতি তাদৃশানাং হি বাদিনাম্। বিবাদস্যানবসরে তস্য তাবদগোচরে।। অতোঽচিন্ত্যাত্মশক্তিং তাং মধ্যেকৃত্যাত্র দুর্ঘটঃ। কো ন্বর্থঃ স্যাদ্ বিরুদ্ধোঽপি তথৈবাস্যা হ্যচিন্ত্যতা। সা চ নানাবিরুদ্ধানাং কার্য্যাণামাশ্রয়াত্মতা।। 'শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ' ইতি চ ব্রহ্মসূত্রকৃৎ। 'অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ।' ইতি স্কান্দবচস্তচ্চ মণ্যাদিষ্বপি দৃশ্যতে।। তাদৃশীঞ্চ বিনা শক্তিং ন সিদ্ধেৎ পরমেশতা। যতশ্চানবগাহ্যত্বেনাস্য মাহাত্ম্যমুচ্যতে।। অজ্ঞানমিন্দ্রজালং বা বীক্ষ্যতে যত্র-কুত্রচিৎ। অতো ন পারমৈশ্বর্য্যং তেন তস্য প্রসিদ্ধ্যতি।। তচ্চ ন হীত্যাহ স্ফুটঞ্চোপরতেত্যেদঃ।। তথা ভগবতীত্যাদিপদানাং ষট্‌তয়স্য চ। ভবেৎ প্রয়োগতাৎপর্য্যমত্র নিষ্ফলমেব হি।। তস্মান্ন শাস্ত্রযুক্তিভ্যামুভয়ং তদ্‌বিরুদ্ধ্যতে। তথাপ্যুচ্চাবচধিয়ামনেবংতত্ত্ববেদিনাম্। মতানুসারতো ভাসি রজ্জুবৎ ত্বং তথা তথা।। ননু ভোঃ কেবলং জ্ঞানং ব্রহ্ম স্যাদ্ ভগবান্ পুনঃ। নানাধর্ম্মেতি তত্রাপি স্বরূপদ্বয়মীক্ষ্যতে।। ইতি প্রাহ স্বরূপেতি তৎস্বরূপস্য নৈব হি। কদাপি দ্বৈতমেকস্য ধর্ম্মদ্বয়মিদং ধ্রুবম্।। ততো বিরোধস্তচ্ছক্তিবিলাসানাং যদীক্ষ্যতে। তদেবাচিন্ত্যমৈশ্বর্য্যং ভূষণং ন তু দূষণম্।। ইয়মেব বিরোধোক্তিস্তৃতীয়েঽপি চ দৃশ্যতে।। (ভাঃ ৩।৪।১৬)—'কর্ম্মাণ্যনীহস্য ভবোঽভবস্য তে, দুর্গাশ্রয়োঽথারিভয়াৎ পলায়নম্। কালাত্মনো যৎ প্রমদাযুতাশ্রমঃ, স্বাত্মন্‌রতেঃ খিদ্যতি

অনুভাষ্য

ধীর্ব্বির্দামিহ।।'ইতি। তত্তন্ন বাস্তবং চেৎ স্যাৎ বিদাং বুদ্ধিভ্রমস্তদা। ন স্যাদেবেত্যচিন্ত্যৈব শক্তির্লীলাসু কারণম্।। যথা যথা চ তস্যেচ্ছা সা ব্যনক্তি তথা তথা।।"

এই স্থানে এইরূপ আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে যে,—মহাবরাহপুরাণে ইহাই শুনিতে পাওয়া যায়—"সেই পরমাত্মা হরির সর্ব্ববিধ দেহই নিত্য এবং সর্ব্ববিধ দেহই জগতে পুনঃ পুনঃ আবির্ভূত হইয়া থাকে ; ঐ সকল দেহ হানোপাদানশূন্য, সুতরাং কখনও প্রকৃতির কার্য্য নহে। সকল দেহই ঘনীভূত পরমানন্দ, চিদেকরসস্বরূপ, সর্ব্ববিধ চিন্ময়গুণযুক্ত এবং সর্ব্বদোষবিবর্জ্জিত।" আবার নারদপঞ্চরাত্রেও বলিয়াছেন,—"বৈদূর্য্যমণি যেমন স্থানভেদে নীল-পীতাদিচ্ছবি ধারণ করে, তদ্রূপ ভগবান্ অচ্যুত উপাসনাভেদে স্ব-স্বরূপকে বিবিধাকারে প্রকাশ করিয়া থাকেন।" অতএব কি নিমিত্ত সেইসকল অবতারের তারতম্য ব্যাখ্যা করিতেছেন? উক্ত আশঙ্কার উত্তরে ইহাই বলিতে পারা যায় যে,—অচিন্ত্য-অনন্তশক্তির প্রভাবে, একাধারে (সেই একই পুরুষোত্তমে) একত্ব ও পৃথকত্ব, অংশত্ব ও অংশিত্ব, ইহার কিছুই অসম্ভব ও অযুক্ত নহে। তন্মধ্যে, একত্ব-সত্ত্বেও পৃথক্ প্রকাশ, যথা শ্রীদশমে (নারদের উক্তি)—"বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়, একই শ্রীকৃষ্ণ একই সময়ে পৃথক্ পৃথক্ গৃহে ষোড়শ-সহস্র রমণীর পাণিগ্রহণ করিয়াছেন।" পৃথকত্বেও একরূপত্বাপত্তি, যথা পদ্মপুরাণে—"সেই নির্গুণ, নির্দ্দোষ, আদিকর্ত্তা, পুরুষোত্তম দেব হরি বহুরূপ হইয়া পুনর্ব্বার একরূপে শয়ন করেন।" একেরই অংশাংশিত্ব ও বিরুদ্ধশক্তিত্ব, যথা শ্রীদশমে—"তুমি বহুমূর্ত্তি হইয়াও একমূর্ত্তি, অতএব ভক্তগণ তোমাতে আবিষ্টচিত্ত হইয়া তোমার পূজা করিয়া থাকেন।" আর কূর্ম্মপুরাণে বলিয়াছেন,—"তিনি সর্ব্বতোভাবে অস্থূল হইয়াও স্থূল, অনণু হইয়া অণু, অবর্ণ হইয়াও শ্যামবর্ণ ও রক্তাক্তলোচন। এইসকল গুণ পরস্পর-বিরুদ্ধ হইয়াও অচিন্ত্যশক্তির প্রভাবে ভগবানে নিত্যই অবস্থিত। তথাপি পরমেশ্বরে অনিত্যত্ব প্রভৃতি কোনরূপ দোষ আহরণ কর্ত্তব্য নহে ; অথচ ঐ সকল গুণ পরস্পরবিরুদ্ধ হইলেও তাঁহাতে সর্ব্বতোভাবে অপহৃত হইতে পারে।" ইতি। শ্রীষষ্ঠস্কন্ধীয় গদ্যেও পরস্পরবিরুদ্ধ-অচিন্ত্যশক্তির কথা কথিত হইয়াছে, যথা—"হে ভগবন্, তোমার অপ্রাকৃত লীলাবিহার বা ক্রীড়া দুর্ব্বোধের ন্যায় প্রকাশ পায় অর্থাৎ সাধারণ কার্য্য-কারণ-ভাব তোমাতে দেখা যায় না ; যেহেতু, তুমি আশ্রয়শূন্য, শরীরচেষ্টা-রহিত ও স্বয়ং নির্গুণ হইয়া এবং আমাদিগের সাহায্য অপেক্ষা না করিয়া, স্ব-স্বরূপদ্বারাই এই সগুণ বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি এবং সংহার কর, অথচ তাহাতে তোমার কোনরূপ বিকার নাই। হে প্রভো! তুমি কি দেবদত্ত-নামধারী প্রাকৃত ব্যক্তির ন্যায় এই সংসারে দেবাসুর-

অনুভাষ্য

রূপ গুণবিসর্গমধ্যে পতিত হইয়া পরাধীনতাবশতঃ স্বীয় দেবতা-কৃত সুখদুঃখাদি-ফল নিজের বলিয়া স্বীকার করিয়া থাক? অথবা, অপ্রচ্যুত-চিচ্ছক্তিমান্ থাকিয়াই আত্মারাম এবং উপশমশীলরূপে ঐ সমস্ত ব্যাপারে উদাসীন অর্থাৎ সাক্ষিরূপেই অবস্থান কর? ইহা আমরা জানি না। যিনি ষড়ৈশ্বর্য্যপরিপূর্ণ, যাঁহার গুণরাশি গণনা করিয়া শেষ করা যায় না, যিনি সকলের শাসনকর্ত্তা, যাঁহার মাহাত্ম্য কাহারও বুদ্ধির বিষয় হইতে পারে না এবং বস্তু-স্বরূপাবোধক বিকল্প, বিতর্ক, বিচার, প্রমাণাভাস এবং কুতর্কজালে আচ্ছাদিত শাস্ত্রদ্বারা যাহাদিগের বুদ্ধি বিক্ষিপ্ত, সেই বাদিগণের বিবাদ যাঁহাকে স্পর্শ করিতে অসমর্থ, সেই অচিন্ত্যশক্তিশালী তোমাতে পূর্ব্বোক্ত উভয়গুণই অবিরোধী। সমস্ত প্রাকৃত-জ্ঞানাতীত কেবল-শুদ্ধজ্ঞানময় তোমাতে তোমার ইচ্ছাশক্তিকে মধ্যে রাখিয়া কোন্ বিষয় দুর্ঘট হইতে পারে? নির্ব্বিশেষ ও সবিশেষ অথবা চিদ্‌গুণময় ও নির্গুণ, এই দুইটী যে তোমার দুইটী ভিন্ন স্বরূপ, তাহা নহে ; ভাবনা-ভেদে তোমার একই স্বরূপের দুইপ্রকার প্রতীতিমাত্র। তবে যাহাদিগের বুদ্ধির বিষয় সর্পাদি, তাহাদিগের নিকট যেমন এক রজ্জুখণ্ডই সর্পাদি ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রকাশিত হয়, তদ্রূপ যাহাদিগের বুদ্ধি, সম এবং বিষম অর্থাৎ অনিশ্চিত, তুমি তাহাদিগের অভিপ্রায়ের অনুসরণ বা তাহাদিগের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন মতবাদ প্রকাশিত করিয়া থাক।" ইতি। এইস্থানে কারিকা—শরীরের চেষ্টা, ভূম্যাদি আশ্রয় এবং দণ্ড-চক্রাদি সহায় ব্যতীত বিকারশূন্য তোমার কর্ম্ম অতিশয় দুর্গম। 'গুণ-বিসর্গ'-শব্দদ্বারা দেবাসুরের যুদ্ধাদি উক্ত হইয়াছে। তাহাতে পতিত—আসক্ত, ইহাকেই পারতন্ত্র্য অর্থাৎ পরাধীনতা বলে ; যেহেতু আশ্রিত দেবগণের নিকট তোমার পারতন্ত্র্য—কৃপাজনিত (অর্থাৎ তাহাতে তোমার স্বতন্ত্রতার হানি হয় না) তুমি সেইজন্য স্বকৃত—আত্মীয়কৃত অর্থাৎ স্বীয় দেবগণকর্ত্তৃক অর্জ্জিত সুখ-দুঃখাদিরূপ শুভাশুভ ফলকে কি আপনার বলিয়া মনে কর? অথবা আত্মারামতা-প্রযুক্ত তাহাতে একেবারে ঔদাসীন্য অবলম্বন কর? ইহা আমরা জানি না। কিন্তু (বিরুদ্ধ-গুণশালী) তোমাতে এতদুভয়ই অসম্ভব নহে। 'ভগবতি' ইত্যাদি বিশেষণদ্বয় এবং 'ঈশ্বরে' ইত্যাদি পঞ্চ বিশেষণ তাহাতে হেতু; তন্মধ্যে 'ভগবৎ'-শব্দদ্বারা সর্ব্বজ্ঞতা, 'অপরিগণিত' ইত্যাদি বিশেষণদ্বারা সদ্‌গুণশালিতা এবং 'কেবল'-পদদ্বারা ব্রহ্মত্বের সুস্পষ্ট উপলব্ধি হইতেছে। ব্রহ্মত্বহেতু সর্ব্বত্র ঔদাসীন্যের সম্ভাবনা হইলেও, 'ভগবতি' ইত্যাদি গুণদ্বয়দ্বারা ভক্তপক্ষ-পাতিত্বের সম্ভাবনা আছে। যদি বল, একই স্বরূপের যুগপৎ দ্বিরূপতা কিরূপে সম্ভাবিত হয়? এই আশঙ্কার উত্তরে বলিলেন,—"অর্ব্বাচীন" ইত্যাদি, অর্থাৎ যাহারা বস্তুস্বরূপ অবগত হইতে

অনুভাষ্য

পারে না, তুমি সেই বাদিগণের বিবাদের অনবসর অর্থাৎ অগোচর। অতএব অচিন্ত্য আত্মশক্তিকে মধ্যে রাখিয়া, বিরুদ্ধ হইলেও তোমাতে কোন্ বিষয় দুর্ঘট হইতে পারে? তোমার স্বরূপ অভক্ত বিবাদিগণের অচিন্ত্য, শক্তিও সেইরূপ অচিন্ত্য। নানাপ্রকার বিরুদ্ধ-কার্য্যসমূহের আশ্রয় হইতে দেখিয়াই অনুমান করা যায় যে, তোমার সেই শক্তি অচিন্ত্য। ব্রহ্মসূত্রকার বলিয়াছেন,—"অচিন্ত্য সেব্য বিষয় একমাত্র শ্রুতি অর্থাৎ শব্দ-প্রমাণের গোচর হইয়া থাকে।" আর স্কন্দপুরাণেও বলিয়াছেন,—"অচিন্ত্য বিষয়ে তর্কের উদ্ভাবনা করিতে নাই।" প্রাকৃত মণি-মহৌষধাদিতেও এই অচিন্ত্যপ্রভাব পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। তাদৃশ অচিন্ত্যশক্তি ব্যতীত পরমেশ্বরের পরমেশ্বরত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না। এই অচিন্ত্যশক্তিপ্রভাবেই ঈশ্বরের মাহাত্ম্য দুরবগ্রাহ্য বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। অজ্ঞান এবং ইন্দ্রজালবিদ্যা যেখানে সেখানে দেখিতে পাওয়া যায়, অতএব অজ্ঞান ও ইন্দ্রজালাদি-দ্বারা পরমেশ্বরের পারমৈশ্বর্য্য প্রতিপন্ন হয় না। যেহেতু 'উপরত' ইত্যাদি বিশেষণ-দ্বারা ঈশ্বরে ঐ উভয়ের অভাবই প্রতিপাদিত হইয়াছে। ঈশ্বরে অজ্ঞান ও ইন্দ্রজাল স্বীকার করিলে 'ভগবতি' ইত্যাদি ষড়্‌বিধ বিশেষণ-প্রয়োগের তাৎপর্য্য নিষ্ফল হইয়া উঠে। অতএব অচিন্ত্যশক্তি-নিরূপক শাস্ত্র ও যুক্তিদ্বারা, বিশ্বপালকত্ব এবং তাহাতে ঔদাসীন্য, এই দুই গুণ বিরুদ্ধ হইতে পারে না। যাহাদিগের চিত্ত অজ্ঞানবশতঃ সর্পাদিভাবে ভাবিত, তাহাদিগের বুদ্ধিতে রজ্জুখণ্ড যেমন সর্পাদিরূপে প্রতিভাত হয়, তদ্রূপ যাহাদিগের মতি নানাভাবে ভাবিত, সুতরাং যাহারা প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞানশূন্য, তুমিও তাহাদিগের মতানুসারে সেই সেই ভাবে প্রকাশিত হইয়া থাক। যদি বল কেবল-জ্ঞানকে ব্রহ্ম এবং নানাধর্ম্মাশ্রয় বস্তুকে 'ভগবান্' বলায়, তাঁহাতে দুইটী ভিন্ন ভিন্ন স্বরূপ দৃষ্ট হইয়া থাকে? এই আশঙ্কা পরিহার করিবার জন্য বলিয়াছেন,—'স্বরূপদ্বয়াভাবাৎ'। এতদ্দ্বারা কখনই তাঁহার স্বরূপের দ্বৈতত্ব বলা হয় নাই, কেবল একই স্বরূপের ধর্ম্মদ্বয় নির্ণয় করা হইয়াছে। অতএব তাঁহার শক্তিবিলাসের যে বিরোধ প্রতীতি হয়, তাহাকেই অচিন্ত্য ঐশ্বর্য্য বলে; ইহা তাঁহার ভূষণ ব্যতীত দূষণ নহে। তৃতীয়স্কন্ধেও এতাদৃশ বিরোধ কথিত হইয়াছে—"প্রাকৃত-চেষ্টাহীনতা ও কর্ম্ম, অজের জন্ম, কালস্বরূপ হইয়াও শত্রুভয়ে দুর্গাশ্রয় ও মথুরা হইতে পলায়ন এবং আত্মারামের ষোড়শসহস্র রমণীর সহিত বিলাস, এই সকল বিষয়ে তত্ত্বজ্ঞানীর বুদ্ধিও ভ্রান্ত হয়।" সেই সকল কর্ম্মাদি বাস্তব না হইলে কখনই তত্ত্বজ্ঞানীর বুদ্ধি ভ্রান্ত হইত না। অতএব ভগবানের অচিন্ত্যশক্তিই

অনুভাষ্য

লীলার হেতু। তাঁহার যেমন যেমন ইচ্ছা প্রকটিত হয়, অচিন্ত্য-শক্তিও সেই সেই রূপেই লীলার আবিষ্কার করিয়া থাকেন।'

পঞ্চরাত্র-শাস্ত্র সম্পূর্ণ বেদানুমোদিত উপাসনাকাণ্ডময় বেদ-বিস্তার-গ্রন্থ। ইহা রাজস বা তামস তন্ত্র নহে, পরন্তু 'সাত্বত-সংহিতা' নামে সূরিগণের নিকট পরিচিত। ইহার বক্তা স্বয়ং শ্রীনারায়ণ, ইহা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত মোক্ষধর্ম্ম-পর্ব্বে ৩৪৯ অঃ ৬৮ শ্লোকে বিশেষভাবে উল্লিখিত আছে। শ্রীনারদাদি ভ্রমাদি-দোষচতুষ্টয়-রহিত দিব্যসূরিগণ ইহার প্রবর্ত্তক। শ্রীভাগবতগ্রন্থও 'সাত্বত-সংহিতা' নামে পরিচিত। এই পাঞ্চ-রাত্রিক-মতের সম্পূর্ণ বিপরীত ও বিরুদ্ধ কথাকে পাঞ্চরাত্রিক-মতরূপে পূর্ব্বপক্ষ উত্থাপন করিয়া তাহার খণ্ডন-প্রয়াস—ন্যায় ও সত্যের নিরতিশয় অপলাপমাত্র, তাহা সংক্ষেপে খণ্ডনমুখে প্রদর্শিত হইতেছে,—

(১) ৪২ সংখ্যক সূত্রের ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্কর সঙ্কর্ষণকে 'জীব' বলিয়াছেন; বাস্তবিক ভাগবতগণ সঙ্কর্ষণকে কখনও 'জীব' বলেন নাই, তিনি স্বয়ং অধোক্ষজ, অচ্যুত, বিষ্ণুবস্তু, জীবের অধিষ্ঠাতৃ-দেবতা, পূর্ণ, অংশী, বিভুচৈতন্য, যাবতীয় প্রাকৃতা-প্রাকৃত-সর্গের কারণ;—অণুচৈতন্য, অংশ জীব নহেন। জীবাত্মার জন্ম ও মৃত্যু নাই—ইহা ভাগবতগণ এবং যে কোন শ্রৌতপন্থী শাস্ত্রদ্রষ্টা ও শাস্ত্রশ্রোতা স্বীকার করিবেন।

(২) ৪৩ সংখ্যক সূত্রের ভাষ্যের উত্তরে মূল-সঙ্কর্ষণ হইতে অন্যান্য যাবতীয় বিষ্ণুতত্ত্বের প্রাকট্যের বিষয় 'ব্রহ্মসংহিতা'য় উক্ত হইয়াছে—"দীপার্চ্চিরেব হি দশান্তরমভ্যুপেত্য দীপায়তে বিবৃতহেতু-সমানধর্ম্মা। যস্তাদৃগেব হি চ বিষ্ণুতয়া বিভাতি গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি।।" অর্থাৎ 'দীপরশ্মি যেরূপ ভিন্নাধারে পৃথক্ দীপের ন্যায় কার্য্য করে অর্থাৎ পূর্ব্বদীপের ন্যায় সমানধর্ম্ম, তদ্রূপ যে আদিপুরুষ গোবিন্দ বিষ্ণু হইয়া প্রকাশ পাইতেছেন, তাঁহাকে আমি ভজনা করি।'

(৩) ৪৪ সংখ্যক সূত্রের ভাষ্যে 'ইহারা পরস্পর ভিন্ন, একাত্মক নহেন'—শ্রীপাদের এই পূর্ব্বপক্ষকে পাঞ্চরাত্রিকগণ কখনই নিজ মত বলিয়া স্বীকার করেন না। শ্রীপাদ শঙ্করের নিজেরই ৪২ সূত্রের ভাষ্যে পূর্ব্বোল্লিখিত স্বীকৃতমত ("স আত্মা-ত্মানমনেকধা ব্যূহ্যাবস্থিত ইতি, তন্ন নিরাক্রিয়তে" অর্থাৎ "তিনি যে আপনা আপনিই অনেকপ্রকার ব্যূহভাবে অবস্থিত বা বিরাজমান, তাহাও আমরা শ্রুতিসঙ্গত বলিয়া স্বীকার করি।) তাঁহার এই সূত্রের পূর্ব্বপক্ষের আপত্তির বিরোধী অর্থাৎ তাঁহার ৪৪ সূত্রের ভাষ্য ও ৪২ সূত্রের ভাষ্যের বক্তব্য পরস্পর বিরোধী—যাহা তিনি পূর্ব্বে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন, তাহাই এক্ষণে পূর্ব্বপক্ষরূপে খণ্ডন করিতে চেষ্টা করিতেছেন। ভাগবতগণ

অনুভাষ্য

নারায়ণের চতুর্ব্ব্যূহ স্বীকার করায় 'বহ্বীশ্বরবাদ' স্বীকার করেন নাই—তাঁহারা তত্ত্ব-বস্তুকে অদ্বয়জ্ঞান ভগবান্ বলিয়াই জানেন—কখনই বেদবিরোধী বহ্বীশ্বরবাদী নহেন। তাঁহারা শ্রীনারায়ণের অচিন্ত্য-মহাশক্তিমত্তায় দৃঢ়বিশ্বাসী। লঘুভাগবতামৃতের মর্ম্মানুবাদ দ্রষ্টব্য। বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ—এই তত্ত্বচতুষ্টয়-মধ্যে কারণ-কার্য্য-ভাব নাই—"নান্যৎ যৎ সদসৎপরম্" ; "দেহ-দেহি-বিভেদোঽয়ং নেশ্বরে বিদ্যতে ক্বচিৎ" (কূর্ম্ম-পুঃ), তাঁহারা সকলেই মায়াধীশ-তত্ত্ব, শুদ্ধসত্ত্বের অধিষ্ঠাতা, তুরীয়, তাঁহাদের প্রকাশে মায়ার কোন বিক্রম বা বিকার অথবা পরিণাম বা খণ্ডত্ব থাকিতে পারে না। তাঁহারা একই অদ্বয়জ্ঞান, অধোক্ষজ ও পূর্ণ-বস্তু ; শ্রুতিপ্রমাণ—"ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে। পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে।।" (বৃঃ আঃ ৫।১) আব্রহ্ম-স্তম্ব বা ভগবান্ বিষ্ণুর স্থূল বহিরঙ্গকে শক্তিত্রয়াধীশ শ্রীচতু-র্ব্ব্যূহের সহিত এক বা সমজ্ঞান—চিদচিৎ-সমন্বয়বাদীর বৃথা-প্রয়াস এবং নিতান্ত ভগবদ্-বিরোধমূলক নাস্তিক্যবাদ মাত্র। আব্রহ্মস্তম্ব বা বিশ্বরূপ বিষ্ণুর বহিরঙ্গবৈভব—একপাদবিভূতি, মায়া বা প্রকৃতি-সম্বন্ধি, সুতরাং প্রাকৃত, উহার সহিত চিদচিতের ঈশ্বর চতুর্ব্ব্যূহের সাম্যজ্ঞান বা প্রয়াস—মায়াবাদীর ধর্ম্ম।

(৪) ৪৫ সংখ্যক ভাষ্যের উত্তরে লঘুভাগবতামৃতে ভগবদ্-গুণের অপ্রাকৃতত্ব-বর্ণন-প্রসঙ্গে (৯৭-৯৯ সংখ্যা) উদ্ধৃত বাক্যের মর্ম্মানুবাদ, যথা—'যদি বল, গুণমাত্রই প্রকৃতিকার্য্য, অতএব মরীচিকাসদৃশ, তাহার গণনা করা যায় না, ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? তুমি এ কথা বলিতে পার না। ভগবানের গুণ কখনই প্রাকৃত হইতে পারে না ; তাঁহার সমস্ত গুণই তাঁহার স্বরূপভূত, সুতরাং সেইসকল গুণ নিশ্চয়ই সুখস্বরূপ। যথা ব্রহ্মতর্কে—"'ভগবান্ হরি স্ব-স্বরূপভূত গুণে গুণবান্, অতএব বিষ্ণু এবং মুক্তজীবের গুণ কদাপি স্ব-স্বরূপ হইতে পৃথক্ নহে।" শ্রীবিষ্ণুপুরাণে—"যে পরমেশ্বরে সত্ত্বাদি প্রাকৃতগুণের সংসর্গ নাই, সেই পরম-শুদ্ধ আদিপুরুষ হরি প্রসন্ন হউন্।" যথা, সেই বিষ্ণুপুরাণেই—"হেয় অর্থাৎ প্রাকৃত-গুণ ব্যতীত সমগ্র জ্ঞান, শক্তি, বল, ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য এবং তেজঃ—ইহারা ভগবৎ-শব্দের অভিধেয়।" পদ্ম-পুরাণেও—"পরমেশ্বর যে শাস্ত্রে 'নির্গুণ' বলিয়া কীর্ত্তিত আছেন, তদ্দ্বারা তাঁহাতে হেয় বা প্রাকৃত গুণের অভাবই বলা হইয়াছে।" প্রথম স্কন্ধে প্রথমাধ্যায়েও—"হে ধর্ম্ম, যে-সকল গুণ কীর্ত্তন করিলাম, সেই গুণপরম্পরা এবং অন্য মহাগুণরাশি যে শ্রীকৃষ্ণে নিত্যরূপে বিরাজমান, মহত্ত্বাভিলাষী ব্যক্তিগণ যে-সকল গুণ প্রার্থনা করেন, সেইসকল গুণাবলী কখনই শ্রীকৃষ্ণ হইতে বিযুক্ত হয় না।" ইতি। অতএব এই শ্রীকৃষ্ণ অসংখ্য-অপ্রাকৃত-গুণশালী,

অনুভাষ্য

অপরিমিতশক্তিবিশিষ্ট এবং পূর্ণানন্দ-ঘনবিগ্রহ। ভাঃ ৩।২৬।২১, ২৫, ২৭, ২৮ দ্রষ্টব্য।

শ্রীরামানুজ তৎকৃত শ্রীভাষ্যে যে শাঙ্কর যুক্তি খণ্ডন করিয়াছেন, তাহার মর্ম্মানুবাদ,—

'ভগবদুক্ত পরমমঙ্গলসাধন পঞ্চরাত্র-শাস্ত্রেরও কোন কোন অংশকে কপিলাদি-শাস্ত্রের ন্যায় শ্রুতিবিরুদ্ধ-জ্ঞানে অপ্রামাণ্য আশঙ্কা করিয়া শ্রীশঙ্কর নিরাস করিয়াছেন। পঞ্চরাত্র-শাস্ত্রে কথিত আছে যে,—পরমকারণ ব্রহ্মস্বরূপ বাসুদেব হইতে 'সঙ্কর্ষণ'-নামক জীবের উৎপত্তি, সঙ্কর্ষণ হইতে 'প্রদ্যুম্ন'-নামক মনের উৎপত্তি এবং মন হইতে 'অনিরুদ্ধ'-নামক অহঙ্কারের উৎপত্তি হইয়াছে।' কিন্তু এস্থলে জীবের উৎপত্তি বলা যাইতে পারে না; কেন না, উহা শ্রুতিবিরুদ্ধ। "চিন্ময় জীবাত্মা কখনও জন্মে না, বা মরে না" (কঠ ২।১৮) এইবাক্যে সকল শ্রুতিই জীবের অনাদিত্ব বা উৎপত্তিরাহিত্য বলিয়াছেন ; অতএব জীব, মন ও অহঙ্কারের অধিষ্ঠাতৃদেবের আবির্ভাবই উদ্দিষ্ট হইয়াছে (৪২ সূঃ)।

সঙ্কর্ষণ হইতে প্রদ্যুম্ন-নামক মনের উৎপত্তি কথিত হইয়াছে। এস্থলেও কর্ত্তা-জীব হইতে করণ-মনের উৎপত্তি সম্ভব হয় না; কারণ, "পরমাত্মা হইতেই প্রাণ, মন ও ইন্দ্রিয় সকলের উৎপত্তি হয়" ইহাই শ্রুতি বলিয়াছেন। অতএব যদি জীব হইতে মনের উৎপত্তি কথিত হয়, তবে পরমাত্মা হইতেই উহাদের উৎপত্তি" এতাদৃশ শ্রুতিবচনের সহিত উহার বিরোধ ঘটে। অতএব এই বাক্য শ্রুতিবিরুদ্ধ অর্থ প্রতিপাদন করে বলিয়া ইহার প্রামাণ্য প্রতিষিদ্ধ হইতেছে (৪৩ সূঃ)।

সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ,—ইহাদের পরব্রহ্মভাব বিদ্য-মান থাকায় তৎপ্রতিপাদক শাস্ত্রের প্রামাণ্য কখনও প্রতিষিদ্ধ হইতে পারে না, অর্থাৎ এই সঙ্কর্ষণাদিব্যূহ সাধারণ জীবের ন্যায় মায়াবশযোগ্যরূপে অভিপ্রেত নহেন—ইঁহারা সকলেই ঈশ্বর—সকলেই জ্ঞান, ঐশ্বর্য্য, শক্তি, বল, বীর্য্য ও তেজঃ প্রভৃতি ষড়ৈশ্বর্য্যসম্পন্ন, অতএব পঞ্চরাত্রের মত অপ্রামাণ্য নহে। যাহারা পঞ্চরাত্র বা ভাগবত-প্রক্রিয়ায় অনভিজ্ঞ, তাহাদের পক্ষেই 'জীবোৎপত্তিরূপা বিরুদ্ধকথা অভিহিত হইয়াছে'—এইরূপ অশাস্ত্রীয় কথা বলা সম্ভব। ভাগবতপ্রক্রিয়া এইরূপ—যিনি স্বাশ্রিতভক্তবৎসল, বাসুদেব-নামক পরব্রহ্ম বলিয়া কথিত, তিনি স্বেচ্ছাক্রমে স্বাশ্রিত ও সমশ্রেণীয়তার জন্য চারিপ্রকারে অবস্থান করেন ; যথা পৌষ্কর-সংহিতায় এইরূপ কথিত আছে—'যে স্থলে (শাস্ত্রে) ব্রাহ্মণগণকর্ত্তৃক ক্রমাগত সংজ্ঞাসমূহদ্বারা অবশ্য-কর্ত্তব্যরূপে চাতুরাত্ম্য (চতুর্ব্ব্যূহ) উপাসিত হন, সেই শাস্ত্রই 'আগম'। ঐ চাতুরাত্ম্যের উপাসনা যে বাসুদেবাখ্য পরব্রহ্মেরই

আদি ১৪ শ্লোকের মধ্যে ৯ম শ্লোকের অর্থ ঃ—

শ্রীস্বরূপগোস্বামি-কড়চা—

মায়াভর্ত্তাজাণ্ডসঙ্ঘাশ্রয়াঙ্গঃ
শেতে সাক্ষাৎ কারণাম্ভোধি-মধ্যে ।
যস্যৈকাংশঃ শ্রীপুমানাদিদেব-
স্তং শ্রীনিত্যানন্দরামং প্রপদ্যে ॥ ৫০ ॥

কারণ-বারির বর্ণন ঃ—

বৈকুণ্ঠ-বাহিরে সেই জ্যোতির্ম্ময় ধাম ।
তাহার বাহিরে 'কারণার্ণব' নাম ॥ ৫১ ॥

পরব্যোম-সীমায় কারণ-সাগর ঃ—

বৈকুণ্ঠ বেড়িয়া এক আছে জলনিধি ।
অনন্ত, অপার—তার নাহিক অবধি ॥ ৫২ ॥

বৈকুণ্ঠস্থ মহাভূতাদি মায়াতীত ঃ—

বৈকুণ্ঠের পৃথিব্যাদি সকল চিন্ময় ।
মায়িক ভূতের তথি জন্ম নাহি হয় ॥ ৫৩ ॥

কারণবারির চিন্ময়তা ঃ—

চিন্ময়-জল সেই পরম-'কারণ' ।
যার এক কণা গঙ্গা পতিতপাবন ॥ ৫৪ ॥

পরব্যোমস্থ সঙ্কর্ষণই একাংশে কারণার্ণবশায়ী ঃ—

সেই ত' কারণার্ণবে সেই সঙ্কর্ষণ ।
আপনার এক অংশ করেন শয়ন ॥ ৫৫ ॥

তিনিই আদি পুরুষাবতার ও মায়ার ঈক্ষণ-কর্ত্তা ঃ—

মহৎস্রষ্টা পুরুষ, তিঁহো জগৎ-কারণ ।
আদ্য-অবতার করে মায়ার দরশন ॥ ৫৬ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৫০। যাঁহার একটী অংশস্বরূপ মায়াভর্ত্তা, ব্রহ্মাণ্ডসমূহের আশ্রয়রূপ কারণাব্ধিশায়ী, আদিদেব পুরুষাবতার, সেই নিত্যানন্দ-রামকে আমি প্রণাম করি।

৫১-৬৪। পরব্যোমধামের বাহিরে জ্যোতির্ম্ময় 'ব্রহ্মধাম', তাহার বাহিরে 'কারণ-সমুদ্র'। চিন্ময় জগৎটী কারণ-শূন্য ; মায়া কারণময়ী। এই দুই এর মধ্যবর্ত্তি-স্থলকে চিন্ময়জলনিধিভাবে

অনুভাষ্য

উপাসনা, উহা সাত্বতসংহিতায়ও কথিত হইয়াছে। বাসুদেব-নামক পরমব্রহ্ম, সম্পূর্ণ ষাড়্গুণ্যবপু, সূক্ষ্ম, ব্যূহ ও বিভব, এই সকল ভেদভিন্ন এবং অধিকারানুসারে ভক্তগণদ্বারা জ্ঞানপূর্ব্বক কর্ম্মদ্বারা অর্চ্চিত হইয়া সম্যগ্রূপে লব্ধ হন। বিভব অর্থাৎ নৃসিংহ, রঘুনাথ বা মৎস্যকূর্ম্মাদি অবতারের অর্চ্চন হইতে সঙ্কর্ষণাদি ব্যূহ-প্রাপ্তি এবং ব্যূহার্চ্চন হইতে বাসুদেব-নামক পরমব্রহ্মপ্রাপ্তি ঘটে। যেহেতু পৌষ্কর-সংহিতায় কথিত হইয়াছে —'এই শাস্ত্র হইতে জ্ঞানপূর্ব্বক কর্ম্মদ্বারা বাসুদেব-নামক অব্যয় পরমব্রহ্ম পাওয়া যায়। অতএব সঙ্কর্ষণাদিরও পরব্রহ্মত্ব সিদ্ধ হইল, কেননা, তাঁহারাও স্বেচ্ছাক্রমে বিগ্রহ-বিশিষ্ট। 'তিনি প্রাকৃতের ন্যায় জন্মগ্রহণ না করিয়া বহুরূপে অবতীর্ণ বা প্রকটিত হন', ইহা শ্রুতিসিদ্ধ। আশ্রিত-বাৎসল্য-নিমিত্ত স্বেচ্ছাক্রমে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করেন বলিয়া তদভিধায়ক এই পঞ্চরাত্র-শাস্ত্রের প্রামাণ্য প্রতিষিদ্ধ নহে। এই শাস্ত্রে সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ—যথাক্রমে জীব, মন, অহঙ্কার, এই সত্ত্বসমূহের অধিষ্ঠাতৃদেব,—এইজন্য ইঁহাদিগকে যে 'জীবাদি'-শব্দে অভিহিত করা হইয়াছে, তাহাতে বিরোধ নাই। যেমন, 'আকাশ' ও 'প্রাণাদি'-শব্দে ব্রহ্মের অভিধান হইয়া থাকে, তদ্রূপ (৪৪ সূঃ)।

এই শাস্ত্রে জীবোৎপত্তি প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে। যেহেতু পরম-সংহিতায় কথিত আছে,—'অচেতন, পরার্থসাধক, সর্ব্বদা বিকার-যোগ্য ত্রিগুণই কর্ম্মিদিগের ক্ষেত্র—ইহাই প্রকৃতির রূপ। ইহার সহিত পুরুষের সম্বন্ধ ব্যাপ্তিরূপে, উহা যে অনাদি, ইহাও সত্য।' এইরূপ সকল সংহিতায়ই 'জীব' নিত্য, এইজন্য পঞ্চরাত্র-মতে তাহার উৎপত্তি প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে। যাহার উৎপত্তি হয়, তাহার বিনাশ অবশ্যম্ভাবী,—জীবের উৎপত্তি স্বীকার করিলে বিনাশও স্বীকার করিতে হয়, কিন্তু জীব যখন নিত্য, তখন নিত্যত্বহেতু তাহার উৎপত্তি আপনা হইতেই প্রতিষিদ্ধ হইবে। পূর্ব্বে পরম-সংহিতায় উক্ত হইয়াছে—'প্রকৃতি রূপ সতত বিকারযুক্ত', অতএব উৎপত্তি ও বিনাশ প্রভৃতির এই 'সতত বিকারে'র মধ্যে অন্তর্ভুক্ত জানিতে হইবে। অতএব সঙ্কর্ষণাদি জীবরূপে উৎপন্ন হয় বলিয়া শঙ্করাচার্য্য যে দোষ দিয়াছেন, তাহা নিরাকৃত হইল (৪৫ সূঃ)। (ভাঃ ৩।১।৩৪) শ্রীধরটীকা দ্রষ্টব্য।

শ্রীপাদ শঙ্করের এই চতুর্ব্ব্যূহ-বাদ-খণ্ডনের বিস্তৃত নিরাস জানিতে ইচ্ছা করিলে শ্রীভাষ্যের শ্রীমৎসুদর্শনাচার্য্য-কৃত "শ্রুতপ্রকাশিকা" টীকা আলোচ্য।

৫০। সাক্ষাৎ মায়াভর্ত্তা (মায়ায়াঃ ভর্ত্তা অধীশ্বরঃ) অজাণ্ড-সঙ্ঘাশ্রয়াঙ্গঃ (অজাণ্ডানাং ব্রহ্মাণ্ডানাং সঙ্ঘঃ সমূহঃ তস্য আশ্রয়ঃ অঙ্গং যস্য সঃ) কারণাম্ভোধিমধ্যে (কারণসমুদ্র-জলোপরি) শেতে, অসৌ শ্রীপুমান্ আদিদেবঃ (আদিপুরুষাবতারঃ) যস্য (শ্রীনিত্যা-নন্দস্য) একাংশঃ তং শ্রীনিত্যানন্দরামম্ [অহং] প্রপদ্যে।

৫২। জলনিধি—'বিরজা' বা 'কারণবারি' (মধ্য, ১৫ পঃ ১৭৫-১৭৬ সংখ্যা, মধ্য ২০শ পঃ, ২৬৮-২৬৯ সংখ্যা এবং মধ্য ২১শ পঃ, ৫২ সংখ্যা দ্রষ্টব্য)।

৫৩। মায়িক ভূত—ক্ষিত্যাদি পঞ্চমহাভূত।

৫৪। কারণ—মায়া-সম্বন্ধগত উপাধি হইলেও বস্তুতঃ মিশ্র-রজস্তমোহীন বা সত্ত্বময়। আদি ২য় পঃ ৫৩ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

কারণ-সমুদ্র মায়াস্পর্শের অতীত ঃ—

মায়াশক্তি রহে কারণাব্ধির বাহিরে ।
কারণ-সমুদ্র মায়া পরশিতে নারে ॥ ৫৭ ॥

মায়ার দুই রূপ, 'প্রধান' ও 'প্রকৃতি' ঃ—

সেই ত' মায়ার দুইবিধ অবস্থিতি ।
জগতের উপাদান 'প্রধান', 'প্রকৃতি' ॥ ৫৮ ॥

গুণময়ী মায়া কখনও মুখ্য জগৎকারণ নহে ঃ—

জগৎকারণ নহে, প্রকৃতি জড়রূপা ।
শক্তি সঞ্চারিয়া তারে কৃষ্ণ করে কৃপা ॥ ৫৯ ॥

ভগবদীক্ষণ-প্রভাবে প্রকৃতি জগতের গৌণ-কারণ ঃ—

কৃষ্ণশক্ত্যে প্রকৃতি হয় গৌণ-কারণ ।
অগ্নিশক্ত্যে লৌহ যৈছে করয়ে জারণ ॥ ৬০ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

'কারণ-সমুদ্র' বলা হইয়াছে ; কেন না, সেই জলশায়ি-ভগবদীক্ষণই, তাহার বাহিরে মায়াকে লক্ষ্য করিয়া সৃষ্ট্যাদি ক্রিয়া করে। সৃষ্ট্যাদি-ক্রিয়াশূন্য কৃষ্ণ ও পরব্যোমনাথের স্বরূপে কোন মায়া-সম্বন্ধিনী ক্রিয়া হয় না। মহাসঙ্কর্ষণ স্বীয় সুদূর ঈক্ষণাংশে সেই অর্ণবে শায়িতভাবে মহত্তত্ত্ব সৃষ্টি করেন, ইনি আদ্যাবতার। কারণাব্ধির বাহিরে মায়াশক্তির অবস্থিতি ; ভগবান্ তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করেন। মায়া কারণসমুদ্রকে স্পর্শ করিতে পারে না। ভগবদীক্ষণ মায়া-মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া মায়াকে ক্রিয়াবতী করে। মায়ার দুই প্রকার অবস্থিতি,—জগতের উপাদানরূপ 'প্রধান' এবং জগতের নিমিত্তরূপ 'মায়া'। প্রকৃতি বস্তুতঃ জড়রূপা। ভগবদীক্ষণশক্তি সঞ্চারিত হইলে প্রকৃতি সেই শক্তিবলে জগৎসৃষ্টির 'গৌণ-কারণ' হয়—অগ্নি প্রবেশ করিয়া লৌহকে

অনুভাষ্য

৫৮। 'প্রধান' ও 'প্রকৃতি'—মধ্য, ২০শ পঃ ২৭১ সংখ্যা দ্রষ্টব্য ; শ্রীজীবপ্রভু পরমাত্মসন্দর্ভে (৪৯ সংখ্যায়)—"তস্যাঃ মায়ায়াশ্চাংশদ্বয়ম্। তত্র গুণরূপস্য মায়াখ্যস্য নিমিত্তাংশস্য, দ্রব্যরূপস্য প্রধানাখ্যস্যোপাদানাংশস্য চ পরস্পরং ভেদমাহ চতুর্ভিঃ—(ভাঃ ১১।২৪)।"** (৫৩ সংখ্যা) "অন্যত্র (ভাঃ ১০।৬৩।২৬)—তয়োরুপাদাননিমিত্তয়োরংশেন বৃত্তিভেদেন ভেদানপ্যাহ—'কালো দৈবং কর্ম্ম জীবঃ স্বভাবো দ্রব্যং ক্ষেত্রং প্রাণমাত্মা বিকারঃ। তৎসঙ্ঘাতো বীজরোহপ্রবাহস্তন্মায়ৈষা তন্নিষেধং প্রপদ্যে।।" অত্র কালদৈবকর্ম্মস্বভাবা নিমিত্তাংশাঃ, অন্যে উপাদানাংশাঃ, তদ্বান্ জীবস্তূভয়াত্মকস্তথোপাদানবর্গে নিমিত্তশক্ত্যংশোঽপ্যনুবর্ত্ততে।' ** (৫৫ সংখ্যায়) "নিমিত্তাংশ-রূপয়া মায়াখ্যয়ৈব প্রসিদ্ধা শক্তিস্ত্রিধা দৃশ্যতে—জ্ঞানেচ্ছাক্রিয়া-রূপত্বেন। ** অথোপাদানাংশস্য প্রধানস্য লক্ষণঃ—(ভাঃ ৩।২৬।১০) 'যত্তৎ ত্রিগুণমব্যক্তং নিত্যং সদসদাত্মকম্। প্রধানং প্রকৃতিং প্রাহুরবিশেষং বিশেষবৎ।।' যৎ খলু ত্রিগুণং সত্ত্বাদি-গুণত্রয়সমাহারস্তদেবাব্যক্তং প্রধানং প্রকৃতিঞ্চ প্রাহুঃ। তত্রাব্যক্ত-সংজ্ঞত্বে হেতুঃ—'অবিশেষং গুণত্রয়সাম্যরূপত্বাদনভিব্যক্ত-বিশেষম্, অতএবাব্যাকৃতসংজ্ঞঞ্চেতি গমিতম্। প্রধানসংজ্ঞত্বে হেতুঃ—বিশেষবৎ স্বকার্য্যরূপাণাং মহদাদিবিশেষাণামাশ্রয়রূপ-তয়া তেভ্যঃ শ্রেষ্ঠম্। ** নিমিত্তাংশো মায়া, উপাদানাংশঃ প্রধানমিতি।"

'ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তি মায়ার দুইটী অংশ'—সেই নিমিত্তাংশ 'গুণরূপা মায়া' ও উপাদানাংশ 'দ্রব্যরূপ প্রধান'—এই সংজ্ঞাদ্বয়ের পরস্পর ভেদ ভাগবতে একাদশস্কন্ধে ২৪ অধ্যায়ে চারিটী শ্লোকে বর্ণিত আছে।' 'অন্যত্র দশমস্কন্ধে ৬৩ অধ্যায়ে—উপাদান ও নিমিত্ত,—উভয় অংশের বৃত্তিভেদে বিভাগ কথিত হইয়াছে—"হে ভগবন্! ক্ষোভক 'কাল', নিমিত্ত 'কর্ম্ম', ফলাভিমুখপ্রকাশ 'দৈব', তৎসংস্কার 'স্বভাব'—এই চারিটী নিমিত্তাংশ-বিশিষ্ট বদ্ধজীব—সূক্ষ্মভূতসমূহ 'দ্রব্য', প্রকৃতি 'ক্ষেত্র', সূত্র 'প্রাণ', অহঙ্কার 'আত্মা' এবং একাদশেন্দ্রিয় ও ক্ষিতি, জল, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম—এই ষোল বিকার',—ইহাদের একত্র সমষ্টি 'দেহ'। দেহ হইতে বীজরূপ কর্ম্ম, কর্ম্ম হইতে অঙ্কুররূপ দেহ, এইরূপ পুনঃ পুনঃ প্রবাহ—ইহাই মায়া'। হে প্রভো, তুমি (মায়া)-নিষেধাবধিভূত তত্ত্ব, তোমাকে ভজনা করি।" জীব-নিমিত্তশক্ত্যংশ হইলেও উভয়াত্মক অংশবিশিষ্ট জীব উপাদান-বর্গেরও অনুসরণ করেন। নিমিত্তাংশরূপা 'মায়া'-শব্দে প্রসিদ্ধা শক্তির তিনটী বিভাগ দেখা যায়—'জ্ঞান', 'ইচ্ছা' ও 'ক্রিয়া' রূপ। উপাদানাংশ 'প্রধানের' লক্ষণ—"যাহা সত্ত্বরজোস্তমোগুণ-ত্রয়ের সমাহার, তাহাই 'অব্যক্ত' 'প্রধান' এবং 'প্রকৃতি' বলিয়া কথিত। 'অব্যক্ত'-সংজ্ঞানির্দ্দেশে হেতু এই যে—ইহা বিশেষ-রহিত অর্থাৎ ত্রিগুণসাম্য হওয়ায় বিশেষধর্ম্ম অপ্রকাশিত, অতএব প্রধানের 'অব্যাকৃত'-সংজ্ঞা পাওয়া গেল। 'প্রধান'-সংজ্ঞার হেতু—বিশেষের ন্যায় মায়ার স্বকার্য্যরূপ মহত্তত্ত্বাদি বিশেষ-সমূহের আশ্রয়রূপ বলিয়া তাহাদিগের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ,—নিমিত্তাংশে 'মায়া' এবং উপাদানাংশে 'প্রধান'।

৫৯-৬১। মধ্য ২০শ পঃ ২৫৯-২৬১ সংখ্যা দ্রষ্টব্য। বহিরঙ্গা মায়াশক্তি জগতের উপাদানাংশে 'প্রধান' ও 'প্রকৃতি' নামে প্রসিদ্ধা এবং জগতের নিমিত্তাংশে 'মায়া' নামে খ্যাত। জড়রূপা প্রকৃতি জগতের কারণ নহে, যেহেতু কৃষ্ণ কারণার্ণবশায়ী মহাবিষ্ণুরূপে প্রকৃতিতে উপাদান বা দ্রব্যশক্তি প্রদান করিয়া 'শক্তি' সঞ্চার করেন। উদাহরণস্বরূপ—তপ্তলৌহের উপমা ; যেরূপ লৌহের দহন বা তাপপ্রদান প্রভৃতি শক্তি নাই, কিন্তু

ভগবান্‌ই জগতের মূলকারণ ঃ—

অতএব কৃষ্ণ মূল জগৎকারণ ।
প্রকৃতি—কারণ, যৈছে অজা-গলস্তন ॥ ৬১ ॥

শ্রীনারায়ণই নিমিত্ত-কারণ ঃ—

মায়া-অংশে কহি তারে নিমিত্ত-কারণ ।
সেহ নহে, যাতে কর্ত্তা-হেতু—নারায়ণ ॥ ৬২ ॥

মূল-পরিচালক বিভুচৈতন্য ভগবান্‌ ঃ—

ঘটের নিমিত্ত-হেতু যৈছে কুম্ভকার ।
তৈছে জগতের কর্ত্তা—পুরুষাবতার ॥ ৬৩ ॥

মায়াদ্বারা কৃষ্ণের জগৎসৃষ্টি ঃ—

কৃষ্ণ—কর্ত্তা, মায়া তাঁর করেন সহায় ।
ঘটের কারণ—চক্র-দণ্ডাদি উপায় ॥ ৬৪ ॥

কারণাব্ধিশায়ীর মায়াতে ঈক্ষণ ও জীবের প্রাকট্য-বিধান ঃ—

দূর হৈতে পুরুষ করে মায়াতে অবধান ।
জীবরূপ বীর্য্য তাতে করেন আধান ॥ ৬৫ ॥

অঙ্গাভাসে মায়াস্পর্শহেতু নারায়ণই উপাদান-কারণ ঃ—

এক অঙ্গাভাসে করে মায়াতে মিলন ।
মায়া হৈতে জন্মে তবে ব্রহ্মাণ্ডের গণ ॥ ৬৬ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

যেরূপ জারণ-শক্তি দেয়, তদ্রূপ। সুতরাং কৃষ্ণই মূল জগৎ-কারণ ; অজাগলস্তনের ন্যায় প্রকৃতির দ্রব্যরূপ কারণত্ব। মায়া-অংশে অর্থাৎ গুণরূপ অংশে যে নিমিত্তকারণ বলা যায়, তাহাতেও নারায়ণই নিমিত্ত-কারণ। ঘট-নির্ম্মাণে চক্রদণ্ডাদি ও কুম্ভকার,—ইহারা নিমিত্ত-কারণ। নারায়ণ—কুম্ভকারস্থলীয় (মুখ্য) নিমিত্ত-কারণ এবং মায়া—চক্রদণ্ডাদিস্থলীয় (গৌণ) নিমিত্ত-কারণ। সুতরাং যেমন কুম্ভকার ব্যতীত ঘট হয় না, তদ্রূপ নারায়ণ ব্যতীতও জগৎ হয় না। চক্রদণ্ডস্থলীয় গুণরূপ নিমিত্ত-কারণ, মূল নিমিত্ত-কারণ নারায়ণের সহায়রূপে কার্য্য করে।

অনুভাষ্য

অগ্নির স্পর্শে তপ্তলৌহ অন্যবস্তুকে দহন ও তাপ দিতে সমর্থ হয়, তদ্রূপ লৌহরূপা জড়া-প্রকৃতির দ্রব্য বা উপাদান হইবার স্বতন্ত্রতা নাই। অগ্নিসদৃশ কারণোদকশায়ীর ঈক্ষণশক্তি সঞ্চারিত হইলেই লৌহসদৃশ প্রকৃতি উপাদানপ্রতিম দাহিকা বা তাপ-প্রদায়িনী শক্তিবিশিষ্টা হন। উপাদান-পরিচয়ে খ্যাতা প্রকৃতিকে উপাদান-কারণ মনে করা ভ্রান্তিমাত্র। শ্রীকপিলদেবও বলিয়াছেন, —(ভাঃ ৩।২৮।৪০) 'যথোল্মুকাদ্বিস্ফুলিঙ্গাৎ ধূমাদ্বাপি স্বসম্ভবাৎ। অপ্যাত্মত্বেনাভিমতাদ্ যথাগ্নিঃ পৃথগুল্মুকাৎ।।' যদিও ধূম, জ্বলন্ত কাষ্ঠ ও বিস্ফুলিঙ্গে অগ্নির উপাদান বর্ত্তমান থাকায় অগ্নির সহিত একবস্তু বলিয়া উক্ত হয়, তাহা হইলেও উল্মুক (অঙ্গার) হইতে অগ্নি পৃথক্ বস্তু ; ধূমস্থানীয় 'ভূতসমূহ', বিস্ফুলিঙ্গস্থানীয় 'জীব' ও উল্মুকস্থানীয় 'প্রধান'—সকলেই, অগ্নিস্থানীয় সর্ব্বোপাদান ভগবান্ হইতে শক্তিসমূহ লাভ করিয়াই নিজ নিজ পৃথক্ পরিচয় দেয়, তাহা হইলেও সকলের উপাদানই সেই ভগবান্। জগতের উপাদান বলিয়া যে 'প্রধান'কে স্থির করা হয়, প্রধানে ভগবানের নিহিত উপাদান হইতেই তাদৃশ পরিচয়। 'প্রধান' ভগবান্ হইতে স্বতন্ত্র উপাদানত্বে পৃথক্ বিষয় হইতে পারে না। উপাদান-মূলাশ্রয় কৃষ্ণকে বিস্মৃত হইয়া সাংখ্যের প্রকৃতিতে উপাদানত্ব আরোপ করা—অজার গলদেশস্থিত স্তনা-কৃতি-মাংসপিণ্ডের দুগ্ধপ্রদানে অসমর্থতার ন্যায় নিষ্ফল মাত্র।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৬৫-৬৭। কারণাব্ধিশায়ী পুরুষ দূর হইতে মায়ার প্রতি যে দৃষ্টি করেন, সেই দৃষ্টি চিৎফলস্বরূপ হইয়া দুইপ্রকার কার্য্য করে অর্থাৎ তৎকিরণকলারূপে অনন্তজীবকে মায়ামধ্যে নিবিষ্ট করে এবং স্বয়ং অঙ্গাভাসে মায়াতে মিলিত হইয়া অগণ্য অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড

অনুভাষ্য

৫৯-৬৬। বৈদিক বিচারে—বস্তু হইতেই শক্তির যোগে বদ্ধজীবের নিকট প্রকাশিত জগৎ সৃষ্ট। অবৈদিক-বিচারে—দৃশ্যজগৎ প্রকৃতি হইতে জাত। বস্তুশক্তির ত্রিবিধা বৃত্তি—চিৎ, অচিৎ ও উভয়ময়ী। অশ্রৌত-পন্থায় কেহ কেহ মনে করেন, জড়া প্রকৃতি হইতে জগতের উৎপত্তি হইয়াছে ; বৈদিক-বিচারে উহা স্বীকৃত হয় নাই। ভগবদ্বস্তু চিন্ময়ী শক্তির সহিত অভিন্ন। অচিন্ময়ী শক্তিতে চিচ্ছক্তি সঞ্চারিত হইয়া তাৎকালিক নশ্বর চিদ্ভাবাভাস প্রকাশিত হয়। ভগবানের চিদচিৎমিশ্র তটস্থাখ্য জীবশক্তি নিত্যকাল চিন্ময়ী শক্তির অনুগত হইলেও অনাদিকাল হইতে অচিচ্ছক্তি-পরিণত দৃশ্যজগতে ভ্রমণের উপযোগী। বস্তু হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া চিন্মাত্রের অপব্যবহার-ক্রমে জীবের বদ্ধানুভূতি। প্রকৃতপ্রস্তাবে জীব স্ব-স্বরূপ অবগত হইলে জানিতে পারেন যে, সেবোন্মুখতাই তাঁহার নিত্য চরম মঙ্গলের ভূমিকা। যে-কালে তিনি সেবাবিমুখ হন, তৎকালে সেই তটস্থাখ্য শক্তি আপনাকে শক্তিমৎ-জ্ঞানে ভোগে প্রবৃত্ত হন। তাঁহার ইন্দ্রিয়গুলি অচিতের প্রভু হইবার জন্য চিন্মাত্র-শক্তির বিপরীত অনুষ্ঠান করিয়া বসেন। কৃষ্ণের নিজশক্তিদ্বারাই তাঁহার বিজাতীয় অচিচ্ছক্তিতে শক্তি অর্পিত হয়। উদাহরণস্বরূপ—অগ্নি ও অগ্নির দাহিকা-শক্তি নিরগ্নিক লৌহে সঞ্চারিত হইয়া লৌহকে অগ্নি-পরিচয়ে প্রকাশিত করে। প্রকৃতপ্রস্তাবে অচিচ্ছক্তি কৃষ্ণের চিচ্ছক্তি হইতেই ক্রিয়া লাভ করে। তটস্থাখ্য জীব অচিচ্ছক্তির প্রভাবে চালিত হইয়া দৃশ্য জড়জগৎকে প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন বলিয়া জ্ঞান করে, কিন্তু চিন্মাত্রে অবস্থিত মুক্তজীব বুঝিতে পারেন যে, শক্তিমানের চিচ্ছক্তিই অচিচ্ছক্তিতে আংশিক বল বিধান করিয়া উহাকে ক্রিয়াবতী করায়। অচিচ্ছক্তির মূল কারণ 'প্রকৃতি'

কারণার্ণবশায়ীর ঈক্ষণ-ফল ঃ—

অগণ্য, অনন্ত যত অণ্ড-সন্নিবেশ ।
ততরূপে পুরুষ করে সবাতে প্রবেশ ॥ ৬৭ ॥

তাঁহার নিশ্বাসে ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি ও প্রশ্বাসে লয় ঃ—

পুরুষ-নাসাতে যবে বাহিরায় শ্বাস ।
নিশ্বাস সহিতে হয় ব্রহ্মাণ্ড-প্রকাশ ॥ ৬৮ ॥

পুনরপি শ্বাস যবে প্রবেশে অন্তরে ।
শ্বাস-সহ ব্রহ্মাণ্ড পৈশে পুরুষ-শরীরে ॥ ৬৯ ॥

তাঁহার লোমকূপে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডসমূহ ঃ—

গবাক্ষের রন্ধ্রে যেন ত্রসরেণু চলে ।
পুরুষের লোমকূপে ব্রহ্মাণ্ডের জালে ॥ ৭০ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

সৃষ্টি করে। সেই প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডে এক এক পুরুষাকারে প্রবিষ্ট হয়। 'অঙ্গাভাস'-অর্থে অঙ্গমিলনের আভাসমাত্র, প্রকৃতপ্রস্তাবে অঙ্গমিলন নয়।

৭০। ত্রসরেণু—তিনটী পরমাণুতে এক ত্রসরেণু।

অনুভাষ্য

নানাপ্রকারে অনুপাদেয়, পরিচ্ছিন্ন ও অবরতা আবাহন করে। বদ্ধাভিমানে তর্কপন্থী জীব অজার দুগ্ধপ্রসবিনী স্তন দেখিয়া গলদেশে অবস্থিত স্তনাকৃতি স্থান হইতে যেরূপ দুগ্ধ-প্রার্থনায় অকৃতকার্য্য হয়, তদ্রূপ অচিন্মূলা প্রকৃতিকে অচিদ্‌জগতের কারণ বলিতে যাওয়া তাদৃশ নির্ব্বুদ্ধিতা। ভগবানের অচিচ্ছক্তি 'মায়া'—'নিমিত্ত' ও 'উপাদান'-রূপে হরিবিমুখ জীবের নিকট প্রতিভাত হইয়া সত্যবস্তু গ্রহণে পরাঙ্মুখ করায়। জীব, স্বরূপ-জ্ঞানোদয়ে অচিচ্ছক্তির 'আবরণী' ও 'বিক্ষেপাত্মিকা'—এই দ্বিবিধা চেষ্টা লক্ষ্য করেন। ঘটরূপ দ্রব্যের কারণ যে-প্রকার দ্বিবিধ, তাহাতে নিমিত্তকারণরূপে কুম্ভকার এবং উপাদানকারণ ও উপায়রূপে মৃত্তিকা ও চক্র-দণ্ডাদি যেরূপ স্থিরীকৃত হয়, তদ্রূপ দৃশ্যজগৎ এবং ভূতসমূহেরও নিয়ামকরূপে বস্তুবিচারে শক্তিমত্তত্ত্বই নির্দ্দিষ্ট। শক্তিভেদ-বিচারে ত্রিগুণময়ী মায়া গুণের দ্বারা উপাদানাংশ ভূতসমূহের পরিচালন করে। তটস্থাখ্যশক্তি জীব এই দৃশ্যজগতে হরিবিমুখ হইয়া ভোক্তৃত্ব গ্রহণ করে। দৃশ্যজগতে বস্তুর অচিৎ-প্রতীতি কৃষ্ণ-বৈমুখ্যের ফলমাত্র। অচিৎপ্রতীতিতে ভোগের অর্থাৎ ইন্দ্রিয়-পরায়ণতার দৃষ্টান্ত, কিন্তু সেবোন্মুখতায় ভগবৎ-প্রতীতিতে নিজ সম্বন্ধ-দর্শন। কৃষ্ণই নিত্য চিজ্জগতের কারণ, তিনিই আবৃত-সত্য অচিজ্জগতের কারণ, এবং তিনিই তটস্থাখ্য জীবের মূল-কারণ ও বিধাতা। অচিৎপ্রতীতি—ভগবানের বহিরঙ্গা-শক্তির ক্রিয়া এবং চিৎপ্রতীতি—অন্তরঙ্গা-শক্তির ক্রিয়া। চিন্ময়প্রতীতির বাণী হইতে আমরা জানিতে পারি যে, সকল

ব্রহ্মসংহিতা (৫।৪৮)—

যস্যৈকনিশ্বসিত-কালমথাবলম্ব্য
জীবন্তি লোমবিলজা জগদণ্ডনাথাঃ ।
বিষ্ণুর্ম্মহান্ স ইহ যস্য কলাবিশেষো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ৭১ ॥

শ্রীমদ্ভাগবত (১০।১৪।১১)—

ক্বাহং তমো-মহদহং-খ-চরাগ্নিবার্ভূ-
সংবেষ্টিতাণ্ডঘট-সপ্তবিতস্তিকায়ঃ ।
ক্বেদৃগ্বিধাঽবিগণিতাণ্ডপরাণুচর্য্যা-
বাতাধ্বরোমবিবরস্য চ তে মহিত্বম্ ॥ ৭২ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৭১। ব্রহ্মাণ্ডনাথসকল যাঁহার লোমকূপ হইতে জন্মগ্রহণ করিয়া তাঁহার নিশ্বাস-কাল পর্য্যন্ত অবস্থিত, সেই মহাবিষ্ণু যাঁহার কলা, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।

৭২। প্রকৃতি, মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার ও পঞ্চভূত-নির্ম্মিত সপ্ত-বিতস্তি-পরিমিত এই কায়ান্তর্গত আমি বা কোথায়, আর সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড পরমাণুরূপে তোমার লোমবিবরে পরিভ্রমণ করে, এতাদৃশ যে তুমি, তোমার মহিমাই বা কোথায়? অর্থাৎ আমার ব্রহ্মাণ্ড-বিগ্রহ তোমার মহিমার সহিত তুলনায় কিছু নয়।

অনুভাষ্য

স্বতঃকর্ত্তৃত্ব-ধর্ম্ম ও সর্ব্বাকরত্ব ভগবত্তায় প্রতিষ্ঠিত। সেই বস্তু বৃহৎ, তাঁহার খণ্ডাংশই 'জীব'-শব্দ-বাচ্য। সেই ভগবদ্বস্তু বিভক্ত হইয়া খণ্ডত্বধর্ম্ম প্রকাশ করে না, পরন্তু, খণ্ডপ্রতীতি কখনও অখণ্ডপ্রতীতির সহিত অভিন্ন হয় না। ব্যাপ্য-ব্যাপক-বিচারে ব্রহ্ম ও জীব সমজাতীয় হইলেও ঈশবস্তু—মায়ার প্রভু, আর বশ্যবস্তু—মায়ার অধীন। মায়াধীন মায়াধীশের অধীন হইলে তাহার মায়াধীনত্ব ধর্ম্ম থাকিতে পারে না।

৬৫-৬৬। মধ্য, ২০শ পঃ ২৭১-২৭৩ সংখ্যা এবং ভাঃ ৩।৫।২৬ ও ৩।২৬।১৮ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

৬৭-৭০। মধ্য, ২০শ পঃ ২৭৭-২৮০ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

৭১। অথ যস্য লোমবিলজাঃ (লোমকূপাৎ জাতাঃ) জগদণ্ড-নাথাঃ (ব্রহ্মাণ্ডপতয়ঃ সমষ্টিবিষ্ণ্বাদয়ঃ) একনিশ্বসিতকালং (নিশ্বাসৈকপরিমিতকালম্) অবলম্ব্য (আশ্রিত্য) ইহ জীবন্তি (আবির্ভূতাঃ ভবন্তি) সঃ মহান্ বিষ্ণুঃ যস্য (গোবিন্দস্য) কলাবিশেষঃ, তমাদিপুরুষং গোবিন্দম্ অহং ভজামি।

৭২। ব্রহ্মা গো-বৎস হরণ করিয়া পরে নিজাপরাধ-প্রশমনের জন্য যে স্তব করেন, তন্মধ্যে ইহা একটী,—

তমোমহদহং-খ-চরাগ্নি-বার্ভূ-সংবেষ্টিতাণ্ড-ঘট-সপ্তবিতস্তি-

মূলসঙ্কর্ষণ, মহাসঙ্কর্ষণ ও পুরুষত্রয়ের সম্বন্ধ ঃ—

অংশের অংশ যেই, 'কলা' তার নাম ।
গোবিন্দের প্রতিমূর্ত্তি শ্রীবলরাম ॥ ৭৩ ॥
তাঁর এক স্বরূপ—শ্রীমহাসঙ্কর্ষণ ।
তাঁর অংশ 'পুরুষ' হয় কলাতে গণন ॥ ৭৪ ॥
যাঁহাকে ত' কলা কহি, তিঁহো মহাবিষ্ণু ।
মহাপুরুষাবতারী, তেঁহো সর্ব্বজিষ্ণু ॥ ৭৫ ॥
গর্ভোদ-ক্ষীরোদ-শায়ী দোঁহে 'পুরুষ' নাম ।
সেই দুই, যাঁর অংশ,—বিষ্ণু, বিশ্বধাম ॥ ৭৬ ॥

লঘুভাগবতামৃতে পূর্ব্বখণ্ডে (৩৩) সাত্বততন্ত্র-বচন—

বিষ্ণোস্তু ত্রীণি রূপাণি পুরুষাখ্যান্যথো বিদুঃ ।
একন্তু মহতঃ স্রষ্টৃ দ্বিতীয়ং ত্বণ্ডসংস্থিতম্ ।
তৃতীয়ং সর্ব্বভূতস্থং তানি জ্ঞাত্বা বিমুচ্যতে ॥ ৭৭ ॥

মৎস্যাদি সমস্ত অবতারের অংশী কারণার্ণবশায়ী ঃ—

যদ্যপি কহিয়ে তাঁরে কৃষ্ণের 'কলা' করি ।
মৎস্য-কূর্ম্মাদ্যবতারের তিঁহো অবতারী ॥ ৭৮ ॥

শ্রীমদ্ভাগবত (১।৩।২৮)—

এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্ ।
ইন্দ্রারিব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে ॥ ৭৯ ॥

পুরুষাবতারত্রয়ের কার্য্য ঃ—

সেই পুরুষ সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের কর্ত্তা ।
নানা অবতার করে, জগতের ভর্ত্তা ॥ ৮০ ॥

অবতারগণ অংশমাত্র ঃ—

সৃষ্ট্যাদি-নিমিত্তে যেই অংশের অবধান ।
সেই ত' অংশেরে কহি 'অবতার' নাম ॥ ৮১ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৭৩-৭৬। কৃষ্ণের বিলাসমূর্ত্তি বলরাম মূলসঙ্কর্ষণ। তাঁহার স্বরূপাংশ পরব্যোমে সঙ্কর্ষণ। তাঁহার অংশ কারণাব্ধিশায়ী মহাবিষ্ণু, তিনি অংশের অংশ বলিয়া তাঁহাকে 'কলা' বলা যায়। গর্ভোদশায়ী ও ক্ষীরোদশায়ী পুরুষদ্বয় মহাবিষ্ণুর অংশ।

৭৭। নিত্যধামে বিষ্ণুর তিনটী রূপ—প্রথম মহত্তত্ত্বের স্রষ্টা কারণাব্ধিশায়ী মহাবিষ্ণু ; দ্বিতীয়—গর্ভোদশায়ী ও সমষ্টিব্রহ্মাণ্ড-গত পুরুষ ; তৃতীয়—ক্ষীরোদশায়ী ব্যষ্টি-ব্রহ্মাণ্ডগত পুরুষ, তিনি প্রতি জীবের অন্তর্যামী ঈশ্বর ও পরমাত্মা। এই তিনটীর তত্ত্ব জানিতে পারিলে জড়বুদ্ধি হইতে মুক্ত হওয়া যায়।

অনুভাষ্য

কায়ঃ (তমঃ অব্যক্তং, মহত্তত্ত্বম্ অহঙ্কারঃ, খম্ আকাশম্, চরঃ বায়ুঃ, অগ্নিস্তেজঃ বার্জলং, ভূঃ পৃথিবী, এতৈঃ প্রধানাদি-ক্ষিত্যন্তৈঃ সংবেষ্টিতঃ যঃ অণ্ডঘটঃ ব্রহ্মাণ্ডরূপঃ ঘটঃ দেহঃ স এব তস্মিন্ নিজমানেন সপ্তবিতস্তিকায়ঃ যস্য সঃ) অহং ক্ব, ঈদৃগ্ বিধাবিগণিতাণ্ডপরাণুচর্য্যাবাতাধ্বরোমবিবরস্য (ঈদৃগ্বিধানি যানি অগণিতানি অণ্ডানি তানি এব পরমাণবঃ তেষাং চর্য্যা পরিভ্রমণং তদর্থং বাতাধ্বনঃ গবাক্ষাঃ ইব রোমবিবরাণি যস্য তস্য) তে (তব) মহিত্বং চ ক্ব?

৭৩। প্রতিমূর্ত্তি—দ্বিতীয় দেহ (আদি, ৫ম পঃ ৪-৫ ; মধ্য, ২০শ পঃ ১৭৪)।

৭৫। 'মহাবিষ্ণু', 'মহাপুরুষাবতারী' শব্দে কারণার্ণবশায়ী।

৭৬। পুরুষলক্ষণ—যথা লঘুভাগবতামৃতে অবতার-বর্ণন-প্রসঙ্গে ৪ সংখ্যায় ধৃত বিষ্ণুপুরাণের (৬।৮।৫৯) শ্লোকের অনুবাদ —'ষড়্বিকারহীন পুরুষোত্তম কৃষ্ণের যে অংশ গুণভুক্ অর্থাৎ প্রকৃতি ও মহদাদি প্রাকৃতের ঈক্ষণকর্ত্তা, যিনি তত্ত্বতঃ এক স্বরূপ

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৭৯। আদি ২য় পঃ ৬৭ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

৮০। (জগৎপালকরূপে) সেই পুরুষাবতার ক্ষীরোদশায়ী।

অনুভাষ্য

পরিত্যাগ না করিয়াই বহুবিধ স্বাংশ বিভাগ করিয়া নিখিলপ্রাণীর বিস্তারকর্ত্তা, যিনি শুদ্ধ অর্থাৎ মায়াসঙ্গ-রহিত হইয়াও অশুদ্ধের অর্থাৎ মায়াসঙ্গীর ন্যায় প্রতিভাত এবং যিনি নিত্য-চিন্ময়, সেই অব্যয় পুরুষে সর্ব্বদা প্রণত হই।' এই শ্লোকের শ্রীরূপকৃত কারিকা —"পরমেশাংশরূপো যঃ প্রধানগুণভাগিব। তদীক্ষাদিকৃতির্নানা-বতারঃ পুরুষঃ স্মৃতঃ।।" অর্থাৎ পরমেশ্বরের যে অংশ প্রধানগুণ-সংস্পৃষ্ট ব্যক্তির ন্যায় প্রকৃতি ও মহত্তত্ত্বাদির ঈক্ষণকর্ত্তা, যিনি নানবিধ অবতারের আবিষ্কর্ত্তা, শাস্ত্রে তাঁহাকেই 'পুরুষ' নামে অভিহিত করিয়াছেন।

৭৭। বিষ্ণোস্তু পুরুষাখ্যানি ত্রীণি রূপাণি বিদুঃ। অথ তেষু একম্ (আদ্যং) তু মহতঃ (মহত্তত্ত্বস্য) স্রষ্টৃ (প্রকৃত্যন্তর্যামি), দ্বিতীয়ং তু অণ্ডসংস্থিতং (ব্রহ্মাণ্ডান্তর্যামী), তৃতীয়ং সর্ব্বভূতস্থং (জীবান্তর্যামী)। তানি রূপাণি জ্ঞাত্বা বিমুচ্যতে (মায়াবন্ধনাৎ বিজ্ঞো মুক্তো ভবতি)।

৮০। (ভাঃ ৩।১।৫)—"এতন্নানাবতারাণাং নিধানং বীজ-মব্যয়ম্। যস্যাংশাংশেন সৃজ্যন্তে দেব-তির্য্যঙ্-নরাদয়ঃ।।" কারণা-ব্ধিশায়িরূপে সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়ের কারণ, গর্ভোদশায়িরূপে নানা-বতারের সূতিকাধাম এবং ক্ষীরোদশায়িরূপে ক্ষৌণীভর্ত্তা।

৮১। লঘুভাগবতামৃতে অবতার-লক্ষণবর্ণন-প্রসঙ্গে ১ম সংখ্যায়—"পূর্ব্বোক্তা বিশ্বকার্য্যার্থমপূর্ব্বা ইব চেৎ স্বয়ম্। দ্বার-ন্তরেণ বাবিঃস্যুরবতারাস্তদা স্মৃতাঃ।। তচ্চ দ্বারং তদেকাত্মরূপ-স্তদ্ভক্ত এব চ। শেষশায়্যাদিকো যদ্বদ্ বসুদেবাদিকোঽপি চ।।"

আদ্যাবতার, মহাপুরুষ, ভগবান্‌।
সর্ব্ব-অবতার-বীজ, সর্ব্বাশ্রয়-ধাম ॥ ৮২ ॥

কারণার্ণবশায়ী মহাবিষ্ণু ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবত (২।৬।৪২)—

আদ্যোঽবতারঃ পুরুষঃ পরস্য কালঃ স্বভাবঃ সদসন্মনশ্চ।
দ্রব্যং বিকারো গুণ ইন্দ্রিয়াণি বিরাট্‌ স্বরাট্‌ স্থাস্নু চরিষ্ণু ভূম্নঃ ॥৮৩

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৮৩। কারণাব্ধিশায়ী পুরুষই ভগবানের আদ্যাবতার। কাল, স্বভাব, কার্য্যকারণরূপ প্রকৃতি, মনাদি মহত্তত্ত্ব, মহাভূতাদি অহঙ্কার, সত্ত্বাদি গুণ, ইন্দ্রিয়গণ, বিরাট্‌, স্বরাট্‌, স্থাবর ও জঙ্গম, সকলই তাঁহার বিভূতিরূপ।

পাঠান্তরে এই শ্লোকগুলি দেখা যায়,—

অহং ভবো যজ্ঞ ইমে প্রজেশা দক্ষাদয়ো যে ভবদাদয়শ্চ।
স্বর্লোকপালাঃ খগলোকপালা নৃলোকপালাস্তললোকপালাঃ।।
গন্ধর্ব্ব-বিদ্যাধর-চারণেশা যে যক্ষরক্ষোরগ-নাগনাথাঃ।
যে বা ঋষীণামৃষভাঃ পিতৃণাং দৈত্যেন্দ্রসিদ্ধেশ্বরদানবেন্দ্রাঃ।
অন্যে চ যে প্রেতপিশাচভূত-কুষ্মাণ্ড-যাদো-মৃগপক্ষ্যধীশাঃ।।
যৎ কিঞ্চ লোকে ভগবন্মহস্বদোজঃ সহস্বদ্বলবৎ ক্ষমাবৎ।
শ্রীহ্রীবিভূত্যাত্মবদদ্ভুতার্ণং তত্ত্বং পরং রূপবদস্বরূপম্‌।।

অনুভাষ্য

অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণ বিশ্বকার্য্যের জন্য স্বয়ং অথবা দ্বারান্তরদ্বারা আবির্ভূত হইলে, তাঁহাকে 'অবতার' বলে। সেই 'দ্বার' দ্বিবিধ—তদেকাত্মরূপ ও ভক্ত ; শেষশায়ী—তদেকাত্মরূপ এবং বসুদেবাদি—ভক্ত। শ্রীবলদেবকৃত-টীকা—"স্বয়ম্‌ অদ্বারকতয়া, দ্বারান্তরেণ বা জগতি আবিঃ স্যুঃ, তদা অবতারাঃ স্মৃতাঃ। অপ্রপঞ্চাৎ প্রপঞ্চেঽবতরণং খল্ববতারঃ। সদ্বারকস্তু—যথা শেষশায়িনঃ কারণার্ণবশয়াৎ গর্ভোদকশয়ঃ, যথা বসুদেবাৎ কৃষ্ণঃ, দশরথাৎ রামঃ। কার্য্যং—প্রকৃতিক্ষোভ-মহদাদ্যুৎপাদনং, দুষ্টবিমর্দ্দেন দেবাদীনাং সুখবর্দ্ধনং, সমুৎকণ্ঠিতানাং সাধকানাং স্বসাক্ষাৎকারেণ প্রেমানন্দবিতরণং, বিশুদ্ধভক্তিপ্রচারণঞ্চ, তদর্থমিত্যর্থঃ।"*

দেশকালপাত্রভেদে খণ্ডিত মায়ারাজ্যে খণ্ডক্রিয়ার নিমিত্ত বা উপাদানাংশে ভগবৎস্বরূপের যে কারকতা দেখা যায়, তৎকার্য্যের কারণস্বরূপ মহাবিষ্ণুরূপ ভগবত্তাই কৃষ্ণাংশ। এই

মহৎস্রষ্টা আদিপুরুষাবতার ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবত (১।৩।১)—

জগৃহে পৌরুষং রূপং ভগবান্মহদাদিভিঃ।
সম্ভূতং ষোড়শকলমাদৌ লোকসিসৃক্ষয়া ॥ ৮৪ ॥

সকলের আশ্রয় ও অন্তর্যামী ঃ—

যদ্যপি সর্ব্বাশ্রয় তিঁহো, তাঁহাতে সংসার।
অন্তরাত্মা-রূপে তিঁহো জগৎ-আধার ॥ ৮৫ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৮৪। ভগবান্‌ লোকসৃষ্টি-মানসে মহদাদিদ্বারা সম্ভূত ও ষোড়শকলাবিশিষ্ট পুরুষাখ্য-রূপ ধারণ করিয়াছিলেন।

৮৫-৮৬। যদিও তিনি সর্ব্বাশ্রয় বলিয়া তাঁহাতে সংসার অবস্থিত, তথাপি তিনি অন্তরাত্ম-রূপে জগতের আধার। প্রকৃতির

অনুভাষ্য

অংশকেই 'অবতার' বলা হয়। সাধারণতঃ স্থূলদৃষ্টিতে 'পঙ্গ্বন্ধ'-ন্যায়াবলম্বনে জড়া-প্রকৃতিকে 'উপাদান' এবং ভোক্তা, ত্রিগুণময় পুরুষ-জীবকে 'নিমিত্ত' বলা হয়। কিন্তু প্রকৃতি জগতের 'উপাদান' বা 'নিমিত্ত' নহে,—ইহাই সূক্ষ্মভাবে ভাগবতগণ উপলব্ধি করিয়াছেন। যাঁহার ঈক্ষণশক্তিপ্রভাবে প্রকৃতি জগতের 'উপাদান' বলিয়া পরিচিত, মায়া জগতের 'নিমিত্ত-কর্ত্রী' বলিয়া খ্যাত, এই উভয় শক্তিই সেই ভগবৎকর্তৃক প্রদত্ত। ভগবানের যে প্রকাশ-স্বরূপসমূহ, মায়াতে বিশ্বসৃষ্টির উদ্দেশে বা বিশ্বের হিতের জন্য মায়াকে শক্তিপ্রদান-লীলা প্রদর্শন করেন, ঐ প্রকাশমূর্ত্তিসমূহই 'অংশ' অথবা 'অবতার' বলিয়া সংজ্ঞিত হয়। বস্তুতত্ত্বে দীপের উপমেয় অবতারগণ বিষ্ণু হইলেও মায়ার উপর কর্ত্তৃত্ব থাকায় তাঁহাদিগকে মায়িক ভাষার আশ্রয়ে 'অংশ' বা 'অবতার' বলা হয় মাত্র। মধ্য, ২০শ পঃ ২৬৩-২৬৪ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

৮২। সর্ব্বাবতার-বীজরূপী গর্ভোদশায়ীর কথা—ভাঃ (৩।১।৫) দ্রষ্টব্য।

৮৩। শ্রীব্রহ্মা নারদের নিকট ভগবান্‌ কারণার্ণবশায়ীর বিভূতি বর্ণন করিতেছেন,—

পরস্য ভূম্নঃ (ভগবতঃ) পুরুষঃ (কারণার্ণবশায়ী) আদ্যঃ অবতারঃ। কালঃ (গুণ-ক্ষোভকঃ), স্বভাবঃ (তৎসংস্কারঃ), সদসৎ (কার্য্যকারণাত্মিকা প্রকৃতিঃ) মনঃ (মহত্তত্ত্বং), দ্রব্যং (ভূতসূক্ষ্মাণি পঞ্চমহাভূতানি), বিকারঃ (অহঙ্কারঃ), গুণঃ (সত্ত্বাদিঃ), ইন্দ্রিয়াণি (একাদশ), বিরাট্‌ (সমষ্টিশরীরং), স্বরাট্‌ (বৈরাজং), স্থাস্নু (স্থাবরং), চরিষ্ণু (জঙ্গমং ব্যষ্টিশরীরং) চ [সর্ব্বং তদ্বিভূতিরূপম্‌]।

** ভগবৎস্বরূপ যখন স্বয়ং অর্থাৎ অদ্বারক-রূপে (অর্থাৎ কোন আশ্রয় স্বীকার না করিয়া স্বয়ংই) অথবা কোন দ্বারে জগতে আবির্ভূত হন, তখন তাঁহাকে অবতার বলা হয়। অপ্রপঞ্চ (বৈকুণ্ঠধাম) হইতে প্রপঞ্চে অবতরণই অবতার। শ্রীমৎস, শ্রীহংস প্রভৃতি অদ্বারক-রূপে আবির্ভূত। সদ্বারক-অবতার ; যথা—শেষশায়ী শ্রীকারণার্ণবশায়ী হইতে শ্রীগর্ভোদকশায়ী, আবার যথা,—শ্রীবসুদেব হইতে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র, শ্রীদশরথ হইতে শ্রীরামচন্দ্র ইত্যাদি। অবতারগণ যে বিভিন্ন কার্য্যোদ্দেশে অবতীর্ণ হন, তাহা যথা,—প্রকৃতিকে ক্ষুভিত করিয়া মহৎতত্ত্বাদি উৎপাদন, দুষ্টদমনদ্বারা দেবগণের সুখবর্দ্ধন, সমুৎকণ্ঠিত সাধকগণকে নিজদর্শনদ্বারা প্রেমানন্দ-বিতরণ ও বিশুদ্ধভক্তিপ্রচার।*

ঈক্ষণাদি-ব্যাপারে মায়ার সম্বন্ধসত্ত্বেও বস্তুতঃ বিষ্ণু মায়াতীত ঃ—

প্রকৃতি সহিতে তাঁর উভয় সম্বন্ধ ।
তথাপি প্রকৃতি-সহ নাহি স্পর্শগন্ধ ॥ ৮৬ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

সহিত এই দুইপ্রকার সম্বন্ধ থাকিলেও তিনি প্রকৃতিস্পর্শদোষ স্বীকার করেন না।

অনুভাষ্য

৮৪। শৌনকাদি ঋষিগণের পঞ্চম প্রশ্নের উত্তরে সূত গোস্বামী ভগবানের অবতার-কথা বর্ণন করিতেছেন,—

আদৌ (সর্গারম্ভে) ভগবান্ (মহাসঙ্কর্ষণঃ) লোকসিসৃক্ষয়া (লোকানাং ভুবনানাং স্রষ্টুমিচ্ছয়া) মহদাদিভিঃ (মহদহঙ্কার-পঞ্চমহাভূতৈকাদশেন্দ্রিয়পঞ্চতন্মাত্রৈঃ) সম্ভূতং (মিলিতং) ষোড়শকলং (তৎসৃষ্ট্যুপযোগিপূর্ণশক্তিমৎ) পৌরুষং রূপং জগৃহে (প্রকটয়ামাস)।

ষোড়শকলং—লঘুভাগবতামৃতে পুরুষবর্ণন-প্রসঙ্গে (৬৮ সংখ্যায়)—"শ্রীর্ভূঃকীর্ত্তিরিলা লীলা কান্তির্বিদ্যেতি সপ্তকম্। বিমলাদ্যা নবেত্যেতা মুখ্যাঃ ষোড়শ শক্তয়ঃ।।" ইহার শ্রীবলদেব-কৃত টীকায়—"বিমলোৎকর্ষিণী জ্ঞানা ক্রিয়া যোগা তথৈব চ। প্রহ্বী সত্যা তথেশানানুগ্রহেতি নব স্মৃতাঃ।।" ভগবৎসন্দর্ভে (১১৭ সংখ্যায়)—"শ্রিয়া পুষ্ট্যা গিরা কান্ত্যা কীর্ত্ত্যা তুষ্ট্যেলয়োর্জয়া। বিদ্যয়াবিদ্যয়া শক্ত্যা মায়য়া চ নিষেবিতম্।। সন্ধিনীসম্বিৎ-হ্লাদিনীভক্ত্যাধারশক্তিমূর্ত্তিবিমলাজয়া যোগা প্রহ্বীশানানুগ্রহাদয়শ্চ জ্ঞেয়াঃ। ততঃ শ্রিয়েত্যাদৌ শক্তিবৃত্তিরূপয়া মায়াবৃত্তিরূপয়া চেতি সর্ব্বত্র জ্ঞেয়ম্। তত্র পূর্ব্বস্যাঃ ভেদঃ শ্রীর্ভাগবতী-সম্পৎ। উত্তরস্যাঃ ভেদঃ শ্রীর্জাগতী-সম্পৎ। ★★ তত্র ইলা ভূস্তদুপলক্ষণত্বেন লীলা অপি। অত্র সন্ধিন্যেব সত্যা, জয়ৈবোৎকর্ষিণী, যোগৈব যোগমায়া, সম্বিদেব জ্ঞানাজ্ঞানশক্তিঃ শুদ্ধ-সত্ত্বঞ্চেতি জ্ঞেয়ম্; প্রহ্বী বিচিত্রানন্তসামর্থ্যহেতুঃ, ঈশানা সর্ব্বাধি-কারিতা-শক্তিহেতুরিতি ভেদঃ। *

১। শ্রী, ২। ভূ, ৩। লীলা, ৪। কান্তি, ৫। কীর্ত্তি, ৬। তুষ্টি, ৭। গীঃ, ৮। পুষ্টি, ৯। সত্যা, ১০। জ্ঞানাজ্ঞানা, ১১। জয়া উৎকর্ষিণী, ১২। বিমলা, ১৩। যোগমায়া, ১৪। প্রহ্বী, ১৫। ঈশানা ও ১৬। অনুগ্রহা—বৈকুণ্ঠে এই ষোড়শ শক্তি বিদ্যমানা।

শ্রীমদ্ভাগবত (১।১১।৩৯)—

এতদীশনমীশস্য প্রকৃতিস্থোঽপি তদ্গুণৈঃ ।
ন যুজ্যতে সদাত্মস্থৈর্যথা বুদ্ধিস্তদাশ্রয়া ॥ ৮৭ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৮৭। আদি, ২য় পঃ ৫৫ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

অনুভাষ্য

শ্রীমদ্ভাগবতের গৌড়ীয়ভাষ্যের অন্তর্গত শ্রীমধ্বকৃত ভাগবত-তাৎপর্য্য ও তথ্য দ্রষ্টব্য।

৮৫। মধ্য, ২০শ পঃ ২৮২ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

৮৬। লঘুভাগবতে বিষ্ণুর নির্গুণতা-বর্ণন-প্রসঙ্গে শ্রীরূপ-কারিকা—"যোগো নিয়ামকতয়া গুণৈঃ সম্বন্ধ উচ্যতে। অতঃ স তৈর্ন যুজ্যেত তত্র স্বাংশ পরস্য যঃ।।" অর্থাৎ নিয়ামকরূপে গুণের সহিত বিষ্ণুর যে সম্বন্ধ, তাহাকে 'যোগ' বলে। অতএব সেই পুরুষ গুণের সহিত কখনই বদ্ধ হন না; বিশেষতঃ তন্মধ্যে পরম-পুরুষের সহিত তত্ত্বতঃ অভিন্ন স্বাংশ-বিষ্ণুগণ কেহই কখনই কোন প্রকারেই গুণের সহিত যুক্ত হন না। শ্রীবলদেব-টীকা—'ননু পরস্য পুংসঃ কথং গুণসম্বন্ধঃ, 'মায়া পরৈত্যভিমুখে চ বিলজ্জমানা' (ভাঃ ২।৭।৪৭) ইত্যাদি বাক্য-বিরোধাদিতি চেৎ? তত্রাহ—যোগ ইতি। গুণা নিয়মাঃ, ত্রিধাবির্ভূতঃ পুরুষস্তু নিয়ামক ইতি সম্বন্ধঃ, স ইহ যোগ উচ্যতে, ন তু তৈর্বন্ধ ইত্যর্থঃ। স তু বিষ্ণুর্নৈব যুজ্যতে, দ্রুমিলযোগীশবাক্যে (ভাঃ ১১।৪।৫) তত্র গুণসম্বন্ধানুল্লেখাৎ।" যদি বল, মহাবিষ্ণুর ত' গুণের সহিত সম্বন্ধ সিদ্ধ হয় না? কেননা, তাহা হইলে যে "মায়া সলজ্জভাবে ভগবৎপরাঙ্মুখী হইয়া অবস্থান করে" এই বাক্যের সহিত বিরোধ ঘটে? তদুত্তরে বক্তব্য এই যে,—'গুণ'-শব্দে নিয়ম; বিষ্ণু, ব্রহ্মা ও শিব—এই ত্রিবিধরূপে আবির্ভূত 'পুরুষ' এই প্রকৃতির নিয়ামকসূত্রে সম্বন্ধ। জগতে উহাই 'যোগ'-নামে কথিত, উহা কখনই ঐ গুণত্রয়দ্বারা 'বন্ধন'-শব্দবাচ্য নহে। সেই বিষ্ণু কখনই গুণের সহিত যুক্ত হন না, যেহেতু নবযোগেন্দ্রের অন্যতম দ্রুমিলের বাক্যে বিষ্ণুর সহিত গুণত্রয়ের সম্বন্ধের উল্লেখাভাবই দেখা যায়।"

উপাদান ও নিমিত্ত—উভয় প্রকার কারণের ঈক্ষণকর্ত্তৃত্ব-সম্বন্ধ থাকিলেও তিনি মায়াদ্বারা কোনপ্রকারে অভিভাব্য হন

** শ্রী, পুষ্টি, গীঃ, কান্তি, কীর্ত্তি, তুষ্টি, ইলা, ঊর্জ্জা, বিদ্যা, অবিদ্যা, শক্তি ও মায়াদ্বারা ভগবান্ সেবিত হন। ('চ'-কারদ্বারা) সন্ধিনী, সম্বিৎ, হ্লাদিনী, ভক্ত্যাধারশক্তি, মূর্ত্তি, বিমলা, জয়া, যোগা, প্রহ্বী, ঈশানা, অনুগ্রহ প্রভৃতিকে জানিতে হইবে। উক্ত 'শ্রী' প্রভৃতিতে (অন্তরঙ্গা) শক্তিবৃত্তিরূপা ও (বহিরঙ্গা) মায়াবৃত্তিরূপা বলিয়া দ্বিবিধা বৃত্তি সর্ব্বত্র জানিতে হইবে। তন্মধ্যে পূর্ব্বটী অর্থাৎ শক্তিবৃত্তির ভেদ হইতেছে, শ্রী—ভাগবতী সম্পদ্। আর পরবর্ত্তীটি বা মায়াবৃত্তির ভেদ হইতেছে, শ্রী—জাগতী সম্পদ্। তন্মধ্যে ইলা—ভূশক্তি, উপলক্ষণে লীলাশক্তিও। এস্থলে সন্ধিনীই সত্যা, জয়াই উৎকর্ষিণী, যোগই যোগমায়া, সম্বিৎই জ্ঞানাজ্ঞানশক্তি ও শুদ্ধসত্ত্ব। প্রহ্বী বিচিত্র ও অনন্ত সামর্থ্যের হেতু। ঈশানা সর্ব্বাধিকারিতা শক্তির হেতু।*

অচিন্ত্যশক্তিমান্ ঈশ্বরের সহিত জগতের ভেদাভেদ-সম্বন্ধ ঃ—

এই মত গীতাতেহ পুনঃ পুনঃ কয় ।
সর্ব্বদা ঈশ্বর-তত্ত্ব অচিন্ত্যশক্তি হয় ॥ ৮৮ ॥
আমি ত' জগতে বসি, জগৎ আমাতে ।
না আমি জগতে বসি, না আমা' জগতে ॥ ৮৯ ॥
অচিন্ত্য ঐশ্বর্য্য এই জানিহ আমার ।
এই ত' গীতার অর্থ কৈল পরচার ॥ ৯০ ॥
সেই ত' পুরুষ যাঁর 'অংশ' ধরে নাম ।
চৈতন্যের সঙ্গে সেই নিত্যানন্দ-রাম ॥ ৯১ ॥
এই ত' নবম শ্লোকের অর্থ বিবরণ ।
দশম শ্লোকের অর্থ শুন দিয়া মন ॥ ৯২ ॥

আদি ১৪ শ্লোকের মধ্যে ১০ম শ্লোকের অর্থ ঃ—

শ্রীস্বরূপগোস্বামি-কড়চা—

যস্যাংশাংশঃ শ্রীল গর্ভোদশায়ী যন্নাভ্যব্জং লোকসংঘাতনালম্ ।
লোকস্রষ্টুঃ সূতিকাধাম ধাতুস্তং শ্রীনিত্যানন্দরামং প্রপদ্যে ॥৯৩॥

গর্ভোদশায়ীর বর্ণন ঃ—

সেই ত' পুরুষ অনন্তব্রহ্মাণ্ড সৃজিয়া ।
সব অণ্ডে প্রবেশিলা বহু-মূর্ত্তি হঞা ॥ ৯৪ ॥
ভিতরে প্রবেশি' দেখে সব অন্ধকার ।
রহিতে নাহিক স্থান করিল বিচার ॥ ৯৫ ॥
নিজাঙ্গ-স্বেদজল করিল সৃজন ।
সেই জলে কৈল অর্দ্ধ-ব্রহ্মাণ্ড ভরণ ॥ ৯৬ ॥
ব্রহ্মাণ্ড-প্রমাণ পঞ্চাশৎকোটি-যোজন ।
আয়াম, বিস্তার, দুই হয় এক সম ॥ ৯৭ ॥

চৌদ্দভুবনের উৎপত্তি ঃ—

জলে ভরি' অর্দ্ধ তাহা কৈল নিজ-বাস ।
আর অর্দ্ধে কৈল চৌদ্দভুবন-প্রকাশ ॥ ৯৮ ॥

গর্ভসাগরে নিজ বৈকুণ্ঠধাম-প্রকাশ ঃ—

তাঁহাই প্রকট কৈল বৈকুণ্ঠ নিজ-ধাম ।
শেষ-শয়ন-জলে করিল বিশ্রাম ॥ ৯৯ ॥

ঋক্‌সূক্তের স্তবনীয় বস্তু ঃ—

অনন্তশয্যাতে তাঁহা করিল শয়ন ।
সহস্র মস্তক তাঁর সহস্র বদন ॥ ১০০ ॥
সহস্র-চরণ-হস্ত, সহস্র নয়ন ।
সর্ব্ব অবতার-বীজ, জগৎ-কারণ ॥ ১০১ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৮৯। আমি জগতে অবস্থিত এবং জগৎও আমাতে অবস্থিত, আবার, আমি জগতে নাই এবং জগৎও আমাতে নয়—ইহাকে 'অচিন্ত্য অর্থ (ঐশ্বর্য্য)' বলে।

অনুভাষ্য

না। ভগবানের ইচ্ছাশক্তির পরিণামে বিকারবিশিষ্ট জগৎ ; কিন্তু তাঁহাতে কোনপ্রকার জড়বিকার-সম্ভাবনা নাই। আদি, ২য় পঃ ৫২, ৫৪ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

৮৯। ভগবানের অস্তিত্ব ব্যতীত দৃশ্য জগতে কোন অধিষ্ঠানের সম্ভাবনা হয় না। ভগবানে জগৎ অবস্থিত, তাই বলিয়া অচিদ্‌ভোগময় দর্শনের বাহ্যপ্রতীতিকে ভগবান্ বলিয়া মনে করিতে হইবে না, ভোগময় জগৎকে ভগবত্তা জানিতে হইবে না। ভগবদ্বিমুখতারূপ ভোগ বা মায়া ভগবানে অবস্থিত নহে, ভগবদ্বিমুখতা কিছু ভগবদ্বস্তুতে থাকিতে পারে না। অধোক্ষজ ভগবান্ জগতে বা প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়াও জাগতিক বা প্রাপঞ্চিক খণ্ড ও নশ্বর বস্তু হন না বা হইতে পারেন না। প্রকট অপ্রকট, উভয় লীলাতেই তাঁহার মায়াতীতত্ব বা মায়াধীশত্ব অর্থাৎ নির্গুণ-বৈকুণ্ঠতা নিত্য বর্ত্তমান। বিভিন্ন লীলাভেদে তিনি জগতে অবতীর্ণ এবং জগতের যাবতীয় বস্তু-সত্তার মূল অধিষ্ঠাতৃদেব।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৯৩। যাঁহার নাভিপদ্মের নাল লোকস্রষ্টা বিধাতার সূতিকাধাম ও লোকসমূহের বিশ্রামস্থান, সেই গর্ভোদশায়ী যাঁহার অংশের অংশ, সেই নিত্যানন্দ-রামকে আমি প্রণাম করি।

অনুভাষ্য

জগৎও তাঁহা হইতে পৃথক্ অস্তিত্বযুক্ত হইয়া দ্বিতীয় বস্তু-রূপে অবস্থান করিতে পারে না। বিষ্ণু স্বয়ং কখনও প্রাকৃত জগতে বা মায়ার সহিত সংস্পর্শযুক্ত হন না এবং তাঁহার নিজস্বরূপ এবং তদ্রূপবৈভবও কিছু ভোগময়, পরিমেয় জগৎ বা তদ্‌বিমুখী প্রকৃতির অন্তর্ভুক্ত নহেন—ইহাই স্বেচ্ছাময়, অচিন্ত্য-ঐশ্বর্য্যময় ভগবানের স্বতঃকর্ত্তৃত্ব ও ভগবত্তা।

শ্রীমদ্ভাগবতে ২য় স্কন্ধে নবম অধ্যায়ে চতুঃশ্লোকীর অন্তর্গত "যথা মহান্তি" (৩৪) শ্লোকের বিভিন্ন টীকা-সম্বলিত 'গৌড়ীয় ভাষ্য' এবং (ভাঃ ১১।১৫।৩৬) শ্লোক দ্রষ্টব্য।

৯০। গীতায় (৯।৪-৫)—"'ময়া ততমিদং সর্ব্বং জগদব্যক্ত-মূর্ত্তিনা। মৎস্থানি সর্ব্বভূতানি ন চাহং তেষ্বস্থিতঃ।। ন চ মৎস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্। ভূতভৃন্ন চ ভূতস্থো মমাত্মা ভূতভাবনঃ।

৯৩। যন্নাভ্যব্জং (যস্য নাভিকমলং) লোকসঙ্ঘাতনালং (লোকসমূহঃ চতুর্দ্দশলোকং, নালং আধারো, যস্য তৎ) ধাতুঃ লোকস্রষ্টুঃ (ব্রহ্মণঃ) সূতিকাধাম (জন্মগৃহস্বরূপং) শ্রীল-গর্ভোদ-

তাঁহা হইতে বিষ্ণু, ব্রহ্মা ও রুদ্রের উদ্ভব ঃ—

তাঁর নাভিপদ্ম হৈতে উঠিল এক পদ্ম ।
সেই পদ্মে হৈল ব্রহ্মার জন্ম-সদ্ম ॥ ১০২ ॥
সেই পদ্মনালে হৈল চৌদ্দভুবন ।
তেঁহো ব্রহ্মা হঞা সৃষ্টি করিল সৃজন ॥ ১০৩ ॥
বিষ্ণুরূপ হঞা করে জগৎ পালনে ।
গুণাতীত বিষ্ণু—স্পর্শ নাহি মায়া-গুণে ॥ ১০৪ ॥
রুদ্ররূপ ধরি' করে জগৎ সংহার ।
সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়—ইচ্ছায় যাঁহার ॥ ১০৫ ॥
হিরণ্যগর্ভ, অন্তর্যামী, জগৎ-কারণ ।
যাঁর অংশ করি' করে বিরাট-কল্পন ॥ ১০৬ ॥
হেন নারায়ণ,—যাঁর অংশের অংশ ।
সেই প্রভু নিত্যানন্দ—সর্ব্ব-অবতংস ॥ ১০৭ ॥

অনুভাষ্য

শায়ী (দ্বিতীয়পুরুষাবতারঃ) যস্য নিত্যানন্দরামস্য অংশাংশঃ (কলা), তং (শ্রীনিত্যানন্দরামম্) [অহং] প্রপদ্যে।

৯৪-১০৭। ব্রহ্মসংহিতা (৫।১৪)—'প্রত্যেকমেবমেকাংশাদ্ বিশতি স্বয়ম্।' মধ্য, ২০শ পঃ ২৮৩-২৯৩।

৯৬। ভাঃ ২।১০।১০ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

৯৮। চৌদ্দভুবন—ভূ, ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ, জন, তপঃ ও সত্য—এই সাতটী ঊর্দ্ধলোক এবং তল,অতল, বিতল, নিতল, তলাতল, মহাতল ও সুতল—এই সাতটী পাতাল। ভাঃ ২।৫।৩৮-৪২ এবং ভাঃ ১১।৪।৩ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

৯৯-১০১। ভাঃ ১।৩।২, ৪, ৫ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

১০০-১০১। (ভাঃ ১।৩।৪)—"পশ্যন্তদো রূপমদভ্রচক্ষুষা সহস্রপাদোরুভুজাননাদ্ভুতম্। সহস্রমূর্দ্ধ-শ্রবণাক্ষি-নাসিকং-সহস্র-মৌল্যম্বরকুণ্ডলোল্লসৎ।।" (ঋক্ সং ৮।৪।১৭, সাম ৬।৪।৪৩, শুক্ল যজুঃ ৩১।১, অথর্ব্ব ১৯।৬।১—) "সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ। স ভূমিং বিশ্বতো বৃত্বাত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্।।" ভাঃ ১১।৪।৪-৫ এবং ব্রহ্মসংহিতা ৫।১০-১১ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

১০২-১০৩। মহাভারতে মোক্ষধর্ম্মে নারায়ণোপাখ্যানে (শান্তিপর্ব্বে ৩৩৯ অঃ ৭০-৭২ এবং ৩৪০ অঃ ২৭-২৮ শ্লোকে) কথিত আছে—'যিনি প্রদ্যুম্ন, তিনিই অনিরুদ্ধ, তিনিই ব্রহ্মার জনক।" এই স্থলে ইহাই বুঝিতে হইবে যে, যিনি গর্ভোদশায়ী, তিনিই ক্ষীরোদশায়ী ; উভয়েই অভিন্ন বলিয়া বস্তুতঃ প্রদ্যুম্নই হিরণ্যগর্ভ পদ্মযোনির নিয়ামক অর্থাৎ অন্তর্যামী ও জনক। (ভাঃ ৩।১।২) শ্লোক দ্রষ্টব্য।

১০৩-১০৫। ভাঃ ১।২।২৩ শ্লোকের পুরুষই এই গর্ভোদশায়ী।

১০৪। ভাঃ ৩।৮।১৬ শ্লোক দ্রষ্টব্য। লঘুভাগবতামৃতে পুরুষত্রয়-বর্ণন-প্রসঙ্গে (৭০ সংখ্যায়)—"সোঽস্য গর্ভোদশয্যস্য বিলাসো যশ্চতুর্ভুজঃ। শেতে প্রবিশ্য লোকাব্জং বিষ্ণ্বাখ্যঃ ক্ষীর-বারিধৌ।। অয়ঞ্চ স্থাবরান্তানাং সুরাদীনাং শরীরিণাম্। হৃদ্যন্ত-র্যামিতাং প্রাপ্তো নানারূপ ইব স্থিতঃ। 'তৃতীয়ং সর্ব্বভূতস্থম্' ইতি বিষ্ণোর্যদুচ্যতে। রূপং সাত্বততন্ত্রে তদ্‌বিলাসোঽস্যৈব সম্মতঃ।।"

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১০৬। গর্ভোদশায়ী বিষ্ণুই হিরণ্যগর্ভ, অন্তর্যামী ও জগৎ-কারণ। তাঁহারই অংশকে 'বিরাট্' কল্পনা করা গিয়াছে।

অনুভাষ্য

গর্ভোদশায়ীর বিলাস যে চতুর্ভুজ মূর্ত্তি, তিনি লোকপদ্মে প্রবেশপূর্ব্বক, 'বিষ্ণু' এই নামে অভিহিত হইয়া ক্ষীরাব্ধিতে শয়ন করিতেছেন। এই বিষ্ণুই দেবাদি-স্থাবর-পর্য্যন্ত প্রাণিবর্গের হৃদয়ে অন্তর্যামী হইয়া নানারূপের ন্যায় অবস্থিত আছেন। সাত্বত-তন্ত্রে 'তৃতীয়-পুরুষ সর্ব্বভূতস্থ' বলিয়া বিষ্ণুর যে রূপের উল্লেখ আছে, তাহা এই গর্ভোদশায়ী বিষ্ণুর বিলাসমূর্ত্তি।

লঘুভাগবতামৃতে পুরুষ-বর্ণন-প্রসঙ্গে (১২শ সংখ্যায়) শ্রীবলদেব-টীকা—"বিষ্ণুস্তু সত্ত্বেনাপি ন যুক্তঃ, কিন্তু সঙ্কল্পেনৈব তন্নিয়মনমাত্রকৃৎ, অতঃ 'শ্রেয়াংসি তস্মাৎ' ইত্যুক্তম্। অতএব বামনপুরাণে—"ব্রহ্মবিষ্ণ্বীশরূপাণি ত্রীণি বিষ্ণোর্মহাত্মনঃ। ব্রহ্মণি ব্রহ্মরূপঃ স শিবরূপঃ শিবে স্থিতঃ। পৃথগেব স্থিতো দেবো বিষ্ণু-রূপী জনার্দ্দনঃ।।' বিষ্ণু সত্ত্বগুণের অধিষ্ঠাতৃদেব হইলেও কখনই সত্ত্বগুণদ্বারা যুক্ত হন না, কিন্তু সঙ্কল্পমাত্রেই সেই সত্ত্বগুণের নিয়ামক মাত্র, এ জন্যই 'তাঁহা হইতেই জীবের মঙ্গল সাধিত হয়', কথিত হইয়াছে। অতএব বামনপুরাণে কথিত হইয়াছে যে, এক বিষ্ণুরই ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবরূপ—ব্রহ্মায় তাঁহার ব্রহ্মরূপ, শিবে শিবরূপ এবং বিষ্ণুরূপী জনার্দ্দন এতদুভয় হইতে পৃথগ্-ভাবে অবস্থান করেন।

বিষ্ণুবর্ণনেও (২৯-৩০ সংখ্যায়)—"বিষ্ণুং সত্ত্বং তনোতীতি শাস্ত্রে সত্ত্বতনুঃ স্মৃতঃ। অবতারগণশ্চাস্য ভবেৎ সত্ত্বতনুস্তথা। বহিরঙ্গমধিষ্ঠানমিতি বা তস্য তত্তনুঃ।। অতো নির্গুণতা সম্যক্ সর্ব্বশাস্ত্রে প্রসিদ্ধ্যতি। তথাহি—(ভাঃ ১০।৮৮।৫)—'হরির্হি নির্গুণঃ সাক্ষাৎ পুরুষঃ প্রকৃতেঃ পরঃ।'

সত্ত্বগুণকে বিস্তার করেন বলিয়া শাস্ত্রে বিষ্ণুর নাম 'সত্ত্বতনু' হইয়াছে। সেইরূপ ক্ষীরাব্ধিশায়ী বিষ্ণুর অবতারগণকেও 'সত্ত্বতনু' বলিয়াছেন ; অথবা, সেই সত্ত্বরূপ তনু তাঁহার বহিরঙ্গ অধিষ্ঠান বলিয়া তাঁহাকে 'সত্ত্বতনু' বলা হইয়াছে। এই হেতু সর্ব্বশাস্ত্রেই বিষ্ণুকে নির্গুণ বলিয়াছেন। তথাহি শ্রীদশমে—"হরি নির্গুণ,

দশম শ্লোকের অর্থ কৈল বিবরণ ।
একাদশ শ্লোকের অর্থ শুন দিয়া মন ॥ ১০৮ ॥

আদি ১৪ শ্লোকের মধ্যে ১১শ শ্লোকের ব্যাখ্যা ঃ—

শ্রীস্বরূপগোস্বামি-কড়চা—

যস্যাংশাংশাংশঃ পরাত্মাখিলানাং
পোষ্টা বিষ্ণুর্ভাতি দুগ্ধাব্ধিশায়ী ।
ক্ষৌণীভর্ত্তা যৎকলা সোঽপ্যনন্ত-
স্তং শ্রীনিত্যানন্দরামং প্রপদ্যে ॥ ১০৯ ॥

ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণুর ধাম-বর্ণন ঃ—

নারায়ণের নাভিনাল-মধ্যেতে ধরণী ।
ধরণীর মধ্যে সপ্ত সমুদ্র যে গণি ॥ ১১০ ॥

'শ্বেতদ্বীপ ঃ—

তাঁহা ক্ষীরোদধি-মধ্যে 'শ্বেতদ্বীপ' নাম ।
পালয়িতা বিষ্ণু,—তাঁর সেই নিজ ধাম ॥ ১১১ ॥

ব্যষ্টিজীবের অন্তর্যামী ঃ—

সকল জীবের তিঁহো হয়ে অন্তর্যামী ।
জগৎ-পালক তিঁহো জগতের স্বামী ॥ ১১২ ॥

ক্ষীরোদশায়ীরই যুগ-মন্বন্তরাবতার ঃ—

যুগ-মন্বন্তরে ধরি' নানা অবতার ।
ধর্ম্ম স্থাপন করে, অধর্ম্ম সংহার ॥ ১১৩ ॥
দেবগণে না পায় যাঁহার দরশন ।
ক্ষীরোদকতীরে যাই' করেন স্তবন ॥ ১১৪ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১০৮। দশমশ্লোকের অর্থ—দশমশ্লোকে এবং তাহার নিম্নলিখিত পদ্যসমূহে গর্ভোদশায়ী বিষ্ণুর বিবরণ।

১০৯। যাঁহার অংশের অংশ, তাঁহার অংশ—ক্ষীরোদশায়ী, অখিলপরমাত্মা, পালনকর্ত্তা বিষ্ণু ; যাঁহার কলা পৃথ্বীধারী 'অনন্ত', সেই নিত্যানন্দ-রামকে আমি প্রণাম করি।

অনুভাষ্য

সাক্ষাৎ পরমেশ্বর, প্রকৃতির অতীত, ব্রহ্মাদিদেবতার জ্ঞানপ্রদ ও সর্ব্বসাক্ষী, তাঁহাকে ভজনা করিলে নির্গুণতা প্রাপ্তি হয়।" এই হেতু 'এই সত্ত্বতনু হইতে সর্ব্ববিধ শ্রেয়ঃ সম্পন্ন হইয়া থাকে'—ইহাই ভাগবত-পদ্যে বলিয়াছেন।

১০৯। অখিলানাং (জীবানাং) পরাত্মা (পরমাত্মা), পোষ্টা (পোষণকর্ত্তা), দুগ্ধাব্ধিশায়ী (তৃতীয়-পুরুষাবতারঃ ক্ষীরোদশায়ী) বিষ্ণুঃ ভাতি, সোঽপি যস্যাংশাংশাংশঃ (যস্য নিত্যানন্দরামস্য অংশস্য অংশঃ কলা তদংশঃ বিকলা) ; যৎ (যস্য ক্ষীরোদ-শায়িনঃ) কলা (অংশস্য অংশঃ), ক্ষৌণীভর্ত্তা (জগৎপালক বাঃ) সঃ অপি অনন্তঃ ; তং শ্রীনিত্যানন্দরামম্ [অহং] প্রপদ্যে।

১১০-১১১। সিদ্ধান্তশিরোমণিতে—"ভূমেরুর্দ্ধং ক্ষারসিন্ধো-রদকস্থং জম্বুদ্বীপং প্রাহুরাচার্য্যবর্য্যাঃ। অর্দ্ধেঽন্যস্মিন্দ্বীপষট্‌কস্য যাম্যে ক্ষারক্ষীরাদ্যম্বুধীনাং নিবেশঃ।। লবণজলধিরাদৌ দুগ্ধ-সিন্ধুশ্চ তস্মাদমৃতমমৃতরশ্মিঃ শ্রীশ্চ যস্মাদ্বভুব। মহিতচরণপদ্মঃ পদ্মজন্মাদিদেবৈর্বসতি সকলবাসো বাসুদেবশ্চ যত্র।। দধ্নো ঘৃতস্যেক্ষুরসস্য তস্মান্মদ্যস্য চ স্বাদুজলস্য চান্ত্যঃ। স্বাদূদকান্ত-র্বড়বানলোঽসৌ পাতাললোকাঃ পৃথিবীপুটানি।।" অর্থাৎ ১। লবণ-সমুদ্র, ২। ক্ষীরসমুদ্র, ৩। দধিসমুদ্র, ৪। ঘৃতসমুদ্র, ৫। ইক্ষুরসসমুদ্র, ৬। মদ্যসমুদ্র, ৭। স্বাদুজলসমুদ্র। লবণসমুদ্রের দক্ষিণে ক্ষীরোদক, তথায় সর্ব্বাশ্রয় বাসুদেব ব্রহ্মাদি-দেবদ্বারা চরণার্চ্চিত হইয়া বাস করেন।

১১২। লঘুভাগবতামৃতে শ্রীবিষ্ণুবর্ণন-প্রসঙ্গে ২৬-২৮

অনুভাষ্য

শ্লোকের মর্ম্মানুবাদ—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরাদিতে বিষ্ণুপ্রকাশের ব্রহ্মাণ্ড-মধ্যে যে-সকল পুরীর উল্লেখ আছে, আমি সংক্ষেপে সেই সকল পুরীর নির্দ্দেশ করিব। যথা—"রুদ্রলোকের উপরিভাগে পঞ্চাযুত-যোজনপরিমিত অপর 'বিষ্ণুলোক' নামে সর্ব্বলোকের অগম্য লোক আছে, তাহার উপরিভাগে সুমেরুর পূর্ব্বদিকে লবণ-সমুদ্রের মধ্যভাগে জলমধ্যে অবস্থিত বলিয়া বৃহদাকার স্বর্ণময় 'মহাবিষ্ণুলোক' কথিত হইয়াছে, তাহা দেখিবার জন্য মধ্যে মধ্যে ব্রহ্মা যাইয়া থাকেন,—ঐ লোকে জনার্দ্দন বিষ্ণু লক্ষ্মীর সহিত শেষপর্য্যঙ্কে বর্ষার চারিমাস নিদ্রা যাইয়া থাকেন। মেরুর পূর্ব্বদিকে ক্ষীরোদধির মধ্যে ক্ষীরাম্বুর মধ্যবর্ত্তিনী 'শুভ্রবর্ণা' অন্য একটী পুরী আছে, তাহাতে ভগবান্ বিষ্ণু লক্ষ্মীর সহিত শেষাসনে উপবিষ্ট হইয়া থাকেন। সেখানেও প্রভু বর্ষার চারিমাস নিদ্রাসুখ অনুভব করেন। তাহারই দক্ষিণদিকে ক্ষীরার্ণবের মধ্যে পঞ্চবিংশতি-সহস্র যোজন-পরিমিত 'শ্বেতদ্বীপ'-নামে বিখ্যাত পরমসুন্দর একটী দ্বীপ আছে।"

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণেও বলিয়াছেন,—"যাহা ক্ষীরাব্ধিদ্বারা পরি-বেষ্টিত, যাহার বিস্তার লক্ষযোজন, ★★ তাদৃশ অতি বৃহৎ সুদৃশ্য কাঞ্চনময় দ্বীপের নাম 'শ্বেতদ্বীপ'।" আরও বিষ্ণুপুরাণাদিতে এবং মহাভারতে মোক্ষধর্ম্মেও—'ক্ষীরাব্ধির উত্তরতীরে শ্বেতদ্বীপ আছে', ইত্যাদি বর্ণিত আছে। উদকসমুদ্রের উত্তরতীরে যে শ্বেত-দ্বীপ শোভিত, তাহা পদ্মপুরাণে বলিয়াছেন। ভাঃ ১১।১৫।১৮ শ্লোকে শ্বেতদ্বীপ-প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য।

শ্রীলঘুভাগবতামৃতে পুরুষ-বর্ণনপ্রসঙ্গে ১০ সংখ্যায়—"অথ যত্তু তৃতীয়ং স্যাদ্রূপং তচ্চাপ্যদৃশ্যত। (ভাঃ ২।২।৮) 'কেচিৎ স্বদেহান্তঃ' ইতি দ্বিতীয়স্কন্ধ-পদ্যতঃ।।" শ্রীবলদেব-টীকা—'তথা চ ক্ষীরাব্ধিপতিরনিরুদ্ধস্তৃতীয়ঃ পুরুষঃ প্রাদেশমাত্রতাদৃগ্‌বিগ্রহ-তয়া সর্ব্বজীবহৃদ্‌গতো ধ্যেয় ইতি' অর্থাৎ ক্ষীরশায়ী তৃতীয় পুরুষ প্রাদেশমাত্র-বিগ্রহযুক্ত হইয়া সর্ব্বজীবের অন্তর্যামিরূপে

ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণুই জগৎপালক ঃ—

তবে অবতরি' করে জগৎ পালন ।
অনন্ত বৈভব তাঁর নাহিক গণন ॥ ১১৫ ॥
সেই বিষ্ণু হয় যাঁর অংশাংশের অংশ ।
সেই প্রভু নিত্যানন্দ—সর্ব্ব-অবতংস ॥ ১১৬ ॥

তাঁহার 'শেষ'-নামক মহাসর্পরূপ ঃ—

সেই বিষ্ণু 'শেষ'-রূপে ধরেন ধরণী ।
কাঁহা আছে মহী, শিরে, হেন নাহি জানি ॥ ১১৭ ॥
সহস্র বিস্তীর্ণ যাঁর ফণার মণ্ডল ।
সূর্য্য জিনি' মণিগণ করে ঝলমল ॥ ১১৮ ॥
পঞ্চাশৎ কোটি-যোজন পৃথিবী-বিস্তার ।
যাঁর একফণে রহে সর্ষপ-আকার ॥ ১১৯ ॥

কৃষ্ণভক্ত শেষরূপী বিষ্ণু ঃ—

সেই ত' 'অনন্ত' শেষ'—ভক্ত-অবতার ।
ঈশ্বরের সেবা বিনা নাহি জানে আর ॥ ১২০ ॥

সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণকীর্ত্তন-রত এবং চতুঃসনের উপদেষ্টা ঃ—

সহস্র-বদনে করে কৃষ্ণগুণ গান ।
নিরবধি গুণ গান, অন্ত নাহি পান ॥ ১২১ ॥
সনকাদি ভাগবত শুনে যাঁর মুখে ।
ভগবানের গুণ কহে, ভাসে প্রেমসুখে ॥ ১২২ ॥

অনুভাষ্য

ধ্যেয়। বিষ্ণুবর্ণনে—(২৫ সংখ্যায়) "যো বিষ্ণুঃ পঠ্যতে সোঽসৌ ক্ষীরাম্বুধিশয়ো মতঃ। গর্ভোদশায়িনস্তস্য বিলাসত্বান্মুনীশ্বরৈঃ। নারায়ণো বিরাড়ন্তর্যামী চায়ং নিগদ্যতে।।" অর্থাৎ যাঁহাকে বিষ্ণু বলিয়া পাঠ করা হয়, তিনি ক্ষীরোদশায়ী ; গর্ভোদশায়ীর বিলাস বলিয়া মুনিগণ বিষ্ণুকে 'নারায়ণ' এবং বিরাটের অন্তর্যামীও বলিয়া থাকেন।

১১৯। ভাঃ ৫।১৭।২১ ও ভাঃ ৫।২৫।২ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

১২০। শ্রীজীবপ্রভু শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে (৮৬ সংখ্যায়)—"বাসুদেবকলানন্তঃ সহস্রবদনঃ স্বরাট্। অগ্রতো ভবিতা দেবো হরেঃ প্রিয়চিকীর্ষয়া।। শ্রীবসুদেবনন্দনস্য বাসুদেবস্য কলা প্রথমোঽংশঃ শ্রীসঙ্কর্ষণঃ। স্বরাট্ স্বেনৈব রাজতে ইতি। অতএব অনন্তঃ কালদেশপরিচ্ছেদরহিতঃ ; য এব শেষাখ্যঃ সহস্রবদনোঽপি ভবতি। একাংশেন শেষাখ্যেন। স্কান্দে অযোধ্যা-মাহাত্ম্যে—'ততঃ শেষাত্মতাং যাতং লক্ষ্মণং সত্যসঙ্গরম্। উবাচ মধুরং শক্রঃ সর্ব্বস্য চ স পশ্যতঃ।। বৈষ্ণবং পরমং স্থানং প্রাপ্নুহি স্বং সনাতনম্। ভবন্মূর্ত্তিঃ সমায়াতা শেষোঽপি বিলসৎফণঃ।।' ইত্যুক্ত্বা সুর-রাজেন্দ্রো লক্ষ্মণং সুরসঙ্গতঃ। শেষং প্রস্থাপ্য পাতালে ভূভার-ধরণক্ষমম্।। অতঃ (ভাঃ ১০।২।৮) 'শেষাখ্যং ধাম মামকম্' ইত্যত্রাপি (ভাঃ ১০।৩।২৫) 'শিষ্যতে শেষসংজ্ঞঃ' ইতিবৎ অব্যভিচার্য্যংশ এবোচ্যতে। শেষস্যাখ্যা খ্যাতির্যস্মাদিতি বা।

ভগবানের কলা (অংশের অংশ) শ্রীঅনন্তদেব সহস্রবদন ও স্বরাট্। তিনি শ্রীহরির প্রিয়কার্য্য করিবার ইচ্ছায় সর্ব্বদা সম্মুখে থাকেন। বসুদেবনন্দন বাসুদেবের প্রথম অংশ—সঙ্কর্ষণ। তিনি স্বয়ং প্রকাশিত হন বলিয়া স্বরাট্, অতএব তিনি অনন্ত অর্থাৎ কালদেশসীমারহিত ; যিনি সহস্রবদন 'শেষ'রূপেও বর্ত্তমান। একাংশে অর্থাৎ শেষ-নামক অবতাররূপে। স্কন্দপুরাণে অযোধ্যা-মাহাত্ম্যে—"সকলের সমক্ষেও দেবরাজ ইন্দ্র শেষ-রূপধারী সত্যপ্রতিজ্ঞ লক্ষ্মণকে বলিতে লাগিলেন,—'আপনি নিজ সনাতন বিষ্ণুধামে গমন করুন—আপনার ফণা-শোভিত শেষ-মূর্ত্তিও আসিয়াছেন।' এই বলিয়া দেবরাজ ভূভার-ধারণে সমর্থ 'শেষ'-রূপী লক্ষ্মণমূর্ত্তিকে পাতালে প্রেরণ করিয়া সুরসদনে গমন করিলেন।" (অর্থাৎ সঙ্কর্ষণব্যূহ লক্ষ্মণ শ্রীরামের সহিত অবতীর্ণ হইলে, পাতালস্থিত ভূধারী "শেষ" তাঁহাতে আসিয়া মিলিত হন, পরে অপ্রকটকাল উপস্থিত হইলে 'শেষ' লক্ষ্মণ হইতে পৃথক্ হইয়া স্বীয় ধাম পাতালে এবং লক্ষ্মণ বিষ্ণুধাম বৈকুণ্ঠে গমন করেন) এই কারণে 'শেষ-নামক আমার ধাম' এই বাক্যেও—যাহাদ্বারা শেষ (সীমা) প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ যাহা সর্ব্বশেষে অবশিষ্ট থাকে, তাহা 'শেষ'-নামে অভিহিত—মূলবস্তুর সহিত তদবশেষ যেমন অভিন্ন, তদ্রূপ বাসুদেবের সহিতও শেষের অভেদাংশত্ব কথিত হইতেছে অথবা যাঁহা হইতে তাঁহার শেষ নামক খ্যাতি, তিনি 'শেষ'।

লঘুভাগবতামৃতে রুদ্রতত্ত্ববর্ণনপ্রসঙ্গে (১৯ সংখ্যায়) শ্রীবল-দেব-টীকা—"শেষবদিতি—শার্ঙ্গিণঃ শয্যারূপস্তদাধার-শক্তিঃ শেষ ঈশ্বরকোটিঃ, ভূধারী তু তদাবিষ্টো জীবঃ" অর্থাৎ শার্ঙ্গ-ধনুর্দ্ধারী বিষ্ণুর শয্যারূপ আধার-শক্তি 'শেষ'—ঈশ্বরকোটি এবং ভূধারী 'শেষ'—শক্ত্যাবিষ্ট জীবকোটীর অন্তর্গত। পুনরায় শ্রীরাম-তত্ত্ববর্ণন-প্রসঙ্গে (২৮ সংখ্যায়)—"সঙ্কর্ষণো দ্বিতীয়ো যো ব্যূহো রামঃ স এব হি। পৃথ্বীধরেণ শেষেণ সংভূয় ব্যক্তিমীয়িবান্।। শেষো দ্বিধা—মহীধারী শয্যারূপশ্চ শার্ঙ্গিণঃ। তত্র সঙ্কর্ষণাবেশাদ্ ভূভৃৎ সঙ্কর্ষণো মতঃ। শয্যারূপস্তথা তস্য সখ্যদাস্যাভিমানবান্।।" অর্থাৎ যিনি চতুর্ব্ব্যূহের দ্বিতীয়—সঙ্কর্ষণ, তিনি ভূধারী 'শেষে'র সহিত মিলিত হইয়া বলরামরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। ভূধারী ও ভগবানের শয্যারূপভেদে 'শেষ' দ্বিবিধ। ভূধারী 'শেষ' সঙ্কর্ষণের আবেশাবতার, এজন্য তাঁহাকেও 'সঙ্কর্ষণ' বলিয়া থাকে। যিনি শয্যারূপ তিনি আপনাকে দাস এবং সখা বলিয়া অভিমান করেন।

দশদেহে কৃষ্ণসেবা ঃ—

ছত্র, পাদুকা, শয্যা, উপাধান, বসন ।
আরাম, আবাস, যজ্ঞসূত্র, সিংহাসন ॥ ১২৩ ॥

শেষ-সংজ্ঞার কারণ ঃ—

এত মূর্ত্তিভেদ করি' কৃষ্ণসেবা করে ।
কৃষ্ণের শেষতা পাঞা 'শেষ' নাম ধরে ॥ ১২৪ ॥
সেই ত' অনন্ত, যাঁর কহি এক কলা ।
হেন প্রভু নিত্যানন্দ, কে জানে তাঁর খেলা ॥ ১২৫ ॥

নিত্যানন্দকে 'অনন্ত' বা কৃষ্ণকে 'বিষ্ণু' অভিধান দোষাবহ নহে ঃ—

এসব প্রমাণে জানি নিত্যানন্দ-তত্ত্ব-সীমা ।
তাঁহাকে 'অনন্ত' কহি, কি তাঁর মহিমা ॥ ১২৬ ॥
অথবা ভক্তের বাক্য মানি সত্য করি' ।
সকল সম্ভবে তাঁতে, যাতে অবতারী ॥ ১২৭ ॥
অবতার-অবতারী—অভেদ, যে জানে ।
পূর্ব্বে যৈছে কৃষ্ণকে কেহো কাহো করি' মানে ॥ ১২৮ ॥

বিভিন্ন অবতাররূপে অবতারীর অভিধান ঃ—

কেহো বলে, কৃষ্ণ সাক্ষাৎ নরনারায়ণ ।
কেহো কহে, কৃষ্ণ হয় সাক্ষাৎ বামন ॥ ১২৯ ॥
কেহো কহে, কৃষ্ণ ক্ষীরোদশায়ী-অবতার ।
অসম্ভব নহে, সত্য বচন সবার ॥ ১৩০ ॥
কৃষ্ণ যবে অবতরে সর্ব্বাংশ-আশ্রয় ।
সর্ব্বাংশ আসি' তবে কৃষ্ণেতে মিলয় ॥ ১৩১ ॥
যেই যেই রূপে জানে, সেই তাহা কহে ।
সকল সম্ভবে কৃষ্ণে, কিছু মিথ্যা নহে ॥ ১৩২ ॥
অতএব শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গোসাঞি ।
সর্ব্ব অবতার-লীলা করি' সবারে দেখাই ॥ ১৩৩ ॥
এইরূপে নিত্যানন্দ অনন্ত-প্রকাশ ।
সেইভাবে কহে—'মুঞি চৈতন্যের দাস' ॥ ১৩৪ ॥

বিভিন্নরূপে, বিভিন্নভাবে, নিত্যানন্দরামের গৌরকৃষ্ণসেবা ঃ—

কভু গুরু, কভু সখা, কভু ভৃত্য-লীলা ।
পূর্ব্বে যেন তিনভাবে ব্রজে কৈল খেলা ॥ ১৩৫ ॥
বৃষ হঞা কৃষ্ণসনে মাখামাখি রণ ।
কভু কৃষ্ণ করে তাঁর পাদ-সম্বাহন ॥ ১৩৬ ॥
আপনাকে ভৃত্য করি' কৃষ্ণে প্রভু জানে ।
কৃষ্ণের কলার কলা আপনাকে মানে ॥ ১৩৭ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১২৪। 'শেষতা'—অর্থে চরম দাস্য।

১২৮। অবতার ও অবতারীর ভেদ যে না জানে, সে যেরূপ পূর্ব্বে কৃষ্ণকে 'বামন' ইত্যাদির তুল্য করিয়া মানিয়াছে, সেইরূপ অভেদকারী ব্যক্তি নিত্যানন্দকেও 'অনন্ত' ইত্যাদি বলিয়া থাকেন ; বস্তুতঃ ভক্তেরা যখন এরূপ বলিয়াছেন, তখন তাহা মিথ্যা নয়,—সর্ব্বোচ্চ-তত্ত্বে সকলই সম্ভব।

অনুভাষ্য

১২৪। (ভাঃ ১০।৩।২৫)—"ভবানেকঃ শিষ্যতে শেষ-সংজ্ঞঃ।"

১২৬-১৩২। লঘুভাগবতামৃতে শ্রীরূপপ্রভু প্রথমে—'কৃষ্ণ ক্ষীরশায়ীর অবতার', ' কৃষ্ণ পরব্যোমপতি নারায়ণের প্রথমব্যূহ বাসুদেবের অবতার', 'কৃষ্ণ নারায়ণের বিলাস' ইত্যাদি পূর্ব্ব-পক্ষ খণ্ডনপূর্ব্বক (১৩৬, ১৩৭ ও ১৩৯ সংখ্যায়) ভাগবতের ৩।২।১৫ শ্লোক উদ্ধার করিয়া বলিতেছেন—"স্বীয় শান্তরূপ অর্থাৎ বসুদেবাদি ভক্তগণ বিকৃতরূপ অর্থাৎ ভীষণ-দর্শন কংসাদি-দৈত্যকর্ত্তৃক পীড্যমান হইলে অগ্নিমন্থন-কাষ্ঠ অরণি হইতে যেমন অগ্নি প্রকটিত হয়, তদ্রূপ চিদচিদীশ্বর পরমদয়ালু শ্রীকৃষ্ণ অজ হইয়াও বৈকুণ্ঠনাথাদি-বিলাসের সহিত যুক্ত বা মিলিত হইয়া কৃষ্ণলোক হইতে প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হন।" শ্রীকৃষ্ণ-ব্যূহ স্বীয় বিলাস—পরব্যোমনাথ-ব্যূহের সহিত একতা প্রাপ্ত হইয়া প্রপঞ্চে আগমনপূর্ব্বক প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন। তিনি তাঁহার প্রসিদ্ধ অবতার 'পুরুষাদি', শ্রীরাম, নৃসিংহ, বরাহ, বামন, নর-নারায়ণ, হয়গ্রীব এবং অজিতাদির সহিত সর্ব্বদা যোগপ্রাপ্ত হইয়া অবস্থান করেন। শ্রীবৃন্দাবনেও শ্রীকৃষ্ণে সেই সেই অবতারাদির লীলা দেখা যায়। অতএব ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে বলিয়াছেন,—"যিনি বৈকুণ্ঠে চতুর্ব্বাহু, যিনি শ্বেতদ্বীপ-পতি, যিনি নরের সখা নারায়ণ, তিনিই পুরুষোত্তম নন্দনন্দন। যেমন মহাগ্নি হইতে শত-সহস্র বিস্ফুলিঙ্গ নিঃসৃত হইয়া পুনর্ব্বার তাহাতেই বিলীন হয়, তদ্রূপ এই কৃষ্ণের অন্যান্য অসংখ্য মনোহর অবতার পুনরায় তাঁহাতেই ঐক্য প্রাপ্ত হন।" অতএব পুরাণাদিতে শ্রীকৃষ্ণকে কেহ নরসখা নারায়ণ, কেহ উপেন্দ্র অর্থাৎ বামন, কেহ কেহ ক্ষীরোদশায়ী, কেহ সহস্রশীর্ষা গর্ভোদশায়ী, কেহ বৈকুণ্ঠনাথরূপে কীর্ত্তন করিয়াছেন। যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপে অবস্থিত মূলসঙ্কর্ষণ হইতে আবিষ্কৃত (অর্থাৎ ইচ্ছামাত্রে প্রকটিত) বদরীনাথাদিরূপ তত্তৎ-লীলামাত্র-দর্শনে সেই সেই মুনিগণ সেই সেই লীলাভেদযুক্ত বিষ্ণুচরিতের অনুগামী হইয়া সেই সেই বিষ্ণুরূপে শ্রীকৃষ্ণকে অভিহিত করিয়াছেন। অতএব মূল-অবতারীকে 'অবতার' নামে

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৩৩। অতএব সর্ব্বোচ্চতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বরাহ-নৃসিংহাদি-অবতার-লীলা করিয়া দেখাইয়াছেন।

শ্রীমদ্ভাগবত ১০।১১।১৪)—

বৃষায়মাণৌ নর্দ্দন্তৌ যুযুধাতে পরস্পরম্ ।
অনুকৃত্য রুতৈর্জন্তূংশ্চেরতুঃ প্রাকৃতৌ যথা ॥ ১৩৮ ॥

শ্রীমদ্ভাগবত (১০।১৫।১৪)—

ক্বচিৎ ক্রীড়া-পরিশ্রান্তং গোপোৎসঙ্গোপবর্হণম্ ।
স্বয়ং বিশ্রাময়ত্যার্য্যং পাদসম্বাহনাদিভিঃ ॥ ১৩৯ ॥

কৃষ্ণের যোগমায়া-দর্শনে বলদেবের বিস্ময় ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবত (১০।১৩।৩৭)—

কেয়ং বা কুত আয়াতা দৈবী বা নার্য্যুতাসুরী ।
প্রায়ো মায়াস্তু মে ভর্ত্তুর্নান্যা মেঽপি বিমোহিনী ॥ ১৪০ ॥

কৃষ্ণপাদপদ্মে ষড়ৈশ্বর্য্য নিত্য বিদ্যমান ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবত (১০।৬৮।৩৭)—

যস্যাঙ্ঘ্রিপঙ্কজরজোঽখিললোক-পালৈ-
মৌল্যুত্তমৈর্ধৃতমুপাসিত-তীর্থতীর্থম্ ।
ব্রহ্মা ভবোঽহমপি যস্য কলাঃ কলায়াঃ
শ্রীশ্চোদ্বহেম চিরমস্য নৃপাসনং ক্ব? ॥ ১৪১ ॥

স্বয়ংরূপ কৃষ্ণই একমাত্র সর্ব্বেশ্বর ঃ—

একলা ঈশ্বর কৃষ্ণ, আর সব ভৃত্য ।
যারে যৈছে নাচায়, সে তৈছে করে নৃত্য ॥ ১৪২ ॥

গৌরসুন্দরই পরমেশ্বর, তৎসম্বন্ধিগণ তাঁহার দাস ঃ—

এই মত চৈতন্যগোসাঞি একলা ঈশ্বর ।
আর সব পারিষদ, কেহ বা কিঙ্কর ॥ ১৪৩ ॥
গুরুবর্গ,—নিত্যানন্দ, অদ্বৈত আচার্য্য ।
শ্রীবাসাদি, আর যত—লঘু, সম, আর্য্য ॥ ১৪৪ ॥
সবে পারিষদ, সবে লীলার সহায় ।
সবা লঞা নিজ-কার্য্য সাধে গৌর-রায় ॥ ১৪৫ ॥

গৌরের দুই অঙ্গ—নিতাই ও অদ্বৈত ঃ—

অদ্বৈত আচার্য্য, নিত্যানন্দ,—দুই অঙ্গ ।
দুইজন লঞা প্রভুর যত কিছু রঙ্গ ॥ ১৪৬ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৩৮। কখনও প্রাকৃতব্যক্তির ন্যায় বৃষরূপ হইয়া শব্দ করিতে করিতে দুই ভাই যুদ্ধ করেন ; কখনও হংস-ময়ূরাদির অনুকরণ করত তাহাদের শব্দ করেন।

১৩৯। কখনও বা ক্রীড়া-পরিশ্রমে রাখালদিগের ক্রোড়ে মাথা দিয়া কৃষ্ণ স্বয়ং শয়ন করেন এবং বলদেবকে শয়ন করাইয়া তাঁহার পদ সম্বাহন করেন।

১৪০। এই মায়া কে? দৈবী, মানুষী, কি আসুরী? আমাকে বিমোহিত করিতে আমার প্রভু কৃষ্ণের মায়া ব্যতীত আর কোনপ্রকার মায়াই সমর্থ হয় না।

১৪১। লোকপালসকল সমস্ত তীর্থগণের তীর্থস্বরূপ যাঁহার পদরজ মস্তকে ধারণ করেন এবং ব্রহ্মা, শিব, আমি বলদেব ও লক্ষ্মী,—আমরা কেহ অংশ, কেহ অংশাংশরূপে যাঁহার পদরজ চিরকাল ধারণ করি, তাঁহার নিকট সামান্য রাজসিংহাসনের কি মাহাত্ম্য?

অনুভাষ্য

অভিহিত করিলেও তত্ত্বতঃ কোন দোষ হয় না। আদি ২য় পঃ ১১০-১১৫ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১৩৮। কৃষ্ণ-রামের বাল্যক্রীড়া-বর্ণনে এই শ্লোকদ্বয় কথিত,—

বৃষায়মাণৌ (বৃষবদাচরন্তৌ) নর্দ্দন্তৌ (তদ্বচ্ছব্দায়মানৌ) কৃষ্ণ-বলদেবৌ পরস্পরং যুযুধাতে। রুতৈঃ (আনুকরণিকশব্দৈঃ) জন্তূন্ অনুকৃত্য প্রাকৃতৌ বালকৌ যথা তথা চেরতুঃ।

১৩৯। ক্বচিৎ ক্রীড়াপরিশ্রান্তং (ক্রীড়য়া পরিশ্রান্তং) গোপোৎসঙ্গোপবর্হণং (গোপোৎসঙ্গঃ উপবর্হণম্ উপাদানং যস্য তম্) আর্য্যম্ (অগ্রজং বলদেবং) পাদসম্বাহনাদিভিঃ (পাদসেবনাদিভিঃ) স্বয়ং (কৃষ্ণঃ) বিশ্রাময়তি (বিগতশ্রমং করোতি)।

১৪০। ব্রহ্মা গোবৎস হরণ করিলে শ্রীকৃষ্ণ পুনরায় গোবৎসাদি সৃষ্টি করিয়া যথারীতি লীলা করিতেছিলেন। শ্রীবলদেব একদিন গাভীগণের চেষ্টা দেখিয়া তাহা বুঝিতে পারিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন,—

ইয়ং (মায়া) কা? কুতঃ বা আয়াতা? কিং দৈবী (দেবসম্বন্ধিনী), নারী (নরসম্বন্ধিনী)? বা (উত) আসুরী (অসুরসম্বন্ধিনী)? প্রায়ঃ মায়া মে (মম) ভর্ত্তুঃ (স্বামিনঃ ভগবতঃ এব) অস্তু, অন্যা (মায়া) ন, (যতঃ) ইয়ং মে (মম) অপি বিমোহিনী।

১৪১। কৌরবগণ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি নিন্দাবাক্য প্রয়োগ করিয়া বলদেবকে তাঁহাদের পক্ষভুক্ত করিবার প্রয়াস করিলে বলদেব রুষ্ট হইয়া তাঁহাদিগকে বলিলেন,—

যস্য (কৃষ্ণস্য) অঙ্ঘ্রিপঙ্কজরজঃ (পাদপদ্মরেণুঃ) অখিললোকপালৈঃ (নিখিলাধীশ্বরৈঃ) মৌল্যুত্তমৈঃ (শিরোভূষণযুক্তৈঃ উত্তমাঙ্গৈঃ) ধৃতং (ধারণয়া মনসি কৃতম্), উপাসিততীর্থতীর্থং (উপাসিতানি তীর্থানি যৈঃ যোগিভিঃ তেষাম্ অপি তীর্থং) যস্য কলায়াঃ কলাঃ (বিকলাঃ) ব্রহ্মা, ভবঃ (শিবঃ) অহং (বলদেবঃ), শ্রী (লক্ষ্মী চ) অপি চিরং (চিরকালং) ব্যাপ্য উদ্বহেম (শিরসি উদ্বোঢুং প্রার্থয়াম) অস্য (ভগবতঃ কৃষ্ণস্য) নৃপাসনং ক্ব (কুত্র)?

মহাবিষ্ণুর অবতার হইয়াও অদ্বৈতপ্রভুর আপনাকে গৌরদাস-জ্ঞান ঃ—

অদ্বৈত-আচার্য্য-গোসাঞি সাক্ষাৎ ঈশ্বর ।
প্রভু—গুরু করি' মানে, তিঁহো ত' কিঙ্কর ॥ ১৪৭ ॥
আচার্য্য-গোসাঞির তত্ত্ব না যায় কথন ।
কৃষ্ণ অবতারিয়া যেঁহো তারিল ভুবন ॥ ১৪৮ ॥

কনিষ্ঠ লক্ষ্মণরূপে জ্যেষ্ঠ রামচন্দ্রের সেবা-ফলে কৃষ্ণাবতারে বলরামের জ্যেষ্ঠত্ব ও কৃষ্ণের কনিষ্ঠত্ব ঃ—

নিত্যানন্দ-স্বরূপ পূর্ব্বে হইয়া লক্ষ্মণ ।
লঘুভ্রাতা হৈয়া করে রামের সেবন ॥ ১৪৯ ॥
রামের চরিত্র সব,—দুঃখের কারণ ।
স্বতন্ত্র লীলায় দুঃখ সহেন লক্ষ্মণ ॥ ১৫০ ॥
নিষেধ করিতে নারে, যাতে ছোট ভাই ।
মৌন ধরি' রহে লক্ষ্মণ মনে দুঃখ পাই' ॥ ১৫১ ॥
কৃষ্ণ-অবতারে জ্যেষ্ঠ হৈলা সেবার কারণ ।
কৃষ্ণকে করাইল নানা সুখ আস্বাদন ॥ ১৫২ ॥

শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-রাম অংশী, শ্রীশ্রীরাম-লক্ষ্মণ অংশ ; অংশীর অবতারকালে অংশের তন্মধ্যে প্রবেশ ঃ—

রাম-লক্ষ্মণ—কৃষ্ণ-রামের অংশবিশেষ ।
অবতারকালে দোঁহে দোঁহাতে প্রবেশ ॥ ১৫৩ ॥
সেই অংশ লঞা জ্যেষ্ঠ-কনিষ্ঠাভিমান ।
অংশাংশি-রূপে শাস্ত্রে করয়ে ব্যাখ্যান ॥ ১৫৪ ॥

কৃষ্ণই স্বয়ংরূপ, অন্য সব অবতার তাঁহার অংশ বা কলা ঃ—

ব্রহ্মসংহিতা (৫।৩৯)—

রামাদিমূর্ত্তিষু কলা নিয়মেন তিষ্ঠন্
নানাবতারমকরোদ্ভুবনেষু কিন্তু ।
কৃষ্ণঃ স্বয়ং সমভবৎ পরমঃ পুমান্ যো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ১৫৫ ॥

নিত্যানন্দদ্বারাই নামপ্রেম-প্রচাররূপ গৌরবাঞ্ছা-পূরণ ঃ—

শ্রীচৈতন্য—সেই কৃষ্ণ, নিত্যানন্দ—রাম ।
নিত্যানন্দ পূর্ণ করে চৈতন্যের কাম ॥ ১৫৬ ॥
নিত্যানন্দ-মহিমা-সিন্ধু অনন্ত, অপার ।
এক কণা স্পর্শি মাত্র,—সে কৃপা তাঁহার ॥ ১৫৭ ॥

স্ব-বৃত্তান্তদ্বারা নিত্যানন্দ-কৃপা-মাহাত্ম্য-বর্ণন ঃ—

আর এক শুন তাঁর কৃপার মহিমা ।
অধম জীবেরে যৈছে চড়াইল ঊর্দ্ধসীমা ॥ ১৫৮ ॥
বেদগুহ্য কথা এই অযোগ্য কহিতে ।
তথাপি কহিয়ে তাঁর কৃপা প্রকাশিতে ॥ ১৫৯ ॥
উল্লাস-উপরি লেখোঁ তোমার প্রসাদ ।
নিত্যানন্দ প্রভু, মোর ক্ষম অপরাধ ॥ ১৬০ ॥

সেবক-মাহাত্ম্য-বর্ণন ; মীনকেতন রামদাস ঃ—

অবধূত গোসাঞির এক ভৃত্য প্রেমধাম ।
মীনকেতন রামদাস হয় তাঁর নাম ॥ ১৬১ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৫৫। কলাবিভাগে রামাদিমূর্ত্তিতে ভগবান্ জগতে নানা অবতার প্রকাশ করিয়াছিলেন ; কিন্তু যে পরমপুরুষ স্বয়ং কৃষ্ণ-রূপে প্রকট হন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।

অনুভাষ্য

১৪৬। আদি, ৩য়ঃ পঃ ৭১ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১৪৭। মহাপ্রভু শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্যকে গুরুবর্গের অন্যতম ভাবিয়া সম্মান করিলেও শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু আপনাকে শ্রীচৈতন্যের দাস মনে করিতেন। তিনি শ্রীমহাপ্রভুর পিতার সমসাময়িক ও বন্ধু। শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য—শ্রীঈশ্বরপুরী ও শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু। শ্রীঈশ্বরপুরীকে দীক্ষাগুরু-রূপে গ্রহণ করায়, অদ্বৈতপ্রভু মহাপ্রভুর গুরুর সতীর্থ ও গৌরবের পাত্র।

১৪৯। দশনামী দণ্ডিদলে ব্রহ্মচারীর উপাধি—'স্বরূপ', 'আনন্দ', 'প্রকাশ' ও 'চৈতন্য'—এই চারিপ্রকার। নিত্যানন্দপ্রভু তীর্থভ্রমণকালে যে সন্ন্যাসীর নিকট ছিলেন, তাঁহার 'তীর্থ' বা 'আশ্রম' উপাধি থাকায় তাঁহার ব্রহ্মচারি-নাম 'নিত্যানন্দস্বরূপ' হইয়াছিল।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৬০। উল্লাস-উপরি—অত্যন্ত উল্লসিত হইয়া গোপন রাখিতে অশক্ত বিধায় আমি তোমার প্রসন্নতার আখ্যান লিখিতেছি।

১৬১। অবধূত গোসাঞি—শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু। প্রেমধাম—প্রেমের আধার।

অনুভাষ্য

১৫৩। লঘুভাগবতামৃতে শ্রীরাঘবেন্দ্র-তত্ত্ববর্ণনপ্রসঙ্গে ২০ সংখ্যার মর্ম্মানুবাদ—'বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে রাম, লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুঘ্নকে যথাক্রমে বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধের অবতার এবং পদ্মপুরাণে রামচন্দ্রকে নারায়ণ এবং লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুঘ্নকে যথাক্রমে 'শেষ', 'চক্র' ও 'শঙ্খ' বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন।

১৫৪। লঘুভাগবতামৃতে লীলাবতার-নিরূপণ-প্রসঙ্গে ৭৯ সংখ্যার অনুবাদ—স্কন্দপুরাণে রামগীতায় বলিয়াছেন যে, শ্রীরামের লক্ষ্মণ, ভরত এবং শত্রুঘ্ন—এই ব্যূহত্রয়।

১৫৫। যঃ পরমঃ পুমান্ কৃষ্ণঃ কলানিয়মেন (অংশাংশ-ভাবাদিনা) রামাদিমূর্ত্তিষু তিষ্ঠন্ (তত্তন্নৈমিত্তিকাবতারমূর্ত্তীঃ প্রকটয়ন্) নানাবতারম্ অকরোৎ, কিন্তু স্বয়ং সমভবৎ, তং গোবিন্দম্ আদিপুরুষম্ অহং ভজামি।

আমার আলয়ে অহোরাত্র-সঙ্কীর্ত্তন ।
তাহাতে আইলা তেঁহো পাঞা নিমন্ত্রণ ॥ ১৬২ ॥
মহাপ্রেমময় তিঁহো বসিলা অঙ্গনে ।
সকল বৈষ্ণব তাঁর বন্দিলা চরণে ॥ ১৬৩ ॥
নমস্কার করিতে, কা'র উপরেতে চড়ে ।
প্রেমে কা'রে বংশী মারে, কাহাকে চাপড়ে ॥ ১৬৪ ॥
যে নয়ন দেখিতে অশ্রু হয় মনে যার ।
সেই নেত্রে অবিচ্ছিন্ন বহে অশ্রুধার ॥ ১৬৫ ॥
কভু কোন অঙ্গে দেখি পুলক-কদম্ব ।
এক অঙ্গে জাড্য তাঁর, আর অঙ্গে কম্প ॥ ১৬৬ ॥
নিত্যানন্দ বলি' যবে করেন হুঙ্কার ।
তাহা দেখি' লোকের হয় মহাচমৎকার ॥ ১৬৭ ॥

অশ্রদ্ধাহেতু বৈষ্ণবচরণে প্রাকৃত কনিষ্ঠ ভক্তের অপরাধ ঃ—

গুণার্ণব মিশ্র-নামে এক বিপ্র আর্য্য ।
শ্রীমূর্ত্তি-নিকটে তেঁহো করে সেবাকার্য্য ॥ ১৬৮ ॥
অঙ্গনে বসিয়া তেঁহো না কৈল সম্ভাষ ।
তাহা দেখি' ক্রুদ্ধ হঞা বলে রামদাস ॥ ১৬৯ ॥
'এই ত' দ্বিতীয় সূত রোমহরষণ ।
বলদেব দেখি' যে না কৈল প্রত্যুদ্গম ॥' ১৭০ ॥

অপমানিত হইয়াও বৈষ্ণব অদোষদর্শী ঃ—

এত বলি' নাচে গায়, করয়ে সন্তোষ ।
কৃষ্ণকার্য্য করে বিপ্র—না করিল রোষ ॥ ১৭১ ॥
উৎসবান্তে গেলা তিঁহো করিয়া প্রসাদ ।
মোর ভ্রাতা-সনে তাঁর কিছু হৈল বাদ ॥ ১৭২ ॥

ভ্রাতার গৌরনিষ্ঠা কিন্তু শ্রীনিত্যানন্দে অশ্রদ্ধা-দর্শনে শ্রীল কবিরাজের তৎপ্রতি ভর্ৎসনা ঃ—

চৈতন্যপ্রভুতে তাঁর সুদৃঢ় বিশ্বাস ।
নিত্যানন্দ-প্রতি তাঁর বিশ্বাস-আভাস ॥ ১৭৩ ॥
ইহা জানি' রামদাসের দুঃখ হইল মনে ।
তবে ত' ভ্রাতারে আমি করিনু ভর্ৎসনে ॥ ১৭৪ ॥

অখণ্ডতত্ত্বকে খণ্ডবস্তুজ্ঞানে অশ্রদ্ধা—পাষণ্ডতা মাত্র ঃ—

"দুই ভাই একতনু—সমান-প্রকাশ ।
নিত্যানন্দ না মান, তোমার হবে সর্ব্বনাশ ॥ ১৭৫ ॥
একেতে বিশ্বাস, অন্যে না কর সম্মান ।
"অর্দ্ধকুক্কুটী-ন্যায়" তোমার প্রমাণ ॥ ১৭৬ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৬৫। যাঁহার নয়ন দেখিলে জীবের মন হইতে নিজ নয়নে অশ্রু আইসে, সেই মীনকেতন রামদাসের নেত্রে অবিশ্রান্ত অশ্রুধার বহিতে থাকিত। পাঠান্তরে,—'যে নয়নে দেখিতে'—যাহার মনে যে নয়নে অশ্রু দেখিতে ইচ্ছা হয়, তাহার সেইনয়ন অশ্রু বহন করে।

১৬৬। কদম্ব—সমূহ। জাড্য—স্তম্ভ।

অনুভাষ্য

১৬১। অবধূত-শব্দে ভাঃ ৩।১।১৯ শ্লোকের টীকায় শ্রীধর-স্বামিপাদ 'অসংস্কৃত-দেহ' লিখিয়াছেন। অবধূত শ্রীনিত্যানন্দের শিষ্যও মহাভাগবত পরমহংস এবং বর্ণাশ্রমাতীত নিত্যসিদ্ধ ছিলেন। সুতরাং তাঁহার দেহে বর্ণাশ্রমের কোন লিঙ্গ ছিল না বলিয়া তিনি অসংস্কৃত-দেহে ব্রজভাবে মত্ত থাকিতেন।

মীনকেতন রামদাস—আদি, ১১শ পঃ ৫৩ সংখ্যার অনুভাষ্য দ্রষ্টব্য।

১৬২। অহোরাত্র—অষ্টপ্রহর। তৎকালে কীর্ত্তনোৎসবে শুদ্ধ-ভক্তগণের মধ্যে পরস্পরকে নিমন্ত্রণপত্রী দিবার রীতি ছিল।

১৭০। ভাঃ ১০।৭৮।২২-২৮ শ্লোকে নৈমিষারণ্যে বলদেব-কর্ত্তৃক ব্যাস-শিষ্য রোমহর্ষণের বধ-বৃত্তান্ত বর্ণিত আছে।

১৭৩। বিশ্বাস-আভাস—অতি সামান্য বিশ্বাস।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৭১। শ্রীমূর্ত্তিসেবক গুণার্ণবমিশ্র অঙ্গনে বসিয়া শ্রীনিত্যানন্দের দাসকে সম্ভাষণ না করায় মীনকেতন রামদাস ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন যে,—'এই গুণার্ণবমিশ্র—দ্বিতীয় রোমহর্ষণ সূত।' তাৎপর্য্য এই যে, যেরূপ নৈমিষারণ্য-ক্ষেত্রে বলদেবকে দেখিয়া রোমহর্ষণ সূত ব্যাসগাদি পরিত্যাগ করিয়া সম্ভাষণ করেন নাই, গুণার্ণবমিশ্রও সেইরূপ অন্যায় ব্যবহার করিয়াছেন। গুণার্ণব মিশ্রের মনে শ্রীনিত্যানন্দের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল না ; তাহা জানিতে পারিয়া তাহার প্রতি শ্রীমীনকেতনের অশ্রদ্ধা জন্মিয়াছিল। এই কার্য্যে শ্রীমীনকেতনকে অভিমানী বলিয়া ভক্তগণ দোষারোপ করেন না।

১৭২-১৭৩। উক্ত ব্যবহার দেখিয়া আমার ভ্রাতা মীনকেতনের সহিত কিছু বাদানুবাদ করিয়াছিলেন। আমার ভ্রাতার শ্রীচৈতন্যপ্রভুতে সুদৃঢ় বিশ্বাস ছিল, কিন্তু নিত্যানন্দপ্রভুর প্রতি সেরূপ বিশ্বাস ছিল না।

১৭৬। "অর্দ্ধকুক্কুটী-ন্যায়"—"অর্দ্ধজরতীয় ন্যায়" অর্থাৎ কুক্কুটের অর্দ্ধাংশ বৃদ্ধ, অর্দ্ধাংশ যুবা, একথা প্রমাণে নিতান্ত অগ্রাহ্য। সেইরূপ অর্দ্ধকুক্কুটী-ন্যায় অবলম্বনপূর্ব্বক এক অখণ্ড-ঈশ্বর চৈতন্য-নিত্যানন্দের মধ্যে একজনকে মানিতেছ ও অন্য-জনকে মানিতেছ না,—ইহাই তোমার পাষণ্ডতা ও ভণ্ডতা।

গৌর ব্যতীত নিতাইয়ে, নিতাই ব্যতীত গৌরে বিশ্বাস ভক্তিবিরোধ মাত্র ঃ—

কিংবা, দোঁহা না মানিঞা হও ত' পাষণ্ড ।
একে মানি' আরে না মানি,—এইমত ভণ্ড ॥" ১৭৭ ॥

ভক্তের অপমানহেতু গৌরনিষ্ঠ ভ্রাতার সর্ব্বনাশ ও অধঃপতন—

ক্রুদ্ধ হৈয়া বংশী ভাঙ্গি' চলে রামদাস ।
তৎকালে আমার ভ্রাতার হৈল সর্ব্বনাশ ॥ ১৭৮ ॥
এই ত' কহিল তাঁর সেবক-প্রভাব ।
আর এক কহি তাঁর দয়ার স্বভাব ॥ ১৭৯ ॥

নিত্যানন্দের দয়ার পরিচয় ঃ—

ভাইকে ভর্ৎসিনু মুঞি, লঞা এই গুণ ।
সেই রাত্রে প্রভু মোরে দিলা দরশন ॥ ১৮০ ॥

স্বপ্নে নিত্যানন্দ-দর্শন ঃ—

নৈহাটী-নিকটে 'ঝামটপুর' নামে গ্রাম ।
তাঁহা স্বপ্নে দেখা দিলা নিত্যানন্দ-রাম ॥ ১৮১ ॥

নিত্যানন্দের সাক্ষাৎ পাদপদ্ম-লাভ ঃ—

দণ্ডবৎ হৈয়া আমি পড়িনু পায়েতে ।
নিজপাদপদ্ম প্রভু দিলা মোর মাথে ॥ ১৮২ ॥
'উঠ', 'উঠ' বলি' মোরে বলে বার বার ।
উঠি' তাঁর রূপ দেখি' হৈনু চমৎকার ॥ ১৮৩ ॥

নিত্যানন্দের রূপ বর্ণন ঃ—

শ্যাম-চিক্কণ কান্তি, প্রকাণ্ড-শরীর ।
সাক্ষাৎ কন্দর্প, যৈছে মহামল্ল-বীর ॥ ১৮৪ ॥
সুবলিত হস্ত, পদ, কমল-লোচন ।
পট্টবস্ত্র শিরে, পট্টবস্ত্র পরিধান ॥ ১৮৫ ॥
সুবর্ণ-কুণ্ডল কর্ণে, স্বর্ণাঙ্গদ-বালা ।
পায়েতে নূপুর বাজে, কণ্ঠে পুষ্পমালা ॥ ১৮৬ ॥
চন্দনলেপিত-অঙ্গ, তিলক সুঠাম ।
মত্তগজ জিনি' মদ-মন্থর পয়ান ॥ ১৮৭ ॥
কোটিচন্দ্র জিনি' মুখ উজ্জ্বল-বরণ ।
দাড়িম্ব বীজ-সম দন্তে তাম্বুল-চর্ব্বণ ॥ ১৮৮ ॥
প্রেমে মত্ত অঙ্গ ডাহিনে-বামে দোলে ।
'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' বলিয়া গম্ভীর বোল বলে ॥ ১৮৯ ॥
রাঙ্গা যষ্ঠি হস্তে দোলে যেন মত্ত সিংহ ।
চারিপাশে বেড়ি' আছে চরণেতে ভৃঙ্গ ॥ ১৯০ ॥
পারিষদগণে দেখি' সব গোপ-বেশে ।
'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' কহে সবে সপ্রেম-আবেশে ॥ ১৯১ ॥
শিঙ্গা বাঁশী বাজায় কেহ, কেহ নাচে গায় ।
সেবক যোগায় তাম্বুল, চামর ঢুলায় ॥ ১৯২ ॥

নিত্যানন্দ-দর্শনে গ্রন্থকারের আনন্দময়তা ঃ—

নিত্যানন্দ-স্বরূপের দেখিয়া বৈভব ।
কিবা রূপ, গুণ, লীলা—অলৌকিক সব ॥ ১৯৩ ॥
আনন্দে বিহ্বল আমি, কিছু নাহি জানি ।
তবে হাসি' প্রভু মোরে কহিলেন বাণী ॥ ১৯৪ ॥

বৃন্দাবন-গমনে নিত্যানন্দের আদেশ ঃ—

"আরে আরে কৃষ্ণদাস, না করহ ভয় ।
বৃন্দাবনে যাহ,—তাঁহা সর্ব্ব লভ্য হয় ॥" ১৯৫ ॥

নিতাইর অন্তর্দ্ধান ঃ—

এত বলি' প্রেরিলা মোরে হাতসান দিয়া ।
অন্তর্দ্ধান কৈল প্রভু নিজগণ লঞা ॥ ১৯৬ ॥
মূর্চ্ছিত হইয়া মুঞি পড়িনু ভূমিতে ।
স্বপ্নভঙ্গ হৈল, দেখি হঞাছে প্রভাতে ॥ ১৯৭ ॥

স্বপ্নাদেশে শ্রীল কবিরাজের বৃন্দাবন-গমন ঃ—

কি দেখিনু, কি শুনিনু, করিয়ে বিচার ।
প্রভু-আজ্ঞা হৈল বৃন্দাবন যাইবার ॥ ১৯৮ ॥
সেই ক্ষণে বৃন্দাবনে করিনু গমন ।
প্রভুর কৃপাতে সুখে আইনু বৃন্দাবন ॥ ১৯৯ ॥

শ্রীনিত্যানন্দ-স্তব ঃ—

জয় জয় নিত্যানন্দ, নিত্যানন্দ-রাম ।
যাঁহার কৃপাতে পাইনু বৃন্দাবন-ধাম ॥ ২০০ ॥
জয় জয় নিত্যানন্দ, জয় কৃপাময় ।
যাঁহা হৈতে পাইনু রূপ-সনাতনাশ্রয় ॥ ২০১ ॥
যাঁহা হৈতে পাইনু রঘুনাথ-মহাশয় ।
যাঁহা হৈতে পাইনু শ্রীস্বরূপ-আশ্রয় ॥ ২০২ ॥
সনাতন-কৃপায় পাইনু ভক্তির সিদ্ধান্ত ।
শ্রীরূপ-কৃপায় পাইনু ভক্তিরসপ্রান্ত ॥ ২০৩ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৮১। কাটোয়ার দুইক্রোশ উত্তরে নৈহাটী-গ্রামের নিকটে ঝামটপুর' গ্রামে কবিরাজ-গোস্বামীর বাস ছিল। সেইস্থানে এক্ষণে শ্রীমহাপ্রভুর বিগ্রহ আছেন।

১৯৬। হাতসান—হস্তস্পর্শ।

২০৩। ভক্তিরসপ্রান্ত—ভক্তিরসের নৈকট্য মাত্র।

অনুভাষ্য

১৮১। 'ঝামটপুর' যাইতে হইলে কাটোয়া-লাইনে ছোট রেলে 'সালার' ষ্টেশনে নামিয়া যাইতে হয়।

জয় জয় নিত্যানন্দ-চরণারবিন্দ ।
যাঁহা হৈতে পাইনু শ্রীরাধাগোবিন্দ ॥ ২০৪ ॥

গ্রন্থকারের দৈন্যোক্তি ঃ—

জগাই মাধাই হৈতে মুঞি সে পাপিষ্ঠ ।
পুরীষের কীট হৈতে মুঞি সে লঘিষ্ঠ ॥ ২০৫ ॥
মোর নাম শুনে যেই, তার পুণ্য ক্ষয় ।
মোর নাম লয় যেই, তার পাপ হয় ॥ ২০৬ ॥
এমন নির্ঘৃণ-মোরে কেবা কৃপা করে ।
এক নিত্যানন্দ বিনু জগৎ ভিতরে ॥ ২০৭ ॥

নিজের প্রতি নিত্যানন্দের কৃপা-বর্ণন ঃ—

প্রেমে মত্ত নিত্যানন্দ কৃপা-অবতার ।
উত্তম, অধম, কিছু না করে বিচার ॥ ২০৮ ॥
যে আগে পড়য়ে, তারে করয়ে নিস্তার ।
অতএব নিস্তারিলা মো-হেন দুরাচার ॥ ২০৯ ॥
মো-পাপিষ্ঠে আনিলেন শ্রীবৃন্দাবন ।
মো-হেন অধমে দিলা শ্রীরূপ-চরণ ॥ ২১০ ॥

নিত্যানন্দ-কৃপায় শ্রীমদনমোহন-সেবাপ্রাপ্তি ঃ—

শ্রীমদনগোপাল-শ্রীগোবিন্দ-দরশন ।
কহিবার যোগ্য নহে এসব কথন ॥ ২১১ ॥
বৃন্দাবন-পুরন্দর শ্রীমদনগোপাল ।
রাসবিলাসী সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রকুমার ॥ ২১২ ॥
শ্রীরাধা-ললিতা-সঙ্গে রাস-বিলাস ।
মন্মথ-মন্মথরূপে যাঁহার প্রকাশ ॥ ২১৩ ॥

শ্রীমদ্ভাগবত (১০।৩২।২)—

তাসামাবিরভূচ্ছৌরিঃ স্মরমানমুখাম্বুজঃ ।
পীতাম্বরধরঃ স্রগ্বী সাক্ষান্মন্মথমন্মথঃ ॥ ২১৪ ॥

স্বমাধুর্য্যে লোকের মন করে আকর্ষণ ।
দুই পাশে রাধা ললিতা করেন সেবন ॥ ২১৫ ॥
নিত্যানন্দ-দয়া মোরে তাঁরে দেখাইল ।
শ্রীরাধা-মদনমোহনে প্রভু করি' দিল ॥ ২১৬ ॥

নিত্যানন্দ-কৃপায় শ্রীগোবিন্দ-সেবা-লাভ ঃ—

মো-অধমে দিল শ্রীগোবিন্দ-দরশন ।
কহিবার কথা নহে অকথ্য-কথন ॥ ২১৭ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২১৪। শ্রীরাসলীলায় গোপীদিগের বিচ্ছেদ-বিলাপের পর সহসা পীতাম্বর, বনমালী, হাস্যবদন, সাক্ষাৎ মদনমোহন তাঁহাদের মধ্যে আবির্ভূত হইলেন।

অনুভাষ্য

২০১-২০২। শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবাভিলাষীর নিকট শ্রীস্বরূপ-রূপ-সনাতন-রঘুনাথ-গোস্বামি-প্রভুগণের আশ্রয় ও প্রসাদ-লাভই জীবনের একমাত্র কাম্য ও বাঞ্ছনীয় ; উহা যে নিত্যানন্দ-কৃপাবলেই লভ্য হয়, তাহা এই দুইটী পয়ারে দেখাইয়াছেন। শ্রীদামোদরস্বরূপ গোস্বামী প্রভুর সম্বন্ধে আদি, ৪র্থ পঃ ১৬০-১৬১ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

২০৩। শ্রীসনাতন গোস্বামিপ্রভু—ভক্তিসিদ্ধান্তাচার্য্য। এই গ্রন্থের অন্ত্যলীলা ৪র্থ পরিচ্ছেদের শেষে গ্রন্থকার লিখিয়াছেন,—"সনাতন গ্রন্থ কৈল ভাগবতামৃতে। ভক্ত-ভক্তি-কৃষ্ণ-তত্ত্ব জানি যাহা হৈতে।। সিদ্ধান্ত-সার গ্রন্থ কৈল দশম-টিপ্পনী। কৃষ্ণলীলা, রসপ্রেম, যাহা হৈতে জানি।। হরিভক্তিবিলাস-গ্রন্থ কৈল বৈষ্ণব-আচার। বৈষ্ণবের কর্ত্তব্য যাঁহা পাইয়ে পার।।" শ্রীরঘুনাথদাস গোস্বামিপাদ "বিলাপকুসুমাঞ্জলি"-স্তবে শ্রীসনাতনের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—"বৈরাগ্যযুগ্‌ভক্তিরসং প্রযত্নৈরপায়য়ন্মামনভীপ্সুমন্ধম্। কৃপাম্বুধির্যঃ পরদুঃখদুঃখী সনাতনস্তং প্রভুমাশ্রয়ামি।।" শ্রীকবিরাজ গোস্বামী (অন্ত্য, ৪র্থ পঃ ২৩৬ সংখ্যায়) প্রথমে শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন ও শ্রীজীবের নাম উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন,—"এই তিন গুরু আর রঘুনাথদাস। ইঁহা সবার চরণ বন্দোঁ যাঁর মুঞি দাস।।" শ্রীরঘুনাথদাসও শ্রীসনাতন প্রভুকে ভক্তি-সিদ্ধান্তাচার্য্য বলিয়া জানাইয়াছেন।

শ্রীরূপগোস্বামিপ্রভু—ভক্তিরসাচার্য্য। (অন্ত্যলীলায়, ৪র্থ পঃ ২২৪ সংখ্যা)—"রূপগোসাঞি কৈল রসামৃতসিন্ধুসার। কৃষ্ণ-ভক্তিরসের যাঁহা পাইয়ে বিস্তার।। উজ্জ্বলনীলমণি-নাম গ্রন্থ আর। রাধাকৃষ্ণ-লীলারস তাঁহা পাইয়ে পার।।"

২০৪। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর তৎকৃত 'প্রার্থনা'য়—"আর কবে নিতাই-চাঁদ করুণা করিবে। সংসার-বাসনা মোর কবে তুচ্ছ হবে।। বিষয় ছাড়িয়া কবে শুদ্ধ হবে মন। কবে হাম হেরব শ্রীবৃন্দাবন।। রূপ-রঘুনাথ-পদে হইবে আকুতি। কবে হাম বুঝব শ্রীযুগল-পিরীতি।।" "হেন নিতাই বিনে ভাই, রাধাকৃষ্ণ পাইতে নাই, দৃঢ় করি' ধর নিতাইর পায়।"

২১৪। রাসক্রীড়াকালে কৃষ্ণের অন্তর্দ্ধান-হেতু শ্রীকৃষ্ণদর্শনাভিলাষিণী গোপীগণ অধীরা হইয়া রোদন করিতে থাকিলে গোপবধূগণের সমক্ষে গোবিন্দদেব আবির্ভূত হইলেন,—

তাসাং (দুঃখপরিখিন্নানাং গোপীনাং মধ্যে) স্ময়মানমুখাম্বুজঃ (স্ময়মানং মুখাম্বুজং যস্য সঃ) পীতাম্বরধরঃ (পীতবসনধারী) স্রগ্বী (মাল্যবান্) সাক্ষাৎ মন্মথমন্মথঃ (কামদেব-মোহনমূর্ত্তিঃ) শৌরিঃ (কৃষ্ণ) আবিরভূৎ।

কল্পবৃক্ষতলে সখীসেবিত শ্রীরাধাগোবিন্দ ঃ—

বৃন্দাবনে যোগপীঠে কল্পতরু-বনে ।
রত্নমণ্ডপ, তাহে রত্নসিংহাসনে ॥ ২১৮ ॥
শ্রীগোবিন্দ বসিয়াছেন ব্রজেন্দ্রনন্দন ।
মাধুর্য্য প্রকাশি' করেন জগৎ মোহন ॥ ২১৯ ॥
বাম-পার্শ্বে শ্রীরাধিকা সখীগণ-সঙ্গে ।
রাসাদিক-লীলা প্রভু করে কত রঙ্গে ॥ ২২০ ॥

ব্রহ্মার উপাস্য ও অষ্টাদশাক্ষর-মন্ত্রের অভিধেয়-দেবতা ঃ—

যাঁর ধ্যান নিজ-লোকে করে পদ্মাসন ।
অষ্টাদশাক্ষর-মন্ত্রে করে উপাসন ॥ ২২১ ॥
চৌদ্দভুবনে যাঁর সবে করে ধ্যান ।
বৈকুণ্ঠাদি-পুরে যাঁর লীলাগুণ-গান ॥ ২২২ ॥
যাঁর মাধুরীতে করে লক্ষ্মী আকর্ষণ ।
রূপগোসাঞি করিয়াছে সে-রূপ বর্ণন ॥ ২২৩ ॥

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু (১।২।২৩৯)—

স্মেরাং ভঙ্গীত্রয়-পরিচিতাং সাচিবিস্তীর্ণদৃষ্টিং
বংশীন্যস্তাধরকিশলয়ামুজ্জ্বলাং চন্দ্রকেণ ।
গোবিন্দাখ্যাং হরিতনুমিতঃ কেশিতীর্থোপকণ্ঠে
মা প্রেক্ষিষ্ঠাস্তব যদি সখে বন্ধুসঙ্গেঽস্তি রঙ্গঃ ॥ ২২৪ ॥

অপ্রাকৃত শ্রীবিগ্রহে প্রাকৃত শিলাকাষ্ঠধাতু-বুদ্ধি মহাপরাধ ঃ—

সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রসুত, ইথে নাহি আন ।
যেবা অজ্ঞে করে তাঁরে প্রতিমা-হেন জ্ঞান ॥ ২২৫ ॥
সেই অপরাধে তার নাহিক নিস্তার ।
ঘোর নরকেতে পড়ে, কি বলিব আর ॥ ২২৬ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২২৪। হে সখে! যদি বান্ধবের সঙ্গ করিতে তোমার লোভ থাকে, তবে কেশীঘাটের নিকটবর্ত্তী ঈষৎ-হাস্যযুক্ত, ত্রিবক্রতা-শালী, বামঅঞ্চলে নেত্রকটাক্ষবিশিষ্ট, অধরপঙ্কজে বিরাজিত-বংশী, কিশলয় ও ময়ূরপুচ্ছদ্বারা উৎকৃষ্ট শোভান্বিত গোবিন্দের শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করিও না। তাৎপর্য্য এই যে, শ্রীগোবিন্দের শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করিলে অন্যত্র বিরাগ উপস্থিত হইবে।

অনুভাষ্য

২২১। পদ্মাসন ব্রহ্মা নিজলোকে অর্থাৎ ব্রহ্মলোকের অধিবাসিগণসহ যে অভিধেয়বিগ্রহ গোবিন্দমূর্ত্তির ধ্যান করেন, চতুর্দ্দশভুবনবাসীর ধ্যেয় সেই গোবিন্দ অষ্টাদশাক্ষর-মন্ত্রদ্বারা অর্চ্চিত হন।

২২৩। আদি ৪র্থ পঃ ১৪৭ সংখ্যায় "কৃষ্ণ-মাধুর্য্যের এক স্বাভাবিক বল। কৃষ্ণ-আদি নরনারী করয়ে চঞ্চল।।"

শ্রীরূপপ্রভুর লঘুভাগবতামৃতে কৃষ্ণের মাধুর্য্যের উৎকর্ষ-বিষয়ে (৩৫১-৩৫২ সংখ্যায়) পদ্মপুরাণের উপাখ্যান-বর্ণন— "লক্ষ্মীদেবী শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য অবলোকন করিয়া তাঁহাতে লোভ-যুক্তা হইয়া তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—'তুমি কেন তপস্যা করিতেছ?' লক্ষ্মী কহিলেন,— 'আমি গোপীরূপে বৃন্দাবনে তোমার সহিত বিহার করিতে ইচ্ছা করি।' শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন,—'তাহা বড়ই দুর্ল্লভ।' লক্ষ্মী পুনরায় কহিলেন,—'প্রভো! আমি স্বর্ণরেখার ন্যায় তোমার বক্ষঃস্থলে থাকিতে ইচ্ছা করি।' তখন শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন,—'তাহাই হউক।' লক্ষ্মীও হেমরেখারূপে কৃষ্ণ-বক্ষে রহিলেন । শ্রীভাগবতে (১০।১৬।৩৬) নাগপত্নীগণ কহিতেছেন,—'লক্ষ্মী পরমা সুন্দরী হইয়াও তোমার পদধূলির অভিলাষ করিয়া সকল কামনা পরি-ত্যাগ করিয়া ও ব্রত ধারণপূর্ব্বক বহুকাল তপস্যা করিয়াছিলেন।'

২২৪। হে সখে, যদি তব বন্ধুসঙ্গে (পুত্রকলত্রাদি-বিষয়িণাং সঙ্গে) রঙ্গঃ (কৌতূহলম্) অস্তি (বিদ্যতে), তদা ইতঃ (অস্মিন্) কেশীতীর্থোপকণ্ঠে (যামুনতটস্থ-কেশীতীর্থে) স্মেরাং (স্মিতান্বিতাং) ভঙ্গীত্রয়পরিচিতাং (গ্রীবাকটিজানুভঙ্গিত্রয়েণ যুক্তাং) সাচিবিস্তীর্ণদৃষ্টিং (তির্য্যক্প্রশস্তাবলোকনাং) বংশীন্যস্তাধর-কিশলয়াং (বংশ্যাং বেণৌ ন্যস্তঃ দত্তঃ অধর এব কিশলয়ঃ নব-পল্লবঃ যয়া তাং) চন্দ্রকেণ (ময়ূরপিচ্ছেন) উজ্জ্বলাং (পরমশোভা-ময়ীং) গোবিন্দাখ্যাং হরিতনুং (নন্দসূনুমূর্ত্তিং) মা প্রেক্ষিষ্ঠাঃ (অবলোকয়, ইতি নিষেধব্যাজেন পরমসৌন্দর্য্যাধারবিগ্রহম্ অবশ্যমেব দ্রষ্টব্যমভিপ্রেতম্। তন্মাধুর্য্যে অনুভূয়মানে সর্ব্বমেব তুচ্ছং মংস্যসে, তস্মাদেনামেব পশ্যেত্যভিপ্রায়ঃ)।

২২৫-২২৬। শ্রীভক্তিসন্দর্ভে (২৮৬ সংখ্যায়)—"পরমো-পাসকশ্চ সাক্ষাৎ পরমেশ্বরত্বেনৈব তাং পশ্যন্তি। ভেদস্ফূর্ত্তের্ভক্তি-বিচ্ছেদকত্বাৎ তথৈব হ্যচিতম্।"

পরমোপাসকগণ শ্রীমূর্ত্তিকে সাক্ষাৎ পরমেশ্বর বলিয়াই দর্শন করেন। ভগবানের সহিত ভগবানের শ্রীমূর্ত্তির ভেদজ্ঞান হইলে ভক্তির বিচ্ছেদ হয় বলিয়া শ্রীমূর্ত্তিকে সাক্ষাৎ ভগবদ্বুদ্ধি করাই কর্ত্তব্য। ভক্তিবিচ্যুত হইলে জীব অভক্ত হইয়া অপরাধবিশিষ্ট হন।

"অর্চ্চ্যে বিষ্ণৌ শিলাধীঃ ** যস্য বা নারকী সঃ"—এই পাদ্মোক্ত শ্লোকের অভিপ্রায়মতে শ্রীবিষ্ণুবিগ্রহ জড়-দ্রব্যগঠিত বা 'প্রতীক'—এই বুদ্ধিযুক্ত জীবের 'নারকী' সংজ্ঞা লাভ হয়। নির্ব্বিশেষবাদিগণ শ্রীমূর্ত্তিকে প্রেমচক্ষে দর্শনে বঞ্চিত হইয়া প্রাকৃতদৃষ্টিবিশিষ্ট হওয়ায় বৈষ্ণব-বিচারে তাঁহারা 'অপরাধী মায়াবাদী' বলিয়া কথিত হন। শ্রীমদ্ভাগবতের মতে "যস্যাত্ম-বুদ্ধিঃ" শ্লোকে "ভৌমে ইজ্যধীঃ" প্রভৃতি ভাববিশিষ্ট ব্যক্তির অনভিজ্ঞতাবশতঃ সেবাধিকার লাভ ঘটে না।

হেন যে গোবিন্দ প্রভু, পাইনু যাঁহা হৈতে ।
তাঁহার চরণ-কৃপা কে পারে বর্ণিতে ॥ ২২৭ ॥

নিত্যানন্দ-গৌরের আশ্রয়ে রাধাগোবিন্দ-ভজনই বৈষ্ণবতা ঃ—

বৃন্দাবনে বৈসে যত বৈষ্ণবমণ্ডল ।
কৃষ্ণনাম-পরায়ণ, পরম মঙ্গল ॥ ২২৮ ॥
যাঁর প্রাণধন—নিত্যানন্দ শ্রীচৈতন্য ।
রাধাকৃষ্ণ-ভক্তি বিনে নাহি জানে অন্য ॥ ২২৯ ॥

নিত্যানন্দ-কৃপাতেই বৈষ্ণবপাদপদ্ম-লাভ ঃ—

সে বৈষ্ণবের পদরেণু, তার পদছায়া ।
অধমেরে দিল প্রভু-নিত্যানন্দ-দয়া ॥ ২৩০ ॥
'তাঁহা সর্ব্ব লভ্য হয়'—প্রভুর বচন ।
সেই সূত্র—এই তার কৈল বিবরণ ॥ ২৩১ ॥

নিত্যানন্দ-কৃপায় সর্ব্বাভীষ্ট-পূরণ ঃ—

সে সব পাইনু আমি বৃন্দাবন আয় ।
সেই সব লভ্য এই প্রভুর কৃপায় ॥ ২৩২ ॥
আপনার কথা লিখি নির্লজ্জ হইয়া ।
নিত্যানন্দ-গুণে লেখায় উন্মত্ত করিয়া ॥ ২৩৩ ॥
নিত্যানন্দ-প্রভুর গুণ-মহিমা অপার ।
'সহস্রবদনে' শেষ নাহি পায় যাঁর ॥ ২৩৪ ॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ২৩৫ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে শ্রীনিত্যানন্দ-তত্ত্বনিরূপণং নাম পঞ্চম-পরিচ্ছেদঃ।

অনুভাষ্য

২২৮-২২৯। শ্রীবৃন্দাবনবাসী সকল বৈষ্ণবই পরমমঙ্গলময়, কৃষ্ণনাম-পরায়ণ ও কীর্ত্তনাখ্যা-ভক্তির আশ্রিত। তাঁহাদের প্রাণধন—শ্রীগৌরনিত্যানন্দ। রাধাকৃষ্ণের নিত্যসেবা ব্যতীত তাঁহারা অন্য কোন কাল্পনিক ভক্তির কথা জানেন না। অধুনা প্রাচীন শুদ্ধভক্তগণের ভজন-প্রণালী পরিত্যাগ করিয়া কেহ কেহ নবীন পন্থাসমূহ উদ্ভাবন করিতেছেন। কেহ বলেন,—'শ্রীগৌরাঙ্গ রাধাকৃষ্ণ হউন্ বা না হউন্, তাঁহার গৌর-নামই আমাদের ভাল লাগে, রাধাকৃষ্ণ-নাম তাদৃশ রুচিপ্রদ নহে। আমাদের 'নদীয়া-নাগরী' ভাবে মধুর (সম্ভোগ)-রসে গৌরের উপাসনাই গৌর-ভক্তি! নাগরীভাবে গৌরের উপাসনা না করিলে শ্রীগৌরাঙ্গের স্বতন্ত্র অবতারের সার্থকতা কি?' এরূপ কুমত পূর্ব্বে উদ্ভাবিত না হইলেও কলিবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বৈষ্ণব-পরিচ্ছদের অভ্যন্তরে এরূপ উৎকট ভাবাবলী প্রসারিত হইতেছে দেখিয়া শুদ্ধভক্ত-মণ্ডলী দুঃখিত হইতেছেন। দুষ্পারা মায়ার ক্রীড়াপুত্তলী হইয়া তাঁহারা শ্রীগৌরাঙ্গকে শ্রীরাধাকৃষ্ণ অপেক্ষা আরও একটু বড় বুদ্ধি করেন ; অর্থাৎ 'রাধা ও কৃষ্ণ' উভয়ের মিলিত তনু বলিয়া গৌরাঙ্গ একক-কৃষ্ণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ! কেহ কেহ আবার প্রাকৃত স্মার্ত্ত ও পঞ্চোপাসক-সমাজের পদানত হইয়া গৌর, গৌরধাম, গৌরশক্তি ও গৌরভক্তির বিরোধী হইয়া প্রাকৃত-ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞানবলে রাধাকৃষ্ণ-ভজনের কল্পনা করেন। এই উভয় সম্প্রদায়ই ষড়্গোস্বামীর বিশুদ্ধমত-বিরোধী, সুতরাং ভগবদ্ভক্তিবিহীন, ইন্দ্রিয়পরায়ণ, নাস্তিক ও কলির দাস। ভবিষ্যৎকালে কল্পনাবলে হরিবিমুখ দাম্ভিকগণ আপনাদিগকে শ্রীগৌরসুন্দরের অত্যন্ত প্রিয় বলিয়া পরিচয় দিতে গিয়া শ্রীগৌরবস্তুকে বিস্মৃত হইয়া রাধাকৃষ্ণে ভক্তি ছাড়িয়া দিবে এবং তাহাদের কুবাসনাগর্ভজাত নিজ-কল্পিত গৌরকে দুর্ভাগ্য-জীবের বঞ্চনের জন্য বহুমানন করিবে—একথা সর্ব্বদর্শী সর্ব্বজ্ঞ শ্রীকবিরাজ গোস্বামী অনুধাবন করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, প্রকৃতপ্রস্তাবে শ্রীগৌরাঙ্গ-পদাশ্রিতজনের একমাত্র আরাধ্যই শ্রীগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধরের শ্রীচরণ-যুগল।

২৩১। বৃন্দাবনে বৈষ্ণবাদেশে শ্রীচরিতামৃত-লেখার মূল সূত্র—নিতাইর কৃপাদেশ। আদি, ৫ম পঃ ১৯৬ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

২৩৪। মধ্য, ২১শ পঃ ১০ ও ১২ সংখ্যা এবং ভাঃ ২।৭।৪১ এবং ১০।১৪।৭ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

ইতি অনুভাষ্যে পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২৩২। আয়—আসিয়া।

ইতি অমৃতপ্রবাহভাষ্যে পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

কথাসার—শ্রীমদদ্বৈত-আচার্য্যপ্রভুর স্বরূপ ও মহিমা দুই শ্লোকের বিচারদ্বারা নিরূপিত হইয়াছে। মায়ার দুইটী বৃত্তি—নিমিত্ত ও উপাদান। প্রকৃতিতে লক্ষিত নিমিত্ত-কারণরূপ পুরুষাবতারের নাম 'মহাবিষ্ণু'। উপাদানরূপ প্রধানতত্ত্বে মহাবিষ্ণুর দ্বিতীয়স্বরূপই 'অদ্বৈত'। সেই অদ্বৈত জগৎ-সৃষ্ট্যাদির কার্য্যে কর্ত্তাবিশেষ এবং ভক্তভাব স্বীকার করত জগতে ভক্তি শিক্ষা দিয়াছেন। তিনি যে চৈতন্যের দাস, একথা বলিতে তাঁহার মাহাত্ম্যই বৃদ্ধি পায় ; যেহেতু অন্তর্ভূত দাস্য-ভাব ব্যতীত কোনরসেই কৃষ্ণমাধুর্য্য আস্বাদন করা যায় না। (অঃ প্রঃ ভাঃ)

অদ্বৈতাচার্য্য-কৃপায় তৎস্বরূপনিরূপণে সামর্থ্য ঃ—

বন্দে তং শ্রীমদদ্বৈতাচার্য্যমদ্ভুতচেষ্টিতম্ ।
যস্য প্রসাদাদজ্ঞোঽপি তৎস্বরূপং নিরূপয়েৎ ॥ ১ ॥
জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ২ ॥
পঞ্চশ্লোকে কহিল শ্রীনিত্যানন্দ-তত্ত্ব ।
শ্লোকদ্বয়ে কহি অদ্বৈতাচার্য্যের মহত্ত্ব ॥ ৩ ॥

আদি ১৪ শ্লোকের মধ্যে ১২শ ও ১৩শ শ্লোকের ব্যাখ্যা ঃ—
শ্রীস্বরূপগোস্বামি-কড়চা—

মহাবিষ্ণুর্জগৎকর্ত্তা মায়য়া যঃ সৃজত্যদঃ ।
তস্যাবতার এবায়মদ্বৈতাচার্য্য ঈশ্বরঃ ॥ ৪ ॥
অদ্বৈতং হরিণাদ্বৈতাদাচার্য্যং ভক্তিশংসনাৎ ।
ভক্তাবতারমীশং তমদ্বৈতাচার্য্যমাশ্রয়ে ॥ ৫ ॥

শ্রীঅদ্বৈতের তত্ত্ব ও মহত্ত্ব ঃ—

অদ্বৈত-আচার্য্য গোসাঞি সাক্ষাৎ ঈশ্বর ।
যাঁহার মহিমা নহে জীবের গোচর ॥ ৬ ॥

মহাবিষ্ণুর অবতার ঃ—

মহাবিষ্ণু সৃষ্টি করেন জগদাদি কার্য্য ।
তাঁর অবতার সাক্ষাৎ অদ্বৈত আচার্য্য ॥ ৭ ॥

কারণার্ণবশায়ীর অভিন্নাংশ ঃ—

যে পুরুষ সৃষ্টি-স্থিতি করেন মায়ায় ।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেন লীলায় ॥ ৮ ॥
ইচ্ছায় অনন্ত মূর্ত্তি করেন প্রকাশ ।
এক এক মূর্ত্ত্যে করেন ব্রহ্মাণ্ডে প্রবেশ ॥ ৯ ॥
সে পুরুষের অংশ—অদ্বৈত, নাহি কিছু ভেদ ।
শরীর-বিশেষ তাঁর,—নাহিক বিচ্ছেদ ॥ ১০ ॥

জগদুপাদান-প্রধানের অধিষ্ঠাতৃদেবতা ঃ—

সহায় করেন তাঁর লইয়া 'প্রধান' ।
কোটি ব্রহ্মাণ্ড করেন ইচ্ছায় নির্ম্মাণ ॥ ১১ ॥

মঙ্গলময় শ্রীঅদ্বৈত ঃ—

জগৎ-মঙ্গল অদ্বৈত, মঙ্গল-গুণধাম ।
মঙ্গল-চরিত্র সদা, 'মঙ্গল' যাঁর নাম ॥ ১২ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১। যাঁহার প্রসাদে অজ্ঞব্যক্তিও তাঁহার স্বরূপ নিরূপণ করিতে পারেন, সেই অদ্ভুতচেষ্টাবিশিষ্ট শ্রীমদ্ অদ্বৈতাচার্য্যকে আমি বন্দনা করি।

৪-৫। যে মহাবিষ্ণু, মায়াদ্বারা এই জগৎকে সৃষ্টি করেন, তিনি জগৎকর্ত্তা ; ঈশ্বর অদ্বৈতাচার্য্য তাঁহারই অবতার। হরি হইতে অভিন্ন তত্ত্ব বলিয়া তাঁহার নাম 'অদ্বৈত', ভক্তি-শিক্ষক বলিয়া তাঁহাকে 'আচার্য্য' বলে—সেই ভক্তাবতার অদ্বৈতাচার্য্য-ঈশ্বরকে আমি আশ্রয় করি।

অনুভাষ্য

১। যস্য (অদ্বৈতপ্রভোঃ) প্রসাদাৎ (অনুকম্পয়া) অজ্ঞঃ অপি তৎস্বরূপং (বস্তুতত্ত্বং) নিরূপয়েৎ (নিরূপয়িতুং শকুয়াৎ) তম্ অদ্ভুতচেষ্টিতং (অদ্ভুতানি চেষ্টিতানি যস্য তং) শ্রীমদদ্বৈতাচার্য্যম্ [অহং] বন্দে।

২। যঃ জগৎকর্ত্তা মহাবিষ্ণুঃ (নিমিত্তকারণাশ্রয়ঃ) মায়য়া অদঃ (বিশ্বং) সৃজতি, তস্য অবতারঃ এব অয়ম্ ঈশ্বরঃ (উপাদান-কারণাশ্রয়ঃ) অদ্বৈতাচার্য্যঃ।

৩। হরিণা (বিষ্ণুতত্ত্বেন সহ) অদ্বৈতাৎ (ভেদরাহিত্যাৎ হেতোঃ) 'অদ্বৈতং', ভক্তিশংসনাৎ (ভজনোপদেষ্টৃত্বাৎ হেতোঃ) 'আচার্য্যং', ভক্তাবতারম্ ঈশং তম্ অদ্বৈতাচার্য্যম্ আশ্রয়ে (প্রপদ্যে)।

১২। শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু—মহাবিষ্ণু। তিনি আচার্য্য। বিষ্ণুর আচরণ কর্ত্তৃসত্তায় মঙ্গলময়। তাঁহার মঙ্গলময়ী লীলা ও বস্তুত্বে

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১০। একই মায়া উপাদান-অংশে 'প্রধান' ও নিমিত্তাংশে 'মায়া'। মহাবিষ্ণু মায়ার এই দুইবৃত্তিতে দুইরূপে বিরাজমান। মহাবিষ্ণু একস্বরূপে 'প্রকৃতিস্থ' হইয়া জগতের নিমিত্তকারক, তাহাই 'বিষ্ণু'রূপ ; দ্বিতীয়স্বরূপে 'প্রধানস্থ' হইয়া রুদ্ররূপে 'অদ্বৈত'। অতএব পুরুষ হইতে অদ্বৈতের কিছুমাত্র ভেদ নাই—কেবল শরীরভেদ।

অনুভাষ্য

মাঙ্গল্য দর্শন করিলে জীবের মঙ্গল হয়। তিনি যাবতীয় মঙ্গলের আকর। তাঁহার সেবোন্মুখ আচরণ জগতে সকলেরই মঙ্গল বিধান করে। জগজ্জঞ্জালগণ এই শুদ্ধ, নিত্য, পূর্ণ ও মুক্ত মঙ্গল বুঝিতে না পারিয়াই আত্মবৃত্তি 'ভক্তি' হইতে বিচ্যুত হয়। ভোগবুদ্ধিমূলক কর্ম্মানুষ্ঠান, নির্ব্বিশিষ্ট মুক্তিলাভ প্রভৃতি কোন অমঙ্গলের কথা চিন্ময়গুণে গুণী শ্রীঅদ্বৈতে স্থান পায় না। তাঁহাকে অদ্বয়-বিষ্ণুতত্ত্ব বুঝিতে না পারিয়া, ভক্তিহীন ও কেবলাদ্বৈতবাদি-জ্ঞানে যে-সকল মায়ামোহিত আসুরস্বভাব জীবগণ তাঁহার অনুগমনের ছলনা করিয়াছিল, নিজমায়াদ্বারা তাহাদিগের আত্মম্ভরিতা পোষণ করাইবার ছলনায় আচার্য্যের সেই অভক্তগণকে যে দণ্ডবিধান, তাহাও মঙ্গলাচরণ মাত্র। বিষ্ণুবস্তু অন্বয় ও ব্যতিরেকভাবে জীবের মঙ্গলই উৎপন্ন করে। অমঙ্গলকে মঙ্গলরূপে প্রতিষ্ঠিত করিলে বিষ্ণুমায়ার ঔপাদানিক আকর বুঝিতে পারা যায় না। কেহ কেহ বলেন,—অদ্বৈতপ্রভুর অপর নাম 'মঙ্গল' ছিল। তিনি নৈমিত্তিক অবতাররূপে প্রকৃতিতে উপাদান-শক্তির সঞ্চার করিয়া থাকেন।

অসংখ্য বৈভব লইয়া পুরুষের সৃষ্টি ঃ—

কোটি অংশ, কোটি শক্তি, কোটি অবতার ।
এত লঞা সৃজে পুরুষ সকল সংসার ॥ ১৩ ॥

মায়ার দুইরূপ ঃ—

মায়া যৈছে দুই অংশ—'নিমিত্ত', 'উপাদান' ।
'মায়া'—নিমিত্ত-হেতু, উপাদান—'প্রধান' ॥ ১৪ ॥

দুই মূর্ত্তিতে কারণার্ণবশায়ীর সৃষ্টি ঃ—

পুরুষ ঈশ্বর ঐছে দ্বিমূর্ত্তি হইয়া ।
বিশ্ব-সৃষ্টি করে 'নিমিত্ত', 'উপাদান' লঞা ॥ ১৫ ॥

স্বয়ং—নিমিত্ত এবং অদ্বৈতপ্রভু—'উপাদান'-কারণ ঃ—

আপনে পুরুষ—বিশ্বের 'নিমিত্ত'-কারণ ।
অদ্বৈত-রূপে 'উপাদান' হন নারায়ণ ॥ ১৬ ॥

অনুভাষ্য

তিনি অমঙ্গলময় প্রাকৃত বস্তু নহেন বা তিনি অমঙ্গলময় প্রাকৃত গুণের আশ্রয় নহেন। তাঁহার চরিত্রানুকরণেই জীবের মঙ্গলোদয় হয়। তাঁহার নাম শ্রবণ ও কীর্ত্তন করিলে জীবের সকল অমঙ্গল বিনষ্ট হয়। বিষ্ণুবস্তুতে কোন প্রকার অনুপাদেয়, অবর, পরিচ্ছিন্ন, নির্ব্বিশেষ-ধর্ম্ম আরোপ করিতে নাই। তাঁহার বাস্তবসত্তা যাহা, তদ্বিষয়ে অপ্রাকৃত জ্ঞানলাভদ্বারাই জীবের নিঃশ্রেয়স-লাভ হয়।

১৪। মধ্য, ২০শ পঃ ২৭১ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১৫। দৃশ্যজগতের আকর-নির্ণয়ে দুইপ্রকার বিচারপ্রণালী দৃষ্ট হয়। একপ্রকার মত এই যে,—সচ্চিদানন্দবস্তু হইতে জগৎ গৌণভাবে সৃষ্ট, মুখ্যভাবে সপরিকর গোলোক-বৈকুণ্ঠাদির প্রকাশ। অপর মত এই যে,—অসৎ, অচিৎ ও নিরানন্দের আকর—দুর্জ্ঞেয়, অব্যক্ত ও বস্তুভাব। বেদ-প্রয়োজন—বেদের চরমফল বেদান্ত—পূর্ব্বোক্ত মতের বক্তা ; আর সাংখ্যাদি স্মৃতি বস্তুবাদের বিরোধোদ্দেশে তদ্বিপরীত শেষোক্ত মত প্রকাশ করিয়াছেন। দৃশ্যজগৎ অধিকাংশই অচিৎপ্রতীতিময়। প্রাণিগণে যে চিদাভাসধর্ম্ম গুণমায়া-রচিত বিশ্বের সহিত সংশ্লিষ্ট, তাদৃশ চেতনধর্ম্মও প্রকৃতি হইতে গুণকর্ত্তৃক উৎপন্ন,—এই বিচারে উপাদান-কারণত্বে কেহ কেহ বেদান্ত-মতের সহিত ভেদ স্থাপন করেন। সর্ব্বকারণকারণ আকরবস্তুই শক্তিমৎতত্ত্ব ; শক্তিও শক্তিমৎতত্ত্বে অবস্থিত। দৃশ্যজগৎ যে-প্রকার শক্তি হইতে উদ্ভূত হইয়াছে, তদ্ভিন্ন শক্তিসমূহও সেই বৃহৎ পালক-বস্তুতে নিত্যকাল অবস্থিত। যাঁহারা দৃশ্যজগতের বিষয়-সেবায় আবদ্ধ, তাঁহারা জাগতিক শক্তির উপলব্ধি করিয়া তাহারই শক্তিমান্-মাত্র বলিয়া ভগবান্‌কে মনে করেন। তাঁহারা,—একমাত্র শক্তি হইতে শক্তিমৎতত্ত্ব প্রসূত হইয়াছে এবং খণ্ড-শক্তিমান্‌গুলিকে প্রাকৃত-জ্ঞানে অখণ্ড-শক্তিমত্তা ও প্রকৃতি হইতে জাত—এরূপ অপসিদ্ধান্ত করেন। জাগতিক ইন্দ্রিয়-জ্ঞানে যে সদসৎ জ্ঞেয়রূপে নির্দ্দিষ্ট হয়, তাহাকেই 'আকর' বলিয়া বিচার করিতে গেলে অচিৎ হইতেই চেতনের উদ্ভব—এরূপ স্থিরীকৃত হয় বটে ; কিন্তু প্রকৃত সত্য—শক্তিবিশিষ্ট বাস্তব-বস্তুতেই অধিষ্ঠিত। যে বস্তু দেশকাল-পাত্র সৃষ্টি করে, সেই বস্তুকে মূল-কারণরূপে নির্দ্দেশ না করিয়া বহু-বিচিত্রতাময় অসংখ্য-বস্তুকে প্রথমেই গ্রহণ করিয়া তাহা

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৫। যেরূপ প্রকৃতিতে 'নিমিত্ত' ও 'উপাদান'—দুইভাগ, তদ্রূপ পুরুষ, 'মহাবিষ্ণু'রূপে নিমিত্ত এবং 'অদ্বৈত'রূপে উপাদান—এই দুইমূর্ত্তি হইয়া বিশ্ব সৃষ্টি করেন।

অনুভাষ্য

হইতে অনুমিতি-ন্যায়াবলম্বনে একের দিকে অগ্রসর হইবার পদ্ধতি—'অধিরোহ-বাদ' নামে খ্যাত। 'অবরোহ-বিচারে' বস্তুই সর্ব্বকারণকারণ ; তাঁহাতে অনন্তশক্তি বর্ত্তমান বলিয়া তিনি সবিশেষতত্ত্ব। তাঁহার নির্ব্বিশেষত্বও অসংখ্য সবিশেষ-বিচারের মধ্যে অন্যতম। অচিদ্বস্তুর ধারণা হইতে তাহাকে কার্য্যজ্ঞানে তৎকারণ অনুসন্ধান করিতে গিয়া তাদৃশ মাদকদ্রব্য-সঙ্গজনিত বুদ্ধি জন্মে। 'প্রকৃতপক্ষে জড়া প্রকৃতিই মূলকারণ'—এরূপ ধারণা বাস্তব সত্য হইতে পৃথক্। অনন্তশক্তিমান্ পরমেশ্বর-বস্তুর ঈক্ষণ-শক্তি হইতেই অব্যক্ত ও অচিচ্ছক্তিপরিণত জগৎ। প্রকৃতি সর্ব্বশক্তিমান্ হইতে প্রাপ্ত শক্তি লাভ করিয়াই জীবের জড়েন্দ্রিয়-গ্রাহ্য কালদেশান্তর্গত জগৎ নির্ম্মাণ করেন। অনন্তশক্তিমান্ বাস্তব-বস্তু জগৎনির্ম্মাণের শক্তিদ্বারাই বদ্ধজীবের নিকট উপলব্ধ হন। বস্তুর সহিত সম্বন্ধ-বিবেকাভাব হইতেই এইরূপ বিচার-ভ্রান্তি জীবের 'বিবর্ত্ত' উৎপন্ন করে। সত্যের প্রকাশ না হওয়া পর্য্যন্ত ভগবদ্বিমুখ জীব ভোগযোগ্য জগতে বিচরণ করিয়া সত্যবস্তুর সন্ধান পান না।

শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ গোবিন্দভাষ্যে (ব্রঃ সূঃ, ২ অঃ ২ পা)—"সাঙ্খ্যাচার্য্যঃ কপিলস্তত্ত্বানি সংজগ্রাহ,—সত্ত্বরজস্তমসাং সাম্যাবস্থা প্রকৃতিঃ। প্রকৃতের্মহান্, মহতোঽহঙ্কারঃ. অহঙ্কারাৎ পঞ্চতন্মাত্রাণি, উভয়মিন্দ্রিয়ং, স্থূলভূতানি, পুরুষ ইতি পঞ্চ-বিংশতির্গণ ইতি। সাম্যেনাবস্থিতানি পুরুষসত্ত্বাদীনি প্রকৃতিঃ। তানি চ সুখদুঃখমোহাত্মকানি ক্রমাদ্বোধ্যানি,—তৎকার্য্যে জগতি সুখাদিরূপত্বদর্শনাৎ। তথাহি তরুণী রত্যা পত্যুঃ সুখদেতি সাত্ত্বিকী ভবতি, মানেন দুঃখদেতি রাজসী, বিরহেণ মোহদেতি তামসী চেত্যেবং সর্ব্বে ভাবা দ্রষ্টব্যাঃ। উভয়মিন্দ্রিয়মিতি দশ বাহ্যেন্দ্রিয়া-ণ্যেকমন্তরিন্দ্রিয়ং মন ইত্যেকাদশেত্যর্থঃ। নিত্যা বিভ্বী চ প্রকৃতিঃ। মূলে মূলাভাবাদমূলং মূলম্। ন পরিচ্ছিন্নং সর্ব্বোপাদানম্। "সর্ব্বত্র কার্য্যদর্শনাৎ বিভুত্বম্" ইতি সূত্রেভ্যঃ। মহদহঙ্কার-পঞ্চতন্মাত্রাণি

অনুভাষ্য

সপ্ত প্রকৃতিবিকৃতয়ঃ। অহমাদেঃ প্রকৃতয়ঃ, প্রধানাদেস্তু বিকৃতয় ইতি। একাদশেন্দ্রিয়াণি পঞ্চভূতানি চেতি ষোড়শ বিকৃতয় এব। পুরুষস্তু নিষ্পরিণামত্বান্ন কস্যাপি প্রকৃতির্ন চ বিকৃতিরিতি। সা খলু প্রকৃতির্নিত্যবিকারা স্বয়মচেতনাঽপ্যনেকচেতন-ভোগাপবর্গ-হেতুরত্যন্তাতীন্দ্রিয়াপি তৎকার্য্যেণানুমীয়তে। একৈব বিষমগুণা সতী পরিণামশক্ত্যা মহদাদিবিচিত্ররচনং জগৎ প্রসূতে ইতি জগন্নিমিত্তোপাদানভূতা সেতি। পুরুষস্তু নিষ্ক্রিয়ো নির্গুণো বিভু-চিৎ প্রতিকায়ং ভিন্নঃ সঙ্ঘাতপরার্থাদনুমেয়শ্চ সঃ। বিকার-ক্রিয়য়োর্বিরহাৎ কর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্বয়োর্বিরহঃ। এবং স্থিতে প্রকৃতি-পুরুষয়োস্তত্ত্বে সন্নিধিমাত্রাৎ তয়োর্মিথোধর্ম্মবিনিময়ঃ—প্রকৃতৌ চৈতন্যং পুরুষে তু কর্ত্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বয়োরধ্যাসো ভবতি। ইত্থম-বিবেকাৎ ভোগঃ, বিবেকাৎ তু অপবর্গঃ। প্রকৃত্যৌদাসীন্যবপু-রিত্যেবমাদীনর্থান্ সোপপত্তিকৈঃ সূত্রৈর্নিববন্ধ। অস্যাং প্রক্রিয়ায়াং প্রত্যক্ষানুমানাগমান্ প্রমাণানি মেনে। ত্রিবিধং প্রমাণং, তৎসিদ্ধৌ সর্ব্বসিদ্ধের্নাধিক্যসিদ্ধিরিতি। তত্র প্রত্যক্ষাগমসিদ্ধেষ্বর্থেষু নাতীব বিসংবাদঃ। যত্তু "পরিমাণাৎ", "সমন্বয়াৎ", "শক্তিতশ্চ" ইত্যাদি-সূত্রৈঃ প্রধানং জগৎকারণমনুমিতং, তন্নিরস্যং ভবতি,—তেনৈব সর্ব্বতন্মত-নিরাসাৎ। তত্র প্রধানং জগন্নিমিত্তোপাদানং ভবেৎ ন বেতি সংশয়ে, প্রধানমেব তথা জগতঃ সাত্ত্বিকাদিরূপত্বাৎ প্রধান-স্যৈব সত্ত্বাদিরূপস্য তদুপাদানত্বেনানুমানাৎ। ঘটাদিকার্য্যস্যো-পাদানং খলু তৎ-সজাতীয়ং মৃদাদ্যেব দৃষ্টম্। ফলতি বৃক্ষশ্চলতি জলমিতিবৎ জড়স্যাপি তস্য কর্ত্তৃত্বঞ্চ। তস্মাৎ প্রধানমেব জগদু-পাদানং জগৎকর্ত্তৃ চেত্যেবং প্রাপ্তে, (ব্রঃ সূঃ ২ অঃ, ২ পা)—

"রচনানুপপত্তেশ্চ নানুমানম্" ॥ ১ ॥

অনুমীয়তে জগদ্ধেতুতয়েত্যনুমানং জড়ং প্রধানম্। তন্ন জগদুপাদানং, ন চ তন্নিমিত্তম্। কুতঃ?—রচনেতি। বিচিত্র-জগদ্রচনায়াশ্চেতনানধিষ্ঠিতেন জড়েন তেনাসিদ্ধেরিত্যর্থঃ। ন খলু চেতনানধিষ্ঠিতৈরিষ্টকাদিভিঃ প্রাসাদাদিরচনা সিদ্ধা লোকে। চ-শব্দেনান্বয়ানুপপত্তিঃ সমুচ্চিতা। ন হি বাহ্যা ঘটাদয়ঃ সুখাদি-রূপতয়ান্বিতাঃ। সুখাদীনামান্তরত্বাৎ ঘটাদীনাং সুখাদিহেতুত্বাৎ তদ্রূপত্বাপ্রতীতেশ্চ ॥ ১ ॥

"প্রবৃত্তেশ্চ" ॥ ২ ॥

জড়স্য চেতনাধিষ্ঠিতত্বে সতীতি শেষঃ। যস্মিন্নধিষ্ঠাতরি সতি জড়ং প্রবর্ত্ততে, তস্যৈব সা প্রবৃত্তিরিতি নিশ্চিতং রথ-সূতাদৌ। ইত্থঞ্চ ফলতীত্যাদিকং প্রত্যুক্তম্। তত্রাপি চেতনা-ধিষ্ঠিতত্বাৎ তচ্চান্তর্যামিব্রাহ্মণাৎ। এতৎ পরত্র স্ফুটীভাবি। চোঽবধারণে। অহং করোমীতি চেতনস্যৈব প্রবৃত্তিদর্শনাৎ জড়স্য কর্ত্তৃত্বং নেতি বা। ননু প্রকৃতি-পুরুষয়োঃ সন্নিধিমাত্রেণ মিথো ধর্ম্মাধ্যাসাৎ জগদ্-রচনোপপত্তিরিতি চেদুচ্যতে,—অধ্যাসহেতুঃ

অনুভাষ্য

সন্নিধিঃ কিং তয়োঃ সদ্ভাবঃ কিংবা প্রকৃতিপুরুষগতঃ কশ্চিদ্বিকার ইতি? নাদ্যঃ—মুক্তানামপ্যধ্যাসপ্রসঙ্গাৎ অন্ত্যোঽপি ন,—তাবৎ প্রকৃতি-গতো বিকারঃ অধ্যাস-কার্য্যতয়াভিমতস্য তস্যাধ্যাস-হেতুত্বাযোগাৎ ; ন চ পুরুষগতঃ, অস্বীকারাৎ ॥ ২ ॥

ননু পয়ো যথা দধিভাবেন স্বতঃ পরিণমতে, যথা চাম্বু বারিদমুক্তমেকরসমপি তালচূতাদিষু মধুরাম্লাদিবিচিত্ররসরূপেণ, তথা প্রধানমপি পুরুষকর্ম্মবৈচিত্র্যাৎ তনুভুবনাদিরূপেণেতি চেৎ তত্রাহ,—

"পয়োঽম্বুবচ্চেৎ তত্রাপি" ॥ ৩ ॥

তয়োঃ পয়োঽম্বুনোরপি চেতনাধিষ্ঠিতয়োরেব প্রবৃত্তিঃ, ন তু স্বতঃ রথাদিদৃষ্টান্তেন তথানুমানাৎ। তয়োস্তদধিষ্ঠিতত্বং চান্তর্যামিব্রাহ্মণাৎ সিদ্ধম্ ॥ ৩ ॥

"ব্যতিরেকানবস্থিতেশ্চানপেক্ষত্বাৎ" ॥ ৪ ॥

অপ্যর্থে চ-কারঃ। সৃষ্টেঃ প্রাক্ প্রধানব্যতিরেকেণ হেত্বন্তরা-নবস্থিতেরনপেক্ষত্বান্ন কেবলস্য প্রধানস্য স্বপরিণামকর্ত্তৃত্বম্। প্রধানব্যতিরিক্তস্তৎপ্রবর্ত্তকস্তন্নিবর্ত্তকো বা হেতুরাদিসর্গাৎ পূর্ব্বং নাবতিষ্ঠতে ইতি যৎ স্বীকৃতং, তস্যাপি পুনরপেক্ষণাৎ,—চৈতন্য-সন্নিধের্হেত্বন্তরস্যাঙ্গীকারাদিতি যাবৎ ; তথা চ কেবলজড়কর্ত্তৃত্ব-বাদভঙ্গঃ। কিঞ্চ, ব্যতিরিক্তহেত্বভাবাৎ সন্নিধিসত্ত্বাচ্চ প্রলয়েঽপি কার্য্যোদয়প্রসঙ্গঃ। ন চ তদাদৃষ্টোদ্বোধাভাবাৎ কার্য্যাভাবস্তদুদ্বোধ-স্যাপি তদৈবাপাদ্যমানত্বাৎ ॥ ৪ ॥

ননু লতাতৃণপল্লবাদি বিনৈব হেত্বন্তরং স্বভাবাদেব ক্ষীরা-কারেণ পরিণমতে, তথা প্রধানমপি মহদাদ্যাকারেণেতি চেত্ত-ত্রাহ—

"অন্যত্রাভাবাচ্চ ন তৃণাদিবৎ" ॥ ৫ ॥

অবধৃতৌ চ-শব্দঃ। নৈতচ্চতুরস্রম্। কুতঃ?—অন্যত্রাভাবাৎ। বলীবর্দ্দাদিভক্ষিতে তৃণাদিকে ক্ষীরাকারপরিণামাভাবাদিত্যর্থঃ। যদি স্বভাবাদেব তৃণাদি ক্ষীরাত্মনা পরিণমতে, তর্হি চত্বরাদি-পতিতেঽপি তথা স্যান্ন চৈবমস্ত্যতো ন স্বভাবমাত্রং হেতুঃ ; কিন্তু ব্যক্তিবিশেষসম্বন্ধাৎ সর্ব্বেশসঙ্কল্প এব তথেতি ॥ ৫ ॥

প্রধানস্য জাড্যাৎ স্বতঃপ্রবৃত্তির্ন সমস্তীত্যাপাদিতম্। অথ ত্বন্মুখোল্লাসায় তাঞ্চেদভ্যুপগচ্ছামস্তথাপি ন কিঞ্চিত্তবাভীষ্টং সিদ্ধ্যেদিত্যাহ—

"অভ্যুপগমেঽপ্যর্থাভাবাৎ" ॥ ৬ ॥

চতুর্থ্যং নেত্যনুবর্ত্ততে। পুরুষো মাং ভুক্ত্বা মদ্দোষাননুভূয় মদৌদাসীন্যলক্ষণং মোক্ষং প্রাপ্স্যতীতি তদ্ভোগাপবর্গার্থং প্রধান-প্রবৃত্তিং মন্যতে। প্রধানপ্রবৃত্তিঃ পরার্থা, স্বতোঽপ্যভোক্তৃত্বাদুষ্ট্র-কুঙ্কুমবহনবদিতি। অকর্ত্তাপি পুরুষো ভোক্তেতি চ মন্যতে। অকর্ত্তুরপি ফলোপভোগোঽন্নাদবদিতি। সৈষা প্রবৃত্তির্ন যুক্তা

অনুভাষ্য

মন্তম্‌। কুতঃ ?—তস্যাঃ স্বীকারে ফলাভাবাৎ। পুরুষস্য প্রকৃতি-দর্শনরূপো ভোগস্তদৌদাসীন্যরূপো মোক্ষশ্চ প্রবৃত্তেঃ ফলম্‌। তত্র ভোগস্তাবন্ন সম্ভবতি, প্রবৃত্তেঃ প্রাক্‌ চৈতন্যমাত্রস্য নির্ব্বিকার-স্যাকর্ত্তুঃ পুরুষস্য তদ্দর্শনরূপবিকারাযোগাৎ। ন চাপবর্গঃ, প্রাগপি প্রবৃত্তেস্তস্য সিদ্ধত্বেন তদ্বৈয়র্থ্যাৎ। সন্নিধিমাত্রস্য ভোগহেতুত্বে তু মুক্তানামপি তদাপত্তিঃ, তস্য নিত্যত্বাৎ ॥ ৬ ॥

ননু যথা গতিশক্তিরহিতস্য দৃক্‌শক্তিসহিতস্য পঙ্গুপুরুষস্য সন্নিধানাদ্‌ গতিশক্তিমান্‌ দৃক্‌শক্তিরহিতোঽপ্যন্ধঃ প্রবর্ত্ততে, যথা চায়স্কান্তাশ্মনঃ সন্নিধানাজ্জড়মপ্যয়শ্চলতি, এবং চিন্মাত্রস্য পুংসঃ সন্নিধানাদচেতনাপি প্রকৃতিস্তচ্ছায়য়া চেতনেব তদর্থে সর্গে প্রবর্ত্তেতেতি চেত্তত্রাহ—

"পুরুষাশ্মবদিতি চেত্তথাপি" ॥ ৭ ॥

তথাপি তেনাপি প্রকারেণ জড়স্য স্বতঃ প্রবৃত্তির্ন সিদ্ধ্যতি। পঙ্গোর্গতিবৈকল্যেঽপি বর্ত্মদর্শন-তদুপদেশাদয়োঽন্ধস্য দৃক্‌শক্তি-বিরহেঽপি তদুপদেশ-গ্রহাদয়ো বিশেষাঃ সন্তি। অয়স্কান্তমণে-শ্চায়ঃসামীপ্যাদয়ঃ। পুরুষস্য তু নিত্যনিষ্ক্রিয়স্য নির্ধর্ম্মকস্য ন কোঽপি বিকারঃ। সন্নিধিমাত্রেণ তস্মিন্‌ স্বীকৃতে তস্য নিত্যত্বা-ন্নিত্যং সর্গো মোক্ষাভাবশ্চ প্রসজ্যেত। কিঞ্চ, পঙ্গ্বন্ধাবুভৌ চেতনৌ অয়স্কান্তায়সী চ দ্বে জড়ে ইতি দৃষ্টান্তবৈষম্যং বিস্ফুটম্‌ ॥ ৭ ॥

যত্তু গুণানামুৎকর্ষাপকর্ষবশেনাঙ্গাভাবাদ্বিশ্বসৃষ্টিরিতি মন্যতে, তন্নিরস্যতি—

"অঙ্গিত্বানুপপত্তেশ্চ" ॥ ৮ ॥

সত্ত্বাদীনাং সাম্যেনাবস্থিতিঃ প্রধানাবস্থা। তস্যাং চ নিরপেক্ষ-স্বরূপাণাং তেষাং কস্যচিদেকস্যাঙ্গিত্বংনোপপদ্যতে, ইতরয়োস্তৎ-সমত্বেন গুণীভাবাসম্ভবাৎ। তথা চ গুণানামঙ্গাঙ্গিভাবাসিদ্ধিঃ। ন চেশ্বরঃ কালো বা তৎকৃৎ, অস্বীকারাৎ। যথাহ কপিলঃ—ঈশ্বরা-সিদ্ধেঃ মুক্তবদ্ধয়োরন্যতরাভাবান্ন তৎসিদ্ধিরিতি। দিক্‌কালা-বাকাশাদিভ্য ইতি চ। ন চ পুরুষস্তৎকৃৎ তস্য তত্রৌদাসীন্যাৎ। তথাচ গুণবৈষম্যহেতুকঃ সর্গো নেতি। কিঞ্চৈবং হেত্বভাবাৎ প্রতিসর্গেঽপি তে বৈষম্যং ভজেরন্‌। আদিসর্গে তু ন ভজে-রন্নিতি ॥ ৮ ॥

ননু কার্য্যানুরোধেন গুণা বিচিত্রস্বভাবা ভবন্তীত্যনুমেয়ম্‌, তেন নোক্তদোষাবকাশ ইতি চেত্তত্রাহ—

"অন্যথানুমিতৌ চ জ্ঞ-শক্তিবিয়োগাৎ" ॥ ৯ ॥

বিচিত্রশক্তিকতয়া গুণানামনুমানেঽপি ন দোষান্নিস্তারঃ। কুতঃ ?—জ্ঞেতি। জ্ঞাতৃত্ববিরহাদিত্যর্থঃ। ইদমহমেবঞ্চ সৃজামীতি বিমর্শাভাবাদিতি যাবৎ। জ্ঞানশূন্যাজ্জড়ান্ন সৃষ্টিরিষ্টকাদেরিবর্ত্তে চেতনাধিষ্ঠানাদিতি।"

সাঙ্খ্যাচার্য্য কপিল তত্ত্বসমূহ এইভাবে সংগ্রহ করিয়াছেন। তাঁহার মতে,—সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই তিনটী গুণের সাম্যা-

অনুভাষ্য

বস্থাই প্রকৃতি। প্রকৃতি হইতে মহত্তত্ত্ব, তাহা হইতে অহঙ্কার, অহঙ্কার হইতে পঞ্চতন্মাত্র, তাহা হইতে জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং স্থূল-ভূতসমূহ এবং পুরুষ—সাকল্যে এই পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব। সাম্যরূপে অবস্থিত সত্ত্বাদি ত্রিগুণই প্রকৃতি। ঐ তিনটী গুণকে যথাক্রমে সুখ-দুঃখ-মোহাত্মক বলিয়া বুঝিতে হইবে, যেহেতু প্রকৃতির কার্য্যভূত জগতে সুখাদিভাবেরই দর্শন করা যায়। দৃষ্টান্ত যথা—তরুণী রতিদ্বারা পতির সুখদা হন—এইস্থলে 'সাত্ত্বিক' ভাবের প্রকাশ ; তিনি আবার দুঃখদায়িনী হইয়া 'রাজসী', এবং মোহিনী হইয়া 'তামসী' হন। 'উভয় ইন্দ্রিয়'-শব্দে দশটী বহিরিন্দ্রিয় এবং একটী অন্তরিন্দ্রিয় মন,—সর্ব্বসাকল্যে এই একাদশটী ইন্দ্রিয়। প্রকৃতি নিত্যা ও বিভুত্বশালিনী। মূলে মূলের (চেতনের) অভাবপ্রযুক্ত মূল (প্রধান) অমূল অর্থাৎ কারণান্তর-রহিত। ঐ প্রধান অপরিচ্ছিন্ন ও সকলের উপাদান—"সর্ব্বত্র কার্য্যদর্শনাৎ বিভুত্বম্‌" ইত্যাদি সূত্র হইতে ইহা প্রাপ্ত হওয়া যায়। মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কারতত্ত্ব ও পঞ্চতন্মাত্র,—এই সাতটী প্রকৃতি-বিকার এবং অহঙ্কারাদির প্রকৃতিও প্রধানের বিকার ; একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চ মহাভূত,—এই ষোড়শটী বিকার। পুরুষ পরিণামহীন বলিয়া কাহারও প্রকৃতি বা বিকারও নহেন। ঐ প্রকৃতি নিত্য-বিকারবিশিষ্টা এবং নিজে অচেতন হইয়াও অনেক চেতনজীবের ভোগের ও অপবর্গের হেতু এবং ইন্দ্রিয়াতীত হইয়াও তাহার কার্য্যদ্বারা অনুমিত হয়েন। প্রকৃতি স্বয়ং এক হইয়াও বিষমগুণা বলিয়া পরিণামশক্তিদ্বারা মহদাদি বিচিত্ররচনাময় জগৎ প্রসব করেন। এইরূপেই প্রকৃতি জগন্নিমিত্তোপাদানরূপিণী। পুরুষ নিষ্ক্রিয়, নির্গুণ ও প্রভু। তিনি চিৎস্বরূপ ও প্রতিদেহে ভিন্ন এবং প্রধানের পরিচালন হইতে অনুমেয়, এবং বিকার ও ক্রিয়ার অভাববশতঃ কর্ত্তৃত্ব-ভোক্তৃত্ব-শূন্য। প্রকৃতি ও পুরুষের তত্ত্ব এইরূপ হওয়ায় উভয়ের সান্নিধ্যমাত্রে পরস্পরের ধর্ম্মের বিনিময় হয়—প্রকৃতিতে চৈতন্যের এবং পুরুষে কর্ত্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্বের অধ্যাস হইয়া থাকে। এইপ্রকার বিবেকের অভাবেই ভোগ এবং বিবেকেই অপবর্গ অর্থাৎ মোক্ষ। প্রকৃতির প্রতি পুরুষের ঔদাসীন্যময় ধর্ম্ম প্রভৃতি বিষয়সমূহ সোপপত্তিক সূত্রসমূহদ্বারা নিবদ্ধ করা হইয়াছে। এই প্রক্রিয়ায় সাঙ্খ্যকার,—'প্রত্যক্ষ', 'অনুমান' ও 'আগম'—এই তিনটী প্রমাণ মানিয়াছেন। উহাদের সিদ্ধিতেই সর্ব্বসিদ্ধি। (উপমানাদি উহাদেরই অন্তর্গত ; উহারা অতিরিক্ত প্রমাণ নহে।) প্রত্যক্ষসিদ্ধ ও আগমসিদ্ধ অর্থসমূহে অধিক বিসংবাদ নাই। "পরিণামাৎ", "সমন্বয়াৎ", "শক্তিতঃ" প্রভৃতি সূত্রসমূহদ্বারা যে প্রধানের জগৎকারণত্ব অনুমান করা হইয়াছে, এক্ষণে তাহারই নিরাসের প্রয়োজন হইতেছে ; কারণ, উক্ত মতের নিরাসদ্বারা সাঙ্খ্যের সকল মতেরই নিরাস করা যাইবে। তদ্বিষয়ে সংশয়

অনুভাষ্য

এই যে, 'প্রধান'—জগতের নিমিত্ত এবং উপাদান কি না? পূর্ব্বপক্ষ, প্রধানের নিমিত্তত্ব ও উপাদানত্ব, উভয়ই স্বীকার করেন। পূর্ব্বপক্ষ বলেন,—জগতের উপাদানরূপেই সত্ত্বাদিরূপ প্রধানের অনুমান করা হয়। উপাদান—কার্য্যের সমজাতীয়ই হইয়া থাকে; যথা ঘটাদি-কার্য্যের উপাদানরূপে মৃত্তিকাদিকেই সমজাতীয় দেখা গিয়াছে। জড়-বৃক্ষের ফলোৎপাদন ও তাদৃশ জলের চলন-দর্শনে জড় বা অচেতন-প্রধানেরও জগৎকর্ত্তৃত্ব স্থির হয়। অতএব 'প্রধানই জগতের উপাদান ও নিমিত্ত-কারণ'—এই পূর্ব্বপক্ষীয় সিদ্ধান্তের নিরাসার্থ প্রথম সূত্রের অবতারণা করিতেছেন,—

প্রধান—অচেতন, অতএব জড়-প্রধান জগতের উপাদান বা নিমিত্ত-কারণ নহে, যেহেতু এই জগতের বিচিত্র রচনা দেখিয়া চেতনের অধিষ্ঠান ব্যতীত ঐ জড়প্রধানদ্বারা পরিদৃশ্যমান জগতের রচনা সিদ্ধ হয় না, বা অনুমান করা সঙ্গত নহে। এই জগতে চেতন-কর্ত্তৃক অনধিষ্ঠিত ইষ্টকাদির দ্বারা কোনদিনই প্রাসাদাদি-নির্ম্মাণ সিদ্ধ হয় নাই। সূত্রোক্ত 'চ'-শব্দদ্বারা অন্বয়ের অনুপপত্তি সমুচ্চিত হইয়াছে। বাহ্য ঘটাদি পদার্থনিচয় কখনই সুখাদিস্বরূপে অন্বিত নহে ; কারণ, সুখাদি বিষয়সকল আন্তর ধর্ম্ম, সুতরাং বাহ্যবস্তুতে উহাদের অন্বয় হইতে পারে না। বিশেষতঃ ঘটাদি পদার্থ উক্ত সুখাদির হেতু এবং সুখাদিরূপেও উহাদের প্রতীতি নাই ॥ ১ ॥

(দ্বিতীয় সূত্র—) প্রবৃত্তি দর্শন করিয়াও প্রধানের কারণত্ব সঙ্গত হয় না। চেতন-কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত জড়েরই প্রবৃত্তি দৃষ্ট হয়। যাহার অধিষ্ঠান হইলে জড়ের প্রবর্ত্তনা হয়, উহারই যে ঐ প্রবৃত্তি, তাহা নিশ্চিত। রথ ও সারথিই উহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। এইরূপভাবেই 'বৃক্ষ ফল প্রসব করিতেছে' ইত্যাদি প্রধানের কারণতা-সম্বন্ধীয় দৃষ্টান্ত উক্ত হইয়াছে। ঐ স্থলেও চেতনের অধিষ্ঠান স্বীকৃত হইয়া থাকে ; যেহেতু অন্তর্যামী ব্রাহ্মণে উহার উল্লেখ আছে। এই-ভাষ্যমধ্যে তাহা পরে বিস্ফুট করা হইবে। সূত্রোক্ত চ-শব্দ অবধারণে। 'আমি করিতেছি' এই দৃষ্টান্তে চেতনেরই প্রবৃত্তি দেখা যায় বলিয়া জড়ের কর্ত্তৃত্ব সঙ্গত হইতেছে না। যদি বল—প্রকৃতি-পুরুষের সন্নিধিমাত্রে পরস্পরের ধর্ম্মের অধ্যাসবশতঃই জগৎ-রচনা? উত্তর—তাহাও বলা যায় না। আচ্ছা, যে সন্নিধি পরস্পরের ধর্ম্মাধ্যাসের কারণ, ঐ সন্নিধি কি প্রকৃতি ও পুরুষ, উভয়েরই সদ্ভাব, অথবা প্রকৃতি-পুরুষগত কোন বিকার? উত্তর—উহা উভয়ের সদ্ভাব ত' নহেই, কেননা তাহা স্বীকার করিলে মুক্তপুরুষসকলেরও অধ্যাস-প্রসঙ্গ হয়। ঐ সন্নিধি—প্রকৃতিগত বিকারও নহে ; কারণ অধ্যাস-কার্য্যরূপে অভিমত এই প্রকৃতিগত বিকারের অধ্যাস-হেতুত্বের সম্ভাবনা থাকে না। ঐরূপ, উহা পুরুষগত বিকারও নহে, কারণ, তাহা অর্থাৎ পুরুষগত বিকারও অস্বীকার্য্য। অতএব 'প্রধান' জগৎ-কারণ হইতে পারে না ॥ ২ ॥

যদি বল—দুগ্ধ যেরূপ আপনা হইতে দধিরূপে পরিণত হয় এবং একই মেঘনির্ম্মুক্ত জল যেরূপ একরস হইয়াও তাল ও আম্রাদিফলে মধুর ও অম্লাদি বিচিত্র রসরূপে পরিণত হয়, তদ্রূপ একই প্রধান, পুরুষের কর্ম্মবৈচিত্র্যানুসারে দেহ-জগদাদি-রূপে পরিণত হয়? তদুত্তরে বলিতেছেন,—

(তৃতীয় সূত্র—) দুগ্ধ ও জল প্রভৃতি অচেতন-বস্তুসমূহেরও চেতনকর্ত্তৃত্ব অধিষ্ঠিত হইয়াই কার্য্যে প্রবৃত্তি,—আপনা হইতেই প্রবর্ত্তনা থাকিতে পারে না ; কারণ, রথাদি দৃষ্টান্ত হইতে ঐরূপই অনুমিত হয়। অন্তর্যামী ব্রাহ্মণ হইতে ঐ জড়দ্বয়ের চেতনাধিষ্ঠিত-ভাব সিদ্ধ হয় ॥ ৩ ॥

(চতুর্থ সূত্র—)প্রধান ব্যতীত অন্য কারণের অবর্ত্তমানতা পরিত্যক্ত হওয়ায় কেবলমাত্র প্রধানেরই কর্ত্তৃত্ব অসঙ্গত হইতেছে।

'অপি'-শব্দের অর্থ চ-কার অর্থাৎ সমুচ্চয়। সৃষ্টির পূর্ব্বে প্রধান ব্যতীত অন্য হেতুর অসদ্ভাব পরিত্যক্ত হইতেছে বলিয়া কেবল প্রধানেরই নিজ পরিণামকর্ত্তৃত্ব নিরস্ত হইল। প্রধান ব্যতীত তৎপ্রবর্ত্তক বা নিবর্ত্তক অন্য কোন কারণই আদিসৃষ্টির পূর্ব্বে থাকে না,—এইরূপ মতই উপেক্ষিত হইয়াছে ; কারণ, তৎকালে চেতনের সন্নিধানহেতু অন্য কারণ স্বীকার করা হইতেছে। অতএব কেবল জড়কর্ত্তৃত্ববাদ নিরস্ত হইল। বিশেষতঃ ঐরূপ পূর্ব্বপক্ষে প্রলয়েও কার্য্যোৎপত্তি-প্রসঙ্গ হয় ; কারণ, প্রধান ব্যতীত অন্য কারণের অভাব ও প্রধানের সন্নিধি থাকে বলিয়া সৃষ্টিকালের ন্যায় প্রলয়কালেও কার্য্যোৎপত্তির প্রসঙ্গ। অদৃষ্টের উদ্বোধের অভাবহেতু প্রলয়কালে কার্য্যের অভাবও বলা যায় না ; কারণ, তৎকালে সেই অদৃষ্টের উদ্বোধও আসিয়া উপস্থিত হইতে পারে ॥ ৪ ॥

যদি বল, তৃণপল্লবাদি যেরূপ গবাদি (পশু)-কর্ত্তৃক ভক্ষিত হইয়া আপনা হইতেই ক্ষীরাকারে পরিণত হয়, প্রধানও তদ্রূপ মহদাদি তত্ত্বের আকারে পরিণত হইয়া থাকে, তদুত্তরে বলিতেছেন,—

(পঞ্চম সূত্র—) অন্যত্র ক্ষীরাকারে পরিণামের অভাবহেতু প্রধানেরও তৃণাদির ন্যায় স্বভাবতঃ (স্বতঃ) পরিণাম বলা সঙ্গত হয় না।

নিশ্চয়ার্থে চ-শব্দ উদ্দিষ্ট। ঐরূপ পূর্ব্বপক্ষ অসঙ্গত ; কারণ অন্যত্র তাহা দৃষ্ট হয় না ; যেমন বৃষাদি কর্ত্তৃক ভক্ষিত তৃণাদির ক্ষীরাকারে পরিণাম দৃষ্ট হয় না, তদ্রূপ উহা স্বাভাবিক নহে। আরও তৃণাদি যদি স্বভাবতঃই ক্ষীরাত্মক হইয়া পরিণত হইত, তাহা হইলেও চত্বরাদিতেও ঐরূপ ক্ষীরাকারে পরিণাম দৃষ্ট হইত।

অনুভাষ্য

যখন তাহা দৃষ্ট হয় না, তখন কেবল স্বভাবকেই পরিণামের হেতু বলা যায় না ; 'প্রাণিবিশেষের সম্বন্ধে তৃণাদি ক্ষীরাকারে পরিণত হউক্,' এইরূপ সর্ব্বেশ্বরের সঙ্কল্পই উহার কারণ ॥৫॥

জড়ত্বপ্রযুক্ত প্রধানের সম্যক্ স্বতঃ প্রবর্ত্তনা নাই,—ইহাই প্রতিপন্ন হইল। অতঃপর তোমার সন্তোষের জন্য যদিও উহা স্বীকার করি, তাহাতেও যে তোমার কোন অভীষ্ট সিদ্ধ হইতে পারে না, তাহা বলিতেছেন,—

(ষষ্ঠ সূত্র—) প্রধানের স্বাভাবিকী প্রবৃত্তি-স্বীকারেও কোন সার্থকতা নাই। চারিটী সূত্রে 'না'-অর্থ অনুবর্ত্তিত হইবে। 'পুরুষ আমাকে ভোগ করিয়া আমার দোষের অনুভবপূর্ব্বক আমাতে ঔদাসীন্যরূপ মোক্ষ লাভ করিবেন'—এইরূপ ভোগমোক্ষার্থক বলিয়াই প্রধানের প্রবৃত্তি, মনে হয়। উষ্ট্র যেরূপ কেবল পরের জন্যই কুঙ্কুমভার বহন করে, স্বয়ং ভোগ করে না, প্রধানেরও তদ্রূপ কেবল পরের জন্যই প্রবৃত্তি। আর পুরুষও অকর্ত্তা হইয়াও ভোক্তা বলিয়া মনে হয়। অন্নের কর্ত্তা না হইয়াও অন্নভোক্তার যেরূপ অন্নভোগ, পুরুষেরও তদ্রূপ ফলোপভোগ হইয়া থাকে। পূর্ব্বপক্ষের ঐ প্রধান-প্রবৃত্তি মনে করা যুক্তিযুক্ত হয় না ; কারণ তৎস্বীকারেও কোন ফল দেখা যায় না। পুরুষের প্রকৃতিদর্শনরূপ ভোগ ও প্রকৃতির প্রতি ঔদাসীন্যরূপ মোক্ষই প্রবৃত্তির ফল। প্রধানের ভোগ সম্ভব হয় না ; কারণ, চিন্মাত্র, নির্ব্বিকার ও অকর্ত্তা হইয়াও পুরুষের প্রকৃতিদর্শনরূপ সঙ্গবশে বিকারযোগ-হেতু পুরুষেরই ভোগ। প্রধানের অপবর্গও সম্ভব নহে ; কারণ ; প্রবৃত্তির উৎপত্তির পূর্ব্বেও অপবর্গ সিদ্ধ থাকায় উহার ব্যর্থতা হইতেছে। সন্নিধিমাত্রকেই ভোগের হেতু বলিলে, সন্নিধির নিত্যত্ববশতঃ মুক্ত জনগণেরও ভোগ আসিয়া পড়ে ॥ ৬ ॥

যদি বল, গতিশক্তিবিরহিত অথচ দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন পঙ্গু-পুরুষের সন্নিধানে দৃষ্টিশক্তিশূন্য অথচ গতিশক্তিবিশিষ্ট পুরুষও চলনে প্রবৃত্ত হয় এবং যেরূপ অয়স্কান্ত (চুম্বক)-প্রস্তরের সন্নিধানে জড় লৌহও চলিতে থাকে, তদ্রূপ চিন্মাত্র-পুরুষের সন্নিধানে প্রকৃতি অচেতন হইয়াও তৎছায়াপ্রভাবে চেতন-বস্তুর ন্যায় পুরুষের ভোগের নিমিত্ত সৃষ্ট্যাদিতে প্রবৃত্ত হয়, তদুত্তরে বলিতেছেন,—

(সপ্তম সূত্র—) পুরুষ চুম্বকের ন্যায় হইলেও জড়-প্রধানের স্বতঃপ্রবৃত্তি নাই। ঐরূপ হইলেও জড়বস্তুর স্বতঃপ্রবৃত্তি সিদ্ধ হইতেছে না। পঙ্গুর গতিশক্তি না থাকিলেও বর্ত্মপ্রদর্শন ও তদুপদেশ-প্রদানাদি এবং অন্ধের দর্শনশক্তি না থাকিলেও পঙ্গু-প্রদত্ত উপদেশগ্রহণাদি বৈশিষ্ট্য বর্ত্তমান এবং অয়স্কান্তমণির লৌহসামীপ্যাদিও সম্ভব হইতেছে। কিন্তু নিত্য নিষ্ক্রিয় নির্দ্ধর্ম্মক পুরুষের কোনও বিকার হয় না। সন্নিধিমাত্রই বিকার স্বীকার করিলে, সন্নিধির নিত্যত্ববশতঃ নিত্য সৃষ্টির এবং মোক্ষাভাবের প্রসঙ্গ হয়। বিশেষতঃ পঙ্গু ও অন্ধ,—উভয়ই চেতন এবং অয়স্কান্ত ও লৌহ,—উভয়ই জড় বলিয়া দৃষ্টান্তের বৈষম্য পরিস্ফুট হইতেছে ॥ ৭ ॥

অনন্তর গুণসমূহের উৎকর্ষ ও অপকর্ষবশতঃ অঙ্গাঙ্গি-ভাব-হেতু যে বিশ্বসৃষ্টি হয় বলিয়া মনে হয়, তাহা নিরাস করিতেছেন ,—

(অষ্টম সূত্র—) গুণের অঙ্গিত্বই অনুপপন্ন হইতেছে, অতএব ঐরূপ পক্ষ সঙ্গত হইতে পারে না।

সত্ত্বাদি গুণসমূহের সাম্যভাবে অবস্থিতির নামই 'প্রধানাবস্থা'। ঐ অবস্থায় গুণসমূহ নিরপেক্ষস্বরূপ বলিয়া একটী আর একটী গুণের অঙ্গী বলিয়া সিদ্ধ হয় না ; কারণ গুণত্রয়ের একটীকে অঙ্গী বলিয়া স্বীকার করিলে, তদিতর গুণদ্বয়ের তাহার সহিত সমতা-হেতু গুণি-ভাবের অসম্ভাবনা হয়। গুণসমূহের পরস্পর অঙ্গাঙ্গিভাব কখনও সিদ্ধ হয় না। ঈশ্বরকে বা কালকেও উক্ত অঙ্গাঙ্গিভাবের কর্ত্তা বলা যায় না ; কারণ তাহা কেহই স্বীকার করেন না। কপিলই বলিয়াছেন,—'মুক্ত ও বদ্ধের মধ্যে অন্যতরের অভাব-হেতু অর্থাৎ প্রমাণাভাববশতঃ ঈশ্বরাসিদ্ধি ঘটে অর্থাৎ ঈশ্বরসিদ্ধি হয় না।' দিক্ ও কাল আকাশাদি হইতেই উৎপন্ন হয়,—পুরুষ উহাদের কর্ত্তা নহেন ; কারণ, তিনি কর্ত্তৃত্ব-বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন। গুণবৈষম্যও সৃষ্টির কারণ নহে। আরও, হেতুর এইরূপ অভাববশতঃ প্রতিসৃষ্টিতেই সেই গুণসমূহ বৈষম্য লাভ করিলেও আদিসৃষ্টিতে বৈষম্য লাভ করিতে পারে না ॥৮॥

যদি বল, কার্য্যের অনুরোধে গুণসমূহ বিচিত্র-স্বভাব হয়, এইরূপ অনুমান করা যায়, তাহাতে পূর্ব্বোক্ত দোষের অবকাশ হয় না, তদুত্তরে বলিতেছেন,—

(নবম সূত্র—) অন্যথা অনুমানেও জড়ের স্বতঃপ্রবৃত্তি নাই অর্থাৎ তাদৃশ বিচিত্রশক্তিবিশিষ্ট বলিয়া গুণসমূহের অনুমানেও দোষের নিস্তার হয় না ; যেহেতু, গুণসমূহ জ্ঞাতৃত্ব (চেতনত্ব) বিহীন, অর্থাৎ তাহাতে 'এই আমি, এইরূপে সৃষ্টি করিতেছি'—এইপ্রকার বিচারেরই অভাব দেখা যাইতেছে। জ্ঞানশূন্য জড়-পদার্থ হইতে কখনই সৃষ্টি সম্ভব হয় না। ইষ্টক-কাষ্ঠাদি অচেতন-বস্তু যেরূপ চেতনের অধিষ্ঠান ব্যতীত কার্য্য করিতে পারে না, তদ্রূপ অচেতন গুণসমূহও চেতন-পরমেশ্বরের শক্তির অধিষ্ঠান ব্যতীত কোন কার্য্য করিতে পারে না।

(২ অঃ, ১ পাঃ)—"স্মৃতিঃ খলু কর্ম্মকাণ্ডোদিতান্যগ্নি-হোত্রাদি-কর্ম্মাণি যথাবৎ স্বীকুর্ব্বতা 'ঋষিং প্রসূতং কপিলম্' ইত্যাদিশ্রুতাপ্তভাবেন পরমর্ষিণা কপিলেন মোক্ষেপ্সুনা জ্ঞান-কাণ্ডার্থোপবৃংহণায় প্রণীতা। "অথ ত্রিবিধদুঃখাত্যন্তনিবৃত্তি-

অনুভাষ্য

রত্যন্তপুরুষার্থঃ","ন দৃষ্টার্থসিদ্ধির্নির্বৃত্তিদর্শনাৎ" ইত্যাদিভিস্তত্র হ্যচেতনং প্রধানমেব স্বতন্ত্রং জগৎকারণামিত্যাদি নিরূপ্যতে— "বিমুক্তমোক্ষার্থম্", "স্বার্থং বা প্রধানস্য", "অচেতনত্বেঽপি ক্ষীরবচ্চেষ্টিতং প্রধানস্য", ইত্যাদিভিঃ। স চ ব্রহ্মকারণতাপরিগ্রহে নির্ব্বিষয়া স্যাৎ, কৃতস্নায়াস্তত্ত্বপ্রতিপত্তিমাত্রবিষয়ত্বাৎ। অতঃ পরমাপ্তকপিলস্মৃত্যবিরোধেন বেদান্তা ব্যাখ্যেয়াঃ। ন চৈবং মন্বাদিস্মৃতীনাং নির্ব্বিষয়তা—তাসাং ধর্ম্মপ্রতিপাদনদ্বারা কর্ম্মকাণ্ডোপবৃংহণে সতি সবিষয়ত্বাদিত্যেবং প্রাপ্তে, ব্রূতে—

"স্মৃত্যনবকাশদোষপ্রসঙ্গ ইতি চেন্নান্যস্মৃত্যনবকাশদোষপ্রসঙ্গাৎ" ॥ ১ ॥

অবকাশস্যাভাবোঽনবকাশঃ নির্ব্বিষয়তেত্যর্থঃ। সমন্বয়ানুরোধেন বেদান্তেষু ব্যাখ্যাতেষু সাংখ্যস্মৃতিনির্ব্বিষয়তা-দোষাপত্তিরতঃ শ্রুতবিপরীতার্থয়া তে ব্যাখ্যেয়া ইতি চেন্ন। কুতঃ?—অন্যেত্যাদ্যেঃ। তথা সত্যন্যাসাং মন্বাদিস্মৃতীনাং বেদান্তানুসারিণীনাং ব্রহ্মৈর-কারণতাপরাণাং নির্ব্বিষয়তা মহান্ দোষ প্রসজ্যেত। তাসু হি সর্ব্বেশ্বরো জগদুৎপত্ত্যাদিহেতুঃ প্রতিপাদ্যতে, ন তু কাপিলোক্তপ্রকারান্তরত্বসঙ্গতিঃ। তত্র শ্রীমন্মনুঃ—"আসীদিদং তমোভূতমপ্রজ্ঞাতমলক্ষণম্। অপ্রতর্ক্যমবিজ্ঞেয়ং প্রসুপ্তমিব সর্ব্বতঃ।। ততঃ স্বয়ম্ভুর্ভগবানব্যক্তো ব্যঞ্জয়ন্নিদম্। মহাভূতাদিবৃত্তৌজাঃ প্রাদুরাসীত্তমোনুদঃ।। যোঽসাবতীন্দ্রিয়োঽগ্রাহ্যঃ সূক্ষ্মোঽব্যক্তঃ সনাতনঃ। সর্ব্বভূতময়োঽচিন্ত্যঃ স এষ স্বয়মুদ্বভৌ।। সোঽভিধ্যায় শরীরাৎ স্বাৎ সিসৃক্ষুর্বিবিধাঃ প্রজাঃ। অপ এব সসর্জ্জাদৌ তাসু বীজমবাসৃজৎ।। তদণ্ডমভবদ্ধৈমং সহস্রাংশুসমপ্রভম্। তস্মিন্ জজ্ঞে স্বয়ং ব্রহ্মা সর্ব্বলোকপিতামহঃ।।" ইত্যাদি। শ্রীপরাশরঃ—"বিষ্ণোঃ সকাশাদুদ্ভূতং জগত্তত্রৈব চ স্থিতম্। স্থিতিসংযম-কর্ত্তাসৌ জগতোঽস্য জগচ্চ সঃ।। যথোর্ণনাভির্হৃদয়াদূর্ণাং সন্তত্য বক্ত্রতঃ। তয়া বিহৃত্য ভূয়স্তাং গ্রসত্যেবং জনার্দ্দনঃ।।" ইত্যাদি। এবমন্যেঽপি। ন চাসাং স্মৃতীনাং কর্ম্মকাণ্ডার্থোপবৃংহণেন সাবকাশতা, ব্রহ্মজ্ঞানোদয়ার্থং চিত্তশুদ্ধিমুদ্দিশ্য ধর্ম্মান্ বিদধতীনাং তাসাং জ্ঞানকাণ্ডার্থোপবৃংহণ এব বৃত্তেঃ। চিত্তশোধকতা চৈষাং দৃশ্যতে—"তমেতং বেদানুবচনেন" ইত্যাদৌ-শ্রুতৌ। যত্তু তেষাং বৃষ্টিপুত্রস্বর্গাদি-ফলকত্বং ক্বাপি ক্বাপি বীক্ষ্যতেঽনুভাব্যতে চ, তদপি শাস্ত্রবিশ্রম্ভোৎপাদনেন তত্রৈব চ বিশ্রান্তং, "সর্ব্বে বেদা যৎপদমামনন্তি" ইত্যাদেঃ, "নারায়ণপরা বেদাঃ" ইত্যাদেশ্চ। ন চ সাঙ্খ্যস্মৃত্যা বেদান্তার্থোপবৃংহণং শক্যং কর্ত্তুং, শ্রুতিবিরুদ্ধার্থ-প্রতিপাদনাৎ। শ্রুতিসংবাদার্থস্পষ্টীকরণং হ্যপবৃংহণম্। ন চ তস্যামিদমস্তি। তস্মাচ্ছ্রুতিবিরুদ্ধা সাঙ্খ্যস্মৃতিঃ স্বকপোল-কল্পিতানাপ্তেতি ন তদ্ব্যর্থতাদোষাদ্ বিভীমঃ। ন চাপ্তত্বব্যপাশ্রয়কল্পনয়া তৎস্মৃতিপক্ষপাতো যুক্তঃ, তত্ত্বেন ব্যাখ্যাতানাং বহূনাং স্মৃতিষু বিভিন্নার্থাসু পক্ষপাতে সতি বাস্তবার্থানবস্থিতিপ্রসঙ্গাৎ। স্মৃত্যোর্বিপ্রতিপত্তৌ সত্যাং শ্রুতিব্যপাশ্রয়াদন্যো নির্ণয়হেতুর্ন ভবেদতঃ শ্রুত্যনুসারিণ্যেবাদরণীয়েতি। স্মৃতিবলেনাক্ষেপ্তৃন্ স্মৃতিবলেনৈব নিরাকরিষ্যাম ইত্যন্যস্মৃত্যনবকাশাৎ দোষোপন্যাসঃ। যত্তু "ঋষিং প্রসূতং কপিলং যস্তমগ্রে জ্ঞানৈর্বিভর্ত্তি" ইতি শ্বেতাশ্বতরশ্রুতেরাপ্তত্বং তস্যেতি, তন্ন ; তস্যা অন্যপরত্বাৎ, শ্রুত্যর্থ-বৈপরীত্যবক্তৃতয়া তদভাবাচ্চ। মনোরাপ্তত্বং তু তৈত্তিরীয়াঃ পঠন্তি—"যদ্বৈ কিঞ্চন মনুরবদত্তদ্ভেষজম্" ইতি। শ্রীপরাশরো হি পুলস্ত্যবশিষ্ঠপ্রসাদাদেব দেবতাপরমার্থধিয়ং প্রাপেতি স্মর্য্যতে। বেদবিরুদ্ধস্মৃতিপ্রবর্ত্তকঃ কপিলো হ্যগ্নিবংশজো জীববিশেষ এব মায়য়া বিমোহিতঃ, ন তু কর্দ্দমোদ্ভূতো বাসুদেবঃ। "কপিলো বাসুদেবাখ্যঃ সাংখ্যং তত্ত্বং জগাদ হ। ব্রহ্মাদিভ্যশ্চ দেবেভ্যো ভৃগ্বাদিভ্যস্তথৈব চ।। তথৈবাসুরয়ে সর্ব্বং বেদার্থৈরুপবৃংহিতম্। সর্ব্ববেদবিরুদ্ধঞ্চ কপিলোঽন্যো জগাদ হ।। সাংখ্যমাসুরয়েঽন্যস্মৈ কুতর্কপরিবৃংহিতম্" ইতি স্মরণাৎ। তস্মাদ্বেদবিরুদ্ধতয়ানাপ্তায়াঃ সাংখ্যস্মৃতের্ব্যর্থতা ন দোষঃ ॥ ১ ॥

"ইতরেষাঞ্চানুপলব্ধেঃ" ॥ ২ ॥

ইতরেষাঞ্চ সাঙ্খ্যস্মৃত্যুক্তানামর্থানাং বেদেঽনুপলম্ভাত্তস্যাঃ নাপ্তত্বম্। তে চ বিভবশ্চিন্মাত্রাঃ পুরুষাস্তেষাং বন্ধমোক্ষৌ প্রকৃতিরেব করোতি। তৌ পুনঃ প্রাকৃতাদেব। সর্ব্বেশ্বরঃ পুরুষবিশেষো নাস্তি। কালস্তত্ত্বং ন ভবতি। প্রাণাদয়ঃ পঞ্চ করণবৃত্তিরূপা ভবন্তীত্যেবমাদয়স্তস্যামেব দ্রষ্টব্যাঃ ॥ ২ ॥

(মর্ম্মানুবাদ—) শ্রুতিতে 'কপিল'- নামক এক আপ্ত ঋষির উল্লেখ দেখা যায়। তিনি বেদোক্ত কর্ম্মকাণ্ডসমূহকে যথাবৎ স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। ঐ কপিল ঋষিই জ্ঞানকাণ্ড-বিস্তারের নিমিত্ত সাংখ্যস্মৃতি প্রণয়ন করেন।

সাংখ্যস্মৃতির মতে,—"অথ ত্রিবিধদুঃখাত্যন্ত-নির্বৃত্তিরত্যন্তপুরুষার্থঃ" ইত্যাদি সূত্রে আধ্যাত্মিকাদি ত্রিবিধ দুঃখের অত্যন্তনিবৃত্তিই 'অত্যন্তপুরুষার্থ বা মোক্ষ' বলিয়া উক্ত হইয়াছে। উহাতে অচেতন প্রধানকেই স্বতন্ত্রভাবে জগৎকারণ বলিয়া নিরূপণ করা হইয়াছে। কেবল ব্রহ্মকেই যদি জগতের একমাত্র কারণ বলা হয়, তাহা হইলে ঐ সাংখ্যস্মৃতি নির্ব্বিষয় হইয়া পড়ে ; কারণ, আদ্যন্ত সাংখ্যস্মৃতির একমাত্র প্রতিপাদ্য বিষয়ই তত্ত্বসংখ্যামাত্র। অতএব পরম-আপ্ত কপিল-ঋষির মতের অবিরোধেই বেদান্তসমূহের ব্যাখ্যান কর্ত্তব্য হইতেছে। তাহাতে মন্বাদি-প্রচারিত স্মৃতিরও নির্ব্বিষয়তা হইতেছে না ; কারণ, ধর্ম্মের প্রতিপাদনদ্বারা কর্ম্মকাণ্ডের উপবৃংহণ হইলে ঐ সকল স্মৃতির সবিষয়ত্বই হয়। ইহার খণ্ডনার্থ ("স্মৃত্যনবকাশ-দোষপ্রসঙ্গঃ" ইত্যাদি) প্রথমসূত্রের অবতারণা করিতেছেন,—

অবকাশের অভাবই অনবকাশ। 'অনবকাশ'-শব্দের অর্থ—

অনুভাষ্য

নির্ব্বিষয়তা। সমন্বয়ের অনুরোধে বেদান্ত ব্যাখ্যাত হইলে সাংখ্য-স্মৃতির নির্ব্বিষয়তারূপ দোষের আপত্তি হইতেছে। অতএব, যদি বল, যথাশ্রুত অর্থের বিপরীত অর্থেই বেদান্তসমূহ ব্যাখ্যান করা উচিত?—তদুত্তর এই যে, উহা অসম্ভব ; কারণ, ঐরূপ ব্যাখ্যা করিলে, ব্রহ্মৈককারণতাবাদী বেদান্তানুগত মন্বাদিস্মৃতির নির্ব্বিষয়তারূপ মহান্ দোষ আপতিত হয়। ঐ সকল স্মৃতিতে সর্ব্বেশ্বরকেই জগতের উৎপত্ত্যাদির কারণ বলিয়া প্রতিপাদন করা হইয়াছে। ঐ সকল স্মৃতিতে কপিলমুনি যেরূপ তত্ত্বসমূহ বলিয়াছেন, সেরূপ বলা হয় নাই। শ্রীমনু বলিয়াছেন,—"সৃষ্টির পূর্ব্বে সমস্তই তমোময়, অপ্রজ্ঞাত, অলক্ষণ, অপ্রতর্ক্য, অবিজ্ঞেয় ও সুপ্তের ন্যায় অবস্থিত ছিল। তদনন্তর স্বয়ম্ভু ভগবান্ স্বয়ং অব্যক্ত হইয়া এই সংসারকে ব্যক্ত করিবার নিমিত্ত মহাভূতাদি-শক্তিসমন্বিত হইয়া প্রাদুর্ভূত হইয়া পূর্ব্বোক্ত তমোরাশি বিদূরিত করিলেন। তিনি অতীন্দ্রিয়, অগ্রাহ্য, সূক্ষ্ম, অব্যক্ত, সনাতন, সর্ব্বভূতময় ও অচিন্ত্যস্বরূপ। তিনি স্বয়ং প্রাদুর্ভূত হইয়া মনে মনে নিজদেহ হইতে বিবিধ প্রজা সৃষ্টির অভিলাষী হইলেন এবং প্রথমেই জলের সৃষ্টি করিলেন। পরমেশ্বর পরে ঐ বারিতে বীর্য্যাধান করিলেন। ঐ বীর্য্য হইতে সহস্রসূর্য্যের ন্যায় প্রভাযুক্ত সুবর্ণময় অণ্ড উৎপন্ন হইল। ঐ অণ্ডেই সর্ব্বলোক-পিতামহ স্বয়ং ব্রহ্মা উৎপন্ন হইলেন।" পরাশর ঋষিও বলিয়াছেন,—"পরিদৃশ্য-মান জগৎ ভগবান্ বিষ্ণু হইতেই সমুৎপন্ন এবং তদাশ্রয়েই অবস্থিত। তিনিই ইহার পালনকর্ত্তা ও নাশকর্ত্তা, এই জগৎ তাঁহারই শক্তিবিশেষ। ঊর্ণনাভ যেরূপ নিজদেহ হইতেই ঊর্ণাসমূহ (মুখদ্বারা) বিস্তারপূর্ব্বক (তৎসাহায্যে বিহার করিয়া) পরে আপনিই উহাকে গ্রাস করে, ভগবান্ বিষ্ণুও তদ্রূপ নিজশক্তি হইতে জগৎ-প্রপঞ্চের সৃষ্টি করিয়া পরে আবার নিজশক্তিতেই উহাকে বিলীন করিয়া থাকেন।" অপরাপর ঋষিগণও ঐরূপই বলিয়া থাকেন। কর্ম্মকাণ্ডের বিস্তারদ্বারাই সাংখ্যস্মৃতির সবিষয়তা সিদ্ধ হইবে,—এরূপও বলা যায় না ; কারণ ব্রহ্মজ্ঞানোদয়ের নিমিত্ত চিত্তশুদ্ধির উদ্দেশ্যে উহা ধর্ম্ম-বিধানে প্রবৃত্ত। ঐ স্মৃতিসমূহের প্রবৃত্তি জ্ঞানকাণ্ডের বিস্তারের নিমিত্তই বলিতে হইবে। ঐ সকল ধর্ম্মের চিত্তশোধকতাও দৃষ্ট হইয়া থাকে—'তমেতং বেদানুবচনেন' ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যই উহার প্রমাণ। 'সর্ব্বে বেদা যৎ পদমামনন্তি' এবং 'নারায়ণপরা বেদাঃ' ইত্যাদি শ্রুতিও ঐরূপ অভিপ্রায়ই ব্যক্ত করিতেছে। এইরূপে সাংখ্যস্মৃতির জ্ঞানকাণ্ডের বিস্তারের নিমিত্তই প্রবৃত্তি, অনুমিত হইলেও তদ্দ্বারা বেদান্তার্থের বিস্তার স্বীকার করিতে পারা যায় না ;—কারণ, সাংখ্যস্মৃতিতে শ্রুতি-বিরুদ্ধার্থই প্রতিপাদিত হইয়াছে। শ্রুতি-সংবাদসমূহের অর্থের স্পষ্টীকরণই উহার

অনুভাষ্য

'উপবৃংহণ'। কিন্তু সাংখ্যস্মৃতিতে শ্রুতি-সংবাদার্থের স্পষ্টীকরণ দৃষ্ট হয় না। সুতরাং উহাকে শ্রুতিবিরুদ্ধই বলিতে হইবে। যাহা শ্রুতিবিরুদ্ধ, তাহা স্বকপোলকল্পিত বলিয়া অনাপ্তই হইতেছে। অতএব ঐ অনাপ্ত সাংখ্যস্মৃতির ব্যর্থতা-দোষ অপরিহার্য্য হইয়া উঠে। কোন একটী স্মৃতির অপ্রামাণ্য স্থির করিবার প্রতীক্ষায় অন্যস্মৃতির পক্ষপাত যুক্ত হয় না ; যেহেতু, বিভিন্নার্থ স্মৃতি-সমূহের প্রতি পক্ষপাতী হইলে, নানাভাবে ব্যাখ্যাকারী (গৌতমাদি) অনেকের বহু বহু মত-দর্শনে বাস্তবার্থ-নির্ণয়ে অনবস্থা ঘটে। দুইটী স্মৃতির পরস্পর বিরোধ উপস্থিত হইলে, শ্রুতির আশ্রয়-গ্রহণের প্রতীক্ষা ভিন্ন অপর একটী নির্ণায়ক প্রমাণের সাহায্য-গ্রহণ অসম্ভব হয়। যাহার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে, তাহা অবশ্য শ্রুত্যনুগত হওয়াই উচিত। শ্রুতির অনুসারী না হইলে, উহার আদর হইতে পারে না। যাঁহারা স্মৃতির বলেই নিন্দা উত্থাপন করেন, তাঁহাদিগকে সেই স্মৃতিদ্বারাই নিরাকরণ করা হইবে ; তাহাতে অন্য স্মৃতির নির্ব্বিষয়তারূপ দোষের উল্লেখ অবশ্যম্ভাবী। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে 'ঋষিং প্রসূতং কপিলম্' ইত্যাদি বাক্যে এক আপ্ত কপিল ঋষির কথা কথিত হইয়াছে বটে ; কিন্তু সে কপিল ঐ কপিল নহেন, তিনি অন্য কপিল ঋষি। অতএব ঐ সাংখ্যকার-কপিলকে 'অনাপ্ত' বলায় শ্রুতিরও অসম্মান করা হইতেছে না। মনু ও পরাশরের আপ্তত্ব শ্রুতিস্মৃতি-প্রসিদ্ধ। বেদবিরুদ্ধ সাংখ্যস্মৃতির প্রবর্ত্তক কপিল ও কর্দ্দমসুত ভগবান্ কপিল,—এক নহেন। প্রথমোক্ত কপিল—অগ্নিবংশজ মায়ামোহিত জীববিশেষ এবং শেষোক্ত কপিল—বাসুদেবেরই অবতার। পাদ্মে উক্ত হইয়াছে,—'ভগবান্ বাসুদেব কর্দ্দম-ঋষি হইতে কপিলরূপে অবতীর্ণ হইয়া সাংখ্যতত্ত্ব ব্রহ্মাদি দেব-গণকে, ভৃগু প্রভৃতি ঋষিগণকে এবং আসুরি-নামক বিপ্রকে উপদেশ করেন ; তদুক্ত সাংখ্যস্মৃতি বেদার্থদ্বারা উপবৃংহিত। অপর এক কপিলও ঐ আসুরিকেই কুতর্কপরিবৃংহিত স্বকপোল-কল্পিত অপর এক সাংখ্য উপদেশ করিয়াছিলেন।' অতএব বেদবিরুদ্ধ শেষোক্ত অনাপ্ত সাংখ্যস্মৃতিকে ব্যর্থ বলিয়া নির্দ্দেশ করায় কোনই দোষ হইতেছে না ॥ ১ ॥

(দ্বিতীয় সূত্র—) বিশেষতঃ উক্ত সাংখ্যস্মৃতিতে এরূপ কতকগুলি বিষয় উক্ত হইয়াছে, যাহা বেদে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। এই কারণেও উক্ত সাংখ্যস্মৃতিকে 'অনাপ্ত' বলা যাইতে পারে। বিষয়গুলি এই—"পুরুষ অর্থাৎ জীবাত্মাসমূহ চিন্মাত্র ও বিভু ; প্রকৃতিই উহাদের বন্ধ ও মোক্ষের কর্ত্রী। 'বন্ধ' ও 'মোক্ষ'—উভয়ই প্রাকৃত, 'সর্ব্বেশ্বর' বলিয়া কোন এক পুরুষ নাই। 'কাল' তত্ত্বই নহে, প্রাণাদি পাঁচটী—ইন্দ্রিয়েরই বৃত্তি"—ইত্যাদি কতকগুলি বেদান্তবিরুদ্ধ বিষয় ঐ সাংখ্যস্মৃতিতেই দেখা যায় ॥ ২ ॥

ঈক্ষণকর্ত্তৃরূপে নিমিত্ত এবং অদ্বৈতরূপে উপাদানরূপী স্রষ্টা ঃ—

'নিমিত্তাংশে' করে তেঁহো মায়াতে ঈক্ষণ ।
'উপাদান' অদ্বৈত করেন ব্রহ্মাণ্ড-সৃজন ॥ ১৭ ॥

সাংখ্য-মত নিরাস ঃ—

যদ্যপি সাংখ্য মানে, 'প্রধান'—কারণ ।
জড় হইতে কভু নহে জগৎ-সৃজন ॥ ১৮ ॥

ভগবচ্ছক্তিতেই প্রকৃতি ক্রিয়াবতী ঃ—

নিজ সৃষ্টিশক্তি প্রভু সঞ্চারি' প্রধানে ।
ঈশ্বরের শক্ত্যে তবে হয়ে ত' নির্ম্মাণে ॥ ১৯ ॥

অদ্বৈতপ্রভুর দুই মূর্ত্তি ঃ—

অদ্বৈত-আচার্য্য—কোটিব্রহ্মাণ্ডের কর্ত্তা ।
আর এক এক মূর্ত্ত্যে ব্রহ্মাণ্ডের ভর্ত্তা ॥ ২০ ॥

ভগবানের অঙ্গ বা অংশস্বরূপ অদ্বৈতপ্রভু ঃ—

সেই নারায়ণের মুখ্য অঙ্গ,—অদ্বৈত ।
'অঙ্গ'-শব্দে অংশ করি' কহে ভাগবত ॥ ২১ ॥

শ্রীমদ্ভাগবত (১০।১৪।১৪)—

নারায়ণস্ত্বং ন হি সর্ব্বদেহিনামাত্মাস্যধীশাখিল-লোকসাক্ষী ।
নারায়ণোঽঙ্গং নর-ভূ-জলায়নাত্তচ্চাপি সত্যং ন তবৈব মায়া॥২২॥

অঙ্গ বা অংশ হইলেও মায়াতীত ঃ—

ঈশ্বরের অঙ্গ, অংশ—চিদানন্দময় ।
মায়ার সম্বন্ধ নাহি, এই শ্লোকে কয় ॥ ২৩ ॥

'অংশ' না বলিয়া 'অঙ্গ' বলিবার তাৎপর্য্য ঃ—

'অংশ' না কহিয়া, কেনে কহ তাঁরে 'অঙ্গ' ।
'অংশ' হৈতে 'অঙ্গ', যাতে হয় অন্তরঙ্গ ॥ ২৪ ॥

'অদ্বৈত'-নামের সার্থকতা ঃ—

মহাবিষ্ণুর অংশ—অদ্বৈত গুণধাম ।
ঈশ্বরে অভেদ, তেঞি 'অদ্বৈত' পূর্ণ নাম ॥ ২৫ ॥

আচার্য্য-নামের সার্থকতা ঃ—

পূর্ব্বে যৈছে কৈল সর্ব্ব-বিশ্বের সৃজন ।
অবতরি' কৈল এবে ভক্তি-প্রবর্ত্তন ॥ ২৬ ॥

অদ্বৈতাবতারে কৃষ্ণভক্তি-প্রচারই তাঁহার কার্য্য ঃ—

জীব নিস্তারিল কৃষ্ণভক্তি করি' দান ।
গীতা-ভাগবতে কৈল ভক্তির ব্যাখ্যান ॥ ২৭ ॥
ভক্তি-উপদেশ বিনু তাঁর নাহি কার্য্য ।
অতএব নাম হৈল 'অদ্বৈত-আচার্য্য' ॥ ২৮ ॥
বৈষ্ণবের গুরু তেঁহো জগতের আর্য্য ।
দুইনাম-মিলনে হৈল 'অদ্বৈত-আচার্য্য' ॥ ২৯ ॥

'কমলাক্ষ'-নামের সার্থকতা ঃ—

কমলনয়নের তেঁহো, যাতে 'অঙ্গ', 'অংশ' ।
'কমলাক্ষ' বলি' ধরে নাম অবতংস ॥ ৩০ ॥

বৈকুণ্ঠে বিষ্ণু ও বৈষ্ণবের সারূপ্য ঃ—

ঈশ্বর-সারূপ্য পায় পারিষদগণ ।
চতুর্ভুজ, পীতবাস, যৈছে নারায়ণ ॥ ৩১ ॥

অদ্বৈতপ্রভুর গুণ-মাহাত্ম্য ঃ—

অদ্বৈত-আচার্য্য—ঈশ্বরের অংশবর্য্য ।
তাঁর তত্ত্ব-নাম-গুণ, সকলি আশ্চর্য্য ॥ ৩২ ॥

অদ্বৈতপ্রভুর মহাপ্রভুকে অবতারণ ঃ—

যাঁহার তুলসীদলে, যাঁহার হুঙ্কারে ।
স্বগণ সহিতে চৈতন্যের অবতারে ॥ ৩৩ ॥
যাঁর দ্বারা কৈল প্রভু কীর্ত্তন প্রচার ।
যাঁর দ্বারা কৈল প্রভু জগৎ নিস্তার ॥ ৩৪ ॥
আচার্য্য গোসাঞির গুণ-মহিমা অপার ।
জীবকীট কোথায় পাইবেক তার পার ॥ ৩৫ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২২। আদি, ২য় পঃ ৩০ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

অনুভাষ্য

১৮-১৯। আদি, ৫ম পঃ ৫৮-৬৬ ; মধ্য ২০ পঃ ২৫৯-২৬১, ২৭১, ২৭৬ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

২১। আদি, ৩য় পঃ ৬৭ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

২৩। আদি, ৩য় পঃ ৬৯-৭০ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

২৬-২৮। অদ্বৈতপ্রভু সেব্য বিষ্ণুতত্ত্ব হইলেও তাঁহার জীবের মঙ্গলবিধান-কার্য্যরূপ সেবাপ্রবৃত্তিদান ব্যতীত অন্য কৃত্য বা আচরণ নাই। কেবল সেব্যভাবে স্বীয় লীলার প্রচার করিলে জগতের ভোগী লোকসমূহ তদনুকরণে নিরীশ্বর কেবলাদ্বৈতবাদী বা অহংগ্রহোপাসক হইয়া যাইবে,—দেখিয়া ভগবান্ বিষ্ণুর

অনুভাষ্য

সেবকলীলা প্রকটিত করিয়া এই আচার্য্যত্ব প্রদর্শন করাও একটী কার্য্য। আচার্য্যের কৃষ্ণসেবোন্মুখতারূপ আচরণ ব্যতীত অন্য কার্য্য নাই। সেব্যের সেবকরূপে আচরণই আচার্য্যত্বের হেতু—উহাই নৈমিত্তিক অবতারের লীলাবিশেষ। দুরাচার জনগণ আচার্য্যের পবিত্রস্থান ও বেষ কলুষিত করিতে গিয়া ভগবৎসেবা ব্যতীত যে স্বীয় ইন্দ্রিয়তর্পণের তাণ্ডব নৃত্য প্রদর্শন করেন, তাহা সর্ব্বতোভাবে আচার্য্যের দ্বারা তিরস্কৃত।

২৯। শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য বৈষ্ণব-জগতের গুরু এবং সকলেরই মান্য। তাঁহারই পাদপদ্মানুসরণে ভগবদ্ভক্ত বৈষ্ণবগণ তাদৃশ আচরণ অনুসরণ করিয়া হরিসেবা করেন।

৩৩-৩৪। আদি, ৩য় পঃ ৯১, ৯৫-১০৮ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

গৌরের এক অঙ্গ—অদ্বৈত, অন্য অঙ্গ—নিতাই ঃ—

আচার্য্য গোসাঞিং চৈতন্যের মুখ্য অঙ্গ ।
আর এক অঙ্গ তাঁর প্রভু নিত্যানন্দ ॥ ৩৬ ॥

উপাঙ্গাস্ত্র—শ্রীবাসাদি ভক্ত ঃ—

প্রভুর উপাঙ্গ—শ্রীবাসাদি ভক্তগণ ।
হস্তমুখনেত্র-অঙ্গ চক্রাদ্যস্ত্র-সম ॥ ৩৭ ॥

সাঙ্গোপাঙ্গ লইয়া গৌরের নাম-প্রেম-প্রচার ঃ—

এসব লইয়া চৈতন্যপ্রভুর বিহার ।
এসব লইয়া করেন বাঞ্ছিত প্রচার ॥ ৩৮ ॥

লৌকিক রীতি অনুসারে অদ্বৈতের প্রতি গৌরের গুরুতুল্য ব্যবহার—

মাধবেন্দ্রপুরীর ইহোঁ শিষ্য, এই জ্ঞানে ।
আচার্য্য গোসাঞিরে প্রভু গুরু করি' মানে ॥ ৩৯ ॥
লৌকিক লীলাতে ধর্ম্মমর্য্যাদা-রক্ষণ ।
স্তুতি-ভক্ত্যে করে তাঁর চরণ-বন্দন ॥ ৪০ ॥

অদ্বৈতপ্রভুর মহাপ্রভুর প্রতি প্রভু-বুদ্ধি ঃ—

চৈতন্যগোসাঞিকে আচার্য্য করে প্রভু-জ্ঞান ।
আপনাকে করেন তাঁর 'দাস'-অভিমান ॥ ৪১ ॥

কৃষ্ণদাস-অভিমানে ভক্তি-প্রচার ঃ—

সেই অভিমান-সুখে আপনা পাসরে ।
'কৃষ্ণদাস হও'—জীবে উপদেশ করে ॥ ৪২ ॥

কৃষ্ণদাস্যে বৈকুণ্ঠ-আনন্দ ঃ—

কৃষ্ণদাস-অভিমানে যে আনন্দসিন্ধু ।
কোটী ব্রহ্মসুখ নহে তার একবিন্দু ॥ ৪৩ ॥

অদ্বৈতের ও নিত্যানন্দের গৌরদাস্যেই সুখ ঃ—

মুঞি যে চৈতন্যদাস, আর নিত্যানন্দ ।
দাস-ভাব-সম নহে অন্যত্র আনন্দ ॥ ৪৪ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৩৯-৪১। অদ্বৈতপ্রভু—মাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য এবং তাঁহার গুরুভাই ঈশ্বরপুরী—মহাপ্রভুর গুরু। এই সম্বন্ধে আচার্য্য-গোঁসাইকে মহাপ্রভু 'গুরু'জ্ঞান করেন। বস্তুতঃ শ্রীচৈতন্য-গোঁসাই—সর্ব্বেশ্বর এবং অদ্বৈতপ্রভু—তাঁহার দাস। এ সম্বন্ধে অদ্বৈত-আচার্য্যপ্রভু আপনাকে 'দাস' অভিমান করিতেন।

অনুভাষ্য

৩৬-৩৮। আদি ৩য় পঃ ৭১-৭৪ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

৩৯। শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী শ্রীমধ্বাচার্য্য-সম্প্রদায়ের জনৈক গুরু। তাঁহার শিষ্য—ঈশ্বরপুরী ও শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু। শ্রীমাধ্ব-পরম্পরায় শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-শাখা 'শ্রীগৌরগণোদ্দেশে', 'প্রমেয়রত্নাবলী'-তে ও শ্রীগোপালগুরু গোস্বামীর গ্রন্থে উদ্ধৃত হইয়াছে। শ্রীভক্তি-রত্নাকরেও তদুল্লেখ দেখা যায়। শ্রীগৌরগণোদ্দেশে শ্রীমাধ্ব-শাখা এরূপ বর্ণিত আছে—"পরব্যোমেশ্বরস্যাসীচ্ছিষ্যো ব্রহ্মা জগৎপতিঃ। তস্য শিষ্যো নারদোঽভূৎ ব্যাসস্তস্যাপ শিষ্যতাম্।। শুকো ব্যাসস্য শিষ্যত্বং প্রাপ্তো জ্ঞানাবরোধনাৎ। ব্যাসাল্লব্ধ-কৃষ্ণদীক্ষো মধ্বাচার্য্যো মহাযশাঃ।। তস্য শিষ্যোঽভবৎ পদ্মনাভা-চার্য্য-মহাশয়ঃ। তস্য শিষ্যো নরহরিস্তচ্ছিষ্যো মাধবদ্বিজঃ। অক্ষোভ্যস্তস্য শিষ্যোঽভূত্তচ্ছিষ্যো জয়তীর্থকঃ। তস্য শিষ্যো জ্ঞানসিন্ধুঃ তস্য শিষ্যো মহানিধিঃ। বিদ্যানিধিস্তস্য শিষ্যো রাজেন্দ্রস্তস্য সেবকঃ। জয়ধর্ম্মা মুনিস্তস্য শিষ্যো যদ্‌গণ-মধ্যতঃ।। শ্রীমদ্বিষ্ণুপুরী যস্তু ভক্তিরত্নাবলীকৃতিঃ। জয়ধর্ম্মস্য শিষ্যোঽভূদ্‌-ব্রহ্মণ্যঃ পুরুষোত্তমঃ।। ব্যাসতীর্থস্তস্য শিষ্যো যশ্চক্রে বিষ্ণু-সংহিতাম্। শ্রীমান্ লক্ষ্মীপতিস্তস্য শিষ্যো ভক্তিরসাশ্রয়ঃ।। তস্য শিষ্যো মাধবেন্দ্রো যদ্ধর্ম্মোঽয়ং প্রবর্ত্তিতঃ। তস্য শিষ্যোঽভবৎ শ্রীমানীশ্বরাখ্যপুরী যতিঃ।। কলয়ামাস শৃঙ্গারং যঃ শৃঙ্গারফলা-ত্মকঃ। অদ্বৈতঃ কলয়ামাস দাস্যসখ্যে ফলে উভে।। ঈশ্বরাখ্যপুরীং গৌর উররীকৃত্য গৌরবে। জগদাপ্লাবয়ামাস প্রাকৃতাপ্রাকৃতা-ত্মকম্।।"

৪২। ভক্তভাব অঙ্গীকার করিয়া মহাবিষ্ণু আপনার স্বরূপা-ভিমান পরিহারপূর্ব্বক ভগবৎকৈঙ্কর্য্যকে নিজের আনুষ্ঠানিক কার্য্যজ্ঞানে আনন্দানুভব করেন। সেই সেবানন্দদ্বারাই মহাবিষ্ণুর নিজস্বরূপজ্ঞানে (আপনাকে ভোক্তা বলিয়া উপলব্ধিতে) শৈথিল্য। তিনি স্বয়ং আচরণ করিয়া জীবগণকে অনুক্ষণ কৃষ্ণসেবা করিবার প্রবৃত্তি প্রদান করেন। ২৭-২৮ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৪৩। ব্রহ্মসুখ—'আমি ব্রহ্ম' এই অভেদ-বুদ্ধিতে যে সুখ।

অনুভাষ্য

৪৩-৪৪। আদি, ৭ম পঃ ৮৫, ৯৭-৯৮ সংখ্যা দ্রষ্টব্য। ভঃ রঃ সিঃ পূর্ব্ব-লহরীতে—"ব্রহ্মানন্দো ভবেদেষ চেৎ পরার্দ্ধগুণী-কৃতঃ। নৈতি ভক্তিসুখাম্ভোধেঃ পরমাণুতুলামপি।।" ভাবার্থ-দীপিকায়—"ত্বৎকথামৃত-পাথোধৌ বিহরন্তো মহামুদঃ। কুর্ব্বন্তি কৃতিনঃ কেচিচ্চতুর্ব্বর্গং তৃণোপমম্।।" তত্রাপি চ বিশেষেণ গতি-মণ্বীমন্বিচ্ছতঃ॥ ভক্তিহৃতমনঃপ্রাণান্ প্রেম্ণা তান্ কুরুতে জনান্।। শ্রীকৃষ্ণচরণাম্ভোজসেবা-নির্ব্বৃতচেতসাম্। এষাং মোক্ষায় ভক্তানাং ন কদাচিৎ স্পৃহা ভবেৎ।।" পদ্মপুরাণে কার্ত্তিক-মাহাত্ম্যে—"বরং দেব মোক্ষং ন মোক্ষাবধিং বা, ন চান্যং বৃণেঽহং বরেশাদ-পীহ। ইদং তে বপুর্নাথ গোপালবালং, সদা মে মনস্যাবিরাস্তাং কিমন্যৈঃ।। কুবেরাত্মজৌ বদ্ধমূর্ত্ত্যৈব যদ্বৎ, ত্বয়া মোচিতৌ ভক্তি-ভাজৌ কৃতৌ চ। তথা প্রেমভক্তিং স্বকাং মে প্রযচ্ছ, ন মোক্ষে গ্রহো মেঽস্তি দামোদরেহ।।" হয়শীর্ষীয়-শ্রীনারায়ণব্যূহ-স্তবে —"ন ধর্ম্মং কামমর্থং বা মোক্ষং বা বরদেশ্বর। প্রার্থয়ে তব

দৃষ্টান্তদ্বারা কৃষ্ণদাস্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা প্রদর্শন ঃ—

(১) লক্ষ্মীর কৃষ্ণদাস্য যাচ্ঞা ঃ—

পরমপ্রেয়সী লক্ষ্মী হৃদয়ে বসতি।
তেঁহো দাস্য-সুখ মাগে করিয়া মিনতি ॥ ৪৫ ॥

(২) বিষ্ণুপার্ষদগণ এবং ব্রহ্মা, শিব, চতুঃসন, নারদ ও শুকাদিরও কৃষ্ণদাস্য ঃ—

দাস্য-ভাবে আনন্দিত পারিষদগণ।
বিধি, ভব, নারদাদি শুক সনাতন ॥ ৪৬ ॥

(৩) গৌরদাস্যে পাগল নিতাই ঃ—

নিত্যানন্দ অবধূত সবাতে আগল।
চৈতন্যের দাস্য-প্রেমে হইলা পাগল ॥ ৪৭ ॥

(৪) শ্রীবাসাদি মহাজনগণ, সকলেই গৌরদাস ঃ—

শ্রীবাস, হরিদাস, রামদাস, গদাধর।
মুরারি, মুকুন্দ, চন্দ্রশেখর, বক্রেশ্বর ॥ ৪৮ ॥
এসব পণ্ডিতলোক পরম-মহত্ত্ব।
চৈতন্যের দাস্যে সবায় করয়ে উন্মত্ত ॥ ৪৯ ॥

স্বয়ং গৌরদাস বলিয়া ইঁহাদেরও গৌরদাস্যেরই উপদেশ ঃ—

এই মত গায়, নাচে, করে অট্টহাস।
লোকে উপদেশে,—'হও চৈতন্যের দাস' ॥ ৫০ ॥

চৈতন্যগোসাঞি মোরে করে গুরু-জ্ঞান।
তথাপিহ মোর হয় দাস-অভিমান ॥ ৫১ ॥

কৃষ্ণপ্রেমের প্রভাব ঃ—

কৃষ্ণপ্রেমের এই এক অপূর্ব্ব প্রভাব।
গুরু-সম-লঘুকে করায় দাস্যভাব ॥ ৫২ ॥

সিদ্ধানুভূতি প্রমাণ ঃ—

ইহার প্রমাণ শুন—শাস্ত্রের ব্যাখ্যান।
মহদনুভব, যাতে সুদৃঢ় প্রমাণ ॥ ৫৩ ॥

(৫) নন্দ-মহারাজের বৎসল-রসেও কৃষ্ণদাস্য ঃ—

অন্যের কা কথা, ব্রজে নন্দ-মহাশয়।
তার সম 'গুরু' কৃষ্ণের আর কেহ নয় ॥ ৫৪ ॥
শুদ্ধবাৎসল্যে ঈশ্বর-জ্ঞান নাহি তার।
তাহাকেই প্রেমে করায় দাস্য-অনুকার ॥ ৫৫ ॥
তেঁহো রতি-মতি মাগে কৃষ্ণের চরণে।
তাঁহার শ্রীমুখবাণী তাহাতে প্রমাণে ॥ ৫৬ ॥
"শুন উদ্ধব, সত্য, কৃষ্ণ—আমার তনয়।
তেঁহো ঈশ্বর—হেন যদি তোমার মনে লয় ॥ ৫৭ ॥
তথাপি তাঁহাতে রহু মোর মনোবৃত্তি।
তোমার ঈশ্বর-কৃষ্ণে হউক মোর মতি ॥" ৫৮ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৪৭। আগল—অগ্রগণ্য।

অনুভাষ্য

পাদাব্জে দাস্যমেবাভিকাময়ে।। পুনঃ পুনর্ব্বরান্ দিৎসুর্বিষ্ণুর্মুক্তিং ন যাচিতঃ। ভক্তিরেব বৃতা যেন প্রহ্লাদং তং নমাম্যহম্।। যদৃচ্ছয়া লব্ধমপি বিষ্ণোর্দাশরথেস্তু যঃ। নৈচ্ছন্মোক্ষং বিনা দাস্যং তস্মৈ হনুমতে নমঃ।।" শ্রীহনুমদ্বাক্যে—"ভববন্ধচ্ছিদে তস্মৈ স্পৃহয়ামি ন মুক্তয়ে। ভবান্ প্রভুরহং দাস ইতি যত্র বিলুপ্যতে।।" শ্রীনারদ-পঞ্চরাত্রে জিতন্ত-স্তোত্রে—"ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষেষু নেচ্ছা মম কদাচন। ত্বৎপাদপঙ্কজস্যাধো জীবিতং দীয়তাং মম।। মোক্ষ-সালোক্য-সারূপ্যান্ প্রার্থয়ে ন ধরাধর। ইচ্ছামি হি মহাভাগ কারুণ্যং তব সুব্রত।।" সম্রাট্ কুলশেখর-কৃত "মুকুন্দমালা"-স্তোত্রে—"নাহং বন্দে পদকমলয়োর্দ্বন্দ্বমদ্বন্দ্ব-হেতোঃ, কুম্ভীপাকং গুরুমপি হরে নারকং নাপনেতুম্। রম্যা-রামা-মৃদুতনুলতা-নন্দনে নাভিরন্তুং, ভাবে ভাবে হৃদয়ভবনে ভাবয়েয়ং ভবন্তম্।।" শ্রীমদ্ভাগবতে—৩।২৫।৩৬, ৩।৪।১৫, ৩।২৫।৩৪, ৪।১।২২, ৪।৯।১০, ৪।২০।২৪, ৫।১৪।৪৩, ৬।১১।২৫, ৬।১৭।২৮, ৬।১৮।৭৪, ৭।৬।২৫, ৭।৮।৪২, ৮।৩।২০, ৯।৪।৪৯, ৯।২১।১২, ১০।১৬।৩৭, ১০।৮৭।২১, ১১।১৪।১৪, ১১।২০।৩৪, ১২।৩।৬ প্রভৃতি বহু শ্লোক দ্রষ্টব্য।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৫২। গুরু—বাৎসল্যরসাশ্রিত গুরুবর্গ; সম—সমান (সখ্য-রসাশ্রিত); লঘু—ক্ষুদ্র। কৃষ্ণপ্রেম এই তিনজনকেই দাস্যভাব প্রদান করেন। সুতরাং কৃষ্ণ-চৈতন্যের গুরুগণ, সমানগণ ও লঘুগণ—সকলেই তাঁহার দাস।

৫৮। হে উদ্ধব, যদিও কৃষ্ণকে ঈশ্বর বলিয়া মনে লয়, তথাপি সেই কৃষ্ণে আমার মনোবৃত্তি স্থিত হউক্।

অনুভাষ্য

৫২। জগতে গুরুবর্গ যে অজ্ঞাতভাবে দাস্য করেন, তাহা অনেক সময়ে ঐশ্বর্য্য-প্রধান বুদ্ধিতে বা মর্য্যাদা-মার্গে বুঝা যায় না। এজন্য নারায়ণসেবায় কৃষ্ণপ্রেমার ন্যায় চমৎকারিতা নাই। কৃষ্ণের গুরুগণ দাস্যের উৎকর্ষে অবস্থিত হইবার জন্যই শ্রীগুরুত্ব গ্রহণ করিয়া সেবা করিয়া থাকেন। সম ও লঘু-সম্বন্ধবিশিষ্ট হইয়া দাস্যভাব ঐশ্বর্য্যপ্রধান বুদ্ধিতে বুঝা যায়, কিন্তু গুর্ব্বভিমানে দাস-ভাব-প্রাবল্য একমাত্র কৃষ্ণসেবায় অবস্থিত। সর্ব্বতোভাবে সেবা-প্রবৃত্তিবিশিষ্ট হইয়া প্রচুর পরিমাণে সেবাভিলাষ একমাত্র সর্ব্বসেব্য কৃষ্ণের প্রতিই সম্ভব। নারায়ণের সম ও লঘু, বহু সেবক আছেন। কিন্তু কৃষ্ণের গুরুবর্গ অপূর্ব্ব প্রভাব বিস্তার করিয়া আত্যন্তিক সেবাই করিয়া থাকেন। কৃষ্ণের গুরুজন, কৃষ্ণের সম এবং কৃষ্ণের স্নেহের পাত্র, এই ত্রিবিধ ব্যক্তিই তৎপ্রেমবিশিষ্ট হইয়া কৃষ্ণদাস্যই করিয়া থাকেন,—ইহাই প্রেমের অদ্ভুত বিক্রম।

শ্রীমদ্ভাগবত (১০।৪৭।৬০-৬১)—

মনসো বৃত্তয়ো নঃ স্যুঃ কৃষ্ণপাদাম্বুজাশ্রয়াঃ ।
বাচোঽভিধায়িনীর্নাম্নাং কায়স্তৎপ্রহ্বণাদিষু ॥ ৫৯ ॥
কর্ম্মভির্ভ্রাম্যমাণানাং যত্র ক্বাপীশ্বরেচ্ছয়া ।
মঙ্গলাচরিতৈর্দানৈ রতির্নঃ কৃষ্ণ ঈশ্বরে ॥ ৬০ ॥

(৬) ব্রজসখাগণের সখ্যরসেও কৃষ্ণদাস্য ঃ—

শ্রীদামাদি ব্রজে যত সখার নিচয় ।
ঐশ্বর্য্যজ্ঞান-হীন, কেবল সখ্যময় ॥ ৬১ ॥
কৃষ্ণসঙ্গে যুদ্ধ করে, স্কন্ধে আরোহণ ।
তাঁরা দাস্যভাবে করে চরণ-সেবন ॥ ৬২ ॥

শ্রীমদ্ভাগবত (১০।১৫।১৭)—

পাদসম্বাহনং চক্রুঃ কেচিত্তস্য মহাত্মনঃ ।
অপরে হতপাপ্মানো ব্যজনৈঃ সমবীজয়ন্ ॥ ৬৩ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৫৯-৬০। নন্দ কহিলেন,—হে উদ্ধব, আমাদের সমস্ত মানসবৃত্তি শ্রীকৃষ্ণপাদাম্বুজকে আশ্রয় করুক ; আমাদিগের বাক্য-সকল তাঁহার নামকীর্ত্তন করুক এবং আমাদিগের দেহ তাঁহার অভিবাদনে প্রযুক্ত হউক। কর্ম্মফলানুসারে ঈশ্বরের ইচ্ছায় আমাদের যে কোন অবস্থা হউক না কেন, দানাদি শুভানুষ্ঠানের দ্বারা পরম পুরুষ কৃষ্ণে আমাদিগের রতি পরিবর্দ্ধিত হউক্।

৬১। সখ্য দুই প্রকার—'ঐশ্বর্য্যজ্ঞানযুক্ত' ও 'কেবল' অথবা 'অমিশ্র' সখ্য। শ্রীদামাদি ব্রজসখাদিগের 'কেবল' সখ্য—তাঁহারা কৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য জানেন না।

৬৩। কৃষ্ণ শয়ন করিলে কোন সখা তাঁহার পাদসম্বাহন করিতে লাগিলেন, কেহ বা বিশুদ্ধ-সখ্যভাবে পল্লব-রচিত ব্যজনদ্বারা বায়ু ব্যজন করিতে লাগিলেন।

অনুভাষ্য

৫৯। ব্রজবাসিগণের সহিত সাক্ষাৎকারের পর তাঁহাদিগকে আমন্ত্রণ করিয়া উদ্ধব দ্বারকায় প্রত্যাবর্ত্তনোদ্যত হইলে নন্দাদি গোপগণ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অনুরাগভরে উদ্ধবকে বলিতেছেন,—

নঃ (অস্মাকং) মনসঃ বৃত্তয়ঃ কৃষ্ণপাদাম্বুজাশ্রয়াঃ (কৃষ্ণপাদ-পদ্মাশ্রিতাঃ) স্যুঃ। [অস্মাকং] বাচঃ তু নাম্নাং (তন্নাম্নাম্) অভি-ধায়িনীঃ (কীর্ত্তনপরা ভবন্তু), কায়ঃ (দেহঃ) তৎপ্রহ্বণাদিষু (তস্য কৃষ্ণস্য নমস্কারাদিষু) অস্তু।

৬০। কর্ম্মভিঃ (পাপপুণ্যাদিভিঃ ফলান্বিতৈঃ) ঈশ্বরেচ্ছয়া যত্র ক্বাপি ভ্রাম্যমাণানাং (চতুরশীতিযোনিষু জায়মানানাং) নঃ (অস্মাকং) মঙ্গলাচরিতৈঃ দানৈঃ (তজ্জনিতৈঃ শুভকর্ম্মভিঃ) ঈশ্বরে (ভগবতি) কৃষ্ণে রতিঃ (অনুরাগঃ) অস্তু।

৬৩। তালবনে ধেনুকাসুরের বধের পূর্ব্বে রামকৃষ্ণকে লইয়া গোপবালকগণ পরস্পর এইরূপ ক্রীড়া করিতেছিলেন,—

(৭) ব্রজগোপীগণের মধুররসেও কৃষ্ণদাস্য ঃ—

কৃষ্ণের প্রেয়সী ব্রজে যত গোপীগণ ।
যাঁর পদধূলি করে উদ্ধব প্রার্থন ॥ ৬৪ ॥
যাঁ-সবার উপরে কৃষ্ণের প্রিয় নাহি আন ।
তাঁহারা আপনাকে করে দাসী-অভিমান ॥ ৬৫ ॥

শ্রীমদ্ভাগবত (১০।৩১।৬)—

ব্রজজনার্ত্তিহন্ বীর যোষিতাং নিজ-জনস্ময়ধ্বংসনস্মিত ।
ভজ সখে ভবৎকিঙ্করীঃ স্ম নো জলরুহাননং চারু দর্শয় ॥৬৬॥

শ্রীমদ্ভাগবত (১০।৪৭।২১)—

অপি বত মধুপুর্য্যামার্য্যপুত্রোঽধুনাস্তে
স্মরতি স পিতৃগেহান্ সৌম্য বন্ধূংশ্চ গোপান্ ।
ক্বচিদপি স কথাং নঃ কিঙ্করীণাং গৃণীতে
ভুজমগুরুসুগন্ধং মূর্দ্ধ্ন্যধাস্যৎ কদা নু ॥ ৬৭ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৬৬। হে ব্রজদুঃখনাশক, হে যোষিদ্‌গণের মধ্যে পরম-নায়ক, হে নিজ-জন-সন্দেহ (গর্ব্ব)-দূরকারী মন্দহাস্যময়, হে সখে, আমরা তোমার কিঙ্করী—তোমার মুখপদ্ম আমাদিগকে দর্শন করাও।

৬৭। সম্প্রতি খেদের বিষয় এই যে, আমাদের আর্য্যপুত্র মথুরা-নগরে অবস্থিতি করিতেছেন। হে উদ্ধব, পিতা নন্দের গৃহ ও গোপবান্ধবগণকে তিনি কি স্মরণ করেন? কখনও কি তিনি এই কিঙ্করীদিগের কথা বলেন? আহা! তিনি কি আর অগুরুবৎ-গন্ধযুক্ত হস্ত আমাদের মস্তকে ধারণ করিবেন?

অনুভাষ্য

হতপাপ্মানঃ (বিগতকল্মষাঃ) কেচিৎ গোপবালকাঃ মহাত্মনঃ (ভগবতঃ) তস্য (কৃষ্ণস্য) পাদসম্বাহনং চক্রুঃ ; অপরে [গোপাঃ] ব্যজনৈঃ সমবীজয়ন্ (সম্যক্ অবীজয়ন্)।

৬৬। রাসক্রীড়াকালে কৃষ্ণ অন্তর্হিত হওয়ায় তাঁহার অন্বেষণ করিতে করিতে গোপীগণের গীতি,—

হে ব্রজজনার্ত্তিহন্ (কৃষ্ণানুরাগিজনবিরহক্লেশবিনাশন) বীর (উদারবিগ্রহ), নিজজনস্ময়ধ্বংসনস্মিত (নিজজনানাং রস-বিগ্রহানাং স্ময়ঃ গর্ব্বং তং ধ্বংসয়তি ইতি তথাভূতং স্মিতং হাস্যং যস্য তথাভূত) সখে, স্ম (নিশ্চিতং) ভবৎকিঙ্করীঃ নঃ (অস্মান্) ভজ (অনুবর্ত্তস্ব) ; চারু (মনোহরং) জলরুহাননং (মুখপদ্মং) চ যোষিতাং (গোপীনামস্মাকং) দর্শয়।।

৬৭। ব্রজে উদ্ধবের আগমনে ভ্রমরকে লক্ষ্য করিয়া শ্রীমতীর চিত্রজল্পোক্তি,—

হে সৌম্য! অপি বত আর্য্যপুত্রঃ (নন্দনন্দনঃ) অধুনা কিং মধুপুর্য্যাং (মথুরায়াম্) আস্তে (সুখং নিবসতি)? সঃ পিতৃগেহান্ (পিতৃভ্যাং নন্দযশোদাভ্যাং গেহৈশ্চ সহিতান্) বন্ধূন্ (পর্জ্জন্য-

(৮) এমন কি, সাক্ষাৎ শ্রীরাধারও কৃষ্ণদাস্য ঃ—

তাঁ-সবার কথা রহু,—শ্রীমতী রাধিকা ।
সবা হৈতে সকলাংশে পরম-অধিকা ॥ ৬৮ ॥
তেঁহো যাঁর দাসী হৈঞা সেবেন চরণ ।
যাঁর প্রেমগুণে কৃষ্ণ বদ্ধ অনুক্ষণ ॥ ৬৯ ॥

শ্রীমদ্ভাগবত (১০।৩০।৩৯)—

হা নাথ রমণ প্রেষ্ঠ ক্বাসি ক্বাসি মহাভুজ ।
দাস্যাস্তে কৃপণায়া মে সখে দর্শয় সন্নিধিম্ ॥ ৭০ ॥

(৯) মহিষীগণেরও কৃষ্ণদাস্য ঃ—

দ্বারকাতে রুক্মিণ্যাদি যতেক মহিষী ।
তাঁহারাও আপনাকে মানে কৃষ্ণদাসী ॥ ৭১ ॥

শ্রীমদ্ভাগবত (১০।৮৩।১১)—

তপশ্চরন্তীমাজ্ঞায় স্বপাদস্পর্শনাশয়া ।
সখ্যোপেত্যোগ্রহীৎ পাণিং সাহং তদ্গৃহমার্জ্জনী ॥ ৭২ ॥

শ্রীমদ্ভাগবত (১০।৮৩।৩৯)—

আত্মারামস্য তস্যেমা বয়ং বৈ গৃহদাসিকাঃ ।
সর্ব্বসঙ্গনিবৃত্ত্যাদ্ধা তপসা চ বভূবিম ॥ ৭৩ ॥

(১০) স্বয়ংপ্রকাশ বলরামেরও কৃষ্ণদাস্য ঃ—

আনের কি কথা, বলদেব মহাশয় ।
যাঁর ভাব—শুদ্ধসখ্য-বাৎসল্যাদিময় ॥ ৭৪ ॥
তেঁহো আপনাকে করেন দাস-ভাবনা ।
কৃষ্ণদাস-ভাব বিনু আছে কোন জনা ॥ ৭৫ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৭০। হা নাথ! হা রমণ! হা প্রিয়তম! হা মহাবাহো! আমি তোমার অতিদীনা দাসী, আমাকে নিকটস্থ কর!

অনুভাষ্য

বরীয়স্যুপনন্দাভিনন্দ-সন্নন্দ-নন্দন-রোহিণী-সানন্দানন্দিনী-কণ্ডব-দণ্ডবাদীন্) গোপান্ (সুবলার্জ্জুন-গন্ধর্ব্ব-বসন্ত-শ্রীদামসুদামোজ্জ্বল-কোকিল-সনন্দন-বিদগ্ধাদীন্) চ কিং স্মরতি? ক্বচিৎ (কদাচিৎ) অপি কিঙ্করীণাং (ললিতা-বিশাখা-চিত্রা-চম্পকলতা-তুঙ্গবিদ্যেন্দুলেখা-রঙ্গদেবী-সুদেবী-কলাবতী-শুভাঙ্গদা-হিরণ্যাঙ্গী-রত্নলেখা-শিখাবতী-কন্দর্পমঞ্জরী-ফুল্লকলিকানঙ্গমঞ্জরী-পুণ্ডরীকা-সীতাখণ্ডী-চারুচণ্ডী-সদণ্ডিকা-কুণ্ঠিতা-কলকণ্ঠী-বামচী-মেচকা-হরিদ্রাভা-হরিচ্চেলা-বিতণ্ডিকা-লীলাবতী-সাধিকা-চন্দ্রিকা-মাধবী-বিজয়া-নন্দা-গৌরী-সুধামুখী-বৃন্দা-কৌমুদী-রত্নভবা-রত্নপ্রভাদি-দাসীনাং) নঃ (অস্মাকং শ্রীমতীবৃষভানুকুমারীণাং গান্ধর্ব্বিকানাং) কথাং সঃ গৃণীতে (কিং স্বমুখেনোচ্চারয়তি?) কদা নু অগুরুসুগন্ধং (অগুরুঃ সকাশাদপি সুষ্ঠুগন্ধং যস্য তাদৃশং) ভুজং (স্বভুজং) মূর্দ্ধ্নি অধাস্যৎ (নিধাস্যতি)?

৭০। রাসক্রীড়াকালে অন্যগোপীগণকে পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণ একমাত্র শ্রীমতী রাধিকার সহিত অন্তর্হিত হইলে অন্য গোপীগণকে কৃষ্ণ-বিরহে বিলাপ করিতে দেখিয়া দৃপ্তিবশতঃ শ্রীমতী স্বীয় চলচ্ছক্তি-রাহিত্য জ্ঞাপন করিয়া কৃষ্ণকে বহন করিতে আদেশ করায় কৃষ্ণের অন্তর্দ্ধানহেতু শ্রীমতীর বিলাপোক্তি,—

হা নাথ, রমণ, প্রেষ্ঠ (সর্ব্বোত্তম), ক্বাসি [ত্বং] ক্বাসি? হে সখে, কৃপণায়াঃ (তব বিরহকাতরায়াঃ দীনায়াঃ) তে (তব) দাস্যাঃ মে (মম) সন্নিধিং (নিজসন্নিধানং) দর্শয় (অবলোকয়)।।

৭২। স্যমন্তপঞ্চকে যাদব ও কৌরব-মহিলাগণ একত্র সম্মিলিত হইলে পরস্পর কৃষ্ণকথা-প্রসঙ্গে দ্রৌপদীর প্রতি কৃষ্ণমহিষী কালিন্দীর বাক্য,—

স্বপাদস্পর্শনাশয়া (স্বস্য শ্রীকৃষ্ণস্য পাদস্পর্শনস্য আশা,

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৭২। আমি শ্রীকৃষ্ণপাদস্পর্শ-লালসায় তপস্যা করিতেছিলাম, কৃপাপূর্ব্বক কৃষ্ণ স্বীয় সখার সহিত আসিয়া আমার পাণিগ্রহণ করিলেন। তদবধি আমি ইঁহার গৃহমার্জ্জনকারিণী দাসী।

৭৩। আমরা কত কত তপস্যাদ্বারা সর্ব্বসঙ্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক এই আত্মারাম পুরুষের গৃহদাসীত্ব লাভ করিয়াছি!

অনুভাষ্য

তয়া) তপশ্চরন্তীং মা (মাম্) আজ্ঞায় (জ্ঞাত্বা) সঃ কৃষ্ণঃ সখ্যা (অর্জ্জুনেন) সহ উপেত্য (সমীপমাগত্য) পাণিম্ অগ্রহীৎ ; সা অহং তৎ (তস্য) গৃহমার্জ্জনী দাসী।

৭৩। ঐ সময়ে ঐ প্রসঙ্গে দ্রৌপদী-প্রতি কৃষ্ণমহিষী লক্ষ্মণার বাক্য,—

ইমাঃ বয়ং (মহিষ্যঃ) সর্ব্বসঙ্গনিবৃত্ত্যা (সর্ব্বেষু সুখবিত্ত-পুত্রাদিষু সমোক্ষচতুর্ব্বর্গাদিষু বা সঙ্গঃ তস্য নিবৃত্ত্যা উপেক্ষয়া) তপসা (দাসীবৃত্ত্যা) আত্মারামস্য তস্য (কৃষ্ণস্য) অদ্ধা (সাক্ষাৎ) গৃহদাসিকাঃ বভূবিম (আস্মহি)।

৭৫। বলদেব অগ্রজন্মা অর্থাৎ পূজ্য হইয়াও আপনাকে অনুজ কৃষ্ণের সেবক বলিয়াই জানেন। মহাবৈকুণ্ঠে এই স্বয়ংপ্রকাশ বলদেববিগ্রহেরই চতুর্ব্ব্যূহাত্মক প্রকোষ্ঠ—উহাই সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বরের পরম ঐশ্বর্য্য। মর্য্যাদামার্গে এরূপ সমুন্নত পরমোচ্চ পদবীও কৃষ্ণের ভৃত্যবৃত্তিতে অবস্থিত, সুতরাং গোলোক-বৈকুণ্ঠ ও অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড বা তদভ্যন্তরস্থ কোন সত্ত্বই কৃষ্ণকে ভোগ করিতে বা ভৃত্য করাইতে সমর্থ নহে। কৃষ্ণ ব্যতীত অপর প্রত্যেকেই কৃষ্ণে যে পরিমাণে সেবাপ্রবৃত্তিবিশিষ্ট, সেই পরিমাণেই তিনি অন্যান্য বস্তু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। কৃষ্ণদাস্য পরিত্যাগ করিয়া যে প্রাণী যে পরিমাণ বিমুখ হইয়াছেন, সেই পরিমাণে তিনি অমঙ্গল আবাহন করিয়াছেন। জড়জগতে কৃষ্ণকে ভোগ করিবার প্রবৃত্তি অথবা কৃষ্ণের সমজ্ঞানে কৃষ্ণের ন্যায় ভোগ

(১১) শেষরূপী অনন্তের দশদেহে কৃষ্ণদাস্য ঃ—

সহস্রবদনে যেঁহো শেষ-সঙ্কর্ষণ ।
দশ দেহ ধরি' করে কৃষ্ণের সেবন ॥ ৭৬ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৭৬। দশদেহ—ছত্র, পাদুকা, শয্যা, উপাধান, বসন, ভূষণ, আরাম, আবাস, যজ্ঞসূত্র ও সিংহাসন,—এই দশদেহ।

অনুভাষ্য

করিবার প্রবৃত্তি অভক্তকুলের মূলমন্ত্র হইলেও স্বরূপতঃ সকল কৃষ্ণাশ্রিত জনই নিত্যকাল ভগবৎসেবায় নিযুক্ত। কৃষ্ণসেবা-বৈমুখ্যই জীবকে মৃতকল্প করিয়া তুলে। যখন কৃষ্ণজ্ঞানের উন্মেষ হয়, তৎকালেই ন্যূনাধিক কৃষ্ণদাস্যবৃত্তি জীবমাত্রেই লক্ষিত হয়।

৭৭-৭৮। রুদ্র ও সদাশিব—লঘুভাগবতামৃতে গুণাবতার-বর্ণনপ্রসঙ্গে (১৮-২৪) শ্লোক। রুদ্র—"একাদশব্যূহস্তথাষ্টতনু-রপ্যসৌ। প্রায়ঃ পঞ্চাননস্ত্র্যক্ষো দশবাহুরুদীর্য্যতে।। ক্বচিজ্জীব-বিশেষত্বং হরস্যোক্তং বিধেরিব। তত্তু শেষবদেবাস্তাং তদংশত্বেন কীর্ত্তনাৎ।। হরঃ পুরুষধামত্বান্নির্গুণপ্রায় এব সঃ। বিকারবানিহ তমোযোগাৎ সর্ব্বৈঃ প্রতীয়তে।। যথা শ্রীদশমে (১০।৮৮।৩)—"শিবঃ শক্তিযুতঃ শশ্বৎ ত্রিলিঙ্গো গুণসংবৃতঃ।।" যথা ব্রহ্ম-সংহিতায়াং—(৫।৪৫) "ক্ষীরং যথা দধি বিকারবিশেষযোগাৎ, সঞ্জায়তে ন তু ততঃ পৃথগস্তি হেতোঃ। যঃ শম্ভুতামপি তথা সমুপৈতি কার্য্যাদ্, গোবিন্দমাদি পুরুষং তমহং ভজামি।।" বিধে-র্ললাটাজ্জন্মাস্য কদাচিৎ কমলাপতেঃ। কালাগ্নিরুদ্রঃ কল্পান্তে ভবেৎ সঙ্কর্ষণাদপি।। সদাশিবাখ্যা তন্মূর্ত্তিস্তমোগন্ধবিবর্জ্জিতা। সর্ব্বকারণভূতাসাবঙ্গভূতা স্বয়ং প্রভোঃ। বায়ব্যাদিষু সৈবেয়ং শিব-লোকে প্রদর্শিতা।। তথা চ ব্রহ্মসংহিতায়াম্ আদিশিব-কথনে—(৫।৮)—"নিয়তিঃ সা রমা দেবী তৎপ্রিয়া তদ্বশংবদা। তল্লিঙ্গং ভগবান্ শম্ভুর্জ্যোতীরূপঃ সনাতনঃ। যা যোনিঃ সাপরা শক্তিঃ" ইত্যাদি।

শ্রীরুদ্র—একাদশব্যূহ, যথা—অজৈকপাৎ, অহির্ব্রধ্ন, বিরূপাক্ষ, রৈবত, হর, বহুরূপ, দেবশ্রেষ্ঠ ত্র্যম্বক, সাবিত্র, জয়ন্ত, পিনাকী এবং অপরাজিত ; এবং অষ্ট মূর্ত্তি যথা—পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ, সূর্য্য, চন্দ্র ও সোমযাজী ; তন্মধ্যে প্রায় রুদ্রই পঞ্চমুখ, ত্রিনয়ন এবং দশবাহু। কোন কোন স্থানে রুদ্রকেও বিধির ন্যায় 'জীববিশেষ' বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। ভগবদংশ-রূপে কীর্ত্তন করায় 'শেষে'র ন্যায় ইঁহারও মীমাংসা করিতে হইবে অর্থাৎ স্বাংশ শিব—ঈশ্বর-কোটি এবং সংহারক রুদ্র—বিভিন্নাংশ জীব। হর ভগবদবতার পুরুষাত্মস্বরূপ বলিয়া বস্তুতঃ নির্গুণ হইয়াও তমোগুণের যোগে অতাত্ত্বিক সর্ব্বসাধারণ লোকের নিকট আপাততঃ বিকারীর ন্যায় প্রতীত হন। যথা শ্রীদশমে—"রুদ্র নিরন্তর গুণসাম্যাবস্থারূপ প্রকৃতিযুক্ত, গুণক্ষোভের পর

(১২) শিবের কৃষ্ণদাস্য ঃ—

অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে রুদ্র—সদাশিবের অংশ ।
গুণাবতার তেঁহো, সর্ব্বদেব-অবতংস ॥ ৭৭ ॥

অনুভাষ্য

গুণত্রয়যুক্ত এবং দূর হইতে গুণত্রয়ে সংবৃত" ইতি। যথা ব্রহ্ম-সংহিতায়—"দুগ্ধ যেমন বিকার-বিশেষের যোগে দধিরূপে পরিণত হয়, কিন্তু সেই দধি স্বকারণ দুগ্ধ হইতে কখনই পৃথক্ বস্তু নয়, তদ্রূপ যিনি সংহারকার্য্যের নিমিত্ত রুদ্ররূপে অবতীর্ণ হন, আমি সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে ভজনা করি।" কোন কল্পে বিধির ললাট হইতে, কোন কল্পে বা বিষ্ণুর ললাট হইতে রুদ্রের উৎপত্তি হয়। কল্পাবসানে সঙ্কর্ষণ হইতেও কালাগ্নি রুদ্রের জন্ম হইয়া থাকে। বায়ুপুরাণাদিতে বৈকুণ্ঠের অন্তর্ভুক্ত শিবলোকে সর্ব্বকারণস্বরূপ ও তমোগুণসম্বন্ধরহিত যে সদাশিব-নাম্নী শিবমূর্ত্তি প্রদর্শিত হইয়াছে, তিনি স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বিলাস। যথা ব্রহ্মসংহিতায় আদিশিব-কথনে উক্ত হইয়াছে,—"নিয়তা ভগবৎস্বরূপভূতা, অনপায়িনী এবং বশংবদা সেই রমাদেবী যাঁহার প্রেয়সী, সনাতন চৈতন্যবিগ্রহ ভগবান্ শম্ভু সেই স্বয়ংরূপের অঙ্গবিশেষ। যিনি যোনি অর্থাৎ মহামায়া ও মহদাদি-তত্ত্বের উৎপত্তিস্থান, তিনি অপরা অর্থাৎ ত্রিগুণময়ী শক্তি" ইত্যাদি।

শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ ঃ—বাক্যবিশেলাভাৎ রুদ্রস্যাপি দ্বৈবিধ্যং প্রতিপাদয়িতুমাহ—শ্রীতি। 'সত্ত্বং রজঃ' ইত্যাদি (ভাঃ ১।২।২৩) বাক্যে য ঈশ্বরকোটিরুক্তঃ, তং তাবদাহ—রুদ্র একাদশব্যূহ ইতি। অত্র ভারতবাক্যম্—"অজৈকপাদহির্ব্রধ্নো বিরূপাক্ষোঽথ রৈবতঃ। হরশ্চ বহুরূপশ্চ ত্র্যম্বকশ্চ সুরেশ্বরঃ। সাবিত্রশ্চ জয়ন্তশ্চ পিনাকী চাপরাজিতঃ।।" ইত্যেতৎ। তথাষ্ট-তনুরিতি—"পৃথিবীং সলিলং তেজো বায়ুরাকাশমেব চ। সূর্য্য-চন্দ্রমসৌ সোমযাজী চেত্যষ্টমূর্ত্তয়ঃ।।" ইতি যাদবঃ। প্রায় ইতি—জলাবরণস্থ-রুদ্রস্যৈকমুখত্ববীক্ষণাৎ।

অথ জীবকোটিত্বং তস্যাহ—ক্বচিদিতি। "যং কাময়ে তমুগ্রং কৃণোমি তং ব্রহ্মাণং তমৃষিং তং সুমেধাম্" ইত্যাদিকমৃক্শ্রুতৌ; "অথ পুরুষো হ বৈ নারায়ণোঽকাময়ত—প্রজাঃ সৃজেয়" ইত্যারভ্য, "নারায়ণাদ্ ব্রহ্মা জায়তে, নারায়ণাদ্ রুদ্রো জায়তে, নারায়ণাৎ প্রজাপতির্জায়তে, নারায়ণাদিন্দ্রো জায়তে, নারায়ণা-দষ্টৌ বসবো (জায়ন্তে), নারায়ণাদেকাদশ-রুদ্রা (জায়ন্তে) নারায়ণাদ্দ্বাদশাদিত্যাঃ" (নাঃ উঃ ১) ইত্যাদিকং নারায়ণো-পনিষদি। "একো হ বৈ নারায়ণ আসীন্ন ব্রহ্মা ন ঈশানঃ" ইত্যুপক্রম্য, "তস্য ধ্যানান্তস্থস্য ললাটাৎ ত্র্যক্ষঃ শূলপাণিঃ পুরুষোঽজায়ত বিভ্রচ্ছ্রিয়ং সত্যং ব্রহ্মচর্য্যং তপো বৈরাগ্যম্" (মঃ উঃ ১-২) ইত্যাদিকং মহোপনিষদি। "প্রজাপতিঞ্চ রুদ্রঞ্চাপ্যহমেব সৃজামি বৈ। তৌ হি মাং ন বিজানীতো মম মায়াবিমোহিতৌ।।"

তেঁহো করেন কৃষ্ণের দাস্য-প্রত্যাশ ।
নিরন্তর কহে শিব, 'মুঞি কৃষ্ণদাস' ॥ ৭৮ ॥

অনুভাষ্য

ইতি মোক্ষধর্ম্মে চ। এভির্বাক্যৈর্জন্মোক্তেঃ হরস্য জীবত্বম্। অতঃ প্রলয়শ্চ "ব্রহ্মা শম্ভুস্তথৈবার্কশ্চন্দ্রমাশ্চ শতক্রতুঃ। এবমাদ্যাস্তথৈবান্যে যুক্তা বৈষ্ণবতেজসা।। জগৎকার্য্যাবসানে তু বিযুজ্যন্তে চ তেজসা। বিতেজসশ্চ তে সর্ব্বে পঞ্চত্বমুপযান্তি বৈ।।" ইতি বিষ্ণুধর্ম্মে। "একো হ" ইত্যাদিশ্রুতৌ চ। অন্যথা এতানি কুপ্যেয়ুঃ। দৃষ্টান্তোঽত্র—বিধিরিবেতি। শেষবদিতি—শার্ঙ্গিণঃ শয্যারূপস্তদাধারশক্তিঃ শেষ ঈশ্বরকোটিঃ, ভূধারী তু তদাবিষ্টো জীবঃ। তদংশত্বেনেতি—তৎস্বাংশত্বেন তদ্বিভিন্নাংশত্বেন চ পুরাণেষ্বভিধানাদিত্যর্থঃ।

যস্তু "সত্ত্বং রজস্তমঃ" ইতি পদ্যে পরস্য পুরুষস্যাবির্ভাবো হরঃ পঠিতঃ, স খলু পুরুষধামত্বাৎ—তদাত্মভূতত্বাৎ নির্গুণ এব। প্রায় ইতি—স্বেচ্ছাগৃহীতেন তমসা আবৃতত্বাৎ। অতএব, সর্ব্বৈঃ—অতত্ত্ববিদ্ভিঃ ; বিকারবান্, ইহ—গুণাবতারেষু প্রতীয়তে ; বস্তুতস্তু অবিকারী স ইত্যর্থঃ। তমোযোগাদ্বিকারবান্ প্রতীয়তে, ইত্যত্র প্রমাণমাহ,—শিবঃ শক্তীতি। শিবঃ—রুদ্রঃ, শশ্বৎ—সর্ব্বদা, শক্ত্যা—স্বেচ্ছাগৃহীতয়া গুণসাম্যাবস্থয়া প্রকৃত্যা যুতঃ; গুণক্ষোভে সতি ত্রিলিঙ্গঃ—গুণত্রয়যুক্তঃ, প্রকটৈশ্চ সদ্ভিস্তৈর্গুণৈর্দূরতঃ সংবৃতশ্চেতি। ননু তমঃসংবৃতত্বং তস্য খ্যাতং, ত্রিলিঙ্গত্বমিহ কথমুক্তমিতি চেৎ? উচ্যতে—ত্রয়াণাং গুণানাং মিথঃ সংপৃক্তত্বাৎ সত্ত্বরজসী চ তত্র স্যাতামেবেত্যবিরোধঃ। এতচ্চ বাক্যং লোকপ্রতীত্যনুবাদরূপং বোধ্যম্।

পুরুষধামত্বাৎ নির্গুণত্বং তমোযোগাৎ বিকারবত্ত্বভণিতিঃ, ইত্যত্র প্রমাণং—ক্ষীরং যথেতি। বিকারবিশেষযোগাৎ ক্ষীরং যথা দধি সঞ্জায়তে, ততঃ—ক্ষীরাৎ হেতোঃ দধি, পৃথক্—ভিন্নং, ন অস্তি—ন ভবতি, তথা, যঃ—গোবিন্দঃ, তমোযোগাৎ—স্বেচ্ছাগৃহীত-তমঃ-সম্বন্ধাৎ, শম্ভুর্ভবতি ; ন তু গোবিন্দাৎ শম্ভুরন্য ইত্যর্থঃ। তথা চ বিকারস্যাগন্তুকত্বাৎ স্বরূপে ন তৎপ্রসঙ্গ ইতি।

রুদ্রস্যাবির্ভাবস্থানান্যাহ—বিধেরিতি। বিধের্ললাটাদিতি শতপথাদৌ দৃষ্টং, কমলাপতের্ললাটাদিতি মহোপনিষদি (মঃ উঃ ২), পুরাণেষু চ ; তদিদং কল্পভেদাৎ সম্ভাব্যম্। কালাগ্নিরুদ্র ইতি—"পাতালতলমারভ্য সঙ্কর্ষণমুখানলঃ" (ভাঃ ১১।৩।১০) ইত্যেকাদশোক্তের্বোধ্যম্।

যত্তু কৃষ্ণঃ স্বয়ংপ্রভুঃ, নারায়ণাদয়স্তদ্বিলাস-স্বাংশাঃ, তথা আবেশাশ্চ কেচিৎ, তৎস্বাংশাৎ গর্ভোদশয়াৎ ব্রহ্মা-বিষ্ণু-রুদ্রাঃ, তেষামীশত্বম্, কদাচিৎ ব্রহ্ম-রুদ্রয়োর্জীবত্বঞ্চ, ইতি বচনলাভাৎ শাস্ত্রকৃতা নির্ণীতং, ন তৎ চতুরস্রং ; কিন্তু সদাশিবো মূলং তত্ত্বং স্বয়ংপদাভিমতং, তদেব নারায়ণাদিরূপম্, অতঃ ব্রহ্মাদয়স্ত্রয়স্তস্যৈব কার্য্যভূতাঃ—"অচিন্ত্যমব্যক্তমনন্তরূপং শিবং প্রশান্তমমৃতং ব্রহ্মযোনিম্। তমাদিমধ্যান্তবিহীনমেকং বিভুং চিদানন্দমরূপমদ্ভুতম্।। উমাসহায়ং পরমেশ্বরং প্রভুং ত্রিলোচনং নীলকণ্ঠং প্রশান্তম্। ধ্যাত্বা মুনির্গচ্ছতি ভূতযোনিং সমস্ত সাক্ষিং তমসঃ পরস্তাৎ।। স ব্রহ্মা স শিবঃ সেন্দ্রঃ সোঽক্ষরঃ পরমঃ স্বরাট্। স এব বিষ্ণুঃ স প্রাণঃ স কালাগ্নিঃ স চন্দ্রমাঃ। স এব সর্ব্বং যদ্ভূতং যচ্চ ভব্যং চরাচরম্। জ্ঞাত্বা তং মৃত্যুমত্যেতি নান্যঃ পন্থা বিমুক্তয়ে।।" (কৈঃ উঃ ৬-৯) ইতি কৈবল্যোপনিষদি শ্রবণাৎ। তস্মাদয়ং পক্ষো বরীয়ান্, শ্রৌতত্বাদিতি চেৎ? তত্রাহ—সদেতি। সা মূর্ত্তিঃ স্বয়ং প্রভোঃ—কৃষ্ণস্য অঙ্গভূতা, নারায়ণস্তদ্বিলাস ইত্যর্থঃ। অতএব তৈত্তিরীয়াঃ শিবমচ্যুতং নারায়ণমিত্যেকার্থেন পঠন্তি। শ্রুতৌ, উমা—কীর্ত্তিঃ তৎসহায়ং, ত্রিলোচনং—ত্রিকালজ্ঞং, নীলকণ্ঠং—নীলমণিভূষিতকণ্ঠম্, ইতি ব্যাখ্যেয়ং—প্রতীতার্থানাং তস্মিন্ শিবে অস্বীকারাৎ। বায়ব্যাদিষ্বিতি। শিবলোকে—বৈকুণ্ঠধাম্নি। "অণ্ডৌঘস্য সমন্তাৎ তু" ইত্যাদিভির্বায়বীয়বাক্যৈ-র্নিরূপিতোঽয়ং সদাশিবস্তল্লোকশ্চ সন্দর্ভকৃদ্ভিঃ।

স্বয়ংরূপস্য কৃষ্ণস্যৈব মূর্ত্তিঃ সদাশিব ইত্যত্র নির্ণায়কং বাক্যমাহ—নিয়তিঃ সেতি। আদি-পদেনেদং গ্রাহ্যং—"কামো বীজং মহদ্ধরেঃ। লিঙ্গযোন্যাত্মিকা জাতা ইমা মাহেশ্বরীঃ প্রজাঃ।। শক্তিমান্ পুরুষঃ সোঽয়ং লিঙ্গরূপী মহেশ্বরঃ। তস্মিন্নাবিরভূল্লিঙ্গে মহাবিষ্ণুর্জগৎপতিঃ।।" (ব্রঃ সং ৫।৮-১০) ইতি। অস্যার্থঃ—পূর্ব্বং রময়া রমণমুক্তং, রমা সা কীদৃশী? ইত্যাহ—নিয়তিরিতি—নিয়ম্যতে নিয়তা ভবতি রমণে তস্মিন্নিতি তদনপায়িনী তৎস্বরূপভূতেতি যাবৎ। অত উক্তং—"তৎপ্রিয়া তদ্বশংবদা" ইতি, "ন বিষ্ণুনা বিনা দেবী, নি বিষ্ণুঃ পদ্মজাং বিনা" ইতি হয়শীর্ষ-পঞ্চরাত্রাৎ, "নিত্যৈব সা জগন্মাতা বিষ্ণোঃ শ্রীরনপায়িনী" (বিঃ পুঃ ১।৮।১৫) ইতি বৈষ্ণবাচ্চ। তস্য স্বয়ংরূপস্য ভগবান্ শম্ভুঃ, লিঙ্গং—চিহ্নং ভবতি, "লিঙ্গং চিহ্নেঽনুমানে চ" ইতি বিশ্বঃ। ভগবান্—ষড়ৈশ্বর্য্যবিশিষ্টঃ পরব্যোমাধীশঃ। শং ভাবয়তি স্ব-দ্বিতীয়ব্যূহ-সঙ্কর্ষণাত্মনা প্রকৃতিবিলীনানাং জীবানাং তত্তদুপাধি-সৃষ্ট্যেতি শম্ভুঃ, জ্যোতীরূপঃ—চৈতন্যবিগ্রহঃ। অনেন তদধীশত্বেন কৃষ্ণস্য স্বয়ংরূপত্বং পরিচীয়তে, সাম্নাদিনেব গোর্গোত্বম্। যস্যাসৌ বিলাসঃ স স্বয়ম্, ইত্যতস্তস্য স লিঙ্গমুচ্যতে। যা খলু যোনিঃ—মহদাদ্যুপাদানভূতা, সা ত্বপরাশক্তিঃ—ত্রিগুণেত্যর্থঃ। হরেঃ—তদংশস্য সঙ্কর্ষণস্য, কামঃ—তদ্দিদৃক্ষালক্ষণঃ, মহদাদিসৃষ্টিফলকো ভবতি, ততো বীজং মহদিতি। মহৎ

কৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্ত, বিহ্বল দিগম্বর ।
কৃষ্ণ-গুণ-লীলা গায়, নাচে নিরন্তর ॥ ৭৯ ॥

অনুভাষ্য

—অপরিমিতং জীবতত্ত্বং, তস্যামাহিতং ভবতি। অত ইমা মাহেশ্বর্য্যঃ প্রজা লিঙ্গ-যোন্যাত্মিকাঃ—পুরুষ-প্রকৃতিকারণিকা জাতাঃ কথ্যন্তে। প্রকৃতেরুপসর্জ্জনত্বেন তদধীন্যাৎ মাহেশ্বরী-রিতি প্রজা-নাম, ইত্যুপপাদয়তি শক্তিমানিত্যর্দ্ধকেন। অথোক্তার্থমেব স্ফুটয়তি—তস্মিন্নিতি। লিঙ্গে—তদধীশে, তৎসন্নিধৌ। মহাবিষ্ণুঃ—সঙ্কর্ষণঃ। ★

★ শাস্ত্রবাক্য-বিশেষ লাভহেতু শ্রীরুদ্রেরও দ্বিবিধত্ব প্রতিপাদন করিতে বলা হইতেছে—'শ্রী' ইত্যাদি। 'সত্ত্বং রজঃ' (ভাঃ ১।২।২৩) ইত্যাদি বাক্যে "এক পরম পুরুষ (শ্রীকৃষ্ণ) প্রকৃতির সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ গুণত্রয়ে যুক্ত হইয়া যথাক্রমে হরি, বিরিঞ্চি ও হর-রূপে সংজ্ঞিত হন"—ইহাতে যে 'ঈশ্বরকোটি রুদ্র'-সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে, তাঁহার বিষয়ে বলা হইতেছে—'রুদ্র একাদশব্যূহ' ইত্যাদি। এ বিষয়ে মহাভারত-বাক্য যথা,—'অজৈকপাৎ, অহিব্রধ্ন, বিরূপাক্ষ, রৈবত, হর, বহুরূপ. ত্র্যম্বক, সাবিত্র, জয়ন্ত, পিনাকী ও অপরাজিত'—এই একাদশ ব্যূহ। সেইপ্রকার তাঁহার অষ্টতনু, যথা—পৃথিবী, জল, তেজঃ, বায়ু, আকাশ, সূর্য্য, চন্দ্র ও সোমযাজী। 'প্রায় রুদ্রের পঞ্চবদন'—এস্থলে জলাবরণস্থ রুদ্রের একবদনহেতু 'প্রায়' বলা হইয়াছে।

অনন্তর রুদ্রের জীবকোটিত্ব বলা হইতেছে। ঋক্-শ্রুতিতে ভগবদ্বাক্য—"আমি যাহাকে ইচ্ছা করি, তাহাকে উগ্র (রুদ্র) করি, তাহাকে ব্রহ্মা, তাহাকে ঋষি, তাহাকে বুদ্ধিমান্ করি।" শ্রীনারায়ণোপনিষদে—"অনন্তর পরমপুরুষ শ্রীনারায়ণ প্রজাসৃষ্টির ইচ্ছা করিলেন। তদনন্তর নারায়ণ হইতে ব্রহ্মা জাত হইলেন, নারায়ণ হইতে রুদ্র জাত হইলেন, নারায়ণ হইতে প্রজাপতি, ইন্দ্র, অষ্টবসু, একাদশ রুদ্র, দ্বাদশ-আদিত্য জাত হইলেন।" মহোপনিষদে—'পূর্ব্বে একমাত্র নারায়ণই ছিলেন, ব্রহ্মা ছিলেন না এবং রুদ্রও ছিলেন না। সেই ধ্যানাবস্থিত নারায়ণের ললাট হইতে ত্রিনয়নযুক্ত, শূলপাণি, শ্রী-সত্য-ব্রহ্মচর্য্য-তপস্যা-বৈরাগ্যধারণকারী পুরুষ জাত হইলেন।" মোক্ষধর্ম্মে—"প্রজাপতিকে ও রুদ্রকে আমিই সৃষ্টি করিয়াছি। কিন্তু, তাহারা আমার মায়ায় মোহিত হইয়া আমাকে জানিতে পারে না।"—এইসকল বাক্যে জন্মসূচক উক্তিদ্বারা রুদ্রের জীবত্ব অবগত হওয়া যায়। অনন্তর প্রলয়, যথা,—বিষ্ণুধর্ম্মে—"বিষ্ণুতেজে সমৃদ্ধ ব্রহ্মা, রুদ্র, সূর্য্য, চন্দ্র, ইন্দ্র এবং অন্যান্য দেবতাগণ জগৎকার্য্যের অবসান হইলে উক্ত তেজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়েন এবং তখন নিষ্প্রভ হইয়া সকলে পঞ্চত্ব লাভ করেন।" সুতরাং শ্রুতিতে কথিত 'পূর্ব্বে একমাত্র নারায়ণই ছিলেন'—ইহা যুক্তিযুক্ত ; অন্যথা এইসকল শাস্ত্রবাক্যে বিরোধ উপস্থিত হয়। রুদ্রের যে জীবত্ব, তাহার দৃষ্টান্তরূপে এইস্থলে বলা হইয়াছে—যেমন, ব্রহ্মা। আবার 'ভগবদংশ'-উক্তিহেতু তিনি 'শেষ'-তুল্য অর্থাৎ যেরূপ, শ্রীবিষ্ণুর শয্যারূপ বিষ্ণুর আধারশক্তি 'শেষ'—ঈশ্বরকোটি এবং ভূধারী 'শেষ'—তদাবিষ্ট জীব, তদ্রূপ স্বাংশত্ব (ঈশকোটিত্ব) ও বিভিন্নাংশত্ব (জীবকোটিত্ব)-রূপে রুদ্রকে 'ভগবদংশ' বলা হইয়াছে,—পুরাণাদিতে এইরূপ কথিত হইয়াছে।

'সত্ত্বং রজস্তমঃ' (ভাঃ ১।২।২৩) শ্লোকে পরমপুরুষের আবির্ভাব-স্বরূপ যে 'হর' কথিত হইয়াছে, তিনি পুরুষধাম বলিয়া অর্থাৎ সেই পুরুষের আত্মভূত বলিয়া নির্গুণই। এস্থলে যে 'প্রায় নির্গুণ' উক্ত হইয়াছে, তাহার কারণ, তিনি স্বেচ্ছাপূর্ব্বক গ্রহণ করায় তমোগুণদ্বারা আবৃত হইয়াছেন। অতএব সকল অতত্ত্ববিদ্‌গণের নিকট তিনি গুণাবতারগণের মধ্যে 'বিকারী'-রূপে প্রতীত হন। কিন্তু, বস্তুতঃ তিনি অবিকারী, এই অর্থ। তমোগুণের যোগবশতঃ তিনি বিকারী বলিয়া যে প্রতীত হন, তদ্বিষয়ে প্রমাণ—'শিবঃ শক্তিযুতঃ শশ্বৎ ত্রিলিঙ্গো গুণসংবৃতঃ' (ভাঃ ১০।৮৮।৩)। শ্রীরুদ্র সর্ব্বদা 'শক্তিযুত' অর্থাৎ স্বেচ্ছায় গৃহীতা গুণসাম্যাবস্থারূপা প্রকৃতির সহিত যুক্ত,—গুণক্ষোভ হইলে তিনি ত্রিলিঙ্গ' অর্থাৎ গুণত্রয়যুক্ত, এবং প্রকটিত সেই সৎ (সত্ত্বাদি?)-গুণসমূহদ্বারা তিনি দূর হইতে সংবৃত। যদি বল, তিনি তমোগুণাবৃতা বলিয়াই খ্যাত, অতএব তাঁহার ত্রিলিঙ্গত্ব কি-প্রকার? তদুত্তরে বলা হইতেছে, গুণত্রয় পরস্পর সম্পৃক্ত বলিয়া উক্ত তমোগুণে সত্ত্ব ও রজোগুণের অবশ্য অবস্থানহেতু ইহাতে কোন বিরোধ নাই—এই বাক্য লোক-প্রতীতিগত অনুবাদরূপে বুঝিতে হইবে।

শ্রীরুদ্র পুরুষধাম বলিয়া নির্গুণ হইলেও তমোগুণের যোগহেতু বিকারবান্ রূপে প্রতীত হন ; এস্থলে ইহার প্রমাণ—"ক্ষীরং যথা দধিবিকারবিশেষযোগাৎ" (ব্রহ্মসংহিতা ৫।৪৫)। অম্লাদি বিকারবিশেষের যোগহেতু দুগ্ধ দধিরূপে পরিণত হয়, সেস্থলে দুগ্ধরূপ কারণ হইতে দধি পৃথক্ নহে। সেইপ্রকার শ্রীগোবিন্দ তমোযোগ-হেতু অর্থাৎ স্বেচ্ছাগৃহীত তমঃসম্বন্ধ-হেতু শম্ভু হইয়া থাকেন, সেস্থলে শম্ভু গোবিন্দ হইতে কিছু ভিন্ন নহেন। আবার, বিকার আগন্তুক বলিয়া স্বরূপে সেই বিকার-প্রসঙ্গ নাই।

শ্রীরুদ্রের আবির্ভাব স্থানসমূহ বলা হইতেছে। 'শতপথ'-ব্রাহ্মণে ব্রহ্মার ললাট হইতে এবং মহোপনিষদ্ ও পুরাণাদিতে লক্ষ্মীপতি শ্রীবিষ্ণুর ললাট হইতে রুদ্রের উৎপত্তি দৃষ্ট হয়। এই উৎপত্তিগত বিভিন্নতা কল্পভেদে সম্ভব হইয়া থাকে। সঙ্কর্ষণ হইতে কল্পাবসানে কালাগ্নিরূপ রুদ্রের উৎপত্তি, শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধোক্ত "পাতালতলমারভ্য সঙ্কর্ষণমুখানলঃ" (১১।৩।১০)-বাক্য হইতে বুঝিতে হইবে।

(এক্ষণে পূর্ব্বপক্ষ-রূপে বলা হইতেছে—) 'শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং প্রভু, নারায়ণ প্রভৃতি তাঁহার বিলাসরূপ স্বাংশতত্ত্ব, আবার কেহ বা আবেশ। সেই স্বাংশতত্ত্বগত গর্ভোদশায়ী হইতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্র প্রকটিত—তাঁহারা ঈশতত্ত্ব। কখনও ব্রহ্মা ও রুদ্রের জীবত্ব শাস্ত্রকারগণ-কর্ত্তৃক নির্ণীত হইয়াছে'—এইরূপে কেহ যে বলিয়া থাকেন, তাহা নির্দ্দোষ নহে। কারণ, সদাশিবই মূলতত্ত্ব—তিনিই 'স্বয়ং'-পদবাচ্য। তাঁহারই নারায়ণাদি-রূপ, অতএব ব্রহ্মাদি দেবতাত্রয় তাঁহারই কার্য্যভূত। প্রমাণস্বরূপে কৈবল্যোপনিষদে কথিত আছে,—"এই পুরুষ অচিন্ত্য, অব্যক্ত, অনন্তরূপ, শিব, প্রশান্ত, অমৃত, ব্রহ্মযোনি, আদি-মধ্য-অন্তহীন, এক, বিভু, চিদানন্দ, অরূপ, অদ্ভুত, উমাসহায়, পরমেশ্বর, প্রভু, ত্রিলোচন, নীলকণ্ঠ,

(১৩) চতুর্ব্বিধ রসেই কৃষ্ণদাস্য ঃ—

পিতা-মাতা-গুরু-সখা-ভাব কেনে নয়।
কৃষ্ণপ্রেমের স্বভাবে দাস্য-ভাব সে করয় ॥ ৮০ ॥

স্বয়ং কৃষ্ণই সর্ব্বপ্রভু ঃ—

এক কৃষ্ণ—সর্ব্বসেব্য, জগৎ-ঈশ্বর।
আর যত সব,—তাঁর সেবকানুচর ॥ ৮১ ॥

সেই কৃষ্ণ অবতীর্ণ—চৈতন্য-ঈশ্বর।
অতএব আর সব—তাঁহার কিঙ্কর ॥ ৮২ ॥

(১৪) সমগ্র চিদ্বস্তুই তাঁহার দাস ঃ—

কেহ মানে, কেহ না মানে, সব তাঁর দাস।
যে না মানে, তার হয় সেই পাপে নাশ ॥ ৮৩ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৮০। যে কোন ভাব লউন না কেন, সকল ভাবের অন্তর্গত দাস্যভাব অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে।

অনুভাষ্য

৮১। আদি, ২য় পঃ ৭০, ৮৩, ৮৮, ১০২, ১০৬ ; ৩য় পঃ ৫ ; ৪র্থ পঃ ১১-১২ ; ৫ম পঃ ১৩১ ; ৭ম পঃ ৭-৮ ; মধ্য ৬ষ্ঠ পঃ ১৪৭ ; ৮ম পঃ ১৩৩-১৩৫ ; ১০ম পঃ ১৫ ; ১৫শ পঃ ১৩৯ ; ১৮শ পঃ ১৯০-১৯১ ; ২০শ পঃ ১৫২-১৫৫, ২৪০, ৪০০ ; ২১শ পঃ ৩৪, ৯২ ; ২২শ পঃ ৭ ; ২৪শ পঃ ৭১ সংখ্যা প্রভৃতি দ্রষ্টব্য।

৮৩। জীব স্বরূপ-বিস্মৃত হইয়া ভোগীর সজ্জায় কৃষ্ণসেবা-বিমুখ হয়। কেহ বা অজ্ঞানবশতঃ কোন কোন সময়ে ভগবৎ-সেবাই তাঁহার একমাত্র কার্য্য নহে বলিয়া মনে করে, কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে সকল প্রাণীই নিত্যকাল তাঁহার দাস্যে অবস্থিত। ভগবৎসেবা না করিলে জীবের স্বভাব-বিপর্য্যয়ে অমঙ্গল আসিয়া উপস্থিত হয়। শ্রীচৈতন্যদাস্যই অণুচিৎ জীবের স্বরূপ-ধর্ম্ম। স্বরূপের বৃত্তি ভুলিয়া গিয়া বদ্ধজীব যে অন্য চেষ্টা করেন, তাহা অচিদ্‌ভোগের আকর্ষণ মাত্র। চৈতন্যোদয় হইলে তাঁহার হৃদয়ে চৈতন্যদাস্য স্বভাবতঃই প্রকাশিত হয়। চৈতন্যসেবা-বঞ্চিত হইয়া বদ্ধজীবের অনুষ্ঠানে অপর বস্তুর উপর প্রভুত্ব আসিয়া উপস্থিত হয়, কিন্তু তৎকালেও তিনি চৈতন্যের অযোগ্য দাস মাত্র।

ভূতযোনি, সমস্তসাক্ষি,—তাঁহাকেই মুনিগণ ধ্যান করিয়া প্রকৃতির পরপারে গমন করেন। তিনি ব্রহ্মা, তিনি শিব, তিনি ইন্দ্র, তিনি অক্ষর, স্বরাট্ পুরুষ, তিনিই বিষ্ণু, তিনি প্রাণ, কালাগ্নি, চন্দ্রমা। যাহা হইয়াছে ও হইবে, এরূপ চরাচর সকলই তিনি—তাঁহাকে জানিলেই মৃত্যুকে অতিক্রম করা যায়, অপর কোন পন্থা নাই।" অতএব শ্রুতিপ্রমাণহেতু এই পক্ষই শ্রেষ্ঠ, এইরূপ যদি বলা হয়—সেস্থলে উক্ত হইতেছে, 'সদাশিব'-নামক সেই মূর্ত্তি—স্বয়ংপ্রভু শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গভূতা, অতএব তাঁহার বিলাসরূপ শ্রীনারায়ণ, এই অর্থ। অতএব তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ 'শিব', 'অচ্যুত', 'নারায়ণ' একই অর্থে পাঠ করিয়াছেন। উক্ত কৈবল্যোপনিষদ্-শ্রুতিতে 'উমাসহায়', 'ত্রিলোচন', 'নীলকণ্ঠ' প্রভৃতি শব্দের আপাতদৃষ্ট অর্থসকল সেই শিবে স্বীকৃত হয় নাই, অতএব 'উমাসহায়'—উমা অর্থাৎ কীর্ত্তি যাঁহার সহায়, 'ত্রিলোচন'—ত্রিকালজ্ঞ, 'নীলকণ্ঠ'—নীলমণিদ্বারা ভূষিত কণ্ঠ, এইরূপ ব্যাখ্যা করণীয়। সেই সদাশিব-মূর্ত্তি শিবলোকে অর্থাৎ বৈকুণ্ঠধামে (তথা বৈকুণ্ঠ-অন্তর্গত শিবলোকে) বিরাজমান। 'অণ্ডৌঘস্য সমন্তাৎ তু'—এই বায়ুপুরাণ-বাক্যদ্বারা সন্দর্ভকার শ্রীজীবগোস্বামী (ভগবৎসন্দর্ভ ৭৩ অনুচ্ছেদে) সদাশিব ও তাঁহার লোক নিরূপণ করিয়াছেন।

স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণেরই মূর্ত্তি যে সদাশিব, তাহার প্রমাণ-নির্ণায়ক বাক্য বলা হইতেছে—"নিয়তিঃ সা রমা" (ব্রহ্মসংহিতা ৫।৮)। এইস্থলে 'আদি-শিব'-পদদ্বারা ইহা গ্রহণীয়,—"হরির কাম (ইচ্ছা) হইতেই মহত্তত্ত্বরূপ বীজ। এই জগতের সকলই লিঙ্গ-যোন্যাত্মিকা মাহেশ্বরী প্রজা। সেই শক্তিমান্ পুরুষই এই লিঙ্গরূপী মহেশ্বর ; সেই লিঙ্গে জগৎপতি মহাবিষ্ণু আবির্ভূত।" (এক্ষণে 'নিয়তিঃ সা রমা'—ইহার অর্থ বলিতেছেন—) পূর্ব্বশ্লোকে যে রমার সহিত পুরুষের (বিষ্ণুর) রমণ উক্ত হইয়াছে, তিনি কে? ইহাতে বলিতেছেন, তিনি 'নিয়তি'—নিয়ম্যা হয়েন অর্থাৎ নিয়তা (বশীভূতা) হয়েন সেই রমণ-কার্য্যে, অর্থাৎ তিনি তাঁহার অনপায়িনী স্বরূপভূতা চিৎশক্তি। অতএব তাঁহার সম্বন্ধে সেস্থলে উক্ত হইয়াছে,—'তৎপ্রিয়া তদ্বশংবদা (তাঁহার বশীভূতা)'। হয়শীর্ষ-পঞ্চরাত্রে উক্ত আছে,—'শ্রীবিষ্ণু-বিনা লক্ষ্মী এবং লক্ষ্মী-বিনা বিষ্ণু অবস্থান করেন না।' বিষ্ণুপুরাণে—'সেই জগন্মাতা লক্ষ্মীদেবী শ্রীবিষ্ণুর অনপায়িনী শক্তি।' সেই স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণের 'লিঙ্গ' অর্থাৎ চিহ্নস্বরূপ ভগবান্ শ্রীশম্ভু। 'লিঙ্গ' অর্থে চিহ্ন ও অনুমান (বিশ্বকোষ)। ভগবান্—যিনি ষড়ৈশ্বর্য্যবিশিষ্ট ও পরব্যোমাধিপতি। শম্ভু—'শং ভাবয়তি', মঙ্গল ঘটাইয়া থাকেন অর্থাৎ নিজ দ্বিতীয়ব্যূহ শ্রীসঙ্কর্ষণাখ্য-রূপদ্বারা প্রকৃতিতে বিলীন জীবসমূহের তত্তৎ উপাধি-সৃষ্টি সম্পাদন করেন। সেই শ্রীশম্ভু—'জ্যোতিরূপ' অর্থাৎ চৈতন্যবিগ্রহ—ইহাতে শ্রীকৃষ্ণের শম্ভুর অধিপতিত্বদ্বারা স্বয়ংরূপত্বের পরিচয় লাভ হয়, যেমন সাস্না (গলকম্বল)-দ্বারাই গরুর গো-ত্ব নিশ্চিত হয়। সেই শ্রীশম্ভু যাঁহার বিলাস, তিনি—'স্বয়ং', সেহেতু স্বয়ংরূপ কৃষ্ণের তিনি 'লিঙ্গ', বলা হইয়াছে। যিনি 'যোনি'-স্বরূপা, তিনি মহদাদি-উপাদানভূতা অপরা শক্তি—ত্রিগুণাত্মিকা, এই অর্থ। (এক্ষণে পরবর্ত্তী 'কামো বীজং মহদ্ধরেঃ'-শ্লোকের অর্থ বলা হইতেছে,—) শ্রীহরির অর্থাৎ হরির স্বাংশ শ্রীসঙ্কর্ষণের, তাঁহার যে 'কাম' অর্থাৎ মায়াপ্রতি দর্শনেচ্ছা, তাহাই মহদাদি-সৃষ্টিকারক হইয়া থাকে। সেইহেতু সেই 'কাম' হইতেই—মহত্তত্ত্বাদি বীজ। 'মহৎ' অর্থাৎ অপরিমিত জীবতত্ত্ব, তাহা সেই অপরা শক্তিতে স্থাপিত হয়। এইরূপে পুরুষ-প্রকৃতি-কারণ-জাত বলিয়া এইসকল মাহেশ্বরী-প্রজা 'লিঙ্গ-যোন্যাত্মিকা'-রূপে কথিত হয়। এইস্থলে প্রকৃতি গৌণকারণ বলিয়া জীবের প্রকৃতির অধীনতাহেতু 'মাহেশ্বরী-প্রজা'-নাম। পরবর্ত্তী 'শক্তিমান্'-শ্লোকার্দ্ধে তাহা উপপাদিত হইয়াছে। সেই 'লিঙ্গে' অর্থাৎ প্রকৃতির অধীশ্বর যে মহেশ্বর, তাঁহাতে অর্থাৎ তাঁহার সমীপে মহাবিষ্ণু শ্রীসঙ্কর্ষণ আবির্ভূত হন।

'চৈতন্যের দাস মুঞি, চৈতন্যের দাস ।
চৈতন্যের দাস মুঞি, তাঁর দাসের দাস ॥' ৮৪ ॥
এত বলি' নাচে, গায়, হুঙ্কার গম্ভীর ।
ক্ষণেকে বসিলা আচার্য্য হৈঞা সুস্থির ॥ ৮৫ ॥

বলদেব ও তাঁহার সমস্ত অংশাবতারই কৃষ্ণদাসাভিমানী ঃ—

ভক্ত-অভিমান মূল শ্রীবলরামে ।
সেই ভাবে অনুগত তাঁর অংশগণে ॥ ৮৬ ॥

(১) তাঁহার সঙ্কর্ষণাবতার দাসাভিমানী ঃ—

তাঁর অবতার এক শ্রীসঙ্কর্ষণ ।
ভক্ত বলি' অভিমান করে সর্ব্বক্ষণ ॥ ৮৭ ॥

(২) তাঁহার লক্ষ্মণাবতার দাসাভিমানী ঃ—

তাঁর অবতার আন শ্রীযুত লক্ষ্মণ ।
শ্রীরামের দাস্য তিঁহো কৈল অনুক্ষণ ॥ ৮৮ ॥

(৩) তাঁহার আদি-পুরুষাবতারও ভক্তাভিমানী ঃ—

সঙ্কর্ষণ-অবতার—কারণাব্ধিশায়ী ।
তাঁহার হৃদয়ে ভক্তভাব অনুযায়ী ॥ ৮৯ ॥

(৪) তাঁহার অদ্বৈতাবতারও ভক্তাভিমানী ঃ—

তাঁহার প্রকাশ-ভেদ—অদ্বৈত-আচার্য্য ।
কায়মনোবাক্যে তাঁর ভক্তি সদা কার্য্য ॥ ৯০ ॥
বাক্যে কহে, 'মুঞি চৈতন্যের অনুচর ।'
'মুঞি তাঁর ভক্ত'—মনে ভাবে নিরন্তর ॥ ৯১ ॥
জল-তুলসী দিয়া করে কায়াতে সেবন ।
ভক্তি প্রচারিয়া সব তারিলা ভুবন ॥ ৯২ ॥

(৫) তাঁহার শেষাবতারও সেবকাভিমানী ঃ—

পৃথিবী ধরেন যেই শেষ-সঙ্কর্ষণ ।
কায়ব্যূহ করি' করেন কৃষ্ণের সেবন ॥ ৯৩ ॥

কৃষ্ণের সব অংশাবতারই তাঁহার ভক্ত ঃ—

এই সব হয় শ্রীকৃষ্ণের অবতার ।
নিরন্তর দেখি সবার ভক্তির আচার ॥ ৯৪ ॥

ভক্তাবতারের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মর্য্যাদা ঃ—

এ-সবাকে শাস্ত্রে কহে 'ভক্ত-অবতার' ।
'ভক্ত-অবতার'-পদ উপরি সবার ॥ ৯৫ ॥

অংশী কৃষ্ণের প্রতি অংশাবতারের জ্যেষ্ঠ-কনিষ্ঠ-ব্যবহার ঃ—

একমাত্র 'অংশী'—কৃষ্ণ, 'অংশ'—অবতার ।
অংশী-অংশে দেখি জ্যেষ্ঠ-কনিষ্ঠ-আচার ॥ ৯৬ ॥

জ্যেষ্ঠ-অংশাবতারের কনিষ্ঠ-অংশীর প্রতি প্রভু-বুদ্ধি এবং কনিষ্ঠ-অংশাবতারের জ্যেষ্ঠ অংশীর দাসাভিমান ঃ—

জ্যেষ্ঠ-ভাবে অংশীতে হয় প্রভু-জ্ঞান ।
কনিষ্ঠ-ভাবে আপনাতে ভক্ত-অভিমান ॥ ৯৭ ॥

কৃষ্ণের নিকট ভক্তেরই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্মান ঃ—

কৃষ্ণের সমতা হৈতে বড় ভক্তপদ ।
আত্মা হৈতে কৃষ্ণের ভক্ত হয় প্রেমাস্পদ ॥ ৯৮ ॥
আত্মা হৈতে কৃষ্ণ, ভক্তে বড় করি' মানে ।
ইহাতে বহুত শাস্ত্র-বচন-প্রমাণে ॥ ৯৯ ॥

শ্রীমদ্ভাগবত (১১।১৪।১৪)—

ন তথা মে প্রিয়তম আত্মযোনির্ন শঙ্করঃ ।
ন চ সঙ্কর্ষণো ন শ্রীর্নৈবাত্মা চ যথা ভবান্ ॥ ১০০ ॥

অনুভাষ্য

৯৩। কায়ব্যূহ—দশদেহ। ৭৬ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

৯৫। ভগবান্ স্বীয় ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিবার জন্য প্রপঞ্চে যখন অবতীর্ণ হন, তৎকালে সেইসকল ঈশ্বরাবতারের লীলা অপেক্ষা জীবের ভজনশিক্ষার উন্মেষের জন্য আদর্শ ভক্তাবতারই জীবের মঙ্গলময় দর্শনে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও প্রয়োজনীয়। ঐশ্বর্য্য-প্রধান অবতারগণকে অক্ষজজ্ঞানে দেখিতে গিয়া জীবের অনেক দুর্গতি ঘটে ; কিন্তু ভগবানের ভক্তরূপে অবতারদর্শনে জীবের অহঙ্কার তাদৃশ আদর্শে কুফল উৎপন্ন করিতে পারে না। অনেক অর্ব্বাচীন জীবদ্দশায় আপনাকে 'বাসুদেবাদি' অভিধান করিয়া মরণান্তে শৃগাল-যোনি লাভ করে। ভক্তাবতারগণের স্বরূপদর্শনে বিমূঢ় জনগণেরই এরূপ দুর্গতি লাভ হয়। অহঙ্কার বদ্ধজীবকে ভগবদৈশ্বর্য্য-কামনায় প্রমত্ত করাইয়া মায়াবাদী করিয়া তুলে।

৯৭। খণ্ডিতবস্তুকে 'অংশ' বলে। যাহার খণ্ড, সেই বস্তু 'অংশী'। অংশীর অংশ, অখণ্ডের খণ্ড—অংশী এবং অখণ্ডের অন্তর্গত। অংশী—প্রভু, অংশ—ভক্ত। এই 'প্রভু' ও 'ভক্তে'র পরস্পর সম্বন্ধে জ্যেষ্ঠ-কনিষ্ঠ বা বড়-ছোট বিচার সংশ্লিষ্ট। বড়র নাম 'প্রভু', ছোটর নাম ' ভক্ত'। অংশী—কৃষ্ণ, অংশ—বলদেব ও তাঁহার সমানধর্ম্মে অবস্থিত মহাবিষ্ণু-প্রকাশগণ। কৃষ্ণের আপনাকে প্রভু-অভিমান, বলদেবাদির আপনাদিগকে ভক্তাভিমান।

৯৮। কৃষ্ণ-সাম্য-বিচার অপেক্ষা কৃষ্ণভক্তপদ অর্থাৎ ভক্তের কৃষ্ণসেবা শ্রেষ্ঠ, যেহেতু কৃষ্ণ নিজের স্বার্থের প্রতি যে-প্রকার প্রেমবিশিষ্ট, তদপেক্ষা তাঁহার সেবকের প্রতি তিনি অধিকতর প্রেমবান্। শ্রীভাগবতের (৯।৪।৬৮)—"সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধূনাং হৃদয়ন্ত্বহম্। মদন্যত্তে ন জানন্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি।।" এই শ্লোকই তাহার প্রকৃষ্ট সাক্ষ্য।

১০০। স্বীয় ভক্তশ্রেষ্ঠ উদ্ধবের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের বাক্য,—মে (মম) ভক্ত ভবান্ (উদ্ধবঃ) যথা প্রিয়তমঃ আত্মযোনিঃ

ভক্তভাবেই কৃষ্ণের স্বমাধুর্য্যাস্বাদন ঃ—

কৃষ্ণসাম্যে নহে তাঁর মাধুর্য্যাস্বাদন ।
ভক্তভাবে করে তাঁর মাধুর্য্য চর্ব্বণ ॥ ১০১ ॥
শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত এই,—বিজ্ঞের অনুভব ।
মূঢ়লোক নাহি জানে ভাবের বৈভব ॥ ১০২ ॥

ভক্তভাব লইয়াই নিত্যানন্দ-রামাদি বিষ্ণুবর্গের কৃষ্ণমাধুর্য্যাস্বাদন ঃ—

ভক্তভাব অঙ্গীকরি' বলরাম, লক্ষ্মণ ।
অদ্বৈত, নিত্যানন্দ, শেষ, সঙ্কর্ষণ ॥ ১০৩ ॥
কৃষ্ণের মাধুর্য্যরসামৃত করে পান ।
সেই সুখে মত্ত, কিছু নাহি জানে আন ॥ ১০৪ ॥

স্বয়ং কৃষ্ণেরই স্বমাধুর্য্যাস্বাদনার্থ ভক্তভাবে গৌররূপে অবতার ঃ—

অন্যের আছুক্ কার্য্য, আপনে শ্রীকৃষ্ণ ।
আপন-মাধুর্য্য-পানে হইলা সতৃষ্ণ ॥ ১০৫ ॥
স্বমাধুর্য্য আস্বাদিতে করেন যতন ।
ভক্তভাব বিনু নহে তাহা আস্বাদন ॥ ১০৬ ॥
ভক্তভাব অঙ্গীকরি' হৈলা অবতীর্ণ ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে সর্ব্বভাবে পূর্ণ ॥ ১০৭ ॥
নানা-ভক্তভাবে করেন স্বমাধুর্য্য পান ।
পূর্ব্বে করিয়াছি এই সিদ্ধান্ত ব্যাখ্যান ॥ ১০৮ ॥

বিষ্ণুর সকল অবতারেরই ভক্তভাব ঃ—

অবতারগণের ভক্তভাবে অধিকার ।
ভক্তভাব হৈতে অধিক সুখ নাহি আর ॥ ১০৯ ॥

শ্রীসঙ্কর্ষণ আদি ভক্তাবতার ঃ—

মূল ভক্ত-অবতার শ্রীসঙ্কর্ষণ ।
ভক্ত-অবতার তঁহি অদ্বৈতে গণন ॥ ১১০ ॥

অদ্বৈতপ্রভুর মহিমা ঃ—

অদ্বৈত-আচার্য্য গোসাঞির মহিমা অপার ।
যাঁহার হুঙ্কারে কৈল চৈতন্যাবতার ॥ ১১১ ॥
সঙ্কীর্ত্তন প্রচারিয়া সব জগৎ তারিল ।
অদ্বৈত-প্রসাদে লোক প্রেমধন পাইল ॥ ১১২ ॥
অদ্বৈত-মহিমা অনন্ত, কে পারে কহিতে ।
সেই লিখি, যেই শুনি মহাজন হৈতে ॥ ১১৩ ॥

আচার্য্যপ্রভুর বন্দনা ঃ—

আচার্য্য-চরণে মোর কোটি নমস্কার ।
ইথে কিছু অপরাধ না লবে আমার ॥ ১১৪ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১০০। হে উদ্ধব! ব্রহ্মা, সঙ্কর্ষণ, লক্ষ্মী বা স্বয়ং আমি—আমার তত প্রিয় নই, যেরূপ আমার ভক্ত তুমি আমার প্রিয়।

১০১। কৃষ্ণতে সমতাবুদ্ধি করিলে তাঁহার মাধুর্য্য আস্বাদন হয় না।

ইতি অমৃতপ্রবাহভাষ্যে ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

অনুভাষ্য

(ব্রহ্মা) তথা ন ; শঙ্করঃ তথা ন ; সঙ্কর্ষণঃ চ ন তথা প্রিয়তমঃ ; শ্রীঃ (লক্ষ্মীঃ) তথা ন, আত্মা তথা ন এব (অহং শ্রীমূর্ত্তিরপি নৈব প্রিয়তমা)।

১০১-১০২। সারূপ্যাদি মুক্তিতে, অথবা বিষ্ণুতত্ত্বে কৃষ্ণ-সাম্যভাবহেতু কৃষ্ণদাস্যমাধুর্য্য তাদৃশ আস্বাদিত হয় না। ভক্ত-ভাবে কৃষ্ণসহ সমত্ব (ভোক্তৃত্ব) না থাকায় চর্ব্ব্যবস্তুর রসাস্বাদনের ন্যায় কৃষ্ণ-মধুরিমা সম্যক্ উপলব্ধ হয়। সাধারণ লোকে মূঢ়তা-বশতঃ প্রভুত্বলোভে দাস্যভাবের পরাকাষ্ঠা অনুভব করিতে স্বভাবতঃই অক্ষম। বিশেষ অভিজ্ঞ ব্যক্তি এবং শাস্ত্রে প্রগাঢ়রূপে প্রবিষ্ট ব্যক্তিই এই সূক্ষ্ম বিষয় বুঝিতে পারেন।

১০৫-১০৬। আদি, ৪র্থ পঃ ১৩৭-১৫৮ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১০৬। ভক্তের ভজনীয় বস্তু—কৃষ্ণ স্বীয় মাধুর্য্য, ভক্তগণ কিরূপভাবে আস্বাদন করেন, তাহা জানিবার জন্য ভক্তভাব-স্বীকার ব্যতীত উহার আস্বাদন অসম্ভব জানিয়া স্বয়ংই ভক্ত হইলেন।

১০৭-১০৯। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর—এই পঞ্চ বিভিন্ন রসের আস্বাদনোদ্দেশে তত্তদ্ভাব অঙ্গীকার করিয়া শ্রীগৌরহরি সর্ব্বভাবে পূর্ণ। ভিন্নভাবাশ্রিত ভক্তের ভাব গ্রহণ করিয়া সর্ব্বভাবপূর্ণ গৌরচন্দ্র স্বমাধুর্য্য পান করেন।

১০৯। বিষ্ণুর সকল অবতারগণের কৃষ্ণসেবারই উদ্দেশ্যে ভক্তভাবে অবতরণ করিবার অধিকার আছে। ঈশ্বরভাব অপেক্ষা ভক্তভাবেই আস্বাদনকারী সেব্যের সেবায় অধিক সুখ বোধ করেন।

১১০। অদ্বৈতপ্রভু বিষ্ণুতত্ত্ব হইলেও তিনি শ্রীচৈতন্য-পার্ষদোচিত সেবকলীলা প্রদর্শন করিয়াছেন। আপনাকে সেবকা-ভিমানই বিষ্ণুতত্ত্বের ভক্তাবতারত্ব। মহাবৈকুণ্ঠে শ্রীসঙ্কর্ষণ চতুর্ব্যূহ-ঈশ্বররূপে অবস্থিত হইয়াও মূল-ভক্তাবতার। তাঁহা হইতে কারণবারিতে যে মহাবিষ্ণু, তাঁহার প্রকাশভেদেই আমরা নিমিত্ত ও উপাদানে ঈক্ষণ জানিতে পারি, এজন্য শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য মহাবিষ্ণুর অবতার শ্রীবিষ্ণুতত্ত্ব। সঙ্কর্ষণের যাবতীয় প্রকাশভেদই স্বয়ংরূপ কৃষ্ণের (সেবায়) নিযুক্ত বলিয়া অদ্বৈতপ্রভুও গৌর-কৃষ্ণের সেবক বা ভক্তাবতার।

ইতি অনুভাষ্যে ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

তোমার মহিমা—কোটিসমুদ্র অগাধ ।
তাহার ইয়ত্তা কহি,—এ বড় অপরাধ ॥ ১১৫ ॥
জয় জয় জয় শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য ।
জয় জয় শ্রীচৈতন্য, নিত্যানন্দ আর্য্য ॥ ১১৬ ॥
দুই শ্লোকে কহিল অদ্বৈত-তত্ত্বনিরূপণ ।
পঞ্চতত্ত্বের বিচার কিছু শুন, ভক্তগণ ॥ ১১৭ ॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ১১৮ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে শ্রীঅদ্বৈত-তত্ত্বনিরূপণং নাম ষষ্ঠঃ পরিচ্ছেদঃ।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

কথাসার—এই সপ্তম পরিচ্ছেদে পঞ্চতত্ত্বের মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে। পঞ্চতত্ত্বাত্মক কৃষ্ণচৈতন্য অবতীর্ণ হইয়া জগতে নাম-প্রেম দান করায় প্রেমের মহাবন্যা উদিত হইল। মায়াবাদী, নিন্দক প্রভৃতি কয়েকপ্রকার কুতার্কিক সেই বন্যা হইতে পলাইয়াছিলেন। তাঁহাদিগকে উদ্ধার করিবার ইচ্ছায় মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করত শুদ্ধভক্তি প্রচারপূর্ব্বক সেই সকল লোককে শ্রীচরণে আকর্ষণ করিলেন। কাশীবাসী মায়াবাদী সন্ন্যাসিগণকে উদ্ধার করিবার বাঞ্ছায় বারাণসীধামে ভক্তদিগের অনুনয়ে কোন ব্রাহ্মণের বাটীতে ঐ সকল সন্ন্যাসীকে একত্রে পাইয়া প্রথমে স্বীয় স্বরূপের ঐশ্বর্য্য প্রদর্শনপূর্ব্বক তাঁহাদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিলেন। পরে তাঁহাদের জিজ্ঞাসানুসারে মায়াবাদ-সিদ্ধান্তের অমূলক অর্থ প্রদর্শনপূর্ব্বক শ্রীশঙ্করাচার্য্যের মতের সর্ব্ববিধ দোষ দেখাইয়া দিলেন। ভগবদ্দর্শনরূপ সুকৃতিবলে তাহাদিগকে ভক্তিপথে আনয়নপূর্ব্বক কৃপা দান করিলেন। (অঃ প্রঃ ভাঃ)

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের মহাবদান্যতা-বর্ণন ঃ—

অগত্যেকগতিং নত্বা হীনার্থাধিকসাধকম্ ।
শ্রীচৈতন্যং লিখ্যতেঽস্য প্রেমভক্তিবদান্যতা ॥ ১ ॥
জয় জয় মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ।
তাঁহার চরণাশ্রিত, সেই বড় ধন্য ॥ ২ ॥

'বন্দে গুরূন্'-শ্লোকের ছয়তত্ত্বের মধ্যে 'গুরু'-তত্ত্ব ব্যতীত পঞ্চতত্ত্বের বিচারারম্ভ ; অভেদ-সত্ত্বেও রসাস্বাদন-জন্য পঞ্চ ভেদ ঃ—

পূর্ব্বে গুর্ব্বাদি ছয় তত্ত্বে কৈল নমস্কার ।
গুরুতত্ত্ব কহিয়াছি, এবে পাঁচের বিচার ॥ ৩ ॥
পঞ্চতত্ত্ব অবতীর্ণ চৈতন্যের সঙ্গে ।
পঞ্চতত্ত্ব লঞা করেন সঙ্কীর্ত্তন-রঙ্গে ॥ ৪ ॥
পঞ্চতত্ত্ব—একবস্তু, নাহি কিছু ভেদ ।
রস আস্বাদিতে তত্ত্ব বিবিধ বিভেদ ॥ ৫ ॥

আদি ১৪ শ্লোকের শেষ শ্লোক-ব্যাখ্যা ঃ—
শ্রীস্বরূপগোস্বামি-কড়চা—

পঞ্চতত্ত্বাত্মকং কৃষ্ণং ভক্তরূপ-স্বরূপকম্ ।
ভক্তাবতারং ভক্তাখ্যং নমামি ভক্তশক্তিকম্ ॥ ৬ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১। অগতি বা অকিঞ্চনের গতি, পরার্থহীন ব্যক্তির মহদর্থ-সাধক শ্রীচৈতন্যকে নমস্কার করিয়া, তাঁহার প্রেমভক্তির বদান্যতা বর্ণন করিতেছি।

৩। প্রথম পরিচ্ছেদে দীক্ষাগুরু-শিক্ষাগুরু-ভেদে গুরুতত্ত্ব বর্ণন করিয়াছি। "বন্দে গুরূনীশভক্তান্"-শ্লোকোক্ত ছয়তত্ত্ব। এখন এই শ্লোকে গুরুতত্ত্ব বাদে আর পাঁচ তত্ত্বের বিচার করিতেছি।

অনুভাষ্য

১। অগত্যেকগতিম্ (অগতীনাম্ আশ্রয়ান্তর-রহিতানাম্ একা অনন্যাগতিঃ শরণং তথাভূতং) হীনার্থাধিকসাধকং (অর্থেন পরমার্থেন হীনাঃ বঞ্চিতাঃ হীনার্থাঃ, প্রয়োজনানি ধর্ম্মার্থকাম-মোক্ষাদয়ো বা, তেভ্যঃ অধিকং মহত্তমং পঞ্চম-পুরুষার্থ-রূপং কৃষ্ণপ্রেম তস্য সাধকং প্রদাতারং) শ্রীচৈতন্যং নত্বা (প্রণম্য) অস্য (ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যস্য) প্রেমভক্তি-বদান্যতা (কৃষ্ণপ্রেমভক্তি-প্রদানরূপ-মহাকারুণ্যং) লিখ্যতে (বর্ণ্যতে)।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৬। কৃষ্ণের ভক্তরূপ, ভক্তস্বরূপ, ভক্তাবতার, ভক্ত, ভক্ত-শক্তি—এই পঞ্চতত্ত্বাত্মক শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করি।

অনুভাষ্য

৫। শক্তিমান্ বস্তু পাঁচটী বিভিন্নপ্রকার লীলা-পরিচয়ে পঞ্চতত্ত্বে প্রকাশিত,—বস্তুত্বে দ্বৈতাভাবহেতু একই হইলেও পঞ্চবৈচিত্র্যময়। এই বিচিত্রতা,—নীরস ভাবের ব্যতিক্রমে

স্বয়ংরূপ শ্রীনন্দনন্দনই সর্ব্বেশ্বর ; যত বিষ্ণু, বৈষ্ণব ও ধাম-সেবোপকরণ, জীব ও প্রধান, সকলেই কৃষ্ণ-সেবক ঃ—

স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ একলে ঈশ্বর ।
অদ্বিতীয়, নন্দাত্মজ, রসিকশেখর ॥ ৭ ॥
রাসাদি-বিলাসী, ব্রজললনা-নাগর ।
আর যত সব দেখ,—তাঁর পরিকর ॥ ৮ ॥

সেই কৃষ্ণই গৌর ঃ—

সেই কৃষ্ণ অবতীর্ণ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ।
সেই পরিকরগণ সঙ্গে সব ধন্য ॥ ৯ ॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যই সর্ব্বেশ্বর হইয়াও বশ্যভাবময় ঃ—

একলে ঈশ্বর-তত্ত্ব চৈতন্য-ঈশ্বর ।
ভক্তভাবময় তাঁর শুদ্ধ কলেবর ॥ ১০ ॥

স্বমাধুর্য্যাস্বাদন-জন্যই কৃষ্ণের 'ভক্তরূপে' গৌরাবতার ঃ—

কৃষ্ণমাধুর্য্যের এক অদ্ভুত স্বভাব ।
আপনা আস্বাদিতে কৃষ্ণ করে ভক্তভাব ॥ ১১ ॥

নিতাই—'ভক্তস্বরূপ', অদ্বৈত—'ভক্তাবতার' ঃ—

ইথে ভক্তভাব ধরে চৈতন্য গোসাঞি ।
'ভক্তস্বরূপ' তাঁর নিত্যানন্দ ভাই ॥ ১২ ॥
'ভক্ত-অবতার' তাঁর আচার্য্য গোসাঞি ।
এই তিন তত্ত্ব সবে প্রভু করি' গাই ॥ ১৩ ॥

নিতাই ও অদ্বৈত,—দুই ঈশ্বরেরও ঈশ্বর গৌর ঃ—

এক মহাপ্রভু, আর প্রভু দুইজন ।
দুই প্রভু সেবে মহাপ্রভুর চরণ ॥ ১৪ ॥

তিন তত্ত্ব—আরাধ্য, এবং চতুর্থ ও পঞ্চম তত্ত্ব—আরাধক ঃ—

এই তিন তত্ত্ব,—'সর্ব্বারাধ্য' করি' মানি ।
চতুর্থ যে ভক্ততত্ত্ব,—'আরাধক' করি' জানি ॥১৫॥

শ্রীবাসাদি—ভক্ততত্ত্ব ঃ—

শ্রীবাসাদি যত কোটি কোটি ভক্তগণ ।
'শুদ্ধভক্ত'-তত্ত্বমধ্যে তাঁ-সবার গণন ॥ ১৬ ॥

অনুভাষ্য

সারস্যের উদ্দেশে লীলাবৈশিষ্ট্য। "পরাস্য শক্তির্ব্বিবিধৈব শ্রূয়তে"—এই শ্রুতিবাক্য হইতে অদ্বয়জ্ঞানবস্তুর বিবিধশক্তিভেদ নিত্যকাল অবস্থিত।

শ্রীগৌরাঙ্গ, নিত্যানন্দ, অদ্বৈত, গদাধর ও শ্রীবাসাদি পঞ্চতত্ত্বে বস্তুত্বে কিছু ভেদ নাই, পরন্তু রসাস্বাদোদ্দেশে বিচিত্রলীলাময় তত্ত্বই 'ভক্তরূপ', 'ভক্তস্বরূপ', 'ভক্তাবতার, 'ভক্তশক্তি' ও 'শুদ্ধ-ভক্ত'—এই পঞ্চপ্রকারে বিবিধ-ভেদবিশিষ্ট। এই পঞ্চতত্ত্বের মধ্যে 'ভক্তরূপ', 'ভক্তস্বরূপ' ও 'ভক্তাবতার'ই 'স্বয়ং', 'প্রকাশ' ও 'অংশ'রূপে প্রভু-বিষ্ণুতত্ত্ব। 'ভক্তশক্তি' ও 'শুদ্ধভক্ত'—বিষ্ণুতত্ত্বান্তর্গত তদাশ্রিত অভিন্ন-শক্তিতত্ত্ব, সুতরাং বস্তু হইতে অভিন্ন রসোপকরণসমূহ রসময়বিগ্রহে সমাশ্লিষ্ট, তজ্জন্য বস্তুত্বে পরস্পর ভেদযোগ্য নহে। 'আরাধক' ও 'আরাধ্য'—উভয়ের মধ্যে একের বিশ্লেষণে বা অভাবে, রসাস্বাদন-লীলার অভাব ঘটে।

৬। ভক্ত-রূপ-স্বরূপকং (ভক্তভাবময়ঃ শুদ্ধকলেবরঃ নিজা-স্বাদকপরঃ শ্রীগৌরঃ, ভ্রাতৃস্বরূপধৃক্ নিত্যানন্দশ্চ ক্রমেণ রূপং স্বরূপঞ্চ যস্য সঃ তং), ভক্তাবতারম্ (অদ্বৈতং), ভক্তাখ্যং (শান্তদাস্যাদিরসাশ্রিতং শ্রীবাসাদি), ভক্তশক্তিকং (শ্রীগদাধর-দামোদর-রামানন্দাদি) পঞ্চতত্ত্বাত্মকং (পঞ্চানাং তত্ত্বানাং আত্মা স্বরূপং যস্য তং) কৃষ্ণং (কৃষ্ণচৈতন্যদেবং) নমামি।

১০। "নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাম্"—এই শ্রুতি-মন্ত্রের উদ্দিষ্ট অসংখ্য চিদ্বস্তুর একমাত্র পরমেশ্বর,—শ্রীচৈতন্য-দেব। মায়াবাদিগণ অণুচিৎ শক্তিসমূহকে বিভুচিৎ-এর সহিত সমন্বয় করিতে গিয়া যেরূপভাবে ভ্রান্ত হন, তাহা দূরীকরণের জন্য এই পদ্যের অবতারণা। শ্রীচৈতন্যদেব অভিন্ন-ব্রজেন্দ্রনন্দন হইয়াও তাঁহাকে (কৃষ্ণকে) ভজনীয় বস্তু-বিচারে তাঁহারই সেবাভাবময় বিগ্রহ ধারণ করেন। ঐ ভগবদ্বিগ্রহকে কেহ যেন জড়ভোগের বিষয়-বিগ্রহ ভাবিয়া প্রপঞ্চান্তর্গত জীবকোটির অন্তর্ভুক্ত মনে না করেন। এইজন্য, শ্রীচৈতন্যবিগ্রহকে কেবল প্রপঞ্চান্তর্গত সাধক-বিগ্রহ বলা হয় নাই। বিশুদ্ধসত্ত্বে প্রকটিত বলিয়া সত্ত্বোজ্জ্বল-হৃদয়েই সেই রসবিগ্রহের পরিচয় পাওয়া যায়। শ্রীচৈতন্যদব স্বয়ং পরমেশ্বর হইলেও সেবকোচিত লীলা-প্রদর্শনকারী,—ভোক্তার লীলা-প্রদর্শনকারী নহেন। তমোময় দর্শনে তাঁহার শ্রীমূর্ত্তিকে ইন্দ্রিয়তর্পণরত যন্ত্রবিশেষ মনে করা প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে।

১১। নিখিল মাধুর্য্যাশ্রয় কৃষ্ণের এক অপূর্ব্ব চিত্তবৃত্তি এই যে, তিনি স্বয়ং বিষয়-বিগ্রহ হইয়াও আশ্রয় বা পূজকের ভাব গ্রহণপূর্ব্বক বিষয়-সেবাস্বাদনে রত। তবে, শ্রীচৈতন্যদেব আশ্রয়-ভাবময়বিগ্রহ মাত্র নহেন—তিনি স্বয়ংরূপ বস্তু।

১৪-১৫। পঞ্চতত্ত্বের স্বরূপ-বর্ণনে আমরা শ্রীমহাপ্রভুকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পরতত্ত্ব এবং শ্রীনিত্যানন্দ ও অদ্বৈতপ্রভুদ্বয়কে তদধীন 'ঈশ্বর-তত্ত্ব' বলিয়া জানিতে পারি। পরমেশ্বর ও ঈশ্বরপ্রকাশ-দ্বয়,—সকলেই পরতত্ত্ব হইলেও ইঁহারা অপর সকল তত্ত্বের আরাধ্য। চতুর্থ শুদ্ধভক্ত-তত্ত্ব ও পঞ্চম অন্তরঙ্গ ভক্ততত্ত্ব—এই উভয়েই 'আরাধক'-তত্ত্ব। 'আরাধ্য' সেবকরূপি-তত্ত্বদ্বয় 'আরাধক'- তত্ত্বদ্বয়ের পূজ্য হইলেও সেব্য শ্রীগৌরাঙ্গের সেবন-বৃত্তিতে অবস্থিত।

গদাধরাদি—শক্তিতত্ত্ব ঃ—

গদাধর-পণ্ডিতাদি প্রভুর 'শক্তি'-অবতার ।
'অন্তরঙ্গ-ভক্ত' করি' গণন যাঁহার ॥ ১৭ ॥

চারিতত্ত্ব লইয়া প্রভুর বিহার, প্রচার, আস্বাদন ও দান ঃ—

যাঁ-সবা লঞা প্রভুর নিত্য বিহার ।
যাঁ-সবা লঞা প্রভুর কীর্ত্তন-প্রচার ॥ ১৮ ॥
যাঁ-সবা লঞা করেন প্রেম-আস্বাদন ।
যাঁ-সবা লঞা দান করে প্রেমধন ॥ ১৯ ॥

পঞ্চতত্ত্ব মিলিয়া কৃষ্ণপ্রেমরসের নিত্য আস্বাদন ও বিতরণ ঃ—

সেই পঞ্চতত্ত্ব মিলি' পৃথিবী আসিয়া ।
পূর্ব্ব-প্রেমভাণ্ডারের মুদ্রা উঘাড়িয়া ॥ ২০ ॥
পাঁচে মিলি' লুটে প্রেম, করে আস্বাদন ।
যত যত পিয়ে, তৃষ্ণা বাড়ে অনুক্ষণ ॥ ২১ ॥
পুনঃ পুনঃ পিয়াইয়া হয় মহামত্ত ।
নাচে, কান্দে, হাসে, গায়, যৈছে মদমত্ত ॥ ২২ ॥

কৃষ্ণপ্রেম-বিতরণে পাত্রাপাত্র-বিচারাভাব ঃ—

পাত্রাপাত্র বিচার নাহি, নাহি স্থানাস্থান ।
যেই যাঁহা পায়, তাঁহা করে প্রেমদান ॥ ২৩ ॥

প্রেমের বিতরণ-ফলে হ্রাসের পরিবর্ত্তে বৃদ্ধি ঃ—

লুটিয়া, খাইয়া, দিয়া, ভাণ্ডার উজাড়ে ।
আশ্চর্য্য ভাণ্ডার, প্রেম শতগুণ বাড়ে ॥ ২৪ ॥

প্রেমবন্যায় জগৎ মগ্ন ঃ—

উছলিল প্রেমবন্যা, চৌদিকে বেড়ায় ।
স্ত্রী, বৃদ্ধ, বালক, যুবা, সকলি ডুবায় ॥ ২৫ ॥
সজ্জন, দুর্জ্জন, পঙ্গু, জড়, অন্ধগণ ।
প্রেমবন্যায় ডুবাইল জগতের জন ॥ ২৬ ॥

কৃষ্ণপ্রীতিরসে মজ্জনহেতু জীবের কর্ম্মবীজ-বিনাশ ঃ—

জগৎ ডুবিল, জীবের হইল বীজ নাশ ।
তাহা দেখি' পাঁচজনের পরম উল্লাস ॥ ২৭ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২০-২১। শ্রীকৃষ্ণচরিত্রই প্রেমভাণ্ডার, তাহা জগতে আসিয়াছিল বটে, কিন্তু সেই ভাণ্ডার দ্বারবদ্ধ হইয়া মুদ্রাঙ্কিত ছিল। শ্রীচৈতন্যাবতারে পঞ্চতত্ত্ব মিলিয়া সেই মুদ্রা ভগ্ন করত দ্বার উদ্‌ঘাটন করিয়া লুটপাটের সহিত প্রেম আস্বাদন করিলেন।

অনুভাষ্য

১৬-১৭। অন্তরঙ্গ-ভক্ত ও শুদ্ধভক্তের তত্ত্বমধ্যে বিশেষত্ব এই যে, শক্তিতত্ত্ব মধুররসে, বাৎসল্যে, সখ্যে ও দাস্যরসে অবস্থিত। তটস্থ হইয়া তারতম্য-বিচারে ভক্তগণ অপেক্ষা শক্তিগণের শ্রেষ্ঠতা, তজ্জন্য মধুররসে নিত্যাশ্রিত ভক্তগণই শ্রীগৌরসুন্দরের অন্তরঙ্গ সেবক। শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈতের সেবকগণ সাধারণতঃ বাৎসল্য, সখ্য, দাস্য ও শান্ত-রসে অবস্থিত। সেই শুদ্ধভক্তগণ যখন শ্রীগৌরসুন্দরের প্রতি অত্যন্ত প্রীতিবিশিষ্ট হন, তৎকালেই তাঁহারা অন্তরঙ্গ-ভক্তের আশ্রয়ে মধুররসাশ্রিত হন। শ্রীঠাকুর মহাশয়ের 'প্রার্থনা'র আদিতে এই কথা পরিস্ফুট হইয়াছে,—"গৌরাঙ্গ বলিতে হবে পুলক শরীর। হরি হরি বলিতে নয়নে ব'বে নীর।। আর কবে নিতাইচাঁদ করুণা করিবে। সংসার-বাসনা মোর কবে তুচ্ছ হ'বে।। বিষয় ছাড়িয়া কবে শুদ্ধ হ'বে মন। কবে হাম হেরব শ্রীবৃন্দাবন।। রূপ-রঘুনাথ-পদে হইবে আকুতি। কবে হাম বুঝব শ্রীযুগল-পিরীতি।।"

'শুদ্ধভক্ত' ও 'অন্তরঙ্গ-ভক্তে'র বৈশিষ্ট্য-বর্ণনে শ্রীরূপপাদ তৎকৃত 'উপদেশামৃত'-গ্রন্থে সাধক-জীবের ক্রমোৎকর্ষ এরূপ লিখিয়াছেন,—"কর্ম্মিভ্যঃ পরিতো হরেঃ প্রিয়তয়া ব্যক্তিং যযুর্জ্ঞানিনস্তেভ্যো জ্ঞানবিমুক্ত-ভক্তিপরমাঃ প্রেমৈকনিষ্ঠাস্ততঃ। তেভ্যস্তাঃ পশুপালপঙ্কজদৃশস্তাভ্যোঽপি সা রাধিকা, প্রেষ্ঠা তদ্বদিয়ং তদীয়সরসী তাং নাশ্রয়েৎ কঃ কৃতী।।"

পঞ্চতত্ত্বের দুইটী তত্ত্ব—শক্তি, তিনটী—শক্তিমান্। শুদ্ধভক্ত ও অন্তরঙ্গ-ভক্ত—ইঁহারাই দ্বিবিধ শক্তি। যাঁহারা অন্যাভিলাষিতাশূন্য হইয়া স্বীয় শুদ্ধা কৃষ্ণানুশীলন-বৃত্তিকে কর্ম্ম বা জ্ঞানের আবরণে আবৃত করেন না, তাঁহারা শুদ্ধভক্ত ; কেবল মধুর-রসাশ্রিত ঐকান্তিক ভক্তগণই অন্তরঙ্গ-ভক্ত। মধুর-রসে বাৎসল্য, সখ্য ও দাস্য অন্তর্ভুক্ত আছে।। শুদ্ধভক্ত-বিশেষই অন্তরঙ্গ-ভক্ত।

১৮-১৯। শ্রীমহাপ্রভু—তাঁহার প্রকাশ, তাঁহার পুরুষাবতারের অবতার এবং অন্তরঙ্গ-ভক্ত ও শুদ্ধভক্ত,—সকলকে লইয়াই স্বয়ং প্রেম-আস্বাদনরূপ নিত্য বিহার এবং জগতে কীর্ত্তনপ্রচাররূপ প্রেম দান করেন।

২৭। ভগবানের তটস্থাখ্য জীবশক্তিতে কৃষ্ণোন্মুখী চেষ্টার সহিত কৃষ্ণবৈমুখ্যরূপ ভোগবাসনার বীজও অব্যক্তভাবে অবস্থিত। সংসার-বৃক্ষ হইতে বাসনা-বীজ কালপ্রবাহে সিঞ্চিত হইয়া নানাপ্রকার ভোগবন্ধনদ্বারা বদ্ধজীবকে অহঃরহঃ ত্রিতাপক্লিষ্ট করিতেছে। যেরূপ মৃত্তিকায় প্রোথিত বীজ জলমগ্ন হইলে উহা হইতে অঙ্কুরাদি-উদ্‌গমের সম্ভাবনা থাকে না, সেইরূপ

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২৬-২৭। প্রেমভাণ্ডার অবারিত হইলে, প্রেমরসের বন্যা প্রবলবেগে সমস্ত জগৎ ডুবাইয়া ফেলিল, তাহাতে বদ্ধজীবদিগের কৃষ্ণদাস্য-বিস্মৃতিরূপ অবিদ্যা-বন্ধন-বীজ নষ্ট হইয়া গেল।

প্রেমের বর্ষণফলে প্রেমরস-বৃদ্ধি ঃ—

যত যত প্রেমবৃষ্টি করে পঞ্চজন ।
তত তত বাড়ে জল, ব্যাপে ত্রিভুবন ॥ ২৮ ॥

কৃষ্ণপ্রেমরসে বঞ্চিত ঃ—

মায়াবাদী, কর্ম্মনিষ্ঠ কুতার্কিকগণ ।
নিন্দক, পাষণ্ডী, যত পড়ুয়া অধম ॥ ২৯ ॥

সেই সব মহাদক্ষ ধাঞা পলাইল ।
সেই বন্যা তা-সবারে ছুঁইতে নারিল ॥ ৩০ ॥

অহৈতুক-কৃপাসিন্ধুর তাহাদের উদ্ধারের চিন্তা ঃ—

তাহা দেখি' মহাপ্রভু করেন চিন্তন ।
জগৎ ডুবাইতে আমি করিলুঁ যতন ॥ ৩১ ॥

কেহ কেহ এড়াইল, প্রতিজ্ঞা হইল ভঙ্গ ।
তা-সবা ডুবাইতে পাতিব কিছু রঙ্গ ॥ ৩২ ॥

পতিত বঞ্চিত জীবের উদ্ধার-জন্য সন্ন্যাস-গ্রহণ ঃ—

এত বলি' মনে কিছু করিয়া বিচার ।
সন্ন্যাস-আশ্রম প্রভু কৈলা অঙ্গীকার ॥ ৩৩ ॥

চব্বিশ বৎসর ছিলা গৃহস্থ-আশ্রমে ।
পঞ্চবিংশতি বর্ষে কৈল যতিধর্ম্মে ॥ ৩৪ ॥

পড়ুয়া, পাষণ্ডী, তার্কিক-নিন্দকাদি বঞ্চিত দলের উদ্ধার ঃ—

সন্ন্যাস করিয়া প্রভু কৈলা আকর্ষণ ।
যতেক পালাঞাছিল তার্কিকাদিগণ ॥ ৩৫ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২৯। মায়াবাদী—প্রকাশানন্দ প্রভৃতি সন্ন্যাসিগণ। সমস্ত সদ্বিষয়ে যাহারা 'মায়া' লইয়া বাদ উঠায়। 'ব্রহ্ম'কে 'মায়ার অতীত' বলিয়া 'ঈশ্বরকে' 'মায়াসঙ্গী' করে এবং ঈশ্বরের অবতার-সকলের দেহকে 'মায়িক' বলে। জীবের গঠনে মায়ার কার্য্য আছে অর্থাৎ জীবের সর্ব্বপ্রকার অহং-বুদ্ধি—মায়া-নির্ম্মিত, এরূপ বলে ; সুতরাং জীব মুক্ত হইলে, 'শুদ্ধজীব' বলিয়া আর কোন অবস্থা থাকে না—এরূপ সিদ্ধান্ত করে ; অর্থাৎ মুক্ত হইলে জীব ব্রহ্মের সহিত অভেদ হয়—এরূপ শিক্ষা দেয়।

কর্ম্মনিষ্ঠ—দেবানন্দাদি ভক্তিহীন কর্ম্মিগণ। কর্ম্মজড় স্মার্ত্ত-গণ অথাৎ যাহারা কর্ম্ম ও কর্ম্মফলকে জীবের প্রধান উদ্দেশ্য বলিয়া উক্তি করে।

কুতার্কিকগণ—সার্ব্বভৌমাদি নিরীশ্বর তার্কিকগণ। নিন্দক—যাহাকে প্রভু দণ্ড লইয়া তাড়ন করিয়াছিলেন এবং গোপাল-চাপাল প্রভৃতি প্রভু ও প্রভু-ভক্তের নিন্দকগণ।

পাষণ্ডী—ভগবানের সহিত অন্যান্য দেবতার সমতা-ব্যাখ্যাকারিগণ।

অধম পড়ুয়া—যে-সকল পড়ুয়া বিদ্যাকে তর্কের কারণ বলিয়া নির্ণয় করে এবং বিদ্যা যে ঈশ্বর-প্রাপ্তির উপায়, তাহা জানে না।

অনুভাষ্য

ভগবৎসেবা-সমুদ্রের অতলবারিতে কৃষ্ণসেবেতর ভোগবাসনা-বীজ প্রেমবন্যায় ডুবিয়া গিয়া নষ্ট হইয়া গেল এবং তাহা হইতে আর বাসনা-অঙ্কুরের উদ্‌গম-সম্ভাবনা রহিল না। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের পঞ্চতত্ত্বরূপে অবতরণফলে উদ্দেশ্য সফল হইল দেখিয়া সকলেই উল্লসিত হইলেন। শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী ত্রিদণ্ডিপাদ 'শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত'-গ্রন্থে উহা এরূপভাবে বর্ণন করিয়াছেন—"স্ত্রী-পুত্রাদি-কথাং জহুর্বিষয়িণঃ শাস্ত্রপ্রবাদং বুধা, যোগীন্দ্রা বিজহুর্মরুন্নিয়মজ-ক্লেশং তপস্তাপসাঃ। জ্ঞানাভ্যাসবিধিং জহুশ্চ যতয়শ্চৈতন্যচন্দ্রে পরামাবিষ্কুর্ব্বতি ভক্তিযোগপদবীং নৈবান্য আসীদ্রসঃ।।"

৩৩। মায়াতীত ভগবত্তায়, ভগবদ্ধামে, ভগবদ্ভক্তিতে ও ভক্তে 'মায়া' আছে,—এরূপ ভ্রান্তবিশ্বাসী ব্যক্তিই 'মায়াবাদী'। ঐ তত্ত্ব-চতুষ্টয়ে কর্ম্ম ও তৎফলভোগবাধ্যতা আছে, এরূপ ভ্রান্তবিশ্বাসী ব্যক্তিই 'কর্ম্মনিষ্ঠ'। ঐ তত্ত্বচতুষ্টয়ে অজ্ঞান-জন্য তর্কের স্থান আছে,—এরূপ ভ্রান্তবুদ্ধি জনগণই 'কুতার্কিক' ; ঐ তত্ত্ব-চতুষ্টয়ে নিন্দার যোগ্যতা আছে,—এরূপ ভ্রান্তবুদ্ধি ব্যক্তিই 'নিন্দক' ; ঐ তত্ত্ব-চতুষ্টয়ের সহিত অপর মায়িক বস্তুর সাম্য আছে,—এরূপ ভ্রান্তমতি ব্যক্তিই 'পাষণ্ডী' ; এবং ঐ তত্ত্ব-চতুষ্টয়ের সহিত অপর জড়ভোগ্য বিষয়ের তুল্যতা আছে,—এরূপ ভ্রান্ত অধ্যয়নশীল জনগণই 'অধম পড়ুয়া'। ইহারা সকলেই প্রেমময় গৌরসুন্দরের প্রদত্ত প্রেমবন্যার জল যাহাতে তাহাদিগকে কোনমতে স্পর্শ করিতে না পারে, এরূপ উদ্দেশ্যের বশবর্ত্তী হইয়া পলাইয়া গেল দেখিয়া, শ্রীমহাপ্রভু পূর্ব্বোক্ত কৃষ্ণপ্রেমবিমুখ চতুর্ব্বর্গাভিলাষী জড়প্রকৃতি মানবগণের পরম-শ্রদ্ধেয় চতুর্থাশ্রমের ভূষণ স্বীকার করিতে অভিলাষ করিলেন। পূর্ব্বোক্ত মায়ামুগ্ধ বিষয়িগণের বিশ্বাসে চতুর্থাশ্রমই যে উপাদেয় আদর্শ—ইহাই বিচার করিলেন।

৩৪। আশ্রমী চারিপ্রকার,—ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ ও যতি। প্রত্যেক আশ্রমের চারিটী করিয়া ভেদ আছে। ভাগবতে—(৩।১২।৪২-৪৩) শ্লোক—"সাবিত্র্যং প্রাজাপত্যঞ্চ ব্রাহ্মঞ্চাথ বৃহত্তথা। বার্ত্তাসঞ্চয়শালীন-শিলোঞ্ছ ইতি বৈ গৃহে।। বৈখানসা বালিখিল্যৌডুম্বরাঃ ফেণপা বনে। ন্যাসে কুটীচকঃ পূর্ব্ব বহ্বাদো হংস-নিষ্ক্রিয়ৌ।।" অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্য চারিপ্রকার—(১) সাবিত্র্য (উপনয়নাবধি গায়ত্রী-অধ্যয়ন পর্য্যন্ত ত্রিরাত্র-ব্যাপি ব্রহ্মচর্য্য),

পড়ুয়া, পাষণ্ডী, কর্ম্মী, নিন্দকাদি যত।
তারা আসি' প্রভু-পায় হয় অবনত ॥ ৩৬ ॥

তাহাদের অপরাধ-মোচন এবং ভক্তিলাভ ঃ—

অপরাধ ক্ষমাইল, ডুবিল প্রেমজলে।
কেবা এড়াইবে প্রভুর প্রেম-মহাজালে ॥ ৩৭ ॥

সকল জীবের উদ্ধারের জন্য উপায়াবিষ্কার ঃ—

সবা নিস্তারিতে প্রভু কৃপা-অবতার।
সবা নিস্তারিতে করে চাতুরী অপার ॥ ৩৮ ॥

কাশীর মায়াবাদী ব্যতীত সকল মানবের উদ্ধার ঃ—

তবে নিজ ভক্ত কৈল যত ম্লেচ্ছ আদি।
সবে এড়াইল মাত্র কাশীর মায়াবাদী ॥ ৩৯ ॥

বৃন্দাবন যাইতে প্রভু রহিলা কাশীতে।
মায়াবাদিগণ তাঁরে লাগিলা নিন্দিতে ॥ ৪০ ॥

মায়াবাদিগণের প্রভুনিন্দা ঃ—

সন্ন্যাসী হইয়া করেন গায়ন, নাচন।
না করে বেদান্ত-শ্রবণ, করে সঙ্কীর্ত্তন ॥ ৪১ ॥
মূর্খ সন্ন্যাসী নিজ-ধর্ম্ম নাহি জানে।
ভাবুক হইয়া ফেরে ভাবুকের সনে ॥ ৪২ ॥
এসব শুনিয়া প্রভু হাসে মনে মনে।
উপেক্ষা করিয়া কারো না কৈল সম্ভাষণে ॥ ৪৩ ॥

প্রভুর উহাকে উপেক্ষা ও মথুরায় গমন ঃ—

উপেক্ষা করিয়া কৈল মথুরা গমন।
মথুরা দেখিয়া পুনঃ কৈল আগমন ॥ ৪৪ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৩৯। প্রভু সন্ন্যাস করিবামাত্রই কুতার্কিক, কর্ম্মনিষ্ঠ, নিন্দক, পাষণ্ডী ও অধম পড়ুয়াগণ ক্রমে ক্রমে তাঁহার পদাশ্রয় করিলেন এবং অনেক ম্লেচ্ছগণও তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করিল ; কেবল বারাণসীধামের মায়াবাদিগণ প্রেমবন্যা হইতে পলাইয়া রহিল।

অনুভাষ্য

(২) প্রাজাপত্য (উপনয়নাবধি বর্ষব্যাপি ব্রতপালনপর ব্রহ্মচর্য্য), (৩) ব্রাহ্ম (উপনয়নাবধি বেদত্রয়গ্রহণকাল-ব্যাপি ব্রহ্মচর্য্য), (৪) বৃহৎ (উপনয়নাবধি আমরণ ব্রহ্মচর্য্য) ; প্রথম তিনটী 'উপকুর্ব্বাণ' এবং শেষ 'নৈষ্ঠিক'-নামে পরিচিত। গৃহস্থ চারিপ্রকার—(১) বার্ত্তা (অনিষিদ্ধ-কৃষ্যাদি-বৃত্তি), (২) সঞ্চয় (যাজনাদি-বৃত্তি), (৩) শালীন (অযাচিত-বৃত্তি), (৪) শিলোঞ্ছন (পতিত-কণিকাশন-বৃত্তি)। বাণপ্রস্থ চারিপ্রকার—(১) বৈখানস (অকৃষ্টপচ্য-বৃত্তি), (২) বালিখিল্য (নবান্নপ্রাপ্তে পূর্ব্বান্নত্যাগ-বৃত্তি), (৩) ঔডুম্বর (শয্যোদয়ে যে দিক্ দেখিবেন, তদ্দিগানীত দ্রব্যগ্রহণকুশল), (৪) ফেণপ (স্বতঃপতিত ফলে জীবনধারণ)। সন্ন্যাসী চারি প্রকার—(১) কুটীচক (স্বাশ্রমধর্ম্মপ্রধান), (২) বহূদক (ত্যক্তকর্ম্ম জ্ঞানাভ্যাস-প্রধান), (৩) হংস (জ্ঞানাভ্যাস-নিষ্ঠ), (৪) নিষ্ক্রিয় (পরমহংস বা প্রাপ্ততত্ত্ব)। সন্ন্যাস দ্বিবিধ—ধীর ও নরোত্তম ; (ভাঃ ১।১৩।২৬-২৭)—"গতস্বার্থমিমং দেহং বিরক্তো মুক্ত-বন্ধনঃ। অবিজ্ঞাতগতির্জহ্যাৎ স বৈ 'ধীর' উদাহৃতঃ।। যঃ স্বকাৎ পরতো বেহ জাতনির্ব্বেদ আত্মবান্। হৃদি কৃত্বা হরিং গেহাৎ প্রব্রজেৎ স 'নরোত্তমঃ'।।" শ্রীমহাপ্রভু ১৪৩২ শকাব্দের মাঘ-মাসের শুক্লপক্ষে শ্রীশঙ্করসম্প্রদায়ের কাটোয়াস্থিত শ্রীকেশব-ভারতী দণ্ডিস্বামীর নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। ইঁহারা দক্ষিণ-দেশীয় শৃঙ্গেরী মঠাধীন।

৩৬। আদি, ৭ম পঃ ৩৩ সংখ্যার অনুভাষ্য-শেষাংশ দ্রষ্টব্য।

অনুভাষ্য

৩৯। "কাশীর মায়াবাদী"—অক্ষজজ্ঞানবিমূঢ় ব্যক্তিগণ ইন্দ্রিয়দ্বারা যে জগৎ দর্শন করেন, তাহা ইন্দ্রিয়জ্ঞানে মাপিয়া লওয়া যায় বলিয়া 'মায়া-রচিত' বলেন। 'তত্ত্ববস্তু মায়াতীত হইলেও তাঁহাতে নিত্য চিদ্বৈচিত্র্য বা চিদ্বিলাস নাই, উহা কেবল চিন্মাত্র'—এরূপ বিচারনিপুণ ব্যক্তিগণই "কাশীর মায়াবাদী"। 'সরনাথের মায়াবাদিগণ' বা 'বোধগয়ার মায়াবাদিগণ' ব্রহ্মের মায়া স্বীকার করেন না। তাঁহাদের বিচারে অচিন্মাত্রবাদই সিদ্ধ। 'কাশীর মায়াবাদী' ও তদ্ব্যতীত অন্যস্থানের মায়াবাদিগণ,—সকলেই প্রকৃতিবাদী—উহারা কেহই 'ব্রহ্ম বা তত্ত্ববাদী' নহেন। কাশীর মায়াবাদিগণ মুখে আপনাদিগকে ব্রহ্মবাদী বলিয়া অভিহিত করিলেও ব্রহ্মপ্রকৃতির বৈশিষ্ট্য স্বীকার করেন না। সমন্বয়বাদসূত্রে ব্রহ্ম ও মায়াকে অভিন্ন বলিয়া জানেন। মায়াবাদি-গণ ভক্তি-যোগমায়ার সন্ধান রাখেন না বলিয়াই তাঁহারা অভক্ত ও কৃষ্ণভক্তিবিমুখ। মায়াবাদিগণের হৃদ্গত অনুভাব এই যে, নিত্যা ভক্তির যাবতীয় কথা, ভজনীয় বস্তু ও ভক্ত—সকলেই তাঁহাদের ইন্দ্রিয়জাত জ্ঞানের অধীন। কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে, বাস্তব-সত্য-বিচারে সেই কথার কোন মূল্য নাই। মায়াবাদিগণ পরস্পর যতই কুতর্ক বা বিবাদ উপস্থাপিত করুন না কেন, বাস্তবসত্যের নিকট অভিগমন না করায় তত্ত্ববস্তু ও তাঁহার চিদ্বৈচিত্র্য তাঁহাদের কাল্পনিক বিচারের অধীন হন না।

৪১। "সন্ন্যাসী তৌর্য্যত্রিক অর্থাৎ 'গান', 'নর্ত্তন' ও 'বাদন'-কার্য্য পরিত্যাগ করিবেন এবং সর্ব্বদা বেদান্তানুশীলন করিবেন" —এই স্মৃতিশাস্ত্রীয় বিধির অনুকূলে, শ্রীমহাপ্রভুকে শাঙ্কর-মায়াবাদ শ্রবণ করিতে না দেখিয়া, পক্ষান্তরে কৃষ্ণগানাদিমত্ত হইয়া প্রেমভরে নৃত্য করিতে দেখিয়া কাশীর সন্ন্যাসিগণ তাঁহাকে সন্ন্যাস-ধর্ম্মে অনভিজ্ঞ মনে করিয়াছিলেন। শঙ্করকথিত "বেদান্ত-

চন্দ্রশেখরগৃহে অবস্থান ঃ—

কাশীতে লেখক শূদ্র-শ্রীচন্দ্রশেখর ।
তাঁর ঘরে রহিলা প্রভু স্বতন্ত্র ঈশ্বর ॥ ৪৫ ॥

মায়াবাদী সন্ন্যাসী ত্যাগ করিয়া তপন মিশ্রের গৃহে ভিক্ষা ঃ—

তপন-মিশ্রের ঘরে ভিক্ষা-নির্ব্বাহণ ।
সন্ন্যাসীর সঙ্গে নাহি মানে নিমন্ত্রণ ॥ ৪৬ ॥

শ্রীসনাতনের শিক্ষা ঃ—

সনাতন গোসাঞি আসি' তাঁহাই মিলিলা ।
তাঁর শিক্ষা লাগি' প্রভু দু-মাস রহিলা ॥ ৪৭ ॥
তাঁরে শিখাইল সব বৈষ্ণবের ধর্ম্ম ।
শ্রীভাগবত-আদি শাস্ত্রের যত গূঢ় মর্ম্ম ॥ ৪৮ ॥

চন্দ্রশেখর ও তপনমিশ্রের নিবেদন ঃ—

ইথিমধ্যে চন্দ্রশেখর, মিশ্র-তপন ।
দুঃখী হঞা প্রভু-পায় কৈল নিবেদন ॥ ৪৯ ॥
"কতেক শুনিব প্রভু, তোমার নিন্দন ।
না পারি সহিতে, এবে ছাড়িব জীবন ॥ ৫০ ॥
তোমাকে নিন্দয়ে যত সন্ন্যাসীর গণ ।
শুনিতে না পারি, ফাটে হৃদয়-শ্রবণ ॥" ৫১ ॥
ইহা শুনি রহে প্রভু ঈষৎ হাসিয়া ।
সেইকালে এক বিপ্র মিলিল আসিয়া ॥ ৫২ ॥

বিপ্রের প্রার্থনা ঃ—

আসি' নিবেদন করে চরণে ধরিয়া ।
"এক বস্তু মাগোঁ, দেহ প্রসন্ন হইয়া ॥ ৫৩ ॥
সকল সন্ন্যাসী মুঞি কৈনু নিমন্ত্রণ ।
তুমি যদি আইস, পূর্ণ হয় মোর মন ॥ ৫৪ ॥
না যাহ সন্ন্যাসি-গোষ্ঠী, ইহা আমি জানি ।
মোরে অনুগ্রহ কর নিমন্ত্রণ মানি' ॥" ৫৫ ॥

প্রভুর নিমন্ত্রণ গ্রহণ ঃ—

প্রভু হাসি' নিমন্ত্রণ কৈল অঙ্গীকার ।
সন্ন্যাসীরে কৃপা লাগি' এ ভঙ্গী তাঁহার ॥ ৫৬ ॥
সে বিপ্র জানেন, প্রভু না যা'ন কা'র ঘরে ।
তাঁহার প্রেরণায় তাঁরে অত্যাগ্রহ করে ॥ ৫৭ ॥

সন্ন্যাসি-মণ্ডলীমধ্যে প্রভুর গমন ঃ—

আর দিনে গেলা প্রভু সে বিপ্র-ভবনে ।
দেখিলেন, বসিয়াছেন সন্ন্যাসীর গণে ॥ ৫৮ ॥

প্রভুর দীনতা ঃ—

সবা নমস্করি' গেলা পাদ-প্রক্ষালনে ।
পাদ প্রক্ষালিয়া বসিলা সেই স্থানে ॥ ৫৯ ॥

প্রভুর ঐশ্বর্য্য-প্রকাশ ও পাষণ্ডমোহন ঃ—

বসিয়া করিলা কিছু ঐশ্বর্য্য প্রকাশ ।
মহাতেজোময় বপু কোটীসূর্য্যভাস ॥ ৬০ ॥
প্রভাবে আকর্ষিল সব সন্ন্যাসীর মন ।
উঠিলা সন্ন্যাসী সব ছাড়িয়া আসন ॥ ৬১ ॥

প্রকাশানন্দ সরস্বতীর উক্তি ঃ—

প্রকাশানন্দ-নামে সন্ন্যাসি-প্রধান ।
প্রভুকে কহিল কিছু করিয়া সম্মান ॥ ৬২ ॥
"ইঁহা আইস, গোসাঞি, শুনহ শ্রীপাদ ।
অপবিত্র স্থানে বৈস, কিবা অবসাদ ॥" ৬৩ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৪৫-৪৬। বৈদ্য চন্দ্রশেখর—শূদ্রবর্ণ। শূদ্রবর্ণের ঘরে সন্ন্যাসিগণের রাত্রিযাপন উচিত নয়, কিন্তু মহাপ্রভু তাঁহার প্রতি কৃপা করিয়া তাঁহার বাটীতে রহিলেন ; কারণ, তিনি স্বতন্ত্র ঈশ্বর ; তাঁহার কৃপার নিকট ব্রাহ্মণ, শূদ্র—সকলেই সমান। তপন-মিশ্রের ঘরে ভিক্ষা অর্থাৎ ভোজন স্বীকার করেন, কোনস্থলেই অন্য সন্ন্যাসিদের সহিত নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেন না।

অনুভাষ্য

বাক্যেষু সদা রমন্তঃ কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ"—লক্ষণ না দেখিয়া মায়াবাদী সন্ন্যাসিগণ ও গৃহব্রতগণ শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিন্দা করিতেন। কাশীর মায়াবাদী সন্ন্যাসিগণের উদ্ধার-প্রসঙ্গ-সম্বন্ধে, মধ্য ২৫শ পঃ ৫-১৬৯ সংখ্যা বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য।

৪৫। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটকে শ্রীচন্দ্রশেখর 'শৌক্র-বৈদ্য' বলিয়া উল্লিখিত আছেন। তৎকালে, শৌক্র-বৈদ্যগণ ও শৌক্র-

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৫৭। তথাপি প্রভু সন্ন্যাসীদিগকে কৃপা করিবেন বলিয়া তাঁহার হৃদয়ে প্রেরণ করায়, তিনি অতিশয় আগ্রহের সহিত সেরূপ প্রার্থনা করিয়াছিলেন।

অনুভাষ্য

ব্রাহ্মণেতর সকলবর্ণই 'শূদ্র' সংজ্ঞায় অভিহিত হইতেন। পরে বর্ত্তমান-শতাব্দীতে ব্রাত্য-সংস্কার আশ্রয় করিয়া কায়স্থগণ ক্ষত্রিয়ের এবং বৈশ্যগণ বৈশ্যের সংস্কার গ্রহণ করিয়াছেন ও করিতেছেন। শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য-বংশসমূহে বৈষ্ণব-বিশ্বাসানুগমনে ঠাকুর রঘুনন্দনের বংশে ঠাকুর কৃষ্ণদাস ও নবনী হোড়ের বংশে এবং শ্যামানন্দপ্রভুর শিষ্য শ্রীরসিকানন্দদেবের বংশে ব্রহ্মণ্যের আদর্শ উপনয়ন-সংস্কার আজ তিন চারিশত বর্ষ হইতে চলিয়া আসিতেছে, ইঁহারা অদ্যাপি বিপ্রাদি সকল বর্ণের দীক্ষাগুরুর কার্য্য ও শালগ্রামাদির অর্চ্চন করিয়া আসিতেছেন।

প্রভুর দৈন্যোক্তি ঃ—

প্রভু কহে,—"আমি হই হীন-সম্প্রদায় ।
তোমা-সবার সম্প্রদায়ে বসিতে না যুয়ায় ॥" ৬৪ ॥

প্রকাশানন্দের জিজ্ঞাসা ঃ—

আপনে প্রকাশানন্দ হাতেতে ধরিয়া ।
বসাইলা সভামধ্যে সম্মান করিয়া ॥ ৬৫ ॥
পুছিল,—"তোমার নাম 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' ।
কেশব-ভারতীর শিষ্য, তাতে তুমি ধন্য ॥ ৬৬ ॥
সাম্প্রদায়িক সন্ন্যাসী তুমি, রহ এই গ্রামে ।
কি কারণে আমা-সবার না কর দর্শনে ॥ ৬৭ ॥
সন্ন্যাসী হইয়া কর নর্ত্তন-গায়ন ।
ভাবুক সব সঙ্গে লঞা করহ কীর্ত্তন ॥ ৬৮ ॥
বেদান্ত-পঠন, ধ্যান,—সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম ।
তাহা ছাড়ি' কর কেনে ভাবুকের কর্ম্ম ॥ ৬৯ ॥
প্রভাবে দেখিয়ে তোমা সাক্ষাৎ নারায়ণ ।
হীনাচার কর কেনে, ইথে কি কারণ ॥" ৭০ ॥

প্রভুর শ্রীনাম-মাহাত্ম্য-বর্ণন ঃ—

প্রভু কহে,—"শুন, শ্রীপাদ, ইহার কারণ ।
গুরু মোরে মূর্খ দেখি' করিল শাসন ॥ ৭১ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৬৭। সাম্প্রদায়িক সন্ন্যাসী—শ্রীশঙ্করাচার্য্যের উপদেশ-মতে,—যে-সকল ব্রাহ্মণ দশনামিদলে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন, তাঁহারাই জগন্মান্য 'বৈদিক সন্ন্যাসী' বা যথার্থ শাস্ত্রসম্মত সন্ন্যাসী।

অনুভাষ্য

৬৪। শ্রীশঙ্করাচার্য্য-প্রবর্ত্তিত দশনামী দণ্ডিগণের মধ্যে 'তীর্থ', 'আশ্রম' ও 'সরস্বতী'—এই তিন সম্প্রদায় সদাচার ও সম্মানে অপর সাম্প্রদায়িক সন্ন্যাসিগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। শ্রীমহাপ্রভু 'ভারতী'-সম্প্রদায়ে সন্ন্যাস গ্রহণ করায়, প্রকাশানন্দ-সরস্বতীকে উচ্চসম্প্রদায়স্থিত বলিয়া বিচার করিলেন ; অথবা ব্রহ্মসন্ন্যাসি-গণের সামাজিক-মর্য্যাদা তাঁহারা নিজেরাই উচ্চ বলিয়া মনে করেন। এইজন্য শ্রীমহাপ্রভু বৈষ্ণবসন্ন্যাসীর অমানিত্ব ও মানদত্ব-ধর্ম্ম জানাইতে গিয়া আপনাকে হীনসম্প্রদায়ভুক্ত বলিয়া অভিমান করিলেন। শাঙ্কর-সাম্প্রদায়িক সন্ন্যাসিগণ এখনও অপর সন্ন্যাসিগণকে 'সন্ন্যাসী' বলিতে চান না,কেবল 'ব্রহ্মচারী' সংজ্ঞা দিয়া আপনাদিগকে 'গুরু' অভিমান করিয়া থাকেন।

৬৬। কেশব ভারতী—বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (২য় সংখ্যা) দ্রষ্টব্য।

৬৯। আদি, ৭ম পঃ ৪১ সংখ্যার অনুভাষ্য দ্রষ্টব্য।

৭১। বেদান্তের একমাত্র প্রতিপাদ্য বাস্তব-বস্তুবিগ্রহ-শ্রীচৈতন্যদেব বেদান্তপাঠের অধিকারি-নির্ণয়ে প্রচার করিয়াছেন যে,—তৃণাদপি সুনীচ, তরুর ন্যায় সহ্যগুণসম্পন্ন, স্বয়ং অমানী ও অপরকে মানপ্রদানকারী জনগণই শ্রৌতপথের অধিকারী। গুরুর শ্রীমুখকীর্ত্তিত শ্রবণকারীর শ্রুতবাক্যের কীর্ত্তনরূপ অভিধেয় বা সাধনেই প্রয়োজন-ফলোদ্গম হয়। শ্রৌতবাক্যের যে অংশে ভজনীয় বাস্তব-বস্তুবিজ্ঞান কীর্ত্তিত, তাহা শ্রৌতশাস্ত্রের সর্ব্বব্যাপক আকরস্থানীয় মূল অংশী। সেই অংশীর অভ্যন্তরে যাবতীয় অংশের প্রতীতি ও অপ্রতীতি অবস্থিত। ভজনীয়-বস্তুর অনুশীলনকারী ভক্ত স্বীয় ভজনাবলম্বনে ভজনীয়-বস্তুর সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট। যেখানে ভজনবৃত্তির শিথিলতা, তথায় অংশীর অনুশীলনের পরিবর্ত্তে বস্তুর আংশিক অনুশীলন। ভজনবৃত্তির শিথিলতাক্রমে ভজনীয়-বস্তুর সহিত তদাশ্রিত শক্তির যে বিচ্ছিন্ন ভাব—উহাই আত্মস্বরূপ-বিস্মৃতি বা হরিসেবা-বিমুখতা।

শ্রীচৈতন্যদেব ভক্তের নিরপেক্ষ, নির্ম্মল আচরণ উপদেশ করিতে গিয়া বেদান্তের চরমপরিণতি-বিষয়ে যে সর্ব্বোত্তম আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহারই প্রকৃষ্ট উদাহরণরূপে এস্থলে শিষ্যব্রুব চতুর্দ্দশভুবনপতির নিরভিমানবশে উক্তি। পাণ্ডিত্য-প্রতিভায় মত্তজনগণ গুরুপাদপদ্ম-সেবায় অনধিকারী—ব্রহ্মসূত্র-পঠনের অনধিকারী। দ্বিতীয়াভিনিবিষ্ট অভক্ত ভজনীয়-বস্তুর অনুশীলনের চেষ্টা করিতে গিয়া ভজনকারী গুরুর সেবা ত্যাগ করেন। সে-স্থলে সেবকের স্ব-স্বরূপ নিরূপণে ভ্রান্তি-প্রতিষেধার্থ গুরুরূপী ভগবানের শিষ্যের নির্ম্মল স্বরূপবর্ণনকালে তাহার মূর্খতার অভিব্যক্তি। শ্রীগুরুদেব যেরূপ সরল ভাষায় শিষ্যের মঙ্গলের জন্য শিষ্যের অনধিকারিতা-বিষয়ে বলেন, তাহাতে শিষ্যে আপেক্ষিক দোষ স্পর্শ করে না। ভগবত্তত্ত্বে অনভিজ্ঞতাই শিষ্যের মূর্খতা। মূর্খের ঔচিত্যধর্ম্ম শিষ্যে নিত্য বর্ত্তমান। সেই স্বরূপের সহিত স্বরূপ-জ্ঞানের অভাবে আমরা অনেক সময় কপটতা-পূর্ব্বক শিষ্যাভিমান করিয়া আমাদের শিষ্যপ্রতিম জনগণকে মুখে 'গুরু' বলিয়া প্রতারণা করি ; তাহাতে আমাদের মঙ্গল হয় না। বেদসকল যাঁহার চরণসেবায় নিযুক্ত, সেই বেদান্তবেদ্য পুরুষে অক্ষজজ্ঞান-বিশিষ্ট ব্যক্তি প্রকৃত-প্রস্তাবেই মূর্খ। ইন্দ্রিয়জজ্ঞানে বিমূঢ় ব্যক্তি যে বেদশাস্ত্রের বাস্তব অধিষ্ঠান দর্শন করেন, তাহা বহিঃপ্রজ্ঞা-চালিত ও অপরা বিদ্যার অন্তর্ভুক্ত। যে-কাল পর্য্যন্ত না জীবের দৃশ্য-জগতের গুণময় অভিমান অন্তর্হিত হয়, তৎকালাবধি তাহার যে পরিচ্ছিন্ন, অনুপাদেয়, পরিবর্ত্তনশীল অক্ষজজ্ঞান বিরাজমান, উহা মূর্খতারই অন্তর্গত।

'মূর্খ তুমি, তোমার নাহি বেদান্তাধিকার ।
'কৃষ্ণমন্ত্র' জপ' সদা,—এই মন্ত্র সার ॥ ৭২ ॥

মন্ত্র ও মহামন্ত্র-শ্রীনামে লীলা-বৈচিত্র্য ঃ—

কৃষ্ণমন্ত্র হৈতে হবে সংসার-মোচন ।
কৃষ্ণনাম হৈতে পাবে কৃষ্ণের চরণ ॥ ৭৩ ॥

কলিযুগে কৃষ্ণনামই একমাত্র উপাস্য ঃ—

নাম বিনা কলিকালে নাহি আর ধর্ম্ম
সর্ব্বমন্ত্রসার নাম,—এই শাস্ত্রমর্ম্ম ॥ ৭৪ ॥

হরের্নাম শ্লোক ঃ—

এত বলি' এক শ্লোক শিখাইল মোরে ।
কণ্ঠে করি' এই শ্লোক করিহ বিচারে ॥ ৭৫ ॥

অনুভাষ্য

বেদান্তাধিকারী—বৃহৎ ও পালক বিষ্ণুবস্তুরই সেবক। পরিচ্ছিন্ন বস্তু প্রভৃতির সেবা অতিক্রম না করিলে কেহই ব্রহ্মজ্ঞ হইতে পারেন না। কর্ম্মাধিকারের ব্রহ্মসূত্র ও জ্ঞানাধিকারের ব্রহ্মসূত্রের পঠন-পাঠন-অধিকারে—নিত্য, শুদ্ধ, পূর্ণ, মুক্ত, চৈতন্যরস-বিগ্রহ অপ্রাকৃত-চিন্তামণি কৃষ্ণনামে অধিকার হয় না ; তাহাতে যাঁহার অধিকার, তাঁহার পুনরায় অক্ষজজ্ঞানে বেদান্তাধিকার লাভ করিতে হয় না।

নামভজনে অনধিকারী ব্যক্তিগণ নাম-নামীতে অভিন্ন বুদ্ধি-রহিত হইয়া মায়াবাদী বৈদান্তিক হইবার চেষ্টা করেন। তাহারাই অপ্রাকৃত-বিচারে শ্রীগুরুদেবের ভাষায় পরম মূর্খ। অধিরোহ-বাদাবলম্বনে বেদান্তানুশীলন-ফলে মূর্খতা বা জাড্য আসিয়া উপস্থিত হয়। আবার প্রকৃতপক্ষে নামাধিকারীরই বেদান্তের পরপারে নিত্যাবস্থিতি। এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীভাগবতের "অহো বত শ্বপচোঽতো গরীয়ান্ যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ত্ততে নাম তুভ্যম্। তেপুস্ত-পস্তে জুহুবুঃ সস্নুরার্য্যা ব্রহ্মানুচুর্নাম গৃণন্তি যে তে।।" ইত্যাদি শ্লোক এবং "ঋগ্বেদোঽথ যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽপ্যথর্ব্বণঃ। অধীতাস্তেন যেনোক্তং হরিরিত্যক্ষরদ্বয়ম্।।" প্রভৃতি শ্লোক আলোচ্য।

মূঢ় সাহজিক সম্প্রদায় স্বীয় বৈষ্ণবব্রুবত্বাভিমানে বেদান্তকে অহংগ্রহোপাসক কেবলাদ্বৈতবাদীর বিচরণ-ভূমিকা জ্ঞান করেন। কিন্তু 'বেদান্ত' বৈকুণ্ঠ-হরিজনেরই একমাত্র বিচরণভূমি। চারি-সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবাচার্য্যগণ ব্রহ্মসূত্র-বেদান্তভাষ্য—শ্রীমদ্ভাগবতের অনুগমনে যে-সকল বৈদান্তিক প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন, সেগুলি দুঃসঙ্গজ্ঞানে পরিহারের বিষয় নহে,—এই সরল কথাটী প্রাকৃত সহজিয়াগণ বুঝিতে পারে না। তজ্জন্য তাহারা প্রকৃত শুদ্ধবৈষ্ণব ও বৈষ্ণবাচার্য্যগণকে জ্ঞানমিশ্র ও কর্ম্মমিশ্র বিদ্ধভক্ত বলিয়া কল্পনা করিয়া নিরয়গামী হয় এবং স্বয়ং মায়াবাদী ও বিষ্ণুসেবা-রহিত হইয়া পড়ে। অক্ষজজ্ঞানে বেদান্তাধিকারে কৃষ্ণ-মন্ত্র-জপের সার্থকতা উপলব্ধির বিষয় হয় না। যাহারা অক্ষজ-জ্ঞানে বিমুগ্ধ, তাহারাই সংসারে ওতপ্রোতভাবে আবদ্ধ। ভোক্তা ও ভোগ্য—এই তত্ত্বদ্বয় তাহাদিগকে সংসারে বদ্ধ করিতে সমর্থ হইয়া বাহ্য বিষয়ে মননবৃত্তিকে সংযত করিতে দেয় না।

৭৩। যে কালে জীব দিব্যজ্ঞান লাভ করেন, তৎকালে দ্বিতীয়াভিনিবেশ হইতে মুক্ত হইয়া অধোক্ষজ-সেবায় প্রবৃত্ত হন। মুকুন্দসেবাই বাহ্যজগতের চেষ্টা-নিবৃত্তির একমাত্র উপায় ও উপেয়। মন্ত্র জপ করিতে করিতে অপ্রাকৃতানুভূতিক্রমে বাহ্য ভোগময় জগৎপ্রতীতি হইতে নিরস্ত হইয়া পঞ্চবিধ রতির কোন একপ্রকার রতির আশ্রয়ে সামগ্রীর সংযোগে রসসেবা-প্রভাবে বিশুদ্ধ সত্ত্বোজ্জ্বল-হৃদয়ে ভজনীয়ের আস্বাদন করেন। তাদৃশ অনুষ্ঠান উপাধিদ্বয়ের ভোগমাত্র নহে। নাম-নামী অভিন্ন,—এই দিব্যজ্ঞানলাভের আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকৃতপ্রস্তাবে অবস্থিত হইলেই নামকীর্ত্তনকারী সাক্ষাৎ কৃষ্ণসেবা লাভ করেন। তৎকালে তাঁহার চতুর্থ্যন্তপদ বা বৈয়াকরণের সম্বন্ধ-নির্ণায়িকা ভাষা শিথিল হইয়া পড়ে। সম্বোধনের পদোদ্দিষ্ট বাস্তব বস্তু সত্ত্বোজ্জ্বল হৃদয়েই সদ্য অবরুদ্ধ হইয়া পড়েন। তৎকালে সম্বোধন-পদদ্বারা অবাধে সেবন করিতে যোগ্যতা ঘটে। সকল শাস্ত্র ও সকল দিব্যজ্ঞানাত্মক মন্ত্র জীবকে সর্ব্বতোভাবে মুক্ত করাইয়া সাক্ষাৎ কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত করে। এইসকল কথা মূর্খ আমি, শ্রীগুরুদেবের নিকট শ্রবণ করিয়াছি। তিনি শ্রীব্যাসোক্ত "লোকস্যাজানতো বিদ্বাংশ্চক্রে সাত্বত-সংহিতাম্" প্রভৃতি নামভজনের সোপানরূপ শ্রীমদ্ভাগবতাদির অধ্যয়ন, অধ্যাপনা ও বিচার, নামসেবার তাৎপর্য্যেই পর্য্যবসিত বলিয়া উপদেশ দিয়াছেন। নাম ও নামী যে অভিন্ন বস্তু, এবং মায়াপ্রয়াস-রহিত জনেরই একমাত্র জ্ঞেয়—ইহাই গুরুপাদপদ্ম হইতে লভ্য দিব্যজ্ঞান। শ্রীগুরুপাদপদ্মাশ্রয়ের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত আমি সাম্বন্ধিক-বিচারে মূর্খ, কিন্তু সেবোন্মুখ হইয়াই বন্ধমোক্ষবিদের চেষ্টা আমাতে দেখিতে পাইতেছি। 'কৃষ্ণনাম'-শব্দে এস্থলে নামাভাস বা নামাপরাধ উদ্দিষ্ট হয় নাই।

৭৪। সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপর—এই তিনযুগে শ্রৌতপন্থার আদর ছিল, কলিকালপ্রবৃত্তির সহিত অশ্রৌত বা তর্কপন্থা উৎপন্ন হইয়াছে। বাস্তব-সত্যের অবরোহণ-বিষয়ে সন্দেহ করিয়া ইন্দ্রিয়জজ্ঞান-প্রাবল্যে তর্কপন্থার উদ্ভব—উহা শ্রুতিবিরোধী। কৃষ্ণনাম বৈকুণ্ঠবস্তু বলিয়া বাস্তব-বস্তু কৃষ্ণের সহিত সম্পূর্ণ অভিন্ন। নাম ও নামী অভিন্ন বলিয়া বাস্তববস্তু কৃষ্ণ যেরূপ নিত্য, শুদ্ধ, পূর্ণ, মুক্ত, চৈতন্যরসবিগ্রহ এবং অপ্রাকৃত চিন্তামণি, বৈকুণ্ঠনামও তদ্রূপ। কৃষ্ণেতর প্রাকৃত-নামের সহিত তিনি পৃথক্ হইলেও স্বয়ং বৈকুণ্ঠবস্তু। এই নামে তর্কপন্থীর কোন অধিকার

বৃহন্নারদীয়-বচন (৩৮।১২৬)—

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্ ।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥' ৭৬ ॥

নামগ্রহণের ফল ঃ—

এই আজ্ঞা পাঞা নাম লই অনুক্ষণ ।
নাম লৈতে লৈতে মোর ভ্রান্ত হৈল মন ॥ ৭৭ ॥
ধৈর্য্য ধরিতে নারি, হৈলাম উন্মত্ত ।
হাসি, কান্দি, নাচি, গাই, যৈছে মদমত্ত ॥ ৭৮ ॥
তবে ধৈর্য্য ধরি' মনে করিলাম বিচার ।
কৃষ্ণনামে জ্ঞানাচ্ছন্ন হইল আমার ॥ ৭৯ ॥

নামগ্রহণের ফলে নিজাবস্থা-দর্শনে বিস্ময় ঃ—

পাগল হইলাঙ আমি, ধৈর্য্য নাহি মনে ।
এত চিন্তি' নিবেদিলাম গুরুর চরণে ॥ ৮০ ॥
'কিবা মন্ত্র দিলা গোসাঞি, কিবা তার বল ।
জপিতে জপিতে মন্ত্র করিল পাগল ॥ ৮১ ॥
হাসায়, নাচায়, মোরে করায় ক্রন্দন ।'
এত শুনি' গুরু মোরে বলিলা বচন ॥ ৮২ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৭৬। কলিতে হরিনাম বৈ আর গতি নাই ; হরিনামই একমাত্র গতি।

অনুভাষ্য

নাই। একমাত্র নামভজনেই স্থূল ও সূক্ষ্ম, ঔপাধিক ধর্ম্মদ্বয় নিরস্ত হয়। এইজন্য তর্কপন্থার প্রাবল্যের দিনে অন্যপ্রকার কুণ্ঠধর্ম্ম-সমূহ তর্কপন্থায় বাধাপ্রাপ্ত। কেবল স্বয়ং নামই তর্কপন্থিগণের তর্কাতীত নামী বস্তু। বৈকুণ্ঠবস্তুর নামই প্রাকৃত ভোগচিন্তাপর মননধর্ম্ম হইতে জীবকে ত্রাণ করিতে সমর্থ বলিয়া উহা সর্ব্বমন্ত্রসার। জড়বস্তুর নাম, রূপ, গুণ, ভাব ও ক্রিয়া—তর্ক-পন্থাধীন ; বৈকুণ্ঠবস্তু তাদৃশ নহে। সেই বৈকুণ্ঠ-নামের অপ্রাকৃত রূপ, গুণ, পরিকরবৈশিষ্ট্য ও লীলা অদ্বয়জ্ঞানে অবস্থিত। মায়াবাদিগণ অক্ষজজ্ঞানে বস্তুর নাম, রূপ ও গুণে ভেদ স্থাপনপূর্ব্বক দ্বৈতবিচারের হেয়ত্বে অধঃপাতিত হন। এই জন্য তাঁহাদের উপদেষ্টা "সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ" ও "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" প্রভৃতি মহাবাক্যদ্বারা তাঁহাদিগকে প্রাকৃত-বিচার হইতে মুক্ত করেন। শ্রীনামাশ্রয় ব্যতীত নামাপরাধদ্বারা কখনই অক্ষজ ভোগময় তর্কপন্থা হইতে অবসর পাওয়া যায় না।

৭২-৭৪। মন্ত্রমাহাত্ম্য (নারদপঞ্চরাত্রে)—"ত্রয়ো বেদাঃ ষড়ঙ্গানি ছন্দাংসি বিবিধাঃ সুরাঃ। সর্ব্বমষ্টাক্ষরান্তঃস্থং যচ্চান্যদপি বাঙ্ময়ম্। সর্ব্ববেদান্তসারার্থঃ সংসারার্ণবতারণঃ।।" (কলিসন্তরণো-পনিষদ)—"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।। ইতি ষোড়শকং নাম্নাং কলিকল্মষনাশনম্। নাতঃ পরতরোপায়ঃ সর্ব্ববেদেষু দৃশ্যতে।।" মুণ্ডকোপনিষদ্ভাষ্যে শ্রীমধ্বধৃতবচনম্—"দ্বাপরীয়ৈর্জনৈর্বিষ্ণুঃ পঞ্চরাত্রৈশ্চ কেবলম্। কলৌ তু নামমাত্রেণ পূজ্যতে ভগবান্ হরিঃ।।"

'কৃষ্ণমন্ত্র' ও 'কৃষ্ণনাম' সম্বন্ধে শ্রীজীবপ্রভু ভক্তিসন্দর্ভে (২৮৪ সংখ্যায়)—"ননু ভগবন্নামাত্মকা এব মন্ত্রাঃ ; তত্র বিশেষেণ নমঃ-শব্দাদ্যলঙ্কৃতাঃ শ্রীভগবতা শ্রীমদৃষিভিশ্চাহিতশক্তিবিশেষাঃ, শ্রীভগবতা সমমাত্মসম্বন্ধবিশেষপ্রতিপাদকাশ্চ। তত্র কেবলানি শ্রীভগবন্নামান্যপি নিরপেক্ষাণ্যেব পরমপুরুষার্থফলপর্য্যন্তদান-সমর্থানি। ততো মন্ত্রেষু নামতোঽপ্যধিকসামর্থ্যে লব্ধে কথং দীক্ষাদ্যপেক্ষা? উচ্যতে—যদ্যপি স্বরূপতো নাস্তি, তথাপি প্রায়ঃ স্বভাবতো দেহাদিসম্বন্ধেন কদর্য্যশীলানাং বিক্ষিপ্তচিত্তানাং জনানাং তৎসঙ্কোচীকরণায় শ্রীমদৃষিপ্রভৃতিভিরত্রার্চ্চনমার্গে ক্বচিৎ ক্বচিৎ কাচিৎ কাচিন্মর্য্যাদা স্থাপিতাস্তি।"

'যদি বল,—মন্ত্রসমূহ ভগবন্নামাত্মক ; মন্ত্রের বিশেষত্ব এই যে, মন্ত্র ভগবন্নামের সহিত নমঃ-শব্দাদি-ভূষিত অর্থাৎ নামানু-গত্য-ভাবযুক্ত। মন্ত্রসমূহে ভগবদিচ্ছাক্রমে শ্রীনারদাদি-ঋষিগণ-কর্ত্তৃক শক্তিবিশেষ নিহিত আছে। মন্ত্রসমূহ শ্রীভগবানের সহিত মন্ত্রোচ্চারণকারীর সম্বন্ধবিশেষ প্রতিপন্ন করে। মন্ত্রে যে ভগবানের অন্যভাবাপেক্ষারহিত নামসমূহ আছেন, তাহাই পরমপুরুষার্থ-ফল পর্য্যন্ত দানে সমর্থ। তাহা হইলে নাম অপেক্ষা যে মন্ত্র অধিক সামর্থ্য লাভ করিয়াছেন, নামকীর্ত্তনকারীর সেই মন্ত্রে দীক্ষার অপেক্ষা কেন?" তদুত্তরে বলিতেছেন,—যদিও নাম-কারীর দীক্ষার অপেক্ষা স্বরূপতঃ নাই, তাহা হইলেও প্রায়ই স্বাভাবিক ভোগপর দেহাদিসম্বন্ধ থাকায় কদর্য্যস্বভাব বিক্ষিপ্তচিত্ত মানবগণের সেই সেই কদর্য্যস্বভাব ও চিত্তচাঞ্চল্য-সঙ্কোচের জন্য শ্রীনারদাদি ঋষিগণ অর্চ্চনমার্গে কোথাও কোথাও মন্ত্রে কিছু কিছু মর্য্যাদা স্থাপন করিয়াছেন।

বদ্ধজীবের জড়াহঙ্কাররূপ ভোগনিবৃত্তির জন্য মন্ত্রসিদ্ধির আবশ্যকতা। নমঃ-শব্দের 'ম'কারের অর্থ—অহঙ্কার, 'ন'কারের অর্থ—তন্নিবৃত্তি, অর্থাৎ মন্ত্রসিদ্ধিফলে জীবের অপ্রাকৃতানুভূতি-লাভ। শ্রীরূপগোস্বামী প্রভুও 'নামাষ্টকে'—'অয়ি মুক্তকুলৈ-রুপাস্যমানং' বলিয়া হরিনামকে আবাহন করিয়াছেন।

৭৬। [সত্যযুগে ধ্যানরূপা গতিঃ], কলৌ নাস্ত্যেব কেবলং হরের্নাম এব ; [ত্রেতায়াং যজ্ঞে যজ্ঞেশ্বরযজনরূপা গতিঃ], কলৌ নাস্ত্যেব কেবলং হরের্নাম এব ; [দ্বাপরে অর্চ্চনরূপা গতিঃ],

কৃষ্ণনামের ধর্ম্ম ঃ—

'কৃষ্ণনাম-মহামন্ত্রের এই ত' স্বভাব ।
যেই জপে, তার কৃষ্ণে উপজয়ে ভাব ॥ ৮৩ ॥

চতুর্ব্বর্গ ও কৃষ্ণপ্রেমা ঃ—

কৃষ্ণবিষয়ক প্রেমা—পরম পুরুষার্থ ।
যার আগে তৃণতুল্য চারি পুরুষার্থ ॥ ৮৪ ॥
পঞ্চম পুরুষার্থ—প্রেমানন্দামৃতসিন্ধু ।
ব্রহ্মাদি আনন্দ যার নহে এক বিন্দু ॥ ৮৫ ॥

কৃষ্ণনামের ফল ঃ—

কৃষ্ণনামের ফল—'প্রেমা', সর্ব্বশাস্ত্রে কয় ।
ভাগ্যে সেই প্রেমা তোমায় করিল উদয় ॥ ৮৬ ॥

কৃষ্ণপ্রেমের ধর্ম্ম ঃ—

প্রেমার স্বভাবে করে চিত্ত-তনু ক্ষোভ ।
কৃষ্ণের চরণ-প্রাপ্ত্যে উপজয় লোভ ॥ ৮৭ ॥
প্রেমার স্বভাবে ভক্ত হাসে, কান্দে, গায় ।
উন্মত্ত হইয়া নাচে, ইতি-উতি ধায় ॥ ৮৮ ॥
স্বেদ, কম্প, রোমাঞ্চাশ্রু, গদ্গদ, বৈবর্ণ্য ।
উন্মাদ, বিষাদ, ধৈর্য্য, গর্ব্ব, হর্ষ, দৈন্য ॥ ৮৯ ॥
এতভাবে প্রেমা ভক্তগণেরে নাচায় ।
কৃষ্ণের আনন্দামৃতসাগরে ভাসায় ॥ ৯০ ॥

শিষ্যের প্রতি গুরুর কর্ত্তব্যোপদেশ ঃ—

ভাল হৈল, পাইলে তুমি পরমপুরুষার্থ ।
তোমার প্রেমেতে আমি হৈলাঙ কৃতার্থ ॥ ৯১ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৮৪-৮৬। 'ধর্ম্ম', 'অর্থ', 'কাম', 'মোক্ষ',—এই চারিপ্রকার পুরুষার্থ। কৃষ্ণপ্রেম—পঞ্চমপুরুষার্থ। তাহার একবিন্দুর সহিত মোক্ষের প্রথমাবস্থা ব্রহ্মানন্দাদির তুলনা হইতে পারে না। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ—কৃষ্ণনামের 'ফল' নয়। সর্ব্বশাস্ত্রমতে, কৃষ্ণপ্রেমই কৃষ্ণনামের একমাত্র ফল।

অনুভাষ্য

কলৌ নাস্ত্যেব কেবলং হরের্নাম এব। [বিশেষতঃ] কলৌ অন্যথা গতিঃ নাস্ত্যেব (অন্য-সাধনানাং নিরর্থকত্বাৎ)।

৮৩। শ্রীগুরুদেব নাম গান করিলে সেই শ্রীনাম শিষ্যের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হয়। শ্রীগুরুদেবের অনুসরণে শ্রুত শ্রীনামকে শ্রদ্ধার সহিত হৃদয়ে স্থাপনপূর্ব্বক জপের দ্বারা পূজা করা হয়। শ্রীনাম পূজিত হইলে তিনি স্বয়ং স্বতঃকর্ত্তৃত্ব ধর্ম্ম বিস্তার করিয়া নামজপকারীকে কীর্ত্তনের অধিকার প্রদান করেন। এই সময়েই তিনি নাম গান করিয়া সমগ্র জগৎকে শিষ্য করিতে সমর্থ হন। জগৎ নামকীর্ত্তনের শাসনপ্রভাবে কৃষ্ণনাম-জপ আরম্ভ করে। জপিতে জপিতে জপকারীর হাস্য, ক্রন্দন, নৃত্য ও কীর্ত্তন প্রভৃতি নামভজনপ্রণালী পরিস্ফুট হয়। কেহ কেহ মূঢ়তাবশতঃ "হরে কৃষ্ণ" ষোল নাম—বত্রিশ অক্ষরকে মহামন্ত্র না জানিয়া কেবল-মাত্র জপ্যমন্ত্র-বিচারে সেই মহামন্ত্র কীর্ত্তন করিতে কৃত্রিমভাবে বাধা প্রদান করে। তজ্জন্য, প্রাপ্তপ্রেম ব্যক্তি কৃষ্ণনাম গান করিয়া ভক্তের সহিত কৃষ্ণনামের সম্যক্ কীর্ত্তন করেন ; তাদৃশ কীর্ত্তন-ফলে জগতের লোকসকল কৃষ্ণনামের উপদেশ লাভ করেন। নামশ্রবণ, নামকীর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গেই নামস্মরণ হয়। নাম ও নামী অভিন্ন বলিয়া কৃষ্ণনামজপ-প্রভাবে কৃষ্ণবস্তুতে সেবাপ্রবৃত্তির উদয় হয়—উহাই 'ভাব' নামে কথিত। জাতভাব জনগণ অবিদ্যাবন্ধনগ্রস্ত অনর্থযুক্ত নহেন। তাঁহারা জাতরতি, সুতরাং সামগ্রীচতুষ্টয়ের সম্মিলনে উদিত রসের আস্বাদন করেন। ভাবের ঘনীভূত অবস্থাই 'প্রেমা'।

কৃষ্ণনাম—মহামন্ত্র। পাঞ্চরাত্রিক মন্ত্রসমূহ—'মন্ত্র' নামে খ্যাত। ভগবন্নাম 'মহামন্ত্র' বলিয়া প্রসিদ্ধ।

৮৪। কৃষ্ণপ্রেমা জীব-প্রয়োজনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভাব। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষরূপ জীবের প্রয়োজনের সহিত পঞ্চমপুরুষার্থ প্রেমার তুলনা করিলে তারতম্যে বুভুক্ষু ও মুমুক্ষুর লভ্যবস্তুকে নশ্বর ও অকিঞ্চিৎকর বলিয়া জানিতে পারা যায়। নশ্বর উপাধি-গত অস্মিতায়, বুভুক্ষা ও মুমুক্ষা-ধর্ম্ম অবস্থিত। ভগবৎপ্রেম—আত্মার নিত্য, অবিকৃত ধর্ম্ম ; তজ্জন্য ভুক্তিমুক্তি-রূপ চতুর্ব্বর্গের প্রয়োজন-বিচারের মূল্য প্রেমার তুলনায় কিছুই নয়।

৮৮। কৃষ্ণপ্রেমহীন অভক্তগণ যে ইন্দ্রিয়-চাঞ্চল্য প্রদর্শন করিয়া হাস্য, ক্রন্দন, নৃত্য ও গীতাদিতে উন্মত্ত হয়, উহা তাহাদিগের অমঙ্গল-প্রাপ্তিরই পরিচয় মাত্র। কৃত্রিম শারীর ও ইন্দ্রিয়-চাঞ্চল্য ভজনশীলের সর্ব্বতোভাবে পরিহার্য্য বিষয়। আত্মার স্বাভাবিকী বৃত্তির উদয়ে যে ভাব ও প্রেমা উপস্থিত হয়, তাহাতেই হাস্য, ক্রন্দন, গান, নৃত্য এবং উৎকণ্ঠা উদিত হয়। এ সবই সেবোন্মুখের অকৃত্রিম চেষ্টা। অজাতপ্রেমা ব্যক্তির ভক্তের উচ্চপদবী গ্রহণ করিবার ধৃষ্টতা জগতে অনর্থ বা জঞ্জাল আনয়ন করে।

শ্রীজীবপ্রভু প্রীতিসন্দর্ভে (৬৬ সংখ্যায়)—"ভগবৎপ্রীতিরূপা বৃত্তির্মায়াদিময়ী ন ভবতি ; কিন্তু স্বরূপশক্ত্যানন্দরূপা, যদানন্দা-পরাধীনঃ শ্রীভগবানপীতি।" ** (৬৯ সংখ্যায়)—'তদেবং প্রীতের্লক্ষণং চিত্তদ্রবস্তস্য চ রোমহর্ষাদিকম্। কথঞ্চিজ্জাতেঽপি চিত্তদ্রবে রোমহর্ষাদিকে বা ন চেদাশয়শুদ্ধিস্তদাপি ন ভক্তেঃ সম্যগাবির্ভাব ইতি জ্ঞাপিতম্। আশয়শুদ্ধির্নাম চান্যতাৎপর্য্য-

নাচ, গাও, ভক্তসঙ্গে কর সঙ্কীর্ত্তন ।
কৃষ্ণনাম উপদেশি' তার' সর্ব্বজন ॥ ৯২ ॥
এত বলি' এক শ্লোক শিখাইল মোরে ।
ভাগবতের সার এই—বলে বারে বারে ॥ ৯৩ ॥

মহাভাগবতের অবস্থা ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবত (১১।২।৪০)—

এবংব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্ত্যা
জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ ।
হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়-
ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ ॥ ৯৪ ॥

গুরুর আজ্ঞায় ভজনে দৃঢ় চেষ্টা ঃ—

এই তাঁর বাক্যে আমি দৃঢ় বিশ্বাস ধরি' ।
নিরন্তর কৃষ্ণনাম সঙ্কীর্ত্তন করি ॥ ৯৫ ॥

ভজনফলে স্বতঃকর্ত্তৃত্বময় শ্রীনামপ্রভুর কৃপা ঃ—

সেই কৃষ্ণনাম কভু গাওয়ায়, নাচায় ।
গাহি, নাচি নাহি আমি আপন-ইচ্ছায় ॥ ৯৬ ॥

অনুভাষ্য

পরিত্যাগঃ প্রীতিতাৎপর্য্যঞ্চ। অতএবানিমিত্তা স্বাভাবিকী চেতি তদ্বিশেষণম্।"

ভগবৎপ্রেমরূপা বৃত্তি কখনই মায়াময়ী নহে, পরন্তু আনন্দ-রূপা স্বরূপশক্তি ; যেহেতু শ্রীভগবান্‌ও আনন্দপরাধীন। তাহা হইলে এইপ্রকার প্রীতির লক্ষণই চিত্তের দ্রবতা এবং তৎফলে রোমহর্ষাদি। কিয়ৎপরিমাণে চিত্তদ্রব বা রোমহর্ষাদি-সত্ত্বেও আশয়-শুদ্ধি না হইলে ভক্তির সম্যক্ আবির্ভাব হয় নাই বুঝিতে হইবে। 'আশয়-শুদ্ধি' অর্থে অন্য তাৎপর্য্য পরিত্যাগ এবং প্রীতি-তাৎপর্য্য। অতএব 'অহৈতুকী' ও 'স্বাভাবিকী' ইহার বিশেষণ।

৯২। যাঁহারা শ্রীগুরুদেবের দৃষ্টিতে অধিকার লাভ করেন, তাঁহাদিগকেই শ্রীগুরুদেব সজাতীয়াশয়স্নিগ্ধ ভজনপরায়ণ হরি-জনের সহিত নৃত্য, গীত ও সঙ্কীর্ত্তনাদিতে অধিকার প্রদান করেন। তাঁহারাই শ্রীগুরুদেবের পদানুসরণে স্বীয় ভজনজ্ঞানে জগদুদ্ধার-কার্য্যে নিযুক্ত হন। অনধিকারী জনগণ নির্জ্জনে কৃষ্ণনাম জপ করিবেন। ঐরূপ উপাসনায় অন্যের সহিত সঙ্গাদি নাই। অধিকার-লাভ হইলেই জনসঙ্গ অশুভফল আননয়ন করিতে পারে না ; পক্ষান্তরে, বহির্ম্মুখজনগণও নামের কৃপালাভে সমর্থ হন। এতৎপ্রসঙ্গে—"নৈতৎ সমাচরেজ্জাতু মনসাপি হ্যনীশ্বরঃ" বা "অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ। নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে।।" প্রভৃতি শ্লোক আলোচ্য।

৯৪। শ্রীনারদের নিকট বসুদেব ভগবদ্ধর্ম্ম শুনিতে ইচ্ছা করায় শ্রীনারদ-কর্ত্তৃক ঋষভপুত্র নবযোগেন্দ্র ও বিদেহরাজ নিমির উপাখ্যান-বর্ণন-প্রসঙ্গে নবযোগেন্দ্রের অন্যতম 'কবি' নিমিরাজকে বলিলেন,—

এবংব্রতঃ (শ্রবণকীর্ত্তনাদিরূপং সেবনব্রতং যস্য সঃ) স্বপ্রিয়-নামকীর্ত্ত্যা (স্বস্য প্রিয়স্য ভগবতঃ নামকীর্ত্তনাদিনা) জাতানুরাগঃ (জাতঃ অনুরাগঃ যস্য সঃ জাতরতিঃ, অতএব) দ্রুতচিত্তঃ (উৎকণ্ঠিতহৃদয়ঃ) উন্মাদবৎ লোকবাহ্যঃ (লোকানাং বাহ্যঃ হাস্যনিন্দাস্তুত্যাদিষু অপেক্ষারহিতঃ সন্) উচ্চৈঃ হসতি, অথো রোদিতি, রৌতি (ক্রোশতি), গায়তি, নৃত্যতি চ।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৯৪। কৃষ্ণসেবা-ব্রত পুরুষ অবশচিত্ত হইয়া প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের নামকীর্ত্তনে জাতানুরাগ-বশতঃ শ্লথহৃদয় হন ; উন্মত্তের ন্যায় লোকবাহ্য অর্থাৎ অপেক্ষাশূন্য হইয়া কখনও হাস্য, কখনও রোদন, কখনও চিৎকার, কখনও গান-নৃত্যাদি করেন।

অনুভাষ্য

৯৫-৯৬। শ্রীগুরুদেবের বাক্যে বিশ্বাস করিতে না পারিয়া যে-সকল ব্যক্তি স্বীয় অধিকারের বিপর্য্যয় করেন, তাঁহারা কৃষ্ণ-নাম-সঙ্কীর্ত্তনের অধিকার লাভ করেন না। "যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ। তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ।।"—এই শ্রুতিবাক্য সমর্থন করিয়া শ্রীগৌরসুন্দর কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ করিয়াছিলেন। তাহাতে আনুগত্যসূত্রে তাঁহার গুরুর আদেশ পালন না করিয়া নিরন্তর নামসঙ্কীর্ত্তন বন্ধ করেন নাই। তাদৃশ কৃষ্ণনামপ্রভুর কীর্ত্তন স্বয়ং ইচ্ছা-শক্তি পরিচালনা করিয়া শ্রীগৌরসুন্দরকে নৃত্য ও গান করিতে প্ররোচিত করিয়াছিলেন। শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীনামকে জড়পদার্থ-জ্ঞানে অনুগ্রহ করিয়া কীর্ত্তন করেন নাই। যাহারা ইন্দ্রিয়চাঞ্চল্য-বশে কৃষ্ণনামকে তাহাদের ক্রীড়াপুত্তলী-জ্ঞানে শ্রীনামসেবার পরিবর্ত্তে নামের প্রভু হইয়া কর্ত্তৃত্ব করিতে গমন করে, তাহারা ভজনের পরিবর্ত্তে কর্ম্মফলভোগবশে পিত্তবৃদ্ধি করাইয়া শারীরিক অস্বাস্থ্য আনয়ন করে মাত্র।

আমি হিতাহিত-বিবেকহীন মূর্খ ; বেদান্তের শুদ্ধ অর্থ অন্বেষণ করিতে গিয়া শ্রীশঙ্করাচার্য্যের কথিত মায়াবাদ-কুতর্ক আসিয়া পাছে আমার নৈসর্গিক ভজনবৃত্তি বিনষ্ট করে—এই আশঙ্কায় আমার শাঙ্কর-ব্যাখ্যাযুক্ত বেদান্তে অধিকার নাই জানিয়া, কৃষ্ণ-মন্ত্রজপ-দ্বারাই সংসারের অনর্থ-নিবৃত্ত হইয়া মুক্তকুলের উপাস্য কৃষ্ণনাম গ্রহণ করি এবং তৎফলে কৃষ্ণপাদপদ্ম লাভ হয়। বিবাদময় কলিকালে নামগ্রহণ ব্যতীত অন্য কোন ধর্ম্ম নাই। এইসকল আজ্ঞা শ্রীগুরুদেবের নিকট প্রাপ্ত হইয়া নামগ্রহণফলে উন্মত্তপ্রায় হইয়াছিলাম। পরে পুনরায় তাঁহাকে প্রশ্ন করিয়া জানিয়াছি যে, চতুর্ব্বর্গ-ফলাকাঙ্ক্ষিগণের ক্ষুদ্র আশা অপেক্ষা

ব্রহ্মানন্দ ও কৃষ্ণপ্রেমানন্দের পার্থক্য ঃ—

কৃষ্ণনামে যে আনন্দসিন্ধু-আস্বাদন ।
ব্রহ্মানন্দ তার আগে খাতোদক-সম ॥ ৯৭ ॥

হরিভক্তিসুধোদয় (১৪।৩৬)—

ত্বৎসাক্ষাৎকরণাহ্লাদ-বিশুদ্ধাব্ধিস্থিতস্য মে ।
সুখানি গোষ্পদায়ন্তে ব্রাহ্মাণ্যপি জগদ্গুরো ॥ ৯৮ ॥

সন্ন্যাসিগণের চিত্তবৃত্তির ক্রমশঃ পরিবর্ত্তন ও প্রশ্ন ঃ—

প্রভুর মিষ্টবাক্য শুনি' সন্ন্যাসীর গণ ।
চিত্ত ফিরি' গেল, কহে মধুর বচন ॥ ৯৯ ॥

তথাপি ভক্তিতে সামান্য, কিন্তু মায়াবাদে দৃঢ় শ্রদ্ধা ঃ—

"যে কিছু কহিলে তুমি, সর্ব্ব সত্য হয় ।
কৃষ্ণপ্রেমা সেই পায়, যার ভাগ্যোদয় ॥ ১০০ ॥
কৃষ্ণে ভক্তি কর—ইহায় সবার সন্তোষ ।
বেদান্ত না শুন কেনে, তার কিবা দোষ ॥" ১০১ ॥

এত শুনি' হাসি' প্রভু বলিলা বচন ।
"দুঃখ না মানিহ যদি, করি নিবেদন ॥" ১০২ ॥

মায়াবাদী সন্ন্যাসিগণের নম্রতা ঃ—

ইহা শুনি' বলে সর্ব্ব সন্ন্যাসির গণ ।
"তোমাকে দেখিয়ে যৈছে সাক্ষাৎ নারায়ণ ॥ ১০৩ ॥
তোমার বচন শুনি' জুড়ায় শ্রবণ ।
তোমার মাধুরী দেখি' জুড়ায় নয়ন ॥ ১০৪ ॥
তোমার প্রভাবে সবার আনন্দিত মন ।
কভু অসঙ্গত নহে, তোমার বচন ॥" ১০৫ ॥

বেদান্তসম্বন্ধে প্রভুর মত ও ব্যাখ্যা ঃ—

প্রভু কহে, "বেদান্ত সূত্র—ঈশ্বর-বচন ।
ব্যাসরূপে কৈল তাহা শ্রীনারায়ণ ॥ ১০৬ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৯৭। খাতোদক—খালের অল্প জল।

৯৮। হে জগদ্গুরো! আমি তোমার স্বরূপের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া আহ্লাদরূপ-বিশুদ্ধসমুদ্রে অবস্থিতি করিতেছি আর সমস্ত সুখ আমার নিকট গোষ্পদস্বরূপ বোধ হইতেছে; ব্রহ্মালয়ে জীবের যে সুখ, তাহাও গোষ্পদস্বরূপ। গোষ্পদে অর্থাৎ গরুর পদচিহ্নে যে গর্ত্ত হয়, তাহাতে যে জল থাকে, তাহা সমুদ্রের তুলনায় অতিক্ষুদ্র।

অনুভাষ্য

পরমোপাদেয় পরমপুরুষার্থরূপ প্রেমাধিকার লাভ হইলে জীবের যে কল্যাণ হয়, তাহার তুলনা নাই। জাত-প্রেম ব্যক্তি স্বভাবক্রমে লোকলজ্জা উপেক্ষা করিয়া উচ্চৈঃস্বরে হাস্য, রোদন, গান ও নর্ত্তন প্রভৃতির সহিত কৃষ্ণকীর্ত্তন করিয়া থাকেন, ইহাকেই 'ভাগবতজীবন' বলিয়া জানিয়াছি। কৃত্রিমভাবে কাপট্যের আশ্রয়ে আমি কোন কার্য্য করি নাই। গুরুদেবের বাক্যে দৃঢ়শ্রদ্ধাবিশিষ্ট হইয়া কৃষ্ণকীর্ত্তন করিয়া থাকি। শ্রীনামই আমাকে কৌপীনধারী বৈদান্তিকগণের গাম্ভীর্য্যের প্রতিপক্ষে গায়ক ও নর্ত্তক করিয়া তুলিয়াছে। ইহাতে আমার নিজের কার্য্যকারকতা অর্থাৎ স্বতঃ-কর্ত্তৃত্ব বা প্রেরণা অল্পই—সবই শ্রীনামপ্রভুর কৃপা।

৯৭। আদি, ৬ষ্ঠ পঃ ৪৩-৪৪ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

৯৮। হে জগদ্গুরো, ত্বৎসাক্ষাৎকরণাহ্লাদবিশুদ্ধাব্ধিস্থিতস্য (তৎ তব সাক্ষাৎকরণেন দর্শনজনিতেন যদাহ্লাদঃ স এব বিশুদ্ধঃ মলরহিতঃ অব্ধিঃ সমুদ্রঃ তস্মিন্ স্থিতস্য) মে (মম) ব্রাহ্মাণি (ব্রহ্মানুভব-জনিতানি) সুখানি অপি গোষ্পদায়ন্তে (গোষ্পদ-বিলস্থ-জলবৎ প্রতীয়ন্তে)।

অনুভাষ্য

১০১। মায়াবাদিগণ শ্রীশঙ্করপাদের শারীরক-ভাষ্যের উদ্দিষ্ট-শাস্ত্রকেই 'বেদান্ত' বলেন ; অর্থাৎ 'বেদান্ত' বলিতে শাঙ্কর-মতাবলম্বিগণ তাঁহাদের আচার্য্যের কৃত কেবলাদ্বৈত-মতমূলক ভাষ্যতাৎপর্য্য-বিশিষ্ট উপনিষৎ ও ব্রহ্মসূত্রকে লক্ষ্য করেন। সদানন্দযোগী-কৃত 'বেদান্তসারে'—"বেদান্তো নাম উপনিষৎ-প্রমাণম্, তদুপকারীণি শারীরক-সূত্রাদীনি চ।।" বস্তুতঃ 'বেদান্ত' বলিলে 'কেবলাদ্বৈতবাদ' বুঝায় না। শ্রীবৈষ্ণবাচার্য্যচতুষ্টয় সকলেই বেদান্তাচার্য্য, কিন্তু শঙ্করমতাবলম্বি-মায়াবাদী নহেন। ভেদদর্শন-রহিত হইয়া কেবলাদ্বৈত-বিচারমূলে যে অহংগ্রহো-পাসনা, তাদৃশ মায়াবাদপন্থিগণ শুদ্ধাদ্বৈত, শুদ্ধদ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত, দ্বৈতাদ্বৈত এবং অচিন্ত্যভেদাভেদ স্বীকার করেন না ; পরন্তু কেবলাদ্বৈত-বিচারই যে নির্দ্দোষ বেদান্তমত, তাহা বিশ্বাস করেন। কৃষ্ণে প্রাকৃত দেহ ও মনের দ্বারা যে অনিত্যসেবা অনুষ্ঠিত হয়, তাহাতে মায়াবাদিগণের সন্তুষ্টি হয়, অর্থাৎ তাঁহারা কৃষ্ণভক্তিকে কর্ম্মানুষ্ঠান-বিশেষ বলিয়া জানেন, তজ্জন্য উহাও 'অভক্তি' বলিয়া তাঁহাদের সন্তোষ।

১০৬। সূত্র—"অল্পাক্ষরমসন্দিগ্ধং সারবৎ বিশ্বতোমুখম্। অস্তোভমনবদ্যঞ্চ সূত্রং সূত্রবিদো বিদুঃ।।" (স্কন্দ ও বায়ুপুরাণে)। বেদান্তসূত্র—(১) ব্রহ্মসূত্র, (২) শারীরক, (৩) ব্যাসসূত্র, (৪) বাদরায়ণ-সূত্র, (৫) উত্তর-মীমাংসা ও (৬) বেদান্তদর্শন প্রভৃতি বিভিন্ন নামে পরিচিত চতুরধ্যায়ী, ষোড়শপাদ-বিশিষ্ট সূত্রাকারে গ্রথিত গ্রন্থ। এই গ্রন্থে প্রত্যেক পাদে কতিপয় অধিকরণ আছে। প্রত্যেক অধিকরণে পঞ্চাবয়ব-ন্যায় বর্ত্তমান,—প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ, উপনয় ও নিগমন ; অপর ভাষায়—"একো বিষয়-

(১) ঈশ্বর-বাক্য—দোষ-চতুষ্টয়-রহিত ঃ—

ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা, করণাপাটব ।
ঈশ্বরের বাক্যে নাহি দোষ এইসব ॥ ১০৭ ॥

(২) অভিধা (মুখ্যা)-বৃত্তিতে সবিশেষতত্ত্ব ভগবান্‌ই বেদান্তবেদ্য ঃ—

উপনিষৎ-সহিত সূত্র কহে যেই তত্ত্ব ।
মুখ্যবৃত্ত্যে সেই অর্থ পরম মহত্ত্ব ॥ ১০৮ ॥

গৌণবৃত্তিতে রচিত অসুরমোহন শাঙ্কর-ভাষ্য শ্রবণে সর্ব্বনাশ ঃ—

গৌণবৃত্ত্যে যেবা ভাষ্য করিল আচার্য্য ।
তাহার শ্রবণে নাশ হয় সর্ব্ব কার্য্য ॥ ১০৯ ॥
তাঁহার নাহিক দোষ, ঈশ্বর-আজ্ঞা পাঞা ।
গৌণার্থ করিল, মুখ্য অর্থ আচ্ছাদিয়া ॥ ১১০ ॥

অনুভাষ্য

সন্দেহঃ পূর্ব্বপক্ষাবভাষকঃ। শ্লোকোঽপরস্তু সিদ্ধান্তবাদী সঙ্গতয়ঃ স্ফুটাঃ।।”

বিভিন্ন ভাষ্যমতে,—ইহার ১৬২-২২৩ পর্য্যন্ত অধিকরণ-বিভাগ লক্ষিত হয় ; সূত্র-সংখ্যা—৫২০-৫৬০ পর্য্যন্ত।

‘বেদান্ত’-শব্দে কোষকার ‘হেমচন্দ্র’ বলেন,—ব্রাহ্মণের সহিত উপনিষদংশই ‘বেদান্ত’—বেদাবশিষ্ট বা বেদ-শেষভাগ অর্থাৎ বেদসমূহের অন্ত। বেদের চরমোদ্দেশ্য যে শাস্ত্রে প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহাও ‘বেদান্ত’। উপনিষৎ প্রমাণস্বরূপে যে শাস্ত্র ব্যবহৃত এবং তদুপকারক যে সূত্রাদি, তাহাও ‘বেদান্ত’। ‘বেদান্ত-সূত্রকে’ প্রস্থানত্রয়ের অন্যতম ‘ন্যায়-প্রস্থান’ বলা হয়। উপনিষদ্‌-গুলি—‘শ্রুতিপ্রস্থান’, এবং গীতা-ভাগবত-পুরাণাদি—‘স্মৃতি-প্রস্থান’।

শ্রীনারায়ণের নিঃশ্বাস হইতে বেদসমূহ প্রপঞ্চে আগত। শ্রীনারায়ণ-কথিত বেদবিস্তার-শাস্ত্রকেই ‘সাত্বত-পঞ্চরাত্র’ বলে। শ্রীনারায়ণের আবেশাবতার শ্রীব্যাস বা কাহারও মতে (শঃ ভাঃ ৩।৩।৩২) ‘অপান্তরতমা’ ঋষি বেদান্তসূত্রের গুম্ফনকারক। পঞ্চরাত্র ও বেদান্তে একই অভিমত প্রকাশিত আছে,—ইহাই শ্রীগৌরসুন্দরের উক্তি। শ্রীব্যাস-রচিত বলিয়া ইহাকেও শ্রীনারায়ণেরই বাক্য বলিয়া জানিতে হইবে।

শ্রীব্যাসদেব সূত্র-রচনাকালে আরও সাতজন ঋষির প্রণীত বেদান্ত-মতের সমালোচনা করিয়াছেন ; যথা—আত্রেয়, আশ্মরথ্য, ঔড়ুলোমি, কার্ষ্ণাজিনি, কাশকৃৎস্ন, জৈমিনি ও বাদরী। এতদ্ব্যতীত পারাশরী ও কর্ম্মন্দীভিক্ষু-সূত্রদ্বয়ও শ্রীব্যাসের রচিত সূত্রের পূর্ব্ববর্ত্তী গ্রন্থ।

বেদান্তদর্শনের প্রথম অধ্যায়দ্বয়ে ‘সম্বন্ধ’-জ্ঞান, তৃতীয় অধ্যায়ে ‘অভিধেয়’ সাধন-ভক্তি এবং চতুর্থ অধ্যায়ে ‘প্রয়োজন-ফল’ ভগবৎপ্রেমের কথাই বর্ণিত। সূত্রকার ব্যাসের রচিত অকৃত্রিম বেদান্তভাষ্য—শ্রীমদ্ভাগবত। এতদ্ব্যতীত শ্রীমদ্ভাগবতের ন্যূনাধিক অনুগত বৈষ্ণবচার্য্যচতুষ্টয়-প্রণীত ভাষ্য এবং তাঁহা-দিগের সম্প্রদায়ের অধস্তনগণ-রচিত বহুবিধ টীকায় বেদান্তের ভগবদ্ভজন-তৎপরতা কথিত আছে। বিষ্ণুভক্তিরহিত নির্ব্বিশিষ্ট-বিচারপর সম্প্রদায়েও এই বেদান্তসূত্রের আদর পরিলক্ষিত হয়। এই বেদান্তের মায়িক বিচারমুখে যে-সকল ভাষ্যাদি ও তদনুগত টীকা এবং সন্দর্ভাদি পাওয়া যায়, সেইগুলি বিষ্ণুসেবা-রহিত, বাস্তব-সত্য হইতে ভেদ-বিচারযুক্ত।

১০৭। আদি, ২য় পঃ ৮৬ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১০৮-১০৯। মুক্তিকোপনিষদে (৩০-৩৯)—“ঈশকেনকঠ-প্রশ্নমুণ্ডমাণ্ডূক্য-তিত্তিরিঃ। ঐতরেয়শ্চ ছান্দোগ্যং বৃহদারণ্যকং তথা।। ব্রহ্মকৈবল্যজাবালশ্বেতাশ্বো হংস আরুণিঃ। গর্ভো নারায়ণো হংসো বিন্দুর্নাদশিরঃ শিখা।। মৈত্রায়ণী কৌষিতকী বৃহজ্জাবালতাপনী। কালাগ্নিরুদ্রমৈত্রেয়ী সুবালক্ষুরিমন্ত্রিকা।। সর্ব্বসারং নিরালম্বং রহস্যং বজ্রসূচিকম্‌। তেজো নাদধ্যানবিদ্যা-যোগতত্ত্বাত্মবোধকম্‌।। পরিব্রাট্‌ ত্রিশিখী সীতা চূড়া নির্ব্বাণ-মণ্ডলম্‌। দক্ষিণা শরভং স্কন্দং মহানারায়ণাহ্বয়ম্‌।। রহস্যং রাম-তপনং বাসুদেবঞ্চ মুদ্‌গলম্‌। শাণ্ডিল্যং পৈঙ্গলং ভিক্ষুমহচ্ছারী-রকং শিখা।। তুরীয়াতীতসন্ন্যাসপরিব্রাজাক্ষমালিকা। অব্যক্তৈ-কাক্ষরং পূর্ণা সূর্য্যাক্ষ্যধ্যাত্মকুণ্ডিকা।। সাবিত্র্যাত্মা পাশুপাতং পরং-ব্রহ্মাবধূতকম্‌। ত্রিপুরাতপনং দেবী ত্রিপুরা কঠভাবনা। হৃদয়ং কুণ্ডলী-ভস্মরুদ্রাক্ষগণদর্শনম্‌।। তারসারমহাবাক্যপঞ্চব্রহ্মাগ্নি-হোত্রকম্‌। গোপালতপনং কৃষ্ণং যাজ্ঞবল্ক্যং বরাহকম্‌।। শাঠ্যায়নী হয়গ্রীবং দত্তাত্রেয়ং চ গারুড়ম্‌। কলিজাবালিসৌভাগ্যরহস্যো-ক্তাশ্চমুক্তিকা।।”—এই ১০৮ খানি উপনিষৎ।

‘মুখ্যবৃত্তি’-শব্দে অভিধা-বৃত্তি। যে শক্তিদ্বারা কোষ-ব্যাক-রণাদি-প্রসিদ্ধ অর্থের বোধ হয়, তাহা ‘অভিধা’। ‘গৌণবৃত্তি’-শব্দে লক্ষণা-বৃত্তি। যে শক্তিদ্বারা প্রয়োজনবশতঃ বা বহুপ্রয়োগ-বশতঃ প্রকৃত অর্থসম্বন্ধীয় অন্যার্থের বোধ হয়, তাহা ‘লক্ষণা’।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১০৮। উপনিষদ্‌—ঈশ, কেন, কঠ, প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডূক্য, তৈত্তিরীয়, ঐতরেয়, ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যক এবং শ্বেতাশ্বতর—এই একাদশ বেদশিরোমণি উপনিষৎ।

সূত্র—ব্রহ্মসূত্র, চারি অধ্যায় ১৬ পাদ। এই দুইটীই শাস্ত্রমধ্যে প্রধান।

১০৮-১১০। এই প্রধানশাস্ত্র, মুখ্যবৃত্তি অর্থাৎ অভিধা-বৃত্তিদ্বারা যে তত্ত্ব শিক্ষা দেন, তাহাই পরম মহৎ। শ্রীশঙ্করাচার্য্য ঐ শাস্ত্রের মুখ্যবৃত্তি পরিত্যাগপূর্ব্বক গৌণবৃত্তি অর্থাৎ লক্ষণা-বৃত্তিদ্বারা কেবলাদ্বৈতবাদ-সিদ্ধান্ত স্থির করিয়া যে ভাষ্য লিখিয়া-

(৩) চিদ্বিলাস-বৈভবময় ভগবান্‌ই শ্রুতি-প্রতিপাদ্য ঃ—

'ব্রহ্ম'-শব্দে মুখ্য অর্থে কহে—'ভগবান্' ।
চিদৈশ্বর্য্য-পরিপূর্ণ, অনূর্দ্ধ-সমান ॥ ১১১ ॥

তাঁহার বিভূতি, দেহ,—সব চিদাকার ।
চিদ্বিভূতি আচ্ছাদিয়া কহে 'নিরাকার' ॥ ১১২ ॥

তত্ত্ববস্তুকে নিরাকার এবং বিষ্ণুদেহাদিকে মায়িক-বিকার বলাই 'মায়াবাদ' ঃ—

চিদানন্দ—দেহ, তাঁর স্থান, পরিবার ।
তাঁরে কহে,—প্রাকৃত-সত্ত্বের বিকার ॥ ১১৩ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

ছেন, তাহা শ্রবণ করিলে পারমার্থিক সমস্ত কার্য্যের নাশ হয়। যদি বল, সাক্ষাৎ শিবাবতার শঙ্করস্বামী এরূপ অবৈধ কার্য্য কেন করিলেন? তবে শুন। তিনি ঈশ্বর-আজ্ঞায় ঐ কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়ায় তাঁহার দোষ নাই ; যথা পদ্মপুরাণে শ্রীমহাদেব-বাক্য—"মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমুচ্যতে। ময়ৈব কল্পিতং দেবি কলৌ ব্রাহ্মণরূপিণা।। ব্রহ্মণশ্চাপরং রূপং নির্গুণং বক্ষ্যতে ময়া। সর্ব্বস্বং জগতোঽপ্যস্য মোহনার্থং কলৌ যুগে।। বেদান্তে তু মহাশাস্ত্রে মায়াবাদমবৈদিকম্। ময়ৈব বক্ষ্যতে দেবি জগতাং নাশকারণাৎ।।" শিবপুরাণে ভগবদ্বাক্য—"দ্বাপরাদৌ যুগে ভূত্বা কলয়া মানুষাদিষু। স্বাগমৈঃ কল্পিতৈস্ত্বঞ্চ জনান্ মদ্বিমুখান্ কুরু ।।"

অনুভাষ্য

ভাষ্য,—যথা, "সূত্রস্থং পদমাদায় বাক্যৈঃ সূত্রানুসারিভিঃ। স্ব-পদানি চ বর্ণ্যন্তে ভাষ্যং ভাষ্যবিদো বিদুঃ।।"

উপনিষৎ এবং সূত্রের প্রতিপাদ্য সবিশেষ-তত্ত্বই শ্রেষ্ঠ—উহা মুখ্যা (অভিধা) বৃত্তি অবলম্বন করিয়া প্রদর্শিত হইয়াছে। নির্ব্বিশেষবাদী গৌণী (লক্ষণা) বৃত্তি অবলম্বন করিয়া যে তত্ত্বাভাস প্রদর্শন করেন, তাহা 'তত্ত্ববাদের' পরিবর্তে 'মায়াবাদ'-নামে প্রসিদ্ধ। শ্রীবিষ্ণুস্বামীর শুদ্ধাদ্বৈত-বিচার কেবলাদ্বৈত-বিচারদ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হইবার পরেই 'বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ' ও শ্রীমধ্বাচার্য্যপাদের 'তত্ত্ববাদ', শ্রৌত-পথাবলম্বনে অতাত্ত্বিকগণের তর্কপন্থামূলক সিদ্ধান্ত খণ্ডন করিয়াছে। শ্রীমহাপ্রভু অভিধা-বৃত্তি অবলম্বনপূর্ব্বক বেদান্তার্থকে আদর করিলেন। শ্রীশঙ্করাচার্য্য লক্ষণাবৃত্তি অবলম্বনপূর্ব্বক যে বেদান্তার্থ নিজভাষ্যে লিখিয়াছেন, তাহাদ্বারা সর্ব্বনাশ হয়। যথা পদ্মপুরাণে,—"শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি তামসানি যথাক্রমম্। যেষাং শ্রবণমাত্রেণ পাতিত্যং জ্ঞানিনামপি।। অপার্থং শ্রুতিবাক্যানাং দর্শয়ল্লোকগর্হিতম্। কর্ম্মস্বরূপত্যাজ্যত্বমত্র চ প্রতিপাদ্যতে।। সর্ব্বকর্ম্মপরিভ্রংশান্নৈষ্কর্ম্ম্যং তত্র চোচ্যতে। পরাত্ম-জীবয়োরৈক্যং ময়াত্র প্রতিপাদ্যতে।।"

অন্ত্য, ২য় পঃ ৯৪-৯৯ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১১৩। সদানন্দযোগীন্দ্রকৃত 'বেদান্তসারে'—"বস্তু সচ্চিদা-

আদেশপালক শঙ্করের দোষ না থাকিলেও তদ্ভাষ্য-শ্রবণে জীবের সর্ব্বনাশ ঃ—

তাঁর দোষ নাহি, তেঁহো আজ্ঞাকারী দাস ।
আর যেই শুনে, তার হয় সর্ব্বনাশ ॥ ১১৪ ॥

মায়াধীশ বিষ্ণুকে মায়িক-জ্ঞানই পাষণ্ডতা ঃ—

প্রাকৃত করিয়া মানে বিষ্ণু-কলেবর ।
বিষ্ণুনিন্দা আর নাহি ইহার উপর ॥ ১১৫ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১১১-১১৫। বিষয়টী পাঠ করিবামাত্র যে অর্থ মুখ্যরূপে অর্থাৎ স্পষ্টরূপে প্রকাশ পায়, তাহাকে 'মুখ্যার্থ' বলা যায়। "পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে" (৫।১)—ইতি বৃহদারণ্যকে ; "বিচিত্রশক্তিঃ পুরুষঃ পুরাণঃ", "স বৃক্ষকালাকৃতিভিঃ পরোঽন্যো যস্মাৎ প্রপঞ্চঃ পরিবর্ত্ততেঽয়ম্। ধর্ম্মাবহং পাপনুদং ভগেশং" (৬।৬), "বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্ আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ" (৩।৮), "পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাৎ" (৬।৭), "মহান্ প্রভুর্বৈ পুরুষঃ" (৩।১২), "পরাস্যশক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে" (৬।৮) ইত্যাদি শ্বেতাশ্বতরে ; "তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ" ইতি ঋগ্বেদে ; "স ঈক্ষাংশ্চক্রে" (৬।৩) ইতি প্রশ্নে ; "স ঐক্ষত" (১।১।১), "স ইমাঁল্লোকানসৃজত" (১।১।২) ইতি ঐতরেয়ে ; "তদ্ধৈষাং বিজজ্ঞৌ তেভ্যো হ প্রাদু-

অনুভাষ্য

নন্দমদ্বয়ং ব্রহ্ম। অজ্ঞানাদি-সকলজড়সমূহঃ অবস্তু। অজ্ঞানন্তু সদসদ্ভ্যামনির্ব্বচনীয়ং ত্রিগুণাত্মকং জ্ঞানবিরোধিভাবরূপং যৎকিঞ্চিদিতি বদন্তি। ইদমজ্ঞানং সমষ্টিব্যষ্ট্যভিপ্রায়েণৈকমনেকমিতি চ ব্যবহ্রিয়তে। ইয়ং সমষ্টিরুৎকৃষ্টোপাধিতয়া বিশুদ্ধসত্ত্ব-প্রধানম্; এতদুপহিতং চৈতন্যং সর্ব্বজ্ঞত্বসর্ব্বেশ্বরত্ব-সর্ব্বনিয়ন্তৃ-ত্বাদিগুণকং সদসদ্ব্যক্তমন্তর্য্যামিজগৎকারণমীশ্বর ইতি চ ব্যপদিশ্যতে। সকলাজ্ঞানাবভাসকত্বাদস্য সর্ব্বজ্ঞত্বম্।"

শাঙ্কর-বৈদান্তিক সদানন্দ সংক্ষেপে 'বেদান্তসার'-গ্রন্থে শঙ্করমত-তাৎপর্য্য লিখিয়াছেন। ইহা এক্ষণে শাঙ্কর-সম্প্রদায়ের অতিমান্য প্রামাণিক আধার। "সচ্চিদানন্দ অদ্বয়বস্তুই ব্রহ্ম ; অজ্ঞানাদি সকলজড়সমূহই অবস্তু। 'অজ্ঞান' বলিতে সৎ ও অসৎ হইতে পৃথক্, অনির্ব্বচনীয়, ত্রিগুণাত্মক, জ্ঞানবিরোধি ভাবরূপ যাহা কিছু, সমস্তই বুঝায়। এই অজ্ঞান সমষ্টি ও ব্যষ্টিভেদে এক এবং অনেকরূপে ব্যবহৃত হয়। এই সমষ্টি উৎকৃষ্ট উপাধি-বিশিষ্ট হইলে 'বিশুদ্ধসত্ত্ব-প্রধান'-নাম লাভ করে। বিশুদ্ধসত্ত্ব-প্রধান অজ্ঞানে প্রতিফলিত হইলে সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বেশ্বর, সর্ব্বনিয়ন্তা, সদসদব্যক্ত, জীবসমূহের অন্তর্যামী, জগতের কারণ 'ঈশ্বর' সংজ্ঞা

তত্ত্ব-বস্তু—সূর্য্যসদৃশ, জীব—
তৎকিরণ-কণ ঃ—

তত্ত্ব যেন ঈশ্বরের জ্বলিত জ্বলন ।
জীবের স্বরূপ—যৈছে স্ফুলিঙ্গের কণ ॥ ১১৬ ॥

জীব—শক্তি, কৃষ্ণ—শক্তিমৎ-তত্ত্ব ঃ—

জীবতত্ত্ব—শক্তি, কৃষ্ণতত্ত্ব—শক্তিমান্ ।
গীতা-বিষ্ণুপুরাণাদি তাহাতে প্রমাণ ॥ ১১৭ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

র্ব্বভূব" (৩।২) ইতি তলবকারে ;—এবম্প্রকার বহু বহু বেদবাক্য পাঠ করিবামাত্র ষড়ৈশ্বর্য্য-পরিপূর্ণ, অনূর্দ্ধ, সম-রহিত, এক পরতত্ত্ব ভগবান্ই প্রতীত হয়। তবে যে "অপাণিপাদঃ" (শ্বেঃ ৩।১৯) ইত্যাদি আকার-নিষেধবাক্য পাওয়া যায়, তদ্দ্বারা সেই ভগবানের আকার—চিদাকার, তাঁহার দেহ ও তাঁহার বিভূতি—চিদ্বিভূতি, এই মাত্র বুঝিতে হইবে। আচার্য্যপ্রমুখ মায়াবাদিগণ তাঁহার চিদ্বিভূতি আচ্ছাদন করিয়া তাঁহাকে সত্ত্বগুণের বিকাররূপ 'নিরাকার' বলিয়া স্থির করিয়াছেন। যখন তিনি, তাঁহার স্থান ও তাঁহার পরিবার, সকলই প্রকৃতির অতীত চিদানন্দস্বরূপ, তখন তাঁহাকে কিরূপে প্রাকৃত-সত্ত্বের বিকার বলিয়া উক্তি হইতে পারে? বস্তুতঃ অপ্রাকৃত চিদ্বিভূতিময় তাঁহার আকারও সত্য। এরূপ নিরাকাররূপে বর্ণন করায় আচার্য্যের দোষ কি? যেহেতু তিনি ত' আজ্ঞাকারী দাস ; যথা নারদ পঞ্চরাত্রে—"মাঞ্চ গোপয় যেন স্যাৎ সৃষ্টিরেষোত্তরোত্তরা।" কিন্তু অপর যে ব্যক্তি ওরূপ

অনুভাষ্য

লাভ করে। 'ঈশ্বর'—সকল অজ্ঞানের প্রকাশক বলিয়া 'সর্ব্বজ্ঞ'।" ইঁহাদের মতে, ঈশ্বরত্ব প্রাকৃত-সত্ত্বের অজ্ঞানজ বিকারমাত্র। জীব —মলিনসত্ত্বপ্রধান ও ব্যষ্টি-উপাধিবিশিষ্ট।

১১১-১১৩। মধ্য, ২৫শ পঃ ৩৩-৩৪ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১১৪। মধ্য, ৬ষ্ঠ পঃ ১৬৯ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১১৫। সবিশেষ তত্ত্ববস্তুই বিষ্ণু। বিষ্ণুর প্রকৃতিই প্রাকৃত জড়-জগতের মূল। নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মের প্রকৃতি বা মায়াশক্তির বিবর্ত্তবাদ-বিচারে বাস্তব অস্তিত্ব পাওয়া যায় না। বিষ্ণুমায়া-সম্বন্ধে শাস্ত্র ভূরি বর্ণন করিয়াছেন। বিষ্ণু—মায়ার প্রসূত দেব-বিশেষ নহেন। যাঁহারা সেরূপ মনে করেন, তাঁহাদের বিষ্ণুধারণায় বিপর্য্যয় উপস্থিত হইয়াছে। প্রাকৃত-দেবপর্য্যায়ে বিষ্ণু কখনই গণিত হইতে পারেন না। যাঁহারা সেরূপভাবে ভ্রান্ত হন, তাঁহারাই বিষ্ণুকে প্রাকৃত দেবতা বলিয়া জানেন। শ্রীভগবান্ গীতায় তাঁহাদের ভববন্ধন-মোচনের জন্য বলিয়াছেন,—"দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া। মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে।।" বিষ্ণু—বৈকুণ্ঠ বস্তু। তাঁহাকে প্রকৃতিজাত দেবতা বলিয়া জ্ঞান করিলে বস্তুনির্দ্দেশ-সম্বন্ধে দৌরাত্ম্য করা হয়—

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (৭।৫)—

অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্ ।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ ॥ ১১৮ ॥

চিৎ, জীব ও মায়া—এই ত্রিবিধা বিষ্ণুশক্তি ঃ—
বিষ্ণুপুরাণ (৬।৭।৬০)—

বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথা পরা ।
অবিদ্যা কর্ম্মসংজ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে ॥ ১১৯ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

ব্যাখ্যান শ্রবণ করেন, তাঁহার সর্ব্বনাশ হয়। বিষ্ণুকলেবরকে 'প্রাকৃত' করিয়া মানার ন্যায় বিষ্ণুনিন্দা আর হইতে পারে না।

১১৬-১১৭। ঈশ্বরের তত্ত্বকে জ্বলিত-জ্বলনের সহিত তুলনা করিলে, অনন্তজীবগণকে তাঁহার স্ফুলিঙ্গের কণাস্বরূপ তুলনা করা যায়। তাৎপর্য্য এই যে, ঈশ্বর—চিন্ময়, অসীম, জ্বলিত অগ্নিবিশেষ। অনন্তজীবসকল তাঁহা হইতে স্ফুলিঙ্গের কণাস্বরূপ পৃথক্ তত্ত্ব হইয়া নিঃসৃত হইয়াছে। এস্থলে জীবের স্বরূপ গঠনে মায়ার কোন ক্রিয়া নাই, অর্থাৎ কোন প্রাকৃত ব্যাপার নাই। যদি বল, এরূপ চিৎকণগঠনের প্রয়োজন কি? তবে শুন,—ঈশ্বরের বিচিত্র স্বরূপশক্তির দুইপ্রকার প্রবৃত্তি—অসীম-ক্রিয়াপ্রবৃত্তি ও অণু-ক্রিয়াপ্রবৃত্তি। অসীম-ক্রিয়াপ্রবৃত্তি হইতে ঈশ্বর-স্বরূপও চিজ্জগৎরূপ বৈকুণ্ঠতত্ত্ব ; এই প্রবৃত্তিকে 'চিৎশক্তি' বলে। অণু-ক্রিয়াপ্রবৃত্তি হইতে অণুচৈতন্যরূপ অনন্তজীব ; এই প্রবৃত্তিকে 'জীবশক্তি' বলে। স্বরূপ-শক্তির যদি এই উভয় বৃত্তি না থাকিত, তাহা হইলে তাঁহার পূর্ণতার হানি হইত। পূর্ণৈশ্বর্য্য ভগবানের শক্তিগত অণুক্রিয়ারূপ জীবের অস্তিত্ব অবশ্যম্ভাব্য ও অপরিহার্য্য। অতএব জীবতত্ত্ব হইতেই কৃষ্ণতত্ত্বে শক্তিমত্তা (বিলাস)। জীবতত্ত্ব না থাকিলে কৃষ্ণের পূর্ণ-শক্তিমত্তা স্বীকৃত হইত না। ঈশিতব্যের অভাবে ঈশিতার অভাব হয়।

১১৮। ভূমি, জল, তেজ, বায়ু ও আকাশ—এই পঞ্চভূতরূপ স্থূল-জগৎ ; মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার-রূপ লিঙ্গজগৎ। এই অষ্টপ্রকারে

অনুভাষ্য

উহাই নিন্দা। বিষ্ণু—অধোক্ষজ বস্তু—তিনি প্রাকৃত বস্তুর ন্যায় জড়েন্দ্রিয়-গ্রাহ্য নহেন। তাঁহার দেহ-দেহীর মধ্যে অদ্বয়জ্ঞান অবস্থিত। প্রাকৃত-বস্তুগুলিতে দেহ-দেহি-ভেদ বর্ত্তমান। প্রাকৃত বস্তুগুলি—ভোগের সামগ্রী, কিন্তু বিষ্ণু নিত্যকাল ভোক্তা। 'ভোক্তা'কে 'ভোগ্য' বলিয়া জ্ঞান করিলে অপরাধ হয় এবং জীবের নিত্যসেব্য-বস্তুকে জীবসাম্যে সেবক-জ্ঞানে পরিচয় দিলে তাঁহার নিন্দাই করা হয়।

আদি, ৭ম পঃ ১১২-১১৩ সংখ্যার অনুভাষ্য এবং মধ্য, ২৫শ পঃ ৩৫-৩৯ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১১৮। ইয়ম্ অপরা (অচিৎপ্রকৃতিঃ জড়ত্বাৎ নিকৃষ্টা)। ইতঃ

ঈশ্বরকে জীবের ন্যায় অজ্ঞানময় বোধও মায়াবাদ ঃ—

হেন জীবতত্ত্ব লঞা লিখি' পরতত্ত্ব ।
আচ্ছন্ন করিল শ্রেষ্ঠ ঈশ্বর-মহত্ত্ব ॥ ১২০ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

বিভক্ত প্রকৃতি—'অপরা' বা 'জড়া' ; ইহার নাম 'মায়া-প্রকৃতি'। ইহা হইতে পৃথক্ আমার আর একটী 'পরা-প্রকৃতি' আছে। সেই প্রকৃতিই জীবস্বরূপ হইয়া এই জগতে পরিপূর্ণ। তাৎপর্য্য এই যে,—ভগবান্ই একমাত্র বস্তু ; তাঁহার একটী 'স্বরূপ' বা 'আত্ম'-শক্তি আছে। সেই স্বরূপশক্তি হইতে পৃথক্প্রায়, অথচ তাহার ছায়ার ন্যায় যে শক্তি প্রতীয়মান হয়, তাহার নাম 'মায়া-শক্তি'। স্থূল ও লিঙ্গময় জড়ব্রহ্মাণ্ড—সেই মায়া-প্রসূত। তাহার অতীত—জীবতত্ত্ব। জীবের শুদ্ধসত্তা, শুদ্ধ অহঙ্কার ও মনোবৃত্তি,—সমস্তই মায়ার অতীত কোন পরা-শক্তি-গঠিত ; অতএব 'জীব'-নির্ম্মাণ-কার্য্যে মায়ার কোন অধিকার ছিল না। মায়া-প্রবিষ্ট হইয়া জীবের যে জড়-ভাবান্বিত অণুবুদ্ধি ও অহঙ্কার প্রতীত হইতেছে, তাহাই কেবল মায়ার কার্য্য। এই মায়া-সম্বন্ধ হইতে পরিষ্কৃত হইয়া স্ব-স্বরূপে জীবের অবস্থানকে 'মুক্তি' বলে। মুক্তি হইলে মায়া-নির্ম্মিত অহঙ্কার পর্য্যন্ত থাকে না ; কিন্তু জীবের স্বতঃসিদ্ধ যে-সকল চিন্ময়ী বৃত্তি আছে, উহারা শুদ্ধরূপে কার্য্য করিতে পারিবে। অতএব জীব—ভগবানের একটী শক্তিবিশেষ।

১১৯। বিষ্ণুশক্তি তিনপ্রকার,—পরা, ক্ষেত্রজ্ঞা ও অবিদ্যা-সংজ্ঞাবিশিষ্টা। বিষ্ণুর পরাশক্তিই 'চিচ্ছক্তি' ; ক্ষেত্রজ্ঞা-শক্তিই জীবশক্তি (যাহাকে মায়ারূপা 'অবিদ্যা' হইতে 'অপরা' [ভিন্না] বলিয়া উক্ত হইয়াছে) ; কর্ম্মসংজ্ঞারূপা অবিদ্যা-শক্তির নাম 'মায়া'।

অনুভাষ্য

(জড়প্রকৃতেঃ) অন্যাং পরাং (চিন্ময়ীং) জীবভূতাং (জীবস্বরূপাং) মে (মম) প্রকৃতিং বিদ্ধি (জানীহি)। হে মহাবাহো, যয়া (চেতনয়া জীবাখ্যয়া শক্ত্যা) ইদং (জড়ং) জগৎ ধার্য্যতে (স্বভোগ্যায় গৃহ্যতে)।

১১৯। বিষ্ণুশক্তিঃ (বিষ্ণোঃ স্বরূপশক্তিঃ) পরা (চিৎস্বরূপা) প্রোক্তা ; তথা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা (জীবশক্তিঃ চ) পরা প্রোক্তা ; অন্যা অবিদ্যা কর্ম্মসংজ্ঞা (কর্ম্ম যস্যাঃ সংজ্ঞা সা) তৃতীয়া মায়াশক্তিঃ ইষ্যতে।

১২০। ঈশ্বর, জীব ও প্রকৃতিস্বরূপকে অনির্ব্বচনীয় ও অজ্ঞান-বোধে লিখিতে গিয়া শঙ্কর ঈশ্বরের অলৌকিক শ্রেষ্ঠত্ব আচ্ছাদন করিয়াছেন।

শ্রীরামানুজপাদ 'বেদান্তসারে'—"ননু 'আত্মা বা ইদমগ্র-আসীৎ' ইতি প্রাক্সৃষ্টেঃ একত্বাবধারণাৎ কথং সূক্ষ্মচিদচিদ্বিশিষ্টস্য নারায়ণস্য কারণত্বম্? উচ্যতে,—'যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি, যৎপ্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি' ইতি। পরিত্যক্তস্থূলাকারাণাং সূক্ষ্মাকারাপত্ত্যা ব্রহ্মণি বৃত্তিঃ প্রতি-পাদ্যতে, ন তু স্বরূপনিবৃত্তিঃ ; 'অক্ষরং তমসি লীয়তে, তমঃ পরে দেবে একীভবতি' ইতি তমঃশব্দ-বাচ্যায়াঃ প্রকৃতেঃ পরমাত্ম-ন্যেকীভাব-শ্রবণাৎ। পৃথগ্গ্রহণরহিতত্বেন বৃত্তিরেকীভাবঃ ; স এব লয়-শব্দার্থঃ ; যথা—বৃক্ষে লীনাঃ পতঙ্গাঃ, বনে লীনাঃ সারঙ্গাঃ।"

যদি বল, 'জগৎসৃষ্টির পূর্ব্বে কেবলমাত্র আত্মা ছিল' (বৃঃ আঃ ১।৪।১), তাহা হইলে কি-প্রকারে সূক্ষ্ম চিদচিৎ-শক্তিবিশিষ্ট নারায়ণের জগতের মূল-কারণত্ব সম্ভব হয়? তদুত্তরে বলা যাইতে পারে, "যাঁহা হইতে এই ভূতসমূহ জাত, যাঁহার দ্বারা পালিত ও যাঁহাতে প্রবিষ্ট হয়" (তৈ, ভৃ, ১ম অঃ) এই তৈত্তিরীয়-বাক্য হইতে প্রতিপন্ন হয় যে, ভূতসকল তাহাদের স্থূল জড়াকার পরিত্যাগ করিয়া মুক্তাবস্থায় সূক্ষ্মাকার গ্রহণপূর্ব্বক ব্রহ্মে নিজ নিজ বৃত্তি (অবস্থিতি) প্রতিপন্ন করে, তাহাদের স্বরূপ ধ্বংস করে না ;—যেহেতু, অবিনাশী আত্মা তমঃ-শব্দবাচ্য প্রকৃতিতে লীন হইলে প্রকৃতির ব্রহ্মের সহিত অভেদ (একীভাব) হয়। তৎকালে প্রকৃতির সহিত ব্রহ্মের পৃথক্ গ্রহণ না হওয়ায় প্রকৃতির সত্ত্ব ব্রহ্মেই অবস্থান করে। 'লয়'-শব্দে এইরূপই বুঝায় ; দৃষ্টান্ত,—যেরূপ, বৃক্ষস্থ পক্ষিগণ বা বনস্থ মৃগগণ বৃক্ষে বা বনে লীন বা অন্তর্নিবিষ্ট থাকে।"

১২১। ব্রহ্মসূত্রকার শ্রীবেদব্যাসের "আনন্দময়োঽভ্যাসাৎ" (ব্রঃ সূঃ ১।১।১২)এই সূত্রকে উপলক্ষ্য করিয়া "অস্মিন্নস্য চ

'শক্তিপরিণামবাদ'ই ব্রহ্মসূত্রে স্বীকৃত ঃ—

ব্যাসের সূত্রেতে কহে 'পরিণাম'-বাদ ।
'ব্যাস ভ্রান্ত'—বলি' তার উঠাইল বিবাদ ॥ ১২১ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১২০-১২৭। জীবতত্ত্ব—শক্তিবিশেষ। সেই জীবতত্ত্বকে 'অণুচৈতন্য'-রূপে সিদ্ধ না করিয়া 'ব্রহ্ম'রূপে সিদ্ধ করিতে গেলে অবশ্যই ভ্রমময় সিদ্ধান্ত হইবে। শ্রীশঙ্করাচার্য্য ঈশ্বর-আজ্ঞাক্রমে ঈশ্বরত্ব আচ্ছাদন করিবার অভিপ্রায়ে জীবতত্ত্বের সহিত পরতত্ত্বের ঐক্য স্থাপনপূর্ব্বক ভ্রমময় সিদ্ধান্ত প্রচার করিয়াছেন। ব্যাসসূত্রে বস্তুতঃ (শক্তি)-পরিণামবাদ স্বীকৃত। আচার্য্য, পরিণাম-বাদে ঈশ্বরকে বিকারী বলিতে হয়—এই বিতর্ক উঠাইয়া, পরিণাম-বাদ মানিলে ব্যাসকে 'ভ্রান্ত' বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে—এই যুক্তি মনে করিয়া 'বিবর্ত্তবাদ' স্থাপন করিয়াছেন। ব্রহ্মসূত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথমপাদে "তদনন্যত্বমারম্ভণ-শব্দাদিভ্যঃ" এই ১৪শ সূত্রের ভাষ্যে "বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং" (ছাঃ ৬।১।৪) ইত্যাদি বেদবাক্যের উদাহরণ দিয়া পরিণাম-বাদকে

গুরুকে ভ্রান্তজ্ঞানে মায়াবাদীর 'বিবর্ত্তবাদ' ঃ—

পরিণাম-বাদে ঈশ্বর হয়েন বিকারী।
এত কহি' 'বিবর্ত্ত'-বাদ স্থাপনা যে করি ॥ ১২২ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

দোষযুক্ত বিকার-বাদ বলিয়া বিতর্ক করিয়াছেন। প্রকৃতপ্রস্তাবে ব্রহ্মসূত্রে ঈশ্বরের ইচ্ছামাত্র তাঁহার অবিচিন্ত্যশক্তির কার্য্য-বিকার-রূপে এইরূপ পরিণাম-বাদ প্রদর্শিত হইয়াছে। পরিণামের লক্ষণ এই,—"স-তত্ত্বতোঽন্যথা-বুদ্ধির্বিকার ইত্যুদাহৃতঃ"। একটী সত্য-তত্ত্ব হইতে অন্য একটী সত্য-তত্ত্বের উদয় হইলে, তাহাতে অন্য-বস্তু বলিয়া যে বুদ্ধি, তাহাই 'বিকার' অর্থাৎ পরিণাম। 'ব্রহ্ম'—একটী সত্যবস্তু ; তাঁহা হইতে 'জীব'রূপ একটী সত্যবস্তু এবং 'মায়িক-ব্রহ্মাণ্ড'রূপ একটী সত্যবস্তু পৃথক্‌রূপে হইয়াছে, এইরূপ বুদ্ধিকে ব্রহ্মের 'বিকার' বা 'পরিণাম' বলে। বিকার বা পরিণামের

অনুভাষ্য

তদ্‌যোগং শাস্তি" (ব্রঃ সূঃ ১।১।১৯) এই সূত্রের ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে শ্রীশঙ্কর যাহা লিখিয়াছেন, তাহার মর্ম্মানুবাদ,—"আনন্দময়-বাক্যে 'ব্রহ্ম'-শব্দ সংযোগ না থাকায় তাঁহাকে মুখ্যব্রহ্ম বলা যায় না। আনন্দময়কে 'ব্রহ্ম' বলিলে অবয়ব-সম্বন্ধহেতু সবিশেষ-ব্রহ্মই বলিতে হয়। কিন্তু 'আনন্দময়' বাক্যের শেষে নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্ম অভিহিত আছে। আনন্দময়-শব্দে আনন্দ-প্রচুর অর্থাৎ প্রাচুর্য্যার্থে 'ময়ট্' প্রত্যয় (যে অর্থে চিদ্বিলাসবাদী ভাগবতগণ প্রযুক্ত করিয়াছেন, তাহা) কথিত হইলে তাহাতে দুঃখেরও অস্তিত্ব আছে,—জানা যায় ; কেননা, আধিক আনুসারেই প্রচুর-শব্দের প্রয়োগ হয়, অল্পতা তাহার লক্ষ্য থাকে না। আনন্দময় 'শুদ্ধ-ব্রহ্ম' নহেন বলিয়াই শ্রুতি আনন্দময়ের অভ্যাস (পুনঃ পুনঃ উক্তি) না করিয়া 'আনন্দমাত্রে'র অভ্যাস করিয়াছেন। যদি আনন্দময়ের ব্রহ্মত্ব নিশ্চিত হইত, তাহা হইলে না হয় আনন্দমাত্রের অভ্যাসকে আনন্দময়াভ্যাস বলিয়া কল্পনা করিতে পারিত, কিন্তু অবয়ব-সম্বন্ধ না থাকায় আনন্দময়ের অব্রহ্মত্বই নিশ্চিত আছে : এইসকল হেতুবশতঃ এবং "আনন্দং ব্রহ্ম" ইত্যাদি শ্রুতিতে পরব্রহ্ম-বিষয়ে আনন্দ-শব্দের প্রয়োগ থাকায় স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, অন্যান্য শ্রুতিতেও 'আনন্দমাত্র' ব্রহ্মই অভ্যস্ত হইয়াছে, 'আনন্দময়' অভ্যস্ত হয় নাই। যদিও "আনন্দ-ময়মাত্মানম্" শ্রুতিতে আনন্দময়েরই অভ্যাস দৃষ্ট হয়, তথাপি অন্নময়াদির মধ্যে উহা পতিত হওয়ায় আনন্দময়েরও শুদ্ধব্রহ্ম-বোধকতা নিবারিত হইয়াছে। 'আনন্দময়' বাক্যের নিকটেই "তিনি কামনা করিলেন, আমি বহু হইব"—এইরূপ বাক্য থাকিলেও শুদ্ধব্রহ্মের সহিত আনন্দময়ের নিকট-সম্বন্ধ না থাকায় আনন্দ-ময়ের শুদ্ধব্রহ্ম-বোধকতা নাই। তৎপরবর্ত্তী "তিনিই রস" ইত্যাদি

বিবর্ত্তের আশ্রয় ঃ—

বস্তুতঃ পরিণাম-বাদ—সেই সে প্রমাণ।
দেহে আত্মবুদ্ধি—হয় বিবর্ত্তের স্থান ॥ ১২৩ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

উদাহরণ এই যে,—'দুগ্ধ' একটী সত্যপদার্থ, তাহাই 'দধি'রূপ অন্য সত্যপদার্থরূপে বিকৃত হয়। "ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং" (ছাঃ ৬।৮।৭) এইরূপ বেদবাক্যের দ্বারা ব্রহ্মই যে জগৎ, ইহাতে কোন সন্দেহ হয় না। ব্রহ্মের একটী অচিন্ত্যশক্তি আছে, তাহা "পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে" (শ্বেঃ ৬।৮) এই বেদবাক্যে সিদ্ধ হয়। সেই শক্তিক্রমে ব্রহ্মের সত্যধর্ম্মই জগদ্রূপে পরিণত হয়—এরূপ সিদ্ধান্তে কোনপ্রকার দোষ হইতে পারে না। "সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্" (ছাঃ ৬।২।১), "তদৈক্ষত

অনুভাষ্য

বাক্যেও তৎসাপেক্ষ বলিয়া আনন্দময়-বোধক নহে। "প্রিয়ই তাঁহার মস্তক" ইত্যাদি প্রকার অবয়ব-বোধক শব্দ না থাকায়, নিশ্চয় হইতেছে যে, 'আনন্দ'ই মুখ্যব্রহ্ম, 'আনন্দময়' নহে। যদি বল, সবিশেষ ব্রহ্মই ত' উক্ত শ্রুতির অভিপ্রেত? তদুত্তরে,—তাহা বলিতে পার না—তাহা "অবাঙ্মানসগোচর" অর্থযুক্ত শ্রুতিদ্বারা নিরস্ত, অতএব 'আনন্দময়'-শব্দের 'ময়ট্'-প্রত্যয়—বিকারবোধক, প্রাচুর্য্যবোধক নহে।"

শ্রীপাদ শঙ্কর এইরূপে সূত্রগুলির ব্যাখ্যায় 'ময়ট্' প্রত্যয়টী তুলিয়া দিবার অর্থাৎ উহার বৈয়র্থ্য বা বাহুল্য দেখাইবার জন্য একই বক্তব্য-বিষয়টী ১২-১৯ সূত্রে পুনঃ পুনঃ বলিবার কি প্রয়াসই না করিয়াছেন! এই সম্বন্ধে 'সর্ব্বসংবাদিনী' গ্রন্থে শ্রীমদ্ জীবপ্রভুর উক্তি—"যদি চ সূত্রকারস্য বেদান্তার্থানভিজ্ঞতাং নিগূঢ়মভিপ্রায়তা, তৎপ্রমাদ-মার্জ্জন-স্বচাতুরী-ব্যঙ্গ-ভঙ্গ্যা তৎ "আনন্দময়"-সূত্রমেবং ব্যাখ্যেয়ম্—

'আনন্দময়ঃ' ইত্যত্র "ব্রহ্মপুচ্ছং প্রতিষ্ঠা" ইতি স্বপ্রধানমেব ব্রহ্মোপদিশ্যতে ইতি, তথা বিকারসূত্রে (১।১।১৩) চ 'বিকার'-শব্দেনাবয়বঃ, 'প্রাচুর্য্য'-শব্দেন 'সাদৃশ্যং' ব্যাখ্যেয়ম্, তদা সূত্রকার-স্যাশাব্দিকতৈব চ প্রসজ্যেত—তত্তচ্ছব্দাদিভিস্তত্তদর্থানভিধানাৎ। 'ময়ট্'-প্রত্যয়-বিকার-প্রাচুর্য্যশব্দানামনন্তরনির্দ্দিষ্টানামন্যার্থত্বং ন বা বালকস্যাপি হৃদয়মারোহতি।"

শঙ্করের ভাষ্য পাঠ করিয়া এই ধারণা হয় যে, সূত্রকার শ্রীবেদব্যাস যে বেদান্তের অর্থ বুঝিতে অনভিজ্ঞ ছিলেন, তাহাই যেন তাঁহার নিগূঢ় অভিপ্রায়, এই জন্য সূত্রকার আচার্য্য শ্রীবেদব্যাসের প্রমাদ মার্জ্জনা করিবার ব্যপদেশে শ্রীশঙ্কর নিজ-চাতুর্য্য অবলম্বনপূর্ব্বক ভঙ্গিক্রমে 'আনন্দময়' সূত্রটীকে এইভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—

বিবর্ত্তবাদ-খণ্ডন—(১) অচিন্ত্যশক্তিমান্ ভগবান্ ঃ—

অবিচিন্ত্য-শক্তিযুক্ত শ্রীভগবান্ ।
ইচ্ছায় জগদ্রূপে পায় পরিণাম ॥ ১২৪ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

বহু স্যাং প্রজায়েয়" (ছাঃ ৬।২।৩), "সন্মূলাঃ সৌম্যেমাঃ প্রজাঃ সদায়তনাঃ সৎপ্রতিষ্ঠাঃ" (ছাঃ ৬।৮।৪), "ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং" (ছাঃ ৬।৮।৭) ইত্যাদি ছান্দোগ্য-বাক্যে সেই ব্রহ্ম স্বীয় পরাশক্তি-ক্রমে এই চিজ্জড়াত্মক জগদ্রূপে পরিণত,—ইহাই প্রসিদ্ধ। জগৎ ও জীব 'উপাদেয়', ব্রহ্ম—'উপাদান'। "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে" (তৈঃ, ভৃঃ ১ অঃ) এই বেদবাক্যে ব্রহ্মের উপাদানত্ব এবং জীব ও জড়ের উপাদেয়ত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। পরিণাম-বাদের যথার্থ মর্ম্ম না বুঝিতে পারিলে এই 'জগৎ' ও 'জীব'কে পৃথক্ সত্যতত্ত্ব বলিয়া বোধ হয় না। 'সন্মূলাঃ সৌম্যেমাঃ প্রজাঃ সদায়তনাঃ" (ছাঃ ৬।৮।৪) ইত্যাদি বাক্যে জানা যাইতেছে যে, 'জীব' ও জীবায়তন 'জড়জগৎ' সত্যবস্তু বটে। এস্থলে ব্রহ্মের বিকারিত্ব হইবে—এই নিরর্থক ভয়ে, রজ্জুতে সর্পবুদ্ধি ও

অনুভাষ্য

'আনন্দময়' ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের মধ্যে "ব্রহ্মপুচ্ছ প্রতিষ্ঠা" এই শ্রুতিবাক্যে মুখ্যব্রহ্মই 'উপদিষ্ট' ; ১।১।১৩ সূত্রে বিকার-শব্দে 'অবয়ব' এবং 'প্রাচুর্য্য'-শব্দে 'সাদৃশ্য' ব্যাখ্যা করিব। এইভাবে ব্যাখ্যাত হইলে সূত্রকারের (ব্যাসের) যে শব্দজ্ঞান ছিল না, তাহারই প্রসক্তি হয় ; যেহেতু, তাঁহার ব্যবহৃত-শব্দদ্বারা বেদান্তের সেই সেই অর্থ হয় না। ময়ট্-প্রত্যয় হইতে উৎপন্ন বিকার-প্রাচুর্য্য-শব্দাদির অনন্তর নির্দ্দিষ্ট শব্দসকলের অন্য অর্থই বা কি হইতে পারে? একথা ত' বালকের হৃদয়েও উপস্থিত হয়! অর্থাৎ ময়ট্-প্রত্যয়ে 'বিকার' ও 'প্রাচুর্য্যার্থ' ব্যতীত উহাতে অন্য অর্থ যোজনা করা যে নিতান্ত ভ্রম, তাহা সহজেই বুঝা যায়।

মধ্য, ৬ষ্ঠ পঃ ১৭০-১৭৫ এবং মধ্য ২৫শ পঃ ৪০-৪১ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১২১-১২৬। শ্রীজীবপ্রভু 'পরমাত্মসন্দর্ভে'—(৫৮ সংখ্যায়) "তদ্বাদে হি সর্ব্বমেব জীবাদি-দ্বৈতমজ্ঞানেনৈব স্ব-স্বরূপে ব্রহ্মণি কল্প্যতে ইতি মতম্। নিরহঙ্কারস্য কেনচিদ্ধর্ম্মান্তরেণাপি রহিতস্য সর্ব্ব-বিলক্ষণস্য চিন্মাত্রস্য ব্রহ্মণস্তু নাজ্ঞানাশ্রয়ত্বং, ন চাজ্ঞান-বিষয়ত্বং ন চ ভ্রমহেতুত্বং সম্ভবতীতি। পরমালৌকিক-বস্তুত্বাদ-চিন্ত্য-শক্তিত্বন্তু সম্ভবেৎ। যৎ খলু চিন্তামণ্যাদাবপি দৃশ্যতে, যয়া ত্রিদোষঘ্নৌষধিবৎ পরস্পরবিরোধিনামপি গুণানাং ধারিণ্যা তস্য নিরবয়বত্বাদিকে সত্যপি সাবয়বাদিকমঙ্গীকৃতং তত্র শব্দশ্চাস্তি প্রমাণম্। "বিচিত্রশক্তিঃ পুরুষঃ পুরাণো, ন চান্যেষাং স্তাদৃশঃ স্যুঃ" ইত্যাদিকঃ শ্বেতাশ্বতরোপনিষদাদৌ। " আত্মেশ্বরোঽতর্ক্য-

(২) প্রাকৃত চিন্তামণির দৃষ্টান্ত ঃ—

তথাপি অচিন্ত্যশক্ত্যে হয় অবিকারী ।
প্রাকৃত চিন্তামণি তাহে দৃষ্টান্ত ধরি ॥ ১২৫ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

শুক্তিতে রজতবুদ্ধির ন্যায় মিথ্যা-স্বরূপ জীব ও জগৎকে কল্পনা করা প্রতারণা মাত্র। তবে যে মাণ্ডূক্য ইত্যাদি বেদে 'রজ্জুতে সর্পবুদ্ধি' ও 'শুক্তিতে রজতবুদ্ধি' এইসকল উদাহরণ দেখা যায়, তাহার বিশেষ বিশেষ স্থল আছে। জীব—শুদ্ধচিৎকণ। মানব-দেহ-বিশিষ্ট জীব এই জড়দেহে যে আত্মবুদ্ধি করে, ইহাই 'বিবর্ত্তের' স্থল। 'বিবর্ত্ত' এইরূপে ব্যাখ্যাত—"অতত্ত্বতোঽন্যথা-বুদ্ধির্বিবর্ত্ত ইত্যুদাহৃতঃ।" যে বস্তু যাহা নয়, তাহাকে সেই বস্তু বলিয়া প্রতীতি করার নাম 'বিবর্ত্ত'। জীবের পক্ষে 'বিবর্ত্ত' একটী মহাদোষ,—বদ্ধজীব সেই বিবর্ত্তবুদ্ধি-দোষে দূষিত। এইরূপ বিবর্ত্ত-দোষকে মূল-বিশ্বতত্ত্বে ও জীবতত্ত্বে আরোপ করা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। অবিচিন্ত্য-শক্তিকে ভুলিয়া গেলেই এইরূপ ভ্রমের উদয় হয়। ভগবান্ যেরূপ জগদ্রূপে পরিণত হইয়াছেন, তাহার

অনুভাষ্য

সহস্রশক্তিঃ" ইত্যাদিকঃ শ্রীভাগবতাদিষু। তথা চ ব্রহ্মসূত্রম্ (২।১।২৮)—"আত্মনি চৈবং বিচিত্রাশ্চ হি" ইতি। তত্র দ্বৈতান্যথানুপপত্ত্যাপি ব্রহ্মণ্যজ্ঞানাদিকং কল্পয়িতুং ন শক্যতে, অসম্ভবাদেব। ব্রহ্মণ্যচিন্ত্যশক্তি-সদ্ভাবস্য যুক্তিলব্ধত্বাৎ শ্রুতত্বাচ্চ দ্বৈতান্যথানুপপত্তিশ্চ দূরে গতা। ততশ্চাচিন্ত্যশক্তিরেব দ্বৈতোপ-পত্তৌ কারণং পর্য্যবসীয়তে। তস্মান্নির্ব্বিকারাদি-স্বভাবেন সতো-ঽপি পরমাত্মনোঽচিন্ত্যশক্ত্যা বিশ্বাকারত্বাদিনা পরিণামাদিকং ভবতি, চিন্তামণ্যয়স্কান্তাদীনাং সর্ব্বার্থপ্রসব-লোহচালনাদিবৎ। তদেতদঙ্গীকৃতং শ্রীবাদরায়ণেন—(ব্রঃ সূঃ ২।১।১৭) "শ্রুতেস্তু শব্দ-মূলত্বাৎ" ইতি। ততস্তস্য তাদৃশ-শক্তিত্বাৎ প্রাকৃতবন্মায়া-শব্দস্যেন্দ্রজালবিদ্যাবাচিত্বমপি ন যুক্তম্। কিন্তু 'মীয়তে বিচিত্রং নির্ম্মীয়তে অনয়া' ইতি বিচিত্রার্থকর-শক্তিবাচিত্বম্। তস্মাৎ পরমাত্মপরিণাম এব শাস্ত্রসিদ্ধান্তঃ। ** তত্র চাপরিণতস্যৈব সতোঽচিন্ত্যয়া শক্ত্যা পরিণাম ইত্যসৌ সন্মাত্রতাবভাসমানস্বরূপ-ব্যূহরূপ-দ্রব্যাখ্যশক্তিরূপেণৈব পরিণমতে, ন তু স্বরূপেণেতি গম্যতে। যথৈব চিন্তামণিঃ। ** অতএব ক্বচিদস্য ব্রহ্মোপাদানত্বং ক্বচিৎ প্রধানোপাদানত্বং শ্রূয়তে। ** পূর্ব্বং খলু বারিদর্শনাদ্ বার্য্যাকারা বৃত্তির্জাতাপি তদপ্রসঙ্গসময়ে সুপ্তা তিষ্ঠতি, তত্তুল্য-বস্তুদর্শনেন তু জাগর্ত্তি, তদ্বিশেষানুসন্ধানং বিনা তদভেদেন স্বতন্ত্রতামারোপয়তি, তস্মান্ন বারি মিথ্যা, ন বা তৎস্মরণময়ী তদাকারা বৃত্তির্ন বা তত্তুল্যং মরীচিকাদি বস্তু, কিন্তু তদভেদে-নারোপ এব অযথার্থত্বান্মিথ্যা। স্বপ্নে চ (ব্রঃ সূঃ ৩।২।৩) "মায়ামাত্রন্তু কার্ৎস্ন্যেনানভিব্যক্ত-স্বরূপত্বাৎ" ইতি ন্যায়েন জাগ্রদ্-

নানা রত্নরাশি হয় চিন্তামণি হৈতে ।

তথাপিহ মণি রহে স্বরূপে অবিকৃতে ॥ ১২৬ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

একটী সামান্য দৃষ্টান্ত আছে। অনেকে বলেন,—প্রাকৃত জগতে 'চিন্তামণি' বলিয়া একটী নিধি আছে, তাহা নানারত্নরাশিকে প্রসব করিয়াও স্বয়ং অবিকৃত-স্বরূপে অবস্থান করে। প্রাকৃতবস্তুতে

অনুভাষ্য

দৃষ্টবস্ত্বাকারায়াং মনোবৃত্তৌ পরমাত্মমায়া তদ্বস্ত্বভেদমারোপয়-তীতি পূর্ব্ববৎ। তস্মাদ্ বস্তুতস্তু ন ক্বচিদপি মিথ্যাত্বম্। শুদ্ধ আত্মনি পরমাত্মনি বা তাদৃশ-তদারোপ এব মিথ্যা, ন তু বিশ্বং মিথ্যেতি। ** কিঞ্চ বিবর্ত্তস্য জ্ঞানাদিপ্রকরণপঠিতত্বেন গৌণ-ত্বাৎ, পরিণামস্য তু স্বপ্রকরণ-পঠিতত্বেন মুখ্যত্বাৎ জ্ঞানাদ্যুভয়-প্রকরণ-পঠিতত্বেন সন্দংশন্যায়সিদ্ধ-প্রাবল্যাচ্চপরিণাম এব শ্রীভাগবত-তাৎপর্য্যমিতি গম্যতে।"

(অর্থাৎ) বিবর্ত্তে বা মিথ্যাবাদের আশ্রয়ে জীব প্রভৃতি যাবতীয় দ্বিতীয়ভাববিশিষ্ট তত্ত্ব ব্রহ্মের নিজস্বরূপে অজ্ঞানদ্বারা কল্পিত হইয়াছে। অন্য কোনপ্রকার ধর্ম্মরহিত, সর্ব্ববিলক্ষণ, অহঙ্কারশূন্য, চিন্মাত্র ব্রহ্মবস্তুর অজ্ঞানাশ্রয়-যোগ্যতা, অজ্ঞান-বিষয়াশ্রিতত্ব ও ভ্রমহেতুত্ব কখনই সম্ভবপর নহে। ব্রহ্মবস্তু—পরম অলৌকিক বস্তু, সুতরাং তাঁহাতে ক্ষুদ্র মানবগণের অচিন্তনীয় শক্তির সম্ভাবনা আছে। প্রাকৃত চিন্তামণি প্রভৃতি বস্তুতেও যখন অলৌকিক শক্তি দৃষ্ট হয়, তখন ব্রহ্মেও অলৌকিক শক্তি নিশ্চয়ই অবস্থিত। বাত, কফ ও পিত্ত—ত্রিবিধ দোষ একাধারে রোগীকে আশ্রয় করিলে যেরূপ পরস্পরবিরোধী ধাতুর শোধনের জন্য ঔষধির ব্যবস্থা হয়, সেইপ্রকার পরস্পর-বিরোধী গুণত্রয়ের ধারিণী শক্তিদ্বারা ব্রহ্মের নিরাকারত্বাদি হইলেও অবয়বাদি স্বীকৃত হয়। তদ্বিষয়ে বেদ-প্রমাণ আছে—"সনাতনপুরুষ—বিচিত্রশক্তি-বিশিষ্ট ; অপরের তাদৃশ শক্তি-সমূহ নাই"—ইহা শ্বেতাশ্বতরে উক্ত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতিতেও "আত্মা ঈশ্বর অতর্ক্য, সহস্রশক্তিবিশিষ্ট" বলিয়া উক্ত আছে। ব্রহ্মসূত্রেও "আত্মায় এইপ্রকার বিচিত্রতা আছে।" ব্রহ্মে দ্বৈতভাবের সঙ্গতি না থাকায় ব্রহ্মে অজ্ঞানাদির অসম্ভাবনাহেতু কল্পনা করা যাইতে পারে না। "ব্রহ্ম অচিন্ত্যশক্তি-সমন্বিত" এই যুক্তি এবং শ্রুতিবাক্যে তাঁহাতে দ্বৈতানুপপত্তিও দূরে গিয়াছে। তাহা হইলে অচিন্ত্যশক্তিই দ্বৈতোপপত্তির কারণ বলিয়া অবশিষ্ট থাকে। সেজন্য নির্ব্বিকারাদি-স্বভাবসম্পন্ন হইলেও পরমাত্মার অচিন্ত্যশক্তিপ্রভাবে বিশ্বরূপে পরিণামাদি সংঘটিত হয়। যেরূপ চিন্তামণি স্বয়ং বিকারবিশিষ্ট না হইয়া সর্ব্বার্থপ্রসবে সমর্থ,

(৩) শক্তি-পরিণত হইলেও স্বয়ং বিকাররহিত ঃ—

প্রাকৃত-বস্তুতে যদি অচিন্ত্যশক্তি হয় ।

ঈশ্বরের অচিন্ত্যশক্তি,—ইথে কি বিস্ময় ॥ ১২৭ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

যদি এরূপ অবিচিন্ত্যশক্তি থাকে, তাহা হইলে ঈশ্বরের তদপেক্ষা যে অনন্তগুণবিশিষ্টা একটী অচিন্ত্যশক্তি আছে, ইহাতে বিস্ময়ের বিষয় কি?

অনুভাষ্য

অয়স্কান্তমণি নিজে বিকারবিশিষ্ট না হইয়া অন্য লৌহাদিকে আকর্ষণ-চালনাদি করিতে সমর্থ, তদ্রূপ ব্রহ্মবস্তু বিকৃত না হইয়া ব্রহ্মের বিকারযোগ্য শক্তিই বিকৃত হইয়া বিশ্বাকারে পরিণত হয়। তাহা হইলে ব্রহ্মের তাদৃশী শক্তি থাকায় প্রাকৃতের ন্যায় মায়া-শব্দের ইন্দ্রজালবিদ্যা-বাচকত্বও যুক্ত নহে। কিন্তু, এই মায়াদ্বারা বিচিত্রতা নির্ম্মিত হয় অর্থাৎ বিচিত্রার্থকর-শক্তিবাচ্যত্বই সিদ্ধ হয়। এজন্য পরমাত্মার পরিণামই যে এই বিশ্ব—ইহাই শাস্ত্রসিদ্ধান্ত। ** অপরিণামী সত্যবস্তুরই অচিন্ত্যশক্তিপ্রভাবে পরিণতি হয়। সন্মাত্রত্ব প্রকাশমান্ স্বরূপেরই বিস্তাররূপ দ্রব্যনামক শক্তি ; সেই শক্তিরূপেরই পরিণতি হয়, পরন্তু স্বরূপের পরিণাম ঘটে না। যে-প্রকার চিন্তামণি স্বীয় শক্তি পরিচালনা করিয়াও নিজে কোনপ্রকার বিকারান্তর্ভুক্ত হয় না, তদ্রূপ। ** অতএব কেহ কেহ এই বিশ্বের উপাদান 'ব্রহ্ম', আবার কেহ বা বিশ্বোপাদান 'প্রধান' বলিয়া থাকেন, এরূপ শুনা যায়। ** পূর্ব্বে বারি দর্শন করিয়া বারির সম্বন্ধে ধারণা উদিত হইলেও তাহার অপ্রসঙ্গসময়ে সেইভাব নিদ্রিত থাকে, আবার তত্তুল্য বস্তুর দর্শনে সেই বৃত্তি জাগরূক হয়। সেই বস্তুর বিশেষ অনুসন্ধান ব্যতীত সেই বস্তুকে পূর্ব্ববস্তুর সহ অভেদ বলিয়া স্বেচ্ছাপর হইয়া আরোপ করিলে বারি মিথ্যা হয় না, অথবা স্মরণময়ী-তদাকারা বৃত্তি মিথ্যা হয় না, অথবা বারিতুল্য মরীচিকাদি বস্তু মিথ্যা হয় না ; কিন্তু বারির সহিত অভেদ বলিয়া আরোপই অযথার্থ বা মিথ্যা। স্বপ্নেও (ব্রঃ সূঃ ৩।২।৩) "মায়া-মাত্রই সমগ্র অপ্রকাশিত-স্বরূপ"—এই ন্যায়াবলম্বনে জাগরণ-কালের প্রতীত (দৃষ্ট) বস্তুর আকাররূপিণী মনোবৃত্তিতে পরমাত্ম-মায়া পূর্ব্বের ন্যায় সেই বস্তুতে অভেদ আরোপ করে, তজ্জন্য বস্তুতঃ কিছুই মিথ্যা নহে। শুদ্ধাত্মা পরমাত্মায় তাদৃশ তদারোপই মিথ্যা, বিশ্ব মিথ্যা নহে। ** আরও বিবর্ত্তোদাহরণ জ্ঞানাদি-প্রকরণের মধ্যে উল্লিখিত হওয়ায় গৌণ বলিয়া ও পরিণামবাদ স্বপ্রকরণে পঠিত হওয়ায় মুখ্য বলিয়া এবং জ্ঞানাদি উভয়প্রকরণে পঠিত বলিয়া সন্দংশ-ন্যায়সিদ্ধ-প্রাবল্যহেতু শক্তি-পরিণামকেই শ্রীভাগবত-তাৎপর্য্য বলিয়া জানা যায়।

বেদতরুর বীজ প্রণবই মহাবাক্য ও
ঈশ্বর-স্বরূপ ঃ—

'প্রণব' সে মহাবাক্য—বেদের নিদান।
ঈশ্বরস্বরূপ প্রণব—সর্ব্ববিশ্ব-ধাম ॥ ১২৮ ॥

ঈশ্বর-বাচ্য, প্রণব—বাচক ; 'তত্ত্বমস্যাদি'—বেদের
একাংশ-দ্যোতক মাত্র ঃ—

সর্ব্বাশ্রয় ঈশ্বরের করি প্রণব উদ্দেশ।
'তত্ত্বমসি'-বাক্য হয় বেদের একদেশ ॥ ১২৯ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১২৮-১৩২। বেদের মূলবাক্য—প্রণব, সুতরাং তাহাই একমাত্র ব্রহ্মবাচক মহাবাক্য। 'প্রণব'—ঈশ্বরের স্বরূপব্যঞ্জক শব্দ, সুতরাং ঈশ্বরের নিত্যনাম। 'সর্ব্ববিশ্বধাম'—সর্ব্বাশ্রয় ঈশ্বরের উদ্দেশ করে। তবে যে "তত্ত্বমসি" (ছাঃ ৬।৮।৭), "ইদং সর্ব্ব

অনুভাষ্য

১২৮। গীতায়—"ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্মামনুস্মরন্। যঃ প্রযাতি ত্যজন্ দেহং স যাতি পরমাং গতিম্।।" (৮।১৩) ; "বেদ্যং পবিত্রমোঙ্কারঃ" (৯।১৭) ; "ওঁ তৎসদিতি নির্দ্দেশো ব্রহ্মণস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ" (১৭।২৩)। (ছাঃ উঃ ১।১।১, ১।৪।১)—"ওমিত্যেতদক্ষরমুদ্গীথমুপাসীত। ওমিতি হ্যুদ্গায়তি। তস্যোপব্যাখ্যানম্" ; (ছাঃ ১।৫।১—" য উদ্গীথঃ স প্রণবো যঃ প্রণবঃ স উদ্গীথঃ" ; (অথর্ব্বশিখা ২)—"প্রণবঃ সর্ব্বান্ প্রাণান্ প্রণাময়তি নাময়তি, চৈতস্মাৎ প্রণবশ্চতুর্দ্ধাঽবস্থিত ইতি বেদ দেবযোনির্ধ্যেয়াশ্চেতি সংবর্ত্তা সর্ব্বেভ্যো দুঃখভয়েভ্যঃ সংতারয়তি, তারণাৎ তানি সর্ব্বাণীতি বিষ্ণুঃ সর্ব্বান্ জয়তি ; (মাণ্ডুক্য ১)—"ওমিত্যেদক্ষরমিদং সর্ব্বম্, তস্যোপব্যাখ্যানং ভূতং ভবদ্ভবিষ্যদিতি সর্ব্বমোঙ্কার এব, যচ্চান্যত্রিক-কালাতীতং তদপ্যোঙ্কার এব।" (তৈঃ, শিঃ, ৮ম অঃ)—"ওমিতি ব্রহ্ম। ওমিতীদং ব্রহ্ম। ওমিতি সামানি গায়ন্তি। ওমিতি ব্রাহ্মণঃ প্রবক্ষ্যন্নাহ ব্রহ্মোপাপ্নবানীতি। ব্রহ্মৈবাপাপ্নোতি।"

শ্রীভগবৎসন্দর্ভে (৪৮ সংখ্যায়)—"শ্রুতৌ চ প্রণবমুদ্দিশ্য—"ওমিত্যেতদ্ ব্রহ্মণো নেদিষ্ঠং নাম, যস্মাদুচ্চার্য্যমাণ এব সংসারভয়াৎ তারয়তি, তস্মাদুচ্যতে তার ইতি।" তস্মাদ্ ভগবৎস্বরূপমেব নাম। স্পষ্টোঞ্চোক্তং শ্রীনারদপঞ্চরাত্রেঽষ্টাক্ষরমুদ্দিশ্য—"ব্যক্তং হি ভগবানেব সাক্ষান্নারায়ণঃ স্বয়ম্। অষ্টাক্ষর-স্বরূপেণ মুখেষু পরিবর্ত্ততে।।" ইতি ; মাণ্ডূক্যোপনিষৎসু (৪।৪-৭) চ প্রণবমুদ্দিশ্য—"ওঁকার এবেদং সর্ব্বম্। ওমিত্যেতদক্ষরমিদং সর্ব্বম্।" "প্রণবো হ্যপরং ব্রহ্ম প্রণবশ্চ পরঃ স্মৃতঃ। অপূর্ব্বোঽনন্তরোঽবাহ্যোঽনপরঃ প্রণবোঽব্যয়ঃ।। সর্ব্বস্য প্রণবো হ্যাদির্মধ্যমন্তস্তথৈব চ। এবং হি প্রণবং জ্ঞাত্বা ব্যশ্নুতে তদনন্তরম্।। প্রণবং হীশ্বরং বিদ্যাৎ সর্ব্বস্য হৃদয়ে স্থিতম্। সর্ব্বব্যাপিনমোঙ্কারং মত্বা ধীরো ন শোচতি।। অমাত্রোঽনন্তমাত্রশ্চ দ্বৈতস্যোপশমঃ শিবঃ। ওঁকারো বিদিতো যেন স মুনির্নেতরো জনঃ।।" ন তু পরমেশ্বরস্যৈব তত্তদ্‌যোগ্যতাসম্ভবাদ্ বর্ণমাত্রস্য তথোক্তিঃ স্তুতিরূপৈবেতি মন্তব্যম্। অবতারান্তরবৎ পরমেশ্বরস্যৈব বর্ণরূপেণাবতারোঽয়মিতি অস্মিন্নর্থে তেনৈব শ্রুতিবলেনাঙ্গীকৃতে তদভেদেন তৎসম্ভবাৎ। তস্মান্নামনামিনোরভেদ এব।"

অর্থাৎ 'ওঁ' ইহাই পরব্রহ্মের সর্ব্বাপেক্ষা ঘনিষ্ঠ (মধুরতম) নাম ; উচ্চারণারম্ভ হইতেই যাহা জীবকে সংসার-ভয় হইতে পরিত্রাণ করে, এইজন্য তিনি 'তার' নামেও কথিত। [শ্রীধরস্বামিপাদ ভাগবতের নিজকৃত-টীকার প্রারম্ভে, ওঁকারমুখে আরম্ভ বলিয়া শ্রীমদ্ভাগবতকে 'তারাঙ্কুর' সংজ্ঞা দিয়াছেন।] অতএব শ্রীনাম সাক্ষাৎ ভগবৎস্বরূপই। অষ্টাক্ষরমন্ত্রকে উদ্দেশ করিয়া শ্রীনারদপঞ্চরাত্র স্পষ্টভাবে বলিয়াছেন,—"ইহা প্রসিদ্ধ আছে যে, ভগবান্ শ্রীনারায়ণ স্বয়ংই অষ্টাক্ষরস্বরূপে জীবের মুখে সাক্ষাৎ উদিত হন।" প্রণবকে উদ্দেশ করিয়া মাণ্ডুক্যোপনিষদেও—"চিদ্দর্শনে যাহা কিছু দৃশ্য, সমস্তই ওঁকার—'ওঁ' এই অক্ষর।" "ব্রহ্মের আর একটী আবির্ভাব—প্রণব ; তিনি পরমবস্তু বলিয়া কথিত। তিনি অপূর্ব্ব, অবাধ, অবাহ্য, পরম ও অব্যয়। তিনি সকলের আদি, মধ্য ও অন্ত। এইভাবে প্রণবকে জ্ঞাত হইয়া জীব অমৃত ভোগ করেন। সকলের হৃদয়ে অবস্থিত প্রণবকে ঈশ্বরস্বরূপ বলিয়া জানিবে। ওঁ-কারকে সর্ব্বব্যাপী বিভু অর্থাৎ বিষ্ণুস্বরূপ বলিয়া মনে করিলে বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিকে আর শোক করিতে হয় না অর্থাৎ তাঁহার আর শূদ্রত্ব থাকে না। তিনি জড়মাত্রাহীন হইয়াও অনন্তমাত্রাযুক্ত; তাঁহা হইতেই জড়ীয়-দ্বৈতজ্ঞানের উপশম হইয়া অদ্বয়জ্ঞান লাভ হয়, অতএব তিনি পরমমঙ্গল-স্বরূপ।" এস্থলে মনে করিতে হইবে না যে, পরমেশ্বরের পক্ষে অবতাররূপে ঐ সকল মঙ্গলবিধান অসম্ভব বলিয়া একটী জড়ীয় বর্ণ বা অক্ষরমাত্রের ঐরূপ উক্তিতে প্রকৃত সত্য নাই,—উহা কেবল স্তুতিরূপ মাত্র। প্রকৃতপক্ষে, পরমেশ্বরের অপরাপর অবতারের ন্যায় এই প্রণবও তাঁহার বর্ণরূপী অবতার; যেহেতু, এই অর্থ পূর্ব্বোক্ত শ্রুতিবচন-বলেই স্বীকৃত হওয়ায়, তাঁহা হইতে অভিন্ন বলিয়া তৎসম্ভাবনা-হেতু এই অর্থই ঠিক। অতএব ভগবানের নাম ও নামি-ভগবান্—পরস্পর অভিন্ন, ইহাতে সন্দেহ নাই।

ওঁ বা প্রণবই বেদের নিদানস্বরূপ মহাবাক্য। প্রতি বৈদিক মন্ত্রের আদিতে ও অন্তে প্রণব নিহিত। প্রণব—ঈশ্বরস্বরূপ। "অকারেণোচ্যতে কৃষ্ণঃ সর্ব্বলোকৈক-নায়কঃ। উকারেণোচ্যতে রাধা মকারো জীববাচকঃ।।"

'প্রণব' মহাবাক্য—তাহা করি' আচ্ছাদন ।
মহাবাক্যে করি' 'তত্ত্বমসি'র স্থাপন ॥ ১৩০ ॥

বেদাদি-শাস্ত্রে অভিধা-বৃত্তিতে কৃষ্ণই স্বীকৃত ঃ—

সর্ব্ব বেদসূত্রে করে কৃষ্ণের অভিধান ।
মুখ্যবৃত্তি ছাড়ি' কৈল লক্ষণা-ব্যাখ্যান ॥ ১৩১ ॥

নিরপেক্ষ শব্দপ্রমাণই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঃ—

স্বতঃপ্রমাণ বেদ—প্রমাণ-শিরোমণি ।
লক্ষণা করিলে স্বতঃপ্রমাণতা-হানি ॥ ১৩২ ॥

শঙ্করের ব্যাখ্যা লক্ষণা-বৃত্তিমূলা, সুতরাং কাল্পনিক ঃ—

এইমত প্রতিসূত্রে সহজার্থ ছাড়িয়া ।
গৌণার্থ ব্যাখ্যা করে সব কল্পনা করিয়া ॥" ১৩৩ ॥

প্রভুর প্রতিসূত্রের শাঙ্করভাষ্য-খণ্ডন ও
সন্ন্যাসিগণের চমৎকার ঃ—

এইমতে প্রতিসূত্রে করেন দূষণ ।
শুনি' চমৎকার হৈল সন্ন্যাসীর গণ ॥ ১৩৪ ॥

সন্ন্যাসিগণের স্বীকারোক্তি ও সাম্প্রদায়িক ভাব ঃ—

সকল সন্ন্যাসী কহে,—"শুনহ শ্রীপাদ ।
তুমি যে খণ্ডিলে অর্থ, এ নহে বিবাদ ॥ ১৩৫ ॥
আচার্য্য-কল্পিত অর্থ,—ইহা সবে জানি ।
সম্প্রদায়-অনুরোধে তত্ত্ব ইহা মানি ॥ ১৩৬ ॥

প্রভুকে অভিধা-বৃত্তিতে ব্যাখ্যা করিতে অনুরোধ ঃ—

মুখ্যার্থ ব্যাখ্যা কর, দেখি তোমার বল ।"
মুখ্যার্থে লাগা'ল প্রভু সূত্রসকল ॥ ১৩৭ ॥

প্রভুর ব্যাখ্যা—(১) ভগবান্ কৃষ্ণই 'সম্বন্ধ' ঃ—

"বৃহদ্বস্তু 'ব্রহ্ম' কহি—'শ্রীভগবান্' ।
ষড়্বিধৈশ্বর্য্যপূর্ণ, পরতত্ত্বধাম ॥ ১৩৮ ॥
স্বরূপ-ঐশ্বর্য্যে তাঁর নাহি মায়াগন্ধ ।
সকল বেদের হয় ভগবান্ সে সম্বন্ধ ॥ ১৩৯ ॥
তাঁরে 'নির্ব্বিশেষ' কহি, চিচ্ছক্তি না মানি' ।
অর্দ্ধ স্বরূপ না মানিলে পূর্ণতা হয় হানি ॥ ১৪০ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

যদয়মাত্মা", "ব্রহ্মেদং সর্ব্বং" (বৃঃ আঃ ২।৫।১), "আত্মৈবেদ্যং সর্ব্বং" (ছাঃ ৭।২৫।২), "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন" (কঠ ২।১।১১, বৃঃ আঃ ৪।৪।১৯) ইত্যাদি বাক্যগুলিকে 'মহাবাক্য' বলা একটী বিষম ভ্রম। কেন না, তন্মধ্যে প্রধান-বাক্যরূপ 'তত্ত্বমসি' বাক্যটী প্রাদেশিক মাত্র ; যেহেতু 'তত্ত্বমসি'-শব্দে যাহা উপদিষ্ট হয়, তাহা কেবল বেদের একদেশব্যাপী উপদেশ। যাহা বেদের সর্ব্বদেশব্যাপী, তাহাই মহাবাক্য, সুতরাং 'প্রণব' বই আর কোনটীই 'মহাবাক্য' হইতে পারে না। এই তত্ত্বকে আচ্ছাদন করিয়া শ্রীশঙ্করাচার্য্য 'তত্ত্বমসি'কে মহাবাক্য বলিয়াছেন। তাদৃশ কল্পিত মহাবাক্য অবলম্বনপূর্ব্বক বেদের সর্ব্বত্র মুখ্যবৃত্তি অর্থাৎ অভিধা-বৃত্তি ছাড়িয়া যে লক্ষণা বা গৌণবৃত্তিদ্বারা ব্যাখ্যান করা হইয়াছে, তাহাতে সর্ব্ববেদসূত্রের কৃষ্ণতত্ত্ব-ব্যাখ্যানকে অকারণ তিরস্কৃত করা হইয়াছে। বেদ যখন স্বতঃপ্রমাণ, তখন তাহার শব্দার্থসকলে লক্ষণা যোজনা করাই স্বতঃসিদ্ধ প্রমাণের প্রমাণতা হানি করা মাত্র।

অনুভাষ্য

১২৯। 'তত্ত্বমসি' শ্রুতি—ছাঃ উঃ ষষ্ঠ প্রঃ, ৮ম—১৬শ খঃ—"স আত্মা তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো ইতি" দৃষ্ট হয়। শঙ্কর-প্রবর্ত্তিত চারিটী বৈদিক মহাবাক্যের মধ্যে 'তত্ত্বমসি' একটী।

১৩১। "বেদে রামায়ণে চৈব পুরাণে ভারতে তথা। আদাবন্তে চ মধ্যে চ হরিঃ সর্ব্বত্র গীয়তে।।"

১৩২। আদি, ৭ম পঃ ১০৮ সংখ্যার অনুভাষ্য দ্রষ্টব্য।

১৩৩-১৩৬। মধ্য, ২৫শ পঃ ৪৬-৪৮ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৩৫। হে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, তুমি পূর্ব্বোক্ত যে বিচার দেখাইয়া শঙ্করের অর্থ খণ্ডন করিলে, তাহা নিরর্থক বিবাদ নয়, অর্থাৎ ভাগ্যবান্ ব্যক্তি তাহাই 'সত্য' বলিয়া গ্রহণ করেন।

১৩৮-১৪০। বৃহদারণ্যকে (৫।১)—"পূর্ণমদঃ" ইত্যাদি বাক্যে ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ পরতত্ত্বকে বৃহদ্বস্তু বলা হইয়াছে। পুরাণ-সকলে ভগবৎ-শব্দে সেই সকল লক্ষণ লিখিত হইয়াছে। অতএব বেদে যেখানে যেখানে 'ব্রহ্ম' বলিয়া উক্তি আছে, সেই সেই স্থলে 'শ্রীভগবান্'-শব্দ দিলেই শব্দ চরিতার্থ হয়। অতএব সম্পূর্ণ বেদে ভগবান্ই একমাত্র সম্বন্ধ। ভগবান্ নির্ব্বিশেষ গুণকে ক্রোড়ীভূত করিয়া নিত্য-সবিশেষ। তাঁহাকে 'নির্ব্বিশেষ' বলা,—তাঁহার চিচ্ছক্তি না মানা। ব্রহ্ম চিচ্ছক্তিবিশিষ্ট—সবিশেষ, অতএব অর্দ্ধস্বরূপ না মানিলে পূর্ণতার হানি হয়।

অনুভাষ্য

১৪০। শ্রীরামানুজপাদ 'বেদার্থসংগ্রহে'—"জ্ঞানেন ধর্ম্মেণ স্বরূপমপি নিরূপিতং, ন তু জ্ঞানমাত্রং ব্রহ্মেতি কথমিদমবগম্যতে ইতি চেৎ? "যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিদ্" ইত্যাদি জ্ঞাতৃত্ব-শ্রুতেঃ, "পরাহস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে", "বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াৎ" ইত্যাদি-শ্রুতিশতসমধিগতমিদং জ্ঞানস্য ধর্ম্মমাত্রত্বাদ্ধর্ম্মমাত্রস্যৈকস্য বস্তুত্বপ্রতিপাদনানুপপত্তেশ্চ। অতঃ সত্যজ্ঞানাদি-পদানি স্বার্থভূতজ্ঞানাদিবিশিষ্টমেব ব্রহ্ম প্রতিপাদয়ন্তি। তত্ত্বমিতি দ্বয়োরপি পদয়োঃ স্বার্থপ্রহাণেন নির্ব্বিশেষবস্তু-স্বরূপোপস্থাপন-পরত্বে মুখ্যার্থ-পরিত্যাগশ্চ। ঐক্যে তাৎপর্য্যনিশ্চয়ান্ন লক্ষণা-দোষঃ 'সোঽয়ং দেবদত্তঃ' ইতিবৎ। ** অপিচ অর্থভেদ-তৎ-

(২) শ্রবণাদি সাধন-ভক্তিই উপায় বা 'অভিধেয়' ঃ—

ভগবান্-প্রাপ্তি-হেতু যে করি উপায় ।
শ্রবণাদি ভক্তি—কৃষ্ণপ্রাপ্ত্যের সহায় ॥ ১৪১ ॥

সেই সর্ব্ববেদের 'অভিধেয়' নাম ।
সাধনভক্তি হৈতে হয় প্রেমের উদ্গম ॥ ১৪২ ॥

(৩) কৃষ্ণপ্রেমাই উপেয়, 'প্রয়োজন' বা পঞ্চম-পুরুষার্থ ঃ—

কৃষ্ণের চরণে যদি হয় অনুরাগ ।
কৃষ্ণবিনু অন্যত্র তার নাহি রহে রাগ ॥ ১৪৩ ॥

পঞ্চমপুরুষার্থ সেই প্রেম-মহাধন ।
কৃষ্ণের মাধুর্য্য-রস করায় আস্বাদন ॥ ১৪৪ ॥

প্রেমা হৈতে কৃষ্ণ হয় নিজ ভক্তবশ ।
প্রেমা হৈতে পায় কৃষ্ণের সেবা-সুখরস ॥ ১৪৫ ॥

সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজনই ব্রহ্মসূত্রের প্রতিপাদ্য ঃ—

সম্বন্ধ, অভিধেয়, প্রয়োজন-নাম ।
এই তিন অর্থ সর্ব্বসূত্রে পর্য্যবসান ॥" ১৪৬ ॥

সর্ব্বসূত্রের ব্যাখ্যা-শ্রবণে যতিগণের স্তব ঃ—

এইমত সর্ব্বসূত্রের ব্যাখ্যান শুনিয়া ।
সকল সন্ন্যাসী কহে বিনয় করিয়া ॥ ১৪৭ ॥

"বেদময়-মূর্ত্তি তুমি,—সাক্ষাৎ নারায়ণ ।
ক্ষম অপরাধ,—পূর্ব্বে যে কৈলুঁ নিন্দন ॥" ১৪৮ ॥

তাঁহাদের নিরন্তর কৃষ্ণনাম গ্রহণ ঃ—

সেই হৈতে সন্ন্যাসীর ফিরে গেল মন ।
'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' নাম সদা করয়ে গ্রহণ ॥ ১৪৯ ॥

প্রভুকর্ত্তৃক অপরাধ-ক্ষমা ও কৃপা ঃ—

এইমতে তাঁ-সবার ক্ষমি' অপরাধ ।
সবাকারে কৃষ্ণনাম করিলা প্রসাদ ॥ ১৫০ ॥

সকলে মিলিয়া মহাপ্রসাদ সম্মান ঃ—

তবে সকল সন্ন্যাসী মহাপ্রভুকে লৈয়া ।
ভিক্ষা করিলেন সবে, মধ্যে বসাইয়া ॥ ১৫১ ॥

ভিক্ষা করি' মহাপ্রভু আইলা বাসাঘর ।
হেন চিত্র-লীলা করে গৌরাঙ্গ-সুন্দর ॥ ১৫২ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৪১-১৪২। সেই ভগবত্তত্ত্বের চরণাশ্রয় পাইবার জন্য সর্ব্ববেদে সাধন-ভক্তিকে 'অভিধেয়' বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন। শ্রবণাদি নববিধ সাধনভক্তি হইতেই কৃষ্ণপ্রেমের উদ্গম হয়।

১৪৬। 'আমি কে? এই জড় ব্রহ্মাণ্ডই বা কি? ভগবদ্বস্তুই বা কি? এবং আমাদের পরস্পর সম্বন্ধই বা কি?'—এই চারিটী প্রশ্নের সদর্থ পাইলে 'সম্বন্ধ-জ্ঞান' হয়। সম্বন্ধজ্ঞানপ্রাপ্ত পুরুষের কর্ত্তব্য কি?—ইহা পরিজ্ঞাত হইয়া সেই কর্ত্তব্যাবলম্বনকেই সর্ব্বশাস্ত্রের 'অভিধেয়' বলিয়া জানিতে হইবে। কর্ত্তব্যানুষ্ঠানের পর যে রকম ফলপ্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহারই নাম 'প্রয়োজন'। ব্রহ্মসূত্রে এই তিন অর্থই উপদিষ্ট হইয়াছে।

ইতি অমৃতপ্রবাহ ভাষ্যে সপ্তম পরিচ্ছেদ।

অনুভাষ্য

সংসর্গবিশেষ-বোধনকৃত-পদবাক্যস্বরূপতা-লব্ধপ্রমাণভাবস্য শব্দস্য নির্ব্বিশেষ-বস্তুবোধনাসামর্থ্যান্ন নির্ব্বিশেষবস্তুনি শব্দঃ প্রমাণম্ । নির্ব্বিশেষ ইত্যাদি শব্দাস্তু কেনচিদ্বিশেষেণ বিশিষ্টতয়াবগতস্য বস্তুনো বস্ত্বন্তরাবগত-বিশেষনিষেধকতয়া বোধকাঃ।"*

১৪৯। কাশীবাসী একদণ্ডী শাঙ্করসম্প্রদায়ের সন্ন্যাসিগণের তাৎকালিক নেতা—শ্রীপ্রকাশানন্দ সরস্বতী। কেহ কেহ ভ্রমবশে ইহার সহিত শ্রীরঙ্গক্ষেত্রবাসী, পরে কাম্যবনবাসী শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতীর সাম্যপ্রয়াস করেন। বলাবাহুল্য, প্রবোধানন্দ মহীশূর-দেশাগত রঙ্গক্ষেত্রপ্রবাসী জনৈক রামানুজীয় ত্রিদণ্ডী জীয়ার স্বামী। তিনি 'শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত', 'রাধারসসুধানিধি', 'সঙ্গীত-মাধব', বৃন্দাবনশতক', 'নবদ্বীপশতক' প্রভৃতি গ্রন্থ-প্রণেতা। ব্যেঙ্কটভট্ট, তিরুমলয় ভট্ট এবং প্রবোধানন্দ ইঁহারা তিন ভ্রাতা।

** জ্ঞানদ্বারা, ধর্ম্মদ্বারা ব্রহ্মের স্বরূপ নির্ণয় হয়। 'ব্রহ্ম কেবল জ্ঞানমাত্র', এইরূপ নহে। যদি বল, ইহা কি-প্রকারে অবগত হওয়া যায়? 'যিনি সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্ববিদ্' ইত্যাদি ব্রহ্মের জ্ঞাতৃত্ব-বিষয়ক শ্রুতি, 'এই ব্রহ্মের পরাশক্তি বেদে নানাপ্রকার বলিয়া শ্রুত হইয়া থাকে', 'বিজ্ঞাতা ব্রহ্মকে কিরূপে জানা যায়'—ইত্যাদি শতশ্রুতিদ্বারা ইহা সমধিগত হয়। জ্ঞান—ধর্ম্মমাত্র, সেহেতু কেবল একটী ধর্ম্ম-মাত্রেরই বস্তুত্ব (অর্থাৎ কেবল এক জ্ঞানমাত্রেরই ব্রহ্মত্ব) প্রতিপাদন হইলে তাহা সঙ্গত হয় না। অতএব ('সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম'—এইরূপে) সত্য, জ্ঞান প্রভৃতি পদসকল স্বীয় অর্থভূত জ্ঞানাদিবিশিষ্টকেই ব্রহ্মরূপে প্রতিপাদন করে। 'তৎ' ও 'ত্বম্'—এই পদদ্বয়েরও নিজস্ব অর্থ লোপদ্বারা নির্ব্বিশেষ-বস্তুর স্বরূপ স্থাপনপর হইলে মুখ্যার্থ (অভিধা-গত অর্থ) পরিত্যাগ হয়। উঁহাদিগের একতাৎপর্য্য নিশ্চয় হওয়ায় 'সেই এই দেবদত্ত'-ন্যায়ে লক্ষণা-দোষ হয় না ('একতাৎপর্য্য'-অর্থে ত্বং-পদার্থ রূপ জীবের অন্তর্যামি-সূত্রে সর্ব্বকারণরূপ তৎ-পদার্থ পরব্রহ্মের জীবাত্মাত্বে বিরোধ হয় না)। ** আরও যে, অর্থভেদ ও তাহার সংসর্গবিশেষে প্রকাশিত, পদ ও বাক্যের স্বরূপতা হইতে যে প্রমাণরূপ শব্দ লাভ হয়, তাহাতে শব্দের নির্ব্বিশেষ-বস্তুর পরিচয়-জ্ঞাপনে সামর্থ্য না হওয়ায় নির্ব্বিশেষ বস্তুতে 'শব্দ'-প্রমাণ হয় না, বলিতে হয়। 'নির্ব্বিশেষ' ইত্যাদি শব্দ কিন্তু কোন বিশেষণদ্বারা বিশিষ্টরূপে জ্ঞাত বস্তুর সম্বন্ধে অন্য অবগত বস্তুর বিশেষের নিষেধকতা মাত্র জ্ঞাপন করে।*

অনুভাষ্য

মহাপ্রভু ইঁহাকে ১৪৩৩ শকাব্দায় চাতুর্ম্মাস্য-কালে রামানুজীয় সম্প্রদায়স্থ দেখিয়াছিলেন। আবার তাঁহার ১৪৩৫ শকাব্দায় কাশীতে তাঁহাকে শাঙ্কর-সম্প্রদায়স্থ দেখা অযৌক্তিক। শ্রীভক্তি-রত্নাকর-গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

অমৃতানুকণা—১৪৯। "কেহ কেহ মায়াবাদী কাশীবাসী প্রকাশানন্দের সহিত বৈষ্ণবাগ্রগণ্য প্রবোধানন্দের একত্ব-স্থাপনে প্রয়াস পা'ন ; আমরা কিন্তু তাঁহাদের কথা কোনও মতে বিশ্বাস করিতে পারিলাম না। কারণ, প্রকাশানন্দ-নামক মায়াবাদী কাশীবাসী সন্ন্যাসীর সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে মধ্যখণ্ডে তৃতীয় অধ্যায়ে এরূপ লিখিত আছে,—"এইরূপে নবদ্বীপে প্রভু বিশ্বম্ভর। ভক্তিমুখে ভাসে লই সর্ব্ব অনুচর।। গুপ্ত-বাক্যে তুষ্ট হই' বরাহ-ঈশ্বর। বেদপ্রতি ক্রোধ করি বলয়ে উত্তর।। কাশীতে পড়ায় বেটা 'প্রকাশানন্দ'। সেই বেটা করে মোর অঙ্গ খণ্ড খণ্ড।। বাখানয়ে—বেদ মোর, বিগ্রহ না মানে।"

"এই ঘটনা ১৪২৫ শকাব্দের পর হইতে ১৪৩০ শকাব্দের মধ্যে সংঘটিত হয়। শ্রীমন্মহাপ্রভু ১৪৩৩ শকাব্দে শ্রীরঙ্গে শুভাগমন করিয়া (শ্রীব্যেঙ্কট ভট্টাদি) ভ্রাতৃত্রয়ের মধ্যে শ্রীপ্রবোধানন্দপাদকে দেখিতে পান। তাঁহারা তৎকালে 'শ্রী'-সাম্প্রদায়িক শ্রীরামানুজীয় বৈষ্ণব ; সুতরাং বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী নিত্য শ্রীনারায়ণ-বিগ্রহের সেবক ; আর প্রকাশানন্দ—তৎকালে শঙ্কর-প্রবর্ত্তিত মায়াবাদের সেবকাগ্রণী। এই দুই ব্যক্তিকে এক করিবার চেষ্টা বা সাম্যপ্রয়াস—বাতুলতা মাত্র। ** শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামীর পরমারাধ্য পিতৃব্য ও গুরুদেবকে নিত্যসিদ্ধ ভক্তকুলচূড়ামণি না বলিয়া বিষ্ণুবৈষ্ণববিরোধী মায়াবাদী ও বদ্ধচর বলিয়া লাঞ্ছনা ও নিন্দা করিলে ভীষণ নিরয়জনক বৈষ্ণবাপরাধ হয়। ** শ্রীপাদ প্রবোধানন্দ সরস্বতী স্বীয় দৈন্য ও বিনয়ের বশবর্ত্তী হইয়া শ্রীগোপালভট্টদ্বারা তাঁহার ব্যক্তিগত কথা শ্রীচরিতামৃতে আলোচনা করিতে নিষেধ করায় ও শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী তাঁহার আদেশ লঙ্ঘন করেন নাই বলিয়াই বর্ত্তমানকালে এই বিপত্তি দেখা যাইতেছে।" ('শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্'-গ্রন্থের শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর প্রভুপাদ-কৃত 'ভূমিকা')

কেহ কেহ স্বীয় অর্ব্বাচীনতা প্রকাশ করিতে 'ভক্তমাল'-নামক সহজিয়া-গ্রন্থের উদ্ধৃতি দিয়া বলিয়া থাকেন, মহাপ্রভুই স্বয়ং শ্রীপ্রকাশানন্দের নাম 'প্রবোধানন্দ' রাখিয়া তাঁহাকে বৃন্দাবনে প্রেরণ করিয়াছিলেন। আবার কেহ কেহ উক্ত বাক্যের অপ্রামাণিকতা আরও পরিস্ফুট করিতে 'অদ্বৈতপ্রকাশ'-নামক এক অবৈধ-গ্রন্থের আশ্রয় লইয়া থাকেন,—যেখানে কাশীতে প্রকাশানন্দ নয়, প্রবোধানন্দেরই উদ্ধার বর্ণিত হইয়াছে। অথচ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর বিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা প্রামাণিক গ্রন্থ শ্রীচৈতন্য-ভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি গ্রন্থে কাশীতে প্রবোধানন্দ-উদ্ধার বা প্রকাশানন্দের কোন নাম-পরিবর্ত্তন প্রভৃতি ঘৃণাক্ষরেও দৃষ্ট হয় না। বিশেষতঃ যেস্থলে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ড ৭ম পরিচ্ছেদ ও মধ্যখণ্ড ২৫শ পরিচ্ছেদে দুইবার 'প্রকাশানন্দ-উদ্ধার' বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে, অথচ সেস্থলে ঐ প্রকার বক্তব্যের সামান্যতম আভাসও দেখা যায় না। অপরদিকে উক্ত গ্রন্থে—"শুনি' মহাপ্রভু কহে,—শুন, দবিরখাস। তুমি দুইভাই মোর পুরাতন দাস।। আজি হৈতে দুঁহার নাম 'রূপ'-'সনাতন'।" (মধ্য ১।২০৭-২০৮)—এইরূপে শ্রীরূপ-সনাতনের ক্ষেত্রে নাম-পরিবর্ত্তনের উল্লেখ স্পষ্ট দৃষ্ট হয়। সেস্থলে 'প্রকাশানন্দ-উদ্ধার' দুইবার সবিস্তারে বর্ণনাকালেও তাঁহার নাম-পরিবর্ত্তন একটী পয়ারেও প্রকাশিত না থাকায় প্রকাশানন্দের প্রবোধানন্দে রূপান্তরের কল্পনা নিতান্তই নিরর্থক। কেহ বলেন,—শ্রীপ্রবোধানন্দপাদ দৈন্যবশতঃ তাঁহার বিষয় প্রকাশ করিতে নিষেধ করায়, ঐ নাম উল্লেখিত হয় নাই। উক্ত নিষেধাজ্ঞা সন্দেহ নাই সত্য, কিন্তু সেক্ষেত্রে শ্রীপ্রবোধানন্দই পূর্ব্বে প্রকাশানন্দ হইয়া থাকিলে 'প্রকাশানন্দ-উদ্ধার'-প্রসঙ্গ তাহা হইলে প্রবোধানন্দ-সম্বন্ধেই হওয়ায় গ্রন্থকার তাহা সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখিতেন। যদি বল, উক্ত উদ্ধার-লীলা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া অবশ্য উল্লেখ্য, তাহা হইলে বক্তব্য এই যে, সে-সময় প্রকাশানন্দের নাম-পরিবর্ত্তন হইয়া থাকিলে তাহা উক্ত উদ্ধার-লীলারই অপরিহার্য্য অঙ্গ হওয়ায় তাহা কখনই অপ্রকাশ্য হইতে পারে না।

শ্রীপ্রকাশানন্দের উদ্ধারের পর মহাপ্রভুর তাঁহাকে বৃন্দাবনে প্রেরণও নিতান্তই কল্পনাভিত্তিক। প্রকাশানন্দ-উদ্ধারকালে শ্রীল সনাতন গোস্বামী কাশীতে উপস্থিত ছিলেন। মহাপ্রভু কাশী হইতে পুরী যাত্রার প্রাক্কালে তাঁহাকে বৃন্দাবনে গমনের আদেশ করিয়াছিলেন, তাহা শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর বর্ণিত উক্ত 'উদ্ধার-লীলা'য় দুইস্থলেই দেখা যায়।—"লোক-নিস্তারিয়া প্রভুর চলিতে হৈল মন। বৃন্দাবনে পাঠাইলা শ্রীসনাতন।।" (আদি ৭।১৬০) ও "সনাতনে কহিলা—তুমি যাহ বৃন্দাবন।" (মধ্য ২৫।১৭৫)। সেস্থলে মহাপ্রভু প্রকাশানন্দকে উদ্ধার করিবার পর বৃন্দাবনে প্রেরণ করিয়া থাকিলে তাহা গ্রন্থকারের গোপন করিবার কোনই কারণ থাকিতে পারে না। বরং উক্ত প্রসঙ্গ মনোযোগ-সহকারে পাঠ করিলে দেখা যায় যে, শ্রীপ্রকাশানন্দ তাঁহার সেই সজাতীয় শিষ্যগণ লইয়া গৌরপ্রেমে প্লাবিত হরিকীর্ত্তন-মুখর 'দ্বিতীয় নদীয়া নগর'-রূপে পরিণত সেই কাশীতেই পরমসুখে নাম-সঙ্কীর্ত্তন ও শ্রীমদ্ভাগবত আলোচনাতেই মগ্ন হইয়াছিলেন—"সব কাশীবাসী করে নাম-সঙ্কীর্ত্তন।। **সন্ন্যাসী, পণ্ডিত করে ভাগবত-বিচার।** বারাণসীপুর প্রভু করিলা নিস্তার।। **বারাণসী হৈল দ্বিতীয় নদীয়া নগর।।**" (মধ্য ২৫।১৫৮-১৬০)। সুতরাং সেস্থলে শ্রীতপনমিশ্রাদি গৌরভক্তগণের ন্যায় শ্রীপ্রকাশানন্দেরও কাশী-ত্যাগের কোন কারণ ছিল না।

কেহ কেহ শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ-রচিত 'শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্'-গ্রন্থের বিভিন্ন শ্লোক ও বিশেষতঃ তাঁহার 'রাধারস-সুধানিধি'-গ্রন্থের অন্তিম শ্লোকে জ্ঞানমার্গ তথা মায়াবাদের উল্লেখহেতু বিচার করিয়া থাকেন, তিনি পূর্ব্বে কাশীর মায়াবাদী প্রকাশানন্দ ছিলেন। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতে গ্রন্থকার শ্রীমন্মহাপ্রভুর অসমোর্দ্ধ মহিমা অন্বয়-ব্যতিরেকমুখে বিচার করিতে গিয়া কর্ম্মমার্গের, যোগমার্গের, স্বর্গাভিলাষের, শাস্ত্রাভ্যাসের

প্রভুর বদান্যলীলায় ভক্তগণের আনন্দ ঃ—

চন্দ্রশেখর, তপনমিশ্র, আর সনাতন ।
শুনি' দেখি' আনন্দিত সবাকার মন ॥ ১৫৩ ॥

প্রভুকে দেখিতে আইসে সকল সন্ন্যাসী ।
প্রভুর প্রশংসা করে সব বারাণসী ॥ ১৫৪ ॥

প্রভুর পদার্পণে কাশী ধন্যা ঃ—

বারাণসীপুরী আইলা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ।
পুরীসহ সর্ব্বলোক হৈল মহাধন্য ॥ ১৫৫ ॥

অসংখ্য লোকের প্রভু-দর্শন ঃ—

লক্ষ লক্ষ লোক আইসে প্রভুকে দেখিতে ।
মহাভিড় হৈল দ্বারে, নারে প্রবেশিতে ॥ ১৫৬ ॥

প্রভু যবে যান বিশ্বেশ্বর-দরশনে ।
লক্ষ লক্ষ লোক আসি' মিলে সেই স্থানে ॥ ১৫৭ ॥

স্নান করিতে যবে যা'ন গঙ্গাতীরে ।
তাহাঞি সকল লোক হয় মহাভিড়ে ॥ ১৫৮ ॥

হরিকীর্ত্তন করাইয়া প্রভুর লোকোদ্ধার ঃ—

বাহু তুলি' প্রভু বলে,—বল হরি হরি ।
হরিধ্বনি করে লোক স্বর্গমর্ত্ত্য ভরি' ॥ ১৫৯ ॥

প্রভুর কাশীত্যাগ ও শ্রীসনাতনকে বৃন্দাবনে প্রেরণ ঃ—

লোক নিস্তারিয়া প্রভুর চলিতে হৈল মন ।
বৃন্দাবনে পাঠাইলা শ্রীসনাতন ॥ ১৬০ ॥

রাত্রি-দিবসে লোকের শুনি' কোলাহল ।
বারাণসী ছাড়ি' প্রভু আইলা নীলাচল ॥ ১৬১ ॥

এই লীলা কহিব আগে বিস্তার করিয়া ।
সংক্ষেপে কহিলাঙ ইহাঁ প্রসঙ্গ পাইয়া ॥ ১৬২ ॥

পঞ্চতত্ত্বরূপে প্রভুর জগদুদ্ধার ঃ—

এই পঞ্চতত্ত্বরূপে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ।
কৃষ্ণ-নাম-প্রেম দিয়া বিশ্ব কৈল ধন্য ॥ ১৬৩ ॥

স্বয়ং এবং প্রচারকগণদ্বারা ভারতের সর্ব্বত্র নামপ্রেম প্রচার ও লোকোদ্ধার ঃ—

মথুরাতে পাঠাইল রূপ-সনাতন ।
দুই সেনাপতি কৈল ভক্তি-প্রচারণ ॥ ১৬৪ ॥

নিত্যানন্দ-গোসাঞে পাঠাইলা গৌড়দেশে ।
তেঁহো ভক্তি প্রচারিলা অশেষ-বিশেষে ॥ ১৬৫ ॥

আপনে দক্ষিণ দেশ করিলা গমন ।
গ্রামে গ্রামে কৈলা কৃষ্ণনাম-প্রচারণ ॥ ১৬৬ ॥

সেতুবন্ধ পর্য্যন্ত কৈলা ভক্তির প্রচার ।
কৃষ্ণপ্রেম দিয়া কৈলা সবার নিস্তার ॥ ১৬৭ ॥

পঞ্চতত্ত্ব-ব্যাখ্যা-শ্রবণে গৌরতত্ত্ব-জ্ঞানলাভ ঃ—

এই ত' কহিল পঞ্চতত্ত্বের ব্যাখ্যান ।
ইহার শ্রবণে হয় চৈতন্যতত্ত্ব-জ্ঞান ॥ ১৬৮ ॥

অনুভাষ্য

১৬৪-১৬৭। কৃষ্ণপ্রেমদ্বারা ভারতের সর্ব্বত্র সকলকে নিস্তার করিবার উদ্দেশে উত্তর-পশ্চিমদেশে মাথুরমণ্ডলে শ্রীরূপ-সনাতনদ্বারা, গৌড়-বঙ্গদেশে শ্রীনিত্যানন্দদ্বারা এবং স্বয়ং দক্ষিণদেশে সেতুবন্ধ পর্য্যন্ত গ্রামে গ্রামে কৃষ্ণনাম প্রচার করিয়াছিলেন।

ইতি অনুভাষ্যে সপ্তম পরিচ্ছেদ।

পুত্রকলত্রাসক্ত বিষয়িগণের, 'অহং ব্রহ্ম'বাদিগণের, তপস্বীদিগের, গয়ার কর্ম্মকাণ্ডের, কাশীর জ্ঞানকাণ্ডের প্রভৃতির তুচ্ছত্ব দেখাইয়াছেন। কখনও বা তিনি নিজকে উক্ত ভক্তিপ্রতিকূল সমস্ত আচরণাদিতে নিমগ্ন ও গৌরপ্রেম হইতে বঞ্চিত বলিয়া হৃদয়বিদারক নানা আত্মগ্লানি প্রকাশ করিয়াছেন। বৈষ্ণবোচিত দৈন্যের তাৎপর্য্য না বুঝিয়া এবং সরলান্তঃকরণের অভাবহেতু তাঁহারা উক্ত গ্রন্থকারকে শুদ্ধভক্তিপ্রতিকূল সমস্ত মার্গের নিন্দা করিতে দেখিলেও যখনই জ্ঞানমার্গের কথা নিন্দামুখে উল্লেখ করিতে দেখিয়াছেন, তখনই তাঁহাকে মায়াবাদীর কাঠগড়ায় আবদ্ধ করিয়া কাশীর প্রকাশানন্দ-রূপে চিহ্নিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাহারা এইপ্রকার আত্ম ও পরবঞ্চক!

'রাধারস-সুধানিধি'-গ্রন্থের অন্তিমশ্লোকে গ্রন্থকার মায়াবাদ-তাপসন্তপ্ত হৃদয়কে রাধারস-রূপ সুধানিধি (চন্দ্র)-দ্বারা শীতলকারী গৌরসিন্ধুর জয়গান করিয়াছেন—"স জয়তি গৌরপয়োধির্মায়াবাদতাপ-সন্তপ্তম্। হৃন্নভ উদশীতলয়দ্ যো রাধারস-সুধানিধিনা।।" 'মায়াবাদ-তাপসন্তপ্তম্'—ইহাতেই নাকি গ্রন্থকারের পূর্ব্ব 'কাশীবাসী মায়াবাদী প্রকাশানন্দ'-পরিচয় প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে। 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত'-গ্রন্থে—যাহাতে বিশেষভাবে 'প্রকাশানন্দ-উদ্ধার' বর্ণিত হইয়াছে, তাহাতে আদৌ প্রকাশানন্দের নিকট মহাপ্রভুকে 'রাধারস'-সম্বন্ধীয় কোন আলোচনাই করিতে দেখা যায় না। প্রবলভাবে নির্ব্বিশেষবিচারগ্রস্ত বিষ্ণু-বৈষ্ণব-বিদ্বেষীবর্য্যের নিকট মহাপ্রভু কেবল ব্রহ্মসূত্রের শাঙ্করভাষ্য খণ্ডনপূর্ব্বক প্রকৃত ভাষ্যরূপে শ্রীমদ্ভাগবতকেই স্থাপন করত সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজনতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়াছেন, কিন্তু ঐ সকলেরও ঊর্দ্ধে যে পরমনিগূঢ় 'রাধারস'-সম্পুট, তাহার উদ্ঘাটন করেন নাই। প্রকাশানন্দ উদ্ধারের পর মহাপ্রভু মাত্র পাঁচদিন অবস্থান করিয়া পুরী যাত্রা করিয়াছিলেন—"এইমত দিন পঞ্চ লোক নিস্তারিয়া। আর দিন চলিলা প্রভু উদ্বিগ্ন হঞা।।" (মধ্য ২৫।১৭০)। তৎপশ্চাৎ উভয়ের মধ্যে সাক্ষাৎকারের আর প্রমাণ পাওয়া যায় না। সুতরাং প্রকাশানন্দের মায়াবাদ-সন্তপ্ত হৃদয় গৌরপ্রসাদে শীতল হইয়াছিল, সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহা নিশ্চয়ই 'রাধারস'-বশতঃ নহে। অপরদিকে, মহাপ্রভু শ্রীরঙ্গমে দীর্ঘ চাতুর্ম্মাস্যকাল অবস্থানপূর্ব্বক ব্যেঙ্কটভট্ট, ত্রিমল্লভট্ট ও শ্রীপ্রবোধানন্দপাদের নিকট ভগবানের ঐশ্বর্য্যবিচার

শ্রীচৈতন্য, নিত্যানন্দ, অদ্বৈত,—তিন জন ।
শ্রীবাস-গদাধর-আদি যত ভক্তগণ ॥ ১৬৯ ॥
সবাকার পাদপদ্মে কোটি নমস্কার ।
যৈছে তৈছে কহি কিছু চৈতন্য-বিহার ॥ ১৭০ ॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ১৭১ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে পঞ্চতত্ত্বাখ্যান-নিরূপণং নাম সপ্তম-পরিচ্ছেদঃ।

অপেক্ষা মাধুর্য্যবিচারের পরাকাষ্ঠা তথা গোপিকাগণের অপার মহিমা এবং তন্মধ্যে শ্রীরাধারই কৃষ্ণবশীকারিত্ব প্রকাশ করিয়া তাঁহাদিগকে শ্রীলক্ষ্মী-নারায়ণের উপাসনা হইতে ক্রমশঃ গোপীনাথ তথা রাধানাথ-কৃষ্ণের প্রতি অনুরক্ত করাইয়াছিলেন। তৎকালে মুখে বেদ স্বীকার করিয়াও জীবের নিত্য বিষ্ণু-সেবকত্বের পরিচয় অস্বীকারদ্বারা শ্রীবিষ্ণুসেবা-বিনাশকারী মায়াবাদের যে ভীষণ প্রবলতা ছিল, এবং তাহাতে শ্রীনারায়ণ-সেবানিষ্ঠ প্রবোধানন্দপাদের যে-হৃদয় সতত সন্তপ্ত হইত, তাহা শ্রীগৌরসিন্ধু হইতে উদিত শ্রীরাধারস-চন্দ্রের কিরণে অর্থাৎ শ্রীরাধার বিষ্ণুসেবাচেষ্টার পরাকাষ্ঠা সন্দর্শনে পরমশীতল হইয়াছিল—ইহাতে কোন সংশয় নাই। সুতরাং কোনপ্রকারেই কাশীর শ্রীপ্রকাশানন্দ ও নিত্যসিদ্ধ ভগবৎ-পার্ষদ শ্রীপ্রবোধানন্দকে একীকরণের প্রয়াস সিদ্ধ হইতে পারে না।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

কথাসার—অষ্টম পরিচ্ছেদে শ্রীচৈতন্যনিত্যানন্দের মাহাত্ম্য এইরূপে বর্ণিত হইয়াছে যে, জন্মে জন্মে কৃষ্ণনাম করিলেও নামাপরাধ থাকিলে প্রেমধন লাভ হয় না। ইহাতে বুঝিতে হইবে যে, নামাপরাধীর সাত্ত্বিক বিকারাদি কেবল ছল-মাত্র। যিনি অকপটে চৈতন্য-নিত্যানন্দের নাম লইয়া আনন্দ প্রকাশ করেন, প্রভুদ্বয় তাঁহার হৃদয়কে সাক্ষাৎ নিরপরাধ করিয়াছেন। তখন তাঁহার কৃষ্ণনামে প্রেমোদ্গম হয়। শ্রীবৃন্দাবন-দাস ঠাকুর-কৃত শ্রীচৈতন্যভাগবতে তদীয় সূত্রধৃত শেষলীলা বর্ণিত হইতে বাকী ছিল, শ্রীবৃন্দাবনবাসী বৈষ্ণবগণের আজ্ঞায়, শ্রীল মদনমোহনের আজ্ঞামালা প্রাপ্ত হইয়া কবিরাজ গোস্বামী এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। (অঃ প্রঃ ভাঃ)

গৌরের ইচ্ছায় নিতান্ত অযোগ্য ব্যক্তিরও যোগ্যতা-লাভ ঃ—

বন্দে চৈতন্যদেবং তং ভগবন্তং যদিচ্ছয়া ।
প্রসভং নর্ত্ততে চিত্রং লেখরঙ্গে জড়োঽপ্যয়ম্ ॥ ১ ॥
জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গৌরচন্দ্র ।
জয় জয় পরমানন্দ নিত্যানন্দ ॥ ২ ॥
জয় জয়াদ্বৈতাচার্য্য জয় কৃপাময় ।
জয় জয় গদাধর পণ্ডিত মহাশয় ॥ ৩ ॥
জয় জয় শ্রীবাসাদি যত ভক্তগণ ।
প্রণত হইয়া বন্দোঁ সবার চরণ ॥ ৪ ॥
মূক কবিত্ব করে যাঁ-সবার স্মরণে ।
পঙ্গু গিরি লঙ্ঘে, অন্ধ দেখে তারাগণে ॥ ৫ ॥

পঞ্চতত্ত্বের মাহাত্ম্য না মানিয়া পৃথক্ বুদ্ধিতে গৌর বা কৃষ্ণপূজা ঘোর অপরাধ ঃ—

এ-সব না মানে যেই পণ্ডিতসকল ।
তা-সবার বিদ্যাপাঠ ভেক-কোলাহল ॥ ৬ ॥
এই সব না মানে যেবা, করে কৃষ্ণভক্তি ।
কৃষ্ণ-কৃপা নাহি তারে, নাহি তার গতি ॥ ৭ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১। যে ভগবান্ চৈতন্যদেবের ইচ্ছায় আমি মূর্খ চিত্র-পুত্তলিকার ন্যায় হইয়াও হঠাৎ এই গ্রন্থ-লিখনরূপ নৃত্যকার্য্য আরম্ভ করিয়াছি, তাঁহাকে বন্দনা করি।

৭। এই সব—এই পঞ্চতত্ত্ব না মানিয়া যাঁহারা কৃষ্ণভক্তি করেন, তাঁহাদের প্রতি কৃষ্ণকৃপা হয় না।

অনুভাষ্য

১। যদিচ্ছয়া (যৎ যস্য চৈতন্যদেবস্য ইচ্ছয়া) অয়ম্ (অহং কৃষ্ণদাসঃ) জড়োঽপি (জড়সদৃশোঽপি) লেখরঙ্গে (গ্রন্থরচন-ক্রীড়াকার্য্যে) প্রসভং (হঠাৎ) চিত্রম্ (আশ্চর্য্যং যথা স্যাৎ তথা) নর্ত্ততে, তং [কৃপাময়ং] ভগবন্তং চৈতন্যদেবম্ [অহং] বন্দে (প্রণমামি)।

৭। তারে—তাহার প্রতি।

পূর্ব্বে যেন জরাসন্ধ-আদি রাজাগণ ।
বেদধর্ম্ম করি' করে বিষ্ণুর পূজন ॥ ৮ ॥

কৃষ্ণভক্তি বিনা গৌরভক্তি, গৌরভক্তি বিনা কৃষ্ণভক্তি—অভক্তি ঃ—

কৃষ্ণ নাহি মানে, তাতে দৈত্য করি' মানি ।
চৈতন্য না মানিলে তৈছে দৈত্য তারে জানি ॥ ৯ ॥

প্রভুর সন্ন্যাসলীলার হেতু ঃ—

'মোরে না মানিলে সব লোক হবে নাশ ।'
ইথি লাগি' কৃপার্দ্র প্রভু করিল সন্ন্যাস ॥ ১০ ॥
সন্ন্যাসি-বুদ্ধ্যে মোরে করিবে নমস্কার ।
তথাপি খণ্ডিবে দুঃখ, পাইবে নিস্তার ॥ ১১ ॥

মহাবদান্য গৌরে অভক্তি—আসুর-বৃত্তি ঃ—

হেন কৃপাময় চৈতন্য না ভজে যেই জন ।
সর্ব্বোত্তম হইলেও তারে অসুরে গণন ॥ ১২ ॥

গৌর-নিত্যানন্দের ভজননিমিত্ত সকলকে কবিরাজ গোস্বামীর সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ ঃ—

অতএব পুনঃ কহোঁ ঊর্দ্ধবাহু হঞা ।
চৈতন্য-নিত্যানন্দ ভজ কুতর্ক ছাড়িয়া ॥ ১৩ ॥

প্রত্যক্ষ ও অনুমানবাদী তার্কিককেও উপদেশ ঃ—

যদি বা তার্কিক কহে,—'তর্ক সে প্রমাণ ।
তর্কশাস্ত্রে সিদ্ধ যেই, সেই সেব্যমান ॥' ১৪ ॥

গৌরের দয়া সমস্ত দয়া অপেক্ষা অধিকতর চমৎকার ঃ—

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-দয়া করহ বিচার ।
বিচার করিলে চিত্তে পাবে চমৎকার ॥ ১৫ ॥

অপরাধ থাকিলে অসংখ্যবার কৃষ্ণের শ্রবণ-কীর্ত্তন বৃথা ঃ—

বহু জন্ম করে যদি শ্রবণ, কীর্ত্তন ।
তবু ত' না পায় কৃষ্ণপদে প্রেমধন ॥ ১৬ ॥

অনুভাষ্য

৯। যেরূপ বিষ্ণুপরতত্ত্ব স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণের ভজন পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার প্রতি বিদ্বেষ বা ঔদাসীন্যবশতঃ জরাসন্ধাদির বেদমন্ত্রে বিষ্ণুপূজাও আসুর-ধর্ম্মেই পর্য্যবসিত হইয়াছিল, তদ্রূপ অণুচিদ্ধর্ম্ম বা চৈতন্যদাস্য বিস্মৃত হইয়া জীবের যে বিষ্ণুপূজার চেষ্টা, উহাও উৎপাতময় আসুর-ধর্ম্ম বা অবৈষ্ণবতা মাত্র।

১১। শ্রীচৈতন্যচন্দ্র শ্রীরাধাকৃষ্ণতত্ত্ব হইতে অভিন্ন বস্তু। যে-সকল লোক অজ্ঞতাবশতঃ নিজ নিজ ভোগময় জড়াসক্তির সহিত শ্রীগৌরসুন্দরের লীলাসমূহকে তুল্য মনে করিয়া তাঁহাকে বুঝিতে অক্ষম হইয়াছিল, তাহাদের অসুবিধা চিন্তা করিয়া শ্রীগৌরহরি স্বয়ং লোকচক্ষে যতিধর্ম্ম গ্রহণপূর্ব্বক নির্ব্বোধ জনগণের প্রতি দয়া প্রকাশ করিলেন।

১২। "জীব কেবলমাত্র কৃষ্ণভজন কর"—শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের এতাদৃশ দয়া উপলব্ধি করিতেও যাহারা অক্ষম, তাহারা যতই কেন জগতে শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিষয়িগণের আদরের বস্তু হউক না, নিশ্চয়ই অসুর অর্থাৎ বিষ্ণুভক্তি-রহিত অবৈষ্ণব। কৃষ্ণভজন ত্যাগ করিয়া চৈতন্য-ভজনে শ্রীচৈতন্যের দয়া নাই—সেই ভজন কলিজাত কাল্পনিক। তদ্রূপ নিরীশ্বর স্মার্ত্ত বা পঞ্চোপাসক-সমাজের অনুগমনে ক্ষুদ্র নশ্বর স্বার্থসিদ্ধির জন্য বিষ্ণুপূজা-প্রয়াসকারীর কৃষ্ণ-চৈতন্যাত্মক ষট্‌তত্ত্বের একটী পরিত্যাগ করিয়া অন্য একটীর প্রতি শ্রদ্ধা বা পূজা, অথবা কৃষ্ণচৈতন্যপ্রভুকে সামান্য মর্ত্ত্যজীবশ্রেষ্ঠ জ্ঞানে কৃষ্ণের সহিত ভেদবুদ্ধিতে গৌরনাম, গৌরমন্ত্র ও গৌরশক্তির প্রতি যে অশ্রদ্ধা, তাহাও আসুরধর্ম্ম অর্থাৎ তত্ত্ববিরুদ্ধ কলিজাত কল্পনামাত্র।

১৪-১৫। মানবগণ নিজ নিজ ভোগময়ী সঙ্কীর্ণ-বুদ্ধিবলে দয়ার এক একটী আদর্শ কল্পনা করেন ; পরন্তু শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের দয়া সেই প্রকার নহে।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৬। দশবিধ নামাপরাধযুক্ত পুরুষ যদিও বহুজন্ম শ্রবণ ও কীর্ত্তন করেন, তথাপি কৃষ্ণপদে প্রেমধন লাভ করেন না।

অনুভাষ্য

তর্কশাস্ত্র পাঠ করিয়া মানবের ধারণা হয় যে, তর্কের তুল্য স্বরূপনির্দ্ধারণ ও সত্যোদ্ঘাটনে সামর্থ্যবিশিষ্ট অন্য কোন বৃত্তি নাই ; সুতরাং তর্কের হস্তে পড়িয়া জীবের তর্কই একমাত্র পৃষ্ঠপোষক ও পালকের স্থান অধিকার করে ; কিন্তু যে ভিত্তির উপর তর্ক প্রতিষ্ঠিত, তাহার সূক্ষ্ম আলোচনা করিলে বুদ্ধিমান্ জীব জানিতে পারেন যে, তাঁহার লৌকিক জ্ঞানেন্দ্রিয়সমূহ ভগবদ্বিষয়ের অনুধাবন করিতে কত দুর্ব্বল, কতদূর অক্ষম ও অভাববিশিষ্ট! অনেকসময় সে অসত্যকেই তর্কসিদ্ধ সত্য বলিয়া স্থির করে মাত্র ; তজ্জন্য (পরিণামে) কুতর্কফলে তাহার শৃগালযোনি লাভ ঘটে।

তাহা সত্ত্বেও যাঁহারা প্রধানতঃ প্রত্যক্ষ ও অনুমানকেই ভিত্তি বা সম্বল করিয়া বিষয়ের যাথার্থ-নির্দ্ধারণে প্রস্তুত, তাঁহাদিগকেও কবিরাজ গোস্বামী সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন যে, যাঁহাদের দৃষ্টি আছে, বিচার-শক্তি আছে, যাঁহারা সর্ব্ববিধ দয়ার যাবতীয় চিত্র অনুভব করিয়াছেন বা দেখিবার সামর্থ্য ও সুযোগ লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা সকলপ্রকার দয়ার তালিকা করিয়া শ্রীগৌরহরির দয়ার সহিত তুলনা করিলে জানিতে পারিবেন যে, শ্রীগৌরহরির দয়া কোন সৃষ্টবস্তুতে বা সৃষ্টিকর্ত্তাতে বা অবতারাবলীতে বা অবতারীর মধ্যেও (কৃষ্ণেও) নাই। উদার-বিগ্রহ গৌরহরির দয়া অবশ্যই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিস্ময় ও চমৎকারিতা আনয়ন করে।

১৬। শ্রীচৈতন্যচরণ আশ্রয় না করিয়া যদি কেহ শ্রবণ-

কৃষ্ণে প্রেমভক্তি—সুদুর্ল্লভা ঃ—

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু (১।১।৩৬)-ধৃত তন্ত্রবচন—

জ্ঞানতঃ সুলভা মুক্তির্ভুক্তির্যজ্ঞাদিপুণ্যতঃ ।
সেয়ং সাধনসাহস্রৈর্হরিভক্তিঃ সুদুর্ল্লভা ॥ ১৭ ॥

জীবের ভাব ও রতির পূর্ব্ব পর্য্যন্তই কৃষ্ণের মুক্তিপ্রদান, রতি দেখিলে প্রেমভক্তিপ্রদান ঃ—

কৃষ্ণ যদি ছুটে ভক্তে ভুক্তি মুক্তি দিয়া ।
কভু ভক্তি না দেন রাখেন লুকাইয়া ॥ ১৮ ॥

কৃষ্ণের সহিত রস-সম্বন্ধ না হইলে মুক্তিমাত্র-লাভ ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবত (৫।৬।১৮)—

রাজন্ পতির্গুরুরলং ভবতাং যদূনাং
দৈবং প্রিয়ঃ কুলপতিঃ ক্ব চ কিঙ্করো বঃ ।
অস্ত্বেবমঙ্গ ভজতাং ভগবান্ মুকুন্দো
মুক্তিং দদাতি কর্হিচিৎ স্ম ন ভক্তিযোগম্ ॥ ১৯ ॥

কিন্তু উদারবিগ্রহ গৌরসুন্দরের আ-পামরে প্রেমভক্তি প্রদান-লীলা ঃ—

হেন প্রেম শ্রীচৈতন্য দিলা যথা তথা ।
জগাই মাধাই পর্য্যন্ত—অন্যের কা কথা ॥ ২০ ॥
স্বতন্ত্র ঈশ্বর প্রেম—নিগূঢ়-ভাণ্ডার ।
বিলাইল যারে তারে, না কৈল বিচার ॥ ২১ ॥

গৌর-নিতাইর সেবাতেই কৃষ্ণপ্রেমোদয় ঃ—

অদ্যাপিহ দেখ চৈতন্য-নাম যেই লয় ।
কৃষ্ণপ্রেমে পুলকাশ্রু-বিহ্বল সে হয় ॥ ২২ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৭। জ্ঞানচেষ্টাদ্বারা সহজে মুক্তি হয়, যজ্ঞাদিপুণ্যদ্বারা স্বর্গভোগাদি সুলভ হয় ; কিন্তু সহস্র সহস্র সাধন করিলেও সহজে হরিভক্তি লাভ হয় না। তাৎপর্য্য এই যে, সাধনের সহিত আরও কিছু প্রক্রিয়া (শুদ্ধভক্তের দাস্য ও সম্বন্ধ-জ্ঞান) আছে, তাহা অবলম্বন করিলে হরিভক্তি লাভ হয়।

১৮। ভক্তগণ যদি ভুক্তি-মুক্তি আশা করেন, কৃষ্ণ শুদ্ধভক্তি-তত্ত্বকে লুক্কায়িত রাখিয়া তাঁহাদিগকে ভুক্তি-মুক্তি দিয়া অবসর লাভ করেন। 'ছুটে'—ছাড়িয়া যান।

অনুভাষ্য

কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তি আশ্রয় করেন, তাহা হইলে বহুজন্মেও তাঁহার কৃষ্ণপ্রেমপ্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের শিক্ষানুসারে যাঁহারা তৃণ হইতেও সুনীচ, তরু অপেক্ষাও সহ্যগুণবিশিষ্ট, স্বয়ং অমানী হইয়া অপরকে মান দিয়া কোনপ্রকার প্রাকৃত অভিমানে ব্যস্ত হন না, তাঁহারা দশাপরাধের হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া কৃষ্ণনাম অনুক্ষণ গ্রহণ করিতে সমর্থ হন ও প্রেমলাভ করেন।

তাৎপর্য্য এই যে, জীব—কৃষ্ণসেবাবিমুখ। জড়েন্দ্রিয়ের তৃপ্তি বা নশ্বর স্বার্থের সিদ্ধির নিমিত্ত জড়েন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুবিশেষের সংজ্ঞা বা সাধারণ জড়ীয় অক্ষরের ন্যায় বাচক ও বাচ্যরূপ কৃষ্ণনাম ও নামি-কৃষ্ণের মধ্যে ভেদবুদ্ধি স্থাপনপূর্ব্বক আপনাকে শ্রীনামপ্রভুর নিত্যদাস না জানিয়া অসংখ্যবার অপরাধযুক্ত নামাদির উচ্চারণ করিলেও শুদ্ধ-সাধনভক্তি-লভ্য কৃষ্ণপ্রেমা লাভ করিতে পারিবে না। হঃ ভঃ বিঃ ১১শ বিঃ, ২৮৯ শ্লোক-ধৃত পাদ্মবচন—"নামৈকং যস্য বাচি স্মরণপথগতং শ্রোত্রমূলং গতং বা, শুদ্ধং বাশুদ্ধবর্ণং ব্যবহিতরহিতং তারয়ত্যেব সত্যম্। তচ্চেদ্দেহদ্রবিণ-জনতা-লোভ-পাষণ্ড-মধ্যে, নিক্ষিপ্তং স্যান্ন ফলজনকং শীঘ্রমেবাত্র বিপ্র।।' ভঃ রঃ সিঃ পূর্ব্ব ২য় লঃ—"অতঃ

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৯। নারদ কহিলেন,—হে বৎস যুধিষ্ঠির! ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র তোমাদের ও যদুদের সম্বন্ধে কখনও পতি, গুরু, দেবতা, প্রিয়-বন্ধু, কুলপতি, কখনও বা কিঙ্করও হন। এস্থলে ইহাই জ্ঞাতব্য যে, ভজনশীল লোকদিগকে মুকুন্দ সহজে 'মুক্তি' দান করেন ; কিন্তু ভজনে যাঁহার কোনপ্রকার নিষ্ঠাচাতুর্য্য আছে, তাহা দেখিলে সেই ভক্তকে 'ভক্তিযোগ' দেন।

২১-২২। শ্রীচৈতন্য-অবতারের এই এক আশ্চর্য্য বিশেষ যে, যে কেহ তাঁহার নিকটস্থ হইবে, তাঁহাকে পাত্রাপাত্র বিচার না করিয়াই নিগূঢ় প্রেমভাণ্ডার দিয়া থাকেন, যেহেতু তিনি স্বতন্ত্র ঈশ্বর। আরও দেখ, চৈতন্যচন্দ্র জগদ্গুরুরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। অপরাধী হউক্ বা নিরপরাধই হউক্, হে গৌরাঙ্গ! হে কৃষ্ণচৈতন্য!' বলিয়া যে শরণাগত হইয়া তাঁহাকে আহ্বান করে, কৃষ্ণপ্রেমের পুলকাশ্রুতে সে বিহ্বল হইয়া পড়ে।

অনুভাষ্য

শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ। সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ।।"

১৭। জ্ঞানতঃ (স্বরূপজ্ঞানেন) [কর্ম্মবন্ধাৎ] মুক্তিঃ, যজ্ঞাদি-পুণ্যতঃ (যজ্ঞেশ্বর-সেবাজনিত-সৌভাগ্যেন) ভুক্তিঃ সুলভা চ। সাধনসাহস্রৈঃ (অন্যাভিলাষিতাযুক্তৈঃ কর্ম্মজ্ঞানাদ্যাবৃতৈঃ প্রচুর-সাধনৈঃ) সা ইয়ং হরিভক্তিঃ সুদুর্ল্লভা।

১৯। ঋষভদেবের চরিত্র বর্ণন-প্রসঙ্গে পরীক্ষিতের প্রতি শুকদেবের বাক্য,—

হে রাজন্, ভগবান্ মুকুন্দঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) ভবতাং (পাণ্ডবানাং) যদূনাং চ পতিঃ (অধীশ্বরঃ পালকঃ), গুরুঃ (উপদেষ্টা), দৈবং (উপাস্যবিগ্রহঃ), প্রিয়ঃ (আত্মা), কুলপতিঃ ; ক্ব চ (কদাচিৎ দৌত্যাদিষু) বঃ (যুষ্মাকং পাণ্ডবানাং) কিঙ্করঃ (আজ্ঞাবহঃ) চ। হে অঙ্গ, এবম্ অস্তু, [তথাপি স ভগবান্] ভজতাং (জনানাং,

নিত্যানন্দ বলিতে হয় কৃষ্ণপ্রেমোদয় ।
আউলায় সকল অঙ্গ, অশ্রু-গঙ্গা বয় ॥ ২৩ ॥

অপরাধ-সত্ত্বে মুক্তকুলের উপাস্য শ্রীকৃষ্ণনামের উদয়াভাব ঃ—

'কৃষ্ণনাম' করে অপরাধের বিচার ।
কৃষ্ণ বলিলে অপরাধীর না হয় বিকার ॥ ২৪ ॥

অপরাধীর পাষাণ-হৃদয়ে ভাব শুদ্ধ নহে, কৃত্রিম মাত্র ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবত (২।৩।২৪)—

তদশ্মসারং হৃদয়ং বতেদং, যদ্‌গৃহ্যমাণৈর্হরিনামধেয়ৈঃ ।
ন বিক্রিয়েতাথ যদা বিকারো, নেত্রে জলং গাত্ররুহেষু হর্ষঃ ॥২৫॥

স্বপ্রকাশ নামপ্রভুর জিহ্বায় উদিত হইয়া কৃষ্ণপ্রেম-প্রদান ঃ—

এক 'কৃষ্ণনামে' করে সর্ব্বপাপ নাশ ।
প্রেমের কারণ ভক্তি করেন প্রকাশ ॥ ২৬ ॥

শুদ্ধনামের ফল কৃষ্ণপ্রেমার লক্ষণ ঃ—

প্রেমের উদয়ে হয় প্রেমের বিকার ।
স্বেদ-কম্প-পুলকাদি গদ্গদাশ্রুধার ॥ ২৭ ॥
অনায়াসে ভবক্ষয়, কৃষ্ণের সেবন ।
এক কৃষ্ণনামের ফলে পাই এত ধন ॥ ২৮ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২৪। নামাপরাধ—যথা, পাদ্মে—(১) সতাং নিন্দা, (২) শ্রীবিষ্ণুসকাশাৎ শিবনামাদেঃ স্বাতন্ত্র্যমননম্, (৩) গুর্ব্ববজ্ঞা, (৪) শ্রুতি-তদনুযায়িশাস্ত্রনিন্দা, (৫) হরিনাম-মহিম্নি অর্থবাদমাত্র-মেতদিতি মননম্, (৬) তত্র প্রকারান্তরেণার্থকল্পনম্, (৭) নামবলেন পাপপ্রবৃত্তিঃ, (৮) অন্যশুভক্রিয়াভির্নাম্নাং সাম্যমননম্, (৯) অশ্রদ্দধানে বিমুখে চ নামোপদেশঃ, (১০) শ্রুতেঽপি নাম্নাং মাহাত্ম্যে তত্রাপ্রীতির্হি। (বিস্তৃত ব্যাখ্যা অনুভাষ্যে দেখ) এই দশটী অপরাধ থাকিলে কৃষ্ণ কৃপা করেন না। অপরাধী ব্যক্তির কৃষ্ণ-নামে প্রকৃত সাত্ত্বিক বিকারাদি হয় না।

অনুভাষ্য

সকামভক্তেভ্য ইতি যাবৎ) মুক্তিং দদাতি, কর্হিচিৎ (কদাপি) [তেভ্যঃ] ভক্তিযোগং ন দদাতি স্ম।

২০। জগাই-মাধাইর ন্যায় পাপিষ্ঠ ও দুর্নীতিপরায়ণ ব্যক্তিও গৌরকৃপা লাভ করিলে পাপ বা দুর্নীতি পরিত্যাগপূর্ব্বক কোন-দিন শ্রীকৃষ্ণপ্রেমা লাভ করিবেন।

২৪। দশ-নামাপরাধ-সম্বন্ধে মূল-শ্লোক—(১) "সতাং নিন্দা নাম্নঃ পরমপরাধং বিতনুতে, যতঃ খ্যাতিং যাতং কথমু সহতে তদ্বিগর্হাম্। (২) শিবস্য শ্রীবিষ্ণোর্য ইহ গুণনামাদি-সকলং, ধিয়া ভিন্নং পশ্যেৎ স খলু হরিনামাহিতকরঃ।। (৩) গুরোরবজ্ঞা (৪) শ্রুতিশাস্ত্রনিন্দনং (৫) তথার্থবাদো (৬) হরিনাম্নি কল্পনম্। (৭) নাম্নো বলাদ্ যস্য হি পাপবুদ্ধির্ন বিদ্যতে তস্য যমৈর্হি শুদ্ধিঃ।। (৮) ধর্ম্ম-ব্রত-ত্যাগ-হুতাদি-সর্ব্বশুভক্রিয়া-সাম্যমপি প্রমাদঃ। (৯) অশ্রদ্দধানে বিমুখেঽপ্যশৃণ্বতি যশ্চোপদেশঃ শিবনামাপরাধঃ।। (১০) শ্রুতেঽপি নাম-মাহাত্ম্যে যঃ প্রীতিরহিতো নরঃ। অহং-মমাদি-পরমো নাম্নি সোঽপ্যপরাধকৃৎ।।"

(১) সাধুবর্গের নিন্দা শ্রীনামের নিকট পরম অপরাধ বিস্তার করে ; যে-সকল নামপরায়ণ সাধু হইতে জগতে কৃষ্ণনাম-মহিমা প্রসিদ্ধি লাভ করেন (প্রচারিত হন), শ্রীনামপ্রভু সেইসকল সাধুগণের নিন্দা কি-প্রকারে সহ্য করিবেন? অতএব সাধুনিন্দা—

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২৫। হরিনাম গ্রহণ করিলে যাহার হৃদয়ে বিকার, নেত্রে জল ও গাত্রে রোমাঞ্চ না হয়, তাহার হৃদয় প্রস্তরময় অর্থাৎ কঠিন অপরাধদ্বারা তাহার হৃদয় কঠিন হইয়াছে, নামে গলিত হয় না।

২৬। প্রেমের উদয়কারী যে সাধনভক্তি, তাহা প্রকাশ করেন।

অনুভাষ্য

নামাপরাধ, (২) এই সংসারে মঙ্গলময় শ্রীবিষ্ণুর নাম, রূপ, গুণ ও লীলাদিতে যে ব্যক্তি বুদ্ধিদ্বারা পরস্পর ভেদ দর্শন করে, অর্থাৎ প্রাকৃত বস্তুর ন্যায় শ্রীবিষ্ণুর নাম, রূপ, গুণ ও লীলা নামী শ্রীবিষ্ণু হইতে ভিন্ন,—এইরূপ বুদ্ধি করে ; অথবা, শিবাদি দেবতাকে প্রতিদ্বন্দ্বিজ্ঞানে শ্রীবিষ্ণু হইতে স্বতন্ত্র বা অভিন্ন দর্শন করে, তাহার সেই নামের ছলে নামাপরাধ নিশ্চয়ই অহিতকর, (৩) নামতত্ত্ববিৎ গুরুকে প্রাকৃত ও মর্ত্ত্যবুদ্ধিমূলে অসূয়া, (৪) বেদ ও সাত্বত-পুরাণাদির নিন্দা, (৫) হরিনাম-মাহাত্ম্যকে অতি-স্তুতি, (৬) ভগবন্নাম-সমূহকে কল্পনা বলিয়া মনে করা নামাপরাধ, (৭) যাহার নামবলে পাপাচরণে বুদ্ধি হয়, বহু যম, বহু নিয়ম, ধ্যান ধারণাদি কৃত্রিম যোগ-প্রক্রিয়াদ্বারা সেই অপরাধীর নিশ্চয়ই শুদ্ধি হয় না, (৮) ধর্ম্ম, ব্রত, ত্যাগ, হোমাদি প্রাকৃত-শুভকর্ম্মের সহিত অপ্রাকৃত নাম-গ্রহণকে সমান বা তুল্য জ্ঞান করাও অনবধান বা প্রমাদ,—উহাও নামাপরাধ, (৯) শ্রদ্ধাহীন বা নামশ্রবণে বিমুখ ব্যক্তিকে যে উপদেশ দান, তাহা মঙ্গলময় শ্রীনামের নিকট অপরাধ ; (১০) যে ব্যক্তি নামের অদ্ভুত মাহাত্ম্য শুনিয়াও 'আমি' ও 'আমার' এইরূপ দেহাত্মবুদ্ধি-বিশিষ্ট হইয়া শ্রীনাম-গ্রহণ-শ্রবণে প্রীতি বা আদর প্রদর্শন করে না, সেও নামাপরাধী।

২৫। শ্রীসূতমুখে শ্রীশুক-পরীক্ষিৎ-সংবাদ শ্রবণ করিতে করিতে ঋষিগণ আরও অধিক শ্রবণ করিতে অভিলাষী হইয়া হরিকথাশ্রবণ-বিমুখ জনগণের গর্হণ-প্রসঙ্গে শ্রীসূতের প্রতি শৌনক-বাক্য,—

নামাপরাধীর অসংখ্যবার শ্রবণ-কীর্ত্তন নিরর্থক ঃ—

হেন কৃষ্ণনাম যদি লয় বহুবার ।
তবু যদি প্রেম নহে, নহে অশ্রুধার ॥ ২৯ ॥
তবে জানি, অপরাধ তাহাতে প্রচুর ।
কৃষ্ণনাম-বীজ তাহে না করে অঙ্কুর ॥ ৩০ ॥

গৌর-নিতাই বা তাঁহাদের নামে অপরাধের বিচার নাই ঃ—

চৈতন্য-নিত্যানন্দে নাহি এসব বিচার ।
নাম লৈতে প্রেম দেন, বহে অশ্রুধার ॥ ৩১ ॥

মহাবদান্য গৌরের ভজন ব্যতীত আর গতি নাই ঃ—

স্বতন্ত্র ঈশ্বর প্রভু অত্যন্ত উদার ।
তাঁরে না ভজিলে কভু না হয় নিস্তার ॥ ৩২ ॥

ব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবত-শ্রবণেই জীবের চরম মঙ্গল ঃ—

ওরে মূঢ় লোক, শুন চৈতন্যমঙ্গল ।
চৈতন্য-মহিমা যাতে জানিবে সকল ॥ ৩৩ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৩১। যদি কেহ চৈতন্য-নিত্যানন্দকে শ্রদ্ধা করিয়া আশ্রয় করেন, তাহা হইলে তাঁহার ক্ষণকালেই পূর্ব্বাপরাধসকল মার্জ্জিত হয় এবং তাঁহার মুখে কৃষ্ণনামের উদয় হইতে হইতেই তিনি প্রেম দেন।

অনুভাষ্য

যৎ হৃদয়ং গৃহ্যমাণৈঃ (কীর্ত্যমানৈরপি) হরিনামধেয়ৈঃ ন বিক্রিয়েত, বত (অহো!) তৎ ইদং হৃদয়ং অশ্মসারং (নামাপরাধবশাৎ অশ্মবৎ পাষাণখণ্ডতুল্যঃ সারো যস্য তৎ, কঠিনমেব)। অথ যদা বিকারো ভবতি, [তদা] নেত্রে জলং (অশ্রু) গাত্ররুহেষু হর্ষঃ (রোমাঞ্চঃ) ভবতি। (অতিগম্ভীরাণাং মহাভাগবতানাং হরিনামভিঃ চিত্তদ্রবেঽপি বহিরশ্রুপুলকাদীনাম্ অদর্শনাৎ কৃত্রিমাভ্যাসানুকারপরাণাং পিচ্ছিলচিত্তানাং জড়ীয়-প্রতিষ্ঠাভিলাষিণাং সত্ত্বাভাসাদ্যভাবেঽপি বহিঃ কপটাশ্রুপুলকদয়ো দৃশ্যন্তে। অতএব বহুনামগ্রহণেঽপি কনিষ্ঠাধিকারিণাং বিষয়ভোগপ্রবণত্বাৎ কৃত্রিমচিত্তদ্রবভাবো নামাপরাধ-লিঙ্গমেবেতি সন্দর্ভঃ)।

শ্রীমদ্ভাগবতের গৌড়ীয়-ভাষ্যে শ্রীল বিশ্বনাথ-চক্রবর্ত্তি-টীকা, তথ্য ও বিবৃতি দ্রষ্টব্য।

৩১। শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দাশ্রিত জন "তৃণাদপি" শ্লোকানুসারে নিষ্কপট হইয়া শুদ্ধনামগ্রহণ করিলেই তাঁহাদের প্রেমাশ্রুপাত হইতে দেখা যায়।

কৃষ্ণনাম অপরাধের বিচার করেন, গৌর-নিত্যানন্দের নামে অপরাধের বিচার নাই। অপরাধী কৃষ্ণনাম গ্রহণ করিলে কখনই নাম-ফল (কৃষ্ণপ্রেমা) লাভ করেন না। গৌর-নিত্যানন্দের নামগ্রহণকারী অপরাধী থাকাকালেও নাম করিতে করিতে অপরাধমোচনান্তে নাম-ফল লাভ করেন। ইহার বিচার ও সিদ্ধান্ত এই যে,—গৌরনিত্যানন্দের নিকট কৃষ্ণবিমুখ সাধক কৃষ্ণোন্মুখ হইবার জন্য গমন করেন। আর সাধনসিদ্ধ, অনর্থমুক্ত কৃষ্ণোন্মুখের উচ্চার্য্য কৃষ্ণনাম অনর্থযুক্ত অবস্থায় কখনই ফল (কৃষ্ণপ্রেমা) প্রদান করে না। গৌর-নিত্যানন্দ অনর্থযুক্ত জীবেরও সেব্যবস্তু হওয়ায় তাঁহাদের সেবা ভাগ্যহীন জীবের কৃষ্ণসেবা অপেক্ষা অধিকতর প্রয়োজনীয়। সাধক শিক্ষার অপ্রাপ্তিতে সিদ্ধাভিমানে কৃষ্ণনামের সেবা করিতে উদ্যত হইলে তাহার অনর্থই আসিয়া উপস্থিত হয় ; কিন্তু নিতাই-গৌরের ভজনে সিদ্ধাভিমানের ছলনা না রাখিয়া অনর্থযুক্ত অবস্থায়ও জগদ্গুরু শিক্ষকদ্বয়ের নিকট উপস্থিত হইলে তাঁহারা তাহাদিগকে অনর্থমুক্ত করাইয়া তাঁহাদিগের স্বয়ংরূপ ও স্বয়ংপ্রকাশের স্বরূপ উপলব্ধি করান। তাহাতেই জীবের স্বরূপজ্ঞানের উদয় হয়।

কৃষ্ণনাম ও গৌরনাম,—উভয়ই নামীর সহিত অভিন্ন। কৃষ্ণকে গৌর অপেক্ষা লঘু বা সঙ্কীর্ণ বলিয়া জানিলে, উহাকে অবিদ্যার কার্য্য বলিয়া জানিতে হইবে। প্রকৃতপক্ষে জীবের প্রয়োজন-বিচারে শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের নাম গ্রহণের উপযোগিতা অধিকতর। শ্রীগৌরনিত্যানন্দ উদার এবং ঔদার্য্যের অভ্যন্তরে মধুর। কৃষ্ণের উদারতা—কেবল মুক্ত, সিদ্ধ ও আশ্রিতজনগণের উপর ; গৌর-নিত্যানন্দের ঔদার্য্য-স্রোতে অনর্থযুক্ত অপরাধী জীব ভোগময় অপরাধের হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া গৌর-কৃষ্ণের পাদপদ্ম লাভ করেন।

৩২। 'শ্রীচৈতন্যভজন' বলিতে কৃষ্ণ ত্যাগ করিয়া রাধা-কৃষ্ণেতর গৌর-ভজন বুঝায় না। তাদৃশ কল্পিত ভজনরূপ মায়ার দাস্যে কৃষ্ণপ্রেম-মাধুর্য্যের অবস্থিতি নাই। শ্রীচৈতন্যের অতিপ্রিয় নিজজন শ্রীস্বরূপ-রূপ-রঘুনাথাদি-আচার্য্যগণকে উল্লঙ্ঘন করিয়া যাহারা কাল্পনিক চেষ্টাদ্বারা গৌরভজন হইল, মনে করে, তাহাদের কখনই নিস্তার হয় না। তাহাদের মায়াকল্পিত দৌরাত্ম্যগুলি রাধা-কৃষ্ণাভিন্ন শ্রীগৌরাঙ্গ-কলেবরে নিযুক্ত হইলে মহাপরাধ ও তৎ-

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৩৩। চৈতন্যমঙ্গল—বর্দ্ধমান জেলায়, মন্ত্রেশ্বর থানার অন্তর্গত দেনুড় গ্রামনিবাসী শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুরের 'চৈতন্য-ভাগবত'। ঐ গ্রন্থের পূর্ব্বে 'চৈতন্যমঙ্গল' নাম ছিল। লোচনদাস ঠাকুর নিজকৃত 'চৈতন্যমঙ্গল' গান আরম্ভ করিলে বৃন্দাবনদাস ঠাকুর নিজ গ্রন্থের নাম পরিবর্ত্তন করিলেন—এরূপ প্রসিদ্ধি আছে।

অনুভাষ্য

কৃষ্ণলীলা ভাগবতে কহে বেদব্যাস ।
চৈতন্য-লীলার ব্যাস—বৃন্দাবন-দাস ॥ ৩৪ ॥
বৃন্দাবন-দাস কৈল 'চৈতন্যমঙ্গল' ।
যাঁহার শ্রবণে নাশে সর্ব্ব-অমঙ্গল ॥ ৩৫ ॥

চৈতন্যভাগবত—গৌর-নিতাই-মহিমা ও ভক্তিসিদ্ধান্তের খনি ঃ—

চৈতন্য-নিতাইর যাতে জানিয়ে মহিমা ।
যাতে জানি কৃষ্ণভক্তি-সিদ্ধান্তের সীমা ॥ ৩৬ ॥
ভাগবতে যত ভক্তিসিদ্ধান্তের সার ।
লিখিয়াছেন ইঁহা জানি' করিয়া উদ্ধার ॥ ৩৭ ॥

চৈতন্যভাগবত-শ্রবণে দুর্জ্জনেরও সজ্জনত্ব ঃ—

চৈতন্যমঙ্গল শুনে যদি পাষণ্ডী, যবন ।
সেহ মহাবৈষ্ণব হয় ততক্ষণ ॥ ৩৮ ॥

উহার অলৌকিক রচনা ঃ—

মনুষ্যে রচিতে নারে ঐছে গ্রন্থ ধন্য ।
বৃন্দাবন-দাস মুখে বক্তা শ্রীচৈতন্য ॥ ৩৯ ॥

একটী গ্রন্থদ্বারাই জগদুদ্ধার ঃ—

বৃন্দাবনদাস-পদে কোটি নমস্কার ।
ঐছে গ্রন্থ করি' তেঁহো তারিলা সংসার ॥ ৪০ ॥

প্রভুর কৃপাপাত্রী নারায়ণীর সুত—শ্রীবৃন্দাবনদাস ঃ—

নারায়ণী—চৈতন্যের উচ্ছিষ্ট-ভাজন ।
তাঁর গর্ভে জন্মিলা শ্রীদাস-বৃন্দাবন ॥ ৪১ ॥

গৌরচরিত্র-বর্ণনদ্বারা তাঁহার জগদুদ্ধার ঃ—

তাঁর কি অদ্ভুত চৈতন্যচরিত-বর্ণন ।
যাহার শ্রবণে শুদ্ধ কৈল ত্রিভুবন ॥ ৪২ ॥

নিতাই-গৌর-ভজনেই মঙ্গল, জীবকে তজ্জন্য অনুরোধ ঃ—

অতএব ভজ, লোক, চৈতন্য-নিত্যানন্দ ।
খণ্ডিবে সংসার-দুঃখ, পাবে প্রেমানন্দ ॥ ৪৩ ॥

ঠাকুর বৃন্দাবনের প্রথমে সূত্রাকারে, পরে বিস্তৃতভাবে গৌরলীলা-বর্ণন ঃ—

বৃন্দাবন-দাস কৈল 'চৈতন্যমঙ্গল' ।
তাহাতে চৈতন্য-লীলা বর্ণিল সকল ॥ ৪৪ ॥
সূত্র করি' সব লীলা করিল গ্রন্থন ।
পাছে বিস্তারিয়া তাহার কৈল বিবরণ ॥ ৪৫ ॥
চৈতন্যচন্দ্রের লীলা অনন্ত অপার ।
বর্ণিতে বর্ণিতে গ্রন্থ হইল বিস্তার ॥ ৪৬ ॥

কিন্তু গ্রন্থবিস্তার-ভয়ে সূত্রের বিস্তারে অনিচ্ছা ঃ—

বিস্তার দেখিয়া কিছু সঙ্কোচ হৈল মন ।
সূত্রধৃত কোন লীলা না কৈল বর্ণন ॥ ৪৭ ॥

নিতাইর লীলা-বর্ণনে আবেশ হওয়ায় গৌরের শেষলীলার অসম্পূর্ণ বর্ণনা ঃ—

নিত্যানন্দ-লীলা-বর্ণনে হইল আবেশ ।
চৈতন্যের শেষ-লীলা রহিল অবশেষ ॥ ৪৮ ॥

গৌরের শেষলীলা শুনিতে বৃন্দাবনবাসীর ইচ্ছা ঃ—

সেই সব লীলার শুনিতে বিবরণ ।
বৃন্দাবনবাসী ভক্তের উৎকণ্ঠিত মন ॥ ৪৯ ॥

কল্পবৃক্ষতলে রত্নসিংহাসনে শ্রীগোবিন্দের সেবা-বর্ণন ঃ—

বৃন্দাবনে কল্পদ্রুমে সুবর্ণ-সদন ।
মহা-যোগপীঠ তাঁহা, রত্ন-সিংহাসন ॥ ৫০ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৪১। নারায়ণী—শ্রীবাস পণ্ডিতের ভ্রাতৃকন্যা। তিনি শিশু-কালে মহাপ্রভুর কীর্ত্তনান্তে ভোজন-উচ্ছিষ্ট প্রাপ্ত হইতেন।

অনুভাষ্য

ফলে নরকগতি দ্রুত বাড়িয়া যায়। তখন তাহারা রাধাকৃষ্ণ-সেবা-পরায়ণ ভক্তগণের দোষোদ্ঘাটন করিতে গিয়া শ্রীরূপাদি আচার্য্য-চরণে অপরাধ করে এবং প্রকাশ করে যে,—শ্রীগৌরাঙ্গকে তাহারা মুখে 'অবতারী' বলিয়া অন্যান্য নৈমিত্তিক-মনোধর্ম্ম প্রচারকের ন্যায় কেবল একজন সাধু বলিয়া মনে করে।

৩৪। শ্রীবৃন্দাবনদাস—ভাষ্যকার-সম্পাদিত শ্রীচৈতন্য-ভাগবতের ভূমিকায় "ঠাকুরের জীবনী" দ্রষ্টব্য।

৩৬। শ্রীমদ্ভাগবত ভক্তিসিদ্ধান্তের আকর-গ্রন্থ, কিন্তু উহা সুবিস্তৃত বলিয়া তাহার সারাংশ অনেকে গ্রহণ করিতে অসমর্থ হন। শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর সেই সারাংশ স্ব-রচিত 'শ্রীচৈতন্য-ভাগবত' গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। কৃষ্ণভক্তি-সিদ্ধান্তবিদ্গণই শ্রীনিতাই-গৌরের মহিমা সুষ্ঠুরূপে জানিতে সমর্থ। ভক্তিসিদ্ধান্ত ব্যতীত যে ভক্তিদেবী সেবিত হইতে পারেন না, ইহাই সকল ভক্তিগ্রন্থ তারস্বরে বলিয়াছেন।

৪১। শ্রীনারায়ণীদেবী সম্বন্ধে শ্রীকবিকর্ণপূর শ্রীগৌর-গণোদ্দেশদীপিকায় লিখিয়াছেন,—"অম্বিকায়াঃ স্বসা যাসীন্নাম্না শ্রীল-কিলিম্বিকা। কৃষ্ণোচ্ছিষ্টং প্রভুঞ্জানা সেয়ং নারায়ণী মতা।।" শ্রীকৃষ্ণের স্তন্যদাত্রী—'অম্বিকা", তাঁহার ভগিনী—'কিলিম্বিকা'। তিনি কৃষ্ণের উচ্ছিষ্ট ভোজন করিতেন। ইনিই শ্রীগৌরাবতারে 'নারায়ণী দেবী'।

শ্রীবাসের ভ্রাতুষ্পুত্রী নারায়ণীর গর্ভজাত সন্তানই ঠাকুর শ্রীবৃন্দাবন। জননী-ঠাকুরাণী শ্রীগৌরসুন্দরের বিঘসাশী বা কৃপাপাত্রী। তাঁহার পরিচয়েই ঠাকুর মহাশয় পরিচিত, সুতরাং পূর্ব্বপুরুষের পরিচয় বৈষ্ণবের পরিচয়ে আবশ্যক নহে বলিয়া উহা পরিত্যক্ত হইয়াছে।

তাতে বসি' আছে সদা ব্রজেন্দ্রনন্দন ।
'শ্রীগোবিন্দ-দেব' নাম সাক্ষাৎ মদন ॥ ৫১ ॥
রাজসেবা হয় তাঁহা বিচিত্র প্রকার ।
দিব্য সামগ্রী, দিব্য বস্ত্র, অলঙ্কার ॥ ৫২ ॥
সহস্র সেবক সেবা করে অনুক্ষণ ।
সহস্র-বদনে সেবা না যায় বর্ণন ॥ ৫৩ ॥

তাঁহার সেবাধ্যক্ষ শ্রীহরিদাস পণ্ডিতের সদ্‌গুণ বর্ণন ঃ—

সেবার অধ্যক্ষ—শ্রীপণ্ডিত হরিদাস ।
তাঁর যশঃ-গুণ সর্ব্বজগতে প্রকাশ ॥ ৫৪ ॥
সুশীল, সহিষ্ণু, শান্ত, বদান্য, গম্ভীর ।
মধুর-বচন, মধুর-চেষ্টা, মহাধীর ॥ ৫৫ ॥
সবার সম্মান-কর্ত্তা, করেন সবার হিত ।
কৌটিল্য-মাৎসর্য্য-হিংসা শূন্য তাঁর চিত ॥ ৫৬ ॥
কৃষ্ণের যে সাধারণ সদ্‌গুণ পঞ্চাশ ।
সে-সব গুণের তাঁর শরীরে নিবাস ॥ ৫৭ ॥

শ্রীমদ্ভাগবত (৫।১৮।১২)—

যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা
সর্ব্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ ।
হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্‌গুণা
মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ ॥ ৫৮ ॥

পণ্ডিত হরিদাসের পরিচয় ও গুরুপরম্পরা ঃ—

পণ্ডিত-গোসাঞির শিষ্য—অনন্ত আচার্য্য ।
কৃষ্ণপ্রেমময়-তনু, উদার, সর্ব্ব-আর্য্য ॥ ৫৯ ॥
তাঁহার অনন্ত গুণ কে করু প্রকাশ ।
তাঁর প্রিয় শিষ্য ইঁহো—পণ্ডিত হরিদাস ॥ ৬০ ॥

তাঁহার নিতাই-গৌরে অনুরাগ ঃ—

চৈতন্য-নিত্যানন্দে তাঁর পরম বিশ্বাস ।
চৈতন্য-চরিতে তাঁর পরম উল্লাস ॥ ৬১ ॥

বৈষ্ণবে গাঢ় প্রীতি ঃ—

বৈষ্ণবের গুণগ্রাহী, না দেখয়ে দোষ ।
কায়মনোবাক্যে করে বৈষ্ণব-সন্তোষ ॥ ৬২ ॥

বৈষ্ণবসভায় তাঁহার চৈতন্যভাগবত পাঠ ঃ—

নিরন্তর শুনে তেঁহো 'চৈতন্যমঙ্গল' ।
তাঁহার প্রসাদে শুনেন বৈষ্ণবসকল ॥ ৬৩ ॥
কথায় সভা উজ্জ্বল করে, যেন পূর্ণচন্দ্র ।
নিজ-গুণামৃতে বাড়ায় বৈষ্ণব-আনন্দ ॥ ৬৪ ॥

গ্রন্থকারকে গৌরের শেষলীলা বর্ণিতে আদেশ ঃ—

তেঁহো অতি কৃপা করি' আজ্ঞা দিল মোরে ।
গৌরাঙ্গের শেষলীলা বর্ণিবার তরে ॥ ৬৫ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৫৭। কৃষ্ণের সাধারণ সদ্‌গুণ পঞ্চাশটী। "অয়ং নেতা সুরম্যাঙ্গঃ" ইত্যাদি (ভঃ রঃ সিঃ, দঃ বিঃ ১ল) ঐ পঞ্চাশৎগুণ বর্ণিত আছে।

অনুভাষ্য

৫৪। পণ্ডিত শ্রীহরিদাস—শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর শিষ্য শ্রীঅনন্তাচার্য্যই ইঁহার শ্রীগুরুদেব। পরবর্ত্তী ৫৯-৬৫ সংখ্যা ও অনুভাষ্য দ্রষ্টব্য।

৫৮। পরমভক্ত প্রহ্লাদের গুণ বর্ণন করিতে গিয়া শ্রীশুকদেব মহারাজ পরীক্ষিৎকে বলিতেছেন,—

যস্য (ভক্তস্য) ভগবতি (শ্রীবিষ্ণৌ) অকিঞ্চনা (নিষ্কামা) ভক্তিঃ (আনুকূল্যেন সেবনপ্রবৃত্তিঃ) অস্তি (বিদ্যতে), তত্র (তস্মিন্ ভক্তে) সুরাঃ (সর্ব্বে দেবাঃ) সর্ব্বৈঃ গুণৈঃ (নিখিল-সদ্‌গুণ-রাশিভিঃ সহ) সমাসতে (সম্যগ্ আসতে নিত্যং বসন্তি)। অসতি (অনিত্য বিষয়সুখে) মনোরথেন (মনোধর্ম্মেণ) বহিঃ ধাবতঃ (ভোগ-প্রবৃত্তস্য) হরৌ অভক্তস্য (অন্যাভিলাষ-কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগপন্থিনঃ, অতঃ গৃহাদ্যাসক্তস্য জনস্য হরিভক্ত্যসম্ভবাৎ) কুতঃ মহদ্‌গুণাঃ (মহতাং গুণাঃ জ্ঞানবৈরাগ্যাদয়ঃ, শ্রেষ্ঠসদ্‌গুণরাশয়ঃ বা ভবন্তি ইতি শেষঃ)।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৫৮। শ্রীকৃষ্ণে যাঁহার কেবলা ভক্তি, সমস্তগুণসহিত দেবতাবর্গ তাঁহাতে অবস্থিত। যিনি হরিভক্তিবিহীন, তাঁহার মন সর্ব্বদা অসৎ বহির্বিষয়ে ধাবিত হয়, তাঁহার পক্ষে মহদ্‌গুণ-সকল অসম্ভব।

৫৯। পণ্ডিত গোসাঞি—শ্রীগদাধর পণ্ডিত।

অনুভাষ্য

৫৯-৬০। অষ্টসখীর অন্যতমা 'সুদেবী সখী' গৌরাবতারে (১) শ্রীঅনন্তাচার্য্য ; যথা, গৌরগণোদ্দেশে ১৬৫ শ্লোক—"অনন্তাচার্য্য-গোস্বামী যা সুদেবী পুরা ব্রজে।" শ্রীপুরুষোত্তমের প্রসিদ্ধ 'গঙ্গামাতা মঠ'—ইঁহারই শাখাবিশেষ। তাঁহাদের গুরুপরম্পরায় ইনি 'বিনোদ-মঞ্জরী' বলিয়া উক্ত আছেন। (২) ইঁহার শিষ্য শ্রীহরিদাস পণ্ডিত গোস্বামী, নামান্তর, 'শ্রীরঘু গোপাল'—শ্রীরাসমঞ্জরী। তাঁহার শিষ্যা—(৩) শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া (গঙ্গামাতার মাতুলানী)। (৪) শ্রীগঙ্গামাতা—পুটিয়া রাজকন্যা; ইনি জয়পুরের কৃষ্ণমিশ্রের নিকট হইতে 'শ্রীরসিকরায়' বিগ্রহ আনিয়া পুরুষোত্তমে সার্ব্বভৌমের গৃহে তাঁহার সেবা প্রকাশ করেন। (৫) শ্রীবনমালী, (৬) শ্রীভগবান্‌দাস (বঙ্গবাসী), (৭) শ্রীমধুসূদনদাস (উৎকলবাসী), (৮) শ্রীনীলাম্বরদাস, (৯)

ঐরূপ আদেশকারী অপর ভক্তগণের পরিচয় ঃ—

কাশীশ্বর গোসাঞির শিষ্য—গোবিন্দ গোসাঞি ।
গোবিন্দের প্রিয়সেবক তাঁর সম নাঞি ॥ ৬৬ ॥
যাদবাচার্য্য গোসাঞি শ্রীরূপের সঙ্গী ।
চৈতন্যচরিতে তেঁহো অতি বড় রঙ্গী ॥ ৬৭ ॥
পণ্ডিত-গোসাঞির শিষ্য—ভূগর্ভ গোসাঞি ।
গৌরকথা বিনা তাঁর মুখে অন্য নাই ॥ ৬৮ ॥
তাঁর শিষ্য—গোবিন্দ-পূজক চৈতন্যদাস ।
মুকুন্দানন্দ চক্রবর্ত্তী, প্রেমী কৃষ্ণদাস ॥ ৬৯ ॥
আচার্য্য গোসাঞির শিষ্য—চক্রবর্ত্তী শিবানন্দ ।
নিরবধি তাঁর চিত্তে শ্রীচৈতন্যানন্দ ॥ ৭০ ॥
আর যত বৃন্দাবনে বৈসে ভক্তগণ ।
শেষ-লীলা শুনিতে সবার হৈল মন ॥ ৭১ ॥
মোরে আজ্ঞা করিলা সবে করুণা করিয়া ।
তাঁ-সবার বোলে লিখি নির্লজ্জ হইয়া ॥ ৭২ ॥

বৈষ্ণবাদেশে সসম্ভ্রমে শ্রীমদনগোপালের আজ্ঞা-যাচ্ঞা ঃ—

বৈষ্ণবের আজ্ঞা পাঞা চিন্তিত-অন্তরে ।
মদনগোপালে গেলাঙ আজ্ঞা মাগিবারে ॥ ৭৩ ॥

অর্চ্চক গোসাঞিদাসদ্বারা যাচ্ঞা করিতেই সর্ব্ববৈষ্ণবসম্মুখে মদনগোপালের আজ্ঞা-মালা পতন ঃ—

দরশন করি কৈলুঁ চরণ বন্দন ।
গোসাঞিদাস পূজারী করে চরণ-সেবন ॥ ৭৪ ॥
প্রভুর চরণে যদি আজ্ঞা মাগিল ।
প্রভুকণ্ঠ হৈতে মালা খসিয়া পড়িল ॥ ৭৫ ॥
সর্ব্ব বৈষ্ণবগণ হরিধ্বনি দিল ।
গোসাঞিদাস আনি' মালা মোর গলে দিল ॥ ৭৬ ॥

আজ্ঞা-মালা লাভেই এই গ্রন্থ-লেখায় প্রবৃত্তি ঃ—

আজ্ঞামালা পাঞা আমার হইল আনন্দ ।
তাহাই করিনু এই গ্রন্থের আরম্ভ ॥ ৭৭ ॥

গ্রন্থরচনায় মদনমোহনেরই সম্পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব বা প্রেরণা ঃ—

এই গ্রন্থ লেখায় মোরে 'মদনমোহন' ।
আমার লিখন যেন শুকের পঠন ॥ ৭৮ ॥
সেই লিখি, মদনগোপাল মোরে যে লিখায় ।
কাষ্ঠের পুত্তলী যেন কুহকে নাচায় ॥ ৭৯ ॥
কুলাধিদেবতা মোর—মদনমোহন ।
যাঁর সেবক—রঘুনাথ, রূপ, সনাতন ॥ ৮০ ॥

গ্রন্থকারের ঠাকুর বৃন্দাবনদাসকে বৈষ্ণবোচিত গুরুবুদ্ধি ও প্রণতি ঃ—

বৃন্দাবন-দাসের পাদপদ্ম করি' ধ্যান ।
তাঁর আজ্ঞা লঞা লিখি যাহাতে কল্যাণ ॥ ৮১ ॥
চৈতন্যলীলাতে 'ব্যাস'—বৃন্দাবন-দাস ।
তাঁর কৃপা বিনা অন্যে না হয় প্রকাশ ॥ ৮২ ॥

গ্রন্থকারের দৈন্যোক্তি ঃ—

মূর্খ, নীচ, ক্ষুদ্র মুঞি বিষয়-লালস ।
বৈষ্ণবাজ্ঞা-বলে করি এতেক সাহস ॥ ৮৩ ॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-চরণের এই বল ।
যাঁর স্মৃতে সিদ্ধ হয় বাঞ্ছিতসকল ॥ ৮৪ ॥

অনুভাষ্য

শ্রীনরোত্তমদাস, (১০) শ্রীপীতাম্বরদাস, (১১) শ্রীমাধবদাস, (১২) ইহার শিষ্য বর্ত্তমানকালে গঙ্গামাতা মঠের মহান্ত।

৬৬। শ্রীকাশীশ্বর (পণ্ডিত) গোস্বামী—শ্রীঈশ্বরপুরীর শিষ্য; কাঞ্জিলাল কানুবংশোদ্ভব বাৎস্যগোত্রীয় বাসুদেব ভট্টাচার্য্যের পুত্র। উপাধি—চৌধুরী। ইঁহার ভাগিনেয়—বল্লভপুরের শ্রীরুদ্র-পণ্ডিত (১০৬ সংখ্যা দ্রষ্টব্য)। শ্রীরামপুর ষ্টেশন হইতে ১ মাইল দূরে চাতরা-গ্রামে ইঁহার প্রতিষ্ঠিত শ্রীরাধাগোবিন্দ ও শ্রীগৌরাঙ্গ-বিগ্রহ আছেন। ইনি খুব বলবান্ ছিলেন—প্রত্যহ জগন্নাথ-দর্শনে শ্রীমন্মহাপ্রভুর গমনকালে ইঁনি অগ্রবর্ত্তী হইয়া লোকের ভিড় ঠেলিয়া পথ সুগম করিয়া দিতেন (আদি ১০ম পঃ ১৩৮-১৪২; মধ্য, ১২শ পঃ ২০৭ ; ১৩শ পঃ ৮৯ সংখ্যা দ্রষ্টব্য)। পুরুষোত্তমে ইনি ভক্তগণের কীর্ত্তনান্তে প্রসাদ পরিবেশন করিতেন। মহাপ্রভুর সহিত ইঁহার মিলন-প্রসঙ্গ—মধ্য, ১০ম পঃ ১৩৪, ১৮৫ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৭৮। আমি যে চৈতন্যচরিতামৃত লিখিলাম, তাহা শ্রীমদন-মোহনের প্রেরণাক্রমে ; অতএব শুকপক্ষি-পাঠের ন্যায় আমার নিজের কোন মাহাত্ম্য নাই।

ইতি অমৃতপ্রবাহ ভাষ্যে অষ্টম পরিচ্ছেদঃ।

অনুভাষ্য

বর্ত্তমান সেবাধ্যক্ষ—শ্রীশিবচন্দ্র চৌধুরী, ইনি কাশীশ্বর গোস্বামি-প্রভুর ভ্রাতৃবংশীয়। এই স্থানে সেবার জন্য প্রত্যহ ৯ সের চাউলের বন্দোবস্ত আছে। গ্রামের সন্নিকটেই পূর্ব্বকাল হইতে শ্রীবিগ্রহের সেবার জন্য সম্পত্তির বন্দোবস্ত ছিল। কিন্তু তাঁহার ভ্রাতৃবংশীয়গণ সেই সকল সম্পত্তি রাজদ্বারে নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছেন। সেবার বন্দোবস্ত এখন ভাল নাই। শ্রীগৌর-

শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যাঁর আশ ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ৮৫ ॥

অনুভাষ্য

গণোদ্দেশে (১৩৭ ও ১৬৬ শ্লোকে)—বৃন্দাবনে যিনি কৃষ্ণ-ভৃত্য 'ভৃঙ্গার', অথবা যিনি 'শশিরেখা', তিনিই গৌরাবতারে কাশীশ্বর (?)।

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে গ্রন্থকরণে বৈষ্ণবাজ্ঞারূপকথনং নামাষ্টম-পরিচ্ছেদঃ।

অনুভাষ্য

৬৯। ভূগর্ভের (আদি ১২শ পঃ ৮১) শিষ্য—চৈতন্যদাস, মুকুন্দদাস ও কৃষ্ণদাস। শিবানন্দ—আদি ১২শ পঃ ৮৭ সংখ্যা।

ইতি অনুভাষ্যে অষ্টম পরিচ্ছেদ।

নবম পরিচ্ছেদ

কথাসার—নবম পরিচ্ছেদে ভক্তিকে তরুরূপে বর্ণন করত একটী রহস্যের উদ্ভাবন করিয়াছেন। বিশ্বম্ভর-গৌরাঙ্গকে মূল-বৃক্ষ করিয়া ভক্তিতরুর মালাকার ও তৎফলের দাতা-ভোক্তা বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। শ্রীনবদ্বীপধামে ঐ ফলবৃক্ষ-রোপণের আরম্ভ, পরে পুরুষোত্তম, বৃন্দাবন ইত্যাদি অন্য স্থানে ঐরূপ প্রেমফলোদ্যান বাড়ান হইয়াছিল। শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী ঐ বৃক্ষের প্রথম অঙ্কুর ; তাঁহার শিষ্য শ্রীঈশ্বরপুরী ঐ অঙ্কুর পুষ্ট করিলেন। মহাপ্রভু চৈতন্যদেব মালী হইয়া আবার নিজ অচিন্ত্যশক্তি-বলে ঐ বৃক্ষের স্কন্ধ। পরমানন্দপুরী প্রভৃতি নয়জন সন্ন্যাসী ঐ বৃক্ষের মূল। মূল-স্কন্ধের উপর শ্রীঅদ্বৈত ও শ্রীনিত্যানন্দরূপ আরও দুই স্কন্ধ হইল। সেই স্কন্ধদ্বয় হইতে নানাপ্রকার শাখা-উপশাখাগণ বাহির হইয়া জগৎকে বেষ্টন করিল। এই বৃক্ষের প্রেমফল সর্ব্বত্র যাহাকে তাহাকে দান করা হইল। এইপ্রকার ভক্তিবৃক্ষ রোপণ করিয়া তাহার ফলাস্বাদনদ্বারা জগৎকে মাতাল করিলেন। এই বর্ণনটী রূপক। (অঃ প্রঃ ভাঃ)

গৌর-কৃপায় অসম্ভব সম্ভব ঃ—

তং শ্রীমৎকৃষ্ণচৈতন্যদেবং বন্দে জগদ্গুরুম্ ।
যস্যানুকম্পয়া শ্বাপি মহাব্ধিং সন্তরেৎ সুখম্ ॥ ১ ॥
জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গৌরচন্দ্র ।
জয় জয়াদ্বৈত জয় জয় নিত্যানন্দ ॥ ২ ॥
জয় জয় শ্রীবাসাদি গৌরভক্তগণ ।
সর্ব্বাভীষ্ট-পূর্ত্তি হেতু যাঁহার স্মরণ ॥ ৩ ॥
শ্রীরূপ, সনাতন, ভট্ট-রঘুনাথ ।
শ্রীজীব, গোপালভট্ট, দাস-রঘুনাথ ॥ ৪ ॥
এসব-প্রসাদে লিখি চৈতন্য-লীলাগুণ ।
জানি বা না জানি, করি আপন-শোধন ॥ ৫ ॥

মালাকার—মহাপ্রভু স্বয়ং ঃ—

মালাকারঃ স্বয়ং কৃষ্ণঃ প্রেমামরতরুঃ স্বয়ম্ ।
দাতা ভোক্তা তৎফলানাং যস্তং চৈতন্যমাশ্রয়ে ॥ ৬ ॥

মালাকার হইবার কারণ—অভিধেয়াধিদেবত্বের সার্থকতা ঃ—

প্রভু কহে, আমি 'বিশ্বম্ভর' নাম ধরি ।
নাম সার্থক হয়, যদি প্রেমে বিশ্ব ভরি ॥ ৭ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১। যাঁহার অনুকম্পা লাভ করিয়া কুক্কুরও মহাসমুদ্র সন্তরণ করিতে সমর্থ হয়, সেই জগদ্গুরু কৃষ্ণচৈতন্যদেবকে আমি বন্দনা করি।

অনুভাষ্য

১। যস্য (চৈতন্যদেবস্য) অনুকম্পয়া (প্রসাদেন) শ্বা (কুক্কুরঃ) অপি মহাব্ধিং (মহাসমুদ্রং) সুখং সন্তরেৎ (সন্তরণেন তৎপারং গচ্ছেৎ), তং জগদ্গুরুং (সর্ব্বজগতাং গুরুং পূজ্যং) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবম্ [অহং] বন্দে।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৫। আপন-শোধন—নিজের শুদ্ধির জন্য।

৬। শ্রীচৈতন্য স্বয়ংই প্রেমরূপ-দেবতরু, স্বয়ংই তাহার মালাকার। যিনি সেই বৃক্ষের ফলসমূহের দাতা ও ভোক্তা, সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে আমি আশ্রয় করি।

অনুভাষ্য

৬। যঃ (চৈতন্যদেবঃ) স্বয়ং মালাকারঃ (উদ্যানরক্ষকঃ) স্বয়ং কৃষ্ণপ্রেমামরতরুঃ (কৃষ্ণস্য প্রেমৈব অমরতরুঃ অবিনাশী বৃক্ষঃ) তৎফলানাং (কল্পবৃক্ষস্য প্রেমফলানাং) দাতা, ভোক্তা চ, [স্বয়ম্ এব] তং চৈতন্যম্ [অহম্] আশ্রয়ে (প্রপদ্যে)।

নবদ্বীপে ভক্তিফলোদ্যান রচনা ঃ—

এত চিন্তি' লৈলা প্রভু মালাকার-ধর্ম্ম ।
নবদ্বীপে আরম্ভিলা ফলোদ্যান-কর্ম্ম ॥ ৮ ॥
শ্রীচৈতন্য মালাকার পৃথিবীতে আনি' ।
ভক্তি-কল্পতরু রোপিলা সিঞ্চি' ইচ্ছা-পানি ॥ ৯ ॥

তাহার প্রথম অঙ্কুর—শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী ঃ—

জয় শ্রীমাধবপুরী কৃষ্ণপ্রেমপূর ।
ভক্তিকল্পতরুর তেঁহো প্রথম অঙ্কুর ॥ ১০ ॥

ঈশ্বরপুরীতে বৃদ্ধিপ্রাপ্তি ঃ—

শ্রীঈশ্বরপুরী-রূপে অঙ্কুর পুষ্ট হৈল ।
আপনে চৈতন্যমালী স্কন্ধ উপজিল ॥ ১১ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১০। শ্রীমাধবপুরী—ইঁহার নাম মাধবেন্দ্রপুরী। ইঁনি শ্রীমধ্বাচার্য্যের সম্প্রদায়ে একজন প্রসিদ্ধ সন্ন্যাসী। ইঁহার অনুশিষ্য শ্রীচৈতন্যদেব। শ্রীমধ্ব-সম্প্রদায়ে ইঁহার পূর্ব্বে প্রেমভক্তির কোন লক্ষণ ছিল না। ইঁহার কৃত "অয়ি দয়ার্দ্রনাথ" শ্লোকে মহাপ্রভুর শিক্ষিত তত্ত্ব বীজরূপে ছিল।

১১। ঈশ্বরপুরী—মহাপ্রভুর মন্ত্রগুরু ঈশ্বরপুরী কুমারহট্টে অর্থাৎ হালিসহর-গ্রামে ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য।

অনুভাষ্য

১১। শ্রীঈশ্বরপুরী—কুমারহট্টে (ই, বি, আর, লাইনে হালিসহর ষ্টেশন) বিপ্রকুলে উদ্ভূত ও শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীর প্রিয়তম শিষ্য। অন্ত্য, ৮ম পঃ ২৬-২৯ সংখ্যা—"ঈশ্বরপুরী করে শ্রীপদসেবন। স্বহস্তে করেন মল-মূত্রাদি মার্জ্জন।। নিরন্তর কৃষ্ণনাম করায় স্মরণ। কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণলীলা শুনায় অনুক্ষণ।। তুষ্ট হঞা পুরী তাঁরে কৈল আলিঙ্গন। বর দিল কৃষ্ণে তোমার হউক্ প্রেমধন।। সেই হৈতে ঈশ্বরপুরী প্রেমের সাগর।"

ঈশ্বরপুরী শ্রীমহাপ্রভুকে গয়ায় দশাক্ষর-মন্ত্রে দীক্ষা দিবার পূর্ব্বে নবদ্বীপ-নগরে আসিয়া গোপীনাথাচার্য্যের গৃহে কতিপয় মাস বাস করেন, সেইকালে মহাপ্রভুর সহিত তিনি আলাপ করেন ও নিজকৃত 'কৃষ্ণলীলামৃত'-গ্রন্থ শ্রবণ করান। চৈঃ ভাঃ আদি, ৭ম অঃ দ্রষ্টব্য।

শ্রীমন্মহাপ্রভু যখন কুমারহট্টে শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর জন্মস্থান দর্শন করিতে আগমন করেন, তখন তিনি জীবকুলকে শ্রীগুরু-ভক্তি শিক্ষা দিবার জন্য—"সেই স্থানের মৃত্তিকা আপনে প্রভু তুলি'। লইলেন বহির্ব্বাসে বান্ধি' এক ঝুলি।।" (চৈঃ ভাঃ আঃ, ১২শ অঃ) এই লীলা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। সেই সময় হইতে ঈশ্বরপুরীর স্থান দর্শন করিতে আসিয়া সকলেই সেই স্থানের মৃত্তিকা লইয়া যান।

অচিন্ত্যশক্তিপ্রভাবে মালী হইয়াও স্বয়ং স্কন্ধ এবং সকলশাখার আশ্রয় ঃ—

নিজাচিন্ত্যশক্ত্যে মালী হঞা স্কন্ধ হয় ।
সকল শাখার সেই স্কন্ধ মূলাশ্রয় ॥ ১২ ॥

নয়জন সন্ন্যাসী—নয়টী মূল ঃ—

পরমানন্দ পুরী, আর কেশব ভারতী ।
ব্রহ্মানন্দ পুরী, আর ব্রহ্মানন্দ ভারতী ॥ ১৩ ॥
বিষ্ণু পুরী, কেশব পুরী, পুরী কৃষ্ণানন্দ ।
শ্রীনৃসিংহ তীর্থ, আর পুরী সুখানন্দ ॥ ১৪ ॥
এই নব মূল নিকসিল বৃক্ষমূলে ।
এই নব মূলে বৃক্ষ করিল নিশ্চলে ॥ ১৫ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৪। 'পুরী'-সন্ন্যাসিগণ সকলেই শ্রীঈশ্বরপুরীর সম্বন্ধে আত্মীয়বর্গ। 'ভারতী'-সন্ন্যাসিগণ—মহাপ্রভুর সন্ন্যাসদাতা গুরু কেশব ভারতীর সম্বন্ধে আত্মীয়বর্গ।

অনুভাষ্য

১৩। পরমানন্দপুরী—ত্রিহুত দেশোৎপন্ন বিপ্র এবং শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর পরম প্রিয়পাত্র। (চৈঃ ভাঃ অন্ত ১১শ অঃ) "সন্ন্যাসীর মধ্যে ঈশ্বরের প্রিয়পাত্র। আর নাহি এক পুরী গোসাঞি সে মাত্র।। দামোদরস্বরূপ, পরমানন্দ-পুরী। সন্ন্যাসিপার্ষদে এই দুই অধিকারী।। নিরবধি নিকটে থাকেন দুইজন। প্রভুর সন্ন্যাসে করে দণ্ডের গ্রহণ।। পুরী ধ্যানপর, দামোদরের কীর্ত্তন। ** ।। যত প্রীতি ঈশ্বরের পুরী-গোসাঞিরে। দামোদর-স্বরূপেরেও তত প্রীতি করে।।"

পরমানন্দ পুরীর দর্শনে প্রভুর উক্তি—(চৈঃ ভাঃ অন্ত্য, ৩য় পঃ) "আজি ধন্য লোচন, সফল আজি জন্ম। সফল আমার আজি হৈল সর্ব্বধর্ম্ম।। প্রভু বলে আজি মোর সফল সন্ন্যাস। আজি মাধবেন্দ্র মোরে হইলা প্রকাশ।। কথোক্ষণে অন্যোঽন্যে করেন প্রণাম। পরমানন্দপুরী চৈতন্যের প্রিয়ধাম।।"

পরমানন্দপুরী পুরুষোত্তমে শ্রীমন্দিরের পশ্চিমদিকে একটী মঠ ও কূপ করিয়া বাস করেন। কূপে জল ভাল না হওয়ায় মহাপ্রভু বলিলেন. (চৈঃ ভাঃ অন্ত্য, ৩য় অঃ)—"মহাপ্রভু জগন্নাথ মোরে দেহ এই বর। গঙ্গা প্রবেশুক এই কূপের ভিতর।। প্রভু বলে, শুনহ সকল ভক্তগণ। এ কূপের জলে যে করিবে স্নান পান।। সত্য সত্য হবে তার গঙ্গাস্নান-ফল। কৃষ্ণে ভক্তি হবে তার পরম নির্ম্মল।। প্রভু বলে, আমি যে আছিয়ে পৃথিবীতে। নিশ্চয়ই জানিহ পুরী-গোসাঞির প্রীতে।।" গৌরগণোদ্দেশে (১১৮ শ্লোক)—"পুরী শ্রীপরমানন্দো য আসীদুদ্ধবঃ পুরা।"

কেশবভারতী—শ্রীশঙ্কর-প্রবর্ত্তিত দশনামী দণ্ডিগণের

পরমানন্দপুরী মধ্যমূল ঃ—

মধ্যমূল পরমানন্দ পুরী মহাধীর ।
এই নব মূলে বৃক্ষ করিল সুস্থির ॥ ১৬ ॥

তাহাদিগের দ্বারা অসংখ্য শাখা ও উপশাখা ঃ—

স্কন্ধের উপরে বহু শাখা নিকসিল ।
উপরি উপরি শাখা অসংখ্য হইল ॥ ১৭ ॥
বিশ বিশ শাখা করি' এক এক মণ্ডল ।
মহা-মহা-শাখা ছাইল ব্রহ্মাণ্ড সকল ॥ ১৮ ॥
একৈক শাখাতে উপশাখা শত শত ।
যত উপজিল শাখা কে গণিবে কত ॥ ১৯ ॥
মুখ্য মুখ্য শাখাগণের নাম গণন ।
আগে তা' করিব, শুন বৃক্ষের বর্ণন ॥ ২০ ॥

মূলস্কন্ধের দুইদিকে দুইটী স্কন্ধ—নিতাই ও অদ্বৈত ঃ—

শাখার উপরে হৈল বৃক্ষ-দুই স্কন্ধ ।
এক 'অদ্বৈত' নাম, আর 'নিত্যানন্দ' ॥ ২১ ॥

শিষ্য-প্রশিষ্যরূপ শাখা-উপশাখা-পরম্পরায় বিস্তার ঃ—

সেই দুইস্কন্ধে শাখা যত উপজিল ।
তার উপশাখাগণে জগৎ ছাইল ॥ ২২ ॥
বড় শাখা, উপশাখা, তার উপশাখা ।
জগৎ ব্যাপিল তার কে করিবে লেখা ॥ ২৩ ॥
শিষ্য, প্রশিষ্য, আর উপশিষ্যগণ ।
জগৎ ব্যাপিল তার নাহিক গণন ॥ ২৪ ॥
উড়ুম্বর-বৃক্ষ যেন ফলে সর্ব্ব অঙ্গে ।
এই মত ভক্তিবৃক্ষে সর্ব্বত্র ফল লাগে ॥ ২৫ ॥

তাহা হইতে মালাকার গৌরের কৃষ্ণ-প্রেমামৃত ফল-বিতরণ-লীলা ঃ—

মূলস্কন্ধের শাখা আর উপশাখাগণে ।
লাগিল যে প্রেমফল,—অমৃতকে জিনে ॥ ২৬ ॥

বিনামূল্যে প্রেমফল-বিতরণ ঃ—

পাকিল যে প্রেমফল অমৃত-মধুর ।
বিলায় চৈতন্যমালী, নাহি লয় মূল ॥ ২৭ ॥
ত্রিজগতে যত আছে ধন-রত্নমণি ।
একফলের মূল্য করি' তাহা নাহি গণি ॥ ২৮ ॥

পাত্রাপাত্র-নির্ব্বিশেষে বিতরণ ঃ—

মাগে বা না মাগে কেহ, পাত্র বা অপাত্র ।
ইহার বিচার নাহি জানে, দেয় মাত্র ॥ ২৯ ॥

অনুভাষ্য

অন্যতম 'ভারতী'-সম্প্রদায়ভুক্ত। সরস্বতী, ভারতী ও পুরী—এই সম্প্রদায়ত্রয় দক্ষিণাপথের শৃঙ্গেরী মঠাধীন। শ্রীকেশব-ভারতী কাটোয়ার শাখামঠে তৎকালে অধিষ্ঠিত ছিলেন। কেহ কেহ বলেন, ইনি ব্রহ্মসন্ন্যাসী হইলেও শ্রীমাধ্ব-সম্প্রদায়স্থ শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীপাদের মন্ত্রশিষ্য এবং বৈষ্ণবসন্ন্যাসী। বর্দ্ধমান জেলার অধীন কান্দরা ডাকঘরের অন্তর্গত খাটুন্দি-গ্রামে তাঁহার দেবসেবা ও মঠ স্থাপিত আছে। মঠাধিকারিগণের মতে, তাঁহারা কেশবভারতীর বংশ ; কেশবের পুত্র (মতান্তরে শিষ্য)—নিশাপতি ও ঊষাপতি। নিশাপতির বংশে শ্রীনকড়িচন্দ্র বিদ্যারত্ন সেবাধিকারিরূপে বর্ত্তমান আছেন ও হুগলী বৈঁচির নিকট রাখাল-দাসপুরে ঊষাপতির বংশ আছেন। ইঁহারা কেশব ভারতীর পূর্ব্বাশ্রমের বংশ হইতেও পারেন। কাহারও মতে, কেশব ভারতীর ভ্রাতা, মতান্তরে—তচ্ছিষ্য মাধব ভারতীর শিষ্য—বলভদ্র, তিনিও ভারতী হইয়াছিলেন। তাঁহার পূর্ব্বাশ্রমের দুই সন্তান—মদন ও গোপাল। মদন—আউরিয়ায় ও গোপাল—দেন্দুড়ে বাস করিতেন। মদনের বংশে 'ভারতী' ও গোপালের বংশে 'ব্রহ্মচারী' উপাধি। উভয় বংশের অনেকেই আছেন। গৌরগণোদ্দেশে ৫২ শ্লোক—"মথুরায়াং যজ্ঞসূত্রং পুরা কৃষ্ণায় যো মুনিঃ। দদৌ সান্দীপনিঃ সোঽভূৎ অদ্য কেশবভারতী।।" ১১৭ শ্লোক—" ইতি কেচিৎ প্রভাষন্তেঽক্রূরঃ কেশবভারতী।।"

অনুভাষ্য

১৪৩২ শকাব্দায় কাটোয়ায় ইনি নিমাই পণ্ডিতকে সন্ন্যাস দান করেন। বৈষ্ণবমঞ্জুষা—২য় সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

শ্রীব্রহ্মানন্দ পুরী—শ্রীমহাপ্রভুর নবদ্বীপলীলায় কীর্ত্তনের সঙ্গী ছিলেন। সন্ন্যাসগ্রহণের পূর্ব্বে ও তৎকালে মহাপ্রভু তাঁহাকে বিশেষ বিশ্বাস করিতেন। নীলাচলেও তিনি সঙ্গী হইয়া আসিয়াছিলেন।

শ্রীব্রহ্মানন্দ ভারতী—যেকালে ইনি নীলাচলে প্রভুর দর্শনে গিয়াছিলেন, তৎকালে তাঁহার পরিধেয় বসন মৃগচর্ম্ম-নির্ম্মিত ছিল। শ্রীমহাপ্রভু তাঁহার নিকট স্বয়ং উপস্থিত হইয়া ছদ্ম করিয়া ভারতীকে দেখিতে ইচ্ছা করিয়াছেন শুনিয়া ব্রহ্মানন্দ চর্ম্মাম্বর ত্যাগ করিয়া কাষায়-বহির্ব্বাস গ্রহণ করেন। ইনি মহাপ্রভুর নিকট কিছুদিন নীলাচলে বাস করিয়াছিলেন।

১৪। কেশবপুরী, কৃষ্ণানন্দপুরী, নৃসিংহতীর্থ ও সুখানন্দ-পুরী—গৌরগণোদ্দেশে (৯৭-১০০ শ্লোক) "কৃষ্ণানন্দঃ কেশবশ্চ শ্রীদামোদর-রাঘবৌ। অনন্তশ্চ সুখানন্দো গোবিন্দো রঘুনাথকঃ।। পর্য্যুপাধিক্রমাৎ জ্ঞেয়া অণিমাদ্যষ্টসিদ্ধয়ঃ। জায়ন্তেয়াঃ স্থিতা ঊর্দ্ধরেতসঃ সমদর্শিনঃ। নব ভাগবতাঃ পূর্ব্বং শ্রীভাগবত-সংহিতাঃ।। প্রত্যুৎপুর্জ্জনকং তেঽদ্য ভূত্বা সন্ন্যাসিনঃ সদা। প্রভুণা গৌরহরিণা বিহরন্তি স্ম তে যথা। শ্রীনৃসিংহানন্দতীর্থঃ শ্রীসত্যা-নন্দভারতী। শ্রীনৃসিংহ-চিদানন্দ-জগন্নাথা হি তীর্থকাঃ।।"

২৭। মূল—মূল্য।

দীনদুঃখী জীবের উদ্ধার ঃ—

অঞ্জলি অঞ্জলি ভরি' ফেলে চতুর্দ্দিশে ।
দরিদ্র কুড়াঞা খায়, মালাকার হাসে ॥ ৩০ ॥

মালাকার কহে,—শুন, বৃক্ষ-পরিবার ।
মূলশাখা-উপশাখা যতেক প্রকার ॥ ৩১ ॥

চৈতন্য-বৃক্ষের সর্ব্বাঙ্গই চেতনময় এবং চেতনময় ফলাস্বাদনে অচেতন জীবের চৈতন্য ঃ—

অলৌকিক বৃক্ষ করে সর্ব্বেন্দ্রিয়-কর্ম্ম ।
স্থাবর হইয়া ধরে জঙ্গমের ধর্ম্ম ॥ ৩২ ॥

এ বৃক্ষের অঙ্গ হয় সব সচেতন ।
বাড়িয়া ব্যাপিল সবে সকল ভুবন ॥ ৩৩ ॥

নামপ্রেমপ্রচার একাকী অসম্ভব দেখিয়া সকলকে অবিচারে বিতরণে আদেশ ঃ—

একলা মালাকার আমি কাহাঁ কাহাঁ যাব ।
একলা বা কত ফল পাড়িয়া বিলাব ॥ ৩৪ ॥

একলা উঠাঞা দিতে হয় পরিশ্রম ।
কেহ পায়, কেহ না পায়, রহে মনে ভ্রম ॥ ৩৫ ॥

অতএব আমি আজ্ঞা দিলুঁ সবাকারে ।
যাঁহা তাঁহা প্রেমফল দেহ' যারে তারে ॥ ৩৬ ॥

একলা মালাকার আমি কত ফল খাব ।
না দিয়া বা এই ফল আর কি করিব ॥ ৩৭ ॥

আত্ম-ইচ্ছামৃতে বৃক্ষ সিঞ্চি নিরন্তর ।
তাহাতে অসংখ্য ফল বৃক্ষের উপর ॥ ৩৮ ॥

প্রেমাস্বাদনে জীবের অমৃতত্ব-প্রাপ্তি ঃ—

অতএব সব ফল দেহ' যারে তারে ।
খাইয়া হউক্ লোক অজর অমরে ॥ ৩৯ ॥

গৌরের দয়া দেখিয়া গৌরনাম-কীর্ত্তনেই জীবের নিত্য মঙ্গল ঃ—

জগৎ ব্যাপিয়া মোর হবে পুণ্য খ্যাতি ।
সুখী হইয়া লোক মোর গাহিবেক কীর্ত্তি ॥ ৪০ ॥

ভারতভূমিতে জন্মিয়া মানবমাত্রেরই মানবকে নিত্যদয়া বা কৃষ্ণোন্মুখী করা অবশ্য কর্ত্তব্য ঃ—

ভারতভূমিতে হৈল মনুষ্য-জন্ম যার ।
জন্ম সার্থক করি' কর পর-উপকার ॥ ৪১ ॥

কায়মনোবাক্যে জীবকে কৃষ্ণভক্তিতে উন্মুখী করাই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ দয়া বা মঙ্গলাচরণ ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবত (১০।২২।৩৫)—

এতাবজ্জন্মসাফল্যং দেহিনামিহ দেহিষু ।
প্রাণৈরর্থৈর্ধিয়া বাচা শ্রেয় আচরণং সদা ॥ ৪২ ॥

বিষ্ণুপুরাণ (৩।১২।৪২)—

প্রাণিনামুপকারায় যদেবেহ পরত্র চ ।
কর্ম্মণা মনসা বাচা তদেব মতিমান্ ভজেৎ ॥ ৪৩ ॥

মালী মনুষ্য আমার নাহি রাজ্য-ধন ।
ফল-ফুল দিয়া করি' পুণ্য উপার্জ্জন ॥ ৪৪ ॥

বৃক্ষের নির্হেতুকদয়া-দর্শনে, মূল কল্পবৃক্ষ হইবার ইচ্ছা ঃ—

মালী হঞা বৃক্ষ হইলাঙ এই ত' ইচ্ছাতে ।
সর্ব্বপ্রাণীর উপকার হয় বৃক্ষ হৈতে ॥ ৪৫ ॥

অনুভাষ্য

৪০। যেরূপ সংসারে পুণ্যপ্রভাবে লোকসমূহ সুখী হয়, পাপের প্রসারণে মনুষ্যের দুঃখ বৃদ্ধি হয়, পুণ্যবানের পবিত্র চরিত্র কীর্ত্তিত হয়, পাপীর দৌরাত্ম্য-কথা লোকে মুখে আনিতেও ইচ্ছা করে না, সেইরূপ কৃষ্ণপ্রেম প্রাপ্ত হইয়া জগতের লোক সুখী হইলে প্রেমপ্রদাতার সুখ্যাতিই বৃদ্ধি পাইবে।

৪১। পবিত্র ভারতবর্ষে নরকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া জগতের প্রকৃত নিত্য উপকার করাই সর্ব্বাপেক্ষা পবিত্র দেশে ও সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ প্রাণিমধ্যে শরীর ধারণ করার সফলতা।

৪২। বস্ত্রহরণ-লীলান্তে নিজ-সখা গোপবালকগণের সহিত বহুদূর গমন করিয়া বৃক্ষতলে বসিয়া বিশ্রাম-কালে বৃক্ষসমূহের পরোপকার বা দয়া-প্রবৃত্তি ও সহিষ্ণুতা-দর্শনে উহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া সখাগণের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের বাক্য,—

সদা প্রাণৈঃ অর্থৈঃ ধিয়া বাচা [সর্ব্বতোভাবেন] দেহিষু

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৪২। প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যদ্বারা পরের প্রতি নিরন্তর শ্রেয় আচরণ করাই দেহধারী জীবের জন্মসাফল্য।

৪৩। কর্ম্ম, মন ও বাক্যদ্বারা ইহকাল ও পরকাল-সম্বন্ধে প্রাণীদিগের যাহা উপকারার্থ হয়, তাহাই বুদ্ধিমান্ লোক আচরণ করেন।

অনুভাষ্য

(জীবেষু) শ্রেয় আচরণং (নিত্য-মঙ্গলানুষ্ঠানং ভগবদ্বৈমুখ্যাপনোদনপূর্ব্বক-তদুন্মুখীকরণেন নিত্য-দয়ায়াঃ সুষ্ঠু প্রদর্শনমিত্যর্থঃ)—এতাবৎ এব ইহ (সংসারে) দেহিনাং (জীবানাং) জন্মসাফল্যং [ভবতীতি শেষঃ]।

৪৩। মতিমান্ (বুদ্ধিমান্ জনঃ) যৎ এব কর্ম্ম ইহ (জগতি) পরত্র (অমুত্র) চ, প্রাণিনাম্ উপকারায় (নিত্যমঙ্গলায়) ভবতি, তদেব (ভগবদ্ভক্ত্যুন্মুখি-সুকৃতোৎপাদনমেব) কর্ম্মণা, মনসা, বাচা (কায়মনোবাক্যেন) ভজেৎ।

শ্রীমদ্ভাগবত (১০।২২।৩৩)—

অহো এষাং বরং জন্ম সর্ব্বপ্রাণ্যুপজীবিনাম্ ।
সুজনস্যেব যেষাং বৈ বিমুখা যান্তি নার্থিনঃ ॥ ৪৬ ॥

তাহা শুনিয়া বৃক্ষাঙ্গগণের আনন্দ ঃ—

এই আজ্ঞা কৈল যদি চৈতন্য-মালাকার ।
পরম আনন্দ পাইল বৃক্ষ-পরিবার ॥ ৪৭ ॥

অধিকার-নির্ব্বিশেষে প্রেমফল-বিতরণ ঃ—

যেই যাঁহা তাঁহা দান করে প্রেমফল ।
ফলাস্বাদে মত্ত লোক হইল সকল ॥ ৪৮ ॥
মহামাদক প্রেমফল পেট ভরি' খায় ।
মাতিল সকল লোক—হাসে, নাচে, গায় ॥ ৪৯ ॥
কেহ গড়াগড়ি যায়, কেহ ত' হুঙ্কার ।
দেখি' আনন্দিত হঞা হাসে মালাকার ॥ ৫০ ॥

জীবকে নিজানুরূপ কৃষ্ণপ্রেমার্পণদ্বারা মহাভাগবতকরণ ঃ—

এই মালাকার খায় এই প্রেমফল ।
নিরবধি মত্ত রহে, বিবশ-বিহ্বল ॥ ৫১ ॥
সর্ব্বলোকে মত্ত কৈলা আপন-সমান ।
প্রেমে মত্ত লোক বিনা নাহি দেখি আন ॥ ৫২ ॥

অধম নিন্দকাদিরও কৃষ্ণপ্রেমপ্রাপ্তি-ফলে উদ্ধার ঃ—

যে যে পূর্ব্বে নিন্দা কৈল, বলি' মাতোয়াল ।
সেই ফল খায়, নাচে, বলে—ভাল, ভাল ॥ ৫৩ ॥
এই ত' কহিলুঁ প্রেমফল-বিতরণ ।
এবে শুন, ফলদাতা যে যে শাখাগণ ॥ ৫৪ ॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ৫৫ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে ভক্তিকল্পতরুবর্ণনং নাম নবমঃ পরিচ্ছেদঃ।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৪৬। বৃক্ষদিগকে উদ্দেশ করিয়া কহিতেছেন,—অহো! ইঁহারা সকল প্রাণীর উপজীবন। ইঁহাদের জন্ম সফল। ইঁহাদের নিকট হইতে অর্থীসকল বিমুখ হইয়া যায় না। ইঁহারা সুজনগণের ন্যায় ব্যবহার করেন।

ইতি অমৃতপ্রবাহ ভাষ্যে নবম পরিচ্ছেদ।

অনুভাষ্য

৪৬। বস্ত্রহরণ-লীলান্তে নিজ-সখা গোপবালকগণের সহিত বহুদূর গমন করিয়া বৃক্ষতলে বসিয়া বিশ্রাম করিতে করিতে বৃক্ষগণের সহিষ্ণুতা ও সর্ব্বদা পরোপকার-প্রবৃত্তি দেখিয়া উহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া সখাগণের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের বাক্য,—

অহো এষাং (বৃক্ষাণাং) সর্ব্বপ্রাণ্যুপজীবনং (সর্ব্বেষাং প্রাণিনাম্ উপজীবনং) জন্ম সুজনস্য ইব বরং (শ্রেষ্ঠং),—যেষাং (যেভ্যঃ) অর্থিনঃ (প্রার্থিনঃ) বিমুখাঃ (বিফলাভীষ্টাঃ সন্তঃ) ন যান্তি (প্রত্যাবর্ত্তন্তে)।

ইতি অনুভাষ্যে নবম পরিচ্ছেদ।

দশম পরিচ্ছেদ

কথাসার—দশম পরিচ্ছেদে শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিজশাখা-বর্ণন। (অঃ প্রঃ ভাঃ)

গৌরভক্ত-বন্দনা ঃ—

শ্রীচৈতন্যপদাম্ভোজ-মধুপেভ্যো নমো নমঃ ।
কথঞ্চিদাশ্রয়াদ্ যেষাং শ্বাপি তদ্গন্ধভাগ্ভবেৎ ॥ ১ ॥

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দ ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ২ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১। শ্রীচৈতন্যপাদপদ্মমধুপদিগকে আমি বারবার নমস্কার করি। তাঁহাদিগকে কোনপ্রকারে আশ্রয় করিলে কুক্কুরও সেই পাদপদ্মগন্ধ লাভ করে।

অনুভাষ্য

১। শ্রীচৈতন্যপদাম্ভোজমধুপেভ্যঃ (শ্রীচৈতন্যস্য পদাম্ভোজয়োঃ মধুঃ ভক্তিরসং পিবন্তি যে মধুপাঃ ভৃঙ্গাঃ তেভ্যঃ গৌরভক্তেভ্যঃ) নমো নমঃ ;—যেষাং কথঞ্চিৎ (কেনচিৎ অপি প্রকারেণ) আশ্রয়াৎ শ্বা (কুক্কুরঃ—ভোগাপরঃ ভগবদ্ভক্তৌ শ্রদ্ধাহীনঃ) অপি তদ্-গন্ধভাক্ (তয়োঃ গৌরপদকমলয়োঃ গন্ধং ভজতি প্রাপ্নোতি ইতি গৌরভক্তিমান্) ভবেৎ।

গৌর-কল্পতরুর মূলশাখা-বর্ণন ঃ—

এই মালীর—এই বৃক্ষের অকথ্য কথন ।
এবে শুন মুখ্য-শাখার নাম-বিবরণ ॥ ৩ ॥

গৌরভক্তে গুরু-লঘু-ভেদ নাই ঃ—

চৈতন্য-গোসাঞির যত পারিষদচয় ।
লঘু-গুরু-ভাব তাঁর না হয় নিশ্চয় ॥ ৪ ॥

যত যত মহান্ত কৈলা তাঁ-সবার গণন ।
কেহ করিবারে নারে জ্যেষ্ঠ-লঘু-ক্রম ॥ ৫ ॥

অতএব তাঁ-সবারে করি' নমস্কার ।
নাম-মাত্র করি, দোষ না লবে আমার ॥ ৬ ॥

বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-প্রেমামরতরোঃ প্রিয়ান্ ।
শাখারূপান্ ভক্তগণান্ কৃষ্ণপ্রেমফলপ্রদান্ ॥ ৭ ॥

(১—ক, খ, গ, ঘ) শ্রীবাস-শ্রীরামাদি ভ্রাতৃচতুষ্টয়-শাখা ঃ—

শ্রীবাস পণ্ডিত আর শ্রীরাম পণ্ডিত ।
দুই ভাই—দুই শাখা, জগতে বিদিত ॥ ৮ ॥

শ্রীপতি, শ্রীনিধি—তাঁর দুই সহোদর ।
চারি ভাইর দাস-দাসী, গৃহ-পরিকর ॥ ৯ ॥

তাঁহাদের ঐকান্তিকী গৌরভক্তি ঃ—

দুই শাখার উপশাখায় তাঁ-সবার গণন ।
যাঁর গৃহে মহাপ্রভুর সদা সঙ্কীর্ত্তন ॥ ১০ ॥

সবংশে করেন যাঁরা চৈতন্যের সেবা ।
গৌরচন্দ্র বিনা নাহি জানে দেবী-দেবা ॥ ১১ ॥

(২) শ্রীচন্দ্রশেখর-শাখা ঃ—

'আচার্য্যরত্ন'-নাম ধরে বড় এক শাখা ।
তাঁর পরিকর, তাঁর শাখা-উপশাখা ॥ ১২ ॥

আচার্য্যরত্নের নাম 'শ্রীচন্দ্রশেখর' ।
যাঁর ঘরে দেবী-ভাবে নাচিলা ঈশ্বর ॥ ১৩ ॥

(৩) শ্রীপুণ্ডরীক-শাখা ঃ—

পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি—বড়শাখা জানি ।
যাঁর নাম লঞা প্রভু কান্দিলা আপনি ॥ ১৪ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৭। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপ প্রেমকল্পবৃক্ষের কৃষ্ণপ্রেমফলদাতা শাখারূপ তৎপ্রিয় ভক্তগণকে আমি বন্দনা করি।

অনুভাষ্য

৭। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যপ্রেমামরতরোঃ (গৌরপ্রেম-দেববৃক্ষস্য) কৃষ্ণপ্রেমফলপ্রদান্ শাখারূপান্ প্রিয়ান্ ভক্তগণান্ অহং বন্দে।

৮-১১। শ্রীবাস—গৌরগণোদ্দেশে (৯০ শ্লোক)—"শ্রীবাস-পণ্ডিতো ধীমান্ যঃ পুরা নারদো মুনিঃ। পর্ব্বতাখ্যো মুনিবরো য আসীন্নারদপ্রিয়ঃ। শ্রীরামপণ্ডিতঃ শ্রীমান্ তৎকনিষ্ঠসহোদরঃ।।" "নাম্নাম্বিকা ব্রজে ধাত্রী স্তন্যদাত্রী স্থিতা পুরা। সৈবেয়ং 'মালিনী' নাম্নী শ্রীবাসগৃহিণী মতা।।"* শ্রীবাসেরই ভ্রাতৃসুতা—ঠাকুর-বৃন্দাবন-জননী নারায়ণী দেবী।

শ্রীবাস শ্রীমন্মহাপ্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণের পর নবদ্বীপের বাসস্থান ছাড়িয়া কুমারহট্টে বাস করিয়াছিলেন,—এ কথা চৈতন্য-ভাগবতাদি-গ্রন্থপাঠে (অন্ত্য ৫ম অঃ) জানা যায়।

১৩। শ্রীচন্দ্রশেখর,—শ্রীমান্ নবনিধির অন্যতম, অথবা চন্দ্র (?)। ইঁহারই গৃহে মহাপ্রভুর দেবীভাবে নৃত্যাভিনয় হইয়াছিল (চৈঃ ভাঃ মধ্য, ১৮ অঃ)। এই চন্দ্রশেখরের গৃহই সম্প্রতি 'ব্রজপত্তন'-নামে সুপ্রসিদ্ধ। ইনি পূর্ব্বেই শ্রীনিত্যানন্দের প্রমুখাৎ শ্রীমন্মহাপ্রভুর সন্ন্যাস-কথা জ্ঞাত হইয়াছিলেন (চৈঃ ভাঃ মধ্য,

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৩। শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্য্যরত্ন—কোন কোন গ্রন্থমতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর মেসো।

১৪। শ্রীপুণ্ডরীক বিদ্যানিধি—চট্টগ্রামবাসী।

অনুভাষ্য

২৬ অঃ) এবং সন্ন্যাসকালে শ্রীনিত্যানন্দ ও মুকুন্দদত্তের সঙ্গে কাটোয়ায় উপস্থিত থাকিয়া সন্ন্যাসকালোচিত কার্য্যাদি সম্পাদন করিয়াছিলেন এবং নবদ্বীপে ফিরিয়া আসিয়া প্রভুর সন্ন্যাস-গ্রহণ-সংবাদ সকলকে বলিয়াছিলেন। ইঁহার গৃহে মহাপ্রভুর কীর্ত্তনের কথা—চৈঃ ভাঃ মধ্য, ৮মঃ অঃ, কাজীদলন-কালে নগরকীর্ত্তন-সঙ্গে ও শ্রীধর-কৃপাকালে ইঁহার উপস্থিতি—মধ্য, ২৩শ পঃ দ্রষ্টব্য। ইঁনি গৌড়দেশ হইতে শ্রীক্ষেত্রে ভক্তগণসহ গমন করিতেন।

১৪। শ্রীপুণ্ডরীক বিদ্যানিধি,—গৌরগণোদ্দেশে ৫৪ শ্লোক—"বৃষভানুতয়া খ্যাতঃ পুরা যো ব্রজমণ্ডলে। অধুনা পুণ্ডরী-কাক্ষো বিদ্যানিধি-মহাশয়ঃ।। স্বকীয়ভাবমাস্বাদ্য রাধা-বিরহ-কাতরঃ। চৈতন্যঃ পুণ্ডরীকাক্ষময়ে তাতাবদৎ স্বয়ম্।। 'প্রেমনিধি' তয়া খ্যাতিং গৌরো যস্মৈ দদৌ সুধীঃ। মাধবেন্দ্রস্য শিষ্যত্বাৎ গৌরবঞ্চ সদাকরোৎ। রত্নাবতী তু তৎপত্নী কীর্ত্তিদা কীর্ত্তিতা বুধৈঃ।।"* ইঁহার পিতার নাম—'বাণেশ্বর', (মতান্তরে 'শুক্লাম্বর'

** যিনি পূর্ব্বে শ্রীনারদমুনি ছিলেন, তিনিই এখন শ্রীবাস পণ্ডিতরূপে খ্যাত। নারদ-প্রিয় শ্রীপর্ব্বতমুনিই শ্রীবাসের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীরাম পণ্ডিত। পূর্ব্বে যিনি ব্রজে শ্রীকৃষ্ণের স্তন্যদাত্রী ধাত্রী-মাতা 'অম্বিকা' ছিলেন, তিনিই এখন শ্রীবাস-পত্নী শ্রীমালিনীদেবী।*

** পূর্ব্বে যিনি ব্রজমণ্ডলে বৃষভানুরূপে খ্যাত ছিলেন, তিনিই অধুনা পুণ্ডরীকাক্ষ বিদ্যানিধি। স্বকীয়ভাব অবলম্বন করত রাধাভাবে বিরহকাতর শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু পুণ্ডরীকাক্ষকে স্বয়ং পিতা বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিলেন। শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহাকে 'প্রেমনিধি' উপাধি দিয়াছিলেন এবং শ্রীমাধবেন্দ্র-পুরীপাদের শিষ্য বলিয়া তাঁহাকে সর্ব্বদা সম্মান করিতেন। তাঁহার পত্নী 'রত্নাবতী' কিন্তু পণ্ডিতগণদ্বারা 'কীর্ত্তিদা'-বলিয়াই কথিত হইতেন।*

(৪) শ্রীগদাধর-শাখা ঃ—

বড় শাখা—গদাধর পণ্ডিত-গোসাঞি ।
তেঁহো লক্ষ্মীরূপা, তাঁর সম কেহ নাই ॥ ১৫ ॥
তাঁর শিষ্য-উপশিষ্য,—তাঁর উপশাখা ।
এইমত সব শাখা-উপশাখার লেখা ॥ ১৬ ॥

(৫) শ্রীবক্রেশ্বর-মহিমা ও শাখা ঃ—

বক্রেশ্বর পণ্ডিত—প্রভুর বড় প্রিয় ভৃত্য ।
এক-ভাবে চব্বিশ প্রহর যাঁর নৃত্য ॥ ১৭ ॥
আপনে মহাপ্রভু গায় যাঁর নৃত্যকালে ।
প্রভুর চরণ ধরি' বক্রেশ্বর বলে ॥ ১৮ ॥

অনুভাষ্য

ব্রহ্মচারী) ও মাতার নাম—গঙ্গাদেবী। মতান্তরে, বাণেশ্বর—শিবরাম গঙ্গোপাধ্যায়ের বংশজাত। বিদ্যানিধির পিতা ঢাকা-জেলার বাঘিয়া-গ্রাম-নিবাসী বারেন্দ্র-শ্রেণীর বিপ্র ছিলেন বলিয়া তথাকার রাঢ়ীয় বিপ্রসমাজ তাঁহাকে গ্রহণ করেন নাই ; এই কারণে তাঁহার শাক্ত অধস্তনগণ 'একঘরে' হইয়া সমাজের 'একঘরে' লোকদিগকেই যাজন করিয়া আসিতেছেন। ইদানীন্তন তাঁহাদের মধ্যে একজন 'সরোজানন্দ গোস্বামী' নাম-ধারণপূর্ব্বক বৃন্দাবনে অবস্থান করিতেছেন। তাঁহাদের বংশের একটী বিশেষত্ব এই যে, ভ্রাতৃগণের মধ্যে একজনেরই পুত্র জন্মে, অন্যান্য ভ্রাতৃগণের হয় কন্যা জন্মে, নতুবা আদৌ সন্তান হয় না ; এজন্যই এই বংশটি তত বিস্তৃতি লাভ করে নাই। চট্টগ্রামের ছয় ক্রোশ উত্তরে 'হাট-হাজারি' নামে একটী থানা আছে। উহার এক ক্রোশ পূর্ব্বে 'মেখলাগ্রামে' ইঁহার পূর্ব্ব-নিবাস ছিল। চট্টগ্রাম-সহর হইতে স্থলপথে অশ্বযানে বা গো-যানে, অথবা জলপথে নৌকা বা ষ্টিমার-যোগে যাওয়া যায়। ষ্টিমারে অন্নপূর্ণার ঘাট, তথা হইতে শ্রীপাট—দুই মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত।

বিদ্যানিধির ভজনমন্দিরটী—অধুনা নিতান্ত জীর্ণ ও অপরিষ্কৃত ; সংস্কৃত না হইলে শীঘ্রই লুপ্ত হইবার সম্ভাবনা। মন্দিরগাত্রে ইষ্টকফলকে দুইটী শ্লোক খোদিত আছে ; অক্ষরগুলি বিকৃত হওয়ায় পাঠোদ্ধার বা অর্থোপলব্ধি হয় না। এই মন্দিরটীর ৪০০/৫০০ হস্ত দূরে দক্ষিণ-পূর্ব্বদিকে আর একটী মন্দির দেখা যায় ; উহার গাত্রস্থিত ইষ্টক-ফলক-লিপিরও পাঠোদ্ধার হয় না। ইহারই সম্মুখে ১৫/২০ হস্ত দূরে উত্তরপার্শ্বে আর একটী মন্দিরের অবস্থানের কথা পতিত বহু ইষ্টকখণ্ড-দর্শনে জানা যায়। প্রবাদ,—উহাই মুকুন্দ দত্তের ভজনমন্দির ছিল।

মহাপ্রভু ইঁহাকে 'বাপ' বলিয়া ডাকিতেন এবং 'প্রেমনিধি' নাম দিয়াছিলেন। ইনি শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর গুরু ও শ্রীদামোদর স্বরূপের সুহৃৎ। অবোধ জীবকে সতর্ক করিয়া মঙ্গল শিক্ষা দিবার উদ্দেশে পণ্ডিত-গোস্বামী বিদ্যানিধিকে প্রথমে বিষয়ি-জ্ঞানে ভুল বুঝিবার অভিনয় করিয়া পরিশেষে তাঁহার নিকট দীক্ষাভিনয়-লীলা প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীজগন্নাথদেব-কর্ত্তৃক তাঁহার গণ্ডদেশে চপেটাঘাত-বৃত্তান্ত—চৈঃ ভাঃ অন্ত্য, ১১শ পঃ দ্রষ্টব্য।

পুণ্ডরীকের বংশে শ্রীহরকুমার স্মৃতিতীর্থ ও শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর বিদ্যালঙ্কার অধুনা বর্ত্তমান আছেন। (বৈষ্ণব-মঞ্জুষা—১ম সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১৫-১৬। গদাধরপণ্ডিত গোসাঞি (গৌঃ গঃ ১৪৭, ১৫৩ শ্লোক)—"শ্রীরাধাপ্রেমরূপা যা পুরা বৃন্দাবনেশ্বরী। সা শ্রীগদাধরো গৌরবল্লভঃ পণ্ডিতাখ্যকঃ।। নির্ণীতঃ শ্রীস্বরূপৈর্যো ব্রজলক্ষ্মীতয়া যথা। পুরা বৃন্দাবনে লক্ষ্মীঃ শ্যামসুন্দর-বল্লভা। সাদ্য গৌরপ্রেম-লক্ষ্মীঃ শ্রীগদাধরপণ্ডিতঃ। রাধামনুগতা যত্তল্ললিতাপ্যনুরাধিকা। অতঃ প্রাবিশদেষা তং গৌরচন্দ্রোদয়ে যথা।।"*

আদি ১২শ পঃ শেষভাগে গদাধর-শাখা দ্রষ্টব্য।

১৭। শ্রীবক্রেশ্বর পণ্ডিত—গৌরগণোদ্দেশে ৭১ শ্লোক—"ব্যূহস্তূর্য্যোঽনিরুদ্ধোঃ যঃ স বক্রেশ্বরপণ্ডিতঃ। কৃষ্ণাবেশজ-নৃত্যেন প্রভোঃ সুখমজীজনৎ।। সহস্রগায়কান্মহ্যং দেহি ত্বং করুণাময়। ইতি চৈতন্যপাদে য উবাচ মধুরং বচঃ। স্বপ্রকাশ-বিভেদেন শশিরেখা তমাবিশৎ।।"

শ্রীধ্যানচন্দ্র গোস্বামী প্রভু লিখিয়াছেন,—"রাধাকৃষ্ণরস-প্রকাশনপরং গানাবলীভূষিতং, বৃন্দারণ্যসুখপ্রচারজনিতং স্তম্ভাদি-ভাবান্বিতম্। শ্রীগৌরাঙ্গমহাপ্রভো রসমিলন্নৃত্যাবতারাঙ্কুরং শ্রীবক্রেশ্বরপণ্ডিতং দ্বিজবরং চৈতন্যভক্তং ভজে।। নিত্যং তিষ্ঠতি তত্রৈব তুঙ্গবিদ্যা সমুৎসুকা। বিপ্রলব্ধাত্মামাপন্না শ্রীকৃষ্ণে রতিযুক্ সদা।। অস্যা বয়ঃ প্রমাণং স্যাৎ অসৌ গৌররসে পুনঃ। বক্রেশ্বর ইতি খ্যাতমাপন্না হি কলৌ যুগে।।"* ইনি শ্রীবাস-অঙ্গনে ও চন্দ্রশেখর-ভবনে মহাপ্রভুর কীর্ত্তনে নর্ত্তন করিতেন। দেবানন্দের

** পূর্ব্বে যিনি বৃন্দাবনেশ্বরী প্রেমরূপা শ্রীমতী রাধিকা ছিলেন, তিনিই অধুনা গৌরপ্রিয় শ্রীগদাধর-পণ্ডিত। তিনি শ্রীস্বরূপ-দামোদর প্রভুকর্ত্তৃক ব্রজলক্ষ্মীরূপে নির্ণীত হইয়াছেন। পূর্ব্বের শ্যামসুন্দর-বল্লভা বৃন্দাবন-লক্ষ্মীই এই লীলায় গৌরপ্রেম-লক্ষ্মী শ্রীগদাধর-পণ্ডিত। 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়'-গ্রন্থ-অনুসারে শ্রীরাধার অনুগতা বলিয়া 'অনুরাধা'-রূপে খ্যাতা শ্রীললিতাদেবী গদাধর পণ্ডিতে প্রবেশ করিয়াছেন।*

** চতুর্ব্যূহ-মধ্যে যিনি অনিরুদ্ধ, তিনিই বক্রেশ্বর পণ্ডিত। কৃষ্ণাবেশ-জনিত নৃত্যদ্বারা তিনি প্রভুর সুখবিধান করিতেন। তিনি মধুরবাক্যে শ্রীচৈতন্যদেবকে বলিতেন,—'হে করুণাময়! তুমি আমাকে সহস্র গায়ক প্রদান কর।' শ্রীশশিরেখা স্বীয় প্রকাশবিশেষে তাঁহাতে প্রবেশ করিয়াছিলেন।*

"দশসহস্র গন্ধর্ব্ব মোরে দেহ' চন্দ্রমুখ।
তারা গায়, মুঞিঁ নাচি—তবে মোর সুখ॥" ১৯॥
প্রভু বলেন—তুমি মোর পক্ষ এক শাখা।
আকাশে উড়িয়া যাঙ, পাঙ আর পাখা॥ ২০॥

(৬) শ্রীজগদানন্দের মাহাত্ম্য ঃ—

পণ্ডিত জগদানন্দ প্রভুর প্রাণরূপ।
লোকে খ্যাত যেঁহো সত্যভামার স্বরূপ॥ ২১॥
প্রীত্যে করিতে চাহে প্রভুরে লালন-পালন।
বৈরাগ্য-লোক-ভয়ে প্রভু না মানে কখন॥ ২২॥
দুইজনে খট্‌মটি লাগায় কোন্দল।
তাঁর প্রীত্যের কথা আগে কহিব সকল॥ ২৩॥

(৭) শ্রীরাঘব পণ্ডিত-শাখা ঃ—

রাঘব-পণ্ডিত—প্রভুর আদ্য অনুচর।
তাঁর শাখা মুখ্য এক,—মকরধ্বজ কর॥ ২৪॥

তাঁহার ভগিনী দময়ন্তীর গুণরাশি ঃ—

তাঁহার ভগিনী দময়ন্তী প্রভুর প্রিয় দাসী।
প্রভুর ভোগসামগ্রী যে করে বারমাসি॥ ২৫॥
সে-সব সামগ্রী যত ঝালিতে ভরিয়া।
রাঘব লইয়া যা'ন গুপত করিয়া॥ ২৬॥
বারমাস তাহা প্রভু করেন অঙ্গীকার।
'রাঘবের ঝালি' বলি' প্রসিদ্ধি যাহার॥ ২৭॥
সে-সব সামগ্রী আগে করিব বিস্তার।
যাহার শ্রবণে ভক্তের বহে অশ্রুধার॥ ২৮॥

(৮) শ্রীগঙ্গাদাস ঃ—

প্রভুর অত্যন্ত প্রিয়—পণ্ডিত গঙ্গাদাস।
যাঁহার স্মরণে হয় সর্ব্ববন্ধ-নাশ॥ ২৯॥

(৯) শ্রীপুরন্দর আচার্য্য ঃ—

চৈতন্য-পার্ষদ—শ্রীআচার্য্য পুরন্দর।
পিতা করি' যাঁরে বলে গৌরাঙ্গসুন্দর॥ ৩০॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২০। প্রভু বলেন,—তুমি আমার একটী পক্ষ ; আর একটী তোমার মত পক্ষ পাইলে আমি আকাশে উড়িয়া যাইতাম।

২৩। অন্ত্য ৪র্থ, ৭ম, ১২শ ও ১৩শ পঃ দেখুন।

অনুভাষ্য

নিকট প্রভুর বক্রেশ্বর-মাহাত্ম্য-কথন—চৈঃ ভাঃ অন্ত্য, ৩য় অঃ দ্রষ্টব্য।

শ্রীবক্রেশ্বর সম্বন্ধে উৎকল-কবি শ্রীগোবিন্দকৃত শ্রীগৌর-কৃষ্ণোদয়ে—"প্রভোঃ প্রথমশিষ্য ইত্যর্থ বিমৃশ্য বক্রেশ্বরং নিবেশ্য চ তদাশ্রমে নিজনিজং নিবাসং যযৌ।"

ইহার শিষ্য—শ্রীগোপালগুরু, তৎশিষ্য—শ্রীধ্যানচন্দ্র। উৎকল-প্রদেশে শ্রীবক্রেশ্বরের শিষ্য-সম্প্রদায়ের মধ্যে অধিকাংশই গৌড়ীয়-বৈষ্ণব বলিয়া পরিচয় দেন।

২১। জগদানন্দ—গৌরগণোদ্দেশে ৫১ শ্লোক—"কেনাবান্তরভেদেন ভেদং কুর্ব্বন্তি সাত্বতাঃ। সত্যভামা প্রকাশোঽপি জগদানন্দপণ্ডিতঃ।।" ইনি শ্রীবাস-অঙ্গনে ও চন্দ্রশেখর-ভবনে প্রভুর কীর্ত্তনসঙ্গী ছিলেন। প্রভুর সন্ন্যাসান্তে উড়িষ্যায় গমনকালে দণ্ড বহিতেন ও ভিক্ষা করিতেন।

২৪। রাঘবপণ্ডিত—গৌরগণোদ্দেশে (৪৪ শ্লোক)—"ধনিষ্ঠা ভক্ষ্যসামগ্রীং কৃষ্ণায়াদাদ্‌ব্রজেঽমিতাম্‌। সৈব সাম্প্রতং গৌরাঙ্গপ্রিয়ো রাঘবপণ্ডিতঃ।।" *

ই, বি, আর, লাইনে শিয়ালদহ-ষ্টেশন হইতে সোদপুর-ষ্টেশন, তথা হইতে এক মাইল পশ্চিমে গঙ্গাতীরে পাণিহাটী-গ্রামে রাঘবভবন। রাঘব-পণ্ডিতের সমাধির উপর লতাকুঞ্জ-বেষ্টিত একটী উচ্চ বেদী বাঁধান হইয়াছে। যে-স্থানে সমাধি, তাহারই উত্তরদিকে একটী ভগ্নপ্রায় জীর্ণ গৃহে অযত্ন-সেবিত শ্রীমদন-মোহন বিগ্রহ বিরাজমান। পাণিহাটীর বর্ত্তমান জমিদার শ্রীশিব-চন্দ্র রায় চৌধুরীর তত্ত্বাবধানে এই সেবার বন্দোবস্ত চলিতেছে।

মকরধ্বজ—গৌরগণোদ্দেশে (১৪১ শ্লোক)—"নটশ্চন্দ্র-মুখঃ প্রাগ্‌ যঃ স করো মকরধ্বজঃ।।" ইনি পাণিহাটী-গ্রামের অধিবাসী ছিলেন।

২৫। দময়ন্তী—গৌরগণোদ্দেশে (১৬৭ শ্লোক)—"গুণমালা ব্রজে যাসীদ্দময়ন্তী তু তৎস্বসা।।"

২৭। অন্ত্য, ১০ম পঃ 'ঝালির' বর্ণনা দ্রষ্টব্য।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২৮। আগে—অন্ত্য ১০ম পঃ দেখুন।

অনুভাষ্য

২৯। গঙ্গাদাস পণ্ডিত—গৌরগণোদ্দেশে (৫৩ শ্লোক)—

শ্রীধ্যানচন্দ্র গোস্বামীর বর্ণনানুসারে—শ্রীরাধাকৃষ্ণ-রসপ্রকাশপর গানাবলী যাঁহার ভূষণ, বৃন্দাবন-রসতত্ত্ব প্রচারকালে স্তম্ভাদি-ভাবে যিনি শোভিত হন, শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর রসাত্মক-নৃত্য প্রকাশে যিনি অঙ্কুর-স্বরূপ, সেই শ্রীচৈতন্যভক্ত দ্বিজবর শ্রীবক্রেশ্বর পণ্ডিতকে ভজনা করি। তাঁহাতেই সদা-উৎসুকা শ্রীমতী তুঙ্গবিদ্যা নিত্য বিরাজিতা। সর্ব্বদা শ্রীকৃষ্ণে রতিযুক্তা ও বিপ্রলম্ভ-ভাবান্বিতা শ্রীতুঙ্গবিদ্যা পুনরায় কলিযুগে গৌররসে 'বক্রেশ্বর'-নামে খ্যাতা হইয়াছেন।

* *ব্রজে শ্রীকৃষ্ণকে যিনি অমিতপরিমাণে খাদ্যসামগ্রী প্রদান করিতেন, সেই ধনিষ্ঠাই সম্প্রতি গৌরাঙ্গপ্রিয় শ্রীরাঘবপণ্ডিত।*

(১০) শ্রীদামোদর পণ্ডিত-শাখা ঃ—

দামোদর পণ্ডিত-শাখা প্রেমেতে প্রচণ্ড ।
প্রভুর উপরে যেঁহো কৈল বাক্যদণ্ড ॥ ৩১ ॥
দণ্ড-কথা কহিব আগে বিস্তার করিয়া ।
দণ্ডে তুষ্ট প্রভু তাঁরে পাঠাইলা নদীয়া ॥ ৩২ ॥

(১১) শ্রীশঙ্কর পণ্ডিত-মাহাত্ম্য ও শাখা ঃ—

তাঁহার অনুজ শাখা—শঙ্কর পণ্ডিত ।
'প্রভু-পাদোপাধান' যাঁর নাম বিদিত ॥ ৩৩ ॥

(১২) শ্রীসদাশিব পণ্ডিত ঃ—

সদাশিব-পণ্ডিত যাঁর প্রভুপদে আশ ।
প্রথমেই নিত্যানন্দের যাঁর ঘরে বাস ॥ ৩৪ ॥

(১৩) শ্রীপ্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারী ঃ—

শ্রীনৃসিংহ-উপাসক—প্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারী ।
প্রভু তাঁর নাম কৈলা 'নৃসিংহানন্দ' করি' ॥ ৩৫ ॥

(১৪) শ্রীনারায়ণ পণ্ডিত ঃ—

নারায়ণ-পণ্ডিত এক বড়ই উদার ।
চৈতন্যচরণ বিনু নাহি জানে আর ॥ ৩৬ ॥

(১৫) শ্রীমান্ পণ্ডিত-শাখা ঃ—

শ্রীমান্পণ্ডিত শাখা—প্রভুর নিজ ভৃত্য ।
দেউটি ধরেন, যবে প্রভু করেন নৃত্য ॥ ৩৭ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৩২। আগে—অন্ত্য ৩য় পঃ দেখুন।

অনুভাষ্য

"পুরাসীৎ রঘুনাথস্য যো বশিষ্ঠমুনির্গুরুঃ। স প্রকাশ-বিশেষেণ গঙ্গাদাস-সুদর্শনৌ।।" ঐ ১১১ শ্লোক—✱✱ "গঙ্গাদাস প্রভুপ্রিয়ঃ। আসীন্নিধুবনে প্রাগ্ যো দুর্ব্বাসা গোপিকা-প্রিয়ঃ।।" ✱

৩০। পুরন্দর আচার্য্য—চৈঃ ভাঃ অন্ত্যঃ, ৫ম অঃ—'প্রভু আইলেন মাত্র পণ্ডিতের ঘর। বার্ত্তা পাই' আইলা আচার্য্য পুরন্দর।। তাহানে দেখিয়া প্রভু পিতা করি' বলে। প্রেমাবেশে মত্ত তানে করিলেন কোলে।। পরম-সুকৃতি সে আচার্য্য পুরন্দর। প্রভু দেখি' কান্দে অতি হই অসম্বর।।'

৩১-৩২। দামোদর পণ্ডিত—গৌরগণোদ্দেশে (১৬৯ শ্লোক)—"শৈব্যা যাসীৎ ব্রজে চণ্ডী স দামোদরপণ্ডিতঃ। কুতশ্চিৎ কার্য্যতো দেবী প্রাবিশত্তং সরস্বতী।।" ◆ প্রভুর আজ্ঞায় দামোদর আইর (শচীমাতার) দর্শনে গৌড়ে আসিয়া পুনরায় রথযাত্রার প্রাক্কালে ভক্তগণসহ পুরুষোত্তমে যাইতেন (চৈঃ ভাঃ অন্ত্য, ৯ম অঃ)। শচীদেবীর কৃষ্ণভক্তির কথা জিজ্ঞাসা করিলে প্রভুর প্রতি দামোদরপণ্ডিতের উত্তর—চৈঃ ভাঃ অন্ত্য, ১০ম অঃ দ্রষ্টব্য। অন্ত্যলীলা, তৃতীয় পরিচ্ছেদে দামোদরের প্রভুর প্রতি বাক্যদণ্ড-বৃত্তান্ত দ্রষ্টব্য।

৩৩। শঙ্কর পণ্ডিত—গৌরগণোদ্দেশে (১৫৭ শ্লোক)—"যস্যা বক্ষসি সুষ্বাপ কৃষ্ণো বৃন্দাবনে পুরা। সা শ্রীভদ্রাদ্য গৌরাঙ্গ-প্রিয়ঃ শঙ্করপণ্ডিতঃ।।"✱ অন্ত্য, ১৯পঃ ৬৭-৭৪ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

পণ্ডিতদামোদরের প্রতি মহাপ্রভুর সগৌরব-প্রীতি এবং তদনুজ পণ্ডিতশঙ্করের প্রতি মহাপ্রভুর কেবল শুদ্ধপ্রেম ছিল—মধ্য, ১১পঃ ১৪৬-১৪৮ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

৩৪। সদাশিব পণ্ডিত—চৈঃ ভাঃ অন্ত্য, ৯অঃ—(শ্রীরথযাত্রা-সময়ে)—"সদাশিব পণ্ডিত চলিলা শুদ্ধমতি। যাঁর ঘরে পূর্ব্বে নিত্যানন্দের বসতি।।"

ইনি নবদ্বীপবাসী প্রভুর কীর্ত্তনের সঙ্গী। গয়া হইতে ফিরিয়া আসিয়া ইঁহাকে ও অন্যান্য ভক্তকে শুক্লাম্বর-গৃহে মহাপ্রভু নিজের কৃষ্ণ-ভজনের কথা বলিয়াছিলেন। চন্দ্রশেখর-গৃহে লক্ষ্মীবেশে নাচিবার সময় ইঁহাকে কাচ-সজ্জাদি করিতে বলিয়াছিলেন (চৈঃ ভাঃ মধ্য, ১৮অঃ)।

৩৫। প্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারী—অন্ত্য, ২য় পঃ—"প্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারী তাঁর নিজনাম। 'নৃসিংহানন্দ' নাম তাঁর কৈল গৌরধাম।।" পাণিহাটীর রাঘবের গৃহ হইতে আসিয়া কুমারহট্টে শিবানন্দের বাটীতে মহাপ্রভু ইঁহার হৃদয়-মধ্যে 'আবির্ভূত' হইয়া জগন্নাথ, নৃসিংহ ও নিজের—তিনজনের ভোগ গ্রহণ করিয়াছিলেন (চৈঃ চঃ অন্ত্য, ২য় ৪৮-৭৮ পঃ)। কুলিয়া হইতে মহাপ্রভুর বৃন্দাবন-গমন-সংবাদ-শ্রবণে ইনি ধ্যানমগ্ন চিত্তে কুলিয়া হইতে বৃন্দাবন পর্য্যন্ত পথ বাঁধিলে পর ধ্যানভঙ্গ হওয়ায় ইনি ভক্তগণকে বলিয়াছিলেন,—'প্রভু এবার কানাইর নাটশালা পর্য্যন্ত যাইবেন, বৃন্দাবন যাইবেন না' (মধ্য, ১পঃ ৫৫-৬২)। গৌরগণোদ্দেশে ৭৪ শ্লোক—"আবেশশ্চ তথা জ্ঞেয়ো মিশ্রে প্রদ্যুম্নসংজ্ঞকে।" (চৈঃ ভাঃ অন্ত্য, ৩য় অঃ)—"যাঁহার শরীরে নৃসিংহের পরকাশ" এবং (অন্ত্য, ৯ অঃ)—"সাক্ষাৎ নৃসিংহ যাঁর সনে কথা কয়।"

৩৬। নারায়ণ পণ্ডিত—শ্রীবাসের ভ্রাতা শ্রীরাম পণ্ডিতের

✱ পূর্ব্বে যিনি শ্রীরঘুনাথ-গুরু শ্রীবশিষ্টমুনি ছিলেন, তিনিই অধুনা প্রকাশ-বিশেষে শ্রীগঙ্গাদাস ও শ্রীসুদর্শন। পূর্ব্বে যিনি নিধুবনে গোপিকা-প্রিয় শ্রীদুর্ব্বাসা ছিলেন, তিনিই প্রভুপ্রিয় শ্রীগঙ্গাদাস।

◆ ব্রজে যিনি প্রখরা শৈব্যা ছিলেন, তিনিই শ্রীদামোদর পণ্ডিত। কোন কার্য্যবশতঃ সরস্বতীদেবীও তাঁহাতে প্রবিষ্টা।

✱ বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণ যাঁহার বক্ষে নিদ্রা যাইতেন, সেই শ্রীভদ্রাই অধুনা শ্রীশঙ্কর পণ্ডিত।

(১৬) শ্রীশুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী ঃ—

শুক্লাম্বর-ব্রহ্মচারী বড় ভাগ্যবান্ ।
যাঁর অন্ন মাগি' কাড়ি' খাইলা ভগবান্ ॥ ৩৮ ॥

(১৭) শ্রীনন্দন-আচার্য্য-শাখা ঃ—

নন্দন-আচার্য্য-শাখা জগতে বিদিত ।
লুকাইয়া দুই প্রভুর যাঁর ঘরে স্থিত ॥ ৩৯ ॥

(১৮) শ্রীমুকুন্দ দত্ত-শাখা ঃ—

শ্রীমুকুন্দ-দত্ত শাখা—প্রভুর সমাধ্যায়ী ।
যাঁহার কীর্ত্তনে নাচে চৈতন্য-গোসাঞি ॥ ৪০ ॥

(১৯) শ্রীবাসুদেবদত্ত ঠাকুরের গুণরাশি ঃ—

বাসুদেব দত্ত—প্রভুর ভৃত্য মহাশয় ।
সহস্র-মুখে যাঁর গুণ কহিলে না হয় ॥ ৪১ ॥

অনুভাষ্য

সহিত তিনি শ্রীমহাপ্রভুর দর্শনে নীলাচলে গিয়াছিলেন। চৈঃ ভাঃ অন্ত্য, ৯ম অঃ ৯৩ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

৩৭। শ্রীমান্ পণ্ডিত—শ্রীনবদ্বীপবাসী, প্রভুর প্রথম কীর্ত্তনের সঙ্গী। কাচের দিন দেবীভাবে ও সর্ব্বত্র প্রভুর নৃত্যকালে মশাল জ্বালিয়াছিলেন। চৈঃ ভাঃ মধ্য, ১৮ অঃ—'আদ্যাশক্তি'-বেশে নাচে প্রভু গৌরসিংহ। সুখে দেখে তাঁর যত চরণের ভৃঙ্গ।। সম্মুখে দেউটী ধরে পণ্ডিত শ্রীমান্।।"

৩৮। শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী—শ্রীনবদ্বীপবাসী এবং প্রভুর প্রথম কীর্ত্তনের সঙ্গী। গয়া হইতে ফিরিয়া মহাপ্রভু ভক্তগণকে ইঁহারই গৃহে মিলিত হইয়া ইঁহার নিকট কৃষ্ণের আখ্যান শুনিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন (চৈঃ ভাঃ মধ্য, ১ম অঃ)। নবদ্বীপ-লীলায় মহাপ্রভু ইঁহারই ভিক্ষালব্ধ চাউলের অন্ন পরমানন্দে কাড়িয়া লইয়া ভোজন করিতেন (চৈঃ ভাঃ মধ্য ১৬ ও ২৫ অঃ)। গৌরগণোদ্দেশে ১৯১ শ্লোকে—"শুক্লাম্বরো ব্রহ্মচারী পুরাসীদ্ যজ্ঞপত্নিকা। প্রার্থয়িত্বা যদন্নং শ্রীগৌরাঙ্গো ভুক্তবান্ প্রভুঃ। কেচিদাহুর্ব্রহ্মচারী যাজ্ঞিকব্রাহ্মণঃ পুরা।।"*

৩৯। নন্দন আচার্য্য—নবদ্বীপবাসী, প্রভুর কীর্ত্তনের সঙ্গী। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু অবধূত-বেশে নানা তীর্থভ্রমণান্তে ইঁহারই গৃহে প্রথমে আসিয়া উপস্থিত হন। তথায় মহাপ্রভু ভক্তগণের সহিত মিলিত হন। মহাপ্রকাশের দিবস মহাপ্রভু অদ্বৈতপ্রভুকে আনিতে রামাই পণ্ডিতকে পাঠান। অদ্বৈতাচার্য্য নন্দনাচার্য্যের গৃহে লুকাইয়া থাকিলে সর্ব্বান্তর্যামী গৌরসুন্দর তাহা জানিতে পারেন। শ্রীমহাপ্রভুও একদিন ইঁহার গৃহে লুকাইয়াছিলেন। চৈঃ ভাঃ মধ্য, ৬ ও ১৭ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

৪০। শ্রীমুকুন্দদত্ত—জন্ম চট্টগ্রাম-জেলার পটিয়া-থানার অন্তর্গত 'ছন্হরা'-গ্রামে—বিদ্যানিধির শ্রীপাট 'মেখলা গ্রাম' হইতে দশ ক্রোশ দূরবর্ত্তী। গৌরগণোদ্দেশে ১৪০ শ্লোকে—"ব্রজে স্থিতৌ গায়কৌ যৌ মধুকণ্ঠ-মধুব্রতৌ। মুকুন্দবাসুদেবৌ তৌ দত্তৌ গৌরাঙ্গগায়কৌ।।" বিদ্যাশিক্ষাকালে সহপাঠী মুকুন্দের সহিত নিমাই ন্যায়ের ফাঁকি লইয়া ঝগড়া করিতেন (চৈঃ ভাঃ আদি ৭ম ও ৮ম অঃ)। গয়া হইতে আসিয়া কৃষ্ণপ্রেম-মত্ত প্রভুকে মুকুন্দ ভাগবত-শ্লোক পড়িয়া আনন্দ দান করিতেন। ইঁহারই চেষ্টায় সঙ্গী শ্রীগদাধরপণ্ডিত-গোস্বামী শ্রীবিদ্যানিধির নিকট দীক্ষিত হন (মধ্য, ৭ম অঃ)। শ্রীবাস-অঙ্গনে ইনি কীর্ত্তন করিলে মহাপ্রভু নৃত্য করিতেন। 'সাতপ্রহরিয়া' ভাবকালে ইনি 'অভিষেক' গাহিয়া-ছিলেন। মুকুন্দের প্রতি দণ্ড ও কৃপা (চৈঃ ভাঃ মধ্য, ১০ অঃ)। চন্দ্রশেখর-গৃহে প্রভুর লক্ষ্মীবেশে নৃত্য-লীলায় প্রথমে ইনি গান ধরিয়াছিলেন। স্বীয় সন্ন্যাস-গ্রহণের কথা নিত্যানন্দপ্রভুকে বলিবার পর মুকুন্দের গৃহে গিয়া উপস্থিত হইলে সকল কথা শুনিয়া মুকুন্দ প্রভুকে আরও কিছুদিন নবদ্বীপে কীর্ত্তনলীলা করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন (চৈঃ ভাঃ মধ্য ২৫ অঃ)। প্রভুর সন্ন্যাস কথা নিত্যানন্দমুখে গদাধর ও চন্দ্রশেখরের সহিত মুকুন্দও জানিতে পারিয়া তাঁহাদের সহিত কাটোয়ায় গিয়া কীর্ত্তন ও প্রভুর সন্ন্যাসোচিত ক্রিয়া সম্পাদন ও প্রভুর সন্ন্যাসান্তে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ নিতাই, গদাধর ও গোবিন্দের সহিত মিলিত হইয়া গমন (মধ্য, ২৬ অঃ, অন্ত্য ১ম অঃ) এবং এইরূপে প্রভুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ পুরুষোত্তম পর্য্যন্ত গমন (অন্ত্য ২য় অঃ দ্রষ্টব্য)। জলেশ্বরে গমনকালে নিত্যানন্দ-কর্ত্তৃক প্রভুর দণ্ডভঙ্গকালে উপস্থিত থাকিয়া প্রভুর কিছু পরেই জলেশ্বর উপস্থিত হন। প্রতিবর্ষে ভক্তগণসহ গৌড়দেশ হইতে প্রভুদর্শনার্থে নীলাচলে আসিতেন।

৪১। শ্রীবাসুদেব দত্ত—চট্টগ্রামে ইঁহার জন্ম, মুকুন্দ দত্তের ভ্রাতা। (চৈঃ ভাঃ অন্ত্য, ৯ অঃ)—"যাঁর স্থানে কৃষ্ণ হয় আপনে বিক্রয়।" কুমারহট্টে শ্রীবাস-গৃহে অবস্থানকালে (চৈঃ ভাঃ অন্ত্য, ৫ম অঃ)—"হেন সে প্রভুর প্রীতি দত্তের বিষয়। প্রভু বলে,—আমি বাসুদেবের নিশ্চয়।। ** এ শরীর বাসুদেব দত্তের আমার।। দত্ত আমা' যথা বেচে, তথাই বিকাই। সত্য, সত্য, ইহাতে অন্যথা কিছু নাই।। সত্য আমি কহি, শুন, বৈষ্ণবমণ্ডল। এ দেহ আমার বাসুদেবের কেবল।।" ইঁহারই অনুগৃহীত যদুনন্দন আচার্য্য—শ্রীরঘুনাথদাস গোস্বামীর দীক্ষাগুরু (অন্ত্য, ৬ষ্ঠ পঃ ১৬১)। ইঁহার

** পূর্ব্বে যিনি যাজ্ঞিক পত্নী ছিলেন, তিনিই শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী, যাঁহার নিকট হইতে শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু অন্ন প্রার্থনা করিয়া ভোজন করিয়াছিলেন। কাহারও মতে তিনি পূর্ব্বে যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ ছিলেন।*

জগতে যতেক জীব, তার পাপ লঞা ।
নরক ভুঞ্জিতে চাহে জীব ছাড়াইয়া ॥ ৪২ ॥

(২০) নামাচার্য্য ঠাকুর হরিদাসের গুণরাশি ও তৎশাখা ঃ—

হরিদাস ঠাকুর-শাখার অদ্ভুত চরিত ।
তিনলক্ষ নাম তেঁহো লয়েন অপতিত ॥ ৪৩ ॥
তাঁহার অনন্ত গুণ,—কহি দিঙ্মাত্র ।
আচার্য্য গোসাঞি যাঁরে ভুঞ্জায় শ্রাদ্ধপাত্র ॥ ৪৪ ॥
প্রহ্লাদ-সমান তাঁর গুণের তরঙ্গ ।
যবন-তাড়নেও যাঁর নাহিক ভ্রূভঙ্গ ॥ ৪৫ ॥
তেঁহো সিদ্ধি পাইলে তাঁর দেহ লঞা কোলে ।
নাচিল চৈতন্যপ্রভু মহাকুতূহলে ॥ ৪৬ ॥
তাঁর লীলা বর্ণিয়াছেন বৃন্দাবনদাস ।
যেবা অবশিষ্ট, আগে করিব প্রকাশ ॥ ৪৭ ॥

(২০ক) হরিদাসশিষ্য সত্যরাজ খাঁ (বসু) প্রভৃতি ঃ—

তাঁর উপশাখা,—যত কুলীনগ্রামী জন ।
সত্যরাজ আদি—তাঁর কৃপার ভাজন ॥ ৪৮ ॥

(২১) শ্রীমুরারি গুপ্ত-মহিমা ও শাখা ঃ—

শ্রীমুরারি গুপ্ত-শাখা—প্রেমের ভাণ্ডার ।
প্রভুর হৃদয় দ্রবে শুনি' দৈন্য যাঁর ॥ ৪৯ ॥
প্রতিগ্রহ নাহি করে, না লয় কার ধন ।
আত্মবৃত্তি করি' করে কুটুম্ব ভরণ ॥ ৫০ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৪৩। অপতিত—বিধিভঙ্গ-রহিতরূপে।

অনুভাষ্য

ব্যয়বাহুল্য-প্রবৃত্তি দেখিয়া প্রভুকর্ত্তৃক শিবানন্দ-সেনকে ইঁহার 'সরখেল' হইয়া ব্যয়সমাধানার্থ আদেশ (মধ্য, ১৫ পঃ ৯৩-৯৬)। জীবের দুঃখ দর্শনে ইঁহার মহাপ্রভুর নিকট প্রার্থনা (১৫শ ১৫৯-১৮০) দ্রষ্টব্য।

ই, আই, আর, লাইনে পূর্ব্বস্থলী-ষ্টেশন হইতে ১ মাইল দূরে ঠাকুর বৃন্দাবনের জন্মভূমি মামগাছি-গ্রামে ইঁহার প্রতিষ্ঠিত শ্রীমদনগোপাল অদ্যাপি বর্ত্তমান। সেবায় নিতান্ত অযত্ন হইতেছে। সেবার ঔজ্জ্বল্যবিধান বাঞ্ছনীয়।

৪৩-৪৭। শ্রীহরিদাস ঠাকুর—(চৈঃ ভাঃ আদি ২ অঃ)— "বূঢ়নে হইলা অবতীর্ণ হরিদাস। ** কতদিন থাকি' আইলা গঙ্গাতীরে। আসিয়া রহিল ফুলিয়ায় শান্তিপুরে।।"—যবনকর্ত্তৃক দৌরাত্ম্য-প্রসঙ্গ—চৈঃ ভাঃ ১১ অধ্যায়ে বর্ণিত। হরিদাসের দৈন্যোক্তি ও প্রভুর কৃপা—চৈঃ ভাঃ মধ্য, ১০ অঃ ; দ্বারে দ্বারে নামপ্রচার—মধ্য, ১৩ অঃ ; চন্দ্রশেখর-গৃহে অভিনয়কালে হরিদাসের কোটালবেশ—চৈঃ ভাঃ মধ্য, ১৮ অঃ, বেনাপোলে হরিনাম-ভজন ও পরীক্ষা—চৈঃ চঃ অন্ত্য ৩ পঃ এবং হরিদাস-নির্য্যাণ—অন্ত্য, ১১ পঃ বর্ণিত।

২৪ পরগণার অন্তর্গত (বর্ত্তমান বাংলাদেশের অন্তর্গত খুলনা-জেলা) সাতক্ষীরা-মহকুমায় 'বূঢ়ন'-নামক এক পরগণা আছে, তথায় ঠাকুরের প্রাকট্য হইয়াছিল কিনা—জানা যায় না।

৪৮। সত্যরাজ খান—ইনি কুলীনগ্রামের গুণরাজ খানের পুত্র ও রামানন্দ বসুর পিতা। কুলীনগ্রামে ঠাকুর হরিদাস চাতুর্ম্মাস্যকাল বাস করিয়া ভজন করিয়াছিলেন এবং বসুবংশীয়গণকে কৃপা বিতরণ করিয়াছিলেন। প্রতিবর্ষে জগন্নাথদেবের পট্টডোরী আনিবার জন্য মহাপ্রভুর কৃপাদেশ-লাভ (মধ্য, ১৪ পঃ) এবং গৃহস্থের কর্ত্তব্য-জিজ্ঞাসা-প্রসঙ্গে বৈষ্ণব, বৈষ্ণবতর ও বৈষ্ণবতমের অধিকার-তারতম্য ও লক্ষণ-শ্রবণ (মধ্য ১৫ পঃ ১০২-১০৯, ১৬ পঃ ৬৭-৭৫ সংখ্যা দ্রষ্টব্য)। তাঁহার ভজন-স্থানে এক্ষণে শ্রীমহাপ্রভুর বিগ্রহ আছেন।

কুলীনগ্রাম—হাওড়া বর্দ্ধমান কর্ড লাইনে 'জৌগ্রাম' ষ্টেশন হইতে ২ মাইলের মধ্যে কুলীনগ্রাম। কুলীনগ্রামের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে মহাপ্রভুর উক্তি—আদি, ১০ম পঃ ৮২-৮৩ এবং মধ্য ১০ম পঃ ১০০-১০১ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

৪৯। শ্রীমুরারিগুপ্ত—'শ্রীচৈতন্যচরিত' গ্রন্থের লেখক। শ্রীহট্টের বৈদ্যবংশজাত ও পরে নবদ্বীপ-প্রবাসী হইয়াছিলেন। ইনি মহাপ্রভু অপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ। ইঁহার গৃহে মহাপ্রভু বরাহরূপ দেখাইয়াছিলেন (চৈঃ ভাঃ মধ্য, ৩য় অঃ) এবং মহাপ্রকাশাবস্থায় শ্রীরামরূপ তাঁহাকে দর্শন করান (চৈঃ ভাঃ মধ্য, ১০ অঃ)। শ্রীবাসের গৃহে নিত্যানন্দসহ উপবিষ্ট গৌরসুন্দরের মধ্যে মুরারি-গুপ্তের প্রথমে গৌরকে প্রণাম ও পরে নিত্যানন্দকে দণ্ডবৎ। 'তুমি ব্যবহার ব্যতিক্রম করিয়া নমস্কার করিয়াছ' মুরারিকে প্রভুর এইরূপ উক্তি এবং রাত্রিতে স্বপ্নযোগে তাঁহার নিকট নিত্যানন্দ-তত্ত্ব-কীর্ত্তন। পরদিবস প্রাতে মুরারির প্রথমে নিত্যানন্দের ও পরে মহাপ্রভুর চরণ-বন্দনা। মুরারিকে চর্ব্বিত তাম্বূল-প্রদান। একদিন শ্রীমহাপ্রভুর উদ্দেশে মুরারির ঘৃতান্ন-প্রদান, পরদিবস প্রাতে মহাপ্রভুর বহু অন্ন-গ্রহণে অজীর্ণহেতু মুরারির নিকট চিকিৎসার্থ আগমন। 'মুরারির জলপাত্রের জলই উহার ঔষধ' এই বলিয়া প্রভুর জলপান ; শ্রীবাস-ভবনে মহাপ্রভুর চতুর্ভুজ-মূর্ত্তি-ধারণ, মুরারির গরুড়-ভাব এবং প্রভুর তৎস্কন্ধে আরোহণ। প্রভুর অপ্রাকট্যে বিরহ অসহ্য হইবে ভাবিয়া প্রভুর প্রকটকালেই

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৫০। আত্মবৃত্তি—স্ব-বর্ণবৃত্তি, মুরারিগুপ্তের কবিরাজী (ব্যবসায়)।

চিকিৎসা করেন যারে হইয়া সদয়।
দেহরোগ, ভবরোগ,—দুই তার ক্ষয় ॥ ৫১ ॥

(২২) শ্রীমান্ সেন ঃ—

শ্রীমান্ সেন প্রভুর সেবক প্রধান।
চৈতন্য-চরণ বিনু নাহি জানে আন ॥ ৫২ ॥

(২৩) শ্রীগদাধরদাস-শাখা ঃ—

শ্রীগদাধরদাস-শাখা সর্ব্বোপরি।
কাজীগণের মুখে যেঁহ বোলাইল হরি ॥ ৫৩ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৫৩। গদাধরদাস—এঁড়িয়াদহবাসী।

অনুভাষ্য

মুরারির দেহত্যাগে সঙ্কল্প এবং অন্তর্যামী প্রভুকর্ত্তৃক তাঁহাকে উহা হইতে নিবারণ-প্রসঙ্গ (চৈঃ ভাঃ মধ্য ২০ অঃ)। একদিন প্রভুর ভাবাবেশে এবং মুরারিগুপ্তের গৃহে প্রভুর বরাহ-মূর্ত্তি প্রাকট্য, তদ্দর্শনে মুরারির স্তুতি (চৈঃ ভাঃ অন্ত্য, ৪ অঃ); মুরারি গুপ্তের দৈন্যোক্তি—মধ্য ১১ পঃ ১৫২-১৫৮; মুরারির শ্রীরামনিষ্ঠা—মধ্য ১৫ পঃ ১৩৭-১৫৭ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

৫২। শ্রীমান্ সেন—ইনি নবদ্বীপবাসী প্রভুসঙ্গী।

৫৩। শ্রীগদাধর দাস—কলিকাতা হইতে ৪ ক্রোশ উত্তরে ভাগীরথীতীরে 'এঁড়িয়াদহ' গ্রাম; দাস গদাধর মহাপ্রভুর অপ্রকটের পর নবদ্বীপ হইতে কাটোয়ায় (ভক্তিরত্নাকর ৭ম তঃ) পরে তথা হইতে এই গ্রামে আসিয়া বাস করেন। ইনি শ্রীরাধার কান্তি; শ্রীল পণ্ডিতগোস্বামী যেমন শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনীরূপা, শ্রীল গদাধর-দাসও তেমনই শ্রীমতীর অঙ্গশোভা। "রাধাভাব-দ্যুতিসুবলিত" গৌরের তিনি দ্যুতি-স্বরূপ। গৌরগণোদ্দেশে তিনি বৃষভানুনন্দিনীর বিভূতিরূপ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। তিনি গৌর ও নিত্যানন্দ, উভয়ের গণেই গণিত হন। গৌরগণ—ব্রজের মধুর-রসের রসিক, নিত্যানন্দগণ—শুদ্ধভক্তি-প্রধান সখ্যাদিরসের রসিক। শ্রীদাস গদাধর নিত্যানন্দগণ হইলেও সখ্যভাবময় গোপাল নহেন; তিনি মধুর-রসিক ছিলেন। কাটোয়ায় তাঁহার গৌরার্চ্চা ছিল।

১৪৩৪শকে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু যেকালে নীলাচল হইতে গৌড়দেশে ভক্তি-প্রচারের জন্য শ্রীমহাপ্রভু-কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হন, তৎকালে গদাধর তাঁহার প্রচার-কার্য্যে একজন প্রধান সহায় হন (আদি ১১পঃ ১৩-১৪)। শ্রীগদাধরদাস সকলকে হরিনাম করিতে উপদেশ করিতেন। সেই গ্রামের কাজী কীর্ত্তন-বিরোধী ছিলেন। শ্রীদাস গদাধর একদিন রাত্রিকালে কীর্ত্তন করিতে করিতে কাজী-উদ্ধারের মানসে তাহার গৃহে উপস্থিত হইয়া হরিনাম উচ্চারণ করিতে অনুরোধ করেন; তদুত্তরে কাজী 'আগামী কল্য হরি বলিব' বলায় গদাধরদাস প্রেমসুখপূর্ণ হইয়া বলেন,—"**

(২৪) শ্রীশিবানন্দ সেন-শাখা ঃ—

শিবানন্দ সেন—প্রভুর ভৃত্য অন্তরঙ্গ।
প্রভুস্থানে যাইতে সবে লয়েন যাঁর সঙ্গ ॥ ৫৪ ॥
প্রতি বর্ষে প্রভুর গণ সঙ্গেতে লইয়া।
নীলাচলে চলেন পথে পালন করিয়া ॥ ৫৫ ॥

প্রভুর তিনরূপে অবতীর্ণ হইয়া কৃপা ঃ—

ভক্তে কৃপা করেন প্রভু এ তিন স্বরূপে।
'সাক্ষাৎ', 'আবেশ' আর 'আবির্ভাব'-রূপে ॥ ৫৬ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৫৬। সকলভক্তের নিকট একরূপ দর্শন দিয়া 'সাক্ষাৎ' কৃপা করিতেন, কিন্তু নকুল ব্রহ্মচারীর দেহে সময় সময় 'আবিষ্ট' হইতেন; প্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারীর দেহে শ্রীচৈতন্যের 'আবির্ভাব' হইত।

অনুভাষ্য

আর কালি কেনে। এইত' বলিলা হরি আপন-বদনে।।" গৌর-গণোদ্দেশে—"রাধা-বিভূতিরূপা যা চন্দ্রকান্তিঃ পুরা ব্রজে। সঃ শ্রীগৌরাঙ্গ-নিকটে দাসবংশ্যো গদাধরঃ।। পূর্ণানন্দা সাদ্য ব্রজে যাসীদ্বলদেবপ্রিয়াগ্রণী। সাপি কার্য্যবশাদেব প্রাবিশত্তং গদাধরম্।।" নীলাচল হইতে গৌড়াগমন-পথে শ্রীদাস-গদাধর শ্রীরাধাভাবে মহাঅট্ট-হাস্যসহ দধি-বিক্রেত্রী হইয়া স্বীয় বাহ্য পরিচয় ভুলিয়া-ছিলেন—ইহা নিত্যানন্দপ্রভু দেখিয়াছিলেন। কখনও গদাধর গোপীভাবে বিভোর হইয়া গাঙ্গতোয়পূর্ণ কুম্ভ মস্তকে লইয়া দুধ বিক্রয় করিতেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু যে-বার গৌড়মণ্ডল হইয়া শ্রীবৃন্দাবন যাইবার ইচ্ছা করেন, সেকালে পাণিহাটী-গ্রামে রাঘব-ভবনে উপস্থিত হন। তখন "রাঘব-মন্দিরে শুনি' শ্রীগৌরসুন্দর। গদাধরদাস ধাই' আইলা সত্বর।। প্রভুও দেখিয়া গদাধর সুকৃতিরে। শ্রীচরণ তুলিয়া দিলেন তাঁর শিরে।।" (চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ৫ অঃ)। এঁড়িয়াদহে গদাধরের ভবনে তাঁহার প্রকটকালে 'বাল-গোপাল' মূর্ত্তি ছিলেন। শ্রীমাধব ঘোষ গোপালবিগ্রহের সম্মুখে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ও শ্রীদাস গদাধরের সাহায্যে 'দানখণ্ড' অভিনয়ের দ্বারা নৃত্যগীত করেন (চৈঃ ভাঃ অন্ত্য, ৫ অঃ)। শ্রীগদাধরের তিরোভাবে ঐ গ্রামে তাঁহার সমাধি হয়। সমাধিটী সংযোগি-বৈষ্ণবগণের অধিকারে ছিল। কালনার সিদ্ধ শ্রীভগবান্ দাস বাবাজী মহারাজের অনুজ্ঞা-মতে কলিকাতা নারিকেলডাঙ্গা নিবাসী পরলোকপ্রাপ্ত মধুসূদন মল্লিক তথায় পাটবাটী স্থাপন-পূর্ব্বক ১২৫৬ সালে 'শ্রীরাধাকান্ত' বিগ্রহ-সেবার ব্যবস্থা করেন। তৎপুত্র বলাই মল্লিক ১৩১২ সালে শ্রীগৌর-নিতাইয়ের একটী সেবা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। মন্দিরের সিংহাসনে শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ-বিগ্রহ ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের মূর্ত্তি বিরাজমান, সিংহাসনের নীচে একটী সংস্কৃত শ্লোক খোদিত। একটী গোপেশ্বর শিবলিঙ্গও

'সাক্ষাতে' সকল ভক্তে দেখি নির্ব্বিশেষ ।
নকুল ব্রহ্মচারি-দেহে প্রভুর 'আবেশ' ॥ ৫৭ ॥
'প্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারী' তাঁর আগে নাম ছিল ।
'নৃসিংহানন্দ' নাম প্রভু পাছে ত' রাখিল ॥ ৫৮ ॥
তাঁহাতে হইল চৈতন্যের 'আবির্ভাব' ।
অলৌকিক ঐছে প্রভুর অনেক স্বভাব ॥ ৫৯ ॥

আস্বাদিল এসব রস সেন শিবানন্দ ।
বিস্তারি' কহিব আগে এসব আনন্দ ॥ ৬০ ॥

(২৪ক) শিবানন্দের পুত্র-ভৃত্যাদি শাখা ঃ—

শিবানন্দের উপশাখা—তাঁর পরিকর ।
পুত্র-ভৃত্য-আদি করি' চৈতন্য-কিঙ্কর ॥ ৬১ ॥

অনুভাষ্য

তথায় প্রতিষ্ঠিত আছেন। মন্দিরের দ্বারদেশে একটী প্রস্তরফলকে উপরিউক্ত কথাগুলি খোদিত আছে।

বৈষ্ণব-মঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম সংখ্যা) দ্রষ্টব্য।

৫৬। 'সাক্ষাৎ'—স্বয়ংরূপ গৌরসুন্দর ; 'আবেশ'—নকুল ও প্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারীতে ; 'আবির্ভাব'—(চৈঃ চঃ অন্ত্য ২।৩৪-৩৫) "শচীর মন্দিরে আর নিত্যানন্দ-নর্ত্তনে। শ্রীবাস-কীর্ত্তনে, আর রাঘব-ভবনে।। এই চারি ঠাঁই প্রভুর সদা 'আবির্ভাব'। প্রেমাবিষ্ট হয় প্রভুর সহজ স্বভাব।।"

গৌরগণোদ্দেশের মতে—'নকুল ব্রহ্মচারী' ও প্রদ্যুম্ন মিশ্রের মধ্যে প্রভুর 'আবির্ভাব' ও 'আবেশ' হইয়াছিল ; যথা (৭৪ শ্লোক)—"আবির্ভাবো গৌরহরের্নকুল-ব্রহ্মচারিণি। আবেশশ্চ তথা জ্ঞেয়ো মিশ্রে প্রদ্যুম্নসংজ্ঞকে।।"

৫৭। প্রত্যক্ষভাবে সমস্ত ভক্তকে পরস্পর বৈশিষ্ট্য-বিহীন অর্থাৎ একই প্রকার সেবক বা অভিন্নরূপে দেখা যায় কিন্তু নকুল ব্রহ্মচারীর মধ্যে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবেশ হওয়ায় তাঁহাকে ঠিক শ্রীগৌরসুন্দরের ন্যায় অন্যান্য সকল ভক্ত অপেক্ষা অধিকতর অলৌকিক ঈশ্বর-চেষ্টাযুক্ত কৃষ্ণপ্রেমময়রূপে শ্রীশিবানন্দ সেন প্রভৃতি ভক্ত দর্শন করিলেন।

নকুল ব্রহ্মচারী—ইঁহার পূর্ব্বনিবাস—কালনার নিকট 'পিয়ারীগঞ্জ' নামক পল্লীতে। চৈঃ চঃ অন্ত্য ২য় পঃ ৩-৮৩ সংখ্যায় ইঁহার প্রসঙ্গ উল্লিখিত আছে।

৫৮। চৈঃ চঃ আদি ১০ম পঃ ৩৫ ও চৈঃ ভাঃ অন্ত্য, ৩য় ও ৮ম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

৬১। শিবানন্দ সেন—কুমারহট্ট বা হালিসহর-নিবাসী ও প্রভুর ভক্ত। তথা হইতে ১।।০ (দেড়) মাইল দূরে কাঁচড়াপাড়ায় ইঁহার প্রতিষ্ঠিত গৌরগোপাল বিগ্রহ আছেন (শ্রীকৃষ্ণরায়ের মন্দিরে অদ্যাপি বর্ত্তমান)। তাঁহার পুত্র পরমানন্দ (পুরীদাস) গৌরগণোদ্দেশে লিখিয়াছেন (১৭৬ শ্লোক)—"পুরা বৃন্দাবনে বীরা দূতী সর্ব্বাশ্চ গোপিকাঃ। নিনায় কৃষ্ণনিকটং সেদানীং জনকো মম।।" * ইনি প্রতিবর্ষে গৌড়দেশ হইতে ভক্তগণকে পথপ্রদর্শন করিয়া যাতায়াত-ব্যয় বহন ও তত্ত্বাবধানপূর্ব্বক মহাপ্রভুর নিকট নীলাচলে লইয়া যাইতেন (মধ্য ১৬ পঃ ১৯-২৬)। ইঁহার তিনপুত্র—চৈতন্যদাস, রামদাস ও পরমানন্দ (কবিকর্ণপূর)। কর্ণপূরের দীক্ষাগুরুদেব (ইঁহার গুরু-পুরোহিত) শ্রীনাথ পণ্ডিত সম্বন্ধে ১০৭ সংখ্যা দ্রষ্টব্য। বাসুদেব দত্তের ব্যয়বাহুল্য দেখিয়া মহাপ্রভু ইঁহাকে তাঁহার সরখেল (তত্ত্বাবধায়ক) রূপে থাকিবার জন্য আদেশ করিয়াছিলেন (মধ্য, ১৫ পঃ ৯৩-৯৭ সংখ্যা)। শ্রীমহাপ্রভু 'সাক্ষাৎ', 'আবেশ' ও 'আবির্ভাব'রূপ ত্রিবিধ উপায়ে ভক্তগণকে কৃপা করেন ; সেই তিন রস শিবানন্দ-সেন পরীক্ষা করিয়া আস্বাদন করেন (অন্ত্য, ২য়ঃ পঃ) এবং ইঁহার গৌরচরণ-দর্শনপিপাসু কুকুরের কথা—অন্ত্য, ১ম পঃ বর্ণিত আছে। রঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভু যখন প্রভু-দর্শনে নীলাচলে পলায়ন করিলেন, তখন গোবর্দ্ধন ইঁহার নিকট পত্র পাঠাইয়া পুত্র রঘুনাথের সংবাদ জানিয়া পুনরায় পুত্রের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য পাচক ভৃত্য ও বহুমুদ্রা পাঠাইলে শিবানন্দ পরবৎসর তাহাদিগকে নীলাচলে লইয়া যান (অন্ত্য ৬ পঃ ২৪৫-২৬৭)। একদা নীলাচলে শিবানন্দ, প্রভুকে নিমন্ত্রণ করিয়া গুরুতর ভোজন করাইলে প্রভুর চিত্ত প্রসন্ন না হওয়ায় পরদিন তৎপুত্র চৈতন্যদাস, প্রভুকে হজমকারক দ্রব্যাদি ভোজন করাইয়া প্রভুর সন্তোষ বিধান করেন (অন্ত্য, ১০ম পঃ ১২৪-১৫১)। একবার নীলাচল-গমন উপলক্ষে ঘাটি-সমাধানের পর নিত্যানন্দ-প্রমুখ সকলে বাসস্থান না পাইয়া নিকটবর্ত্তী গ্রামে বৃক্ষতলে অবস্থান করিতে বাধ্য হওয়ায়, নিতাই ক্ষুধার্ত্ত ও ক্রুদ্ধের অভিনয় করিয়া 'শিবানন্দের পুত্রত্রয় মরুক্' বলিয়া অভিশাপ দিলে, পত্নী অকল্যাণাশঙ্কায় কাঁদিতে আরম্ভ করিলেন। শিবানন্দ ঘাটি হইতে আসিয়া সব বৃত্তান্ত শুনিয়া পত্নীকে স্বীয় ভাগ্যের প্রশংসা কীর্ত্তন করিয়া নিতাইর নিকট আসিতেই নিতাইর পাদপ্রহার-সৌভাগ্য লাভ করিলেন। শিবানন্দের ভাগিনেয় শ্রীকান্ত ইহা দেখিয়া অভিমানপূর্ব্বক একাকী প্রভু-সকাশে গমন করিলে অন্তর্যামী প্রভু তাহাকে ক্ষমা ও সান্ত্বনা করিলেন। সেইবারই পুরীদাসের মুখে প্রভু পাদাঙ্গুষ্ঠ দিলে প্রথমে তাঁহার মৌনব্রত, পরে অন্যদিন প্রভুর আজ্ঞায় শ্লোক-রচনা (অন্ত্য, ১৬ পঃ ১৫-৭৫)। তৎকালে

* *পূর্ব্বে যিনি বৃন্দাবনে গোপীগণকে শ্রীকৃষ্ণের নিকট লইয়া যাইতেন, সেই বীরাদূতীই অধুনা আমার পিতা শ্রীশিবানন্দ।*

তাঁহার পুত্রত্রয় ঃ—

চৈতন্যদাস, রামদাস, আর কর্ণপূর ।
তিন পুত্র শিবানন্দের প্রভুর ভক্তশূর ॥ ৬২ ॥

(২৪খ) শিবানন্দসেনের ভাগিনেয়দ্বয় ঃ—

শ্রীবল্লভসেন, আর সেন শ্রীকান্ত ।
শিবানন্দ-সম্বন্ধে প্রভুর ভক্ত একান্ত ॥ ৬৩ ॥

(২৫) শ্রীগোবিন্দানন্দ ও (২৬) শ্রীগোবিন্দ দত্ত ঃ—

প্রভুপ্রিয় গোবিন্দানন্দ—মহাভাগবত ।
প্রভুর কীর্ত্তনীয়া আদি—শ্রীগোবিন্দ দত্ত ॥ ৬৪ ॥

(২৭) শ্রীবিজয়দাস ও (২৮) অকিঞ্চন কৃষ্ণদাস ঃ—

শ্রীবিজয়দাস-নাম প্রভুর আখরিয়া ।
প্রভুরে অনেক গ্রন্থ দিয়াছে লিখিয়া ॥ ৬৫ ॥
'রত্নবাহু' বলি' প্রভু থুইল তাঁর নাম ।
অকিঞ্চন প্রভুর প্রিয় কৃষ্ণদাস-নাম ॥ ৬৬ ॥

(২৯) শ্রীধরের গুণরাশি ঃ—

খোলা-বেচা শ্রীধর প্রভুর প্রিয়দাস ।
যাঁহা-সনে প্রভু করে নিত্য পরিহাস ॥ ৬৭ ॥
প্রভু যাঁর নিত্য লয় থোড়-মোচা-ফল ।
যাঁর ফুটা-লৌহপাত্রে প্রভু পিলা জল ॥ ৬৮ ॥

(৩০) শ্রীভগবান্ পণ্ডিত ঃ—

প্রভুর অতিপ্রিয় দাস ভগবান্ পণ্ডিত ।
যাঁর দেহে কৃষ্ণ পূর্ব্বে হৈল অধিষ্ঠিত ॥ ৬৯ ॥

অনুভাষ্য

গোবিন্দকে প্রভুর আজ্ঞা—"শিবানন্দের প্রকৃতি, পুত্র যাবৎ হেথায়। আমার অবশেষ-পাত্র তারা যেন পায়।। (অন্ত্য, ১২ পঃ ১৫-৫৩)।

৬২। চৈতন্যদাস—শিবানন্দের জ্যেষ্ঠপুত্র। ইঁহার কৃত কৃষ্ণকর্ণামৃতের টীকা-সহ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অনুবাদ 'শ্রীসজ্জনতোষণী' পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। অভিজ্ঞের মতে, ইঁনিই 'চৈতন্যচরিত' নামক সংস্কৃত ভাষায় মহাকাব্যের প্রণেতা—কবিকর্ণপূর নহেন।

রামদাস—মধ্যম পুত্র। গৌরগণোদ্দেশে ১৪৫ শ্লোক—"বৃন্দাবনে যৌ বিখ্যাতৌ শুকৌ দক্ষ-বিচক্ষণৌ। তাবদ্য জাতৌ মজ্জ্যেষ্ঠৌ চৈতন্যরামদাসকৌ।।"

কর্ণপূর—পরমানন্দদাস, পুরীদাস বা কবিকর্ণপূর। ইনি অদ্বৈতশাখা শ্রীনাথ পণ্ডিতের শিষ্য, ইনি 'আনন্দবৃন্দাবন'-চম্পূ, 'অলঙ্কার-কৌস্তুভ', 'শ্রীচৈতন্যচরিত' (?) মহাকাব্য, 'শ্রীচৈতন্য-চন্দ্রোদয়'-নাটক, 'গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকা' প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। ইনি ১৪৪৮ শকাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়া ১৪৯৮ শকাব্দ পর্য্যন্ত গ্রন্থাদি রচনা করেন।

৬৩। শ্রীবল্লভসেন ও শ্রীকান্ত সেন—শিবানন্দের ভাগিনেয়। পুরীতে আসিবার কালে মাতুল শিবানন্দকে নিত্যানন্দপ্রভু গালি-শাপ ও লাথি মারায় ইনি অভিমান করিয়া দল ছাড়িয়া মহা-প্রভুর নিকট পূর্ব্বেই আসিয়াছিলেন। সর্ব্বজ্ঞ প্রভু তাহা জানিলেন এবং নীলাচলে বাসকাল পর্য্যন্ত গোবিন্দকে তাঁহার নিজ প্রসাদ দিবার (জন্য) অনুমতি করিলেন। রথযাত্রাকালে সাত সম্প্র-দায়ের মধ্যে মুকুন্দের সম্প্রদায়ে এই দুই ভাই কীর্ত্তনীয়া ছিলেন। (মধ্য, ১৩ পঃ ৪১)। গৌরগণোদ্দেশে ১৭৪ শ্লোক—"ব্রজে কাত্যায়নী যাসীদদ্য শ্রীকান্তসেনকঃ।"

৬৪। গোবিন্দানন্দ—প্রথম কীর্ত্তনে নবদ্বীপে মহাপ্রভুর সঙ্গী। শ্রীধরের গৃহে জলপানের দিবস ইনি ক্রন্দন করিয়াছিলেন। রথযাত্রায় ইনি পুরুষোত্তম গিয়াছিলেন।

গোবিন্দ দত্ত—নবদ্বীপে প্রভুর কীর্ত্তনের সঙ্গী, মূল-গায়ক হইয়া মহাপ্রভুর সঙ্গে কীর্ত্তন করিতেন (চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ৯ম অঃ)—"মূল হঞা যে কীর্ত্তন করে প্রভুসনে।" ইঁহার শ্রীপাট—খড়দহের দক্ষিণ-সীমাস্থিত 'সুখচর' গ্রামে।

৬৫। বিজয়দাস—নবদ্বীপবাসী লিপিকার ; নবনিধির অন্যতম। ইনি প্রভুকে অনেক গ্রন্থ লিখিয়া দিয়াছেন। তজ্জন্য গৌরহরি তাঁহাকে 'রত্নবাহু' নাম দিয়াছিলেন। শুক্লাম্বর-গৃহে মহাপ্রভু বিজয়কে কৃপা করেন—চৈঃ ভাঃ মধ্য ২৫ অঃ দ্রষ্টব্য।

৬৬। অকিঞ্চন কৃষ্ণদাস—নবদ্বীপবাসী, প্রভুর সঙ্গী। রথ-যাত্রায় পুরুষোত্তম আসিয়াছিলেন। চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ৯ম অঃ দ্রষ্টব্য।

৬৭-৬৮। শ্রীধর—নবদ্বীপবাসী কদলীকাননোপজীবী দরিদ্র বিপ্র। চৈঃ ভাঃ আদি ৮ম অঃ—শ্রীধরের সহিত কাড়াকাড়ি, মধ্য ৯ম অঃ—প্রভুর 'সাতপ্রহরিয়া' ভাবে শ্রীধরের প্রতি কৃপা এবং কাজীদলন-কালে কীর্ত্তন শুনিয়া শ্রীধরের নৃত্য (মধ্য ২৩ অঃ আদিতে) এবং (মধ্য ২৩ অঃ শেষে)—ছিদ্রযুক্ত জীর্ণ লৌহ-পাত্রে প্রভুর পরমানন্দে জলপান এবং (মধ্য ১৬ অঃ)—সন্ন্যাসের পূর্ব্বরাত্রে শ্রীধরপ্রদত্ত লাউ শচীদেবীদ্বারা রন্ধন করাইয়া ভোজন-প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য। পুরুষোত্তমে রথযাত্রা উপলক্ষে গমন করিতেন। কর্ণপূরের মতে, ইনি দ্বাদশ গোপালের অন্যতম সখা কুসুমাসব-গোপাল—গৌরগণোদ্দেশে ১৩৩ শ্লোক—"খোলাবেচা-তয়া খ্যাতঃ পণ্ডিতঃ শ্রীধরো দ্বিজঃ। আসীদ্ব্রজে হাস্যকরো যো নাম্না কুসুমাসবঃ।।"

৬৯। ভগবান্ পণ্ডিত—চৈঃ ভাঃ অন্ত্য, ৯ম অঃ—"চলিলেন লেখক পণ্ডিত ভগবান্। যাঁর দেহে কৃষ্ণ হইয়াছিলা অধিষ্ঠান।।"

(৩১) শ্রীজগদীশ পণ্ডিত ও (৩২) হিরণ্য ঃ—

জগদীশ পণ্ডিত, আর হিরণ্য মহাশয় ।
যারে কৃপা কৈল বাল্যে প্রভু দয়াময় ॥ ৭০ ॥
এই দুই-ঘরে প্রভু একাদশী-দিনে ।
বিষ্ণুর নৈবেদ্য মাগি' খাইল আপনে ॥ ৭১ ॥

(৩৩) শ্রীপুরুষোত্তম ও (৩৪) শ্রীসঞ্জয় ঃ—

প্রভুর পড়ুয়া দুই,—পুরুষোত্তম, সঞ্জয় ।
ব্যাকরণে দুই শিষ্য—দুই মহাশয় ॥ ৭২ ॥

(৩৫) শ্রীবনমালী পণ্ডিত-শাখা ঃ—

বনমালী পণ্ডিত শাখা বিখ্যাত জগতে ।
সোণার মুষল হল যে দেখিল প্রভুর হাতে ॥ ৭৩ ॥

(৩৬) শ্রীবুদ্ধিমন্ত খান ঃ—

শ্রীচৈতন্যের অতি প্রিয় বুদ্ধিমন্ত খান ।
আজন্ম আজ্ঞাকারী তেঁহো সেবক-প্রধান ॥ ৭৪ ॥

(৩৭) শ্রীগরুড় পণ্ডিত ঃ—

গরুড় পণ্ডিত লয় শ্রীনাম-মঙ্গল ।
নাম-বলে বিষ যাঁরে না করিল বল ॥ ৭৫ ॥

(৩৮) শ্রীগোপীনাথ সিংহ ঃ—

গোপীনাথ সিংহ—এক চৈতন্যের দাস ।
অক্রূর বলি' প্রভু যাঁরে কৈলা পরিহাস ॥ ৭৬ ॥

(৫ক) দেবানন্দ পণ্ডিত শাখা ঃ—

ভাগবতী দেবানন্দ বক্রেশ্বর-কৃপাতে ।
ভাগবতের ভক্তি-অর্থ পাইল প্রভু হৈতে ॥ ৭৭ ॥

অনুভাষ্য

৭০-৭১। জগদীশ পণ্ডিত—গৌরগণোদ্দেশে ১৯২ শ্লোক—"অপরে যজ্ঞপত্ন্যৌ শ্রীজগদীশ-হিরণ্যকৌ। একাদশ্যাং যয়োরন্নং প্রার্থয়িত্বাঽঘসৎ প্রভুঃ।।" ১৪৩ শ্লোক—"আসীদ্ব্রজে চন্দ্রহাসো নর্ত্তকো রসকোবিদঃ। সোঽয়ং নৃত্যবিনোদী শ্রীজগদীশাখ্যপণ্ডিতঃ।।" চৈঃ চঃ আদি, ১১ পঃ ৩০ ও ১৪ পঃ ৩৯ সংখ্যা এবং চৈঃ ভাঃ আদি, ৪র্থ অঃ—একাদশী-তিথিতে প্রভুর হিরণ্য-জগদীশের গৃহস্থিত বিষ্ণুনৈবেদ্য-ভোজন বর্ণিত। চৈঃ ভাঃ অন্ত্য, ৬ অঃ—"জগদীশ পণ্ডিত পরম জ্যোতির্ধাম। সপার্ষদে নিত্যানন্দ যাঁর ধনপ্রাণ।।'

হিরণ্যপণ্ডিত—চৈঃ ভাঃ অন্ত্য, ৫ম অঃ—নবদ্বীপে হিরণ্য-পণ্ডিত নামে এক সুব্রাহ্মণের গৃহে নিত্যানন্দ একাকী বহুমূল্য অলঙ্কার পরিয়া অবস্থান করিলে এক দস্যুপতি তাঁহার শ্রীঅঙ্গ হইতে সেইসকল অপহরণ করিবার জন্য পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিয়াও শেষে বিফল মনোরথ হইয়া নিতাইর চরণে শরণ গ্রহণ করে।

৭২। পুরুষোত্তম ও সঞ্জয়—এই পণ্ডিতদ্বয় নবদ্বীপবাসী ; প্রথমে পড়ুয়া, পরে কীর্ত্তনারম্ভে সঙ্গী। চৈঃ ভাঃ আদি, ১০ম অধ্যায়ে—"অনেক জন্মের ভৃত্য মুকুন্দ সঞ্জয়। পুরুষোত্তম দাস হেন (হন) যাঁহার তনয়।। প্রতিদিন সেই ভাগ্যবন্তের আলয়। পড়াইতে গৌরচন্দ্র করেন বিজয়।। চণ্ডীগৃহে গিয়া প্রভু বসেন প্রথমে। তবে শেষে শিষ্যগণ আইসেন ক্রমে।।" চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ৮ম অধ্যায়ে—"পুরুষোত্তম সঞ্জয় চলিলা হর্ষমনে। যে প্রভুর মুখ্য শিষ্য পূর্ব্ব অধ্যয়নে।।" অতএব চৈঃ ভাঃ বর্ণনমতে মুকুন্দ-সঞ্জয়ের পুত্র—পুরুষোত্তম সঞ্জয় ; কিন্তু কবিরাজ গোস্বামী 'পুরুষোত্তম' ও 'সঞ্জয়' নামক দুইজন ব্যক্তি বলিবার উদ্দেশ্যে এই দুইটী শব্দ তিনবার ব্যবহার করিয়া চৈতন্যভাগবতের ধারণা শুদ্ধ করিয়াছেন।

৭৩। বনমালী পণ্ডিত—"চলিলেন বনমালী পণ্ডিত মঙ্গল। যে দেখিল সুবর্ণের শ্রীহলমুষল।।" গৌরগণোদ্দেশে ১৪৪ শ্লোক—"বেণুঞ্চ মুরলীং যোঽধাৎ নাম্না মালাধরো ব্রজে। সোঽধুনা বনমালাখ্যাঃ পণ্ডিতো গৌরবল্লভঃ।।" * প্রভুর বলদেবভাব ইনি দর্শন করিয়াছিলেন—চৈঃ চঃ আদি, ১৭ পঃ ১১৯ ও চৈঃ ভাঃ অন্ত্য, ৮ম অঃ। শ্রীবাসের বাটীতে বিষ্ণুখট্টার উপর আরোহণ-পূর্ব্বক নিত্যানন্দ-প্রভুর নিকট হইতে হলমুষল লইয়া যে লীলা প্রদর্শন করেন, তাহাতে বনমালী পণ্ডিত ঐদিনে প্রভুর হস্তে স্বর্ণ-হলমুষল দেখিলেন, এরূপ কথার উল্লেখ নাই।

৭৪। বুদ্ধিমন্ত খান—নবদ্বীপবাসী জনৈক ধনবান্ ভক্ত। ইনি প্রভুর রাজপণ্ডিত সনাতনমিশ্রের কন্যা বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর সহিত দ্বিতীয়বার বিবাহের যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করিয়াছিলেন। প্রভুর বায়ুব্যাধি হইলে তাঁহার চিকিৎসা করান। জলক্রীড়ায় ও কীর্ত্তনে সঙ্গী ছিলেন এবং চন্দ্রশেখর-গৃহে প্রভুর মহালক্ষ্মীকাচের অভিনয়ে বস্ত্রাদি ভূষণ সংগ্রহ করেন। রথযাত্রায় নীলাচলে গিয়াছিলেন।

৭৫। গরুড় পণ্ডিত,—নবদ্বীপবাসী প্রভুর সঙ্গী। চৈঃ ভাঃ অন্ত্য, ৯ম অঃ—"চলিলেন শ্রীগরুড় পণ্ডিত হরিষে। নামবলে যাঁরে না লঙ্ঘিল সর্পবিষে।।" গৌরগণোদ্দেশে ১৭ শ্লোক—"গরুড় পণ্ডিতঃ সোঽদ্য গরুড়ো যঃ পুরা শ্রুতঃ।।"

৭৬। গোপীনাথ সিংহ,—চৈঃ ভাঃ অন্ত্য, ৮ম অঃ—(রথযাত্রায়) "চলিলেন গোপীনাথ সিংহ মহাশয়। 'অক্রূর' করিয়া যাঁরে গৌরচন্দ্র কয়।।" গৌরগণোদ্দেশে ১১৭ শ্লোক—"পুরা যোঽক্রূরনামাসীৎ স গোপীনাথসিংহকঃ।।"

* *মালাধর-নামক যিনি ব্রজে বেণু ও মুরলী ধারণ করিতেন, তিনিই অধুনা গৌরপ্রিয় শ্রীবনমালী পণ্ডিত।*

শ্রীখণ্ডবাসী—(৩৯) মুকুন্দ, (৩৯ক) রঘুনন্দন, (৪০) নরহরি, (৪১) চিরঞ্জীব, (৪২) সুলোচন ঃ—

খণ্ডবাসী মুকুন্দদাস, শ্রীরঘুনন্দন ।
নরহরি দাস, চিরঞ্জীব, সুলোচন ॥ ৭৮ ॥

এই সব মহাশাখা—চৈতন্য-কৃপাধাম ।
প্রেম-ফল-ফুল করে যাঁহা তাঁহা দান ॥ ৭৯ ॥

কুলীনগ্রামবাসী—(২০খ) রামানন্দ, (২০গ) যদুনাথ, (২০ঘ) পুরুষোত্তম, (২০ঙ) শঙ্কর, (২০চ) বিদ্যানন্দ ঃ—

কুলীনগ্রামবাসী সত্যরাজ, রামানন্দ ।
যদুনাথ, পুরুষোত্তম, শঙ্কর, বিদ্যানন্দ ॥ ৮০ ॥

(২০ছ) বাণীনাথ বসু আদি কুলীন-গ্রামবাসীর মাহাত্ম্য ঃ—

বাণীনাথ বসু আদি যত গ্রামী জন ।
সবেই চৈতন্যভৃত্য,—চৈতন্য-প্রাণধন ॥ ৮১ ॥

প্রভু কহে,—'কুলীনগ্রামের যে হয় কুক্কুর ।
সেই মোর প্রিয়, অন্য জন রহু দূর ॥ ৮২ ॥

কুলীনগ্রামীর ভাগ্য কহনে না যায় ।
শূকর চরায় ডোম, সেহ কৃষ্ণ গায়' ॥' ৮৩ ॥

(৪৩) শ্রীসনাতন, (৪৪) শ্রীরূপ ও (৪৫) শ্রীঅনুপম-শাখা ঃ—

অনুপম বল্লভ, শ্রীরূপ, সনাতন ।
এই তিন শাখা বৃক্ষের পশ্চিমে গণন ॥ ৮৪ ॥

অনুভাষ্য

৭৭। দেবানন্দ—চৈঃ ভাঃ মধ্য, ২১ অঃ—"সার্ব্বভৌম-পিতা বিশারদ মহেশ্বর। তাঁহার জাঙ্গালে গেলা প্রভু বিশ্বম্ভর।। সেইখানে দেবানন্দপণ্ডিতের বাস।" চৈঃ চঃ মধ্য, ১ম পঃ—"কুলিয়া-গ্রামে কৈল দেবানন্দেরে প্রসাদ।" ইনি মুমুক্ষু হইয়া ভাগবত পাঠ করিতেন। একদিন ইঁহার পাঠকালে শ্রীবাস পণ্ডিত ক্রন্দন করিতে আরম্ভ করিলে, তাঁহার পাষণ্ড ছাত্রগণ শ্রীবাসকে বিতাড়িত করেন (চৈঃ ভাঃ মধ্য, ৯ ও ২১ অঃ)। বহুপরে একদিন মহাপ্রভু ঐ পথে আসিয়া দেবানন্দকে ভাগবত ব্যাখ্যা করিতে দেখিয়া ক্রোধবশে বৈষ্ণবে শ্রদ্ধাহীন দেবানন্দকে তীব্র ভর্ৎসনা করিলেন। দেবানন্দের মহাপ্রভুতেও বিশ্বাস ছিল না। তাঁহার বহু সৌভাগ্যক্রমে একবার বক্রেশ্বর পণ্ডিত তাঁহার গৃহে অবস্থান করিয়া কৃষ্ণকীর্ত্তন করিলে দেবানন্দ বক্রেশ্বর-প্রসাদে প্রভুর মহিমা অবগত হন এবং প্রভু তাঁহাকে ভাগবতের ভক্তি ব্যাখ্যা করিতে বলেন। ইনি ব্রজের নন্দের সভা-পণ্ডিত ভাগুরিমুনি গৌঃ গঃ ১০৬ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

৭৮। মুকুন্দদাস,— ইনি নারায়ণদাসের পুত্র এবং নরহরি সরকার ঠাকুরের জ্যেষ্ঠভ্রাতা ; ইঁহার মধ্যম ভ্রাতার নাম মাধবদাস। ইঁহার পুত্র রঘুনন্দন। রঘুনন্দনের বংশাবলী আজও কাটোয়া হইতে চারিমাইল পশ্চিমে শ্রীখণ্ড-গ্রামে বাস করিতেছেন। রঘুনন্দনের পুত্র কানাই ; তাঁহার দুই পুত্র—মদন রায় (নরহরি ঠাকুরের শিষ্য) ও বংশীবদন। এই বংশে অদ্যাবধি কিঞ্চিদধিক চারিশত ব্যক্তি জাত হইয়াছেন। তাঁহাদের ধারাবাহিক বংশপ্রণালী শ্রীখণ্ডে আছে। গৌরগণোদ্দেশদীপিকায় ১৭০ শ্লোক—"ব্রজাধিকারিণী যাসীদ্‌বৃন্দা দেবী তু নামতঃ। সা শ্রীমুকুন্দদাসোঽদ্য খণ্ডবাসঃ প্রভুপ্রিয়ঃ।।" ইঁহার অত্যাশ্চর্য্য কৃষ্ণপ্রেম বর্ণন—এই গ্রন্থের মধ্য পঞ্চদশ পরিচ্ছেদে (১১৩-১৩১) সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

রঘুনন্দন—ইনি শ্রীগৌরবিগ্রহের সেবা করিতেন (ভক্তি-রত্নাকর অষ্টম তরঙ্গ দ্রষ্টব্য)। গৌরগণোদ্দেশে ৭০ শ্লোক—"ব্যূহস্তৃতীয়ঃ প্রদ্যুম্নঃ প্রিয়নর্ম্মোসখোঽভবন্। চক্রে লীলাসহায়ং যো রাধামাধবয়োর্ব্রজে।।" ইনি ৩য় ব্যূহ প্রদ্যুম্ন বিষ্ণু ('মুকুন্দদাস' দ্রষ্টব্য)। 'ভক্তিরত্নাকর' গ্রন্থে নবমতরঙ্গে শ্রীখণ্ডের মহোৎসবের বিবরণ দ্রষ্টব্য।

নরহরিদাস সরকার ঠাকুর,—গৌরগণোদ্দেশে ১৭৭ শ্লোকে—"পুরা মধুমতী প্রাণসখী বৃন্দাবনে স্থিতা। অধুনা নরহর্য্যাখ্যঃ সরকারঃ প্রভোঃ প্রিয়ঃ।।" ইঁহারই শিষ্য—ঝামটপুরের নিকটস্থ কোগ্রাম-নিবাসী শ্রীচৈতন্যমঙ্গল-প্রণেতা শ্রীলোচনদাস ঠাকুর। ঐ গ্রন্থে শ্রীগদাধর ও শ্রীনরহরি শ্রীমহাপ্রভুর অতিশয় প্রিয় বলিয়া বর্ণিত। চৈতন্যভাগবতের মধ্যে খণ্ডবাসিগণের তাদৃশ সবিশেষ উল্লেখ পাওয়া যায় না।

চিরঞ্জীব ও সুলোচন,—ইঁহারা উভয়েই খণ্ডবাসী। তাঁহাদের স্থান আজও শ্রীখণ্ডে দেখা যায়। ইঁহাদের বংশ বিদ্যমান আছেন। চিরঞ্জীব সেনের দুই পুত্র ; জ্যেষ্ঠ—রামচন্দ্র কবিরাজ—শ্রীনিবাসাচার্য্যের শিষ্য ও ঠাকুরমহাশয়ের সঙ্গী। কনিষ্ঠ—পদকর্ত্তা গোবিন্দদাস কবিরাজ। চিরঞ্জীবের পত্নী সুনন্দা ও শ্বশুর দামোদর সেন কবিরাজ (খণ্ডবাসী)। চিরঞ্জীব পূর্ব্বে ভাগীরথী-তীরে কুমারনগর গ্রামে বাস করিতেন (ভক্তিরত্নাকর)। চিরঞ্জীব,—ব্রজের চন্দ্রিকা। গৌঃ গঃ ১৯৭ ও ২০৭ শ্লোক —"খণ্ডবাসৌ নরহরেঃ সাহচর্য্যান্মহত্তরৌ। গৌরাঙ্গৈকান্তশরণৌ চিরঞ্জীব-সুলোচনৌ।।"

৮০। 'রামানন্দবসু'—গৌরগণোদ্দেশে—"কলকণ্ঠিসুকণ্ঠ্যৌ যে ব্রজে গান্ধর্ব্বনাটিকে। রামানন্দ-বসুঃ সত্যরাজশ্চাপি যথা-যথম্।।" যদুনাথ, পুরুষোত্তম, শঙ্কর, বিদ্যানন্দ প্রভৃতি সকলেই বসুবংশজাত। এই বসুবংশের সকলেই কৃষ্ণভক্ত এবং কৃষ্ণলীলা-অভিনয়ে সুদক্ষ ছিলেন। অদ্যাপিও কৃষ্ণলীলাভিনয়ের স্মৃতি রক্ষিত হইতেছে। ইঁহারা হরিদাস ঠাকুরের অনুগত শুদ্ধভক্ত। পূর্ব্বোল্লিখিত ৪৮ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

৮৪। অনুপম,—শ্রীজীব গোস্বামীর পিতা এবং শ্রীসনাতন ও শ্রীরূপ গোস্বামিদ্বয়ের অনুজ। ইঁহার পূর্ব্ব নাম 'শ্রীবল্লভ'

অনুভাষ্য

এবং শ্রীমহাপ্রভুর প্রদত্ত নাম—'অনুপম'। গৌড়ের বাদশাহের কর্ম্ম করায় ইঁহাদিগের 'মল্লিক' উপাধি। "অনুপম মল্লিক,—তাঁর নাম শ্রীবল্লভ।। শ্রীরূপ গোসাঞির ছোট ভাই পরম বৈষ্ণব।।"—চৈঃ চঃ মধ্য ১৯শ পঃ ৩৬ সংখ্যা। ভরদ্বাজ-গোত্রীয় জগদ্‌গুরু 'সর্ব্বজ্ঞ'-নামক এক মহাত্মা দ্বাদশ শক-শতাব্দীতে কর্ণাটদেশে ব্রাহ্মণ-রাজবংশে সমুদিত হন। তাঁহার পুত্র অনিরুদ্ধের রূপেশ্বর ও হরিহর-নামক তনয়দ্বয় জন্মে। কিন্তু তাঁহারা উভয়েই রাজ্য হইতে বঞ্চিত হইলে জ্যেষ্ঠ রূপেশ্বর শিখরভূমিতে বাস স্থাপন করেন। রূপেশ্বরের পুত্র পদ্মনাভ গঙ্গাতীরে 'নৈহাটী' নামক গ্রামে বাস করিয়া পাঁচটী পুত্র লাভ করেন। তন্মধ্যে সর্ব্বকনিষ্ঠ মুকুন্দের পুত্র মহা সদাচারী কুমারদেব—সনাতন, রূপ ও অনুপমের জনক। কুমারদেব বাক্লা-চন্দ্রদ্বীপে বাস করেন। তদানীন্তন 'যশোহর' প্রদেশের অন্তর্গত 'ফতেয়াবাদ' নামক স্থানে তাঁহার আলয় ছিল। তাঁহার কতিপয় পুত্রের মধ্যে তিনটী পুত্র বৈষ্ণব-ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। শ্রীবল্লভ চন্দ্রদ্বীপ হইতে নিজ জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতা শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতনের সহিত গৌড়ে 'রামকেলি' গ্রামে কর্ম্মোপলক্ষে বাস করিয়াছিলেন। এখানেই শ্রীজীব গোস্বামীর জন্ম হয়। নবাব সরকারে কার্য্য করায় তিনজনেই 'মল্লিক' উপাধি লাভ করেন। শ্রীমহাপ্রভু যেকালে রামকেলিতে গিয়াছিলেন, সেইসময়ে অনুপমের সহিত তাঁহার প্রথম সাক্ষাৎ হয়। শ্রীরূপ-গোস্বামী বিষয়-কার্য্য ত্যাগ করিয়া শ্রীমহাপ্রভুর চরণোদ্দেশে শ্রীবৃন্দাবনে যাইবার কালে বল্লভ তাঁহার সঙ্গী হন। প্রয়াগে মহাপ্রভুর সহিত মিলন-বর্ণন—মধ্য, ১৯ পঃ দ্রষ্টব্য।

শ্রীমহাপ্রভুর নিকট হইতে শ্রীরূপ ও অনুপম বৃন্দাবনে গিয়াছিলেন। উহা শ্রীমহাপ্রভুর সনাতনের প্রতি উক্তিতেই জানা যায়,—"রূপ-অনুপম দুঁহে বৃন্দাবন গেলা।" তৎকালে সুবুদ্ধি রায় মথুরা-নগরীতে শুষ্ক কাষ্ঠ বিক্রয়পূর্ব্বক তদ্দ্বারা নিজের পোষণ ও অন্যান্য বৈষ্ণবের পরিচর্য্যা করিতেছিলেন। শ্রীরূপ ও অনুপম তাঁহার নিকট পৌঁছিলে তিনি বিশেষ প্রীত হইয়া তাঁহাদিগকে সঙ্গে লইয়া বৃন্দাবনস্থ দ্বাদশবন ভ্রমণ করিয়াছিলেন। বৃন্দাবনে ভ্রাতৃদ্বয় একমাসকাল থাকিয়া শ্রীসনাতন গোস্বামীর অনুসন্ধানার্থ গঙ্গাতীর-পথে প্রয়াগে আসিলেন ; কিন্তু শ্রীসনাতন রাজপথে মথুরায় আগমন করায় ভ্রাতৃত্রয় সম্মিলিত হইতে পারিলেন না। সুবুদ্ধিরায় অনুপম ও রূপের কথা সনাতনকে জানাইলেন। অনুপম ও শ্রীরূপ, উভয়েই কাশীতে আসিয়া মহাপ্রভুর নিকট সকল কথা শুনিয়া দশদিবস পরে গৌড়ে যাত্রা করিলেন। তথায় বৈষয়িক ব্যবস্থা সমাধানপূর্ব্বক শ্রীমহাপ্রভুর আজ্ঞামত উভয়েই নীলাচলে যাত্রা করেন। ১৪৩৬ শকাব্দে পথে গঙ্গাতীরে অনুপমের শ্রীরামচন্দ্রের ধাম লাভ হইল। শ্রীরূপ গোস্বামী তাঁহার অনুজের প্রাপ্তি-সংবাদ শ্রীমন্মহাপ্রভুকে নীলাচলে জ্ঞাপন করিলেন। বল্লভ শ্রীরামোপাসক থাকায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রদর্শিত ব্রজভজনের পথ সর্ব্বতোভাবে গ্রহণ করিতে পারেন নাই। তিনি শ্রীমন্মহাপ্রভুকে সাক্ষাৎ শ্রীরামচন্দ্র বলিয়া জানিতেন। ভক্তিরত্নাকর-গ্রন্থে অনুপমের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে—"অনুপম-নাম থুইল শ্রীগৌরসুন্দর। সদা মত্ত রঘুনাথ-বিগ্রহ-সেবনে। রঘুনাথ বিনা যেঁই অন্য নাহি জানে।। সাক্ষাৎ শ্রীরঘুনাথ—চৈতন্য গোসাঞি।।"

শ্রীরূপ—গৌরগণোদ্দেশে ১৮০ শ্লোক—"শ্রীরূপমঞ্জরী খ্যাতা যাসীদ্ বৃন্দাবনে পুরা। সাদ্য রূপাখ্যগোস্বামী ভূত্বা প্রকটতামিয়াৎ।।" ভক্তিরত্নাকরে ১ম তরঙ্গে—"শ্রীরূপ গোস্বামী গ্রন্থ ষোড়শ করিল। (১) কাব্য 'হংসদূত', আর (২) 'উদ্ধবসন্দেশ'। (৩) কৃষ্ণজন্মতিথিবিধি' বিধান অশেষ।। (৪-৫) 'গণোদ্দেশ-দীপিকা' বৃহৎ-লঘুদ্বয়। (৬) 'স্তবমালা', (৭) 'বিদগ্ধমাধব'—রসময়।। (৮) 'ললিতমাধব'—বিপ্রলম্ভের অবধি। 'দানলীলা কৌমুদী' আনন্দ-মহোদধি।। (৯) 'দানকেলিকৌমুদী' বিদিত এই নাম। (১০) 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু' গ্রন্থ অনুপম।। (১১) 'শ্রীউজ্জ্বল-নীলমণি' গ্রন্থ রসপূর। প্রযুক্তা (১২) 'আখ্যাতচন্দ্রিকা' গ্রন্থ সুমধুর।। (১৩) 'মথুরা-মহিমা', (১৪) পদ্যাবলী' এ বিদিত। (১৫) 'নাটকচন্দ্রিকা', (১৬) 'লঘুভাগবতামৃত'।। বৈষ্ণব-ইচ্ছায় একাদশ শ্লোক কৈল। কৃষ্ণদাস কবিরাজে বিস্তারিতে দিল।। পৃথক্ পৃথক্ স্তব গোস্বামী বর্ণিল। শ্রীজীব-সংগ্রহে 'স্তবমালা' নাম হৈল।। সংক্ষেপে করিল আর বিরুদ্‌লক্ষণ। 'গোবিন্দ-বিরুদাবলী' তাহার লক্ষণ।।" চৈঃ চঃ মধ্য, ১ম পঃ ৩৫-৪৪ এবং অন্ত্য ৪র্থ পঃ ২১৯-২৩১ সংখ্যা দ্রষ্টব্য। শ্রীরূপের বিষয় ত্যাগ—মধ্য, ১৯ পঃ ৪ সংখ্যা ; ধনবিভাগ ৭ ; প্রয়াগে আসিয়া প্রভুসহ মিলন ৩৭ ও ৪৫ ; অনুপমসহ বল্লভভট্টের গৃহে প্রসাদ-সেবা ৮৮ ; প্রয়াগে প্রভুর নিকট শিক্ষা ১৩৫-২৩৩, প্রভুকর্ত্তৃক বৃন্দাবন-গমনে আদেশ ২৩৭, পুনরায় রূপের গৌড়ে আগমন ও অনুপমের গঙ্গা-প্রাপ্তি—অন্ত্য ১ম পঃ ৩৭ সংখ্যা, শ্রীক্ষেত্রে ঠাকুর হরিদাসের কুটীরে আগমন ও সগণ প্রভুসহ মিলন ৪৮ ও ৫৪ ; প্রভুকর্ত্তৃক শ্রীরূপের হস্তাক্ষর-প্রশংসা, প্রভুর হৃদয়-ভাবানুযায়ী শ্লোক এবং ললিতমাধব ও বিদগ্ধমাধবের রচনারম্ভ ও শ্রীরামরায়-কর্ত্তৃক প্রশংসা ৬৮-১৯২ ; প্রভুর ভক্তিশাস্ত্র-প্রকাশে ইচ্ছা ও শ্রীরূপকে বৃন্দাবনে যাইতে আজ্ঞা ২০২, ২১৬ ; রূপের বৃন্দাবনে গমন ২১১ ; এবং সনাতনপ্রভুর বৃন্দাবন-গমনে তৎসহ মিলন—অন্ত্য, ৪ পঃ ২১৩ এবং গৌর-আজ্ঞা-পালন ২১৭-২২২ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

সনাতন—গৌরগণোদ্দেশে ১৮১ শ্লোক—"যা রূপমঞ্জরী-প্রেষ্ঠা পুরাসীদ্রতিমঞ্জরী। সোচ্যতে নামভেদেন লবঙ্গমঞ্জরী বুধৈঃ।। সাদ্য গৌরাভিন্নতনুঃ সর্ব্বারাধ্যঃ সনাতনঃ। তমেব

(৪৪ক) শ্রীজীব ঃ—

তাঁর মধ্যে রূপ-সনাতন—বড় শাখা।
অনুপম, জীব, রাজেন্দ্রাদি—উপশাখা ॥ ৮৫ ॥

অনুভাষ্য

প্রাবিশৎ কার্য্যান্মুনিরত্নঃ সনাতনঃ।।"* ভক্তিরত্নাকরে প্রথম তরঙ্গে—"শ্রীসনাতনের গুরু বিদ্যাবাচস্পতি। মধ্যে মধ্যে রাম-কেলি-গ্রামে তাঁর স্থিতি।। সর্ব্বশাস্ত্র অধ্যয়ন করিলা যাঁর ঠাঁই। যৈছে গুরুভক্তি কহি,—ঐছে সাধ্য নাই।। যবন দেখিলে পিতা প্রায়শ্চিত্ত করয়। হেন যবনের সঙ্গ নিরন্তর হয়।। করি' মুখা-পেক্ষা যবনের গৃহে যান। এহেতু আপনা মানে ম্লেচ্ছের সমান।। ইথে অতি দীনহীন আপনা মানয়।। যবে মগ্ন হন দৈন্য-সমুদ্র মাঝারে। ম্লেচ্ছাদিক হইতে নীচ মানে আপনারে।। নীচজাতি-সঙ্গে সদা নীচ ব্যবহার। এই হেতু "নীচজাত্যাদিক" উক্তি তাঁর।। বিপ্ররাজ হইয়া মহাখেদযুক্ত অন্তরে। আপনাকে বিপ্রজ্ঞান কভু নাহি করে।।" ভক্তিরত্নাকর ১ম তরঙ্গে—"সনাতন গোস্বামীর গ্রন্থ-চতুষ্টয়। টীকাসহ 'ভাগবতামৃত'-খণ্ডদ্বয়।। হরিভক্তিবিলাস-টীকা 'দিক্‌প্রদর্শিনী'। 'বৈষ্ণব-তোষণী'-নাম দশম-টিপ্পনী।। 'লীলাস্তব' দশম-চরিত যারে কয়। সনাতন গোস্বামীর এই চতুষ্টয়।।" চৌদ্দশত সপ্ত ছয়ে (১৪৭৬) সম্পূর্ণ বৃহৎ (অর্থাৎ বৈষ্ণবতোষণী)। পনরশত চারিশকে (১৫০৪) লঘুতোষণী সুসম্মত।। (মহাপ্রভু) রামানন্দদ্বারে কন্দর্পের দর্প নাশে। দামোদর-দ্বারে নৈরপেক্ষ্য পরকাশে।। হরিদাস-দ্বারে সহিষ্ণুতা জানাইল। সনাতন-রূপ-দ্বারে দৈন্য প্রকাশিল।।"

সনাতনের বিষয়ত্যাগের উপায় চিন্তন—মধ্য, ১৯শ পঃ ১৩; পীড়ার ভাণে ভাগবতালোচনা ১৫ ; বাদসাহের তদ্দর্শনে আগমন ১৮ ; বাদসাহ-কর্ত্তৃক বন্ধন ২৭ ; বাদসাহের সহিত উড়িষ্যা-দেশে যুদ্ধে যাইতে অস্বীকার ২৯ ; গৃহত্যাগকালে রূপের সনাতন-সকাশে কারাগৃহে পত্র-প্রেরণ ৬২ ও ২০শ পঃ ৩ ; কারারক্ষককে উৎকোচদানে মুক্তি ৪ ; একমাত্র ভৃত্য ঈশানসহ পলায়ন ও অষ্টমোহর দানে দস্যুপতির কবল হইতে আত্মরক্ষা ও তৎসাহায্যে পর্ব্বতাতিক্রমণ ও ঈশানকে বিদায় দিয়া একাকী গমন ১৬-২৫ ; হাজিপুরে ভগিনীপতি শ্রীকান্তের সহিত মিলন ও তথায় অবস্থান করিতে অস্বীকার, তাঁহার নিকট হইতে ভোট-কম্বল গ্রহণ ৩৮-৪৪ ; বারাণসীতে আগমন ও চন্দ্রশেখর-গৃহে প্রভুসহ মিলন ৫১ ; ক্ষৌরকর্ম্ম করাইয়া বেশ পরিবর্ত্তনপূর্ব্বক তপনমিশ্র-প্রদত্ত পুরাতন বস্ত্রের বহির্ব্বাস ও কৌপীনগ্রহণ ৬৮-৭৭ ; মহারাষ্ট্রীয় বিপ্রগৃহে ভিক্ষা ৭৯ ; প্রভুর নিকট তত্ত্বজিজ্ঞাসা ও প্রভুর শিক্ষা—(১) সম্বন্ধ-জ্ঞান—২০শ পঃ ৯৮ হইতে ২১শ পঃ সম্পূর্ণ, (২) অভিধেয়-বিচার—২২ পঃ সম্পূর্ণ, (৩) প্রয়োজন-বিচার—২৩ পঃ ৩-৯৩ ; সনাতনকে ভক্তিসিদ্ধান্ত (লিখন), লুপ্ততীর্থোদ্ধার, বৈষ্ণবস্মৃতি সংকলনদ্বারা বৈষ্ণবসমাজ-সংস্থাপন এবং ভক্তিশাস্ত্র-প্রচারে আদেশ ৯৭ ; আশীর্ব্বাদ ১১৮; তাঁহার নিকটে 'আত্মারাম' শ্লোকের প্রথমে ১৮ প্রকার, পরে ৬১ প্রকার অর্থ-ব্যাখ্যা ২৪ পঃ ৪-৩০৮ ; সনাতনের রাজপথ দিয়া মথুরা গমন ও সুবুদ্ধিরায়ের সহিত মিলন ২০৩-২০৪ ; পুনরায় সনাতনের ঝারিখণ্ডপথে নীলাচলে আগমন—অন্ত্য, ৪র্থ পঃ ৩ ; রথচক্রে দেহত্যাগ-সঙ্কল্প ১২ ; হরিদাসসহ মিলন ও সগণ প্রভুর দর্শন ১৪-২২ ; অনুপমের গঙ্গাপ্রাপ্তি ও মাহাত্ম্য-শ্রবণ ৩০-৪৭ ; সনাতনের দেহত্যাগ-সঙ্কল্পে প্রভুর অমত ৫৪-৬৫ ; সনাতন গোস্বামীর দ্বারা প্রভুর স্বপ্রয়োজন-সাধনেচ্ছা ৭৬-৮৮ ; সনাতনের হরিদাস ঠাকুরের মহিমা-বর্ণন ১০০-১০৩ ; মর্য্যাদামার্গীয় জগন্নাথসেবকগণের স্পর্শভয়ে তপ্তবালির উপর দিয়া প্রভু-সকাশে গমন ও তদ্দর্শনে প্রভুর সন্তোষ ১১৫-১৩১; জগদানন্দের কথায় বৃন্দাবন-গমনে আদেশ প্রার্থনা ১৪১-১৫৫; প্রভুকর্ত্তৃক সনাতনের স্তুতি ১৬৩-১৭০ ; সনাতনের অপ্রাকৃত দেহে প্রভুর প্রীতি ও আলিঙ্গন, ফলে দিব্যদেহ-প্রাপ্তি ১৭২-১৯৮ ; একবৎসর নীলাচলে থাকিতে প্রভুর আদেশ ২০০ ; বৃন্দাবনে প্রেরণ ২০৭ ; ও শ্রীরূপসহ বহুকাল পরে বৃন্দাবনে গিয়া মিলন ২১৩ ; গৌরের আজ্ঞাপালন ২১৭-২২২ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতন গোস্বামীর শ্রীপাট শ্রীরামকেলি ('গুপ্ত বৃন্দাবন')—বর্ত্তমান সহর ইংরেজবাজার (মালদহ) হইতে প্রায় ৮ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। সেখানে নিম্নলিখিত দ্রষ্টব্যস্থান আছে, যথা ;—

(১) শ্রীমদনমোহন বিগ্রহ—শ্রীসনাতনকর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহ। (২) কেলিকদম্ব বৃক্ষ—এই বৃক্ষের তলদেশে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর সহিত নিশীথে শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতন গোস্বামীর সাক্ষাৎ হয় ও সপার্ষদ মহাপ্রভু ভক্তগণকে প্রেমামৃত দান করিয়াছিলেন বলিয়া প্রবাদ। (৩) রূপসাগর—শ্রীরূপ গোস্বামিপ্রভু-কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত বৃহৎ সরোবর। এই সরোবরটী পঙ্কোদ্ধার ও শ্রীরাম-কেলিপাটের লুপ্তকীর্ত্তি উদ্ধারের জন্য মালদহে ইং ৮।৬।১৯২৪ তারিখে "রামকেলি-সংস্কার-সমিতি" প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

৮৫। জীব—গৌরগণোদ্দেশে ২০৩ শ্লোক—"সুশীলঃ পণ্ডিতঃ শ্রীমান্ জীবঃ শ্রীবল্লভাত্মজঃ।" ১৯৫ শ্লোকে—ইনি ব্রজলীলায় বিলাসমঞ্জরী। শ্রীজীব বাল্যকালে শ্রীমদ্ভাগবতের

শ্রীরূপ-সনাতন-শাখার বিস্তৃতি ও কার্য্য ঃ—

মালীর ইচ্ছায় শাখা বহুত বাড়িল।
বাড়িয়া পশ্চিমদেশ সব আচ্ছাদিল ॥ ৮৬ ॥

* *পূর্ব্বে যিনি শ্রীরূপমঞ্জরী-প্রেষ্ঠা রতিমঞ্জরী ছিলেন এবং পণ্ডিতগণ-কর্ত্তৃক নামভেদে লবঙ্গমঞ্জরী বলিয়া কথিত হন, তিনিই অধুনা গৌরাভিন্ন-তনু সর্ব্বপূজিত শ্রীসনাতন গোস্বামী। মুনিরত্ন শ্রীসনাতন কার্য্যবশতঃ তাহাতে প্রবিষ্ট হইয়াছেন।*

অনুভাষ্য

অনুরাগী ছিলেন ; পরে নবদ্বীপে আগমনপূর্ব্বক শ্রীনিত্যানন্দের অনুসরণে শ্রীনবদ্বীপ-ধাম-পরিক্রমা ও দর্শন করিয়া কাশীতে গমনপূর্ব্বক মধুসূদন বাচস্পতির নিকট সর্ব্বশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন ; তৎপরে বৃন্দাবনে গমন করিয়া শ্রীরূপ-সনাতনের আশ্রিত হইলেন। (শ্রীভক্তিরত্নাকরে প্রথম তরঙ্গে)—"শ্রীজীবের গ্রন্থ পঞ্চবিংশতি বিদিত।(১)'হরিনামামৃত ব্যাকরণ দিব্যরীত।।(২)'সূত্রমালিকা' (৩) 'ধাতুসংগ্রহ' সুপ্রকার। (৪) 'কৃষ্ণার্চ্চাদীপিকা'-গ্রন্থ অতি চমৎকার।। (৫) 'গোপালবিরুদাবলী' (৬) 'রসামৃতশেষ'। (৭) 'শ্রীমাধব-মহোৎসব' সর্ব্বাংশে বিশেষ।। (৮) 'শ্রীসঙ্কল্পকল্পবৃক্ষ'-গ্রন্থের প্রচার। (৯) 'ভাবার্থসূচক'-চম্পূ অতি চমৎকার।। (১০) 'গোপালতাপনী-টীকা' (১১) টীকা 'ব্রহ্মসংহিতার'। (১২) 'রসামৃত-টীকা', (১৩) 'শ্রীউজ্জ্বল-টীকা' আর।। (১৪) 'যোগসার-স্তবের টীকা'তে সুসঙ্গতি। (১৫) 'অগ্নিপুরাণস্থ শ্রীগায়ত্রী-ভাষ্য' তথি।। (১৬) পদ্মপুরাণোক্ত 'শ্রীকৃষ্ণের পদচিহ্ন'। (১৭) 'শ্রীরাধিকা-কর-পদস্থিত চিহ্ন' ভিন্ন।। (১৮) 'গোপালচম্পূ'—পূর্ব্ব-উত্তর-বিভাগেতে।(১৯-২৫) সপ্ত-সন্দর্ভ বিখ্যাত ভাগবত-রীতি। (ক্রম-তত্ত্ব-ভগবৎ-পরমাত্ম-কৃষ্ণ-ভক্তি-প্রীতি।।)"

ইনি শ্রীরূপসনাতনাদির অপ্রকটের পর সোৎকল গৌড়-মাথুর-মণ্ডলের গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আচার্য্য-পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া সকলকে শ্রীগৌরসুন্দর-প্রচারিত সত্য কীর্ত্তন করিয়া হরিভজন করাইতেন। মধ্যে মধ্যে ইনি ভক্তগণসহ ব্রজধাম পরিক্রমা করিতেন এবং মথুরায় বিঠ্ঠল-দেব দর্শন করিতে যাইতেন। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী ইঁহার প্রকটকালেই চৈতন্যচরিতামৃত রচনা করেন। ইনি কিছুকাল পরে গৌড়দেশ হইতে আগত শ্রীনিবাস, নরোত্তম ও দুঃখী কৃষ্ণদাসকে যথাক্রমে 'আচার্য্য', 'ঠাকুর' ও 'শ্যামানন্দ' নাম প্রদান করিয়া রচিত যাবতীয় গোস্বামি-শাস্ত্রাদিসহ গৌড়দেশে নামপ্রেম-প্রচারার্থ প্রেরণ করেন। প্রথমে গ্রন্থাপহরণ-সংবাদ ও পরে তদুদ্ধার-সংবাদ শ্রবণ করেন। ইনি শ্রীনিবাস-শিষ্য রামচন্দ্র সেনকে ও তদনুজ গোবিন্দকে 'কবিরাজ' নাম প্রদান করেন। ইনি প্রকট থাকিতে শ্রীল জাহ্নবী দেবী কতিপয় ভক্তবৃন্দসহ বৃন্দাবনে আগমন করিয়াছিলেন। গৌড়দেশ হইতে ভক্তগণ আসিলে ইনি তাঁহাদের প্রসাদ-সেবা ও বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিতেন। ইঁহার শিষ্য শ্রীকৃষ্ণদাস অধিকারী স্বকৃত গ্রন্থে শ্রীরূপ-সনাতন-জীব প্রভুগণের গ্রন্থের তালিকা প্রদান করিয়াছেন।

অনভিজ্ঞ প্রাকৃত সহজিয়া-সম্প্রদায়ে শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুর বিরুদ্ধে তিনটী অপবাদ প্রচলিত আছে, তদ্দ্বারা কৃষ্ণবৈমুখ্যহেতু হরিগুরুবৈষ্ণব-বিরোধ-মূলে অবশ্যই তাহাদের অপরাধ বর্দ্ধিত হয় মাত্র।

অনুভাষ্য

(১) জড়প্রতিষ্ঠাভিক্ষু এক দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত নিষ্কিঞ্চন শ্রীরূপ-সনাতনের নিকট হইতে জয়পত্র লিখাইয়া গুরুবর্গের (শ্রীরূপ-সনাতনের) মূর্খতা জ্ঞাপন করিয়া শ্রীজীবকেও জয়পত্র লিখিয়া দিতে বলেন। শ্রীজীবপ্রভু তাহা শুনিয়া দিগ্বিজয়ীকে পরাজিত করিয়া গুরুর অপবাদকারীর জিহ্বা স্তম্ভিত করিয়া গুরুদেবের পদ-নখশোভার মর্য্যাদা প্রদর্শনপূর্ব্বক প্রকৃত "গুরু-দেবতাত্মা" শিষ্যের আদর্শ প্রদর্শন করেন। ঐ সকল সহজিয়া বলেন,—শ্রীজীবের এতাদৃশ আচরণে তাঁহার তৃণাদপি সুনীচতা ও মানদ-ধর্ম্মের বিরোধহেতু শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু তাঁহাকে তীব্র ভর্ৎসনাপূর্ব্বক পরিত্যাগ করেন, পরে শ্রীসনাতন-গোস্বামিপ্রভুর ইঙ্গিতে পুনরায় শ্রীজীবপ্রভুকে গ্রহণ করেন।

ঐ গুরুবৈষ্ণব-বিরোধিগণ কৃষ্ণকৃপায় যেদিন আপনাদিগকে গুরুবৈষ্ণবের নিত্যদাস বলিয়া জানিবেন, সেইদিন শ্রীজীবপ্রভুর কৃপা লাভ করিয়া প্রকৃত 'তৃণাদপি সুনীচ' ও 'মানদ' হইয়া হরিনাম-কীর্ত্তনে অধিকারী হইবেন।

(২) কোন কোন অনভিজ্ঞ বলেন,—কবিরাজগোস্বামী প্রভুর 'চরিতামৃত' রচনা-সৌষ্ঠব ও অপ্রাকৃত ব্রজরস-মাহাত্ম্য দর্শনে স্বীয় প্রতিষ্ঠা ক্ষুণ্ণ হইবে আশঙ্কায় শ্রীজীবের হিংসার উদয় হওয়ায় তিনি মূল 'চরিতামৃত'খানা কূপমধ্যে নিক্ষেপ করেন। কবিরাজগোস্বামী তাহা শ্রবণ করিয়া প্রাণ বিসর্জ্জন করেন। তাঁহার শিষ্য মুকুন্দ-নামক এক ব্যক্তি পূর্ব্বে মূল পাণ্ডুলিপি নকল করিয়া রাখিয়াছিলেন বলিয়া পুনরায় চরিতামৃত প্রকাশিত হইলেন, নতুবা চরিতামৃত-গ্রন্থ জগৎ হইতে লুপ্ত হইত।

এরূপ হেয় বৈষ্ণব-বিদ্বেষমূলক কল্পনা—নিতান্ত মিথ্যা ও অসম্ভব।

(৩) অপর কোন কোন ইন্দ্রিয়তর্পণ-তৎপর ব্যভিচারী বলেন,—শ্রীজীবপ্রভু শ্রীরূপগোস্বামীর মতানুযায়ী ব্রজগোপীগণের 'পারকীয়' রস স্বীকার না করিয়া 'স্বকীয়'-রসের অনুমোদন করায় তিনি রসিক ভক্ত ছিলেন না, সুতরাং তাঁহার আদর্শ গ্রাহ্য নহে।

প্রকটকালে স্বীয় অনুগতগণের মধ্যে কোন কোন ভক্তকে 'স্বকীয় রসে' রুচিবিশিষ্ট দেখিয়া তাঁহাদের মঙ্গলের নিমিত্ত তাঁহাদের অধিকার বুঝিয়া এবং পাছে অনধিকারী ব্যক্তিগণ অপ্রাকৃত পরম-চমৎকারময় পারকীয়-ব্রজরসের সৌন্দর্য্য ও মহিমা বুঝিতে না পারিয়া স্বয়ং তাদৃশ অনুষ্ঠান করিতে গিয়া ব্যভিচার আনয়ন করে, তজ্জন্য বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীজীবপ্রভু স্বকীয়-বাদ স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু ইহাতে তাঁহাকে অপ্রাকৃত পারকীয় ব্রজরসের বিরোধী বলিয়া বুঝিতে হইবে না, কেননা, তিনি স্বয়ং শ্রীরূপানুগবর,—সাক্ষাৎ শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীর শিক্ষাগুরু-বর্গের অন্যতম।

সমগ্র ভারতের উদ্ধার ঃ—

আ-সিন্ধুনদী-তীর আর হিমালয়।
বৃন্দাবন-মথুরাদি যত তীর্থ হয় ॥ ৮৭ ॥

সকলের প্রেমোন্মত্ততা ঃ—

দুই শাখার প্রেমফলে সকল ভাসিল।
প্রেমফলাস্বাদে লোক উন্মত্ত হইল ॥ ৮৮ ॥

(১) ভক্ত্যাচার-প্রবর্ত্তন ঃ—

পশ্চিমের লোক সব মূঢ় অনাচার।
তাহাঁ প্রচারিল দুঁহে ভক্তি-সদাচার ॥ ৮৯ ॥

(২) লুপ্ততীর্থোদ্ধার ও (৩) শ্রীমূর্ত্তি-পূজা-প্রচার ঃ—

শাস্ত্রদৃষ্টে কৈল লুপ্ততীর্থের উদ্ধার।
বৃন্দাবনে কৈল শ্রীমূর্ত্তি-পূজার প্রচার ॥ ৯০ ॥

(৪৫) শ্রীরঘুনাথদাস ঃ—

মহাপ্রভুর প্রিয় ভৃত্য—রঘুনাথদাস।
সর্ব্ব ত্যজি' কৈল প্রভুর পদতলে বাস ॥ ৯১ ॥

শ্রীস্বরূপের আনুগত্যে শ্রীরঘুনাথের গৌরসেবা ঃ—

প্রভু সমর্পিল তাঁরে স্বরূপের হাতে।
প্রভুর গুপ্তসেবা কৈল স্বরূপের সাথে ॥ ৯২ ॥

শ্রীগৌর ও স্বরূপের অপ্রকটে বৃন্দাবনাগমন ঃ—

ষোড়শ বৎসর কৈল অন্তরঙ্গ-সেবন।
স্বরূপের অন্তর্দ্ধানে আইলা বৃন্দাবন ॥ ৯৩ ॥
বৃন্দাবনে দুই ভাইর চরণ দেখিয়া।
গোবর্দ্ধনে ত্যজিব দেহ ভৃগুপাত করিয়া ॥ ৯৪ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৮৯। পশ্চিমপ্রদেশের লোক সব যবন-সংসর্গে একটু কর্ত্তব্য-বিমূঢ় এবং বঙ্গদেশীয় সদাচারের তুলনায় অনেকটা আচার-রহিত। তাঁহারা ঐ সময় মুসলমানদিগের সংসর্গে একটু অধিক অনাচারী হইয়াছিলেন। শ্রীরূপ-সনাতনের কৃপায় তাঁহাদের সদাচারে প্রবৃত্তি হইল।

অনুভাষ্য

৯১। রঘুনাথদাস—আনুমানিক ১৪১৬ শকাব্দায় হুগলী জেলার অন্তঃপাতী 'শ্রীকৃষ্ণপুর' গ্রামে শৌক্রকায়স্থকুলে হিরণ্য মজুমদারের অনুজ গোবর্দ্ধনের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন।

সপ্তগ্রাম হইতে শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভুর প্রকটভূমি 'শ্রীকৃষ্ণপুর'—এক মাইলের কিছু বেশী এবং ত্রিশবিঘা-ষ্টেশন হইতে প্রায় ১৷৷০ মাইল হইবে। এইস্থানে শ্রীল দাসগোস্বামী প্রভুর পূর্ব্বাশ্রমের পিতা শ্রীগোবর্দ্ধন দাসের প্রতিষ্ঠিত বলিয়া প্রসিদ্ধ শ্রীরাধাগোবিন্দ-শ্রীবিগ্রহ বিরাজিত। শ্রীমন্দিরের সম্মুখে একটী বিস্তৃত প্রাঙ্গণ ; কোনও নাট্যমন্দির নাই, কেবল একটী জগমোহন আছে। কলিকাতা সিমলা-নিবাসী শ্রীযুক্ত হরিচরণ ঘোষ এক বৎসর পূর্ব্বে মন্দিরটী সংস্কার বিধান করিয়া দিয়াছেন। মন্দির-প্রাঙ্গণটী প্রাকারপরিবেষ্টিত। যে গৃহে শ্রীবিগ্রহ বিরাজিত, তাহারই সংলগ্ন একটী ক্ষুদ্র গৃহে শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর 'ভজনাসন' বলিয়া একটী নাতি-উচ্চ প্রস্তর আসন (১৷৷০ হাত দীর্ঘ, ১০ হাত প্রস্থ ও ৫০ হাত উচ্চ) নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। প্রবাদ, এই আসনে উপবেশন করিয়া শ্রীল দাসগোস্বামী প্রভু ভজন করিতেন। মন্দিরের পাশে স্বল্পতোয়া স্রোতোহীনা সরস্বতী-নদী কৃশা ও মলিনার ন্যায় বিরাজিতা।

পিতৃগণ বৈষ্ণবপ্রায় থাকিয়া বিশিষ্ট ধনী ছিলেন। ইঁহার দীক্ষাগুরু—যদুনন্দন আচার্য্য। সংসারে প্রবেশ করিয়া অনতি-

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৯০। লুপ্ততীর্থ—শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ডাদি লুপ্ততীর্থ।

শ্রীমূর্ত্তি—শ্রীমদনমোহন, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীগোপীনাথ প্রভৃতি ৭ মূর্ত্তি-পূজার প্রচার করেন।

৯২-৯৩। 'গুপ্তসেবা'—যে-সকল সেবাকার্য্যে বাহিরের লোকের অধিকার থাকে না। প্রভুর স্নান, ভোজন, বিশ্রাম, কীর্ত্তনাদি-কালে যে-সকল অভীষ্ট প্রিয়সেবার প্রয়োজন, তাহাই পুনরায় 'অন্তরঙ্গ-সেবা' নামে কথিত হইয়াছে।

৯৪। ভৃগুপাত করিয়া—পর্ব্বতের উচ্চসানু হইতে পড়িয়া।

অনুভাষ্য

বিলম্বেই ইনি শ্রীমহাপ্রভুর আশ্রয়প্রার্থী হন। কিছুদিন পরেই ১৪৩৯ শকাব্দায় সুযোগ বুঝিয়া গৃহ হইতে পুরুষোত্তম গমন করিয়া শ্রীচৈতন্যদেবের সুশীতল পদ লাভ করিয়া দামোদর-স্বরূপের অনুগত রহিলেন। সেখানে ষোল বৎসর থাকিয়া প্রভুর অপ্রকটে শ্রীবৃন্দাবনে আসিয়া শ্রীরূপ-সনাতনের নিকট বাস করেন। ভক্তিরত্নাকরে প্রথম তরঙ্গে—"রঘুনাথদাস গোস্বামীর গ্রন্থত্রয়। 'স্তবমালা' নাম 'স্তবাবলী' যারে কয়।। 'শ্রীদান-চরিত', 'মুক্তাচরিত' মধুর।"

ইনি সুদীর্ঘ জীবন লাভ করেন। শ্রীনিবাসাচার্য্য বৃন্দাবন হইতে গ্রন্থাদি লইয়া ফিরিবার পূর্ব্বে শ্রীদাস গোস্বামীর কৃপা লাভ করেন; যথা ঐ ষষ্ঠ তরঙ্গে—"অতিক্ষীণ শরীর, দুর্ব্বল ক্ষণে ক্ষণে। করয়ে ভক্ষণ কিছু দুই চারিদিনে।। দিবানিশি না জানয়ে শ্রীনাম-গ্রহণে। নেত্রে নিদ্রা নাই, অশ্রুধারা দু'নয়নে।। শ্রীনিবাস দাস-গোস্বামীর সন্দর্শনে। আপনা মানয়ে ধন্য পড়িয়া চরণে।। শ্রীদাস গোস্বামী শ্রীনিবাসে আলিঙ্গিলা। শ্রীনিবাস শ্রীগৌড়গমন নিবেদিলা।। শুনি' শ্রীগোস্বামী মুখে অনুমতি দিল।" এই ঘটনা ১৫১২ শকাব্দের পর। গৌরগণোদ্দেশে ১৮৬ শ্লোক—"দাস-

শ্রীরূপ-সনাতনসহ মিলন ঃ—

এই ত' নিশ্চয় করি' আইল বৃন্দাবনে ।
আসি' রূপ-সনাতনের বন্দিল চরণে ॥ ৯৫ ॥

শ্রীরূপ-সনাতনের তৃতীয় ভাই ঃ—

তবে দুই ভাই তাঁরে মরিতে না দিল ।
নিজ তৃতীয় ভাই করি' নিকটে রাখিল ॥ ৯৬ ॥
মহাপ্রভুর লীলা যত বাহির-অন্তর ।
দুই ভাই তাঁর মুখে শুনে নিরন্তর ॥ ৯৭ ॥

তাঁহার দৈনিক কৃত্য ঃ—

অন্ন-জল ত্যাগ কৈল অন্য-কথন ।
পল দুই-তিন মাঠা করেন ভক্ষণ ॥ ৯৮ ॥
সহস্র দণ্ডবৎ করে, লয় লক্ষ নাম ।
দুই সহস্র বৈষ্ণবেরে নিত্য পরণাম ॥ ৯৯ ॥
রাত্রিদিনে রাধাকৃষ্ণের মানস-সেবন ।
প্রহরেক মহাপ্রভুর চরিত্র-কথন ॥ ১০০ ॥
তিন সন্ধ্যা রাধাকুণ্ডে অপতিত স্নান ।
ব্রজবাসী বৈষ্ণবেরে আলিঙ্গন দান ॥ ১০১ ॥
সার্দ্ধ সপ্ত প্রহর করে ভক্তির সাধনে ।
চারি দণ্ড নিদ্রা, সেহ নহে কোনদিনে ॥ ১০২ ॥

গ্রন্থকারের রূপ-রঘুনাথের নিত্যদাসাভিমান ঃ—

তাঁহার সাধন-রীতি শুনিতে চমৎকার ।
সেই রূপ-রঘুনাথ প্রভু যে আমার ॥ ১০৩ ॥
ইঁহা সবার যৈছে হৈল প্রভুর মিলন ।
আগে বিস্তারিয়া তাহা করিব বর্ণন ॥ ১০৪ ॥

(৪৬) শ্রীগোপালভট্ট-শাখা ঃ—

শ্রীগোপালভট্ট—এক শাখা সর্ব্বোত্তম ।
রূপ-সনাতন-সঙ্গে যাঁর প্রেম-আলাপন ॥ ১০৫ ॥

অনুভাষ্য

শ্রীরঘুনাথস্য পূর্ব্বাখ্যা রসমঞ্জরী। অমুং কেচিৎ প্রভাষন্তে শ্রীমতীং রতিমঞ্জরীম্। ভানুমত্যাখ্যয়া কেচিদাহুস্তং নামভেদতঃ।।"*

৯৮। মাঠা—ঘোল।

১০৩। শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভু শ্রীল দাসগোস্বামী ও শ্রীরূপ গোস্বামীকে 'আমার প্রভু' বলিয়া জানিতেন এবং প্রতি পরিচ্ছেদের শেষভাগে 'শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ। চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস।।' লিখিয়াছেন। কেহ 'রঘুনাথ'-শব্দে শ্রীরঘুনাথ ভট্টকে বুঝাইতে চাহেন এবং রঘুনাথভট্টকে কবিরাজগোস্বামীর পাঞ্চরাত্রিক-দীক্ষাগুরু বলিতে চাহেন ; তাহার প্রমাণাভাব। কবিরাজ-শাখা-গুরুপরম্পরায় রঘুনাথ ভট্টকে দীক্ষাগুরু বলিয়া যে উল্লেখ দেখা যায়, তাহা বিশিষ্ট সত্যের পরিচয় নহে।

১০৪। শ্রীরূপসহ প্রভুর মিলন—মধ্য, ১৯শ পঃ ৪৫ সংখ্যা, শ্রীসনাতনসহ প্রভুর মিলন—মধ্য, ২০শ পঃ ৫১ সংখ্যা এবং শ্রীরঘুনাথসহ প্রভুর মিলন—অন্ত্য, ৬ষ্ঠ পঃ, ১৯১ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১০৫। শ্রীগোপালভট্ট—ইনি রঙ্গক্ষেত্র-প্রবাসী ব্যেঙ্কট ভট্টের পুত্র এবং (পূর্ব্বে রামানুজীয়, পরে গৌড়ীয়) প্রবোধানন্দের শিষ্য। ১৪৩৩ শকাব্দায় মহাপ্রভুর শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে শ্রীসম্প্রদায়ী বেঙ্কট-ভট্টের গৃহে চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত উপলক্ষে অবস্থানকালে ইনি প্রভুকে প্রাণ ভরিয়া সেবা করিয়াছিলেন। ইঁহার পিতৃব্য ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন, যথা—হঃ ভঃ বিঃ ১ম বিঃ, ২য় শ্লোক—"ভক্তের্বিলাসাংশ্চিনুতে প্রবোধানন্দস্য শিষ্যো ভগবৎপ্রিয়স্য। গোপালভট্টো রঘুনাথদাসং সন্তোষয়ন্ রূপ-সনাতনৌ চ।।" ভক্তিরত্নাকরে ১ম তরঙ্গে—'গোপালের মাতা পিতা মহাভাগ্যবান্। শ্রীচৈতন্যপদে যে সঁপিল মনঃপ্রাণ।। বৃন্দাবনে যাইতে পুত্রেরে আজ্ঞা দিয়া। দোঁহে সঙ্গোপন হৈলা প্রভু সোঙরিয়া।। কতদিনে গোপাল গেলেন বৃন্দাবন। রূপ-সনাতন সঙ্গে হইল মিলন।।"** (নীলাচলে প্রভুকে) "লিখিলেন পত্রীতে শ্রীরূপ-সনাতন। গোপালভট্টের বৃন্দাবনে আগমন।।" (প্রভু) "লিখয়ে পত্রীতে প্রিয় রূপ-সনাতনে। পাইল আনন্দ গোপালের আগমনে।। নিজভ্রাতাসম গোপাল ভট্টেরে জানিবে।" ** "গোপালের নামে শ্রীগোস্বামী সনাতন। করিল শ্রীহরিভক্তি-বিলাস-বর্ণন।। শ্রীরূপগোস্বামী প্রাণসম জানে। শ্রীরাধারমণ-সেবা করাইল তানে।।"** (কবিরাজ গোস্বামীকে) "শ্রীগোপাল ভট্ট হৃষ্ট হইয়া আজ্ঞা দিল। গ্রন্থে নিজ প্রসঙ্গ বর্ণিতে নিষেধিল।। কবিরাজ তাঁর আজ্ঞা নারে লঙ্ঘিবার। নামমাত্র লিখে, অন্য না করে প্রচার।। নিরন্তর অতি দীন মানে আপনারে।"—"প্রাচীন মুখে এইসব শুনিল" (গ্রন্থকার ঘনশ্যামদাসের উক্তি)। ষট্সন্দর্ভের মধ্যে তত্ত্বসন্দর্ভের আদিতে (শ্রীরূপ-সনাতনের প্রণামান্তে)—

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১০০। রাত্রিদিনে রাধাকৃষ্ণের মানস-সেবন—হরিনামের (কীর্ত্তনের) সহিত অষ্টকালীন সেবায় মনন।

১০৪। আগে—রঘুনাথসহ প্রভুর মিলন অন্ত্য ৬ষ্ঠ পঃ দ্রষ্টব্য।

---

* *শ্রীরঘুনাথদাস গোস্বামীর পূর্ব্বনাম শ্রীরসমঞ্জরী। তাঁহাকে কেহ কেহ শ্রীরতিমঞ্জরী বলিয়া থাকেন। নামভেদে কেহ তাঁহাকে ভানুমতীও বলেন।*

(৪৭) শঙ্করারণ্য-শাখা, (৪৭ক) মুকুন্দ, (৪৭খ) কাশীনাথ, (৪৭গ) রুদ্র ঃ—

শঙ্করারণ্য—আচার্য্য-বৃক্ষের এক শাখা।
মুকুন্দ, কাশীনাথ, রুদ্র,—উপশাখা লেখা ॥ ১০৬ ॥

অনুভাষ্য

"কোঽপি তদ্বান্ধবো ভট্টো দক্ষিণ-দ্বিজ-বংশজঃ। বিবিচ্য ব্যলিখদ্‌-গ্রন্থং লিখিতাদ্বৃদ্ধবৈষ্ণবৈঃ।। তস্যাদ্যং গ্রন্থনালেখং ক্রান্ত-ব্যুৎক্রান্ত-খণ্ডিতম্। পর্য্যালোচ্যাথ পর্য্যায়ং কৃত্বা লিখতি জীবকঃ।।" অর্থাৎ শ্রীমধ্ব-শ্রীরামানুজ-শ্রীধরস্বামী প্রভৃতি প্রাচীন বৈষ্ণবাচার্য্যগণের লিখিত গ্রন্থাদি হইতে বিচারাদি সঙ্কলন করিয়া শ্রীরূপ-সনাতন প্রভুদ্বয়ের প্রিয় সুহৃৎ দাক্ষিণাত্যবাসী দ্বিজকুলোদ্ভূত শ্রীগোপাল-ভট্ট একখানি গ্রন্থ লেখেন ; তাহাতে কোথায়ও ক্রমভাবে, কোথায়ও ব্যুৎক্রম অর্থাৎ ক্রমভঙ্গভাবে, কোথায়ও বা খণ্ড-খণ্ডভাবে যাহা লিখিত ছিল, তাহা ক্ষুদ্র জীব আমি, পর্য্যালোচনা করিয়া ক্রমানুসারে যথাযথ লিখিতেছি। 'ভগবৎ' প্রভৃতি অন্যান্য সন্দর্ভের প্রারম্ভেও এইরূপ কথা আছে। ইনি—'সৎক্রিয়াসার-দীপিকা'-রচক, 'হরিভক্তিবিলাস'-সম্পাদক ও ষট্‌সন্দর্ভের পূর্ব্ব লেখক। "করিলেন কৃষ্ণকর্ণামৃতের টিপ্পনী। বৈষ্ণবের পরম আনন্দ যাহা শুনি'।।" ইনি শ্রীরাধারমণ-বিগ্রহের স্থাপনকর্ত্তা। গৌরগণোদ্দেশে ১৮৪ শ্লোক—"অনঙ্গমঞ্জরী যাসীৎ সাদ্য গোপালভট্টকঃ। ভট্টগোস্বামিনং কেচিৎ আহুঃ শ্রীগুণ-মঞ্জরী।।" শ্রীনিবাসাচার্য্য ও গোপীনাথ পূজারী—ইঁহার শিষ্য।

১০৬। শঙ্করারণ্য—গৌরগণোদ্দেশে ৬০ শ্লোক—"অস্যা-গ্রজস্ত্বকৃতদারপরিগ্রহঃ সন্ সঙ্কর্ষণঃ স ভগবান্ ভুবি বিশ্বরূপঃ। স্বীয়ং মহঃ কিল পুরীশ্বরমাপয়িত্বা পূর্ব্বং পরিব্রজিত এব তিরোবভূব।।"* ইনি ১৪৩২ শকাব্দায় শোলাপুর জেলান্তর্গত পাণ্ডেরপুর-তীর্থে অপ্রকট হন—চৈঃ চঃ মধ্য, ৯ম পঃ ২৯৯-৩০০ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

মুকুন্দ (মুকুন্দসঞ্জয়)—ইঁহার গৃহে বিশ্বম্ভর পাঠশালা করিয়া-ছিলেন ও ইঁহার পুত্র পুরুষোত্তম প্রভুর ছাত্র ছিলেন।

কাশীনাথ—বিশ্বম্ভরের বিবাহে সংযোগকর্ত্তা ব্রাহ্মণ পণ্ডিত। তিনি রাজপণ্ডিত সনাতনকে তৎকন্যা বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর সহিত প্রভুর বিবাহ দিবার পরামর্শ দেন। গৌরগণোদ্দেশে ৫০ শ্লোক—"যশ্চ সত্রাজিতা বিপ্রঃ প্রহিতো মাধবং প্রতি। সত্যোদ্বাহায় কুলকঃ শ্রীকাশীনাথ এব সঃ।।"◆

(৪৮) শ্রীনাথ পণ্ডিত ঃ—

শ্রীনাথ পণ্ডিত—প্রভুর কৃপার ভাজন।
যাঁর কৃষ্ণসেবা দেখি' বশ ত্রিভুবন ॥ ১০৭ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১০৭। শ্রীনাথ পণ্ডিত—কাঁচড়াপাড়া-নিবাসী।

অনুভাষ্য

রুদ্র—গৌরগণোদ্দেশে ১৩৫ শ্লোক—"বরূথপঃ সখা নাম্না কৃষ্ণচন্দ্রস্য যো ব্রজে। আসীৎ স এব গৌরাঙ্গবল্লভঃ রুদ্র-পণ্ডিতঃ।।"✱

বল্লভপুর—কমলাকর পিপ্পলাইর শ্রীপাট মাহেশের একমাইল উত্তরে। এই স্থানে একটী বৃহৎ মন্দিরে কাশীশ্বর গোস্বামীর ভাগিনেয় শ্রীরুদ্ররাম পণ্ডিতের স্থাপিত শ্রীরাধাবল্লভ জীউ বিরাজিত। রুদ্ররাম পণ্ডিতের কনিষ্ঠ ভ্রাতা যদুনন্দন বন্দোপাধ্যায় মহাশয়ের বংশধর 'চক্রবর্ত্তিগণ' শ্রীরাধাবল্লভ জীউর বর্ত্তমান সেবায়েত। পূর্ব্বে রথযাত্রার কালে মাহেশ হইতে শ্রীজগন্নাথদেব বল্লভপুরে শ্রীরাধাবল্লভ জীউর মন্দিরে আসিতেন, কিন্তু ১২৬২ সাল হইতে উক্ত বিগ্রহের সেবায়েতগণের মনোমালিন্যফলে ঐ প্রথা উঠিয়া গিয়াছে।

১০৭। শ্রীনাথ পণ্ডিত—গৌঃ গঃ ২১১—"ব্যাচকার পারি-পাট্যাৎ যো ভাগবত-সংহিতাম্। কুমারহট্টে যৎকীর্ত্তিঃ কৃষ্ণদেবো বিরাজতে।।"☆

কুমারহট্ট হইতে প্রায় ১৷৷০ মাইল দূরে কাঁচড়াপাড়ায় সেন শিবানন্দের স্থান। সেই স্থানে শিবানন্দের প্রতিষ্ঠিত 'শ্রীগৌর-গোপাল' বিগ্রহ, শ্রীনাথবিপ্র-প্রতিষ্ঠিত 'শ্রীকৃষ্ণরায়' নামক শ্রীরাধাকৃষ্ণমূর্ত্তি একটী সুবৃহৎ মন্দিরে বিরাজ করিতেছেন। মন্দিরের সম্মুখে বৃহৎ প্রাঙ্গণ, ভোগরন্ধনের গৃহ, অতিথিশালা প্রভৃতি বর্ত্তমান। প্রাঙ্গণটী উচ্চ প্রাকার-পরিবেষ্টিত। মাহেশের মন্দির হইতেও এই শ্রীমন্দির বৃহৎ। ১৭০৮ শকাব্দে বর্ত্তমান মন্দিরটী প্রস্তুত হয়। মন্দিরের সম্মুখে একটী অনুষ্টুপ্ শ্লোকে মন্দির-প্রতিষ্ঠাতার নাম, তাঁহার পিতা, পিতামহের নাম ও তারিখ খোদিত রহিয়াছে। কলিকাতা-পাথুরিয়াঘাটা-নিবাসী পরলোকগত নিমাই মল্লিক নামক জনৈক ধনকুবের এই মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দেন। শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের শিষ্য—শ্রীনাথ পণ্ডিত, শ্রীনাথ পণ্ডিতের অনুগৃহীত—শিবানন্দের তৃতীয় পুত্র—গৌরগণোদ্দেশ-লেখক

** শ্রীগৌরাগ্রজ যিনি বিশ্বরূপ-নামে খ্যাত, তিনি ভগবান্ সঙ্কর্ষণ। তিনি দার পরিগ্রহ না করিয়া পূর্ব্বেই সন্ন্যাসগ্রহণ করত স্বীয় তেজ শ্রীঈশ্বরপুরীতে স্থাপনপূর্ব্বক অন্তর্হিত হইয়াছেন।*

◆ রাজা সত্রাজিৎ সত্যভামার বিবাহ-জন্য যে কুলক-নামক ব্রাহ্মণকে মাধবের নিকট পাঠাইয়াছিলেন, তিনিই অধুনা কাশীনাথ।

✱ ব্রজে বরূথপ-নামক শ্রীকৃষ্ণসখাই অধুনা গৌরপ্রিয় শ্রীরুদ্রপণ্ডিত।

☆ তিনি পরিপাটীর সহিত ভাগবত-সংহিতা ব্যাখ্যা করিতেন। কুমারহট্টে তাঁহার কীর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণদেব-বিগ্রহরূপে বিরাজমান।

(৪৯) শ্রীজগন্নাথ আচার্য্য ঃ—

জগন্নাথ আচার্য্য প্রভুর প্রিয় দাস।
প্রভুর আজ্ঞাতে তেঁহো কৈল গঙ্গাবাস ॥ ১০৮ ॥

(৫০) কৃষ্ণদাস, (৫১) শেখর পণ্ডিত, (৫২) কবিচন্দ্র ও (৫৩) ষষ্ঠীবর ঃ—

কৃষ্ণদাস বৈদ্য, আর পণ্ডিত শেখর।
কবিচন্দ্র, আর কীর্ত্তনীয়া ষষ্ঠীবর ॥ ১০৯ ॥

(৫৪) শ্রীনাথ মিশ্র, (৫৫) শুভানন্দ, (৫৬) শ্রীরাম, (৫৭) ঈশান, (৫৮) শ্রীনিধি, (৫৯) গোপীকান্ত, (৬০) ভগবান্ মিশ্র ঃ—

শ্রীনাথ মিশ্র, শুভানন্দ, শ্রীরাম, ঈশান।
শ্রীনিধি, শ্রীগোপীকান্ত, মিশ্র ভগবান্ ॥ ১১০ ॥

(৬১) সুবুদ্ধি মিশ্র, (৬২) হৃদয়ানন্দ, (৬৩) কমলনয়ন, (৬৪) মহেশ পণ্ডিত, (৬৫) শ্রীকর, (৬৬) মধুসূদন ঃ—

সুবুদ্ধি মিশ্র, হৃদয়ানন্দ, কমলনয়ন।
মহেশ পণ্ডিত, শ্রীকর, শ্রীমধুসূদন ॥ ১১১ ॥

(৬৭) পুরুষোত্তম, (৬৮) শ্রীগালীম, (৬৯) জগন্নাথদাস, (৭০) শ্রীচন্দ্রশেখর, (৭১) দ্বিজ হরিদাস ঃ—

পুরুষোত্তম, শ্রীগালীম, জগন্নাথদাস।
শ্রীচন্দ্রশেখর বৈদ্য, দ্বিজ হরিদাস ॥ ১১২ ॥

(৭২) রামদাস, (৭৩) কবিদত্ত, (৭৪) গোপালদাস, (৭৫) রঘুনাথ, (৭৬) শার্ঙ্গঠাকুর ঃ—

রামদাস, কবিদত্ত, শ্রীগোপালদাস।
ভাগবতাচার্য্য, ঠাকুর সারঙ্গদাস ॥ ১১৩ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১০৮। গঙ্গাবাস—শ্রীনবদ্বীপান্তবর্ত্তী 'অলকানন্দা'র তটে 'গঙ্গাবাস' নামক গ্রামের পত্তন করেন।

অনুভাষ্য

পরমানন্দ কবিকর্ণপূর। সম্ভবতঃ কবিকর্ণপূরের সময় শ্রীকৃষ্ণরায়-বিগ্রহ প্রকাশিত হইয়াছেন। কিংবদন্তী এইরূপ যে, মুর্শিদাবাদ হইতে বীরচন্দ্র প্রভুকর্ত্তৃক আনীত একটী সুবৃহৎ সুরম্য প্রস্তর হইতে বল্লভপুরের শ্রীরাধাবল্লভ-বিগ্রহ, খড়দহের শ্রীশ্যামসুন্দর বিগ্রহ ও কাঁচড়াপাড়ার শ্রীকৃষ্ণরায় বিগ্রহ প্রকাশিত হইয়াছেন।

সেন শিবানন্দের প্রাচীন স্থান—গঙ্গাতীরে, তথায় ভগ্নপ্রায় ক্ষুদ্র মন্দির ছিল। শুনা যায়, নিমাই মল্লিক কাশী যাইতেছিলেন, তিনি এই স্থানে নামিয়া শ্রীকৃষ্ণরায়ের মন্দিরের ভগ্নাবস্থা স্বচক্ষে দর্শন করিয়া বর্ত্তমান সুবৃহৎ মন্দির নির্ম্মাণ করেন।

১০৮। জগন্নাথাচার্য্য—গৌঃ গঃ ১১১—"আচার্য্যঃ শ্রীজগন্নাথো গঙ্গাবাসঃ প্রভুপ্রিয়ঃ। আসীন্নিধুবনে প্রাগ্ যো দুর্ব্বাসা গোপিকাপ্রিয়ঃ।।"

১০৯-১১০। কবিচন্দ্র ও শ্রীনাথ মিশ্র—গৌঃ গঃ ১৭১—"শ্রীনাথমিশ্রশ্চিত্রাঙ্গী কবিচন্দ্রো মনোহরা।"

শুভানন্দ—ইনি ব্রজের মালতী ; রথাগ্রে নর্ত্তনকালে সাত-সম্প্রদায়ের মধ্যে শ্রীবাস ও নিত্যানন্দের দলের অন্যতম গায়ক ছিলেন এবং ভাবাবিষ্ট প্রভুর মুখনিঃসৃত ফেন পান করিয়াছিলেন (মধ্য ১৩ পঃ ১১০ সংখ্যা দ্রষ্টব্য)। গৌঃ গঃ ১৯৭ ও ১৯৯ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

ঈশান—চৈঃ ভাঃ মধ্য, ৮ম অঃ—"সেবিলেন সর্ব্বকাল আইরে ঈশান। চতুর্দ্দশলোকমধ্যে মহা-ভাগ্যবান্।।" বৈষ্ণব-বন্দনায়—"বন্দিব ঈশানদাস করযোড় করি'। শচীঠাকুরাণী যাঁরে স্নেহ কৈল বড়ি।।" ভক্তিরত্নাকর ১২শ তরঙ্গে—"নিমাই চাঁদের অতি প্রিয় সে ঈশান।।"

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১১৩। ভাগবতাচার্য্য—বরাহনগর-নিবাসী। এখনও তাঁহার আশ্রমকে 'ভাগবতাচার্য্যের পাট' বলে।

ঠাকুর সারঙ্গ দাস—মামগাছি-নিবাসী।

অনুভাষ্য

১১১। সুবুদ্ধি মিশ্র—গৌঃ গঃ ১৯৪ ও ২০১—ব্রজের গুণচূড়া। ইঁহার শ্রীপাট—শ্রীখণ্ড হইতে ৩ মাইল পশ্চিমে 'বেলগাঁ'। এস্থানে শ্রীনিতাইগৌর-বিগ্রহ আছেন। ইঁহার বর্ত্তমান বংশধর—শ্রীগোবিন্দচন্দ্র গোস্বামী।

কমলনয়ন—গৌঃ গঃ ২০৫ ও ১৯৬—ব্রজের গন্ধোন্মাদা।

মহেশ পণ্ডিত—আদি ১১ পঃ ৩২ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১১২। চন্দ্রশেখর বৈদ্য—কাশীতে থাকাকালে মহাপ্রভু ইঁহার গৃহে বাস করেন। ইঁহার লিখনবৃত্তি ছিল। আদি ৭ম পঃ ৪৫ ও অনুভাষ্য ; ১০ম পঃ ১৫২, ১৫৪ ; মধ্য, ১৭শ পঃ ৯২, ১৯শ পঃ ২৪১-২৪৩ ; মধ্য ২০শ পঃ ৪৬-৫৩, ৬৭-৭১ ; ২৫শ পঃ ৬২, ১৭২ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

দ্বিজ হরিদাস—অষ্টোত্তরশতনামের রচয়িতা কি না, তদ্বিষয়ে প্রশ্ন হয়। কাঞ্চনগড়িয়ানিবাসী ইঁহার পুত্রদ্বয় শ্রীদাম ও গোকুলানন্দ—শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর শিষ্য। কাঞ্চনগড়িয়া মুর্শিদাবাদ জেলায় আজিমগঞ্জ হইতে ৫ম ষ্টেশন 'বাজারসাউ' ষ্টেশন হইতে ৫ মাইলের মধ্যে অবস্থিত।

১১৩। শ্রীগোপাল দাস—গৌঃ গঃ ১৫৮—"পুরা শ্রীতারকা-পাল্যৌ যে স্থিতে ব্রজমণ্ডলে। তে সাম্প্রতং জগন্নাথ-শ্রীগোপালৌ প্রভোঃ প্রিয়ৌ।।"

ভাগবতাচার্য্য—গৌঃ গঃ ২০৩—"নির্ম্মিতা পুস্তিকা যেন 'কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী'। শ্রীমদ্ভাগবতাচার্য্যো গৌরাঙ্গাত্যন্তবল্লভঃ।।" চৈঃ ভাঃ অন্ত্য, ৫ম অঃ—"তবে প্রভু আইলেন বরাহনগরে। মহাভাগ্যবন্ত এক ব্রাহ্মণের ঘরে।। সেই বিপ্র বড় সুশিক্ষিত

(৭৭) জগন্নাথতীর্থ, (৭৮) জানকীনাথ, (৭৯) গোপাল আচার্য্য, (৮০) দ্বিজ বাণীনাথ ঃ—

জগন্নাথ তীর্থ, বিপ্র শ্রীজানকীনাথ ।
গোপাল আচার্য্য আর বিপ্র বাণীনাথ ॥ ১১৪ ॥

(৮১)গোবিন্দ, (৮২) মাধব, (৮৩) বাসুদেব ঃ—

গোবিন্দ, মাধব, বাসুদেব—তিন ভাই ।
যাঁ-সবার কীর্ত্তনে নাচে চৈতন্য-নিতাই ॥ ১১৫ ॥

(৮৪) অভিরাম ঠাকুর ঃ—

রামদাস অভিরাম—সখ্য-প্রেমরাশি ।
ষোলসাঙ্গের কাষ্ঠ তুলি' যে করিল বাঁশী ॥ ১১৬ ॥

নিতাইসহ অভিরাম, মাধব ও বাসুঘোষের গৌড়ে নামপ্রচার এবং মহাপ্রভুর সহিত গোবিন্দের অবস্থান ঃ—

প্রভুর আজ্ঞায় নিত্যানন্দ গৌড়ে চলিলা ।
তাঁর সঙ্গে তিনজন প্রভু-আজ্ঞায় আইলা ॥ ১১৭ ॥
শ্রীরামদাস, মাধব, আর বাসুদেব ঘোষ ।
প্রভু-সঙ্গে রহে গোবিন্দ পাইয়া সন্তোষ ॥ ১১৮ ॥

(৭৬), (৪১), (৩৯ক), (৮৫) মাধবাচার্য্য, (৮৬) কমলাকান্ত, (৮৭) যদুনন্দন ঃ—

ভাগবতাচার্য্য, চিরঞ্জীব, শ্রীরঘুনন্দন ।
শ্রীমাধবাচার্য্য, কমলাকান্ত, শ্রীযদুনন্দন ॥ ১১৯ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১১৪। বাণীনাথ বিপ্র—চম্পাহাটী-নিবাসী।

১১৫। গোবিন্দ—অগ্রদ্বীপে গোপীনাথের স্থাপক।

১১৬। অভিরাম—খানাকুল-কৃষ্ণনগর-বাসী।

অনুভাষ্য

ভাগবতে। প্রভু দেখি' ভাগবত লাগিল পড়িতে।। শুনিয়া তাহার ভক্তিযোগের পঠন। আবিষ্ট হইলা গৌরচন্দ্র নারায়ণ।। প্রভু বলে, ভাগবত এমত পড়িতে। কভু নাহি শুনি আর কাহারো মুখেতে।। এতেকে তোমার নাম 'ভাগবতাচার্য্য'। ইহা বই আর কোন না করিহ কার্য্য।।" ইঁহার নাম 'রঘুনাথ' বলা হয়—ইঁহার পাটবাটী—বরাহনগর-মালিপাড়ায় (কলিকাতা হইতে প্রায় ৩৷৷০ মাইল উত্তরে) গঙ্গাতীরে। এই জীর্ণ পাটবাটীর বর্ত্তমান সেবক—পরলোকগত রাজচন্দ্র গাঙ্গুলির পুত্র ধীরেন্দ্র গাঙ্গুলি।

ঠাকুর সারঙ্গদাস—অপর নাম শার্ঙ্গ ঠাকুর। শার্ঙ্গপাণি ও শার্ঙ্গধর বলিয়াও তাঁহাকে কেহ কেহ বলেন। ইনি নবদ্বীপের অন্তর্গত মোদদ্রুমদ্বীপে বাস করিয়া গঙ্গাতীরে নির্জ্জনে ভজন করিতেন। ভগবানের পুনঃ পুনঃ প্রেরণাক্রমে তিনি শিষ্য স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়া স্থির করিলেন যে, যাঁহার সহিত আগামী-কল্য প্রাতে দেখা হইবে, তাঁহাকেই তিনি শিষ্যত্বে গ্রহণ করিবেন। ঘটনাক্রমে পরদিবস প্রত্যূষে ভাগীরথী-স্নানকালে তাঁহার পাদ-দেশে একটী মৃতদেহ সংলগ্ন হওয়ায় তাঁহাকেই পুনর্জীবন প্রদান করিয়া শিষ্যত্বে গ্রহণ করেন। ইনিই 'শ্রীঠাকুর মুরারি'-নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। ইঁহার অনুগগণ বংশপরম্পরায় সম্প্রতি 'শর'-নামক গ্রামে বাস করিতেছেন। শ্রীশার্ঙ্গের নামের সহিত মুরারির কথা সংশ্লিষ্ট হইয়াছে। 'শার্ঙ্গমুরারি' বলিয়া প্রসিদ্ধি এখনও সর্ব্বত্র শুনা যায়।

সম্প্রতি শার্ঙ্গঠাকুরের একটী প্রাচীন সেবা মামগাছি গ্রামে আছে। অল্পদিন হইল, শ্রীঠাকুরের একটী মন্দির প্রাচীন বকুল-বৃক্ষের সম্মুখে নির্ম্মিত হইয়াছে। সেবার বন্দোবস্ত আরও ভাল হওয়া প্রার্থনীয়।

অনুভাষ্য

গৌঃ গঃ ১৭২ শ্লোক—"ব্রজে নান্দীমুখী যাসীৎ সাদ্য সারঙ্গঠকুরঃ। প্রহ্লাদো মন্যতে কৈশ্চিন্মৎপিতা স ন মন্যতে।।"

১১৪। জগন্নাথ তীর্থ—আদি, ৯ পঃ ১৪ (অনুভাষ্য) দ্রষ্টব্য।

বাণীনাথ—গৌঃ গঃ ২০৪ শ্লোক—"বাণীনাথদ্বিজশ্চম্পা-হট্টবাসী প্রভোঃ প্রিয়ঃ।" ইনি ব্রজের কামলেখা। চম্পাহট্ট বা চাঁপাহাটি—বর্দ্ধমান জেলার পূর্ব্বস্থলী থানা ও সমুদ্রগড় ডাক-ঘরের অন্তর্গত ক্ষুদ্র গণ্ডগ্রাম। এই প্রাচীন শ্রীপাটের সেবায় নিতান্ত বিশৃঙ্খলা ও অবহেলা দর্শন করিয়া বঙ্গাব্দ ১৩২৮ সালে শ্রীপরমানন্দ ব্রহ্মচারিপ্রমুখ প্রাচীন নবদ্বীপ-শ্রীমায়াপুরস্থিত শ্রীচৈতন্য মঠের সেবকগণ এই পাটবাটীর সংস্কার সাধনপূর্ব্বক একটী নূতন মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছেন। তাহাতে শ্রীবাণীনাথ-প্রতিষ্ঠিত প্রমাণাকার নয়ন-মনোভিরাম বিগ্রহদ্বয় শ্রীগৌর-গদাধর যথা-শাস্ত্র অর্চ্চিত হইতেছেন। ই, আই, আর, লাইনে সমুদ্রগড় বা নবদ্বীপ ষ্টেশন হইতে ২ মাইল দূরে চাঁপাহাটীতে শ্রীগৌর-গদাধরের শ্রীমন্দির।

১১৫। গোবিন্দ, মাধব ও বাসুদেব ঘোষ—এই তিন ভাই উত্তর-রাঢ়ীয় শৌক্রকায়স্থকুলোদ্ভূত। চৈঃ ভাঃ অন্ত্য, ৫ম অঃ—"সুকৃতি মাধবঘোষ কীর্ত্তনে তৎপর। হেন কীর্ত্তনীয়া নাহি পৃথিবী-ভিতর।। যাহারে কহেন বৃন্দাবনের গায়ন। নিত্যানন্দস্বরূপের মহাপ্রিয়তম।। মাধব, গোবিন্দ, বাসুদেব—তিন ভাই। গাইতে লাগিলা, নাচে ঈশ্বর নিতাই।।" গৌঃ গঃ ১৮৮ শ্লোক—"কলাবতী', 'রসোল্লাসা', 'গুণতুঙ্গা' ব্রজে স্থিতা। শ্রীবিশাখাকৃতং গীতং গায়ন্তি স্মাদ্য তা মতাঃ।। গোবিন্দ-মাধবানন্দ-বাসুদেবা যথাক্রমম্।" শ্রীক্ষেত্রে রথাকর্ষণকালে মহাপ্রভুর সহিত ৭টী কীর্ত্তন-সম্প্রদায়ের মধ্যে একটীতে এই তিন ভাই মূল গায়ক ছিলেন এবং সাক্ষাৎ বক্রেশ্বর পণ্ডিতকে প্রধান নর্ত্তকরূপে লাভ করিয়াছিলেন (মধ্য, ১৩ পঃ ৪২-৪৩)।

১১৭। মধ্য, ১৫ পঃ ৪২-৪৩ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১১৮। রামদাস—আদি ১১ পঃ ১৩-১৬, ও মধ্য, ১৫ পঃ ৪২-৪৩ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

(৮৮) জগাই, (৮৯) মাধাই ঃ—

মহা-কৃপাপাত্র প্রভুর জগাই, মাধাই ।
'পতিতপাবন' নামের সাক্ষী দুই ভাই ॥ ১২০ ॥

অসংখ্য গৌড়ীয়ভক্তমধ্যে উল্লিখিত বৈষ্ণবগণ কতিপয়মাত্র ঃ—

গৌড়দেশ-ভক্তের কৈল সংক্ষেপ কথন ।
অনন্ত চৈতন্যভক্ত না যায় গণন ॥ ১২১ ॥

গৌড় ও ওড্র, উভয়ত্র ইঁহাদের গৌরসেবা ঃ—

নীলাচলে এইসব ভক্ত প্রভুসঙ্গে ।
দুই স্থানে প্রভু-সেবা কৈল নানারঙ্গে ॥ ১২২ ॥

শুধু নীলাচলে মিলিত সেবকগণের উল্লেখ ঃ—

কেবল নীলাচলে প্রভুর যে যে ভক্তগণ ।
সংক্ষেপে করিয়ে কিছু সে-সব কথন ॥ ১২৩ ॥
নীলাচলে প্রভুসঙ্গে সব ভক্তগণ ।
সবার অধ্যক্ষ—প্রভুর মর্ম্ম দুইজন ॥ ১২৪ ॥

সর্ব্বপ্রধান—(১) শ্রীপরমানন্দ ও (২) শ্রীস্বরূপ ঃ—

পরমানন্দপুরী, আর স্বরূপ দামোদর ।
গদাধর, জগদানন্দ, শঙ্কর, বক্রেশ্বর ॥ ১২৫ ॥
দামোদর পণ্ডিত, ঠাকুর হরিদাস ।
রঘুনাথ বৈদ্য, আর রঘুনাথদাস ॥ ১২৬ ॥
ইত্যাদিক পূর্ব্বসঙ্গী বড় ভক্তগণ ।
নীলাচলে রহি' প্রভুর করেন সেবন ॥ ১২৭ ॥
আর যত ভক্তগণ গৌড়দেশবাসী ।
প্রত্যব্দে প্রভুরে দেখে নীলাচলে আসি' ॥ ১২৮ ॥
নীলাচলে প্রভুসহ প্রথম মিলন ।
সেই ভক্তগণের এবে করিয়ে গণন ॥ ১২৯ ॥

(৩) সার্ব্বভৌম-শাখা, (৪) গোপীনাথাচার্য্য ঃ—

বড়শাখা এক,—সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য ।
তাঁর ভগ্নীপতি শ্রীগোপীনাথাচার্য্য ॥ ১৩০ ॥

অনুভাষ্য

১১৯। মাধবাচার্য্য—ব্রজের মাধবী—গৌঃ গঃ ১৬৯, নিত্যানন্দশাখা এবং নিত্যানন্দপ্রভুর কন্যা শ্রীমতী গঙ্গাদেবীর ভর্ত্তা। ইনি নিত্যানন্দ-গণ পুরুষোত্তমের (নাগর) নিকট দীক্ষা-গ্রহণ করিয়াছিলেন। কথিত আছে, গঙ্গাদেবীর বিবাহকালে নিত্যানন্দ-প্রভু মাধবকে পাঁজিনগর দান করেন। ইঁহার শ্রীপাট—জীরাট্ (ই, আই, আর, লাইনে ঐ নামে ষ্টেশনের নিকটে), ১১ পঃ ৩৮ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

কমলাকান্ত—অদ্বৈতগণের কমলাকান্ত বিশ্বাস।

যদুনন্দনাচার্য্য—অদ্বৈতশাখা (অন্ত্য, ৬ পঃ ১৬০-১৬৯)।

১২০। জগাই ও মাধাই—গৌঃ গঃ ১১৫ শ্লোকে—"বৈকুণ্ঠে দ্বারপালৌ যৌ জয়াদ্যবিজয়ান্তকৌ। তাবদ্য জাতৌ স্বেচ্ছাতঃ শ্রীজগন্নাথ-মাধবৌ।।" ইঁহারা উভয়েই নবদ্বীপবাসী এবং শৌক্র ব্রাহ্মণ হইয়াও দস্যুবৃত্তি ও অন্যান্য সর্ব্বপ্রকার পাপে লিপ্ত ছিলেন। পরে শ্রীমহাপ্রভু ও শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর কৃপায় হরিনাম লাভ করিয়া দুইজনে 'মহাভাগবত' হন। মাধাইর বংশ আছে,—তাঁহারা কুলীন ব্রাহ্মণ। আকাইহাট যাইবার পথে কাটোয়া হইতে ১ মাইল দক্ষিণে 'ঘোষহাট' বা মাধাইতলা-গ্রামে জগাই-মাধাইর সমাজ আছে। শুনা যায়, গোপীচরণ দাস বাবাজী প্রায় ২০০ বৎসর পূর্ব্বে ইঁহার উদ্ধার করিয়া শ্রীনিতাইগৌর শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন।

১২৬। রঘুনাথ বৈদ্য—চৈঃ ভাঃ অন্ত্য, ৫ম অঃ (পানিহাটীতে)—"রঘুনাথ বৈদ্য আইলেন ততক্ষণে। পরমবৈষ্ণব, অন্ত নাহি যাঁর গুণে।।" নিত্যানন্দের সহিত গৌড়ে আসিতে পথে সহগামিগণের ব্রজভাব—চৈঃ ভাঃ অন্ত্য, ৫ম অঃ—"রঘুনাথ বৈদ্য উপাধ্যায় মহামতি। হইলেন মূর্ত্তিমতী যেহেন রেবতী।।" ঐ অন্ত্য, ষষ্ঠ অঃ—"যাঁর দৃষ্টিপাতে কৃষ্ণে হয় রতি মতি।" চৈঃ চঃ আদি, ১১শ পঃ ২২সংখ্যা দ্রষ্টব্য। ইনি পুরীতে সমুদ্রকূলে ছিলেন এবং তথাকার 'স্থাননিরূপণ' নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

১৩০। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য—'বাসুদেব'—ইঁহার নাম। ইনি বর্ত্তমান নবদ্বীপ বা চাঁপাহাটী হইতে ২॥০ মাইল দূরে 'বিদ্যানগর' নামক পল্লীর প্রসিদ্ধ অধিবাসী মহেশ্বর বিশারদের পুত্র। কথিত আছে, তদানীন্তন ভারতের সর্ব্বপ্রধান নৈয়ায়িক, মিথিলার বিখ্যাত ন্যায়-বিদ্যালয়ের প্রধান অধ্যাপক পক্ষধর মিশ্রের নিকট হইতে সমগ্র ন্যায়শাস্ত্র কণ্ঠস্থ করিয়া নবদ্বীপে ন্যায়ের বিদ্যালয় স্থাপন-পূর্ব্বক অধ্যাপনা আরম্ভ করেন। ন্যায়-শাস্ত্রের ইতিহাসে ইহা যুগান্তর প্রবর্ত্তন করিয়াছে। তদবধি নবদ্বীপ মিথিলাকে গৌরবহীন করিয়া অদ্যাপি সমগ্র ভারতে সর্ব্বপ্রধান ন্যায়-বিদ্যাপীঠ বলিয়া পরিচিত। কাহারও মতে, ইঁহারই ছাত্র সুবিখ্যাত নৈয়ায়িক 'দীধিতি'কার রঘুনাথ-শিরোমণি। যাহা হউক, (সার্ব্বভৌম) ন্যায় ও বেদান্তশাস্ত্রে প্রচুর পাণ্ডিত্য লাভ করিয়া গার্হস্থ্যাশ্রমে থাকিয়াও ক্ষেত্র-সন্ন্যাস গ্রহণপূর্ব্বক নীলাচলে বেদান্তের অধ্যাপনা করাইতেন। মহাপ্রভুকে শাঙ্কর-ভাষ্যানুমোদিত বেদান্ত শ্রবণ করাইয়া, পরে প্রভুর নিকট হইতে প্রকৃত বেদান্তার্থ অবগত হন। ইনি প্রভুর ষড়্ভুজ মূর্ত্তি দর্শন করেন। তাঁহার রচিত 'চৈতন্য-শতকে' গৌর-ভক্তি প্রকটিত আছে ; বিশেষতঃ, "বৈরাগ্যবিদ্যা নিজভক্তিযোগ" শ্লোকদ্বয় সার্ব্বভৌমের পাণ্ডিত্যের সীমা। প্রভুর সার্ব্বভৌমের সহিত সাক্ষাৎকার ও তাহার সহিত বিচার ও

(৫) কাশীমিশ্র, (৬) প্রদ্যুম্নমিশ্র, (৭) রায় ভবানন্দ।

কাশীমিশ্র, প্রদ্যুম্নমিশ্র, রায় ভবানন্দ।
যাঁহার মিলনে প্রভু পাইলা আনন্দ ॥ ১৩১ ॥
আলিঙ্গন করি' তাঁরে বলিল বচন।
তুমি পাণ্ডু, পঞ্চপাণ্ডব—তোমার নন্দন ॥ ১৩২ ॥

(৮) শ্রীরায়-রামানন্দাদি পঞ্চভ্রাতা ঃ—

রামানন্দ রায়, পট্টনায়ক গোপীনাথ।
কলানিধি, সুধানিধি, নায়ক বাণীনাথ ॥ ১৩৩ ॥
এই পঞ্চপুত্র তোমার—মোর প্রিয়পাত্র।
রামানন্দ-সহ মোর দেহ-ভেদ মাত্র ॥ ১৩৪ ॥

অনুভাষ্য

উদ্ধার-বৃত্তান্ত—মধ্য, ষষ্ঠ পঃ দ্রষ্টব্য। গৌঃ গঃ ১১৯ শ্লোক—"ভট্টাচার্য্যঃ সার্ব্বভৌমঃ পুরাসীদ্ গীষ্পতির্দিবি।"

গোপীনাথ আচার্য্য—নবদ্বীপবাসী প্রভুর সঙ্গী বিপ্র। ইঁনি সার্ব্বভৌমের ভগিনীপতি। গৌঃ গঃ ১৭৮ শ্লোক—"পুরা প্রাণসখী যাসীন্নাম্না রত্নাবলী ব্রজে। গোপীনাথাখ্যকাচার্য্যো নির্ম্মলত্বেন বিশ্রুতঃ।।"* কাহারও মতে, ইনি ব্রহ্মা। গৌঃ গঃ ৭৫ শ্লোক—গোপীনাথাচার্য্যনাম্না ব্রহ্মা জ্ঞেয়ো জগৎপতিঃ। নবব্যূহে তু গণিতো যস্তন্ত্রে তন্ত্রবেদিভিঃ।।"

১৩১। কাশীমিশ্র—রাজপুরোহিত। ইঁহারই গৃহে মহাপ্রভুর নীলাচলে অবস্থিতি। পরে সেইস্থান শ্রীবক্রেশ্বর পণ্ডিত লাভ করিয়া তাঁহার শিষ্য শ্রীগোপালগুরু গোস্বামীর সময়ে 'শ্রীরাধাকান্ত' বিগ্রহ স্থাপন করেন। গৌঃ গঃ ১৯৩ শ্লোক—"মথুরায়াং পুরা যাসীৎ সৈরিন্ধ্রী কৃষ্ণবল্লভা। সাদ্য নীলাচলবাসঃ কাশীমিশ্রঃ প্রভোঃ প্রিয়ঃ।।"

প্রদ্যুম্ন মিশ্র—উড়িষ্যাবাসী। চৈঃ ভাঃ অন্ত্য, ৫ম অঃ—"শ্রীপ্রদ্যুম্ন মিশ্র কৃষ্ণসুখের সাগর। আত্মপদ যাঁরে দিলা শ্রীগৌরসুন্দর।।" অন্ত্য, ৯ম অঃ—"শ্রীপ্রদ্যুম্নমিশ্র প্রেমভক্তির প্রধান।" (চৈঃ চঃ মধ্য, ১০ পঃ ৪৩)—"প্রদ্যুম্নমিশ্র ইহঁ বৈষ্ণব-প্রধান। জগন্নাথের 'মহাসোয়ার' ইহঁ 'দাস' নাম।।" অশৌক্র-ব্রাহ্মণকুলোদ্ভূত মহাভাগবত শ্রীরামানন্দের নিকট শৌক্রব্রাহ্মণকুলোদ্ভব প্রদ্যুম্নমিশ্রের হরিকথা-শ্রবণরূপ শিষ্যত্ব প্রদান করিয়া প্রভুর কৃপা-প্রসঙ্গ—অন্ত্য, ৫ম পঃ দ্রষ্টব্য।

ভবানন্দ রায়—শ্রীরামানন্দ রায়ের পিতা। পুরী হইতে পশ্চিমে ছয়ক্রোশ দূরে ব্রহ্মগিরি বা আলালনাথের নিকট ইঁহার বাসস্থান। ইনি জাতিতে শৌক্রকরণ। তাঁহার পঞ্চপুত্র—১৩৩ সংখ্যা দ্রষ্টব্য। তিনি পূর্ব্বে 'পাণ্ডুরাজ' বলিয়া পরিচিত।

১৩৪। রামানন্দরায়—গৌরগণোদ্দেশে ১২০-১২৪ শ্লোক—"প্রিয়নর্ম্মসখঃ কশ্চিদর্জ্জুনঃ পাণ্ডবোঽর্জ্জুনঃ। মিলিত্বা সমভূদ্রামানন্দরায়ঃ প্রভোঃ প্রিয়ঃ।। অতো রাধাকৃষ্ণভক্তিপ্রেম-তত্ত্বাদিকং কৃতী। রামানন্দো গৌরচন্দ্রং প্রত্যবর্ণয়দন্বহম্।। ললিতেত্যাহুরেকে যত্তদেকে নানুমন্যন্তে। ভবানন্দং প্রতি প্রাহ গৌরো যস্ত্বং পৃথাপতিঃ।। গোপ্যার্জ্জুনীয়য়া সার্দ্ধমেকীভূয়াপি পাণ্ডবঃ। অর্জ্জুনো যদ্রায়-রামানন্দ ইত্যাহুরুত্তমাঃ।। অর্জ্জুনীয়াভবত্তূর্ণং অর্জ্জুনোঽপি চ পাণ্ডবঃ। ইতি পাদ্মোত্তরখণ্ডে ব্যক্তমেব বিরাজতে।। তস্মাদেতত্ত্রয়ং রামানন্দ-রায়-মহাশয়ঃ।।"* কাহারও মতে ইনি বিশাখা দেবী (মধ্য, ৮ম এবং অন্ত্য, ৫ম পঃ দ্রষ্টব্য)। অন্তরঙ্গ-ভক্তমধ্যে ইঁহার স্থান অত্যন্ত উচ্চে। প্রভুর উক্তি—"আমি ত' সন্ন্যাসী, আপনা বিরক্ত করি' মানি। দর্শন দূরে, প্রকৃতির নাম যদি শুনি।। তবহিঁ বিকার পায় মোর তনু মন। প্রকৃতি-দর্শনে স্থির হয় কোন্ জন।। নির্ব্বিকার দেহ-মন কাষ্ঠ-পাষাণ সম। আশ্চর্য্য তরুণী-স্পর্শে নির্ব্বিকার মন।। এক রামানন্দের হয় এই অধিকার। তাতে জানি,—অপ্রাকৃত দেহ তাঁহার।। তাঁহার মনের ভাব তিনিই জানে মাত্র। তাহা জানিবারে আর দ্বিতীয় নাহি পাত্র।। ** গৃহস্থ হঞা নহে রায় ষড়্‌বর্গের বশে। বিষয়ী হইয়া সন্ন্যাসীরে উপদেশে।।"

শ্রীস্বরূপ ও ইঁহার সহিত মহাপ্রভু শেষলীলায় নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণবিরহিণী রাধার মহাভাব-বৈচিত্র্যসমূহ আস্বাদন করিতেন (মধ্য, ২য় পঃ ৭৭); ইঁহার শুদ্ধসখ্যে প্রভু বশীভূত (ঐ ৭৮)। সার্ব্বভৌমের উক্তি—"রামানন্দ রায় আছে গোদাবরী-তীরে। অধিকারী হয়েন তেঁহো বিদ্যানগরে।। পৃথিবীতে রসিক ভক্ত নাহি তাঁর সমা।। পাণ্ডিত্য আর ভক্তিরস,—দুঁহের তেঁহো সীমা।।" শ্রীরামরায়ের সহিত প্রভুর মিলন ও রায়ের মুখে সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব কীর্ত্তন করাইয়া শ্রবণ, প্রভুর রসরাজ-মহাভাব-রূপ প্রদর্শন, প্রভুর উক্তি,—"আমি এক বাতুল, তুমি দ্বিতীয় বাতুল।

** পূর্ব্বে যিনি ব্রজে রত্নাবলী-নামা প্রাণসখী ছিলেন, তিনিই অধুনা গোপীনাথাচার্য্য-নামে বিখ্যাত হইয়াছেন। তন্ত্রবাদিগণ যাঁহাকে তন্ত্রে নবব্যূহ-মধ্যে গণনা করেন, সেই জগৎপতি ব্রহ্মা গোপীনাথাচার্য্য বলিয়া জানিতে হইবে।*

** শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়নর্ম্মসখা শ্রীঅর্জ্জুন এবং পাণ্ডব-অর্জ্জুন মিলিত হইয়া গৌরপ্রিয় শ্রীরামানন্দ রায় হইয়াছেন। অতএব কৃতী রামানন্দ প্রতিদিনই গৌরচন্দ্রের নিকট রাধাকৃষ্ণতত্ত্ব, ভক্তিতত্ত্ব, প্রেমতত্ত্ব প্রভৃতি বর্ণনা করিতেন। কেহ তাঁহাকে শ্রীললিতা বলিয়া থাকেন, কিন্তু তাহা আবার কেহ বলেন না, যেহেতু শ্রীগৌরসুন্দর ভবানন্দ-প্রতি বলিয়াছিলেন,—'তুমি কুন্তীপতি রাজা পাণ্ডু'। বিজ্ঞগণ বলেন,—অর্জ্জুনীয়-নাম্নী গোপী ও পাণ্ডুপুত্র অর্জ্জুন একীভূত হইয়া শ্রীরায়রামানন্দ হইয়াছেন। পাদ্মোত্তর-খণ্ডে ইহা ব্যক্ত আছে যে, অর্জ্জুনীয়া অর্জ্জুন হইয়াছিলেন। অতএব শ্রীললিতাদেবী (অথবা প্রিয়নর্ম্মসখা অর্জ্জুন?), শ্রীমতী অর্জ্জুনীয়া এবং পাণ্ডব-অর্জ্জুন—এই তিনজনের মিলিত-রূপ শ্রীরায়-রামানন্দ।*

(৯) রাজা প্রতাপরুদ্র, (১০) কৃষ্ণানন্দ, (১১) পরমানন্দ মহাপাত্র, (১২) শিবানন্দ ঃ—

প্রতাপরুদ্র রাজা, আর ওড্র কৃষ্ণানন্দ ।
পরমানন্দ মহাপাত্র, ওড্র শিবানন্দ ॥ ১৩৫ ॥

অনুভাষ্য

অতএব তোমায় আমায় হই সমতুল।।" রামরায়কে রাজকার্য্য ত্যাগ করিয়া শ্রীক্ষেত্রে যাইবার জন্য আজ্ঞা (মধ্য, ৮ম পঃ) ; প্রভুর দাক্ষিণাত্যে প্রচারান্তে রামরায় সহ পুনর্ম্মিলন ও প্রভুকে নীলাচলে প্রেরণ করিয়া (মধ্য, ৯ পঃ ৩১৯-৩৩৫) পরে নীলাচলে প্রভুসহ মিলন (মধ্য, ১১শ পঃ ১৫) ; রাজা প্রতাপরুদ্রকে প্রভুর কৃপা পাওয়াইবার জন্য রায়ের যত্ন (মধ্য, ১২ পঃ ৪১-৫৭), রথযাত্রা-দিবসে কীর্ত্তনান্তে সার্ব্বভৌম সহ জলকেলি (মধ্য, ১৪ পঃ ৮২) ; প্রভুকে বৃন্দাবনে যাইতে দিতে অনিচ্ছা (ঐ ১৬ পঃ, ১০, ৮৫), অবশেষে প্রভুর অনুরোধে বাধ্য হইয়া অনুমোদন ও কটকে রাজার সহিত প্রভুর মিলন (ঐ ১০৫) ; রেমুণা হইতে রায়কে প্রভুর বিদায়-দান (ঐ ১৫৩) ; বৃন্দাবনে না গিয়া প্রভুর গৌড়দেশ হইয়া নীলাচলে রায়ের সহিত মিলন (ঐ ২৫৪) ; শ্রীরূপের সহিত রসালোচনা ও রূপের কবিত্ব প্রশংসা—অন্ত্য, ১ম পঃ ১১৫-১৯৬ ; রামরায়ের ও সনাতনের বৈরাগ্য সাম্য (ঐ ২০১) ; শ্রীরাধাকৃষ্ণ-প্রেমরসপাত্র—সাড়ে তিনজনের অন্যতম (অন্ত্য, ২য় ১০৬) ; সনাতনের সহিত মিলন (অন্ত্য, ৪র্থ ১১০) ; প্রভুর প্রেরিত প্রদ্যুম্নমিশ্রকে কৃষ্ণকথা কীর্ত্তন ; প্রভুকর্ত্তৃক রায়ের প্রশংসা (অন্ত্য ৫ম ৪-৮৫) ; "সুবল যৈছে পূর্ব্বে কৃষ্ণসুখের সহায়। গৌরসুখ-দানহেতু তৈছে রাম রায়।।" (অন্ত্য, ৬ পঃ ৯) ; "কহনে না যায় রায়রামানন্দের প্রভাব। রায়-প্রসাদে জানিলাম ব্রজের শুদ্ধভাব।।" (৭ পঃ ৩৬) ; "রামানন্দরায়—কৃষ্ণরসের নিদান। তেঁহ জানাইল, কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্।।" (ঐ ২৩) ; শেষলীলায় রামরায় ও স্বরূপের নিকট কৃষ্ণবিরহ-বিলাপ-রসগীতাস্বাদন (অন্ত্য, ১৪-২০ পঃ)। ইনি 'শ্রীজগন্নাথ-বল্লভ' নাটক রচনা করিয়াছিলেন।

১৩৫। প্রতাপরুদ্র—গঙ্গাবংশীয় (গজপতি) উৎকল সম্রাট্। কটকে ইঁহার রাজধানী ছিল। ইনি মহাপ্রভুর গুণাবলী শ্রবণ করিয়া দীনবেশে অনেক সেবা ও উৎকণ্ঠার পর রামরায় ও সার্ব্বভৌমের সাহায্যে তাঁহার কৃপা লাভ করেন। গৌঃ গঃ ১১৮ শ্লোক—"ইন্দ্রদ্যুম্নো মহারাজো জগন্নাথার্চ্চকঃ পুরা। জাতঃ প্রতাপরুদ্রঃ সন্ সম ইন্দ্রেণ সোঽধুনা।।" তাঁহার ইচ্ছাক্রমে কর্ণপূরের 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়' নাটক লিখিত হয়।

পরমানন্দ মহাপাত্র—চৈঃ ভাঃ অন্ত্য, ৫ম অঃ—"উৎকলে জন্মিয়াছিল যত অনুচর। সবে চিনিলেন নিজ প্রাণের ঈশ্বর।। শ্রীপরমানন্দ মহাপাত্র মহাশয়। যাঁর তনু শ্রীচৈতন্য,—ভক্তি-রসময়।।"

(১৩) ভগবান্ আচার্য্য, (১৪) ব্রহ্মানন্দ ভারতী, (১৫) শিখি ও (১৬) মুরারি মাহিতি ঃ—

ভগবান্ আচার্য্য, ব্রহ্মানন্দাখ্য ভারতী ।
শ্রীশিখি মাহিতি, আর মুরারি মাহিতি ॥ ১৩৬ ॥

অনুভাষ্য

১৩৬। ভগবান্ আচার্য্য—হালিসহরবাসী, পুত্রের নাম—রঘুনাথ (ভক্তিরত্নাকর)। ইনি খঞ্জ ছিলেন। মধ্য ১০ পঃ ১৮৪—"**ভগবান্ আচার্য্য। প্রভুপদে রহিলা দুঁহে ছাড়ি' সর্ব্ব কার্য্য।।" অন্ত্য, ২য় পঃ—"পুরুষোত্তমে প্রভুপাশে ভগবান্ আচার্য্য। পরম পণ্ডিত তেঁহো সুপণ্ডিত আর্য্য।। সখ্যভাবাক্রান্ত-চিত্ত গোপ-অবতার। স্বরূপ গোসাঞিসহ সখ্য-ব্যবহার।। একান্তভাবে আশ্রি-য়াছে চৈতন্য-চরণ। মধ্যে মধ্যে প্রভুর তেঁহো করে নিমন্ত্রণ।।" ইঁহারই গৃহে প্রভুর ভিক্ষাকালে ছোটহরিদাস মাধবীদেবীর নিকট হইতে সূক্ষ্ম তণ্ডুল ভিক্ষা-উপলক্ষে প্রকৃতি সম্ভাষণ করায় মহাপ্রভু তাঁহাকে বর্জ্জন করেন (অন্ত্য, ২য় ১০১-১৬৬ সংখ্যা দ্রষ্টব্য)। ইনি অত্যন্ত উদার ও সরল ছিলেন, ইঁহার পিতা শতানন্দ খাঁ যেমন ভয়ানক বিষয়ী ছিলেন, ইঁহার অনুজ গোপাল ভট্টাচার্য্য তদ্রূপ মায়াবাদী ছিলেন। তিনি কাশীতে মায়াবাদ ভাষ্য অধ্যয়ন করিয়া পুরীতে জ্যেষ্ঠের নিকট গমন করিলে, ইঁনি স্নেহবশতঃ তাহার নিকট মায়াবাদ শুনিতে চাহিলেও উহা ভক্তিবিরোধী বলিয়া শ্রীস্বরূপকর্ত্তৃক নিবারিত হন (অন্ত্য ২য় পঃ ৮৯-১০০)। একদিন ইঁহার পূর্ব্বপরিচিত এক বঙ্গদেশীয় 'যদ্বা তদ্বা' কবি একটী ভক্তিসিদ্ধান্ত-বিরোধী নাটক রচনা করিয়া আনিয়া ইঁহার বাসায় অবস্থান করিয়া প্রভুকে উহা শুনাইতে ইচ্ছা করিলেন। শ্রীস্বরূপের সন্দেহ সত্ত্বেও তাঁহাকে ঐ নাটক শুনিবার জন্য ইনি অত্যন্ত অনুরোধ করায় তৎকর্ত্তৃক নান্দীশ্লোক পঠিত হইতেই শ্রীস্বরূপ তাঁহার নাটকে প্রচুর ভক্তিসিদ্ধান্ত-বিরোধ প্রদর্শন করিলেন। অবশেষে কবি ভক্তগণের চরণে শরণ গ্রহণ করেন (অন্ত্য, ৫ম পঃ ৯১-১৬৬)। চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ৩য় অঃ দ্রষ্টব্য। গৌরগণোদ্দেশে ৭৪ শ্লোক—"আচার্য্যো ভগবান্ খঞ্জঃ কলা গৌরস্য কথ্যতে।"

শিখি মাহিতি—গৌঃ গঃ ১৮৯ শ্লোক—"রাগলেখা কলা-কেল্যৌ রাধাদাস্যৌ পুরা স্থিতে। তে জ্ঞেয়ে শিখিমাহাতী তৎস্বসা মাধবী ক্রমাৎ।।"* ইনি ও ইঁহার ভগিনী উভয়েই প্রভুর উৎকল-বাসী অন্তরঙ্গ অধিকারী ভক্ত ; যথা—চৈতন্যচরিত-মহাকাব্যে

** পূর্ব্বে রাগলেখা ও কলাকেলী-নাম্নী যে দুই শ্রীরাধাদাসী ছিলেন, তাঁহারাই অধুনা যথাক্রমে শিখি মাহিতি এবং তৎভগ্নী মাধবী বলিয়া জানিতে হইবে।*

(১৭) মাধবীদেবী ঃ—

মাধবীদেবী—শিখি মাহিতির ভগিনী ।
শ্রীরাধার দাসীমধ্যে যাঁর নাম গণি ॥ ১৩৭ ॥

(১৮) কাশীশ্বর, (১৯) গোবিন্দ ঃ—

ঈশ্বরপুরীর শিষ্য—ব্রহ্মচারী কাশীশ্বর ।
শ্রীগোবিন্দ-নাম তাঁর প্রিয় অনুচর ॥ ১৩৮ ॥

তাঁর সিদ্ধিকালে দোঁহে তাঁর আজ্ঞা পাঞা ।
নীলাচলে প্রভুস্থানে মিলিল আসিয়া ॥ ১৩৯ ॥

গোবিন্দ ও কাশীশ্বরের গৌর-সেবা ঃ—

গুরুর সম্বন্ধে মান্য কৈল দুঁহাকারে ।
তাঁর আজ্ঞা মানি' সেবা দিলেন দোঁহারে ॥ ১৪০ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৩৮। গোবিন্দ ও কাশীশ্বর—ঈশ্বরপুরীর শিষ্য। ঈশ্বরপুরীর সিদ্ধিপ্রাপ্তি-কালে তাঁহার আজ্ঞামতে নীলাচলে মহাপ্রভুর নিকট আসেন।

অনুভাষ্য

১৩ সর্গ ৮৯-১০৯—পুরুষোত্তমক্ষেত্রে শিখি মাহিতি (মহান্তি) নামক এক বিমল চিত্ত করুণহৃদয় মহাত্মা বাস করেন। তিনি নীলাচলতিলক শ্রীজগন্নাথের দাসস্বরূপ। 'মুরারি মাহিতি' নামক ইহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা, এবং তাঁহার কনিষ্ঠা ভগিনী শুদ্ধবুদ্ধিমতী মাধবীদেবী। প্রিয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা ও কনিষ্ঠা ভগিনী, উভয়েই গৌরসুন্দরের প্রতি অনুরক্ত ছিলেন। তাঁহাদের সহজাত নিশ্চলা শুভবুদ্ধি কখনই শ্রীগৌরসুন্দরের বিস্মৃতি পোষণ করে নাই। সম্প্রতি বৃন্দাবনচন্দ্র কৃষ্ণ গৌরচন্দ্ররূপে এই ধরণীতলে উদিত হইয়া এই ভ্রাতাভগিনীর শুভ গৌরস্নেহরাশি নিয়ত বিধান করিতেছেন। নীলাচলেন্দ্র জগন্নাথের প্রেমভৃত্য নিজ-অগ্রজ শিখি মাহিতিকে শ্রীগৌরসুন্দরের ভজন করাইবার নিমিত্ত ইঁহাদের নিরতিশয় যত্ন দেখা গিয়াছিল, কিন্তু শিখি মাহিতি কিছুতেই গৌরভজনে রত হইলেন না।

অপর একদিবস অনুজগণের উপদেশক্রমে ও নিয়ত বহু মানসিক আলোচনা করিতে করিতে নিদ্রিত হইলে তিনি রজনী-শেষে চকিত হইয়া 'গৌরপাদপদ্মদর্শনকারী অনুজগণ তাঁহাকে জাগরিত করিতেছে' এইরূপ একটী স্বপ্ন দর্শন করিলেন। এই আশ্চর্য্য স্বপ্নদর্শনে পুলকপ্রযুক্ত ও হর্ষহেতু দ্বিগুণ চকিত হইয়া ক্রমশঃ অশ্রুপূর্ণ নয়নদ্বয় উন্মীলনপূর্ব্বক অনুজদ্বয়কে দেখিলেন। জাগ্রত হইয়াই সমীপাগত ঐ মহৎ অনুজদ্বয়কে দেখিতে পাইয়া অতি হৃষ্টান্তঃকরণে তাঁহাদিগকে আলিঙ্গন করিলেন। ইহাতে তাঁহারা সকলেই বিস্মিত হইলেন। শিখি মাহিতি তাঁহাদিগকে কহিতে লাগিলেন,—"ভাই, আমি যে স্বপ্ন দেখিয়াছি, তোমরা তাহা শ্রবণ কর, উহা অতি বিচিত্র। শ্রীশচীসুতের মহিমা যে অপ্রমেয়, অদ্যই কেবল আমার তাহাতে প্রত্যয় হইল। দেখিলাম, গৌরসুন্দর নীলাচলেন্দ্রকে দর্শনপূর্ব্বক তাঁহাতে ক্ষণে ক্ষণে প্রবেশ ও পুনঃ পুনঃ বহির্গত হইয়া আবার তাঁহাকে দেখিতেছেন—এইরূপ লীলা বিস্তার করিতেছেন। কি আশ্চর্য্য! আমি এখনও পরমেশ্বর গৌরসুন্দরকে তদবস্থই দেখিতেছি, আমার লোচন কি ভ্রান্ত হইতেছে? হায়! সেই অসীম কৃপাসিন্ধু গৌরসুন্দর আমাকে জগন্নাথদেবের সমীপগত দেখিয়া আমার নাম গ্রহণপূর্ব্বক, দীর্ঘ উন্নত ললিত বাহুদ্বারা আমাকে যেন আলিঙ্গন করিলেন। এইরূপে উৎপুলকিতাঙ্গ হইয়া শিখি অশ্রুপূর্ণলোচনে প্রেমগদ্গদ বাক্যে ঐ সকল কথা বলিতে বলিতে তথা হইতে বহির্গত হইলেন। মুরারি ও মাধবী জ্যেষ্ঠের এই কথা শুনিয়া তাঁহাকে প্রভুর দর্শন-নিমিত্ত জগন্নাথদর্শনে যাইতে কহিলেন। তখন তিনজনেই সম্মত হইয়া নীলাচল-পতির দর্শনজন্য গমন করিলেন। মুরারি ও মাধবী প্রভুকে জগমোহনে দর্শন করিয়া আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন, কিন্তু অগ্রজ শিখিমাহিতি প্রভুকে স্বপ্নে যেমন দেখিয়াছিলেন, চতুর্দ্দিকে গৌরসুন্দরকে ঠিক তদ্রূপভাব-বিশিষ্ট দর্শন করায় তাঁহার হৃদয় প্রেমে উৎফুল্ল হইল। মহাবদান্য মহাপ্রভুও তাঁহাকে 'তুমি মুরারির অগ্রজ' এই বলিয়া বাহুযুগলদ্বারা আলিঙ্গন করিলেন ; শিখি মাহিতিও গৌরসেবাময় বুদ্ধিযুক্ত হইয়া অতিশয় সুখ লাভ করিলেন। তদবধি শিখি মাহিতি গৌরপাদ-পদ্মগন্ধে সমস্ত ভুলিয়া গিয়া অভীষ্টদেব শ্রীগৌরের সেবা করিতে লাগিলেন।

মুরারি মাহিতি—মধ্য, ১০ম পঃ ৪৪—"মুরারি মাহিতি ইহঁ শিখি-মাহিতির ভাই। তোমার চরণ বিনা অন্য গতি নাই।।"

১৩৭। মাধবী দেবী—(অন্ত্য, ২য় পঃ ১০৪-১০৬)—"প্রভু লেখা করে যাঁরে রাধিকার গণ। জগতের মধ্যে পাত্র—সাড়ে তিনজন।। স্বরূপ গোসাঞি, আর রায় রামানন্দ। শিখি মাহিতি—তিন, তাঁর ভগিনী—অর্দ্ধজন।।"

১৩৮। গোবিন্দ—মহাপ্রভু নিজ-সেবক। গৌঃ গঃ ১৩৭—"পুরা বৃন্দাবনে চেটৌ স্থিতৌ ভৃঙ্গার-ভঙ্গুরৌ। শ্রীকাশীশ্বর-গোবিন্দৌ তৌ জাতৌ প্রভু-সেবকৌ।।"* প্রভুর সহিত ঈশ্বর-পুরী-শিষ্য গোবিন্দের মিলন—(মধ্য, ১০ম পঃ ১৩১-১৪৮)। 'গোবিন্দাদ্যের শুদ্ধদাস্যরসে' প্রভু বশীভূত—(মধ্য, ২য় পঃ ৭৮)। প্রভুর সেবার জন্য প্রভুর দেহ অতিক্রম করিয়া গমনেও

** যাঁহারা পূর্ব্বে বৃন্দাবনে ভৃঙ্গার ও ভঙ্গুর-নামক যে দুই 'চেট' ছিলেন, তাঁহারাই শ্রীগৌরসেবক কাশীশ্বর ও গোবিন্দ।*

অঙ্গসেবা গোবিন্দেরে দিলেন ঈশ্বর ।
জগন্নাথ দেখিতে আগে চলে কাশীশ্বর ॥ ১৪১ ॥
অপরশ যায় গোসাঞি মনুষ্য-গহনে ।
মনুষ্য ঠেলি' পথ করে কাশী বলবানে ॥ ১৪২ ॥

(২০) রামাই, (২১) নন্দাই ঃ—

রামাই-নন্দাই—দোঁহে প্রভুর কিঙ্কর ।
গোবিন্দের সঙ্গে সেবা করে নিরন্তর ॥ ১৪৩ ॥
বাইশ ঘড়া জল দিনে ভরেন রামাই ।
গোবিন্দের আজ্ঞায় সেবা করেন নন্দাই ॥ ১৪৪ ॥

(২২) কালাকৃষ্ণদাস বিপ্র ঃ—

কৃষ্ণদাস-নাম শুদ্ধ কুলীন ব্রাহ্মণ ।
যারে সঙ্গে লৈয়া কৈল দক্ষিণ গমন ॥ ১৪৫ ॥

(২৩) বলভদ্র ভট্ট ঃ—

বলভদ্র ভট্টাচার্য্য—ভক্তি-অধিকারী ।
মথুরা-গমনে প্রভুর যেঁহো ব্রহ্মচারী ॥ ১৪৬ ॥

(২৪) বড় হরিদাস, (২৫) ছোট হরিদাস ঃ—

বড় হরিদাস, আর ছোট হরিদাস ।
দুই কীর্ত্তনীয়া রহে মহাপ্রভুর পাশ ॥ ১৪৭ ॥

(২৬) রামভদ্র, (২৭) সিংহেশ্বর, (২৮) তপনাচার্য্য, (২৯) রঘুনাথ, (৩০) নীলাম্বর ঃ—

রামভদ্রাচার্য্য, আর ওড্র সিংহেশ্বর ।
তপন আচার্য্য, আর রঘু, নীলাম্বর ॥ ১৪৮ ॥

(৩১) সিঙ্গাভট্ট, (৩২) কামাভট্ট, (৩৩) শিবানন্দ, (৩৪) কমলানন্দ ঃ—

সিঙ্গাভট্ট, কামাভট্ট, দন্তুর শিবানন্দ ।
গৌড়ে পূর্ব্বে ভৃত্য প্রভুর প্রিয় কমলানন্দ ॥ ১৪৯ ॥

(৩৫) অচ্যুতানন্দ ঃ—

অচ্যুতানন্দ—অদ্বৈত-আচার্য্য তনয় ।
নীলাচলে রহে প্রভুর চরণ আশ্রয় ॥ ১৫০ ॥

(৩৬) গঙ্গাদাস, (৩৭) বিষ্ণুদাস ঃ—

নির্লোম গঙ্গাদাস, আর বিষ্ণুদাস ।
এই সবের প্রভুসঙ্গে নীলাচলে বাস ॥ ১৫১ ॥

কাশীপ্রবাসী—(১) চন্দ্রশেখর, (২) তপনমিশ্র, (৩) শ্রীরঘুনাথ ভট্ট ঃ—

বারাণসী-মধ্যে প্রভুর ভক্ত তিনজন ।
চন্দ্রশেখর বৈদ্য, আর মিশ্র তপন ॥ ১৫২ ॥
রঘুনাথ ভট্টাচার্য্য—মিশ্রের নন্দন ।
প্রভু যবে কাশী আইলা দেখি' বৃন্দাবন ॥ ১৫৩ ॥

শ্রীভট্ট রঘুনাথের বিবরণ ঃ—

চন্দ্রশেখর-গৃহে কৈল দুইমাস বাস ।
তপন-মিশ্রের ঘরে ভিক্ষা দুই মাস ॥ ১৫৪ ॥
রঘুনাথ বাল্যে কৈল প্রভুর সেবন ।
উচ্ছিষ্ট-মার্জ্জন আর পাদ-সম্বাহন ॥ ১৫৫ ॥
বড় হৈলে নীলাচলে গেলা প্রভুর স্থানে ।
অষ্টমাস রহিল ভিক্ষা দেন কোন দিনে ॥ ১৫৬ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৪২। অপরশ—বিনা স্পর্শ করিয়া।

ইতি অমৃতপ্রবাহ-ভাষ্যে দশম পরিচ্ছেদ ।

অনুভাষ্য

গোবিন্দের দ্বিধা ছিল না, কিন্তু নিজের জন্য তৎকার্য্যে অপরাধ-ভয়—"গোবিন্দ কহে, আমার সেবা সে নিয়ম। অপরাধ হউক্ কিংবা নরকে গমন।।"—মধ্য ১০ম পঃ ৮২-১০০ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১৪৩। রামাই ও নন্দাই—গৌঃ গঃ ১৩৯—"পয়োদ-বারিদৌ প্রাগ্ যৌ নীরসংস্কারকারিণৌ। তাবদ্য ভৃত্যৌ রামায়ির্নন্দায়িশ্চেতি বিশ্রুতৌ।।"* ইঁহারা গোবিন্দের আনুগত্যে প্রভুর সেবা করিতেন।

১৪৫। কৃষ্ণদাস—মধ্য, ৭ম ও ৯ম পরিচ্ছেদে ইঁহার প্রসঙ্গ বর্ণিত আছে। জলপাত্র বহিবার উদ্দেশে এই সরল বিপ্র প্রভুর সহিত দক্ষিণে যান। মালাবার দেশে ভট্টথারিগণ ইঁহাকে স্ত্রীরূপে মোহিত করিয়া আবদ্ধ করিবার চেষ্টা করে দেখিয়া গৌরহরি তাঁহাকে উদ্ধার করিয়া নীলাচলে প্রত্যাগত হইয়া বিদায় দেন।

১৪৬। বলভদ্র ভট্টাচার্য্য—ব্রজের মধুরেক্ষণা। সন্ন্যাসিগণের পাকাদি ব্যবহারিক কর্ম্মকাণ্ড নিষিদ্ধ। তাঁহারা গৃহস্থের নিকট ঐ গুলি গ্রহণ ও স্বীকার করেন। সন্ন্যাসিগণ—গুরু, ব্রহ্মচারিগণ—শিষ্য। বলভদ্র মহাপ্রভুর নিকট বৃন্দাবনগমনকালীয় ব্রহ্মচারীর কার্য্য করিয়াছিলেন।

১৪৭। ছোট হরিদাস—ইঁহার প্রসঙ্গ অন্ত্য, ২য় পঃ দ্রষ্টব্য।

১৫০। অচ্যুতানন্দ—আদি, ১২ পঃ ১৩ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১৫২। তপনমিশ্র—মহাপ্রভু যেকালে বঙ্গদেশে গিয়াছিলেন, তৎকালে ইনি সাধন ও সাধ্যতত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিয়া প্রভুর নিকট হইতে হরিনাম লাভ করেন ; পরে প্রভুর আজ্ঞায় কাশীতে বাস করেন। কাশীবাসকালে প্রভু ইঁহারই গৃহে ভিক্ষা স্বীকার করিতেন।

* *পূর্ব্বে যাঁহারা জলসংস্কারকারী পয়োদ ও বারিদ ছিলেন, সেই দুই ভৃত্য রামাই ও নন্দাই নামে বিখ্যাত হইয়াছেন।*

প্রভুর আজ্ঞা পাঞা বৃন্দাবনেরে আইলা ।
আসিয়া শ্রীরূপ-গোসাঞির নিকটে রহিলা ॥ ১৫৭ ॥
তাঁর স্থানে রূপ-গোসাঞি শুনেন ভাগবত ।
প্রভুর কৃপায় তেঁহো কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত ॥ ১৫৮ ॥

শাখা-প্রশাখা-ক্রমে অসংখ্য গৌরভক্তদ্বারা ত্রিভুবনোদ্ধার ঃ—

এইমত সংখ্যাতীত চৈতন্য-ভক্তগণ ।
দিঙ্মাত্র লিখি, সম্যক্ না যায় কথন ॥ ১৫৯ ॥
একৈক-শাখাতে লাগে কোটি কোটি ডাল ।
তার শিষ্য-উপশিষ্য, তার উপডাল ॥ ১৬০ ॥

সকল ভরিয়া আছে প্রেম-ফুল-ফলে ।
ভাসাইল ত্রিজগৎ কৃষ্ণপ্রেম-জলে ॥ ১৬১ ॥
এক এক শাখার শক্তি অনন্ত মহিমা ।
'সহস্র বদনে' যার দিতে নারে সীমা ॥ ১৬২ ॥
সংক্ষেপে কহিল মহাপ্রভুর ভক্তগণ ।
সমগ্র বলিতে নারে 'সহস্র-বদন' ॥ ১৬৩ ॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ১৬৪ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিলীলায়াং মূলস্কন্ধ-শাখাবর্ণনং নাম দশম-পরিচ্ছেদঃ।

অনুভাষ্য

১৫৩-১৫৮। রঘুনাথ ভট্টাচার্য্য—ছয় গোস্বামীর অন্যতম এবং তপন মিশ্রের পুত্র। আনুমানিক ১৪২৫ শকে তাঁহার জন্ম। ভাগবত-শাস্ত্রে ইঁহার সবিশেষ কৃতিত্ব। অন্ত্য, ১৩ পঃ "রঘুনাথ ভট্ট পাকে অতি সুনিপুণ। যেই রান্ধে সেই হয় অমৃত-সমান।। পরম সন্তোষে প্রভু করেন ভোজন। প্রভুর অবশিষ্ট পাত্র ভট্টের ভক্ষণ।। অষ্টমাস রহি' প্রভু ভট্টে বিদায় দিল। 'বিবাহ না করিহ' বলি' নিষেধ করিল।। 'বৃদ্ধ মাতাপিতা যাই' করহ সেবন। বৈষ্ণব-পাশ ভাগবত কর অধ্যয়ন।। পুনরপি একবার আসিহ নীলাচলে।' এত বলি' কণ্ঠমালা দিল তাঁর গলে।।" "চারি বৎসর ঘরে পিতা-মাতার সেবা কৈল। বৈষ্ণব-পণ্ডিত-ঠাঁই ভাগবত পড়িল।। পিতা-মাতায় কাশী পাইলে উদাসীন হঞা। পুনঃ প্রভুর ঠাঁই আইলা গৃহাদি ছাড়িয়া।।" "আমার আজ্ঞায়, রঘুনাথ, যাহ বৃন্দাবনে। তাঁহা যাঞা রহ রূপ-সনাতন-স্থানে।। ভাগবত পড়, সদা লহ কৃষ্ণনাম। অচিরে করিবেন কৃপা কৃষ্ণ ভগবান্।। এত বলি' প্রভু তাঁরে আলিঙ্গন কৈলা। প্রভুর কৃপাতে কৃষ্ণপ্রেমমত্ত হৈলা।। চৌদ্দহাত জগন্নাথের তুলসীর মালা। সেই মালা, ছুটাপান প্রভু তাঁরে দিলা।।" "রূপ-গোসাঞির সভায় করে ভাগবত পঠন। ভাগবত পড়িতে আউলায় তাঁর মন।। পিকস্বর কণ্ঠ, তাতে রাগের বিভাগ। এক শ্লোক পড়িতে ফিরায় চারি রাগ।। নিজ-শিষ্যে কহি' গোবিন্দের মন্দির করাইল। বংশী-মকর-কুণ্ডলাদি ভূষণ করি' দিল।। গ্রাম্যবার্ত্তা না শুনে, না কহে জিহ্বায়। কৃষ্ণকথা-পূজাদিতে অষ্টপ্রহর যায়।। বৈষ্ণবের নিন্দ্যকর্ম্ম নাহি পাড়ে কাণে। সবে কৃষ্ণভজন করে,—এইমাত্র জানে।।" গৌঃ গঃ ১৮৫ শ্লোক—রঘুনাথাখ্যকো ভট্টঃ পুরা যা রাগমঞ্জরী। কৃত-শ্রীরাধিকাকুণ্ড-কুটীরবসতিঃ স তু।।"

ইতি অনুভাষ্যে দশম পরিচ্ছেদ।

একাদশ পরিচ্ছেদ

কথাসার—একাদশপরিচ্ছেদে প্রভু-নিত্যানন্দের গণসকল বর্ণিত হইয়াছে। (অঃ প্রঃ ভাঃ)

নিত্যানন্দ-গণসমূহের নমস্কার ঃ—

নিত্যানন্দ-পদাম্ভোজ-ভৃঙ্গান্ প্রেমমধূন্মদান্ ।
নত্বাখিলান্ তেষু মুখ্যা লিখ্যন্তে কতিচিন্ময়া ॥ ১ ॥

জয় জয় মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ।
তাঁহার চরণাশ্রিত যেই, সেই ধন্য ॥ ২ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১। প্রেমরূপ মধুপানোন্মত্ত নিত্যানন্দপাদপদ্মের ভৃঙ্গ-সকলকে নমস্কার করিয়া তন্মধ্যে কয়েকটী মুখ্যভক্তের নামোল্লেখ করিতেছি।

অনুভাষ্য

১। প্রেমমধূন্মদান্ (প্রেম এব মধু তেন উন্মদান্) অখিলান্ (সর্ব্বান্) নিত্যানন্দপদাম্ভোজভৃঙ্গান্ (প্রভুপাদপদ্মভ্রমরান্) নত্বা (প্রণম্য) তেষু (ভক্তেষু) কতিচিৎ মুখ্যাঃ [ভক্তাঃ] ময়া লিখ্যন্তে।

জয় জয় শ্রীঅদ্বৈত, জয় নিত্যানন্দ ।
জয় জয় মহাপ্রভুর সর্ব্বভক্তবৃন্দ ॥ ৩ ॥

নিত্যানন্দ-স্কন্ধের শাখা-বর্ণন ঃ—

তস্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-সৎপ্রেমামরশাখিনঃ ।
ঊর্দ্ধস্কন্ধাবধূতেন্দোঃ শাখারূপান্ গণান্নুমঃ ॥ ৪ ॥

মহাপ্রভুর অভিপ্রায়-মতে নিত্যানন্দ-শাখার বৃদ্ধি ও প্রাধান্য ঃ—

শ্রীনিত্যানন্দ-বৃক্ষের স্কন্ধ-গুরুতর ।
তাহাতে জন্মিল শাখা-প্রশাখা বিস্তর ॥ ৫ ॥
মালাকারের ইচ্ছা-জলে বাড়ে শাখাগণ ।
প্রেম-ফুল-ফলে ভরি' ছাইল ভুবন ॥ ৬ ॥
অসংখ্য অনন্ত গণ কে করু গণন ।
আপনা শোধিতে কহি মুখ্য মুখ্য জন ॥ ৭ ॥

(১) শ্রীবীরচন্দ্র গোসাঞি-শাখা ঃ—

শ্রীবীরভদ্র গোসাঞি—স্কন্ধ-মহাশাখা ।
তাঁর উপশাখা যত, অসংখ্য তার লেখা ॥ ৮ ॥

তাঁহার মাহাত্ম্য—স্বয়ং বিষ্ণু হইয়াও বৈষ্ণব-চেষ্টা ঃ—

ঈশ্বর হইয়া কহায় মহাভাগবত ।
বেদধর্ম্মাতীত হঞা বেদধর্ম্মে রত ॥ ৯ ॥
অন্তরে ঈশ্বর-চেষ্টা, বাহিরে নির্দ্দম্ভ ।
চৈতন্যভক্তি-মণ্ডপে তেঁহো মূলস্তম্ভ ॥ ১০ ॥
অদ্যাপি যাঁহার কৃপা-মহিমা হইতে ।
চৈতন্য-নিত্যানন্দ গায় সকল জগতে ॥ ১১ ॥
সেই বীরভদ্র-গোসাঞির চরণ-শরণ ।
যাঁহার প্রসাদে হয় অভীষ্ট-পূরণ ॥ ১২ ॥

(২) ঠাকুর অভিরাম (গোপাল-১), (৩) দাস গদাধর ঃ—

শ্রীরামদাস আর, গদাধর দাস ।
চৈতন্য-গোসাঞির ভক্ত রহে তাঁর পাশ ॥ ১৩ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৪। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপ প্রেমকল্পতরুর ঊর্দ্ধস্কন্ধরূপ শ্রীঅবধূত নিত্যানন্দচন্দ্রের শাখারূপ গণসকলকে নমস্কার করি।

৬। মালাকারের—শ্রীমহাপ্রভুর।

৯। বীরচন্দ্রপ্রভু—শ্রীসঙ্কর্ষণের যে পয়োব্ধিশায়ী ব্যূহ, তৎ-স্বরূপ সাক্ষাৎ ঈশ্বর হইয়াও আপনাকে বৈষ্ণবাভিমান করিতেন।

১৩। রামদাস—অভিরাম দাস।

অনুভাষ্য

৪। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যসৎপ্রেমামরশাখিনঃ (শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য এব সতঃ নিত্যস্থিতস্য প্রেমামরবৃক্ষস্য গৌরনামধেয়স্য অবিনাশিন-স্তরোঃ তস্য) ঊর্দ্ধস্কন্ধাবধূতেন্দোঃ (ঊর্দ্ধস্কন্ধরূপঃ নিত্যানন্দপ্রভুঃ এব ইন্দুঃ চন্দ্রঃ তস্য) শাখারূপান্ গণান্ (শাখারূপগণান্) নুমঃ (নমস্কুর্ম্মঃ)।

৮। শ্রীবীরভদ্র গোসাঞি—ইনি শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর পুত্র ও জাহ্নবা-মাতার শিষ্য এবং বসুধার গর্ভজাত। (গৌঃ গঃ ৬৭ শ্লোক)—"সঙ্কর্ষণস্য যো ব্যূহঃ পয়োব্ধিশায়ি-নামকঃ। স এব বীরচন্দ্রোঽভূচ্চৈতন্যাভিন্নবিগ্রহঃ।।"* হুগলীজেলার অন্তর্গত ঝামটপুর-গ্রামনিবাসী ইঁহারই শিষ্য যদুনাথাচার্য্যের ঔরসে বিদ্যুন্মালার (লক্ষ্মীর) গর্ভজাত কন্যা শ্রীমতীকে এবং তাঁহাদের পালিতকন্যা নারায়ণীকে ইনি বিবাহ করেন। ভক্তিরত্নাকর ১৩ তরঙ্গ দ্রষ্টব্য। গোপীজনবল্লভ, রামকৃষ্ণ ও রামচন্দ্র—এই তিনজন শিষ্যই ইঁহার পুত্র বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন। কনিষ্ঠ রামচন্দ্র খড়দহে বাস করেন ; তিনি শাণ্ডিল্য-গোত্রীয় শুদ্ধশ্রোত্রিয় 'বটব্যাল'। জ্যেষ্ঠ গোপীজনবল্লভ বর্দ্ধমান জেলায় মানকরের নিকট 'লতা' গ্রামে এবং মধ্যম রামকৃষ্ণ মালদহের নিকট গয়েশপুরে বাস করেন। যদি ইঁহাদের তিনজনের গোত্র এবং গ্রামের পরিচয় এক থাকে, তাহা হইলে বীরভদ্রের ঔরসজাত-পুত্রত্বে কেহই সন্দেহ করিতে পারে না। রামচন্দ্রের চারিপুত্র ; জ্যেষ্ঠ পুত্র রাধামাধবের তৃতীয় তনয়—যাদবেন্দ্র, তৎসুত—নন্দকিশোর, তৎপুত্র—নিধিকৃষ্ণ, তৎসুত—চৈতন্যচাঁদ, তৎপুত্র—কৃষ্ণমোহন, তৎসুত—জগন্মোহন, তৎপুত্র—ব্রজনাথ এবং তাঁহার পুত্র—পরলোকগত শ্যামলাল গোস্বামী।

১৩। গদাধর দাস—আদি, ১০ পঃ ৫৩ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

শ্রীরামদাস (অভিরাম)—ঠাকুর অভিরাম নিত্যানন্দৈক-প্রাণ দ্বাদশগোপালের অন্যতম ব্রজের 'শ্রীদাম' সখা ; গৌঃ গঃ ১২৬ শ্লোক—"পুরা শ্রীদাম-নামাসীদভিরামোঽধুনা মহান্। দ্বাত্রিংশতা জনৈরেব বাহ্যং কাষ্ঠমুবাহ যঃ।।"* আদি ১০ম পঃ ১১৬-১১৮ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

ভক্তিরত্নাকরে (চতুর্থ তরঙ্গে) শ্রীল অভিরাম ঠাকুরের কথা লিখিত আছে। অভিরাম ঠাকুর পাষণ্ডদলনবানা নিত্যানন্দের

---

* *শ্রীসঙ্কর্ষণের অংশরূপ যে ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণু, তিনিই অধুনা শ্রীচৈতন্যাভিন্ন বিগ্রহ শ্রীবীরচন্দ্র।*

* *পূর্ব্বে যিনি মহাত্মা শ্রীদাম ছিলেন, তিনিই অধুনা অভিরাম হইয়াছেন। তিনি বত্রিশজনের দ্বারা বহনযোগ্য কাষ্ঠ (বংশীরূপে) বহন করিয়াছিলেন।*

অনুভাষ্য

আদেশে আচার্য্য ও ভক্তিধর্ম্মপ্রচারক ছিলেন। "অভিরাম গোস্বামীর প্রতাপ প্রচণ্ড। যাঁরে দেখি' কাঁপে সদা দুর্জ্জয় পাষণ্ড।। নিত্যানন্দ-আবেশে উন্মত্ত নিরন্তর। জগতে বিদিত যাঁর কৃপা মনোহর।।" ইনি প্রণাম করিলে বিষ্ণুশিলা বা বিষ্ণু-অর্চ্চা ব্যতীত অন্যান্য শিলা বা মূর্ত্তি বিদীর্ণ ও চূর্ণ হইয়া যাইত বলিয়া একটী প্রবাদ অদ্যাপি প্রচলিত।

হাওড়া-আমতা-লাইনে চাঁপাডাঙ্গা-ষ্টেশন হইতে প্রায় দশ মাইল দক্ষিণপশ্চিম-কোণে 'হেলানার হাট' অতিক্রম করিয়া খানাকুল-কৃষ্ণনগরে অভিরাম ঠাকুরের শ্রীপাট। বর্ষাকালে পথ জলমগ্ন হয় বলিয়া বি, এন, আর, লাইনে কোলাঘাট হইতে স্টীমারে রাণীচক ; তথা হইতে ৭৷৷০ মাইল উত্তরে খানাকূল। অভিরাম ঠাকুরের শ্রীপাট যে কৃষ্ণনগরে অবস্থিত, তাহা খানা বা দ্বারকেশ্বর নদীর কূলে অবস্থিত বলিয়া উহা 'খানাকূল-কৃষ্ণনগর' নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

মন্দিরের বাহিরে দ্বারের নিকট একটী বকুল বৃক্ষ ; এই স্থানটী 'সিদ্ধবকুলকুঞ্জ' নামে অভিহিত। শুনা যায়, এই স্থানে সর্ব্বপ্রথম অভিরাম ঠাকুর আসিয়া উপবেশন করেন।

শ্রীমন্দিরাভ্যন্তরে শ্রীবলদেব, শ্রীমদনমোহন (একক) একখানি সওয়া হাত উচ্চ ও প্রায় একহাত প্রশস্ত কষ্টিপাথরে বস্ত্রহরণলীলা, কদম্ববৃক্ষ, যমুনা ও ধেনুবৎসগণসহ শ্রীগোপীনাথ-বিগ্রহ এক সঙ্গে খোদিত রহিয়াছেন—এইরূপ অর্চ্চা-বিগ্রহ, এতদ্ব্যতীত নৃত্যাবেশে অভিরামঠাকুরের একটী শ্রীমূর্ত্তি (চরণ-যুগল অবিস্তৃত) ও শ্রীব্রজবল্লভ (যুগল)-মূর্ত্তি সিংহাসনে বিরাজ করিতেছেন। ইহা ব্যতীত শ্রীশালগ্রাম ও শ্রীগোপালমূর্ত্তিও আছেন। শ্রীঅভিরাম ঠাকুর মন্দিরের সম্মুখস্থিত পুষ্করিণী খননকালে উক্ত গোপীনাথবিগ্রহ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন বলিয়া কিংবদন্তী প্রচলিত। তদবধি উক্ত পুষ্করিণীটী "অভিরামকুণ্ড" নামে বিদিত। বর্ত্তমানে যে-মন্দিরে শ্রীবিগ্রহ বিরাজ করিতেছেন, তাহারই ঠিক দক্ষিণে একটী পুরাতন নবরত্ন-মন্দির। মন্দিরের উচ্চদেশে একটী প্রস্তরফলকে ১১৮১ সালে ঐ মন্দিরটী নির্ম্মিত হইয়াছে বলিয়া খোদিত রহিয়াছে। মন্দির-নির্ম্মাতার কোনও নামোল্লেখ নাই। শুনা যায়, পার্শ্বস্থ গ্রামের পরলোকগত 'নছিরামসিংহ গইলা' নামক এক ব্যক্তি ঐ মন্দির প্রস্তুত করাইয়া দিয়াছিলেন এবং পূর্ব্বে এখানে শ্রীবিগ্রহ বিরাজ করিতেন ও মন্দির-নির্ম্মাণের পূর্ব্বে খড়ের ঘরে এইস্থানেই শ্রীবিগ্রহ সেবিত হইতেন।

শ্রীগোপীনাথের মন্দিরের উত্তরেই স্থানীয় কায়স্থ চৌধুরী-গণের প্রতিষ্ঠিত শ্রীরাধাবল্লভ জীউর প্রাচীন মন্দির।

বর্ত্তমান মন্দিরের প্রস্তর-ফলকে খোদিত রহিয়াছে—"শ্রীশ্রীগোপীনাথ জিউ সন ১২১৯ সাল মাঘ মাহা মন্দির তৈয়ারী। সন ১৩০৮ সালে মেরামত মাহা বৈশাখ।" শুনা যায়, হুগলী জেলার আরামবাগ থানার মাধবপুরবাসী পরলোকগত পুণ্ডরীকাক্ষ রায়-নামক এক ব্যক্তি উহা নির্ম্মাণ করিয়া দেন। পুরাতন মন্দিরের সম্মুখে একটী বিস্তৃত পাকা নাটমন্দির। মেদিনীপুর জেলার ধীবরগণ ১২৬৩ সালে এই নাটমন্দির নির্ম্মাণ করেন ; উহা ভগ্ন হইলে ১৩২০ সালে পুনরায় উঁহারা সংস্কার করিয়া দেন।

সেবায়েতগণের নিকট হইতে জানা যায় যে, শ্রীল অভিরাম ঠাকুরের সময় হইতেই এখানে সিদ্ধচাউল-ভোগের ব্যবস্থা প্রচলিত রহিয়াছে, এমন কি, মুড়ির পর্য্যন্ত ভোগ হইয়া থাকে। আর একটী অভিনব প্রথা এই যে, ঠাকুরকে শয়ন দিবার সময় মন্দিরের দরজা খোলা থাকে ও সর্ব্বসমক্ষে শয়ন দেওয়া হয়। অধুনা প্রাতঃকালে ঠাকুরের মঙ্গল আরতি করিবার রীতি নাই।

বর্ত্তমানে ৩৬/৩৭ ঘর সেবায়েত আছেন। কথিত আছে, মন্দিরমধ্যে লোহার সিন্দুকে শ্রীল অভিরাম ঠাকুরের প্রসিদ্ধ "শ্রীজয়মঙ্গল" চাবুক আছেন এবং উহা উক্ত সেবায়েতগণের সমস্ত চাবিদ্বারা উক্ত সিন্দুকে আবদ্ধ : উহা—দুই হাত দীর্ঘ এবং জরি দিয়া জড়ান—মহোৎসবের সময় সকল সেবায়েত-গণের একসঙ্গে অভিমত হইলে উহা বাহির করা হয়। "শ্রীজয়মঙ্গল" চাবুকের কথা ভক্তিরত্নাকরে (৪র্থ তরঙ্গে) লিখিত আছে যে, ঐ চাবুক দিয়া অভিরাম ঠাকুর যাহাকে আঘাত করিতেন, তাঁহারই কৃষ্ণপ্রেমের উদয় হইত। একদা শ্রীনিবাসাচার্য্য অভিরাম-ভবনে আগমন করিলে ঠাকুর অভিরাম তিনবার শ্রীনিবাসের গাত্রে ঐ চাবুক স্পর্শ করাইলেন। তখন অভিরাম-পত্নী বিপ্রকন্যা মালিনী দেবী হাসিয়া ঠাকুরের হাত ধরিয়া বলিলেন,—"ঠাকুর, ধৈর্য্য ধর ; শ্রীনিবাস—বালক, তোমার চাবুকের স্পর্শে অধীর হইয়া পড়িবে।"

হুগলী জেলার অন্তর্গত কৃষ্ণনগর, আমতা এবং বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত বিষ্ণুপুর, কোতলপুর প্রভৃতি গ্রামে ইঁহার বংশ্যগণ (শৌক্র বা শিষ্য-শাখাগত?) বিদ্যমান।

রত্নেশ্বর-শিষ্য 'অভিরামদাস' নামক জনৈক ব্যক্তি 'শাখা-নির্ণয়' গ্রন্থে 'ঠাকুর অভিরামের' শিষ্যবর্গের নাম ও স্থান-বিবরণ এইরূপ দিয়াছেন,—(১) খানাকুলে কৃষ্ণদাস ঠাকুরের বাস ; (বংশ লুপ্ত)। (২) কৈয়ড় নামক গ্রামে (বর্দ্ধমান হইতে ১০ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমদিকে) বেদগর্ভ -নামক ভক্তের বাস ; অধুনা তথায় ইঁহার বংশধরগণ বিগ্রহসেবা করিতেছেন। (৩) বুড়নগ্রামে হরিদাসের বাস (ইঁহার বিশেষ সংবাদ অজ্ঞাত)। (৪) হেলাল (?) গ্রামে (খানাকুল হইতে প্রায় দুই মাইল উত্তরে, খানানদীর তীরে) পাখিয়া-গোপালদাসের বাস ; অধুনা তথায় তাঁহার সমাজ

নিতাই-সহ উভয়ের গৌড়ে প্রচার ঃ—

নিত্যানন্দে আজ্ঞা দিল যবে গৌড়ে যাইতে ।
মহাপ্রভু এই দুই দিল তাঁর সাথে ॥ ১৪ ॥

(৪) মাধব ও (৫) বাসুঘোষ ঠাকুর ঃ—

অতএব দুইগণে দুঁহার গণন ।
মাধব, বাসুদেব ঘোষের এই বিবরণ ॥ ১৫ ॥

অভিরামের লীলা ঃ—

রামদাস—মুখ্যশাখা, সখ্য-প্রেমরাশি ।
ষোলসাঙ্গের কাষ্ঠ যে তুলি' কৈল বাঁশী ॥ ১৬ ॥

দাস-গদাধরের অলৌকিকী চেষ্টা ঃ—

গদাধর দাস গোপীভাবে পূর্ণানন্দ ।
যাঁর ঘরে দানকেলি কৈল নিত্যানন্দ ॥ ১৭ ॥

মাধব ঘোষের কীর্ত্তন ঃ—

শ্রীমাধব ঘোষ—মুখ্য কীর্ত্তনীয়াগণে ।
নিত্যানন্দপ্রভু নৃত্য করে যাঁর গানে ॥ ১৮ ॥

বাসুঘোষের কীর্ত্তন ঃ—

বাসুদেব-গীতে করে প্রভুর বর্ণনে ।
কাষ্ঠ-পাষাণ দ্রবে যাহার শ্রবণে ॥ ১৯ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৪-১৫। ইঁহারা নিত্যানন্দের পার্ষদস্বরূপ। যে সময় মহাপ্রভু নিত্যানন্দ-প্রভুকে গৌড়ে যাইতে আজ্ঞা দিয়াছিলেন, তখন রামদাস ও গদাধর দাসকে সঙ্গে দিয়াছিলেন। অতএব সেই দুইজনকে একবার মহাপ্রভুর গণের মধ্যে ধরা গিয়াছে, আবার নিত্যানন্দের গণেও ধরা গেল। মাধব ও বাসুঘোষের সেইরূপ দুই গণে গণনা।

অনুভাষ্য

বলিয়া পরিচিত একটী ক্ষুদ্র ভগ্ন মন্দির বর্ত্তমান, কিন্তু শ্রীবিগ্রহ নাই। (৫) মেদিনীপুর-জেলার রামজীবনপুরের নিকট পাইক-মালিটা (?)-গ্রামে 'গুস্ফ-নারায়ণে'র বাস ; ইঁহার বংশধরগণ বর্ত্তমান। (৬) সীতানগরে দাড়িয়া মোহনের বাস ; (স্থান ও পাত্র, উভয়ের অবস্থান অজ্ঞাত)। (৭) ময়নামুড়িতে (বাঁকুড়ায়) সত্যরাঘবের বাস ; (ইঁহার বংশধরগণের বাস অজ্ঞাত)। (৮) সালিখায় (হাওড়ার নিকট?) রজনী পণ্ডিতের বাস ; (ইঁহারও বংশধরগণের অবস্থান অজ্ঞাত)। (৯) ভাঙ্গামোড়ায় (তারকেশ্বর হইতে প্রায় ৪ মাইল উত্তর-পশ্চিমে) সুন্দরানন্দের বাস ; ইঁহার বংশধরগণ আছেন। (১০) দ্বীপগ্রামে (অবস্থান অজ্ঞাত) কৃষ্ণানন্দ অবধূতের বাস ; ইঁহার কোন বংশ ছিলেন কিনা সন্দেহ। (১১) সোনাতলা (লী)-গ্রামে (হুগলী বা হাওড়া জেলায়?) রঙ্গণ-কৃষ্ণদাসের বাস ; (বংশ লুপ্ত)। (১২) মালদহে মুরারিদাসের বাস ; (ইঁহার বংশধরগণের বাস অজ্ঞাত)। (১৩) পাণিহাটীতে মোহনঠাকুরের বাস ; (ইঁহার বংশাবলী-সংবাদ অজ্ঞাত)। (১৪) রাধানগরে (খানাকুল-কৃষ্ণনগরের দক্ষিণে) যদু হালদারের বাস; ইঁহার বংশ লুপ্ত হওয়ায় ইঁহার প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহ শ্রীবলরাম অদ্যাপি শ্রীগোপীনাথের সহিত সেবিত হইতেছেন। (১৫) অনন্তনগরে (খানাকুলের নিকট) হরিমাধবের বাস ; (বংশ লুপ্ত)। (১৬) মাহেশে (শ্রীরামপুরের নিকট?) গোপালদাসের বাস (বংশ অজ্ঞাত)। (১৭) কোটরায় (খানাকুল-থানার নিকট) অচ্যুত পণ্ডিতের বাস (বংশধর বর্ত্তমান)। (১৮) পাটলা-গ্রামে লক্ষ্মী-নারায়ণের বাস ; (বংশ লুপ্ত)। (১৯) পুরীতে গোপীনাথ-দাসের বাস (সংবাদ অজ্ঞাত)। (২০) চুণাখালি পরগণায় (মাহেশের নিকট) নন্দকিশোরের বাস; (বংশ অজ্ঞাত)। (২১) পাতাগ্রামে (বর্দ্ধমান জেলার পাটুল?) বিদুর ব্রহ্মচারীর বাস ; বংশ বর্ত্তমান। (২২) বিনুপাড়ায় রাম-কৃষ্ণের বাস (স্থান ও পাত্র, উভয়ের সংবাদ অজ্ঞাত)। (২৩) গৌরাঙ্গপুরে (শ্রীপাট হইতে প্রায় ৪ মাইল উত্তরে) কমলাকরের বাস, নিকটে তদীয় সমাজ আছে এবং বংশধরগণ শ্রীনিতাই-গৌর-বিগ্রহের সেবক। (২৪) বিশ্বগ্রামে বলরাম ঠাকুরের বাস (স্থান ও পাত্র, উভয়ই অজ্ঞাত)। (২৪৷৷০) শ্রীনিবাস আচার্য্যপ্রভু (অভিরামের অতি প্রিয়তম ও স্নেহকৃপা-পাত্র ছিলেন, অথচ দীক্ষিত নহেন বলিয়াই বোধ হয় অর্দ্ধ-শিষ্যরূপে গণিত)। চৈত্র-কৃষ্ণা সপ্তমী-তিথিতে মহোৎসব-উপলক্ষে এইস্থানে বহুলোকের সমাগম হয়।

১৫। গোবিন্দঘোষ, বাসুঘোষ—গোবিন্দঘোষ-ঠাকুরের অতি প্রিয়তম বিগ্রহ শ্রীগোপীনাথ অদ্যাপি বর্দ্ধমান জেলান্তর্গত দাঁইহাট ও পাটুলীর নিকটে অগ্রদ্বীপে বর্ত্তমান এবং পিতৃশ্রাদ্ধে সন্তানের ন্যায় ভক্তের অপ্রকট-তিথিতে পিণ্ড প্রদান করিয়া থাকেন। নদীয়া কৃষ্ণনগরের রাজবংশের তত্ত্বাবধানে ইঁহার সেবা চলিয়া আসিতেছে। প্রতিবর্ষে কৃষ্ণনগরে বৈশাখ মাসে 'বারদোলের' সময় অপর এগারটী শ্রীবিগ্রহের সহিত ইনিও রাজধানীতে আনীত হন এবং দোলের পর পুনরায় অগ্রদ্বীপে নীত হন।

বাসুঘোষের পদাবলীতে প্রাকৃত-সহজিয়াগণের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তিকর বহু গৌরনাগরীপদ প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে; প্রকৃতপক্ষে ঐগুলি কখনই বিপ্রলম্ভরসিক গৌরভক্ত বাসুঘোষের পদ নহে বা হইতে পারে না। সাধক ঐগুলি বর্জ্জন করিবেন। আদি, ১০ পঃ ১১৫ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

(৬) মুরারি-চৈতন্যদাস ঃ—

মুরারি-চৈতন্যদাসের অলৌকিক-লীলা ।
ব্যাঘ্র-গালে চড় মারে, সর্প-সনে খেলা ॥ ২০ ॥

শুদ্ধভক্ত ব্রজসখাগণই নিতাইর গণ ঃ—

নিত্যানন্দের গণ যত,—সব ব্রজসখা ।
শৃঙ্গ-বেত্র-গোপবেশ, শিরে শিখিপাখা ॥ ২১ ॥

(৭) রঘুনাথ বৈদ্য ঃ—

রঘুনাথ বৈদ্য উপাধ্যায় মহাশয় ।
যাঁহার দর্শনে কৃষ্ণপ্রেমভক্তি হয় ॥ ২২ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২০। মুরারি-চৈতন্যদাস—বর্দ্ধমান জেলার গলশী ষ্টেশন হইতে একক্রোশ দূরে সর্-বৃন্দাবনপুর গ্রামে ইঁহার জন্ম। নবদ্বীপ-ধামান্তর্গত মোদদ্রুম বা মাউগাছি-গ্রামে আসিয়া ইঁহার নাম 'শার্ঙ্গ' (সারঙ্গ) মুরারিচৈতন্যদাস হইয়াছিল। ইঁহার বংশীয়গণ এখনও সরের পাটে বাস করেন।

অনুভাষ্য

২০। মুরারিচৈতন্যদাস—চৈঃ ভাঃ অন্ত্য, ৫ম অঃ—"বাহ্য নাহি শ্রীচৈতন্যদাসের শরীরে। ব্যাঘ্র তাড়াইয়া যান বনের ভিতরে।। কখন চড়েন সেই ব্যাঘ্রের উপরে। কৃষ্ণের প্রসাদে ব্যাঘ্র লঙ্ঘিতে না পারে।। মহা-অজগর সর্প লই' নিজকোলে। নির্ভয়ে চৈতন্যদাস থাকে কুতূহলে।। ব্যাঘ্রের সহিত খেলা খেলেন নির্ভয়। হেন কৃপা করে অবধূত মহাশয়।। চৈতন্যদাসের আত্মবিস্মৃতি সর্ব্বথা। নিরন্তর কহেন আনন্দে মনঃকথা।। দুই তিন দিন মজ্জি' জলের ভিতরে। থাকেন, কোথাও দুঃখ না হয় শরীরে।। জড়প্রায় অলক্ষিত বেশ-ব্যবহার। পরম উদ্দাম সিংহ-বিক্রম অপার।। চৈতন্যদাসের যত ভক্তির বিকার। কত বা কহিতে পারি,—সকলি অপার।। যোগ্য শ্রীচৈতন্যদাস মুরারি পণ্ডিত। যাঁর বাতাসেও কৃষ্ণ পাইয়ে নিশ্চিত।।"

২১। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর আশ্রিত ভক্তগণ, সকলেই ব্রজের সখ্যরসাশ্রিত। তাঁহাদের সকলেরই গোপাল-বেশ। প্রভুর পত্নী ঈশ্বরী জাহ্নবা-মাতা—ব্রজের অনঙ্গমঞ্জরী এবং শ্রীমতী রাধিকার কনিষ্ঠা ভগিনী। গৌরগণোদ্দেশে ৬৬ শ্লোক—"কেচিৎ শ্রীবসুধা-দেবীং কলাবপি বিবৃণ্বতে। অনঙ্গমঞ্জরীং কেচিৎ জাহ্নবীঞ্চ প্রচক্ষতে।। উভয়ন্ত সমীচীনং পূর্ব্বন্যায়াৎ সতাং মতম্।।" জাহ্নবা-মাতার আশ্রিত ভক্তগণও নিত্যানন্দগণে গৃহীত হন।

২৩। সুন্দরানন্দ—চৈঃ ভাঃ অন্ত্য, ৬ষ্ঠ অঃ—"প্রেমরসসমুদ্র সুন্দরানন্দ নাম। নিত্যানন্দস্বরূপের পার্ষদ-প্রধান।।" গৌঃ গঃ ১২৭—"পুরা সুদাম-নামাসীদদ্য ঠক্কুরসুন্দরঃ।" ইনি দ্বাদশ-গোপালের অন্যতম 'সুদাম'।

(৮) সুন্দরানন্দ (গোপাল-২) ঃ—

সুন্দরানন্দ—নিত্যানন্দের শাখা, ভৃত্য মর্ম্ম ।
যাঁর সঙ্গে নিত্যানন্দ করে ব্রজনর্ম্ম ॥ ২৩ ॥

(৯) কমলাকর পিপ্পলাই (গোপাল-৩) ঃ—

কমলাকর পিপ্পলাই—অলৌকিক রীত ।
অলৌকিক প্রেম তাঁর ভুবনে বিদিত ॥ ২৪ ॥

(১০) সূর্য্যদাস ও (১১) কৃষ্ণদাস সরখেল ঃ—

সূর্য্যদাস সরখেল, তাঁর ভাই কৃষ্ণদাস ।
নিত্যানন্দে দৃঢ় বিশ্বাস, প্রেমের নিবাস ॥ ২৫ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২৪। কমলাকর পিপ্পলাইর বংশীয়গণ মাহেশের শ্রীজগন্নাথ-দেবের সেবক।

অনুভাষ্য

ইঁহার শ্রীপাট—মহেশপুর গ্রাম—ই,বি, আর, লাইনে 'মাজ-দিয়া' (পূর্ব্বে 'শিবনিবাস' নাম ছিল) ষ্টেশন হইতে ১৪ মাইল পূর্ব্ব দিকে ; অধুনা যশোহর-জেলায় অবস্থিত। এই স্থানটীতে প্রাচীন স্মৃতিচিহ্ন একমাত্র সুন্দরানন্দের জন্মভিটা ভিন্ন আর কিছু নাই। গ্রামের প্রান্তে শ্রীপাটে জনৈক বাউল বাস করেন। শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহাদি, সমস্তই অল্পদিনের। বর্ত্তমানে মহেশপুরে শ্রীশ্রীরাধাবল্লভ ও শ্রীশ্রীরাধারমণের সেবা হয়। উহার নিকটে বেত্রবতী নদী। সুন্দরানন্দ ঠাকুর চিরকুমার ছিলেন, এ জন্য তাঁহার বংশ নাই। জ্ঞাতিভ্রাতাদের এবং সেবায়েত-শিষ্যবংশ বর্ত্তমান আছেন। বীরভূম-জেলায় মঙ্গলডিহি-গ্রামে সুন্দরানন্দের জ্ঞাতি-বংশ আছেন। তথায় শ্রীশ্রীবলরাম-জীউর সেবা হয়। সুন্দরানন্দ-ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীরাধাবল্লভ-বিগ্রহ বহরমপুর সৈদাবাদের গোস্বামিগণ লইয়া যান, পরে বর্ত্তমান বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হন। অধুনা মহেশপুরের জমিদার মহাশয়গণ ইঁহার সেবায়েত। মাঘী-পূর্ণিমার দিবস সুন্দরানন্দ-ঠাকুরের তিরোভাব-উৎসব হইয়া থাকে।

২৪। কমলাকর পিপ্পলাই—গৌঃ গঃ ১২৮ শ্লোক—"কমলা-কর-পিপ্পলাই-নামাসীদ্ যো মহাবলঃ।।" ইনি দ্বাদশ গোপালের অন্যতম 'মহাবল' ; ইঁহারই প্রতিষ্ঠিত মাহেশের শ্রীজগন্নাথ-বিগ্রহ। মাহেশ-স্থিত শ্রীজগন্নাথদেবের মন্দির ই, আই, আর, লাইনে শ্রীরামপুর-ষ্টেশন হইতে প্রায় ২৷৷০ মাইল হইবে।

কমলাকরের পুত্রের নাম চতুর্ভুজ ; চতুর্ভুজের দুই পুত্র—নারায়ণ ও জগন্নাথ ; নারায়ণের পুত্র—জগদানন্দ ; তাঁহার পুত্র—রাজীবলোচন। তাঁহার সময় জগন্নাথদেবের সেবার অর্থ-কৃচ্ছ্রতা হয়। ঢাকার নবাব ওয়ালিশ সা (সুজা?) ১০৬০ সালে জগন্নাথদেবকে ১১৮৫ বিঘা জমি প্রদান করেন। মাহেশের দেড় ক্রোশ পশ্চিমে জগন্নাথপুর গ্রামে ঐ জমি আছে। জগন্নাথদেবের নাম হইতেই ঐ মৌজার নাম 'জগন্নাথপুর' হইয়াছে।

(১২) গৌরীদাস পণ্ডিত (গোপাল-৪) ঃ—

শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিতে প্রেমোদ্দণ্ড-ভক্তি ।
কৃষ্ণপ্রেমা দিতে, নিতে, ধরে মহাশক্তি ॥ ২৬ ॥

অনুভাষ্য

প্রবাদ আছে,—কমলাকরের কনিষ্ঠভ্রাতা নিধিপতি পিপ্পলাই জ্যেষ্ঠভ্রাতাকে অনুসন্ধান করিতে করিতে মাহেশে আসিয়া কমলাকরকে দেখিতে পাইলেন। তিনি কোনও প্রকারেই তাঁহাকে দেশে ফিরাইয়া নিতে সমর্থ না হইয়া অবশেষে নিজ পরিবার ও ভ্রাতৃপরিবারবর্গের সহিত মাহেশে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। এখনও মাহেশগ্রামে কমলাকর পিপ্পলাইর বংশীয় শ্রীযুক্ত প্রসাদদাস অধিকারী প্রভৃতি প্রায় ত্রিশঘর দ্বিজ বাস করিতেছেন।

কিংবদন্তী এই যে,—'ধ্রুবানন্দ' নামে জনৈক উদাসীন বৈষ্ণব পুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে গিয়া নিজহস্তে পাক করিয়া শ্রীজগন্নাথদেবকে ভোগ দিবার প্রবল ইচ্ছা করায়, রাত্রে স্বপ্নে দেখিলেন যে, শ্রীজগন্নাথদেব তাঁহার নিকট আবির্ভূত হইয়া তাঁহাকে গঙ্গাতীরে মাহেশ-গ্রামে গিয়া শ্রীজগন্নাথ-প্রতিষ্ঠাপনানন্তর তাঁহাকে নিত্য নিজহস্তে ভোগপ্রদানপূর্ব্বক মনস্কাম পূর্ণ করিতে বলিলেন। ধ্রুবানন্দ মাহেশে উপস্থিত হইয়া গঙ্গাজলে শ্রীজগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রাদেবী ভাসিতেছেন দেখিতে পাইয়া শ্রীবিগ্রহত্রয়কে জল হইতে উত্তোলনপূর্ব্বক গঙ্গাতীরে কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া তাঁহাদের সেবা করিতে লাগিলেন। তাঁহার অপ্রকটকালে কোন্ ব্যক্তি শ্রীজগন্নাথের উপযুক্ত সেবক হইবেন, এই চিন্তা তাঁহার হৃদয় অধিকার করায় তিনি স্বপ্নে শ্রীজগন্নাথদেবের আদেশপ্রাপ্ত হইলেন যে, সুন্দরবনের নিকট 'খালিজুলি'-গ্রামনিবাসী 'শ্রীকমলাকর পিপ্পলাই' নামক শ্রীজগন্নাথদেবের একজন পরম ভক্ত বৈষ্ণব-শিরোমণি পরদিবস প্রাতে মাহেশে আগমন করিলে তাঁহাকে যেন সেবাভার দেওয়া হয়। ধ্রুবানন্দ পরদিবস প্রাতে কমলাকরের সাক্ষাৎ পাইয়া শ্রীজগন্নাথদেবের সেবাভার প্রদান করিলেন। কমলাকর শ্রীজগন্নাথদেবের সেবায় অধিকার লাভ করিবার পর 'অধিকারী' উপাধি লাভ করিয়া আসিতেছেন। রাঢ়ীয়শ্রেণীস্থ শৌক্রব্রাহ্মণগণের পঞ্চান্নপ্রকার গ্রামীর মধ্যে 'পিপ্পলাই' অন্যতম।

২৫। সূর্য্যদাস সরখেল—ভক্তিরত্নাকর দ্বাদশ তরঙ্গে—"নবদ্বীপ হইতে অল্পদূর 'শালিগ্রাম'। তথা বৈসে পণ্ডিত সূর্য্যদাস নাম।। গৌড়ে রাজা যবনের কার্য্যে সুসমর্থ। 'সরখেল' খ্যাতি, উপার্জ্জিল বহু অর্থ।। সূর্য্যদাস—চারিভ্রাতা অতি শুদ্ধাচার। বসুধা-জাহ্নবা-নামে তাঁর কন্যাদ্বয়।।" গৌঃ গঃ ৬৫—"শ্রীবারুণী-রেবত-বংশসম্ভবে, তস্য প্রিয়ে দ্বে বসুধা চ জাহ্নবী। শ্রীসূর্য্যদাসস্য মহাত্মনঃ সুতে, কুকুদ্মিরূপস্য চ সূর্য্যতেজসঃ।।"

বড়গাছি—ই, বি, আর, লাইনে 'মুড়াগাছা'-ষ্টেশন হইতে ২ মাইল দূরে বড়গাছি বা বহিরগাছি—ধর্ম্মদহ-গ্রামের পরপারে 'গুড়গুড়ে' খালের তীরে। ইহার নিকটেই শালিগ্রাম ও রুকুণপুর।

কৃষ্ণদাস সরখেল—গৌরীদাস পণ্ডিত ও সূর্য্যদাস সরখেলের কনিষ্ঠভ্রাতা। ইনি নিত্যানন্দের বিবাহাধিবাসে বড়গাছি হইতে শালিগ্রামে যান। 'ভক্তিরত্নাকর' দ্বাদশ তরঙ্গে—"নানা দ্রব্য লৈয়া বিপ্রগণের সহিতে। কৃষ্ণদাস পণ্ডিত আইলা বাটী হইতে।।"

২৬। শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিত—হরিহোড়ের পুত্র রাজা কৃষ্ণদাসের পৃষ্ঠপোষিত। ব্রজের দ্বাদশ গোপালের অন্যতম 'সুবল-সখা'। পূর্ব্বনিবাস—ই, বি, আর, লাইনে মুড়াগাছা-ষ্টেশনের কিছুদূরে শালিগ্রামে, পরে অম্বিকা-কালনায়। গৌঃ গঃ ১২৮—"সুবলো যঃ প্রিয়শ্রেষ্ঠঃ স গৌরীদাসপণ্ডিতঃ।" চৈঃ ভাঃ অন্ত্য, ৬ষ্ঠ অঃ—"গৌরীদাসপণ্ডিত পরম ভাগ্যবান্। কায়মনোবাক্যে নিত্যানন্দ যাঁর প্রাণ।।" "সরখেল সূর্য্যদাস পণ্ডিত উদার। তাঁর ভ্রাতা গৌরীদাস পণ্ডিত প্রচার।। শালিগ্রাম হৈতে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতারে কহিয়া। গঙ্গাতীরে কৈলা বাস 'অম্বিকা' আসিয়া।।" তাঁহার সাড়ে বাইশ শাখা—১। শ্রীনৃসিংহচৈতন্য, ২। কৃষ্ণদাস, ৩। বিষ্ণুদাস, ৪। বড় বলরামদাস, ৫। গোবিন্দ, ৬। রঘুনাথ, ৭। বড়ু গঙ্গাদাস, ৮। আউলিয়া গঙ্গারাম, ৯। যাদবাচার্য্য, ১০। হৃদয়চৈতন্য, ১১। চান্দ হালদার, ১২। মহেশ পণ্ডিত, ১৩। মুকুট রায়, ১৪। ভাতুয়া গঙ্গারাম, ১৫। আউলিয়া চৈতন্য, ১৬। কালিয়া কৃষ্ণদাস, ১৭। পাতুয়া গোপাল, ১৮। বড় জগন্নাথ, ১৯। নিত্যানন্দ, ২০। ভাবি, ২১। জগদীশ, ২২। রাইয়া কৃষ্ণদাস, ২২।।০। অন্নপূর্ণা। গৌরীদাস পণ্ডিতের জ্যেষ্ঠপুত্র—(বড়) বলরাম এবং কনিষ্ঠ—রঘুনাথ। রঘুনাথের পুত্র—মহেশ পণ্ডিত ও গোবিন্দ ; কন্যা—অন্নপূর্ণা। শালিগ্রামবাসী শ্রীকংসারি মিশ্রের ('ঘোষাল'-পদবী ও 'বাৎস্য'-গোত্র) ছয় পুত্র—(১) দামোদর, (২) জগন্নাথ, (৩) সূর্য্যদাস সরখেল (বসুধা-জাহ্নবার পিতা), (৪) গৌরীদাস, (৫) কৃষ্ণদাস সরখেল, (৬) নৃসিংহচৈতন্য। কংসারি মিশ্রের জ্ঞাতি-বংশ্যগণের কেহ কেহ এখনও শালিগ্রামে বাস করেন। গৌরীদাস পণ্ডিত বা হৃদয়চৈতন্যের বংশ নাই। কেহ কেহ বলেন, যাঁহারা আছেন, তাঁহারা গৌরীদাস পণ্ডিতের বা হৃদয়চৈতন্যের শিষ্যশাখাবংশ। জাহ্নবাদেবী শ্রীবৃন্দাবনে গিয়া স্বীয় খুল্লতাতের বা গৌরীদাস

গৌর-নিতাইগত প্রাণ গৌরীদাস পণ্ডিত ঃ—

নিত্যানন্দে সমর্পিল জাতি-কুল-পাঁতি ।
শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দে করি' প্রাণপতি ॥ ২৭ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২৭। পাঁতি—পংক্তি-ভোজন।

ইতি অমৃতপ্রবাহভাষ্যে একাদশ পরিচ্ছেদ।

অনুভাষ্য

(১৩) পুরন্দর পণ্ডিত ঃ—

নিত্যানন্দ প্রভুর প্রিয়—পণ্ডিত পুরন্দর ।
প্রেমার্ণব-মধ্যে ফিরে যৈছন মন্দর ॥ ২৮ ॥

অনুভাষ্য

পণ্ডিতের সমাজ দেখিয়া ক্রন্দন করিয়াছিলেন—"গৌরীদাস পণ্ডিতের সমাধি দেখিতে। বহে বারিধারা নেত্রে, নারে নিবারিতে।।" (ভক্তিরত্নাকর, ১১ তরঙ্গ দ্রষ্টব্য)।

গৌরীদাসের শিষ্য—হৃদয়চৈতন্য ; হৃদয়চৈতন্যের শিষ্য—অন্নপূর্ণাদেবীর পুত্র গোপীরমণ। ইঁহার বংশাবলীই সম্প্রতি কালনার মহাপ্রভুর অধিকারিগণ।

শান্তিপুরের অপরপারে গঙ্গার তীরে বর্দ্ধমান জেলায় শ্রীপাট অম্বিকা-কালনা—ইহা একটী মহকুমা ও ক্ষুদ্র সহর। হাওড়া-ব্যাণ্ডেল-বারহারোয়া লাইনে কালনাকোর্ট ষ্টেশন হইতে প্রায় এক ক্রোশ পূর্ব্বদিকে শ্রীপাট—বর্দ্ধমানের রাজার নূতন সমাজ-বাটী বা বাজারের নিকটেই অবস্থিত। গৌরীদাসের দেবালয়ের প্রবেশপথে একটী অপূর্ব্ব তেঁতুলবৃক্ষ। ঐ তেঁতুলবৃক্ষের তলে মহাপ্রভু ও গৌরীদাস পণ্ডিতের সম্মিলন হইয়াছিল বলিয়া প্রকাশ। দেবালয়টী শ্বেতপ্রস্তর-মণ্ডিত এবং গৃহের তিনটী প্রকোষ্ঠে এইরূপভাবে শ্রীবিগ্রহগণ আছেন,—(১) শ্রীগৌরীদাস, (২) শ্রীরাধাকৃষ্ণ, (৩) গৌর-নিত্যানন্দ, (৪) শ্রীজগন্নাথ, (৫) শ্রীবলরাম ও (৬) শ্রীরামসীতা। পণ্ডিত গৌরীদাসের বাড়ীর পশ্চিমদিকে শ্রীসূর্য্যদাস পণ্ডিতের দেবালয় ও কিছুদূরে সিদ্ধ ভগবান্‌দাস বাবাজীর আশ্রম।

যে স্থানে বর্ত্তমান দেবালয় তাহাকে 'অম্বিকা' বলে, তদুত্তরে কালনা ; এজন্য উভয় মিলিয়া 'অম্বিকা-কালনা' নাম। শুনা যায়, শ্রীমহাপ্রভুর শ্রীহস্তবাহিত বৈঠা এবং শ্রীহস্তলিখিত গীতাখানা (ভঃ রঃ ৭ম তঃ দ্রষ্টব্য) অদ্যাপি মন্দিরে বর্ত্তমান।

২৮। পুরন্দর পণ্ডিত—(চৈঃ ভাঃ অন্ত্য, ৬ষ্ঠ অঃ—"পুরন্দর পণ্ডিত পরম শান্ত দান্ত। নিত্যানন্দস্বরূপের বল্লভ একান্ত।।' অন্ত্য, ৫ম অঃ—"তবে আইলেন প্রভু খড়দহ-গ্রামে। পুরন্দর পণ্ডিতের দেবালয়-স্থানে।। খড়দহ-গ্রামে প্রভু নিত্যানন্দ রায়। যত নৃত্য করিলেন কথন না যায়।। পুরন্দর পণ্ডিতের পরম উন্মাদ। বৃক্ষের উপরি চড়ি' করে সিংহনাদ।। মুঞি রে 'অঙ্গদ' বলি' লম্ফ দিয়া পড়ে।।"

২৯। পরমেশ্বর বা পরমেশ্বরী-দাস—চৈঃ ভাঃ অন্ত্য, ৬ষ্ঠ অঃ—"নিত্যানন্দ-জীবন পরমেশ্বরদাস। যাঁহার বিগ্রহে নিত্যানন্দের বিলাস।।" অন্ত্য, ৫ম অঃ—"কৃষ্ণদাস, পরমেশ্বর দাস,—দুইজন। গোপভাবে হৈ হৈ করে সর্ব্বক্ষণ।। পুরন্দর পণ্ডিত, পরমেশ্বরীদাস। যাঁহার বিগ্রহে গৌরচন্দ্রের প্রকাশ।। সত্বরে ধাইয়া আইলেন সেইক্ষণে। প্রভু দেখি' প্রেমযোগে কান্দে দুইজনে।।"

(১৪) পরমেশ্বরীদাস (গোপাল-৫) ঃ—

পরমেশ্বরদাস—নিত্যানন্দৈক-শরণ ।
কৃষ্ণভক্তি পায়, তাঁরে যে করে স্মরণ ॥ ২৯ ॥

অনুভাষ্য

ইনি কিছুকাল খড়দহে ছিলেন। গৌঃ গঃ ১৩২—"নাম্নার্জ্জুনঃ সখা প্রাগ্ যো দাসঃ শ্রীপরমেশ্বরঃ।" ইনি দ্বাদশ গোপালের অন্যতম 'অর্জ্জুন' সখা। শ্রীজাহ্নবা-ঈশ্বরীর খেতুরি-মহোৎসব-গমনকালে পরমেশ্বর সঙ্গে ছিলেন (ভক্তিরত্নাকরে দশমতরঙ্গ)। ইনি আটপুরে জাহ্নবা-মাতার আদেশে 'শ্রীরাধা-গোপীনাথ' বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন (ঐ, ১৩ তরঙ্গ দ্রষ্টব্য)।

শ্রীবৈষ্ণব-বন্দনায়—"পরমেশ্বর-দাস ঠাকুর বন্দিব সাবধানে। শৃগালে লওয়ান নাম সঙ্কীর্ত্তন-স্থানে।।" ভক্তিরত্নাকর ত্রয়োদশ তরঙ্গে পরমেশ্বরী-ঠাকুরের কথা আছে।

পরমেশ্বরী-ঠাকুরের শ্রীপাট আটপুর—হাওড়া-আমতা রেল-লাইনে চাঁপাডাঙ্গা-শাখায় আটপুর-ষ্টেশনের এবং বর্দ্ধমানরাজ তেজ বাহাদুরের দেওয়ান পরলোকগত কৃষ্ণকুমার মিত্রের স্থাপিত শ্রীরাধাগোবিন্দের প্রাচীন মন্দিরের নিকটবর্ত্তী। পূর্ব্বে ইহার 'বিশখালা' নাম ছিল।

মন্দিরের সম্মুখেই বহুলছায়াপূর্ণ একসঙ্গে দুইটী বকুল বৃক্ষ ও পৃথক্ একটী কদম্ব বৃক্ষ এবং তদুভয়ের মধ্যপ্রদেশে পরমেশ্বরী ঠাকুরের সমাধি ও তদুপরি তুলসীমঞ্চ সুশোভিত। যে বকুলবৃক্ষ-দ্বয় শ্রীল পরমেশ্বরী ঠাকুরের সময়ে ছিল, তাহারই শাখা হইতে বর্ত্তমানের বৃক্ষদ্বয় উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া প্রবাদ। প্রতি বৎসর কদম্ববৃক্ষে একটী ফুল হয়, তদ্দ্বারা শ্রীবিগ্রহের শ্রীচরণ-পূজা হয়।

পরমেশ্বরী-ঠাকুর—বৈদ্যকুলোদ্ভূত। তাঁহার ভ্রাতৃবংশীয়গণই শ্রীপাটের বর্ত্তমান সেবায়েত। হুগলী-জেলার চণ্ডীতলা-ডাকঘরের অন্তর্গত গরলগাছা-গ্রামেও ইঁহাদের কেহ কেহ বর্ত্তমান। কিছুদিন পূর্ব্বেও ইঁহাদের অনেক শৌক্রব্রাহ্মণ-শিষ্য ছিল। কালপ্রভাবে সাংসারিক লোকের ন্যায় ইঁহারা বৈদ্যব্যবসায় অবলম্বন করায় ব্রাহ্মণবংশীয় সকলেই ধীরে ধীরে ইঁহাদিগের শিষ্যত্ব পরিত্যাগ করিয়াছেন। ইঁহাদের উপাধি—'অধিকারী'। শ্রীরাধিকাপ্রসন্ন অধিকারী কবিরাজ মহাশয় ও নটবর অধিকারী মহাশয়ের বিধবা ও পুত্র-সন্তানহীনা শাশুড়ীই শ্রীপাটের বর্ত্তমান সেবায়েত। ইঁহাদের জ্ঞাতিবর্গের 'গুপ্ত' উপাধি।

ইঁহারা নিজদিগকে সাধারণ 'বৈদ্য' অভিমান করিয়া দেবল-ব্রাহ্মণের দ্বারা ঠাকুর পূজা করাইতেছেন। অধুনা আটঘর সেবায়েত আছেন এবং আটঘর মিলিত হইয়া দুইঘর হইয়াছেন। পূর্ব্বে বিগ্রহ-সেবার জন্য প্রচুর জমির ব্যবস্থা ছিল, কিন্তু সমস্ত

(১৫) জগদীশ পণ্ডিত ঃ—

শ্রীজগদীশ পণ্ডিত হয় জগতপাবন।
কৃষ্ণপ্রেমামৃত বর্ষে, যে বর্ষা ঘন ॥ ৩০ ॥

অনুভাষ্য

জমিই ইঁহারা হারাইয়াছেন। এক্ষণে সামান্য দেবোত্তরদ্বারা অতি কষ্টের সহিত শ্রীবিগ্রহসেবা চলিতেছে।

মন্দিরে একই সিংহাসনে শ্রীবলদেব ও শ্রীরাধাগোপীনাথ শ্রীবিগ্রহ অবস্থান করিতেছেন, দেখা যায়। সম্ভবতঃ বলদেব-বিগ্রহ পরে প্রতিষ্ঠিত। সম-সিংহাসনে শ্রীবলদেব ও শ্রীমতীসহ শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহের অবস্থান—তত্ত্ববিরোধপূর্ণ ব্যাপার। বৈশাখী-পূর্ণিমায় পরমেশ্বরী-ঠাকুরের তিরোভাবোৎসব হয়।

৩০। শ্রীজগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট—যশড়া-গ্রাম—নদীয়া জেলার চাকদহ ষ্টেশন হইতে (ই, বি, আর, লাইনে) এক মাইলের মধ্যে। চৈঃ ভাঃ আদি, ৪র্থ অঃ ও চৈঃ চঃ আদি, ১৪শ পঃ ৩৯ সংখ্যা দ্রষ্টব্য। যশড়া শ্রীপাটের বিবরণে জানা যায় যে, জগদীশ ভট্ট পূর্ব্বদেশে গৌহাটী-অঞ্চলে আবির্ভূত হন। তাঁহার পিতা কমলাক্ষ—গয়ঘর বন্দ্যঘটীয় ভট্টনারায়ণের সন্তান। জগদীশের পিতা-মাতা উভয়েই পরম বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ গৃহস্থ ছিলেন। মাতা-পিতার অপ্রকটের পর জগদীশ স্বীয় ভার্য্যা 'দুঃখিনী' ও ভ্রাতা মহেশকে সঙ্গে লইয়া স্বীয় জন্মভূমি পরিত্যাগ করেন এবং গঙ্গাতীরে বাস ও বৈষ্ণবসঙ্গে কাল কাটাইবার জন্য শ্রীমায়াপুরে শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের গৃহের নিকট আসিয়া বাস করেন। গৌরসুন্দর জগদীশকে হরিনাম প্রচারের জন্য নীলাচলে যাইতে আদেশ করেন। জগদীশ পণ্ডিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদেশে নীলাচলে নামপ্রচারকালে জগন্নাথদেবের নিকট প্রার্থনা-ফলে জগন্নাথদেবের শ্রীমূর্ত্তি লইয়া আসিয়া আধুনিক চাকদহ-থানার অধীন গঙ্গাতীরস্থ যশড়া-গ্রামে শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। প্রবাদ আছে যে, জগদীশ পণ্ডিত পুরুষোত্তম হইতে এই জগন্নাথ-মূর্ত্তি যশড়া-গ্রামে একটী যষ্ঠিতে বহন করিয়া লইয়া আসেন। অদ্যাপি একটী যষ্ঠি জগদীশ পণ্ডিতের 'জগন্নাথবিগ্রহ-আনা যষ্ঠি' বলিয়া যশড়ার সেবায়েত-গণকর্ত্তৃক প্রদর্শিত হইয়া থাকে।

শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রভু সপার্ষদে দুইবার যশড়া-গ্রামে আগমনপূর্ব্বক সঙ্কীর্ত্তনবিহার, হরিকথা-কীর্ত্তন ও মহামহোৎসব করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত আছে।

জগদীশ পণ্ডিত গৃহস্থ লীলাভিনয় করিয়াছিলেন। তাঁহার একমাত্র পুত্রের নাম 'রামভদ্র গোস্বামী'।

পূর্ব্বে গঙ্গাতীরে বটবৃক্ষের নীচে জগন্নাথ-মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিলেন; পরে গোয়াড়ী-কৃষ্ণনগরের রাজা-কৃষ্ণচন্দ্র মন্দির প্রস্তুত করাইয়া দেন। কৃষ্ণনগরের রাজার নির্ম্মিত মন্দিরটী জীর্ণ হইলে স্থানীয় উমেশচন্দ্র মজুমদারের সহধর্ম্মিণী মোক্ষদা দাসী ১৩২৪ সালে বর্ত্তমান মন্দিরের সংস্কার করিয়া দেন—একটী প্রস্তর-ফলকে খোদিত রহিয়াছে। সেই মন্দিরটী—চূড়াবিহীন সাধারণ-গৃহাকার। সম্মুখে একটী নাতিবিস্তৃত প্রাঙ্গণ। মন্দিরে শ্রীজগন্নাথ-দেব, শ্রীরাধাবল্লভজীউ ও জগদীশের পত্নী দুঃখিনী-মাতার স্থাপিত গৌরগোপাল-মূর্ত্তি বিরাজিত।

মহাপ্রভু যখন যশড়ার জগদীশের গৃহ পবিত্র করিয়া নীলাচলে গমনোদ্যত হইলেন, তখন দুঃখিনী গৌরসুন্দরের বিরহে অত্যন্ত কাতর হওয়ায় মহাপ্রভু গৌরগোপাল-বিগ্রহরূপে যশড়া-গ্রামে দুঃখিনীর সেবা গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হন। তদবধি শ্রীগৌর-গোপাল-বিগ্রহ (পীতবর্ণ দারুময়ী গোপাল-মূর্ত্তি) তথায় সেবিত হইতেছেন।

এ স্থান হইতে গঙ্গা প্রায় এক ক্রোশ দূরে সরিয়া গিয়াছে। যশড়া-গ্রামে কিছুকাল কালনার সিদ্ধ ভগবান্ দাস বাবাজী মহাশয় ভজন করিয়াছিলেন। পরে এই স্থান হইতে বাবাজী মহাশয় কালনায় গিয়া বাস করেন। কালনা হইতেও তিনি এইস্থানে সময় সময় আসিতেন। তখন বিজয়চন্দ্র গোস্বামী মহাশয় শ্রীজগন্নাথদেবের সেবায়েত ছিলেন। শ্রীপাটের বর্ত্তমান সেবায়েত—শ্রীললিতমোহন গোস্বামী। ইঁহারা বাড়ুয্যে; ইঁহাদের মাতুল—গাঙ্গুলী-বংশ্য। গদাধর-নামক জনৈক বৈষ্ণবকবি-রচিত জগদীশ পণ্ডিত গোস্বামীর সূচক-গান অদ্যাপি যশড়া-গ্রামে গীত হইয়া থাকে। গানটীতে অল্পাক্ষরে জগদীশ পণ্ডিতের জীবন-বৃত্তান্ত গ্রথিত আছে। খঞ্জ-ভগবানের পুত্র রঘুনাথাচার্য্য, জগদীশ পণ্ডিত গোস্বামীর শিষ্য ছিলেন।

জগদীশ পণ্ডিতের তিরোভাব-দিন—পৌষী শুক্লা তৃতীয়া। প্রতি বৎসর পৌষী শুক্লা দ্বাদশীতে জগদীশ পণ্ডিতের জন্মোৎসব হয় ও স্নানযাত্রা উপলক্ষে বহুলোক সমবেত হন।

(১৬) ধনঞ্জয় পণ্ডিত (গোপাল-৬) ঃ—

নিত্যানন্দ-প্রিয়ভৃত্য পণ্ডিত ধনঞ্জয়।
অত্যন্ত বিরক্ত, সদা কৃষ্ণপ্রেমময় ॥ ৩১ ॥

অনুভাষ্য

৩১। পণ্ডিত ধনঞ্জয়—ইঁহার নিবাস কাটোয়ার নিকট শীতল-গ্রামে। ইঁনি দ্বাদশ-গোপালের অন্যতম 'বসুদাম'-সখা। গৌঃ গঃ ১২৭—"বসুদামসখা যশ্চ পণ্ডিতঃ শ্রীধনঞ্জয়ঃ।" চৈঃ ভাঃ অন্ত্য, ৬ষ্ঠ অঃ—"ধনঞ্জয় পণ্ডিত মহান্ত বিলক্ষণ। যাঁহার হৃদয়ে নিত্যানন্দ অনুক্ষণ।।"

শীতলগ্রাম—বর্দ্ধমান-জেলান্তর্গত মঙ্গলকোট-থানায় ও কৈচর-ডাকঘরের অন্তর্গত। বর্দ্ধমান হইতে কাটোয়া-লাইট্-রেলে কাটোয়া হইতে ৯ মাইল কৈচর-ষ্টেশনে নামিয়া ১ মাইল উত্তর-

(১৭) মহেশ পণ্ডিত (গোপাল-৭) ঃ—

মহেশ পণ্ডিত—ব্রজের উদার গোপাল ।
ঢক্কাবাদ্যে নৃত্য করে প্রেমে মাতোয়াল ॥ ৩২ ॥

(১৮) পুরুষোত্তম পণ্ডিত (গোপাল-৮) ঃ—

নবদ্বীপে পুরুষোত্তম পণ্ডিত মহাশয় ।
নিত্যানন্দ-নামে যাঁর মহোন্মাদ হয় ॥ ৩৩ ॥

অনুভাষ্য

পূর্ব্ব-কোণে। দেবালয়টী খড়ের ঘরের, চারিদিকে মাটির প্রাচীর। বহুকাল পূর্ব্বে 'বাজারবন কাবাশী'-গ্রামের মল্লিকবাবুরা শ্রীবিগ্রহের একটী পাকা গৃহ করিয়া দিয়াছিলেন। ৬৪/৬৫ বৎসর হইল, সে-মন্দির ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। প্রাচীন মন্দিরের ভিত্তি এখনও বর্ত্তমান। প্রবেশপথের বামদিকে একটী তুলসীবেদী,—উহাই ধনঞ্জয় পণ্ডিতের সমাধি-বেদী। পশ্চিমদ্বারী গৃহমধ্যে শ্রীধনঞ্জয়-সেবিত শ্রীগোপীনাথ, শ্রীশ্রীনিতাই-গৌর এবং শ্রীদামোদর-বিগ্রহ আছেন। দেবালয় হইতে অল্পদূরে একটী বাগানে শ্রীবিগ্রহ লইয়া গিয়া প্রতিবর্ষে মাঘ-মাসের মাঝামাঝি তিরোভাব-উৎসব হয়। কেহ কেহ বলেন, ধনঞ্জয় পণ্ডিতের প্রকৃত জন্মভূমি—চট্টগ্রাম জেলায় 'জাড়'-গ্রামে। ইঁনি তথা হইতে শীতল-গ্রামে ও সাঁচড়া-পাঁচড়া-গ্রামে শ্রীবিগ্রহ-সেবা প্রকাশ করেন।

কথিত আছে, ইনি কিছুদিন নবদ্বীপে মহাপ্রভুর সহিত সঙ্কীর্ত্তন করিয়া শীতল-গ্রামে প্রত্যাবর্ত্তন করেন এবং তথা হইতে শ্রীবৃন্দাবনধাম-দর্শনে গমন করেন। বৃন্দাবন যাইবার পূর্ব্বে বর্ত্তমান মেমারী-ষ্টেশনের তিন ক্রোশ দক্ষিণে অবস্থিত সাঁচড়াপাঁচড়া-গ্রামে কিছুকাল অবস্থানপূর্ব্বক তথায় স্বীয় সহযাত্রী শিষ্যকে শ্রীসেবা প্রকাশ করিতে অনুমতি দিয়া তিনি বৃন্দাবনে গমন করেন। এজন্য সাঁচড়াপাঁচড়া-গ্রামকেও লোকে "ধনঞ্জয়ের পাট" বলিয়া থাকেন। অধুনা এই গ্রামে ধনঞ্জয় পণ্ডিতের কোন নিদর্শনই নাই; কিন্তু শীতল-গ্রামেই তাঁহার প্রধান শ্রীপাট। বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক ইনি জলন্দি-গ্রামে দেবসেবা করেন এবং তথা হইতে পুনরায় শীতলগ্রামে আসিয়া শ্রীগৌরাঙ্গদেবের সেবা প্রকাশ করেন।

শুনা যায়, ধনঞ্জয়ের বংশ নাই। সঞ্জয়-নামে তাঁহার এক ভ্রাতা ছিলেন। ইঁহার পুত্রের নাম—রামকানাই ঠাকুর। সঞ্জয়ের শ্রীপাট—বর্দ্ধমান-জেলার ৪/৫ ক্রোশ পূর্ব্বে লোকনগর ডাক-ঘরের অন্তর্গত জলন্দি-গ্রামে। সঞ্জয়ের বংশধরগণের মধ্যে এক্ষণে শ্রীনীলমণি ঠাকুর ও শ্রীরাখালচন্দ্র ঠাকুর প্রভৃতি এবং দৌহিত্র-সন্তান শ্রীকানাইলাল মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি জলন্দি-গ্রামেই বাস করিতেছেন। ঐ স্থানে শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবা আছে। বর্ত্তমান বোলপুরের অতি নিকটে মুলুক-গ্রামে উক্ত রামকানাইয়ের শ্রীপাট ; সেবায়েত—শ্রীযুগলকিশোর মুখোপাধ্যায় ও শ্রীগৌর-কিশোর মুখোপাধ্যায় ঐ স্থানে বাস করেন। কেহ কেহ বলেন, সঞ্জয় ধনঞ্জয়ের শিষ্য ছিলেন। শীতল-গ্রামে এক্ষণে যাঁহারা সেবায়েত আছেন, তাঁহারা—ধনঞ্জয় পণ্ডিতের শিষ্যের বংশধর। ধনঞ্জয়-শিষ্য জীবনকৃষ্ণের স্থাপিত প্রাচীন বিগ্রহ শ্রীশ্যামসুন্দর-জীউ এক্ষণে গোপালরায় চৌধুরীর বাটীতে আছেন।

৩২। মহেশ পণ্ডিত—ইঁহার শ্রীপাট বঙ্গাব্দ ১৩৩৪ সালের প্রথম কয়েকমাস পর্য্যন্ত পালপাড়ায় অবস্থিত ছিল। তৎপরে চাকদহের নিকট কাঠালপুলি-গ্রামে স্থানান্তরিত হইয়াছে (গৌড়ীয় ৬ষ্ঠ বর্ষ (খণ্ড), ১৩ সংখ্যায় 'প্রাপ্তপত্র' দ্রষ্টব্য)। ইনি দ্বাদশ-গোপালের অন্যতম 'মহাবাহু' সখা। গৌঃ গঃ ১২৯—"মহেশ-পণ্ডিতঃ শ্রীমন্মহাবাহুর্ব্রজে সখা।" চৈঃ ভাঃ অন্ত্য, ৬ষ্ঠ অঃ—"মহেশ পণ্ডিত অতি পরম মহান্ত।।"

পালপাড়া—নদীয়া-জেলায় ই, বি, আর লাইনের চাকদহ-ষ্টেশন হইতে একমাইল দক্ষিণে জঙ্গলের মধ্যে অবস্থিত। গঙ্গা এস্থান হইতে দূরে। পূর্ব্বে জিরাটের পূর্ব্বপারে মসিপুর বা যশীপুর (?) নামক স্থানে মহেশ পণ্ডিতের বাস ছিল। কিন্তু মসিপুর গঙ্গাগর্ভগত হওয়ায় সেস্থান হইতে সুখসাগরের নিকটবর্ত্তী বেলেডাঙ্গায় মহেশ পণ্ডিতের প্রতিষ্ঠিত শ্রীবিগ্রহ কিছুকাল ছিলেন, পরে গঙ্গার ভাঙ্গনে বেলেডাঙ্গারও ধ্বংস হইলে পালপাড়ার জমিদার নবকুমার চট্টোপাধ্যায় সেই শ্রীবিগ্রহ তদানীন্তন সেবায়েত বাবাজী রামকৃষ্ণদাসকে বলিয়া পালপাড়ায় আনয়ন করেন ও তথায় মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দেন। নবকুমার বাবুর পুত্র রজনীবাবু ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে মন্দিরের জমিগুলি হরে-কৃষ্ণদাস বাবাজীকে রেজিষ্ট্রী করিয়া দেন। তদবধি 'পালপাড়া-পাট' নাম চলিয়া আসিতেছে। পালপাড়া—পাঁচনগর-পরগণার অন্তর্গত। বেলেডাঙ্গা, বেরিগ্রাম, সুখসাগর, চান্দুড়ে, মনসাপোতা, পালপাড়া প্রভৃতি চৌদ্দটী মৌজা পাঁচনগরে থাকায় উহাকে কেহ কেহ 'নাগরদেশ' বলেন। কাহারও কাহারও মতে, এই মহেশ পণ্ডিত যশড়া-শ্রীপাটের জগদীশ পণ্ডিতের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। তাঁহারা বলেন যে, জগদীশ, হিরণ্য ও এই মহেশ পণ্ডিত—তিনভ্রাতা ছিলেন। জগদীশ—জ্যেষ্ঠ, হিরণ্য—মধ্যম ও মহেশ—কনিষ্ঠ। এই মহেশ পণ্ডিতই শ্রীজগদীশের ভ্রাতা কি না, এ বিষয়ে প্রামাণিক গ্রন্থে উল্লেখ না থাকায় ইহার সত্যতা সন্দেহার্হ।

শ্রীমহেশ পণ্ডিত শ্রীনিত্যানন্দের সহিত পাণিহাটী-মহোৎসবে উপস্থিত ছিলেন ও উৎসবের পর শ্রীনিত্যানন্দ-সঙ্গে সপ্তগ্রামে গিয়াছিলেন। ভক্তিরত্নাকর ৮ম তরঙ্গে দেখা যায় যে, শ্রীনরোত্তম ঠাকুর যখন খড়দহে আগমন করিয়াছিলেন, তখন শ্রীমহেশ পণ্ডিত সেইস্থানে উপস্থিত ছিলেন।

(১৯) বলরামদাস ঃ—

বলরামদাস—কৃষ্ণপ্রেমরসাস্বাদী ।
নিত্যানন্দ-নামে হয় পরম উন্মাদী ॥ ৩৪ ॥

(২০) যদুনাথ কবিচন্দ্র ঃ—

মহাভাগবত যদুনাথ কবিচন্দ্র ।
যাঁহার হৃদয়ে নৃত্য করে নিত্যানন্দ ॥ ৩৫ ॥

অনুভাষ্য

শ্রীপাটের মন্দিরটী সামান্য গৃহাকারে বর্ত্তমান। জীর্ণ মন্দিরে শ্রীগৌরনিত্যানন্দ-শ্রীমূর্ত্তি, শ্রীগোপীনাথ, শ্রীমদনমোহন, শ্রীরাধা-গোবিন্দ ও শালগ্রাম বিরাজিত। মন্দিরের সম্মুখে মহেশ পণ্ডিতের ফুলসমাজ-বেদী। এখন ভিক্ষাদ্বারাই সেবা-নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। স্থানীয় শ্রীকালীকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী বার্ষিক ২৫্ টাকা করিয়া সাহায্য করেন। শ্রীমহেশ পণ্ডিতের কোন বংশাবলী বর্ত্তমান নাই। বর্ত্তমান সেবায়েত—শ্রীসনাতনদাস বাবাজী।

৩৩। পুরুষোত্তম পণ্ডিত—চৈঃ ভাঃ অন্ত্য, ষষ্ঠ অঃ—"পণ্ডিত পুরুষোত্তম নবদ্বীপে জন্ম। নিত্যানন্দস্বরূপের মহাভৃত্য মর্ম্ম।।" ইনি দ্বাদশ-গোপালের অন্যতম 'স্তোককৃষ্ণ'। গৌঃ গঃ ১৩০ শ্লোক—"স্তোককৃষ্ণঃ সখা প্রাগ্ যো দাসঃ শ্রীপুরুষোত্তমঃ।" কেহ বলেন, ইঁহারই শ্রীপাট—সুখসাগরে।

৩৪। বলরাম দাস—চৈঃ ভাঃ অন্ত্য, ষষ্ঠ অঃ—"প্রেমরসে মহামত্ত বলরামদাস। যাঁহার বাতাসে সব পাপ যায় নাশ।।"

৩৫। যদুনাথ কবিচন্দ্র—চৈঃ ভাঃ অন্ত্য, ষষ্ঠ অঃ—"যদুনাথ কবিচন্দ্র—প্রেমরসময়। নিরবধি নিত্যানন্দ যাঁহার হৃদয়।।" ঐ মধ্য, ১ম অঃ—"রত্নগর্ভ আচার্য্য বিখ্যাত যাঁর নাম। নিত্যানন্দ-প্রভুর বাপের সঙ্গী, জন্ম—একগ্রাম।। তিন পুত্র—তাঁর কৃষ্ণপদ-মকরন্দ। কৃষ্ণানন্দ, জীব, যদুনাথ কবিচন্দ্র।।"

৩৬। কৃষ্ণদাস—চৈঃ ভাঃ অন্ত্য, ষষ্ঠ অঃ—"রাঢ়ে জন্ম মহাশয় বিপ্র কৃষ্ণদাস। নিত্যানন্দ-পরিষদে যাঁহার বিলাস।।"

৩৭। কালা কৃষ্ণদাস—চৈঃ ভাঃ অন্ত্য, ষষ্ঠ অঃ—"প্রসিদ্ধ কালিয়া কৃষ্ণদাস ত্রিভুবনে। গৌরচন্দ্র লভ্য হয় যাঁহার স্মরণে।।" গৌঃ গঃ ১৩২—"কালঃ শ্রীকৃষ্ণদাসঃ স যো লবঙ্গঃ সখা ব্রজে।" ইনি দ্বাদশগোপালের অন্যতম 'লবঙ্গ' সখা। ইঁহার শ্রীপাট 'আকাইহাট'-গ্রাম—বর্দ্ধমান-জেলায় কাটোয়া-থানা ও ডাকঘরের অন্তর্গত এবং কাটোয়া হইতে 'নবদ্বীপ-কাটোয়া' রাজপথের ধারে অবস্থিত। ই, আই, আর, লাইনে ব্যাণ্ডেল-জংসন হইতে কাটোয়া-ষ্টেশনে নামিয়া দুই মাইল, অথবা কাটোয়ার পূর্ব্ব ষ্টেশন দাঁইহাটে নামিয়া প্রায় এক মাইল পথ। আকাইহাট-গ্রামটী অতীব ক্ষুদ্র বলিয়া লোকজনের বাস বিরল। শ্রীপাট অধুনা শ্রীহীন। কালা-কৃষ্ণদাস ঠাকুরের সমাধি-মন্দিরটী কড়িকাঠ ভাঙ্গিয়া চাপা

(২১) দ্বিজ কৃষ্ণদাস ঃ—

রাঢ়ে যাঁর জন্ম কৃষ্ণদাস দ্বিজবর ।
শ্রীনিত্যানন্দের তেঁহো পরম কিঙ্কর ॥ ৩৬ ॥

(২২) কালাকৃষ্ণদাস (গোপাল-৯) ঃ—

কালা-কৃষ্ণদাস বড় বৈষ্ণবপ্রধান ।
নিত্যানন্দ-চন্দ্র বিনা নাহি জানে আন ॥ ৩৭ ॥

অনুভাষ্য

পড়িয়াছে। রাস্তা হইতে আম্রবাগানের মধ্য দিয়া যাইলে সম্মুখে একটী ভগ্ন কুঠুরি দেখা যায়। কুঠুরির মধ্যে শ্রীবিগ্রহের শূন্য বেদী এবং কুঠুরির পূর্ব্ব-দক্ষিণকোণে একটী খড়ের চালা, তাহার মধ্যে সেবায়েতগণের সমাজ। বর্ত্তমান সেবায়েত—হরেরামদাস বাবাজী। দক্ষিণে একটী পুষ্করিণী—ইহাই "নূপুরকুণ্ড"। প্রবাদ, এই পুষ্করিণীতে শ্রীখণ্ডের মুকুন্দাত্মজ রঘুনন্দন ঠাকুরের, কাহারও মতে, নিত্যানন্দপ্রভুর নূপুর পতিত হইয়াছিল। শুনা যায়, ঐ নূপুর এবং আকাইহাট-শ্রীপাটের শ্রীরাধাবল্লভ ও শ্রীগোপাল-জীউ, আকাইহাট হইতে তিনক্রোশ দূরে কড়ুই-গ্রামে মহান্ত বাটীতে অদ্যাপি আছেন। ১২০০ সালের হস্তাক্ষর-লিখিত একখানি শ্রীচৈতন্যভাগবত এবং ১১৭১ সালের লিখিত একখানি শ্রীচরিতামৃত আছে। চৈত্রমাসে কৃষ্ণদ্বাদশী—বারুণীর দিবস—এখানে শ্রীকালাকৃষ্ণদাস ঠাকুরের তিরোভাব-উৎসব সম্পন্ন হয়।

পাবনা-জেলান্তর্গত সুপ্রসিদ্ধ বেড়াবন্দরের প্রায় তিন মাইল পশ্চিমে ইচ্ছামতী-নদীর উত্তর-তীরে সোনাতলা-গ্রামনিবাসী 'গোস্বামী' মহাশয়গণের মতে,—কালাকৃষ্ণদাস ঠাকুর—বরেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণকুলোদ্ভূত ভরদ্বাজ-গোত্র এবং ভাদড়-গ্রামী। আকাই-হাট হইতে কালাকৃষ্ণদাস ঠাকুর হরিনাম প্রচার উপলক্ষে পাবনা আগমন করেন। যে-স্থানে তিনি আশ্রম করেন, সেই মাঠে এখনও গৃহাদির ভগ্ন চিহ্ন আছে। পরে এই স্থানে তাঁহার জ্ঞাতিগণও আগমন করেন। আকাইহাটে বারেন্দ্র-ব্রাহ্মণ না থাকায় তিনি এই দেশেই বিবাহ করেন এবং কিছুদিন পরে তিনি পুনরায় আকাইহাটে ও শ্রীবৃন্দাবনে গমন করেন।

সোনাতলা-গ্রামে অবস্থানকালে তাঁহার 'শ্রীমোহনদাস'-নামে এক পুত্র জন্মে ; তাঁহাকে মাতুলালয়ে সোনাতলা বা ভাদুটী-মথুরাপুর-গ্রামে রাখিয়া এবং সমুদয় সম্পত্তি তাঁহাকে প্রদান করিয়া তিনি সস্ত্রীক শ্রীবৃন্দাবনে গমন করেন। শ্রীবৃন্দাবনেও তাঁহার গৌরাঙ্গদাস-নামে আর এক পুত্র জন্মে। শ্রীবৃন্দাবনে জন্মহেতু গৌরাঙ্গদাসের অপর নাম বৃন্দাবনদাস। পরে জ্যেষ্ঠপুত্র মোহনদাসের নিকট তাঁহাকেও পাঠাইয়া দেন এবং সম্পত্তির ছয়আনা অংশ লইতে আদেশ করেন। গৌরাঙ্গদাস শ্রীবৃন্দাবনের শ্রীগোবিন্দজীউর অনুরূপ শ্রীকালাচাঁদ-বিগ্রহ প্রকাশপূর্ব্বক জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতার সহিত সেবা করিতে থাকেন।

(২৩) সদাশিব কবিরাজ, (২৪) পুরুষোত্তম (গোপাল-১০) ঃ—

শ্রীসদাশিব কবিরাজ—বড় মহাশয় ।
শ্রীপুরুষোত্তমদাস—তাঁহার তনয় ॥ ৩৮ ॥

'নাগর' পুরুষোত্তম ঃ—

আজন্ম নিমগ্ন নিত্যানন্দের চরণে ।
নিরন্তর বাল্যলীলা করে কৃষ্ণ-সনে ॥ ৩৯ ॥

(২৫) কানু ঠাকুর ঃ—

তাঁর পুত্র—মহাশয় শ্রীকানু ঠাকুর ।
যাঁর দেহে রহে কৃষ্ণ-প্রেমামৃতপূর ॥ ৪০ ॥

(২৬) উদ্ধারণ ঠাকুর (গোপাল-১১) ঃ—

মহাভাগবত-শ্রেষ্ঠ দত্ত উদ্ধারণ ।
সর্ব্বভাবে সেবে নিত্যানন্দের চরণ ॥ ৪১ ॥

অনুভাষ্য

কালা-কৃষ্ণদাস ঠাকুরের শ্রীবিজয়গোবিন্দ গোস্বামিপ্রমুখ বংশধরগণ পাবনা-জেলায় সোনাতলা প্রভৃতি স্থানে আজও বর্ত্তমান।

সোনাতলা-গ্রামস্থিত আশ্রমবাটীর ভিটা, মন্দিরের ইট এবং পুষ্করিণীর ঘাট এখনও দেখা যায়। এখানকার শ্রীবিগ্রহ—শ্রীকালাচাঁদজীউ পালাক্রমে কালাকৃষ্ণদাসের বংশধরগণের দ্বারাই সেবিত হন। এস্থানে অগ্রহায়ণ-মাসে কৃষ্ণা দ্বাদশীতে কালাকৃষ্ণ-দাস ঠাকুরের তিরোভাব-উৎসব হয়।

৩৮-৩৯। সদাশিব কবিরাজ ও নাগর পুরুষোত্তম—চৈঃ ভাঃ অন্ত্য, ষষ্ঠ অঃ—"সদাশিব কবিরাজ মহাভাগ্যবান্। যাঁর পুত্র শ্রীপুরুষোত্তম দাস নাম।। বাহ্য নাহি পুরুষোত্তম দাসের শরীরে। নিত্যানন্দচন্দ্র যাঁর হৃদয়ে বিহরে।।" গৌঃ গঃ ১৫৬—"পুরা চন্দ্রাবলী যাসীদ্ ব্রজে কৃষ্ণপ্রিয়া পরা। অধুনা গৌড়দেশে সা কবিরাজঃ সদাশিবঃ।।" ১৩১ শ্লোক—"সদাশিবসুতো নাম্না নাগরঃ পুরুষোত্তমঃ। বৈদ্যবংশোদ্ভবো নাম্না দামা যোবল্লবো ব্রজে।।" সদাশিব কবিরাজের পিতা কংসারি সেন—কৃষ্ণলীলায় ব্রজের 'রত্নাবলী' সখী। কেহ বলেন, কংসারি সেনের নিবাস—ই, আই, আর, লাইনে গুপ্তিপাড়ায়, কিন্তু অধুনা তাহার কোন চিহ্ন তথায় দেখিতে পাওয়া যায় না। যাহা হউক, ইঁহাদের ন্যায় চারি পুরুষ ধরিয়া সিদ্ধ গৌরভক্ত অন্যত্র বিরল।

শ্রীপুরুষোত্তম ঠাকুরের শ্রীপাট পূর্ব্বে চাকদহ ও শিমুরালি-ষ্টেশন হইতে সমদূরবর্ত্তী সুখসাগরে ছিল। প্রথমে বেলেডাঙ্গা-গ্রাম ধ্বংস হইলে, সুখসাগরে শ্রীপুরুষোত্তম ঠাকুরের শ্রীবিগ্রহ-সকল আনীত হন। পরে তাহাও গঙ্গাগর্ভজাত হইলে ঐ স্থানে শ্রীজাহ্নবা-মাতার যে গাদি ছিল, সেই গাদির শ্রীবিগ্রহগণের সহিত পুরুষোত্তম ঠাকুরেরও শ্রীবিগ্রহ সাহেবডাঙ্গা বেড়িগ্রামে আনীত হন। বেড়িগ্রামও ধ্বংস হইলে জাহ্নবা-মাতার গাদির শ্রীবিগ্রহ-সমূহের সহিত পুরুষোত্তম ঠাকুরের শ্রীবিগ্রহ প্রায় পঞ্চাশ বৎসর যাবৎ চান্দুড়ে-গ্রামে বিরাজ করিতেছেন।

ভাগীরতী-তীরে চান্দুড়ে-গ্রাম—নদীয়া-জেলার অন্তর্গত ও চাকদহ-থানার অধীন এবং ই, বি, আর, লাইনে 'সিমুরালি'-ষ্টেশন হইতে এক মাইল দূরে এবং 'পালপাড়া' হইতে এক মাইল পথ।

পুরাতন সুখসাগর নদীগর্ভজাত হওয়ায় নূতন সুখসাগর এই চান্দুড়ে-গ্রাম হইতে ৩/৪ মাইল দূরে কালীগঞ্জের দক্ষিণে অবস্থিত।

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর জামাতা—শ্রীমতী গঙ্গাদেবীর ভর্ত্তা—জিরাট-নিবাসী শ্রীমাধবাচার্য্য (মাধব চট্টোপাধ্যায়) কাহারও মতে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর, কাহারও মতে শ্রীজাহ্নবাদেবীর এবং কাহারও মতে এই পুরুষোত্তম ঠাকুরের শিষ্য ছিলেন। 'বৈষ্ণব-বন্দনা'-লেখক শ্রীদেবকীনন্দন দাস যে ইঁহারই শিষ্য ছিলেন, তদ্বিষয়ে 'বৈষ্ণব-বন্দনা'য় স্পষ্ট উল্লেখ আছে।

বর্ত্তমান মন্দিরটী মৃন্ময়-প্রাচীরযুক্ত একটী খড়ের গৃহ। মন্দিরগৃহে শ্রীজগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রা, নিতাই-গৌর—দুই দুইটী বিগ্রহ, গোপীনাথ, জাহ্নবা-মাতা, বালগোপাল, রাধাগোবিন্দ—পাঁচটী যুগল, রেবতী ও বলরাম এবং শালগ্রাম বিরাজিত। ইঁহার মধ্যে কয়েকটী শ্রীমূর্ত্তি পুরুষোত্তম ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত, আর বাকী শ্রীমূর্ত্তি জাহ্নবাদেবীর গাদির,—কেহ কেহ এইরূপ বলিয়া থাকেন। এই শ্রীপাটটী 'বসু-জাহ্নবা'র শ্রীপাট নামেও খ্যাত। চাঁন্দুড়ে-শ্রীপাটের নিম্নলিখিত সেবায়েত মহান্তগণের নাম পাওয়া যায়,—(১) গোপালদাস মহান্ত, (২) রামকৃষ্ণ, (৩) বিহারিদাস, (৪) রামদাস, (৫) গোপালদাস ও (৬) বর্ত্তমান বৃদ্ধ সেবায়েত—সীতানাথ দাস।

৪০। কানু ঠাকুর—কেহ কেহ ইঁহাকে দ্বাদশগোপালের অন্যতম বলেন। ইঁহার নিবাস—বোধখানা। ই, বি, আর, সেণ্ট্রাল সেক্সনে 'ঝিকরগাছা-ঘাট' ষ্টেশনে নামিয়া কপোতাক্ষ-নদ দিয়া নৌকাপথে অথবা স্থলপথে ২ বা ২৷৷০ মাইল দূরে শ্রীপাট বোধখানা।

ঠাকুর কানাইর উর্দ্ধতন চতুর্থপুরুষ শ্রীকংসারি সেনের নাম 'সম্বরারি'। দেবকীনন্দন বৈষ্ণব-বন্দনায় ঠাকুর কানাইর উর্দ্ধতন চারি পুরুষের নামোল্লেখ করিয়াছেন,—

"শ্রীকংসারি সেন বন্দোঁ সেন শ্রীবল্লভ। সদাশিব কবিরাজ বন্দোঁ এক মনে। নিরন্তর প্রেমোন্মাদ, বাহ্য নাহি জানে। ইষ্টদেব

অনুভাষ্য

বন্দোঁ শ্রীপুরুষোত্তম নাম। কে কহিতে পারে তাঁর গুণ অনুপাম।।"

সদাশিবের পুত্র পুরুষোত্তম ঠাকুর। পুরুষোত্তম ঠাকুরের পুত্রই কানুঠাকুর। কানুঠাকুরের বংশীয়গণ পুরুষোত্তম ঠাকুরকে 'নাগর পুরুষোত্তম' হইতে পৃথক্ ব্যক্তি বলিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন, 'দাস-পুরুষোত্তম' বলিয়া যিনি গৌরগণোদ্দেশে উল্লিখিত হইয়াছেন এবং যিনি ব্রজলীলায় 'স্তোককৃষ্ণ', তিনিই কানুঠাকুরের পিতা কিন্তু গৌরগণোদ্দেশে,—বৈদ্যবংশোদ্ভুত সদাশিবের পুত্র পুরুষোত্তমই 'নাগর পুরুষোত্তম' বলিয়া লিখিত হইয়াছে। এই নাগর-পুরুষোত্তম ব্রজলীলায় 'দাম'-নামক সখা। কানুঠাকুরের বংশীয়গণের মধ্যে এইরূপ কিংবদন্তী চলিত আছে যে, গঙ্গার পূর্ব্বতীরে 'সুখসাগর' নামক-গ্রামে পুরুষোত্তম ঠাকুরের বাস ছিল। পুরুষোত্তমের পত্নীর নাম 'জাহ্নবা' ছিল। ঠাকুর কানাই-এর আবির্ভাবের পরেই জাহ্নবা অপ্রকট হন। নিত্যানন্দ প্রভু পুরুষোত্তম ঠাকুরের পত্নী-বিয়োগ-বার্ত্তা জানিতে পারিয়া পুরুষোত্তমের গৃহে আগমন করেন এবং দ্বাদশ বর্ষের শিশুকে স্বীয় ভবন খড়দহে লইয়া যান।

কানুঠাকুরের বংশীয়গণের মতানুসারে ১৪৫৭ শকে, বাং ৯৪২ সালে আষাঢ়ী শুক্ল-দ্বিতীয়ায় বৃহস্পতিবারে রথযাত্রার দিনে ঠাকুর কানাই আবির্ভূত হইয়াছেন। শিশুকাল হইতে ঠাকুরের কৃষ্ণভক্তি-পরায়ণতা দেখিয়া নিত্যানন্দপ্রভু তাঁহার নাম 'শিশুকৃষ্ণদাস' রাখিয়াছিলেন।

শিশু কৃষ্ণদাস পঞ্চম বর্ষে ঈশ্বরী জাহ্নবা-মাতার সহিত শ্রীবৃন্দাবন-ধামে গমন করেন। শ্রীজীব গোস্বামিপ্রমুখ ব্রজবাসিগণ শিশুকৃষ্ণদাসের ভাবাদি-দর্শনে তাঁহাকে 'ঠাকুর কানাই' নাম প্রদান করেন। জনশ্রুতি আছে যে, বৃন্দাবনে ঠাকুর কানাই যখন কীর্ত্তনানন্দে বিহ্বল হইয়া নৃত্য করিতেছিলেন, তখন তাঁহার দক্ষিণ পদের একটী নূপুর পদ হইতে অন্তর্হিত হইয়া যায়। ঠাকুর কানাই তখন বলেন,—'যে-স্থানে এই নূপুর পতিত হইয়াছে, আমি সেই স্থানে বাস করিব।' যশোহর-জেলায় 'বোধখানা'-নামক গ্রামে ঐ নূপুর পতিত হইয়াছিল বলিয়া শুনা যায়, তদবধি ঠাকুর কানাইর বোধখানা আসিয়া বাস।

ইঁহাদের বংশ-পরম্পরায় আর একটী জনশ্রুতি আছে যে, শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবের কয়েকশত বর্ষপূর্ব্বে সদাশিবের কোন পূর্ব্বপুরুষ-কর্ত্তৃক 'প্রাণবল্লভ' বিগ্রহ সেবিত হইয়া আসিতেছেন। এই 'প্রাণবল্লভ' এখনও বোধখানায় সেবিত হইতেছেন।

'বর্গীর হাঙ্গামা'র সময় ঠাকুর কানাইয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্রের সন্তানগণ-ভিন্ন বংশীবদনপ্রমুখ অন্য পুত্রগণ বোধখানা ত্যাগ করিয়া পলায়ন করেন এবং নদীয়া-জেলার অন্তর্গত 'ভাজনঘাট'-নামক গ্রামে গিয়া বাস করেন। ঠাকুর কানাইয়ের কনিষ্ঠ সন্তানগণের মধ্যে 'হরিকৃষ্ণ গোস্বামী' নামে জনৈক ব্যক্তি 'বর্গীর হাঙ্গামা' মিটিবার পর বোধখানায় আসেন। ইনি 'প্রাণবল্লভ' নামে আর একটী নূতন বিগ্রহ স্থাপন করেন। এখনও বোধখানা-গ্রামে ঠাকুর কানাইর জ্যেষ্ঠ সন্তানের বংশ্যগণের মধ্যে প্রাচীন "শ্রীপ্রাণবল্লভে"র এবং কনিষ্ঠ পুত্রের বংশ্যগণের মধ্যে নূতন-প্রতিষ্ঠিত 'প্রাণবল্লভে'র সেবা হইতেছে। ভাজনঘাটে "শ্রীরাধাবল্লভ" বিগ্রহ সেবিত হইতেছেন। প্রেমবিলাস-গ্রন্থে দৃষ্ট হয় যে, কানুঠাকুর খেতরির উৎসবে জাহ্নবা-দেবী ও বীরভদ্রপ্রভুর সহিত তথায় উপস্থিত ছিলেন।

পুরুষোত্তম ঠাকুর ও কানু ঠাকুরের বহু শৌক্র-ব্রাহ্মণ শিষ্য ছিল। পুরুষোত্তম ঠাকুরের শৌক্র-ব্রাহ্মণ শিষ্যগণের মধ্যে প্রধান চারিজনের নাম এইরূপ উল্লিখিত আছে,—

"তস্য প্রিয়তমাঃ শিষ্যাশ্চত্বারো ব্রাহ্মণোত্তমাঃ। শ্রীমুখো মাধবাচার্য্যো যাদবাচার্য্য-পণ্ডিতঃ।। দৈবকীনন্দন-দাসঃ প্রখ্যাতো গৌড়মণ্ডলে। যেনৈব রচিতা পুস্তী শ্রীমদ্বৈষ্ণব-বন্দনা।।" এই মাধবাচার্য্য—শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর কন্যা গঙ্গাদেবীর স্বামী। পুরুষোত্তমের প্রতিষ্ঠিত শ্রীবিগ্রহসমূহ সুখসাগর-গ্রাম ধ্বংসের পর চান্দুড়িয়ায় আনীত হইয়া বর্ত্তমানে জিরাটের গঙ্গা-বংশ্যগণের তত্ত্বাবধানে তাঁহার অন্যান্য বিগ্রহের সহিত সেবিত হইতেছেন। পুরুষোত্তম ঠাকুরের শ্রীপাট "বসু-জাহ্নবার" শ্রীপাট নামেও অভিহিত।

কানু ঠাকুরের শিষ্যগণ মেদিনীপুর-জেলায় শিলাবতী-নদীর ধারে গড়বেতা-নামক গ্রামে বাস করেন। সামবেদীয় কৌথুমী-শাখার রাঢ়ীশ্রেণীয় 'শ্রীরাম' নামক একটী ব্রাহ্মণ কানাই ঠাকুরের প্রসিদ্ধ শিষ্য ছিলেন।

৪১। উদ্ধারণ দত্ত—গৌঃ গঃ ১২৯ শ্লোক—"সুবাহুর্যো ব্রজে গোপো দত্তউদ্ধারণাখ্যকঃ।" ইঁহার নিবাস—হুগলী-জেলার অন্তর্গত ত্রিশবিঘা-ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী সরস্বতী-নদীর তটস্থিত 'সপ্তগ্রামে'। পূর্ব্বে 'সপ্তগ্রাম' বলিতে বাসুদেবপুর, বাঁশবেড়িয়া, কৃষ্ণপুর, নিত্যানন্দপুর, শিবপুর, শঙ্খনগর ও সপ্তগ্রাম—ইহাদের সমষ্টি বুঝাইত। চৈঃ ভাঃ অন্ত্য, ষষ্ঠ অঃ—"উদ্ধারণ দত্ত মহা-বৈষ্ণব উদার। নিত্যানন্দ-সেবায় যাঁহার অধিকার।।" অন্ত্য, ৫ম অঃ—"কতদিন থাকি' নিত্যানন্দ খড়দহে। সপ্তগ্রাম আইলেন সর্ব্বগণ সহে।। উদ্ধারণ দত্ত ভাগ্যবন্তের মন্দিরে। রহিলেন প্রভুবর ত্রিবেণীর তীরে।। কায়মনোবাক্যে নিত্যানন্দের চরণ। ভজিলেন অকৈতবে দত্ত উদ্ধারণ।। যতেক বণিককুল উদ্ধারণ হৈতে। পবিত্র হইল, দ্বিধা নাহিক ইহাতে।।" ইনি শৌক্র সুবর্ণ-বণিক-কুলোদ্ভুত।

(২৭) বৈষ্ণবানন্দ আচার্য্য ঃ—

আচার্য্য বৈষ্ণবানন্দ ভক্তি-অধিকারী ।
পূর্ব্বে নাম ছিল যাঁর 'রঘুনাথ পুরী' ॥ ৪২ ॥

(২৮) বিষ্ণুদাস, নন্দন, গঙ্গাদাস—ভ্রাতৃত্রয় ঃ—

বিষ্ণুদাস, নন্দন, গঙ্গাদাস,—তিন ভাই ।
পূর্ব্বে যাঁর ঘরে ছিলা ঠাকুর নিতাই ॥ ৪৩ ॥

(২৯) পরমানন্দ উপাধ্যায়, (৩০) জীবপণ্ডিত ঃ—

নিত্যানন্দভৃত্য—পরমানন্দ উপাধ্যায় ।
শ্রীজীব পণ্ডিত নিত্যানন্দ-গুণ গায় ॥ ৪৪ ॥

(৩১) পরমানন্দ গুপ্ত ঃ—

পরমানন্দ গুপ্ত—কৃষ্ণভক্ত মহামতি ।
পূর্ব্বে যাঁর ঘরে নিত্যানন্দের বসতি ॥ ৪৫ ॥

(৩২) নারায়ণ, (৩৩) কৃষ্ণদাস, (৩৪) মনোহর, (৩৫) দেবানন্দ ঃ—

নারায়ণ, কৃষ্ণদাস, আর মনোহর ।
দেবানন্দ—চারি ভাই নিতাই-কিঙ্কর ॥ ৪৬ ॥

(৩৬) হোড় কৃষ্ণদাস ঃ—

হোড় কৃষ্ণদাস—নিত্যানন্দপ্রভু-প্রাণ ।
শ্রীনিত্যানন্দ-পদ বিনা নাহি জানে আন ॥ ৪৭ ॥

অনুভাষ্য

সপ্তগ্রামে শ্রীউদ্ধারণ ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত ও স্বহস্ত-সেবিত মহাপ্রভুর ষড়্ভুজ-মূর্ত্তি। তাঁহার দক্ষিণে শ্রীনিত্যানন্দ ও বামে শ্রীগদাধর বিরাজিত। শ্রীরাধাগোবিন্দ-মূর্ত্তি, শ্রীশালগ্রাম ও সিংহাসন-বেদীর নিম্নে শ্রীউদ্ধারণ ঠাকুর মহাশয়ের আলেখ্য অর্চ্চিত হইতেছেন। বর্ত্তমান শ্রীমন্দিরের সম্মুখে একটী বৃহৎ নাটমন্দির। নাটমন্দিরের প্রতিস্তম্ভে স্মৃতিরক্ষক প্রস্তরফলকে মন্দির-নির্ম্মাতা ও শ্রীপাটের সংস্কারকগণের নাম খোদিত রহিয়াছে। নাটমন্দিরের সম্মুখেই একটী সুশীতল ছায়াপূর্ণ মাধবী-মণ্ডপ। মাধবী-মণ্ডপের দুইপার্শ্বে দুইটী স্তম্ভ—একটীতে উদ্ধারণ ঠাকুর মহাশয়ের আলেখ্য ও অপরটীতে প্রস্তর-ফলকে চতুর্যুগের চারিটী তারকব্রহ্মনাম খোদিত রহিয়াছে।

১২৮৩ সালে নিতাইদাস বাবাজী-নামক জনৈক ভিক্ষু শ্রীপাটের জন্য ১২ বিঘা জমি সংগ্রহ করেন। তৎপর কাহারও কাহারও বিশেষ চেষ্টায় শ্রীপাটের সেবা কিছুদিন চলিলেও ক্রমশঃ সেবার বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়। পরে ১৩০৬ সালে হুগলীর ভূতপূর্ব্ব সাবজজ্ বলরাম মল্লিক ও কলিকাতা-নিবাসী বহু ধনী সুবর্ণবণিকের সমবেত চেষ্টায় সম্প্রতি শ্রীপাটের সেবার কিছু পরিপাট্য দেখা যায়।

অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে একটী ভগ্ন কুটীরে হুগলী-বালি-নিবাসী পরলোকগত জগমোহন দত্ত-প্রতিষ্ঠিত শ্রীল উদ্ধারণ ঠাকুরের দারুময়ী শ্রীমূর্ত্তি বিরাজিত ছিলেন। সেই শ্রীমূর্ত্তি এখন সপ্তগ্রাম-শ্রীপাটে নাই। তাঁহার আলেখ্যই এখন পূজিত হইতেছেন। অনুসন্ধানে শুনা গেল, উদ্ধারণ ঠাকুরের পূর্ব্বের শ্রীমূর্ত্তি এখন হুগলী-বালি-নিবাসী শ্রীমদন দত্ত মহাশয়ের বাড়ীতে এবং ঠাকুরের সেবিত শ্রীশালগ্রাম ঐ গ্রামে শ্রীনাথ দত্তের গৃহে আছেন।

ঠাকুর উদ্ধারণ কাটোয়া হইতে ১॥০ মাইল উত্তরে 'নৈহাটী'-গ্রামের রাজার দেওয়ান ছিলেন। দাঁইহাট-ষ্টেশনের নিকট অদ্যাপি ঐ রাজবংশ্যগণের প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। ঠাকুর রাজকার্য্য উপলক্ষে যে স্থানে বাস করিতেন, তাহা আজও 'উদ্ধারণপুর' নামে অভিহিত। ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত এখানকার শ্রীনিতাইগৌর-বিগ্রহ বনওয়ারীবাদের রাজধানীতে নীত হইয়াছেন বলিয়া কথিত। এই স্থানের মন্দিরের পশ্চিমে, (কাহারও মতে, বৃন্দাবনে) ঠাকুরের সমাধি বর্ত্তমান। কাহারও মতে, ঠাকুরের পিতার নাম—শ্রীকর, মাতার নাম—ভদ্রাবতী এবং পুত্রের নাম—শ্রীনিবাস।

৪২। বৈষ্ণবানন্দ আচার্য্য—চৈঃ ভাঃ—"আচার্য্য বৈষ্ণবানন্দ পরম উদার। পূর্ব্বে 'রঘুনাথপুরী'-নাম খ্যাতি যাঁর।।" গৌঃ গঃ ৯৭—রঘুনাথপুরীকে অষ্টপুরীর নামোল্লেখে অণিমাদি অষ্ট-সিদ্ধির অন্যতম নিরূপণ করিয়াছেন।

৪৩। বিষ্ণুদাস, নন্দন ও গঙ্গাদাস—ইঁহারা তিনভাই—নবদ্বীপবাসী ভট্টাচার্য্য। বিষ্ণুদাস ও গঙ্গাদাস, নীলাচলে মহাপ্রভুর নিকট কিছুদিন ছিলেন। (আদি, ১০ পঃ ১৫১ সংখ্যা) নন্দনাচার্য্যের গৃহে মহাপ্রভু ও অদ্বৈতপ্রভু লুকাইয়া ছিলেন। নবদ্বীপে আসিয়া শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুও কিছুদিন বাস করেন। চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ষষ্ঠ অঃ—"চতুর্ভুজ পণ্ডিত-নন্দন গঙ্গাদাস। পূর্ব্বে যাঁর ঘরে নিত্যানন্দের বিলাস।।"

৪৪। পরমানন্দ উপাধ্যায়—চৈঃ ভাঃ অন্ত্য, ষষ্ঠ অঃ—"পরমানন্দ উপাধ্যায়—বৈষ্ণব একান্ত।"

শ্রীজীব পণ্ডিত—নিত্যানন্দপিতা হাড়াই ওঝার বাল্যবন্ধু রত্নগর্ভ আচার্য্যের মধ্যমপুত্র। চৈঃ ভাঃ অন্ত্য, ষষ্ঠ অঃ—"মহা-ভাগ্যবন্ত জীবপণ্ডিত উদার। যাঁর ঘরে নিত্যানন্দচন্দ্রের বিহার।।" ইনি ব্রজের ইন্দিরা—গৌঃ গঃ ১৬৯ শ্লোক।

৪৫। পরমানন্দ গুপ্ত—চৈঃ ভাঃ অন্ত্য, ষষ্ঠ অঃ—"প্রসিদ্ধ পরমানন্দ গুপ্ত মহাশয়। পূর্ব্বে যাঁর ঘরে নিত্যানন্দের আলয়।।" গৌঃ গঃ ১৯৪ ও ১৯৯ শ্লোক—ইনি ব্রজের মঞ্জুমেধা—"পরমানন্দ-গুপ্তো যৎকৃতা কৃষ্ণস্তবাবলী।"

৪৬। নারায়ণ, কৃষ্ণদাস, মনোহর ও দেবানন্দ—চৈঃ ভাঃ

(৩৭) নকড়ি, (৩৮) মুকুন্দ, (৩৯) সূর্য্য, (৪০) মাধব, (৪১) শ্রীধর, (গোপাল-১২), (৪২) রামানন্দ, (৪৩) জগন্নাথ, (৪৪) মহীধর ঃ—

নকড়ি, মুকুন্দ, সূর্য্য, মাধব, শ্রীধর।
রামানন্দ বসু, জগন্নাথ, মহীধর ॥ ৪৮ ॥

(৪৫) শ্রীমন্ত, (৪৬) গোকুলদাস, (৪৭) হরিহরানন্দ, (৪৮) শিবাই, (৪৯) নন্দাই, (৫০) পরমানন্দ ঃ—

শ্রীমন্ত, গোকুলদাস, হরিহরানন্দ।
শিবাই, নন্দাই, অবধূত পরমানন্দ ॥ ৪৯ ॥

(৫১) বসন্ত, (৫২) নবনী, (৫৩) গোপাল, (৫৪) সনাতন, (৫৫) বিষ্ণাই, (৫৬) কৃষ্ণানন্দ, (৫৭) সুলোচন ঃ—

বসন্ত, নবনী হোড়, গোপাল, সনাতন।
বিষ্ণাই হাজরা, কৃষ্ণানন্দ, সুলোচন ॥ ৫০ ॥

(৫৮) কংসারি, (৫৯) রামসেন, (৬০) রামচন্দ্র, (৬১) গোবিন্দ, (৬২) শ্রীরঙ্গ, (৬৩) মুকুন্দ ঃ—

কংসারি সেন, রামসেন, রামচন্দ্র কবিরাজ।
গোবিন্দ, শ্রীরঙ্গ, মুকুন্দ, তিন কবিরাজ ॥ ৫১ ॥

(৬৪) পীতাম্বর, (৬৫) মাধবাচার্য্য, (৬৬) দামোদর, (৬৭) শঙ্কর, (৬৮) মুকুন্দ, (৬৯) জ্ঞানদাস, (৭০) মনোহর ঃ—

পীতাম্বর, মাধবাচার্য্য, দাস দামোদর।
শঙ্কর, মুকুন্দ, জ্ঞানদাস, মনোহর ॥ ৫২ ॥

(৭১) গোপাল, (৭২) রামভদ্র, (৭৩) গৌরাঙ্গদাস, (৭৪) নৃসিংহচৈতন্য, (৭৫) মীনকেতন ঃ—

নর্ত্তক গোপাল, রামভদ্র, গৌরাঙ্গদাস।
নৃসিংহচৈতন্য, মীনকেতন রামদাস ॥ ৫৩ ॥

(৭৬) শ্রীঠাকুর বৃন্দাবনদাস ঃ—

বৃন্দাবনদাস—নারায়ণীর নন্দন।
'চৈতন্য-মঙ্গল' যেঁহো করিল রচন ॥ ৫৪ ॥

ব্যাসদেবকর্ত্তৃক শ্রীমদ্ভাগবতে কৃষ্ণলীলা ও চৈতন্যভাগবতে গৌরলীলা-বর্ণন ঃ—

ভাগবতে কৃষ্ণলীলা বর্ণিলা বেদব্যাস।
চৈতন্য-লীলাতে ব্যাস—বৃন্দাবনদাস ॥ ৫৫ ॥

অনুভাষ্য

অন্ত্য, ষষ্ঠ অঃ—"কৃষ্ণদাস, দেবানন্দ—দুই শুদ্ধমতি। নিত্যানন্দপ্রিয় 'মনোহর','নারায়ণ'। 'কৃষ্ণদাস', 'দেবানন্দ'—এই চারিজন।।"

৪৭। হোড় কৃষ্ণদাস—"বড়গাছি-নিবাসী সুকৃতি কৃষ্ণদাস। যাঁহার মন্দিরে নিত্যানন্দের বিলাস।।" এবং বড়গাছির মাহাত্ম্য (চৈঃ ভাঃ অন্ত্য, ষষ্ঠ অঃ)—নবনী হোড় দ্রষ্টব্য।

৫০। নবনী হোড়—বড়গাছি-নিবাসী হরি হোড়ের পুত্র রাজা কৃষ্ণদাস হোড়। বড়গাছি (বহিরগাছি)—ই, বি, আর, লালগোলা-ঘাট লাইনে মুড়াগাছা-ষ্টেশন হইতে দুই মাইল দূরে,—ধর্ম্মদহের অপরপারে 'গুড়গুড়ে'-খালের তীরে অবস্থিত। ইঁহার নিকটবর্ত্তী শালিগ্রামে রাজা কৃষ্ণদাসের উদ্‌যোগে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর বিবাহ হয় (ভক্তিরত্নাকর ১২ তরঙ্গ)। 'রুকুণপুর' বহিরগাছি হইতে কিছুদূরে অবস্থিত। তাঁহার পুত্র নবনী হোড়। ইঁহার বংশ্যগণ এক্ষণে রুকুণপুরে আছেন। ইঁহারা শৌক্রদক্ষিণ-রাঢ়ীয় কায়স্থ, ব্রহ্মসংস্কারবিশিষ্ট থাকিয়া সর্ব্ববর্ণের দীক্ষাপ্রদান-কার্য্য করিয়া থাকেন। বড়গাছিতে পূর্ব্বকালে গঙ্গা ছিল, এক্ষণে উহা 'কাল্‌শির খাল' নামে খ্যাত।

কৃষ্ণানন্দ—৩৫ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

৫১। কংসারি সেন—ইনি ব্রজের 'রত্নাবলী'। গৌঃ গঃ ১৯৪ ও ২০০ শ্লোক এবং 'সদাশিব কবিরাজ' (আঃ ১১।৩৮) দ্রষ্টব্য।

রামচন্দ্র কবিরাজ—খণ্ডবাসী চিরঞ্জীবের ও সুনন্দার পুত্র ও শ্রীনিবাসাচার্য্যের শিষ্য এবং ঠাকুর নরোত্তমের প্রিয়বন্ধু। ঠাকুর নরোত্তম ইঁহার সঙ্গ জন্মে জন্মে প্রার্থনা করিয়াছেন। ইঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা গোবিন্দ কবিরাজ। ইঁহার কৃষ্ণভক্তি-দর্শনে শ্রীজীব গোস্বামিপ্রভু বৃন্দাবনে ইঁহাকে 'কবিরাজ' নাম প্রদান করেন। ইঁনি আজন্ম সংসারে বিরাগী এবং ঠাকুর মহাশয় ও শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভুর প্রচার ও ভজনের প্রধান ও প্রিয়তম সঙ্গী ছিলেন। ইঁনি প্রথমে শ্রীখণ্ডে, পরে ভাগীরথীতীরে 'কুমারনগরে' আসিয়া বাস করেন (ভক্তিরত্নাকর দ্রষ্টব্য)।

গোবিন্দ কবিরাজ—খণ্ডবাসী চিরঞ্জীবের কনিষ্ঠ পুত্র এবং রামচন্দ্র কবিরাজের ভ্রাতা। ইনি প্রথমে শাক্ত ছিলেন ; পরে শ্রীনিবাসাচার্য্যপ্রভুর নিকট দীক্ষিত হন। ইনি প্রথমে শ্রীখণ্ডে, পরে কুমারনগরে, পরে পদ্মার দক্ষিণ তীরে "তেলিয়া বুধরি" গ্রামে আসিয়া বাস করেন। ইঁহার কবিত্ব-দর্শনে ইঁহাকেও শ্রীজীব গোস্বামিপ্রভু 'কবিরাজ' নাম প্রদান করেন। ইঁনি "সঙ্গীতমাধব" নাটক ও "গীতামৃত" প্রভৃতি গ্রন্থের প্রণেতা (ভক্তিরত্নাকর নবম তরঙ্গ দ্রষ্টব্য)।

৫৩। মীনকেতন রামদাস—গৌঃ গঃ ৬৮ শ্লোক—"মীনকেতন-রামাদির্ব্যূহঃ সঙ্কর্ষণোঽপরঃ।।"*

** শ্রীমীননিকেতন রামদাস (শ্রীকৃষ্ণের) আদিব্যূহ-বলদেবের অপর রূপ সঙ্কর্ষণ (অর্থাৎ শ্রীনিত্যানন্দাভিন্ন-বিগ্রহ)।*

বীরভদ্রগোসাঞি-শাখা—সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঃ—

সর্ব্বশাখা-শ্রেষ্ঠ বীরভদ্র গোসাঞি ।
তাঁর উপশাখা যত, তার অন্ত নাহি ॥ ৫৬ ॥

অসংখ্য নিত্যানন্দগণ ঃ—

অনন্ত নিত্যানন্দগণ—কে করু গণন ।
আত্মপবিত্রতা-হেতু লিখিলাঙ কত জন ॥ ৫৭ ॥

তাঁহাদের কৃষ্ণপ্রেমদানে জগদুদ্ধার ঃ—

এই সর্ব্বশাখা পূর্ণ—পক্ক প্রেমফলে ।
যারে দেখে, তারে দিয়া ভাসাইল সকলে ॥ ৫৮ ॥

তাঁহাদের অব্যবহিত কৃষ্ণপ্রীতি-চেষ্টা ঃ—

অনর্গল প্রেম সবার, চেষ্টা অনর্গল ।
প্রেম দিতে, কৃষ্ণ দিতে সবে ধরে মহাবল ॥ ৫৯ ॥
সংক্ষেপে কহিলাঙ এই নিত্যানন্দগণ ।
যাঁহার অবধি না পায় 'সহস্রবদন' ॥ ৬০ ॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ৬১ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে নিত্যানন্দ-স্কন্ধ-শাখাবর্ণনং নাম একাদশ-পরিচ্ছেদঃ।

অনুভাষ্য

৫৪। বৃন্দাবন দাস—গৌঃ গঃ ১০৯—"বেদব্যাসো য এবাসীদ্দাসো বৃন্দাবনোঽধুনা। সখা যঃ কুসুমাপীড়ঃ কার্য্যতস্তং তমাবিশৎ।।"* ইনি শ্রীবাসের ভ্রাতৃসুতা নারায়ণীর পুত্র এবং 'চৈতন্যভাগবতে'র লেখক। ভাষ্যকারকৃত চৈতন্যভাগবতের ভূমিকায় "ঠাকুরের জীবনী" শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

ইতি অনুভাষ্যে একাদশ পরিচ্ছেদ।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

কথাসার—এই দ্বাদশ পরিচ্ছেদে অদ্বৈতপ্রভুর শাখাসকল বর্ণন করিয়া তন্মধ্যে শ্রীঅচ্যুতানন্দের মতানুযায়ী বৈষ্ণবগণকে 'সারগ্রাহী' এবং অপর সকলকে 'অসার' বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন। অবশেষে শ্রীগদাধর পণ্ডিত-গোস্বামীর শাখা বর্ণন করিয়া এই পরিচ্ছেদ সমাপ্ত করিয়াছেন। মধ্যে শ্রীঅদ্বৈতনন্দন গোপাল মিশ্র এবং অদ্বৈতদাস কমলাকান্ত বিশ্বাসের আখ্যায়িকা-দ্বয় বর্ণিত হইয়াছে। প্রথম জীবনে গুণ্ডিচা-মন্দির সংস্কার-সময়ে শ্রীগোপালের প্রেমমূর্চ্ছা এবং শ্রীমহাপ্রভু কৃপায় মূর্চ্ছাভঙ্গ বর্ণিত হইয়াছে। আচার্য্যকিঙ্কর কমলাকান্ত বিশ্বাস রাজা প্রতাপরুদ্রের নিকট অদ্বৈতপ্রভুর ঋণশোধের জন্য তিনশত টাকা ভিক্ষা করেন; তাহা জানিতে পারিয়া মহাপ্রভু ঐ বাউলিয়া বিশ্বাসকে দণ্ডপ্রদান-পূর্ব্বক অদ্বৈতাচার্য্যের অনুরোধে শোধন করেন। (অঃ প্রঃ ভাঃ)

সারগ্রাহী ও অসারগ্রাহি-ভেদে দ্বিবিধ অদ্বৈতদাসগণ ঃ

অদ্বৈতাঙ্ঘ্র্যব্জভৃঙ্গাংস্তান্ সারাসারভৃতোঽখিলান্ ।
হিত্বাঽসারান্ সারভৃতো নৌমি চৈতন্যজীবনান্ ॥ ১ ॥
জয় জয় মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ।
জয় জয় নিত্যানন্দ জয়াদ্বৈত ধন্য ॥ ২ ॥

গৌরভক্ত সারগ্রাহী অদ্বৈতদাসগণের বন্দনা ঃ—

শ্রীচৈতন্যামরতরোর্দ্বিতীয়স্কন্ধরূপিণঃ ।
শ্রীমদদ্বৈতচন্দ্রস্য শাখারূপান্ গণান্নুমঃ ॥ ৩ ॥
বৃক্ষের দ্বিতীয় স্কন্ধ—আচার্য্য গোসাঞি ।
তাঁর যত শাখা হইল, তার লেখা নাঞি ॥ ৪ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১। শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর অনুগতজন দুইপ্রকার, অর্থাৎ 'সারগ্রাহী' ও 'অসারবাহী'। তন্মধ্যে অসারবাহিদিগকে পরিত্যাগ করিয়া সমস্ত সারগ্রাহী চৈতন্যদাসদিগকে প্রণাম করি।

৩। শ্রীচৈতন্যাখ্য অমরতরুর দ্বিতীয়স্কন্ধরূপী অদ্বৈতপ্রভুর শাখাস্বরূপ গণসকলকে নমস্কার করি।

অনুভাষ্য

১। সারাসারভৃতঃ (সারঃ অদ্বৈতানুগো গৌরহরিজনঃ, অসারঃ তদনুগাভিমানী গৌরহরি-বিমুখজনঃ, তৌ বিভ্রতীতি তান্) অখিলান্ (সর্ব্বান্) অদ্বৈতাঙ্ঘ্র্যব্জভৃঙ্গান্ (অদ্বৈতস্য অঙ্ঘ্রী এব অব্জে তয়োঃ ভৃঙ্গান্ ভ্রমরান্ অদ্বৈতসেবকান্) [মত্বা] অসারান্ (তদনুগপ্রায়ান্ শুদ্ধভক্তিরহিতান্ মায়াবাদিনঃ) হিত্বা (ত্যক্ত্বা) চৈতন্যজীবানান্ (চৈতন্য এব জীবনং যেষাং তান্ গৌরপ্রাণান্) সারভৃতঃ (সারগ্রাহিণঃ ভাগবতান্) নৌমি (নমস্করোমি)।

৩। শ্রীচৈতন্যামরতরোঃ (গৌরামরবৃক্ষস্য) দ্বিতীয়স্কন্ধ-

* *শ্রীবেদব্যাসই অধুনা শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর। কুসুমাপীড়-নামক সখা তাঁহাতে কার্য্যবশতঃ প্রবিষ্ট হইয়াছেন।*

গৌরকৃপায় সারগ্রাহী অদ্বৈতদাসগণেরই বিস্তার ঃ—

চৈতন্য-মালীর কৃপাজলের সেচনে।
সেই জলে পুষ্ট স্কন্ধ বাড়ে দিনে দিনে ॥ ৫ ॥
সেই স্কন্ধে যত প্রেমফল উপজিল।
সেই কৃষ্ণপ্রেমফলে জগৎ ভরিল ॥ ৬ ॥
সেই জলে স্কন্ধে করে শাখাতে সঞ্চার।
ফলে-ফুলে বাড়ে,—শাখা হইল বিস্তার ॥ ৭ ॥

অদ্বৈতদাসগণের দুইটী পৃথক্ মত ঃ—

প্রথমে ত' আচার্য্যের একমত গণ।
পাছে দুইমত হৈল দৈবের কারণ ॥ ৮ ॥

সারগ্রাহিগণের অদ্বৈতানুগত্যে গৌরভক্তি, অসারগণের স্বতন্ত্রভাবে গৌরবিরোধ ঃ—

কেহ ত' আচার্য্যের আজ্ঞায়, কেহ ত' স্বতন্ত্র।
স্বমত কল্পনা করে দৈব-পরতন্ত্র ॥ ৯ ॥

আচার্য্যানুগত্যই সার, অন্যথা অসার ঃ—

আচার্য্যের মত যেই, সেই মত সার।
তাঁর আজ্ঞা লঙ্ঘি' চলে, সেই ত' অসার ॥ ১০ ॥

অদ্বৈতদাসাভিমানি-অভক্তগণের উল্লেখ কারণ ও দৃষ্টান্ত ঃ—

অসারের নামে ইঁহা নাহি প্রয়োজন।
ভেদ জানিবারে করি একত্র গণন ॥ ১১ ॥
ধান্যরাশি মাপে যৈছে পাত্‌না সহিতে।
পশ্চাতে পাত্‌না উড়াঞা সংস্কার করিতে ॥ ১২ ॥

(১) অচ্যুতানন্দ-শাখা ঃ—

অচ্যুতানন্দ—বড় শাখা, আচার্য্য-নন্দন।
আজন্ম সেবিলা তেঁহো চৈতন্য-চরণ ॥ ১৩ ॥

অচ্যুতের গুণবর্ণন ঃ—

"চৈতন্য গোসাঞির গুরু—কেশব ভারতী।"
এই পিতার বাক্য শুনি' দুঃখ পাইল অতি ॥ ১৪ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৮-১২। প্রথমে অদ্বৈতপ্রভুর সকলগণেরই একমত ছিল, পরে কতকগুলি লোকের দৈববিপাকে পৃথক্ মত হইয়া পড়িল। আচার্য্যের নিজমতে যাঁহারা চলিলেন, তাঁহারা শুদ্ধবৈষ্ণব; যাঁহারা দৈবপরতন্ত্র হইয়া আচার্য্যোপদিষ্ট মত হইতে স্বতন্ত্র কোনপ্রকার স্ব-মত কল্পনা করিলেন, তাঁহারা অসার। অসার ব্যক্তিদিগের নামে আমাদের কিছু প্রয়োজন নাই, তথাপি সারগ্রাহি-বৈষ্ণবদিগকে অসারবাহিগণ হইতে পৃথক্ রাখিবার অভিপ্রায়ে একত্রে গণনা করত পাত্‌না উড়াইয়া ধান্য পৃথক্ করার ন্যায় উল্লেখ করিতেছি। তণ্ডুল-শূন্য অসার ধান্যকে পাত্‌না বলে।

অনুভাষ্য

রূপিণঃ শ্রীমদদ্বৈতচন্দ্রস্য শাখারূপান্ (বৃক্ষশাখাতুল্যান্) গণান্ (আশ্রিতজনান্) [বয়ং] নুমঃ (নমস্কুর্ম্মঃ)।

১৩-১৭। অচ্যুতানন্দ—অদ্বৈতপ্রভুর জ্যেষ্ঠ পুত্র বলিয়া শ্রীচৈতন্যভাগবতে অন্ত্যখণ্ডে ৯ম অধ্যায়ে লিখিত আছে—অদ্বৈতের জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীঅচ্যুতানন্দ।" সংস্কৃত ভাষায় লিখিত 'অদ্বৈত-চরিত্র'-গ্রন্থে উল্লিখিত আছে,—"অচ্যুতঃ কৃষ্ণমিশ্রশ্চ গোপালদাস এব চ। রত্নত্রয়মিদং প্রোক্তং সীতাগর্ভাব্ধিসম্ভবম্। আচার্য্যতনয়েষ্বেতে ত্রয়ো গৌরগণাঃ স্মৃতাঃ।। চতুর্থো বলরামশ্চ স্বরূপঃ পঞ্চমঃ স্মৃতঃ। ষষ্ঠস্তু জগদীশাখ্য আচার্য্যতনয়া হি ষট্।।"*

অতএব শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর গৌরভক্ত পুত্রত্রয়ের মধ্যে অচ্যুতানন্দই জ্যেষ্ঠ। অদ্বৈতের বিবাহ পঞ্চদশ শক-শতাব্দীর প্রারম্ভেই হইয়াছে। শ্রীমহাপ্রভু নীলাচল হইতে যে বর্ষে রামকেলি হইয়া বৃন্দাবনগমনে মানস করেন, সেই বর্ষে অর্থাৎ ১৪৩৩-৩৪ শকাব্দে অচ্যুতানন্দের বয়ঃক্রম পঞ্চবর্ষ মাত্র ছিল। চৈঃ ভাঃ অন্ত্যখণ্ড ৪র্থ অধ্যায়ে, তিনি "পঞ্চবর্ষ বয়স মধুর দিগম্বর" বলিয়া উক্ত হইয়াছেন, সুতরাং অচ্যুতানন্দ ১৪২৮ শকাব্দায় জন্মগ্রহণ করেন। অচ্যুত-জন্মের পূর্ব্বে মহাপ্রভুর জন্মকালে অদ্বৈতপত্নী সীতা প্রভুর জন্ম দেখিতে আসিয়াছেন, সুতরাং ২১ বৎসরের মধ্যে তাঁহার আরও তিনটী পুত্র হওয়ার অসম্ভাবনা নাই। 'নিত্যানন্দ-দায়িনী' পত্রিকায় ১৭৯২ শকে মুদ্রিত প্রাকৃত-সহজিয়া সখীভেকী-দলের লোকনাথদাস-নামে জনৈক ব্যক্তির রচিত 'সীতাদ্বৈতচরিত'-নামক একখানা বাঙ্গালা কবিতা-গ্রন্থে অচ্যুতানন্দকে মহাপ্রভুর সহপাঠী বলিয়া বর্ণন করিয়াছে; উহা চৈতন্যভাগবতের বিরুদ্ধ। মহাপ্রভু সন্ন্যাস করিয়া যে-কালে শান্তিপুরে অদ্বৈতভবনে আগমন করেন, তখন ১৪৩১ শকাব্দ; অচ্যুতানন্দ তখন তিন বৎসরের শিশু—(চৈঃ ভাঃ অন্ত্য, ১ম অঃ) "দিগম্বর শিশুরূপ অদ্বৈত-তনয়। আসিয়া পড়িল গৌরচন্দ্র-পদতলে। ধূলার সহিত প্রভু লইলেন কোলে।। প্রভু বলে,—অচ্যুত, আচার্য্য মোর পিতা। সে-সম্বন্ধে তোমায় আমায় (হই) দুই ভ্রাতা।।" শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনবদ্বীপে মহাপ্রকাশের পূর্ব্বে অদ্বৈতকে আনিবার জন্য শ্রীরাম-পণ্ডিতকে শান্তিপুরে পাঠান। সেকালে অচ্যুতানন্দ পিতামাতার সহিত আনন্দ-ক্রন্দনে যোগ দিয়াছিলেন। "অদ্বৈতের তনয়

** অচ্যুত, কৃষ্ণমিশ্র এবং গোপাল—তাঁহারা সীতাদেবীর গর্ভসমুদ্র হইতে সম্ভূত তিন রত্ন বলিয়া কথিত। শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের পুত্রগণের মধ্যে এই তিনজন গৌরগণ বলিয়া বলা হয়। চতুর্থ পুত্র—শ্রীবলরাম, পঞ্চম—স্বরূপ ও ষষ্ঠ—জগদীশ,—এই ছয় আচার্য্যপুত্র।*

"জগদ্‌গুরুতে তুমি কর ঐছে উপদেশ ।
তোমার এই উপদেশে নষ্ট হইল দেশ ॥ ১৫ ॥
চৌদ্দ ভুবনের গুরু—চৈতন্য-গোসাঞি ।
তাঁর গুরু—অন্য, এই কোন শাস্ত্রে নাই ॥" ১৬ ॥
পঞ্চম বর্ষের বালক কহে সিদ্ধান্তের সার ।
শুনিয়া পাইলা আচার্য্য সন্তোষ অপার ॥ ১৭ ॥

(২) কৃষ্ণমিশ্র ঃ—

কৃষ্ণমিশ্র-নাম আর আচার্য্য-তনয় ।
চৈতন্য-গোসাঞি বৈসে যাঁহার হৃদয় ॥ ১৮ ॥

(৩) গোপালের বাল্য-চরিত্র ঃ—

শ্রীগোপাল-নামে আর আচার্য্যের সুত ।
তাঁহার চরিত্র, শুন, অত্যন্ত অদ্ভুত ॥ ১৯ ॥

অনুভাষ্য

'অচ্যুতানন্দ'-নাম। পরমবালক, সেহো কান্দে অবিরাম।।" আবার, অদ্বৈতপ্রভু যখন ভক্তির বিরুদ্ধে জ্ঞানব্যাখ্যা করিতেছিলেন এবং মহাপ্রভু তাঁহাকে প্রহার করিতেছেন, সেক্ষেত্রেও অচ্যুতানন্দ বর্ত্তমান। প্রভুর সন্ন্যাসের ২/৩ বৎসর পূর্ব্বে এইসকল ঘটনা স্বীকার করিতে হয়। (চৈঃ ভাঃ মধ্য, ১৯ অঃ)—"অচ্যুত প্রণাম করে অদ্বৈত-তনয়।" শ্রীঅচ্যুত বাল্যকালাবধি শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভক্ত। তিনি কোনদিন দারপরিগ্রহ করিয়া সংসারধর্ম্ম করিয়াছেন, এরূপ কোন কথা জানা যায় নাই। শ্রীঅদ্বৈত-শাখাবর্ণনে তাঁহার নাম শিষ্যগণের অগ্রগণ্য। শ্রীযদুনন্দন দাস-কৃত শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর "শাখা-নির্ণয়ামৃত"-গ্রন্থে আমরা অচ্যুতানন্দ ঠাকুরকে গদাধরের শিষ্য ও শাখা বলিয়া জানিতে পারি—"মহারসামৃতানন্দমচ্যুতানন্দ-নামকম্‌। গদাধর-প্রিয়তমং শ্রীমদদ্বৈতনন্দনম্‌।।" নীলাচলে মহাপ্রভুর চরণ আশ্রয় করিয়া অচ্যুতানন্দ ভজন করিয়াছেন। (আদি, ১০ম পঃ)—"অচ্যুতানন্দ—অদ্বৈত আচার্য্য-তনয়। নীলাচলে রহে প্রভুর চরণ-আশ্রয়।।" শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামী শেষজীবনে শ্রীমহাপ্রভুর নিকট নীলাচলে বাস করেন; এতদ্বারা অচ্যুতানন্দ প্রভৃতি অদ্বৈতপ্রভুর প্রকৃত সেবকমণ্ডলী অনেকেই শ্রীগদাধরের চরণাশ্রয় করিয়াছিলেন, দেখিতে পাওয়া যায়। অচ্যুতানন্দের শ্রীমহাপ্রভুর প্রতি অতি বাল্যকাল হইতেই প্রবল ভক্তির নিদর্শন জানা যায়। রথাগ্রে নৃত্য-কীর্ত্তনের মধ্যেও আমরা প্রভুপ্রিয় অচ্যুতানন্দকে সকল বারেই দর্শন করি—আদি, ১৩ পঃ ৪৫২ দ্রষ্টব্য। "শান্তিপুর-আচার্য্যের এক সম্প্রদায়। অচ্যুতানন্দ নাচে তাঁহা, আর সব গায়।।" এই সময় বালকের বয়স—ছয় বৎসর মাত্র। শ্রীকবিকর্ণপূর-প্রণীত শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকায় অচ্যুতানন্দকে 'গদাধরের শিষ্য এবং কৃষ্ণচৈতন্যের প্রিয়' বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। কেহ তাঁহাকে 'কার্ত্তিক' এবং কেহ তাঁহাকে 'অচ্যুতা'-নাম্নী গোপিকা বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন। গ্রন্থকার উভয় মতেরই সমীচীনতা আছে, স্থির করিয়াছেন—"তস্য পুত্রোঽচ্যুতানন্দঃ কৃষ্ণচৈতন্য-বল্লভঃ। শ্রীমৎপণ্ডিত-গোস্বামি-শিষ্যঃ প্রিয় ইতি শ্রুতম্‌।। যঃ কার্ত্তিকেয়ঃ প্রাগাসীদিতি জল্পন্তি কেচন। কেচিদাহু রসবিদোঽচ্যুতা নাম্নী তু গোপিকা। উভয়ন্তু সমীচীনং দ্বয়োরেকত্র সঙ্গতাৎ।।" শ্রীনরহরিদাস-কৃত 'নরোত্তমবিলাস'-গ্রন্থে শ্রীঅচ্যুতানন্দের খেতরি-মহোৎসবে আগমন ও যোগদানের কথা সবিস্তার বর্ণন আছে। জননী শ্রীসীতা ও শ্রীজাহ্নবার অনুরোধক্রমে নিতান্ত অসমর্থ হইলেও তিনি মহোৎসবে যোগ দিয়াছিলেন। ঐ নরহরিদাসের মতে তিনি শেষকালে শান্তিপুরে বাটীতে বাস করিয়াছেন; শ্রীমহাপ্রভুর প্রকটকালে কিন্তু তিনি তাঁহার সহিত এবং পরে শ্রীগদাধরের নিকট পুরীতে বাস করিয়াছিলেন বলিয়াই জানা যায়। বলা-বাহুল্য, বিবাহ না করায় অচ্যুতানন্দের কোন সন্তানাদি নাই।

কৃষ্ণমিশ্র—সংস্কৃতভাষায় লিখিত 'অদ্বৈতচরিত'-গ্রন্থে—"অচ্যুতঃ কৃষ্ণমিশ্রশ্চ গোপালদাস এব চ। রত্নত্রয়মিদং প্রোক্তং সীতাগর্ভাব্ধিসম্ভবম্‌।।" শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ছয়টী পুত্রের মধ্যে—'অচ্যুত, কৃষ্ণমিশ্র ও গোপাল'—এই ভ্রাতৃত্রয় শ্রীগৌরাঙ্গের দাস্যে নিযুক্ত ছিলেন। গৌঃ গঃ ৮৮ শ্লোক—"কার্ত্তিকেয়ঃ কৃষ্ণমিশ্রস্তৎসাম্যাদিতি কেচন।" কৃষ্ণমিশ্রের দুই পুত্র—(১) রঘুনাথ চক্রবর্ত্তী, (২) দোলগোবিন্দ। তন্মধ্যে রঘুনাথের বংশ শান্তিপুরে মদনগোপালের পাড়ায়, গণকর, মৃজাপুর ও কুমারখালিতে আছেন। দোলগোবিন্দের তিন পুত্র—(১) চাঁদ, (২) কন্দর্প, (৩) গোপীনাথ। কন্দর্পের বংশ মালদহ, জিকাবাড়ীতে আছেন। গোপীনাথের তিনপুত্র—(১) শ্রীবল্লভ, (২) প্রাণবল্লভ ও (৩) কেশব। শ্রীবল্লভের বংশ মশিয়াড়ারা (মহিষডেরা?), দামুকদিয়া ও চণ্ডীপুর প্রভৃতি স্থানে আছেন। শ্রীবল্লভের জ্যেষ্ঠপুত্র গঙ্গা-নারায়ণ হইতে মশিয়াড়ারার বংশ-ধারা ও কনিষ্ঠপুত্র রামগোপাল হইতে দামুকদিয়া, চণ্ডীপুর, শোলমারি প্রভৃতি গ্রামসমূহের বংশ-ধারা। প্রাণবল্লভ ও কেশবের বংশ উথলীতে বাস করিতেছেন। প্রাণবল্লভের পুত্র—রত্নেশ্বর, তাঁহার তনয়—কৃষ্ণরাম, তাঁহার কনিষ্ঠ সন্তান—লক্ষ্মীনারায়ণ, তৎপুত্র—নবকিশোর, তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র রামমোহনের জ্যেষ্ঠতনয় 'জগবন্ধু' এবং তৃতীয় তনয় 'বীরচন্দ্র' ভিক্ষুকাশ্রম-গ্রহণ করিয়া কাটোয়ায় শ্রীমহাপ্রভুর বিগ্রহ স্থাপন করেন। তাঁহাদিগকে লোকে 'বড়প্রভু' ও 'ছোটপ্রভু' বলিত। ইঁহারাই শ্রীধামনবদ্বীপ-পরিক্রমার প্রবর্ত্তন করেন। কৃষ্ণমিশ্রের পূর্ণ বংশতালিকা বৈষ্ণব-মঞ্জুষা—৪র্থ সংখ্যায় "অদ্বৈত-বংশ" দ্রষ্টব্য।

গুণ্ডিচা-মন্দিরে মহাপ্রভুর সম্মুখে ।
কীর্ত্তনে নর্ত্তন করে বড় প্রেমসুখে ॥ ২০ ॥
নানা-ভাবোদ্‌গম দেহে অদ্ভুত নর্ত্তন ।
দুই গোসাঞি 'হরি' বলে আনন্দিত মন ॥ ২১ ॥
নাচিতে নাচিতে গোপাল হইল মূর্চ্ছিত ।
ভূমেতে পড়িল, দেহে নাহিক সম্বিত ॥ ২২ ॥
দুঃখিত হইলা আচার্য্য পুত্র কোলে লঞা ।
রক্ষা করে নৃসিংহের মন্ত্র পড়িয়া ॥ ২৩ ॥
নানা মন্ত্র পড়েন আচার্য্য, না হয় চেতন ।
আচার্য্যের দুঃখে বৈষ্ণব করেন ক্রন্দন ॥ ২৪ ॥
তবে মহাপ্রভু তাঁর হৃদে হস্ত ধরি' ।
"উঠহ, গোপাল—বল, বল 'হরি' 'হরি' ॥" ২৫ ॥
উঠিল গোপাল প্রভুর স্পর্শ-ধ্বনি শুনি' ।
আনন্দিত হঞা সবে করে হরিধ্বনি ॥ ২৬ ॥
আচার্য্যের আর পুত্র—শ্রীবলরাম ।
আর পুত্র—'স্বরূপ'-শাখা, 'জগদীশ' নাম ॥ ২৭ ॥

(৪) কমলাকান্ত ঃ—

'কমলাকান্ত বিশ্বাস'-নাম আচার্য্য-কিঙ্কর ।
আচার্য্য-ব্যবহার, সব—তাঁহার গোচর ॥ ২৮ ॥

কমলাকান্তের চরিত ঃ—

নীলাচলে তেঁহো এক পত্রিকা লিখিয়া ।
প্রতাপরুদ্রের স্থানে দিল পাঠাইয়া ॥ ২৯ ॥
সেই পত্রীর কথা আচার্য্য নাহি জানে ।
কোন পাকে সেই পত্রী আইল প্রভুস্থানে ॥ ৩০ ॥

কমলাকান্তের পত্রে বাউল-মত ঃ—

সে পত্রীতে লেখা আছে—এই ত' লিখন ।
ঈশ্বরত্বে আচার্য্যেরে করিয়াছে স্থাপন ॥ ৩১ ॥
কিন্তু তাঁর দৈবে কিছু হইয়াছে ঋণ ।
ঋণ শোধিবারে চাহি মুদ্রা শত-তিন ॥ ৩২ ॥
পত্র পড়িয়া প্রভুর মনে হৈল দুঃখ ।
বাহিরে হাসিয়া কিছু বলে চাঁদমুখ ॥ ৩৩ ॥
"আচার্য্যেরে স্থাপিয়াছে করিয়া ঈশ্বর ।
ইথে দোষ নাহি, আচার্য্য—দৈবত ঈশ্বর ॥ ৩৪ ॥

ষড়ৈশ্বর্য্যশালী নারায়ণকে জীবজ্ঞানে দরিদ্রবুদ্ধিই মায়াবাদ বা বাউল-মত ঃ—

ঈশ্বরের দৈন্য করি' করিয়াছে ভিক্ষা ।
অতএব দণ্ড করি' করাইব শিক্ষা ॥" ৩৫ ॥

বাউলিয়ার দণ্ড ঃ—

গোবিন্দেরে আজ্ঞা দিল,—"ইঁহা আজি হৈতে ।
বাউলিয়া 'বিশ্বাসে' এথা না দিবে আসিতে ॥"৩৬॥

অনুভাষ্য

১৯-২৬। গোপাল—অদ্বৈতপ্রভুর তিনজন বৈষ্ণবপুত্রের মধ্যে অন্যতম। মধ্য, ১২ পঃ ১৪৩-১৪৯ দ্রষ্টব্য।

২২। সম্বিত—সংবিদ্, জ্ঞান।

২৭। বলরাম, স্বরূপ ও জগদীশ—সংস্কৃত 'অদ্বৈতচরিত'-গ্রন্থে—"চতুর্থো বলরামশ্চ স্বরূপঃ পঞ্চমঃ স্মৃতঃ। ষষ্ঠস্তু জগদীশাখ্য আচার্য্যতনয়া হি ষট্।।" ইহারা তিনজনই গৌরবিমুখ স্মার্ত্ত বা মায়াবাদী, সুতরাং অবৈষ্ণব। বলরামের তিন স্ত্রীর গর্ভে নয়টী পুত্র হয় ; প্রথমপক্ষীয় কনিষ্ঠ সন্তান মধুসূদন 'গোসাঞি ভট্টাচার্য্য'-নামে খ্যাত হইয়া স্মার্ত্তধর্ম্ম গ্রহণ করেন। তৎপুত্র রাধারমণ 'গোস্বামী ভট্টাচার্য্য'-নাম গ্রহণ করিয়া ত্যক্তগৃহের যোগ্য সংজ্ঞা 'গোস্বামী'-শব্দের অবমাননা করেন এবং স্মার্ত্ত-রঘুনন্দনের আনুগত্যে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর 'কুশ-পুত্তলিকা' দগ্ধ করিয়া প্রেত বা রাক্ষস শ্রাদ্ধকার্য্য সম্পাদনপূর্ব্বক হরিভক্তিবিলাসাদি বিষ্ণুভক্তিপরা স্মৃতির বিরুদ্ধ আচরণ করিয়া মূর্খতা ও মহাপরাধ প্রদর্শন করেন। শুদ্ধভক্ত না হইয়াই কতিপয় গ্রন্থ ও আকরগ্রন্থের টীকা রচনা করেন—ঐগুলি শুদ্ধভক্তের আদরণীয় নহে। বলরামের বংশতালিকা—মঞ্জুষা (৪র্থ সংখ্যায়) দ্রষ্টব্য।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৩৪। দৈবত ঈশ্বর—বস্তুতঃ ঈশ্বর।

৩৬। বাউলিয়া বিশ্বাস—কমলাকান্ত বিশ্বাসের সিদ্ধান্ত (বাউলের) পাগলের ন্যায় বলিয়া তাহাকে 'বাউলিয়া বিশ্বাস' বলা হইয়াছে।

অনুভাষ্য

২৮। কমলাকান্ত বিশ্বাস—আদি, ১০ম পঃ ১৪৯ সংখ্যায় লিখিত 'কমলানন্দ' ও মধ্য, ১০ম পঃ ৯০ সংখ্যায় লিখিত 'কমলাকান্ত' সম্ভবতঃ একই ব্যক্তি। বিশ্বাস কমলাকান্ত—আদি ১০ম পঃ ১১০ সংখ্যায় লিখিত তন্নামধেয় জনের সহিত এক। কমলাকান্ত-ব্রাহ্মণ—প্রভুর নিজগণ। কমলাকান্ত বিশ্বাস—অদ্বৈত-সেবক। শ্রীপরমানন্দপুরী নবদ্বীপ হইতে নীলাচলে আসিবার কালে নবদ্বীপবাসী ব্রাহ্মণ-কমলাকান্তকে বা কমলানন্দকে সঙ্গে করিয়া নীলাচলে আসেন। মধ্য ১০ম পঃ ৯০—"প্রভুর এক ভক্ত 'দ্বিজ কমলাকান্ত' নাম। তাঁরে লঞা নীলাচলে করিলা প্রয়াণ।।"

৩৫। ঈশ্বরের দৈন্য করি'—ঈশ্বরকে দীন করাইয়া।

৩৬। বিশ্বাসে—কমলাকান্ত বিশ্বাসকে।

দণ্ড শুনি' 'বিশ্বাস' হইল পরম দুঃখিত ।
শুনিয়া প্রভুর দণ্ড আচার্য্য হর্ষিত ॥ ৩৭ ॥

অদ্বৈতপ্রভুর তাঁহাকে সান্ত্বনা-দান ঃ—

বিশ্বাসেরে কহে,—"তুমি বড় ভাগ্যবান্ ।
তোমারে করিল দণ্ড প্রভু ভগবান্ ॥ ৩৮ ॥
পূর্ব্বে মহাপ্রভু মোরে করেন সম্মান ।
দুঃখ পাই' মনে আমি কৈলুঁ অনুমান ॥ ৩৯ ॥
মুক্তি—শ্রেষ্ঠ করি' কৈনু বশিষ্ঠ ব্যাখ্যান ।
ক্রুদ্ধ হঞা প্রভু মোরে কৈল অপমান ॥ ৪০ ॥
দণ্ড পাঞা হৈল মোর পরম আনন্দ ।
যে দণ্ড পাইল ভাগ্যবান্ মুকুন্দ ॥ ৪১ ॥
যে দণ্ড পাইল শ্রীশচী ভাগ্যবতী ।
সে দণ্ডপ্রসাদ আর লোকে পাবে কতি ॥" ৪২ ॥
এত কহি আচার্য্য তাঁরে করিয়া আশ্বাস ।
আনন্দিত হইয়া আইল মহাপ্রভু-পাশ ॥ ৪৩ ॥

কমলাকান্তের দণ্ডদর্শনে প্রভুর প্রতি অদ্বৈত-বাক্য ঃ—

প্রভুরে কহেন,—"তোমার না বুঝি এ লীলা ।
আমা হৈতে প্রসাদপাত্র করিলা কমলা ॥ ৪৪ ॥
আমারেহ কভু যেই না হয় প্রসাদ ।
তোমার চরণে আমি কি কৈনু অপরাধ ॥" ৪৫ ॥

মহাপ্রভুর হাস্য ও প্রসাদ ঃ—

এত শুনি' মহাপ্রভু হাসিতে লাগিলা ।
বোলাইয়া কমলাকান্তে প্রসন্ন হইলা ॥ ৪৬ ॥

অদ্বৈতের উক্তি ঃ—

আচার্য্য কহে,—"ইহাকে কেনে দিলে দরশন ।
দুই প্রকারেতে করে মোরে বিড়ম্বন ॥" ৪৭ ॥
শুনিয়া প্রভুর মন প্রসন্ন হইল ।
দুঁহার অন্তর-কথা দুঁহে সে জানিল ॥ ৪৮ ॥

বাউলিয়ার প্রতি মহাপ্রভুর উক্তি ঃ—

প্রভু কহে,—"বাউলিয়া, ঐছে কেনে কর ।
আচার্য্যের লজ্জা-ধর্ম্ম-হানি সে আচর ॥ ৪৯ ॥

প্রভুকর্ত্তৃক বৈষ্ণব-আচার্য্যের কর্ত্তব্য নির্ণয় ঃ—

প্রতিগ্রহ কভু না করিবে রাজধন ।
বিষয়ীর অন্ন খাইলে দুষ্ট হয় মন ॥ ৫০ ॥
মন দুষ্ট হইলে নহে কৃষ্ণের স্মরণ ।
কৃষ্ণস্মৃতি বিনা হয় নিষ্ফল জীবন ॥ ৫১ ॥
লোকলজ্জা হয়, ধর্ম্ম-কীর্ত্তি হয় হানি ।
ঐছে কর্ম্ম না করিহ কভু ইহা জানি' ॥" ৫২ ॥
এই শিক্ষা সবাকারে, সবে মনে কৈল ।
আচার্য্য-গোসাঞি মনে আনন্দ পাইল ॥ ৫৩ ॥

মহাপ্রভু ও অদ্বৈতপ্রভু—পরস্পরের মর্ম্মজ্ঞ ঃ—

আচার্য্যের অভিপ্রায় প্রভু মাত্র বুঝে ।
প্রভুর গম্ভীর বাক্য আচার্য্য সমুঝে ॥ ৫৪ ॥
এই ত' প্রস্তাবে আছে বহুল বিচার ।
গ্রন্থ-বাহুল্যের ভয়ে নারি লিখিবার ॥ ৫৫ ॥

(৫) যদুনন্দনাচার্য্য-শাখা ঃ—

শ্রীযদুনন্দনাচার্য্য—অদ্বৈতের শাখা ।
তাঁর শাখা-উপশাখা-গণের নাহি লেখা ॥ ৫৬ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৪০। যোগবাশিষ্ঠ ব্যাখ্যান করিতে করিতে কোন ছলে অদ্বৈতপ্রভু ভক্তি অপেক্ষা মুক্তিকে শ্রেষ্ঠ বলিয়াছিলেন।

৪৯-৫৩। কমলাকান্ত (অদ্বৈত) আচার্য্যকে 'ঈশ্বর' বলিয়া স্থাপন করত রাজার নিকট অর্থ যাচ্ঞা করিয়াছিলেন। এরূপ কার্য্যে মহাপ্রভু অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন। আচার্য্য 'ঈশ্বর' হইলেও তাঁহার জগৎ-শিক্ষকতারূপ মানবলীলা প্রসিদ্ধ। ঋণগ্রস্ত হইয়া রাজার নিকট অর্থ যাচ্ঞা করা আচার্য্যদিগের পক্ষে নির্লজ্জ ব্যবহার। অর্থলালসা সর্ব্বতোভাবে পরিহার্য্য, তাহাতে আবার বিদেশীয় রাজার নিকট ঋণ পরিশোধের জন্য অর্থলালসা প্রকাশ করিলে ধর্ম্মের হানি হয়। রাজা স্বভাবতঃ বিষয়িলোক। বিষয়ীর অন্ন খাইলে চিত্ত দুষ্ট হয় ; চিত্ত দুষ্ট হইলে কৃষ্ণস্মৃতি-অভাবে জীবন নিষ্ফল হয়। সকল লোকের পক্ষেই ইহা নিষিদ্ধ ; বিশেষতঃ ধর্ম্মাচার্য্যদিগের পক্ষে ইহা বিশেষরূপে নিষিদ্ধ। নামোপদেশ,—আচার্য্যের কর্ত্তব্য, কিন্তু অর্থ লইয়া যাঁহারা নামোপদেশ করেন ; তাঁহারা 'নামোপদেষ্টা'-পদের যোগ্য নন, বরং নামাপরাধী। এরূপ কার্য্য করিলে তাহাতে লোকলজ্জা ও ধর্ম্ম-কীর্ত্তিতে অত্যন্ত হানি হয়।

অনুভাষ্য

৪০। বশিষ্ঠ—যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ—উহা বিষ্ণুভক্তি-বিরোধী মায়াবাদ-প্রতিপাদক বলিয়া শুদ্ধভক্তের অপাঠ্য।

৪০-৪২। অদ্বৈতদণ্ড—চৈঃ ভাঃ মধ্য, ১৯ অঃ ; মুকুন্দদণ্ড—চৈঃ ভাঃ মধ্য, ১০ম অঃ এবং শচীমাতার দণ্ড—চৈঃ ভাঃ মধ্য ২২ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

৪৭। সে আমাকে অপ্রাকৃত নারায়ণও বলে, আবার কার্য্যতঃ আমাকে প্রাকৃত অর্থভিক্ষু দরিদ্রও জ্ঞান করে।

বাসুদেব দত্তের তেঁহো কৃপার ভাজন ।
সর্ব্বভাবে আশ্রিয়াছে চৈতন্য-চরণ ॥ ৫৭ ॥

(৬) ভাগবতাচার্য্য, (৭) বিষ্ণুদাস, (৮) চক্রপাণি, (৯) অনন্ত আচার্য্য ঃ—

ভাগবতাচার্য্য, আর বিষ্ণুদাসাচার্য্য ।
চক্রপাণি আচার্য্য, আর অনন্ত আচার্য্য ॥ ৫৮ ॥

(১০) নন্দিনী, (১১) কামদেব, (১২) চৈতন্যদাস, (১৩) দুর্ল্লভবিশ্বাস, (১৪) বনমালিদাস ঃ—

নন্দিনী, আর কামদেব, চৈতন্যদাস ।
দুর্ল্লভবিশ্বাস, আর বনমালিদাস ॥ ৫৯ ॥

(১৫) জগন্নাথ, (১৬) ভবনাথ কর, (১৭) হৃদয়ানন্দ, (১৮) ভোলানাথ ঃ—

জগন্নাথ কর, আর কর ভবনাথ ।
হৃদয়ানন্দ সেন, আর দাস ভোলানাথ ॥ ৬০ ॥

(১৯) যাদব, (২০) বিজয়, (২১) জনার্দ্দন, (২২) অনন্তদাস, (২৩) কানুপণ্ডিত, (২৪) নারায়ণ ঃ—

যাদবদাস, বিজয়দাস, জনার্দ্দন ।
অনন্তদাস, কানুপণ্ডিত, দাস নারায়ণ ॥ ৬১ ॥

(২৫) শ্রীবৎস, (২৬) হরিদাস ব্রহ্মচারী, (২৭) পুরুষোত্তম ও (২৮) কৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী ঃ—

শ্রীবৎস পণ্ডিত, ব্রহ্মচারী হরিদাস ।
পুরুষোত্তম ব্রহ্মচারী, আর কৃষ্ণদাস ॥ ৬২ ॥

(২৯) পুরুষোত্তম পণ্ডিত, (৩০) রঘুনাথ, (৩১) বনমালী, (৩২) বৈদ্যনাথ ঃ—

পুরুষোত্তম পণ্ডিত, আর রঘুনাথ ।
বনমালী কবিচন্দ্র, আর বৈদ্যনাথ ॥ ৬৩ ॥

(৩৩) লোকনাথ, (৩৪) মুরারিপণ্ডিত, (৩৫) হরিচরণ, (৩৬) মাধবপণ্ডিত ঃ—

লোকনাথ পণ্ডিত, আর মুরারি পণ্ডিত ।
শ্রীহরিচরণ, আর মাধব পণ্ডিত ॥ ৬৪ ॥

(৩৭) বিজয় ও (৩৮) শ্রীরামপণ্ডিত ঃ—

বিজয় পণ্ডিত, আর পণ্ডিত শ্রীরাম ।
অসংখ্য অদ্বৈত-শাখা কত লইব নাম ॥ ৬৫ ॥

গৌরকৃপা-বলে সারগ্রাহি-অদ্বৈতদাসগণের বৃদ্ধি ঃ—

মালি-দত্ত জল অদ্বৈত-স্কন্ধ যোগায় ।
সেই জলে জীয়ে শাখা,—ফুল, ফল হয় ॥ ৬৬ ॥

দুর্ভাগ্য অসার অদ্বৈতদাসাভিমানিগণেরই গৌরবিরোধ ও গৌরকৃপাভাবে ধ্বংস ঃ—

ইহার মধ্যে মালি-পাছে কোন শাখাগণ ।
না মানে চৈতন্য-মালী দুর্দ্দৈব কারণ ॥ ৬৭ ॥
সৃজাইল, জীয়াইল, তাঁরে না মানিলা ।
কৃতঘ্ন হইলা, তাঁরে স্কন্ধ ক্রুদ্ধ হইলা ॥ ৬৮ ॥
ক্রুদ্ধ হঞা স্কন্ধ তারে জল না সঞ্চারে ।
জলাভাবে কৃশ শাখা শুকাইয়া মরে ॥ ৬৯ ॥

অনুভাষ্য

৫৭। যদুনন্দনাচার্য্য—শ্রীরঘুনাথদাস গোস্বামিপ্রভুর পাঞ্চরাত্রিকী-দীক্ষাগুরু। অন্ত্য, ৬ষ্ঠ পঃ ১৬০-১৬৯ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

বাসুদেব দত্ত—ব্রজের মধুব্রত গায়ক—গৌঃ গঃ ১৪০ শ্লোক। আদি, ১০ম পঃ ৪১ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

৫৮। ভাগবতাচার্য্য—পূর্ব্বে অদ্বৈতগণে, পরে গদাধরগণে প্রবিষ্ট। যদুনন্দনদাস-কৃত 'শাখানির্ণয়ামৃতে' ৬ষ্ঠ শ্লোক—"বন্দে ভাগবতাচার্য্যং গৌরাঙ্গ-প্রিয়পাত্রকম্। যেনাকারি মহাগ্রন্থো নাম্না 'প্রেমতরঙ্গিণী'।।" গৌঃ গঃ ১৯৫ ও ২০২—ইনি ব্রজের 'শ্বেতমঞ্জরী'। আদি ১০ম পঃ ১১৩ দ্রষ্টব্য।

বিষ্ণুদাসাচার্য্য—খেতরী-মহোৎসবে অচ্যুতানন্দ প্রভুর সহিত গিয়াছিলেন (ভক্তি-রত্নাকর দশম তরঙ্গ দ্রষ্টব্য)।

অনন্ত আচার্য্য—ব্রজের অষ্টসখীর অন্যতম 'সুদেবী'; অদ্বৈতপ্রভুর গণে থাকিলেও পরে গদাধর-শাখায় প্রবিষ্ট হইয়াছেন। গৌঃ গঃ ১৬৫—"অনন্তাচার্য্য-গোস্বামী যা 'সুদেবী' পুরা ব্রজে।" আদি ৮ম পঃ ৫৯-৬০ সংখ্যা। শাখা-নির্ণয়ামৃতে ১১ শ্লোক—"বন্দেঽনন্তাদ্ভুতরসমনন্তাচার্য্যসংজ্ঞকম্। লীলানন্তাদ্ভুতময়ং গৌর-প্রেম্ণো হি ভাজনম্।।" ইহার শিষ্য হরিদাস পণ্ডিত গোস্বামী—বৃন্দাবনে শ্রীগোবিন্দ-সেবার অধ্যক্ষ। তাঁহার শিষ্য—শ্রীরাধাকৃষ্ণ গোস্বামী 'সাধন-দীপিকা'-গ্রন্থের রচয়িতা (ভঃ রঃ ২য় তঃ)।

৫৯। নন্দিনী—গৌঃ গঃ ৮৯—"নন্দনী জঙ্গলী জ্ঞেয়া জয়া চ বিজয়া ক্রমাৎ।" সীতার গর্ভজাত অদ্বৈত-কন্যা (?)।

৬২। হরিদাস ব্রহ্মচারী—অদ্বৈত ও গদাধর, উভয়গণে গণিত, শাঃ নিঃ ৯ম শ্লোক—"শ্রীযুতং হরিদাসাখ্যং ব্রহ্মচারি-মহাশয়ম্। পরমানন্দ-সন্দোহং বন্দে ভক্ত্যা মুদাকরম্।।"

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৬৭-৭৩। অদ্বৈতপ্রভু—ভক্তি-কল্পতরুর একটী স্কন্ধ। শ্রীচৈতন্য, মালিরূপে জল সেচন করিয়া সেই স্কন্ধকে ও তাঁহার শাখাগণকে পুষ্ট করিতেছেন ; তথাপি দুর্দ্দৈববশতঃ কোন শাখা মালীর পশ্চাতে মালীকে না মানিয়া স্কন্ধকেই কল্পতরুর কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, তাহাতে স্কন্ধরূপ অদ্বৈত-তরুর সৃষ্টিকর্ত্তা ও পালয়িতাকে (মহাপ্রভুকে) কৃতঘ্নতার সহিত না মানায়, তিনি ঐ সকল পাপিষ্ঠ-শাখায় জলসঞ্চার করিলেন না। তন্নিবন্ধন জলাভাবে কৃশ শাখাগণ শুষ্ক হইয়া মরিতে লাগিল। কেবলমাত্র

গৌরকৃষ্ণভক্ত—যমের গুরু, গৌরকৃষ্ণবিমুখ—যমদণ্ড্য ঃ—

চৈতন্য-রহিত দেহ—শুষ্ককাষ্ঠ-সম ।
জীবিতেই মৃত সেই, মৈলে দণ্ডে যম ॥ ৭০ ॥
কেবল এ গণ-প্রতি নহে এই দণ্ড ।
চৈতন্য-বিমুখ যেই সেই ত' পাষণ্ড ॥ ৭১ ॥
কি পণ্ডিত, কি তপস্বী, কিবা গৃহী, যতি ।
চৈতন্য-বিমুখ যেই, তার এই গতি ॥ ৭২ ॥

কেবলমাত্র অচ্যুতের অনুগতগণই সারগ্রাহী গৌরভক্ত এবং অদ্বৈত-কৃপাপ্রাপ্ত ঃ—

যে যে লৈল শ্রীঅচ্যুতানন্দের মত ।
সে-ই আচার্য্যের গণ—মহাভাগবত ॥ ৭৩ ॥
সে-ই সে-ই আচার্য্যের কৃপার ভাজন ।
অনায়াসে পাইল সেই চৈতন্য-চরণ ॥ ৭৪ ॥

সেইসব শুদ্ধভক্তের বন্দনা ঃ—

সেই আচার্য্যগণে মোর কোটি নমস্কার ।
অচ্যুতানন্দ-প্রায়, চৈতন্য—জীবন যাঁহার ॥ ৭৫ ॥

এই ত' কহিলাঙ আচার্য্য-গোসাঞির গণ ।
তিন স্কন্ধের কৈল শাখার সংক্ষেপ গণন ॥ ৭৬ ॥
শাখার উপশাখা, তার নাহিক গণন ।
কিছুমাত্র করি' কহি' দিগ্‌দরশন ॥ ৭৭ ॥

শ্রীগদাধরের শিষ্য বা উপশাখাগণ ঃ

শ্রীগদাধর পণ্ডিত-উপশাখা মহোত্তম ।
তাঁর শাখাগণ কিছু করি যে গণন ॥ ৭৮ ॥

(১) ধ্রুবানন্দ, (২) শ্রীধর, (৩) হরিদাস ব্রহ্মচারী, (৪) রঘুনাথ ভাগবতাচার্য্য ঃ—

শাখা-শ্রেষ্ঠ ধ্রুবানন্দ, শ্রীধর ব্রহ্মচারী ।
ভাগবতাচার্য্য, হরিদাস ব্রহ্মচারী ॥ ৭৯ ॥

(৫) অনন্তাচার্য্য, (৬) কবিদত্ত, (৭) নয়নমিশ্র, (৮) গঙ্গামন্ত্রী, (৯) মামুঠাকুর, (১০) কণ্ঠাভরণ ঃ—

অনন্ত আচার্য্য, কবিদত্ত, মিশ্র নয়ন ।
গঙ্গামন্ত্রী, মামু ঠাকুর, কণ্ঠাভরণ ॥ ৮০ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

সেই শাখাগণের প্রতিই যে এইরূপ দণ্ড হইল, তাহা নয়, সামান্যতঃ কি পণ্ডিত, কি তপস্বী, কি গৃহী, কি যতি, (প্রত্যেকেই) চৈতন্যবিমুখ হইলেই পাষণ্ড হইয়া পড়ে। যে-সকল মহাত্মা শ্রীঅচ্যুতানন্দের মত গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহারাই শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যপ্রভুর গণের মধ্যে 'মহাভাগবত'।

ইতি অমৃতপ্রবাহ ভাষ্যে দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

অনুভাষ্য

৬৫। শ্রীরামপণ্ডিত—শ্রীবাসপণ্ডিতের কনিষ্ঠ। গৌঃ গঃ ৯১ "পর্ব্বতাখ্যো মুনিবরো য আসীন্নারদপ্রিয়ঃ। শ্রীরামপণ্ডিতঃ শ্রীমান্ তৎকনিষ্ঠ-সহোদরঃ।।" মধ্য, ১৩ পঃ ৩৯ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

৭০। দূতগণের প্রতি যমের উক্তি (ভাঃ ৬।৩।২৯)—"জিহ্বা ন বক্তি ভগবদ্‌গুণনামধেয়ং, চেতশ্চ ন স্মরতি তচ্চরণারবিন্দম্। কৃষ্ণায় ন নমতি যচ্ছির একদাপি, তানানয়ধ্বমসতোঽকৃতবিষ্ণুকৃত্যান্।।"

৭৯। ধ্রুবানন্দ ব্রহ্মচারী—গৌঃ গঃ ১৫২—"ধ্রুবানন্দব্রহ্মচারী ললিতেত্যপরে জগুঃ। স্বপ্রকাশবিভেদেন সমীচীনং মতন্তু তৎ।।" শাঃ নিঃ * ৪—"ধ্রুবানন্দমহং বন্দে সদোজ্জ্বলবিলাসিনম্। স্ব-স্বভাবং দদৌ যস্মৈ কৃপয়া শ্রীগদাধরঃ।।"

শ্রীধর ব্রহ্মচারী—গৌঃ গঃ ১৯৪ ও ১৯৯ শ্লোক—ব্রজের 'চন্দ্রলতিকা'। শাঃ নিঃ ৫—"শ্রীশ্রীধরং সুদামাখ্যং ব্রহ্মচারিণমদ্ভুতম্। প্রেমামৃতময়ং সর্ব্বং গৌরলীলাবিলাসকম্।।"

৮০। কবিদত্ত—শাঃ নিঃ ১৪—"মহাভাব-চমৎকাররূপনিত্যং স্বভাবজম্। রাধাকৃষ্ণৌ যস্য হৃদি বন্দে তং কবিদত্তকম্।।" ইনি ব্রজের 'কলকণ্ঠী'—গৌঃ গঃ ১৯৭ ও ২০৭ শ্লোক।

নয়নমিশ্র—গৌঃ গঃ ১৯৬ ও ২০৭ শ্লোক—ইনি ব্রজের 'নিত্যমঞ্জরী'। শাঃ নিঃ ১ শ্লোক—"বন্দে শ্রীনয়নানন্দং মিশ্রং প্রেম-সুধার্ণবম্। গদাধরস্য গৌরস্য প্রেমরত্নৈকভাজনম্।।"

গঙ্গামন্ত্রী—গৌঃ গঃ ১৯৬ ও ২০৫—ইনি ব্রজের 'চন্দ্রিকা'। শাঃ নিঃ ১৬—"গঙ্গামন্ত্রিণমীড়েঽহং সেবাসৌখ্যবিলাসিনম্। নামপ্রেমপ্রকাশার্থং স্বর্ধুন্যা যঃ সুমন্ত্রিতঃ।।"

মামু ঠাকুর—শ্রীমন্মহাপ্রভু ইঁহাকে 'মামা' বলিয়া ডাকিতেন; তজ্জন্য লোকে ইঁহাকে 'মামাঠাকুর' বলিতেন। পূর্ব্ববঙ্গে ও উৎকল দেশে মামাকে 'মামু' বলে। ইঁহার প্রকৃত নাম—'জগন্নাথ চক্রবর্ত্তী', শ্রীনীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর ভ্রাতুষ্পুত্র ; নিবাস—ফরিদপুর জেলায় মগডোবা-গ্রামে। মামুঠাকুর শ্রীগদাধরের অপ্রকটের পরে পুরীর 'শ্রীটোটা-গোপীনাথে'র সেবাধিকারী হইয়াছিলেন। গৌঃ গঃ ১৯৬ ও ২০৫ শ্লোক—ইনি ব্রজের 'কলভাষিণী'। শাঃ নিঃ ১৭—"যঃ প্রেমণা গৌরচন্দ্রেণ পরিবারগণৈঃ সহ। উৎকলে ভাষিতো মামুস্তং বন্দে মামুঠাকুরম্।।" টোটা-গোপী-নাথের সেবকগণের গুরু-প্রণালী—(১) শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামী (শ্রীমতী রাধিকা, মতান্তরে, সৌভাগ্য-মঞ্জরী), (২) তদনুগ শ্রীজগন্নাথ চক্রবর্ত্তী 'মামু' গোস্বামী (শ্রীরূপমঞ্জরী?), (৩) তদনুগ রঘুনাথ গোস্বামী, (৪) রামচন্দ্র, (৫) রাধাবল্লভ, (৬)

* *'শাঃ নিঃ'—শ্রীযদুনন্দন-দাসকৃত 'শাখা-নির্ণয়ামৃত'-গ্রন্থ।*

(১১) ভূগর্ভগোস্বামী, (১২) ভাগবতদাস ঃ—

ভূগর্ভ গোসাঞি, আর ভাগবত দাস ।
যেই দুই আসি' কৈল বৃন্দাবনে বাস ॥ ৮১ ॥

(১৩) বাণীনাথ ব্রহ্মচারী, (১৪) বল্লভচৈতন্য ঃ—

বাণীনাথ ব্রহ্মচারী—বড় মহাশয় ।
বল্লভচৈতন্যদাস—কৃষ্ণপ্রেমময় ॥ ৮২ ॥

(১৫) শ্রীনাথ, (১৬) উদ্ধব, (১৭) জিতামিত্র, (১৮) জগন্নাথ ঃ—

শ্রীনাথ চক্রবর্ত্তী, আর শ্রীউদ্ধবদাস ।
জিতামিত্র, কাষ্ঠকাটা-জগন্নাথদাস ॥ ৮৩ ॥

(১৯) হরি আচার্য্য, (২০) পুরিয়াগোপাল (২১) কৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী, (২২) পুষ্পগোপাল ঃ—

শ্রীহরি আচার্য্য, দাস-পুরিয়াগোপাল ।
কৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী, পুষ্পগোপাল ॥ ৮৪ ॥

(২৩) শ্রীহর্ষ, (২৪) রঘুমিশ্র, (২৫) লক্ষ্মীনাথ, (২৬) চৈতন্যদাস, (২৭) রঘুনাথ ঃ—

শ্রীহর্ষ, রঘুমিশ্র, পণ্ডিত লক্ষ্মীনাথ ।
বঙ্গবাটী-চৈতন্যদাস, শ্রীরঘুনাথ ॥ ৮৫ ॥

অনুভাষ্য

কৃষ্ণজীবন, (৭) শ্যামসুন্দর, (৮) শান্তামণি, (৯) হরিনাথ, (১০) নবীনচন্দ্র, (১১) মতিলাল, (১২) দয়াময়ী, (১৩) কুঞ্জবিহারী।

কণ্ঠাভরণ—ইঁহার নাম শ্রীঅনন্ত চট্টরাজ—গৌঃ গঃ ১৯৬ ও ২০৬—"শ্রীকণ্ঠাভরণোপাধিরনন্তশ্চট্টবংশজঃ।" ইনি ব্রজের 'গোপালী'। শাঃ নিঃ ১৮—"লীলাকলাপসংযুক্তং রাধাকৃষ্ণ-রসাত্মকম্। শ্রীকণ্ঠাভরণং বন্দে তয়োঃ কণ্ঠাবতারকম্।।"

৮১। ভূগর্ভ গোসাঞি—ব্রজের 'প্রেমমঞ্জরী', শ্রীলোকনাথ গোস্বামীর অভিন্ন-হৃদয় সুহৃৎ। গৌঃ গঃ ১৮৭—"ভূগর্ভ-ঠক্কুরস্যাসীৎ পূর্ব্বাখ্যা প্রেমমঞ্জরী।" শাঃ নিঃ ২৪—"গোস্বামিনঞ্চ ভূগর্ভং ভূগর্ভোত্থং সুবিশ্রুতম্। সদা মহাশয়ং বন্দে কৃষ্ণপ্রেমপ্রদং প্রভুম্।। শ্রীল-গোবিন্দ-দেবস্য সেবা সুখবিলাসিনম্। দয়ালুং প্রেমদং স্বচ্ছং নিত্যমানন্দবিগ্রহম্।।"

ভাগবতদাস—শাঃ নিঃ ৩১—"ভূগর্ভসঙ্গিনং বন্দে শ্রীভাগ-বতদাসকম্। সদা রাধাকৃষ্ণ-লীলা-গানমণ্ডিতমানসম্।।"

৮২। বাণীনাথ ব্রহ্মচারী—শাঃ নিঃ ৩২—"ভক্তসংঘট্ট-ভক্তাখ্যং ভক্তবৃন্দেন রাজিতম্। ব্রহ্মচারিণমীড়ে তং বাণীনাথ-মহাশয়ম্।।" আদি, ১০ম পঃ ১১৪ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

বল্লভচৈতন্য—শাঃ নিঃ ৩৩—"কৃষ্ণপ্রেমময়ং স্বচ্ছং পরমা-নন্দদায়িনম্। বন্দে বল্লভচৈতন্যং লীলাগানযুতান্তরম্।।" এই শাখায় শ্রীযুত নলিনীমোহন গোস্বামী কুলিয়া-নবদ্বীপে গানতলার শ্রীমদনগোপাল দেবের সেবা করেন।

৮৩। শ্রীনাথ চক্রবর্ত্তী—শাঃ নিঃ ১৩—"বন্দে শ্রীনাথনামানং পণ্ডিতং সদ্গুণাশ্রয়ম্। কৃষ্ণসেবাপরিপাটী যত্নৈর্যেন সুসেবিতা।।"

উদ্ধবদাস—শাঃ নিঃ ৩৫—"অতিদীনজনে পূর্ণ-প্রেম-বিত্তপ্রদায়কম্। শ্রীমদুদ্ধবদাসাখ্যং বন্দেহং গুণশালিনম্।।"

জিতামিত্র—গৌঃ গঃ ২০২—"রিপবঃ ষট্ কামমুখ্যা জিতা যেন বশীকৃতাঃ। যথার্থনামা গৌরেণ জিতামিত্রঃ স নির্ম্মিতঃ।।" ইনি ব্রজের 'শ্যামমঞ্জরী'। শাঃ নিঃ ৩৬—"যস্য শ্রীপুস্তকং কৃষ্ণ-মাধুর্য্য-প্রেমপোষকম্। জিতামিত্রমহং বন্দে সর্ব্বাভীষ্টপ্রদায়কম্।।"

জগন্নাথদাস—ইঁহার নিবাস—ঢাকা-বিক্রমপুরের অন্তর্গত কাষ্ঠকাটা (কাঠাদিয়া) গ্রামে। ইঁহার বংশধরগণ সংপ্রতি আড়ি-য়ল-গ্রামে, কামারপাড়া ও পাইকপাড়া-গ্রামে বাস করেন। ইঁহার প্রতিষ্ঠিত 'যশোমাধব'-বিগ্রহ আড়িয়লের গোস্বামিগণ সেবা করেন। ইনি শ্রীরূপপাদকৃত 'কৃষ্ণগণোদ্দেশ'-লিখিত সমসমাজস্থ চতুঃষষ্টি সখীগণের ২৬ সংখ্যক সখী 'তিলকিনী'—চিত্রা দেবীর উপসখী। ১৪২ শ্লোক—"রসালিকা তিলকিনী সৌরসেনী সুগন্ধিকা।।" ইঁহার বংশধারা—(২) রামনৃসিংহ, (৩) রাম-গোপাল, (৪) রামচন্দ্র, (৫) সনাতন, (৬) মুক্তারাম, (৭) গোপীনাথ, (৮) গোলোক, (৯) হরিমোহন শিরোমণি, (১০) রাখালরাজ। (৭) গোপীনাথের কনিষ্ঠ তনয়—(৮) মাধব, (৯) লক্ষ্মীকান্ত।

সূর্য্যদাস সরখেল-কৃত 'ভোগনির্ণয়-পদ্ধতি'তে—"ততঃ সুচিত্রাযূথাশ্চ যে মহান্তো ভবন্তি তান্। জগন্নাথাখ্যদাসশ্চ ঠক্কুরো জগদীশকঃ।।" শাঃ নিঃ ৪৮—"বন্দে জগন্নাথদাসং কাষ্ঠকাটেতি বিশ্রুতম্। দত্তং যেন ত্রৈপুরে চ শ্রীহরিনামমঙ্গলম্।।" অর্থাৎ ইনি ত্রিপুর-প্রদেশে হরিনাম প্রচার করেন।

৮৪। হরি আচার্য্য—গৌঃ গঃ ১৯৬ ও ২০৭—ইনি ব্রজের 'কালাক্ষী'। শাঃ নিঃ ৩৭—"হরিদাসাচার্য্যং বঙ্গদেশনিবাসিনম্। বন্দে তং পরয়া ভক্ত্যা সোজ্জ্বলেনোজ্জ্বলীকৃতম্।।"

পুরিয়া গোপালদাস—শাঃ নিঃ ৩৮—"বন্দে গোপাল-দাসাখ্যং সাদীপুর-নিবাসিনম্। রাধাকৃষ্ণপ্রেমরসৈঃ প্লাবিতং বিক্রমং পুরম্।।" অর্থাৎ ইনি বিক্রমপুরে হরিনাম-প্রচারক।

কৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী—ইনি ব্রজের অষ্টসখীর অন্যতম 'ইন্দুলেখা'। গৌঃ গঃ ১৬৪—'ইন্দুলেখা ব্রজে যাসীৎ শ্রীরাধায়াঃ সখী পুরা। কৃষ্ণদাসব্রহ্মচারী কৃতবৃন্দাবনস্থিতিঃ।।" শাঃ নিঃ ৪১—"কৃষ্ণদাস-ব্রহ্মচারি-কৃষ্ণপ্রেম-প্রকাশকম্। বন্দে তমুজ্জ্বল-ধিয়ং বৃন্দাবননিবাসিনম্।।"

পুষ্পগোপাল—শাঃ নিঃ ৩৯—"পুষ্পগোপালনামানং বন্দে প্রেমবিলাসিনম্। স্বরসৈঃ পুষ্পিতঃ স্বর্ণগ্রামকো নামধেয়তঃ।।"

৮৫। শ্রীহর্ষ—গৌঃ গঃ ১৯৪ ও ২০১—ইনি ব্রজের

(২৮) অমোঘ, (২৯) হস্তিগোপাল,
(৩০) চৈতন্যবল্লভ, (৩১) যদু,
(৩২) মঙ্গলবৈষ্ণব ঃ—

অমোঘ পণ্ডিত, হস্তিগোপাল, চৈতন্যবল্লভ।
যদু গাঙ্গুলি আর মঙ্গল বৈষ্ণব ॥ ৮৬ ॥

অনুভাষ্য

'সুকেশিনী'। শাঃ নিঃ ৪০—"বন্দে শ্রীহর্ষমিশ্রাখ্যং কৃষ্ণপ্রেম-বিনোদিনম্। গৌরপ্রেম্ণা মত্তচিত্তং মহানন্দরসাঙ্কুরম্।।"

রঘুমিশ্র—গৌঃ গঃ ১৯৫ ও ২০১—ইনি ব্রজের 'কর্পূর-মঞ্জরী'।

লক্ষ্মীনাথ পণ্ডিত—গৌঃ গঃ ১৯৬ ও ২০৫—ইনি ব্রজের 'রসোন্মাদা'। শাঃ নিঃ ৪২—"ব্রজলক্ষ্মীনাথদাসং করুণালয়-বিগ্রহম্। মহাভাবান্বিতং বন্দে ব্রজসৌভাগ্যদায়কম্।।"

বঙ্গবাটী-চৈতন্যদাস—গৌঃ গঃ ১৯৬ ও ২০৬—ইনি ব্রজের 'কালী'। শাঃ নিঃ ৪৩—"বঙ্গবাট্যাঃ শ্রীচৈতন্যদাসং বন্দে মহাশয়ম্। সদা প্রেমাশ্রুরোমাঞ্চ-পুলকাঞ্চিতবিগ্রহম্।।"

ইহার শাখা-পরম্পরা ঃ—(২) মথুরাপ্রসাদ, (৩) রুক্মিণী-কান্ত, (৪) জীবনকৃষ্ণ, (৫) যুগলকিশোর, (৬) রতনকৃষ্ণ, (৭) রাধামাধব, (৮) ঊষামণি, (৯) বৈকুণ্ঠনাথ, (১০) লালমোহন শাহা শঙ্খনিধি (ঢাকাবাসী)।

রঘুনাথ—ইনি ব্রজের 'বরাঙ্গদা'—গৌঃ গঃ ১৯৪ ও ২০০ — "রঘুনাথো দ্বিজঃ কশ্চিদ্ গৌরাঙ্গানন্যসেবকঃ।" শাঃ নিঃ ৪৪—"বন্দে শ্রীরঘুনাথাখ্যং প্রেমকন্দমহাশয়ম্। যন্নামশ্রবণে-নৈব বৃন্দাবনরসং লভেৎ।।"

৮৬। অমোঘ পণ্ডিত—শাঃ নিঃ ৫৯—"অমোঘপণ্ডিতং বন্দে শ্রীগৌরেণাত্মসাৎকৃতম্। প্রেমগদ্গদসান্দ্রাঙ্গং পুলকাকুল-বিগ্রহম্।।"

হস্তিগোপাল—ইনি ব্রজের 'হরিণী'—গৌঃ গঃ ১৯৬ ও ২০৬। "হস্তিগোপালদাসাখ্যং প্রেমমত্তকলেবরম্। নমামি পরয়া ভক্ত্যা গৌরপ্রেমময়ং পরম্।।"—শাঃ নিঃ ৬১।

চৈতন্যবল্লভ—শাঃ নিঃ ৬০—"চৈতন্যবল্লভং নাম বন্দে প্রেমরসালয়ম্। গদাধরস্য গৌরস্য গুণগানাভিলাষিণম্।।"

যদু গাঙ্গুলী—শাঃ নিঃ ৩৪—"যদুনাথ-চক্রবর্ত্তি-লীলা-ভাগবতাভিধম্। প্রেমকন্দং মহাভিজ্ঞং বন্দে ভক্ত্যা মহাশয়ম্।।" বর্দ্ধমান জেলায় পালিগ্রাম-চাণক-নিবাসী শ্রীনলিনাক্ষ ঠাকুর এই শাখার বংশধর।

মঙ্গল বৈষ্ণব—শাঃ নিঃ ৪৭—"মঙ্গলং বৈষ্ণবং বন্দে শুদ্ধ-চিত্তকলেবরম্। বৃন্দাবনেশয়োর্লীলামৃতস্নিগ্ধকলেবরম্।।" মুর্শি-দাবাদের অন্তর্গত টিটকণা-গ্রামে ইঁহার নিবাস। পিতৃকুল মুর্শিদাবাদের দেবী কিরীটেশ্বরীর সেবায়েত ছিলেন। প্রবাদ, ইনি প্রথমে বৃহদ্ব্রত গ্রহণ করিয়া গৃহ হইতে বাহির হন। পরে ময়নাডালে স্বীয় শিষ্য প্রাণনাথ অধিকারীর কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। ইঁহার বংশধরগণ সম্প্রতি কাঁদড়ার ঠাকুর বলিয়া প্রসিদ্ধ। কাঁদড়া বর্দ্ধমান জেলার কাটোয়ার নিকটবর্ত্তী গ্রাম। তথায় কিছুদিন পূর্ব্বে মঙ্গলঠাকুরের বংশে ৩৬ ঘর অধিবাসী ছিলেন।

ঠাকুর মহাশয়ের প্রসিদ্ধ শিষ্যের মধ্যে ময়নাডালের প্রাণনাথ অধিকারী, কাঁকড়া-নিবাসী পুরুষোত্তম চক্রবর্ত্তী এবং ময়নাডালের নৃসিংহপ্রসাদ মিত্র ঠাকুরের নাম উল্লেখযোগ্য। ময়নাডালের অধিকারী-বংশের লোপ হইয়াছে, কিন্তু তাঁহাদের দৌহিত্রবংশ আছে। পুরুষোত্তম চক্রবর্ত্তীর বংশে শ্রীকুঞ্জবিহারী চক্রবর্ত্তী ও রাধাবল্লভ চক্রবর্ত্তী সম্প্রতি বীরভূমের অন্তর্গত সাকুলেশ্বরের অধীন আঙ্গড়া-গ্রামে বাস করেন। ইঁহারা শ্রীচৈতন্যমঙ্গল গান করেন। নৃসিংহপ্রসাদ মিত্রঠাকুরের বংশে সুধাকৃষ্ণ মিত্রঠাকুর ও নিকুঞ্জবিহারী মিত্রঠাকুরের প্রসিদ্ধি আছে। ইঁহারা মৃদঙ্গবিদ্যার আচার্য্য।

মঙ্গল ঠাকুর মহাশয় গৌড়েশ্বরের গৌড় হইতে ক্ষেত্র পর্য্যন্ত সরণী প্রস্তুত ও দীর্ঘিকা খননকালে 'শ্রীরাধাবল্লভ' যুগলবিগ্রহ লাভ করিয়াছিলেন। সেকালে তিনি কাঁদড়ার পশ্চিমে রাণীপুর-নামক গ্রামে বাস করিতেন। ঠাকুর মহাশয়ের পূজিত শ্রীনৃসিংহ-শিলা আজও কাঁদড়ায় আছেন। বিগ্রহগণের সেবার জন্য গৌড়েশ্বর-প্রদত্ত সম্পত্তি নষ্ট হওয়ায় মঙ্গল ঠাকুর ভিক্ষাদ্বারা সেবা চালাইতেন।

মঙ্গল ঠাকুরের তিন পুত্র—(১) রাধিকাপ্রসাদ, (২) গোপীরমণ, (৩) শ্যামকিশোর। এই ভ্রাতৃত্রয়ের বংশ বর্ত্তমান। কাঁদড়ায় পরবর্ত্তিকালে শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রের সেবা স্থাপিত হইয়াছে।

(৩৩) শিবানন্দ চক্রবর্ত্তী ঃ—

চক্রবর্ত্তী শিবানন্দ সদা ব্রজবাসী।
মহাশাখা-মধ্যে তেঁহো সুদৃঢ় বিশ্বাসী ॥ ৮৭ ॥
এই ত' সংক্ষেপে কহিলাঙ্ পণ্ডিতের গণ।
ঐছে আর শাখা-উপশাখার গণন ॥ ৮৮ ॥

অনুভাষ্য

৮৭। শিবানন্দ চক্রবর্ত্তী—গৌঃ গঃ ১৮৩ শ্লোক—"শ্রীমল্ল-বঙ্গ-মঞ্জর্য্যাঃ প্রকাশত্বেন বিশ্রুতঃ। শিবানন্দশ্চক্রবর্ত্তী কৃতবৃন্দাবন-স্থিতিঃ।।" শাঃ নিঃ ১০—"শিবানন্দমহং বন্দে কুমুদানন্দ-নামকম্। রসোজ্জ্বলযুতং স্বচ্ছং বৃন্দাকাননবাসিনম্।।" আদি ৮ম পঃ ৭০ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

এতদ্ব্যতীত শ্রীযদুনন্দনদাস তৎকৃত 'শাখা-নির্ণয়ে' আরও কতিপয় গদাধর-শাখার উল্লেখ করিয়াছেন,—যথা, ১। মাধবা-

গদাধরগণের ঐকান্তিক গৌরভক্তি ঃ—

পণ্ডিতের গণ সব,—ভাগবত ধন্য ।
প্রাণবল্লভ—সবার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ॥ ৮৯ ॥

নিতাই-অদ্বৈত-গদাধরগণের স্মরণ-মাহাত্ম্য ঃ—

এই তিন স্কন্ধের কৈঁলু শাখার গণন ।
যাঁ-সবা-স্মরণে ভববন্ধ-বিমোচন ॥ ৯০ ॥
যাঁ-সবা-স্মরণে পাই চৈতন্য-চরণ ।
যাঁ-সবা-স্মরণে হয় বাঞ্ছিত পূরণ ॥ ৯১ ॥
অতএব তাঁ-সবার বন্দিয়ে চরণ ।
চৈতন্যমালীর কহি লীলা-অনুক্রম ॥ ৯২ ॥

গ্রন্থকারের দৈন্যোক্তি ঃ—

গৌরলীলামৃত-সিন্ধু—অপার অগাধ ।
কে করিতে পারে তাহাঁ অবগাহ-সাধ ॥ ৯৩ ॥
তাহার মাধুরী-গন্ধে লুব্ধ হয় মন ।
অতএব তটে রহি' চাকি এক কণ ॥ ৯৪ ॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ পদে যার আশ ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ৯৫ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে অদ্বৈতস্কন্ধ-শাখাবর্ণনং নাম দ্বাদশ-পরিচ্ছেদঃ।

অনুভাষ্য

চার্য্য, ২। গোপালদাস, ৩। হৃদয়ানন্দ, ৪। বল্লভভট্ট (ইঁহার নামানুসারে 'বল্লভ' বা 'পুষ্টিমার্গীয়' সম্প্রদায় প্রসিদ্ধ), ৫। মধু-পণ্ডিত (খড়দহ হইতে দুইমাইল পূর্ব্বে 'সাঁইবোনা' গ্রামে ইঁহার শ্রীপাট। ইনিই বৃন্দাবনের প্রসিদ্ধ গোপীনাথদেবের স্থাপনকর্ত্তা ও সেবক), ৬। অচ্যুতানন্দ, ৭। চন্দ্রশেখর, ৮। বক্রেশ্বর পণ্ডিত (?), ৯। দামোদর, ১০। ভগবান্ আচার্য্য (অপর), ১১। অনন্তাচার্য্যবর্য্য (অপর), ১২। কৃষ্ণদাস, ১৩। পরমানন্দ ভট্টাচার্য্য, ১৪। ভবানন্দ গোস্বামী, ১৫। চৈতন্যদাস, ১৬। লোকনাথ ভট্ট (শ্রীঠাকুর নরোত্তমের গুরু, যশোহর-জেলায় তালখড়ি-নিবাসী, বৃন্দাবনের 'শ্রীরাধাবিনোদ'-স্থাপক এবং ভূগর্ভ ঠাকুরের প্রগাঢ় বন্ধু) (?), ১৭। গোবিন্দাচার্য্য, ১৮। অক্রূর ঠাকুর, ১৯। সঙ্কেতাচার্য্য, ২০। প্রতাপাদিত্য, ২১। কমলাকান্ত আচার্য্য, ২২। যাদবাচার্য্য, ২৩। নারায়ণ পড়িহারী (ক্ষেত্রবাসী)।

ইতি অনুভাষ্যে দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

কথাসার—এই ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদে মহাপ্রভুর জন্ম বিবৃত। আদিলীলাই গার্হস্থ্যলীলা, অন্ত্যলীলাই সন্ন্যাসলীলা। তাহার (অন্ত্যলীলার) প্রথম ছয় বৎসরে 'মধ্যলীলা'-নামে দক্ষিণদেশে, বৃন্দাবনাদি তীর্থে গমনাগমন ও নামপ্রচার। শ্রীহট্টনিবাসী উপেন্দ্রমিশ্রের পুত্র—জগন্নাথ মিশ্র। তিনি নবদ্বীপে বাস করিয়া নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর কন্যা শচীদেবীকে বিবাহ করিলেন। তাঁহার প্রথমে আটটী কন্যা হয়। সেই কন্যাগুলি জন্মিবার পর পরলোক গমন করিলে নবম-গর্ভে বিশ্বরূপের জন্ম হয়। ১৪০৭ শকে ফাল্গুনী-পূর্ণিমার সন্ধ্যাকালে সিংহ-লগ্নে সিংহ-রাশিতে চন্দ্র-গ্রহণের সময় কৃষ্ণনাম-কীর্ত্তনের সহিত গৌরচন্দ্র অবতীর্ণ হইলেন। শিশুর জন্ম শুনিয়া আর্য্যাগণ অনেক উপায়নের সহিত শিশুদর্শনে আসিলেন। নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী, তাঁহার কোষ্ঠী ও কর গণনা করিয়া তাঁহাতে মহাপুরুষের চিহ্ন পাইলেন। (অঃ প্রঃ ভাঃ)

গৌরপ্রসাদে অধম ব্যক্তিরও তল্লীলাবর্ণনে যোগ্যতা ঃ—

স প্রসীদতু চৈতন্যদেবো যস্য প্রসাদতঃ ।
তল্লীলাবর্ণনে যোগ্যঃ সদ্যঃ স্যাদধমোঽপ্যয়ম্ ॥ ১॥

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গৌরচন্দ্র ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় জয় নিত্যানন্দ ॥ ২ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১। যাঁহার প্রসন্নতা-ক্রমে এই অধমজনও তল্লীলা-বর্ণনে সদ্যই যোগ্যতা লাভ করিতেছে, সেই শ্রীচৈতন্যদেব আমার প্রতি প্রসন্ন হউন্।

অনুভাষ্য

১। যস্য (শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবস্য) প্রসাদতঃ (অনুকম্পয়া) অয়ং (মাদৃশঃ) অধমঃ অপি তল্লীলাবর্ণনে সদ্যঃ যোগ্যঃ স্যাৎ, স চৈতন্যদেবঃ প্রসীদতু।

জয় জয় গদাধর জয় শ্রীনিবাস ।
জয় মুকুন্দ বাসুদেব জয় হরিদাস ॥ ৩ ॥
জয় দামোদর-স্বরূপ জয় মুরারি গুপ্ত ।
এই সব চন্দ্রোদয়ে তমঃ কৈল লুপ্ত ॥ ৪ ॥

ভক্ত-চন্দ্রের হরিভজন-কিরণে জীবের অজ্ঞান-তমো-বিনাশ ঃ—

জয় শ্রীচৈতন্যের ভক্ত পূর্ণচন্দ্রগণ ।
সবার প্রেম-জ্যোৎস্নায় উজ্জ্বল ত্রিভুবন ॥ ৫ ॥

গৌরলীলা-বর্ণনারম্ভ ঃ—

এই ত' কহিল গ্রন্থারম্ভে মুখবন্ধ ।
এবে কহি চৈতন্য-লীলাক্রম-অনুবন্ধ ॥ ৬ ॥

প্রথমে সূত্ররূপে, পরে সবিস্তার বর্ণন-প্রতিজ্ঞা ঃ—

প্রথমে ত' সূত্ররূপে করিয়ে গণন ।
পাছে বিস্তার করিব তার বিবরণ ॥ ৭ ॥

মহাপ্রভুর ৪৮ বৎসর প্রকটলীলা ঃ—

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নবদ্বীপে অবতরি ।
আটচল্লিশ বৎসর প্রকট বিহরি ॥ ৮ ॥
চৌদ্দশত সাত শকে জন্মের প্রমাণ ।
চৌদ্দশত পঞ্চান্নে হইল অন্তর্দ্ধান ॥ ৯ ॥

প্রথম ২৪ বৎসর নবদ্বীপে গার্হস্থ্যলীলা, শেষ ২৪ বৎসর নীলাচলে সন্ন্যাস-লীলাভিনয় ঃ—

চব্বিশ বৎসর প্রভু কৈল গৃহবাস ।
নিরন্তর কৈল তাহে কীর্ত্তন-বিলাস ॥ ১০ ॥
চব্বিশ বৎসর শেষে করিয়া সন্ন্যাস ।
আর চব্বিশ বৎসর কৈল নীলাচলে বাস ॥ ১১ ॥

শেষ ২৪ বৎসরের ৬ বৎসর উত্তর ও দক্ষিণ-ভারতে কৃষ্ণান্বেষণ ও প্রচার ঃ—

তার মধ্যে ছয় বৎসর—গমনাগমন ।
কভু দক্ষিণ, কভু গৌড়, কভু বৃন্দাবন ॥ ১২ ॥
অষ্টাদশ বৎসর রহিলা নীলাচলে ।
কৃষ্ণপ্রেম-লীলামৃতে ভাসা'ল সকলে ॥ ১৩ ॥

গার্হস্থ্য-লীলাই আদিলীলা এবং সন্ন্যাস-লীলাই মধ্য ও অন্ত্যলীলা ঃ—

গার্হস্থ্যে প্রভুর লীলা—'আদি'-লীলাখ্যান ।
'মধ্য'-'অন্ত্য'-নামে—শেষলীলার দুই নাম ॥ ১৪ ॥

'চৈতন্যচরিতে' মুরারিকর্ত্তৃক আদিলীলার এবং 'কড়চায়' স্বরূপকর্ত্তৃক শেষ-লীলার গ্রন্থন ঃ—

আদিলীলা-মধ্যে প্রভুর যতেক চরিত ।
সূত্ররূপে মুরারিগুপ্ত করিলা গ্রথিত ॥ ১৫ ॥
প্রভুর মধ্য-শেষ-লীলা স্বরূপ-দামোদর ।
সূত্র করি' গ্রন্থিলেন গ্রন্থের ভিতর ॥ ১৬ ॥

এতদুভয়ের সূত্রই প্রভুর লীলা-বর্ণণের আকর ঃ—

এই দুইজনের সূত্র দেখিয়া শুনিয়া ।
বর্ণনা করেন বৈষ্ণব ক্রম যে করিয়া ॥ ১৭ ॥

আদিলীলার চারিভাগ ঃ—

বাল্য, পৌগণ্ড, কৈশোর, যৌবন—চারিভেদ ।
অতএব আদিখণ্ডে লীলা চারি ভেদ ॥ ১৮ ॥

শুভ ফাল্গুনী-পূর্ণিমার বন্দনা ঃ—

সর্ব্বসদ্গুণপূর্ণাং তাং বন্দে ফাল্গুনপূর্ণিমাম্ ।
যস্যাং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যোঽবতীর্ণঃ কৃষ্ণনামভিঃ ॥ ১৯ ॥

চন্দ্রগ্রহণ-ছলে জীবকে হরিনামে প্রবর্ত্তন ঃ—

ফাল্গুনপূর্ণিমা-সন্ধ্যায় প্রভুর জন্মোদয় ।
সেই কালে দৈবযোগে চন্দ্রের গ্রহণ হয় ॥ ২০ ॥
'হরি' 'হরি' বলে লোক হরষিত হঞা ।
জন্মিলা চৈতন্যপ্রভু 'নাম' জন্মাইয়া ॥ ২১ ॥

আদিলীলায় সর্ব্বত্র হরিনাম-প্রবর্ত্তন ঃ—

জন্ম-বাল্য-পৌগণ্ড-কৈশোর-যুবাকালে ।
হরিনাম লওয়াইলা প্রভু নানা ছলে ॥ ২২ ॥

নাম লওয়াইবার ছলে ক্রন্দন ও নামেই নিবৃত্তি ঃ—

বাল্যভাব-ছলে প্রভু করেন ক্রন্দন ।
'কৃষ্ণ' 'হরি' নাম শুনি' রহয়ে রোদন ॥ ২৩ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৭। শ্রীমুরারিগুপ্তের আদিলীলার সূত্র এখনও বর্ত্তমান ; তাহা দেখিয়া এবং শ্রীস্বরূপ গোস্বামীর কড়চা-সূত্র শ্রীরঘুনাথ-দাস গোস্বামীর মুখে শুনিয়া বৈষ্ণবসকল বর্ণনা করেন।

১৯। বৈবস্বতমনোরষ্টাবিংশতিযুগসম্ভবে। চতুর্দ্দশ-শতাব্দে বৈ সপ্তবর্ষসমন্বিতে।। ভাগীরথীতটে রম্যে শচীগর্ভমহার্ণবে। রাহুগ্রস্তে পূর্ণিমায়াং গৌরাঙ্গঃ প্রকটোঽভবৎ।।

সেই সর্ব্বসদ্গুণপূর্ণ ফাল্গুন-পূর্ণিমাকে আমি বন্দনা করি, যে পূর্ণিমায় শ্রীকৃষ্ণনাম-সহিত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

অনুভাষ্য

১৯। যস্যাং (ফাল্গুন-পৌর্ণমাস্যাং) কৃষ্ণনামভিঃ [সহ] শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যঃ (রাধাকৃষ্ণাভিন্নবিগ্রহঃ মূলাবতারী গোলোকনাথঃ) [নিজলোকতঃ গৌরপ্রকোষ্ঠাৎ প্রপঞ্চে ভৌমনবদ্বীপে] অবতীর্ণঃ, তাং সর্ব্বসদ্গুণপূর্ণাং ফাল্গুন-পূর্ণিমাং (প্রাপঞ্চিক-কালাবতীর্ণাম্ অপ্রাকৃতাং সেবাপরাং তিথিরূপাং দেবীম্ (অহং) বন্দে।

তাঁহাকে দেখিতে আসিয়া সকলেরই নামোচ্চারণ ঃ—

অতএব 'হরি' 'হরি' বলে নারীগণ ।
দেখিতে আইসে যেবা সর্ব্ব বন্ধুজন ॥ ২৪ ॥

'গৌরহরি' নামের আদি সূচনা ঃ—

'গৌরহরি' বলি' তারে হাসে সর্ব্বনারী ।
অতএব হৈল তাঁর নাম 'গৌরহরি' ॥ ২৫ ॥

বয়োবৃদ্ধির সহিত সর্ব্বকালে জীবকে নামে প্রবর্ত্তন ঃ—

বাল্য বয়স—যাবৎ হাতে খড়ি দিল ।
পৌগণ্ড বয়স—যাবৎ বিবাহ না কৈল ॥ ২৬ ॥
বিবাহ করিলে হৈল নবীন যৌবন ।
সর্ব্বত্র লওয়াইল প্রভু নাম-সঙ্কীর্ত্তন ॥ ২৭ ॥

পৌগণ্ডে অধ্যয়ন-অধ্যাপনা-সূত্রে প্রতি বিষয়ে কৃষ্ণনাম-ব্যাখ্যা এবং প্রবর্ত্তন ঃ—

পৌগণ্ড-বয়সে পড়েন, পড়ান শিষ্যগণে ।
সর্ব্বত্র করেন কৃষ্ণনামের ব্যাখ্যানে ॥ ২৮ ॥
সূত্র-বৃত্তি-টীকায় কৃষ্ণনামের তাৎপর্য্য ।
শিষ্যের প্রতীত হয়,—সবার আশ্চর্য্য ॥ ২৯ ॥

সকলকেই কৃষ্ণনাম-কীর্ত্তনে প্রবর্ত্তন ঃ—

যারে দেখে, তারে কহে,—কহ কৃষ্ণনাম ।
কৃষ্ণনামে ভাসাইল নবদ্বীপ-গ্রাম ॥ ৩০ ॥

কৈশোরে স্বয়ং কীর্ত্তন করিয়া সকলকে নামে প্রবর্ত্তন ঃ—

কিশোর-বয়সে আরম্ভিলা সঙ্কীর্ত্তন ।
রাত্র-দিনে প্রেমে নৃত্য, সঙ্গে ভক্তগণ ॥ ৩১ ॥
নগরে নগরে ভ্রমে কীর্ত্তন করিয়া ।
ভাসাইল ত্রিভুবন প্রেমভক্তি দিয়া ॥ ৩২ ॥

নবদ্বীপে পূর্ণ ২৪ বৎসরই জীবকে নামে প্রবর্ত্তন ঃ—

চব্বিশ বৎসর ঐছে নবদ্বীপ-গ্রামে ।
লওয়াইল সর্ব্বলোকে কৃষ্ণপ্রেম-নামে ॥ ৩৩ ॥

নীলাচলে শেষ ২৪ বৎসরের ৬ বৎসর আসমুদ্র-হিমাচল নামপ্রেম-প্রচার ঃ—

চব্বিশ বৎসর ছিলা করিয়া সন্ন্যাস ।
ভক্তগণ লঞা কৈলা নীলাচলে বাস ॥ ৩৪ ॥
তার মধ্যে নীলাচলে ছয় বৎসর ।
নৃত্য, গীত, প্রেমভক্তি-দান নিরন্তর ॥ ৩৫ ॥
সেতুবন্ধ, আর গৌড়-ব্যাপি বৃন্দাবন ।
প্রেম-নাম প্রচারিয়া করিলা ভ্রমণ ॥ ৩৬ ॥

ঐ ৬ বৎসরই—মধ্যলীলা ও কেবল নামপ্রচারময় ঃ—

এই 'মধ্যলীলা'—নাম লীলা-মুখ্যধাম ।
শেষ অষ্টাদশ বর্ষ—'অন্ত্যলীলা' নাম ॥ ৩৭ ॥

অবশিষ্ট ১৮ বৎসরের মধ্যে ৬ বৎসর কেবল কীর্ত্তন-নর্ত্তনদ্বারা প্রেমপ্রচার ঃ—

তার মধ্যে ছয় বৎসর ভক্তগণ-সঙ্গে
প্রেমভক্তি লওয়াইল নৃত্য-গীত-রঙ্গে ॥ ৩৮ ॥

শেষ ১২ বৎসর কৃষ্ণবিরহে কেবল স্বয়ং অনুক্ষণ কৃষ্ণপ্রেমাস্বাদন ও প্রেমাবস্থা-প্রদর্শন ঃ—

দ্বাদশ বৎসর শেষ রহিলা নীলাচলে ।
প্রেমাবস্থা শিখাইলা আস্বাদন-ছলে ॥ ৩৯ ॥
রাত্রি-দিবসে কৃষ্ণবিরহ-স্ফুরণ ।
উন্মাদের চেষ্টা করে প্রলাপ-বচন ॥ ৪০ ॥

উদ্ধবদর্শনে শ্রীরাধার ন্যায় মহাপ্রভুর মহাভাব ঃ—

শ্রীরাধার প্রলাপ যৈছে উদ্ধব-দর্শনে ।
সেইমত উন্মাদ-প্রলাপ করে রাত্রিদিনে ॥ ৪১ ॥

স্বরূপ ও রায়সহ চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি ও গীতগোবিন্দ আলোচনা ঃ—

বিদ্যাপতি, জয়দেব, চণ্ডীদাসের গীত ।
আস্বাদেন রামানন্দ-স্বরূপ-সহিত ॥ ৪২ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২৯। ব্যাকরণ-সূত্র, তাহার বৃত্তি ও টীকা শিষ্যদিগকে পড়াইবার সময় কৃষ্ণনামের তাৎপর্য্য শিষ্যদিগকে শিক্ষা দিয়াছিলেন। সেই শিক্ষা অবলম্বন করিয়া গোস্বামী মহোদয়গণ (শ্রীজীবপ্রভু) পরে 'লঘু' ও 'বৃহৎ' এই দুইখানি 'হরিনামামৃত-ব্যাকরণ' রচনা করিয়াছেন। সেই দুইখানি ব্যাকরণ পাঠ করিলে জীবের শব্দ-জ্ঞান ও কৃষ্ণভক্তি উদিত হয়।

৩২। শ্রীনবদ্বীপধাম—জাহ্নবী-বেষ্টিত, ষোলক্রোশ পরিধির অন্তর্গত ; তাহাতে নববিধা ভক্তির পীঠস্বরূপ 'অন্তঃ', 'সীমন্ত', 'গোদ্রুম', 'মধ্য', 'কোল', 'ঋতু', 'জহ্নু', 'মোদদ্রুম' ও 'রুদ্র'—এই নয়টী দ্বীপ বিরাজমান। তন্মধ্যে অন্তর্দ্বীপের মধ্যস্থলে শ্রীমায়াপুর-গ্রামে শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের নিকেতন। এইসকল নগরে

অনুভাষ্য

২৮-২৯। চৈঃ ভাঃ মধ্য, ১ম অঃ—"আবিষ্ট হইয়া প্রভু করয়ে ব্যাখ্যান। সূত্রবৃত্তি-টীকায় সকলে হরিনাম।। প্রভু বলে,—সর্ব্বকাল সত্য কৃষ্ণনাম। সর্ব্বশাস্ত্রে কৃষ্ণ বই না বলয়ে আন।। কৃষ্ণের চরণ ছাড়ি' যে আর বাখানে। ব্যর্থ জন্ম যায় তার অকথ্য কথনে।। কৃষ্ণের ভজন ছাড়ি' যে শাস্ত্র বাখানে। সে অধম কভু শাস্ত্রমর্ম্ম নাহি জানে।। শাস্ত্রের না জানে মর্ম্ম, অধ্যাপনা করে। গর্দ্দভের প্রায় মাত্র শাস্ত্র বহি' মরে।।"

৩৯। জাতপ্রেম-ব্যক্তি সম্ভোগের পুষ্টিকারক অপ্রাকৃত বিপ্রলম্ভরসে অবস্থান করেন। এই প্রেমাবস্থা শ্রীগৌরসুন্দর জগজ্জীবকে নিজে আস্বাদন করিবার মানসে শিখাইয়াছেন। বিপ্রলম্ভের অনুদয়ে সম্ভোগের পুষ্টি নাই।

শ্রীরাধার কৃষ্ণবিরহ-চেষ্টোত্থ কৃষ্ণপ্রেমাস্বাদনদ্বারা নিজ-বাঞ্ছাত্রয়-পূরণ ঃ—

কৃষ্ণের বিয়োগে যত প্রেম-চেষ্টিত ।
আস্বাদিয়া পূর্ণ কৈল আপন বাঞ্ছিত ॥ ৪৩ ॥
অনন্ত চৈতন্যলীলা ক্ষুদ্র জীব হঞা ।
কে বর্ণিতে পারে, তাহা বিস্তার করিয়া ॥ ৪৪ ॥

স্বয়ং অনন্তদেবও গৌরলীলার অন্ত পাইতে অসমর্থ ঃ—

সূত্র করি' গণে যদি আপনে অনন্ত ।
সহস্র-বদনে তেঁহো নাহি পায় অন্ত ॥ ৪৫ ॥

মুরারি ও শ্রীস্বরূপের স্ব-কৃত সূত্রে আদি ও শেষলীলার গ্রন্থন ঃ—

দামোদর-স্বরূপ, আর গুপ্ত মুরারি ।
মুখ্যমুখ্যলীলা সূত্রে লিখিয়াছে বিচারি' ॥ ৪৬ ॥

সেই সূত্রাবলম্বনে ঠাকুর বৃন্দাবনদাসের গৌরলীলা-বর্ণন ঃ—

সেই অনুসারে লিখি লীলা-সূত্রগণ ।
বিস্তারি' বর্ণিয়াছেন তাহা দাস-বৃন্দাবন ॥ ৪৭ ॥

বৃন্দাবনদাসের রচনা-মাধুর্য্য-বর্ণন ঃ—

চৈতন্য-লীলার ব্যাস,—দাস বৃন্দাবন ।
মধুর করিয়া লীলা করিলা রচন ॥ ৪৮ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

নগরে কীর্ত্তন করিয়া প্রভু প্রেমভক্তিদ্বারা ত্রিভুবন প্লাবিত করিলেন।

অনুভাষ্য

৪১। সুদীর্ঘ বিপ্রলম্ভরসের মূর্ত্তিমান্ আদর্শ, উদ্ধব-দর্শনে শ্রীমতী বৃষভানুজার 'চিত্রজল্প'-ভাবময় শ্রীগৌরসুন্দর। অসূয়া, ঈর্ষা এবং মদযুক্ত অবজ্ঞামুদ্রাদ্বারা রাধিকা কৃষ্ণের অকৌশলোদ্গার করিতে গিয়া ভ্রমরকে উপলক্ষ্য করিয়া যে প্রজল্প করিয়াছিলেন, সেইসকল ভাবে শ্রীগৌরসুন্দর মগ্ন ছিলেন—আদি, ৪র্থ পঃ ১০৭-১০৮ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

৪২। বিদ্যাপতি—মিথিলাবাসী জনৈক বৈষ্ণবকবি। রাজা শিবসিংহ ও রাণী লছিমাদেবীর রাজ্যকালে তাঁহার প্রাদুর্ভাবকাল, অর্থাৎ চতুর্দ্দশ শক শতাব্দীর প্রথমপাদে তিনি গীত রচনা করেন। শ্রীমহাপ্রভুর প্রকট-কালের প্রায় একশতবর্ষ পূর্ব্বে তাঁহার উদয়কাল। ইনি মৈথিল ব্রাহ্মণ এবং ইঁহার দ্বাদশ অধস্তন বর্ত্তমান-কালে জীবিত আছেন। ইঁহার রচিত কৃষ্ণগীতসমূহে প্রচুর অপ্রাকৃত বিপ্রলম্ভ-রসের আদর্শ পাওয়া যায়। ঐভাবগুলি শ্রীমহাপ্রভুর আস্বাদনীয় ছিল।

জয়দেব—বঙ্গাধিপ 'লক্ষ্মণসেন' রাজার রাজ্যকালে ইনি ভোজদেবের ঔরসে বামাদেবীর গর্ভে উদ্ভূত হন। ঐকাল কাহারও মতে একাদশ বা দ্বাদশ শক শতাব্দী। বঙ্গদেশের রাজধানী নবদ্বীপ-নগরে ইনি অনেকদিন বাস করেন। বীরভূম জেলার 'কেন্দুবিল্ব' গ্রামে, অন্য কাহারও মতে উৎকলদেশে, অপরের মতে দাক্ষিণাত্যে জয়দেবের জন্মস্থান। তিনি শ্রীজগন্নাথক্ষেত্রে শেষজীবন অতিবাহিত করেন। তাঁহার কবিতাগ্রন্থের নাম 'গীত-গোবিন্দ' বা 'অষ্টপদী'। ইহাতেও প্রচুর অপ্রাকৃত বিপ্রলম্ভ-রসের সমাবেশ দেখা যায়। শ্রীভাগবত-কথিত রাসস্থলী হইতে ব্রজরাজ-কুমারের উৎক্রমণোপলক্ষে যে সম্ভোগরসের পুষ্টিকারক বিপ্রলম্ভ-রসের অবতারণা, তাহা ইহাতে বর্ণিত। অষ্টপদীর টীকা ও টীকাকারগণের নাম 'বৈষ্ণব-মঞ্জুষা'য় (১ম সংখ্যা) দ্রষ্টব্য।

চণ্ডীদাস—ইনি বীরভূম-জিলার অন্তর্গত 'নান্নুর'-গ্রামে বিপ্রকুলে চতুর্দ্দশ শক শতাব্দীর প্রথম পাদাবসানে জন্মগ্রহণ করেন।

সম্ভবতঃ বিদ্যাপতি ঠাকুরের সহিত ইঁহার বন্ধুত্ব ছিল। ইঁহার লেখনীতে অপ্রাকৃত বিপ্রলম্ভরসের প্রচুরতা আছে।

চণ্ডীদাস প্রভৃতি ভক্তগণের প্রস্ফুটিত ভাবাবলীই শ্রীমহাপ্রভুর পরমপ্রিয় আস্বাদনীয় বস্তু ছিল। শ্রীরাধাভাবেই বিভাবিত হইয়া, শ্রীদামোদরস্বরূপ ও শ্রীরামানন্দ রায়—এই দুই অন্তরঙ্গ-ভক্তের সহিত বিপ্রলম্ভ-রসাস্বাদনদ্বারা কৃষ্ণচন্দ্র আপন-বাঞ্ছা-পূরণ করিয়াছিলেন।

পরমহংসকুল-শিরোমণি শ্রীদামোদরস্বরূপ ও শ্রীরায় রামানন্দের ন্যায় অদ্বিতীয় চিন্ময় কৃষ্ণরস-তত্ত্ববেত্তার সহিত স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর যে ভক্তত্রয়ের রচিত অপ্রাকৃত গীতিসমূহ আস্বাদন করিয়াছেন, তাহাই অদ্বিতীয় ভোক্তা সচ্চিদানন্দবিগ্রহ শ্রীনন্দনন্দনের প্রতি "কৃষ্ণময়ী" শ্রীরাধিকার মহাভাববৈচিত্র্য-সমূহের বিকাশ,—তাহা এই নশ্বর স্থূল ও সূক্ষ্মজগতের ভোগ ও ত্যাগ—এই উভয় ব্যাপারে উদাসীন, পরমমুক্ত ও নিষ্কিঞ্চন, শ্রীরাধাদাস্যে নিত্য অভিলাষী, মহাসৌভাগ্যবান্ ব্যক্তিরই নিত্য অনুসরণের বিষয়। প্রাকৃত কাব্যরসামোদী, নিরীশ্বর সাহিত্য-প্রিয়, দেহারামী ব্যক্তিগণ গবেষণার নিমিত্ত এবং প্রাকৃত সহজিয়া সম্প্রদায় জড়েন্দ্রিয়-তর্পণের জন্য 'রাগানুগ' অভিমান করিয়া চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি ও জয়দেবের গীতিসমূহের যে আলোচনা করিবার ধৃষ্টতা প্রদর্শন করেন, তৎফলে জগতের ব্যভিচার ও নাস্তিকতা বৃদ্ধি পাইয়া তাহাদিগকে নিরয়গামী করায়। এজন্য দেহাত্মবুদ্ধি, অসত্তৃষ্ণাময়, অনর্থযুক্ত অনধিকারী পাছে পরম-মুক্তকুলের আরাধ্য শ্রীরাধাকৃষ্ণের অলৌকিক লীলাবিলাসকে প্রাকৃত নায়ক-নায়িকার বৈরস্যময় কুৎসিত কামক্রীড়া-বিলাস বা তৎসদৃশ বলিয়া ধারণা করিয়া ইন্দ্রিয়তর্পণ করিয়া বসে, তজ্জন্য রাধাকৃষ্ণ-লীলার কোনপ্রকার আলোচনা তাহাদের পক্ষে নিতান্ত নিষিদ্ধ।

গ্রন্থকারকর্তৃক তৎপরিত্যক্ত অংশের বর্ণন-প্রতিজ্ঞা ঃ—

গ্রন্থ-বিস্তার-ভয়ে ছাড়িলা যে যে স্থানে ।
সেই সেই স্থানে কিছু করিব ব্যাখ্যানে ॥ ৪৯ ॥

ঠাকুর বৃন্দাবনকে গ্রন্থকারের মর্য্যাদা-প্রদান ঃ—

প্রভুর লীলামৃত তেঁহো করিল স্বাদন ।
তাঁর ভুক্ত-শেষ কিছু করিয়ে চর্ব্বণ ॥ ৫০ ॥

আদিলীলা-সূত্রারম্ভ ঃ—

আদিলীলা-সূত্র লিখি, শুন, ভক্তগণ ।
সংক্ষেপে লিখিয়ে সম্যক্ না যায় লিখন ॥ ৫১ ॥

বাঞ্ছাত্রয়পূরণের জন্য কৃষ্ণের গৌররূপে অবতার ঃ—

কোন বাঞ্ছা পূরণ লাগি' ব্রজেন্দ্রকুমার ।
অবতীর্ণ হৈতে মনে করিলা বিচার ॥ ৫২ ॥

কৃষ্ণের গুরুজনবর্গের অবতার ঃ—

আগে অবতারিল যে গুরু-পরিবার ।
সংক্ষেপে কহিয়ে, কহা না যায় বিস্তার ॥ ৫৩ ॥

গুরুবর্গের নাম ঃ—

শ্রীশচী-জগন্নাথ, শ্রীমাধবপুরী ।
কেশব ভারতী, আর শ্রীঈশ্বরপুরী ॥ ৫৪ ॥

অদ্বৈত আচার্য্য, আর পণ্ডিত শ্রীবাস ।
আচার্য্যরত্ন, বিদ্যানিধি, ঠাকুর হরিদাস ॥ ৫৫ ॥

শ্রীহট্ট-নিবাসী শ্রীউপেন্দ্রমিশ্র-নাম ।
বৈষ্ণব, পণ্ডিত, ধনী, সদ্‌গুণ-প্রধান ॥ ৫৬ ॥

উপেন্দ্রমিশ্রের সপ্ত নন্দন ঃ—

সপ্ত মিশ্র তাঁর পুত্র—সপ্ত ঋষীশ্বর ।
কংসারি, পরমানন্দ, পদ্মনাভ, সর্ব্বেশ্বর ॥ ৫৭ ॥

জগন্নাথ, জনার্দ্দন, ত্রৈলোক্যনাথ ।
নদীয়াতে গঙ্গাবাস কৈল জগন্নাথ ॥ ৫৮ ॥

কৃষ্ণাবতারে জগন্নাথের পরিচয় ঃ—

জগন্নাথ মিশ্রবর—পদবী 'পুরন্দর' ।
নন্দ-বসুদেব পূর্ব্বে সদ্‌গুণ-সাগর ॥ ৫৯ ॥

শচী ও নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী ঃ—

তাঁর পত্নী 'শচী'-নাম, পতিব্রতা সতী ।
যাঁর পিতা 'নীলাম্বর' নাম চক্রবর্ত্তী ॥ ৬০ ॥

শ্রীনিত্যানন্দ, গঙ্গাদাস, মুরারি, মুকুন্দ ঃ—

রাঢ়দেশে জন্মিলা ঠাকুর নিত্যানন্দ ।
গঙ্গাদাস পণ্ডিত, গুপ্ত মুরারি, মুকুন্দ ॥ ৬১ ॥

অনুভাষ্য

৫৬। উপেন্দ্রমিশ্র—গৌঃ গঃ ৩৫—"পর্জ্জন্যো নাম গোপাল আসীৎ কৃষ্ণপিতামহঃ। উপেন্দ্রমিশ্রঃ সঞ্জাতঃ শ্রীহট্টে সপ্ত পুত্রবান্।।" শ্রীহট্ট-জিলান্তর্গত 'ঢাকা-দক্ষিণ'-গ্রামে ইঁহার নিবাস। অদ্যাপি সেই স্থানে শ্রীইন্দ্রকুমার মিশ্র প্রমুখ কেহ কেহ আপনা-দিগকে তাঁহার অধস্তন বলিয়া পরিচয় দিয়া বাস করেন।

৬০। নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী—গৌঃ গঃ ১০৪—"নীলাম্বর-শ্চক্রবর্ত্তী গৌরস্য ভাবিজন্ম যৎ। সভায়াং কথয়ামাস তেনাসৌ গর্গ উচ্যতে। শ্রীশচ্যা জনকত্বেন সুমুখো বল্লবো মতঃ।।" ইঁহাদের জ্ঞাতিবংশ ফরিদপুর-জিলান্তর্গত মগ্‌ডোবা-গ্রামে আছেন। ইঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র জগন্নাথ চক্রবর্ত্তী বা 'মামুঠাকুর' পণ্ডিত গোস্বামীর শিষ্যরূপে শ্রীক্ষেত্রে টোটা-গোপীনাথের সেবক ছিলেন। নীলা-ম্বরের নবদ্বীপে বাসস্থান 'বেলপুকুরিয়া'তে ছিল বলিয়া 'প্রেম-বিলাসে' লিখিত আছে। আবার কাজীপাড়ায় তাঁহার বাসস্থান থাকায়, গ্রাম-সম্বন্ধে কাজী প্রভুর 'মাতুল' বলিয়াও কথিত হন। কাজীর বাস সমাধিসহ বিক্ষিপ্ত হইবার সম্ভাবনা না থাকায় পূর্ব্বকথিত 'বেলপুকুরিয়া' পল্লীর ঐ সব স্থানই বর্ত্তমান 'বামন-পুকুর'-নামক পল্লীতে পরিণত হইয়াছে বলিয়া জানা যায়।

৬১। রাঢ়দেশে—বীরভূম-জিলান্তর্গত একচক্রা-গ্রামে ; উহা ই, আই, আর, লুপলাইনে 'মল্লারপুর'-ষ্টেশন হইতে প্রায় আট মাইল পূর্ব্বদিকে অবস্থিত। একচক্রা-গ্রাম উত্তর-দক্ষিণে দৈর্ঘ্যে চারিক্রোশ ব্যাপী। 'বীরচন্দ্রপুর' বা 'বীরভদ্রপুর' একচক্রার সীমানার মধ্যে অবস্থিত। বীরভদ্রপ্রভুর নাম হইতে ঐ স্থানের নাম বীরচন্দ্রপুর বা বীরভদ্রপুর হইয়াছে।

গত ১৩৩১ সালে আষাঢ় মাসে বজ্রপাত হওয়াতে মন্দিরের চূড়া ভগ্ন হইয়া গিয়াছে এবং মন্দিরটীও অনেকটা জীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। ইতঃপূর্ব্বে আর কখনও শ্রীমন্দিরের উপর এরূপ দৈবদুর্ব্বিপাক হয় নাই।

শ্রীমন্দিরের মধ্যে শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভুর প্রতিষ্ঠিত শ্রীকৃষ্ণ-বিগ্রহ,—নাম শ্রীবঙ্কিমরায় বা 'বাঁকা রায়'। শ্রীবঙ্কিমরায়ের দক্ষিণে—জাহ্নবা, বামে—শ্রীমতী রাধিকা। সেবায়েতগণ বলেন যে, শ্রীবঙ্কিমরায়ে শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভু প্রবিষ্ট হইয়াছেন বলিয়া পরবর্ত্তি-কালে তাঁহার দক্ষিণে জাহ্নবা-মাতা স্থাপিত হইয়াছেন। পরবর্ত্তি-কালে শ্রীমন্দিরে আরও অন্যান্য শ্রীবিগ্রহ স্থাপিত হইয়াছেন। শ্রীমন্দিরে অপর এক সিংহাসনে 'মুরলীধর' ও 'রাধামাধব' শ্রীবিগ্রহ বিরাজিত এবং অন্য একটী পৃথক্ সিংহাসনে মুর্শিদাবাদ-জিলার বিপ্রঘাটী-গাদির শ্রীমনোমোহন, শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ও শ্রীনিতাই-গৌরবিগ্রহকে এক বৎসরকাল যাবৎ একচক্রাতে আনিয়া সেবা করা হইতেছে। একমাত্র শ্রীবঙ্কিমরায়ই প্রাচীন ও নিত্যানন্দপ্রভুর প্রতিষ্ঠিত শ্রীবিগ্রহ বলিয়া কথিত। প্রবাদ যে, শ্রীমন্দিরের পূর্ব্বদিকে কদম্বখণ্ডীর ঘাটে যমুনার জলে শ্রীবঙ্কিম-

সর্ব্বশেষে স্বয়ং অবতীর্ণ ঃ—

অসংখ্য ভক্তের করাইলা অবতার ।
শেষে অবতীর্ণ হৈলা ব্রজেন্দ্রকুমার ॥ ৬২ ॥

অনুভাষ্য

রায়-বিগ্রহ ভাসিতেছিলেন ; শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভু সেই বিগ্রহকে জল হইতে উত্তোলনপূর্ব্বক সেবার্থে প্রতিষ্ঠিত করেন এবং বীরচন্দ্রপুর হইতে প্রায় অর্দ্ধমাইল পশ্চিমে 'ভড্ডাপুর'-নামক স্থানে নিম্ববৃক্ষের তলে শ্রীমতী প্রকাশিতা হন। এইজন্যই অনেকে পূর্ব্বে বঙ্কিমরায়ের শ্রীমতীকে "ভড্ডাপুরের ঠাকুরাণী"-নামে অভিহিত করিতেন। শ্রীমন্দিরে অন্য এক সিংহাসনে বাঁকা-রায়ের দক্ষিণ-দেশে 'যোগমায়া' অবস্থিতা। শ্রীমন্দির ও জগমোহন উচ্চ পাকা ভিটার উপর অবস্থিত। সম্মুখেই নাতিবৃহৎ নাটমন্দির। শুনা যায় যে, শ্রীবাঁকা-রায়ের মন্দিরের উত্তরাংশে 'ভাণ্ডীশ্বর' শিব ছিলেন এবং হাড়াই পণ্ডিত সেই বৈষ্ণবরাজ শিবের আরাধনা করিতেন। অধুনা সেই শিবলিঙ্গ অন্তর্হিত হইয়াছেন এবং সেই স্থানে শ্রীজগন্নাথ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত আছেন।

শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভু কোন মন্দিরাদি নির্ম্মাণ করেন নাই। বীরভদ্রপ্রভুর সময়ের মন্দির ১২৯৮ সালে ভগ্ন হইলে 'শিবানন্দ স্বামী'-নামক জনৈক ব্রহ্মচারী সেই মন্দির সংস্কার করিয়া দেন। প্রত্যহ শ্রীবিগ্রহের ভোগের জন্য সতর সের দশ ছটাক চাউলের বন্দোবস্ত আছে।

সেবায়েত গোস্বামিগণ নিত্যানন্দান্বয় শ্রীগোপীজন-বল্লভানন্দের শাখা-বংশ। সেবার জন্য গোস্বামিগণের নামে জমিদারী বন্দোবস্ত আছে, তাহা হইতেই সেবা চলে। গোস্বামিগণ—তিন সরিক, পালাক্রমে সেবা করিয়া থাকেন। শ্রীযুত গোষ্ঠবিহারী গোস্বামী জমিদারীর আট আনা আটগণ্ডা, শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র গোস্বামী প্রভৃতি পাঁচ আনা চৌদ্দ গণ্ডা এবং শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার বন্দোপাধ্যায়—('গোস্বামি'গণের দৌহিত্র-সন্তান) এক আনা আঠার গণ্ডার অংশীদার।

মন্দির হইতে কিছুদূরে 'বিশ্রামতলা' নামক স্থান। প্রবাদ, এই স্থানে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু বাল্যকালে সখাগণের সহিত নানাবিধ ব্রজলীলা ও রাসলীলার অভিনয় করিতেন।

'আমলীতলা'-নামক স্থানে একটী বিস্তৃত তিন্তিড়ী-বৃক্ষ বিরাজিত। নেড়াদি-সম্প্রদায় এই স্থানের সম্বন্ধে নানাবিধ মনগড়া গল্পের সৃষ্টি করিয়াছে। প্রবাদ যে, "শ্বেতগঙ্গা" নামক একটী দীর্ঘিকা বীরভদ্র প্রভুর বারশত নেড়া খনন করিয়াছিলেন। কিছু-দূরে গোস্বামিগণের সমাধি-স্তম্ভ ; মৌড়েশ্বর হইতে দ্বারকেশ্বর নদ পর্য্যন্ত উত্তরবাহিনী যমুনা পার হইয়া অর্দ্ধ মাইলের মধ্যে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর সূতিকা-মন্দির। সূতিকা-মন্দিরের সম্মুখে প্রাচীন নাটমন্দির অবস্থিত ছিল, এখন তাহা ভগ্ন হইয়া বিস্তৃত

মহাপ্রভুর পূর্ব্বে শ্রীঅদ্বৈতই সকলের পূজ্য ও প্রধান ঃ—

প্রভুর আবির্ভাব-পূর্ব্বে যত বৈষ্ণবগণ ।
অদ্বৈত-আচার্য্যের স্থানে করেন গমন ॥ ৬৩ ॥

অনুভাষ্য

বটবৃক্ষের দ্বারা আচ্ছাদিত হইয়া রহিয়াছে। পরবর্ত্তিসময়ে সেই প্রাঙ্গণে একটী মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে—তন্মধ্যে শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ-বিগ্রহ বিরাজিত আছেন। জগমোহনের প্রস্তর-ফলকে স্বর্গীয় প্রসন্নকুমার কারফরমার স্মৃতিরক্ষার্থ ১৩২৩ সাল, বৈশাখ-মাসে এই মন্দির-সংস্কারের কথা লিপিবদ্ধ রহিয়াছে।

যে-স্থানে সূতিকা-মন্দির অবস্থিত, সেই স্থানকে "গর্ভবাস"-নামে অভিহিত করা হয়। প্রায় ৪৩ বিঘা জমি সেবার জন্য বন্দোবস্ত আছে ; তন্মধ্যে ২০ বিঘা নিষ্কর—উহা দিনাজপুরের মহারাজের জমি। গর্ভবাসের নিকট হাড়াই পণ্ডিতের টোলগৃহ ছিল।

ঐ স্থানের সেবায়েতগণের নাম—(১) শ্রীরাঘবচন্দ্র গোস্বামী (ব্রজের 'চম্পকলতা'—গৌঃ গঃ ১৬২ (?) গোবর্দ্ধনবাসী, তিরোভাব-তিথি—জ্যৈষ্ঠী শুক্লা ত্রয়োদশী), (২) জগদানন্দ দাস (তিরোভাব-তিথি—রাধাষ্টমী), (৩) কৃষ্ণদাস (চিড়িয়া-কুঞ্জের, তিরোভাব-তিথি—কৃষ্ণজন্মাষ্টমী), (৪) নিত্যানন্দদাস, (৫) রামদাস, (৬) ব্রজমোহনদাস, (৭) কানাই দাস, (৮) গৌরদাস, (৯) শিবানন্দ দাস, (১০) হরিদাস (বর্ত্তমান সেবায়েত)।

গর্ভবাস বা সূতিকা-মন্দির হইতে কিছু দূরে বকুলতলা'। এই স্থানে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু সখাগণের সহিত "ঝাল-ঝপেটা" খেলা খেলিতেন। এই বকুল-বৃক্ষটী অত্যাশ্চর্য্য—ঐ বৃক্ষের শাখাপ্রশাখা-গুলি ঠিক সর্পের ন্যায় মুখ-ফণাদি-বিশিষ্ট ; বোধ হয়, অনন্তদেব শ্রীনিত্যানন্দের ইচ্ছাতেই উহারা এইরূপভাবে প্রকাশিত রহিয়াছে। বৃক্ষটীও খুব প্রাচীন। শুনা যায়, এই বৃক্ষের দুইটী ডাল পৃথক্ ছিল ; খেলার সময় সখাগণের এক ডাল হইতে অন্য ডালে গমনাগমন করিতে কষ্ট হয় দেখিয়া নিত্যানন্দ-প্রভু শাখাদ্বয় একত্র করিয়া দেন।

'হাঁটুগাড়া'—কিংবদন্তী যে, শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু এই স্থানে সমস্ত তীর্থ আনিয়া সমাবেশ করিয়াছিলেন। অদ্যাবধি এই ধামবাসিগণ গঙ্গাদি-তীর্থে না গিয়া এই তীর্থেই স্নান করিয়া থাকেন। শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভু এই স্থানে দধি-চিড়া-মহোৎসব করেন। প্রবাদ, তিনি এই স্থানে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া দধি-চিড়া ভোজন করিয়াছিলেন বলিয়া ঐ স্থানটী গর্ত্ত হইয়া যায় ; এইজন্যই এই স্থানটীর নাম 'হাঁটুগাড়া' হইয়াছে। বার মাস এই কুণ্ডে জল থাকে।

কার্ত্তিক-মাসে গোষ্ঠের সময় এই স্থানে বৃহৎ মেলা হইয়া

অদ্বৈতের ভক্তি-ব্যাখ্যা ঃ—

গীতা-ভাগবত কহে আচার্য্য-গোসাঞি।
জ্ঞান-কর্ম্ম নিন্দি' করে ভক্তির বড়াই ॥ ৬৪ ॥

একমাত্র কৃষ্ণভক্তিকেই অভিধেয় বলিয়া ব্যাখ্যা ঃ—

সর্ব্বশাস্ত্রে কহে কৃষ্ণভক্তির ব্যাখ্যান।
জ্ঞান, যোগ, তপো-ধর্ম্ম নাহি মানে আন ॥ ৬৫ ॥

তাঁহাকে প্রধান-জ্ঞানে সকল বৈষ্ণবের কৃষ্ণভজন ঃ—

তাঁর সঙ্গে তাতে করে বৈষ্ণবের গণ।
কৃষ্ণকথা, কৃষ্ণপূজা, নামসঙ্কীর্ত্তন ॥ ৬৬ ॥

প্রকট হইয়া আচার্য্যের জীবের ইন্দ্রিয়সুখ-তৎপরতা-দর্শন ও দুঃখ ঃ—

কিন্তু সর্ব্বলোক দেখি' কৃষ্ণবহির্ম্মুখ।
বিষয়ে নিমগ্ন লোক, দেখি' পাইল দুঃখ ॥ ৬৭ ॥

লোকোদ্ধার জন্য আচার্য্যের গভীর চিন্তা ঃ—

লোকের নিস্তার-হেতু করেন চিন্তন।
কেমনে এ সর্ব্বলোকের হইবে তারণ ॥ ৬৮ ॥

স্বয়ংকৃষ্ণের অবতারণ-দ্বারাই লোকোদ্ধারের নিশ্চয়তা ঃ—

কৃষ্ণ অবতরি' করেন ভক্তির বিস্তার।
তবে ত' সকল লোকের হইবে নিস্তার ॥ ৬৯ ॥

স্বয়ং কৃষ্ণের অবতারণের জন্য কৃষ্ণপূজা ঃ—

কৃষ্ণ অবতারিতে আচার্য্য প্রতিজ্ঞা করিয়া।
কৃষ্ণপূজা করে তুলসী-গঙ্গাজল দিয়া ॥ ৭০ ॥

কৃষ্ণকে আহ্বান ও কৃষ্ণের আকর্ষণ ঃ—

কৃষ্ণের আহ্বান করে সঘন হুঙ্কার।
হুঙ্কারে আকৃষ্ট হৈলা ব্রজেন্দ্রকুমার ॥ ৭১ ॥

গৌরাবতারের পূর্ব্বে মিশ্র ও শচীর অষ্টকন্যার মৃত্যু ঃ—

জগন্নাথমিশ্র-পত্নী শচীর উদরে।
অষ্ট কন্যা ক্রমে হৈল, জন্মি' জন্মি' মরে ॥ ৭২ ॥

মিশ্রের দুঃখ ও পুত্রসন্তানার্থ বিষ্ণুর আরাধন ঃ—

অপত্য-বিরহে মিশ্রের দুঃখী হৈল মন।
পুত্র লাগি' আরাধিল বিষ্ণুর চরণ ॥ ৭৩ ॥

তাঁহাদের নবম সন্তান—বিশ্বরূপ ঃ—

তবে পুত্র জনমিল 'বিশ্বরূপ' নাম।
মহা-গুণবান্ তেঁহ—'বলদেব'-ধাম ॥ ৭৪ ॥

বিশ্বরূপই বৈকুণ্ঠের মহা-সঙ্কর্ষণ ঃ—

বলদেব-প্রকাশ—পরব্যোমে 'সঙ্কর্ষণ'।
তেঁহ—বিশ্বের উপাদান-নিমিত্ত-কারণ ॥ ৭৫ ॥
তাঁহা বই বিশ্বে কিছু নাহি দেখি আর।
অতএব 'বিশ্বরূপ' নাম যে তাঁহার ॥ ৭৬ ॥

শ্রীমদ্ভাগবত (১০।১৫।৩৫)—

নৈতচ্চিত্রং ভগবতি হ্যনন্তে জগদীশ্বরে।
ওতং প্রোতমিদং যস্মিন্ তন্তুষ্বঙ্গ যথা পটঃ ॥ ৭৭ ॥

প্রভুর বিশ্বরূপকে 'বড়ভাই' কথন ঃ—

অতএব প্রভু তাঁরে বলে, 'বড় ভাই'।
কৃষ্ণ-বলরাম দুই—চৈতন্য-নিতাই ॥ ৭৮ ॥

অনুভাষ্য

থাকে। মাঘী শুক্লা ত্রয়োদশীতে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর জন্মোৎসবের সময়ও বীরচন্দ্রপুরে বিরাট্ মেলা হয়। গৌঃ গঃ ১১ শ্লোক—"ভক্তস্বরূপো নিত্যানন্দো ব্রজে যঃ শ্রীহলায়ুধঃ।" এবং ৫৮-৫৯ শ্লোক—"বলদেবো বিশ্বরূপো ব্যূহঃ সঙ্কর্ষণো মতঃ। নিত্যানন্দাবধূতশ্চ প্রকাশেন স উচ্যতে।।" ইনিই ব্রজের 'বলরাম'।

৬২। আদি ৩য় পঃ ৯৩ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

৬৭-৭১। আদি ৩য় পঃ ৯৫-১০৯ সংখ্যা এবং চৈঃ ভাঃ আদি, ২য় অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

৭৪। বিশ্বরূপ—শ্রীগৌরহরির জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। বিবাহের পূর্ব্বেই সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া 'শঙ্করারণ্য'-নাম লাভ করেন। ১৪৩১ শকাব্দে তিনি বোম্বাই (অধুনা মুম্বাই)-দেশে শোলাপুর-জিলান্তর্গত 'পাণ্ডেরপুরে' অপ্রকট হন। তিনি—বিশ্বের 'উপাদান' ও 'নিমিত্ত' এই উভয় কারণ। গৌঃ গঃ ৫৮-৬২ শ্লোক—"অংশাংশিনোরভেদেন ব্যূহ আদ্যঃ শচীসুতঃ। বলদেবো বিশ্বরূপো ব্যূহঃ সঙ্কর্ষণো মতঃ। নিত্যানন্দাবধূতশ্চ প্রকাশেন স উচ্যতে।' গৌরচন্দ্রোদয়ে ধর্ম্মং প্রতি বাক্যং কলের্যথা—'অস্যাগ্রজস্ত্বকৃতদার-

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৭৫। বিশ্বরূপ—পরব্যোমস্থ মহাসঙ্কর্ষণের অবতার।

৭৭। অনন্ত ভগবান্ জগদীশ্বরে কিছুই বিচিত্র নয়—যাহাতে এই বিশ্ব বস্ত্রের তন্তুব্যাপারের ন্যায় ওতপ্রোতরূপে প্রতীত হয়।

অনুভাষ্য

পরিগ্রহঃ সন্ সঙ্কর্ষণঃ স ভগবান্ ভুবি বিশ্বরূপঃ। স্বীয়ং মহঃ কিল পুরীশ্বরমর্পয়িত্বা পূর্ব্বং পরিব্রজিত এব তিরোবভূব।।' ইতি। "নিত্যানন্দাবধূতো মহ ইতি মহিতং হন্ত সঙ্কর্ষণং যঃ" ইতি চ। যদা শ্রীবিশ্বরূপোঽয়ং তিরোভূতঃ সনাতনঃ। নিত্যানন্দাবধূতেন মিলিত্বাপি তদা স্থিতঃ।।"

৭৭। শ্রীবলদেবকর্ত্তৃক ধেনুকাসুর-বধ-লীলাকে উদ্দেশ করিয়া পরীক্ষিৎকে শুকদেব বলিতেছেন,—

হে অঙ্গ (রাজন্), যস্মিন্ ইদং বিশ্বং তন্তুষু পটঃ (বসনং) যথা ওতং প্রোতং (মিথঃ সম্মিলিতং) [তথা] অনন্তে (অপরিচ্ছিন্নে) জগদীশ্বরে [তস্মিন্] ভগবতি (বিষ্ণৌ) এতৎ (অসুর-নিধনাদিকং) চিত্রম্ (আশ্চর্য্যং) ন হি ভবতি।

পুত্রলাভে মিশ্র-শচীর আনন্দ ঃ—

পুত্র পাঞা দম্পতি হৈলা আনন্দিত মন ।
বিশেষে সেবন করে গোবিন্দচরণ ॥ ৭৯ ॥

প্রাকট্যের ১৩ মাস পূর্ব্বে কৃষ্ণের শচীগর্ভে প্রবেশ ঃ—

চৌদ্দশত ছয় শকে শেষ মাঘ মাসে ।
জগন্নাথ-শচীর দেহে কৃষ্ণের প্রবেশে ॥ ৮০ ॥

শচীর অলৌকিক অবস্থান্তর-দর্শনে মিশ্রের বিস্ময় ঃ—

মিশ্র কহে শচীস্থানে,—"দেখি অন্য রীত ।
জ্যোতির্ম্ময় দেহ, গেহ লক্ষ্মী-অধিষ্ঠিত ॥ ৮১ ॥
যাঁহা তাঁহা সর্ব্বলোক করয়ে সম্মান ।
ঘরে পাঠাইয়া দেয় ধন, বস্ত্র, ধান ॥" ৮২ ॥

দেবগণের স্তুতি-দর্শনে শচীর বিস্ময় ঃ—

শচী কহে,—"মুঞি দেখোঁ আকাশ-উপরে ।
দিব্যমূর্ত্তি লোক আসি' স্তুতি যেন করে ॥" ৮৩ ॥

কৃষ্ণের প্রথমে মিশ্র-হৃদয়ে, পরে শচীর হৃদয়ে প্রবেশ ঃ—

জগন্নাথ মিশ্র কহে,—"স্বপ্ন যে দেখিল ।
জ্যোতির্ম্ময়-ধাম মোর হৃদয়ে পশিল ॥ ৮৪ ॥

কোন মহাপুরুষের আবির্ভাব-সম্ভাবনা ঃ—

আমার হৃদয় হৈতে গেলা তোমার হৃদয়ে ।
হেন বুঝি, জন্মিবেন কোন মহাশয়ে ॥" ৮৫ ॥

উভয়ের বিশেষভাবে নারায়ণ-সেবা ঃ—

এত বলি' দুঁহে রহে হরষিত হঞা ।
শালগ্রাম সেবা করে বিশেষ করিয়া ॥ ৮৬ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৭৮। যেহেতু মহাসঙ্কর্ষণ 'উপাদান' ও 'নিমিত্ত'-কারণরূপে বিশ্বে ওতপ্রোতভাবে বিরাজমান, এইজন্য তাঁহাকে মহাপ্রভুর 'বড় ভাই' বলিয়া উক্তি করেন ; পরন্তু কৃষ্ণলোকে যে কৃষ্ণ-বলরাম, তাঁহারাই চৈতন্য-নিতাই। সুতরাং নিত্যানন্দপ্রভু—মূল-সঙ্কর্ষণ অর্থাৎ বলদেব।

অনুভাষ্য

৮০-৮৬। সিদ্ধান্ত এই যে, জগন্নাথ ও শচীর নিত্যসিদ্ধত্বহেতু তাঁহাদের হৃদয় ও দেহ শুদ্ধসত্ত্বময়,—কখনই সাধারণ প্রাকৃত জীবের ন্যায় নহে। বিশুদ্ধসত্ত্বের নাম 'বসুদেব' ; বসুদেবেই চিদ্বিলাসী বাসুদেব প্রকটিত (ভাঃ ৪।৩।২৩ শ্লোকের গৌড়ীয়-ভাষ্যান্তর্গত 'বিবৃতি' দ্রষ্টব্য)। জড়েন্দ্রিয়-তর্পণময় প্রাকৃত রক্তমাংসময় দেহ স্ত্রী-পুরুষের কামক্রীড়া ও গর্ভের ন্যায় শ্রীজগন্নাথ ও শচীদেবীর মিলন এবং শচীদেবীর গর্ভসঞ্চার হয় নাই ; সুতরাং তাহা মনে মনে চিন্তা করাও অপরাধ। ভগবৎ-সেবোন্মুখ চিত্তে বিচার করিলে শুদ্ধ-সত্ত্বময়ী শ্রীশচীদেবীর অপ্রাকৃত-গর্ভ-মাহাত্ম্য হৃদয়ঙ্গম হইবে। ভাঃ ১০।২।১৬ শ্লোক—"ভগবানপি বিশ্বাত্মা ভক্তানামভয়ঙ্করঃ। আবিবেশাংশভাগেন মন আনকদুন্দুভেঃ।।" শ্রীধরস্বামি-কৃতটীকা—'মন আবিবেশ' মনস্যাবির্ব্বভূব—জীবানামিব ন ধাতুসম্বন্ধ ইত্যর্থঃ।" ঐ ভাঃ ১০।২।১৮শ ও ১৯শ শ্লোকও এতৎপ্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য। এ সম্বন্ধে শ্রীরূপগোস্বামিপ্রভু-কৃত 'লঘুভাগবতামৃত'-স্থিত প্রকটলীলা-বির্ভাব-প্রসঙ্গে ১৬০-১৬৫ শ্লোকের মর্ম্মানুবাদ—"ভাঃ ১০।২। ১৬ শ্লোকস্থিত 'আবিবেশাংশভাগেন মন আনকদুন্দুভেঃ'—এই বাক্যে কৃষ্ণ প্রথমে আনকদুন্দুভির হৃদয়ে প্রকট হন। তৎপরে আনক-দুন্দুভির হৃদয় হইতে দেবকীর হৃদয়ে প্রকট হন। দেবকীর বাৎসল্যরূপ প্রেমানন্দামৃতসমূহে লাল্যমান হইয়া শ্রীকৃষ্ণ সেই দেবকীর হৃদয়ে চন্দ্রের ন্যায় উত্তরোত্তর স্বীয় বৃদ্ধি প্রদর্শন করেন। অনন্তর দেবকীর হৃদয় হইতে তিরোহিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ কংস-কারাগারস্থ সূতিকা-গৃহে দেবকীর শয্যায় আবির্ভূত হন। দেবকী প্রভৃতি যোগমায়াভিভূত হইয়া তখন মনে করেন যে, লৌকিক রীত্যনুসারেই শিশু পরমসুখে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। (ভক্ত ও ভগবানের এইরূপ মনুষ্যোচিত অপ্রাকৃত ভাবনিচয় অতি উপা-দেয়ভাবে পরমচমৎকারময় চিল্লীলা-বিলাসের সহায় থাকিয়া মায়ামুগ্ধ মহাসুরিগণকেও বিমোহিত এবং পরব্যোম-বৈকুণ্ঠ হইতেও মথুরাধামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিতেছে)। এইরূপে শ্রীকৃষ্ণ নিত্যকাল নিত্য যশোদার নিত্যপুত্ররূপে বিরাজমান থাকিয়া অনন্ত অপ্রকট-লীলাতেও তাদৃশ বিলাস করিতেছেন। প্রিয়তম ভক্তজনের আনন্দদায়ক এবং নিজেরও চমৎকারকারক তাদৃশী লীলার উল্লাসদ্বারা শ্রীলীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ নিত্যকাল ব্রজে বিলাস করিয়া থাকেন। অপ্রাকৃত নন্দ-যশোদার অপ্রাকৃত অসমোর্দ্ধ-বাৎসল্য-বশে ভগবান্ নিত্যই আপনাকে তাঁহাদের নিত্যপুত্র বলিয়া জানেন। শ্রীদশমে (১০।৫।১)—"আত্মজ উৎপন্ন হওয়ায় মহাত্মা নন্দ অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলেন।" সেই দশমেই (১০।৬।৪৩)—"উদার-হৃদয় নন্দ বিদেশ হইতে আসিয়া নিজপুত্র কৃষ্ণকে ক্রোড়ে লইয়া তাঁহার মস্তক আঘ্রাণ-পূর্ব্বক পরমানন্দ লাভ করিলেন।" আবার (১০।৯।২১)—"এই ভগবান্ গোপিকাসুত দেহাত্মবাদিগণের (পক্ষে) কখনই সুখ-লভ্য নহে।"

শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ—"তদিদমানকদুন্দুভের্হৃদয়স্থেন স্বয়ংভগবতা রূপেণ কৃষ্ণেণ সহৈক্যং প্রাপ্য দেবকীহৃদি প্রাকট্যং গচ্ছেৎ—'ততো জগন্মঙ্গলমচ্যুতাংশং সমাহিতং ('সম্যগ্‌ভূত-মেবাহিতং বৈধদীক্ষয়া অর্পিতম্' ইতি স্বামিচরণাঃ)। শূরসুতেন

১৩ মাসেও অবতরণের অসম্ভাবনা ঃ—

হৈতে হৈতে হৈল গর্ভ ত্রয়োদশ মাস ।
তথাপি ভূমিষ্ঠ নহে,—মিশ্রের হৈল ত্রাস ॥ ৮৭ ॥

নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর গণনা ঃ—

নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী কহিল গণিয়া ।
এই মাসে পুত্র হবে শুভক্ষণ পাঞা ॥ ৮৮ ॥

প্রভুর অবতরণ ঃ—

চৌদ্দশত সাত শকে মাস যে ফাল্গুন ।
পৌর্ণমাসীর সন্ধ্যাকালে হৈলে শুভক্ষণ ॥ ৮৯ ॥
সিংহ-রাশি, সিংহ-লগ্ন, উচ্চ গ্রহগণ ।
ষড়্‌বর্গ, অষ্টবর্গ, সর্ব্ব সুলক্ষণ ॥ ৯০ ॥

শশাঙ্ককে তিরস্কার করিয়াই যেন গৌরচন্দ্রের উদয় ঃ—

অ-কলঙ্ক গৌরচন্দ্র দিলা দরশন ।
স-কলঙ্ক চন্দ্রে আর কোন্ প্রয়োজন ॥ ৯১ ॥

চন্দ্রগ্রহণ ও তদুপলক্ষে জীবের হরিনাম গ্রহণ ঃ

এত জানি' চন্দ্রে রাহু করিলা গ্রহণ ।
'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' 'হরি' নামে ভাসে ত্রিভুবন ॥ ৯২ ॥
জয় জয় ধ্বনি হৈল সকল ভুবন ।
চমৎকার হৈয়া লোক ভাবে মনে মন ॥ ৯৩ ॥

জীবের হরিনামগ্রহণ-কালে প্রভুর অবতার ঃ—

জগৎ ভরিয়া লোক বলে—'হরি' 'হরি' ।
সেইক্ষণে গৌরকৃষ্ণ ভূমে অবতরি ॥ ৯৪ ॥

অনুভাষ্য

দেবী ('শুদ্ধসত্ত্বেত্যর্থঃ' ইতি স্বামিচরণাঃ)। দধার সর্ব্বাত্মকমাত্ম-ভূতং কাষ্ঠা যথানন্দকরং মনস্তঃ।।" (ভাঃ ১০।২।১৮) ইতি শ্রীশুকোক্তেঃ। যদ্যপি দেবকীহৃদীত্যুক্তং, তথাপি তদ্‌গর্ভস্থিতি-র্বোধ্যা,—'দিষ্ট্যাম্ব, তে কুক্ষিগতঃ পরঃ পুমান্' (ভাঃ ১০।২।৪১) ইতি দেবস্তোত্রাৎ। ** জন্মপ্রকরণে—'দেবক্যাং দেবরূপিণ্যাং বিষ্ণুঃ সর্ব্বগুহাশয়ঃ। অবিরাসীদ্ যথা প্রাচ্যাং দিশীন্দুরিব পুষ্কলঃ।।' (ভাঃ ১০।৩।৮) ইতি"।

"অনন্তর পূর্ব্বদিক যেমন চন্দ্রের উদয় ব্যক্ত করে, তদ্রূপ শুদ্ধসত্ত্বময়ী দেবকী শূরসেন (বসুদেব)-কর্ত্তৃক কৃষ্ণদীক্ষাপ্রাপ্তি-ক্রমে জগন্মঙ্গলস্বরূপ সর্ব্বাত্মা ও পরমাত্মা শ্রীঅচ্যুতকে হৃদয়ে ধারণ করিলেন—এই ভাগবত-বাক্য হইতে জানা যায় যে, শ্রীআনকদুন্দুভির (বসুদেবের) হৃদয় হইতে স্বয়ং ভগবান্ দেবকীর হৃদয়ে প্রকট হইলেন। এস্থলে যদিও 'দেবকীর হৃদয়ে' কথাটী কথিত হইল, তথাপি তদ্দ্বারা দেবকীর গর্ভাবস্থিতিই বুঝিতে হইবে, যেহেতু ভাগবতে "হে মাতঃ তোমার কুক্ষিতে (গর্ভে) পরম পুরুষ অধিষ্ঠিত" এই দেবস্তুতি দেখা যায়। ভগবজ্জন্মপ্রকরণেও —'পূর্ণচন্দ্র যেমন পূর্ব্বদিকে উদিত হয়, তদ্রূপ সর্ব্বগুহাশয় বিষ্ণু দেবকীর হৃদয়ে আবির্ভূত হইলেন"— এই ভাগবত-বাক্য বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য।

এ স্থলে, "বিশেষে সেবন করে গোবিন্দ-চরণ" (৭৯) এই বাক্যে মিশ্র ও শচীর নিত্য গোবিন্দচরণসেবা-নিমগ্ন হৃদয়েই শ্রীগৌরসুন্দর আবির্ভূত হইলেন জানিতে হইবে।

৮৯। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটকান্তে—"শাকে চতুর্দ্দশশতে রবিবাজিযুক্তে গৌরো হরির্ধরণীমণ্ডল আবিরাসীৎ।" অনেকগুলি ঘটনা ও নির্দ্দিষ্ট কালের সহিত এই শকে শ্রীমহাপ্রভুর উদয়কাল সমঞ্জস হয় না বলিয়া কেহ কেহ ১৪২৬ বা অন্য শকাব্দা শুদ্ধ হইবে বলিয়া মনে করেন।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৮৯। জন্মকোষ্ঠী, যথা ঃ—

শক ১৪০৭।১০।২২।২৮।৪৫

দিনং

৭	১১	৮
১৫	৫৪	৩৮
৪০	৩৭	৪০
১৩	৬	২৩

প্রভুর জন্মকালে—মেষে শুক্র অশ্বিনী-নক্ষত্রে, সিংহে কেতু উত্তরফল্গুনী-নক্ষত্রে ও চন্দ্র পূর্ব্বফল্গুনী-নক্ষত্রে, বৃশ্চিকে শনি জ্যেষ্ঠা-নক্ষত্রে, ধনুতে বৃহস্পতি পূর্ব্বাষাঢ়া-নক্ষত্রে, মকরে মঙ্গল শ্রবণা-নক্ষত্রে, কুম্ভে রবি পূর্ব্বভাদ্রপদে ও রাহু পূর্ব্বভাদ্রপদ-নক্ষত্রে এবং মীনে বুধ উত্তরভাদ্রপদ-নক্ষত্রে মেষ-লগ্ন।

নবমাধিপতি মঙ্গল উচ্চ, শুক্র ও শনি উচ্চপ্রায়, বৃহস্পতি স্ব-গৃহে ধর্ম্মস্থানগত শুক্রকে দৃষ্টি করিতেছেন ; দশমাধিপতি গুরু-দৃষ্ট শুক্র নবমে।

অনুভাষ্য

৯০। ষড়্‌বর্গ—ক্ষেত্র, হোরা, দ্রেক্কাণ, নবাংশ, দ্বাদশাংশ ও ত্রিংশাংশ, এই ছয়টীকে 'ষড়্‌বর্গ' বলে। লগ্নের স্পষ্টাংশ অনুসারে কথিত ষড়্‌বর্গের অধিপতি বিচার করিয়া সুলক্ষণ স্থির করিলেন।

অষ্টবর্গ—'বৃহজ্জাতকাদি' গ্রন্থ-কথিত গ্রহের তাৎকালিক স্থান হইতে নির্দ্দিষ্ট রেখাপাত করিয়া অষ্টবর্গ গণিত হয়। তাহাতে ফল-যোজনাদ্বারা শুভাশুভ-নির্ণয়ের ব্যবস্থা হোরাশাস্ত্রবিদ্‌গণ করিয়া থাকেন। এই গণনাতেও চক্রবর্ত্তী মহাপ্রভুর সুলক্ষণ দর্শন করিলেন।

তৎকালে যবনেরও উপহাসচ্ছলে হরিনাম-গ্রহণ ঃ

প্রসন্ন হইল সব জগতের মন ।
'হরি' বলি' হিন্দুকে হাস্য করয়ে যবন ॥ ৯৫ ॥

স্বর্গে দেবগণের আনন্দ ঃ—

'হরি' বলি' নারীগণ দেই হুলাহুলি ।
স্বর্গে বাদ্য-নৃত্য করে দেব কুতূহলী ॥ ৯৬ ॥

সর্ব্বত্র আনন্দের খেলা ঃ—

প্রসন্ন হৈল দশদিক্, প্রসন্ন নদীজল ।
স্থাবর-জঙ্গম হৈল আনন্দে বিহ্বল ॥ ৯৭ ॥

প্রভুর জন্মলীলা-সূত্র ; হরিনাম-কীর্ত্তনের মধ্যে গৌরহরির আবির্ভাব ঃ—

নদীয়া-উদয়গিরি, পূর্ণচন্দ্র গৌরহরি,
কৃপা করি' হইল উদয় ।
পাপ-তমো হৈল নাশ, ত্রিজগতের উল্লাস,
জগভরি' হরিধ্বনি হয় ॥ ৯৮ ॥

অদ্বৈতের আনন্দভরে নৃত্য ঃ—

সেইকালে নিজালয়, উঠিয়া অদ্বৈত রায়,
নৃত্য করে আনন্দিত মনে ।
হরিদাসে লঞা সঙ্গে, হুঙ্কার-কীর্ত্তন-রঙ্গে,
কেনে নাচে, কেহ নাহি জানে ॥ ৯৯ ॥

চন্দ্রগ্রহণে লোকের হরিধ্বনি ঃ—

দেখি' উপরাগ হাসি', শীঘ্র গঙ্গাঘাটে আসি',
আনন্দে করিল গঙ্গাস্নান ।
পাঞা উপরাগ-ছলে, আপনার মনোবলে,
ব্রাহ্মণেরে দিল নানা দান ॥ ১০০ ॥

অদ্বৈতের হরিদাসকে প্রভুর শুভাবির্ভাব-ইঙ্গিত ঃ—

জগৎ আনন্দময়, দেখি' মনে সবিস্ময়,
ঠারে-ঠোরে কহে হরিদাস ।
"তোমার ঐছন রঙ্গ, মোর মন পরসন্ন,
দেখি—কিছু কার্য্যে আছে ভাস ॥" ১০১ ॥

শ্রীবাসের আনন্দভরে হরিনাম-কীর্ত্তন ঃ—

আচার্য্যরত্ন, শ্রীনিবাস, হৈল মনে সুখোল্লাস,
যাই' স্নান কৈল গঙ্গাজলে ।
আনন্দে বিহ্বল মন, করে হরিসঙ্কীর্ত্তন,
নানা দান কৈল মনোবলে ॥ ১০২ ॥

জগতের সমগ্র ভক্তের চিত্তপ্রসাদ ঃ—

এই মত ভক্তযতি, যাঁর যেই দেশে স্থিতি,
তাহাঁ তাহাঁ পাঞা মনোবলে ।
নাচে, করে সঙ্কীর্ত্তন, আনন্দে বিহ্বল মন,
দান করে গ্রহণের ছলে ॥ ১০৩ ॥

হেমকান্তি শিশুর দর্শনে নর-নারীর আনন্দ ঃ—

ব্রাহ্মণ-সজ্জন-নারী, নানা দ্রব্যে পাত্র ভরি',
আইলা সবে যৌতুক লইয়া ।
যেন কাঁচা-সোণা-দ্যুতি, দেখি' বালকের মূর্ত্তি,
আশীর্ব্বাদ করে সুখ পাঞা ॥ ১০৪ ॥

দেবীগণের ব্রাহ্মণীবেশে মর্ত্ত্যলোকে আসিয়া গৌরদর্শন ঃ—

সাবিত্রী, গৌরী, সরস্বতী, শচী, রম্ভা, অরুন্ধতী,
আর যত দেব-নারীগণ ।
নানা দ্রব্যে পাত্র ভরি', ব্রাহ্মণীর বেশ ধরি',
আসি' সবে করেন দরশন ॥ ১০৫ ॥

শূন্যে দেবাদির আনন্দ, নতি, স্তুতি ও নৃত্য ঃ—

অন্তরীক্ষে দেবগণ, সিদ্ধ, গন্ধর্ব্ব, চারণ,
স্তুতি-নৃত্য করে বাদ্য-গীত ।
নর্ত্তক, বাদক, ভাট, নবদ্বীপে যার নাট,
সবে আসি' নাচে পাঞা প্রীত ॥ ১০৬ ॥
কেবা আসে কেবা যায়, কেবা নাচে কেবা গায়,
সম্ভালিতে নারে কার বোল ।
খণ্ডিলেক দুঃখ-শোক, প্রমোদপূরিত লোক,
মিশ্র হৈলা আনন্দে বিহ্বল ॥ ১০৭ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১০১। 'দেখি কিছু কার্য্যে আছে ভাস'—কোন বিশেষ কার্য্যের প্রকাশ ইহাতে যেন বোধ হইতেছে।

অনুভাষ্য

৯৯। নিজালয়—শান্তিপুরের বাটীতে। হরিদাস ঠাকুর প্রভুর জন্মদিনে শান্তিপুরে ছিলেন।

১০০। উপরাগ—গ্রহণ। মনোবলে—মনের উৎসাহে, অথবা মনের দ্বারা ব্রাহ্মণগণকে দান করিয়াছিলেন। (ভাঃ ১০।৩।১১) "স বিস্ময়োৎফুল্লবিলোচনা হরিং সুতং বিলোক্যানকদুন্দুভিস্তদা। কৃষ্ণাবতারোৎসব-সংভ্রমোঽস্পৃশন্মুদা দ্বিজেভ্যোঽযুতমাপ্লুতো গবাম্।।" ভগবান্ হরিকে পুত্ররূপে দর্শন করিয়া বসুদেব কৃষ্ণ-জন্মোৎসবে আনন্দিত হইয়া কারাগারে মনে মনে দশসহস্র ধেনু ব্রাহ্মণগণকে দান করিলেন।

১০১। ঠারে-ঠোরে—ইঙ্গিত করিয়া।

১০৫। সাবিত্রী—ব্রহ্মার পত্নী ; গৌরী—শিবপত্নী ; সরস্বতী—নৃসিংহকান্তা, যথা শ্রীধরস্বামিটীকা—"বাগীশা যস্য বদনে লক্ষ্মীর্যস্য চ বক্ষসি। যস্যান্তে হৃদয়ে সংবিৎ তং নৃসিংহমহং

প্রভুর জাতকর্ম্ম ঃ—

আচার্য্যরত্ন, শ্রীনিবাস, জগন্নাথমিশ্র-পাশ,
আসি' তাঁরে করে সাবধান ।
করাইল জাতকর্ম্ম, যে আছিল বিধি-ধর্ম্ম,
তবে মিশ্র করে নানা দান ॥ ১০৮ ॥

শুভকর্ম্মোপলক্ষে মিশ্রের দান ঃ—

যৌতুক পাইল যত, ঘরে বা আছিল কত,
সব ধন বিপ্রে দিল দান ।
যত নর্ত্তক, গায়ন, ভাট, অকিঞ্চন জন,
ধন দিয়া কৈল সবার মান ॥ ১০৯ ॥

মালিনী ঠাকুরাণীর ও প্রভুর মাসীর মাঙ্গলিক কৃত্য ঃ—

শ্রীবাসের ব্রাহ্মণী, নাম তাঁর 'মালিনী',
আচার্য্যরত্নের পত্নী-সঙ্গে ।
সিন্দূর, হরিদ্রা, তৈল, খই, কলা, নানা ফল,
দিয়া পূজে নারীগণ রঙ্গে ॥ ১১০ ॥

সীতা ঠাকুরাণীর কৃত্য ঃ—

অদ্বৈত-আচার্য্য-ভার্য্যা, জগৎপূজিতা আর্য্যা,
নাম তাঁর 'সীতাঠাকুরাণী' ।
আচার্য্যের আজ্ঞা পাঞা, গেলা উপহার লঞা,
দেখিতে বালক-শিরোমণি ॥ ১১১ ॥

শিশুরূপী প্রভুর অলঙ্কার ঃ—

সুবর্ণের কড়ি-বউলি, রজতমুদ্রা-পাশুলি,
সুবর্ণের অঙ্গদ, কঙ্কণ ।
দু-বাহুতে দিব্য শঙ্খ, রজতের মলবঙ্ক,
স্বর্ণমুদ্রার নানা হারগণ ॥ ১১২ ॥
ব্যাঘ্রনখ হেমজড়ি, কটি-পট্টসূত্র-ডোরী,
হস্ত-পদের যত আভরণ ।
চিত্রবর্ণ পট্টসাড়ী, বুনি ফোতো পট্টপাড়ী,
স্বর্ণ-রৌপ্য-মুদ্রা বহুধন ॥ ১১৩ ॥

মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান ঃ—

দুর্ব্বা, ধান্য, গোরোচন, হরিদ্রা, কুঙ্কুম, চন্দন,
মঙ্গল-দ্রব্য পাত্র ভরিয়া ।
বস্ত্র-গুপ্ত দোলা চড়ি', সঙ্গে লঞা দাসী চেড়ী,
বস্ত্রালঙ্কার পেটারি ভরিয়া ॥ ১১৪ ॥
ভক্ষ্য, ভোজ্য, উপহার, সঙ্গে লইল বহু ভার,
শচীগৃহে হৈল উপনীত ।
দেখিয়া বালক-ঠাম, সাক্ষাৎ গোকুল-কান,
বর্ণমাত্র দেখি বিপরীত ॥ ১১৫ ॥

শিশুর হেমতনু-দর্শনে নারীগণের বাৎসল্যোৎপত্তি ঃ—

সর্ব্ব অঙ্গ—সুনির্ম্মাণ, সুবর্ণ-প্রতিমা-ভান,
সর্ব্ব অঙ্গ—সুলক্ষণময় ।

অনুভাষ্য

ভজে।।" শচী—ইন্দ্রপত্নী ; রম্ভা—স্বর্গনর্ত্তকী ; অরুন্ধতী—বশিষ্ঠপত্নী।

১০৬। সিদ্ধ—মন্ত্রসিদ্ধিক্রমে প্রাপ্ত-দেবযোনি।

গন্ধর্ব্ব—স্বর্গীয় গায়ক, ব্রহ্মার কান্তি হইতে উৎপন্ন ; গুহ্যলোক—ইহাদের বাসস্থান।

চারণ—'দেবানাং গায়নাস্তে চ চারণাঃ স্তুতিপাঠকাঃ।' দেবযোনি-বিশেষ।

১০৭। সম্ভালিতে—বুঝিতে। দেব-নর-সিদ্ধাদি ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীস্থ বলিয়া একে অন্যের কথা বুঝিতে অসমর্থ।

১০৮। আচার্য্যরত্ন—চন্দ্রশেখর ; শ্রীনিবাস—শ্রীবাস পণ্ডিত।

১১১। প্রভুর জন্মদিবসের পরে একদিন অদ্বৈতপ্রভুর অনুমতি পাইয়া তাঁহার ভার্য্যা সীতাদেবী উপহার লইয়া শান্তিপুর হইতে নবদ্বীপে শিশুদর্শনে আসিলেন। যদিও তৎকালে অদ্বৈতপ্রভুর নবদ্বীপে গৃহ ছিল, তথাপি নিজালয় উল্লেখ থাকায় তৎকালে তাঁহার শান্তিপুরে অবস্থানই বুঝাইতেছে।

১১২-১১৩। কড়িবউলি—সোনার কটিবলয় ; পাশুলি—রূপার পদাভরণবিশেষ ; অঙ্গদকঙ্কণ—সোনার চুড়ি, বালা, অনন্ত ; দিব্য শঙ্খ—শঙ্খনির্ম্মিত বলয়, শাঁখা ; মলবঙ্ক—বাঁক্‌মল।

হেমজড়ি—ব্যাঘ্রনখযুক্ত জড়োয়া অলঙ্কার ; কটিপট্টসূত্র-ডোরি—ঘুন্‌সি ; চিত্রবর্ণ পট্টসাড়ী—বিচিত্র রেশমী-বস্ত্র ; বুনি ফোতো পট্টপাড়ী—বুনা রেশমের পাড়বিশিষ্ট ফতুয়া অর্থাৎ শিশুর পরিধেয় জামা।

১১৪। গোরোচন—গোমস্তক-লব্ধ উজ্জ্বল পীতদ্রব্য বা শুষ্ক-পিত্ত ; কুঙ্কুম—কাশ্মীর-দেশজ গন্ধদ্রব্যবিশেষ। "কাশ্মীর-দেশজে ক্ষেত্রে কুঙ্কুমং যদ্ভবেৎ হি তৎ। সূক্ষ্ম-কেশরমারক্তং পদ্মগন্ধি তদুত্তমম্।। বাহ্লীকদেশসঞ্জাতং কুঙ্কুমং পাণ্ডুরং ভবেৎ। কেতকী-গন্ধযুক্তং তন্মধ্যমং সূক্ষ্মকেশরম্।। কুঙ্কুমং পারসীকেয়ং মধুগন্ধি তদীরিতম্। ঈষৎ পাণ্ডুরবর্ণং তদধমং স্থূলকেশরম্।।"

বস্ত্রগুপ্তদোলা—কাপড়দ্বারা আবৃত ডুলি বা থাঞ্জাম ; চেড়ী—দাসী।

১১৫। ঠাম—গঠন ; কান—কানু বা কৃষ্ণ ; কৃষ্ণের বর্ণ—ইন্দ্রনীল-ঘনশ্যাম ; বিশ্বম্ভরের বর্ণ—তদ্বিপরীত গৌরবর্ণ।

বালকের দিব্য জ্যোতি, দেখি' পাইল বহু প্রীতি,
বাৎসল্যেতে দ্রবিল হৃদয় ॥ ১১৬ ॥

শিশুকে আশীর্ব্বাদ ও রক্ষাকবচ বন্ধন ঃ—

দুর্ব্বা, ধান্য, দিল শীর্ষে, কৈল বহু আশীষে,
চিরজীবি হও দুই ভাই ।
ডাকিনী-শাঁখিনী হৈতে, শঙ্কা উপজিল চিতে,
ডরে নাম থুইল 'নিমাই' ॥ ১১৭ ॥

শচী-মিশ্রের পূজা ঃ—

পুত্রমাতা-স্নানদিনে, দিল বস্ত্র বিভূষণে,
পুত্রসহ মিশ্রেরে সম্মানি' ।
শচী-মিশ্রের পূজা লঞা, মনেতে হরিষ হঞা,
ঘরে আইলা সীতা ঠাকুরাণী ॥ ১১৮ ॥

শচী ও মিশ্রের পুত্র-প্রাপ্তিতে আনন্দ ঃ—

ঐছে শচী-জগন্নাথ, পুত্র পাঞা লক্ষ্মীনাথ,
পূর্ণ হইল সকল বাঞ্ছিত ।
ধন-ধান্যে ভরে ঘর, লোকমান্য কলেবর,
দিনে দিনে হয় আনন্দিত ॥ ১১৯ ॥

মিশ্র—শান্ত, সংযত ও উদার বৈষ্ণব ঃ—

মিশ্র—বৈষ্ণব, শান্ত, অলম্পট, শুদ্ধ, দান্ত,
ধনভোগে নাহি অভিমান ।
পুত্রের প্রভাবে যত, ধন আসি' মিলে তত,
বিষ্ণুপ্রীতে দ্বিজে দেন দান ॥ ১২০ ॥

চক্রবর্ত্তি-কর্ত্তৃক প্রভুর কোষ্ঠী-গণনা ঃ—

লগ্ন গণি' হর্ষমতি, নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী,
গুপ্তে কিছু কহিল মিশ্রেরে ।
মহাপুরুষের চিহ্ন, লগ্নে অঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন,
দেখি,—এই তারিবে সংসারে ॥ ১২১ ॥

জন্মবৃত্তান্ত-শ্রবণ-মাহাত্ম্য ঃ—

ঐছে প্রভু শচী-ঘরে, কৃপায় কৈল অবতারে,
যেই ইহা করয়ে শ্রবণ ।
গৌরপ্রভু দয়াময়, তাঁরে হয়েন সদয়,
সেই পায় তাঁহার চরণ ॥ ১২২ ॥

গৌরবিরোধী বিষয়ীর দুর্ভাগ্য ঃ—

পাইয়া মানুষ জন্ম, যে না শুনে গৌরগুণ,
হেন জন্ম তার ব্যর্থ হৈল ।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১১৮। পুত্রমাতা স্নান দিনে—অর্থাৎ পঞ্চম দিন পাঁচট ও নবম দিন নত্তা-দিবসে।

১২১। লগ্নে অঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন—(সামুদ্রিক-মতে) লগ্নে অর্থাৎ জাতক-কুণ্ডলীতে, অঙ্গে অর্থাৎ শরীরে।

ইতি অমৃতপ্রবাহ-ভাষ্যে ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

অনুভাষ্য

১১৬। সুনির্ম্মাণ—সুষ্ঠু অঙ্গপ্রত্যঙ্গ গঠন ; ভান—ভ্রম।

১১৭। দুই ভাই—বিশ্বরূপ ও বিশ্বম্ভর।

ডাকিনী-শাঁখিনী—পার্ব্বতী-মহেশের সহবর্ত্তিনী স্ত্রী-যোনি-প্রাপ্ত অশুভকারিণী প্রেতযোনি-বিশেষ। এই সকল অপদেবতা পবিত্র নিম্ববৃক্ষে ও তৎসংশ্লিষ্ট স্থানে যাইতে পারে না।

১১৮। পুত্রমাতা-স্নানদিনে অর্থাৎ নিষ্ক্রামণ-দিবসে। বঙ্গ-দেশে পূর্ব্বকালে জননাশৌচে বিপ্রাদিবর্ণ চারিমাস গ্রহণ করিতেন, পরে সূর্য্যদর্শন ; পরে চারিমাসের পরিবর্ত্তে বিপ্রাদি-দ্বিজবর্ণে একবিংশ দিবস জননাশৌচগ্রহণের ব্যবস্থা, কিন্তু শূদ্রাদির পক্ষে একমাস বর্ত্তমান। কর্ত্তাভজা ও সতীমা-দলে 'হরিনুটে' সদ্য-সদ্যই জননাশৌচ-নিবৃত্তি।

বঙ্গীয় সামাজিক ব্যবহারে বর্ত্তমান-কালেও এই বিদায়কালীন রীতি দৃষ্ট হয়। আত্মীয়-কুটুম্ব সামাজিকভাবে কাহারও গৃহে গমন করিলে তাঁহার বিদায়কালে সেই গৃহস্থ তাঁহাকে বস্ত্রাদি দিয়া সম্মান করিয়া থাকেন। জগন্নাথ মিশ্র ও শচীদেবীর নিকট তাদৃশ পূজা পাইয়া সীতাঠাকুরাণী শান্তিপুরে ফিরিয়া আসিলেন।

১১৯। লোকমান্য কলেবর—শ্রীমহাপ্রভুর শ্রীঅঙ্গ লোকমান্য হওয়ায় অর্থাৎ তাঁহার সৌন্দর্য্য, ঐশ্বর্য্য ও লাবণ্য-দর্শনে আকৃষ্ট হইয়া দেব, নর ও অন্যান্য লোককে সম্মান দিতে দেখিয়া পিতামাতার আনন্দ হইল।

১২০। প্রাকৃত বিষয়িগণ যেরূপ স্ত্রী-পুত্রাদির কথায় ধনাদি-ভোগের অভিমানে ব্যস্ত থাকে, শুদ্ধভক্ত জগন্নাথ মিশ্র তাদৃশ ছিলেন না। সমস্ত দ্রব্যই ভগবান্‌কে দিয়া ব্রাহ্মণাদি যোগ্যপাত্রে তদবশেষ প্রদান করিয়াছিলেন ; কেবল নিজ ভোগময়তাৎপর্য্য-ক্রমে স্বীকার করেন নাই।

১২১। গুপ্তে—অপ্রকাশ্যে।

১২৩। অমৃতধুনী—সুধা-নদী। কৃষ্ণভক্তি-সুধাস্রোতের জল-পান ত্যাগ করিয়া যে ব্যক্তি বিষয়-কূপের (আত্মার পক্ষে অস্বাস্থ্য-কর) জল পান করে, সে নিতান্ত মূঢ় ও তাহার জীবন ধারণ করা উচিত নহে।

শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী-পাদকৃত চৈতন্যচন্দ্রামৃতে—"অচৈতন্যমিদং বিশ্বং যদি চৈতন্যমীশ্বরম্। ন ভজেৎ সর্ব্বতো-

পাইয়া অমৃতধুনী, পিয়ে বিষগর্ত্ত-পানি,
জন্মিয়া সে কেনে নাহি মৈল ॥ ১২৩ ॥

শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দ, আচার্য্য অদ্বৈতচন্দ্র,
স্বরূপ-রূপ-রঘুনাথদাস ।

ইঁহা-সবার শ্রীচরণ, শিরে বন্দি নিজধন,
জন্মলীলা গাইল কৃষ্ণদাস ॥ ১২৪ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে জন্মমহোৎসব-বর্ণনং নাম ত্রয়োদশ-পরিচ্ছেদঃ।

অনুভাষ্য

মৃত্যুরূপাস্যমমরোত্তমৈঃ।। অচৈতন্যমিদং বিশ্বং যদি চৈতন্যমীশ্বরম্। ন বিদুঃ সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞা হ্যপি ভ্রাম্যন্তি তে জনাঃ।। প্রসারিত-মহাপ্রেম-পীযূষরস-সাগরে। চৈতন্যচন্দ্রে প্রকটে যো দীনো দীন এব সঃ।। অবতীর্ণে গৌরচন্দ্রে বিস্তীর্ণে প্রেমসাগরে। সুপ্রকাশিত-রত্নৌঘে যো দীনো দীন এব সঃ।।" (ভাঃ ২।৩।১৯, ২০, ২৩)—"শ্ববিড়্বরাহোষ্ট্রখরৈঃ সংস্তুতঃ পুরুষঃ পশুঃ। ন যৎ-কর্ণপথোপেতো জাতু নাম গদাভৃতঃ।। বিলে বতোরুক্রমবিক্রমান্ যে, ন শৃণ্বতঃ কর্ণপুটে নরস্য। জিহ্বাসতী দার্দ্দুরিকেব সূত, ন চোপগায়ত্যুরুগায়-গাথাঃ।। জীবঞ্ছবো ভাগবতাঙ্ঘ্রিরেণূন্ ন জাতু মর্ত্ত্যোঽভিলভেত যস্তু। শ্রীবিষ্ণুপদ্যা মনুজস্তুলস্যাঃ শ্বসঞ্ছবো যস্তু ন বেদ গন্ধম্।।" (ভাঃ ১০।১।৪)—"নিবৃত্ততর্ষৈরুপগীয়মানাদ্ভবৌষধাচ্ছ্রোত্রমনোঽভিরামাৎ। ক উত্তমঃশ্লোক-গুণানুবাদাৎ পুমান্ বিরজ্যেত বিনা পশুঘ্নাৎ।।" (ভাঃ ৩।২৩।৫৬) —"** ন তীর্থপাদসেবায়ৈ জীবন্নপি মৃতো হি সঃ।।"

১২৪। শ্রীমহাপ্রভু, নিত্যানন্দ, অদ্বৈত, দামোদরস্বরূপ, রূপ ও রঘুনাথদাসের শ্রীপাদপদ্মই শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী ও তদনুগ শুদ্ধভক্ত অথবা অন্তরঙ্গভক্তগণের নিজধন। বিষয়িগণের ধনসমূহ মায়িক দাম ; বস্তুতঃ তাহা 'ঋণ'-শব্দবাচ্য। কৃষ্ণ-বিমুখ জীব, পরমার্থকে ধন না জানিয়া জড়-ভোগময় ঋণরূপ কামকে 'ধন' বলিয়া জ্ঞান করে। যে-সকল বস্তুকে 'ধন' জ্ঞান করিয়া বিষয়ি-জীব ব্যস্ত, তাহাতে হরিজনের ঋণবুদ্ধি আছে ; ধনবুদ্ধি নাই। পক্ষান্তরে নিজকৃপারূপ ধনদানে ভগবান্ যাঁহাকে ধনী করেন, তাঁহার প্রাকৃত ধনসমূহ অপহরণ করেন। "যস্যাহমনুগৃহ্ণামি হরিষ্যে তদ্ধনং শনৈঃ।" ঠাকুর নরোত্তম বলেন,—"**ধন** মোর নিত্যানন্দ"; "রাধাকৃষ্ণ-শ্রীচরণ, সেই মোর **প্রাণধন**" ; "জয় পতিতপাবন, দেহ মোরে এই **ধন**, তুয়া বিনা অন্য নাহি ভায়"; "শ্রীরূপমঞ্জরী-পদ, সেই মোর সম্পদ, সেই মোর ভজন-পূজন। সেই মোর **প্রাণধন**" ; "**প্রেমরতন-ধন** হেলায় হারাইনু। অধনে যতন করি' **ধন** তেয়াগিনু" ইত্যাদি।

স্মার্ত্তের শৌক্রবুদ্ধিবলে শ্রীরঘুনাথদাসের পাদপদ্মে বিপ্রত্বাভাবরূপ শূদ্রত্বারোপ তাহার ভক্তি-সম্পত্তিতে ঋণমাত্র ; কিন্তু তাঁহার পাদপদ্মে অপ্রাকৃত ব্রহ্মণ্যোপলব্ধি ভক্তের নিজ সম্পত্তি।

ইতি অনুভাষ্যে ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

কথাসার—চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদে প্রভুর বাল্যলীলা বর্ণিত হইয়াছে। প্রভুর হামাগুড়ি, ক্রন্দনচ্ছলে নাম প্রচার, মৃত্তিকা-ভক্ষণচ্ছলে মাতাকে জ্ঞান-প্রদান, অতিথি-বিপ্রকে প্রসাদ দিয়া নিস্তার, চোরের স্কন্ধে চড়িয়া তাহাকে ভুলাইয়া নিজ গৃহে আনয়ন, ব্যাধিচ্ছলে হিরণ্য-জগদীশের নৈবেদ্য একাদশী-দিনে ভক্ষণ, বাল্য-চাপল্য, মাতাকে মূর্চ্ছিতা দেখিয়া নারিকেল আনিয়া দেওয়া, গঙ্গাতীরে কন্যাগণের সহিত পরিহাস, লক্ষ্মীদেবীর পূজা-গ্রহণ, উচ্ছিষ্টভাণ্ডপূর্ণ গর্ত্তে বসিয়া মাতাকে ব্রহ্মজ্ঞান-প্রদান ও মাতৃ-আজ্ঞা পালন ; মিশ্রের শুদ্ধবাৎসল্য—এই সকল বাল্য-লীলার প্রকরণ (অঃ প্রঃ ভাঃ)।

শ্রীহরিভক্তিবিলাস (২০।১)—

কথঞ্চন স্মৃতে যস্মিন্ দুষ্করং সুকরং ভবেৎ ।
বিস্মৃতে বিপরীতং স্যাৎ শ্রীচৈতন্যমমুং ভজে ॥ ১ ॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য, জয় নিত্যানন্দ ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র, জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ২ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১। যাঁহাকে যৎকিঞ্চিৎ স্মরণ করিলেও দুষ্কর বিষয় সুকর হইয়া পড়ে, বিস্মৃত হইলে সুকরও দুষ্কর হইয়া পড়ে, সেই চৈতন্যকে আমি ভজনা করি।

অনুভাষ্য

১। যস্মিন্ (গৌরকৃষ্ণে) কথঞ্চন (যেন কেন প্রকারেণাপি) স্মৃতে (স্মরণপথমারূঢ়ে সতি) দুষ্করং (দুঃসাধ্যং কর্ম্ম) সুকরং (সহজসাধ্যমনুষ্ঠানং) ভবেৎ, যস্মিন্ (গৌরকৃষ্ণে) বিস্মৃতে [সতি]

প্রভুর কহিল এই জন্মলীলা-সূত্র ।
যশোদানন্দন যৈছে হৈল শচীপুত্র ॥ ৩ ॥
সংক্ষেপে কহিল জন্মলীলা-অনুক্রম ।
এবে কহি বাল্যলীলা-সূত্রের গণন ॥ ৪ ॥

মানুষী হইলেও গৌরলীলা অপ্রাকৃত ঃ—

বন্দে চৈতন্যকৃষ্ণস্য বাল্যলীলাং মনোহরাম্ ।
লৌকিকীমপি তামীশ-চেষ্টয়া বলিতান্তরাম্ ॥ ৫ ॥

স্বীয়পদতলে শঙ্খ-চক্র-ধ্বজ-বজ্র-মীন-চিহ্ন-প্রদর্শন ঃ—

বাল্যলীলায় আগে প্রভুর উত্তান-শয়ন ।
পিতা-মাতায় দেখাইল চিহ্ন চরণ ॥ ৬ ॥
গৃহে দুই জন দেখি' লঘুপদ-চিহ্ন ।
তাহাতেই ধ্বজ, বজ্র, শঙ্খ, চক্র, মীন ॥ ৭ ॥
দেখিয়া দোঁহার চিত্তে জন্মিল বিস্ময় ।
কার পদচিহ্ন ঘরে, না পায় নিশ্চয় ॥ ৮ ॥

মিশ্রের উক্তি ঃ—

মিশ্র কহে,—"বালগোপাল আছে শিলা-সঙ্গে ।
তেঁহো মূর্ত্তি হঞা খেলে, জানি ঘরে রঙ্গে ॥" ৯ ॥
সেই ক্ষণে জাগি' নিমাই করয়ে ক্রন্দন ।
অঙ্কে লঞা শচী তাঁরে পিয়াইল স্তন ॥ ১০ ॥

শচী ও মিশ্র, উভয়ের নিমাইর চরণচিহ্ন-দর্শন ঃ—

স্তন পিয়াইতে পুত্রের চরণ দেখিল ।
সেই চিহ্ন পায়ে দেখি' মিশ্রে বোলাইল ॥ ১১ ॥
দেখিয়া মিশ্রের হইল আনন্দিত মতি ।
গুপ্তে বোলাইল নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী ॥ ১২ ॥

নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর উক্তি ঃ—

চিহ্ন দেখি' চক্রবর্ত্তী বলেন হাসিয়া ।
"লগ্ন গণি' পূর্ব্বে আমি রাখিয়াছি লিখিয়া ॥ ১৩ ॥
বত্রিশ লক্ষণ—মহাপুরুষ-ভূষণ ।
এই শিশু অঙ্গে দেখি সে-সব লক্ষণ ॥ ১৪ ॥

মহাপুরুষের ৩২টী লক্ষণ ঃ—

সামুদ্রকে ৩য় শ্লোক—

পঞ্চদীর্ঘঃ পঞ্চসূক্ষ্মঃ সপ্তরক্তঃ ষডুন্নতঃ ।
ত্রিহ্রস্ব-পৃথু-গম্ভীরো দ্বাত্রিংশল্লক্ষণো মহান্ ॥ ১৫ ॥

চক্রবর্ত্তিকর্ত্তৃক শিশুর মাহাত্ম্য-বর্ণন ও ভবিষ্যদ্বাণী ঃ—

নারায়ণের চিহ্নযুক্ত শ্রীহস্ত-চরণ ।
এই শিশু সর্ব্বলোকে করিবে তারণ ॥ ১৬ ॥
এই ত' করিবে বৈষ্ণব-ধর্ম্মের প্রচার ।
ইহা হৈতে হবে দুই কুলের নিস্তার ॥ ১৭ ॥

নামকরণ-মহোৎসব ঃ—

মহোৎসব কর, সব বোলাহ ব্রাহ্মণ ।
আজি দিন ভাল,—করিব নামকরণ ॥ ১৮ ॥

'বিশ্বম্ভর' নাম ঃ—

সর্ব্বলোকে করিবে এই ধারণ, পোষণ ।
'বিশ্বম্ভর' নাম ইহার,—এই ত' কারণ ॥" ১৯ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৫। চৈতন্য-কৃষ্ণের মনোহর বাল্যলীলা আমি বন্দনা করি ; সে বাল্যলীলা লৌকিকী লীলার ন্যায় হইলেও তাহা ঈশচেষ্টা-মিশ্র।

অনুভাষ্য

বিপরীতং (সহজসাধ্যমনুষ্ঠানং দুঃসাধ্যং কর্ম্ম) স্যাৎ, তং অমুং শ্রীচৈতন্যং ভজে।

৫। চৈতন্যদেবস্য (গৌরকৃষ্ণস্য) লৌকিকীং (প্রাপঞ্চিক-মানুষ-চেষ্টিতাম্) অপি ঈশচেষ্টয়া (অলৌকিকপ্রয়াসেন) বলিতান্তরাং (বলিতং যুক্তম্ অন্তরং যস্যাঃ তাং) মনোহরাং (হৃদয়াকর্ষিণীং) বাল্যলীলাং (শৈশবক্রীড়াম্) অহং বন্দে।

৬। উত্তান—ঊর্দ্ধমুখে স্থিত, চিৎ হইয়া শয়ন ; পাঠান্তরে—'উত্থান' ; এই অর্থে পদভরে দণ্ডায়মান হইতে গিয়া অনভ্যাস-বশতঃ বালোচিত অসমর্থতা দেখাইয়া শয়ন।

১৫। পঞ্চদীর্ঘঃ (পঞ্চ নাসা-ভুজ-হনু-নেত্র-জানূনি দীর্ঘাণি যস্য সঃ), পঞ্চসূক্ষ্মঃ (পঞ্চত্বক্-কেশাঙ্গুলিপর্ব্ব-দন্ত-রোমাণি সূক্ষ্মাণি যস্য সঃ), সপ্তরক্তঃ (সপ্ত নয়নপ্রান্ত-পদতল-করতল-

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৫। নাসা, ভুজ, হনু, নেত্র ও জানু—এই পাঁচটী দীর্ঘ ; ত্বক্, কেশ, অঙ্গুলীপর্ব্ব, দন্ত ও রোম—এই পাঁচটী সূক্ষ্ম ; নেত্র, পদতল, করতল, তালু, অধর, ওষ্ঠ ও নখ—এই সাতটী রক্ত ; বক্ষ, স্কন্ধ, নখ, নাসিকা, কটি ও মুখ—এই ছয়টী উন্নত ; গ্রীবা, জঙ্ঘা ও মেহন—এই তিনটী হ্রস্ব ; কটি, ললাট ও বক্ষ—এই তিনটী বিস্তীর্ণ ; নাভি, স্বর, সত্ত্ব—এই তিনটী গম্ভীর। যিনি এই বত্রিশটী লক্ষণযুক্ত, তিনি মহাপুরুষ।

১৭। দুইকুলের—পিতৃকুল ও মাতৃকুল।

অনুভাষ্য

তাল্বধরৌষ্ঠনখাঃ চ রক্তাঃ রক্তবর্ণাঃ যস্য সঃ), ষডুন্নতঃ (ষট্ বক্ষঃ-স্কন্ধ-নখ-নাসিকা-কটি-মুখানি উন্নতানি উচ্চানি যস্য সঃ) ত্রিহ্রস্বপৃথুগম্ভীরঃ (ত্রীণি গ্রীবা-জঙ্ঘা-মেহনানি হ্রস্বানি লঘুনি, ত্রীণি কটি-ললাট-বক্ষাংসি পৃথুনি বিশালানি, ত্রীণি নাভি-স্বর-সত্ত্বানি গম্ভীরাণি যস্য সঃ) দ্বাত্রিংশল্লক্ষণঃ (এতানি দ্বাত্রিংশৎ লক্ষণানি যস্য সঃ জনঃ)—মহান্ (মহাপুরুষঃ)।

১৯। চৈঃ ভাঃ আদি, ৩য় অঃ—"জগৎ হইল সুস্থ ইহান

শুনি' শচী-মিশ্রের মনে আনন্দ বাড়িল ।
ব্রাহ্মণব্রাহ্মণী আনি' মহোৎসব কৈল ॥ ২০ ॥

অলৌকিক-চেষ্টা-প্রদর্শন ঃ—

তবে কত দিনে প্রভুর জানু-চংক্রমণ ।
তথা নানা চমৎকার করাইল দর্শন ॥ ২১ ॥

হরিনামে ক্রন্দন-নিবৃত্তি ঃ—

ক্রন্দনের ছলে বলাইল হরিনাম ।
নারী সব 'হরি' বলে,—হাসে গৌরধাম ॥ ২২ ॥

শিশুসনে ক্রীড়া ঃ—

তবে কত দিনে কৈল পদ-চংক্রমণ ।
শিশুগণে মিলি' কৈল বিবিধ খেলন ॥ ২৩ ॥
একদিন শচী খই-সন্দেশ আনিয়া ।
বাটী ভরি' দিয়া বলে,—"খাও ত' বসিয়া ॥" ২৪ ॥

নিমাইর মৃত্তিকা-ভক্ষণ ঃ—

এত বলি' গেলা শচী গৃহে কর্ম্ম করিতে ।
লুকাঞা লাগিলা শিশু মৃত্তিকা খাইতে ॥ ২৫ ॥

শচীকর্ত্তৃক উহার কারণ জিজ্ঞাসা ঃ—

দেখি' শচী ধাঞা আইলা করি' হায়, হায়' ।
মাটি কাড়ি' লঞা বলে—'মাটি কেনে খায়' ॥ ২৬ ॥

নিমাইর দার্শনিক উত্তর ঃ—

কান্দিয়া বলেন শিশু,—"কেনে কর রোষ ।
তুমি মাটি খাইতে দিলে, মোর কিবা দোষ ॥ ২৭ ॥

সবই মৃত্তিকা-বিকার ঃ—

খই-সন্দেশ-অন্ন, যতেক—মাটির বিকার ।
ইহ মাটি, সেহ মাটি, কি ভেদ-বিচার ॥ ২৮ ॥
মাটি—দেহ, মাটি—ভক্ষ্য, দেখহ বিচারি' ।
অবিচারে দেহ দোষ, কি বলিতে পারি ॥" ২৯ ॥

শচীর প্রত্যুত্তর ঃ—

অন্তরে বিস্মিত শচী বলিল তাহারে ।
"মাটি খাইতে জ্ঞানযোগ কে শিখাল তোরে ॥ ৩০ ॥

দ্রব্য ও তদ্বিকারের বিশেষ বা অনুকূল ও প্রতিকূলের বৈশিষ্ট্য ঃ—

মাটির বিকার অন্ন খাইলে দেহ-পুষ্টি হয় ।
মাটি খাইলে রোগ হয়, দেহ যায় ক্ষয় ॥ ৩১ ॥
মাটির বিকার ঘটে পানি ভরি' আনি ।
মাটি-পিণ্ডে ধরি যবে, শোষি' যায় পানি ॥" ৩২ ॥

তচ্ছ্রবণে প্রভুর উক্তি ঃ—

আত্ম লুকাইতে প্রভু বলিলা তাহারে ।
"আগে কেন ইহা, মাতা, না শিখালে মোরে ॥ ৩৩ ॥
এবে সে জানিলাঙ, আর মাটি না খাইব ।
ক্ষুধা লাগে যবে, তবে তোমার স্তন পিব ॥"৩৪ ॥
এত বলি' জননীর কোলেতে চড়িয়া ।
স্তনপান করে প্রভু ঈষৎ হাসিয়া ॥ ৩৫ ॥

নানাভাবে ঐশ্বর্য্যলীলা-প্রকটন ঃ—

এইমতে নানা ছলে ঐশ্বর্য্য দেখায় ।
বাল্যভাব প্রকটিয়া পশ্চাৎ লুকায় ॥ ৩৬ ॥

অনুভাষ্য

জনমে। পূর্ব্বে যেন পৃথিবী ধরিলা নারায়ণে।। অতএব ইহান 'শ্রীবিশ্বম্ভর' নাম।"

'বিশ্বম্ভর'—অথর্ব্ববেদসংহিতায় ২য় কাণ্ড, ৩য় অনুবাক্, ৩য় প্রপাঠক, ১৬ মন্ত্র, ৫ম সংখ্যা—"বিশ্বম্ভর বিশ্বেন মা ভরসা পাহি স্বাহা।।"

২১। জানুচংক্রমণ—হামাগুড়ি। চৈঃ ভাঃ আদি, ৩য় অঃ—"জানুগতি চলে প্রভু পরম সুন্দর। কটীতে কিঙ্কিণী বাজে অতি মনোহর।। একদিন একসর্প বাড়ীতে বেড়ায়। ধরিলেন সর্প প্রভু বালক-লীলায়।। কুণ্ডলী করিয়া সর্প রহিল বেড়িয়া। ঠাকুর থাকিলা সর্প উপরে শুইয়া।। প্রভুরে এড়িয়া সর্প পলায় তখন।।"

২২। চৈঃ ভাঃ আদি, ৩য় অঃ—"তাবৎ কান্দেন প্রভু কমল-লোচন। হরিনাম শুনিলে রহেন ততক্ষণ।। পরম সঙ্কেত এই, সবে বুঝিলেন। কান্দিলেই হরিনাম সবেই লয়েন।। প্রভু যেই কান্দে, সেইক্ষণে নারীগণ। হাতে তালি দিয়া করে হরিসঙ্কীর্ত্তন।। নিরবধি সবার বদনে হরিনাম। ছলে বোলায়েন প্রভু, হেন ইচ্ছা তান।।"

২৩। চৈঃ ভাঃ আদি, ৩য় অঃ—"এইমত দিনে দিনে শ্রীশচীনন্দন। হাঁটিয়া করেন প্রভু অঙ্গনে ভ্রমণ।।"

২৪। বাটা—খাদ্যদ্রব্য বা তাম্বূল রাখিবার পাত্র বা আধার, বর্ত্তন।

২৫। এই ঘটনা আদি ১৩ পঃ ৪৯ সংখ্যায় কথিত চৈতন্যভাগবতের পরিত্যক্ত ও অতিরিক্ত।

২৭-৩৩। ভোজ্যবিষয়-গ্রহণই অচিৎ-জাতীয় চেষ্টা, তাহাতে হরিসেবা নাই। প্রতিকূল-বিষয়ের সহিত কৃষ্ণসেবার অনুকূল বিষয়কেও ভ্রমক্রমে নির্ব্বিশেষবাদিগণ সমজাতীয় বলিয়া জ্ঞান করেন। ঐ প্রকার ধারণা যে প্রাকৃত-সিদ্ধান্তের নিতান্ত ভ্রমযুক্ত অস্ফুট বিকাশ, তাহা অর্থাৎ তাদৃশ মূঢ়-নির্ব্বিশেষ-চিন্তার অকর্ম্মণ্যতা—মহাপ্রভু মাতার মুখে মৃৎ ও ঘটের সহজ দৃষ্টান্ত-দ্বারা প্রদর্শন করিলেন।

তৈর্থিক বিপ্রের অন্নভোজন ও উদ্ধার ঃ—

অতিথি-বিপ্রের অন্ন খাইল তিনবার ।
পাছে গুপ্তে সেই বিপ্রে করিল নিস্তার ॥ ৩৭ ॥

চোরের বুদ্ধিভ্রম উৎপাদন ঃ—

চোরে লঞা গেল প্রভুকে বাহিরে পাইয়া ।
তার স্কন্ধে চড়ি' আইলা তারে ভুলাইয়া ॥ ৩৮ ॥

একাদশীতে হিরণ্য-জগদীশের গৃহের বিষ্ণুনৈবেদ্য-ভোজন ঃ—

ব্যাধি-ছলে জগদীশ-হিরণ্য-সদনে ।
বিষ্ণু-নৈবেদ্য খাইল একাদশী-দিনে ॥ ৩৯ ॥

শিশুচিত লীলা—চুরি ও কলহাদি ঃ—

শিশুগণ লয়ে পাড়া-পড়সীর ঘরে ।
চুরি করি' দ্রব্য খায়, মারে বালকেরে ॥ ৪০ ॥

শচীর নিকট অভিযোগ ও শচীর তিরস্কার ঃ—

শিশুসব শচী-স্থানে কৈল নিবেদন ।
শুনি' শচী পুত্রে কিছু দিলা ওলাহন ॥ ৪১ ॥

"কেনে চুরি কর, কেনে মারহ শিশুরে ।
কেনে পর-ঘরে যাহ, কিবা নাহি ঘরে ॥" ৪২ ॥

প্রভুর ক্রোধ ও গৃহে দৌরাত্ম্য ঃ—

শুনি' ক্রুদ্ধ হঞা প্রভু ঘর-ভিতর যাঞা ।
ঘরে যত ভাণ্ড ছিল, ফেলিল ভাঙ্গিয়া ॥ ৪৩ ॥

প্রভুকে সান্ত্বনা ও প্রভুর লজ্জা ঃ—

তবে শচী কোলে করি' করাইল সন্তোষ ।
লজ্জিত হইলা প্রভু জানি' নিজ-দোষ ॥ ৪৪ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৩৭। একটী তৈর্থিক, শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের গৃহে অতিথি হইলে, তিনি রন্ধন-সামগ্রী আনিয়া দিয়া রন্ধন করাইলেন। তৈর্থিক-ব্রাহ্মণ যখন ধ্যানে গোপালকে ভোগ দেন, তখন নিমাই আসিয়া তাঁহার অন্ন খাইতে লাগিলেন। নিমাই-স্পৃষ্ট অন্ন পরিত্যাগ করিয়া অতিথি-ব্রাহ্মণ আর একবার পাক করিলেন ; সে-বারেও ধ্যানে নিবেদন-কালে সেই ঘটনা হইল। তৃতীয়বার পাক হইল ; সে-সময় বাটীর সকলেই সুপ্ত, ব্রাহ্মণ ধ্যানে গোপালকে পক্কান্ন নিবেদন করিতেছিলেন, এমন সময় নিমাই আসিয়া সেই অন্ন খাইতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণ দৈবহত হইয়া হাহাকার করিতে লাগিলেন। তখন নিমাই বলিলেন,—'হে বিপ্র! আমি যখন ব্রজে যশোদা-দুলাল ছিলাম, তখনও তোমার এইরূপ ঘটনা হইয়াছিল। এবারও তোমার ভক্তিতে আকৃষ্ট হইয়া তোমাকে আমি কৃপা করিয়া দেখা দিলাম।' তখন ব্রাহ্মণ নিজ-ইষ্টদেবকে দর্শন করিয়া মহাপ্রেমে মুগ্ধ হইয়া আপনাকে ধন্য মানিয়া অবশিষ্ট প্রসাদ সেবা করিলেন। প্রভু তাঁহাকে এই গুপ্তলীলাটী প্রকাশ করিতে নিষেধ করিলেন।

৩৮। মহাপ্রভু অতি-শিশুকালে স্বর্ণালঙ্কারে ভূষিত হইয়া দ্বারের বহির্দ্দেশে খেলা করিতেছিলেন। দুইটী চোর তাঁহাকে স্কন্ধে করিয়া সন্দেশ খাওয়াইতে লইয়া চলিল। চোরেরা মনে করিল যে, 'বনের ভিতর লইয়া বালকটীকে বিনষ্ট করত ইহার অলঙ্কারসকল লইব।' মহাপ্রভু স্বীয় মায়া বিস্তার করিয়া তাহাদিগকে পথ ভুলাইয়া পুনরায় নিজ-গৃহের দ্বারে তাহাদের স্কন্ধে চড়িয়া আসিলেন। যে-সকল আত্মীয়বর্গ তাঁহার অন্বেষণে দৌড়াদৌড়ি করিতেছিল, তাহাদের সম্মুখে চোরেরা শিশুকে রাখিয়া পলাইয়া গেল। শিশুটী বহুযত্নে শচীর অঙ্গনে নীত হইলেন।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৩৯। জগদীশ ও হিরণ্য পণ্ডিতের বাটীতে একাদশী-দিবসে (বিষ্ণু)-নৈবেদ্য প্রস্তুত হইতেছিল। মহাপ্রভু তাঁহার জনককে সেই নৈবেদ্য খাইবার আশায় হিরণ্য-জগদীশের বাটীতে পাঠান। হিরণ্য-জগদীশ বালকের প্রার্থনা শুনিয়া একটু আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন যে,—"অদ্য একাদশী এবং আমাদিগের গৃহে বিষ্ণু-নৈবেদ্য প্রস্তুত হইতেছে, এ-কথা সেরূপ শিশু কিরূপে জানিলেন? অবশ্যই তাঁহাতে কোন বৈষ্ণবী-শক্তি আছে।" তাঁহারা সেই নৈবেদ্য-দ্রব্য বালকের খাইবার জন্য পাঠাইয়া দিলেন। শরীরের পীড়া হইয়াছে, বিষ্ণু-নৈবেদ্য খাইলে সে পীড়া আরোগ্য হইবে,—এই ছল করিয়া মহাপ্রভু নৈবেদ্য আনাইয়াছিলেন। আনীত নৈবেদ্য বালক-দিগকে খাওয়াইলেন ও আপনিও কিছু খাইলেন ; তাহাতে তাঁহার ব্যাধি ভাল হইল। জগন্নাথ মিশ্রের গৃহ হইতে হিরণ্য-জগদীশের বাড়ী—একটু দূরে, প্রায় একক্রোশ দক্ষিণ-পূর্ব্ব; শিশুর পক্ষে অত দূরের সংবাদ অবগত হওয়া অসম্ভব।

অনুভাষ্য

৩৭। চৈতন্যভাগবতে আদি তৃতীয় অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

৩৮। চৈতন্যভাগবতে আদি তৃতীয় অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

৩৯। চৈতন্যভাগবতে আদি চতুর্থ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

৪০। চৈঃ ভাঃ আদি ৩য় অঃ—"নিকটে বসয়ে যত বন্ধুবর্গ ঘরে। প্রতিদিন কৌতুকে আপনে চুরি করে।। কারো ঘরে দুগ্ধ পিয়ে, কারো ভাত খায়। হাঁড়ি ভাঙ্গে, যার ঘরে কিছুই না পায়।। ঘরে যদি শিশু থাকে, তাহারে কাঁদায়।" ঐ ৪অঃ—"কেহ বলে, পুত্র—অতি বালক আমার। কর্ণে জল দিয়া তারে কান্দায় অপার।।"

৪১। ওলাহন—তিরস্কার, ভর্ৎসনা।

মাতাকে প্রহার, মাতার মূর্চ্ছা-দর্শনে দুষ্প্রাপ্য নারিকেল আনয়ন ঃ—

কভু মৃদুহস্তে কৈল মাতাকে তাড়ন।
মাতাকে মূর্চ্ছিতা দেখি' করয়ে ক্রন্দন ॥ ৪৫ ॥
নারীগণ কহে,—"নারিকেল দেহ আনি'।
তবে সুস্থ হইবেন তোমার জননী ॥"৪৬ ॥
বাহিরে যাঞা আনিলেন দুই নারিকেল।
দেখিয়া অপূর্ব্ব হৈলা বিস্মিত সকল ॥ ৪৭ ॥

স্নানকালে কুমারীগণ-সঙ্গে কৌতুক ঃ—

কভু শিশু-সঙ্গে স্নান করিল গঙ্গাতে।
কন্যাগণ আইলা তাঁহা দেবতা পূজিতে ॥ ৪৮ ॥
গঙ্গাস্নান করি' পূজা করিতে লাগিলা।
কন্যাগণ-মধ্যে প্রভু আসিয়া বলিলা ॥ ৪৯ ॥

কুমারীগণের প্রতি প্রভুর উক্তি ঃ—

কন্যারে কহে,—"আমা পূজ, আমি দিব বর।
গঙ্গা-দুর্গা—দাসী মোর, মহেশ—কিঙ্কর ॥" ৫০ ॥
আপনি চন্দন পরি' পরেন ফুলমালা।
নৈবেদ্য কাড়িয়া খা'ন—সন্দেশ, চাল, কলা ॥৫১॥

কন্যাগণের প্রত্যুক্তি ঃ—

ক্রোধে কন্যাগণ কহে,—"শুন, হে নিমাঞি।
গ্রাম-সম্বন্ধে হও তুমি আমা সবার ভাই ॥ ৫২ ॥
আমা সবার পক্ষে ইহা কহিতে না যুয়ায়।
না লহ দেবতা-সজ্জ, না কর অন্যায় ॥" ৫৩ ॥

বিদ্রূপচ্ছলে প্রভুর বরদান ঃ—

প্রভু কহে,—"তোমা সবাকে দিলাঙ এই বর।
তোমা সবার ভর্ত্তা হবে পরম সুন্দর ॥ ৫৪ ॥
পণ্ডিত, বিদগ্ধ, যুবা, ধনধান্যবান্।
সাত সাত পুত্র হবে—চিরায়ু, মতিমান্ ॥"৫৫ ॥
বর শুনি' কন্যাগণের অন্তরে সন্তোষ।
বাহিরে ভর্ৎসন করে করি' মিথ্যা রোষ ॥ ৫৬ ॥

পলাতক কন্যার প্রতি শাপচ্ছলে কৃত্রিম ক্রোধ ঃ—

কোন কন্যা পলাইল নৈবেদ্য লইয়া।
তারে ডাকি' কহে প্রভু সক্রোধ হইয়া ॥ ৫৭ ॥
"যদি নৈবেদ্য না দেহ হইয়া কৃপণী।
বুড়া ভর্ত্তা হবে, আর চারি সতিনী ॥" ৫৮ ॥

ভয়ে কন্যাগণের নৈবেদ্য-প্রদান ঃ—

ইহা শুনি' তা-সবার মনে হইল ভয়।
'কোন কিছু জানে, কিবা দেবাবিষ্ট হয় ॥" ৫৯ ॥
আনিয়া নৈবেদ্য তারা সম্মুখে ধরিল।
খাইয়া নৈবেদ্য তারে ইষ্টবর দিল ॥ ৬০ ॥

প্রভুর মধুর চাপল্য-লীলায় সকলেরই সুখ ঃ—

এই মত চাপল্য সব লোকেরে দেখায়।
দুঃখ কারো মনে নহে, সবে সুখ পায় ॥ ৬১ ॥

বল্লভাত্মজা লক্ষ্মীদেবীর সহিত সাক্ষাৎকার ঃ—

একদিন বল্লভাচার্য্য-কন্যা 'লক্ষ্মী' নাম।
দেবতা পূজিতে আইল করি' গঙ্গাস্নান ॥ ৬২ ॥

পরস্পরের দর্শনে উভয়ের সুখ ঃ—

তাঁরে দেখি' প্রভুর হইল সাভিলাষ মন।
লক্ষ্মী চিত্তে সুখ পাইল প্রভুর দর্শন ॥ ৬৩ ॥

উভয়ের নিত্যসিদ্ধ স্বাভাবিক প্রীতি ও হর্ষ ঃ—

সাহজিক প্রীতি দুঁহার করিল উদয়।
বাল্যভাবে ছন্ন-তনু হইল নিশ্চয় ॥ ৬৪ ॥
দুঁহা দেখি' দুঁহার চিত্তে হইল উল্লাস।
দেবপূজা-ছলে কৈল দুঁহে পরকাশ ॥ ৬৫ ॥

প্রভুর লক্ষ্মীকে স্বার্চ্চনে আদেশ ঃ—

প্রভু কহে,—"আমা' পূজ, আমি মহেশ্বর।
আমারে পূজিলে পাবে অভীপ্সিত বর ॥"৬৬ ॥

লক্ষ্মীর আদেশ-পালন ঃ—

লক্ষ্মী তাঁর অঙ্গে দিল স-পুষ্প-চন্দন।
মল্লিকার মালা দিয়া করিল বন্দন ॥ ৬৭ ॥

অনুভাষ্য

৪৬। লোচনদাস-কৃত চৈতন্যমঙ্গলে আদি—"তঁহি এক দিব্য নারী কহিল হাসিয়া। চিবুক ধরিয়া বিশ্বম্ভরে বলে বাণী। নারিকেল ফল দুই মায়ে দেহ আনি'।। তবে সে জীয়য়ে শচী—এই তোর মাতা। * * ইহা শুনি' বিশ্বম্ভর হরিষ হইলা। তখনি যুগল নারিকেল আনি' দিলা।।"

৬২-৬৮। বল্লভাচার্য্য—নবদ্বীপবাসী রাজপণ্ডিত। গৌঃ গঃ ৪৪ শ্লোক—"পুরাসীৎ জনকো রাজা মিথিলাধিপতির্মহান্। অধুনা

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৬৪। লক্ষ্মী—ভগবানের নিত্য পত্নী ও ভগবান্—লক্ষ্মীর নিত্যপতি ; অতএব তাঁহাদের মধ্যে যে নিত্যপ্রীতি আছে, তাহা সাহজিক (সহজাত)। সেই প্রীতি বাল্যভাবে প্রচ্ছন্ন-স্বরূপ হইয়া প্রতীত হইল।

অনুভাষ্য

বল্লভাচার্য্যো ভীষ্মকোঽপি চ সম্মতঃ।।" শ্রীগৌরহরি প্রথমে ইঁহারই কন্যা 'লক্ষ্মীপ্রিয়া'-দেবীর পাণিগ্রহণ করেন।

লক্ষ্মীদেবী—গৌঃ গঃ ৪৫ শ্লোক—"শ্রীজানকী রুক্মিণী চ

প্রভুর সন্তোষ ঃ—

প্রভু তাঁর পূজা পাঞা হাসিতে লাগিলা ।
শ্লোক পড়ি' তাঁর ভাব অঙ্গীকার কৈলা ॥ ৬৮ ॥

শ্রীমদ্ভাগবত (১০।২২।২৫)—

সঙ্কল্পো বিদিতঃ সাধ্ব্যো ভবতীনাং মদর্চ্চনম্ ।
ময়ানুমোদিতঃ সোঽসৌ সত্যো ভবিতুমর্হতি ॥ ৬৯ ॥

এইমত লীলা দুঁহে করি' গেলা ঘরে ।
গম্ভীর চৈতন্য-লীলা কে বুঝিতে পারে ॥ ৭০ ॥

প্রভুর লীলা-চাপল্য দর্শনে সকলের অভিযোগ ঃ—

চৈতন্য-চাপল্য দেখি' প্রেমে সর্ব্বজন ।
শচী-জগন্নাথে দেখি' দেন ওলাহন ॥ ৭১ ॥

শচীর নিমাইকে ধরিবার চেষ্টা ঃ—

একদিন শচী-দেবী পুত্রেরে ভর্ৎসিয়া ।
ধরিবারে গেলা পুত্রে, গেলা পলাইয়া ॥ ৭২ ॥

ত্যক্ত হাঁড়ির উপর নিমাইর উপবেশন ঃ—

উচ্ছিষ্ট-গর্ত্তে ত্যক্ত-হাণ্ডীর উপর ।
বসিয়াছেন সুখে প্রভু দেব-বিশ্বম্ভর ॥ ৭৩ ॥

শচীর পুত্রকে অশুচি-বুদ্ধিতে শোধন-চেষ্টা ঃ—

শচী আসি' কহে,—"কেনে অশুচি ছুঁইলা ।
গঙ্গাস্নান কর যাই'—অপবিত্র হইলা ॥" ৭৪ ॥

পুত্রের মাতাকে ব্রহ্মজ্ঞানোপদেশ ঃ—

ইহা শুনি' মাতাকে কহিল ব্রহ্মজ্ঞান ।
বিস্মিতা হইয়া মাতা করাইলা স্নান ॥ ৭৫ ॥

শয়নকালে শচীর দেবগণের দর্শন ঃ—

কভু পুত্রসঙ্গে শচী করিলা শয়ন ।
দেখে, দিব্যলোক আসি' ভরিল ভবন ॥ ৭৬ ॥
শচী বলে,—"যাহ, পুত্র, বোলাহ বাপেরে ।
মাতৃ-আজ্ঞা পাইয়া প্রভু চলিলা বাহিরে ॥ ৭৭ ॥

মাতার কথায় চলিবার কালে নূপুরাভাবেও নূপুরধ্বনি ঃ—

চলিতে চরণে নূপুর বাজে ঝন্‌ঝন্ ।
শুনি' চমকিত হৈল পিতা-মাতার মন ॥ ৭৮ ॥

মিশ্রের বিস্ময় ঃ—

মিশ্র কহে,—"এই বড় অদ্ভুত কাহিনী ।
শিশুর শূন্যপদে কেনে নূপুরের ধ্বনি ॥" ৭৯ ॥

দেবগণ-দর্শনে শচীর বিস্ময় ঃ—

শচী কহে,—"আর এক অদ্ভুত দেখিল ।
দিব্য দিব্য লোক আসি' অঙ্গন ভরিল ॥ ৮০ ॥
কিবা কোলাহল করে, বুঝিতে না পারি ।
কাহাকে বা স্তুতি করে—অনুমান করি ॥" ৮১ ॥

উভয়ের নিমাইর কুশল-চিন্তা ঃ—

মিশ্র বলে,—"কিছু হউক্, চিন্তা কিছু নাই ।
বিশ্বম্ভরের কুশল হউক্—এইমাত্র চাই ॥" ৮২ ॥

প্রভুর চাপল্য-দর্শনে মিশ্রের তীব্র ভর্ৎসনা ঃ—

একদিন মিশ্র পুত্রের চাপল্য দেখিয়া ।
ধর্ম্ম-শিক্ষা দিল বহু ভর্ৎসনা করিয়া ॥ ৮৩ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৬৯। হে সাধ্বীগণ! তোমাদের পূজার তাৎপর্য্য আমি জানিয়াছি, তাহাতেই আমার বিশেষ আনন্দ। তোমাদের আশয় সিদ্ধ হইবার যোগ্য বটে।

৭৫। প্রভু বলিলেন,—"মাতঃ, উচ্ছিষ্ট ও অনুচ্ছিষ্ট—এই দুইটী নরভাবমাত্র ; বস্তুতঃ ইহাতে কিছুমাত্র সত্য নাই। এই সকল ভাণ্ডে তুমি বিষ্ণুর জন্য ভোগ-দ্রব্য পাক করিয়াছ এবং তাহা বিষ্ণুকে অর্পণ করিয়াছ, অতএব এই সকল ভাণ্ড কখনও উচ্ছিষ্ট হইতে পারে না। আত্মা—নিত্য পবিত্র বস্তু, তাহার পক্ষে উচ্ছিষ্টাদি বিচার কি? এই প্রকার ব্রহ্মজ্ঞান শুনিয়া মাতা বিস্মিতা হইয়া তাঁহাকে স্নান করাইলেন।

ইতি অমৃতপ্রবাহ-ভাষ্যে চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

অনুভাষ্য

'লক্ষ্মী' নাম্নী চ তৎসুতা।" চৈতন্যচরিতে—"ব্যক্তা লক্ষ্মীনাম্নী চ সা যথা। সা বল্লভাচার্য্য-সুতা চলন্তী স্নাতুং সখীভিঃ সুরদীর্ঘিকায়াঃ। লক্ষ্মীরনেনৈব কৃতাবতারা প্রভোর্যযৌ লোচনবর্ত্ম তত্র।।"

৬৯। কাত্যায়নী-ব্রতপরা কৃষ্ণকামা গোপীদিগের বস্ত্রহরণের পর তাঁহাদিগকে বস্ত্রপ্রদানান্তর তাঁহাদিগের কৃষ্ণ-কামনা-দর্শনে শ্রীকৃষ্ণবাক্য,—

হে সাধ্ব্যঃ (সত্যঃ)! মদর্চ্চনং (মৎপ্রাপ্ত্যর্থং অর্চ্চনং তদেব) ভবতীনাং (গোপীনাং) সঙ্কল্পঃ (মনোরথঃ, মনোগতভাবঃ ইত্যর্থঃ, যুষ্মাভিঃ লজ্জয়া অকথিতঃ অপি) ময়া বিদিতঃ [সন্] অনুমোদিতঃ (স্বীকৃতঃ) ; [অতঃ] সঃ অসৌ [সঙ্কল্পঃ] সত্যঃ (যথার্থঃ) ভবিতুম্ অর্হতি (যোগ্যো ভবতি)।

৭৩। চৈঃ ভাঃ আদি ৭ম অঃ—"বিষ্ণুনৈবেদ্যের যত বর্জ্জ্য হাঁড়িগণ। বসিলেন প্রভু, হাঁড়ি করিয়া আসন।। মায়ে আসি' দেখিয়া করেন হায় হায়। এস্থানেতে বাপ, বসিবারে না যুয়ায়।। প্রভু বলে,—সর্ব্বত্র মোর অদ্বিতীয় জ্ঞান। এসব হাঁড়িতে মূলে নাহিক দূষণ।। বিষ্ণুর রন্ধন-স্থালী কভু নাহি দুষ্ট হয়। সে হাঁড়ি-পরশে আর স্থান শুদ্ধ হয়।।"

রাত্রে স্বপ্ন-দর্শন—এক ব্রাহ্মণকর্ত্তৃক মিশ্রকে ভৎর্সনা ঃ—

রাত্রে স্বপ্ন দেখে,—এক আসি' ব্রাহ্মণ ।
মিশ্রেরে কহয়ে কিছু সরোষ বচন ॥ ৮৪ ॥
"মিশ্র, তুমি পুত্রের তত্ত্ব কিছুই না জান ।
ভর্ৎসন-তাড়ন কর,—পুত্র করি' মান' ॥" ৮৫ ॥

মিশ্রের অপ্রাকৃত স্নেহমাখা উত্তর ঃ—

মিশ্র কহে,—"দেব, সিদ্ধ, মুনি কেনে নয় ।
যে সে বড় হউক্, এবে আমার তনয় ॥ ৮৬ ॥
পুত্রের লালন-শিক্ষা—পিতার স্বধর্ম্ম ।
আমি না শিখালে, কৈছে জানিবে ধর্ম্ম-মর্ম্ম ॥"৮৭॥

বিপ্র ও মিশ্রের উক্তি ও প্রত্যুক্তি ঃ—

বিপ্র কহে,—"এই যদি দৈব-সিদ্ধ হয় ।
স্বতঃসিদ্ধজ্ঞান, তবে শিক্ষা ব্যর্থ হয় ॥" ৮৮ ॥
মিশ্র কহে,—"পুত্র কেনে নহে নারায়ণ ।
তথাপি পিতার ধর্ম্ম—পুত্রকে শিক্ষণ ॥" ৮৯ ॥

প্রভুর প্রতি মিশ্রের শুদ্ধবাৎসল্য-স্নেহ ঃ—

এইমতে দুঁহে করেন ধর্ম্মের বিচার ।
শুদ্ধ বাৎসল্য মিশ্রের, নাহি জানে আর ॥ ৯০ ॥

স্বপ্নান্তে মিশ্রের বিস্ময় ও বন্ধুবর্গের নিকট কীর্ত্তন ঃ—

এত শুনি' দ্বিজ গেলা হঞা আনন্দিত ।
মিশ্র জাগিয়া হইলা পরম বিস্মিত ॥ ৯১ ॥
বন্ধু-বান্ধব-স্থানে স্বপ্ন কহিল ।
শুনিয়া সকল লোক বিস্মিত হইল ॥ ৯২ ॥
এই মত শিশুলীলা করে গৌরচন্দ্র ।
দিনে দিনে পিতা-মাতার বাড়িল আনন্দ ॥ ৯৩ ॥

নিমাইর হাতে খড়ি ঃ—

কত দিনে মিশ্র পুত্রের হাতে খড়ি দিল ।
অল্প দিনে দ্বাদশ-ফলা অক্ষর শিখিল ॥ ৯৪ ॥

এই বাল্যলীলা-সূত্র চৈতন্যভাগবতে বর্ণিত ঃ—

বাল্যলীলা-সূত্র এই কহিল অনুক্রম ।
ইহা বিস্তারিয়াছেন দাস-বৃন্দাবন ॥ ৯৫ ॥
অতএব বাল্যলীলা সংক্ষেপে সূত্র কৈল ।
পুনরুক্তি-ভয়ে বিস্তারিয়া না কহিল ॥ ৯৬ ॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ৯৭ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে বাল্যলীলা-সূত্রবর্ণনং নাম চতুর্দ্দশ-পরিচ্ছেদঃ।

অনুভাষ্য

অন্ত্য, ৪র্থ পঃ ১৭৪-১৭৬ সংখ্যা দ্রষ্টব্য। (ভাঃ ১১।২৮।৪—উদ্ধবের প্রতি ভগবদ্বাক্য)—"কিং ভদ্রং কিমভদ্রং বা দ্বৈতস্যাবস্তুনঃ কিয়ৎ। বাচোদিতং তদনৃতং মনসা ধ্যাতমেব চ।।"* অর্থাৎ "ভদ্রাভদ্র-বস্তুজ্ঞান নাহি অপ্রাকৃতে।" "দ্বৈতে ভদ্রাভদ্র-জ্ঞান—সব মনোধর্ম্ম। এই ভাল, এই মন্দ, এই সব ভ্রম।।" (ভাঃ ১১।১৯।৪৫)—"গুণ-দোষ-দৃশির্দোষো গুণস্তূভয়-বর্জ্জিতঃ।" এবং (ভাঃ ১১।২১।৩)—"শুদ্ধ্যশুদ্ধী বিধীয়তে সমানেষ্বপি বস্তুষু। দ্রব্যস্য বিচিকিৎসার্থং গুণদোষৌ শুভাশুভৌ। ধর্ম্মার্থং ব্যবহারার্থং যাত্রার্থমিতি চানঘ।।"*

৮৮। (মিশ্র) পুত্র নিমাইকে অশিক্ষিত ও অনভিজ্ঞ জ্ঞান করিয়া তাঁহাকে শিক্ষাপ্রদানপূর্ব্বক তাঁহার জ্ঞানোৎপাদনে অভিলাষী দেখিয়া বিপ্র মিশ্রকে কহিলেন,—"তোমার পুত্র নিত্যসিদ্ধ দেবতা হওয়ায় তাঁহার নিত্যসিদ্ধ স্বাভাবিক জ্ঞানকে তোমার এইপ্রকার মূঢ়তা বলিয়া ধারণাফলে তাহাকে তোমার শিক্ষা দিতে যাওয়া ব্যর্থ হইয়া পড়ে, অতএব তাহা তোমার পক্ষে অনুচিত।"

৯০। ভঃ রঃ সিঃ পঃ বিঃ ৪র্থ লঃ—"বিভাবাদ্যৈস্তু বাৎসল্যং স্থায়ী পুষ্টিমুপাগতঃ। এষ 'বৎসল'-নামাত্র প্রোক্তঃ।" (ভাঃ ১০।৮।৪৫) "ত্রয্যা চোপনিষদ্ভিশ্চ সাংখ্যযোগৈশ্চ সাত্বতৈঃ। উপগীয়মানমাহাত্ম্যং হরিং সামন্যতাত্মজম্।।"✚

৯৪। দ্বাদশ ফলা—রেফ, ণ, ন, ম, য, র, ল, ব, ঋ, ৠ, ঌ, ও ৡ ফলা।

ইতি অনুভাষ্যে চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

** অদ্বয়জ্ঞান-সম্বন্ধরহিত যাবতীয় মায়িকপ্রতীতি-যুক্ত বস্তুই প্রকৃতপক্ষে 'অবস্তু' ও 'দ্বৈত'—উহাদের ভদ্রই বা কি, অভদ্রই বা কি ; উহাদের সম্বন্ধে মনদ্বারা যাহা চিন্তিত হয় বা বাক্যদ্বারা যাহা কথিত হয়, সে-সকলই অসত্য (ভাঃ ১১।২৮।৪)।*

** (বাস্তববস্তু-সম্বন্ধরহিত হইয়া) গুণ ও দোষের দর্শনই 'দোষ' এবং ঐ উভয়দর্শন-বর্জ্জিত থাকাই গুণ (ভাঃ ১১।১৯।৪৫)। হে নিষ্পাপ উদ্ধব! দ্রব্যবিশেষের বিচিকিৎসা অর্থাৎ ইহা যোগ্য অথবা অযোগ্য—এইরূপ সন্দেহ নিবারণের জন্য দ্রব্যসমূহের ধর্ম্মার্থ শুদ্ধি ও অশুদ্ধি, ব্যবহারার্থ গুণ ও দোষ এবং দেহযাত্রার জন্য শুভ ও অশুভ-নিরূপণ করা বিহিত হইয়াছে (ভাঃ ১১।২১।৩)।*

✚ বেদত্রয়, উপনিষৎ, সাংখ্য, যোগ এবং সাত্বত-শাস্ত্রসমূহে যাঁহার মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে, যশোদাদেবী সেই শ্রীহরিকে আত্মজ পুত্র বলিয়া বিচার করিলেন।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

কথাসার—পঞ্চদশ পরিচ্ছেদে (প্রভু) গঙ্গাদাস পণ্ডিতের নিকট ব্যাকরণ পড়েন, পঞ্জী-টীকাতে প্রবীণতা লাভ করেন, মাতাকে একাদশীতে অন্ন খাইতে নিষেধ করেন। বিশ্বরূপ সন্ন্যাস করিয়া তাঁহাকে সন্ন্যাস করিতে আহ্বান করেন এবং তিনি তাহা না শুনিয়া পিতামাতার সেবায় ইচ্ছা প্রকাশ করেন, তাহাতে বিশ্বরূপ তাঁহাকে পুনরায় গৃহে পাঠাইয়া দেন, এইরূপ একটী আখ্যায়িকা বলেন। পুরন্দর মিশ্রের পরলোক, বল্লভাচার্য্যের কন্যা লক্ষ্মী-দেবীর পাণিগ্রহণ ইত্যাদি বিবরণ সূত্ররূপে বর্ণিত হইয়াছে। (অঃ প্রঃ ভাঃ)

গৌরের পূজায় দুর্ব্বুদ্ধিরও সুবুদ্ধি ঃ—

শ্রীহরিভক্তিবিলাস (৭।১)—

কুমনাঃ সুমনস্ত্বং হি যাতি যস্য পদাব্জয়োঃ ।
সুমনোঽর্পণমাত্রেণ তং চৈতন্য প্রভুং ভজে ॥ ১ ॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য, জয় নিত্যানন্দ ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ২ ॥

পৌগণ্ডলীলা-মধ্যে অধ্যয়ন-লীলাই প্রধান ঃ—

পৌগণ্ড-লীলার সূত্র করিয়ে গণন ।
পৌগণ্ড-বয়সে প্রভুর মুখ্য অধ্যয়ন ॥ ৩ ॥

প্রভুর সুবিস্তৃত পৌগণ্ডলীলা ঃ—

পৌগণ্ড-লীলা চৈতন্যকৃষ্ণস্যাতিসুবিস্তৃতা ।
বিদ্যারম্ভমুখা পাণিগ্রহণান্তা মনোহরা ॥ ৪ ॥

পণ্ডিত গঙ্গাদাসের নিকট ব্যাকরণ-অধ্যয়ন ঃ—

গঙ্গাদাস পণ্ডিত-স্থানে পড়েন ব্যাকরণ ।
শ্রবণ-মাত্রে কণ্ঠে কৈল সূত্রবৃত্তিগণ ॥ ৫ ॥

অল্পকালেই পারদর্শিতা ঃ—

অল্পকালে হৈলা পঞ্জী-টীকাতে প্রবীণ ।
চিরকালের পড়ুয়া জিনে হইয়া নবীন ॥ ৬ ॥
অধ্যয়ন-লীলা প্রভুর দাস-বৃন্দাবন ।
'চৈতন্যমঙ্গলে' কৈল বিস্তারিত বর্ণন ॥ ৭ ॥
একদিন মাতার পদে করিয়া প্রণাম ।
প্রভু কহে,—"মাতা, মোরে দেহ এক দান ॥" ৮ ॥

শচীমাতাকে একাদশী-ব্রতে প্রবর্ত্তন ঃ—

মাতা বলে,—"তাই দিব, যা তুমি মাগিবে ।"
প্রভু কহে,—"একাদশীতে অন্ন না খাইবে ॥" ৯ ॥
শচী কহে,—"না খাইব, ভালই কহিলা ।"
সেই হৈতে একাদশী করিতে লাগিলা ॥ ১০ ॥

বিশ্বরূপের বিবাহোদ্যোগ ঃ—

তবে মিশ্র বিশ্বরূপের দেখিয়া যৌবন ।
কন্যা মাগি' বিবাহ দিতে কৈল মন ॥ ১১ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১। যাঁহার পাদপদ্মে সুমনঃ (জাতিপুষ্প) অর্পণ করিবামাত্র কুমনাঃ পুরুষও সুমনস্ত্ব লাভ করে, সেই চৈতন্যপ্রভুকে আমি ভজনা করি।

৩। মুখ্য অধ্যয়ন—মুখ্যকার্য্যই অধ্যয়ন-লীলা।

৪। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের বিদ্যারম্ভ হইতে পাণিগ্রহণ পর্য্যন্ত মনোহর পৌগণ্ডলীলা অত্যন্ত বিস্তৃত।

৫। প্রথমে বিষ্ণু ও সুদর্শনের নিকট সামান্য বিদ্যা উপার্জ্জন করিয়া গঙ্গাদাস পণ্ডিতের নিকট ব্যাকরণ পড়েন।

অনুভাষ্য

১। কুমনাঃ (কৃষ্ণেতরবিষয়াবিষ্টং মনো যস্য সঃ) যস্য (চৈতন্যদেবস্য) পদাব্জয়োঃ (চরণকমলয়োঃ) সুমনোঽর্পণমাত্রেণ (সুমনসাং পুষ্পাণাং সু শুভং কৃষ্ণসেবাপরং মনস্তস্য বা অর্পণ-মাত্রেণ) সুমনস্ত্বম্ (অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতং কৃষ্ণানুশীলনপর-স্বভাবং) হি (নিশ্চিতং) যাতি (প্রাপ্নোতি) তং চৈতন্যপ্রভুম্ অহং বন্দে।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৬। পঞ্জী-টীকা—ব্যাকরণের 'পঞ্জী-টীকা' নামে একটী প্রসিদ্ধ টীকা ছিল, মহাপ্রভু তাহার টিপ্পনী প্রস্তুত করেন।

অনুভাষ্য

৪। চৈতন্যকৃষ্ণস্য (ভগবতো রাধাকৃষ্ণাভিন্নবিগ্রহস্য বিশ্বম্ভরস্য) বিদ্যারম্ভমুখা (বিদ্যাভ্যাসারম্ভঃ মুখে আদৌ যস্যাঃ সা) পাণিগ্রহণান্তা (পাণিগ্রহণং চ অন্তঃ সমাপ্তৌ যস্যাং সা) মনোহরা (সকলহৃদয়াকর্ষিণী) পৌগণ্ডলীলা (পঞ্চম-হায়নারভ্য দশ-পর্য্যন্তব্যাপক-কাল পৌগণ্ডং তত্র যা লীলা) অতি সুবিস্তৃতা (সুবহুলা)।

৭। চৈঃ ভাঃ আদি, ৪র্থ, ৬ষ্ঠ, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম অঃ দ্রষ্টব্য।

৯। শ্রীজীবপ্রভু ভক্তিসন্দর্ভে (২৯৯ সংখ্যায়)—"স্কান্দে—'মাতৃহা পিতৃহা চৈব ভ্রাতৃহা গুরুহা তথা। একাদশ্যান্তু যো ভুঙ্‌ক্তে বিষ্ণুলোকাচ্চ্যুতো ভবেৎ।।' অত্র বৈষ্ণবানাং নিরাহারত্বং নাম মহাপ্রসাদান্ন পরিত্যাগ এব ; তেষামন্যভোজনস্য নিত্যমেব

বিশ্বরূপের সন্ন্যাস-গ্রহণ ঃ—

বিশ্বরূপ শুনি' ঘর ছাড়ি' পলাইলা ।
সন্ন্যাস করিয়া তীর্থ করিবারে গেলা ॥ ১২ ॥

শচী ও মিশ্রের দুঃখ ও প্রভুকর্ত্তৃক সান্ত্বনা ঃ—

শুনি' শচী-মিশ্রের দুঃখী হৈল মন ।
তবে প্রভু মাতা-পিতার কৈল আশ্বাসন ॥ ১৩ ॥

কৃষ্ণ-ভজনার্থে সন্তানের সন্ন্যাসে মাতৃপিতৃকুলের উদ্ধার ঃ—

"ভাল হৈল,—বিশ্বরূপ সন্ন্যাস করিল ।
পিতৃকুল, মাতৃকুল,—দুই উদ্ধারিল ॥ ১৪ ॥

প্রভুর আশ্বাসে মাতাপিতার সন্তোষ ঃ—

আমি ত' করিব তোমা' দুঁহার সেবন ।"
শুনিয়া সন্তুষ্ট হৈল পিতা-মাতার মন ॥ ১৫ ॥

প্রভুর মূর্চ্ছা ঃ—

একদিন নৈবেদ্য-তাম্বুল খাইয়া ।
ভূমিতে পড়িলা প্রভু অচেতন হঞা ॥ ১৬ ॥

বিশ্বরূপের সহিত সাক্ষাৎকার ও প্রভুর সন্ন্যাস-সম্বন্ধে উভয়ের কথোপকথন ঃ—

আস্তে-ব্যস্তে পিতা-মাতা মুখে দিল পানি ।
সুস্থ হঞা কহে প্রভু অপূর্ব্ব কাহিনী ॥ ১৭ ॥
"এথা হৈতে বিশ্বরূপ মোরে লঞা গেলা ।
'সন্ন্যাস করহ তুমি', আমারে কহিলা ॥ ১৮ ॥
আমি কহি,—'আমার অনাথ পিতা-মাতা ।
আমি বালক,—সন্ন্যাসের কিবা জানি কথা ॥ ১৯ ॥
গৃহস্থ হইয়া করি পিতৃ-মাতৃ-সেবন ।
ইহাতে সন্তুষ্ট হবেন লক্ষ্মী-নারায়ণ ॥' ২০ ॥
তবে বিশ্বরূপ ইহাঁ পাঠাইল মোরে ।
মাতাকে কহিও কোটি কোটি নমস্কারে ॥" ২১ ॥

এই মত নানা লীলা করে গৌরহরি ।
কি-কারণে লীলা,—ইহা বুঝিতে না পারি ॥ ২২ ॥

মিশ্রের অপ্রাকট্য ঃ—

কতদিন রহি' মিশ্র গেলা পরলোক ।
মাতা-পুত্র দুঁহার বাড়িল হৃদি শোক ॥ ২৩ ॥

প্রভুর পিতৃশ্রাদ্ধ ঃ—

বন্ধু-বান্ধব আসি' দুঁহা প্রবোধিল ।
পিতৃক্রিয়া বিধিমতে ঈশ্বর করিল ॥ ২৪ ॥

গার্হস্থ্যলীলায় ইচ্ছা ঃ—

কত দিনে প্রভু চিত্তে করিলা চিন্তন ।
গৃহস্থ হইলাম, এবে চাহি গৃহধর্ম্ম ॥ ২৫ ॥

গৃহিণীই গৃহ ঃ—

গৃহিণী বিনা গৃহধর্ম্ম না হয় শোভন ।
এত চিন্তি' বিবাহ করিতে হৈল মন ॥ ২৬ ॥

উদ্বাহ-তত্ত্ব (৭)—

ন গৃহং গৃহমিত্যাহুর্গৃহিণী গৃহমুচ্যতে ।
তয়া হি সহিতঃ সর্ব্বান্ পুরুষার্থান্ সমশ্নুতে ॥ ২৭ ॥

লক্ষ্মীদেবীর সহিত সাক্ষাৎকার ঃ—

দৈবে একদিন প্রভু পড়িয়া আসিতে ।
বল্লভাচার্য্যের কন্যা দেখে গঙ্গা-পথে ॥ ২৮ ॥

বনমালী পণ্ডিতের ঘটকত্ব ঃ—

পূর্ব্বসিদ্ধ ভাব দুঁহার উদয় করিলা ।
দৈবে বনমালী ঘটক শচী-স্থানে আইলা ॥ ২৯ ॥

সম্বন্ধ ও লক্ষ্মীদেবীকে প্রভুর বিবাহ ঃ—

শচীর ইঙ্গিতে সম্বন্ধ করিল ঘটন ।
লক্ষ্মীরে বিবাহ কৈল শচীর নন্দন ॥ ৩০ ॥

অনুভাষ্য

নিষিদ্ধত্বাৎ। আগ্নেয়ে—'একাদশ্যাং ন ভোক্তব্যং তদ্ব্রতং বৈষ্ণবং মহৎ।' তত্র তাবদস্যা অবৈষ্ণবেঽপি নিত্যত্বম্।" বৈষ্ণব-গণ মহাপ্রসাদ ব্যতীত অন্য কোন দ্রব্য কোন দিন কোন সময়েই স্বীকার করেন না। কিন্তু একাদশী-দিবসে মহাপ্রসাদ-ত্যাগের নামই 'উপবাস'।

২৩। চৈঃ ভাঃ আদি, ৮ম অঃ—"হেনমতে কতদিন থাকি' মিশ্রবর। অন্তর্দ্ধান হৈল নিত্যসিদ্ধ কলেবর।। মিশ্রের বিজয়ে প্রভু কান্দিলা বিস্তর। দশরথ-বিজয়ে যে হেন রঘুবর।। দুঃখ বড়—এ সকল, বিস্তার করিতে। দুঃখ হয়, অতএব কহিলুঁ সংক্ষেপে।।"

২৭। গৃহম্ (আবাসমন্দিরং) গৃহং ন, ইতি আহুঃ। গৃহিণী

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২৭। গৃহকে 'গৃহ' বলে না, গৃহিণীকে 'গৃহ' বলা যায় ; গৃহিণীর সহিত সমস্ত পুরুষার্থ ভোগ করিবে।

ইতি অমৃতপ্রবাহ-ভাষ্যে পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ ।

অনুভাষ্য

(গৃহাধিষ্ঠাত্রী সহধর্ম্মিণী) এব গৃহম্ উচ্যতে। তয়া (গৃহিণ্যা) সহিতঃ (মিলিতঃ সন্) [মানবঃ] সর্ব্বান্ পুরুষার্থান্ (ধর্ম্মার্থ-কামমোক্ষাদীন্ চতুর্ব্বর্গান্) সমশ্নুতে (প্রাপ্নোতি)।

মহাঃ ভাঃ শাঃ পঃ ১৪৪ অঃ ৬ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

২৯। বনমালী ঘটক—নবদ্বীপবাসী বিপ্র। ইনি মহাপ্রভুর বিবাহের ঘটকালি করেন। গৌঃ গঃ ৪৯—"বিশ্বামিত্রোঽপি ঘটকঃ

চৈতন্যভাগবতে পৌগণ্ডলীলার
সবিস্তার বর্ণন ঃ—

বিস্তারিয়া বর্ণিলা তাহা বৃন্দাবন-দাস ।
এই ত' পৌগণ্ড-লীলার সূত্র-প্রকাশ ॥ ৩১ ॥
পৌগণ্ড-লীলায় লীলা বহুত প্রকার ।
বৃন্দাবন-দাস ইহা করিয়াছেন বিস্তার ॥ ৩২ ॥

অনুভাষ্য

শ্রীরামোদ্বাহ-কর্ম্মণি। রুক্মিণ্যা প্রেষিতো বিপ্রো যস্য শ্রীকেশবং প্রতি। তাবয়ং বনমালী যৎ কর্ম্মণাচার্য্যতাং গতঃ।।"

৩১। চৈঃ ভাঃ আদি, ১০ম অঃ দ্রষ্টব্য।

অতএব দিঙ্মাত্র ইহাঁ দেখাইল ।
'চৈতন্যমঙ্গলে' সর্ব্বলোকে খ্যাতি হৈল ॥ ৩৩ ॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ৩৪ ॥

ইতি চৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে পৌগণ্ড-লীলাসূত্র-
বর্ণনং নাম পঞ্চদশ পরিচ্ছেদঃ।

অনুভাষ্য

চৈঃ ভাঃ আদি ৮ম অঃ—উপনয়ন ও মাতাকে সুবর্ণ-দান অধিকতর বিস্তৃতভাবে বর্ণিত আছে।

ইতি অনুভাষ্যে পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

কথাসার—ষোড়শ পরিচ্ছেদে মহাপ্রভুর কৈশোরলীলা বর্ণিত। অধ্যাপন, পণ্ডিত-বিজয়, জাহ্নবীতে জলকেলি, অর্থ-সঞ্চয়ের জন্য বঙ্গদেশে গমন, তথায় বিদ্যা-বিচার ও নাম-সঙ্কীর্ত্তন, তপন মিশ্রের সহিত সাক্ষাৎকার, তাঁহাকে সাধ্য-সাধন-উপদেশ, বারাণসী-গমনের আজ্ঞা প্রদান ইত্যাদি লীলা বর্ণিত। মহাপ্রভুর বঙ্গবিজয়-সময়ে লক্ষ্মীদেবীর সর্পাঘাতপ্রাপ্তি-ছলে বৈকুণ্ঠ-গমন হইল। প্রভু স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া শচীদেবীকে তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা শান্ত করিলেন ; পরে বিষ্ণুপ্রিয়াকে বিবাহ করিলেন। দিগ্বিজয়ী কেশবকাশ্মীরের সহিত আলাপ এবং তৎকৃত গঙ্গা-মাহাত্ম্য-শ্লোক বিচারপূর্ব্বক তাহাতে পঞ্চালঙ্কার-গুণ ও পঞ্চালঙ্কার-দোষ দেখাইয়া তাহার গর্ব্ব চূর্ণ করিলেন। দিগ্বিজয়ী কবি সরস্বতীর নিকট রাত্রে প্রভুর তত্ত্ব জানিয়া পরদিন প্রাতে তাঁহার শরণাপন্ন হইলেন। (অঃ প্রঃ ভাঃ)

সদা কৃপারত গৌরহরি ঃ—

কৃপাসুধা-সরিদ্‌যস্য বিশ্বমাপ্লাবয়ন্ত্যপি ।
নীচগৈব সদা ভাতি তং চৈতন্যপ্রভুং ভজে ॥ ১ ॥
জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ২ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১। যাঁহার কৃপা-সুধা-স্রোতস্বতী বিশ্বকে আপ্লাবন করিয়াও সর্ব্বদা নীচগা-রূপে প্রকাশ পাইতেছেন, সেই চৈতন্যপ্রভুকে আমি ভজনা করি।

অনুভাষ্য

১। যস্য (চৈতন্যদেবস্য) কৃপা-সুধা-সরিৎ (কৃপামৃত-নদী) বিশ্বং (সংসারং) আপ্লাবয়ন্তী (নিমজ্জয়ন্তী) অপি, সদা নীচগা (নিম্নগামিনী—ঐশ্বর্য্যবিহীনেষু অকিঞ্চনেষু দীনজনেষু করুণাময়ী এব) ভাতি (প্রকাশতে), তং চৈতন্যপ্রভুম্ [অহং] ভজে।

লক্ষ্মী-সরস্বতী-পূজিত গৌরহরি ঃ—

জীয়াৎ কৈশোর-চৈতন্যো মূর্ত্তিমত্যা গৃহাশ্রমাৎ ।
লক্ষ্ম্যার্চ্চিতোঽথ বাগ্‌দেব্যা দিশাংজয়ি-জয়চ্ছলাৎ ॥৩॥

কৈশোরলীলা ঃ—

এই ত' কৈশোর-লীলা-সূত্র-অনুবন্ধ ।
শিষ্যগণ পড়াইতে করিলা আরম্ভ ॥ ৪ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৩। গৃহাগত মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মীদেবীকর্ত্তৃক অর্চ্চিত এবং দিগ্বিজয়ি-জয়চ্ছলে বাগ্‌দেবীকর্ত্তৃক অর্চ্চিত কিশোর-চৈতন্যদেব জয়যুক্ত হউন্।

অনুভাষ্য

৩। গৃহাশ্রমাৎ (গৃহাগমাৎ বা গৃহাশ্রমং প্রাপ্য) মূর্ত্তিমত্যা (শরীরধারিণ্যা) লক্ষ্ম্যা অর্চ্চিতঃ (সেবিতঃ), অথ দিশাংজয়ি-জয়চ্ছলাৎ (দিগ্বিজয়ী-কেশবকাশ্মীরাখ্য-বিবুধস্য জয়ব্যপদেশাৎ) বাগ্‌দেব্যা (সরস্বত্যা) অর্চ্চিতঃ (পূজিতঃ) কৈশোরচৈতন্যঃ (কিশোর-বয়সি স্থিতঃ চৈতন্যঃ) জীয়াৎ।

নিমাইর অধ্যাপনায় সকলের বিস্ময় ঃ—

শত শত শিষ্যসঙ্গে সদা অধ্যয়ন ।
ব্যাখ্যা শুনি' সর্ব্বলোকের চমকিত মন ॥ ৫ ॥

নিমাইর নিকট পরাজয় হইলেও পণ্ডিতগণের সন্তোষ ঃ—

সর্ব্বশাস্ত্রে সর্ব্ব পণ্ডিত পায় পরাজয় ।
বিনয়ভঙ্গীতে কারো দুঃখ নাহি হয় ॥ ৬ ॥

বিবিধ ঔদ্ধত্য করে শিষ্যগণ-সঙ্গে ।
জাহ্নবীতে জলকেলি করে নানা রঙ্গে ॥ ৭ ॥

পূর্ব্ববঙ্গে গমন ও নামসঙ্কীর্ত্তন-প্রবর্ত্তন ঃ—

কত দিনে কৈল প্রভু বঙ্গেতে গমন ।
যাঁহা যায়, তাঁহা লওয়ায় নাম-সঙ্কীর্ত্তন ॥ ৮ ॥

প্রভুর পাণ্ডিত্য-খ্যাতি শ্রবণে বহু ছাত্রের অধ্যয়ন ঃ—

বিদ্যার প্রভাব দেখি' চমৎকার চিত্তে ।
শত শত পড়ুয়া আসি লাগিলা পড়িতে ॥ ৯ ॥

প্রভুর সহিত তপনমিশ্রের সাক্ষাৎকার ও সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব-জিজ্ঞাসা ঃ—

সেই দেশে বিপ্র, নাম—মিশ্র তপন ।
নিশ্চয় করিতে নারে সাধ্য-সাধন ॥ ১০ ॥

নানাশাস্ত্রে নানামুনির নানা-মতে বুদ্ধি-বিভ্রম ঃ—

বহুশাস্ত্রে বহুবাক্যে চিত্তে ভ্রম হয় ।
সাধ্য-সাধন শ্রেষ্ঠ না হয় নিশ্চয় ॥ ১১ ॥

স্বপ্নে এক বিপ্রের তাঁহাকে নিমাইপণ্ডিতের নিকট তত্ত্ব-জিজ্ঞাসা করিতে উপদেশ ঃ—

স্বপ্নে এক বিপ্র কহে,—"শুনহ তপন ।
নিমাঞিপণ্ডিত-স্থানে করহ গমন ॥ ১২ ॥

তেঁহো তোমার সাধ্য-সাধন করিবে নিশ্চয় ।
সাক্ষাৎ ঈশ্বর তেঁহো,—নাহিক সংশয় ॥" ১৩ ॥

প্রভুর নিকট স্বপ্নবৃত্তান্ত-বর্ণন ঃ—

স্বপ্ন দেখি' মিশ্র আসি' প্রভুর চরণে ।
স্বপ্নের বৃত্তান্ত সব কৈল নিবেদনে ॥ ১৪ ॥

প্রভুর হরিনামকেই সাধ্য-সাধনরূপে কীর্ত্তন ঃ—

প্রভু তুষ্ট হঞা সাধ্য-সাধন কহিল ।
'নাম-সঙ্কীর্ত্তন কর',—উপদেশ কৈল ॥ ১৫ ॥

তাঁহাকে কাশীগমনে আদেশ ঃ—

তাঁর ইচ্ছা,—"প্রভুসঙ্গে নবদ্বীপে বসি' ।
প্রভু আজ্ঞা দিল,—"তুমি যাও বারাণসী ॥ ১৬ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৬। পণ্ডিতদিগকে সর্ব্বশাস্ত্রে পরাজয় করিলেও তাঁহার বিনয়ভঙ্গী-কৌশলে পণ্ডিতদিগের দুঃখ হয় না।

১০। সাধ্য-সাধন—সাধনদ্বারা যাহা সাধিত হয়, তাহার নাম 'সাধ্য' ; সাধ্যবস্তু যে-উপায় অবলম্বন করিলে পাওয়া যায়, তাহার নাম 'সাধন'।

অনুভাষ্য

৪। কৈশোর—একাদশবর্ষ হইতে পঞ্চদশ-বর্ষমিতকাল কিশোর, তদ্ভাবান্বিত।

১১। (ভাঃ ৭।১৩।৮)—"** গ্রন্থান্ নৈবাভ্যসেদ্বহূন্। ন ব্যাখ্যামুপযুঞ্জীত **" অর্থাৎ বহু গ্রন্থকলাভ্যাস করিবে না বা শাস্ত্রব্যাখ্যা-জীবী হইবে না—চরমকল্যাণার্থীর (ভগবদ্-ভজনেচ্ছুর) সর্ব্বাগ্রে এই প্রলোভন পরিত্যাজ্য—ভঃ রঃ সিঃ পূর্ব্ব, ২ লঃ। (ভাঃ ১১।২১।৩০, ৩৬)—"এবং পুষ্পিতয়া বাচা ব্যাক্ষিপ্তমনসাং নৃণাম্। মানিনাঞ্চাতিলুব্ধানাং মদ্বার্ত্তাপি ন রোচতে।। শব্দব্রহ্ম-সুদুর্ব্বোধং প্রাণেন্দ্রিয়মনোময়ম্। অনন্তপারং গম্ভীরং দুর্ব্বিগাহ্যং সমুদ্রবৎ।।" অর্থাৎ কর্ম্ম ও জ্ঞানকাণ্ডপোষক শাস্ত্রবিপণীকারগণের নিষ্কাম-ভগবদ্ভক্তি-বিরোধী, মধুপুষ্পিত (মনোহর) এবং মাৎসর্য্য ও ফলভোগ-তাৎপর্য্যময় বাক্যসমূহ শ্রবণ বা পাঠ করিবার ফলে অনভিজ্ঞ তরলমতি কোমলশ্রদ্ধ ব্যক্তিগণ জীবের নিত্যসাধন ও নিত্যসাধ্য কৃষ্ণভক্তি ও কৃষ্ণপ্রেমার পরম মহিমা ও সৌন্দর্য্য বুঝিতে না পারিয়া অনাদি-

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১১-১৩। শাস্ত্র অনেক। ঐ ঐ শাস্ত্রে যাহাকে 'সাধ্য' ও যাহাকে 'সাধন' বলিয়া নির্ণয় করা হইয়াছে, তাহা পৃথক্ পৃথক্ দেখা যায়। বহু শাস্ত্র পড়িতে গেলে,—কোন্ সাধ্য শ্রেষ্ঠ, কোন্ সাধন শ্রেষ্ঠ,—তাহা স্থির করিতে না পারিয়া চিত্তে ভ্রম হয়। তপনমিশ্রের চিত্তে এরূপ ভ্রম হওয়ায় নিমাইপণ্ডিতের নিকট যাইতে ও তাঁহার নিকট সাধ্য-সাধন নিশ্চয় করিয়া লইতে স্বপ্নাদেশ হইয়াছিল। মিশ্রকে স্বপ্নে আরও বলিয়াছিল যে, 'নিমাই পণ্ডিত যে সাক্ষাৎ ঈশ্বর, তাহাতে কোন সংশয় করিও না।'

১৫। প্রভু কহিলেন,—অভেদ-ব্রহ্মজ্ঞান বা স্বর্গাদি-ভুক্তি—জীবের সাধ্যবস্তু নয় ; কৃষ্ণপ্রেমই জীবের একমাত্র সাধ্যবস্তু। কর্ম্ম ও জ্ঞান,—ইহারা উক্ত সাধ্যবস্তু-প্রাপ্তির সাধন বা উপায় নহে। শুদ্ধা কৃষ্ণনামাশ্রয়া ভক্তিই সাধ্যবস্তু পাইবার একমাত্র উপায়।

অনুভাষ্য

বহির্ম্মুখতা-নিবন্ধন অতিসহজেই কর্ম্মী ও জ্ঞানীর আনুগত্য স্বীকার করিয়া জীবের নির্ম্মৎসর হিতৈষী শুদ্ধকৃষ্ণভক্তের প্রসাদলাভে বঞ্চিত হয়। সুতরাং ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতির অভাবে একমাত্র নিত্যকল্যাণ-পথ শুদ্ধভক্তি হইতে সুদূরে বিক্ষিপ্ত হইয়া অবশেষে অশেষ দুর্গতি এবং দুর্দ্দশার চরমসীমায় উপনীত হয়। যে-সময় শ্রীগৌরসুন্দর বারাণসী-ধামে শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভুর প্রশ্নের উত্তরে সাধ্য-সাধনতত্ত্ব কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, তৎকালে

তাঁহা আমা-সঙ্গে তোমার হবে দরশন।"
আজ্ঞা পাঞা মিশ্র কৈল কাশীতে গমন ॥ ১৭ ॥

ভাবিকালে কাশীতে প্রভু-সেবা সৌভাগ্য এবং শ্রীসনাতনের প্রশ্নে প্রভুর শ্রীমুখে সাধ্য-সাধন-তত্ত্বের পূর্ণ-মীমাংসা-শ্রবণ-সৌভাগ্য ঃ—

প্রভুর অনন্ত-লীলা বুঝিতে না পারি।
স্বসঙ্গ ছাড়াঞা কেনে পাঠান কাশীপুরী ॥ ১৮ ॥

পূর্ব্ববঙ্গবাসী সকলেরই মঙ্গল ঃ—

এই মত বঙ্গের লোকের কৈল সবার হিত।
'নাম' দিয়া ভক্ত কৈল, পড়াঞা পণ্ডিত ॥ ১৯ ॥
এই মত বঙ্গে প্রভু করে নানা লীলা।
এথা নবদ্বীপে লক্ষ্মী বিরহে দুঃখী হৈলা ॥ ২০ ॥

প্রভুর বিচ্ছেদ-কালসর্প-দংশনে লক্ষ্মীর অপ্রাকট্য ঃ—

প্রভুর বিরহ-সর্প লক্ষ্মীরে দংশিল।
বিরহ-সর্প-বিষে তাঁর পরলোক হৈল ॥ ২১ ॥

অন্তর্যামী প্রভুর দেশে প্রত্যাবর্ত্তন ঃ—

অন্তরে জানিলা প্রভু, যাতে অন্তর্যামী।
দেশেরে আইলা প্রভু শচী-দুঃখ জানি' ॥ ২২ ॥

প্রভু-মুখে তত্ত্বজ্ঞান-শ্রবণে শচীর দুঃখ-লাঘব ঃ—

ঘরে আইলা প্রভু বহু লঞা ধন-জন।
তত্ত্ব কহি' কৈল শচীর দুঃখ বিমোচন ॥ ২৩ ॥

প্রভুর বিদ্যাবিলাস ঃ—

শিষ্যগণ লঞা পুনঃ বিদ্যার বিলাস।
বিদ্যা-বলে সবা জিনি' ঔদ্ধত্য প্রকাশ ॥ ২৪ ॥

রাজপণ্ডিত সনাতন-কন্যা শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার সহিত বিবাহ ও কেশব-কাশ্মীরীর পরাজয় ঃ—

তবে বিষ্ণুপ্রিয়া-ঠাকুরাণীর পরিণয়।
তবে ত' করিল প্রভু দিগ্বিজয়ী জয় ॥ ২৫ ॥

ঠাকুর বৃন্দাবনদাসকে সম্মান-দান ঃ—

বৃন্দাবন-দাস ইহা করিয়াছেন বিস্তার।
স্ফুট নাহি করে দোষ-গুণের বিচার ॥ ২৬ ॥

কেশব-কাশ্মীরীর শ্লোকের দোষগুণ-বিচার ঃ—

সেই অংশ কহি, তাঁরে করি' নমস্কার।
যা' শুনি' দিগ্বিজয়ী কৈল আপনা ধিক্কার ॥ ২৭ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৯। নাম দিয়া অর্থাৎ "হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।।"—এই কৃষ্ণনাম দিয়া বঙ্গবাসিগণকে ভক্ত করিলেন এবং শাস্ত্র পড়াইয়া অনেককে পণ্ডিত করিলেন।

২১। প্রভুর বিচ্ছেদক্লেশ সর্পমূর্ত্তি ধারণ করিয়া লক্ষ্মীকে দংশন করিলে তিনি পরলোক অর্থাৎ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লোকরূপ স্বীয় বৈকুণ্ঠধামে গমন করিলেন।

অনুভাষ্য

তপনমিশ্র তথায় উপস্থিত থাকিয়া উহা শ্রবণ করিয়া স্বীয় সংশয়ের মীমাংসা প্রাপ্ত হন। নানা শাস্ত্র ও নানা গুরুব্রুবের আনুগত্য-স্বীকারকারী অবোধ জীবের মঙ্গলের জন্য মহাপ্রভু স্বভক্ত তপনমিশ্রের চরিত্রে (এই সংশয়-মীমাংসাদ্বারা) শিক্ষা দিলেন।

২৫। দিগ্বিজয়ী—কাশ্মীর-দেশীয় 'কেশব' নামক পণ্ডিত। ইনি তৎকালে ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে নিজ-প্রতিভাদ্বারা পণ্ডিতগণকে জয় করিবার মানসে বহির্গত হইয়া অবশেষে গৌড়দেশে নবদ্বীপে উপস্থিত হইয়া শ্রীগৌরসুন্দরের নিকট পরাজিত হইবার পর শ্রীমন্মহাপ্রভুর তত্ত্ব অবগত হইয়া নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ে ভগবদ্ভজনের জন্য প্রবেশ করেন। তিনি নিম্বার্ক-রচিত বেদান্ত-দর্শনের 'পারিজাত'- ভাষ্যের টীকাকার শ্রীনিবাসাচার্য্যের

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২৩। তত্ত্ব কহি' পাঠান্তরে 'তত্ত্বজালে—"কে কস্য পতি-পুত্রাদ্যাঃ" অর্থাৎ কে কাহার পতি, কে কাহার পুত্র, কে কাহার পত্নী' এইরূপ তত্ত্বজ্ঞানরূপ জাল বিস্তার করিয়া শচীর দুঃখ বিমোচন করিলেন।

২৫। দিগ্বিজয়ী—কাশ্মীর-দেশীয় 'কেশব-মিশ্র'-নামক পণ্ডিত। তিনি মহাপ্রভুর নিকট শিক্ষিত হইবার পর শ্রীনিম্বাদিত্যের সম্প্রদায়ে আচার্য্যত্ব লাভ করিয়া তৎকৃত বেদান্ত-পারিজাতাদি ভাষ্যের টিপ্পনী করিয়াছেন।

অনুভাষ্য

'বেদান্ত-কৌস্তুভ' টীকার 'কৌস্তুভপ্রভা' নাম্নী টিপ্পনী রচনা করিয়াছেন। ভক্তিরত্নাকরে দ্বাদশতরঙ্গে—"নিম্বাদিত্যের শিষ্য-পরম্পরা—১। শ্রীনিবাসাচার্য্য, ২। বিশ্বাচার্য্য, ৩। পুরুষোত্তম, ৪। বিলাস, ৫। স্বরূপ, ৬। মাধব, ৭। বলভদ্র, ৮। পদ্ম, ৯। শ্যাম, ১০। গোপাল, ১১। কৃপা, ১২। দেবাচার্য্য, ১৩। সুন্দরভট্ট, ১৪। পদ্মনাভ, ১৫। উপেন্দ্র, ১৬। রামচন্দ্র, ১৭। বামন, ১৮। কৃষ্ণ, ১৯। পদ্মাকর, ২০। শ্রবণ, ২১। ভুরি, ২২। মাধব, ২৩। শ্যাম, ২৪। গোপাল, ২৫। বলভদ্র, ২৬। গোপীনাথ, ২৭। কেশব, ২৮। গোকুল, ২৯। কেশব কাশ্মীরী। (ঐ ভঃ রঃ) "সরস্বতী-দেবীর করিয়া মন্ত্র জপ। হৈল সর্ব্ব বিদ্যাস্ফূর্ত্তি বাড়িল প্রতাপ।। সর্ব্বদিশা জয় করি' 'দিগ্বিজয়ী' খ্যাতি। কাশ্মীর-দেশস্থ

দিগ্বিজয়ী-পরাজয়-বৃত্তান্ত ; দিগ্বিজয়ীর আগমন ঃ—

জ্যোৎস্নাবতী রাত্রি, প্রভু শিষ্যগণ সঙ্গে ।
বসিয়াছেন গঙ্গাতীরে বিদ্যার প্রসঙ্গে ॥ ২৮ ॥
হেনকালে দিগ্বিজয়ী তাহাঁই আইলা ।
গঙ্গারে বন্দন করি' প্রভুরে মিলিলা ॥ ২৯ ॥

প্রভুর মানদ ধর্ম্ম ঃ—

বসাইলা তারে প্রভু আদর করিয়া ।
দিগ্বিজয়ী কহে মনে অবজ্ঞা করিয়া ॥ ৩০ ॥

দিগ্বিজয়ীর অভিমানমূলে প্রভুকে তাচ্ছিল্য-প্রদর্শন ঃ—

"ব্যাকরণ পড়াহ, নিমাঞি পণ্ডিত—তোমার নাম ।
বাল্যশাস্ত্রে লোকে তোমার কহে গুণগ্রাম ॥ ৩১ ॥
ব্যাকরণ-মধ্যে, জানি, পড়াহ কলাপ ।
শুনিলুঁ ফাঁকিতে তোমার শিষ্যের সংলাপ ॥" ৩২ ॥

প্রভুর দৈন্যোক্তি ও গঙ্গার স্তব করিতে অনুরোধ ঃ—

প্রভু কহে,—"ব্যাকরণ পড়াই—অভিমান করি ।
শিষ্যেতে না বুঝে, আমি বুঝাইতে নারি ॥ ৩৩ ॥
কাঁহা তুমি সর্ব্বশাস্ত্রে কবিত্বে প্রবীণ ।
কাহাঁ আমি সবে শিশু—পড়ুয়া নবীন ॥ ৩৪ ॥
তোমার কবিত্ব কিছু শুনিতে হয় মন ।
কৃপা করি' কর যদি গঙ্গার বর্ণন ॥" ৩৫ ॥

দিগ্বিজয়ীর শতশ্লোকে গঙ্গার স্তব-বর্ণন ঃ—

শুনিয়া ব্রাহ্মণ গর্ব্বে বর্ণিতে লাগিলা ।
ঘটী একে শত শ্লোক গঙ্গার বর্ণিলা ॥ ৩৬ ॥

প্রভু-কর্ত্তৃক প্রশংসা ও মান-দান ঃ—

শুনিয়া কহিল প্রভু বহুত সৎকার ।
"তোমা-সম পৃথিবীতে কবি নাহি আর ॥ ৩৭ ॥
তোমার কবিতা-শ্লোক বুঝিতে কার শক্তি ।
তুমি ভাল জান অর্থ কিংবা সরস্বতী ॥ ৩৮ ॥

স্তবমধ্যে একটী শ্লোক ব্যাখ্যা করিতে অনুরোধ ঃ—

এক শ্লোকের অর্থ যদি কর নিজ-মুখে ।
শুনি' সব লোক তবে পায় বড়সুখে ॥" ৩৯ ॥

অলৌকিক শ্রুতিধর প্রভুর শতশ্লোকের মধ্য হইতে
এক শ্লোক-আবৃত্তি ঃ—

তবে দিগ্বিজয়ী ব্যাখ্যার শ্লোক পুছিল ।
শত-শ্লোকের এক শ্লোক প্রভু ত' পড়িল ॥ ৪০ ॥

কেশব-কাশ্মীরীর গঙ্গা-মাহাত্ম্য-শ্লোক ঃ—
দিগ্বিজয়ি-বাক্য—

মহত্ত্বং গঙ্গায়াঃ সততমিদমাভাতি নিতরাং
যদেষা শ্রীবিষ্ণোশ্চরণকমলোৎপত্তিসুভগা ।
দ্বিতীয়-শ্রীলক্ষ্মীরিব সুরনরৈরর্চ্চ্যচরণা
ভবানীভর্ত্তুর্যা শিরসি বিভবত্যদ্ভুতগুণা ॥ ৪১ ॥

"এই শ্লোকের অর্থ কর"—প্রভু যদি কহিল ।
বিস্মিত হঞা দিগ্বিজয়ী প্রভুকে পুছিল ॥ ৪২ ॥

প্রভুর স্মৃতিশক্তি-দর্শনে দিগ্বিজয়ীর বিস্ময় ও জিজ্ঞাসা ঃ—

ঝঞ্ঝাবাত-প্রায় আমি শ্লোক পড়িল ।
তার মধ্যে শ্লোক তুমি কৈছে কণ্ঠে কৈল ॥ ৪৩ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৩২। তুমি 'কলাপ'-নামক ব্যাকরণ পড়াইয়া থাক এবং তোমার শিষ্যদিগের ব্যাকরণের ফাঁকিতে অর্থাৎ জটিল প্রশ্ন-বিষয়ে সংলাপ অর্থাৎ বিশেষ আলাপ থাকে, তাহা শুনিয়াছি।

৩৬। ঘটী একে—এক ঘটিকার মধ্যে।

অনুভাষ্য

অতি শিষ্ট বিপ্রজাতি।। সর্ব্ব ত্যাগ করি' প্রভু-আজ্ঞায় চলিলা। ** বর্ণি লীলাভোগ 'লঘুকেশব' নামেতে।।" বৈষ্ণব-মঞ্জুষা (১ম সংখ্যা) দ্রষ্টব্য।

৩১। বাল্যশাস্ত্র—ব্যাকরণ ; যেহেতু সর্ব্বশাস্ত্রের অধ্যয়নের পূর্ব্বে ভাষাজ্ঞানের জন্য ব্যাকরণ-শাস্ত্রে অধ্যাপনা হইবার নিয়মই প্রচলিত।

৪১। গঙ্গায়াঃ ইদং মহত্ত্বং সততং (নিত্যং) নিতরাং (নিঃসংশয়েন) আভাতি (প্রকাশতে) ; যৎ (যস্মাৎ) এষা (গঙ্গা) শ্রীবিষ্ণোশ্চরণকমলোৎপত্তিসুভগা (শ্রীবিষ্ণোশ্চরণকমলাভ্যাং ভগবৎপাদপদ্মাভ্যাং উৎপত্তিঃ সৃষ্টিঃ, তয়া সুশোভনং ভগং

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৩৭। করিল সৎকার—সম্মান করিলেন।

৩৮। কিবা—কিংবা, অথবা।

৪০। কোন্ শ্লোকটী ব্যাখ্যা করিতে হইবে, জিজ্ঞাসা করিলেন।

৪১। এই গঙ্গাদেবীর মহত্ত্ব সর্ব্বদা দেদীপ্যমান, যেহেতু ইনি অতি সৌভাগ্যবতী। ইনি শ্রীবিষ্ণু-চরণ-কমল হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন, আর ইনি লক্ষ্মীদেবীর দ্বিতীয় স্বরূপের ন্যায় সুরনরগণদ্বারা অর্চ্চিত-চরণ হইয়াছেন। ইনি অদ্ভুত-গুণবতী, ভবানীস্বামী মহাদেবের উপর প্রভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন।

অনুভাষ্য

ঐশ্বর্য্যং যস্যাঃ সা) দ্বিতীয়-শ্রীলক্ষ্মীরিব (সৌন্দর্য্য-শালিনী দ্বিতীয়কমলা ইব) সুরনরৈঃ (দেব-মানবাদ্যৈঃ) অর্চ্চ্যচরণাঃ (সেবিতপদাঃ) ভবানীভর্ত্তুঃ (ভবান্যাঃ ভর্ত্তা স্বামী তস্য গিরিশস্য ভবস্যেত্যর্থঃ) শিরসি (মস্তকে) যা (গঙ্গা) বিভবতি ; [অতঃ ইয়ম্] অদ্ভুতগুণা (চমৎকারগুণশালিনী)।

প্রভুর সবিনয় উত্তর ঃ—

প্রভু কহে,—"দেবের বরে তুমি—'কবিবর'।
ঐছে দেবের বরে কেহ হয় 'শ্রুতিধর' ॥" ৪৪ ॥

দিগ্বিজয়ীর ব্যাখ্যা ঃ—

শ্লোকের অর্থ কৈল বিপ্র পাইয়া সন্তোষ।
প্রভু কহে—"কহ শ্লোকের কিবা গুণ-দোষ ॥" ৪৫ ॥

প্রভুর অনুরোধে স্বীয় শ্লোকের নির্দোষত্ব-নির্দেশ ও গুণ-বর্ণনা ঃ—

বিপ্র কহে, "শ্লোকে নাহি দোষের প্রকাশ।
উপমালঙ্কার গুণ, কিছু অনুপ্রাস ॥ ৪৬ ॥

প্রভুর ও কবির উক্তি ও প্রত্যুক্তি ঃ—

প্রভু কহেন,—"কহি, যদি না করহ রোষ।
কহ তোমার শ্লোকে কিবা আছে দোষ ॥ ৪৭ ॥

প্রভুকর্ত্তৃক প্রশংসা ও কবিতার গুণ-দোষ বিচারে অনুরোধ ঃ—

প্রতিভার বাক্য তোমার, দেবতা সন্তোষে।
ভালমতে বিচারিলে জানি গুণ-দোষে ॥ ৪৮ ॥
তাতে ভাল করি' শ্লোক করহ বিচার।"
কবি কহে,—"যে কহিলে সেই বেদসার ॥ ৪৯ ॥

দিগ্বিজয়ীর প্রভুকে কাব্যরসে অনভিজ্ঞ-জ্ঞানে বিদ্রূপ ঃ—

বৈয়াকরণ তুমি, নাহি পড় অলঙ্কার।
তুমি কি জানিবে এই কবিত্বের সার ॥" ৫০ ॥

প্রভুর উক্তি ঃ—

প্রভু কহেন,—"অতএব পুছিয়ে তোমারে।
বিচারিয়া গুণ-দোষ বুঝাহ আমারে ॥ ৫১ ॥
নাহি পড়ি অলঙ্কার, করিয়াছি শ্রবণ।
তাতে এই শ্লোকে দেখি বহু দোষ-গুণ ॥" ৫২ ॥

কবির অনুরোধে প্রভুকর্ত্তৃক শ্লোকের গুণ-দোষ-বিচার ঃ—

কবি কহে,—"কহ দেখি, কোন্ গুণ-দোষ।"
প্রভু কহেন,—"কহি, শুন, না করিহ রোষ ॥ ৫৩ ॥

পঞ্চ দোষ ও পঞ্চ গুণ ঃ—

পঞ্চ দোষ এই শ্লোকে পঞ্চ অলঙ্কার।
ক্রমে আমি কহি, শুন, করহ বিচার ॥ ৫৪ ॥

শ্লোকের পঞ্চ দোষ ; ১ম দোষের ব্যাখ্যা ঃ—

'অবিমৃষ্ট-বিধেয়াংশ'—দুই ঠাঞি চিহ্ন।
'বিরুদ্ধমতি', 'ভগ্নক্রম', 'পুনরাত্ত',—দোষ তিন ॥৫৫॥
'গঙ্গার মহত্ত্ব'—শ্লোকে মূল 'বিধেয়'।
ইদং-শব্দে 'অনুবাদ'—পাছে অবিধেয় ॥ ৫৬ ॥
'বিধেয়' আগে কহি' পাছে কহিলা 'অনুবাদ'।
এই লাগি' শ্লোকের অর্থ করিয়াছে বাধ ॥ ৫৭ ॥

একাদশী-তত্ত্বে ধৃত ন্যায়—

অনুবাদমনুক্ত্বৈব ন বিধেয়মুদীরয়েৎ।
ন হ্যলব্ধাস্পদং কিঞ্চিৎ কুত্রচিৎ প্রতিতিষ্ঠতি ॥ ৫৮ ॥

দ্বিতীয় দোষের ব্যাখ্যা ঃ—

'দ্বিতীয় শ্রীলক্ষ্মী' ইহাঁ 'দ্বিতীয়ত্ব' বিধেয়।
সমাসে গৌণ হৈল, শব্দার্থ গেল ক্ষয় ॥ ৫৯ ॥
'দ্বিতীয়' শব্দ—বিধেয়, তাহা পড়িল সমাসে।
'লক্ষ্মীর সমতা' অর্থ করিল বিনাশে ॥ ৬০ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৪৬। উপমালঙ্কার—উপমা দেখাইয়া আলঙ্কারিক গুণ প্রকাশ করা। অনুপ্রাস—শেষচরণে অনেকগুলি 'ভ' এর সন্নিকট সন্নিবেশদ্বারা যে শব্দ-চাতুর্য্য দেখান হইয়াছে, তাহা।

৪৮। নূতন নূতন প্রকারে বাক্য-বিন্যাস করিবার যে বুদ্ধিশক্তি, তাহাকে 'প্রতিভা' বলে। তুমি এই শ্লোকে সেই বুদ্ধির পরিচয় দিয়া দেবগণকেও সন্তুষ্ট করিয়াছ; অর্থাৎ তোমার প্রতিভাশক্তি এই কাব্যে প্রচুর। কিন্তু ভাল করিয়া বিচার করিলে গুণদোষ দেখা যাইবে।

৫০। বৈয়াকরণ অথবা ব্যাকরণবিৎ অর্থাৎ (কেবলমাত্র) বাল্যবিদ্যায় বিশারদ—অলঙ্কারাদি-শাস্ত্র-বিচারে অসমর্থ।

৫২। আমি অলঙ্কার পড়ি নাই, কিন্তু পণ্ডিতদের মুখে শ্রবণ করিয়াছি, তাহাতেই এই শ্লোকে অনেক দোষ-গুণ দেখিতেছি।

৫৪-৮৪। "মহত্ত্বং গঙ্গায়াঃ"-এই শ্লোকে পাঁচটী অলঙ্কার আছে, তাহা গুণ ; এবং পাঁচটী দোষ আছে অর্থাৎ দুই স্থানে 'অবিমৃষ্ট-বিধেয়াংশ' দোষ, আবার তিনস্থানে 'বিরুদ্ধমতি', 'পুনরুক্তি' ও 'ভগ্নক্রম'-দোষ আছে। প্রথম 'অবিমৃষ্ট-বিধেয়াংশ' দোষ এই যে, এই শ্লোকে গঙ্গার মহত্ত্বই মূল-বিধেয় এবং 'ইদং' শব্দ—অনুবাদ ; এই স্থলে 'গঙ্গার মহত্ত্ব' আগে লিখিয়া 'ইদং'-শব্দ পশ্চাৎ লেখা অবৈধ হইয়াছে। অনুবাদ অর্থাৎ পরিজ্ঞাত বিষয় আগে না লিখিলে, অর্থের হানি হয়। দ্বিতীয় 'অবিমৃষ্ট-বিধেয়াংশ' দোষ এই যে, 'দ্বিতীয়-শ্রীলক্ষ্মীরিব'—এই প্রয়োগে 'দ্বিতীয়ত্ব'—বিধেয় অর্থাৎ অপরিজ্ঞাত বিষয়, তাহা অগ্রে লিখিয়া সমাস করায় অর্থ গৌণ হইয়া নষ্ট হইল ; অর্থাৎ লক্ষ্মীর সমতা-প্রকাশই অর্থের তাৎপর্য্য ছিল ; তাহা সমাস-দোষে বিনষ্ট হইয়া গেল। তৃতীয় দোষটী 'বিরুদ্ধমতি-কৃত', তাহা 'ভবানীভর্ত্তুঃ' এই শব্দে দৃষ্ট হইবে ; এরূপ প্রয়োগে 'ভবানী'-শব্দে মহাদেবের পত্নীকে বুঝায়, 'ভবানীভর্ত্তা'-শব্দে ভবানীর দ্বিতীয়ভর্ত্তা,—এইরূপ দ্বিতীয়মতি উদিত হয়। এইরূপ শব্দ-ব্যবহারে কাব্য

অনুভাষ্য

৫৮। আদি, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ, ৭৪ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

'অবিমৃষ্ট-বিধেয়াংশ'—এই দোষ নাম।
আর এক দোষ আগে, শুন সাবধান ॥ ৬১ ॥

তৃতীয় দোষের ব্যাখ্যা ঃ—

'ভবানীভর্ত্তুঃ'-শব্দ দিলে পাইয়া সন্তোষ।
'বিরুদ্ধমতি'-কৃত নাম এই মহাদোষ ॥ ৬২ ॥
ভবানী-শব্দে কহে মহাদেবের গৃহিণী।
তাঁর ভর্ত্তা কহিলে দ্বিতীয় ভর্ত্তা জানি ॥ ৬৩ ॥
'শিবপত্নীর ভর্ত্তা'—ইহা শুনিতে বিরুদ্ধ।
'বিরুদ্ধমতি'-শব্দ শাস্ত্রে কভু নহে শুদ্ধ ॥ ৬৪ ॥

ইহার অন্য একটী দৃষ্টান্ত ঃ—

'ব্রাহ্মণ-পত্নীর ভর্ত্তা-হস্তে দেহ দান'।
শব্দ শুনিলেই হয় দ্বিতীয়-ভর্ত্তা জ্ঞান ॥ ৬৫ ॥

চতুর্থ দোষের ব্যাখ্যা ঃ—

'বিভবতি' ক্রিয়ার বাক্য—সাঙ্গ, পুনঃ বিশেষণ।
'অদ্ভুতগুণা'—এই পুনরায় দূষণ ॥ ৬৬ ॥

পঞ্চম দোষের ব্যাখ্যা ঃ—

তিন পাদে অনুপ্রাস দেখি অনুপম।
এক পাদে নাহি, এই দোষ 'ভগ্নক্রম' ॥ ৬৭ ॥

পঞ্চদোষে শ্লোকের মহিমা-হানি ঃ—

যদ্যপি এই শ্লোকে আছে পঞ্চ অলঙ্কার।
এই পঞ্চদোষে শ্লোক কৈল ছারখার ॥ ৬৮ ॥
দশ অলঙ্কারে যদি এক শ্লোক হয়।
এক দোষে সব অলঙ্কার হয় ক্ষয় ॥ ৬৯ ॥

উপমা ঃ—

সুন্দর শরীর যৈছে ভূষণে ভূষিত।
এক শ্বেতকুষ্ঠে যৈছে করয়ে বিগীত ॥ ৭০ ॥

ভরতমুনি-বাক্য—

রসালঙ্কারবৎ কাব্যং দোষযুক্ চেদ্বিভূষিতম্।
স্যাদ্বপুঃ সুন্দরমপি শ্বিত্রেণৈকেন দুর্ভগম্ ॥ ৭১ ॥

শ্লোকের পঞ্চগুণ ঃ—

পঞ্চ অলঙ্কারের এবে শুনহ বিচার।
দুই শব্দালঙ্কার, তিন অর্থ-অলঙ্কার ॥ ৭২ ॥

১ম ও ২য় গুণ—উভয়ই শব্দালঙ্কার ঃ—

শব্দালঙ্কারে—তিনপদে আছে অনুপ্রাস।
'শ্রীলক্ষ্মী'-শব্দে 'পুনরুক্তবদাভাস' ॥ ৭৩ ॥
প্রথম চরণে পঞ্চ 'ত'-কারের পাঁতি।
তৃতীয় চরণে হয় পঞ্চ 'রেফ'-স্থিতি ॥ ৭৪ ॥
চতুর্থ চরণে চারি 'ভ'-কার-প্রকাশ।
অতএব শব্দালঙ্কার অনুপ্রাস ॥ ৭৫ ॥
'শ্রী'-শব্দে, 'লক্ষ্মী'-শব্দে—এক বস্তু উক্ত।
পুনরুক্তবদাভাসে, নহে পুনরুক্ত ॥ ৭৬ ॥
'শ্রীযুত লক্ষ্মী' অর্থে অর্থের বিভেদ।
পুনরুক্তবদাভাসে শব্দালঙ্কার-ভেদ ॥ ৭৭ ॥

৩য়, ৪র্থ ও ৫ম গুণ—তিনটীই অর্থালঙ্কার ঃ—

'লক্ষ্মীরিব' অর্থালঙ্কার—উপমা-প্রকাশ।
আর অর্থালঙ্কার আছে, নাম—'বিরোধাভাস' ॥৭৮॥
'গঙ্গাতে কমল জন্মে'—সবার সুবোধ।
'কমলে গঙ্গার জন্ম'—অত্যন্ত বিরোধ ॥ ৭৯ ॥
'ইহাঁ বিষ্ণুপাদপদ্মে গঙ্গার উৎপত্তি'।
বিরোধালঙ্কার ইহার মহা-চমৎকৃতি ॥ ৮০ ॥
ঈশ্বর-অচিন্ত্যশক্ত্যে গঙ্গার প্রকাশ।
ইহাতে বিরোধ নাহি, বিরোধ-আভাস ॥ ৮১ ॥

কৃষ্ণের অচিন্ত্যশক্তির পরিচয় ঃ—

শ্রীভগবৎ-শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যপাদোক্ত শ্লোক—

অম্বুজমম্বুনি জাতং কচিদপি ন জাতমম্বুজাদম্বু।
মুরভিদি তদ্বিপরীতং পাদাম্ভোজান্মহানদী জাতা ॥ ৮২ ॥

গঙ্গার মহত্ত্ব—সাধ্য, সাধন তাহার।
বিষ্ণুপাদোৎপত্তি—'অনুমান'-অলঙ্কার ॥ ৮৩ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

'বিরুদ্ধমতিকৃত'-দোষে দূষিত হইয়া পড়ে। চতুর্থ দোষ এই যে, 'বিভবতি' ক্রিয়ায় বাক্য শেষ হইল, সে স্থলে 'অদ্ভুতগুণ' বিশেষণ দেওয়া 'পুনরুক্তি'-দোষ হইল। পঞ্চম দোষ—'ভগ্নক্রম'; ১ম, ৩য়, ৪র্থ—এই তিনপাদে 'ত'কার, 'র'কার ও 'ভ'কারের অনুপ্রাস আছে, ২য় পাদে অনুপ্রাস নাই, ইহাই 'ভগ্নক্রম'-দোষ। পঞ্চালঙ্কার-গুণসত্ত্বেও এই পাঁচ দোষে শ্লোকটী ছারখার হইল। দশালঙ্কারযুক্ত শ্লোকে যদি একটী দোষও থাকে, তাহা হইলে শ্বেতকুষ্ঠযুক্ত, ভূষণ-ভূষিত সুন্দর শরীরের ন্যায় তাহা বিগীত অর্থাৎ নিন্দিত হয়। এখন গুণের কথা বলি,—তোমার এই

অনুভাষ্য

৭০। বিগীত—নিন্দিত।

৭১। বিভূষিতং (সমলঙ্কৃত) সুন্দরং (মনোহরম্) অপি বপুঃ (শরীরং) যথা একেন শ্বিত্রেণ (শ্বেতাখ্যকুষ্ঠরোগেণ) দুর্ভগং (শ্রীরহিতং মলিনং) স্যাৎ, তথা রসালঙ্কারবৎ (রসঃ শৃঙ্গারাদিঃ অলঙ্কারঃ অনুপ্রাসোপমাদিঃ, তাভ্যাং যুক্তং) কাব্যং (রসাত্মকং বাক্যং) চেৎ (যদি) দোষযুক্ ভবতি, তথা দুর্ভগং (শ্রীহীনং) জ্ঞেয়ম্।

স্থূল এই পঞ্চ দোষ, পঞ্চ অলঙ্কার ।
সূক্ষ্ম বিচারিয়ে যদি আছয়ে অপার ॥ ৮৪ ॥

অদোষদর্শী প্রভুকর্ত্তৃক কবিকে উৎসাহ-দান ঃ—

প্রতিভা, কবিত্ব তোমার দেবতা-প্রসাদে ।
অবিচার কাব্যে অবশ্য পড়ে দোষ বাধে ॥ ৮৫ ॥
বিচার করিলে কবিত্ব হয় সুনির্ম্মল ।
সালঙ্কার হৈলে অর্থ করে ঝলমল ॥" ৮৬ ॥

দিগ্বিজয়ীর বিস্মিত মনে বিচার ঃ—

শুনিয়া প্রভুর বাক্য দিগ্বিজয়ী বিস্মিত ।
মুখে না নিঃসরে বাক্য, প্রতিভা—স্তম্ভিত ॥ ৮৭ ॥
কহিতে চাহয়ে কিছু না আইসে উত্তর ।
তবে বিচারয়ে মনে হইয়া ফাঁফর ॥ ৮৮ ॥
'পড়ুয়া বালক কৈল মোর বুদ্ধি লোপ ।
জানি—সরস্বতী মোরে করিয়াছেন কোপ ॥ ৮৯ ॥

প্রভুর অলৌকিক ব্যাখ্যাকে—বাগ্‌দেবীকৃত বলিয়া ধারণা ঃ—

যে ব্যাখ্যা করিল, সে মনুষ্যের নহে শক্তি ।
নিমাঞি-মুখে রহি' বলে আপনে সরস্বতী ॥' ৯০ ॥

প্রভুর প্রতি কবির উক্তি ঃ—

এত ভাবি' কহে,—"শুন, নিমাঞি পণ্ডিত ।
তব ব্যাখ্যা শুনি' আমি হইলাঙ বিস্মিত ॥ ৯১ ॥
অলঙ্কার নাহি পড়, নাহি শাস্ত্রাভ্যাস ।
কেমনে এ সব অর্থ করিলে প্রকাশ ॥" ৯২ ॥

ইহা শুনি' মহাপ্রভু অতি বড় রঙ্গী ।
তাঁহার হৃদয় জানি' কহে করি' ভঙ্গী ॥ ৯৩ ॥

ব্যাখ্যা-নৈপুণ্যের কারণরূপে সরস্বতীকে প্রভুর নির্দ্দেশ ঃ—

"শাস্ত্রের বিচার ভাল-মন্দ নাহি জানি ।
সরস্বতী যাহা বলায়, সেই বলি বাণী ॥" ৯৪ ॥

সরস্বতীর উপর দিগ্বিজয়ীর অভিমান ঃ—

ইহা শুনি' দিগ্বিজয়ী করিল নিশ্চয় ।
'শিশুদ্বারে দেবী মোরে করিল পরাজয় ॥ ৯৫ ॥
আজি তাঁরে নিবেদিব, করি' জপ-ধ্যান ।
শিশুদ্বারে কৈল মোরে এত অপমান !!' ৯৬ ॥

গ্রন্থকারকর্ত্তৃক ঘটনার মূলকারণ-নির্দ্দেশ ঃ—

বস্তুতঃ সরস্বতী অশুদ্ধ শ্লোক করাইল ।
বিচার-সময় তাঁর বুদ্ধি আচ্ছাদিল ॥ ৯৭ ॥

কবির পরাভবে শিষ্যগণের হাসি ও প্রভুর তন্নিবারণ ঃ—

তবে শিষ্যগণ সব হাসিতে লাগিল ।
তা'-সবা নিষেধি' প্রভু কবিকে কহিল ॥ ৯৮ ॥

কবিকে প্রভুর সম্মান-দান ঃ—

"তুমি মহাপণ্ডিত হও, কবি-শিরোমণি ।
যাঁর মুখে বাহিরায় ঐছে কাব্যবাণী ॥ ৯৯ ॥
তোমার কবিত্ব যেন গঙ্গাজল-ধার ।
তোমাসম কবি কোথা নাহি দেখি আর ॥ ১০০ ॥

জয়দেব, কালিদাস ও ভবভূতির কবিত্বেও দোষ ঃ—

ভবভূতি, জয়দেব আর কালিদাস ।
তাঁ-সবার কবিত্বে হয় দোষের প্রকাশ ॥ ১০১ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

শ্লোকে দুইটী শব্দালঙ্কার ও তিনটী অর্থালঙ্কার আছে—(১ম) তিনপাদে যে অনুপ্রাস আছে, তাহা 'শব্দালঙ্কার'। (২য়) "শ্রীলক্ষ্মী" এই প্রয়োগে পুনরুক্তি-দোষ হয় না, 'পুনরুক্তিবদাভাস'রূপ শব্দালঙ্কার হয়। 'শ্রী' ও 'লক্ষ্মী'কে একবস্তু বলিয়া জ্ঞান করিলে কোন প্রকার দোষ নাই ; 'শ্রীযুত লক্ষ্মী'—এরূপ অর্থ করিলে অর্থের বিভেদ হয় বটে, তাহাতে যে পুনরুক্ত্যাভাস হয়, উহা শব্দালঙ্কার-বিশেষ। (৩য়) 'লক্ষ্মীরিব' এই প্রয়োগে উপমালঙ্কাররূপ অর্থালঙ্কার। (৪র্থ) আর একটী 'বিরোধাভাস'-রূপ অর্থালঙ্কার আছে, তাহা বিষ্ণুচরণ-কমলোৎপন্ন গঙ্গা-সম্বন্ধে। জল হইতেই কমলের উৎপত্তি হইয়া থাকে, কিন্তু কমল হইতে জলের উৎপত্তি—এইরূপ বিরুদ্ধ কথা হইতে 'বিরোধালঙ্কার' উৎপন্ন হয়। ঈশ্বরের অচিন্ত্যশক্তিতে গঙ্গার প্রকাশ হওয়ায় ইহাতে বিরোধমাত্র নাই, কেবল 'বিরোধাভাস' আছে, তাহাই অলঙ্কার। (৫ম) গঙ্গার মহত্ত্বরূপ সাধ্যবস্তুকে সাধন করিতেছে

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

যে বাক্যে অর্থাৎ বিষ্ণুপাদোৎপত্তি-বাক্যে, সেই বাক্যই 'অনুমান' অলঙ্কার।

৭১। বিভূষিত সুন্দর বপু শ্বিত্রযুক্ত হইলে যেরূপ দুর্ভগ হয়, রসালঙ্কারযুক্ত কাব্যও দোষযুক্ত হইলে তদ্রূপ হয়।

৮২। জলেই পদ্ম জন্মে, পদ্ম হইতে কখনও জলের জন্ম হয়

অনুভাষ্য

৮২। অম্বুনি (জলে) অম্বুজং (পদ্মং) জাতম্ (উৎপন্নম্) ; ক্বচিৎ (কুত্র) অপি অম্বুজাৎ (পদ্মাৎ) অম্বু (জলং) ন জাতম্ ; কিন্তু মুরভিদি (মুরারৌ কৃষ্ণে) তদ্বিপরীতং (কার্য্যকারণ-ভাবয়োর্বৈষম্যং) দৃশ্যতে, যতঃ (কৃষ্ণপাদপদ্মাৎ) মহানদী (গঙ্গা) জাতা (নিঃসৃতা)।

৮৫। কাব্যের যদি বিচার করা না যায়, তাহা হইলে অবশ্য উহার দোষ সহজে দৃষ্ট হয় না।

১০১। ভবভূতি বা শ্রীকণ্ঠ—ইনি 'মালতীমাধব', 'উত্তর-

শ্লোক-রচনাই প্রকৃত গুণ ঃ—

দোষ-গুণ-বিচারে এই অল্প করি' মানি ।
কবিত্ব-করণে শক্তি, তাঁহি সে বাখানি ॥ ১০২ ॥

প্রভুর দৈন্যোক্তি ঃ—

শৈশব-চাপল্য কিছু না লবে আমার ।
শিষ্যের সমান মুঞি না হঙ তোমার ॥ ১০৩ ॥

প্রভুর তাঁহাকে সবিনয়-বাক্যে বিদায়-দান ঃ—

আজি বাসা' যাহ, কালি মিলন আবার ।
শুনিব তোমার মুখে শাস্ত্রের বিচার ॥" ১০৪ ॥

রাত্রে কবির সরস্বতীর-আরাধনা ঃ—

এইমতে নিজ-ঘরে গেলা দুই জন ।
কবি রাত্রে কৈল সরস্বতী-আরাধন ॥ ১০৫ ॥

সরস্বতীর উপদেশে প্রভুকে ঈশ্বর-বুদ্ধি ঃ—

সরস্বতী রাত্রে তাঁরে উপদেশ কৈল ।
সাক্ষাৎ ঈশ্বর করি' প্রভুরে জানিল ॥ ১০৬ ॥

প্রাতে প্রভুপদে শরণ-গ্রহণ ও প্রভুর কৃপা ঃ—

প্রাতে আসি' প্রভুপদে লইল শরণ ।
প্রভু কৃপা কৈল, তাঁর খণ্ডিল বন্ধন ॥ ১০৭ ॥

দিগ্বিজয়ীর সুকৃতি ঃ—

ভাগ্যবন্ত দিগ্বিজয়ী সফল-জীবন ।
বিদ্যা-বলে পাইল মহাপ্রভুর চরণ ॥ ১০৮ ॥
এ সব লীলা বর্ণিয়াছেন বৃন্দাবনদাস ।
যে কিছু করিল ইহাঁ, বিশেষ প্রকাশ ॥ ১০৯ ॥
চৈতন্য-গোসাঞির লীলা—অমৃতের ধার ।
সর্ব্বেন্দ্রিয়-তৃপ্তি হয় শ্রবণে যাহার ॥ ১১০ ॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ১১১ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে কৈশোরলীলা-সূত্র-বর্ণনং নাম ষোড়শ-পরিচ্ছেদঃ।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

না। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, শ্রীকৃষ্ণে ইহার বিপরীত দেখা যায়, তাঁহার পাদপদ্ম হইতে মহানদী গঙ্গা জন্ম লাভ করিয়াছেন।

১০৭। বন্ধন—পণ্ডিতাভিমানরূপ মায়া-বন্ধন।

ইতি অমৃতপ্রবাহ-ভাষ্যে ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

অনুভাষ্য

চরিত', 'বীরচরিত' প্রভৃতি সংস্কৃতনাটক-প্রণেতা। ভোজরাজার রাজ্যকালে ইঁহার উদয়-কাল। ইনি পদ্মনগর-নিবাসী ভট্ট-গোপাল-নামক কাশ্যপ-গোত্রীয় শ্রোত্রীয় বিপ্রের পৌত্র নীল-কণ্ঠের পুত্র।

কালিদাস—সম্রাট্ বিক্রমাদিত্যের সভার স্বনামপ্রসিদ্ধ নবরত্নের অন্যতম মহাকবি। ইঁহার রচিত 'রঘুবংশ', 'কুমারসম্ভব', 'অভিজ্ঞান-শকুন্তল', 'মেঘদূত' প্রভৃতি প্রায় ত্রিশ-চল্লিশখানি সংস্কৃত মহাকাব্য, নাটক ও অন্যান্য বিষয়ক গ্রন্থ আছে।

জয়দেব—আদি, ১৩শ পঃ ৪২ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

ইতি অনুভাষ্যে ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

কথাসার—সপ্তদশ পরিচ্ছেদে মহাপ্রভুর ষোলবর্ষ বয়স হইতে সন্ন্যাস-গ্রহণ পর্য্যন্ত সমস্ত লীলা সূত্ররূপে লিখিবার তাৎপর্য্য এই যে, ব্যাসাবতার বৃন্দাবনদাস ঠাকুর শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে ঐ সকল লীলা বিশেষরূপে বর্ণন করিয়াছেন। তবে, যে যে স্থলে বৃন্দাবনদাস ঠাকুর কোন অংশ ছাড়িয়াছেন, তাহারই কিছু সবিশেষ-বর্ণন এই পরিচ্ছেদে দেখা যায়। আম্রমহোৎসব-লীলাটী ও কাজির সহিত মহাপ্রভুর কথোপকথন বিশেষরূপে কথিত হইয়াছে। অবশেষে দেখাইলেন যে, যশোদানন্দন শচীনন্দন হইয়া চতুর্ব্বিধ ভক্তভাব আস্বাদন করিয়াছেন। রাধার প্রেমরসের মাধুর্য্য আস্বাদন করিতে রাধার ভাব অঙ্গীকারপূর্ব্বক একান্তরূপে গোপীভাব স্বীকার করিয়াছেন। যতপ্রকার ভক্তভাব আছে, তন্মধ্যে গোপীভাব শ্রেষ্ঠ; যেহেতু গোপীভাবে ব্রজেন্দ্র-নন্দন ব্যতীত আর কাহারও ভজনীয়ত্বের প্রকাশ নাই। শ্রীকৃষ্ণ কৌতুকক্রমে চতুর্ভুজ হইলে গোপীসকল তাঁহাকে নমস্কার-মাত্র করিয়া নিরস্ত হইলেন। সাধারণ গোপীভাবে কৃষ্ণমূর্ত্তি ব্যতীত অন্যান্য মূর্ত্ত্যাদির পরিত্যাগ হয় মাত্র। কিন্তু গোপীজন-শিরোমণি শ্রীমতী রাধিকার ভাব সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ। রাধাকে দর্শন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ চতুর্ভুজতা রাখিতে পারিলেন না। ব্রজেশ্বর নন্দ—

এ (গৌর) লীলায় পিতা জগন্নাথ ; ব্রজেশ্বরী যশোদা—শচীমাতা। চৈতন্য গোঁসাই—সাক্ষাৎ নন্দসুত অর্থাৎ নন্দসুতের প্রকাশ বা বিলাস নহেন, স্বয়ং নন্দসুত। নিত্যানন্দপ্রভুর বাৎসল্য, দাস্য ও সখ্য—এই তিন ভাব ; অদ্বৈতপ্রভুর সখ্য ও দাস্য—এই দুইটী ভাব। আর আর সকলে নিজ নিজ পূর্ব্বাধিকার-ক্রমে মহাপ্রভুর সেবা করেন। একই তত্ত্ব—বংশীমুখ, গোপ-বিলাসী, শ্যামরূপে কৃষ্ণ ; আবার কভু দ্বিজ, কভু সন্ন্যাসিবেশে গৌররূপে কৃষ্ণচৈতন্য। এখন বিরোধের স্থল এই যে, যিনি কৃষ্ণ, তিনিই গোপী হইতেছেন। অবশ্য এই চিন্তাটী সুদুর্ব্বোধ বটে ; কিন্তু কৃষ্ণের অচিন্ত্যশক্তিতে ইহাও সম্ভব হয়। ইহাতে তর্ক করা বৃথা, যেহেতু অচিন্ত্য ভাবেতে তর্কের যোজনা করা নিতান্ত মূর্খতার কার্য্য। এই পরিচ্ছেদের শেষে কবিরাজ গোস্বামী—ব্যাস যেরূপ ভাগবতে করিয়াছেন, তদনুকরণে এই আদিলীলার সপ্তদশ পরিচ্ছেদের অনুবাদ পৃথক্ পৃথক্ লিখিয়াছেন। (অঃ প্রঃ ভাঃ)

গৌরকৃপায় অশুচিজনেরও শুচিতা ঃ—

বন্দে স্বৈরাদ্ভুতেহং তং চৈতন্যং যৎপ্রসাদতঃ।
যবনাঃ সুমনায়ন্তে কৃষ্ণনামপ্রজল্পকাঃ ॥ ১ ॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ২ ॥

কৈশোর-লীলার সূত্র করিল গণন।
যৌবন-লীলার সূত্র করি অনুক্রম ॥ ৩ ॥

যৌবনে বিবিধ লীলা-বিলাস ঃ—

বিদ্যা-সৌন্দর্য্য-সদ্বেশ-সম্ভোগ-নৃত্য-কীর্ত্তনৈঃ।
প্রেমনাম-প্রদানৈশ্চ গৌরো দীব্যতি যৌবনে ॥ ৪ ॥

যৌবন-লীলা ঃ—

যৌবন-প্রবেশে অঙ্গের অঙ্গ বিভূষণ।
দিব্য বস্ত্র, দিব্য বেশ, মাল্য-চন্দন ॥ ৫ ॥

বিদ্যার ঔদ্ধত্যে কাহোঁ না করে গণন।
সকল পণ্ডিত জিনি' করে অধ্যাপন ॥ ৬ ॥

বায়ুব্যাধি-ছলে কৈল প্রেম পরকাশ।
ভক্তগণ লঞা কৈল বিবিধ বিলাস ॥ ৭ ॥

গয়ায় ঈশ্বরপুরীসহ মিলন ও দীক্ষাভিনয় ঃ—

তবে ত' করিলা প্রভু গয়াতে গমন।
ঈশ্বরপুরীর সঙ্গে তথাই মিলন ॥ ৮ ॥

দীক্ষা-অনন্তরে হৈল প্রেমের প্রকাশ।
দেশে আগমন পুনঃ, প্রেমের বিলাস ॥ ৯ ॥

দীক্ষান্তে নবদ্বীপ-লীলা, অদ্বৈতের বিশ্বরূপ-দর্শন ঃ—

শচীকে প্রেমদান, তবে অদ্বৈত-মিলন।
অদ্বৈত পাইল বিশ্বরূপ-দরশন ॥ ১০ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১। যাঁহার প্রসাদে যবনগণও সচ্চরিত্র হইয়া কৃষ্ণনাম জপ করিয়া থাকেন, সেই স্বচ্ছন্দ অদ্ভুতচেষ্টাবিশিষ্ট শ্রীচৈতন্যদেবকে আমি বন্দনা করি।

৪। বিদ্যা, সৌন্দর্য্য, সদ্বেশ, সম্ভোগ, নৃত্য, কীর্ত্তন, প্রেম ও নাম-দানদ্বারা গৌরচন্দ্র যৌবনকালে শোভাপ্রাপ্ত হইয়াছেন।

৭। অধ্যয়ন ও অধ্যাপন সমাপ্ত করিয়া শুদ্ধভক্তি প্রচার করিবার জন্য গৌরচন্দ্র কিছুদিন বায়ু-ব্যাধি ছল করিয়া ছাত্রদিগকে সর্ব্বত্র কৃষ্ণনাম ব্যাখ্যা করিয়া, সকল ব্যাকরণ-সূত্রে কৃষ্ণসম্বন্ধ দেখাইয়া, তাহাদিগকে অধ্যয়ন-কার্য্য হইতে নিরস্ত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

৮-৯। 'পরলোকগত পিতার গয়াশ্রাদ্ধ করিব'—এই মানসে মহাপ্রভু অনেকগুলি ছাত্রের সহিত গয়াযাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে জ্বর হওয়ায় ব্রাহ্মণের পাদোদক পান করত সেই ব্যাধি হইতে মুক্ত হইলেন। এই লীলাদ্বারা সংসারি-লোকের পক্ষে ব্রাহ্মণ-সম্মানের কর্ত্তব্যতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। গয়ায় পৌঁছিয়া শ্রীঈশ্বরপুরীর নিকটে কৃষ্ণমন্ত্র-দীক্ষা গ্রহণ করিলেন। সেই মন্ত্রগ্রহণ হইতে মহাপ্রভুর প্রেম প্রকাশ পাইতে লাগিল। গয়া-কার্য্য সমাপ্ত করিয়া শ্রীধাম নবদ্বীপে আসিয়া প্রেম প্রচার করিতে লাগিলেন।

১০। একদিবস মহাপ্রভু শ্রীবাসের বাটীতে বিষ্ণুখট্টার উপর বসিয়া বলিলেন যে, মদীয় জননী অদ্বৈতাচার্য্যের নিকট বৈষ্ণবা-

অনুভাষ্য

১। যৎ (যস্য চৈতন্যদেবস্য) প্রসাদতঃ (অনুকম্পয়া) যবনাঃ (ম্লেচ্ছাঃ) কৃষ্ণনামপ্রজল্পকাঃ (নামোচ্চারণনিষ্ঠাপরাঃ সন্তঃ) সুমনায়ন্তে (সুমনসঃ ইব আচরন্তি) তং স্বৈরাদ্ভুতেহং (স্বৈরা স্বতন্ত্রা অদ্ভুতা অলৌকিকী ঈহা 'চেষ্টা' যস্য তং স্মার্ত্ত-বিধি-লঙ্ঘনসমর্থং) চৈতন্যম্ অহং বন্দে।

৪। গৌরঃ যৌবনে (পঞ্চদশবর্ষাতিক্রান্তে যৌবন-প্রাকট্যে) বিদ্যা-সৌন্দর্য্য-সদ্বেশ-সম্ভোগ-নৃত্যকীর্ত্তনৈঃ (পরমার্থজ্ঞানলাবণ্য-সাধুবেশবসনমাল্যচন্দনাদিসম্ভোগনৃত্যকীর্ত্তনাদিঃ এতৈঃ) প্রেম-নাম-প্রদানৈঃ (প্রেম্ণা সহ কৃষ্ণনামবিতরণৈঃ) দীব্যতি (ক্রীড়তি)।

৭। চৈঃ ভাঃ আদি, ১২শ অঃ দ্রষ্টব্য।

৮। চৈঃ ভাঃ আদি, ১৭শ অঃ দ্রষ্টব্য।

৯। চৈঃ ভাঃ আদি, ১৭শ অঃ ও মধ্য ১ম অঃ দ্রষ্টব্য।

১০। শচীকে প্রেমদান—চৈঃ ভাঃ মধ্য, ২২ অঃ ও অদ্বৈত-

প্রভুর অভিষেক তবে করিল শ্রীবাস ।
খাটে বসি' প্রভু কৈল ঐশ্বর্য্য-প্রকাশ ॥ ১১ ॥

শ্রীনিত্যানন্দসহ মিলন ঃ—

তবে নিত্যানন্দ-স্বরূপের আগমন ।
প্রভুকে মিলিয়া পাইলা ষড়্ভুজ-দর্শন ॥ ১২ ॥

নিতাইকে প্রভুর ষড়্ভুজ, চতুর্ভুজ ও দ্বিভুজ-রূপ-প্রদর্শন ঃ—

প্রথমে ষড়্ভুজ তাঁরে দেখাইল ঈশ্বর ।
শঙ্খচক্রগদাপদ্ম-শার্ঙ্গ-বেণুধর ॥ ১৩ ॥

পাছে চতুর্ভুজ হৈলা, তিন অঙ্গ বক্র ।
দুই হস্তে বেণু বাজায়, দুই হস্তে শঙ্খ-চক্র ॥ ১৪ ॥
তবে ত' দ্বিভুজ কেবল বংশীবদন ।
শ্যাম-অঙ্গ পীতবস্ত্র ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥ ১৫ ॥

গৌরই নিত্যানন্দ-বলরাম ঃ—

তবে নিত্যানন্দ-গোসাঞির ব্যাস-পূজন ।
নিত্যানন্দাবেশে কৈল মুষল-ধারণ ॥ ১৬ ॥

শচীর স্বপ্নদর্শন ও জগাই-মাধাইর উদ্ধার ঃ—

তবে শচী দেখিল, রামকৃষ্ণ—দুই ভাই ।
তবে নিস্তারিল প্রভু জাগাই-মাধাই ॥ ১৭ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

পরাধ করিয়াছেন। সেই অপরাধ না ক্ষমাইলে, অদ্বৈত-কর্ত্তৃক ক্ষমাপিত না হইলে তিনি প্রেমভক্তি প্রাপ্ত হইবেন না। ভক্তগণ তাহা শুনিয়া অদ্বৈতপ্রভুকে আনিলে পর, শ্রীঅদ্বৈত (আইর মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতে করিতে) প্রেমাবিষ্ট হইয়া পড়িলেন। শচীদেবী সেই অবসরে অদ্বৈতের চরণধূলি লইয়া নিরপরাধিনী হইলেন। তখন, "প্রসন্ন হইয়া প্রভু বলে জননীরে। এখন সে বিষ্ণুভক্তি হইল তোমারে।। অদ্বৈতের স্থানে অপরাধ নাহি আর।" সেই হইতে শচীদেবী প্রেমভক্তি পাইলেন।

একদিবস প্রেমাবিষ্ট অদ্বৈত শ্রীবাস-অঙ্গনে প্রভুকে কহিলেন যে, 'পূর্ব্বে আপনি অর্জ্জুনকে যে বিশ্বরূপ দেখাইয়াছিলেন, তাহা আমাকে দেখান।' তাহাতে প্রভু দয়া করিয়া বিশ্বরূপ দেখাইলেন।

১১। একদিবস শ্রীবাসের বাটীতে সকল ভক্তলোক মিলিয়া মহাপ্রভুকে অভিষেক করিলেন। মহাপ্রভু বিষ্ণুখট্টায় বসিয়া তাঁহার রাজরাজেশ্বর-ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিলেন। অনেক ভক্তগণ সেই সময় কীর্ত্তন করিলেন। এদিকে অদ্বৈতাদি ভক্তগণ মহাপ্রভুকে ষোড়শ উপচারে পূজা করিতে লাগিলেন। প্রভু, যাঁহার যে অভিলাষ, তাঁহাকে সেইরূপ বর দান করিতে লাগিলেন।

১২। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু বীরভূম-জেলার 'একচক্রা'-গ্রামে পদ্মাবতী-গর্ভে হাড়াইপণ্ডিতের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। নিত্যানন্দ একটু বড় হইলে একটী সন্ন্যাসী আসিয়া হাড়াই-পণ্ডিতের নিকট হইতে নিত্যানন্দকে ভিক্ষা করিয়া লইলেন। তদবধি সেই সন্ন্যাসীর সহিত নিত্যানন্দ বহুদেশ ভ্রমণ করিতে করিতে মথুরামণ্ডলে অনেকদিন বাস করিলেন। মহাপ্রভুর আকর্ষণে প্রভু-নিত্যানন্দ শ্রীনবদ্বীপে আসিয়া নন্দন-আচার্য্যের গৃহে অবস্থিতি করিলেন। মহাপ্রভু ভক্তবৃন্দের সহিত নিত্যানন্দকে তথা হইতে স্বীয় স্থানে আনয়ন করিলেন।

১৩-১৫। একদিন মহাপ্রভু নিত্যানন্দপ্রভুকে শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম, শার্ঙ্গ ও বেণুধারী ষড়্ভুজ দেখাইয়া, পরে দুই হাতে শঙ্খ, চক্র ও দুই হাতে বংশীধারণপূর্ব্বক চতুর্ভুজ দেখাইলেন। অবশেষে কেবল বংশীধারী শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি দেখাইলেন—শ্রীচৈতন্য-মঙ্গল, মধ্য।

১৬। মহাপ্রভুর আদেশে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু পূর্ণিমা-রজনীতে ব্যাসপূজা করিবেন বলিয়া শ্রীবাসের দ্বারা দ্রব্যাদির আয়োজন করাইলেন। সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে নিত্যানন্দপ্রভু পুষ্পমালা মহাপ্রভুর গলায় অর্পণ করিলেন। সেই সময় নিত্যানন্দ প্রভু ষড়্ভুজ দেখিয়াছিলেন। ব্যাসপূজার আর কিছুই হইল না।

বলরাম-আবেশে ব্যাসপূজার পূর্ব্বরাত্রে শ্রীবাসের গৃহে সঙ্কীর্ত্তন-সময়ে মহাপ্রভু বিষ্ণুখট্টার উপর বসিয়া নিত্যানন্দের নিকট হলমুষল মাগিলেন। নিত্যানন্দপ্রভু নিজের হাত তাঁহার হস্তে দিলে ভক্তগণ সে-সময় হল ও মুষল প্রত্যক্ষ করিলেন।

১৭। একরাত্রে শচীদেবী স্বপ্নে দেখিলেন যে, তাঁহার গৃহস্থিত কৃষ্ণ-বলরাম, দুইমূর্ত্তি গৌরাঙ্গ-নিত্যানন্দের সহিত নৈবেদ্য

অনুভাষ্য

মিলন—ঐ মধ্য, ৬ অঃ, অদ্বৈতের বিশ্বরূপ-দর্শন ঐ মধ্য, ২৪ অঃ দ্রষ্টব্য।

১১। শ্রীবাসগৃহে বিষ্ণুখট্টায় প্রভুর 'সাতপ্রহরিয়া' ভাব—চৈঃ ভাঃ মধ্য, নবম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

১২। নিত্যানন্দমিলন—চৈঃ ভাঃ মধ্য, তৃতীয় অধ্যায় এবং শ্রীবাসগৃহে শ্রীব্যাস-পূজা উপলক্ষে নিত্যানন্দের মহাপ্রভুকে ষড়্ভুজ (শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম, শ্রীহল ও মুষলহস্ত)-দর্শন—চৈঃ ভাঃ মধ্য, ৫ম অঃ দ্রষ্টব্য।

১৬। নিত্যানন্দের ব্যাসপূজা ও প্রভুর মুষলধারণ—চৈঃ ভাঃ মধ্য, পঞ্চম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

১৭। নিতাই-গৌরকে রামকৃষ্ণরূপে শচীর স্বপ্নদর্শন—চৈঃ ভাঃ মধ্য, অষ্টম অধ্যায় এবং জগাই-মাধাই-উদ্ধার—চৈঃ ভাঃ মধ্য, ১৩শ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

প্রভুর 'সাতপ্রহরিয়া' ভাব ঃ—

তবে সপ্তপ্রহর ছিলা প্রভু ভাবাবেশে ।
যথা তথা ভক্তগণ দেখিল বিশেষে ॥ ১৮ ॥

মুরারিগৃহে বরাহাবেশ ঃ—

বরাহ-আবেশ হৈলা মুরারি-ভবনে ।
তাঁর স্কন্ধে চড়ি' প্রভু নাচিলা অঙ্গনে ॥ ১৯ ॥

শুক্লাম্বরের মাধুকরী-ভিক্ষালব্ধ তণ্ডুল-ভোজন ঃ—

তবে শুক্লাম্বরের কৈল তণ্ডুল ভক্ষণ ।
'হরের্নাম' শ্লোকের কৈল অর্থ বিবরণ ॥ ২০ ॥

হরিনাম বিনা জীবের গতি নাই ঃ—

বৃহন্নারদীয় পুরাণ (৩৮।১২৬)—

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্ ।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥ ২১ ॥

হরের্নাম-শ্লোকের ব্যাখ্যা ঃ—

কলিকালে নামরূপে কৃষ্ণ-অবতার ।
নাম হৈতে হয় সর্ব্বজগৎ-নিস্তার ॥ ২২ ॥

দার্ঢ্য লাগি' 'হরের্নাম'-উক্তি তিনবার ।
জড়লোক বুঝাইতে পুনঃ 'এব'-কার ॥ ২৩ ॥

'কেবল'-শব্দে পুনরপি নিশ্চয়-করণ ।
জ্ঞান-যোগ-তপ আদি কর্ম্ম-নিবারণ ॥ ২৪ ॥

অন্যথা যে মানে, তার নাহিক নিস্তার ।
নাহি, নাহি, নাহি,—তিন উক্ত 'এব'-কার ॥ ২৫ ॥

নাম লইবার প্রণালী ঃ—

তৃণ হৈতে নীচ হঞা সদা লবে নাম ।
আপনি নিরভিমানী, অন্যে দিবে মান ॥ ২৬ ॥

তরুসম সহিষ্ণুতা বৈষ্ণব করিবে ।
ভর্ৎসনা-তাড়নে কাকে কিছু না বলিবে ॥ ২৭ ॥

কাটিলেই তরু যেন কিছু না বলয় ।
শুকাইয়া মরে, তবু জল না মাগয় ॥ ২৮ ॥

এইমত বৈষ্ণব কারে কিছু না মাগিবে ।
অযাচিত-বৃত্তি, কিম্বা শাক-ফল খাইবে ॥ ২৯ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

কাড়াকাড়ি করিতেছেন। পরদিন গৌরাঙ্গের ইচ্ছাক্রমে শচীদেবী নিত্যানন্দকে তাঁহার গৃহে ভোজন করিতে বলিলেন। বিশ্বম্ভর ও নিত্যানন্দ যখন ভোজন করিতেছিলেন, তখন শচীদেবী দেখিলেন, সাক্ষাৎ কৃষ্ণ ও বলরাম ভোজন করিতেছেন, তদ্দর্শনে শচীর প্রেমমূর্চ্ছা হয়।

জগাই ও মাধাই নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করিয়া বহুবিধ পাপে রত ছিল। মহাপ্রভুর আজ্ঞায় নিত্যানন্দ ও হরিদাস গৃহে গৃহে নাম প্রচার করিতে গিয়া ঐ দুই মদ্যপ ব্যক্তির কোপে পড়িলেন। তাহারা উন্মত্ত হইয়া তাঁহাদিগকে তাড়া করিলে তাঁহারা পলাইলেন। অন্য দিবসে মাধাই নিত্যানন্দের মস্তকে ভগ্নভাণ্ড মারিয়া আঘাত করিল। জগাই সে-কার্য্যে কিছু দুঃখিত হইল। মহাপ্রভু তাহা শুনিয়া সশিষ্যে তথায় উপস্থিত হইয়া জগাই-মাধাইকে দণ্ড দিবার জন্য উদ্যত হইলেন। করুণাময় গৌরাঙ্গ জগাইর ভদ্র-ব্যবহার শ্রবণ করত তাহাকে প্রেমালিঙ্গন দিলেন। ভগবদ্দর্শন ও স্পর্শনক্রমে সেই দুই পাপীর চিত্ত-পরিবর্ত্তন হইলে প্রভু তাহাদিগকে হরিনাম দিয়া উদ্ধার করিলেন।

১৮। একদিন শ্রীবাসের গৃহে মহাপ্রভু বিষ্ণুখট্টায় বসিলে ভক্তগণ 'সহস্রশীর্ষপুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ' ইত্যাদি পুরুষ-সূক্ত পাঠ করিয়া গঙ্গাজলে তাঁহার অভিষেক ও বিবিধোপচারে পূজা করিয়া বহুবিধ খাদ্যদ্রব্য তাঁহাকে ভোজন করিতে দিলেন। প্রভু সেই ভক্তদত্ত সামগ্রীসকল ভক্ষণ করিতে লাগিলেন। সেইদিবস তাঁহার সপ্ত প্রহর পর্য্যন্ত ঐ ভাবের আবেশ ছিল এবং সর্ব্বাবতারের ভাব দেখাইয়াছিলেন। ভক্তগণের পূর্ব্ব গুহ্য সংবাদসকল ব্যক্ত করিয়া সকলের সন্দেহ দূর করিয়া সকল-কেই বর দান করিলেন। এই ভাবকে কেহ কেহ 'সাতপ্রহরিয়া ভাব', কেহ কেহ 'মহাপ্রকাশ'ও বলে।

১৯। একদিন মহাপ্রভু 'শূকর! শূকর!' বলিয়া চিৎকার করিতে করিতে স্বয়ং বরাহরূপ ধারণপূর্ব্বক মুরারিগুপ্তের ভবনে প্রবেশ করিলেন। জলপূর্ণ একটী পাত্রকে (গাড়ু) পৃথিবীর উত্তোলনের ন্যায় দশনদ্বারা উঠাইয়া জলপান করিয়াছিলেন। কোনদিন প্রভু আবার মুরারির স্কন্ধে চড়িয়া বহু নৃত্য করিয়াছিলেন।

২০। শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী—শ্রীনবদ্বীপের গঙ্গাতীরবাসী। মহা-প্রভুর নৃত্যকালে তিনি ভিক্ষার চাউলের ঝুলির সহিত আসিয়া

অনুভাষ্য

১৮। শ্রীবাসগৃহে প্রভুর সপ্তপ্রহর-ভাব, তৎকালে প্রভুর অভিষেক-কালে জল-আনয়নকারিণী 'দুঃখী'-নামক এক ভাগ্য-বতী নারীকে প্রভুর 'সুখী'-নাম-প্রদান, খোলাবেচা শ্রীধরের মহা-প্রকাশদর্শন, মুরারিগুপ্তের রামরূপদর্শন, ঠাকুর হরিদাসের প্রতি প্রসাদ, অদ্বৈতের নিকট গীতার সত্যপাঠ-কথন এবং মুকুন্দের প্রতি কৃপা প্রভৃতি—চৈঃ ভাঃ মধ্য, নবম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

১৯। মুরারিগুপ্তের গৃহে প্রভুর বরাহাবেশ—চৈঃ ভাঃ মধ্য, ৩য় অঃ দ্রষ্টব্য।

২০। প্রভু-কর্ত্তৃক শুক্লাম্বরের ভিক্ষালব্ধ তণ্ডুল-ভক্ষণ—চৈঃ ভাঃ মধ্য, ১৬শ অঃ দ্রষ্টব্য।

২১। আদি,৭ম পঃ ৭৬ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

সদা নাম লইবে, যথা-লাভেতে সন্তোষ ।
এইমত আচার করে ভক্তিধর্ম্ম-পোষ ॥ ৩০ ॥

শ্রীমুখের বাণী ঃ—

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রোক্ত শিক্ষাষ্টকান্তর্গত পদ্য—

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা ।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ ॥ ৩১ ॥

এই শ্লোকানুযায়ী চলিতে কবিরাজ গোস্বামীর সকলকে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ ঃ—

ঊর্দ্ধবাহু করি' কহোঁ, শুন, সর্ব্বলোক ।
নাম-সূত্রে গাঁথি' পর কণ্ঠে এই শ্লোক ॥ ৩২ ॥
প্রভু-আজ্ঞায় কর এই শ্লোক আচরণ ।
অবশ্য পাইবে তবে শ্রীকৃষ্ণচরণ ॥ ৩৩ ॥

এক বৎসর-ব্যাপি শ্রীবাসগৃহে সঙ্কীর্ত্তন ঃ—

তবে প্রভু শ্রীবাসের গৃহে নিরন্তর ।
রাত্রে সঙ্কীর্ত্তন কৈল এক সম্বৎসর ॥ ৩৪ ॥

প্রতীপ পাষণ্ডীর প্রবেশ নিষেধ ঃ—

কপাট দিয়া কীর্ত্তন করে পরম আবেশে ।
পাষণ্ডী হাসিতে আইসে, না পায় প্রবেশে ॥ ৩৫ ॥

শ্রীবাসকে হিংসা ও বিদ্বেষ ঃ—

কীর্ত্তন শুনি' বাহিরে তারা জ্বলি' পুড়ি' মরে ।
শ্রীবাসেরে দুঃখ দিতে নানা যুক্তি করে ॥ ৩৬ ॥

শ্রীবাসের বিরুদ্ধে গোপাল-চাপালের কাণ্ড ঃ—

একদিন বিপ্র, নাম—'গোপাল চাপাল' ।
পাষণ্ডি-প্রধান সেই দুর্ম্মুখ, বাচাল ॥ ৩৭ ॥
ভবানী-পূজার সব সামগ্রী লঞা ।
রাত্রে শ্রীবাসের দ্বারে স্থান লেপাঞা ॥ ৩৮ ॥
কলার পাত উপরে থুইল ওড়-ফুল ।
হরিদ্রা, সিন্দূর আর রক্তচন্দন, তণ্ডুল ॥ ৩৯ ॥
মদ্যভাণ্ড-পাশে ধরি' নিজ-ঘরে গেল ।
প্রাতঃকালে শ্রীবাস তাহা ত' দেখিল ॥ ৪০ ॥

শ্রীবাসকে শক্তির উপাসক-প্রতিপাদনে চেষ্টা ঃ—

বড় বড় লোকেরে আনিল বোলাইয়া ।
সবারে কহে শ্রীবাস হাসিয়া হাসিয়া ॥ ৪১ ॥
"নিত্য রাত্রে করি আমি ভবানী-পূজন ।
আমার মহিমা দেখ, ব্রাহ্মণ-সজ্জন ॥" ৪২ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

উপস্থিত হইলেন। ভক্তবাৎসল্যবশতঃ প্রভু তাঁহার ঝুলি হইতে ভিক্ষার চাউলসকল লইয়া মহাপ্রেমে ভক্ষণ করিতে লাগিলেন।

৩১। যিনি তৃণাপেক্ষা আপনাকে ক্ষুদ্রজ্ঞান করেন, যিনি তরুর ন্যায় সহিষ্ণু হন, নিজে মানশূন্য ও অপরলোককে সম্মান প্রদান করেন, তিনিই সদা হরিকীর্ত্তনের অধিকারী।

৩২-৩৩। গ্রন্থকার বলিতেছেন,—ওহে সর্ব্বজনগণ, আমি ঊর্দ্ধবাহু হইয়া বলিতেছি, তোমরা শ্রবণ কর। কৃষ্ণনাম-মালায় এই শ্লোককে গাঁথিয়া লইয়া কণ্ঠে ধারণ কর। তাৎপর্য্য এই যে, অধিকারী না হইয়া নামগ্রহণ করিলে 'নামাভাস' বা 'নামাপরাধ' হয়। তাহাতে জীবের পক্ষে নামের ফল যে 'কৃষ্ণপ্রেম', তাহা লাভ হয় না। মহাপ্রভু-কৃত এই 'তৃণাদপি' শ্লোকে যে, উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে, তদনুসারে আচরণ করিতে করিতে হরিনাম কর; তাহা হইলে অবশ্য শ্রীকৃষ্ণচরণ পাইবে।

৩৫-৪৫। যে-সময়ে মহাপ্রভু শ্রীবাসের অঙ্গনে দ্বার রুদ্ধ করিয়া কীর্ত্তনানন্দ আস্বাদন করিতেন, সেই সময় নগরবাসী বহির্ম্মুখ অনেক ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবদিগকে পরিহাস করিবার জন্য অনেকপ্রকার চেষ্টা করিতেন। 'গোপাল চাপাল'-নামক কোন বাচাল ভট্টাচার্য্য দেবীপূজার সজ্জা, কলাপাত, জবাফুল ও রক্তচন্দন ইত্যাদি মদ্যভাণ্ডের সহিত রুদ্ধদ্বারের বাহিরে রাখিয়া গিয়াছিল। প্রাতঃকালে শ্রীবাসপণ্ডিত তাহা দেখিয়া পরিহাস-পূর্ব্বক সকলকে কহিলেন,—'দেখ দেখ, আমি নিত্য রাত্রে ভবানীর পূজা করিয়া থাকি, ইহাতে আমার 'শাক্ত'-পরিচয়ের যে মহিমা, তাহা জানিতে পারিলে।' শিষ্টলোকসকল তাহা দর্শন

অনুভাষ্য

২৬-৩০। অন্ত্য, ২০শ পঃ ২২-২৬ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

৩১। তৃণাদপি (সর্ব্বপদদলিত-গুরুভাবরহিতাৎ তৃণাদপি) সুনীচেন (সর্ব্বতোভাবেন নীচেন প্রাকৃতমর্য্যাদা-রহিতভাব-সমন্বিতেন জনেন) তরোরপি (বৃক্ষাদপি) সহিষ্ণুনা (সহনগুণ-যুক্তেন জনেন) অমানিনা (স্বয়ং মাননীয়োঽপি তাদৃশ-প্রাকৃত-মর্য্যাদা-পরিত্যাগেন) মানদেন (অন্যেভ্যঃ মানরহিতেভ্যঃ অযোগ্যেভ্যঃ অপি মানং গৌরবং প্রদেন এবম্ভূতেন জনেন) সদা (নিত্যকালং) হরিঃ [এব] কীর্ত্তনীয়ঃ (অধরৌষ্ঠজিহ্বাদৌ উচ্চারণীয়ঃ)।

৩২-৩৩। নামসূত্রে গাঁথি—শ্রীহরিনামরূপ-সূত্রে মালা বা রক্ষাকবচ গাঁথিবার দ্রব্য—প্রাকৃতাভিমান-রাহিত্যরূপ ভাব-চতুষ্টয়; যথা—(১) সুনীচত্ব, (২) সহিষ্ণুত্ব, (৩) অমানিত্ব, (৪) মানদত্ব। প্রাকৃতাভিমানে সর্ব্বদা হরিনাম-কীর্ত্তন সম্ভবপর নহে। জড়ের অভিমানগুলি হরিনামের প্রতিবন্ধক। অভিমান-চতুষ্টয় রহিত হইলে শুদ্ধজীব সর্ব্বদা হরিনাম করিতে পারেন। এরূপ সাধন-ভক্তির অনুশাসনরূপ আজ্ঞা প্রতিপালন করিলে হরিনাম-কীর্ত্তন-ফলে শ্রীকৃষ্ণচরণ অবশ্য পাইবে।

স্থানীয় ভদ্রলোকের মনঃক্ষোভ ও স্থান-শুদ্ধীকরণ ঃ—

তবে সব শিষ্টলোক করে হাহাকার ।
'ঐছে কর্ম্ম হেথা কৈল কোন্ দুরাচার ॥' ৪৩ ॥
হাড়িকে আনিয়া সব দূর করাইল ।
জল-গোময় দিয়া সেই স্থান লেপাইল ॥ ৪৪ ॥

বৈষ্ণবাপরাধের ফলে গোপাল-চাপালের কুষ্ঠ ঃ—

তিন দিন রহি' সেই গোপাল-চাপাল ।
সর্ব্বাঙ্গে হইল কুষ্ঠ, বহে রক্তধার ॥ ৪৫ ॥
সর্ব্বাঙ্গ বেড়িল কীটে, কাটে নিরন্তর ।
অসহ্য বেদনা, দুঃখে জ্বলয়ে অন্তর ॥ ৪৬ ॥

গঙ্গাতীরে অবস্থান ও প্রভুর নিকট উদ্ধার-কামনা ঃ—

গঙ্গাঘাটে বৃক্ষতলে রহে ত' বসিয়া ।
এক দিন বলে কিছু প্রভুকে দেখিয়া ॥ ৪৭ ॥
"গ্রাম-সম্বন্ধে আমি তোমার মাতুল ।
ভাগিনা, মুই কুষ্ঠব্যাধিতে হঞাছি ব্যাকুল ॥ ৪৮ ॥
লোক সব উদ্ধারিতে তোমার অবতার ।
মুঞি বড় দুঃখী, মোরে করহ উদ্ধার ॥" ৪৯ ॥

উহার বৈষ্ণবাপরাধহেতু প্রভুর সক্রোধ বচন ও উদ্ধারে অসম্মতি ঃ—

এত শুনি' মহাপ্রভুর হইল ক্রুদ্ধ মন ।
ক্রোধাবেশে বলে তারে তর্জ্জন-বচন ॥ ৫০ ॥
"আরে পাপি, ভক্তদ্বেষি, তোরে না উদ্ধারিমু ।
কোটিজন্ম এই মতে কীড়ায় খাওয়াইমু ॥ ৫১ ॥
শ্রীবাসে করাইলি তুই ভবানী-পূজন ।
কোটি জন্ম হবে তোর রৌরবে পতন ॥ ৫২ ॥
পাষণ্ডী সংহারিতে মোর এই অবতার ।
পাষণ্ডী সংহারি' ভক্তি করিমু সঞ্চার ॥" ৫৩ ॥

বৈষ্ণবাপরাধীর নিয়ত কষ্টভোগহেতু সহজে মৃত্যু নাই ঃ—

এত বলি' গেলা প্রভু করিতে গঙ্গাস্নান ।
সেই পাপী দুঃখ ভোগে, না যায় পরাণ ॥ ৫৪ ॥

প্রভুর আগমনে উহার শরণাগতি ঃ—

সন্ন্যাস করিয়া যবে প্রভু নীলাচলে গেলা ।
তথা হৈতে যবে কুলিয়া গ্রামে আইলা ॥ ৫৫ ॥
তবে সেই পাপী প্রভুর লইল শরণ ।
হিত-উপদেশ কৈল হইয়া করুণ ॥ ৫৬ ॥

শ্রীবাসপণ্ডিতের নিকট অপরাধ-ক্ষমার জন্য প্রভুর উপদেশ ঃ—

"শ্রীবাস পণ্ডিতের স্থানে আছে অপরাধ ।
তথা যাহ, তেঁহো যদি করেন প্রসাদ ॥ ৫৭ ॥

শরণাগতির পর পুনরায় পাপাচরণ নিষেধ ঃ—

তবে তোমার হবে এই পাপ-বিমোচন ॥
যদি পুনঃ ঐছে নাহি কর আচরণ ॥" ৫৮ ॥

গোপাল-চাপালের শ্রীবাস-চরণে শরণ গ্রহণ ও অপরাধ-মোচন ঃ—

তবে বিপ্র লইল শ্রীবাসের শরণ ।
তাঁহার কৃপায় হৈল পাপ-বিমোচন ॥ ৫৯ ॥

আর এক দুর্ব্বুদ্ধি বিপ্রের প্রভুকে শাপ-প্রদান-কার্য্য ঃ—

আর এক বিপ্র আইল কীর্ত্তন দেখিতে ।
দ্বারে কপাট,—না পাইল ভিতরে যাইতে ॥ ৬০ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

করিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন এবং হাড়ি ডাকাইয়া সেই মদ্যাদি কদর্য্য দ্রব্যসকল দূরে নিক্ষেপ করত জল-গোময়দ্বারা সেই স্থান পরিশুদ্ধ করিলেন। সেই বৈষ্ণবাপরাধে গোপাল-চাপালের গলৎকুষ্ঠ-রোগ হইয়াছিল।

অনুভাষ্য

৩৭। চৈতন্যভাগবতে 'গোপাল চাপালের' বৃত্তান্ত পাওয়া যায় না।

৪১। বোলাইয়া—ডাকিয়া।

৫২। ভবানীপূজা যে অবৈষ্ণবের কৃত্য অর্থাৎ বৈষ্ণবের কৃত্য নহে, তাহা প্রভু গর্হণপূর্ব্বক মানবকে অন্তরে বহ্বীশ্বরবাদ পোষণকারী অর্থাৎ বহুদেবদেবীর উপাসনার পক্ষপাতী প্রাকৃত বিদ্ধবৈষ্ণবকে 'দুঃসঙ্গ' বলিয়া জ্ঞান করিতে শিক্ষা দিলেন।

৫৪। ভোগে—ভোগ করে।

৫৫। 'কুলিয়া'-গ্রাম—বর্ত্তমান 'নবদ্বীপ সহর'। "সবে গঙ্গা মধ্যে নদীয়ায় কুলিয়ায়"—চৈঃ ভাঃ অন্ত্য, ৩য় অঃ ; কুলিয়া—গঙ্গার পশ্চিমপারে ও নবদ্বীপ—পূর্ব্বপারে। 'ভক্তিরত্নাকর'—দ্বাদশ তরঙ্গ, 'চৈতন্যচরিত মহাকাব্য', 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটকে' ও 'চৈতন্যভাগবতে' গঙ্গার পশ্চিম-তীরস্থিত কুলিয়ার উল্লেখ দ্রষ্টব্য। কোলদ্বীপের অন্তর্গত কুলিয়া-গ্রামে অদ্যাবধি 'কুলিয়ার গঞ্জ' বলিয়া একটী পল্লী আছে; 'কুলিয়ার দহ' বলিয়া জলস্রোত আছে, তাহা বর্ত্তমান মিউনিসিপ্যাল-সহর নবদ্বীপের মধ্যে। গঙ্গার পশ্চিমপারে শ্রীমহাপ্রভুর সময়ে 'কুলিয়া' ও 'পাহাড়পুর' নামে গ্রাম ছিল। উহা 'বাহির দ্বীপে'র মাঠের মধ্যে। কিন্তু তৎকালে এবং তদবধি গঙ্গার পূর্ব্বপারস্থিত 'অন্তর্দ্বীপে'ই নবদ্বীপ ছিল। উহা শ্রীমায়াপুরে 'দ্বীপের মাঠ' বলিয়া অদ্যাপি প্রসিদ্ধ।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৫৫। কুলিয়াগ্রাম—গঙ্গার পূর্ব্বপারে তৎকালে নবদ্বীপ ছিল, অপরপারে কুলিয়া-গ্রাম এক্ষণে 'নবদ্বীপ'-নামে খ্যাত।

ফিরি' গেল বিপ্র ঘরে মনে দুঃখ পাঞা ।
আর দিন প্রভুকে কহে গঙ্গায় দেখিয়া ॥ ৬১ ॥
"শাপিব তোমারে মুঞি, পাঞাছি মনোদুঃখ ।"
পৈতা ছিণ্ডিয়া শাপে প্রচণ্ড দুর্ম্মুখ ॥ ৬২ ॥
"সংসার-সুখ তোমার হউক বিনাশ ।"
শাপ শুনি' মহাপ্রভুর হইল উল্লাস ॥ ৬৩ ॥
প্রভুর শাপ-বার্ত্তা শুনে হঞা শ্রদ্ধাবান্ ।
ব্রহ্মশাপ হৈতে তার হয় পরিত্রাণ ॥ ৬৪ ॥

মুকুন্দের দণ্ডানুগ্রহ ঃ—

মুকুন্দ-দত্তেরে কৈল দণ্ড-পরসাদ ।
খণ্ডিল তাহার চিত্তে সব অবসাদ ॥ ৬৫ ॥

অদ্বৈতের দণ্ড-প্রসাদ ঃ—

আচার্য্য-গোসাঞিরে প্রভু করে গুরুভক্তি ।
তাহাতে আচার্য্য বড় হয় দুঃখমতি ॥ ৬৬ ॥
ভঙ্গী করি' জ্ঞানমার্গ করিল ব্যাখ্যান ।
ক্রোধাবেশে প্রভু তারে কৈল অবজ্ঞান ॥ ৬৭ ॥
তবে আচার্য্য-গোসাঞির আনন্দ হইল ।
লজ্জিত হইয়া প্রভু প্রসাদ করিল ॥ ৬৮ ॥

মুরারিগুপ্তের ঐকান্তিকী শ্রীরামনিষ্ঠা ঃ—

মুরারিগুপ্ত-মুখে শুনি' রাম-গুণগ্রাম ।
ললাটে লিখিল তাঁর 'রামদাস' নাম ॥ ৬৯ ॥

শ্রীধর-গৃহে লৌহপাত্রে জলপান ও বরপ্রদান ঃ—

শ্রীধরের লৌহপাত্রে কৈল জলপান ।
সমস্ত ভক্তেরে দিল ইষ্ট বরদান ॥ ৭০ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৬৫। প্রভুর মহাপ্রকাশের দিবস মুকুন্দদত্ত দ্বারের বাহিরে পড়িয়াছিলেন। প্রভু এক এক করিয়া অন্য ভক্তগণকে প্রসাদ করিলে, তাঁহারা মুকুন্দদত্ত বাহিরে আছে, একথা প্রভুকে জানাইলেন। প্রভু কহিলেন,—'আমি মুকুন্দদত্তের প্রতি শীঘ্র প্রসন্ন হইব না, কেননা, সে-ব্যক্তি ভক্তগণের নিকটে 'শুদ্ধভক্তি'র কথা বলে এবং মায়াবাদীদের নিকটে বসিয়া যোগবাশিষ্ট-লিখিত 'মায়াবাদ' স্বীকার করে ; তাহাতে আমার সর্ব্বদা দুঃখ হয়।' মুকুন্দদত্ত বাহির হইতে সে কথা শুনিয়া কহিল,—'ধন্য আমি, যেহেতু জগত্তারণ মহাপ্রভু শীঘ্রই না করুন, কোনকালেও আমার প্রতি কৃপা করিবেন।' মুকুন্দদত্তের মায়াবাদীর সঙ্গ-পরিত্যাগে দৃঢ়তা জানিতে পারিয়া প্রভু তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ নিকটে আনাইয়া প্রসন্নতা প্রকাশ করিলেন। এই কার্য্যে মায়াবাদি-সঙ্গরূপ অপরাধের দণ্ড দানপূর্ব্বক শুদ্ধভক্তসঙ্গের ফলস্বরূপ প্রসাদ করিলেন।

৬৬-৬৮। অদ্বৈতাচার্য্য মহাপ্রভুর গুরু ঈশ্বরপুরীর গুরুভাই, তন্নিবন্ধন প্রভু স্বীয় দাস হইলেও তাঁহাকে গুরুবৎ ভক্তি করেন। অদ্বৈত মহাপ্রভুর সেইরূপ গৌরবপ্রদানকার্য্যে দুঃখিত হইয়া মহাপ্রভুর দণ্ডপ্রসাদ লইবার জন্য শান্তিপুরে গিয়া কতকগুলি দুর্ভাগা ব্যক্তির নিকট জ্ঞানমার্গ ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। তচ্ছ্রবণে প্রভু ক্রোধাবিষ্ট হইয়া শান্তিপুরে গিয়া অদ্বৈতপ্রভুকে উত্তমরূপে প্রহার করিলেন। সেই প্রহার লাভ করিয়া অদ্বৈত-প্রভু এই বলিয়া নাচিতে লাগিলেন,—"দেখ, আজ আমার বাঞ্ছা সফল হইল। মহাপ্রভু কৃপণতাপূর্ব্বক আমাকে গুরুজ্ঞান করিতেন ; অদ্য নিজদাস ও শিষ্যজ্ঞানে আমাকে মায়াবাদরূপ দুর্ম্মতি হইতে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিলেন।" অদ্বৈতাচার্য্যের এই ভঙ্গি দেখিয়া প্রভু লজ্জিত হইয়া তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইলেন।

৬৯। একদিন মহাপ্রভু রামমন্ত্রোপাসক মুরারিগুপ্তকে শ্রীরামের স্তবপাঠ করিতে বলিলেন। মুরারি মহাপ্রেমে রামাষ্টক পাঠ করিলেন,—'ইত্থং নিশম্য রঘুনন্দনরাজসিংহশ্লোকাষ্টকং স ভগবান্ চরণং মুরারেঃ। বৈদ্যস্য মূর্দ্ধ্নি বিনিধায় লিলেখ ভালে ত্বং 'রামদাস' ইতি ভো ভব মৎ-প্রসাদাৎ।'

৭০। প্রথম নগরকীর্ত্তন-রাত্রে কাজিকে উদ্ধার করিলে পর চাঁদকাজি কীর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে শ্রীধরের অঙ্গন পর্য্যন্ত আসিয়া-

অনুভাষ্য

কাঁচড়াপাড়ার নিকটে যে 'কুলিয়া'-নামক গ্রাম আছে, উহা উপরিউক্ত কুলিয়া-গ্রাম বা 'অপরাধ-ভঞ্জনের পাট' নহে। ধামবিদ্বেষমূলে কল্পনা ও ভ্রমবশে মাত্র কয়েক বর্ষ হইল, তাদৃশ মিথ্যা-ধারণার উৎপত্তি হইয়াছে।

৬৪। মায়াধীশ প্রভুকে শাপাদির অধীন বা যমদণ্ড্য ও কর্ম্ম-ফলাধীন জীব জানিয়া পাষণ্ডতা আবাহন করিবার পরিবর্ত্তে নিত্যসেব্য পরমেশ্বর বলিয়া জানিলেই জীবের অনাদি-কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখতা দূর হয়। এই ঘটনা চৈতন্যভাগবতে নাই।

৬৫। মুকুন্দের দণ্ডকৃপা—চৈঃ ভাঃ মধ্য, ১০ম অঃ দ্রষ্টব্য।

৬৯। চৈতন্যমঙ্গল মধ্যখণ্ড—'রামং জগত্রয়গুরুং সততং ভজামি।' "এইমতে রঘুবীরাষ্টক শ্লোক শুনি'। মুরারি-মস্তকে পদ দিলা ত' আপনি।। 'রামদাস' বলি' নাম লিখিলা কপালে। মোর পরসাদে তুমি 'রামদাস' হইলে।। ইহা বলি' রাম-রূপ দেখাইল তারে। স্তব করে মুরারি পড়িয়া পদতলে।।" মুরারিগুপ্তের প্রতি প্রভুর কৃপা—চৈঃ ভাঃ মধ্য, ১০ অঃ দ্রষ্টব্য।

৭০। শ্রীধরের লৌহপাত্রে প্রভুর জলপান—চৈঃ ভাঃ মধ্য, ২৩ অঃ দ্রষ্টব্য।

ঠাকুর হরিদাসকে কৃপা, শচীর অপরাধ-মোচনাভিনয় ঃ—

হরিদাস ঠাকুরের করিল প্রসাদ ।
আচার্য্য-স্থানে মাতার খণ্ডাইল অপরাধ ॥ ৭১ ॥

এক পাষণ্ড ছাত্রের শ্রীনামে অর্থবাদ ঃ—

ভক্তগণে প্রভু নাম-মহিমা কহিল ।
শুনিয়া পড়ুয়া তাহাঁ অর্থবাদ কৈল ॥ ৭২ ॥
নামে স্তুতিবাদ শুনি' প্রভুর হৈল দুঃখ ।
সবারে নিষেধিল,—"ইহার না দেখিহ মুখ ॥"৭৩॥

সগণ সবস্ত্র গঙ্গাস্নান ও একমাত্র অভিধেয় ভক্তির মহিমা কীর্ত্তন ঃ—

সগণে সচেলে গিয়া কৈল গঙ্গাস্নান ।
ভক্তির মহিমা তাহাঁ করিল ব্যাখ্যান ॥ ৭৪ ॥
জ্ঞান-কর্ম্ম-যোগ-ধর্ম্মে নহে কৃষ্ণ বশ ।
কৃষ্ণবশ-হেতু এক—কৃষ্ণপ্রেম-রস ॥ ৭৫ ॥

শ্রীমদ্ভাগবত (১১।১৪।২০)—

না সাধয়তি মাং যোগো ন সাঙ্খ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব ।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তির্মমোর্জ্জিতা ॥ ৭৬ ॥

মুরারিকে প্রশংসা ঃ—

মুরারিকে কহে প্রভু,—কৃষ্ণ বশ কৈলা ।
শুনিয়া মুরারি শ্লোক কহিতে লাগিলা ॥ ৭৭ ॥

শ্রীমদ্ভাগবত (১০।৮১।১৬)—

ক্বাহং দরিদ্রঃ পাপীয়ান্ ক্ব কৃষ্ণঃ শ্রীনিকেতনঃ ।
ব্রহ্মবন্ধুরিতি স্মাহং বাহুভ্যাং পরিরম্ভিতঃ ॥ ৭৮ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

ছিলেন। সেইখানে কীর্ত্তনবিশ্রাম হইলে মহাপ্রভু কৃপা করিয়া শ্রীধরের ফুটা-লৌহপাত্রে যে জল ছিল, তাহা 'ভক্তদত্ত জল' বলিয়া পান করিলেন। কাজি সেইস্থল হইতে ফিরিয়া গেলেন। মায়াপুরের উত্তর-পূর্ব্বাংশে সেই স্থানটীকে এখন পর্য্যন্ত 'কীর্ত্তন-বিশ্রামস্থান' বলিয়া থাকে।

৭১। মহাপ্রকাশ-দিবসে হরিদাসকে মহাপ্রভু আলিঙ্গন করিয়া তাঁহাকে প্রহ্লাদের অবতার নির্দ্দেশ করত বরদান করেন।

বিশ্বরূপ সন্ন্যাস করায় শচীমাতা অদ্বৈত-আচার্য্যকে দোষারোপ করিয়াছিলেন। তাহাতে তাঁহার যে বৈষ্ণবাপরাধ হয়, তাহা, জননীকে আচার্য্যের পদধূলি লওয়াইয়া খণ্ডন করেন।

৭২-৭৩। একদিন মহাপ্রভু ভক্তগণের নিকট নামের অপার মহিমা বর্ণন করিলেন, তাহা শুনিয়া কোন দুর্ভাগা পড়ুয়া কহিল,—'এইসকল নাম-মহিমা প্রকৃত নয় ; শাস্ত্রে নামের স্তুতিবাদ মাত্র করিয়াছেন।' এইপ্রকার নাম-মহিমার অন্যার্থ করিলে নামে 'অর্থবাদরূপ' নামাপরাধ হয়। নামাপরাধ-তুল্য অন্য কোনপ্রকার অপরাধ ভয়ঙ্কর নহে। সেই অপরাধি-পড়ুয়ার মুখ দর্শন করিতে নিষেধ করিয়া প্রভু সগণে সচেলে অর্থাৎ সবস্ত্রে গঙ্গাস্নান করিলেন। তাৎপর্য্য এই,—নামাপরাধীর মুখ দেখিলে সবস্ত্রে স্নান করা উচিত—ইহাই শিক্ষা।

অনুভাষ্য

৭১। ঠাকুর হরিদাসকে কৃপা—চৈঃ ভাঃ মধ্য, ১০ম এবং শচীমাতাকে প্রভুর কৃপা—চৈঃ ভাঃ মধ্য, ২২ অধ্যায়।

৭২। সাক্ষাৎ কৃষ্ণাভিন্ন শ্রীনামপ্রভুর মহিমাকে 'অতিস্তুতি' 'অপ্রকৃত' অতএব 'অসত্য'-জ্ঞানে ভেদবুদ্ধির নামই 'অর্থবাদ' বা (মিথ্যা) স্তুতিবাদ, অথবা নিন্দাবাদ—উহা নিতান্ত পাষণ্ডতা বা নাস্তিকতা অর্থাৎ ঈশ্বর-বিরোধ-মাত্র।

৭৬। শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলিলেন,—

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৭৬। হে উদ্ধব, আমার প্রতি প্রবলা ভক্তি যেরূপ আমাকে বাধ্য করিতে পারে, অষ্টাঙ্গ-যোগ, অভেদ-ব্রহ্মবাদরূপ সাংখ্যজ্ঞান, ব্রাহ্মণের স্বশাখা-অধ্যয়নরূপ স্বাধ্যায়, সর্ব্ববিধ তপস্যা ও ত্যাগরূপ সন্ন্যাসাদি-দ্বারা আমি সেরূপ বাধ্য হই না।

৭৮। কোথায় আমি অতি পাপিষ্ঠ দরিদ্র, কোথায় শ্রীনিকেতন কৃষ্ণ! অযোগ্য ব্রাহ্মণ-সন্তান জানিয়া তিনি আমাকে আলিঙ্গন করিলেন,—ইহা অতি আশ্চর্য্যের বিষয়।

অনুভাষ্য

হে উদ্ধব, যোগঃ (মরুন্নিয়মজ-যমনিয়মাসনপ্রাণায়ামাদিঃ), সাংখ্যং (কপিলকথিতং তত্ত্বসংখ্যানং), ধর্ম্মঃ (বর্ণাশ্রমধর্ম্মঃ). স্বাধ্যায়ঃ (বেদাধ্যয়নং), তপঃ, ত্যাগঃ (সন্ন্যাসঃ), [তথা] মাং ন সাধয়তি (বশীকরোতি) যথা মম উর্জ্জিতা (বর্দ্ধিতা) ভক্তিঃ [মাং বশীকরোতি]।

৭৭। মহাপ্রভু মুরারিকে বলিলেন,—'তুমি তোমার নিজ প্রেমভক্তিদ্বারা কৃষ্ণকে বাধ্য করিয়াছ।' মুরারি তদুত্তরে 'সুদামা'-বিপ্রকথিত ভাগবতোক্ত শ্লোকটী উচ্চারণ করিয়া প্রত্যুত্তর দিলেন।

৭৮। গৃহগমনরত 'শ্রীদাম' বা 'সুদামা' বিপ্রের মনে মনে উক্তি.—"দরিদ্রঃ (সমৃদ্ধিরহিতঃ) পাপীয়ান্ (পাপসহিতঃ) অহং ক্ব ? শ্রীনিকেতনঃ (ঐশ্বর্য্যমূলবিগ্রহঃ নিখিলপুণ্যাশ্রয়ঃ) কৃষ্ণঃ ক্ব ? অহং ব্রহ্মবন্ধুঃ (শৌক্রবিপ্রাধমঃ) [তয়া কৃষ্ণেন] বাহুভ্যাং পরিরম্ভিতঃ (আলিঙ্গিতঃ)। (অযোগ্যে ময়ি ব্রহ্মবন্ধৌ কৃষ্ণালিঙ্গনং কদাপি ন সম্ভবতীতি কৃষ্ণস্য মহত্ত্বমেব দর্শিতং বক্তুর্দৈন্য-ব্যঞ্জকঞ্চ)।

৭৭-৭৮। মহাপ্রভুর কথিত বাক্য অনুকূলভাবে স্বীকার করিলে 'কৃষ্ণবশকারিত্ব-শক্তি মুরারির নাই, কৃষ্ণের নিজভক্ত-বাৎসল্যগুণে তিনি অযোগ্য দাসকে অবান্তর গৌণবিষয়ান্তরের

প্রভুর আম্রবৃক্ষ-রোপণ ও ফলদান-কাহিনী ঃ—

একদিন প্রভু সব ভক্তগণ লঞা।
সঙ্কীর্ত্তন করি' বৈসে শ্রমযুক্ত হঞা ॥ ৭৯ ॥
এক আম্রবীজ প্রভু অঙ্গনে রোপিল।
ততক্ষণে জন্মিয়া বৃক্ষ বাড়িতে লাগিল ॥ ৮০ ॥
দেখিতে দেখিতে বৃক্ষ লাগিল ফলিতে।
পাকিল অনেক ফল, সবেই বিস্মিতে ॥ ৮১ ॥
শত দুই ফল প্রভু শীঘ্র পাড়াইল।
প্রক্ষালন করি' কৃষ্ণে ভোগ লাগাইল ॥ ৮২ ॥
রক্ত-পীতবর্ণ,—নাহি অষ্ঠি-বল্কল।
একজনের পেট ভরে—খাইলে এক ফল ॥ ৮৩ ॥
দেখিয়া সন্তুষ্ট হৈলা শচীর নন্দন।
সবাকে খাওয়াল আগে করিয়া ভক্ষণ ॥ ৮৪ ॥
অষ্ঠি-বল্কল নাহি,—অমৃত-রসময়।
এক ফল খাইলে রসে উদর পূরয় ॥ ৮৫ ॥
এইমত প্রতিদিন ফলে বারমাস।
বৈষ্ণব খায়েন ফল,—প্রভুর উল্লাস ॥ ৮৬ ॥
এইসব লীলা করে শচীর নন্দন।
অন্য লোক নাহি জানে বিনা ভক্তগণ ॥ ৮৭ ॥
এই মত বারমাস কীর্ত্তন-অবসানে।
আম্রমহোৎসব প্রভু করে দিনে দিনে ॥ ৮৮ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৭৯-৮৬। কোনদিবস প্রভু ভক্তগণের সহিত নগরকীর্ত্তনে শ্রমযুক্ত হইয়া যে স্থানে পৌঁছিয়াছিলেন, তথাকার সেই ভক্তের অঙ্গনে এক আম্রবীজ রোপণ করিলে তৎক্ষণাৎ ফল হইয়া আম্র-মহোৎসব হইল। সেই স্থানটী সম্প্রতি 'আম্রঘট্ট' (আমঘাটা) বলিয়া প্রসিদ্ধ।

অনুভাষ্য

উপলক্ষণে অভাবনীয় সৌভাগ্যের অধিকারী করেন,—এইরূপ ভাবিয়াই ঐ শ্লোকের উচ্চারণ।

মহাপ্রভুর কথিত বাক্য নিজস্বার্থের প্রতিকূল জানিয়া তদ্রহিত করিবার উদ্দেশে এই শ্লোক উচ্চারিত হইয়া থাকিলে মুরারিগুপ্ত বলিলেন,—'আমি কৃষ্ণবশ করিতে সম্পূর্ণ অযোগ্য, কৃষ্ণবশ করিতে পারিলাম না।' শ্রীদামা-বিপ্র দরিদ্রতা, পাপপ্রবণতা, অব্রাহ্মণতা প্রভৃতি নিজ অযোগ্যতাসমূহ উল্লেখ করিয়া কৃষ্ণালিঙ্গনরূপ নিজ-সৌভাগ্য প্রখ্যাপন করিয়াছিলেন, কিন্তু মুরারিগুপ্ত ভাবিতেছেন,—'সেরূপভাবেও আমি অযোগ্য।'

দশম-টিপ্পনী 'বৈষ্ণব-তোষণী'তে শ্লোকটীর অর্থ এইরূপ কথিত হইয়াছে,—"ক্কেতি। পাপীয়ান্ দুর্ভগঃ ; কৃষ্ণঃ সাক্ষাৎ ভগবান্ ; এবং কৃষ্ণত্ব-পাপীয়স্ত্বয়োস্তথা দারিদ্র্য-শ্রীনিকেতত্বয়োর্বিরোধঃ, তথাপি ব্রহ্মবন্ধুঃ বিপ্রকুলজাত ইতি বাহুভ্যাং দ্বাভ্যামেব পরিরম্ভিতঃ পরিরব্ধঃ। 'স্ম'—বিস্ময়ে। এবং পরিরম্ভে বিপ্রত্বমেব কারণমুক্তং, ন তু সখ্যং, তত্রাত্মনোঽতীবাযোগ্যত্বমননাৎ। অতো ভগবতো ব্রহ্মণ্যতৈব শ্লাঘিতা, ন তু ভক্তবৎসলতাপীতি।"*

ইহার পূর্ব্বশ্লোকে সুদামার ভাব এরূপ লিপিবদ্ধ আছে যে,—

অনুভাষ্য

যে-বক্ষে প্রাণাধিকা কমলা বিরাজ করেন, সেই বক্ষদ্বারা ব্রাহ্মণ-সম্বন্ধীয় প্রীতি-বশে ব্রহ্মণ্যদেব মাদৃশ লক্ষ্মীহীন দরিদ্রকে আলিঙ্গন করিলেন। এই শ্লোকের ভাবানুসারে উদ্ধৃত পরশ্লোকের টীকায় উক্ত হইয়াছে যে,—'বিপ্রত্বই আলিঙ্গনের কারণ,—সখ্যত্ব নহে ; এবং দৈন্যক্রমে সুদামা-বিপ্র স্বয়ং নিতান্ত অযোগ্য, তিনি স্বয়ং ব্রাহ্মণবৃত্ত নহেন, কেবল ভগবান্ই ব্রহ্মণ্যতার শ্রেষ্ঠত্ব ও নিজের উপাদেয়ত্ব প্রদর্শনের জন্য একজন ব্রহ্মবন্ধুকেও তাদৃশ প্রীতি দেখাইলেন—ইহাই বিস্ময়ের বিষয়। সুদামা-বিপ্র নিজ-দৈন্য ও নিজের অনুৎকর্ষতা জ্ঞাপন করিবার উদ্দেশে আপনাকে 'ব্রহ্মবন্ধু' বলিয়া গর্হণ করিলেন এবং ব্রহ্মবন্ধুর প্রতিও কৃষ্ণের অসামান্য অনুগ্রহ আছে, ইহা ব্যক্ত করিয়া নিজের দৈন্য ও ব্রহ্মস্বভাবের প্রকৃত পরিচয় দিলেন। এতদ্দ্বারা সুদামাবিপ্র নিজেদের মাহাত্ম্য-ত্যাগের জ্বলন্ত আদর্শই দেখাইলেন। ব্রহ্মবন্ধুত্ব—নিজত্ব বা নিজের কৃতিত্ব নহে, পরন্তু ব্রহ্মবন্ধুত্বরূপ বিষয়ান্তরই—যাহা সুদামাবিপ্রের নিজ-সম্পত্তি নহে, উহাই—কৃষ্ণপ্রীতির কারণ ; নিজমহত্ত্ব বা নিজের কৃষ্ণভক্তি, কৃষ্ণকে তাদৃশ-কার্য্যে বাধ্য করে নাই।

মুরারিগুপ্তও তাদৃশভাবাবলম্বনে নিজমহত্ত্ব আবরণ করিয়া দৈন্য প্রদর্শন করিলেন। মুরারিগুপ্ত তাৎকালিক সামাজিক-দৃষ্টিতে শৌক্রশূদ্রমাত্র, 'ব্রহ্মবন্ধু'-শব্দবাচ্য নহেন। তবে "স্ত্রীশূদ্রদ্বিজবন্ধূনাং ত্রয়ী ন শ্রুতিগোচরা" এই (ভাঃ ১।৪।২৫) শ্লোকের তাৎপর্য্য বিচারপূর্ব্বক মুরারিগুপ্ত শূদ্রসাম্যে দ্বিজবন্ধুত্বেরও উপমা গ্রহণ করিয়াছিলেন।

** "ক্বাহং দরিদ্রঃ'-শ্লোকের অর্থ বলিতেছেন। আমি 'পাপীয়ান্'—ভাগ্যহীন এবং কৃষ্ণ—সাক্ষাৎ ভগবান্। এইরূপে কৃষ্ণত্ব ও পাপীয়ত্ব যেরূপ পরস্পর বিরুদ্ধ, তদ্রূপ দারিদ্র্য ও শ্রীনিকেতনত্ব। তথাপি ব্রাহ্মণাধম আমি বিপ্রকুল-জাত, এইহেতু 'বাহুভ্যাং'—দুই বাহুদ্বারাই 'পরিরম্ভিত'—আলিঙ্গিত। এইপ্রকার আলিঙ্গনের যে কারণ, তাহা বিপ্রত্বই, সখ্যভাবে নহে—এস্থলে ইহা নিজের অতীব অযোগ্যতা মননহেতু উক্ত হইয়াছে। অতএব এই শ্লোকে ভগবানের ব্রহ্মণ্যতাই প্রশংসিত হইয়াছে, তাঁহার ভক্তবাৎসল্য নহে।*

কীর্ত্তনকালে প্রভুর মেঘবর্ষণ-নিবারণ ঃ—

কীর্ত্তন করিতে প্রভু, আইলা মেঘগণ ।
আপন-ইচ্ছায় কৈল মেঘ নিবারণ ॥ ৮৯ ॥

শ্রীবাসের বিষ্ণুসহস্রনাম পাঠ ঃ—

একদিন প্রভু শ্রীবাসে আজ্ঞা দিল ।
'বৃহৎ সহস্রনাম' পড়, শুনিতে মন হৈল ॥ ৯০ ॥

প্রভুর নৃসিংহাবেশ-লীলা ঃ—

পড়িতে আইলা স্তবে নৃসিংহের নাম ।
শুনিয়া আবিষ্ট হৈলা প্রভু গুণধাম ॥ ৯১ ॥

পাষণ্ডের একমাত্র শাস্তা শ্রীনৃসিংহের আবেশে প্রভুর পাষণ্ডি-দ্রাবণ ঃ—

নৃসিংহ-আবেশে প্রভু হাতে গদা লঞা ।
পাষণ্ডী মারিতে যায় নগরে ধাইয়া ॥ ৯২ ॥
নৃসিংহ-আবেশ দেখি' মহাতেজোময় ।
পথ ছাড়ি' ভাগে লোক পাঞা বড় ভয় ॥ ৯৩ ॥

প্রভুর ক্রোধ-সম্বরণ ও করুণা ঃ—

লোক-ভয় দেখি' প্রভুর বাহ্য হইল ।
শ্রীবাস-গৃহেতে গিয়া গদা ফেলাইল ॥ ৯৪ ॥
শ্রীবাসে কহেন প্রভু করিয়া বিষাদ ।
"লোক ভয় পায়,—মোর হয় অপরাধ ॥" ৯৫ ॥

শ্রীবাসের উক্তি, গৌরনামে অপরাধ ক্ষয় ঃ—

শ্রীবাস বলেন,—"যে তোমার নাম লয় ।
তার কোটি অপরাধ সব হয় ক্ষয় ॥ ৯৬ ॥

গৌরদর্শনে সংসার-ধ্বংস ঃ—

অপরাধ নাহি, কৈলে লোকের নিস্তার ।
যে তোমা' দেখিল, তার ছুটিল সংসার ॥" ৯৭ ॥
এত বলি' শ্রীবাস করিল সেবন ।
তুষ্ট হঞা প্রভু আইলা আপন-ভবন ॥ ৯৮ ॥

মহাভাগ্যবান্ শৈবের স্কন্ধে আরূঢ় প্রভুর শিবাবেশ ঃ—

আর দিন শিবভক্ত শিবগুণ গায় ।
প্রভুর অঙ্গনে নাচে, ডম্বুরু বাজায় ॥ ৯৯ ॥
মহেশ-আবেশ হৈলা শচীর নন্দন ।
তার স্কন্ধে চড়ি' নৃত্য কৈল বহুক্ষণ ॥ ১০০ ॥

নৃত্যপরায়ণ ভিক্ষুককে প্রেমদান ঃ—

আর দিন এক ভিক্ষুক আইলা মাগিতে ।
প্রভুর নৃত্য দেখি' নৃত্য লাগিলা করিতে ॥ ১০১ ॥
প্রভু সঙ্গে নৃত্য করে পরম উল্লাসে ।
প্রভু তারে প্রেম দিল, প্রেমরসে ভাসে ॥ ১০২ ॥

জ্যোতিষীকে প্রভুর নিজ-পূর্ব্বপরিচয়-জিজ্ঞাসা ঃ—

আর দিনে জ্যোতিষ এক সর্ব্বজ্ঞ আইল ।
তাহারে সম্মান করি' প্রভু প্রশ্ন কৈল ॥ ১০৩ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৮৯। একদিন মহাপ্রভু দূরভূমিতে সঙ্কীর্ত্তন করিতেছিলেন, সেই সময় অত্যন্ত মেঘাড়ম্বর হইল। প্রভু ইচ্ছা করিয়া সেই মেঘকে যাইতে আজ্ঞা দেওয়ায় মেঘ তৎক্ষণাৎ অপসারিত হইল। এই কারণে সেই গঙ্গাচরভূমিকে 'মেঘের চর' বলিয়া বলিত। সম্প্রতি গঙ্গার স্রোতের পরিবর্ত্তনক্রমে 'বেলপুখুরিয়া'-গ্রাম সেই 'মেঘের চরে' স্থানান্তরিত হইয়াছে। বেলপুখুরিয়া পূর্ব্বে যেখানে ছিল, সে-স্থানের বর্ত্তমান নাম 'তারণবাস' ও 'টোটা' হইয়াছে।

অনুভাষ্য

ছান্দোগ্যোপনিষৎ-টীকায় শঙ্করাচার্য্য 'ব্রহ্মবন্ধু'-ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন,—"ব্রাহ্মণান্ বন্ধূন্ ব্যপদিশতি, ন স্বয়ং ব্রাহ্মণবৃত্তঃ।" (ভাঃ ১।৭।৫৭)—"বপনং দ্রবিণাদানং স্থানান্নির্যাপনং তথা। এষ হি ব্রহ্মবন্ধূনাং বধো নান্যোঽস্তি দৈহিকঃ।।" কূর্ম্মপুরাণে—"শূদ্রপ্রেষ্যো ভৃতো রাজ্ঞা বৃষলো গ্রামযাজকঃ। বধবন্ধোপজীবী চ ষড়েতে ব্রহ্মবন্ধবঃ।।' ব্রহ্মবন্ধু বা কেবল শৌক্রব্রাহ্মণত্ব নিজ-যোগ্যতার পরিচয় নহে, পরন্তু তাহাতে বস্ত্বন্তর-সাপেক্ষত্বই সিদ্ধ হয়।

৭৯-৮৬। এই ঘটনা চৈতন্যভাগবতে নাই।

৮৯। চৈতন্যমঙ্গল মধ্যখণ্ড—"দিন অবসান, সন্ধ্যা ধন্য দিগন্তর। আচম্বিতে মেঘারম্ভ গগনমণ্ডল।। ঘন ঘন গরজয় গম্ভীর নিনাদে। দেখিয়া বৈষ্ণবগণ গণিল প্রমাদে।। তবে মহাপ্রভু সে মন্দিরা করি' করে। নামগুণ-সঙ্কীর্ত্তন করে উচ্চৈঃস্বরে।। দেবলোক কৃতার্থ করিব হেন মনে। ঊর্দ্ধমুখ চাহে প্রভু আকাশের পানে।। দূরে গেল মেঘগণ প্রকাশ আকাশ। হরিষে বৈষ্ণবগণের বাড়িল উল্লাস।। নিরমল ভেল শশী-রঞ্জিত রজনী। অনুগত গুণ গায় নাচয়ে আপনি।।"

৯০-৯৫। চৈতন্যমঙ্গল মধ্যখণ্ড—"পিতৃকর্ম্ম করে সেই শ্রীবাসপণ্ডিত। শুনয়ে 'সহস্রনাম' অতি শুদ্ধচিত।। হেনকালে সেই ঠাঁঞি গেলা গৌরহরি। শুনয়ে 'সহস্রনাম' মনোরথ পূরি।। শুনিতে শুনিতে ভেল নৃসিংহ-আবেশ। ক্রোধে রাঙা দু'নয়ন, ঊর্দ্ধ ভেল কেশ।। পুলকিত সব অঙ্গ অরুণ বরণ। ঘনঘন হুঙ্কার সিংহের গর্জ্জন।। আচম্বিতে গদা লঞা ধাইল সত্বর। দেখিয়া সকল লোক কাঁপিল অন্তর।। সব সম্বরিয়া প্রভু বসিলা আসনে। না জানি, কি অপরাধ ভৈগেলা আমার।।"

৯৩। ভাগে—পলায়ন করে। এই ঘটনা চৈতন্যভাগবতে নাই।

৯৯-১০০। চৈঃ ভাঃ মধ্য, অষ্টম অঃ দ্রষ্টব্য।

"কে আছিলুঁ পূর্ব্বজন্মে আমি, কহ গণি'।"
গণিতে লাগিলা সর্ব্বজ্ঞ প্রভুবাক্য শুনি' ॥ ১০৪ ॥

জ্যোতিষীর প্রভুকে পরমেশ্বর-জ্ঞান ঃ—

গণি' ধ্যানে দেখে সর্ব্বজ্ঞ,—মহাজ্যোতির্ম্ময়।
অনন্ত বৈকুণ্ঠ-ব্রহ্মাণ্ড—সবার আশ্রয় ॥ ১০৫ ॥
পরমতত্ত্ব, পরব্রহ্ম, পরম-ঈশ্বর।
দেখি' প্রভুর মূর্ত্তি সর্ব্বজ্ঞ হইল ফাঁফর ॥ ১০৬ ॥
বলিতে না পারে কিছু, মৌন হইল।
প্রভু পুনঃ প্রশ্ন কৈল, কহিতে লাগিল ॥ ১০৭ ॥
"পূর্ব্বজন্মে ছিলা তুমি পরম-আশ্রয়।
পরিপূর্ণ ভগবান্—সর্ব্বৈশ্বর্য্যময় ॥ ১০৮ ॥
পূর্ব্বে যৈছে ছিলা তুমি এবেং সেরূপ।
দুর্ব্বিজ্ঞেয় নিত্যানন্দ—তোমার স্বরূপ ॥" ১০৯ ॥

প্রভুর নিজ গোপপরিচয় প্রদান ঃ—

প্রভু হাসি' কৈলা,—'তুমি কিছু না জানিলা।
পূর্ব্বে আমি ছিলাম জাতিতে গোয়ালা ॥ ১১০ ॥
গোপগৃহে জন্ম ছিল, গাভীর রাখাল।
সেই পুণ্যে হৈলাঙ আমি ব্রাহ্মণ-ছাওয়াল ॥"১১১॥

জ্যোতিষীর শরণ গ্রহণ ও প্রেমলাভ ঃ—

সর্ব্বজ্ঞ কহে,—"আমি তাহা ধ্যানে দেখিলাঙ।
তাহাতে ঐশ্বর্য্য দেখি' ফাঁফর হইলাঙ ॥ ১১২ ॥
সেইরূপে এইরূপে দেখি একাকার।
কভু ভেদ দেখি, এই মায়ায় তোমার ॥ ১১৩ ॥

জ্যোতিষীকে কৃপা ও প্রেমদান ঃ—

যে হও, সে হও তুমি, তোমাকে নমস্কার।"
প্রভু তারে প্রেম দিল, কৈল পুরস্কার ॥ ১১৪ ॥

প্রভুর বলদেবাবেশে যমুনাকর্ষণ-লীলা ঃ—

একদিন প্রভু বিষ্ণুমণ্ডপে বসিয়া।
'মধু আন', 'মধু আন' বলেন ডাকিয়া ॥ ১১৫ ॥
নিত্যানন্দ-গোসাঞি প্রভুর আবেশ জানিল।
গঙ্গাজল-পাত্র আনি' সম্মুখে ধরিল ॥ ১১৬ ॥
জল পান করিয়া নাচে হঞা বিহ্বল।
যমুনাকর্ষণ-লীলা দেখয়ে সকল ॥ ১১৭ ॥

চন্দ্রশেখর আচার্য্যরত্নের প্রভুকে বলদেবরূপে দর্শন ঃ—

মদমত্ত-গতি বলদেব-অনুকার।
আচার্য্য শেখর তাঁরে দেখে রামাকার ॥ ১১৮ ॥

বনমালী আচার্য্যের প্রভুহস্তে স্বর্ণহল-দর্শন ঃ—

বনমালী আচার্য্য দেখে সোণার লাঙ্গল।
সবে মিলি' নৃত্য করে আনন্দে বিহ্বল ॥ ১১৯ ॥
এইমত নৃত্য হইল চারি প্রহর।
সন্ধ্যায় গঙ্গাস্নান করি' সবে গেলা ঘর ॥ ১২০ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১১১। গাভীদিগকে সেবা করিলে পুণ্য হয় ; আমি রাখাল হইয়া পূর্ব্বজন্মে গাভী সেবা করিয়া যে পুণ্যার্জ্জন করিয়াছিলাম, তজ্জন্য (তৎফলে) আমি এবার 'ব্রাহ্মণ' হইয়াছি।

অনুভাষ্য

১০৩। সর্ব্বজ্ঞ—ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান, এই ত্রিকালবিৎ।

১০৪। অদ্যাপি পূর্ব্ববঙ্গে (বিশেষতঃ ঢাকা-বিভাগে) 'ছিল', 'ছিলে' ও 'ছিলাম' প্রভৃতি ক্রিয়াবিভক্তিস্থলে 'আছিল', 'আছিলা' ও 'আছিলাম' ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে।

১১০-১১১। সর্ব্বজ্ঞ জ্যোতিষীর সহিত প্রভুর রহস্যবাক্য।

১০৩-১১৪। জ্যোতিষীর বৃত্তান্ত চৈতন্যভাগবতে দৃষ্ট হয় না।

১১৬। চৈঃ ভাঃ মধ্য, ২৬ অঃ দ্রষ্টব্য।

১১৭। বলদেব গোকুলে গমনপূর্ব্বক চৈত্র ও বৈশাখমাসে গোপীজনে পরিবৃত হইয়া বাস করেন। বারুণী পান করত বলদেব জলক্রীড়ার জন্য যমুনাকে নিকটে আহ্বান করিলেন। (ভাঃ ১০।৬৫।২৫-৩০, ৩৩)—"স আজুহাব যমুনাং জলক্রীড়ার্থ-মীশ্বরঃ। নিজং বাক্যমনাদৃত্য মত্ত ইত্যাপগাং বলঃ। অনাগতাং হলাগ্রেণ কুপিতো বিচকর্ষ হ।। পাপে ত্বং মামনাদৃত্য যন্নায়াসি ময়াহুতা। নেষ্যে ত্বাং লাঙ্গলাগ্রেণ শতধা কামচারিণীম্।। এবং নির্ভর্ৎসিতা ভীতা যমুনা যদুনন্দনম্। উবাচ চকিতা বাচং পতিতা পাদয়োর্নৃপ।। রাম রাম মহাবাহো ন জানে তব বিক্রমম্। যস্যৈকাংশেন বিধৃতা জগতী জগতঃ পতে।। পরং ভাবং ভগবতো ভগবন্মামজানতীম্। মোক্তুমর্হসি বিশ্বাত্মন্ প্রপন্নাং ভক্তবৎসল।। ততো ব্যমুঞ্চৎ যমুনাং যাচিতো ভগবান্ বলঃ। বিজগাহ জলং স্ত্রীভিঃ করেণুভিরিবেভরাট্।। অদ্যাপি দৃশ্যতে রাজন্ যমুনাকৃষ্ট-বর্ত্মনা। বলস্যানন্তবীর্য্যস্য বীর্য্যং সূচয়তীব হি।।"

১১৯। চৈতন্যমঙ্গল মধ্যখণ্ড—"বনমালী-নাম তার পুত্র এক সঙ্গে। বিপ্রকুলে জন্ম, বৈসে পূর্ব্বদেশ বঙ্গে।। দেখিলেক কাঞ্চন-নির্ম্মিত কলেবর। রত্নবিভূষিত যেন সুমেরু-শিখর।। হলায়ুধ-

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১১৭। যমুনাকর্ষণলীলা—বলদেব একদিন যমুনার প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া হলমুষলদ্বারা যমুনাকে কর্ষণ করিয়াছিলেন। মহাপ্রভু বলদেবাবেশে যখন "মধু আন, মধু আন" বলিলেন, সে-সময়ে অপর সকলে পূর্ব্বোক্ত যমনুাকর্ষণ-লীলা দেখিতেছিল।

প্রভুর আজ্ঞায় সকলের গৃহে গৃহে কৃষ্ণকীর্ত্তন ঃ—

নগরিয়া লোকে প্রভু যবে আজ্ঞা দিলা ।
ঘরে ঘরে সঙ্কীর্ত্তন করিতে লাগিলা ॥ ১২১ ॥

নামগীতি ঃ—

'হরি হরয়ে নমঃ, কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ ।
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন ॥'১২২ ॥
মৃদঙ্গ-করতাল সঙ্কীর্ত্তন-মহাধ্বনি ।
'হরি' 'হরি'-ধ্বনি বিনা অন্য নাহি শুনি ॥ ১২৩ ॥

কীর্ত্তন-বিরোধী যবন ও কাজী ঃ—

শুনিয়া যে ক্রুদ্ধ হৈল সকল যবন ।
কাজী-পাশে আসি' সব কৈল নিবেদন ॥ ১২৪ ॥

কাজীর খোলভাঙ্গা, কীর্ত্তনবিরোধ ও নিষেধাজ্ঞা ঃ—

ক্রোধে সন্ধ্যাকালে কাজী এক ঘরে আইল ।
মৃদঙ্গ ভাঙ্গিয়া লোকে কহিতে লাগিল ॥ ১২৫ ॥
"এতকাল প্রকটে কেহ না কৈল হিন্দুয়ানি ।
এবে যে উদ্যম চালাও কার বল জানি' ॥ ১২৬ ॥
কেহ কীর্ত্তন না করিহ সকল নগরে ।
আজি আমি ক্ষমা করি' যাইতেছোঁ ঘরে ॥ ১২৭ ॥
আর যদি কীর্ত্তন করিতে লাগ পাইমু ।
সর্ব্বস্ব দণ্ডিয়া তার জাতি যে লইমু ॥" ১২৮ ॥

ক্ষুব্ধ সজ্জনগণের প্রভু-সমীপে আবেদন ঃ—

এত বলি' কাজী গেল,—নগরিয়া লোক ।
প্রভু-স্থানে নিবেদিল পাঞা বড় শোক ॥ ১২৯ ॥

প্রভুর ক্রোধ ও সকলকে সঙ্কীর্ত্তনে আদেশ ঃ—

প্রভু আজ্ঞা দিল—"যাহ, করহ কীর্ত্তন ।
মুঞি সংহারিমু আজি সকল যবন ॥" ১৩০ ॥
ঘরে গিয়া সব লোক করয়ে কীর্ত্তন ।
কাজীর ভয়ে স্বচ্ছন্দ নহে, চমকিত মন ॥ ১৩১ ॥
তা-সবার অন্তরে ভয় প্রভু মনে জানি' ।
কহিতে লাগিলা লোকে শীঘ্র ডাকি' আনি' ॥১৩২॥
"নগরে নগরে আজি করিমু কীর্ত্তন ।
সন্ধ্যাকালে কর সবে নগর মণ্ডন ॥ ১৩৩ ॥
সন্ধ্যাতে দেউটি সবে জ্বাল ঘরে ঘরে ।
দেখ, কোন্ কাজী আসি মোরে মানা করে ॥১৩৪॥
এত কহি' সন্ধ্যাকালে চলে গৌররায় ।
কীর্ত্তনের কৈল প্রভু তিন সম্প্রদায় ॥ ১৩৫ ॥

তিন সম্প্রদায়ে কীর্ত্তন বিভাগ ঃ—

আগে সম্প্রদায়ে নৃত্য করে হরিদাস ।
মধ্যে নাচে আচার্য্য-গোসাঞি পরম উল্লাস ॥১৩৬॥
পাছে সম্প্রদায়ে নৃত্য করে গৌরচন্দ্র ।
তাঁর সঙ্গে নাচি' বুলে প্রভু নিত্যানন্দ ॥ ১৩৭ ॥
বৃন্দাবন-দাস ইহা 'চৈতন্যমঙ্গলে' ।
বিস্তারি' বর্ণিয়াছেন, চৈতন্য-কৃপাবলে ॥ ১৩৮ ॥

কীর্ত্তনমুখে নবদ্বীপ-নগর ভ্রমণ ঃ-

এইমত কীর্ত্তন করি' নগরে ভ্রমিলা ।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে প্রভু কাজীদ্বারে গেলা ॥ ১৩৯ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১২১। নগরে নাম প্রচার করিবার সময় প্রভু শ্রীবাস-অঙ্গনের নিকটবর্ত্তী নগরবাসীদিগকে প্রথমে করতালির সহিত হরিনাম করিতে আজ্ঞা দেন ; ক্রমশঃ মৃদঙ্গ-করতালাদি বাজিতে লাগিল। সেই হইতে দ্বারে দ্বারে সঙ্কীর্ত্তন প্রচারিত হইয়া চলিয়া আসিতেছে।

১২৬। বক্তিয়ার খিলিজির আগমনের পর চাঁদকাজী পর্য্যন্ত নবদ্বীপে হিন্দুয়ানী অত্যন্ত খর্ব্ব হইয়া পড়িয়াছিল। যাঁহাদের বাস্তবিক হিন্দুধর্ম্মে আস্থা ছিল, তাঁহারা চুপে-চাপে একবার "হরি হরি" বলিয়া চুপ করিয়া থাকিতেন। কাজী এইজন্য বলিয়াছিলেন,—'এতকাল হিন্দুয়ানি প্রকট ছিল না, এখন কাহার বলে এরূপ উদ্যম চালাইতেছ?'

অনুভাষ্য

বেশে নাচে তিনলোক-নাথ।।" আদি, ১০ম পঃ ৭৩ সংখ্যায় উল্লিখিত 'বনমালী পণ্ডিত'ও প্রভুর হস্তে সোণার হলমুষল দেখিয়াছিলেন। তাঁহার "পণ্ডিত"-পদবী, আর ইঁহার "আচার্য্য"-পদবী উভয়েই কি এক, না, পৃথক্ ব্যক্তি?

১২৪। নাগরিকগণের কৃষ্ণকীর্ত্তন ও কাজীর ক্রোধ এবং কাজীর উদ্ধার—চৈঃ ভাঃ মধ্য, ২৩ অঃ দ্রষ্টব্য।

কাজী—ফৌজদার, চাঁদকাজী। পূর্ব্বে জমিদার, রাজা বা মণ্ডলেরাই ভূমির কর আদায় করিতেন। দণ্ডবিধান ও শাসনাদি-পর্য্যালোচনা কাজিগণের দ্বারা সম্পাদিত হইত। জমিদার বা কাজী—ইঁহারা উভয়েই সুবা-বাঙ্গালার সুবাদারের অধীনে ছিলেন। নদীয়া, ইস্‌লামপুর ও বাগোয়ান প্রভৃতি পরগণাই তৎকালে হরি হোড়ের বা তদধস্তন কৃষ্ণদাস হোড়ের ছিল। ইঁহারা ভূম্যধিকারী থাকিলেও কাজীই শাসনভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। কথিত আছে, চাঁদকাজী বাঙ্গালার নবাব 'হোসেন সা'র গুরু ছিলেন। কোন মতে, ইঁহার নামান্তর—'মৌলানা সিরাজুদ্দীন' ; কেহ বলেন, 'হবিবর রহমান'। ইঁহার অধস্তনগণ অদ্যাপি সেই স্থানে বর্ত্তমান আছেন এবং চাঁদকাজীর সমাধিও বর্ত্তমান।

তর্জ্জ-গর্জ্জ করে লোক, করে কোলাহল ।
গৌরচন্দ্র-বলে লোক প্রশ্রয়-পাগল ॥ ১৪০ ॥

কাজীর আত্মগোপন ঃ—

কীর্ত্তনের ধ্বনিতে কাজী লুকাইল ঘরে ।
তর্জ্জন গর্জ্জন শুনি' না হয় বাহিরে ॥ ১৪১ ॥

অভদ্রলোকের কাণ্ড ঃ—

উদ্ধত লোক ভাঙ্গে কাজীর ঘর-পুষ্পবন ।
বিস্তারি' বর্ণিলা ইহা দাস-বৃন্দাবন ॥ ১৪২ ॥

ভদ্র সজ্জনদ্বারা কাজীকে আহ্বান ঃ—

তবে মহাপ্রভু তার দ্বারেতে বসিলা ।
ভব্যলোক পাঠাইয়া কাজী বোলাইলা ॥ ১৪৩ ॥

কাজীকে লৌকিকী মর্য্যাদা-দান ঃ—

দূর হইতে আইলা কাজী মাথা নোঙাইয়া ।
কাজীরে বসাইলা প্রভু সম্মান করিয়া ॥ ১৪৪ ॥

কাজীর আচরণে প্রভুর বিস্ময়সূচক উক্তি ঃ—

প্রভু বলেন,—"আমি তোমার আইলাম অভ্যাগত ।
আমা দেখি' লুকাইলা,—এ ধর্ম্ম কেমত ॥" ১৪৫ ॥

কাজীর প্রত্যুত্তর ঃ—

কাজী কহে,—"তুমি আইস ক্রুদ্ধ হইয়া ।
তোমা শান্ত করাইতে রহিনু লুকাইয়া ॥ ১৪৬ ॥
এবে তুমি শান্ত হৈলে, আসি' মিলিলাঙ ।
ভাগ্য মোর,—তুমি-হেন অতিথি পাইলাঙ ॥ ১৪৭ ॥
গ্রাম-সম্বন্ধে 'চক্রবর্ত্তী' হয় মোর চাচা ।
দেহ-সম্বন্ধ হৈতে গ্রাম-সম্বন্ধ সাঁচা ॥ ১৪৮ ॥
নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী হয় তোমার নানা ।
সে সম্বন্ধে হও তুমি আমার ভাগিনা ॥ ১৪৯ ॥
ভাগিনার ক্রোধ মামা অবশ্য সহয় ।
মাতুলের অপরাধ ভাগিনা না লয় ॥" ১৫০ ॥
এই মত দুঁহার কথা হয় ঠারে-ঠোরে ।
ভিতরের অর্থ কেহ বুঝিতে না পারে ॥ ১৫১ ॥

প্রভুর ও কাজীর উক্তি ও প্রত্যুক্তি ঃ—

প্রভু কহে,—"প্রশ্ন লাগি' আইলাম তোমার স্থানে ।"
কাজী কহে,—"আজ্ঞা কর, যে তোমার মনে ॥১৫২॥"

ইস্লাম ধর্ম্মাচার সম্বন্ধে প্রভুর প্রশ্ন ঃ—

প্রভু কহে,—"গোদুগ্ধ খাও, গাভী তোমার মাতা ।
বৃষ অন্ন উপজায়, তাতে তেঁহো পিতা ॥ ১৫৩ ॥
পিতা মাতা মারি' খাও—এবা কোন্ ধর্ম্ম ।
কোন্ বলে কর তুমি এমত বিকর্ম্ম ॥" ১৫৪ ॥

কাজীর উত্তর ঃ—

কাজী কহে,—"তোমার যৈছে বেদ-পুরাণ ।
তৈছে আমার শাস্ত্র—কেতাব 'কোরাণ' ॥ ১৫৫ ॥
সেই শাস্ত্রে কহে,—প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি-মার্গ-ভেদ ।
নিবৃত্তি-মার্গে জীবমাত্র-বধের নিষেধ ॥ ১৫৬ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৪০। শ্রীশ্রীগৌরচন্দ্রের বলে লোকেরা তখন প্রশ্রয়-প্রাপ্ত পাগল হইয়াছিল।

অনুভাষ্য

১২৫। অদ্যাপি 'খোলভাঙ্গার ডাঙ্গা' নামে প্রসিদ্ধ ভূখণ্ড শ্রীমায়াপুর-গ্রামে বিরাজমান আছে।

১৩৮-১৪২। চৈঃ ভাঃ মধ্য, ২৩ অঃ দ্রষ্টব্য।

১৩৯। চৈঃ ভাঃ মধ্য ২৩শ অঃ—"তুয়া চরণে মন লাগহুঁ রে। (শার্ঙ্গধর) তুয়া চরণে মন লাগহুঁ রে।। চৈতন্যচন্দ্রের এই আদি সঙ্কীর্ত্তন। ভক্তগণ গায় নাচে শ্রীশচীনন্দন।। 'গঙ্গাতীরে তীরে পথ আছে নদীয়ায়। আগে সেই পথে নাচি' যায় গৌররায়।। আপনার ঘাটে আগে বহু নৃত্য করি'। তবে মাধাইর ঘাটে গেলা গৌরহরি।। 'নাচে বিশ্বম্ভর, সবার ঈশ্বর, ভাগীরথী-তীরে তীরে। (ধ্রু)। বারকোণা-ঘাটে নাগরিয়া-ঘাটে গিয়া। গঙ্গানগর দিয়া প্রভু গেলা 'সিমুলিয়া'।। নদীয়ার একান্তে নগর 'সিমুলিয়া'। নাচিতে নাচিতে প্রভু উত্তরিল গিয়া।। কাঁজির বাড়ীর পথ ধরিলা ঠাকুর। আইলা নাচিয়া যথা কাজির নগর।।"

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৪৮। 'ব্রাহ্মণপুষ্করিণী' গ্রামের একাংশে কাজিদিগের পুরাতন বাটী এখনও বর্ত্তমান। সেই গ্রামের অপরাংশে সংলগ্ন 'তারণবাস', যাহা পূর্ব্বে বিল্বপুষ্করিণী ছিল। সেই গ্রাম এবং কাজিদিগের 'ব্রাহ্মণপুষ্করিণী' একই গ্রাম হওয়ায় চাঁদকাজির সহিত মহাপ্রভুর 'মাতুল' সম্বন্ধ হইল।

১৫৬-১৬৩। (কাজী কহিলেন,—) সেই কোরাণশাস্ত্রে

অনুভাষ্য

১৪৮। চক্রবর্ত্তী—নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী ; চাচা—খুল্লতাত, চলিত ভাষায় 'কাকা'। সাঁচা—খাঁটি, শুদ্ধ, সাচ্চা।

১৪৯। নানা—মাতামহ।

১৫৩। অন্ন উপজায়—হলাকর্ষণপূর্ব্বক ধান্যাদি শস্যের বপন ও রোপণার্থ ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া কৃষককে বীজ ও তণ্ডুলাদি-নির্ম্মাণ-কার্য্যে মুখ্যভাবে সহায়তা করে।

১৫৪। এবা—ইহা।

১৫৫। কেতাব—গ্রন্থ।

১৫৬। 'সরিয়ৎ', 'তরিকৎ' ও 'মারফৎ'—তিনপ্রকার পথ।

প্রবৃত্তি-মার্গে গোবধ করিতে বিধি হয় ।
শাস্ত্র-আজ্ঞায় বধ কৈলে নাহি পাপ-ভয় ॥ ১৫৭ ॥
তোমার বেদেতে আছে গোবধের বাণী ।
অতএব গোবধ করে বড় বড় মুনি ॥" ১৫৮ ॥

পুনর্জীবনপ্রাপ্তিহেতু বেদ-বিহিত বধ-সমর্থন ঃ

প্রভু কহে,—"বেদে কহে গোবধ নিষেধ ।
অতএব হিন্দুমাত্র না করে গোবধ ॥ ১৫৯ ॥
জিয়াইতে পারে যদি, তবে মারে প্রাণী ।
বেদ-পুরাণে আছে হেন আজ্ঞা-বাণী ॥ ১৬০ ॥
অতএব জরদ্গব মারে মুনিগণ ।
বেদমন্ত্রে সিদ্ধ করে তাহার জীবন ॥ ১৬১ ॥
জরদ্গব হঞা যুবা হয় আরবার ।
তাতে তার বধ নহে, হয় উপকার ॥ ১৬২ ॥

কলিসম্ভব ব্রাহ্মণ নিঃশক্তিক ঃ—

কলিকালে তৈছে শক্তি নাহিক ব্রাহ্মণে ।
অতএব গোবধ কেহ না করে এখনে ॥ ১৬৩ ॥

মলমাসতত্ত্বে ধৃত ব্রহ্মবৈবর্ত্তীয় কৃষ্ণজন্মখণ্ডে (১৮৫।১৮০)—

অশ্বমেধং গবালম্ভং সন্ন্যাসং পলপৈতৃকম্ ।
দেবরেণ সুতোৎপত্তিং কলৌ পঞ্চ বিবর্জ্জয়েৎ ॥ ১৬৪ ॥

প্রভুকর্ত্তৃক ইস্‌লাম-ধর্ম্মাচারের সমালোচনা ঃ—

তোমরা জীয়াইতে নার,—বধমাত্র সার ।
নরক হইতে তোমার নাহিক নিস্তার ॥ ১৬৫ ॥
গো-অঙ্গে যত লোম, তত সহস্র বৎসর ।
গোবধে রৌরব-মধ্যে পচে নিরন্তর ॥ ১৬৬ ॥
তোমা-সবার শাস্ত্রকর্ত্তা—সেহ ভ্রান্ত হৈল ।
না জানি' শাস্ত্রের মর্ম্ম ঐছে আজ্ঞা দিল ॥" ১৬৭ ॥

কাজী নিরুত্তর ও শাস্ত্রের অসম্পূর্ণতা স্বীকার ঃ—

শুনি' স্তব্ধ হৈল কাজী, নাহি স্ফুরে বাণী ।
বিচারিয়া কহে কাজী পরাভব মানি' ॥ ১৬৮ ॥
"তুমি যে কহিলে, পণ্ডিত, সেই সত্য হয় ।
আধুনিক আমার শাস্ত্র, বিচার-সহ নয় ॥ ১৬৯ ॥
কল্পিত আমার শাস্ত্র,—আমি সব জানি ।
জাতি-অনুরোধে তবু সেই শাস্ত্র মানি ॥" ১৭০ ॥
সহজে যবন-শাস্ত্রে অদৃঢ় বিচার ।
হাসি' তাহে মহাপ্রভু পুছেন আরবার ॥ ১৭১ ॥

প্রভুর পুনরায় প্রশ্ন ঃ—

"আর এক প্রশ্ন করি, শুন, তুমি মামা ।
যথার্থ কহিবে, ছলে না বঞ্চিবে আমা ॥ ১৭২ ॥
তোমার নগরে হয় সদা সঙ্কীর্ত্তন ।
বাদ্যগীত-কোলাহল, সঙ্গীত, নর্ত্তন ॥ ১৭৩ ॥
তুমি কাজী—হিন্দু-ধর্ম্ম-বিরোধে অধিকারী ।
এবে যে না কর মানা, বুঝিতে না পারি ॥" ১৭৪ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

'প্রবৃত্তি' ও 'নিবৃত্তি'—এই দুইপ্রকার মার্গের ভেদ আছে। নিবৃত্তি-মার্গে জীববধের নিষেধ আছে, কিন্তু আমাদের ন্যায় যাহারা প্রবৃত্তিমার্গে স্থিত, তাহারা শাস্ত্র-আজ্ঞায় গোবধ করিয়া পাপী হয় না। আবার দেখ, তোমাদের বেদশাস্ত্রে গোবধের বিধিবাক্য পাওয়া যায়, এইজন্যই বড় বড় মুনিগণ চিরদিন গোবধ করিয়া আসিয়াছেন। মহাপ্রভু কহিলেন,—বেদশাস্ত্রে গোবধের বিধি নাই, তবে যে গোবধের দ্বারা যজ্ঞ করিবার বাক্য দেখা যায়, সে-সকল 'জরদ্গব' অর্থাৎ অত্যন্ত বৃদ্ধ গরু-সম্বন্ধে। মুনিগণ জরদ্গব মারিয়া বেদমন্ত্রে তাহাদিগকে যুবাকারে পুনর্জীবিত করিতেন। সেরূপ বধ,—বধ নহে, জরদ্গবের উপকার মাত্র। কলির ব্রাহ্মণ-দিগের সেরূপ শক্তি না থাকায় এখন গোবধ হইতে পারে না।

১৬৪। অশ্বমেধ, গোমেধ, সন্ন্যাস, মাংসদ্বারা পিতৃশ্রাদ্ধ, দেবরদ্বারা সুতোৎপত্তি—কলিকালে এই পাঁচটী নিষিদ্ধ হইয়াছে।

অনুভাষ্য

১৬৪। অশ্বমেধং (অশ্বহনন-যজ্ঞবিশেষং), গবালম্ভং (গো-মেধং), সন্ন্যাসং (চতুর্থাশ্রমগ্রহণং), পলপৈতৃকং (মাংসেন পিতৃশ্রাদ্ধং), দেবরেণ (পত্যুঃ কনিষ্ঠভ্রাত্রা) সুতোৎপত্তিং (পুত্রোৎপাদনং)—[এতানি] পঞ্চ কলৌ (কলিযুগে) বিবর্জ্জয়েৎ (পরিত্যজেৎ)।

১৬৭। ভ্রান্ত—বৃথা জীবহিংসায় অনুমোদনহেতু দ্বিতীয়া-ভিনিবেশফলে বুদ্ধি-বিপর্য্যয় বা বিভ্রমযুক্ত।

১৬৯। আধুনিক—নবীন, কালান্তর্গত, বেদবৎ অপৌরুষেয় নহে। বিচারসহ নয়—নিত্য-বাস্তবসত্য প্রতিপাদক নহে বলিয়া যুক্তিদ্বারা সহজে নিরাস্য।

১৭০। কল্পিত—মনোধর্ম্মপ্রসূত, সুতরাং নিত্য সত্য নহে। জাতি—সম্প্রদায় ও তন্নিষ্ঠা।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৬৯-১৭১। যবনশাস্ত্র তিন প্রকার অর্থাৎ 'যু' (ইহুদি)-দিগের পুরাতন পুঁথি, কোরাণ ও বাইবেল। এ সমস্ত পুঁথিরই আদি পাওয়া যায় ; কেহই বেদবাক্যের ন্যায় অনাদি নহে। সুতরাং সেই সকল শাস্ত্রে যে বিচার আছে, তাহার মূলে দৃঢ় না হওয়ায় সন্দেহপ্রবণ।

কাজীর উত্তর-প্রদানমুখে স্বীয় স্বপ্ন-কাহিনী ঃ—

কাজী বলে,—"সবে তোমায় বলে 'গৌরহরি'।
সেই নামে আমি তোমায় সম্বোধন করি ॥ ১৭৫ ॥
শুন, গৌরহরি, এই প্রশ্নের কারণ।
নিভৃত হও যদি, তবে করি নিবেদন ॥" ১৭৬ ॥

'প্রভুর' আশ্বাস-দান ঃ—

প্রভু বলে,—"এ লোক আমার অন্তরঙ্গ হয়।
স্ফুট করি' কহ তুমি, না করিহ ভয় ॥" ১৭৭ ॥

কাজীর স্বপ্ন-বৃত্তান্ত-বর্ণন ঃ—

কাজী কহে,—"যবে আমি হিন্দুর ঘরে গিয়া।
কীর্ত্তন করিলুঁ মানা মৃদঙ্গ ভাঙ্গিয়া ॥ ১৭৮ ॥

স্বপ্নে নৃসিংহদেব হইতে বিভীষিকা ঃ—

সেই রাত্রে এক সিংহ মহাভয়ঙ্কর।
নরদেহ, সিংহমুখ, গর্জ্জয়ে বিস্তর ॥ ১৭৯ ॥
শয়নে আমার উপর লাফ দিয়া চড়ি'।
অট্ট অট্ট হাসে, করে দন্ত-কড়মড়ি ॥ ১৮০ ॥
মোর বুকে নখ দিয়া ঘোর-স্বরে বলে।
'ফাড়িমু তোমার বুক মৃদঙ্গ-বদলে ॥ ১৮১ ॥
মোর কীর্ত্তন মানা করিস্, করিমু তোর ক্ষয়।'
আঁখি মুদি' কাঁপি আমি পাঞা বড় ভয় ॥ ১৮২ ॥
ভীত দেখি' সিংহ বলে হইয়া সদয়।
'তোরে শিক্ষা দিতে কৈলু তোর পরাজয় ॥ ১৮৩ ॥
সে দিন বহুত নাহি কৈলি উৎপাত।
তেঞি ক্ষমা করি, না করিনু প্রাণঘাত ॥ ১৮৪ ॥
ঐছে যদি পুনঃ কর, তবে না সহিমু।
সবংশে তোমারে আর যবন নাশিমু ॥' ১৮৫ ॥
এত কহি' সিংহ গেল, আমার হৈল ভয়।
এই দেখ, নখচিহ্ন আমার হৃদয় ॥" ১৮৬ ॥
এত বলি' কাজী নিজ-বুক দেখাইল।
শুনি' দেখি' সর্ব্বলোক আশ্চর্য্য মানিল ॥ ১৮৭ ॥
কাজী কহে,—"ইহা আমি কারে না কহিল।
সেই দিন এক আমার পিয়াদা আইল ॥ ১৮৮ ॥
আসি' কহে,—'গেলুঁ মুঞি কীর্ত্তন নিষেধিতে।
অগ্নি উল্কা মোর মুখে লাগে আচম্বিতে ॥ ১৮৯ ॥
পুড়িল সকল দাড়ি, মুখে হৈল ব্রণ।
যেই পেয়াদা যায়, তার এই বিবরণ ॥' ১৯০ ॥
তাহা দেখি' রহিনু মুঞি মহাভয় পাঞা।
কীর্ত্তন না বর্জ্জিয়া ঘরে রহোঁ ত' বসিয়া ॥ ১৯১ ॥
তবে ত' নগরে হইবে স্বচ্ছন্দে কীর্ত্তন।
শুনি' সব ম্লেচ্ছ আসি' কৈল নিবেদন ॥ ১৯২ ॥
'নগরে হিন্দুর ধর্ম্ম বাড়িল অপার।
'হরি' 'হরি' ধ্বনি বই নাহি শুনি আর ॥' ১৯৩ ॥
আর ম্লেচ্ছ কহে,—'হিন্দু 'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' বলি'।
হাসে, কান্দে, নাচে, গায়, গড়ি যায় ধূলি ॥ ১৯৪ ॥
'হরি' 'হরি' করি' হিন্দু করে কোলাহল।
পাতসাহ শুনিলে তোমার করিবেক ফল ॥' ১৯৫ ॥
তবে সেই যবনেরে আমি ত' পুছিল।
'হিন্দু 'হরি' বলে, তার স্বভাব জানিল ॥ ১৯৬ ॥

অনুভাষ্য

১৭১। অদৃঢ় বিচার—যুক্তিদ্বারা ছেদন বা খণ্ডনযোগ্য বিচার।

১৭৭। স্ফুট—স্পষ্ট।

১৭৯। নরদেহ, সিংহমুখ—শ্রীনৃসিংহদেব ; ইনি ভক্ত, ভক্তি ও ভগবানের বিদ্বেষ ও বিদ্বেষীকে বিনাশ করেন।

১৮১। ফাড়িমু—বিদীর্ণ করিয়া ফেলিব।

১৮৮। পিয়াদা—নিম্নশ্রেণীর ভৃত্য, সংবাদ বা পত্রবাহক, চলিত কথায় 'চাপরাসী'।

১৯২। ম্লেচ্ছ—"গো-মাংস-খাদকো যস্তু বিরুদ্ধং বহু ভাষতে। সর্ব্বাচারবিহীনশ্চ ম্লেচ্ছ ইত্যভিধীয়তে।।"

১৯৫। পাতসাহ—আলাউদ্দীন সৈয়দ হুসেন সা (১৪৯৮-১৫১১ খৃঃ) এই সময় বাঙ্গালার স্বাধীন নৃপতি। তিনি স্বীয় প্রতিপালক ও প্রভু হাব্‌সীবংশীয় ভীষণ অত্যাচারী নবাব মুজঃফর খাঁকে নিহত করিয়া বঙ্গ-সিংহাসনে আরোহণ করেন। বাঙ্গালার মস্‌নদে উপবেশন করিয়া তিনি 'সৈয়দ হুসেন আলাউদ্দীন সেরিফ মক্কা'-নাম ধারণ করেন। 'রিয়াজ উস্-সলাতিন' নামক ইতিবৃত্তের প্রণেতা গোলামহুসেন বলেন যে, নবাব হুসেন সাহের কোন পূর্ব্বপুরুষ মক্কার সেরিফ থাকায়, বোধ হয়, স্বীয় বংশ-গৌরব স্মরণ করিয়া তিনি নাম গ্রহণ করিয়া থাকিবেন ; তবে গৌড়ের স্তম্ভলিপি-সমূহে তিনি 'হুসেন সাহ'-নামেই পরিচিত। ইঁহার মৃত্যুর পর তদীয় জ্যেষ্ঠপুত্র নসরৎ সাহ বাঙ্গালার নবাব হন (১৫২১-১৫৩৩ খৃঃ)। এই নিষ্ঠুর প্রকৃতি নবাব বৈষ্ণবগণের প্রতি নিদারুণ অত্যাচার করিতেন এবং স্বীয় পাপের ফলে এক খোজা কর্ম্মচারীর হস্তে মসজিদে নিহত হন।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৯৫। পাতসাহ তোমার আত্মীয় হইলেও তোমাকে দণ্ড দিতে পারেন। পাতসাহ—গৌড়ের পাতসাহ 'হোসেন' সা।

১৯৬-২০২। কাজী কহিলেন,—"হে গৌরহরি, আমি যে ম্লেচ্ছ পেয়াদাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, সে এই উত্তর করিল,—

তুমিহ যবন হঞা কেনে অনুক্ষণ ।
হিন্দুর দেবতার নাম লহ কি কারণ ॥' ১৯৭ ॥
ম্লেচ্ছ কহে,—'হিন্দুরে আমি করি পরিহাস ।
কেহ কেহ—কৃষ্ণদাস, কেহ—রামদাস ॥ ১৯৮ ॥
কেহ—হরিদাস, সদা বলে 'হরি' 'হরি' ।
জানি কার ঘরে ধন করিবেক চুরি ॥ ১৯৯ ॥
সেই হৈতে জিহ্বা মোর বলে 'হরি' 'হরি' ।
ইচ্ছা নাহি, তবু বলে,—কি উপায় করি ॥' ২০০ ॥
আর ম্লেচ্ছ কহে, শুন—'আমি ত' এইমতে ।
হিন্দুকে পরিহাস কৈনু সে দিন হইতে ॥ ২০১ ॥
জিহ্বা কৃষ্ণনাম করে, না মানে বর্জ্জন ।
না জানি, কি মন্ত্রৌষধি জানে হিন্দুগণ ॥' ২০২ ॥

কাজীর নিকটে স্মার্ত্ত পাষণ্ডীর অভিযোগ ঃ—

এত শুনি' তা সভারে ঘরে পাঠাইল ।
হেনকালে পাষণ্ডী হিন্দু পাঁচ-সাত আইল ॥ ২০৩ ॥
আসি' কহে,—'হিন্দুর ধর্ম্ম ভাঙ্গিল নিমাঞি ।
যে কীর্ত্তন প্রবর্ত্তাইল, কভু শুনি নাই ॥ ২০৪ ॥
মঙ্গলচণ্ডী, বিষহরি করি জাগরণ ।
তা'তে নৃত্য, গীত, বাদ্য—যোগ্য আচরণ ॥ ২০৫ ॥
পূর্ব্বে ভাল ছিল এই নিমাই পণ্ডিত ।
গয়া হৈতে আসিয়া চালায় বিপরীত ॥ ২০৬ ॥
উচ্চ করি' গায় গীত, দেয় করতালি ।
মৃদঙ্গ-করতাল-শব্দে কর্ণে লাগে তালি ॥ ২০৭ ॥
না জানি,—কি খাঞা মত্ত হঞা নাচে, গায় ।
হাসে, কান্দে, পড়ে, উঠে, গড়াগড়ি যায় ॥ ২০৮ ॥
নগরিয়া পাগল কৈল সদা সঙ্কীর্ত্তন ।
রাত্রে নিদ্রা নাহি যাই, করি জাগরণ ॥ ২০৯ ॥
'নিমাঞি' নাম ছাড়ি' এবে বোলায় 'গৌরহরি' ।
হিন্দুর ধর্ম্ম নষ্ট কৈল পাষণ্ডী সঞ্চারি' ॥ ২১০ ॥
কৃষ্ণের কীর্ত্তন করে নীচ বাড় বাড় ।
এই পাপে নবদ্বীপ হইবে উজাড় ॥ ২১১ ॥
হিন্দুশাস্ত্রে 'ঈশ্বর' নাম—মহামন্ত্র জানি ।
সর্ব্বলোক শুনিলে মন্ত্রের বীর্য্য হয় হানি ॥ ২১২ ॥
গ্রামের ঠাকুর তুমি, সব তোমার জন ।
নিমাই বোলাইয়া তারে করহ বর্জ্জন ॥' ২১৩ ॥

তাহাদিগকে কাজীর সান্ত্বনা দান ঃ—

তবে আমি প্রীতিবাক্য কহিল সবারে ।
'সবে ঘরে যাহ, আমি নিষেধিব তারে ॥' ২১৪ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

আমি হিন্দুদিগকে বলিলাম, 'তোমরা কেহ কেহ 'কৃষ্ণদাস' 'রামদাস' 'হরিদাস'—এই নাম-পরিচয়ে 'হরি' 'হরি' বল ; কিন্তু 'হরি' 'হরি' শব্দে 'চুরি করি' 'চুরি করি'—এই অর্থ হয় ; তাহাতে বোধ হয়, অন্যের ঘরে ধন চুরি করিবার অভিপ্রায়ে 'হরি' 'হরি' ('হরণ করি' 'হরণ করি') এই কথা বলিয়া থাক।' আমি এই পরিহাস যে-দিন তাহাদের সহিত করিয়াছি, সেই দিন হইতেই আমার জিহ্বা অনিচ্ছাসত্ত্বেও 'হরি' 'হরি' বলিতেছে; ইহার উপায় কিছু করিতে পারি না।"

অনুভাষ্য

১৯৮-২০২। পরিহাস—চারিপ্রকার নামাভাসের অন্যতম ; যথা, (ভাঃ ৬।২।১৪)—"সাঙ্কেত্যং পারিহাস্যং বা স্তোভং হেলনমেব বা। বৈকুণ্ঠনামগ্রহণমশেষাঘহরং বিদুঃ।।" সঙ্কেত, পরিহাস, স্তোভ ও হেলামূলক নামাভাস কিন্তু জড়ীয় অক্ষর-উচ্চারণমাত্র নহে। নামাভাস নিত্য-বাস্তববস্তুকে উদ্দেশ করিয়া বিষ্ণুর স্মৃতি উৎপাদন করায়, জীবের বিষয়-বাসনা বিনাশ করে, তৎফলে সেবোন্মুখ মুক্তজীবের শুদ্ধ-নামোচ্চারণে অধিকার উদিত হয়।

২০৩। পাষণ্ডী—কর্ম্মজড়, বহ্বীশ্বরবাদী বিষ্ণু-বৈষ্ণবদ্বেষী পৌত্তলিক।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২১১। নীচ বাড়বাড়—অনেক নীচজাতি লইয়া কৃষ্ণকীর্ত্তন করিতেছে, ইহাতে নীচজাতির বাড় অর্থাৎ বৃদ্ধি হইতেছে।

অনুভাষ্য

২১১-২১২। ঐ বহ্বীশ্বরবাদিগণ ঈশ্বরকে বা ঈশ্বরের নামকে 'কর্ম্মাঙ্গ'-জ্ঞান করিত বলিয়া 'পাষণ্ড'-শব্দবাচ্য। কৃষ্ণনামের মহৌদার্য্যময়ী মহিমা না জানিয়া প্রাকৃত উচ্চ আভিজাত্য ও সামাজিক পদবীর মোহে ভুলিয়া মনে করিত,—নীচ অর্থাৎ নীচকুলোদ্ভূত ব্যক্তির কৃষ্ণনাম-গ্রহণ—পাপাচরণ বিশেষ। অতএব, কৃষ্ণনাম-গ্রহণ সৎকুল বা উচ্চজন্ম-সাপেক্ষ। ঐ সকল বহ্বীশ্বর-বাদী কৃষ্ণনাম-মহামন্ত্রকে অন্যান্য জপ্যমন্ত্রের সহিত সমান জ্ঞান করিয়া মনে করিত,—সদা কীর্ত্তনীয় মহামন্ত্র উচ্চারিত বা কীর্ত্তিত হইলে—হঠাৎ জিহ্বা (বা) শ্রুতিপথে অবতীর্ণ হইলে—স্বীয় অদ্বিতীয় পরমৈশ্বর্য্য প্রকাশ করিয়া আব্রহ্মস্তম্ব উদ্ধার করিবার পরিবর্ত্তে স্বয়ং নিষ্ফল হইয়া যায়,—এতদূর শ্রৌতপন্থা-বিরোধী, অক্ষজ-হেতুবাদী!!

২১৩। অতঃপর উহারা কাজীকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছে,—আপনি এই স্থানের সর্ব্বময় কর্ত্তা ; গ্রামের সকলেই আপনার অধীন লোক, অতএব আপনি নিমাই পণ্ডিতকে ডাকিয়া আনিয়া তাঁহাকে বহিষ্কৃত করুন।

প্রভুর প্রতি কাজীর উক্তি ঃ—

হিন্দুর ঈশ্বর বড় যেই নারায়ণ।
সেই তুমি হও,—হেন লয় মোর মন॥" ২১৫॥

প্রভুর কৃপোক্তি ঃ—

এত শুনি' মহাপ্রভু হাসিয়া হাসিয়া।
কহিতে লাগিলা প্রভু কাজীরে ছুঁইয়া॥ ২১৬॥

নামাভাসে পাপক্ষয় ঃ—

"তোমার মুখে কৃষ্ণনাম,—এ বড় বিচিত্র।
পাপক্ষয় গেল, হৈলা পরম পবিত্র॥ ২১৭॥
'হরি' 'কৃষ্ণ' 'নারায়ণ'—লৈলে তিন নাম।
বড় ভাগ্যবান্ তুমি, বড় পুণ্যবান্॥" ২১৮॥

কাজীর দৈন্যোক্তি ঃ—

এত শুনি' কাজীর দুই চক্ষে পড়ে পানি।
প্রভুর চরণ ছুঁই বলে প্রিয়বাণী॥ ২১৯॥
"তোমার প্রসাদে মোর ঘুচিল কুমতি।
এই কৃপা কর,—যেন তোমাতে রহু ভক্তি॥" ২২০॥

প্রভুর উক্তি ঃ—

প্রভু কহে,—"এক দান মাগিয়ে তোমায়।
সঙ্কীর্ত্তন বাদ যৈছে নহে নদীয়ায়॥" ২২১॥

কাজীর প্রতিজ্ঞা ঃ—

কাজী কহে,—"মোর বংশে যত উপজিবে।
তাহাকে 'তালাক' দিব,—কীর্ত্তন না বাধিবে॥" ২২২॥

প্রভুর ও ভক্তগণের হর্ষ ঃ—

শুনি প্রভু 'হরি' বলি' উঠিলা আপনি।
উঠিল বৈষ্ণব সব করি' হরিধ্বনি॥ ২২৩॥

সগণ প্রভুর গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন ঃ—

কীর্ত্তন করিতে প্রভু করিলা গমন।
সঙ্গে চলি' আইসে কাজী উল্লাসিত মন॥ ২২৪॥
কাজীরে বিদায় দিল শচীর নন্দন।
নাচিতে নাচিতে আইলা আপন ভবন॥ ২২৫॥
এই মতে কাজীরে প্রভু করিলা প্রসাদ।
ইহা যেই শুনে তার খণ্ডে অপরাধ॥ ২২৬॥

শ্রীবাসভবনে প্রভুর কীর্ত্তনকালে শ্রীবাসপুত্রের দেহ-ত্যাগ ঃ—

এক দিন শ্রীবাসের মন্দিরে গোসাঞি।
নিত্যানন্দ-সঙ্গে নৃত্য করে দুই ভাই॥ ২২৭॥
শ্রীবাস-পুত্রের তাঁহা হৈল পরলোক।
তবু শ্রীবাসের চিত্তে না জন্মিল শোক॥ ২২৮॥

মৃতপুত্রের মুখে তত্ত্বকথা ঃ—

মৃতপুত্র-মুখে কৈল জ্ঞানের কথন।
আপনে দুই ভাই হৈলা শ্রীবাস-নন্দন॥ ২২৯॥

শ্রীবাসভ্রাতুষ্পুত্রী নারায়ণীকে স্বীয় উচ্ছিষ্ট-প্রদান ঃ—

তবে ত' করিলা সব ভক্তে বর দান।
উচ্ছিষ্ট দিয়া নারায়ণীর করিল সম্মান॥ ২৩০॥

যবনকুলোদ্ভূত দরজীর প্রভুর রূপদর্শন ও উন্মাদ ঃ—

শ্রীবাসের বস্ত্র সিয়ে দরজী যবন।
প্রভু তারে করাইল নিজরূপ দর্শন॥ ২৩১॥
'দেখিনু' 'দেখিনু' বলি' হইল পাগল।
প্রেমে নৃত্য করে, হৈল বৈষ্ণব আগল॥ ২৩২॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২২২। তালাক—গম্ভীররূপে যাহা প্রতিজ্ঞা।

অনুভাষ্য

২১৭-২১৮। কাজীর মুখে নামাভাসের উদয় হইয়াছিল।

২২১। কৃষ্ণনাম-কীর্ত্তন যেন নবদ্বীপে বাধাপ্রাপ্ত না হন।

২২২। অদ্যাপি কাজীর বংশধরগণ কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনে যোগদান করেন, তাহাতে কিছুমাত্র আপত্তি করেন না।

২২৮-২২৯। চৈঃ ভাঃ মধ্য ২৫ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

২৩০। চৈঃ ভাঃ মধ্য, ১০ অঃ দ্রষ্টব্য। কোন কোন চরিত্রহীন পাষণ্ডপ্রকৃতি প্রাকৃতসহজিয়া ঠাকুর শ্রীল বৃন্দাবনদাসকে প্রাকৃত-বুদ্ধিবশে নিন্দা ও বিদ্বেষ করিবার নিমিত্ত বলেন,—শ্রীমন্মহাপ্রভুর উচ্ছিষ্ট বা তাম্বূল-ভোজনফলে শ্রীমতী নারায়ণীর বিধবাবস্থায় ঠাকুর বৃন্দাবনদাসের জন্ম হয়। এরূপ নিন্দা-প্রলাপ নিতান্ত অপরাধময়, সুতরাং অশ্রাব্য।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২২৯। এক রাত্রে মহাপ্রভু শ্রীবাস-অঙ্গনে কীর্ত্তন করিতেছেন, এমত সময় শ্রীবাসের একটী পুত্র পরলোক-প্রাপ্ত হইল। শ্রীবাস কীর্ত্তনের রসভঙ্গ-ভয়ে সকলকে শোক প্রকাশ করিতে নিষেধ করায় অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত মহাপ্রভু নৃত্যকীর্ত্তন করিলেন। কীর্ত্তন-ভঙ্গ হইলে মহাপ্রভু বুঝিতে পারিলেন যে, এই গৃহে কোন বিপদ্ হইয়াছে। শ্রীবাসের পুত্রের মৃত্যু-সংবাদ পাইয়া প্রভু প্রথমে সংবাদ পূর্ব্বে না দেওয়াতে দুঃখপ্রকাশ করিলেন এবং মৃতশিশুকে সম্মুখস্থ করাইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ওহে বালক, তুমি শ্রীবাসকে কেন পরিত্যাগ করিতেছ? মৃতশিশু বলিল,—"আমার যে কয়দিন শ্রীবাসের গৃহে নির্ব্বন্ধ ছিল, সে কয়দিন অতিবাহিত হওয়ায় এখন তোমার ইচ্ছামতে অন্যত্র যাইতেছি; আমি তোমার নিত্যানুগত অস্বতন্ত্র জীব—তোমার ইচ্ছার অতিরিক্ত আমার কিছু করিবার অধিকার নাই।" মৃতশিশুর এই

প্রভুর ইচ্ছানুযায়ী শ্রীবাসের মধুর কৃষ্ণলীলা-বর্ণন ঃ—

আবেশেতে মহাপ্রভু বংশী ত' মাগিল ।
শ্রীবাস কহে,—"বংশী তোমার গোপী হরি' নিল ॥"২৩৩॥
শুনি' প্রভু 'বল' 'বল' বলেন আবেশে ।
শ্রীবাস বর্ণেন বৃন্দাবন-লীলারসে ॥ ২৩৪ ॥
প্রথমেতে বৃন্দাবন-মাধুর্য্য বর্ণিল ।
শুনিয়া প্রভুর চিত্তে আনন্দ বাড়িল ॥ ২৩৫ ॥
তবে 'বল' 'বল' প্রভু বলে বারবার ।
পুনঃ পুনঃ কহে শ্রীবাস করিয়া বিস্তার ॥ ২৩৬ ॥
বংশীবাদ্যে গোপীগণের বনে আকর্ষণ ।
তাঁ-সবার সঙ্গে যৈছে বন-বিহরণ ॥ ২৩৭ ॥
তাহি মধ্যে ছয়ঋতুর লীলার বর্ণন ।
মধুপান, রাসোৎসব, জলকেলি কথন ॥ ২৩৮ ॥
'বল' 'বল' বলে প্রভু শুনিতে উল্লাস ।
শ্রীবাস কহেন তবে রাস-বিলাস ॥ ২৩৯ ॥
কহিতে, শুনিতে ঐছে প্রাতঃকাল হৈল ।
প্রভু শ্রীবাসেরে তোষি' আলিঙ্গন কৈল ॥ ২৪০ ॥

আচার্য্যরত্নের গৃহে প্রভুর লক্ষ্মীবেশে নৃত্য ঃ—

তবে আচার্য্যের ঘরে কৈল কৃষ্ণলীলা ।
রুক্মিণ্যাদি-রূপ প্রভু যাতে আপনে হৈলা ॥ ২৪১ ॥
কভু দুর্গা, লক্ষ্মী হয়, কভু বা চিচ্ছক্তি ।
খাটে বসি' ভক্তগণে দিল প্রেমভক্তি ॥ ২৪২ ॥

ব্রাহ্মণী প্রভুর পাদস্পর্শ করায় প্রভুর গঙ্গায় পতন ঃ—

একদিন মহাপ্রভুর নৃত্য-অবসানে ।
এক ব্রাহ্মণী আসি' ধরিল চরণে ॥ ২৪৩ ॥
চরণের ধূলি সেই লয় বার বার ।
দেখিয়া প্রভুর দুঃখ হইল অপার ॥ ২৪৪ ॥
সেইক্ষণে ধাঞা প্রভু গঙ্গাতে পড়িল ।
নিত্যানন্দ-হরিদাস ধরি' উঠাইল ॥ ২৪৫ ॥
বিজয় আচার্য্যের ঘরে সে রাত্রে রহিলা ।
প্রাতঃকালে ভক্ত সবে ঘরে লঞা গেলা ॥ ২৪৬ ॥

'গোপী' 'গোপী' বলিয়া প্রভুর উচ্চরব ঃ—

একদিন গোপীভাবে গৃহেতে বসিয়া ।
'গোপী' 'গোপী' নাম লয় বিষণ্ণ হঞা ॥ ২৪৭ ॥

মর্ম্মানভিজ্ঞ পাষণ্ড ছাত্রের প্রভুকে নিবারণ ঃ—

এক পড়ুয়া আইল প্রভুকে দেখিতে ।
'গোপী' 'গোপী' নাম শুনি' লাগিল বলিতে ॥ ২৪৮ ॥
"কৃষ্ণনাম না লও কেনে, কৃষ্ণনাম—ধন্য ।
'গোপী' 'গোপী' বলিলে বা কিবা হয় পুণ্য ॥"২৪৯ ॥

প্রহারার্থ প্রভুর পশ্চাদ্ধাবন ; ছাত্রের পলায়ন ঃ—

শুনি' প্রভু ক্রোধে কৈল কৃষ্ণে দোষোদ্গার ।
ঠেঙ্গা লঞা উঠিলা প্রভু পড়ুয়া মারিবার ॥ ২৫০ ॥
ভয়ে পলায় পড়ুয়া, প্রভু পাছে পাছে ধায় ।
আস্তে ব্যস্তে ভক্তগণ প্রভুরে রহায় ॥ ২৫১ ॥

প্রভুর সান্ত্বনা ঃ—

প্রভুরে শান্ত করি' আনিল নিজ ঘরে ।
পড়ুয়া পলায়া গেল পড়ুয়া-সভারে ॥ ২৫২ ॥

ছাত্রসমাজে প্রভুর প্রতি কটূক্তি ও ক্রোধ ঃ—

পড়ুয়া সহস্র যাহাঁ পড়ে একঠাঞি ।
প্রভুর বৃত্তান্ত দ্বিজ কহে তাহাঁ যাই ॥ ২৫৩ ॥
শুনি' ক্রোধ কৈল সব পড়ুয়ার গণ ।
সবে মেলি' করে তবে প্রভুর নিন্দন ॥ ২৫৪ ॥
"সব দেশ ভ্রষ্ট কৈল একলা নিমাঞি ।
ব্রাহ্মণ মারিতে চাহে, ধর্ম্মভয় নাই ॥ ২৫৫ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

বাক্য শুনিয়া শ্রীবাসের পরিবারবর্গের দিব্যজ্ঞান হইল, আর শোক রহিল না। তদনন্তর মৃতশিশুর সৎকার হইল। প্রভু শ্রীবাসকে কহিলেন,—'তোমার যে পুত্র ছিল, সে ছাড়িয়া গেল। আমি ও নিত্যানন্দ—তোমার নিত্যপুত্র, তোমাকে কখনই ছাড়িতে পারিব না।'

২৩১-২৩২। শ্রীবাসের নিকটবর্ত্তী কোন যবন-দর্জ্জি তাঁহার বস্ত্র সেলাই করিত। সে শ্রদ্ধার সহিত মহাপ্রভুর নৃত্য দেখিয়া মুগ্ধ হইলে, প্রভু তাহাকে নিজরূপের চিন্ময়-ভাব দর্শন করাইলেন। সেই দর্জ্জি 'আমি দেখিনু! আমি দেখিনু!'—এই বলিয়া প্রেমে পাগল হইয়া নাচিতে লাগিল।

আগল—অগ্রগণ্য।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২৪১। শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্য্যরত্নের ঘরে এক রাত্রে প্রভু রুক্মিণ্যাদির রূপধারণপূর্ব্বক একটী লীলার অভিনয় করিয়াছিলেন। তাহাতে অদ্বৈত, হরিদাস প্রভৃতি অনেকে নানা সাজ সাজিয়াছিলেন।

অনুভাষ্য

২৩৫-২৩৯। শ্রীবাসকর্ত্তৃক ব্রজের গোপীগণসহ কৃষ্ণের মধুর (শৃঙ্গার) রস-বর্ণন বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয়।

২৪১। রুক্মিণীভাবে ও বেশে প্রভুর প্রসঙ্গ—চৈঃ ভাঃ মধ্য ১৮ অঃ দ্রষ্টব্য।

২৪২। আদ্যাশক্তি-বেশে প্রভুর ভক্তগণকে স্তন্য ও প্রেমভক্তিপ্রদানের প্রসঙ্গ—চৈঃ ভাঃ মধ্য, ১৮ অঃ দ্রষ্টব্য।

প্রভুকে প্রহারার্থ ষড়যন্ত্র ঃ—

পুনঃ যদি ঐছে করে, মারিব তাহারে ।
কোন্ বা মানুষ হয়, কি করিতে পারে ॥" ২৫৬ ॥

প্রভু হিংসাফলে তাহাদের বিদ্যা-বুদ্ধি লোপ ঃ—

প্রভুর নিন্দায় সবার বুদ্ধি হৈল নাশ ।
সুপঠিত বিদ্যা কারও না হয় প্রকাশ ॥ ২৫৭ ॥
তথাপি দাম্ভিক পড়ুয়া নম্র নাহি হয় ।
যাহাঁ তাহাঁ প্রভুর নিন্দা হাসি' সে করয় ॥ ২৫৮ ॥

পাষণ্ডগণের দুর্গতিদর্শনে প্রভুর করুণা ঃ—

সর্ব্বজ্ঞ গোসাঞি জানি' সবার দুর্গতি ।
ঘরে বসি' চিন্তেন তা'-সবার অব্যাহতি ॥ ২৫৯ ॥

অভক্ত জনগণের পরিচয় ঃ—

'যত অধ্যাপক, আর তাঁর শিষ্যগণ ।
ধর্ম্মী, কর্ম্মী, তপোনিষ্ঠ, নিন্দক, দুর্জ্জন ॥ ২৬০ ॥

কৃষ্ণবিদ্বেষাপরাধ হইতে বিমোচনোপায়-চিন্তন ঃ—

এই সব মোর নিন্দা-অপরাধ হৈতে ।
আমি না লওয়াইলে ভক্তি, না পারে লইতে ॥ ২৬১ ॥
নিস্তারিতে আইলাম আমি, হৈল বিপরীত ।
এসব দুর্জ্জনের কৈছে হইবেক হিত ॥ ২৬২ ॥
আমাকে প্রণতি করে, হয় পাপক্ষয় ।
তবে সে ইহারে ভক্তি লওয়াইলে লয় ॥ ২৬৩ ॥

পাষণ্ডিগণের উদ্ধার-বাঞ্ছা ঃ—

মোরে নিন্দা করে যে, না করে নমস্কার ।
এসব জীবেরে অবশ্য করিব উদ্ধার ॥ ২৬৪ ॥

লৌকিক মর্য্যাদাময় সন্ন্যাস-লীলাভিনয়ে সঙ্কল্প ঃ—

অতএব অবশ্য আমি সন্ন্যাস করিব ।
সন্ন্যাসি-বুদ্ধ্যে মোরে প্রণত হইব ॥ ২৬৫ ॥

অনুভাষ্য

২৪৩-২৪৬। এ ঘটনা চৈতন্যভাগবতে দৃষ্ট হয় না।

২৪৭-২৬২। প্রভুর গোপীভাবে কৃষ্ণের প্রতি ক্রোধ ও দোষারোপের অপ্রাকৃতত্ব বুঝিতে না পারিয়া এক কর্ম্মজড় স্মার্ত্ত পড়ুয়ার, প্রভুর সহিত বাদানুবাদ এবং গোপীভাবময় প্রভু তাহাকে কৃষ্ণপক্ষপাতি-জ্ঞানে ক্রোধভরে তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিলে পড়ুয়ার পলায়ন এবং তদ্দর্শনে কর্ম্মজড় হরিবিমুখ ব্রাহ্মণ-ব্রুবগণের মোহবশতঃ প্রভুকে আঘাত করিবার পরামর্শ এবং উহাদিগের দুর্গতি ও দুর্দ্দশা দূর করিতে প্রাকৃত সমাজের চক্ষে শ্রেষ্ঠ আভিজাত্য ও বর্ণাভিমানীর গুরুরূ তুর্য্যাশ্রম-স্বীকার করিবার অভিলাষ—চৈঃ ভাঃ মধ্য, ২৬ অঃ দ্রষ্টব্য।

২৫৭। কেননা, (শ্বেঃ উঃ)—"যস্য দেবে পরাভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ। তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ।।" অর্থাৎ যাঁহার, পরমদেবতা বিষ্ণুর প্রতিও যেমন, তৎপ্রেষ্ঠ শ্রীগুরুদেবের প্রতিও তদ্রূপ পরমা (অহৈতুকী ও অব্যবহিতা) ভক্তি বর্ত্তমান, সেই মহাত্মার শুদ্ধচিত্তেই এই সকল শ্রুতির প্রকৃত হরিভক্তিতাৎপর্য্যময় অর্থ প্রকাশ পায়, অন্য কোন হৃদয়ে পায় না। শ্রীপ্রহ্লাদোক্তি (ভাঃ ৭।৫।২৪)—"ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা। ক্রিয়েত ভগবত্যদ্ধা তন্মন্যেঽধীত-মুত্তমম্।।" শ্রীধরটীকা—"সা চার্পিতৈব সতী যদি ক্রিয়েত, ন তু কৃতা সতী পশ্চাদর্প্যেত, তদুত্তমমধীতং মন্যে, ন ত্বস্মাদ্‌গুরো-রধীতং শিক্ষিতং বা তথাবিধং কিঞ্চিদস্তীতি ভাবঃ।" অর্থাৎ পূর্ব্বে আত্মসমর্পণ, পরে হরিভজনক্রিয়া—ইহাই বিধি। এইরূপ হইলেই উত্তম শাস্ত্রাধ্যয়ন হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। আত্মসমর্পণপূর্ব্বক বিষ্ণুপূজা অপেক্ষা বা তদ্রূপ আর কিছুই শ্রেষ্ঠ শিক্ষা বা অধ্যয়ন হইতে পারে না। অবিদ্যার বশে সেই জড়বিদ্যাভিমানী (পড়ুয়া) পরবিদ্যাবধূজীবন বিষ্ণুর অবজ্ঞা করায় এবং সেই দাম্ভিকের নিত্য বাস্তববস্তু বিষ্ণুর নিকট আত্মসমর্পণের অভাবহেতু তাহার কলুষ-মলিন হৃদয়ে বিদ্যার স্ফূর্ত্তি হয় না ; অতএব (ভাঃ ১১।১১।১৮)—"শব্দব্রহ্মণি নিষ্ণাতো ন নিষ্ণায়াৎ পরে যদি। শ্রমস্তস্য শ্রমফলো হ্যধেনুমিব রক্ষতঃ।।" যদি কেহ বেদাদি-শাস্ত্রে পারদর্শী হইয়াও পরব্রহ্ম বিষ্ণুতে ভক্তিপরায়ণ না হয়, তাহা হইলে তাহার সমস্ত শাস্ত্রানুশীলন-শ্রম কেবল বৃথা পরিশ্রমেই পর্য্যবসিত হয়।

২৬২। চৈঃ ভাঃ মধ্য, ২৬ অঃ—"করিলুঁ পিপ্পলখণ্ড কফ নিবারিতে। উলটিয়া আরো কফ বাড়িল দেহেতে।।"

২৬৫-২৬৬। পাষণ্ডপ্রকৃতি ব্রাহ্মণব্রুবগণও বৈষ্ণব-সন্ন্যাসীকে দণ্ডবৎ-প্রণাম করিবে—ইহাই শ্রীমন্মহাপ্রভুর ধারণা ছিল ; সেকালে সদাচারও তাহাই ছিল। একালে যাহারা ঐ সকল ব্রাহ্মণব্রুবগণের অপেক্ষাও অধিকতর দাম্ভিকতাক্রমে বৈষ্ণব-সন্ন্যাসীকে দণ্ডবৎ-প্রণাম করে না, তাহাদের সম্বন্ধে শাস্ত্রের বিধি,—"দেবতা-প্রতিমাং দৃষ্ট্বা যতিঞ্চৈব ত্রিদণ্ডিনম্। নমস্কারং ন কুর্য্যাদ্ যঃ প্রায়শ্চিত্তীয়তে নরঃ।।" (পাঠান্তরে, নমস্কারং ন

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২৫০। দোষোদ্গার—পরিহাসপূর্ব্বক দোষারোপ।

২৬৫। শাস্ত্রমত কোন ব্রাহ্মণ সন্ন্যাস করিলে সন্ন্যাসি-বুদ্ধিতে অর্থাৎ সন্ন্যাসীকে প্রণম্য জানিয়া গৃহস্থ ও ব্রাহ্মণ প্রভৃতি সকলেই প্রণাম করিয়া থাকেন। আমি সন্ন্যাস করিলে নিন্দক ব্রাহ্মণগণ অবশ্য প্রণাম করিয়া আমা হইতে সুবুদ্ধি লাভ করিবে।

যতিজ্ঞানে প্রভুকে নমস্কারফলে পাষণ্ড বিপ্রাদি উচ্চ-জাতিরও শুদ্ধচিত্তে সেবা-প্রবৃত্তির উদয় ঃ—

প্রণতিতে হ'বে ইহার অপরাধ-ক্ষয় ।
নির্ম্মল হৃদয়ে ভক্তি করাইব উদয় ॥ ২৬৬ ॥

এসব পাষণ্ডী তবে হইবে নিস্তার ।
আর কোন উপায় নাহি, এই যুক্তি সার ॥' ২৬৭ ॥

তৎকালে কেশবভারতীর নবদ্বীপে প্রভুগৃহে ভিক্ষাগ্রহণ ঃ—

এই দৃঢ় যুক্তি করি' প্রভু আছে ঘরে ।
কেশব ভারতী আইলা নদীয়া-নগরে ॥ ২৬৮ ॥

প্রভু তাঁরে নমস্করি' কৈল নিমন্ত্রণ ।
ভিক্ষা করাইয়া তাঁরে কৈল নিবেদন ॥ ২৬৯ ॥

ভারতীর নিকট প্রভুর নিবেদন ঃ—

"তুমি ত' ঈশ্বর বট,—সাক্ষাৎ নারায়ণ ।
কৃপা করি' কর মোর সংসার-মোচন ॥" ২৭০ ॥

ভারতীর উক্তি ঃ—

ভারতী কহেন,—"তুমি ঈশ্বর, অন্তর্যামী ।
যে কহ, সে করিব,—স্বতন্ত্র নহি আমি ॥" ২৭১ ॥

ভারতীর কাটোয়ায় প্রত্যাবর্ত্তন ও প্রভুর তৎসমীপে সন্ন্যাস-গ্রহণ ঃ—

এত বলি' ভারতী গোসাঞি কাটোয়াতে গেলা ।
মহাপ্রভু তাহা যাই' সন্ন্যাস করিলা ॥ ২৭২ ॥

প্রভুর সন্ন্যাসকালে নিতাই, আচার্য্যরত্ন ও মুকুন্দ ঃ—

সঙ্গে নিত্যানন্দ, চন্দ্রশেখর আচার্য্য ।
মুকুন্দদত্ত,—এই তিন কৈল সর্ব্ব কার্য্য ॥ ২৭৩ ॥

এই আদিলীলার কৈল সূত্র গণন ।
বিস্তারি বর্ণিলা ইহা দাস বৃন্দাবন ॥ ২৭৪ ॥

প্রভুর শান্ত ব্যতীত দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর-ভাবে উক্ত চিত্তবৃত্তি ঃ—

যশোদানন্দন হৈলা শচীর নন্দন ।
চতুর্ব্বিধ ভক্ত-ভাব করে আস্বাদন ॥ ২৭৫ ॥

আশ্রয়জাতীয় ভাবময় বিষয়বিগ্রহই গৌরসুন্দর—"গৌর-নাগরী"-বাদ-নিরাস ঃ—

মাধুর্য্য রাধা-প্রেমরস আস্বাদিতে ।
রাধাভাব অঙ্গীকার করিয়াছে ভালমতে ॥ ২৭৬ ॥

গোপী-ভাব যাতে প্রভু করিয়াছে একান্ত ।
ব্রজেন্দ্রনন্দনে মানে আপনার কান্ত ॥ ২৭৭ ॥

গোপিকা-ভাবের এই সুদৃঢ় নিশ্চয় ।
ব্রজেন্দ্রনন্দন বিনা অন্যত্র না জানয় ॥ ২৭৮ ॥

স্বয়ংরূপ কৃষ্ণব্যতীত অন্যরূপে গোপীর প্রীতি নাই ঃ—

শ্যামসুন্দর, শিখিপিচ্ছ-গুঞ্জা-বিভূষণ ।
গোপ-বেশ, ত্রিভঙ্গিম, মুরলী-বদন ॥ ২৭৯ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২৭২। মহাপ্রভুর চব্বিশবর্ষ বয়সের শেষে যে মাঘী শুক্লপক্ষ পড়িল, সেই উত্তরায়ণ-সময়ে সংক্রমণ-দিনে মহাপ্রভু রাত্রিশেষে শ্রীনবদ্বীপ ত্যাগ করিয়া 'নদীয়ার ঘাটে' গঙ্গা সন্তরণপূর্ব্বক কণ্টকনগর বা কাটোয়া-গ্রামে পৌঁছিয়া কেশবভারতীর নিকট (এক) দণ্ড গ্রহণ করিলেন। চন্দ্রশেখর-আচার্য্যরত্ন সন্ন্যাসের কর্ম্মাঙ্গসকল মহাপ্রভুর আজ্ঞামতে অনুষ্ঠান করিলেন। সমস্ত দিন কীর্ত্তন করিতে করিতে দিবা অবসানপ্রায় হইলে ক্ষৌরকার্য্য সমাপ্ত হইল। পরদিন প্রাতে দণ্ডধারী সন্ন্যাসিবেষী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য রাঢ়দেশে ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিলেন। কেশবভারতী কতকদূর সঙ্গে সঙ্গে গিয়াছিলেন।

অনুভাষ্য

কুর্য্যাচ্চেদুপবাসেন শুদ্ধ্যতি।।") অর্থাৎ পরমদেবতা শ্রীবিষ্ণুর বিগ্রহ এবং বৈষ্ণব-ত্রিদণ্ডি-সন্ন্যাসীকে দেখিয়া যদি কোন ব্রাহ্মণ-ব্রুব প্রণাম না করেন, তাহা হইলে ঐ প্রত্যবায়হেতু তাঁহাকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়, অথবা উপবাস করিয়া শুদ্ধি লাভ করিতে হয়।

২৭৪। চৈঃ ভাঃ মধ্য, ২৮ অঃ দ্রষ্টব্য।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২৭৫। চতুর্ব্বিধ ভক্তভাব—দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর-রসাশ্রিত চারিপ্রকার ভক্তভাব।

অনুভাষ্য

২৭৬-২৭৮। শ্রীগৌরসুন্দর—শ্রীরাধাভাবদ্যুতি-সুবলিত কৃষ্ণ, সুতরাং শ্রীকৃষ্ণসেবার নিমিত্ত আশ্রয়জাতীয় শ্রীমতী রাধিকাদি গোপীগণের যে হৃদয়ভাব, তাহা পরিত্যাগ করিয়া কখনই স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় বিষয়জাতীয়-চেষ্টাযুক্ত হইয়া অর্থাৎ ভোক্তার অভিমানে পরস্ত্রীদর্শনাদি-দ্বারা 'লম্পট নাগরের' বৃত্তির পরিচয় দেন নাই। প্রাকৃত কামুক পরস্ত্রী-লম্পট সহজিয়া-সম্প্রদায় নিজ নিজ ঘৃণ্য কামপিপাসা ও ব্যভিচার জগদ্গুরু আচার্য্যের লীলা-প্রদর্শনকারী শ্রীগৌরসুন্দরের স্কন্ধে আরোপ করিতে গিয়া বৈষ্ণবাচার্য্য-শিরোমণি শ্রীদামোদরস্বরূপ ও ঠাকুর বৃন্দাবনদাসের শ্রীচরণে অপরাধ বৃদ্ধি করে মাত্র। চৈঃ ভাঃ আদি, ১৫শ অঃ—"সবে পর-স্ত্রী প্রতি নাহি পরিহাস। স্ত্রী দেখিলে দূরে প্রভু হন একপাশ।। এইমত চাপল্য করেন সবা-সনে। সবে স্ত্রী-মাত্র নাহি দেখেন দৃষ্টিকোণে।। 'স্ত্রী' হেন নাম প্রভু এই অবতারে। শ্রবণো না করিলা—বিদিত সংসারে।। অতএব যত

ইহা ছাড়ি' কৃষ্ণ যদি হয় অন্যাকার ।
গোপিকার ভাব নাহি যায় নিকট তাহার ॥ ২৮০ ॥

শ্রীললিতমাধব (৬।১৪)—

গোপীনাং পশুপেন্দ্রনন্দনজুষো ভাবস্য কস্তাং কৃতী
বিজ্ঞাতুং ক্ষমতে দুরূহপদবীসঞ্চারিণঃ প্রক্রিয়াম্ ।
আবিষ্কুর্ব্বতি বৈষ্ণবীমপি তনুং তস্মিন্ ভুজৈর্জিষ্ণুভি-
র্যাসাং হন্ত চতুর্ভিরদ্ভুতরুচিং রাগোদয়ঃ কুঞ্চতি ॥ ২৮১ ॥

রাসকালে আত্মগোপনেচ্ছু কৃষ্ণের গোপীগণকে চতুর্ভুজ-প্রদর্শন ও সংরক্ষণ ঃ—

বসন্তকালে রাসলীলা করে গোবর্দ্ধনে ।
অন্তর্দ্ধান কৈলা সঙ্কেত করি' রাধা-সনে ॥ ২৮২ ॥
নিভৃতনিকুঞ্জে বসি' দেখে রাধার বাট ।
অন্বেষিতে আইলা তাহাঁ গোপিকার ঠাট ॥ ২৮৩ ॥
দূর হৈতে দেখি' তাঁরে বলে গোপীগণ ।
"এই দেখ কুঞ্জের ভিতর ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥"২৮৪ ॥
গোপীগণ দেখি' কৃষ্ণের হইল সাধ্বস ।
লুকাইতে নারিল, তাহে হৈলা বিরস ॥ ২৮৫ ॥
চতুর্ভুজ মূর্ত্তি করি' আছেন বসিয়া ।
কৃষ্ণ দেখি' গোপী কহে নিকটে আসিয়া ॥ ২৮৬ ॥

গোপীগণের নারায়ণ-স্তব ঃ—

'ইহোঁ কৃষ্ণ নহে, ইহোঁ নারায়ণ-মূর্ত্তি ।'
এত বলি' সবে তাঁরে করে নতি-স্তুতি ॥ ২৮৭ ॥
"নমো নারায়ণ, দেহ' করহ প্রসাদ ।
কৃষ্ণসঙ্গ দেহ' মোরে, ঘুচাহ বিষাদ ॥" ২৮৮ ॥
এত বলি নমস্করি' গেলা গোপীগণ ।
হেনকালে রাধা আসি' দিলা দরশন ॥ ২৮৯ ॥

শ্রীমতী রাধিকার আগমনমাত্র চতুর্ভুজের অন্তর্দ্ধান, দ্বিভুজ-মূর্ত্তি বা স্বয়ংরূপ ঃ—

রাধা দেখি' কৃষ্ণ তাঁরে হাস্য করিতে ।
সেই চতুর্ভুজ-মূর্ত্তি চাহেন রাখিতে ॥ ২৯০ ॥
লুকাইলা দুই ভুজ রাধার অগ্রেতে ।
বহু যত্ন কৈলা কৃষ্ণ, নারিল রাখিতে ॥ ২৯১ ॥

শ্রীরাধার অচিন্ত্য কৃষ্ণপ্রেম ঃ—

রাধার বিশুদ্ধ-ভাবের অচিন্ত্য-প্রভাব ।
যে কৃষ্ণেরে করাইলা দ্বিভুজ-স্বভাব ॥ ২৯২ ॥

শ্রীরাধার নিকট কৃষ্ণচাতুর্য্যের পরাভব, নিত্য স্বয়ংরূপ শ্যামসুন্দর ঃ—

উজ্জ্বলনীলমণিতে নায়িকাভেদপ্রকরণে ৬ষ্ঠ অঙ্কে—

রাসারম্ভবিধৌ নিলীয়বসতা কুঞ্জে মৃগাক্ষীগণৈ-
র্দৃষ্টং গোপয়িতুং স্বমুদ্ধুরধিয়া যা সুষ্ঠু সন্দর্শিতা ।
রাধায়াঃ প্রণয়স্য হন্ত মহিমা যস্য শ্রিয়া রক্ষিতুং
সা শক্যা প্রভবিষ্ণুনাপি হরিণা নাসীচ্চতুর্বাহুতা ॥ ২৯৩ ॥

নন্দ—জগন্নাথ মিশ্র, যশোদা—শচী ঃ—

সেই ব্রজেশ্বর—ইহঁ জগন্নাথ পিতা ।
সেই ব্রজেশ্বরী—ইহঁ শচীদেবী মাতা ॥ ২৯৪ ॥

অনুভাষ্য

মহামহিম সকলে। 'গৌরাঙ্গ-নাগর' হেন স্তব নাহি বলে।। যদ্যপি সকল স্তব সম্ভব তাহানে। তথাপিহ স্বভাবে সে গায় বুধগণে।।" এই তিনটী পদ্যে সুস্পষ্টভাবে ভক্তিসিদ্ধান্তবিরোধী দুর্নীতিপুষ্ট কল্পিত "গৌর-নাগরীবাদ" নিরস্ত হইয়াছে।

২৮১। সূর্য্যপত্নী সবর্ণার প্রতি বিশাখার বাক্য,—

গোপীনাং দুরূহপদবীসঞ্চারিণঃ (দুরূহায়াং পদব্যাং সঞ্চরিতুং শীলং যস্য তস্য) পশুপেন্দ্র-নন্দনজুষঃ (পশুপেন্দ্রস্য গোপরাজস্য নন্দস্য নন্দনং সুনুং জুষতে সেবতে যস্তস্য কৃষ্ণসেবাপরস্য) ভাবস্য তাং প্রক্রিয়াং বিজ্ঞাতুং (বোদ্ধুং) কঃ কৃতী ক্ষমতে (সামর্থ্যবান্ ভবতি)? [যতঃ] হন্ত! জিষ্ণুভিঃ (জয়শীলৈঃ) চতুর্ভিঃ ভুজৈঃ (ধৃতনারায়ণ-বিগ্রহৈঃ) অদ্ভুতরুচিং (অদ্ভুত-রুচিঃ শোভা যস্যাঃ তাম্ অলৌকিকীং কান্তিময়ীং) বৈষ্ণবীং তনুং আবিষ্কুর্ব্বতি (প্রকটয়তি সতি) তস্মিন্ (কৃষ্ণে) অপি যাসাং (গোপীনাং) রাগোদয়ঃ কুঞ্চতি (বিকাশং ন লভতে)।

২৮৩। বাট—বর্ত্ম বা পথ। ঠাট—শ্রেণীবদ্ধ সৈন্য।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২৮১। কোন সময়ে শ্রীকৃষ্ণ কৌতুকসহকারে অদ্ভুত-রুচিযুক্ত চতুর্ভুজ নারায়ণমূর্ত্তি প্রকাশ করিলে গোপীদিগের রাগোদয় সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল। সুতরাং নন্দনন্দনে অনন্য-ভজনশীল দুর্গম-পারকীয়-পথাবলম্বিনী গোপীগণের ভাবক্রিয়া কোন্ পণ্ডিত বুঝিতে পারে?

২৯৩। কুঞ্জে রাসারম্ভে কৃষ্ণ কৌতুক করিয়া লুক্কায়িত ছিলেন। মৃগনয়নী গোপীদিগের আগমন দেখিয়া শঙ্কিতভাবে স্বীয় মনোহর চতুর্ভুজ-মূর্ত্তি প্রদর্শন করিলেন। সাধারণ গোপী এইমাত্র কহিলেন যে,—'ইনি আমাদের প্রেম-বিষয় শ্রীকৃষ্ণ নহেন।' কিন্তু রাধাপ্রেমের কি আশ্চর্য্য মহিমা! শ্রীরাধার আগমন-মাত্রেই কৃষ্ণ চেষ্টা করিয়াও সেই চতুর্ভুজ-মূর্ত্তি রাখিতে পারিলেন না।

অনুভাষ্য

২৮৫। সাধ্বস—ভয়, ত্রাস, শঙ্কা, মনের আবেগ, সম্ভ্রম।

২৮৮। মোরে—আমাদিগকে।

২৯৩। [গোবর্দ্ধনোপত্যকায়াং পরাসৌলীতি খ্যাতনাম্ন্যাং রাসস্থল্যাং বসন্তকালে] রাসারম্ভবিধৌ (রাসস্য আরম্ভবিধৌ

ব্রজের কানাই-বলাই—গৌড়ের গৌর-নিতাই ঃ—

সেই নন্দসুত—ইহঁ চৈতন্য-গোসাঞি ।
সেই বলদেব—ইহঁ নিত্যানন্দ-ভাই ॥ ২৯৫ ॥

মধুররস ব্যতীত অন্যরসে নিত্যানন্দ-রামের গৌরকৃষ্ণসেবা ঃ—

বাৎসল্য, দাস্য, সখ্য—তিন ভাবময় ।
সেই নিত্যানন্দ—কৃষ্ণচৈতন্য-সহায় ॥ ২৯৬ ॥

প্রেমভক্তি দিয়া তেঁহো ভাসাল জগতে ।
তাঁর চরিত্রচিত্র লোকে না পারে বুঝিতে ॥ ২৯৭ ॥

ভক্তাবতার অদ্বৈতের শুদ্ধভক্তি-প্রচার ঃ—

অদ্বৈত-আচার্য্য-গোসাঞি ভক্ত-অবতার ।
কৃষ্ণ অবতারিয়া কৈলা ভক্তির প্রচার ॥ ২৯৮ ॥

অদ্বৈতের দুই ভাবে গৌরকৃষ্ণসেবা ঃ—

সখ্য, দাস্য,—দুই ভাব সহজ তাঁহার ।
কভু প্রভু করেন তাঁরে গুরু-ব্যবহার ॥ ২৯৯ ॥

শ্রীবাসাদি শুদ্ধভক্তের দাস্য ঃ—

শ্রীবাসাদি যত মহাপ্রভুর ভক্তগণ ।
নিজ নিজ ভাবে করেন চৈতন্য-সেবন ॥ ৩০০ ॥

গদাধর-স্বরূপ-রামানন্দ-শ্রীরূপাদি শক্তিগণের মধুররসে গৌরকৃষ্ণসেবা ঃ—

পণ্ডিত-গোসাঞি আদি যাঁর সেই রস ।
সেই সেই রসে কৃষ্ণ হয় তাঁর বশ ॥ ৩০১ ॥

ব্রজে মুরলীবদন গোপসুত শ্যামলীলা, গৌড়ে ব্রাহ্মণ-যতিবেশী কীর্ত্তনবিগ্রহ গৌরলীলা ঃ—

তিঁহ শ্যাম,—বংশীমুখ, গোপবিলাসী ।
ইহঁ গৌর—কভু দ্বিজ, কভু ত' সন্ন্যাসী ॥ ৩০২ ॥

গোপীভাবযুক্ত কৃষ্ণের গৌররূপে কৃষ্ণপ্রেমাস্বাদন ঃ—

অতএব আপনে প্রভু গোপীভাব ধরি' ।
ব্রজেন্দ্রনন্দনে কহে 'প্রাণনাথ' করি' ॥ ৩০৩ ॥

রূপানুগজনানুগত্য ব্যতীত গৌরের বিপ্রলম্ভরসের দুরবগাহত্ব ঃ—

সেই কৃষ্ণ, সেই গোপী,—পরম বিরোধ ।
অচিন্ত্য চরিত্র প্রভুর অতি সুদুর্ব্বোধ ॥ ৩০৪ ॥

গৌরের পরমবৈচিত্র্যচমৎকারময় অচিন্ত্যভাব তর্কাতীত ঃ—

ইথে তর্ক করি' কেহ না কর সংশয় ।
কৃষ্ণের অচিন্ত্যশক্তি এই মত হয় ॥ ৩০৫ ॥

অচিন্ত্য, অদ্ভুত কৃষ্ণচৈতন্য-বিহার ।
চিত্র ভাব, চিত্র গুণ, চিত্র ব্যবহার ॥ ৩০৬ ॥

তার্কিকের দুর্গতি—"সংশয়াত্মা বিনশ্যতি" ঃ—

তর্কে ইহা নাহি মানে, যেই দুরাচার ।
কুম্ভীপাকে পচে সেই, নাহিক নিস্তার ॥ ৩০৭ ॥

মহাভারতে ভীষ্মপর্ব্বে (৫।১২)—

অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ ।
প্রকৃতিভ্যঃ পরং যচ্চ তদচিন্ত্যস্য লক্ষণম্ ॥ ৩০৮ ॥

অনুভাষ্য

প্রবৃত্তিকল্পে) কুঞ্জে নিলীয়বসতা (সংলগ্নাবস্থিতেন) হরিণা (শ্রীকৃষ্ণেন) মৃগাক্ষিগণৈঃ (কুরঙ্গনয়নাভিঃ গোপীভিঃ) [প্রবিষ্টক-নামারণ্যে পেঠাখ্যে] দৃষ্টং স্বম্ (আত্মানং) গোপয়িতুং (বহ্বীভি-স্তাভিঃ সর্ব্বতঃ আবৃতাৎ তস্মাৎ কুঞ্জাৎ সহসাপসর্পণাসম্ভবাৎ) উদ্ধুরধিয়া (উৎকৃষ্টবুদ্ধ্যা) যা চতুর্ব্বাহুতা সুষ্ঠু সন্দর্শিতা, যস্য (কৃষ্ণপ্রণয়মহিম্নঃ) শ্রিয়া প্রভবিষ্ণুনা (কৃষ্ণেন) অপি যা চতুর্ব্বাহুতা রক্ষিতুং ন শক্যা আসীৎ—হন্ত! (ভোঃ!) রাধায়াঃ প্রণয়স্য মহিমা (মাহাত্ম্যম্)—[এতাদৃগচিন্ত্যম্!] (গৌতমীয়ে—'গোবর্দ্ধনগিরৌ রম্যে স্থিতং রাসরসোৎসুকম্।' ভগবতোঽপি প্রেমাধীনত্বাৎ প্রেম্ণোঽগ্রে ঐশ্বর্য্যং ন তিষ্ঠতীতি ন শক্যতে বক্তুং তস্য নিত্যত্বাৎ, কিন্তু তিরোভবতি)।

২৯৬-৩০১। এই সকল পদ্যে শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈতের অপ্রাকৃত পরম চমৎকারময় গৌরসেবা-ভাব-বৈচিত্র্যের তারতম্য বর্ণিত হইয়াছে। গৌঃ গঃ ১১-১৬—"ভক্তরূপো গৌরচন্দ্রো যতোঽসৌ নন্দনন্দনঃ। ভক্তস্বরূপো নিত্যানন্দো ব্রজে যঃ শ্রীহলায়ুধঃ।। ভক্তাবতার আচার্য্যোঽদ্বৈতো যঃ শ্রীসদাশিবঃ। ভক্তাখ্যাঃ শ্রীনিবাসাদ্যা যতস্তে ভক্তরূপিণঃ। ভক্তশক্তির্দ্বিজা-

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৩০৮। প্রকৃতির অতীত যে তত্ত্ব, তাহাই অচিন্ত্য-লক্ষণ। তর্ক—প্রাকৃত, সুতরাং সে তত্ত্বকে স্পর্শ করিতে পারে না। অতএব অচিন্ত্যভাবসকলে তর্ক যোজনা করিবে না।

ইতি অমৃতপ্রবাহ-ভাষ্যে সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

অনুভাষ্য

গ্রণ্যঃ শ্রীগদাধরপণ্ডিতঃ।। শ্রীমদ্বিশ্বম্ভরাদ্বৈতনিত্যানন্দাবধূতকাঃ। অত্র ত্রয়ঃ সমুন্নেয়া বিগ্রহাঃ প্রভবশ্চ তে। একো মহাপ্রভুর্জ্ঞেয়ঃ শ্রীচৈতন্যো দয়াম্বুধিঃ। প্রভু দ্বৌ শ্রীযুতৌ নিত্যানন্দাদ্বৈতৌ মহাশয়ৌ। গোস্বামিনো বিগ্রহাশ্চ তে দ্বিজশ্চ গদাধরঃ। পঞ্চ-তত্ত্বাত্মকা এতে শ্রীনিবাসশ্চ পণ্ডিতঃ।। যদুক্তং তত্র গোস্বামি-শ্রীস্বরূপপদাম্বুজৈঃ। ত্রয়োঽত্র বিগ্রহা জ্ঞেয়াঃ প্রভবশ্চাত্র তে ত্রয়ঃ। একো মহাপ্রভুর্জ্ঞেয়ো দ্বৌ প্রভূ সম্মতৌ সতাম্।।" ঐ ২৩-২৪ শ্লোক—শ্রীঈশ্বরপুরী শৃঙ্গাররসের, অদ্বৈতপ্রভু দাস্য ও সখ্যরসের এবং শ্রীরঙ্গপুরী শুদ্ধবাৎসল্য-রসের সেবক ছিলেন। আদি, ৭ম পঃ ১০-১৭ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

৩০৩-৩০৪। আদি, ১৭ পঃ ২৭৬-২৭৮ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

৩০৭। কুম্ভীপাক—নরক-বিশেষ। পাপীদিগকে 'কুম্ভী' নামক

শ্রদ্ধাবানেরই সেবা-প্রাপ্তি ঃ—

অদ্ভুত চৈতন্যলীলায় যাহার বিশ্বাস ।
সেই জন যায় চৈতন্যের পদ-পাশ ॥ ৩০৯ ॥
প্রসঙ্গে করিল এই সিদ্ধান্তের সার ।
ইহা যেই শুনে, শুদ্ধভক্তি হয় তার ॥ ৩১০ ॥

পুনরাবৃত্তি ঃ—

লিখিত গ্রন্থের যদি করি অনুবাদ ।
তবে সে গ্রন্থের অর্থ পাইবে আস্বাদ ॥ ৩১১ ॥

ভাগবতে শ্রীব্যাস-রীত্যনুসারে পরিচ্ছেদ-বর্ণন ঃ—

অতএব ভাগবতে ব্যাসের আচার ।
কথা কহি' অনুবাদ করে বার বার ॥ ৩১২ ॥

সংক্ষেপে পরিচ্ছেদসমূহের বর্ণনমুখে পুনরাবৃত্তি ঃ—

তাতে আদিলীলার করি পরিচ্ছেদ গণন ।
প্রথম পরিচ্ছেদে কৈলুঁ 'মঙ্গলাচরণ' ॥ ৩১৩ ॥
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে 'চৈতন্যতত্ত্ব-নিরূপণ' ।
স্বয়ং ভগবান্ যেই ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥ ৩১৪ ॥
তেঁহো ত' চৈতন্য-কৃষ্ণ—শচীর নন্দন ।
তৃতীয় পরিচ্ছেদে জন্মের 'সামান্য' কারণ ॥ ৩১৫ ॥
তহিঁ মধ্যে প্রেমদান—'বিশেষ' কারণ ।
যুগধর্ম্ম—কৃষ্ণনাম-প্রেম-প্রচারণ ॥ ৩১৬ ॥
চতুর্থে কহিলুঁ জন্মের 'মূল' কারণ ।
স্বমাধুর্য্য-প্রেমানন্দরস-আস্বাদন ॥ ৩১৭ ॥
পঞ্চমে 'শ্রীনিত্যানন্দ'-তত্ত্ব নিরূপণ ।
নিত্যানন্দ হৈলা রাম রোহিণীনন্দন ॥ ৩১৮ ॥
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে 'অদ্বৈত-তত্ত্বে'র বিচার ।
অদ্বৈত-আচার্য্য—মহাবিষ্ণু-অবতার ॥ ৩১৯ ॥
সপ্তম পরিচ্ছেদে 'পঞ্চতত্ত্বে'র আখ্যান ।
পঞ্চতত্ত্ব মিলি' যৈছে কৈলা প্রেমদান ॥ ৩২০ ॥
অষ্টমে 'চৈতন্যলীলা-বর্ণন'-কারণ ।
এক কৃষ্ণনামের মহা-মহিমা-কথন ॥ ৩২১ ॥
নবমেতে 'ভক্তিকল্পবৃক্ষের বর্ণন' ।
শ্রীচৈতন্য-মালী কৈলা বৃক্ষ আরোপণ ॥ ৩২২ ॥
দশমেতে মূল-স্কন্ধের 'শাখাদি-গণন' ।
সর্ব্বশাখাগণের যৈছে ফল-বিতরণ ॥ ৩২৩ ॥
একাদশে 'নিত্যানন্দশাখা-বিবরণ' ।
দ্বাদশে 'অদ্বৈতস্কন্ধ শাখার বর্ণন' ॥ ৩২৪ ॥
ত্রয়োদশে মহাপ্রভুর 'জন্ম-বিবরণ' ।
কৃষ্ণনাম-সহ যৈছে প্রভুর জনম ॥ ৩২৫ ॥
চতুর্দ্দশে 'বাল্যলীলা'র কিছু বিবরণ ।
পঞ্চদশে 'পৌগণ্ডলীলা'র সঙ্ক্ষেপে কথন ॥ ৩২৬ ॥
ষোড়শে কহিলুঁ 'কৈশোরলীলা'র উদ্দেশ ।
সপ্তদশে 'যৌবনলীলা' কহিলুঁ বিশেষ ॥ ৩২৭ ॥
এই সপ্তদশ প্রকার 'আদি-লীলা'র প্রবন্ধ ।
দ্বাদশ প্রবন্ধ, তাতে গ্রন্থ-মুখবন্ধ ॥ ৩২৮ ॥
পঞ্চপ্রবন্ধে পঞ্চবয়স চরিত ।
সঙ্ক্ষেপে কহিলুঁ অতি,—না কৈলুঁ বিস্তৃত ॥ ৩২৯ ॥
বৃন্দাবনদাস ইহা 'চৈতন্যমঙ্গলে' ।
বিস্তারি' বর্ণিলা নিত্যানন্দ-আজ্ঞা-বলে ॥ ৩৩০ ॥

গৌরলীলা অপার ঃ—

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যলীলা—অদ্ভুত, অনন্ত ।
ব্রহ্মা-শিব-শেষ যাঁর নাহি পায় অন্ত ॥ ৩৩১ ॥

অনুভাষ্য

পাত্রবিশেষে পাক করা হয়। (ভাঃ ৫।২৬।১৩) "যস্ত্বিহ বা উগ্রঃ পশূন্ পক্ষিণো বা প্রাণত উপরন্ধয়তি তমপকরুণং পুরুষাদৈরপি বিগর্হিতমমুত্র যমানুচরাঃ কুম্ভীপাকে তপ্ততৈল উপরন্ধয়তি।" প্রাণিবধকারী যমদণ্ড্য জীব কুম্ভীপাকে পচ্যমান হয়।

৩০৮। নদী-পর্ব্বত-কাননাদি ভূতলাশ্রিত পদার্থসমূহের নামশ্রবণেচ্ছু ধৃতরাষ্ট্রের প্রশ্নে সঞ্জয় প্রত্যুত্তর করিলেন,—যে ভাবাঃ অচিন্ত্যাঃ (প্রাকৃত-ভোগময়-চিন্তাতীতাঃ) খলু (নিশ্চয়ং) তান্ অচিন্ত্যভাবান্ তর্কেণ ন যোজয়েৎ (তে হেতুভিঃ ন হন্তব্যাঃ ইত্যর্থঃ) ; যৎ চ প্রকৃতিভ্যঃ পরং (ভিন্নম্ অতীতম্ অপ্রাকৃতমিতি যাবৎ) তৎ এব অচিন্ত্যস্য লক্ষণম্।

৩১২। শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস শ্রীমদ্ভাগবতের শেষভাগে দ্বাদশস্কন্ধের দ্বাদশ অধ্যায়ে ৫২ শ্লোকের মধ্যে প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত সমগ্র ভাগবতের যে-প্রকার প্রতিসংক্রমণ বর্ণন করিয়া গ্রন্থ সমাপ্ত করিয়াছেন, সেই মহাজন-প্রদর্শিত পথানুসরণে গ্রন্থকারও শ্রীচৈতন্যের আদিলীলার প্রতিসংক্রমণরূপ অনুবাদ করিলেন।

৩২৯। আদিলীলায় সপ্তদশ পরিচ্ছেদ বা প্রবন্ধ আছে, তন্মধ্যে প্রথম দ্বাদশ প্রবন্ধ—গ্রন্থের মুখবন্ধ বা উপক্রমণিকা-মাত্র। পরবর্ত্তী ত্রয়োদশ হইতে সপ্তদশ পরিচ্ছেদ পর্য্যন্ত 'জন্ম', 'বাল্য', 'পৌগণ্ড', 'কৈশোর' ও 'যুবা',—পঞ্চপ্রকার বয়সের কথায় পাঁচটী প্রবন্ধে পাঁচ পরিচ্ছেদ।

৩৩১। মধ্য, ২১শ পঃ ১০ ও ১২ সংখ্যা এবং ভাঃ ২।৭।৪১ ও ১০।১৪।৭ প্রভৃতি শ্লোক দ্রষ্টব্য।

গৌরলীলার শ্রবণ-কীর্ত্তনকারীর চরম মঙ্গললাভ ঃ—

যেই যেই অংশে কহে, যেই শুনে ধন্য ।
অচিরে মিলিবে তারে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ॥ ৩৩২ ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, অদ্বৈত, নিত্যানন্দ।
শ্রীবাসাদি গদাধরাদি যত ভক্তবৃন্দ ॥ ৩৩৩ ॥

বৃন্দাবনবাসী ভক্তগণের বন্দনা ঃ—

যত যত ভক্তগণ বৈসে বৃন্দাবনে ।
নম্র হঞা শিরে ধরোঁ তাঁহার চরণে ॥ ৩৩৪ ॥

শ্রীগুরু-প্রণাম ঃ—

শ্রীস্বরূপ-শ্রীরূপ-শ্রীসনাতন ।
শ্রীরঘুনাথদাস, আর শ্রীজীব-চরণ ॥ ৩৩৫ ॥
শিরে ধরি বন্দোঁ, নিত্য করোঁ তাঁর আশ ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ৩৩৬ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে যৌবনলীলাসূত্র-বর্ণনং নাম সপ্তদশপরিচ্ছেদঃ।

ইতি আদিলীলা সমাপ্তা

অনুভাষ্য

৩৩৫। শ্রীস্বরূপ—শ্রীদামোদর-স্বরূপ ; মধ্য, ১০ম পঃ ১০২-১২৭ সংখ্যা ও অনুভাষ্য দ্রষ্টব্য।

৩১৩ সংখ্যা হইতে ৩২৭ সংখ্যা পর্য্যন্ত পরিচ্ছেদ-গণনা লিখিত হইয়াছে।

প্রথম পরিচ্ছেদে—গুর্ব্বাদিবন্দন মঙ্গলাচরণ।
দ্বিতীয়ে—গৌরতত্ত্বনির্দ্দেশ মঙ্গলাচরণ।
তৃতীয়ে—অবতারের সামান্য কারণ ; প্রেমদান।
চতুর্থে—অবতারের মূলকারণ।
পঞ্চমে—নিত্যানন্দতত্ত্ব-নিরূপণ।
ষষ্ঠে—অদ্বৈততত্ত্ব-নির্দ্দেশ।
সপ্তমে—পঞ্চতত্ত্ব-নির্দ্দেশ ও প্রচার।
অষ্টমে—উপক্রমণিকা ও নাম-মহিমা।
নবমে—ভক্তিকল্পদ্রুম-বর্ণন-প্রচার।
দশমে—গৌরগণ-সংখ্যান।
একাদশে—নিত্যানন্দগণ-সংখ্যান।
দ্বাদশে—অদ্বৈত ও গদাধরগণ-সংখ্যান।
ত্রয়োদশে—গৌরজন্মলীলা।
চতুর্দ্দশে—বাল্যলীলা।
পঞ্চদশে—পৌগণ্ডলীলা।
ষোড়শে—কৈশোরলীলা।
সপ্তদশে—যৌবনলীলা।

ইতি অনুভাষ্যে সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

অনুভাষ্যে আদিলীলার কথাসার

গ্রন্থরাজ শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর মঙ্গলাচরণ—প্রথমে নমস্কার, পরে বস্তুনির্দ্দেশ ও তৎপরে আশীর্ব্বাদ। একই তত্ত্ব লীলাভেদে ছয়রূপে তাঁহার নমস্য—গুরুদ্বয় (দীক্ষাগুরু ও শিক্ষাগুরু), ঈশ্বরভক্ত, ভক্তাবতাররূপী ঈশ্বর, ঈশ্বর-প্রকাশ, ঈশ্বর-শক্তি ও স্বয়ং ঈশ্বর। উপাস্য-বিচারে শ্রীকৃষ্ণের অবতারিত্ব বা স্বয়ং ভগবত্তা। উপাস্য-তত্ত্বের অস্ফুট-প্রকাশরূপে 'ব্রহ্ম' এবং খণ্ডবিভূতিরূপে পরমাত্মার প্রতিপাদন। পরে শ্রীকৃষ্ণের নানা প্রকাশ, অবতার, বয়োভেদে লীলাভেদ, ত্র্যধীশত্ব ও সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহত্ব এবং সমগ্র জীব ও ঈশতত্ত্বের আশ্রয়ত্ব-বিচার প্রদর্শন করিয়া শ্রীকৃষ্ণই যে শ্রীচৈতন্য, তাহা ব্যক্ত করিলেন।

শ্রীগৌরাবতারের প্রয়োজন ও কারণ-নির্দ্দেশ। মধুর, বৎসল, সখ্য ও দাস্য—এই চারিরসে কৃষ্ণের সহিত সম্বন্ধযুক্ত হইলেই জীবের কৃষ্ণপ্রেম-সেবা লাভ হয়। শান্তরসে সম্বন্ধজ্ঞান বা অনুভূতি নাই—ঔদাসীন্য ভাব, তজ্জন্য আনন্দের অভাব। শ্রীহরিনাম-সঙ্কীর্ত্তন কলিযুগের একমাত্র ধর্ম্ম হইলেও স্বয়ং কৃষ্ণ ব্যতীত তাঁহার অপরাপর অবতারগণে পূর্ব্বোক্ত চারিটী গাঢ়প্রীতিময় ভাব দান করিবার ক্ষমতা প্রদর্শিত না হওয়ায় স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণই গৌররূপে অবতীর্ণ হইলেন।

এই বাহ্য কারণ ব্যতীত গৌরাবতারের আর একটী গূঢ় কারণ এই যে, কৃষ্ণের সর্ব্বোৎকৃষ্ট মধুররসাশ্রিত সেবকের (শ্রীমতী বার্ষভানবীর) তৎপ্রতি প্রীতির, তৎসঙ্গজনিত তাঁহার সুখের সুগভীরত্ব ও পরমচমৎকারিতা—যাহা সেবা-গ্রহণফলে কৃষ্ণের পক্ষে অনুভব করা অসম্ভব (অর্থাৎ সেব্যের সর্ব্বোৎকৃষ্ট সেবার মাধুর্য্য-মহিমা)—জানিতে অভিলাষ হওয়ায়, স্বয়ং উহা আস্বাদন করিলেন এবং সেবা-রস-বঞ্চিত ভোগময় মরুবাসী জীবকে ঐ প্রকার কৃষ্ণ-সেবারসে অভিষিক্ত করাইবার জন্য অহৈতুকী দয়াপরবশ হইয়া আচার্য্যরূপে তাহাদিগকে তদনুগমন করিতে শিক্ষা প্রদান করিলেন। এবম্বিধ শ্রীগৌরসুন্দর হৃদয়ে প্রকাশিত হইলেই জীবের চরম শ্রেয়োলাভ, ইহাই গ্রন্থকারের আশীর্ব্বাদ।

অতঃপর কবিরাজ গোস্বামী যাবতীয় চিৎ, অচিৎ ও ঈশ্বরের মূল অধীশ্বর ও অংশী শ্রীভগবন্মুখ্যপ্রকাশ সাক্ষাৎ বলদেব-বিগ্রহ শ্রীনিত্যানন্দের তত্ত্ব ও মহিমা এবং বিশ্বের উপাদান-বিষ্ণু শ্রীঅদ্বৈতের তত্ত্ব-মাহাত্ম্য, তৎপর সমগ্র ভারতে পঞ্চতত্ত্বরূপে শ্রীগৌরসুন্দরের নাম-প্রেম-প্রচারফলে চৈতন্য-ধর্ম্মের অনুগমনে ভক্তজনের আনন্দকাহিনী এবং দুর্ম্মতি, পতিত, পাষণ্ডিগণের উদ্ধার-বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়াছেন।

শ্রীগৌরসুন্দর সাক্ষাৎ প্রেমভক্তি-কল্পমহাবিটপী হইয়াও স্বয়ংই মালাকারস্বরূপ। কল্পবৃক্ষের আদি অঙ্কুর—শ্রীমাধবেন্দ্র-পুরী ; ঈশ্বরপুরীতে ঐ অঙ্কুর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত, এবং স্বয়ং মহাপ্রভুরূপে উহাই মূল স্কন্ধ। উহার মধ্য মূল—শ্রীপরমানন্দপুরী, চতুষ্পার্শ্বে আটজন সন্ন্যাসী—আটটী মূল। মূল স্কন্ধ হইতে প্রধান শ্রীনিত্যানন্দাদ্বৈত-স্কন্ধদ্বয় হইতে বহু শাখা-প্রশাখা।

ত্রয়োদশে মহাপ্রভুর জন্মলীলা ; চতুর্দ্দশে চঞ্চল শিশু নিমাইর 'হাতে খড়ি' পর্য্যন্ত বাল্যলীলা ; পঞ্চদশে বালক নিমাইর অধ্যয়ন হইতে আরম্ভ করিয়া লক্ষ্মীদেবীর বিবাহ পর্য্যন্ত পৌগণ্ড-লীলা এবং তন্মধ্যে অগ্রজ বিশ্বরূপের সন্ন্যাস ও জগন্নাথ-মিশ্রের পরলোকপ্রাপ্তি ; ষোড়শে নিমাই-পণ্ডিতের অধ্যাপনা, অর্থ-সংগ্রহের নিমিত্ত পূর্ব্ববঙ্গে গমন ও নাম-কীর্ত্তনদ্বারা পূর্ব্ববঙ্গ-উদ্ধার, ভক্ত তপনমিশ্রকে কাশীতে গমন করিতে আদেশ, লক্ষ্মীদেবীর অপ্রাকট্য, শচী-মাতাকে সান্ত্বনা, শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-পরিণয় এবং 'কেশব-কাশ্মিরী'-নামক দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতকে পরাজয় প্রভৃতি কৈশোরলীলা ; সপ্তদশে গয়ায় গমন করিয়া নিমাইর লৌকিক স্মার্ত্তাচারে শ্রাদ্ধলীলাভিনয়, ঈশ্বরপুরী-সহ সাক্ষাৎকার, দীক্ষা ও প্রেমপ্রকাশ-সূচনা, নবদ্বীপে প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক শ্রীঅদ্বৈত, শ্রীনিত্যানন্দের সহিত মিলন এবং শ্রীবাস-গৃহে নাম-সঙ্কীর্ত্তনারম্ভ, নানাবিধ বিষ্ণ্ববতারাবেশে ভক্তগণকে কৃপা-প্রসাদ, কীর্ত্তন-বিরোধী কাজীর দমন, কেশব-ভারতীর সহিত সাক্ষাৎকার ও পাষণ্ডিগণের উদ্ধারের নিমিত্ত প্রভুর সন্ন্যাস-গ্রহণ-সঙ্কল্প প্রভৃতি বিস্তৃত যৌবন-লীলা। এইরূপে চারিটী লীলায় প্রভুর গার্হস্থ্যলীলাত্মক 'আদিলীলা' বর্ণিত।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

মধ্যলীলা

প্রথম পরিচ্ছেদ

কথাসার—এই পরিচ্ছেদে মহাপ্রভুর সমস্ত মধ্যলীলার ও শেষলীলার প্রথম ছয় বৎসরের লীলার সূত্র কথিত হইয়াছে। "যঃ কৌমারহরঃ" শ্লোক পাঠ করিয়া মহাপ্রভু যে ভাব প্রকাশ করেন, তাহা শ্রীরূপ গোস্বামীর "সোঽয়ং কৃষ্ণঃ" শ্লোকে স্পষ্টীকৃত হওয়ায় মহাপ্রভু রূপের প্রতি বিশেষ কৃপা করেন। এই পরিচ্ছেদে রূপ, সনাতন ও জীব গোস্বামীর বিরচিত গ্রন্থসকলের উল্লেখ আছে। মহাপ্রভু রামকেলি গ্রামে রূপ-সনাতনকে দয়া করেন। (অঃ প্রঃ ভাঃ)

গৌরকৃপায় অজ্ঞেরও অভিজ্ঞতা ঃ—

যস্য প্রসাদাদজ্ঞোঽপি সদ্যঃ সর্ব্বজ্ঞতাং ব্রজেৎ।
স শ্রীচৈতন্যদেবো মে ভগবান্ সংপ্রসীদতু ॥ ১ ॥

গৌর-নিতাইর প্রণাম ঃ—

বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দৌ সহোদিতৌ।
গৌড়োদয়ে পুষ্পবন্তৌ চিত্রৌ শন্দৌ তমোনুদৌ ॥ ২ ॥

সম্বন্ধাধিদেবতার প্রণাম ঃ—

জয়তাং সুরতৌ পঙ্গোর্মম মন্দমতের্গতী।
মৎসর্ব্বস্বপদাম্ভোজৌ রাধামদনমোহনৌ ॥ ৩ ॥

অভিধেয়াধিদেবতার প্রণাম ঃ—

দীব্যদ্ বৃন্দারণ্যকল্পদ্রুমাধঃ
শ্রীমদ্রত্নাগারসিংহাসনস্থৌ।
শ্রীশ্রীরাধাশ্রীলগোবিন্দদেবৌ
প্রেষ্ঠালীভিঃ সেব্যমানৌ স্মরামি ॥ ৪ ॥

প্রয়োজনাধিদেবতার প্রণাম ঃ—

শ্রীমান্‌রাসরসারম্ভী বংশীবটতটস্থিতঃ।
কর্ষন্ বেণুস্বনৈর্গোপীর্গোপীনাথঃ শ্রিয়েঽস্তু নঃ ॥ ৫ ॥

জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় কৃপাসিন্ধু।
জয় জয় শচীসুত জয় দীনবন্ধু ॥ ৬ ॥
জয় জয় নিত্যানন্দ জয়াদ্বৈতচন্দ্র।
জয় জয় শ্রীবাসাদি গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ৭ ॥

পূর্ব্বে আদিলীলার সূত্রের সঙ্গেই মূলঘটনা বর্ণিত ঃ—

পূর্ব্বে কহিলুঁ আদিলীলার সূত্রগণ।
যাহা বিস্তারিয়াছেন দাস-বৃন্দাবন ॥ ৮ ॥
অতএব তার আমি সূত্র-মাত্র কৈলুঁ।
যে কিছু বিশেষ, সূত্রমধ্যেই কহিলুঁ ॥ ৯ ॥

এক্ষণে শেষলীলার মুখ্যসূত্র-বর্ণনারম্ভ ঃ—

এবে কহি শেষলীলার মুখ্য সূত্রগণ।
প্রভুর অশেষ লীলা না যায় বর্ণন ॥ ১০ ॥

চৈতন্যভাগবতের বিস্তারিত ঘটনা সূত্রাকারে এবং সংক্ষিপ্ত মুখ্য মুখ্য ঘটনা সবিস্তার বর্ণনে প্রতিজ্ঞা ঃ—

তার মধ্যে যেই ভাগ দাস-বৃন্দাবন।
'চৈতন্যমঙ্গলে' বিস্তারি' করিলা বর্ণন ॥ ১১ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১। অজ্ঞজনও যাঁহার প্রসাদে সদ্য সর্ব্বজ্ঞতা লাভ করে, সেই ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেব আমার প্রতি প্রসন্ন হউন্।

২। আদি ১ম পঃ ৮৪ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

৩। আদি ১ম পঃ ১৫ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

৪। আদি ১ম পঃ ১৬ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

৫। আদি ১ম পঃ ১৭ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

অনুভাষ্য

১। যস্য (শ্রীচৈতন্যদেবস্য) প্রসাদাৎ (অনুকম্পয়া) অজ্ঞঃ (অনভিজ্ঞঃ) অপি সদ্যঃ সর্ব্বজ্ঞতাং ব্রজেৎ (সর্ব্বেষু বিষয়েষু পারঙ্গতো বিজ্ঞো ভবতি), স ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেবঃ মে (ময়ি) সংপ্রসীদতু (সম্যক্ প্রসন্নো ভবতু)।

১১। চৈতন্যচরিতামৃতের রচনা-কাল পর্য্যন্ত শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুরের চৈতন্যভাগবতের 'চৈতন্যমঙ্গল' নাম ছিল, জানা যায়।

সেই ভাগের ইহাঁ সূত্রমাত্র লিখিব ।
তাহাঁ যে বিশেষ কিছু, ইহাঁ বিস্তারিব ॥ ১২ ॥

ঠাকুর বৃন্দাবনকে নিয়ত বন্দনা ঃ—

চৈতন্যলীলার ব্যাস—দাস বৃন্দাবন ।
তাঁর আজ্ঞায় করোঁ তাঁর উচ্ছিষ্ট চর্ব্বণ ॥ ১৩ ॥
ভক্তি করি' শিরে ধরি তাঁহার চরণ ।
শেষলীলার সূত্র এবে করিয়ে বর্ণন ॥ ১৪ ॥

শেষলীলার সূত্রবর্ণনারম্ভ ; প্রথম ২৪ বৎসর গৃহস্থাভিনয়ে 'আদিলীলা' ঃ—

চব্বিশ বৎসর প্রভুর গৃহে অবস্থান ।
তাহাঁ যে করিলা লীলা—'আদি-লীলা' নাম ॥ ১৫ ॥

দ্বিতীয় ২৪ বৎসর সন্ন্যাসীর অভিনয়ে 'শেষলীলা' ঃ—

চব্বিশ বৎসর শেষ যেই মাঘমাস ।
তার শুক্লপক্ষে প্রভু করিলা সন্ন্যাস ॥ ১৬ ॥
সন্ন্যাস করিয়া চব্বিশ বৎসর অবস্থান ।
তাহাঁ যেই লীলা, তার 'শেষলীলা' নাম ॥ ১৭ ॥

মধ্য ও অন্ত্য-ভেদে শেষলীলা ঃ—

শেষলীলার 'মধ্য' 'অন্ত্য',—দুই নাম হয় ।
লীলাভেদে বৈষ্ণব সব নাম-ভেদ কয় ॥ ১৮ ॥

শেষ ২৪ বৎসরের প্রথম ৬ বৎসর সমগ্র ভারতে প্রচাররূপ মধ্যলীলা ঃ—

তার মধ্যে ছয় বৎসর—গমনাগমন ।
নীলাচল-গৌড়-সেতুবন্ধ-বৃন্দাবন ॥ ১৯ ॥

শেষ ১৮ বৎসর আস্বাদনরূপ অন্ত্যলীলা ঃ—

তাহাঁ যেই লীলা, তার 'মধ্যলীলা' নাম ।
তার পাছে লীলা—'অন্ত্যলীলা' অভিধান ॥ ২০ ॥
'আদিলীলা', 'মধ্যলীলা', 'অন্ত্যলীলা' আর ।
এবে 'মধ্যলীলা' কিছু করিয়ে বিস্তার ॥ ২১ ॥

১৮ বৎসর মধ্যে প্রথম ছয়বর্ষ ভক্তসঙ্গে বাস ও পুরীতে আচার্য্যত্ব ঃ—

অষ্টাদশবর্ষ কেবল নীলাচলে স্থিতি ।
আপনি আচরি' জীবে শিখাইলা ভক্তি ॥ ২২ ॥
তার মধ্যে ছয় বৎসর ভক্তগণ-সঙ্গে ।
প্রেমভক্তি প্রবর্ত্তাইলা নৃত্যগীতরঙ্গে ॥ ২৩ ॥

প্রচারকবর্গ—(১) গৌড়মণ্ডলে স্বগণসহ নিত্যানন্দের প্রচার ঃ—

নিত্যানন্দ-গোসাঞিরে পাঠাইল গৌড়দেশে ।
তেঁহো গৌড়দেশ ভাসাইল প্রেমরসে ॥ ২৪ ॥

কৃষ্ণপ্রেমবন্যায় গৌড়-প্লাবন ঃ—

সহজেই নিত্যানন্দ—কৃষ্ণপ্রেমোদ্দাম ।
প্রভু-আজ্ঞায় কৈল যাহাঁ তাহাঁ প্রেমদান ॥ ২৫ ॥

নিত্যানন্দ-বন্দনা ও গুণ-বর্ণনা ঃ—

তাঁহার চরণে মোর কোটি নমস্কার ।
চৈতন্যের প্রিয় যেহোঁ লওয়াইল সংসার ॥ ২৬ ॥

গৌরাঙ্গের 'গৌরবের ভাই' ও স্বয়ং প্রভুতত্ত্ব হইলেও নিতাইর গৌর-দাসাভিমান ঃ—

চৈতন্য-গোসাঞি যাঁরে বলে 'বড় ভাই' ।
তেঁহো কহে, মোর প্রভু—চৈতন্য-গোসাঞি ॥২৭॥
যদ্যপি আপনি হয়ে প্রভু বলরাম ।
তথাপি চৈতন্যের করে দাস-অভিমান ॥ ২৮ ॥

অচিৎ-এর সেবা বা ভোগ ছাড়িয়া নিত্য চিদীশ্বরের সেবাতেই জীবের নিত্যানন্দ-প্রাপ্তি ঃ—

'চৈতন্য' সেব, 'চৈতন্য' গাও, লও 'চৈতন্য'-নাম ।
'চৈতন্যে' যে ভক্তি করে, সেই মোর প্রাণ ॥ ২৯ ॥

আপামর সকলকেই বিভু চিৎএর সেবায় নিয়োগ ও উদ্ধার ঃ—

এই মত লোকে চৈতন্য-ভক্তি লওয়াইল ।
দীন-হীন, নিন্দক, সবারে নিস্তারিল ॥ ৩০ ॥

(২) মাথুরমণ্ডলে শ্রীরূপসনাতনদ্বারা প্রচার ঃ—

তবে প্রভু ব্রজে পাঠাইল রূপ-সনাতন ।
প্রভু-আজ্ঞায় দুই ভাই আইলা বৃন্দাবন ॥ ৩১ ॥

(ক) শুদ্ধভক্তি প্রচার, (খ) লুপ্ততীর্থ উদ্ধার, (গ) মঠাদি-স্থাপনদ্বারা শ্রীমূর্ত্তি প্রচার ঃ—

ভক্তি প্রচারিয়ে সর্ব্বতীর্থ প্রকাশিল ।
মদনগোপাল-গোবিন্দের সেবা প্রচারিল ॥ ৩২ ॥

অনুভাষ্য

জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গল'-নামে যে নিতান্ত আধুনিক ভক্তি-সিদ্ধান্তবিরোধী গ্রন্থ উল্লিখিত হয়, উহা একটী জাল গ্রন্থ ; প্রাচীন কোন গ্রন্থেই উহার বা উহার রচয়িতা 'জয়ানন্দে'র নাম পর্য্যন্ত দৃষ্ট হয় না। এজন্য 'জয়ানন্দ' নামটী যে কৃত্রিম, তাহাও সহজে বোধগম্য হয়।

১৩। চৈতন্যলীলার ব্যাস—ভগবানের অবতারসমূহের এবং

অনুভাষ্য

শ্রীকৃষ্ণের লীলার লেখক শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস। শ্রীচৈতন্যলীলার লেখক শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর—শ্রীব্যাসস্বরূপ। শ্রীবৃন্দাবনদাসের অবর্ণিত অবশিষ্ট চৈতন্য-লীলাবর্ণনের কার্য্যে তাঁহার ভৃত্য, পাল্য ও অনুগতসূত্রেই শ্রীকৃষ্ণদাসের চৈতন্য-লীলা লিখন।

২৭-৩০। আদি, ৬ষ্ঠ পঃ ৫০-৫১ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

৩২। অপ্রাকৃত সেবামুখেই ভক্তি প্রচারিত হয় এবং তদ্দ্বারাই

(ঘ) সাত্বতশাস্ত্র-প্রচার, (ঙ) অধমতারণ ঃ—

নানা শাস্ত্র আনি' কৈলা ভক্তিগ্রন্থ সার ।
মূঢ় অধমজনেরে তেঁহো করিলা নিস্তার ॥ ৩৩ ॥

সর্ব্বশাস্ত্র-মীমাংসা ও অপ্রাকৃত ব্রজের রাগভক্তি প্রচার ঃ—

প্রভু-আজ্ঞায় কৈল সব শাস্ত্রের বিচার ।
ব্রজের নিগূঢ় ভক্তি করিল প্রচার ॥ ৩৪ ॥

শ্রীসনাতনের গ্রন্থ-চতুষ্টয় ঃ—

হরিভক্তিবিলাস, আর ভাগবতামৃত ।
দশম-টিপ্পনী, আর দশম চরিত ॥ ৩৫ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৩৪। নিগূঢ়ভক্তি(—পাঠান্তরে নিগূঢ় রস।

৩৫। ভাগবতামৃত—বৃহদ্ভাগবতামৃত।

দশমটিপ্পনী—দশমস্কন্ধের 'বৃহদ্বৈষ্ণবতোষণী' বলিয়া টীকা। দশমচরিত—দশমে বর্ণিত কৃষ্ণলীলা-চরিত (শ্রীলীলাস্তব)।

অনুভাষ্য

তীর্থস্বরূপ প্রকাশিত হয়। কৃত্রিম বাউলিয়া চরিত্রহীনতার মুখে ইন্দ্রিয়তর্পণোদ্দেশে যে নিশ্চিন্ত বসবাসবুদ্ধি-চেষ্টা, তাহাতে বৈকুণ্ঠ তীর্থ প্রকাশিত হন না। উহা মায়ার ক্রীড়ামাত্র।

৩৪। প্রাকৃত সহজিয়াগণ কৃত্রিম চক্ষের জলে সত্যস্বরূপ ভগবৎসেবা ভাসাইয়া দিয়া যে শাস্ত্রবিচার পরিহার করেন, তদ্দ্বারা প্রভুর আজ্ঞা লঙ্ঘিত হয়। শাস্ত্রমুখেই নিগূঢ় ব্রজসেবা প্রচারিত হয়, নতুবা ইন্দ্রিয়পর ভোগবিচার আসিয়া ভক্তিসিদ্ধান্তকে বিপন্ন করে।

৩৫-৪৪। অন্ত্য ৪র্থ পঃ ২১৯-২৩১ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

ভক্তিরত্নাকরে প্রথম তরঙ্গে—"শ্রীমদ্ভাগবত-অর্থ যৈছে আস্বাদিল। তাহা শ্রীবৈষ্ণবতোষণীতে প্রকাশিল।।" ** "হেন সনাতন-রূপ প্রভুর আজ্ঞাতে। বর্ণিল যতেক তাহা ব্যাপিল জগতে।। শ্রীরূপ শ্রীহংসদূত-আদি গ্রন্থ কৈলা। সনাতন ভাগবতামৃতাদি বর্ণিলা।। শ্রীবৈষ্ণবতোষণী করিয়া সনাতন। শ্রীজীবেরে আজ্ঞা দিলা করিতে শোধন।। আজ্ঞা পাইয়া শ্রীজীব লঘুতোষণী করিলা। যৈছে করিলেন তাহা তথাই লিখিলা।। চৌদ্দশত সপ্তছয়ে (১৪৭৬) সম্পূর্ণ 'বৃহৎ'। পনরশত চারি (১৫০৪) শকে 'লঘু' সুসম্মত।। তথাহি লঘুতোষণ্যাম্—"তয়োরনুজসৃষ্টেষু কাব্যং শ্রীহংসদূতকম্। শ্রীমদুদ্ধবসন্দেশশ্ছন্দোহষ্টাদশকং তথা।। স্তবস্যোৎকলিকাবল্লী গোবিন্দবিরুদাবলী। প্রেমেন্দুসাগরাদ্যাশ্চ বহবঃ সুপ্রতিষ্ঠিতাঃ।। বিদগ্ধ-ললিতাগ্র-মাধবং নাটকদ্বয়ম্। ভাণিকা দানকেল্যাখ্যা রসামৃতযুগং পুনঃ।। মথুরামহিমা পদ্যাবলী নাটকচন্দ্রিকা। সংক্ষিপ্ত-শ্রীভাগবতামৃতমেতে চ সংগ্রহাঃ।। তথা-

এই সব গ্রন্থ কৈল গোসাঞি সনাতন ।
রূপগোসাঞি কৈল যত, কে করু গণন ॥ ৩৬ ॥

শ্রীরূপের বহুগ্রন্থ মধুরসেবা-বিষয়ক ঃ—

প্রধান প্রধান কিছু করিয়ে গণন ।
লক্ষ গ্রন্থে কৈল ব্রজবিলাস বর্ণন ॥ ৩৭ ॥

শ্রীরূপের গ্রন্থসমূহ ঃ—

রসামৃতসিন্ধু, আর বিদগ্ধমাধব ।
উজ্জ্বলনীলমণি, আর ললিতমাধব ॥ ৩৮ ॥
দানকেলিকৌমুদী, আর বহু স্তবাবলী ।
অষ্টাদশ লীলাছন্দ, আর পদ্যাবলী ॥ ৩৯ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৩৭। গ্রন্থ—অনুষ্টুপ্ (একশ্লোক পরিমাণে শব্দ-সংখ্যা)।

৩৯। বহুস্তবাবলী—'স্তবমালা' গ্রন্থ।

অনুভাষ্য

গ্রজকৃতেষ্বগ্রং শ্রীল-ভাগবতামৃতম্। হরিভক্তিবিলাসশ্চ তট্টীকা দিক্প্রদর্শিনী।। লীলাস্তবটিপ্পনী চ সেয়ং বৈষ্ণবতোষণী। যা সংক্ষিপ্তা ময়া ক্ষুদ্রজীবেনাপি তদাজ্ঞয়া।। শকে ষট্সপ্ততিমনৌ পূর্ণেয়ং টিপ্পনী শুভা। সংক্ষিপ্তা যুগশূন্যাগ্রপঞ্চৈকগণিতে তথা।।" শ্রীজীবের শিষ্য কৃষ্ণদাস অধিকারী। তিঁহ নিজগ্রন্থে ইহা কহিল বিস্তারি'।। "তয়োর্জ্যেষ্ঠস্য কৃতিষু শ্রীসনাতননামিনঃ। সিদ্ধান্তগ্রন্থ-সন্দোহাল্লেখোল্লেখো বিধীয়তে।। প্রথমাদিদ্বয়ং খণ্ডযুগ্মং ভাগবতামৃতম্। হরিভক্তিবিলাসশ্চ তট্টীকা দিক্প্রদর্শিনী।। লীলাস্তব-টিপ্পনী চ নাম্না বৈষ্ণবতোষণী। তয়োরনুজসৃষ্টেষু কাব্যং শ্রীহংসদূতকম্।। শ্রীমদুদ্ধবসন্দেশঃ কৃষ্ণজন্মতিথের্বিধিঃ। বৃহল্লঘুতয়া খ্যাতা শ্রীগণোদ্দেশদীপিকা।। শ্রীকৃষ্ণস্য প্রিয়াণাং চ স্তবমালা মনোহরা। বিদগ্ধমাধবঃ খ্যাতস্তথা ললিতমাধবঃ।। দানলীলা-কৌমুদী চ তথা ভক্তিরসামৃতম্।। উজ্জ্বলাখ্যো নীলমণিঃ প্রযুক্তাখ্যাতচন্দ্রিকা।। মথুরামহিমা পদ্যাবলী নাটকচন্দ্রিকা। সংক্ষিপ্ত-শ্রীভাগবতামৃতমেতে চ সংগ্রহাঃ।। শ্রীমদ্বল্লভপুত্র-শ্রীজীবস্য কৃতিষ্যদ্যতে। শব্দানুশাসনং নাম্না হরিনামামৃতং তথা।। তৎসূত্র-মালিকা তত্র প্রযুক্তো ধাতুসংগ্রহঃ। কৃষ্ণার্চ্চাদীপিকা সূক্ষ্মা গোপালবিরুদাবলী।। রসামৃতস্য শেষশ্চ শ্রীমাধবমহোৎসবঃ। সঙ্কল্প-কল্পবৃক্ষো যশ্চম্পূভাবার্থসূচকঃ। টীকা গোপালতাপন্যাঃ সংহিতায়াশ্চ ব্রহ্মণঃ।। রসামৃতস্যোজ্জ্বলস্য যোগসার-স্তবস্য চ।। তথা চাগ্নিপুরাণস্থ-গায়ত্রীবিবৃতিরপি। শ্রীকৃষ্ণপদচিহ্নানাং পাদ্মোক্তানামথাপি চ।। লক্ষ্মীবিশেষরূপা যা শ্রীমদ্বৃন্দাবনেশ্বরী। তস্যাঃ করপদস্থানাং চিহ্নানাঞ্চ সমাহৃতিঃ।। পূর্ব্বোত্তরতয়া চম্পূদ্বয়ী যা চ ত্রয়ী ত্রয়ী। সন্দর্ভাঃ সপ্তবিখ্যাতাঃ শ্রীমদ্ভাগবতস্য বৈ।। তত্ত্বাখ্যো ভগবৎসংজ্ঞঃ পরমাত্মাখ্য এব চ। কৃষ্ণভক্তিপ্রীতি-

গোবিন্দ-বিরুদাবলী, তাহার লক্ষণ।
মথুরা-মাহাত্ম্য, আর নাটক-বর্ণন ॥ ৪০ ॥

লঘুভাগবতামৃতাদি কে করু গণন।
সর্ব্বত্র করিল ব্রজবিলাস বর্ণন ॥ ৪১ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৪০। গোবিন্দবিরুদাবলী—স্তবমালার অন্তর্গত।

নাটক-বর্ণন—নাটকচন্দ্রিকা।

অনুভাষ্য

সংজ্ঞাঃ ক্রমাখ্যঃ সপ্তমঃ স্মৃতঃ।। সম্বন্ধশ্চাভিধেয়শ্চ প্রয়োজন-মিতি ত্রয়ম্। হস্তামলকবদ্ যেষু সদ্ভিরাদ্যৈঃ প্রকাশিতম্।।"

৩৫। হরিভক্তিবিলাস—শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুর রচিত এবং শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামী প্রভুর সমাহৃত বৈষ্ণব-স্মৃতিগ্রন্থ, বিংশ বিলাসে সমাপ্ত। ১ম বিলাসে—গুরু, শিষ্য ও মন্ত্র ; ২য় বিলাসে—দীক্ষা ; ৩য় বিলাসে—সদাচার, স্মরণ ও শুচি (স্নান ও সন্ধ্যা); ৪র্থ বিলাসে—সংস্কার, তিলক, মুদ্রা, মালা ও গুরুপূজা ; ৫ম বিলাসে—আসন, প্রাণায়াম, ন্যাস, শালগ্রামাদি শ্রীমূর্ত্তি ; ৬ষ্ঠ বিলাসে—শ্রীমূর্ত্তির আবাহন, স্নপন ও আনুষঙ্গিক আবশ্যক-কৃত্য ; ৭ম বিলাসে—শ্রীবিষ্ণুপূজাযোগ্য পুষ্পবিবরণ; ৮ম বিলাসে—শ্রীমূর্ত্তিসম্মুখে ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, নৃত্য, গীত, বাদ্য, নীরাজন, স্তুতি, নমস্কার ও অপরাধ-ক্ষালন ; ৯ম বিলাসে—তুলসী, বৈষ্ণব-শ্রাদ্ধ ও নৈবেদ্য ; ১০ম বিলাসে—ভগবদ্ভক্ত বা বৈষ্ণব বা সাধু ; ১১শ বিলাসে—শ্রীমূর্ত্তির অর্চ্চন, শ্রীহরিনাম, শ্রীনামের জপ-কীর্ত্তন, নামাপরাধ ও তন্মোচন, ভক্তিমাহাত্ম্য ও শরণাগতি ; ১২শ বিলাসে—একাদশী-বিধি ; ১৩শ বিলাসে—উপবাস, মহাদ্বাদশী-ব্রত ; ১৪শ বিলাসে—নানামাসে নানাকৃত্য; ১৫শ বিলাসে—নির্জ্জলা একাদশী, তপ্তমুদ্রা-ধারণ, চাতুর্ম্মাস্য, জন্মাষ্টমী, পার্শ্বৈকাদশী, শ্রবণাদ্বাদশী, রামনবমী, বিজয়াদশমী ; ১৬শ বিলাসে—কার্ত্তিককৃত্য বা দামোদর (ঊর্জ্জা) ব্রত, দীপ-দানাদি, গোবর্দ্ধন-পূজা, রথযাত্রা ; ১৭শ বিলাসে—পুরশ্চরণ, জপ ও মালা ; ১৮শ বিলাসে—বিষ্ণুর শ্রীমূর্ত্তির প্রকার ; ১৯শ বিলাসে—শ্রীমূর্ত্তির প্রতিষ্ঠাপন ও তৎস্নপনাদি ; ২০শ বিলাসে—শ্রীমন্দির-নির্ম্মাণাদি ও ঐকান্তিক ভক্তকৃত্য বর্ণিত আছে।

মধ্য, ২৪শ পঃ ৩২৫-৩৪১ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

'হরিভক্তিবিলাস' গ্রন্থের কিয়দংশ যাহা শ্রীমদ্ গোপালভট্ট গোস্বামী প্রভু সংকলন করিয়াছেন, তাহার বিবরণই শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী মধ্য, ২৪শ অধ্যায়ে লিখিয়াছেন। বর্ত্তমান শ্রীগোপাল-ভট্ট-সঙ্কলিত গ্রন্থে বৈষ্ণবস্মৃতির পূর্ণ বিকাশ লক্ষিত হয় না। শ্রীগৌরসুন্দরের আদেশানুসারে শ্রীসনাতন-গোস্বামীর বিপুল স্মৃতিসংগ্রহের তৎকালোচিত আংশিক বিষয়সমূহ গুম্ফিত হইয়াছে মাত্র। বৈষ্ণবস্মৃতি-কল্পদ্রুমের বা শ্রীসনাতনের শ্রীহরি-ভক্তিবিলাস প্রকাশিত হইলেই বৈষ্ণবসমাজে সকল ব্যবহারিক

অনুভাষ্য

অভাব বিদূরিত হইবে। শ্রীহরিভক্তিবিলাস হইতেই শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামী প্রভুর 'ভক্তিবিলাস'-গ্রন্থ সংক্ষিপ্তভাবে লিখিত হইয়াছে বলিয়া স্মার্ত্তকুলের প্রাবল্যে এই ভক্তিবিলাস-গ্রন্থদ্বারা সকল ব্যবহারিক কার্য্যের মীমাংসা পাওয়া যায় না। শ্রীসনাতন-গোস্বামি-লিখিত নিজসঙ্কলিত হরিভক্তিবিলাসের টীকা 'দিগ্‌দর্শিনী' টীকার কিয়দংশ, যাহা বর্ত্তমানকালের ভক্তিবিলাস-গ্রন্থের টীকারূপে প্রকাশিত হইয়াছে, উহা শ্রীগোপীনাথ পূজা-ধিকারীর সঙ্কলিত "দিগ্‌দর্শিনী" বলিয়া কেহ কেহ প্রচার করেন। এই শ্রীগোপীনাথ বৃন্দাবনের শ্রীরাধারমণ-সেবারত শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামী প্রভুর অন্যতম শিষ্য।

বৃহদ্ভাগবতামৃত—দুই খণ্ডে ভগবদ্ভক্তিসিদ্ধান্তপূর্ণ গ্রন্থ। প্রথম খণ্ডের নাম—'ভগবৎকৃপাভরনির্দ্ধার' ; উহাতে ভৌম, দিব্য, ব্রহ্মালোক ও বৈকুণ্ঠ, ভক্ত, প্রিয়, প্রিয়তম ও পূর্ণ—এই সপ্ত অধ্যায়। দ্বিতীয় খণ্ডের নাম 'গোলোক-মাহাত্ম্যনিরূপণ' ; উহাতে বৈরাগ্য, জ্ঞান, ভক্তি, বৈকুণ্ঠ, প্রেম, অভীষ্টলাভ ও জগদানন্দ—এই সপ্ত অধ্যায়—মোট চৌদ্দ অধ্যায়ে গ্রন্থ সম্পূর্ণ।

দশম-টিপ্পনী—শ্রীভাগবতের ১০ম স্কন্ধের টীকা, অপর নাম স্বনামপ্রসিদ্ধ "বৃহদ্বৈষ্ণবতোষণী"। ভক্তিরত্নাকরে ১ম তরঙ্গে—"চৌদ্দশত সপ্ত ছয়ে (১৪৭৬) সম্পূর্ণ 'বৃহৎ' (বৈষ্ণবতোষণী)। পনরশত চারি (১৫০৪) শকে 'লঘু' (তোষণী) সুসম্মত।।"

আদি ১০ম পঃ ৮৪ সংখ্যার অনুভাষ্য ও ভক্তিরত্নাকর ১ম তরঙ্গে দ্রষ্টব্য—"সনাতন গোস্বামীর গ্রন্থ চতুষ্টয়।"

৩৭-৪১। ভক্তিরত্নাকরে ১ম তরঙ্গে দ্রষ্টব্য—"শ্রীরূপ-গোস্বামী গ্রন্থ ষোড়শ করিল।" আদি ১০ম পঃ ৮৪ সংখ্যার অনুভাষ্য দ্রষ্টব্য।

৩৭। গ্রন্থ—অনুষ্টুপ্, এখানে পুস্তক নহে। এক শ্লোকে চারি গ্রন্থ বা চারিপাদ। গদ্যগ্রন্থও তাদৃশ।

৩৮। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু—কৃষ্ণভক্তি ও ভক্তিরস-সম্বন্ধি সংগ্রহ-গ্রন্থ। ১৪৬৩ শকাব্দায় এই গ্রন্থ রচিত হয়। ইহাতে পূর্ব্ব, দক্ষিণ, পশ্চিম ও উত্তর—এই চারিটী বিভাগ আছে। পূর্ব্ব-বিভাগের নাম—'স্থায়িভাবোৎপাদন' ; উহাতে সামান্যভক্তি, সাধনভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তি—এই চারিটী লহরী বর্ত্তমান। দক্ষিণ বিভাগের নাম—'ভক্তিরস-সামান্য-নিরূপণ' ; উহাতে বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক, ব্যভিচারি ও স্থায়িভাব,—এই পাঁচটী লহরী বর্ত্তমান। পশ্চিম বিভাগের নাম—'মুখ্যভক্তি-রসনিরূপণ' ; উহাতে শান্ত, প্রীতিভক্তিরস বা দাস্য, প্রেয়োভক্তিরস বা সখ্য, বাৎসল্যভক্তিরস, মধুরভক্তিরস—এই

শ্রীজীব ঃ—

তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র নাম—শ্রীজীবগোসাঞি।
যত ভক্তিগ্রন্থ কৈল, তার অন্ত নাই ॥ ৪২ ॥
শ্রীভাগবতসন্দর্ভ-নাম গ্রন্থ-বিস্তার।
ভক্তিসিদ্ধান্ত তাতে লিখিয়াছেন সার ॥ ৪৩ ॥

অনুভাষ্য

পাঁচটী লহরী বর্ত্তমান। উত্তর বিভাগের নাম—'গৌণভক্তি-রসাদি-নিরূপণ'; উহাতে হাস্য-ভক্তিরস, অদ্ভুত-ভক্তিরস, বীর-ভক্তিরস, করুণ-ভক্তিরস, রৌদ্র-ভক্তিরস, ভয়ানক-ভক্তিরস, বীভৎস-ভক্তিরস, মৈত্র-বৈর-স্থিতি ও রসাভাস—এই নয়টী লহরী বর্ত্তমান।

বিদগ্ধমাধব—কৃষ্ণের ব্রজলীলা-বিষয়ক নাটক গ্রন্থ। ১৪৫৪ শকাব্দায় এই গ্রন্থ রচিত হয়। ১ম অঙ্কের নাম—বেণুনাদবিলাস, ২য় অঙ্কের নাম—মন্মথলেখ, ৩য় অঙ্কের নাম—রাধাসঙ্গ, ৪র্থ অঙ্কের নাম—বেণুহরণ, ৫ম অঙ্কের নাম—রাধাপ্রসাদন; ৬ষ্ঠ অঙ্কের নাম—শরদ্বিহার, ৭ম অঙ্কের নাম—গৌরীবিহার,—এই সপ্তাঙ্ক নাটক।

উজ্জ্বলনীলমণি—অপ্রাকৃত মধুর-ব্রজরসবিষয়ক অলঙ্কার-গ্রন্থ। ২য় শ্লোকে—"মুখ্যরসেষু পুরা যঃ সংক্ষেপেণোদিতোঽতি-রহস্যত্বাৎ। পৃথগেব ভক্তিরসরাট্ সবিস্তারেণোচ্যতেঽত্র মধুরঃ।।" অর্থাৎ 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু'-গ্রন্থে শান্তাদি মুখ্যরসসমূহের মধ্যে অতিশয় রহস্যময় বলিয়া মধুর রস সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে। এই উজ্জ্বলনীলমণি'-গ্রন্থে পৃথগ্ভাগে ভক্তিরসরাজ মধুর-রসই কেবল কথিত হইতেছে। ইহাতে নায়কভেদ, সহায়ভেদ, কৃষ্ণ-বল্লভা, শ্রীরাধিকা, নায়িকা-ভেদ, যূথেশ্বরীভেদ, দূতীভেদ, সখী, হরিবল্লভা, উদ্দীপন, অনুভাব, উদ্ভাস্বর, সাত্ত্বিক ও ব্যভিচারিভাব, স্থায়িভাব, শৃঙ্গারভেদান্তর্গত বিপ্রলম্ভ, পূর্ব্বরাগ, মান, প্রেমবৈচিত্ত্য, প্রবাস, সংযোগবিয়োগস্থিতি, সম্ভোগ (মুখ্য ও গৌণ) প্রভৃতি বিষয় বর্ণিত আছে।

ললিতমাধব—শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকা-লীলা-বিষয়ক নাটকগ্রন্থ। ১৪৫৯ শকাব্দায় এই গ্রন্থ রচিত হয়। ১ম অঙ্কের নাম—সায়ং উৎসব, ২য় অঙ্কের নাম—শঙ্খচূড় বধ, ৩য় অঙ্কের নাম—উন্মত্তা রাধিকা, ৪র্থ অঙ্কের নাম—রাধিকাভিসার, ৫ম অঙ্কের নাম—চন্দ্রাবলীলাভ, ৬ষ্ঠ অঙ্কের নাম—ললিতা-প্রাপ্তি, ৭ম অঙ্কের নাম—নব-বৃন্দাবন-সঙ্গম, ৮ম অঙ্কের নাম—নববৃন্দাবন-বিহার, ৯ম অঙ্কের নাম—চিত্রদর্শন, ১০ম অঙ্কের নাম—পূর্ণমনোরথ,—এই দশাঙ্ক নাটক।

৪১। লঘুভাগবতামৃত—কৃষ্ণামৃত ও ভক্তামৃত-ভেদে দুই খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ডে—শব্দ-প্রমাণের শ্রেষ্ঠতা, পরে সর্ব্ব-প্রথমে স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহার বিলাস স্বাংশ ও আবেশভেদে

গোপালচম্পূ-নামে গ্রন্থ মহাশূর।
নিত্যলীলা স্থাপন যাহে ব্রজরস-পূর ॥ ৪৪ ॥

গ্রন্থ-রচন ও সগোষ্ঠী বৃন্দাবনে বাস ঃ—

এই মত নানা গ্রন্থ করিয়া প্রকাশ।
গোষ্ঠী সহিতে কৈলা বৃন্দাবনে বাস ॥ ৪৫ ॥

অনুভাষ্য

তদেকাত্মরূপ, ত্রিবিধ অবতার (তিনটী পুরুষাবতার), তিনটী গুণাবতারমধ্যে বিষ্ণুর ও বিষ্ণুভক্তির নির্গুণতা এবং ২৫টী লীলাবতার (চতুঃসন, নারদ, বরাহ, মৎস্য, যজ্ঞ, নরনারায়ণ-ঋষি, সেশ্বর, কপিল, দত্তাত্রেয়, হয়গ্রীব, হংস, পৃশ্নিগর্ভ, ঋষভ, পৃথু, নৃসিংহ, কূর্ম্ম, ধন্বন্তরি, মোহিনী, বামন, পরশুরাম, দাশরথি, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন, বলরাম বা শেষ সঙ্কর্ষণ, বাসুদেব, বুদ্ধ ও কল্কি); ১৪টী মন্বন্তরাবতার (যজ্ঞ, বিভু, সত্যসেন, হরি, বৈকুণ্ঠ, অজিত, বামন, সার্ব্বভৌম, ঋষভ, বিষ্বক্সেন, ধর্ম্মসেতু, সুদামা, যোগেশ্বর, বৃহদ্ভানু); চতুর্ব্বিধ যুগাবতার (শুক্ল, রক্ত, শ্যাম ও কৃষ্ণবর্ণ) বিভিন্ন কল্প ও তদবতারসমূহ এবং আবেশ, প্রাভব, বৈভব ও পর, এই অবস্থা-চতুষ্টয়ে অবস্থিত অবতার-বিচার। লীলাভেদে ভগবন্নাম-মহিমা-বৈচিত্র্য, শক্তি ও শক্তিমদ্-বিচার, ভগবত্তার পরস্পর-বিরুদ্ধ গুণসমূহের অচিন্ত্য সমন্বয়; শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং ভগবত্তা, পারতম্য, অবতারিত্ব, অংশিত্ব ও সর্ব্বেশ্বরত্ব, নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মের শ্রীকৃষ্ণপ্রভাত্ব; শ্রীকৃষ্ণের দ্বিভুজ-নরলীলার মাধুর্য্য ও অসমোর্দ্ধত্ব; অপ্রাকৃত বৈকুণ্ঠবস্তুর দেহদেহিভেদ-নিরাস; শ্রীকৃষ্ণের অজত্ব ও আবির্ভাবের অনাদিত্ব এবং পরস্পরের অবিরোধ; লীলার নিত্যতা, প্রকট ও অপ্রকটভেদে লীলার দ্বিবিধত্ব, প্রকটলীলার রসবৈচিত্র্য, ব্রজ, মাথুর ও দ্বারকা-লীলার নিত্যতা, বিভিন্ন ধামতত্ত্ব ও মাহাত্ম্য-বিচার, বাল্য, পৌগণ্ড, কৈশোর ও যৌবন-ভেদে বয়োভেদের মাধুর্য্য-বৈচিত্র্য এবং অবশেষে চতুর্ব্বিধ মাধুরী (ঐশ্বর্য্য, ক্রীড়া, বেণু ও শ্রীবিগ্রহ) প্রভৃতি বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

দ্বিতীয়খণ্ডে—ভক্তপূজার প্রয়োজন, ভজন-তারতম্যক্রমে ভক্ততারতম্য; প্রহ্লাদ, পাণ্ডবগণ, যাদবগণ, উদ্ধব ও ব্রজদেবী-গণ এবং সর্ব্বাপেক্ষা শ্রীমতী রাধিকা ও শ্রীরাধাকুণ্ড-মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছেন।

৪২-৪৪। আদি ১০ পঃ ৮৫ সংখ্যার অনুভাষ্য দ্রষ্টব্য।

৪৩। 'ভাগবতসন্দর্ভ'—যাহার নামান্তর 'ষট্সন্দর্ভ'। প্রথম 'তত্ত্বসন্দর্ভে'—সকল প্রমাণ অপেক্ষা শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রেষ্ঠত্ব ও তত্ত্বনিরূপণ। দ্বিতীয় 'ভগবৎসন্দর্ভে'—ব্রহ্ম-পরমাত্মার বিচার, বৈকুণ্ঠ ও বিশুদ্ধসত্ত্ব-নিরূপণ, স্বরূপের স্বশক্তিকত্ব, বিরুদ্ধশক্ত্যা-শ্রয়ত্ব, শক্তির অচিন্ত্যত্ব ও নানাত্ব স্থাপন; অন্তরঙ্গাদিভেদ, মায়া-

অনুভাষ্য

শক্তি, স্বরূপশক্তির গুণগণের স্বরূপভূতত্ব, শ্রীবিগ্রহের নিত্যতা, বিভুতা, সর্ব্বাশ্রয়তা, স্থূল-সূক্ষ্মাতিরিক্ততা, স্ব-প্রকাশত্ব, রূপ-গুণ-লীলাময়ত্ব, অপ্রাকৃতত্ব, পূর্ণস্বরূপত্ব ; পরিচ্ছদ-সমূহের স্বরূপাংশত্ব ; বৈকুণ্ঠ, পার্ষদ ও ত্রিপাদবিভূতির অপ্রাকৃতত্ব, ব্রহ্ম ও ভগবানের তারতম্য, ভগবত্তায় পূর্ণত্ব, সর্ব্ববেদাভিধেয়ত্ব, স্বরূপশক্তি-বিবরণ, ভগবানের বেদ-ভক্ত্যৈকগম্যত্ব। তৃতীয় 'পরমাত্মসন্দর্ভে'—পরমাত্মা, তদ্ভেদ, গুণাবতারের তারতম্য, জীব, মায়া, জগৎ, পরিণামবাদ-স্থাপন, বিবর্ত্ত-সমাধান, জগৎ ও পরমাত্মার অনন্যত্ব, জগতের সত্যতা ও শ্রীধরস্বামীর মত, নির্গুণ ঈশ্বরের কর্ত্তৃত্ব-যোজনা, লীলাবতারসমূহের ভক্তের উদ্দেশে প্রবৃত্তি, ষড়্‌বিধ চিহ্নদ্বারা ভগবানেরই তাৎপর্য্যত্ব। চতুর্থ 'কৃষ্ণসন্দর্ভে'—কৃষ্ণের স্বয়ং-ভগবত্তা, কৃষ্ণ-লীলাগুণ, পুরুষাবতারের কর্ত্তৃত্ব, শ্রীধরস্বামীর সম্মতি, সর্ব্বশাস্ত্রে কৃষ্ণ-সমন্বয়, বলদেবাদির মহাসঙ্কর্ষণত্ব, কৃষ্ণে সর্ব্বাংশ প্রবেশ-বিচার ও তাঁহাতে নিত্যস্থিতি, দ্বিভুজত্ব, গোলোক-নিরূপণ, বৃন্দাবনাদির নিত্য কৃষ্ণধামত্ব, গোলোক ও বৃন্দাবনের একবস্তুত্ব, যাদব ও গোপগণের নিত্য কৃষ্ণপরিকরত্ব, প্রকটাপ্রকট-লীলা-ব্যবস্থা, প্রকটাপ্রকট-লীলার সমন্বয়, শ্রীকৃষ্ণের গোকুলে প্রকাশাতিশয়ত্ব, পট্টমহিষীগণের স্বরূপ-শক্তিত্ব, তদপেক্ষা গোপীগণের উৎকর্ষ, তাহাদিগের নাম ও রাধিকার সর্ব্বোৎকর্ষতা। পঞ্চম 'ভক্তি-সন্দর্ভে'—ভগবদ্ভক্তির সাক্ষাৎ অভিধেয়ত্ব, অন্বয় ও ব্যতিরেক-ভাবে ভক্তিতত্ত্বনিরূপণ, সর্ব্বশাস্ত্র-শ্রবণ, বর্ণাশ্রমাচার ও অন্তর্ভূত জ্ঞান-দ্বারা অন্বয়ভাবে কর্ম্মের অনাদর, হরিবিমুখ-বিপ্রনিন্দা, ভগবদর্পিত কর্ম্মের অনাদর, যোগের অনাদর, জ্ঞানের শ্রমত্ব-প্রদর্শনে ও অন্যাশ্রয় স্বাতন্ত্র্যের অনাদরদ্বারা তদীয়গণের আদর-বিধান, অভক্তমাত্রের অনাদর, জীবন্মুক্ত ও পরমমুক্ত শিবাদি পর্য্যন্ত ভক্তের ভক্তির নিত্যতা ও অভিধেয়ত্ব, ভক্তির সর্ব্বফল-দাতৃত্ব, নির্গুণতা, স্বপ্রকাশতা ও পরমসুখরূপতা, ভগবৎ-প্রীতি-হেতু-বৈশিষ্ট্য, ভজনাভাসেরও ফললাভ, নিষ্কামভক্তির প্রশংসা, অধিকারি-ভেদে পুনরায় নিষ্কামভক্তিস্থাপন, সাধুসঙ্গের নিদানত্ব, মহাভাগবত-ভেদ ও বিশেষ, সর্ব্বাশ্রয়-বিবেক, ভক্তি-ভেদ-নিরূপণে জ্ঞানের লক্ষণ, অহংগ্রহোপাসনার লক্ষণ, ভক্তি-লক্ষণ, আরোপ-সিদ্ধাদির লক্ষণ, বৈধভক্তিতে শরণাপত্তি, গুরুসেবা, মহাভাগবত-প্রসঙ্গ, তৎপরিচর্য্যা, সাধারণ বৈষ্ণবসেবা ; শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চ্চন, অপরাধ ও তদুপশমন, বন্দন, দাস্য, সখ্য, আত্মনিবেদন ; রাগানুগা ভক্তিবিচার, কৃষ্ণ-ভজন-বৈশিষ্ট্য এবং সিদ্ধির ক্রম। ষষ্ঠ 'প্রীতিসন্দর্ভে'—প্রীতির পরম-পুরুষার্থ নিরূপণ, মুক্তিতে সবিশেষ ও নির্ব্বিশেষ ভেদ, জীবন্মুক্তি ও উৎক্রান্ত মুক্তিভেদ, সকল মুক্তি অপেক্ষা ভগবৎ-প্রীতির

অনুভাষ্য

আধিক্য, পরতত্ত্ব-সাক্ষাৎকারে পরম-পুরুষার্থ-লাভ, সদ্যক্রম-মুক্তি, ব্রহ্মসাক্ষাৎকার ও ভগবৎসাক্ষাৎকার-লক্ষণারূপা জীবন্মুক্তি ও উৎক্রান্তমুক্তি। অন্তর্বহির্ভেদে ভগবৎসাক্ষাৎকার-লক্ষণার দ্বিবিধত্ব, ব্রহ্মসাক্ষাৎকারলক্ষণা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠত্ব, বহিঃসাক্ষাৎ-কারলক্ষণা জীবন্মুক্তি ও উৎক্রান্ত-মুক্তি, সালোক্যাদি-ভেদ, সামীপ্যের আধিক্য, ভক্তির মুক্তিত্ব ও উপাদেয়ত্ব ; তদুপ-পত্তি, প্রীতির স্বরূপ-লক্ষণ, গুণাতীত প্রীতির তটস্থ-লক্ষণ ও আবির্ভাব-ভেদ, প্রীতি-রত্যাদি-ভেদ, ব্রজদেবীগণের কামের শুদ্ধপ্রেমত্ব-স্থাপন, জ্ঞানভক্ত্যাদিমিশ্রত্ব, পরিকরাভিমানিগণের প্রীত্যুৎকর্ষ, ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যানুভাবের তারতম্য, গোকুলবাসিগণের শ্রেষ্ঠতা, তদপেক্ষা সখাগণের, পিতৃগণের, গোপীগণের ও রাধিকার উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠত্ব, অনুকরণ-কার্য্যে রসত্ব, লৌকিক রসাপেক্ষা শ্রেষ্ঠতা, আলম্বন-বিভাগ, উদ্দীপন-বিভাগ, গুণ, ধীরোদাত্তাদি ভেদ, মাধুর্য্যের উত্তমতা, অনুভাব, সঞ্চারী, রসের পঞ্চবিধত্ব, গৌণরসের সপ্তত্ব ; রসাভাস, শান্ত, দাস্য, প্রশ্রয়, বাৎসল্য ও উজ্জ্বলে বল্লভভেদ, স্থায়ী সম্ভোগ ও বিপ্রলম্ভ-ভেদ, পূর্ব্বরাগ, মান, প্রেমবৈচিত্ত্য, প্রবাস ও শ্রীরাধিকা-দেবীর মহিমা।

৪৪। শ্রীগোপালচম্পূ গ্রন্থের দুইটী বিভাগ—পূর্ব্ব ও উত্তর; পূর্ব্বচম্পূতে তেত্রিশটী পূরণ ও উত্তরে সপ্তত্রিংশ পূরণ। ১৫১০ শকাব্দে পূর্ব্বচম্পূ লিখিত হইয়াছে। পূর্ব্বচম্পূতে ১ম পূরণে বৃন্দাবন ও গোলোক, ২। প্রস্তাবনা, পূতনাবধলীলাবর্ণন, যশোদা-দেশে গোপীগণের গৃহে গমন, রামকৃষ্ণের স্নান, স্নিগ্ধকণ্ঠ ও মধুকণ্ঠ, ৩। যশোদার স্বপ্ন, ৪। জন্মোৎসব, ৫। নন্দ-বসুদেবের মিলন, পূতনাবধ, ৬। ঔত্থানিক লীলা, শকটভঞ্জন, নামকরণ, ৭। তৃণাবর্ত্তবধ, মৃদ্ভক্ষণ, বালচাপল্য, চৌর্য্য, ৮। দধিমন্থন, স্তন্যপান, দধিভাণ্ড-ভঞ্জন, বন্ধন, যমলার্জ্জুন-ভঞ্জন, যশোদাবিলাপ, ৯। বৃন্দাবন-প্রবেশ, ১০। বৎসাসুরবধ, বকাসুরবধ, ব্যোমাসুরবধ, ১১। অঘাসুরবধ, ব্রহ্মমোহন, ১২। গোষ্ঠগমন, ১৩। গোচারণ, কালীয়-দমন, ১৪। গন্দর্ভাসুরবধ, কৃষ্ণলালন, ১৫। গোপীগণের পূর্ব্বানু-রাগ, ১৬। প্রলম্বাসুরবধ, দাবাগ্নি-পান, ১৭। গোপীগণের কৃষ্ণ-চেষ্টা, ১৮। গোবর্দ্ধনধারণ, ১৯। কৃষ্ণাভিষেক, ২০। বরুণালয় হইতে নন্দানয়ন, গোপগণের গোলোকদর্শন, ২১। কাত্যায়নী-ব্রতানুষ্ঠান, ২২। যজ্ঞপত্নীগণের নিকট অন্নভিক্ষা, ২৩। গোপী-গণের মিলন, ২৪। গোপীবিহার, রাধাকৃষ্ণের অন্তর্দ্ধান, গোপী-গণের অন্বেষণ, ২৫। কৃষ্ণাবির্ভাব, ২৬। গোপীগণের সঙ্কল্প, ২৭। জলবিহার, ২৮। সর্পগ্রস্তনন্দমোক্ষণ, ২৯। বিবিধ রহঃক্রীড়া, ৩০। শঙ্খচূড়বধ, হোরি, ৩১। অরিষ্টাসুরবধ, ৩২। কেশীবধ, ৩৩। নারদাগমন, গ্রন্থনির্ম্মাণের শক ও সম্বৎ।

উত্তরচম্পূর ১ম পূরণে ব্রজানুরাগ, ২। অক্রূরক্রূরতা, ৩।

প্রভুর সন্ন্যাসের পর প্রথম বৎসর অদ্বৈতাদি
গৌড়ীয়গণের পুরী-গমন ঃ—

প্রথম বৎসরে অদ্বৈতাদি ভক্তগণ ।
প্রভুরে দেখিতে কৈলা নীলাদ্রি-গমন ॥ ৪৬ ॥

পুরীতে কীর্ত্তনাদিদ্বারা চাতুর্ম্মাস্য যাপন ঃ—

রথযাত্রা দেখি' তাহাঁ রহিলা চারিমাস ।
প্রভুসঙ্গে নৃত্যগীত পরম উল্লাস ॥ ৪৭ ॥

প্রতিবর্ষে গুণ্ডিচা-দর্শনজন্য প্রভুর তাঁহাদিগকে আমন্ত্রণ ঃ—

বিদায়-সময় প্রভু কহিলা সবারে ।
"প্রত্যব্দ আসিবে সবে গুণ্ডিচা দেখিবারে ॥" ৪৮ ॥

প্রতিবর্ষে গৌড়ীয়-ভক্তগণের পুরীতে গুণ্ডিচা-দর্শন ঃ—

প্রভু-আজ্ঞায় ভক্তগণ প্রত্যব্দ আসিয়া ।
গুণ্ডিচা দেখিয়া যা'ন প্রভুরে মিলিয়া ॥ ৪৯ ॥

শেষ ২৪ বৎসরের ১২ বৎসর ব্যাপি ভক্তগণের
সহিত প্রভুর মিলন ঃ—

দ্বাদশ বৎসর ঐছে কৈলা গতাগতি ।
অন্যোহন্যে দুঁহার দুঁহা বিনা নাহি স্থিতি ॥ ৫০ ॥

শেষ ১২ বৎসর প্রভুর কৃষ্ণবিরহ ঃ—

তার শেষ যেই রহে দ্বাদশ বৎসর ।
কৃষ্ণের বিরহলীলা প্রভুর অন্তর ॥ ৫১ ॥

অহর্নিশ কৃষ্ণবিরহজনিত দিব্যোন্মাদ ঃ—

নিরন্তর রাত্রি-দিন বিরহ উন্মাদে ।
হাসে, কান্দে, নাচে, গায় পরম বিষাদে ॥ ৫২ ॥

দীর্ঘ-বিরহান্তে রাধিকার কৃষ্ণদর্শনোত্থ ভাবময়
প্রভুর জগন্নাথ-দর্শন ঃ—

যে-কালে করেন জগন্নাথ-দরশন ।
মনে ভাবেন, কুরুক্ষেত্রে পাঞাছি মিলন ॥ ৫৩ ॥

রথাগ্রে নৃত্যকালে প্রভুর গীতি ঃ—

রথযাত্রায় আগে যবে করেন নর্ত্তন ।
তাহাঁ এই পদ মাত্র করয়ে গায়ন ॥ ৫৪ ॥

যথা পদ ঃ—

"সেইত' পরাণ-নাথ পাইনু ।
যাহা লাগি' মদনদহনে ঝুরি' গেনু ॥" ৫৫ ॥

জগন্নাথের গুণ্ডিচায় গমনকালে প্রভুর ভাব ঃ—

এই ধুয়া-গানে নাচেন দ্বিতীয় প্রহর ।
কৃষ্ণ লঞা ব্রজে যাই—এভাব অন্তর ॥ ৫৬ ॥

গুহ্য শ্লোক ঃ—

এইভাবে নৃত্যমধ্যে পড়ে এক শ্লোক ।
সেই শ্লোকের অর্থ কেহ নাহি বুঝে লোক ॥ ৫৭ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৪৮। গুণ্ডিচা—শ্রীজগন্নাথদেব রথযাত্রায় 'সুন্দরাচল'-নামক স্থানে 'গুণ্ডিচা'-নামক মন্দিরে গমন করিয়া নবরাত্র লীলা করেন, সেই জন্য রথযাত্রাকে উড়িষ্যাবাসিগণ 'গুণ্ডিচা-যাত্রা' বলে।

৫০। প্রভু ও প্রভুভক্তগণ পরস্পর মিলন-ব্যতীত সুখী হইতেন না।

৫১। গোপীদিগের কৃষ্ণবিরহ-লীলা প্রভুর অন্তরে অর্থাৎ অন্তঃকরণে সর্ব্বদা জাগরিত।

অনুভাষ্য

মথুরাপুরস্থানে প্রস্থান, ৪। মথুরান্ত প্রদেশ-নির্দ্দেশ, ৫। কংসবধ, ৬। ব্রজপতি-বিসর্জ্জনকষ্ট, ৭। নন্দের ব্রজপ্রবেশ, ৮। অধ্যয়নাদি, ৯। গুরুপুত্রানয়ন, ১০। উদ্ধবের ব্রজাগমন, ১১। ভ্রমর-দূতভ্রম, ১২। উদ্ধবের প্রত্যাগমন, ১৩। জরাসন্ধবন্ধন, ১৪। যবন জরাসন্ধ, ১৫। বলভদ্র-বিবাহ, ১৬। রুক্মিণীবিবাহ, ১৭। সপ্তবিবাহ, ১৮। নরকবধ, পারিজাতহরণ, ষোড়শ-সহস্র মহিষী-বিবাহ, ১৯। বাণবিজয়, ২০। রামব্রজাগমনকামনা, ২১। পৌণ্ড্রক-যুদ্ধ, ২২। দ্বিবিদ-বধ, হস্তিনাপুর বিমর্ষণ, ২৩। কুরুক্ষেত্রে যাত্রা, ২৪। ব্রজবাসিগণের কুরুক্ষেত্রে যাত্রা, ২৫। উদ্ধব-মন্ত্রণা, ২৬। রাজ-মোচন, ২৭। রাজসূয়, ২৮। শাল্ববিনাশন, ২৯। ব্রজাগমনবিষয়ক বিচার, ৩০। কৃষ্ণের ব্রজাগমন, ৩১। রাধাদির বাধা-সমাধান, ৩২। সর্ব্বসমাধান, ৩৩। রাধামাধব-অধিবাস, ৩৪। রাধাকৃষ্ণের অলঙ্করণ, ৩৫। রাধামাধব-বিবাহনির্ব্বাহ, ৩৬। রাধামাধবের মিলন, ৩৭। গোলোক-প্রবেশ।

৫৩-৫৬। শ্রীমহাপ্রভু রাধাভাবে বিভাবিত হইয়া সুদীর্ঘ মাথুরবিরহভাব গ্রহণপূর্ব্বক নিরন্তর সম্ভোগের পুষ্টিকারক বিপ্রলম্ভ-রসের মূর্ত্তিমান্ প্রাকট্যই জীবের একমাত্র সাধন জানাইয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবত দশম স্কন্ধ ৮২ অধ্যায়-বর্ণিত কৃষ্ণ-দর্শনোৎসুকা গোকুলবাসিনী ব্রজগোপীসকল কুরুক্ষেত্রে স্যমন্ত-

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৫৩। কৃষ্ণ কুরুক্ষেত্রে যজ্ঞ করিয়া ব্রজবাসিদিগকে নিমন্ত্রণ করিলে গোপীগণ তথায় গিয়া কৃষ্ণদর্শন-সুখ লাভ করেন। প্রভুর অন্তঃকরণে কৃষ্ণবিরহভাব উদ্দীপিত ছিল। কেবল যে যে সময়ে জগন্নাথ দর্শন করিতেন, সেইসব সময়ে কুরুক্ষেত্র-মিলন-ভাব তাঁহার হৃদয়ে উদিত হইত।

৫৬। কুরুক্ষেত্রের মিলনে সন্তোষ না পাইয়া কৃষ্ণকে ব্রজে লইয়া গিয়া তাহার সহিত মিলন করি, এই ভাবটী তাঁহার হৃদয়ে সর্ব্বদা উঠিত।

পূর্ব্বোক্ত ভাবদ্যোতক শ্লোক ঃ—

কাব্যপ্রকাশে (১।৪) ; সাহিত্য-দর্পণে (১।১০) ; পদ্যাবলী (৩৮২)—

যঃ কৌমারহরঃ সঃ এব হি বরস্তা এব চৈত্রক্ষপা-
স্তে চোন্মীলিতমালতীসুরভয়ঃ প্রৌঢ়াঃ কদম্বনিলাঃ ।
সা চৈবাস্মি তথাপি তত্র সুরতব্যাপারলীলাবিধৌ
রেবারোধসি বেতসীতরুতলে চেতঃ সমুৎকণ্ঠ্যতে ॥ ৫৮ ॥

একমাত্র দামোদরস্বরূপই প্রভুর ভাব-জ্ঞাতা ঃ—

এই শ্লোকের অর্থ জানে একেলা স্বরূপ ।
দৈবে সে বৎসর তাহাঁ গিয়াছেন রূপ ॥ ৫৯ ॥

শ্রীরূপকর্ত্তৃক তদনুরূপ স্বকৃত শ্লোক ঃ—

প্রভুমুখে শ্লোক শুনি' শ্রীরূপগোসাঞি ।
সেই শ্লোকের অর্থ-শ্লোক করিলা তথাই ॥ ৬০ ॥

মহাপ্রভু ও শ্রীরূপের শ্লোক-কাহিনী ঃ—

শ্লোক করি' এক তালপত্রেতে লিখিয়া ।
আপন বাসার চালে রাখিলা গুঞ্জিয়া ॥ ৬১ ॥
শ্লোক রাখি' গেলা সমুদ্রস্নান করিতে ।
হেনকালে আইলা প্রভু তাঁহারে মিলিতে ॥ ৬২ ॥

অপ্রাকৃত ব্রাহ্মণগুরু বৈষ্ণবাচার্য্য হইয়াও দৈন্যবশতঃ মর্য্যাদার অনুরোধে তিনজনের জগন্নাথ-মন্দিরে গমনে অনিচ্ছা ঃ—

হরিদাস ঠাকুর, শ্রীরূপ-সনাতন ।
জগন্নাথ-মন্দিরে না যা'ন তিন জন ॥ ৬৩ ॥
মহাপ্রভু জগন্নাথের উপল-ভোগ দেখিয়া ।
নিজগৃহে যা'ন এই তিনেরে মিলিয়া ॥ ৬৪ ॥
এই তিন মধ্যে যবে থাকে যেই জন ।
তাঁরে আসি' আপনে মিলে,—প্রভুর নিয়ম ॥ ৬৫ ॥
দৈবে আসি' প্রভু যবে ঊর্দ্ধেতে চাহিল ।
চালে গোঁজা তালপত্রে সেই শ্লোক পাইল ॥ ৬৬ ॥
শ্লোক পড়ি' আছে প্রভু আবিষ্ট হইয়া ।
রূপগোসাঞি আসি' পড়ে দণ্ডবৎ হঞা ॥ ৬৭ ॥

রূপের প্রতি প্রভুর অকৃত্রিম স্নেহ-কৃপা ঃ—

উঠি' মহাপ্রভু তাঁরে চাপড় মারিয়া ।
কহিতে লাগিলা কিছু কোলেতে করিয়া ॥ ৬৮ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৫৮। যিনি কৌমার-কালে রেবানদীতীরে আমার চিত্ত হরণ করিয়াছিলেন, তিনিই আমার এখন পতি হইয়াছেন ; সেই মধুমাসের রাত্রিও উপস্থিত ; উন্মীলিত-মালতীপুষ্পের সৌগন্ধও আছে ; কদম্বকানন হইতে বায়ুও মধুররূপে বহিতেছে ; সুরত-ব্যাপারলীলাকার্য্যে আমি সেই নায়িকাও উপস্থিত ; তথাপি আমার চিত্ত এ অবস্থায় সন্তুষ্ট না হইয়া রেবাতটস্থ বেতসী-তরুতলের জন্য নিতান্ত উৎকণ্ঠিত হইতেছে।

৫৯। একেলা স্বরূপ—উক্ত শ্লোকটী নিতান্ত হেয় নায়ক-নায়িকা-সম্বন্ধে বিরচিত। মহাপ্রভু ইহা যে এত আদরে পাঠ করিয়াছিলেন, তাহার গূঢ় তাৎপর্য্য স্বরূপদামোদর ব্যতীত আর কেহই জানিতেন না।

অনুভাষ্য

পঞ্চকে গ্রহণোপলক্ষে গমন করিয়া যেরূপ হৃদয়ের ভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন, শ্রীগৌরসুন্দরের নীলাচলপতি-দর্শনে তদ্ভাবেরই দ্বিতীয়বার অধিষ্ঠান। গোপললনাগণ যেরূপ কুরুক্ষেত্রে কৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য অপনোদন করিয়া কৃষ্ণকে গোকুলের মাধুর্য্য-আস্বাদনে লইয়া যাইতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন, তদ্রূপ গৌরহরি কুরুক্ষেত্ররূপ নীলাচল-মন্দির হইতে কৃষ্ণরূপ জগন্নাথদেবকে বৃন্দাবনরূপ গুণ্ডিচামন্দিরাভিমুখী রথের সম্মুখে শ্রীগৌরসুন্দররূপ শ্রীমতী বার্ষভানবীর হৃদয়ের ভাব গান করিয়া পারকীয় বিহারস্থলী গুণ্ডিচায় লইয়া যাইতেছেন।

৫৩-৬০। মধ্য, ১৩শ পঃ ১১১-১৫৯ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৬৩। হরিদাস ঠাকুর কাজিপুত্র ; মন্দিরের মর্য্যাদাভঙ্গ-আশঙ্কায় শ্রীমন্দিরে যাইতেন না। রূপ-সনাতন আপনাদিগকে "তৃণাদপি সুনীচ" জ্ঞান করত নীচজাতির সহিত অধিকার-সামান্য-বুদ্ধিক্রমে শ্রীমন্দিরে যাইতেন না।

৬৪। উপল-ভোগ—ছত্র-ভোগ। জগন্নাথদেবের অন্যসমস্ত ভোগ মণিকোঠার মধ্যে হইয়া থাকে। দিবা দুই প্রহরের পর যে বৃহৎ ভোগ হয়, তাহা, গরুড়ের পশ্চাতে যে একটী বৃহৎ প্রস্তরময় স্থান আছে, তাহার উপর হইয়া থাকে। উপল-শব্দে প্রস্তর ; সেই প্রস্তরময় ভূমির উপর ঐ ভোগটী হয় বলিয়া তাহার নাম 'উপল-ভোগ'।

৬৮। উঠি—কোন পাঠে, 'উঠাই'।

অনুভাষ্য

৫৮। হে সখি, যঃ কান্তঃ কৌমারহরঃ (কৌমারং হরতি অপনয়তি যঃ সঃ) স এব হি বরঃ, তাঃ এব চৈত্রক্ষপাঃ (মধু-চৈত্রমাসস্য জ্যোৎস্নাবত্যঃ রজন্যঃ), তথা তে চ উন্মীলিত-মালতীসুরভয়ঃ (উন্মীলিতানিঃ বিকশিতানিঃ যানি মালতী পুষ্পানি তৈঃ সুরভয়ঃ সুগন্ধাঃ), প্রৌঢ়াঃ (ঘনসুখপ্রদাঃ) কদম্বা-নিলাঃ (কদম্ব-সুরভিপূর্ণাঃ সমীরণাঃ) [বহন্তি], সা চ অহমেবাস্মি, তথাপি তত্র রেবারোধসি (রেবানদীতটে) বেতসীতরুতলে (বেতসীকণ্টক-বেষ্টিতে নির্জ্জন-সুশীতলপ্রদেশে) সুরতব্যাপার-লীলাবিধৌ (নায়কসঙ্গাকাঙ্ক্ষায়াং যত্র পূর্ব্বসঙ্গমো জাতস্তত্রৈব) চেতঃ (মনঃ) সমুৎকণ্ঠতে (বিহর্ত্তুং উৎসহতে)।

"মোর শ্লোকের অভিপ্রায় না জানে কোন জনে ।
মোর মনের কথা তুঞি জানিলি কেমনে ??" ৬৯ ॥
এত বলি' তাঁরে বহু প্রসাদ করিয়া ।
স্বরূপ-গোসাঞিরে শ্লোক দেখাইল লঞা ॥ ৭০ ॥

স্বরূপকে শ্রীরূপকৃত-শ্লোক প্রদর্শন ও জিজ্ঞাসা ঃ—

স্বরূপে পুছেন প্রভু হইয়া বিস্মিতে ।
"মোর মনের কথা রূপ জানিল কেমতে ??" ৭১ ॥
স্বরূপ কহে,—"যাতে জানিল তোমার মন ।
তাতে জানি,—হয় তোমার কৃপার ভাজন ॥" ৭২ ॥
প্রভু কহে,—"তারে আমি সন্তুষ্ট হঞা ।
আলিঙ্গন কৈলুঁ সর্ব্বশক্তি সঞ্চারিয়া ॥ ৭৩ ॥
যোগ্যপাত্র হয় গূঢ়রস-বিবেচনে ।
তুমিও কহিও তারে গূঢ়রসাখ্যানে ॥" ৭৪ ॥
এসব কহিব আগে বিস্তার করিঞা ।
সংক্ষেপে উদ্দেশ কৈল প্রস্তাব পাইয়া ॥ ৭৫ ॥

পদ্যাবলীতে শ্রীরূপকৃত শ্লোক (৩৮৭)—

প্রিয়ঃ সোঽয়ং কৃষ্ণঃ সহচরি কুরুক্ষেত্রমিলিত-
স্তথাহং সা রাধা তদিদমুভয়োঃ সঙ্গমসুখম্ ।
তথাপ্যন্তঃ-খেলন্মধুরমুরলীপঞ্চমজুষে
মনো মে কালিন্দীপুলিনবিপিনায় স্পৃহয়তি ॥ ৭৬ ॥

শ্লোকে জগন্নাথ-দর্শনে প্রভুর ভাব ব্যক্ত ঃ—

এই শ্লোকের সংক্ষেপার্থ শুন, ভক্তগণ ।
জগন্নাথ দেখি' যৈছে প্রভুর ভাবন ॥ ৭৭ ॥

কুরুক্ষেত্রে কৃষ্ণদর্শনে রাধিকার ভাব ঃ—

শ্রীরাধিকা কুরুক্ষেত্রে কৃষ্ণের দরশন ।
যদ্যপি পায়েন, তবু ভাবেন ঐছন ॥ ৭৮ ॥

বিধিধর্ম্ম ও ঐশ্বর্য্য ত্যাগ করাইয়া ব্রজে দীনা গোপীগণ-মধ্যে কৃষ্ণকে পাইতে আকাঙ্ক্ষা ঃ—

রাজবেশ, হাতী, ঘোড়া, মনুষ্য গহন ।
কাহাঁ গোপবেশ, কাহাঁ নির্জ্জন বৃন্দাবন ॥ ৭৯ ॥
সেই ভাব, সেই কৃষ্ণ,সেই বৃন্দাবন ।
যবে পাই, তবে হয় বাঞ্ছিত-পূরণ ॥ ৮০ ॥

কৃষ্ণকে স্বগৃহে পাইতে আকাঙ্ক্ষা ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবত (১০।৮২।৪৮)—

আহুশ্চ তে নলিননাভ পদারবিন্দং
যোগেশ্বরৈর্হৃদি বিচিন্ত্যমগাধবোধৈঃ ।
সংসারকূপপতিতোত্তরণাবলম্বং
গেহং জুষামপি মনস্যুদিয়াৎ সদা নঃ ॥ ৮১ ॥

দীর্ঘ বিরহান্তে মিলনাকাঙ্ক্ষা ঃ—

তোমার চরণ মোর ব্রজপুরঘরে ।
উদয় করয়ে যদি, তবে বাঞ্ছা পূরে ॥ ৮২ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৭৬। হে সহচরি, আমার সেই অতিপ্রিয় কৃষ্ণ অদ্য কুরুক্ষেত্রে মিলিত হইলেন, আমিও সেই রাধা ; আবার আমাদের উভয়ের মিলন-সুখও তাই বটে ; তথাপি এই কৃষ্ণের বনমধ্যে ক্রীড়াশীল মুরলীর পঞ্চমসুরে আনন্দ-প্লাবিত কালিন্দী-পুলিনগত বনের জন্য আমার চিত্ত স্পৃহা করিতেছে।

অনুভাষ্য

৭৫-৮৪। মধ্য, ১৩ পঃ ১২১-১৫৯ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

৭৬। হে সহচরি (সখি,) সঃ (মম কান্তঃ) অয়ং প্রিয়ঃ (প্রাণারামঃ) কৃষ্ণঃ কুরুক্ষেত্রমিলিতঃ (কুরুক্ষেত্রে প্রাপ্তঃ) তথা সা রাধা অহং উভয়োঃ তৎ ইদং সঙ্গমসুখং (মিথো মিলনেন যদ্যপি সুখং জাতং) ; তথাপি অন্তঃখেলন্মধুর-মুরলী-পঞ্চমজুষে (অন্তঃ হৃদয়াভ্যন্তরে বৃন্দাবিপিনমধ্যে বা খেলন্ ক্রীড়ন্ মধুরো যঃ বংশ্যাঃ পঞ্চমো রাগঃ তং জুষতে সেবতে তস্মৈ) কালিন্দী-পুলিনবিপিনায় (কালিন্দ্যাঃ যমুনায়াঃ পুলিনং তটস্থলং তস্মিন্ যৎ বিপিনং তরু-সমাকীর্ণং নির্জ্জনং কাননং তস্মৈ বংশীনিনাদ-পূর্ণযামুনতটান্তস্থ-বৃন্দাবনায়) মে (মম) মনঃ স্পৃহয়তি (গমনায় সমুৎকণ্ঠিতো ভবতি)।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৮১। গোপীগণ বলিলেন,—হে কমলনাভ, সংসার-কূপে পতিত-জনের উত্তরণের একমাত্র অবলম্বনস্বরূপ তোমার পাদপদ্ম, যাহা অগাধবোধ যোগেশ্বরদিগের হৃদয়েই সর্ব্বদা চিন্তনীয়, তাহা গৃহসেবী আমাদিগের মনে উদিত হউক্। কোন কোন পাঠে নিম্নলিখিত শ্লোকটী দৃষ্ট হয়,—

(শ্রীমদ্ভাগবত ১০ম স্কঃ, ৮৩ অঃ, ২য় শ্লোক)
"ত এবং লোকনাথেন পরিপৃষ্টাঃ সুসৎকৃতাঃ।
প্রত্যুচুর্হৃষ্টমনসস্তৎপাদেক্ষাহতাংহসঃ।।"

অনুভাষ্য

৮১। স্যমন্তপঞ্চক বা কুরুক্ষেত্রে কৃষ্ণপ্রমুখ বৃষ্ণিগণের সহিত গোপগোপীগণের মিলনের পর কৃষ্ণের প্রতি গোপীগণের উক্তি,—

গোপ্যঃ আহুঃ—হে নলিননাভ (পদ্মনাভ), অগাধবোধৈঃ (বুদ্ধেঃ পারঙ্গতৈঃ) যোগেশ্বরৈঃ (বিষয়নিবৃত্তৈঃ) হৃদি (মনসি) বিচিন্ত্যং (সর্ব্বতোভাবেন চিন্তনীয়ং) সংসারকূপপতিতোত্তরণা-বলম্বং (সংসার এব কূপঃ তস্মিন্ পতিতাঃ যে তেষাং উত্তরণায় উদ্ধারায় অবলম্বম্ আশ্রয়রূপং বিষয়রতানাং মুক্ত্যুপায়রূপং)

ভাগবতের শ্লোকার্থ বিচার করিঞা ।
রূপ-গোসাঞি শ্লোক কৈল লোক বুঝাইঞা ॥ ৮৩ ॥

বিরহহেতু চিরমধুর-স্মৃতিময় মিলনের আকাঙ্ক্ষা ঃ—

ললিতমাধব (১০।৩৮)—

যা তে লীলারসপরিমলোদ্গারিবন্যাপরীতা
ধন্যা ক্ষৌণী বিলসতি বৃতা মাথুরী মাধুরীভিঃ ।
তত্রাস্মাভিশ্চটুলপশুপীভাবমুগ্ধান্তরাভিঃ
সম্বীতস্ত্বং কলয় বদনোল্লাসি-বেণুর্বিহারম্ ॥ ৮৪ ॥

বিরহহেতু জগন্নাথকে ব্রজে লইতে আগ্রহ ঃ—

এইরূপ মহাপ্রভু দেখি' জগন্নাথে ।
সুভদ্রা-সহিত দেখে, বংশী নাহি হাতে ॥ ৮৫ ॥
ত্রিভঙ্গ-সুন্দর ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন ।
কাহাঁ পাব, এই বাঞ্ছা করে অনুক্ষণ ॥ ৮৬ ॥

উদ্ধবদর্শনে রাধিকার ভাবময় প্রভু ঃ—

রাধিকা-উন্মাদ যৈছে উদ্ধব-দর্শনে ।
উদ্‌ঘূর্ণা-প্রলাপ তৈছে প্রভুর রাত্রি-দিনে ॥ ৮৭ ॥

শেষ ১২ বৎসর প্রভুর কৃষ্ণবিরহ ঃ—

দ্বাদশ বৎসর শেষ ঐছে গোঙাইল ।
এই মত শেষলীলার বিধান করিল ॥ ৮৮ ॥

প্রভুর অসীম লীলা ঃ—

সন্ন্যাস করি' চব্বিশ বৎসর কৈলা যে যে কর্ম্ম ।
অনন্ত, অপার—তার কে জানিবে মর্ম্ম ॥ ৮৯ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৮৪। হে কৃষ্ণ, তোমার যে লীলা-রস-গন্ধ-বিস্তারী বনসমূহ-দ্বারা ব্যাপ্ত, মাথুরমণ্ডলীয় মাধুরীদ্বারা পরিবৃত এবং ভাবদ্বারা মুগ্ধমন গোপীগণ যে আমরা, আমাদের কর্ত্তৃক পরিসেবিত ধন্য বৃন্দাবনভূমি বিলাস করিতেছেন। বংশীবদন, (তথায়) তুমি আমাদের সহিত মিলিত হইয়া সেই লীলা-বিহার কর।

অনুভাষ্য

তে (তব) পদারবিন্দং (চরণকমলং) গেহং (গোপভবনং বৃন্দাবনং) জুষাং (সেবমানানাং সহজগৃহধর্ম্মনিরতানাং গোপীনাং) অপি নঃ (অস্মাকং) মনসি সদা উদিয়াৎ। [সাংসারিকবিষয়-রসাবিষ্টানাং উদ্ধরণসমর্থং বিষয়রহিতানাং যোগীনাং চ ধ্যান-বিষয়াত্মকং তব পদকমলং, কিন্তু অস্মাকং সহজগৃহধর্ম্মপরাণাং তব বিরহসিন্ধুনিমগ্নানাং নোদ্ধর্ত্তুং শক্নুয়াৎ, যতঃ বয়ং ন ধ্যান-পরা যোগিনঃ, ন চ পতিপুত্রাদিকথারতাঃ কৃপণাঃ সংসারিণঃ]।

৮২। গোপীগণ বিশুদ্ধ কৃষ্ণসেবাপরা। তাঁহারা কৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য বা অন্য তাদৃশ মাহাত্ম্যে বিমুগ্ধ হইয়া সেবাপরা নহেন ; সুতরাং কুরুক্ষেত্রের হাতী, ঘোড়া ও রাজবেশে তাঁহাদের কখনই রুচি নাই। যেরূপ গোপীজনবল্লভ কৃষ্ণ গোপীদিগের নির্ম্মল প্রেম-ভাবেই আবদ্ধ, গোপীগণও তাদৃশ গোপীজনবল্লভেরই নিত্যা সেবিকা। দুর্ব্বোধবৈভব-পতিকে বিষয়নিবৃত্ত তদেকচিত্ত যোগিগণ যেরূপ ধ্যানের দ্বারা অনুশীলন করেন, অথবা বিষয়প্রবৃত্তগণ বিষয়সমৃদ্ধির জন্য নিজদেহপুত্রকলত্রাদির ঐহিক মঙ্গল বা নিজের ভবসংসার হইতে মুক্ত হইবার উদ্দেশে হরিপদাশ্রয় করেন, গোপীগণের তাদৃশ ধ্যানপরা চেষ্টা বা সৎকর্ম্মনিপুণতা নাই। তাঁহারা সর্ব্বেন্দ্রিয়দ্বারা কায়মনোবাক্যে কৃষ্ণের শুদ্ধসেবায় নিরতা। নীরস-শুষ্কতর্কবিচার বা প্রাকৃত রসের রাহিত্য বা সাহিত্য উভয় ত্যাগ করিয়া গোপীগণ, তাঁহাদের নিজস্ব বল্লভ অন্যের কার্য্যে ব্যস্ত বা মর্য্যাদাবান্ হইয়া স্থানান্তরে অবস্থিত হউন, এরূপ চা'ন না। শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনকে শ্রীবৃন্দাবনে স্থাপনপূর্ব্বক গোপীগণ কায়মনোবাক্যে কেবল কৃষ্ণসেবার দ্বারা তাঁহার প্রীতিসাধনেই সুখলাভ করেন।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৮৭। উদ্‌ঘূর্ণা-প্রলাপ—নানাপ্রকার বিবশ চেষ্টা হইতে যে প্রলাপাদির উদয় হয়।

অনুভাষ্য

৮৪। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমতী রাধিকাকে অভীষ্টবর প্রার্থনা করিতে বলিলে শ্রীমতীর উক্তি,—

লীলারসপরিমলোদ্গারিবন্যাপরীতা (লীলারস-সুরভি-নিঃসারিণী যা বন্যা বনসমূহতয়া পরীতা ব্যাপ্তা), মাথুরী (মথুরা-সম্বন্ধিনী) মাধুরীভিঃ (সৌন্দর্য্যৈঃ) বৃতা (আবৃতা) ধন্যা (প্রশংসনীয়া), যা তে (তব) ক্ষৌণী (ব্রজভূমিঃ) বিলসতি, তত্র (ব্রজপূর্য্যাং) চটুলপশুপীভাবমুগ্ধান্তরাভিঃ (চটুলাঃ চঞ্চলাঃ পশুপীভাবেন গোপীভাবেন মুগ্ধান্তঃকরণং যাসাং তাভিঃ) অস্মাভিঃ (গোপীভিঃ) সংবীতঃ (সম্মিলিতঃ) বদনোল্লাসিবেণুঃ (বদনাৎ উল্লসিতুং শীলমস্য ইতি উল্লাসী বংশী যস্য তথাভূতঃ সন্, স্মিতবদনোত্থ-গোপ্যুন্মাদিমুরলীনিনাদকারী) ত্বং বিহারং কলয় (কুরু)।

৮৭। উন্মাদ—উদঘূর্ণা ও চিত্রজল্পাদিযুক্ত দিব্যোন্মাদ। উজ্জ্বলনীলমণৌ,—"এতস্য মোহনাখ্যস্য গতিং কামপ্যুপেয়ুষঃ। ভ্রমাভা কাপি বৈচিত্রী দিব্যোন্মাদ ইতীর্য্যতে।। উদ্‌ঘূর্ণা চিত্র-জল্পাদ্যাস্তদ্ভেদা বহবো মতাঃ।" অধিরূঢ়-মহাভাবে মোদন এবং মাদন,—দুইপ্রকার ভেদ। মোদনভাব প্রবিশ্লেষ-দশায় 'মোহন' নামে প্রসিদ্ধ। মোহনে বিচ্ছেদ-জন্য বিবশতা-ক্রমে সাত্ত্বিকভাব-সমূহ সুষ্ঠুরূপে প্রদীপ্ত হয়। "কামপি নির্ব্বক্তুমশক্যাং গতিং বৃত্তিমুপেয়ুষঃ প্রাপ্তস্য কাপ্যদ্ভুতা বৈচিত্রী দিব্যোন্মাদঃ।" কোন

গ্রন্থকারের দিগ্‌দর্শন ঃ—

উদ্দেশ করিতে করি দিগ্‌-দরশন ।
মুখ্য-মুখ্য-লীলার করি সূত্র গণন ॥ ৯০ ॥

আদৌ প্রভুর সন্ন্যাস, পরে বৃন্দাবন-যাত্রা ঃ—

প্রথম সূত্র প্রভুর সন্ন্যাসকরণ ।
সন্ন্যাস করি' চলিলা প্রভু শ্রীবৃন্দাবন ॥ ৯১ ॥

তিনদিন রাঢ়ে ভ্রমণ ঃ—

প্রেমেতে বিহ্বল বাহ্য নাহিক স্মরণ ।
রাঢ়দেশে তিন দিন করিলা ভ্রমণ ॥ ৯২ ॥

নিত্যানন্দের চাতুর্য্যে প্রভুর নবদ্বীপে আগমন ঃ—

নিত্যানন্দ প্রভু মহাপ্রভু ভুলাইয়া ।
গঙ্গাতীরে লঞা গেলা 'যমুনা' বলিয়া ॥ ৯৩ ॥

শান্তিপুরের অদ্বৈতগৃহে ভিক্ষা ও কীর্ত্তন ঃ—

শান্তিপুরে আচার্য্যের গৃহে আগমন ।
প্রথম ভিক্ষা কৈল তাহাঁ, রাত্রে সঙ্কীর্ত্তন ॥ ৯৪ ॥

শচী ও ভক্তগণসহ মিলন, পুরীতে গমন ঃ—

মাতা ভক্তগণের তাঁহা করিল মিলন ।
সর্ব্ব সমাধান করি' কৈল নীলাদ্রিগমন ॥ ৯৫ ॥

পুরীপথে রেমুণায় মাধবেন্দ্রপুরীর বৃত্তান্ত ও গোপীনাথ-দর্শন ঃ—

পথে নানা লীলা, সব দেব-দরশন ।
মাধবপুরীর কথা, গোপাল-স্থাপন ॥ ৯৬ ॥

নিত্যানন্দকর্ত্তৃক সাক্ষিগোপাল-বৃত্তান্ত ও প্রভুর দণ্ডভঙ্গ ঃ—

ক্ষীর-চুরি-কথা, সাক্ষিগোপাল-বিবরণ ।
নিত্যানন্দ কৈল প্রভুর দণ্ড-ভঞ্জন ॥ ৯৭ ॥

একাকী জগন্নাথ-দর্শন-মূর্চ্ছা ঃ—

ক্রুদ্ধ হঞা একা গেলা জগন্নাথ দেখিতে ।
দেখিয়া মূর্চ্ছিত হঞা পড়িলা ভূমিতে ॥ ৯৮ ॥

সার্ব্বভৌম-গৃহে প্রভুকে আনয়ন ও মূর্চ্ছাভঙ্গ ঃ—

সার্ব্বভৌম লঞা গেলা আপন-ভবন ।
তৃতীয় প্রহরে প্রভু হইল চেতন ॥ ৯৯ ॥

পরে নিত্যানন্দ-প্রমুখ ভক্তগণসহ মিলন ঃ—

নিত্যানন্দ, জগদানন্দ, দামোদর, মুকুন্দ ।
পাছে আসি' মিলি' সবে পাইল আনন্দ ॥ ১০০ ॥

সার্ব্বভৌমকে কৃপা ও ষড়্‌ভুজ-প্রদর্শন ঃ—

তবে সার্ব্বভৌমে প্রভু প্রসাদ করিল ।
আপন-ঈশ্বরমূর্ত্তি তাঁরে দেখাইল ॥ ১০১ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৯৪। প্রথমভিক্ষা—সন্ন্যাসের কয়েকদিন ভ্রমণ করিয়া অদ্বৈত-প্রভুর ঘরে প্রথম অন্নভিক্ষা গ্রহণ করিলেন।

অনুভাষ্য

অনির্ব্বচনীয়া বৃত্তিলব্ধ মোহনের ভ্রমতুল্য বিচিত্রতাপূর্ণ অবস্থাকে 'দিব্যোন্মাদ' বলে। উহার উদ্‌ঘূর্ণা ও চিত্রজল্প প্রভৃতি নানা ভেদ আছে।

উদ্‌ঘূর্ণা—নানা বৈবশ্যচেষ্টাযুক্ত বিলক্ষণ-ভাব। "স্যাদ্বিলক্ষণমুদ্‌ঘূর্ণা নানাবৈবশ্যচেষ্টিতম্। যথা,—শয্যাং কুঞ্জগৃহে ক্বচিদ্বিতনুতে সা বাসসজ্জায়িতা নীলাভ্রং ধৃতখণ্ডিতা ব্যবহৃতিশ্চণ্ডী ক্বচিত্তর্জতি। আঘূর্ণত্যভিসারসম্ভ্রমবতী ধ্বান্তে ক্বচিদ্দারুণে রাধা তে বিরহোদ্ভ্রমপ্রমথিতা ধত্তে ন কাং বা দশাম্।।" উদ্ধব কৃষ্ণকে কহিলেন,—রাধা তোমার বিরহোদ্ভ্রমে প্রমথিত হইয়া কখন কুঞ্জগৃহে বাসকসজ্জা রচনা করিতেছেন, কখনও বা খণ্ডিতা হইয়া নীলমেঘকে তর্জ্জন করেন, কখনও বা অভিসারিকা হইয়া নিবিড় অন্ধকারে ভ্রমণ করিতেছেন, কোন্ দশাই বা প্রাপ্ত না হইতেছেন?

৯১। শ্রীমহাপ্রভুর সন্ন্যাস কর্ম্মিগণের বা জ্ঞানিগণের ন্যায় নহে। তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া শ্রীবৃন্দাবন গমনলীলা প্রদর্শন করেন। প্রাকৃত ভোগবিচার-রহিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের অনুকূল অনুশীলনই অবৈষ্ণবতা হইতে সন্ন্যাস-গ্রহণ। "অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ। নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে।।" জ্ঞানি-সন্ন্যাসী হরিসেবাবিমুখ হইয়া—অপ্রাকৃত তত্ত্ব বুঝিতে অসমর্থ হইয়া হরিসম্বন্ধিবস্তুকে প্রাপঞ্চিক মনে করেন।

৯১-৯৫। মধ্য, তৃতীয় পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

৯৬। শ্রীমাধবপুরী-শব্দে শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী। শ্রীবল্লবভট্ট শ্রীগদাধর-পণ্ডিত-গোস্বামিশাখায় শ্রীমঙ্গলভাষ্যলেখক শ্রীমাধবাচার্য্যের নিকট হইতে ত্রিদণ্ডগ্রহণ করেন। শ্রীমাধবাচার্য্য শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী হইতে স্বতন্ত্র ব্যক্তি।

৯৬-৯৭। মধ্য, ৪র্থ ও ৫ম পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

৯৭। ক্ষীরচোরা গোপীনাথ—শ্রীপাট রেমুণায় (বি, এন, আর, লাইনে বালেশ্বর-ষ্টেশন হইতে পাঁচ মাইল পশ্চিমে) বিরাজিত। বর্ত্তমান মন্দিরের সেবায়েত শ্যামসুন্দর অধিকারী—শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর অধস্তন শ্রীল রসিকানন্দ মুরারির শ্রীপাট মেদিনীপুর জেলার প্রান্তদেশস্থিত গোপীবল্লভপুরের শিষ্য।

সাক্ষিগোপাল—বি, এন, আর, লাইনে পুরীপথে ঐ নামে ষ্টেশন হইতে অল্পদূরেই 'সত্যবাদী'-নামক গ্রামে শ্রীমন্দির অবস্থিত। শ্রীমহাপ্রভুর সময়ে কটক-সহরে সাক্ষিগোপালের মন্দির ছিল (মধ্য, ৫ম পঃ ৮ সংখ্যার অমৃতপ্রবাহ-ভাষ্য দ্রষ্টব্য)।

১০১। মধ্য ষষ্ঠ পঃ ২০১-২০৪ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

প্রভুর দাক্ষিণাত্যে গমন ও কূর্ম্মক্ষেত্রে কুষ্ঠরোগী বিপ্রের উদ্ধার ঃ—

তবে ত' করিলা প্রভু দক্ষিণ গমন।
কূর্ম্মক্ষেত্রে কৈল বাসুদেব-বিমোচন ॥ ১০২ ॥

জিয়ড়-নৃসিংহ-দর্শন ঃ—

জিয়ড়-নৃসিংহে কৈল নৃসিংহ-স্তবন।
পথে-পথে গ্রামে-গ্রামে নামপ্রবর্ত্তন ॥ ১০৩ ॥

বিদ্যানগরে গোদাবরীতটে রায়-রামানন্দসহ মিলন ঃ—

গোদাবরীতীর-বনে বৃন্দাবন-ভ্রম।
রামানন্দ রায় সহ তাহাঞি মিলন ॥ ১০৪ ॥

তিরুমলয় তিরুপতি-দর্শন ঃ—

ত্রিমল্ল-ত্রিপদী স্থান কৈল দরশন।
সর্ব্বত্র করিল কৃষ্ণনাম প্রচারণ ॥ ১০৫ ॥

পাষণ্ডী বৌদ্ধ-উদ্ধার ও অহোবল-নৃসিংহ-দর্শন ঃ—

তবে ত' পাষণ্ডিগণে করিল দলন।
অহোবল-নৃসিংহাদি কৈল দরশন ॥ ১০৬ ॥

শ্রীরঙ্গনাথ-দর্শন ঃ—

শ্রীরঙ্গক্ষেত্র আইলা কাবেরীর তীর।
শ্রীরঙ্গ দেখিয়া প্রেমে হইলা অস্থির ॥ ১০৭ ॥

তিরুমলয় ভট্টের গৃহে চাতুর্ম্মাস্য-যাপন ঃ—

ত্রিমল্ল ভট্টের ঘরে কৈল প্রভু বাস।
তাহাঞি রহিলা প্রভু বর্ষা চারি মাস ॥ ১০৮ ॥

তিরুমলয় ভট্ট—শ্রীসম্প্রদায়ী বৈষ্ণব ঃ—

'শ্রীবৈষ্ণব' ত্রিমল্লভট্ট—পরম পণ্ডিত।
গোসাঞির পাণ্ডিত্য-প্রেমে হইলা বিস্মিত ॥১০৯॥
চাতুর্ম্মাস্য মহাপ্রভু শ্রীবৈষ্ণবের সনে।
গোঙাইল নৃত্য-গীত-কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনে ॥ ১১০ ॥

শ্রীরঙ্গের দক্ষিণে পরমানন্দপুরীসহ মিলন ঃ—

চাতুর্ম্মাস্যান্তরে পুনঃ দক্ষিণ গমন।
পরমানন্দপুরী সহ তাহাঞি মিলন ॥ ১১১ ॥

সঙ্গী কৃষ্ণদাসকে নিস্তার, রামসেবককে কৃষ্ণনামে প্রবর্ত্তন ঃ—

তবে ভট্টথারি হৈতে কৃষ্ণদাসের উদ্ধার।
রামজপী বিপ্রমুখে কৃষ্ণনাম প্রচার ॥ ১১২ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১১০। চাতুর্ম্মাস্য—আষাঢ়মাসের শুক্লদ্বাদশী হইতে কার্ত্তিক-মাসের শুক্লদ্বাদশী পর্য্যন্ত।

১১২। রামজপী—যে বিপ্র রাম-নাম জপ করিতেছিল।

অনুভাষ্য

১০২। মধ্য ৭ম পঃ ১১৩ সংখ্যার অনুভাষ্যে কূর্ম্মস্থান ও শ্রীনরহরি (নৃহরি) তীর্থের সময়ে ১২০৩ শকাব্দার প্রস্তর-ফলক-বৃত্তান্ত দ্রষ্টব্য।

১০৩। মধ্য ৮ম পঃ ৩য় সংখ্যার অনুভাষ্য দ্রষ্টব্য।

১০৪। মধ্য ৮ম পঃ ১১ ও ১৪-২০ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১০৫। ত্রিমল্ল (তিরুমলয়)—তাঞ্জোর জিলায় অবস্থিত (মধ্য ৯ম পঃ ৭১ সংখ্যা)। ত্রিপদী (তিরুপতি, পদি বা তিরু-পাট্টুর) —(উত্তর আর্কটে) ব্যেঙ্কটাচলের উপত্যকায় অবস্থিত, তথায় শ্রীরামচন্দ্রের মন্দির। ঐ ব্যেঙ্কটাচলের উপরে সুপ্রসিদ্ধ শ্রীবালাজীর মন্দির (মধ্য, ৯ম পঃ ৬৪ সংখ্যা)।

১০৬। পাষণ্ডিদলন—মধ্য, ৯ম পঃ ৪২-৬২ সংখ্যা।

অহোবল—নামান্তর, 'অহোবিলম্'-মন্দির—দাক্ষিণাত্যে কর্ণুল-জেলায় সার্ব্বেল-তালুকের অন্তর্গত। সমগ্র জিলায় এই নৃসিংহদেবের মন্দিরটীই বিখ্যাত। পার্শ্ববর্ত্তী অন্যান্য নয়টী বিষ্ণুবিগ্রহযুক্ত মন্দির মিলিয়া 'নবনৃসিংহমন্দির'-নামে কথিত। প্রধান মন্দিরটী ৬৪টী স্তম্ভের উপর নির্ম্মিত ; ঐ স্তম্ভসমূহের প্রত্যেকটী আবার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্তম্ভে খোদিত। মন্দিরের সম্মুখে তিন ফিট ব্যাসবিশিষ্ট ও প্রচুর স্থাপত্য-কারুকার্য্যের নিদর্শনরূপে শ্বেতপ্রস্তর-নির্ম্মিত প্রকাণ্ড স্তম্ভযুক্ত একটী অসম্পূর্ণ কিন্তু অতি বিচিত্র মণ্ডপ বিদ্যমান (কর্ণুল ম্যানুয়েল)।

১০৭। শ্রীরঙ্গক্ষেত্র—মধ্য ৯ম পঃ ৭৯ সংখ্যার অনুভাষ্য দ্রষ্টব্য।

১০৮-১০৯। ত্রিমল্লভট্ট—তামিলপ্রদেশের অন্তর্গত শ্রীরঙ্গম্ ও অন্যান্য স্থানের অধিবাসিগণের 'তিরুমলয়' বা 'ব্যেঙ্কট' নাম রাখিবার রীতি নাই ; বিশেষতঃ তিরুমলয় বা ব্যেঙ্কট ভট্ট প্রভৃতি বড়্গলই অর্থাৎ উত্তর-প্রদেশবাসী আন্ধ্রদেশীয় বৈষ্ণব এবং শ্রীরঙ্গম্‌বাসিগণ তেঙ্গলই বা দক্ষিণ-প্রদেশবাসী বৈষ্ণব। মধ্য, ৯ম পঃ ৮২ সংখ্যার অমৃতপ্রবাহ ও অনুভাষ্য দ্রষ্টব্য।

১১০। শ্রীবৈষ্ণবগৃহে প্রভুর চাতুর্ম্মাস্য-যাপন—মধ্য, ৯ম পঃ ৮৪-১৬৪ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১১১। তাহাঞি—ঋষভ পর্ব্বতে (মধ্য, ৯ম পঃ ১৬৭-১৭৩ সংখ্যা ও ১৬৭ সংখ্যার অনুভাষ্য দ্রষ্টব্য)।

১১২। ভট্টথারি—ইহাই প্রকৃত শব্দ। মালাবার-প্রদেশে শুচি-অভিমানী প্রচুর নম্বুদ্রি-ব্রাহ্মণগণের বাস। এই ভট্টথারিগণ তাহাদের পৌরোহিত্য করেন। ইঁহাদের মারণ-উচাটন-বশীকরণ প্রভৃতি তান্ত্রিক যাগ-যজ্ঞের পারদর্শিতা বিখ্যাত। প্রভুর সঙ্গী চঞ্চলচিত্ত তরলমতি কৃষ্ণদাস-বিপ্র ইহাদেরই কবলে পড়িয়া

শ্রীরঙ্গপুরীসহ মিলন, রাবণের মায়াসীতা-হরণ-তথ্য-
বর্ণনাদ্বারা রামদাস বিপ্রকে সান্ত্বনা ঃ—

শ্রীরঙ্গপুরী সহ তাহাঞি মিলন ।
রামদাস বিপ্রের কৈল দুঃখবিমোচন ॥ ১১৩ ॥

তত্ত্ববাদী মাধ্বমঠাধীশ-সহ বিচার ঃ—

তত্ত্ববাদী সহ কৈল তত্ত্বের বিচার ।
আপনাকে হীনবুদ্ধি হৈল তাঁ-সবার ॥ ১১৪ ॥

বিষ্ণুবিগ্রহ-দর্শন ঃ—

অনন্ত, পুরুষোত্তম, শ্রীজনার্দ্দন ।
পদ্মনাভ, বাসুদেব কৈল দরশন ॥ ১১৫ ॥

সপ্ততাল-মোচন, রামেশ্বরে সেতুবন্ধতীর্থে স্নান ঃ—

তবে প্রভু কৈল সপ্ততাল-বিমোচন ।
সেতুবন্ধে স্নান, রামেশ্বর-দরশন ॥ ১১৬ ॥

রামেশ্বরতীর্থ হইতে কূর্ম্মপুরাণ লইয়া রামদাস-
বিপ্রের দুঃখমোচন ঃ—

তাহাঞি করিল কূর্ম্মপুরাণ শ্রবণ ।
মায়াসীতা নিলেক রাবণ, তাহাতে লিখন ॥ ১১৭ ॥
শুনিয়া প্রভুর আনন্দিত হৈল মন ।
রামদাস বিপ্রের কথা হইল স্মরণ ॥ ১১৮ ॥
সেই পুরাতন পত্র আগ্রহ করি' নিল ।
রামদাসে দেখাইয়া দুঃখ খণ্ডাইল ॥ ১১৯ ॥

'ব্রহ্মসংহিতা' ও 'কর্ণামৃত' গ্রন্থদ্বয় আনয়ন ঃ—

ব্রহ্মসংহিতা, কর্ণামৃত, দুই পুঁথি পাঞা ।
দুই পুস্তক লঞা আইলা উত্তম জানিঞা ॥ ১২০ ॥

পুরীতে প্রত্যাবর্ত্তন ও স্নানযাত্রা-দর্শন ঃ—

পুনরপি নীলাচলে গমন করিল ।
ভক্তগণে মেলিয়া স্নানযাত্রা দেখিল ॥ ১২১ ॥

অনবসরে আলালনাথে গমন ও অবস্থান ঃ—

অনবসরে জগন্নাথ না পাঞা দরশন ।
বিরহে আলালনাথ করিলা গমন ॥ ১২২ ॥

গৌড়ীয় ভক্তগণের আগমন-শ্রবণ ঃ—

ভক্তসনে দিন কত তাহাঞি রহিল ।
গৌড়ের ভক্ত আইসে, সমাচার পাইল ॥ ১২৩ ॥

প্রভুকে পুরীতে আনয়ন ঃ—

নিত্যানন্দ-সার্ব্বভৌম আগ্রহ করিঞা ।
নীলাচলে আইলা মহাপ্রভুকে লইঞা ॥ ১২৪ ॥

প্রভুর অহর্নিশ কৃষ্ণবিরহ ঃ—

বিরহে বিহ্বল প্রভু গোঙায় রাত্রি-দিনে ।
হেনকালে আইলা গৌড়ের ভক্তগণে ॥ ১২৫ ॥
সবে মিলি' যুক্তি করি' কীর্ত্তন আরম্ভিল ।
কীর্ত্তন-আবেশে প্রভুর মন স্থির হৈল ॥ ১২৬ ॥

অনুভাষ্য

জীবের একমাত্র ধর্ম্ম মহাপ্রভুর সর্ব্বোত্তমোত্তম দাস্য বিস্মৃত হইয়াছিলেন। দীনতারণ প্রভু কেশে ধরিয়া তাহাকে মায়ার দাস্য হইতে উদ্ধার করিয়া 'অহৈতুকী-কৃপাসিন্ধু' নামের সার্থকতা সম্পাদন করিলেন। ভট্টথারি-শব্দই লিপিকার-প্রমাদে বঙ্গীয় পাঠসমূহে "ভট্টমারি" হইয়া গিয়াছে।

ভট্টথারি হইতে কৃষ্ণদাসের উদ্ধার—মধ্য ৯ম পঃ ২২৬-২৩৩ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১১৩। রামসেবক বিপ্রকে কৃপা—মধ্য, ৯ম পঃ ১৮০-১৯৭, ২০১-২১৭ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১১৪। তত্ত্ববাদীর গর্ব্বনাশ—মধ্য, ৯ম পঃ ২৪৫-২৭৮ সংখ্যা দ্রষ্টব্য। এই তত্ত্ববাদাচার্য্যের নাম উত্তররাঢ়ী-মঠাধীশ শ্রীরঘুবর্য্য-তীর্থ-মধ্বাচার্য্য।

১১৫। 'অনন্ত-পদ্মনাভ'—ত্রিবান্দ্রম-জেলার স্বনাম-প্রসিদ্ধ বিষ্ণু-মন্দির।

'শ্রীজনার্দ্দন'—ত্রিবান্দ্রম-জেলার ২৬ মাইল উত্তরে বর্কালা-ষ্টেশনের নিকট বিষ্ণুমন্দির।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১২২। অনবসর—স্নানযাত্রার পর 'নবযৌবন'-দর্শনের পূর্ব্বদিন পর্য্যন্ত কয়েকদিবস জগন্নাথের দর্শন হয় না। সেই সময়কে 'অনবসর' বলে।

অনুভাষ্য

১১৬। সপ্ততাল-বিমোচন—মধ্য, ৯ম পঃ ৩১১-৩১৫ সংখ্যার এবং সেতুবন্ধ ও রামেশ্বর—মধ্য, ৯ম পঃ ২০০ সংখ্যার অনুভাষ্য দ্রষ্টব্য।

১১৭-১১৯। রামদাস বিপ্রকে কূর্ম্মপুরাণ-পুরাণপত্রার্পণ—মধ্য, ৯ম পঃ ২০১-২১৭ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১২০। ব্রহ্মসংহিতা—মধ্য, ৯ম পঃ ২৩৭-২৪১ সংখ্যা ও অনুভাষ্য এবং কর্ণামৃত—মধ্য, ৯ম পঃ ৩০৫-৩০৯, ৩২৩-৩২৫ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১২২। আলালনাথ—অপর নাম 'ব্রহ্মগিরি'—পুরী হইতে বালুকাময় পথে প্রায় ১৪ মাইল অতিক্রম করিলে শ্রীমন্দির। অধুনা এখানে একটী থানা ও ডাকঘর বর্ত্তমান (মধ্য, ৭ম পঃ ৫৯ সংখ্যার অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য দ্রষ্টব্য)।

১২১-১৩০। মধ্য দশম পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

রায়ের পুরীতে আসিয়া প্রভুসহ কৃষ্ণকথালোচনা ঃ—

পূর্ব্বে যবে প্রভু রামানন্দেরে মিলিলা ।
নীলাচলে আসিবারে তাঁরে আজ্ঞা দিলা ॥ ১২৭ ॥

রাজ-আজ্ঞা লঞা তেঁহো আইলা কত দিনে ।
রাত্রি-দিনে কৃষ্ণকথা রামানন্দ-সনে ॥ ১২৮ ॥

কাশী ও প্রদ্যুম্ন মিশ্র এবং পরমানন্দ পুরী, গোবিন্দ ও কাশীশ্বরের সহ মিলন ঃ—

কাশীমিশ্রে কৃপা, প্রদ্যুম্ন মিশ্রাদি-মিলন ।
পরমানন্দপুরী-গোবিন্দ-কাশীশ্বরাগমন ॥ ১২৯ ॥

শ্রীস্বরূপদামোদর ও শিখি-মাহিতিসহ মিলন ঃ—

দামোদর স্বরূপ-মিলনে পরম আনন্দ ।
শিখিমাহিতি-মিলন, রায় ভবানন্দ ॥ ১৩০ ॥

গৌড় হইতে আগত কুলীনগ্রামবাসীর সহ মিলন ঃ—

গৌড় হইতে সর্ব্ব বৈষ্ণবের আগমন ।
কুলীনগ্রামবাসি-সঙ্গে প্রথম মিলন ॥ ১৩১ ॥

খণ্ডবাসী ও শিবানন্দসহ মিলন ঃ—

নরহরি দাস আদি যত খণ্ডবাসী ।
শিবানন্দ-সঙ্গে মিলিলা সবে আসি' ॥ ১৩২ ॥

ভক্তগণ-সহ স্নানযাত্রা-দর্শন ও গুণ্ডিচা-মার্জ্জন ঃ—

স্নানযাত্রা দেখি' প্রভু-সঙ্গে ভক্তগণ ।
সব লঞা কৈলা প্রভু গুণ্ডিচা-মার্জ্জন ॥ ১৩৩ ॥

রথাগ্রে নৃত্যকীর্ত্তন ঃ—

সবা-সঙ্গে রথযাত্রা কৈল দরশন ।
রথ-অগ্রে নৃত্য করি' উদ্যানে গমন ॥ ১৩৪ ॥

প্রতাপরুদ্রকে কৃপা ও প্রতিবর্ষে গৌড়ীয়-ভক্তগণকে আমন্ত্রণ ঃ—

প্রতাপরুদ্রেরে কৃপা কৈল সেই স্থানে ।
গৌড়ভক্তে আজ্ঞা দিল বিদায়ের দিনে ॥ ১৩৫ ॥

'প্রত্যব্দ আসিবে রথযাত্রা-দরশনে ।'
এই ছলে চাহে ভক্তগণের মিলনে ॥ ১৩৬ ॥

সার্ব্বভৌমের প্রভুকে ভিক্ষা-দান ; জামাতা অমোঘের অপরাধ ও উদ্ধার ঃ—

সার্ব্বভৌম-ঘরে প্রভুর ভিক্ষা-পরিপাটী ।
ষাঠীর মাতা কহে, যাতে রাণ্ডী হউক্ ষাঠী ॥১৩৭॥

পরবর্ষে অদ্বৈতাদি ভক্তের গৌড় হইতে আগমন ঃ—

বর্ষান্তরে অদ্বৈতাদি ভক্তের আগমন ।
প্রভুরে দেখিতে সবে করিলা গমন ॥ ১৩৮ ॥

প্রভুকর্ত্তৃক সকলের ব্যবস্থা-সম্পাদন ঃ—

আনন্দে সবারে নিয়া দেন বাসস্থান ।
শিবানন্দসেন করে সবার পালন ॥ ১৩৯ ॥

শিবানন্দের কুকুরের প্রভুপদ-দর্শনান্তে অন্তর্দ্ধান ঃ—

শিবানন্দের সঙ্গে আইলা কুক্কুর ভাগ্যবান্ ।
প্রভুর চরণ দেখি' কৈল অন্তর্দ্ধান ॥ ১৪০ ॥

পুরীপথে সার্ব্বভৌমের কাশীগমন-পথে মিলন ঃ—

পথে সার্ব্বভৌম-সহ সবার মিলন ।
সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের কাশীতে গমন ॥ ১৪১ ॥

ভক্তগণসহ জলক্রীড়া ঃ—

প্রভুরে মিলিলা সর্ব্ব বৈষ্ণব আসিয়া ।
জলক্রীড়া কৈল প্রভু সবারে লইয়া ॥ ১৪২ ॥

রথাগ্রে নৃত্য ও গুণ্ডিচা-মার্জ্জন ঃ—

সবা লঞা কৈল গুণ্ডিচা-গৃহ-সংমার্জ্জন ।
রথযাত্রা-দরশনে প্রভুর নর্ত্তন ॥ ১৪৩ ॥

বিপ্রলম্ভ-ভাবময় প্রভুর বিলাস ঃ—

উপবনে কৈল প্রভু বিবিধ বিলাস ।
প্রভুর অভিষেক কৈল বিপ্র কৃষ্ণদাস ॥ ১৪৪ ॥

নৃত্যান্তে জলকেলি ও হেরাপঞ্চমী ঃ—

গুণ্ডিচাতে নৃত্য-অন্তে কৈল জলকেলি ।
হেরা-পঞ্চমী দেখিল লক্ষ্মীদেবীর কেলি ॥ ১৪৫ ॥

জন্মাষ্টমীতে গোপলীলা ঃ—

কৃষ্ণজন্ম-যাত্রাতে প্রভু গোপবেশ হৈল ।
দধিভার বহি' তবে লগুড় ফিরাইল ॥ ১৪৬ ॥

গৌড়ীয়গণকে বিদায়দান ঃ—

গৌড়ের ভক্তগণে তবে করিল বিদায় ।
সঙ্গের ভক্ত লঞা করে কীর্ত্তন সদায় ॥ ১৪৭ ॥

বৃন্দাবন-উদ্দেশে গৌড়ে গমনকালে প্রতাপরুদ্রের প্রভুসেবা ঃ—

বৃন্দাবন যাইতে কৈল গৌড়েরে গমন ।
প্রতাপরুদ্র কৈল পথে বিবিধ সেবন ॥ ১৪৮ ॥

অনুভাষ্য

১৩১-১৩২। মধ্য একাদশ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

১৩৩। মধ্য দ্বাদশ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

১৩৪-১৩৫। মধ্য ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদে রথাগ্রে নর্ত্তন, চতুর্দ্দশে উদ্যান-গমন ও প্রতাপরুদ্রে কৃপা বর্ণিত আছে।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৪৪। উপবন—যে পথ দিয়া রথ গুণ্ডিচাবাড়ী যায়, তাহার নাম বড়দাঁড় ; তাহার দুইপার্শ্বে যে-সকল উদ্যান, তাহাকে 'উপবন' বলিয়া কথিত হইয়াছে।

অনুভাষ্য

১৩৭। মধ্য পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

প্রভুর সঙ্গে সঙ্গে রায়ের ভদ্রক পর্য্যন্ত আগমন ঃ—

পুরীগোসাঞি-সঙ্গে বস্ত্রপ্রদান-প্রসঙ্গ ।
রামানন্দ রায় আইলা ভদ্রক পর্য্যন্ত ॥ ১৪৯ ॥

গৌড়ে বিদ্যানগরে আগমন ঃ—

আসি' বিদ্যাবাচস্পতির গৃহেতে রহিলা ।
প্রভুরে দেখিতে লোকসংঘট্ট হইলা ॥ ১৫০ ॥

কুলিয়ায় আগমন ঃ—

পঞ্চদিন দেখে লোক নাহিক বিশ্রাম ।
লোকভয়ে রাত্রে প্রভু আইলা কুলিয়া-গ্রাম ॥ ১৫১ ॥

প্রভুদর্শনে লোক-সংঘট্ট ঃ—

কুলিয়া-গ্রামেতে প্রভুর শুনিয়া আগমন ।
কোটি কোটি লোক আসি' কৈল দরশন ॥ ১৫২ ॥

কুলিয়ায় দেবানন্দ ও চাপাল-গোপালের অপরাধ-ভঞ্জন ঃ—

কুলিয়া-গ্রামে কৈল দেবানন্দেরে প্রসাদ ।
গোপাল-বিপ্রেরে ক্ষমাইল শ্রীবাসাপরাধ ॥ ১৫৩ ॥
পাষণ্ডী নিন্দক আসি' পড়িলা চরণে ।
অপরাধ ক্ষমি' তারে দিল কৃষ্ণপ্রেমে ॥ ১৫৪ ॥

প্রভুর ব্রজযাত্রা-শ্রবণে নৃসিংহানন্দ-কর্ত্তৃক ধ্যানে কানাইর নাটশালা পর্য্যন্ত পথ-সজ্জা ও রত্নদ্বারা বন্ধন ঃ—

বৃন্দাবন যাবেন প্রভু শুনি' নৃসিংহানন্দ ।
পথ সাজাইল মনে করিয়া আনন্দ ॥ ১৫৫ ॥
কুলিয়া নগর হৈতে পথ রত্নে বান্ধাইল ।
নিবৃন্ত পুষ্পশয্যা উপরে পাতিল ॥ ১৫৬ ॥
পথে দুইদিকে পুষ্পবকুলের শ্রেণী ।
মধ্যে মধ্যে দুইপাশে দিব্য পুষ্করিণী ॥ ১৫৭ ॥
রত্নবন্ধ-ঘাট, তাহে প্রফুল্ল কমল ।
নানা পক্ষি-কোলাহল, সুধা-সম জল ॥ ১৫৮ ॥
শীতল সমীর বহে নানা গন্ধ লঞা ।
'কানাইর নাটশালা' পর্য্যন্ত লৈল বান্ধিঞা ॥ ১৫৯ ॥
আগে মন নাহি চলে, না পারে বান্ধিতে ।
পথবান্ধা না যায়, নৃসিংহ হৈলা বিস্মিতে ॥ ১৬০ ॥

নৃসিংহানন্দের ভবিষ্যদ্বাণী ঃ—

নিশ্চয় করিয়া কহে,—"শুন, ভক্তগণ ।
এবার না যাবেন প্রভু শ্রীবৃন্দাবন ॥ ১৬১ ॥
'কানাঞির নাটশালা' হৈতে আসিব ফিরিঞা ।
জানিবে পশ্চাৎ, কহিলু নিশ্চয় করিঞা ॥" ১৬২ ॥

প্রভুর কুলিয়া হইতে বৃন্দাবন-যাত্রা ঃ—

গোসাঞি কুলিয়া হৈতে চলিলা বৃন্দাবন ।
সঙ্গে সহস্রেক লোক যত ভক্তগণ ॥ ১৬৩ ॥

প্রভুদর্শনার্থে অসংখ্য লোক-সংঘট্ট ঃ—

যাঁহা যায় প্রভু, তাঁহা কোটিসংখ্য লোক ।
দেখিতে আইসে, দেখি' খণ্ডে দুঃখ-শোক ॥ ১৬৪ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৫০। বৃন্দাবন যাইবার সময় গৌড়মণ্ডলে আসিয়া বিশারদের পুত্র অর্থাৎ সার্ব্বভৌমের ভ্রাতা বিদ্যাবাচস্পতির গৃহে অর্থাৎ বিদ্যানগরে প্রভু রহিলেন।

১৫১। বিদ্যানগরে পাঁচদিন থাকিয়া অনেক লোক-সমারোহ দৃষ্টিপূর্ব্বক প্রভু রাত্রিযোগে কুলিয়া-গ্রামে আসিলেন। শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে অন্ত্যখণ্ডে, তৃতীয় অধ্যায়ে লেখা আছে,—

"গঙ্গা প্রতি মহা-অনুরাগ বাড়াইয়া। অতি শীঘ্র গৌড়দেশে আইলা চলিয়া।। সার্ব্বভৌম-ভ্রাতা 'বিদ্যা-বাচস্পতি' নাম। ** আচম্বিতে আসি' উত্তরিলা তার ঘর।। নবদ্বীপ আদি সর্ব্বদিকে হৈল ধ্বনি। বাচস্পতি ঘরে আইলেন ন্যাসিমণি।। কুলিয়ায় আইলেন বৈকুণ্ঠ-ঈশ্বর। ** সবে গঙ্গা-মধ্যে নদীয়ায়-কুলিয়ায়। শুনি মাত্র সর্ব্বলোক মহানন্দে ধায়।।"

চৈতন্যভাগবতের এই অধ্যায়টী লোচনদাসের বর্ণনের সহিত পাঠ করিলে স্পষ্ট বোধ হইবে যে, বর্ত্তমান 'নবদ্বীপ' বলিয়া যেস্থানটী পরিচিত, তাহাই প্রাচীন নবদ্বীপের অপরপারস্থ তৎকালের কুলিয়া-গ্রাম। সেই স্থানেই দেবানন্দ পণ্ডিত, গোপাল-চাপাল এবং অন্যান্য কয়েক ব্যক্তির অপরাধ ভঞ্জন হইয়াছিল। তখন বিদ্যানগর হইতে কুলিয়া আসিতে গঙ্গার একধারা পার হইতে হইত এবং কুলিয়া হইতে নবদ্বীপ যাইতে মূল ভাগীরথী পার হইতে হইত। অদ্যাপি ঐ সকল স্থান দৃষ্টি করিলে ইহাই প্রতীত হয় যে, তখনকার কুলিয়া-গ্রামে 'চিনাডাঙ্গা' প্রভৃতি পল্লী এবং 'কুলিয়ার গঞ্জ' যাহাকে এখন 'কোলের গঞ্জ' বলে, সেই সমস্ত ভূমি তখনকার কুলিয়ার অবশেষাংশরূপে আছে।

১৬০-১৬২। যে-সময়ে মহাপ্রভু কুলিয়া হইতে বৃন্দাবন যাইবেন—এরূপ কথা হইল, তৎকালে তদীয় পরমভক্ত শ্রীনৃসিংহানন্দ ধ্যানে কুলিয়া হইতে বৃন্দাবন পর্য্যন্ত পথ বাঁধিতে আরম্ভ করিলেন। গৌড়ের নিকটবর্ত্তী 'কানাই-নাটশালা' পর্য্যন্ত সেই পথ বাঁধা হইলে, তাঁহার চিত্ত বিচলিত হইয়া ধ্যানভঙ্গ হইল, তাহাতে নৃসিংহানন্দ কহিলেন,—এবার মহাপ্রভু কানাই-নাটশালা পর্য্যন্ত যাইবেন মাত্র, বৃন্দাবন পর্য্যন্ত যাইবেন না।

অনুভাষ্য

১৫৩। চাপাল-গোপালের উদ্ধার—আদি ১৭শ পঃ ৫৫-৫৯ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১৬২। কানাইর নাটশালা—কলিকাতা হইতে ২০২ মাইল

যাঁহা যাঁহা প্রভুর চরণ পড়য়ে চলিতে ।
সে মৃত্তিকা লয় লোক, গর্ত্ত হয় পথে ॥ ১৬৫ ॥

রামকেলিতে আগমন ঃ—

ঐছে চলি' আইলা প্রভু 'রামকেলি' গ্রাম ।
গৌড়ের নিকট গ্রাম অতি অনুপম ॥ ১৬৬ ॥
যাঁহা নৃত্য করে প্রভু প্রেমে অচেতন ।
কোটি কোটি লোক আইসে দেখিতে চরণ ॥ ১৬৭ ॥

বাদশাহের কর্ম্মচারীকে প্রভুর যথেচ্ছগমনে বাধা-দানে নিষেধাজ্ঞা-দান ঃ—

গৌড়াধ্যক্ষ যবন-রাজা প্রভাব শুনিঞা ।
কহিতে লাগিল কিছু বিস্মিত হঞা ॥ ১৬৮ ॥
"বিনা দানে এত লোক যাঁর পাছে হয় ।
সেই ত' গোসাঞা, ইহা জানিহ নিশ্চয় ॥ ১৬৯ ॥
কাজী, যবন ইহার না করিহ হিংসন ।
আপন-ইচ্ছায় বুলুন, যাহাঁ উঁহার মন ॥" ১৭০ ॥

ক্ষত্রিয় কেশবের প্রভুর শুভবাঞ্ছা ও তদনুসারে বাদশাহকে প্রবোধন ঃ—

কেশব-ছত্রীরে রাজা বার্ত্তা পুছিল ।
প্রভুর মহিমা ছত্রী উড়াইয়া দিল ॥ ১৭১ ॥
"ভিখারী সন্ন্যাসী করে তীর্থ পর্য্যটন ।
তাঁরে দেখিবারে আইসে দুই চারি জন ॥ ১৭২ ॥
যবনে তোমার ঠাঞি করয়ে লাগানি ।
তাঁর হিংসায় লাভ নাহি, হয় আর হানি ॥" ১৭৩ ॥

গুপ্তচরদ্বারা প্রভুকে স্থানান্তরগমনে আদেশ ঃ—

রাজারে প্রবোধি' কেশব, ব্রাহ্মণ পাঠাঞা ।
চলিবার তরে প্রভুকে কহিল যাঞা ॥ ১৭৪ ॥

শ্রীরূপকে প্রভুর বিষয়ে বাদসাহের জিজ্ঞাসা ঃ—

দবির খাসেরে রাজা পুছিল নিভৃতে ।
গোসাঞির মহিমা তেঁহো লাগিল কহিতে ॥ ১৭৫ ॥

শ্রীরূপের প্রভু-মাহাত্ম্য-কীর্ত্তন ঃ—

"যে তোমারে রাজ্য দিল, যে তোমার গোসাঞা ।
তোমার দেশে, তোমার ভাগ্যে জন্মিলা আসিঞা ॥১৭৬॥
তোমার মঙ্গল বাঞ্ছে, বাক্যসিদ্ধ হয় ।
ইহার আশীর্ব্বাদে তোমার সর্ব্বত্রই জয় ॥ ১৭৭ ॥

বাদসাহকে প্রশংসা ঃ—

মোরে কেন পুছ, তুমি পুছ আপন-মন ।
তুমি নরাধিপ হও, বিষ্ণু-অংশ সম ॥ ১৭৮ ॥
তোমার চিত্তে চৈতন্যেরে কৈছে হয় জ্ঞান ।
তোমার চিত্তে যেই লয়, সেই ত' প্রমাণ ॥" ১৭৯ ॥

প্রভুকে ঈশ্বর বলিয়া বাদসাহের জ্ঞান ঃ—

রাজা কহে,—"শুন, মোর মনে যেই লয় ।
সাক্ষাৎ ঈশ্বর ইঁহ, নাহিক সংশয় ॥" ১৮০ ॥
এত কহি' রাজা গেলা নিজ অভ্যন্তরে ।
তরে দবির খাস আইলা আপনার ঘরে ॥ ১৮১ ॥

শ্রীরূপ-সনাতনের পরামর্শ ঃ—

ঘরে আসি' দুই ভাই যুকতি করিঞা ।
প্রভু দেখিবারে চলে বেশ লুকাঞা ॥ ১৮২ ॥

উভয়ের প্রভুদর্শনে গমন ও নিতাই-হরিদাস-সহ সর্ব্বাগ্রে মিলন ঃ—

অর্দ্ধরাত্রে দুই ভাই আইলা প্রভু-স্থানে ।
প্রথমে মিলিলা নিত্যানন্দ-হরিদাস-সনে ॥ ১৮৩ ॥
তাঁরা দুইজন জানাইলা প্রভুর গোচরে ।
রূপ, সাকরমল্লিক আইলা তোমা' দেখিবারে ॥ ১৮৪ ॥

উভয়ের দৈন্যজ্ঞাপন ঃ—

দুই গুচ্ছ তৃণ দুঁহে দশনে ধরিঞা ।
গলে বস্ত্র বান্ধি' পড়ে দণ্ডবৎ হঞা ॥ ১৮৫ ॥
দৈন্য রোদন করে, আনন্দে বিহ্বল ।
প্রভু কহে,—উঠ, উঠ, হইল মঙ্গল ॥ ১৮৬ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৬৬। রামকেলিগ্রাম—গৌড়ের নিকট গঙ্গাতীরে রামকেলিগ্রাম, তথায় শ্রীরূপ-সনাতনের তৎকালীন বাসস্থান ছিল।

১৬৮। গৌড়াধ্যক্ষ যবনরাজা—হুসেনসাহা বাদসাহ।

১৭১। ক্ষত্রিয় কেশব মহাপ্রভুর তত্ত্ব অবগত ছিল, পাছে বাদসাহ অনুসন্ধান করিতে করিতে তাঁহার সহ শত্রুতা আরম্ভ করে,—এই আশঙ্কায় বাদসাহের কথা বাড়িতে দিল না।

১৭৪। রাজাকে সেইরূপ প্রবোধ দিয়া সৈনিক কর্ম্মচারী কেশব ব্রাহ্মণ পাঠাইয়া প্রভুকে স্থান ছাড়িবার জন্য অনুরোধ করিল।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৭৫। দবিরখাস—শ্রীরূপের তাৎকালীন যবনরাজ-প্রদত্ত নাম।

১৮৪। সাকরমল্লিক—শ্রীরূপের নাম 'দবিরখাস' যেরূপ

অনুভাষ্য

ই, আই, আর, লুপ্ লাইনে 'তিনপাহাড়' ষ্টেশনে নামিয়া তথা হইতে শাখা-লাইনে রাজমহল-ষ্টেশন হইতে প্রায় ছয় মাইল দূরে (বর্ত্তমানে 'তালঝাড়ি' ষ্টেশন হইতে দুই মাইল দূরে)।

১৭৮। "মহতী দেবতা হ্যেষা নররূপেণ তিষ্ঠতি"—মনুসংহিতা।

শ্রীরূপ-সনাতনের দৈন্য ও স্তব ঃ—

উঠি' দুই ভাই তবে দন্তে তৃণ ধরি' ।
দৈন্য করি' স্তুতি করে করযোড় করি' ॥ ১৮৭ ॥

"জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দয়াময় ।
পতিতপাবন জয়, জয় মহাশয় ॥ ১৮৮ ॥

নীচ-জাতি, নীচ-সঙ্গী, করি নীচ কায ।
তোমার অগ্রেতে প্রভু কহিতে বাসি লাজ ॥ ১৮৯ ॥

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু (১।২।১৫৪)—

মত্তুল্যো নাস্তি পাপাত্মা নাপরাধী চ কশ্চন ।
পরিহারেঽপি লজ্জা মে কিং ব্রুবে পুরুষোত্তম ॥ ১৯০ ॥

পতিতপাবন-হেতু তোমার অবতার ।
আমা-বই জগতে, পতিত নাহি আর ॥ ১৯১ ॥

জগাই-মাধাইকে অপেক্ষাকৃত লঘুপাপি-জ্ঞান ঃ—

জগাই-মাধাই দুই করিলে উদ্ধার ।
তাঁহা উদ্ধারিতে শ্রম নহিল তোমার ॥ ১৯২ ॥

ব্রাহ্মণ-জাতি তারা, নবদ্বীপে ঘর ।
নীচ-সেবা নাহি করে, নহে নীচের কূর্পর ॥ ১৯৩ ॥

নামাভাসেই তাহাদের পাপনাশ ও উদ্ধার ঃ—

সবে এক দোষ তার, হয় পাপাচার ।
পাপারাশি দহে নামাভাসেই তোমার ॥ ১৯৪ ॥

তোমার নাম লঞা তোমার করিল নিন্দন ।
সেই নাম হইল তার মুক্তির কারণ ॥ ১৯৫ ॥

জগাই-মাধাই হইতেও আপনাদিগকে অধম বলিয়া উক্তি ঃ—

জগাই-মাধাই হৈতে কোটী কোটী গুণ ।
অধম পতিত পাপী আমি দুই জন ॥ ১৯৬ ॥

ম্লেচ্ছজাতি, ম্লেচ্ছসঙ্গী, করি ম্লেচ্ছকর্ম্ম ।
গো-ব্রাহ্মণ-দ্রোহি-সঙ্গে আমার সঙ্গম ॥ ১৯৭ ॥

অতি কাতরস্বরে উভয়ের দৈন্য-বিলাপ ঃ—

মোর কর্ম্ম, মোর হাতে-গলায় বান্ধিয়া ।
কু-বিষয়-বিষ্ঠা-গর্ত্তে দিয়াছে ফেলিয়া ॥ ১৯৮ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

হইয়াছিল, শ্রীসনাতনেরও তৎকালে রাজপ্রদত্ত নাম 'সাকর-মল্লিক' প্রসিদ্ধ ছিল।

১৮৯। যে-সকল নীচলোক নীচজাতিতে জন্মিয়াছে, তাহাদের সঙ্গী এবং তাহাদের সেবারূপ নীচ কাজ করিয়া থাকি।

১৯০। আমার ন্যায় পাপী নাই, আমার ন্যায় অপরাধীও নাই। হে পুরুষোত্তম, মৎকৃত পাপ ও অপরাধের উল্লেখ করিয়া তৎপরিহারে চেষ্টা করিতেও আমার লজ্জা হইতেছে।

১৯২-১৯৫। জগাই-মাধাইকে উদ্ধার করিতে আপনার অধিক শ্রম হয় নাই। আমরা ততোধিক অধম, আমাদিগকে উদ্ধার করাই বিশেষ কার্য্য। জগাই-মাধাই অপতিত ব্রাহ্মণ-জাতি ছিল এবং মহাতীর্থ নবদ্বীপে তাহাদের বাসস্থান। আমাদের ন্যায় তাহারা কখনও নীচসেবা করে নাই, তাহারা নীচলোকের কূর্পর ছিল না অর্থাৎ নীচলোকের দ্বারা পালিত হয় নাই ; তাহারা কেবল পাপাচারী ছিল মাত্র। পাপ-সকল তোমার নামাভাসেই দগ্ধ হয় ; তাহারা তোমার নাম লইয়া তোমাকে নিন্দা করিয়াছিল বলিয়া সেই নামই তাহাদের পাপমুক্তির কারণ হইল।

১৯৭। ম্লেচ্ছ দুইপ্রকার অর্থাৎ জন্মদ্বারা ম্লেচ্ছ ও সঙ্গদ্বারা ম্লেচ্ছ। জন্ম হইতে যে ম্লেচ্ছ হয়, আমরা সেইরূপ ম্লেচ্ছসঙ্গী। পতিত হইয়া অনেক ম্লেচ্ছ ব্যবহার করিয়াছি, বিশেষতঃ গো-ব্রাহ্মণদ্রোহী যে-সকল ম্লেচ্ছ, তাহাদের সহিত আমাদের সঙ্গ।

অনুভাষ্য

১৮৯। নীচজাতি—পবিত্র কর্ণাট-ব্রাহ্মণকুলে জাত, দৈন্য-ক্রমে তাদৃশ উক্তি। জন্ম ত্রিবিধ—শৌক্র, সাবিত্র ও দৈক্ষ। বৃত্ত বা স্বভাব নীচ-সংসর্গে নীচ হয়। "ম্লেচ্ছজাতি, ম্লেচ্ছসঙ্গী, করি ম্লেচ্ছকর্ম্ম। গো-ব্রাহ্মণদ্রোহি-সঙ্গে আমার সঙ্গম।।" ভাগবত সপ্তমস্কন্ধোক্ত আদেশ-মত—"যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং পুংসো বর্ণাভিব্যঞ্জকম্। যদন্যত্রাপি দৃশ্যেত তত্তেনৈব বিনির্দ্দিশেৎ।। " যবনের ভৃত্য-বৃত্তিহেতু নীচজাতিত্ব-উক্তি। ব্রহ্মবৃত্তিরহিত নীচ-জাতীয়ের নীচ শূদ্রবৃত্তির গ্রহণহেতু, তজ্জাতীয়তা। ভক্তিরত্নাকর, প্রথম তরঙ্গে—"নীচজাতি-সঙ্গে সদা নীচ ব্যবহার। এই হেতু নীচ-জাত্যাদিক উক্তি তাঁর।।"

১৯০। হে পুরুষোত্তম (পুরুষশ্রেষ্ঠ) মত্তুল্যঃ কশ্চিৎ পাপাত্মা (পাপী) নাস্তি, কশ্চন অপরাধী ন (নাস্তি) ; পরিহারে (অপরাধ-ক্ষমাপণবিষয়ে) অপি মে (মম) লজ্জা (ব্রীড়াত্মকঃ সঙ্কোচঃ), [অতঃ অহং] কিং ব্রুবে (কথয়ামি) [—মম প্রার্থনাবসরোঽপি নাস্তি ইত্যর্থঃ]।

১৯৩। জগাই-মাধাই যদিও পাপাচারী, তথাপি নীচের ভৃত্য হইয়া আত্মবিক্রয় করিয়া প্রভুর জন্য তাহাদের নিন্দ্যকর্ম্ম করিতে হয় নাই। আমরা তাহাদিগের অপেক্ষাও ঘৃণ্য, যেহেতু আমরা নীচের কূর্পর অর্থাৎ জানু বা কনুই। আমাদের অবলম্বনেই মনিব মহাশয় নানাপ্রকার নীচকার্য্য সমাধান করেন।

১৯৫। সাধুনিন্দায় অপরাধ হয়। বিষ্ণুনিন্দাজনিত অপরাধ নামগ্রহণে বিনষ্ট হয়।

১৯৮। কুবিষয়-বিষ্ঠা-গর্ত্ত—ইন্দ্রিয়-চেষ্টাসমূহদ্বারা ভোগ-পরবশ হইয়া সংসারে যাহা গৃহীত হয়, উহাই 'বিষয়'। যাহাতে

আমা উদ্ধারিতে বলী নাহি ত্রিভুবনে ।
পতিতপাবন তুমি—সবে তোমা বিনে ॥ ১৯৯ ॥
আমা উদ্ধারিয়া যদি রাখ নিজ-বল ।
'পতিতপাবন' নাম তবে সে সফল ॥ ২০০ ॥
সত্য এক বাত কহোঁ, শুন, দয়াময় ।
মো বিনু দয়ার পাত্র জগতে না হয় ॥ ২০১ ॥
মোরে দয়া করি' কর স্বদয়া সফল ।
অখিল ব্রহ্মাণ্ড দেখুক তোমার দয়া-বল ॥ ২০২ ॥

শ্রীযামুনাচার্য্যপাদ-কৃত স্তোত্ররত্ন-শ্লোক (৫০)—

ন মৃষা পরমার্থমেব মে শৃণু বিজ্ঞাপনমেকমগ্রতঃ ।
যদি মে ন দয়িষ্যসে তদা দয়নীয়স্তব নাথ দুর্ল্লভঃ ॥ ২০৩ ॥

আপনে অযোগ্য দেখি' মনে পাঙ ক্ষোভ ।
তথাপি তোমার গুণে উপজয় লোভ ॥ ২০৪ ॥
বামন হঞা চাঁদ ধরিতে ইচ্ছা করে ।
তৈছে মোর এই বাঞ্ছা উঠয়ে অন্তরে ॥" ২০৫ ॥

শ্রীযামুনাচার্য্যপাদ-কৃত স্তোত্ররত্ন-শ্লোক (৪৬)—

ভবন্তমেবানুচরন্নিরন্তরঃ প্রশান্তনিঃশেষমনোরথান্তরঃ ।
কদাহমৈকান্তিকনিত্যকিঙ্করঃ প্রহর্ষয়িষ্যামি সনাথজীবিতম্ ॥২০৬॥

শ্রীরূপকে লক্ষ্য করিয়া প্রভুর উভয়কে কৃপোক্তি ঃ—

শুনি' মহাপ্রভু কহে,—"শুন, দবির-খাস ।
তুমি দুই ভাই—মোর পুরাতন দাস ॥ ২০৭ ॥
আজি হৈতে দুঁহার নাম 'রূপ' 'সনাতন' ।
দৈন্য ছাড়, তোমার দৈন্যে ফাটে মোর মন ॥ ২০৮ ॥
দৈন্যপত্রী লিখি' মোরে পাঠালে বার বার ।
সেই পত্রীদ্বারা জানি তোমার ব্যবহার ॥ ২০৯ ॥
তোমার হৃদয় আমি জানি পত্র-দ্বারে ।
তোমা শিখাইতে শ্লোক কহিলুঁ বারে বারে ॥ ২১০ ॥

রাগমার্গীয় ভক্তের লোকব্যবহার ঃ—

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যোক্ত শ্লোক—

পরব্যসনিনী নারী ব্যগ্রাপি গৃহকর্ম্মসু ।
তমেবাস্বাদয়ত্যন্তর্নবসঙ্গরসায়নম্ ॥ ২১১ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২০২। আমাদের ন্যায় অত্যন্ত পতিত জনকে দয়া করিয়া তোমার স্বদয়া অর্থাৎ নিজ দয়ালু নাম সফল কর।

২০৩। আপনার নিকট আমি একটী বিজ্ঞাপন করিতেছি, তাহা কিছুমাত্র মিথ্যা নয়,—পরমার্থপরিপূর্ণ ; তাহা এই যে, যদি আমা প্রতি দয়া না করেন, তাহা হইলে হে নাথ, আপনার উপযুক্ত দয়ার পাত্র আর কোথায় পাইবেন?

অনুভাষ্য

পুণ্য উপার্জ্জিত হয়, উহা 'সুবিষয়' ; পাপার্জ্জিত হইলে 'কুবিষয়'। জড়ভোগসকল ত্যাজ্য বিষ্ঠা-জাতীয়। কৃষ্ণসেবাই জীবের পরম উপাদেয় গ্রহণীয় বস্তু। ইন্দ্রিয়সেবা ঘৃণিত ও বিসর্জ্জনীয়, সুতরাং বিষ্ঠার ন্যায় ত্যাজ্য। ত্যক্ত-বিষ্ঠায় যেরূপ কৃমিকীটের অধিকার, তদ্রূপ জীবের আত্মবিস্মৃত হইয়া কৃমিকীটের ন্যায় বিষয়-বিষ্ঠায় অবস্থিতিকে শ্রেয়ঃ জ্ঞান করা কৃমিকীটের রুচির অনুবর্ত্তিতা মাত্র। গর্ত্তে পতিত প্রাণী যেরূপ স্বেচ্ছাক্রমে উঠিতে পারে না, বিষয়ী জীব তাদৃশ কৃষ্ণোন্মুখতা-লাভে চেষ্টা করা সত্ত্বেও নিজবলে বিষয়-বিষ্ঠা-গর্ত্তরূপ জড়ভোগরাজ্য অতিক্রম করিয়া উঠিতে সমর্থ হয় না।

২০৩। হে নাথ (প্রভো,) [তব] অগ্রতঃ (পুরতঃ) মে (মম) একং পরমার্থং (বাস্তবং) এব বিজ্ঞাপনং (নিবেদনং) শৃণু,—ন [তৎ] মৃষা (মিথ্যা) ; যদি মে (মম সম্বন্ধে ময়ি) ন দয়িষ্যসে (দয়াং করিষ্যসি), তদা তব দয়নীয়ঃ (দয়ার্হঃ) দুর্ল্লভঃ। [সর্ব্বাধমত্বাৎ দয়াযোগ্যপাত্রত্বাৎ মম অপকৃষ্টত্বস্য আধিক্যম্]।

২০৬। হে নাথ, (প্রভো,) প্রশান্তনিঃশেষ-মনোরথান্তরঃ

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২০৬। আপনার নিরন্তর সেবার দ্বারা অন্য মনোরথ নিঃশেষিত হইয়া প্রশান্তভাবে আমি কবে আপনার নিত্য-কিঙ্কর বলিয়া দাসজীবনের সহিত আনন্দে প্রফুল্ল হইব।

২১১। পরপুরুষানুরক্তা রমণী গৃহকর্ম্মসকলে ব্যগ্র থাকিয়াও অন্তঃকরণে নূতন সঙ্গরস আস্বাদন করিতে থাকে।

অনুভাষ্য

(প্রশান্তং নিশ্চলং নিঃশেষং সম্পূর্ণং মনোরথানাং বাসনানাং অন্তরং যস্য সঃ) ঐকান্তিকনিত্যকিঙ্করঃ (দৃঢ়নিত্যদাসঃ সন্) সঃ অহং ভবন্তং (মম সেব্যং ত্বম্) এব নিরন্তরঃ (সান্দ্রঃ) অনুচরন্ (পরিচর্য্যাং কুর্ব্বন্ ঘনমনুগচ্ছন্) কদা (কস্মিন্‌কালে) জীবিতং (প্রাণান্) প্রহর্ষয়িষ্যামি (সর্ব্বতোভাবেন সুখয়িষ্যামি)।

২০৮। শ্রীমহাপ্রভু প্রসাদদানে দবিরখাসের নাম 'রূপ', এবং সাকরমল্লিকের নাম 'সনাতন' রাখিয়াছিলেন। বৈধ কনিষ্ঠাধি-কারে নামকরণ—একটী সংস্কার। যাহারা নাম-প্রসাদ অবজ্ঞা করে, তাহাদের হরিভক্তির সম্ভাবনা নাই ; জড়প্রতিষ্ঠায় তাহারা মত্ত থাকে। "শঙ্খচক্রাদ্যূর্দ্ধপুণ্ড্রধারণাদ্যাত্মলক্ষণম্। তন্নামকরণঞ্চৈব বৈষ্ণবত্বমিহোচ্যতে।।" প্রাকৃত-সহজিয়াগণের মধ্যে বিষ্ণু-দাস্যপর নামকরণের অভাব থাকায় বর্ত্তমানকালে তাহারা 'গৌড়ীয়-বৈষ্ণব' শব্দবাচ্য নহে। অবৈষ্ণবগণ বৈষ্ণবগুরু-প্রদত্ত নামের অপ্রাপ্তিতে দেহাত্মবুদ্ধিক্রমে আপনাদের হরিসম্বন্ধ না জানিয়া প্রাপ্ণর্গোচিত নামাদিসংরক্ষণে প্রমত্ত থাকে।

২১১। পরব্যসনিনী (নিজপতিভিন্নাপরপুরুষসঙ্গামোদিনী)

রূপ-সনাতন-দর্শনার্থে প্রভুর রামকেলি-আগমন ঃ—

গৌড়-নিকট আসিতে নাহি মোর প্রয়োজন ।
তোমা-দুঁহা দেখিতে মোর ইঁহা আগমন ॥ ২১২ ॥
এই মোর মনের কথা কেহ নাহি জানে ।
সবে বলে, কেনে আইলা রামকেলি-গ্রামে ॥ ২১৩ ॥

উৎকণ্ঠিত ভ্রাতৃদ্বয়কে প্রভুর আশ্বাস-দান ঃ—

ভাল হৈল, দুই ভাই আইলা মোর স্থানে ।
ঘরে যাহ, ভয় কিছু না করিহ মনে ॥ ২১৪ ॥
জন্মে জন্মে তুমি দুই—কিঙ্কর আমার ।
অচিরাতে কৃষ্ণ তোমায় করিবে উদ্ধার ॥” ২১৫ ॥

উভয়ের প্রভুপদ শিরে ধারণ ঃ—

এত বলি' দুঁহার শিরে ধরিল দুই হাতে ।
দুই ভাই ধরি' প্রভুর পদ নিল মাথে ॥ ২১৬ ॥

কৃপার্দ্র প্রভুর উভয়ের জন্য ভক্তগণ-সমীপে আবেদন ঃ—

দোঁহা আলিঙ্গিয়া প্রভু বলিল ভক্তগণে ।
“সবে কৃপা করি' উদ্ধার' এই দুই জনে ॥” ২১৭ ॥

ভক্তগণের বিস্ময় ও আনন্দ ঃ—

দুইজনে প্রভুর কৃপা দেখি' ভক্তগণে ।
'হরি' 'হরি' বলে সবে আনন্দিত-মনে ॥ ২১৮ ॥

সকল ভক্ত-চরণে কৃপা-যাচ্ঞা ও ধন্যবাদ-প্রাপ্তি ঃ—

নিত্যানন্দ, হরিদাস, শ্রীবাস, গদাধর ।
মুকুন্দ, জগদানন্দ, মুরারি, বক্রেশ্বর ॥ ২১৯ ॥
সবার চরণে ধরি' পড়ে দুই ভাই ।
সবে বলে,—ধন্য তুমি, পাইলে গোসাঞি ॥ ২২০ ॥

বিদায়কালে প্রভুকে সনাতনের সৎপরামর্শ-দান ঃ—

সবা-পাশ আজ্ঞা মাগি' চলন-সময় ।
প্রভু-পদে কহে কিছু করিয়া বিনয় ॥ ২২১ ॥
“ইঁহা হৈতে চল, প্রভু, ইঁহা নাহি কায ।
যদ্যপি তোমারে ভক্তি করে গৌড়রাজ ॥ ২২২ ॥
তথাপি যবন জাতি, না করিহ প্রতীতি ।
তীর্থযাত্রায় এত সংঘট্ট, ভাল নহে রীতি ॥ ২২৩ ॥

নিজ ভজন-ক্ষেত্রে বহু বহিরঙ্গ লোকের অপ্রয়োজন ঃ—

যাহাঁ সঙ্গে চলে এই লোক লক্ষকোটি ।
বৃন্দাবন যাইবার এ নহে পরিপাটী ॥” ২২৪ ॥

স্বয়ং পরমেশ্বর হইয়াও আচার্য্যরূপে কনিষ্ঠাধিকারীকে শিক্ষা-সুযোগ-দান ঃ—

যদ্যপি বস্তুতঃ প্রভুর কিছু নাহি ভয় ।
তথাপি লৌকিকলীলা, লোক-চেষ্টাময় ॥ ২২৫ ॥

ভ্রাতৃদ্বয়ের বিদায় গ্রহণ ঃ—

এত বলি' চরণ বন্দি' গেলা দুইজন ।
প্রভুর সেই গ্রাম হৈতে চলিতে হৈল মন ॥ ২২৬ ॥

রামকেলি হইতে 'কানাইর নাটশালা' ঃ—

প্রাতে চলি' আইলা 'কানাইর নাটশালা' ।
দেখিল সকল তাঁহা কৃষ্ণচরিত্র-লীলা ॥ ২২৭ ॥

সনাতনের পরামর্শমতে প্রভুর বৃন্দাবন-গমনেচ্ছা ত্যাগ ঃ—

সেই রাত্রে তাঁহা প্রভু চিন্তে মনে মন ।
'সঙ্গে সংঘট্ট ভাল নহে, বলে সনাতন ॥ ২২৮ ॥
মথুরা যাইব আমি এত লোক সঙ্গে ।
কিছু সুখ না হইবে, হবে রসভঙ্গে ॥ ২২৯ ॥
একাকী যাইব, কিম্বা সঙ্গে এক জন ।
তবে সে শোভয় বৃন্দাবনেরে গমন ॥' ২৩০ ॥

নীলাচল-পথে শান্তিপুরে আগমন ও সাতদিন অবস্থান ঃ—

এত চিন্তি' প্রাতঃকালে গঙ্গাস্নান করি' ।
'নীলাচলে যাব' বলি' চলিলা গৌরহরি ॥ ২৩১ ॥
এইমত চলি' চলি' আইলা শান্তিপুরে ।
দিন পাঁচ-সাত রহিলা আচার্য্যের ঘরে ॥ ২৩২ ॥

আচার্য্য-গৃহে শচীমাতার প্রভুসেবা ঃ—

শচীদেবী আসি' তাঁরে কৈল নমস্কার ।
সাতদিন তাঁর ঠাঞি ভিক্ষা-ব্যবহার ॥ ২৩৩ ॥

অনুভাষ্য

নারী (কুলরমণী) গৃহকর্ম্মসু ব্যগ্রা (পতিপুত্রসেবাদিষু সৈবৈক-পরতাপ্রদর্শনপরা) অপি অন্তঃ (হৃদয়াভ্যন্তরে) তং নবসঙ্গ-রসায়নং (নবনবকান্তসঙ্গসুখরসস্থানম্) এব আস্বাদয়তি। [যথা পত্যন্তর-ভজনপরা নারী স্ব-গৃহধর্ম্মপরাং ভূত্বা সংসারে স্থিত্বাপি জারসঙ্গসুখেন দিনানি যাপয়তি, তথা বৈধবর্ণাশ্রম-ধর্ম্মপালনেন মূঢ়ান্ বঞ্চয়িত্বা, চতুরাণাং বৈষ্ণবানাং হরিদাস্যমেব ভজন-চাতুর্য্যম্]।

২২১-২২৫। মধ্য, ১৬শ পঃ ২৬৫-২৭৬ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২২৭। কৃষ্ণচরিত্র-লীলা—তৎকালে গৌড়ের অনেক অনেক স্থানে কানাই-নাটশালা বলিয়া একটী স্থানের ব্যবস্থা ছিল। গৌড়ের সন্নিকটে যে কানাই-নাটশালা, তথায় কৃষ্ণলীলার নানাবিধ চিত্রবর্ণন দেখিলেন।

অনুভাষ্য

২২৮-২৩০। মধ্য, ১৬শ পঃ ২৬৫-২৭৬ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

২৩২-২৩৩। মধ্য, ১৬শ পঃ ২১২-২১৬, ২২৩, ২৩৪, ২৪৫-২৫০ সংখ্যা ও চৈঃ ভাঃ অন্ত্য, ৩য় অঃ দ্রষ্টব্য।

সকল ভক্তকে বিদায়-দান ও রথযাত্রায় পুরীতে মিলিতে আদেশ ঃ—

তাঁর আজ্ঞা লঞা পুনঃ করিলা গমনে।
বিনয় করিয়া বিদায় দিল ভক্তগণে ॥ ২৩৪ ॥

"জনা দুই সঙ্গে আমি যাব নীলাচলে।
আমারে মিলিবা আসি' রথযাত্রা-কালে ॥" ২৩৫ ॥

বলভদ্র ও দামোদর পণ্ডিতকে লইয়া পুরীতে আগমন ঃ—

বলভদ্র ভট্টাচার্য্য, আর পণ্ডিত দামোদর।
দুইজন-সঙ্গে প্রভু আইলা নীলাচল ॥ ২৩৬ ॥

দিনকতক পুরীতে অবস্থানান্তে বৃন্দাবন-যাত্রা ঃ—

দিন কত রহি' তাঁহা চলিলা বৃন্দাবন।
লুকাঞা চলিলা রাত্রে, না জানে কোন জন ॥ ২৩৭ ॥

প্রভুর সঙ্গী একমাত্র বলভদ্র ভট্ট ঃ—

বলভদ্র ভট্টাচার্য্য রহে মাত্র সঙ্গে।
ঝারিখণ্ড-পথে কাশী আইলা নানারঙ্গে ॥ ২৩৮ ॥

কাশীতে আগমন ও ৪ দিন অবস্থানান্তে মথুরা-গমন ঃ—

দিন চারি কাশীতে রহি' গেলা বৃন্দাবন।
মথুরা দেখিয়া দেখে দ্বাদশ কানন ॥ ২৩৯ ॥

বৃন্দাবনে প্রেমোন্মাদ, পরে মথুরা হইয়া প্রয়াগ ঃ—

লীলাস্থল দেখি' প্রেমে হইলা অস্থির।
বলভদ্র কৈল তাঁরে মথুরার বাহির ॥ ২৪০ ॥

প্রয়াগে দশাশ্বমেধঘাটে শ্রীরূপসহ মিলন ঃ—

গঙ্গাতীর-পথে লঞা প্রয়াগে আইলা।
শ্রীরূপ প্রভুরে আসি' তথাই মিলিলা ॥ ২৪১ ॥

দণ্ডবৎ করি' রূপ ভূমিতে পড়িলা।
পরম আনন্দে প্রভু আলিঙ্গন দিলা ॥ ২৪২ ॥

রূপকে শিক্ষা দিয়া বৃন্দাবন প্রেরণ ও স্বয়ং কাশী গমন ঃ—

শ্রীরূপে শিক্ষা করাই' পাঠা'ন বৃন্দাবন।
আপনে করিলা বারাণসী আগমন ॥ ২৪৩ ॥

কাশীতে শ্রীসনাতনসহ মিলন ও তাঁহাকে শিক্ষাদান ঃ—

কাশীতে প্রভুকে আসি' মিলিলা সনাতন।
দুই মাস রহি' তাঁরে করাইলা শিক্ষণ ॥ ২৪৪ ॥

সনাতনকে মাথুরমণ্ডলে প্রেরণ ও প্রকাশানন্দের উদ্ধার ঃ—

মথুরা পাঠাইলা তাঁরে দিয়া ভক্তিবল।
সন্ন্যাসীরে কৃপা করি' গেলা নীলাচল ॥ ২৪৫ ॥

ছয় বৎসর ইতস্ততঃ গমনাগমনরূপ 'মধ্যলীলা' ঃ—

ছয় বৎসর প্রভু ঐছে করিলা বিলাস।
কভু ইতি-উতি-গতি, কভু ক্ষেত্রবাস ॥ ২৪৬ ॥

পুরীতে ভক্তসঙ্গে নিত্য কীর্ত্তন ও জগন্নাথ-দর্শন ঃ—

আনন্দে ভক্তসঙ্গে সদা কীর্ত্তন-বিলাস।
জগন্নাথ-দরশন, প্রেমের বিলাস ॥ ২৪৭ ॥

অন্ত্যলীলার সূত্রারম্ভ ঃ—

মধ্যলীলার কৈলুঁ এই সূত্র-বিবরণ।
অন্ত্যলীলার সূত্র এবে শুন, ভক্তগণ ॥ ২৪৮ ॥

ছয় বর্ষ বাদে বাকী ১৮ বৎসর শুধু পুরীতে বাস ঃ—

বৃন্দাবন হৈতে যদি নীলাচলে আইলা।
আঠার বর্ষ তাঁহা বাস, কাঁহা নাহি গেলা ॥ ২৪৯ ॥

চাতুর্ম্মাস্যে গৌড়ীয়গণের প্রভুসঙ্গে পুরীতে অবস্থান ঃ—

প্রতিবর্ষ আইসেন তাঁহা গৌড়ের ভক্তগণ।
চারি মাস রহে প্রভুর সঙ্গে সম্মিলন ॥ ২৫০ ॥

নিত্যকাল কৃষ্ণকীর্ত্তন ও প্রেমভক্তি-দান ঃ—

নিরন্তর নৃত্য-গীত-কীর্ত্তন-বিলাস।
আ-চণ্ডালে প্রেমভক্তি করিলা প্রকাশ ॥ ২৫১ ॥

শ্রীগদাধরের ক্ষেত্র-সন্ন্যাস ও পুরীপ্রবাসী ভক্তগণ ঃ—

পণ্ডিত-গোসাঞি কৈল নীলাচলে বাস।
বক্রেশ্বর, দামোদর, শঙ্কর, হরিদাস ॥ ২৫২ ॥

জগদানন্দ, ভবানন্দ, গোবিন্দ, কাশীশ্বর।
পরমানন্দপুরী, আর স্বরূপ-দামোদর ॥ ২৫৩ ॥

ক্ষেত্রবাসী রামানন্দ রায় প্রভৃতি।
প্রভুসঙ্গে এই সব নিত্য কৈল স্থিতি ॥ ২৫৪ ॥

প্রতিবর্ষে গৌড়ীয়গণের প্রভুসঙ্গে চাতুর্ম্মাস্য-যাপন ঃ—

অদ্বৈত, নিত্যানন্দ, মুকুন্দ, শ্রীবাস।
বিদ্যানিধি, বাসুদেব, মুরারি,—যত দাস ॥ ২৫৫ ॥

অনুভাষ্য

২৩৬-২৩৮। বলভদ্র—আদি ১০ম পঃ ১৪৬ সংখ্যা ও ঝারিখণ্ডপথে প্রভুর কাশীগমন—মধ্য, ১৭শ পঃ ৩-৮২ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

২৩৬। দামোদর—আদি ১০ম পঃ ৩১ সংখ্যা এবং অন্ত্য ৩য় পঃ দ্রষ্টব্য।

২৩৯। দ্বাদশকানন—কাম্যবন, তালবন, তমালবন, মধুবন, কুসুমবন, ভাণ্ডীরবন, বিল্ববন, ভদ্রবন, খদিরবন, লোহবন, কুমুদবন ও গোকুল-মহাবন।

২৪১-২৪৩। শ্রীরূপ-মিলন ও শিক্ষা—মধ্য, ১৯শ পঃ দ্রষ্টব্য।

২৪৪-২৪৫। শ্রীসনাতন-মিলন ও শিক্ষা—মধ্য, ২০শ পঃ দ্রষ্টব্য।

প্রতিবর্ষে আইসে, সঙ্গে রহে চারিমাস ।
তাঁ-সবা লঞা প্রভুর বিবিধ বিলাস ॥ ২৫৬ ॥

ঠাকুর হরিদাসের পুরীতে নির্য্যাণ ঃ—

হরিদাসের সিদ্ধিপ্রাপ্তি,—অদ্ভুত সে সব ।
আপনি মহাপ্রভু যাঁর কৈল মহোৎসব ॥ ২৫৭ ॥

শ্রীরূপের পুরীতে আগমন ঃ—

তবে রূপ-গোসাঞির পুনরাগমন ।
তাঁহার হৃদয়ে কৈল প্রভু শক্তি-সঞ্চারণ ॥ ২৫৮ ॥

ছোট হরিদাসের দণ্ড ও দামোদর-পণ্ডিতের বাক্যদণ্ড ঃ—

তবে ছোট হরিদাসে প্রভু কৈল দণ্ড ।
দামোদর-পণ্ডিত কৈল প্রভুকে বাক্যদণ্ড ॥ ২৫৯ ॥

শ্রীসনাতনের পুরীতে আগমন ঃ—

তবে সনাতন-গোসাঞির পুনরাগমন ।
জ্যৈষ্ঠমাসে প্রভু তাঁরে কৈল পরীক্ষণ ॥ ২৬০ ॥

সনাতনকে বৃন্দাবন-প্রেরণ ও অদ্বৈত-গৃহে ভিক্ষা ঃ—

তুষ্ট হঞা প্রভু তাঁরে পাঠাইলা বৃন্দাবন ।
অদ্বৈতের হস্তে প্রভুর অদ্ভুত ভোজন ॥ ২৬১ ॥

গৌড়দেশে নিত্যানন্দকে নাম-প্রেম-প্রচারার্থে প্রেরণ ঃ—

নিত্যানন্দ-সঙ্গে যুক্তি করিয়া নিভৃতে ।
তাঁরে পাঠাইলা গৌড়ে প্রেম প্রচারিতে ॥ ২৬২ ॥

বল্লভভট্টের গর্ব্বনাশ ও কৃষ্ণনাম-মহিমা-শ্রবণ ঃ—

তবে ত' বল্লভভট্ট প্রভুরে মিলিলা ।
কৃষ্ণনামের অর্থ প্রভু তাঁহারে কহিলা ॥ ২৬৩ ॥

অশৌক্র-বিপ্র বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীরায় রামানন্দকে শৌক্র-বিপ্র প্রদ্যুম্ন মিশ্রের গুরুত্বে বরণ ঃ—

প্রদ্যুম্ন মিশ্রেরে প্রভু রামানন্দ-স্থানে ।
কৃষ্ণকথা শুনাইল কহি' তাঁর গুণে ॥ ২৬৪ ॥

রাজকোপে পতিত গোপীনাথের উদ্ধার ঃ—

গোপীনাথ পট্টনায়ক—রামানন্দ-ভ্রাতা ।
রাজা মারিতেছিল, প্রভু হৈল ত্রাতা ॥ ২৬৫ ॥

বিদ্বেষী রামচন্দ্রপুরীর প্রভুকে শাসন ও ভক্তগণের দুঃখ ঃ—

রামচন্দ্রপুরী-ভয়ে ভিক্ষা ঘাটাইল ।
বৈষ্ণবের দুঃখ দেখি' অর্দ্ধেক রাখিল ॥ ২৬৬ ॥

ব্রহ্মাণ্ডবাসী অসংখ্যজীবের প্রভুদর্শনে উদ্ধার ঃ—

ব্রহ্মাণ্ড-ভিতরে হয় চৌদ্দভুবন ।
চৌদ্দভুবনে বৈসে যত জীবগণ ॥ ২৬৭ ॥
মনুষ্যের বেশ ধরি' যাত্রিকের ছলে ।
প্রভুর দর্শন করে আসি' নীলাচলে ॥ ২৬৮ ॥

শ্রীবাসাদি ভক্তের গৌরকীর্ত্তনে প্রভুর অনুযোগ ও রোষাভাস এবং কৃষ্ণকীর্ত্তনে আজ্ঞা ঃ—

একদিন শ্রীবাসাদি যত ভক্তগণ ।
মহাপ্রভুর গুণ গাঞা করেন কীর্ত্তন ॥ ২৬৯ ॥
শুনি' ভক্তগণে কহে সক্রোধ বচন ।
"কৃষ্ণ-নাম-গুণ ছাড়ি, কি কর কীর্ত্তন ॥ ২৭০ ॥
ঔদ্ধত্য করিতে হৈল সবাকার মন ।
স্বতন্ত্র হইয়া সবে নাশা'লে ভুবন ॥" ২৭১ ॥

অসংখ্যজীবের কণ্ঠ হইতে গৌর-জয়ধ্বনি ও আর্ত্তি-জ্ঞাপন ঃ—

দশদিকে কোটী কোটী লোক হেন কালে ।
'জয় কৃষ্ণচৈতন্য' বলি' করে কোলাহলে ॥ ২৭২ ॥
"জয় জয় মহাপ্রভু—ব্রজেন্দ্রকুমার ।
জগৎ তারিতে প্রভু, তোমার অবতার ॥ ২৭৩ ॥
বহুদূর হৈতে আইনু হঞা বড় আর্ত্ত ।
দরশন দিয়া প্রভু করহ কৃতার্থ ॥" ২৭৪ ॥

অনুভাষ্য

২৫৭। ঠাকুর হরিদাসের নির্য্যাণ—অন্ত্য, ১১শ পঃ দ্রষ্টব্য।

২৫৮। চিচ্ছক্তি বা অপ্রাকৃত-বলসঞ্চার ; তদ্রাহিত্যে বা মায়াশক্তি-সঞ্চারে ভোগপ্রবণতা-বৃদ্ধি। অন্ত্য ১ম পঃ দ্রষ্টব্য।

২৫৯। ছোট হরিদাস—অন্ত্য, ২য় পঃ দ্রষ্টব্য। দামোদরের 'বাক্যদণ্ড'—অন্ত্য, ৩য় পঃ দ্রষ্টব্য।

প্রভুকে অজ্ঞগণ না বুঝিয়া কটাক্ষ করিবে, এইরূপ বিজ্ঞাপনই প্রভুর প্রতি বাক্যদণ্ড। দামোদর-পণ্ডিতের তাদৃশ বাক্য-প্রয়োগ ভক্তের বিচারে দণ্ডাত্মক বাক্যমাত্র। নিগ্রহানুগ্রহসমর্থ-জনকে অপরের সাবধান করিতে যাওয়া অনধিকার-চর্চ্চামাত্র।

২৬০। সনাতন—অন্ত্য, ৪র্থ পঃ দ্রষ্টব্য।

২৬১। অদ্বৈতগৃহে প্রভুর একাকী ভোজন—চৈঃ ভাঃ, অন্ত্য, ৮ম অঃ দ্রষ্টব্য।

২৬২। শ্রীনিত্যানন্দকে গৌড়ে নাম-প্রেম প্রচার করিতে আজ্ঞাদান—মধ্য ১৫শ পঃ ৪২ এবং ১৬শ পঃ ৫৯-৬৭ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

২৬৩। বল্লভভট্ট—অন্ত্য সপ্তম পরিচ্ছেদে বল্লভভট্টের বিষয়—মধ্য, ১৯পঃ এবং অন্ত্য ৭ম পঃ দ্রষ্টব্য।

শ্রীগৌরসুন্দরের প্রিয়জন শ্রীগদাধর পণ্ডিত-গোস্বামীর নিকট বল্লভভট্ট নামমন্ত্র গ্রহণ করায় নিজসম্প্রদায়ভুক্তজ্ঞানে মহাপ্রভু স্বয়ং তাঁহাকে নামার্থ বুঝাইয়াছিলেন। "বিনীতানথ পুত্রাদীন্ সংস্কৃত্য প্রতিবোধয়েৎ"—এই পঞ্চরাত্র-বাক্যানুসারে ভট্ট নামার্থ-শ্রবণে অধিকার পাইয়াছিলেন।

২৬৪। অন্ত্য, পঞ্চম পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

২৬৫। অন্ত্য, নবম পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

প্রভুর করুণা—

শুনিয়া লোকের দৈন্য দ্রবিলা হৃদয় ।
বাহিরে আসি' দরশন দিলা দয়াময় ॥ ২৭৫ ॥

শ্রীমহাপ্রভুর কৃপাদেশ পাইয়া অসংখ্য লোকের কণ্ঠ হইতে গৌরহরি ধ্বনি ঃ—

বাহু তুলি' বলে প্রভু—বল' 'হরি' 'হরি' ।
উঠিল—শ্রীহরিধ্বনি চতুর্দ্দিক্ ভরি' ॥ ২৭৬ ॥

প্রভুকে স্তুতি ঃ—

প্রভু দেখি' প্রেমে লোক আনন্দিত মন ।
প্রভুকে ঈশ্বর বলি' করয়ে স্তবন ॥ ২৭৭ ॥

কোটিকণ্ঠে প্রভুর জয়ধ্বনি-শ্রবণে সুযোগ বুঝিয়া প্রভুর প্রতি শ্রীবাসের অনুযোগ ঃ—

স্তব শুনি' প্রভুকে কহেন শ্রীনিবাস ।
"ঘরে গুপ্ত হঞা কেনে বাহিরে প্রকাশ ॥ ২৭৮ ॥
কে শিখাল এই লোকে, কহে কোন্ বাত ।
ইহা-সবারে মুখ ঢাকা দিয়া রাখ' হাত ॥ ২৭৯ ॥
সূর্য্য যেন উদয় করি' চাহে লুকাইতে ।
বুঝিতে না পারি তোমার ঐছন চরিতে ॥" ২৮০ ॥

প্রভুর লজ্জা ও শ্রীবাসকে কৃত্রিম অনুযোগ ঃ—

প্রভু কহেন,—"শ্রীনিবাস, ছাড় বিড়ম্বনা ।
সবে মেলি' কর মোর কতেক লাঞ্ছনা ॥" ২৮১ ॥

প্রভুর কৃপাদৃষ্টি-বর্ষণে লোকের উদ্ধার ঃ—

এত বলি' লোকে করি' শুভদৃষ্টিদান ।
অভ্যন্তরে গেলা, লোকের পূর্ণ হৈল কাম ॥২৮২॥

পাণিহাটীতে শ্রীরঘুনাথের নিত্যানন্দ ও তদ্গণের সেবা ঃ—

রঘুনাথ-দাস নিত্যানন্দ-পাশে গেলা ।
চিড়া-দধি-মহোৎসব তাঁহাই করিলা ॥ ২৮৩ ॥

পরে নিত্যানন্দ-কৃপায় রঘুনাথের গৃহত্যাগ ও পুরীতে প্রভুপদে আগমন ও দামোদরস্বরূপের নিকট আত্মসমর্পণ ঃ—

তাঁর আজ্ঞা লঞা গেলা প্রভুর চরণে ।
প্রভু তাঁরে সমর্পিলা স্বরূপের স্থানে ॥ ২৮৪ ॥

ব্রহ্মানন্দ-ভারতীর চর্ম্মাম্বর-ত্যাগ ঃ—

ব্রহ্মানন্দ-ভারতীর ঘুচাইল চর্ম্মাম্বর ।
এই মত লীলা কৈল ছয় বৎসর ॥ ২৮৫ ॥

১৮ বৎসরের ৬ বৎসর বাদে, শেষ ১২ বৎসরের লীলা-সূত্র পরে বর্ণনীয় ঃ—

এই ত' কহিল মধ্যলীলার সূত্রগণ ।
শেষ দ্বাদশ বৎসরের শুন বিবরণ ॥ ২৮৬ ॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ২৮৭ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে মধ্যলীলা-সূত্রবর্ণনং নাম প্রথম-পরিচ্ছেদঃ।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২৮১। কোন কোন পাঠে এই পঙ্ক্তির পরিবর্ত্তে এইটী দেখা যায়,—"সেই সব কর যাতে আমার যাতনা।।"

ইতি অমৃতপ্রবাহ-ভাষ্যে প্রথম পরিচ্ছেদ।

অনুভাষ্য

২৬৬। অন্ত্য, অষ্টম পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

২৬৭-২৮২। অন্ত্য, ৯ম পঃ ৭-১২ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

২৮৩-২৮৪। "যো মাং দুস্তরগেহনির্জ্জলমহাকূপাদপার-ক্লমাৎ সদ্যঃ সান্দ্রদয়াম্বুধিঃ প্রকৃতিতঃ স্বৈরী-কৃপারজ্জুভিঃ। উদ্ধৃত্যাত্ম-সরোজনিন্দিচরণপ্রান্তং প্রপাদ্য স্বয়ং শ্রীদামোদরসাচ্চকার তমহং চৈতন্যচন্দ্রং ভজে।।"—(বিলাপকুসুমাঞ্জলিঃ)। অন্ত্য, ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

২৮৫। মধ্য, দশম পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

অনুভাষ্য

২৮৬। আদি, সপ্তদশ পরিচ্ছেদের ৩১২ সংখ্যায় কথিত ব্যাসের আচারের অনুগমনে, লিখিত প্রবন্ধের অনুবাদ, আদি, মধ্য ও অন্ত্য—এই তিন লীলার শেষভাগে লিখিয়াছেন। আদিলীলার পঞ্চ-বয়োভেদে সূত্রমাত্র লিখিয়া কতিপয় লীলা বর্ণনপূর্ব্বক শ্রীবৃন্দাবনদাসের বিস্তারিত বর্ণনের উল্লেখ করিয়াছেন। শেষলীলা অর্থাৎ মধ্য ও অন্ত্যলীলার সূত্র এই অধ্যায়ে লিখিয়া শেষ দ্বাদশবর্ষের সূত্র-বিবরণ দ্বিতীয় অধ্যায়ে লিখিলেন। ক্রমশঃ মধ্য ও অন্ত্যলীলা বিস্তারিত বর্ণন করিলেন। উদ্দেশ্য—(অন্ত্য প্রথম পরিচ্ছেদে ১০ম সংখ্যা)—"মধ্যলীলা-মধ্যে অন্ত্যলীলা-সূত্রগণ। পূর্ব্বগ্রন্থে সংক্ষেপেতে করিয়াছি বর্ণন।। আমি জরাগ্রস্ত, নিকট জানিয়া মরণ। অন্ত্যলীলার কোন সূত্র করিয়াছি বর্ণন।।"

ইতি অনুভাষ্যে প্রথম পরিচ্ছেদ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কথাসার—এই দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে গ্রন্থকার মহাপ্রভুর শেষ দ্বাদশ বর্ষের ভাবাস্বাদন-লীলার সূত্র বর্ণন করিয়াছেন ; মধ্যে শ্লোক উদ্ধার করিবার হেতু ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এই ভাবগাম্ভীর্য্যের তত্ত্ব সহজে লোকে বুঝিতে পারে না। এই গ্রন্থ-বর্ণিত শ্রীচৈতন্য-লীলা-বর্ণন শুনিতে শুনিতে সহজ ভাব-তত্ত্ব জীবের হৃদয়ে উদিত হইবে। কবিরাজ-গোস্বামী বৃদ্ধাবস্থায় এই গ্রন্থ লিখিতেছিলেন, অতএব অন্ত্যলীলার সূত্র পর্য্যন্ত ভক্তগণের উপকারার্থ এই পরিচ্ছেদে সংগ্রহ করিলেন। কবিরাজ-গোস্বামী বলিয়াছেন,—শ্রীস্বরূপ-গোস্বামীর মতই ভজন-সম্বন্ধে প্রধান মত। রঘুনাথদাস গোস্বামী তাঁহার কৃপায় তৎকৃত কড়চা কণ্ঠস্থ করিয়া স্বরূপের অন্তর্দ্ধানের পর ব্রজে আগমন করেন। তথায় কবিরাজ-গোস্বামী উপস্থিত হইয়া শ্রীরূপ ও শ্রীরঘুনাথের কৃপায় সেই কণ্ঠস্থ কড়চার তাৎপর্য্য জানিয়া এই গ্রন্থ রচনা করিলেন। (অঃ প্রঃ ভাঃ)

প্রভুর কৃষ্ণবিচ্ছেদ-প্রলাপাদি বর্ণন ঃ—

বিচ্ছেদেঽস্মিন্ প্রভোরন্ত্যলীলা-সূত্রানুবর্ণনে।
গৌরস্য কৃষ্ণবিচ্ছেদপ্রলাপাদ্যনুবর্ণ্যতে ॥ ১ ॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ২ ॥

শেষ দ্বাদশবৎসর প্রভুর কৃষ্ণবিরহ ঃ—

শেষ যে রহিল প্রভুর দ্বাদশ বৎসর।
কৃষ্ণের বিয়োগ-স্ফূর্ত্তি হয় নিরন্তর ॥ ৩ ॥

উদ্ধব-দর্শনে শ্রীরাধিকাভাবময় প্রভু ঃ—

শ্রীরাধিকার চেষ্টা যেন উদ্ধব-দর্শনে।
এইমত দশা প্রভুর হয় রাত্রি-দিনে ॥ ৪ ॥

নিরন্তর হয় প্রভুর বিরহ-উন্মাদ।
ভ্রমময় চেষ্টা সদা, প্রলাপময় বাদ ॥ ৫ ॥

প্রভুর বিপ্রলম্ভ-মহাভাব ঃ—

লোমকূপে রক্তোদ্গম, দন্ত সব হালে।
ক্ষণে অঙ্গ ক্ষীণ হয়, ক্ষণে অঙ্গ ফুলে ॥ ৬ ॥

গম্ভীরা-ভিতরে রাত্রে নাহি নিদ্রা-লব।
ভিত্তে মুখ-শির ঘষে, ক্ষত হয় সব ॥ ৭ ॥

তিন দ্বারে কপাট, প্রভু যায়েন বাহিরে।
কভু সিংহদ্বারে পড়ে, কভু সিন্ধুনীরে ॥

প্রভুর চিন্ময় ব্রজলীলার উদ্দীপন ঃ—

চটক-পর্ব্বত দেখি' 'গোবর্দ্ধন'-ভ্রমে।
ধাঞা চলে আর্ত্তনাদ করিয়া ক্রন্দনে ॥ ৯ ॥

উপবনোদ্যান দেখি' বৃন্দাবন-জ্ঞান।
তাঁহা যাই' নাচে, গায়, ক্ষণে মূর্চ্ছা যা'ন ॥ ১০ ॥

কৃষ্ণবিরহ-জনিত অপূর্ব্ব মহাভাব-বিকার ঃ—

কাঁহা নাহি শুনি যেই ভাবের বিকার।
সেই ভাব হয় প্রভুর শরীরে প্রচার ॥ ১১ ॥

হস্তপাদের সন্ধি সব বিতস্তি-প্রমাণে।
সন্ধি ছাড়ি' ভিন্ন হয়ে, চর্ম্ম রহে স্থানে ॥ ১২ ॥

হস্ত, পাদ, শির সব শরীর-ভিতরে।
প্রবিষ্ট হয়—কূর্ম্মরূপ দেখিয়ে প্রভুরে ॥ ১৩ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১। প্রভুর অন্ত্যলীলার সূত্র-অনুবর্ণনে এই পরিচ্ছেদে কৃষ্ণ-বিচ্ছেদ-প্রলাপাদি বর্ণন করিতেছি।

৩। বিয়োগ—বিচ্ছেদ।

৫। বাদ—বাক্য।

৬। হালে—নড়ে।

৭। গম্ভীরা—আলিন্দার পর দালান, তা'র ভিতরের ক্ষুদ্র গৃহকে 'গম্ভীরা' বলে।

৯। চটকপর্ব্বত—সমুদ্রতীরে যে-সকল বালুর পাহাড় আছে, তাহাকে 'চটকপর্ব্বত' বলে। গুণ্ডিচা-মন্দির ও সমুদ্রের মধ্যে একটী বড় চটকপর্ব্বত আছে, সেই স্থানে অনেকসময় 'গোবর্দ্ধন'-ভ্রমে মহাপ্রভু চলিয়া যাইতেন।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১। অস্মিন্ বিচ্ছেদে (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যলীলায়াং দ্বিতীয়পরিচ্ছেদে) প্রভোঃ (শ্রীচৈতন্যদেবস্য) অন্ত্যলীলাসূত্রানু-বর্ণনে (সন্ন্যাসচরিত্রসূত্র-প্রতিসংক্রমণে বিষয়ে) গৌরস্য (গোপী-ভাবাশ্রিতস্য ভগবতো মহাপ্রভোঃ) কৃষ্ণবিচ্ছেদপ্রলাপাদিঃ (নিজ-কান্তবিরহজন্যোন্মত্তবাক্যাদিঃ) অনুবর্ণ্যতে (ময়া লিখ্যতে)।

৫। ভ্রমময় চেষ্টা—উদ্ঘূর্ণা। প্রলাপময় বাদ—চিত্রজল্পাদি দশপ্রকার প্রলাপময় বাক্য।

৯। ভ্রমে—ভ্রম করেন।

১১। প্রচার—প্রকাশিত।

১২। সন্ধিস্থলসমূহে অন্তঃস্থ সংলগ্ন অস্থি বিভিন্ন হইয়া কেবলমাত্র চর্ম্মের অস্তিত্ব লক্ষিত হয়। সন্ধিস্থল তখন বিতস্তি-প্রমাণ দীর্ঘতা লাভ করে।

এই মত অদ্ভুত-ভাব শরীরে প্রকাশ ।
মনেতে শূন্যতা, বাক্যে হাহা-হুতাশ ॥ ১৪ ॥

কৃষ্ণবিরহে প্রভুর করুণ বিলাপ ঃ—

"কাঁহা মোর প্রাণনাথ মুরলীবদন ।
কাঁহা করোঁ, কাঁহা পাঙ ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥ ১৫ ॥
কাহারে কহিব, কেবা জানে মোর দুঃখ ।
ব্রজেন্দ্রনন্দন বিনা ফাটে মোর বুক ॥" ১৬ ॥
এইমত বিলাপ করে বিহ্বল অন্তর ।
রায়ের নাটক-শ্লোক পড়ে নিরন্তর ॥ ১৭ ॥

জগন্নাথবল্লভনাটক (৩।৯)—

প্রেমচ্ছেদরুজোঽবগচ্ছতি হরির্নায়ং ন চ প্রেম বা
স্থানাস্থানমবৈতি নাপি মদনো জানাতি নো দুর্ব্বলাঃ ।
অন্যো বেদ ন চান্যদুঃখমখিলং নো জীবনং বাশ্রবং
দ্বিত্রীণ্যেব দিনানি যৌবনমিদং হাহা বিধেঃ কা গতিঃ ॥১৮॥

অত্যন্ত বিরহহেতু কৃষ্ণের প্রতি দোষোদ্গার ঃ—

"উপজিল প্রেমাঙ্কুর, ভাঙ্গিল যে দুঃখ-পূর,
কৃষ্ণ তাহা নাহি করে পান ।
বাহিরে নাগররাজ, ভিতরে শঠের কায,
পরনারী বধে সাবধান ॥ ১৯ ॥

নিজাদৃষ্ট-ধিক্কার ঃ—

সখি হে, না বুঝিয়ে বিধির বিধান ।
সুখ লাগি' কৈলুঁ প্রীতি, হৈল বিপরীত গতি,
এবে যায়, না রহে পরাণ ॥ ২০ ॥ ধ্রু ॥

প্রেমের প্রতি দোষারোপ ঃ—

কুটিল প্রেমা অগেয়ান, নাহি জানে স্থানাস্থান,
ভাল-মন্দ নারে বিচারিতে ।
ক্রূর শঠের গুণডোরে, হাতে-গলে বান্ধি' মোরে,
রাখিয়াছে, নারি' উকাশিতে ॥ ২১ ॥

কৃষ্ণকামনার প্রতি দোষোদ্গার ঃ—

যে মদন তনুহীন, পরদ্রোহে পরবীণ,
পাঁচ বাণ সন্ধে অনুক্ষণ ।
অবলার শরীরে, বিন্ধি' কৈল জরজরে,
দুঃখ দেয়, না লয়ে জীবন ॥ ২২ ॥

পরমপ্রেষ্ঠ-সখীগণের প্রতিও দোষারোপ ঃ—

অন্যের যে দুঃখ মনে, অন্যে তাহা নাহি জানে,
সত্য এই শাস্ত্রের বিচার ।
অন্য জন কাঁহা লিখি, না জানয়ে প্রাণসখী,
যাতে কহে ধৈর্য্য ধরিবার ॥ ২৩ ॥

আয়ুর অল্পতাহেতু বিলম্ব বা প্রতীক্ষায় হতাশভাব ঃ—

'কৃষ্ণ—কৃপা-পারাবার, কভু করিবেন অঙ্গীকার',
সখি, তোর এ ব্যর্থ বচন ।
জীবের জীবন চঞ্চল, যেন পদ্মপত্রের জল,
তত দিন জীবে কোন্ জন ॥ ২৪ ॥
শত বৎসর পর্য্যন্ত, জীবের জীবন অন্ত,
এই বাক্য কহ না বিচারি' ।
নারীর যৌবন-ধন, যারে কৃষ্ণ করে মন,
সে যৌবন—দিন দুই চারি ॥ ২৫ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৮। আমাদের কৃষ্ণ প্রেমদত্ত-আঘাতজনিত রোগ অনুভব করিতেছেন না। প্রেমের কথাই বা কি বলিব, তাহা স্থানাস্থান না জানিয়া আঘাত করে! মদনের ত' কথাই নাই, কেননা আমরা যে অতিশয় দুর্ব্বলা, তাহা সে বুঝিল না! কাহাকেই বা কি বলিব, কেহই অন্যের অখিল দুঃখ বুঝে না! আমাদের জীবন আমাদের বশে নয় ; যৌবনও দুই তিন দিনের ন্যায় অল্পক্ষণ-স্থায়ি! হায়! এরূপ অবস্থায় হে বিধাতঃ, আমাদের কি গতি হইবে? পাঠান্তরে—'বিধে'!

১৯-২৬। শ্রীমতী কহিতেছেন,—আহা, দুঃখের কথা কি বলিব! কৃষ্ণসম্মিলনে আমার প্রেমাঙ্কুর উৎপন্ন হইয়াছিল ; আবার কৃষ্ণবিচ্ছেদে সেই প্রেমাঙ্কুরে আঘাত লাগিয়া এখন দুঃখের প্রবাহ বহিতেছে। এ রোগের কৃষ্ণই একমাত্র চিকিৎসক, কিন্তু কৃষ্ণ সেই প্রেমাঙ্কুর রক্ষা করিবার কোন যত্ন করিতেছেন না! কৃষ্ণের ব্যবহার কি বলিব!—তিনি বাহ্যে নাগররাজ, অন্তরে শাঠ্য-পরিপূর্ণ,—পরনারী-বধ-বিষয়েই তাঁহার চেষ্টা। কৃষ্ণের সহিত

অনুভাষ্য

১৮। অয়ং হরিঃ (কৃষ্ণঃ) অস্মান্ প্রেমচ্ছেদরুজঃ (প্রেম-চ্ছেদেন তস্য প্রেমভঙ্গেন যা রুজঃ তাঃ বিচ্ছেদরোগার্ত্তাঃ গোপী) ন অবগচ্ছতি (জানাতি) ; প্রেম বা স্থানাস্থানং (সদসৎ-পাত্রা-পাত্রং) ন অবৈতি (জানাতি) ; মদনঃ অপি নঃ (অস্মান্) দুর্ব্বলাঃ (পরবশ্যাঃ অবলাঃ) ন জানাতি। অন্যঃ জনঃ অন্যদুঃখং (অপরজনক্লেশং) ন বেদ (জানাতি)। নঃ (অস্মাকং) জীবনম্ আশ্রবং (ক্লেশমাত্রং পরবশ্যং বা)। ইদং যৌবনং দ্বিত্রীণ্যেব দিনানি! হা হা বিধেঃ (বিধাতুঃ) কা গতিঃ (কীদৃশী মতিঃ অস্মাভির্দুর্ব্বোধ্যেতি ভাবঃ)।

২১। অগেয়ান—অজ্ঞান, অবুঝ। উকাশিতে—মোচন করিতে।

বহ্নি ও পতঙ্গের সহিত কৃষ্ণ ও নিজের তুলনা ঃ—

অগ্নি যৈছে নিজ-ধাম, দেখাইয়া অভিরাম,
পতঙ্গীরে আকর্ষিয়া মারে ।
কৃষ্ণ ঐছে নিজ-গুণ, দেখাইয়া হরে মন,
পাছে দুঃখ-সমুদ্রেতে ডারে ॥" ২৬ ॥

এতেক বিলাপ করি', বিষাদে শ্রীগৌরহরি,
উঘাড়িয়া দুঃখের কপাট ।
ভাবের তরঙ্গ-বলে, নানারূপ মন চলে,
আর এক শ্লোক কৈল পাঠ ॥ ২৭ ॥

গভীর কৃষ্ণপ্রীতি-সূচক নির্ব্বেদময় গান ঃ—

গোস্বামি-পাদোক্ত-শ্লোক—

শ্রীকৃষ্ণরূপাদিনিষেবণং বিনা
ব্যর্থানি মেঽহান্যখিলেন্দ্রিয়াণ্যলম্ ।
পাষাণশুষ্কেন্ধনভারকাণ্যহো
বিভর্ম্মি বা তানি কথং হতত্রপঃ ॥ ২৮ ॥

(১) ভোগরত চক্ষুর ব্যর্থতা ঃ—

"বংশীগানামৃত-ধাম, লাবণ্যামৃত-জন্মস্থান,
যে না দেখে সে চাঁদবদন ।
সে নয়নে কিবা কায, পড়ুক্ তার মুণ্ডে বাজ,
সে নয়ন রহে কি কারণ ॥ ২৯ ॥

সখি হে, শুন, মোর হত বিধিবল ।
মোর বপু-চিত্ত-মন, সকল ইন্দ্রিয়গণ,
কৃষ্ণ বিনা সকল বিফল ॥ ৩০ ॥ ধ্রু ॥

(২) ভোগরত কর্ণের ব্যর্থতা ঃ—

কৃষ্ণের মধুর বাণী, অমৃতের তরঙ্গিণী,
তার প্রবেশ নাহি যে শ্রবণে ।
কাণাকড়ি-ছিদ্র সম, জানিহ সে শ্রবণ,
তার জন্ম হৈল অকারণে ॥ ৩১ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

প্রীতি করার এইরূপ ফল! সখি হে, এই বিধির বিধান বুঝিতে না পারিয়া সুখের জন্য প্রীতি করিয়াছিলাম, কিন্তু এ দুঃখিনীর পক্ষে তদ্বিপরীত মহাদুঃখ উপস্থিত হইয়াছে! এমন কি, এখন তখন প্রাণ যায়, এরূপ অবস্থা! আমাদের কৃষ্ণ ত' এইরূপ, আবার 'প্রেম' বলিয়া যে একটী তত্ত্ব আছেন, তাঁহার কথাই বা কি বলিব! প্রেম স্বভাবতঃ কুটিল ও অগেয়ান (অজ্ঞান, অন্ধ)—স্থানাস্থান না বুঝিয়া এবং মন্দ ফলাফল বিচার না করিয়া সেই কৃষ্ণরূপ ক্রূর শঠের গুণরজ্জুতে আমাকে হাতে-গলে বাঁধিয়া রাখিয়াছে, ছাড়াইতে পারিতেছি না! কৃষ্ণ ও প্রেম, ইঁহাদের এইরূপ কার্য্য! এই প্রীতিকার্য্যে 'মদন' বলিয়া আর একটী তত্ত্ব আছেন। তাঁহার গুণ এই,—তিনি স্বয়ং তনুহীন, অথচ পরদ্রোহে বড়ই প্রবীণ,—পঞ্চবাণ সন্ধান করিয়া অবলা-জনের শরীর বিঁধিয়া জর-জর করেন! একেবারে যদি জীবন লইতেন ত' ভালই হইত, তাহা না করিয়া কেবল দুঃখই দিয়া থাকেন। শাস্ত্রে বলেন যে, একের দুঃখ অন্যে জানিতে পারে না। এ সম্বন্ধে অপরের কথা কি বলিব, আমার ললিতাদি প্রাণসখীসকলও আমার দুঃখ বুঝিতে না পারিয়া, 'হে সখি, ধৈর্য্য ধর', এই কথা বারম্বার বলিতে থাকেন। হে সখি, তুমি যে বলিতেছে,—'কৃষ্ণ—কৃপাসমুদ্র, কখনও না কখনও তোমাকে অঙ্গীকার করিবেন',—তোমার এ কথা কিন্তু কাযে লাগিবে না ; কেননা, পদ্মপত্রের জলের ন্যায় জীবের জীবন চঞ্চল,—কৃষ্ণকৃপা যতদিনে হইবে, ততদিন কে বাঁচিয়া থাকিবে? মানব শতবর্ষের অধিক বাঁচে না। আবার বিচার করিয়া দেখ, কৃষ্ণচিত্তহারি-রমণীর যৌবনধন অতি স্বল্পদিন স্থায়ী।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

যদি বল, কৃষ্ণ—গুণসমুদ্র, অবশ্যই কৃপা করিবেন, তবে বলি, অগ্নি যেমন নিজের আলোক দেখাইয়া পতঙ্গীসকলকে আকর্ষণ করিয়া মারিয়া ফেলে, কৃষ্ণগুণও তদ্রূপ। গুণের চাকচিক্য দেখাইয়া নারীগণের মন আকর্ষণ করত আবার বিচ্ছেদরূপ দুঃখ-সমুদ্রে ডুবাইয়া দেয়।

২৮। হে সখি, শ্রীকৃষ্ণের রূপ-গুণ-লীলা সেবন না করিয়া আমার (দিনগুলি ও) অখিল ইন্দ্রিয়সকল ব্যর্থ হইতেছে, এখন সেইসকল পাষাণ ও শুষ্ককাষ্ঠভারসদৃশ ইন্দ্রিয়গুলিকে আমি নির্লজ্জ হইয়া কিরূপে ধারণ করিতে সক্ষম হইব?

২৯। বংশীগানের অমৃতধামস্বরূপ, লাবণ্যরূপ অমৃতের জন্মস্থানস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের চন্দ্রবদন।

অনুভাষ্য

২২। তনুহীন—অনঙ্গ।

২৭। উঘাড়িয়া—উদ্ঘাটন করিয়া।

২৮। শ্রীকৃষ্ণরূপাদিনিষেবণং (শ্রীকৃষ্ণরূপগুণলীলানাং নিষেবণং শুশ্রূষাদিকং) বিনা মে (মম) অহানি (দিনানি জীবিতকালানি) অখিলেন্দ্রিয়াণি (সর্ব্বহৃষীকাণি ভোগ্যাঙ্গবিগ্রহাণি চ) অলং ব্যর্থানি (বিফলপ্রদানি ভবন্তি)। অহো, পাষাণশুষ্কেন্ধন-ভারকাণি (পাষাণ-শুষ্ককাষ্ঠতুল্যো ভারো যেষাং তানি ইন্দ্রিয়াণি) কথং বা বিভর্ম্মি (ধারয়ামি)? অহং হতত্রপঃ (নির্লজ্জঃ), [অতঃ কৃষ্ণভোগরহিতে জীবিতবিগ্রহে মম স্পৃহা বর্ত্ততে]।

২৯। শ্রীকৃষ্ণের চন্দ্রবদন বংশীগানরূপ সুধার আশ্রয় এবং লাবণ্যসুধার আকর। যে গোপীচক্ষু এতাদৃশ পরমরমণীয় কৃষ্ণ-

(৩) ভোগরত জিহ্বার ব্যর্থতা ঃ—

কৃষ্ণের অধরামৃত, কৃষ্ণ-গুণ-চরিত,
সুধাসার-স্বাদু-বিনিন্দন ।
তার স্বাদ যে না জানে, জন্মিয়া না মৈল কেনে,
সে রসনা ভেক-জিহ্বা সম ॥ ৩২ ॥

(৪) ভোগরত নাসিকার ব্যর্থতা ঃ—

মৃগমদ-নীলোৎপল, মিলনে যে পরিমল,
যেই হরে তার গর্ব্ব-মান ।
হেন কৃষ্ণ-অঙ্গ-গন্ধ, যার নাহি সে সম্বন্ধ,
সেই নাসা ভস্ত্রার সমান ॥ ৩৩ ॥

(৫) ভোগরত চর্ম্মের ব্যর্থতা ঃ—

কৃষ্ণ-কর-পদতল, কোটিচন্দ্র-সুশীতল,
তার স্পর্শ যেন স্পর্শমণি ।
তার স্পর্শ নাহি যার, সে যাউক ছারখার,
সেই বপু লোহা সম জানি ॥" ৩৪ ॥

করি' এত বিলাপন, প্রভু শ্রীশচীনন্দন,
উঘাড়িয়া হৃদয়ের শোক ।
দৈন্য-নির্ব্বেদ-বিষাদে, হৃদয়ের অবসাদে,
পুনরপি পড়ে এক শ্লোক ॥ ৩৫ ॥

শ্রীজগন্নাথবল্লভ-নাটক (৩।১১)—

যদা যাতো দৈবান্মধুরিপুরসৌ লোচনপথং
তদাস্মাকং চেতো মদনহতকেনাহৃতমভূৎ ।
পুনর্যস্মিন্নেষ ক্ষণমপি দৃশোরেতি পদবীং
বিধাস্যামস্তস্মিন্নখিলঘটিকা রত্নখচিতাঃ ॥ ৩৬ ॥

শ্লোকার্থ ঃ—

বিরহহেতু কৃষ্ণের দর্শন বা মিলন-ক্ষণকে বহুমানন ঃ—

"যে-কালে বা স্বপনে, দেখিনু বংশীবদনে,
সেইকালে আইলা দুই বৈরি ।
'আনন্দ' আর 'মদন', হরি' নিল মোর মন,
দেখিতে না পাইলুঁ নেত্র ভরি' ॥ ৩৭ ॥

অনুভাষ্য

রূপদর্শনে বঞ্চিত, সেই নয়নের আশ্রয় গোপিকার মস্তকে বজ্রাঘাত হওয়াই শ্রেয়ঃ। বস্তুতঃ, গোপী কৃষ্ণেতর বস্তু দেখিয়া বিরাগ প্রদর্শন করেন বা উদাসীন হন, প্রীত হন না। তাঁহার নয়নাভিরাম সেব্য কৃষ্ণমুখচন্দ্রই চক্ষুরিন্দ্রিয়ের আরাধ্য বস্তু, তাহার অভাবে নেত্রের ধারক বা আধাররূপ শিরে বজ্রাঘাতই বাঞ্ছনীয়। আর কৃষ্ণদর্শনরহিত হইয়া বস্বন্তর দেখিবার জন্য চক্ষু থাকিবার কোন কারণ তাঁহার নিকট উপলব্ধি হয় না।

২৯-৩৪। (ভাঃ ২।৩।১৭-২৪)—"আয়ুর্হরতি বৈ পুংসামুদ্যন্নস্তঞ্চ যন্নসৌ। তস্যর্তে যৎক্ষণো নীত উত্তমঃশ্লোকবার্ত্তয়া।। তরবঃ কিং ন জীবন্তি ভস্ত্রাঃ কিং ন শ্বসন্ত্যত। ন খাদন্তি ন মেহন্তি কিং গ্রামে পশবোঽপরে।। শ্ববিড়্বরাহোষ্ট্রখরৈঃ সংস্তুতঃ পুরুষঃ পশুঃ। ন যৎকর্ণপথোপেতো জাতু নাম গদাগ্রজঃ।। বিলে বতোরুক্রমবিক্রমান্ যে ন শৃণ্বতঃ কর্ণপুটে নরস্য। জিহ্বাসতী দার্দুরিকেব সূত ন চোপগায়ত্যুরুগায়গাথাঃ।। ভারঃ পরং পট্টকিরীটজুষ্টমপ্যুত্তমাঙ্গং ন নমেন্মুকুন্দম্। শাবৌ করৌ নো কুরুতঃ সপর্য্যাং হরের্লসৎকাঞ্চনকঙ্কণৌ বা।। বর্হায়িতে তে নয়নে নরাণাং লিঙ্গানি বিষ্ণোর্ন নিরীক্ষতো যে। পাদৌ নৃণাং তৌ দ্রুমজন্মভাজৌ ক্ষেত্রাণি নানুব্রজতো হরের্যৌ। জীবঞ্ছবো ভাগবতাঙ্ঘ্রিরেণূন্ ন জাতু মর্ত্ত্যোঽভিলভেত যস্তু। শ্রীবিষ্ণুপদ্যা মনুজস্তুলস্যাঃ শ্বসঞ্ছবো যস্তু ন বেদ গন্ধম্।। তদশ্মসারং হৃদয়ং বতেদং যদ্গৃহ্যমাণৈর্হরিনামধেয়ৈঃ। ন বিক্রিয়েতাথ যদা বিকারো নেত্রে জলং গাত্ররুহেষু হর্ষঃ।।"

৩৫। দৈন্য—ভঃ রঃ সিঃ, দঃ বিঃ ৪র্থ লঃ—"দুঃখত্রাসাপরাধাদ্যৈরনৌর্জ্জিত্যন্তু 'দীনতা'। চাটুকৃন্মান্দ্যমালিন্যচিন্তাঙ্গজড়িমাদিকৃৎ।।" দুঃখ, ত্রাস ও অপরাধাদি-দ্বারা আপনাকে অতি নিকৃষ্ট মনে হইলে 'দীনতা' হয়। দৈন্য হইলে দৈন্যময়ী যাচ্ঞা, হৃদয়ের অপটুতা, অস্বচ্ছন্দতা, নানা ভাবনা ও অঙ্গের জড়তা হয়।

নির্ব্বেদ—ভঃ রঃ সিঃ দঃ বিঃ ৪র্থ লঃ—"মহার্ত্তিবিপ্রয়োগের্ষাসদ্বিবেকাদিকল্পিতম্। স্বাবমাননমেবাত্র 'নির্ব্বেদ' ইতি কথ্যতে। অত্র চিন্তাশ্রুবৈবর্ণ্য-দৈন্যনিশ্বসিতাদয়ঃ।।" অত্যন্ত দুঃখ, বিচ্ছেদ, ঈর্ষা, অকর্ত্তব্য-অনুষ্ঠানের জন্য ও কর্ত্তব্যের অনাচরণহেতু শোকযুক্ত নিজাপমানকেই 'নির্ব্বেদ' বলে। নির্ব্বেদ হইলে চিন্তা, অশ্রু, বৈবর্ণ্য, দৈন্য ও নিশ্বাসাদি হইয়া থাকে।

বিষাদ—ভঃ রঃ সিঃ দঃ বিঃ ৪র্থ লঃ—"ইষ্টানবাপ্তিপ্রারব্ধকার্য্যাসিদ্ধিবিপত্তিতঃ। অপরাধাদিতোঽপি স্যাদনুতাপো বিষণ্ণতা।। অত্রোপায়সহায়ানুসন্ধিশ্চিন্তা চ রোদনম্। বিলাপশ্বাসবৈবর্ণ্যমুখশোষাদয়োঽপি চ।।" ইষ্টবস্তুর অপ্রাপ্তি, সঙ্কল্পিত প্রারব্ধকার্য্যে অসিদ্ধি, বিপত্তি এবং অপরাধাদি হইতে যে অনুতাপ

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৩৬। দৈবাৎ শ্রীকৃষ্ণ-রূপ আমার নয়নগোচর হইলে আমার চিত্ত দর্শনসৌভাগ্যমদ-কর্ত্তৃক হত হওয়ায়, 'আনন্দ'-নামক কোন তত্ত্ব তাহা অপহরণ করিয়াছিল, আমাকে প্রাণ ভরিয়া সেই রূপসৌন্দর্য্য দেখিতে দেয় নাই। আবার, যখন পুনরায় সেই কৃষ্ণস্বরূপ দেখিতে পাইব, তখন সেই সময়কে বহুরত্ন দিয়া অলঙ্কৃত করিব।

অনুভাষ্য (right column)

পুনঃ যদি কোন ক্ষণ, করায় কৃষ্ণ দরশন,
তবে সেই ঘটী-ক্ষণ-পল ।
দিয়া মাল্যচন্দন, নানা রত্ন-আভরণ,
অলঙ্কৃত করিমু সকল ॥" ৩৮ ॥

প্রভুর 'চিত্রজল্প'-মহাভাব ; বাহ্যদশায় প্রভুর স্বরূপ-রামানন্দের নিকট বিলাপ ঃ—

ক্ষণে বাহ্য হৈল মন, আগে দেখে দুই জন,
তাঁরে পুছে,—"আমি না চৈতন্য ?
স্বপ্নপ্রায় কি দেখিনু, কিবা আমি প্রলাপিনু,
তোমরা কিছু শুনিয়াছ দৈন্য ?? ৩৯ ॥

কৃষ্ণবিরহে আপনাকে দীনাভিমান ঃ—

শুন, মোর প্রাণের বান্ধব ।
নাহি কৃষ্ণ-প্রেমধন, দরিদ্র মোর জীবন,
দেহেন্দ্রিয় বৃথা মোর সব ॥" ৪০ ॥ ধ্রু ॥
পুনঃ কহে,—"হায় হায়, শুন, স্বরূপ-রামরায়,
এই মোর হৃদয়-নিশ্চয় ।
শুনি' করহ বিচার, হয়, নয়—কহ সার",
এত বলি' শ্লোক উচ্চারয় ॥ ৪১ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৩১।১) তোষণীধৃত-শ্লোক—

কইঅবরহিঅং পেম্মং ণ হি হোই মাণুসে লোএ ।
জই হোই কস্স বিরহো বিরহে হোন্তম্মি কো জীঅই ॥ ৪২ ॥

শ্লোকার্থ ঃ—

"অকৈতব কৃষ্ণপ্রেম, যেন জাম্বুনদ-হেম,
সেই প্রেমা নৃলোকে না হয় ।
যদি হয় তার যোগ, না হয় তবে বিয়োগ,
বিরহ হৈলে কেহ না জীয়য় ॥" ৪৩ ॥
এত কহি' শচীসুত, শ্লোক পড়ে অদ্ভুত,
শুনে দুঁহে এক মন হঞা ।
"আপন-হৃদয়-কাজ, কহিতে বাসিয়ে লাজ,
তবু কহি লাজবীজ খাঞা ॥" ৪৪ ॥

শ্রীশ্রীমহাপ্রভুপাদোক্ত-শ্লোক—

ন প্রেমগন্ধোঽস্তি দরাপি মে হরৌ
ক্রন্দামি সৌভাগ্যভরং প্রকাশিতুম্ ।
বংশীবিলাস্যাননলোকনং বিনা
বিভর্ম্মি যৎ প্রাণপতঙ্গকান্ বৃথা ॥ ৪৫ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৩৯। আগে দেখে দুই জন—স্বরূপদামোদর ও রায়রামানন্দ। তাঁহাদিগকে দেখিয়া একটু বাহ্য চেষ্টা (দশা) হইলে, (প্রভু) রাধাভিমান ছাড়িয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—আমি না সেই চৈতন্য?

৪২। এই প্রাকৃতের সংস্কৃতে পরিণতি—"কৈতব-রহিতং প্রেম ন হি ভবতি মানুষে লোকে। যদি ভবতি কস্য বিরহো বিরহে সত্যপি কো জীবতি।।" অর্থাৎ প্রেম কৈতবরহিত এবং মনুষ্যলোকে কখনই উদিত হয় না। যদি উদিত হয়, তবে বিরহ হয় না। যদি বিরহ হয়, তবে জীবন থাকে না।

অনুভাষ্য

হয়, উহাই 'বিষাদ'। বিষাদ হইলে উপায় ও সহায়ের অনুসন্ধান, চিন্তা, রোদন, বিলাপ, শ্বাস, বৈবর্ণ্য ও মুখশোষাদি হয়।

দৈন্য, নির্ব্বেদ ও বিষাদাদি তেত্রিশটী ব্যভিচারী ভাব স্থায়ি-ভাবে বিশেষ প্রাধান্য লাভ করিয়া বিচরণ করে। বাক্য, ভ্রূনেত্রাদি অঙ্গ, সাত্ত্বিকানুভাব সূচীদ্বারা ব্যভিচারি-ভাব জানিতে হয়। ভাবের গতিকে সঞ্চার করে বলিয়া ব্যভিচারি-ভাবকে 'সঞ্চারী' বলিয়া কথিত হয়।

৩৬। যদা (যস্মিন্ কালে স্বপ্নে বা) অসৌ মধুরিপুঃ (মধুসূদনঃ) দৈবাৎ (মম ভাগ্যেন) লোচনপথং (দৃগ্গোচরং) যাতঃ (প্রাপ্তঃ), তদা মদনহতকেন (মদয়তি হর্ষয়তি ইতি মদনঃ এব হতকঃ শত্রুর্যস্য তেন বৈরিণা মদনেন) অস্মাকং চেতঃ (মনঃ) আহৃতং (চোরিতম্) অভূৎ। পুনঃ যস্মিন্ (ক্ষণে) এষঃ (কৃষ্ণঃ) দৃশোঃ (নেত্রয়োঃ) পদবীং (মার্গং) এতি (যাতি প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ) [তস্মিন্ কালে] অখিলঘটিকাঃ (মুহূর্ত্তঘটীপলবিপলাদিকাঃ) রত্নখচিতাঃ বিধাস্যামঃ (মাল্য-চন্দনমণিমুক্তাদিনা সমলঙ্কুর্ম্মঃ)।

৪২। কইঅবরহিঅং (কৈতবরহিতং ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাদি-ছলধর্ম্মশূন্যং) পেম্মং (প্রেম) মাণুসে লোএ (মানুষে লোকে) ণ হি হোই (ভবতি)। জই (যদি) কস্স (কস্য) বিরহঃ (প্রেম্ণঃ বিচ্ছেদঃ ভবতি), (তদা) বিরহে (বিচ্ছেদে) হোন্তম্মি (ভবত্যপি) কো জীঅই (জীবতি?—ন কোঽপীত্যর্থঃ)।

৪৪। লাজবীজ খাঞা—লজ্জার মাথা খাইয়া ।

৪৫। মে (মম) হরৌ (ভগবতি কৃষ্ণে) দরাপি (ঈষদপি) প্রেমগন্ধঃ (প্রেমাভাস) ন অস্তি, [তথাপি] সৌভাগ্যভরং (মম প্রেমাস্তি ইতি সৌভাগ্যাতিশয়ং) প্রকাশিতুং ক্রন্দামি (আনন্দ-নীরং ক্ষিপামি)। বংশীবিলাস্যাননলোকনং (মুরলীনিনাদ-পর-

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৪৫। হে সখি, কৃষ্ণে আমার সামান্য প্রেমগন্ধও নাই। তবে যে আমি ক্রন্দন করি, তাহা কেবল নিজের সৌভাগ্যাতিশয্য প্রকাশ করিবার জন্য। বংশীবদন কৃষ্ণের দর্শন বিনা আমি যে প্রাণপতঙ্গ ধারণ করি, তাহা বৃথা।

অনুভাষ্য

শ্লোকার্থ ঃ—

"দূরে শুদ্ধপ্রেমবন্ধ, কপট প্রেমের গন্ধ,
সেহ মোর কৃষ্ণে নাহি পায় ।
তবে যে করি ক্রন্দন, স্বসৌভাগ্য প্রখ্যাপন,
করি, ইহা জানিহ নিশ্চয় ॥ ৪৬ ॥
যাতে বংশীধ্বনি-সুখ, না দেখি' সে চাঁদমুখ,
যদ্যপি নাহিক 'আলম্বন' ।
নিজ-দেহে করি প্রীতি, কেবল কামের রীতি,
প্রাণ-কীটের করিয়ে ধারণ ॥ ৪৭ ॥

কৃষ্ণপ্রেমের লক্ষণ ঃ—

কৃষ্ণপ্রেমা সুনির্ম্মল, যেন শুদ্ধগঙ্গাজল,
সেই প্রেমা—অমৃতের সিন্ধু ।
নির্ম্মল সে-অনুরাগে, না লুকায় অন্য দাগে,
শুক্লবস্ত্রে যৈছে মসীবিন্দু ॥ ৪৮ ॥
শুদ্ধপ্রেম-সুখসিন্ধু, পাই তার এক বিন্দু,
সেই বিন্দু জগৎ ডুবায় ।
কহিবার যোগ্য নয়, তথাপি বাউলে কয়,
কহিলে বা কেবা পাতিয়ায় ॥" ৪৯ ॥

কৃষ্ণপ্রেমের পরস্পর বিরুদ্ধলক্ষণ ঃ—

এই মত দিনে দিনে, স্বরূপ-রামানন্দ-সনে,
নিজ-ভাব করেন বিদিত ।
বাহিরে বিষজ্বালা হয়, ভিতরে আনন্দময়,
কৃষ্ণপ্রেমের অদ্ভুত চরিত ॥ ৫০ ॥
এই প্রেমা-আস্বাদন, তপ্ত-ইক্ষু-চর্ব্বণ,
মুখ জ্বলে, না যায় ত্যজন ।
সেই প্রেমা যাঁর মনে, তার বিক্রম সেই জানে,
বিষামৃতে একত্র মিলন ॥ ৫১ ॥

বিদগ্ধমাধব (২।১৮)—

পীড়াভির্নবকালকূট-কটুতাগর্ব্বস্য নির্ব্বাসনো
নিস্যন্দেন মুদাং সুধা-মধুরিমাহঙ্কারসঙ্কোচনঃ ।
প্রেমা সুন্দরি নন্দনন্দনপরো জাগর্ত্তি যস্যান্তরে
জ্ঞায়ন্তে স্ফুটমস্য বক্রমধুরাস্তেনৈব বিক্রান্তয়ঃ ॥ ৫২ ॥

কৃষ্ণদর্শনে প্রভুর মহাভাব-চেষ্টা ঃ—

যে কালে দেখি জগন্নাথ, শ্রীরাম-সুভদ্রা-সাথ,
তবে জানি—আইলাম কুরুক্ষেত্র ।
সফল হৈল জীবন, দেখিলুঁ পদ্মলোচন,
জুড়াইল তনু-মন-নেত্র ॥ ৫৩ ॥
গরুড়ের সন্নিধানে, রহি' করে দরশনে,
সে আনন্দের কি কহিব ব'লে ।
গরুড়-স্তম্ভের তলে, আছে এক নিম্ন খালে,
সে খাল ভরিল অশ্রুজলে ॥ ৫৪ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৪৯। পাতিয়ায়—প্রত্যয় করে।

৫২। হে সুন্দরি, নন্দনন্দন-সম্বন্ধীয় প্রেমা যাঁহার হৃদয়ে জাগিয়াছে, তাঁহার বক্র-মধুরভাব-বিক্রমসকল স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। সেই প্রেম দুইরূপে কার্য্য করে, অর্থাৎ নূতন সর্পবিষের কটুতার গর্ব্বকে স্বজাত পীড়ার দ্বারা নির্ব্বাসিত করে অর্থাৎ যাহার পর নাই এরূপ দুঃখ উদয় করায় ; আবার, আনন্দের দ্বারা অমৃত-মাধুর্য্যের যে অহঙ্কার, তাহার সঙ্কোচনকারী পরম সুখ প্রদান করেন।

অনুভাষ্য

কৃষ্ণমুখশোভানিরীক্ষণং) বিনা যৎ প্রাণপতঙ্গকান্ (যানি ক্ষুদ্র-পতঙ্গতুল্যপ্রাণান্) বিভর্ম্মি (ধারয়ামি), [তানি] বৃথা এব।

৪৭। সেব্য—বিষয় ও সেবক—আশ্রয়, এই উভয়তত্ত্বের সম্মেলনকে 'আলম্বন' বলে। আশ্রয়ের—শ্রবণ, বিষয়ের—বংশীধ্বনি ; বিষয়ের চন্দ্রমুখ-দর্শনে আগ্রহাভাব—আশ্রয়ের আলম্বনরাহিত্যের জ্ঞাপক। স্বীয় বহিরনুভূতিবশে কামচরিতার্থ-তায় বৃথা প্রাণধারণ।

ভঃ রঃ সিঃ—"হন্ত দেহহতকৈঃ কিমমীভিঃ পালিতৈর্বিফল-পুণ্যফলৈর্নঃ।" হায়, আমাদের পুণ্যরহিত হতদেহকে পালন করিয়া আর কি হইবে?

৪৮। নির্ম্মল কৃষ্ণপ্রেমের অনুরাগ শুক্লবস্ত্রসদৃশ, অনুরাগের অভাব কালির দাগের মত ; তাহা কিছু অনুরাগ নহে। তাহা 'অনুরাগ'-নামক শুভ্রতাভূমিকায় কালির দাগের মত স্পষ্ট।

৫২। পৌর্ণমাসী নান্দীমুখীকে বলিতেছেন,—

হে সুন্দরি, পীড়াভিঃ (যাতনাভিঃ) নবকালকূট-কটুতাগর্ব্বস্য (নবকালকূটস্য সুতীব্রবিষস্য যঃ কটুতাগর্ব্বঃ অন্যাবজ্ঞারূপো-গ্রতাময়ভাবঃ তস্য) নির্ব্বাসনঃ (দূরীকরণশীলঃ), মুদাং নিস্যন্দেন (ক্ষরণেন) সুধামধুরিমাহঙ্কারসঙ্কোচনঃ (সুধায়া অমৃতস্য যঃ মধুরিমা মাধুর্য্যং তেন যঃ অহঙ্কারঃ গর্ব্বঃ তং সঙ্কোচয়তি খর্ব্বীকরোতি যঃ) নন্দনন্দনপরঃ (কৃষ্ণোদ্দেশকঃ) প্রেমা যস্য অন্তরে (হৃদয়ে) জাগর্ত্তি, অস্য (প্রেম্ণঃ) বক্রমধুরাঃ (কুটিল-মাধুর্য্যসমন্বিতাঃ) বিক্রান্তয়ঃ (প্রভাবাঃ) তেন (জনেন) এব স্ফুটং (স্পষ্টং) জ্ঞায়ন্তে (অনুভূয়ন্তে)।

৫৪। শ্রীজগন্নাথ-মন্দিরের সম্মুখে জগমোহনের শেষ প্রান্তে

পুনঃ কৃষ্ণবিরহোদ্দীপন ঃ—

তাঁহা হৈতে ঘরে আসি', মাটীর উপরে বসি',
নখে করে পৃথিবী লিখন ।
"হা-হা কাঁহা বৃন্দাবন, কাঁহা গোপেন্দ্রনন্দন,
কাঁহা সেই বংশীবদন ॥ ৫৫ ॥
কাঁহা সে ত্রিভঙ্গঠাম, কাঁহা সেই বেণুগান,
কাঁহা সেই যমুনা-পুলিন ।
কাঁহা সে রাসবিলাস, কাঁহা নৃত্যগীত-হাস,
কাঁহা প্রভু মদনমোহন ॥" ৫৬ ॥
উঠিল নানা ভাবোদ্বেগ, মনে হৈল উদ্বেগ,
ক্ষণমাত্র নারে গোঙাইতে ।
প্রবল বিরহানলে, ধৈর্য্য হৈল টলমলে,
নানা শ্লোক লাগিলা পড়িতে ॥ ৫৭ ॥

শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতে (৪১)—

অমূন্যধন্যানি দিনান্তরাণি হরেস্ত্বদালোকনমন্তরেণ ।
অনাথবন্ধো করুণৈকসিন্ধো হা হন্ত হা হন্ত কথং নয়ামি ॥৫৮॥

কৃষ্ণবিরহে প্রভুর বিলাপ ঃ—

"তোমার দর্শন-বিনে, অধন্য এ রাত্রি-দিনে,
এই কাল না যায় কাটন ।
তুমি অনাথের বন্ধু, অপার করুণাসিন্ধু,
কৃপা করি' দেহ দরশন ॥" ৫৯ ॥

কৃষ্ণদর্শনার্থে পাগল ঃ—

উঠিল ভাব-চাপল, মন হইল চঞ্চল,
ভাবের গতি বুঝন না যায় ।
অদর্শনে পোড়ে মন, কেমনে পাব দরশন,
কৃষ্ণ-ঠাঞি পুছেন উপায় ॥ ৬০ ॥

শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতে (৩২) বিল্বমঙ্গল-বাক্য—

ত্বচ্ছৈশবং ত্রিভুবনাদ্ভুতমিত্যবেহি
মচ্চাপলঞ্চ তব বা মম বাধিগম্যম্ ।
তৎ কিং করোমি বিরলং মুরলীবিলাসি
মুগ্ধং মুখাম্বুজমুদীক্ষিতুমীক্ষণাভ্যাম্ ॥ ৬১ ॥

শ্লোকার্থ ঃ—

"তোমার মাধুরী-বল, তাতে মোর চাপল,
এই দুই, তুমি আমি জানি ।
কাঁহা করোঁ কাঁহা যাঙ, কাঁহা গেলে তোমা পাঙ,
তাহা মোরে কহ ত' আপনি ॥" ৬২ ॥

মহাভাবে মহাপ্রভুর দিব্যোন্মাদ ঃ—

নানা-ভাবের প্রাবল্য, হৈল সন্ধি-শাবল্য,
ভাবে-ভাবে হৈল মহারণ ।
ঔৎসুক্য, চাপল্য, দৈন্য, রোষামর্ষ আদি সৈন্য,
প্রেমোন্মাদ—সবার কারণ ॥ ৬৩ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৫৮। হে হরি! হে অনাথবন্ধু! হে করুণার একমাত্র সমুদ্র! তোমার দর্শন বিনা আমার এই অধন্য দিবারাত্রিসকল আমি কিরূপে যাপন করিব?

অনুভাষ্য

'গরুড়স্তম্ভ'। তৎপশ্চাদ্ভাগে তলভূমিতে যে নিম্ন খাল ছিল, তাহা ভগবানের প্রেমাশ্রুজলে পূর্ণ হইত।

৫৮। হে অনাথবন্ধো (অনাথানাং বিরহবিধুরাণাং গোপীনাং বন্ধুর্যঃ এবম্বিধ) করুণৈকসিন্ধো (দয়ৈকসমুদ্র) [কৃষ্ণাদৃতে মাধুর্য্যপ্রেমসম্পত্ত্যভাবাৎ কোঽপন্যঃ গোপীঃ অনুকম্পয়িতুং ন সমর্থ ইতি ভাবঃ) হে হরে (গোপীজনকায়মনোবাক্যহারিন্) ত্বদালোকনং (ভবদ্দর্শনম্) অন্তরেণ (বিনা) হা হন্ত! হা হন্ত! অধন্যানি (অশুভানি) অমূনি দিনানি * কথং (কেন প্রকারেণ) [তব সেবাং বিনা] নয়ামি (অতিবাহয়ামি)।

৬১। হে মুরলীবিলাসি (গোপীচিত্তহারিবংশীবাদক,) ত্বৎ (তব) শৈশবং মৎ (মম) চাপলং চ ত্রিভুবনাদ্ভুতং (ত্রিলোকমধ্যে বিচিত্রং)—তব বা মম বা (আবয়োরেব ইত্যর্থঃ) অধিগম্যং (অন্যঃ কোঽপি ন জানাতি) বিরলং (দুর্ল্লভদর্শনং নির্জ্জনে বা) মুগ্ধং (গোপীমনোহরং) মুখাম্বুজং (বদনকমলং) ঈক্ষণাভ্যাং (নেত্রাভ্যাং) যথেষ্টম্ উদীক্ষিতুম্ (অবলোকয়িতুং) কিং করোমি, [তদুপায়ং কথয়]।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৬০। চাপল—চাপল্য, চপলতা।

৬১। হে বংশীবিলাসি কৃষ্ণ, তোমার শৈশব-মাধুর্য্য ত্রিভুবনের মধ্যে অদ্ভুত। আমার চাপল্য তুমিই জান ও আমিই জানি, আর কেহ জানে না। এই চক্ষু দুইটী দ্বারা বিরলে তোমার মুখাম্বুজ দর্শন করিবার জন্য এখন কি করিব?

অনুভাষ্য

৬৩। সন্ধি—ভঃ রঃ সিঃ দঃ বি ৪র্থ লঃ—"সরূপয়োর্ভিন্নয়োর্ব্বা সন্ধিঃ স্যাদ্ভাবয়োর্যুতিঃ।" 'সরূপসন্ধি'—"সন্ধিঃ সরূপয়োস্তত্র ভিন্নহেতূত্থয়োর্মতঃ।" 'ভিন্নরূপ সন্ধি'—"ভিন্নয়োর্হেতুনৈকেন ভিন্নেনাপ্যপজাতয়োঃ।" সমানরূপ অথবা ভিন্নরূপভাবদ্বয়ের যুতি বা মিলনকে 'সন্ধি' বলে। ভিন্ন ভিন্ন হেতু হইতে সমানরূপ ভাবদ্বয়ের মিলনে 'সরূপসন্ধি'। একহেতু বা ভিন্নহেতু

* *দিনান্তরাণি—"দিনস্য অহোরাত্রস্য অন্তরাণি মধ্যগতানি ক্ষণবৃন্দানি ইতি" (সারঙ্গ-রঙ্গদা)।*

মত্তগজ ভাবগণ, প্রভুর দেহ—ইক্ষুবন,
গজ-যুদ্ধে বনের দলন ।
প্রভুর হৈল দিব্যোন্মাদ, তনুমনের অবসাদ,
ভাবাবেশে করে সম্বোধন ॥ ৬৪ ॥

দয়িত কৃষ্ণের দর্শনে আকাঙ্ক্ষা ঃ—

শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতে (৪০) বিল্বমঙ্গল-শ্লোক—

হে দেব, হে দয়িত, হে ভুবনৈকবন্ধো,
হে কৃষ্ণ, হে চপল, হে করুণৈকসিন্ধো ।
হে নাথ, হে রমণ, হে নয়নাভিরাম,
হা হা কদা নু ভবিতাসি পদং দৃশোর্মে ॥ ৬৫ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৬৪। দিব্যোন্মাদ—মোহনভাবে ভ্রমের ন্যায় কোন প্রেম-বৈচিত্র্য-দশার নাম 'দিব্যোন্মাদ'।

৬৫। হে দেব! হে দয়িত! হে ভুবনের একমাত্র বন্ধু! হে কৃষ্ণ! হে চপল! হে করুণাসিন্ধু! হে নাথ! হে রমণ! হে নয়নরঞ্জন! আহা! তুমি কবে আবার আমাকে দর্শন দিবে?

অনুভাষ্য

ভিন্নরূপ-ভাবদ্বয়ের মিলনকে 'ভিন্নরূপ সন্ধি' বলে। এককারণ বা ভিন্নকারণ-জনিত ভাবদ্বয়ের সন্ধি ; হর্ষ ও শঙ্কা—উভয়ের সন্ধি, হর্ষ ও বিষাদের সন্ধি।

শাবল্য—ভঃ রঃ সিঃ দঃ বিঃ ৪র্থ লঃ—"শবলত্বং তু ভাবানাং সংমর্দ্দঃ স্যাৎ পরস্পরম্।" ভাবসকলের পরস্পর সম্মর্দ্দের নাম 'শাবল্য'। গর্ব্ব, বিষাদ, দৈন্য, মতি, স্মৃতি, শঙ্কা, অমর্ষ, ত্রাস, নির্ব্বেদ, ধৈর্য্য ও ঔৎসুক্য প্রভৃতি ভাবগণের সম্মর্দ্দ হইলে 'শাবল্য' হয়।

ঔৎসুক্য,—ভঃ রঃ সিঃ দঃ বিঃ ৪র্থ লঃ—"কালাক্ষমত্বমৌৎসুক্যমিষ্টেক্ষাপ্তি-স্পৃহাদিভিঃ। মুখশোষ-ত্বরা-চিন্তা-নিশ্বাস-স্থিরতাদিকৃৎ।।" অভীষ্টবস্তু-দর্শনেচ্ছা ও অভীষ্টপ্রাপ্তি-বাসনাজন্য কালবিলম্ব-সহনের অক্ষমতাকে 'ঔৎসুক্য' বলে। ঔৎসুক্যে মুখশোষ, ব্যস্ততা, চিন্তা, দীর্ঘনিশ্বাস ও স্থৈর্য্য লক্ষিত হয়।

চাপল,—ভঃ রঃ সিঃ দঃ বিঃ ৪র্থ লঃ—"রাগদ্বেষাদিভিশ্চিত্তলাঘবং চাপলং ভবেৎ। তত্রাবিচারপারুষ্যস্বচ্ছন্দাচরণাদয়ঃ।।" আসক্তি ও বিরক্তিদ্বারা চিত্তের লঘুতাকে 'চাপল' বলে। ইহাতে অবিচার, কর্কশবাক্য ও স্বচ্ছন্দ আচরণাদি হয়।

রোষ—ভঃ রঃ সিঃ দঃ বিঃ ৪র্থ লঃ—"অপরাধ-দুরুক্ত্যাদিজাতং চণ্ডত্বমুগ্রতা। বধবন্ধশিরঃকম্পভর্ৎসনাতাড়নাদিকৃৎ।।" অপরাধ ও দূষণীয় বাক্যজনিত ক্রোধকে 'উগ্রতা' বা 'রোষ' কহে। ইহাতে বধ, বন্ধ, শিরঃকম্প, ভর্ৎসন ও তাড়নাদি হয়।

অমর্ষ—ভঃ রঃ সিঃ দঃ বিঃ ৪র্থ লঃ—"অধিক্ষেপাপমানাদেঃ স্যাদমর্ষোঽসহিষ্ণুতা।। তত্র স্বেদঃ শিরঃকম্পো বিবর্ণত্বং বিচিন্তনম্। উপায়ান্বেষণাক্রোশ-বৈমুখ্যোত্তাড়নাদয়ঃ।। অধিক্ষেপ বা তিরস্কার এবং অপমানাদির জন্য অসহিষ্ণুতাকে 'অমর্ষ' বলে। ইহাতে ঘর্ম্ম, শিরঃকম্প, বিবর্ণতা, চিন্তা, উপায়ান্বেষণ, আক্রোশ, বিমুখতা ও তাড়নাদি হয়।

৬৫। হে দেব, হে দয়িত (প্রিয়), হে ভুবনৈকবন্ধো (ব্রজভূম্যেকপালক), হে চপল (স্বেচ্ছারাম), হে করুণৈকসিন্ধো, হে রমণ (গোপীজনরমণ), হে নয়নাভিরাম (নয়নানন্দ), হে কৃষ্ণ (গোপবধ্বাকর্ষক), হা হা মে (মম) দৃশোঃ (নয়নয়োঃ) পদং (গোচরং) কদা (কস্মিন্‌কালে) নু (কিং) ভবিতাসি?

৬৬। উন্মাদ—ভঃ রঃ সিঃ দঃ বিঃ ৪র্থ লঃ—"উন্মাদো হৃদ্‌ভ্রমঃ প্রৌঢ়ানন্দাপদ্বিরহাদিজঃ। অত্রাট্টহাসো নটনং সঙ্গীতং ব্যর্থচেষ্টিতম্।। প্রলাপ-ধাবনক্রোশ-বিপরীত-ক্রিয়াদয়ঃ।।" অত্যন্ত আনন্দ, আপদ এবং বিরহাদি হইতে উদ্ভূত হৃদ্‌ভ্রমকে 'উন্মাদ' বলে। উন্মাদে অট্টহাস, নটন, সঙ্গীত, ব্যর্থচেষ্টা, প্রলাপ, ধাবন, চিৎকার ও বিরুদ্ধ অনুষ্ঠান হয়।

প্রণয়—ভঃ রঃ সিঃ পঃ বিঃ ৩য় লঃ—"প্রাপ্তায়াং সম্ভ্রমাদীনাং যোগ্যতায়ামপি স্ফুটম্। তদ্‌গন্ধেনাপ্যসংস্পৃষ্টা রতিঃ প্রণয় উচ্যতে।।" সম্ভ্রমাদির স্পষ্টরূপে প্রাপ্তি-যোগ্যতা থাকিলেও যথায় সম্ভ্রমগন্ধ স্পর্শ করে না, তাদৃশী রতি 'প্রণয়' বলিয়া কথিত হয়।

মান—উজ্জ্বলনীলমণৌ—"স্নেহস্তূৎকৃষ্টতা-ব্যাপ্ত্যা মাধুর্য্যং মানয়ন্নবম্। যো ধারয়ত্যদাক্ষিণ্যং স মান ইতি কীর্ত্ত্যতে।।" যে চিত্তদ্রব উৎকর্ষপ্রাপ্তিদ্বারা নব নব মাধুর্য্য অনুভব করায় এবং নিজের ভাব-গোপনের জন্য বাহিরে কৌটিল্য-ধারণ করে, তাহাই 'মান'।

প্রভুর দিব্যোন্মাদ-বর্ণন ঃ—

উন্মাদের লক্ষণ, করায় কৃষ্ণ-স্ফুরণ,
ভাবাবেশে উঠে প্রণয়-মান ।
সোল্লুণ্ঠ-বচন-রীতি, মদ, গর্ব্ব, ব্যাজ-স্তুতি,
কভু নিন্দা, কভু বা সম্মান ॥ ৬৬ ॥

পূর্ব্বোক্ত 'হে দেব' শ্লোকের ব্যাখ্যা ঃ—

"তুমি দেব—ক্রীড়ারত, ভুবনের নারী যত,
তাহে কর অভীষ্ট ক্রীড়ন ।
তুমি মোর দয়িত, তাতে বৈস মোর চিত,
মোর ভাগ্যে কৈলে আগমন ॥ ৬৭ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৬৬। সোল্লুণ্ঠ—স্তুতিবাক্যে নিন্দা।

অনুভাষ্য

ভুবনের নারীগণ, সবা' কর আকর্ষণ,
তাঁহা কর সব সমাধান ।
তুমি কৃষ্ণ—চিত্তহর, ঐছে কোন্ পামর,
তোমারে বা কেবা করে মান ॥ ৬৮ ॥
তোমার চপল মতি, একত্র না হয় স্থিতি,
তা'তে তোমার নাহি কিছু দোষ ।
তুমি ত' করুণাসিন্ধু, আমার পরাণ বন্ধু,
তোমায় নাহি মোর কভু রোষ ॥ ৬৯ ॥

কৃষ্ণের প্রতি ক্ষমা বা প্রসন্নভাব ঃ—

তুমি নাথ—ব্রজপ্রাণ, ব্রজের কর পরিত্রাণ,
বহু কার্য্যে নাহি অবকাশ ।
তুমি আমার রমণ, সুখ দিতে আগমন,
এ তোমার বৈদগ্ধ্য-বিলাস ॥ ৭০ ॥
মোর বাক্য নিন্দা মানি', কৃষ্ণ ছাড়ি' গেলা জানি,
শুন, মোর এ স্তুতি-বচন ।
নয়নের অভিরাম, তুমি মোর ধন-প্রাণ,
হাহা পুনঃ দেহ দরশন ॥" ৭১ ॥

প্রভুর মহাভাব-লক্ষণ ঃ—

স্তম্ভ, কম্প, প্রস্বেদ, বৈবর্ণ্য, অশ্রু, স্বরভেদ,
দেহ হৈল পুলকে ব্যাপিত ।
হাসে, কান্দে, নাচে, গায়, উঠি' ইতি-উতি ধায়,
ক্ষণে ভূমে পড়িয়া মূর্চ্ছিত ॥ ৭২ ॥

প্রভুর কৃষ্ণদর্শন-ভ্রম ঃ—

মূর্চ্ছায় হৈল সাক্ষাৎকার, উঠি' করে হুহুঙ্কার,
কহে—এই আইলা মহাশয় ।
কৃষ্ণের মাধুরী-গুণে, নানা ভ্রম হয় মনে,
শ্লোক পড়ি' করয়ে নিশ্চয় ॥ ৭৩ ॥

শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতে (৬৮) বিল্বমঙ্গল-বাক্য—

মারঃ স্বয়ং নু মধুরদ্যুতিমণ্ডলং নু
মাধুর্য্যমেব নু মনো নয়নামৃতং নু ।

অনুভাষ্য

৭০। বৈদগ্ধ্য—পটুতা, পাণ্ডিত্য, রসিকতা, চতুরতা, শোভা বা ভঙ্গী।

৭২। স্তম্ভ—অষ্টসাত্ত্বিক বিকারের অন্যতম ; ভঃ রঃ সিঃ দঃ বিঃ ৩য় লঃ—"চিত্তং সত্ত্বীভবৎ প্রাণে ন্যস্যত্যাত্মানমুদ্ভটম্। প্রাণস্তু বিক্রিয়াং গচ্ছন্ দেহং বিক্ষোভয়ত্যলম্। তদা স্তম্ভাদয়ো ভাবা ভক্তদেহে ভবন্ত্যমী।। স্তম্ভং ভূমিস্থিতঃ প্রাণস্তনোতি। স্তম্ভো হর্ষভয়াশ্চর্য্যবিষাদামর্ষসম্ভবঃ। তত্র বাগাদি-রাহিত্যং নৈশ্চল্যং শূন্যতাদয়ঃ।।" চিত্ত সাত্ত্বিক ভাব লাভ করিলে চঞ্চল মনকে প্রাণে বিন্যাস করে, প্রাণ বিকারবিশিষ্ট হইয়া দেহকে ক্ষুব্ধ করে। তৎকালে ভজনশীলের দেহে এই স্তম্ভাদিভাব প্রকাশ পায়। প্রাণ পঞ্চভূতের ভূমিস্থিত হইলে 'স্তম্ভ' হয়। হর্ষ, ভয়, বিস্ময়, বিষাদ ও ক্রোধ হইতে স্তম্ভ জাত হয়। স্তম্ভ হইলে বাক্-পাণি-পাদাদির চেষ্টারাহিত্য, নিশ্চলতা এবং শূন্যতা প্রভৃতি হয়। স্তম্ভ—মনের অবস্থাবিশেষ। বাক্যাদিরাহিত্য দেহজ বিকার বাহিরে ও অন্তরে ব্যাপিয়া অবস্থিত। পূর্ব্বে সূক্ষ্মাবস্থ, পরে স্থূলাবস্থ। বাক্যাদি-হীনতা—কর্ম্মেন্দ্রিয়ের, ও শূন্যতা—জ্ঞানেন্দ্রিয়ের ক্রিয়ারাহিত্য-জ্ঞাপক।

কম্প—(ভঃ রঃ সিঃ দঃ বিঃ ৩য় লঃ) "বিত্রাসামর্ষহর্ষাদ্যৈ-র্বেপথুর্গাত্রলৌল্যকৃৎ।" বিশেষ ভয়, ক্রোধ ও হর্ষাদি-দ্বারা যাহাতে গাত্রের চাঞ্চল্য হয়, তাহার নাম 'বেপথু' বা 'কম্প'।

স্বেদ—(ভঃ রঃ সিঃ দঃ বিঃ ৩য় লঃ) "স্বেদো হর্ষভয়-ক্রোধাদিজঃ ক্লেদকরস্তনোঃ" অর্থাৎ হর্ষ, ভয় ও ক্রোধাদিজনিত যাহা দেহের ক্লেদ জন্মায়, তাহাকে 'স্বেদ' বলে।

বৈবর্ণ্য—(ভঃ রঃ সিঃ দঃ বিঃ ৩য় লঃ) "বিষাদরোষভীত্যা-দের্বৈবর্ণ্যং বর্ণবিক্রিয়া। ভাবজ্ঞৈরত্র মালিন্যকার্শ্যাদ্যাঃ পরি-কীর্ত্তিতাঃ।।" অর্থাৎ বিষাদ, ক্রোধ ও ভয় প্রভৃতি হইতে দেহের বর্ণবিকারকে 'বৈবর্ণ্য' বলে। বৈবর্ণ্য হইলে মলিনতা ও কৃশতা প্রভৃতি বলা হয়।

অশ্রু—(ভঃ রঃ সিঃ দঃ বিঃ ৩য় লঃ) "হর্ষরোষবিষাদাদ্যৈ-রশ্রু নেত্রে জলোদ্গমঃ। হর্ষজেঽশ্রুণি শীতত্বমৌষ্ণ্যং রোষাদি-সম্ভবে। সর্ব্বত্র নয়নক্ষোভ-রাগসংমার্জ্জনাদয়ঃ।।" অর্থাৎ হর্ষ, ক্রোধ ও বিষাদাদিদ্বারা বিনা-প্রযত্নে চক্ষুতে যে জলোদ্গম হয়, তাহার নাম 'অশ্রু'। হর্ষজনিত অশ্রুতে শীতলতা এবং ক্রোধাদিজনিত অশ্রুতে উষ্ণতা লক্ষিত হইলেও সকল অশ্রুতেই চক্ষুর চঞ্চলতা, রক্তবর্ণ ও মার্জ্জনাদি দেখা যায়।

গদ্গদ—(ভঃ রঃ সিঃ দঃ বিঃ ৩য় লঃ) "বিষাদবিস্ময়ামর্ষ-হর্ষভীত্যাদিসম্ভবম্। বৈস্বর্য্যং স্বরভেদঃ স্যাদেষ গদ্গদিকাদি-কৃৎ।।" বিষাদ, আশ্চর্য্য, ক্রোধ, আনন্দ ও ভয়াদি হইতে 'বৈস্বর্য্য' বা 'স্বরভেদ' হয়, এই স্বরভেদই গদ্গদবাক্য করায়।

পুলক—(ভঃ রঃ সিঃ দঃ বিঃ ৩য় লঃ) "রোমাঞ্চোঽয়ং কিলাশ্চর্য্যহর্ষোৎসাহভয়াদিজঃ। রোমোদ্গমভ্যুদ্গমস্তত্র গাত্রসংস্পর্শ-নাদয়ঃ।।" অর্থাৎ বিস্ময়, হর্ষ, উৎসাহ ও ভয়াদিজনিত লোমসকলের পুলক বা রোমাঞ্চ হয়, তাহাতে গাত্রস্পর্শাদি হইয়া থাকে।

বেণীমৃজো নু মম জীবিতবল্লভো নু
কৃষ্ণোঽয়মভ্যুদয়তে মম লোচনায় ॥ ৭৪ ॥

শ্লোকার্থ ঃ—

"কিবা এই সাক্ষাৎ কাম, দ্যুতিবিম্ব মূর্ত্তিমান্,
কি মাধুর্য্য স্বয়ং মূর্ত্তিমন্ত ।
কিবা মনো-নেত্রোৎসব, কিবা প্রাণবল্লভ,
সত্য কৃষ্ণ আইলা নেত্রানন্দ ॥" ৭৫ ॥

ভাববশ প্রভু ঃ—

গুরু—নানা ভাবগণ, শিষ্য—প্রভুর তনু-মন,
নানা রীতে সতত নাচায় ।
নির্ব্বেদ, বিষাদ, দৈন্য, চাপল্য, হর্ষ, ধৈর্য্য, মন্যু,
এই নৃত্যে প্রভুর কাল যায় ॥ ৭৬ ॥

স্বরূপ-রামানন্দ-সঙ্গে প্রভুর দৈনন্দিন কার্য্যাবলী ঃ—

চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, রায়ের নাটক-গীতি,
কর্ণামৃত, শ্রীগীতগোবিন্দ ।
স্বরূপ-রামানন্দ-সনে, মহাপ্রভু রাত্রি-দিনে,
গায়, শুনে—পরম আনন্দ ॥ ৭৭ ॥

প্রভুর বিভিন্নরসাশ্রিত ভক্তগণ ঃ—

পুরীর বাৎসল্য মুখ্য, রামানন্দের শুদ্ধসখ্য,
গোবিন্দাদ্যের শুদ্ধদাস্যরস ।
গদাধর, জগদানন্দ, স্বরূপের মুখ্য রসানন্দ,
এই চারি ভাবে প্রভু বশ ॥ ৭৮ ॥

প্রভুর পক্ষে মধুররসে মহাভাব আশ্চর্য্যজনক নহে ঃ—

লীলাশুক-মর্ত্ত্যজন, তাঁর হয় ভাবোদ্গম,
ঈশ্বরে সে—কি ইহা বিস্ময় ।
তাতে মুখ্য-রসাশ্রয়, হইয়াছে মহাশয়,
তাতে হয় সর্ব্বভাবোদয় ॥ ৭৯ ॥

আশ্রয়ের প্রণয়ভাবময় বিষয়বিগ্রহ গৌরসুন্দর ঃ—

পূর্ব্বে ব্রজবিলাসে, যেই তিন অভিলাষে,
সেই যত্নে আস্বাদন নহিল ।
শ্রীরাধার ভাবসার, আপনে করি' অঙ্গীকার,
সেই তিনবস্তু আস্বাদিল ॥ ৮০ ॥

মহাবদান্য প্রভুর সেই আশ্রয়ের সেবা-ভাব-বিতরণ ঃ—

আপনে করি' আস্বাদনে, শিখাইল ভক্তগণে,
প্রেমচিন্তামণির প্রভু ধনী ।
নাহি জানে স্থানাস্থান, যারে তারে কৈল দান,
মহাপ্রভু—দাতা-শিরোমণি ॥ ৮১ ॥

পরম দয়াল অবতার ঃ—

এই গুপ্ত ভাব-সিন্ধু, ব্রহ্মা না পায় এক বিন্দু,
হেন ধন বিলাইল সংসারে ।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৭৪। হে সখি, সাক্ষাৎ-কন্দর্পস্বরূপ, দ্যুতিকদম্বমাধুর্য্যস্বরূপ, মূর্ত্তিমান্ মাধুর্য্যস্বরূপ, মনোনয়নের অমৃতস্বরূপ, গোপীজনের (বেণী-উন্মোচনকারী) আনন্দপ্রদস্বরূপ, আমার প্রাণবল্লভস্বরূপ, সাক্ষাৎ নন্দনন্দন ইনিই যে আমার দর্শনপথে অভ্যুদিত হইলেন।

অনুভাষ্য

৭৪। মারঃ (কন্দর্পঃ) নু (কিং) স্বয়ং নু (বিতর্কে) মধুর-দ্যুতিমণ্ডলং (হৃৎস্পর্শি সুন্দরস্নিগ্ধজ্যোতির্ব্বিম্বং) নু (কিং ন) তৎ মাধুর্য্যম্ এব নু (কিং), মনোনয়নামৃতং (হৃদয়নেত্রসুধা-স্বরূপঃ) নু (কিং), বেণীমৃজঃ (বেণ্যুন্মোচনকারী) নু (কিং) অয়ং জীবিতবল্লভঃ (কৃষ্ণঃ) মম লোচনায় (লোচনসুখদাতুং) অভ্যু-দয়তে (মৎসন্নিধৌ প্রকটয়তি)।

৭৬। গুরু শিষ্যগণকে যেরূপ শাসন করিয়া কলা-শিক্ষা দেন, তদ্রূপ্ মহাপ্রভুর হৃদয়ের ভাবসমূহ গুরুস্থানীয় হইয়া প্রভুর শ্রীঅঙ্গ ও মনোরূপ শিষ্যদ্বয়কে নানাপ্রকার রীতিতে নৃত্য করান।

৭৭। রায়ের নাটক—'জগন্নাথবল্লভ' নাটক। গীতি—চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, রামানন্দ রায়, বিল্বমঙ্গল ও জয়দেব—ইঁহাদের রচিত গ্রন্থের পদ্যগুলির গান।

৭৮। শ্রীপরমানন্দ পুরীর (ব্রজের উদ্ধব) বাৎসল্য-রসপ্রধান ভাব, রামানন্দের (অর্জ্জুন বা বিশাখা)—শুদ্ধ-সখ্যভাব, গোবিন্দা-দির সেবাপর শুদ্ধদাস্য এবং অন্তরঙ্গ-ভক্ত গদাধর, জগদানন্দ ও দামোদর-স্বরূপের মুখ্য মধুররস,—এই চারিভাবে প্রভু তাঁহা-দিগের নিকট ভজন-সঙ্গসুখ-সেবা গ্রহণ করিয়া বাধ্য ছিলেন।

৭৯। লীলাশুক—নামান্তর,—'লীলাসুখ', 'চিৎসুখাচার্য্য' ও 'বিল্বমঙ্গল'—বিষ্ণুস্বামি-সম্প্রদায়ভুক্ত ত্রিদণ্ডিস্বামী। আদি ১ম পঃ ৫৭ সংখ্যার অনুভাষ্য দ্রষ্টব্য।

৮০। আদি চতুর্থ অধ্যায় ২৩০ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৭৮। পুরীর—শ্রীপরমানন্দপুরীর। মুখ্যরস—মধুর রস।

৭৯। লীলাশুক—শ্রীবিল্বমঙ্গল গোস্বামী। ইনি শিহ্লণমিশ্র নামক দাক্ষিণাত্য-ব্রাহ্মণ। গার্হস্থ্য-ধর্ম্ম-শাস্ত্রানুসারে জীবন-যাপন করিতে করিতে চিন্তামণি-বেশ্যার উপদেশক্রমে বৈরাগ্য অবলম্বনপূর্ব্বক 'শান্তিশতক' রচনা করেন। পরে কৃষ্ণ-বৈষ্ণব-কৃপায় ভক্তিলাভ করত 'বিল্বমঙ্গল গোস্বামী' নাম প্রাপ্ত হইয়া 'কৃষ্ণকর্ণামৃত' গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁহার প্রেমোন্মত্ত ভাব দেখিয়া লোকে তাঁহাকে 'লীলাশুক' বলিতেন।

৮১। প্রভু চৈতন্যদেবের প্রেম-চিন্তামণিই ধন, সেই ধনে

ঐছে দয়ালু অবতার, ঐছে দাতা নাহি আর,
গুণ কেহ নারে বর্ণিবারে ॥ ৮২ ॥

চৈতন্যানুগত্য বিনা কৃষ্ণসেবা অলভ্য ঃ—

কহিবার কথা নয়, কহিলে কেহ না বুঝয়,
ঐছে চিত্র চৈতন্যের রঙ্গ ।
সেই সে বুঝিতে পারে, চৈতন্যের কৃপা যাঁরে,
হয় তাঁর দাসানুদাস-সঙ্গ ॥ ৮৩ ॥

দামোদরস্বরূপ ও রঘুনাথ হইতে ভক্তগণের প্রভুর ভাব-শ্রবণ ঃ—

চৈতন্যলীলা-রত্ন-সার, স্বরূপের ভাণ্ডার,
তেঁহো থুইলা রঘুনাথের কণ্ঠে ।
তাঁহা কিছু যে শুনিলুঁ, তাঁহা ইঁহা বিস্তারিলুঁ,
ভক্তগণে দিলুঁ এই ভেটে ॥ ৮৪ ॥

গ্রন্থকারের নিরপেক্ষতা ঃ—

যদি কেহ হেন কয়, গ্রন্থ কৈল শ্লোকময়,
ইতর-জনে নারিবে বুঝিতে ।
প্রভুর যেই আচরণ, সেই করি বর্ণন,
সর্ব্ব-চিত্ত নারি আরাধিতে ॥ ৮৫ ॥
নাহি কাঁহা সবিরোধ, নাহি কাঁহা অনুরোধ,
সহজ বস্তু করি বিবরণ ।
যদি হয় রাগোদ্দেশ, তাঁহা হয়ে আবেশ,
সহজ বস্তু না যায় লিখন ॥ ৮৬ ॥

শ্রদ্ধার সহিত চৈতন্যলীলা-শ্রবণ-ফলে কৃষ্ণপ্রীতির উদয় ঃ—

যেবা নাহি জানে কেহ, শুনিতে শুনিতে সেহ,
কি অদ্ভুত চৈতন্যচরিত ।
কৃষ্ণে উপজিবে প্রীতি, জানিবে রসের রীতি,
শুনিলেই বড় হয় হিত ॥ ৮৭ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

তিনি ধনী। প্রাকৃত-চিন্তামণির কার্য্যের ন্যায় প্রেমচিন্তামণি বহু বহু প্রেম-চিন্তামণি উৎপাদন করিয়াও প্রভুর ভাণ্ডারে তাহা পূর্ণরূপে বিরাজমান। আবার ভক্তগণ প্রভুদত্ত প্রেম-চিন্তামণি হইতে অনন্ত-কোটি চিন্তামণি সর্ব্বজগতে বিস্তার করিয়াছেন।

৮৩। এই রাধানুগত ভাবতত্ত্বে সাধারণের অধিকার নাই। অযোগ্যপাত্রে কহিলে তাহা 'সহজিয়া', 'বাউল' প্রভৃতির বিকৃত ভাবের ন্যায় রূপান্তর লাভ করে। পণ্ডিতাভিমানীও এই রসতত্ত্বে প্রবেশ করিবার যোগ্য নহেন।

৮৪। স্বরূপ গোস্বামী মহাপ্রভুর শেষলীলা কড়চাসূত্র করিয়া শ্রীরঘুনাথদাস গোস্বামীর কণ্ঠে রাখিয়াছিলেন, অর্থাৎ তাঁহাকে কণ্ঠস্থ করাইয়া কবিরাজ গোস্বামীর দ্বারা জগতে প্রচার করিয়াছেন। সুতরাং শ্রীস্বরূপকৃত কড়চা পৃথক্ পুস্তকাকারে লিখিত হয় নাই। এই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতই স্বরূপের কড়চার নিষ্কর্ষ।

অনুভাষ্য

৮৪। ভেটে—উপহার।

৮৫। শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের আচরণ যথাযথ বর্ণন করিতে গিয়া আমি যাবতীয় মতবাদিগণের প্রশংসনীয় হইতে ইচ্ছা করি না। তাঁহারা আমাকে গর্হণ করিবেন ভাবিয়া এস্থলে প্রভুর চরিত্রের প্রকৃত কথা না লিখিয়া বর্জ্জন, বর্দ্ধন, আবরণ বা শোধন করি নাই। এই গ্রন্থের মধ্যে সংস্কৃত শ্লোক সংযুক্ত করায় অনেকে তর্ক করিতে পারেন যে, সংস্কৃতে অনভিজ্ঞ জন শ্লোকের প্রকৃত ভাবার্থ বুঝিতে পারিবেন না।

৮৬। এই গ্রন্থে কোন বস্তুকে অপেক্ষা করিয়া আমি কাহারও সহিত বিরোধ বা কাহারও অনুরোধের বশবর্ত্তী হইয়া কিছু লিখি নাই ; কেবলমাত্র সহজ-বস্তুর বিবরণ লিখিয়াছি। যদি কেহ রাগের উদ্দেশ লাভ করেন, তাহা হইলে তদাবিষ্ট হইলে এইসকল লিখিত বর্ণন সহজেই উপলব্ধি করিবেন। সহজ বস্তু রাগানুগ-জনের অনুভবনীয়। লিখিতে গেলে তাদৃশ লেখনী রাগাবিষ্ট জনের হৃদয়েই স্ফূর্ত্তিলাভ করিবে ; রাগহীনজন তাহাতে তাদৃশ প্রবেশ করিতে পারিবেন না। অনুভবনীয় সহজ বস্তুকে জানাইবার জন্য এখানে উহা লিখিয়া ফল নাই। পাঠান্তরে—'যদি হয় রাগ-দ্বেষ', তাহা হইলে এরূপ অর্থ হয়—'যদি কৃষ্ণসেবা-পরিত্যক্ত হইয়া কৃষ্ণেতর বস্তুতে অনুরাগ অর্থাৎ অভিনিবেশ এবং দ্বেষ বা বিরাগ আসিয়া কাহাকেও আবিষ্ট করায়, তাহা হইলে তৎকর্ত্তৃক শুদ্ধাত্মার সহজাত অপ্রাকৃত কৃষ্ণপ্রেমার বিষয় কিছুতেই বর্ণিত হইতে পারে না।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৮৬। আমার এই গ্রন্থে কোন স্থলে সবিরোধ সিদ্ধান্ত নাই, অথবা অন্য কোন ব্যক্তির মতের অনুরোধ নাই। আমি সহজতত্ত্ব বিচার করিয়া লিখিয়াছি। জীবের পক্ষে রাগতত্ত্বই সহজ, বিচার-তত্ত্ব সহজ নয়। রাগতত্ত্বে যাহা উদিত হয়, তাহাই শ্রীমহাপ্রভুর প্রদর্শিত ভজনতত্ত্ব। যদি অন্যমতে বা অন্যপ্রকার তর্কসিদ্ধান্তে রাগোদ্দেশ হয়, তাহাতে আবিষ্ট হইয়া নিরপেক্ষতা দূর হয় ; সুতরাং জীবের স্বতঃসিদ্ধ সহজত্ব লিখিত হইতে পারে না।

ইতি অমৃতপ্রবাহ-ভাষ্যে মধ্যলীলা দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

সংস্কৃত ভাষায় লিখিত ভাগবতের সহিত উপমা ঃ—

ভাগবত—শ্লোকময়, টীকা তার সংস্কৃত হয়,
তবু কৈছে বুঝে ত্রিভুবন ।
ইঁহা শ্লোক দুই চারি, তার ব্যাখ্যা-ভাষা করি,
কেনে না বুঝিবে সর্ব্বজন ॥ ৮৮ ॥

প্রভুর শেষলীলা-বর্ণনে বাঞ্ছা ঃ—

শেষ-লীলার সূত্রগণ, কৈলুঁ কিছু বিবরণ,
ইঁহা বিস্তারিতে চিত্ত হয় ।
থাকে যদি আয়ু-শেষ, বিস্তারিব লীলা-শেষ,
যদি মহাপ্রভুর কৃপা হয় ॥ ৮৯ ॥

গ্রন্থকারের স্বীয় অযোগ্যতা ও দৈন্য জ্ঞাপন ঃ—

আমি বৃদ্ধ জরাতুর, লিখিতে কাঁপয়ে কর,
মনে কিছু স্মরণ না হয় ।
না দেখিয়ে নয়নে, না শুনিয়ে শ্রবণে,
তবু লিখি—এ বড় বিস্ময় ॥ ৯০ ॥

প্রভুর দিব্যোন্মাদাত্মক অন্ত্যলীলাই গৌরভক্তের নিত্যালোচ্য ঃ—

এই অন্ত্যলীলা-সার, সূত্রমধ্যে বিস্তার,
করি' কিছু করিলুঁ বর্ণন ।
ইহা-মধ্যে মরি যবে, বর্ণিতে না পারি তবে,
এই লীলা ভক্তগণ-ধন ॥ ৯১ ॥

এক্ষণে সংক্ষেপে, পরে বিস্তারের বাঞ্ছা ঃ—

সংক্ষেপে এই সূত্র কৈল, যেই ইঁহা না লিখিল,
আগে তাহা করিব বিচার ।
যদি তত দিন জিয়ে, মহাপ্রভুর কৃপা হয়ে,
ইচ্ছা ভরি' করিব বিস্তার ॥ ৯২ ॥

ভক্তবন্দনা ও শ্রৌতপন্থায় অবস্থান ঃ—

ছোট বড় ভক্তগণ, বন্দোঁ সবার-চরণ,
সবে মোরে করহ সন্তোষ ।
স্বরূপ গোসাঞির মত, রূপ-রঘুনাথ জানে যত,
তাই লিখি, নাহি মোর দোষ ॥ ৯৩ ॥

পঞ্চতত্ত্বের, গুরুবর্গের এবং হরিদাস-পণ্ডিতের বন্দনা ঃ—

শ্রীচৈতন্য, নিত্যানন্দ, অদ্বৈতাদি ভক্তবৃন্দ,
শিরে ধরি সবার চরণ ।
স্বরূপ, রূপ, সনাতন, রঘুনাথের শ্রীচরণ,
ধূলি করোঁ মস্তকে ভূষণ ॥ ৯৪ ॥
পাঞা যাঁর আজ্ঞাধন, ব্রজের বৈষ্ণবগণ,
বন্দোঁ তাঁর মুখ্য হরিদাস ।
চৈতন্যবিলাস-সিন্ধু- কল্লোলের এক বিন্দু,
তার কণা কহে কৃষ্ণদাস ॥ ৯৫ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে অন্ত্যলীলা সূত্রকথনে প্রেমোন্মাদ-প্রলাপবর্ণনং নাম দ্বিতীয়-পরিচ্ছেদঃ।

অনুভাষ্য

৮৮। ৮৫ সংখ্যায় লিখিত বাদিগণের বাদ-সম্বন্ধে বলিতে পারি যে, শ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থ—সংস্কৃত-শ্লোকময় ; তাহার ব্যাখ্যা-সকল সংস্কৃত ভাষায় লিখিত হইয়াছে। তাহা যখন ত্রিভুবনের লোক বুঝিয়া কৃষ্ণভক্তিলাভ করে, তখন এই চৈতন্যচরিতামৃতে দুই চারিটী সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধার করিয়া তাহার বাঙ্গালা কবিতায় ব্যাখ্যা করিয়া দিলে সকল গৌরভক্তই উহা বুঝিতে পারিবেন না কেন ?

৯৩। 'ভজনবিজ্ঞ', 'ভজনশীল' ও 'কৃষ্ণনামে দীক্ষিত কৃষ্ণ-নামকারী',—এই ত্রিবিধ ছোট-বড় ভক্ত, সকলেই আমাকে কৃপা করুন। তর্কনিষ্ঠ কনিষ্ঠ ভক্ত আপনাকে সিদ্ধান্তহীন অথচ রসিক-ভক্ত মনে করিয়া আমার পক্ষে লীলার সহিত সিদ্ধান্তসমূহ লেখাকে পাণ্ডিত্য, ভক্তিহীনতা ও কুতর্ক-নিষ্ঠার ফল মনে করিয়া দোষী স্থির করিয়া পাছে কৃপা না করেন, এই আশঙ্কায় বিনীত-ভাবে নিবেদন করিতেছি যে, আমার নিজের কোন স্বতন্ত্রতা নাই, আমি যাঁহাদের পাদপদ্মে বিক্রীত, সেই শ্রীরূপ-রঘুনাথ-শ্রীদামোদরস্বরূপের নিকট হইতে শ্রীগৌরলীলা-তত্ত্ব যাহা জানিয়াছি, তাহাই আমি লিখিলাম।

৯৫। আদি ৮ম পঃ ৪৯-৬০ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

ইতি অনুভাষ্যে দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

কথাসার—কাটোয়া-গ্রামে সন্ন্যাস-গ্রহণের পর তিন দিবস রাঢ়দেশ ভ্রমণ করিতে করিতে নিত্যানন্দপ্রভুর চাতুরীক্রমে শ্রীমহাপ্রভু শান্তিপুরের পশ্চিমপারে আগমন করিলেন। গঙ্গাকে যমুনাভ্রমে স্তব করিলে পর অদ্বৈতপ্রভু নৌকা লইয়া মহাপ্রভুকে স্নান করাইয়া নিজগৃহে লইয়া গেলেন। তথায় নবদ্বীপ-ধামবাসিদিগের ও শ্রীশচীমাতার সহিত প্রভুর সাক্ষাৎকার হইল। তাঁহাদের সহিত মিলনান্তে শচীমাতা পাকাদি করিলে প্রভুদ্বয়ের ভোজনকালে নিত্যানন্দপ্রভুর সহিত অদ্বৈতপ্রভুর নানাবিধ কৌতুক হইল। অপরাহ্ণে সমুদায় ভক্তগণের সহিত সঙ্কীর্ত্তন হইতে লাগিল। এইরূপে তথায় কয়েকদিন অতিবাহিত হইলে ভক্তগণ শচীমাতার সহিত পরামর্শ করিয়া মহাপ্রভুকে নীলাচলে থাকিবার অনুরোধ করেন। মহাপ্রভু তাহা অঙ্গীকার করিয়া নিত্যানন্দ, মুকুন্দ, জগদানন্দ ও দামোদরকে সঙ্গে করিয়া শান্তিপুরের ভক্তগণকে ও শচীমাতাকে বিদায় দিয়া ছত্রভোগপথে শ্রীপুরুষোত্তম যাত্রা করিলেন। (অঃ প্রঃ ভাঃ)

সন্ন্যাসের অব্যবহিত পরেই ভ্রমণকারী গৌরের প্রণাম ঃ—

ন্যাসং বিধায়োৎপ্রণয়োঽথ গৌরো
বৃন্দাবনং গন্তুমনা ভ্রমাদ্ যঃ।
রাঢ়ে ভ্রমন্ শান্তিপুরীময়িত্বা
ললাস ভক্তৈরিহ তং নতোঽস্মি ॥ ১ ॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ২ ॥

২৪ বর্ষ-শেষে প্রভুর সন্ন্যাস-গ্রহণ ঃ—

চব্বিশ বৎসর শেষ যেই মাঘ-মাস।
তার শুক্লপক্ষে প্রভু করিল সন্ন্যাস ॥ ৩ ॥

ত্রিদণ্ডিভিক্ষুর গীত পড়িয়া রাঢ়দেশে প্রভুর তিনদিন ভ্রমণ ঃ—

সন্ন্যাস করি' প্রেমাবেশে চলিলা বৃন্দাবন।
রাঢ়-দেশে তিন দিন করিলা ভ্রমণ ॥ ৪ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১। সন্ন্যাস-গ্রহণপূর্ব্বক কৃষ্ণপ্রেমে বৃন্দাবনগমনেচ্ছা করিলেও ভ্রান্তচিত্ত হইয়া রাঢ়দেশ ভ্রমণ করিতে করিতে শান্তিপুর পৌঁছিয়া ভক্তগণের সহিত উল্লাসপ্রাপ্ত শ্রীগৌরচন্দ্রকে আমি নমস্কার করি।

অনুভাষ্য

১। যঃ গৌরঃ (বিশ্বম্ভরঃ) ন্যাসং (তুর্য্যাশ্রমং) বিধায় (বেদবিহিত-সন্ন্যাস-সংস্কারাদিকং গৃহীত্বা) উৎপ্রণয়ঃ (প্রেমাকৃষ্টঃ সন্) বৃন্দাবনং গন্তুমনাঃ (ব্রজগমনোৎসুকমানসঃ) ভ্রমাৎ (প্রাকৃতনেত্রেষু ভ্রমং প্রদর্শনাৎ, প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিতভক্তি-বিলোচনপদং কৃষ্ণধাম প্রাকৃতচেষ্টয়া দুর্ল্লভং শুদ্ধভজনলভ্যং চেতি প্রদর্শয়ন্) রাঢ়ে (গঙ্গায়াঃ পশ্চিমে রাষ্ট্রাখ্যে প্রদেশে) ভ্রমন্ শান্তিপুরীং অয়িত্বা (গত্বা) ইহ (অস্মিন্ শান্তিপুর্য্যাং) ভক্তৈঃ সহ ললাস, তং গৌরং নতোঽস্মি।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৪। রাঢ়দেশ—'রাষ্ট্র'-শব্দ হইতে 'রাঢ়'-শব্দ। গঙ্গার পশ্চিমপারে গৌড়-ভূমিকে 'রাঢ়দেশ' বলে ; ইহার অন্যতম নাম 'পৌণ্ড্রদেশ'। পৌণ্ড্র-শব্দের অপভ্রংশ 'পেঁড়ো', তথায় রাষ্ট্রদেশের রাজধানী ছিল।

অমৃতানুকণা—৪। "যদহরেব বিরজেৎ তদহরেব প্রব্রজেৎ" (জাবালোপনিষৎ)—অর্থাৎ 'যে-দিনেই কেহ সংসার-বিরক্ত হইবেন, সেদিনেই তিনি প্রব্রজ্যা (সন্ন্যাস) গ্রহণ করিবেন।' ইহাই শ্রীমদ্ভাগবতে (১।১৩।২৭) আরও পরিস্ফুট হইয়াছে "যঃ স্বকাৎ পরতো বেহ জাতনির্ব্বেদ আত্মবান্। হৃদি কৃত্বা হরিং গেহাৎ প্রব্রজেৎ স নরোত্তমঃ।।"—যে আত্মজ্ঞ-ব্যক্তি নিজ-বিবেক বা পর-উপদেশবশতঃ নির্ব্বেদ লাভ করিয়া শ্রীহরিকে হৃদয়ে ধারণপূর্ব্বক গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন, তিনিই নরোত্তম। এইরূপে শাস্ত্রে সন্ন্যাস-গ্রহণ ও তদধিকারের কথা উল্লেখিত হইয়াছে। পুরাণশ্রেষ্ঠ শ্রীমদ্ভাগবত, যাজ্ঞবল্ক্য যতি-প্রকরণ, পদ্মপুরাণ, স্কন্দপুরাণ, হারীত-সংহিতা, সংবর্ত্ত-সংহিতা, দক্ষ-সংহিতা, মনু-সংহিতা প্রভৃতি বিবিধ শাস্ত্রে ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস-বিধি বর্ণিত আছে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও কেহ কেহ "অশ্বমেধং গবালম্ভং সন্ন্যাসং পলপৈতৃকম্। দেবরেণ সুতোৎপত্তিং কলৌ পঞ্চ বিবর্জ্জয়েৎ।।"—এই ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণবাক্য অবলম্বন করিয়া কলিযুগে সন্ন্যাস নাই বলিয়া মনে করেন। সর্ব্ববেদ-ইতিহাস-পুরাণ যাঁহার নিশ্বাস হইতে প্রকাশিত, তাঁহারও যিনি অংশী, সেই সর্ব্বাবতারী স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর কলিযুগে অবতীর্ণ হইয়া চতুর্থাশ্রমরূপ সন্ন্যাস গ্রহণপূর্ব্বক মহাভারতোক্ত বিষ্ণুসহস্রনাম-অন্তর্ভূত নিজ 'সন্ন্যাসকৃৎ'-নামটী সার্থক করিয়াছেন। সুতরাং ইহাদ্বারা উক্ত পুরাণবাক্যের তাৎপর্য্য যে অন্যরূপ, তাহা বুঝিতে হইবে। "কলিতে যে সন্ন্যাস বর্জ্জনীয় বলা হইয়াছে, ইহার ভাব এই যে, আচার্য্যশঙ্কর-প্রবর্ত্তিত 'সোঽহং', 'অহং ব্রহ্মাস্মি' প্রভৃতি অবৈধ চিন্তাপ্রসূত একদণ্ড সন্ন্যাস কাহারও গ্রহণযোগ্য নহে, সুতরাং নিষিদ্ধ। ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাসই

এই শ্লোক পড়ি' প্রভু ভাবের আবেশে ।
ভ্রমিতে পবিত্র কৈল সব রাঢ়-দেশে ॥ ৫ ॥

শ্রৌতপন্থানুসরণেই ত্রিদণ্ডিভিক্ষুর সিদ্ধিলাভের আশা ঃ—
শ্রীমদ্ভাগবত (১১।২৩।৫৭)—

এতাং সমাস্থায় পরাত্মনিষ্ঠামুপাসিতাং পূর্ব্বতমৈর্মহদ্ভিঃ ।
অহং তরিষ্যামি দুরন্তপারং তমো মুকুন্দাঙ্ঘ্রিনিষেবয়ৈব ॥ ৬ ॥

ত্রিদণ্ডিভিক্ষুর কৃষ্ণসেবা-নিষ্ঠা-দর্শনে সুখ ঃ—

প্রভু কহে,—"সাধু এই ভিক্ষুক-বচন ।
মুকুন্দ সেবন-ব্রত কৈল নির্দ্ধারণ ॥ ৭ ॥
পরাত্মনিষ্ঠা-মাত্র বেষ-ধারণ ।
মুকুন্দ-সেবায় হয় সংসার-তারণ ॥ ৮ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৬। অবন্তীদেশীয় ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ কহিলেন,—প্রাচীন মহৎ-জনের উপাসিত এই পরাত্ম-নিষ্ঠারূপ ভিক্ষুকাশ্রম আশ্রয়পূর্ব্বক কৃষ্ণপাদপদ্ম-নিষেবণদ্বারা এই দুরন্তপার সংসাররূপ তমঃ আমি উত্তীর্ণ হইব।

অনুভাষ্য

৬। আবন্তিক ত্রিদণ্ডিভিক্ষু ত্রিতাপে দগ্ধ হইয়া অবশেষে কায়মনোবাক্যে ভগবানের একান্ত শরণাগত হইয়া সেবা করিবার উদ্দেশে এই গীত গান করিলেন,—

পূর্ব্বতমৈঃ (প্রাচীনৈঃ) মহদ্ভিঃ (মহাভাগবতৈঃ) উপাসিতাং (সেবিতাম্) এতাং পরাত্মনিষ্ঠাং (পরঃ "ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ। অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণ-কারণম্।।" ইতি বচনাৎ সর্ব্বস্মাৎ পরঃ যঃ আত্মা, তস্মিন্ যা নিষ্ঠা অনর্থ-নিবৃত্ত্যনন্তরং নৈসর্গিকভজনপরাবস্থিতিঃ তাং) সমাস্থায় (আদৌ শ্রদ্ধাদিক্রমপন্থানুসারেণ সম্যক্ প্রকারেণ শ্রৌতমার্গে ভজনং কুর্ব্বন্) মুকুন্দাঙ্ঘ্রিনিষেবয়া (সাধন-ভাবভক্ত্যাখ্যয়া) এব দুরন্ত-পারং (দুস্তরং) তমঃ (কৃষ্ণসেবারহিত-জড়াহঙ্কার-ভোগরূপ-সংসারাখ্যম্ অজ্ঞানং) তরিষ্যামি (কৃষ্ণেতর-কৈঙ্কর্য্যবাসনাং ত্যক্ত্বা অতিক্রমিষ্যামি)।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৭-৮। সন্ন্যাসবেশ গ্রহণপূর্ব্বক মহাপ্রভু কহিলেন,—এই ভিক্ষুক-বচনটী সাধু ; কেননা, ইহাতে কৃষ্ণপাদপদ্ম-সেবারূপ ব্রত নির্দ্ধারিত হইয়াছে। ইহাতে যে সন্ন্যাসবেশ আছে, জড়াত্ম-নিষ্ঠা নিষেধপূর্ব্বক পরাত্মনিষ্ঠাই ইহার তাৎপর্য্য হইয়াছে।

অনুভাষ্য

চতুঃষষ্টিপ্রকার ভক্ত্যঙ্গ-বিচারে 'বৈষ্ণবচিহ্নধারণে'র অন্তর্গত তুর্য্যাশ্রমোচিত বেষ। যাঁহারা এই তুর্য্যাশ্রমোচিত বেষ ধারণ করেন, তাঁহাদেরই মুকুন্দসেবায় সংসার হইতে উদ্ধার হয়। পরমাত্মনিষ্ঠগণ ত্রিদণ্ডিভিক্ষুর বেষ ধারণ করিয়া থাকেন। পূর্ব্বতম মহর্ষিগণ ত্রিদণ্ডি-বেষ ধারণ করিতেন, পরে বিষ্ণুস্বামী কলিযুগে ত্রিদণ্ডবেষকেই 'পরাত্মনিষ্ঠা' বলিয়া জ্ঞাপন করিয়া মুকুন্দসেবায় নিষ্ঠা প্রবর্ত্তন করেন। ঐকান্তিক-ভক্তিনিষ্ঠ ব্যক্তিগণ সেই ত্রিদণ্ডের

প্রকৃত সনাতন চতুর্থাশ্রম। ইহা সর্ব্বকালেই গ্রহণযোগ্য—কখনও নিষিদ্ধ নহে। ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস কোনও কোনও সময়ে বাহ্যতঃ একদণ্ডাকারেও দেখা যায়। এই শ্রেণীর একদণ্ডী যতি-মহাজনগণ 'সেব্য-সেবক-সেবা'-রূপ ত্রিদণ্ডের নিত্যত্ব স্বীকার করিয়া শঙ্কর-প্রবর্ত্তিত 'একদণ্ড'-সন্ন্যাসকে সর্ব্বতোভাবে অবৈধ-জ্ঞানে অগ্রাহ্য করিয়াছেন। অতএব (রঘুনন্দন)-স্মার্ত্তাচার্য্যের সংগৃহীত উক্ত বাক্যবলেও নিবৃত্তিপথের সাধকগণের পক্ষে ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস গ্রহণ করাই উক্ত প্রমাণের তাৎপর্য্য।" *(—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ)*

শ্রীচৈতন্যভাগবত (মধ্য ২৮।১৫৪-১৫৯) পাঠে জানা যায় যে, শ্রীগৌরসুন্দর শঙ্কর-সম্প্রদায়ী একদণ্ডী যতি শ্রীমৎ কেশব-ভারতীর নিকট সন্ন্যাস-গ্রহণকালে তিনি প্রথমে কেশব-ভারতীরই কর্ণে সন্ন্যাস-মন্ত্র প্রদান করিয়া তাঁহাকে সন্ন্যাসপ্রদান বা পরাত্মনিষ্ঠায় পরিনিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। পশ্চাৎ তাঁহার নিকট হইতে মহাপ্রভু নিজপ্রদত্ত সন্ন্যাস-মন্ত্র গ্রহণ করিলেন। "সর্ব্ব-শিক্ষাগুরু—গৌরচন্দ্র বেদে বলে। কেশব-ভারতী-স্থানে তাহা কহে ছলে।। প্রভু কহে,—স্বপ্নে মোর কোন মহাজন। কর্ণে সন্ন্যাসের মন্ত্র করিল কথন।। বুঝ দেখি তাহা তুমি হয় কিবা নহে। এত বলি' প্রভু তার কর্ণে মন্ত্র কহে।। **ছলে প্রভু কৃপা করি' তারে শিষ্য কৈল**। ভারতীর চিত্তে মহা-বিস্ময় জন্মিল।। প্রভুর আজ্ঞায় তবে কেশব-ভারতী। সেই মন্ত্র প্রভুরে কহিলা মহামতি।।" এতদ্দ্বারা স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর শাঙ্কর-সন্ন্যাস অস্বীকারপূর্ব্বক শ্রীমদ্ভাগবতীয় ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস গ্রহণেরই দৃষ্টান্ত স্থাপন করিলেন এবং উপরিউক্ত সন্ন্যাস-নিষেধক পুরাণ-বাক্যের তাৎপর্য্য প্রকাশপূর্ব্বক শাস্ত্রীয় সন্ন্যাস-বিধির পরম সার্থকতা সম্পাদন করিলেন। সন্ন্যাস-গ্রহণানন্তর তিনি শ্রীমদ্ভাগবতীয় ত্রিদণ্ডি-ভিক্ষু-গীতি কীর্ত্তন-মুখে বৃন্দাবনাভিমুখে গমন-লীলা প্রদর্শনদ্বারা সন্ন্যাসগ্রহণের তাৎপর্য্য এবং ত্রিদণ্ড গ্রহণ করিয়াই বৃন্দাবন গমনের বিধি—তাহা প্রকাশ করিলেন। "বাগ্দণ্ডোঽথ মনোদণ্ডঃ কায়দণ্ডস্তথৈব চ। যস্যৈতে নিহিতা বুদ্ধৌ ত্রিদণ্ডীতি স উচ্যতে।।' (মনু ১২।১০)। সুতরাং বাগ্দণ্ড, মনোদণ্ড এবং কায়দণ্ড-গ্রহণরূপ ত্রিদণ্ড-বিচার অস্বীকার করিলে জীবের ব্যভিচারিতাই প্রশ্রয় পাইতে বাধ্য—তাহাতে মায়ারাজ্যেই মাত্র বাস হইয়া থাকে, শ্রীচৈতন্যদেবের প্রদর্শিত বিপ্রলম্ভাত্মক ভজনে কদাপি অধিকার লাভ হয় না। "আপনি আচরি' ভক্তি শিখামু সবারে।" (চৈঃ চঃ আঃ ৩।২০)—সর্ব্বলোকগুরু শ্রীগৌরসুন্দরের এই ত্রিদণ্ডসন্ন্যাস-গ্রহণলীলা যে একমাত্র উত্তমা-ভক্তিলাভেচ্ছু সাধকজীবগণের জন্য এক বিশেষ নিদর্শন স্থাপন করিতেই সাধিত হইয়াছে, তাহা কোন কোন কলিহত জীব বুঝিতে পারেন না।

সেই বেষ কৈল, এবে বৃন্দাবন গিয়া ।
কৃষ্ণনিষেবণ করি নিভৃতে বসিয়া ॥" ৯ ॥

প্রভুর প্রেমমত্তাবস্থায় বৃন্দাবন-যাত্রা ঃ—

এত বলি' চলে প্রভু, প্রেমোন্মাদের চিহ্ন ।
দিক্-বিদিক্-জ্ঞান নাহি, কিবা রাত্রি-দিন ॥ ১০ ॥

প্রভুর পশ্চাদ্গামী নিতাই, চন্দ্রশেখর ও মুকুন্দ ঃ—

নিত্যানন্দ, আচার্য্যরত্ন, মুকুন্দ,—তিনজন ।
প্রভু-পাছে-পাছে তিনে করেন গমন ॥ ১১ ॥

প্রভুর দর্শনমাত্র লোকের নিস্তার ঃ—

যেই যেই প্রভু দেখে, সেই সেই লোক ।
প্রেমাবেশে 'হরি' বলে, খণ্ডে দুঃখ-শোক ॥ ১২ ॥

বালকগণের প্রতি প্রভুর স্নেহ ঃ—

গোপ-বালক সব প্রভুকে দেখিয়া ।
'হরি' 'হরি' বলি' ডাকে উচ্চ করিয়া ॥ ১৩ ॥
শুনি' তা-সবার নিকটে গেলা গৌরহরি ।
'বল' 'বল' বলে সবার শিরে হস্ত ধরি' ॥ ১৪ ॥
তা'-সবার স্তুতি করে,—"তোমরা ভাগ্যবান্ ।
কৃতার্থ করিলে মোরে শুনাঞা হরিনাম ॥" ১৫ ॥

নিত্যানন্দের চাতুর্য্য ও বালকগণকে
গোপনে উপদেশ ঃ—

গুপ্তে তা-সবাকে আনি' ঠাকুর নিত্যানন্দ ।
শিখাইলা সবাকারে করিয়া প্রবন্ধ ॥ ১৬ ॥

অনুভাষ্য

সহিত চতুর্থ 'জীবদণ্ডে'র সংযোগে যে একদণ্ড-বিধান প্রবর্ত্তন করিয়াছেন, তাহারই অন্তর্গত ত্রিদণ্ড-বিধান। একদণ্ডি-সম্প্রদায় ত্রিদণ্ডের একতাৎপর্য্য বুঝিতে না পারায় ঐ সম্প্রদায়ভুক্ত অনেক শিবস্বামিগণ পরবর্ত্তিকালে নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মজ্ঞান উদ্দেশ করিয়া শঙ্করাচার্য্যের একদণ্ড-সন্ন্যাসের আদর্শ স্থাপনপূর্ব্বক সেব্য-সেবক-ভাব বা মুকুন্দসেবা ছাড়িয়া দিয়াছেন। বিষ্ণুস্বামি-সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তিত অষ্টোত্তরশতনামী সন্ন্যাসিগণের পরিবর্ত্তে দশনামীর ব্যবস্থাই কেবলাদ্বৈতবাদিগণের মধ্যে বিস্তার লাভ করিয়াছে।

শ্রীগৌরসুন্দর যদিও আর্য্যাবর্ত্তের তাৎকালিক প্রথামতে একদণ্ড-সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন, তথাপি সেই একদণ্ডের অভ্যন্তরে দণ্ডচতুষ্টয় একীভূতই ছিল,—ইহা প্রচার করিবার জন্য শ্রীমদ্ভাগবত-কথিত ত্রিদণ্ডি-ভিক্ষুর গীতি গান করিয়াছিলেন। পরাত্মনিষ্ঠার অভাবে যে একদণ্ড, তাহা শ্রীগৌরসুন্দরের অনুমোদিত নহে। ত্রিদণ্ডিগণ দণ্ডত্রয়ের সহিত জীবদণ্ডের সংযোগে ঐকান্তিকী ভক্তির বিধান করিয়া থাকেন। অপ্রাকৃত-ভক্তিরহিত একদণ্ডিগণ নির্ব্বিশেষ-মতাবলম্বী হওয়ায় তাঁহারা পরাত্মনিষ্ঠা-বিমুখ, সুতরাং ব্রহ্মসংজ্ঞক প্রকৃতিতে লীন হইয়া নির্ব্বিশিষ্ট হওয়াকেই 'মুক্তি' বলিয়া মনে করেন। আর্য্যাবর্ত্তবাসী মায়াবাদিগণ শ্রীচৈতন্যদেবকে 'ত্রিদণ্ডী' বলিয়া অবগত না হওয়ায় তাঁহাদের বাহ্যজ্ঞানে 'বিবর্ত্ত' উপস্থিত হয়। শ্রীমদ্ভাগবত একদণ্ড-সন্ন্যাসের কোন কথাই বলেন নাই ; ত্রিদণ্ড-ধারণকেই তুর্য্যাশ্রমের একমাত্র বেশ বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। শ্রীগৌরসুন্দর সেই শ্রীমদ্ভাগবতের বাণীকেই বহুমানন করেন ; বহিঃপ্রজ্ঞ মায়াবাদিগণ তাহা বুঝিতে পারেন না।

শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষানুসারে অদ্যাবধি তাঁহার অনুগতজনের মধ্যে শিখাসূত্রযুক্ত সন্ন্যাস প্রচলিত আছে। একদণ্ডি-মায়াবাদিগণ শিখাসূত্রবর্জ্জিত এবং ত্রিদণ্ড-মাহাত্ম্য বুঝিতে অসমর্থ ; যেহেতু তাঁহাদের শ্রীভগবানে সেবা-প্রবৃত্তি নাই। বিষয়সেবা-নিমগ্ন চিত্তে ধৈর্য্যহীন হইয়া তাঁহারা অতদ্ধর্ম্মাশ্রয়ে সেব্য-সেবক-ভাব-বর্জ্জিত হইয়া প্রকৃতি বা ব্রহ্মে লীন হইবার বিচার করিয়া থাকেন। দৈব-বর্ণাশ্রম-প্রবর্ত্তনকারী আচার্য্যগণ আসুরবর্ণাশ্রমীর বোধ ও চিন্তাস্রোত প্রভৃতি কিছুই গ্রহণ করেন না।

শ্রীগৌরসুন্দরের অত্যন্ত অন্তরঙ্গ ভক্ত, শ্রীমদ্ভাগবত-শাস্ত্রে পরম প্রবীণ শ্রীমদ্ গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী প্রভু স্বয়ং ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাসের বিচার গ্রহণ করিয়াছেন এবং শ্রীমাধব উপাধ্যায়কে তদীয় ত্রিদণ্ডিশিষ্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। এই মাধবাচার্য্য হইতেই পশ্চিমদেশে শ্রীবল্লভাচার্য্য-সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হইয়াছে। গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-স্মৃত্যাচার্য্য শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামীর আচার্য্য ও শ্রীগুরুদেব ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী প্রভুর প্রবর্ত্তিত ত্রিদণ্ডি-বিধানে দীক্ষিত শ্রীল গোপালভট্ট কিরূপ বেষ গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার প্রকৃষ্ট উল্লেখ না থাকিলেও শ্রীরূপ গোস্বামীর লিখিত 'উপদেশামৃতে'র আদি-শ্লোকস্থ ত্রিদণ্ড-বিধানের আনুগত্য বৈষ্ণবস্মৃত্যাচার্য্যে উত্তমরূপেই পরিস্ফুট ছিল। কেবলাদ্বৈত-বিচারে 'একদণ্ড' শ্রীগৌরসুন্দরের অনুগত কেহই অঙ্গীকার করেন নাই। শিখা-মুণ্ডিত ও সূত্র বিবর্জ্জিত নির্ব্বিশেষ-বিচারপর সন্ন্যাসিগণ তাঁহাদের বিচারপ্রণালী গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ে প্রচলিত করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন।

শ্রীগৌরসুন্দরের ত্রিদণ্ডি-শ্রীধরস্বামিপাদের প্রণালীই অনুমোদিত ছিল। কেবলাদ্বৈতবাদিগণ শ্রীধরের শুদ্ধাদ্বৈত-বিচার-প্রণালী বুঝিতে না পারায় তাঁহাকে তাঁহাদের দলভুক্ত করিতে চা'ন, কিন্তু উহা শ্রীগৌরসুন্দরের অনভিপ্রেত।

১৬। প্রবন্ধ—সুসঙ্গত গল্প-রচনা।

"বৃন্দাবন-পথ প্রভু পুছেন তোমারে ।
গঙ্গাতীর-পথ তবে দেখাইহ তাঁরে ॥" ১৭ ॥

প্রভুর বৃন্দাবনপথ জিজ্ঞাসায় বালকগণের নিতাইর কথামত নবদ্বীপ-পথ প্রদর্শন ঃ—

তবে প্রভু পুছিলেন,—"শুন, শিশুগণ ।
কহ দেখি, কোন্ পথে যাব বৃন্দাবন ॥" ১৮ ॥
শিশু সব গঙ্গাতীরপথ দেখাইল ।
সেই পথে আবেশে প্রভু গমন করিল ॥ ১৯ ॥

সমুদয় প্রয়োজন-নির্ব্বাহের ও চতুর্দ্দিকে আগমনবার্ত্তা দিবার জন্য চন্দ্রশেখরকে নিতাইর শান্তিপুরে প্রেরণ ঃ—

আচার্য্যরত্নেরে কহে নিত্যানন্দ-গোসাঞি ।
"শীঘ্র যাহ তুমি অদ্বৈত-আচার্য্যের ঠাঞি ॥ ২০ ॥
প্রভু লয়ে যাব আমি তাঁহার মন্দিরে ।
সাবধানে রহেন যেন নৌকা লঞা তীরে ॥ ২১ ॥
তবে নবদ্বীপে তুমি করহ গমন ।
শচীমাতা লঞা আইস আর ভক্তগণ ॥" ২২ ॥

মহাপ্রভুর সম্মুখে নিতাইর হঠাৎ আগমন ঃ—

তাঁরে পাঠাইয়া নিত্যানন্দ মহাশয় ।
মহাপ্রভুর আগে আসি' দিল পরিচয় ॥ ২৩ ॥

নিত্যানন্দ-দর্শনে প্রভুর জিজ্ঞাসা ও নিতাইর ছলনা ঃ—

প্রভু কহে,—"শ্রীপাদ, তোমার কোথাকে গমন ।"
শ্রীপাদ কহে,—"তোমার সঙ্গে যাব বৃন্দাবন ॥ ২৪ ॥

গঙ্গাকে 'যমুনা' বলিয়া প্রদর্শন ঃ—

প্রভু কহে,—"কত দূরে আছে বৃন্দাবন ।"
তেঁহো কহেন,—"কর এই যমুনা দরশন ॥" ২৫ ॥

মহাপ্রভুর গঙ্গাদর্শনে যমুনা-উদ্দীপন ঃ—

এত বলি' আনিল তাঁরে গঙ্গা-সন্নিধানে ।
আবেশে প্রভুর হৈল গঙ্গারে যমুনা-জ্ঞানে ॥ ২৬ ॥

প্রভুর যমুনা-স্তব ঃ—

"অহো ভাগ্য, যমুনারে পাইলুঁ দরশন ।"
এত বলি' যমুনার করেন স্তবন ॥ ২৭ ॥

চৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটক (৫।১৩)-ধৃত পাদ্মবাক্য—

চিদানন্দভানোঃ সদা নন্দসূনোঃ
পরপ্রেমপাত্রী দ্রবব্রহ্মগাত্রী ।
অঘানাং লবিত্রী জগৎক্ষেমধাত্রী
পবিত্রীক্রিয়ান্নো বপুর্মিত্রপুত্রী ॥ ২৮ ॥

এক কৌপীনমাত্র সম্বল প্রভু ঃ—

এত বলি' নমস্করি' কৈল গঙ্গাস্নান ।
এক কৌপীন, নাহি দ্বিতীয় পরিধান ॥ ২৯ ॥

অদ্বৈতাচার্য্যের আগমন ঃ—

হেনকালে আচার্য্য-গোসাঞি নৌকাতে চড়িঞা ।
আইল নূতন কৌপীন-বহির্ব্বাস লঞা ॥ ৩০ ॥

অদ্বৈতের দর্শনে প্রভুর সন্দেহ ও জিজ্ঞাসা ঃ—

আগে আচার্য্য আসি' রহিলা নমস্কার করি' ।
আচার্য্য দেখি' বলে প্রভু মনে সংশয় করি' ॥ ৩১ ॥
"তুমি ত' আচার্য্য-গোসাঞি, এথা কেনে আইলা ।
আমি বৃন্দাবনে, তুমি কেমতে জানিলা ॥" ৩২ ॥

অদ্বৈতের সরলভাবে উত্তর দান ঃ—

আচার্য্য কহে,—"তুমি যাঁহা, সেই বৃন্দাবন ।
মোর ভাগ্যে গঙ্গাতীরে তোমার আগমন ॥" ৩৩ ॥

অদ্বৈতের নিকট নিতাইর চাতুর্য্য-কথন ঃ—

প্রভু কহে,—"নিত্যানন্দ আমারে বঞ্চিলা ।
গঙ্গাকে আনিয়া মোরে যমুনা কহিলা ॥" ৩৪ ॥

অদ্বৈতকর্ত্তৃক নিতাই-বাক্য সমর্থন ও সত্যত্ব-প্রতিপাদন ঃ—

আচার্য্য কহে,—"মিথ্যা নহে শ্রীপাদ-বচন ।
যমুনাতে স্নান তুমি করিলা এখন ॥ ৩৫ ॥
গঙ্গায় যমুনা বহে হঞা একধার ।
পশ্চিমে যমুনা বহে, পূর্ব্বে গঙ্গাধার ॥ ৩৬ ॥

অদ্বৈতের প্রভুকে নব কৌপীন-দান ও নিমন্ত্রণ ঃ—

পশ্চিমধারে যমুনা বহে, তাঁহা কৈলে স্নান ।
আর্দ্র কৌপীন ছাড়ি' শুষ্ক কর পরিধান ॥ ৩৭ ॥

অনুভাষ্য

২৮। চিদানন্দভানোঃ (সম্বিৎপ্রীতিপ্রকাশকস্য) নন্দসূনোঃ (কৃষ্ণস্য) সদা (নিত্যং) পরপ্রেমপাত্রী (পরমপ্রীতিপ্রদাত্রী) দ্রবব্রহ্মগাত্রী (চিৎসলিলরূপা) অঘানাম্ (অপরাধানাং) লবিত্রী (বিনাশয়িত্রী) জগৎক্ষেমধাত্রী (জগতাং লোকানাং মঙ্গল-বিধাত্রী) মিত্রপুত্রী (রবিসুতা কালিন্দী যমুনা) নঃ (অস্মাকং) বপুঃ [দিব্যজ্ঞানেন] পবিত্রীক্রিয়াৎ (শুদ্ধী কুর্য্যাৎ)।

৩৪। গঙ্গাকে—গঙ্গায় ; কবিরাজ-গোস্বামিপ্রভুর পূর্ব্বাশ্রম

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২৮। চিদানন্দসূর্য্যস্বরূপ নন্দনন্দনের সর্ব্বদা প্রেমের পাত্রী, ব্রহ্মদ্রবস্বরূপিণী, পাপনাশিনী, জগতের মঙ্গলকারিণী, সূর্য্যপুত্রী যমুনা আমাদের শরীরকে পবিত্র করুন।

অনুভাষ্য

রাঢ়দেশে—কাটোয়ার নিকট থাকায় গ্রন্থমধ্যে বহুস্থানে রাঢ়ের ভাষা দেখা যায়। অদ্যাপি রাঢ়দেশে সপ্তমী-বিভক্তির 'এ'-স্থলে 'কে' ব্যবহৃত হয় ; যেমন, 'ঘরে'-শব্দ রাঢ়ে 'ঘরকে'-শব্দে প্রচলিত।

প্রেমাবেশে তিন দিন আছ উপবাস ।
আজি মোর ঘরে ভিক্ষা, চল মোর বাস ॥ ৩৮ ॥

পাছে প্রভু অস্বীকার করেন, এই ভয়ে নিজগৃহে ভিক্ষার সামান্যভাবে বর্ণন ঃ—

একমুষ্টি অন্ন মুঞি করিয়াছোঁ পাক ।
শুখরুখা ব্যঞ্জন কৈলুঁ, সূপ আর শাক ॥" ৩৯ ॥

প্রভুকে শান্তিপুরে স্বগৃহে আনয়ন ও অভ্যর্থনা ঃ—

এত বলি' নৌকায় চড়াঞা নিল নিজ-ঘর ।
পাদপ্রক্ষালন কৈল আনন্দ-অন্তর ॥ ৪০ ॥

সীতা-ঠাকুরাণীর রন্ধন ও স্বয়ং আচার্য্যের ভোগ-নিবেদন ঃ—

প্রথমে পাক করিয়াছেন আচার্য্যাণী ।
বিষ্ণু-সমর্পণ কৈল আচার্য্য আপনি ॥ ৪১ ॥

দুই প্রভু ও কৃষ্ণ,—তিনজনের জন্য তিন পাত্রে নৈবেদ্য-সজ্জা ঃ—

তিনঠাঞি ভোগ বাড়াইল সম করি' ।
কৃষ্ণের ভোগ বাড়াইল ধাতু-পাত্রোপরি ॥ ৪২ ॥

নৈবেদ্য-বর্ণন ঃ—

বত্তিশা—আঠিয়া-কলার আঙ্গটিয়া পাতে ।
দুই ঠাঞি ভোগ বাড়াইল ভাল মতে ॥ ৪৩ ॥
মধ্যে পীত-ঘৃতসিক্ত শাল্যন্নের স্তূপ ।
চারিদিকে ব্যঞ্জন-ডোঙ্গা, আর মুদ্গসূপ ॥ ৪৪ ॥
সাদ্রক, বাস্তুক-শাক বিবিধ প্রকার ।
পটোল, কুষ্মাণ্ড-বড়ি, মানকচু আর ॥ ৪৫
চই-মরিচ-সুখ্‌ত দিয়া সব ফল-মূলে ।
অমৃতনিন্দক পঞ্চবিধ তিক্ত-ঝালে ॥ ৪৬ ॥
কোমল নিম্বপত্র সহ ভাজা বার্ত্তাকী ।
পটোল-ফুলবড়ি-ভাজা, কুষ্মাণ্ড-মানচাকি ॥ ৪৭ ॥
নারিকেল-শস্য, ছানা, শর্করা মধুর ।
মোচাঘণ্ট, দুগ্ধকুষ্মাণ্ড, সকল প্রচুর ॥ ৪৮ ॥
মধুরাম্লবড়া, অম্লাদি পাঁচ-ছয় ।
সকল ব্যঞ্জন কৈল লোকে যত হয় ॥ ৪৯ ॥
মুদ্গবড়া, মাষবড়া, কলাবড়া, মিষ্ট ।
ক্ষীরপুলী, নারিকেল, যত পিঠা ইষ্ট ॥ ৫০ ॥
বত্তিশা-আঠিয়া-কলার ডোঙ্গা বড় বড় ।
চলে হালে নাহি,ডোঙ্গা অতি বড় দঢ় ॥ ৫১ ॥
পঞ্চাশ পঞ্চাশ ডোঙ্গা ব্যঞ্জনে পূরিঞা ।
তিন ভোগের আশে পাশে রাখিল ধরিঞা ॥ ৫২ ॥
সঘৃত-পায়স নব-মৃৎকুণ্ডিকা ভরিঞা ।
তিন পাত্রে ঘনাবর্ত্ত-দুগ্ধ রাখেত ধরিঞা ॥ ৫৩ ॥
দুগ্ধ-চিড়া-কলা আর দুগ্ধ-লক্‌লকী ।
যতেক করিল, তাহা কহিতে না শকি ॥ ৫৪ ॥
দুই পাশে ধরিল সব মৃৎকুণ্ডিকা ভরি' ।
চাঁপাকলা-দধি-সন্দেশ কহিতে না পারি ॥ ৫৫ ॥

নৈবেদ্যোপরি তুলসী ও তৎসহ আচমন-জল-প্রদান ঃ—

অন্ন-ব্যঞ্জন-উপরি দিল তুলসীমঞ্জরী ।
তিন জলপাত্রে সুবাসিত জল ভরি' ॥ ৫৬ ॥
তিন শুভ্রপীঠ, তার উপরি বসন ।
কৃষ্ণের ভোগ সাক্ষাৎ কৃষ্ণে করাইল ভোজন ॥ ৫৭ ॥

স্বয়ং আরাত্রিক-সম্পাদন ও সগণ প্রভুগণের দর্শন ঃ—

আরতির কালে দুই প্রভু বোলাইল ।
প্রভু-সঙ্গে সবে আসি' আরতি দেখিল ॥ ৫৮ ॥

ঠাকুরের শয়ন-দান ঃ—

আরতি করিয়া কৃষ্ণে করা'ল শয়ন ।
আচার্য্য আসি' প্রভুরে তবে কৈলা নিবেদন ॥ ৫৯ ॥

দুই প্রভুর গৃহমধ্যে ভোজনার্থে গমন ঃ—

দুই ভাই আইলা তবে করিতে ভোজন ।
গৃহের ভিতরে প্রভু করেন গমন ॥ ৬০ ॥

মুকুন্দ ও হরিদাসকে আহারে অনুরোধ সত্ত্বেও তাঁহাদের মর্য্যাদা-রক্ষা ও দৈন্য-বিনয় ঃ—

মুকুন্দ, হরিদাস,—দুই প্রভু বোলাইল ।
যোড়হাতে দুই জন কহিতে লাগিল ॥ ৬১ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৪৩। বত্তিশা-আঠিয়া-কলার আঙ্গটিয়া—বত্রিশ ছড়ার কাঁদি পড়ে, এমত আটিয়া-কলাগাছে। আঙ্গটিয়া অর্থাৎ অখণ্ডকলা-পাতে।

অনুভাষ্য

৩৯। শুখরুখা ব্যঞ্জন—চচ্চড়ি (?) ; সূপ—রসা।

৪৪-৫৫। গ্রন্থকার শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী স্বীয় রন্ধন বা পাক-নৈপুণ্য সুষ্ঠুভাবে প্রদর্শন করিতেছেন।

৪৯। লোকে—জগতে।

৫০। ইষ্ট—প্রয়োজনীয়, বাঞ্ছিত।

৫১। চলে হালে নাহি—নড়ে চড়ে না। দঢ়—দৃঢ়, মজবুৎ।

৫৪। শকি—পারি।

৫৭। সাক্ষাৎ কৃষ্ণে—শ্রীমন্মহাপ্রভুকে।

মুকুন্দ বলে,—"মোর কিছু কৃত্য নাহি সরে ।
পাছে মুঞি প্রসাদ পামু, তুমি যাহ ঘরে ॥" ৬২ ॥
হরিদাস বলে,—"মুঞি পাপিষ্ঠ অধম ।
বাহিরে এক মুষ্টি পাছে করিমু ভোজন ॥" ৬৩ ॥

প্রসাদ-দর্শনে প্রভুর আনন্দ ও অদ্বৈতকে সম্মান ঃ—

দুই প্রভু লঞা আচার্য্য গেলা ভিতর-ঘরে ।
প্রসাদ দেখিয়া প্রভুর আনন্দ অন্তরে ॥ ৬৪ ॥
"ঐছে অন্ন যে কৃষ্ণকে করায় ভোজন ।
জন্মে জন্মে শিরে ধরোঁ তাঁহার চরণ ॥" ৬৫ ॥

মহাপ্রভুকে না জানাইয়া প্রভুদ্বয়কে তত্তৎ আসন প্রদান ঃ—

প্রভু জানে তিন ভোগ—কৃষ্ণের নৈবেদ্য ।
আচার্য্যের মন-কথা নহে প্রভুর বেদ্য ॥ ৬৬ ॥

প্রভু ও আচার্য্য, উভয়েরই উভয়কে ভোজনে অনুরোধ ঃ—

প্রভু বলে,—"বৈস তুমি করিতে ভোজন ।"
আচার্য্য কহে,—"আমি করিব পরিবেশন ॥" ৬৭ ॥

প্রভুর উক্তি ঃ—

"কোন্ স্থানে বসিব, আর আন দুই পাত ।
অল্প করি' তাহে আনি' দেহ ব্যঞ্জন-ভাত ॥" ৬৮ ॥

আচার্য্যের দুই প্রভুকে আসন-প্রদান ঃ—

আচার্য্য কহে,—"বৈস দোঁহে পিঁড়ার উপরে ।"
এত বলি' হাতে ধরি' বসাইল দুঁহারে ॥ ৬৯ ॥

প্রভুর বিধিমার্গে আচার্য্যোচিত বৈরাগ্যলীলা ঃ—

প্রভু কহে,—"সন্ন্যাসীর ভক্ষ্য নহে উপকরণ ।
ইহা খাইলে কৈছে হবে ইন্দ্রিয়-বারণ ॥" ৭০ ॥

গৌরগতপ্রাণ আচার্য্যের প্রভুর ভোজনে
অত্যধিক নির্ব্বন্ধ ঃ—

আচার্য্য কহে,—"ছাড় তুমি আপনার চুরি ।
আমি জানি তোমার সন্ন্যাসের ভারিভুরি ॥ ৭১ ॥
ভোজন করহ, ছাড় বচন চাতুরী ।"
প্রভু কহে,—"এত অন্ন খাইতে না পারি ॥" ৭২ ॥
আচার্য্য বলে,—"অকপটে করহ আহার ।
যদি না খাইতে পার, রহিবেক আর ॥" ৭৩ ॥

ভোজন-পাত্রে অবশেষ রাখা সন্ন্যাসীর নিষেধ ঃ—

প্রভু বলে,—"এত অন্ন নারিব খাইতে ।
সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম নহে উচ্ছিষ্ট রাখিতে ॥" ৭৪ ॥

আচার্য্যের প্রভুকে অনুযোগ ও দীনতা ঃ—

আচার্য্য বলে,—"নীলাচলে খাও চৌয়ান্নবার ।
একবারে অন্ন খাও শত শত ভার ॥ ৭৫ ॥
তিন জনার ভক্ষ্যপিণ্ড—তোমার এক গ্রাস ।
তার লেখায় এই অন্ন নহে পঞ্চগ্রাস ॥ ৭৬ ॥
মোর ভাগ্যে, মোর ঘরে, তোমার আগমন ।
ছাড়হ চাতুরী, প্রভু, করহ ভোজন ॥" ৭৭ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৬২। কৃত্য নাহি সরে—কর্ত্তব্যকার্য্য কিছু বাকী আছে।

৭১। ভারিভুরি—গোপ্যকথা।

অনুভাষ্য

৬৬। শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু যে তিনটী ভোগ সমান করাইয়া বাড়াইয়াছিলেন (এই পরিচ্ছেদের ৪২ সংখ্যা দ্রষ্টব্য), তাহার মধ্যে ধাতু-পাত্রটীরই উপরি কৃষ্ণের ভোগ ছিল ; অপর দুইটী কদলীপত্রে দুইটী ভোগ ছিল। ধাতুপাত্রস্থ কৃষ্ণের ভোগ, কৃষ্ণকে অদ্বৈতপ্রভু স্বয়ং নিবেদন করিয়াছিলেন। বক্রী (বাকি) কলাপাতের দুই ভোগ শ্রীমহাপ্রভু ও শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর জন্য অনিবেদিত অবস্থায় ছিল,—তাহা আচার্য্য মনে মনে রাখিয়াছিলেন, মহাপ্রভুর নিকট ঐ কথা প্রকাশ করেন নাই। সুতরাং মহাপ্রভু তিনটী ভোগই কৃষ্ণনৈবেদ্য-প্রসাদ বলিয়া মনে করিয়াছিলেন।

৬৮। শ্রীমহাপ্রভু অদ্বৈতকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—আমি ও নিত্যানন্দ কোন্ স্থানে বসিব? ভোগের পরিমাণ অধিক দেখিয়া আরও অন্য দুইটী পাত্র আনিয়া তাহাতেই অন্নব্যঞ্জন অল্প পরিমাণে দিতে বলিলেন।

৭০। উপকরণ—ডাল, তরকারী প্রভৃতি যাহার সাহায্যে অবলীলাক্রমে অন্ন ভোজন করিতে পারা যায়। সন্ন্যাসীর তাদৃশ মুখরোচক দ্রব্যে অধিকার নাই। ইন্দ্রিয়প্রিয় বস্তু-সেবনে ভোগ-প্রবৃত্তির প্রবলতা হয়, সেইজন্য মহাপ্রভু বৈরাগ্যপ্রধান-ভক্তের সম্বন্ধে শ্রীরঘুনাথদাস গোস্বামীকে বলিয়াছেন,—"ভাল না পরিবে, আর ভাল না খাইবে।" ভক্তগণ কৃষ্ণপ্রসাদ ব্যতীত কখনও অন্য কোন দ্রব্য গ্রহণ করেন না। অত্যন্ত মুখপ্রিয় উত্তম উত্তম দ্রব্যই অর্থবান্ গৃহস্থগণ কৃষ্ণকে ভোগ দিয়া থাকেন। কৃষ্ণবিলাস-সহচর মুখশুদ্ধি তাম্বূল, অন্যান্য সুগন্ধ মশলা, পুষ্প-মাল্য, পালঙ্ক, বস্ত্র, আভরণাদি প্রসাদীয় বস্তুসমূহ বৈষ্ণবের আদরের বস্তু হইলেও প্রভুর আজ্ঞাক্রমে অকিঞ্চন বৈষ্ণবগণ আপনার দেহকে প্রাকৃত বীভৎস-জ্ঞানে তত্তদ্‌দ্রব্য স্বীকার করিলে অপরাধ হইবে জানিয়া নিজের অযোগ্যতা জ্ঞাপন করেন। বৈষ্ণবাভিমানী অবৈষ্ণব সহজিয়া প্রভৃতি অনর্থ-প্রবৃত্ত-ব্যক্তিগণ প্রভুর উপদেশের তাৎপর্য্য বুঝিতে অসমর্থ।

৭৪। সন্ন্যাসীর উচ্ছিষ্ট রাখিতে নাই—(ভাঃ ১১।১৮।১৯)

প্রভুদ্বয়ের পৃথক্ জলে আচমনান্তে ভোজনারম্ভ ঃ—

এত বলি' জল দিল দুই গোসাঞির হাতে ।
হাসিয়া লাগিলা দুঁহে ভোজন করিতে ॥ ৭৮ ॥

অদ্বৈতের সহিত নিতাইর প্রেম-কৌতুক-বিতণ্ডা ঃ—

নিত্যানন্দ কহে,—"কৈলুঁ তিন উপবাস ।
আজি পারণা করিতে বড় ছিল আশ ॥ ৭৯ ॥
আজি উপবাস হৈল আচার্য্য-নিমন্ত্রণে ।
অর্দ্ধপেট না ভরিল এই গ্রাসেক অন্নে ॥" ৮০ ॥
আচার্য্য কহে,—"তুমি তৈর্থিক সন্ন্যাসী ।
কভু ফল-মূল খাও, কভু উপবাসী ॥ ৮১ ॥
দরিদ্র-ব্রাহ্মণ-ঘরে যে পাইলা মুষ্টিকান্ন ।
ইহাতে সন্তুষ্ট হও, ছাড় লোভ-মন ॥" ৮২ ॥
নিত্যানন্দ বলে,—"যবে কৈলে নিমন্ত্রণ ।
তত দিতে চাহ, যত করিয়ে ভোজন ॥" ৮৩ ॥
শুনি' নিত্যানন্দের কথা ঠাকুর অদ্বৈত ।
কহেন তাঁহারে কিছু পাইয়া পিরীত ॥ ৮৪ ॥
"ভ্রষ্ট অবধূত তুমি, উদর ভরিতে ।
সন্ন্যাস লইয়াছ, বুঝি, ব্রাহ্মণ দণ্ডিতে ॥ ৮৫ ॥
তুমি খেতে পার দশ-বিশ মানের অন্ন ।
আমি তাহা কাঁহা পাব, দরিদ্র ব্রাহ্মণ ॥ ৮৬ ॥
যে পাঞাছ মুষ্টিকান্ন, তাহা খাঞা উঠ ।
পাগলামি না করিহ, না ছড়াইও ঝুঠ ॥" ৮৭ ॥

প্রভুদ্বয়ের প্রণয়কৌতুক-কলহে মহাপ্রভুর হাস্য ঃ—

এই মত হাস্যরসে করেন ভোজন ।
অর্দ্ধ-অর্দ্ধ খাঞা প্রভু ছাড়েন ব্যঞ্জন ॥ ৮৮ ॥

আচার্য্যের ইচ্ছামত মহাপ্রভুর পরিপূর্ণ ভোজন ঃ—

সেই ব্যঞ্জন আচার্য্য পুনঃ করেন পূরণ ।
এই মত পুনঃ পুনঃ পরিবেশে ব্যঞ্জন ॥ ৮৯ ॥
দোনা ব্যঞ্জনে ভরি' করেন প্রার্থন ।
প্রভু বলেন,—"আর কত করিব ভোজন ॥" ৯০ ॥
আচার্য্য কহে,—"যে দিয়াছি, তাহা না ছাড়িবা ।
এখন যে দিয়ে, তার অর্দ্ধেক খাইবা ॥" ৯১ ॥
নানা যত্নে-দৈন্যে প্রভুর করাইল ভোজন ।
আচার্য্যের ইচ্ছা প্রভু করিল পূরণ ॥ ৯২ ॥

অর্দ্ধভুক্ত-ভানে কৃত্রিম-ক্রোধভরে নিতাইর একমুষ্টি অন্ন-বিক্ষেপ ঃ—

নিত্যানন্দ কহে,—"আমার পেট না ভরিল ।
লঞা যাহ, তোর অন্ন কিছু না খাইল ॥" ৯৩ ॥
এত বলি' একগ্রাস অন্ন হাতে লঞা ।
উঝালি' ফেলিল আগে যেন ক্রুদ্ধ হঞা ॥ ৯৪ ॥

নিতাইর সেই নিক্ষিপ্ত উচ্ছিষ্ট অঙ্গে স্পর্শহেতু অদ্বৈতের প্রেমভরে নৃত্য ঃ—

ভাত দুই-চারি লাগে আচার্য্যের অঙ্গে ।
ভাত গায়ে লঞা আচার্য্য নাচে বহুরঙ্গে ॥ ৯৫ ॥
"অবধূতের ঝুটা মোর লাগিল অঙ্গে ।
পরম পবিত্র মোরে কৈল এই ঢঙ্গে ॥ ৯৬ ॥

নিন্দাচ্ছলে অদ্বৈতের নিত্যানন্দ-স্তুতি ঃ—

তোরে নিমন্ত্রণ করি' পাইনু তার ফল ।
তোর জাতি-কুল নাহি, সহজে পাগল ॥ ৯৭ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৮৬। মান—চারসেরা কাঠাকে 'মান' বলে।

অনুভাষ্য

"বহির্জলাশয়ং গত্বা তত্রোপস্পৃশ্য বাগ্যতঃ। বিভজ্য পাবিতং শেষং ভুঞ্জীতাশেষমাহৃতম্ ।।" চক্রবর্ত্তীর টীকা—"বিভজ্য বিষ্ণু-ব্রহ্মার্কভূতেভ্যঃ ; অশেষমিতি ভোজনপাত্রেঽবশিষ্টং ন রক্ষণীয়-মিতি।"

৭৬। লেখায়—অনুপাতে।

৮১। তৈর্থিক সন্ন্যাসী—স্বয়ং অবধূত হইয়াও তীর্থ ভ্রমণ-কারী বহূদক-সন্ন্যাসাভিনয়কারী ; ৮৫ সংখ্যার অনুভাষ্য দ্রষ্টব্য।

৮৫। ভ্রষ্ট—প্রাকৃত-স্মার্ত্তসমাজ-ভ্রষ্ট অর্থাৎ বিধি-নিষেধা-তীত, নিন্দাচ্ছলে স্তুত্যর্থে ব্যবহৃত।

সন্ন্যাসের চরম অবস্থা—পারমহংস্য ; উহারই নামান্তর 'অবধূতত্ব'। অবধূতগণ স্বেচ্ছাচারী—বিষয়গ্রহণ সত্ত্বেও বিষয়-

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৯০। দোনা—ডোঙ্গা। করেন প্রার্থন—খাইতে প্রার্থনা করেন।

অনুভাষ্য

বাধ্য নহেন। সন্ন্যাসের চিহ্ন তাঁহারা কখনও গ্রহণ করেন, কখনও বা পরিত্যাগ করেন। এইসকল অদ্বৈতবাক্য পরিহাসপর, প্রকৃত কথা নহে। কেহ কেহ খড়দহে ত্রিপুরাসুন্দরীকে শ্রীশ্যামসুন্দরসহ অধিষ্ঠিত দেখিয়া নিত্যানন্দপ্রভুর অবধূতাচারকে শাক্তসম্প্রদায়ের কৌলাবধূতাচার বলিয়া ভ্রম করেন,—"অন্তঃ শাক্তঃ বহিঃ শৈবঃ সভায়াং বৈষ্ণবো মতঃ" ; বস্তুতঃ তাহা নহে। শ্রীনিত্যানন্দস্বরূপ বৈদিক-সন্ন্যাসীর স্বরূপ-ব্রহ্মচারী, স্বয়ং পরমহংস। আবার কেহ কেহ বলেন, লক্ষ্মীপতি তীর্থই তাঁহার আচার্য্য ; তাহা হইলেও তিনি শ্রীমাধ্ব-সম্প্রদায়ভুক্ত,—বঙ্গদেশীয় তান্ত্রিক নহেন।

৮৭। ঝুঠ—উচ্ছিষ্ট।

আপনার সম মোরে করিবার তরে ।
ঝুঠা দিলে, বিপ্র বলি' ভয় না করিলে ॥" ৯৮ ॥

নিত্যানন্দের অদ্বৈতকে শাস্তিদানের ভয়-প্রদর্শন ও প্রায়শ্চিত্ত-ব্যবস্থা ঃ—

নিত্যানন্দ বলে,—"এই কৃষ্ণের প্রসাদ ।
ইহাকে 'ঝুঠা' কহিলে, কৈলে অপরাধ ॥ ৯৯ ॥
শতেক সন্ন্যাসী যদি করাহ ভোজন ।
তবে এই অপরাধ হইবে খণ্ডন ॥" ১০০ ॥

বৈষ্ণবসন্ন্যাসদ্বারা স্মার্ত্তবিধি-লোপ ঃ—

আচার্য্য কহে,—"না করিব সন্ন্যাসি-নিমন্ত্রণ ।
সন্ন্যাসী নাশিল মোর সব স্মৃতি-ধর্ম্ম ॥" ১০১ ॥

আচমনান্তে প্রভুদ্বয়কে অদ্বৈতের কালোচিত সেবা ঃ—

এত বলি' দুই জনে করাইল আচমন ।
উত্তম শয্যাতে লইয়া করাইল শয়ন ॥ ১০২ ॥
লবঙ্গ এলাচী-বীজ—উত্তম রসবাস ।
তুলসী-মঞ্জরীসহ দিল মুখবাস ॥ ১০৩ ॥
সুগন্ধি চন্দনে লিপ্ত কৈল কলেবর ।
সুগন্ধি পুষ্পমালা আনি' দিল হৃদয়-উপর ॥ ১০৪ ॥

অদ্বৈতকর্তৃক প্রভুর পাদসম্বাহন-চেষ্টা ঃ—

আচার্য্য করিতে চাহে পাদ-সম্বাহন ।
সঙ্কুচিত হঞা প্রভু বলেন বচন ॥ ১০৫ ॥

প্রভুর লজ্জা ও আচার্য্যকে মুকুন্দ-হরিদাসের সহ ভোজনে আজ্ঞা ঃ—

"বহুত নাচাইলে তুমি, ছাড় নাচান ।
মুকুন্দ-হরিদাস লইয়া করহ ভোজন ॥" ১০৬ ॥
তবে ত' আচার্য্য সঙ্গে লঞা দুই জনে ।
করিল ভোজন, ইচ্ছা যে আছিল মনে ॥ ১০৭ ॥

স্থানীয় লোকের প্রভুদর্শনে আগমন ঃ—

শান্তিপুরের লোক শুনি' প্রভুর আগমন ।
দেখিতে আইলা লোক প্রভুর চরণ ॥ ১০৮ ॥

চতুর্দ্দিকে হরিধ্বনি ও প্রভুর রূপদর্শনে আনন্দ ঃ—

'হরি' 'হরি' বলে লোক আনন্দিত হঞা ।
চমৎকার পাইল প্রভুর সৌন্দর্য্য দেখিঞা ॥ ১০৯ ॥
গৌর-দেহ-কান্তি সূর্য্য জিনিয়া উজ্জ্বল ।
অরুণ-বস্ত্রকান্তি তাহে করে ঝলমল ॥ ১১০ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১০১। স্মৃতিধর্ম্ম—স্মার্ত্তধর্ম্ম।

১০৩। রসবাস—রসযুক্ত গন্ধ।

অনুভাষ্য

৯৪। উঝালি—ছড়াইয়া

৯৬। অবধূত—অসংস্কৃতদেহ (ভাঃ ৩।১।১৯ শ্লোকের শ্রীধরস্বামি-টীকা দ্রষ্টব্য)। পরমহংসাচার-লীলাকারী শ্রীনিত্যানন্দ অন্ন ছড়াইয়া পাগলামি দেখাইবার ছলনা করিলেও তাঁহার উচ্ছিষ্ট-স্পর্শে আমি অভক্ত স্মার্ত্তসমাজবিধি-অনুসারে অপবিত্র বা অশুচি হইবার পরিবর্ত্তে বাস্তবিকপক্ষে পরম-পবিত্র ও শুদ্ধ হইলাম। বৈষ্ণব বা পরমহংসের উচ্ছিষ্ট—মহামহাপ্রসাদ, উহা স্বয়ং চেতনময় বাস্তব বিষ্ণুসদৃশ, উহা অভক্তের ইন্দ্রিয়তৃপ্তিকর জড়ের ভাত-ডাল নহে। বর্ণাশ্রমাতীত পরমহংসশ্রেষ্ঠ শ্রীগুরু-দেব, বা পরমহংস অর্থাৎ বৈষ্ণবগণের উচ্ছিষ্ট-স্পর্শ-সেবন-সঙ্গ প্রাকৃত জীবের হৃদয়স্থিত যাবতীয় হরিবৈমুখ্য দূরীভূত করিয়া তাহাকে যে অপ্রাকৃত পরমহংস-দাস্যরূপ শুদ্ধ-ব্রাহ্মণত্বে প্রতি-ষ্ঠিত করে,—ইহা আচার্য্য শ্রীল অদ্বৈতপ্রভু স্বয়ং মূঢ়জীবের মঙ্গলের জন্য বলিলেন।

৯৭। সহজে পাগল—আত্মা বা চেতনের সহজাত অপ্রাকৃত পারমহংস্যধর্ম্মপরায়ণ, অনুক্ষণ সর্ব্বেন্দ্রিয়দ্বারা কৃষ্ণসেবায় মত্ত (ভাঃ ১১।১৮।২৮-২৯ দ্রষ্টব্য)।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৯৮। আপনার সম—অর্থাৎ সিদ্ধবৈষ্ণব বা বিধি-নিষেধা-তীত পরমহংস। শ্রীগুরু নিত্যানন্দ এবং পরমহংস বা বৈষ্ণব ও তাঁহাদের দাসাভিমানিগণ কখনও হরিবিমুখ প্রাকৃত স্মার্ত্ত-সমাজের ভয়ে তাহার বিধিদ্বারা চালিত হন না,—ইহাই আচার্য্য শ্রীল অদ্বৈতপ্রভুর বলিবার তাৎপর্য্য। শুদ্ধবৈষ্ণব বা পরমহংস-দাসগণ চেতনময় মহাপ্রসাদকে প্রকৃতিজাত জড়েন্দ্রিয়-তৃপ্তিকর ভাত-ডালের সহিত এক দেখিয়া তাহাতে স্পর্শদোষ বিচার করিবার পরিবর্ত্তে তাহার সেবন ও সম্মান করেন। শুদ্ধবৈষ্ণব দূরে থাকুক্, চণ্ডালের মুখভ্রষ্ট মহাপ্রসাদ-সেবনফলেও বিপ্রের বিপ্রত্ব সম্পূর্ণ অটুট থাকে, বিপ্রত্বে কিছুমাত্র অশুচি স্পর্শ করে না,—ইহাই জানেন। মহাপ্রসাদ-সেবনে—জড়ের যাবতীয় শুচি ও অশুচি বস্তু কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত হইয়া অপ্রাকৃত শুচিরূপে দৃষ্ট হয়।

৯৯। বৃহদ্বিষ্ণুপুরাণে—"নৈবেদ্যং জগদীশস্য অন্নপানাদিকঞ্চ যৎ। ভক্ষ্যাভক্ষ্যবিচারশ্চ নাস্তি তদ্ভক্ষণে দ্বিজাঃ।। ব্রহ্মবন্নির্ব্বি-কারং হি যথা বিষ্ণুস্তথৈব তৎ। বিকারং যে প্রকুর্ব্বন্তি ভক্ষণে তদ্দ্বিজাতয়ঃ।। কুষ্ঠব্যাধিসমাযুক্তাঃ পুত্রদারবিবর্জ্জিতাঃ। নিরয়ং যান্তি তে বিপ্রাস্তস্মান্নাবর্ত্ততে পুনঃ।।" মহাপ্রসাদকে জড়ের ভাত-ডাল-সাম্যে ভোগ্যবুদ্ধিরূপ অপরাধ হইতে সাবধান করিবার জন্যই গ্রন্থকার মহাপ্রসাদ-মাহাত্ম্য (অন্ত্য, ১৬ পঃ ৫৬-৬৩ সংখ্যায়) লিখিয়াছেন।

সমস্তদিনব্যাপি লোকের যাতায়াত ঃ—

আইসে যায় লোক সব, নাহি সমাধান ।
লোকের সঙ্ঘট্টে দিন হৈল অবসান ॥ ১১১ ॥

সন্ধ্যায় অদ্বৈতের সঙ্কীর্ত্তন ঃ—

সন্ধ্যাতে আচার্য্য আরম্ভিল সঙ্কীর্ত্তন ।
আচার্য্য নাচেন, প্রভু করেন দর্শন ॥ ১১২ ॥
নিত্যানন্দ গোসাঞি বুলে আচার্য্য ধরিঞা ।
হরিদাস পাছে নাচে হরষিত হঞা ॥ ১১৩ ॥

তথাহি পদম্—

কি কহিব রে সখি আজুক আনন্দ ওর ।
চিরদিনে মাধব মন্দিরে মোর ॥ ১১৪ ॥ ধ্রু ॥

এই পদ গাওয়াইয়া হর্ষে করেন নর্ত্তন ।
স্বেদ-কম্প-পুলকাশ্রু-হুঙ্কার-গর্জ্জন ॥ ১১৫ ॥

অদ্বৈতের প্রভুর নিকট সবিনয় প্রার্থনা ঃ—

ফিরি' ফিরি' কভু প্রভুর ধরেন চরণ ।
চরণ ধরিয়া প্রভুরে বলেন বচন ॥ ১১৬ ॥
"অনেক দিন তুমি মোরে বেড়াইলে ভাণ্ডিয়া ।
ঘরেতে পাঞাছি, এবে রাখিব বান্ধিয়া ॥" ১১৭ ॥
এত বলি' আনন্দে আচার্য্য করেন নর্ত্তন ।
প্রহরেক-রাত্রি আচার্য্য কৈল সঙ্কীর্ত্তন ॥ ১১৮ ॥

প্রভুর কৃষ্ণবিরহ ঃ—

প্রেমের উৎকণ্ঠা,—প্রভুর নাহি কৃষ্ণসঙ্গ ।
বিরহ বাড়িল, প্রেমজ্বালার তরঙ্গ ॥ ১১৯ ॥
ব্যাকুল হঞা প্রভু ভূমেতে পড়িলা ।
গোসাঞি দেখিয়া আচার্য্য নৃত্য সম্বরিলা ॥ ১২০ ॥

মুকুন্দের কালোচিত গীত-গান ঃ—

প্রভুর অন্তর মুকুন্দ জানে ভালমতে ।
ভাবের সদৃশ পদ লাগিলা গাইতে ॥ ১২১ ॥
আচার্য্য উঠাইল প্রভুকে করিতে নর্ত্তন ।
পদ শুনি' প্রভুর অঙ্গ না যায় ধারণ ॥ ১২২ ॥

প্রভুর অষ্টসাত্ত্বিক বিকার ঃ—

অশ্রু, কম্প, পুলক, স্বেদ, গদ্গদ বচন ।
ক্ষণে উঠে, ক্ষণে পড়ে, ক্ষণেক রোদন ॥ ১২৩ ॥

তথাহি পদম্—

হা হা প্রাণপ্রিয়সখি, কি না হৈল মোরে ।
কানুপ্রেমবিষে মোর তনু-মন জরে ॥ ১২৪ ॥ ধ্রু ॥
রাত্রি-দিনে পোড়ে মন, সোয়াস্তি না পাই ।
যাঁহা গেলে কানু পাঙ, তাঁহা উড়ি' যাই ॥ ১২৫ ॥

এই পদ গায় মুকুন্দ মধুর সুস্বরে ।
শুনিয়া প্রভুর চিত্ত হইল কাতরে ॥ ১২৬ ॥

প্রভুর ভাব ঃ—

নির্ব্বেদ, বিষাদ, হর্ষ, চাপল্য, গর্ব্ব, দৈন্য ।
প্রভুর সহিত যুদ্ধ করে ভাব-সৈন্য ॥ ১২৭ ॥
জর-জর হৈল প্রভু ভাবের প্রহারে ।
ভূমিতে পড়িল, শ্বাস নাহিক শরীরে ॥ ১২৮ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১১৪। ওর—সীমা ; এই পদটী বিদ্যাপতির।

অনুভাষ্য

১০৬। সন্ন্যাসীকে উত্তমশয্যা, লবঙ্গ, এলাচি, চন্দন, পুষ্প-মালাদান ও স্বয়ং অদ্বৈতের পাদসম্বাহন-চেষ্টা দেখিয়া মহাপ্রভু বলিলেন,—তুমি আমাকে অনেক নাচাইয়াছ, এক্ষণে নাচান বন্ধ কর।

১১১। সমাধান—হিসাব, মীমাংসা।

১১৩। বুলে—নাচিয়া চলেন।

১১৪। বিদ্যাপতি-রচিত গীত—"কি কহব রে সখি আজুক আনন্দ ওর। চিরদিনে মাধব মন্দিরে মোর।। পাপ সুধাকর যত সুখ দেল। পিয়ামুখ-দরশনে তত সুখ ভেল।। আচর ভরিয়া যদি মহানিধি পাই। তব্ হাম্ পিয়া দূরদেশে না পাঠাই।। শীতের ওড়নী পিয়া, গিরিষীর বা'। বরিষার ছত্র পিয়া, দরিয়ার না'।। ভণয়ে বিদ্যাপতি, শুন, বরনারি। সুজনক দুখ দিবস দুই চারি।।" শ্রীল রাধামোহন ঠাকুর 'পদামৃত-সমুদ্রে' এই গীতের প্রথম চারি পঙ্‌ক্তি উদ্ধার করেন নাই। কেহ কেহ 'মাধব'-শব্দে মাধবেন্দ্র-পুরীকে লক্ষ্য করিয়া অদ্বৈতের গীতি মনে করেন ; কিন্তু উহা সঙ্গত নহে। মাথুর-বিরহের পর সম্ভোগে, অধিকতর ইহার সঙ্গতি জানিতে হইবে।

১১৭। ভাণ্ডিয়া—ভাঁড়াইয়া, প্রতারিত করিয়া।

১২৪। সম্ভোগ-রসের গীতিতে কৃষ্ণ-সঙ্গাভাবে শ্রীপ্রভুতে বিপ্রলম্ভরসের পূর্ণ প্রাকট্য দেখিয়া মুকুন্দ তদনুরূপ পদ গান আরম্ভ করিলেন। অদ্বৈতপ্রভুও নৃত্য বন্ধ করিলেন। বিদ্যাপতির অনুরূপ পদ—"কি করিব কোথা যাব সোয়াথ না হয়। পিয়ার লাগিয়া হাম কোন্ দেশে যাব।।"

১২৭। হর্ষ—ভঃ রঃ সিঃ দঃ বিঃ ৪র্থ লঃ—"অভীষ্টেক্ষণ-লাভাদিজাতা চেতঃপ্রসন্নতা। হর্ষঃ স্যাদিহ রোমাঞ্চঃ স্বেদোঽশ্রু-মুখফুল্লতা। আবেগোন্মাদজড়তাস্তথা মোহাদয়োঽপি চ।।"

দেখিয়া চিন্তিত হৈলা যত ভক্তগণ ।
আচম্বিতে উঠে প্রভু করিয়া গর্জ্জন ॥ ১২৯ ॥
'বল্' 'বল্' বলে, নাচে, আনন্দে বিহ্বল ।
বুঝন না যায়, ভাব-তরঙ্গ প্রবল ॥ ১৩০ ॥

প্রভুর সঙ্গে সতর্ক নিত্যানন্দ ঃ—

নিত্যানন্দ সঙ্গে বুলে প্রভুকে ধরিঞা ।
আচার্য্য, হরিদাস বুলে পাছে ত' নাচিঞা ॥ ১৩১ ॥

প্রভুতে বহুভাব-বৈচিত্র্য ঃ—

এই মত প্রহরেক নাচে প্রভু রঙ্গে ।
কভু হর্ষ, কভু বিষাদ, ভাবের তরঙ্গে ॥ ১৩২ ॥

উপবাসান্তে অত্যধিক নৃত্যে প্রভুর ক্লান্তি ঃ—

তিন দিন উপবাসে করিয়া ভোজন ।
উদ্দণ্ড-নৃত্যেতে প্রভুর হৈল পরিশ্রম ॥ ১৩৩ ॥

কৃষ্ণপ্রেমে প্রভুর শ্রমবোধরাহিত্য হইলেও শ্রমাপনোদন ঃ—

তবু ত' না জানে শ্রম প্রেমাবিষ্ট হঞা ।
নিত্যানন্দ মহাপ্রভুকে রাখিল ধরিঞা ॥ ১৩৪ ॥
আচার্য্য-গোসাঞি তবে রাখিল কীর্ত্তন ।
নানা সেবা করি' প্রভুকে করাইল শয়ন ॥ ১৩৫ ॥

দশদিন শান্তিপুরে বাস ঃ—

এইমত দশদিন ভোজন-কীর্ত্তন ।
একরূপে করি' করে প্রভুর সেবন ॥ ১৩৬ ॥

নবদ্বীপের ভক্তগণসহ শচীমাতার দোলায় আগমন ঃ—

প্রভাতে আচার্য্য-রত্ন দোলায় চড়াঞা ।
ভক্তগণ-সঙ্গে আইলা শচীমাতা লঞা ॥ ১৩৭ ॥
নদীয়া-নগরের লোক—স্ত্রী-বালক-বৃদ্ধ ।
সব লোক আইল, হৈল সঙ্ঘট্ট সমৃদ্ধ ॥ ১৩৮ ॥

প্রাতে শচীর সহিত প্রভুর মিলন ঃ—

প্রাতঃকৃত্য করি' করে নাম-সঙ্কীর্ত্তন ।
শচীমাতা লঞা আইলা অদ্বৈত-ভবন ॥ ১৩৯ ॥

প্রভুদর্শনে শচীর স্নেহ-ক্রন্দন ঃ—

শচী-আগে পড়িলা প্রভু দণ্ডবৎ হঞা ।
কান্দিতে লাগিলা শচী কোলে উঠাইঞা ॥ ১৪০ ॥

শচীর প্রভুপ্রতি বাৎসল্য-প্রেম বর্ণন ঃ—

দোঁহার দর্শনে দুঁহে হইলা বিহ্বল ।
কেশ না দেখিয়া শচী হইলা বিকল ॥ ১৪১ ॥
অঙ্গ মুছে, মুখ চুম্বে, করে নিরীক্ষণ ।
দেখিতে না পায়,—অশ্রু ভরিল নয়ন ॥ ১৪২ ॥

শচীর পুত্রের নিকট বিলাপ ও প্রার্থনা ঃ—

কান্দিয়া কহেন শচী,—"বাছারে নিমাঞি ।
বিশ্বরূপসম না করিহ নিঠুরাই ॥ ১৪৩ ॥
সন্ন্যাসী হইয়া পুনঃ না দিল দরশন ।
তুমি তৈছে কৈলে মোর হইবে মরণ ॥" ১৪৪ ॥

শচীমাতাকে মাতৃভক্তশিরোমণি প্রভুর প্রবোধ-দান ঃ—

কান্দিয়া বলেন প্রভু,—"শুন, মোর আই ।
তোমার শরীর এই, মোর কিছু নাই ॥ ১৪৫ ॥
তোমার পালিত দেহ, জন্ম তোমা হৈতে ।
কোটি জন্মে তোমার ঋণ না পারি শোধিতে ॥ ১৪৬ ॥

শচীমাতার প্রতি প্রভুর চিরস্নেহ ঃ—

জানি' বা না জানি' যদি করিলুঁ সন্ন্যাস ।
তথাপি তোমারে কভু নহিব উদাস ॥ ১৪৭ ॥

শচীর ঈপ্সিত স্থানে প্রভুর অবস্থানে প্রতিজ্ঞা ঃ—

তুমি যাঁহা কহ, আমি তাঁহাই রহিব ।
তুমি যেই আজ্ঞা কর, সেই সে করিব ॥" ১৪৮ ॥

প্রভুর প্রণাম ও স্নেহভরে শচীর প্রভুকে ক্রোড়ে ধারণ ঃ—

এত বলি' পুনঃ পুনঃ করে নমস্কার ।
তুষ্ট হঞা আই কোলে করে বার বার ॥ ১৪৯ ॥

ভক্তগণের সহিত প্রভুর মিলন ও প্রেমালিঙ্গন ঃ—

তবে আই লঞা আচার্য্য গেলা অভ্যন্তরে ।
ভক্তগণ মিলিতে প্রভু হইলা সত্বরে ॥ ১৫০ ॥

অনুভাষ্য

অভীষ্টদর্শন-লাভে চিত্তের যে প্রসন্নতা হয়, উহাই 'হর্ষ' ; হর্ষ হইলে রোমাঞ্চ, ঘর্ম্ম, অশ্রু, মুখস্ফীততা, আবেগ, উন্মাদ, জাড্য ও মোহাদি হয়।

গর্ব্ব—ভঃ রঃ সিঃ দঃ বিঃ ৪র্থ লঃ—"সৌভাগ্যরূপতারুণ্য-গুণসর্ব্বোত্তমাশ্রয়ৈঃ। ইষ্টলাভাদিনা চান্য-হেলনং গর্ব্ব ঈর্য্যতে।। তত্র সোল্লুণ্ঠবচনং লীলানুত্তরদায়িতা। স্বাঙ্গেক্ষা নিহ্নবোঽন্যস্য বচনাশ্রবণাদয়ঃ।।" ইষ্টবস্তুলাভে নিজ সৌভাগ্য, রূপতারুণ্য, গুণ,

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৪৫। আই—আর্য্যা, শচীমাতা।

অনুভাষ্য

সর্ব্বোত্তমাশ্রয় প্রভৃতি অবলম্বনে অপরকে যে অবহেলা, তাহাই 'গর্ব্ব'। ইহাতে স্তুতিবাক্য, উত্তর না দেওয়া, নিজাঙ্গদর্শন, নিজের অভিপ্রায়াদি-গোপন ও অন্যের বাক্য শ্রবণাদি না করা প্রভৃতি ক্রিয়া বর্ত্তমান।

১৪৩। নিঠুরাই—নিষ্ঠুরতা।

একে একে মিলিল প্রভু সব ভক্তগণে ।
সবার মুখ দেখি' করে দৃঢ় আলিঙ্গনে ॥ ১৫১ ॥

প্রভুদর্শনে ভক্তের সুখ আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছা নহে ঃ—

কেশ না দেখিয়া ভক্ত যদ্যপি পায় দুঃখ ।
সৌন্দর্য্য দেখিতে তবু পায় মহাসুখ ॥ ১৫২ ॥

নবদ্বীপবাসী ভক্তগণ ঃ—

শ্রীবাস, রামাই, বিদ্যানিধি, গদাধর ।
গঙ্গাদাস, বক্রেশ্বর, মুরারি, শুক্লাম্বর ॥ ১৫৩ ॥
বুদ্ধিমন্ত খাঁন, নন্দন, শ্রীধর, বিজয় ।
বাসুদেব, দামোদর, মুকুন্দ, সঞ্জয় ॥ ১৫৪ ॥
কত নাম লইব যত নবদ্বীপবাসী ।
সবারে মিলিলা প্রভু কৃপাদৃষ্ট্যে হাসি' ॥ ১৫৫ ॥

অদ্বৈতভবন—বৈকুণ্ঠ, সর্ব্বক্ষণ হরিসেবাময় ঃ—

আনন্দে নাচয়ে সবে বলি' হরি' 'হরি' ।
আচার্য্য-মন্দির হৈল শ্রীবৈকুণ্ঠপুরী ॥ ১৫৬ ॥

সমাগত সকল লোককেই আচার্য্যের স্নানাহার-দান ঃ—

যত লোক আইল মহাপ্রভুকে দেখিতে ।
নানা-গ্রাম হৈতে, আর নবদ্বীপ হৈতে ॥ ১৫৭ ॥
সবাকারে বাসা দিল—ভক্ষ্য, অন্নপান ।
বহুদিন আচার্য্য-গোসাঞি কৈল সমাধান ॥ ১৫৮ ॥

অচ্যুত আচার্য্যের অচ্যুত ভাণ্ডার ঃ

আচার্য্য-গোসাঞির ভাণ্ডার—অক্ষয়, অব্যয় ।
যত দ্রব্য ব্যয় করে, তত দ্রব্য হয় ॥ ১৫৯ ॥

শচীর পাচিত অন্নে প্রভুর ভোগ ঃ—

সেই দিন হৈতে শচী করেন রন্ধন ।
ভক্তগণ লঞা প্রভু করেন ভোজন ॥ ১৬০ ॥

দিবাভাগে আচার্য্যের, রাত্রিভাগে অন্যলোকের প্রভুদর্শন ঃ—

দিনে আচার্য্যের প্রীতি—প্রভুর দর্শন ।
রাত্রে লোক দেখে প্রভুর নর্ত্তন-কীর্ত্তন ॥ ১৬১ ॥

কীর্ত্তনকালে ভাববশে প্রভুর ভূমিতে পতন ঃ—

কীর্ত্তন করিতে প্রভুর সর্ব্বভাবোদয় ।
স্তম্ভ, কম্প, পুলকাশ্রু, গদ্গদ, প্রলয় ॥ ১৬২ ॥

স্নেহার্দ্র ভয়বিহ্বলা শচীর পুত্রের নিরাময়ার্থে বিষ্ণুসমীপে প্রার্থনা ঃ—

ক্ষণে ক্ষণে পড়ে প্রভু আছাড় খাঞা ।
দেখি' শচীমাতা কহে রোদন করিয়া ॥ ১৬৩ ॥
"চূর্ণ হৈল, হেন বাসোঁ নিমাঞি-কলেবর ।"
হাহা করি' বিষ্ণু-পাশে মাগে এই বর ॥ ১৬৪ ॥
"বাল্যকাল হৈতে তোমার যে কৈলুঁ সেবন ।
তার প্রতিফল মোরে দেহ, নারায়ণ ॥ ১৬৫ ॥
যে-কালে নিমাঞি পড়ে ধরণী-উপরে ।
ব্যথা যেন নাহি লাগে নিমাঞি-শরীরে ॥" ১৬৬ ॥
এইমত শচীদেবী বাৎসল্যে বিহ্বল ।
হর্ষ-ভয়-দৈন্যভাবে হইল বিকল ॥ ১৬৭ ॥

ভক্তগণের প্রভুকে নিমন্ত্রণেচ্ছা ঃ—

শ্রীবাসাদি যত প্রভুর বিপ্র-ভক্তগণ ।
প্রভুকে ভিক্ষা দিতে হৈল সবাকার মন ॥ ১৬৮ ॥

শচীর ভক্তগণকে নিবারণ ও স্বয়ং ভিক্ষা দিবার প্রস্তাব ঃ—

শুনি' শচী সবাকারে করিল মিনতি ।
"নিমাঞির দরশন আর মুঞি পাব কতি ॥ ১৬৯ ॥
তোমা-সবা-সনে হবে অন্যত্র মিলন ।
মুঞি অভাগিনীর মাত্র এই দরশন ॥ ১৭০ ॥
যাবৎ আচার্য্য-গৃহে নিমাঞির অবস্থান ।
মুঞি ভিক্ষা দিব, সবাকারে মাগোঁ দান ॥" ১৭১ ॥

ভক্তগণের সম্মতি ঃ—

শুনি' সব ভক্তগণ কহে করি' নমস্কার ।
"মাতার যে ইচ্ছা, সেই সম্মত সবার ॥" ১৭২ ॥

অনুভাষ্য

১৬২। পুলকাশ্রু—ভঃ রঃ সিঃ দঃ বিঃ ৩য় লঃ—"হর্ষরোষ-বিষাদাদ্যৈরশ্রুনেত্রে জলোদ্গমঃ হর্ষজেঽশ্রুণি শীতত্বমৌষ্ণ্যং রোষাদিসম্ভবে। সর্ব্বত্রনয়নক্ষোভ রাগসম্মার্জ্জনাদয়ঃ।।" হর্ষ, ক্রোধ ও বিষাদাদি হইতে বিনা-প্রযত্নে চক্ষে যে জল পড়ে, উহাই 'পুলকাশ্রু'। হর্ষজন্য অশ্রুতে শীতলত্ব, ক্রোধজন্য উষ্ণত্ব এবং উভয়প্রকার পুলকে নয়নক্ষোভ ও রাগসম্মার্জ্জনাদি ঘটে।

প্রলয়—ভঃ রঃ সিঃ দঃ বিঃ ৩য় লঃ—"প্রলয়ঃ সুখদুঃখাভ্যাং চেষ্টাজ্ঞাননিরাকৃতিঃ। অত্রানুভাবাঃ কথিতা মহীনিপতনাদয়ঃ।।" সুখ ও দুঃখ উভয় চেষ্টা হইতেই জ্ঞান নিরস্ত হয়। এইপ্রকার প্রলয়ে ভূমিতে পতনাদি অনুভাবসকল দেখা যায়।

'সর্ব্বভাব' অর্থাৎ অষ্ট-সাত্ত্বিকবিকার। স্তম্ভ, স্বেদ, রোমাঞ্চ, স্বরভেদ, কম্প, বৈবর্ণ্য, পুলকাশ্রু ও প্রলয়।

১৬৫। বাল্যকাল হৈতে—বালিকা অবস্থা থেকে, আ-শৈশব ; নিত্যসিদ্ধা মূর্ত্তিমতী বাৎসল্য-বিগ্রহা যশোদাস্বরূপিণী শচীমাতা যে আজন্ম কৃষ্ণসেবাপরায়ণা,—কখনই প্রাকৃত জীব নহেন, তাহা এস্থলে তাঁহার স্বমুখেই কথিত হইল।

১৬৯। কতি—কোথায়।

মাতৃ-বাঞ্ছাপূরণার্থে মাতৃভক্তশিরোমণি প্রভুর ভক্তগণকে অনুরোধ ঃ—

মাতার ব্যগ্রতা দেখি' প্রভুর ব্যগ্র মন।
ভক্তগণ একত্র করি' বলিলা বচন ॥ ১৭৩ ॥

প্রভুর ভক্তবশ্যতা ঃ—

"তোমা-সবার আজ্ঞা বিনা চলিলাম বৃন্দাবন।
যাইতে নারিল, বিঘ্ন কৈল নিবর্ত্তন ॥ ১৭৪ ॥

প্রভুর ভক্ত ও মাতৃ-বাৎসল্য ঃ—

যদ্যপি সহসা আমি কর্য়াছোঁ সন্ন্যাস।
তথাপি তোমা-সবা হৈতে নহিব উদাস ॥ ১৭৫ ॥

তোমা-সব না ছাড়িব, যাবৎ আমি জীব'।
মাতারে তাবৎ আমি ছাড়িতে নারিব ॥ ১৭৬ ॥

বান্তাশী হওয়া সন্ন্যাসীর কর্ত্তব্য নহে ঃ—

সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম নহে—সন্ন্যাস করিঞা।
নিজ জন্মস্থানে রহে কুটুম্ব লঞা ॥ ১৭৭ ॥

ফল্গুবৈরাগ্যহেতু মহাপ্রভুর নিন্দা না হয়, তজ্জন্য ভক্তগণের নিকট যুক্তি-প্রার্থনা ঃ—

কেহ যেন এই বলি' না করে নিন্দন।
সেই যুক্তি কহ, যাতে রহে দুই ধর্ম্ম ॥" ১৭৮ ॥

শচীকে অদ্বৈতাদির প্রার্থনা ঃ—

শুনিয়া প্রভুর এই মধুর বচন।
শচীপাশ আচার্য্যাদি করিল গমন ॥ ১৭৯ ॥

প্রভুর নিবেদন তাঁরে সকল কহিল।
শুনি' শচী জগন্মাতা কহিতে লাগিল ॥ ১৮০ ॥

প্রভুর সুখেই শচীমাতার সুখ ঃ—

"তেঁহো যদি ইঁহা রহে; তবে মোর সুখ।
তাঁ'র নিন্দা হয় যদি, তবে মোর দুঃখ ॥ ১৮১ ॥

শচীমাতার পুত্রসুখ-জন্য পুরীবাসের অনুমোদন ঃ—

তাতে এই যুক্তি ভাল, মোর মনে লয়।
নীলাচলে রহে যদি, দুই কার্য্য হয় ॥ ১৮২ ॥

নীলাচলে-নবদ্বীপে যেন দুই ঘর।
লোক-গতাগতি-বার্ত্তা পাব নিরন্তর ॥ ১৮৩ ॥

তুমি সব করিতে পার গমনাগমন।
গঙ্গাস্নানে কভু তাঁর হবে আগমন ॥ ১৮৪ ॥

শচীর শুদ্ধ বাৎসল্য-প্রেম ঃ—

আপনার দুঃখ-সুখ তাঁহা নাহি গণি।
তাঁর যেই সুখ, তাহা নিজ সুখ মানি ॥" ১৮৫॥

ভক্তগণের শচীমাতাকে স্তুতি ঃ—

শুনি' ভক্তগণ তাঁরে করিল স্তবন।
"বেদ-আজ্ঞা যৈছে, মাতা, তোমার বচন ॥" ১৮৬ ॥

শচীর অভিপ্রায়-শ্রবণে প্রভুর আনন্দ ঃ—

প্রভু-আগে ভক্তগণ কহিতে লাগিল।
শুনিয়া প্রভুর মনে আনন্দ হইল ॥ ১৮৭ ॥

ভক্তগণ-সমীপে প্রভুর আবেদন ঃ—

নবদ্বীপ-বাসী আদি যত ভক্তগণ।
সবারে সম্মান করি' বলিলা বচন ॥ ১৮৮ ॥

"তুমি-সব লোক—মোর পরম বান্ধব।
এই ভিক্ষা মাগোঁ,—মোরে দেহ তুমি-সব ॥১৮৯॥

সকলকে কৃষ্ণকীর্ত্তনে আদেশ ঃ—

ঘরে যাঞা কর সদা কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন।
কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণকথা, কৃষ্ণ-আরাধন ॥ ১৯০ ॥

পুরী যাইতে প্রভুর আজ্ঞা-প্রার্থনা ঃ—

আজ্ঞা দেহ নীলাচলে করিয়ে গমন।
মধ্যে মধ্যে আসি' তোমায় দিব দরশন ॥" ১৯১ ॥

যথাযোগ্য মান দিয়া সকলকে বিদায়-দান ঃ—

এত বলি' সবাকারে ঈষৎ হাসিঞা।
বিদায় করিল প্রভু সম্মান করিঞা ॥ ১৯২ ॥

হরিদাসের দৈন্য ও অকিঞ্চন ঃ—

সবা বিদায় দিয়া চলিতে হৈল মন।
হরিদাস কান্দি' কহে করুণ-বচন ॥ ১৯৩ ॥

অনুভাষ্য

১৭৬। জীব'—বাঁচিব, প্রকট থাকিব।

১৮১। পুত্র কৃষ্ণান্বেষণ-চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া গৃহে অবস্থান করিলে মাতার ইন্দ্রিয়তৃপ্তিরূপ সুখ হইলেও কৃষ্ণসেবাপরিত্যাগ-হেতু পুত্র নিন্দাভাজন হইলে যথার্থ-স্নেহশীলা মাতার দুঃখই উপস্থিত হয়; সুতরাং পুত্রদর্শনরূপ নিজ-সুখ বা ভোগ অপেক্ষা পুত্রের কৃষ্ণসেবাতেই নিত্যমঙ্গল-সুখাকাঙ্ক্ষিণী প্রকৃত মাতার প্রকৃত সুখ; নতুবা, মা—'মায়া'-শব্দ-বাচ্য,—এ কথাদ্বারা মাতৃ-কুলের আদর্শ জগন্মাতা শচীঠাকুরাণী সমগ্র মাতৃকুলকে শিক্ষা দিলেন। এতৎপ্রসঙ্গে (ভাঃ ৫।৫।১৮)—"গুরুর্ন স স্যাৎ স্বজনো ন স স্যাৎ পিতা ন স স্যাজ্জননী ন সা স্যাৎ। দৈবং ন তৎ স্যান্ন পতিশ্চ স স্যান্ন মোচয়েদ্ যঃ সমুপেতমৃত্যুম্।।"—শ্লোকটী আলোচ্য।

১৮৫। এই পদ্যটী—কৃষ্ণসেবকের কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছারূপ সেবার সুন্দর ব্যাখ্যা। আদি ৪র্থ পঃ ১৭৪-১৭৫, ২০১, ২০৪; মধ্য ৪র্থ পঃ ১৮৬ সংখ্যা এবং "সেবা-সুখ-দুঃখ—পরম সম্পদ"—(ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদ-কৃত 'শরণাগতি দ্রষ্টব্য)।

"নীলাচলে যাবে তুমি, মোর কোন্ গতি ।
নীলাচলে যাইতে মোর নাহিক শকতি ॥ ১৯৪ ॥
মুঞি অধম না পাইনু তোমার দরশন ।
কেমতে ধরিব এই পাপিষ্ঠ জীবন ॥" ১৯৫ ॥
প্রভু কহে,—"কর তুমি দৈন্য-সম্বরণ ।
তোমার দৈন্যেতে মোর ব্যাকুল হয় মন ॥ ১৯৬ ॥

হরিবিমুখ স্মার্ত্তসমাজকে ধিক্কার দিয়া ব্রাহ্মণগুরু বৈষ্ণবাচার্য্য ঠাকুর হরিদাসকে পুরীতে লইতে প্রতিজ্ঞা ঃ—

তোমার লাগি' জগন্নাথে করিব নিবেদন ।
তোমা-লঞা যাব আমি শ্রীপুরুষোত্তম ॥" ১৯৭ ॥

প্রভুকে আরও দিনকতক থাকিবার জন্য অদ্বৈতের প্রার্থনা ঃ—

তবে ত' আচার্য্য কহে বিনয় করিঞা ।
"দিন দুই-চারি রহ কৃপা ত' করিঞা ॥" ১৯৮ ॥

প্রভুর অদ্বৈত-বাঞ্ছা-পূরণ ও সকলের আনন্দ ঃ—

আচার্য্যের বাক্য প্রভু না করে লঙ্ঘন ।
রহিলা অদ্বৈত-গৃহে, না কৈল গমন ॥ ১৯৯ ॥
আনন্দিত হৈল আচার্য্য, শচী, ভক্ত-সব ।
প্রতিদিন করে আচার্য্য মহামহোৎসব ॥ ২০০ ॥

দিবসে ইষ্টগোষ্ঠী, নিশায় সঙ্কীর্ত্তন ঃ—

দিনে কৃষ্ণরস-কথা ভক্তগণ-সঙ্গে ।
রাত্রে মহা-মহোৎসব সঙ্কীর্ত্তন-রঙ্গে ॥ ২০১ ॥

সগণ প্রভুর স্বপাচিত অন্নভোজনে আইর আনন্দ ঃ—

আনন্দিত হঞা শচী করেন রন্ধন ।
সুখে ভোজন করে প্রভু লঞা ভক্তগণ ॥ ২০২ ॥

প্রভুর সেবায় অদ্বৈতের সবই ধন্য ঃ—

আচার্য্যের শ্রদ্ধা-ভক্তি, গৃহ-সম্পদ্-ধনে ।
সকল সফল হৈল প্রভুর আগমনে ॥ ২০৩ ॥

শচীমাতার সুখ ঃ—

শচীর আনন্দ বাড়ে দেখি' পুত্রমুখ ।
ভোজন করাঞা পূর্ণ কৈল নিজসুখ ॥ ২০৪ ॥

অদ্বৈতগৃহে দিনকতক অপ্রাকৃত আনন্দ ঃ—

এইমত অদ্বৈত-গৃহে ভক্তগণ মিলে ।
বঞ্চিলা কতকদিন মহা-কুতূহলে ॥ ২০৫ ॥

ভক্তগণকে বিদায়-দান ঃ—

আর দিন প্রভু কহে সব ভক্তগণে ।
"নিজ-নিজ-গৃহে সবে করহ গমনে ॥ ২০৬ ॥

প্রভু ও ভক্ত উভয়ের পরস্পর ভাবিমিলন-সুযোগ-নির্দ্দেশ ঃ—

ঘরে গিয়া কর সবে কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন ।
পুনরপি আমা-সঙ্গে হইবে মিলন ॥ ২০৭ ॥

ভক্তগণের গমনে ও প্রভুর আগমনে মিলন-সম্ভাবনা ঃ—

কভু বা তোমরা করিবে নীলাদ্রি-গমন ।
কভু বা আসিব আমি করিতে গঙ্গাস্নান ॥" ২০৮ ॥

পুরীপথে প্রভুর সঙ্গী নিতাইপ্রমুখ চারিজন ; প্রভুর শচীমাতাকে বন্দনানন্তর যাত্রা ঃ—

নিত্যানন্দ-গোসাঞি, পণ্ডিত জগদানন্দ ।
দামোদর পণ্ডিত, আর দত্ত মুকুন্দ ॥ ২০৯ ॥
এই চারিজন, আচার্য্য দিল প্রভু-সনে ।
জননী প্রবোধ করি' বন্দিল চরণে ॥ ২১০ ॥
তাঁরে প্রদক্ষিণ করি' করিল গমন ।
এথা আচার্য্যের ঘরে উঠিল ক্রন্দন ॥ ২১১ ॥
নিরপেক্ষ হঞা প্রভু শীঘ্র চলিলা ।
কান্দিতে কান্দিতে আচার্য্য পশ্চাৎ চলিলা ॥ ২১২ ॥

অনুভাষ্য

১৯৪। শ্রীহরিদাসঠাকুর শৌক্র-যবনকুলে উদ্ভূত হইয়াও দৈক্ষ্য ব্রাহ্মণতা লাভ করেন। হরিদাস নৈসর্গিক-দৈন্যক্রমে আপনাকে নিতান্ত হীনজ্ঞানে প্রভুর নিকট আর্ত্তস্বরে নিজের শৌক্র-জাতি-নিবন্ধন নীলাচলে প্রবেশ করিবার বৈধ অধিকার নাই,—জানাইলেন ; বিশেষতঃ, নীলাদ্রিতে চতুর্ব্বর্ণ ব্যতীত শ্রীমন্দিরের চত্বরের মধ্যে অপরের প্রবেশাধিকার নাই ; সুতরাং শ্রীমহাপ্রভু যদি নীলাচলের শ্রীমন্দিরের মধ্যে বাস করেন, তাহা হইলে তথায় যাইবার তাঁহার আর অধিকার থাকিবে না। পরে নীলাদ্রি-সন্নিধিতে বালুকাখণ্ডে থাকিবার কোন বাধা নাই জানিয়া ঠাকুর হরিদাস তথায় ছিলেন। উহাই এক্ষণে 'সিদ্ধবকুল মঠ'-নামে পরিচিত হইয়াছে।

অনুভাষ্য

২১২। নিরপেক্ষ—জড় বা জড়ীয় অপেক্ষা-রহিত, অর্থাৎ স্বরূপ বা ভগবদ্দাস্যে অবস্থিত ; পাছে স্বীয় কৃষ্ণান্বেষণ-কার্য্যে বাধা উপস্থিত হয়, এই ভয়ে স্বজনগণের ক্রন্দনাদি শুনিয়া মহাপ্রভু নিরীশ্বর নীতিবাদিগণের চক্ষে 'নিতান্ত নিষ্ঠুর' বলিয়া পরিচিত হইলেও জীবের পক্ষে যে তাহার সর্ব্বোত্তমোত্তম পরমধর্ম্ম কৃষ্ণসেবা-চেষ্টাই একমাত্র প্রয়োজনীয় কৃত্য—তাহা জগদ্গুরুরূপে শিক্ষা দিলেন ;—বহির্দর্শনহেতু অচিৎ-ভোগফলে অচিতেরই আসক্তি বা মায়া, তাহাতে বদ্ধ হইলে কৃষ্ণসেবা হয় না, সুতরাং জগতের চক্ষে বহুমানপ্রাপ্ত সুনীতিও কৃষ্ণসেবার বিরোধী হইলে উহা চৈতন্যের বিরুদ্ধ পথ। "নিরপেক্ষ না হইলে ধর্ম্ম রক্ষণে না যায়"—প্রভুর শ্রীমুখবাণী আলোচ্য।

আচার্য্যকে প্রবোধ দিয়া বিদায়-দান ঃ—

কত দূর গিয়া প্রভু করি' যোড়-হাত ।
আচার্য্যে প্রবোধি' কিছু কহে মিষ্ট বাত ॥ ২১৩ ॥
"জননী প্রবোধ, কর ভক্ত সমাধান ।
তুমি ব্যগ্র হৈলে কারো না রহিবে প্রাণ ॥" ২১৪ ॥
এত বলি' প্রভু তাঁরে করি' আলিঙ্গন ।
নিবৃত্ত করিয়া কৈল স্বচ্ছন্দ গমন ॥ ২১৫ ॥

ছত্রভোগপথে প্রভুর পুরীগমন ঃ—

গঙ্গাতীরে-তীরে প্রভু চারিজন-সাথে ।
নীলাদ্রি চলিলা প্রভু ছত্রভোগ-পথে ॥ ২১৬ ॥

চৈতন্যভাগবতে বিস্তৃত বর্ণনা ঃ—

'চৈতন্যমঙ্গলে' প্রভুর নীলাদ্রি গমন ।
বিস্তারি' বর্ণিয়াছেন দাস-বৃন্দাবন ॥ ২১৭ ॥
অদ্বৈত-গৃহে প্রভুর বিলাস শুনে যেই জন ।
অচিরে মিলয়ে তাঁরে কৃষ্ণপ্রেম-ধন ॥ ২১৮ ॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ২১৯ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে সন্ন্যাসকরণাদ্বৈতগৃহে ভোজনবিলাসবর্ণনং নাম তৃতীয়-পরিচ্ছেদঃ।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২১৬। ছত্রভোগ-পথে—গঙ্গার ধারে-ধারে আটিসার, পাণিহাটী, বরাহনগর হইয়া চলিলেন। সে-সময়ে গঙ্গা কলিকাতার দক্ষিণে কালীঘাট হইয়া বারুইপুর প্রভৃতি স্থান দিয়া ডায়মণ্ড-হারবার-সাব্‌ডিভিসনে 'মথুরাপুর'-থানা হইয়া শতধারা-রূপে সমুদ্রে পড়িতেন। মহাপ্রভু সেই পথ দিয়া মথুরাপুর-থানার অন্তর্গত 'অম্বুলিঙ্গ'-স্থানে ছত্রভোগ-পথে গিয়াছিলেন।

ইতি অমৃতপ্রবাহ-ভাষ্যে তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

অনুভাষ্য

২১৬। ছত্রভোগ,—২৪ পরগণা জেলায় ই, বি, আর, লাইনে দক্ষিণ শাখার মধ্যে মগরাহাট-ষ্টেশন। ঐ স্থান হইতে পূর্ব্ব-দক্ষিণ ৬।৭ ক্রোশ দূরে জয়নগরের ২।৩ ক্রোশ দক্ষিণে এই গ্রাম অবস্থিত। এই গ্রামকে কেহ কেহ 'খাড়ি' বলেন। এখানে 'বৈজুর্কানাথ' শিবলিঙ্গ আছেন। তথায় চৈত্রমাসে শুক্লাপ্রতিপদে 'নন্দা'-মেলা হয়। এক্ষণে এখানে গঙ্গা নাই। আটিসারা—ঐ রেলওয়ে লাইনে বারুইপুর-ষ্টেশনের নিকট বলিয়া কথিত।

২১৭। চৈঃ ভাঃ অন্ত্য, ২য় অঃ দ্রষ্টব্য।

বঙ্গদেশে আটিসারা-গ্রাম, বরাহনগর, অম্বুলিঙ্গ-ছত্রভোগ, উৎকলে প্রয়াগঘাট, সুবর্ণরেখা, জলেশ্বর, রেমুণা, যাজপুর, বৈতরণী, দশাশ্বমেধঘাট, কটক, মহানদী, ভুবনেশ্বর (বিন্দু-সরোবর), কমলপুর, আঠারনালা প্রভৃতি হইয়া প্রভুর শ্রীনীলাচলে প্রবেশ।

ইতি অনুভাষ্যে তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

কথাসার—শ্রীমন্মহাপ্রভু ছত্রভোগ-পথে বৃদ্ধমন্ত্রেশ্বর দিয়া উৎকল-রাজ্যের একসীমায় উঠিলেন। পথে নানাপ্রকার আনন্দ-কীর্ত্তন ও ভিক্ষাদি করিতে করিতে রেমুণা-গ্রামে শ্রীগোপীনাথ দর্শন করিলেন এবং পরমানন্দে স্বীয় ভক্তগণকে শ্রীঈশ্বরপুরী-কথিত শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীর বিষয় বর্ণন করিলেন যে, শ্রীমাধবপুরী পূর্ব্বে বৃন্দাবনে গিয়া গোবর্দ্ধনে রাত্রিকালে 'বনমধ্যে গোপাল আছেন' এই স্বপ্ন দেখিলেন। সেই স্বপ্ন দেখিয়া পরদিন প্রাতে গোবর্দ্ধনবাসীদিগকে লইয়া বন হইতে শ্রীগোপালমূর্ত্তি বাহির করত পর্ব্বতোপরি স্থাপন করিলেন। মহাসমারোহে গোপালের পূজা ও অন্নকূট-মহোৎসব হইল। ইহা ক্রমশঃ প্রচারিত হইলে গ্রামসমূহ হইতে বহুজন আসিয়া গোপালের মহোৎসব করিতে লাগিল। গোপাল একরাত্রে পুরীকে এই স্বপ্ন দিলেন যে,—"তুমি অবিলম্বে নীলাচলে গিয়া মলয়জ চন্দন সংগ্রহপূর্ব্বক আমাকে মাখাইয়া আমার তাপ দূর কর।" সেই আজ্ঞা পাইয়া পুরীগোস্বামী গৌড় হইয়া উৎকলদেশে রেমুণা-গ্রামে পৌঁছিলেন, তথায় শ্রীগোপী-নাথের প্রদত্ত ক্ষীরপ্রসাদ প্রাপ্ত হইয়া শ্রীপুরুষোত্তম গমন করিলেন। মাধবেন্দ্রপুরীকে গোপীনাথ চুরি করিয়া ক্ষীর প্রদান করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার নাম 'ক্ষীরচোরা গোপীনাথ' হইয়াছে। নীলাচলে পৌঁছিয়া শ্রীজগন্নাথদেবের সেবকদিগের

দ্বারা রাজপাত্রদিগের নিকট হইতে একমণ চন্দন ও বিশতোলা শ্রীকর্পূর সংগ্রহপূর্ব্বক দুইজন লোকের দ্বারা ঐ দ্রব্যদ্বয় রেমুণা পর্য্যন্ত আনিলে, গোবর্দ্ধনধারী গোপাল তাঁহাকে পুনরায় স্বপ্নে আজ্ঞা করিলেন যে,—"এই চন্দন ও কর্পূর গোপীনাথের অঙ্গে মাখাইলে আমার তাপ দূর হইবে।" মাধবেন্দ্রপুরী সেই আজ্ঞা পালন করিয়া পুনরায় নীলাচলে গমন করিলেন। মহাপ্রভু এই আখ্যায়িকা শ্রীনিত্যানন্দ প্রভৃতি ভক্তগণকে শুনাইয়া শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীর বিশুদ্ধ প্রেম-ভক্তির অনেক প্রশংসা করিলেন। পুরীকৃত শ্লোক পাঠ করিয়া মহাপ্রভুর প্রেমোন্মাদ উপস্থিত হইল। লোক-সংঘট্ট দেখিয়া প্রভুর বাহ্যদশা হইলে ক্ষীর (পরমান্ন)-প্রসাদ পাইয়া সে রাত্রি তথায় যাপন করত পরদিন নীলাচল যাত্রা করিলেন। (অঃ প্রঃ ভাঃ)

'ক্ষীরচোরা গোপীনাথ'-সেবক মাধবেন্দ্রপুরীকে প্রণাম ঃ—

যস্মৈ দাতুং চোরয়ন্ ক্ষীরভাণ্ডং
গোপীনাথঃ ক্ষীরচোরাভিধোঽভূৎ।
শ্রীগোপালঃ প্রাদুরাসীদ্বশঃ সন্
যৎপ্রেম্ণা তং মাধবেন্দ্রং নতোঽস্মি ॥ ১ ॥

জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ২ ॥

চৈতন্যভাগবতে প্রভুর নীলাচলে গমনের পর অন্যান্য লীলা মধুরভাবে বর্ণিত ঃ—

নীলাদ্রি-গমন, জগন্নাথ-দরশন।
সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য-প্রভুর মিলন ॥ ৩ ॥

এ সকল লীলা শ্রীদাস-বৃন্দাবন।
বিস্তারি' বর্ণিয়াছেন উত্তম বর্ণন ॥ ৪ ॥

সহজে বিচিত্র মধুর চৈতন্য-বিহার।
বৃন্দাবনদাস-মুখে অমৃতের ধার ॥ ৫ ॥

পুনরুক্তি ও দম্ভ বা শ্রৌতপন্থা-বিরোধভয়ে গ্রন্থকার নিবৃত্ত ঃ—

অতএব তাহা বর্ণিলে হয় পুনরুক্তি।
দম্ভ করি' বর্ণি যদি নাহি তৈছে শক্তি ॥ ৬ ॥

চৈতন্যভাগবতে যাহা বিস্তৃত, তাহা এ গ্রন্থে সংক্ষেপে, এবং যাহা তথায় সংক্ষিপ্ত, তাহা এস্থলে বিস্তৃতভাবে বর্ণিত ঃ—

চৈতন্যমঙ্গলে যাহা করিল বর্ণন।
সূত্ররূপে সেই লীলা করিয়ে সূচন ॥ ৭ ॥

তাঁর সূত্রে আছে, তেঁহ না কৈল বর্ণন।
যথা-কথঞ্চিৎ করি' সে লীলা-কথন ॥ ৮ ॥

গ্রন্থকারের অতুলনীয় মানদ-ধর্ম্ম—বৃন্দাবনদাসের বন্দনা ঃ—

অতএব তাঁর পায়ে করি নমস্কার।
তাঁর পায় অপরাধ না হউক্ আমার ॥ ৯ ॥

নিত্যানন্দাদি চারিজন-সঙ্গে প্রভুর পুরীপথে যাত্রা ঃ—

এইমত মহাপ্রভু চলিলা নীলাচলে।
চারিভক্ত-সঙ্গে কৃষ্ণকীর্ত্তন কুতূহলে ॥ ১০ ॥

ভিক্ষা লাগি' একদিন এক গ্রাম গিয়া।
আপনে অনেক অন্ন আনিল মাগিয়া ॥ ১১ ॥

প্রভুর রেমুণায় উপস্থিতি ও গোপীনাথ-দর্শন ঃ—

পথে বড় বড় দানী বিঘ্ন নাহি করে।
তা' সবারে কৃপা করি' আইলা রেমুণারে ॥ ১২ ॥

রেমুণাতে গোপীনাথ পরম-মোহন।
ভক্তি করি' কৈল প্রভু তাঁর দরশন ॥ ১৩ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১। যাঁহাকে ক্ষীর অর্পণ করিবার জন্য ক্ষীরভাণ্ড চুরি করিয়া শ্রীগোপীনাথের 'ক্ষীরচোরা'-নাম হইয়াছিল এবং যাঁহার ভক্তিতে বশ হইয়া শ্রীগোপালদেব প্রকাশ পাইয়াছিলেন, সেই মাধবেন্দ্র-পুরীকে আমি নমস্কার করি।

৪। এ সকল লীলা—শ্রীচৈতন্যভাগবত অন্ত্যখণ্ড দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।

১২। দানী—ঘাটের মাঝি।

১৩। রেমুণা—বালেশ্বরের নিকটে (৫ মাইল পশ্চিমে) রেমুণা-নামে গ্রাম আছে। তথায় 'ক্ষীরচোরা গোপীনাথ' বিরাজমান।

অনুভাষ্য

১। গোপীনাথঃ (রেমুণা-গ্রামস্থস্তন্নামপ্রসিদ্ধঃ শ্রীবিগ্রহঃ) ক্ষীরভাণ্ডং (পায়সান্নপূর্ণং পাত্রং) চোরয়ন্ (অপহরন্) যস্মৈ (শ্রীমাধবেন্দ্রায়) দাতুং ক্ষীরচোরাভিধঃ অভূৎ (ক্ষীরচোরাগোপী-নাথেতি সংজ্ঞাং প্রাপ্তবান্); যৎ (যস্য মাধবেন্দ্রস্য) প্রেম্ণা বশঃ (বশীভূতঃ সন্) শ্রীগোপালঃ (বজ্রস্থাপিতবিগ্রহঃ গোবর্দ্ধনধারী) প্রাদুরাসীৎ (প্রাদুর্বভূব); তং মাধবেন্দ্রং (লক্ষ্মীপতিশিষ্যং মাধবসম্প্রদায়গুরুং মাধবেন্দ্রপুরীং) নতোঽস্মি।

১২। রেমুণা—মধ্য, ১ম পঃ ৯৭ সংখ্যার অনুভাষ্য দ্রষ্টব্য। এখানে 'গোপীনাথ'-বিগ্রহ আছেন এবং শ্যামানন্দ-প্রভুর সেবক রসিকানন্দপ্রভুর সমাধি অদ্যাপি বিদ্যমান।

তাঁর পাদপদ্ম-নিকট প্রণাম করিতে।
তাঁর পুষ্প-চূড়া পড়িল প্রভুর মাথাতে ॥ ১৪ ॥

প্রভুর নৃত্য-কীর্ত্তন ও বিগ্রহসেবকগণের প্রভুপূজা ঃ—

চূড়া পাঞা মহাপ্রভুর আনন্দিত মন।
বহু নৃত্যগীত কৈল লঞা ভক্তগণ ॥ ১৫ ॥
প্রভুর প্রভাব দেখি' প্রেম-রূপ-গুণ।
বিস্মিত হইলা গোপীনাথের দাসগণ ॥ ১৬ ॥
নানারূপে প্রীত্যে কৈল প্রভুর সেবন।
সেই রাত্রি তাঁহা প্রভু করিলা বঞ্চন ॥ ১৭ ॥

গুরুমুখে শ্রুত কৃষ্ণের ভক্তবাৎসল্যোদ্দীপক ক্ষীরপ্রসাদ-সম্মানার্থে প্রভুর তথায় অপেক্ষা ঃ—

মহাপ্রসাদ-ক্ষীর-লোভে রহিলা প্রভু তথা।
পূর্ব্বে ঈশ্বরপুরী তাঁরে কহিয়াছেন কথা ॥ ১৮ ॥

ভক্তগণের নিকট প্রভুকর্ত্তৃক ভক্ত-মাধবেন্দ্রপুরীর জন্য গোপীনাথের 'ক্ষীরচোরা'-আখ্যান-বর্ণন ঃ—

'ক্ষীরচোরা গোপীনাথ' প্রসিদ্ধ তাঁর নাম।
ভক্তগণে কহে প্রভু সেই ত' আখ্যান ॥ ১৯ ॥
পূর্ব্বে মাধব-পুরীর লাগি' ক্ষীর কৈল চুরি।
অতএব নাম হৈল 'ক্ষীরচোরা হরি' ॥ ২০ ॥
পূর্ব্বে শ্রীমাধব-পুরী আইলা বৃন্দাবন।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে গেলা যথা গোবর্দ্ধন ॥ ২১ ॥

অনুক্ষণ কৃষ্ণপ্রেমমত্ত মাধবেন্দ্রপুরী ঃ—

প্রেমে মত্ত,—নাহি তাঁর রাত্রিদিন-জ্ঞান।
ক্ষণে উঠে, ক্ষণে পড়ে, নাহি স্থানাস্থান ॥ ২২ ॥
শৈল পরিক্রমা করি' গোবিন্দকুণ্ডে আসি'।
স্নান করি, বৃক্ষতলে আছে সন্ধ্যায় বসি' ॥ ২৩ ॥

গোপবালকবেশে কৃষ্ণের ভক্ত-পুরীকে দুগ্ধ-দান ঃ—

গোপ-বালক এক দুগ্ধ-ভাণ্ড লঞা।
আসি' আগে ধরি' কিছু বলিল হাসিয়া ॥ ২৪ ॥
"পুরী, এই দুগ্ধ লঞা কর তুমি পান।
মাগি' কেনে নাহি খাও, কিবা কর ধ্যান ॥" ২৫ ॥
বালকের সৌন্দর্য্যে পুরীর হইল সন্তোষ।
তাহার মধুর-বাক্যে গেল ভোক-শোষ ॥ ২৬ ॥

পুরীর বালকের পরিচয় জিজ্ঞাসা ঃ—

পুরী কহে,—"কে তুমি, কাঁহা তোমার বাস।
কেমতে জানিলে, আমি করি উপবাস ॥" ২৭ ॥

বালকের আত্মগোপন ঃ—

বালক কহে,—"গোপ আমি, এই গ্রামে বসি।
আমার গ্রামেতে কেহ না রহে উপবাসী ॥ ২৮ ॥
কেহ অন্ন মাগি' খায়, কেহ দুগ্ধাহার।
অযাচক-জনে আমি দিয়ে ত' আহার ॥ ২৯ ॥
জল নিতে স্ত্রীগণ তোমারে দেখি' গেল।
স্ত্রীগণ দুগ্ধ দিয়া আমারে পাঠাইল ॥ ৩০ ॥
গোদোহন করিতে চাহি, শীঘ্র আমি যাব।
পুনঃ আসি' আমি এই ভাণ্ড লইব ॥" ৩১ ॥

দুগ্ধ দিয়াই বালকের অন্তর্দ্ধান ঃ—

এত বলি' গেলা বালক না দেখিয়ে আর।
মাধব-পুরীর চিত্তে হৈল চমৎকার ॥ ৩২ ॥

দুগ্ধ-পানান্তে পুরীর বালকের জন্য প্রতীক্ষা ঃ—

দুগ্ধ পান করি' ভাণ্ড ধুঞা রাখিল।
বাট দেখে, সে বালক পুনঃ না আইল ॥ ৩৩ ॥

সমাধিতে বালকরূপী কৃষ্ণের দর্শনলাভ ঃ—

বসি' নাম লয় পুরী, নাহি নিদ্রা হয়।
শেষরাত্রে তন্দ্রা হৈল,—বাহ্যবৃত্তি-লয় ॥ ৩৪ ॥

স্বপ্নে মাধবেন্দ্রকে বালকরূপী কৃষ্ণের এক কুঞ্জে আনয়ন ঃ—

স্বপ্নে দেখে, সেই বালক সম্মুখে আসিঞা।
এক কুঞ্জে লঞা গেল হাতেতে ধরিঞা ॥ ৩৫ ॥

সেবা-শৈথিল্যহেতু গিরিধারীর দুঃখ-জ্ঞাপন ঃ—

কুঞ্জ দেখাঞা কহে,—"আমি এই কুঞ্জে রই।
শীত-বৃষ্টি-বাতাগ্নিতে মহা-দুঃখ পাই ॥ ৩৬ ॥

পর্ব্বতোপরি এক মঠ নির্ম্মাণপূর্ব্বক গিরিধারী গোপাল প্রতিষ্ঠা করিতে আদেশ ঃ—

গ্রামের লোক আনি' আমা কাঢ়' কুঞ্জ হৈতে।
পর্ব্বত-উপরি লঞা রাখ ভালমতে ॥ ৩৭ ॥
এক মঠ করি' তাঁহা করহ স্থাপন।
বহু শীতল জলে কর শ্রীঅঙ্গ মার্জ্জন ॥ ৩৮ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২০। মাধবপুরী—মাধবেন্দ্রপুরী।

২৬। ভোক-শোষ—ক্ষুধা ও তৃষ্ণা।

৩৩। বাট—পথ ; উৎকল ভাষার শব্দ।

৩৭। 'কাঢ়'—বাহির কর ; মঠ—মন্দির।

অনুভাষ্য

১৭। বঞ্চন—যাপন।

২৩। শৈল—গোবর্দ্ধনশৈল, মথুরা হইতে ৮ ক্রোশ।

৩৪। নাম—হরিনাম। বাহ্যবৃত্তি-লয়—ভক্তি-সমাহিত হইলেন।

ভক্তের প্রতীক্ষায় ভগবান্ ঃ—

বহুদিন তোমার পথ করি নিরীক্ষণ ।
কবে আসি' মাধব আমা করিবে সেবন ॥ ৩৯ ॥

তোমার প্রেমবশে করি সেবা অঙ্গীকার ।
দর্শন দিয়া নিস্তারিব সকল সংসার ॥ ৪০ ॥

গিরিধারীর নিজ-পরিচয়-দান ঃ—

'শ্রীগোপাল' নাম মোর,—গোবর্দ্ধনধারী ।
বজ্রের স্থাপিত, আমি ইঁহা অধিকারী ॥ ৪১ ॥

শৈল-উপরি হৈতে আমা কুঞ্জে লুকাঞা ।
ম্লেচ্ছ-ভয়ে সেবক মোর গেল পলাঞা ॥ ৪২ ॥

সেই হৈতে রহি আমি এই কুঞ্জ-স্থানে ।
ভাল, আইলা তুমি, আমা কাঢ় সাবধানে ॥" ৪৩ ॥

গোপালের অন্তর্দ্ধান ঃ—

এত বলি' যেই বালক অন্তর্দ্ধান হৈল ।
জাগিয়া মাধবপুরী বিচার করিল ॥ ৪৪ ॥

মাধবেন্দ্রের বিচার ঃ—

'শ্রীকৃষ্ণকে দেখিনু মুঞি নারিনু চিনিতে ।'
এত বলি' প্রেমাবেশে পড়িলা ভূমিতে ॥ ৪৫ ॥

গিরিধারী-প্রকটনের জন্য পুরীর যত্ন ঃ—

ক্ষণেক রোদন করি' মন কৈল স্থির ।
আজ্ঞা-পালন লাগি' হইলা সুস্থির ॥ ৪৬ ॥

প্রাতঃস্নান করি' পুরী গ্রামমধ্যে গেলা ।
সব লোক একত্র করি' কহিতে লাগিলা ॥ ৪৭ ॥

গ্রামবাসিগণকে সহায়তার জন্য প্রণোদন ঃ—

"গ্রামের ঈশ্বর তোমার—গোবর্দ্ধনধারী ।
কুঞ্জে আছে, চল, তাঁরে বাহির যে করি ॥ ৪৮ ॥

কুঠারি, কোদালি লহ দ্বার করিতে ।
অত্যন্ত নিবিড় কুঞ্জ,—নারি প্রবেশিতে ॥ ৪৯ ॥

গ্রামবাসীর সমবেত যত্ন ঃ—

শুনি' লোক তাঁর সঙ্গে চলিলা হরিষে ।
কুঞ্জ কাটি' দ্বার করি' করিলা প্রবেশে ॥ ৫০ ॥

সকলের লুক্কায়িত গিরিধারী-দর্শন ও আনন্দ ঃ—

ঠাকুর দেখিল মাটি-তৃণে আচ্ছাদিত ।
দেখি' সব লোক হৈল আনন্দে বিস্মিত ॥ ৫১ ॥

বিগ্রহের অত্যধিক গুরুত্ব ঃ—

আবরণ দূর করি' করিল চিহ্নিতে ।
মহা-ভারী ঠাকুর—কেহ নারে চালাইতে ॥ ৫২ ॥

মহা-মহা-বলিষ্ঠ লোক একত্র করিঞা ।
পর্ব্বত-উপরি গেল পুরী ঠাকুর লঞা ॥ ৫৩ ॥

পর্ব্বতোপরি বিগ্রহের অভিষেকারম্ভ ঃ—

পাথরের সিংহাসনে ঠাকুর বসাইল ।
বড় এক পাথর পৃষ্ঠে অবলম্ব দিল ॥ ৫৪ ॥

নৈবেদ্য ও পূজোপকরণ ঃ—

গ্রামের ব্রাহ্মণ সব নবঘট লঞা ।
গোবিন্দ-কুণ্ডের জল আনিল ছানিঞা ॥ ৫৫ ॥

নবশতঘট জল কৈল উপনীত ।
নানা বাদ্য-ভেরী বাজে, স্ত্রীগণ গায় গীত ॥ ৫৬ ॥

কেহ গায়, কেহ নাচে, মহোৎসব হৈল ।
দধি, দুগ্ধ, ঘৃত আইল গ্রামে যত ছিল ॥ ৫৭ ॥

ভোগ-সামগ্রী আইল সন্দেশাদি যত ।
নানা উপহার, তাহা কহিতে পারি কত ॥ ৫৮ ॥

তুলসী আদি, পুষ্প, বস্ত্র আইল অনেক ।
আপনে মাধবপুরী কৈল অভিষেক ॥ ৫৯ ॥

অঙ্গমলা দূর করি' করাইল স্নান ।
বহু তৈল দিয়া কৈল শ্রীঅঙ্গ চিক্কণ ॥ ৬০ ॥

পঞ্চগব্য, পঞ্চামৃতে স্নান করাঞা ।
মহাস্নান করাইল শত ঘট দিঞা ॥ ৬১ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৪১। বজ্রের স্থাপিত—শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র অনিরুদ্ধের পুত্র বজ্র, যাঁহাকে পাণ্ডবগণ দ্বারকা হইতে আনিয়া মথুরায় রাজা করিয়াছিলেন। তিনি কৃষ্ণলীলার স্থানসকল আবিষ্কার করিয়া কয়েকটী শ্রীমূর্ত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন। শ্রীগোবর্দ্ধনধারী গোপাল ঐ মূর্ত্তির মধ্যে একটী মূর্ত্তি।

৬১। পঞ্চগব্য—দুগ্ধ, দধি, ঘৃত, গোমূত্র এবং গোময় ; পঞ্চামৃত—দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, মধু এবং চিনি।

অনুভাষ্য

৪৭-১৬৯। কৃষ্ণপ্রীত্যর্থে এই যত্ন জড়বিষয়ভোগচেষ্টা নহে।

৫৯। হঃ ভঃ বিঃ ৬ষ্ঠ বিঃ ৬৫—"ততঃ শঙ্খেনাভিষেকং কুর্য্যাদ্ ঘণ্টাদিনিঃস্বনৈঃ। মূলেনাষ্টাক্ষরেণাপি ধূপয়ন্নন্তরান্তরা।।"*

৬০। যবচূর্ণ, গোধূমচূর্ণ, লোধ্রচূর্ণ, কুঙ্কুমচূর্ণ, মসূরচূর্ণ বা মাষচূর্ণদ্বারা সম্মার্জ্জন। কলায় ও পিষ্টচূর্ণের উদ্বর্ত্তন বা আবাটা-

* *স্নানপাত্রে ভগবন্মূর্ত্তি স্থাপনপূর্ব্বক ঘণ্টাদি-বাদ্যদ্বারা ধূপ অর্পণ করত শঙ্খস্থিত জলদ্বারা মধ্যে মধ্যে অষ্টাক্ষর মূলমন্ত্র-সহকারে অভিষেক করণীয়।*

পুনঃ তৈল দিয়া কৈল শ্রীঅঙ্গ চিক্কণ ।
শঙ্খ-গন্ধোদকে কৈল স্নান সমাধান ॥ ৬২ ॥
শ্রীঅঙ্গ মার্জ্জন করি' বস্ত্র পরাইল ।
চন্দন, তুলসী, পুষ্প-মালা অঙ্গে দিল ॥ ৬৩ ॥

ভোগারাত্রিক ঃ—

ধূপ, দীপ, করি' নানা ভোগ লাগাইল ।
দধি-দুগ্ধ-সন্দেশাদি যত কিছু আইল ॥ ৬৪ ॥
সুবাসিত জল নবপাত্রে সমর্পিল ।
আচমন দিয়া সে তাম্বুল নিবেদিল ॥ ৬৫ ॥
আরাত্রিক করি' কৈল বহুত স্তবন ।
দণ্ডবৎ করি' কৈল আত্মসমর্পণ ॥ ৬৬ ॥

পক্বান্ন-ভোগ সমর্পণ—অন্নকূট ঃ—

গ্রামের যতেক তণ্ডুল, দালি, গোধূম-চূর্ণ ।
সকল আনিয়া দিল পর্ব্বত হৈল পূর্ণ ॥ ৬৭ ॥
কুম্ভকার-ঘরে ছিল যে মৃদ্ভাজন ।
সব আনাইল প্রাতে, চড়িল রন্ধন ॥ ৬৮ ॥

বিবিধ রন্ধনোপচার ঃ—

দশবিপ্র অন্ন রান্ধি' করে এক স্তূপ ।
জনা-পাঁচ রান্ধে ব্যঞ্জনাদি নানা সূপ ॥ ৬৯ ॥
বন্য শাক-ফল-মূলে বিবিধ ব্যঞ্জন ।
কেহ বড়া-বড়ি-কড়ি করে বিপ্রগণ ॥ ৭০ ॥
জনা পাঁচ-সাত রুটি করে রাশি-রাশি ।
অন্ন-ব্যঞ্জন সব রহে ঘৃতে ভাসি' ॥ ৭১ ॥
নববস্ত্র পাতি' তাহে পলাশের পাত ।
রান্ধি' রান্ধি' তার উপর রাশি কৈল ভাত ॥ ৭২ ॥
তার পাশে রুটি-রাশির পর্ব্বত হৈল ।
সূপ-আদি-ব্যঞ্জন-ভাণ্ড চৌদিকে ধরিল ॥ ৭৩ ॥
তার পাশে দধি, দুগ্ধ, মাঠা, শিখরিণী ।
পায়স, মথনি, সর পাশে ধরি' আনি' ॥ ৭৪ ॥

পুরীগোঁসাইর স্বয়ং ভোগ-নিবেদন ঃ—

হেনমতে অন্নকূট করিল সাজন ।
পুরী-গোসাঞি গোপালেরে কৈল সমর্পণ ॥ ৭৫ ॥
অনেক ঘট ভরি' দিল সুবাসিত জল ।
বহুদিনের ক্ষুধায় গোপাল খাইল সকল ॥ ৭৬ ॥

গোপালের সব নৈবেদ্য ভোজনেও হস্তস্পর্শে পুনঃপূরণ ঃ—

যদ্যপি গোপাল সব অন্ন-ব্যঞ্জন খাইল ।
তাঁর হস্ত-স্পর্শে পুনঃ তেমনি হইল ॥ ৭৭ ॥

ভগবল্লীলা ভক্তেরই গোচর ঃ—

ইহা অনুভব কৈল মাধব গোসাঞি ।
তাঁর ঠাঞি গোপালের লুকান কিছু নাই ॥ ৭৮ ॥
একদিন-উদ্‌যোগে ঐছে মহোৎসব কৈল ।
গোপাল-প্রভাবে হয়, অন্যে না জানিল ॥ ৭৯ ॥

গোপালের আরাত্রিক ঃ—

আচমন দিয়া দিল বিড়ক-সঞ্চয় ।
আরতি করিল, লোকে করে জয় জয় ॥ ৮০ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৬২। শঙ্খ-গন্ধোদক—শঙ্খোদক অর্থাৎ শঙ্খে রাখা জল ; গন্ধোদক অর্থাৎ পুষ্পচন্দনদ্বারা গন্ধজল।

অনুভাষ্য

দ্বারা এবং উষীরাদি-নির্ম্মিত কূর্চ্চ, গো-পুচ্ছলোম-নির্ম্মিত কূর্চ্চ প্রভৃতিদ্বারা অঙ্গময়লা দূর হয়। ঐ হঃ ভঃ বিঃ—"তত্র তু প্রথমং ভক্ত্যা বিদধীত সুগন্ধিভিঃ। দিব্যৈস্তৈলাদিভির্দ্রব্যৈরভ্যঙ্গং শ্রীহরেঃ শনৈঃ।।" অভ্যঙ্গদ্রব্যাণি—"মালতীযূথীমাদায় সুগন্ধানাস্তু বা পুনঃ। তথান্যপুষ্পজাতীনাং গৃহীত্বা ভক্তিতো নরাঃ।। যঃ পুনঃ পুষ্পতৈলেন দিব্যৌষধিযুতেন হি। অভ্যঙ্গং কুরুতে বিষ্ণোর্মধ্যে ক্ষিপ্ত্বা তু কুঙ্কুমম্। গন্ধ-তৈলানি দিব্যানি সুগন্ধীনি শুচীনি চ।।"*

৬১। হঃ ভঃ বিঃ ৬ষ্ঠ বিঃ ৭২—"ততঃ শঙ্খভৃতেনৈব ক্ষীরেণ স্নাপয়েৎ ক্রমাৎ। দধ্না ঘৃতেন মধুনা খণ্ডেন চ পৃথক্ পৃথক্।।"*

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৭৪। মাঠা—ঘোল ; শিখরিণী—দধি, দুগ্ধ, চিনি, কর্পূর এবং মরীচ, (এই) পঞ্চদ্রব্য মিশ্রিত করিয়া 'শিখরিণী' প্রস্তুত করে ; মথনি—নবনীত হৈয়ঙ্গব।

৮০। বিড়ক—পানের বিড়ে ; সঞ্চয়—সংগ্রহ।

অনুভাষ্য

মহাস্নান—হঃ ভঃ বিঃ ৬ষ্ঠ বিঃ ৭৫—"দ্বে সহস্রে পলানাস্তু মহাস্নানে চ সংখ্যয়া।" দেবপ্রতিমাস্থলে ঘৃতদ্বারা স্নান করাইতে হয়। মহাস্নানে ঘৃত ও স্নানজল,—প্রত্যেকের পরিমাণ দুই হাজার পল। চারিতোলায় পল হইলে মহাস্নানে আড়াইমণ জল লাগিবে।

৬২। হঃ ভঃ বিঃ ৬ষ্ঠ বিঃ ১০৭—"ততঃ কোষ্ণেন সংস্নাপ্য সংস্কৃতেন সুগন্ধিনা। শীতলেনাম্বুনা শঙ্খভৃতেন স্নাপয়েৎ পুনঃ।। চন্দনোষীর-কর্পূরকুঙ্কুমাগুরু-বাসিতৈঃ। সলিলৈঃ স্নাপয়েন্মন্ত্রী

** স্নানকার্য্যে প্রথমে দিব্য সুগন্ধি তৈলাদি দ্রব্যদ্বারা ভক্তিপূর্ব্বক ধীরে ধীরে শ্রীহরির সর্ব্বাঙ্গ মর্দ্দন করিতে হইবে। মালতী, যূথি কিংবা অন্যান্য সুগন্ধিজাতীয় পুষ্প লইয়া এবং দিব্য ওষধিযুক্ত কুঙ্কুমমিশ্রিত সুগন্ধী পবিত্র পুষ্পতৈলদ্বারা ভক্তিসহকারে বিষ্ণুর শ্রীঅঙ্গমর্দ্দন করণীয়।*

** বিষ্ণুর শ্রীঅঙ্গ মর্দ্দন হইলে পর শঙ্খে দুগ্ধ, দধি, ঘৃত, মধু ও চিনি গ্রহণ করিয়া ক্রমান্বয়ে পৃথক্ পৃথক্‌রূপে স্নান করাইতে হইবে।*

ঠাকুরের শয্যা ও শয়ন বন্দোবস্ত ঃ—

শয্যা করাইল, নূতন খাট আনাঞা ।
নববস্ত্র আনি' তার উপরে পাতিয়া ॥ ৮১ ॥

তৃণ-টাটি দিয়া চারিদিক্ আবরিল ।
উপরেতে এক টাটি দিয়া আচ্ছাদিল ॥ ৮২ ॥

সকলের অন্নকূটের মহাপ্রসাদ-সেবন ঃ—

পুরী-গোসাঞি আজ্ঞা দিল সকল ব্রাহ্মণে ।
আ-বাল-বৃদ্ধ গ্রামের লোক করাহ ভোজনে ॥৮৩॥

সবে বসি' ক্রমে ক্রমে ভোজন করিল ।
ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণীগণে আগে খাওয়াইল ॥ ৮৪ ॥

দর্শক-মাত্রেরই প্রসাদ-সম্মান ঃ—

অন্য গ্রামের লোক যত দেখিতে আইল ।
গোপাল দেখিয়া সেহ প্রসাদ পাইল ॥ ৮৫ ॥

পুরীর প্রভাবদর্শনে বিস্ময়, অন্নকূট-দর্শনে নন্দোৎসব-স্মরণ ঃ—

দেখিয়া পুরীর প্রভাব লোকে চমৎকার ।
পূর্ব্ব অন্নকূট যেন হৈল সাক্ষাৎকার ॥ ৮৬ ॥

পুরী-কৃপায় ব্রাহ্মণগণের বৈষ্ণবতা ঃ—

সকল ব্রাহ্মণে পুরী বৈষ্ণব করিল ।
সেই সেই সেবা-মধ্যে সবা নিয়োজিল ॥ ৮৭ ॥

পুনঃ দিন-শেষে প্রভুর করাইল উত্থান ।
কিছু ভোগ লাগাইল করাইল জলপান ॥ ৮৮ ॥

সর্ব্বত্র গোপালের প্রাকট্য-প্রচার ও অন্নকূট-ভোগ ঃ—

গোপাল প্রকট হৈল,—দেশে শব্দ হৈল ।
আশ-পাশ গ্রামের লোক দেখিতে আইল ॥ ৮৯ ॥

একেক দিন একেক গ্রামে লইল মাগিঞা ।
অন্নকূট করে সবে হরষিত হঞা ॥ ৯০ ॥

পুরীগোসাইর রাত্র্যাহার ঃ—

রাত্রিকালে ঠাকুরে করাইয়া শয়ন ।
পুরী-গোসাঞি কৈল কিছু গব্য ভোজন ॥ ৯১ ॥

পরদিন প্রাতেও পূর্ব্ব-দিবসবৎ সেবা ঃ—

প্রাতঃকালে পুনঃ তৈছে করিল সেবন ।
অন্ন লঞা এক গ্রামের আইল লোকগণ ॥ ৯২ ॥

অন্ন, ঘৃত, দধি, দুগ্ধ,—গ্রামে যত ছিল ।
গোপালের আগে লোক আনিয়া ধরিল ॥ ৯৩ ॥

পূর্ব্বদিন-প্রায় ব্রাহ্মণ করিল রন্ধন ।
তৈছে অন্নকূট গোপাল করিল ভোজন ॥ ৯৪ ॥

ব্রজবাসী ও কৃষ্ণ, উভয়ের প্রতি উভয়ের স্বাভাবিক প্রীতি ঃ—

ব্রজবাসী লোকের কৃষ্ণে সহজে প্রীতি ।
গোপালের সহজে প্রীতি ব্রজবাসি-প্রতি ॥ ৯৫ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৮৬। দ্বাপরে ব্রজবাসী গোপসকল ইন্দ্রপূজা করিতেন। শ্রীকৃষ্ণ ঐ পূজা রহিত করিয়া গিরিগোবর্দ্ধনের পূজা ও তাঁহাকে (গিরিরাজকে) অন্নকূট ভোজন করাইবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। তাহাতে ইন্দ্র ক্রুদ্ধ হইয়া সাতদিন বর্ষণ করত গোকুল বিনষ্ট করিতে চেষ্টা করিল। শ্রীকৃষ্ণ গোবর্দ্ধন-পর্ব্বতকে স্বীয় কনিষ্ঠাঙ্গুলির উপর বর্ষাতপত্ররূপে ধারণ করত গোকুল রক্ষা করিয়াছিলেন। সেই গোবর্দ্ধন-পূজায় যে বৃহৎ অন্নকূট হইয়াছিল, মাধবেন্দ্রপুরীও সেইরূপ অন্নকূট করিয়াছিলেন।

অনুভাষ্য

নিত্যদা বিভবে সতী।।" জল-পরিমাণ—"স্নানে পলশতং দেয়মভ্যঙ্গে পঞ্চবিংশতিঃ। পলানাং দ্বে সহস্রে তু মহাস্নানং প্রকীর্ত্তিতম্।।"*

৬৯-৭৫। এস্থলেও গ্রন্থকার শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভুর বিবিধ রন্ধন-নৈপুণ্য প্রকাশ পাইতেছে।

অনুভাষ্য

৭৫। অন্নকূট—অন্নের পর্ব্বত। কূট—দুর্গ, গড়, পর্ব্বত।

৭৮। আদি, ৩য় পঃ ৮৬-৮৯ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

৮৬। পূর্ব্ব অন্নকূট—শ্রীকৃষ্ণের পরামর্শক্রমে গোপগণ দ্বাপরান্তে ইন্দ্রপূজা-ত্যাগপূর্ব্বক গো, ব্রাহ্মণ ও গোবর্দ্ধনগিরির পূজা করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ অন্যরূপ ধারণ করিয়া 'আমি শৈল' এই বাক্য বলিয়া ভূরি পূজোপকরণ ভক্ষণ করিয়াছিলেন। (ভাঃ ১০।২৪।২৬, ৩১-৩৩)—"পচ্যন্তাং বিবিধাঃ পাকাঃ সূপান্তাঃ পয়সাদয়ঃ। সংযাবাপূপশষ্কুল্যঃ সর্ব্বদোহশ্চ গৃহ্যতাম্।। প্রোক্তং নিশম্য নন্দাদ্যাঃ সাধ্বগৃহ্ণন্ত তদ্বচঃ। তথা চ ব্যদধুঃ সর্ব্বং যদাহ মধুসূদনঃ।। বাচয়িত্বা স্বস্ত্যয়নং তদ্দ্রব্যেণ গিরিদ্বিজান্।। উপহৃত্য বলীন্ সম্যগাদৃতা যবসং গবাম্।।"*

৯১। গব্য—দুগ্ধ।

** শ্রীবিগ্রহের অঙ্গ মার্জ্জনান্তে সর্ব্বৌষধি প্রভৃতিদ্বারা সংস্কৃত সুগন্ধি ঈষৎ উষ্ণ জলদ্বারা স্নান করাইয়া পরে শঙ্খস্থিত শীতল জলদ্বারা স্নান করাইতে হইবে। বৈভব থাকিলে দীক্ষিত ব্যক্তি চন্দন, উষীর (বেণার মূল), কর্পূর, কুঙ্কুম, অগুরু, চন্দনাক্ত জলদ্বারা প্রত্যহ স্নান করাইবেন। স্নানে একশত পল ও অভ্যঙ্গ-স্নানে পঞ্চবিংশতি পল পরিমাণে জল দিতে হইবে। দুই সহস্র পল জলে মহাস্নান হইয়া থাকে।*

** শ্রীকৃষ্ণ শ্রীনন্দাদি ব্রজবাসিগণকে বলিলেন,—"তোমরা পায়স হইতে আরম্ভ করিয়া মুদ্গসূপ পর্য্যন্ত ও গোধূমজাত পিষ্টক, শষ্কুলী প্রভৃতি রন্ধন কর এবং সকলে তোমাদের দোহন-জাত দুগ্ধ, দধি প্রভৃতি আনয়ন কর।" শ্রীকৃষ্ণ এরূপ বলিলে তাহা শুনিয়া নন্দাদি গোপগণ*

মহাপ্রসাদ খাইল আসিয়া সব লোক ।
গোপাল দেখিয়া সবার খণ্ডে দুঃখ-শোক ॥ ৯৬ ॥

প্রত্যহ নানা উপহার ও মহোৎসব ঃ—

আশ-পাশ ব্রজভূমের যত লোক সব ।
এক এক দিন সবে করে মহোৎসব ॥ ৯৭ ॥
গোপাল-প্রকট শুনি' নানা দেশ হৈতে ।
নানা দ্রব্য লঞা লোক লাগিল আসিতে ॥ ৯৮ ॥
মথুরার লোক সব বড় বড় ধনী ।
ভক্তি করি' নানা দ্রব্য ভেট দেয় আনি' ॥ ৯৯ ॥
স্বর্ণ, রৌপ্য, বস্ত্র, গন্ধ, ভক্ষ্য-উপহার ।
অসংখ্য আইসে, নিত্য বাড়িল ভাণ্ডার ॥ ১০০ ॥

গোপালের মন্দির নির্ম্মাণ ঃ—

এক মহাধনী ক্ষত্রিয় করাইল মন্দির ।
কেহ পাক-ভাণ্ডার কৈল, কেহ ত' প্রাচীর ॥ ১০১ ॥
এক এক ব্রজবাসী এক এক গাভী দিল ।
দশসহস্র গাভী গোপালের হৈল ॥ ১০২ ॥

দুই উদাসীন ব্রাহ্মণকে অনুগ্রহ ও সেবা-সমর্পণ ঃ—

গৌড় হইতে আইলা দুই বৈরাগী ব্রাহ্মণ ।
পুরী-গোসাঞি রাখিল তারে করিয়া যতন ॥ ১০৩ ॥
সেই দুই শিষ্য করি' সেবা সমর্পিল ।
রাজ-সেবা হয়,—পুরীর আনন্দ বাড়িল ॥ ১০৪ ॥

দুই বৎসর পুরীর গোপাল-সেবা ঃ—

এইমত বৎসর দুই করিল সেবন ।
একদিন পুরী-গোসাঞি দেখিল স্বপন ॥ ১০৫ ॥

স্বপ্নে পুরীর নিকট গোপালের চন্দনাকাঙ্ক্ষা ঃ—

গোপাল কহে,—"পুরী, আমার তাপ নাহি যায় ।
মলয়জ-চন্দন লেপ', তবে সে যুড়ায় ॥ ১০৬ ॥
মলয়জ আন যাঞা নীলাচল হৈতে ।
অন্যে হৈতে নহে, তুমি চলহ ত্বরিতে ॥" ১০৭ ॥
স্বপ্ন দেখি' পুরী-গোসাঞি হৈল প্রেমাবেশ ।
প্রভু-আজ্ঞা পালিবারে গেলা পূর্ব্বদেশ ॥ ১০৮ ॥

পুরীপথে পুরীপাদের গৌড়ে আগমন ঃ—

সেবায় নিযুক্ত লোক করিল স্থাপন ।
আজ্ঞা মাগি' গৌড়-দেশে করিল গমন ॥ ১০৯ ॥

শান্তিপুরে অদ্বৈতের গৃহে আগমন ও অদ্বৈতের দীক্ষা ঃ—

শান্তিপুর আইলা অদ্বৈতাচার্য্যের ঘরে ।
পুরীর প্রেম দেখি' আচার্য্য আনন্দ অন্তরে ॥ ১১০ ॥
তাঁর ঠাঞি মন্ত্র লৈল যত্ন করিঞা ।
চলিলা দক্ষিণে পুরী তাঁরে দীক্ষা দিঞা ॥ ১১১ ॥

রেমুণায় গোপীনাথ-দর্শন ও নৃত্যগীত ঃ—

রেমুণাতে কৈল গোপীনাথ-দরশন ।
তাঁর রূপ দেখিঞা হৈল বিহ্বল-মন ॥ ১১২ ॥

অনুভাষ্য

১০৬। মলয়জ—মলয়দেশোৎপন্ন ; ইহাকে 'চন্দনগিরি' বলে। মলয়দেশ বা মালাবারদেশ 'পশ্চিমঘাট'-নামক গিরিপুঞ্জের দক্ষিণভাগ। 'নীলগিরি'কে কেহ কেহ মলয়পর্ব্বত বলেন। মলয়জ-শব্দে চন্দনকেও বুঝায়।

১১১। শ্রীমাধ্বসম্প্রদায়-গুরু যতিরাজ শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীর নিকট হইতে অদ্বৈতপ্রভু দীক্ষামন্ত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীমহাপ্রভুও শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীর অভিপ্রায়মত "কিবা বিপ্র, কিবা ন্যাসী, শূদ্র কেনে নয়। যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয়।।"—উপদেশ দিয়াছেন। পঞ্চরাত্রমতে,—গৃহস্থ ব্রাহ্মণ ব্যতীত দীক্ষা-দানে কাহারও অধিকার নাই ; যেহেতু, দীক্ষিত ব্যক্তি দীক্ষা লাভ করিলে দৈক্ষ-ব্রাহ্মণতা লাভ করেন ; সুতরাং অব্রাহ্মণের অপরকে ব্রহ্মণ্য সঞ্চার করিবার ক্ষমতা না থাকায় ব্রাহ্মণত্ব স্বতঃই দীক্ষাদাতার প্রয়োজনীয় গুণ-বিশেষ ও বৈষ্ণবাচার্য্যত্বে (তাহা) অনুস্যূত। বর্ণাশ্রমস্থিত গৃহস্থ-ব্যক্তি স্বীয় অর্জ্জিত শুক্ল-বিত্তদ্বারা নানা উপচার সংগ্রহ করিয়া মন্ত্রদ্বারা ভগবদর্চ্চনে সমর্থ। তাদৃশ অভিজ্ঞ গৃহস্থগুরুর নিকট প্রাকৃতচেষ্টাপর শিষ্য ভগবৎ-সেবাই বর্ণাশ্রমের একমাত্র লক্ষ্য জানিয়া নিজের গৃহবাসনা হইতে মুক্ত হইবার জন্য মন্ত্রদীক্ষার প্রার্থনা করেন, তজ্জন্যই গুরুর প্রকৃত বৈষ্ণব-গৃহস্থ হওয়া আবশ্যক। সন্ন্যাসি-গুরুর অর্চ্চন-পরতায় নানা অসুবিধা। পারমার্থিক গুরু-করণে সাধারণ বিধি উপেক্ষিত-প্রায় হইলেও বাস্তবিক পক্ষে উপেক্ষিত হয় নাই। শৌক্র-বিপ্রত্ব বা শৌক্র-শূদ্রত্ব কিছু গুরু-বিষয়ে ব্রাহ্মণতার লক্ষীভূত যোগ্যতা নহে, সাবিত্র ও দৈক্ষ-ব্রাহ্মণতাই উদ্দেশ্য, কেননা, শ্রীমহাপ্রভু জীব-হৃদয়ের ও সমাজের দুর্ব্বলতা লক্ষ্য করিয়া শৌক্র-জন্মেই একমাত্র জনসাধারণের জাতিবিষয়ক অশুদ্ধ ধারণা পর্য্যবসিত জানিয়া "কিবা বিপ্র" পদ্যে ঐ প্রকার উক্তি করিলেন। তিনি শাস্ত্রীয় তাৎপর্য্য বুঝাইয়া দিলেন মাত্র ; যেহেতু, কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা যে সাবিত্র বা দৈক্ষ-ব্রাহ্মণ, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। "দিব্যং জ্ঞানং যতো দদ্যাৎ কুর্য্যাৎ পাপস্য সংক্ষয়ম্। তস্মাদ্দীক্ষেতি সা প্রোক্তা দেশিকৈস্তত্ত্বকোবিদৈঃ।।' 'গৃহিগুরু'

তাহা সম্যক্‌ভাবে গ্রহণ করিলেন। অনন্তর তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণ যেরূপ বলিয়াছিলেন, তদনুসারে সমস্ত অনুষ্ঠান করিলেন—স্বস্ত্যয়ন পাঠ করিয়া ইন্দ্রযজ্ঞের উপকরণদ্বারা গোবর্দ্ধন গিরি এবং ব্রাহ্মণগণকে পূজা করিলেন এবং গোসকলকে সাদরে তৃণাদি প্রদান করিলেন।

ভোগের পারিপাট্য শ্রবণে সুখ ঃ—

'নৃত্যগীত করি' জগমোহনে বসিলা ।
'ক্যা ক্যা ভোগ লাগে?' বৈরাগী ব্রাহ্মণে পুছিলা ॥ ১১৩॥

সেবার সৌষ্ঠব দেখি' আনন্দিত মনে ।
'উত্তম ভোগ লাগে'—ইহা কৈলুঁ অনুমানে ॥ ১১৪ ॥

গোপালকে ঐরূপ ভোগ দিবার ইচ্ছায় পূজারীকে জিজ্ঞাসা ও পূজারীকর্তৃক গোপীনাথের ক্ষীরভোগের প্রশংসা ঃ—.

'যেমন ইহা ভোগ লাগে, সকল শুনিব ।
তেমন অনুমানে ভোগ গোপালে লাগাইব ॥' ১১৫ ॥

এই লাগি' পুছিলেন ব্রাহ্মণের স্থানে ।
ব্রাহ্মণ কহিল সব ভোগ-বিবরণে ॥ ১১৬ ॥

"সন্ধ্যায় ভোগ লাগে ক্ষীর—'অমৃতকেলি'-নাম ।
দ্বাদশ মৃৎপাত্রে ভরি' অমৃত-সমান ॥ ১১৭ ॥

'গোপীনাথের ক্ষীর' বলি' প্রসিদ্ধ নাম যার ।
পৃথিবীতে ঐছে ভোগ কাঁহা নাহি আর ॥" ১১৮ ॥

গোপীনাথের ক্ষীরভোগের অনুরূপ গোপালকে দিবার ইচ্ছা ঃ—

হেনকালে সেই ভোগ ঠাকুরে লাগিল ।
শুনি' পুরী-গোসাঞি কিছু মনে বিচারিল ॥ ১১৯ ॥

'অযাচিত ক্ষীর-প্রসাদ অল্প যদি পাই ।
স্বাদ জানি' তৈছে ক্ষীর গোপালে লাগাই ॥' ১২০ ॥

পুরীর উহাকে জিহ্বা-বেগ জানিয়া লজ্জা ও আরতি-দর্শনান্তে স্থানত্যাগ ঃ—

এই ইচ্ছায় লজ্জা পাঞা বিষ্ণুস্মরণ কৈল ।
হেনকালে ভোগ সরি' আরতি বাজিল ॥ ১২১ ॥

আরতি দেখিয়া পুরী কৈল নমস্কার ।
বাহির হৈলা, কারে কিছু না কহিল আর ॥ ১২২ ॥

পুরীর আচার ঃ—

অযাচিত-বৃত্তি পুরী—বিরক্ত, উদাস ।
অযাচিত পাইলে খা'ন, নহে উপবাস ॥ ১২৩ ॥

প্রেমামৃতে তৃপ্তি, নাহি ক্ষুধা-তৃষ্ণা বাধে ।
ক্ষীর-ইচ্ছা হৈল, তাহে মানে অপরাধে ॥ ১২৪ ॥

গ্রামের শূন্য হট্টে বসি' করেন কীর্ত্তন ।
এথা পূজারী করাইল ঠাকুরে শয়ন ॥ ১২৫ ॥

স্বপ্নে পূজারীকে গোপীনাথের আদেশ ঃ—

নিজ-কৃত্য করি' পূজারী করিল শয়ন ।
স্বপ্নকালে ঠাকুর আসি' বলিলা বচন ॥ ১২৬ ॥

"উঠহ পূজারী, কর দ্বার বিমোচন ।
ক্ষীর এক রাখিয়াছি সন্ন্যাসি-কারণ ॥ ১২৭ ॥

ধড়ার অঞ্চলে ঢাকা ক্ষীর এক হয় ।
তোমরা না জানিলা তাহা, আমার মায়ায় ॥ ১২৮ ॥

মাধবপুরী সন্ন্যাসী আছে হাটেতে বসিঞা ।
তাহাকে ত' এই ক্ষীর শীঘ্র দেহ লঞা ॥" ১২৯ ॥

পূজারীর নিদ্রাভঙ্গ ও গোপীনাথাপহৃত ক্ষীর-প্রাপ্তি ঃ—

স্বপ্ন দেখি' পূজারী উঠি' করিলা বিচার ।
স্নান করি' কপাট খুলি' মুক্ত কৈল দ্বার ॥ ১৩০ ॥

ধড়ার আঁচলতলে পাইল সেই ক্ষীর ।
স্থান লেপি' ক্ষীর লঞা হইল বাহির ॥ ১৩১ ॥

ক্ষীরহস্তে পূজারীর মাধবেন্দ্রকে অন্বেষণ ঃ—

দ্বার দিয়া গ্রামে গেলা সেই ক্ষীর লঞা ।
হাটে হাটে বুলে মাধবপুরীকে চাহিঞা ॥ ১৩২ ॥

"ক্ষীর লহ এই, যার নাম 'মাধবপুরী' ।
তোমা লাগি' গোপীনাথ ক্ষীর কৈল চুরি ॥ ১৩৩ ॥

ক্ষীর লঞা সুখে তুমি করহ ভক্ষণে ।
তোমা-সম ভাগ্যবান্ নাহি ত্রিভুবনে ॥" ১৩৪ ॥

এত শুনি' পুরী-গোসাঞি পরিচয় দিল ।
ক্ষীর দিয়া পূজারী তাঁরে দণ্ডবৎ হৈল ॥ ১৩৫ ॥

পূজারীমুখে গোপীনাথের চৌর্য্য-শ্রবণে পুরীর প্রেম ঃ—

ক্ষীরের বৃত্তান্ত তাঁরে কহিল পূজারী ।
শুনি' প্রেমাবিষ্ট হৈলা শ্রীমাধবপুরী ॥ ১৩৬ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১১৩। জগমোহন—মন্দিরের সম্মুখে যে দালান হইতে ভগবদ্দর্শন হয়, তাহার নাম 'জগমোহন'।

বৈরাগী ব্রাহ্মণ—'যে ব্রাহ্মণ সংসারের প্রতি বিরক্ত হইয়া অপেক্ষা-শূন্য হন, অথচ আশ্রম ত্যাগ করেন নাই, তিনিই 'বৈরাগী ব্রাহ্মণ'।

ক্যা ক্যা—পাঠান্তরে 'কাঁহা কাঁহা'; ইহার মৎলব—"ক্যেয়া ক্যেয়া" (কি কি) ভোগ লাগে।

১১৭। ক্ষীর—পরমান্ন।

অনুভাষ্য

বলিলে গৃহব্রত ইন্দ্রিয়দাসগণকে বুঝায় না ; আবার 'বৈষ্ণব-সন্ন্যাসী' বলিলে বর্ণাশ্রমাভিমানপর ব্যক্তিকেও বুঝায় না।

১২০। অযাচিত—অযাচিতভাবে।

১২১। সরি'—সম্পাদিত হইয়া।

১২৩। শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীপ্রভুর সহজ-পারমহংস্যাবস্থা,—তিনি কৃষ্ণনামে প্রীত, জড়ে উদাস অর্থাৎ উদাসীন।

১২৪। নাহি ক্ষুধা-তৃষ্ণা বাধে—ক্ষুত্তৃষ্ণাতীত, বিজিতষড়্গুণ।

১২৭। কারণ—নিমিত্ত।

পূজারী-কর্তৃক পুরীকে কৃষ্ণবশকারি-ভক্ত বলিয়া অনুমান ঃ—

প্রেম দেখি' সেবক কহে হইয়া বিস্মিত ।
'কৃষ্ণ সে ইঁহার বশ,—হয় যথোচিত ॥' ১৩৭ ॥

পুরীর ক্ষীর-প্রসাদ সম্মান আত্মেন্দ্রিয়তর্পণ নহে ঃ—

এত বলি' নমস্করি' করিলা গমন ।
আবেশে করিলা পুরী সে ক্ষীর ভক্ষণ ॥ ১৩৮ ॥
পাত্র প্রক্ষালন করি' খণ্ড খণ্ড কৈল ।
বহির্ব্বাসে বান্ধি' সেই ঠিকারি রাখিল ॥ ১৩৯ ॥
প্রতিদিন একখানি করেন ভক্ষণ ।
খাইলে প্রেমাবেশ হয়,—অদ্ভুত-কথন ॥ ১৪০ ॥

পুরীর প্রতিষ্ঠার ভয় ও পুরীধাম যাত্রা ঃ—

'ঠাকুর আমাকে ক্ষীর দিল'—লোক সব শুনি' ।
দিনে লোক-ভিড় হবে মোর প্রতিষ্ঠা জানি' ॥ ১৪১ ॥
সেই ভয়ে রাত্রি শেষে চলিলা শ্রীপুরী ।
সেইখানে গোপীনাথে দণ্ডবৎ করি ' ॥ ১৪২ ॥

পুরীধামে জগন্নাথ-দর্শনে প্রেম ঃ—

চলি' চলি' আইলা পুরী শ্রীনীলাচল ।
জগন্নাথ দেখি' হৈলা প্রেমেতে বিহ্বল ॥ ১৪৩ ॥
প্রেমাবেশে উঠে, পড়ে, হাসে, নাচে, গায় ।
জগন্নাথ-দরশনে মহাসুখ পায় ॥ ১৪৪ ॥

প্রতিষ্ঠা না চাহিলেও পুরীর প্রতিষ্ঠা ঃ—

'মাধবপুরী শ্রীপাদ আইল',—লোকে হৈল খ্যাতি ।
সব লোক আসি' তাঁরে করে বহু ভক্তি ॥ ১৪৫ ॥
প্রতিষ্ঠার স্বভাব এই জগতে বিদিত ।
যে না বাঞ্ছে, তার হয় বিধাতা-নির্ম্মিত ॥ ১৪৬ ॥
প্রতিষ্ঠার ভয়ে পুরী রহে পলাঞা ।
কৃষ্ণ-প্রেমে প্রতিষ্ঠা চলে সঙ্গে গড়াঞা ॥ ১৪৭ ॥

প্রতিষ্ঠার স্থলে থাকিতে না চাহিলেও প্রভুসেবার্থ অবস্থান ঃ—

যদ্যপি উদ্বেগ হৈল পলাইতে মন ।
ঠাকুরের চন্দন-সাধন হইল বন্ধন ॥ ১৪৮ ॥

জগন্নাথসেবকগণকে গোপালের অভিপ্রায় জ্ঞাপন ঃ—

জগন্নাথের সেবক যত, যতেক মহান্ত ।
সবাকে কহিল সব গোপাল-বৃত্তান্ত ॥ ১৪৯ ॥

ভক্তগণের নানাভাবে চন্দন-সংগ্রহে যত্ন ঃ—

গোপাল চন্দন মাগে,—শুনি' ভক্তগণ ।
আনন্দে চন্দন লাগি' করিল যতন ॥ ১৫০ ॥
রাজপাত্র-সনে যার যার পরিচয় ।
তারে মাগি' কর্পূর-চন্দন করিলা সঞ্চয় ॥ ১৫১ ॥

লোকসহ চন্দন দিয়া পুরীকে প্রেরণ ঃ—

এক বিপ্র, এক সেবক, চন্দন বহিতে ।
পুরী-গোসাঞির সঙ্গে দিল সম্বল-সহিতে ॥ ১৫২ ॥

অনুভাষ্য

১২৮। ধড়া—বসন ; এক—একপাত্র পূর্ণ।

১৩২। বুলে—ঘুরে ফিরে, বেড়ায়।

১৩৫। দণ্ডবৎ—দণ্ডবৎপ্রণত।

১৩৭। যথোচিত—উপযুক্ত বা যোগ্য।

১৩৯। ঠিকারি—খাপরা, খোলা।

১৪৬-১৪৭। বদ্ধজীবসকলের অনেকেই মৎসরতা-ধর্ম্ম-সম্পন্ন। যিনি সুখ্যাতি লাভ করেন, তাঁহার প্রতি বিপক্ষতাচরণে মৎসরগণের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি হয়। এজন্য প্রতিষ্ঠাকামী ব্যক্তির হিংসাপরায়ণ জনগণের দ্বারা প্রতিষ্ঠা পাইবার পরিবর্ত্তে হিংসিত হওয়াই স্বাভাবিক । কিন্তু, যাঁহারা দৈন্যবশে প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা করেন না, তাঁহাদিগকে মৎসর সমাজ নিতান্ত অসমর্থ ও দীন-জ্ঞানে দয়া করিয়া প্রতিষ্ঠামূলক উৎসাহ প্রদান করিয়া থাকেন। বৈষ্ণবগণ জড়জগতে তাদৃশ প্রতিষ্ঠাভিক্ষুক নহেন। পাছে জাগতিক প্রতিষ্ঠা হয়, এজন্য বৈষ্ণবরাজ শ্রীমাধবেন্দ্র লোক-চক্ষের অন্তরালে আপনার ভগবৎপ্রিয়ত্বের ঘটনা আবৃত করিবার যত্ন করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার অন্যান্য কৃষ্ণপ্রেমচেষ্টা-দর্শনে জগতের সকল লোক উঁহাকে শ্রীভগবানের তদীয় ভক্তের নিমিত্ত উৎকণ্ঠা ও চেষ্টার নিদর্শন বলিয়া থাকেন ; বাস্তবিকপক্ষে সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠাই শ্রীপুরীপাদের স্বাভাবিক প্রাপ্য। কিন্তু যে-সকল ব্যক্তি তাঁহার অনুকরণে তাঁহার ভাবগৃহের অন্তরালে লুক্কায়িত থাকিয়া কপট দৈন্য অবলম্বনপূর্ব্বক আপনাদিগকে প্রতিষ্ঠা-বর্জ্জিত বলিয়া ছলনা করেন, তাঁহাদের বৈষ্ণবজনোচিত দৈন্যে প্রতিষ্ঠিত হওয়া অসম্ভব।

১৪৮। যদিও শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী প্রতিষ্ঠার হস্ত হইতে মুক্ত

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৪৬। যিনি প্রতিষ্ঠাবাঞ্ছা না করিয়া সৎকার্য্য করেন, তাঁহারই সম্বন্ধে প্রতিষ্ঠা বিধাতা-কর্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছে ; অর্থাৎ যিনি প্রতিষ্ঠার আশায় সৎকর্ম্ম করেন, তাঁহার প্রতিষ্ঠা হয় না—ইহাই প্রতিষ্ঠার রহস্য।

১৫১-১৫২। কর্পূর—শ্রীকর্পূর, যাহাতে শ্রীজগন্নাথদেবের আরাত্রিক হয়। সেই শ্রীকর্পূর ও মলয়জ চন্দন জগন্নাথের সেবক-গণ রাজপাত্রগণের নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়া পুরীগোঁসাইর সহিত একজন বিপ্র ও একজন সেবক এবং তাহাদের পথখরচ দিলেন।

নিরাপদে গমন-জন্য ছাড়-পত্র দান ঃ—

ঘাটী-দানী ছাড়াইতে রাজপাত্র-দ্বারে ।
রাজলেখা করি' দিল পুরী-গোসাঞির করে ॥ ১৫৩ ॥

রেমুণাতে উপস্থিতি ও গোপীনাথ-দর্শনে নৃত্য-গীত ঃ—

চলিল মাধবপুরী চন্দন লঞা ।
কতদিনে রেমুণাতে উত্তরিল গিয়া ॥ ১৫৪ ॥
গোপীনাথ-চরণে কৈল বহু নমস্কার ।
প্রেমাবেশে নৃত্য-গীত করিলা অপার ॥ ১৫৫ ॥
পুরী দেখি' সেবক সব সম্মান করিল ।
ক্ষীরপ্রসাদ দিয়া তাঁরে ভিক্ষা করাইল ॥ ১৫৬ ॥

স্বপ্নে পুরীকে গোপালকর্ত্তৃক গোপীনাথের শ্রীঅঙ্গে চন্দন-লেপন জন্য আদেশ ঃ—

সেই রাত্রে দেবালয়ে করিল শয়ন ।
শেষরাত্রি হৈলে পুরী দেখিল স্বপন ॥ ১৫৭ ॥
গোপাল আসিয়া কহে,—"শুনহ, মাধব ।
কর্পূর-চন্দন আমি পাইলাম সব ॥ ১৫৮ ॥
কর্পূর-সহিত ঘষি' এসব চন্দন ।
গোপীনাথের অঙ্গে সব করহ লেপন ॥ ১৫৯ ॥
গোপীনাথ আমার সে একই অঙ্গ হয় ।
ইঁহাকে চন্দন দিলে, আমার তাপ-ক্ষয় ॥ ১৬০ ॥
দ্বিধা না ভাবিহ, না করিহ কিছু মনে ।
বিশ্বাস করি' চন্দন দেহ আমার বচনে ॥" ১৬১ ॥

সেবকগণকে গোপালের আজ্ঞা-জ্ঞাপন ঃ—

এত বলি' গোপাল গেল, গোসাঞি জাগিল ।
গোপীনাথের সেবকগণে ডাকিয়া আনিল ॥ ১৬২ ॥
প্রভুর আজ্ঞা হৈল,—"এই কর্পূর-চন্দন ।
গোপীনাথের অঙ্গে নিত্য করহ লেপন ॥ ১৬৩ ॥
ইঁহাকে চন্দন দিলে, গোপাল হইবেন শীতল ।
স্বতন্ত্র ঈশ্বর,—তাঁর আজ্ঞা সে প্রবল ॥ ১৬৪ ॥
গ্রীষ্মকালে গোপীনাথ পরিবে চন্দন ।"
শুনি' আনন্দিত হৈল সেবকের মন ॥ ১৬৫ ॥

সঙ্গীদ্বয়কে চন্দন-ঘর্ষণে নিয়োগ ঃ—

পুরী কহে,—"এই দুই ঘষিবে চন্দন ।
আর জনা-দুই দেহ, দিব যে বেতন ॥" ১৬৬ ॥

পুরীর কথামত সেবকগণের সহর্ষে চন্দন-লেপন ঃ—

এই মত চন্দন দেয় প্রত্যহ ঘষিয়া ।
পরায় সেবক সব আনন্দ করিয়া ॥ ১৬৭ ॥

সমগ্র গ্রীষ্মকালে চন্দন-শেষ পর্য্যন্ত পুরীর রেমুণায় অবস্থান ঃ—

প্রত্যহ চন্দন পরায়, যাবৎ হৈল অন্ত ।
তথায় রহিল পুরী তাবৎ পর্য্যন্ত ॥ ১৬৮ ॥

পুরীর নীলাচলে চাতুর্ম্মাস্য-যাপন ঃ—

গ্রীষ্মকাল-অন্তে পুনঃ নীলাচলে গেলা ।
নীলাচলে চাতুর্ম্মাস্য আনন্দে রহিলা ॥ ১৬৯ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৫৩। ঘাটী—ঘাটওয়াল, যাহারা পথের শুল্ক আদায় করে। দানী—যাহারা পারের পয়সা লয়। সেই সকলকে ছাড়াইবার জন্য অর্থাৎ তাহাদিগকে পয়সা না দিয়া যাইবার জন্য, রাজপাত্র-দ্বারা রাজলেখা অর্থাৎ পরওয়ানা পুরীগোঁসাইর হস্তে দেওয়া হইল।

১৬৬। এই দুই—পুরীর সহিত যাঁহারা আসিয়াছেন।

অনুভাষ্য

হইবার উদ্দেশ্যে পুরী হইতে পলাইবার উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন, তথাপি গোপালের জন্য চন্দন-সংগ্রহরূপ সেবা তাঁহার বন্ধনের কারণরূপে প্রতিষ্ঠাসঙ্কুল-নীলাচলে অবস্থিতি ঘটাইল।

১৫২। সম্বল—পথব্যয়।

১৫৯-১৬০। গোপাল না পরিয়া গোপীনাথের চন্দন পরিবার তাৎপর্য্য এই যে,—গোপালের ভূমি বৃন্দাবন—রেমুণা হইতে বহু-যোজন দূরবর্ত্তী ; বিশেষতঃ তথায় যাইতে বিধর্ম্মী ম্লেচ্ছগণের দ্বারা শাসিত প্রদেশ অতিক্রম করিয়া যাইতে হয় ; তাহাতে বহু বাধা-বিঘ্ন, সুতরাং প্রিয়তম-ভক্তশ্রেষ্ঠ পুরী গোস্বামীর কষ্ট হইবে জানিয়া ভক্তবৎসল ভক্তপ্রেমবশ গোপাল তদভিন্ন-বিগ্রহ শ্রীগোপীনাথের শ্রীঅঙ্গেই চন্দন লেপিবার জন্য বলিয়া দিয়া ভক্তের শ্রম সফল ও লাঘব করিলেন। পরবর্ত্তী ১৭৬-১৭৭ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১৬৪। স্বতন্ত্র—স্বেচ্ছাময়।

১৬৯। চাতুর্ম্মাস্য—আষাঢ়শুক্লপক্ষে শয়ন-একাদশী হইতে আরম্ভ করিয়া কার্ত্তিক-শুক্লপক্ষে উত্থান-একাদশী পর্য্যন্ত চান্দ্রমাস-চতুষ্টয় ; অথবা আষাঢ়ী-পূর্ণিমা হইতে কার্ত্তিকী-পূর্ণিমা পর্য্যন্ত চান্দ্রমাস-চতুষ্টয় ; অথবা শ্রাবণ হইতে কার্ত্তিক পর্য্যন্ত সৌরমাস-চতুষ্টয় কাল—চাতুর্ম্মাস্য-বর্ষাকাল। এই চারিমাস কালব্যাপি-ব্রত—চারিআশ্রমের সকলেরই পাল্য। উদ্দেশ্য,—সর্ব্বভোগ-ত্যাগ। শ্রাবণে শাক, ভাদ্রে দধি, আশ্বিনে দুগ্ধ ও কার্ত্তিকে আমিষ পরিত্যাজ্য। জড়-ভোগযোগ্য-বিষয়-ত্যাগই এই চাতুর্ম্মাস্যের শিক্ষা-তাৎপর্য্য।

প্রভুর পুরীচরিত্র বর্ণন করিয়া আনন্দ ঃ—

শ্রীমুখে মাধবপুরীর অমৃত-চরিত।
ভক্তগণে শুনাঞা প্রভু করে আস্বাদিত ॥ ১৭০ ॥

নিতাইকে প্রভুর পুরীর প্রেম-মহিমা-কথন ঃ—

প্রভু কহে,—"নিত্যানন্দ, করহ বিচার।
পুরী-সম ভাগ্যবান্ জগতে নাহি আর ॥ ১৭১ ॥
দুগ্ধদান-ছলে কৃষ্ণ যাঁরে দেখা দিল।
তিনবারে স্বপ্নে আসি' যাঁরে আজ্ঞা কৈল ॥ ১৭২ ॥
যাঁর প্রেমে বশ হঞা প্রকট হইল।
সেবা অঙ্গীকার করি' জগত তারিল ॥ ১৭৩ ॥
যাঁর লাগি' গোপীনাথ ক্ষীর কৈল চুরি।
অতএব নাম হৈল 'ক্ষীরচোরা' করি' ॥ ১৭৪ ॥
কর্পূর চন্দন যাঁর অঙ্গে চড়াইল।
আনন্দে পুরী-গোসাঞির প্রেম উথলিল ॥ ১৭৫ ॥

গোপালের পরিবর্ত্তে গোপীনাথের চন্দন পরিবার তাৎপর্য্য ঃ—

ম্লেচ্ছদেশে কর্পূর-চন্দন আনিতে জঞ্জাল।
পুরী দুঃখ পাবে, ইহা জানিয়া গোপাল ॥ ১৭৬ ॥
মহা-দয়াময় প্রভু—ভকতবৎসল।
চন্দন পরি' ভক্তশ্রম করিল সফল ॥ ১৭৭ ॥

পুরীর প্রেম ও চরিত্র-মাহাত্ম্য ঃ—

পুরীর প্রেম-পরাকাষ্ঠা করহ বিচার।
অলৌকিক প্রেমে চিত্তে লাগে চমৎকার ॥ ১৭৮ ॥
পরম-বিরক্ত, মৌনী, সর্ব্বত্র উদাসীন।
গ্রাম্যবার্ত্তা-ভয়ে দ্বিতীয়-সঙ্গ-হীন ॥ ১৭৯ ॥

সেব্যের আজ্ঞাপালনে নিঃসম্বল পুরীর অপূর্ব্ব অধ্যবসায় ঃ—

হেন-জন গোপালের আজ্ঞামৃত পাঞা।
সহস্র ক্রোশ আসি' বুলে চন্দন মাগিঞা ॥ ১৮০ ॥
ভোকে রহে, তবু অন্ন মাগিঞা না খায়।
হেন-জন চন্দন-ভার বহি' লঞা যায় ॥ ১৮১ ॥

নিজের বহু দুঃখসত্ত্বেও প্রভুর সেবাতেই পুরীর আনন্দ ঃ—

'মণেক চন্দন, তোলা-বিশেক কর্পূর।
গোপালে পরাইব',—এই আনন্দ প্রচুর ॥ ১৮২ ॥
উৎকলের দানী রাখে চন্দন দেখিঞা।
তাঁহা এড়াইল রাজপত্র দেখাঞা ॥ ১৮৩ ॥
ম্লেচ্ছদেশে দূর পথ, জগাতি অপার।
কেমতে চন্দন নিব—নাহি এ বিচার ॥ ১৮৪ ॥
সঙ্গে এক বট নাহি ঘাটীদান দিতে।
তথাপি উৎসাহ বড়, চন্দন লঞা যাইতে ॥ ১৮৫ ॥

কৃষ্ণপ্রেমিকের লক্ষণ ঃ—

প্রগাঢ়-প্রেমের এই স্বভাব-আচার।
নিজ-দুঃখ-বিঘ্নাদির না করে বিচার ॥ ১৮৬ ॥

কৃষ্ণের স্বভক্ত-মাহাত্ম্য-প্রদর্শন ঃ—

এই তার গাঢ় প্রেমা লোকে দেখাইতে।
গোপাল তাঁরে আজ্ঞা দিল চন্দন আনিতে ॥ ১৮৭ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৭৬-১৭৭। ম্লেচ্ছদেশে—মেদিনীপুর-জেলার অনেকাংশ পর্য্যন্ত উৎকল-রাজাদিগের রাজ্য ছিল ; তাহা হিন্দু-রাজার দেশ। তাহার পর প্রায় সমস্ত দেশই ম্লেচ্ছ-রাজার অধীন। স্থানে স্থানে ম্লেচ্ছরাজের চরসকল পথিকগণের সহিত ভালদ্রব্য থাকিলে কাড়িয়া লইত। গৌড়দেশে ঐ কর্পূর-চন্দন দুর্ল্লভ। ঐরূপ জঞ্জাল ঘটিবে, এই আশঙ্কায় পুরীগোঁসাই বৃন্দাবন-পর্য্যন্ত যাইতে অনেক কষ্ট মনে করিবেন, সেই কষ্ট দূর করিবার জন্য রেমুণাস্থ শ্রীগোপীনাথকে চন্দন অর্পণ করিতে অনুজ্ঞা করিয়াছিলেন।

১৮১। ভোকে রহে—ক্ষুধিত থাকে।

১৮৪। জগাতি—জগাইত, যাহারা প্রহরীচ্ছলে পথে জাগিয়া থাকে।

১৮৫। বট—কড়ি, কপর্দ্দক।

অনুভাষ্য

১৭৮। কৃষ্ণবিরহ বা চিদ্বিপ্রলম্ভই জীবের একমাত্র সাধন। জড়বিরহোত্থ নির্ব্বেদ জড়েরই আসক্তি প্রকাশ করে ; কিন্তু কৃষ্ণবিরহোত্থ নির্ব্বেদ কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

অনুভাষ্য

এস্থলে মূল-মহাজন শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রের অপূর্ব্ব কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছা কৃষ্ণসেবার্থী জীবের একমাত্র আদর্শ ও বিশেষভাবে লক্ষিতব্য বিষয়—ইহাই শ্রীমন্মহাপ্রভু ও তদীয় অন্তরঙ্গ শক্তিগণ পরে আচরণ করিয়া দেখাইয়াছেন।

১৭৯। গ্রাম্যবার্ত্তা—স্ত্রী-পুরুষঘটিত কথা, গ্রামসম্বন্ধীয় সকল কথা ; গ্রাম—ভাঃ ১১।২৫।২৫ শ্লোকে—"গ্রামো রাজস উচ্যতে" ; ঐ ২৮ ও ২৯ শ্লোকে—"রাজসঞ্চেন্দ্রিয়প্রেষ্ঠম্", "বিষয়োত্থন্তু রাজসম্"—নিজেন্দ্রিয়তৃপ্তিকর বা বিষয়ভোগজনিত অর্থাৎ প্রাকৃত কামোদ্দীপক ব্যাপারমাত্রই রাজস বা গ্রাম্য।

১৮৩। রাখে—আটক করিয়াছিল।

১৮৬। গাঢ়প্রেমিকগণের নৈসর্গিক আচরণে ইহাই দেখা যায় যে, নিজকামনা-পরিতৃপ্তির বিপরীত ভাব দুঃখ-বিঘ্নাদি তাঁহাদের প্রতিবন্ধক হয় না ; পরন্তু শতসহস্র বিঘ্ন ও নিরন্তর দুঃখের মধ্যেই তাঁহারা পূর্ণমাত্রায় প্রীতির পরিচয়ই দিয়া থাকেন। এই জড়জগতের বদ্ধানুভূতি ও দ্বিতীয়াভিনিবেশ হইতে মুক্ত হইবার যোগ্যপাত্র বিবেচনায়, "তত্তেহনুকম্পাং সুসমীক্ষ্যমাণঃ" এই

বহু পরিশ্রমে চন্দন রেমুণা আনিল ।
আনন্দ বাড়িল মনে, দুঃখ না গণিল ॥ ১৮৮ ॥

ভক্তকে পরীক্ষা ও ভক্তের পরীক্ষোত্তরণ ঃ—

পরীক্ষা করিতে গোপাল কৈল আজ্ঞা দান ।
পরীক্ষা করিয়া শেষে হৈল দয়াবান্ ॥ ১৮৯ ॥

ভক্ত ও ভগবান্—পরস্পরের অলৌকিকী রতি ঃ—

এই ভক্তি, ভক্তপ্রিয়-কৃষ্ণ-ব্যবহার ।
বুঝিতেও আমা-সবার নাহি অধিকার ॥" ১৯০ ॥

প্রভুর পুরী-কৃত অতুল মহিমান্বিত শ্লোক-পাঠ বর্ণন ঃ—

এত বলি' পড়ে প্রভু তাঁর কৃত শ্লোক ।
যেই শ্লোক-চন্দ্রে জগৎ করেছে আলোক ॥ ১৯১ ॥
ঘষিতে ঘষিতে যৈছে মলয়জ-সার ।
গন্ধ বাড়ে, তৈছে এই শ্লোকের বিচার ॥ ১৯২ ॥
রত্নগণ-মধ্যে যৈছে কৌস্তুভমণি ।
রসকাব্য-মধ্যে তৈছে এই শ্লোক গণি ॥ ১৯৩ ॥
এই শ্লোক কহিয়াছেন রাধা-ঠাকুরাণী ।
তাঁর কৃপায় স্ফুরিয়াছে মাধবেন্দ্র-বাণী ॥ ১৯৪ ॥

শ্রীরাধা, মাধবেন্দ্র ও গৌর—তিনেরই আস্বাদন-যোগ্যতা ঃ—

কিবা গৌরচন্দ্র ইহা করে আস্বাদন ।
ইহা আস্বাদিতে আর নাহি চৌঠজন ॥ ১৯৫ ॥
শেষকালে এই শ্লোক পঠিতে পঠিতে ।
সিদ্ধিপ্রাপ্ত হৈল পুরীর শ্লোকের সহিতে ॥ ১৯৬ ॥

পদ্যাবলীতে চতুঃশতাঙ্কধৃত শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীপাদবাক্য—

অয়ি দীনদয়ার্দ্রনাথ হে মথুরানাথ কদাবলোক্যসে ।
হৃদয়ং ত্বদলোককাতরং দয়িত ভ্রাম্যতি কিং করোম্যহম্ ॥১৯৭॥

প্রভুর মূর্চ্ছা ও বিপ্রলম্ভ-ভাবোন্মাদ ঃ—

এই শ্লোক পড়িতে প্রভু হইলা মূর্চ্ছিতে ।
প্রেমেতে বিবশ হঞা পড়িল ভূমিতে ॥ ১৯৮ ॥
আস্তে ব্যস্তে কোলে করি' নিল নিত্যানন্দ ।
ক্রন্দন করিয়া তবে উঠে গৌরচন্দ্র ॥ ১৯৯ ॥
প্রেমোন্মাদ হৈল, উঠি' ইতি-উতি ধায় ।
হুঙ্কার করয়ে, হাসে, কান্দে, নাচে, গায় ॥ ২০০ ॥
'অয়ি দীন', 'অয়ি দীন' বলে বারবার ।
কণ্ঠে না নিঃসরে বাণী, নেত্রে অশ্রুধার ॥ ২০১ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৯৫। চৌঠজন—চতুর্থজন; অর্থাৎ রাধাঠাকুরাণী, মাধবেন্দ্র-পুরী ও মহাপ্রভু,—এই তিনজনেই এই শ্লোকের আস্বাদন করিয়াছেন; অন্য চতুর্থব্যক্তি ইহা আস্বাদনের যোগ্য ছিলেন না।

১৯৭। ওহে দীনদয়ার্দ্রনাথ! ওহে মথুরানাথ! কবে তোমাকে দর্শন করিব! তোমার দর্শনাভাবে আমার কাতর হৃদয় অস্থির হইয়া পড়িয়াছে! হে দয়িত! আমি এখন কি করিব?

তাৎপর্য্য,—শুদ্ধভক্তিবাদী বেদান্তমূলক বৈষ্ণবগণ চারি সম্প্রদায়ে বিভক্ত; তন্মধ্যে শ্রীমধ্বাচার্য্য-সম্প্রদায় স্বীকারপূর্ব্বক শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী বৈষ্ণবসন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন। মধ্বাচার্য্য হইতে মাধবেন্দ্রের গুরু লক্ষ্মীপতি পর্য্যন্ত ঐ সম্প্রদায়ে শৃঙ্গার-রসময়ী ভক্তি ছিল না। তাঁহাদের যেরূপ ভক্তি ছিল, তাহা মহাপ্রভুর দক্ষিণদেশ-ভ্রমণ-সময়ে তত্ত্ববাদিগণের সহিত যে বিচার হয়, তাহাতে জানিতে পারা যায়। শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী এই অপূর্ব্ব শ্লোক-রচনাদ্বারা শৃঙ্গার-রসময়ীভক্তির বীজ বপন করেন। ইহাতে ভাব এই যে, মথুরারাজ্যপ্রাপ্ত-শ্রীকৃষ্ণের বিচ্ছেদে শ্রীমতী রাধিকার মহাপ্রেমের যে উচ্ছ্বাস হইয়াছিল, সেই ভাবের অনুগত হইয়া যে কৃষ্ণভজন করা যায়, তাহাই সর্ব্বোত্তম। এই রসের ভক্ত আপনাকে অত্যন্ত দীনজ্ঞানে 'দীনদয়ার্দ্রনাথকে' এই-ভাবে ডাকিবেন। **জীবের পক্ষে কৃষ্ণের বিচ্ছেদগত ভাবই স্বাভাবিক ভজন।** কৃষ্ণ মথুরায় গমন করিয়াছেন, তাঁহার অদর্শনে শ্রীমতীর হৃদয় নিতান্ত কাতর হইয়া তাঁহার দর্শন-লালসায় বলিতেছেন,—"হে কান্ত, তোমার দর্শনাভাবে আমার হৃদয় নিতান্ত ব্যাকুল; বল, আমি কি করিলে তোমার দর্শন পাই? আমাকে দীনজন জানিয়া তুমি দয়ার্দ্র হও।" শ্রীমাধবেন্দ্র-পুরীর এই ভাবের সহিত শ্রীমহাপ্রভুতে প্রকাশিত শ্রীমতীর উদ্ধব-দর্শনে যে ভাববৈচিত্র্যের বর্ণন হইয়াছে, তাহার সাদৃশ্য অনা-য়াসেই দেখিতে পাওয়া যায়। এইজন্যই মহাজনগণ বলিয়াছেন যে, শৃঙ্গার-রসতরুর মূল—মাধবেন্দ্রপুরী, ঈশ্বরপুরী—তাহার প্ররোহ, শ্রীমন্মহাপ্রভু—তাহার মূলস্কন্ধ, প্রভুর অনুগত ভক্তগণ—তাহার শাখাপ্রশাখা।

ইতি অমৃতপ্রবাহ-ভাষ্যে চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

অনুভাষ্য

ভাগবতীয় শ্লোকের অবতারণা। ভগবানের গাঢ়প্রণয়িজন বাহ্য-জগতের কোন অভাব, বিঘ্ন ও দুঃখাদি গণনা করেন না। "যত দেখ বৈষ্ণবের ব্যবহার-দুঃখ। নিশ্চয় জানিহ সেই পরানন্দসুখ।।" শ্রীমন্মহাপ্রভুর "আশ্লিষ্য বা পাদরতাম্" বচনে এই চরম শিক্ষাই আমরা লক্ষ্য করি।

১৯৭। অয়ি (শ্রীবৃষভানুরাজনন্দিন্যাঃ স্বরমণং প্রতি মধুর-সম্বোধনং) হে দীনদয়ার্দ্র (দীনানাং কৃষ্ণবিরহকাতরানাং গোপী-নাং স্বজনানাং সম্বন্ধে যা দয়া, তাসাং বিপ্রলম্ভতাপনোদিনী সাক্ষাদ্-রূপগুণলীলা-স্ফূর্ত্তিবিধায়িনী কৃপা, তয়া আর্দ্র, সরসহৃদয়,—

কম্প, স্বেদ, পুলকাশ্রু, স্তম্ভ, বৈবর্ণ্য ।
নির্ব্বেদ, বিষাদ, জাড্য, গর্ব্ব, হর্ষ, দৈন্য ॥ ২০২ ॥
এই শ্লোকে উঘাড়িলা প্রেমের কপাট ।
গোপীনাথ-সেবক দেখে প্রভুর প্রেমনাট ॥ ২০৩ ॥

প্রভুর বাহ্যদশা ও গোপীনাথের ভোগারতি ঃ—

লোকের সংঘট্ট দেখি' প্রভুর বাহ্য হৈল ।
ঠাকুরের ভোগ সরি' আরতি বাজিল ॥ ২০৪ ॥

পূজারীর প্রভু-নিকট ১২টী পাত্রে ক্ষীর-আনয়ন ঃ—

ঠাকুরে শয়ন করাঞা পূজারী হৈল বাহির ।
প্রভুর আগে আনি' দিল প্রসাদ বার ক্ষীর ॥ ২০৫ ॥

ক্ষীর-দর্শনে প্রভুর আনন্দ এবং পাঁচটী গ্রহণ ও সাতটী প্রত্যর্পণ ঃ—

ক্ষীর দেখি' মহাপ্রভুর আনন্দ বাড়িল ।
ভক্তগণে খাওয়াইতে পঞ্চ ক্ষীর লৈল ॥ ২০৬ ॥
সাত ক্ষীর পূজারীকে বাহুড়িয়া দিল ।
পঞ্চক্ষীর পঞ্চজনে বাঁটিয়া খাইল ॥ ২০৭ ॥
গোপীনাথ-রূপে যদি করিয়াছেন ভোজন ।
ভক্তি দেখাইতে কৈল প্রসাদ ভক্ষণ ॥ ২০৮ ॥

প্রাতে তথা হইতে পুরী-পথে যাত্রা ঃ—

নাম-সঙ্কীর্ত্তনে সেই রাত্রি গোঙাইলা ।
মঙ্গল-আরতি দেখি' প্রভাতে চলিলা ॥ ২০৯ ॥

এই আখ্যানে প্রভুর ও তদীয় ভক্তের অপূর্ব্ব প্রীতি ও গুণ-মাহাত্ম্য ঃ—

এই ত' আখ্যানে কহিলা দোঁহার মহিমা ।
প্রভুর ভক্তবাৎসল্য, আর ভক্তপ্রেম-সীমা ॥ ২১০ ॥
ভক্ত-সঙ্গে শ্রীমুখে প্রভু কৈলা আস্বাদন ।
গোপাল-গোপীনাথ-পুরীগোসাঞির গুণ ॥ ২১১ ॥
শ্রদ্ধাযুক্ত হঞা ইহা শুনে যেই জন ।
শ্রীকৃষ্ণ-চরণে সেই পায় প্রেমধন ॥ ২১২ ॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ২১৩ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী-চরিতামৃতাস্বাদনং নাম চতুর্থঃ পরিচ্ছেদঃ।

অনুভাষ্য

উৎকটবিরহ-তাপার্ত্ত-গোপীকৃপাপরকোমলচিত্ত) হে নাথ (মাদৃশ-গোপীজনৈকবল্লভ) হে মথুরানাথ (মাথুরজনেশ্বর, চেৎ গোপী-জনবল্লভাভিমানস্তব বর্ত্ততে, তদা অস্মান্ গোপীঃ বিস্মৃত্য কথম্ ঐশ্বর্য্যবাসনয়া মাথুর-সাধারণী-কান্তামোদার্থং তত্রাবস্থিতিঃ, অতঃ, গোপীকৃপারহিতকঠিনহৃদয়) কদা ত্বং [বিরহকাতরয়া গোপ্যা তদ্ভাবাশ্রিতয়া ময়া] অবলোক্যসে? হে দয়িত (হে প্রাণেভ্যোঽপি প্রিয়তম) ত্বদলোককাতরং হৃদয়ং (তব দর্শনায় কাতরং ব্যাকুলং উদ্ঘূর্ণাচিত্রজল্পাদিময়ং গোপীজনহৃদয়ং) ভ্রাম্যতি (উন্মদয়তি) কিং করোমি, [তৎ কথয়]।

২০২। জাড্য—(ভঃ রঃ সিঃ দঃ বিঃ ৪র্থ লঃ)—"জাড্যম-প্রতিপত্তিঃ স্যাদিষ্টানিষ্টশ্রুতীক্ষণৈঃ। বিরহাদ্যৈশ্চ তন্মোহাৎ পূর্ব্বাবস্থা পরাপি চ।।" অর্থাৎ ইষ্ট ও অনিষ্টের শ্রবণ, দর্শন ও বিরহাদিদ্বারা যে বিচারশূন্যতা, তাহাকে 'জাড্য' বলে। ইহা মোহের পূর্ব্ব ও পর অবস্থা।

২০৩। প্রেমনাট—প্রেমবশে নৃত্য।

২০৫। বার—দ্বাদশটী পাত্রপূর্ণ।

২০৭। বাহুড়িয়া—অগ্রসর হইয়া ফিরাইয়া।

২০৮। যদিও শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীগোপীনাথ-বিগ্রহরূপে ঐ ক্ষীরই পূর্ব্বে ভোজন করিয়াছিলেন, তথাপি লোকশিক্ষকরূপে তিনি কৃষ্ণভজন প্রদর্শন করিবার জন্য ক্ষীর-মহাপ্রসাদ সম্মান করিলেন।

২০৯। গোঙাইল—যাপন করিলেন।

২১০। প্রভু ও ভক্তের, উভয়েরই পরস্পরের প্রতি প্রেম অতুলনীয়।

ইতি অনুভাষ্যে চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

কথাসার—মহাপ্রভু যাজপুর হইয়া কটকনগরে পৌঁছিলে তথায় শ্রীসাক্ষিগোপাল-দর্শনে গিয়া নিত্যানন্দপ্রভুর মুখে গোপালের আখ্যায়িকা শ্রবণ করিলেন। বিদ্যানগর-নিবাসী দুইটী (একটী বৃদ্ধ, অপরটী যুবা) ব্রাহ্মণ বহুতীর্থ ভ্রমণ করিয়া শ্রীবৃন্দাবনে পৌঁছিলে, বৃদ্ধ-বিপ্র যুবা-বিপ্রের সেবায় সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে কন্যা দিতে অঙ্গীকার করিলেন। যুবাবিপ্র বৃদ্ধবিপ্রকে বৃন্দাবনস্থ গোপালের সম্মুখে ঐ বিষয় অঙ্গীকার করাইয়া গোপালকে সাক্ষী রাখিলেন। স্বদেশে আসিয়া যুবাবিপ্র বিবাহের প্রস্তাব করিলে বৃদ্ধবিপ্র স্বীয় পুত্র-কলত্রাদির অনুরোধে কহিলেন, —'আমার প্রতিজ্ঞা স্মরণ নাই।' তাহাতে যুবাবিপ্র গোপালের নিকট পুনরায় গিয়া সমস্ত নিবেদন করত ভক্তিদ্বারা তাঁহাকে বাধ্য করিয়া দক্ষিণদেশে আনিলেন। গোপাল যুবাবিপ্রের পশ্চাৎ পশ্চাৎ নূপুরের ধ্বনি করিয়া বিদ্যানগরের নিকট পর্য্যন্ত আসিয়া তথায় স্থিত হইলেন। যুবাবিপ্র তদ্দেশস্থ ভদ্রগণকে, বৃদ্ধবিপ্র ও তাহার পুত্রকে তথায় উপস্থিত করাইয়া গোপালের সাক্ষ্য দেওয়াইলে তাহারা চমৎকৃত হইয়া বৃদ্ধবিপ্রের কন্যার সহিত যুবাবিপ্রের উদ্বাহ-কার্য্য নির্ব্বাহ করাইল। তদ্দেশীয় রাজা গোপালের প্রতি ভক্তি করিয়া মন্দিরাদি করিয়াছিলেন। বহুদিন পরে উৎকলাধিপতি পুরুষোত্তমদেবকে বিদ্যানগরের রাজা জগন্নাথের ঝাড়ুদার বলিয়া তাচ্ছিল্য করিয়া স্বীয় কন্যা দিতে অস্বীকার করায় পুরুষোত্তমদেব শ্রীজগন্নাথের সহায়তা লাভ করত ঐ রাজার সহিত যুদ্ধ করিলেন। পরাজিত করিয়া তাঁহার কন্যা ও রাজ্য গ্রহণ করিলেন। সেইসময় হইতে বৈষ্ণবরাজ পুরুষোত্তমদেবের ভক্তিডোরে বদ্ধ হইয়া গোপাল কটকনগরে আনীত হন। এই আখ্যায়িকা শ্রবণ করিয়া মহাপ্রভু মহাপ্রেমের সহিত গোপাল দর্শন করিলেন। কটক হইতে ভুবনেশ্বরে শিব দর্শন করত কমলপুরে ভার্গী-নদীতীরে কপোতেশ্বর-শিবদর্শন-ছলে মহাপ্রভু নিত্যানন্দের হস্তে স্বীয় দণ্ড রাখিয়া যা'ন। তিনি দণ্ডটিকে তিনখণ্ড করিয়া ভাঙ্গিয়া ভার্গী-নদীতে ভাসাইয়া দিলেন। 'আঠারনালা'র নিকটে গিয়া মহাপ্রভু দণ্ড না পাইয়া সঙ্গিগণকে রাখিয়া শ্রীমন্দিরে গেলেন। (অঃ প্রঃ ভাঃ)

ভক্তবশ সাক্ষিগোপালকে প্রণাম ঃ—

পদ্ভ্যাং চলন্ যঃ প্রতিমা-স্বরূপো
ব্রহ্মণ্যদেবো হি শতাহগম্যম্ ।
দেশং যযৌ বিপ্রকৃতেঽদ্ভুতেহং
তং সাক্ষিগোপালমহং নতোঽস্মি ॥ ১ ॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ২ ॥

প্রভুর যাজপুরে বরাহদেব-দর্শন ঃ—

চলিতে চলিতে আইলা যাজপুর-গ্রাম ।
বরাহ-ঠাকুর দেখি' করিলা প্রণাম ॥ ৩ ॥

নৃত্যগীত কৈল প্রেমে, বহুত স্তবন ।
যাজপুরে সে রাত্রি করিলা যাপন ॥ ৪ ॥

কটকে সাক্ষিগোপাল-দর্শন ঃ—

কটকে আইলা সাক্ষিগোপাল দেখিতে ।
গোপাল-সৌন্দর্য্য দেখি' হৈলা আনন্দিতে ॥ ৫ ॥

প্রেমাবেশে নৃত্যগীত কৈল কতক্ষণ ।
আবিষ্ট হঞা কৈল গোপাল-স্তবন ॥ ৬ ॥

নিত্যানন্দমুখে প্রভুর সাক্ষিগোপাল-বৃত্তান্ত-শ্রবণ ঃ—

সেই রাত্রি তাঁহা রহি' ভক্তগণ-সঙ্গে ।
গোপালের পূর্ব্বকথা শুনে প্রভু রঙ্গে ॥ ৭ ॥

পূর্ব্বে তীর্থভ্রমণোপলক্ষে নিতাইর
শ্রবণ-সুযোগ ঃ—

নিত্যানন্দ-গোসাঞি যবে তীর্থ ভ্রমিলা ।
সাক্ষিগোপাল দেখিবারে কটক আইলা ॥ ৮ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১। যে ব্রহ্মণ্যদেব প্রতিমাস্বরূপ হইয়াও ব্রাহ্মণের উপকারের জন্য শতদিবস চলিলে যে দেশ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তথায় পদ-চালনপূর্ব্বক গমন করিয়াছিলেন, সেই অদ্ভুতচেষ্ট সাক্ষি-গোপালকে আমি প্রণাম করি।

৩। যাজপুরগ্রাম—উৎকল-দেশে বৈতরণী-নদীতীরে বিরজা-ক্ষেত্রে নাভিগয়ারূপ তীর্থবিশেষ।

৮। সাক্ষিগোপাল—মহানদীতীরে প্রধান নগর—কটক ;

অনুভাষ্য

১। যঃ (গোপালঃ) প্রতিমাস্বরূপঃ (অর্চ্চ্যাশ্রিতবিগ্রহঃ) ব্রহ্মণ্যদেবঃ পদ্ভ্যাং চলন্ বিপ্রকৃতে (ব্রাহ্মণস্যোপকারায়) হি শতাহগম্যং (শতদিবস-প্রাপ্যং) দেশং (মাথুরমণ্ডলাৎ বিদ্যা-নগরং) যযৌ, অহং তম্ অদ্ভুতেহং (অপূর্ব্বচেষ্টাসমন্বিতং) সাক্ষিগোপালং নতোঽস্মি (প্রণমামি)।

সাক্ষিগোপালের কথা শুনি' লোকমুখে ।
সেই কথা কহেন, প্রভু শুনে মহাসুখে ॥ ৯ ॥

সাক্ষিগোপাল-বৃত্তান্ত ; দুই বিপ্রের কথা ঃ—

পূর্ব্বে বিদ্যানগরের দুই ত' ব্রাহ্মণ ।
তীর্থ করিবারে দুঁহে করিলা গমন ॥ ১০ ॥
গয়া, বারাণসী, প্রয়াগ—সকল করিয়া ।
মথুরাতে আইলা দুঁহে আনন্দিত হঞা ॥ ১১ ॥
বনযাত্রায় বন দেখি' দেখে গোবর্দ্ধন ।
দ্বাদশ-বন দেখি' শেষে গেলা বৃন্দাবন ॥ ১২ ॥
বৃন্দাবনে গোবিন্দ-স্থানে মহাদেবালয় ।
সে-মন্দিরে গোপালের মহাসেবা হয় ॥ ১৩ ॥
কেশীতীর্থ, কালীয়-হ্রদাদিকে কৈল স্নান ।
শ্রীগোপাল দেখি' তাঁহা করিলা বিশ্রাম ॥ ১৪ ॥
গোপাল-সৌন্দর্য্য দুঁহার মন নিল হরি' ।
সুখ পাঞা রহে তাঁহা দিন দুই-চারি ॥ ১৫ ॥
দুইবিপ্র-মধ্যে এক বিপ্র—বৃদ্ধপ্রায় ।
আর বিপ্র—যুবা, তাঁর করেন সহায় ॥ ১৬ ॥
ছোটবিপ্র করে সদা তাঁহার সেবন ।
তাঁহার সেবায় বিপ্রের তুষ্ট হৈল মন ॥ ১৭ ॥
বিপ্র বলে,—"তুমি মোর বহু সেবা কৈলা ।
সহায় হঞা আর তীর্থ করাইলা ॥ ১৮ ॥
পুত্রেও পিতার ঐছে না করে সেবন ।
তোমার প্রসাদে আমি না পাইলাম শ্রম ॥ ১৯ ॥
কৃতঘ্নতা হয়, তোমায় না কৈলে সম্মান ।
অতএব তোমায় আমি দিব কন্যাদান ॥" ২০ ॥
ছোটবিপ্র কহে,—"শুন, বিপ্র-মহাশয় ।
অসম্ভব কহ কেনে, যেই নাহি হয় ॥ ২১ ॥
মহাকুলীন তুমি—বিদ্যা-ধনাদি-প্রবীণ ।
আমি অকুলীন আর ধন-বিদ্যা-হীন ॥ ২২ ॥
কন্যাদান-পাত্র আমি না হই তোমার ।
কৃষ্ণপ্রীত্যে করি তোমার সেবা-ব্যবহার ॥ ২৩ ॥
ব্রাহ্মণ-সেবায় কৃষ্ণের প্রীতি বড় হয় ।
তাঁহার সন্তোষে ভক্তি-সম্পদ্ বাড়য় ॥" ২৪ ॥
বড়বিপ্র কহে,—"তুমি না কর সংশয় ।
তোমাকে কন্যা দিব আমি, ইথে কি বিস্ময় ॥" ২৫ ॥
ছোটবিপ্র বলে,—"তোমার স্ত্রী-পুত্র সব ।
বহু জ্ঞাতি-গোষ্ঠী তোমার বহুত বান্ধব ॥ ২৬ ॥
তা'-সবার সম্মতি বিনা নহে কন্যাদান ।
রুক্মিণীর পিতা ভীষ্মক তাহাতে প্রমাণ ॥ ২৭ ॥
ভীষ্মকের ইচ্ছা,—কৃষ্ণে কন্যা সমর্পিতে ।
পুত্রের বিরোধে কন্যা নারিল অর্পিতে ॥" ২৮ ॥
বড়বিপ্র কহে,—"কন্যা মোর নিজ-ধন ।
নিজ-ধন দিতে নিষেধিবে কোন্ জন ॥ ২৯ ॥
তোমাকে কন্যা দিব, সবাকে করি' তিরস্কার ।
সংশয় না কর তুমি, করহ স্বীকার ॥" ৩০ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

তথায় সে-সময়ে সাক্ষিগোপাল বিরাজমান ছিলেন। সাক্ষিগোপাল দক্ষিণদেশ হইতে আনীত হইলে প্রথমে কটকে কিছুদিন থাকিয়া শ্রীপুরুষোত্তমে শ্রীজগন্নাথ-মন্দিরে কিছুদিন রহিলেন। তথায় কোনপ্রকার প্রেমকলহ উপস্থিত হওয়ায় উৎকলপতি মহারাজ, পুরুষোত্তম হইতে তিনক্রোশ দূরে 'সত্যবাদী'-নামে একটী গ্রাম স্থাপন করিয়া তথায় গোপালকে রাখেন। এখন সেই গ্রামে একটী পাকা মন্দিরে শ্রীসাক্ষিগোপাল বিরাজমান ।

১২। দ্বাদশবন—যথা ;—ভদ্র, বিল্ব, লৌহ, ভাণ্ডীর ও মহাবন, এই পাঁচটী বন—যমুনার পূর্ব্বে ; মধু, তাল, কুমুদ, বহুলা, কাম্য, খদির ও বৃন্দাবন, এই শেষ সাতটী বন—যমুনার পশ্চিমে। এই দ্বাদশবন দেখিয়া শেষে 'পঞ্চক্রোশী বৃন্দাবন'-নামক স্থানে গমন করিল। তাৎপর্য্য এই যে, দ্বাদশবন-মধ্যে যে বৃন্দাবন, তাহা এই বৃন্দাবন হইতে আরম্ভ হইয়া নন্দগ্রাম, বর্ষাণ পর্য্যন্ত ষোলক্রোশ-ব্যাপৃত ; তন্মধ্যে 'পঞ্চক্রোশী বৃন্দাবন'-নামক গ্রাম।

অনুভাষ্য

৩। যাজপুর—কটকজেলার এক মহকুমা ; ইহাকে 'নাভি-গয়া' কহে। এখানে 'ব্রাহ্মণনগর'-পল্লীতে বরাহদেব আছেন।

২৩-২৪। কৃষ্ণপ্রীত্যর্থে ছোটবিপ্র ভগবদ্ভক্ত বড়বিপ্রের সেবা করিয়াছিলেন, তৎফলেই স্বভক্তের মানরক্ষার্থ শ্রীগোপালঠাকুর সাক্ষ্য দিয়াছিলেন। নতুবা ছোটবিপ্রের এইরূপ বড়বিপ্রকে সেবা ও তদীয় কন্যার পাণিগ্রহণে সম্মতিপ্রাপ্তি প্রভৃতি ক্রিয়া ইন্দ্রিয়-তর্পণময় প্রাকৃত কর্ম্মকাণ্ড হইলে শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু কখনই উহাকে আদর করিতেন না।

২৮। (ভাঃ ১০।৫২।২১)"রাজাসীদ্ভীষ্মকো নাম বিদর্ভাধি-পতির্মহান্। তস্য পঞ্চাভবন্ পুত্রাঃ কন্যৈকা রুচিরাননা।। রুক্মিনামিচ্ছতাং দাতুং কৃষ্ণায় ভগিনীং নৃপ। ততো নিবার্য্য কৃষ্ণদ্বিট্ রুক্মী চৈদ্যমমন্যত।।" (ভাঃ ১০।৫৩।২)—"শ্রীভগবানুবাচ—তথাহমপি তচ্চিত্তো নিদ্রাঞ্চ ন লভে নিশি। বেদাহং রুক্মিণা দ্বেষান্মমোদ্বাহো নিবারিতঃ।।"

বিদর্ভরাজ ভীষ্মকের জ্যেষ্ঠপুত্র রুক্মী কৃষ্ণকর্ত্তৃক স্বীয় ভগিনী

ছোটবিপ্র কহে,—"যদি কন্যা দিতে আছে মন ।
গোপালের আগে কহ এ সত্য-বচন ॥" ৩১ ॥
গোপালের আগে বিপ্র কহিতে লাগিল ।
"তুমি জান, নিজ-কন্যা ইহারে আমি দিল ॥" ৩২ ॥
ছোটবিপ্র বলে,—"ঠাকুর, তুমি মোর সাক্ষী ।
তোমা সাক্ষী বোলাইমু, যদি অন্যথা দেখি ॥"৩৩ ॥
এত বলি' দুইজনে চলিলা দেশেরে ।
গুরুবুদ্ধ্যে ছোটবিপ্র বহু সেবা করে ॥ ৩৪ ॥
দেশে আসি' দুইজনে গেলা নিজ-ঘরে ।
কতদিনে বড়বিপ্র চিন্তিত অন্তরে ॥ ৩৫ ॥
'তীর্থে বিপ্রে বাক্য দিলুঁ,—কেমতে সত্য হয় ।
স্ত্রী, পুত্র, জ্ঞাতি, বন্ধু জানিবে নিশ্চয় ॥' ৩৬ ॥
একদিন নিজ-লোক একত্র করিল ।
তা-সবার আগে সব বৃত্তান্ত কহিল ॥ ৩৭ ॥
শুনি' সব গোষ্ঠী তার করে হাহাকার ।
"ঐছে বাত্ মুখে তুমি না আনিবে আর ॥ ৩৮ ॥
নীচে কন্যা দিলে কুল যাইবেক নাশ ।
শুনিঞা সকল লোক করিবে উপহাস ॥" ৩৯ ॥
বিপ্র বলে,—"তীর্থ-বাক্য কেমনে করি আন ।
যে হউক্, সে হউক্, আমি দিব কন্যাদান ॥"৪০ ॥
জ্ঞাতি লোক কহে,—"মোরা তোমাকে ছাড়িব ।"
স্ত্রী-পুত্র কহে,—"বিষ খাইয়া মরিব ॥" ৪১ ॥
বিপ্র বলে,—"সাক্ষী বোলাঞা করিবেক ন্যায় ।
জিতি' কন্যা লবে, মোর ব্যর্থ ধর্ম্ম হয় ॥" ৪২ ॥

পুত্র বলে,—"প্রতিমা সাক্ষী, সেহ দূর দেশে ।
কে তোমার সাক্ষী দিবে, চিন্তা কর কিসে ॥ ৪৩ ॥
'নাহি কহি'—না কহি' এ মিথ্যা-বচন ।
সবে কহিবে—'মোর কিছু নাহিক স্মরণ ॥' ৪৪ ॥
তুমি যদি কহ,—'আমি কিছুই না জানি ।'
তবে আমি ন্যায় করি' ব্রাহ্মণেরে জিনি ॥" ৪৫ ॥
এত শুনি' বিপ্রের চিন্তিত হৈল মন ।
একান্ত-ভাবে চিন্তে বিপ্র গোপাল-চরণ ॥ ৪৬ ॥
'মোর ধর্ম্ম রক্ষা পায়, না মরে নিজ-জন ।
দুই রক্ষা কর, গোপাল, লইনু শরণ ॥' ৪৭ ॥
এইমত বিপ্র চিত্তে চিন্তিতে লাগিল ।
আর দিন লঘুবিপ্র তাঁর ঘরে আইল ॥ ৪৮ ॥
আসিঞা পরম-ভক্ত্যে নমস্কার করি' ।
বিনয় করিঞা কহে কর-দুই যুড়ি' ॥ ৪৯ ॥
"তুমি মোরে কন্যা দিতে কর্যাছ অঙ্গীকার ।
এবে কিছু নাহি কহ, কি তোমার ব্যবহার ॥" ৫০ ॥
এত শুনি' সেই বিপ্র রহে মৌন ধরি' ।
তাঁর পুত্র মারিতে আইল হাতে ঠেঙ্গা করি' ॥ ৫১ ॥
"অরে অধম! মোর ভগ্নী চাহ বিবাহিতে ।
বামন হঞা চন্দ্রে যেন চাহ ত' ধরিতে ॥" ৫২ ॥
ঠেঙ্গা দেখি' সেই বিপ্র পলাঞা গেল ।
আর দিন গ্রামের লোক একত্র করিল ॥ ৫৩ ॥
সব লোক বড়বিপ্রে ডাকিয়া আনিল ।
তবে সেই লঘুবিপ্র কহিতে লাগিল ॥ ৫৪ ॥

অনুভাষ্য

রুক্মিণী-হরণকালে তাঁহাকে কুকথা বলায় কৃষ্ণের সহিত যুদ্ধ হয় ; তৎফলে বিনষ্ট হইবার পরিবর্ত্তে রুক্মিণীর অনুরোধে জীবন লাভ করেন। কৃষ্ণ অসিদ্বারা তাহার শ্মশ্রুকেশ কর্ত্তন ও মুণ্ডনপূর্ব্বক বিরূপ করিয়া ছাড়িয়া দিলেন।

৪২। বড়-বিপ্র বলিলেন যে,—আমি স্বীয় প্রতিজ্ঞানুসারে ছোট-বিপ্রকে কন্যা প্রদান না করিলে, ছোট-বিপ্র শ্রীগোপাল-বিগ্রহকে সাক্ষ্য মানিয়া বলপূর্ব্বক আমার কন্যা জয় করিয়া লইবে ; তাহা হইলে আমার ধর্ম্ম তখন নিষ্ফল হইয়া যাইবে।

৪৩-৪৫। বড়-বিপ্রের নাস্তিক, স্মার্ত্ত, বিষয়চতুর কিন্তু মূর্খ পুত্রটী শ্রীবিগ্রহের চেতনত্বে ও বিভুত্বে বিশ্বাস না করিয়া পৌত্তলিকের ন্যায় শ্রীবিগ্রহে শিলা-কাষ্ঠবুদ্ধিপূর্ব্বক পিতাকে কহিলেন যে,—"একে ঐ প্রতিমা—সাক্ষী, অতএব তিনি যে চেতনবস্তুর ন্যায় কথা বলিবেন, ইহা বিশ্বাস্য নহে ; তাহাতে আবার তিনি বহুদূরবর্ত্তী, সুতরাং অতদূর হইতে এখানে সাক্ষ্য দেওয়া তাঁহার পক্ষে সম্ভব নয় ; অতএব আপনি কোন চিন্তা করিবেন না। আপনি স্পষ্টভাবে মিথ্যা বলিয়া আপনার প্রতিজ্ঞা একেবারে সম্পূর্ণ অস্বীকার না করিয়া রাজা যুধিষ্ঠিরের "অশ্বত্থামা হত ইতি গজঃ" এই বাক্যের ন্যায় এইমাত্র বলিবেন বা এইরূপ ভাব দেখাইবেন যে, আপনার কিছুই স্মরণ হইতেছে না, অর্থাৎ আপনি ঐ বিষয়ে অনভিজ্ঞ। তাহা হইলেই আমি ছোট-বিপ্রকে কূটতর্কের ফাঁকিতে ফেলিয়া তাহাকে পরাজিত করিব, আর আপনাকেও কন্যাদানরূপ বিপদ্ হইতে সর্ব্বসমক্ষে উদ্ধার সাধনপূর্ব্বক আপনার প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গ ঘটিতে না দিয়া আমাদের কুলের সম্মান রক্ষা করিব।" ন্যায়—তর্ক।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৪৪। 'আমি কন্যা দিব, বলি নাই'—এরূপ মিথ্যা বচন কহিবে না, কেবল এইমাত্র কহিবে যে,—'ইহা স্মরণ নাই।'

"ইঁহো মোরে কন্যা দিতে কর্য্যাছে অঙ্গীকার।
এবে যে না দেন, পুছ ইঁহার ব্যবহার ॥" ৫৫ ॥
তবে সেই বিপ্রেরে পুছিল সর্ব্বজন।
"কন্যা কেনে না দেহ, যদি দিয়াছ বচন ॥" ৫৬ ॥
বিপ্র কহে,—"শুন, লোক, মোর নিবেদন।
কবে কি বলিয়াছি, মোর নাহিক স্মরণ ॥" ৫৭ ॥
এত শুনি' তাঁর পুত্র বাক্য-ছল পাঞা।
প্রগল্ভ হইয়া কহে সম্মুখে আসিঞা ॥ ৫৮ ॥
"তীর্থযাত্রায় পিতার সঙ্গে ছিল বহু ধন।
ধন দেখি' এই দুষ্টের লৈতে হৈল মন ॥ ৫৯ ॥
আর কেহ সঙ্গে নাহি, এই সঙ্গে একল।
ধুতুরা খাওয়াঞা বাপে করিল পাগল ॥ ৬০॥
সব ধন লঞা কহে,—'চোরে লইল ধন।'
'কন্যা দিতে চাহিয়াছে'—উঠাইল বচন ॥ ৬১ ॥
তোমরা সকল লোক করহ বিচারে।
'মোর পিতার কন্যা দিতে যোগ্য কি ইহারে ॥" ৬২ ॥
এত শুনি' লোকের মনে হইল সংশয়।
'সম্ভবে,—ধনলোভে ছাড়ে ধর্ম্মভয় ॥' ৬৩ ॥
তবে ছোটবিপ্র কহে,—"শুন, মহাজন।
ন্যায় জিনিবারে কহে অসত্য-বচন ॥ ৬৪ ॥
এই বিপ্র মোর সেবায় তুষ্ট যবে হৈলা।
'তোরে আমি কন্যা দিব' আপনে কহিলা ॥ ৬৫ ॥
তবে মুঞি নিষেধিনু,—'শুন, দ্বিজবর।
তোমার কন্যার যোগ্য নহি মুঞি বর ॥ ৬৬ ॥
'কাঁহা তুমি পণ্ডিত, ধনী, পরম-কুলীন।
কাঁহা মুঞি দরিদ্র, মূর্খ, নীচ, কুলহীন ॥' ৬৭ ॥
তবু এই বিপ্র মোরে কহে বার বার।
'তোরে কন্যা দিব, তুমি করহ স্বীকার ॥' ৬৮ ॥
তবে আমি কহিলাঙ,—'শুন, মহামতি।
তোমার স্ত্রী-পুত্র-জ্ঞাতির না হবে সম্মতি ॥ ৬৯ ॥
কন্যা দিতে নারিবে, হবে অসত্য-বচন।'
পুনরপি কহে বিপ্র করিয়া যতন ॥ ৭০ ॥
'কন্যা তোরে দিব, দ্বিধা না করিহ চিত্তে।
আত্মকন্যা দিব, কেবা পারে নিষেধিতে ॥' ৭১ ॥
তবে আমি কহিলাঙ দৃঢ় করি' মন।
'গোপালের আগে কহ এ-সত্য-বচন ॥' ৭২ ॥
তবে ইঁহো গোপালের আসিয়া কহিল।
'তুমি জান, এই বিপ্রে কন্যা আমি দিল ॥' ৭৩ ॥
তবে আমি গোপালেরে সাক্ষী করিঞা।
কহিলাঙ তাঁর পদে প্রণত হইঞা ॥ ৭৪ ॥
'যদি এই বিপ্র মোরে না দিবে কন্যাদান।
সাক্ষী বোলাইমু তোমায়, হইও সাবধান ॥' ৭৫ ॥
এই বাক্যে সাক্ষী মোর আছে মহাজন।
যাঁর বাক্য সত্য করি' মানে ত্রিভুবন ॥"৭৬ ॥
তবে বড়বিপ্র কহে,—"এই সত্য কথা।
গোপাল যদি সাক্ষী দেন, আপনে আসি' এথা ॥ ৭৭ ॥
তবে কন্যা দিব আমি, জানিহ নিশ্চয়।"
তাঁর পুত্র কহে,—"এই ভাল বাত হয় ॥" ৭৮ ॥
বড়বিপ্রের মনে,—'কৃষ্ণ বড় দয়াবান্।
অবশ্য মোর বাক্য তেঁহো করিবে প্রমাণ ॥' ৭৯ ॥
পুত্রের মনে,—'প্রতিমা না আসিবে সাক্ষী দিতে।'
এই বুদ্ধ্যে দুইজন হইলা সম্মতে ॥ ৮০ ॥
ছোটবিপ্র বলে,—"পত্র করহ লিখন।
পুনঃ যেন নাহি চলে এসব বচন ॥" ৮১ ॥
তবে সব লোক মেলি' পত্র ত' লিখিল।
দুঁহার সম্মতি লঞা মধ্যস্থ রাখিল ॥ ৮২ ॥
তবে ছোটবিপ্র কহে,—"শুন, সর্ব্বজন।
এই বিপ্র—সত্য-বাক্, ধর্ম্মপরায়ণ ॥ ৮৩ ॥
স্ববাক্য ছাড়িতে ইঁহার নাহি কভু মন।
স্বজন-মৃত্যু-ভয়ে কহে অসত্য-বচন ॥ ৮৪ ॥
ইঁহার পুণ্যে কৃষ্ণে আনি' সাক্ষী বোলাইব।
তবে এই বিপ্রের সত্য-প্রতিজ্ঞা রাখিব ॥" ৮৫ ॥
এত শুনি' নাস্তিক লোক উপহাস করে।
কেহ বলে, 'ঈশ্বর—দয়ালু, আসিতেহ পারে ॥' ৮৬ ॥

অনুভাষ্য

৫৮। ছল—বক্তা যে-শব্দ যে-অর্থে প্রয়োগ করেন, সে-শব্দের সেই অর্থ গ্রহণ না করিয়া তদ্বিপরীতার্থ কল্পনাপূর্ব্বক প্রতিবাদী যে-সকল মিথ্যা দোষারোপ করে, তাহাই 'ছল'।

৬৩। অর্থলোভে লোকের ধর্ম্মাধর্ম্মবিবেক সব লোপ পায়, সুতরাং ছোট-বিপ্র ঐ সময় অর্থলালসায় বড়-বিপ্রের উপর অত্যাচার করিতেও পারে,—লোকে এইরূপ সন্দেহ করিল।

৭৬। মহাজন—দেবতা।

৮৬। নাস্তিক—কেননা, কৃষ্ণের পরমেশ্বরত্ব ও ভক্ত-বাৎসল্যে বিশ্বাস না করিয়া তাঁহার অর্চ্চাবিগ্রহে ভৌম-বুদ্ধি-কারী।

তবে সেই ছোটবিপ্র গেলা বৃন্দাবন ।
দণ্ডবৎ করি' কহে সব বিবরণ ॥ ৮৭ ॥
"ব্রহ্মণ্যদেব! তুমি—বড় দয়াময় ।
দুই বিপ্রের ধর্ম্ম রাখ হঞা সদয় ॥ ৮৮ ॥
কন্যা পাব,—মোর মনে ইহা নাহি সুখ ।
ব্রাহ্মণের প্রতিজ্ঞা যায়,—এই বড় দুঃখ ॥ ৮৯ ॥
এত জানি' তুমি সাক্ষী দেহ, দয়াময় ।
জানি' সাক্ষী নাহি দেয়, তার পাপ হয় ॥" ৯০ ॥
কৃষ্ণ কহে,—"বিপ্র, তুমি যাহ স্বভবনে ।
সভা করি' মোরে তুমি করিহ স্মরণে ॥ ৯১ ॥
আবির্ভাব হঞা আমি তাঁহা সাক্ষী দিব ।
তবে দুই বিপ্রের সত্য-প্রতিজ্ঞা রাখিব ॥" ৯২ ॥
বিপ্র বলে,—"যদি হও চতুর্ভুজ-মূর্ত্তি ।
তবু তোমার বাক্যে কারু না হবে প্রতীতি ॥ ৯৩ ॥
এই মূর্ত্তি গিয়া, যদি এই শ্রীবদনে ।
সাক্ষী দেহ যদি, তবে সর্ব্ব লোক শুনে ॥" ৯৪ ॥
কৃষ্ণ কহে,—"প্রতিমা চলে, কোথাহ না শুনি ।"
বিপ্র বলে,—"প্রতিমা হঞা কহ কেনে বাণী ॥ ৯৫ ॥
প্রতিমা নহ তুমি,—সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন ।
বিপ্র লাগি' কর তুমি অকার্য্য-করণ ॥" ৯৬ ॥
হাসিঞা গোপাল কহে,—"শুনহ ব্রাহ্মণ ।
তোমার পাছে পাছে আমি করিব গমন ॥ ৯৭ ॥
উলটিয়া আমা না করিহ দরশনে ।
আমাকে দেখিলে, আমি রহিব সেই স্থানে ॥ ৯৮ ॥
নূপুরের ধ্বনিমাত্র আমার শুনিবা ।
সেই শব্দে আমার গমন প্রতীতি করিবা ॥ ৯৯ ॥
একসের অন্ন রান্ধি' করিহ সমর্পণ ।
তাহা খাঞা তোমার সঙ্গে করিব গমন ॥" ১০০ ॥
আর দিন আজ্ঞা মাগি' চলিল ব্রাহ্মণ ।
তার পাছে পাছে গোপাল করিল গমন ॥ ১০১ ॥
নূপুরের ধ্বনি শুনি' আনন্দিত মন ।
উত্তমান্ন পাক করি' করায় ভোজন ॥ ১০২ ॥
এইমতে চলি' বিপ্র নিজ-দেশে আইলা ।
গ্রামের নিকট আসি' মনেতে চিন্তিলা ॥ ১০৩ ॥
'এবে মুঞি গ্রামে আইনু, যাইমু ভবনে ।
লোকেরে কহিব গিয়া সাক্ষীর গমনে ॥ ১০৪ ॥
সাক্ষাতে না দেখিলে মনে প্রতীতি না হয় ।
ইঁহা যদি রহেন, তবু নাহি কিছু ভয় ॥' ১০৫ ॥
এত ভাবি' সেই বিপ্র ফিরিয়া চাহিল ।
হাসিঞা গোপালদেব তথায় রহিল ॥ ১০৬ ॥
ব্রাহ্মণেরে কহে,—"তুমি যাহ নিজ-ঘর ।
এথায় রহিব আমি, না যাব অতঃপর ॥" ১০৭ ॥
তবে সেই বিপ্র যাই' নগরে কহিল ।
শুনিঞা সকল লোক চমৎকার হৈল ॥ ১০৮ ॥
আইল সকল লোক সাক্ষী দেখিবারে ।
গোপাল দেখিঞা লোক দণ্ডবৎ করে ॥ ১০৯ ॥
গোপাল-সৌন্দর্য্য দেখি' লোকে আনন্দিত ।
প্রতিমা চলিঞা আইলা,—শুনিঞা বিস্মিত ॥ ১১০ ॥
তবে সেই বড়বিপ্র আনন্দিত হঞা ।
গোপালের আগে পড়ে দণ্ডবৎ হঞা ॥ ১১১ ॥
সকল লোকের আগে গোপাল সাক্ষী দিল ।
বড়বিপ্র ছোটবিপ্রে কন্যাদান কৈল ॥ ১১২ ॥
তবে সেই দুই বিপ্রে কহিল ঈশ্বর ।
"তুমি-দুই—জন্মে-জন্মে আমার কিঙ্কর ॥ ১১৩ ॥
দুঁহার সত্যে তুষ্ট হইলাঙ, দুঁহে মাগ' বর ।"
দুই বিপ্র বর মাগে আনন্দ-অন্তর ॥ ১১৪ ॥
"যদি বর দিবে, তবে রহ এইস্থানে ।
কিঙ্করেরে দয়া তব সর্ব্বলোকে জানে ॥" ১১৫ ॥
গোপাল রহিলা, দুঁহে করেন সেবন ।
দেখিতে আইলা সব দেশের লোক-জন ॥ ১১৬ ॥

অনুভাষ্য

৮৯। বড়-বিপ্রের কন্যাকে বিবাহ করিয়া আমার ভোগসুখ-বর্দ্ধনরূপ স্বীয় ইন্দ্রিয়-তর্পণ করিবার জন্য তোমাকে সাক্ষ্য দিতে বলিতেছি না,—তোমার ভক্ত বড়-বিপ্রের প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গ-জনিত পাপ হইতে তাঁহাকে উদ্ধার করিয়া তাঁহার বাক্য রক্ষা করিবার জন্যই তোমাকে বলিতেছি।

৯৫-৯৬। ছোট-বিপ্রকে যাহাতে কেহ বিষ্ণুর অর্চ্চাবিগ্রহে শিলা-কাষ্ঠবুদ্ধিকারী অক্ষজজ্ঞানরত দেহারামী 'পৌত্তলিক' বলিয়া না ভাবে, তজ্জন্য তাঁহাকে পরীক্ষা করিয়া ঐরূপ অপবাদ হইতে মুক্ত করিবার জন্যই ভগবানের ঐ প্রশ্নভঙ্গী এবং বিপ্রেরও সর্বেশ্বরেশ্বর বিষ্ণুর ঈশ্বরত্বে বিশ্বাসকারী যথার্থ ভক্তের ন্যায় উত্তর দান।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৯৬। বিপ্রের উপকারের জন্য তুমি তোমার অকরণীয় কার্য্য-সকল করিয়া থাক।

শ্রীগোপাল ও উৎকলরাজ পুরুষোত্তমের কথা ঃ—

সে দেশের রাজা আইল আশ্চর্য্য শুনিঞা ।
পরম সন্তোষ পাইল গোপালে দেখিঞা ॥ ১১৭ ॥
মন্দির করিয়া রাজা সেবা চালাইল ।
'সাক্ষিগোপাল' বলি' তাঁর নাম খ্যাতি হৈল ॥ ১১৮ ॥
এই মত বিদ্যানগরে সাক্ষিগোপাল ।
সেবা অঙ্গীকার করিয়াছেন চিরকাল ॥ ১১৯ ॥
উৎকলের রাজা—শ্রীপুরুষোত্তম-নাম ।
সেই দেশ জিনি' নিল করিয়া সংগ্রাম ॥ ১২০ ॥
সেই রাজা জিনি' নিল তাঁর সিংহাসন ।
'মাণিক্য-সিংহাসন' নাম অনেক রতন ॥ ১২১ ॥
পুরুষোত্তম-দেব সেই বড় ভক্তরাজ ।
গোপাল-চরণে মাগে,—'চল মোর রাজ ॥' ১২২ ॥
তাঁর ভক্তিবশে গোপাল তাঁরে আজ্ঞা দিল ।
গোপাল লইয়া সেই কটকে আইল ॥ ১২৩ ॥
জগন্নাথে আনি' দিল মাণিক্য-সিংহাসন ।
কটকে গোপাল-সেবা করিল স্থাপন ॥ ১২৪ ॥

শ্রীগোপাল ও রাজ্ঞীর কথা ঃ—

তাঁহার মহিষী আইলা গোপাল-দর্শনে ।
ভক্তি করি' বহু অলঙ্কার কৈল সমর্পণে ॥ ১২৫ ॥
তাঁহার নাসাতে বহুমূল্য মুক্তা হয় ।
তাহা দিতে ইচ্ছা হৈল, মনেতে চিন্তয় ॥ ১২৬ ॥
'ঠাকুরের নাসাতে যদি ছিদ্র থাকিত ।
তবে এই দাসী মুক্তা নাসায় পরাইত ॥' ১২৭ ॥
এত চিন্তি' নমস্করি' গেলা স্বভবনে ।
রাত্রিশেষে গোপাল তাঁরে কহেন স্বপনে ॥ ১২৮ ॥
"বাল্যকালে মাতা মোর নাসা ছিদ্র করি' ।
মুক্তা পরাঞাছিল বহু যত্ন করি' ॥ ১২৯ ॥
সেই ছিদ্র অদ্যাপিহ আছয়ে নাসাতে ।
সেই মুক্তা পরাহ, যাহা চাহিয়াছ দিতে ॥" ১৩০ ॥
স্বপ্নে দেখি' সেই রাণী রাজাকে কহিল ।
রাজাসহ মুক্তা লঞা মন্দিরে আইল ॥ ১৩১ ॥
পরাইল মুক্তা নাসায় ছিদ্র দেখিঞা ।
মহামহোৎসব কৈল আনন্দিত হঞা ॥ ১৩২ ॥
সেই হৈতে গোপালের কটকেতে স্থিতি ।
এই লাগি' 'সাক্ষিগোপাল' নাম হৈল খ্যাতি ॥ ১৩৩ ॥

নিতাইমুখে সাক্ষিগোপাল-বৃত্তান্ত-শ্রবণে
সগণ প্রভুর আনন্দ ঃ—

নিত্যানন্দ-মুখে শুনি' গোপাল-চরিত ।
তুষ্ট হৈলা মহাপ্রভু স্বভক্ত-সহিত ॥ ১৩৪ ॥

প্রভুকে ভক্তগণের গোপালের সহিত অভেদ-দর্শন ঃ—

গোপালের আগে যবে প্রভুর হয় স্থিতি ।
ভক্তগণে দেখে—যেন দুঁহে একমূর্ত্তি ॥ ১৩৫ ॥
দুঁহে—একবর্ণ, দুঁহে—প্রকাণ্ড-শরীর ।
দুঁহে—রক্তাম্বর, দুঁহার স্বভাব—গম্ভীর ॥ ১৩৬ ॥
মহা-তেজোময় দুঁহে কমল-নয়ন ।
দুঁহার ভাবাবেশ, দুঁহে—চন্দ্রবদন ॥ ১৩৭ ॥

তদ্দর্শনে ভক্তগণসহ নিতাইর হাস্যরঙ্গ ঃ—

দুঁহা দেখি' নিত্যানন্দপ্রভু মহারঙ্গে ।
ঠারাঠারি করি' হাসে ভক্তগণ-সঙ্গে ॥ ১৩৮ ॥

প্রাতে সকলের পুরীপথে যাত্রা ঃ—

এইমত মহারঙ্গে সে রাত্রি বঞ্চিঞা ।
প্রভাতে চলিলা মঙ্গল-আরতি দেখিঞা ॥ ১৩৯ ॥

চৈতন্যভাগবতে ভুবনেশ্বর-দর্শন প্রভৃতি বর্ণিত ঃ—

ভুবনেশ্বর-পথে যৈছে কৈল দরশন ।
বিস্তারি' বর্ণিয়াছেন দাস-বৃন্দাবন ॥ ১৪০ ॥

অনুভাষ্য

১১৯। বিদ্যানগর—ত্রৈলঙ্গদেশে গোদাবরী-নদী পূর্ব্বসমুদ্রে বঙ্গোপসাগরে যথায় মিলিতা হইয়াছেন, তাহা 'কোটদেশ' বলিয়া প্রসিদ্ধ। উড়িষ্যা-রাজের তৎপ্রদেশে এক প্রাদেশিক রাজধানী ছিল, তাহার নাম 'বিদ্যানগর'। ঐ নগর গোদাবরী-নদীর দক্ষিণপারে অবস্থিত ছিল। উৎকলরাজ পূর্ব্বপুরুষোত্তম সেই দেশ নিজাধিকারে আনয়ন করিয়া প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা দ্বারা রাজ্য শাসন করিতেন। বর্ত্তমান গোদাবরীর উত্তর-তটস্থিত রাজমহেন্দ্রী হইতে বিদ্যানগর ২০।২৫ মাইল পূর্ব্ব-দক্ষিণপারে অবস্থিত। প্রতাপরুদ্রের কালে রামানন্দরায় তথাকার শাসনকর্ত্তা ছিলেন। ভিজিয়ানগরম্, ভিজিয়ানা-গ্রাম বা বিজয়নগর এই বিদ্যানগর নহে।

১২২। রাজ—রাজ্যে।

১৪০। চৈঃ ভাঃ অন্ত্য, ২য় অঃ—"তবে প্রভু আইলেন শ্রীভুবনেশ্বর। গুপ্তকাশী-বাস যথা করেন শঙ্কর।। সর্ব্বতীর্থ-জল যথা বিন্দু বিন্দু আনি'। 'বিন্দুসরোবর' শিব সৃজিলা আপনি।।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৪০। চৈতন্যভাগবত অন্ত্যলীলা ২য় অধ্যায় দ্রষ্টব্য। কটক হইতে রাজপথে বাহির হইয়া বালিহস্তা বা বালকাটীচটি হইয়া ভুবনেশ্বর—দুই-তিন ক্রোশ।

প্রভুর নিতাইকে দণ্ডপ্রদান ও কমলপুরে ভার্গীনদী-স্নান ঃ—

কমলপুরে আসি ভার্গীনদী-স্নান কৈল ।
নিত্যানন্দ-হাতে প্রভু দণ্ড ধরিল ॥ ১৪১ ॥

প্রভুর কপোতেশ্বর-দর্শন, অগোচরে নিতাইর প্রভুর দণ্ড-ভঙ্গ ঃ—

কপোতেশ্বর দেখিতে গেলা ভক্তগণ-সঙ্গে ।
এথা নিত্যানন্দপ্রভু কৈল দণ্ড ভঙ্গে ॥ ১৪২ ॥
তিন খণ্ড করি' দণ্ড দিল ভাসাঞা ।
ভক্ত-সঙ্গে আইলা প্রভু মহেশ দেখিঞা ॥ ১৪৩ ॥

পুরীর মন্দির দেখিয়া কৃষ্ণবিরহাতুর প্রভুর নৃত্য ও আবেশ ঃ—

জগন্নাথের দেউল দেখি' আবিষ্ট হৈলা ।
দণ্ডবৎ হঞা প্রেমে নাচিতে লাগিলা ॥ ১৪৪ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৪১। ভার্গীনদী—এক্ষণে 'দণ্ডভাঙ্গা'-নদী বলিয়া বিখ্যাত; পুরীর তিন ক্রোশ উত্তরে।

১৪২। কপোতেশ্বর—দণ্ডভাঙ্গা-নদীর নিকটে।

অনুভাষ্য

শিবপ্রিয় সরোবর জানি' শ্রীচৈতন্য। স্নান করি' বিশেষে করিলা অতি ধন্য।।"

স্কন্দপুরাণে, শিবের একাম্রকানন-লাভের আখ্যায়িকা বর্ণিত আছে। 'কাশীরাজ'-নামে একরাজা পূজা করিয়া শিবকে সন্তুষ্ট করিয়া কৃষ্ণসহ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন ; শিব তাঁহার সহায়তা করেন। পরে কাশীরাজ বিনষ্ট এবং শিবের পাশুপত-অস্ত্র বিফল হইলে, কৃষ্ণ কাশী দগ্ধ করেন। শিব কৃষ্ণমাহাত্ম্য অবগত হইয়া নিজাপরাধ ক্ষমাপণ করাইয়া শ্রীনীলাচলের নিকট 'একাম্রকানন' লাভ করেন। এখানে কেশরীবংশীয় রাজগণ রাজধানী স্থাপন করিয়া কয়েকশতাব্দী উৎকলদেশে রাজ্য করেন।

১৪২। কপোতেশ্বর—শিবলিঙ্গ।

১৪৩। দণ্ড—শ্রীগৌরসুন্দর কাটোয়ায় শাঙ্কর-ভারতী-

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৪৩। দণ্ড—সন্ন্যাস করিয়া মহাপ্রভু যে দণ্ডটী পাইয়াছিলেন, তাহা নিত্যানন্দপ্রভুর হস্তে রাখিয়া কপোতেশ্বর যান। নিত্যানন্দপ্রভু ঐ দণ্ডকে তিনখণ্ড করিয়া ভার্গীর জলে ভাসাইয়া দেওয়ায়, ভার্গীর নাম 'দণ্ডভাঙ্গা' হইয়াছে। কায়, বাক্ ও মনকে দণ্ড করিবার জন্য সন্ন্যাসীরা ত্রিদণ্ডও ধারণ করেন। শঙ্করাচার্য্যের একদণ্ড-ধারণবিধি। শ্রীমহাপ্রভুর সেরূপ দণ্ডধারণ নিষ্প্রয়োজন বিবেচনা করিয়া, নিত্যানন্দ-প্রভু তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলেন।

অনুভাষ্য

সম্প্রদায়ে একদণ্ড-সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু সেই সন্ন্যাসদণ্ড তিন ভাগে ভাঙ্গিয়া ভার্গী (বর্ত্তমান 'দণ্ডভাঙ্গা')-নদীতে ফেলিয়া দেন। সন্ন্যাসাশ্রমে 'কুটীচক' ও 'বহূদক'-অবস্থায় দণ্ড রক্ষণীয়, কিন্তু 'হংস' ও 'পরমহংস' অবস্থায় দণ্ডত্যাগ করাই বিধেয়। চতুর্দ্দশভুবনপতি গৌরহরির অন্য সন্ন্যাসীর ন্যায় ন্যূনাধিকার-প্রদর্শনের আবশ্যকতা নাই জানিয়া নিত্যানন্দ-স্বরূপ উহা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া দেন।

অমৃতাণুকণা—১৪৩। "দণ্ড হাতে করি' হাসে নিত্যানন্দ-রায়। দণ্ডের সহিত কথা কহেন লীলায়।। 'অহে দণ্ড, আমি যাঁরে বহিয়ে হৃদয়ে। সে তোমারে বহিবেক এ'ত যুক্ত নহে।।' এত বলি বলরাম পরম প্রচণ্ড। ফেলিলেন দণ্ড ভাঙ্গি' করি তিন খণ্ড।।" (চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ২।২০৬-২০৮)। ইহার 'গৌড়ীয় ভাষ্যে' জগদ্গুরু শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর জানাইয়াছেন,—"শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু দণ্ডকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—চতুর্দ্দশ-ভুবনপতি শ্রীকৃষ্ণকে আমরা সর্ব্বদা হৃদয়ে বহন করি ; আমরা তাঁহার নিত্য ভৃত্য ; তুমি আমাদের সেই নিত্য প্রভুকে বাহকরূপে সাজাইয়া অপরাধ করিতেছ। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ ভক্তভাব অঙ্গীকার করিয়া যে-সকল বিধি-গ্রহণ বা নিষেধ-ত্যাগের চিহ্ন নিজ-হস্তে ও স্কন্ধে স্থাপন করিয়াছেন, সেই বহনকার্য্য আমাদেরই শোভা পায়। হে দণ্ড, তুমি আমার প্রভুর প্রভু হইও না, তুমি আর তোমাকে মহাপ্রভুর দ্বারা বহন করাইও না। প্রাকৃত-সহজিয়া ভক্তব্রুবগণ কৃষ্ণের নিকট হইতে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ প্রভৃতি বাঞ্ছা করিয়া তাঁহার দ্বারা সেবা করাইয়া আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণ করে। ভক্তগণের ঐরূপ মনের ভাব নহে।

"কেবলাদ্বৈতী পরমহংস-ব্রুব একদণ্ডিগণ ত্রিদণ্ডিগণের চিরদিনই অবজ্ঞা করে। শ্রীগৌরসুন্দর একদণ্ড-গ্রহণছলনা-লীলা প্রদর্শন করায় শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু সেই দণ্ডকে ত্রিভাগে বিভক্ত করিয়া উহাকে ত্রিদণ্ডরূপে পরিণত করিলেন এবং ঐ দণ্ডবহন-ভার ভগবৎসেবকগণের নিকট ন্যস্ত করিলেন। তজ্জন্যই অতি প্রাচীনকালে মহাভারতে যে হংস-গীতি আছে, তন্মধ্যস্থ "বাচো বেগম্" শ্লোকটী ত্রিদণ্ড-গ্রহণের নিদর্শন ও যোগ্যতা সূচনা করে এবং ত্রিদণ্ডিগণেরই যে রূপানুগত্য, ইহা শ্রীরূপগোস্বামী প্রভু 'উপদেশামৃতে' লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। অপ্যয়দীক্ষিত প্রভৃতি প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধমতাবলম্বী মায়াবাদিগণ ত্রিদণ্ডের বিরুদ্ধে 'পরিমল'-নামক টীকায় প্রচুর গালিগালাজ করিয়াছেন। ভাবিকালে মায়াবাদী অপ্যয়দীক্ষিত 'ন্যায়রক্ষামণি', 'শিবার্ক-মণিদীপিকা' প্রভৃতি গ্রন্থের অভ্যন্তরে যে-সকল ভক্তিবিরোধী মতবাদ লিখিবেন, তাহার অযোগ্যতা-প্রদর্শন-উদ্দেশ্যে শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু শ্রীগৌরসুন্দরের একদণ্ড ত্রিদণ্ডে পরিণত করিলেন। (আবার,) 'শুদ্ধদ্বৈত'মতাবলম্বিগণের (তথা শ্রীমধ্ব-সম্প্রদায়ের) শিষ্য-পারম্পর্য্যে যে একদণ্ডগ্রহণপ্রথা প্রচলিত ছিল ও আছে, তাহা শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের অনুমোদিত নহে,—ইহা জানাইবার জন্যও বলদেবপ্রভু সন্ন্যাস-বেষী শ্রীচৈতন্যদেবের একদণ্ডকে ত্রিদণ্ডে পরিণত করিয়াছেন ; ইহাই শ্রীমদ্ভাগবতের সম্মত ও গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের একমাত্র বিচার। 'ত্রিদণ্ডী' না হইলে কেহই আত্মসংযম করিতে সমর্থ হন না। কর্ম্মকাণ্ডীয় ত্রিদণ্ডে ইন্দ্রদণ্ড, বজ্রদণ্ড ও ব্রহ্মদণ্ডের সহিত জীবদণ্ডের সমাবেশ

ভক্তগণ আবিষ্ট হঞা, সবে নাচে গায় ।
প্রেমাবেশে প্রভু-সঙ্গে রাজমার্গে যায় ॥ ১৪৫ ॥
হাসে, কান্দে, নাচে প্রভু হুঙ্কার গর্জ্জন ।
তিনক্রোশ পথ হৈল—সহস্র-যোজন ॥ ১৪৬ ॥

আঠারনালা আসিয়া প্রভুর বাহ্যদশা ও নিজদণ্ড-যাচ্ঞা ঃ—

চলিতে চলিতে প্রভু আইলা 'আঠারনালা' ।
তাঁহা আসি' প্রভু কিছু বাহ্য প্রকাশিলা ॥ ১৪৭ ॥
নিত্যানন্দে কহে প্রভু,—"দেহ মোর দণ্ড ।"
নিত্যানন্দ বলে,—"দণ্ড হৈল তিনখণ্ড ॥ ১৪৮ ॥

নিতাইর চাতুর্য্য ও দণ্ডভঙ্গ-বার্ত্তা-নিবেদন ঃ—

প্রেমাবেশে পড়িলা তুমি, তোমারে ধরিনু ।
তোমা-সহ তেরছে দণ্ড-উপরে পড়িনু ॥ ১৪৯ ॥
দুইজনার ভরে দণ্ড খণ্ড খণ্ড হৈল ।
সেই দণ্ড কাঁহা পড়িল, কিছু না জানিল ॥ ১৫০ ॥
মোর অপরাধে তোমার দণ্ড হইল খণ্ড ।
যে উচিত হয়, মোর কর তাহা দণ্ড ॥" ১৫১ ॥

প্রভুর দুঃখ ও ঈষৎ ক্রোধ ঃ—

শুনি' কিছু মহাপ্রভু দুঃখ প্রকাশিলা ।
ঈষৎ ক্রোধ করি' কিছু কহিতে লাগিলা ॥ ১৫২ ॥

প্রভুর অনুযোগ ও নিঃসঙ্গ হইয়া জগন্নাথ-দর্শনে ইচ্ছাপ্রকাশ ঃ—

"নীলাচলে আসি' মোর সবে হিত কৈলা ।
সবে দণ্ডধন ছিল, তাহা না রাখিলা ॥ ১৫৩ ॥
তুমি-সব আগে যাহ ঈশ্বর দেখিতে ।
কিবা আমি আগে যাই, না যাহ সহিতে ॥" ১৫৪ ॥

মুকুন্দের প্রভুকে অগ্রে গমনের অনুরোধ ঃ—

মুকুন্দ দত্ত কহে,—"প্রভু, তুমি যাহ আগে ।
আমি-সব পাছে যাব, না যাব তোমার সঙ্গে ॥" ১৫৫ ॥

দুইপ্রভুর ভাব—অচিন্ত্য ঃ—

এত শুনি' প্রভু আগে চলিলা শীঘ্রগতি ।
বুঝিতে না পারে কেহ দুই প্রভুর মতি ॥ ১৫৬ ॥
ইঁহো কেনে দণ্ড ভাঙ্গে, তেঁহো কেনে ভাঙ্গায় ।
ভাঙ্গাঞা ক্রোধে তেঁহো ইঁহাকে দোষায় ॥ ১৫৭ ॥

উভয়ে অভেদ-দর্শনকারী ভক্তই এই লীলা বুঝিতে সমর্থ ঃ—

দণ্ডভঙ্গ-লীলা এই—পরম-গম্ভীর ।
সেই বুঝে, দুঁহার পদে যাঁর ভক্তি ধীর ॥ ১৫৮ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৪৭। আঠারনালা—পুরীনগরে প্রবেশ করিবার যে সেতু আছে, তাহার নাম 'আঠারনালা'; তাহাতে ১৮টী খিলান আছে।

ইতি অমৃতপ্রবাহ-ভাষ্যে পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

অনুভাষ্য

১৪৪। দেউল—দেবালয়; অনঙ্গভীমরাজ-কর্ত্তৃক নির্ম্মিত বর্ত্তমান শ্রীজগন্নাথের মন্দির। উপলভোগের মন্দির, ভোগবর্দ্ধন-খণ্ড এবং বাহিরের উচ্চ চত্বর তৎকালে নির্ম্মিত হয় নাই।

১৪৫। রাজমার্গ—জগন্নাথ-দর্শনের যাত্রিগণ বঙ্গদেশ হইতে যে পথ অবলম্বনপূর্ব্বক পুরুষোত্তমে গমন করেন।

১৪৬। শ্রীমহাপ্রভু তিনক্রোশ দূর হইতে শ্রীজগন্নাথ-মন্দির দর্শন করিয়া বিরহাতিশয্যে সাত্ত্বিক বিকার লাভ করিয়া ভগবদ্দর্শনের জন্য নিতান্ত ব্যাকুল ও উৎকণ্ঠিত হইলেন। উৎকট-বিপ্রলম্ভে যে-প্রকার ক্ষণকালের বিরহ যুগবৎ প্রতীত হয়, চক্ষুর পলক থাকার জন্য গোপীগণ যে-প্রকার বিধির মূর্খতা নির্দ্দেশ করেন, তদ্রূপ তিন ক্রোশ পথ মহাপ্রভুর নিকট সুদূর সহস্র-যোজন বলিয়া অনুমিত হইল।

১৫২। নিত্যানন্দপ্রভু মহাপ্রভুর বৈধসন্ন্যাস-যোগ্য এক-দণ্ডের অকর্ম্মণ্যতা জানিয়া বৈধসন্ন্যাস-দণ্ডবহন হইতে প্রভুকে অব্যাহতি দেন; তাহাতে মহাপ্রভু তাদৃশ দণ্ডত্যাগকার্য্যে বিবিৎসা-সন্ন্যাসপর অযোগ্য-দণ্ডিগণের যোগ্যতার পূর্ব্বে বৈদিক-বিধি শিথিল হইবে ভাবিয়া তাঁহার প্রতি ক্রুদ্ধ হন। মহতের আচরণ জগতের অন্যান্য লোক অনুবর্ত্তন করেন, তজ্জন্য শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণাদি-কথিত ভক্ত্যনুকূল বৈধমার্গের অবহেলনপূর্ব্বক উহার তাৎপর্য্য না বুঝিয়া যাঁহারা বিশৃঙ্খল-মার্গকে অনুরাগ-পথ বা অবধূতাচার মনে করেন, তাদৃশ ভ্রান্তচিত্তের অসুবিধা ঘটিবে বলিয়া এই ক্রোধ-প্রদর্শন-লীলা।

১৫৮। শ্রীচৈতন্য ও শ্রীনিত্যানন্দকে প্রকৃতপ্রস্তাবে ধীরভাবে যাঁহারা বুঝিয়াছেন, তাঁহাদেরই প্রভুদ্বয়ের স্বরূপ ও দণ্ডভঙ্গ-লীলার তাৎপর্য্য ধারণা হইবে। পূর্ব্বমহাজনগণ কৃষ্ণপদসেবা-

---

আছে। শ্রীরূপগোস্বামী প্রভু ত্রিদণ্ড-ব্যাখ্যায় কায়-মনোবাক্-দণ্ডের কথা পারমার্থিক ত্রিদণ্ডিগণকে জানাইয়াছেন। ত্রিদণ্ডের সহিত জীবদণ্ডের সংযোগে বহিঃপ্রজ্ঞা-চালিত-বিচারে ত্রিদণ্ডের পারমহংস-ধর্ম্মে একদণ্ডই পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু যে একদণ্ডে জড়গুণত্রয়ের সম্মেলনে 'গুণবিধৌত অবস্থা' নামক একদণ্ড, উহা একায়ন-পদ্ধতিতে কলঙ্ক আরোপ করে বলিয়া ত্রিদণ্ড-সম্মেলনে একদণ্ডই একায়ন-পদ্ধতিতে স্বীকৃত হইয়াছে। ব্রহ্ম-সম্প্রদায়ে, ব্রহ্ম-মাধ্ব-সম্প্রদায়ে ও ব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয়-সার্ব্বজনীন-বৈষ্ণব-সমাজে সেই প্রথা চিরদিনই ব্যক্ত ও অব্যক্তভাবে অবস্থিত।"

বক্তা ও শ্রোতা উভয়েই ভগবান্ বলিয়া সাক্ষিগোপাল-বৃত্তান্ত—অলৌকিক ঃ—

ব্রহ্মণ্যদেব-গোপালের মহিমা এই ধন্য ।
নিত্যানন্দ—বক্তা যার, শ্রোতা—শ্রীচৈতন্য ॥ ১৫৯ ॥

শ্রদ্ধাবান্ শ্রোতার বিষ্ণুপদ-প্রাপ্তি ঃ—

শ্রদ্ধাযুক্ত হঞা ইহা শুনে যেই জন ।
অচিরে মিলয়ে তারে গোপাল-চরণ ॥ ১৬০ ॥

শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ১৬১ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে সাক্ষি-গোপাল-চরিত্র-বর্ণনং নাম পঞ্চম-পরিচ্ছেদঃ ।

অনুভাষ্য

দ্বারা গৃহীতদণ্ড হইয়া সংসারাভিনিবেশ ত্যাগ করেন। সাধক-ভাবে মহাজনগণের অনুগমন করিয়া বৈধসন্ন্যাসের যে প্রয়োজনীয়তা, তাহা মহাপ্রভুও স্বীকার করেন। বিদ্বৎ-সন্ন্যাসে দণ্ডের আবশ্যকতা না থাকিলেও বিবিৎসা-সন্ন্যাস বা বিষয়-ত্যাগের ক্রমপন্থারূপ ভক্ত্যনুকূল অনুষ্ঠান—লোকশিক্ষার্থে সাধকজীবনে যে আবশ্যক,—ইহাই মহাপ্রভুর অভিপ্রায়। দাস নিত্যানন্দ,—প্রভু-গৌরচন্দ্রের সন্ন্যাসের প্রারম্ভরূপ দণ্ডবহন-কার্য্য বস্তুতঃ উচ্চ পরমহংসাধিকারে প্রয়োজন নাই—জানিয়া, অন্য জড়বুদ্ধি ব্যক্তি শ্রীমহাপ্রভুকে 'কুটীচক' বা 'বহূদক'-অবস্থায় স্থিত বলিয়া ভ্রম করিয়া অপরাধ না করে, তজ্জন্য পরমোচ্চতম অবস্থার আদর্শ দেখাইবার জন্য দণ্ডত্যাগ করাইলেন।

১৫৯। (১) শ্রীগোপালমূর্ত্তি নিত্যসত্য বিগ্রহ ; (২) স্বয়ং-সত্য বিগ্রহ—জড়ের লৌকিক বিধি অতিক্রম করিয়া সর্ব্বদা সত্যের মর্য্যাদা স্থাপন করেন ; (৩) ব্রাহ্মণ-জীবনে সত্যে অবস্থান—বিশেষভাবে প্রয়োজন ; (৪) ব্রহ্মণ্যের স্থাপনকর্ত্তা ও ব্রহ্মণ্যের বশীভূত স্বয়ং কৃষ্ণ ; অতএব কৃষ্ণাশ্রিত ব্রহ্মণ্য কেবল মায়িক নহে।

ইতি অনুভাষ্যে পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

✻✻✻✻✻✻

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

কথাসার—শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীজগন্নাথদর্শনে মহাপ্রেমে মহাভাবরূপ সাত্ত্বিক বিকার লাভ করিলে সার্ব্বভৌম তাঁহাকে নিজ-গৃহে উঠাইয়া লইলেন। সার্ব্বভৌমের ভগ্নীপতি গোপী-নাথাচার্য্য মুকুন্দকে দেখিয়া পূর্ব্বপরিচয়সূত্রে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সন্ন্যাস-গ্রহণ ও নীলাচল-আগমনের কথা শুনিলেন। লোক-পরম্পরায় মহাপ্রভুর মহাভাবের কথা শ্রবণ করত সকলেই সার্ব্বভৌমের ভবনে গমন করিলেন। নিত্যানন্দাদি সকলে সার্ব্বভৌমের পুত্র চন্দনেশ্বরের সহিত জগন্নাথ-দর্শন করিয়া আসিলে, তৃতীয় প্রহরে মহাপ্রভুর চৈতন্য (বাহ্যদশা) হইল। সার্ব্বভৌম যত্নপূর্ব্বক সকলকে মহাপ্রসাদ সেবা করাইলেন। সার্ব্বভৌমের সহিত মহাপ্রভুর পরিচয় হইলে সার্ব্বভৌম তাঁহাকে স্বীয় মাতৃস্বসাগৃহে বাসা-ঘর করিয়া দিলেন। গোপীনাথাচার্য্য মহাপ্রভুকে 'ঈশ্বর' বলিয়া স্থাপন করিলে সার্ব্বভৌম ও তচ্ছিষ্য-দিগের সহিত তাঁহার অনেক বিতর্ক হইল। পরমেশ্বরের কৃপা ব্যতীত পরমেশ্বরতত্ত্ব জানা যায় না এবং পাণ্ডিত্যক্রমে ঈশ্বর পরিজ্ঞাত হন না,—এইসকল কথা গোপীনাথ ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিলেন। মহাপ্রভু যে সাক্ষাৎ ভগবান্, তাহা ভাগবত ও ভারত হইতে প্রতিপন্ন করিলেন ; তথাপি সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য সে কথার প্রতি পরিহাস করিলে ঐ সব কথা মহাপ্রভুর কর্ণগোচর হইল। মহাপ্রভু কহিলেন,—ভট্টাচার্য্য আমাদের গুরু, স্নেহ করিয়া যাহা বলেন, তাহা আমাদের মঙ্গলজনক। ভট্টাচার্য্যের সহিত মহাপ্রভুর সাক্ষাৎ হইলে, ভট্টাচার্য্য তাঁহাকে বেদান্ত শ্রবণ করিতে আজ্ঞা দিলেন। মহাপ্রভু তাহা স্বীকারপূর্ব্বক সপ্তদিন পর্য্যন্ত মৌনভাবে বেদান্ত শ্রবণ করিলেন। ভট্টাচার্য্য কহিলেন,—হে কৃষ্ণচৈতন্য, তুমি বেদান্ত বুঝিতে পার না? প্রভু উত্তর করিলেন,—আপনি শ্রবণ করিতে বলিয়াছেন, আমি শ্রবণ করিতেছি ; ব্যাসকৃত সূত্রগুলি আমি বেশ বুঝিতে পারি, কেবল আপনি যে মায়াবাদি-ভাষ্য পড়িতেছেন, তাহা বুঝিতে পারি না। ভট্টাচার্য্যের প্রশ্নোত্তরে মহাপ্রভু উপনিষদ্ ও বেদান্ত ব্যাখ্যাপূর্ব্বক 'সবিশেষবাদ' স্থাপন করিলেন। তিনি কহিলেন,—

"মায়াবাদীর মতে, ব্রহ্ম—নিরাকার ও শক্তিহীন। মায়াবাদী-দিগের এই দুইটীই মহাভ্রম। বেদে সর্ব্বত্র ব্রহ্মের শক্তি স্বীকার করিয়াছেন এবং তাঁহার সচ্চিদানন্দ, অপ্রাকৃত বিগ্রহ স্বীকৃত হইয়াছেন। বেদমতে, ঈশ্বর ও জীব—যুগপৎ স্বরূপতঃ ও স্বভাবতঃ নিত্য ভিন্ন এবং নিত্য অভিন্ন। ফলতঃ অচিন্ত্যভেদাভেদ-সিদ্ধান্তই বেদ ও বেদান্তের মত। মায়াবাদিগণ প্রকৃতপ্রস্তাবে নাস্তিক।" ভট্টাচার্য্য অনেক বিচার করিয়া পরাস্ত হইয়া গেলেন। (অতঃপর প্রভু) ভট্টাচার্য্যের প্রার্থনামত 'আত্মারাম'-শ্লোকের অষ্টাদশ প্রকার অর্থ করিলেন। ভট্টাচার্য্যের যখন জ্ঞানোদয় হইল, তখন প্রভু তাঁহাকে নিজরূপ দেখাইলেন। ভট্টাচার্য্য শতশ্লোক পাঠ করিয়া তাঁহাকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। প্রভুর অলৌকিক কৃপা দেখিয়া গোপীনাথ প্রভৃতি সকলেই হর্ষযুক্ত হইলেন। পরে একদিবস মহাপ্রভু অরুণোদয়কালে (শ্রীজগন্নাথের) শয্যোত্থান-লীলা দর্শনপূর্ব্বক 'পাকাল' প্রসাদ লইয়া ভট্টাচার্য্যকে দিলেন।

সার্ব্বভৌম-বিজয়ী গৌরকে প্রণাম ঃ—

নৌমি তং গৌরচন্দ্রং যঃ কুতর্ক-কর্কশাশয়ম্ ।
সার্ব্বভৌমং সর্ব্বভূমা ভক্তিভূমানমাচরৎ ॥ ১ ॥

জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ২ ॥

প্রেমাবেশে জগন্নাথকে আলিঙ্গন করিতে গিয়া প্রভুর মূর্চ্ছা ঃ—

আবেশে চলিলা প্রভু জগন্নাথ-মন্দিরে ।
জগন্নাথ দেখি' প্রেমে হইলা অস্থিরে ॥ ৩ ॥

জগন্নাথ আলিঙ্গিতে চলিলা ধাঞা ।
মন্দিরে পড়িলা প্রেমে আবিষ্ট হঞা ॥ ৪ ॥

দৈবাৎ সার্ব্বভৌমের প্রভুকে দর্শন ও আঘাত হইতে রক্ষণ ঃ—

দৈবে সার্ব্বভৌম তাঁহাকে করে দরশন ।
পড়িছা মারিতে তেঁহো কৈল নিবারণ ॥ ৫ ॥

ভট্টাচার্য্য তখন মতবাদজনিত জাড্যশূন্য হইয়া পরমানন্দে 'মহাপ্রসাদ' প্রাপ্ত হইলেন। অন্য দিবস ভট্টাচার্য্য ভক্তির শ্রেষ্ঠ সাধনাঙ্গ জানিতে ইচ্ছা করিলে মহাপ্রভু তাঁহাকে 'নামসঙ্কীর্ত্তন' করিতে উপদেশ দিলেন। আর একদিন সার্ব্বভৌম 'তত্তেঽনু-কম্পাং' শ্লোকের শেষাংশে 'মুক্তি-পদে'র পরিবর্ত্তন করিয়া, 'ভক্তিপদে' এই শব্দ যোজনপূর্ব্বক মহাপ্রভুকে শুনাইলেন। প্রভু কহিলেন,—শ্রীমদ্ভাগবতের পাঠ পরিবর্ত্তনের কোন প্রয়োজন নাই। 'মুক্তিপদ'-শব্দে 'কৃষ্ণ'কে বুঝায়। ভট্টাচার্য্য সে-সময়ে শুদ্ধভক্তির পাত্র হইয়া কহিলেন,—যদিও 'মুক্তিপদ'-শব্দে 'কৃষ্ণ' এই অর্থ হয়, তথাপি আশ্লিষ্য-দোষে 'মুক্তিপদ'-শব্দটী ব্যবহার করিতে রুচি হয় না ; 'ভক্তিপদ' বলিলে ভক্তের বড় সুখ হয়। ভট্টাচার্য্যের মায়াবাদ হইতে নিস্তার কথা শুনিয়া নীলাচলবাসী পণ্ডিতগণ প্রভুর শরণাগত হইলেন। (অঃ প্রঃ ভাঃ)

সার্ব্বভৌমের বিস্ময় ঃ—

প্রভুর সৌন্দর্য্য আর প্রেমের বিকার ।
দেখি' সার্ব্বভৌম হৈলা বিস্মিত অপার ॥ ৬ ॥

প্রভুর চৈতন্য হইতে বিলম্ব দেখিয়া প্রভুকে নিজগৃহে আনয়ন ঃ—

বহুক্ষণে চৈতন্য নহে, ভোগের কাল হৈল ।
সার্ব্বভৌম মনে তবে উপায় চিন্তিল ॥ ৭ ॥

শিষ্য পড়িছা-দ্বারা নিল বহাঞা ।
ঘরে আনি' পবিত্র-স্থানে রাখিল শোয়াঞা ॥ ৮ ॥

প্রভুকে মৃতের ন্যায় অচেতন দেখিয়া ভট্টাচার্য্যের আশঙ্কা ঃ—

শ্বাস-প্রশ্বাস নাহি উদর-স্পন্দন ।
দেখিয়া চিন্তিত হৈল ভট্টাচার্য্যের মন ॥ ৯ ॥

প্রভুর চৈতন্য-পরীক্ষা ও ভট্টাচার্য্যের কথঞ্চিৎ ধৈর্য্য ঃ—

সূক্ষ্ম তুলা আনি' নাসা-অগ্রেতে ধরিল ।
ঈষৎ চলয়ে তুলা দেখি' ধৈর্য্য হৈল ॥ ১০ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১। যে সর্ব্বভূমা পুরুষ কুতর্ক-কর্কশ-হৃদয় সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যকে ভক্তিপূর্ণ করিয়াছিলেন, সেই গৌরচন্দ্রকে আমি প্রণাম করি।

৫। পড়িছা—শ্রীমন্দিরের দারোগার ন্যায় কর্ম্মচারি-বিশেষ। সেই পড়িছা সার্ব্বভৌমের শিক্ষা-শিষ্য ছিল।

অনুভাষ্য

১। যঃ সর্ব্বভূমা (সর্ব্বেভ্যঃ দেবীধামান্তর্গত-সর্ব্বোপাধি-ধারিভ্যঃ দেব-নরেভ্যঃ ব্রহ্মালোক-বৈকুণ্ঠগোলোকাদ্যবস্থিতেভ্যঃ কৃষ্ণেতর-সর্ব্ববস্তুভ্যঃ ভূমা মহত্ত্বং যস্য সঃ পরমপরমাত্মা গৌরচন্দ্রঃ) কুতর্ক-কর্কশাশয়ং (কুতর্কেণ স্বরূপস্ববৃত্ত্যাদিভ্রান্ত্যা কৃষ্ণ-সেবনেতর-চেষ্টয়া কুজ্ঞানাশ্রিতেন কর্কশঃ জড়াভিমানপূর্ণঃ আশয়ঃ চিত্তং যস্য তং) সার্ব্বভৌমং (বাসুদেবাখ্যং পণ্ডিত-রাজং) ভক্তিভূমানং (শুদ্ধভক্তিপূর্ণং পাত্রম্) আচরৎ (কারয়ামাস, স্বপদসেবকং চকার ইত্যর্থঃ) তং (গৌরচন্দ্রং) নৌমি।

৮। ঘরে—শ্রীবাসুদেব সার্ব্বভৌম তৎকালে শ্রীমন্দিরের দক্ষিণে বালুখণ্ডে মার্কণ্ডেয়-সরস্তটে বাস করিতেন। অতঃপর, বর্ত্তমানকালে ঐ গৃহ 'গঙ্গামাতামঠ' বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।

ভট্টাচার্য্যের প্রভুদেহে মহাপ্রেম-বিকার জ্ঞান ঃ—

বসি' ভট্টাচার্য্য মনে করেন বিচার ।
'এই কৃষ্ণ-মহাপ্রেমের সাত্ত্বিক বিকার ॥ ১১ ॥

সূদ্দীপ্ত ভাব ঃ—

'সূদ্দীপ্ত সাত্ত্বিক' এই নাম যে 'প্রণয়' ।
নিত্যসিদ্ধ-ভক্তে সে 'সূদ্দীপ্ত ভাব' হয় ॥ ১২ ॥

প্রভুর দেহে লোকাতীত মহাভাব ঃ—

'অধিরূঢ়-মহাভাব' যাঁর, তাঁর এ বিকার ।
মনুষ্যের দেহে দেখি,—বড় চমৎকার ॥' ১৩ ॥

ভট্টাচার্য্যের চিন্তা ঃ—

এত চিন্তি' ভট্টাচার্য্য আছেন বসিয়া ।
নিত্যানন্দাদি সিংহদ্বারে উত্তরিল গিয়া ॥ ১৪ ॥

নিত্যানন্দাদির আঠারনালা হইতে পুরীতে আগমন ও লোক-মুখে প্রভুর ভট্টাচার্য্য-গৃহে অবস্থান-শ্রবণ ঃ—

তাঁহা শুনি' লোকে কহে অন্যোন্যে বাত্ ।
'এক সন্ন্যাসী আসি' দেখি' জগন্নাথ ॥ ১৫ ॥
মূর্চ্ছিত হৈল, চেতন না হয় শরীরে ।
সার্ব্বভৌম লঞা গেলা আপনার ঘরে ॥' ১৬ ॥

অনুভাষ্য

১১। মধ্য, ৩য় পঃ ১৬২ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১২। সূদ্দীপ্ত—(ভঃ রঃ সিঃ দঃ বিঃ ৩য় লঃ)—অষ্টসাত্ত্বিক-বিকারের গোপনচেষ্টা দ্বিবিধা,—'ধূমায়িতা' ও 'জ্বলিতা'। ধূমায়িতা—"অদ্বিতীয়া অমী ভাবা অথবা সদ্বিতীয়কাঃ। ঈষদ্ব্যক্তা অপহ্নোতুং শক্যা ধূমায়িতা মতাঃ।।" এক অথবা দুইটী ভাব সহজ-ভাবুকের শরীরে ঈষৎ প্রকাশিত হইলে যে ভাবের গোপন সম্ভবপর হয়, সেই ভাবকে 'ধূমায়িতা' বলে। জ্বলিতা—"দ্বৌ বা ত্রয়ো বা যুগপদ্ যান্তঃ সুপ্রকটাং দশাম্। শক্যাঃ কৃচ্ছ্রেণ নিহ্নোতুং জ্বলিতা ইতি কীর্ত্তিতাঃ।।" এককালে দুই বা তিনটী সাত্ত্বিকভাব প্রকাশমান এবং কষ্টে তাহার সঙ্গোপন সম্ভব হইলে তাহাকে 'জ্বলিতা' বলে। দীপ্তা—'প্রৌঢ়াস্ত্রিচতুরা ব্যক্তিং পঞ্চ বা যুগপদ্গতাঃ। সম্বরিতুমশক্যাস্তে দীপ্তা ধীরৈরুদাহৃতাঃ।।" তিন-চারিটী প্রৌঢ়ভাবের এককালীন উদয়ে উহাদিগের সম্বরণ করিবার চেষ্টা বিফল হইলে, ভাবজ্ঞ ধীরগণ তাহাকে 'দীপ্তা' বলেন। উদ্দীপ্তা—"একদা ব্যক্তিমাপন্নাঃ পঞ্চধাঃ সর্ব্ব এব বা। আরূঢ়াঃ পরমোৎকর্ষমুদ্দীপ্তা ইতি কীর্ত্তিতাঃ।।" এক-কালে পাঁচটী অথবা সকল ভাব প্রকাশিত হইয়া প্রেমের পরমোৎকর্ষতায় আরোহণ করিলে তাহাকে 'উদ্দীপ্তা' বলে। (উঃ নীঃ—) "উদ্দীপ্তানাং ভিদা এব সূদ্দীপ্তাঃ সন্তি কুত্রচিৎ। সাত্ত্বিকাঃ পরমোৎকর্ষকোটীমাত্রৈব বিভ্রতি।।" উদ্দীপ্ত ভাবসমূহের প্রকার-ভেদই কোন কোন স্থলে 'সূদ্দীপ্ত' বলিয়া আখ্যাত হয়। সাত্ত্বিক ভাবসমূহ কোটীগুণিত হইয়া পরমোৎকর্ষতা লাভ করিলে যখন প্রেমপরাকাষ্ঠা সুন্দররূপে প্রকাশ পায়, তখন 'সূদ্দীপ্ত' সংজ্ঞা লাভ করে।

নিত্যসিদ্ধভক্ত—পার্ষদভক্ত, দিব্যসূরি ; মধ্য ২৪ পঃ ২৮৩ সংখ্যা—"বিধিভক্ত্যে নিত্যসিদ্ধ—'পারিষদ দাস'। 'সখা', 'গুরু', 'কান্তাগণ'—চারিবিধ প্রকাশ।।"

১৩। অধিরূঢ় মহাভাব,—উজ্জ্বলনীলমণৌ—'অনুরাগ'—"সদানুভূতমপি যঃ কুর্য্যান্নবনবং প্রিয়ম্। রাগো ভবন্নবনবঃ-সোঽনুরাগ ইতীর্য্যতে।।" অর্থাৎ প্রীতিপাত্র নায়কের রূপ-গুণ-মাধুর্য্য পূর্ব্বে নিত্য আস্বাদন করা সত্ত্বেও অনাস্বাদিত-বোধে নায়িকার অনুভবে নায়িকার যে রাগ নায়ককে নূতন নূতন বোধ করায়, সেই রাগ নূতন নূতন হইয়া 'অনুরাগ' নামে কথিত হয়। 'ভাব'—"অনুরাগঃ স্বসংবেদ্যদশাং প্রাপ্য প্রকাশিতঃ'। যাবদাশ্রয়-বৃত্তিশ্চেৎ ভাব ইত্যভিধীয়তে।।' অর্থাৎ নিজানুরাগদ্বারা অনু-রাগের সম্বেদনযোগ্য দশা লাভ করিয়া প্রকাশযুক্ত হইলে যদি অনুরাগ পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে তাহাকে 'ভাব' বলে। প্রকাশবিশিষ্ট না হইলে যাবদাশ্রয়বৃত্তির অভাববশতঃ আপনার দ্বারা সম্বেদনযোগ্য দশায় কেবলমাত্র 'অনুরাগ' থাকে, তাহাকে 'ভাব' বলা যায় না। 'মহাভাব',—"মুকুন্দ-মহিষীবৃন্দৈরপ্যসাবতি-দুর্ল্লভঃ। ব্রজদেব্যেকসংবেদ্যো মহাভাবাখ্যয়োচ্যতে।।" রূঢ় ও অধিরূঢ়-ভেদে—মহাভাব—"বরামৃতস্বরূপশ্রীঃ স্বং স্বরূপং মনো নয়েৎ। স রূঢ়শ্চাধিরূঢ়শ্চেত্যুচ্যতে দ্বিবিধো বুধৈঃ।।" রূঢ়-মহাভাব—"উদ্দীপ্তা সাত্ত্বিকা যত্র স রূঢ় ইতি ভণ্যতে।।" অধিরূঢ়-মহাভাব—"রূঢ়োক্তেভ্যোঽনুভাবেভ্যঃ কামপ্যাপ্তা বিশিষ্টতাম্। যাত্রানুভাবা দৃশ্যন্তে সোঽধিরূঢ়ো নিগদ্যতে।।" এই ভাব শ্রীকৃষ্ণের মহিষীবৃন্দে অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য ; কেবল ব্রজগোপী-গণেরই এই মহাভাব একমাত্র সম্বেদ্য ; অর্থাৎ গোপী-ব্যতীত অন্য ললনায় মহাভাব লক্ষিত হয় না। লৌকিক আস্বাদনীয় বস্তুসমূহের মধ্যে অমৃতাপেক্ষা অধিক শ্রেষ্ঠ বস্তু নাই। অমৃত-সদৃশ 'মহাভাব'—প্রেমের অবস্থা-বিশেষ, তাহা হইতে পৃথগ্ভাবে মনের স্থিতি হয় না অর্থাৎ মন মহাভাবাত্মক হয়। ইন্দ্রিয়সমূহের মনোবৃত্তিরূপা গোপীগণের, মন প্রভৃতি সর্ব্বেন্দ্রিয়গণের মহাভাব-রূপত্ব-নিবন্ধন সেই সেই ব্যাপারে সকলগুলিরই শ্রীকৃষ্ণের অতিবশ্যত্ব যুক্তিসিদ্ধ। পট্টমহিষীগণের সম্ভোগেচ্ছাবশতঃ পৃথক্ অবস্থিত বলিয়া মন সম্যক্ প্রেমাত্মিকা নহে, সুতরাং তাহাদিগের মধ্যে মহাভাবের সম্ভাবনা নাই। মহাভাব—'রূঢ়' ও 'অধিরূঢ়'-ভেদে দ্বিবিধ। যে মহাভাবে সাত্ত্বিক ভাবসমূহ উদ্দীপ্ত, তাহাই

সার্ব্বভৌম-ভগ্নীপতি গোপীনাথের তথায় গমন ঃ—

শুনি' সবে জানিলেন মহাপ্রভুর কার্য্য ।
হেনকালে আইলা তাঁহা গোপীনাথাচার্য্য ॥ ১৭ ॥
নদীয়া-নিবাসী, বিশারদের জামাতা ।
মহাপ্রভুর ভক্ত তেঁহো, প্রভুর তত্ত্বজ্ঞাতা ॥ ১৮ ॥

পূর্ব্বপরিচয়সূত্রে মুকুন্দাদির সহিত আলাপ-সম্ভাষণান্তে প্রভুর সংবাদ-শ্রবণ ঃ—

মুকুন্দ-সহিত পূর্ব্বে আছে পরিচয় ।
মুকুন্দ দেখিয়া তাঁর হইল বিস্ময় ॥ ১৯ ॥
মুকুন্দ তাঁহারে দেখি' কৈল নমস্কার ।
তেঁহো আলিঙ্গিয়া পুছে প্রভুর সমাচার ॥ ২০ ॥
মুকুন্দ কহে,—"প্রভুর ইঁহা হৈল আগমনে ।
আমি-সব আসিয়াছি মহাপ্রভুর সনে ॥" ২১ ॥
নিত্যানন্দ-গোসাঞিকে আচার্য্য কৈল নমস্কার ।
সবে মেলি' পুছে প্রভুর বার্ত্তা বার বার ॥ ২২ ॥
মুকুন্দ কহে,—"মহাপ্রভু সন্ন্যাস করিয়া ।
নীলাচলে আইলা সঙ্গে আমা-সবা লঞা ॥ ২৩ ॥
আমা-সবা ছাড়ি' আগে গেলা দরশনে ।
আমি-সব পাছে আইলাঙ তাঁর অন্বেষণে ॥ ২৪ ॥
অন্যোন্যে লোকের মুখে যে কথা শুনিল ।
সার্ব্বভৌম-গৃহে প্রভু,—অনুমান কৈল ॥ ২৫ ॥
ঈশ্বর-দর্শনে প্রভু প্রেমে অচেতন ।
সার্ব্বভৌম লঞা গেলা আপন-ভবন ॥ ২৬ ॥
তোমার মিলনে যবে আমার হৈল মন ।
দৈবে সেই ক্ষণে পাইলুঁ তোমার দরশন ॥ ২৭ ॥

জগন্নাথাপেক্ষা প্রভুর প্রতি প্রেমাধিক্য ঃ—

চল, সবে যাই সার্ব্বভৌমের ভবন ।
প্রভু দেখি' পাছে করিব ঈশ্বর-দর্শন ॥" ২৮ ॥

সকলের সার্ব্বভৌমের গৃহে গমন ঃ—

এত শুনি' গোপীনাথ সবারে লঞা ।
সার্ব্বভৌম-ঘরে গেলা হরষিত হঞা ॥ ২৯ ॥

তথায় প্রভুকে দর্শন, গোপীনাথের প্রভু-দর্শনে যুগপৎ হর্ষ ও বিষাদ ঃ—

সার্ব্বভৌম-স্থানে গিয়া প্রভুকে দেখিল ।
প্রভু দেখি' আচার্য্যের দুঃখ-হর্ষ হৈল ॥ ৩০ ॥

সকলকে গৃহাভ্যন্তরে প্রেরণ ও যথাযোগ্য সম্ভাষণ ঃ—

সার্ব্বভৌমে জানাঞা সবে নিল অভ্যন্তরে ।
নিত্যানন্দ-গোসাঞিরে তেঁহো কৈল নমস্কারে ॥ ৩১ ॥
সবা সহিত যথাযোগ্য করিল মিলন ।
প্রভু দেখি' সবার হৈল হরষিত মন ॥ ৩২ ॥

পুত্র চন্দনেশ্বর-সঙ্গে সকলকে জগন্নাথদর্শনে প্রেরণ ঃ—

সার্ব্বভৌম পাঠাইল সবা দর্শন করিতে ।
'চন্দনেশ্বর' নিজপুত্র দিল সবার সাথে ॥ ৩৩ ॥

জগন্নাথ-দর্শনে নিতাইর প্রেমাবেশ ঃ—

জগন্নাথ দেখি' সবার হইল আনন্দ ।
ভাবেতে আবিষ্ট হৈলা প্রভু নিত্যানন্দ ॥ ৩৪ ॥
সবে' মেলি' ধরি' তাঁরে সুস্থির করিল ।
ঈশ্বর-সেবক মালা-প্রসাদ আনি' দিল ॥ ৩৫ ॥
প্রসাদ পাঞা সবে হৈলা আনন্দিত মনে ।
পুনরপি আইলা সবে মহাপ্রভুর স্থানে ॥ ৩৬ ॥

প্রভুর নিকট সকলের উচ্চকীর্ত্তন ও প্রভুর বাহ্যদশা-প্রাপ্তি ঃ—

উচ্চ করি' করে সবে নাম-সঙ্কীর্ত্তন ।
তৃতীয় প্রহরে হৈল প্রভুর চেতন ॥ ৩৭ ॥

সার্ব্বভৌমের শিষ্টাচার ঃ—

হুঙ্কার করিয়া উঠে 'হরি' 'হরি' বলি' ।
আনন্দে সার্ব্বভৌম তাঁর লৈল পদধূলি ॥ ৩৮ ॥

অনুভাষ্য

'রূঢ়' ভাব ; রূঢ়ভাবে কথিত অনুভাবসমূহ হইতে সাত্ত্বিক ভাবসমূহ কোন বিশিষ্টতা লাভ করিলে যে-অনুভাব লক্ষিত হয়, তাহাই 'অধিরূঢ়'-মহাভাব। উহা 'সূদ্দীপ্ত' ভাব নহে। অধিরূঢ়-ভাবে 'মোদন' ও 'মাদন'-ভেদ আছে। রাধাকৃষ্ণের সাত্ত্বিক ভাবসমূহ যে অধিরূঢ়-মহাভাবে উদ্দীপ্ত হইয়া সুষ্ঠুতা লাভ করে, তাহাই 'মোদন' ; হ্লাদিনীসার প্রেম যদি সর্ব্বভাবের উদ্গমনে উল্লাসশীল হয়, তাহা হইলে তাহাকে 'মাদন' বলে। ইহা পরাৎপর অর্থাৎ মোহনাদি ভাবাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ; ইহা কেবল শ্রীরাধিকাতেই সতত সম্ভব।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৩৩। দর্শন করিতে—জগন্নাথদেব দর্শন করিতে।

অনুভাষ্য

১৭। বিশারদ—নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর সহাধ্যায়ী মহেশ্বর বিশারদ সমুদ্রগড়ের নিকটবর্ত্তী 'বিদ্যানগরে' বাস করিতেন। তাঁহার পুত্রদ্বয়—মধুসূদন বাচস্পতি ও বাসুদেব সার্ব্বভৌম, এবং জামাতা—গোপীনাথাচার্য্য।

সার্ব্বভৌমের নিমন্ত্রণ ঃ—

সার্ব্বভৌম কহে,—"শীঘ্র করহ মধ্যাহ্ন ।
মুঞি ভিক্ষা দিব আজি মহাপ্রসাদান্ন ॥ ৩৯ ॥

স্নানান্তে সগণ প্রভুর প্রসাদ-সম্মান ঃ—

সমুদ্রস্নান করি' প্রভু শীঘ্র আইলা ।
চরণ পাখালি' প্রভু আসনে বসিলা ॥ ৪০ ॥
বহুত প্রসাদ সার্ব্বভৌম আনাইল ।
তবে মহাপ্রভু সুখে ভোজন করিল ॥ ৪১ ॥
সুবর্ণ-থালাতে অন্ন উত্তম ব্যঞ্জন ।
ভক্তগণ-সঙ্গে প্রভু করেন ভোজন ॥ ৪২ ॥

সার্ব্বভৌমকর্ত্তৃক পরিবেশন ঃ—

সার্ব্বভৌম পরিবেশন করেন আপনে ।
প্রভু কহে,—"মোরে দেহ লাফ্‌রা-ব্যঞ্জনে ॥ ৪৩ ॥
পীঠা-পানা দেহ তুমি ইঁহা সবাকারে ।"
তবে ভট্টাচার্য্য কহে যুড়ি' দুই করে ॥ ৪৪ ॥
"জগন্নাথ কৈছে করিয়াছেন ভোজন ।
আজি সব মহাপ্রসাদ কর আস্বাদন ॥" ৪৫ ॥
এত বলি' পীঠা-পানা সব খাওয়াইলা ।
ভিক্ষা করাঞা আচমন করাইলা ॥ ৪৬ ॥

গোপীনাথসঙ্গে সার্ব্বভৌমের প্রভুসমীপে আগমন ঃ—

আজ্ঞা মাগি' গোপীনাথ আচার্য্যকে লঞা ।
প্রভুর নিকট আইলা ভোজন করিয়া ॥ ৪৭ ॥

সার্ব্বভৌমের প্রণাম ও প্রভুর আশীর্ব্বাদ ঃ—

'নমো নারায়ণায়' বলি' নমস্কার কৈল ।
'কৃষ্ণে মতি রহু' বলি' গোসাঞি কহিল ॥ ৪৮ ॥

সার্ব্বভৌমের প্রভুকে বৈষ্ণব-সম্প্রদায়স্থ-জ্ঞান ঃ—

শুনি' সার্ব্বভৌম মনে বিচার করিল ।
বৈষ্ণব-সন্ন্যাসী ইঁহো, বচনে জানিল ॥ ৪৯ ॥

গোপীনাথের নিকট প্রভুর পূর্ব্বাশ্রমানুসন্ধান ঃ—

গোপীনাথ আচার্য্যেরে কহে সার্ব্বভৌম ।
"গোসাঞির জানিতে চাহি কাঁহা পূর্ব্বাশ্রম ॥" ৫০ ॥

গোপীনাথকর্ত্তৃক পরিচয় প্রদান ঃ—

গোপীনাথাচার্য্য কহে,—"নবদ্বীপে ঘর ।
'জগন্নাথ'—নাম, পদবী—'মিশ্র পুরন্দর' ॥ ৫১ ॥
'বিশ্বম্ভর' নাম ইঁহার, তাঁর ইঁহো পুত্র ।
নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর হয়েন দৌহিত্র ॥" ৫২ ॥
সার্ব্বভৌম কহে,—"নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী ।
বিশারদের সমাধ্যায়ী,—এই তাঁর খ্যাতি ॥ ৫৩ ॥
'মিশ্র পুরন্দর' তাঁর মান্য, হেন জানি ।
পিতার সম্বন্ধে দোঁহাকে পূজ্য করি' মানি ॥" ৫৪ ॥

প্রভুর পরিচয়-শ্রবণে সার্ব্বভৌমের আনন্দ ঃ—

নদীয়া-সম্বন্ধে সার্ব্বভৌম হৃষ্ট হৈলা ।
প্রীত হঞা গোসাঞিরে কহিতে লাগিলা ॥ ৫৫ ॥

সার্ব্বভৌমের দৈন্য-বিনয় ঃ—

"সহজেই পূজ্য তুমি, আরে ত' সন্ন্যাস ।
অতএব হঙ তোমার আমি নিজ দাস ॥" ৫৬ ॥

প্রভুর মানদ ধর্ম্ম ঃ—

শুনি' মহাপ্রভু কৈল শ্রীবিষ্ণু-স্মরণ ।
ভট্টাচার্য্যে কহে কিছু বিনয় বচন ॥ ৫৭ ॥
"তুমি জগদ্‌গুরু—সর্ব্বলোক-হিতকর্ত্তা ।
বেদান্ত পড়াও, সন্ন্যাসীর উপকর্ত্তা ॥ ৫৮ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৪৭। প্রভুর ভোজনের পর সার্ব্বভৌম তাঁহার আজ্ঞা লইয়া গোপীনাথাচার্য্যের সহিত ভোজন করিয়া পুনরায় প্রভুর নিকট আসিলেন।

অনুভাষ্য

৩৯। করহ মধ্যাহ্ন—দিবাভাগে স্নানাহার সম্পাদন কর।

৪৩। লাফ্‌রা-ব্যঞ্জন—নানাদ্রব্য ঘণ্ট করিয়া মিশাইয়া জিরা, মরীচ, সরিষা দিয়া যে তরকারী প্রস্তুত হয়।

৪৮। চতুর্থাশ্রমী সন্ন্যাসিগণকে 'ওঁ নমো নারায়ণায়' বলিয়া সম্বোধন করার প্রথা আছে। সন্ন্যাসিগণের 'নিরাশীর্নির্নমস্ক্রিয়ঃ'-বিধি স্মৃতিশাস্ত্রে কথিত আছে ; কিন্তু বৈষ্ণব-সন্ন্যাসিগণ আপনাকে কৃষ্ণদাস ও কৃষ্ণসেবনই সর্ব্বোত্তম জানিয়া জগতের সকলকেই 'কৃষ্ণপাদপদ্মে মতি হউক' এই করুণাপূর্ণ আশীর্ব্বাদ করিয়া থাকেন।

৫০। পূর্ব্বাশ্রম—সন্ন্যাসাশ্রম-গ্রহণের পূর্ব্বে গৃহাবস্থান-কালে কোন্ নামে পরিচিত ছিলেন ও কোন্ স্থানে বাস করিতেন।

৫৬। তোমার নৈসর্গিক-বৃত্তির ঔৎকর্ষ বিচার করিলে তুমি আমার পূজনীয় ; আবার বাহ্য আশ্রমবিচারে তুমি সন্ন্যাস গ্রহণ করায় আমাদের ন্যায় গৃহস্থাশ্রমীর পূজ্য। সুতরাং আমি—তোমার ভৃত্য, তুমি—আমার সেব্য।

৫৮। তুমি জগতের গুরুপদে আসীন, বেদান্তাধ্যাপক, অনভিজ্ঞ ছাত্রগণের শিক্ষাদাতা, সন্ন্যাসিগণের শুভাকাঙ্ক্ষী ; তাহাদিগকে বেদান্তার্থ শ্রবণ করাইয়া বৈরাগ্য উপদেশ দিয়া

প্রভুর আপনাকে লাল্য ও সার্ব্বভৌমকে লালক-জ্ঞান ঃ—

আমি বালক-সন্ন্যাসী—ভাল-মন্দ নাহি জানি ।
তোমার আশ্রয় নিলুঁ, গুরু করি' মানি ॥ ৫৯ ॥
তোমার সঙ্গ লাগি' মোর ইঁহা আগমন ।
সর্ব্বপ্রকারে করিবে আমায় পালন ॥ ৬০ ॥

প্রভুর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন ঃ—

আজি যে হৈল আমার বড়ই বিপত্তি ।
তাহা হৈতে কৈলে তুমি আমার অব্যাহতি ॥" ৬১ ॥

ভট্টাচার্য্যের প্রভুপ্রতি স্নেহোপদেশ ঃ—

ভট্টাচার্য্য কহে,—"একলে তুমি না যাইহ দর্শনে ।
আমার সঙ্গে যাবে, কিম্বা আমার লোক-সনে ॥" ৬২ ॥

প্রভুর সম্মতিসূচক উক্তি ঃ—

প্রভু কহে,—"মন্দির-ভিতরে না যাইব ।
গরুড়ের পাশে রহি' দর্শন করিব ॥" ৬৩ ॥

ভগ্নীপতিকে প্রভুর তত্ত্বাবধান-জন্য অনুরোধ ঃ—

গোপীনাথাচার্য্যকে কহে সার্ব্বভৌম ।
"তুমি গোসাঞিরে করাইহ দরশন ॥ ৬৪ ॥
আমার মাতৃস্বসা-গৃহ—নির্জ্জন স্থান ।
তাঁহা বাসা দেহ, কর সর্ব্ব সমাধান ॥" ৬৫ ॥
গোপীনাথ প্রভু লঞা তাঁহা বাসা দিল ।
জলপাত্র আদি সর্ব্ব সমাধান কৈল ॥ ৬৬ ॥

গোপীনাথের প্রভুকে জগন্নাথসেবা-প্রদর্শন ঃ—

আর দিন গোপীনাথ প্রভু-স্থানে গিয়া ।
শয্যোত্থান দরশন করাইল লঞা ॥ ৬৭ ॥

মুকুন্দ-সঙ্গে সার্ব্বভৌম-গৃহে আগমন ঃ—

মুকুন্দদত্ত লঞা আইলা সার্ব্বভৌম-স্থানে ।
সার্ব্বভৌম কিছু তাঁরে বলিলা বচনে ॥ ৬৮ ॥

সার্ব্বভৌমের স্নেহপ্রীতিভরে প্রভুর সন্ন্যাস-পরিচয়-জিজ্ঞাসা ঃ—

"প্রকৃতি—বিনীত, সন্ন্যাসী দেখিতে সুন্দর ।
আমার বহুপ্রীতি বাড়ে ইঁহার উপর ॥ ৬৯ ॥
কোন্ সম্প্রদায়ে সন্ন্যাস কর্য্যাছেন গ্রহণ ।
কি নাম ইঁহার, শুনিতে হয় মন ॥" ৭০ ॥

গোপীনাথকর্ত্তৃক পরিচয়-প্রদান ঃ—

গোপীনাথ কহে,—"ইঁহার নাম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ।
গুরু ইঁহার কেশব-ভারতী মহাধন্য ॥" ৭১ ॥

সার্ব্বভৌমের সম্প্রদায়-সমালোচনা ঃ—

সার্ব্বভৌম কহে,—"ইঁহার নাম সর্ব্বোত্তম ।
ভারতী-সম্প্রদায় এই—হয়েন মধ্যম ॥" ৭২ ॥

গোপীনাথের প্রভুর সম্প্রদায়-সমর্থন ঃ—

গোপীনাথ কহে,—"ইঁহার নাহি বাহ্যাপেক্ষা ।
অতএব বড় সম্প্রদায়ের নাহিক অপেক্ষা ॥" ৭৩ ॥

অনুভাষ্য

অজ্ঞান দূর করিয়া থাক এবং ভিক্ষুগণকে নিজগৃহে ভিক্ষা করাইয়া তাঁহাদের উপকার কর।

৬১। শ্রীজগন্নাথদর্শনে আমি মূর্চ্ছিত হইয়া সংজ্ঞাহীন হইয়াছিলাম, তুমি আমার শুশ্রূষাভার গ্রহণ করিয়া অজ্ঞান নিরসনপূর্ব্বক চেতন করিয়াছ অর্থাৎ আমাকে অন্তর্দশা হইতে বহির্দশায় উপনীত করাইয়াছ।

৬৯। মহাপ্রভু প্রকৃত সন্ন্যাসীর অধিকার গ্রহণ করিয়াও দৈন্যক্রমে সন্ন্যাসীর শিষ্য 'ব্রহ্মচারী'-নামেই পরিচয় দেওয়া সঙ্গত মনে করিলেন। বাস্তবিক সন্ন্যাসী হইয়া 'ব্রহ্মচারী'-পরিচয়—নৈসর্গিক-বিনয়ের আদর্শ।

৭২-৭৩। শঙ্কর-প্রবর্ত্তিত দশনামী সন্ন্যাসিগণের মধ্যে 'তীর্থ', 'আশ্রম', ও 'সরস্বতী'—সর্ব্বোচ্চ। শৃঙ্গেরী-মঠে 'সরস্বতী'—উত্তম, 'ভারতী'—মধ্যম ও 'পুরী'—কনিষ্ঠ—এই ত্রিবিধ সন্ন্যাসীর উপাধি আছে।

শ্রীশঙ্কর-সম্প্রদায়ের যেরূপ তীর্থাদি দশনামী সন্ন্যাসীর ব্যাখ্যা প্রকাশিত আছে, তাহা এই,—

যিনি ত্রিবেণীসঙ্গমতীর্থে 'তত্ত্বমসি' প্রভৃতি লক্ষণযুক্ত

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৬৭। শয্যোত্থান—জগন্নাথদেবের শয্যোত্থান।

অনুভাষ্য

বাক্যানুসারে তত্ত্বার্থ বুঝিয়া স্নান করেন, তিনি 'তীর্থ'-নামে কথিত। যিনি সন্ন্যাস-আশ্রমে আগ্রহবিশিষ্ট অথবা সমাবর্ত্তনে বীতস্পৃহ এবং আশাবন্ধহীন এবং যোনিভ্রমণমুক্ত, তিনি 'আশ্রম'-নামে পরিচিত। যিনি মনোহর নির্জ্জনস্থল বা বনে বাস করেন এবং আশাবন্ধন হইতে মুক্ত, তিনি 'বন'-নামে উক্ত। যিনি নিত্যকাল অরণ্যে থাকিয়া আনন্দরূপ নন্দনকাননে বাস করিবার জন্য এই বিশ্বের সমস্ত সংস্রব ত্যাগ করেন, তিনি 'অরণ্য'। যিনি পর্ব্বতকাননে বাস করিয়া সর্ব্বদা গীতাধ্যয়নে রত, যাঁহার বুদ্ধি অচলের ন্যায় গম্ভীর, তিনি 'গিরি'। যিনি পর্ব্বতবাসী প্রাণিগণের মধ্যে বাস করিয়া গভীর জ্ঞান লাভ করিয়া সংসারের সার এবং অসার বস্তুর ভেদ জানিয়াছেন, তিনি 'পর্ব্বত'। যিনি তত্ত্বসাগরে জ্ঞানরূপ রত্ন আহরণ করিয়া কখনও মর্য্যাদা লঙ্ঘন করেন না, তিনি 'সাগর'। যিনি উদাত্তাদি অথবা ষড়জ-ঋষভাদি স্বরজ্ঞান-চর্চ্চায় রত, স্বরালাপাদি-নিপুণ এবং অসার-সংসারবিনাশকারী, তিনি 'সরস্বতী'। যিনি বিদ্যায় পূর্ণতা লাভ করিয়া অবিদ্যার সকল

মর্ত্ত্য যুবা-জ্ঞানে প্রভুপ্রতি ভট্টাচার্য্যের গুরুবৎ উপদেশোক্তি ঃ—

ভট্টাচার্য্য কহে,—'ইঁহার প্রৌঢ় যৌবন ।
কেমনে সন্ন্যাস-ধর্ম্ম হবেক রক্ষণ ॥ ৭৪ ॥
নিরন্তর ইঁহাকে বেদান্ত শুনাইব ।
বৈরাগ্য-অদ্বৈত-মার্গে প্রবেশ করাইব ॥ ৭৫ ॥
কহেন যদি, পুনরপি যোগ-পট্ট দিয়া ।
সংস্কার করিয়ে উত্তম-সম্প্রদায়ে আনিয়া ॥" ৭৬ ॥

প্রভুর প্রতি শাসন-দর্শনে ভক্তদ্বয়ের দুঃখ ঃ—

শুনি' গোপীনাথ মুকুন্দ, দুঁহে দুঃখী হৈলা ।
গোপীনাথাচার্য্য কিছু কহিতে লাগিলা ॥ ৭৭ ॥

সার্ব্বভৌমের অজ্ঞতা-দর্শনে গোপীনাথের প্রভু-মহিমা-কীর্ত্তন ঃ—

"ভট্টাচার্য্য, তুমি ইঁহার না জান মহিমা ।
ভগবত্তা-লক্ষণের ইঁহাতেই সীমা ॥ ৭৮ ॥
তাহাতে বিখ্যাত ইঁহো পরম-ঈশ্বর ।
অজ্ঞ-স্থানে কিছু নহে বিজ্ঞের গোচর ॥" ৭৯ ॥

তর্কপন্থী ও শ্রৌতপন্থীর বিচার ; তর্কপন্থায় ভগবান্ অলভ্য, শ্রৌতপন্থায় সুলভ ঃ—

শিষ্যগণ কহে,—"ঈশ্বর কহ কোন্ প্রমাণে ।"
আচার্য্য কহে,—"বিজ্ঞমত ঈশ্বর-লক্ষণে ॥" ৮০ ॥
শিষ্য কহে,—"ঈশ্বর-তত্ত্ব সাধি অনুমানে ।"
আচার্য্য কহে,—"অনুমানে নহে ঈশ্বর-জ্ঞানে ॥" ৮১ ॥
অনুমান প্রমাণ নহে ঈশ্বরতত্ত্ব-জ্ঞানে ।
কৃপা বিনা ঈশ্বরেরে কেহ নাহি জানে ॥ ৮২ ॥
ঈশ্বরের কৃপা-লেশ হয়ত' যাহারে ।
সেই ত' ঈশ্বর-তত্ত্ব জানিবারে পারে ॥ ৮৩ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৭৫। এই মায়িক জগৎকে কাকবিষ্ঠাবৎ তুচ্ছ জ্ঞানমূলক কেবল-অদ্বৈতপথে প্রবেশ করাইয়া দিব।

৭৬। যোগপট্ট—সন্ন্যাসীদিগের বেষবিশেষ। উত্তম সম্প্রদায়-যোগ্য যোগপট্ট অর্থাৎ সন্ন্যাসীদিগের ব্যবহার্য্য বস্ত্র দিয়া পুনরায় সংস্কার করিয়া দিব।

৭৮-৮৩। বিজ্ঞের যে তত্ত্বগোচর হয়, তাহা অজ্ঞলোকের নিকট কিছুই নয়—এই কারণেই তুমি ইঁহাকে 'সামান্য মনুষ্য' বলিয়া স্থির করিতেছ ; বস্তুতঃ ইঁহাতে ভগবত্তা-লক্ষণের সীমা আছে। সার্ব্বভৌমের শিষ্যগণ গোপীনাথকে কহিল,—'তুমি কোন্ প্রমাণে ইঁহাকে 'ঈশ্বর' বল? গোপীনাথ উত্তর করিলেন,—'বিজ্ঞজন যে-লক্ষণে ঈশ্বর স্থাপন করেন, আমি সেই লক্ষণেই ইঁহাকে ঈশ্বর বলি।' শিষ্যগণ কহিল,—ঈশ্বরতত্ত্ব অনুমানের দ্বারা জানা যায়। ব্যাপ্তিজ্ঞান-লক্ষণই অনুমান ; যথা, 'পর্ব্বতো বহ্নিমান্ ধূমাৎ' অর্থাৎ যেখানে ধূম দেখা যাইবে, সেখানে অগ্নি আছে, জানিতে হইবে ; 'ধূম দেখা যাইতেছে, অতএব পর্ব্বতে অগ্নি আছে', এইটী এস্থলে সাধিত হয়। ঈশ্বরবিষয়ে অনুমান এরূপ কার্য্য করে ;—যথা, যত বস্তু দেখা যায়, সকলেরই কারণ আছে; এই পরিদৃশ্যমান জগৎ একটী বস্তু ; সুতরাং ইহার একটী কারণ না থাকিলে হয় না। অতএব 'ঈশ্বর—বিশ্বের কারণ', এই তত্ত্বটী সাধিত হইল। আমরা এই প্রণালীতে ঈশ্বরতত্ত্ব নিরূপণ করি। আপনি যদি দেখান যে, এই সন্ন্যাসী এই যুক্তিক্রমে ঈশ্বর হইতে পারেন, তবে মানিতে পারি।' গোপীনাথ উত্তর করিলেন,—'ঈশ্বরতত্ত্ব জানিতে হইলে অনুমান প্রমাণরূপে কার্য্য করিতে পারে না, কেননা, ঈশ্বরের কৃপা ব্যতীত কেহই তাঁহাকে জানিতে পারে না।'

অনুভাষ্য

ভার পরিত্যাগ করিয়াছেন এবং কোন দুঃখভারে পীড়িত হন না, তিনি 'ভারতী'। যিনি তত্ত্বজ্ঞানে পারঙ্গত এবং পূর্ণতত্ত্বপদে অবস্থিত হইয়া নিত্যকাল পরব্রহ্মচর্চ্চায় রত, তিনি 'পুরী'-নামে খ্যাত।

শ্রীশঙ্কর-সম্প্রদায়ে 'ব্রহ্মচারী' নামের অর্থ যেরূপ প্রদত্ত হয়, তাহা এই,—

যিনি নিজস্বরূপ বিশেষরূপে জানেন, স্বধর্ম্ম পরিচালন করেন এবং নিত্যকাল স্বানন্দে মগ্ন, তিনি 'স্বরূপ'-নামক ব্রহ্মচারী। যিনি স্বয়ং জ্যোতির্ব্রহ্মকে বিশেষরূপে জানেন এবং তত্ত্বজ্ঞান-প্রকাশ-দ্বারা বিশেষরূপে যোগযুক্ত, তিনি 'প্রকাশ'-নামে কথিত। যিনি তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া সত্য, জ্ঞান, অনন্ত ও ব্রহ্মকে সর্ব্বদা ধ্যান করেন এবং স্বানন্দে বিহার করেন, তিনি 'আনন্দ'-নামে খ্যাত। যিনি অচিন্ত্যিশ্রভাবাতীত চিন্মাত্র, জড়প্রতিফলিত চিত্তবিকার-রহিত, অনন্ত, অজর এবং মঙ্গলময় ব্রহ্মকে জানেন, তিনি বিদ্বান্ এবং 'চৈতন্য'-নামে অভিহিত হন (মঞ্জুষা ২য় সংখ্যা)।

সার্ব্বভৌম কহিলেন,—"শ্রীমন্মহাপ্রভুর নাম—'শ্রীকৃষ্ণ' এবং ব্রহ্মচারী-উপাধি—'চৈতন্য'। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণনাম সর্ব্ব-নামাপেক্ষা উত্তম, কিন্তু শ্রীমহাপ্রভু সর্ব্বোচ্চ সরস্বতী-সম্প্রদায়ে প্রবেশ না করিয়া মধ্যম-সম্প্রদায়ে প্রবিষ্ট হইয়াছেন।" এতদুত্তরে গোপীনাথ কহিলেন যে,—'ইঁহার মধ্যম-সম্প্রদায়ে প্রবেশ করিবার কারণ এই যে, ইঁহার বাহ্যাপেক্ষা নাই। অন্তরে মর্য্যাদাহঙ্কার থাকিলে মানব মর্য্যাদাবিশিষ্ট হইবার প্রয়াস করেন। অকিঞ্চন হইয়া দীনভাবে হরিভজন করিতে ইচ্ছা হইলে ভারতী-

কৃপা বিনা কেবল জ্ঞানমার্গে ভগবান্ অগোচর—
শ্রীমদ্ভাগবত (১০।১৪।২৯)—

তথাপি তে দেব পদাম্বুজদ্বয়-
প্রসাদ-লেশানুগৃহীত এব হি ।
জানাতি তত্ত্বং ভগবন্মহিম্নো
ন চান্য একোঽপি চিরং বিচিন্বন্ ॥ ৮৪ ॥

মানদ হইয়াও ভট্টাচার্য্যের নাস্তিকতা-দর্শনে
গোপীনাথের অনাদর ঃ—

যদ্যপি জগদ্গুরু তুমি—শাস্ত্র-জ্ঞানবান্ ।
পৃথিবীতে নাহি পণ্ডিত তোমার সমান ॥ ৮৫ ॥
ঈশ্বরের কৃপা-লেশ নাহিক তোমাতে ।
অতএব ঈশ্বরতত্ত্ব না পার জানিতে ॥ ৮৬ ॥
তোমার নাহিক দোষ, শাস্ত্রে এই কহে ।
পাণ্ডিত্যাদ্যে ঈশ্বরতত্ত্ব-জ্ঞান কভু নহে ॥" ৮৭ ॥

সার্ব্বভৌমের কুতর্ক ঃ—

সার্ব্বভৌম কহে,—"আচার্য্য, কহ সাবধানে ।
তোমাতে ঈশ্বর-কৃপা ইথে কি প্রমাণে ॥" ৮৮ ॥

গোপীনাথের তন্নিরাস ঃ—

আচার্য্য কহে,—"বস্তু-বিষয়ে হয় বস্তুজ্ঞান ।
বস্তুতত্ত্ব-জ্ঞান হয় কৃপাতে,—প্রমাণ ॥ ৮৯ ॥

প্রত্যক্ষ ঈশ্বর-লক্ষণ দেখিয়াও ঈশ্বরে অবিশ্বাস—
মায়ার খেলা ঃ—

ইঁহার শরীরে সব ঈশ্বর-লক্ষণ ।
মহা-প্রেমাবেশ তুমি পাঞাছ দর্শন ॥ ৯০ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৮৪। হে দেব, তোমার পদাম্বুজদ্বয়ের প্রসাদ-লেশপ্রাপ্ত ব্যক্তিই কেবল তোমার মহিমার তত্ত্ব জানিতে পারেন ; কিন্তু যাঁহারা চিরদিন অনুমানদ্বারা শাস্ত্রবিচারপূর্ব্বক অন্বেষণ করিতেছেন, তাহাদের মধ্যে কেহই সে তত্ত্ব জানিতে পারে না।

৮৭-১০০। গোপীনাথ কহিলেন,—'শাস্ত্রে ইহাই নিরূপণ করিয়াছেন যে, পাণ্ডিত্যাদিগুণে ঈশ্বরতত্ত্ব জানা যায় না, সুতরাং তোমার ইহাতে দোষ কি? এই সিদ্ধান্ত শুনিয়া সার্ব্বভৌম কহিলেন,—'আচার্য্য, তুমি একটু সাবধানে কথা কও ; তোমার প্রতি যে ঈশ্বরের কৃপা হইয়াছে, ইহার প্রমাণ কি?' গোপীনাথ উত্তর করিলেন,—'পরমতত্ত্ববস্তু বিষয়ে যে জ্ঞান, তাহাকে 'বস্তু-জ্ঞান' বলে এবং বস্তুতত্ত্বজ্ঞানই ঈশ্বরের কৃপার প্রমাণ। তুমি ইঁহার মহাপ্রেমাবেশরূপ ঈশ্বর-লক্ষণ দেখিয়াছ ; তবুও ঈশ্বরের

অনুভাষ্য

সম্প্রদায় উপেক্ষা করিয়া সরস্বতী-সম্প্রদায় অনুসন্ধানপূর্ব্বক তাহাতে প্রবেশাকাঙ্ক্ষা হয় না।"

৭৪-৭৫। সন্ন্যাসিগণ সর্ব্বদা বেদান্তবাক্য অনুশীলন করিয়া বিষয়-বিরাগ উৎপন্ন করেন এবং কৌপীনাশ্রিত হইয়া কৌপীনের মর্য্যাদা রক্ষা করেন। সর্ব্বদা শমদমাদি সাধন-ষট্‌কে পারদর্শী হইতে হইলে ভক্তি-রহিত বিচারকের যুক্তিতে জ্ঞানবৈরাগ্যের উপাসনা আবশ্যক। দ্বিতীয়াভিনিবেশ হইতেই মায়িক বস্তুর পরাক্রমজন্য আশঙ্কা হয়, সুতরাং জ্ঞানবৈরাগ্যবিশিষ্ট করাইয়া অদ্বৈতপথে প্রবেশ করাইলে যৌবন-বয়সোচিত কামোত্থ চেষ্টা-সমূহ বলবান্ হইতে পারিবে না।

৭৬। মহাপ্রভু যদি উচ্চ সরস্বতী-সম্প্রদায়ে প্রবেশাধিকার ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে পুনরায় সরস্বতী-সম্প্রদায়স্থ সন্ন্যাসী-দ্বারা তাঁহাকে যোগপট্টাদি ত্যাগীর ঔপকরণিক বিধানসমূহ প্রদান করিয়া উন্নত করাইতে পারি। শৌক্রব্রাহ্মণেতর কোন বর্ণ উচ্চ 'সরস্বতী'-সম্প্রদায়ে প্রবেশ করিতে পারেন না ; সুতরাং 'ভারতী' প্রভৃতি সম্প্রদায়ে বিধির শৈথিল্য থাকায় সরস্বতীগণের ন্যায় উচ্চসম্প্রদায়ের বিচারে 'ভারতী'গণের মধ্যমতা ও 'পুরী'-গণের কনিষ্ঠতা সিদ্ধ।

৮৪। কৃষ্ণকর্ত্তৃক ব্রহ্মার দর্প চূর্ণ হইলে কৃষ্ণের পরমৈশ্বর্য্য-দর্শনে তাঁহার মাহাত্ম্য অবগত হইয়া ব্রহ্মা স্তব করিতেছেন,—

হে দেব [তব মহিমা সর্ব্বত্র ব্যাপ্তঃ], তথাপি তে (তব) পদাম্বুজদ্বয়-প্রসাদলেশানুগৃহীতঃ (চরণকমলদ্বয়ানুকম্পা-কণয়া সুভগান্বিতঃ) এব হি জনঃ ভগবন্মহিম্নঃ (ভগবতস্তব মহিম্নঃ ঐশ্বর্য্যস্য) তত্ত্বং জানাতি ; অন্যঃ (কৃষ্ণপ্রসাদরহিতঃ) একঃ (কশ্চিৎ) অপি চিরং (দীর্ঘকালং) বিচিন্বন্ (বিচারয়ন্) অপি ন চ জানাতি।

৮৭। কঠে ১ম অঃ ২য় বঃ ২৩ মন্ত্র—"নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন। যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্।।" ৯ম মন্ত্র—"নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া" অর্থাৎ পরমাত্ম-ভগবদ্বস্তু ব্যাখ্যানদ্বারা লভ্য হয় না ; স্বকীয় প্রজ্ঞাবলে লভ্য হয় না ; শ্রুতি-পারম্পর্য্য ছাড়িয়া বহু শ্রবণদ্বারা লভ্য হয় না। কিন্তু ভগবান্ যাঁহাকে স্বীকার করেন অর্থাৎ যাঁহার প্রতি প্রসন্ন হন, তদ্দ্বারা তিনি দৃষ্ট বা লভ্য হন। ভক্তগণই ভগবৎকৃপার (পাত্র) বিষয়, তজ্জন্য তাঁহাদিগকে কৃপা করিয়া তিনি নিজতনু প্রদর্শন করান। এই ব্রহ্মগোচরা মতি তর্কদ্বারা আনয়ন বা অপনয়ন অর্থাৎ খণ্ডন করা কর্ত্তব্য নহে।

৮৯। সার্ব্বভৌম তর্কাবলম্বনে স্বীয় ভগিনীপতি গোপী-নাথকে বলিলেন,—'আমাদের প্রতি ঈশ্বরের কৃপা হয় নাই, সত্য;

তবু ত' ঈশ্বর-জ্ঞান না হয় তোমার ।
ঈশ্বরের মায়া,—এই বলি ব্যবহার ॥ ৯১ ॥

বহির্ম্মুখের আবৃত-দর্শনহেতু ভগবদ্দর্শনাভাব ঃ—

দেখিলে না দেখে তারে বহির্ম্মুখ জন ।"
শুনি' হাসি' সার্ব্বভৌম বলিল বচন ॥ ৯২ ॥

সার্ব্বভৌমের ভ্রমপূর্ণ শাস্ত্রযুক্তি ঃ—

"ইষ্টগোষ্ঠী বিচার করি, না করিহ রোষ ।
শাস্ত্রদৃষ্ট্যে কহি, কিছু না লইহ দোষ ॥ ৯৩ ॥

প্রভুকে মহাভাগবত-জ্ঞান হইলেও 'ঈশ্বর' বলিয়া অবিশ্বাস ঃ—

মহা-ভাগবত হয় চৈতন্য-গোসাঞি ।
এই কলিকালে বিষ্ণুর অবতার নাই ॥ ৯৪ ॥
অতএব 'ত্রিযুগ' করি' কহি বিষ্ণুনাম ।
কলিযুগে অবতার নাহি,—শাস্ত্রজ্ঞান ॥" ৯৫ ॥

গোপীনাথকর্ত্তৃক সার্ব্বভৌমের ভ্রান্তসিদ্ধান্ত-নিরাস ও যথার্থ শাস্ত্রসিদ্ধান্ত-প্রদর্শন ঃ—

শুনিয়া আচার্য্য কহে দুঃখী হঞা মনে ।
"শাস্ত্রজ্ঞ হঞা তুমি কর অভিমানে ॥ ৯৬ ॥

মহাভারত ও ভারতার্থবিনির্ণয় ভাগবতই একমাত্র মুখ্য প্রমাণ ঃ—

ভাগবত-ভারত, দুই—শাস্ত্রের প্রধান ।
সেই দুইগ্রন্থ-বাক্যে নাহি অবধান ॥ ৯৭ ॥

এই কলিতে লীলাবতার না থাকিলেও স্বয়ংরূপ অবতারীর আবির্ভাব ঃ—

সেই দুই কহে কলিতে সাক্ষাৎ অবতার ।
তুমি কহ,—'কলিতে নাহি বিষ্ণুর প্রচার ॥' ৯৮ ॥

কলিতে লীলাবতার না হইলেও যুগাবতারাবির্ভাব ঃ—

কলিকালে লীলাবতার না করে ভগবান্ ।
অতএব 'ত্রিযুগ' করি' কহি তার নাম ॥ ৯৯ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

মায়াদ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া ইঁহাকে 'ঈশ্বর' বলিয়া জানিতে পারিলে না! বহির্ম্মুখজন তাঁহাকে দেখিলেও দেখে না। ঈশ্বরের কৃপার অভাবই ইহার একমাত্র কারণ।' সার্ব্বভৌম হাস্য করিয়া বলিলেন,—'কেবল বিতর্ক ছাড়িয়া অভিলষিত সত্য-বিচারকারী-দিগের মতে, শাস্ত্রদৃষ্টিপূর্ব্বক বিচার করিয়া বলিতেছি, শুন ;—এই চৈতন্য গোসাঞি পরম ভাগবত বটে, কেন না, কলিকালে বিষ্ণুর অবতার হয় না ; এজন্যই বিষ্ণুর 'ত্রিযুগ' একটী নাম।' গোপীনাথ উত্তর করিলেন,—'তুমি (আপনাকে) 'শাস্ত্রজ্ঞ' বলিয়া অভিমান করিতেছ, কিন্তু শাস্ত্রের মধ্যে প্রধান যে 'ভাগবত' ও 'মহাভারত', সেই দুই গ্রন্থবাক্যে তোমার মনোযোগ নাই। সেই দুই গ্রন্থে, কলিতে সাক্ষাৎ অবতার আছে,—এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। কলিতে ভগবানের লীলাবতার নাই সত্য ; এইজন্যই

অনুভাষ্য

কিন্তু তোমা প্রতি ভগবৎকৃপাই বা কি-প্রকারে হইয়াছে, বুঝাইয়া দাও।' তদুত্তরে আচার্য্য গোপীনাথ বলিলেন,—'বস্তু ও বস্তুশক্তি 'এক' বলিয়া বস্তু-বিষয় হইতেই বস্তু-জ্ঞান হয়। বস্তু—অখণ্ড-জ্ঞানময়, অদ্বিতীয়, কিন্তু শক্তি—বহুপ্রকার। অখণ্ড অদ্বয়জ্ঞানময় বস্তু খণ্ডজ্ঞানের জ্ঞেয় নহে, কিন্তু বস্তু-বিষয়ক অনুভূতি হইতেই বস্তুজ্ঞান হয়। বস্তুর বিষয় বা শক্তিদ্বারা বস্তু-জ্ঞানের উদয়। দাহিকা-শক্তির জ্ঞানেই অগ্নি-জ্ঞান। অদ্বয়জ্ঞান-তত্ত্ববস্তুর উপলব্ধির নিদর্শন—কেবলমাত্র তাঁহার কৃপা (৮৭ সংখ্যার অনু-ভাষ্য দ্রষ্টব্য)। তিনি যাঁহাকে নিজকৃপাদ্বারা স্ব-স্বরূপ দেখাইবেন, তিনিই তাঁহাকে বুঝিতে পারিবেন। বস্তুবিষয় ব্যতীত অন্যবিষয়-অবলম্বনে বস্তুজ্ঞানের সম্ভাবনা নাই। কৃপা ব্যতীত তাঁহার দর্শন বা বস্তুজ্ঞান হয় না। যাঁহারা তাঁহার কৃপা পাইয়াছেন, তাঁহারাই তাঁহার স্বরূপ বুঝিয়া কৃপা-ভিক্ষু হইয়াছেন এবং ইতর জ্ঞানের সাহায্যে তাঁহাকে বুঝিতে চেষ্টা করেন না।

৯১। তুমি ভগবানের মহাপ্রেমাবেশ দেখিয়াছ। সেই অলৌকিক প্রেমময় পুরুষকে 'ঈশ্বর' বলিয়া জানিতে না পারিয়া ভগবানের তাদৃশ লীলাকেও মায়িক অর্থাৎ ব্যবহারিক প্রকারমাত্র বলিয়া মনে করিতেছ।

৯২। যাহাদের অন্তঃকরণে মায়াতীত কৃষ্ণসেবা-প্রবৃত্তি উদিত হয় নাই, তাহারা নিজ-ভোগময় কর্ম্ম-বুদ্ধিতে বস্তুবিষয় অনুভব করিতেছে বা করিয়াছে, মনে করিলেও, বাস্তবিক পক্ষে প্রেমময় ভগবৎস্বরূপ বাহ্যবিষয়-জ্ঞানে দৃষ্ট হন না।

৯৩। ইষ্টগোষ্ঠী—অভীষ্ট লোক অর্থাৎ অভীষ্টলাভের উদ্দেশে একত্রিত মণ্ডলীর মধ্যে।

৯৫। ত্রিযুগ—(ভাঃ ৭।৯।২৭)—"ইত্থং নৃতির্য্যগৃষিদেব-ঝষাবতারৈর্লোকান্ বিভাবয়সি হংসি জগৎপ্রতীপান্। ধর্ম্মং মহাপুরুষ পাসি যুগানুবৃত্তং ছন্নঃ কলৌ যদভবস্ত্রিযুগোঽথ স ত্বম্।।" শ্রীধরস্বামিপাদ-টীকা—"কলৌ তু (বধরক্ষণাদিকং) ন করোষি যতস্তদা ত্বং ছন্নোঽভবঃ, অতস্ত্রিষ্বেব যুগেষ্বাবির্ভাবাৎ স এবম্ভূতস্ত্বং ত্রিযুগ ইতি প্রসিদ্ধঃ।"

৯৭। আদি ৩য় পঃ ৪৯ সংখ্যার অনুভাষ্য এবং ৫১ সংখ্যার অমৃতপ্রবাহ-ভাষ্য দ্রষ্টব্য।

৯৯। লীলাবতার—বিবিধবিচিত্রতাযুক্ত, চেষ্টারহিত, নিত্য-নবনব উল্লাসতরঙ্গোদ্বেলিত, নিজেচ্ছাপরতন্ত্র-লীলাবিশিষ্ট অব-তারকে 'লীলাবতার' বলে। শ্রীসনাতন-শিক্ষায়—মধ্য, ২০ পঃ ২৯৭-২৯৮ সংখ্যায়—"লীলাবতার কৃষ্ণের না যায় গণন। প্রধান

প্রতিযুগে করেন কৃষ্ণ যুগ-অবতার ।
তর্কনিষ্ঠ হৃদয় তোমার নাহিক বিচার ॥ ১০০ ॥

চারিযুগে চারিবর্ণ অবতার ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবত (১০।৮।১৩)—

আসন্ বর্ণাস্ত্রয়ো হ্যস্য গৃহ্ণতোঽনুযুগং তনূঃ ।
শুক্লো রক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ ॥ ১০১ ॥

শ্রীমদ্ভাগবত (১১।৫।৩১-৩২)—

ইতি দ্বাপর উর্ব্বীশ স্তুবন্তি জগদীশ্বরম্ ।
নানাতন্ত্রবিধানেন কলাবপি তথা শৃণু ॥ ১০২ ॥
কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাঽকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্ ।
যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ ॥ ১০৩ ॥

মহাভারত দানধর্ম্ম (১৪৯), বিষ্ণুসহস্রনাম-স্তোত্র (৯২, ৭৫)—

সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গো বরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী ।
সন্ন্যাসকৃচ্ছমঃ শান্তো নিষ্ঠা-শান্তি-পরায়ণঃ ॥ ১০৪ ॥

ভট্টাচার্য্যকে গোপীনাথের উপেক্ষা ও তাচ্ছিল্য ঃ—

তোমার আগে এত কথার নাহি প্রয়োজন ।
ঊষর-ভূমিতে যেন বীজের রোপণ ॥ ১০৫ ॥

ভগবৎকৃপাতেই ভগবন্মহিমা-জ্ঞান ঃ—

তোমার উপরে তাঁর কৃপা যবে হবে ।
এসব সিদ্ধান্ত তবে তুমিহ কহিবে ॥ ১০৬ ॥

অপ্রাকৃতবস্তু-বিষয়ে কুতর্ক—মায়াজনিত ঃ—

তোমার যে শিষ্য কহে কুতর্ক, নানাবাদ ।
ইহার কি দোষ—এই মায়ার প্রসাদ ॥ ১০৭ ॥

কৃষ্ণের অচিন্ত্যশক্তিই অক্ষজ বিচারকগণের মোহ-জনয়িত্রী ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবত (৬।৪।৩১)—

যচ্ছক্তয়ো বদতাং বাদিনাং বৈ, বিবাদ-সংবাদ-ভুবো-ভবন্তি ।
কুর্ব্বন্তি চৈষাং মুহুরাত্মমোহং, তস্মৈ নমোঽনন্তগুণায় ভূম্নে ॥১০৮॥

অধোক্ষজসেবক ব্রাহ্মণই যুক্ত, অক্ষজ-জ্ঞানী মায়াদাস অযুক্ত ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবত (১১।২২।৪)—

যুক্তঞ্চ সন্তি সর্ব্বত্র ভাষন্তে ব্রাহ্মণা যথা ।
মায়াং মদীয়ামুদগৃহ্য বদতাং কিং নু দুর্ঘটম্ ॥" ১০৯ ॥

গোপীনাথের উপদেশে ভট্টাচার্য্যের অনবধান ঃ—

তবে ভট্টাচার্য্য কহে,—"যাহ গোসাঞির স্থানে ।
আমার নামে গণ-সহিত কর নিমন্ত্রণে ॥ ১১০ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

তাঁহাকে 'ত্রিযুগ' বলিয়াছেন। প্রতিযুগে কৃষ্ণের যে যুগাবতার হয়, তাহা তোমার তর্কনিষ্ঠ-হৃদয়ে তুমি বুঝিতে পার না।'

অনুভাষ্য

করিয়া কহি দিগ্‌দরশন। মৎস্য-কূর্ম্ম-রঘুনাথ-নৃসিংহ-বামন। বরাহাদি লেখা যাঁর, না যায় গণন।।" ঐ অনুভাষ্য এবং ভাঃ ১০।২।৪০ শ্লোক দ্রষ্টব্য। লঘুভাগবতামৃতে ২৫টী লীলাবতার কথিত হইয়াছে,—(১) চতুঃসন, (২) নারদ, (৩) বরাহ, (৪) মৎস, (৫) যজ্ঞ, (৬) নর-নারায়ণ, (৭) কপিল, (৮) দত্তাত্রেয়, (৯) হয়শীর্ষ (হয়গ্রীব), (১০) হংস, (১১) পৃশ্নিগর্ভ, (১২) ঋষভ, (১৩) পৃথু, (১৪) নৃসিংহ, (১৫) কূর্ম্ম, (১৬) ধন্বন্তরি, (১৭) মোহিনী, (১৮) বামন, (১৯) পরশুরাম, (২০) রাঘবেন্দ্র, (২১) ব্যাস, (২২) বলরাম, (২৩) কৃষ্ণ, (২৪) বুদ্ধ, (২৫) কল্কি।

১০১। আদি ৩য় পঃ ৩৬ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১০২। বিদেহরাজ নিমির প্রশ্নের উত্তরে শ্রীকরভাজন-মুনি কলিকালের অবতার ও তত্ত্বজন-প্রণালী বর্ণন করিতেছেন,—

হে উর্ব্বীশ (পৃথ্বীপতে নিমে), দ্বাপরে [ভক্তাঃ] জগদীশ্বরং (বাসুদেবাদি-চতুষ্টয়ং) স্তুবন্তি (পঞ্চরাত্রাদি-কথিতেন অর্চ্চন-বিধিনা পূজাং কুর্ব্বন্তি)। তথা কলৌ অপি নানাতন্ত্রবিধানেন (যেন যেন পঞ্চরাত্রাদি-সাত্বত-তন্ত্রাদ্যুক্ত-বিধিনা) স্তুবন্তি, তৎ [মত্তঃ] শৃণু।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১০৮। প্রজাপতি দক্ষ কহিলেন,—বাদীদিগের সম্বন্ধে যাঁহার শক্তিসকল বিবাদ ও সংবাদ উৎপন্ন করে এবং উহাদের আত্মমোহ মুহুর্মুহুঃ জন্মাইয়া দেয়, সেই অনন্তগুণস্বরূপ ভূমা-পুরুষকে আমি নমস্কার করি।

১০৯। ব্রাহ্মণগণ যাহা বলিয়াছেন, তাহা সর্ব্বত্র যুক্ত হইয়াছে ; কেন না, মদীয় মায়া অবলম্বনপূর্ব্বক যাঁহারা বলেন, তাঁহাদের পক্ষে দুর্ঘট কিছুই নয়। তাৎপর্য্য এই যে, ভগবানের মায়া অঘটনপটীয়সী শক্তি ; সুতরাং অনেকস্থলে সত্যকে গোপন করিয়া মিথ্যাকে প্রতিপন্ন করিতে পারেন। সেই মায়ার আশ্রয়ে কপিল, গৌতম, জৈমিনী ও কণাদাদি ব্রাহ্মণগণ বহুতর অসার বাক্য যুক্তবাক্যের ন্যায় প্রকাশ করিয়াছেন।

অনুভাষ্য

১০৩-১০৪। আদি, ৩য় পঃ ৫১ ও ৪৯ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১০৮। ভগবান্ শ্রীহরির প্রতি প্রজাপতি দক্ষের হংসগুহ্য-স্তব—

যচ্ছক্তয়ঃ (যস্য বহিরঙ্গা-মায়াবিদ্যাঃ শক্তয়ঃ) বদতাং বাদিনাং (পূর্ব্বোত্তরপক্ষাশ্রিতানাং) বিবাদসংবাদভুবঃ (বিবাদস্য ক্বচিৎ সংবাদস্য চ ভুবঃ উৎপত্তিহেতবঃ) ভবন্তি, এষাং (বিবাদ-শীলানাং) মুহুঃ পুনঃ পুনঃ আত্মমোহং কুর্ব্বন্তি, তস্মৈ অনন্ত-গুণায় (সর্ব্বশক্তিবিশিষ্টায়) ভূম্নে (পরমাত্মনে) নমঃ।

১০৯। উদ্ধবের তত্ত্বসংখ্যা-বিষয়ে জিজ্ঞাসার উত্তরে শ্রীকৃষ্ণোক্তি,—

প্রসাদ আনি' তাঁরে করাহ আগে ভিক্ষা।
পশ্চাৎ আসি' আমারে করাইহ শিক্ষা ॥" ১১১ ॥

গোপীনাথের নানাভাবে ভট্টাচার্য্যের উপকার-চেষ্টা ঃ—

আচার্য্য—ভগিনীপতি, শ্যালক—ভট্টাচার্য্য।
নিন্দা-স্তুতি-হাস্যে শিক্ষা করা'ন আচার্য্য ॥ ১১২ ॥

ভট্টাচার্য্যের মায়াবাদ-বাক্যে মুকুন্দের রোষই তৎপ্রতি কৃপা ঃ—

আচার্য্যের সিদ্ধান্তে মুকুন্দের হৈল সন্তোষ।
ভট্টাচার্য্যের বাক্যে মনে হৈল দুঃখ-রোষ ॥ ১১৩ ॥

প্রভুকে নিমন্ত্রণ ঃ—

গোসাঞির স্থানে আচার্য্য কৈল আগমন।
ভট্টাচার্য্যের নামে তাঁরে কৈল নিমন্ত্রণ ॥ ১১৪ ॥

মুকুন্দ ও গোপীনাথের ভট্টাচার্য্য-বিরুদ্ধে অভিযোগ ঃ—

মুকুন্দ-সহিত কহে ভট্টাচার্য্যের কথা।
ভট্টাচার্য্যে নিন্দা করে, মনে পাঞা ব্যথা ॥ ১১৫ ॥

প্রভুকর্ত্তৃক ভট্টাচার্য্যকে সম্মান দান ঃ—

শুনি' মহাপ্রভু কহে,—"ঐছে মৎ কহ।
আমা প্রতি ভট্টাচার্য্যের হয় অনুগ্রহ ॥ ১১৬ ॥
আমার সন্ন্যাস-ধর্ম্ম চাহেন রাখিতে।
বাৎসল্যে করুণা করেন, কি দোষ ইহাতে ॥" ১১৭ ॥

সার্ব্বভৌমসহ প্রভুর জগন্নাথদর্শনান্তে তদ্গৃহে গমন ঃ—

আর দিন মহাপ্রভু ভট্টাচার্য্য-সনে।
আনন্দে করিলা জগন্নাথ-দরশনে ॥ ১১৮ ॥
ভট্টাচার্য্য-সঙ্গে তাঁর মন্দিরে আইলা।
প্রভুরে আসন দিয়া আপনে বসিলা ॥ ১১৯ ॥

প্রভুকে সার্ব্বভৌমের বেদান্তাধ্যাপন ও উপদেশ ঃ—

বেদান্ত পড়াইতে তবে আরম্ভ করিলা।
স্নেহ-ভক্তি করি' কিছু প্রভুরে কহিলা ॥ ১২০ ॥
"বেদান্ত-শ্রবণ,—এই সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম।
নিরন্তর কর তুমি বেদান্ত-শ্রবণ ॥" ১২১ ॥

প্রভুর দৈন্য ঃ—

প্রভু কহে,—"মোরে তুমি কর অনুগ্রহ।
সেই সে কর্ত্তব্য, তুমি যেই মোরে কহ ॥" ১২২ ॥

সার্ব্বভৌমমুখে প্রভুর সাতদিন বেদান্ত শ্রবণ ও মায়াবাদ-ভাষ্য-শ্রবণে অনাদরহেতু মৌনবৃত্তি ঃ—

সপ্তদিন পর্য্যন্ত ঐছে করেন শ্রবণে।
ভাল-মন্দ নাহি কহে, বসি' মাত্র শুনে ॥ ১২৩ ॥

অষ্টমদিনে সার্ব্বভৌমের তৎকারণ-জিজ্ঞাসা ঃ—

অষ্টম-দিবসে তাঁরে পুছে সার্ব্বভৌম।
"সাতদিন কর তুমি বেদান্ত-শ্রবণ ॥ ১২৪ ॥
ভালমন্দ নাহি কহ, রহ মৌন ধরি'।
বুঝ, কি না বুঝ,—ইহা জানিতে না পারি ॥" ১২৫ ॥

প্রভুর দৈন্যমুখে মায়াবাদ-ভাষ্যকে উপেক্ষা ঃ—

প্রভু কহে,—"মূর্খ আমি, নাহি অধ্যয়ন।
তোমার আজ্ঞাতে মাত্র করিয়ে শ্রবণ ॥ ১২৬ ॥
সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম লাগি' শ্রবণ মাত্র করি।
তুমি যেই অর্থ কর, বুঝিতে না পারি ॥" ১২৭ ॥

ভট্টাচার্য্যের প্রভুকে অজ্ঞ-জ্ঞানে মৌন ত্যাগ করিয়া পরিপ্রশ্ন করিতে আদেশ ঃ—

ভট্টাচার্য্য কহে,—"না বুঝি', হেন-জ্ঞান যার।
বুঝিবার লাগি' সেহ পুছে পুনর্ব্বার ॥ ১২৮ ॥
তুমি শুনি' শুনি' রহ মৌন-মাত্র ধরি'।
হৃদয়ে কি আছে তোমার, বুঝিতে না পারি ॥"১২৯ ॥

প্রভুকর্ত্তৃক সার্ব্বভৌমের মায়াবাদ-ভাষ্য-ব্যাখ্যান-নিরসন ঃ—

প্রভু কহে,—"সূত্রের অর্থ বুঝিয়ে নির্ম্মল।
তোমার ব্যাখ্যা শুনি' মন হয় ত' বিকল ॥ ১৩০ ॥

মুখ্য অভিধা-বৃত্তিতে ব্রহ্মসূত্রার্থ সহজ, গৌণ-লক্ষণায় কল্পনাশ্রয়ে উহা আবৃত ঃ—

সূত্রের অর্থ—ভাষ্য কহে প্রকাশিয়া।
ভাষ্য কহ তুমি—সূত্রের অর্থ আচ্ছাদিয়া ॥ ১৩১ ॥

অনুভাষ্য

যথা ব্রাহ্মণাঃ ভাষন্তে (নির্ণীতবন্তঃ), [তৎ] চ সর্ব্বত্র যুক্তং সন্তি। মদীয়াং মায়াং (অচিন্ত্য-স্বরূপশক্তিং, ন তু অবিদ্যাম্) উদ্গৃহ্য (স্বীকৃত্য) বদতাং (জনানাং) কিং দুর্ঘটং নু (প্রশ্নে, ন কিমপীত্যর্থঃ)।

১২১। বেদান্ত—এখানে শঙ্করপ্রণীত ব্রহ্মসূত্রের নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্ম-প্রতিপাদক শারীরক-ভাষ্য—"বেদান্তবাক্যেষু সদা রমন্তঃ।।"

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৩১। সূত্রের যে যথার্থ-ভাষ্য, তাহা সূত্রের অর্থ প্রকাশ করিয়া বলে, কিন্তু তুমি যে ভাষ্য কহিতেছ, তাহা সূত্রের অর্থ আচ্ছাদন করিয়া রাখিতেছে।

অনুভাষ্য

১৩১-১৭৬। আদি, ৭ম পঃ ১০৬-১৪৭ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১৩২। ব্যাসকৃত ব্রহ্মসূত্রের অভিধাবৃত্তি আশ্রয় করিয়া যে

সূত্রের মুখ্য অর্থ না করহ ব্যাখ্যান ।
কল্পনার্থে তুমি তাহা কর আচ্ছাদন ॥ ১৩২ ॥

উপনিষৎপ্রতিপাদ্য অর্থই সূত্রাকারে বেদান্তে নিবদ্ধ ঃ—

উপনিষদ্-শব্দে যেই মুখ্য অর্থ হয় ।
সেই অর্থ মুখ্য,—ব্যাসসূত্রে সব কয় ॥ ১৩৩ ॥
মুখ্যার্থ ছাড়িয়া কর গৌণার্থ কল্পনা ।
'অভিধা'-বৃত্তি ছাড়ি' কর শব্দের 'লক্ষণা' ॥ ১৩৪ ॥

শব্দ বা বেদই মুখ্য প্রমাণ ঃ—

প্রমাণের মধ্যে শ্রুতি-প্রমাণ—প্রধান ।
শ্রুতি যে মুখ্যার্থ কহে, সেই সে প্রমাণ ॥ ১৩৫ ॥

দৃষ্টান্ত ঃ—

জীবের অস্থি-বিষ্ঠা দুই—শঙ্খ-গোময় ।
শ্রুতি-বাক্যে সেই দুই মহাপবিত্র হয় ॥ ১৩৬ ॥

অক্ষজজ্ঞানে অশ্রৌতপন্থায় বেদ দুর্ব্বোধ্য ঃ—

স্বতঃপ্রমাণ বেদ সত্য যেই কয় ।
'লক্ষণা' করিতে স্বতঃপ্রামাণ্য-হানি হয় ॥ ১৩৭ ॥

শঙ্করভাষ্য—বেদান্ত-বিরুদ্ধ ঃ—

ব্যাস-সূত্রের অর্থ—যৈছে সূর্য্যের কিরণ ।
স্বকল্পিত ভাষ্য-মেঘে করে আচ্ছাদন ॥ ১৩৮ ॥

বেদ ও সাত্বতপুরাণে সবিশেষ ব্রহ্ম বা
শ্রীভগবান্ই উদ্দিষ্ট ঃ—

বেদ-পুরাণে কহে ব্রহ্ম নিরূপণ ।
সেই ব্রহ্ম—বৃহদ্বস্তু, ঈশ্বর-লক্ষণ ॥ ১৩৯ ॥

সচ্চিদানন্দবিগ্রহ নির্ব্বিশেষ নহে ঃ—

সর্ব্বৈশ্বর্য্যপরিপূর্ণ স্বয়ং ভগবান্ ।
তাঁরে নিরাকার করি' করহ ব্যাখ্যান ॥ ১৪০ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৩৩-১৪১। উপনিষদ্-বাক্যসমূহের যে মুখ্য অর্থ, তাহাই বেদব্যাস নিজকৃত সূত্রে উদ্দেশ করিয়াছেন। অর্থাৎ সেই মুখ্য অর্থই জ্ঞাতব্য। তাহা ছাড়িয়া যে গৌণার্থ কল্পনা করা যায় এবং শব্দের 'অভিধা-বৃত্তি' ছাড়িয়া যে 'লক্ষণা' করা যায়, তাহা অমঙ্গলজনক। 'প্রত্যক্ষ', 'অনুমান', 'ঐতিহ্য' ও 'শব্দ' এই চারিপ্রকার প্রমাণের মধ্যে, 'শ্রুতিপ্রমাণ' অর্থাৎ শব্দ-প্রমাণই সকলের প্রধান। শ্রুতিবাক্যের যে মুখ্য অর্থ, তাহাই প্রমাণ। দেখ, পশুদিগের অস্থি ও বিষ্ঠা—নিতান্ত অপবিত্র ; কিন্তু 'শঙ্খ' ও 'গোময়' তন্মধ্যে গণিত হইয়াও শ্রুতিবাক্য-বলে মহাপবিত্র হইয়াছে। বৈদিক-বাক্যের লক্ষণা করিতে গেলে, তাহাকে 'অনুমানে'র অধীন করিয়া তাহার স্বতঃপ্রামাণ্য নষ্ট করা হয়। ব্যাসসূত্রের অর্থ সূর্য্যের কিরণের ন্যায় দেদীপ্যমান। মায়াবাদিগণ স্বকল্পিত ভাষ্যরূপ-মেঘদ্বারা তাহাকে আচ্ছাদন করিয়াছে। বেদ এবং তদনুগত পুরাণসমূহ একমাত্র ব্রহ্মকেই নিরূপণ করিয়াছেন। সেই ব্রহ্ম স্বীয় বৃহত্ত্ব-ধর্ম্মবশতঃ ঈশ্বরলক্ষণে লক্ষিত হন। আবার, সেই ঈশ্বরকে তাঁহার সর্ব্বৈশ্বর্য্য-পরিপূর্ণতার সহিত দেখিলে, সেই বৃহদ্ব্রহ্মবস্তুই স্বয়ং ভগবান্ হইয়া পড়েন। অতএব 'ব্রহ্ম' ও 'ঈশ্বর'—ইহারা ভগবত্তত্ত্বের অন্তর্গত ব্যাপারবিশেষ। ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবান্ সর্ব্বদা পরিপূর্ণ শ্রীসংযুক্ত, সুতরাং তিনি

অনুভাষ্য

মুখ্য অর্থ হয়, তাহা ব্যাখ্যা না করিয়া সূত্রার্থ আচ্ছাদন করিয়া লক্ষণাদ্বারা কল্পিতার্থ করিতেছ।

১৩৩-১৩৪। উপনিষদ্—আদি, ২য় পঃ ৫ম সংখ্যার অনুভাষ্যে অন্বয় এবং আদি ৭ম পঃ ১০৬ সংখ্যার অনুভাষ্য ও ১০৮ সংখ্যার অমৃতপ্রবাহ ও অনুভাষ্য দ্রষ্টব্য।

১৩৫। শ্রীল জীবপ্রভু তত্ত্বসন্দর্ভে ১০-১১ সংখ্যা ও শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ-কৃত টীকা এবং "শাস্ত্রযোনিত্বাৎ" (ব্রঃ সূঃ ১।১।৩), "তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ" (ব্রঃ সূঃ ২।১।১১) এবং "শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ" (ব্রঃ সূঃ ২।১।২৭) প্রভৃতি সূত্রের শ্রীভাষ্য, শ্রীমাধ্ব-ভাষ্য, শ্রীনিম্বার্কভাষ্য ও শ্রীবলদেব-কৃত গোবিন্দভাষ্য দ্রষ্টব্য। শ্রীজীবপ্রভু 'সর্ব্বসম্বাদিনী'তে লিখিয়াছেন,—"তথাপি ভ্রম-প্রমাদ-বিপ্রলিপ্সা-করণাপাটব-দোষরহিতবচনাত্মকঃ শব্দ এব মূলং প্রমাণম্। অন্যেষাং প্রায়ঃ পুরুষ-ভ্রমাদি-দোষময়তয়ান্যথা-প্রতীতি দর্শনেন প্রমাণং বা তদাভাসো বেতি পুরুষৈর্নির্ণেতুমশক্যত্বাৎ, তস্য তদভাবাৎ।" অর্থাৎ প্রত্যক্ষাদি দশবিধ প্রমাণ বর্ত্তমান থাকিলেও ভ্রমাদি-দোষ-চতুষ্টয়শূন্য বচনাত্মক 'শব্দ' বা শ্রুতিই মূল-প্রমাণ ; অপর প্রমাণগুলির বিষয়ে মানুষের বাক্যাদি প্রায়ই ভ্রমাদি দোষযুক্ত বলিয়া তদ্দ্বারা অন্যপ্রকার প্রতীতি দেখা যায়, সুতরাং ঐ নয়টী প্রমাণ বস্তুতঃ প্রমাণ, না প্রমাণাভাস, তাহা নির্ণয় করিতে পারা যায় না, কিন্তু বাস্তব-দর্শনমূলক বলিয়া শব্দপ্রমাণে ঐ আশঙ্কার অভাব।

১৩৭। (ব্রঃ সূঃ ২।১।৫)—'দৃশ্যতে তু' এই সূত্রের ভাষ্যে শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যপাদ এই 'ভবিষ্যপুরাণের' বাক্যটী উদ্ধার করিয়াছেন —"ঋগ্‌যজুঃসামাথর্ব্বাশ্চ ভারতং পঞ্চরাত্রকম্। মূলরামায়ণঞ্চৈব 'বেদ' ইত্যেব শব্দিতাঃ।। পুরাণানি চ যানীহ বৈষ্ণবানি বিদো বিদুঃ। স্বতঃপ্রামাণ্যমেতেষাং নাত্র কিঞ্চিদ্ বিচার্য্যতে।"*

১৪২। যা যা শ্রুতিঃ (বেদমন্ত্রঃ) নির্ব্বিশেষং (ব্রহ্মণঃ

** ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্ব, মহাভারত, পঞ্চরাত্র এবং মূল-রামায়ণ 'বেদ' বলিয়া কথিত হইয়া থাকেন। পণ্ডিতগণ যে-সকল বৈষ্ণব অর্থাৎ সাত্ত্বিক পুরাণ আছে, তাহাদিগকেও এস্থলে 'বেদ' বলিয়া জানেন। ইহাদিগের স্বতঃপ্রামাণ্য-বিষয়ে কোন বিচার (তর্ক) চলে না।*

'নির্ব্বিশেষ' অর্থে প্রাকৃত-বিশেষ বা বৈচিত্র্য-নিরাস ঃ—

'নির্ব্বিশেষ' তাঁরে কহে যেই শ্রুতিগণ ।
'প্রাকৃত' নিষেধি করে 'অপ্রাকৃত' স্থাপন ॥ ১৪১ ॥

সবিশেষ শ্রীভগবান্ই শ্রুতির উদ্দিষ্ট ঃ—

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটক (৬।৬৭)-ধৃত হয়শীর্ষ-পঞ্চরাত্রবচন—

যা যা শ্রুতির্জল্পতি নির্ব্বিশেষং
সা সাভিধত্তে সবিশেষমেব ।
বিচারযোগে সতি হন্ত তাসাং
প্রায়ো বলীয়ঃ সবিশেষমেব ॥ ১৪২ ॥

শ্রীভগবান্ই সর্ব্ব-কারকে উদ্দিষ্ট ঃ—

ব্রহ্ম হৈতে জন্মে বিশ্ব, ব্রহ্মেতে জীবয় ।
সেই ব্রহ্মে পুনরপি হয়ে যায় লয় ॥ ১৪৩ ॥
'অপাদান', 'করণ', 'অধিকরণ'-কারক তিন ।
ভগবানের সবিশেষে এই তিন চিহ্ন ॥ ১৪৪ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

নিত্য সবিশেষ ; তাঁহাকে 'নিরাকার' বলিয়া ব্যাখ্যান করিলে বেদার্থ বিকৃত হইয়া পড়ে। যে-সকল শ্রুতিগণ তাঁহাকে 'নির্ব্বিশেষ' বলিয়া বলেন, তাঁহারা কেবল 'প্রাকৃত-বিশেষ' নিষেধ করিয়া 'অপ্রাকৃত-বিশেষ' স্থাপন করেন। "অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ। স বেত্তি বেদ্যং ন চ তস্যাস্তি বেত্তা তমাহুরগ্র্যং পুরুষং মহান্তম্।।" (শ্বেঃ উঃ ৩।১৯) ইত্যাদি বহুবিধ শ্রুতিতে অপ্রাকৃত-সাকার-সচ্চিদানন্দতত্ত্বের বর্ণন আছে।

১৪২। যে যে শ্রুতি তত্ত্ববস্তুকে প্রথমে 'নির্ব্বিশেষ' করিয়া কল্পনা করেন, সেই সেই শ্রুতি অবশেষে সবিশেষ-তত্ত্বকেই প্রতিপাদন করেন। 'নির্ব্বিশেষ' ও 'সবিশেষ'—ভগবানের এই দুইটী গুণই নিত্য,—ইহা বিচার করিলে সবিশেষ-তত্ত্বই প্রবল হইয়া উঠে ; কেন না, জগতে সবিশেষতত্ত্বই অনুভূত হয়, নির্ব্বিশেষতত্ত্ব অনুভূত হয় না।

১৪৩-১৪৮। "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে"—(তৈঃ ভৃঃ ১) ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে এই পাওয়া যায় যে, 'এই চরাচর-বিশ্ব ব্রহ্ম হইতে জন্মে, ব্রহ্মদ্বারা জীবিত থাকে এবং সেই ব্রহ্মে পুনরায় লীন হয়।' এই সব বেদবাক্যদ্বারা পরব্রহ্মের 'অপাদান', 'করণ' ও 'অধিকরণ'-কারকত্বরূপ তিনপ্রকার লক্ষণ আছে। এই

অনুভাষ্য

বিশেষরহিতভাবং কেবলচিন্মাত্রং) জল্পতি (প্রকাশয়তি), সা সা শ্রুতিঃ সবিশেষং (নামরূপগুণলীলাদিরূপম্) এব অভিধত্তে (মুখ্যয়া অভিধয়া বৃত্ত্যা বদতি) ; হন্ত তাসাং (শ্রুতীনাং) বিচার-যোগে সতি (সূক্ষ্মানুশীলনেন) প্রায়ঃ (সর্ব্বতোভাবেন) সবিশেষম্ এব বলীয়ঃ (বেদ-বচনানাং মুখ্যতাৎপর্য্যম্)।

১৪৩-১৪৪। (ঐতঃ উঃ ১।১।১-২)—"আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ। নান্যৎ কিঞ্চন মিষৎ। স ইমান্ লোকানসৃজত।" (শ্বেঃ উঃ ৪।৯)—"ছন্দাংসি যজ্ঞাঃ ক্রতবো ব্রতানি ভূতং ভব্যং যচ্চ বেদা বদন্তি। যস্মান্ মায়ী সৃজতে বিশ্বমেতৎ তস্মিংশ্চান্যো মায়য়া সংনিরুদ্ধঃ।।" (তৈঃ উঃ ভৃঃ ১ অঃ)—"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি, যৎ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্ ব্রহ্ম।"—বারুণি-ভৃগু পিতা-বরুণের নিকট ব্রহ্ম-সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে তদুত্তরে বরুণের এই বাক্য। এই মন্ত্রে 'যতঃ' (যে ব্রহ্ম হইতে বিশ্বের উদয়)—অপাদান-কারক ; 'যেন' (যে ব্রহ্মকর্ত্তৃক বিশ্ব পালিত)—করণ-কারক ; 'যৎ' অর্থাৎ 'যস্মিন্' (যে-ব্রহ্মে বিশ্বের প্রবেশ)—অধিকরণ-কারক ; শ্রীরাঘবেন্দ্র-যতিকৃত-টীকা—"অন্নময়ং প্রাণময়ং চক্ষুর্ময়ং শ্রোত্রময়ং মনোময়ং বাঙ্ময়ং বিজ্ঞানময়ং আনন্দময়ঞ্চ ইত্যেবং নামৈকদেশে নামগ্রহণ-ন্যায়েন অয়ং নির্দ্দেশো ধ্যেয়ঃ। বিজ্ঞানময়ানন্দময় এবাপ্যুপলক্ষ্যৌ, এতেন ব্রহ্মবল্ল্যাং পঞ্চরূপোক্তি-রূপলক্ষণম্। চক্ষুর্ময়-বাঙ্ময়-শ্রোত্রময়া অপি গ্রাহ্যা ইত্যুক্তং ভবতি। তথাহ্যুক্তং 'বাধূল'-শাখায়াম্—"তস্মাদ্বা এতস্মাৎ অন্ন-রসময়াৎ অন্যোঽন্তর আত্মা বাঙ্ময়ঃ। তস্মাদ্বা এতস্মাদ্বাঙ্ময়াৎ অন্যোঽন্তর আত্মা চক্ষুর্ময়ঃ। তস্মাদ্বা এতস্মাচ্চক্ষুর্ময়াৎ অন্যোঽন্তর আত্মা শ্রোত্রময়ঃ। চক্ষুর্ম্ময়ত্বাদেস্তু পূর্ণদর্শনশক্তিত্বাচ্চক্ষুর্ময় ইতীরিতঃ।" ইতি ঐতরেয়ভাষ্যোক্তরীত্যা পূর্ণদর্শন-শক্তিত্ব-পূর্ণশ্রবণশক্তিত্ব-পূর্ণ-বক্তৃত্বশক্তিস্বরূপা বা। যৎপ্রযন্তি প্রলয়ে। যদভি—স্বেচ্ছয়া—সংবিশন্তি মুক্তৌ, তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব।" (ভাঃ ১।৫।২০)—"ইদং হি বিশ্বং ভগবানিবেতরো যতো জগৎস্থান-নিরোধসম্ভবাঃ।"*

১৪৪। ভাঃ ৬।৪।৩০ শ্লোকের শ্রীধরস্বামিটীকা দ্রষ্টব্য।

১৪৫। (ছাঃ উঃ ৬ প্রঃ ২য় খঃ ৩)—"তদৈক্ষত বহু স্যাং

* *(ঐতরেয় উপনিষৎ—) "সৃষ্টির পূর্ব্বে একমাত্র পরমেশ্বরই ছিলেন, তদ্ব্যতীত আর কিছুই ছিল না। তিনিই এই যাবতীয় লোক সৃষ্টি করিলেন।" (শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ—) "বেদসমূহ, যজ্ঞসকল, ক্রতুসমগ্র, ব্রতসমুদয়, এই বিশ্ব এবং বেদোক্ত অন্যান্য ভূত ও ভবিষ্যৎ যাহা কিছু, সমস্তই মায়ার অধীশ্বর পরমাত্মা সৃষ্টি করিয়াছেন—তাহাতে অন্য জীবসকল সেই মায়াদ্বারা বদ্ধ হইয়া রহিয়াছে।" (তৈত্তিরীয় উপনিষৎ—) "যাঁহা হইতে এই সমস্ত জীব উৎপন্ন হইয়াছে, যাঁহার দ্বারা সেই জীবসকল বাঁচিয়া আছে, যাঁহাতে ধাবিত হইয়া অবশেষে লীন হইতেছে, তাঁহাই বিশেষরূপে জানিতে ইচ্ছা কর, তিনিই ব্রহ্ম।" (শ্রীরাঘবেন্দ্র যতিকৃত টীকা—) "নামের একদেশ-গ্রহণদ্বারা সেই নামই গৃহীত হয়—এই ন্যায়ানুসারে 'অন্নং প্রাণং চক্ষুঃ শ্রোত্রং মনোবাচং' ইহাদ্বারা অন্নরসময়, প্রাণময়, চক্ষুর্ম্ময়, শ্রোত্রময়, মনোময়, বাঙ্ময়, বিজ্ঞানময়, আনন্দময়*

অদ্বয়জ্ঞান (এক) কৃষ্ণ হইতে বহু প্রকাশই প্রত্যক্ বা শ্রৌত সিদ্ধান্ত, বহু হইতে একের সিদ্ধান্ত—অশ্রৌত ঃ—

ভগবান্ অনেক হৈতে যবে কৈল মন ।
প্রাকৃত-শক্তিতে তখন কৈল বিলোকন ॥ ১৪৫ ॥

পূর্ব্বে মায়ার প্রতি দৃষ্টি-নিক্ষেপ, পরে তৎফলে সৃষ্টি, অতএব ভগবানের দৃক্-দর্শনাদি অপ্রাকৃত ঃ—

সে-কালে নাহি জন্মে 'প্রাকৃত' মন-নয়ন ।
অতএব 'অপ্রাকৃত' ব্রহ্মের নেত্র-মন ॥ ১৪৬ ॥

বিভুচিৎ বা বিষ্ণু-পরতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণই ভগবান্ ঃ—

ব্রহ্ম-শব্দে কহে পূর্ণ স্বয়ং ভগবান্ ।
স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ,—শাস্ত্রের প্রমাণ ॥ ১৪৭ ॥

বেদার্থপূরণকারী ও প্রাগ্‌বন্ধযুগে প্রকাশিত বলিয়া পুরাণ অর্থাৎ প্রাচীন নাম ঃ—

বেদের নিগূঢ় অর্থ বুঝন না হয় ।
পুরাণ-বাক্যে সেই অর্থ করয় নিশ্চয় ॥ ১৪৮ ॥

শ্রীমদ্ভাগবত (১০।১৪।৩২)—

অহো ভাগ্যমহো ভাগ্যং নন্দগোপব্রজৌকসাম্ ।
যন্মিত্রং পরমানন্দং পূর্ণং ব্রহ্ম সনাতনম্ ॥ ১৪৯ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

তিনপ্রকার নিত্য-লক্ষণের দ্বারা ভগবান্ নিত্য-সবিশেষরূপে প্রতীয়মান হইতেছেন। "বহু স্যাম্" (তৈঃ উঃ ব্রঃ ৬ অঃ) ইত্যাদি শ্রুতিমতে ভগবান্ যখন অনেক হইতে ইচ্ছা করিলেন, তখন "স ঐক্ষত" (ঐতঃ উঃ ১।১) এই বাক্যমতে প্রাকৃত-শক্তিতে তিনি দৃষ্টিপাত করিলেন। সে-সময় প্রাকৃত মন ও নয়নের সৃষ্টি হয় নাই ; অতএব ভগবান্ যে-মনে চিন্তা করিলেন, যে-নয়নে প্রকৃতির প্রতি ঈক্ষণ করিলেন, সেই মন ও নয়ন প্রাকৃত সৃষ্টির পূর্ব্বেই ছিল। সুতরাং পরব্রহ্মের যে স্বরূপগত অপ্রাকৃত নেত্র ও মন ছিল, ইহা—সর্ব্ববেদসম্মত। উপনিষদ্বাক্যে প্রায় সর্ব্বত্র 'ব্রহ্ম'-শব্দ পাওয়া যায়। সেই ব্রহ্মই পূর্ণাবস্থায় স্বয়ং ভগবান্,—ইহাই বেদসম্মত এবং শাস্ত্রপ্রমাণদ্বারা কৃষ্ণই যে সেই স্বয়ং ভগবান্, তাহা সিদ্ধ হইতেছে। যদি বল, বেদে এরূপ স্পষ্টবাক্য নাই (দেখা যায় না), তবে বিচার করিয়া দেখ,—বেদবাক্যের অর্থসমূহ অত্যন্ত নিগূঢ়। মহর্ষিগণ বেদবাক্য-তাৎপর্য্য জগতে বুঝাইবার জন্য পুরাণবাক্যে বেদতাৎপর্য্য নির্ণয় করিয়াছেন।

১৪৯। নন্দ-গোপ ও ব্রজবাসীদিগের ভাগ্যের সীমা নাই, যেহেতু পরমানন্দস্বরূপ পূর্ণব্রহ্ম-সনাতন তাঁহাদের মিত্ররূপে প্রকট হইয়াছেন।

অনুভাষ্য

প্রজায়েয়েতি।" (তৈঃ উঃ ব্রঃ ৬ অঃ)—"সোঽকাময়ত বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি।"

১৪৬। সৃষ্টি করিবার উদ্দেশে প্রাকৃতশক্তিতে অবলোকন করিবার পূর্ব্বে তিনি অপ্রাকৃত চক্ষুর্দ্বারা দৃষ্টিপাত করিয়াছিলেন। সেই দর্শনকালে প্রাকৃত চক্ষু সৃষ্ট হয় নাই, যেহেতু প্রাকৃত-সৃষ্টি তৎপূর্ব্বে হইয়া থাকিলে তাঁহার সৃষ্টি-প্রবৃত্তির উল্লেখের আবশ্যক হয় না। তখন সবিশেষ-ব্রহ্মের নিত্য অপ্রাকৃত মন ছিল, যদ্দ্বারা তিনি প্রাকৃতসৃষ্টির মনন করিয়াছিলেন এবং নিত্য অপ্রাকৃত চক্ষুও ছিল, যদ্দ্বারা তিনি প্রকৃতি-শক্তিতে অবলোকন করিয়াছিলেন।

১৪৭। "শাস্ত্রযোনিত্বাৎ" (ব্রঃ সূঃ ১।১।৩) এই সূত্রের ভাষ্যে শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যপাদ—"ঋগ্‌যজুঃসামাথর্ব্বাশ্চ ভারতং পঞ্চরাত্রকম্। মূলরামায়ণঞ্চৈব শাস্ত্রমিত্যভিধীয়তে।। যচ্চানুকূলমেতস্য তচ্চ শাস্ত্রং প্রকীর্ত্তিতম্। অতোঽন্যগ্রন্থবিস্তারো নৈব শাস্ত্রং কুবর্ত্ম তৎ।। ইতি স্কান্দে।" অর্থাৎ ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্ববেদ, মহাভারত (পুরাণসহ) সাত্বত-তন্ত্র, পঞ্চরাত্র ও মূলরামায়ণ—ইহারাই 'শাস্ত্র'-শব্দে কথিত ও ইহাদের অনুকূল গ্রন্থগুলিও শাস্ত্রমধ্যে গণিত ; ইহা ব্যতীত অন্য যে-সমস্ত গ্রন্থ, তাহা শাস্ত্রই নহে, পরন্তু 'কুবর্ত্ম'-শব্দবাচ্য। আদি, ২য় পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

১৪৮। শ্রীজীবপ্রভুকৃত তত্ত্বসন্দর্ভের ১২-১৭ সংখ্যা ও শ্রীবলদেবকৃত টীকা দ্রষ্টব্য।

১৪৯। শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক ব্রহ্মার দর্প চূর্ণ হইলে ব্রহ্মা একান্ত

ব্রহ্ম এইক্রমে এই নির্দ্দেশ চিন্তনীয়। (তন্মধ্যে) বিজ্ঞানময়, আনন্দময় এই দুইটী উপলক্ষ্য (প্রয়োজনীয়)—এইহেতু ব্রহ্মবল্লীতে কথিত পঞ্চরূপ (অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময়, আনন্দময়)-উক্তি উপলক্ষণ। এস্থলে চক্ষুর্ম্ময়, বাঙ্ময়, শ্রোত্রময়ও গ্রহণীয় বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। তাহা 'বাধুল-শাখা'তে দৃষ্ট হয়, যেমন,—'সেই এই অন্নরসময় হইতে ভিন্ন অপর একটী আত্মা বাঙ্ময়। সেই এই বাঙ্ময় হইতে ভিন্ন অপর একটী আত্মা চক্ষুর্ম্ময়। সেই এই চক্ষুর্ম্ময় হইতে ভিন্ন অপর একটী আত্মা শ্রোত্রময়। চক্ষুর্ম্ময়ত্ব প্রভৃতির পূর্ণদর্শনশক্তিত্ব-হেতু চক্ষুর্ম্ময় বলা হইয়াছে। অথবা ঐতরেয়-ভাষ্যকথিত রীতি-অনুসারে পূর্ণদর্শনশক্তিত্ব, পূর্ণশ্রবণশক্তিত্ব, পূর্ণবক্তৃত্বশক্তিস্বরূপ। 'যৎপ্রযন্তি' অর্থাৎ প্রলয়কালে জীবগণ যাঁহার প্রতি (অভিমুখে) গমন করে। 'যদভিসংবিশন্তি'—মুক্তগণ স্বেচ্ছায় যাঁহাতে সম্যক্ প্রবেশ করেন, তাঁহাকে বিশেষরূপে জানিতে ইচ্ছা কর।" (শ্রীমদ্ভাগবতে—) "এই বিশ্ব ভগবানের অংশস্বরূপ অর্থাৎ তাঁহা হইতে প্রপঞ্চ পৃথক্ নহে ; পরন্তু এই প্রপঞ্চ হইতে ভগবান্ পৃথক্, যাঁহা হইতে জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় হইয়া থাকে।"

শ্রুতিমন্ত্রে জড়বিশেষ নিরাসপূর্ব্বক অপ্রাকৃত সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহত্বই উদ্দিষ্ট ঃ—

'অপাণি-পাদ'-শ্রুতি বর্জ্জে 'প্রাকৃত' পাণি-চরণ।
পুনঃ কহে,—শীঘ্র চলে, করে সর্ব্ব গ্রহণ ॥ ১৫০ ॥

মুখ্যবৃত্তিতে সবিশেষত্ব, গৌণবৃত্তিতে নির্ব্বিশেষত্ব ঃ—

অতএব শ্রুতি কহে, ব্রহ্ম—সবিশেষ।
'মুখ্য' ছাড়ি' 'লক্ষণা'তে মানে নির্ব্বিশেষ ॥ ১৫১ ॥

চিদ্বিলাসকে নির্ব্বিলাসরূপে স্থাপনই মায়াবাদ ঃ—

ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণানন্দ-বিগ্রহ যাঁহার।
হেন-ভগবানে তুমি কহ নিরাকার ?? ১৫২ ॥
স্বাভাবিক তিন শক্তি যেই ব্রহ্মে হয়।
'নিঃশক্তিক' করি' তাঁরে করহ নিশ্চয় ?? ১৫৩ ॥

বিষ্ণুপুরাণ (৬।৭।৬১-৬৩)—

বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাপরা।
অবিদ্যা কর্ম্মসংজ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে ॥ ১৫৪ ॥
যয়া ক্ষেত্রজ্ঞশক্তিঃ সা বেষ্টিতা নৃপ সর্ব্বগা।
সংসারতাপানখিলানবাপ্নোত্যত্র সন্ততান্ ॥ ১৫৫ ॥
তয়া তিরোহিতত্বাচ্চ শক্তিঃ ক্ষেত্রজ্ঞসংজ্ঞিতা।
সর্ব্বভূতেষু ভূপাল তারতম্যেন বর্ত্ততে ॥ ১৫৬ ॥

বিষ্ণুপুরাণ (১।১২।৬৯)—

হ্লাদিনী সন্ধিনী সম্বিৎ ত্বয্যেকা সর্ব্বসংশ্রয়ে।
হ্লাদতাপকরী মিশ্রা ত্বয়ি নো গুণ-বর্জ্জিতে ॥ ১৫৭ ॥

শক্তিমান্ ভগবানের শক্তিত্রয় ঃ—

সচ্চিদানন্দময় হয় ঈশ্বর-স্বরূপ।
তিন অংশে চিচ্ছক্তি হয় তিন রূপ ॥ ১৫৮ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৫০-১৫৩। "অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা" (শ্বেঃ উঃ ৩।১৯)—এই শ্রুতি। আদৌ ব্রহ্মের 'প্রাকৃত হস্ত-পদ নাই' বলিয়া পরে 'শীঘ্র চলে এবং সকল বস্তু গ্রহণ করে'—এই বাক্যদ্বারা অপ্রাকৃত হস্ত-পদ আছে বলিয়া ব্রহ্মকে 'সবিশেষ' করিতেছেন। শ্রুতির মুখ্যার্থ ছাড়িয়া লক্ষণা-বৃত্তিতে ব্রহ্মের সবিশেষ-নিষেধক নির্ব্বিশেষত্ব অন্যায়রূপে স্থাপন করিতেছেন। মায়াবাদিগণ ব্রহ্মকে নিত্য নিরাকার বলিয়া সংস্থাপন করেন, পরন্তু শাস্ত্রমতে সেই ব্রহ্ম ষড়ৈশ্বর্য্য-পূর্ণানন্দ-বিগ্রহবিশিষ্ট ভগবৎস্বরূপে নিত্য বিরাজমান। মায়াবাদিগণ ব্রহ্মকে 'নিঃশক্তিক' বলিয়া স্থির করেন, কিন্তু 'পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে' (শ্বেঃ উঃ ৬।৮)—এই বেদবাক্যমূলক বহুশাস্ত্রবাক্যে সেই ব্রহ্মের তিনটী স্বাভাবিক শক্তি স্বীকৃত হইয়াছে।

অনুভাষ্য

শরণাগত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের স্তব করিতে করিতে কৃষ্ণপ্রিয় ব্রজ-বাসিগণের প্রেম-সৌভাগ্যাতিশয্যের প্রশংসা করিতেছেন,—

নন্দ-গোপব্রজৌকসাং (নন্দরাজপ্রমুখ-পঞ্চরসাবস্থিতানাং ব্রজবাসিনাম্) অহো ভাগ্যং ; যৎ (যেষাং ব্রজবাসিনাং) মিত্রং সনাতনং (নিত্যকালপ্রকটিতং) পূর্ণম্ (অখণ্ডং) পরমানন্দং (সচ্চিদ্ঘনানন্দং) ব্রহ্ম।

১৫০। (শ্বেঃ উঃ ৩য় অঃ ১৯)—"অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ। স বেত্তি বেদ্যং ন চ তস্যাস্তি বেত্তা তমাহুরগ্র্যং পুরুষং মহান্তম্।।"

১৫১। পূর্ব্বোল্লিখিত শ্রুতিবচনসমূহ ব্রহ্মের বিশেষত্বই নিরূপণ করিয়াছেন ; কিন্তু মুখ্য অভিধাবৃত্তি ত্যাগ করিয়া লক্ষণা-দ্বারা মায়াবাদী নির্ব্বিশেষ-মতবাদ স্থাপন করেন। লক্ষণা-সিদ্ধ

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৫৫-১৫৬। ক্ষেত্রজ্ঞ-শক্তিই জীবশক্তি ; সেই জীবশক্তি সর্ব্বজ্ঞ হইয়াও মায়াবৃত্তিরূপ অবিদ্যাদ্বারা আবৃত হইয়া সংসারগত অখিলতাপ নিত্য ভোগ করেন। আবার, সেই 'ক্ষেত্রজ্ঞ'-নাম্নী শক্তি অবিদ্যা-কুণ্ঠাবৃত হইয়া, হে ভূপাল, সর্ব্বভূতে তারতম্যের সহিত বর্ত্তমান থাকেন। তাৎপর্য্য এই যে, ভগবানের চিচ্ছক্তি—সর্ব্বশ্রেষ্ঠা, জীব-শক্তি—মধ্যমা এবং অবিদ্যা-কর্ম্মসংজ্ঞিতা মায়াশক্তি—অধমা। জীবশক্তি মায়াদ্বারা আবৃত হইয়া অর্থাৎ চিচ্ছক্তিবৃত্তি হইতে দূরীভূত হইয়া সংসারতাপ লাভ করেন। সেইরূপ দূরীভূত অবস্থান-ক্রমে আবিষ্কৃত কর্ম্মচক্রে প্রবেশ করত উচ্চ-নীচ অবস্থা প্রাপ্ত হন।

১৫৮-১৬৩। বেদ-বেদান্ত-মতে,—ঈশ্বর, জীব ও মায়া, এই তিন তত্ত্বের স্বরূপ ও সম্বন্ধ জানা আবশ্যক। প্রথমে ঈশ্বর-

অনুভাষ্য

নির্ব্বিশেষত্বও বিশেষবাদের অন্যতম একটী মাত্র পরিচয় ; উহার উদ্দেশ্য—জড়বিশেষ হইতে পার্থক্য-স্থাপনমাত্র।

১৫৩। কেবলাদ্বৈতবাদী শক্তিকে অজ্ঞানপ্রসূত অনিত্য অবস্থা-বিশেষ মনে করায় নিঃশক্তিকত্বই ব্রহ্মত্বের লক্ষীভূত বিষয় বলিয়া জ্ঞান করেন। কিন্তু ব্রহ্মে তিনটী শক্তি নিত্য বিরাজমান থাকা সত্ত্বেও অধ্যারোপবাদ প্রভৃতি বিচার-সাহায্যে ব্রহ্মকে শক্তিহীন বলিয়া নিশ্চয় করিবার প্রয়োজন হয় না।

১৫৪। আদি, ৭ম পঃ ১১৯ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১৫৫। হে নৃপ, সর্ব্বগা (চিজ্জড়োভয়গামিনী) সা ক্ষেত্রজ্ঞ-শক্তিঃ (জীবাখ্যশক্তিঃ) যয়া (অবিদ্যয়া ভগবদ্বিমুখয়া মায়য়া) বেষ্টিতা (আবৃতা) ; অত্র (দেবীধামনি সংসারে) সা সন্ততান্ (নানাকর্ম্মফলভোগজন্যান্) অখিলান্ (নানাবিধান্) তাপান্ অবাপ্নোতি (লভতে)।

আনন্দাংশে 'হ্লাদিনী', সদংশে 'সন্ধিনী'।
চিদংশে 'সম্বিৎ', যারে কৃষ্ণজ্ঞান মানি ॥ ১৫৯ ॥
অন্তরঙ্গা—চিচ্ছক্তি, তটস্থা—জীবশক্তি।
বহিরঙ্গা—মায়া,—তিনে করে প্রেমভক্তি ॥ ১৬০ ॥

চিদ্বিলাসকে নির্ব্বিশেষরূপে ধারণা—দম্ভমাত্র ঃ—

ষড়্‌বিধ ঐশ্বর্য্য—প্রভুর চিচ্ছক্তি-বিলাস।
হেন শক্তি নাহি মান,—পরম সাহস ॥ ১৬১ ॥

ভগবান্ ও জীবে নিত্য ভেদ, কেবল-অভেদবাদ—নাস্তিকতা ঃ—

'মায়াধীশ'-'মায়াবশ'—ঈশ্বরে-জীবে ভেদ।
হেন-জীবে ঈশ্বর-সহ কহ ত' অভেদ ॥ ১৬২ ॥

গীতায় 'জীব'—ভগবচ্ছক্তি ঃ—

গীতাশাস্ত্রে জীবরূপ 'শক্তি' করি' মানে।
হেন-জীবে 'ভেদ' কর ঈশ্বরের সনে ॥ ১৬৩ ॥

ভগবানের গুণ-মায়া ও জীব-মায়া ঃ—

শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা (৭।৪-৫)—

ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা ॥ ১৬৪ ॥
অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ ॥ ১৬৫ ॥

ভগবদ্বিগ্রহ—সচ্চিদানন্দময় ঃ—

ঈশ্বরের শ্রীবিগ্রহ সচ্চিদানন্দাকার।
সে-বিগ্রহে কহ সত্ত্বগুণের বিকার ॥ ১৬৬ ॥

নিত্যচিদ্বিলাস অস্বীকাব পাষণ্ডতা-মাত্র ঃ—

শ্রীবিগ্রহ যে না মানে, সেই ত' পাষণ্ড।
অস্পৃশ্য, অদৃশ্য সেই, হয় যমদণ্ড্য ॥ ১৬৭ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

স্বরূপ জানা (একান্ত) প্রয়োজন। সচ্চিদানন্দময়ত্বই ঈশ্বরের স্বরূপ। ভগবানের এক চিচ্ছক্তিই 'সৎ', 'চিৎ' ও 'আনন্দ' এই তিন অংশে তিনরূপে প্রকাশ পান। আনন্দাংশে 'হ্লাদিনী', সদংশে 'সন্ধিনী' এবং চিদংশে 'সম্বিৎ'। সেই সম্বিদ্ই কৃষ্ণ-সম্বন্ধীয় জ্ঞান। ঈশ্বরের স্বরূপশক্তি তিনস্বরূপে প্রকাশ পায়—'অন্তরঙ্গা' অর্থাৎ চিচ্ছক্তি স্বয়ং, তটস্থা অর্থাৎ 'জীবশক্তি', 'বহিরঙ্গা' অর্থাৎ মায়াশক্তি। এই তিন-প্রকাশে হ্লাদিনী, সন্ধিনী ও সম্বিতের ক্রিয়ানুসারে তিন তিন ভাব বুঝিতে হইবে। চিচ্ছক্তি স্বীয় হ্লাদিনী ও সম্বিৎ-সমবেতসার (ভক্তি), জীবকে প্রদান করিবার পর জীবশক্তি তাহা গ্রহণ করিলে মায়াশক্তির আবরণ-বিক্ষেপাত্মক অচিদ্‌বিক্রম নিষ্কপট-চিচ্ছক্তিভাবে দূরীভূত হইয়া জীবকে কৃষ্ণ-প্রেমভক্তির অধিকারী করান। পরমেশ্বরের ষড়্‌বিধ ঐশ্বর্য্যই তাঁহার ঐশ্বর্য্যবিলাস ; তাঁহাকে 'নিরাকার', 'নিঃশক্তিক' বলিলে নিতান্ত অবৈদিক বাক্যের প্রয়োগ হয়। ঈশ্বর—স্বভাবতঃ মায়ার অধীশ্বর ; জীব—স্বভাবতঃ অণুচৈতন্যতা-প্রযুক্ত মায়াবশ। মুণ্ডকোপনিষৎ (৩।১।১-২) বলেন,—"দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে। তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যো-

অনুভাষ্য

১৫৬। হে ভূপাল, তয়া (অবিদ্যয়া) তিরোহিতত্বাৎ (গুণ-মায়াসঙ্গহীনাৎ) ক্ষেত্রজ্ঞ-সংজ্ঞিতা শক্তিঃ (জীবশক্তিঃ) [ভগবদ্-বৈমুখ্যবিধায়িণ্যবিদ্যা-বর্ত্তমানত্বাৎ] সর্ব্বভূতেষু তারতম্যেন বর্ত্ততে (অবিদ্যয়া বরাবরা চ মন্যতে)।

১৫৭। আদি, ৪র্থ পঃ ৬৩ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১৫৮-১৫৯। আদি, ৪র্থ পঃ ৬১-৬২ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১৬৪। অর্জ্জুনের প্রতি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের উক্তি,—

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

ঽভিচাকশীতি।। সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নোঽনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ। জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশমস্য মহিমানমেতি বীত-শোকঃ।।" অর্থাৎ ঈশ্বরকে ভুলিলে জীব দণ্ডনীয় হন ; ঈশ্বরের কারাকর্ত্রী মায়া সেই অপরাধে জীবকে কারাবদ্ধ করিয়া দণ্ড বিধান করেন।' এস্থলে ঈশ্বরের স্বভাবে মায়ার অধীশ্বরতাই প্রতিপন্ন হয়, মায়াবশ্যতা নয়।

জীবের স্বভাবে নির্ম্মায়িক সত্তা থাকিলেও মায়াবশ্যতারূপ একটী ধর্ম্ম আছে ; ইহারই নাম 'তটস্থত্ব'। যখন এরূপ স্বভাবগত ও স্বরূপগত নিত্য-ভেদ আছে, তখন কোন অবস্থায়ই জীবসহ ঈশ্বর যে অভেদ, এরূপ বলিতে পার না। আবার গীতাশাস্ত্রে জীবকে 'শক্তি' বলিয়াছেন, তখন 'শক্তি-শক্তিমতোরভেদঃ" এই বেদান্ত-বাক্যমতে ঈশ্বরের সহিত জীব যে অভেদ, ইহাও স্বীকার করিতে বাধ্য আছ। ঈশ্বর ও জীবতত্ত্বের এই অচিন্ত্য-ভেদাভেদই রহস্য।

১৬৪। ভূমি, জল, অনল, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার,—এই আটটী আমারই অপরা-শক্তির বৃত্তিবিশেষ ; জীবতত্ত্ব ইহা হইতে পৃথক্।

১৬৬-১৬৭। বেদশাস্ত্রমতে ঈশ্বরের সচ্চিদানন্দবিগ্রহ—

অনুভাষ্য

ভূমিঃ, আপঃ, অনলঃ, বায়ুঃ, খং, মনঃ, বুদ্ধিঃ, অহঙ্কারঃ চ ইতি অষ্টধা মে (মম) ভিন্না প্রকৃতিঃ (বহিরঙ্গাখ্যা শক্তিঃ) এব। (ভূম্যাদি-শব্দৈঃ পঞ্চ মহাভূতানি, সূক্ষ্মভূতৈঃ রূপরসগন্ধ-শব্দ-স্পর্শাদিভিঃ সহৈকীকৃত্য সংগৃহ্যন্তে ; অহঙ্কার-শব্দেন তত্তৎকার্য্য-ভূতানীন্দ্রিয়াণি বাকপাণিপাদপায়ূপস্থানি তত্তৎকারণ-ভূতমহত্তত্ত্ব-মপি গৃহ্যতে। বুদ্ধিমনসোঃ পৃথগুক্তিস্তত্ত্বেষু তয়োঃ প্রাধান্যাৎ)।

মায়াবাদী মুখে বৈদিক হইলেও প্রচ্ছন্ন-বৌদ্ধ ঃ—

বেদ না মানিয়া বৌদ্ধ হয় ত' নাস্তিক ।
বেদাশ্রয় নাস্তিক্যবাদ বৌদ্ধকে অধিক ॥ ১৬৮ ॥

ব্রহ্মসূত্রেই জীবের চরম কল্যাণ, শাঙ্করভাষ্যে জীবের সর্ব্বনাশ নিহিত ঃ—

জীবের নিস্তার লাগি' সূত্র কৈল ব্যাস ।
মায়াবাদি-ভাষ্য শুনিলে হয় সর্ব্বনাশ ॥ ১৬৯ ॥

শক্তিপরিণামবাদই ব্রহ্মসূত্রে উদ্দিষ্ট ঃ—

'পরিণাম-বাদ'—ব্যাসসূত্রের সম্মত ।
অচিন্ত্যশক্তি ঈশ্বর জগদ্রূপে পরিণত ॥ ১৭০ ॥

প্রাকৃত চিন্তামণির দৃষ্টান্ত ; শক্তি পরিণত হইলেও শক্তিমান্ অবিকৃত ঃ—

মণি যৈছে অবিকৃতে প্রসবে হেমভার ।
জগদ্রূপ হয় ঈশ্বর, তবু অবিকার ॥ ১৭১ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

নিত্য। নিরাকার-ধর্ম্ম—প্রাকৃত-সত্ত্বগুণের বৈপরীত্যরূপ বিকার-বিশেষ, অর্থাৎ জড়ীয়সত্ত্বে যে আকার আছে, তন্নিষেধক ভাববিশেষ। প্রকৃতির অতীত যে চিন্ময়-বিগ্রহ, তাঁহার আকারও চিন্ময়। মায়িকসত্ত্বের নিরাকারত্ব তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। এরূপ শ্রীবিগ্রহ যে না মানে, সে 'পাষণ্ড'-মধ্যে গণ্য।

১৬৮। বৌদ্ধ শাক্যসিংহ বেদবিধি না মানায়, তাঁহাকে বৈদিক আর্য্যগণ 'নাস্তিক' বলিয়া নিন্দা করেন। কিন্তু মায়াবাদী বেদকে আশ্রয় করিয়া যে নাস্তিক্যবাদ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা বৌদ্ধবাদ অপেক্ষা অধিকতর নিন্দনীয় ; কেন না, স্পষ্টশত্রু অপেক্ষা মিত্র-রূপে সমাগত প্রচ্ছন্নশত্রু অতিশয় ভয়ঙ্কর।

১৬৯। ব্যাসের সূত্রে শুদ্ধভক্তিবাদ আছে। মায়াবাদী সেই সূত্রের যে ভাষ্য করিয়াছেন, তাহাতে পরব্রহ্মের চিন্ময় বিগ্রহ অস্বীকৃত এবং জীবের ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ সত্তাও অস্বীকৃত হওয়ায়, তাহা শুদ্ধভক্তিতত্ত্বের অত্যন্ত বিরুদ্ধ ; সুতরাং মায়াবাদীর ভাষ্য শুনিলে জীবের সর্ব্বনাশ হয় ; কেননা, ব্রহ্মের সহিত অভেদবাঞ্ছারূপ দুরাশাপ্রদত্ত অভিমানদ্বারা শুদ্ধভক্তি নাশ হয় এবং প্রকৃতপ্রস্তাবে ঈশ্বরকে মানা হয় না।

অনুভাষ্য

১৬৫। আদি, ৭ম পঃ ১১৮ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১৬৬। আদি, ৭ম পঃ ১১৩ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১৬৭। যিনি ভগবানের নিত্য রূপগুণলীলাময় বিগ্রহকে প্রাকৃত-সত্ত্বগুণের বিকার, বা অজ্ঞানসমষ্টির আধারমাত্র বুঝিয়া অপ্রাকৃত বিগ্রহের নিত্য-সেবাপর হন না, তিনি পাষণ্ডী অর্থাৎ অনিত্য কাল্পনিক পঞ্চদেবতার মিথ্যা উপাসনার সহিত ভক্তির সাম্যজ্ঞানহেতু কৃষ্ণের নিত্য কৈঙ্কর্য্য হইতে চ্যুত হন। ভক্তগণ তাঁহাকে স্পর্শ করেন না বা দর্শন করেন না, যেহেতু তিনি ন্যায় বা অন্যায়ময় কর্ম্মরাজ্যে ভ্রমণ করিয়া জড়ভোগের জন্য বা ভোগত্যাগের জন্য অনাত্মাকে আত্মজ্ঞানে বরণ করায় শ্রীভগবানের নিত্যবিগ্রহ ও লীলাকে নিজ-ভোগতাৎপর্য্যময়-বিষয়ের অন্যতম বলিয়া জ্ঞান করেন। ভক্তিবিরোধী জড়-ভোগ-ত্যাগের ফল যমদণ্ড তাঁহার ভাগ্যে অব্যর্থ ; কেবলমাত্র ভক্তগণই পাষণ্ড বা যমদণ্ড্য নহেন।

অনুভাষ্য

১৬৮। বেদাশ্রয় নাস্তিক্যবাদ,—কেবলাদ্বৈতবাদ ; বেদ ত্যাগ করিয়া শাক্যসিংহ বৈদিক-কর্ম্মানুষ্ঠানের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পান এবং প্রাকৃত-নৈষ্কর্ম্ম্য স্থাপন করেন। তাঁহার মতে, পরলোকে সচ্চিদানন্দ-রহিত বিগ্রহ বিরাজমান। মায়াবাদী বেদ মুখে গ্রহণ করিয়া বা মানিয়া নিজভোগপর অজ্ঞানবাচ্য বৈদিক কর্ম্মের অনুষ্ঠানফলে কর্ম্মের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পান বলিয়া মনে করেন এবং নৈষ্কর্ম্ম্য স্থাপন করেন। তাঁহার পরলোকে নির্ব্বোধ সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ অর্থাৎ নির্ব্বিশেষ কেবল চিন্মাত্র বিরাজমান। অজ্ঞানস্থিত মুমুক্ষু জ্ঞানবাদী সচ্চিদানন্দ-জ্ঞানকে 'খণ্ডজ্ঞান' বা 'অজ্ঞানের প্রতিফলন'-রূপে বিবেচনা করিয়া তৎসম্বন্ধে কোন সম্বিদ্বৃত্তির অনুশীলনকে নিজ-অজ্ঞানের প্রকারভেদমাত্র বলিয়া মনে করিয়া ভগবৎসেবা হইতে নিরস্ত হন ; সুতরাং শুদ্ধ সচ্চিদানন্দের অনুভূতি অজ্ঞান-বিগ্রহ জ্ঞানবাদীর অধিগম্য বিষয় নহে; যেহেতু তাঁহার সিদ্ধান্তে নিঃশক্তিক-ব্রহ্ম—জড়ময় অর্থাৎ 'জ্ঞান', 'জ্ঞেয়', 'জ্ঞাতা'—এই অবস্থাত্রয়রহিত এবং তাঁহার জড়াভিমান-গ্রস্ত বিচারনিপুণতারূপ অজ্ঞান প্রবল হওয়ায় সচ্চিদানন্দত্ব চিন্ময় 'জ্ঞান', 'জ্ঞেয়' ও 'জ্ঞাতৃ'-ধর্ম্মবিশিষ্টও নহে ; বস্তুতঃ উহা অজ্ঞানাবস্থার উক্তিবিশেষ-মাত্র। এজন্য মায়াবাদীর প্রকৃতবস্তু-জ্ঞানে অনস্তিত্ব-বুদ্ধি।

১৭০-১৭৫। আদি, ৭ম পঃ ১২১-১৩৩ সংখ্যার অনুভাষ্য দ্রষ্টব্য।

১৭১। শক্তিপরিণামবাদই 'জন্মাদ্যস্য'-সূত্রের সম্মত। অসংখ্য, অনন্ত নিত্যশক্তি যাঁহাতে জাত, স্থিত ও অব্যক্ত, শক্তিসমূহ যাঁহার অধীন, এতাদৃশী শক্তিসমূহের প্রভুই 'ঈশ্বর'। অনন্তরূপে বিরাজমান নিত্যানিত্য-শক্তি, আত্মানাত্ম-শক্তি প্রভৃতির যুগপৎ ঈশ্বরে অবস্থিতি কিরূপভাবে সম্ভব, তাহা জীব বর্ত্তমান জড়বদ্ধাবস্থায় মায়াশক্তির অধীনে থাকাকালে বুঝিতে পারে না; তজ্জন্য মানবজ্ঞানে ঐরূপ পরস্পর বিরুদ্ধ গুণসমাশ্রয়—অচিন্ত্য, অথচ ঈশ্বরে নিত্য অবস্থিত। মানব জড়জ্ঞানাহঙ্কারে নিজের ক্ষুদ্র অজ্ঞানরূপ সামর্থ্যকে মিথ্যা-কল্পনাদ্বারা বিপুল বলিয়া জ্ঞান করিয়া, যে শক্তি-রাহিত্যরূপ একটী অবস্থাকে 'ব্রহ্ম'-রূপে কল্পনা করে, তাহা চিন্ত্য-শক্তির প্রকারভেদ মাত্র। তদ্দ্বারা জগৎকে

গুরু-ব্যাসদেবকে ভ্রান্ত বলায় মায়াবাদী—বিবর্ত্তবাদী, অতএব তিনি—শ্রৌতপথ-বিরোধী নাস্তিক ঃ—

ব্যাস—ভ্রান্ত বলি' সেই সূত্রে দোষ দিয়া ।
'বিবর্ত্তবাদ' স্থাপিয়াছে কল্পনা করিয়া ॥ ১৭২ ॥

দেহে আত্মবুদ্ধিরূপ বিবর্ত্তই মিথ্যা ; জগৎ—সত্য, কিন্তু নশ্বর ঃ—

জীবের দেহে আত্মবুদ্ধি সেই মিথ্যা হয় ।
জগৎ যে মিথ্যা নহে, নশ্বরমাত্র হয় ॥ ১৭৩ ॥

ওঙ্কারই আদি-মহাবাক্য ও ঈশ্বর-মূর্ত্তি এবং বেদ-কল্পতরুর বীজ ঃ—

'প্রণব' যে মহাবাক্য—ঈশ্বরের মূর্ত্তি ।
প্রণব হৈতে সর্ব্ববেদ, জগতে উৎপত্তি ॥ ১৭৪ ॥

তত্ত্বমস্যাদি বাক্য—বেদের একদেশ-সূচক ঃ—

'তত্ত্বমসি'—জীব-হেতু প্রাদেশিক বাক্য ।
প্রণব না মানি' তারে কহে মহাবাক্য ॥" ১৭৫ ॥

সার্ব্বভৌমের নানা পূর্ব্বপক্ষ ও প্রভুর তৎসমুদয়-খণ্ডন ঃ—

এইমতে কল্পিত ভাষ্যে শত দোষ দিল ।
ভট্টাচার্য্য পূর্ব্বপক্ষ অপার করিল ॥ ১৭৬ ॥
বিতণ্ডা, ছল, নিগ্রহাদি অনেক উঠাইল ।
সব খণ্ডি' প্রভু নিজ-মত সে স্থাপিল ॥ ১৭৭ ॥

প্রভুকর্ত্তৃক যথার্থ বেদমত-স্থাপন ঃ—

ভগবান্—'সম্বন্ধ', ভক্তি—'অভিধেয়' হয় ।
প্রেমা—'প্রয়োজন', বেদে তিনবস্তু কয় ॥ ১৭৮ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৭২। 'পরিণাম-বাদ' মানিলে ঈশ্বর 'বিকারী' হইবেন, সুতরাং ব্যাসকে তখন 'ভ্রান্ত' বলিতে হইবে,—এই বলিয়া সূত্রের মুখ্যার্থে দোষ দিয়া গৌণার্থ করত 'বিবর্ত্তবাদ' স্থাপন করিয়াছেন।

অনুভাষ্য

ঈশ্বরের 'পরিণাম' বলিয়া বুঝিতে গেলে 'বিবর্ত্তবাদ' অবশ্য গ্রহণীয় হয়, কিন্তু ঈশ্বরত্বে যে অচিন্ত্য নিত্যশক্তিমত্তা নিহিত, ইহা বুঝিলে, ঈশ্বরের বহিরঙ্গা-মায়াশক্তি-পরিণত খণ্ডজ্ঞান-গম্য রাজ্যেও যে তিনি প্রকাশিত বা অবতীর্ণ হইতে পারেন, তাহা বুঝা যায়। কোন মণিতে এরূপ শক্তি নিহিত আছে যে, মণি স্বর্ণ সৃষ্টি করিয়াও নিজমণিত্বকে অন্যপ্রকারে পরিণত বা পরিবর্ত্তিত করে না ; স্বর্ণসৃষ্টির পূর্ব্বে মণি যেরূপ ছিল, স্বর্ণ-প্রসবের পরেও তদ্রূপই থাকে। যে-প্রকার প্রকৃত অন্তর্নিহিত শক্তিপ্রভাবে মণি নিজে বিকার লাভ না করিয়া এবং মণি-ভিন্ন অপরবস্তু (স্বর্ণ) প্রসব করিয়াও নিজ-মণিত্বেই অবস্থিত হইতে পারে, তদ্রূপ সচ্চিদানন্দ ঈশ্বর স্বীয় মায়াশক্তি পরিচালিত করিয়া তাদৃশ শক্তিকে বিকার-যোগ্য গুণময়-জগদ্রূপে পরিণত করিতে পারেন। ঈশ্বর নিজের অন্যতম শক্তিকে বিকারময় জগদ্রূপে পরিণত করিয়াও নিজ-স্বরূপকে বিকার-রহিত রাখিতে পারেন,—এ নিত্যশক্তি তাঁহাতে বর্ত্তমান আছে।

১৭২। সেই সূত্রে,—ব্রহ্মসূত্রের প্রারম্ভে "অথাতো ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা" সূত্রের উত্তরে প্রথমেই "জন্মাদ্যস্য যতঃ" এই সূত্র পরিণামবাদের উদ্দেশেই লিখিত, যথা,—"যতো বা ইমানি ভূতানি"—এই তৈত্তিরীয় বাক্য, "যথোর্ণনাভিঃ সৃজতে গৃহ্নতে চ"—এই মুণ্ডক-বাক্য এবং শ্রীমদ্ভাগবতের প্রারম্ভোক্ত শ্লোক-সকলের তাৎপর্য্যই 'পরিণামবাদ'। কিন্তু শঙ্করাচার্য্য 'পরিণামবাদ' গ্রহণ করিলে পাছে 'জন্মাদ্যস্য যতঃ'-সূত্র 'দুষ্টসূত্র' ও তল্লেখক শ্রীব্যাসদেব 'ভ্রান্ত' বলিয়া কাল্পনিক লক্ষণাবৃত্তি-বাদিগণের আক্রমণের পাত্র হন, তাহার প্রতিষেধার্থে এবং নিজ-গুরু ব্যাসকে

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৭৫। জীবের চিন্ময় সত্তা বুঝাইবার জন্য 'তত্ত্বমসি' বাক্যটী বেদের এক প্রদেশে পাওয়া যায় ; তাহা মহাবাক্য নয়।

অনুভাষ্য

ও 'জন্মাদ্যস্য'-সূত্রকে যথাক্রমে পরিণামবাদী ও পরিণামবাদ বলিয়া গর্হণ না করে, তদুদ্দেশ্যে কাল্পনিক যুক্তি বিস্তারপূর্ব্বক বেদের অংশবিশেষে লিখিত অন্যতাৎপর্য্য-জ্ঞাপক 'বিবর্ত্তবাদ'ই সত্য বলিয়া স্থাপন করিলেন।

১৭৩। নিত্য-কৃষ্ণদাস নির্ম্মল জীব, কর্ম্মফলভোগপর স্থূল-সূক্ষ্মদেহদ্বয়কে ভ্রমক্রমে যে 'আমি' বুদ্ধি করেন, ঐ বুদ্ধি—মিথ্যা ; উহাই বিবর্ত্তবাদের স্থল। জীবাত্মা 'অনিত্য, কালবশযোগ্য-ব্রহ্মে'র অজ্ঞানজন্য তাৎকালিক স্থূলশরীর বা সূক্ষ্মশরীর নহেন। বিশ্ব বস্তুতঃ মিথ্যা নহে, তবে কালদ্বারা পরিবর্ত্তন-যোগ্য। বিশ্ব-ভোগবুদ্ধিতে জীবের 'বিবর্ত্ত' আছে। এই অচিৎ বিশ্বের স্বরূপ—শক্তি-পরিণত। মায়াবাদী জীব-স্বরূপে ও বিশ্বের স্বরূপে, 'বিবর্ত্ত' বিচার করেন, কিন্তু উভয়ই শক্তি-পরিণাম।

১৭৪। 'প্রণব'—ঈশ্বরের নামবিগ্রহ ; উহাই মহাবাক্য। নামস্বরূপ 'ওঙ্কার' হইতে এই নশ্বর-জগতে থাকাকালেও বিবর্ত্তবুদ্ধি ছাড়িলে অপ্রাকৃত স্বরূপের উদয় হয়।

১৭৫। ঈশ্বর, জীব ও জগতের স্বরূপকে বিবর্ত্তবাদের বিষয় করায় ওঙ্কার-রূপ নামাশ্রয়ের পরিবর্ত্তে 'তত্ত্বমসি'-মহাবাক্যের প্রবৃত্তি ; কিন্তু জীবের দেহে আত্মবুদ্ধি হইয়া মিথ্যা-ভ্রম যাহাতে উদিত না হয়, তজ্জন্য উহা বস্তুতঃ কেবল ভ্রান্তজীবের উদ্দেশেই প্রাদেশিক-বাক্য বলিয়া কথিত ; পক্ষান্তরে ব্রহ্মস্বরূপ বেদজীবন 'প্রণব'-নামকেই অনাদর করা হইয়াছে।

১৭৭। বিতণ্ডা—নিজমত স্থাপন না করিয়া কেবল পরমত-খণ্ডন। ছল—শব্দের প্রকৃত তাৎপর্য্যকে অপর কাল্পনিক বিষয়রূপে আরোপ করিয়া খণ্ডন। নিগ্রহ—পরপক্ষ-পরাজয়।

ঐ সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজন-নির্দ্দেশ ব্যতীত সব মতবাদই কাল্পনিক ঃ—

আর যে যে-কিছু কহে, সকলই কল্পনা ।
স্বতঃপ্রমাণ বেদ-বাক্যে না করিয়ে লক্ষণা ॥ ১৭৯ ॥

ঈশ্বরের আদেশে শঙ্করের অসুর-মোহন ঃ—

আচার্য্যের দোষ নাহি, ঈশ্বর-আজ্ঞা হৈল ।
অতএব কল্পনা করি' নাস্তিক-শাস্ত্র কৈল ॥ ১৮০ ॥

পদ্মপুরাণ উত্তরখণ্ড সহস্রনামকথনে (৬২।৩১)—

স্বাগমৈঃ কল্পিতৈস্ত্বঞ্চ জনান্ মদ্বিমুখান্ কুরু ।
মাঞ্চ গোপয় যেন স্যাৎ সৃষ্টিরেষোত্তরোত্তরা ॥ ১৮১ ॥

পদ্মপুরাণ উত্তরখণ্ড (২৫।৭)—

মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমুচ্যতে ।
ময়ৈব বিহিতং দেবি কলৌ ব্রাহ্মণমূর্ত্তিনা ॥ ১৮২ ॥

প্রভুর ব্যাখ্যাশ্রবণে ভট্টাচার্য্যের বিস্ময় ঃ—

শুনি' ভট্টাচার্য্য হৈল পরম বিস্মিত ।
মুখে না নিঃসরে বাণী, হইলা স্তম্ভিত ॥ ১৮৩ ॥

কৃষ্ণভক্তিই জীবের পরমপুরুষার্থ ঃ—

প্রভু কহে,—"ভট্টাচার্য্য, না কর বিস্ময় ।
ভগবানে ভক্তি—পরম-পুরুষার্থ হয় ॥ ১৮৪ ॥

দিব্যসুরিগণও কৃষ্ণপদে আকৃষ্ট ঃ—

'আত্মারাম' পর্য্যন্ত করে ঈশ্বর-ভজন ।
ঐছে অচিন্ত্য ভগবানের গুণগণ ॥ ১৮৫ ॥

শ্রীমদ্ভাগবত (১।৭।১০)—

আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে ।
কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ ॥" ১৮৬ ॥

শ্লোক-ব্যাখ্যা শুনিতে সার্ব্বভৌমের ইচ্ছা ঃ—

শুনি' ভট্টাচার্য্য কহে,—"শুন, মহাশয় ।
এই শ্লোকের অর্থ শুনিতে বাঞ্ছা হয় ॥" ১৮৭ ॥

প্রভুর অনুরোধে সার্ব্বভৌমের ব্যাখ্যা-মুখে পাণ্ডিত্য-প্রকাশ ঃ—

প্রভু কহে,—"তুমি কি অর্থ কর, তাহা শুনি' ।
পাছে আমি করিব অর্থ, যেবা কিছু জানি ॥" ১৮৮ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৮১। ভগবান্ শ্রীমহাদেবকে কহিলেন,—কল্পিত স্বাগমদ্বারা মনুষ্যগণকে আমা হইতে বিমুখ কর ; আমাকে এরূপ গোপন কর, যদ্দ্বারা বহির্ম্মুখ-জীবের জীববৃদ্ধিকার্য্যে বিরক্তি না জন্মে।

১৮২। মহাদেব কহিলেন,—আমি কলিকালে ব্রাহ্মণমূর্ত্তি ধারণ করিয়া অসৎশাস্ত্রদ্বারা মায়াবাদরূপ প্রচ্ছন্ন-বৌদ্ধমত বিধান করিব।

অনুভাষ্য

১৭৯। মায়াবদ্ধ-ভাবাতীত নির্ম্মল জীবই ভগবদ্ভক্ত ; তাঁহার সম্বন্ধ—ভগবান্, অভিধেয়—ভক্তি এবং প্রয়োজন—প্রেমা, ইহাই বেদশাস্ত্রে কথিত। কিন্তু কোন কোন মতবাদে দেখা যায়, জীবের সম্বন্ধ—নিঃশক্তিক ব্রহ্ম, অভিধেয়—জ্ঞানবৈরাগ্য, প্রয়োজন—মুক্তি ; ইহা বদ্ধজীবের কল্পনামাত্র। বেদ স্বয়ংই প্রমাণ ; উহাতে 'লক্ষণা' করিতে গেলে কল্পনা করা হয়।

১৮০। কূর্ম্মপুরাণে পূর্ব্বভাগে ১৬।১১৫-১১৭ সংখ্যায় শ্রীভগবদ্বাক্য—"তস্মাদ্ হি বেদবাহ্যানাং রক্ষণার্থায় পাপিনাম্। বিমোহনায় শাস্ত্রাণি করিষ্যসি বৃষধ্বজ।। এবং সঞ্চোদিতো রুদ্রো মাধবেনাসুরারিণা। চকার মোহশাস্ত্রাণি কেশবোঽপি শিবে স্থিতঃ।। কাপালং নাকুলং বামং ভৈরবং পূর্ব্বপশ্চিমম্। পাঞ্চরাত্র-পাশুপতং তথান্যানি সহস্রশঃ।।"*

১৮১। [হে শিব], ত্বং কল্পিতৈঃ (সত্যাদ্ভ্রষ্টৈঃ মিথ্যা-

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৮৬। আত্মাতেই যাঁহাদিগের রতি, এরূপ বাসনা-গ্রন্থিশূন্য মুনিসকলও বৃহৎকর্ম্মা শ্রীকৃষ্ণে অহৈতুকী ভক্তি করিয়া থাকেন; কেন না, জগতের চিত্তহারী হরির এইরূপ একটী গুণ আছে।

অনুভাষ্য

নির্ম্মিতৈঃ) স্বাগমৈঃ (নিজতন্ত্রাদিকৈঃ) জনান্ (জড়বিষয়রতান্ লোকান্) মদ্বিমুখান্ (হরিজনবিমুখান্ কর্ম্মজ্ঞাননিরতান্) কুরু ; মাং গোপয় চ, যেন (ভগবদ্‌গোপন-কার্য্যেণ) উত্তরোত্তরা এষা সৃষ্টিঃ (সংসারপ্রবৃত্তিঃ) স্যাৎ।

দেহাত্মবুদ্ধিমূলে কেবল শৌক্রবিচারের প্রাবল্যবশতঃ সংসার-ভোগপ্রবৃত্তির নিকট হইতে শুদ্ধভক্তি গুপ্তা থাকেন।

১৮২। মায়াবাদম্ (ঈশ্বর-জীব-বিশ্ব-স্বরূপত্রয়ং মায়া-কল্পিত-মিথ্যা-বিকারমাত্রং ব্রহ্মণঃ ভিন্নমিতি বিচারপরম্) অসচ্ছাস্ত্রং (নিত্য-ভগবদ্বহির্ম্মুখকর্ম্মজ্ঞানপরম্ অনিত্যোপদেশময়ং গ্রন্থং) প্রচ্ছন্নং (কপট-বেদবিচার-পরং শ্রৌতপথবিরুদ্ধং) বৌদ্ধং (নাস্তিক-বৌদ্ধমতানুগতম্) উচ্যতে। হে দেবি, ময়া ব্রাহ্মণমূর্ত্তিনা (মালবরদেশোদ্ভূতেন শঙ্করাখ্যেন দেহেন) কলৌ (বিবাদ-যুগারম্ভে) [মায়াবাদমতম্ এব] বিহিতং (স্থাপিতম্)।

বিলাসহীন কেবল চিৎসাহিত্য-বাদ ও চিদ্‌রাহিত্য-বাদ, উভয়েই প্রাকৃতবিচারোত্থ মনোধর্ম্ম।

১৮৬। স্বভাবতঃ ব্রহ্মানন্দমগ্ন পরমহংস শ্রীশুকদেব কেন

** অতএব হে বৃষধ্বজ! বেদবাহ্যগণের রক্ষণ-উদ্দেশ্যে এবং পাপিগণের মোহন-নিমিত্ত শাস্ত্রসকল প্রকাশ করিবে। এইপ্রকারে শ্রীরুদ্র অসুর-বিনাশক শ্রীমাধবকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া এবং শ্রীকেশবও শিব-বুদ্ধিতে অবস্থিত হইয়া কাপাল, নাকুল, বাম, ভৈরব, পূর্ব্ব-পশ্চিম (অথবা পূর্ব্বভৈরব, পশ্চিমভৈরব?), পাশুপত-পঞ্চরাত্র তথা অন্য সহস্র শাস্ত্র প্রবর্ত্তন করিলেন।*

শুনি' ভট্টাচার্য্য শ্লোক করিল ব্যাখ্যান।
তর্কশাস্ত্র-মত উঠায় বিবিধ বিধান ॥ ১৮৯ ॥

সার্ব্বভৌমের যথাশক্তি নয় প্রকার ব্যাখ্যা ঃ—

নববিধ অর্থ কৈল শাস্ত্রমত লঞা।
শুনি' প্রভু কহে কিছু ঈষৎ হাসিয়া ॥ ১৯০ ॥

প্রভুর মানদ-ধর্ম্ম—সার্ব্বভৌমকে প্রশংসা ঃ—

"ভট্টাচার্য্য, জানি—তুমি সাক্ষাৎ বৃহস্পতি।
শাস্ত্রব্যাখ্যা করিতে ঐছে কারো নাহি শক্তি ॥ ১৯১ ॥
কিন্তু তুমি অর্থ কৈলে পাণ্ডিত্য-প্রতিভায়।
ইহা বই শ্লোকের আছে আরো অভিপ্রায় ॥" ১৯২ ॥

ভট্টাচার্য্যের প্রার্থনায় প্রভুর স্বতন্ত্র ব্যাখ্যান ঃ—

ভট্টাচার্য্যের প্রার্থনাতে প্রভু ব্যাখ্যা কৈল।
তাঁর নব অর্থ-মধ্যে এক না ছুঁইল ॥ ১৯৩ ॥

প্রভুর অষ্টাদশ প্রকার ব্যাখ্যা ঃ—

আত্মারামাশ্চ-শ্লোকে 'একাদশ' পদ হয়।
পৃথক্ পৃথক্ কৈল পদের অর্থ নিশ্চয় ॥ ১৯৪ ॥
তত্তৎপদ-প্রাধান্যে 'আত্মারাম' মিলাঞা।
অষ্টাদশ অর্থ কৈল অভিপ্রায় লঞা ॥ ১৯৫ ॥

ভগবদ্গুণশক্তি অচিন্ত্যা ও আত্মারামাকর্ষিণী ঃ—

ভগবান্, তাঁর শক্তি, তাঁর গুণগণ।
অচিন্ত্য প্রভাব তিনের না যায় কথন ॥ ১৯৬ ॥
অন্য যত সাধ্য-সাধন করি' আচ্ছাদন।
এই তিনে হরে সিদ্ধ-সাধকের মন ॥ ১৯৭ ॥
সনকাদি-শুকদেব তাহাতে প্রমাণ।
এইমত নানা অর্থ করেন ব্যাখ্যান ॥ ১৯৮ ॥

সার্ব্বভৌমের আত্মগ্লানি ঃ—

শুনি' ভট্টাচার্য্যের মনে হৈল চমৎকার।
প্রভুকে কৃষ্ণ জানি' করে আপনা ধিক্কার ॥ ১৯৯ ॥
'ইঁহো ত' সাক্ষাৎ কৃষ্ণ,—মুঞি না জানিয়া।
মহা-অপরাধ কৈনু গর্ব্বিত হঞা ॥' ২০০ ॥

সার্ব্বভৌমের প্রভুপদে শরণাগতি ও প্রভুর কৃপা ঃ—

আত্মনিন্দা করি' লৈল প্রভুর শরণ।
কৃপা করিবারে তবে প্রভুর হৈল মন ॥ ২০১ ॥

প্রভুর পূর্ব্বে চতুর্ভুজ, পরে দ্বিভুজ-রূপ-প্রদর্শন ঃ—

নিজ-রূপ প্রভু তাঁরে করাইল দর্শন।
চতুর্ভুজ-রূপ প্রভু হইলা তখন ॥ ২০২ ॥
দেখাইল তাঁরে আগে চতুর্ভুজ-রূপ।
পাছে শ্যাম-বংশীমুখ স্বকীয় স্বরূপ ॥ ২০৩ ॥

সার্ব্বভৌমের স্তব ঃ—

দেখি' সার্ব্বভৌম দণ্ডবৎ করি' পড়ি'।
পুনঃ উঠি' স্তুতি করে দুই কর যুড়ি' ॥ ২০৪ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৯৪-১৯৫। শ্লোকের এগারটী শব্দের এগারটী অর্থ এবং শ্লোকমধ্যে 'মুনয়ঃ', 'নির্গ্রন্থাঃ', 'উরুক্রম', 'অহৈতুকী', 'ভক্তি', 'গুণ' ও 'হরি'—এই সাতটী প্রধানপদে 'আত্মারাম'-পদ যোগ করিয়া সাতটী অর্থ,—একত্রে অষ্টাদশ অর্থ।

অনুভাষ্য

কৃষ্ণনাম-রূপ-গুণ-লীলা-কথাপূর্ণ শ্রীমদ্ভাগবত অভ্যাস করিলেন, —শৌনকাদি ঋষির এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীসূতের উক্তি,—

আত্মারামাঃ (আত্মনি ভগবতি রমন্তে যে তে কৃষ্ণক্রীড়নশীলাঃ) মুনয়ঃ (ভোগপর-জড়-বিষয়রহিতাঃ) নির্গ্রন্থাঃ (হৃদয়জ-কামগ্রন্থিহীনাঃ ব্রহ্মভূতাঃ) অপি উরুক্রমে (অজিতে কৃষ্ণে) অহৈতুকীম্ (অন্যাভিলাষিতাশূন্যাং কর্ম্মজ্ঞানাদ্যনাবৃতাং শুদ্ধাং কৃষ্ণানুশীলনময়ীং) ভক্তিং (সেবাং) কুর্ব্বন্তি। হরিঃ ইত্থম্ভূতগুণঃ (মুক্তামুক্ত-সর্ব্বাবস্থ-জীবাকর্ষণ-ধর্ম্মযুতঃ)। [অলৌকিক-গুণাধারঃ হরির্মায়াবাদনিরতানাং জনানাং তত্তন্মত-বাদাৎ মোচয়িত্বা কৃপয়া তেভ্যঃ স্বচরণং প্রযচ্ছতি]।

১৯৩-১৯৮। মধ্য, ২৪ পঃ ৩-৩০৮ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১৯৪। একাদশপদ,—১। আত্মারামাঃ, ২। চ, ৩। মুনয়ঃ, ৪। নির্গ্রন্থাঃ, ৫। অপি, ৬। উরুক্রমে, ৭। কুর্ব্বন্তি, ৮। অহৈতুকীং, ৯। ভক্তিং, ১০। ইত্থম্ভূতগুণঃ, ১১। হরিঃ।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৯৭। তিনে—ভগবান্, ভগবচ্ছক্তি ও ভগবদ্গুণগণ।

অনুভাষ্য

১৯৭। জ্ঞানী, কর্ম্মী বা অন্যাভিলাষীর দলে যতপ্রকার সম্বন্ধ ও অভিধেয় কল্পিত হয়, তাহাদিগকে আচ্ছাদন করিয়া এই অচিন্ত্যপ্রভাববিশিষ্ট ভগবান্, তৎশক্তি ও তদ্গুণগণ—এই তিনটী বস্তু সাধক-জীব ও সিদ্ধের মন হরণ করেন।

১৯৮। সনকাদি ও শুকদেব প্রভৃতি মুক্তমনীষিবৃন্দের কৃষ্ণাকৃষ্টিই ইহার উদাহরণ। মধ্য, ২৪ পঃ ১০৭-১১১ "মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভগবন্তং ভজন্তে।" "জন্ম হৈতে শুক-সনকাদি ব্রহ্মময়। কৃষ্ণগুণাকৃষ্ট হঞা কৃষ্ণেরে ভজয়।। সনকাদ্যের কৃষ্ণকৃপায় সৌরভে হরে মন। গুণাকৃষ্ট হঞা করে নির্ম্মল ভজন।। ব্যাস-কৃপায় শুকদেবের লীলাদি-স্মরণ। কৃষ্ণগুণাকৃষ্ট হঞা করেন ভজন।।" মধ্য, ১৭পঃ ১৩৯—"ব্রহ্মানন্দ হইতে পূর্ণানন্দ কৃষ্ণগুণ। অতএব আকর্ষয়ে আত্মারামের মন।।" ভাঃ ৩।১৫।৪৩ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

প্রভু-কৃপায় তাঁহার চিত্তে তত্ত্ব-স্ফূর্ত্তি ঃ—

প্রভুর কৃপায় তাঁর স্ফুরিল সব তত্ত্ব ।
নাম-প্রেমদান-আদি বর্ণেন মহত্ত্ব ॥ ২০৫ ॥

দ্রুত রচনা-শক্তি ঃ—

শত শ্লোক কৈল দণ্ড এক না যাইতে ।
বৃহস্পতি তৈছে শ্লোক না পারে করিতে ॥ ২০৬ ॥

প্রভুর আলিঙ্গনে সার্ব্বভৌমের সাত্ত্বিকভাব ঃ—

শুনি' সুখে প্রভু তাঁরে কৈল আলিঙ্গন ।
ভট্টাচার্য্য প্রেমাবেশে হৈল অচেতন ॥ ২০৭ ॥
অশ্রু, স্তম্ভ, পুলক, স্বেদ, কম্প থরহরি ।
নাচে, গায়, কান্দে, পড়ে প্রভু-পদ ধরি' ॥ ২০৮ ॥

গোপীনাথের হর্ষ ঃ—

দেখি' গোপীনাথাচার্য্য হরষিত মন ।
ভট্টাচার্য্যের নৃত্য দেখি' হাসে প্রভুর গণ ॥ ২০৯ ॥

সার্ব্বভৌমের দশা-দর্শনে গোপীনাথের প্রভু-মহিমা কীর্ত্তন ঃ—

গোপীনাথাচার্য্য কহে মহাপ্রভুর প্রতি ।
"সেই ভট্টাচার্য্যের তুমি কৈলে এই গতি ॥" ২১০ ॥

প্রভুর ভক্ত-সম্মান ঃ—

প্রভু কহে,—"তুমি ভক্ত, তোমার সঙ্গ হৈতে ।
জগন্নাথ ইঁহারে কৃপা কৈল ভালমতে ॥" ২১১ ॥

প্রকৃতিস্থ হইয়া ভট্টাচার্য্যের প্রভুস্তুতি ঃ—

তবে ভট্টাচার্য্যে প্রভু সুস্থির করিল ।
স্থির হঞা ভট্টাচার্য্য বহু স্তুতি কৈল ॥ ২১২ ॥
"জগৎ নিস্তারিলে তুমি,—সেহ অল্পকার্য্য ।
আমা উদ্ধারিলে তুমি,—এ শক্তি আশ্চর্য্য ॥ ২১৩ ॥
তর্ক-শাস্ত্রে জড় আমি, যৈছে লৌহপিণ্ড ।
আমা দ্রবাইলে তুমি, প্রতাপ প্রচণ্ড ॥" ২১৪ ॥

প্রভুর স্বস্থানে আগমন ঃ—

স্তুতি শুনি' মহাপ্রভু নিজ বাসা আইলা ।
ভট্টাচার্য্য আচার্য্য-দ্বারে ভিক্ষা করাইলা ॥ ২১৫ ॥

একদিন প্রত্যূষে প্রভুর প্রসাদান্ন-সংগ্রহ ঃ—

আর দিন প্রভু গেলা জগন্নাথ-দরশনে ।
দর্শন করিলা জগন্নাথ-শয্যোত্থানে ॥ ২১৬ ॥
পূজারী আনিয়া মালা-প্রসাদান্ন দিলা ।
প্রসাদান্ন-মালা পাঞা প্রভু হর্ষ হৈলা ॥ ২১৭ ॥

ভট্টাচার্য্যগৃহে আগমন ঃ—

সেই প্রসাদান্ন-মালা অঞ্চলে বান্ধিয়া ।
ভট্টাচার্য্যের ঘরে আইলা ত্বরাযুক্ত হঞা ॥ ২১৮ ॥

ভট্টাচার্য্যের প্রাতঃকৃত্যের পূর্ব্বেই প্রভুদত্ত-প্রসাদ-সম্মান ঃ—

অরুণোদয়-কালে হৈল প্রভুর আগমন ।
সেইকালে ভট্টাচার্য্যের হৈল জাগরণ ॥ ২১৯ ॥
'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' স্ফুট কহি' ভট্টাচার্য্য জাগিলা ।
কৃষ্ণনাম শুনি' প্রভুর আনন্দ বাড়িলা ॥ ২২০ ॥
বাহিরে প্রভুর তেঁহো পাইল দরশন ।
আস্তে-ব্যস্তে আসি' কৈল চরণ-বন্দন ॥ ২২১ ॥
বসিতে আসন দিয়া দুঁহে ত' বসিলা ।
প্রসাদান্ন খুলি' প্রভু তাঁর হাতে দিলা ॥ ২২২ ॥
প্রসাদান্ন পাঞা ভট্টাচার্য্যের আনন্দ হৈল ।
স্নান, সন্ধ্যা, দন্তধাবন যদ্যপি না কৈল ॥ ২২৩ ॥

কৃষ্ণচৈতন্যকৃপায় জাড্য-নাশ ঃ—

চৈতন্য-প্রসাদে মনের সব জাড্য গেল ।
এই শ্লোক পড়ি' অন্ন ভক্ষণ করিল ॥ ২২৪ ॥

অপ্রাকৃত-প্রসাদ-সম্মানে কালাকাল-বিচারাভাব ঃ—

পদ্মপুরাণ—

শুষ্কং পর্য্যুষিতং বাপি নীতং বা দূরদেশতঃ ।
প্রাপ্তিমাত্রেণ ভোক্তব্যং নাত্র কালবিচারণা ॥ ২২৫ ॥
ন দেশনিয়মস্তত্র ন কালনিয়মস্তথা ।
প্রাপ্তমন্নং দ্রুতং শিষ্টৈর্ভোক্তব্যং হরিরব্রবীৎ ॥ ২২৬ ॥

অনুভাষ্য

২০৬। শ্রীসার্ব্বভৌম-কৃত 'সুশ্লোক-শতক' গ্রন্থ।

২১৯। অরুণোদয়-কাল—সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে চারিদণ্ড-কালকে 'অরুণোদয়-কাল' বলে।

২২৫। শুষ্কং (রসরহিতং) পর্য্যুষিতং (পূর্ব্বপূর্ব্বদিনপক্বং) দূরদেশতঃ (সুদূরবিদেশাৎ) নীতম্ (আনীতং) বা [কৃষ্ণপ্রসাদং] প্রাপ্তি-মাত্রেণ (লাভমাত্রেণ) ভোক্তব্যং (সাদরেণ গৃহীতব্যং সেব্যং) অত্র (প্রসাদগ্রহণবিষয়ে) কালবিচারণা ন (নাস্তি)।

২২৬। তত্র (প্রসাদগ্রহণবিষয়ে) দেশনিয়মঃ ন, তথা কাল-নিয়মঃ ন, প্রাপ্তমন্নং (কৃষ্ণপ্রসাদং) দ্রুতং (তৎক্ষণমেব) শিষ্টৈঃ

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২২৫-২২৬। মহাপ্রসাদ শুষ্কই হউক, পর্য্যুষিতই হউক বা দূরদেশ হইতে আনীতই হউক, প্রদত্ত হইবা মাত্র ভক্ষণ করাই বিধি ; ইহাতে কালবিচারের প্রয়োজন নাই। শ্রীকৃষ্ণের অন্নপ্রসাদ-প্রাপ্তিমাত্র শিষ্টলোক ভোজন করিবেন, ইহাতে দেশ-কালের কোন নিয়ম নাই ;—ভগবান্ এই আজ্ঞা করিয়াছেন।

অনুভাষ্য

(বৈষ্ণবৈঃ) ভোক্তব্যং (প্রসাদার্চ্চনে স্থানকাল-ব্যবধানাদিকং ন গ্রাহ্যম্) ইতি হরিঃ অব্রবীৎ।

সার্ব্বভৌমের প্রসাদসম্মান-দর্শনে প্রভুর পরমানন্দ ও প্রেমভরে উভয়ের নৃত্য ঃ—

দেখিয়া আনন্দ হৈল মহাপ্রভুর মন ।
প্রেমাবিষ্ট হঞা প্রভু কৈলা আলিঙ্গন ॥ ২২৭ ॥
দুইজনে ধরি' দুঁহে করেন নর্ত্তন ।
প্রভু-ভৃত্য দুঁহা স্পর্শে, দুঁহে ফুলে মন ॥ ২২৮ ॥
স্বেদ-কম্প-অশ্রু দুঁহে আনন্দে ভাসিলা ।
প্রেমাবিষ্ট হঞা প্রভু কহিতে লাগিলা ॥ ২২৯ ॥

সার্ব্বভৌমের উদ্ধারে প্রভুর আত্মগৌরব ঃ—

"আজি মুঞি অনায়াসে জিনিনু ত্রিভুবন ।
আজি মুঞি করিনু বৈকুণ্ঠ আরোহণ ॥ ২৩০ ॥
আজি মোর পূর্ণ হৈল সর্ব্ব অভিলাষ ।
সার্ব্বভৌমের হৈল মহাপ্রসাদে বিশ্বাস ॥ ২৩১ ॥

সার্ব্বভৌমকে প্রভুর আশীর্ব্বাদ ঃ—

আজি তুমি নিষ্কপটে হৈলা কৃষ্ণাশ্রয় ।
কৃষ্ণ আজি নিষ্কপটে তোমা হৈল সদয় ॥ ২৩২ ॥
আজি সে খণ্ডিল তোমার দেহাদি-বন্ধন ।
আজি তুমি ছিন্ন কৈলে মায়ার বন্ধন ॥ ২৩৩ ॥
আজি কৃষ্ণপ্রাপ্তি-যোগ্য হৈল তোমার মন ।
বেদ-ধর্ম্ম লঙ্ঘি' কৈলে প্রসাদ ভক্ষণ ॥" ২৩৪ ॥

কৃষ্ণের প্রতি নিষ্কপট শরণাগত ভক্তেরই মায়ামুক্তি ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবত (২।৭।৪২)—

যেষাং স এষ ভগবান্ দয়য়েদনন্তঃ
সর্ব্বাত্মনাশ্রিতপদো যদি নির্ব্ব্যলীকম্ ।
তে দুস্তরামতিতরন্তি চ দেবমায়াং
নৈষাং মমাহমিতিধীঃ শ্বশৃগালভক্ষ্যে ॥ ২৩৫ ॥

ভট্টাচার্য্যের জড়াভিমান ত্যাগ ঃ—

এত কহি' মহাপ্রভু আইলা নিজ-স্থানে ।
সেই হৈতে ভট্টাচার্য্যের খণ্ডিল অভিমানে ॥ ২৩৬ ॥

সার্ব্বভৌমের সর্ব্বতোভাবে ভক্তিমার্গাশ্রয় ঃ—

চৈতন্য-চরণ বিনা নাহি জানে আন ।
ভক্তি বিনা শাস্ত্রের অন্য না করে ব্যাখ্যান ॥ ২৩৭ ॥

গোপীনাথের হর্ষভরে নৃত্য ঃ—

গোপীনাথাচার্য্য তাঁর বৈষ্ণবতা দেখিয়া ।
'হরি' 'হরি' বলি' নাচে হাতে তালি দিয়া ॥ ২৩৮ ॥

ভট্টাচার্য্যের জগন্নাথাপেক্ষা প্রভুপ্রতি প্রীত্যাধিক্য ঃ—

আর দিন ভট্টাচার্য্য আইলা দর্শনে ।
জগন্নাথ না দেখি' আইলা প্রভু-স্থানে ॥ ২৩৯ ॥

সার্ব্বভৌমের দৈন্য ঃ—

দণ্ডবৎ করি' কৈল বহুবিধ স্তুতি ।
দৈন্য করি' কহে নিজ-পূর্ব্বদুর্ম্মতি ॥ ২৪০ ॥

সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধন কি, জিজ্ঞাসা করায় প্রভুর নামসঙ্কীর্ত্তনের মহিমা-জ্ঞাপন ঃ—

ভক্তিসাধন-শ্রেষ্ঠ শুনিতে হৈল মন ।
প্রভু উপদেশ কৈল নাম-সঙ্কীর্ত্তন ॥ ২৪১ ॥

বৃহন্নারদীয়-পুরাণ (৩৮।১২৬)—

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্ ।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ২৪২ ॥

প্রভুকর্ত্তৃক শ্লোক-ব্যাখ্যা-শ্রবণে ভট্টাচার্য্যের বিস্ময় ঃ—

এই শ্লোকের অর্থ শুনাইল করিয়া বিস্তার ।
শুনি' ভট্টাচার্য্য-মনে হৈল চমৎকার ॥ ২৪৩ ॥

গোপীনাথের ভবিষ্যদ্বাণীর সাফল্য ঃ—

গোপীনাথাচার্য্য বলে,—"আমি পূর্ব্বে যে কহিল ।
শুন, ভট্টাচার্য্য, তোমার সেই ত' হইল ॥" ২৪৪ ॥

অনুভাষ্য

২৩৫। শ্রীনারদের নিকট ভগবানের লীলাবতার-সমূহের কর্ম্ম, প্রয়োজন ও বিভূতি বর্ণন করিয়া ব্রহ্মা ভগবন্মায়া ও ভক্তমাহাত্ম্য বলিতেছেন,—

স এষ অনন্তঃ ভগবান্ যেষাং (একান্তপ্রপন্নানাং) দয়য়েৎ (অনুকম্পাং কুর্য্যাৎ) যদি নির্ব্ব্যলীকং (নিষ্কপটং যথা স্যাৎ তথা) সর্ব্বাত্মনা (সর্ব্বতোভাবেন, ন তু অংশেন) আশ্রিতপদঃ (কৃষ্ণপাদৈকপ্রপন্নাঃ) ভবন্তি, তে দুস্তরাং (তর্ত্তুমশক্যামপি) দেবমায়াম্ অতিতরন্তি। এষাং (প্রপন্নানাং) শ্ব-শৃগাল-ভক্ষ্যে (পশুভোজন-যোগ্যে দেহে) অহং-মম-ইতি-ধীঃ (বুদ্ধিঃ) ন (নাস্তি)।

২৪২। আদি, ৭ম পঃ ৭৬ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২৩৫। সর্ব্বপ্রকারে তাঁহার পাদপদ্ম আশ্রয় করিলে অনন্ত-স্বরূপ ভগবান্ যাঁহাদের প্রতি অকপট দয়া করেন, তাঁহারাই এই দুষ্পারা দেবমায়াকে অতিক্রম করিয়া থাকেন। শৃগাল-কুক্কুরভক্ষ্য এই প্রাকৃতশরীরে যাহাদের 'আমি' ও 'আমার'-বুদ্ধি আছে, তাহাদিগকে ভগবান্ দয়া করেন না।

২৪১। চতুঃষষ্টি-সাধনভক্তির মধ্যে কোন্ অঙ্গ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ—সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য এরূপ প্রশ্ন করিলে, মহাপ্রভু কহিলেন,—নামসঙ্কীর্ত্তনই একমাত্র সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

২৪২। "কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ। দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ।।"

গোপীনাথসহ সম্বন্ধহেতু সার্ব্বভৌমের প্রভুকৃপা-লাভ ঃ—

ভট্টাচার্য্য কহে তাঁরে করি' নমস্কারে।
"তোমার সম্বন্ধে প্রভু কৃপা কৈল মোরে ॥ ২৪৫ ॥
তুমি—মহাভাগবত, আমি—তর্ক-অন্ধে।
প্রভু কৃপা কৈল মোরে তোমার সম্বন্ধে ॥" ২৪৬ ॥

ভট্টাচার্য্যকে প্রভুর জগন্নাথ-দর্শনে অনুমতি দান ঃ—

বিনয় শুনি' তুষ্ট্যে প্রভু কৈল আলিঙ্গন।
কহিল,—"করহ যাঞা ঈশ্বর দরশন ॥" ২৪৭ ॥

গৃহে আসিয়া প্রসাদ ও প্রভু-মহিমাসূচক শ্লোক-প্রেরণ ঃ—

জগদানন্দ, দামোদর,—দুই সঙ্গে লঞা।
ঘরে আইল ভট্টাচার্য্য জগন্নাথ দেখিয়া ॥ ২৪৮ ॥
উত্তম উত্তম প্রসাদ বহুত আনিলা।
নিজবিপ্র-হাতে দুই জনা সঙ্গে দিলা ॥ ২৪৯ ॥
নিজ-কৃত দুই শ্লোক লিখিয়া তালপাতে।
'প্রভুকে দিহ' বলি' দিল জগদানন্দ-হাতে ॥ ২৫০ ॥

প্রভুর প্রাপ্তির পূর্ব্বে মুকুন্দকর্ত্তৃক শ্লোকদ্বয়ের নকলরক্ষণ ঃ—

প্রভু-স্থানে আইলা দুঁহে প্রসাদ-পত্রী লঞা।
মুকুন্দ দত্ত পত্র নিল তার হাতে পাঞা ॥ ২৫১ ॥

জগদানন্দের প্রভুকে ভট্টাচার্য্যের শ্লোকসহ পত্র প্রদান ঃ—

দুই শ্লোক বাহির-ভিতে লিখিয়া রাখিল।
তবে জগদানন্দ পত্রী প্রভুকে লঞা দিল ॥ ২৫২ ॥
প্রভু শ্লোক পড়ি' পত্র ছিণ্ডিয়া ফেলিল।
ভিত্তে দেখি' ভক্ত সব শ্লোক কণ্ঠে কৈল ॥ ২৫৩ ॥

জ্ঞান-বিরাগ-ভক্তি-বিতরণকারী গৌরকে প্রণাম ঃ—

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক (৬।৭৪)—

বৈরাগ্যবিদ্যা-নিজভক্তিযোগ-শিক্ষার্থমেকঃ পুরুষঃ পুরাণঃ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যশরীরধারী কৃপাম্বুধির্যস্তমহং প্রপদ্যে ॥ ২৫৪ ॥

গুপ্তভক্তি-ব্যক্তকারী গৌরে নিষ্ঠা ঃ—

কালান্নষ্টং ভক্তিযোগং নিজং যঃ প্রাদুষ্কর্ত্তুং কৃষ্ণচৈতন্যনামা।
আবির্ভূতস্তস্য পাদারবিন্দে গাঢ়ং গাঢ়ং লীয়তাং চিত্তভৃঙ্গঃ ॥২৫৫॥

শ্লোকদ্বয়েই সার্ব্বভৌমের মহিমা বিস্তার ঃ—

এই দুই শ্লোক—ভক্তকণ্ঠে মণিহার।
সার্ব্বভৌমের কীর্ত্তি ঘোষে ঢক্কাবাদ্যাকার ॥ ২৫৬ ॥

গৌরগতপ্রাণ সার্ব্বভৌম ঃ—

সার্ব্বভৌম হৈলা প্রভুর ভক্ত একজন।
মহাপ্রভুর সেবা-বিনা নাহি অন্য মন ॥ ২৫৭ ॥
'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শচীসুত গুণধাম।'
এই ধ্যান, এই জপ, লয় এই নাম ॥ ২৫৮ ॥

প্রভুর নিকট সার্ব্বভৌম-কর্ত্তৃক পাঠান্তরপূর্ব্বক
ব্রহ্মস্তুতি-শ্লোক পঠন ঃ—

একদিন সার্ব্বভৌম প্রভু-আগে আইলা।
নমস্কার করি' শ্লোক পড়িতে লাগিলা ॥ ২৫৯ ॥
ভাগবতের 'ব্রহ্মস্তবে'র শ্লোক পড়িলা।
শ্লোক-শেষে দুই অক্ষর-পাঠ ফিরাইলা ॥ ২৬০ ॥

শ্রীমদ্ভাগবত (১০।১৪।৮)—

তত্তেঽনুকম্পাং সুসমীক্ষ্যমাণো ভুঞ্জান এবাত্মকৃতং বিপাকম্।
হৃদ্বাগ্বপুর্ভির্বিদধন্নমস্তে জীবেত যো মুক্তিপদে স দায়ভাক্ ॥২৬১॥

অনুভাষ্য

২৫৪। বৈরাগ্যবিদ্যানিজ-ভক্তিযোগশিক্ষার্থং (কৃষ্ণেতরবস্তু-বিরক্তিপরেশানুভূতি-নিজনাম-রূপ-গুণ-লীলা-সেবনযোগ্যা-পদেশার্থম্) একঃ পুরাণঃ (সনাতনঃ) কৃপাম্বুধিঃ (জড়াসক্ত-জনেষ্বপি পরমোত্তম-মুক্ত-জনোচিত-ব্রজপ্রেমদানরূপ-দয়ার্ণবঃ) পুরুষঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যশরীরধারী (শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য এব শরীরং ধর্ত্তুং শীলমস্য সঃ), অহং তং প্রপদ্যে (আশ্রয়ামি)।

২৫৫। কালাৎ (অন্যাভিলাষকর্ম্মজ্ঞানজড়াসক্তিপ্রাবল্যাৎ কাল-ধর্ম্মবশেন) নষ্টং (লুপ্তং) নিজং (কৃষ্ণনামরূপগুণলীলাময়ং) ভক্তিযোগং প্রাদুষ্কর্ত্তুং (পুনঃ প্রকটয়িতুং) যঃ কৃষ্ণচৈতন্যনামা [সন্] আবির্ভূতঃ (প্রকাশিতঃ), তস্য পাদারবিন্দে (চরণ-কমলে) চিত্তভৃঙ্গঃ (চঞ্চলমনোভ্রমরঃ) গাঢ়ং গাঢ়ং লীয়তাং (নিমজ্জতু)।

২৬১। শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক ব্রহ্মার দর্প চূর্ণ হইলে ব্রহ্মা একান্ত শরণাগত হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে স্তব করিতেছেন,—

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২৫৪। বৈরাগ্য, বিদ্যা ও নিজভক্তিযোগ শিক্ষা দিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপধারী এক সনাতন পুরুষ—সর্ব্বদা কৃপাসমুদ্র, তাঁহার প্রতি আমি প্রপন্ন হই।

২৫৫। কালে নিজভক্তিযোগকে বিনষ্টপ্রায় দেখিয়া যে 'কৃষ্ণচৈতন্য'-নামা পুরুষ তাহা পুনরায় প্রচার করিবার জন্য আবির্ভূত হইয়াছেন, তাঁহার পাদপদ্মে মদীয় চিত্তভৃঙ্গ গাঢ়রূপে লীন হউক্।

অনুভাষ্য

তৎ (তস্মাৎ) তে অনুকম্পাং (কৃপাং) সুসমীক্ষ্যমাণঃ (সম্যক্ মন্যমানঃ) আত্মকৃতং (নিজানুষ্ঠিতং) বিপাকং (কর্ম্মফলং) ভুঞ্জানঃ এব হৃদ্বাগ্বপুভিঃ (কায়মনোবাক্যৈঃ) তে (তুভ্যং) নমঃ বিদধৎ (জড়ীয়াহঙ্কারং ত্যক্ত্বা আত্মসমর্পণং কুর্ব্বন্) যঃ জীবেত, সঃ মুক্তিপদে দায়ভাক্ (যোগ্যপাত্রঃ) ভবতি।

প্রভুকর্ত্তৃক ভাগবত-পাঠের সমর্থন ও সংরক্ষণ ঃ—

প্রভু কহে,—"'মুক্তিপদে'—ইহা পাঠ হয় ।
'ভক্তিপদে' কেনে পড়, কি তোমার আশয় ॥" ২৬২ ॥

ভট্টাচার্য্যের মুক্তির পরিবর্ত্তে ভক্তি-পাঠ-রক্ষার ইচ্ছা ঃ—

ভট্টাচার্য্য কহে,—"'ভক্তি'-সম নহে মুক্তিফল ।
ভগবদ্ভক্তিবিমুখের হয় দণ্ড কেবল ॥ ২৬৩ ॥

পাষণ্ড, মায়াবাদী ও বিষ্ণুবিদ্বেষী দৈত্যগণের সাযুজ্য-মুক্তি ঃ—

কৃষ্ণের বিগ্রহ যেই সত্য নাহি মানে ।
যেই নিন্দা-যুদ্ধাদিক করে তাঁর সনে ॥ ২৬৪ ॥
সেই দুইর দণ্ড হয়—'ব্রহ্মসাযুজ্য-মুক্তি' ।
তার মুক্তি ফল নহে, যেই করে ভক্তি ॥ ২৬৫ ॥

পঞ্চবিধ মুক্তি ঃ—

যদ্যপি মুক্তি হয় এই পঞ্চ-প্রকার ।
সালোক্য-সামীপ্য-সারূপ্য-সার্ষ্টি-সাযুজ্য আর ॥ ২৬৬ ॥

সাযুজ্য ব্যতীত মুক্তি-চতুষ্টয় ভক্তির আনুষঙ্গিক ঃ—

'সালোক্যাদি' চারি যদি হয় সেবা-দ্বার ।
তবু কদাচিৎ ভক্ত করে অঙ্গীকার ॥ ২৬৭ ॥

নরক-সদৃশ সাযুজ্য 'ভক্তিবিনাশক' বলিয়া সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য ঃ—

'সাযুজ্য' শুনিতে ভক্তের হয় ঘৃণা-ভয় ।
'নরক' বাঞ্ছয়ে, তবু সাযুজ্য না লয় ॥ ২৬৮ ॥

দ্বিবিধ সাযুজ্য ঃ—

ব্রহ্মে, ঈশ্বরে সাযুজ্য দুই ত' প্রকার ।
ব্রহ্ম-সাযুজ্য হৈতে ঈশ্বর-সাযুজ্য ধিক্কার ॥ ২৬৯ ॥

সেব্যের নিষ্কাম-সেবা ব্যতীত সেবকের কোন মুক্তিই কাম্য নহে ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবত (৩।২৯।১৩)—

সালোক্য-সার্ষ্টি-সামীপ্য-সারূপ্যৈকত্বমপ্যুত ।
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ ॥" ২৭০ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২৬১। যিনি তোমার অনুকম্পা লাভের আশয়ে স্বকর্ম্মের মন্দফল ভোগ করিতে করিতে মন, বাক্য ও শরীরের দ্বারা তোমাতে ভক্তিবিধান করিয়া জীবন যাপন করেন, তিনি মুক্তিপদে দায়ভাক্ অর্থাৎ তিনি মুক্তিপদ লাভ করেন। এই শ্লোকটী পাঠ-কালে সার্ব্বভৌম "ভক্তিপদে স দায়ভাক্" এইরূপ উচ্চারণ করিয়াছিলেন।

২৬৩। ভট্টাচার্য্য কহিলেন,—(প্রেম)-ভক্তিই ভক্তির সর্ব্বোত্তম ফল, মুক্তি ভক্তির ফল নয়। ভগবদ্ভক্তিবিমুখ পুরুষের পক্ষে সাযুজ্যমুক্তি কেবল একপ্রকার দণ্ড।

২৬৭-২৬৮। সালোক্য, সামীপ্য, সারূপ্য, সার্ষ্টি ও সাযুজ্য,—এই পঞ্চপ্রকার মুক্তির মধ্যে প্রথম সালোক্যাদি চারিটী তত নিন্দনীয় নয়, কেননা, তাহারা ভগবৎসেবার দ্বারস্বরূপ। তথাপি কৃষ্ণভক্ত উক্ত চারিপ্রকার মুক্তিও অঙ্গীকার করেন না, কেননা, তাঁহারা জন্মে জন্মে কৃষ্ণভক্তিরই বাসনা করিয়া থাকেন। 'সাযুজ্য'-শব্দ শুনিবামাত্র ভক্তের তাহাকে তুচ্ছ বলিয়া ঘৃণা এবং 'ভক্তিবিরোধকারী অপরাধ' বলিয়া ভয় হয়।

২৬৯। সাযুজ্য দুই প্রকার—ব্রহ্মসাযুজ্য ও ঈশ্বরসাযুজ্য। মায়াবাদি-বৈদান্তিকের মতে, জীবের চরমফল—ব্রহ্মসাযুজ্য ; পাতঞ্জল-মতে, কৈবল্য-অবস্থায় ঈশ্বর-সাযুজ্য। এই দুই সাযুজ্যের মধ্যে ঈশ্বরসাযুজ্যই অধিকতর ঘৃণার্হ। ব্রহ্মসাযুজ্যে নির্ব্বিশেষ-জ্ঞানদ্বারা নির্ব্বিশেষগতি-লাভ ; কিন্তু সবিশেষ-ঈশ্বরকেই ধ্যান করিয়া যে কৈবল্যরূপ ঈশ্বরসাযুজ্য-লাভ হয়, তাহাই বাসনাদোষে অতিরিক্ত পতনরূপ ফল। "ক্লেশকর্ম্মবিপাকাশয়ৈরপরামৃষ্টঃ পুরুষবিশেষ ঈশ্বরঃ।" "স পূর্ব্বেষামপি গুরুঃ কালানবচ্ছেদাৎ।" এতদ্দ্বারা সবিশেষ-ঈশ্বরের নিত্যত্ব দেখা যায়। পুনরায় ঐ পাতঞ্জলে কৈবল্যপাদে "পুরুষার্থশূন্যানাং প্রতিপ্রসবঃ কৈবল্যং স্বরূপপ্রতিষ্ঠা বা চিতিশক্তিরিতি" এই সূত্রদ্বারা সাধকের সিদ্ধাবস্থায় অন্য পুরুষ-ঈশ্বরের অবস্থানাভাব। সবিশেষতত্ত্বাশ্রয়ছলে যোগমার্গ নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। তাৎপর্য্য এই যে, (যোগপন্থায়) সবিশেষ তত্ত্বের উপাসনায় সবিশেষ-ফল না হইয়া অত্যন্ত সুদূরবর্ত্তী ধিক্কারযোগ্য ফল হইল।

অনুভাষ্য

২৬৩-২৬৫। শ্রীরূপগোস্বামিকৃত লঘুভাগবতামৃতে ব্রহ্ম-লোক-বর্ণন-প্রসঙ্গে তৎকৃত কারিকা—"ভক্তেরব্যভিচারায়াঃ প্রেমসেবৈব যৎফলম্। কেবলং ব্রহ্মভাবস্তু বিদ্বেষেণাপি লভ্যতে॥" শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণকৃতা টীকা—"ননু চিৎ-পরমাণোর্জীবস্য চিদ্রাশৌ তস্মিন্ ব্রহ্মণি লয়েনৈব ভাব্যং, ন পুনস্ততো নিঃসৃত্য তদাশ্রয়স্য কৃষ্ণস্য সেবনং সম্ভবেদিতি চেৎ? তত্রাহ—ভক্তেরিতি। তস্মিন্ ব্রহ্মণি বিলীনতয়া স্থিতিস্তু ভগবতা কৃষ্ণেন নিহতানাং বিদ্বেষিণামপি ভবেৎ, 'সিদ্ধলোকস্তু তমসঃ পারে যত্র বসন্তি হি। সিদ্ধা ব্রহ্মসুখে মগ্না দৈত্যাশ্চ হরিণা হতাঃ।।" (ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে) ইতি স্মরণাৎ। তস্মাৎ তল্লীনত্বমাত্রং ভক্তেঃ ফলং ন ভবতীতি। তমসঃ—অষ্টমাবরণাৎ প্রকৃতিমণ্ডলাৎ, পারে ব্রহ্মলোকঃ—'চয়স্ত্বিষাম্' ইতি ন্যায়েন নিরাকারচিৎপুঞ্জ-রূপং স্থানমিত্যর্থঃ। সিদ্ধাঃ—অনবজ্ঞাতভগবদঙ্ঘ্রয়স্তাদৃগ্ব্রহ্ম-চিন্তকাঃ তচ্চিন্তনাৎ বিধ্বস্ত-লিঙ্গাঃ, যত্র বসন্তি—লীয়ন্তে ; তচ্চরণাবজ্ঞাতৄণান্তু জ্ঞানলব-দগ্ধানামধঃপাতো ভবতি, 'যেঽন্যে-

প্রভুকর্তৃক মুক্তিপদে'র ব্যাখ্যা ঃ—

প্রভু কহে,—"মুক্তিপদে'র আর অর্থ হয় ।
মুক্তিপদ-শব্দে 'সাক্ষাৎ ঈশ্বর' কহয় ॥ ২৭১ ॥
মুক্তি পদে যাঁর, সেই 'মুক্তিপদ' হয় ।
কিম্বা নবম পদার্থ 'মুক্তির' সমাশ্রয় ॥ ২৭২ ॥
দুই-অর্থে 'কৃষ্ণ' কহি, কেনে পাঠ ফিরি ।"
সার্ব্বভৌম কহে,—"ও-পাঠ কহিতে না পারি ॥২৭৩॥

তথাপি সার্ব্বভৌমের মুক্তি-শব্দের 'সাযুজ্যার্থে' অনাদর ও 'ভক্তি'-শব্দের আদর ঃ—

যদ্যপি তোমার অর্থ এই শব্দে কয় ।
তথাপি 'আশ্লিষ্য-দোষে' কহন না যায় ॥ ২৭৪ ॥
যদ্যপি 'মুক্তি'-শব্দের হয় পঞ্চ বৃত্তি ।
'রূঢ়িবৃত্ত্যে' কহে তবু 'সাযুজ্যে' প্রতীতি ॥ ২৭৫ ॥
মুক্তি-শব্দ কহিতে মনে হয় ঘৃণা-ত্রাস ।
ভক্তি-শব্দ কহিতে মনে হয় ত' উল্লাস ॥" ২৭৬ ॥

সার্ব্বভৌমের নিষ্কাম ভক্তিদর্শনে প্রভুর হর্ষ ঃ—

শুনিয়া হাসেন প্রভু আনন্দিত মনে ।
ভট্টাচার্য্যে কৈল প্রভু দৃঢ় আলিঙ্গনে ॥ ২৭৭ ॥

গ্রন্থকারের কৃষ্ণচৈতন্য-কৃপা-মহিমা-কীর্ত্তন ঃ—

যেই ভট্টাচার্য্য পড়ে পড়ায় মায়াবাদে ।
তাঁর ঐছে বাক্য স্ফুরে চৈতন্য-প্রসাদে ॥ ২৭৮ ॥
লোহাকে যাবৎ স্পর্শি' হেম নাহি করে ।
তাবৎ স্পর্শমণি কেহ চিনিতে না পারে ॥ ২৭৯ ॥

প্রভুকে 'পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ' বলিয়া সকলের বিশ্বাস ঃ—

ভট্টাচার্য্যের বৈষ্ণবতা দেখি' সর্ব্বজন ।
প্রভুকে জানিল,—'সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন' ॥ ২৮০ ॥

কাশীমিশ্রের প্রভুপদে শরণাগতি ঃ—

কাশীমিশ্র-আদি যত নীলাচলবাসী ।
শরণ লইল সবে প্রভু-পদে আসি' ॥ ২৮১ ॥

অতঃপর প্রভুর দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণ ঃ—

সেই সব কথা আগে করিব বর্ণন ।
এবে কহি প্রভুর দক্ষিণ-যাত্রা-বিবরণ ॥ ২৮২ ॥
সার্ব্বভৌম করে যৈছে প্রভুর সেবন ।
যৈছে পরিপাটী করে ভিক্ষা-নির্ব্বাহণ ॥ ২৮৩ ॥
বিস্তারিয়া আগে তাহা করিব বর্ণন ।
এই মহাপ্রভুর লীলা—সার্ব্বভৌম-মিলন ॥ ২৮৪ ॥

সার্ব্বভৌম-চৈতন্য-সংবাদ-শ্রবণে নিষ্কাম-ভক্তি লাভ, উহা কর্ম্মকাণ্ডীয় ফলশ্রুতিমাত্র নহে ঃ—

ইহা যেই শ্রদ্ধা করি' করয়ে শ্রবণ ।
জ্ঞান-কর্ম্মপাশ হৈতে হয় বিমোচন ॥ ২৮৫ ॥
শ্রদ্ধায় চৈতন্যলীলা শুনে যেইজন ।
অচিরে মিলয়ে তাঁরে চৈতন্য-চরণ ॥ ২৮৬ ॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ২৮৭ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে সার্ব্বভৌমোদ্ধারো নাম ষষ্ঠ-পরিচ্ছেদঃ।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২৭২। যাঁহার চরণে মুক্তি আছে, তিনি—'মুক্তিপদ' অর্থাৎ 'দশম' পদার্থ শ্রীকৃষ্ণ ; অথবা নবমপদার্থ যে মুক্তি, তাহা যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া থাকে, তিনি—শ্রীকৃষ্ণ।

২৭৪। আশ্লিষ্য-দোষ,—যাহার দুইপ্রকার অর্থ হইতে পারে; তাহাতে মুখ্য অর্থের কিছু হানি হয়, এই দোষ।

২৭৫। রূঢ়িবৃত্তি—মুখ্যবৃত্তি।

ইতি অমৃতপ্রবাহ-ভাষ্যে ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

অনুভাষ্য

হরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিনস্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ। আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ।।' (ভাঃ ১০।২।৩২) ইতি শ্রীভাগবতাৎ।"

(অর্থাৎ) যদি চিৎপরমাণু জীবের চিৎপুঞ্জ ব্রহ্মেই লয় হইল, তাহা হইলে ত' ব্রহ্ম হইতে নিঃসৃত হইয়া জীবের পক্ষে পুনরায় তদাশ্রয় শ্রীকৃষ্ণসেবা সম্ভব হয় না? এই আশঙ্কার উত্তরে উল্লিখিত শ্লোক। ব্রহ্মে লীন হইয়া অবস্থান ত' অতিতুচ্ছ,—উহা কৃষ্ণ-নিহত বিদ্বেষিদৈত্যগণেরও ঘটে ; কেননা, ব্রহ্মাণ্ড-পুরাণেই উহার প্রমাণ পাওয়া যায় (আদি, ৫ম পঃ ৩৯ সংখ্যা দ্রষ্টব্য) ;—সে-স্থলে, 'ব্রহ্ম বা সিদ্ধলোক'-শব্দে "চয়স্ত্বিষাম্" এই ন্যায়ানুসারে নিরাকার চিৎপুঞ্জরূপ স্থানবিশেষ বলিয়া বুঝিতে হইবে ; 'সিদ্ধাঃ'-শব্দে—যে-সকল জীব ভগবানের পাদপদ্ম অবজ্ঞা করে নাই, অথচ ঐরূপ ব্রহ্মচিন্তাদ্বারা যাঁহাদের লিঙ্গদেহাবরণ দূরীভূত হইয়াছে—তাঁহারা 'বসন্তি' অর্থাৎ লয় প্রাপ্ত হন। কিন্তু যাহারা ভগবানের শ্রীচরণের অবজ্ঞাকারী, তাহাদের (ভাঃ ১০।২।৩২)—"যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ" শ্লোকানুসারে যে সামান্য জ্ঞানটুকু পূর্ব্বে সম্বল ছিল, তাহাও ভগবদবজ্ঞা-ফলে সম্পূর্ণ নষ্ট হইয়া যায়, সুতরাং তাহাদের অধঃপতনই (নরকলাভ) ঘটিয়া থাকে।

২৭০। আদি, ৪র্থ পঃ ২০৭ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

২৭২। আদি, ২য় পঃ ৯১-৯২ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

২৮৪। মধ্য, ১৫শ পঃ দ্রষ্টব্য।

ইতি অনুভাষ্যে ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

কথাসার—মাঘমাসের শুক্লপক্ষে মহাপ্রভু সন্ন্যাস করিয়া ফাল্গুন-মাসে নীলাচলে বাস করিলেন। ফাল্গুনমাসে দোলযাত্রা দর্শন করিয়া চৈত্রমাসে সার্ব্বভৌমকে উদ্ধার করিলেন। বৈশাখ-মাসে দক্ষিণযাত্রা করিলেন। একক দক্ষিণ ভ্রমণ করিবেন—এই প্রস্তাব করায়, নিত্যানন্দ প্রভু তাঁহার সহিত 'কৃষ্ণদাস' বলিয়া একটী ব্রাহ্মণকে দিলেন। গমন-সময়ে সার্ব্বভৌম প্রভুর সহিত চারিখানা কৌপীন-বহির্ব্বাস দিয়া রামানন্দরায়ের সহিত গোদাবরী-তীরে সাক্ষাৎ করিতে অনুরোধ করিলেন। আলালনাথ পর্য্যন্ত নিত্যানন্দপ্রভু প্রভৃতি কয়েকটী ভক্ত প্রভুর সঙ্গে গিয়াছিলেন। তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া কেবল কৃষ্ণদাসকে সঙ্গে স্বীকার করত মহাপ্রভু 'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' বলিতে বলিতে চলিতে লাগিলেন। যে গ্রামে রাত্রিবাস করেন, তথায় শরণাগত ব্যক্তিকে শক্তি সঞ্চার করিয়া সর্ব্বদেশকেই 'বৈষ্ণব' করিতে আজ্ঞা দেন। তাঁহারা আবার অন্যান্য লোককে ভক্তি শিক্ষা দিয়া অন্যান্য গ্রামে ভক্তসংখ্যা বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন। এইরূপে কূর্ম্মস্থানে উপস্থিত হইলে, তথায় 'কূর্ম্ম'-নামক ব্রাহ্মণকে কৃপা করিলেন এবং 'বাসুদেব'-নামক বিপ্রকে গলিতকুষ্ঠ-রোগ হইতে উদ্ধার করিলেন। বাসুদেবকে উদ্ধার করিয়া 'বাসুদেবামৃতপ্রদ' বলিয়া প্রভুর একটী নাম হইল। (অঃ প্রঃ ভাঃ)

'বাসুদেবামৃত'-প্রভুর প্রণাম ঃ—

ধন্যং তং নৌমি চৈতন্যং বাসুদেবং দয়ার্দ্রধীঃ।
নষ্টকুষ্ঠং রূপপুষ্টং ভক্তিতুষ্টং চকার যঃ ॥ ১ ॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ২ ॥

মাঘে সন্ন্যাস, ফাল্গুনে পুরীধামে বাস, চৈত্রে সার্ব্বভৌমোদ্ধার, বৈশাখে দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণেচ্ছা ঃ—

এইমতে সার্ব্বভৌমের নিস্তার করিল।
দক্ষিণ-গমনে প্রভুর ইচ্ছা উপজিল ॥ ৩ ॥

মাঘ-শুক্লপক্ষে প্রভু করিল সন্ন্যাস।
ফাল্গুনে আসিয়া কৈল নীলাচলে বাস ॥ ৪ ॥

ফাল্গুনের শেষে দোলযাত্রা সে দেখিল।
প্রেমাবেশে বহুবিধ নৃত্যগীত কৈল ॥ ৫ ॥

চৈত্রে রহি' কৈল সার্ব্বভৌম-বিমোচন।
বৈশাখের প্রথমে দক্ষিণ যাইতে হৈল মন ॥ ৬ ॥

ভক্তগণের নিকট কৃতজ্ঞতা-জ্ঞাপন ও বিদায় যাচ্ঞা ঃ—

নিজগণ আনি' কহে বিনয় করিয়া।
আলিঙ্গন করি' সবায় শ্রীহস্তে ধরিয়া ॥ ৭ ॥

"তোমা-সবা জানি আমি প্রাণাধিক করি'।
প্রাণ ছাড়া যায়, তোমা-সবা ছাড়িতে না পারি ॥ ৮ ॥

তুমি-সব বন্ধু মোর বন্ধুকৃত্য কৈলে।
ইঁহা আনি' মোরে জগন্নাথ দেখাইলে ॥ ৯ ॥

এবে সবা-স্থানে মুঞি মাগোঁ এক দানে।
সবে মেলি' আজ্ঞা দেহ, যাইব দক্ষিণে ॥ ১০ ॥

অগ্রজ-বিশ্বরূপের সন্ধানছলে দাক্ষিণাত্য-উদ্ধার জন্য একাকী যাইবার ইচ্ছা ঃ—

বিশ্বরূপ-উদ্দেশে অবশ্য আমি যাব।
একাকী যাইব, কেহো সঙ্গে না লইব ॥ ১১ ॥

সেতুবন্ধ হৈতে আমি না আসি যাবৎ।
নীলাচলে তুমি-সব রহিবে তাবৎ ॥" ১২ ॥

বিশ্বরূপ-সিদ্ধি-প্রাপ্তি জানেন সকল।
দক্ষিণ-দেশ উদ্ধারিতে করেন এই ছল ॥ ১৩ ॥

ভক্তগণের দুঃখ ঃ—

শুনিয়া সবার মনে হৈল মহাদুঃখ।
নিঃশব্দ হইলা, সবার শুকাইল মুখ ॥ ১৪ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১। যিনি দয়ার্দ্রবুদ্ধি হইয়া 'বাসুদেব'-নামক ভক্তকে কুষ্ঠরোগ হইতে মুক্ত করিয়া সুন্দররূপে পুষ্ট করত ভক্তিতুষ্ট করিয়াছিলেন, সেই ধন্য চৈতন্যদেবকে আমি নমস্কার করি।

১৩। মহাপ্রভু—সর্ব্বজ্ঞ ; বিশ্বরূপের যে তৎপূর্ব্বে সিদ্ধিপ্রাপ্তি হইয়াছে, তাহা তিনি সমুদায় জানিতেন, পরন্তু দক্ষিণদেশ উদ্ধার করিবার জন্য বিশ্বরূপের অনুসন্ধান করিবেন, এই ছল বাহির করিলেন।

অনুভাষ্য

১। যঃ দয়ার্দ্রধীঃ (দয়য়া আর্দ্রা ধীর্যস্য সঃ) [কুষ্ঠরোগাক্রান্তং] বাসুদেবং নষ্টকুষ্ঠং (বিগতকুষ্ঠরোগং) রূপপুষ্টং (সৌন্দর্য্যময়ং) ভক্তিতুষ্টং চকার, তং ধন্যং চৈতন্যং নৌমি।

১৩। মধ্য, ৯ম পঃ ২৯৯-৩০০ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

সঙ্গে অনুগমনজন্য নিতাইর প্রার্থনা ঃ—

নিত্যানন্দপ্রভু কহে,—"ঐছে কৈছে হয়?
একাকী যাইবে তুমি, কে ইহা সহয়?? ১৫ ॥
দুই-এক সঙ্গে চলুক, না পড় হঠ-রঙ্গে।
যারে কহ, সেই দুই চলুক্ তোমার সঙ্গে ॥ ১৬ ॥
দক্ষিণের তীর্থপথ আমি সব জানি।
আমি সঙ্গে যাই, প্রভু, আজ্ঞা দেহ তুমি ॥" ১৭ ॥

প্রভুকর্ত্তৃক নিত্যানন্দ-জগদানন্দ-দামোদর প্রভৃতির কৃত্রিম-নিন্দাচ্ছলে গুণগান ঃ—

প্রভু কহে,—"আমি নর্ত্তক, তুমি—সূত্রধার।
তুমি যৈছে নাচাও, তৈছে নর্ত্তন আমার ॥ ১৮ ॥
সন্ন্যাস করিয়া আমি চলিলাঙ বৃন্দাবন।
তুমি আমা লঞা আইলে অদ্বৈত-ভবন ॥ ১৯ ॥
নীলাচল আসিতে, পথে ভাঙ্গিলা মোর দণ্ড।
তোমা-সবার গাঢ়-স্নেহে আমার কার্য্য-ভঙ্গ ॥ ২০ ॥
জগদানন্দ চাহে আমা বিষয় ভুঞ্জাইতে।
যেই কহে, সেই ভয়ে চাহিয়ে করিতে ॥ ২১ ॥
কভু যদি ইঁহার বাক্য করিয়ে অন্যথা।
ক্রোধে তিনদিন মোরে নাহি কহে কথা ॥ ২২ ॥
মুকুন্দ হয়েন দুঃখী দেখি' সন্ন্যাস-ধর্ম্ম।
তিনবারে শীতে স্নান, ভূমিতে শয়ন ॥ ২৩ ॥
অন্তরে দুঃখী মুকুন্দ, নাহি কহে মুখে।
ইহার দুঃখ দেখি' মোর দ্বিগুণ হয়ে দুঃখে ॥ ২৪ ॥

দামোদর-ব্রহ্মচারীর নিরপেক্ষতায় প্রভুর কটাক্ষ ঃ—

আমি ত'—সন্ন্যাসী, দামোদর—ব্রহ্মচারী।
সদা রহে আমার উপর শিক্ষা-দণ্ড ধরি' ॥ ২৫ ॥
ইঁহার আগে আমি না জানি ব্যবহার।
ইঁহারে না ভায় স্বতন্ত্র চরিত্র আমার ॥ ২৬ ॥
লোকাপেক্ষা নাহি ইঁহার কৃষ্ণকৃপা হৈতে।
আমি কভু লোকাপেক্ষা না পারি ছাড়িতে ॥ ২৭ ॥

সকলকে প্রভুর প্রত্যাবর্ত্তন-পর্য্যন্ত পুরীতে থাকিতে অনুরোধ ঃ—

অতএব তুমি-সব রহ নীলাচলে।
দিন-কত তীর্থ আমি ভ্রমিব একলে ॥" ২৮ ॥

স্বভক্তের দোষপ্রদর্শনছলে গুণবর্ণন ঃ—

ইঁহা-সবার বশ প্রভু হয়ে যে-যে-গুণে।
দোষরূপ-ছলে করে গুণ আস্বাদনে ॥ ২৯ ॥

প্রভুর অনুপম ভক্তবাৎসল্য ঃ—

চৈতন্যের ভক্তবাৎসল্য—অকথ্য-কথন।
আপনে বৈরাগ্য-দুঃখ করেন সহন ॥ ৩০ ॥

ভক্তের জন্য প্রভুর কষ্ট-স্বীকার, ভক্তের তাহাতে দুঃখ ঃ—

সেই দুঃখ দেখি' যেই ভক্ত দুঃখ পায়।
সেই দুঃখ তাঁর শক্ত্যে সহন না যায় ॥ ৩১ ॥
গুণ-দোষোদ্গার-ছলে সবা নিষেধিয়া।
একাকী ভ্রমিবেন তীর্থ বৈরাগ্য করিয়া ॥ ৩২ ॥

স্বতন্ত্র-ঈশ্বর প্রভু স্ব-সঙ্কল্পে অটল ঃ—

তবে চারিজন বহু মিনতি করিল।
স্বতন্ত্র ঈশ্বর প্রভু কভু না মানিল ॥ ৩৩ ॥

নিতাইর সর্ব্বশেষ প্রার্থনা ঃ—

তবে নিত্যানন্দ কহে,—"যে আজ্ঞা তোমার।
দুঃখ-সুখ যে হউক্, কর্ত্তব্য আমার ॥ ৩৪ ॥
কিন্তু এক নিবেদন করোঁ আর বার।
বিচার করিয়া তাহা কর অঙ্গীকার ॥ ৩৫ ॥

কৌপীন-বহির্ব্বাস ও জলপাত্র বহিবার জন্য সঙ্গে লোক লইতে প্রার্থনা ঃ—

কৌপীন, বহির্ব্বাস আর জলপাত্র।
আর কিছু নাহি যাবে, সবে এই মাত্র ॥ ৩৬ ॥

অনুভাষ্য

১৬। হঠ-রঙ্গে—ঠগ বা জুয়াচোরের পাল্লায়।

২৪। সন্ন্যাসধর্ম্মপালনের জন্য আমি শীতকালেও তিনবার স্নান এবং শয্যারহিত হইয়া ভূমিতে শয়ন করি ; তাহা দেখিয়া মুকুন্দ দুঃখিত হন। আমার জন্য মুকুন্দের মনে দুঃখ হয় জানিয়া তজ্জন্য আমি দ্বিগুণ দুঃখিত হই।

২৫। সন্ন্যাসী—ব্রহ্মচারীর গুরু ; তজ্জন্য 'ব্রহ্মচারী' হইয়া সন্ন্যাসীকে উপদেশ দেওয়া অসঙ্গত।

২৬। না ভায়—মনে ধরে না, ভাল লাগে না।

২৯। পূর্ব্বকথিত ভক্তগণের যে যে গুণে প্রভু বাধ্য হইয়াছিলেন, ঐগুলিকেই 'ছলপূর্ব্বক দোষ' বলিয়া উল্লেখ করিয়া ভক্তগণের মহিমা জ্ঞাপন করিলেন।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২৫-২৬। দামোদর (ব্রহ্মচারী) আমাকে সর্ব্বদা এরূপ শিক্ষাদণ্ড দেন, যাহাতে এরূপ প্রতীতি হয় যে, আমি ইঁহার সম্মুখে যেন একজন ব্যবহার-জ্ঞানশূন্য ব্যক্তি।

২৭। দামোদর পণ্ডিত প্রভৃতির প্রতি কৃষ্ণকৃপা অধিক বলিয়া, ইঁহারা লোকাপেক্ষা না করিয়া আমাকে অনেকপ্রকার বিষয় ভোগ করাইতে চাহেন। কিন্তু আমি দীন সন্ন্যাসী, লোকাপেক্ষা ছাড়িতে না পারিয়া, যথাধর্ম্ম ব্যবহার করিয়া থাকি।

প্রভুর সংখ্যা-নাম-জপ ঃ—

তোমার দুই হস্ত বদ্ধ নাম-গণনে ।
জলপাত্র-বহির্ব্বাস বহিবে কেমনে ॥ ৩৭ ॥
প্রেমাবেশে পথে তুমি হবে অচেতন ।
এ-সব সামগ্রী তোমার কে করে রক্ষণ ॥ ৩৮ ॥

কৃষ্ণদাস-বিপ্রকে সঙ্গে লইতে অনুরোধ ঃ—

'কৃষ্ণদাস'-নামে এই সরল ব্রাহ্মণ ।
ইঁহো সঙ্গে করি' লহ, ধর নিবেদন ॥ ৩৯ ॥
জলপাত্র-বস্ত্র বহি' তোমা-সঙ্গে যাবে ।
যে তোমার ইচ্ছা কর, কিছু না বলিবে ॥" ৪০ ॥

প্রভুর স্বীকার ঃ—

তবে তাঁর বাক্য প্রভু করি' অঙ্গীকারে ।
তাহা-সবা লঞা গেলা সার্ব্বভৌম-ঘরে ॥ ৪১ ॥

সার্ব্বভৌম-গৃহে গমন ঃ—

নমস্করি' সার্ব্বভৌম আসন নিবেদিল ।
সবাকারে মিলি' তবে আসনে বসিল ॥ ৪২ ॥

ভট্টাচার্য্যের নিকট বিদায় যাচ্ঞা ঃ—

নানা কৃষ্ণবার্ত্তা প্রভু কহিল তাঁহারে ।
"তোমার ঠাঞি আইলাঙ আজ্ঞা মাগিবারে ॥ ৪৩ ॥

বিশ্বরূপ-অন্বেষণের ছল ঃ—

সন্ন্যাস করি' বিশ্বরূপ গিয়াছে দক্ষিণে ।
অবশ্য করিব আমি তাঁর অন্বেষণে ॥ ৪৪ ॥
আজ্ঞা দেহ, অবশ্য আমি দক্ষিণে চলিব ।
তোমার আজ্ঞাতে শুভে লেউটি' আসিব ॥" ৪৫ ॥

ভট্টাচার্য্যের বিরহ-দুঃখোক্তি ঃ—

শুনি' সার্ব্বভৌম হৈলা অত্যন্ত কাতর ।
চরণে ধরিয়া কহে বিষাদ-উত্তর ॥ ৪৬ ॥
"বহুজন্মের পুণ্যফলে পাই তোমার সঙ্গ ।
হেন-সঙ্গ বিধি মোর করিলেক ভঙ্গ ॥ ৪৭ ॥
শিরে বজ্র পড়ে যদি, পুত্র মরি' যায় ।
তাহা সহি, তোমার বিচ্ছেদ সহন না যায় ॥ ৪৮ ॥

কয়েকদিন অপেক্ষার জন্য প্রভুকে অনুরোধ ঃ—

স্বতন্ত্র-ঈশ্বর তুমি করিবে গমন ।
দিন-কথো রহ, দেখি তোমার চরণ ॥" ৪৯ ॥

প্রভুর সম্মতি ঃ—

তাহার বিনয়ে প্রভুর শিথিল হৈল মন ।
রহিল দিবস-কথো, না কৈল গমন ॥ ৫০ ॥

ভট্টাচার্য্যের প্রভুকে নিমন্ত্রণ, তদ্‌গৃহিণীর রন্ধন ঃ—

ভট্টাচার্য্য আগ্রহ করি' করেন নিমন্ত্রণ ।
গৃহে পাক করি' প্রভুকে করা'ন ভোজন ॥ ৫১ ॥
তাঁহার ব্রাহ্মণী, তাঁর নাম—'ষাঠীর মাতা' ।
রান্ধি' ভিক্ষা দেন তেঁহো, আশ্চর্য্য তাঁর কথা ॥ ৫২ ॥
আগে ত' কহিব তাহা করিয়া বিস্তার ।
এবে কহি প্রভুর দক্ষিণ-যাত্রা-সমাচার ॥ ৫৩ ॥

পাঁচদিন পরে পুনরায় বিদায়-যাচ্ঞা ঃ—

দিন পাঁচ রহি' প্রভু ভট্টাচার্য্য-স্থানে ।
চলিবার লাগি' আজ্ঞা মাগিলা আপনে ॥ ৫৪ ॥

ভট্টাচার্য্যের সম্মতি ঃ—

প্রভুর আগ্রহে ভট্ট সম্মত হইলা ।
প্রভু তাঁরে লঞা জগন্নাথ-মন্দিরে গেলা ॥ ৫৫ ॥

জগন্নাথমন্দিরে গিয়া প্রভুর তৎসমীপে আজ্ঞা-যাচ্ঞা ও মালা-প্রসাদ-প্রাপ্তির পর মন্দির প্রদক্ষিণপূর্ব্বক যাত্রা ঃ—

দর্শন করি' ঠাকুর-পাশ আজ্ঞা মাগিলা ।
পূজারী মালা-প্রসাদ প্রভুরে আনি' দিলা ॥ ৫৬ ॥
আজ্ঞা-মালা পাঞা হর্ষে নমস্কার করি' ।
আনন্দে দক্ষিণ-দেশে চলে গৌরহরি ॥ ৫৭ ॥
ভট্টাচার্য্য-সঙ্গে আর যত নিজগণ ।
জগন্নাথ প্রদক্ষিণ করি' করিলা গমন ॥ ৫৮ ॥

অনুভাষ্য

৩৭-৩৮। সংখ্যা-নাম গণনা করিবার জন্য প্রভুর দুই হস্ত আবদ্ধ থাকিত, সুতরাং অন্যে কমণ্ডলু ও বহির্ব্বাসাদি না বহিলে প্রয়োজনকালে প্রভু ব্যবহার্য্য দ্রব্য পাইবেন না। প্রেমাবেশে অচেতন হইলে তৎকালে দ্রব্যাদি রক্ষার্থ লোকের আবশ্যক। শ্রীমন্মহাপ্রভু-কর্ত্তৃক সংখ্যা-নাম-গণনা-সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতে—"বধ্নন্ প্রেমভরপ্রকম্পিতকরো গ্রন্থীন্ কটীডোরকৈঃ সংখ্যাতুং নিজলোক-মঙ্গল-হরেকৃষ্ণেতি নাম্নাং জপন্" ইত্যাদি বাক্য, স্তবমালায়—"হরে কৃষ্ণেত্যুচ্চৈঃ স্ফুরিতরসনো নামগণনাকৃত-গ্রন্থিশ্রেণী-সুভগকটিসূত্রোজ্জ্বলকরঃ" ইত্যাদি চৈতন্যাষ্টক-শ্লোক আলোচ্য।

৩৯। এই কালাকৃষ্ণদাস বিপ্র ও নিত্যসিদ্ধ ব্রজসখা দ্বাদশ গোপালের অন্যতম নিত্যানন্দৈকপ্রাণ কালাকৃষ্ণদাস (আদি ১১ পঃ ৩৭ সংখ্যা), উভয়ে পৃথক্ ব্যক্তি। পূর্ব্বোক্ত বিপ্র পরে গৌড়ে গিয়াছিলেন—মধ্য, ১০ম পঃ ৬২-৭৪।

৪৫। লেউটি—পশ্চিমদেশীয় (হিন্দী) শব্দ 'লৌট', ফিরিয়া।

প্রভুর আলালনাথ-পথে দক্ষিণ-যাত্রা ঃ—

সমুদ্র-তীরে-তীরে আলালনাথ-পথে।
সার্ব্বভৌম কহিলেন আচার্য্য-গোপীনাথে ॥ ৫৯ ॥

গোপীনাথদ্বারা সার্ব্বভৌমের ৪ খানা কৌপীন-বহির্ব্বাস গৃহ হইতে আনাইয়া প্রভুকে দান ঃ—

"চারি কৌপীন-বহির্ব্বাস রাখিয়াছি ঘরে।
তাহা, প্রসাদান্ন, লঞা আইস বিপ্রদ্বারে ॥" ৬০ ॥

রায়রামানন্দসহ সাক্ষাৎকারের জন্য সার্ব্বভৌমের প্রভুকে অনুরোধ ঃ—

তবে সার্ব্বভৌম কহে প্রভুর চরণে।
"অবশ্য পালিবে, প্রভু, মোর নিবেদনে ॥ ৬১ ॥
'রামানন্দ রায়' আছে গোদাবরী-তীরে।
অধিকারী হয়েন তেঁহো বিদ্যানগরে ॥ ৬২ ॥
শূদ্র বিষয়ি-জ্ঞানে উপেক্ষা না করিবে।
আমার বচনে তাঁরে অবশ্য মিলিবে ॥ ৬৩ ॥

রায় রামানন্দের প্রশংসা ঃ—

তোমার সঙ্গের যোগ্য তেঁহো একজন।
পৃথিবীতে রসিক ভক্ত নাহি তাঁর সম ॥ ৬৪ ॥
পাণ্ডিত্য আর ভক্তিরস,—দুঁহের তেঁহো সীমা।
সম্ভাষিলে জানিবে তুমি তাঁহার মহিমা ॥ ৬৫ ॥

পূর্ব্বে বৈষ্ণবকে স্মার্ত্ত অপেক্ষা লঘু-জ্ঞানে ভট্টের উপহাস ঃ—

অলৌকিক বাক্য চেষ্টা তাঁর না বুঝিয়া।
পরিহাস করিয়াছি তাঁরে 'বৈষ্ণব' জানিয়া ॥ ৬৬ ॥

পরে চৈতন্য-কৃপায় চিন্ময়-বৈষ্ণব-মহিম-উপলব্ধি ঃ—

তোমার প্রসাদে এবে জানিনু তাঁর তত্ত্ব।
সম্ভাষিলে জানিবে তাঁর যেমন মহত্ত্ব ॥" ৬৭ ॥

প্রভুর তদ্বাক্যপালনে সম্মতি ঃ—

অঙ্গীকার করি' প্রভু তাঁহার বচন।
তাঁরে বিদায় দিতে তাঁরে কৈল আলিঙ্গন ॥ ৬৮ ॥

প্রভুকর্ত্তৃক বৈষ্ণব-গৃহস্থকে সম্মান ঃ—

"ঘরে কৃষ্ণ ভজি' মোরে করিহ আশীর্ব্বাদে।
নীলাচলে আসি' যেন তোমার প্রসাদে ॥" ৬৯ ॥

প্রভুর যাত্রা ও সার্ব্বভৌমের মূর্চ্ছা ঃ—

এত বলি' মহাপ্রভু করিলা গমন।
মূর্চ্ছিত হঞা তাঁহা পড়িলা সার্ব্বভৌম ॥ ৭০ ॥

নিরপেক্ষ প্রভু ঃ—

তাঁরে উপেক্ষিয়া কৈল শীঘ্র গমন।
কে বুঝিতে পারে মহাপ্রভুর চিত্ত-মন ॥ ৭১ ॥
মহানুভাবের চিত্তের স্বভাব এই হয়।
পুষ্প-সম কোমল, কঠিন বজ্রময় ॥ ৭২ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৫৯। সমুদ্রতীর দিয়া দক্ষিণ যাইতে পুরী হইতে ছয় ক্রোশ দূরে 'আলালনাথ' গ্রাম। তথায় 'আলালনাথ'—চতুর্ভুজ-বাসুদেব-বিগ্রহ। বনমধ্যে একটী ক্ষুদ্রগ্রামে তাঁহার মন্দির ; তথায় অতি উৎকৃষ্ট পরমান্ন-ভোগ হয়। পাণ্ডারা এখনও উষ্ণপরমান্নের দাগ শ্রীবিগ্রহে দেখাইয়া থাকে।

৬২। অধিকারী—রাজার প্রধান কর্ম্মচারী। বিদ্যানগরকে আজকাল 'পোরবন্দর' বলে।

অনুভাষ্য

৬৩। শূদ্র—উৎকলদেশীয় সমাজে করণ-জাতি—'শৌক্র-শূদ্র' বলিয়া প্রসিদ্ধ। শ্রীরামানন্দ করণ-জাতিতে উদ্ভূত হন ; তজ্জন্য লৌকিক-দৃষ্টিতে তিনি শৌক্রশূদ্র হইয়াও বস্তুতঃ ব্রাহ্মণ অথবা ব্রাহ্মণ-গুরু বৈষ্ণব-পরমহংস ছিলেন।

বিষয়ী—স্ত্রী-পুত্রাদি-কথারত অথবা বাহ্য-রূপ-রস-গন্ধ-শব্দ-স্পর্শ প্রভৃতি বিষয়ে জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলি প্রযুক্ত করিয়া তাহাতে প্রমত্ত। শ্রীরামানন্দ বহির্দৃষ্টিতে কৌপীনবিশিষ্ট সন্ন্যাসী নহেন, তজ্জন্য লৌকিক-দৃষ্টিতে রাজভৃত্য বিষয়ী, বস্তুতঃ তিনি বিদ্বৎ বা নরোত্তম-সন্ন্যাসী ছিলেন।

সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য পূর্ব্বে বৈষ্ণব না থাকিলেও রামানন্দ-রায়ের নৈসর্গিক-বৈষ্ণবতা উপলব্ধি করিয়াছিলেন। আবার, শ্রীপ্রভুর কৃপায় ভক্ত হইবার পর রামানন্দের কথা আলোচনা করিয়া তাঁহাকে 'অধিকারী রসিকভক্ত' বলিয়া বুঝিয়াছিলেন।

৬৬। চৈতন্যবিমুখ প্রকৃতি-বাদী জ্ঞানী ও কর্ম্মিগণ চৈতন্যাশ্রিত বৈষ্ণবকে এইরূপই বিদ্রূপ করিয়া থাকেন। পূর্ব্বোক্ত দল—প্রত্যক্ষানুমান-সর্ব্বস্ব অক্ষজ-জ্ঞানমত্ত তর্কপন্থী ; শেষোক্ত ব্যক্তি শব্দপ্রমাণসম্বল অধোক্ষজ-সেবক ও শ্রৌতপন্থী।

৬৯। কৃষ্ণসেবক বহির্দৃষ্টিতে গার্হস্থ্যাশ্রম অলঙ্কৃত করিলেও, বাস্তবিকপক্ষে, সাধারণ গোদাস গৃহব্রত বা গৃহমেধিগণের সহিত সমান নহেন। "যেদিন গৃহে ভজন দেখি, গৃহেতে গোলোক ভায়।" (ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-কৃত 'শরণাগতি')—এই কথা কায়-মনোবাক্যে কীর্ত্তন করিতে বৈষ্ণব-গৃহস্থই একমাত্র অধিকারী ; এইজন্য শ্রীচৈতন্য-পদাশ্রিত যথার্থ শুদ্ধ-বৈষ্ণবগৃহস্থ যে সন্ন্যাসীরও প্রণম্য ও গুরু, তাহা প্রভু কৃষ্ণভজন-মহিমানভিজ্ঞ জীবের শিক্ষার জন্য সার্ব্বভৌমের নিকট আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিয়া দেখাইলেন।

৭১-৭২। প্রভুর নিরপেক্ষতা—মধ্য, ৩য় পঃ ২১২ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

পরস্পর বিরুদ্ধ-ধর্ম্মের সমাশ্রয় ভগবানের ন্যায় ভগবদ্ভক্তও কোমল ও কঠোর ঃ—

ভবভূতিকৃত 'উত্তর-রামচরিতে' তৃতীয়াঙ্কে ২।৭—২৩শ শ্লোক

বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদূনি কুসুমাদপি ।
লোকোত্তরাণাং চেতাংসি কো হি বিজ্ঞাতুমীশ্বরঃ ॥ ৭৩ ॥

নিতাইর সার্ব্বভৌমকে গৃহে প্রেরণ ঃ—

নিত্যানন্দপ্রভু ভট্টাচার্য্যে উঠাইল ।
তাঁর লোকসঙ্গে তাঁরে ঘরে পাঠাইল ॥ ৭৪ ॥

ভক্তগণসঙ্গে আলালনাথ-আগমন ঃ—

ভক্তগণ শীঘ্র আসি' লৈল প্রভুর সাথ ।
বস্ত্র-প্রসাদ লঞা তবে আইলা গোপীনাথ ॥ ৭৫ ॥
সবা-সঙ্গে প্রভু তবে আলালনাথ আইলা ।
নমস্কার করি' তারে বহুস্তুতি কৈলা ॥ ৭৬ ॥

আলালনাথ নারায়ণ-দর্শনে প্রভুর স্তব-নৃত্য-গীত ঃ—

প্রেমাবেশে নৃত্যগীত কৈল কতক্ষণ ।
দেখিতে আইলা তাঁহা বৈসে যত জন ॥ ৭৭ ॥

প্রভুদর্শনার্থে বহুলোকের আগমন ও হরিসঙ্কীর্ত্তন ঃ—

চৌদিকেতে সব লোক বলে 'হরি' 'হরি' ।
প্রেমাবেশে মধ্যে নৃত্য করে গৌরহরি ॥ ৭৮ ॥
কাঞ্চন-সদৃশ দেহ, অরুণ বসন ।
পুলকাশ্রু-কম্প-স্বেদ তাহাতে ভূষণ ॥ ৭৯ ॥
দেখিতে লোকের মনে হৈল চমৎকার ।
যত লোক আইসে, কেহ নাহি যায় ঘর ॥ ৮০ ॥
কেহ নাচে, কেহ গায়, 'শ্রীকৃষ্ণ' 'গোপাল' ।
প্রেমেতে ভাসিল লোক, স্ত্রী-বৃদ্ধ-আবাল ॥ ৮১ ॥
দেখি' নিত্যানন্দ প্রভু কহে ভক্তগণে ।
"এইরূপে নৃত্য আগে হবে গ্রামে গ্রামে ॥" ৮২ ॥

প্রভুকে ছাড়িতে লোকের অনিচ্ছা-দর্শনে প্রসাদ-পাওয়াইবার ছলে প্রভুকে অপসরণ ঃ—

অতিকাল হৈল, লোক ছাড়িয়া না যায় ।
তবে নিত্যানন্দ-গোসাঞি সৃজিল উপায় ॥ ৮৩ ॥
মধ্যাহ্ন করিতে গেলা প্রভুকে লঞা ।
তাহা দেখি' লোক আইসে চৌদিকে ধাঞা ॥ ৮৪ ॥

ভক্তগণের মন্দিরাভ্যন্তরে প্রবেশ ঃ—

মধ্যাহ্ন করিতে আইলা দেবতা-মন্দিরে ।
নিজগণ প্রবেশি' কপাট দিল বহির্দ্বারে ॥ ৮৫ ॥

গোপীনাথকর্ত্তৃক প্রভুকে ভিক্ষা দান ; ভক্তগণের প্রভুর অবশেষ প্রাপ্তি ঃ—

তবে দুই প্রভুরে গোপীনাথ ভিক্ষা করাইল ।
প্রভুর শেষ প্রসাদান্ন সবে বাঁটি' খাইল ॥ ৮৬ ॥

মন্দিরের বাহিরে প্রভুদর্শনার্থ বহুলোক-সমাগম ঃ—

শুনি' শুনি' লোক-সব আসি' বহির্দ্বারে ।
'হরি' 'হরি' বলি' লোক কলরব করে ॥ ৮৭ ॥

মন্দিরদ্বার-মোচন ও সকলের প্রভুকে দর্শন ঃ—

তবে মহাপ্রভু দ্বার করাইল মোচন ।
আনন্দে আসিয়া লোক পাইল দরশন ॥ ৮৮ ॥

সমস্ত দিন ব্যাপিয়া লোকের প্রভুদর্শনফলে বৈষ্ণবত্ব-লাভ ঃ—

এইমত সন্ধ্যা পর্য্যন্ত লোক আসে, যায় ।
'বৈষ্ণব' হইল লোক, সবে নাচে, গায় ॥ ৮৯ ॥

আলালনাথে ভক্তগণসঙ্গে রাত্রিবাস ঃ—

এইরূপে সেই ঠাঞি ভক্তগণ-সঙ্গে ।
সেই রাত্রি গোঙাইল কৃষ্ণকথা-রঙ্গে ॥ ৯০ ॥

প্রাতে পুনরায় যাত্রা ঃ—

প্রাতঃকালে স্নান করি' করিলা গমন ।
ভক্তগণে বিদায় দিলা করি' আলিঙ্গন ॥ ৯১ ॥

প্রভুর নিরপেক্ষতা ঃ—

মূর্চ্ছিত হঞা সবে ভূমিতে পড়িলা ।
তাঁহা-সবা পানে প্রভু ফিরি' না চাহিলা ॥ ৯২ ॥

প্রভুর পশ্চাতে জলপাত্রাদি-বাহক কৃষ্ণদাস ঃ—

বিচ্ছেদে ব্যাকুল প্রভু চলিলা দুঃখী হঞা ।
পাছে কৃষ্ণদাস যায় জলপাত্র লঞা ॥ ৯৩ ॥

সেইদিন ভক্তগণের উপবাসানন্তর পুরী-গমন ঃ—

ভক্তগণ উপবাসী তাঁহাই রহিলা ।
আর দিনে দুঃখী হঞা নীলাচলে আইলা ॥ ৯৪ ॥
মত্তসিংহ-প্রায় প্রভু করিলা গমন ।
প্রেমাবেশে যায় করি' নাম-সঙ্কীর্ত্তন ॥ ৯৫ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৭৩। অলৌকিক পুরুষদিগের চিত্ত বজ্র অপেক্ষা কঠোর, আবার কুসুম অপেক্ষা মৃদু ; অন্যে তাহা বুঝিবার যোগ্য হয় না।

অনুভাষ্য

৭৩। বজ্রাৎ অপি কঠোরাণি, কুসুমাৎ (পুষ্পাৎ) অপি মৃদূনি (কোমলানি) ; লোকোত্তরাণাং (অসাধারণালৌকিকানাং) চেতাংসি (অন্তঃকরণানি) বিজ্ঞাতুং (বোদ্ধুং) কঃ হি ঈশ্বরঃ (সমর্থঃ)?

৭৫। সাথ—সঙ্গ।

৮১। আদি, ৭ম পঃ ২৫ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

৮৩। অতিকাল—সময় অতিক্রান্ত হওয়ায়।

শ্রীমুখকীর্ত্তিত-শ্লোক—

কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! হে।
কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! হে ॥
কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! রক্ষ মাম্।
কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! পাহি মাম্ ॥
রাম! রাঘব! রাম! রাঘব! রাম! রাঘব! রক্ষ মাম্।
কৃষ্ণ! কেশব! কৃষ্ণ! কেশব! কৃষ্ণ! কেশব! পাহি মাম্ ॥ ৯৬ ॥

লোককে হরিনাম দান ঃ—

এই শ্লোক পথে পড়ি' চলিলা গৌরহরি।
লোক দেখি' পথে কহে,—বল 'হরি' 'হরি' ॥ ৯৭ ॥

প্রভুর মুখে নাম-শ্রবণে লোকের হরিনাম-গ্রহণ ঃ—

সেই লোক প্রেমমত্ত হঞা বলে 'হরি' 'কৃষ্ণ'।
প্রভুর পাছে সঙ্গে যায় দর্শন-সতৃষ্ণ ॥ ৯৮ ॥

প্রভুর শক্তিসঞ্চারে সেই বৈষ্ণবকর্ত্তৃক তদ্গ্রামস্থ সকলের বৈষ্ণবতা ঃ—

কতক্ষণে রহি' প্রভু তারে আলিঙ্গিয়া।
বিদায় করিল তারে শক্তি সঞ্চারিয়া ॥ ৯৯ ॥
সেইজন নিজ-গ্রামে করিয়া গমন।
'কৃষ্ণ' বলি' হাসে, কান্দে, নাচে অনুক্ষণ ॥ ১০০ ॥
যারে দেখে, তারে কহে,—কহ কৃষ্ণনাম।
এইমত 'বৈষ্ণব' কৈল সব নিজ-গ্রাম ॥ ১০১ ॥

অন্যগ্রামবাসীরও সেই বৈষ্ণবদর্শন-কৃপাফলে বৈষ্ণবত্ব-প্রাপ্তি ঃ—

গ্রামান্তর হৈতে দেখিতে আইল যত জন।
তাঁর দর্শন-কৃপায় হয় তাঁর সম ॥ ১০২ ॥

এইরূপে সমগ্র দাক্ষিণাত্যবাসীর উদ্ধার ও বৈষ্ণবত্ব লাভ ঃ—

সেই যাই' গ্রামের লোক বৈষ্ণব করয়।
অন্যগ্রামী আসি' তাঁরে দেখি' বৈষ্ণব হয় ॥ ১০৩ ॥
সেই যাই' অন্য গ্রামে করে উপদেশ।
এইমত 'বৈষ্ণব' হৈল সব দক্ষিণ-দেশ ॥ ১০৪ ॥

প্রভুকর্ত্তৃক বহু ভাগ্যবান্ জীবের উদ্ধার ঃ—

এইমত পথে যাইতে শত শত জন।
'বৈষ্ণব' করেন তাঁরে করি' আলিঙ্গন ॥ ১০৫ ॥

প্রভুর ভিক্ষাদাতার দর্শনকারিগণেরও বৈষ্ণবত্ব-লাভের পর আচার্য্যরূপে বহুলোকোদ্ধার ঃ—

যেই গ্রামে রহি' ভিক্ষা করেন যাঁর ঘরে।
সেই গ্রামের যত লোক আইসে দেখিবারে ॥ ১০৬ ॥
প্রভুর কৃপায় হয় মহাভাগবত।
সেইসব আচার্য্য হঞা তারিল জগৎ ॥ ১০৭ ॥

এইরূপে সমগ্র দক্ষিণদেশের উদ্ধার ঃ—

এইমত কৈলা যাবৎ গেলা সেতুবন্ধে।
সর্ব্বদেশ 'বৈষ্ণব' হৈল প্রভুর সম্বন্ধে ॥ ১০৮ ॥

প্রভুর কৃপা-মহিমা নবদ্বীপ অপেক্ষা দাক্ষিণাত্যে অধিকতর প্রকাশিত ঃ—

নবদ্বীপে যেই শক্তি না কৈলা প্রকাশে।
সে শক্তি প্রকাশি' নিস্তারিল দক্ষিণদেশে ॥ ১০৯ ॥

চৈতন্যভক্তেরই ভগবৎকৃপাশক্তিতে বিশ্বাস ঃ—

প্রভুকে যে ভজে, তারে তাঁর কৃপা হয়।
সেই সে এ-সব লীলা সত্য করি' লয় ॥ ১১০ ॥

অপ্রাকৃত-লীলায় বিশ্বাস-ফলেই নিত্যকল্যাণ-লাভ, নতুবা অক্ষজ-জ্ঞানে সর্ব্বনাশ ঃ—

অলৌকিক-লীলায় যার না হয় বিশ্বাস।
ইহলোক, পরলোক তার হয় নাশ ॥ ১১১ ॥
প্রথমেই কহিল প্রভুর যেরূপে গমন।
এইমত জানিহ যাবৎ দক্ষিণ-ভ্রমণ ॥ ১১২ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৯৬। রক্ষ মাং—আমাকে রক্ষা করুন ; পাহি মাং—আমাকে পালন করুন।

৯৯। শক্তি সঞ্চারিয়া—হ্লাদিনী-শক্তির সারভাগ ও সম্বিৎ-শক্তির সারভাগ,—দুই একত্রে 'ভক্তি-শক্তি' হয়। কৃষ্ণ বা ভক্ত কৃপা করিয়া সেই শক্তি যাঁহাকে সঞ্চার করেন, তিনি 'পরমভক্ত' হন। মহাপ্রভু যাঁহাকে কৃপা করিতেন, তাঁহাতে সেইরূপ শক্তি সঞ্চার করিয়া বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচারভার অর্পণ করিতেন।

১০৮। সেতুবন্ধ—সেতুবন্ধ-রামেশ্বর, সমুদ্রতীরে, রাম-নদের অপর-পার ; ভারতবর্ষের দক্ষিণ প্রান্তে।

১০৯। নবদ্বীপধাম হইলেও তথায় তৎকালে ন্যায় ও স্মৃতিশাস্ত্রের বিশেষ প্রবলতা থাকায়, সেই সেই শাস্ত্রের অধ্যাপক-দিগের মধ্যে অনেকগুলি বহির্ম্মুখ লোক ছিল, তাহাদিগকে উদ্ধার করিবার জন্য প্রভু কোন বিশেষ শক্তি প্রকাশ করেন নাই ; এইজন্য গ্রন্থকার এইরূপ বলিয়াছেন।

অনুভাষ্য

৯২। মধ্য, ৩য় পঃ ২১২ সংখ্যার অনুভাষ্য দ্রষ্টব্য।

১১১। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের অলৌকিক লীলা—প্রোজ্ঝিতকৈতব, নিরস্তকুহক, অপ্রাকৃত চিদৈশ্বর্য্যময়ী—জীবের নিত্য চরম-কল্যাণ-প্রদ, সুতরাং বাস্তববস্তু ; উহা মায়াবদ্ধ বঞ্চক ও বঞ্চিত জীবের গুণময়-ধারণাজাত হিংসামূলক বুজ্রুকী নহে। বুজ্রুকী বা কুহকের দ্বারা, বঞ্চক ও বঞ্চিত উভয়েরই কৃষ্ণসেবা হইতে বিক্ষেপ-ফলে সর্ব্বনাশ ঘটে।

শ্রীকূর্ম্মে গমন ও বিগ্রহ-দর্শনে নৃত্যগীত ঃ—

এইমত যাইতে যাইতে গেলা কূর্ম্মস্থানে ।
কূর্ম্ম দেখি' কৈল তাঁরে স্তবন-প্রণামে ॥ ১১৩ ॥

প্রভুর নৃত্যগীতদর্শনে লোকের চমৎকার ঃ—

প্রেমাবেশে হাসি' কান্দি' নৃত্য-গীত কৈল ।
দেখি' সর্ব্ব লোকের চিত্তে চমৎকার হৈল ॥ ১১৪ ॥

আশ্চর্য্য শুনিয়া লোক আইল দেখিবারে ।
প্রভুর রূপ-প্রেম দেখি' হৈলা চমৎকারে ॥ ১১৫ ॥

প্রভুদর্শনে লোকের বৈষ্ণবত্ব-লাভ ঃ—

দর্শনে 'বৈষ্ণব' হৈল, বলে 'কৃষ্ণ' 'হরি' ।
প্রেমাবেশে নাচে লোক উর্দ্ধবাহু করি' ॥ ১১৬ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১১৩। কূর্ম্মস্থান—তীর্থ ; তথায় কূর্ম্মদেবের মন্দির আছে। 'প্রপন্নামৃতে' কথিত আছে যে, শ্রীজগন্নাথদেব শ্রীপুরুষোত্তম হইতে শ্রীরামানুজ-স্বামীকে কূর্ম্মতীর্থে রাত্রে টানিয়া ফেলিয়া দিয়াছিলেন।

অনুভাষ্য

১১৩। কূর্ম্মস্থান—বি, এন, আর, লাইনে গঞ্জাম-জেলায় 'চিকা কোলরোড্' ষ্টেশন হইতে আটমাইল পূর্ব্বে 'কূর্ম্মাচল' বা 'শ্রীকূর্ম্মম্' ; ইহা তেলেগুভাষিগণের সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তীর্থ ('গঞ্জাম ম্যানুয়েল্')। তথায় কূর্ম্মমূর্ত্তি বিরাজমান ; শ্রীরামানুজ যেকালে একাদশ-শক-শতাব্দীতে কূর্ম্মাচলে শ্রীজগন্নাথদেব-কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত হন, তখন কূর্ম্মমূর্ত্তিকে তিনি শিবমূর্ত্তিজ্ঞান করায় উপবাস করেন, পরে তাঁহাকে বিষ্ণুমূর্ত্তি জানিয়া কূর্ম্মদেবের সেবা প্রকাশ করেন। যথা, প্রপন্নামৃতে ৩৬ অধ্যায়ে,—"তদ্-রাত্রাবেব যোগীন্দ্রং প্রাপয়ামাস সত্বরম্। শ্রীকূর্ম্মে লক্ষ্মণাচার্য্যং শ্রীহরির্যোগমায়য়া।। প্রভাতায়াং তু শর্ব্বর্য্যাং তস্যাং লক্ষ্মণ-দেশিকঃ। উত্থায় সহসা ধীমান্ হরির্হরিরিতীরয়ন্।। দৃষ্ট্বা দশদিশঃ সম্যক্ চিন্তা-ব্যাকুলমানসঃ। শ্রীকূর্ম্মমিতি তৎক্ষেত্রং জ্ঞাত্বা বিস্ময়-মাগতঃ।। শ্রীকূর্ম্মনায়কং মত্বা শিবলিঙ্গমিতীরিতম্। উপবাসেন তত্রৈকং বাসরং স্থিতবান্ গুরুঃ।। ** স্বপ্নে প্রসন্নো ভগবান্ তস্য শ্রীকূর্ম্মনাথকঃ। ব্যাজহার শুভং বাক্যং কৃপয়া যতি-ভূপতিম্।। যতীন্দ্রাজ্ঞান-দোষেণ শিবলিঙ্গং জনা ইতি। মাং বদন্তি মৃষা সর্ব্বে মায়ান্ধীকৃতলোচনাঃ।। বৎস্যাম্যত্র স্বরূপেণ শঙ্খচক্র-গদাধরঃ। লক্ষ্মণার্য্যাধুনা শীঘ্রং ত্বং মাং সম্যগ্ বিলোকয়।। ** অত্রৈব পূজয়ন্ মাং ত্বং দিনানি কতিচিদ্ বস।। ততঃ স্বপ্নাৎ সমুত্থায় সন্তুষ্টো বিস্ময়ান্বিতঃ। তথা বিধায় যোগীন্দ্রস্তেনোক্তেনৈব বর্ত্মনা। কূর্ম্মনাথং সমারাধ্য তন্নিবেদিত-ভোজনম্। বিধায় তস্য পাদাগ্রে সুখং তত্রাবসত্তদা।। তদা প্রভৃতি সর্ব্বত্র যতীন্দ্রাগম-বৈভবাৎ। বিষ্ণুস্থলমিতি হ্যাসীৎ শ্রীকূর্ম্মং বিদিতং মহৎ।।"*

পরে এই মন্দির শ্রীমাধ্ব-মঠের তত্ত্বাবধানে বিজয়নগর-রাজের অধিকারে ছিল। ১২০৩ শকীয় শ্রীমাধ্বসম্প্রদায়-গুরু শ্রীনরহরি তীর্থের কথোল্লেখে যে নবশ্লোক-প্রস্তরফলক প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তাহার বঙ্গানুবাদ এই,—

১ম শ্লোক—পুণ্যশ্লোক যতি পুরুষোত্তম বিজ্ঞের উপদেষ্টৃ-স্বরূপে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বিষ্ণুর অতি প্রিয় ছিলেন।

২য় শ্লোক—তাঁহার বাক্যাবলী জগতে সর্ব্বতোভাবে গৃহীত হইয়াছিল। কুঞ্জর-বিধ্বংসনের ন্যায় বিবাদিগণের যুক্তিসমূহ পরাভূত হইয়াছিল।

৩য় শ্লোক—আনন্দতীর্থ তাঁহার নিকট সংস্কার লাভ করেন। তিনি ব্যাসের বিপথগামী গবাদিকে নিজ-গৃহীত সন্ন্যাস-দণ্ডদ্বারা সুপথে আনয়ন করেন।

৪র্থ শ্লোক—তাঁহার কথামালা বিষ্ণুর বিশেষ প্রিয় এবং বৈকুণ্ঠসিদ্ধি-প্রদানে সমর্থ।

৫ম শ্লোক—তাঁহার ভক্তিশিক্ষাসমূহ মানবকে হরিপাদ-পদ্মদানে সমর্থ।

৬ষ্ঠ শ্লোক—নরহরিতীর্থ তাঁহারই নিকট দীক্ষিত হন এবং কলিঙ্গ-প্রদেশে রাজ্য করেন।

৭ম শ্লোক— নরহরিতীর্থ শবরগণের সহ যুদ্ধ করিয়া শ্রীকূর্ম্মমন্দির রক্ষা করিয়াছিলেন।

** সেই রাত্রেই শ্রীহরি যোগমায়াদ্বারা যোগীন্দ্র শ্রীলক্ষ্মণাচার্য্যকে শ্রীকূর্ম্মক্ষেত্রে স্থানান্তর করাইলেন। সে-রাত্রি প্রভাত হইলে পর শ্রীমান্ লক্ষ্মণদেশিক 'হরি হরি' বলিতে বলিতে সহসা জাগ্রত হইয়া দশ দিক্ দর্শন করত বিশেষ চিন্তিত ও ব্যাকুলিত হইলেন। সেই স্থান 'কূর্ম্মক্ষেত্র' জানিয়া তিনি বিস্মিত হইলেন। ভগবান্ শ্রীকূর্ম্মকে (শ্রীমূর্ত্তিকে) তথাকার প্রবাদ-অনুসারে 'শিবলিঙ্গ' মনে করিয়া গুরু লক্ষ্মণদেশিক সেস্থানে একদিবস উপবাস করিলেন। ক্ষেত্রনাথ ভগবান্ শ্রীকূর্ম্ম তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া কৃপাপূর্ব্বক যতিরাজকে মধুর-বাক্যে বলিলেন,—"যতীন্দ্র! স্থানীয় লোকসকল মায়াদ্বারা অন্ধীকৃত-চক্ষু হওয়ায় আমাকে মিথ্যাই 'শিবলিঙ্গ'-রূপে বলিয়া থাকে। কিন্তু এস্থলে আমি নিজ 'শঙ্খ-চক্র-গদাধর'রূপেই বাস করি। আর্য্য লক্ষ্মণ! তুমি শীঘ্র আমাকে সন্দর্শন কর এবং এস্থলে আমাকে পূজা করিয়া কিছুদিন বাস কর। ইহাতে বিস্মিত ও সন্তুষ্ট যোগিরাজ তদনন্তর স্বপ্ন হইতে জাগ্রত হইয়া স্বপ্নে কথিত উপায়েই শ্রীকূর্ম্মনাথকে সম্যক্ আরাধনা করিয়া তন্নিবেদিত-দ্রব্য ভোজন করিলেন এবং সেইস্থানে তাঁহার চরণ-সান্নিধ্যে সুখে কিছুদিন বাস করিলেন। সেই হইতে উক্ত ক্ষেত্র যতীন্দ্রের আগমন-মহিমা-প্রভাবে 'শ্রীকূর্ম্মক্ষেত্র'-নামক বিষ্ণুস্থল-রূপে সর্ব্বত্র বিশেষ বিদিত হইলেন।*

সেই লোকের দ্বারা সেই দেশের উদ্ধার ঃ—

কৃষ্ণনাম লোকমুখে শুনি' অবিরাম ।
সেই লোক 'বৈষ্ণব' কৈল অন্য সব গ্রাম ॥ ১১৭ ॥

এইরূপে সকলদেশের উদ্ধার ঃ—

এইমত পরম্পরায় দেশ 'বৈষ্ণব' হৈল ।
কৃষ্ণনামামৃত-বন্যায় দেশ ভাসাইল ॥ ১১৮ ॥

বিগ্রহ-সেবকের প্রভুকে সম্মান ঃ—

কতক্ষণে প্রভু যদি বাহ্য প্রকাশিলা ।
কূর্ম্মের সেবক বহু সম্মান করিলা ॥ ১১৯ ॥

সর্ব্বগ্রামে গিয়া প্রভুর লোকোদ্ধার ঃ—

যেই গ্রামে যায় তাঁহা এই ব্যবহার ।
এক ঠাঞি কহিল, না কহিব আর বার ॥ ১২০ ॥

'কূর্ম্ম'-নামক ব্রাহ্মণের প্রভু-পূজা ঃ—

'কূর্ম্ম'-নামে সেই গ্রামে বৈদিক ব্রাহ্মণ ।
বহু শ্রদ্ধা-ভক্ত্যে কৈল প্রভুর নিমন্ত্রণ ॥ ১২১ ॥
ঘরে আনি' প্রভুর কৈল পাদ-প্রক্ষালন ।
সেই জল বংশ-সহিত করিল ভক্ষণ ॥ ১২২ ॥
অনেকপ্রকার স্নেহে ভিক্ষা করাইল ।
গোসাঞির প্রসাদান্ন সবংশে খাইল ॥ ১২৩ ॥
"যেই পাদপদ্ম তোমার ব্রহ্মা ধ্যান করে ।
সেই পাদপদ্ম সাক্ষাৎ আইল মোর ঘরে ॥ ১২৪ ॥
মোর ভাগ্যের সীমা না যায় কহন ।
আজি মোর শ্লাঘ্য হৈল জন্ম-কুল-ধন ॥ ১২৫ ॥

প্রভুর অনুগমন-জন্য কূর্ম্মবিপ্রের প্রার্থনা ঃ—

কৃপা কর, প্রভু, মোরে, যাঙ তোমা-সঙ্গে ।
সহিতে নারিমু তোমার বিরহ-তরঙ্গে ॥" ১২৬ ॥

প্রভুকর্ত্তৃক সকলকেই আচার্য্যরূপে কৃষ্ণনাম-ভক্তি প্রচার করিতে আদেশ ঃ—

প্রভু কহে,—"ঐছে বাত্ কভু না কহিবা ।
গৃহে রহি' কৃষ্ণনাম নিরন্তর লৈবা ॥ ১২৭ ॥
যারে দেখ, তারে কহ 'কৃষ্ণ'-উপদেশ ।
আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা তার' এই দেশ ॥ ১২৮ ॥
কভু না বাধিবে তোমার বিষয়-তরঙ্গ ।
পুনরপি এই ঠাঞি পাবে মোর সঙ্গ ॥" ১২৯ ॥
এই মত যাঁর ঘরে করে প্রভু ভিক্ষা ।
সেই ঐছে কহে, তাঁরে করায় এই শিক্ষা ॥ ১৩০ ॥

পুরীতে প্রত্যাবর্ত্তন না করা পর্য্যন্ত প্রভুকর্ত্তৃক সকলকেই আচার্য্যরূপে ভক্তি-প্রচারে আদেশ ঃ—

পথে যাইতে দেবালয়ে রহে যেই গ্রামে ।
যাঁর ঘরে ভিক্ষা করে, সেই মহাজনে ॥ ১৩১ ॥
কূর্ম্মে যৈছে রীতি, তৈছে কৈল সর্ব্বঠাঞি ।
নীলাচলে পুনঃ যাবৎ না আইলা গোসাঞি ॥ ১৩২ ॥
অতএব ইঁহা কহিলাঙ করিয়া বিস্তার ।
এইমত জানিবে প্রভুর সর্ব্বত্র ব্যবহার ॥ ১৩৩ ॥

কূর্ম্মগৃহে সেই রাত্রিবাস ঃ—

এইমত সেই রাত্রি তাঁহাই রহিলা ।
প্রাতঃকালে প্রভু স্নান করিয়া চলিলা ॥ ১৩৪ ॥

প্রাতে পুনরায় যাত্রা ঃ—

প্রভুর অনুব্রজি' কূর্ম্ম বহু দূর আইলা ।
প্রভু তাঁরে যত্ন করি' ঘরে পাঠাইলা ॥ ১৩৫ ॥

কুষ্ঠরোগী বাসুদেব-বিপ্রের প্রভুদর্শনার্থ কূর্ম্মগৃহে আগমন ঃ—

'বাসুদেব'-নাম এক দ্বিজ মহাশয় ।
সর্ব্বাঙ্গে গলিত কুষ্ঠ, তাতে কীড়াময় ॥ ১৩৬ ॥

অনুভাষ্য

৮ম শ্লোক—নরহরিতীর্থের অসীম সাহস ছিল।

৯ম শ্লোক—শুভ ১২০৩ শকাব্দে বৈশাখমাসে শুক্লপক্ষে একাদশী-তিথিতে বুধবারে কামতদেবের সম্মুখে শ্রীমন্দির নির্ম্মাণপূর্ব্বক অশেষ কল্যাণদাতা যোগানন্দ নৃসিংহদেবের উদ্দেশে সানন্দে উৎসর্গীকৃত হইল। ইতি (অধ্যাপক কিল্‌হর্ণ বলেন) ১২৮১ খৃষ্টাব্দের ২৯শে মার্চ্চ শনিবার।

১৩০। শ্রীমহাপ্রভুকে যাঁহারা সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া একান্তভাবে আশ্রয়পূর্ব্বক সেবা করিতে সঙ্কল্প করেন, ভগবান্ গৌরসুন্দর তাঁহাদিগের ভজন স্বীকার করিয়া এই শিক্ষা দেন যে, গৃহে থাকিয়া অর্থাৎ 'উৎকট ভজনপরায়ণ' অভিমান ত্যাগপূর্ব্বক গৃহবাসরূপ দৈন্যের সহিত নিরন্তর কৃষ্ণনাম-গ্রহণরূপ আচরণ করিয়া শুদ্ধকৃষ্ণনাম-ভজন প্রচার কর। 'আমি সর্ব্বোত্তম বৈষ্ণব, শিষ্য করিলে গর্ব্বরূপ ভজন নষ্ট হয়'—এই উৎকট ভক্তাভিমান পরিত্যাগ করিয়া দৈন্যের সহিত শুদ্ধনাম-গ্রহণাচার ও শুদ্ধনাম-প্রচাররূপ গুরুর কার্য্য করিলে জড়-প্রতিষ্ঠারূপ বিষয়-তরঙ্গ প্রবল হইতে পারে না। শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন, শ্রীজীব ও শ্রীরঘুনাথদাস প্রভৃতি পার্ষদ-মহাত্মগণের গ্রন্থ লিখিয়া উপদেশ-প্রদান এবং শ্রীমন্নরোত্তম, শ্রীল মধ্ব-রামানুজাদির বহুশিষ্যকরণকে ভক্ত্যঙ্গের বাধক ও বিষয়-তরঙ্গ বলিয়া কল্পনা করিয়া অনেক নির্ব্বোধলোক প্রকৃত অকিঞ্চন-ভক্তগণের চরণে অপরাধী হন। তাঁহারা প্রভুর এই আদেশ সবিশেষ আলোচনা করিয়া নিজের ক্ষুদ্র গর্ব্বপূর্ণ দীনাভিমান পরিত্যাগপূর্ব্বক হরিবিমুখজনের প্রতি প্রতিশোধ না

অঙ্গ হৈতে যেই কীড়া খসিয়া পড়য় ।
উঠাঞা সেই কীড়া রাখে সেই ঠাঞ ॥ ১৩৭ ॥
রাত্রিতে শুনিলা তেঁহো গোসাঞির আগমন ।
দেখিবারে আইলা প্রভাতে কূর্ম্মের ভবন ॥ ১৩৮ ॥

প্রভুর কূর্ম্মত্যাগ-শ্রবণে বাসুদেবের দুঃখ ও বিলাপহেতু প্রভুর তথায় আবির্ভাব ঃ—

প্রভুর গমন কূর্ম্ম-মুখেতে শুনিঞা ।
ভূমিতে পড়িলা দুঃখে মূর্চ্ছিত হঞা ॥ ১৩৯ ॥
অনেকপ্রকার বিলাপ করিতে লাগিলা ।
সেইক্ষণে আসি' প্রভু তাঁরে আলিঙ্গিলা ॥ ১৪০ ॥

প্রভুর তাঁহাকে আলিঙ্গনদান, তৎফলে বিপ্রের কুষ্ঠরোগ-মুক্তি ও সৌন্দর্য্য-লাভ ঃ—

প্রভু-স্পর্শে দুঃখ-সঙ্গে কুষ্ঠ দূরে গেল ।
আনন্দ সহিতে অঙ্গ সুন্দর হইল ॥ ১৪১ ॥

প্রভুর দয়া-দর্শনে বাসুদেবের স্তব ঃ—

প্রভুর কৃপা দেখি' তাঁর বিস্ময় হৈল মন ।
শ্লোক পড়ি' পায়ে ধরি', করেন স্তবন ॥ ১৪২ ॥

শ্রীমদ্ভাগবত (১০।৮১।১৬)—

ক্বাহং দরিদ্রঃ পাপীয়ান্ ক্ব কৃষ্ণঃ শ্রীনিকেতনঃ ।
ব্রহ্মবন্ধুরিতি স্মাহং বাহুভ্যাং পরিরম্ভিতঃ ॥ ১৪৩ ॥

বহু স্তুতি করি' কহে,—"শুন দয়াময় ।
জীবে এই গুণ নাহি, তোমাতে এই হয় ॥ ১৪৪ ॥
মোরে দেখি' মোর গন্ধে পলায় পামর ।
হেন-মোরে স্পর্শ' তুমি,—স্বতন্ত্র ঈশ্বর ॥ ১৪৫ ॥
কিন্তু আছিলাঙ ভাল অধম হঞা ।
এবে অহঙ্কার মোর জন্মিবে আসিয়া ॥" ১৪৬ ॥

প্রভুকর্ত্তৃক তাঁহাকে আচার্য্য হইয়া কৃষ্ণনাম উপদেশ-পূর্ব্বক জীবোদ্ধারে আদেশ ঃ—

প্রভু কহে,—"কভু তোমার না হবে অভিমান ।
নিরন্তর কহ তুমি 'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' নাম ॥ ১৪৭ ॥
কৃষ্ণ উপদেশি' কর জীবের নিস্তার ।
অচিরাতে কৃষ্ণ তোমা করিবেন অঙ্গীকার ॥" ১৪৮ ॥

প্রভুর কৃপা-স্মরণে কূর্ম্ম ও বাসুদেবের ক্রন্দন ঃ—

এতেক কহিয়া প্রভু কৈল অন্তর্দ্ধানে ।
দুই বিপ্র গলাগলি কান্দে প্রভুর গুণে ॥ ১৪৯ ॥

এই আখ্যানের নাম—বাসুদেবোদ্ধার, প্রভুর নাম—'বাসুদেবামৃতপ্রদ' ঃ—

'বাসুদেবোদ্ধার' এই কহিল আখ্যান ।
'বাসুদেবামৃতপ্রদ' হৈল প্রভুর নাম ॥ ১৫০ ॥
এই ত' কহিল প্রভুর প্রথম আগমন ।
কূর্ম্ম-দরশন, বাসুদেব-বিমোচন ॥ ১৫১ ॥

চৈতন্যলীলা-শ্রবণেই অচৈতন্য-সেবকের চৈতন্য-প্রাপ্তি ঃ—

শ্রদ্ধা করি' এই লীলা যে করে শ্রবণ ।
অচিরাতে মিলয়ে তারে চৈতন্য-চরণ ॥ ১৫২ ॥

গুরুমুখে শ্রবণফলেই বা শ্রৌতপন্থাতেই চৈতন্য-সেবা ঃ—

চৈতন্যলীলার আদি-অন্ত নাহি জানি ।
সেই লিখি, যেই মহান্তের মুখে শুনি ॥ ১৫৩ ॥

শুদ্ধভক্তপদে শরণাগতিই চৈতন্য-লাভের উপায় ঃ—

ইথে অপরাধ মোর না লইও, ভক্তগণ ।
তোমা-সবার চরণ—মোর একান্ত শরণ ॥ ১৫৪ ॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ১৫৫ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে দক্ষিণযাত্রায়াং 'বাসুদেবোদ্ধারো' নাম সপ্তম-পরিচ্ছেদঃ।

অনুভাষ্য

দেখাইতে গিয়া গৌরানুগত্যপূর্ব্বক যাহাতে নিজ-ভজন বৃদ্ধি করেন, তজ্জন্য জগদ্গুরু আচার্য্যরূপে শ্রীগৌরাঙ্গের ইহাই শিক্ষাপ্রদান।

১৪৩। আদি, ১৭শ পঃ ৭৮ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১৫২। এইলীলা—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকর্ত্তৃক অচৈতন্য-জীবের চৈতন্য সম্পাদিত হইলে পর সেইসকল লব্ধচৈতন্য কৃষ্ণসেবোন্মুখ জীব পুনরায় আচার্য্যরূপে অপর অচৈতন্য-জীবের চৈতন্য সম্পাদনপূর্ব্বক কৃষ্ণসেবায় উন্মুখ করিতে থাকেন। এইরূপে

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৫০। শ্রীসার্ব্বভৌম-কৃত শ্রীচৈতন্যের শতনামে এই নামটী আছে।

ইতি অমৃতপ্রবাহ-ভাষ্যে সপ্তম পরিচ্ছেদ।

অনুভাষ্য

অচ্যুতগোত্রবৃদ্ধি বা শ্রৌত-পন্থা-প্রসারদ্বারা শ্রীগৌরসুন্দরের অবতারবাদ-মাহাত্ম্যপ্রদর্শন-লীলা।

ইতি অনুভাষ্যে সপ্তম পরিচ্ছেদ।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

কথাসার—মহাপ্রভু জিয়ড়-নৃসিংহ দর্শনপূর্ব্বক গোদাবরী-তীরে বিদ্যানগরে স্নান-জন্য আগত রায়-রামানন্দের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। পরিচিত হইয়া রামানন্দ তাঁহাকে সেইগ্রামে কয়েকদিন থাকিতে অনুরোধ করিলেন। তদনুরোধে কোন বৈদিক-বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণের বাটীতে তিনি অবস্থান করিলেন। সন্ধ্যাকালে রামানন্দ-রায় দীনবেশে মহাপ্রভুর নিকট আসিয়া দণ্ডবৎ-প্রণাম করিলে, মহাপ্রভু তাঁহাকে সাধ্য-নির্ণয়ের জন্য শ্লোক পড়িতে আজ্ঞা দিলেন। রামানন্দ-রায় প্রথমে বর্ণাশ্রমধর্ম্মরূপ সজ্জন-সামান্য ধর্ম্মের উল্লেখ করিয়া 'কর্ম্মার্পণ', পরে 'আসক্তিশূন্য কর্ম্ম', পরে 'জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি' ও অবশেষে **'জ্ঞানশূন্যা শুদ্ধ-ভক্তি'** সম্বন্ধে কয়েকটী শ্লোক পাঠ করিলে মহাপ্রভু শেষটীকে **'সাধ্যবস্তু'** বলিয়া স্বীকার করিলেন। আবার, ভক্তিসম্বন্ধে (প্রভু রায়কে) উচ্চ অধিকার বর্ণন করিতে বলিলে, রায় প্রথমে 'শুদ্ধা কৃষ্ণরতি-রূপা প্রেমভক্তি', পরে 'দাস্যপ্রেম', পরে 'সখ্যপ্রেম', পরে 'বাৎসল্যপ্রেম' এবং (অবশেষে) **'কান্তভাবগত প্রেমকে সাধ্যসার'** বলিয়া বর্ণন করিলেন। কান্তপ্রেম, কিরূপে সাধ্যসার হয়, তাহাও রায় বিবিধরূপে কহিলেন। প্রভু উহাকে **সাধ্যাবধি বলিয়া স্বীকার** করিলে রায়কর্ত্তৃক রাধিকার প্রেম বর্ণিত হইল; পরে রায় কৃষ্ণের স্বরূপ, রাধার স্বরূপ, রসতত্ত্বের স্বরূপ ও প্রেমতত্ত্ব বর্ণন করিলেন। তাহার পর মহাপ্রভুর জিজ্ঞাসাক্রমে, রামানন্দ-রায় প্রেমবিলাসবিবর্ত্তরূপ বিপ্রলম্ভগত-অধিরূঢ়-ভাবময় স্ব-কৃত একটী গীত বলিলেন। অবশেষে, রাধাকৃষ্ণের প্রেমসেবা-রূপ পরম সাধ্যবস্তু পাইবার উপায়স্বরূপ ব্রজসখীর আনুগত্য বিশেষরূপে বিবরিত হইল। কয়েকদিবস প্রতিরাত্রে নানাবিধ কৃষ্ণালাপের পর, মহাপ্রভুর মূলতত্ত্ব ও স্ব-স্বরূপ দেখিতে পাইয়া রামানন্দ মূর্চ্ছিত হইলেন। কয়েকদিন পরে রামানন্দকে রাজকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া পুরুষোত্তম যাইতে আজ্ঞা করত প্রভু দক্ষিণ যাত্রা করিলেন। এই সমস্ত বিবরণ স্বরূপদামোদরের কড়চা-অনুসারে কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন। (অঃ প্রঃ ভাঃ)

রামানন্দদ্বারা প্রভুর নিজ ভক্তিসিদ্ধান্ত-প্রচার ঃ—

সঞ্চার্য্য রামাভিধ-ভক্তমেঘে
স্বভক্তিসিদ্ধান্তচয়ামৃতানি।
গৌরাব্ধিরেতৈরমুনা বিতীর্ণৈ-
স্তজ্জ্ঞত্ব-রত্নালয়তাং প্রযাতি ॥ ১ ॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ২ ॥

জিয়ড়নৃসিংহ দর্শন ও নৃত্য-স্তুতি-গীত ঃ—

পূর্ব্ব-রীতে প্রভু আগে গমন করিলা।
'জিয়ড়নৃসিংহ'-ক্ষেত্রে কতদিনে গেলা ॥ ৩ ॥

নৃসিংহ দেখিয়া কৈল দণ্ডবৎ-প্রণতি।
প্রেমাবেশে কৈল বহু নৃত্য-গীত-স্তুতি ॥ ৪ ॥

"শ্রীনৃসিংহ, জয় নৃসিংহ, জয় জয় নৃসিংহ।
প্রহ্লাদেশ জয় পদ্মামুখপদ্মভৃঙ্গ ॥" ৫ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১। সিদ্ধান্তামৃতসমুদ্ররূপ শ্রীগৌরাঙ্গ রামানন্দ-নামক ভক্ত-মেঘে স্বভক্তিসিদ্ধান্তামৃত সঞ্চারণ করিয়া, তৎকর্ত্তৃক বিস্তীর্ণ সেই ভক্তিসিদ্ধান্তদ্বারা পুনরায় স্বয়ং ভক্তিতত্ত্বজ্ঞতা-রূপ সমুদ্রতা লাভ করিলেন।

৬। কেশরী যেরূপ উগ্রবিক্রম হইয়াও স্বীয় সন্তানদিগের প্রতি অনুগ্র, নৃসিংহদেব সেইরূপ হিরণ্যকশিপু প্রভৃতি অসুরদিগের প্রতি উগ্র হইয়াও প্রহ্লাদাদি স্বভক্তের প্রতি স্নেহপূর্ণ।

অনুভাষ্য

১। গৌরাব্ধিঃ (শ্রীগৌরাঙ্গঃ এব অব্ধিঃ সিদ্ধান্তামৃতসমুদ্রঃ) রামাভিধ-ভক্তমেঘে (রামানন্দ-নামা এব সিদ্ধান্তামৃতবর্ষকঃ মেঘঃ, তস্মিন্) স্বভক্তিসিদ্ধান্তচয়ামৃতানি সঞ্চার্য্য অমুনা (রামানন্দ-মেঘেন) এতৈঃ (স্বভক্তিসিদ্ধান্তামৃতৈঃ) বিতীর্ণৈঃ (ব্যাপ্তৈঃ, নিবিড়ৈঃ) তজ্জ্ঞত্ব-রত্নালয়তাং (তানি সিদ্ধান্তামৃতানি জানাতি যঃ সঃ এব তজ্জ্ঞঃ, তস্য ভাবঃ তজ্জ্ঞত্বম্ এব রত্নং, তস্য আলয়তাং সিদ্ধান্তামৃতাভিজ্ঞত্বরূপসমুদ্রতাং) প্রযাতি (প্রাপ্নোতি)।

৩। জিয়ড়-নৃসিংহক্ষেত্র—বি, এন, আর, লাইনে ভিজাগা-পটম্ বা বিশাখাপত্তনের অব্যবহিত ৫ মাইল উত্তরে 'সিংহাচলম্' নামক স্থান। 'সিংহাচল'-নামে রেলষ্টেশনও আছে। শ্রীনৃসিংহ-দেবের মন্দির পর্ব্বতের উচ্চ-প্রদেশে অবস্থিত। ভিজাগাপটমের মধ্যে এই মন্দিরটীই সর্ব্বাপেক্ষা বিখ্যাত ও সমৃদ্ধিসম্পন্ন এবং স্থাপত্যকার্য্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শনরূপে বিরাজমান। একটী প্রস্তর-ফলকে দেখা যায় যে, রাজা তৃতীয় 'গোঙ্কা'র এক ভক্তিমতী মহিষী শ্রীবিগ্রহকে স্বর্ণমণ্ডিত করিয়া দেন—(ভিজাগাপটম্ গেজেটিয়ার)। মন্দিরের নিকট শ্রীনৃসিংহের সেবকবৃন্দ ও অন্যান্য অধিবাসিগণ বাস করেন। এক্ষণে পর্ব্বতোপরি শ্রীমন্দিরের সংলগ্ন অনেক যাত্রীর থাকিবার স্থান ও অনেক গৃহ আছে। বিজয়মূর্ত্তি আলোকময় স্থানে এবং মূল নৃসিংহ-মূর্ত্তি অভ্যন্তরে বিরাজমান।

শ্রীনৃসিংহ অভক্তের নিকট কঠোর, ভক্তের নিকট কোমল ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবত (৭।৯।১)-টীকায় শ্রীধরস্বামি-ধৃত আগমবচন—

উগ্রোঽপ্যনুগ্র এবায়ং স্বভক্তানাং নৃকেশরী।
কেশরীব স্বপোতানামন্যেষামুগ্রবিক্রমঃ ॥ ৬ ॥

এইমত নানা শ্লোক পড়ি' স্তুতি কৈল।
নৃসিংহ-সেবক মালা-প্রসাদ আনি' দিল ॥ ৭ ॥

সিংহাচলে রাত্রিবাস ঃ—

পূর্ব্ববৎ কোন বিপ্রে কৈল নিমন্ত্রণ।
সেই রাত্রি তাঁহা রহি' করিলা গমন ॥ ৮ ॥

প্রাতে পুনরায় যাত্রা ঃ—

প্রভাতে উঠিয়া চলিলা প্রেমাবেশে।
দিগ্‌বিদিক্ নাহি জ্ঞান রাত্রি-দিবসে ॥ ৯ ॥

গোদাবরীতীরে আগমন ও 'যমুনা' বলিয়া উদ্দীপন ঃ—

পূর্ব্ববৎ 'বৈষ্ণব' করি' সর্ব্ব লোকগণে।
গোদাবরী-তীরে প্রভু আইলা কতদিনে ॥ ১০ ॥

গোদাবরী দেখি' হইল 'যমুনা'-স্মরণ।
তীরে বন দেখি' স্মৃতি হৈল বৃন্দাবন ॥ ১১ ॥

সেই বনে কতক্ষণ করি' নৃত্য-গান।
গোদাবরী পার হঞা তাঁহা কৈল স্নান ॥ ১২ ॥

ঘাট ছাড়ি' কতদূরে জল-সন্নিধানে।
বসি' প্রভু করে কৃষ্ণনাম-সঙ্কীর্ত্তনে ॥ ১৩ ॥

স্নানার্থে রায়-রামানন্দের তথায় আগমন ঃ—

হেনকালে দোলায় চড়ি' রামানন্দ রায়।
স্নান করিবারে আইলা, বাজনা বাজায় ॥ ১৪ ॥

তাঁর সঙ্গে বহু আইলা বৈদিক ব্রাহ্মণ।
বিধিমতে কৈল তেঁহো স্নানাদি-তর্পণ ॥ ১৫ ॥

রামানন্দের সহিত মিলনজন্য প্রভুর ব্যগ্রতা ঃ—

প্রভু তাঁরে দেখি' জানিল—এই রামরায়।
তাঁহারে মিলিতে প্রভুর মন উঠি' ধায় ॥ ১৬ ॥

প্রভুসমীপে রামানন্দের আগমন ঃ—

তথাপি ধৈর্য্য ধরি' প্রভু রহিলা বসিয়া।
রামানন্দ আইলা অপূর্ব্ব সন্ন্যাসী দেখিয়া ॥ ১৭ ॥

প্রভুর রূপদর্শনে রায়ের বিস্ময় ও দণ্ডবৎ-প্রণাম ঃ—

সূর্য্যশত-সম কান্তি, অরুণ বসন।
সুবলিত প্রকাণ্ড দেহ, কমল-লোচন ॥ ১৮ ॥

দেখিয়া তাঁহার মনে হৈল চমৎকার।
আসিয়া করিল দণ্ডবৎ নমস্কার ॥ ১৯ ॥

আলিঙ্গনোৎসুক প্রভুর ধৈর্য্য, রায়কে উত্থাপন
ও নামজিজ্ঞাসা ঃ—

উঠি' প্রভু কহে,—উঠ, কহ 'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ'।
তারে আলিঙ্গিতে প্রভুর হৃদয় সতৃষ্ণ ॥ ২০ ॥

তথাপি পুছিল,—"তুমি রায় রামানন্দ?"
তেঁহো কহে,—"হঙ মুঞি দাস শূদ্র মন্দ ॥" ২১ ॥

পরিচয় শুনিয়াই প্রভুর রায়কে আলিঙ্গন,
উভয়ের প্রেম ঃ—

তবে তারে কৈল প্রভু দৃঢ় আলিঙ্গন।
প্রেমাবেশে প্রভু-ভৃত্য, দোঁহে অচেতন ॥ ২২ ॥

স্বাভাবিক প্রেম দোঁহার উদয় করিলা।
দুঁহাকে আলিঙ্গিয়া দুঁহে ভূমিতে পড়িলা ॥ ২৩ ॥

স্তম্ভ, স্বেদ, অশ্রু, কম্প, পুলক, বৈবর্ণ।
দুঁহার মুখেতে শুনি' গদ্গদ 'কৃষ্ণ'বর্ণ ॥ ২৪ ॥

তদ্দর্শনে বিপ্রগণের বিস্ময় ও বিচার ঃ—

দেখিয়া ব্রাহ্মণগণের হৈল চমৎকার।
বৈদিক ব্রাহ্মণ সব করেন বিচার ॥ ২৫ ॥

'এই ত' সন্ন্যাসীর তেজ দেখি' ব্রহ্মসম।
শূদ্রে আলিঙ্গিয়া কেনে করেন ক্রন্দন ॥ ২৬ ॥

এই মহারাজ—পাত্র পণ্ডিত, গম্ভীর।
সন্ন্যাসীর স্পর্শে মত্ত হইলা অস্থির ॥' ২৭ ॥

অনুভাষ্য

কতিপয় রামানুজীয় শ্রীবৈষ্ণবগণ বিজয়নগর-রাজের অধীনে শ্রীমূর্ত্তির সেবা করিয়া থাকেন।

৫। পদ্মামুখপদ্মভৃঙ্গ—পদ্মার অর্থাৎ স্ববক্ষোবিলাসিনী লক্ষ্মীদেবীর কান্ত। ভাঃ ১।১।১ এবং ১০।৮৭।১ শ্লোকের টীকায় শ্রীধরস্বামি-কৃত-শ্লোক—"প্রহ্লাদ-হৃদয়াহ্লাদং ভক্তা-বিদ্যা-বিদারণম্। শরদিন্দুরুচিং বন্দে পারীন্দ্রবদনং হরিম্।।" "বাগীশা যস্য বদনে লক্ষ্মীর্যস্য চ বক্ষসি। যস্যাস্তে হৃদয়ে সম্বিৎ তং নৃসিংহমহং ভজে।।"

৬। অন্যেষাং (স্বপাল্যশাবকাভিন্নানাং গজ-ব্যাঘ্রাদীনাং সম্বন্ধে) উগ্রবিক্রমঃ (প্রচণ্ডপরাক্রমঃ) স্বপোতানাং (নিজশাবকানাং সম্বন্ধে) শান্তঃ কেশরী (সিংহ) ইব অয়ং নৃকেশরী (নৃসিংহ-দেবঃ) উগ্রং (প্রচণ্ডবিক্রমঃ) অপি স্বভক্তানাং (নিজপাল্যদাসানাং সম্বন্ধে) অনুগ্রঃ (শান্তঃ কোমলঃ বৎসলঃ)।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২৩। রাধাকৃষ্ণের বিশাখা-সখীর প্রতি ও বিশাখা-সখীর রাধাকৃষ্ণের প্রতি যে স্বাভাবিক প্রেম, তাহাই উদিত হইল।

প্রভুর ভাব-বেগ-সম্বরণ ঃ—

এইমত বিপ্রগণ ভাবে মনে মন ।
বিজাতীয় লোক দেখি' প্রভু কৈল সম্বরণ ॥ ২৮ ॥

প্রভুকর্ত্তৃক নিজাগমন-কারণ-বর্ণন ঃ—

সুস্থ হঞা দুঁহে সেই স্থানেতে বসিলা ।
তবে হাসি' মহাপ্রভু কহিতে লাগিলা ॥ ২৯ ॥
"সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য কহিল তোমার গুণে ।
তোমারে মিলিতে মোরে করিল যতনে ॥ ৩০ ॥
তোমা মিলিবারে মোর এথা আগমন ।
ভাল হৈল, অনায়াসে পাইলুঁ দরশন ॥" ৩১ ॥

রামানন্দের দৈন্য ও প্রভুস্তুতি ঃ—

রায় কহে,—"সার্ব্বভৌম করে ভৃত্য-জ্ঞান ।
পরোক্ষেহ মোর হিতে হয় সাবধান ॥ ৩২ ॥
তাঁর কৃপায় পাইনু তোমার দরশন ।
আজি সফল হৈল মোর মনুষ্যজনম ॥ ৩৩ ॥
সার্ব্বভৌমে তোমার কৃপা,—তার এই চিহ্ন ।
অস্পৃশ্য স্পর্শিলে হঞা তাঁর প্রেমাধীন ॥ ৩৪ ॥
কাঁহা তুমি—সাক্ষাৎ ঈশ্বর নারায়ণ ।
কাঁহা মুঞি—রাজসেবক বিষয়ী শূদ্রাধম ॥ ৩৫ ॥
মোর স্পর্শে না করিলে ঘৃণা, বেদভয় ।
মোর দর্শন তোমা বেদে নিষেধয় ॥ ৩৬ ॥
তোমার কৃপায় তোমায় করায় নিন্দ্যকর্ম্ম ।
সাক্ষাৎ ঈশ্বর তুমি, কে জানে তোমার মর্ম্ম ॥ ৩৭ ॥
আমা নিস্তারিতে তোমার ইঁহা আগমন ।
পরম দয়ালু তুমি পতিত-পাবন ॥ ৩৮ ॥
মহান্ত-স্বভাব এই তারিতে পামর ।
নিজ কার্য্য নাহি তবু যান তার ঘর ॥ ৩৯ ॥

অহৈতুকী কৃপা করাই ভগবান্ ও ভক্তের ধর্ম্ম ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবত (১০।৮।৪)—

মহদ্বিচলনং নৃণাং গৃহিণাং দীনচেতসাম্ ।
নিঃশ্রেয়সায় ভগবন্নান্যথা কল্পতে ক্বচিৎ ॥ ৪০ ॥

প্রভুর রূপ দর্শন ও আচরণফলে সঙ্গিসকলের কৃষ্ণপ্রেম দেখিয়া প্রভুকে রায়ের কৃষ্ণ-জ্ঞান ঃ—

আমার সঙ্গে ব্রাহ্মণাদি সহস্রেক জন ।
তোমার দর্শনে সবার দ্রবীভূত মন ॥ ৪১ ॥
'কৃষ্ণ' 'হরি' নাম শুনি সবার বদনে ।
সবার অঙ্গ—পুলকিত, অশ্রু—নয়নে ॥ ৪২ ॥
আকৃত্যে-প্রকৃত্যে তোমার ঈশ্বর-লক্ষণ ।
জীবে না সম্ভবে এই অপ্রাকৃত গুণ ॥" ৪৩ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৩২। রামানন্দ রায় কহিলেন,—সার্ব্বভৌম আমাকে স্বীয় দাস জানিয়া পরোক্ষেও অর্থাৎ অনুপস্থিতিতেও আমার হিত-চেষ্টা করেন।

৪০। হে ভগবন্! দীনচেতা গৃহিলোকদিগের নিত্যমঙ্গল-সাধনের জন্য মহদ্ব্যক্তিগণ তাহাদের গৃহে গিয়া থাকেন, অন্যকারণে গমন করেন না।

৪৩। 'আকৃতি'তে অর্থাৎ 'ন্যগ্রোধপরিমণ্ডল'-আকারে, 'প্রকৃতি'তে অর্থাৎ পরমদয়ালু স্বভাবে, তুমি 'ঈশ্বর' বলিয়া লক্ষিত হইতেছ।

অনুভাষ্য

২৮। বিজাতীয় লোক—স্ব-জাতীয় আশ্রয়বিশিষ্ট রামানন্দ অন্তরঙ্গ-ভক্ত ; রামানন্দের সঙ্গীয় ব্রাহ্মণাদি-কর্ম্মনিষ্ঠগণ অন্তরঙ্গ হওয়া দূরে থাকুক, শুদ্ধভক্তও নহেন, তজ্জন্যই তাঁহারা বিজাতীয় অর্থাৎ অভক্ত। পরস্পরের প্রীতি প্রকাশ পাইলেও কর্ম্মিগণকে বহির্ম্মুখ বুঝিয়া তাহা গোপন করিলেন।

৩২। সাবধান—উদ্দোগী।

৩৫-৩৬। শ্রীল রায় রামানন্দ স্বাভাবিক দীনতাক্রমে 'বিষয়ী', 'শূদ্রাধম' প্রভৃতি নিকৃষ্ট বিশেষণে আপনাকে অভিহিত করিলেও এবং শৌক্রবিপ্রকুলোদ্ভূত না হইয়াও তিনি প্রকটলীলায় নিষ্কিঞ্চন শুদ্ধভাগবত-পরমহংস ছিলেন। সুতরাং তাঁহাকে বৈদিক-একায়ন-শাখাস্থিত অপ্রাকৃত দৈক্ষ্য-ব্রাহ্মণ বলিলে তাঁহার সামান্য মহিমাই ব্যক্ত হয়। মহাকুলপ্রসূত, সর্ব্বযজ্ঞে দীক্ষিত, সহস্রবৈদিক- শাখাধ্যায়ী ব্যক্তিও তাঁহাকে জাতি (শূদ্র)-বুদ্ধি করিয়া অপর শূদ্র-কুলোদ্ভূত ব্যক্তির সহিত সমান বলিয়া জ্ঞান করিলে নিশ্চয়ই নরক লাভ করিবেন—"বীক্ষতে জাতিসামান্যাৎ স যাতি নরকং ধ্রুবম্"—(পদ্মপুরাণ)। পরমার্থলিপ্সু জীবের তদ্দাসাভিমানেই চিরকল্যাণ নিহিত।

৩৭। নিন্দ্যকর্ম্ম—সন্ন্যাসীর বিষয়ি-দর্শন ও শূদ্রসঙ্গ অবিধেয়, সুতরাং নিন্দনীয় ; তথাপি তোমার অসীম কৃপাহেতু আমার জন্য ইহাও স্বীকার করিয়াছ।

৪০। বসুদেবপ্রেরিত গৃহসমাগত মহর্ষি গর্গের প্রতি নন্দ-মহারাজের উক্তি,—

হে ভগবন্ (মুনে) মহদ্বিচলনং (মহতাং নিরহংস্তম্ভানাং সর্ব্বমদৈর্মুক্তানাং নিজাশ্রমাৎ কুত্রাপি বিচলনং গমনং ন স্যাৎ, যদি ক্বচিৎ বিচলনং ভবতি, তদা) দীনচেতসাং (কৃপণানাং)

প্রভুর নিজদৈন্য ও রায়ের প্রশংসাচ্ছলে আত্মগোপনচেষ্টা ঃ—

প্রভু কহে,—"তুমি মহাভাগবতোত্তম।
তোমার দর্শনে সবার দ্রব হৈল মন ॥ ৪৪ ॥
অন্যের কি কথা, আমি—'মায়াবাদী সন্ন্যাসী'।
আমিহ তোমার স্পর্শে কৃষ্ণ-প্রেমে ভাসি ॥ ৪৫ ॥
এই জানি' কঠিন মোর হৃদয় শোধিতে।
সার্ব্বভৌম কহিলেন তোমারে মিলিতে ॥" ৪৬ ॥

প্রভু ও ভক্ত, পরস্পরের স্তুতি ঃ—

এইমত দুঁহে স্তুতি করে দুঁহার গুণে।
দুঁহে দুঁহার দরশনে আনন্দিত মনে ॥ ৪৭ ॥

বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণের গৃহেই প্রভু ভিক্ষা, প্রভুর নিমন্ত্রণে অবৈষ্ণব ব্রাহ্মণব্রুবের অনধিকার ঃ—

হেনকালে বৈদিক এক বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ।
দণ্ডবৎ করি' কৈল প্রভুরে নিমন্ত্রণ ॥ ৪৮ ॥
নিমন্ত্রণ মানিল তাঁরে বৈষ্ণব জানিয়া।
রামানন্দে কহে প্রভু ঈষৎ হাসিয়া ॥ ৪৯ ॥

রায়ের সহিত প্রভুর পুনঃ সাক্ষাৎকারের ইচ্ছা ঃ—

"তোমার মুখে কৃষ্ণকথা শুনিতে হয় মন।
পুনরপি পাই যেন তোমার দরশন ॥" ৫০ ॥

রামানন্দের দৈন্য ও সসম্ভ্রমে প্রভুর নিকট উপদেশাকাঙ্ক্ষা ঃ—

রায় কহে,—"আইলা যদি পামর শোধিতে।
দর্শনমাত্রে শুদ্ধ নহে মোর দুষ্ট চিত্তে ॥ ৫১ ॥
দিন পাঁচ-সাত রহি' করহ মার্জ্জন।
তবে শুদ্ধ হয় মোর এই দুষ্ট মন ॥" ৫২ ॥

বিদায়ান্তে ভক্ত ও ভগবান্ উভয়ের পরস্পরের বিরহ অসহ্য ঃ—

যদ্যপি বিচ্ছেদ দোঁহার সহন না যায়।
তথাপি দণ্ডবৎ করি' চলিলা রামরায় ॥ ৫৩ ॥
প্রভু যাই' সেই বিপ্রঘরে ভিক্ষা কৈল।
দুই জনার উৎকণ্ঠায় আসি' সন্ধ্যা হৈল ॥ ৫৪ ॥

প্রভুর প্রত্যহ তিনবার স্নান, সন্ধ্যায় প্রভুসহ রায়ের মিলন ঃ—

প্রভু স্নান-কৃত্য করি' আছেন বসিয়া।
একভৃত্য-সঙ্গে রায় মিলিলা আসিয়া ॥ ৫৫ ॥

রায়ের প্রণাম, প্রভুর আলিঙ্গন ঃ—

নমস্কার কৈল রায়, প্রভু কৈল আলিঙ্গনে।
দুই জনে কৃষ্ণ-কথা কয় সেইস্থানে ॥ ৫৬ ॥

প্রভু-রামানন্দ-সংবাদ ; প্রভুকর্ত্তৃক সাধ্য-সাধন জিজ্ঞাসা ; রায়ের উত্তর—(ক) সাধন-(অভিধেয়) স্তর—(১) আদৌ দৈববর্ণাশ্রম-রূপ স্বধর্ম্ম-পালনে সেশ্বর-নৈতিক বা ধর্ম্মজীবনারম্ভ ঃ—

প্রভু কহে,—"পড় শ্লোক সাধ্যের নির্ণয়।"
রায় কহে,—"স্বধর্ম্মাচরণে বিষ্ণুভক্তি হয় ॥" ৫৭ ॥

অনুভাষ্য

গৃহিণাং (গৃহতাপক্লিষ্টানাং গৃহব্রতানাং, গৃহং ত্যক্তুমশক্নুবতাং) নৃণাং নিঃশ্রেয়সায় (চরম-কল্যাণাপ্তয়ে) এব, ক্বচিৎ অন্যথা ন কল্পতে (নিজস্বার্থায় ন ঘটতে)।

৪৩। অপ্রাকৃত গুণ—কৃষ্ণভজনবিষয়ে সকলেরই চৈতন্য-সম্পাদন।

৪৪। মহাভাগবত-লক্ষণ—(অর্চ্চনমার্গে) যথা, পদ্মপুরাণে—"তাপাদিপঞ্চসংস্কারী নবেজ্যা-কর্ম্মকারকঃ। অর্থপঞ্চকবিদ্-বিপ্রঃ মহাভাগবতোত্তমঃ।।" (ভাবমার্গে) যথা, ভাগবতে—"সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ। ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ।।"

৫৭। শ্রীরামানুজপাদ 'বেদার্থসংগ্রহে'—'এবংবিধ-পরভক্তি-রূপ-জ্ঞানবিশেষস্যোৎপাদকঃ পূর্ব্বোক্তাহরহরুপচীয়মানজ্ঞান-পূর্ব্বক-কর্ম্মানুগৃহীত-ভক্তিযোগ এব ; যথোক্তং ভগবতা পরাশরেণ—"বর্ণাশ্রম" ইতি। নিখিলজগদুদ্ধারণায়াবনিতলেহব-

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৫৫। সন্ন্যাসীরা ত্রিসবন স্নান করিয়া থাকেন। সেই বিধি-অনুসারে সন্ধ্যাকালে প্রভু স্নান করিয়া বসিয়াছিলেন।

৫৭। প্রভু কহিলেন,—'হে রামানন্দ রায়, সাধ্যতত্ত্ব-নির্ণয়-কারী শাস্ত্রশ্লোক পাঠ কর।' রায় কহিলেন,—'মানবদিগের স্বধর্ম্মাচরণে বিষ্ণুভক্তি হয়।'

অনুভাষ্য

তীর্ণঃ পরব্রহ্মভূতঃ পুরুষোত্তমঃ স্বয়মেতদুক্তবান্—"স্বকর্ম্ম-নিরতঃ সিদ্ধিং যথা বিন্দতি তচ্ছৃণু। যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাং যেন সর্ব্বমিদং ততম্। স্বকর্ম্মণা তমভ্যর্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ।।" (গীঃ ১৮।৪৫-৪৬) ইতি যথোদিতক্রমপরিণত-ভক্ত্যেকলভ্য এব, ভগবদ্বোধায়ন-টঙ্ক-দ্রমিড়-গুহদেব-কপর্দ্দি-ভারুচি-প্রভৃত্য-বিগীত-শিষ্টপরিগৃহীত-পুরাতন-বেদ-বেদান্ত-ব্যাখ্যান-সুব্যক্তার্থ-শ্রুতিনিকর-নিদর্শিতোহয়ং পন্থাঃ।"

ভক্তিই নিরতিশয়প্রিয় ও একমাত্র প্রয়োজনীয় অন্যান্য সকল

অমৃতাণুকণা—৫৭-৯৭। "ভগবদ্বিমুখ বদ্ধজীব তাহার স্থূল ও সূক্ষ্ম-শরীরের দ্বারা যে-সকল সুখ-দুঃখ-ফল লাভ করে, সেই ফলের বিধাতা-সূত্রে যে ভগবত্তার কল্পনা, তাহা জীবের স্থূল-সূক্ষ্ম-ইন্দ্রিয়তর্পণের সরবরাহকারী মাত্র। অভিধেয়-নির্ণয়-প্রশ্নে সাধারণ ধর্ম্ম ও তদনুগত বিধি-পালনপর ব্যক্তিদিগের পক্ষ অবলম্বনপূর্ব্বক শ্রীরামানন্দ বলিলেন,—কর্ত্তব্যবুদ্ধিতে সাংসারিক কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হইলে বিষ্ণু-আরাধনা প্রয়োজনীয় তত্ত্বান্তর্গত হয় এবং সেই বিষ্ণু-আরাধনা বর্ণধর্ম্ম ও আশ্রমধর্ম্মে জনগণের আনুষ্ঠানিক কৃত্য।

দৈববর্ণাশ্রমরূপ স্বধর্ম্ম-পালনেই বিষ্ণুর তুষ্টি ঃ—
বিষ্ণুপুরাণ (৩।৮।৮) পরাশরোক্তি—

বর্ণাশ্রমাচারবতা পুরুষেণ পরঃ পুমান্ ।
বিষ্ণুরারাধ্যতে পন্থা নান্যত্তত্তোষকারণম্ ॥ ৫৮ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৫৮। পরমেশ্বর বিষ্ণু বর্ণধর্ম্ম ও আশ্রমধর্ম্মের আচারযুক্ত পুরুষকর্ত্তৃক আরাধিত হন। বর্ণাশ্রমাচার ব্যতীত তাঁহাকে পরিতুষ্ট করিবার অন্য কোন কারণ নাই।

তাৎপর্য্য এই যে, ভগবানকে পরিতুষ্ট করাই সাধ্যতত্ত্ব। মানবগণ স্বীয় স্বীয় স্বভাব-অনুসারে নির্ণীত বর্ণধর্ম্ম ও অবস্থানুসারে নির্ণীত আশ্রমধর্ম্ম পালন করিলেই ভগবান্ বিষ্ণু সন্তুষ্ট হন। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র,—এই চারি বর্ণ। প্রতিবর্ণের যে-ধর্ম্ম শাস্ত্রে নির্ণীত আছে, তাহাই আচরণ করিয়া মনুষ্য জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিবে। ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস,—এই চারিটী আশ্রম। স্বীয় স্বীয় আশ্রমবিহিত ধর্ম্মাচরণ করিয়া ভগবানকে সন্তুষ্ট করিবে। ইহাতে ব্যভিচার হইলে মানবের প্রত্যবায় ও নরক-গমন হয়। পরমার্থ-পথ ধরিতে হইলে প্রথমেই ধর্ম্মজীবনের প্রয়োজন। জীবননির্ব্বাহকারী ধর্ম্ম পৃথক্ পৃথক্ স্বভাবের ব্যক্তিদের জন্য স্বভাবতঃই পৃথক্ পৃথক্।

মানুষের জন্ম, সংসর্গ, শিক্ষা হইতে স্বভাবের উদয় হয়। স্বভাব-অনুসারে বর্ণ স্বীকার না করিলে কেহই জীবনযাত্রায় চতুর হইতে পারে না। স্বভাব বহুবিধ হইলেও মূলবিভাগে চারিপ্রকার,—(১) ঈশ্বর ও বিদ্যাই যাঁহাদের স্বভাবগত বিষয়, তাঁহারা—'ব্রাহ্মণ' ; (২) শৌর্য্য ও রাজ্যশাসনই যাঁহাদের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি, তাঁহারা—'ক্ষত্রিয়' ; (৩) কৃষি, পশুপালন ও বাণিজ্যক্রিয়াই যাঁহাদের স্বভাবগত কর্ম্ম, তাঁহারা—'বৈশ্য' ; (৪) ত্রিবর্ণের সেবামাত্রই যাঁহাদের স্বভাব, তাঁহারা—'শূদ্র'। নিজ-নিজ-বর্ণধর্ম্মে এবং অবস্থাক্রমে আরাধন করিতে করিতে মানবের নৈসর্গিক উন্নতি হয় ; বিপরীত-আচারে নৈসর্গিক পতন হয়। সুতরাং ধর্ম্মজীবনই মানবের সকল উৎকর্ষের মূল।

অনুভাষ্য

বস্তুতে বিতৃষ্ণাজনক জ্ঞানবিশেষ। সেই ভক্তিযুক্ত আত্মদ্বারাই ভগবান্ বরণীয় এবং ভক্তগণের লভ্য হন। পূর্ব্বকথিত নিরন্তর সমৃদ্ধিবিশিষ্ট জ্ঞানপূর্ব্বক-কর্ম্মানুগৃহীত ভক্তিযোগই এইপ্রকার পরমভক্তিরূপ জ্ঞানবিশেষের উৎপাদক। ভগবান্ পরাশর "বর্ণাশ্রমাচারবতা" শ্লোকে ঐরূপ বলিয়াছেন। সমগ্র জগতের উদ্ধারকল্পে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া পরব্রহ্মভূত পুরুষোত্তম স্বয়ংই বলিয়াছেন যে,—"মানব নিজ-নিজ-কর্ম্মানুষ্ঠানে নিরত হইয়া যে-প্রকারে সিদ্ধি লাভ করিবে, তাহা শ্রবণ কর—যে ভগবান্ হইতে প্রাণিগণ উদ্ভূত হইয়াছে, যে ভগবৎকর্ত্তৃক এই জগৎ বিস্তৃত হইয়াছে, মানব নিজ-কর্ম্মদ্বারা তাঁহাকেই বিশেষভাবে অর্চ্চন করিয়া সিদ্ধিলাভ করিবে।" এই সিদ্ধিপথ কর্ম্মানুগৃহীত, যথোচিত-ক্রম-পরিণত-ভক্ত্যেকলভ্য এবং ভগবান্ বোধায়ন, টঙ্ক, দ্রমিড়, গুহদেব, কপর্দ্দি, ভারুচি প্রভৃতি শিষ্টগণ এই অনিন্দ্য পন্থারই অনুমোদন করেন, পুরাতন বেদবেদান্তব্যাখ্যা এবং সুন্দররূপে প্রকাশিত (সুস্পষ্ট) অর্থবিশিষ্ট শ্রুতিসমূহের ইহাই নির্দ্দিষ্ট পন্থা। রামানুজীয় সাম্প্রদায়িক আচার্য্যগণ বলেন,—'ব্রহ্মপ্রাপ্ত্যুপায়শ্চ শাস্ত্রাধিগত-তত্ত্বজ্ঞানপূর্ব্বক-স্বকর্ম্মানুগৃহীত-ভক্তিনিষ্ঠাসাধ্যানবধিকাতিশয়প্রিয়-বিশদতমপ্রত্যক্ষতাপন্নানুধ্যান-রূপ-পরভক্তিরেব। বর্ণাশ্রমাচারবতেত্যুক্তরীত্যা ন সন্ন্যাস-নিয়তা, নাপি যৎকিঞ্চিদেকবর্ণ-নিয়তা, কিন্তু স্ব-স্ব-বর্ণাশ্রমনিয়তা। কর্ম্মাঙ্গকং জ্ঞানমেব, জ্ঞানং ন তু নৈষ্কর্ম্ম্যং, নাপি জ্ঞানকর্ম্মণোঃ সম-সমুচ্চয়ঃ।" সাধ্য—যাহা সাধনদ্বারা সিদ্ধি হয়, শক্য। ভাঃ ১।২।১৩ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

৫৮। বর্ণাশ্রমাচারবতা (ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বৈশ্যশূদ্রবর্ণাচারপালন-রতেন ব্রহ্মচারি-গৃহস্থ-বানপ্রস্থ-ভিক্ষ্বাশ্রমাচারপালনপরেণ চ স্ব-স্ব-বর্ণাশ্রমধর্ম্মাচারবতা) পুরুষেণ পরঃ পুমান্ (পুরুষোত্তমঃ বিষ্ণুঃ) আরাধ্যতে। তৎ (তস্য বিষ্ণোঃ) অন্যঃ (বর্ণাশ্রমধর্ম্ম-বিনাশী কোঽপি) পন্থাঃ (মার্গঃ) তোষকারণং (প্রীত্যর্থং) ন ভবতি।

৫৯। সাধ্য অর্থাৎ সাধনযোগ্য বা সাধনীয় ভক্তি নির্ণয়

(২) ভগবানে কর্ম্মার্পণরূপা কর্ম্মমিশ্রা ভক্তি
শুদ্ধভক্তি নহে ঃ—

প্রভু কহে,—"এহো বাহ্য, আগে কহ আর ।"
রায় কহে,—"কৃষ্ণ-কর্ম্মার্পণ—সর্ব্বসাধ্য-সার ॥"৫৯ ॥

"বর্ণধর্ম্ম এবং আশ্রমধর্ম্ম সুষ্ঠুভাবে পালিত না হইলে জগতে পাপভার বৃদ্ধি হয়। যাঁহারা শ্রেণীবিভাগ না মানিয়া উচ্ছৃঙ্খলতার বশবর্ত্তী হইয়া যথেচ্ছাচারে প্রবৃত্ত হন, তাঁহাদিগকে নিয়মিত করিবার জন্যই বর্ণাশ্রমের বিধি। বর্ণাশ্রম-বিধান উল্লঙ্ঘিত হইলে জগতে অন্যায় ও অবিধির প্রগল্ভতা বিস্তৃতি লাভ করিবে। বিষ্ণুকে কেবল জগৎ পরিচালনা ও সামাজিক সুষ্ঠুতা-বিধানের নিয়ামকরূপে যাঁহারা নিযুক্ত করেন, তাঁহাদের বিষ্ণু-ধারণায় স্বীয় অপস্বার্থ প্রবেশ করায় বাস্তব-সত্য-বিগ্রহ শ্রীবিষ্ণুর দর্শনে প্রাপঞ্চিক অপেক্ষাযুক্ত ধর্ম্ম প্রবিষ্ট হয়।

"বর্ণধর্ম্ম ও আশ্রমধর্ম্মের অধিষ্ঠানের উপকারিতা নীতিপুষ্ট-সমাজ সকলেই বিদিত আছেন। বর্ণধর্ম্ম ও আশ্রমধর্ম্মের বিপর্য্যয়ে যে-সকল সম্প্রদায় উদিত হইয়া সাংসারিক কর্ম্মফল-পদ্ধতির বৈপরীত্য সাধন করিয়াছে, তন্মূলে আমরা দেখিতে পাই যে, শক-জাতি ক্ষাত্রবিধান-অবলম্বনে তপস্যানিরত হইয়াও ঋষিকুলের বিচার ন্যূনাধিক উল্লঙ্ঘন করিয়াছে। বৈদিক-কর্ম্মকাণ্ড কোনস্থলে নৈষ্কর্ম্ম্য-জড়বাদ, কোথায়ও

ভোগলিপ্সু কর্ম্মীকে কৃষ্ণে কর্ম্মার্পণ-জন্য আদেশ ঃ—

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (৯।২৭)—

যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোসি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্ ॥ ৬০ ॥

(৩) কেবল ফলভোগ-ত্যাগ বা নৈষ্কর্ম্ম্য শুদ্ধভক্তি নহে ঃ—

প্রভু কহে,—"এহো বাহ্য, আগে কহ আর।"
রায় কহে,—"স্বধর্ম্ম-ত্যাগ,—এই সাধ্য-সার ॥" ৬১ ॥

বর্ণাশ্রমরূপ স্বধর্ম্ম-ত্যাগ করিয়া হরিভজন ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবত (১১।১১।৩২)—

আজ্ঞায়ৈবং গুণান্ দোষান্ময়াদিষ্টানপি স্বকান্।
ধর্ম্মান্ সংত্যজ্য যঃ সর্ব্বান্ মাং ভজেৎ স চ সত্তমঃ ॥ ৬২ ॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (১৮।৬৬)—

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥ ৬৩ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৫৯-৬০। গীতায় বলিয়াছেন,—হে কৌন্তেয়, যাহাই কর, যাহাই ভক্ষণ কর, যাহাই হবন কর, যাহাই দান কর এবং যে তপস্যাই কর, সে সমস্তই, আমি কৃষ্ণ, আমাতে অর্পণ কর।

রায়ের প্রথম-উত্তরে বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মান্তর্গত কৃষ্ণারাধনাকে 'সাধ্য' বলিয়া নির্ণীত হওয়ায় প্রভু তাহাকে 'বাহ্য' বলিয়া তাঁহার প্রশ্নের যথার্থ উত্তর দিবার জন্য সামান্য বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট যাহা আছে, তাহা বলিতে আজ্ঞা করিলেন। তাহাতে রায় উত্তর করিলেন,—সেই বর্ণাশ্রমগত সকলকর্ম্মই কৃষ্ণে অর্পণ করাই 'সকলসাধ্যের সার' বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

৬১। এ কথা শুনিয়াও প্রভু কহিলেন,—ইহাও বাহ্য, আমার প্রশ্নের উত্তর ইহাকে অতিক্রম করিয়া বর্ত্তমান আছে, তাহা বল। তদুত্তরে রায় কহিলেন,—স্বধর্ম্মত্যাগই সাধ্যসার, অর্থাৎ বর্ণ-চতুষ্টয়মধ্যে ব্রাহ্মণ স্বীয় (গৃহ) ধর্ম্ম ত্যাগপূর্ব্বক সন্ন্যাস গ্রহণ করেন এবং অপর বর্ণসকল তদনুসারে বৈরাগ্য-লক্ষণ গ্রহণ করিয়া গৃহত্যাগ করেন। এই সন্ন্যাসের নাম স্বধর্ম্মত্যাগ বা কর্ম্মত্যাগ। ত্যাগধর্ম্মে হরিতোষণ-লাভ হয়।

অনুভাষ্য

করিতে প্রবৃত্ত হইয়া শ্রীরামানন্দ আদৌ ব্রহ্মাণ্ডান্তর্বর্ত্তি-সাধকের বুদ্ধি গ্রহণ করিয়া অন্যাভিলাষিতা নিরসনপূর্ব্বক নীতিবাদিগণের পক্ষ অবলম্বন করিয়া বর্ণধর্ম্ম ও আশ্রমধর্ম্ম পালন করিলেই বিষ্ণুর তুষ্টি হয়,—এই সাধ্য প্রমাণ বলিলেন। নির্ণয়কারীর অস্মিতায় সম্বন্ধোপলব্ধি—ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গত, সুতরাং তাদৃশ অস্মি-তার বৃত্তিও ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গত, এজন্য বাহ্য। শ্রীভগবান্ গৌরহরি নিজধাম বৈকুণ্ঠের বা গোলোকের বহিঃরাজ্যে অবস্থিত ব্যক্তির বাহ্যানুভূতিকে 'বাহ্য সাধ্য' বলিয়া পরিত্যাগপূর্ব্বক অগ্রসর হইতে বলিলেন। পূর্ব্বোক্ত সাধ্যবিষয়ক প্রমাণ বিষ্ণুর বিশেষত্বের স্বতন্ত্রতা নির্দ্দেশ করে নাই। তজ্জন্য ঐ শ্রেণীর সাধকগণ কর্ম্মমার্গে 'নির্ব্বিশেষ' ও 'সবিশেষ' উভয়প্রকার বিষ্ণুর আরাধনা

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৬২। ধর্ম্মশাস্ত্রে আমি ভগবান্ যাহা 'ধর্ম্ম' বলিয়া আদেশ করিয়াছি, তাহার গুণদোষ বিচারপূর্ব্বক সেই সকল ধর্ম্মপ্রবৃত্তি ছাড়িয়া যিনি আমাকে ভজন করেন, তিনি সর্ব্বোৎকৃষ্ট (সাধু)।

৬৩। সমস্ত ধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক একমাত্র, আমি যে ভগবান্, আমার শরণাপন্ন হও। তাহা হইলে আমি তোমাকে সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত করিব। তুমি শোক করিও না।

অনুভাষ্য

লক্ষ্য করিতে পারেন—বুঝিতে পারিয়া নির্ব্বিশেষতত্ত্বপরতা ত্যাগ করিয়া সবিশেষতত্ত্বই যে কর্ম্মোদ্দেশের তাৎপর্য্য-জ্ঞাপক, সেই প্রমাণ বলিলেন।

৬০। অর্জ্জুনের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের বাক্য,—

হে কৌন্তেয় (অর্জ্জুন) যৎ কর্ম্ম করোষি, যৎ অশ্নাসি, যৎ দদাসি, যৎ জুহোসি, যৎ তপস্যসি, তৎ সর্ব্বং মদর্পণং কুরুষ্ব। ভাঃ ১১।২।৩৬ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

৬১। 'মদর্পণ'-শব্দে যদিও জড়নির্ব্বিশেষ নিরসন করিয়া স্বতন্ত্র সবিশেষতত্ত্ব-স্বরূপ কৃষ্ণকেই অর্পণ বুঝায়, তথাপি সাধকের অস্মিতার উপলব্ধি—ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গত এবং সাধনীয়া বৃত্তিও ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গত, তজ্জন্য ইহাও বাহ্য ; অর্থাৎ কর্ম্মকারী জীব বাহ্যানুভূতিতে বাহ্যকর্ম্মসমূহ কর্ম্মাতিরিক্ত স্বতন্ত্র-বস্তুকে প্রদান করিবার উপদেশ-মাত্র লাভ করিতেছেন। তখন রামানন্দ ঐ ভাব শোধন করিয়া কর্ম্মোন্নত জীবের যেরূপ ধারণার উন্নতি করিতে হইবে, তদ্ভাববিশিষ্ট হইয়া স্বধর্ম্মত্যাগের দ্বারা যে সাধ্যলাভ হয়, এরূপ প্রমাণ বলিলেন।

৬২। ভগবৎপ্রিয় সাধুর লক্ষণ জানিতে অভিলাষী উদ্ধবের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীভগবানের উক্তি,—

যঃ (সাধকঃ) গুণান্ দোষান্ (প্রাকৃত-সদসদ্ভাবাদীন্) আজ্ঞায় (জ্ঞাত্বা) অপি ময়া (বৈদিককর্ম্মোপদেশকেন) [কর্ম্মরতান্] আদিষ্টান্ (উপদিষ্টান্) সর্ব্বান্ স্বকান্ ধর্ম্মান্ (লৌকিক-বিপ্র-

সাংখ্যবিচার অবলম্বন করিয়া হীনায়ন-মহায়নাদির পথ উদ্ঘাটন করিয়াছে। বর্ণ ও আশ্রমধর্ম্ম কোথায়ও বা স্বার্থপ্রণোদিত হইয়া সমাজে বিশৃঙ্খলতা আনয়ন করিয়াছে। যে-কালে বিষ্ণুর পরতত্ত্ব জাগতিক অল্পকাল-স্থায়ী বর্ণ ও আশ্রমধর্ম্মে সংশ্লিষ্ট, সেইকালে সৎকর্ম্ম-সংজ্ঞা কুকর্ম্ম-বিকর্ম্মাদির অপেক্ষা করায় তাহার প্রতিকারের জন্য স্বধর্ম্মাচরণে বিষ্ণুভক্তি হইতে পারে,—এই বিচার উত্থাপন করা হইয়াছে।

(৪) জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি শুদ্ধভক্তি নহে ঃ—

প্রভু কহে,—"এহো বাহ্য, আগে কহ আর ।"
রায় কহে,—"জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি—সাধ্যসার ॥" ৬৪ ॥

সম্বন্ধজ্ঞানলব্ধ ব্রাহ্মণই কৃষ্ণভজনফলে বৈষ্ণব ঃ—

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (১৮।৫৪)—

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি ।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্ ॥ ৬৫ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৬৪। প্রভু এই উত্তর শুনিয়া ইহাকেও বাহ্য বলিয়া, ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট কথা কহিতে আজ্ঞা দিলেন ; তাহাতে রায় কহিলেন,—জ্ঞানমিশ্রভক্তিকে 'সাধ্যসার' বলা যায়।

৬৫। গীতায় বলিয়াছেন,—অভেদব্রহ্মবাদরূপ জ্ঞানচর্চ্চাদ্বারা স্বয়ং প্রসন্নাত্মা শোক ও বাঞ্ছারহিত ও সর্ব্বভূতে সমভাবযুক্ত ব্রহ্মতা লাভ করিয়া পরে আমার পরাভক্তি প্রাপ্ত হয়। তাৎপর্য্য এই যে, পূর্ব্বে কর্ম্মমিশ্রা-ভক্তির উল্লেখ হইয়াছিল, তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি।

অনুভাষ্য

ক্ষত্রিয়বৈশ্যশূদ্র-বর্ণধর্ম্মান্ ব্রহ্মচারিগৃহস্থবানপ্রস্থসন্ন্যাসাদ্যাশ্রম-ধর্ম্মাংশ্চ) সংত্যজ্য (দূরে সম্যক্ বিহায়) মাং (বিশেষতত্ত্বাশ্রয়ং স্বতন্ত্রং ভগবন্তং কৃষ্ণং) ভজেৎ, স তু সত্তমঃ (সাধূনাং শ্রেষ্ঠঃ)।

৬৩। অর্জ্জুনের প্রতি শ্রীভগবানের গুহ্য উপদেশ,—

সর্ব্বধর্ম্মান্ (ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বৈশ্যশূদ্রাদি-ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গতবর্ণধর্ম্মান্ ব্রহ্মচারি-গৃহস্থ-বানপ্রস্থতুর্য্যাশ্রমাদিব্রহ্মাণ্ডান্তর্গতাশ্রমধর্ম্মাংশ্চ) পরিত্যজ্য (দূরে বিহায়) একং (তদতীতম্ অদ্বয়জ্ঞানম্) [অব্যভিচারিণ্যা মত্যা] মাং (সবিশেষতত্ত্বং ভগবন্তং কৃষ্ণং) শরণং ব্রজ (গচ্ছ) ; অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যঃ (ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গতেভ্যঃ প্রাকৃত-নিত্যবৈদিক-কর্ম্মানুষ্ঠানপরিত্যাগজনিতাধর্ম্মেভ্যঃ) মোক্ষয়িষ্যামি (উদ্ধারয়ামি)। মা শুচঃ (অনিত্যধর্ম্মজন্য-শোকং মা কুরু)।

শ্রীরঘুনাথদাস গোস্বামিপ্রভু-স্ব-কৃত 'মনঃশিক্ষা'য়—"ন ধর্ম্মং নাধর্ম্মং শ্রুতিগণনিরুক্তং কিল কুরু, ব্রজে রাধাকৃষ্ণপ্রচুর-পরিচর্য্যামিহ তনু" ইত্যাদি বলিয়াছেন। ভাঃ ৪।২৯।৪৬—"যদা যমনুগৃহ্ণাতি ভগবানাত্মভাবিতঃ। স জহাতি মতিং লোকে বেদে চ পরিনিষ্ঠিতাম্।।" (এতৎপ্রসঙ্গে) ভাঃ ১।৫।১৭ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

৬৪। কর্ম্মোন্নত-জীবোপলব্ধিতে 'অস্মিতা'—ব্রহ্মাণ্ডের অতীত বিরজানদীতে, তথায় গুণত্রয়ের প্রাবল্যের অভাব, সাম্য

(৫) জ্ঞানশূন্যা ভক্তিই শুদ্ধভক্তি-শব্দবাচ্য ঃ—

প্রভু কহে,—"এহো বাহ্য, আগে কহ আর ।"
রায় কহে,—"জ্ঞানশূন্যা ভক্তি—সাধ্যসার ॥" ৬৬ ॥

কৃষ্ণের সম্পূর্ণ শরণাগত জনই কৃষ্ণবশকারী শুদ্ধভক্ত ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবত (১০।১৪।৩)—

জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্ত এব
জীবন্তি সন্মুখরিতাং ভবদীয়বার্ত্তাম্ ।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৬৬। এই কথা শুনিয়া প্রভু কহিলেন,— ইহাও বাহ্য ; ইহার পরে যাহা আছে, তাহা বল। রায় কহিলেন যে,—জ্ঞানশূন্যা ভক্তিই সাধ্যগণের সার।

৬৭। ভাগবতে ব্রহ্মা ভগবানকে কহিলেন,—"হে ভগবন্, নির্ব্বেদ-ব্রহ্মচিন্তারূপ জ্ঞানচেষ্টাকে সম্পূর্ণরূপে দূর করিয়া যে ভক্তগণ সাধুমুখবিগলিত আপনার কথা শ্রবণ করেন ও কায়-

অনুভাষ্য

বা অব্যক্তাবস্থামাত্র আছে। অন্তরঙ্গা-শক্তি-প্রকটিত বৈকুণ্ঠ ও বহিরঙ্গাশক্তি-প্রকটিত ব্রহ্মাণ্ড, এতদুভয়ের মধ্যে ব্রহ্মলোক ও বিরজা নদী। ঐ স্থানদ্বয়—জড়বিরক্ত ও জড়নির্ব্বিশেষ জীবোপলব্ধির আশ্রয় ; সুতরাং বৈকুণ্ঠ না হওয়ায় তদ্বহির্ভূত বলিয়া বাহ্য। ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গত সর্ব্বধর্ম্মত্যক্ত সাধকের অনুভূতিতে বৈকুণ্ঠ বা গোলোকের অনুভূতি না থাকায় তাদৃশ সাধ্যবৃত্তি জড়ভোগত্যক্ত হইলেও অচিৎ-নির্ব্বিশেষত্ব-প্রতিপাদক, এজন্য উহাও বাহ্য। রামানন্দ তখন সেই ভাবকে বাহ্য সাধ্যভাব জানিয়া জ্ঞানমিশ্রা ভক্তিই যে তদুন্নত সাধ্য, তদ্বিষয়ে প্রমাণ বলিলেন।

৬৫। অর্জ্জুনের প্রতি শ্রীভগবানের বাক্য,—

ব্রহ্মভূতঃ (ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গতবোধমুক্তঃ নির্ব্বিশেষানুভবপরঃ) প্রসন্নাত্মা (অভাবধর্ম্মরহিতঃ) শোচতি ন (জড়াভাবে তস্য শোকঃ নাস্তি), কাঙ্ক্ষতি ন (তস্য জড়ভোগে আকাঙ্ক্ষা চ ন বর্ত্ততে), সর্ব্বেষু ভূতেষু [মৎসেবাসম্বন্ধযোগং জ্ঞাত্বা] সমঃ সন্, পরাং (পরমাং শুদ্ধাং) মদ্ভক্তিং লভতে।

৬৬। এই অবস্থায়ও অস্মিতা ও তদ্বৃত্তি শুদ্ধবৈকুণ্ঠস্থ বা বৈকুণ্ঠোদ্দিষ্ট নহে বলিয়া, ইহাও বাহ্য। জড়বাধ্যতা না থাকিলেই অথবা জড়াতিরিক্ত নির্ম্মল অনুভবপরতাতে বাস্তব সত্য বস্তুর স্বতন্ত্র ও বিশেষ উপলব্ধি না হওয়ায়, নিজানুভূতি ও নিজ-মনোবৃত্তি—বহির্ম্মুখিনী। বাস্তবিকপক্ষে, উহাও শুদ্ধজীবের সাধ্য

"সর্ব্ব-ধর্ম্ম-পরিপালক শ্রীগৌরসুন্দর এইপ্রকার লৌকিক প্রয়োজন-সিদ্ধির জন্য স্বধর্ম্মাচরণের মধ্যে ভগবদ্ভজনকে মিশ্রধর্ম্মে অবস্থিত করাইবার পক্ষপাতী হন নাই। তখন শ্রীরামানন্দ ভগবৎপক্ষের মর্য্যাদা বৃদ্ধি করিবার উদ্দেশ্যে ভগবানে জীবের লৌকিক-চেষ্টা বিহিত করিবার প্রণালী উল্লেখ করিলেন।

"প্রাপঞ্চিক বিচার-প্রাধান্যে বিষ্ণুর সহিত আপেক্ষিক সম্বন্ধ রাখিয়া সাংসারিক নিজ নিজ অপস্বার্থ পরিপোষণ করা এবং তাহাকে নির্ম্মলা বিষ্ণুভক্তি বলিয়া প্রচার করা তারতম্য-বিচারে আদর লাভ করিতে পারে না। মানবের যাবতীয় কৃত্য, যাবতীয় ভোগ, যাবতীয় ধর্ম্মানুষ্ঠান,

স্থানস্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনুবাঙ্মনোভি-
র্যে প্রায়শোঽজিত জিতোঽপ্যসি তৈস্ত্রিলোক্যাম্ ॥ ৬৭ ॥

(খ) সাধনের সিদ্ধি—প্রেমভক্তি (ভাব—প্রেমের অঙ্কুর) ঃ—

প্রভু কহে,—"এহো হয়, আগে কহ আর।"
রায় কহে,—"প্রেমভক্তি—সর্ব্বসাধ্যসার ॥" ৬৮ ॥

ভক্তপ্রেমেই কৃষ্ণ বশ ঃ—

পদাবলীতে ১১শ অঙ্ক-ধৃত রামানন্দ রায়-কৃত শ্লোক—

নানোপচার-কৃতপূজনমার্ত্তবন্ধোঃ
প্রেম্ণৈব ভক্তহৃদয়ং সুখবিদ্রুতং স্যাৎ।
যাবৎ ক্ষুদস্তি জঠরে জরঠা পিপাসা
তাবৎ সুখায় ভবতো ননু ভক্ষ্য-পেয়ে ॥ ৬৯ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

মনোবাক্যে সাধুপথে স্থিত হইয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করেন, ত্রৈলোক্যমধ্যে আপনি দুর্ল্লভ হইয়াও তাঁহাদের নিকট সুলভ হইয়া পড়েন।

৬৮। এই কথা শুনিয়া প্রভু কহিলেন,—এখন সাধ্য নির্ণীত হইল বটে, ইহা অপেক্ষা অধিক যাহা আছে, তাহা বল। তাৎপর্য্য এই যে কেবল বর্ণাশ্রমধর্ম্ম-পালন অপেক্ষা কর্ম্মার্পণ—শ্রেষ্ঠ, কেবল কর্ম্মার্পণ অপেক্ষা স্বধর্ম্মত্যাগ অর্থাৎ স্বীয় বর্ণধর্ম্ম-ত্যাগপূর্ব্বক সন্ন্যাসগ্রহণ—শ্রেষ্ঠ, তদপেক্ষা ব্রহ্মানুশীলনরূপ জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি শ্রেষ্ঠ হইলেও, সে-সমুদায়ই বাহ্য ; কেননা, সাধ্যবস্তু যে শুদ্ধভক্তি, তাহা সেই চারিপ্রকার সিদ্ধান্তে নাই। 'আরোপসিদ্ধা' ও 'সঙ্গসিদ্ধা' ভক্তি কখনই 'শুদ্ধভক্তি' বলিয়া পরিচিত হয় না। 'স্বরূপসিদ্ধা ভক্তি'—একটী পৃথক্ তত্ত্ব ; তাহা—কর্ম্ম, কর্ম্মার্পণ, কর্ম্মত্যাগরূপ সন্ন্যাস ও জ্ঞানমিশ্রা-ভক্তি হইতে নিত্য পৃথক্। সেই শুদ্ধভক্তির লক্ষণ এই যে, তাহা—অন্যাভিলাষিতাশূন্য, জ্ঞানকর্ম্মাদিদ্বারা অনাবৃত, আনুকূল্যভাবে কৃষ্ণানুশীলন। উহাই সাধ্যবস্তু ; কেন না, সাধন-অবস্থায় ইহাকে দেখিতে পাইলেও সিদ্ধাবস্থায় ইহা নির্ম্মলরূপে লক্ষিত হয়। প্রভুর শেষ-প্রশ্নের উত্তরে রায় কহিলেন,—প্রেমভক্তিই সর্ব্ব-সাধ্যসার। শুদ্ধভক্তি প্রথমাবস্থায় শান্ত-ভক্তিরূপে প্রতীত ; তাহাতে কৃষ্ণের প্রতি মমতা-বুদ্ধি থাকে না।

অনুভাষ্য

নহে। নির্ব্বিশেষত্ব-কল্পনায় সচ্চিদানন্দ-বিশেষসমূহ সুপ্ত থাকে। তৎপূর্ব্বে কাল্পনিক বিচারময় বাক্যসমূহও নির্ব্বিশেষ-ধ্যানমাত্র-তাৎপর্য্যবিশিষ্ট, সুতরাং তাদৃশ ভগবৎসেবা-বৃত্তিরহিত কাল্পনিক নির্ব্বিশেষ-পর মুক্ত অবস্থাও বাহ্য।

৬৭। গো-বৎস-হরণাদি করিবার ফলে শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক ব্রহ্মার দর্প চূর্ণ হইলে ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণের একান্ত শরণাগত হইয়া স্তব করিতেছেন,—

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৬৯। যেমত জঠরে যে-পর্য্যন্ত তীব্র ক্ষুধা-পিপাসা থাকে, ততক্ষণই ভক্ষ্য-পেয় বস্তুসকল সুখদায়ক হয়, সেইরূপ আর্ত্ত-বন্ধুর নানা উপচারে পূজা হইলেও তাহা প্রেমযুক্ত হইলেই ভক্তগণের হৃদয় আনন্দে গলিত হয়।

অনুভাষ্য

জ্ঞানে (জ্ঞানার্থং) প্রয়াসং (চেষ্টাজন্যক্লেশাদিকম্) উদপাস্য (দূরে বিহায়) সন্মুখরিতাং (সদ্ভিঃ মহাভাগবতৈঃ মুখরিতাং নিসর্গপ্রকটিতাং) শ্রুতিগতাং (কর্ণকুহরপ্রাপ্তাং) ভবদীয়বার্ত্তাং (হরি-নামরূপগুণলীলাময়ীং কথাং) যে স্থানস্থিতাঃ (স্বস্থানে সাধু-মার্গে স্থিতাঃ সন্তঃ) তনুবাঙ্মনোভিঃ (কায়মনোবাক্যৈঃ) নমন্তঃ (সর্ব্বতোভাবেন আত্মনিবেদনং কুর্ব্বন্তঃ) এব জীবন্তি, হে অজিত (অধোক্ষজত্বাৎ অভক্তৈঃ অনভিভাব্য, অপরাধীন, অপরিমেয়) অপি ত্রিলোক্যাং তৈঃ (ত্বদ্ভক্তৈরেব) প্রায়শঃ [ত্বং] জিতঃ (বশীকৃতঃ) অসি।

৬৮। "জ্ঞানে প্রয়াসং" শ্লোক সাধ্যনির্ণয়ে কথিত হইলে মহাপ্রভু ঐ বৃত্তিকে **সাধ্যবৃত্তি** বলিয়া স্বীকার করিলেন। ইহাই **'সাধনভক্তি'** বলিয়া কথিত হয়। পরে আরও অগ্রসর হইতে আদেশ করিলে রামানন্দ রায় সাধনভক্তির পরে ভাবভক্তি—প্রেমভক্তির অঙ্কুরাবস্থা এবং শান্তরসে নৈরপেক্ষ্য ধর্ম্ম প্রধান বলিয়া রসচতুষ্টয়যুক্ত **প্রেমভক্তিকেই সাধ্য** বলিলেন। 'সাধন-ভক্তি' বলিলে 'শ্রদ্ধা', 'সাধুসঙ্গ', 'ভজনানুষ্ঠান', 'অনর্থনিবৃত্তি', 'নিষ্ঠা', 'রুচি' ও 'আসক্তি' বুঝায়।

৬৯। যাবৎ জঠরে (উদরে) জরঠা (অতিশায়িনী) ক্ষুৎ পিপাসা চ অস্তি, তাবৎ ভক্ষ্যপেয়ে [যথা] সুখায় (আনন্দায়) ভবতঃ, [তথা] আর্ত্তবন্ধোঃ (দীননাথস্য) নানোপচার-কৃতপূজনং (বিবিধ-ষোড়শোপচারসমন্বিতার্চ্চনাদিকম্ অনুষ্ঠিতমপি) ভক্ত-হৃদয়ং প্রেম্ণা (কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তোষণময্যা ভক্ত্যা) এব সুখ-বিদ্রুতম্ (আনন্দেন দ্রবীভূতং) স্যাৎ।

যাবতীয় দান, যাবতীয় সাধন, সকলগুলিই ব্যক্তিগত নিজ নিজ স্বার্থ পোষণকল্পে উদ্দিষ্ট না হইয়া বিষ্ণুসেবা-প্রাধান্যে তত্তদ্বিষয়ে বিরাগবিশিষ্ট হওয়া—কর্ম্মফল-ত্যাগোদ্দিষ্টা কর্ম্মমিশ্রা সেবার অন্তর্ভুক্ত। ইহাতে নশ্বর-জগতের বাহ্য-বিচার সংশ্লিষ্ট থাকায় ঐকান্তিকী বিষ্ণুভক্তির কথা স্থান পায় নাই,—এরূপ কথা শ্রীমন্মহাপ্রভু দেখাইয়া দিলে মানবের কেবল লৌকিক নিজ-ধর্ম্ম পরিহারপূর্ব্বক যে ভগবানের সেবা, কর্ম্মার্পণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইলেও উহা নিবৃত্ত-কর্ম্মবিচারে ন্যূনাধিক প্রাপঞ্চিক অপস্বার্থ-সম্বন্ধযুক্ত স্বধর্ম্মের সহিত সংযুক্ত দেখা যায়। 'স্বধর্ম্মত্যাগ'—এই ভাষার মধ্যে ভগবৎসম্বন্ধরহিত নিজাভিমানের প্রাবল্যহেতু তাহা হইতে বিরাগবাসনা-ক্রমে যে স্বধর্ম্ম-ত্যাগের কথা উল্লেখমুখে ভগবৎসেবা

রাগমার্গেই কৃষ্ণপ্রেমা লভ্য, সুকৃতিজনিত
বৈধভক্তিতে দুর্ল্লভ ঃ—

পদাবলীতে ১২শ অঙ্ক-ধৃত রামানন্দ রায়-কৃত শ্লোক—

কৃষ্ণভক্তিরসভাবিতা মতিঃ
ক্রীয়তাং যদি কুতোঽপি লভ্যতে ।
তত্র লৌল্যমপি মূল্যমেকলং
জন্মকোটিসুকৃতৈর্ন লভ্যতে ॥ ৭০ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৭০। কোটিজন্মকৃত সুকৃতিদ্বারা যাহা পাওয়া যায় না, অথচ লোভরূপ একটী মূল্য দিয়া যাহা পাওয়া যায়, এরূপ কৃষ্ণ-ভক্তিরসভাবিত মতি যাহা হইতেই পাও, ক্রয় করিয়া ফেল।

উক্ত দুইটী কবিতার মধ্যে, প্রথমটি শ্রদ্ধামূলক বৈধভক্তির সূচনা করিতেছে। দ্বিতীয়টি লোভমূলক রাগানুগা-ভক্তির সূচনা করিতেছে। ইহার পরে এই রাগানুগা-ভক্তি অবলম্বন করিয়াই রায় রামানন্দের কথিত বচনগুলি ব্যবহৃত হইবে অর্থাৎ এখন হইতে তিনি রাগভক্তি-সিদ্ধান্ত অবলম্বন করিতেছেন এবং বৈধীভক্তির কথা পরিত্যাগ করিলেন।

অনুভাষ্য

৭০। কৃষ্ণভক্তিরসভাবিতা (কৃষ্ণসেবারস-ভাবনাময়ী) মতিঃ (বুদ্ধিঃ) যদি কুতঃ (যত্র ক্বাপি দেশকালপাত্রতঃ অনুষ্ঠানাৎ বা) লভ্যতে, তদা [যুষ্মাভিঃ তাদৃশী মতিঃ] ক্রীয়তাং (মূল্যপ্রদানেন অবশ্যমেব গ্রহণীয়া)। তত্র (মতিক্রয়বাণিজ্যে) একলং লৌল্যং (লোভঃ) এব হি মূল্যং, [যতঃ তন্মতিঃ] জন্মকোটি-সুকৃতৈঃ (বহুজন্মজন্মান্তরসঞ্চিতভাগ্যৈঃ) ন লভ্যতে, [সা পরমদুর্ল্লভা এবেত্যর্থঃ]।

৭১। উপরিলিখিত শ্লোকদ্বয়ে প্রেমভক্তিকে সাধারণতঃ 'সাধ্য' বলিয়া নির্ণয় করায় শ্রীমহাপ্রভু রামানন্দকে আরও অগ্রসর হইয়া ঐ 'সাধ্য' বিশেষরূপে ধারাবাহিকভাবে ব্যাখ্যা করিতে বলিলেন। তখন 'দাস্যপ্রেমভক্তি'কে 'সাধ্য' বলিয়া প্রমাণিত করিতেছেন।

(১) 'দাস্য-প্রেম' উত্তম নহে ঃ—

প্রভু কহে,—"এহো হয়, আগে কহ আর।"
রায় কহে,—"দাস্য-প্রেম—সর্ব্বসাধ্যসার ॥" ৭১ ॥

কৃষ্ণদাসই কৃষ্ণের সর্ব্বৈশ্বর্য্যের অধিকারী ঃ—
শ্রীমদ্ভাগবত (৯।৫।১৬)—

যন্নামশ্রুতিমাত্রেণ পুমান্ ভবতি নির্ম্মলঃ ।
তস্য তীর্থপদঃ কিংবা দাসানামবশিষ্যতে ॥ ৭২ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৭১। এ পর্য্যন্ত শুনিয়া প্রভু কহিলেন,—ইহাই বটে ; কিন্তু ইহার পর যাহা আছে তাহা বল। রায় তদুত্তরে কহিলেন,—দাস্যপ্রেমই সর্ব্বসাধ্যসার। 'প্রেমলক্ষণভক্তি'তে 'মমতা' সংযুক্ত হইলেই 'দাস্যপ্রেম' হয়। প্রেম-সাধারণে ভগবান্ ও ভক্তের মধ্যে কোন সম্বন্ধ স্থাপিত হয় না। 'ভগবান্ই আমার প্রভু'—এইরূপ মমতা-ভাব তাহাতে যুক্ত হইলে, সাধারণপ্রেম 'দাস্যপ্রেম' হইয়া পড়ে, ইহা সাধারণপ্রেম অপেক্ষা উচ্চ।

৭২। শ্রীভাগবতে কহিয়াছেন,—যাঁহার নামশ্রবণ-মাত্রেই জীব নির্ম্মল হন, সেই তীর্থপদ ভগবানের যাঁহারা দাস, তাঁহাদের আর কি অবশিষ্ট প্রাপ্য থাকে?

অনুভাষ্য

৭২। অক্ষজ-কুদর্শনকারী বৈষ্ণববিরোধ-দুর্ব্বাসনাপরায়ণ ব্রাহ্মণাভিমানি-দুর্ব্বাসাকে বৈষ্ণবাস্ত্র সুদর্শন পীড়ন করিতে থাকিলে মহাভাগবত অম্বরীষের প্রার্থনা-ফলে তাহা নিবৃত্ত হইল ; তদ্দর্শনে দুর্ব্বাসার জাতিবুদ্ধি দূরীকৃত হইয়া তৎকর্ত্তৃক শুদ্ধভক্ত ও ভগবানের এইরূপ স্তুতি,—

যন্নামশ্রুতিমাত্রেণ (যস্য ভগবতঃ নামশ্রবণেনৈব) পুমান্ (জীবঃ) নির্ম্মলঃ (শুদ্ধঃ) ভবতি, তস্য তীর্থপদঃ (তীর্থং পদে যস্য সঃ তস্য ভগবতঃ) দাসানাং (কিঙ্করাণাং) কিং বা অবশিষ্যতে? [ন কিঞ্চিদেবেত্যর্থঃ]।

করিবার বিধান দেখা যায়, তাহাতেও 'অতন্নিরসন'-বিধি অবস্থিত থাকায় কেবলা ভক্তির সন্ধান ন্যূনাধিক বিপন্ন হইয়াছে। যেকাল পর্য্যন্ত না নৈষ্কর্ম্য-ধারণায় প্রাপঞ্চিক সম্বন্ধগন্ধশূন্য স্বরূপের উপলব্ধি হয়, সেকাল পর্য্যন্ত বিরূপ-সংসর্গবশতঃ মিশ্রভাবের হস্ত হইতে মুক্তি লাভ ঘটে না। ভোগময় জগতের কর্ত্তৃত্বাভিমানে প্রতিষ্ঠিত জনগণ নিজ নিত্যস্বরূপের উপলব্ধি হইতে বঞ্চিত হওয়ায় কালাধীনতাক্রমে অদ্বয়জ্ঞানের অভাবে নিরবচ্ছিন্ন আনন্দধারায় অভিষিক্ত হইতে অসমর্থ হন। কর্ম্মের সহিত সংযোগক্রমে তিনপ্রকার আন্তর্গণিক বিভাগযুক্ত ভজনকে 'কর্ম্মমিশ্রা' ভক্তি বলিয়া অভিহিত করায় উহা ভগবানের বহিরঙ্গাশক্তি-পরিচালিত জাগতিক ক্ষণভঙ্গুর-অনুদ্বুদ্ধ শ্রেয়োমণ্ডিত নহে। স্বধর্ম্মাচরণ, যাবতীয় কর্ম্মার্পণ এবং স্বধর্ম্মত্যাগ-মুখে যে সাধন-পর্য্যায় কথিত হয়, তাহা কর্ম্মমিশ্রা ভক্তির উত্তরোত্তর উন্নত প্রকারভেদ।

"যেকালে মানবের তাৎকালিক ধর্ম্মসমূহের অপেক্ষায় বা তৎপরিহারাপেক্ষায় ভগবানের পাদপদ্মে শরণাগত হইবার ইচ্ছা, উহাতেও পাপপুণ্য প্রভৃতি পরস্পর-বৈষম্যযুক্ত ভাবসমূহ প্রবল আছে। পাপপুণ্যের বিচার কর্ম্মাগ্রহিতায় আবদ্ধ। পাপ-পরিহারপূর্ব্বক পুণ্যে অবস্থান এবং পুণ্যসঞ্চয়-মানস-বিমুখতা—উভয়ই অপস্বার্থ পোষণকল্পে নিযুক্ত।

"বদ্ধজীব নিজ ক্লেশের, অমঙ্গলের, অসুবিধার, পাপের, ভয়ের মোহের হস্ত হইতে পরিত্রাণাকাঙ্ক্ষী হইয়া যে আনুষ্ঠানিক ধর্ম্ম পরিহার

ভগবদ্দাসের দৈন্য ঃ—

যামুনাচার্য্যপাদ-কৃত স্তোত্ররত্ন (৪৬)—

ভবন্তমেবানুচরন্নিরন্তরঃ প্রশান্তনিঃশেষমনোরথান্তরঃ ।
কদাহমৈকান্তিকনিত্যকিঙ্করঃ প্রহর্ষয়িষ্যামি স নাথ জীবিতম্ ॥৭৩॥

(২) 'সখ্যপ্রেম'—উত্তম ঃ—

প্রভু কহে,—"এহো হয়, কিছু আগে আর ।"
রায় কহে,—"সখ্য-প্রেম—সর্ব্বসাধ্যসার ॥" ৭৪ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৭৪। এইকথা শুনিয়া প্রভু কহিলেন,—আর কিছু আগে যাইতে পারিলেই সর্ব্বসার মিলিবে। রায় তাহার উত্তর করিলেন,—শ্রীকৃষ্ণে 'সখ্যপ্রেম'ই সর্ব্বসাধ্যসার। রায়ের তাৎপর্য্য এই যে, দাস্যপ্রেমে মমতা থাকিলেও তাহাতে 'ভগবান্'—'প্রভু', এই বুদ্ধিজনিত একটী 'ভয়' ও 'সম্ভ্রম' সহজে উদিত হয়। সেই 'ভয়' ও 'সম্ভ্রম' পরিত্যাগপূর্ব্বক 'বিশ্রম্ভ' অর্থাৎ 'একান্ত বিশ্বাস'কে বরণ করিতে পারিলে সেই প্রেমই 'সখ্যপ্রেম' হয়। এই প্রেমে কৃষ্ণে এবং তৎসখাগণের মধ্যে একটী 'সমতা ভাব' উদিত হয়।

অনুভাষ্য

৭৩। মধ্যলীলা প্রথম পরিচ্ছেদ ২০৬ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

৭৫। শুকদেব পরীক্ষিতের নিকট বন-ভোজনার্থ বহির্গত কৃষ্ণের সহিত বিশ্রম্ভ-প্রেমসূত্রে আবদ্ধ সখা ব্রজরাখালগণের সৌভাগ্যাতিশয্য বর্ণন করিতেছেন,—

ইত্থম্ (এবম্প্রকারেণ) কৃতপুণ্যপুঞ্জাঃ (কৃতঃ অনুষ্ঠিতঃ পুণ্যানাং পুঞ্জঃ সমূহঃ যৈঃ তে গোপবালকাঃ) সতাং (নির্ব্বিশেষ-জ্ঞানিনাং) ব্রহ্মসুখানুভূত্যা (ব্রহ্মানন্দানুভবৈকস্বরূপেণ), দাস্যং গতানাং (লব্ধভজনানাং ভক্তানামিতি যাবৎ) পরদৈবতেন

ব্রজের গোপালগণের কৃষ্ণসখ্যমহিমা ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবত (১০।১২।১১)—

ইত্থং সতাং ব্রহ্মসুখানুভূত্যা দাস্যং গতানাং পরদৈবতেন ।
মায়াশ্রিতানাং নরদারকেণ সার্দ্ধং বিজহ্রুঃ কৃতপুণ্যপুঞ্জাঃ ॥৭৫॥

(৩) 'বাৎসল্য-প্রেম' তদপেক্ষাও উত্তম ঃ—

প্রভু কহে,—"এহো উত্তম, আগে কহ আর ।"
রায় কহে,—"বাৎসল্য-প্রেম—সর্ব্বাসাধ্যসার ॥" ৭৬ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৭৫। শ্রীভাগবতে কহিয়াছেন,—যিনি জ্ঞানমার্গে ব্রহ্মসুখানুভূতিস্বরূপে, দাস্যরসের ভক্তগণের নিকট পরদেবতারূপে এবং মায়াশ্রিত ব্যক্তিদিগের নিকট নরবালকরূপে প্রকাশ পান, সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সহিত ব্রজরাখালগণ বহু-সুকৃতিফলে সখ্যরসে বিহার করিয়াছিলেন।

৭৬। প্রভু কহিলেন,—'সখ্যরস' 'দাস্যরস' অপেক্ষা উত্তম বটে, তথাপি আর একটু অগ্রগামী হইলেই সাধ্যসার পাওয়া যাইবে। রায় তদুত্তরে কহিলেন,—'বাৎসল্য'-ভাবের প্রেমই সর্ব্ব-সাধ্যসার। সখ্যরসের যে বিশ্রম্ভাত্মক প্রেম, তাহাতে অধিকতর স্নেহ সংযুক্ত হইলে 'বাৎসল্যরসে'র উদয় হয়।

অনুভাষ্য

(পরমেশ্বর-স্বরূপেণ), মায়াশ্রিতানাং (ভগবন্মায়া-মোহিতানাং) নরদারকেণ (নরবালকরূপেণ) [ভগবতা] সার্দ্ধং [সখ্যেন] বিজহ্রুঃ (বিহারাণি চক্রুঃ, অহো ভাগ্যং কৃষ্ণ-সখানামিতি ভাবঃ)।

৭৬। রামানন্দের 'সখ্যপ্রেমের' সাধ্যনির্ণয় শুনিয়া মহাপ্রভু তাঁহাকে 'দাস্যপ্রেম' অপেক্ষা 'উত্তম' বলিলেন এবং আরও অগ্রসর হইতে অনুরোধ করিলে রামানন্দ তখন বাৎসল্য-প্রেমকে সাধ্য বলিলেন।

করিবার ইচ্ছা করেন এবং ভজনরাজ্যে প্রবেশ করিবার জন্য শরণাগত হইবার উপদেশ লাভ করেন, তাদৃশ শরণোপদেশে কর্ম্মগন্ধ একেবারে বিদূরিত হয় না। এজন্য ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর তারতম্য-বিচারমুখে কর্ম্মমিশ্রা ভক্তিকে বহির্জ্ঞানের সহিত সম্বন্ধযুক্ত দেখাইয়া উহাতে কেবল-কৃষ্ণসম্বন্ধ নাই, বলিতে বাধ্য হইলেন। জাগতিক বৈষম্যসমূহ কেবলজ্ঞানদ্বারা নিরাকৃত হইয়া যে প্রাপঞ্চিক সমতা উদয় করায়, তাহা প্রাদেশিক সঙ্কীর্ণতা হইতে বিমুক্ত হইলেও কেবলা ভক্তি লাভ করার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত উহাতে জ্ঞানমিশ্রা সেবার আবাহন লক্ষিত হয়, তাহাও আধ্যক্ষিক জ্ঞানের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট।

"মুমুক্ষু জীবের বদ্ধতা-পরিহার-বাসনায় যে প্রাপঞ্চিক অবিদ্যা অবস্থিত, সেই অবিদ্যাবশে মুক্ত হইবার অধিষ্ঠানে স্বরূপবোধের অভাব আছে। জীবের স্বরূপ—নিত্য ; সুতরাং প্রপঞ্চাবদ্ধ বিচারপ্রণালীতে যে কেবলজ্ঞানের উন্মেষণ, তাহাতেও আপেক্ষিক খণ্ডিত জ্ঞানের প্রবৃত্তি বর্ত্তমান থাকায় পূর্ণতার উদ্দেশ্যে প্রপঞ্চরাহিত্য বিচার আংশিক—জ্ঞানগন্ধশূন্য বলা যাইতে পারে না।

"নির্ভেদব্রহ্ম-অনুসন্ধানাত্মক জ্ঞানরাহিত্য ব্যতীত শুদ্ধভক্তির স্বরূপজ্ঞান-লাভ জড়নির্ব্বিশেষবাদী চিদচিৎ-সমন্বয়বাদী নির্ভেদব্রহ্ম-অনুসন্ধিৎসুর মঙ্গল উৎপাদন করিতে পারে না। বাহ্য-জ্ঞানের অভ্যন্তরে অবস্থিত হইয়া যে অনুদ্বুদ্ধ-স্বরূপে মুক্তি কল্পনা, তাহা কখনই বিষ্ণুভক্তির সন্ধান দিতে পারে না।

"কেবলজ্ঞানশূন্যা সেবাপ্রবৃত্তির দ্বারাই জীবের স্বরূপোদ্বোধন সম্ভবপর হয়। সেইকালে কর্ম্মোত্থ ও নৈষ্কর্ম্ম্য-জ্ঞানোত্থ অনর্থ হইতে মুক্ত হইয়া জীব স্বরূপে অবস্থানের যোগ্যতা লাভ করেন। কেবলা ভক্তিকে একমাত্র সাধন ও সাধ্যরূপে দর্শন করাই বহিঃপ্রজ্ঞা-মুক্ত জীবের শ্রেয়োলাভের কারণ। সাধুসঙ্গে ভগবৎকথা শ্রবণ করিতে করিতে জীবের (নিকট) মায়াবাদের উৎকর্ষ ও ভোগবাদের মহিমা ক্ষীণপ্রভ হইয়া পড়ে। তিনি কর্ম্মবীরত্ব অথবা জাগতিক প্রতিষ্ঠাশা হইতে মুক্ত হইয়া নির্ব্বিশিষ্ট ভাবের আবাহন প্রভৃতি অমঙ্গলজনক কার্য্যে ব্যাপৃত না

নন্দ-যশোদার বাৎসল্য-মহিমা ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবত (১০।৮।৪৬)—

নন্দঃ কিমকরোদ্ব্রহ্মন্ শ্রেয় এবং মহোদয়ম্ ।
যশোদা বা মহাভাগা পপৌ যস্যাঃ স্তনং হরিঃ ॥ ৭৭ ॥

যশোদার যশোগান ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবত (১০।৯।২০)—

নেমং বিরিঞ্চো ন ভবো ন শ্রীরপ্যঙ্গসংশ্রয়া ।
প্রসাদং লেভিরে গোপী যত্তৎ প্রাপ বিমুক্তিদাৎ ॥ ৭৮ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৭৭। শ্রীমদ্ভাগবতে কহিয়াছেন,—হে ব্রহ্মন্, নন্দ এমন কি সুকৃতি করিয়াছিলেন যে, কৃষ্ণ তাঁহার পুত্ররূপে উদিত হইয়াছিলেন? যশোদাই বা এমন কি সুকৃতি করিয়াছিলেন, যে সাক্ষাৎ পরব্রহ্ম কৃষ্ণ তাঁহাকে 'মা' বলিয়া তাঁহার স্তন পান করিয়াছিলেন?

৭৮। যশোদা-গোপী সাধারণের মুক্তিদাতা শ্রীকৃষ্ণের নিকট হইতে যে প্রসাদ লাভ করিয়াছিলেন, তাহা ব্রহ্মা, শিব বা বিষ্ণুবক্ষঃস্থলাশ্রয়া লক্ষ্মীও পান নাই।

অনুভাষ্য

৭৭। শুকদেব-কর্ত্তৃক যশোদার কৃষ্ণবাৎসল্য-বর্ণন শ্রবণ করিয়া বিস্মিত পরীক্ষিতের উক্তি,—

হে ব্রহ্মন্, নন্দঃ এবং মহোদয়ং (মহান্ শ্রেষ্ঠঃ উদয়ঃ উৎকর্ষঃ যস্মিন্ তৎ অপূর্ব্বফলোদয়ং) শ্রেয়ঃ (মঙ্গলপ্রদং কর্ম্ম) কিম্ অকরোৎ, মহাভাগা (অতিশয়-সৌভাগ্যশালিনী) যশোদা বা কিম্ অকরোৎ, হরিঃ যস্যাঃ (যশোদায়াঃ) স্তনং পপৌ?

৭৮। কৃষ্ণ রজ্জুদ্বারা বন্ধন করিতে উদ্যত জননীকে অসমর্থা ও পরিশ্রান্তা দেখিয়া স্বয়ংই বদ্ধ হইলেন ; যশোদার এই কৃষ্ণ-বশকারিতা-গুণ-দর্শনে পরীক্ষিতের প্রতি শুকদেবের উক্তি,—

গোপী (যশোদা) বিমুক্তিদাৎ (শ্রীহরেঃ সান্নিধ্যাৎ) যৎ প্রসাদং প্রাপ, তৎ ইমং প্রসাদং বিরিঞ্চঃ (পুত্রো ব্রহ্মাপি) ন, ভবঃ (আত্মতুল্যঃ শম্ভুঃ) ন, অঙ্গসংশ্রয়া (পত্নী) শ্রী (লক্ষ্মীঃ) অপি ন লেভিরে।

৭৯। সখ্যপ্রেম অপেক্ষা 'বাৎসল্যপ্রেম' উত্তম, কিন্তু প্রভু

(৪) 'কান্তভাব'ই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রেমভক্তি ঃ—

প্রভু কহে,—"এহো উত্তম, আগে কহ আর ।"
রায় কহে,—"কান্তভাব—প্রেমসাধ্যসার ॥" ৭৯ ॥

ব্রজগোপীর মাহাত্ম্য ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবত (১০।৪৭।৬০)—

নায়ং শ্রিয়োহঙ্গ উ নিতান্তরতেঃ প্রসাদঃ
স্বর্যোষিতাং নলিনগন্ধরুচাং কুতোহন্যাঃ ।
রাসোৎসবেহস্য ভুজদণ্ডগৃহীতকণ্ঠ-
লব্ধাশিষাং য উদগাদ্ব্রজসুন্দরীণাম্ ॥ ৮০ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৭৯। প্রভু কহিলেন,—ইহা পরপর হইয়া উত্তম হইয়াছে বটে, তথাপি ইহাকে অতিক্রম করিয়া আর একটী রস আছে, যাহাকেই 'সাধ্যসার' বলিতে পার। রায় উত্তর করিলেন,—**শ্রীকৃষ্ণের প্রতি 'কান্তভাব'ই প্রেমের পরাকাষ্ঠারূপ সাধ্যগণের সার।** তাৎপর্য্য এই,—সাধারণ-প্রেমে 'মমতা'র অভাব, দাস্যরসে 'বিশ্রম্ভ' বা 'বিশ্বাসে'র অভাব, সখ্যরসে 'স্নেহাধিক্যে'র অভাব এবং বাৎসল্যরসে 'নিঃসঙ্কোচ-ভাবে'র অভাবহেতু সাধ্য-প্রেমের পূর্ণতা তত্তদ্রসে হয় নাই। কৃষ্ণে যখন কান্তভাবের উদয় হয়, তখনই ঐ সকল-অভাবশূন্য, সকলসাধ্যের সার একটী অখণ্ডপ্রেমতত্ত্ব পাওয়া যায়।

৮০। শ্রীবৃন্দাবনে রাসোৎসবে শ্রীকৃষ্ণের ভুজদণ্ডদ্বারা গৃহীত-কণ্ঠ ব্রজসুন্দরীদিগের যে-প্রসাদ উদিত হইয়াছিল, তাহা বক্ষঃস্থিতা লক্ষ্মী প্রভৃতি পরব্যোমস্থ নিতান্ত অনুগত শক্তিগণেরও প্রাপ্য হয় নাই, পদ্মগন্ধপ্রভাবা স্বর্গীয় রমণীগণেরও সেরূপ হয় নাই, তখন অন্য স্ত্রীর সম্বন্ধে কি বলিব?

অনুভাষ্য

রায়কে আরও অগ্রসর হইতে বলিলে, রামানন্দ 'কান্তভাব'কেই প্রেমের 'সাধ্যত্ব' বলিয়া উল্লেখ করিলেন।

৮০। উদ্ধব ব্রজে আগমন করিয়া কয়েক মাস তথায় অবস্থান-পূর্ব্বক কৃষ্ণকথা-কীর্ত্তনদ্বারা হর্ষোৎপাদন করিলেও কৃষ্ণবিরহতপ্তা গোপীগণের কৃষ্ণৈকগত চিত্তের বৈক্লব্য দর্শন করিয়া তাঁহাদের পরম সৌভাগ্যের প্রশংসা করিতেছেন,—

থাকিয়া চিন্ময় কল্যাণকর নিত্য-কর্ম্মেন্দ্রিয়ের উন্মেষণক্রমে নিত্যবার্ত্তা শ্রবণপূর্ব্বক প্রাপঞ্চিক সম্বন্ধযুক্ত ইন্দ্রিয়সমূহকে ভগবৎসেবাকার্য্যে নিযুক্ত করেন। তখন তিনি বহিঃপ্রজ্ঞায় অধিষ্ঠিত ত্রিলোক-বিচরণকারী অস্মিতায় আপনাকে প্রতিষ্ঠিত না করিয়া স্বরূপে অবস্থানপূর্ব্বক কেবলা ভক্তি আশ্রয় করেন এবং ইহজগতে মহাভাগবতরূপে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া জগতের অশেষ কল্যাণ বিধান করেন। তাহাই তাঁহার প্রেমভক্তি-ভূমিকায় অবস্থান। সেখানে প্রাপঞ্চিক বিচারের স্বাধ্যায়, যোগ, সাঙ্খ্য, পাশুপত-ভাব, বৌদ্ধবিচার, প্রাকৃত-সাহজিক বিচার প্রভৃতি নিরস্ত হয়।

"জীবের হৃদয় প্রাপঞ্চিক বাসনা-নির্ম্মুক্ত হইলেই সেখানে প্রেমভক্তির প্রাকট্য দর্শন করিতে পারা যায়। কেবলা ভক্তির অসমোর্দ্ধ-সৌন্দর্য্য লক্ষ্য করিলে বহিঃপ্রজ্ঞা-চালিত দৃশ্যজগতের মহিমা খর্ব্ব হয় এবং সর্ব্বতোভাবে ভগবানের সেবা-প্রবৃত্তির উদয়ে হৃদয় প্রেমাপ্লুত হয়। কিন্তু, সেরূপ ভূমিকার উপযোগিতা ভগবদ্বিষয়ে কৌতূহলের উপরই নির্ভর করে। সেই সর্ব্বমঙ্গলবিধায়িণী চেষ্টা কোটিজন্মের সৌভাগ্যপরতাদ্বারাও লব্ধ হয় না। রুচিপ্রভাবে উৎকট-আগ্রহই নির্ম্মলা ভগবৎসেবা-প্রবৃত্তি লাভের উপায়।

ব্রজগোপীরই মদনমোহন-বিগ্রহ-দর্শনে অধিকার ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবত (১০।৩২।২)—

তাসামাবিরভূচ্ছৌরিঃ স্ময়মানমুখাম্বুজঃ ।
পীতাম্বরধরঃ স্রগ্বী সাক্ষান্মন্মথমন্মথঃ ॥ ৮১ ॥

কৃষ্ণপ্রাপ্তির উপায় বহুবিধ হয় ।
কৃষ্ণপ্রাপ্তি-তারতম্য বহুত আছয় ॥ ৮২ ॥

প্রতিরসের শ্রেষ্ঠতা হইলেও পরস্পরের তারতম্য বর্ত্তমান ঃ—

কিন্তু যাঁর যেই রস, সেই সর্ব্বোত্তম ।
তটস্থ হঞা বিচারিলে, আছে তর-তম ॥ ৮৩ ॥

শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু (২।৫।৩৮)—

যথোত্তরমসৌ স্বাদবিশেষোল্লাসময্যপি ।
রতির্বাসনয়া স্বাদ্বী ভাসতে কাপি কস্যচিৎ ॥ ৮৪ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৮২-৮৬। প্রভো, আমি পূর্ব্বে-পূর্ব্বে সাধ্য অর্থাৎ কৃষ্ণপ্রাপ্তির বহুবিধ উপায় কহিয়াছি, তাহাতে এইমাত্র ভেদ আছে যে, উপায়-বিশেষ-অনুসারে কৃষ্ণপ্রাপ্তির তারতম্য বিচার করিতে হইবে। মানবগণ যে-যে-উপায় অবলম্বন করিবার অধিকারী, সেই সেই উপায় অবলম্বনপূর্ব্বক তদবস্থা-যোগ্য সাধ্যবস্তু যে কৃষ্ণপ্রাপ্তি, তাহাই তাহাদের পক্ষে শ্রেয়ঃ। বিশেষতঃ, রসলাভের অধিকারী-দিগের 'দাস্য', 'সখ্য', 'বাৎসল্য' ও 'মধুর',—এই চারিপ্রকার রসই উত্তম। যিনি যে-রসের অধিকারী, তাঁহার পক্ষে সেই রসই সর্ব্বোত্তম। রসবিষয়ে যে রাগোদয় হয়, তাহাতে আবিষ্ট হইয়া

অনুভাষ্য

রাসোৎসবে (রাসক্রীড়াকালে) অস্য (শ্রীকৃষ্ণস্য) ভুজদণ্ড-গৃহীতকণ্ঠলব্ধাশিষাং (ভুজদণ্ডাভ্যাং বাহুভ্যাং গৃহীতঃ আশ্লিষ্টঃ কণ্ঠঃ গলদেশঃ যেন তস্মাৎ লব্ধাঃ প্রাপ্তাঃ আশিষাঃ কল্যাণ-মনোরথাঃ যাভির্গোপীভিস্তাসাং) ব্রজসুন্দরীণাং (গোপললনানাং) যঃ (প্রসাদঃ) উদগাৎ (আবির্ব্বভূব), নলিনগন্ধরুচাং (নলিনস্য পদ্মস্য ইব গন্ধো রুক্ কান্তিশ্চ যাসাং তাসাং) স্বর্যোষিতাং (দেব-রামাণাং) ন অভুৎ ; উ (অহো) অঙ্গে (বক্ষসি) নিতান্তরতেঃ (অনন্যাত্যন্তাশ্রিতায়াঃ) শ্রিয়ঃ (লক্ষ্ম্যাঃ অপি) অয়ং প্রসাদঃ ন অভূৎ ; অন্যাঃ (স্ত্রিয়স্তু) কুতঃ [এবং কৃষ্ণানুগ্রহবিষয়াঃ) ভবন্তি?]

৮১। আদিলীলা পঞ্চম পরিচ্ছেদ ২১৪ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

৮২-৮৬। এই বাক্য দ্বারা ইহা বুঝিতে হইবে না যে, যাহার যে কোন মনোধর্ম্ম বা খেয়াল, সেইটীই সর্ব্বোত্তম ; উচ্ছৃঙ্খলতা কখনও সর্ব্বোত্তমতা হইতে পারে না।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

রস-চতুষ্টয়ের তারতম্য দেখা যায় না ; কিন্তু তটস্থ অর্থাৎ নিরপেক্ষ-ভাবে দেখিলে ঐ রসের তারতম্য আছে। 'শান্ত', 'দাস্য', 'সখ্য', 'বাৎসল্য' ও 'মধুর',—এই পঞ্চবিধ রসে ক্রমশঃ তারতম্য আছে। শান্তরসে কৃষ্ণৈকনিষ্ঠতারূপ গুণটী **দাস্যরূপে মমতা**-যুক্ত হইয়া অধিক সমৃদ্ধ ; আবার **সখ্যরসে কৃষ্ণৈকান্তনিষ্ঠতা**

অনুভাষ্য

"শ্রুতিস্মৃতিপুরাণাদি-পঞ্চরাত্রবিধিং বিনা। ঐকান্তিকী হরের্ভক্তিরুৎপাতায়ৈব কেবলম্।।" গৃহব্রত-ধর্ম্মযাজন, তজ্জন্য শাস্ত্র-বিগর্হিত অপরাধময় ভাগবত-ব্যবসায়, মন্ত্র-ব্যবসায়, শিষ্য-ব্যবসায়, কীর্ত্তন-ব্যবসায়, বহির্ম্মুখ সামাজিকতা, লৌকিকতা প্রভৃতি অপেক্ষাযুক্ত মনোধর্ম্মের সহিত শুদ্ধভক্তির সমন্বয় এখানে উদ্দিষ্ট হয় নাই; এবং আউল, বাউল, কর্ত্তাভজা, নেড়া, দরবেশ, সাঁই, অতিবাড়ী, চূড়াধারী; গৌরাঙ্গনাগরী, নব্য-গোস্বামি-মত বা জাতি-গোস্বামি-মত-প্রচারকারী এবং ঐ জাতিগোস্বামীর মতকেই 'ষড়্‌গোস্বামীর মত' বলিয়া লোকবঞ্চনাকারী, কৃষ্ণভক্ত, গৌরমন্ত্র ও গৌরনাম-বিরোধী, নবছড়া-রচনাকারী, বিগ্রহ-ব্যবসায়ী, ভৃতক-পাঠকাদি, নীচ-জাতির সাহচর্য্যজনিত বর্ণব্রাহ্মণতাকেই 'বৈদিক ব্রাহ্মণতা' বলিয়া প্রচারকারী, স্মার্ত্ত, সাত্বতপঞ্চরাত্রবিরোধী, মায়াবাদী, স্ত্রীসঙ্গী প্রভৃতি কখনই নিষ্কিঞ্চন, কৃষ্ণার্থে অখিলচেষ্ট, অনুক্ষণ হরিসেবারত সর্ব্বস্বত্যাগী, শ্রীগুরুগৌরাঙ্গে আত্মবিক্রীত, নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী, সংযত গৃহস্থ, বানপ্রস্থ ও ত্রিদণ্ডিবেষিগণের সহিত এক বা সমান হইতে পারে না।

যে-প্রসঙ্গে কবিরাজ গোস্বামী এই বাক্যের অবতারণা

"ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর কেবলা ভক্তিতে অবস্থিত প্রেমতাৎপর্য্যপর সেবাপ্রবৃত্তিকে বিরূপচেষ্টা-পরিত্যক্ত সাধন-সাধ্য বিচার করেন। নতুবা সাধ্যের সাধনে অবান্তর উদ্দেশ্যের গন্ধ পরিলক্ষিত হওয়া পর্য্যন্ত লৌল্যময়ী অবিমিশ্রা প্রেমভক্তির সম্ভাবনা নাই। প্রেমভক্তি-প্লাবিত হৃদয়েই ভগবদ্দাস্যের কথা ঐকান্তিকতায় পর্য্যবসিত হয়। সেই প্রেমভক্তি-পর্য্যায়ের ভগবদ্দাস্যে কেবলা প্রীতি সাধ্য-বিচারে গণনীয় হয়।

"ভগবদ্দাস্য যাঁহাদিগের প্রীতির অন্যতমতা লাভ করিয়াছে, তাঁহাদিগের প্রাপঞ্চিক মলিনতা না থাকায় সকল পবিত্র বস্তুর একমাত্র আরাধ্য ভগবৎকৈঙ্কর্য্য ব্যতীত অপর লোভনীয় বস্তু কিছুই থাকিতে পারে না। দাস্যপ্রেম-সাধন অবিকৃত ভক্তির সোপান হইলেও তারতম্য-বিচারে সখ্যপ্রেম সাধ্যপর্য্যায়ে গণ্য। এইরূপ প্রীতি মুক্তপুরুষে দেখা গেলে তাঁহাদিগের সৌভাগ্য মর্য্যাদা-পথের দাস বা সখাগণের প্রীতিপর্য্যায়ে বিশ্রম্ভ আনয়ন করে।

"বিশ্রম্ভ-সখ্য যে প্রীতির দ্বারা ভগবানের সহিত ভক্তের নৈকট্য স্থাপন করে, তাহা 'উত্তম' হইলেও তাহার উন্নতস্তরে সাধ্য-বিচারে বাৎসল্যে কৃষ্ণের প্রীতি-সংগ্রহ উত্তম অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। যেস্থলে বিশ্রম্ভাতিশয্যে কেবলমাত্র পূজ্যবুদ্ধির শৈথিল্য পরমবাস্তব সত্যবস্তুর আমূল-সেবা ও আপনাকে সেবকগণের উত্তম-প্রতীতিতে ভগবৎপ্রীতির উদয় দেখা যায়, তাহা বিশ্রম্ভসখ্য-প্রীতি অপেক্ষা উন্নতস্তরে স্থাপিত।

মধুর-রসেই শান্তাদি রসচতুষ্টয়ের পর্য্যবসান ঃ—

পূর্ব্ব-পূর্ব্ব-রসের গুণ—পরে-পরে হয় ।
এক-দুই গণনে পঞ্চ পর্য্যন্ত বাড়য় ॥ ৮৫ ॥
গুণাধিক্যে স্বাদাধিক্য বাড়ে প্রতি-রসে ।
শান্ত-দাস্য-সখ্য-বাৎসল্যের গুণ মধুরেতে বৈসে ॥৮৬॥

জড়ীয় দৃষ্টান্ত ; পঞ্চম মহাভূত 'ভূমি'তেই অপর ভূত-চতুষ্টয়ের পর্য্যবসান ঃ—

আকাশাদির গুণ যেন পর-পর ভূতে ।
দুই-তিন-গণনে বাড়ে পঞ্চ পৃথিবীতে ॥ ৮৭ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

ও মমতা **বিশ্রম্ভের** সহিত যুক্ত হইয়া অধিকতর প্রফুল্ল হইয়াছে; **বাৎসল্যরসে** আবার শান্ত-দাস্য-সখ্যের গুণত্রয় **স্নেহাধিক্যের** সহিত যুক্ত হইয়া প্রতীয়মান হয়। **কান্তাভাবরূপ মধুর-রসে** ঐ চারিটী গুণ **সঙ্কোচশূন্য** হইয়া অতিশয় মাধুরী লাভ করে। ইহাতে গুণাধিক্যক্রমে স্বাদাধিক্য-বৃদ্ধি হয়। সুতরাং তটস্থবিচারে মধুর-রস—সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

অনুভাষ্য

করিয়াছেন, তাহা সিদ্ধভাবপঞ্চকের কথা। অর্থাৎ শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর—এই পঞ্চবিধভাবে এই পঞ্চরসের রসিকগণ সেবা করিয়া থাকেন। অনর্থনিবৃত্তির পর ঐ সকল সিদ্ধভাবের মধ্যে যে-কোনটী কাহারও নিত্যসিদ্ধ স্বরূপের স্বভাব-অনুসারে উদিত হউক না, তাহা তত্তদ্‌রসের অধিকারীর পক্ষে সর্ব্বোত্তমই বটে। কারণ, সকলের বিষয়ই শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীকৃষ্ণেতর প্রাকৃত দেবাদি নহেন। আবার তটস্থ অর্থাৎ মধ্যস্থ হইয়া বিচার করিলে সেই ভাবপঞ্চকের রসাস্বাদনের মধ্যে তারতম্য অনুভূত হইয়া থাকে ;—যেমন, দাস্যরসে শান্তরস ও দাস্যরস,—উভয়ই সমকালে বর্ত্তমান, অতএব উহা শান্তরস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। আবার, সখ্যরসে শান্ত ও দাস্য বর্ত্তমান ; সুতরাং উহা শান্ত ও দাস্য হইতে আরও উন্নত। আবার, বাৎসল্যরসে শান্ত, দাস্য এবং সখ্য অন্তর্ভুক্ত থাকায় উহাতে উক্ত পূর্ব্ববর্ত্তী ত্রিবিধ রস হইতে অধিকতর চমৎকারিতা বর্ত্তমান। আবার, মধুররসে পূর্ব্ববর্ত্তী চতুর্ব্বিধ রসই বিরাজিত বলিয়া তাহার

শৃঙ্গার-রস-লক্ষণ প্রেমার বশ কৃষ্ণ ঃ—

পরিপূর্ণ-কৃষ্ণপ্রাপ্তি এই 'প্রেমা' হৈতে ।
এই প্রেমার বশ কৃষ্ণ—কহে ভাগবতে ॥ ৮৮ ॥

কৃষ্ণে প্রেমভক্তিই কৃষ্ণপ্রদা ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবত (১০।৮২।৪৪)—

ময়ি ভক্তির্হি ভূতানামমৃতত্বায় কল্পতে ।
দিষ্ট্যা যদাসীন্মৎস্নেহো ভবতীনাং মদাপনঃ ॥ ৮৯ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৮৭-৮৮। রসের তারতম্য বুঝাইবার জন্য একটী প্রাকৃত উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে ;—'আকাশ', 'বায়ু', 'অগ্নি', 'জল' ও 'পৃথিবী'—এই পাঁচটী মহাভূত। আকাশে 'শব্দ' বলিয়া একটী গুণ আছে ; বায়ুতে 'শব্দ' ও 'স্পর্শ',—দুইটী গুণ আছে ; অগ্নিতে 'শব্দ' , 'স্পর্শ' ও 'রূপ',—এই তিনটী গুণ আছে ; জলে 'শব্দ', 'স্পর্শ', 'রূপ' ও 'রস'—এই চারিটী গুণ আছে ; মৃত্তিকায় 'শব্দ', 'স্পর্শ', 'রূপ', 'রস' ও 'গন্ধ'—এই পাঁচটী গুণ আছে। এখন দেখুন, আকাশাদি পর-পর-ভূতে ক্রমশঃ গুণসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে,—পঞ্চগুণই পৃথিবীতে লক্ষিত হইল। সেইরূপ শান্ত-দাস্য-সখ্য-বাৎসল্য-মধুরে ক্রমশঃ গুণবৃদ্ধি হইয়া মধুররসে পাঁচটী গুণই পরিপূর্ণরূপে পাওয়া গেল ; অতএব পরিপূর্ণ-কৃষ্ণপ্রাপ্তি 'মধুর' বা শৃঙ্গার-রস-রূপ প্রেমেই পাওয়া যায়। ভাগবত বলেন,—মধুর-রসোৎফুল্ল-প্রেমে কৃষ্ণ নিতান্ত বশ হন।

অনুভাষ্য

চমৎকারিতা ও মাধুর্য্য সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। বৈষ্ণব ও ভক্তিসিদ্ধান্তনিপুণ মহাজনগণ এইরূপ পর্য্যায়ক্রমে স্বরূপোপলব্ধির সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম তত্ত্বসমূহ বিচার করিয়াছেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ দৈবমায়াবিমূঢ় অসৎ-সিদ্ধান্তনিপুণ ব্যক্তিগণ এই সব সিদ্ধান্তের কিছুই উপলব্ধি করিতে না পারিয়া শুদ্ধবৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের উপর দোষারোপ করিয়া থাকে,—তাহা ঐ সকল বালভাষী ব্যক্তির দুর্ভাগ্যেরই পরিচয় দেয়।

৮৪। আদিলীলা চতুর্থ পরিচ্ছেদ ৪৫ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

৮৯। আদিলীলা চতুর্থ পরিচ্ছেদ ২৩ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

"বাৎসল্য-প্রীতি অত্যুত্তম হইলেও পরোত্তমতা মধুর-প্রীতিরসে পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছে। প্রেমভক্তির চরম পদবীতে কান্তভাবের প্রাকট্য। তাহা বিষয়জাতীয় বস্তুর সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রীতি উৎপন্ন করে বলিয়া উহারই সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা মাধুর্য্য পর্য্যায়ে পরিগণিত।

"বিভিন্ন সাধনের সাধ্য-পর্য্যায় বহুবিধ। প্রত্যেক স্থানেই উপাস্য-বিষয় ব্রজেন্দ্রনন্দনের অবস্থিতি থাকিলেও উৎকর্ষাদি-বিচারে মধুর-রতিতে অপরাপর শ্রেণী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতা উপলব্ধি হয়। কিন্তু আশ্রয়ের অনুগত-জনগণ অন্যাপেক্ষা নিজ-নিজ-ভাবে শ্রেষ্ঠতা সর্ব্বদাই পোষণ করেন। তাহা হইলেও রস-বিশেষে প্রবিষ্ট না হইয়া নিরপেক্ষভাবে উহাদিগের তারতম্য নির্দ্দেশ করিতে গেলে ভাব উত্তরোত্তর সমৃদ্ধ হইয়া কান্তভাবের সর্ব্বশ্রেষ্ঠতাই স্থাপন করে।

"উপাদেয় নিত্য-সদ্‌গুণ-বিচারেও কৃষ্ণপ্রাপ্তি-বিষয়ে কান্তভাবে পরিপূর্ণতা সিদ্ধ হয় শ্রীমদ্ভাগবত এই অদৃষ্টচর পরমদুর্ল্লভ তারতম্য-

ভক্তের ভজন-গাঢ়তা-তারতম্যে কৃষ্ণভক্তি-
লাভেরও তারতম্য ঃ—

কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা দৃঢ় সর্ব্বকালে আছে।
যে যৈছে ভজে, কৃষ্ণ তারে ভজে তৈছে ॥ ৯০ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৯০-৯১। কৃষ্ণের এইটী সাধারণ প্রতিজ্ঞা যে, যিনি তাঁহাকে যেরূপে ভজন করিবেন, কৃষ্ণ তাঁহাকে সেইরূপে ভজন করিবেন। অন্যান্য-রসে ভক্তের ভজনানুরূপ প্রতিভজনে কৃষ্ণ সমর্থ হন ;

অনুভাষ্য

৯০। প্রাকৃত লোকের বিচারে—"যিনি যে-ভাবেই ভজন করুন না, তিনি ভগবানকেই পাইয়া থাকেন। কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ, তপস্যা, যে-উপায়েই ভগবান্‌কে ভজন করা যায়, তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না। যেমন, কোন স্থানে যাইতে হইলে তাহার বিভিন্ন পথ আছে, তদ্রূপ ভগবানের নিকট যাইবারও বিভিন্ন পথ। ভগবান্‌কে কালী, দুর্গা, শিব, গণেশ, রাম, হরি, ব্রহ্ম, যে-কোন নামেই ডাকা হউক্ না কেন, একই কথা ; অথবা, যেমন এক ব্যক্তির ভিন্ন ভিন্ন নাম থাকে এবং তাহাকে যে-কোন নামে ডাকিলে তিনি উত্তর প্রদান করেন, তদ্রূপ ভগবৎসম্বন্ধেও সেই কথা।'

কিন্তু এই সকল কথা বালোচিত মনোধর্ম্মিব্যক্তিগণের মনোরঞ্জক হইলেও সারগ্রাহি-ব্যক্তিগণ উহা কুসিদ্ধান্তপূর্ণ বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। যিনি স্বর্গাদি-কামী হইয়া আধিকারিক দেবতার উপাসনা করিবেন, ভগবদ্বিমুখিনী মায়াশক্তি তাঁহাকে ঐ সকল আধিকারিক দেবতাতেই শ্রদ্ধারূপ ফল প্রদান করিয়া তাঁহাকে আত্যন্তিক মঙ্গলরূপ ফল হইতে বঞ্চিত করিবেন এবং জন্মমরণমালার কর্ম্মচক্রে কভু স্বর্গে, কভু মর্ত্ত্যে ভ্রমণ করাইবেন। আর যাঁহারা নিত্য ভগবৎসেবা-প্রার্থী হইবেন, ভগবান্ তাঁহাদিগকে তাঁহার নিত্যসেবা প্রদান করিবেন। সুতরাং যিনি যে-ভাবে ভজন করুন না কেন, তিনি ভজনানুরূপ ফল প্রাপ্ত হইবেন, সত্য ; কিন্তু ইহা বিশেষভাবে লক্ষ্য করা উচিত যে, সকল ফল সমান

গোপীর মধুর-রসের সেবার বিনিময়ে কৃষ্ণের
আত্মপ্রদানে অসামর্থ্যহেতু ঋণ ঃ—

এই 'প্রেমে'র অনুরূপ না পারে ভজিতে।
অতএব 'ঋণী' হয়—কহে ভাগবতে ॥ ৯১ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

কিন্তু মধুররসোৎফুল্লপ্রেমে ভজনের অনুরূপ প্রতিভজন না দেখিতে পাইয়া কৃষ্ণ কহিলেন,—হে ব্রজসুন্দরীগণ, আমি তোমাদের ঋণ শোধ করিতে পারিলাম না।

অনুভাষ্য

নহে। ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ-কামীর ফল এবং নিত্য অহৈতুকী কৃষ্ণসেবা-প্রার্থীর ফল এক নহে। ধর্ম্মার্থাদির ফল—নশ্বর স্বর্গাদি, সাযুজ্য-মোক্ষাদির ফল—আত্মবিনাশাদি, অহৈতুকী হরিসেবার উত্তর ফল—নিত্য নবনবায়মান হরিসেবা-লাভ বা ভগবৎপ্রেমা। সুতরাং ধর্ম্মার্থকামী, নির্ব্বিশেষ-মুক্তিকামী ও হরিসেবাতৎপর ব্যক্তির ফলে 'আকাশ-পাতাল' ভেদ বর্ত্তমান, সন্দেহ নাই।

জড়জগদধিষ্ঠাত্রী জগজ্জননী মহামায়া ও অন্যান্য আধিকারিক দেবতাগণ—শ্রীভগবানের বহিরঙ্গা-শক্তি ও বিরূপবৈভব; তাঁহারা ভগবানের আদেশে জগৎসৃষ্টি-কার্য্যের বিভিন্ন অংশের পরিচালনা করিতেছেন। জগৎসৃষ্টি-কার্য্যটী ভগবানের অন্তরঙ্গা-শক্তির কোনও ব্যাপার নহে। চিদ্ধামে যে-সকল কার্য্য হইয়া থাকে, তাহাই অন্তরঙ্গা-শক্তির কার্য্য, উহা যোগমায়াদ্বারা সাধিত হয়। যোগমায়া—ভগবানের অন্তরঙ্গা-শক্তি বা চিচ্ছক্তি ; যাঁহারা চিদ্ধামে ভগবানের সেবাপ্রার্থী হন, তাঁহারা যোগমায়ার নিষ্কপট কৃষ্ণ-সেবোন্মুখী কৃপা লাভ করিয়া থাকেন। আর যাঁহারা জড়-ব্রহ্মাণ্ডে অভ্যুদয়মূলে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম প্রভৃতির অন্যাভিলাষ বাঞ্ছা করেন বা ভগবৎসেবা-বিমুখিনী নির্ব্বিশেষ-গতি ইচ্ছা করেন, তাঁহারা মহামায়া বা রুদ্রাদি-দেবতার উপাসনা করিয়া থাকেন। তাই দেখিতে পাওয়া যায়,—ব্রজললনাগণ নন্দগোপ-কুমারকে পতিত্বে লাভ করিবার জন্য অর্থাৎ চিদ্ধামে তাঁহার নিত্যসেবা-লাভের জন্য চিচ্ছক্তি যোগমায়ার আরাধনা করিয়া-

---

বিচারের সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা প্রদর্শন করিয়াছেন। ইহাতে পুরুষোত্তম-কৃষ্ণের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রীতি-সেবা বিধান করে। যদিও মুক্তপুরুষের অভিধেয়-বিচারে শান্তের পরবর্ত্তী দাস্য, সখ্য ও বাৎসল্য উত্তরোত্তর বিভিন্ন প্রকার নিত্য-সদ্গুণ প্রকাশ করিয়া বরণীয় হইয়াছে এবং তাহাতেও কৃষ্ণের প্রীতিমূলে কৃষ্ণবশ্যতা দেদীপ্যমান আছে, তথাপি উজ্জ্বল-রস উহাদিগকে ক্ষীণপ্রভ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে সমর্থ হয়। ভগবৎসেবা-প্রাপ্তি-বিষয়ে দাস্যাদি বাৎসল্যান্ত প্রেমসমূহে কৃষ্ণপ্রীতি আকর্ষণ করিবার প্রকারভেদ অবস্থিত, কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা প্রচুর বিশ্রম্ভ ও অত্যন্ত ঘনসমাশ্লেষ কান্তরসে যেরূপ দীপ্তির প্রোজ্জ্বলতা সাধন করে, সেরূপ অন্যত্র নাই।

"সাধ্য-বিষয়ক তারতম্য-নির্দ্দেশে কান্তভাবের মহিমা সর্ব্বোচ্চ স্থিরীকৃত হইলেও ঐ কান্তপ্রীতির আন্তর্গণিক বিচারধারা শ্রীবৃষভানুনন্দিনীর পরিচয় দেয়। উহাই সাধ্যশিরোমণি বা মধুররতি-আশ্রিত ভগবৎ-অভিন্ন-কলেবরের সর্ব্বভাব-সমন্বিত প্রতিষ্ঠা।

"মধুররতির আশ্রিত-তত্ত্ব-বিচারে আলম্বনের আনুষঙ্গিক উদ্দীপন-বিচারে কৃষ্ণপ্রীতির ঘনপর্য্যায়ে হ্লাদিনীসার-সমবেত মহাভাবস্বরূপিণীর প্রাধান্য যাঁহার হৃদ্দেশ অধিকার করে তিনিই ধন্যতমা। মধুর-রসাশ্রিতা শতকোটী আশ্রিত-তত্ত্বের মধ্যে যিনি মাধুর্য্যবিগ্রহ শ্রীনন্দনন্দনের

গোপীর প্রেম-ঋণ—কৃষ্ণের অপরিশোধ্য ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবত (১০।৩২।২২)—

ন পারয়েঽহং নিরবদ্যসংযুজাং
স্বসাধুকৃত্যং বিবুধায়ুষাপি বঃ।
যা মাভজন্ দুর্জ্জয়-গেহশৃঙ্খলাঃ
সংবৃশ্চ্য তদ্বঃ প্রতিযাতু সাধুনা ॥ ৯২ ॥

গোপীর মধুর-প্রেমেই কৃষ্ণ-মাধুর্য্য-বিলাস প্রকটিত ঃ—

যদ্যপি সৌন্দর্য্য কৃষ্ণ-মাধুর্য্যের ধুর্য্য।
ব্রজদেবীর সঙ্গে তাঁর বাড়য়ে মাধুর্য্য ॥ ৯৩ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৯৩। যদিও কৃষ্ণের অসমোর্দ্ধ-সৌন্দর্য্যেই কৃষ্ণ-মাধুর্য্যের পরাকাষ্ঠা, তথাপি ব্রজদেবীর সঙ্গ হইলে সে মাধুর্য্য অনন্তগুণে বৃদ্ধি পায় ; সুতরাং গোপীজনবল্লভ-প্রেমই সর্ব্বভক্তের সাধ্যসার। ইহাতে ভক্তের যেরূপ (পরিপূর্ণ-মাধুর্য্যময়) কৃষ্ণপ্রাপ্তি, এরূপ আর রসের কোন অবস্থাতেই নয়।

অনুভাষ্য

ছিলেন। আর সপ্তশতীতেও দেখিতে পাওয়া যায় যে, রাজা সুরথ এবং সমাধি-নামক বৈশ্য নিজদিগকে বর্ণাশ্রমান্তর্গত কোন অভাবগ্রস্ত জীব মনে করিয়া জড়াধিষ্ঠাত্রী মহামায়ার আরাধনা-তৎপর হইয়াছিলেন। সুতরাং যেখানে 'যোগমায়া' ও 'জড়-মায়া'কে এক করিয়া 'মুড়ি ও মিছরী' সমান-দরে চালাইবার প্রয়াসীর ন্যায় 'সমন্বয়বাদ' প্রচার করা হয়, সে-স্থানে অজ্ঞানতা, মূর্খতা ও ভগবৎ-স্বরূপোপলব্ধির অভাবই জানিতে হইবে।

দ্বিতীয়তঃ, ইহা জগতে দেখা যায়,—'কাণা-ছেলের নাম পদ্মলোচন' হইয়া থাকে, কিন্তু ভগবানের সম্বন্ধে সেরূপ নহে। ভগবানের নাম-নামীতে কোন ভেদ নাই,—ভগবানের কোন নামই নিরর্থক বা ভগবানের বাস্তবসত্তা হইতে ভিন্ন নহে। শ্রীভগবানের নাম—বহুবিধ ; যথা, পরমাত্মা, ব্রহ্ম, সৃষ্টিকর্ত্তা, নারায়ণ, রুক্মিণীরমণ, গোপীনাথ, কৃষ্ণ প্রভৃতি। কিন্তু যিনি ভগবানকে 'সৃষ্টিকর্ত্তা' বলিয়া ডাকিবেন, তিনি নারায়ণের রসাস্বাদন করিতে পারিবেন না ; কারণ, সৃষ্টিকর্ত্তা প্রভৃতি নাম-সমূহ জগতের বিষ্ণুবহির্ম্মুখ জীবের সৃষ্ট অক্ষজজ্ঞানদত্ত নাম। 'সৃষ্টিকর্ত্তা' বলিলে ভগবানের পরিপূর্ণ সত্তার উপলব্ধি হয় না ; কারণ, সৃষ্টিকার্য্যটী ভগবানের স্বরূপশক্তির কার্য্য নহে, উহা—তাঁহার বহির্ম্মুখিনী শক্তির পরিচায়ক। আবার 'ব্রহ্ম' বলিলে ভগবানের ষড়্‌বিধ ঐশ্বর্য্যের পরিচয় পাওয়া যায় না ; কারণ, ভগবানের নির্ব্বিশেষ-ভাবই 'ব্রহ্ম' নামে খ্যাত, সুতরাং উহাও ভগবানের সম্যক্ সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহের দ্যোতক নাম নহে। 'পরমাত্মা' বলিলেও ভগবানের সম্পূর্ণ পরিচয় হয় না ; কারণ, ব্যষ্টি-জীবের অন্তরে অন্তর্যামিরূপে ভগবানের আংশিক পরিচয়ই 'পরমাত্মা' বলিয়া খ্যাত। আবার নারায়ণ-ভজনকারী ব্যক্তিও কৃষ্ণের মাধুর্য্য উপলব্ধি করিতে পারেন না। কৃষ্ণভক্তও আবার এক কৃষ্ণেতেই মাধুর্য্যের দ্বারা নারায়ণের ঐশ্বর্য্য আচ্ছাদিত হইয়া সম্পূর্ণ পরম-চমৎকারিতা বর্ত্তমান দেখিয়া নারায়ণ-ভজনে স্পৃহা করেন না ;—গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে কখনও 'রুক্মিণীরমণ' বলিয়া সম্বোধন করেন না। 'রুক্মিণীরমণ' ও 'শ্রীকৃষ্ণ' জাগতিক অভিধানে প্রতি-শব্দ বা সমপর্য্যায়ভুক্ত শব্দ হইলেও একটীর পরিবর্ত্তে আর একটী ব্যবহৃত হইতে পারে না। যদি মূর্খতাবশতঃ কেহ ব্যবহার করেন, তাহা হইলে 'রসাভাস'-দোষ হয়। যাঁহারা ভগবৎস্বরূপ উপলব্ধি করিয়াছেন, তাঁহারা অনভিজ্ঞ-সমাজের মত এরূপ রসাভাস বা সিদ্ধান্তবিরোধ করেন না। কিন্তু তথাপি কলির প্রাবল্যহেতু উচ্ছৃঙ্খলতা-পূর্ণ কুসিদ্ধান্তই উদারতা বা মহাসমন্বয়-বাদ বলিয়া এবং সৎসিদ্ধান্তই মূর্খলোকের দ্বারা গোঁড়ামি বা সঙ্কীর্ণতার নামে প্রচারিত হইতেছে।

৯০-৯২। আদি ৪র্থ পঃ ১৭৭-১৮০ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

অত্যধিক অসামান্য প্রীতি সংগ্রহ করিবার লীলা প্রকট করিয়াছেন, তাঁহার অসমোর্দ্ধ সেবায় যাঁহার চিত্তের আকৃষ্টির অভাব লক্ষিত হয়, তাহার ন্যায় ভাগ্যহীন জন জগতে বিরল। সেই কান্তভাবের পর্য্যালোচনা-কুশল-পাত্রই আশ্রিত-তত্ত্ব বৃষভানুনন্দিনীর কৌটিল্য ও বাম্যধর্ম্ম-বিচারে সেবাপ্রবৃত্তির সর্ব্বোত্তমতা লক্ষ্য করিতে সমর্থ হন। অত্যুৎকট ভজনচেষ্টায় বার্ষভানবীর সেবা-প্রাবল্য মধুর-রসাশ্রিত তত্ত্বসমূহের একমাত্র বাঞ্ছিতপদ। রাধাদাস্য-বৃত্তিই সেবা-পরাকাষ্ঠা—ইহা যাঁহাদিগের ধারণা, তাঁহারাই শ্রীগৌরসুন্দরের প্রেমভক্তির পথ অনুসরণ করিতে যোগ্য। সেইরূপ প্রতীতিতেই জীবের নির্ম্মল স্বরূপ-উদ্বোধনে স্বীয় ঈশ্বরীর স্বরূপ উপলব্ধি ঘটে। নিজ-স্বরূপের সেবা-সৌন্দর্য্যে স্বীয় ঈশ্বরীর পাল্যভাবে অবস্থিতিই জীবের মুক্তিপর্য্যায়ের চরম-সীমা,—উহা কেবল প্রাপঞ্চিক দুঃখরাহিত্য মাত্র নহে, পরন্তু কৃষ্ণপ্রীতি-উৎপাদিকা বৃত্তির সুষ্ঠু নৃত্যোল্লাস।

"প্রাক্তন দুষ্কৃতির ফলে শ্রীরাধাস্বরূপের উপলব্ধির অভাবে অনেকে ভক্তিরাজ্যে প্রবিষ্ট-অভিমানেও নারকীলভ্যা 'অহংগ্রহোপাসনা' করিয়া বসে। তাহারা ভাগ্যহীন ও কৃষ্ণসেবা-বঞ্চিত। সাধ্য-সাধন-আলোচনায় যদি বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের ব্যাকুলতা কোন জীবকে আচ্ছন্ন করিয়া তাহার স্থানস্থিত-ধর্ম্মের বিপর্য্যয় সাধন করে, তাহা হইলে তাহার নিকট প্রেমভক্তির দ্বার রুদ্ধ থাকে। যাহাদের দূষিত প্রাপঞ্চিক ধারণা প্রবল, তাহারা মুখে ন্যূনাধিক বর্ণাশ্রমাধিকারের কথা বলিলেও সেই মল অপসারিত করিতে অসমর্থ হন। তাহারা যে-সকল প্রলপিত-বাক্যের উচ্চারণ-মুখে বর্ণাশ্রম পরিত্যাগের অভিনয় প্রদর্শন করেন, তাহাতেও তাহাদের কোন মঙ্গলের উদয় হয় না। যদি প্রাকৃত-বর্ণ-বিচার বা প্রাকৃত-আশ্রম-বিচার

গোপীমধ্যে কৃষ্ণ—যেন, মণি-মধ্যে মরকত ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবত (১০।৩৩।৬)—

তত্রাতিশুশুভে তাভির্ভগবান্ দেবকীসুতঃ ।
মধ্যে মণীনাং হৈমানাং মহামারকতো যথা ॥ ৯৪ ॥

(গ) গোপীর কৃষ্ণপ্রেমাই সাধ্যাবধি হইলেও প্রভুর পুনঃ প্রশ্ন ঃ—

প্রভু কহে,—"এই 'সাধ্যাবধি' সুনিশ্চয় ।
কৃপা করি' কহ, যদি আগে কিছু হয় ॥" ৯৫ ॥

প্রশ্নকর্ত্তা প্রভুর 'অসমোর্দ্ধত্ব' বলিয়া রায়ের জ্ঞান ঃ—

রায় কহে,—"ইহার আগে পুছে হেন জনে ।
এতদিন নাহি জানি, আছয়ে ভুবনে ॥ ৯৬ ॥

(ঘ) শ্রীরাধার কৃষ্ণপ্রেমাই—সাধ্যশিরোমণি ঃ—

ইঁহার মধ্যে রাধার প্রেম—'সাধ্যশিরোমণি' ।
যাঁহার মহিমা সর্ব্বশাস্ত্রেতে বাখানি ॥ ৯৭ ॥

শ্রীরাধার ন্যায় শ্রীরাধাকুণ্ডও কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ ঃ—

লঘুভাগবতামৃত (২।৪৫)-ধৃত পদ্মপুরাণ-বাক্য—

যথা রাধা প্রিয়া বিষ্ণোস্তস্যাঃ কুণ্ডং প্রিয়ং তথা ।
সর্ব্বগোপীষু সৈবৈকা বিষ্ণোরত্যন্তবল্লভা ॥ ৯৮ ॥

ভাগবতে শ্রীরাধার ইঙ্গিত ও অদ্বিতীয়ত্ব ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবত (১০।৩০।২৮)—

অনয়ারাধিতো নূনং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ ।
যন্নো বিহায় গোবিন্দঃ প্রীতো যামনয়দ্রহঃ ॥" ৯৯ ॥

প্রভুর উল্লাস ও রায়ের প্রশংসা-কীর্ত্তন ঃ—

প্রভু কহে,—"আগে কহ, শুনিতে পাই সুখে ।
অপূর্ব্বামৃত-নদী বহে তোমার মুখে ॥ ১০০ ॥

অদ্বিতীয়া শ্রীরাধাতে কৃষ্ণের নিরপেক্ষ প্রেম ঃ—

চুরি করি' রাধাকে নিল গোপীগণের ডরে ।
অন্যাপেক্ষা হৈলে প্রেমের গাঢ়তা না স্ফুরে ॥ ১০১ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৯৪। দেবকীসুত ভগবান্ সর্ব্বসৌন্দর্য্যের সার হইলেও ব্রজ-দেবীর সঙ্গে তিনি হেমমণিদিগের মধ্যে মহা-মরকতের ন্যায় অতিশয় শোভা পাইয়াছিলেন।

৯৫। এতাবৎ সিদ্ধান্ত শ্রবণ করিয়া মহাপ্রভু কহিলেন,—**শ্রীগোপীজনবল্লভ-প্রেমই সাধ্যতত্ত্বের অবধি** বটে, তথাপি যদি আরও কিছু থাকে, তাহা বল।

৯৭। গোপীসাধারণের যে শ্রীকৃষ্ণপ্রেম, তন্মধ্যে **শ্রীরাধার কৃষ্ণ-প্রেমই সাধ্যশিরোমণি-তত্ত্ব।** সাধারণ-জীবের পক্ষে ঐ ভাব-স্থলীয় ভাবগ্রহণের উপদেশ নাই ; কিন্তু সেই ভাবের অনুগত অর্থাৎ তদনুরূপ কৃষ্ণপ্রেমের অত্যুচ্চভাব গ্রহণ করিতে সিদ্ধাবস্থায় জীবের যোগ্যতা হইতে পারে। সাধনাবস্থায় রাধিকার সখী ও তৎপরিচারিকাগণের ভাবই অনুসরণীয়। **উদ্ধব-দর্শনে রাধিকার যে ভাব মহাপ্রভুতে লক্ষিত হয়, তাহা জীবের সাধ্য নয়, কিন্তু কথঞ্চিৎ অন্যাকারে অনুসরণীয়।**

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১০১-১০২। রাসলীলায় শ্রীকৃষ্ণ দেখিলেন,—অন্য সমস্ত গোপীর সহিত একত্রে (অবস্থিতা) রাধিকার সহিত নিরপেক্ষ প্রেম হইল না, অন্যাপেক্ষাবশতঃ প্রেমের গাঢ়তার স্ফূর্ত্তি হইল

অনুভাষ্য

৯৪। শ্রীশুকদেবকর্ত্তৃক পরীক্ষিতের নিকট রাসলীলাকারী গোপীমধ্যবর্ত্তী কৃষ্ণের সৌন্দর্য্য-বর্ণন,—

তত্র (বৃন্দাবনে রাসমণ্ডলে) হৈমানাং (সুবর্ণখচিতানাং মণীনাং) মধ্যে মহামরকতঃ যথা, [তথা ইব] তাভিঃ (ব্রজ-দেবীভিঃ) [বেষ্টিতঃ সন্] ভগবান্ দেবকীসুতঃ অতিশুশুভে।

৯৭-১১৫। আদি ৪র্থ পঃ ৬৮-৯৭ এবং ১২২-১৪৩, ২১৪-২১৯, ২৩৯-২৬২ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

৯৮। আদি, ৪র্থ পঃ ২১৫ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

৯৯। আদি, ৪র্থ পঃ ৮৮ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

করিতে গিয়া কেহ নিরন্তর-ভজনকারী পরমচতুর বক্তাকে তাহার আশ্রম ও বর্ণের প্রাপঞ্চিকতায় দর্শন করেন, তাহা হইলে ঐরূপ দর্শনকারীর কোনদিন ভোগময়ী ধারণা হইতে উন্নতস্তরে অভিগমন সম্ভবপর নহে।

"বৌদ্ধ-প্রাকৃত-সহজিয়াবাদ অনেকসময় বাহ্যাবরণকে প্রাধান্য দেওয়ায় তাহাতে পরমহংস অবধূতগণের আচরণ ধরা যায় না। বাল-চাপল্য প্রকাশ করিয়া যদি কেহ শ্রীগৌরসুন্দর, শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীকে গৈরিকবসনধারী-সন্ন্যাসী-মাত্র জ্ঞানে বা ব্রাহ্মণমাত্র বিচারে প্রতিষ্ঠিত করেন এবং শ্রীরায় রামানন্দ বা শ্রীরূপ-সনাতনকে বিচার-বহির্ভূত বর্ণাশ্রমে অবস্থিত জ্ঞান করেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগের বহিঃপ্রজ্ঞা তাহাদিগকে প্রতারিত করিয়াছে, জানিতে হইবে। তাঁহারা 'কৃষ্ণভক্তি-রসভাবিতা-মতি' শ্রীরামানন্দ-রায়ের শ্লোকটীর তাৎপর্য্য গ্রহণে অসমর্থ হইয়াছেন।

"শ্রীগৌরসুন্দর প্রেমভক্তি-প্রচারকল্পে শ্রীরামানন্দমুখে যে-সকল তারতম্য ও বৈশিষ্ট্য-নির্দ্দেশক কথার অবতারণা করিয়াছেন, তাহা স্নিগ্ধ, নিরপেক্ষ, ভগবৎকৃপালব্ধ সঞ্চারিত-শক্তি জনগণের পক্ষে উপযোগী এবং তাদৃশ উপযোগিতা সৌভাগ্যক্রমে প্রপঞ্চে বিচরণকারী জীবের অবশ্যপ্রাপ্য। কেহ তাদৃশ সৌভাগ্যকে সুদূর-পরাহত জানিয়া যদি পশ্চাৎপদ হন, তাহা হইলে স্বীয় কল্যাণলাভের পথে কণ্টক-আরোপণ বা সুগম-পথ রুদ্ধ করিবেন মাত্র।"

(শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর প্রভুপাদ-কৃত 'নীলাচলে ভক্তিবিনোদ' প্রবন্ধ 'গৌড়ীয়' ৭ম খণ্ড হইতে উদ্ধৃত)

শ্রীরাধাতে কৃষ্ণের একনিষ্ঠ প্রেম ঃ—

রাধা লাগি' গোপীরে যদি সাক্ষাৎ করে ত্যাগ ।
তবে জানি,—রাধায় কৃষ্ণের গাঢ়-অনুরাগ ॥" ১০২ ॥

শ্রীরাধাতে কৃষ্ণপ্রীতির নিরুপমত্ব ঃ—

রায় কহে,—"তবে শুন প্রেমের মহিমা ।
ত্রিজগতে রাধা-প্রেমের নাহিক উপমা ॥ ১০৩ ॥

সেবকের সেবালাভার্থ তাহার অদর্শনে সেব্যের বিলাপ ঃ—

গোপীগণের রাস-নৃত্য-মণ্ডলী ছাড়িয়া ।
রাধা চাহি' বনে ফিরে বিলাপ করিয়া ॥ ১০৪ ॥

শ্রীরাধাই কৃষ্ণপ্রীতি-সেবার মূর্ত্তি ঃ—

শ্রীগীতগোবিন্দ (৩।১-২)—

কংসারিরপি সংসারবাসনাবদ্ধশৃঙ্খলাম্ ।
রাধামাধায় হৃদয়ে তত্যাজ ব্রজসুন্দরীঃ ॥ ১০৫ ॥
ইতস্ততস্তামনুসৃত্য রাধিকামনঙ্গবাণব্রণখিন্নমানসঃ ।
কৃতানুতাপঃ স কলিন্দনন্দিনী-তটান্তকুঞ্জে বিষসাদ মাধবঃ ॥১০৬॥

উক্ত শ্লোকদ্বয় বিচার ঃ—

এই দুই শ্লোকের অর্থ বিচারিলে জানি ।
বিচারিতে উঠে যেন অমৃতের খনি ॥ ১০৭ ॥

রাস-বর্ণন ঃ—

শতকোটি গোপী-সঙ্গে রাস-বিলাস ।
তার মধ্যে এক-মূর্ত্ত্যে রহে রাধা-পাশ ॥ ১০৮ ॥

শ্রীরাধিকার কৃষ্ণপ্রেমে বামতা-ভাবের প্রাধান্য ঃ—

সাধারণ-প্রেম দেখি' সর্ব্বত্র 'সমতা' ।
রাধার কুটিল-প্রেম হইল 'বামতা' ॥ ১০৯ ॥

কৃষ্ণপ্রেমার কৌটিল্য ঃ—

উজ্জ্বলনীলমণিতে শৃঙ্গারভেদকথনে (১০২)—

অহেরিব গতিঃ প্রেম্ণঃ স্বভাবকুটিলা ভবেৎ ।
অতো হেতোরহেতোশ্চ যূনোর্মান উদঞ্চতি ॥ ১১০ ॥

শ্রীরাধার রাস পরিত্যাগ-ফলে কৃষ্ণের তদন্বেষণ ঃ—

ক্রোধ করি' রাস ছাড়ি' গেলা মান করি' ।
তাঁরে না দেখিয়া ব্যাকুল হৈল হরি ॥ ১১১ ॥
সম্যক্ বাসনা কৃষ্ণের, ইচ্ছা রাসলীলা ।
রাসলীলা-বাসনাতে রাধিকা শৃঙ্খলা ॥ ১১২ ॥
তাঁহা বিনা রাসলীলা নাহি তাঁর চিত্তে ।
মণ্ডলী ছাড়িয়া গেলা রাধা অন্বেষিতে ॥ ১১৩ ॥
ইতস্ততঃ ভ্রমি' কাঁহা রাধা না পাঞা ।
বিষাদ করেন কামবাণে খিন্ন হঞা ॥ ১১৪ ॥

কৃষ্ণকামপূর্ত্তি-বিগ্রহ শ্রীরাধিকার অসমোর্দ্ধত্ব ঃ—

শতকোটি-গোপীতে নহে কাম-নির্ব্বাপণ ।
তাহাতেই অনুমানি শ্রীরাধিকার গুণ ॥" ১১৫ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

না ; তন্নিবন্ধন শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণের ভয়ে রাধিকাকে রাসস্থলী হইতে চুরি করিয়া অন্য গোপীগণ হইতে পৃথক্ হইয়া গেলেন। "কংসারিরপি" শ্লোকটী (১০৫ সংখ্যা) এইস্থলে উদাহরণীয়।

১০৪। শ্রীরাধিকা রাসমণ্ডলীতে গোপীগণের সাধারণ প্রেম-সুলভ মমতা-দর্শনে কৌটিল্যবামতা-প্রযুক্ত রাসমণ্ডলী ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন। কৃষ্ণের ইচ্ছা,—শ্রীমতী রাস-লীলার রস পুষ্টি করেন, কিন্তু তদভাবে শ্রীকৃষ্ণ খিন্ন হইয়া বিলাপ করিতে করিতে শ্রীমতীর অন্বেষণে বনে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

১০৬। অনঙ্গবাণ-ব্রণদ্বারা খিন্নমানস ও কৃতানুতাপ হইয়া, মাধব কলিন্দনন্দিনী-তটস্থিত বনে ইতস্ততঃ রাধিকাকে অন্বেষণ করিয়াও না পাইয়া কুঞ্জমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক বিষাদ করিতে লাগিলেন।

১০৯-১১০। দুই-দুই গোপীর মধ্যে রাসমণ্ডলে একমূর্ত্তি কৃষ্ণ এবং শ্রীরাধিকার পার্শ্বে এক মূর্ত্তি কৃষ্ণ—এইরূপ প্রকাশ হইয়াছিল। রাধিকা তাহাতে স্বীয় কুটিল-প্রেমের 'বামতা' প্রকাশ করিলেন। উজ্জ্বলনীলমণিতে,—

সর্পের ন্যায় প্রেমের স্বভাব-কুটিলা গতি ; এতন্নিবন্ধন যুবক-যুবতীর মধ্যে 'অহেতু' ও 'সহেতু' এই দুইপ্রকার মানের উদয় হয়।

অনুভাষ্য

১০৫। আদি, ৪র্থ পঃ ২১৯ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১০৬। অনঙ্গবাণব্রণখিন্নমানসঃ (কামশরব্রণেন খিন্নং মানসং যস্য সঃ) মাধবঃ ইতস্ততঃ তাং রাধিকাম্ অনুসৃত্য (অন্বিষ্য) কৃতানুতাপঃ (কৃতঃ অনুষ্ঠিতঃ অনু পশ্চাৎ তাপো যেন সঃ রাধিকা-নাদর-রূপ-নিজাচরিতকর্ম্মজন্য-শোকবশঃ সন্) কলিন্দনন্দিনী-তটান্ত-কুঞ্জে (যমুনাতটপ্রান্তস্থকুঞ্জে) বিষসাদ (বিষণ্ণঃ অভূৎ)।

১১০। অহেঃ (সর্পস্য) ইব প্রেম্ণঃ গতিঃ স্বভাবকুটিলা (নিসর্গতঃ বক্রা) ভবেৎ ; অতঃ (অস্মাৎ কারণাৎ) হেতোঃ (কারণোদয়াৎ) অহেতোঃ চ (কারণাভাবাদপি) যূনোঃ (কান্তা-কান্তয়োঃ) মানঃ উদঞ্চতি (উদেতি)।

১১২-১১৪। পূর্ব্ববর্ত্তী ১০৪ সংখ্যার অমৃতপ্রবাহ-ভাষ্য দ্রষ্টব্য।

বক্তা রায়ের নিকট শ্রোতৃরূপী প্রভুর শিষ্যত্বাভিমান ঃ—

প্রভু কহে,—"যে লাগি' আইলাম তোমা-স্থানে ।
সেই সব তত্ত্ববস্তু হৈল মোর জ্ঞানে ॥ ১১৬ ॥

এতাবৎ প্রভুর কৃষ্ণভজন-ক্রম শ্রবণ ঃ—

এবে জানিলুঁ সাধ্য-সাধন-নির্ণয় ।
আগে আর আছে কিছু, শুনিতে মন হয় ॥ ১১৭ ॥

প্রভুর (১) কৃষ্ণ, (২) রাধা, (৩) রস ও (৪) প্রেমের স্বরূপ-তত্ত্ব বর্ণনার্থ রায়কে অনুরোধ ঃ—

'কৃষ্ণের স্বরূপ' কহ 'রাধার স্বরূপ' ।
'রস'—কোন্ তত্ত্ব, 'প্রেম'—কোন্ তত্ত্বরূপ ॥ ১১৮ ॥
কৃপা করি' এই তত্ত্ব কহ ত' আমারে ।
তোমা-বিনা কেহ ইহা নিরূপিতে নারে ॥" ১১৯ ॥

রায়ের আপনাকে 'যন্ত্র' ও প্রভুকে 'যন্ত্রি'-জ্ঞান ঃ—

রায় কহে,—"ইহা আমি কিছুই না জানি ।
তুমি যেই কহাও, সেই কহি বাণী ॥ ১২০ ॥
তোমার শিক্ষায় পড়ি যেন শুক-পাঠ ।
সাক্ষাৎ ঈশ্বর তুমি, কে বুঝে তোমার নাট ॥ ১২১ ॥
হৃদয়ে প্রেরণ কর, জিহ্বায় কহাও বাণী ।
কি কহিয়ে ভাল-মন্দ, কিছুই না জানি ॥" ১২২ ॥

আপনাকে 'কৃষ্ণবিমুখ' ও 'দীন' জানাইয়া প্রভুর রায়কে ছলনা-চেষ্টা ঃ—

প্রভু কহে,—"মায়াবাদী আমি ত' সন্ন্যাসী ।
ভক্তিতত্ত্ব নাহি জানি, মায়াবাদে ভাসি ॥ ১২৩ ॥

প্রভুকর্ত্তৃক সার্ব্বভৌম ও রামানন্দের বৈশিষ্ট্য ও তারতম্য-কথন ; সার্ব্বভৌম—ব্রাহ্মণ ও মুক্তিদাতা ; রামানন্দ—কৃষ্ণ-তত্ত্বজ্ঞ ও কীর্ত্তনকারী আচার্য্য বা বৈষ্ণব ঃ—

সার্ব্বভৌম-সঙ্গে মোর মন নির্ম্মল হইল ।
'কৃষ্ণভক্তি-তত্ত্ব কহ', তাঁহারে পুছিল ॥ ১২৪ ॥
তেঁহো কহে,—'আমি নাহি জানি কৃষ্ণকথা ।
সবে রামানন্দ জানে, তেঁহো নাহি এথা ॥' ১২৫ ॥

'বঞ্চক'-লীলাভিনয়কারী বৈষ্ণব ঃ—

তোমার ঠাঞি আইলাঙ তোমার মহিমা শুনিয়া ।
তুমি মোরে স্তুতি কর 'সন্ন্যাসী' জানিয়া ॥ ১২৬ ॥

যে-কোন অবস্থায় থাকুন, কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তাই দিব্যজ্ঞানদাতা ঃ—

কিবা বিপ্র, কিবা ন্যাসী, শূদ্র কেনে নয় ।
যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা, সেই 'গুরু' হয় ॥ ১২৭ ॥

অনুভাষ্য

১১৬। মধ্য, ৮ম পঃ ১ম শ্লোক দ্রষ্টব্য।

১১৭। পাঠান্তরে—'সেব্য-সাধন-নির্ণয়।'

১২৬। অপ্রাকৃত কৃষ্ণপ্রেমধনে ধনী গুরু-বৈষ্ণবের নিকট জড়ীয় বহিঃসম্পদের মূল্য নিতান্ত তুচ্ছ বলিয়া গুরু-বৈষ্ণবের নিকট নিঃশ্রেয়সার্থী শিষ্যত্ব-প্রয়াসী ব্যক্তির পক্ষে ঐ সকল বিষয়-মদের দম্ভ প্রদর্শন করা কখনও কর্ত্তব্য নহে। ঐ জন্ম, ঐশ্বর্য্য, শ্রুত ও শ্রীর অভিমানকে সম্বল করিয়া কেহ যদি গুরু-বৈষ্ণবের নিকট বহির্দৃষ্টিতে উপস্থিত হইয়াও প্রকৃতপক্ষে প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবার সহিত অভিগমন না করে, তাহা হইলে বৈষ্ণবও তাহাকে তাহার কাম্য বাহ্য-সম্মান দিয়া বিদায় করেন, অব্রাহ্মণ বা শূদ্র-জ্ঞানে তাহাকে কখনও দিব্যজ্ঞান অর্থাৎ অপ্রাকৃত কৃষ্ণ-সম্বন্ধানুভূতি প্রদান করেন না ; তৎফলে ঐ ব্যক্তি পরমার্থ-বঞ্চিত হইয়া নরকপথেই অগ্রসর হয়,—ইহাই শ্রীগৌরসুন্দর প্রাকৃত-লোকের দৃষ্টিতে স্বয়ং বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের সর্ব্বোৎকৃষ্ট অবস্থায় (ব্রাহ্মণ-বর্ণ ও সন্ন্যাসাশ্রমে) অবস্থান করিয়া এবং শ্রীরামানন্দ-প্রভুকে তদপেক্ষা নিকৃষ্টতর অবস্থায় (শূদ্রবর্ণ ও গার্হস্থ্যাশ্রমে) অবস্থাপিত দেখাইয়া কলিহত অক্ষজ-জ্ঞান-সর্ব্বস্ব নির্ব্বোধ-জীবকে ঐ প্রকার দুর্ব্বুদ্ধি হইতে সতর্ক করিবার জন্য জগদ্‌গুরু আচার্য্যরূপে শিক্ষা প্রদান করিলেন।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১২৭। প্রভু কহিলেন,—আমি ব্রাহ্মণঘরে জন্মগ্রহণ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছি, সুতরাং শূদ্রদিগের নিকট (হইতে) ধর্ম্মশিক্ষা আমার অনুচিত, এরূপ মনে করিও না। কেননা, বর্ণাশ্রমরূপ ধর্ম্মশিক্ষা ও দীক্ষাতেই ব্রাহ্মণ-গুরুর প্রয়োজনীয়তা। কিন্তু কৃষ্ণতত্ত্ব-জ্ঞান—সর্ব্বজীবের পরমার্থ। এই তত্ত্বজ্ঞানের 'গুরু' হইবার অধিকার-বিচারে এইমাত্র সিদ্ধান্তিত আছে যে,—বিপ্রই হউন বা শূদ্রজাতিই হউন, গৃহস্থই হউন বা সন্ন্যাসীই হউন, কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তাই গুরু হইতে পারেন। শ্রীহরিভক্তিবিলাসে উচ্চবর্ণে যোগ্যপুরুষ থাকিতে হীনবর্ণ ব্যক্তির নিকট হইতে কৃষ্ণমন্ত্র লওয়া উচিত নয়—এরূপ যে কথা আছে, তাহা লোকাপেক্ষি-বৈষ্ণবপর ; অর্থাৎ সংসারে যাঁহারা প্রচলিত বিধি-মতে কথঞ্চিৎ পরমার্থের উদ্দেশ করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের পক্ষে। পরন্তু যাঁহারা বৈধী ও রাগানুগা ভক্তির তাৎপর্য্য জানিয়া বিশুদ্ধ কৃষ্ণভক্তি পাইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে উপযুক্ত

অনুভাষ্য

১২৭। বর্ণে ব্রাহ্মণই হউন, বা ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্রই হউন, আশ্রমে সন্ন্যাসী হউন বা ব্রহ্মচারি-বাণপ্রস্থ-গৃহস্থই হউন, যে-কোন বর্ণে বা যে-কোন আশ্রমেই অবস্থিত হউন, কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তাই গুরু অর্থাৎ বর্ত্মপ্রদর্শক, দীক্ষাগুরু ও শিক্ষাগুরু হইতে পারেন। গুরুর যোগ্যতা কেবলমাত্র কৃষ্ণতত্ত্বজ্ঞতার উপরই নির্ভর করে,—

রায়কে রাধাকৃষ্ণতত্ত্ব কীর্ত্তন করিতে অনুরাধে ঃ—

'সন্ন্যাসী' বলিয়া মোরে না করিহ বঞ্চন ।
কৃষ্ণ-রাধা-তত্ত্ব কহি' পূর্ণ কর মন ॥" ১২৮ ॥

প্রভুর মায়ায় মহামহাসূরিগণও মুগ্ধ, কিন্তু বাস্তব-তত্ত্ববিৎ রামানন্দ ধীর-স্থির ঃ—

যদ্যপি রায়—প্রেমী, মহাভাগবতে ।
তাঁর মন কৃষ্ণমায়া নারে আচ্ছাদিতে ॥ ১২৯ ॥

প্রভুর ইচ্ছাশক্তি-চালিত সেবকের চলন—মায়াদাস্য নহে, উহা প্রভুর ইচ্ছাশক্তির প্রভুত্ব ও রায়ের বশ্যত্ব-জ্ঞাপক ঃ—

তথাপি প্রভুর ইচ্ছা—পরম প্রবল ।
জানিলেহ রায়ের মন হৈল টলমল ॥ ১৩০ ॥

রায় কহে,—"আমি—নট, তুমি—সূত্রধার ।
যেই মত নাচাও, সেই মত চাহি নাচিবার ॥ ১৩১ ॥
মোর জিহ্বা—বীণাযন্ত্র, তুমি—বীণাধারী ।
তোমার মনে যেই উঠে, তাহাই উচ্চারি ॥ ১৩২ ॥

(১) কৃষ্ণতত্ত্ব-বর্ণনারম্ভ ; কৃষ্ণের স্বরূপ-পরিচয় ঃ—

পরম ঈশ্বর কৃষ্ণ—স্বয়ং ভগবান্ ।
সর্ব্ব-অবতারী, সর্ব্বকারণ-প্রধান ॥ ১৩৩ ॥
অনন্ত বৈকুণ্ঠ, আর অনন্ত অবতার ।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ইঁহা,—সবার আধার ॥ ১৩৪ ॥
সচ্চিদানন্দ-তনু, ব্রজেন্দ্রনন্দন ।
সর্বৈশ্বর্য্য-সর্ব্বশক্তি-সর্ব্বরস-পূর্ণ ॥ ১৩৫ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা যে-কোন বর্ণে বা যে-কোন আশ্রমেই পাওয়া যান, তাঁহাকে 'গুরু' বলিয়া বরণ করাই বিধি।' শ্রীহরিভক্তি-বিলাস-ধৃত পদ্মপুরাণ-বচন,—"ন শূদ্রা ভগবদ্ভক্তাস্তেঽপি ভাগবতোত্তমাঃ। সর্ব্ববর্ণেষু তে শূদ্রা যে ন ভক্তা জনার্দ্দনে।। ষট্‌কর্ম্মনিপুণো বিপ্রো মন্ত্রতন্ত্র-বিশারদঃ। অবৈষ্ণবো গুরুর্ন স্যাদ্বৈষ্ণবঃ শ্বপচো গুরুঃ।। মহাকুল-প্রসূতোঽপি সর্ব্বযজ্ঞেষু দীক্ষিতঃ। সহস্রশাখাধ্যায়ী চ ন গুরুঃ স্যাদবৈষ্ণবঃ।। বিপ্র-ক্ষত্রিয়বৈশ্যাশ্চ গুরবঃ শূদ্রজন্মনাম্। শূদ্রাশ্চ গুরবস্তেষাং ত্রয়াণাং ভগবৎপ্রিয়াঃ।।'

অনুভাষ্য

বর্ণ বা আশ্রমের উপর নির্ভর করে না। শ্রীমহাপ্রভুর এই আদেশ শাস্ত্রীয় আদেশের বিরুদ্ধ নহে। এই তাৎপর্য্যানুসারে শ্রীবিশ্বম্ভর-মহাপ্রভু শ্রীঈশ্বরপুরী-সন্ন্যাসীর নিকট, শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু শ্রীমাধ-বেন্দ্রপুরী গোস্বামী (মতান্তরে, শ্রীমদ্ লক্ষ্মীপতি তীর্থ) সন্ন্যাসীর নিকট, শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য ঐ শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী-সন্ন্যাসীর নিকটই দীক্ষিত হইয়াছিলেন। শ্রীরসিকানন্দ শৌক্র-ব্রাহ্মণেতর-কুলোদ্ভূত শ্রীশ্যামানন্দের নিকট, শ্রীগঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তী ও শ্রীরামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য শৌক্রব্রাহ্মণেতর-কুলোদ্ভূত শ্রীল নরোত্তম-ঠাকুরের নিকট, কাটোয়ার শ্রীযদুনন্দন চক্রবর্ত্তী শ্রীদাসগদাধরের নিকট পাঞ্চরাত্রিক দীক্ষায় দীক্ষিত হন। ধর্ম্ম-ব্যাধাদি অনেকেরও শিক্ষাগুরু হইবার ব্যাঘাত ছিল না। মহাভারতীয় স্পষ্ট আদেশ-সমূহ এবং শ্রীমদ্ভাগবতে সপ্তমস্কন্ধ একাদশ অধ্যায় ৩২ শ্লোকে —"যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং পুংসো বর্ণাভিব্যঞ্জকম্। যদন্যত্রাপি দৃশ্যেত তত্তেনৈব বিনির্দ্দিশেৎ।।" এই বাক্যে বিধিলিঙ্-প্রয়োগে বৈষ্ণব-বিশ্বাসানুগমনে কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তার বৃত্তব্রাহ্মণতাই স্বাভাবিক; সুতরাং কলি-প্রচলিত শৌক্র-সম্বন্ধ ব্যতীত ব্রাহ্মণতা যেখানে হইতে পারে না, তৎস্থলে কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ হইলে শৌক্রশূদ্রও শাস্ত্রীয় ব্রাহ্মণতা লাভ করিয়া গুরু হইতে পারেন—ইহাই শ্রীমহাপ্রভু সূক্ষ্মভাবে বুঝাইয়া দিলেন। যে-সকল কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ বৈদিক-বাজ-সনেয় শাখান্তর্গত কাত্যায়ন-গৃহ্যসূত্রোক্ত সাবিত্র্য-সংস্কার গ্রহণ করেন না, তাঁহারা—একায়নশাখী দৈক্ষ্যব্রাহ্মণমাত্র। কিন্তু নির্ব্বোধ লোকেরা তাঁহাদিগকে অনেক সময় 'অচ্যুতব্রাহ্মণ' বলিয়া বুঝিতে না পারিয়া নিরয়গামী হয় ; তজ্জন্য রসিকানন্দ প্রভুর বংশে, শ্রীখণ্ডের শ্রীমুকুন্দদাসের বংশে, নবনী-হোড়ের বংশে সাবিত্রব্রাহ্মণ-সংস্কার এবং শৌক্রবিপ্রশিষ্য-সম্প্রদায়ের আচার্য্য-কার্য্য আবহমানকাল চলিয়া আসিতেছে। ভজনানন্দী বৈষ্ণবগণ সাবিত্র-সংস্কার গ্রহণ করেন নাই বলিয়া উহাই যে একমাত্র বিধি হইবে, এরূপ নহে। বৈষ্ণবগণ লক্ষণদ্বারা বর্ণ নির্ণয় করিয়া থাকেন, কিন্তু নির্ব্বোধগণ তাদৃশ লক্ষণদ্বারা বর্ণ নির্ণয় করিতে অসমর্থ বলিয়া শ্রীমহাপ্রভু স্পষ্টভাবেই শাস্ত্র-তাৎপর্য্য বুঝাইয়া দিলেন। হরিভক্তিবিলাসে সংগৃহীত সিদ্ধান্ত শ্রীমহাপ্রভুর নিজ আদর্শাচার ও উপদেশের সহিত এক হইলেও নির্ব্বোধের বিচারে ভিন্ন বলিয়া প্রতীত হয়। এই সংখ্যাধৃত 'গুরু'-শব্দটীতে তাহার বিচারে শ্রবণগুরু বা ভজন-শিক্ষাগুরুই উদ্দিষ্ট, দীক্ষা বা মন্ত্রদাতা গুরু উদ্দিষ্ট হন নাই ; কেননা, তাহার মতে বংশ-পরিচয় অর্থাৎ রক্ত বা শুক্রই দিব্যজ্ঞান-দাতার অধিকার নির্ণয় ও পরিচয় প্রদান করে। সুতরাং শুদ্ধাত্মবৃত্তি কৃষ্ণভক্তি তাহার মতে নিরপেক্ষ নহে; বিশেষতঃ দীক্ষাগুরু বা মন্ত্রদাতার শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্ম্য তাহার মূর্খতানুসারে 'শ্রবণ-গুরু' অথবা 'ভজন-শিক্ষাগুরু' অপেক্ষা অধিকতর! এ-সম্বন্ধে আদি, ১ম পঃ ৪৭ সংখ্যার অনুভাষ্য বিশেষভাবে আলোচ্য। বস্তুতঃ ঐরূপ ধারণা তাহাদের অক্ষজ-জ্ঞানজনিত অপরাধের ফলমাত্র।

১২৯। আদি, ৩য় পঃ ৮৫-৮৯ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১৩১। সূত্রধার—"বর্ত্তনীয়তয়া সূত্রং প্রথমং যেন সূচ্যতে। রঙ্গভূমিং সমাক্রম্য সূত্রধারঃ স উচ্যতে।।" নাট্যপ্রস্তাবক প্রধান নট।

ব্রহ্মসংহিতা (৫।১)—

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্ ॥ ১৩৬ ॥

ব্রজে নিত্যসেবিত মদনমোহন-বিগ্রহ ঃ—

বৃন্দাবনে 'অপ্রাকৃত নবীন মদন'।
কামগায়ত্রী, কামবীজে যাঁর উপাসন ॥ ১৩৭ ॥

অনুভাষ্য

১৩৬। আদি, ২য় অধ্যায় ১০৭ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১৩৭। বৃন্দাবন—ব্রহ্মসংহিতায় ৫ম অঃ ৫৬ শ্লোক—"শ্রিয়ঃ কান্তাঃ কান্তঃ পরমপুরুষঃ কল্পতরবো দ্রুমা ভূমিশ্চিন্তামণিগণময়ী তোয়মমৃতম্। কথা গানং নাট্যং গমনমপি বংশী প্রিয়সখী চিদানন্দং জ্যোতিঃ পরমপি তদাস্বাদ্যমপি চ।। স যত্র ক্ষীরাব্ধিঃ স্রবতি সুরভীভ্যশ্চ সুমহান্ নিমেষার্দ্ধাখ্যো বা ব্রজতি ন হি যত্রাপি সময়ঃ। ভজে শ্বেতদ্বীপং তমহমিহ গোলোকমিতি যং বিদন্তস্তে সন্তঃ ক্ষিতিবিরলচারাঃ কতিপয়ে।।" "অপ্রাকৃত বৃন্দাবনে সকলই চিন্ময় ; অপ্রাকৃত লক্ষ্মী বা গোপীসমূহ—কান্তা, পরমপুরুষ কৃষ্ণ —সকলের কান্ত, তথাকার বৃক্ষসমূহ—কল্পতরু, ভূমি—চিন্তামণিগণ-সমন্বিত, সলিল—অমৃত, কথা—গান, গমন—নাট্য, বংশী—প্রিয়সখী, চন্দ্রসূর্য্যাদিরূপ জ্যোতির্ম্ময় পদার্থসমূহ—চিদানন্দময় ; সেই অপ্রাকৃত চিন্ময়ভাবই আস্বাদ্য বা অনুশীলনীয়; তথায় চিন্ময় গোসমূহ হইতে ক্ষীরসমুদ্র প্রবহমান হইতেছে, তথায় নিমেষার্দ্ধকালও নিত্যকালই অথবা তথায় কাল বৃথা অতিবাহিত হইয়া ভিন্ন-কালে পরিণত হয় না। এই প্রপঞ্চোদিত বৃন্দাবন-ধামের—যাহাকে কতিপয় দুর্ল্লভ কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ সাধুগণ 'গোলোক' বলিয়া জানেন—সেই শ্বেতদ্বীপের—আমি ভজন করি।" জড়বুদ্ধিযুক্ত নিজজড়েন্দ্রিয়-প্রাপ্য ও ভোগ্য পার্থিবজ্ঞানে বৃন্দাবন-দর্শন ঘটে না ; যেহেতু অপ্রাকৃত বৃন্দাবন—অপ্রাকৃত কৃষ্ণলীলার অপ্রাকৃত ক্ষেত্র। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর তৎকৃত 'প্রার্থনা'য়—"আর কবে নিতাইচাঁদ করুণা করিবে। সংসার-বাসনা মোর কবে তুচ্ছ হবে।। বিষয় ছাড়িয়া কবে শুদ্ধ হবে মন। কবে হাম হেরব শ্রীবৃন্দাবন।। রূপ-রঘুনাথ-পদে হইবে আকুতি। কবে হাম বুঝব শ্রীযুগল-পিরীতি।।" মধ্য, ১৪ পঃ ২১৯-২২৬ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

অপ্রাকৃত নবীনমদন—জড় বা প্রাকৃত ও তদ্বিপরীত চিন্ময় বা অপ্রাকৃত, উভয় অবস্থাতেই 'কাম' বর্ত্তমান বটে ; তবে জড়-কাম কালদ্বারা ক্ষুব্ধ হয় অর্থাৎ প্রকাশকালেই ইহার অনুভূতি হয় এবং পরক্ষণে মলিন হয় ও থাকে না ; আর অপ্রাকৃত কাম—নিত্য নবনবায়মান অর্থাৎ কালে তাহার সমাপ্তি নাই, সর্ব্বদাই উজ্জ্বল থাকে। জড়েন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য কাম—জড়-দেহ-মনোবৃত্তি এবং উহা ইন্দ্রিয়তর্পণপর প্রত্যেক কৃষ্ণবিমুখ জীবের নিসর্গে

কৃষ্ণমাধুর্য্যের আকর্ষণ-শক্তি ঃ—

পুরুষ, যোষিৎ, কিবা স্থাবর-জঙ্গম।
সর্ব্ব-চিত্তাকর্ষক, সাক্ষাৎ মন্মথ-মদন ॥ ১৩৮ ॥

শ্রীমদ্ভাগবত (১০।৩২।২)—

তাসামাবিরভূচ্ছৌরিঃ স্ময়মানমুখাম্বুজঃ ।
পীতাম্বরধরঃ স্রগ্বী সাক্ষান্মন্মথ-মন্মথঃ ॥ ১৩৯ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৩৭-১৩৮। চিন্ময়ধামরূপ বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণ—প্রকৃতির অতীত অভিনব-মদনস্বরূপে বিরাজমান। 'মদন'-শব্দে সামান্যতঃ জড়-কবিসকল যাহাকে অর্থ করেন, তাহা—প্রাকৃত-জগতে মাংসপিণ্ডের পরস্পর আকর্ষী, নিতান্ত প্রাকৃত ও হেয় কামতত্ত্ব। জীবসকল জড়ে বদ্ধ হইয়া দেহে আত্মাভিমান করত সেই কামের অধীনতা স্বীকার করিয়াছে। কৃষ্ণসম্বন্ধতত্ত্ব জানিতে পারিলে জীবের অপ্রাকৃত চিন্ময় অবস্থাতে অবস্থিতি হয়। সেই অবস্থা দুইপ্রকার—'স্বরূপগত' ও 'বস্তুগত'। তত্ত্বপ্রতীতি হইয়াছে, কিন্তু 'বস্তুতঃ' এখনও জড়সম্বন্ধ বিগত হয় নাই, এমত অবস্থায় চিন্ময়-তত্ত্বের কথঞ্চিৎ উদয় হইলে 'স্বরূপতঃ' বৃন্দাবনাবস্থিতি হয়, কিন্তু বস্তুতঃ' হয় না ; স্থূল ও লিঙ্গময় জড়তত্ত্বের সহিত কৃষ্ণেচ্ছাক্রমে সম্বন্ধগত রহিত হইলেই 'বস্তুতঃ' বৃন্দাবনে অবস্থিতি হয়। স্বরূপাবস্থিতিতে সাধনা আছে, সেই সময় চিন্ময়ী কামগায়ত্রী ও চিন্ময় কামবীজে কৃষ্ণের উপাসনা হইতে থাকে। পুরুষ বা স্ত্রী, স্থাবর বা জঙ্গম, সকলকেই সেই সর্ব্বচিত্তাকর্ষক মন্মথমন্মথ-স্বরূপ কৃষ্ণ আকর্ষণ করিয়া থাকেন।

কামগায়ত্রী—সাড়ে চব্বিশ অক্ষরে একটী বেদমন্ত্র-বিশেষ। কামবীজ—কৃষ্ণোপাসনায় যে বীজ জপিত হয়, তাহাই।

অনুভাষ্য

বর্ত্তমান, কিন্তু তাৎকালিক মাত্র ; আর চিদিন্দ্রিয়ের সেব্য মদন—মন্মথমন্মথ কৃষ্ণচন্দ্র ; তিনি—নিত্য নবীন, স্বয়ংরূপ-বিগ্রহ।

কাম-গায়ত্রী—'গায়ন্তং ত্রায়তে যস্মাৎ গায়ত্রী ত্বং ততঃ স্মৃতা।' 'যে বস্তু গানকারীকে ত্রাণ করে বা গানদ্বারা ত্রাণ করায়।' মধ্য, ২১শ পঃ ১২৫ সংখ্যা—"কামগায়ত্রী মন্ত্ররূপ, হয় কৃষ্ণস্বরূপ, সার্দ্ধ চব্বিশ অক্ষর তার হয়। সে-অক্ষর চন্দ্র হয়, কৃষ্ণ করি' উদয়, ত্রিজগৎ কৈল কামময়।।'—"ক্লীং কামদেবায় বিদ্মহে পুষ্পবাণায় ধীমহি তন্নোঽনঙ্গঃ প্রচোদয়াৎ।" কামদেব (১৮৭ সংখ্যা দ্রষ্টব্য) বা মদনমোহন-কৃষ্ণই সম্বন্ধাধিদেবতা, পুষ্পবাণ বা গোবিন্দই অভিধেয়াধিদেবতা এবং অনঙ্গ বা গোপীজনবল্লভই প্রয়োজনাধিদেবতা। কামগায়ত্রী—অপ্রাকৃত। অপ্রাকৃত-অনুভূতিতে অপ্রাকৃত-বচনাবলম্বনদ্বারা সাধক কৃষ্ণের উপাসনা করেন।

ব্রহ্মসংহিতা ৫ম অঃ ২৭-২৮ শ্লোক—"অথ বেণু-নিনাদস্য

নানা-ভক্তের রসামৃত নানাবিধ হয়।
সেই সব রসামৃতের 'বিষয়' 'আশ্রয়' ॥ ১৪০ ॥

বার্ষভানবী-দয়িতের জয় ঃ—
ভক্তিরসামৃতসিন্ধু (১।১।১)—

অখিলরসামৃতমূর্ত্তিঃ প্রসৃমর-রুচিরুদ্ধ-তারকা-পালিঃ।
কলিত-শ্যামা-ললিতো রাধাপ্রেয়ান্ বিধুর্জয়তি ॥ ১৪১ ॥

কৃষ্ণ-মাধুর্য্যে স্বয়ং কৃষ্ণই মুগ্ধ ঃ—

শৃঙ্গার-রসরাজময়-মূর্ত্তিধর।
অতএব আত্মপর্য্যন্ত-সর্ব্ব-চিত্ত-হর ॥ ১৪২ ॥

ব্রজসুন্দরীগণের সহিত নিত্যবিলাসী কৃষ্ণ ঃ—
শ্রীগীতগোবিন্দ (১।১।১)—

বিশ্বেষামনুরঞ্জনেন জনয়ন্নানন্দমিন্দীবর-
শ্রেণীশ্যামলকোমলৈরুপনয়ন্নঙ্গৈরনঙ্গোৎসবম্।
স্বচ্ছন্দং ব্রজসুন্দরীভিরভিতঃ প্রত্যঙ্গমালিঙ্গিতঃ
শৃঙ্গারঃ সখি মূর্ত্তিমানিব মধৌ মুগ্ধো হরিঃ ক্রীড়তি ॥ ১৪৩ ॥

কৃষ্ণ-রূপ-মাধুর্য্য নারায়ণের এবং লক্ষ্মীরও আকর্ষক ঃ—

লক্ষ্মীকান্তাদি অবতারের হরে মন।
লক্ষ্মী-আদি নারীগণের করে আকর্ষণ ॥ ১৪৪ ॥

অনুভাষ্য

ত্রয়ীমূর্ত্তিময়ী গতিঃ। স্ফুরন্তী প্রবিবেশাশু মুখাব্জানি স্বয়ম্ভুবঃ।। গায়ত্রীং গায়তস্তস্মাদধিগত্য সরোজজঃ।। সংস্কৃতশ্চাদিগুরুণা দ্বিজতামগমত্ততঃ।। ত্রয্যা প্রবুদ্ধোঽথ বিধির্বিজ্ঞাততত্ত্বসাগরঃ। তুষ্টাব বেদসারেণ স্তোত্রেণানেন কেশবম্।।" অনন্তর শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনির ত্রয়ীমূর্ত্তিময়ী গতি (বেদমাতা ত্রি-অষ্টাক্ষরী—ত্রিবিধ সম্বন্ধাভিধেয়প্রয়োজনাত্মিকা) প্রকাশিত হইয়া স্বয়ম্ভু-ব্রহ্মার মুখপদ্মে সহসা প্রবিষ্ট হইল। পদ্মযোনি ব্রহ্মা বেণুগীত-নিঃসৃত গায়ত্রী-দীক্ষা লাভ করিয়া আদিগুরু শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক দ্বিজ-সংস্কার প্রাপ্ত হইলেন (শ্রীজীব প্রভুর টীকা দ্রষ্টব্য)। ত্রয়ীময়ী অর্থাৎ সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-বিশিষ্টা গায়ত্রী-স্মরণদ্বারা জাগরিত হইয়া ব্রহ্মা তত্ত্বসমুদ্রে নিষ্ণাত হইলেন অর্থাৎ অভিজ্ঞতা লাভ করিলেন এবং এই বেদসার-স্তোত্রদ্বারা কেশবকে সেবা করিয়া তাঁহার প্রীতি লাভ করিলেন।

কামবীজ—অপ্রাকৃত 'ক্লীং'। ব্রহ্মসংহিতা ৫ম অধ্যায়ে ৩য় শ্লোক—"প্রেমানন্দ-মহানন্দ-রসেনাবস্থিতং হি যৎ। জ্যোতী-রূপেণ মনুনা কাম-বীজেন সঙ্গতম্।।" অপ্রাকৃত কামবীজ-সংযুক্ত অপ্রাকৃত কাম-গায়ত্রীদ্বারা অপ্রাকৃত নিত্য নূতন মদনমোহন বিগ্রহের অপ্রাকৃত উপাসনা হয়; যথা, গোপালতাপনী উপনিষদে "তস্য পুনারসনং জলভূমীন্দু-সম্পাতকামাদি-কৃষ্ণায়েত্যেকং পদং গোবিন্দায়েতি দ্বিতীয়ং গোপীজনেতি তৃতীয়ং বল্লভায়েতি তুরীয়ং স্বাহেতি পঞ্চমমিতি পঞ্চপদীং জপন্ পঞ্চাঙ্গং দ্যাবাভূমী সূর্য্যচন্দ্রমসৌ সাগ্নী তদ্রূপতয়া ব্রহ্ম সম্পদ্যতে ব্রহ্ম সম্পদ্যতে ইতি।" শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকা—"জলং ককারঃ তদ্বাচিত্বাৎ, ভূমির্লকারঃ লকার-বীজত্বাৎ, তথা ঈ—দীর্ঘ ঈকারঃ অগ্নিঃ কৃত-সন্ধিত্বাৎ, ইন্দুরনুস্বারঃ তদাকারত্বাৎ। তেষাং সম্পাতো মিলনং তেন জাতং যৎ কামবীজং তদাদিকং কৃষ্ণায়েত্যেকপদমিত্যর্থঃ। অর্থাৎ 'ক্লীং' এই বীজটী—জল (ক-কার), ভূমি (ল-কার), ঈ (দীর্ঘ ঈকার বা অগ্নি) এবং ইন্দু (অনুস্বার) ইহাদিগের সম্মিলনে

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৪০। পূর্ব্বকথিত পঞ্চপ্রকার রসামৃত-উপাসনায় ভক্তই সেই রসের 'আশ্রয়' এবং উপাস্য শ্রীকৃষ্ণই সেই রসের 'বিষয়'।

১৪১। (ভক্তিরসামৃতে) অখিলরসামৃতমূর্ত্তি, প্রসরণশীল-কান্তিদ্বারা, তারকা-পালি-নাম্নী সখীদ্বয়ের অবরুদ্ধকারী, শ্যামা এবং ললিতাসখীর বশকারী, রাধার অত্যন্ত প্রিয়, এবম্বিধ শ্রীকৃষ্ণ-চন্দ্র জয়যুক্ত হউন। তাৎপর্য্য এই,—যিনি যেই রসেই তাঁহাকে ভজন করুন, শ্রীকৃষ্ণ সেই রসামৃতমূর্ত্তি হইয়াও রাধিকার রসেরই একমাত্র পরম বিষয়।

১৪২। শৃঙ্গার—রসরাজ; তন্ময়-মূর্ত্তিধর—শ্রীকৃষ্ণ; এত-ন্নিবন্ধন কৃষ্ণের শ্রীরূপ কৃষ্ণের পর্য্যন্ত চিত্ত হরণ করে।

অনুভাষ্য

প্রকটিত। এই ক্লীং-বীজকে আদিতে যোগ করিয়া কৃষ্ণমন্ত্রে কৃষ্ণ-নামক পরব্রহ্মের রসন অর্থাৎ সন্তোষমূলক উপাসনা হইয়াছে। আদি ৫ম পঃ ২১২-২১৪, ২১৯, ২২১-২২২ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১৩৮। আদি, ৪র্থ পঃ ১৪৭-১৪৮ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১৩৯। আদি, ৫ম পঃ ২১৪ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১৪০। বিষয়—কৃষ্ণ। আশ্রয়—রসাশ্রিত ভক্ত।

১৪১। অখিলরসামৃতমূর্ত্তিঃ (অখিলাঃ শান্তাদ্যাঃ পঞ্চ মুখ্য-রসাঃ হাস্যাদ্যাঃ সপ্ত গৌণরসাশ্চ যস্মিন্ তদেব অমৃতং পরমানন্দ এব মূর্ত্তিঃ যস্য সঃ) প্রসৃমর-রুচিরুদ্ধ-তারকা-পালিঃ (প্রসৃমরাভিঃ প্রসরণশীলাভিঃ রুচিভিঃ কান্তিভিঃ রুদ্ধে বশীকৃতে তারকা-পালী যেন সঃ) কলিত-শ্যামা-ললিতঃ (কলিতে আত্মসাৎকৃতে শ্যামা চ ললিতা চ যেন সঃ) রাধাপ্রেয়ান্ (রাধায়াঃ প্রেয়ান্ প্রিয়তমঃ) বিধুঃ (কৃষ্ণচন্দ্রঃ) জয়তি।

১৪২। আদি ৪র্থ পঃ ১৪৪ ও ২২২ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১৪৩। আদি ৪র্থ পঃ ২২৪ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১৪৪। আদি ৫ম পঃ ২২৩ এবং মধ্য ৯ম পঃ ১১১-১৫৬ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

শ্রীমদ্ভাগবত (১০।৮৯।৫৮)—

দ্বিজাত্মজা মে যুবয়োর্দ্দিদৃক্ষুণা, ময়োপনীতা ভুবি ধর্ম্মগুপ্তয়ে।
কলাবতীর্ণাববনের্ভরাসুরান্, হত্বেহ ভূয়স্ত্বরয়েতমন্তি মে ॥১৪৫॥

শ্রীমদ্ভাগবত (১০।১৬।৩৬)—

কস্যানুভাবোঽস্য ন দেব বিদ্মহে তবাঙ্ঘ্রিরেণুস্পর্শাধিকারঃ।
যদ্বাঞ্ছয়া শ্রীর্ললনাচরত্তপো বিহায় কামান্ সুচিরং ধৃতব্রতা ॥১৪৬॥

নিজ-মাধুর্য্যে নিজেই মুগ্ধ ঃ—

আপন-মাধুর্য্যে হরে আপনার মন।
আপনা আপনি চাহে করিতে আলিঙ্গন ॥ ১৪৭ ॥

রাধিকার ন্যায় নিজমাধুর্য্য ভোগ করিতে নিজেরই ব্যগ্রতা ঃ—

শ্রীললিতমাধব (৮।৩৪)—

অপরিকলিতপূর্ব্বঃ কশ্চমৎকারকারী
স্ফুরতি মম গরীয়ানেষ মাধুর্য্যপূরঃ।
অয়মহমপি হন্ত প্রেক্ষ্য যং লুব্ধচেতাঃ
সরভসমুপভোক্তুং কাময়ে রাধিকেব ॥ ১৪৮ ॥

(২) রাধিকার তত্ত্ব-বর্ণনারম্ভ ঃ—

এই ত' সংক্ষেপে কহিল কৃষ্ণের স্বরূপ।
এবে সংক্ষেপে কহি রাধা-তত্ত্বরূপ ॥ ১৪৯ ॥

কৃষ্ণের শক্তিত্রয় ঃ—

কৃষ্ণের অনন্ত-শক্তি, তাতে তিন—প্রধান।
'চিচ্ছক্তি', 'মায়াশক্তি', 'জীবশক্তি'-নাম ॥ ১৫০ ॥
'অন্তরঙ্গা', 'বহিরঙ্গা', 'তটস্থা' কহি যারে।
অন্তরঙ্গা 'স্বরূপ-শক্তি'—সবার উপরে ॥ ১৫১ ॥

বিষ্ণুপুরাণ (৬।৭।৬১)—

বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাপরা।
অবিদ্যা কর্ম্মসংজ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে ॥ ১৫২ ॥

কৃষ্ণের স্বরূপাভিন্ন স্বরূপশক্তি ঃ—

সচ্চিদানন্দময় কৃষ্ণের স্বরূপ।
অতএব স্বরূপ-শক্তি হয় তিন রূপ ॥ ১৫৩ ॥

স্বরূপশক্তির ত্রিবিধ রূপ ঃ—

আনন্দাংশে 'হ্লাদিনী', সদংশে 'সন্ধিনী'।
চিদংশে 'সম্বিৎ', যারে জ্ঞান করি' মানি ॥ ১৫৪ ॥

বিষ্ণুপুরাণ (১।১২।৬৯)—

হ্লাদিনী সন্ধিনী সম্বিৎ ত্বয্যেকা সর্ব্বসংশ্রয়ে।
হ্লাদতাপকরী মিশ্রা ত্বয়ি নো গুণবর্জ্জিতে ॥ ১৫৫ ॥

অনুভাষ্য

১৪৫। দ্বারকায় বিপ্রকুমারকে অকাল-মৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষার্থ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ অর্জ্জুনের চেষ্টা বিফল দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে সঙ্গে করিয়া বিপ্রকুমার প্রদর্শন করাইবার জন্য ব্রহ্মাণ্ডের পরবর্ত্তী প্রকৃতির পরিণামরূপ, ভীষণ অন্ধকাররাশি সুদর্শনচক্র-প্রভাবে অতিক্রম করিয়া মহাসলিলরাশির মধ্যে 'মহাকালপুরে' স্থিত সহস্রফণ-অনন্তে শয়ান শেষশায়ীকে দর্শনপূর্ব্বক অভিবাদন করিলে পরমেষ্ঠীপতি ভগবান্ শেষশায়ী শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনকে বলিলেন,—

ধর্ম্মগুপ্তয়ে (ধর্ম্মসংরক্ষণায়) কলাবতীর্ণৌ (কলাভিঃ সর্ব্বাভিঃ শক্তিভিঃ অবতীর্ণৌ প্রকটৌ) যুবয়োঃ দিদৃক্ষুণা (দর্শনেচ্ছুনা) মে (মম) ভুবি (মহাকালপুরে) দ্বিজাত্মজাঃ (বিপ্রকুমারাঃ) ময়া উপনীতাঃ (আনীতাঃ); ভূয়ঃ পুনরপি অবনেঃ (পৃথিব্যাঃ) ভরাসুরান্ (ভারভূতান্ বিষ্ণু-বিরোধি-দৈত্যান্) হত্বা ইহ (অত্র) মে অন্তি (সমীপং) ত্বরয়া (শীঘ্রমেব) ইতম্ (আগচ্ছতম্)।

১৪৬। কালিয়-নাগ শ্রীকৃষ্ণের পাদপ্রহারে মূর্চ্ছিত ও ভগ্ন-শির হইলে তৎপ্রতি নাগপত্নীগণের স্তবোক্তি,—

যদ্বাঞ্ছয়া (যৎ যস্য পাদপদ্মরেণুস্পর্শাধিকারস্য বাঞ্ছয়া ইচ্ছয়া) শ্রীঃ (ব্রহ্মাদিসেব্যা লক্ষ্মীঃ) ললনা (উত্তমা স্ত্রী অস্মদ্-গরীয়সী) [অপি সর্ব্বান্] কামান্ বিহায় ধৃতব্রতা (ব্রতনিষ্ঠা তপস্বিনী সতী) সুচিরং তপঃ অচরৎ, অস্য (সর্পযোনি-লব্ধজীব-স্যাপি কালিয়স্য) তব অঙ্ঘ্রিরেণুস্পর্শাধিকারঃ (তাদৃশদুর্ল্লভ-পদরজঃস্পর্শনে অধিকারঃ সামর্থ্যং) কস্য (সুকৃতস্য) অনু-ভাবঃ (ফলং),—[বয়ম্ এতৎ] ন বিদ্মহে (জানীমঃ)।

১৪৭। আদি ৪র্থ পঃ ১৪৮-১৫৮ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১৪৮। আদি ৪র্থ পঃ ১৪৬ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১৫০-১৫১। আদি ২য় পঃ ১০১-১০৩ সংখ্যা, ৫ম পঃ ৪২, ৪৫, ৫৭-৫৮ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১৫২। আদি ৭ম পঃ ১১৯ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১৫৩-১৫৫। আদি ৪র্থ পঃ ৬১-৬৩ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৪৫। ভূমা পুরুষ কহিলেন,—হে কৃষ্ণার্জ্জুন, তোমাদিগকে দেখিবার মানসে আমি ব্রাহ্মণকুমারদিগকে এখানে আনিয়াছি। তোমরা জগতের ধর্ম্মরক্ষার জন্য কলার সহিত অবতীর্ণ হইয়াছ এবং অবনীর ভাররূপ অসুরদিগকে মারিয়া পুনরায় শীঘ্র আগমন কর। তাৎপর্য্য এই,—ভূমাপুরুষ লক্ষ্মীকান্ত শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার রূপ দেখিবার মানসে দ্বিজকুমারদিগকে অপহরণের ছল করিয়া কৃষ্ণকে দর্শন করিলেন।

১৪৬। হে দেব, যাঁহার চরণরেণু লাভ করিবার বাসনায় কমলা বহুকাল সমস্তকাম পরিত্যাগপূর্ব্বক ধৃতব্রতা হইয়া তপস্যা করিয়াছিলেন, সেই চরণরেণু এই কালীয়-সর্প যে কি সুকৃতিদ্বারা লাভ করিবার অধিকার প্রাপ্ত হইল, তাহা আমরা জানি না।

হ্লাদিনী-সংজ্ঞার হেতু ও কার্য্য ঃ—

কৃষ্ণকে আহ্লাদে, তা'তে নাম—'আহ্লাদিনী'।
সেই শক্তি-দ্বারে সুখ আস্বাদে আপনি ॥ ১৫৬ ॥
সুখরূপ কৃষ্ণ করে সুখ আস্বাদন।
ভক্তগণে সুখ দিতে 'হ্লাদিনী'—কারণ ॥ ১৫৭ ॥

হ্লাদিনী ও শ্রীরাধিকা ঃ—

হ্লাদিনীর সার অংশ, তার 'প্রেম' নাম।
আনন্দচিন্ময়রূপ রসের আখ্যান ॥ ১৫৮ ॥
প্রেমের পরম-সার 'মহাভাব' জানি।
সেই মহাভাবরূপা রাধা-ঠাকুরাণী ॥ ১৫৯ ॥

উজ্জ্বলনীলমণিতে রাধাচন্দ্রাবলীর তারতম্য-কথনে (২।২)—

তয়োরপ্যুভয়োর্মধ্যে রাধিকা সর্ব্বথাধিকা।
মহাভাবস্বরূপেয়ং গুণৈরতিবরীয়সী ॥ ১৬০ ॥

শ্রীরাধার 'স্বরূপ' ও 'দেহ' একই বস্তু, তাহা
সম্পূর্ণ কৃষ্ণপ্রেমময় ঃ—

প্রেমের 'স্বরূপ'-'দেহ'—প্রেমের ভাবিত।
'কৃষ্ণের প্রেয়সী-শ্রেষ্ঠ' জগতে বিদিত ॥ ১৬১ ॥

ব্রহ্মসংহিতা (৫।৩৭)—

আনন্দচিন্ময়রস-প্রতিভাবিতাভি-
স্তাভির্য এব নিজরূপতয়া কলাভিঃ।
গোলোক এব নিবসত্যখিলাত্মভূতো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ১৬২ ॥

শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণবাঞ্ছাপূর্ত্তিময়ী, অষ্টসখী—তদভিন্ন কায়ব্যূহ ঃ—

সেই মহাভাব হয় 'চিন্তামণি-সার'।
কৃষ্ণ-বাঞ্ছা পূর্ণ করে এই কার্য্য তাঁর ॥ ১৬৩ ॥
'মহাভাব-চিন্তামণি' রাধার স্বরূপ।
ললিতাদি সখী—তাঁর কায়ব্যূহরূপ ॥ ১৬৪ ॥

কৃষ্ণ-প্রণয়ের মূর্ত্তিবিগ্রহ শ্রীরাধিকার বর্ণনা ঃ—

রাধা-প্রতি কৃষ্ণ-স্নেহ—সুগন্ধি উদ্বর্ত্তন।
তা'তে সুগন্ধি দেহ—উজ্জ্বল-বরণ ॥ ১৬৫ ॥

শ্রীরাধার ত্রিবিধ ধারায় স্নান ; শ্রীরাধা-বিগ্রহ-বর্ণন ঃ—

কারুণ্যামৃত-ধারায় স্নান প্রথম।
তারুণ্যামৃত-ধারায় স্নান মধ্যম ॥ ১৬৬ ॥
লাবণ্যামৃত-ধারায় তদুপরি স্নান।
নিজ-লজ্জা-শ্যাম-পট্টসাটি-পরিধান ॥ ১৬৭ ॥
কৃষ্ণ-অনুরাগ—দ্বিতীয় অরুণ-বসন।
প্রণয়-মান-কঞ্চুলিকায় বক্ষ-আচ্ছাদন ॥ ১৬৮ ॥
সৌন্দর্য্য—কুঙ্কুম, সখী-প্রণয়—চন্দন।
স্মিতকান্তি—কর্পূর, তিনে—অঙ্গে বিলেপন ॥ ১৬৯ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৪৭-১৬১। এইস্থলে আদিলীলার ৪র্থ পরিচ্ছেদ আলোচনা করিলে এইসকল কথা ভালরূপ বুঝা যাইবে।

অনুভাষ্য

১৫৬-১৫৭। আদি ৪র্থ পঃ ৫৯-৬০ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১৫৮-১৬২। আদি ৪র্থ পঃ ৬৮-৭২ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১৬৩। আদি ৪র্থ পঃ ৮৭ ও ৯৪ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১৬৪। আদি ৪র্থ পঃ ৭৯ সংখ্যা ও আদি ৫ম পঃ ২১৩ ও ২১৫ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১৬৫-১৭৯। শ্রীরাধাই কৃষ্ণের প্রণয়-বিকার অর্থাৎ কৃষ্ণ-প্রেমের মূর্ত্তবিগ্রহ অর্থাৎ তাঁহার মানসিক ভাব, কায়িক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, বেষাদি, সমস্তই যে কৃষ্ণপ্রেমের এক একটী শোভা বা ভূষণ, তাহা বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইতেছেন।

১৬৫। সুগন্ধি উদ্বর্ত্তন—সৌগন্ধযুক্ত আবাটা, যদ্দ্বারা অঙ্গের মল দূরীভূত হয় ; তাহাতে ঐ কৃষ্ণস্নেহ আবাটা মাখান-হেতু দেহ সৌগন্ধপূর্ণ ও উজ্জ্বলবর্ণ।

১৬৩-১৭০। শ্রীমতী রাধিকার স্বরূপ—কৃষ্ণাভিলাষপূর্ণ-কারী মহাভাব-চিন্তামণি। ললিতাদি সখীগণ—তাঁহার কায়ব্যূহ-সদৃশ বা প্রকাশবিন্যাস। (১) কৃষ্ণস্নেহ-আবাটা মাখিয়া প্রথম বা পূর্ব্বাহ্ণ-স্নানের জলই কারুণ্যামৃত অর্থাৎ পৌগণ্ড অতিক্রম করিয়া প্রথম কৈশোরে করুণাবিশিষ্ট নবযৌবন ; (২) মধ্যম বা মধ্যাহ্ন-স্নানের জল তারুণ্যামৃত বা ব্যক্ত-যৌবন ; (৩) তদুপরি স্নান বা অপরাহ্ণ-স্নানের জল লাবণ্যামৃত বা পূর্ণযৌবন ; অর্থাৎ কায়িক-গুণের যে বয়স, রূপ ও লাবণ্য, উহাই ত্রিবিধ স্নান-জল। বসন দ্বিবিধ—(১) অধোবসন ও (২) উত্তরীয়। (১) অধোবসন—লজ্জারূপা, উহা শ্যামপট্টসূত্রদ্বারা নির্ম্মিত নীল-সাটী ; দ্বিতীয়-বসন অরুণবর্ণ—তাহাই কৃষ্ণানুরাগ। কৃষ্ণপ্রণয়মানরূপ কাঁচুলী-দ্বারা শ্রীরাধিকার বক্ষোদেশ আবৃত। শ্রীরাধার কায়িকগুণের সৌন্দর্য্যই কুঙ্কুম, অভিন্নরূপতা—সখী-প্রণয়রূপ চন্দন, মাধুর্য্য—স্মিতকান্তিরূপ কর্পূর ; এই তিন বস্তু অঙ্গের লেপন অর্থাৎ

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৬৫-১৭৯। শ্রীরাধিকার গুণবর্ণনায় করিবাজ গোস্বামী শ্রীরঘুনাথদাস গোস্বামিকৃত এই 'প্রেমাম্ভোজ-মকরন্দ'-নামক স্তবটীকে অবলম্বন করিয়াছেন,—

"মহাভাবোজ্জ্বলচ্চিন্তারত্নোদ্ভাবিতবিগ্রহাম্। সখীপ্রণয়সদ্গন্ধ-বরোদ্বর্ত্তন-সুপ্রভাম্ ॥১॥ কারুণ্যামৃতবীচিভিস্তারুণ্যামৃতধারয়া। লাবণ্যামৃতবন্যাভিঃ স্নপিতাং গ্লপিতেন্দিরাম্ ॥২॥ হ্রীপট্টবস্ত্র-গুপ্তাঙ্গীং সৌন্দর্য্যঘুসৃণাঞ্চিতাম্। শ্যামলোজ্জ্বলকস্তুরীবিচিত্রিত-কলেবরাম্ ॥৩॥ কম্পাশ্রুপুলকস্তম্ভস্বেদগদ্গদরক্ততা। উন্মাদো

কৃষ্ণের উজ্জ্বল রস—মৃগমদ-ভর ।
সেই মৃগমদে বিচিত্র কলেবর ॥ ১৭০ ॥
প্রচ্ছন্ন-মান-বাম্য—ধম্মিল্ল-বিন্যাস ।
'ধীরাধীরাত্মক' গুণ—অঙ্গে পট্টবাস ॥ ১৭১ ॥
রাগ-তাম্বূলরাগে অধর উজ্জ্বল ।
প্রেমকৌটিল্য—নেত্রযুগলে কজ্জ্বল ॥ ১৭২ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

জাড্যমিত্যেতৈ রত্নৈর্নবভিরুত্তমৈঃ ॥৪॥ ক্লিপ্তালঙ্কৃতিসংশ্লিষ্টাং গুণালীপুষ্পমালিনীম্ । ধীরাধীরাত্ব-সদ্বাস-পটবাসৈঃ পরিষ্কৃতাম্ ॥৫॥ প্রচ্ছন্নমানধম্মিল্লাং সৌভাগ্যতিলকোজ্জ্বলাম্ । কৃষ্ণনামযশঃ-শ্রাবাবতংসোল্লাসিকর্ণিকাম্ ॥৬॥ রাগতাম্বূলরক্তৌষ্ঠীং প্রেম-কৌটিল্য-কজ্জ্বলাম্ । নর্ম্মভাষিতনিঃস্যন্দস্মিত-কর্পূরবাসিতাম্ ॥৭॥ সৌরভান্তঃপুরে গর্ব্বপর্য্যঙ্কোপরি লীলয়া । নিবিষ্টাং প্রেম-বৈচিত্ত্য-বিচলত্তরলাঞ্চিতাম্ ॥৮॥ প্রণয়ক্রোধসচ্চোলীবন্ধগুপ্তী-কৃতস্তনাম্ । সপত্নীবক্ত্রহৃচ্ছোষি-যশঃশ্রী-কচ্ছপী-রবাম্ ॥৯॥ মধ্যতাত্মসখীস্কন্ধলীলান্যস্তকরাম্বুজাম্ । শ্যামাং শ্যামস্মরামোদ-মধূলী-পরিবেশিকাম্ ॥১০॥ ত্বাং নত্বা যাচতে ধৃত্বা তৃণং দন্তৈরয়ং জনঃ । স্বদাস্যামৃতসেকেন জীবয়ামুং সুদুঃখিতম্ ॥১১॥ ন মুঞ্চেচ্ছরণায়াতমপি দুষ্টং দয়াময়ঃ । অতো গান্ধর্ব্বিকে হা হা মুঞ্চৈনং নৈব তাদৃশম্ ॥১২॥ প্রেমাম্ভোজমকরন্দাখ্যং স্তবরাজ-মিমং জনঃ । শ্রীরাধিকাকৃপাহেতুং পঠংস্তদ্দাস্যমাপ্নুয়াৎ ॥১৩॥

অনুভাষ্য

তাঁহার অঙ্গ—সৌন্দর্য্য, অভিরূপতা ও মাধুর্য্যভূষিত। কৃষ্ণের উজ্জ্বলরসই মৃগমদ-কস্তুরী, ইহাই মার্দ্দবরূপ কায়িক গুণ।

১৭১। প্রচ্ছন্নমান—অন্তরে বক্রতাবিশিষ্ট হইয়াও প্রকাশ্যে দক্ষিণা-ভাব প্রদর্শন। বাম্য—সরলতার অভাব বক্রতা, মধ্য ১৪ পঃ ১৬১ সংখ্যার অনুভাষ্য দ্রষ্টব্য। ধম্মিল্ল—খোঁপা।

ধীরাধীরাত্মক গুণ—উজ্জ্বলনীলমণিতে—"ধারাধীরা তু বক্রোক্ত্যা সবাষ্পং বদতি প্রিয়ম্। ধীরাধীরগুণোপেতা ধীরা-ধীরেতি কথ্যতে।।" যে নায়িকা প্রিয়তমকে ধীরার ধর্ম্ম অর্থাৎ বক্রোক্তিদ্বারা এবং অধীরার ধর্ম্ম অর্থাৎ অশ্রুপূর্ণনয়নে বাক্যাদি বলিয়া থাকেন, তিনিই 'ধীরাধীরা'। মধ্যলীলা, ১৪ পঃ ১৪৩-১৫৩ সংখ্যা দ্রষ্টব্য। 'ধীরাধীরা-মধ্যা'র যে গুণ, 'ধীরাধীরা-প্রগল্‌ভা'রও সেই সব গুণ। 'প্রগল্‌ভা', 'মধ্যা' ও 'মুগ্ধা',—এই তিনের মধ্যে 'প্রগল্‌ভা' অত্যন্ত ক্রুদ্ধা হইয়া তাড়নপরায়ণা ; 'মধ্যা' অপূর্ণ-রোষাবিষ্টা হইয়া কঠোরোক্তি এবং 'মুগ্ধা' অল্পরোষ-পরায়ণা হইয়া ক্রন্দন করিয়া থাকেন। খণ্ডিত-অবস্থায় এই গুণের বিশেষ প্রকাশ হয়। পট্টবাস—পাগড়ি ; রেশমের উত্তরীয় বস্ত্র একপাটা। পাঠান্তরে, পটবাস—বস্ত্রগৃহ, গন্ধচূর্ণ, পিটালি, শাটী।

'সুদ্দীপ্ত-সাত্ত্বিক' ভাব, হর্ষাদি 'সঞ্চারী' ।
এই সব ভাব-ভূষণ সব অঙ্গে ভরি' ॥ ১৭৩ ॥
'কিলকিঞ্চিতাদি'-ভাব-বিংশতি-ভূষিত ।
গুণশ্রেণী-পুষ্পমালা সর্ব্বাঙ্গে পূরিত ॥ ১৭৪ ॥
সৌভাগ্য-তিলক চারু-ললাটে উজ্জ্বল ।
প্রেম-বৈচিত্ত্য—রত্ন, হৃদয়—তরল ॥ ১৭৫ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

মহাভাবে উজ্জ্বলচিন্তামণিভাবিতবিগ্রহ, কৃষ্ণপ্রতি সখীর যে প্রণয়, তাহাই সদ্‌গন্ধকুঙ্কুমাদিদ্বারা সুন্দর কান্তিপ্রাপ্ত ॥১॥ পূর্ব্বাহ্ণে কারুণ্যামৃতে, মধ্যাহ্নে তারুণ্যামৃতে ও সায়াহ্নে লাবণ্যামৃতে স্নাত যাঁহার বিগ্রহ ॥২॥ লজ্জারূপ পট্টবস্ত্রপরিধান, সৌন্দর্য্যরূপ কুঙ্কুমশোভিত শ্যামবর্ণ, শৃঙ্গাররসরূপ কস্তুরীদ্বারা চিত্রকলেবর ॥৩॥ কম্প, অশ্রু, পুলক, স্তম্ভ, স্বেদ, গদ্গদ স্বর, রক্ততা, উন্মাদ ও জড়তারূপ নয়টী উত্তমরত্নে অলঙ্কৃত ॥৪॥ সৌন্দর্য্যমাধুর্য্যাদি গুণসকল পুষ্পমালারূপে যাঁহার শরীরে বিরাজমান ; ধীর ও অধীরা-ভাবকে তিনি পট্টবাস অর্থাৎ কর্পূরাদিদ্বারা পরিষ্কৃত করিয়াছেন ॥৫॥ প্রচ্ছন্নরূপে মানই যাঁহার ধম্মিল্ল অর্থাৎ বদ্ধকেশপাশ (খোঁপা), সৌভাগ্যরূপ তিলকে যাঁহার কপাল উজ্জ্বল ; কৃষ্ণনাম ও যশঃশ্রবণই যাঁহার কর্ণভূষণ ॥৬॥ অনুরাগরূপ তাম্বূলদ্বারা যাঁহার ওষ্ঠ রক্তিমায় রঞ্জিত ; প্রেম-কৌটিল্যকেই যিনি কজ্জ্বলরূপে ধারণ করিয়াছেন ; নর্ম্ম অর্থাৎ উপহাসহেতু মৃদুহাস্যরূপ-কর্পূরদ্বারা যিনি সুবাসিত ॥৭॥ সৌরভরূপ-অন্তঃপুরে যিনি গর্ব্বরূপ পর্য্যঙ্কে শায়িত হইলে বিপ্রলম্ভরূপ-হার প্রেমবৈচিত্ত্যরূপ তরল (হার-মধ্যমণি)-রূপে দোলায়িত ॥৮॥ প্রণয়ক্রোধরূপ কাঁচুলীর দ্বারা যাঁহার স্তনযুগল আবৃত ; সপত্নীগণের মুখবক্ষঃশোষণকারী যশঃশ্রীই যাঁহার কচ্ছপী-বীণা ॥৯॥ যৌবনরূপ-সখীর স্কন্ধে স্বীয় লীলারূপ কর-কমল রাখিয়াছেন ; যিনি বহুগুণযুক্তা হইয়াও কৃষ্ণকন্দর্পানন্দি মধু পরিবেশন করিতেছেন ॥১০॥ এবম্ভূত শ্রীরাধাকে দন্তে তৃণধারণপূর্ব্বক প্রার্থনা করি,—এই সুদুঃখিতজনকে স্বীয় দাস্যরূপ অমৃতদানে জীবিত করুন ॥১১॥ হে গান্ধর্ব্বিকে, দয়াময় কৃষ্ণ শরণাগত-জনকে যেমন পরিত্যাগ করেন না, তুমিও তদ্রূপ আশ্রিতজনকে ত্যাগ করিও না ।

১৭৪। কিলকিঞ্চিতাদিভাব—বিংশতিটী ; বিংশতি-ভাব—

অনুভাষ্য

১৭২। কৃষ্ণরাগই তাম্বূলের বর্ণ, তদ্দ্বারা অধরটী উজ্জ্বল ; প্রেমকৌটিল্যই নয়নদ্বয়ের কজ্জ্বল।

১৭৩। সুদ্দীপ্ত সাত্ত্বিকভাব—মধ্য, ৬ষ্ঠ পঃ ১২ সংখ্যা ; হর্ষাদি ৩৩টী সঞ্চারী ভাব—মধ্য, ৩য় পঃ ১২৭ সংখ্যা, এবং মধ্য, ১৪ পঃ ১৬৭-১৬৮ সংখ্যার অমৃতপ্রবাহ-ভাষ্য দ্রষ্টব্য।

মধ্য-বয়স, সখী-স্কন্ধে কর-ন্যাস ।
কৃষ্ণলীলা-মনোবৃত্তি-সখী আশপাশ ॥ ১৭৬ ॥
নিজাঙ্গ-সৌরভালয়ে গর্ব্ব-পর্য্যঙ্ক ।
তা'তে বসি' আছে, সদা চিন্তে কৃষ্ণসঙ্গ ॥ ১৭৭ ॥
কৃষ্ণ-নাম-গুণ-যশ—অবতংস কাণে ।
কৃষ্ণ-নাম-গুণ-যশ-প্রবাহ-বচনে ॥ ১৭৮ ॥
কৃষ্ণকে করায় শ্যামরস-মধু পান ।
নিরন্তর পূর্ণ করে কৃষ্ণের সর্ব্বকাম ॥ ১৭৯ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

(১) অঙ্গজ—ভাব, হাব, হেলা ; (২) আত্মজ—শোভা, কান্তি, দীপ্তি, মাধুর্য্য, প্রগল্ভতা, ঔদার্য্য ও ধৈর্য্য ; (৩) স্বভাবজ—কিলকিঞ্চিত, লীলা, বিলাস, বিচ্ছিত্তি, বিভ্রম, মোট্টায়িত, কুট্টমিত, বিব্বোক, ললিত ও বিকৃত।

গুণশ্রেণী-পুষ্পমালা—শ্রীমতীর গুণ তিনপ্রকার—মানসিক, বাচিক ও শারীরিক ; কৃতজ্ঞতা, ক্ষমা ও কারুণ্য ইত্যাদি—মানসিক ; কর্ণের আনন্দদায়ক বাক্প্রয়োগাদি—বাচিক এবং গুণ, বয়স, রূপ, লাবণ্য ও সৌন্দর্য্য প্রভৃতি—কায়িক গুণ।

১৭৬। কৃষ্ণলীলা-মনোবৃত্তি-সখী—কৃষ্ণলীলানন্দরূপ শ্রীমতীর অষ্ট মনোবৃত্তি অষ্টসখী ও তদনুবৃত্তিসমূহ—অপরাপর মঞ্জরীগণ।

অনুভাষ্য

১৭৪। কিলকিঞ্চিতাদি ভাব—মধ্য, ১৪ পঃ ১৬৮ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

গুণশ্রেণী-পুষ্পমালা—মধ্য, ২৩ পঃ ৮২-৮৬ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

উজ্জ্বলনীলমণি-লিখিত পঞ্চবিংশতি গুণ—"বহুনা কিং গুণাস্তস্যাঃ সংখ্যাতীতা হরেরিব। ইত্যঙ্গোক্তিমনস্থাস্তে পরসম্বন্ধগাস্তথা। গুণা বৃন্দাবনেশ্বর্য্যা ইহা প্রোক্তাশ্চতুর্ব্বিধাঃ।।" অধিক আর কি বলিব, শ্রীহরির ন্যায় শ্রীরাধিকারও অসংখ্য গুণসমূহ নিত্য বর্ত্তমান। গুণগুলি চারিভাগে বিভক্ত—(ক) অঙ্গস্থ, (খ) উক্তিস্থ, (গ) মনস্থ ও (ঘ) পরসম্বন্ধগ। (ক) 'অঙ্গস্থ' গুণ ছয়টী—১। মধুর বা চারু, ২। নববয়া বা কৈশোর, ৩। চলাপাঙ্গা, ৪। উজ্জ্বলস্মিতা, ৫। চারুসৌভাগ্যরেখাযুক্তা বা পাদাদিস্থিত চন্দ্ররেখা ও ৬। গন্ধোন্মাদিতমাধবা। (খ) 'উক্তিস্থ' গুণ তিনটী—১। সঙ্গীতপ্রসরাভিজ্ঞা, ২। রম্যবাক্ ও ৩। নর্ম্মপণ্ডিতা। (গ) 'মনস্থ' গুণ দশটী—১। বিনীতা, ২। করুণাপূর্ণা, ৩। বিদগ্ধা, ৪। পাটবান্বিতা, ৫। লজ্জাশীলা বা আভিজাত্য ও শীলতাদির হেতু, ৬। মর্য্যাদা বা সাধুমার্গ হইতে অবিচলিতা, ৭। ধৈর্য্যশালিনী বা দুঃখসহিষ্ণু, ৮। গাম্ভীর্য্যশালিনী, ৯। সুবিলাসা ও ১০। মহাভাব-পরমোৎকর্ষতর্ষিণী। (ঘ) 'পরসম্বন্ধগ' গুণ ছয়টী—১। গোকুলপ্রেমবসতি,

শ্রীরাধিকাই মূর্ত্তিমান্ কৃষ্ণপ্রেম-সিন্ধু ঃ—

কৃষ্ণের বিশুদ্ধপ্রেম-রত্নের আকর ।
অনুপম-গুণগণ-পূর্ণ কলেবর ॥ ১৮০ ॥

রাধিকাই কৃষ্ণপ্রেমের মূল আকর ঃ—
শ্রীগোবিন্দলীলামৃত (১১।১১২)—

কা কৃষ্ণস্য প্রণয়জনিভূঃ শ্রীমতী রাধিকৈকা
কাস্য প্রেয়স্যনুপমগুণা রাধিকৈকা না চান্যা ।
জৈহ্ম্যং কেশে দৃশি তরলতা নিষ্ঠুরত্বং কুচেঽস্যা
বাঞ্ছাপূর্ত্ত্যৈ প্রভবতি হরে রাধিকৈকা ন চান্যা ॥ ১৮১ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৭৯। শ্যামরস—মধুর রস।

১৮১। শ্রীকৃষ্ণের প্রণয়ের জন্মভূমি কে?—একা শ্রীমতী রাধিকা। কৃষ্ণের অনুপমগুণা প্রিয়া কে?—একা রাধিকা, অন্যে নয়। কেশে কুটিলতা, চক্ষে তরলতা, কুচদ্বয়ে নিষ্ঠুরতা প্রভৃতি রাধিকারই আছে। একা রাধিকাই হরির বাঞ্ছা-পূর্ত্তির জন্য সমর্থা, আর কেহই নয়।

অনুভাষ্য

২। জগচ্ছ্রেণী-লসদ্যশা, ৩। গুর্ব্বর্পিত-গুরুস্নেহা, ৪। সখীপ্রণয়িতাবশা, ৫। কৃষ্ণপ্রিয়াবলীমুখ্যা ও ৬। সন্ততাশ্রবকেশবা।

১৭৫। প্রেমবৈচিত্ত্য,—"প্রিয়স্য সন্নিকর্ষেঽপি প্রেমোৎকর্ষস্বভাবতঃ। যা বিশ্লেষধিয়ার্ত্তিস্তৎ প্রেমবৈচিত্ত্যমুচ্যতে।।" প্রেমোৎকর্ষ-স্বভাব হইতে প্রিয়ের সন্নিকটে অবস্থিত হইয়াও তৎসহ বিচ্ছেদভয়ে যে ক্লেশের (আর্ত্তির) উদয় হয়, তাহাই 'প্রেমবৈচিত্ত্য' ; উহাই রত্ন। তরল—হারের মধ্যস্থিতমণি, ধুক্ধুকি।

১৭৬। মধ্যবয়স কিশোরীভাবই সখীস্কন্ধে করন্যাস এবং নিকটবর্ত্তিনী সখীগণ—কৃষ্ণলীলা-মনোবৃত্তি-রূপা।

১৭৭। নিজাঙ্গরূপ সৌরভালয়ে, গর্ব্বরূপ পর্য্যঙ্কে বা খাটে।

১৭৮-১৭৯। অবতংস—কর্ণের অলঙ্কারবিশেষ ; কৃষ্ণনাম-গুণযশই তাঁহার কর্ণালঙ্কার। কৃষ্ণনামগুণযশো-বাক্যাবলীর স্রোতই সোমরস-মধু-ধারা ; তাহাই কৃষ্ণকে শ্রীমতী পান করান।

১৮০। শ্রীমতী রাধিকাই—কৃষ্ণের নির্ম্মল-প্রেমরূপ রত্নের আকর অর্থাৎ কৃষ্ণপ্রেমসিন্ধুর মূর্ত্তবিগ্রহ এবং শ্রীরাধিকার দেহ—অতুলনীয় গুণসমূহে পরিপূর্ণ। মধ্য, ২৩ পঃ ৮১-৮৬ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১৮১। (প্রশ্নোত্তরক্রমেণ শ্রীরাধিকা-মাহাত্ম্যং বর্ণয়তি—) কৃষ্ণস্য প্রণয়জনিভূঃ (প্রণয়স্য জন্মভূমিঃ) কা?—একা রাধিকা। অস্য কৃষ্ণস্য প্রেয়সী (প্রেমপাত্রী) কা?—অনুপমগুণা (অতুলনীয়গুণসমন্বিতা) একা রাধিকা, ন চ অন্যা। অস্যাঃ (রাধিকায়াঃ এব) কেশে জৈহ্ম্যং (কৌটিল্যং), দৃশি (নয়নে) তরলতা (চঞ্চলতা), কুচে নিষ্ঠুরত্বং (কাঠিন্যং) হরেঃ বাঞ্ছা-পূর্ত্ত্যৈ (বাসনাপূরণায়) প্রভবতি (শক্নোতি), ন চ অন্যা (কাপি তাদৃশী)।

রাধিকার কৃষ্ণবশকারী বিবিধ গুণ ঃ—

যাঁর সৌভাগ্য-গুণ বাঞ্ছে সত্যভামা ।
যাঁর ঠাঞি কলাবিলাস শিখে ব্রজরামা ॥ ১৮২ ॥
যাঁর সৌন্দর্য্যাদি-গুণ বাঞ্ছে লক্ষ্মী-পার্ব্বতী ।
যাঁর পতিব্রতা-ধর্ম্ম বাঞ্ছে অরুন্ধতী ॥ ১৮৩ ॥
যাঁর সদ্গুণ-গণনে কৃষ্ণ না পায় পার ।
তাঁর গুণ গণিবে কেমনে জীব ছার ॥" ১৮৪ ॥

এ পর্য্যন্ত রাধাকৃষ্ণতত্ত্ব ; এক্ষণে রস-প্রেম-তত্ত্ব বর্ণনারম্ভ ঃ—

প্রভু কহে,—"জানিলুঁ কৃষ্ণ-রাধা-প্রেমতত্ত্ব ।
শুনিতে চাহিয়ে দুঁহার বিলাস-মহত্ত্ব ॥" ১৮৫ ॥

ব্রজের কিশোর-কিশোরীর চরিত বর্ণন ঃ—

রায় কহে,—"কৃষ্ণ হয় 'ধীর-ললিত' ।
নিরন্তর কামক্রীড়া—যাঁহার চরিত ॥ ১৮৬ ॥

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু (২।১।২৩০)—

বিদগ্ধো নবতারুণ্যঃ পরিহাস-বিশারদঃ ।
নিশ্চিন্তো ধীরললিতঃ স্যাৎ প্রায়ঃ প্রেয়সীবশঃ ॥ ১৮৭ ॥

রাধাসহ নিত্যবিলাসরত কৃষ্ণ ঃ—

রাত্রি-দিন কুঞ্জে ক্রীড়া করে রাধা-সঙ্গে ।
কৈশোর-বয়স সফল কৈল ক্রীড়া-রঙ্গে ॥ ১৮৮ ॥

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু (২।১।২৩১)—

বাচা সূচিতশর্ব্বরীরতিকলা-প্রাগল্ভ্যয়া রাধিকাং
ব্রীড়াকুঞ্চিত-লোচনাং বিরচয়ন্নগ্রে সখীনামসৌ ।
তদ্বক্ষোরুহচিত্রকেলিমকরীপাণ্ডিত্যপারং গতঃ
কৈশোরং সফলীকরোতি কলয়ন্ কুঞ্জে বিহারং হরিঃ ॥ ১৮৯ ॥

নিত্য-চিন্ময়সেবা-বিলাসের সর্ব্বোত্তম অবস্থাই 'প্রেমবিলাস-বিবর্ত্ত', উহা জড় নির্ব্বিশেষ কেবলাদ্বৈত-সিদ্ধি নহে ঃ—

প্রভু কহে,—"এহো হয়, আগে কহ আর ।
রায় কহে,—"ইহা বই বুদ্ধি-গতি নাহি আর ॥ ১৯০ ॥
যেবা 'প্রেমবিলাস-বিবর্ত্ত' এক হয় ।
তাহা শুনি' তোমার সুখ হয়, কি না হয় ॥" ১৯১ ॥
এত বলি' আপন-কৃত গীত এক গাহিল ।
প্রেমে প্রভু স্বহস্তে তাঁর মুখ আচ্ছাদিল ॥ ১৯২ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৮৫। বিলাস-মহত্ত্ব—উভয়ের প্রেমবিলাস-মহিমা।

১৮৭। যে পুরুষ চতুর, নবতরুণ, পরিহাস-বিশারদ, চিন্তা-শূন্য ও প্রেয়সীবশ, তিনি—'ধীর-ললিত'।

অনুভাষ্য

১৮২-১৮৩। আদি ৪র্থ পঃ ৬৯, ৭৫-৭৯, ৯০-৯৬ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১৮৪।আদি ৪র্থ পঃ ১২২-১২৪, ২৪০-২৪৮, ২৫৫ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১৮৭। বিদগ্ধঃ (রসিকঃ) নবতারুণ্যঃ (নবযৌবনযুক্তঃ) পরিহাস-বিশারদঃ (রহস্যনিপুণঃ) নিশ্চিন্তঃ (উদ্বেগরহিতঃ) ধীরললিতঃ (নায়কঃ) প্রায়ঃ প্রেয়সীবশঃ (প্রেয়সীনাং প্রেম-তারতম্যেন বশীভূতঃ) স্যাৎ।

১৮৯।আদি ৪র্থ পঃ ১১৭ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১৯১। "ব্যতীত্য ভাবনাবর্ত্ম যশ্চমৎকার-ভারভূঃ। হৃদি সত্ত্বোজ্জ্বলে বাঢ়ং স্বদতে স রসো মতঃ।।" বিশুদ্ধসত্ত্বের উজ্জ্বল-তাময় চিত্তেই 'রস' আস্বাদিত হয়। উহা বাহ্যজগৎ বা অন্তর্জগতের স্থূলসূক্ষ্ম-উপাধিযুক্ত দেহ ও মনের আস্বাদনযোগ্য ব্যাপার নহে। গৌণ স্থূলসূক্ষ্ম-জগতে যে অস্মিতাভাস লক্ষিত হয়, তাহা অনাত্ম'বুদ্ধি' ও 'মনঃ'শব্দবাচ্য। রসময় বিষয়—রসপূর্ণ-ইন্দ্রিয়েরই গ্রাহ্য। রসপূর্ণ-ইন্দ্রিয় রসময়দর্শন-স্পর্শনাদিদ্বারা রসিকশেখর, রসপ্রস্রবণ, বিষয়বিগ্রহ নন্দনন্দনের প্রেমসেবা করিয়া থাকে। উহা নির্ব্বিশেষবাদীর অতন্নিরস্ত জড়রাহিত্যাবস্থা-মাত্র নহে, এজন্য রসের সংজ্ঞায় ভাবনাবর্ত্মের বিশেষভাবে অতিক্রমণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। দৃক্‌দৃশ্যবাদী জড়জগতে ইন্দ্রিয়তর্পণমূলে যে-অনুভূতি লাভ করেন, তাহা জড়বিবর্ত্তের শুধু প্রতিষেধকমাত্র হইলেও অপ্রাকৃত-রসের সান্নিধ্যলাভে অসমর্থ। দেহ ও মনের ধর্ম্মে যে চমৎকারিতা জন্মগ্রহণ করে, তাহা অসম্পূর্ণ, লঘু ও নশ্বর ; তজ্জন্যই চিন্ময়-রস চমৎকার-গুরুত্বের প্রকাশকারী বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। প্রেমা—শুদ্ধ, চিন্ময় ব্যাপার। অচিতে প্রীতি—নশ্বর ; হেয়-ধর্ম্ম কামেই অবস্থিত। জড়জগতে ইন্দ্রিয়তর্পণের ব্যাঘাতহেতু যে দুঃখ উপস্থিত হয়, তাহা জড়প্রীতির 'বিবর্ত্ত'। প্রেমবিলাস ও বিলাসবিবর্ত্ত কোনও অভাব, অবরতা ও অনুপাদেয়তা উৎপন্ন করে না। অপ্রাকৃত-রস-রসিক শ্রীরামানন্দ স্ব-রচিত যে গীতটী কীর্ত্তন করিয়াছেন, তাহা শ্রীগৌরসুন্দর-কর্ত্তৃক অনুমোদিত কিনা, এইরূপ লীলা অভিনয় করিতে গিয়া প্রেম-বিলাস-বিবর্ত্তের বর্ণনা করিলেন।

ভক্তদাস বাউলের কৃত "বিবর্ত্তবিলাস" গ্রন্থ—শ্রীজগদানন্দের 'প্রেমবিবর্ত্ত' ও শ্রীরামানন্দের 'প্রেমবিলাস-বিবর্ত্ত' হইতে সম্পূর্ণ বিপরীত গ্রন্থ। বর্ত্তমান শিক্ষিতাভিমানী সম্প্রদায় যে জড়-বিবর্ত্ত-

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৯০-১৯২। হে রামানন্দ, তুমি যে 'সাধ্য' নির্ণয় করিলে, রাধাকৃষ্ণের (তত্ত্ব) বর্ণন করিলে এবং উভয়ের বিলাস-মহত্ত্ব বলিলে, তাহাই সত্য। কিন্তু ইহার পর আর যে কিছু আছে, তাহা বল। রায় কহিলেন,—ইহার পর বুদ্ধির আর গতি দেখিতে পাই না। তবে **'প্রেমবিলাস-বিবর্ত্ত'** বলিয়া একটী ভাব আছে, তাহা বলিতেছি, ইহা শুনিয়া তোমার সুখ হয় কি না, বলিতে

রায় রামানন্দের স্বকৃত গান ঃ—

গীত

"পহিলেহি রাগ নয়নভঙ্গে ভেল ।
অনুদিন বাঢ়ল, অবধি না গেল ॥
না সো রমণ, না হাম রমণী ।
দুঁহু-মন মনোভব পেষল জানি' ॥
এ সখি, সে-সব প্রেমকাহিনী ।
কানুঠামে কহবি বিছুরল জানি' ॥
না খোঁজলুঁ দূতী, না খোঁজলুঁ আন ।
দুঁহুকো মিলনে মধ্যে পাঁচবাণ ॥
অব্ সোহি বিরাগ, তুঁহু ভেলি দূতী ।
সু-পুরুখ-প্রেমক ঐছন রীতি ॥" ১৯৩ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

পারি না। তাৎপর্য্য এই,—এ পর্য্যন্ত আমি 'প্রেম-বিলাসের স্বরূপ' বর্ণন করিলাম। প্রেমবিলাসতত্ত্বে দুইপ্রকার ভাব আছে অর্থাৎ সম্ভোগ ও বিপ্রলম্ভ। **বিপ্রলম্ভ ব্যতীত সম্ভোগের স্ফূর্ত্তি হয় না।** বিচ্ছেদের নামই 'বিপ্রলম্ভ'; তাহাই **প্রেমবিলাসের বিবর্ত্ত অর্থাৎ বিচ্ছেদকালে অধিরূঢ়ভাববশতঃ সম্ভোগাভাবেও সম্ভোগ-স্ফূর্ত্তি।** রায় রামানন্দ নিজকৃত ঐ রসের একটী সঙ্গীত গান করিতে না করিতে মহাপ্রভু স্বীয় ভাবে বিহ্বল হইয়া তাঁহার মুখ আচ্ছাদন করিলেন। গীতটি—বিচ্ছেদকালে শ্রীমতীর উক্তি, সুতরাং বিপ্রলম্ভদশায় সম্ভোগস্ফূর্ত্তি।

অনুভাষ্য

বিলাসের কথা অনুসরণ করিতে গিয়া প্রেমবিলাস-বিবর্ত্তে বিপরীত-বুদ্ধি স্থাপন করেন, তদ্দ্বারা তাঁহাদের 'প্রাকৃত বিদ্যা-মন্দির' হইতে প্রাকৃত-বিদ্যাসাগরগণের নিকট হইতে 'পি-এইচ্, ডি' উপাধিলাভ ঘটিতে পারে, কিন্তু 'পি-এইচ্, ডি' উপাধিটী 'পরবিদ্যামন্দির' হইতে লাভ করিতে হইলে জড়াহঙ্কার পরিহার করিতে এবং স্বীয় নিত্যস্বরূপে অবস্থিত হইতে হয়। মানব-রচিত-ধর্ম্মশাস্ত্র ও অপ্রাকৃত-দর্শনশাস্ত্রে যে আকাশপাতাল ভেদ বর্ত্তমান, তাহা শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য স্বগত-সজাতীয়-ভেদ-নিরাসকারী সম্প্রদায়কে তাহাদিগের পরমাদৃত বিচারপন্থা অবলম্বন করিয়াই সুষ্ঠুভাবে দেখাইয়া দিয়াছেন। জড়দার্শনিক-সম্প্রদায় জড়ীয়-প্রেম-বিলাস-বিবর্ত্তেই অবস্থিত, সুতরাং তাঁহারা প্রেমবিলাস-বিবর্ত্তটী নিজের মনগড়া অনুভূতির দ্বারা বুঝিতে সমর্থ হইবেন না। থালার ভিতর যেরূপ হস্তীর অবস্থান সঙ্কুলান হয় না, তদ্রূপ আরোহবাদীর তাণ্ডব অথচ নিতান্ত লঘু-বিক্রমের পক্ষেও অপ্রাকৃতানুভূতি অসম্ভব।

শ্রীরামানন্দ-রায়ের উক্তি হইতে যে 'প্রেমবৈচিত্ত্যে'র অন্তর্গত 'মোহন-মাদনাদি অধিরূঢ় মহাভাবে'র বিলাস-বৈচিত্র্য ও বিলাস-বিবর্ত্ত কথিত হইয়াছে, তাহা অনুসরণ করিতে প্রাকৃত-সহজিয়া অসমর্থ। প্রাকৃত-সহজিয়া শ্রীরামানন্দের গীতার্থকে কেবল-নির্ব্বিশেষ-বাদে লইয়া যাইবার জন্যই ব্যস্ত হইবেন, কিন্তু তাহা শ্রীরামানন্দের বক্তব্য ও শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রোতব্য বিষয় ছিল

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৯৩। 'আহা, মিলনের পূর্ব্বরাগ সময়ে পরস্পরের নয়ন-ঈক্ষণ হইতে 'রাগ' বলিয়া একটী ভাবের উদয় হয়; সেই রাগ বাড়িতে বাড়িতে 'অবধি' বা ইয়ত্তা প্রাপ্ত হইল না; সেই রাগ—আমাদের উভয়ের স্বভাবজনিত। রমণস্বরূপ কৃষ্ণই যে তাহার কারণ, তাহা নহে, বা রমণীস্বরূপা আমিই যে তাহার কারণ, তাহা নহে। পরস্পর দর্শনে যে 'রাগ' উদিত হইল, তাহাই মনোভব অর্থাৎ মদন হইয়া আমাদের মনকে পেষণ করিয়া একত্র করিয়াছিল। এখন বিচ্ছেদের সময়, সে-সব প্রেমকাহিনী, হে সখি, কৃষ্ণ যদি ভুলিয়াই থাকেন, এরূপ বুঝিতে পার, তবে তাঁহাকে কহিও,—মিলন-সময়ে আমরা কোন দূতীকে অন্বেষণ করি নাই, অথবা অন্য কাহাকেও কোন অনুরোধ করি নাই; অনঙ্গরূপ পঞ্চবাণই আমাদের মিলনের মধ্যস্থ ছিল। আবার, এখন বিচ্ছেদ-সময়ে সেই রাগ 'বিরাগ' হওয়ায় অর্থাৎ বিশিষ্টরাগ বা বিচ্ছেদগত-রাগ বা অধিরূঢ়ভাবরূপে, হে সখি, তুমি দূতীরূপে কার্য্য করিতেছ! সুপুরুষের প্রেমে এই রীতিই সর্ব্বত্র দেখিবে।' তাৎপর্য্য এই—সম্ভোগকালে 'রাগ' যেমন অনঙ্গরূপে মধ্যস্থ, বিপ্রলম্ভকালে উহা সেইরূপ অধিরূঢ়ভাবাপন্না দূতী হইয়া 'প্রেমবিলাস-বিবর্ত্তে' অর্থাৎ বিপ্রলম্ভে সম্ভোগস্ফূর্ত্তি-কার্য্যে দূতীস্বরূপ হইলে তাহাকে শ্রীমতী 'সখী' বলিয়া সম্বোধন করত এই কথাটী বলিতেছেন। মূল তাৎপর্য্য এই,—প্রেমবিলাস-সম্ভোগেও যেরূপ আনন্দ, বিপ্রলম্ভেও সেইরূপ; বিশেষতঃ, বিপ্রলম্ভে (সেবার পরাকাষ্ঠায় কৃষ্ণে তন্ময়ভাব-হেতু) সর্পে রজ্জু-ভ্রমের ন্যায় তমালাদিতে কৃষ্ণভ্রমজনিত বিবর্ত্ত-ভাবাপন্ন অধিরূঢ়-মহাভাবরূপ একপ্রকার সম্ভোগের উদয় হয়।

অনুভাষ্য

না, এজন্যই ভজনের নিগূঢ় চমৎকারিতা ও অপূর্ব্বতা—অর্ব্বাচীন জড়-দার্শনিকসমাজে প্রচার করা অবিধেয় বিবেচনা করিয়াই শ্রীগৌরসুন্দর স্বহস্তে শ্রীরামানন্দের কৃষ্ণগান-রত বদন-কমল আবৃত করিয়াছিলেন। এতদ্দ্বারা বাহ্যজগৎ-দর্শনশীল জড়-দার্শনিকের অনুভূতির দ্বারা এই গীত যে অনুভবনীয় নহে, তাহা প্রতিপন্ন হইয়াছে। তবে পূর্ব্বোক্ত বিচার অবলম্বন করিলেই

অনুভাষ্য

কেবলাদ্বৈতবাদের স্থানে শুদ্ধাদ্বৈতবাদীর ক্ষেত্র স্থাপিত হইতে পারে। শুদ্ধাদ্বৈতবাদী বলেন,—দ্বৈতজগতে যে অবরতা বর্ত্তমান, তাহা নিরসন করিতে গিয়া যে কাল্পনিক অদ্বয়জ্ঞানের নির্দ্দেশ করা হয়, তাহাতে প্রেম-বিলাসের অভাব ; আবার প্রেমবিলাস-বিবর্ত্তে "না সো রমণ, না হাম রমণী" এই পদ্য-ব্যাখ্যার বিবর্ত্ত জড়বিবর্ত্তবাদীকে গ্রাস করিলে বিষয়-আশ্রয়-রাহিত্যরূপ কৈবলা-দ্বৈত-সিদ্ধিকে 'অদ্বয়জ্ঞান' বলাইয়া পুনরায় জড়ীয়-বিবর্ত্তেই ফেলিয়া দেয়। এস্থলে শুদ্ধাদ্বৈতবাদী বলেন,—"না সো রমণ, না হাম রমণী"—এই বাক্যে বাস্তব-সত্যকে ধ্বংস করা হয় নাই, কিন্তু বস্তুতে বস্তু-শক্তি-পরিচয়ে যে অশুদ্ধদ্বৈতাশঙ্কা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহারই নিরসন উদ্দিষ্ট হইয়াছে। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদীর ভাষায় ঐ কথা বলিতে গেলে,—বস্তুর পরিচয় দুর্জ্ঞেয়, কিন্তু শক্তি ও শক্তিমান্‌কে অভিন্ন-জ্ঞানে শক্তি-পরিচয়েই বস্তুর বিজ্ঞেয়তা। যাঁহারা বস্তুশক্তিকে বস্তু হইতে ভেদ করিয়া, 'রমণ' ও 'রমণী',—বস্তুদ্বয়ের কল্পনা করেন, তাঁহাদিগের বিচারে শ্রীরামানন্দের এই উক্তিটি—জড়শক্তিমান্ ও জড়শক্তির ভেদের নিরাসকারিণী-মাত্র।

প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায়—জড়ভোক্তা রমণের সহিত জড়ভোগ্যা রমণীর ভেদ আছে—জ্ঞান করিয়া অশুদ্ধ দ্বৈত-বিচারকে বহুমানন করেন। তাহা হইতে রক্ষা পাইবার জন্য চিন্ত্যদ্বৈতাদ্বৈত-বিচার প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। এই বিচার হইতে শ্রীরামানন্দের বা শ্রীগৌরসুন্দরের অচিন্ত্যভেদাভেদ-বিচারটী একটু পৃথক্। শুদ্ধদ্বৈত-বিচার ও অচিন্ত্যভেদাভেদ-বিচার এই স্থলে সমপর্য্যায়ভুক্ত বলিয়া জানিতে হইবে। শুদ্ধাদ্বৈতবাদীর বিচার, শুদ্ধদ্বৈতবাদীর বিচার, চিন্ত্য-দ্বৈতাদ্বৈতবাদীর বিচার, বিশিষ্টা-দ্বৈতবাদীর বিচার হইতে অচিন্ত্যভেদাভেদ-বিচারটী পৃথক্ বলিয়া অচিন্ত্য-ভেদাভেদাচার্য্য স্বয়ং অভিন্ন ব্রজেন্দ্রনন্দন অপ্রাকৃত-সাহজিক শ্রীরামানন্দের শ্রীমুখে এই কথা প্রচার করিয়াছেন। এই রামানন্দের সম্বন্ধেই শ্রীগৌরসুন্দর বলিয়াছেন,—"সমগ্র দক্ষিণদেশে তোমার ন্যায় অপ্রাকৃত-সহজ-ধর্ম্মাবলম্বী দেখিতে পাই নাই ; আমি এক বাউল, তুমি দ্বিতীয় বাউল। অতএব তোমায়-আমায় হই সমতুল।।" এই কথা বলিতে গিয়া শ্রীগৌরসুন্দর অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-বিচার প্রদর্শন করায় শ্রীজীবপাদ স্বীয় 'সর্ব্বসম্বাদিনী'তে গৌড়ীয়ের বেদান্তদর্শনকেই 'অচিন্ত্য-ভেদাভেদ' বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন ; অচিন্ত্যভেদাভেদ-বিচার বলিতে গিয়া প্রাকৃত-সাহজিক-সম্প্রদায় যে তৈলম্রক্ষিত-দেহে গঙ্গা-স্নানের গল্পটী উল্লেখ করেন, তাহা জড়জগতের বিবর্ত্তমাত্র। ঐ উদাহরণ-দ্বারা ভেদাভেদপ্রকাশ-তত্ত্ব জানিতে পারা যায় না। শক্তিশক্তিমৎ-তত্ত্বের অভেদ-প্রতিপাদনে বিষয়ের আশ্রয়ের জন্য

অনুভাষ্য

উদ্দীপন ও আশ্রয়ের বিষয়ের জন্য উদ্দীপন-ভাবটী সুষ্ঠুভাবে বুঝাইবার জন্যই শ্রীরামানন্দের গীতে রমণ-রমণীর পরস্পর স্বরূপ-জ্ঞান-ব্যত্যয়-ভাব। তাই বলিয়া কোন জীব যেন অহং-গ্রহোপাসক হইয়া না পড়েন। অহংগ্রহোপাসনা—চিন্মাত্রবাদীর মূঢ়তা এবং চিদ্বিলাসের বৈপরীত্য মাত্র। অদ্বয়জ্ঞানবস্তুতে আশ্রয়-জাতীয় ভাবের অভাব আছে বলিয়া যাঁহারা বিবেচনা করেন, তাঁহাদের জন্যই গোলোকস্থ ঔদার্য্য-প্রকোষ্ঠস্থিত শ্রীকৃষ্ণের নিত্য গৌরলীলার প্রপঞ্চে অবতরণ। প্রপঞ্চে অবতীর্ণ গৌরলীলাটী যে কখনই জড়-সম্ভোগবাদী গৌরনাগরীগণের ভোগ্যা নহেন, তাহা জানাইবার জন্যই এই প্রেম-বিলাসবিবর্ত্তের উদাহরণ-লীলা। 'কাঞ্চনা' প্রভৃতি কাল্পনিক দূতীগণের অপ্রাকৃত প্রেম-বিলাসের আবশ্যকতা নাই। কৃষ্ণভজন-রসের কথা কৃষ্ণকথা-দুর্ভিক্ষময় জগতে প্রচার করিতে গেলে, প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায় শুদ্ধ-ভক্তের সহিত আপনাদিগের সমত্ব প্রকাশ করিবার বাসনায় নানামতবাদ-বিবর্ত্তে পতিত হইতে পারে, জানিয়া এই সকল ব্যাখ্যা শুদ্ধভক্তিমান্ লোকের জন্যই সংরক্ষিত হইল।

১৯৩। পহিলেহি—প্রথমে। রাগ—পূর্ব্বরাগ। "রতির্যা সঙ্গমাৎ পূর্ব্বং দর্শনশ্রবণাদিজা। তয়োরুন্মীলতি প্রাজ্ঞৈঃ পূর্ব্বরাগঃ স উচ্যতে।।" নয়ন-ভঙ্গে—পরস্পর দর্শন-বিনিময়ে, নয়ন-ভঙ্গীতে অর্থাৎ অপাঙ্গদর্শনে পরস্পরের চিত্তবৃত্তি-সংযোজক ইঙ্গিতে। অনুদিন বাঢ়ল—দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। অবধি না গেল—সীমা রহিল না। প্রৌঢ়া সমর্থা-রতিতে লালসা, উদ্বেগ, জাগর্য্যা, তানব, জড়তা, ব্যগ্রতা, ব্যাধি, উন্মাদ, মোহ ও মৃত্যু অর্থাৎ চিন্তা, জাগর, উদ্বেগ, অমর, মলিনাঙ্গতা, প্রলাপ, ব্যাধি, উন্মাদ, মোহ ও মৃত্যু—এই দশ দশা। সমঞ্জসা-রতিতে—অভিলাষ, চিন্তা, স্মৃতি, গুণ-কীর্ত্তন, উদ্বেগ, সবিলাপ উন্মাদ,—এই ছয়প্রকার দশা। সাধারণী-রতিতে ষোলপ্রকার অর্থাৎ প্রৌঢ় ও সমঞ্জসার সবিলাপ পর্য্যন্ত। সো—সেই রমণ শ্রীকৃষ্ণ ; হাম—আমি শ্রীরাধিকা রমণী ; আমরা উভয়েই উহার কারণ নহি বা আমাদের পার্থক্য-বুদ্ধি নাই। মনোভব (অর্থাৎ) কন্দর্প উহা জানিয়া, রমণ ও রমণী, উভয়ের মনকে (পেষল) পেষণ করিয়াছিল। প্রেম-কাহিনী—প্রেমবিলাসসমূহ। কানুঠামে—কৃষ্ণের স্থানে বা নিকটে। কহবি—বলিবে। বিছুরল—বিস্মরণ হইয়াছেন। জানি—জানিয়া। খোঁজলুঁ—অন্বেষণ করিলাম। দূতী—যে মধ্যবর্ত্তিনী হইয়া নায়ক ও নায়িকাকে একত্র অর্থাৎ মিলন করায় ; দূতী দুইপ্রকার—স্বয়ং-দূতী ও আপ্তদূতী। স্বয়ংদূতী—কটাক্ষ এবং বংশীধ্বনি ; আপ্তদূতী—বীরা, বৃন্দা প্রভৃতি। সাধারণ-দূতী—শিল্পকারিণী, দৈবজ্ঞা, লিঙ্গিনী প্রভৃতি। না খোঁজলুঁ আন্—অন্য কাহাকেও অনুরোধ বা অন্বেষণ করি

পরস্পরের ভেদ-ভ্রম-দূরীভূত অবস্থা ঃ—

উজ্জ্বলনীলমণি (১৪।১৫৫)—

রাধায়া ভবতশ্চ চিত্তজতুনী স্বেদৈর্বিলাপ্য ক্রমাদ্-
যুঞ্জন্নদ্রি-নিকুঞ্জ-কুঞ্জরপতে নির্ধূত-ভেদভ্রমম্ ।
চিত্রায় স্বয়মন্বরঞ্জয়দিহ ব্রহ্মাণ্ডহর্ম্ম্যোদরে
ভূয়োভির্নব-রাগ-হিঙ্গুলভরৈঃ শৃঙ্গার-কারুকৃতী ॥ ১৯৪ ॥

এই পর্য্যন্ত সাধ্যাবধি ঃ—

প্রভু কহে,—"সাধ্যবস্তুর অবধি' এই হয় ।
তোমার প্রসাদে ইহা জানিলুঁ নিশ্চয় ॥ ১৯৫ ॥

সাধনদ্বারাই সাধ্য-প্রাপ্তি ঃ—

'সাধ্যবস্তু' 'সাধন'-বিনা কেহ নাহি পায় ।
কৃপা করি' কহ, রায়, পাবার উপায় ॥" ১৯৬ ॥

প্রভুর ইচ্ছার নিকট রায়ের বশ্যতা ঃ—

রায় কহে,—"যেই কহাও, সেই কহি বাণী ।
কি কহিয়ে ভাল-মন্দ, কিছুই না জানি ॥ ১৯৭ ॥
ত্রিভুবন-মধ্যে ঐছে হয় কোন্ ধীর ।
যে তোমার মায়া-নাটে হইবেক স্থির ॥ ১৯৮ ॥

রায়ের মুখে প্রভু স্বয়ংই বক্তা ও স্বয়ংই শ্রোতা ঃ—

মোর মুখে বক্তা তুমি, তুমি হও শ্রোতা ।
অত্যন্ত রহস্য, শুন, সাধনের কথা ॥ ১৯৯ ॥

সাধন-রহস্য বর্ণন ; কেবল মধুর-রসেই
'কান্তভাব' প্রাপ্য ঃ—

রাধাকৃষ্ণের লীলা এই অতি গূঢ়তর ।
দাস্য-বাৎসল্যাদি-ভাবে না হয় গোচর ॥ ২০০ ॥

অনুগত সখীগণের দ্বারাই রাধাকৃষ্ণবিলাস-পুষ্টি ঃ—

সবে এক সখীগণের ইঁহা অধিকার ।
সখী হৈতে হয় এই লীলার বিস্তার ॥ ২০১ ॥
সখী বিনা এই লীলা পুষ্ট নাহি হয় ।
সখী লীলা বিস্তারিয়া, সখী আস্বাদয় ॥ ২০২ ॥
সখী বিনা এই লীলায় অন্যের নাহি গতি ।
সখীভাবে যে তাঁরে করে অনুগতি ॥ ২০৩ ॥
রাধাকৃষ্ণ-কুঞ্জসেবা সাধ্য সেই পায় ।
সেই সাধ্য পাইতে আর নাহিক উপায় ॥ ২০৪ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৯৪। হে গোবর্দ্ধনপর্ব্বত-নিকুঞ্জবাসি-করিরাজ, শৃঙ্গারশিল্প-শাস্ত্রনিপুণ-বিধাতা রাধিকা ও তোমার চিত্ত-লাক্ষাকে সাত্ত্বিক-বিকাররূপ ধর্ম্মদ্বারা দ্রবীভূত করত ভেদভ্রম দূর করিয়া ব্রহ্মাণ্ড-হর্ম্ম্যমধ্যে নবরাগ-হিঙ্গুলদ্বারা স্বয়ং জগতের আশ্চর্য্য-সম্বর্দ্ধনার্থ উভয়ের সেই চিত্তদ্বয়কে অতিশয় রঞ্জিত করিয়াছেন।

অনুভাষ্য

নাই। দুঁহুকে—শ্রীরাধা ও কৃষ্ণ এই দুইজনের। মিলনে—উভয়ের সংহতিতে ; মধ্যে পাঁচবাণ—রূপরস-গন্ধশব্দস্পর্শজ শরপঞ্চক। অব্—এক্ষণে। সোহি—সেই রাগ, বিরাগ—বিপ্রলম্ভে অধিরূঢ়-মহাভাব। তুঁহু—তুমি। ভেলি—হইলে। সু-পুরুখ—উত্তম-নায়কের। প্রেমক—প্রেমের। ঐছন—ঐ প্রকার।

১৯৪। হে অদ্রিনিকুঞ্জকুঞ্জরপতে (গিরি-গোবর্দ্ধন-নিকুঞ্জা-রণ্য-গজপতে, গোবর্দ্ধনকুঞ্জবিহারিন্), শৃঙ্গার-কারুকৃতী (শৃঙ্গার-কারুকর্ম্মণি সুনিপুণঃ) রাধায়াঃ ভবতশ্চ চিত্তজতুনী (চিত্তে এব জতুনী লাক্ষে) স্বেদৈঃ (অন্তর্বহির্দ্রবরূপৈঃ বিকারৈঃ অগ্নিতা-পৈর্ব্বা) ক্রমাৎ (শনৈঃ শনৈঃ) বিলাপ্য (দ্রবীকৃত্য) নির্ধূতভেদ-ভ্রমং (ভেদ এব ভ্রমঃ, তং নির্ধূতং দূরীভূতং) যুঞ্জন্ (কুর্ব্বন্) ইহ ব্রহ্মাণ্ডহর্ম্ম্যোদরে (ব্রহ্মাণ্ডমেব হর্ম্ম্যং তস্যোদরে) চিত্রায় (চিত্রার্থং, বিস্ময়বর্দ্ধনার্থং) ভূয়োভিঃ (নানাবিধৈঃ) নবরাগ-হিঙ্গুলভরৈঃ (নবানুরাগরূপ-হিঙ্গুল-রঞ্জনৈঃ) স্বয়ম্ অন্বরঞ্জয়ৎ।

২০১-২০৪। সখী,—উজ্জ্বলনীলমণিতে, যথা,—"প্রেম-লীলাবিহারিণাং সম্যগ্বিস্তারিকা সখী। বিশ্রম্ভরত্নপেটী চ।।"

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২০২-২০৪। মহাপ্রভু এতাবৎ শ্রবণ করিয়া কহিলেন,—সাধ্যবস্তুর সমগ্র কথিত হইল, এখন এই চরমসাধ্যবস্তু পাইবার যে সাধন বা উপায় আছে, তাহা বল। রায় রামানন্দ তদুত্তরে বলিলেন,—দাস্য-বাৎসল্যাদি-রসে এই গূঢ়তত্ত্ব পাওয়া যায় না, ব্রজসখী বিনা এই লীলায় অন্যের প্রবেশ অসম্ভব ; ব্রজসখীর ভাবগ্রহণপূর্ব্বক সখীর আনুগত্যে সাধন করিতে পারিলে রাধা-কৃষ্ণ-কুঞ্জসেবারূপ সাধ্যবস্তু পাওয়া যায়, অন্য উপায় নাই।

অনুভাষ্য

শ্রীকৃষ্ণের প্রেমলীলা ও বিহারাদির সম্যগ্রূপে বিস্তারকারিণীকে 'সখী' বলে। সখীগণ—কৃষ্ণের বিশ্বাসরূপ রত্ন-মঞ্জুষা-স্বরূপা। সখীগণের বৃত্তি—"মিথঃ প্রেমগুণোৎকীর্ত্তিস্তয়োরাসক্তিকারিতা। অভিসারো দ্বয়োরেব সখ্যাঃ কৃষ্ণে সমর্পণম্। নর্ম্মাশ্বাসন-নেপথ্যং হৃদয়োদ্ঘাটপাটবম্। ছিদ্রসংবৃতিরেতস্যাঃ পত্যাদেঃ পরিবঞ্চনা। শিক্ষা সঙ্গমনং কালে সেবনং ব্যজনাদিভিঃ। তয়োর্দ্বয়োরুপালম্ভঃ সন্দেশপ্রেষণং তথা। নায়িকাপ্রাণসংরক্ষা প্রযত্নাদ্যাঃ সখী-ক্রিয়াঃ।।" (১) নায়ক-নায়িকার পরস্পরের প্রেমগুণোৎকীর্ত্তন, (২) একের অন্যের প্রতি আসক্তি বিবর্দ্ধন, (৩) উভয়ের অভিসার করান, (৪) কৃষ্ণে সখীসমর্পণ, (৫) পরিহাস, (৬) আশ্বাস-প্রদান, (৭) নায়ক-নায়িকার বেশকরণরূপ নেপথ্য, (৮) মনোগত-ভাব-প্রকাশকরণে নিপুণতা, (৯) নায়িকার দোষ-গোপন, (১০) পতি প্রভৃতির বঞ্চনা, (১১) শিক্ষা, (১২) যথোচিত কালে নায়ক-নায়িকার সম্মিলন করান, (১৩) চামরাদি-ব্যজন, (১৪) উভয়ের

সখীদ্বারা শৃঙ্গার-রসপুষ্টি ঃ—

শ্রীগোবিন্দ-লীলামৃত (১০।১৭)—

বিভুরপি সুখরূপঃ স্বপ্রকাশোঽপি ভাবঃ
ক্ষণমপি ন হি রাধাকৃষ্ণয়োর্যা ঋতে স্বাঃ।
প্রবহতি রসপুষ্টিং চিদ্বিভূতীরিবেশঃ
শ্রয়তি ন পদমাসাং কঃ সখীনাং রসজ্ঞঃ ॥ ২০৫ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২০৫। রাধাকৃষ্ণের ভাব—স্বপ্রকাশ এবং সুখ—বিভু অর্থাৎ অনন্ত হইলেও সখীগণ ব্যতীত একক্ষণও রসপুষ্টি বহন করিতে পারে না, যেরূপ ঈশ্বরের চিদ্বিভূতি-ব্যতিরেকে ঈশ্বরত্ব পুষ্টি লাভ করে না, তদ্রূপ। অতএব তৎপ্রবিষ্ট কোন্ রসজ্ঞ সখীদিগের পদাশ্রয় না করেন?

অনুভাষ্য

প্রতি তিরস্কার, (১৫) সংবাদ প্রেরণ, (১৬) নায়িকা-প্রাণরক্ষার্থ যত্ন। আদি, ৪র্থ পঃ ২১১,২১৭-২১৮ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

'সখীভেকী' ও 'গৌরনাগরী' প্রভৃতি প্রাকৃত সহজিয়া-সম্প্রদায়ের দেহাত্মবুদ্ধিবশতঃ শ্ব-শৃগাল-ভক্ষ্য জড়দেহেন্দ্রিয়ের ও চর্ম্মের শোভা-বর্দ্ধন কখনই কৃষ্ণকে আনন্দিত করায় না, অর্থাৎ কৃষ্ণেতর ঐ সকল কৃত্রিম চেষ্টা জড়েন্দ্রিয়েরই তৃপ্তিকর বলিয়া কৃষ্ণ উহাদিগকে উপভোগ করিয়া আনন্দ লাভ করেন না। চিন্ময়ী শ্রীরাধা ও তৎসখীগণের দেহ, গেহ, বেশ-ভূষণ প্রভৃতি যাবতীয় ক্রিয়া বা চেষ্টা সমস্তই চিন্ময়, কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতিকর ও কৃষ্ণবশকারী—দেবীধামান্তর্গত চৌদ্দভুবনের কোন ব্যাপার বা বস্তু নহে। কৃষ্ণ ভুবনমোহন হইলেও তাঁহারা কিন্তু ভুবনমোহিনী নহেন, তাঁহারা—ভুবনমোহন-মনোমাহিনী।

ভোগপর মনোধর্ম্মের বশবর্ত্তী হইয়া নিজের কাল্পনিক সিদ্ধদেহে আপনাকে 'সখী' বলিয়া অভিমান করাও অহংগ্রহোপাসনাই হইয়া যায়; ফলে, কল্পনাকারীর দেবীধামেই বাস হয়। শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভু প্রাকৃত-জীবকে এই বিষয়ে সতর্কও করিয়াছেন—যথা, ভঃ রঃ সিঃ পূর্ব্ব বিঃ ২য় লঃ—"লুব্ধৈর্বাৎসলসখ্যাদৌ" শ্লোকের 'দুর্গমসঙ্গমনী' টীকা—"ন তু ব্রজেন্দ্রাদিত্বাভিমানেনাপীত্যর্থঃ। পিতৃত্বাদ্যভিমানো হি দ্বিধা সম্ভবতি—

সখীগণের শ্রীরাধাপ্রেম ঃ—

সখীর স্বভাব এক অকথ্য-কথন।
কৃষ্ণ-সহ নিজলীলায় নাহি সখীর মন ॥ ২০৬ ॥
কৃষ্ণসহ রাধিকার লীলা যে করায়।
নিজ-সুখ হৈতে তাতে কোটি সুখ পায় ॥ ২০৭ ॥

অনুভাষ্য

স্বতন্ত্রত্বেন, তৎপিত্রাদিভিরভেদভাবনয়া চ। **তত্রান্ত্যমনুচিতং ভগবদভেদোপাসনাবত্তেষু ভগবদ্বদেব নিত্যত্বেন প্রতিপাদয়িষ্যমাণেষু তদনৌচিত্যাৎ; তথা তৎপরিকরেষু তদুচিতভাবনা-বিশেষেণাপরাধাপাতাৎ।"** এইজন্যই শ্রীল রূপ গোস্বামিপ্রভু বলিয়াছেন,—(ঐ) "কৃষ্ণং স্মরন্ জনঞ্চাস্য প্রেষ্ঠং নিজ-সমীহিতম্। তত্তৎকথারতশ্চাসৌ কুর্য্যাদ্বাসং ব্রজে সদা।। সেবা সাধকরূপেণ সিদ্ধরূপেণ চাত্র হি। তদ্ভাবলিপ্সুনা কার্য্যা ব্রজলোকানুসারতঃ।।" (টীকা—'ব্রজলোকাস্ত্বত্র কৃষ্ণপ্রেষ্ঠজনাস্তদনুগতাশ্চ তদনুসারতঃ") * ; মধ্য, ২২শ পঃ ১৫৫ ও ১৫৭ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

২০৫। রাধাকৃষ্ণয়োঃ (ব্রজনবযুবদ্বন্দ্বয়োঃ) ভাবঃ (চিদ্বিলাসঃ) বিভুঃ (পরমমহান্) অপি, সুখরূপঃ (সচ্চিদানন্দময়ঃ) স্ব-প্রকাশঃ (স্বয়ংপ্রকাশরূপঃ) অপি স্বাঃ (নিজসম্বন্ধিন্যঃ কায়-ব্যূহস্বরূপিণ্যঃ যাঃ সখীঃ) ঋতে (বিনা) রসপুষ্টিং ন হি প্রবহতি; যথা ঈশঃ (ঈশ্বরঃ) চিদ্বিভূতীঃ ইব, [সচ্চিদানন্দঃ ঈশ্বরঃ যথা নিজনিত্যচিদৈশ্বর্য্যাদিকং বিনা পুষ্টিং ন প্রাপ্নোতি, তথেত্যর্থঃ; অতঃ কারণাৎ] কঃ রসজ্ঞঃ (কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ কৃতী) আসাং সখীনাং পদং ন শ্রয়তি? (আশ্রয়তি? সর্ব্বে সুনিপুণাঃ মধুররসজ্ঞাঃ ভক্তাঃ সখীপদং আশ্রয়ন্তীত্যর্থঃ)। (যথা কেবলাদ্বৈতবাদিনাং কল্পনাঙ্কিতবিগ্রহঃ অজ্ঞানসমষ্ট্যধিষ্ঠাতৃদেব ঈশ্বরঃ অজ্ঞান-ব্যষ্ট্যধিষ্ঠাতৃ-মলিনসত্ত্ব-বিকারাখ্য-জীবাদি-বিভূতিময়োঽপি ষণ্ঢবৎ নিত্যসত্য-বিলাস-রহিতঃ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদিনামারাধ্যো নিত্যসচ্চিদানন্দবিগ্রহ ঈশ্বরো নিত্যচিদানন্দময়ঃ স্বগত-সজাতীয়-বিজাতীয়-নিত্য-বিশেষবিভূতিভিঃ শান্ত-দাস্য-সখ্য-সার্দ্ধদ্বয়-রসপুষ্টিং করোতি, তথা

** শ্রীল জীবগোস্বামী 'দুর্গম-সঙ্গমনী'-টীকায় বলিয়াছেন,—'বাৎসল্য-সখ্যাদিভাবে লুব্ধ সাধকগণ কিন্তু ব্রজরাজ শ্রীনন্দাদি-অভিমান-দ্বারা ভক্তি সাধন করিবেন না, এই অর্থ। পিতৃত্বাদি-অভিমান দ্বিবিধ হইয়া থাকে—স্বতন্ত্ররূপে এবং শ্রীকৃষ্ণপিতা শ্রীনন্দাদির সহিত অভেদ-ভাবনারূপে। তন্মধ্যে শেষোক্ত অভিমান অনুচিত, যেহেতু, ভগবানের সহিত অভেদ হইবার উপাসনার ন্যায় ভগবানের সদৃশই নিত্যত্বরূপে (শ্রীনন্দাদি নিত্যসিদ্ধরূপে) প্রতিপাদন করিবে, এরূপ অভিমান অনুচিত। ভগবানের পিতা-সখাদিরূপ পরিকর-অভিমানে সেই উপযোগী ভাবনা-বিশেষদ্বারা অপরাধ হয় না।' শ্রীরূপ গোস্বামী বলিয়াছেন,—'কৃষ্ণকে এবং নিজ-অভীষ্ট কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ-জনকে স্মরণ করিতে করিতে তত্তৎ কথায় রত হইয়া সর্ব্বদা ব্রজে বাস করিবেন। সেই ভাবলিপ্সুগণ সাধকরূপে ও অন্তশ্চিন্তিত সিদ্ধ-স্বরূপে ব্রজবাসিগণের অনুসারী হইয়া সেবা করিবেন।' ইহার টীকায় শ্রীল জীব গোস্বামী বলিয়াছেন,—এস্থলে 'ব্রজলোক' অর্থাৎ কৃষ্ণপ্রেষ্ঠজন ও তাঁহার অনুগতগণ,—তাঁহাদের অনুসরণপূর্ব্বক, এই অর্থ।*

রাধা ও সখীগণের পরস্পরের প্রেম-সম্বন্ধ ঃ—

রাধার স্বরূপ—কৃষ্ণপ্রেম-কল্পলতা ।
সখীগণ হয় তার পল্লব-পুষ্প-পাতা ॥ ২০৮ ॥
কৃষ্ণলীলামৃত যদি লতাকে সিঞ্চয় ।
নিজ-সুখ হৈতে পল্লবাদ্যের কোটি সুখ হয় ॥ ২০৯ ॥

শ্রীগোবিন্দ-লীলামৃত (১০।১৬)—

সখ্যঃ শ্রীরাধিকায়া ব্রজকুমুদবিধোর্হ্লাদিনী-নামশক্তেঃ .
সারাংশ-প্রেমবল্ল্যাঃ কিশলয়দলপুষ্পাদিতুল্যাঃ স্বতুল্যাঃ ।
সিক্তায়াঃ কৃষ্ণলীলামৃতরসনিচয়ৈরুল্লসন্ত্যামমুষ্যাং
জাতোল্লাসাং স্বসেকাচ্ছতগুণমধিকং সন্তি যত্তন্ন চিত্রম্ ॥ ২১০ ॥

শ্রীরাধিকার সখীপ্রীতি ঃ—

যদ্যপি সখীর কৃষ্ণ-সঙ্গমে নাহি মন ।
তথাপি রাধিকা যত্নে করান সঙ্গম ॥ ২১১ ॥
নানা-ছলে কৃষ্ণে প্রেরি' সঙ্গম করায় ।
আত্মসুখ-সঙ্গ হৈতে কোটি-সুখ পায় ॥ ২১২ ॥

শ্রীরাধা ও সখীগণের পরস্পর প্রীতিতে কৃষ্ণের সুখ ঃ—

অন্যোন্য বিশুদ্ধ প্রেমে করে রস পুষ্ট ।
তাঁ-সবার প্রেম দেখি' কৃষ্ণ হয় তুষ্ট ॥ ২১৩ ॥
সহজ গোপীর প্রেম,—নহে প্রাকৃত কাম ।
কামক্রীড়া-সাম্যে তার কহি' 'কাম'-নাম ॥ ২১৪ ॥

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু (১।২।২৮৫)-ধৃত তন্ত্রবাক্য—

প্রেমৈব গোপরামাণাং কাম ইত্যগমৎ প্রথাম্ ।
ইত্যুদ্ধবাদয়োঽপ্যেতং বাঞ্ছন্তি ভগবৎপ্রিয়াঃ ॥ ২১৫ ॥

নিজেন্দ্রিয়-সুখহেতু কামের তাৎপর্য্য ।
কৃষ্ণসুখ-তাৎপর্য্য গোপীভাব-বর্য্য ॥ ২১৬ ॥
নিজেন্দ্রিয়-সুখবাঞ্ছা নাহি গোপিকার ।
কৃষ্ণে সুখ দিতে করে সঙ্গম-বিহার ॥ ২১৭ ॥

শ্রীমদ্ভাগবত (১০।৩১।১৯)—

যত্তে সুজাতচরণাম্বুরুহং স্তনেষু
ভীতাঃ শনৈঃ প্রিয় দধীমহি কর্কশেষু ।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২০৮-২০৯। শ্রীরাধাই কৃষ্ণের প্রেমকল্পলতাস্বরূপ এবং সখীগণই সেই লতার পল্লবপুষ্পপাতা। লতারূপ রাধিকার পদাশ্রয়পূর্ব্বক লতাতে জল সেচন করিলে পল্লবাদির অত্যন্ত প্রফুল্লতা হয়। পল্লবাদিতে জল-সেচনে যেরূপ পল্লবাদির প্রফুল্লতা হয় না, সেইরূপ গোপীদের কৃষ্ণমিলনসুখ হইতেও রাধাকৃষ্ণমিলন-দ্বারাই অধিক সুখ হয়।

অনুভাষ্য

পরিপূর্ণৌ সুখরূপৌ শ্রীবার্ষভাবনী-ব্রজেন্দ্রনন্দনৌ স্বয়ং-প্রকাশ-রূপৌ সন্তাবপি সখীভিঃ নিত্যরসপুষ্টিং কুরুত ইতি ভাবঃ *)।

২১০। ব্রজকুমুদবিধোঃ (ব্রজবাসিকুমুদানন্দকৃষ্ণচন্দ্রস্য) হ্লাদিনীনামশক্তেঃ (হ্লাদিন্যাখ্যশক্তেঃ) শ্রীরাধিকায়াঃ সারাংশ-প্রেমবল্ল্যাঃ (সারাংশঃ যঃ প্রেমা সঃ এব বল্লী লতা তস্যাঃ) কিশলয়-দল-পুষ্পাদিতুল্যাঃ (নবীনপত্রকুসুমাদিসমাঃ), অতএব স্বতুল্যাঃ সখ্যঃ (ললিতাদিপ্রিয়নর্ম্মসখ্যঃ) কৃষ্ণলীলামৃত-রস-নিচয়ৈঃ সিক্তায়াং অমুষ্যাং (রাধায়াম্) উল্লসন্ত্যাং চ [সত্যাং তাঃ] সখ্যঃ স্বসেকাৎ (স্ব-সেচনাৎ) শতগুণম্ অধিকং জাতো-ল্লাসাঃ (হর্ষান্বিতাঃ) ভবন্তি, ইতি যৎ, তৎ ন চিত্রং (বিস্ময়করম্)।

২১৩। অন্যোন্যে—পরস্পর। শ্রীরাধিকা ও তাঁহার সখীগণ

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২১০। ব্রজসখীগণ—শ্রীরাধার তুল্য এবং ব্রজকুমুদচন্দ্রের হ্লাদিনী-নাম্নী শক্তিস্বরূপা শ্রীরাধিকার সারাংশ-প্রেমবল্লীর কিশলয়দল-পুষ্পাদিস্বরূপ। কৃষ্ণলীলামৃতরস-সমূহদ্বারা পরমো-ল্লাসময়ী রাধিকা সিক্তা হইলেই সখীগণ আপনাদিগের সেচন হইতেও শতগুণ অধিক জাতোল্লাসা হন ;—ইহা বিচিত্র নয়।

অনুভাষ্য

নিজ-নিজসুখবাঞ্ছায় কোনপ্রকার চেষ্টাশীলা না হইয়া একে অন্যের দ্বারা কৃষ্ণসেবা করাইয়া প্রেমপুষ্ট করান, তদ্দর্শনে কৃষ্ণের তুষ্টি হয়।

২১৪-২১৭। 'কাম'—সম্বিদ্‌বিগ্রহ-শ্রীকৃষ্ণের সেবাপরা বৃত্তি নহে, পরন্তু শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত অন্য বস্তুর সুখতাৎপর্য্য-বিশিষ্ট। 'প্রেম'—কেবলমাত্র শ্রীকৃষ্ণের সুখতাৎপর্য্য ও কৃষ্ণসেবাময়। গোপীর কামের নামই 'প্রেম', যেহেতু গোপিকা নিজেন্দ্রিয় সুখপরা নহেন, কেবল কৃষ্ণসুখের জন্য সজাতীয়-সখীর দ্বারা সেবা করাইয়া এবং তাদৃশী সখীর দ্বারা কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত হইয়া কৃষ্ণ-কাম স্বীকার করেন মাত্র। আদি ৪র্থ পঃ ১৬১-১৬৬ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

** কেবলাদ্বৈতবাদিগণের কল্পনা-নির্ম্মিত-বিগ্রহ 'অজ্ঞান-সমষ্টি'র অধিষ্ঠাতারূপ ঈশ্বর—'অজ্ঞান-ব্যষ্টি'র অধিষ্ঠাতা ও মলিন-সত্ত্বের বিকার-রূপ জীব প্রভৃতি বিভূতিযুক্ত হইলেও তিনি ক্লীববৎ নিত্য-সত্য-বিলাসরহিত। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদিগণের আরাধ্য নিত্যসচ্চিদানন্দবিগ্রহ ঈশ্বর—নিত্য চিদানন্দময় ও স্বগত-স্বজাতীয়-বিজাতীয় নিত্য-সবিশেষ বিভূতিসকলের সহিত শান্ত, দাস্য ও সখ্যের সার্দ্ধদ্বয় (আড়াই) রস পুষ্টি করেন। পরিপূর্ণ-সুখস্বরূপ শ্রীবৃষভানুনন্দিনী ও শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন স্বয়ং প্রকাশিত রূপ হইয়াও (অর্থাৎ অন্যাপেক্ষারহিত হইয়াও) সখীগণের সহিত নিত্যরসের পুষ্টি করিয়া থাকেন, এই অর্থ।*

তেনাটবীমটসি তদ্ব্যথতে ন কিংস্বিৎ
কূর্পাদিভির্ভ্রমতি ধীর্ভবদায়ুষাং নঃ ॥ ২১৮ ॥

রাগানুগা-ভক্তির পরিচয় ঃ—

সেই গোপীভাবামৃতে যাঁর লোভ হয় ।
বেদধর্ম্ম ত্যজি' সে কৃষ্ণকে ভজয় ॥ ২১৯ ॥
রাগানুগ-মার্গে তাঁরে ভজে যেই জন ।
সেই জন পায় ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥ ২২০ ॥
ব্রজলোকের কোন ভাব লঞা যেই ভজে ।
ভাবযোগ্য দেহ পাঞা কৃষ্ণ পায় ব্রজে ॥ ২২১ ॥

রাগমার্গে শ্রুতিগণের কৃষ্ণপ্রাপ্তি ঃ—

তাহাতে দৃষ্টান্ত—উপনিষদ্ শ্রুতিগণ ।
রাগমার্গে ভজি' পাইল ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥ ২২২ ॥

গোপীর আনুগত্যে শ্রুতির কৃষ্ণের মধুর-সেবা লাভ ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবত (১০।৮৭।২৩)—

নিভৃতমরুন্মনোঽক্ষদৃঢ়যোগযুজো হৃদি য-
ন্মুনয় উপাসতে তদরয়োঽপি যযুঃ স্মরণাৎ ।
স্ত্রিয় উরগেন্দ্রভোগভুজদণ্ডবিষক্ত-ধিয়ো
বয়মপি তে সমাঃ সমদৃশোঽঙ্ঘ্রিসরোজসুধাঃ ॥ ২২৩ ॥

শ্লোকস্থিত শব্দের অর্থ ঃ—

'সমদৃশঃ'-শব্দে কহে 'সেই ভাবে অনুগতি' ।
'সমাঃ'-শব্দে কহে শ্রুতির গোপীদেহ-প্রাপ্তি ॥ ২২৪ ॥
'অঙ্ঘ্রিপদ্মসুধা'য় কহে 'কৃষ্ণসঙ্গানন্দ' ।
বিধিমার্গে না পাইয়ে ব্রজে কৃষ্ণচন্দ্র ॥ ২২৫ ॥

রাগাত্মিকা ভক্তির মহিমা ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবত (১০।৯।২১)—

নায়ং সুখাপো ভগবান্ দেহিনাং গোপিকাসুতঃ ।
জ্ঞানিনাঞ্চাত্মভূতানাং যথা ভক্তিমতামিহ ॥ ২২৬ ॥

নিবৃত্তানর্থ-ভক্তের রাগানুগভজন-প্রণালী ঃ—

অতএব গোপীভাব করি' অঙ্গীকার ।
রাত্রি-দিন চিন্তে রাধাকৃষ্ণের বিহার ॥ ২২৭ ॥
সিদ্ধদেহে চিন্তি' করে তাঁহাঞি সেবন ।
সখীভাবে পায় রাধাকৃষ্ণের চরণ ॥ ২২৮ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২১৯-২২০। চতুঃষষ্টি ভজনাঙ্গরূপ বৈধভক্তি ; তৎপ্রতি নির্ম্মল শ্রদ্ধা থাকিলেই তাহাতে অধিকার জন্মে। ব্রজজনের কৃষ্ণপ্রতি যে স্বাভাবিক রাগ, তদ্দর্শনে সেই পথে যাঁহাদের লোভ হয়, তাঁহাদিগকে সেই গোপীভাবামৃত-লোভই রাগানুগ-মার্গে অধিকার দিয়া থাকে। রাগানুগমার্গ-ভজনে বর্ণাশ্রমাদি-বৈদিক-ধর্ম্মে আসক্তি-ত্যাগ সহজে প্রয়োজন।

২২১-২২২। ব্রজে রক্তক-পত্রকাদি কৃষ্ণদাস, শ্রীদাম-সুবলাদি কৃষ্ণসখা, নন্দ-যশোদাদি কৃষ্ণের পিতামাতা, ইঁহারা নিজ-নিজ-রসভাবে কৃষ্ণকে ভজন করেন। ব্রজরসভজনে প্রবৃত্তি হইলে উক্ত কোন রসবিশেষে যাঁহার লোভ হয়, তিনি সেই ভাবযোগ্য চিৎস্বরূপ লাভ করিয়া সিদ্ধিকালে কৃষ্ণকে প্রাপ্ত হন; —উপনিষদ্ বা শ্রুতিগণই ইহার দৃষ্টান্ত। শ্রুতিগণ দেখিলেন, গোপীগণের আনুগত্য না করিলে ব্রজে কৃষ্ণভজনের অধিকার পাওয়া যায় না, তখন তাঁহারা গোপীর আনুগত্য গ্রহণ করত রাগমার্গে গোপীদেহে ব্রজেন্দ্রনন্দনকে ভজিয়াছিলেন।

অনুভাষ্য

২১৮। আদি ৪র্থ পঃ ১৭৩ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

২২০-২২২। রাগানুগ-মার্গ—আদি ৪র্থ পঃ ১৬৭-১৬৯, ১৭৫ সংখ্যা ও মধ্য ২২ পঃ ১৪৫-১৬২ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

২২৩। জনলোকে ব্রহ্মসত্র-যজ্ঞে শ্রোতা ঋষিবর্গের নিকট সনন্দনের শ্রুতিগণকর্ত্তৃক ভগবানের স্তব-বর্ণন,—

নিভৃতমরুন্মনোঽক্ষদৃঢ়যোগযুজঃ (মরুৎ প্রাণশ্চ মনঃ চ অক্ষাণি ইন্দ্রিয়াণি চ নিভৃতানি সংযমিতানি যৈঃ তে সংযতবায়ু-

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২২৩। মুনিগণ প্রাণায়ামদ্বারা নিশ্বাস জয়পূর্ব্বক মন ও ইন্দ্রিয়দিগকে দৃঢ়রূপে যোগযুক্ত করিয়া হৃদয়ে যে ব্রহ্মের উপাসনা করিয়াছিলেন, ভগবানের শত্রুসকলও তাঁহার অনুধ্যান-বলে সেই ব্রহ্মে প্রবেশ করিয়াছিল। ব্রজস্ত্রীগণ শ্রীকৃষ্ণের সর্প-শরীরতুল্য ভুজদণ্ডের সৌন্দর্য্যরূপ তীব্রবিষকর্ত্তৃক হতবুদ্ধি হইয়া তাঁহার পাদপদ্মসুধা লাভ করিয়াছিলেন। আমরাও সেই গোপীদেহ লাভ করিয়া গোপীভাবে তাঁহার পাদপদ্মসুধা পান করিয়াছি।

২২৪-২২৫। শ্লোকের চতুর্থপাদে 'সমদৃশঃ'-শব্দে 'গোপী-ভাবে অনুগতি' ব্যাখ্যা করে এবং 'সমাঃ'-শব্দে শ্রুতিগণের 'গোপীদেহ-প্রাপ্তি' ব্যাখ্যা করে। 'অঙ্ঘ্রিসরোজসুধা'-শব্দে 'কৃষ্ণ-সঙ্গানন্দ' ব্যাখ্যা করে।

২২৬। যশোদাপুত্র ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ভক্তিমান্ দেহিগণের পক্ষে যেরূপ সুলভ, আত্মভূত জ্ঞানিগণের পক্ষে সেরূপ নন।

অনুভাষ্য

হৃদয়েন্দ্রিয়াঃ, দৃঢ়যোগং যুঞ্জন্তীতি দৃঢ়যোগযুজশ্চ তে তথাভূতাঃ অবিচলিতপরানুরক্তাঃ) মুনয়ঃ যৎ (তত্ত্বং) হৃদি উপাসতে (অনু-ভবন্তি), তৎ অরয়ঃ (কৃষ্ণবিদ্বেষিণঃ) অপি [তব] স্মরণাৎ (বৈরভাবেন চিন্তনাৎ) যযুঃ (নির্ব্বিশেষতাং প্রাপুঃ) ; উরগেন্দ্র-ভোগভুজদণ্ডবিষক্তধিয়ঃ (উরগেন্দ্রস্য সর্পস্য ভোগঃ দেহঃ তত্তুল্যয়োর্ভুজদণ্ডয়োঃ বিষক্তা ধীঃ যাসাং তাঃ) স্ত্রিয়ঃ, বয়ম্ অপি সমাঃ (গোপীকায়ব্যূহেন তত্তুল্যরূপাঃ) সমদৃশঃ (তদ্ভাবানু-

গোপীর আনুগত্য বিনা কৃষ্ণপ্রাপ্তি অসম্ভব ঃ—

গোপী-আনুগত্য বিনা ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে।
ভজিলেহ নাহি পায় ব্রজেন্দ্রনন্দনে ॥ ২২৯ ॥

গোপীর আনুগত্য ছাড়িয়া লক্ষ্মীর রাসবিলাস-প্রাপ্তির অযোগ্যতা ঃ—

তাহাতে দৃষ্টান্ত—লক্ষ্মী করিল ভজন।
তথাপি না পাইল ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥" ২৩০ ॥

শ্রীমদ্ভাগবত (১০।৪৭।৬০)—

নায়ং শ্রিয়োঽঙ্গ উ নিতান্তরতেঃ প্রসাদঃ
স্বর্যোষিতাং নলিনগন্ধরুচাং কুতোঽন্যাঃ।
রাসোৎসবেঽস্য ভুজদণ্ডগৃহীতকণ্ঠ-
লব্ধাশিষাং য উদগাদ্ব্রজসুন্দরীণাম্ ॥ ২৩১ ॥

প্রভু ও রায়ের প্রেম-ক্রন্দন ঃ—

এত শুনি' প্রভু তাঁরে কৈল আলিঙ্গন।
দুই জনে গলাগলি করেন ক্রন্দন ॥ ২৩২ ॥

উভয়ের রাত্রে একত্র বাস, পরদিন প্রাতে স্বকার্য্যে গমন ঃ—

এইমত প্রেমাবেশে রাত্রি গোঙাইলা।
প্রাতঃকালে নিজ-নিজ কার্য্যে দুঁহে গেলা ॥ ২৩৩ ॥

রায়ের দৈন্য ও প্রভুর সঙ্গ প্রার্থনা ঃ—

বিদায়-সময়ে প্রভুর চরণে ধরিয়া।
রামানন্দ রায় কহে বিনতি করিয়া ॥ ২৩৪ ॥

"মোরে কৃপা করিতে তোমার ইঁহা আগমন।
দিন দশ রহি' শোধ মোর দুষ্ট মন ॥ ২৩৫ ॥
তোমা বিনা অন্য নাহি জীব উদ্ধারিতে।
তোমা বিনা অন্য নাহি কৃষ্ণপ্রেম দিতে ॥" ২৩৬ ॥

প্রভুকর্ত্তৃক রায়ের স্তুতি ও তদ্বশ্যতাঙ্গীকার ঃ—

প্রভু কহে,—"আইলাঙ শুনি' তোমার গুণ।
কৃষ্ণকথা শুনি, শুদ্ধ করাইতে মন ॥ ২৩৭ ॥
যৈছে শুনিলুঁ, তৈছে দেখিলুঁ তোমার মহিমা।
রাধাকৃষ্ণ-প্রেমরস-জ্ঞানের তুমি সীমা ॥ ২৩৮ ॥
দশ দিনের কা-কথা, যাবৎ আমি জীব'।
তাবৎ তোমার সঙ্গ ছাড়িতে নারিব ॥ ২৩৯ ॥

নীলাচলে প্রভুর রায়ের সঙ্গ-বাঞ্ছা ঃ—

নীলাচলে তুমি-আমি থাকিব একসঙ্গে।
সুখে গোঙাইব কাল কৃষ্ণকথা-রঙ্গে ॥" ২৪০ ॥

স্ব-স্ব-কার্য্যান্তে সন্ধ্যায় উভয়ের মিলন ঃ—

এত বলি' দুঁহে নিজ-নিজ কার্য্যে গেলা।
সন্ধ্যাকালে রায় পুনঃ আসিয়া মিলিলা ॥ ২৪১ ॥

উভয়ের ইষ্টগোষ্ঠী ঃ—

অন্যোন্যে মিলি' দুঁহে নিভৃতে বসিয়া।
প্রশ্নোত্তর-গোষ্ঠী কহে আনন্দিত হঞা ॥ ২৪২ ॥

অনুভাষ্য

গত-ভাবময়াঃ) তে (তব) অঙ্ঘ্রিসরোজসুধাঃ (পাদপদ্মং সুষ্ঠু ধারয়ন্ত্যঃ সত্যঃ) [তৎ ত্বদ্রূপং তত্ত্বং যযিমেতি শেষঃ]।

২২৩-২২৫। মধ্য ৯ম পঃ ১৩৩-১৩৪ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

২২৬। যশোদার কৃষ্ণবশকারিতা-গুণ-দর্শনে শ্রীশুকদেব পরীক্ষিতের নিকট ব্রজললনাগণের অপ্রাকৃত সহজ রাগাত্মিকা ভক্তির মাহাত্ম্য বর্ণন করিতেছেন,—

অয়ং (গোপিকাসুতঃ যশোদানন্দনঃ) ভগবান্ ইহ যথা ভক্তিমতাং (রাগমার্গেণ ভজনকারিণাং) সুখাপঃ (অনায়াস-লভ্যঃ), দেহিনাং (দেহাভিমানিনাম্) আত্মভূতানাং (তপোব্রত-পরাণাং জড়বিরাগযুক্তাত্মারামাণাং) জ্ঞানিনাং চ তথা ন [সুখাপঃ ইতি শেষঃ]।

২২৮। সিদ্ধদেহ—বর্ত্তমান জড়দেহ ও মানস সূক্ষ্মদেহের অতিরিক্ত চিন্ময় রাধাকৃষ্ণ-সেবনোপযোগী দেহ। যেরূপ জড়-কর্ম্মফলে জীব জড়দেহ লাভ করেন, আবার কালে সেই দেহ পরিবর্ত্তিত হইয়া স্থূল-ভোগবাসনায় পুনরায় জড়দেহ প্রাপ্ত হন, যেরূপ সূক্ষ্ম জড়ভোগ-বাসনায় মানস-লিঙ্গদেহ পরিগ্রহণপূর্ব্বক মনের দ্বারা জড়বিষয় ভোগ করিয়া পুনরায় তাদৃশ পরিবর্ত্তিত সূক্ষ্ম শরীর লাভ করেন, তদ্রূপ শুদ্ধজীবাত্মা কাম-ভোগবাসনা-

অনুভাষ্য

বলে জড়ভোগ্য দেবীধামে জন্মগ্রহণ করিয়া কালক্ষুব্ধ স্থূল-সূক্ষ্মদেহদ্বয় পরিগ্রহণের পরিবর্ত্তে চিন্ময়-গোলোকে বা বৈকুণ্ঠে নিত্যকাল চিন্ময় দেহদ্বয়লাভ করেন এবং তদ্দ্বারা কৃষ্ণসুখ-তাৎপর্য্যবিশিষ্ট হইয়া রাধাকৃষ্ণের অপ্রাকৃত সেবা করিয়া থাকেন। জড়াতীত বা নিজভোগাতীত বস্তুর চিন্তা করিতে, জড় বা সূক্ষ্ম দেহ—অক্ষম, তজ্জন্য ত্রিগুণাতীত ভক্ত অপ্রাকৃত-কৃষ্ণগুণাকৃষ্ট হইয়া তদুপযোগী নিজ সিদ্ধদেহস্থ অপ্রাকৃত-ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে অপ্রাকৃত-বস্তুর চিন্তা করিয়া অপ্রাকৃত-সেবা করিতে করিতে অপ্রাকৃত-সখীভাবানুগত্যে অপ্রাকৃত রাধাকৃষ্ণ-চরণ লাভ করেন। মধ্য, ২২ পঃ ১৫২-১৫৬, ১৬০ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

২২৯। ঐশ্বর্য্যবুদ্ধিতে বিধিমার্গে ব্রজেন্দ্রনন্দনের ভজন হয় না। মাধুর্য্যাকর্ষণে গোপীর অনুগত হইয়া ভজন করিলেই কৃষ্ণলাভ ঘটে। আদি, ৪র্থ ১৭৬ পঃ ও মধ্য ৯ম পঃ ১৩০-১৩৫, ১৩৭ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

২৩০। মধ্য, ৯ম পঃ ১১১-১৫৫ এবং ১৪ পঃ ১২২-১২৩ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

২৩১। মধ্য, ৮ম পঃ ৮০ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

প্রভু-রামানন্দ-সংলাপ ; প্রভুর প্রশ্ন, রায়ের উত্তর ঃ—

প্রভু পুছে, রামানন্দ করেন উত্তর ।
এই মত সেই রাত্রে কথা পরস্পর ॥ ২৪৩ ॥

(১) কৃষ্ণভক্তিই পরা বিদ্যা ঃ—

প্রভু কহে,—"কোন্ বিদ্যা বিদ্যা-মধ্যে সার ?"
রায় কহে,—"কৃষ্ণভক্তি-বিনা বিদ্যা নাহি আর ॥"২৪৪॥

(২) কৃষ্ণদাস্যই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যশঃ বা প্রতিষ্ঠা ঃ—

'কীর্ত্তিগণ-মধ্যে জীবের কোন্ বড় কীর্ত্তি?'
'কৃষ্ণভক্তি বলিয়া যাঁহার হয় খ্যাতি ॥' ২৪৫ ॥

(৩) রাধাগোবিন্দে প্রেমভক্তিই পরম ধন ঃ—

'সম্পত্তির মধ্যে জীবের কোন্ সম্পত্তি গণি ?'
'রাধাকৃষ্ণে প্রেম যাঁর, সেই বড় ধনী ॥' ২৪৬ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২৪৪-২৫৬। "প্রভু কহে,—কোন্ বিদ্যা" হইতে আরম্ভ হইয়া "স্থাবরদেহ, দেব-দেহ যৈছে অবস্থিতি" পর্য্যন্ত প্রত্যেক পদ্যের প্রথম পংক্তিটী প্রভুর প্রশ্ন, দ্বিতীয় পংক্তিটী রায়ের উত্তর। চৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটকে ৭ম অঙ্কে এই কথোপকথনটী আছে।

অনুভাষ্য

২৩৮। রাধাকৃষ্ণ-প্রেমরসের স্বরূপ তুমিই জানিয়াছ। সেই জ্ঞানে তুমি পারঙ্গত সিদ্ধ, সুতরাং তুমিই শেষ-সীমা।

২৪২। গোষ্ঠী—সংলাপ।

২৪৪-২৫৬। ২৪৪ সংখ্যা হইতে ২৫৬ সংখ্যা পর্য্যন্ত প্রশ্নসমূহের উত্তরে জড়বস্তু ও অপ্রাকৃত বস্তুর বিচার-তারতম্যে জড়বিচারের হেয়তা ও জড়স্বার্থশূন্য কেবল-কৃষ্ণ-তাৎপর্য্যবিশিষ্ট অপ্রাকৃত গোলোকের বস্তু বা বিষয়সমূহের শ্রেষ্ঠতা কথিত হইয়াছে।

২৪৪। বিদ্যার শ্রেষ্ঠতা-বিষয়ক প্রশ্নে রায়ের উত্তর এই যে, কৃষ্ণভক্তি-বিদ্যাই সর্ব্বোত্তমা। জড়ভোগ-জননী বিদ্যা ও জড়াতীত ব্রহ্মবিদ্যা অপেক্ষা বিষ্ণুভক্তি-বিদ্যার উন্নতস্তরে কৃষ্ণভক্তি-বিদ্যা। (ভাঃ ৪।২৯।৫০)—"তৎ কর্ম্ম হরিতোষণং যৎ সা বিদ্যা তন্মতির্যয়া" ; (ভাঃ ৭।৫।২৩-২৪)—"শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্। অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্ম-নিবেদনম্।। ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা। ক্রিয়েত ভগবত্যদ্ধা তন্মন্যেঽধীতমুত্তমম্।।" (ভাঃ ১১।১৯।৪০)—"বিদ্যাত্মনি ভিদোবাধঃ"। *

২৪৫। 'কৃষ্ণভক্ত'-খ্যাতিই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কীর্ত্তি। জড়বিষয়লোলুপতাক্রমে জীব জড়ের স্থূল সেবনকেই বহুমানন করেন। দেবীধামের কোন পরিচয়ে অনিত্যভাবে কীর্ত্তিত হওয়া বা জড়াতীত-রাজ্যে 'ব্রহ্মজ্ঞ' বলিয়া খ্যাতিলাভের অপেক্ষা 'বিষ্ণুভক্ত' বলিয়া খ্যাতির শ্রেষ্ঠত্ব ; তাহার উন্নতস্তরে 'কৃষ্ণভক্ত' বলিয়া খ্যাতি। (গারুড়ে শক্রোক্তি)—'কলৌ ভাগবতং নাম দুর্ল্লভং নৈব লভ্যতে। ব্রহ্মরুদ্রপদোৎকৃষ্টং গুরুণা কথিতং মম।।" (ইতিহাস-সমুচ্চয়ে শ্রীনারদ-পুণ্ডরীক-সংবাদে)—"জন্মান্তর-সহস্রেষু যস্য স্যাদ্ বুদ্ধিরীদৃশী। 'দাসোঽহং বাসুদেবস্য' সর্ব্ব-ল্লোকান্ সমুদ্ধরেৎ।।" (আদিপুরাণে কৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদে)—"ভক্তানামনুগচ্ছন্তি মুক্তয়ঃ শ্রুতিভিঃ সহ।" (বৃহন্নারদীয়ে)—"অদ্যাপি চ মুনিশ্রেষ্ঠা ব্রহ্মাদ্যা অপি দেবতাঃ। প্রভাবং ন বিজানন্তি বিষ্ণুভক্তিরতাত্মনাম্।।" (গারুড়ে)—'ব্রাহ্মণানাং সহস্রেভ্যঃ সত্রযাজী বিশিষ্যতে। সত্রযাজি-সহস্রেভ্যঃ সর্ব্ববেদান্তপারগঃ। সর্ব্ববেদান্তবিৎকোট্যা বিষ্ণুভক্তো বিশিষ্যতে। বৈষ্ণবানাং সহস্রেভ্যো একান্তেকো বিশিষ্যতে। একান্তিনস্তু পুরুষা গচ্ছন্তি পরমং পদম্।।" (ভাঃ ৩।১৩।৪)—"শ্রুতস্য পুংসাং সুচিরশ্রমস্য নন্বঞ্জসা সূরিভিরীড়িতোঽর্থঃ। তত্তদ্‌গুণানুশ্রবণং মুকুন্দ-পাদারবিন্দং হৃদয়েষু যেষাম্।।" নারায়ণব্যূহ-স্তবে—"নাহং ব্রহ্মাপি ভূয়াসং ত্বদ্ভক্তিরহিতো হরে। ত্বয়ি ভক্তস্তু কীটোঽপি ভূয়াসং জন্মজন্মসু।।"* এবং ভাঃ ৩।২৫।৩৮, ৪।২৪।২৯, ৪।৩১।২২, ৭।৯।২৪, ১০।১৪।৩০ প্রভৃতি দ্রষ্টব্য।

তন্মধ্যে প্রহ্লাদ-খ্যাতি—যথা স্কান্দে শ্রীরুদ্রবাক্য—'ভক্ত

** তাহাই কর্ম্ম, যাহা হরিতোষণকর এবং তাহাই বিদ্যা, যদ্দ্বারা শ্রীহরিতে মতি লাভ হয় (ভাঃ ৪।২৯।৫০) ; "শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদন—এই নবলক্ষণ ভক্তিকে যিনি বিষ্ণুতে সাক্ষাৎ অর্পণ করিতে পারেন, তিনিই শাস্ত্রে উত্তম পণ্ডিত।" (ভাঃ ৭।৫।২৩-২৪) ; জীবে অবিদ্যাকৃত যে ভেদ অর্থাৎ অনাত্মত্ব, তাহার নিরাসই 'বিদ্যা' (ভাঃ ১১।১৯।৪০)।*

** (গরুড়-পুরাণে ইন্দ্রের উক্তি,—) 'আমার শ্রীগুরুদেব বলিয়াছেন যে, ব্রহ্ম-রুদ্রাদি-পদ অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট যে দুর্ল্লভ ভাগবত-নামক পদ, তাহা কলিযুগে লাভ হয় না। (ইতিহাস-সমুচ্চয়ে)— সহস্র সহস্র জন্মের পর যাঁহার 'আমি শ্রীবাসুদেবের দাস'—এইপ্রকার বুদ্ধি হইয়া থাকে, তিনি সমস্ত লোক সম্যক্ উদ্ধার করেন। (আদি-পুরাণে)—শ্রুতিগণসহ সালোক্যাদি মুক্তিগণ ভক্তগণের অনুগমন করেন। (বৃহন্নারদীয় পুরাণ)—বিষ্ণুভক্তিরত ব্যক্তিগণের প্রভাব আজ পর্য্যন্তও মুনিবরগণ এবং ব্রহ্মাদি দেবতাগণ বিশেষভাবে জানিতে পারেন নাই। (গরুড়-পুরাণে)—সহস্র ব্রাহ্মণ অপেক্ষা একজন সাবিত্র্য-ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ ; সহস্র সাবিত্র্য-ব্রাহ্মণ অপেক্ষা একজন সর্ব্ববেদান্তবিদ্-ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ ; কোটি বেদান্তবিদ্-ব্রাহ্মণ অপেক্ষা একজন বিষ্ণুভক্ত শ্রেষ্ঠ। সহস্র বৈষ্ণবগণ-মধ্যে একজন ঐকান্তিক ভক্ত শ্রেষ্ঠ। ঐকান্তিক পুরুষগণই পরম-পদ লাভ করিয়া থাকেন। (শ্রীমদ্ভাগবতে ৩।১৩।৪)—যাঁহাদের হৃদয়ে শ্রীমুকুন্দ-চরণকমল বিরাজমান্, তাঁহাদের গুণানুবাদ-শ্রবণই—জীবের বহু*

(৪) কৃষ্ণভক্ত-বিচ্ছেদই তীব্রতম দুঃখ ঃ—

'দুঃখ-মধ্যে কোন্ দুঃখ হয় গুরুতর?'
'কৃষ্ণভক্ত-বিরহ বিনা দুঃখ নাহি দেখি পর ॥' ২৪৭ ॥

অনুভাষ্য

এব হি তত্ত্বেন কৃষ্ণং জানাতি ন ত্বহম্। সর্ব্বেষু হরিভক্তেষু প্রহ্লাদোঽতিমহত্তমঃ।।"—(ভাঃ ৭।৯।২৬ ও ৭।১০।২১); তদপেক্ষা পাণ্ডবগণের শ্রেষ্ঠতা—(ভাঃ ৭।১০।৪৮-৫০, ৭।১৫।৭৫-৭৭); তদপেক্ষা যদুগণের শ্রেষ্ঠতা—(ভাঃ ১০।৮১।২৮, ৩০) তন্মধ্যে উদ্ধবের সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা—(ভাঃ ৩।৪।৩১, ১১।১৪।১৫, ১১।১৬।২৯); তদপেক্ষা ব্রজদেবীগণের শ্রেষ্ঠত্ব—(ভাঃ ১০।৪৭।৫৮); 'বৃহদ্বামনে' ভৃগুপ্রভৃতি ঋষিগণের প্রতি ব্রহ্মার বাক্য—"ষষ্ঠিবর্ষ-সহস্রাণি ময়া তপ্তং তপঃ পুরা। নন্দগোপ-ব্রজস্ত্রীণাং পাদরেণূপলব্ধয়ে।। তথাপি ন ময়া প্রাপ্তাস্তাসাং বৈ পাদরেণবঃ। নাহং শিবশ্চ শেষশ্চ শ্রীশ্চ তাভিঃ সমাঃ ক্বচিৎ।।" আদিপুরাণে শ্রীভগবদ্বাক্য,—"ন তথা মে প্রিয়তমো ব্রহ্মা রুদ্রশ্চ পার্থিব। ন চ লক্ষ্মীর্ন চাত্মা চ যথা গোপীজনো মম।।"* তন্মধ্যে শ্রীরাধিকার সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব। শ্রীরাধার প্রিয়তম সেবকবর, শ্রীগৌরাঙ্গের অত্যন্ত অন্তরঙ্গ সেবক শ্রীল রূপগোস্বামিপ্রভুর যাঁহারা একান্ত অনুগত, তাঁহারাই "রূপানুগ'-নামে খ্যাত;

(৫) কৃষ্ণপ্রেমিক সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মুক্ত ঃ—

'মুক্ত-মধ্যে কোন্ জীব মুক্ত করি' মানি?'
'কৃষ্ণপ্রেম যাঁর, সেই মুক্ত-শিরোমণি ॥' ২৪৮ ॥

অনুভাষ্য

তাঁহাদের ঐশ্বর্য্য-সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতে—"আস্তাং বৈরাগ্য-কোটির্ভবতু শম-দম-ক্ষান্তি-মৈত্র্যাদিকোটিস্তত্ত্বানুধ্যান কোটির্ভবতু ভবতু বা বৈষ্ণবী ভক্তিকোটিঃ। কোট্যাংশোঽপ্যস্য ন স্যাত্তদপি গুণগণো যঃ স্বতঃসিদ্ধ আস্তে শ্রীমচ্চৈতন্যচন্দ্র-প্রিয়-চরণ-নখ-জ্যোতিরামোদ-ভাজাম্।।"✱

২৪৬। জীব জড়ভোগ-পরায়ণ হইয়া অধিক ভোগবাসনা-পরিতর্পণকারী ধনকেই প্রাপ্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া জ্ঞান করেন। কিন্তু সম্পত্তির তারতম্য-বিচারে সূক্ষ্ম অপ্রাকৃত-বুদ্ধিতে রাধাকৃষ্ণ-প্রেমের তুল্য সম্পত্তি আর কিছুই নাই।

(ভাঃ ১০।৩৯।২)—'কিমলভ্যং ভগবতি প্রসন্নে শ্রীনিকেতনে। তথাপি তৎপরা রাজন্ন হি বাঞ্ছন্তি কিঞ্চন।।"★

২৪৭। (ভাঃ ৩।৩০।৬)—"মামনারাধ্য দুঃখার্ত্তঃ কুটুম্বাসক্ত-মানসাঃ। সৎসঙ্গ-রহিতো মর্ত্ত্যো বৃদ্ধসেবা-পরিচ্যুতঃ।।"

(বৃঃ ভাঃ ৫।৪৪)—"স্ব-জীবনাধিকং প্রার্থ্যং শ্রীবিষ্ণুজন-সঙ্গতঃ। বিচ্ছেদেন ক্ষণং চাত্র ন সুখাংশং লভামহে।।"✚

আয়াসসাধ্য বেদ-অধ্যয়নের ফল, ইহা পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন। (নারায়ণ-ব্যূহ-স্তবে)—হে কৃষ্ণ! তোমাতে ভক্তিশূন্য হইয়া আমি ব্রহ্মা হইতেও চাহি না, বরং জন্মে জন্মে তোমার প্রতি ভক্তিযুক্ত হইয়া কীট হইতেও ইচ্ছা করি।

* *(স্কান্দে রুদ্রবাক্য,—) 'ভক্তই কৃষ্ণকে তত্ত্বসহ জানেন, আমি জানি না। সমস্ত হরিভক্তগণ-মধ্যে প্রহ্লাদ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।' প্রহ্লাদ অপেক্ষা পাণ্ডবগণের শ্রেষ্ঠতা—"যূয়ং নৃলোকে বত ভূরিভাগা, লোকং পুনানাং মুনয়োঽভিযন্তি। যেষাং গৃহানাবসতীতি সাক্ষাদ্ গূঢ়ং পরংব্রহ্ম মনুষ্য-লিঙ্গম্।।" (ভাঃ ৭।১০।৪৮)—শ্রীনারদ রাজা যুধিষ্ঠিরকে প্রহ্লাদ-চরিত্র কীর্ত্তনানন্তর বলিলেন,—'এই নরলোকে তোমরা অতিশয় ভাগ্যবান্, কারণ তোমাদের গৃহে মনুষ্যরূপী সাক্ষাৎ পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ গূঢ়রূপে বাস করেন, ইহা জানিয়াই ভুবনপাবন মুনিগণ সর্ব্বদা তোমাদের গৃহে গমনাগমন করেন।' পাণ্ডবগণ অপেক্ষাও যদুগণের শ্রেষ্ঠতা—"অহো ভোজপতে যূয়ং জন্মভাজো নৃণামিহ। যৎ পশ্যথাসকৃৎ কৃষ্ণং দুর্দ্দর্শমপি যোগিনাম্।।" (ভাঃ ১০।৮২।২৮) পাণ্ডবগণ বলিলেন,—'হে ভোজরাজ উগ্রসেন, আপনারাই পৃথিবীতে মানবগণের মধ্যে সার্থকজন্মা, যেহেতু আপনারা যোগিগণেরও দুর্ল্লভদর্শন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে নিরন্তর দর্শন করিতে সমর্থ হইয়াছেন।' যদুগণ-মধ্যে উদ্ধব শ্রেষ্ঠ—"ন তথা মে প্রিয়তম আত্মযোনির্ন শঙ্করঃ। ন চ সঙ্কর্ষণো ন শ্রীর্নৈবাত্মা চ যথা ভবান্।।" (ভাঃ ১১।১৪।১৫) শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলিলেন,—'তুমি আমার যেরূপ প্রিয়তম, ব্রহ্মা, শঙ্কর, সঙ্কর্ষণ, লক্ষ্মী, এমনকি নিজস্বরূপও সেরূপ নহে।' উদ্ধব অপেক্ষা ব্রজদেবীগণের শ্রেষ্ঠত্ব—"এতাঃ পরং তনুভৃতো ভুবি গোপবধ্বো, গোবিন্দ এব নিখিলাত্মনি রূঢ়ভাবাঃ। বাঞ্ছন্তি যদ্ভবভিয়ো মুনয়ো বয়ঞ্চ, কিং ব্রহ্মজন্মভিরনন্ত-কথারসস্য।।" (ভাঃ ১০।৪৭।৫৮) শ্রীউদ্ধব বলিলেন,—'নিখিল জীবের আত্মস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণে পরমপ্রেমবতী এই গোপীগণেরই জন্ম সার্থক। মুমুক্ষু মুনিগণ এবং আমরা ভক্তগণও সেইরূপ ভাব প্রার্থনা করিয়া থাকি। অতএব কৃষ্ণকথা-রসিকগণের ব্রহ্মাদি-জন্মেই বা কি?' (বৃহদ্বামনে ব্রহ্মার উক্তি)—'নন্দগোপ-ব্রজবধূগণের চরণরেণু লাভের জন্য আমি পূর্ব্বে ষাটহাজার বৎসর তপস্যা করিয়াছিলাম, তথাপি তাঁহাদের চরণরেণু প্রাপ্ত হই নাই। আমি শিব, শেষ বা লক্ষ্মী তাঁহাদের সহিত কোনপ্রকারে সমান নহি।' (আদিপুরাণে ভগবদ্বাক্য)—হে রাজন্, গোপীজন আমার যেরূপ প্রিয়তম, সেরূপ ব্রহ্মা, রুদ্র, লক্ষ্মী এমনকি আমিও নহি।'*

✱ *কোটি বৈরাগ্য থাকুক, কোটি শম, দম, ক্ষান্তি, মৈত্র প্রভৃতি হউক, কোটি ব্রহ্মধ্যান হউক্ অথবা কোটি বিষ্ণুভক্তি থাকুক্—কিন্তু শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের প্রিয় ভক্তগণের পদনখজ্যোতির আনন্দভাজন-দাসগণে যে স্বতঃসিদ্ধ গুণাবলী আছে, তাহার কোটিভাগের এক অংশও ঐসকল নহে।*

★ *সর্ব্বসম্পদের আকরস্বরূপ ভগবান্ প্রসন্ন হইলে আর কি অলভ্য থাকে? তথাপি হে রাজন্, ভক্তগণ কৃষ্ণপ্রেম-ধন ব্যতীত তাঁহার নিকট আর কিছুই প্রার্থনা করেন না। (ভাঃ ১০।৩৯।২)*

✚ *"আমাকে আরাধনা না করিয়া কুটুম্বাসক্তচিত্ত জীব সাধুসঙ্গরহিত ও পূর্ব্বসাধুসেবা হইতে বিচ্যুত হইয়া দুঃখার্ত্ত হইয়া পড়ে" (এই শ্লোক*

(৬) কৃষ্ণলীলাগানই শুদ্ধজীবাত্মার সহজ ধর্ম্ম ঃ—

'গান-মধ্যে কোন্ গান—জীবের নিজ ধর্ম্ম?'
'রাধাকৃষ্ণের প্রেমকেলি—যেই গীতের মর্ম্ম ॥'২৪৯ ॥

(৭) কৃষ্ণভক্তসঙ্গই জীবের একমাত্র নিঃশ্রেয়স ঃ—

'শ্রেয়ো-মধ্যে কোন্ শ্রেয়ঃ জীবের হয় সার?'
'কৃষ্ণভক্ত-সঙ্গ বিনা শ্রেয়ঃ নাহি আর ॥' ২৫০ ॥

(৮) কৃষ্ণই একমাত্র নিত্য স্মরণীয় ঃ—

'কাঁহার স্মরণ জীব করিবে অনুক্ষণ?'
'কৃষ্ণ'-নাম-গুণ-লীলা—প্রধান স্মরণ ॥' ২৫১ ॥

(৯) রাধাকৃষ্ণপাদপদ্মই একমাত্র ধ্যেয় ঃ—

'ধ্যেয়-মধ্যে জীবের কর্ত্তব্য কোন্ ধ্যান?'
'রাধাকৃষ্ণপদাম্বুজ-ধ্যান—প্রধান ॥' ২৫২ ॥

(১০) ব্রজই একমাত্র বাস্তব্য ঃ—

'সর্ব্ব ত্যজি' জীবের কর্ত্তব্য কাঁহা বাস?'
শ্রীবৃন্দাবন-ভূমি—যাঁহা নিত্য-লীলারাস ॥' ২৫৩ ॥

(১১) ব্রজই একমাত্র শ্রোতব্য ঃ—

'শ্রবণ-মধ্যে জীবের কোন্ শ্রেষ্ঠ শ্রবণ?'
'রাধাকৃষ্ণ-প্রেমকেলি কর্ণ-রসায়ন ॥' ২৫৪ ॥

(১২) হরেকৃষ্ণ-নামই একমাত্র কীর্ত্তনীয় ঃ—

'উপাস্যের মধ্যে কোন্ উপাস্য প্রধান?'
'শ্রেষ্ঠ-উপাস্য—যুগল 'রাধাকৃষ্ণ' নাম ॥' ২৫৫ ॥

(১৩) মুমুক্ষু ও বুভুক্ষুর গতি ঃ—

'মুক্তি, ভুক্তি বাঞ্ছে যেই, কাঁহা দুঁহার গতি?'
'স্থাবরদেহ, দেবদেহ যৈছে অবস্থিতি ॥' ২৫৬ ॥

অনুভাষ্য

২৪৮। (ভাঃ ৬।১৪।৪)—"মুক্তানামপি সিদ্ধানাং নারায়ণ-পরায়ণঃ। সুদুর্ল্লভঃ প্রশান্তাত্মা কোটিষ্বপি মহামুনে।।"*

২৪৯। (ভাঃ ১০।৩৩।৩৬)—"অনুগ্রহায় ভক্তানাং মানুষং দেহমাশ্রিতঃ। ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়া যাঃ শ্রুত্বা তৎপরো ভবেৎ।।"*

২৫০। (ভাঃ ১১।২।২৮)—"অত আত্যন্তিকং ক্ষেমং পৃচ্ছামো ভবতোঽনঘাঃ। সংসারেঽস্মিন্ ক্ষণার্দ্ধোঽপি সৎসঙ্গঃ সেবধির্নৃণাম্।।"✚

২৫১। (ভাঃ ২।২।৩৬)—"তস্মাৎ সর্ব্বাত্মনা রাজন্ হরিঃ সর্ব্বত্র সর্ব্বদা। শ্রোতব্যঃ কীর্ত্তিতব্যশ্চ স্মর্ত্তব্যো ভগবন্নৃণাম্।।"★

২৫২। (ভাঃ ১।২।১৪) "তস্মাদেকেন মনসা ভগবান্ সাত্বতাং পতিঃ। শ্রোতব্যঃ কীর্ত্তিতব্যশ্চ ধ্যেয়ঃ পূজ্যশ্চ নিত্যদা।।"☆

২৫৩। (ভাঃ ১০।৪৭।৬১)—"আসামহো চরণরেণু জুষা-মহং স্যাং বৃন্দাবনে কিমপি গুল্মলতৌষধিনাম্। যা দুস্ত্যজং স্বজনমার্য্যপথঞ্চ হিত্বা ভেজুর্মুকুন্দপদবীং শ্রুতিভির্বিমৃগ্যাম্।।"*

২৫৪। (ভাঃ ১০।৩০।৩৯)—"বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদঞ্চ বিষ্ণোঃ শ্রদ্ধান্বিতোঽনুশৃণুয়াদথ বর্ণয়েদ্যঃ। ভক্তিং পরাং ভগবতি প্রতিলভ্য কামং হৃদ্রোগমাশ্বপহিনোত্যচিরেণ ধীরঃ।।"◆

২৫৫। (ভাঃ ৬।৩।২২)—"এতাবানের লোকেঽস্মিন্ পুংসাং ধর্ম্ম পরঃ স্মৃতঃ। ভক্তিযোগো ভগবতি তন্নামগ্রহণাদিভিঃ।।"✣

২৫৬। জড়ভোগহীন মুক্তিবাদিগণ চরমে চিৎক্রিয়াহীন অর্থাৎ সুপ্তচেতন স্থাবর দেহ এবং জড়ভোগযুক্ত ভুক্তিবাদিগণ পরলোকে ভোগোপযোগী দেবদেহ লাভ করেন।

"মুক্ত্যৈ যঃ প্রস্তরত্বায় শাস্ত্রমুচে মহামুনি। গৌতমং তং

উদ্ধৃত সংখ্যানুযায়ী মূলগ্রন্থে দৃষ্ট হয় না)। মহারাজ যুধিষ্ঠির, শ্রীনারদকে বলিলেন,—"নিজ-জীবন হইতেও অধিক প্রার্থনীয় যে শ্রীবিষ্ণুভক্ত-গণের সঙ্গ, সেই সঙ্গ-বিচ্ছেদে আমরা এই সংসারে ক্ষণকালের জন্যও কিছুমাত্র সুখলাভ করিতেছি না। (বৃঃ ভাঃ ১।৫।৫৪)।

** হে মহামুনে, কোটি মুক্ত ও সিদ্ধগণের মধ্যেও প্রশান্তাত্মা নারায়ণপরায়ণ ভক্ত অত্যন্ত দুর্ল্লভ ('কৃষ্ণভক্ত নিষ্কাম—অতএব শান্ত। ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধকামী সকলই অশান্ত।।"))।*

** ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ভক্তগণের প্রতি অনুগ্রহ করিবারনিমিত্ত যে গোলোকগত রাসলীলা প্রপঞ্চে প্রকটিত করিয়াছেন, তাহা শ্রবণ করিয়া মনুষ্য দেহধারী প্রাণিমাত্রেই ভগবৎসেবাপর হইবে।*

✚ হে মহাপুরুষগণ, আপনাদের দুর্ল্লভ দর্শন লাভ করায় আত্যন্তিক মঙ্গলের কথা জানিতে ইচ্ছা করিতেছি। এই সংসারে যদি ক্ষণার্দ্ধ-কালও শুদ্ধভক্তসঙ্গ লাভ হয়, তবে তাহা জীবের পরমানন্দপ্রদ হইয়া থাকে।

★ অতএব হে রাজন্, মনুষ্যমাত্রেরই সর্ব্বাত্মাদ্বারা সর্ব্বত্র এবং সর্ব্বদা সেই শ্রীহরির নাম-গুণ-লীলাদি শ্রবণীয়, কীর্ত্তনীয় ও স্মরণীয়।

☆ সেইহেতু অচঞ্চলচিত্তে ভক্তগণের একমাত্র পতিস্বরূপ ভগবান্ শ্রীহরির নামাদি শ্রবণ, কীর্ত্তন, ধ্যান ও পূজা করা কর্ত্তব্য।

** শ্রীউদ্ধব বলিলেন,—দুস্ত্যজ স্বজনগণ ও আর্য্যপথ পরিত্যাগপূর্ব্বক যাঁহারা শ্রুতিগণেরও নিরন্তর অন্বেষণীয় শ্রীকৃষ্ণপদবীর সেবানিরত হইয়াছেন, অহো, আমি বৃন্দাবনে সেই গোপীগণের চরণরেণুভাক্ গুল্মলতাদির মধ্যে কোন একটী স্বরূপে জন্মলাভ ইচ্ছা করি।*

◆ ব্রজবধূগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের রাসক্রীড়া যে ধীরব্যক্তি শ্রদ্ধান্বিত হইয়া অনুক্ষণ শ্রবণপূর্ব্বক অনুক্ষণ কীর্ত্তন করেন, তিনি অচিরে পরাভক্তি লাভ করিয়া হৃদ্রোগকাম অনতিবিলম্বে দূর করিতে সমর্থ হন।

✣ নামসঙ্কীর্ত্তনাদির দ্বারা ভগবান্ শ্রীবাসুদেবে যে ভক্তিযোগ—এই পর্য্যন্তই ইহজগতে জীবের 'পরমধর্ম্ম' বলিয়া কথিত হইয়া থাকে।

জ্ঞানী ও ভক্তের সাধন-বৈশিষ্ট্য ঃ—

অরসজ্ঞ কাক চুষে জ্ঞান-নিম্বফলে ।
রসজ্ঞ কোকিল খায় প্রেমাম্র-মুকুলে ॥ ২৫৭ ॥
অভাগিয়া জ্ঞানী আস্বাদয়ে শুষ্ক জ্ঞান ।
কৃষ্ণ-প্রেমামৃত পান করে ভাগ্যবান্ ॥ ২৫৮ ॥

কৃষ্ণকথালোচনায় উভয়ের রাত্রি-যাপন ঃ—

এইমত দুইজন কৃষ্ণকথা-রসে ।
নৃত্য-গীত-রোদনে হৈল রাত্রি-শেষে ॥ ২৫৯ ॥
দোঁহে নিজ নিজ-কার্য্যে চলিলা বিহানে ।
সন্ধ্যাকালে রায় আসি' মিলিলা আর দিনে ॥ ২৬০ ॥

পরদিন প্রভুপদে রায়ের নিবেদন ঃ—

ইষ্টগোষ্ঠী কৃষ্ণকথা কহি' কতক্ষণ ।
প্রভুপদ ধরি' রায় করে নিবেদন ॥ ২৬১ ॥
"'কৃষ্ণতত্ত্ব', 'রাধাতত্ত্ব', 'প্রেমতত্ত্বসার' ।
'রসতত্ত্ব', 'লীলাতত্ত্ব' বিবিধ প্রকার ॥ ২৬২ ॥

শুদ্ধহৃদয়ে উদয়হেতু প্রভুর স্ব-প্রকাশত্ব ঃ—

এত তত্ত্ব মোর চিত্তে কৈলে প্রকাশন ।
ব্রহ্মাকে বেদ যেন পড়াইল নারায়ণ ॥ ২৬৩ ॥
অন্তর্যামী ঈশ্বরের এই রীতি হয় ।
বাহিরে না কহে, বস্তু প্রকাশে হৃদয় ॥ ২৬৪ ॥

সচ্চিদ্বিলাসময় পরমেশ্বর-বস্তুর নিরূপণ ও ধ্যান ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবত (১।১।১)—

জন্মাদ্যস্য যতোঽন্বয়াদিতরতশ্চার্থেষ্বভিজ্ঞঃ স্বরাট্
তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদিকবয়ে মুহ্যন্তি যৎ সূরয়ঃ ।
তেজোবারিমৃদাং যথা বিনিময়ো যত্র ত্রিসর্গোঽমৃষা
ধাম্না স্বেন সদা নিরস্তকুহকং সত্যং পরং ধীমহি ॥ ২৬৫ ॥

অনুভাষ্য

বিজানীথ যথা বিশ্ব তথৈব সঃ।।"★ ইহাই বৌদ্ধমতবাদিগণের দর্শন-ফল।

(ভাঃ ১১।১০।২২)—"ইষ্টেহ দেবতা যজ্ঞৈঃ স্বর্লোকং যাতি যাজ্ঞিকঃ। ভুঞ্জীত দেববত্তত্র ভোগান্ দিব্যান্ নিজার্জ্জিতান্।।" (ভাঃ ৪।২৯।২৯)—"দেবো মনুষ্যস্তির্যগ্ বা যথা কর্ম্মগুণং ভবঃ"✱ ও (গীঃ ৯।২০) দ্রষ্টব্য।

২৫৭। 'জ্ঞান'—নিম্বফলসদৃশ, আস্বাদনের অযোগ্য, কর্কশ-তর্কনিষ্ঠ কাকাবস্থ জীবের ভক্ষ্য ; কিন্তু, প্রেমরূপ আম্র-মুকুলের আস্বাদ—প্রিয় ও সুমিষ্ট, উহা—রসাস্বাদক কোকিলতুল্য কৃষ্ণ-ভক্তেরই আস্বাদনীয়।

২৫৮। নীরস জ্ঞানই দুর্ভাগা জ্ঞানীর ভাগ্যে আস্বাদনীয় বস্তু; আর সরস কৃষ্ণপ্রেমামৃতই ভাগ্যবান্ ভক্তের পানীয় বস্তু।

২৬০। বিহানে—পূর্ব্ববঙ্গে ও পশ্চিমে (হিন্দীভাষায়) এখনও 'প্রাতঃকালে'-শব্দের পরিবর্ত্তে চলিত ভাষায় এই শব্দটী ব্যবহৃত হয়।

২৬৩। ব্রহ্মার হৃদয়ে ভগবৎকর্ত্তৃক বেদপ্রকাশন,—(শ্বেঃ উঃ ৬।১৮)—"যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্ব্বং যো বৈ বেদাংশ্চ প্রহিণোতি তস্মৈ। তং হ দেবমাত্মবুদ্ধিপ্রকাশং মুমুক্ষুর্বৈ শরণমহং প্রপদ্যে।।" ✚ এবং ভাঃ ২।৯।৩০-৩৫, ১১।১৪।৩, ১২।৪।৪০ ১২।১৩।১৯ প্রভৃতি দ্রষ্টব্য।

২৬৪। এতদ্দ্বারা শ্রীগৌরসুন্দরই যে গায়ত্রীর প্রতিপাদ্য বুদ্ধিবৃত্তি-প্রবর্ত্তক ভর্গোদেব, তাহা কথিত হইতেছে ; যথা (ভাঃ ২।৪।২২)—"প্রচোদিতা যেন পুরা সরস্বতী বিতন্বতাজস্য সতীং স্মৃতিং হৃদি। স্বলক্ষণা প্রাদুরভূৎ কিলাস্যতঃ স মে ঋষীণামৃষভঃ প্রসীদতাম্।।"✱

২৬৫। যতঃ (যস্মাৎ শক্তিমতঃ) অস্য (বিশ্বস্য) জন্মাদি

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২৬৫। এই বিশ্বের জন্ম, স্থিতি ও লয় যে তত্ত্ব হইতে হইয়াছে বলিয়া নিশ্চয় হয়, অন্বয়-ব্যতিরেকদ্বারা বিচার করিলে যিনি সমস্ত অর্থ বা ব্যাপারে একমাত্র পরম 'জ্ঞ-তত্ত্ব' অর্থাৎ 'স্বরূপতত্ত্ব' বলিয়া স্থির হন ; যিনি দৃশ্যমান জগতে একমাত্র স্বরাট্ অর্থাৎ স্বতন্ত্র রাজা ; যিনি আদি কবি ব্রহ্মাকে অন্তর্যামিরূপে ব্রহ্মতত্ত্ব শিক্ষা দিয়াছেন ; যাঁহাতে সমস্ত বুদ্ধিমান পণ্ডিতের মুহুর্মুহু মোহ জন্মিয়া থাকে ; যাঁহাতে তেজো-বারি-মৃত্তিকা প্রভৃতি ভূতনিচয়ের

★ প্রস্তরত্ব-লাভরূপ মুক্তির উদ্দেশ্যে যে মহামুনি (ন্যায়)-শাস্ত্র প্রবর্ত্তন করিয়াছেন, সেই গৌতমকে যেরূপ জান, তিনি সেইরূপই বলিয়া জান।

✱ যাজ্ঞিক পুরুষ ইহলোকে যজ্ঞদ্বারা দেবতাগণের আরাধনা করিয়া স্বর্গ লাভ করেন এবং তথায় দেবগণের ন্যায় নিজপুণ্যার্জ্জিত দিব্যবিষয়-সকল ভোগ করিতে থাকেন (ভাঃ ১১।১০।২৩)। অজ্ঞানাবৃত-জীব কখনও দেবতা, কখনও মনুষ্য বা তির্য্যক্ জন্ম অথবা কর্ম্মানুরূপ জন্ম লাভ করে (ভাঃ ৪।২৯।২৯)।

✚ যিনি সৃষ্টির পূর্ব্বে ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং বেদসকল তাঁহার মধ্যে সঞ্চারিত করিয়াছেন, সেই আত্মবুদ্ধিপ্রকাশক-দেবকে মুমুক্ষু আমি শরণ গ্রহণ করিতেছি।

✱ কল্পের প্রারম্ভে যিনি ব্রহ্মার হৃদয়ে সৃষ্টিবিষয়ক স্মৃতি প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং যাঁহার দ্বারা প্রেরিতা সরস্বতী ব্রহ্মার মুখ হইতে প্রকটিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণকেই উপাস্যরূপে লক্ষ্য করিয়া থাকেন, সেই জ্ঞানপ্রদাতাগণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শ্রীভগবান্ আমার প্রতি প্রসন্ন হউন।

রায়ের সংশয় ঃ—

এক সংশয় মোর আছয়ে হৃদয়ে ।
কৃপা করি' কহ মোরে তাহার নিশ্চয়ে ॥ ২৬৬ ॥

রায়ের নিকট প্রভুর স্বরূপ আবির্ভূত ঃ—

পহিলে দেখিলুঁ তোমার সন্ন্যাসি-স্বরূপ ।
এবে তোমা দেখি মুঞি শ্যাম-গোপরূপ ॥ ২৬৭ ॥

রায়ের রাধাভাবদ্যুতি-সুবলিত গৌরসুন্দর-দর্শন ঃ—

তোমার সম্মুখে দেখি কাঞ্চন-পঞ্চালিকা ।
তাঁর গৌরকান্ত্যে তোমার সর্ব্ব অঙ্গ ঢাকা ॥ ২৬৮ ॥
তাহাতে প্রকট দেখি স-বংশী বদন ।
নানা-ভাবে চঞ্চল তাহে কমল-নয়ন ॥ ২৬৯ ॥

স্বয়ং প্রভুকেই রায়ের গৌররূপের কারণ জিজ্ঞাসা ঃ—

এইমত তোমা দেখি' হয় চমৎকার ।
অকপটে কহ, প্রভু, কারণ ইহার ॥" ২৭০ ॥

রায়কে 'মহাভাগবত' বলিয়া প্রশংসাদ্বারা আত্মগোপন-চেষ্টা ঃ—

প্রভু কহে,—"কৃষ্ণে তোমার গাঢ়প্রেম হয় ।
প্রেমার স্বভাব এই জানিহ নিশ্চয় ॥ ২৭১ ॥

মহাভাগবত বা বৈষ্ণব বা পরমহংসের দর্শন ঃ—

মহাভাগবত দেখে স্থাবর-জঙ্গম ।
তাঁহা তাঁহা হয় তাঁর শ্রীকৃষ্ণ-স্ফুরণ ॥ ২৭২ ॥
স্থাবর-জঙ্গম দেখে, না দেখে তার মূর্ত্তি ।
সর্ব্বত্র হয় তাঁর ইষ্টদেব-স্ফূর্ত্তি ॥ ২৭৩ ॥

সর্ব্বত্র কৃষ্ণ-কার্ষ্ণ-দর্শন ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবত (১১।২।৪৫)—

সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ ।
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ ॥ ২৭৪ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

বিনিময় অর্থাৎ পৃথক্‌রূপ সত্তা ; যাঁহাতে তিনপ্রকার সৃষ্টি অর্থাৎ চিদুদয়রূপ সৃষ্টি, জীব-প্রাকট্যরূপ সৃষ্টি ও মায়িক-ব্রহ্মাণ্ডরূপ সৃষ্টি—সত্যরূপে বর্ত্তমান ; সেই আত্মশক্তিদ্বারা নিত্য-কুহক-শূন্য পরমসত্য-তত্ত্বরূপ শ্রীকৃষ্ণকে আমরা ধ্যান করি।

অনুভাষ্য

(জন্মস্থিতিভঙ্গং "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে" ইত্যাদি শ্রুতেঃ, "জন্মাদ্যস্য যতঃ' ইতি ন্যায়াৎ—ব্রঃ সূঃ ১।১।২) অন্বয়াৎ ইতরতশ্চ (অন্বয়-ব্যতিরেকাভ্যাং ভবতি) ; যঃ অন্বয়াৎ অর্থেষু (চিন্ময়রূপরসগন্ধশব্দস্পর্শযোগ্য-ব্যাপারেষু) অভিজ্ঞঃ (আসক্তঃ) ব্যতিরেকাৎ অর্থেষু (জড়রূপরসগন্ধশব্দস্পর্শ-বিষয়েষু) অভিজ্ঞঃ (অসংস্পৃষ্টঃ) সন্ স্বরাট্ (স্বেন এব রাজতে যঃ স্বপ্রকাশঃ) ; যৎ (যস্মিন্ পরমসত্যে) সূরয়ঃ (ব্রহ্মাদয়ঃ—দশমে ব্রহ্মমোহনাৎ, দেবাঃ তলবকারশ্রুতেঃ, ব্রাহ্মণাদয়ঃ মুনয়শ্চ দত্তাত্রেয়-দুর্ব্বাসো-বশিষ্ঠ-শঙ্কর-বিদ্যারণ্যাদয়ঃ "দৈবাহতার্থ-রচনা" ইতি ভাঃ ৩।৯।১০ বচনাৎ) অপি মুহ্যন্তি (মোহং প্রাপ্নুবন্তি পরমসত্যনির্দ্ধারণে অসমর্থাঃ ভবন্তি) ; তৎ ব্রহ্ম (তত্ত্বং—"বদন্তি তত্তত্ত্ববিদঃ" ইত্যাদেঃ) আদিকবয়ে (ব্রহ্মণে) হৃদা (মনসি—'ত্রয্যা প্রবুদ্ধঃ' ইতি ব্রহ্মসংহিতা-বচনাৎ) যঃ তেনে (প্রকাশিত-বান্) ; যথা তেজোবারিমৃদাং বিনিময়ঃ (ব্যত্যয়ঃ অন্যস্মিন্ অন্যাবভাসঃ তথা) ত্রিসর্গঃ (ত্রয়াণাং রজস্তমঃসত্ত্বানাং নশ্বরঃ সর্গঃ, পক্ষান্তরে, অন্তরঙ্গ-বহিরঙ্গ-তটস্থ-শক্তিত্রয়াণাং নিত্য-প্রকাশঃ) যত্র (পরমসত্যে ভগবৎস্বরূপে সচ্চিদানন্দবিগ্রহাদ্বয়-জ্ঞানে) অমৃষা (সত্যঃ) ; স্বেন ধাম্না (অপ্রাকৃতান্তরঙ্গসন্ধিন্যাদি-তদ্রূপ-বৈভবেন বলেন) সদা নিরস্ত-কুহকং (নিরস্তং ব্যুদস্তং মায়া-লক্ষণং কুহকং কপটং যস্মিন্ তং) সত্যং (সত্যস্বরূপং সনাতনং) পরং (সর্ব্বস্মাৎ পরং পরমেশ্বরং) ধীমহি (বয়ং ধ্যায়েমঃ)। বিশেষ জানিতে হইলে শ্রীমদ্ভাগবতের গৌড়ীয় ভাষ্য দ্রষ্টব্য।

২৬৬-২৬৯। আদি, ৩য় পঃ ৮৬-৮৯ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

২৬৭। অর্থাৎ 'রসরাজ, মহাভাব,—দুই এক রূপ" (২৮১ সংখ্যা)। সন্ন্যাসি-স্বরূপ—নিত্য কৃষ্ণবিরহজনিত অধিরূঢ়-মহাভাবময় নিত্য বিরাগী বা তাপস-স্বরূপ।

২৭৪। বিদেহরাজ 'নিমি' ত্রিবিধ ভক্ত বা ভাগবতের লক্ষণ, দর্শন, আচরণ ও উক্তি-সম্বন্ধে জানিতে ইচ্ছা করায় তদীয় প্রশ্নের উত্তরে নবযোগেন্দ্রের অন্যতম 'হবি' কহিলেন,—

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২৬৭-২৭৩। প্রভো, তোমাকে আমি প্রথম একটী সন্ন্যাসীর ন্যায় দেখিলাম ; এখন তোমাকে শ্যাম-গোপরূপ দেখিতেছি। আবার তোমার সম্মুখে একটী কাঞ্চন-পুত্তলিকা দেখিতেছি। সেই পুত্তলিকা গৌরকান্তিদ্বারা তোমার সমস্ত দেহ আবৃত করিয়াছে, তথাপি তোমার রঙ যেন প্রকটভাবেই প্রতীত ; আবার, তোমার বাম-লোচন অনেকভাবে চঞ্চল। প্রভো! তোমার ঐরূপ চমৎকারময়-ভাবের কারণ কি, তাহা অকপটে বল। প্রভু কহিলেন,—যাঁহাদের কৃষ্ণে গাঢ় প্রেম, তাঁহারা—ভাগবতোত্তম; তাঁহাদের প্রেমের স্বভাব এই যে, তাঁহারা স্থাবর-জঙ্গম, যাহা কিছু দেখেন, তাহাতে স্থাবর-জঙ্গমের মূর্ত্তি না দেখিয়া সর্ব্বত্র ইষ্টদেব-স্ফূর্ত্তিরূপ শ্রীকৃষ্ণভাবই দেখেন।

২৭৪। যিনি ভাগবতোত্তম, তিনি সর্ব্বভূতে আত্মার আত্ম-রূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকেই দেখেন এবং আত্মার আত্মস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণে সমস্তভূতকে দেখিতে পান।

কৃষ্ণসেবাময়-চিত্তে সর্ব্বত্র চেতনা বা কৃষ্ণসেবাবৃত্তি-দর্শন ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবত (১০।৩৫।৯)—

বনলতাস্তরব আত্মনি বিষ্ণুং ব্যঞ্জয়ন্ত্য ইব পুষ্পফলাঢ্যাঃ ।
প্রণতভারবিটপা মধুধারাঃ প্রেমহৃষ্টতনবো ববৃষুঃ স্ম ॥ ২৭৫ ॥

বৈষ্ণবের সর্ব্বোত্তম চরম দর্শন ঃ—

রাধাকৃষ্ণে তোমার মহাপ্রেম হয় ।
যাঁহা তাঁহা রাধাকৃষ্ণ তোমারে স্ফুরয় ॥" ২৭৬ ॥

রায়ের স্পষ্টভাবে প্রভুর অবতারোদ্দেশ্য-কীর্ত্তন ঃ—

রায় কহে,—"প্রভু তুমি ছাড় ভারিভুরি ।
মোর আগে নিজরূপ না করিহ চুরি ॥ ২৭৭ ॥
রাধিকার ভাবকান্তি করি' অঙ্গীকার ।
নিজরস আস্বাদিতে করিয়াছ অবতার ॥ ২৭৮ ॥
নিজ-গূঢ়কার্য্য তোমার—প্রেম-আস্বাদন ।
আনুষঙ্গে প্রেমময় কৈলে ত্রিভুবন ॥ ২৭৯ ॥

প্রভুর আত্মগোপন বা ছলনায় রায়ের অনুযোগ ঃ—

আপনে আইলে মোরে করিতে উদ্ধার ।
এবে কপট কর,—তোমার কোন্ ব্যবহার ॥" ২৮০ ॥

প্রভুকর্ত্তৃক রায়কে স্বীয় শ্যাম ও গৌররূপ-প্রদর্শন ঃ—

তবে হাসি' তাঁরে প্রভু দেখাইল স্বরূপ ।
'রসরাজ', 'মহাভাব'—দুই এক রূপ ॥ ২৮১ ॥

রায়ের আনন্দ-মূর্চ্ছা ঃ—

দেখি' রামানন্দ হৈলা আনন্দে মূর্চ্ছিতে ।
ধরিতে না পারে দেহ, পড়িলা ভূমিতে ॥ ২৮২ ॥

সংজ্ঞা-লাভান্তে প্রভুর সন্ন্যাস-বেষদর্শনে বিস্ময় ঃ—

প্রভু তাঁরে হস্ত স্পর্শি' করাইলা চেতন ।
সন্ন্যাসীর বেষ দেখি' বিস্মিত হৈল মন ॥ ২৮৩ ॥

রায়কে প্রভুর সান্ত্বনা, নিজ-কৃষ্ণস্বরূপত্ব ও রাধাভাবদ্যুতিময়ত্বের উদ্দেশ্যাদি সমস্ত গূঢ় কারণই অকপটে জ্ঞাপন ঃ—

আলিঙ্গন করি' প্রভু কৈল আশ্বাসন ।
"তোমা বিনা এই রূপ না দেখে অন্যজন ॥ ২৮৪ ॥
মোর তত্ত্বলীলা-রস তোমার গোচরে ।
অতএব এই রূপ দেখাইলুঁ তোমারে ॥ ২৮৫ ॥
গৌর অঙ্গ নহে মোর—রাধাঙ্গ-স্পর্শন ।
গোপেন্দ্রসুত বিনা তেঁহো না স্পর্শে অন্যজন ॥ ২৮৬ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২৭৫। পুষ্পফলাঢ্য বনলতা, তরুসকল ও ভাবদ্বারা অবনত, প্রেমপুলকিত-শরীরযুক্ত বনস্পতিসকল আত্মগত কৃষ্ণকে প্রকট করত মধুধারা বর্ষণ করিয়াছিল।

অনুভাষ্য

যঃ সর্ব্বভূতেষু (চেতনাচেতনাত্মকেষু সর্ব্বেষু) আত্মনঃ (ভোগজড়াতীতস্য অপ্রাকৃতস্য) ভগবদ্ভাবং (ভূতানাং ভগবৎ-সেবোপযোগিসিদ্ধস্বরূপাদিকং) পশ্যেৎ, আত্মনি ভগবতি [নিজ-সিদ্ধরূপেণ অপ্রাকৃত-নিত্যসেবাপরাণি] ভূতানি পশ্যেৎ, [সঃ] এষঃ ভাগবতোত্তমঃ। [অপ্রাকৃতভাবপ্রাবল্যেন মহাভাগবতাঃ সর্ব্বত্র সেব্য-সেবক-ভাবাবস্থিতাঃ কৃষ্ণকার্ষ্ণান্ পশ্যন্তি, বহি-র্দৃষ্টেরভাবাৎ)।

২৭৫। দিবাভাগে কৃষ্ণ বনে গমন করিলে বিরহসন্তপ্ত গোপীগণ পরস্পর এইরূপ গীত গান করিতেন,—

[কৃষ্ণবেণু-নাদং শ্রুত্বা] প্রণতভারবিটপাঃ (ভারাবনত তরবঃ) পুষ্পফলাঢ্যাঃ (ফলকুসুমান্বিতাঃ) প্রেমহৃষ্টতনবঃ (কৃষ্ণপ্রেমোৎ-ফুল্লকলেবরাঃ) বনলতাঃ তরবঃ চ আত্মনি (স্বীয়ে বিগ্রহে) বিষ্ণুং (বিভু-চৈতন্যং) ব্যঞ্জয়ন্ত্যঃ (প্রকাশয়মানং সূচয়ন্ত্যঃ) ইব মধুধারা ববৃষুঃ স্ম।

২৭৭-২৭৯। ভক্তের ভগবল্লীলা-জ্ঞাতৃত্ব-সম্বন্ধে আদি ৩য় পঃ ৮৬-৮৯ সংখ্যা এবং আদি ১ম পঃ ৫ম শ্লোকের তাৎপর্য্য-সম্বন্ধে আদি, ৪র্থ পঃ দ্রষ্টব্য।

২৮৪-২৮৮। আদি ৪র্থ পঃ দ্রষ্টব্য।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২৮১। রসরাজরূপ শ্রীকৃষ্ণ এবং মহাভাবরূপা শ্রীমতী রাধিকা—দুই মিলিত হইয়া যে একতত্ত্ব, সেই স্বরূপ দেখাইলেন —অর্থাৎ 'রাধাভাবদ্যুতিসুবলিত শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ" দেখাইলেন। ইহাতে যে একতত্ত্বে দুই এবং দুইতত্ত্বই এক, এরূপ একটী অপূর্ব্ব স্বরূপ দেখাইলেন। যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ও রাধাকৃষ্ণ-তত্ত্ব অবগত হইতে সমর্থ হন, তাঁহারাই শ্রীস্বরূপ গোস্বামীর কৃপায় সেই নিত্যস্বরূপ সেবা করিতে পান।

২৮৬-২৮৭। হে রামানন্দ, তুমি আমাকে পৃথক্ একটী 'গৌরপুরুষ' বলিয়া দেখিতেছ, আমি তাহা নই ; আমি সেই গোপেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ, রাধাঙ্গস্পর্শনরূপ আমার এই গৌরভাবই নিত্য। কৃষ্ণ ব্যতীত আর কাহাকেও রাধিকা স্পর্শ করেন না।

অনুভাষ্য

২৮৬। প্রাকৃত সহজিয়া-সম্প্রদায় 'গৌর-অঙ্গ নহে' কথাদ্বারা গৌর ও কৃষ্ণকে পৃথক্ বুদ্ধি করেন ; বস্তুতঃ উভয়েই স্বয়ংরূপ-বিগ্রহ অর্থাৎ গৌরই 'কৃষ্ণস্বরূপে' সম্ভোগরসে নাগর বা বিষয়-বিগ্রহ, আবার কৃষ্ণই 'গৌরস্বরূপে' বিপ্রলম্ভরসে আশ্রয়-বিগ্রহ-শ্রীরাধাভাবকান্তিময় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। অপ্রাকৃত শৃঙ্গার-রসরাজ-বিগ্রহ 'ধীর-ললিত' নায়ক স্বয়ংরূপ শ্রীনন্দনন্দন ব্যতীত অন্য কোন বিষ্ণুবিগ্রহই কৃষ্ণের পূর্ণচিচ্ছক্তি বা স্বরূপশক্তি মহাভাব-স্বরূপা শ্রীরাধিকার ভোক্তা হইতে পারেন না ; যেহেতু কৃষ্ণ-ব্যতীত অপর সমস্ত বিষ্ণুবিগ্রহে শৃঙ্গার-রস ও ধীরললিত-নায়ক-ভাবের অভাব এবং ঐশ্বর্য্য-ভাবের প্রাবল্য, এজন্যই শ্রীমতীর

তাঁর ভাবে ভাবিত করি' আত্ম-মন ।
তবে নিজ-মাধুর্য্য করি আস্বাদন ॥ ২৮৭ ॥
তোমার ঠাঞি আমার কিছু গুপ্ত নাহি কর্ম্ম ।
লুকাইলে প্রেম-বলে জান সর্ব্ব মর্ম্ম ॥ ২৮৮ ॥

গূঢ় ভজনকথা সর্ব্বত্র অপ্রকাশ্য ঃ—

গুপ্তে রাখিহ, কাঁহা না করিহ প্রকাশ ।
আমার বাতুল-চেষ্টা লোকে উপহাস ॥ ২৮৯ ॥

প্রভু ও রায় উভয়েই আশ্রয়ের ভাবে প্রমত্ত ঃ—

আমি—এক বাতুল, তুমি—দ্বিতীয় বাতুল ।
অতএব তোমায়-আমায় হই সমতুল ॥" ২৯০ ॥

রায়সহ প্রভুর দশ দিবস যাপন ঃ—

এইরূপ দশরাত্রি রামানন্দ-সঙ্গে ।
সুখে গোঙাইলা প্রভু কৃষ্ণকথা-রঙ্গে ॥ ২৯১ ॥

প্রভু রামানন্দ-সংবাদ—একটী বৃহৎ ধাতব দ্রব্যের খনি, তথায় মূল্যভেদে বহু ধাতুর প্রকাশ ঃ—

নিগূঢ় ব্রজের রস-লীলার বিচার ।
অনেক কহিল, তার না পাইল পার ॥ ২৯২ ॥

অপ্রাকৃত পঞ্চরসের উপমা ঃ—

তামা, কাঁসা, রূপা, সোনা, রত্নচিন্তামণি ।
কেহ যদি কাঁহা পোতা পায় একখানি ॥ ২৯৩ ॥
ক্রমে উঠাইতে সেহ উত্তম বস্তু পায় ।
ঐছে প্রশ্নোত্তর কৈল প্রভু-রামরায় ॥ ২৯৪ ॥

রায়ের নিকট প্রভুর বিদায়-গ্রহণ ও আদেশ-জ্ঞাপন ঃ—

আর দিন রায়-পাশে বিদায় মাগিলা ।
বিদায়ের কালে তাঁরে এই আজ্ঞা দিলা ॥ ২৯৫ ॥

রায়কে নীলাচলে যাইতে আদেশ ও তথায় পুনর্মিলনে কৃষ্ণকথালাপ-সুযোগ ঃ—

"বিষয় ছাড়িয়া তুমি যাহ নীলাচলে ।
আমি তীর্থ করি' তাঁহা আসিব অল্পকালে ॥ ২৯৬ ॥
দুইজনে নীলাচলে রহিব একসঙ্গে ।
সুখে গোঙাইব কাল কৃষ্ণকথা-রঙ্গে ॥" ২৯৭ ॥
এত বলি' রামানন্দে করি' আলিঙ্গন ।
তাঁরে ঘরে পাঠাইয়া করিল শয়ন ॥ ২৯৮ ॥

বজ্রাঙ্গ-জীউর দর্শনান্তে প্রভুর দক্ষিণ-যাত্রা ঃ—

প্রাতঃকালে উঠি' প্রভু দেখি' হনুমান্ ।
তাঁরে নমস্করি' প্রভু দক্ষিণে করিলা প্রয়াণ ॥ ২৯৯ ॥

প্রভুদর্শনে সমগ্র বিদ্যানগর-বাসীর বৈষ্ণবতা ঃ—

'বিদ্যাপুরে' নানা-মত লোক বৈসে যত ।
প্রভু-দর্শনে 'বৈষ্ণব' হৈল ছাড়ি' নিজমত ॥ ৩০০ ॥

প্রভু-বিরহে রায়ের অবস্থা ঃ—

রামানন্দ হৈলা প্রভুর বিরহে বিহ্বল ।
প্রভুর ধ্যানে রহে বিষয় ছাড়িয়া সকল ॥ ৩০১ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

শ্রীরাধিকার ভাবে আমার স্বরূপ ও মন ভাবিত করিয়া আমি আমার কৃষ্ণমাধুর্য্যরস আস্বাদন করিয়া থাকি।

২৯৩। শ্রীরামানন্দরায় শ্রীমহাপ্রভুর প্রশ্নে প্রথমে পাঁচটী (এই পরিচ্ছেদের ৫৭ সংখ্যা হইতে ৬৭ পর্য্যন্ত) উত্তর দিয়াছেন। তাহার প্রথমটী—তামার ন্যায় সাধারণ ধাতু ; দ্বিতীয়টী—কাঁসার ন্যায় তদুৎকৃষ্ট ধাতু ; তৃতীয়টী—রূপার ন্যায় তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট রৌপ্য-ধাতু ; চতুর্থটী—সর্ব্বোৎকৃষ্ট স্বর্ণ-ধাতু। কিন্তু পঞ্চমটী—জ্ঞানশূন্য ভক্তি ; উহাই রত্নচিন্তামণি বা সাধ্যবস্তু,—যাহার প্রভাবে অন্য চারিটী ধাতুত্ব লাভ করে। আবার ষষ্ঠ উত্তরকে (৬৮-৮১ সংখ্যা পর্য্যন্ত) 'প্রথম' জ্ঞান করিলে, তাহার পর পর যে পাঁচটী প্রেমবিষয়ক উত্তর আছে, তাহাদের সেইরূপ তুলনা বুঝিতে হইবে।

অনুভাষ্য

নাম "গোবিন্দানন্দিনী রাধা গোবিন্দমোহিনী। গোবিন্দ-সর্ব্বস্বা, সর্ব্বকান্তা-শিরোমণি।।" (আদি ৪র্থ পঃ ৮২ সংখ্যা)।

২৮৮। আদি, ৩য় পঃ ৮৬-৮৯ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

২৮৯-২৯০। এইসকল কথা তর্কনিষ্ঠ-জগতে তাহাদের কেবল জড়াসক্তিবশতঃ হাস্যের বিষয় হইবে, সুতরাং তুমি ইহা অনুপযুক্ত-পাত্রে প্রকাশ করিও না। কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত হইলে তর্কনিষ্ঠ সাংসারিক জড়চেষ্টাসমূহ শ্লথ হয় ও রাগানুগ-ভাবের প্রেমচেষ্টা-সমূহ সাধারণ ভোগপর দৃষ্টিতে 'বাতুলতা' মাত্র বলিয়া মনে হয়। জড়বিচারে, আমিও বাতুল এবং তুমিও বাতুল,—উভয়ের তুল্যতা থাকায় আমরা উভয়েই কৃষ্ণপ্রেমের কথায় মত্ত,—কৃষ্ণেতর জড়রস-রসিক অন্যের উপহাসের পাত্র।

২৯৩। ব্রজে যমুনাসলিল, পুলিন-বালুকা, কদম্ব-বক্ষাদি, গো-বেত্র-বেণু প্রভৃতি শান্তরসের বিগ্রহসমূহ, চিত্রক-পত্রক-রক্তকাদি দাস্যরসের বিগ্রহসমূহ, শ্রীদাম-সুদামাদি সখ্যরসের বিগ্রহসমূহ, নন্দ-যশোদাদি বাৎসল্যরসের বিগ্রহসমূহ এবং শ্রীমতী রাধিকা-ললিতাদি গোপরামাসমূহ নিজ-নিজ-রসে ধনী। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর,—এই পাঁচটী পরপর তামা, কাঁসা, রূপা, সোনা ও রত্নচিন্তামণির খনিতুল্য। পোতা—ভূগর্ভস্থিত।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২৯৯। হনুমান্—বিদ্যানগরে হনুমানের মূর্ত্তি-পূজা হয়। সেই গ্রাম্যদেবতাকে নমস্কার করিয়া দক্ষিণে গেলেন।

গ্রন্থে প্রভু-রামানন্দ-সংবাদ সংক্ষেপেই বর্ণিত ঃ—

সংক্ষেপে কহিলুঁ রামানন্দের মিলন ।
বিস্তারি বর্ণিতে নারে সহস্র-বদন ॥ ৩০২ ॥

চৈতন্যলীলা, রায়-চরিত্র ও রাধাকৃষ্ণলীলার পরস্পরের সম্বন্ধ এবং অতি সৌভাগ্যবানেরই এই লীলায় অধিকার ও সুযোগ ঃ—

সহজে চৈতন্য-চরিত্র—ঘনদুগ্ধপূর ।
রামানন্দ-চরিত্র তাহে খণ্ড প্রচুর ॥ ৩০৩ ॥
রাধাকৃষ্ণলীলা—তাতে কর্পূর-মিলন ।
ভাগ্যবান্ যেই, সেই করে আস্বাদন ॥ ৩০৪ ॥
যে ইহা একবার পিয়ে কর্ণদ্বারে ।
তার কর্ণ লোভে ইহা ছাড়িতে না পারে ॥ ৩০৫ ॥

প্রভু-রামানন্দ-সংবাদ-শ্রবণের ফল বর্ণন ঃ—

'রসতত্ত্ব-জ্ঞান' হয় ইহার শ্রবণে ।
'প্রেমভক্তি' হয় রাধাকৃষ্ণের চরণে ॥ ৩০৬ ॥
চৈতন্যের গূঢ়তত্ত্ব জানি ইহা হৈতে ।
বিশ্বাস করি' শুন, তর্ক না করিহ চিত্তে ॥ ৩০৭ ॥

ভগবানের অচিন্ত্যভাব—তর্কাতীত ঃ—

অলৌকিক লীলা এই পরম নিগূঢ় ।
বিশ্বাসে পাইয়ে, তর্কে হয় বহুদূর ॥ ৩০৮ ॥

নিতাইগৌরাদ্বৈতের ঐকান্তিক ভক্তেরই কৃষ্ণপ্রেম প্রাপ্য ঃ—

শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দ-অদ্বৈত-চরণ ।
যাঁহার সর্ব্বস্ব, তাঁরে মিলে এই ধন ॥ ৩০৯ ॥

রায়কে গ্রন্থকারের বন্দনা ঃ—

রামানন্দ রায়ে মোর কোটী নমস্কার ।
যাঁর মুখে কৈল প্রভু রসের বিস্তার ॥ ৩১০ ॥
দামোদর-স্বরূপের কড়চা-অনুসারে ।
রামানন্দ-মিলন-লীলা করিল প্রচারে ॥ ৩১১ ॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ৩১২ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে রামানন্দরায়-সঙ্গোৎসবো নামাষ্টম-পরিচ্ছেদঃ ।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৩০৩-৩০৪। শ্রীচৈতন্যের চরিত্রটী ঘনাবর্ত্ত-দুগ্ধস্বরূপ, রামানন্দ-চরিত্রটী তাহাতে খণ্ড বা খাঁড় অর্থাৎ চিনি-বিশেষ ; এবং (তন্মধ্যে) শ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলাটী—খণ্ডযুক্ত-দুগ্ধে শ্রীকর্পূর।

ইতি অমৃতপ্রবাহ-ভাষ্যে অষ্টম পরিচ্ছেদ।

অনুভাষ্য

৩০০। বিদ্যাপুরে—বিদ্যানগরে।

৩০৭-৩০৯। "বিশ্বাসে মিলয়ে কৃষ্ণ, তর্কে বহুদূর" অর্থাৎ বিশ্বাসরূপ শ্রদ্ধাপূর্ব্বক ক্রমাবলম্বন হইতেই এই লোকাতীত পরম গোপনীয় বাস্তব-বস্তু শ্রীকৃষ্ণলীলার অনুভূতি হয়। উহা অশ্রৌতপন্থী, বাস্তবসত্যে সংশয়শীল সেবাবিমুখ জীবের সঙ্কল্প-বিকল্পাত্মক মনোধর্ম্ম-জাত ও স্বেচ্ছামত গঠন-যোগ্য কল্পনা বা 'খেয়াল' নহে। জড়তর্ক-অবলম্বনে জড়-ভোগপ্রবৃত্তিপ্রাচুর্য্যে চিন্ময়লীলা দূরে পড়ে ; যথা—(কঠে ১ম অঃ ২য় বঃ ৯ম)—"নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া প্রোক্তান্যেনৈব সুজ্ঞানায় প্রেষ্ঠ।" (মুঃ উঃ ৩য় মুঃ, ২য় খঃ ৩য় মঃ)—"নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন। যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্।" (ব্রঃ সূঃ ২।১।১১)—"তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ।"* মানব প্রাকৃত লৌকিকবিচারপূর্ণ জ্ঞানের সাহায্যে অলৌকিকতত্ত্ব বুঝিতে গিয়া বস্তু হইতে দূরে পড়েন, কেননা এস্থলে বিচার্য্য বিষয়টী (কৃষ্ণপ্রেম-রস)—অলৌকিক ; উহা মনের অর্থাৎ মেধার সাহায্যে বিচার করিতে গিয়া জড়-সহজিয়া বা সাহিত্যিক যে-বস্তুর বিচার হইল বলিয়া মনে করেন, তাহা—লৌকিক, সুতরাং তাঁহাদের তাদৃশ প্রয়াস—নিরর্থক। তাদৃশ বিচার ত্যাগ করিয়া যিনি বিষ্ণুতত্ত্বে একমাত্র শ্রদ্ধাবিশিষ্ট, তাঁহারই সম্বন্ধজ্ঞান—শুদ্ধ ও অনায়াস-লভ্য।

৩১১। গ্রন্থকার প্রায় প্রতি অধ্যায়ের শেষেই এইরূপ শ্রৌতপন্থায় অর্থাৎ গুরুর প্রতি স্বীয় অচলা নিষ্ঠা প্রদর্শন করিতেছেন। এই 'প্রভু-রামানন্দ-মিলন' ঘটনাটি শ্রীল দামোদর-স্বরূপের কড়চা-অনুসারেই লিখিত ও বর্ণিত হইয়াছে। উহা প্রাকৃত-লোকের গুরুমুখ হইতে শ্রবণ-পরিত্যাগ-জনিত স্বকপোলকল্পিত দম্ভ-চেষ্টা নহে—ইহাই গ্রন্থকারের প্রতিপাদনের উদ্দেশ্য।

ইতি অনুভাষ্যে অষ্টম পরিচ্ছেদ।

** হে প্রিয়তম নচিকেত, এই ভগবদ্বিষয়িণী মতি তর্কের দ্বারা নষ্ট করা উচিত নহে। ইহা অন্য তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তির দ্বারা উপদিষ্ট হইলে উত্তম জ্ঞানের কারণ হইবে (কঠোপনিষৎ)। এই পরমাত্মবস্তু বহু তর্ক, মেধা বা পাণ্ডিত্যদ্বারা বোধ্য নহেন। তিনি যাহাকে (ভক্তিতে পরিতুষ্ট হইয়া) বরণ করেন, তাহার দ্বারাই লভ্য হইয়া থাকেন। তাহার নিকটেই এই পরমেশ্বর স্বীয় শ্রীমূর্ত্তি প্রকাশ করেন (মুণ্ডক উপনিষৎ)। তর্কদ্বারা অপ্রাকৃত তত্ত্বের কি কথা, প্রাকৃত বিষয়েও উহার প্রতিষ্ঠা দেখা যায় না (ব্রহ্মসূত্র)।*

নবম পরিচ্ছেদ

কথাসার—এই পরিচ্ছেদে বিদ্যানগর হইতে মহাপ্রভু গৌতমীগঙ্গা, মল্লিকার্জ্জুন, অহোবল-নৃসিংহ, সিদ্ধবট, স্কন্দক্ষেত্র, ত্রিমঠ, বৃদ্ধকাশী, বৌদ্ধস্থান, ত্রিপতি, ত্রিমল্ল, পানা-নৃসিংহ, শিবকাঞ্চী, বিষ্ণুকাঞ্চী, ত্রিকালহস্তী, বৃদ্ধকোল, শিয়ালীভৈরবী, কাবেরীতীর, কুম্ভকর্ণকপাল, তৎপরে শ্রীরঙ্গক্ষেত্র পর্য্যন্ত গিয়া শ্রীব্যেঙ্কটভট্টকে সপরিবারে কৃষ্ণভক্ত করিলেন। শ্রীরঙ্গম্ হইতে ঋষভপর্ব্বতে গিয়া পরমানন্দ পুরী-গোঁসাইর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। শ্রীপুরী-গোস্বামী পুরুষোত্তমে যাত্রা করিলেন এবং মহাপ্রভু সেতুবন্ধ লক্ষ্য করিয়া চলিলেন। শ্রীশৈলপর্ব্বতে ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী-বেষে অবস্থিত শিব-দুর্গার সহিত আলাপন করিলেন। তথা হইতে কামকোষ্ঠীপুরী ছাড়াইয়া দক্ষিণ মথুরায় পৌঁছিলেন। তথায় রামভক্ত বিরক্ত-ব্রাহ্মণের সহিত কথোপকথন হইল। পরে কৃতমালায় স্নান করিয়া মহেন্দ্রশৈলে পরশুরাম দর্শন করিলেন। তথা হইতে প্রভু সেতুবন্ধে গিয়া ধনুস্তীর্থে স্নান ও রামেশ্বর দর্শন করিয়া কূর্ম্মপুরাণের মায়াসীতা-সম্বন্ধি পুরাতনপত্র সংগ্রহ-পূর্ব্বক পূর্ব্বোক্ত রামদাস-বিপ্রকে আনিয়া দিলেন। তদনন্তর পাণ্ডু-দেশে তাম্রপর্ণী, পরে নয়ত্রিপদী, চিয়ড়তলা, তিলকাঞ্চী, গজেন্দ্র-মোক্ষণ, পানাগড়ি, চাম্তাপুর, শ্রীবৈকুণ্ঠ, মলয়পর্ব্বত, ধনুস্তীর্থ, কন্যাকুমারী হইয়া মল্লারদেশে ভট্টথারীগণকে দেখিলেন। তাঁহা-দিগের হস্ত হইতে কালা-কৃষ্ণদাসকে উদ্ধার করিয়া আনিলেন। পরে পয়স্বিনী-তীরে 'ব্রহ্মসংহিতা' (৫ম অঃ) সংগ্রহ করিলেন। তথা হইতে পয়স্বিনী, শৃঙ্গবের-পুরীমঠ, মৎস্যতীর্থ হইয়া উড়ুপী গ্রামে মধ্বাচার্য্যের গোপাল দর্শন করিলেন। তত্ত্ববাদিগণকে বিচারে পরাস্ত করিয়া ফল্গুতীর্থ, ত্রিকূপ, পঞ্চাপ্সরা, সূর্পারক, কোলাপুর হইয়া পাণ্ডেরপুরে পৌঁছিয়া শ্রীরঙ্গপুরীর নিকট শঙ্করারণ্যের সিদ্ধিপ্রাপ্তির সংবাদ পাইলেন। কৃষ্ণবেণ্বাতীরে বৈষ্ণবব্রাহ্মণদিগের সমাজে শ্রীবিল্বমঙ্গল-বিরচিত কৃষ্ণকর্ণামৃত-গ্রন্থ সংগ্রহ করিলেন। তথা হইতে তাপ্তী, মাহিষ্মতীপুর, নর্ম্মদা-তীর, ঋষ্যমূক-পর্ব্বত হইয়া দণ্ডকারণ্যে সপ্ততাল উদ্ধার করিলেন। তথা হইতে পম্পা-সরোবর, পঞ্চবটী, নাসিক, ব্রহ্মগিরি, গোদাবরীর জন্মস্থান কুশাবর্ত্ত প্রভৃতি বহুতীর্থ দর্শন করিয়া বিদ্যানগরে উপস্থিত হইলেন। বিদ্যানগর হইতে পূর্ব্বপথ দিয়া আলালনাথ দর্শনপূর্ব্বক শ্রীক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন।

অবৈষ্ণবমতগ্রস্ত দাক্ষিণাত্যবাসীর
উদ্ধারকারী গৌরহরি ঃ—

নানামতগ্রাহগ্রস্তান্ দাক্ষিণাত্যজনদ্বিপান্ ।
কৃপারিণা বিমুচ্যৈতান্ গৌরশ্চক্রে স বৈষ্ণবান্ ॥ ১ ॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ২ ॥

প্রভুর দক্ষিণ-যাত্রা ঃ—

দক্ষিণগমন প্রভুর অতি বিলক্ষণ ।
সহস্র সহস্র তীর্থ কৈল দরশন ॥ ৩ ॥

প্রভুর দর্শনফলে তীর্থসমূহ তীর্থীকৃত,
তাহাতে লোকোদ্ধার ঃ—

সেই সব তীর্থ স্পর্শি' মহাতীর্থ কৈল ।
সেই ছলে সেই দেশের লোক নিস্তারিল ॥ ৪ ॥

প্রভুর দক্ষিণবামে ভ্রমণফলে গ্রন্থকারের বর্ণনায় ভৌগোলিক-
ক্রমভঙ্গ, এস্থলে কেবল দিগ্‌দর্শন ঃ—

সেই সব তীর্থের ক্রম কহিতে না পারি ।
দক্ষিণ-বামে তীর্থ-গমন হয় ফেরাফেরি ॥ ৫ ॥

অতএব নামমাত্র করিয়ে গণন ।
কহিতে না পারি তার যথা অনুক্রম ॥ ৬ ॥

প্রভুর দর্শনমাত্র লোকের বৈষ্ণবতা ঃ—

পূর্ব্ববৎ পথে যাইতে যে পায় দরশন ।
যেই গ্রামে যায়, সে গ্রামের যত জন ॥ ৭ ॥

সবেই বৈষ্ণব হয়, কহে 'কৃষ্ণ', 'হরি' ।
অন্য গ্রাম নিস্তারয়ে সেই 'বৈষ্ণব' করি' ॥ ৮ ॥

তাৎকালিক দাক্ষিণাত্যবাসীর অবস্থা ঃ—

দক্ষিণ দেশের লোক অনেক প্রকার ।
কেহ জ্ঞানী, কেহ কর্ম্মী, পাষণ্ডী অপার ॥ ৯ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১। বৌদ্ধ-জৈন-মায়াবাদাদি বহুবিধমতরূপ কুম্ভীরগ্রস্ত গজেন্দ্রস্থলীয় দাক্ষিণাত্যবাসী মনুষ্যদিগকে কৃপাচক্রদ্বারা গৌর-চন্দ্র উদ্ধার করিয়া বৈষ্ণব করিয়াছিলেন।

৯। পাষণ্ডী—শুদ্ধভক্তিবিরুদ্ধ জ্ঞানী ও কর্ম্মবাদী।

অনুভাষ্য

১। সঃ গৌরঃ নানমতগ্রাহগ্রস্তান্ (নানামতানি এব গ্রাহাঃ নক্রকুম্ভীরমকরাঃ তৈঃ গ্রস্তান্ কবলিতান্) দাক্ষিণাত্যজনদ্বিপান্ (দাক্ষিণাত্যজনাঃ এব দ্বিপাঃ হস্তিনঃ তান্) কৃপারিণা (কৃপা-চক্রেণ) [তেভ্যঃ] বিমুচ্য (অবৈষ্ণবমতবাদাৎ উদ্ধৃত্য) এতান্ বৈষ্ণবান্ (কৃষ্ণপূজারতান্) চক্রে।

প্রভু-কৃপায় কর্ম্মী, জ্ঞানী ও পাষণ্ডীর
বৈষ্ণবত্ব-লাভ ঃ—

সেই সব লোক প্রভুর দর্শনপ্রভাবে ।
নিজ-নিজ-মত ছাড়ি' হইল বৈষ্ণবে ॥ ১০ ॥

রামোপাসক মাধ্ব ও 'শ্রীবৈষ্ণব'গণের
কৃষ্ণভজনারম্ভ ঃ—

বৈষ্ণবের মধ্যে রাম-উপাসক সব ।
কেহ হয় 'তত্ত্ববাদী', কেহ হয় 'শ্রীবৈষ্ণব' ॥ ১১ ॥

সেই সব বৈষ্ণব মহাপ্রভুর দর্শনে ।
কৃষ্ণ-উপাসক হৈল, লয় কৃষ্ণনামে ॥ ১২ ॥

গমনপথে প্রভুর গীত ঃ—

রাম! রাঘব! রাম! রাঘব! রাম! রাঘব! পাহি মাম্ ।
কৃষ্ণ! কেশব! কৃষ্ণ! কেশব! কৃষ্ণ! কেশব! রক্ষ মাম্ ॥ ১৩ ॥

গৌতমী গঙ্গা ঃ—

এই শ্লোক পথে পড়ি' করিলা প্রয়াণ ।
গৌতমী-গঙ্গায় যাই' কৈল গঙ্গাস্নান ॥ ১৪ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১১। রাম-উপাসক—রামাৎ বৈষ্ণব। তত্ত্ববাদী—মাধ্বমতের তত্ত্ব স্বীকারপূর্ব্বক যাঁহারা শুদ্ধদ্বৈতবাদ স্থাপন করেন। শ্রীবৈষ্ণব—রামানুজসম্প্রদায়ী বৈষ্ণবগণ।

অনুভাষ্য

১১। তত্ত্ববাদী—শ্রীমাধ্ববৈষ্ণবগণকে শ্রীশাঙ্করমায়াবাদিগণ হইতে পৃথক্ করিবার উদ্দেশে মাধ্ববৈষ্ণবগণকে 'তত্ত্ববাদী' বলা হয়। কেবলাদ্বৈত-বাদের কুযুক্তিপুষ্ট নির্ব্বিশেষ-'ব্রহ্মবাদ' তত্ত্ববাদাচার্য্যগণ নিরসন করিয়া 'ভগবত্তত্ত্ব' স্থাপন করেন। মাধ্ব-বৈষ্ণবগণ—ব্রহ্মবৈষ্ণব (ব্রহ্ম-সম্প্রদায়ভুক্ত), তজ্জন্য আদিগুরু ব্রহ্মার মোহিত-অবস্থা (দশম-স্কন্ধে) স্বীকার করেন না, যেহেতু শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য তৎকৃত 'ভাগবত-তাৎপর্য্য' টীকায় ঐ 'ব্রহ্মমোহন-লীলা' পরিত্যাগ করিয়াছেন। শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী শ্রীমাধ্ববৈষ্ণবের অন্যতম হইয়া **তত্ত্ববাদের চরম উদ্দেশ্য প্রেমভক্তি** প্রচার করেন। গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণ মাধ্ব হইলেও 'তত্ত্ববাদী' সংজ্ঞা লাভ করেন নাই।

শ্রীবৈষ্ণব—শ্রীরামানুজীয় সম্প্রদায়ের মূলগুরু 'লক্ষ্মী' বলিয়া তাঁহারা 'শ্রীবৈষ্ণব' বলিয়া কথিত হন।

তত্ত্ববাদিগণ শ্রীকৃষ্ণোপাসক হইলেও এবং শ্রীবৈষ্ণবগণ লক্ষ্মীনারায়ণের উপাসক হইলেও উভয়ের মধ্যেই শ্রীরামচন্দ্রের উপাসনার প্রবলতা লক্ষিত হয়।

তত্ত্ববাদি-সম্প্রদায়ের বর্ত্তমানকালের লেখক শ্রীপদ্মনাভাচার্য্য বলেন,—আমাদের প্রধান প্রধান শ্রীমাধ্বমঠগুলিতে শ্রীরাম-সীতা বিগ্রহই বিশেষভাবে পূজিত হন। 'অধ্যাত্ম-রামায়ণ'-নামক গ্রন্থের দ্বাদশ, ত্রয়োদশ, চতুর্দ্দশ ও পঞ্চদশ অধ্যায়ে মূল শ্রীরাম-সীতা-মূর্ত্তির কাহিনী এরূপভাবে লিখিত আছে—'কোন ব্রাহ্মণ প্রতিজ্ঞা করেন যে, শ্রীরামচন্দ্রকে প্রত্যহ দর্শন না করিয়া তিনি কোন দ্রব্য ভোজন করিবেন না। একদা শ্রীরামচন্দ্র কার্য্যগতিকে সপ্তাহকাল প্রজাসমক্ষে আসিতে সমর্থ হন নাই ; তজ্জন্য রাম-দর্শননিষ্ঠ ব্রাহ্মণ সপ্তাহের মধ্যে জলবিন্দু গ্রহণ করেন নাই। অবশেষে অষ্টাহের পর নবমদিবসে ব্রাহ্মণ শ্রীরামসমীপে উপনীত হইয়া দর্শনলাভ করেন। ব্রাহ্মণের নিষ্ঠা শ্রবণ করত শ্রীরামচন্দ্র লক্ষ্মণকে আদেশ করিলেন যে, তাঁহার নিজ-গৃহে রক্ষিত রাম-সীতা মূর্ত্তিযুগল এই প্রকৃত ভক্ত-ব্রাহ্মণকে দেওয়া যাউক্।' ব্রাহ্মণ লক্ষ্মণের নিকট হইতে তাহা প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার জীবনাবধি ঐ বিগ্রহদ্বয়ের সেবা করেন এবং মৃত্যুকালে শ্রীহনুমানকে দিয়া যান। শ্রীহনুমান্ ঐ বিগ্রহদ্বয় বহুকাল বক্ষে ধারণ করিয়া সেবা করেন। বহুকাল পরে ভীমসেন গন্ধমাদন পর্ব্বতে গমন করিলে, তথা হইতে বিদায়গ্রহণকালে ঐ বিগ্রহদ্বয় ভীমসেনকে প্রদান করেন। ভীম রাজপ্রাসাদে তাহা সংরক্ষণ করেন। ঐ রাজবংশীয় শেষ রাজা 'ক্ষেমকান্তে'র কাল-পর্য্যন্ত ঐ বিগ্রহদ্বয় রাজপ্রাসাদে সেবিত হন ; পরে তাহা উৎকলের গজপতি-রাজগণের করায়ত্ত হইয়া তাঁহাদের রাজকোষে সংরক্ষিত ছিলেন। শ্রীমধ্বাচার্য্য তদীয় শিষ্য শ্রীনরহরিতীর্থপাদকে রাজকোষ হইতে সেই মূল রামসীতা-বিগ্রহ সংগ্রহ করিয়া সেবা করিবার অনুমতি করেন। এই রাম-সীতা-বিগ্রহ ইক্ষ্বাকু-রাজার সময় হইতে সূর্য্যবংশীয়গণের প্রাসাদে রক্ষিত হইয়া রামচন্দ্রের জন্মের পূর্ব্ব হইতে দশরথকর্ত্তৃক সেবিত হইতেন। পরে লক্ষণ তাঁহাদের সেবা করিবার কালে রামচন্দ্রের আদেশে পূর্ব্বোক্ত ব্রাহ্মণকে অর্পিত হয়।' শ্রীমধ্ব স্বীয় তিরোভাবের তিনমাস ষোলদিন পূর্ব্বে ঐ বিগ্রহদ্বয় প্রাপ্ত হইয়া উড়ুপীগ্রামের মূল-মঠ উত্তর-রাঢ়ী-মঠে স্থাপিত করেন, তদবধি শ্রীমাধ্ব আচার্য্যগণ উহার অধিকারী আছেন।

রামানুজীয়-সম্প্রদায়ের মধ্যে শ্রীরামায়ণ-গুরুকরণ-পন্থা প্রচলিত আছে। শ্রীরামমূর্ত্তি তিরুপতিতে ও অন্যান্য স্থানে

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৪। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী যে তীর্থদর্শন বর্ণন করিয়াছেন, তাহাতে ভৌগোলিক ক্রম নাই, তাহা তিনি নিজেই স্বীকার করিয়াছেন। গোবিন্দদাস-কৃত কড়চায় (?) যে ক্রম পাওয়া যায়, তাহার অনেকটা ভৌগোলিক বিবরণের সহিত ঐক্য হয়। পাঠক-বর্গ সেই গ্রন্থের ক্রম দেখিয়া বিচার করিবেন। গোবিন্দদাসের মতে রাজমাহেন্দ্রি হইতে মহাপ্রভু ত্রিমন্দে গিয়াছিলেন ও তথা হইতে ঢুণ্ডিরাম-তীর্থে যান। এই গ্রন্থের মতে রাজমাহেন্দ্রি হইতে গৌতমী-গঙ্গায় গমন করিয়া মল্লিকার্জ্জুন তীর্থে গমন করেন।

মল্লিকার্জ্জুন-তীর্থে রামদাস শম্ভুর দর্শন ঃ—

মল্লিকার্জ্জুন-তীর্থে যাই' মহেশ দেখিল ।
তাঁহা সব লোকে কৃষ্ণনাম লওয়াইল ॥ ১৫ ॥

অহোবল-নৃসিংহ-দর্শন ঃ—

রামদাস মহাদেবে করিল দরশন ।
অহোবল-নৃসিংহেরে করিলা গমন ॥ ১৬ ॥

সিদ্ধবটে রামসীতা-বিগ্রহ-দর্শন ঃ—

নৃসিংহ দেখিয়া তাঁরে কৈল নতি-স্তুতি ।
সিদ্ধবট গেলা যাঁহা মূর্ত্তি সীতাপতি ॥ ১৭ ॥

তথায় রামসেবক এক বৈষ্ণববিপ্রের প্রভুকে ভিক্ষা-দান ঃ—

রঘুনাথ দেখি' কৈল প্রণতি স্তবন ।
তাঁহা এক বিপ্র প্রভুর কৈল নিমন্ত্রণ ॥ ১৮ ॥
সেই বিপ্র রামনাম নিরন্তর লয় ।
'রাম' 'রাম' বিনা অন্য বাণী না কহয় ॥ ১৯ ॥

তদ্‌গৃহে একদিন বাস ও কৃপা ঃ—

সেই দিন তাঁর ঘরে রহি' ভিক্ষা করি' ।
তাঁরে কৃপা করি' আগে চলিলা গৌরহরি ॥ ২০ ॥

স্কন্দক্ষেত্রে স্কন্দ ও ত্রিমঠে বামন-বিগ্রহ-দর্শন ঃ—

স্কন্দক্ষেত্র-তীর্থে কৈল স্কন্দ-দরশন ।
ত্রিমঠ আইলা তাঁহা দেখি' ত্রিবিক্রম ॥ ২১ ॥

পূর্ব্বোক্ত বিপ্রের রামনামের পরিবর্ত্তে কৃষ্ণনামগ্রহণ ঃ—

পুনঃ সিদ্ধবট আইলা সেই বিপ্র-ঘরে ।
সেই বিপ্র কৃষ্ণনাম লয় নিরন্তরে ॥ ২২ ॥

প্রভুর প্রশ্নভঙ্গী ও বিপ্রের উত্তর ঃ—

ভিক্ষা করি' মহাপ্রভু তাঁরে প্রশ্ন কৈল ।
"কহ বিপ্র, এই তোমার কোন্ দশা হৈল ?? ২৩ ॥
পূর্ব্বে তুমি নিরন্তর লৈতে রামনাম ।
এবে কেনে নিরন্তর লও কৃষ্ণনাম ॥" ২৪ ॥
বিপ্র বলে,—"এই তোমার দর্শন-প্রভাব ।
তোমা দেখি' গেল মোর আজন্ম-স্বভাব ॥ ২৫ ॥
বাল্যাবধি রামনাম-গ্রহণ আমার ।
তোমা দেখি' কৃষ্ণনাম আইল একবার ॥ ২৬ ॥
সেই হৈতে কৃষ্ণনাম জিহ্বাতে বসিলা ।
কৃষ্ণনাম স্ফুরে, রামনাম দূরে গেলা ॥ ২৭ ॥
বাল্যকাল হৈতে মোর স্বভাব এক হয় ।
নামের মহিমা-শাস্ত্র করিয়ে সঞ্চয় ॥ ২৮ ॥

'রাম'-শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ ঃ—

পদ্মপুরাণে শ্রীরামচন্দ্রের শতনামস্তোত্রে (৮)—

রমন্তে যোগিনোঽনন্তে সত্যানন্দে চিদাত্মনি ।
ইতি রামপদেনাসৌ পরং ব্রহ্মাভিধীয়তে ॥ ২৯ ॥

'কৃষ্ণ'-শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ ঃ—

শ্রীধরস্বামিধৃত মহাভারতে উঃ পঃ (৭১।৪)—

কৃষির্ভূবাচকঃ শব্দো ণশ্চ নির্বৃতিবাচকঃ ।
তয়োরৈক্যং পরং ব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে ॥ ৩০ ॥

অনুভাষ্য

রামানুজীয়গণের দ্বারা পূজিত হইতেছেন। রামানুজীয়-সম্প্রদায় হইতে উদ্ভূত 'রামানন্দী', 'জমায়েৎ' বা 'রামাৎ'-সম্প্রদায়ে শ্রীরামসীতার উপাসনা প্রবলরূপে প্রতিষ্ঠিত আছে। রামানুজীয়-গণ কৃষ্ণ অপেক্ষা রামের অধিক অনুগত।

১৪। গৌতমী-গঙ্গা—গোদাবরীর ধারা-বিশেষ ; রাজ-মহেন্দ্রির অপর-তটে গৌতম-ঋষির আশ্রম ছিল বলিয়া গোদা-বরীর নাম গৌতমী-গঙ্গা।

১৫। মল্লিকার্জ্জুন—শ্রীশৈলম্ ; কর্ণুলের ৭০ মাইল নিম্ন-প্রদেশে কৃষ্ণা নদীর দক্ষিণ তটে অবস্থিত। বেষ্টিত প্রাচীরের কেন্দ্রস্থলে প্রধানদেবতা 'মল্লিকার্জ্জুন' শিবের মন্দির। এই শিবলিঙ্গটী জ্যোতির্লিঙ্গের অন্যতম বলিয়া প্রসিদ্ধ (কর্ণুল ম্যানুয়েল)।

১৬। অহোবল-নৃসিংহ—মধ্য ১ম পঃ ১০৬এর অনুভাষ্য দ্রষ্টব্য।

১৭। সিদ্ধবট—কুডাপা-নগরের ১০ মাইল পূর্ব্বে ; সিধৌট'-

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২৫। জন্ম হইতে যে রামনাম-জপা স্বভাব হইয়াছিল, তাহা পরিবর্ত্তিত হইয়া কৃষ্ণনাম-জপা স্বভাব হইয়া পড়িল।

২৯। অনন্ত সত্যানন্দ-চিদাত্মস্বরূপ পরমতত্ত্বে যোগিসকল রমণ (আনন্দলাভ) করেন। এই জন্যই পরমব্রহ্ম-বস্তুকে রাম-নামে অভিহিত করা যায়।

৩০। কৃষ্-ধাতু—ভূ অর্থাৎ আকর্ষক সত্ত্বা-বাচক ; ণ-শব্দ নির্বৃতি অর্থাৎ পরমানন্দ-বাচক। কৃষ্-ধাতুতে ণ-প্রত্যয় করিয়া তদুভয়ের ঐক্যে 'কৃষ্ণ'-শব্দে পরমব্রহ্ম প্রতিপাদিত হইয়াছে।

অনুভাষ্য

নামে এবং পূর্ব্বে কোন সময় 'দক্ষিণ-কাশী'-নামেও প্রসিদ্ধ ছিল। 'আশ্রম-বটবৃক্ষ' হইতে এই নামের উৎপত্তি (কুডাপা ম্যানুয়েল)।

২১। স্কন্দ—কার্ত্তিক। এই তীর্থটী হায়দ্রাবাদের মধ্যে।

২৯। যোগিনঃ (বিষয়নিবৃত্তাঃ) অনন্তে (জড়াতীতে) সত্যা-নন্দে চিদাত্মনি (সচ্চিদানন্দে) রমন্তে। ইতি [অতঃ] রামপদেন অসৌ (রামচন্দ্রঃ) পরং ব্রহ্ম অভিধীয়তে (কথ্যতে)।

রামনাম ও কৃষ্ণনামের লীলাগত বৈচিত্র্য ঃ—

পরংব্রহ্ম দুইনাম সমান হইল ।
পুনঃ আর শাস্ত্রে কিছু বিশেষ পাইল ॥ ৩১ ॥

সহস্র বিষ্ণুনাম তুল্য এক রামনাম ঃ—

পদ্মপুরাণে শ্রীরামচন্দ্রের শতনামস্তোত্রে (৯) উত্তরখণ্ডে শ্রীবিষ্ণু সহস্রনাম-স্তোত্রে (৭২।৩৩৫)—

রাম রামেতি রামেতি রমে রামে মনোরমে ।
সহস্রনামভিস্তুল্যং রামনাম বরাননে ॥ ৩২ ॥

তিনবার রামনাম-তুল্য এক কৃষ্ণ-নাম ঃ—

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণবচন—

সহস্রনাম্নাং পুণ্যানাং ত্রিরাবৃত্ত্যা তু যৎফলম্ ।
একাবৃত্ত্যা তু কৃষ্ণস্য নামৈকং তৎ প্রযচ্ছতি ॥ ৩৩ ॥

কৃষ্ণনামের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মাহাত্ম্য ঃ—

এই বাক্যে কৃষ্ণনামের মহিমা অপার ।
তথাপি লইতে নারি, শুন হেতু তার ॥ ৩৪ ॥

বিপ্রের কৃষ্ণনাম লইবার অন্য কারণ ঃ—

ইষ্টদেব রাম, তাঁর নামে সুখ পাই ।
সুখ পাঞা রামনাম রাত্রিদিন গাই ॥ ৩৫ ॥

কৃষ্ণবিগ্রহই কৃষ্ণনামদানে সমর্থ বলিয়া প্রভুকে বিপ্রের কৃষ্ণজ্ঞান ঃ—

তোমার দর্শনে যবে কৃষ্ণনাম আইল ।
তাহার মহিমা তবে হৃদয়ে লাগিল ॥ ৩৬ ॥
সেই কৃষ্ণ তুমি—ইহা সাক্ষাৎ নির্দ্ধারিল ।”
এত কহি' বিপ্র প্রভুর চরণে পড়িল ॥ ৩৭ ॥

বৃদ্ধকাশীতে শম্ভু দর্শন ঃ—

তাঁরে কৃপা করি' প্রভু চলিলা আর দিনে ।
বৃদ্ধকাশী আসি' কৈল শিব-দরশনে ॥ ৩৮ ॥

তৎপর অন্যগ্রামে অবস্থান ও বহুলোকের প্রভু-দর্শনার্থ আগমন ঃ—

তাঁহা হৈতে চলি' আগে গেলা এক গ্রামে ।
ব্রাহ্মণ-সমাজ তাঁহা, করিল বিশ্রামে ॥ ৩৯ ॥
প্রভুর প্রভাবে লোক আইল দরশনে ।
লক্ষার্ব্বুদ লোক আইসে না যায় গণনে ॥ ৪০ ॥

প্রভু-দর্শনে সকলেরই বৈষ্ণবতা-লাভ ঃ—

গোসাঞির সৌন্দর্য্য দেখি' তাতে প্রেমাবেশ ।
সবে 'কৃষ্ণ' কহে, 'বৈষ্ণব' হৈল সর্ব্বদেশ ॥ ৪১ ॥

প্রভুকর্ত্তৃক সমস্ত মতবাদিগণের বিচারখণ্ডন ঃ—

তার্কিক-মীমাংসক, যত মায়াবাদিগণ ।
সাংখ্য, পাতঞ্জল, স্মৃতি, পুরাণ, আগম ॥ ৪২ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৩১। পূর্ব্বোক্ত দুই শ্লোকের তাৎপর্য্য লইলে, রাম ও কৃষ্ণ-নামে পরমব্রহ্ম সমানার্থক, তথাপি শাস্ত্রে আরও কিছু বলিয়াছেন, তাহা পরে বলা যাইতেছে।

৩২। 'রাম' 'রাম' 'রাম' বলিয়া মনোরম যে রাম, তাহাতে আমি রমণ (আনন্দলাভ) করি। হে বরাননে, একটী রাম-নাম সহস্র বিষ্ণুনামের তুল্য ।

৩৩। (বিষ্ণুর) পবিত্র সহস্রনাম তিনবার পাঠ করিলে যে ফল হয়, কৃষ্ণনাম একবার উচ্চারিত হইলে সেই ফল দিয়া থাকেন। তাৎপর্য্য এই, এক রামনাম সহস্র বিষ্ণুনামের তুল্য। সুতরাং তিনবার রামনামের ফল একবার কৃষ্ণনামেই পাওয়া যায়।

অনুভাষ্য

৩০। কৃষি-শব্দঃ ভূ-বাচকঃ (সত্তা-নির্দ্ধারকঃ) ণশ্চ নির্বৃতি-বাচকঃ (আনন্দাভিধঃ) ; তয়োঃ (দ্বয়োঃ) ঐক্যং কৃষ্ণঃ পরং ব্রহ্ম ইতি অভিধীয়তে (কথ্যতে)।

৩১। 'রাম' ও 'কৃষ্ণ' এই দুই নামই পরব্রহ্ম ; তাহাতে সমত্ব বর্ত্তমান। পরন্তু শাস্ত্রে এই নাম-পরব্রহ্মদ্বয়ের রস-তারতম্য-বৈশিষ্ট অনুসন্ধান করিতে গিয়া বিশেষ বুঝিলাম।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৪২। তার্কিক—গৌতমীয় নৈয়ায়িক ও কণাদীয় বৈশেষিক। মীমাংসক—জৈমিনীমত-স্থাপক। মায়াবাদী—শঙ্করীয় মত-স্থাপক। সাংখ্য—কাপিলমত। পাতঞ্জল—যোগশাস্ত্র। স্মৃতি—মন্বত্রি প্রভৃতি বিংশতিধর্ম্মশাস্ত্রীয় সংহিতা। পুরাণ—অষ্টাদশ মহাপুরাণ ও অষ্টাদশ উপপুরাণ। আগম—তন্ত্রশাস্ত্র।

অনুভাষ্য

৩২। হে বরাননে, অহং রাম রামেতি রামেতি সঙ্কীর্ত্ত্য মনোরমে (মনোহরে) রামে রমে (আনন্দং প্রাপ্নোমি)। একং রাম-নাম সহস্রনামভিঃ (বিষ্ণুসহস্রনামভিঃ) তুল্যম্।

৩৩। পুণ্যানাং (পবিত্রাণাং) সহস্রনাম্নাং (বিষ্ণুসহস্রনাম্নাং) ত্রিরাবৃত্ত্যা (বারত্রয়পঠনেন) যৎ ফলং প্রাপ্নোতি, কৃষ্ণস্য একং নাম একাবৃত্ত্যা (সকৃদুচ্চারণেন) তৎ ফলং তু প্রযচ্ছতি (দদাতি)।

৩৮। বৃদ্ধকাশী—বর্ত্তমান নাম, 'বৃদ্ধাচলম্'—দক্ষিণ আর্কট-জিলায় ভেলার-নদীর অন্যতম উপনদী, 'মণিমুখে'র তটে অবস্থিত। পূর্ব্বে ইহার 'বৃদ্ধকাশী' নাম ছিল (দক্ষিণ-আর্কট ম্যানুয়েল)। কেহ কেহ 'কালহস্তিপুর'কে বৃদ্ধকাশী বলেন। রামানুজের মাতৃস্বসা-পুত্র গোবিন্দ এই শিবের অনেকদিন সেবা করেন।

নিজ-নিজ-শাস্ত্রোদ্গ্রাহে সবাই প্রচণ্ড ।
সর্ব্ব মত দুষি' প্রভু করে খণ্ড খণ্ড ॥ ৪৩ ॥

বেদান্তের অচিন্ত্যভেদাভেদরূপ ভক্তিসিদ্ধান্ত-স্থাপন ঃ—

সর্ব্বত্র স্থাপয় প্রভু বৈষ্ণবসিদ্ধান্তে ।
প্রভুর সিদ্ধান্ত কেহ না পারে খণ্ডিতে ॥ ৪৪ ॥

প্রভুর অকাট্য সিদ্ধান্তে পরাভূত-ব্যক্তিগণের ভক্তিসিদ্ধান্ত-গ্রহণ ঃ—

হারি' হারি' প্রভুমতে করেন প্রবেশ ।
এইমতে 'বৈষ্ণব' করিল দক্ষিণ দেশ ॥ ৪৫ ॥

পাষণ্ডী বৌদ্ধাচার্য্যের সশিষ্য আগমন ঃ—

পাষণ্ডী আইল যত পাণ্ডিত্য শুনিয়া ।
গর্ব্ব করি' আইল সঙ্গে শিষ্যগণ লঞা ॥ ৪৬ ॥

তাহার উদ্গ্রাহ ঃ—

বৌদ্ধাচার্য্য মহাপণ্ডিত বিজন বনেতে * ।
প্রভুর আগে উদ্গ্রাহ করি' লাগিলা বলিতে ॥ ৪৭ ॥

অসম্ভাষ্য হইলেও কৃপাপ্রকাশপূর্ব্বক তাহার বিচার-খণ্ডন ঃ—

যদ্যপি অসম্ভাষ্য বৌদ্ধ অযুক্ত দেখিতে ।
তথাপি বলিলা প্রভু গর্ব্ব খণ্ডাইতে ॥ ৪৮ ॥

অশ্রৌতপন্থী বৌদ্ধ-শাস্ত্রকে বিচার-যুক্তিদ্বারাই খণ্ডন ঃ—

তর্ক-প্রধান বৌদ্ধশাস্ত্র 'নব মতে' ।
তর্কেই খণ্ডিল প্রভু, না পারে স্থাপিতে ॥ ৪৯ ॥
বৌদ্ধাচার্য্য 'নব প্রশ্ন' সব উঠাইল ।
দৃঢ় যুক্তি-তর্কে প্রভু খণ্ড খণ্ড কৈল ॥ ৫০ ॥

বৌদ্ধাচার্য্যের পরাজয়ে লোকের হাস্য ঃ—

দার্শনিক পণ্ডিত সবাই পাইল পরাজয় ।
লোকে হাস্য করে, বৌদ্ধ পাইল লজ্জা-ভয় ॥ ৫১ ॥

বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-শ্রবণে প্রভুকে বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ভুক্ত জানিয়া বৌদ্ধাচার্য্যের ষড়যন্ত্র ঃ—

প্রভুকে বৈষ্ণব জানি' বৌদ্ধ ঘরে গেল ।
সকল বৌদ্ধ মিলি' তবে কুমন্ত্রণা কৈল ॥ ৫২ ॥

'মহাপ্রসাদে'র নামে প্রভুকে অমেধ্যান্নদ্বারা বঞ্চনচেষ্টা ঃ—

অপবিত্র অন্ন এক থালিতে ভরিয়া ।
প্রভু-আগে নিল 'মহাপ্রসাদ' বলিয়া ॥ ৫৩ ॥

যেমন কর্ম্ম, তেমন ফল ঃ—

হেনকালে মহাকায় এক পক্ষী আইল ।
ওষ্ঠে করি' থালি-সহ অন্ন লঞা গেল ॥ ৫৪ ॥
বৌদ্ধগণের উপরে অন্ন অমেধ্য হঞা ।
বৌদ্ধাচার্য্যের মাথায় থালি পড়িল বাজিয়া ॥ ৫৫ ॥

পাষণ্ডী বৌদ্ধের শাস্তি ঃ—

তেরছে পড়িল থালি,—মাথা কাটি' গেল ।
মূর্চ্ছিত হঞা আচার্য্য ভূমিতে পড়িল ॥ ৫৬ ॥

গুরুর দশা-দর্শনে শিষ্যগণের প্রভুপদে শরণাগতি ঃ—

হাহাকার করি' কান্দে সব শিষ্যগণ ।
সবে আসি' প্রভু-পদে লইল শরণ ॥ ৫৭ ॥
"তুমি ত' ঈশ্বর সাক্ষাৎ, ক্ষম অপরাধ ।
জীয়াও আমার গুরু, করহ প্রসাদ ॥" ৫৮ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৪৩। শাস্ত্রোদ্গ্রাহে—শাস্ত্র-সংস্থাপনে।

৪৪-৪৫। 'প্রভুর সিদ্ধান্ত', 'এইমতে'—প্রভুর মত অর্থাৎ বেদ, বেদান্ত ও ব্রহ্মসূত্র-স্থাপিত অচিন্ত্যভেদাভেদ-সিদ্ধান্ত।

৪৬। পাষণ্ডিগণ—বেদ, স্মৃতি, দর্শন, পুরাণ ও আগম প্রভৃতি শাস্ত্রবহির্ভূত মতবাদিগণকে পাষণ্ডী বলা যায়।

৪৮। অসম্ভাষ্য—সম্ভাষণযোগ্য নয়, যেহেতু বেদবিরুদ্ধ, ভক্তিবহির্ম্মুখ। দেখিতে অযুক্ত—নিরীশ্বর বৌদ্ধাদিকে দর্শন করিলে 'সচেলং জলমাবিশেৎ' অর্থাৎ (সাত্বত) শাস্ত্রবাক্যে নাস্তিক বৌদ্ধাদির দর্শন অযুক্ত।

অনুভাষ্য

৫১। দার্শনিক পণ্ডিত সবাই—উপস্থিত পাষণ্ডী দর্শনাচার্য্যগণ।

৫৩। অবৈষ্ণব নিজপ্রদত্ত অন্নকে সহস্রবার সহস্র কণ্ঠে

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৪৯। বৌদ্ধমতে 'হীনায়ন' ও 'মহায়ন' দুইপ্রকার পন্থা। সে-পন্থা-গমনের প্রস্থানস্বরূপ নয়টী সিদ্ধান্ত ; যথা—(১) বিশ্ব অনাদি, অতএব ঈশ্বরশূন্য ; (২) জগৎ অসত্য, (৩) অহংতত্ত্ব, (৪) জন্ম-জন্মান্তর ও পরলোক প্রকৃত, (৫) বুদ্ধই তত্ত্বলাভের উপায়, (৬) নির্ব্বাণই পরম তত্ত্ব, (৭) বৌদ্ধদর্শনই দর্শন, (৮) বেদ—মানব-রচিত, (৯) দয়াদি সদ্ধর্ম্মাচরণই বৌদ্ধ-জীবন।

৫৩। অপবিত্র—বৈষ্ণবের গ্রহণের অযোগ্য।

অনুভাষ্য

'মহাপ্রসাদ' বলিয়া বিজ্ঞাপিত করিলেও অথবা বহির্দৃষ্টিতে তাহার নৈবেদ্য-সজ্জার প্রণালীতে বিন্দুমাত্র ত্রুটী লক্ষিত না হইলেও প্রকৃতপক্ষে বিষ্ণুদাস্য বা চিদ্দর্শনের অভাব অর্থাৎ বিষ্ণুবিমুখতা-হেতু তৎপ্রদত্ত অন্ন কখনই বিষ্ণু গ্রহণ করেন না। সুতরাং শুদ্ধ-বৈষ্ণবদাস তাহাকে 'অমেধ্য' বলিয়া জ্ঞান করিবেন, কখনও গ্রহণ বা ভক্ষণ করিবেন না।

* *'বিজন বনেতে'—জনশূন্যস্থানে মহাপণ্ডিত; পাঠান্তরে 'নিজ নবমতে'।*

শরণাগতির পর তাঁহাদিগকে প্রভুকর্ত্তৃক কৃষ্ণনাম-দান ঃ—

প্রভু কহে,—"সবে কহ 'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' 'হরি'।
গুরুকর্ণে কহ কৃষ্ণনাম উচ্চ করি'॥ ৫৯॥

চৈতন্যমুখ-কীর্ত্তিত কৃষ্ণনাম-শ্রবণেই অচৈতন্য মায়াবাদী জীবের চৈতন্যলাভ বা বৈষ্ণবতা ঃ—

তোমা-সবার গুরু তবে পাইবে চেতন।"
সব বৌদ্ধ মিলি' করে কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন॥ ৬০॥
গুরু-কর্ণে কহে সবে 'কৃষ্ণ' 'রাম' 'হরি'।
চেতন পাঞা আচার্য্য বলে 'হরি' 'হরি'॥ ৬১॥

বৌদ্ধের প্রভুকে কৃষ্ণজ্ঞানে স্তুতি ঃ—

কৃষ্ণ বলি' আচার্য্য প্রভুরে করেন বিনয়।
দেখিয়া সকল লোক হইল বিস্ময়॥ ৬২॥

প্রভুর অন্তর্দ্ধান ঃ—

এইরূপে কৌতুক করি' শচীর নন্দন।
অন্তর্দ্ধান কৈল, কেহ না পায় দর্শন॥ ৬৩॥

তিরুপতি-তিরুমলয়ে আগমন ও বালাজীউ-দর্শন ঃ—

মহাপ্রভু চলি' আইলা ত্রিপতি-ত্রিমল্লে।
চতুর্ভুজ-মূর্ত্তি দেখি' ব্যেঙ্কটাদ্রে চলে॥ ৬৪॥

ব্যেঙ্কটাচলে শ্রীরাম-দর্শন ঃ—

ত্রিপতি আসিয়া কৈল শ্রীরাম-দরশন।
রঘুনাথ-আগে কৈল প্রণাম-স্তবন॥ ৬৫॥

পানা-নৃসিংহ-দর্শন ঃ—

স্বপ্রভাবে লোক সবার করাঞা বিস্ময়।
পানা-নৃসিংহে আইলা প্রভু দয়াময়॥ ৬৬॥
নৃসিংহে প্রণতি-স্তুতি প্রেমাবেশে কৈল।
প্রভুর প্রভাবে লোক চমৎকার হৈল॥ ৬৭॥

শিবকাঞ্চীতে শিবদর্শন ও প্রভুকৃপায় শৈবগণের বৈষ্ণবতালাভ ঃ—

শিবকাঞ্চী আসিয়া কৈল শিব-দরশন।
প্রভাবে 'বৈষ্ণব' কৈল সব শৈবগণ॥ ৬৮॥

বিষ্ণুকাঞ্চীতে লক্ষ্মী-নারায়ণ দর্শন ও তত্রস্থ লোকের কৃষ্ণভক্তি-লাভ ঃ—

বিষ্ণুকাঞ্চী আসি' দেখিল লক্ষ্মী-নারায়ণ।
প্রণাম করিয়া কৈল বহুত স্তবন॥ ৬৯॥
প্রেমাবেশে নৃত্য-গীত বহুত করিল।
দিন-দুই রহি' লোকে 'কৃষ্ণভক্ত' কৈল॥ ৭০॥

অনুভাষ্য

৫৯-৬১। সব বৌদ্ধ—বৌদ্ধগণ প্রভুর শ্রীমুখে কৃষ্ণনাম দীক্ষা লাভ করিবার পর তখন আর পূর্ব্বের ন্যায় পাষণ্ডবৎ আচরণকারী বৌদ্ধ নহেন। তাহারা 'বৈষ্ণব' হইয়া জীবের স্বরূপধর্ম্ম বিষ্ণুপূজা আরম্ভ করিয়াছেন। গুরুই শিষ্যকে উদ্ধার করেন অর্থাৎ অচৈতন্য শিষ্যের চৈতন্য সম্পাদন করিয়া বিষ্ণু-পূজায় উদ্বোধিত ও নিযুক্ত করেন—ইহাই 'দীক্ষা' বা দিব্যজ্ঞান। কিন্তু এক্ষেত্রে অচেতন বৌদ্ধাচার্য্যের পূর্ব্ব-শিষ্যগণই প্রভুর কৃপায় কৃষ্ণনামে চৈতন্য লাভপূর্ব্বক গুরুব্রুবের কর্ণে কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করিয়া আচার্য্যের কার্য্য করিলেন। এস্থলে বহির্দৃষ্টিতে গুরু ও শিষ্য অর্থাৎ বৌদ্ধাচার্য্য ও তচ্ছিষ্যবর্গ পরস্পর বিপরীত পদবী লাভ করিলেও বস্তুতঃ কৃষ্ণকৃপাপ্রাপ্ত লব্ধচৈতন্য কৃষ্ণ-নামোচ্চারণকারীই 'গুরু' এবং অচৈতন্য ব্যক্তিই 'লঘু' অর্থাৎ তচ্ছিষ্য হইলেন,—ইহাই জগদ্গুরু প্রভুর শিক্ষা।

৬৪। প্রভুর ভ্রমণস্থানগুলি প্রায় সঠিক বর্ণনা করা যাই-তেছে,—

তিরুপতি—'তিরুপটুর'—উত্তর আর্কটে চন্দ্রগিরি-তালুকের অন্তর্গত প্রসিদ্ধ তীর্থ। ব্যেঙ্কটেশ্বরের নামানুসারে ব্যেঙ্কট-গিরি বা ব্যেঙ্কট-পর্ব্বতের উপর ৮ মাইল দূরে 'শ্রী' ও 'ভূ' শক্তিদ্বয়সহ চতুর্ভুজ 'বালাজী' বা ব্যেঙ্কটেশ্বর বিষ্ণুবিগ্রহ আছেন। ইহাকে 'ব্যেঙ্কটক্ষেত্র'ও বলে। সমগ্র দাক্ষিণাত্যে ইহা একটী শ্রেষ্ঠ

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৬৬। পানা-নৃসিংহ—চিনির পানা অর্থাৎ সরবৎ যে নৃসিংহের স্থানে ভোগ হয়।

অনুভাষ্য

ঐশ্বর্য্যসম্পৎশালী মন্দির। আশ্বিনমাসে এইস্থানে অতি বৃহৎ মেলা হয়। এম্, এস, এম্, আর, লাইনে 'তিরুপতি' রেলষ্টেশন আছে। 'নিম্ন-তিরুপতি'—ব্যেঙ্কটাচলের উপত্যকায় অবস্থিত। তথায় কয়েকটী মন্দির বর্ত্তমান। এখানে গোবিন্দরাজ ও রামচন্দ্র-মূর্ত্তি আছেন। 'তিরুমল্লয়'—সম্ভবতঃ ঊর্দ্ধ-তিরুপতি'র প্রাচীন কালের নামান্তর।

৬৬। পানা-নৃসিংহ (পানাকল্ নরসিংহ)—কৃষ্ণ-জিলায় বেজওয়াদা-শহরের ৭ মাইল দূরে 'মঙ্গলগিরি'র মধ্যে অবস্থিত ও ৬০০ সোপান অতিক্রম করিবার পর প্রসিদ্ধ মন্দির। প্রবাদ—এই নৃসিংহদেবকে সরবৎ ভোগ দিলে, ইনি সরবতের অর্দ্ধেকের বেশী গ্রহণ করেন না। এই মন্দিরে তাঞ্জোরের ভূতপূর্ব্ব মহারাজা 'কৃষ্ণের ব্যবহৃত বলিয়া কথিত' একটী শঙ্খ দান করেন। মার্চ্চ মাসে এইস্থানে অতি বৃহৎ মেলা হয়।

৬৮। শিবকাঞ্চী—কঞ্জিভিরাম্—'দক্ষিণকাশী'-নামে পরিচিত। এখানে অসংখ্য শিবলিঙ্গ আছেন, তন্মধ্যে 'একাম্বর কৈলাসনাথে'র মন্দিরটী অতি প্রাচীন।

৬৯। বিষ্ণুকাঞ্চী—কঞ্জিভিরাম্ হইতে ৫ মাইল দূরে; এখানে 'বরদরাজ' বিষ্ণু-বিগ্রহ এবং 'অনন্ত-সরোবর' আছেন।

ত্রিকালহস্তীতে শম্ভুদর্শন ঃ—

ত্রিমলয় দেখি' গেলা ত্রিকালহস্তী-স্থানে ।
মহাদেব দেখি' তাঁরে করিল প্রণামে ॥ ৭১ ॥

পক্ষীতীর্থে শিব-দর্শন, বৃদ্ধকোল-তীর্থে শ্বেতবরাহবিগ্রহ-দর্শন ঃ—

পক্ষীতীর্থ দেখি' কৈল শিব দরশন ।
বৃদ্ধকোল-তীর্থে তবে করিলা গমন ॥ ৭২ ॥

পীতাম্বর-শম্ভু দর্শন ঃ—

শ্বেতবরাহ দেখি', তাঁরে নমস্করি' ।
পীতাম্বর-শিব-স্থানে গেলা গৌরহরি ॥ ৭৩ ॥

শিয়ালী-ভৈরবীরূপিণী কাত্যায়নীর দর্শন ঃ—

শিয়ালী ভৈরবী দেবী করি' দরশন ।
কাবেরীর তীরে আইলা শচীর নন্দন ॥ ৭৪ ॥

কাবেরী তটে শম্ভু-দর্শন ঃ—

গো-সমাজে শিব দেখি' আইলা বেদাবন ।
মহাদেব দেখি' তাঁরে করিলা বন্দন ॥ ৭৫ ॥

প্রভুকৃপায় শৈবগণের বৈষ্ণবতা ঃ—

অমৃতলিঙ্গ-শিব দেখি' বন্দন করিল ।
সব শিবালয়ে শৈব 'বৈষ্ণব' হইল ॥ ৭৬ ॥

দেবস্থানে বিষ্ণুদর্শন ও 'শ্রীবৈষ্ণব'সঙ্গে আলাপ ঃ—

দেবস্থানে আসি' কৈল বিষ্ণু-দরশন ।
শ্রী-বৈষ্ণবের সঙ্গে তাঁহা গোষ্ঠী অনুক্ষণ ॥ ৭৭ ॥

কুম্ভকোণমে সরোবর-দর্শন, শিবক্ষেত্রে শিব-দর্শন ঃ—

কুম্ভকর্ণ-কপালে দেখি' সরোবর ।
শিব-ক্ষেত্রে শিব দেখে গৌরাঙ্গসুন্দর ॥ ৭৮ ॥

পাপনাশনে বিষ্ণুদর্শনান্তে শ্রীরঙ্গমে গমন ঃ—

পাপনাশনে বিষ্ণু কৈল দরশন ।
শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে তবে করিলা গমন ॥ ৭৯ ॥

স্নানান্তে রঙ্গনাথ-দর্শন ও নৃত্য-গীত ঃ—

কাবেরীতে স্নান করি' দেখি' জগন্নাথ ।
স্তুতি-প্রণতি করি' মানিলা কৃতার্থ ॥ ৮০ ॥

অনুভাষ্য

৭১। ত্রিমলয়—তাঞ্জোর বা তৌণ্ডীর-মণ্ডলের মধ্যে।

'ত্রিকালহস্তী'—তিরুপতি হইতে ২২ মাইল উত্তর-পূর্ব্ব দিকে সুবর্ণমুখী-নদীর দক্ষিণতটে অবস্থিত ; 'শ্রীকালহস্তী', বা প্রচলিত ভাষায় 'কালহস্তী'-নামেও কথিত। 'বায়ুলিঙ্গ-শিবে'র মন্দিরের জন্য বিখ্যাত (উত্তর আর্কট-ম্যানুয়েল)।

৭২। পক্ষীতীর্থ—'তিরুকাডিকুণ্ডম্'—চিংলিপট্ হইতে ৯ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্বে, সমতল হইতে ৫০০ ফিট উচ্চ গিরিমালার উপর একটী শিব-মন্দির। ঐ গিরির নাম বেদগিরি বা বেদাচলম্ এবং মূর্ত্তির নাম—বেদগিরীশ্বর। প্রত্যহ দুইটী বাজ পক্ষী আসিয়া সেবায়েত পূজারীর নিকট আহার প্রাপ্ত হয় ; প্রবাদ, আবহমান-কাল হইতে এরূপ চলিয়া আসিতেছে (চিংলিপট্ ম্যানুয়েল)।

বৃদ্ধকোল—শ্রীবরাহ-বিগ্রহের মন্দির ; উহা একটীমাত্র প্রস্তরে নির্ম্মিত,—'মহাবলীপুরম্' বা 'সপ্তমন্দিরে'র অন্তর্গত 'বলিপীঠম্' হইতে প্রায় একমাইল দক্ষিণে। এই মন্দিরাভ্যন্তরস্থ বরাহরূপী বিষ্ণুবিগ্রহের উপরে 'শেষ'-নাগ ছত্র ধারণ করিয়া আছেন।

৭৩। পীতাম্বর—'চিদাম্বরম্',—'কুডালোর'-নগর হইতে ২৬ মাইল দক্ষিণে। বিগ্রহের নাম—'আকাশলিঙ্গ' শিব। এই সুবৃহৎ মন্দিরটী ৩৯ একর জমির উপর অধিষ্ঠিত এবং চতুর্দ্দিকে ৬০ ফিট প্রশস্ত পথে পরিবেষ্টিত (দক্ষিণ আর্কট ম্যানুয়েল)।

৭৪। শিয়ালি—তাঞ্জোর জিলায় ; তাঞ্জোর-নগর হইতে ৪৮ মাইল উত্তরপূর্ব্বদিকে ঐ নামীয় তালুকের অন্তর্গত প্রধান গ্রাম। এস্থানে একটী বিখ্যাত শৈবমন্দির ও প্রকাণ্ড সরোবর আছে। ঐ মন্দিরটী 'তিরুজ্ঞান সম্বন্ধর' নামক একটী শৈবের নামে উৎসর্গী-কৃত। প্রবাদ,—ঐ শিবভক্ত শিশুরূপে মন্দিরে আগমন করিলে ভৈরবী তাহাকে স্তন্যপান করাইতেন (তাঞ্জোর গেজেটিয়ার)।*
তথা হইতে প্রভু ত্রিচিনপল্লী-জিলায় কোলিরন বা কাবেরী নদীতীরে আসিলেন।

কাবেরী—"কাবেরী চ মহাপুণ্যা" (ভাঃ ১১।৫।৪০)।

৭৫। গো-সমাজ—শৈবতীর্থ। বেদাবন—তাঞ্জোর-জিলার তিরুত্তরাইমণ্ডি-তালুকের দক্ষিণপূর্ব্ব-কোণে এবং পয়েণ্ট কলি-মিয়ারের ৫ মাইল উত্তরে অবস্থিত। তত্রস্থ ব্রাহ্মণগণের মতে, তীর্থহিসাবে রামেশ্বরের পরেই ইহার স্থান (তাঞ্জোর গেজে-টিয়ার)।

৭৮। কুম্ভকর্ণ-কপাল—'কপাল' অর্থাৎ মাথার খুলি। কুম্ভ-কর্ণই তাঞ্জোর-জিলাস্থিত বর্ত্তমান কুম্ভকোণম্-নগর,—তাঞ্জোর-নগর হইতে ২০ মাইল উত্তরপূর্ব্ব-দিকে। এস্থানে ১২টী শিব-মন্দির, ৪টী বিষ্ণুমন্দির ও একটী ব্রহ্মার মন্দির আছে (তাঞ্জোর গেজেটিয়ার)।

শিবক্ষেত্র—তাঞ্জোর-নগরে একটী শিবগঙ্গা-সরোবর আছে। স্থানীয় বৃহৎ বৃহতীশ্বর-শিবমন্দিরটীও এইস্থলে বুঝাইতে পারে।

৭৯। পাপনাশন—কুম্ভকোণম্ হইতে ৮ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে (তাঞ্জোর গেজেটিয়ার)। তিনেভেলি-জিলান্তর্গত পালম-কোটা নগর হইতে ২৯ মাইল পশ্চিমেও পাপনাশন-নামে একটী নগর আছে ; এই স্থানেই একটী মন্দিরের নিকটে তাম্রপর্ণী-নদী

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৭৮। কুম্ভকর্ণ-কপালে—কুম্ভকর্ণের মস্তকের খুলিতে যে সরোবর হইয়াছিল, তাহা দেখিয়া।

** এই পরিচ্ছেদের ৩৫৮ সংখ্যা পয়ারের অনুভাষ্য দ্রষ্টব্য।*

প্রেমাবেশে কৈল বহুত গান নর্ত্তন ।
দেখি' চমৎকার হৈল সব লোকের মন ॥ ৮১ ॥

রঙ্গক্ষেত্রপ্রবাসী ব্যেঙ্কটভট্টের প্রভুকে নিমন্ত্রণ ঃ—

শ্রী-বৈষ্ণব এক,—'ব্যেঙ্কট ভট্ট' নাম ।
প্রভুরে নিমন্ত্রণ কৈল করিয়া সম্মান ॥ ৮২ ॥

ব্যেঙ্কটভট্টের প্রভুসেবা—তদ্গৃহে চাতুর্ম্মাস্য-যাপন-জন্য প্রার্থনা ঃ—

নিজ-ঘরে লঞা কৈল পাদপ্রক্ষালন ।
সেই জল লঞা কৈল সবংশে ভক্ষণ ॥ ৮৩ ॥

ভিক্ষা করাঞা কিছু কৈল নিবেদন ।
"চাতুর্ম্মাস্য আসি', প্রভু, হৈল উপসন্ন ॥ ৮৪ ॥
চাতুর্ম্মাস্যে কৃপা করি' রহ মোর ঘরে ।
কৃষ্ণকথা কহি' কৃপায় উদ্ধার' আমারে ॥" ৮৫ ॥

ব্যেঙ্কটভট্ট-গৃহে প্রভুর চাতুর্ম্মাস্য-যাপন ঃ—

তাঁর ঘরে রহিলা প্রভু কৃষ্ণকথা-রসে ।
ভট্টসঙ্গে গোঙাইল সুখে চারি মাসে ॥ ৮৬ ॥

প্রতিদিন রঙ্গনাথ-দর্শন ঃ—

কাবেরীতে স্নান করি' শ্রীরঙ্গ-দর্শন ।
প্রতিদিন প্রেমাবেশে করেন নর্ত্তন ॥ ৮৭ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৮২। ব্যেঙ্কটভট্ট, তদীয় ভ্রাতা ত্রিমল্লভট্ট ও প্রবোধানন্দ সরস্বতী,—ইঁহারা পূর্ব্বে শ্রীসম্প্রদায়ে আচার্য্যস্বরূপ ছিলেন। ব্যেঙ্কটভট্টের পুত্রের নামই শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামী।

অনুভাষ্য

পাহাড় হইতে সমতলভূমিতে আসিয়া পড়িয়াছে (তিনেভেলি ম্যানুয়েল)।

শ্রীরঙ্গক্ষেত্র—ত্রিচিনপল্লীর নিকট কাবেরী বা কোলিরন-নদীর উপর শ্রীরঙ্গম্ অবস্থিত—তাঞ্জোর জেলায় কুম্ভকোণম্ হইতে ৪/৫ ক্রোশ পশ্চিমে। শ্রীরঙ্গনাথের মন্দিরটী ভারতের যাবতীয় মন্দির অপেক্ষা বৃহৎ ; ইহার সাতটী প্রাকার আছে। শ্রীরঙ্গমের সাতটী রাস্তার প্রাচীন নাম,—১। ধর্ম্মের পথ, ২। রাজমহেন্দ্রের পথ, ৩। কুলশেখরের পথ, ৪। আলিনাড়নের পথ, ৫। তিরুবিক্রমের পথ, ৬। মাড়মাড়ি-গাইসের তিরুবিডি পথ এবং ৭। অড়ইয়াবলইন্দানের পথ। চোলরাজ আদিকুলোত্তুঙ্গের পূর্ব্বে রাজমহেন্দ্র রাজ্য করেন ; তৎপূর্ব্বে ধর্ম্মবর্ম্ম ; তৎপূর্ব্বে শ্রীরঙ্গমের পত্তন হয়। কুলশেখর প্রভৃতি কয়েকজন ও আলবন্দারু শ্রীরঙ্গ-মন্দিরে বাস করিয়াছিলেন। যামুনাচার্য্য, শ্রীরামানুজ, সুদর্শনাচার্য্য প্রভৃতি শ্রীরঙ্গনাথের সেবার প্রধান অধ্যক্ষতা করেন। লক্ষ্ম্যবতার 'গোদাদেবী'—যিনি দ্বাদশজন সিদ্ধ দিব্যসূরির মধ্যে অন্যতমা, তিনি—শ্রীরঙ্গনাথের সহিত পরিণীতা হইয়া ভগবৎ-দেহে প্রবেশ করেন। কার্ম্মুকাবতার তিরুমঙ্গই আলোবর দস্যু-বৃত্তিদ্বারা সঞ্চিতধনে শ্রীরঙ্গনাথের চতুর্থপ্রাকার বা প্রাচীর ও অন্যান্য গৃহাদি নির্ম্মাণ করিয়া দেন। কথিত আছে,—২৮৯ কল্যব্দে তোণ্ডরডিপ্পডি আলোবার জন্মগ্রহণ করিয়া ভক্তিযাজন করিতে করিতে কোন বারমুখীর প্রলোভনে পতিত হন। শ্রীরঙ্গ-নাথ স্বীয় সেবকের দুর্দ্দশা-দর্শনে তাঁহাকে উদ্ধার-মানসে নিজের একটী স্বর্ণপাত্র কোন সেবকদ্বারা ঐ নারীর গৃহে পাঠাইয়া দেন। মন্দিরে স্বর্ণপাত্র নাই দেখিয়া বহু অনুসন্ধানে উহা তাঁহার গৃহে পাওয়া গেল। রঙ্গনাথ-কৃপা-দর্শনে ভক্তের ভ্রম নিরসন হইল। তিরুমঙ্গইর আবির্ভাব-কালের পূর্ব্বে রঙ্গনাথের তৃতীয় প্রাকারে ইনি তুলসী-কানন রচনা করিয়াছিলেন। শ্রীরামানুজের শিষ্য—কুরেশ, তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র—শ্রীরামপিল্লাই, তৎপুত্র—বাগ্‌বিজয় ভট্ট, তৎপুত্র—বেদব্যাস ভট্ট বা শ্রীসুদর্শনাচার্য্য। এই মহাত্মার বার্দ্ধক্য-কালে মুসলমানগণ রঙ্গনাথমন্দির আক্রমণ করেন এবং দ্বাদশ-সহস্র শ্রী-বৈষ্ণবকে হনন করেন। শ্রীরঙ্গনাথদেবকে তিরুপতিতে স্থানান্তরিত করা হয়। বিজয়নগর রাজ্যের অধীনে গিঙ্গির শাসন-কর্ত্তা শ্রী-বৈষ্ণবব্রাহ্মণ 'কম্পন্ন উদৈয়র' বা 'গোপ্পণার্য্য' শ্রী-বৈষ্ণবগণের প্রার্থনামতে শ্রীরঙ্গনাথদেবকে 'তিরুপতি' হইতে 'সিংহব্রহ্মে' আনয়ন করিয়া তিন বৎসর রাখেন ও পরে ১২৯৩ শকাব্দে শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করেন। শ্রীরঙ্গনাথ-মন্দিরের প্রাকারের পূর্ব্বগাত্রে শ্রীল বেদান্ত-দেশিক-রচিত এই শ্লোক খোদিত আছে ; যথা—

"আনীয় নীলশৃঙ্গদ্যুতিরচিত-জগদ্রঞ্জনাদঞ্জনাদ্রেঃ
শ্রেণ্যামারাধ্য কঞ্চিৎ সময়মথ নিহত্যোদ্ধনুষ্কাংস্তুলুষ্কান্।
লক্ষ্মী-ক্ষ্মাভ্যামুভাভ্যাং সহ নিজনগরে স্থাপয়ন্ রঙ্গনাথং
সম্যগ্‌বর্য্যাং সপর্য্যাং পুনরকৃতযশো দর্পণো গোপ্পণার্য্যঃ।।"
"বিশ্বেশং রঙ্গরাজং বৃষভগিরিতটাৎ গোপ্পণঃ ক্ষৌণিদেবো
নীত্বা স্বাং রাজধানীং নিজবলনিহতোৎসিক্ত-তৌলুষ্কসৈন্যঃ।
কৃত্বা শ্রীরঙ্গভূমিং কৃতযুগসহিতাং তত্ত্ব লক্ষ্মী-মহীভ্যাং
সংস্থাপ্যাস্যাং সরোজোদ্ভবং ইব কুরুত সাধুচর্য্যাং সপর্য্যাম্।।"

৮০। কাবেরীর জলপানে ভগবদ্ভক্তি, ভাঃ ১১।৫।৪০ দ্রষ্টব্য।

৮২। শ্রীব্যেঙ্কটভট্ট—শ্রীরঙ্গক্ষেত্র-প্রবাসী জনৈক শ্রী-সম্প্রদায়স্থ ব্রাহ্মণ। শ্রীরঙ্গ—তামিলদেশের অন্তর্ভুক্ত, তজ্জন্য তথাকার অধিবাসীর 'ব্যেঙ্কট', 'তিরুমলয়' প্রভৃতি নাম বর্ত্তমানকালে হয় না। এই বংশ সম্ভবতঃ কিছুদিন পূর্ব্ব হইতে শ্রীরঙ্গমে বাস করিতেছিলেন। ব্যেঙ্কটভট্ট—'বড়গলই'-শাখাস্থ রামানুজীয়-

প্রভুদর্শনে লোকের অশোক-অভয়-অমৃত-লাভ ঃ—

সৌন্দর্য্যাদি প্রেমাবেশ দেখি' সর্ব্বলোক ।
দেখিবারে আইসে, দেখে, খণ্ডে দুঃখ-শোক ॥ ৮৮ ॥

অসংখ্য লোকের প্রভুর দর্শনফলে কৃষ্ণভক্তি-লাভ ঃ—

লক্ষ লক্ষ লোক আইল নানা-দেশ হৈতে ।
সবে কৃষ্ণনাম কহে প্রভুকে দেখিতে ॥ ৮৯ ॥
কৃষ্ণনাম বিনা কেহ নাহি কহে আর ।
সবে কৃষ্ণভক্ত হৈল,—লোকে চমৎকার ॥ ৯০ ॥

এক এক বৈষ্ণববিপ্রের গৃহে এক এক দিন ভিক্ষা ঃ—

শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে বৈসে যত বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণ ।
এক এক দিন সবে কৈল নিমন্ত্রণ ॥ ৯১ ॥
এক এক দিনে চাতুর্ম্মাস্য পূর্ণ হৈল ।
কতক ব্রাহ্মণ ভিক্ষা দিতে না পাইল ॥ ৯২ ॥

এক শরণাগত সেবোন্মুখ বিপ্রের গীতাপাঠ ঃ—

সেই ক্ষেত্রে রহে এক বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণ ।
দেবালয়ে আসি' করে গীতা আবর্ত্তন ॥ ৯৩ ॥

শুদ্ধভক্তিযোগে জড়বিদ্যা বা পাণ্ডিত্যাভিমান বা কৃত্রিম ভাবাভাস নাই ঃ—

অষ্টাদশাধ্যায় পড়ে আনন্দ-আবেশে ।
অশুদ্ধ পড়েন, লোক করে উপহাসে ॥ ৯৪ ॥
কেহ হাসে, কেহ নিন্দে, তাহা নাহি মানে ।
আবিষ্ট হঞা গীতা পড়ে আনন্দিত-মনে ॥ ৯৫ ॥

নিবৃত্তানর্থ লব্ধচেতন পুরুষের সাত্ত্বিক ভাব ঃ—

পুলকাশ্রু, কম্প, স্বেদ,—যাবৎ পঠন ।
দেখি' আনন্দিত হৈল মহাপ্রভুর মন ॥ ৯৬ ॥

তাঁহার ভাবদর্শনে প্রভুর কারণ জিজ্ঞাসা ঃ—

মহাপ্রভু পুছিল তাঁরে,—"শুন, মহাশয় ।
কোন্ অর্থ জানি' তোমার এত সুখ হয় ॥" ৯৭ ॥

বাস্তবসত্যে বিশ্বাসী বিপ্রের সরলভাবে উত্তর ঃ—

বিপ্র কহে,—"মূর্খ আমি, শব্দার্থ না জানি ।
শুদ্ধাশুদ্ধ গীতা পড়ি, গুরু-আজ্ঞা মানি ॥ ৯৮ ॥
অর্জ্জুনের রথে কৃষ্ণ হয় রজ্জুধর ।
বসিয়াছেন তাতে—যেন শ্যামল-সুন্দর ॥ ৯৯ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৯৩। বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণ—'গোবিন্দের কড়চায়' (?) এই ব্রাহ্মণের নাম 'যুধিষ্ঠির' বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

অনুভাষ্য

বৈষ্ণব। ইঁহার অন্যতম ভ্রাতা—ত্রিদণ্ডী রামানুজীয়ার্য্যস্বামী শ্রীপাদ প্রবোধানন্দ সরস্বতী। ব্যেঙ্কটের পুত্রই শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামী—আদি ১০ম পঃ ১০৫ সংখ্যা এবং শ্রীভক্তিরত্নাকরে ১ম তরঙ্গ দ্রষ্টব্য।

অনুভাষ্য

৯৪-৯৬। (ভাঃ ১।৫।১১)—"তদ্বাগ্বিসর্গো জনতাঘবিপ্লবো যস্মিন্ প্রতিশ্লোকমবদ্ধবত্যপি। নামান্যনন্তস্য যশোহঙ্কিতানি যৎ শৃণ্বন্তি গায়ন্তি গৃণন্তি সাধবঃ।।" এবং ভাঃ ৪।৩১।২১, ১১।১২।৫-৯ ; ভাঃ ২।৩।২৪ "তদশ্মসারং' শ্লোকের বিশ্বনাথ-চক্রবর্ত্তি-ঠাকুরের 'সারার্থদর্শিনী' টীকা * বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য।

** যাহাতে অনন্তস্বরূপ কৃষ্ণের যশোঙ্কিত নামসকল বিন্যস্ত আছে, তাহাতে প্রতি শ্লোক সুন্দর রচিত না হইলেও, সেই বাক্যবিন্যাসই জীবের যাবতীয় পাপরাশি বিধ্বংস করে। সাধুগণ তাহাই শ্রবণ ও কীর্ত্তন করেন (ভাঃ ১।৫।১১)। 'তদশ্মসারং' (ভাঃ ২।৩।২৪) শ্লোকের সারার্থদর্শিনী-টীকা—বহু নামগ্রহণ-সত্ত্বেও চিত্ত দ্রবীভূত না হইলে উহা নামাপরাধের লক্ষণ, বুঝিতে হইবে। কিন্তু অশ্রু, পুলকই চিত্তদ্রবতার লক্ষণ, ইহাও বলিতে পারা যায় না। কারণ শ্রীরূপগোস্বামী বলিয়াছেন,—"নিসর্গপিচ্ছিলস্বান্তে তদভ্যাসপরেঽপি চ। সত্ত্বাভাসং বিনাপি স্যুঃ ক্বাপ্যশ্রুপুলকাদয়ঃ।। (ভঃ রঃ সিঃ ২।৩।৮৯)—অর্থাৎ যাহাদের হৃদয় স্বভাবতঃ পিচ্ছিল এবং যাহারা অশ্রুপাতাদি অভ্যাস করিয়াছে, তাহাদের হৃদয়ে সত্ত্বাভাস-বিনাও কোন কোন স্থলে অশ্রুপুলকাদি দেখা যায়। আবার, অতিগম্ভীর মহানুভব-ভক্তগণ হরিনামদ্বারা দ্রবচিত্ত হইলেও তাঁহাদের (অনেকস্থলে) অশ্রুপুলকাদি দৃষ্ট হয় না। অতএব উক্ত শ্লোক এইপ্রকারে ব্যাখ্যা করিতে হইবে,—হরিনাম গ্রহণ করিয়া বাহিরে অশ্রু-পুলকাদি বিকার দৃষ্ট হইলেও যে হৃদয় বিগলিত হয় না, তাহা পাষাণ-সদৃশই, এই অর্থ। হৃদয়-বিকারের অসাধারণ-লক্ষণ হইতেছে—"(১) ক্ষান্তিঃ, (২) অব্যর্থকালত্বং, (৩) বিরক্তিঃ, (৪) মানশূন্যতা। (৫) আশাবন্ধ, (৬) সমুৎকণ্ঠা, (৭) নামগানে সদা রুচিঃ।। (৮) আসক্তিঃ তদ্গুণাখ্যানে, (৯) প্রীতিঃ তদ্বসতিস্থলে। ইত্যাদয়োঽনুভাবাঃ স্যুর্জাতভাবাঙ্কুরে জনে।।" (ভঃ রঃ সিঃ ১।৩।২৫)। নির্ম্মৎসর উত্তমাধিকারি-গণের নামগ্রহণ-মাত্রই নামমাধুর্য্য অনুভব হয়, তখন হৃদয় বিকার হইয়া থাকে। হৃদয় বিকার হইলে 'ক্ষান্তি' প্রভৃতি নয়প্রকার অসাধারণ লক্ষণ ও অশ্রুপুলকাদি সাধারণ লক্ষণ প্রকাশিত হয়। কিন্তু মাৎসর্য্যপরায়ণ কনিষ্ঠাধিকারিগণের চিত্ত অপরাধময় বলিয়া বহু নামগ্রহণেও নামের মাধুর্য্যানুভব না হওয়ায় চিত্ত বিকারপ্রাপ্তই হয় না। ফলে তাহাদের 'ক্ষান্তি'-আদি (অসাধারণ) লক্ষণসকল কখনই প্রকাশিত হয় না। অশ্রু-পুলকাদি সাধারণ-লক্ষণ দৃষ্ট হইলেও পাষাণতুল্য হৃদয় বলিয়া তাহারা নিন্দনীয়। সাধুসঙ্গক্রমে অনর্থনিবৃত্তি, নিষ্ঠা, রুচি প্রভৃতি ভূমিকায় উন্নীত হইলে তাহাদেরও যথাকালে চিত্ত দ্রব হয় এবং চিত্তের কাঠিন্যভাব দূরীভূত হয়। কিন্তু যাঁহাদের চিত্ত দ্রব হইলেও চিত্তের কাঠিন্যই থাকিয়া যায়, তাহাদিগকে দুরারোগ্যই জানিতে হইবে।*

অর্জ্জুনেরে কহিলেন হিত-উপদেশ ।
তাঁরে দেখি' হয় মোর আনন্দ-আবেশ ॥ ১০০ ॥
যাবৎ পড়োঁ, তাবৎ পাঙ তাঁর দরশন ।
এই লাগি' গীতা-পাঠ না ছাড়ে মোর মন ॥" ১০১ ॥

প্রভুকর্ত্তৃক শুদ্ধচিত্ত ঐকান্তিক ভক্তের প্রশংসা ঃ—

প্রভু কহে,—"গীতা-পাঠে তোমারই অধিকার ।
তুমি সে জানহ এই গীতার অর্থ-সার ॥" ১০২ ॥

বিপ্রকে প্রভুর আলিঙ্গন ও প্রভুকে বিপ্রের কৃষ্ণ-জ্ঞান ঃ—

এত বলি' সেই বিপ্রে কৈল আলিঙ্গন ।
প্রভু-পদ ধরি' বিপ্র করেন রোদন ॥ ১০৩ ॥
"তোমা দেখি' তাহা হৈতে দ্বিগুণ সুখ হয় ।
সেই কৃষ্ণ তুমি,—হেন মোর মনে লয় ॥" ১০৪ ॥

কর্ম্মজ্ঞান-অন্যাভিলাষশূন্য অকৈতব শুদ্ধমনই বৃন্দাবন,
তাহাতেই সম্বিদ্‌বিগ্রহ কৃষ্ণের অধিষ্ঠান ঃ—

কৃষ্ণস্ফূর্ত্তে তাঁর মন হঞাছে নির্ম্মল ।
অতএব প্রভুর তত্ত্ব জানিল সকল ॥ ১০৫ ॥

প্রভুর আত্মপ্রচারে নিষেধাজ্ঞা-দ্বারা অসুরলোক-বঞ্চনা ঃ—

তবে মহাপ্রভু তাঁরে করাইল শিক্ষণ ।
"এই বাত্ কাঁহা না করিহ প্রকাশন ॥" ১০৬ ॥

প্রভুভক্ত বিপ্র ঃ—

সেই বিপ্র মহাপ্রভুর বড় ভক্ত হৈল ।
চারি মাস প্রভু-সঙ্গ কভু না ছাড়িল ॥ ১০৭ ॥

ব্যেঙ্কটভট্ট-গৃহে প্রভু গৌরচন্দ্র ঃ—

এইমত ভট্টগৃহে রহে গৌরচন্দ্র ।
নিরন্তর ভট্ট-সঙ্গে কৃষ্ণকথানন্দ ॥ ১০৮ ॥

লক্ষ্মীনারায়ণ-সেবক শ্রীসম্প্রদায়ী ভট্ট ঃ—

'শ্রী-বৈষ্ণব' ভট্ট সেবে লক্ষ্মী-নারায়ণ ।
তাঁর ভক্তি দেখি' প্রভুর তুষ্ট হৈল মন ॥ ১০৯ ॥

প্রভুসহ তাঁহার সখ্যভাব ঃ—

নিরন্তর তাঁর সঙ্গে হৈল সখ্যভাব ।
হাস্য-পরিহাস দুঁহে সখ্যের স্বভাব ॥ ১১০ ॥

প্রভুর তাঁহাকে কৃষ্ণসেবা-দানের ইচ্ছা ; প্রভু-ভট্ট-
সংবাদ ; প্রভুর কৌতুক প্রশ্ন—লক্ষ্মী ও
গোপীর কৃষ্ণসেবা-বৈশিষ্ট্য ঃ—

প্রভু কহে,—"ভট্ট, তোমার লক্ষ্মী-ঠাকুরাণী ।
কান্ত-বক্ষঃস্থিতা, পতিব্রতা-শিরোমণি ॥ ১১১ ॥

নারায়ণাশ্রিতা হইয়াও লক্ষ্মী কৃষ্ণমাধুর্য্যাকৃষ্টা
হইয়া কৃষ্ণসঙ্গ-প্রার্থিনী ঃ—

আমার ঠাকুর কৃষ্ণ—গোপ, গো-চারণ ।
সাধ্বী হঞা কেনে চাহে তাঁহার সঙ্গম ॥ ১১২ ॥

তদুদ্দেশে লক্ষ্মীর কঠোর তপস্যা ঃ—

এই লাগি' সুখভোগ ছাড়ি' চিরকাল ।
ব্রত-নিয়ম করি' তপ করিল অপার ॥" ১১৩ ॥

শ্রীমদ্ভাগবত (১০।১৬।৩৬)—

কস্যানুভাবোঽস্য ন দেব বিদ্মহে, তবাঙ্ঘ্রিরেণুস্পর্শাধিকারঃ ।
যদ্বাঞ্ছয়া শ্রীর্ললনাচরত্তপো, বিহায় কামান্ সুচিরং ধৃতব্রতা ॥১১৪॥

ভট্টের উত্তর ; কৃষ্ণসঙ্গে নারায়ণপত্নীর
সতীত্বহানির অসম্ভাবনা ঃ—

ভট্ট কহে,—"কৃষ্ণ-নারায়ণ—একই স্বরূপ ।
কৃষ্ণেতে অধিক লীলা-বৈদগ্ধ্যাদিরূপ ॥ ১১৫ ॥
তাঁর স্পর্শে নাহি যায় পতিব্রতা-ধর্ম্ম ।
কৌতুকে লক্ষ্মী চাহেন কৃষ্ণের সঙ্গম ॥ ১১৬ ॥

কৃষ্ণ ও নারায়ণের লীলা-বৈচিত্র্য ঃ—

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু (১।২।৫৯)—

সিদ্ধান্ততস্ত্বভেদেঽপি শ্রীশ-কৃষ্ণস্বরূপয়োঃ ।
রসেনোৎকৃষ্যতে কৃষ্ণরূপমেষা রসস্থিতিঃ ॥ ১১৭ ॥

অনুভাষ্য

১০২। ভাঃ ৭।৫।২৩ এবং "ভক্ত্যা ভাগবতং গ্রাহ্যং ন বুদ্ধ্যা ন চ টীকয়া" ; "গীতাধীতা চ যেনাপি ভক্তিভাবেন চেতসা। বেদশাস্ত্রপুরাণানি তেনাধীতানি সর্ব্বশঃ।।" প্রভৃতি এবং (শ্বেঃ উঃ ৬।২৩)—"যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ। তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ।।"* ইত্যাদি দ্রষ্টব্য।

১০৫। মধ্য, ৬ষ্ঠ পঃ ৮৩-৮৪ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১১৫-১১৬। নারায়ণই কৃষ্ণের বিলাস-মূর্ত্তি, সুতরাং কৃষ্ণ হইতে তাঁহার স্বরূপ দ্বিভুজ-চতুর্ভুজভেদ হইলেও পৃথক্ নয়। নারায়ণে কৃষ্ণের ন্যায় লালিত্য থাকিলেও (তাঁহাতে) কৃষ্ণের বৈদগ্ধ্যাদিরূপ লীলা নাই। কৃষ্ণই যখন বিলাসমূর্ত্তিতে নারায়ণ, তখন নারায়ণ-পত্নী-লক্ষ্মীর শ্রীকৃষ্ণস্পর্শে পতিব্রতা-ধর্ম্ম যায় না। অতএব কৃষ্ণসঙ্গমে লক্ষ্মীর কৌতুক হওয়া স্বাভাবিক।

১১৭। 'নারায়ণ' ও 'কৃষ্ণে'র স্বরূপদ্বয়ের সিদ্ধান্ততঃ কোন

---

* *'শ্রীমদ্ভাগবত কেবল ভক্তিদ্বারাই গ্রাহ্য—বুদ্ধি বা টীকাদ্বারা নহে।' 'যিনি ভক্তিভাবযুক্ত চিত্তে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা অধ্যয়ন করেন, তিনি বেদ-পুরাণাদি সর্ব্বশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন।' 'যাঁহার শ্রীভগবানে পরাভক্তি বর্ত্তমান, আবার যেমন শ্রীভগবানে, তেমন শ্রীগুরুদেবেও ঐ পরাভক্তি আছে, সেই মহাত্মার নিকট এই সকল কথিত বিষয় অর্থাৎ শ্রুতির মর্ম্মার্থ প্রকাশিত হইয়া থাকে।'*

কৃষ্ণসঙ্গে পতিব্রতা-ধর্ম্ম নহে নাশ ।
অধিক লাভ পাইয়ে, আর রাসবিলাস ॥ ১১৮ ॥
বিনোদিনী লক্ষ্মীর হয় কৃষ্ণে অভিলাষ ।
ইহাতে কি দোষ, কেনে কর পরিহাস ॥" ১১৯ ॥

প্রভুর পুনঃ প্রশ্ন ঃ—

প্রভু কহে,—"দোষ নাহি, ইহা আমি জানি ।
রাস না পাইল লক্ষ্মী, শাস্ত্রে ইহা শুনি ॥ ১২০ ॥

ব্রজগোপীর মহিমা ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবত (১০।৪৭।৬০)—

নায়ং শ্রিয়োঽঙ্গ উ নিতান্তরতেঃ প্রসাদঃ
স্বর্যোষিতাং নলিনগন্ধরুচাং কুতোঽন্যাঃ ।
রাসোৎসবেঽস্য ভুজদণ্ডগৃহীতকণ্ঠ-
লব্ধাশিষাং য উদগাদ্ব্রজসুন্দরীণাম্ ॥ ১২১ ॥

গোপীর আনুগত্য বিনা লক্ষ্মীর কৃষ্ণসহ রাসবিলাসে অক্ষমতা ঃ—

লক্ষ্মী কেনে না পাইল, ইহার কি কারণ ।
তপ করি' কৈছে কৃষ্ণ পাইল শ্রুতিগণ ॥ ১২২ ॥

গোপীর আনুগত্যেই শ্রুতির রাগমার্গে কৃষ্ণসেবা-লাভ ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবত (১০।৮৭।২৩)—

নিভৃতমরুন্মনোঽক্ষদৃঢ়যোগযুজো হৃদি য-
ন্মুনয় উপাসতে তদরয়োঽপি যযুঃ স্মরণাৎ ।
স্ত্রিয় উরগেন্দ্র-ভোগভুজদণ্ডবিষক্ত-ধিয়ো
বয়মপি তে সমাঃ সমদৃশোঽঙ্ঘ্রিসরোজসুধাঃ ॥ ১২৩ ॥

প্রভুপ্রশ্নের উত্তরদানে ভট্টের অসামর্থ্য ঃ—

শ্রুতি পায়, লক্ষ্মী না পায়, ইথে কি কারণ ।"
ভট্ট কহে,—"ইহা প্রবেশিতে নারে মোর মন ॥ ১২৪ ॥
আমি জীব,—ক্ষুদ্রবুদ্ধি, সহজে অস্থির ।
ঈশ্বরের লীলা—কোটিসমুদ্র-গম্ভীর ॥ ১২৫ ॥

প্রভুর কৃপায় প্রভুলীলা-জ্ঞান ঃ—

তুমি সাক্ষাৎ সেই কৃষ্ণ, জান নিজকর্ম্ম ।
যারে জানাহ, সেই জানে তোমার লীলামর্ম্ম ॥" ১২৬ ॥

প্রভুর কৃষ্ণ ও ব্রজবাসী, উভয়ের সহজ-রাগাত্মক স্বভাব-বর্ণন ঃ—

প্রভু কহে,—"কৃষ্ণের এক সজীব লক্ষণ ।
স্বমাধুর্য্যে সর্ব্ব চিত্ত করে আকর্ষণ ॥ ১২৭ ॥
ব্রজলোকের ভাবে পাইয়ে তাঁহার চরণ ।
তাঁরে ঈশ্বর করি' নাহি জানে ব্রজজন ॥ ১২৮ ॥
কেহ তাঁরে পুত্র-জ্ঞানে উদুখলে বান্ধে ।
কেহ সখা-জ্ঞানে জিনি' চড়ে তাঁর কান্ধে ॥ ১২৯ ॥
'ব্রজেন্দ্রনন্দন' বলি' তাঁরে জানে ব্রজজন ।
ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে নাহি কোন সম্বন্ধ-মানন ॥ ১৩০ ॥
ব্রজলোকের ভাবে যেই করয়ে ভজন ।
সেই ব্রজে পায় শুদ্ধ ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥ ১৩১ ॥

শ্রীমদ্ভাগবত (১০।৯।২১)—

নায়ং সুখাপো ভগবান্ দেহিনাং গোপিকাসুতঃ ।
জ্ঞানিনাং চাত্মভূতানাং যথা ভক্তিমতামিহ ॥ ১৩২ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

ভেদ নাই ; তথাপি শৃঙ্গার-রসবিচারে শ্রীকৃষ্ণরূপই রসের দ্বারা উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে। এইরূপেই রসতত্ত্বের সংস্থান হয়।

১১৮-১১৯। লক্ষ্মী দেখিলেন যে, কৃষ্ণসঙ্গে পতিব্রতা-ধর্ম্মের নাশ হয় না, অথচ রাসবিলাসরূপ অধিকলাভ কৃষ্ণসঙ্গেই পাওয়া যায়, নারায়ণ-সঙ্গে তাহা পাওয়া যায় না।

১২৭। 'সজীব-লক্ষণ'—ক্রিয়ালক্ষণ ; পাঠান্তরে, 'স্বভাব-লক্ষণ'—ইহার অর্থ স্পষ্ট। তৃতীয় পাঠ 'স্বভাববিলক্ষণ',—কৃষ্ণের স্বভাব অন্যের স্বভাব হইতে অন্যপ্রকার, অথবা 'বিলক্ষণ'-শব্দে বিশিষ্ট লক্ষণ।

১২৯। উদূখল—উথলি অর্থাৎ ঢেঁকির কার্য্য করে, এরূপ কার্য্যের একটী যন্ত্রবিশেষ।

১৩০-১৩১। ব্রজবাসিগণ তাঁহাকে 'নন্দনন্দন' বলিয়া জানেন। পরম ঐশ্বর্য্যশালী 'পরমেশ্বর' বলিয়া তাঁহার সহিত যে একটী অন্য সম্বন্ধ আছে, তাহা তাঁহারা মানেন না। ব্রজবাসীদিগের দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর—এই চারিপ্রকারের কোন ভাব গ্রহণ করিয়া যিনি পরমতত্ত্বকে ভজন করেন, তিনি চরমাবস্থায় ব্রজেন্দ্রনন্দন-কৃষ্ণকে শুদ্ধরূপে ব্রজধামে প্রাপ্ত হন।

অনুভাষ্য

১১১-১১৬। আদি, ৫ম পঃ ২২৩ সংখ্যা এবং মধ্য, ৮ম পঃ ১৪৪ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১১৪। মধ্য, ৮ম পঃ ১৪৬ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১১৭। সিদ্ধান্ততঃ (বস্তুতত্ত্বতঃ) শ্রীশকৃষ্ণস্বরূপয়োঃ (নারায়ণ-কৃষ্ণতত্ত্বয়োঃ) অভেদে সতি অপি রসেন কৃষ্ণরূপম্ (এব) উৎকৃষ্যতে,—এষা রসস্থিতিঃ (রস-স্বভাবঃ)। আদি ২য়, ৩য় পঃ এবং লঘুভাগবতামৃত দ্রষ্টব্য।

১২১। মধ্য, ৮ম পঃ ৮০ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১২৩। মধ্য, ৮ম পঃ ২২৩ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১২৬। "যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্"—(কঠ, ২।২৩, মুঃ উঃ ৩।২।৩)।

১২৭। আদি, ৪র্থ পঃ ১৩৭-১৫৮ সংখ্যা এবং মধ্য, ৮ম পঃ ১৩৮, ১৪২,১৪৪, ১৪৭, ১৪৮ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

গোপীর আনুগত্যে রাসে শ্রুতিগণের কৃষ্ণসেবা-লাভ ঃ—

শ্রুতিগণ গোপীগণের অনুগত হঞা ।
ব্রজেশ্বরীসুত ভজে গোপীভাব লঞা ॥ ১৩৩ ॥
বাহ্যান্তরে গোপীদেহ ব্রজে যবে পাইল ।
সেই দেহে কৃষ্ণসঙ্গে রাসক্রীড়া কৈল ॥ ১৩৪ ॥

গোপী-ব্যতীত অন্য চিন্ময়ী স্ত্রীরও মধুররসেবা-লাভ অসম্ভব ঃ—

গোপজাতি কৃষ্ণ, গোপী—প্রেয়সী তাঁহার ।
দেবী বা অন্য স্ত্রী কৃষ্ণ না করে অঙ্গীকার ॥ ১৩৫ ॥

লক্ষ্মীর ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে কৃষ্ণসঙ্গ অসম্ভব ঃ—

লক্ষ্মী চাহে সেই দেহে কৃষ্ণের সঙ্গম ।
গোপী-রাগানুগা হঞা না কৈল ভজন ॥ ১৩৬ ॥
অন্য দেহে না পাইয়ে রাসবিলাস ।
অতএব 'নায়ং' শ্লোক কহে বেদব্যাস ॥" ১৩৭ ॥

পূর্ব্বে 'শ্রীবৈষ্ণব' ভট্টের নারায়ণকেই স্বয়ংরূপ' বলিয়া ধারণা ঃ—

পূর্ব্বে ভট্টের মনে এক হৈত অভিমান ।
"শ্রীনারায়ণ' হ'ন স্বয়ং-ভগবান্ ॥ ১৩৮ ॥
তাঁহার ভজন সর্ব্বোপরি-কক্ষা হয় ।
'শ্রী-বৈষ্ণবে'র ভজন এই সর্ব্বোপরি হয় ॥' ১৩৯ ॥
এই তাঁর গর্ব্ব প্রভু করিতে খণ্ডন ।
পরিহাসদ্বারে উঠায় এতেক বচন ॥ ১৪০ ॥

প্রভুকর্ত্তৃক কৃষ্ণের ও নারায়ণের লীলা-বৈশিষ্ট্য-বর্ণন ও কৃষ্ণের স্বয়ংরূপত্ব সংস্থাপন ঃ—

প্রভু কহে,—"ভট্ট, তুমি না করিহ সংশয় ।
'স্বয়ং ভগবান্' কৃষ্ণ এই ত' নিশ্চয় ॥ ১৪১ ॥
কৃষ্ণের বিলাসমূর্ত্তি—শ্রীনারায়ণ ।
অতএব লক্ষ্মী-আদ্যের হরে তেঁহ মন ॥ ১৪২ ॥

শ্রীমদ্ভাগবত (১।৩।২৮)—

এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্ ।
ইন্দ্রারিব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে ॥ ১৪৩ ॥

নারায়ণ হৈতে কৃষ্ণের অসাধারণ গুণ ।
অতএব লক্ষ্মীর কৃষ্ণে তৃষ্ণা অনুক্ষণ ॥ ১৪৪ ॥
তুমি যে পড়িলা শ্লোক, সে হয় প্রমাণ ।
সেই শ্লোকে আইসে 'কৃষ্ণ—স্বয়ং ভগবান্' ॥ ১৪৫ ॥

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু (১।২।৫৯)—

সিদ্ধান্ততস্ত্বভেদেঽপি শ্রীশ-কৃষ্ণস্বরূপয়োঃ ।
রসেনোৎকৃষ্যতে কৃষ্ণরূপমেষা রসস্থিতিঃ ॥ ১৪৬ ॥

লক্ষ্মী কৃষ্ণমাধুর্য্য চান, কিন্তু গোপী চতুর্ভুজ-নারায়ণৈশ্বর্য্য চান না ঃ—

স্বয়ং ভগবান্ 'কৃষ্ণ' হরে লক্ষ্মীর মন ।
গোপিকার মন হরিতে নারে 'নারায়ণ' ॥ ১৪৭ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৩৩-১৪০। শ্রুতিগণ শ্রীকৃষ্ণের রাসমণ্ডলে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিয়া যখন সফলকামা হইলেন না এবং কেবল হৃদ্‌গত গোপীভাব লইয়াও যখন প্রবেশ করিতে পারিলেন না, তখন বাহ্যে গোপীদেহ ও অন্তরে গোপীভাব গ্রহণ করত গোপীগণের অনুগত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের রাসে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ—গোপজাতি, গোপীগণই তাঁহার প্রেয়সী, সুতরাং ঐশ্বর্য্যময়ী দেবীরূপে, কি অন্য স্ত্রীরূপে, 'কৃষ্ণসঙ্গম' পাওয়া যায় না। লক্ষ্মীদেবী নিজ-দেবদেহে কৃষ্ণের সঙ্গম প্রার্থনা করিয়াছিলেন, কিন্তু গোপীদিগের স্বাভাবিক অনুরাগের অনুগত হইয়া ভজন করেন নাই। এইজন্যই গোপী হইতে পৃথক্ দেহে রাসবিলাস লাভ করিতে পারেন নাই। এতন্নিবন্ধন ব্যাসদেব "নায়ং সুখাপো ভগবান্"—এই শ্লোকটী লিখিয়াছেন। ব্যেঙ্কটভট্টের মনে একটী অভিমান ছিল এই যে,—পরব্যোমস্থ-নারায়ণই স্বয়ং ভগবান্, তাঁহার ভজনই সর্ব্বোপরিতম উপাসন-স্তরবিশেষ ; সুতরাং শ্রীসম্প্রদায়ী বৈষ্ণবগণের ভজনই সর্ব্বোপরি। এই বৃথা গর্ব্ব খণ্ডন করিবার অভিপ্রায়ে মহাপ্রভু পরিহাসদ্বারা এই বিচারটী উঠাইয়াছিলেন।

১৪৪-১৪৯। শ্রীনারায়ণে ষাট গুণ ; সেই ষাট গুণের উপরে আরও শ্রীকৃষ্ণের চারিটী অসাধারণ গুণ আছে, তাহা শ্রীনারায়ণে নাই ; যথা—(১) সর্ব্বাদ্ভুতচমৎকারলীলাসমুদ্রবিশিষ্টতা, (২) অতুল্যমধুর-প্রেম-পরিশোভিতপ্রিয়মণ্ডলযুক্ততা, (৩) ত্রিজগন্মানসাকর্ষিমুরলীগীতপরায়ণতা, (৪) চরাচরবিস্ময়কারি-সমোর্দ্ধ-রহিতরূপ-শ্রীযুক্ততা। এই অসাধারণ গুণচতুষ্টয়-প্রযুক্ত শ্রীকৃষ্ণে ঐশ্বর্য্যস্বরূপিণী লক্ষ্মীরও অনুক্ষণ তৃষ্ণা জন্মে। 'সিদ্ধান্ততস্ত্ব-ভেদেঽপি' বলিয়া যে শ্লোক তুমি পড়িলে, তাহাতেই কৃষ্ণেরই 'স্বয়ং-ভগবত্তা' স্থির হয়। স্বয়ং-ভগবত্তা-প্রযুক্ত কৃষ্ণই লক্ষ্মীর

অনুভাষ্য

১৩০। ১ম ছত্র,—আদি ৪র্থ পঃ ৩৩ সংখ্যা, মধ্য, ৮ম পঃ ২০৩, ২০৪, ২২০-২২২, ২২৬, ২২৮-২৩০ সংখ্যা দ্রষ্টব্য। ২য় ছত্র,—আদি, ৪র্থ পঃ ২১-২৬ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১৩২। মধ্য, ৮ম পঃ ২২৬ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১৩৮-১৩৯। আদি, ২য় পঃ ২৩-২৪, ২৮-১১৫ সংখ্যা ও লঘুভাগবতামৃতে শ্রীরূপ গোস্বামিপ্রভুর বিচার আলোচ্য।

১৪৩। আদি, ২য় পঃ ৬৭ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১৪৬। মধ্য, ৯ম পঃ ১১৭ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

স্বয়ংকৃষ্ণের চতুর্ভুজরূপেও গোপীর অনাদর ঃ—

নারায়ণের কা কথা, শ্রীকৃষ্ণ আপনে ।
গোপিকারে হাস্য করাইতে হয় 'নারায়ণে' ॥ ১৪৮ ॥
'চতুর্ভুজ-মূর্ত্তি' দেখায় গোপীগণের আগে ।
সেই 'কৃষ্ণে' গোপিকার নহে অনুরাগে ॥" ১৪৯ ॥

ললিতমাধব (৬।১৪)—

গোপীনাং পশুপেন্দ্রনন্দনজুষো ভাবস্য কস্তাং কৃতী
বিজ্ঞাতুং ক্ষমতে দুরূহপদবীসঞ্চারিণঃ প্রক্রিয়াম্ ।
আবিষ্কুর্ব্বতি বৈষ্ণবীমপি তনুং তস্মিন্ ভুজৈর্জিষ্ণুভি-
র্যাসাং হন্ত চতুর্ভিরদ্ভুতরুচিং রাগোদয়ঃ কুঞ্চতি ॥ ১৫০ ॥

প্রভুকর্ত্তৃক লক্ষ্মীর ও গোপী-তত্ত্বের সমন্বয়-সাধন ঃ—

এত কহি' প্রভু তাঁর গর্ব্ব চূর্ণ করিয়া ।
তাঁরে সুখ দিতে কহে সিদ্ধান্ত ফিরাইয়া ॥ ১৫১ ॥
"দুঃখ না ভাবিহ, ভট্ট, কৈলুঁ পরিহাস ।
শাস্ত্রসিদ্ধান্ত শুন, যাতে বৈষ্ণব-বিশ্বাস ॥ ১৫২ ॥

স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ ও নারায়ণতত্ত্ব এবং সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী শ্রীরাধা ও লক্ষ্মীতত্ত্ব ঃ—

কৃষ্ণ-নারায়ণ, যৈছে একই স্বরূপ ।
গোপী-লক্ষ্মী-ভেদ নাহি হয় একরূপ ॥ ১৫৩ ॥
একই বিগ্রহে করে নানাকার রূপ ।
গোপী-লক্ষ্মী-ভেদ নাহি, জানিহ 'স্বরূপ' ॥ ১৫৪ ॥

কৃষ্ণতত্ত্ব ও বিষ্ণুতত্ত্ব এবং শ্রীরাধাতত্ত্ব ও লক্ষ্মীতত্ত্বে ভেদবুদ্ধি—অপরাধজনক ঃ—

গোপীদ্বারে লক্ষ্মী করে কৃষ্ণসঙ্গাস্বাদ ।
ঈশ্বর-তত্ত্বে ভেদ মানিলে হয় অপরাধ ॥ ১৫৫ ॥

ভক্তের স্বরূপানুরূপ সেবা-ভেদে আরাধ্যবস্তুর মাধুর্য্য ও ঐশ্বর্য্যভেদ ঃ—

এক ঈশ্বর—ভক্তের ধ্যান-অনুরূপ ।
একই বিগ্রহে করে নানাকার রূপ ॥" ১৫৬ ॥

লঘুভাগবতামৃত (১।৩৫৭)-ধৃত শ্রীনারদপঞ্চরাত্র-বচন—

মণির্যথা বিভাগেন নীলপীতাদিভির্যুতঃ ।
রূপভেদমবাপ্নোতি ধ্যানভেদাত্তথাচ্যুতঃ ॥ ১৫৭ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

মনোহরণ করেন। গোপিকার মনোহরণোপযোগী গুণ-চতুষ্টয় শ্রীনারায়ণে না থাকায় তিনি গোপিকার মনোহরণ করিতে পারেন না। নারায়ণের কথা দূরে থাকুক্, শ্রীকৃষ্ণ পরিহাস করিয়া স্বয়ং নারায়ণরূপে 'প্রকাশ' পাইলেও গোপীগণের তাহাতে অনুরাগ হয় নাই।

এস্থলে বিবেচ্য এই যে, শ্রীরূপগোস্বামিকৃত 'ভক্তিরসামৃত-সিন্ধু' তাহার (প্রভুর সহিত ব্যেঙ্কটভট্টের সাক্ষাৎকারের) অনেক দিবস পরে বিরচিত হয়। তখন শ্রীব্যেঙ্কটভট্ট কিরূপে ঐ গ্রন্থের শ্লোক প্রমাণরূপে পাঠ করিয়াছিলেন? আমরা সিদ্ধান্ত করি এই যে, 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু' প্রভৃতি গ্রন্থের যে-যে-শ্লোক ঐ গ্রন্থ রচনার পূর্ব্বে ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়া এই গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে, সেই সেই শ্লোক বহুপ্রাচীন কৃষ্ণভক্তদিগের মধ্যেও প্রচলিত ছিল। শ্রীরূপগোস্বামী তাহাই নিজগ্রন্থমধ্যে ব্যবহারে আনিয়াছেন এবং কবিরাজ-গোস্বামীর রচনার পূর্ব্বে, শ্রীরূপের গ্রন্থসকল প্রণীত হওয়ায়, (কবিরাজ-গোস্বামী স্বীয় গ্রন্থে শ্রীরূপের) সেই সেই গ্রন্থের উদ্ধৃত বলিয়া ঐ সকল শ্লোক উল্লেখ করিয়াছেন। অনেকস্থলে, কবিরাজ-গোস্বামী ভাবমাত্র অবলম্বনপূর্ব্বক পূর্ব্ব-গোস্বামীদিগের শ্লোক কথোপকথনে প্রবেশ করাইয়াছেন।

অনুভাষ্য

১৪৮-১৪৯। আদি, ১৭শ পঃ ২৭৮-২৯৩ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১৫০। আদি, ১৭শ পঃ ২৮১ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৫১-১৫৬। মহাপ্রভু পরিহাস-বাক্য পরিত্যাগপূর্ব্বক অবশেষে কহিলেন,—ওহে ভট্ট, তুমি দুঃখ করিও না ; 'কৃষ্ণ' ও 'নারায়ণে' যেরূপ অভেদ, গোপী ও লক্ষ্মীতেও সেইরূপ অভেদ,—সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী রাধিকা একই বিগ্রহে নানাকার-রূপ প্রকাশ করেন। গোপীদ্বারে লক্ষ্মী কৃষ্ণসঙ্গাস্বাদন করিয়া থাকেন অর্থাৎ স্বরূপশক্তি মাধুর্য্যস্বরূপে গোপীদেহে কৃষ্ণ-সঙ্গাস্বাদ করেন এবং ঐশ্বর্য্যদেহে লক্ষ্মীরূপে নারায়ণ-সঙ্গাস্বাদন করেন। ঈশ্বর-তত্ত্বে ভেদ নাই। ভক্তদিগের ভাবভেদে একই চিদ্বিগ্রহে নানা আকার ও রূপের ধ্যানভেদ মাত্র জানিতে হইবে।

১৫৭। বৈদুর্য্যমণি যেরূপ দ্রব্যান্তর-সম্বন্ধস্থিতিভেদে নীল-পীতাদি বর্ণভেদে দৃষ্ট হইয়া রূপভেদ লাভ করে, সেইরূপ ভক্ত-ভাবানুসারে ধ্যানভেদে এক অদ্বিতীয় অচ্যুতের ধ্যানে পৃথক্ পৃথক্ অবস্থা লক্ষিত হয়।

অনুভাষ্য

১৫৩। যেরূপ কৃষ্ণ এবং নারায়ণ—বস্তুতঃ অভেদ অর্থাৎ একই বস্তু, তদ্রূপ গোপী এবং লক্ষ্মী বস্তুতঃ অভিন্ন। রসদ্বারা লক্ষ্মী অপেক্ষা গোপীর উৎকর্ষতা হইলেও উভয়কেই সিদ্ধান্ততঃ অভেদ বলিয়া জানিতে হইবে।

১৫৭। মণিঃ (বৈদূর্য্যং) নীলাদিভিঃ [গুণৈঃ যুতঃ সন্] যথা বিভাগেন [উপলক্ষিতঃ ভবতি, যদ্বা, বিভাগেন উপলক্ষিতঃ সন্ নীলাদিভির্যুতঃ ভবতি] তথা অচ্যুতঃ (চ্যুতিরহিতঃ, যদ্বা,

ভট্টের প্রভুকে 'কৃষ্ণ'-জ্ঞান ঃ—

ভট্ট কহে,—"কাঁহা আমি জীব পামর ।
কাঁহা তুমি সেই কৃষ্ণ,—সাক্ষাৎ ঈশ্বর ॥ ১৫৮ ॥

প্রভুর সিদ্ধান্তে ভট্টের দৃঢ়বিশ্বাস ঃ—

অগাধ ঈশ্বর-লীলা কিছুই না জানি ।
তুমি যেই কহ, সেই সত্য করি' মানি ॥ ১৫৯ ॥

উপাস্য লক্ষ্মীনারায়ণ-কৃপাতেই প্রভুর কৃপা লাভ ঃ—

মোরে পূর্ণ কৃপা কৈল লক্ষ্মী-নারায়ণ ।
তাঁর কৃপায় পাইনু তোমার চরণ-দরশন ॥ ১৬০ ॥

প্রভুকৃপায় ভট্টের কৃষ্ণসেবারম্ভ ঃ—

কৃপা করি' কহিলে মোরে কৃষ্ণের মহিমা ।
যাঁর রূপ-গুণৈশ্বর্য্যের কেহ না পায় সীমা ॥ ১৬১ ॥
এবে সে জানিনু কৃষ্ণভক্তি সর্ব্বোপরি ।
কৃতার্থ করিলে, মোরে কহিলে কৃপা করি' ॥" ১৬২ ॥

ভট্টের প্রভুকে প্রণাম ও প্রভুর আলিঙ্গন ঃ—

এত বলি' ভট্ট পড়িলা প্রভুর চরণে ।
কৃপা করি' প্রভু তাঁরে কৈলা আলিঙ্গনে ॥ ১৬৩ ॥

চাতুর্ম্মাস্যান্তে প্রভুর পুনরায় দক্ষিণ-যাত্রা ঃ—

চাতুর্ম্মাস্য পূর্ণ হৈল, ভট্ট-আজ্ঞা লঞা ।
দক্ষিণ চলিলা প্রভু শ্রীরঙ্গ দেখিয়া ॥ ১৬৪ ॥

অনুগামী ভট্টকে প্রভুর সান্ত্বনা-দান ঃ—

সঙ্গেতে চলিলা ভট্ট, না যায় ভবনে ।
তাঁরে বিদায় দিলা প্রভু অনেক যতনে ॥ ১৬৫ ॥

প্রভু-বিরহে ভট্ট ঃ—

প্রভুর বিয়োগে ভট্ট হৈল অচেতন ।
এই রঙ্গলীলা করে শচীর নন্দন ॥ ১৬৬ ॥

ঋষভ-পর্ব্বতে প্রভুর নারায়ণ-দর্শন ঃ—

ঋষভ-পর্ব্বতে চলি' আইলা গৌরহরি ।
নারায়ণ দেখিলা তাঁহা নতি-স্তুতি করি' ॥ ১৬৭ ॥

পরমানন্দপুরীসহ মিলন ঃ—

পরমানন্দপুরী তাঁহা রহে চতুর্ম্মাস ।
শুনি' মহাপ্রভু গেলা পুরী-গোসাঞির পাশ ॥ ১৬৮ ॥

গুরুজ্ঞানে পুরীকে বন্দনা ও পুরীর আলিঙ্গন ঃ—

পুরী-গোসাঞির প্রভু কৈল চরণ-বন্দন ।
প্রেমে পুরী গোসাঞি তাঁরে কৈল আলিঙ্গন ॥ ১৬৯ ॥
তিনদিন প্রেমে দোঁহে কৃষ্ণকথা-রঙ্গে ।
সেই বিপ্র-ঘরে দোঁহে রহে একসঙ্গে ॥ ১৭০ ॥
পুরী-গোসাঞি বলে,—"আমি যাব পুরুষোত্তমে ।
পুরুষোত্তম দেখি' গৌড়ে যাব গঙ্গাস্নানে ॥" ১৭১ ॥
প্রভু কহে,—"তুমি পুনঃ আইস নীলাচলে ।
আমি সেতুবন্ধ হৈতে আসিব অল্পকালে ॥ ১৭২ ॥
তোমার নিকটে রহি,—হেন বাঞ্ছা হয় ।
নীলাচলে আসিবে, মোরে হঞা সদয় ॥" ১৭৩ ॥
এত বলি' তাঁর ঠাঞি আজ্ঞা লঞা ।
দক্ষিণে চলিলা প্রভু হরষিত হঞা ॥ ১৭৪ ॥
পরমানন্দ পুরী তবে চলিলা নীলাচলে ।
মহাপ্রভু চলি তবে আইলা শ্রীশৈলে ॥ ১৭৫ ॥

প্রভুর সহিত ভব ও ভবানীর সাক্ষাৎকার ঃ—

শিব-দুর্গা রহে তাঁহা ব্রাহ্মণের বেশে ।
মহাপ্রভু দেখি' দোঁহার হইল উল্লাসে ॥ ১৭৬ ॥

অনুভাষ্য

নাস্তি চ্যুতং ক্ষরণং ভক্তানাং যস্মাৎ—"ন চ্যবন্তে হি যদ্ভক্তা মহত্যাং প্রলয়াপদি। অতোঽচ্যুতোঽখিলে লোকে মহদ্ভিঃ পরিগীয়তে।।"* ইতি কাশীখণ্ড-বচনাৎ) ধ্যানভেদাৎ (উপাসনা-ভেদাৎ) রূপভেদং (চতুর্ভুজ-দ্বিভুজাদ্যাকারভেদং শুক্লরক্ত-শ্যামাদিকং চ) অবাপ্নোতি [ঔদার্য্যপরাঃ আদৌ গৌরাদিকং, ততঃ মাধুর্য্যপর-ভাবাপন্নাঃ গৌরাভিন্নরূপং শ্যামাদিকং পশ্যন্তি]।

১৬৭। ঋষভ পর্ব্বত—দক্ষিণ-কর্ণাটে মাদুরা-জিলার এক-প্রান্তে, মাদুরার ১২ মাইল উত্তরে 'আনাগড়মলয়পর্ব্বত' কুটকাচলের উপবনে যে-স্থলে ঋষভদেব দাবানলদ্বারা ভস্মীভূত হইয়াছিলেন, ইহা এক্ষণে 'পাল্‌নি হিল'-নামে খ্যাত।

অনুভাষ্য

১৭০। সেই বিপ্রঘরে—এস্থলে কোন্ বিপ্র উদ্দিষ্ট, তাহা দুর্ব্বোধ্য।

১৭৫। শ্রীশৈল—এস্থলে কোন্ শ্রীশৈল বুঝাইতেছে, তাহা বুঝা যায় না ; ইহা মল্লিকার্জ্জুনের মন্দির নহে, যেহেতু ধারবাড়-জিলায় অবস্থিত শ্রীশৈল ইহা নাও হইতে পারে, উহা বেলগ্রামের দক্ষিণে, তথায় অনাদিলিঙ্গ 'মল্লিকার্জ্জুন' (মধ্য, ৯ম পঃ ১৫ সংখ্যা) বিরাজমান, 'শ্রীপর্ব্বতে মহাদেবো দেব্যা সহ মহাদ্যুতিঃ। ন্যবসৎ পরমপ্রীতো ব্রহ্মা চ ত্রিদশৈঃ সহ।।'* (মঃ ভাঃ বনপর্ব্বে ৮৫ অঃ)।

* *যাঁহার ভক্তগণ মহান প্রলয়াদি সঙ্কটে কখনও পতিত হন না, তিনি সেইহেতু অখিল-লোকসমূহে সাধুগণকর্ত্তৃক অচ্যুত-নামে কীর্ত্তিত হন।*

* *শ্রীপর্ব্বতে মহাদ্যুতিসম্পন্ন শ্রীমহাদেব পার্ব্বতীদেবীর সহিত এবং পরমপ্রীতিমান ব্রহ্মা দেবতাগণের সহিত নিবাস করিতেছেন।*

দাস-দাসীর গৃহে প্রভুর ভিক্ষাছলে সেবা-গ্রহণ ঃ—

তিন দিন ভিক্ষা দিল করি' নিমন্ত্রণ ।
নিভৃতে বসি' গুপ্তবার্ত্তা কহে দুই জন ॥ ১৭৭ ॥

কামকোষ্ঠীপুরীতে আগমন ঃ—

তাঁর সঙ্গে মহাপ্রভু করি ইষ্টগোষ্ঠী ।
আজ্ঞা লঞা আইলা তবে পুরী কামকোষ্ঠি ॥ ১৭৮ ॥

মাদুরায় আগমন ঃ—

দক্ষিণ-মথুরা আইলা কামকোষ্ঠি হৈতে ।
তাঁহা দেখা হৈল এক ব্রাহ্মণ-সহিতে ॥ ১৭৯ ॥

তথায় জনৈক রামভক্ত-বিপ্রগৃহে ভিক্ষা ঃ—

সেই বিপ্র মহাপ্রভুকে কৈল নিমন্ত্রণ ।
রামভক্ত সেই বিপ্র—বিরক্ত মহাজন ॥ ১৮০ ॥

স্নানান্তে প্রসাদ-সম্মানার্থ প্রভুর আগমন, কিন্তু বিপ্রের অরন্ধন ঃ—

কৃতমালায় স্নান করি' আইলা তাঁর ঘরে ।
ভিক্ষা কি দিবেন বিপ্র,—পাক নাহি করে ॥ ১৮১ ॥

অরন্ধন ও উপবাস ঃ—

মহাপ্রভু কহে তাঁরে,—"শুন, মহাশয় ।
মধ্যাহ্ন হৈল, কেনে পাক নাহি হয় ॥" ১৮২ ॥

বিপ্রের মানস-উপাসনা ঃ—

বিপ্র কহে,—"প্রভু, মোর অরণ্যে বসতি ।
পাকের সামগ্রী বনে না মিলে সম্প্রতি ॥ ১৮৩ ॥
বন্য শাক-ফল-মূল আনিবে লক্ষ্মণ ।
তবে সীতা করিবেন পাক-প্রয়োজন ॥" ১৮৪ ॥

তচ্ছ্রবণে প্রভুর সুখ, বিপ্রের রন্ধন ঃ—

তাঁর উপাসনা শুনি' প্রভু তুষ্ট হৈলা ।
আস্তে-ব্যস্তে সেই বিপ্র রন্ধন করিলা ॥ ১৮৫ ॥

বেলা তৃতীয় প্রহরে প্রভুর ভোজন, কিন্তু বিপ্রের উপবাস ঃ—

প্রভু ভিক্ষা কৈল দিনের তৃতীয় প্রহরে ।
অনির্ব্বিঘ্ন সেই বিপ্র উপবাস করে ॥ ১৮৬ ॥

উপবাসের কারণ জিজ্ঞাসা ঃ—

প্রভু কহে,—"বিপ্র, কাঁহে কর উপবাস ।
কেনে এত দুঃখ, কেনে করহ হুতাশ ॥" ১৮৭ ॥

রাবণকর্ত্তৃক সীতাদেবীর অপহরণ ভাবিয়া বিপ্রের দুঃখ ও আত্মহত্যা-সঙ্কল্প ঃ—

বিপ্র কহে,—"মোর জীবনে নাহি প্রয়োজন ।
অগ্নি-জলে প্রবেশিয়া ছাড়িব জীবন ॥ ১৮৮ ॥
জগন্মাতা মহালক্ষ্মী সীতা-ঠাকুরাণী ।
রাক্ষসে স্পর্শিল তাঁরে,—ইহা কানে শুনি !! ১৮৯ ॥
এ শরীর ধরিবারে কভু না যুয়ায় ।
এই দুঃখে জ্বলে দেহ, প্রাণ নাহি যায় ॥" ১৯০ ॥

প্রভুকর্ত্তৃক আশ্বাসন ও সৎসিদ্ধান্ত-বর্ণন ঃ—

প্রভু কহে,—"এ ভাবনা না করিহ আর ।
পণ্ডিত হঞা মনে না করহ বিচার ॥ ১৯১ ॥

অধোক্ষজবস্তু অক্ষজ-চেষ্টার অতীত ঃ—

ঈশ্বর-প্রেয়সী সীতা—চিদানন্দমূর্ত্তি ।
প্রাকৃত-ইন্দ্রিয়ের তাঁরে দেখিতে নাহি শক্তি ॥ ১৯২ ॥

সীতা রাবণকর্ত্তৃক কোনক্রমেই দর্শন-স্পর্শনযোগ্যা নহেন ঃ—

স্পর্শিবার কার্য্য আছুক, না পায় দর্শন ।
সীতার আকৃতি-মায়া হরিল রাবণ ॥ ১৯৩ ॥

রাবণকর্ত্তৃক সীতার প্রতিফলন বা ছায়াকৃতির অপহরণ ঃ—

রাবণ আসিতেই সীতা অন্তর্দ্ধান কৈল ।
রাবণের আগে মায়া-সীতা পাঠাইল ॥ ১৯৪ ॥

অনুভাষ্য

১৭৯। দক্ষিণ-মথুরা—বর্ত্তমানকালে যাহাকে 'মাদুরা' বলে—ভাগাই নদীর তীরে ; ইহা 'শৈব ক্ষেত্র' বলিয়া খ্যাত। এই স্থান—পর্ব্বত ও বনে পূর্ণ ; এখানে 'রামেশ্বর', 'সুন্দরেশ্বর' ও 'মীনাক্ষী-দেবী' আছেন। এই মীনাক্ষী-দেবীর মন্দিরটী সুবহৎ ও বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য। পাণ্ড্যবংশীয় রাজগণের শাসনাধীনে এই নগরী বহুকাল ছিল। মুসলমান-আক্রমণে 'সুন্দরলিঙ্গে'র মন্দিরের অনেকাংশ বিধ্বংসিত হইয়া যায়। ১৩৭২ খৃষ্টাব্দে 'কম্পন্ন উদৈয়র' মাদুরার সিংহাসন অধিকার করেন। বহুপূর্ব্বে রাজা কুলশেখর এই পুরী নির্ম্মাণপূর্ব্বক এখানে ব্রাহ্মণ-উপনিবেশ

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৮৮। অগ্নি-জলে—অগ্নিতে বা জলেতে।

১৯২। সীতা স্বয়ং চিদানন্দমূর্ত্তি, তাঁহার চিদাকৃতির ছায়া-স্বরূপ মায়া-সীতাই রাবণ হরণ করিয়াছিল।

অনুভাষ্য

স্থাপন করেন। অনন্তগুণপাণ্ড্য,—কুলশেখর হইতে একাদশ অধস্তন।

১৮১। কৃতমালা—বর্ত্তমান 'বৈগাই' বা 'ভাগাই' নদীর একটী অববাহিকা। 'সুরুলী', 'বরাহ-নদী' ও 'বট্টিল্ল গুণ্ডু'—এই ধারাত্রয় বৈগাই-নদীতে আসিয়া পড়িয়াছে। (ভাঃ ১১।৫।৩৯)—"তাম্রপর্ণী-নদী যত্র কৃতমালা পয়স্বিনী।"

বৈকুণ্ঠ-বস্তু জড়ের পরিমেয় নহে ঃ—

অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত-গোচর ।
বেদ-পুরাণেতে এই কহে নিরন্তর ॥ ১৯৫ ॥

প্রভুকর্ত্তৃক আশ্বাসন ঃ—

বিশ্বাস করহ তুমি আমার বচনে ।
পুনরপি কু-ভাবনা না করিহ মনে ॥" ১৯৬ ॥

বিপ্রের প্রভুবাক্যে বিশ্বাস ও ভোজন ঃ—

প্রভুর বচনে বিপ্রের হইল বিশ্বাস ।
ভোজন করিল, হৈল জীবনের আশ ॥ ১৯৭ ॥

দর্ভশয়নে 'রামচন্দ্রে'র দর্শন ঃ—

তাঁরে আশ্বাসিয়া প্রভু করিলা গমন ।
কৃতমালায় স্নান করি আইলা দুর্ব্বশন ॥ ১৯৮ ॥

মহেন্দ্রপর্ব্বতে ভৃগুরাম-দর্শন ঃ—

দুর্ব্বশনে রঘুনাথে কৈল দরশন ।
মহেন্দ্র-শৈলে পরশুরামের কৈল বন্দন ॥ ১৯৯ ॥

ধনুষ্কোটি-তীর্থ-স্নান ও রামেশ্বর-দর্শন এবং বিশ্রাম ঃ—

সেতুবন্ধে আসি' কৈল ধনুস্তীর্থে স্নান ।
রামেশ্বর দেখি' তাঁহা করিল বিশ্রাম ॥ ২০০ ॥

বিপ্রসভায় কূর্ম্মপুরাণ পাঠ-শ্রবণ ঃ—

বিপ্র-সভায় শুনে তাঁহা কূর্ম্ম-পুরাণ ।
তার মধ্যে আইলা পতিব্রতা-উপাখ্যান ॥ ২০১ ॥

রাবণের ছায়াসীতার অপহরণ-বৃত্তান্ত-শ্রবণ ঃ—

পতিব্রতা-শিরোমণি জনক-নন্দিনী ।
জগতের মাতা সীতা—রামের গৃহিণী ॥ ২০২ ॥
রাবণ দেখিয়া সীতা লৈল অগ্নির শরণ ।
রাবণ হৈতে অগ্নি কৈল সীতাকে আবরণ ॥ ২০৩ ॥
'মায়াসীতা' রাবণ নিল, শুনিলা আখ্যানে ।
শুনি' মহাপ্রভু হৈল আনন্দিত মনে ॥ ২০৪ ॥
সীতা লঞা রাখিলেন পার্ব্বতীর স্থানে ।
'মায়াসীতা' দিয়া অগ্নি বঞ্চিলা রাবণে ॥ ২০৫ ॥

অনুভাষ্য

১৯৫। (কঠে ২য় অঃ ৩য় বঃ)—"ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনো মনসঃ সত্ত্বমুত্তমম্। সত্ত্বাদধি মহানাত্মা মহতোঽব্যক্তমুত্তমম্।। অব্যক্তাৎ তু পরঃ পুরুষো ব্যাপকোঽলিঙ্গ এব চ। যজ্জ্ঞাত্বা মুচ্যতে জন্তুরমৃতত্বঞ্চ গচ্ছতি।। ন সংদৃশে তিষ্ঠতি রূপমস্য, ন চক্ষুষা পশ্যতি কশ্চনৈনম্। হৃদা মনীষা মনসাভিক্লৃপ্তো, য এতদ্‌-বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি।। ★★ নৈব বাচা ন মনসা প্রাপ্তুং শক্যো ন চক্ষুষা।"(ভাঃ ১০।৮৪।১৩)—"যস্যাত্মবুদ্ধিঃ কুণপে ত্রিধাতুকে স্বধীঃ কলত্রাদিষু ভৌম ইজ্যধীঃ। যত্তীর্থবুদ্ধিঃ সলিলে ন কর্হিচিজ্জনেষ্বভিজ্ঞেষু স এব গোখরঃ।।" ✱

১৯৯। দুর্ব্বশন—'দর্ভশয়ন' বা শ্রীরামচন্দ্রের মন্দির, রামনাদ হইতে ৭ মাইল পূর্ব্বে সমুদ্রোপকূলে অবস্থিত।

মহেন্দ্র-শৈল—'তিনেভেলি'র নিকট এই পর্ব্বতের প্রান্তে 'ত্রিচিনগুড়ি'-নগর ; ইহার পশ্চিমে ত্রিবাঙ্কুর-রাজ্য। রামায়ণে মহেন্দ্রশৈলের উল্লেখ আছে।

২০০। সেতুবন্ধ, ধনুস্তীর্থ ও রামেশ্বর—'মণ্ডপম্' ও 'পম্বম্' দ্বীপের মধ্যবর্ত্তী সমুদ্রে কতকাংশ বালুকাময়, কতকাংশ জলমগ্ন পথ বর্ত্তমান। পম্বম্-দ্বীপ দৈর্ঘ্যে—৫৷৷০ ক্রোশ ও প্রস্থে—৩ ক্রোশ। পম্বম্-বন্দর হইতে ৪ মাইল উত্তরে 'রামেশ্বর'-মন্দির—'দেবীপত্তনমারভ্য গচ্ছেয়ুঃ সেতুবন্ধনম্।" এইস্থানে ২৪টী তীর্থ আছে ; তন্মধ্যে 'ধনুষ্কোটী' তীর্থ অন্যতম, উহা রামেশ্বর হইতে ১২ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্বে এবং এস, আই, আর, লাইনের শেষ ষ্টেশন 'রামনাদে'র নিকট। বিভীষণের প্রার্থনামতে অযোধ্যায় প্রত্যাগমনের পূর্ব্বে শ্রীরামচন্দ্র (মতান্তরে লক্ষ্মণ) নিজ-ধনুর কোটিদ্বারা সেতুভঙ্গ করেন। এই ধনুস্তীর্থ দর্শন করিলে পুনর্জ্জন্ম হয় না ; ধনুস্তীর্থে স্নান করিলে অগ্নিষ্টোমাদি যজ্ঞাপেক্ষা অধিক ফল লাভ হয়। পম্বম্-দ্বীপস্থ সেতুবন্ধে রামেশ্বর-শিবমূর্ত্তি অর্থাৎ 'রামই ঈশ্বর যাঁহার',—এরূপ ভক্তাবতার শিবমূর্ত্তি আছেন।

২০১। কূর্ম্মপুরাণ—বর্ত্তমান-কালের কূর্ম্মপুরাণে কেবলমাত্র পূর্ব্ব ও উত্তর-খণ্ডদ্বয় পাওয়া যায়। বাস্তবিক কূর্ম্মপুরাণ ছয় হাজার শ্লোকবিশিষ্ট নহে ; ইহাতে সপ্তদশ-সহস্র শ্লোক ছিল। "তৎ সপ্ত-দশসাহস্রং সুচতুঃসংহিতং শুভম্। সপ্তদশ-সহস্রাণি লক্ষ্মীকল্পানুষঙ্গিকম্।।" (ভাগবত-মতে)—ইহা অষ্টাদশ মহা-পুরাণের অন্যতম পঞ্চদশ পুরাণ।

✱ *"ইন্দ্রিয়সকল হইতে মন শ্রেষ্ঠ, মন হইতে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ, বুদ্ধি হইতে দেহেন্দ্রিয়াদির স্বামী জীবাত্মা শ্রেষ্ঠ এবং সেই জীবাত্মা হইতে অব্যক্ত (দুরতিক্রমণীয়া) মায়া শ্রেষ্ঠ। মায়া হইতে সর্ব্বব্যাপক এবং প্রাকৃতধর্ম্মরহিত পুরুষোত্তম শ্রেষ্ঠ। তাঁহাকে জানিলেই জীব অমৃতত্ব লাভ করে। তাঁহার রূপ জীবের দর্শন-পথে অবস্থান করে না, কেহই (স্বীয় চেষ্টায়) চক্ষুদ্বারা তাঁহাকে দর্শন করিতে পারে না। তিনি কেবল ভক্তিপূত-হৃদয়ে নির্ম্মল মনের দ্বারা এবং বিশুদ্ধবুদ্ধির সাহায্যে জীবের ধারণার বিষয় হইয়া থাকেন। যাহারা এইরূপে তাঁহাকে জানিতে পারেন, তাহারাই অমৃতত্ব লাভ করে। ★★ সেই পরমেশ্বর বাক্যদ্বারা জ্ঞেয় নহেন, মনদ্বারা বোধ্য নহেন, চক্ষুদ্বারা গ্রাহ্য নহেন।" (কঠোপনিষৎ)। "যাহার ত্রিধাতুক জড়শরীরে আত্মবুদ্ধি, কলত্রাদিতে মমত্ববুদ্ধি, ভৌমবস্তুতে ইজ্যবুদ্ধি, জলাদিতে তীর্থবুদ্ধি, কিন্তু ঐ সকল বুদ্ধির মধ্যে কোন প্রকার বুদ্ধি ভগবদ্ভক্তে হয় না, তিনি গরুদিগের মধ্যে গাধা।" (ভাঃ ১০।৮৪।১৩)।*

রঘুনাথ আসি যবে রাবণে মারিল ।
অগ্নি-পরীক্ষা দিতে যবে সীতারে আনিল ॥ ২০৬ ॥
তবে মায়াসীতা অগ্নো কৈল অন্তর্দ্ধান ।
সত্য-সীতা আনি' দিল রাম-বিদ্যমান ॥ ২০৭ ॥

সৎসিদ্ধান্ত-শ্রবণে প্রভুর সুখ ও পুরাণপুঁথির পত্রগ্রহণ ঃ—

এ-সব সিদ্ধান্ত শুনি' প্রভুর আনন্দ হৈল ।
ব্রাহ্মণের স্থানে মাগি' সেই পত্র নিল ॥ ২০৮ ॥
নূতন পত্র লেখাঞা পুস্তকে দেওয়াইল ।
প্রতীতি লাগি' পুরাতন পত্র মাগি' নিল ॥ ২০৯ ॥

দক্ষিণ-মথুরায় আসিয়া সীতাভক্ত বিপ্রকে পত্রার্পণ ঃ—

পত্র লঞা পুনঃ দক্ষিণ-মথুরা আইলা ।
রামদাস-বিপ্রে সেই পত্র আনি' দিলা ॥ ২১০ ॥

রাবণের মায়াসীতা-অপহরণসূচক শ্লোক ঃ—

কূর্ম্মপুরাণ ও বৃহদগ্নিপুরাণ—

সীতয়ারাধিতো বহ্নিশ্ছায়া-সীতামজীজনৎ ।
তাং জহার দশগ্রীবঃ সীতা বহ্নিপুরং গতা ॥ ২১১ ॥
পরীক্ষা-সময়ে বহ্নিং ছায়া-সীতা বিবেশ সা ।
বহ্নিঃ সীতাং সমানীয় তৎপুরস্তাদনীনয়ৎ ॥ ২১২ ॥

কূর্ম্মপুরাণের পুঁথির পত্র ও শ্লোক-দর্শনে বিপ্রের আনন্দ ঃ—

পত্র পাঞা বিপ্রের হৈল আনন্দিত মন ।
প্রভুর চরণে ধরি' করয়ে ক্রন্দন ॥ ২১৩ ॥

প্রভুকে 'রঘুনাথ' জ্ঞান ঃ—

বিপ্র কহে,—"তুমি সাক্ষাৎ শ্রীরঘুনন্দন ।
সন্ন্যাসীর বেষে মোরে দিলা দরশন ॥ ২১৪ ॥

বিপ্রের দৈন্য, প্রভুকে নিমন্ত্রণ ও ভিক্ষা দান ঃ—

মহা-দুঃখ হইতে মোরে করিলা নিস্তার ।
আজি মোর ঘরে ভিক্ষা কর অঙ্গীকার ॥ ২১৫ ॥
মনোদুঃখে ভাল ভিক্ষা না দিল সেই দিনে ।
মোর ভাগ্যে পুনরপি পাইলুঁ দরশনে ॥" ২১৬ ॥
এত বলি' সেই বিপ্র সুখে পাক কৈল ।
উত্তম প্রকারে প্রভুকে ভিক্ষা করাইল ॥ ২১৭ ॥

একরাত্রি বিপ্রগৃহে অবস্থান ও তাম্রপর্ণী-স্নান ঃ—

সেই রাত্রি তাঁহা রহি' তাঁরে কৃপা করি' ।
পাণ্ড্যদেশে তাম্রপর্ণী গেলা গৌরহরি ॥ ২১৮ ॥

নব তিরুপতি দর্শন ঃ—

তাম্রপর্ণী স্নান করি' তাম্রপর্ণী-তীরে ।
নয় ত্রিপতি দেখি' বুলে কুতূহলে ॥ ২১৯ ॥

চিয়ড়তলায় রাম-লক্ষণের ও তিলকাঞ্চীতে
শিবের দর্শন ঃ—

চিয়ড়তলা তীর্থে দেখি' শ্রীরাম-লক্ষ্মণ ।
তিলকাঞ্চী আসি' কৈল শিব-দরশন ॥ ২২০ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২১১-২১২। সীতাকর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া অগ্নি 'ছায়াসীতা' প্রস্তুত করিলেন। দশগ্রীব রাবণ সেই ছায়াসীতা হরণ করিয়াছিল; মূলসীতা 'বহ্নিপুরে' রহিলেন। রামচন্দ্র যখন পরীক্ষা করেন, ছায়াসীতা বহ্নিমধ্যে প্রবেশ করিলেন, অগ্নিদেব মূলসীতাকে আনিয়া রামচন্দ্রের নিকট উপস্থিত করিলেন।

২১৩। কূর্ম্মপুরাণগ্রন্থে নূতনপত্র লিখাইয়া রামদাসের প্রতীতির জন্য যে পুরাতন পত্র মহাপ্রভু আনিয়াছিলেন, সেই পত্র পাইয়া বিপ্রের মন আনন্দিত হইল।

অনুভাষ্য

২১১-২১২। সীতয়া (জনকনন্দিন্যা) বহ্নিঃ (অগ্নিদেবঃ) আরাধিতঃ (অর্চ্চিতঃ সন্) ছায়াসীতাং (মায়াময়ীং তাদৃশীং মূর্ত্তিম্) অজীজনৎ (প্রকটিতবান্)। দশগ্রীবঃ (দশভিরিন্দ্রিয়ৈঃ ভোগপরায়ণঃ রাবণঃ) তাং (প্রাকৃতাং ছায়াসীতাম্ এব, ন তু মূলসীতাং, সীতায়াঃ অধোক্ষজত্বাৎ) জহার। সীতা (মূলসীতা) [তু] বহ্নিপুরং গতা। পরীক্ষাসময়ে সা ছায়াসীতা বহ্নিং বিবেশ। বহ্নিঃ তৎপুরস্তাৎ সীতাং (মূলসীতাং) সমানীয় অনীনয়ৎ।

২১৮। পাণ্ড্যদেশ—দাক্ষিণাত্যে 'কেরল' ও চোল'-রাজ্যের মধ্যবর্ত্তী প্রদেশ। এখানে অনেকগুলি 'পাণ্ড্য'-উপাধিধারী রাজা মাদুরাতে ও রামেশ্বরে রাজ্য করেন। রামায়ণে—'তাম্রপর্ণীং গ্রাহজুষ্টাং তরিষ্যথ মহানদীম্। স চন্দনবনৈশ্চিত্রৈঃ প্রচ্ছন্নদ্বীপ-বারিণীম্। যুক্তং কপাটং পাণ্ড্যানাং গতা দ্রক্ষ্যথ বানরাঃ।।"

তাম্রপর্ণী—'তিনেভেলি'-নদীর বামতটে অবস্থিত ; ইহাকে 'পরুণৈ' বলে। ইহা 'পশ্চিমঘাট'-গিরি হইতে বাহির হইয়া বঙ্গোপসাগরে পড়িয়াছে। (ভাঃ ১১।৫।৩৯)—"তাম্রপর্ণী-নদী যত্র কৃতমালা পয়স্বিনী।"

২১৯। নয় তিরুপতি—'আলোবর তিরুনগরী', এই নগরটী তিনেভেলি হইতে ১৭ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্বে ; ইহার চতুর্দ্দিকে নয়টী শ্রীপতি অর্থাৎ বিষ্ণুর মন্দির বর্ত্তমান। নয়টী বিগ্রহই পর্ব্বোপলক্ষে এই নগরে সমবেত হন।

২২০। চিয়ড়তলা—কাহারও মতে 'ছেরতলা', নগরকৈলের নিকট ; ইহা শ্রীরামলক্ষ্মণের মন্দির।

তিলকাঞ্চী—শিবমন্দির, সম্ভবতঃ ইহা তিনেভেলি-নগর হইতে ৩০ মাইল উত্তর-পূর্ব্বদিকে 'তেন্‌কাশী'কে উদ্দেশ করা হইয়াছে।

গজেন্দ্রমোক্ষণে বিষ্ণুর ও পানাগড়িতে রামের দর্শন ঃ—

গজেন্দ্রমোক্ষণ-তীর্থে দেখি' বিষ্ণুমূর্ত্তি ।
পানাগড়ি-তীর্থে আসি' দেখিল সীতাপতি ॥ ২২১ ॥

চাম্‌তাপুরে রাম-লক্ষ্মণ ও শ্রীবৈকুণ্ঠে বিষ্ণু-দর্শন ঃ—

চাম্‌তাপুরে আসি' দেখি' শ্রীরাম-লক্ষ্মণ ।
শ্রীবৈকুণ্ঠে আসি' কৈল বিষ্ণু-দরশন ॥ ২২২ ॥

কুমারিকায় অগস্ত্যদর্শন ঃ—

মলয়-পর্ব্বতে কৈল অগস্ত্য-বন্দন ।
কন্যাকুমারী তাঁহা কৈল দরশন ॥ ২২৩ ॥

আম্‌লিতলায় রাম-দর্শন ঃ—

আম্‌লিতলায় দেখি' শ্রীরাম গৌরহরি ।
মল্লার-দেশেতে আইলা যথা ভট্টথারি ॥ ২২৪ ॥

মালাবরদেশে তমাল-কার্ত্তিক ও বেতাপনিতে রাম-দর্শনপূর্ব্বক একরাত্রি বাস ঃ—

তমাল-কার্ত্তিক দেখি' আইল বেতাপনি ।
রঘুনাথ দেখি' তাঁহা বঞ্চিলা রজনী ॥ ২২৫ ॥

ভট্টথারির কবলে প্রভুর সঙ্গী কৃষ্ণদাস-বিপ্র ঃ—

গোসাঞির সঙ্গে রহে কৃষ্ণদাস ব্রাহ্মণ ।
ভট্টথারি-সহ তাঁহা হৈল দরশন ॥ ২২৬ ॥
স্ত্রীধন দেখাঞা তারে লোভ জন্মাইল ।
আর্য্য সরল বিপ্রের বুদ্ধিনাশ কৈল ॥ ২২৭ ॥

কৃষ্ণদাসের অনুসন্ধানে ভট্টথারিগৃহে প্রভুর আগমন ঃ—

প্রাতে উঠি' আইলা বিপ্র ভট্টথারি-ঘরে ।
তাহার উদ্দেশে প্রভু আইলা সত্বরে ॥ ২২৮ ॥

ভট্টথারিগণের নিকট প্রভুর কৃষ্ণদাসকে যাচ্ঞা ঃ—

আসিয়া কহেন সব ভট্টথারিগণে ।
"আমার ব্রাহ্মণ তুমি রাখ কি কারণে ॥ ২২৯ ॥
আমিহ সন্ন্যাসী দেখ, তুমিহ সন্ন্যাসী ।
মোরে দুঃখ দেহ—তোমার 'ন্যায়' নাহি বাসি ॥"২৩০॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২২৪। ভট্টথারি—যাহাদিগকে চলিত ভাষায় কোন কোন দেশে 'ভাটওয়ারী' বলে ; ইহাদের ঘর-দ্বার নাই। যেখানে যখন থাকে, তথায় 'শির্‌কি' অর্থাৎ সামান্য শিবিরে বাস করে। ইহাদের বাহিরে সন্ন্যাসীর বেশ, কিন্তু ব্যবসায়,—চৌর্য্য ও প্রতারণা ; ইহারা অনেক স্ত্রীলোককে প্রতারণা করিয়া সংগ্রহ করত শির্‌কির মধ্যে রাখে এবং অপরাপর লোককে স্ত্রীলোক দেখাইয়া ভুলাইয়া আপনাদের দল বাড়াইয়া থাকে। বঙ্গদেশে যেরূপ বেদের টোল, পশ্চিম ও দক্ষিণ-ভারতে সেরূপ ভাটওয়ারীদিগের 'শির্‌কি'।

অনুভাষ্য

২২১। গজেন্দ্রমোক্ষণ—ভ্রমক্রমে ইহাকে কেহ কেহ নগর-কৈবের ২ মাইল দক্ষিণস্থিত 'স্থাণুলিঙ্গ' বা 'দেবেন্দ্র-মোক্ষণশিব' নামে অভিহিত করেন ; বস্তুতঃ ইনি—শ্রীবিষ্ণুবিগ্রহ।

পানাগড়ি—'পানাগড়ি', ত্রিবান্দ্রাম যাইতে তিনেভেলি হইতে ৩০ মাইল দক্ষিণে, কিঞ্চিৎ পশ্চিমকোণে। পূর্ব্বে এস্থানে শ্রীরাম-মূর্ত্তি ছিলেন, পরে শৈবগণ তাঁহাকে 'রামেশ্বর' বা 'রামলিঙ্গ শিব' বলিয়া পূজা করিয়া আসিতেছেন।

২২২। চাম্‌তাপুর—সম্ভবতঃ ত্রিবাঙ্কুর-রাজ্যস্থিত 'চেঙ্গানুর'; এস্থানে রামলক্ষ্মণের মন্দির আছে।

শ্রীবৈকুণ্ঠ—'শ্রীবৈকুণ্ঠম্‌', আলোয়ার তিরুনগরী হইতে ৪ মাইল উত্তরে এবং তিনেভেলি হইতে ১৬ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্বে তাম্রপর্ণী-নদীর বামতটে অবস্থিত।

অনুভাষ্য

২২৩। মলয় পর্ব্বত—দাক্ষিণাত্যে কেরল হইতে কুমারিকা অন্তরীপ পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত গিরিমালা।

'অগস্ত্য'-সম্বন্ধে চারিটী মত আছে—(১) তাঞ্জোর-জিলায় কলিমিয়ার পয়েন্টে বেদারণ্যমের নিকটে অগস্ত্যম্‌পল্লী-গ্রামে একটী অগস্ত্য-মুনির মন্দির আছে ; (২) মাদুরা-জিলায় শিবগিরি-পর্ব্বতের শিখরে অগস্ত্য-নির্ম্মিত একটী সুব্রহ্মণ্যের (স্কন্দের) মন্দির আছে ; (৩) কেহ কেহ কুমারিকা-অন্তরীপের নিকটবর্ত্তী পঠিয়া-পর্ব্বতকে অগস্ত্যের বাসস্থান বলেন ; (৪) তাম্রপর্ণী-নদীর উভয়পার্শ্বে মোচাকৃতি শৃঙ্গটী 'অগস্ত্যমলয়' নামে কথিত। কন্যাকুমারী—কুমারিকা-অন্তরীপ।

২২৪। মল্লারদেশ—ম্যালেবার-দেশ। ইহার উত্তরে দক্ষিণ কানারা, পূর্ব্বে কূর্গ ও মহীশূর, দক্ষিণে কোচিন এবং পশ্চিমে আরব-সাগর।

২২৫। তমাল কার্ত্তিক—তিনেভেলির ৪৪ মাইল দক্ষিণে এবং 'অমরবল্লী' গিরিসঙ্কট হইতে ২ মাইল দক্ষিণে, তোবল-তালুকের অন্তর্গত সুব্রহ্মণ্য বা কার্ত্তিকদেবের মন্দির।

বেতাপনি—'ভূতপণ্ডি' ; ত্রিবাঙ্কুর-রাজ্যে, নগর-কৈলের উত্তরে, তোবল-তালুকের মধ্যে। পূর্ব্বে শ্রীমন্দিরে রামচন্দ্রবিগ্রহ ছিলেন, পরে বোধ হয়, রামেশ্বর বা ভূতনাথ শিবলিঙ্গনামে পূজিত হইতেছেন।

২২৬। ভট্টথারি—মধ্য ১ম পঃ ১১২ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

ভট্টথারিগণের প্রভুকে আক্রমণ, কিন্তু প্রভুর অচিন্ত্য-শক্তিবলে তাহারা স্বয়ংই আক্রান্ত ঃ—

শুনি' সব ভট্টথারি উঠে অস্ত্র লঞা ।
মারিবারে আইল সবে চারিদিকে ধাঞা ॥ ২৩১ ॥

তার অস্ত্র তার অঙ্গে পড়ে হাত হৈতে ।
খণ্ড খণ্ড হৈল ভট্টথারি পলায় চারিভিতে ॥ ২৩২ ॥

প্রভুকর্ত্তৃক কৃষ্ণদাস-বিপ্রের উদ্ধার-সাধন ঃ—

ভট্টথারি-ঘরে তাঁহা উঠিল ক্রন্দন ।
কেশে ধরি' বিপ্রে লঞা করিল গমন ॥ ২৩৩ ॥

আদিকেশব-মন্দিরে বিষ্ণু-দর্শনে প্রভুর নৃত্য-গীত ও তদ্দর্শনে সকলের চমৎকার ঃ—

সেই দিন চলি' আইলা পয়স্বিনী-তীরে ।
স্নান করি' গেলা আদিকেশব-মন্দিরে ॥ ২৩৪ ॥

কেশব দেখিয়া প্রেমে আবিষ্ট হৈলা ।
নতি, স্তুতি, নৃত্য, গীত, বহুত করিলা ॥ ২৩৫ ॥

প্রেম দেখি' লোকে হৈল মহা-চমৎকার ।
সর্ব্বলোক কৈল প্রভুর পরম সৎকার ॥ ২৩৬ ॥

শুদ্ধভক্তসঙ্গে ব্রহ্মসংহিতার ৫ম অধ্যায় প্রাপ্তি ঃ—

মহাভক্তগণসহ তাঁহা গোষ্ঠী কৈল ।
'ব্রহ্মসংহিতাধ্যায়'-পুঁথি তাঁহা পাইল ॥ ২৩৭ ॥

গ্রন্থদর্শনে প্রভুর আনন্দ ঃ—

পুঁথি পাঞা প্রভুর হৈল আনন্দ অপার ।
কম্পাশ্রু-পুলক-স্বেদ-স্তম্ভ বিকার ॥ ২৩৮ ॥

ব্রহ্মসংহিতার মাহাত্ম্য ঃ—

সিদ্ধান্ত-শাস্ত্র নাহি 'ব্রহ্মসংহিতা'র সম ।
গোবিন্দমহিমা-তত্ত্ব পরম কারণ ॥ ২৩৯ ॥

অল্পাক্ষরে কহে সিদ্ধান্ত অপার ।
সকল-বৈষ্ণবশাস্ত্র-মধ্যে অতি সার ॥ ২৪০ ॥

শ্রীঅনন্ত পদ্মনাভ-দর্শন ঃ—

বহু যত্নে সেই পুঁথি লইলা লিখিয়া ।
'অনন্ত-পদ্মনাভ' আইলা হরষিত হঞা ॥ ২৪১ ॥

দুইদিন অবস্থান, পরে শ্রীজনার্দ্দন-দর্শন ঃ—

দিন-দুই পদ্মনাভের কৈল দরশন ।
আনন্দে দেখিতে আইলা শ্রীজনার্দ্দন ॥ ২৪২ ॥

পয়স্বিনী-তীরে শঙ্কর নারায়ণ-দর্শন ঃ—

দিন দুই তাঁহা করি' কীর্ত্তন-নর্ত্তন ।
পয়স্বিনী আসিয়া দেখে শঙ্কর নারায়ণ ॥ ২৪৩ ॥

শৃঙ্গেরি-মঠে আগমন ও পরে মৎস্যতীর্থ দর্শন ঃ—

শৃঙ্গেরি-মঠে আইলা শঙ্করাচার্য্য-স্থানে ।
মৎস্য-তীর্থ দেখি' কৈল তুঙ্গভদ্রায় স্নানে ॥ ২৪৪ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২৩৭। ব্রহ্ম-সংহিতাধ্যায়,—ব্রহ্মসংহিতা ৫ম অধ্যায়, যাহা এখন বঙ্গদেশে শ্রীজীবগোস্বামীর টীকার সহিত পাওয়া যায়।

অনুভাষ্য

২৩৪। পয়স্বিনী—ত্রিবাঙ্কুর-রাজ্যে 'তিরুবত্তর'-নদী ; ভাঃ ১১।৫।৩৯—"তাম্রপর্ণী-নদী যত্র কৃতমালা পয়স্বিনী।"

২৩৭-২৪০। ব্রহ্মসংহিতাধ্যায়—'ব্রহ্মসংহিতা'-গ্রন্থের পঞ্চম অধ্যায়। ইহাতে অচিন্ত্যভেদাভেদস্থিতি, অভ্যাস, অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্র, আত্মা, আত্মারাম, কর্ম্ম, কামগায়ত্রী, কামবীজ, কারণাব্ধিশায়ী, কৃষ্ণধামের চিদ্বিশেষ, গণেশ, গর্ভোদকশায়ী, গায়ত্রী-উৎপত্তি, গোকুল, গোবিন্দ-রূপ, স্বরূপ-তত্ত্ব ও ধাম, জীবতত্ত্ব, জীবের প্রাপ্যস্বরূপ, দুর্গা, তপ, পঞ্চভূত, প্রেম, ব্রহ্ম, ব্রহ্মার দীক্ষা, ভক্তিচক্ষু, ভক্তিসোপান, মন, মহাবিষ্ণু, যোগনিদ্রা, রমা, রাগমার্গীয় ভক্তি, রামাদি অবতার, লিঙ্গাদি শব্দতাৎপর্য্য, বদ্ধজীব, তাহার সাধন, বিষ্ণুতত্ত্ব, বেদসার-স্তব, শম্ভু, শ্রুত, স্বকীয়, পারকীয়, সদাচার, সূর্য্য ও হৈমাণ্ড প্রভৃতি বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

২৪১। অনন্ত-পদ্মনাভ—মধ্য, ১ম পঃ ১১৫ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

২৪২। শ্রীজনার্দ্দন—ত্রিবান্দ্রমের ২৬ মাইল উত্তর বর্কালা-রেলওয়ে ষ্টেশনের নিকটে বিরাজমান।

অনুভাষ্য

২৪৪। শৃঙ্গেরি-মঠ—মহীশূরের অন্তর্গত শিমোগা-জিলায় শৃঙ্গেরি-মঠ অবস্থিত, তুঙ্গভদ্রা-নদীর বামতটে এবং হরিহরপুরের ৭ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। ইহার প্রকৃত নাম—(ঋষ্য) শৃঙ্গ-গিরি বা শৃঙ্গবের পুরী। এস্থানে দাক্ষিণাত্যস্থিত শঙ্করাচার্য্যের প্রধান মঠ অবস্থিত। শ্রীশঙ্করাচার্য্য তাঁহার চারিটী শিষ্যদ্বারা ভারতের উত্তরে (১) বদরিকায়—জ্যোতির্মঠ, (২) পুরুষোত্তমে—ভোগ-বর্দ্ধন বা গোবর্দ্ধন-মঠ, (৩) দ্বারকায়—সারদা-মঠ এবং (৪) দাক্ষিণাত্যে—'শৃঙ্গেরি'-মঠ স্থাপন করেন। শৃঙ্গেরি-মঠে 'সরস্বতী', 'ভারতী', ও 'পুরী'—এই ত্রিবিধ এক-দণ্ড সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। "চতুর্থো দক্ষিণাম্নায়ঃ শৃঙ্গের্য্যাং বর্ত্ততে মঠঃ। সম্প্রদায়ো ভূরিবারঃ ভূর্ভুবঃ গোত্র উচ্যতে।। পদানি ত্রীণি খ্যাতানি সরস্বতী ভারতী পুরী। বরাহো দেবতা যত্র ক্ষেত্রং রামেশ্বরং বদেৎ।। তীর্থঞ্চ তুঙ্গাভদ্রাখ্যং শক্তিঃ কামাক্ষিকা স্মৃতা। চৈতন্য-ব্রহ্মচারীতি হস্তামলকদেশিকঃ।। আন্ধ্র-দ্রাবিড়-কর্ণাট-কেরালাদি-প্রভেদতঃ। শৃঙ্গের্যধীনা দেশাস্তে হ্যবাচীদিগবস্থিতাঃ।। স্বরজ্ঞানরতো নিত্যং স্বরবাদী কবীশ্বরঃ। সংসার-সাগরাসার-হন্তাসৌ হি 'সরস্বতী'। বিদ্যাভারেণ সম্পূর্ণঃ সর্ব্বভারং পরিত্যজন্। দুঃখভারং ন জানাতি 'ভারতী' পরিকীর্ত্ত্যতে।।

উড়ুপীতে মধ্বাচার্য্য-স্থানে নর্ত্তক-গোপাল-দর্শন ঃ—

মধ্বাচার্য্য-স্থানে আইলা যাঁহা 'তত্ত্ববাদী'।
উড়ুপীতে 'কৃষ্ণ' দেখি' তাঁহা হৈল প্রেমাস্বাদী ॥২৪৫॥

শ্রীমধ্বের গোপাল-প্রাপ্তি ও তদবধি শিষ্য-পরম্পরায় সেবা ঃ—

'নর্ত্তক গোপাল দেখে পরম-মোহনে।
মধ্বাচার্য্যে স্বপ্ন দিয়া আইলা তাঁর স্থানে ॥ ২৪৬ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২৪৫-২৪৭। দাক্ষিণাত্য-প্রদেশে উড়ুপী-গ্রামে মধ্বাচার্য্যের গাদি, সেই সম্প্রদায়ী আচার্য্যদিগকে 'তত্ত্ববাদী' বলে। সেই স্থানে নর্ত্তকগোপাল শ্রীমূর্ত্তি আছেন। শ্রীমধ্বাচার্য্য জলমগ্ন ডিঙ্গা অর্থাৎ

অনুভাষ্য

জ্ঞানতত্ত্বেন সম্পূর্ণঃ পূর্ণতত্ত্বপদে স্থিতঃ। পরব্রহ্মরতো নিত্যং 'পুরী'নামা স উচ্যতে।।" (মঠাম্নায়) ; অর্থাৎ মঠ নাম—শৃঙ্গেরী, দিক্—দক্ষিণ ; দেশ—আন্ধ্র, দ্রাবিড়, কর্ণাট ও কেরলাদি ; সম্প্রদায়—ভূরিবার, গোত্র—ভূর্ভুবঃ, ক্ষেত্র—রামেশ্বর ; মহাবাক্য বা বোধ—"অহং ব্রহ্মাস্মি" ; দেব—বরাহ; শক্তি—কামাক্ষী ; আচার্য্য—হস্তামলক ; সন্ন্যাসপদবী—'সরস্বতী', 'ভারতী' ও 'পুরী' ; ব্রহ্মচারী—চৈতন্য ; তীর্থ—তুঙ্গভদ্রা ; বেদ—যজুঃ।

শৃঙ্গেরী-মঠের গুরু ও সন্ন্যাসগ্রহণ-কাল-পরম্পরা—যথা, ১। শঙ্করাচার্য্য—২২ শক, ২। সুরেশ্বরাচার্য্য—৩০ শক, ৩। বোধনাচার্য্য—৬৮০ শক, ৪। জ্ঞানধনাচার্য্য—৭৬৮ শক, ৫। জ্ঞানোত্তম শিবাচার্য্য—৮২৭ শক, ৬। জ্ঞানগিরি আচার্য্য—৮৭১ শক, ৭। সিংহগিরি আচার্য্য—৯৫৮ শক, ৮। ঈশ্বরতীর্থ—১০১৯ শক, ৯। নারসিংহ তীর্থ—১০৬৭ শক, ১০। বিদ্যাতীর্থ বিদ্যাশঙ্কর—১১৫০ শক, ১১। ভারতীকৃষ্ণ তীর্থ—১২৫০ শক, ১২। বিদ্যারণ্য ভারতী—১২৫৩ শক, ১৩। চন্দ্রশেখর ভারতী—১২৯০ শক, ১৪। নরসিংহ ভারতী—১৩০৯ শক, ১৫। পুরুষোত্তম ভারতী—১৩২৮ শক, ১৬। শঙ্করানন্দ—১৩৫০ শক, ১৭। চন্দ্রশেখর ভারতী—১৩৭১ শক, ১৮। নরসিংহ ভারতী—১৩৮৬ শক, ১৯। পুরুষোত্তম ভারতী—১৩৯৪ শক, ২০। রামচন্দ্র ভারতী—১৪৩০ শক, ২১। নরসিংহ ভারতী—১৪৭৯ শক, ২২। নরসিংহ ভারতী—১৪৮৫ শক, ২৩। ধনমড়ি নরসিংহ ভারতী—১৪৯৮ শক, ২৪। অভিনব নরসিংহ ভারতী—১৫২১ শক, ২৫। সচ্চিদানন্দ ভারতী—১৫৪৪ শক, ২৬। নরসিংহ ভারতী—১৫৮৫ শক, ২৭। সচ্চিদানন্দ ভারতী—১৬২৭ শক, ২৮। অভিনব সচ্চিদানন্দ ভারতী—১৬৬৩ শক, ২৯। নৃসিংহ ভারতী—১৬৮৯ শক, ৩০। সচ্চিদানন্দ ভারতী—১৬৯২ শক, ৩১। অভিনব সচ্চিদানন্দ ভারতী—১৭৩০ শক, ৩২। নরসিংহ ভারতী—১৭৩৯ শক, ইঁহাদের সমাধি-সম্বন্ধে জানিতে হইলে 'বৈষ্ণব-মঞ্জুষা-সমাহৃতি' (৪র্থ সংখ্যা) দ্রষ্টব্য। ৩৩। সচ্চিদানন্দ শিবাভিনব বিদ্যা নরসিংহ ভারতী—১৭৮৮ শকাব্দা।

শঙ্করাচার্য্য—দাক্ষিণাত্যে কেরল-দেশান্তর্গত 'কালাডি' নামক গ্রামে ৬০৮ শকে বৈশাখী শুক্লা-তৃতীয়া-দিবসে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম—'শিবগুরু'। শৈশবকালেই ইঁহার পিতৃবিয়োগ হয়। বয়ঃক্রম অষ্টম বর্ষ উত্তীর্ণ হইতে না হইতেই শাস্ত্রাদি-অধ্যয়ন শেষ করিয়া নর্ম্মদাতীরে 'গোবিন্দের' নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। সন্ন্যাস-গ্রহণান্তর কিয়দ্দিবস গোবিন্দের নিকট থাকিয়া তাঁহার অনুমতিক্রমে বারাণসী গমন করেন এবং তথা হইতে বদরিকাশ্রমে গিয়া দ্বাদশবর্ষ-বয়ঃক্রমকালে ব্রহ্মসূত্রের একটী ভাষ্য প্রণয়ন করেন। পরে দশ উপনিষৎ, গীতা, সনৎসুজাতীয় ও নৃসিংহ-তাপনী প্রভৃতি গ্রন্থেরও ভাষ্য রচনা করেন।

শঙ্করাচার্য্যের শিষ্যগণের মধ্যে 'পদ্মপাদ', 'সুরেশ্বর', 'হস্তামলক' ও 'ত্রোটক',—এই চারিজন প্রধান। শঙ্করাচার্য্য বারাণসী হইয়া প্রয়াগে গমনপূর্ব্বক কুমারিল ভট্টের সহিত সাক্ষাৎ করেন। কুমারিল মুমূর্ষু থাকাকালে তাঁহার সহিত নিজে বিচার না করিয়া তাঁহার প্রধান শিষ্য 'মণ্ডনে'র নিকট মাহিষ্মতী-নগরে পাঠাইয়া দেন। তথায় তিনি মণ্ডনকে বিচারে পরাস্ত করেন। মণ্ডনের সহধর্ম্মিণী 'সরস্বতী' বা 'উভয়ভারতী' তাঁহাদের বিচারকালে মধ্যস্থা ছিলেন ; কথিত আছে, তিনি শঙ্কর-সহ কামশাস্ত্র-বিষয়ে বিচার করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। শঙ্কর—আকুমার ব্রহ্মচারী, সুতরাং কামশাস্ত্র-বিষয়ে অনভিজ্ঞ ; তিনি 'উভয়ভারতী'র নিকট একমাস সময় লইয়া যোগবলে একটী সদ্যো মৃত রাজশরীরে প্রবেশ করিয়া অভীপ্সিত-বিষয়ে অনুধাবন করেন এবং অভিজ্ঞতা অর্জ্জনপূর্ব্বক 'উভয়ভারতী'র নিকট বিচার প্রার্থনা করেন ; তিনি আর বিচার না করিয়া শঙ্করের প্রার্থনা-মতে তাঁহার শৃঙ্গেরি-মঠে অচলা থাকিবেন, এই বর দিয়া সংসার হইতে বিদায় লইলেন। মণ্ডন শঙ্করাচার্য্যের নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করেন এবং 'সুরেশ্বর' নামে আখ্যাত হন। শঙ্করাচার্য্য ক্রমে ক্রমে ভারতের প্রায় সর্ব্বত্র পরিভ্রমণ করিয়া নানা-মতাবলম্বী লোকদিগকে বিচারে পরাস্ত করিয়া স্বমতে আনয়ন করেন। তিনি তেত্রিশ বর্ষ বয়ঃক্রম-কালে দেহত্যাগ করেন।

মৎস্যতীর্থ—সম্ভবতঃ মালাবর-জিলায় সমুদ্রোপকূলে স্থিত বর্ত্তমান 'মাহে' নগর। কেহ কেহ বলেন, ভিজাগাপটমের অন্তর্গত পদ্ম-তালুকের মধ্যে 'পাদেরু' হইতে ৬ মাইল উত্তরদিকে মটম-গ্রামের নিকটে মাচেরু-নদীর একটী অদ্ভুত আবর্ত্তই মৎস্যতীর্থ (ভিজাগাপটম্ গেজেটীয়ার) ; কিন্তু ইহা এস্থানে উদ্দিষ্ট নহে বলিয়া বোধ হয়।

অনুভাষ্য

২৪৫। শ্রীমধ্বাচার্য্য—দাক্ষিণাত্যে সহ্যাদ্রির পশ্চিমে কানাড়া জিলা ; 'দক্ষিণ কানাড়া' জিলার প্রধান নগর—'ম্যাঙ্গেলোর', তদুত্তরে 'উড়ুপী' (উডিপী)। উড়ুপী-গ্রামে পাজকা-ক্ষেত্রে শিবাল্লী-ব্রাহ্মণকুলে 'মধ্যগেহ' ভট্টের ঔরসে 'বেদবিদ্যা'র গর্ভে ১০৪০ শকাব্দে, মতান্তরে, ১১৬০ শকাব্দে, শ্রীমধ্বাচার্য্য জন্ম-গ্রহণ করেন। বাল্যে মধ্বাচার্য্য 'বাসুদেব' নামে খ্যাত ছিলেন। তাঁহার সম্বন্ধে কয়েকটী অলৌকিক আখ্যায়িকা কথিত হয়,—বাল্যকালে উড়ুপী হইতে পাজকাক্ষেত্রে প্রত্যাগমনকালে নির্ব্বিঘ্নে আগমন, মাতার অনুপস্থিতিকালে জ্যেষ্ঠা-ভগিনীর সমক্ষে ক্রন্দন-নিবৃত্তিচ্ছলে গবাদির ভোজ্য একনাদা ভূষি-ভোজন, প্রচণ্ড ষণ্ডের পুচ্ছে আবদ্ধ থাকিয়া ঝুলন এবং উত্তমর্ণের ঋণ আদায়-জন্য ধন্না দিয়া থাকায়, তেঁতুলবীজকেই অর্থরূপে পরিণত করিয়া তদ্দ্বারা পিতৃঋণ-শোধন প্রভৃতি ; পৌগণ্ডে—নেডিউরুগ্রামের উৎসবে মধ্বের নিরুদ্দেশ ও পরে উড়ুপীতে অনন্তেশ্বরের মন্দির-প্রান্তে তাঁহার পুনঃপ্রাপ্তি, নেয়াম্পল্লি-গ্রামে 'শিব'-নামক ব্রাহ্মণের ভ্রমপ্রদর্শন প্রভৃতি বর্ণিত। পঞ্চমবর্ষে, তিনি উপনয়ন- সংস্কার লাভ করেন। মহাভারত-কথিত 'মণিমান্' নামক অসুর সর্পাকার করিয়া তথায় বাস করিত। উপনয়নের পরেই 'বাসুদেব' পদাঙ্গুষ্ঠ-দ্বারা সেই সর্পের সংহার করেন। মাতা অস্থিরা হইলে তিনি এক লম্ফ প্রদান করিয়া মাতৃসমক্ষে উপনীত হন। এইকালে পাঠাভ্যাসে বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইয়া ছিলেন। পিতার সম্পূর্ণ অসম্মতিতে তিনি 'অচ্যুতপ্রেক্ষে'র নিকট দ্বাদশবর্ষ বয়ঃক্রমকালে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন এবং 'পূর্ণপ্রজ্ঞ-তীর্থ'-নাম লাভ করেন। দক্ষিণদেশে নানা দেশ পর্য্যটনের পর শৃঙ্গেরি-মঠাধিপ বিদ্যা-শঙ্কর-সহ তাঁহার নানা বিচার হয়। বিদ্যাশঙ্করের অত্যুচ্চ স্থান মধ্বের নিকট অবনত হইল। 'সত্যতীর্থ' নামক যতির সহিত শ্রীমধ্ব বদরিকায় গমন করেন। তথায় শ্রীব্যাসকে 'গীতা-ভাষ্য' শ্রবণ করাইয়া সম্মতি গ্রহণ করেন। ব্যাসের নিকট হইতে অল্পকাল-মধ্যেই নানাবিষয়ে শিক্ষালাভ করেন। বদরিকা হইতে আনন্দমঠে প্রত্যাবর্ত্তনকালেই শ্রীমধ্বের সূত্রভাষ্য রচনা শেষ হয় ; সত্যতীর্থ তাহা লিখিয়া দেন। শ্রীমধ্ব বদরি হইতে গঞ্জামে গোদাবরী-প্রদেশে গমন করেন। তথায় তাঁহার সহিত 'শোভন ভট্ট' ও 'স্বামী-শাস্ত্রী' নামক পণ্ডিতদ্বয়ের মিলন হয়। উঁহারাই শ্রীমধ্ব-পরম্পরায় 'পদ্মনাভ তীর্থ' ও 'নরহরি তীর্থ'-নাম লাভ করেন। উড়ুপীতে প্রত্যাগমন করিয়া তিনি একদিন সমুদ্রস্নানে যাইতে যাইতে পাঁচ অধ্যায়ে স্তোত্র রচনা করিলেন। শ্রীকৃষ্ণের চিন্তায় বিভোর হইয়া বালুকোপরি উপবিষ্ট হইয়া দেখিলেন, দ্বারকার জন্য সংগৃহীত পণ্যদ্রব্যপূর্ণ একখানি নৌকা সমুদ্রে বিপন্ন হইয়াছে! নৌকাখানিকে বালুকায় প্রোথিত হইতে দেখিয়া নৌকা ভাসিবার উদ্দেশ্যে মুদ্রা প্রদর্শন করিলেন, তাহাতে নৌকাখানি তটে আসিতে পারিল। নৌবাহিগণ তাঁহাকে কিছু দিবার অভিপ্রায় জানাইলে তিনি নৌকাস্থিত কিছু গোপীচন্দন গ্রহণ করিতে সম্মত হন। এক বৃহৎ গোপীচন্দনখণ্ড গ্রহণ করিলেন ও পথে আনিতে আনিতে 'বড়বন্দেশ্বর' নামক স্থানে উহা ভাঙ্গিয়া যায় এবং তন্মধ্যে একটী সুন্দর 'বালকৃষ্ণমূর্ত্তি' পাওয়া গেল। মূর্ত্তির এক-হস্তে একটী দধি-মন্থনদণ্ড, অপর-হস্তে মন্থন-রজ্জু। কৃষ্ণলাভ হইলে তাঁহার 'দ্বাদশ স্তোত্রে'র অবশিষ্ট সপ্ত অধ্যায় সেইদিনই রচিত হইল। ত্রিশজন বলবান্ লোক ঐ কৃষ্ণমূর্ত্তিকে তুলিতে অক্ষম হওয়ায় পরব্যোমস্থ সর্ব্বব্যাপী বায়ুর, হনুমানের বা ভীমসেনের অবতার শ্রীমধ্ব স্বয়ং মাধবকে তুলিয়া উড়ুপীতে স্বীয় মঠে লইয়া গেলেন। তাঁহার আটজন প্রধান শিষ্য-সন্ন্যাসী উড়ুপীর অষ্ট-মঠের অধিপতি ছিলেন। বৃন্দারণ্যের অষ্টগোপিকা যে-প্রকার কৃষ্ণসেবা করেন, তদ্রূপ এই বালকৃষ্ণের সেবা শ্রীমধ্বাচার্য্য স্বয়ং ও তৎপরে উত্তররাঢ়ী-মঠের অধিপতি শ্রীমধ্বাচার্য্যগণ অষ্ট-মঠাধিপ-যতিগণের সাহায্যে পর পর করাইয়া থাকেন। আজও তাহাই চলিতেছে।

শ্রীমধ্ব দ্বিতীয়বার বদরিকা যাত্রা করিয়াছিলেন। মহারাষ্ট্র-রাজ্যের মধ্য দিয়া গমনকালে তথাকার 'মহাদেব'-নামক রাজা স্বীয় জনবর্গের দ্বারা সাধারণের উপকারার্থে পুষ্করিণী খনন করাইতেছিলেন। রাজার আদেশমতে শ্রীমধ্বও সশিষ্য মৃত্তিকা-খনন-কার্য্যে বাধ্য হইলেন। কিছুক্ষণ পরে রাজদর্শনপূর্ব্বক রাজাকেই ঐ কার্য্যে প্রবৃত্ত করাইয়া তিনি সহসা অগ্রসর হইলেন। গাঙ্গপ্রদেশের একপারে হিন্দুরাজ্য, অপরপারে মুসলমান রাজ্যের পরস্পর বিবাদ-ফলে ঘটনা এতাদৃশ প্রবল হইয়াছিল যে, পারে যাইবার নৌকা পাওয়া গেল না, সুবিস্তৃতা নদীর অপরপারে বিরুদ্ধ সেনা সর্ব্বদা বাধা দিতেছিল। শ্রীমধ্ব সেই সকল বিপদ অগ্রাহ্য করিয়া হাতাহাতি করিয়া সকলে নদী সন্তরণ করেন এবং তীরে উঠিয়াই সৈন্যগণকর্ত্তৃক পীড়িত হইলেন। তিনি রাজাদেশ অমান্য করায় স্বয়ং রাজার নিকট উপস্থিত হইলেন এবং নিজের অবস্থা জ্ঞাপন করায় মুসলমানরাজ তাঁহাকে অর্দ্ধ-রাজ্য-দানে ইচ্ছাপ্রকাশ করেন, কিন্তু শ্রীমধ্ব উহা গ্রহণ করিলেন না। চলিতে চলিতে পথে দস্যুকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে ভীমবলে তাহাদের বিনাশ সাধন করেন এবং 'সত্যতীর্থ' ব্যাঘ্রাক্রান্ত হইলে ব্যাঘ্রকে বলপূর্ব্বক বিচ্ছিন্ন করিয়া বিদূরিত করেন। ব্যাসসহ সাক্ষাৎকালে অষ্টমূর্ত্তি শালগ্রাম প্রাপ্ত হন। এইকালের পরেই তিনি মহাভারত-তাৎপর্য্য রচনা করেন।

শ্রীমধ্বের অলৌকিক পাণ্ডিত্য ও ঈশানুগত্যের কথা ভারতের সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইল। শৃঙ্গেরি-মঠাধিপ শঙ্করাচার্য্য বিশেষ উদ্বিগ্ন

গোপীচন্দন-তলে আছিল ডিঙ্গাতে ।
মধ্বাচার্য্য-ঠাঞি কৃষ্ণ আইলা কোনমতে ॥ ২৪৭ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

বড় নৌকার মধ্যে গোপীচন্দনের তলে গোপালকে পাইয়াছিলেন।

অনুভাষ্য

হইলেন। শাঙ্কর-মতাবলম্বিগণ আপনাদের মাহাত্ম্য খর্ব্ব হইতে দেখিয়া মধ্ব-নির্য্যাতনে ব্যস্ত হইলেন। মাধ্ব-মতাবলম্বি-গণকে সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন করা হইল এবং মাধ্বমত অবৈদিক ও অশাস্ত্রীয় বলিয়া প্রতিপাদনের প্রয়াস হইল। পদ্মতীর্থ পুণ্ডরীক-পুরী-নামক জনৈক শাঙ্করমতবাদী পণ্ডিতকে লইয়া আচার্য্যের সহ বাগ্‌যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। আচার্য্যের সংগৃহীত ও রচিত গ্রন্থাদি অপহৃত হইল ; কিন্তু পরে বিশেষ উদ্বেগের পর ঐগুলি পাওয়া গেল। পুণ্ডরীক পরাজিত হইলেন। কুম্লাধিপতি জয়সিংহ শ্রীমধ্বাচার্য্যের গ্রন্থপ্রাপ্তির সহায়তা করিলেন। বিষ্ণুমঙ্গলবাসী দেশপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত ত্রিবিক্রমাচার্য্য তাঁহার শিষ্য হইলেন। ইঁহারই পুত্র শ্রীনারায়ণাচার্য্য—'শ্রীমধ্ববিজয়ে'র রচয়িতা। পিতার পরলোকপ্রাপ্তির পর তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া 'বিষ্ণুতীর্থ' নামে অভিহিত হন।

শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞের শারীরিক বলের সীমা ছিল না। 'কড়ঞ্জরি'-নামক এক বলবান্ পুরুষ ৩০ জন পুরুষের বলধারী বলিয়া নিজে আস্ফালন করিতেন ; আচার্য্য স্বীয় পদাঙ্গুষ্ঠ ভূমিতে সংলগ্ন করিয়া তাহাকে বিচ্ছিন্ন করিতে আদেশ করিলে সেই অসামান্য বলী তাহার অমিত বল প্রয়োগ করিয়াও কৃতকার্য্য হইল না। কাদুর-জিলায় মুদগেরী-গ্রামের প্রস্তর ফলকে লিখিত আছে,—"শ্রীমধ্বাচার্য্যেরেকহস্তেন আনীয় স্থাপিতা শিলা।" তিনি একটী ক্ষীণকায় বালকের স্কন্ধে চড়িয়া বেড়াইবার কালে বাহকের আদৌ ভারবোধ হয় নাই।

মাঘী-শুক্লা-নবমী-তিথিতে 'ঐতরেয়' উপনিষদের ভাষ্য ব্যাখ্যা করিতে করিতে অশীতিবর্ষ বয়ঃক্রমকালে শ্রীমধ্ব পরলোক গমন করেন। বিশেষ বিবরণ জানিতে হইলে শ্রীমধ্ব-শিষ্য ত্রিবিক্রমাচার্য্য-তনয় নারায়ণ-পণ্ডিত-রচিত 'মধ্ববিজয়' গ্রন্থ দ্রষ্টব্য। উক্ত গ্রন্থের একটী সংক্ষিপ্ত বিবরণ (মঞ্জুষা সমাহৃতি—২য় সংখ্যায়) দ্রষ্টব্য।

শ্রীমাধ্ব-তত্ত্ববাদসম্প্রদায়াচার্য্যগণ উড়ুপীগ্রামস্থ মূল মাধ্ব-মঠকে 'উত্তররাঢ়ী মঠ' বলেন। উড়ুপী অষ্ট-মঠের মূল-পুরুষ ও মঠসমূহের নাম, যথা—

১। বিষ্ণু-তীর্থ—শোদ মঠ, ২। জনার্দ্দন-তীর্থ—কৃষ্ণপুর মঠ, ৩। বামন-তীর্থ—কনুর মঠ, ৪। নরসিংহ-তীর্থ—অঘমর মঠ, ৫। উপেন্দ্র-তীর্থ—পুত্তুগী মঠ, ৬। রাম-তীর্থ—শিরুর মঠ, ৭। হৃষীকেশ-তীর্থ—পলিমর মঠ, ৮। অক্ষোভ্য-তীর্থ—পেজাবর মঠ।

মধ্বাচার্য্য আনি' তাঁরে করিলা স্থাপন ।
অদ্যাবধি সেবা করে তত্ত্ববাদিগণ ॥ ২৪৮ ॥

অনুভাষ্য

তথাকার গুরু ও কালপরম্পরা ; যথা—

১। হংস পরমাত্মা, ২। চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা, ৩। সনকাদি, ৪। দুর্ব্বাসা, ৫। জ্ঞাননিধি, ৬। গরুড়বাহন, ৭। কৈবল্যতীর্থ, ৮। জ্ঞানেশতীর্থ, ৯। পরতীর্থ, ১০। সত্যপ্রজ্ঞতীর্থ, ১১। প্রাজ্ঞতীর্থ, ১২। অচ্যুতপ্রেক্ষ্যাচার্য্য তীর্থ, ১৩। শ্রীমধ্বাচার্য্য—১০৪০ শক, ১৪। পদ্মনাভ—১১২০ শক, নরহরি—১১২৭ শক, মাধব—১১৩৬ শক ও অক্ষোভ্য—১১৫৯ শক, ১৫। জয়তীর্থ—১১৬৭ শক, ১৬। বিদ্যাধিরাজ—১১৯০ শক, ১৭। কবীন্দ্র—১২৫৫ শক, ১৮। বাগীশ—১২৬১ শক, ১৯। রামচন্দ্র—১২৬৯ শক, ২০। বিদ্যানিধি—১২৯৮ শক, ২১। শ্রীরঘুনাথ—১৩৬৬ শক, ২২। রঘুবর্য্য (মহাপ্রভুর সহিত বাদকারী)—১৪২৪ শক, ২৩। রঘূত্তম—১৪৭১ শক, ২৪। বেদব্যাস—১৫১৭ শক, ২৫। বিদ্যাধীশ—১৫৪১ শক, ২৬। বেদনিধি—১৫৫৩ শক, ২৭। সত্যব্রত—১৫৫৭ শক, ২৮। সত্যনিধি—১৫৬০ শক, ২৯। সত্যনাথ—১৫৮২ শক, ৩০। সত্যাভিনব—১৫৯৫ শক, ৩১। সত্যপূর্ণ—১৬২৮ শক, ৩২। সত্যবিজয়—১৬৪৮ শক, ৩৩। সত্যপ্রিয়—১৬৫৯ শক, ৩৪। সত্যবোধ—১৬৬৬ শক, ৩৫। সত্যসন্ধ—১৭০৫ শক, ৩৬। সত্যবর—১৭১৬ শক, ৩৭। সত্যধর্ম্ম—১৭১৯ শক, ৩৮। সত্যসঙ্কল্প—১৭৫২ শক, ৩৯। সত্যসন্তুষ্ট—১৭৬৩ শক, ৪০। সত্যপরায়ণ—১৭৬৩ শক, ৪১। সত্যকাম—১৭৮৫ শক, ৪২। সত্যেষ্ট—১৭৯৩ শক, ৪৩। সত্যপরাক্রম—১৭৯৪ শক, ৪৪। সত্যধীর—১৮০১ শক, ৪৫। সত্যধীর তীর্থ—১৮০৮ শক।

১৬। বিদ্যাধিরাজ তীর্থ হইতে অপর শিষ্যধারা—১৭। রাজেন্দ্রতীর্থ—১২৫৪ শক, ১৮। বিজয়ধ্বজ, ১৯। পুরুষোত্তম, ২০। সুব্রহ্মণ্য, ২১। ব্যাসরায়—১৪৭০-১৫২০ শক।

এই মঠের পরম্পরাক্রমে বর্ত্তমানকাল পর্য্যন্ত আরও ১৯ জন শ্রীমাধ্ব তীর্থ-যতি হইয়াছেন।

১৯। রামচন্দ্র তীর্থের অপর শিষ্যধারা—২০। বিবুধেন্দ্র—১২১৮ শক, ২১। জিতামিত্র—১৩৪৮ শক, ২২। রঘুনন্দন, ২৩। সুরেন্দ্র, ২৪। বিজেন্দ্র, ২৫। সুধীন্দ্র, ২৬। রাঘবেন্দ্র তীর্থ—১৫৪৫ শক।

এই 'পর-মঠে' অদ্যাবধি আরও ১৪ জন শ্রীমাধ্ব-তীর্থ-যতি হইয়াছেন।

উড়ুপী—দক্ষিণকানাড়া-জিলায়, ম্যাঙ্গেলোর হইতে ৩৬

মধ্বস্থাপিত কৃষ্ণদর্শনে প্রভুর নৃত্যগীত ঃ—

কৃষ্ণমূর্ত্তি দেখি' প্রভু মহাসুখ পাইল ।
প্রেমাবেশে বহুত নৃত্য-গীত কৈল ॥ ২৪৯ ॥

প্রথমদর্শনে ভ্রমক্রমে তত্ত্ববাদীর প্রভুকে 'মায়াবাদী'-জ্ঞান ঃ—

তত্ত্ববাদিগণ প্রভুকে 'মায়াবাদী'-জ্ঞানে ।
প্রথম দর্শনে প্রভুকে না কৈল সম্ভাষণে ॥ ২৫০ ॥

পরে প্রভুর সাত্ত্বিকবিকার-দর্শনে বৈষ্ণবজ্ঞান ঃ—

পাছে প্রেমাবেশ দেখি' হৈল চমৎকার ।
বৈষ্ণব-জ্ঞানে বহুত করিল সৎকার ॥ ২৫১ ॥

তাঁহাদের আপনাদিগকে 'বৈষ্ণব' বলিয়া জড়াভিমান ঃ—

'বৈষ্ণবতা' সবার অন্তরে গর্ব্ব জানি' ।
ঈষৎ হাসিয়া কিছু কহে গৌরমণি ॥ ২৫২ ॥

প্রভুকর্ত্তৃক তাঁহাদের গর্ব্বমোচনরূপ কৃপা-সঙ্কল্প ঃ—

তাঁ-সবার অন্তরে গর্ব্ব জানি' গৌরচন্দ্র ।
তাঁ-সবা-সঙ্গে গোষ্ঠী করিলা আরম্ভ ॥ ২৫৩ ॥

মহাপণ্ডিত রঘুবর্য্যতীর্থকে প্রভুর সদৈন্য প্রশ্ন ঃ—

তত্ত্ববাদী-আচার্য্য—সব শাস্ত্রেতে প্রবীণ ।
তাঁরে প্রশ্ন কৈল প্রভু হঞা যেন দীন ॥ ২৫৪ ॥

সাধ্য-সাধন-জিজ্ঞাসা ঃ—

"সাধ্য-সাধন আমি না জানি ভালমতে ।
সাধ্য-সাধন-শ্রেষ্ঠ জানাহ আমাতে ॥" ২৫৫ ॥

তত্ত্ববাদাচার্য্যের উত্তর—(১) বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম ও কৃষ্ণে সমর্পণরূপ কর্ম্মমিশ্রা ভক্তিই 'সাধন' ঃ—

আচার্য্য কহে,—"বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম কৃষ্ণে সমর্পণ ।
এই হয় কৃষ্ণভক্তের শ্রেষ্ঠ সাধন ॥ ২৫৬ ॥

(২) পঞ্চবিধ মুক্তিই 'সাধ্য' ঃ—

'পঞ্চবিধ মুক্তি' পাঞা বৈকুণ্ঠে গমন ।
'সাধ্য-শ্রেষ্ঠ' হয়,—এই শাস্ত্র-নিরূপণ ॥" ২৫৭ ॥

প্রভুর উত্তর—(১) শরণাগত ভক্তের নবধা ভক্তিই সাধন ঃ—

প্রভু কহে,—"শাস্ত্রে কহে শ্রবণ-কীর্ত্তন ।
কৃষ্ণপ্রেমসেবা-ফলের 'পরম-সাধন' ॥ ২৫৮ ॥

শ্রীমদ্ভাগবত (৭।৫।২৩-২৪)—

শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্ ।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্ ॥ ২৫৯ ॥
ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা ।
ক্রিয়েত ভগবত্যদ্ধা তন্মন্যেঽধীতমুত্তমম্ ॥ ২৬০ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২৫০-২৫৮। মহাপ্রভুর শাঙ্কর সন্ন্যাস-লিঙ্গ দেখিয়া শুদ্ধদ্বৈত-বাদ পরায়ণ তত্ত্ববাদিগণ প্রথমে প্রভুকে সম্ভাষণ করেন নাই ; পরে তাঁহার প্রেমাবেশ দেখিয়া তাঁহাকে বৈষ্ণব-বোধে সৎকার অর্থাৎ সেবা করিয়াছিলেন। তত্ত্ববাদিগণের অন্তঃকরণে বৈষ্ণবাভিমান ছিল ; তদ্দর্শনে প্রভু ঈষৎ হাসিয়া তাহাদের সহিত আলাপ করিয়াছিলেন। প্রভু কহিলেন,—'আমি সাধ্যসাধন ভালরূপ জানি না ; আপনারা কৃপা করিয়া তাহা আমাকে শিক্ষা দিউন।' তত্ত্ববাদাচার্য্য উত্তর করিলেন,—'বর্ণাশ্রমধর্ম্ম কৃষ্ণে সমর্পণ করাই কৃষ্ণভক্তের শ্রেষ্ঠ সাধন এবং সেই সাধনবলে শ্রেষ্ঠ সাধ্যরূপ পঞ্চবিধ মুক্তি লাভ করিয়া সিদ্ধব্যক্তি বৈকুণ্ঠে গমন করেন।' প্রভু তাহাতে বলিলেন যে,—শাস্ত্রমতে শ্রবণকীর্ত্তনই শ্রেষ্ঠ-সাধন; সেই সাধনবলে কৃষ্ণপ্রেমসেবারূপ সাধ্যফলের লাভ হয়।

২৫৯-২৬০। শ্রীকৃষ্ণের শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদন,—এই নবলক্ষণ-সম্পন্না ভক্তিই শ্রীকৃষ্ণে অর্পিত হইয়া সাধিত হইলে সর্ব্বসিদ্ধি হয়,—ইহাই শাস্ত্রে উত্তম তাৎপর্য্য।

অনুভাষ্য

মাইল উত্তরে সমুদ্রোপকূলে অবস্থিত (দক্ষিণ কানাড়া-ম্যানুয়েল এবং বোম্বাই গেজেটিয়ার)।

অনুভাষ্য

২৫০। নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মবাদী কেবলাদ্বৈতবাদী বা মায়াবাদীর সহিত শুদ্ধদ্বৈতবাদী বা তত্ত্ববাদীর চিরবিরোধ বিখ্যাত।

২৫৮। তত্ত্ববাদিগণের 'সাধন'—বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম (ভাঃ ১১।১৯।৪৭) ; মহাপ্রভু-প্রদর্শিত শাস্ত্রের একমাত্র উদ্দিষ্ট 'সাধন'—শ্রবণ-কীর্ত্তন। তত্ত্ববাদিগণের 'সাধ্য' পঞ্চবিধ-মুক্তি-লাভান্তে বৈকুণ্ঠগমন ; মহাপ্রভুর প্রদর্শিত শাস্ত্রের 'সাধ্য'—কৃষ্ণপ্রেমা।

২৫৯-২৬০। মহাভাগবত প্রহ্লাদ গুরুব্রুবগণের নিকট কি কি বিষয় অধ্যয়ন করিয়াছেন, অক্ষজজ্ঞানসম্বল দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু 'পুত্র' বলিয়া জ্ঞান করিয়া ইহা জিজ্ঞাসা করিলে তদুত্তরে অধোক্ষজ-সেবক শ্রীপ্রহ্লাদের উক্তি,—

বিষ্ণোঃ শ্রবণং (নামরূপগুণপরিকরলীলাময়শব্দানাং শ্রোত্র-স্পর্শঃ) [বিষ্ণোঃ] কীর্ত্তনং (নামরূপগুণপরিকরলীলাময়শব্দানাং উচ্চারণং), [বিষ্ণোঃ] স্মরণং (নামরূপগুণপরিকরলীলাময়কৃষ্ণস্য যৎকিঞ্চিন্মনসানুসন্ধানং), [বিষ্ণোঃ] পাদসেবনং (কালদেশাদ্যুচিতপরিচর্য্যা), [বিষ্ণোঃ] অর্চ্চনং (পূজনং), [বিষ্ণোঃ] বন্দনং (নমস্কারঃ), [বিষ্ণোঃ] দাস্যং (তদ্দাসোঽস্মীত্যভিমানঃ) [বিষ্ণোঃ] সখ্যং (বন্ধুভাবেন তৎহিতাশংসনং), [বিষ্ণৌ] আত্ম-নিবেদনং (দেহাদি-শুদ্ধাত্মপর্য্যন্তস্য সর্ব্বতোভাবেন তস্মৈ এবার্পণম্) ইতি নবলক্ষণা (নবলক্ষণানি যস্যাঃ সা) ভক্তিঃ পুংসা (মানবেন) [আদৌ] অর্পিতা [সতী] ভগবতি বিষ্ণৌ (শ্রীহরৌ)

শুদ্ধশ্রবণ-কীর্ত্তনফলেই কৃষ্ণপ্রেমা ঃ—

শ্রবণ-কীর্ত্তন হইতে কৃষ্ণে হয় 'প্রেমা'।
সেই পঞ্চম পুরুষার্থ—পুরুষার্থের সীমা ॥ ২৬১ ॥

জাতরুচি ব্যক্তির কৃষ্ণপ্রেমের লক্ষণ ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবত (১১।২।৪০)—

এবংব্রতঃ স্বপ্রিয়নাম-কীর্ত্ত্যা
জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ।
হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়-
ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ ॥ ২৬২ ॥

ফলভোগতাৎপর্য্যের নিন্দা ; কাম প্রেমের জনক নহে ঃ—

কর্ম্মনিন্দা, কর্ম্মত্যাগ, সর্ব্বশাস্ত্রে কহে।
কর্ম্ম হৈতে প্রেমভক্তি কৃষ্ণে কভু নহে ॥ ২৬৩ ॥

স্বধর্ম্ম-ত্যাগপূর্ব্বক হরিভজন ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবত (১১।১১।৩২)—

আজ্ঞায়ৈবং গুণান্ দোষান্ময়াদিষ্টানপি স্বকান্।
ধর্ম্মান্ সন্ত্যজ্য যঃ সর্ব্বান্মাং ভজেৎ স চ সত্তমঃ ॥ ২৬৪ ॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (১৮।৬৬)—

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥ ২৬৫ ॥

হরিকথায় শ্রদ্ধাবান্ জনের কর্ম্মে অনধিকার ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবত (১১।২০।৯)—

তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা।
মৎকথা শ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে ॥ ২৬৬ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২৬১। শ্রবণ-কীর্ত্তনরূপ নববিধ সাধনভক্তি হইতে কৃষ্ণে যে প্রেমভক্তির উদয় হয়, তাহাই 'পঞ্চম'-পুরুষার্থ এবং তাহাই পুরুষার্থের সীমা। তাৎপর্য্য এই যে, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ,—এই চারিটী 'সকৈতব' পুরুষার্থ ; প্রেমরূপ পুরুষার্থই 'অকৈতব' পুরুষার্থ।

২৬৩। কর্ম্ম-প্রতিপাদকশাস্ত্রে কর্ম্মের উপদেশ ও প্রশংসা বহুস্থানে থাকিলেও চরমে কর্ম্মের নিন্দা ও কর্ম্মত্যাগের ব্যবস্থাই সর্ব্বশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। কর্ম্ম বা কর্ম্মার্পণদ্বারা কৃষ্ণে কখনই প্রেমভক্তি হইতে পারে না। তাৎপর্য্য এই যে, কর্ম্মার্পণ ইত্যাদি-দ্বারা চিত্ত শুদ্ধ হয় ; চিত্ত শুদ্ধ হইলে সৎসঙ্গবলে অনন্য-কৃষ্ণ-ভক্তিতে শ্রদ্ধার উদয় হয়। শ্রদ্ধোদয় হইলে শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিরূপ 'সাধনভক্তি' হয়। শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভক্তি সাধন করিতে করিতে অনর্থের যত নিবৃত্তি হয়, প্রেমের ততই অভ্যুদয় হয়। সুতরাং কর্ম্ম বা কর্ম্মার্পণ হইতে অনিবার্য্যরূপে কৃষ্ণভক্তির উদয় হইবার সর্ব্বত্র সম্ভাবনা নাই ; কেননা, (শুদ্ধকৃষ্ণভক্তি) সৎসঙ্গজনিত 'শ্রবণোৎপত্তি'-লক্ষণা শ্রদ্ধার অপেক্ষা করে।

অনুভাষ্য

অদ্ধা (সাক্ষাদেব, ন তু জ্ঞানকর্ম্মাদের্ব্যবধানেন) [পশ্চাৎ] চেৎ ক্রিয়েত [ন তু আদৌ কৃতা সতী, পশ্চাদর্প্যেত, ন তু কর্ম্মাদ্যর্পণ-রূপ-পরম্পরা ইয়ং ভক্তিঃ ; ভগবত্তোষণার্থৈবেয়মিতি ভাব্যং, ন তু ধর্ম্মার্থকামমোক্ষার্থমিতি, এবম্ভূতা চেৎ ক্রিয়েত, তদা তেন কর্ত্রা শুদ্ধহরিভজনমেব সর্ব্বশাস্ত্রাধ্যয়নফলমিতি মত্বা যৎ] অধীতং, তৎ [এব] উত্তমং মন্যে।

২৬১। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ,—ইহাই চারি পুরুষার্থ। 'কৃষ্ণপ্রেমা'—এই চারি পুরুষার্থের অতীত 'পঞ্চম'-পুরুষার্থ এবং সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। কৃষ্ণ-নাম-শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি হইতেই কৃষ্ণপ্রেমের উদয় হয়, অন্যপ্রকার ভক্তির আচরণ করিতে হইলেও কীর্ত্তন-সংযোগেই কর্ত্তব্য,—ইহাই শ্রীমহাপ্রভুর অভিপ্রায়। মধ্য, ২২ পঃ ১০৫—"নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম 'সাধ্য' কভু নয়। শ্রবণাদি-শুদ্ধচিত্তে করয়ে উদয়।।"

২৬২। আদি, ৭ম পঃ ৯৪ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

২৬৩। অসৎকর্ম্ম অপেক্ষা সৎকর্ম্ম শ্রেষ্ঠ ; কিন্তু তাদৃশ কর্ম্ম হইতে কখনই কৃষ্ণে প্রেমভক্তির উদয় হয় না। কর্ম্ম—জীবের সুখ বা দুঃখ-প্রাপ্তির কারণ। জীবের সুখ বা দুঃখপ্রাপ্তির ফলে ভক্তির উদয়ের সম্ভাবনা নাই। কৃষ্ণের সুখপ্রাপ্তির জন্য সেবাই—ভক্তি। নিজ-ভোগ-তাৎপর্য্যের নিন্দা এবং তাহা ত্যাগ করিবার বিধান সকল-শাস্ত্রে, এমন কি, জ্ঞানশাস্ত্রেও কথিত আছে। অমল-প্রমাণ-শিরোমণি শ্রীমদ্ভাগবতে শুদ্ধজ্ঞানবিরাগভক্তি-সহিত নৈষ্কর্ম্ম্যের কথাই বিচারিত ও সংস্থাপিত হইয়াছে। সুতরাং সর্ব্বশাস্ত্রশ্রেষ্ঠ ঐ পুরাণের আদিতে, মধ্যে ও অন্তে, সর্ব্বত্রই নিতান্ত তুচ্ছ ফল-ভোগাভিসন্ধি-লক্ষণময় কর্ম্ম ও জ্ঞানকে গর্হণ করা হইয়াছে ; সুতরাং বাহুল্য-বোধে এস্থলে কোন শ্লোক-প্রমাণ উদ্ধৃত হইল না।

২৬৪। মধ্য, ৮ম পঃ ৬২ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

২৬৫। মধ্য, ৮ম পঃ ৬৩ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

২৬৬। কর্ম্মানুষ্ঠান ও কর্ম্মত্যাগে অধিকার-সম্বন্ধে সংশয়যুক্ত উদ্ধবের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীভগবানের উক্তি,—

যাবতা পুমান্ ন নির্ব্বিদ্যেত (যাবন্নির্ব্বেদঃ কৃষ্ণেতর-কথাসু

অনুভাষ্য

২৬৬। যে পর্য্যন্ত কর্ম্মমার্গে নির্ব্বেদ উদিত না হয়, অথবা মৎ (আমার) কথা-শ্রবণাদিতে শ্রদ্ধা না জন্মে, সেই পর্য্যন্ত নিত্য-নৈমিত্তিকাদি কর্ম্ম কৃত হউক্।

পঞ্চবিধ মুক্তি ত্যাগ করে ভক্তগণ ।

ফল্গু করি' 'মুক্তি' দেখে নরকের সম ॥ ২৬৭ ॥

শুদ্ধসেবক কৃষ্ণের শুদ্ধসেবা চায়, মুক্তি চায় না ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবত (৩।২৯।১৩)—

সালোক্য-সার্ষ্টি-সামীপ্য-সারূপ্যৈকত্বমপ্যুত ।

দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ ॥ ২৬৮ ॥

শুদ্ধভক্তের নিকট মোক্ষও তুচ্ছ ঃ--

শ্রীমদ্ভাগবত (৫।১৪।৪৪)—

যো দুস্ত্যজান্ ক্ষিতিসুতস্বজনার্থদারান্

প্রার্থ্যাং শ্রিয়ং সুরবরৈঃ সদয়াবলোকাম্ ।

নৈচ্ছন্নৃপস্তদুচিতং মহতাং মধুদ্বিট্-

সেবানুরক্তমনসামভবোঽপি ফল্গুঃ ॥ ২৬৯ ॥

শুদ্ধবৈষ্ণবের নিকট দুষ্কর্ম্মফল নরক, সুকর্ম্ম বা স্বধর্ম্মফল স্বর্গ এবং জ্ঞানফল মোক্ষ—সবই সমান ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবত (৬।১৭।২৮)—

নারায়ণপরাঃ সর্ব্বে ন কুতশ্চন বিভ্যতি ।

স্বর্গাপবর্গনরকেষ্বপি তুল্যার্থদর্শিনঃ ॥ ২৭০ ॥

কর্ম্ম ও জ্ঞান—শুদ্ধভক্তির প্রতিকূল, সুতরাং 'সাধন' ও 'সাধ্য' নহে ঃ—

মুক্তি, কর্ম্ম,—দুই বস্তু ত্যজে ভক্তগণ ।

সেই দুই স্থাপ' তুমি 'সাধ্য', 'সাধন' ॥ ২৭১ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২৬৭। ভক্তিবাধক-কর্ম্মসম্বন্ধে (আপনি) শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত শুনিলেন ; এখন দেখুন, ভক্তগণ পঞ্চবিধমুক্তি-পিপাসা অবশ্য ত্যাগ করিবেন ; কেননা, তাঁহারা মুক্তিকে নরকের ন্যায় তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া থাকেন।

২৬৯। অপরিত্যাজ্য সম্পত্তি, পুত্র, স্বজন, অর্থ ও পত্নী এবং প্রধান প্রধান দেবতাদিগের প্রার্থনীয়া সদয়-দৃষ্টিযুক্তা রাজ্যশ্রীকেও ভরত-মহারাজ যে অভিলাষ করেন নাই, তাহা তাঁহার পক্ষে উচিতই (হইয়াছে) ; যেহেতু, তাঁহার ন্যায় কৃষ্ণসেবানুরক্তমনা সাধুদিগের পক্ষে যখন নির্ব্বাণমুক্তিও তুচ্ছ, তখন পার্থিব সুখের ত' কথাই নাই।

২৭০। স্বর্গ, অপবর্গ ও নরকে তুল্যার্থদর্শী নারায়ণ-ভক্তগণ কিছুতেই ভীত হন না।

২৭১। হে তত্ত্ববাদাচার্য্য, শুদ্ধভক্তমাত্রেই 'মুক্তি' ও 'কর্ম্ম'—এই দুইটী পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। দুঃখের বিষয় এই যে, আপনি সেই মুক্তিকে 'সাধ্য' ও কর্ম্মকে 'সাধন' বলিয়া স্থাপন করিলেন।

অনুভাষ্য

বৈরাগ্যো ন জায়তে), যাবৎ মৎকথাশ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা ন জায়তে, তাবৎ কর্ম্মাণি (নিত্যনৈমিত্তিকানি পুণ্যকর্ম্মাণি) কুর্ব্বীত।

২৬৮। আদি, ৪র্থ পঃ ২০৭ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

২৬৯। শ্রীশুকদেবকর্ত্তৃক মহারাজ-পরীক্ষিতের নিকট মহাভাগবত ভরতের শুদ্ধভগবদ্ভক্তজনরূপ গুণ-মহিমার কীর্ত্তন,—

যঃ নৃপঃ (রাজর্ষিঃ ভরতঃ) দুস্ত্যজান্ (দুষ্পরিহরান্) ক্ষিতিসুতস্বজনার্থদারান্ (ভূমিপুত্রবন্ধুদ্রবিণকলত্রাদীন্) সুরবরৈঃ (দেবশ্রেষ্ঠৈরপি) প্রার্থ্যাং (প্রার্থনীয়াং) শ্রিয়ং (লক্ষ্মীং) সদয়াবলোকাং (ভরতস্য দয়া যথা ভবত্যেবমবলোকো যস্যা ইতি, যদ্বা, ভরতো বৈরাগ্যোত্থং শারীরকষ্টং মা স্বীকরোতু, ময়া লাল্যমানো গৃহে এব তিষ্ঠতু, ইতি সদয়োঽবলোকো যস্যাস্তাং) ন ঐচ্ছৎ ইতি যৎ, তৎ (শ্রিয়াম্ ঔদাসীন্যং) উচিতমেব ; [যতঃ] মধুদ্বিট্-সেবানুরক্তমনসাং (মধুদ্বিষঃ সেবায়াম্ অনুরক্তং মনো যেষাং তেষাং) মহতাং অভবঃ (অপৌনর্ভবঃ মোক্ষঃ) অপি ফল্গুঃ (তুচ্ছঃ এব)।

২৭০। পরমহংস শম্ভুর অবজ্ঞাকারী চিত্রকেতুকে পার্ব্বতী 'বৃত্রাসুররূপে জন্মগ্রহণ কর' এই বলিয়া অভিশাপ প্রদান করিলে সাধু চিত্রকেতু তাহা অবনতমস্তকে গ্রহণপূর্ব্বক উভয়কে প্রসন্ন করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন ; তদ্দর্শনে পরমবৈষ্ণব শম্ভু পার্ব্বতীর নিকট বিষ্ণুভক্তের আচরণ ও স্বভাব বর্ণন করিতেছেন,—

সর্ব্বে নারায়ণপরাঃ (বিষ্ণুভক্তাঃ) কুতশ্চন ন বিভ্যতি (অকুতোভয়াঃ ইত্যর্থঃ) ; (যতঃ তে) স্বর্গাপবর্গনরকেষু (সুখধামস্বর্গমোক্ষেষু ক্লেশধামনরকাদিষু) অপি তুল্যার্থদর্শিনঃ (তুল্যঃ অর্থঃ প্রয়োজনমিতি দ্রষ্টুং শীলং যেষাং তে তথা তুল্যফলদ্রষ্টার ইত্যর্থঃ)।

এই শ্লোকে "কুতশ্চন ন বিভ্যতি" অর্থাৎ 'অকুতোভয়' শব্দটীতে যে 'ভয়' উল্লিখিত, তাহা দ্বিতীয়াভিনিবেশ ('দ্বিতীয়' অর্থাৎ অদ্বয়জ্ঞান-কৃষ্ণ অথবা সেব্য চৈতন্যবস্তু ব্যতীত অন্য প্রতীত যে মায়া, তাহাতে অভিনিবেশ, ইন্দ্রিয়-সুখকর ভোগ) হইতে উৎপন্ন—(ভাঃ ১১।২।৩৭, বৃঃ আঃ উঃ ১।৪।২)। ঐ ভোগই 'কাম' অর্থাৎ স্বার্থাভিসন্ধি-লক্ষণ আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছা; তন্ময়ী চেষ্টাই 'মৎসরতা' বা 'হিংসা'। কেবলমাত্র নারায়ণপরায়ণ অর্থাৎ শুদ্ধভক্তই 'অভয়' লাভ করিয়া বলিতে পারেন,—'নাহমত্র ভোগ্যং পশ্যামীতি' (ছাঃ উঃ ৮।৯।১) ; অতএব স্বর্গ, নরক বা মোক্ষ, সবই তাঁহার নিকট 'দ্বিতীয়' বা অনাত্ম-বিষয়, সুতরাং অপ্রিয়।

২৭১। শ্রীকুলশেখর-কৃত 'মুকুন্দমালা' স্তোত্রে—"নাহং বন্দে

তত্ত্ববাদাচার্য্যের ভ্রমজন্য মানদ-প্রভুর অনুযোগ ঃ—

সন্ন্যাসী দেখিয়া মোরে করহ বঞ্চন ।
না কহিলা তেঞি সাধ্য-সাধন-লক্ষণ ॥" ২৭২ ॥

তত্ত্ববাদাচার্য্যের লজ্জা ও প্রভুর মহিমা-উপলব্ধি ঃ—

শুনি' তত্ত্বাচার্য্য হৈলা অন্তরে লজ্জিত ।
প্রভুর বৈষ্ণবতা দেখি' হইলা বিস্মিত ॥ ২৭৩ ॥

তত্ত্ববাদাচার্য্যকর্ত্তৃক প্রভুর মত-স্বীকার ঃ—

আচার্য্য কহে,—"তুমি যেই কহ, সেই সত্য হয় ।
সর্ব্বশাস্ত্রে বৈষ্ণবের এই সুনিশ্চয় ॥ ২৭৪ ॥

আনন্দতীর্থের আজ্ঞানুসারে তত্ত্ববাদ-সম্প্রদায়ে কর্ম্মমিশ্রা-ভক্তির প্রচলন ঃ—

তথাপি মধ্বাচার্য্য ঐছে করিয়াছে নির্ব্বন্ধ ।
সেই আচরিয়ে সবে সম্প্রদায়-সম্বন্ধ ॥" ২৭৫ ॥

কর্ম্মী ও জ্ঞানীকে প্রভুর অনাদর ঃ—

প্রভু কহে,—"কর্ম্মী, জ্ঞানী,—দুই ভক্তিহীন ।
তোমার সম্প্রদায়ে দেখি সেই দুই চিহ্ন ॥ ২৭৬ ॥

উপাস্যের সবিশেষত্ব বা চিদ্বিলাস-স্বীকারফলেই তত্ত্ববাদীর 'বৈষ্ণবতা' ঃ—

সবে, এক গুণ দেখি তোমার সম্প্রদায়ে ।
'সত্যবিগ্রহ ঈশ্বরে', করহ নিশ্চয়ে ॥" ২৭৭ ॥

ফল্গুতীর্থে আগমন ঃ—

এইমত তাঁর ঘরে গর্ব্ব চূর্ণ করি' ।
ফল্গুতীর্থে তবে আইলা শ্রীগৌরহরি ॥ ২৭৮ ॥

ত্রিতকূপে বিশালাক্ষী-দর্শন, পঞ্চাপ্সরা-তীর্থে আগমন ঃ—

ত্রিতকূপে বিশালা করিল দরশন ।
পঞ্চাপ্সরা-তীর্থে আইলা শচীর নন্দন ॥ ২৭৯ ॥

অনুভাষ্য

পদকমলয়োর্দ্বন্দ্বমদ্বন্দ্বহেতোঃ, কুম্ভীপাকং গুরুমপি হরে নারকং নাপনেতুম্। রম্যা-রামা-মৃদুতনুলতা-নন্দনে নাভিরন্তুং, ভাবে ভাবে হৃদয়-ভবনে ভাবয়েয়ং ভবন্তম্।।" "নাস্থা ধর্ম্মে ন বসুনিচয়ে নৈব কামোপভোগে, যদ্যদ্ভব্যং ভবতু ভগবন্ পূর্ব্বকর্ম্মানুরূপম্। এতৎ প্রার্থ্যং মম বহুমতং জন্মজন্মান্তরেহপি, ত্বৎপাদাম্ভোরুহযুগ-গতা নিশ্চলা ভক্তিরস্তু।।"*

২৭৩। তত্ত্বাচার্য্য—উত্তররাঢ়ী মঠের গুরুপরম্পরা (২৪৭ সংখ্যার অনুভাষ্যে দ্রষ্টব্য) হইতে জানা যায় যে, শ্রীমহাপ্রভুর সময়ে তথায় শ্রীরঘুবীর্য্যতীর্থ মধ্বাচার্য্য ছিলেন।

২৭৫। সদাচারস্মৃতিতে—"ধর্ম্মেণেজ্যাসাধনানি সাধয়িত্বা বিধানতঃ। সর্ব্ববর্ণাশ্রমৈর্বিষ্ণুরেক এবেজ্যতে সদা।। আনন্দতীর্থ-মুনিনা ব্যাসবাক্য-সমুদ্ধৃতাঃ। সদাচারস্য বিষয়ে কৃতা সংক্ষেপতঃ শুভা।।"*

২৭৮। তাঁর ঘরে—তাঁহাকে ; অদ্যাপি হাওড়া-আম্তা লাইনে 'মাজু' প্রভৃতি স্থানে এবং বর্দ্ধমান-কাটোয়ার দিকে 'তৎ', 'যুষ্মদ্' ও 'অস্মদ্'-শব্দের কর্ম্মকারকে দ্বিতীয়া বিভক্তির একবচনে ও বহুবচনে চলিত-ভাষায় সম্বন্ধ-বিভক্তি 'র' এর সহিত 'ঘরে'

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২৭৭। প্রভু কহিলেন,—ওহে তত্ত্ববাদি-আচার্য্য, তোমার সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্তগুলি প্রায়ই শুদ্ধভক্তির বিরুদ্ধ ; তথাপি ঈশ্বরের সত্য ও নিত্যবিগ্রহ-স্বীকাররূপ একটী মহদ্গুণ তোমার সম্প্রদায়ে দেখিতেছি। তাৎপর্য্য এই যে, মদীয় পরমগুরু শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী এই প্রধান সিদ্ধান্ত অবলম্বন করিয়া মাধ্ব-সম্প্রদায় স্বীকার করিয়াছিলেন।

অনুভাষ্য

শব্দটীর ব্যবহার সিদ্ধ ; যেমন,—'তাদের ঘরে', 'তোমাদের ঘরে' এবং 'আমাদের ঘরে' প্রভৃতি শব্দে 'তাহাদিগকে', 'তোমাদিগকে' এবং 'আমাদিগকে' বুঝায়। পূর্ব্ববঙ্গে ঐ সকল শব্দের কর্ম্মকারকে দ্বিতীয়া-বিভক্তিতে কেবলমাত্র বহুবচনে 'গোরে' শব্দ এই 'ঘরে' শব্দটীর অপভ্রংশক্রমে প্রচলিত ; কিন্তু সম্বন্ধ-বিভক্তি 'র'-আগম হয় না ;যেমন,—'তোমাদিগকে ডাকিয়াছে' কথাটীর পরিবর্ত্তে পূর্ব্ববঙ্গে চলিত-ভাষায় 'তোমাগোরে ডাক্ছে' কথাটী প্রচলিত।

২৭৯। পঞ্চাপ্সরা তীর্থ—শাতকর্ণির, মতান্তরে মাণ্ডকর্ণির, মতান্তরে অচ্যুতঋষির তপস্যা-ভঙ্গোদ্দেশে ইন্দ্র প্রেরিত লতা, বুদ্বুদা, সমীচী, সৌরভেয়ী ও বর্ণা,—এই পাঁচটী অপ্সরা অভিশপ্তা

অমৃতাণুকণা—২৭৬। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু উড়ুপী-গ্রামস্থ মূল মাধ্বমঠের তৎকালীন তত্ত্ববাদাচার্য্য শ্রীরঘু-বর্য্যতীর্থের কথিত সাধ্য-সাধন-বিচার খণ্ডন করিয়াছিলেন। তজ্জন্য এবং বিশেষতঃ মহাপ্রভুর উক্ত আচার্য্য-প্রতি 'তোমার সম্প্রদায়' বাক্য হইতে কেহ কেহ মনে

** হে কৃষ্ণ! আমি মুক্তির জন্য তোমার চরণযুগল বন্দনা করি না, অথবা কুম্ভীপাক কিংবা গুরুতর অন্য কোন নরক হইতে নিষ্কৃতি লাভের জন্য বন্দনা করি না, অথবা স্বর্গস্থ নন্দনকাননে সুর-রমণীগণের সুকোমল তনুলতাতে অভিরমণের জন্য স্তুতি করি না, কেবল ভাবের প্রতিস্তরে বিলাস করিবার জন্যই হৃদয়মন্দিরে তোমার পাদপদ্ম চিন্তা করি। হে ভগবন্, পাপ-পুণ্যাত্মক ধর্ম্মে অথবা ধনরত্নে কিংবা কামোপভোগে কিছুমাত্র আকাঙ্ক্ষা নাই। পূর্ব্বকর্ম্মানুসারে আমার যাহা হইবার তাহাই হউক্। কেবল, ইহাই মাত্র আমার বহুমানিত প্রার্থনা, তোমার পাদপদ্মযুগ-গতা ভক্তি আমার হৃদয়ে জন্মজন্মান্তরেও নিশ্চলা হইয়া অবস্থান করুক্।*

** সর্ব্ব বর্ণ ও আশ্রমসকল ইজ্যা-সাধনসমূহ ধর্ম্মসহকারে যথাবিধি সম্পাদন করাইয়া একমাত্র বিষ্ণুকেই আরাধনা করিয়া থাকে। শ্রীমৎ আনন্দতীর্থ-মুনি সদাচার-বিষয়ক ব্যাসবাক্যসমূহ সংগ্রহ করিয়া সংক্ষিপ্তরূপে মঙ্গলকারিণী স্মৃতি প্রণয়ন করিয়াছেন।*

অমৃতাণুকণা

করিয়া থাকেন যে, শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীমধ্ব-সম্প্রদায়-ভুক্ত নহেন। তাঁহারা উক্ত কথোপকথন হইতে বিচার করিয়া বসেন,—"শ্রীমধ্বমতে 'সাধন'—কর্ম্মার্পণ এবং 'সাধ্য'—জ্ঞানমার্গ-গত মুক্তি, অতএব উহাতে ভক্তিহীন কর্ম্ম ও জ্ঞানের চিহ্ন থাকায় তাহা শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রদর্শিত শুদ্ধভক্তি-রূপ 'সাধন' এবং 'কৃষ্ণপ্রেম'-রূপ সাধ্যের বিচার হইতে সম্পূর্ণরূপে পৃথক্। অতএব শ্রীমহাপ্রভু স্বয়ংই পৃথক্ সাধ্য-সাধন-বিচারসম্পন্ন এক পঞ্চম সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক।" সম্প্রদায়-বিজ্ঞান-বৈভব-সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষে এইরূপ ভাবনা অস্বাভাবিক নহে।

শ্রীমধ্বমতে কনিষ্ঠাধিকারী সাধকের পক্ষে প্রথমমুখে কৃষ্ণে কর্ম্মার্পণের কথা স্বীকৃত হইলেও অমলা ভক্তিই প্রধান সাধনরূপে স্থাপিত হইয়াছে। দেহধর্ম্মাসক্ত ফলভোগাকাঙ্ক্ষী জীবগণ—'কর্ম্মী' ; তাহাদিগকে কৃষ্ণের প্রতি উন্মুখ করিতে হইলে প্রথমমুখে কৃষ্ণে কর্ম্মার্পণ ব্যতীত আর উপায় নাই। তজ্জন্য শ্রীমধ্ব ভক্তির অধীন তথা শুদ্ধ-ভগবজ্জ্ঞানের অনুকূল-কর্ম্মকে সামান্যভাবে স্বীকার করিয়াছেন। "ওঁ সহকারিত্বেন ওঁ" (ব্রহ্মসূত্র ৩।৪।৩৩)—এই সূত্রভাষ্যে তিনি লিখিয়াছেন,—"যথা রাজ্ঞঃ সহকার্য্যে মন্ত্রী তথা ঋতেঽত্র ক্ষিতিপঃ কার্য্যমৃচ্ছেৎ। এবং জ্ঞানং কর্ম্ম বিনাপি কার্য্যং সহায়ভূতং ন বিচারঃ কুতশ্চিদিতি কমঠশ্রুতৌ সহকারিত্বোক্তেশ্চ।" তাৎপর্য্য এই যে, যেরূপ রাজার কর্ম্মসচিব-রূপে মন্ত্রী বর্ত্তমান থাকেন, কিন্তু রাজা মন্ত্রী ব্যতীতও স্বয়ং কার্য্য-সম্পাদনে সমর্থ, সেইরূপ শুদ্ধ-ভগবজ্জ্ঞানও কর্ম্ম ব্যতীত মোক্ষপ্রদানে সমর্থ হইলেও কোনও কোনও স্থানে কর্ম্ম-জ্ঞানের কর্ম্মসচিব-রূপে স্বীকৃত হইয়াছে। ইহাতে স্পষ্ট যে, শ্রীমধ্বপাদ কর্ম্মকে মুখ্যরূপে মুক্তির উপায় বা 'সাধন' বলিয়া স্বীকার করেন নাই—গৌণকর্ম্মনির্ব্বাহক মন্ত্রীর আসন দিয়াছেন মাত্র। শ্রীভাগবত-মতের সহিত এই মতের কোন বিরোধ নাই,—তাহা শ্রীমদ্ভাগবতের (১০।৪৭।২৪) "দান-ব্রত-তপো-হোম-জপ-স্বাধ্যায়-সংযমৈঃ। শ্রেয়োভির্বিবিধৈশ্চান্যৈঃ কৃষ্ণে ভক্তির্হি সাধ্যতে।।" —শ্লোক আলোচনাদ্বারা বুঝা যায়। তবে আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণমূলে বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত যে যাগযজ্ঞাদি, সেইরূপ কর্ম্ম গৌণরূপেও ভক্তির সচিব হইতে পারে না। কর্ম্ম সাধারণতঃই আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণোদ্দেশ্যেই সাধিত হয় বলিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—"কর্ম্মনিন্দা, কর্ম্মত্যাগ—সর্ব্বশাস্ত্রে কহে।।" কিন্তু, যে কর্ম্ম ধর্ম্মের উদ্দেশ্যে কৃত হয় এবং যে ধর্ম্ম বিরাগের উদ্দেশ্যে সাধিত হয় ও যে বিরাগ ভগবৎপাদপদ্ম-সেবার জন্যই হইয়া থাকে, তাহা গৌণরূপে অভিধেয় হইতে পারে। শ্রীমন্মধ্ব তাদৃশ কর্ম্মকেই মাত্র ভক্তির সচিবের আসন প্রদান করিয়াছেন। পরমার্থের উদ্দেশক নহে, এরূপ কর্ম্ম যে নিন্দনীয় ও বর্জ্জনীয়, তাহা তিনি সুস্পষ্টরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন,—"**কর্ম্মণা বধ্যতে জন্তুর্বিদ্যয়া** চ বিমুচ্যতে। **তস্মাৎ কর্ম্ম ন কুর্ব্বন্তি** যতয়ঃ পারদর্শিনঃ।।" (সূত্রভাষ্য ৩।৩।৫০)

শ্রীমধ্বমতে অমলাভক্তিই একমাত্র 'সাধন' বলিয়া বিচারিত হইয়াছে। মধ্ব-সম্প্রদায়ে সুপ্রচলিত সংক্ষিপ্ত মধ্বমত-প্রকাশক একটী শ্লোকে তাহা ব্যক্ত আছে। যথা—"শ্রীমধ্বমতে হরিঃ পরতরঃ সত্যং জগৎ তত্ত্বতো, ভেদো জীবগণা হরেরনুচরা নীচোচ্চভাবং গতাঃ। মুক্তির্নৈজ-সুখানুভূতিরমলা **ভক্তিশ্চ তৎসাধনং**, হ্যক্ষাদি ত্রিতয়ং প্রমাণমখিলাম্নায়ৈকবেদ্যো হরিঃ।।" এই শ্লোকেরই অনুরূপ একটী শ্লোক—"শ্রীমধ্বঃ প্রাহ বিষ্ণুং পরতমম্" শ্রীপ্রমেয়-রত্নাবলী-গ্রন্থে শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু প্রকাশ করিয়া শ্রীমধ্বমত ও শ্রীচৈতন্যমতের অপার্থক্য দেখাইয়াছেন।

শ্রীমন্মধ্ব তাঁহার বিভিন্ন ভাষ্যে শ্রবণ-কীর্ত্তন-লক্ষণা ভক্তিকেই মুখ্য সাধনরূপে মুহু-র্মুহুঃ ঘোষণা করিয়াছেন। যথা—'দ্বাপরীয়ৈর্জনৈ-র্বিষ্ণুঃ পঞ্চরাত্রৈস্তু কেবলৈঃ। **কলৌ তু নামমাত্রেণ পূজ্যতে ভগবান্ হরিঃ**।।" (মুণ্ডকোপনিষদ্ভাষ্য-ধৃত নারায়ণ-সংহিতা-বচন) ; "**ভক্তিরেবৈনং দর্শয়তি, ভক্তিবশঃ পুরুষো, ভক্তিরেব ভূয়সী**তি মাঠর শ্রুতেঃ।" (৩।৩।৫৩ সূত্রভাষ্য) ; **ভক্ত্যৈব তুষ্টিমভ্যেতি** বিষ্ণুর্নান্যেন কেনচিৎ। স এব মুক্তিদাতা চ **ভক্তিস্তত্রৈব কারণম্**।।" (মহাভারত-তাৎপর্য্য ১।১১৮)। এইরূপে তিনি পুনঃ পুনঃ বিভিন্ন শাস্ত্রবচন উদ্ধারপূর্ব্বক জানাইয়াছেন যে, 'ভক্তি' ব্যতীত সাধ্য-মুক্তি লাভের অন্য উপায় নাই।

শ্রীমধ্বমতে যে-মুক্তি 'সাধ্য'রূপে নির্ণীত হইয়াছে, তাহা পঞ্চবিধা মুক্তির অন্তর্গত জীব-পরমাত্মৈক্য-রূপা সাযুজ্য-মুক্তি নহে। যদি তিনি জীব-পরমাত্মার ঐক্যই স্বীকার করিবেন, তাহা হইলে তাঁহাকে শুদ্ধদ্বৈতবাদী বা নিত্য পঞ্চভেদবাদী বলিবার পরিবর্ত্তে ভাস্কর-ভট্টাদির ন্যায় ঔপচারিক ভেদবাদী বলিতে হয়! শ্রীমধ্ব জীবগণকে শ্রীহরির নিত্য অনুচর (সেবক) বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। মুক্তাবস্থাতেও জীব ও ঈশ্বরের ভেদ এবং জীবের ঈশ্বর-উপাসনার কথা তারস্বরে ঘোষণা করিয়াছেন।

"ন যত্র মায়া কিমুতাপরে হরেরনুব্রতা যত্র সুরাসুরার্চ্চিতা ইত্যাদি শ্রুতি-স্মৃতিষু তাৎপর্য্য **মুক্তানাং ভেদস্যৈবোক্তেঃ**।" (ছান্দোগ্য-ভাষ্য ৬ অঃ)—অর্থাৎ যে স্থানে অন্যের কথা কি, স্বয়ং মায়াও প্রবেশলাভে সমর্থ নহে, তথায় দেবাসুরাদি নিখিল-জীবগণের পূজনীয় হরিসেবকগণ অবস্থান করিতেছেন, ইত্যাদি শ্রুতি-স্মৃতির তাৎপর্য্য এই যে, সর্ব্বত্রই মুক্তজীব ভগবান্ হইতে ভিন্ন। "**কৃষ্ণোমুক্তৈরিজ্যতে বীতমোহৈঃ**" (মহাভারত তাৎপর্য্য ২।৬২)—অর্থাৎ, মোহরহিত মুক্তগণের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ পূজিত হইয়া থাকেন। "**মুক্তা অপি হি কুর্ব্বন্তি স্বেচ্ছয়োপাসনং হরে**।।" (সূত্রভাষ্য ৩।৩।২৭); "**মুক্তানামপি ভক্তির্হি নিত্যানন্দ-স্বরূপিণী**" (মঃ তাঃ ১।১০৫) প্রভৃতি বাক্যে মুক্ত-গণেরও শ্রীহরি-উপাসনা এবং ভক্তিই যে সেই মুক্তগণের নিত্য আনন্দস্বরূপিণী, তাহা প্রকাশিত হইয়াছে। "ভেদ ব্যপদেশাচ্চ" (১।১।১৭) সূত্রের ভাষ্যেও তিনি শ্রীমদ্ভাগবত-সিদ্ধান্তই মুক্তির স্বরূপরূপে বর্ণন করিয়াছেন,—"**মুক্তির্হিত্বান্যথারূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ**" (ভাঃ ২।১০।৬) অর্থাৎ মায়িক স্থূল-সূক্ষ্মরূপদ্বয় পরিত্যাগ করিয়া শুদ্ধজীবস্বরূপে অর্থাৎ ভগবৎপার্ষদরূপে অবস্থানের নামই মুক্তি। এমন কি, উক্ত মতে মুক্তি ও মুক্তজীবগণের মধ্যেও তারতম্য তথা আনন্দের তারতম্য স্বীকৃত আছে—"জীবগণা হরেরনুচরা নীচোচ্চভাবং গতাঃ" (সংক্ষিপ্ত মধ্বমত), "মুক্তাবানন্দো বিশিষ্যতে" (সূত্রভাষ্য ৩।৩।৩৩)।

গোকর্ণে শিবদর্শন, দ্বৈপায়নি ও সূর্পারক-তীর্থে আগমন ঃ—

গোকর্ণে শিব দেখি' আইলা দ্বৈপায়নি ।
সূর্পারক-তীর্থে আইলা ন্যাসি-শিরোমণি ॥ ২৮০ ॥

কোলাপুরে লক্ষ্মী, ভগবতী, গণেশ ও পার্ব্বতী দর্শন ঃ—

কোলাপুরে লক্ষ্মী দেখি' দেখে ক্ষীর-ভগবতী ।
লাঙ্গ-গণেশ দেখি' দেখে চোর-পার্ব্বতী ॥ ২৮১ ॥

ভীমা-নদীতীরে পাণ্ডরপুরে আগমন ও বিঠ্‌ঠলদেব দর্শন ঃ—

তথা হৈতে পাণ্ডরপুরে আইলা গৌরচন্দ্র ।
বিঠ্‌ঠল-ঠাকুর দেখি' পাইলা আনন্দ ॥ ২৮২ ॥

প্রভুর নৃত্য-গীত ও এক বৈষ্ণববিপ্রগৃহে ভিক্ষা ঃ—

প্রেমাবেশে কৈল বহুত কীর্ত্তন-নর্ত্তন ।
তাঁহা এক বিপ্র তাঁরে কৈল নিমন্ত্রণ ॥ ২৮৩ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২৮২। পাণ্ডরপুর—ভীমা-নদীতীরে 'পাণ্ডুপুর' বা 'পাণ্ডরপুর' নগর। অনুসন্ধানে জানা যায় যে, এইস্থানে মহাপ্রভু তুকারামাচার্য্যকে হরিনাম দিয়া কৃপা করিয়াছিলেন—ইহা তুকারামকৃত 'অভঙ্গে' তিনি নিজে স্বীকার করিয়াছেন। তুকারাম হইতে সে প্রদেশে মৃদঙ্গাদি-বাদ্যের সহিত কীর্ত্তনের প্রচার হইয়াছে।

অনুভাষ্য

হইয়া কুম্ভীররূপে সরোবরে বাস করে। পরে শ্রীরামচন্দ্র এই সরোবর দেখেন। নারদ-বাক্যে জানা যায় যে, অর্জ্জুন তীর্থযাত্রায় আগমন করিয়া কুম্ভীর-যোনি হইতে অপ্সরা-পাঁচটীকে মোচন করেন ; তদবধি এই সরোবর তীর্থরূপে পরিণত হইয়াছে।

২৮০। গোকর্ণ—বোম্বাই-প্রদেশে উত্তর-কানাড়ায় কারওয়ারের ২০ মাইল দক্ষিণপূর্ব্বদিকে অবস্থিত এবং মহা-বলেশ্বর শিবলিঙ্গের মন্দিরের জন্য বিখ্যাত। এস্থানে তীর্থোদ্দেশে বহুযাত্রি- সমাগম হয় (বোম্বাই গেজেটিয়ার)।

সূর্পারক,—বোম্বাই হইতে ২৬ মাইল উত্তরে থানা জিলায় 'সোপারা' নামক স্থান। অতি প্রাচীন কাল হইতে মধ্যযুগ পর্য্যন্ত ইহা কোঙ্কানের রাজধানী ছিল (বোম্বাই গেজেটিয়ার)। মঃ ভাঃ শাঃ পঃ ৪৯শ অঃ ৬৬-৬৭ দ্রষ্টব্য।

২৮১। কোলাপুর—বোম্বাই-প্রদেশের অন্তর্গত দেশীয়রাজ্য; ইহার উত্তরে—সাঁতারা, পূর্ব্বে ও দক্ষিণে—বেলগ্রাম, পশ্চিমে—রত্নগিরি। এখানে 'উর্ণা' নদী আছে। কোলাপুরে পূর্ব্বে প্রায় ২৫০টী মন্দির ছিল ; তন্মধ্যে এক্ষণে এই ছয়টী মন্দির বিখ্যাত,—(১) অম্বাবাই বা মহালক্ষ্মীর মন্দির, (২) বিঠোবার মন্দির, (৩) টেম্‌ব্লাইর মন্দির, (৪) মহাকালীর মন্দির, (৫) ফিরাঙ্গই বা প্রত্যঙ্গিরার মন্দির এবং (৬) য়্যাল্লাম্মার মন্দির (বোম্বাই গেজেটিয়ার)।

২৮২। পাণ্ডরপুর বা পণ্ঢরপুর—বোম্বাই-প্রদেশে শোলাপুর-জিলার অন্তর্গত মহকুমা,—শোলাপুর নগর হইতে ৩৮ মাইল সোজা পশ্চিমে। এখানে বিঠ্‌ঠল বা বিঠোবা-দেব ঠাকুর আছেন; তিনি—চতুর্ভুজ শ্রীনারায়ণ-মূর্ত্তি। এই নগরটী ভীমা-নদীতীরে

সুতরাং মায়াবাদ-দলনবানা শ্রীমধ্বপাদ যে-মুক্তিকে সাধ্য বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন, তাহা নিতান্তই ভক্তিপর এবং শ্রীমদ্ভাগবত-বিচারপর—কিছুমাত্র জ্ঞানদুষ্ট নহে। শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু শ্রীমধ্ব-কথিত উক্ত মুক্তিকে "মোক্ষং বিষ্ণ্বঙ্ঘ্রিলাভং" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ঘৃতে যেমন ক্ষীরের মৌলিকতা আছে, তদ্রূপ শ্রীগৌরসুন্দরের প্রচারিত সাধ্যসার প্রেমার মধ্যেও শ্রীমধ্ব-প্রতিপাদ্য 'সাধ্য' শ্রীবিষ্ণুর পাদপদ্ম লাভরূপা মুক্তি অনুস্যূত হইয়া আছে।

তদানীন্তন তত্ত্ববাদি-আচার্য্য রঘুবর্য্যতীর্থের বা তদনুগত শিষ্যবর্গের কিম্বা পরবর্ত্তী তত্ত্ববাদিগণের বিচারধারা কালক্রমে শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের প্রকৃত মত হইতে অনেক পার্থক্য লাভ করিয়াছে, তাহা শ্রীমন্মধ্বের লেখনী ও আধুনিক তত্ত্ববাদিগণের আচার-প্রচার লেখনী আলোচনা করিলেই বেশ বুঝা যায়। তজ্জন্য পরবর্ত্তী বিকৃত মতকে মূল-আচার্য্যের সিদ্ধান্ত বলিয়া স্থাপন করা যাইতে পারে না। শ্রীমহাপ্রভু মধ্ব-সম্প্রদায় স্বীকার করিয়াও উক্ত তত্ত্ববাদি-আচার্য্যকে 'তোমার সম্প্রদায়' বলিয়া যে উক্তি করিয়াছেন, ইহাতে উক্ত তত্ত্ববাদি-মহাশয় যে মূল 'মধ্ব-সম্প্রদায়'-ধারা হইতে অনেক বিচ্যুত হইয়া স্বতন্ত্র হইয়া পড়িয়াছেন, তাহাই সূচিত হইয়াছে।

তিনি উক্ত বাক্যে সেই তত্ত্ববাদি-আচার্য্যকে এইমাত্র বুঝাইয়াছেন,—"আমার অভিপ্রেত ও স্বীকৃত যে মধ্ব-সম্প্রদায়, তুমি তাঁহার প্রকৃত তাৎপর্য্য না বুঝিয়া কেবল বহিরঙ্গ-মতজালে আবদ্ধ হইয়া কার্য্যতঃ এক পৃথক্ সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করিয়াছ,—উহাতে এক ভগবদ্বিগ্রহের সত্যতা স্বীকার ছাড়া আর কোন শুদ্ধ বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত দেখা যায় না। অতএব তোমার কল্পিত এই সম্প্রদায়ের সহিত ব্যাসশিষ্য শ্রীমধ্বের তথা আমার কোন সম্বন্ধ নাই।"

'আউল', 'বাউল', 'প্রাকৃত সহজিয়া' প্রভৃতি গোষ্ঠী শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনুগত ও গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায় বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহাদের অপসিদ্ধান্তকে মহাপ্রভুর প্রচারিত মত বলা যাইতে পারে না। কিংবা কেহ উক্ত অপসিদ্ধান্তগুলি খণ্ডন করিলে তিনি মহাপ্রভুর মত খণ্ডন করিয়াছেন, এরূপ বিচারও নিতান্ত অযৌক্তিক। তথাকথিত তত্ত্ববাদিগণের অপসিদ্ধান্ত শ্রীমন্মহাপ্রভু শাস্ত্রযুক্তিদ্বারা খণ্ডন করিয়াছেন বলিয়া তিনি সাত্বত-সম্প্রদায়-চতুষ্টয়ের অন্যতম পূর্ব্বাচার্য্য শ্রীমধ্বের প্রবর্ত্তিত শ্রৌতমত খণ্ডন করিয়াছেন, অতএব তিনি কখনও শ্রীমধ্ব-সম্প্রদায় স্বীকার করেন নাই—এরূপ যুক্তি নিতান্ত বালভাষিতা।

তথায় শ্রীরঙ্গপুরীর অবস্থান-সংবাদ-প্রাপ্তি ঃ—

বহুত আদরে প্রভুকে ভিক্ষা করাইল ।
ভিক্ষা করি' তথা এক শুভবার্ত্তা পাইল ॥ ২৮৪ ॥
মাধবপুরীর শিষ্য 'শ্রীরঙ্গপুরী' নাম ।
সেইগ্রামে বিপ্রগৃহে করিলা বিশ্রাম ॥ ২৮৫ ॥

শ্রীরঙ্গপুরীর নিকট গমন ও প্রণাম ঃ—

শুনিয়া চলিলা প্রভু তাঁরে দেখিবারে ।
বিপ্রগৃহে বসি' আছেন, দেখিলা তাঁহারে ॥ ২৮৬ ॥
প্রেমাবেশে করে তাঁরে দণ্ড-পরণাম ।
অশ্রু, পুলক, কম্প, সর্ব্বাঙ্গে পড়ে ঘাম ॥ ২৮৭ ॥

প্রভুর ভাবদর্শনে মাধবেন্দ্রপুরীর সহিত সম্বন্ধযুক্ত বলিয়া প্রভুকে পুরীর ধারণা ঃ—

দেখিয়া বিস্মিত হৈল শ্রীরঙ্গ-পুরীর মন ।
'উঠহ শ্রীপাদ' বলি' বলিলা বচন ॥ ২৮৮ ॥
"শ্রীপাদ, ধর মোর গোসাঞির সম্বন্ধ ।
তাহা বিনা অন্যত্র নাহি এই প্রেমার গন্ধ ॥" ২৮৯ ॥

প্রভুকে আলিঙ্গন ও উভয়ের প্রেম-ক্রন্দন ঃ—

এত বলি' প্রভুকে উঠাঞা কৈল আলিঙ্গন ।
গলাগলি করি' দুঁহে করেন ক্রন্দন ॥ ২৯০ ॥

উভয়ের ধৈর্য্য ; পরস্পরের পরিচয়প্রাপ্তি ও প্রেম ঃ—

ক্ষণেকে আবেশ ছাড়ি' দুঁহে ধৈর্য্য হৈলা ।
ঈশ্বরপুরীর সম্বন্ধ গোসাঞি জানাইলা ॥ ২৯১ ॥
অদ্ভুত প্রেমের বন্যা দুঁহার উথলিল ।
দুঁহে মান্য করি' দুঁহে আনন্দে বসিল ॥ ২৯২ ॥

উভয়ের এক সপ্তাহ যাবৎ কৃষ্ণকথালাপ ঃ—

দুইজনে কৃষ্ণকথা কহে রাত্রি-দিনে ।
এইমতে গোঙাইল পাঁচ-সাত দিনে ॥ ২৯৩ ॥

পুরীর প্রশ্নে প্রভুর 'জন্মস্থান—নবদ্বীপ'-বলিয়া জ্ঞাপন ঃ—

কৌতুকে পুরী তাঁরে পুছিল জন্মস্থান ।
গোসাঞি কৌতুকে কহেন 'নবদ্বীপ' নাম ॥ ২৯৪ ॥

পূর্ব্বে শচীগৃহে রঙ্গপুরীর তৎপাচিতান্ন-ভোজন-সুযোগ ঃ—

শ্রীমাধবপুরীর সঙ্গে শ্রীরঙ্গপুরী ।
পূর্ব্বে আসিয়াছিলা তেঁহো নদীয়া-নগরী ॥ ২৯৫ ॥
জগন্নাথমিশ্র-ঘরে ভিক্ষা যে করিল ।
অপূর্ব্ব মোচার ঘণ্ট তাঁহা যে খাইল ॥ ২৯৬ ॥
জগন্নাথের ব্রাহ্মণী, তেঁহ—মহা-পতিব্রতা ।
বাৎসল্যে হয়েন তেঁহ যেন জগন্মাতা ॥ ২৯৭ ॥
রন্ধনে নিপুণা তাঁ-সম নাহি ত্রিভুবনে ।
পুত্রসম স্নেহ করেন সন্ন্যাসি-ভোজনে ॥ ২৯৮ ॥

রঙ্গপুরীমুখে বিশ্বরূপের সন্ন্যাসান্তে সিদ্ধিপ্রাপ্তি-সংবাদ-শ্রবণ ঃ—

তাঁর এক যোগ্য পুত্র করিয়াছে সন্ন্যাস ।
'শঙ্করারণ্য' নাম তাঁর অল্প বয়স ॥ ২৯৯ ॥
এই তীর্থে শঙ্করারণ্যের সিদ্ধিপ্রাপ্তি হৈল ।
প্রস্তাবে শ্রীরঙ্গপুরী এতেক কহিল ॥ ৩০০ ॥

প্রভুর পূর্ব্বাশ্রমের পরিচয় প্রদান ঃ—

প্রভু কহে,—"পূর্ব্বাশ্রমে তেঁহো মোর ভ্রাতা ।
জগন্নাথ মিশ্র—পূর্ব্বাশ্রমে মোর পিতা ॥" ৩০১ ॥

শ্রীরঙ্গপুরীর দ্বারকাযাত্রা ঃ—

এইমত দুইজনে ইষ্টগোষ্ঠী করি' ।
দ্বারকা দেখিতে চলিলা শ্রীরঙ্গপুরী ॥ ৩০২ ॥

বৈষ্ণববিপ্রগৃহে প্রভুর ৪ দিন অবস্থান ও বিঠ্ঠলদেব-দর্শন ঃ—

দিন-চারি তথা প্রভুকে রাখিল ব্রাহ্মণ ।
ভীমানদী স্নান করি' করেন বিঠ্ঠল-দর্শন ॥ ৩০৩ ॥

অনুভাষ্য

অবস্থিত। পঞ্চদশ-শক-শতাব্দীতে এখানে 'তুকারাম' নামক বিখ্যাত বৈষ্ণব-সাধু ছিলেন।

২৮৯। শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরীর পূর্ব্বে শ্রীপাদ লক্ষ্মীপতি তীর্থ পর্য্যন্ত একক কৃষ্ণের পূজা প্রচলিত ছিল। শ্রীল মাধবেন্দ্র হইতেই জগতে ঐকান্তিক-শ্রীরাধাদাস্যমূলে বিপ্রলম্ভ-রসে কৃষ্ণপ্রেম অবতীর্ণ হইয়াছেন, কেননা "ভক্তিকল্পতরুর তেঁহ প্রথম অঙ্কুর" (আদি, ৯ম পঃ ১০ সংখ্যা)। শ্রীল মাধবেন্দ্রের সহিত প্রিয় সম্বন্ধবিশিষ্ট জাতরুচি ভক্তেরই এই কৃষ্ণপ্রেমেতে অধিকার ; মধ্য, ২য় পঃ ৮৩ সংখ্যাও দ্রষ্টব্য।

গোসাঞির—নিষ্কিঞ্চন পরমহংসকুলশিরোমণি কৃষ্ণৈকশরণ শ্রীগুরুদেবের ; তিনিই ষড়্বেগজয়ী প্রকৃত 'গোস্বামি'-শব্দবাচ্য,

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৩০০। মহাপ্রভুর জ্যেষ্ঠভ্রাতা শ্রীমদ্‌বিশ্বরূপ সন্ন্যাস গ্রহণ করত 'শঙ্করারণ্য স্বামী' নাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি দেশভ্রমণ করিতে করিতে 'পাণ্ডরপুর'-তীর্থে সিদ্ধিপ্রাপ্ত হন, অর্থাৎ চিন্ময়-ধামে প্রবেশ করেন। মাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য এবং ঈশ্বরপুরীর গুরুভাই শ্রীরঙ্গপুরী এই সংবাদ মহাপ্রভুকে দিলেন।

অনুভাষ্য

এইজন্য ত্যক্তগৃহ শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীপাদকে 'গোস্বামি'-শব্দে উদ্দেশ করা হইয়াছে। এতদ্দ্বারা 'গোস্বামি-শব্দটী যে রক্ত বা শুক্র অথবা শৌক্র-বংশ-পরম্পরাক্রমে গৃহব্রত-ধর্ম্মে বা গৃহমেধ-যজনে আবদ্ধ নহে, তাহা জানা যায় ; কিন্তু বৈষ্ণব-বিরোধস্পৃহামূলে অন্যায়ক্রমে 'গোস্বামি'-শব্দটী বর্ত্তমানকালে শৌক্রজাতিগত

কৃষ্ণবেণ্বা-তীরে আগমন ঃ—

তবে মহাপ্রভু আইলা কৃষ্ণবেণ্বা-তীরে ।
নানা তীর্থ দেখি' তাঁহা দেবতা-মন্দিরে ॥ ৩০৪ ॥

তথাকার ব্রাহ্মণগণ—বৈষ্ণব ও কর্ণামৃত-পাঠক ঃ—

ব্রাহ্মণ-সমাজ সব—বৈষ্ণব-চরিত ।
বৈষ্ণব সকল পড়ে 'কৃষ্ণকর্ণামৃত' ॥ ৩০৫ ॥

কর্ণামৃত-শ্রবণে প্রভুর হর্ষ ও পুঁথির নকল-সংগ্রহ ঃ—

কৃষ্ণকর্ণামৃত শুনি' প্রভুর আনন্দ হৈল ।
আগ্রহ করিয়া পুঁথি লেখাঞা লৈল ॥ ৩০৬ ॥

'কর্ণামৃতে'র মহিমা ঃ—

'কর্ণামৃত'-সম বস্তু নাহি ত্রিভুবনে ।
যাহা হৈতে হয় কৃষ্ণে শুদ্ধপ্রেমজ্ঞানে ॥ ৩০৭ ॥
সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য-কৃষ্ণলীলার অবধি ।
সেই জানে, যে 'কর্ণামৃত' পড়ে নিরবধি ॥ ৩০৮ ॥

প্রভুর দুইটী গ্রন্থ সংগ্রহ—(১) সিদ্ধান্ত ও (২) রসশাস্ত্র ঃ—

'ব্রহ্মসংহিতা', 'কর্ণামৃত' দুই পুঁথি পাঞা ।
মহা যত্ন করি' পুঁথি আইলা লঞা ॥ ৩০৯ ॥

তাপ্তী ও নর্ম্মদা-তীরস্থ তীর্থদর্শন ও মাহিষ্মতীপুরে আগমন ঃ—

তাপী স্নান করি' আইলা মাহিষ্মতীপুরে ।
নানা তীর্থ দেখি' তাঁহা নর্ম্মদার তীরে ॥ ৩১০ ॥

ধনুস্তীর্থ-দর্শন ও নির্ব্বিন্ধ্যা-নদীস্নান, পরে ঋষ্যমূক-পর্ব্বতে দণ্ডকারণ্যে আগমন ও 'সপ্ততাল'-বিমোচন ঃ—

ধনুস্তীর্থ দেখি' করিলা নির্ব্বিন্ধ্যে স্নানে ।
ঋষ্যমূক-গিরি আইলা দণ্ডকারণ্যে ॥ ৩১১ ॥
'সপ্ততাল-বৃক্ষ' দেখে কানন-ভিতর ।
অতি বৃদ্ধ, অতি স্থূল, অতি উচ্চতর ॥ ৩১২ ॥
সপ্ততাল দেখি' প্রভু আলিঙ্গন কৈল ।
সশরীরে সপ্ততাল অন্তর্দ্ধান হৈল ॥ ৩১৩ ॥

প্রভুকে লোকের রামাবতার-জ্ঞান ঃ—

শূন্যস্থল দেখি' লোকের হৈল চমৎকার ।
লোকে কহে,—"এ সন্ন্যাসী—রাম-অবতার ॥ ৩১৪ ॥
সশরীরে তাল গেল শ্রীবৈকুণ্ঠ-ধাম ।
ঐছে শক্তি কার হয়, বিনা এক রাম ??" ৩১৫ ॥

পম্পা-সরোবরে স্নান ও পঞ্চবটীতে বিশ্রাম ঃ—

প্রভু আসি' কৈল পম্পা-সরোবরে স্নান ।
পঞ্চবটী আসি' তাঁহা করিল বিশ্রাম ॥ ৩১৬ ॥

নাসিকে শিবদর্শনান্তে ব্রহ্মগিরিতে ও পরে কুশাবর্ত্তে আগমন ঃ—

নাসিকে ত্র্যম্বক দেখি' গেলা ব্রহ্মগিরি ।
কুশাবর্ত্তে আইলা যাঁহা জন্মিলা গোদাবরী ॥ ৩১৭ ॥

অনুভাষ্য

উপাধিতে পর্য্যবসিত হওয়ায় উহা অনধিকারী ব্যবহারকারীর ব্যাধির কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

৩০৪। কৃষ্ণবেণ্বা—সহ্যাদ্রি-গিরিস্থ মহাবলেশ্বর হইতে কৃষ্ণা-নদীর ধারাদ্বয়ের উৎপত্তি। এই নদীতীরেই বিল্বমঙ্গল-ঠাকুরের বসতি ছিল। 'বেণ্বা'র পরিবর্ত্তে কেহ কেহ 'বীণা', কেহ কেহ 'বেণী', 'সিনা' ও কেহ 'ভীমা' বলেন।

৩০৫। কৃষ্ণকর্ণামৃত—শ্রীঠাকুর বিল্বমঙ্গলের রচিত ১১২ শ্লোক-বিশিষ্ট গীতিগ্রন্থ। এই নামে দুই-তিনখানি ভিন্ন ভিন্ন গীতিগ্রন্থ পাওয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী ও শ্রীচৈতন্যদাস গোস্বামীর কৃত এই গ্রন্থের দুইটী গৌড়ীয়-বৈষ্ণবের পাঠ্য টীকা আছে।

৩০৯। ব্রহ্মসংহিতা—২৩৭ সংখ্যার অনুভাষ্য দ্রষ্টব্য।

৩১০। তাপী—বর্ত্তমান নাম 'তাপ্তি'—ইহা মধ্যভারতে মূলতাই-গিরি হইতে উদ্ভূত হইয়া সৌরাষ্ট্রের উত্তরাংশে পশ্চিম-সাগরে পতিত হইয়াছে।

মাহিষ্মতীপুর—'চুলিমহেশ্বর'; মহাভারত সভাপর্ব্ব সহ-দেবের দিগ্বিজয়ে ৩১ অঃ ২১ শ্লোক—"ততো রত্নান্যুপাদায় পুরীং মাহিষ্মতীং যযৌ। তত্র নীলেন রাজ্ঞা স চক্রে যুদ্ধং নরর্ষভঃ।।" পূর্ব্বে গুজরাটের ব্রোচ্-জিলায় কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের স্থান।

৩১১। নির্ব্বিন্ধ্যা-নদী—উজ্জয়িনীর নিকটে পূর্ব্বোত্তরে অবস্থিতা পারা-নদীর পশ্চিমে এবং পাবনী-নদীর দক্ষিণে।

ঋষ্যমূক—কেহ কেহ বলেন, বেলারি-জিলায় হাম্পি-গ্রামের নিকট তুঙ্গাভদ্রা-নদীর তীরস্থিত সর্ব্বাপেক্ষা অপ্রশস্ত গিরি-পথটীর পার্শ্ববর্ত্তী যে পর্ব্বতটী নিজাম-রাজ্যে গিয়া পড়িয়াছে, তাহাই ঋষ্যমূক পর্ব্বত। কাহারও মতে, মধ্যপ্রদেশে অবস্থিত এবং বর্ত্তমান নাম 'রাম্প' ; কাহারও মতে, ত্রিবাঙ্কুর-রাজ্যে 'অনমলয়' এবং কাহারও মতে ঋষ্যমূক-পর্ব্বত হইতেই পম্পা-নদী বাহির হইয়া অনাগুণ্ডির নিকটে তুঙ্গাভদ্রায় আসিয়া মিলিত হইয়াছে।

দণ্ডকারণ্য—উত্তর 'খান্দেশ' হইতে দক্ষিণে আহম্মদনগর এবং মধ্যে 'নাসিক' ও 'আউরঙ্গাবাদ' পর্য্যন্ত গোদাবরী-নদীর তীরস্থ বিস্তৃত ভূভাগটীতে 'দণ্ডকারণ্য'-নামক বিস্তৃত বন ছিল।

৩১২। সপ্ততাল—বানররাজ সুগ্রীবকে বালিহত্যার ব্যাপারে স্বীয় সামর্থ্য জ্ঞাপন করিবার জন্য শ্রীরামচন্দ্রের স্পর্দ্ধার সহিত সপ্ততাল-বধপ্রসঙ্গ—রামায়ণে কিষ্কিন্ধ্যা-কাণ্ডে ১১শ ও ১২শ সর্গে বর্ণিত আছে।

৩১৬। পম্পা—"ঋষ্যমূকস্তু পম্পায়াং পুরস্তাৎ পুষ্পিত-

গোদাবরীর সপ্তশাখার তীরে তীরে বহু তীর্থোদ্ধারান্তে বিদ্যানগরে আগমন ঃ—

সপ্ত গোদাবরী আইলা করি' তীর্থ বহুতর ।
পুনরপি আইলা প্রভু বিদ্যানগর ॥ ৩১৮ ॥

প্রভুসহ রামানন্দ রায়ের মিলন ঃ—

রামানন্দ রায় শুনি' প্রভুর আগমন ।
আনন্দে আসিয়া কৈল প্রভুসহ মিলন ॥ ৩১৯ ॥

দণ্ডবৎ হঞা পড়ে চরণে ধরিয়া ।
আলিঙ্গন কৈল প্রভু তাঁরে উঠাঞা ॥ ৩২০ ॥

উভয়ের প্রেমানন্দ ও ইষ্টগোষ্ঠী ঃ—

দুইজনে প্রেমাবেশে করেন ক্রন্দন ।
প্রেমানন্দে শিথিল হৈল দুঁহাকার মন ॥ ৩২১ ॥

কতক্ষণে দুই জনা সুস্থির হঞা ।
নানা ইষ্টগোষ্ঠী করে একত্র বসিয়া ॥ ৩২২ ॥

প্রভুর তীর্থযাত্রাবৃত্তান্ত-বর্ণন ও সংগৃহীত গ্রন্থদ্বয়-প্রদান ঃ—

তীর্থযাত্রা-কথা প্রভু সকল কহিলা ।
কর্ণামৃত, ব্রহ্মসংহিতা,—দুই পুঁথি দিলা ॥ ৩২৩ ॥

প্রভু কহে,—"তুমি যে 'প্রেম-সিদ্ধান্ত' কহিলে ।
এই দুই পুস্তকে সেই রসের সাক্ষী দিলে ॥" ৩২৪ ॥

রায়ের আনন্দ হৈল পুস্তক পাইয়া ।
প্রভু-সহ আস্বাদিল, রাখিল লিখিয়া ॥ ৩২৫ ॥

প্রভুদর্শনে লোকসমাগম ঃ—

'গোসাঞি আইলা', গ্রামে হৈল কোলাহল ।
প্রভুকে দেখিতে লোক আইল সকল ॥ ৩২৬ ॥

বহিরঙ্গ লোকদর্শনে রায়ের ও প্রভুর স্ব-স্ব-কার্য্যে প্রস্থান ঃ—

লোক দেখি' রামানন্দ গেলা নিজঘরে ।
মধ্যাহ্নে উঠিলা প্রভু ভিক্ষা করিবারে ॥ ৩২৭ ॥

প্রভু ও রায়ের কৃষ্ণকথালাপে একসপ্তাহ-যাপন ঃ—

রাত্রিকালে রায় পুনঃ কৈল আগমন ।
দুইজনে কৃষ্ণকথায় কৈল জাগরণ ॥ ৩২৮ ॥

দুইজনে কৃষ্ণকথা কহে রাত্রি-দিনে ।
পরম-আনন্দে গেল পাঁচ-সাত দিনে ॥ ৩২৯ ॥

প্রভুর আজ্ঞানুসারে রায়ের পুরীতে যাইবার উদ্‌যোগ-জ্ঞাপন ঃ—

রামানন্দ কহে,—"প্রভু, তোমার আজ্ঞা পাঞা ।
রাজাকে লিখিলুঁ আমি বিনয় করিয়া ॥ ৩৩০ ॥

রাজা মোরে আজ্ঞা দিল নীলাচলে যাইতে ।
চলিবার উদ্‌যোগ আমি লাগিয়াছি করিতে ॥" ৩৩১ ॥

প্রভুর বিদ্যানগরে আগমনের কারণ ঃ—

প্রভু কহে,—"এথা মোর এ-নিমিত্তে আগমন ।
তোমা লঞা নীলাচলে করিব গমন ॥" ৩৩২ ॥

রায়ের পূর্ব্বেই প্রভুকে পুরীতে প্রেরণ, পশ্চাতে নিজের আগমনাঙ্গীকার ঃ—

রায় কহে,—"প্রভু, আগে চল নীলাচলে ।
মোর সঙ্গে হাতী-ঘোড়া, সৈন্য-কোলাহলে ॥ ৩৩৩ ॥

দিন-দশে ইহা-সবার করি' সমাধান ।
তোমার পাছে পাছে আমি করিব প্রয়াণ ॥" ৩৩৪ ॥

প্রভুর সম্মতি ও পুরীতে গমন ঃ—

তবে মহাপ্রভু তাঁরে আসিতে আজ্ঞা দিয়া ।
নীলাচলে চলিলা প্রভু আনন্দিত হঞা ॥ ৩৩৫ ॥

বৈষ্ণবতাপ্রাপ্ত ভক্তগণকে কৃপাপ্রদর্শনার্থ প্রভুর পূর্ব্ব-পথে গমন ঃ—

যেই পথে পূর্ব্বে প্রভু কৈলা আগমন ।
সেই পথে চলিলা দেখি' সর্ব্ব বৈষ্ণবগণ ॥ ৩৩৬ ॥

অনুভাষ্য

ক্রমঃ" কেহ কেহ বলেন,—তুঙ্গাভদ্রা-নদীরই প্রাচীন নাম 'পম্বা'; মতান্তরে—বিজয়নগরের প্রাচীন প্রসিদ্ধ রাজধানী হাম্পি-গ্রামটী প্রথমে পম্পা-তীর্থ-নামে প্রসিদ্ধ ছিল ; মতান্তরে—হায়দ্রাবাদের দিকে, অনাগুণ্ডির নিকটে তুঙ্গাভদ্রার তীরবর্ত্তী একটী সরোবরই 'পম্পা-সরোবর' নামে পরিচিত ; মতান্তরে, পম্পা-সরোবরই ত্রিবাঙ্কুরের পম্বৈ-নদী ; মতান্তরে—স্থির জল বলিয়া নদীর সরোবরাখ্যা।

পঞ্চবটী—দণ্ডকারণ্যের অন্তর্গত একটী বন ; বর্ত্তমান 'নাসিক'-শহরে অবস্থিত। এখানে লক্ষ্মণ শূর্পণখার নাসা ছেদন করেন। নাসিক-শহরে 'ত্র্যম্বক' নামক মহাদেব আছেন (বোম্বাই গেজেটিয়ার)।

৩১৭। কুশাবর্ত্ত—পশ্চিমঘাট বা সহ্যাদ্রির কুশট্ট-নামক প্রদেশ হইতে গোদাবরীর মূলধারাসমূহ উদ্ভূত হয় ; উহা নাসিকের নিকটবর্ত্তী ; কাহারও মতে, বিন্ধ্যের পাদমূলে অবস্থিত।

৩১৮। গোদাবরীর উৎপত্তিস্থান হইতে বর্ত্তমান হায়দ্রাবাদের উত্তরাংশ দিয়া 'বস্তার' হইয়া উত্তর-সর্কাসে কলিঙ্গদেশে আসিয়া পৌঁছিলেন।

৩২৬। গোসাঞি—শ্রীচৈতন্য গোসাঞি।

যাঁহা যায়, লোক উঠে হরিধ্বনি করি'।
দেখি' আনন্দিত-মন হৈলা গৌরহরি ॥ ৩৩৭ ॥

আলালনাথে আসিয়া নিত্যানন্দাদিকে আনয়নার্থ সঙ্গী কৃষ্ণদাসকে প্রেরণ ঃ—

আলালনাথে আসি' কৃষ্ণদাসে পাঠাইল।
নিত্যানন্দ-আদি নিজগণে বোলাইল ॥ ৩৩৮ ॥

প্রভুদর্শনার্থে নিত্যানন্দাদির মহা ব্যস্তভাবে আগমন ঃ—

প্রভুর আগমন শুনি' নিত্যানন্দ-রায়।
উঠিয়া চলিলা, প্রেমে থেহ নাহি পায় ॥ ৩৩৯ ॥
জগদানন্দ, দামোদর-পণ্ডিত, মুকুন্দ।
নাচিয়া চলিলা, দেহে না ধরে আনন্দ ॥ ৩৪০ ॥
গোপীনাথাচার্য্য চলিলা আনন্দিত হঞা।
প্রভুরে মিলিলা সবে পথে লাগ্ পাঞা ॥ ৩৪১ ॥

সকলকে প্রভুর প্রেমালিঙ্গন ঃ—

প্রভু প্রেমাবেশে সবায় কৈল আলিঙ্গন।
প্রেমাবেশে সবে করে আনন্দ-ক্রন্দন ॥ ৩৪২ ॥

সমুদ্রতীরে সার্ব্বভৌমসহ মিলন ঃ—

সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য আনন্দে চলিলা।
সমুদ্রের তীরে আসি' প্রভুরে মিলিলা ॥ ৩৪৩ ॥
সার্ব্বভৌম মহাপ্রভুর পড়িলা চরণে।
প্রভু তাঁরে উঠাঞা কৈল আলিঙ্গনে ॥ ৩৪৪ ॥

সকলকে লইয়া প্রভুর জগন্নাথ-দর্শন ও ভাবাবেশে নৃত্য-গীত ঃ—

প্রেমাবেশে সার্ব্বভৌম করিলা রোদনে।
সবা-সঙ্গে আইলা প্রভু ঈশ্বর-দরশনে ॥ ৩৪৫ ॥
জগন্নাথ-দরশন প্রেমাবেশে কৈল।
কম্প-স্বেদ-পুলকাশ্রুতে শরীর ভাসিল ॥ ৩৪৬ ॥
বহু নৃত্যগীত কৈল প্রেমাবিষ্ট হঞা।
পাণ্ডাপাল আইল সবে মালা-প্রসাদ লঞা ॥ ৩৪৭ ॥

প্রভুর ধৈর্য্যধারণ ও জগন্নাথ-সেবকগণসহ মিলন ঃ—

মালাপ্রসাদ পাঞা প্রভু সুস্থির হইলা।
জগন্নাথের সেবক সব আনন্দে মিলিলা ॥ ৩৪৮ ॥
কাশীমিশ্র আসি' প্রভুর পড়িলা চরণে।
মান্য করি' প্রভু তাঁরে কৈল আলিঙ্গনে ॥ ৩৪৯ ॥

মধ্যাহ্নে সগণ প্রভুকে ভট্টাচার্য্যের ভিক্ষাদান ঃ—

প্রভু লঞা সার্ব্বভৌম নিজ-ঘরে গেলা।
'মোর ঘরে ভিক্ষা' বলি' নিমন্ত্রণ কৈলা ॥ ৩৫০ ॥
দিব্য মহাপ্রসাদ অনেক আনাইল।
পীঠা-পানা আদি জগন্নাথ যে খাইল ॥ ৩৫১ ॥
মধ্যাহ্ন করিলা প্রভু নিজগণ লঞা।
সার্ব্বভৌম-ঘরে ভিক্ষা করিল আসিয়া ॥ ৩৫২ ॥
ভিক্ষা করাঞা তাঁরে করাইল শয়ন।
আপনে সার্ব্বভৌম করে পাদসম্বাহন ॥ ৩৫৩ ॥

ভট্টাচার্য্য-গৃহে রাত্রিবাস ও সকলের নিকট তীর্থযাত্রা-বিবরণ-বর্ণন ঃ—

প্রভু তাঁরে পাঠাইল ভোজন করিতে।
সেই রাত্রি তাঁর ঘরে রহিলা তাঁর প্রীতে ॥ ৩৫৪ ॥
সার্ব্বভৌম-সঙ্গে আর লঞা নিজগণ।
তীর্থযাত্রা-কথা কহি' কৈল জাগরণ ॥ ৩৫৫ ॥

প্রভুকর্ত্তৃক সার্ব্বভৌমের ও রায়ের প্রশংসা ঃ—

প্রভু কহে,—"এত তীর্থ কৈলুঁ পর্য্যটন।
তোমা-সম বৈষ্ণব না দেখিলুঁ একজন ॥ ৩৫৬ ॥
এক রামানন্দ রায় বহু সুখ দিল।"
ভট্ট কহে,—"এই লাগি' মিলিতে কহিল ॥" ৩৫৭ ॥

প্রভুর তীর্থযাত্রা-বৃত্তান্ত এই গ্রন্থে সংক্ষেপেই বর্ণিত ঃ—

তীর্থযাত্রা-কথা এই কৈলুঁ সমাপন।
সংক্ষেপে কহিলুঁ, বিস্তার না যায় বর্ণন ॥ ৩৫৮ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৩৪৭। পাণ্ডাপাল—শ্রীজগন্নাথকে যাঁহারা পূজা করেন, তাঁহারা—পাণ্ডা ; যাঁহারা অন্যপ্রকার টহল করেন, তাঁহারা—'পশুপাল' ; এই দুই একত্রে 'পাণ্ডাপাল' হইয়াছে।

৩৫৫-৩৫৭। সার্ব্বভৌম ও শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের কথোপকথন শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটকে অষ্টমাঙ্কে এইরূপ লিখিত আছে, যথা—

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যঃ। সার্ব্বভৌম! এতাবদ্দূরং পর্য্যটিতম্ ; ভবৎসদৃশঃ কোঽপি ন দৃষ্টঃ, কেবলমেব রামানন্দরায়ঃ, স তু অলৌকিক এব ভবতি।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

সার্ব্বভৌমঃ। দেব! অতএব নিবেদিতং—সোঽবশ্যমেব দ্রষ্টব্য ইতি।

অনুভাষ্য

৩৫৮। এই পরিচ্ছেদের ৭৪ সংখ্যায় "শিয়ালীতে ভৈরবী দেবী করি' দরশন" পাঠের পরিবর্ত্তে "শিয়ালীতে শ্রীভূ-বরাহ করি' দরশন" হইবে। শিয়ালী এবং চিদম্বরমের নিকট সুবিখ্যাত 'শ্রীমুষ্ণম্'-মন্দির। তথায় শ্রীভূ-বরাহদেব-বিগ্রহ আছেন। চিদম্বরম্-তালুকের অন্তর্ভুক্ত দক্ষিণ-আর্কট জিলায় শিয়ালী সন্নিকটে 'শ্রীভূ-বরাহদেব'ই বিরাজমান, 'ভৈরবীদেবী' নহে।

চৈতন্যলীলা-বর্ণনে গ্রন্থকারের লালসা ঃ—

অনন্ত চৈতন্যলীলা কহিতে না জানি ।
লোভে লজ্জা খাঞা তার করি টানাটানি ॥ ৩৫৯ ॥

প্রভুর তীর্থযাত্রাছলে লোকোদ্ধার-কথা-শ্রবণের ফল ঃ—

প্রভুর তীর্থযাত্রা-কথা শুনে যেই জন ।
চৈতন্যচরণে পায় গাঢ় প্রেমধন ॥ ৩৬০ ॥

কৃষ্ণচৈতন্যে দৃঢ়শ্রদ্ধা ও অকৈতব-মনে হরিসঙ্কীর্ত্তনই জীবের একমাত্র পরমধর্ম্ম ঃ—

'চৈতন্যচরিত শুন শ্রদ্ধা-ভক্তি করি' ।
মাৎসর্য্য ছাড়িয়া মুখে বল 'হরি' 'হরি' ॥ ৩৬১ ॥

তদ্ব্যতীত "নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়" ঃ—

এই কলিকালে আর নাহি কোন ধর্ম্ম ।
বৈষ্ণব, বৈষ্ণবশাস্ত্র, এই কহে মর্ম্ম ॥ ৩৬২ ॥

শ্রীশ্রীচৈতন্যচন্দ্রের লীলার অসমোর্দ্ধ গাম্ভীর্য্য ও গ্রন্থকারের সহজ দৈন্য ঃ—

চৈতন্যচন্দ্রের লীলা—অগাধ, গম্ভীর ।
প্রবেশ করিতে নারি,—স্পর্শি রহি' তীর ॥ ৩৬৩ ॥

চৈতন্যের অনুশীলনক্রমেই কৃষ্ণে প্রীতি-লাভ ঃ—

চৈতন্যচরিত শ্রদ্ধায় শুনে যেই জন ।
যতেক বিচারে, তত পায় প্রেমধন ॥ ৩৬৪ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যঃ। কিয়ন্ত এব বৈষ্ণবা দৃষ্টাস্তেঽপি নারায়ণোপাসকা এব ; অপরে তত্ত্ববাদিনস্তে তথাবিধা এব নিরবদ্যং ন ভবতি তেষাং মতম্ ; অপরে তু শৈবা এব বহবঃ, পাষণ্ডাস্তু মহাপ্রবলা ভূয়াংস এব। কিন্তু ভট্টাচার্য্য! রামানন্দ-মতমেব মে রুচিতম্।"

অনুভাষ্য

৩৫৯। লজ্জা খাঞা—লজ্জার মাথা খাইয়া ; তার—শ্রীচৈতন্যলীলার।

৩৬০। পঞ্চোপাসকগণ জগতে অভিব্যক্ত জড়েন্দ্রিয়-জ্ঞানোপযোগী বস্তুতে উপাস্যত্বের আরোপ করেন, কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবত বা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব তাদৃশ ইন্দ্রিয়তর্পণময় অক্ষজজ্ঞানের জ্ঞেয় বস্তুকে 'পরমার্থ' বলেন না। মায়াবাদী অহংগ্রহোপাসক পরমার্থ-বস্তুর হস্তপদাদি বিচ্ছিন্ন করিয়া অনির্দ্দেশ্য আকাশ-পুষ্পকেই 'অধোক্ষজ' বলিয়া ভ্রান্ত হন। কোন কোন সময়ে তাঁহারা 'উপাস্য'-শব্দে নির্ব্বিশিষ্ট বিচিত্রতা-রহিত 'তমসাচ্ছন্ন' ভাব বা জাড্যের তাণ্ডব নৃত্যকেই লক্ষ্য করেন। শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীমদ্ভাগবতের প্রতিপাদ্য অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-বিচারমুখে তাদৃশ কর্ম্মী, জ্ঞানী ও যোগীর অনুভূতির অকর্ম্মণ্যতা প্রদর্শন করিতে গিয়া সর্ব্বত্র অদ্বয়জ্ঞানের নামরূপগুণলীলা-পরিচয়াত্মক ভগবদ্বস্তুরই দর্শন করিয়াছেন। শিবাদি বিভিন্ন দেবতার দর্শন, শাক্যসিংহ-দর্শন ('ধর্ম্ম', 'সঙ্ঘ' ও 'বুদ্ধ'-দর্শন) প্রভৃতি যেরূপভাবে অবৈষ্ণবগণ দেখিয়া থাকেন, তাহা যে বৈষ্ণব-দর্শন নহে, তাহা জানাইবার জন্য মহাপ্রভু অধোক্ষজ-বস্তুরই দর্শন করিয়াছেন। আত্মবৃত্তি অধোক্ষজ-দর্শনের সহিত বাহ্য অক্ষজদর্শন যে সম্পূর্ণ বিপরীতভাবে অবস্থিত,—ইহাই গৌরদাসগণের অনুসরণীয় বিষয়। কৃষ্ণপরিকর-গোপীহৃদয়ে গোপীজনবল্লভের দর্শনকে

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৩৬১-৩৬২। অন্যজীবের প্রতি স্বাভাবিক দয়ার সহিত অর্থাৎ তাহাদিগের প্রতি হিংসাবৃত্তি (ভোগবুদ্ধিমূলে কৃষ্ণ হইতে বিমুখ করিবার চেষ্টা) একেবারে পরিত্যাগ করিয়া মুখে 'হরি' 'হরি' বল। (এতদ্ব্যতীত) এই কলিকালে অন্যধর্ম্ম নাই ;—শুদ্ধবৈষ্ণব-সেবা, শুদ্ধবৈষ্ণব-শাস্ত্র পাঠ করাই জীবের একমাত্র ধর্ম্ম।

ইতি অমৃতপ্রবাহ-ভাষ্যে নবম পরিচ্ছেদ।

অনুভাষ্য

প্রাকৃত-সহজিয়াগণ ভোগযন্ত্ররূপা "মহামায়া" প্রভৃতি নানা-দেবতার দর্শনের সহিত 'এক' বা 'সমান' বলিয়া বিবর্ত্তগর্ত্তে পতিত হন। হৈতুক তর্কপন্থিগণ শ্রৌতপন্থা বুঝিতে না পারিয়া "হেনোথিষ্ট" বা "পঞ্চোপাসক" হইয়া পড়েন। বাহ্যজগতের ঐশ্বর্য্যের বিভিন্ন অনুভূতির অন্যতম বলিয়া ধ্যান করিয়া পাঁচটী উপাস্য দেবতার একটীকে 'পরমেশ্বর' বলিয়া বিশ্বাস এবং অপর-গুলির তজ্জাতীয়তা সত্ত্বেও তাহাদিগকে গৌণভাবে অনাদরমুখে সমগ্র বিশ্বে যে নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মের প্রতীক-দর্শন, উহাই 'পঞ্চোপাসনা'। তাদৃশ দর্শন পৌত্তলিকবাদের বা প্রতিমা-পূজারই অন্তর্গত ; উহাই পরবর্ত্তী-সময়ে মায়াবাদীর 'নির্ব্বিশেষ-বাদে' পরিণত হইয়াছে। কৃষ্ণদর্শনের দুর্ভিক্ষেই জীব অবৈষ্ণব হইয়া পঞ্চোপাসক হয়, কখনও বা নাস্তিক হয়। কিন্তু মহাপ্রভু "স্থাবর জঙ্গম দেখে, না দেখে তার (স্থাবরজঙ্গমের) মূর্ত্তি। সর্ব্বত্র স্ফুরয়ে তাঁর ইষ্টদেব-মূর্ত্তি।।"

৩৬২। বৈষ্ণবগণের ও বৈষ্ণবশাস্ত্রসমূহের সার কথা এই যে, বিশ্বাসসহ ভক্তিপূর্ব্বক শ্রীচৈতন্যলীলা শ্রবণ করিলেই জীবের মাৎসর্য্য থাকিতে পারে না। কলিকালে নির্ম্মৎসর শুদ্ধজীবের শ্রীগৌরপদাশ্রিত হইয়া হরিনাম-কীর্ত্তনই একমাত্র সনাতন-ধর্ম্ম।

শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ৩৬৫ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে দক্ষিণদেশতীর্থ-ভ্রমণং নাম নবম-পরিচ্ছেদঃ।

অনুভাষ্য

বৈষ্ণব—শুদ্ধভক্ত মহাজন বা বিদ্বদনুভবী ; বৈষ্ণব-শাস্ত্র—শ্রুতি বা শব্দ-প্রমাণ ; উভয়ের অনুসরণই শ্রৌতপন্থায় অবস্থান। চরম-কল্যাণার্থী ব্যক্তিমাত্রেরই তদ্ব্যতীত অন্য কোন উপায় নাই। (ভাঃ ১১।১৯।১৭)—"শ্রুতিঃ প্রত্যক্ষমৈতিহ্যমনুমানং চতুষ্টয়ম্। প্রমাণেষ্বনবস্থানাদ্ বিকল্পাৎ স বিরজ্যতে।।"*

ইতি অনুভাষ্যে নবম পরিচ্ছেদ।

দশম পরিচ্ছেদ

কথাসার—মহাপ্রভু দক্ষিণ-যাত্রা করিলে সার্ব্বভৌমের সহিত রাজা প্রতাপরুদ্রের অনেক কথোপকথন হয়। রাজা মহাপ্রভুকে দর্শন করিবার অভিলাষ প্রকাশ করিলে, সার্ব্বভৌম কহিয়াছিলেন যে, মহাপ্রভু দক্ষিণ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে তাঁহার সহিত কোনপ্রকারে সাক্ষাৎ করাইয়া দিবেন। মহাপ্রভু প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া কাশীমিশ্রের গৃহে বাস করিলেন। সার্ব্বভৌম শ্রীমহাপ্রভুর নিকট ক্ষেত্রবাসি-বৈষ্ণবদিগের পরিচয় করাইয়া দিলেন। রামানন্দের পিতা ভবানন্দরায় মহাপ্রভুর নিকট বাণীনাথ পট্টনায়ককে রাখিলেন। মহাপ্রভু কালাকৃষ্ণদাসের ভট্টথারি-সংযোগ-দোষ ব্যক্ত করিয়া তাহাকে বিদায় দিবার প্রস্তাব করিলে, নিত্যানন্দপ্রভু ও অন্যান্য ভক্তগণ যুক্তি করিয়া, তাহার দ্বারা শ্রীনবদ্বীপে এবং গৌড়দেশে সর্ব্বত্র প্রভুর প্রত্যাগমন-সংবাদ পাঠাইলেন। নবদ্বীপাদি-স্থানে সংবাদ গেলে ভক্তবৃন্দ প্রভুর দর্শনে আসিবার উদ্‌যোগ করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে পরমানন্দপুরী নদীয়া-নগরে আসিয়া প্রভুর নীলাচলে পৌঁছান-সংবাদ-শ্রবণে দ্বিজ কমলাকান্তকে সঙ্গে করিয়া পুরুষোত্তমে মহাপ্রভুর নিকট পৌঁছিলেন। নবদ্বীপবাসী পুরুষোত্তম ভট্টাচার্য্য বারাণসীতে 'চৈতন্যানন্দ' গুরুর নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করত 'স্বরূপ'-নাম গ্রহণ-পূর্ব্বক নীলাচলে মহাপ্রভুর চরণে উপস্থিত হইলেন। শ্রীঈশ্বর-পুরীর দেহান্তে তদীয় দাস 'গোবিন্দ' তদাজ্ঞায় মহাপ্রভুর নিকট পৌঁছিলেন। কেশব-ভারতীর সম্পর্কে ব্রহ্মানন্দ-ভারতী—প্রভুর মান্য ; তিনি উপস্থিত হইলে প্রভু কৃপা করিয়া তাঁহার চর্ম্মাম্বর ছাড়াইলেন। প্রভুর প্রভাবে ব্রহ্মানন্দ মহাপ্রভুর মাহাত্ম্য জানিতে পারিয়া তাঁহাকে 'কৃষ্ণ' বলিয়া সিদ্ধান্ত করিলেন। সার্ব্বভৌম মহাপ্রভুকে সাক্ষাৎ কৃষ্ণ' বলিয়া নির্দ্দেশ করায় মহাপ্রভু সে-কথাকে 'অতিস্তুতি' বলিয়া অনাদর করিলেন। (ইতোমধ্যে একদিন) কাশীশ্বর গোস্বামী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এই পরিচ্ছেদে, সমুদ্রে নদ-নদী-মিলনের ন্যায় মহাপ্রভুর সহিত বহুদেশস্থিত ভক্তগণের মিলন বর্ণিত হইয়াছে। (অঃ প্রঃ ভাঃ)

ভক্তজীবনধন গৌরের প্রণাম ঃ—

তং বন্দে গৌরজলদং স্বস্য যো দর্শনামৃতৈঃ ।
বিচ্ছেদাবগ্রহম্লান-ভক্তশস্যান্যজীবয়ৎ ॥ ১ ॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ২ ॥

প্রভুর দক্ষিণ-ভ্রমণ-কালে রাজা প্রতাপরুদ্র ও সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের সংলাপ ঃ—

পূর্ব্বে যবে মহাপ্রভু চলিলা দক্ষিণে ।
প্রতাপরুদ্র রাজা তবে বোলাইল সার্ব্বভৌমে ॥ ৩ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১। যিনি স্বীয় দর্শনামৃত-বর্ষণদ্বারা বিচ্ছেদরূপ অনাবৃষ্টিদ্বারা ম্লানভূত ভক্ত-শস্যগণকে জীবিত করিয়াছিলেন, সেই গৌররূপ মেঘকে আমি বন্দনা করি।

অনুভাষ্য

১। যঃ (শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবঃ) স্বস্য (নিজশ্রীমূর্ত্তেঃ) দর্শনামৃতৈঃ (নিজদর্শনান্যেব অমৃতানি পীযূষাণি তৈঃ) বিচ্ছেদাবগ্রহ-ম্লানভক্তশস্যানি (বিচ্ছেদঃ অনুপস্থিতিজন্য-বিরহঃ এব অবগ্রহঃ

** শ্রুতি, প্রত্যক্ষ, ঐতিহ্য ও অনুমান—এই প্রমাণ চতুষ্টয়দ্বারা স্বর্গাদি-ভোগরূপ বিকল্পসকলের সার্ব্বকালিক অবস্থানের অভাব অর্থাৎ নশ্বরতা দৃষ্ট হওয়ায় জীব তাহা হইতে বিরক্ত হইয়া থাকেন।*

রাজার প্রভুর পরিচয়-জিজ্ঞাসা ও তদ্দর্শনাকাঙ্ক্ষা ঃ—

বসিতে আসন দিল করি' নমস্কারে ।
মহাপ্রভুর বার্ত্তা তবে পুছিল তাঁহারে ॥ ৪ ॥
"শুনিলাঙ তোমার ঘরে এক মহাশয় ।
গৌড় হইতে আইলা, তেঁহো—মহা-কৃপাময় ॥ ৫ ॥
তোমারে বহু কৃপা কৈলা, কহে সর্ব্বজন ।
কৃপা করি' করাহ মোরে তাঁহার দর্শন ॥" ৬ ॥

ভট্টের প্রভুর আচরণ-বর্ণন ঃ—

ভট্ট কহে,—"যে শুনিলা সব সত্য হয় ।
তাঁর দর্শন তোমার ঘটন না হয় ॥ ৭ ॥
বিরক্ত সন্ন্যাসী তেঁহো রহেন নির্জ্জনে ।
স্বপ্নেহ না করেন তেঁহো রাজদরশনে ॥ ৮ ॥
তথাপি প্রকারে তোমা করাইতাম দরশন ।
সম্প্রতি করিলা তেঁহো দক্ষিণ গমন ॥" ৯ ॥

রাজকর্ত্তৃক প্রভুর পুরুষোত্তম-পরিত্যাগের কারণ জিজ্ঞাসা ঃ—

রাজা কহে,—"জগন্নাথ ছাড়ি' কেনে গেলা ।"
ভট্ট কহে,—"মহান্তের এই এক লীলা ॥ ১০ ॥

ভট্টাচার্য্যের সদুত্তর ঃ—

তীর্থ পবিত্র করিতে করে তীর্থভ্রমণ ।
সেই ছলে নিস্তারয়ে সাংসারিক জন ॥ ১১ ॥

শ্রীমদ্ভাগবত (১।১৩।১০)—

ভবদ্বিধা ভাগবতাস্তীর্থীভূতাঃ স্বয়ং প্রভো ।
তীর্থীকুর্ব্বন্তি তীর্থানি স্বান্তঃস্থেন গদাভৃতা ॥ ১২ ॥

দীনতারণই মহান্তের স্বভাব, তদুপরি তিনি স্বেচ্ছাময় পরমেশ্বর ঃ—

বৈষ্ণবের হয় এই এক স্বভাব নিশ্চল ।
তেঁহো জীব নহেন, হন স্বতন্ত্র ঈশ্বর ॥" ১৩ ॥

ভট্টাচার্য্যকে রাজার অনুযোগ ঃ—

রাজা কহে,—"তাঁরে তুমি যাইতে কেনে দিলে ?
পায় পড়ি' যত্ন করি' কেনে না রাখিলে ??" ১৪ ॥

রাজাকে বৈধভক্তের ন্যায় ভট্টের উত্তর প্রদান ঃ—

ভট্টাচার্য্য কহে,—"তেঁহো স্বয়ং ঈশ্বর স্বতন্ত্র ।
সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ, তেঁহো নহে পরতন্ত্র ॥ ১৫ ॥
তথাপি রাখিতে তাঁরে মহাযত্ন কৈলুঁ ।
ঈশ্বরের স্বতন্ত্র ভাব, রাখিতে নারিলুঁ ॥" ১৬ ॥

মহাপণ্ডিত ভট্টাচার্য্যের বাক্যে রাজার বিশ্বাস ঃ—

রাজা কহে,—"ভট্ট, তুমি বিজ্ঞশিরোমণি ।
তুমি তাঁরে 'কৃষ্ণ' কহ, তাতে সত্য মানি ॥ ১৭ ॥

রাজার একবার প্রভুদর্শনাকাঙ্ক্ষা ঃ—

পুনরপি ইঁহা তাঁর হৈলে আগমন ।
একবার দেখি' করি সফল নয়ন ॥" ১৮ ॥

প্রভুর শীঘ্র আগমন-বার্ত্তা-জ্ঞাপন ও রাজাকে প্রভুর যোগ্য-বাসস্থান-নির্দ্দেশে অনুরোধ ঃ—

ভট্টাচার্য্য কহে,—"তেঁহো আসিবে অল্পকালে ।
রহিতে তাঁর এক স্থান চাহিয়ে বিরলে ॥ ১৯ ॥
ঠাকুরের নিকট, আর হইবে নির্জ্জনে ।
এমত নির্ণয় করি' দেহ' এক স্থানে ॥" ২০ ॥

রাজার কাশীমিশ্রের ভবন-নির্দ্দেশ ঃ—

রাজা কহে,—"ঐছে কাশীমিশ্রের ভবন ।
ঠাকুরের নিকট, হয় পরম নির্জ্জন ॥" ২১ ॥

প্রভু-দর্শনে রাজার উৎকণ্ঠা ঃ—

এত কহি' রাজা রহে উৎকণ্ঠিত হঞা ।
ভট্টাচার্য্য কাশীমিশ্রে কহিল আসিয়া ॥ ২২ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৩। তীর্থ পবিত্র করিবার জন্য তীর্থভ্রমণ এবং সেই ছলে সাংসারিক-জনকে নিস্তার করা,—বৈষ্ণবের এই একটী নিশ্চল স্বভাব ; বস্তুতঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য—'জীব' নহেন, তিনি—স্বতন্ত্র ঈশ্বর, তথাপি প্রচ্ছন্নরূপে ভক্তাবতার হইয়া বৈষ্ণবদিগের স্বভাব গ্রহণ করিয়াছেন।

অনুভাষ্য

বর্ষণাভাবঃ তেন ম্লানানি ভক্তরূপ-শস্যানি) অজীবয়ৎ (প্রাণদানেন রক্ষয়ামাস) তং গৌরজলদং (শ্রীচৈতন্যমেঘম্) অহং বন্দে।

১০-১১। মধ্য, ৮ম পঃ ৩৯ সংখ্যা দ্রষ্টব্য এবং (ভাঃ ৪।৩০।৩৭)—"তেষাং বিচরতাং পদ্ভ্যাং তীর্থানাং পাবনেচ্ছয়া। ভীতস্য কিং ন রোচেত তাবকানাং সমাগমঃ।।"*

১২। আদি, ১ম পঃ ৬৩ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১৩। শ্রীভাগবতগণ গমন করিয়া তীর্থকে পবিত্র করেন এবং তীর্থবাসী সাংসারিকজনগণকে সেই তীর্থ-গমনছলে উদ্ধার করেন,—ইহাই পরদুঃখদুঃখী শুদ্ধভক্তের নিত্যস্বভাব, কিন্তু শ্রীমহাপ্রভু পরতন্ত্র ভক্তমূর্ত্তিতে লীলা করিলেও স্বয়ং স্বতন্ত্র পরমেশ্বর। নিশ্চল—অচল, সনাতন, নিত্য।

১৭। মহাজন-বাক্যে বিশ্বাসেই রাজার মঙ্গল ও ভক্ত্যুদয়।

২১। কাশীমিশ্রের ভবন—শ্রীপুরুষোত্তমে মন্দিরের কিছু

** প্রচেতাগণ শ্রীজনার্দ্দনকে বলিলেন,—হে ভগবন্, আপনার ভক্তগণ তীর্থসকলকে পবিত্র করিবার জন্য পদব্রজে ভ্রমণ করিয়া থাকেন। অতএব সংসার-ভীত কোন্ ব্যক্তি তাঁহাদের সমাগমে অভিরুচি প্রকাশ না করেন?*

কাশীমিশ্রকে রাজাদেশ-জ্ঞাপন ও মিশ্রের আনন্দ ঃ—

কাশীমিশ্র কহে,—"আমি বড় ভাগ্যবান্ ।
মোর গৃহে 'প্রভুপাদের' হবে অবস্থান ॥" ২৩ ॥

পুরীবাসীর প্রভুদর্শনোৎকণ্ঠা ঃ—

এইমত পুরুষোত্তমবাসী সর্ব্বজন ।
প্রভুকে মিলিতে সবার উৎকণ্ঠিত মন ॥ ২৪ ॥

সেবোৎকণ্ঠাই ভক্ত-ভগবানের মিলনসূত্র ; প্রভুর দক্ষিণ হইতে আগমন ঃ—

সর্ব্বলোকের উৎকণ্ঠা যবে অত্যন্ত বাড়িল ।
মহাপ্রভু দক্ষিণ হৈতে ত্বরায় আইল ॥ ২৫ ॥

প্রভুদর্শনজন্য সকলের ভট্টাচার্য্য-সমীপে প্রার্থনা ঃ—

শুনি' আনন্দিত হৈল সবাকার মন ।
সবে আসি' সার্ব্বভৌমে কৈল নিবেদন ॥ ২৬ ॥
"প্রভুর সহিত আমা-সবার করাহ দরশন ।
তোমার প্রসাদে পাই প্রভুর চরণ ॥" ২৭ ॥

কাশীমিশ্র-গৃহে প্রভু-সহ মিলন হইবে বলিয়া আশ্বাস ঃ—

ভট্টাচার্য্য কহে,—"কালি কাশীমিশ্রের ঘরে ।
প্রভু যাইবেন তাঁহা, মিলা'ব সবারে ॥" ২৮ ॥

পরদিন প্রভুর জগন্নাথ-দর্শন ও পাণ্ডাগণ-সহ মিলন ঃ—

আর দিন মহাপ্রভু ভট্টাচার্য্যের সঙ্গে ।
জগন্নাথ-দরশন কৈল মহারঙ্গে ॥ ২৯ ॥
মহাপ্রসাদ দিয়া তাঁহা মিলিলা সেবকগণ ।
মহাপ্রভু সবাকারে কৈল আলিঙ্গন ॥ ৩০ ॥

ভট্টাচার্য্যের প্রভুকে কাশীমিশ্র-গৃহে আনয়ন ঃ—

দরশন করি' প্রভু চলিলা বাহিরে ।
ভট্টাচার্য্য আনিল তাঁরে কাশীমিশ্র-ঘরে ॥ ৩১ ॥

প্রভুপদে কাশীমিশ্রের আত্মসমর্পণ ঃ—

কাশীমিশ্র আসি' পড়িল প্রভুর চরণে ।
গৃহ-সহিত আত্মা তাঁরে কৈল নিবেদনে ॥ ৩২ ॥

কাশীমিশ্রের চতুর্ভুজ-মূর্ত্তি-দর্শন ঃ—

প্রভু চতুর্ভুজ-মূর্ত্তি তাঁরে দেখাইল ।
আত্মসাৎ করি' তারে আলিঙ্গন কৈল ॥ ৩৩ ॥

সকলের আসন-পরিগ্রহ ঃ—

তবে মহাপ্রভু তাঁহা বসিলা আসনে ।
চৌদিকে বসিলা নিত্যানন্দাদি ভক্তগণে ॥ ৩৪ ॥

যোগ্যবাসস্থান-নির্ব্বাচন-দর্শনে প্রভুর আনন্দ ঃ—

সুখী হৈলা দেখি' প্রভু বাসার সংস্থান ।
যেই বাসায় হয় প্রভুর সর্ব্ব-সমাধান ॥ ৩৫ ॥

প্রভুকে গৃহ অঙ্গীকারজন্য প্রার্থনা ঃ—

সার্ব্বভৌম কহে,—"প্রভু, যোগ্য তোমার বাসা ।
তুমি অঙ্গীকার কর,—কাশীমিশ্রের আশা ॥" ৩৬ ॥

প্রভুর নিজভক্ত-বশ্যতা-জ্ঞাপন ঃ—

প্রভু কহে,—"এই দেহ তোমা-সবাকার ।
যেই তুমি কহ, সেই কর্ত্তব্য আমার ॥" ৩৭ ॥

অনুভাষ্য

দক্ষিণে বালিসাহির অন্তর্গত বর্ত্তমান শ্রীরাধাকান্ত মঠ ; শ্রীমন্ মহাপ্রভু তথায় বাস করিতেন। শ্রীবক্রেশ্বরের শিষ্য শ্রীগোপাল-গুরু ও তচ্ছিষ্য শ্রীধ্যানচন্দ্র গোস্বামী তথায় শ্রীবিগ্রহ স্থাপন করেন। সেই স্থানটী শ্রীজগন্নাথদেব-মন্দিরের নিকটবর্ত্তী ও তৎকালে নির্জ্জন ছিল।

২৩। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীমন্মহাপ্রভুকে তদ্দাসাভিমানি-জীব-মাত্রেই 'প্রভুপাদ' বলিয়া অভিহিত করেন। শ্রীমন্ নিত্যানন্দ-প্রভু ও শ্রীমদদ্বৈতপ্রভুদ্বয়ও তদ্রূপ 'প্রভুপাদ' নামে কথিত ; কেননা, সকলেই বিষয়-বিগ্রহ বিষ্ণুতত্ত্ব এবং বিষ্ণুই জীবের নিত্যপ্রভু। আবার কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা আশ্রয়-বিগ্রহ শ্রীগুরুদেবও লঘু-শিষ্যের নিকট সাক্ষাৎ 'কৃষ্ণচৈতন্য' বা 'হরি' স্বরূপ বলিয়া 'ওঁ বিষ্ণুপাদ' এবং তদ্ব্যতীত অপর শুদ্ধভক্ত বা শুদ্ধবৈষ্ণবমাত্রই সমগ্র শিষ্যস্থানীয় জীবের নিকট 'শ্রীপাদ'-নামে অভিহিত। কিন্তু গুরুদেব ও বৈষ্ণব এবং তাঁহাদের অঙ্গীকৃত শিষ্য, প্রত্যেকেই প্রত্যেকের নিকট পূজ্য-দ্যোতক 'প্রভু'-শব্দবাচ্য,—এই সৎ-

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৩২। কাশীমিশ্র স্বীয়গৃহ ও স্বীয় সেবাযোগ্য শরীর প্রভুকে নিবেদন করিয়া দিলেন।

৩৬। কাশীমিশ্রের আশা এই যে, আপনি তাঁহার গৃহে বাসা করেন,—ইহা আপনি কৃপা করিয়া অঙ্গীকার করুন।

অনুভাষ্য

সিদ্ধান্তের প্রচুর ব্যবহার ভাগবত, চরিতামৃত, চৈতন্যভাগবতাদি প্রামাণিক গ্রন্থে ও শুদ্ধভক্ত-সম্প্রদায়ে দৃষ্ট হয়। প্রাকৃত-সহজিয়া অবৈষ্ণব কোন কোন বঞ্চক গোস্বামিব্রুব ও তাঁহাদের মূর্খ বঞ্চিত শিষ্যগণের মধ্যে মুখে 'বৈষ্ণব-দাসানুদাস' 'বৈষ্ণব-দাসাভাস' প্রভৃতি শব্দের ব্যবহারদ্বারা দৈন্যের ছলনা বা কপটতা দেখা গেলেও প্রকৃতপক্ষে তাঁহাদের অন্তরে বিষ্ণুবিরোধমূলে 'প্রভুপাদ' শব্দটীকে শৌক্রসম্বন্ধী ও আপনাদিগেরই একায়ত্ত বলিয়া ধারণা। সুতরাং যথার্থ কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ গুরু বা বৈষ্ণবকে মর্ত্ত্যবুদ্ধি-বশতঃ জাতিবুদ্ধির প্রাবল্য দৃষ্ট হয়,—উহা তাঁহাদের দুর্দ্দৈবের পরিচায়ক ও নিরয়-যাত্রার সহায়ক মাত্র।

ভট্টাচার্য্যের প্রভুকে পুরীবাসি-ভক্তগণের পরিচয়-দান ঃ—

তবে সার্ব্বভৌম প্রভুর দক্ষিণ-পার্শ্বে বসি' ।
মিলাইতে লাগিলা সব পুরুষোত্তমবাসী ॥ ৩৮ ॥

পুরীবাসীর প্রভুদর্শনোৎকণ্ঠা-জ্ঞাপন ও প্রভুর কৃপার জন্য প্রার্থনা ঃ—

"এই সব লোক, প্রভু, বৈসে নীলাচলে ।
উৎকণ্ঠিত হঞাছে সবে তোমা মিলিবারে ॥ ৩৯ ॥

প্রভুদর্শন-তৃষ্ণার্ত্ত পুরীবাসী ভক্তগণ ঃ—

তৃষিত চাতক যৈছে করে হাহাকার ।
তৈছে এই সব,—সবে কর অঙ্গীকার ॥ ৪০ ॥

(১) জনার্দ্দন ঃ—

জগন্নাথ-সেবক এই, নাম—জনার্দ্দন ।
অনবসরে করে প্রভুর শ্রীঅঙ্গ-সেবন ॥ ৪১ ॥

(২) কৃষ্ণদাস, (৩) শিখি মাহাতি ঃ—

কৃষ্ণদাস-নাম এই সুবর্ণ-বেত্রধারী ।
শিখি মাহাতি-নাম এই লিখনাধিকারী ॥ ৪২ ॥

(৪) প্রদ্যুম্ন মিশ্র ঃ—

প্রদ্যুম্নমিশ্র ইঁহ বৈষ্ণব-প্রধান ।
জগন্নাথের মহা-সোয়ার ইঁহ 'দাস' নাম ॥ ৪৩ ॥

(৫) মুরারি মাহাতি ঃ—

মুরারি মাহাতি ইঁহ—শিখি মাহাতির ভাই ।
তোমার চরণ বিনা আর গতি নাই ॥ ৪৪ ॥

(৬) চন্দনেশ্বর, (৭) সিংহেশ্বর, (৮) মুরারি, (৯) বিষ্ণুদাস ঃ—

চন্দনেশ্বর, সিংহেশ্বর, মুরারি ব্রাহ্মণ ।
বিষ্ণুদাস,—ইঁহ ধ্যায়ে তোমার চরণ ॥ ৪৫ ॥

(১০) পরমানন্দ ঃ—

'প্রহররাজ' 'মহাপাত্র' ইঁহ মহামতি ।
পরমানন্দ মহাপাত্র ইঁহার সংহতি ॥ ৪৬ ॥

শুদ্ধবৈষ্ণবই তীর্থালঙ্কার ঃ—

এ-সব বৈষ্ণব—এই ক্ষেত্রের ভূষণ ।
একান্তভাবে চিন্তে সবে তোমার চরণ ॥" ৪৭ ॥

সকলের প্রভুকে প্রণাম, প্রভুর আলিঙ্গন ঃ—

তবে সবে ভূমে পড়ে দণ্ডবৎ হঞা ।
সবা আলিঙ্গিলা প্রভু প্রসাদ করিয়া ॥ ৪৮ ॥

(১১) পুত্রচতুষ্টয়সহ ভবানন্দ রায়ের পরিচয়দান ঃ—

হেনকালে আইলা তথা ভবানন্দ রায় ।
চারিপুত্র-সঙ্গে পড়ে মহাপ্রভুর পায় ॥ ৪৯ ॥
সার্ব্বভৌম কহে,—"এই রায় ভবানন্দ ।
ইঁহার প্রথম পুত্র—রায় রামানন্দ ॥" ৫০ ॥

প্রভুর আলিঙ্গন ও রামানন্দ-মহিমা কীর্ত্তন ঃ—

তবে মহাপ্রভু তাঁরে কৈল আলিঙ্গন ।
স্তুতি করি' কহে রামানন্দ-বিবরণ ॥ ৫১ ॥
"রামানন্দ-হেন রত্ন যাঁহার তনয় ।
তাঁহার মহিমা লোকে কহন না যায় ॥ ৫২ ॥

ভবানন্দই পাণ্ডু, তৎপঞ্চপুত্রই পঞ্চপাণ্ডব ঃ—

সাক্ষাৎ পাণ্ডু তুমি, তোমার পত্নী কুন্তী ।
পঞ্চপাণ্ডব তোমার পঞ্চপুত্র মহামতি ॥" ৫৩ ॥

ভবানন্দের দৈন্য ; ঈশ্বরকৃপা—জাতিকুল-নিরপেক্ষ ঃ—

রায় কহে,—"আমি শূদ্র, বিষয়ী, অধম ।
তবু তুমি স্পর্শ,—এই ঈশ্বর-লক্ষণ ॥ ৫৪ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৪০। পাঠান্তরে—'তৈছে এই সব, সবা কর অঙ্গীকার' অর্থাৎ যেমন তৃষিত চাতক জলের জন্য হাহাকার করে, তদ্রূপ এই সকল উৎকলবাসী তোমার দর্শনের জন্য তৃষিত ; প্রভো, তুমি সবে অর্থাৎ সকলকেই অঙ্গীকার কর।

৪১। অনবসরে—স্নানযাত্রার পর 'নবযৌবন'-দর্শন পর্য্যন্ত অনবসর-সময়।

৪২। লিখন অধিকারী—দেউলকরণ-পদপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী,—যিনি মাত্‌লা-পাঁজি লিখিয়া থাকেন।

৪৩। মহাসোয়ার—মহাসূপকার, প্রধান পাককর্ত্তা, মহানসাধিকারী।

অনুভাষ্য

৪২। শিখি মাহাতি—অন্ত্য, ২য় পঃ ১০৫-১০৬ সংখ্যা এবং আদি, ১০ম পঃ ১৩৭ সংখ্যার অনুভাষ্য দ্রষ্টব্য।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৪৬। প্রহররাজ—পহরাজ।

অনুভাষ্য

৪৩। প্রদ্যুম্নমিশ্র—অন্ত্য, ৫ম পঃ ; ব্রাহ্মণের বিষ্ণুদাস্যসূচক নামের পশ্চাতে 'দাস'-শব্দটীর ব্যবহার চুল্লিভট্ট সম্মত।

৪৬। প্রহররাজ—উৎকলে রাজগণের মধ্যে এই নিয়ম প্রচলিত আছে যে, মৃত-রাজার মৃত্যু বা অন্ত্যেষ্টিকাল হইতে পরবর্ত্তী উত্তরাধিকারীর সিংহাসনারোহণ বা অভিষেকের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এক প্রহরকাল ব্যাপিয়া রাজকুলপুরোহিতবংশের কোন ব্যক্তি সিংহাসনে আরোহণ করিয়া রাজদণ্ড ধারণ করিবেন, যাহাতে রাজসিংহাসন শূন্যাবস্থায় পতিত না থাকে। ঐ পুরোহিতগণই বংশানুক্রমে 'প্রহররাজ'-নামে প্রসিদ্ধ।

৪৯। চারিপুত্র—রামানন্দ রায় ব্যতীত বাণীনাথ ও গোপীনাথ, (কলানিধি ও সুধানিধি)-নামক ভ্রাতৃচতুষ্টয়।

ভবানন্দের প্রভুপদে সর্ব্বস্বার্পণ ঃ—

নিজ-গৃহ-বিত্ত-ভৃত্য-পঞ্চপুত্র-সনে ।
আত্ম সমর্পিলুঁ আমি তোমার চরণে ॥ ৫৫ ॥

প্রভুপদে বাণীনাথকে অর্পণ ঃ—

এই বাণীনাথ রহিবে তোমার চরণে ।
যবে যেই আজ্ঞা, তাহা করিবে সেবনে ॥ ৫৬ ॥

নিজদাস-জ্ঞানে অঙ্গীকারজন্য ভবানন্দের প্রার্থনা ঃ—

আত্মীয়-জ্ঞানে মোরে সঙ্কোচ না করিবে ।
যেই যবে ইচ্ছা, তবে সেই আজ্ঞা দিবে ॥" ৫৭ ॥

প্রভুর কৃপা-বাণী ও অঙ্গীকার ঃ—

প্রভু কহে,—"কি সঙ্কোচ, তুমি নহ পর ।
জন্মে জন্মে তুমি আমার সবংশে কিঙ্কর ॥ ৫৮ ॥
দিন-পাঁচ ভিতরে আসিবে রামানন্দ ।
তাঁর সঙ্গে পূর্ণ হবে আমার আনন্দ ॥" ৫৯ ॥
এত বলি' প্রভু তাঁরে কৈল আলিঙ্গন ।
তাঁর পুত্র সব শিরে ধরিল চরণ ॥ ৬০ ॥

বাণীনাথকে অঙ্গীকার ঃ—

তবে মহাপ্রভু তাঁরে ঘরে পাঠাইল ।
বাণীনাথ-পট্টনায়কে নিকটে রাখিল ॥ ৬১ ॥
ভট্টাচার্য্য সব লোকে বিদায় করাইল ।
তবে প্রভু কালা-কৃষ্ণদাসে বোলাইল ॥ ৬২ ॥

কৃষ্ণদাসের পূর্ব্ব-আচরণ-কথন ঃ—

প্রভু কহে,—"ভট্টাচার্য্য, শুনহ ইঁহার চরিত ।
দক্ষিণ গিয়াছিল ইঁহ আমার সহিত ॥ ৬৩ ॥
ভট্টথারি-কাছে গেলা আমারে ছাড়িয়া ।
ভট্টথারি হৈতে ইঁহারে আনিলুঁ উদ্ধারিয়া ॥ ৬৪ ॥

কৃষ্ণদাসকে প্রভুর পরিত্যাগ ঃ—

এবে আমি ইঁহা আনি' করিলাঙ বিদায় ।
যাঁহা ইচ্ছা, যাহ, আমা-সনে নাহি আর দায় ॥" ৬৫ ॥

কৃষ্ণদাসের ক্রন্দন ঃ—

এত শুনি' কৃষ্ণদাস কান্দিতে লাগিল ।
মধ্যাহ্ন করিতে মহাপ্রভু চলি' গেল ॥ ৬৬ ॥

কৃষ্ণদাসকে নিত্যানন্দাদির নবদ্বীপে প্রেরণের পরামর্শ ঃ—

নিত্যানন্দ, জগদানন্দ, মুকুন্দ, দামোদর ।
চারিজনে যুক্তি তবে করিলা অন্তর ॥ ৬৭ ॥
"গৌড়দেশে পাঠাইতে চাহি একজন ।
'আই'কে কহিবে যাই, প্রভুর আগমন ॥ ৬৮ ॥
অদ্বৈত-শ্রীবাসাদি যত ভক্তগণ ।
সবেই আসিবে শুনি' প্রভুর আগমন ॥ ৬৯ ॥

কৃষ্ণদাসকে সান্ত্বনা ঃ—

এই কৃষ্ণদাসে দিব গৌড়ে পাঠাঞা ।"
এত কহি' তারে রাখিলেন আশ্বাসিয়া ॥ ৭০ ॥

প্রভুস্থানে অনুমতি-গ্রহণ ঃ—

আর দিনে প্রভুস্থানে কৈল নিবেদন ।
"আজ্ঞা দেহ' গৌড়-দেশে পাঠাই একজন ॥ ৭১ ॥
তোমার দক্ষিণ-গমন শুনি' শচী 'আই' ।
অদ্বৈতাদি ভক্ত সব আছে দুঃখ পাই' ॥ ৭২ ॥
একজন যাই' কহুক্ শুভ সমাচার ।"
প্রভু কহে,—"সেই কর, যে ইচ্ছা তোমার ॥" ৭৩ ॥

মহাপ্রসাদ-সহ কৃষ্ণদাসকে গৌড়ে প্রেরণ ঃ—

তবে সেই কৃষ্ণদাসে গৌড়ে পাঠাইল ।
বৈষ্ণব-সবাকে দিতে মহাপ্রসাদ দিল ॥ ৭৪ ॥

কৃষ্ণদাসের গৌড়যাত্রা ও নবদ্বীপে শচী-সহ সাক্ষাৎকার ঃ—

তবে গৌড়দেশে আইলা কালা-কৃষ্ণদাস ।
নবদ্বীপে গেল তেঁহ শচী-আই-পাশ ॥ ৭৫ ॥

প্রণামান্তে সকলের নিকট প্রভুর সংবাদ-বর্ণন ঃ—

মহাপ্রসাদ দিয়া তাঁরে কৈল নমস্কার ।
দক্ষিণ হৈতে আইলা প্রভু,—কহে সমাচার ॥ ৭৬ ॥

প্রভু-সংবাদ-শ্রবণে সকলেরই আনন্দ ঃ—

শুনিয়া আনন্দিত হৈল শচীমাতার মন ।
শ্রীবাসাদি আর যত যত ভক্তগণ ॥ ৭৭ ॥
শুনিয়া সবার হৈল পরম উল্লাস ।
অদ্বৈত-আচার্য্য-গৃহে গেলা কৃষ্ণদাস ॥ ৭৮ ॥

অদ্বৈত-গৃহে গমন ও প্রভুসংবাদ বর্ণন ঃ—

আচার্য্যেরে প্রসাদ দিয়া করি' নমস্কার ।
সম্যক্ কহিল মহাপ্রভুর সমাচার ॥ ৭৯ ॥

অদ্বৈতের আনন্দ ও অন্যান্য গৌড়ীয় ভক্তের সহর্ষে অদ্বৈত-সমীপে গমন ঃ—

শুনি' আচার্য্য-গোসাঞির আনন্দ হইল ।
প্রেমাবেশে বহু নৃত্য-গীত-হুঙ্কার কৈল ॥ ৮০ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৫৭। অর্থাৎ, আমাকে 'আত্মীয়' বলিয়া জানিবেন,—'আত্মীয়' বলিয়া কৃপা করিবেন ; কোনও বিষয়ে সঙ্কোচ করিবার আবশ্যকতা নাই।

অনুভাষ্য

৬০। শিরে—নিজ নিজ মস্তকে।

৬২। কালা-কৃষ্ণদাস,—আদি, ১০ম পঃ ১৪৫ সংখ্যা ও মধ্য, ৭ম পঃ ৩৯ সংখ্যার অনুভাষ্য দ্রষ্টব্য।

হরিদাস ঠাকুরের হৈল পরম আনন্দ ।
বাসুদেব দত্ত, গুপ্ত মুরারি, সেন শিবানন্দ ॥ ৮১ ॥
আচার্য্যরত্ন, আর পণ্ডিত বক্রেশ্বর ।
আচার্য্যনিধি, আর পণ্ডিত গদাধর ॥ ৮২ ॥
শ্রীরাম পণ্ডিত আর পণ্ডিত দামোদর ।
শ্রীমান্ পণ্ডিত, আর বিজয়, শ্রীধর ॥ ৮৩ ॥
রাঘবপণ্ডিত, আর আচার্য্য নন্দন ।
কতেক কহিব আর যত ভক্তগণ ॥ ৮৪ ॥
শুনিয়া সবার হৈল পরম উল্লাস ।
সবে মেলি' গেলা শ্রীঅদ্বৈতের পাশ ॥ ৮৫ ॥
আচার্য্যের সবে কৈল চরণ বন্দন ।
আচার্য্য-গোঁসাই সবারে কৈল আলিঙ্গন ॥ ৮৬ ॥

আনন্দসূচক মহোৎসবানুষ্ঠান ঃ—

দিন দুই-তিন আচার্য্য মহোৎসব কৈল ।
নীলাচল যাইতে আচার্য্য যুক্তি দৃঢ় কৈল ॥ ৮৭ ॥

শচীর আজ্ঞা লইয়া সকলের পুরী-যাত্রা ঃ—

সবে মেলি' নবদ্বীপে একত্র হঞা ।
নীলাদ্রি চলিল শচীমাতার আজ্ঞা লঞা ॥ ৮৮ ॥

কুলীন-গ্রামবাসীর আগমন ও মিলন ঃ—

প্রভুর সমাচার শুনি' কুলীনগ্রামবাসী ।
সত্যরাজ-রামানন্দ মিলিলা সবে আসি' ॥ ৮৯ ॥

খণ্ডবাসীর আগমন ও মিলন ঃ—

মুকুন্দ, নরহরি, রঘুনন্দন খণ্ড হৈতে ।
আচার্য্যের ঠাঞি আইলা নীলাচল যাইতে ॥ ৯০ ॥

পরমানন্দ-পুরীর নবদ্বীপে আগমন ঃ—

সেকালে দক্ষিণ হৈতে পরমানন্দপুরী ।
গঙ্গাতীরে-তীরে আইলা নদীয়া-নগরী ॥ ৯১ ॥

শচীগৃহে পুরীর ভিক্ষা ও অবস্থান ঃ—

আইর মন্দিরে সুখে করিলা বিশ্রাম ।
আই তাঁরে ভিক্ষা দিল করিয়া সম্মান ॥ ৯২ ॥

পুরীর পুরী যাইতে ইচ্ছা ঃ—

প্রভুর আগমন তেঁহ তাঁহাঞি শুনিল ।
শীঘ্র নীলাচল যাইতে তাঁর ইচ্ছা হৈল ॥ ৯৩ ॥

দ্বিজ কমলাকান্ত-সহ পুরীর পুরীগমন ঃ—

প্রভুর এক ভক্ত—'দ্বিজ কমলাকান্ত' নাম ।
তাঁরে লঞা নীলাচলে করিলা প্রয়াণ ॥ ৯৪ ॥

প্রভুসহ পুরীর মিলন ঃ—

সত্বরে আসিয়া তেঁহ মিলিলা প্রভুরে ।
প্রভুর আনন্দ হৈল পাঞা তাঁহারে ॥ ৯৫ ॥

প্রভুর প্রণাম, পুরীর আলিঙ্গন ঃ—

প্রেমাবেশে কৈল তাঁর চরণ বন্দন ।
তেঁহ প্রেমাবেশে কৈল প্রভুরে আলিঙ্গন ॥ ৯৬ ॥

প্রভু ও পুরী, পরস্পরের প্রেমাকৃষ্ট হইয়া উভয়েরই পুরীতে অবস্থানেচ্ছা-প্রকাশ ঃ—

প্রভু কহে,—"তোমা-সঙ্গে রহিতে বাঞ্ছা হয় ।
মোরে কৃপা করি' কর নীলাদ্রি আশ্রয় ॥" ৯৭ ॥
পুরী কহে,—"তোমা-সঙ্গে রহিতে বাঞ্ছা করি' ।
গৌড় হৈতে চলি' আইলাঙ নীলাচল-পুরী ॥ ৯৮ ॥

পুরীকর্তৃক শচীর সংবাদ ও ভক্তগণের ভাবী আগমন-সংবাদ জ্ঞাপন ঃ—

দক্ষিণ হৈতে শুনি' তোমার আগমন ।
শচী আনন্দিত, আর যত ভক্তগণ ॥ ৯৯ ॥
সবে আসিতেছেন তোমারে দেখিতে ।
তাঁ-সবার বিলম্ব দেখি' আইলাঙ ত্বরিতে ॥" ১০০ ॥

পুরীর কাশীমিশ্র-ভবনে স্থানপ্রাপ্তি ঃ—

কাশীমিশ্রের আবাসে নিভৃতে এক ঘর ।
প্রভু তাঁরে দিল, আর সেবার কিঙ্কর ॥ ১০১ ॥

শ্রীদামোদর-স্বরূপের আগমন ও বৈশিষ্ট্য ঃ—

আর দিনে আইলা স্বরূপ দামোদর ।
প্রভুর অত্যন্ত মর্ম্মী, রসের সাগর ॥ ১০২ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৬৭। অন্তর—গোপনে বা দূরে গিয়া।

অনুভাষ্য

৮২। আচার্য্যনিধি—আদি, ১০ম পঃ ১৪ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

৯০। আদি, ১০ম পঃ ৭৮ সংখ্যা দ্রষ্টব্য। শ্রীখণ্ডবাসী শ্রীরঘুনন্দনের বংশপ্রণালী মঞ্জুষা-সমাহৃতি ৫ম সংখ্যা দ্রষ্টব্য। ইঁহারা অনেকে 'আনন্দ'-শব্দ-সংযুক্ত বিভিন্ন নামে অভিহিত। সাধারণতঃ 'আনন্দ'-শব্দযোগে তাঁহাদের নাম পাঠ্য।

অনুভাষ্য

৯২। আইর মন্দিরে—আর্য্যা শ্রীশচীমাতার গৃহে শ্রীমায়াপুরে।

৯৩। শ্রীমহাপ্রভু দক্ষিণ-দেশে ভ্রমণ করিয়া নীলাচলে প্রত্যাগমন করিয়াছেন,—এই সংবাদ তাঁহার পূর্ব্বপরিচিত কালাকৃষ্ণদাসের নিকট হইতে শ্রীমায়াপুরেই শ্রীপরমানন্দপুরী জ্ঞাত হইলেন।

১০২। স্বরূপ-দামোদর—বৈদিক দশনামী সন্ন্যাসিগণের মধ্যে শ্রীশঙ্করাচার্য্য-প্রবর্ত্তিত এই বিধি দেখা যায় যে,—'তীর্থ'

তাঁহার পূর্ব্বাশ্রম-পরিচয় ঃ—

'পুরুষোত্তম আচার্য্য' তাঁর নাম পূর্ব্বাশ্রমে ।
নবদ্বীপে ছিলা তেঁহ প্রভুর চরণে ॥ ১০৩ ॥

প্রভুর সন্ন্যাস দেখি' উন্মত্ত হঞা ।
সন্ন্যাস গ্রহণ কৈল বারাণসী গিয়া ॥ ১০৪ ॥

সন্ন্যাস-গুরুর আদেশ ঃ—

'চৈতন্যানন্দ' গুরু তাঁর আজ্ঞা দিলেন তাঁরে ।
"বেদান্ত পড়িয়া পড়াও সমস্ত লোকেরে ॥" ১০৫ ॥

শ্রীদামোদর-স্বরূপের চরিত্র ঃ—

পরম বিরক্ত তেঁহ পরম পণ্ডিত ।
কায়মনে আশ্রিয়াছে শ্রীকৃষ্ণ-চরিত ॥ ১০৬ ॥

কৃষ্ণভজন-জন্যই তাঁহার সন্ন্যাস-গ্রহণ ঃ—

'নিশ্চিন্তে কৃষ্ণ ভজিব' এই ত' কারণে ।
উন্মাদে করিল তেঁহ সন্ন্যাস গ্রহণে ॥ ১০৭ ॥

'স্বরূপ'-নামকরণ ঃ—

সন্ন্যাস করিলা শিখা-সূত্রত্যাগ-রূপ ।
যোগপট্ট না নিল, নাম হৈল 'স্বরূপ' ॥ ১০৮ ॥

পুরীতে আগমন ঃ—

গুরু-ঠাঞি আজ্ঞা মাগি' আইলা নীলাচলে ।
রাত্রিদিনে কৃষ্ণপ্রেম-আনন্দ-বিহ্বলে ॥ ১০৯ ॥

স্বরূপের আচরণ ; নির্জ্জনে অবস্থান ঃ—

পাণ্ডিত্যের অবধি, বাক্য নাহি কারো সনে ।
নির্জ্জনে রহয়ে, লোক সব নাহি জানে ॥ ১১০ ॥

প্রভুর দ্বিতীয় বিগ্রহ ঃ—

কৃষ্ণরস-তত্ত্ববেত্তা, দেহ—প্রেমরূপ ।
সাক্ষাৎ মহাপ্রভুর দ্বিতীয় স্বরূপ ॥ ১১১ ॥

দামোদর-স্বরূপই ভক্তিরস-সিদ্ধান্তের একমাত্র পরীক্ষক ঃ—

গ্রন্থ, শ্লোক, গীত কেহ প্রভু-পাশে আনে ।
স্বরূপ পরীক্ষা কৈলে, প্রভু তাহা শুনে ॥ ১১২ ॥

প্রভুর অপ্রিয় বিষয় —

ভক্তিসিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ, আর রসাভাস ।
শুনিলে না হয় প্রভুর চিত্তের উল্লাস ॥ ১১৩ ॥

দামোদর-স্বরূপের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ বিষয়েই প্রভুর প্রীতি ঃ—

অতএব স্বরূপ গোসাঞি করে পরীক্ষণ ।
শুদ্ধ হয় যদি, প্রভুরে করা'ন শ্রবণ ॥ ১১৪ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১০৮। পুরুষোত্তমাচার্য্য প্রভুর সন্ন্যাস দেখিয়া 'শিখাসূত্র-ত্যাগরূপ সন্ন্যাস' গ্রহণ করিলেন। তাঁহার সন্ন্যাস-নাম 'স্বরূপ-দামোদর' হইল। যোগপট্ট লইবার যে প্রকরণ, তিনি তাহা স্বীকার করিলেন না ; কেননা, কোনপ্রকার আশ্রমাহঙ্কার বৃদ্ধি করিবার জন্য তাঁহার সন্ন্যাস ছিল না ; কেবল 'নিশ্চিন্ত হইয়া কৃষ্ণভজন করিব' এই মানসেই স্বীকৃত হইল।

অনুভাষ্য

ও 'আশ্রম'াখ্য দণ্ডিদ্বয়ের নিকট সন্ন্যাস-গ্রহণার্থী হইলে দণ্ডী গুরুমহাশয় শিষ্যকে নৈষ্ঠিক-ব্রহ্মচারিগণের বিধানানুসারে 'ব্রহ্মচারী' সংজ্ঞা প্রদান করেন। নবদ্বীপবাসী শ্রীপুরুষোত্তম আচার্য্যই 'দামোদর-স্বরূপ' নামে 'ব্রহ্মচারী'-আখ্যা লাভ করেন। সন্ন্যাসের যোগপট্ট-প্রাপ্তি ঘটিলে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীরই 'স্বরূপ'-উপাধির পরিবর্ত্তে সন্ন্যাসোপাধি 'তীর্থ' হয়।

১০৫। চৈতন্যানন্দ—'চৈতন্যানন্দ ভারতী'—শ্রীচৈতন্য-চন্দ্রোদয়-নাটক-টিপ্পনী।

১০৬। শ্রীকবিকর্ণপূর চৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটকে লিখিয়াছেন—"সমস্তহানায় তুরীয়মাশ্রমং জগ্রাহ বৈরাগ্যবশেন কেবলম্। শ্রীকৃষ্ণপাদাব্জ-পরাগ-রাগতস্তুচ্ছীচকারৈণমহো বহন্নপি।।"*

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১১১। কৃষ্ণরস-তত্ত্ববেত্তা—তাঁহার দেহ সাক্ষাৎ প্রেমরূপ; তাঁহাকে দেখিলে বোধ হয়, যেন মহাপ্রভুর দ্বিতীয় স্বরূপ উদিত হইয়াছেন।

১১৩। ভক্তিসিদ্ধান্তবিরুদ্ধ—অচিন্ত্যভেদাভেদই ভক্তি-সিদ্ধান্ত, ইহার বিরুদ্ধ যাহা, তাহাই 'ভক্তিসিদ্ধান্তবিরুদ্ধ।' 'রসা-ভাস' অর্থাৎ রসের ন্যায় প্রতীত হইতেছে, কিন্তু রস নয়। এই দুই প্রকার 'অভক্তি' হইতে বৈষ্ণবদিগের দূরে থাকা কর্ত্তব্য। কেননা, মায়াবাদাদি ভক্তিসিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ-বাক্য শুনিতে শুনিতে জীবের পতন হয়। রসাভাস আলোচনা করিতে করিতে 'প্রাকৃত-সহজিয়া', 'বাউল' ও জড়রসাসক্ত হইয়া পড়ে। এই দোষে যাঁহারা দূষিত, তাঁহাদের সঙ্গ করিতে নিষেধ করিবার জন্য শ্রীমহাপ্রভু ভক্তিসিদ্ধান্তবিরুদ্ধ ও রসাভাসকে দূরে রাখিবার প্রথা নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

অনুভাষ্য

১০৮। অষ্টশ্রাদ্ধ, বিরজা-হোম, শিখা-মুণ্ডন, সূত্রত্যাগ প্রভৃতি সন্ন্যাসকৃত্য সমাপন করিয়া গুর্ব্বাহ্বান, যোগপট্ট, সন্ন্যাস-নাম ও দণ্ডাদির গ্রহণ অপেক্ষা না করায় নৈষ্ঠিক-ব্রহ্মচর্য্য-সূচক 'দামোদর স্বরূপ' নাম রহিয়া গেল।

১১৪। যাহাতে কৃষ্ণভজনের ব্যাঘাত হয়, সেই সব সিদ্ধান্তই

** কেবল বৈরাগ্যবশতঃ সমস্ত ত্যাগের উদ্দেশ্যে তিনি চতুর্থ আশ্রম (সন্ন্যাস) গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম-পরাগে অনুরাগ-বশতঃ ঐ বেষ বহন করিলেও তাহা তুচ্ছ জ্ঞান করেন।*

চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি ও জয়দেবের পদ গান করিয়া প্রভুর প্রীত্যুৎপাদন ঃ—

বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, শ্রীগীতগোবিন্দ।
এই তিন গীতে করা'ন প্রভুর আনন্দ ॥ ১১৫ ॥

দামোদর-স্বরূপের গুণ ঃ—

সঙ্গীতে—গন্ধর্ব্ব-সম, শাস্ত্রে—বৃহস্পতি।
দামোদর-সম আর নাহি মহামতি ॥ ১১৬ ॥

সকল ভক্তেরই প্রিয়পাত্র ঃ—

অদ্বৈত-নিত্যানন্দের পরম প্রিয়তম।
শ্রীবাসাদি ভক্তগণের হয় প্রাণ-সম ॥ ১১৭ ॥

মহাপ্রভুর দয়ার বৈশিষ্ট্য বর্ণনমুখে দামোদরের প্রণাম-শ্লোক ঃ—

সেই দামোদর আসি' দণ্ডবৎ হৈলা।
চরণে ধরিয়া শ্লোক পড়িতে লাগিলা ॥ ১১৮ ॥

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটক (৮।১৪)—

হেলোদ্ধূলিত-খেদয়া বিশদয়া প্রোন্মীলদামোদয়া
শাম্যচ্ছাস্ত্রবিবাদয়া রসদয়া চিত্তার্পিতোন্মাদয়া।
শশ্বদ্ভক্তিবিনোদয়া স-মদয়া মাধুর্য্যমর্য্যাদয়া
শ্রীচৈতন্যদয়ানিধে তব দয়া ভূয়াদমন্দোদয়া ॥ ১১৯ ॥

পরস্পর স্পর্শে প্রভু ও দামোদরস্বরূপ, উভয়ের প্রেম ঃ—

উঠাঞা মহাপ্রভু কৈল আলিঙ্গন।
দুইজনে প্রেমাবেশে হৈল অচেতন ॥ ১২০ ॥

স্থির হইয়া গাঢ়প্রীতিভরে প্রভুর দামোদরস্বরূপকে অভিনন্দন ঃ—

কতক্ষণে দুই জনে স্থির যবে হৈলা।
তবে মহাপ্রভু তাঁরে কহিতে লাগিলা ॥ ১২১ ॥
"তুমি যে আসিবে, আজি স্বপ্নেতে দেখিল।
ভাল হৈল, অন্ধ যেন দুই নেত্র পাইল ॥" ১২২ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১১৫। বিদ্যাপতি—মিথিলা-দেশস্থ প্রাচীন বৈষ্ণব কবি। চণ্ডীদাস—(বীরভূম-জিলায় সাকুল্লিপুর-থানার অধীনে) নান্নুর-গ্রামস্থ প্রাচীন বঙ্গীয়-বৈষ্ণব-কবিবিশেষ। শ্রীগীতগোবিন্দ—শ্রীজয়দেব-প্রণীত কৃষ্ণরসাশ্রিত সংস্কৃত গীতসমূহে পূর্ণ সুপ্রসিদ্ধ কাব্য।

১১৬। স্বরূপ-গোস্বামী গীতশাস্ত্রে ও সাধারণশাস্ত্রে বিশেষ পটু ছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহাকে গানবিদ্যায় পটু দেখিয়া পূর্ব্বেই 'দামোদর'-নাম দিয়াছিলেন। 'দামোদর'-নামসহ সন্ন্যাস-গুরুর প্রদত্ত 'স্বরূপ'-নাম সংযুক্ত হইয়া তাঁহার নাম 'দামোদর-স্বরূপ' হইয়াছিল। 'সঙ্গীতদামোদর'-নামে সঙ্গীত-শাস্ত্রের একখানি গ্রন্থও তিনি প্রণয়ন করিয়াছেন।

অনুভাষ্য

ভক্তিবিরুদ্ধ সুতরাং অশুদ্ধ। শুদ্ধভক্তগণ তাদৃশ সিদ্ধান্তকে অনুমোদন অথবা রসাভাসপরায়ণ বিরুদ্ধসিদ্ধান্তবিশিষ্ট জীবকে 'শুদ্ধভক্ত' বলিয়া স্বীকার করিতে পারেন না। অশুদ্ধ সিদ্ধান্ত বা রসাভাস-পুষ্ট হইয়া যে-সকল কুমত জগতে চলিতেছে, লোকাপেক্ষাযুক্ত হইয়া সাধারণের নিকট আদর লাভ করিবার জন্য যাঁহারা ভক্তিবিরোধী অসৎসিদ্ধান্তকে আদর করেন, তাঁহারা 'গৌরগণ' বলিয়া অভিমান করিলেও শ্রীদামোদর-স্বরূপ গোস্বামী তাঁহাদিগকে 'গৌড়ীয় বৈষ্ণব' বলিয়া স্বীকার করেন না এবং শ্রীমহাপ্রভুর নিকটে যাইতে দেন না।

১১৯। হে দয়ানিধে শ্রীচৈতন্য, হেলোদ্ধূলিতখেদয়া (হেলয়া অবহেলয়া উদ্ধূলিতো দূরীকৃতঃ খেদো মনস্তাপো যয়া তয়া) বিশদয়া (নির্ম্মলতয়া সর্ব্বপ্রকাশিকয়া) প্রোন্মীলদামোদয়া (প্রকৃষ্টেন উন্মীলন্ প্রকাশমানঃ আমোদঃ পরমানন্দো যস্যাং সা

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১১৯। হে দয়ানিধে শ্রীচৈতন্য, যাহা হেলায় সমস্ত খেদ দূর করে, যাহাতে সম্পূর্ণ নির্ম্মলতা আছে, যাহাতে পরমানন্দ (আর সকল বিষয় আচ্ছাদন করিয়া) প্রকাশিত হয়, যাহার উদয়ে শাস্ত্রবিবাদ শেষ হয়, যাহা রসবর্ষণদ্বারা চিত্তের উন্মত্ততা বিধান করে, যাহার ভক্তিবিনোদনক্রিয়া সর্ব্বদা শমতা দান করে, মাধুর্য্য-মর্য্যাদাদ্বারা তোমার অতি বিস্তারিণী সেই শুভদা দয়া আমার প্রতি উদিত হউক্।

অনুভাষ্য

তয়া) শাম্যচ্ছাস্ত্রবিবাদয়া (শাম্যন্ শাস্ত্রাণাং বিবাদঃ বাদপ্রতিবাদো যস্যাং সা তয়া) রসদয়া (মধুরাদি-রসং দদাতীতি রসদা তয়া) চিত্তার্পিতোন্মাদয়া (চিত্তে অর্পিতঃ উন্মাদঃ দেহাদৌ অনভিনিবেশঃ, যদ্বা, প্রৌঢ়ানন্দাপদ্বিরহাদিজঃ হৃদ্ভ্রমঃ, দিব্যোন্মাদঃ ইত্যর্থঃ, যয়া সা তয়া) শশ্বদ্ভক্তিবিনোদয়া (শশ্বৎ নিরন্তরং ভক্তিং বিনোদয়তি স্বভাবেন প্রেরয়তি যা তয়া) সমদয়া (মদঃ অনঙ্গ-বিক্রিয়াভরজঃ বিবেকহরঃ উল্লাসঃ, তেন সহিতয়া, 'শমদয়া' ইতি পাঠে তু—কৃষ্ণেতর-তৃষ্ণয়া রহিতয়া) মাধুর্য্যমর্য্যাদয়া (মাধুর্য্যাণাং মর্য্যাদা সীমা যস্যাং সা তয়া—বিশেষণে তৃতীয়া) তব অমন্দোদয়া (মন্দঃ কুণ্ঠঃ তদ্রহিতঃ অমন্দঃ নিঃশ্রেয়সং, তস্য উদয়ো যস্যাং সা) দয়া [ময়ি] ভূয়াৎ (ভবতু)।

ঔদার্য্যময় প্রেমবিগ্রহ ভগবান্ চৈতন্যচন্দ্র তিনপ্রকারে স্বীয় কারুণ্য সুকৃতিসম্পন্ন জীবকে বিতরণ করেন। জীব প্রাকৃত অভাবে বিমর্ষ হইয়া নানা উপায়দ্বারা ক্লেশ অপনোদন করিবার প্রয়াস করিয়া কৃতকার্য্য হয় না। ভগবানের দয়া জীবের আয়াসদ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায় না। ভগবৎকৃপায় জীবের হৃদয়ে কৃষ্ণপাদপদ্ম-গন্ধের বিকাশ হয়, তাহা হইলেই চিত্ত-খেদরূপ

স্বরূপের দৈন্যোক্তি ঃ—

স্বরূপ কহে,—"প্রভু, মোর ক্ষম' অপরাধ ।
তোমা ছাড়ি' অন্যত্র গেনু, করিনু প্রমাদ ॥ ১২৩ ॥
তোমার চরণে মোর নাহি প্রেম-লেশ ।
তোমা ছাড়ি' পাপী মুঞি গেনু অন্য-দেশ ॥ ১২৪ ॥
মুঞি তোমা ছাড়িল, তুমি মোরে না ছাড়িলা ।
কৃপা-পাশ গলায় বান্ধি' চরণে আনিলা ॥" ১২৫ ॥

নিতাইকে প্রণাম ও নিতাইর আলিঙ্গন ঃ

তবে স্বরূপ কৈল নিতাইর চরণ-বন্দন ।
নিত্যানন্দপ্রভু কৈল প্রেম-আলিঙ্গন ॥ ১২৬ ॥

অন্যান্য সকলভক্ত-সহ মিলন ঃ—

জগদানন্দ, মুকুন্দ, শঙ্কর, সার্ব্বভৌম ।
সবা-সঙ্গে যথাযোগ্য করিল মিলন ॥ ১২৭ ॥

পরমানন্দ-পুরীকে বন্দনা ঃ—

পরমানন্দ পুরীর কৈল চরণ বন্দন ।
পুরী-গোসাঞি তাঁরে কৈল প্রেম-আলিঙ্গন ॥ ১২৮ ॥

যোগ্য বাসস্থান ও জনৈক কিঙ্কর-প্রাপ্তি ঃ—

মহাপ্রভু দিল তাঁরে নিভৃতে বাসাঘর ।
জলাদি-পরিচর্য্যা লাগি' দিল এক কিঙ্কর ॥ ১২৯ ॥

ভক্তবেষ্টিত প্রভু ঃ—

আর দিন সার্ব্বভৌম-আদি ভক্ত-সঙ্গে ।
বসিয়া আছেন মহাপ্রভু কৃষ্ণকথা-রঙ্গে ॥ ১৩০ ॥

গোবিন্দের আগমন ও নিজ-পরিচয়-প্রদান ঃ—

হেনকালে গোবিন্দের হৈল আগমন ।
দণ্ডবৎ করি' কহে বিনয়-বচন ॥ ১৩১ ॥
"ঈশ্বরপুরীর ভৃত্য,—'গোবিন্দ' মোর নাম ।
পুরী-গোসাঞির আজ্ঞায় আইনু তোমার স্থান ॥ ১৩২ ॥
সিদ্ধিপ্রাপ্তিকালে গোসাঞি আজ্ঞা কৈল মোরে ।
কৃষ্ণচৈতন্য-নিকটে যাই' সেবিহ তাঁহারে ॥ ১৩৩ ॥

গুরুভ্রাতা কাশীশ্বরের পরে আগমন-সম্ভাবনা-জ্ঞাপন ঃ—

কাশীশ্বর আসিবেন সব তীর্থ দেখিয়া ।
প্রভু-আজ্ঞায় মুঞি আইনু তোমা-পদে ধাঞা ॥" ১৩৪ ॥

প্রভুর দৈন্য ঃ—

গোসাঞি কহিল,—"পুরীশ্বর বাৎসল্য করে মোরে ।
কৃপা করি' মোর ঠাঞি পাঠাইলা তোমারে ॥" ১৩৫ ॥

গোবিন্দ-সম্বন্ধে সার্ব্বভৌমের প্রশ্ন ঃ—

এত শুনি' সার্ব্বভৌম প্রভুরে পুছিল ।
"পুরী-গোসাঞি শূদ্র-সেবক কাঁহে ত' রাখিল ॥" ১৩৬ ॥

প্রভুর সদুত্তর-দান—ঈশ্বর বা শক্তিশালীর আচরণ ;
স্নেহ-কৃপা ও মর্য্যাদার বৈশিষ্ট্য ঃ—

প্রভু কহে,—"ঈশ্বর হয় পরম স্বতন্ত্র ।
ঈশ্বরের কৃপা নহে বেদ-পরতন্ত্র ॥ ১৩৭ ॥
ঈশ্বরের কৃপা জাতি-কুল নাহি মানে ।
বিদুরের ঘরে কৃষ্ণ করিলা ভোজনে ॥ ১৩৮ ॥

অনুভাষ্য

ধূলি অনায়াসে উড়িয়া যায়, সুতরাং হৃদয় নির্ম্মল হয়। তখন হৃদয়ে কৃষ্ণসেবাজনিত পরমানন্দ প্রকাশ পায়। শাস্ত্রসমূহের ব্যাখ্যা-ভেদে বিবাদসমূহ চিত্তে উদিত হইয়া নানা বাদ-প্রতিবাদ করে। ভগবৎকৃপা লাভ করিলেই লব্ধকৃপ হৃদয়টী ভগবদ্রসে উন্মত্ত হয় ; আবার কৃষ্ণরসপ্রদা মত্ততাও ভগবৎকৃপাবলেই উদিত হয় ; সুতরাং শাস্ত্রবিবাদ শান্তিলাভ করে। মাধুর্য্যমর্য্যাদা জীবকে নিরন্তর কৃষ্ণচরণে অবস্থিতি করায় এবং সৌভাগ্যবান্ জীব তৎকালে কেবল প্রেমভক্তিতেই প্রীতি লাভ করেন। কৃষ্ণকৃপা—নির্ম্মলা, রসদা ও স-মদা।

কৃষ্ণকৃপা-ক্রমে হৃদয় নির্ম্মল হইলে অভাব-জনিত কোন খেদমল থাকে না। কৃষ্ণকৃপাবশতঃ রস লাভ করিলে শাস্ত্রবিবাদ প্রশমিত হইয়া ভক্তিসিদ্ধান্ত সুদৃঢ় হয়, সুতরাং চিত্ত কৃষ্ণপ্রেমোন্মত্ত হয়। কৃষ্ণকৃপা-ক্রমে শমতা লাভ করিয়া মাধুর্য্য-গৌরবে নিরন্তর ভক্তিতে বিনোদলাভ ঘটে।

জীব—প্রথমতঃ, ঈশবিমুখ বিষয়-খিন্ন ; দ্বিতীয়তঃ, ঈশানুসন্ধান-পর ও অবশেষে ভগবৎসেবারত । ভগবানের দয়ায়

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৩৪। কাশীশ্বর ও গোবিন্দ,—দুইজনেই শ্রীঈশ্বরপুরীর সঙ্গে ছিলেন। কাশীশ্বর অন্যান্য তীর্থ ভ্রমণ করিয়া মহাপ্রভুর নিকটে পরে আসিবেন। গোবিন্দ শ্রীঈশ্বরপুরীর সিদ্ধি-প্রাপ্তির অব্যবহিত পরেই প্রভুর চরণ আশ্রয় করিয়াছিলেন।

অনুভাষ্য

প্রথমতঃ তাঁহার অনর্থ-নিবৃত্তি, তজ্জনিত হৃদয়ের নির্ম্মলতা এবং হৃদয়-নির্ম্মলতার পরিণামে কৃষ্ণামোদের বিকাশ। ভগবানের দয়ায় জীবের মধ্যমতঃ ভক্তিসিদ্ধান্তলাভ ও তজ্জনিত রসাপ্তিতে প্রেমোন্মত্ততা-প্রাপ্তি ঘটে। ভগবানের দয়ায় শেষতঃ ভক্তিতে আনুরক্তি ও তজ্জনিত সর্ব্বত্র ভগবল্লীলার স্ফূর্ত্তিলাভ এবং স্ফূর্ত্তি হইতে মাধুর্য্য-পরাকাষ্ঠা-প্রাপ্তি। জীব কৃষ্ণকৃপায় নিবৃত্ততৃষ্ণ অর্থাৎ মুক্ত হইয়াও কৃষ্ণকীর্ত্তন-সেবাবশতঃ কৃষ্ণ ব্যতীত অন্যত্র বিরাগ ও মুমুক্ষু হইলেও ভবরোগৌষধি লাভ করিলে মুমুক্ষা-ত্যাগ ও পরেশানুভূতি এবং বিষয়ী হইলেও কৃষ্ণকৃপাবলে শ্রবণ-মনোভিরাম হরিগুণানুবাদফলে বিষয়ভোগত্যাগন্তে শুদ্ধভক্তিতে অবস্থিত হইতে পারেন। অতএব সকল সময়েই ভগবানের দয়াই আশ্রয়িতব্যা।

স্নেহ-সেবাপেক্ষা মাত্র শ্রীকৃষ্ণ-কৃপার ।
স্নেহবশ হঞা করে স্বতন্ত্র আচার ॥ ১৩৯ ॥
মর্য্যাদা হৈতে কোটি সুখ স্নেহ-আচরণে ।
পরমানন্দ হয় যার নাম-শ্রবণে ॥" ১৪০ ॥

গোবিন্দকে আলিঙ্গন, গোবিন্দের সর্ব্বভক্ত-চরণ-বন্দন ঃ—

এত বলি' গোবিন্দেরে কৈল আলিঙ্গন ।
গোবিন্দ করিল সবার চরণ বন্দন ॥ ১৪১ ॥

ভট্টাচার্য্যকে প্রভুর গুরুভ্রাতার সেবা-গ্রহণের ঔচিত্যানৌচিত্য-জিজ্ঞাসা ঃ—

প্রভু কহে,—"ভট্টাচার্য্য, করহ বিচার ।
গুরুর কিঙ্কর হয় মান্য আপনার ॥ ১৪২ ॥
তাঁহারে আপন-সেবা করাইতে না যুয়ায় ।
গুরু-আজ্ঞা দিয়াছেন, কি করি উপায় ॥" ১৪৩ ॥

সার্ব্বভৌমের উত্তর,—গুরু-আজ্ঞা অবশ্য পালনীয়া ঃ—

ভট্ট কহে,—"গুরুর আজ্ঞা হয় বলবান্ ।
গুরু-আজ্ঞা না লঙ্ঘিয়ে, শাস্ত্র—প্রমাণ ॥ ১৪৪ ॥

গুরু-আজ্ঞাপালনের পৌরাণিক দৃষ্টান্ত ঃ—

রঘুবংশ (১৪।৪৬)—

স শুশ্রুবান্মাতরি ভার্গবেণ পিতুর্নিয়োগাৎ প্রহৃতং দ্বিষদ্বৎ ।
প্রত্যগৃহীদগ্রজশাসনং তদাজ্ঞা গুরূণাং হ্যবিচারণীয়া ॥ ১৪৫ ॥

গুরুর আজ্ঞা-পালনেই জীবের নিঃশ্রেয়স-লাভ ঃ—

রামায়ণে অযোধ্যাকাণ্ডে (২৩।১০)—

নির্ব্বিচারং গুরোরাজ্ঞা ময়া কার্য্যা মহাত্মনঃ ।
শ্রেয়ো হ্যেবং ভবত্যাশ্চ মম চৈব বিশেষতঃ ॥" ১৪৬ ॥

গোবিন্দকে সেবকরূপে প্রভুর অঙ্গীকার ঃ—

তবে মহাপ্রভু তাঁরে কৈল অঙ্গীকার ।
আপন-শ্রীঅঙ্গ-সেবায় দিল অধিকার ॥ ১৪৭ ॥

সর্ব্ববৈষ্ণবের প্রিয়পাত্র গোবিন্দ ঃ—

প্রভুর প্রিয় ভৃত্য করি' সবে করে মান ।
সকল বৈষ্ণবের গোবিন্দ করে সমাধান ॥ ১৪৮ ॥

তৎসঙ্গে ছোট ও বড় হরিদাস এবং রামাই-নন্দাই ঃ—

ছোট-বড়-কীর্ত্তনীয়া—দুই হরিদাস ।
রামাই-নন্দাই রহে গোবিন্দের পাশ ॥ ১৪৯ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৩৯। শ্রীকৃষ্ণকৃপার আর কিছু অপেক্ষা নাই, কেবল স্নেহ-সেবাকেই অপেক্ষা করে। সেবা দুই প্রকার,—স্নেহ-সেবা ও মর্য্যাদা-সেবা। যেস্থলে স্নেহসেবা, সেইস্থলেই কেবল কৃষ্ণকৃপা হইয়া থাকে। যেখানে মর্য্যাদা-সেবা, সেখানে কৃষ্ণকৃপা সহজ নয় ; কৃপায় জাতিকুলের বিচার থাকে না।

১৪২-১৪৩। গুরুর কিঙ্কর—সহজেই মাননীয়, তাঁহাকে নিজের সেবা করিতে দেওয়া উচিত নয়।

১৪৫। পিতৃ-আজ্ঞায় পরশুরামকর্ত্তৃক তন্মাতা (রেণুকা) শত্রুর ন্যায় নিহত হইয়াছিলেন—ইহা শ্রবণ করিয়া লক্ষ্মণ জ্যেষ্ঠভ্রাতা শ্রীরামচন্দ্রের আজ্ঞা গ্রহণ করিয়াছিলেন ; যেহেতু গুরুবর্গের আজ্ঞা—অবিচারণীয়া।

১৪৬। মহাত্মা গুরুদেবের আজ্ঞা আমার নির্ব্বিচারপূর্ব্বকই অনুষ্ঠেয় ; ইহাতে আপনার শ্রেয়ঃ আছে, বিশেষতঃ আমারও শ্রেয়ঃ আছে।

১৪৮। সমাধান—সেবাকার্য্য।

অনুভাষ্য

১৩৭। শ্রীঈশ্বরপুরী—শ্রীমাধ্ববৈষ্ণব-সন্ন্যাসী। তিনি শূদ্র-বংশ্য দৈক্ষ-ব্রাহ্মণ গোবিন্দকে 'সেবক'রূপে কিরূপে স্বীয় শিষ্য করিয়াছিলেন?—ইহাই সার্ব্বভৌমের প্রশ্নের কারণ ছিল। স্মৃতি-মতে—ব্রাহ্মণ অপর-বর্ণকে শিষ্য বা সেবক-রূপে গ্রহণ করিলে ব্রাহ্মণ-গুরুর পাতিত্য হয়। ঈশ্বরপুরী সদাচারসম্পন্ন হইয়াও স্মৃতিবিহিত আদেশ কিরূপে লঙ্ঘন করিলেন? তদুত্তরে মহাপ্রভু বলিলেন,—"আমার গুরুদেব—'ঈশ্বর' অর্থাৎ জগতের প্রভু, সুতরাং তিনি সাধারণ-জীবের নিয়ামক স্মৃতির অধীন নহেন। ঈশ্বর অর্থাৎ সমর্থবান্ গুরুদেবের কৃপা কখনই বৈদিক-শাসনাধীন নহে।"

১৩৮। পরমেশ্বর জগদ্গুরু কৃষ্ণ জাতিকুলের লৌকিক বিচারকে স্তব্ধ করাইয়া বিদুরের গৃহে ভোজন করিয়াছিলেন। আমার প্রভুও কৃপা করিয়া গোবিন্দের শৌক্র-জন্মাদির বিচার পরিত্যাগ করিয়া বৈষ্ণবকে দৈক্ষ-বিপ্রযোগ্য জানিয়া দীক্ষা প্রদানপূর্ব্বক 'সেবক' বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন।

১৪২-১৪৩। গুরুর প্রত্যেক সেবকই অপরাপর প্রত্যেক শিষ্যেরই মাননীয়। তাঁহাকে নিজ-সেবায় নিযুক্ত করা অযুক্ত হইলেও গুর্ব্বাদেশ-পালনের জন্য তাহা স্বীকার কিরূপে করা যাইবে, তদ্বিষয়ে বিচার কর।

১৪৫। ভার্গবেণ (জামদগ্ন্যেন) পিতুর্নিয়োগাৎ (জামদগ্ন্যা-দেশেন) মাতরি (রেণুকায়াং) দ্বিষদ্বৎ (শত্রুবৎ) প্রহৃতং (নিহতম্) ইতি সঃ (লক্ষ্মণঃ) শুশ্রুবান্ (শ্রুতবান্) ; তৎ অগ্রজশাসনং (সীতা-বনবাসরূপং স্বীয়াগ্রজস্য শ্রীরামচন্দ্রস্য আদেশং) প্রত্য-গ্রহীৎ (প্রতিপালিতবান্) ; হি (যতঃ) গুরূণাং আজ্ঞা অবিচারণীয়া (উচিতানুচিতাদি-বিচারার্নহা)।

১৪৬। ময়া মহাত্মনঃ গুরোঃ (পিতুঃ দশরথস্য) আজ্ঞা

গোবিন্দের সেবা-সৌভাগ্য ঃ—

গোবিন্দের সঙ্গে করে প্রভুর সেবন।
গোবিন্দের ভাগ্যসীমা না যায় বর্ণন ॥ ১৫০ ॥

ব্রহ্মানন্দ-ভারতীর আগমন ঃ—

আর দিনে মুকুন্দদত্ত কহে প্রভুর স্থানে।
"ব্রহ্মানন্দ-ভারতী আইলা তোমার দরশনে ॥ ১৫১ ॥

প্রভুর মর্য্যাদা-জ্ঞান ঃ—

আজ্ঞা দেহ' যদি তাঁরে আনিয়ে এথাই।"
প্রভু কহে,—"গুরু তেঁহ, যাব তাঁর ঠাঞি ॥" ১৫২ ॥

ভারতীসহ সাক্ষাৎকার ঃ—

এত বলি' মহাপ্রভু ভক্তগণ-সঙ্গে।
চলি' আইলা ব্রহ্মানন্দ-ভারতীর আগে ॥ ১৫৩ ॥

ভারতীর মৃগচর্ম্ম-বসন-দর্শনে প্রভুর অসন্তোষ ঃ—

ব্রহ্মানন্দ পরিয়াছে মৃগচর্ম্মাম্বর।
তাহা দেখি' প্রভু দুঃখ পাইলা অন্তর ॥ ১৫৪ ॥

প্রভুর ভারতীকে দর্শনসত্ত্বেও অদর্শন-ভাণ ঃ—

দেখিয়া ত' ছদ্ম কৈল যেন দেখে নাঞি।
মুকুন্দেরে পুছে,—"কাঁহা ভারতী-গোসাঞি ??" ১৫৫ ॥
মুকুন্দ কহে,—"এই আগে দেখ বিদ্যমান।"
প্রভু কহে,—"তেঁহ নহেন, তুমি অগেয়ান ॥ ১৫৬ ॥
অন্যেরে অন্য কহ, নাহি তোমার জ্ঞান।
ভারতী-গোসাঞি কেনে পরিবেন চাম ??" ১৫৭ ॥

প্রভুর ব্যবহারে ভারতীর সুবুদ্ধি ঃ—

শুনি' ব্রহ্মানন্দ করে হৃদয়ে বিচারে।
'মোর চর্ম্মাম্বর এই, না ভায় ইঁহারে ॥ ১৫৮ ॥

বাহ্যচিহ্ন-ধারণেই সংসার-মুক্তি-লাভ ঘটে না ঃ—

ভাল কহেন,—চর্ম্মাম্বর দম্ভ লাগি' পরি।
চর্ম্মাম্বর-পরিধানে সংসার না তরি ॥ ১৫৯ ॥

ভারতীর বহির্ব্বাস-পরিধান ও প্রভুর প্রণাম ঃ—

আজি হৈতে না পরিব এই চর্ম্মাম্বর।'
প্রভু বহির্ব্বাস আনাইল জানিয়া অন্তর ॥ ১৬০ ॥
চর্ম্মাম্বর ছাড়ি' ব্রহ্মানন্দ পরিল বসন।
প্রভু আসি' কৈল তাঁর চরণ বন্দন ॥ ১৬১ ॥

প্রভুর প্রণাম-গ্রহণে ভারতীর আপত্তি ঃ—

ভারতী কহে,—"তোমার আচার লোক শিখাইতে।
পুনঃ না করিবে নতি, ভয় পাঙ চিত্তে ॥ ১৬২ ॥

ভারতীর তত্ত্বদর্শন—প্রভু ও জগন্নাথকে
অভেদ দর্শন ঃ—

সাম্প্রতিক 'দুই ব্রহ্ম' ইঁহা,—'চলাচল'।
জগন্নাথ—অচল, তুমি—ব্রহ্ম সচল ॥ ১৬৩ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৫৫। ছদ্ম—ছল, কপট।

১৫৮। না ভায়—শোভা পায় না।

১৬৩। সাম্প্রতিক—বর্ত্তমানকালে, এই পুরুষোত্তমে 'চল' ও 'অচল', দুইটী ব্রহ্ম দেখিতেছি।

অনুভাষ্য

নির্ব্বিচারং কার্য্যা (পালনীয়া)। ভবত্যাশ্চ এবং হি বিশেষতঃ মম এব চ শ্রেয়ঃ।

১৫৪। ব্রহ্মানন্দ ভারতী শাঙ্কর-দশনামী সন্ন্যাসীর অন্যতম। মৃগচর্ম্ম বা তৃণবল্কলাদি বস্ত্র—ত্যক্তগৃহেরেই পরিধেয়। (মনু-সং ৬ষ্ঠ অঃ)—"গ্রামাদরণ্যং নিঃসৃত্য নিবসেন্নিয়তেন্দ্রিয়ঃ। বসীত চর্ম্মচীরং বা"; কুল্লুক-ভট্টকৃতা টীকা,—"মৃগাদিচর্ম্মবস্ত্রখণ্ডং বা আচ্ছাদয়েৎ।"*

১৫৯। লোকসংগ্রহের জন্য দম্ভের বশবর্ত্তী হইয়া চর্ম্মবস্ত্র পরিধান করিলেই যে সংসার হইতে উদ্ধার পাওয়া যায়, এরূপ নহে;—মনু-সং ৬ষ্ঠ অঃ—"ফলং কতকবৃক্ষস্য যদ্যপ্যম্বু-প্রসাদকম্। ন নামগ্রহণাদেব তস্য বারি প্রসীদতি।।" কুল্লুক—"কতক-বৃক্ষস্য ফলং কলুষজলস্বচ্ছতাজনকং, তথাপি তন্নামোচ্চারণবশাৎ ন প্রসীদতি কিন্তু ফলপ্রক্ষেপেণ। এবং ন লিঙ্গধারণমাত্রম্ ধর্ম্ম-কারণম্।"*

১৬০। বহির্ব্বাস—কৌপীনের বহির্ভাগে পরিধেয় বস্ত্রখণ্ড।

১৬২। লোকশিক্ষার জন্যই তোমার আচার ; যদি তোমার অভিপ্রেত সদাচার আমি পালন না করি, তাহা হইলে তুমিই পুনরায় আমাকে নমস্কার না করিয়া উপেক্ষা করিবে,—এজন্য ভীত হইতেছি।

১৬৩। শ্রীজগন্নাথ-বিগ্রহ—অচল-ব্রহ্ম এবং তুমি শ্রীচৈতন্য-

** গৃহত্যাগী ব্যক্তি গ্রাম হইতে অরণ্যে গমন করিয়া ইন্দ্রিয়-সংযমনপূর্ব্বক তথায় বাস করিবেন এবং চর্ম্ম বা চীর পরিধান করিবেন। কুল্লুক-ভট্টকৃত টীকা—মৃগাদি-চর্ম্ম বা বস্ত্রখণ্ডদ্বারা আচ্ছাদন করণীয়।*

** 'কতক' বৃক্ষের ফল যদিও নির্ম্মল করে, কিন্তু ঐ ফলের নামগ্রহণদ্বারা জল নির্ম্মল হয় না। কুল্লুক-ভট্টকৃত টীকা—কতক-বৃক্ষের ফল মলিন-জলের স্বচ্ছতা আনয়ন করে। তাই বলিয়া 'কতক' 'কতক' এইরূপ নাম উচ্চারণবশতঃ জল নির্ম্মল হয় না—জলে ফল-স্থাপনের দ্বারাই হইয়া থাকে। সেইপ্রকার কেবল ধার্ম্মিক-চিহ্ন ধারণ করিলেই ধর্ম্ম করা হয় না।*

তুমি—গৌরবর্ণ, তেঁহ—শ্যামবরণ ।
দুই ব্রহ্ম কৈল সব জগৎ-তারণ ॥" ১৬৪ ॥

প্রভুর প্রত্যুত্তর ঃ—

প্রভু কহে,—"সত্য কহি, তোমার আগমনে ।
দুই ব্রহ্ম প্রকটিল শ্রীপুরুষোত্তমে ॥ ১৬৫ ॥
'ব্রহ্মানন্দ' নাম তুমি—গৌর-ব্রহ্ম 'চল' ।
শ্যামবর্ণ জগন্নাথ বসিয়াছেন 'অচল' ॥" ১৬৬ ॥

প্রভু ও ভারতী, উভয়ের বিচারে সার্ব্বভৌমের মধ্যস্থতা ঃ—

ভারতী কহে,—"সার্ব্বভৌম, মধ্যস্থ হঞা ।
ইঁহার সনে আমার 'ন্যায়' বুঝ' মন দিয়া ॥ ১৬৭ ॥

ভারতীর জীব-ব্রহ্ম বিচার ঃ—

'ব্যাপ্য'-'ব্যাপক'-ভাবে 'জীব'-'ব্রহ্মে' জানি ।
জীব—ব্যাপ্য, ব্রহ্ম—ব্যাপক, শাস্ত্রেতে বাখানি ॥১৬৮॥

স্বেচ্ছামত চালিত করায় ইচ্ছাশক্তির পরিচালক প্রভুই
বিভু বা বিষ্ণু বা ব্রহ্ম, ভারতীই জীব ঃ—

চর্ম্ম ঘুচাঞা কৈল আমারে শোধন ।
দোঁহার ব্যাপ্য-ব্যাপকত্বে, এই ত' কারণ ॥ ১৬৯ ॥

মহাভারতে দানধর্ম্ম ১৪৯, বিষ্ণুসহস্রনাম-স্তোত্র (৯২, ৭৫)—

সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গো বরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী ।
সন্ন্যাসকৃচ্ছমঃ শান্তো নিষ্ঠা-শান্তি-পরায়ণঃ ॥ ১৭০ ॥

প্রভুতেই উক্ত শ্লোকের তাৎপর্য্য নিহিত ঃ—

এইসব নামের ইঁহ হয় নিজাস্পদ ।
চন্দনাক্ত প্রসাদ-ডোর—দ্বিভুজে অঙ্গদ ॥" ১৭১ ॥

সার্ব্বভৌমের মীমাংসা,—ভারতীর জয় এবং প্রভুর
পরাজয়-স্বীকার ঃ—

ভট্টাচার্য্য কহে,—"ভারতী, দেখি তোমার জয় ।"
প্রভু কহে,—"যেই কহ, সেই সত্য হয় ॥ ১৭২ ॥

গুরুতুল্য ভারতীর নিকট শিষ্যস্থানীয় প্রভুর পরাজয়-স্বীকার ঃ—

গুরু-শিষ্য-ন্যায়ে শিষ্যের সত্য পরাজয় ।"
ভারতী কহে,—"এ নহে, অন্য হেতু হয় ॥ ১৭৩ ॥

ভারতীর প্রত্যুক্তি—ভক্তের নিকট ভগবানের পরাজয় ঃ—

ভক্ত ঠাঞি হার' তুমি,—এ তোমার স্বভাব ।
আর এক শুন তুমি আপন প্রভাব ॥ ১৭৪ ॥

প্রভুর অলৌকিক-মহিমা-বর্ণন,—ভারতীর নির্ব্বিশেষ-
বিচার চিদ্বিলাসে পর্য্যবসিত ঃ—

আজন্ম করিনু মুঞি 'নিরাকার'-ধ্যান ।
তোমা দেখি' 'কৃষ্ণ' হৈল মোর বিদ্যমান ॥ ১৭৫ ॥

প্রভু-কৃপায় ভারতীয় কৃষ্ণভক্তি লাভ ঃ—

কৃষ্ণনাম স্ফুরে মুখে, মনে নেত্রে কৃষ্ণ ।
তোমাকে তদ্রূপ দেখি' হৃদয়—সতৃষ্ণ ॥ ১৭৬ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৬৭-১৬৯। ইঁহার সহিত আমার বিচার মন দিয়া শুন। ব্রহ্ম—ব্যাপক অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপক ; জীব—অণু অর্থাৎ ব্রহ্মের দ্বারা ব্যাপ্য। যিনি চর্ম্ম ঘুচাইয়া আমাকে শোধন করিলেন, তিনি—ব্যাপক এবং আমি—ব্যাপ্য। এস্থলে ব্রহ্মানন্দ-ভারতীরূপ আমি কিংবা কৃষ্ণচৈতন্যরূপ উনিই 'ব্রহ্ম' হইলেন, তাহা বিচার করিয়া দেখ।

অনুভাষ্য

মহাপ্রভু—সচল-ব্রহ্ম। তোমরা দুইজনই মায়াধীশ চলাচল-ব্রহ্মবস্তুস্বরূপে এক্ষণে শ্রীপুরুষোত্তমে বিরাজমান।

১৭০। আদি, ৩য় পঃ ৪৯ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১৭৪। শিষ্যবাক্যের সত্যতা থাকিলেও গুরুবাক্যই শিষ্যের উপর জয়লাভ করে। গুরুবাক্য সর্ব্বকালেই শিষ্যবাক্যাপেক্ষা অধিক আদরণীয়। মহাপ্রভু বলিলেন যে, উক্ত ন্যায়মতে ব্রহ্মানন্দ ভারতীই গুরু এবং মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য আপনাকে তাঁহার শিষ্যাভিমান করায় ব্রহ্মানন্দের বাক্য জয়লাভ করিল। কিন্তু ব্রহ্মানন্দ এক্ষেত্রে মহাপ্রভুর কথিত গুরু-শিষ্য-ন্যায়াবলম্বনকেই

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৭১। 'সুবর্ণবর্ণঃ'-শ্লোকে যে-সকল নাম আছে, তাহার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যই আস্পদ অর্থাৎ উহা তাঁহাতেই স্থান পাইয়াছে। চন্দনমাখা প্রসাদ-ডোর—ইঁহার দুই বাহুতে বলয়স্বরূপ।

অনুভাষ্য

তাঁহার পরাজয়ের হেতু বলিয়া স্বীকার করিলেন না ; তাঁহার অন্য একটী হেতু আছে—বলিলেন। ভগবান্ ভক্তের নিকট পরাজয় স্বীকার করেন,—ইহাই ভগবত্তার স্বভাব ; যথা ভীষ্মবাক্য (ভাঃ ১।৯।৩৪)—"স্বনিগমমপহায় মৎপ্রতিজ্ঞামৃত-মধিকর্ত্তুমবপ্লুতো রথস্থঃ। ধৃতরথচরণোঽভ্যয়াচ্চলদ্‌গুর্হরিরিব হন্তুমিভং গতোত্তরীয়ঃ।।"*

১৭৫-১৭৭। আমি জীবনাবধি নিরাকার-ব্রহ্মধ্যানপরায়ণ ছিলাম, তোমার সাক্ষাৎকার-ফলে অপ্রাকৃত শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি আমার সম্মুখে উদিত হইয়াছেন ; আমার মুখে ও মনে কৃষ্ণনাম স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হইতেছেন এবং নেত্রে কৃষ্ণদর্শন হইতেছে। আবার, তোমাতে কৃষ্ণরূপ দর্শন করিয়া হৃদয়ও তৃষ্ণান্বিত হইয়াছে ঠাকুর বিল্বমঙ্গল পূর্ব্বজীবনে অদ্বৈতবাদী নিরাকার-ব্রহ্মধ্যানপর

** শ্রীভীষ্মদেব বলিলেন,—'কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে আমি অস্ত্রধারণ করিব না'—এই নিজ-প্রতিজ্ঞা ত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র আমার তাঁহাকে অস্ত্র ধারণ করাইবার প্রতিজ্ঞাই সত্য করিবার জন্য রথ হইতে নামিয়া চক্রধারণপূর্ব্বক উত্তরীয়-বিহীন হইয়াই আমাকে বধ করিবার জন্য চলিয়াছিলেন।*

বিল্বমঙ্গলের সহিত তুলনা ঃ—

বিল্বমঙ্গল কৈল যৈছে দশা আপনার ।
ইঁহা দেখি' সেই দশা হইল আমার ॥" ১৭৭ ॥

কৃষ্ণের ইচ্ছামাত্রেই কর্ম্ম ও জ্ঞান-নিষ্ঠার ধ্বংস ঃ—

শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতে বিল্বমঙ্গলবাক্য ঃ—

অদ্বৈতবীথীপথিকৈরুপাস্যাঃ স্বানন্দসিংহাসন-লব্ধদীক্ষাঃ ।
হঠেন কেনাপি বয়ং শঠেন দাসীকৃতা গোপবধূবিটেন ॥১৭৮॥

প্রভুর ভারতীকে 'মহাভাগবত' বলিয়া প্রশংসা ঃ—

প্রভু কহে,—"কৃষ্ণে তোমার গাঢ় প্রেমা হয় ।
যাঁহা নেত্র পড়ে, তাঁহা কৃষ্ণস্ফূর্ত্তি হয় ॥ ১৭৯ ॥

সার্ব্বভৌমের কৃষ্ণকৃপা-মহিমা-ব্যাখ্যা ঃ—

ভট্টাচার্য্য কহে,—"তোমার হয় সত্য বচন ।
আগে যদি কৃষ্ণ দেন সাক্ষাৎ দরশন ॥ ১৮০ ॥

ভক্তের প্রেমসেবা ও ভগবানের কৃপাই পরস্পরের মিলন বা যোগসূত্র ঃ—

প্রেম বিনা কভু নহে তাঁর সাক্ষাৎকার ।
ইঁহার কৃপাতে হয় দরশন ইঁহার ॥" ১৮১ ॥

বাহ্য-জীবাভিমান-হেতু প্রভুর সার্ব্বভৌম-বাক্যে অনাদর ঃ—

প্রভু কহে,—"বিষ্ণু' 'বিষ্ণু', কি কহ সার্ব্বভৌম ।
'অতিস্তুতি' হয় এই নিন্দার লক্ষণ ॥" ১৮২ ॥

ভারতীকে সঙ্গে লইয়া প্রভুর স্ব-স্থানে আগমন ঃ—

এত বলি' ভারতীরে লঞা নিজ-বাসা আইলা ।
ভারতী-গোসাঞি প্রভুর নিকটে রহিলা ॥ ১৮৩ ॥

প্রভুর ঐকান্তিক ভক্ত—(১) রামভদ্র ও (২) ভগবান্ ঃ—

রামভদ্রাচার্য্য, আর ভগবান্ আচার্য্য ।
প্রভুপদে রহিলা দুঁহে ছাড়ি' সর্ব্ব কার্য্য ॥ ১৮৪ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৭৮। অদ্বৈতমার্গের পথিকগণদ্বারা উপাস্য, আর আত্মানন্দ-সিংহাসন হইতে দীক্ষাপ্রাপ্ত হইয়াও আমি কোন গোপবধূ-লম্পট শঠ-কর্ত্তৃক হঠক্রমে দাসীরূপে পরিণত হইয়াছি।

ইতি অমৃতপ্রবাহ-ভাষ্যে দশম পরিচ্ছেদ।

অনুভাষ্য

ছিলেন, পরে কৃষ্ণভক্ত হইয়া নিজকথা ব্যক্ত করিয়াছেন, আমারও অদ্য সেই দশা ঘটিল।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতে,—"কৈবল্যং নরকায়তে *** যৎ-কারুণ্যকটাক্ষবৈভববতাং তং গৌরমেব স্তুমঃ", "ধিক্কুর্ব্বন্তি চ ব্রহ্মযোগবিদুষস্তং গৌরচন্দ্রং নুমঃ" ; "তাবদ্ ব্রহ্মকথা বিমুক্ত-পদবী তাবন্ন তিক্তীভবেত্তাবচ্চাপি বিশৃঙ্খলত্বময়তে নো লোক-বেদস্থিতিঃ। তাবচ্ছাস্ত্রবিদাং মিথঃ কলকলো নানা-বহির্ব্বর্ত্মসু শ্রীচৈতন্যপদাম্বুজপ্রিয়জনো যাবন্ন দৃগ্‌গোচরঃ।।" "গৌরশ্চৌরঃ সকলমহরৎ কোঽপি মে তীব্রবীর্য্যঃ।।"*

১৭৮। অদ্বৈতবীথিপথিকৈঃ (অদ্বৈতং স্বগত-সজাতীয়-বিজাতীয়-ভেদরহিতম্ এব বীথী পন্থাঃ তস্যাং যে পথিকাঃ কেবলাদ্বৈতবাদিনঃ তৈঃ নিরাকারব্রহ্মবাদিভিঃ) উপাস্যাঃ (পূজনীয়াঃ) স্বানন্দসিংহাসনলব্ধদীক্ষাঃ (আত্মানন্দ এব সিংহাসনম্ উচ্চপীঠঃ তস্মিন্ লব্ধা প্রাপ্তা দীক্ষা যৈঃ, এবম্ভূতাঃ যোগমার্গরতাঃ) বয়ং (অহং—গৌরবে বহুবচনং) কেনাপি শঠেন (কপটেন) গোপবধূবিটেন (গোপীলম্পটেন নন্দনন্দনেন) হঠেন (বলাৎকারেণ) দাসীকৃতাঃ (স্বদাস্যে নিযুক্তা ইত্যেকবচনেনৈব বোদ্ধব্যম্)।

১৭৯-১৮১। শ্রীমহাপ্রভু বলিলেন,—তুমি ব্রহ্মানন্দ-ভারতী—প্রেমময় মহাভাগবত, সুতরাং সর্ব্বত্র তোমার কৃষ্ণদর্শন হইবে, ইহাতে আর সন্দেহ কি? ভট্টাচার্য্য উভয়ের মধ্যে মধ্যস্থ হইয়া বলিলেন,—মহাভাগবত ব্রহ্মানন্দ ভারতীর যে কৃষ্ণদর্শন হইয়াছে—মহাপ্রভুর এই বাক্যও সত্য, যেহেতু কৃষ্ণ মহাভাগবতের সম্মুখে সাক্ষাৎ দর্শন দিয়া থাকেন, কিন্তু ভক্তের প্রেমাধিক্য ব্যতীত তাদৃশ সাক্ষাৎকারের সম্ভাবনা নাই। পূর্ব্ববর্ত্তী 'ইঁহার'-শব্দের অর্থ—শ্রীমহাপ্রভুর কৃপায় ; পরবর্ত্তী 'ইঁহার'-শব্দের অর্থ—ব্রহ্মানন্দ ভারতীর ; দর্শন অর্থাৎ কৃষ্ণদর্শন হইয়াছে ;—"প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিতভক্তিবিলোচনেন সন্তঃ সদৈব হৃদয়েঽপি বিলোকয়ন্তি"—(ব্রহ্মসংহিতা ৫ম অঃ)।

১৮২। মহাপ্রভু সার্ব্বভৌমের বাক্যে লজ্জিত হইয়া 'বিষ্ণু' 'বিষ্ণু' শব্দ উচ্চারণ করিয়া বলিলেন যে, কোন ব্যক্তিকে অতি-স্তুতি করিলে বস্তুতঃ তাঁহাকে নিন্দা করাই হয়।

** 'যাঁহার কৃপাকটাক্ষ-সম্পদে সম্পত্তিশালী সেই গৌরভক্তগণের নিকট কৈবল্যরূপা মুক্তি নরকতুল্য বলিয়া প্রতীত হয়, সেই শ্রীগৌর-সুন্দরকে আমরা স্তব করি।' 'যাঁহার পাদপদ্মক্ষরিত উজ্জ্বল প্রেমানন্দময় অদ্ভুত অমৃতরস পান করিয়া ব্রহ্মজ্ঞানী ও অষ্টাঙ্গ-যোগিগণকে ধিক্কার করিয়া থাকেন, সেই শ্রীগৌরহরিকে আমরা বন্দনা করি।' 'সেকাল পর্য্যন্তই নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্ম-আলোচনা চলিতে থাকে, সেকাল পর্য্যন্তই ঈশ্বর-সাযুজ্যাদি মুক্তিমার্গ তিক্ত বোধ হয় না, সেকাল পর্য্যন্তই লৌকিক ও বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডসকল বিশৃঙ্খলতা প্রাপ্ত হয় না (অর্থাৎ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হইতে থাকে), সেকাল পর্য্যন্তই নানা বহির্ম্মুখ মার্গে ধাবমান্ পণ্ডিতম্মন্যগণের পরস্পর বাদবিসম্বাদ ঘটিয়া থাকে, যেকাল পর্য্যন্ত শ্রীচৈতন্যচরণ-কমলপ্রিয় গৌরভক্তগণ দৃষ্টিগোচর না হয়।' 'কোনও এক অমিতপ্রভাব গৌরবিগ্রহধারী চৌর আমার সকল (কুণ্ঠা-স্বভাব) অপহরণ করিয়াছেন।'*

কাশীশ্বরের আগমন ঃ—

কাশীশ্বর গোসাঞি আইলা আর দিনে ।
সম্মান করিয়া প্রভু রাখিলা নিজ-স্থানে ॥ ১৮৫ ॥

বলবান্ কাশীশ্বরের প্রভুসেবায় বলের সদ্ব্যবহার ঃ—

প্রভুকে লঞা করা'ন ঈশ্বর দরশন ।
লোক-ভিড় আগে সব করি' নিবারণ ॥ ১৮৬ ॥

প্রভুসহ সমগ্রভক্তের মিলনের উপমা ঃ—

যত নদ নদী যৈছে সমুদ্রে মিলয় ।
ঐছে মহাপ্রভুর ভক্ত যাঁহা তাঁহা হয় ॥ ১৮৭ ॥

সবে আসি' মিলিলা প্রভুর শ্রীচরণে ।
প্রভু কৃপা করি' সবায় রাখিল নিজ-স্থানে ॥ ১৮৮ ॥

প্রভু-ভক্ত-মিলন-সংবাদ-বর্ণন-সমাপন ঃ—

এই ত' কহিল প্রভুর বৈষ্ণব-মিলন ।
ইহা যেই শুনে, পায় চৈতন্য-চরণ ॥ ১৮৯ ॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ১৯০ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে বৈষ্ণবমিলনং নাম দশম পরিচ্ছেদঃ।

অনুভাষ্য

১৮৪-১৮৫। রামভদ্রাচার্য্য,—আদি ১০ম পঃ ১৪৮ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

ভগবান্ আচার্য্য—আদি, ১০ম পঃ ১৩৬ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

কাশীশ্বর—আদি, ৮ম পঃ ৬৬ সংখ্যার অনুভাষ্য দ্রষ্টব্য।

মুরারি-কড়চা—"অথ ভক্তগণাঃ সর্ব্বে যে যে গৌড়নিবাসিনঃ। গন্তুমিচ্ছন্তি গৌরাঙ্গদর্শনায় নীলাচলম্।। শ্রীকাশীশ্বর-গোস্বামী" ইত্যাদি।

ইতি অনুভাষ্যে দশম পরিচ্ছেদ।

একাদশ পরিচ্ছেদ

কথাসার—সার্ব্বভৌম প্রতাপরুদ্রকে মহাপ্রভুর সহিত মিলন করাইবার চেষ্টা করিলে, মহাপ্রভু তাহা অস্বীকার করিলেন। রামানন্দ-রায় পুরুষোত্তমে আসিয়া মহাপ্রভুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া রাজার বহুবিধ বৈষ্ণবগুণ ব্যাখ্যা করিলে প্রভুর চিত্ত পরিবর্ত্তিত হইল। সার্ব্বভৌমের নিকট রাজা নিজের দৈন্য-প্রতিজ্ঞা জ্ঞাপন করিলেন। সার্ব্বভৌম রাজাকে মহাপ্রভুর চরণ-দর্শনের একটী উপায় বলিয়া দিলেন। অনবসরকাল উপস্থিত হইলে ভগবদ্দর্শনবিরহে ব্যাকুল হইয়া মহাপ্রভু আলালনাথে গেলেন, কিছুপরে গৌড় হইতে ভক্তসকল আসিতেছেন শুনিয়া মহাপ্রভু পুরুষোত্তমে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। শ্রীঅদ্বৈতাদি ভক্তগণের আসিবার সময়, স্বরূপ ও গোবিন্দ প্রভু-দত্ত মালা লইয়া তাঁহাদিগকে আনিতে গেলেন। রাজা অট্টালিকা হইতে বৈষ্ণবাগমন দেখিতে লাগিলেন। সার্ব্বভৌমের ইচ্ছামতে শ্রীগোপীনাথাচার্য্য ঐ সকল বৈষ্ণবের পরিচয় দিলেন। সার্ব্বভৌমের সহিত রাজার শ্রীচৈতন্যের কৃষ্ণত্ব ও সমাগত-বৈষ্ণবদিগের ক্ষৌরোপবাস পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রসাদান্নসেবন-সম্বন্ধে অনেক বিচার উপস্থিত হইল। তদনন্তর রাজা বৈষ্ণবদিগের বাসাবাটী ও প্রসাদান্নের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। মহাপ্রভু বাসুদেব-দত্তাদি বৈষ্ণবগণের সহিত অনেক আনন্দজনক কথোপকথন করিলেন। হরিদাসের দৈন্য দেখিয়া টোটা-মধ্যে তাঁহাকে একটী নিভৃত স্থান দিলেন এবং হরিদাসের মহিমা বলিলেন। তাহার পর জগন্নাথের মন্দিরে চারি-সম্প্রদায় বিভাগপূর্ব্বক মহাসঙ্কীর্ত্তন হইল। (অতঃপর) বৈষ্ণবগণ প্রভুর আজ্ঞায় নিজ-নিজ-স্থানে গমন করিলেন। (অঃ প্রঃ ভাঃ)

নৃত্যশীল গৌরকর্ত্তৃক বিশ্বকে প্রেমবন্যায় নিমজ্জন ঃ—

অত্যুদ্দণ্ডং তাণ্ডবং গৌরচন্দ্রঃ
কুর্ব্বন্ ভক্তৈঃ শ্রীজগন্নাথগেহে ।
নানাভাবালঙ্কৃতাঙ্গঃ স্বধাম্না
চক্রে বিশ্বং প্রেমবন্যা-নিমগ্নম্ ॥ ১ ॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ২ ॥

সার্ব্বভৌমের প্রভুসমীপে কিছু নিবেদনেচ্ছা ঃ—

আর দিন সার্ব্বভৌম কহে প্রভুস্থানে ।
"অভয়-দান দেহ' যদি, করি নিবেদনে ॥" ৩ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১। শ্রীজগন্নাথের গৃহে ভক্তগণের সহিত নানাভাবে অলঙ্কৃত-

অনুভাষ্য

১। নানাভাবালঙ্কৃতাঙ্গঃ (বিবিধভাবাভরণমণ্ডিতদেহঃ)

প্রভুর অনুমতি দান ঃ—

প্রভু কহে,—"কহ তুমি, নাহি কিছু ভয় ।
যোগ্য হৈলে করিব, অযোগ্য হৈলে নয় ॥" ৪ ॥

প্রতাপরুদ্রের পক্ষ হইয়া সার্ব্বভৌমের প্রভুকৃপা-যাচ্ঞা ঃ—

সার্ব্বভৌম কহে—"এই প্রতাপরুদ্র রায় ।
উৎকণ্ঠা হঞাছে, তোমা মিলিবারে চায় ॥" ৫ ॥

রাজদর্শনে প্রভুর অসম্মতি ও বিতৃষ্ণা ঃ—

কর্ণে হস্ত দিয়া প্রভু স্মরে 'নারায়ণ' ।
"সার্ব্বভৌম, কহ কেন অযোগ্য বচন ॥ ৬ ॥

সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম ঃ—

বিরক্ত সন্ন্যাসী আমার রাজ-দরশন ।
স্ত্রী-দরশন-সম বিষের ভক্ষণ ॥" ৭ ॥

প্রেমাকাঙ্ক্ষীর ভোক্তৃভাবে ভোগ্যদর্শন বিষভক্ষণ-তুল্য নিষিদ্ধ ঃ—

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটক (৮।২৪)—

নিষ্কিঞ্চনস্য ভগবদ্ভজনোন্মুখস্য
পারং পরং জিগমিষোর্ভবসাগরস্য ।
সন্দর্শনং বিষয়িণামথ যোষিতাঞ্চ
হা হন্ত হন্ত বিষভক্ষণতোঽপ্যসাধু ॥ ৮ ॥

ভট্টাচার্য্যের রাজ-প্রশংসা ঃ—

সার্ব্বভৌম কহে,—"সত্য তোমার বচন ।
জগন্নাথ-সেবক রাজা, কিন্তু ভক্তোত্তম ॥" ৯ ॥

ভোক্তৃসজ্জায় ভোগ্যজ্ঞানে বস্তুর বহির্দ্দর্শন হইতেই দ্বিতীয়াভিনিবেশজ ভয়ের উৎপত্তি ঃ—

প্রভু কহে,—"তথাপি রাজা কালসর্পাকার ।
কাষ্ঠনারী-স্পর্শে যৈছে উপজয় বিকার ॥ ১০ ॥

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটক (৮।২৫)—

আকারাদপি ভেতব্যং স্ত্রীণাং বিষয়িণামপি ।
যথাহের্মনসঃ ক্ষোভস্তথা তস্যাকৃতেরপি ॥ ১১ ॥

লোকশিক্ষক প্রভুর কঠোর সঙ্কল্প, আশ্রম-মর্য্যাদা-রক্ষণার্থ সার্ব্বভৌমকে তিরস্কার ঃ—

ঐছে বাত পুনরপি মুখে না আনিবে ।
কহ যদি, তবে আমায় এথা না দেখিবে ॥" ১২ ॥

সার্ব্বভৌমের বিষণ্ণমুখে প্রস্থান ঃ—

ভয় পাঞা সার্ব্বভৌম নিজ ঘরে গেলা ।
বাসায় গিয়া ভট্টাচার্য্য চিন্তিত হইলা ॥ ১৩ ॥

কটক হইতে রামানন্দ প্রভৃতি পরিকর-সহ রাজার পুরীতে আগমন ঃ—

হেনকালে প্রতাপরুদ্র পুরুষোত্তমে আইলা ।
পাত্র-মিত্র-সঙ্গে রাজা দরশনে চলিলা ॥ ১৪ ॥

প্রভু রামানন্দ-মিলন ঃ—

রামানন্দ রায় আইলা গজপতি-সঙ্গে ।
প্রথমেই প্রভুরে আসি' মিলিলা বহুরঙ্গে ॥ ১৫ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

শরীর শ্রীগৌরচন্দ্র অতিশয় উদ্দণ্ড নৃত্য করিয়া স্বমাধুর্য্যদ্বারা এই বিশ্বকে প্রেমের বন্যায় ডুবাইয়াছিলেন।

৮। শ্রীচৈতন্যদেব খেদের সহিত কহিলেন,—হায়, ভবসাগর সম্পূর্ণরূপে পার হইবার যাঁহাদের ইচ্ছা, এরূপ ভগবদ্ভজনোন্মুখ নিষ্কিঞ্চন ব্যক্তির পক্ষে বিষয়ী ও স্ত্রী সন্দর্শন বিষভক্ষণ অপেক্ষাও অসাধু।

অনুভাষ্য

গৌরচন্দ্রঃ শ্রীজগন্নাথগেহে (শ্রীজগন্নাথদেবস্য মন্দিরে) ভক্তৈঃ [সহ] স্বধাম্না (অলৌকিক-স্বমাধুর্য্যেণ) অত্যুদ্দণ্ডং তাণ্ডবং (অতিমনোজ্ঞ-নৃত্যাদিকং) কুর্ব্বন্ বিশ্বং (চিদ্রসহীনং জড়রসপরং ভুবনং) প্রেমবন্যা-নিমগ্নং চক্রে (কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গৈঃ প্লাবয়ামাস)।

৮। হা হন্ত হন্ত (খেদাতিশয্যে) ভবসাগরস্য (সংসারসমুদ্রস্য) পরং পারং (দেবীধামাতীতং পরব্যোম-ভগবদ্ধাম) জিগমিষোঃ (গন্তুকামস্য) নিষ্কিঞ্চনস্য (নির্ব্বিষয়িণঃ) ভগবদ্ভজনোন্মুখস্য (কৃষ্ণসেবাপরস্য) বিষয়িণাং (কৃষ্ণেতরবিষয়ভোগপরাণাং) যোষিতাং (ভোগ্যানাং চ) সন্দর্শনং (ভোগ্যবুদ্ধ্যা অবলোকনাদিকং) বিষভক্ষণতঃ (আত্মবিনাশক-গরলস্য সেবনাৎ) অপি অসাধু (অকল্যাণকরম্)।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৯-১০। সার্ব্বভৌম কহিলেন,—প্রভো, তুমি যাহা কহিলে, তাহা সত্য বটে ; কিন্তু রাজা প্রতাপরুদ্রদেব—জগন্নাথ-সেবক এবং ভক্তোত্তম। প্রভু কহিলেন,—জগন্নাথের সেবক ও ভক্তোত্তম হইলেও 'রাজা'—কালসর্পাকার। দেখ, কাষ্ঠনির্ম্মিতা নারীকে স্পর্শ করিলে যেরূপ কোনপ্রকার বিকার জন্মিতে পারে, তদ্রূপ ভক্তোত্তম রাজার সন্দর্শনেও বিরক্ত ব্যক্তির অনর্থ জন্মিতে পারে।

১১। যেরূপ সর্প ও তাহার আকৃতি দেখিলে মনের ক্ষোভ জন্মে, সেরূপ স্ত্রীলোক ও বিষয়ীর আকার দেখিলেও ভয় হইয়া থাকে।

১৫। গজপতি—যেরূপ অন্যান্য কোন কোন বিশেষ রাজা-

অনুভাষ্য

১১। স্ত্রীণাং (যোষিতাং) বিষয়িণাং (ইন্দ্রিয়সেবিনাং). [ভোক্তৃ-ভোগ্যানামিতি যাবৎ] আকারাৎ অপি (বহিরাকৃতেরপি) [কৃষ্ণৈক-সেবিভিঃ পরমার্থপরৈঃ সাধকৈঃ জনৈঃ] ভেতব্যম্। যথা অহেঃ (ভুজঙ্গাৎ) মনসঃ ক্ষোভঃ (ভয়ং) ভবতি, তথা তস্য (সর্পস্য) আকৃতেঃ (সদৃশাকারাৎ) অপি [ভয়ং ভবতি]।

১৪। গঙ্গাবংশীয় প্রতাপরুদ্র-রাজার রাজধানী কটক-নগরে ছিল। পরে কটক হইতে খুর্দায় রাজধানী স্থানান্তরিত হয়।

রায় প্রণতি কৈল, প্রভু কৈল আলিঙ্গন ।
দুইজনে প্রেমাবেশে করেন ক্রন্দন ॥ ১৬ ॥

রায়ের প্রতি প্রভুর আচরণ-দর্শনে সকলের বিস্ময় ঃ—

রায়-সঙ্গে প্রভুর দেখি' স্নেহ-ব্যবহার ।
সর্ব্ব ভক্তগণের মনে হৈল চমৎকার ॥ ১৭ ॥

রায়ের রাজকার্য্য-পরিত্যাগ-সংবাদ-জ্ঞাপন ঃ—

রায় কহে,—"তোমার আজ্ঞা রাজাকে কহিল ।
তোমার ইচ্ছায় রাজা মোর বিষয় ছাড়াইল ॥ ১৮ ॥

রাজার নিকট রায়ের অবসর প্রার্থনা ঃ—

আমি কহি,—'আমা হৈতে না হয় বিষয়' ।
চৈতন্যচরণে রহোঁ, যদি আজ্ঞা হয় ॥' ১৯ ॥

রাজার সানন্দে সম্মতি-দান ঃ—

তোমার নাম শুনি' রাজা আনন্দিত হৈল ।
আসন হৈতে উঠি' মোরে আলিঙ্গন কৈল ॥ ২০ ॥

প্রভুর প্রতি রাজার ভক্তি ঃ—

'তোমার নাম শুনি' হৈল মহা-প্রেমাবেশ ।
মোর হাতে ধরি' করে পিরীতি বিশেষ ॥ ২১ ॥

রায়কে অবসর দিয়াও বেতন-দান ঃ—

তোমার যে বর্ত্তন, তুমি খাও সে বর্ত্তন ।
নিশ্চিন্ত হঞা ভজ চৈতন্যের চরণ ॥ ২২ ॥

রাজার দৈন্য ঃ—

আমি—ছার, যোগ্য নহি তাঁর দরশনে ।
তাঁরে যেই ভজে, তাঁর সফল জীবনে ॥ ২৩ ॥

পরম কৃপালু তেঁহ ব্রজেন্দ্রনন্দন ।
কোন-জন্মে মোরে অবশ্য দিবেন দরশন ॥' ২৪ ॥

প্রভুসমীপে রায়কর্ত্তৃক রাজার প্রশংসা ঃ—

যে তাঁহার প্রেম-আর্ত্তি দেখিলুঁ তোমাতে ।
তার এক প্রেম-লেশ নাহিক আমাতে ॥" ২৫ ॥

শুদ্ধবৈষ্ণবে প্রীতিহেতু প্রভু কর্ত্তৃক রাজাকে ভাবি-কৃপাদানের ইঙ্গিত ঃ—

প্রভু কহে,—"তুমি কৃষ্ণভক্ত প্রধান ।
তোমাকে যে প্রীতি করে, সেই ভাগ্যবান্ ॥ ২৬ ॥
তোমাতে যে এত প্রীতি হইল রাজার ।
এই গুণে কৃষ্ণ তাঁরে করিবে অঙ্গীকার ॥" ২৭ ॥

ভক্তের ভক্তই ভগবদ্ভক্ত ঃ—

আদিপুরাণ-বচন—

যে মে ভক্তজনাঃ পার্থ ন মে ভক্তাশ্চ তে জনাঃ ।
মদ্ভক্তানাঞ্চ যে ভক্তাস্তে মে ভক্ততমা মতাঃ ॥ ২৮ ॥

শুদ্ধভক্তের কৃত্য ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবত (১১।১৯।২১-২২)—

আদরঃ পরিচর্য্যায়াং সর্ব্বাঙ্গৈরভিবন্দনম্ ।
মদ্ভক্তপূজাভ্যধিকা সর্ব্বভূতেষু মন্মতিঃ ॥ ২৯ ॥
মদর্থেষ্বঙ্গচেষ্টা চ বচসা মদ্গুণেরণম্ ।
ময্যর্পণঞ্চ মনসঃ সর্ব্বকামবিবর্জ্জনম্ ॥ ৩০ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

দিগের 'ছত্রপতি', 'নরপতি', 'অশ্বপতি' ইত্যাদি পদ ছিল, সেইরূপ 'গজপতি'—উড়িষ্যার সম্রাট্‌দিগের উপাধি।

২২। দক্ষিণকলিঙ্গের শাসনকর্ত্তৃত্বপদে তুমি যে বর্ত্তন অর্থাৎ পরিশ্রমের অর্থ বা বেতন পাইতে, এখন তোমাকে কার্য্য হইতে অবসর দেওয়া গেল, তথাপি তুমি সেই বেতনই পাইবে।

২৫। রামানন্দ কহিলেন,—প্রভো, তোমার প্রতি রাজার যে প্রেমবেদনা দেখিলাম, তাহার একলেশও আমাতে নাই।

২৮। হে পার্থ, যাঁহারা কেবল আমারই ভক্ত, তাঁহারা বস্তুতঃ আমার ভক্ত নয় ; কিন্তু যাঁহারা আমার ভক্তের ভক্ত, তাঁহাদিগকেই আমার 'উত্তম ভক্ত' বলিয়া জানি।

২৯-৩০। আমার পরিচর্য্যায় আদর, সর্ব্বাঙ্গের দ্বারা অভিবন্দন, আমার ভক্তের বিশেষপূজা, সর্ব্বভূতে মৎসম্বন্ধবুদ্ধি, আমার জন্য অঙ্গচেষ্টা, বাক্যদ্বারা আমার গুণ-ব্যাখ্যা, আমাতে মন অর্পণ এবং সর্ব্বকাম-বিসর্জ্জন,—এই সকলই ভক্তের লক্ষণ।

অনুভাষ্য

১৮। তোমার আজ্ঞা—মধ্য, ৮ম পঃ ২৯৬-২৯৭ সংখ্যা দ্রষ্টব্য। এই কথা রামানন্দ রায় প্রতাপরুদ্র-রাজাকে কহিলে মহাপ্রভুর অভিপ্রায়মত রাজা-প্রতাপরুদ্র লৌকিক-দৃষ্টিতে রামানন্দের বিষয় ছাড়াইয়া দিলেন অর্থাৎ তাহা হইতে তাঁহাকে অবসর প্রদান করিলেন।

২৮। হে পার্থ (অর্জ্জুন), যে মে (মম) ভক্তজনাঃ, তে মে (মম) ভক্তাঃ জনাঃ ন [ভবন্তি] ; যে চ মদ্ভক্তানাং [এব] ভক্তাঃ, তে মে (মম) ভক্ততমাঃ (শ্রেষ্ঠ-সেবকাঃ) [ইতি ময়ৈব] মতাঃ (সম্মতাঃ)।

২৯-৩০। শ্রীউদ্ধব ভগবদ্ভক্তিযোগ জানিবার জন্য জিজ্ঞাসা করায় ভগবানের উক্তি,—

[ভক্তিযোগং তুভ্যং পুনশ্চ কথয়িষ্যামীত্যাহ—মম] পরিচর্য্যায়াং (সেবায়াম্) আদরঃ, সর্ব্বাঙ্গৈঃ (অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদ্যৈঃ) অভিবন্দনং [মত্তঃ] অভ্যধিকা (শ্রেষ্ঠা) মদ্ভক্তভূজা, সর্ব্বভূতেষু (প্রাণি-মাত্রেষু) মন্মতিঃ (ভগবদ্ভাবদর্শনম্)।

সর্ব্বেশ্বরেশ্বর বিষ্ণুর পূজাপেক্ষা বৈষ্ণবপূজা শ্রেষ্ঠ ঃ—

লঘুভাগবতামৃতে (২।৪) পদ্মপুরাণবচন—

আরাধনানাং সর্ব্বেষাং বিষ্ণোরারাধনং পরম্ ।
তস্মাৎ পরতরং দেবি তদীয়ানাং সমর্চ্চনম্ ॥ ৩১ ॥

শুদ্ধভক্ত-সেবা বহুসুকৃতি-লভ্যা ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবত (৩।৭।২০)—

দুরাপা হ্যল্পতপসঃ সেবা বৈকুণ্ঠবর্ত্মসু ।
যত্রোপগীয়তে নিত্যং দেবদেবো জনার্দ্দনঃ ॥ ৩২ ॥

রায়ের সকল ভক্তকেই যথাযোগ্য সম্মান ঃ—

পুরী, ভারতী-গোসাঞি, স্বরূপ, নিত্যানন্দ ।
জগদানন্দ, মুকুন্দাদি যত ভক্তবৃন্দ ॥ ৩৩ ॥
চারি গোসাঞির কৈল রায় চরণ বন্দন ।
যথাযোগ্য সব ভক্তের করিল মিলন ॥ ৩৪ ॥

জগন্নাথ-দর্শনার্থ রায়কে আদেশ ঃ—

প্রভু কহে,—"রায়, দেখিলে কমলনয়ন ?"
রায় কহে,—"এবে যাই' পাব দরশন ॥" ৩৫ ॥

প্রভু-দর্শনের পূর্ব্বে জগন্নাথ-দর্শনে না যাইবার কারণ-জিজ্ঞাসা ঃ—

প্রভু কহে,—"রায়, তুমি কি কার্য্য করিলে ?
ঈশ্বরে না দেখি' কেনে আগে এথা আইলে ??" ৩৬ ॥

রায়ের চিত্ত ঔদার্য্যপ্রধান-বিগ্রহেই অধিক আকৃষ্ট ঃ—

রায় কহে,—"চরণ—রথ, হৃদয়—সারথি ।
যাঁহা লঞা যায়, তাঁহা যায় জীব-রথী ॥ ৩৭ ॥
আমি কি করিব, মন ইঁহা লঞা আইল ।
জগন্নাথ-দরশনে বিচার না কৈল ॥" ৩৮ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৩১। হে দেবি! অন্যান্য দেবতার আরাধনাপেক্ষা বিষ্ণুর আরাধনাই শ্রেষ্ঠ ; বিষ্ণুর আরাধনা অপেক্ষা ভক্তের অর্চ্চন শ্রেষ্ঠ।

৩২। দেবদেব জনার্দ্দনের যাঁহারা নিত্য কীর্ত্তন করেন, সেই বৈকুণ্ঠপথগামী কৃষ্ণদাসদিগের সেবা অল্পতপস্যাবান্ ব্যক্তির পক্ষে অপ্রাপ্য।

৩৩-৩৪। পুরী—পরমানন্দপুরী । ভারতী—ব্রহ্মানন্দ ভারতী। স্বরূপ—প্রসিদ্ধ দামোদর-স্বরূপ। নিত্যানন্দ—প্রভু নিত্যানন্দ ; রামানন্দ এই চারি গোঁসাইর চরণ বন্দন করিলেন।

অনুভাষ্য

মদর্থেষু চ (কৃষ্ণৈকতাৎপর্য্যেষু) কার্য্যেষু অঙ্গচেষ্টা (অখিল-চেষ্টা), বচসা (বাক্যদ্বারেণ) মদ্‌গুণেরণং (কৃষ্ণগুণ-কথনং), মনসঃ ময়ি (কৃষ্ণে) অর্পণং (সমর্পণং), সর্ব্বকাম-বিবর্জ্জনং (মনসঃ কৃষ্ণেতর-বিষয়ভোগবাসনা-পরিত্যাগঃ)।

৩১। হে দেবি, সর্ব্বেষাং আরাধনানাম্ (উপাসনানাং মধ্যে) বিষ্ণোঃ (ভগবতঃ কৃষ্ণচন্দ্রস্য) আরাধনং (পূজনং) পরং (শ্রেষ্ঠং); তস্মাৎ (শ্রীকৃষ্ণোপাসনম্ অপি) তদীয়ানাং (মধুররসে শ্রীরূপ-বার্ষভানব্যাদীনাং, বাৎসল্যে নন্দ-যশোদাদীনাং, সখ্যে শ্রীদাম-সুবলাদীনাং, দাস্যে চিত্রকাদীনাং), সমর্চ্চনং (দৃঢ়পূজনং) পরতরং (প্রশস্ততরম্)।

৩২। মহাভাগবত শ্রীমৈত্রেয়-ঋষির হরিকথা-কীর্ত্তনফলে বিদুরের সংশয়রাশি ছিন্ন হইলে বিদুরকর্ত্তৃক হরিভক্তের গুণ-মাহাত্ম্য-কীর্ত্তন,—

যত্র (যেষু মহৎসু সাধুষু) নিত্যং (সর্ব্বদা) দেবদেবঃ (সর্ব্ব-দেবময়ঃ) জনার্দ্দনঃ (কৃষ্ণঃ) উপগীয়তে, তত্র (তেষু) বৈকুণ্ঠ-বর্ত্মসু (বৈকুণ্ঠস্য শ্রীকৃষ্ণস্য বৈকুণ্ঠলোকস্য বা, বর্ত্মসু মার্গ-ভূতেষু হরিজনেষু) সেবা—অল্পতপসঃ (ক্ষীণপুণ্যজনস্য) দুরাপা (দুর্ল্লভা) হি (এব)। [মহৎসেবয়ৈব হরিকথাশ্রবণং, ততো হরৌ প্রেম, তেন চ দেহাদ্যনুসন্ধানমপি নিবর্ত্ততে ইতি তাৎপর্য্যম্।] "ভক্তিস্তু ভগবদ্ভক্তসঙ্গেন পরিজায়তে। সৎসঙ্গ প্রাপ্যতে পুংভিঃ সুকৃতৈঃ পূর্ব্বসঞ্চিতৈঃ।।" এবং "মহাপ্রসাদে গোবিন্দে নামব্রহ্মণি বৈষ্ণবে। স্বল্পপুণ্যবতাং রাজন্ বিশ্বাসো নৈব জায়তে।।"*—(পাদ্মে) এতৎপ্রসঙ্গে আলোচ্য।

৩৭-৩৮। জীব—রথারোহীতুল্য, জীবের চরণ—রথ-সদৃশ, জীবের মন—রথচালক সারথি-সদৃশ। সুতরাং মনোরূপ সারথি জীবরূপ আরোহীকে চরণ-রথযোগে যেখানে লইয়া যায়, তথায়ই জীব গমন করে।

কঠ ৩য় বঃ ৩-৬, ৯—"আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেব তু। বুদ্ধিং তু সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেব চ।। ইন্দ্রিয়াণি হয়ানাহুর্বিষয়াংস্তেষু গোচরান্। আত্মেন্দ্রিয়মনোযুক্তং ভোক্তে-ত্যাহুর্মনীষিণঃ।। যস্ত্ববিজ্ঞানবান্ ভবত্যযুক্তেন মনসা সদা। তস্যেন্দ্রিয়াণ্যবশ্যানি দুষ্টাশ্বা ইব সারথেঃ।। যস্তু বিজ্ঞানবান্ ভবতি

** মহৎসেবাদ্বারাই হরিকথা শ্রবণ হইয়া থাকে, ফলে তাহা হইতে শ্রীহরিতে প্রেম উৎপন্ন হয় এবং সেইহেতু দেহাদি-অভিনিবেশ নিবৃত্ত হইয়া থাকে, ইহাই তাৎপর্য্য। 'ভগবদ্ভক্তের সহিত সঙ্গবশতঃ ভক্তির উদয় হয় এবং পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের সঞ্চিত সুকৃতির ফলে জীবগণ সেই ভক্তসঙ্গ লাভ করেন।' 'হে রাজন্, অত্যন্ত অল্প সুকৃতিবান্ ব্যক্তির মহাপ্রসাদে, শ্রীগোবিন্দে, শ্রীনামব্রহ্মে এবং বৈষ্ণবে বিশ্বাস উৎপাদন হয় না।'*

রায়কে জগন্নাথ ও স্বজন দর্শনার্থ আদেশ ঃ—

প্রভু কহে,—"শীঘ্র গিয়া কর দরশন ।
ঐছে ঘর যাই' কর কুটুম্ব মিলন ॥" ৩৯ ॥

রায়ের প্রভু-আজ্ঞা-পালন ঃ—

প্রভু আজ্ঞা পাঞা রায় চলিলা দরশনে ।
রায়ের প্রেমভক্তি-রীতি বুঝে কোন্ জনে ॥ ৪০ ॥

সার্ব্বভৌমকে রাজার স্বীয় প্রভুকৃপা-প্রাপ্তি-বিষয়ে জিজ্ঞাসা ঃ—

ক্ষেত্রে আসি' রাজা সার্ব্বভৌমে বোলাইলা ।
সার্ব্বভৌমে নমস্করি' তাঁহারে পুছিলা ॥ ৪১ ॥
"মোর লাগি' প্রভুপদে কৈলে নিবেদন ?"
সার্ব্বভৌম কহে,—"কৈনু অনেক যতন ॥ ৪২ ॥

সার্ব্বভৌম-কর্ত্তৃক প্রভুর দৃঢ় ও অচলা বিতৃষ্ণা-জ্ঞাপন ঃ—

তথাপি না করে তেঁহ রাজ-দরশন ।
ক্ষেত্র ছাড়ি' যাবেন পুনঃ যদি করি নিবেদন ॥" ৪৩ ॥

রাজার গভীর বিলাপ ও খেদোক্তি ঃ—

শুনিয়া রাজার মনে দুঃখ উপজিলা ।
বিষাদ করিয়া কিছু কহিতে লাগিলা ॥ ৪৪ ॥
"পাপী-নীচ উদ্ধারিতে তাঁর অবতার ।
জগাই মাধাই করিয়াছেন উদ্ধার ॥ ৪৫ ॥
প্রতাপরুদ্র ছাড়ি' করিবে জগৎ নিস্তার ।
এই প্রতিজ্ঞা করি' করিয়াছেন অবতার ?? ৪৬ ॥

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটক (৮।৭০)—

অদর্শনীয়ানপি নীচজাতীন্ সংবীক্ষতে হন্ত তথাপি নো মাম্ ।
মদেকবর্জ্জং কৃপয়িষ্যতীতি নির্ণীয় কিং সোঽবততার দেবঃ ॥৪৭॥

প্রভু-কৃপা না পাইলে রাজার প্রাণ-ত্যাগে সঙ্কল্প ঃ—

তাঁর প্রতিজ্ঞা—মোরে না করিবে দরশন ।
মোর প্রতিজ্ঞা—তাঁহা বিনা ছাড়িব জীবন ॥ ৪৮ ॥
যদি সেই মহাপ্রভুর না পাই কৃপা-ধন ।
কিবা রাজ্য, কিবা দেহ,—সব অকারণ ॥" ৪৯ ॥

রাজার প্রভুপ্রীতি-দর্শনে সার্ব্বভৌমের বিস্ময় ঃ—

এত শুনি' সার্ব্বভৌম হইলা চিন্তিত ।
রাজার অনুরাগ দেখি' হইলা বিস্মিত ॥ ৫০ ॥

ভট্টাচার্য্যের সান্ত্বনা দান ঃ—

ভট্টাচার্য্য কহে,—"দেব, না কর বিষাদ ।
তোমারে প্রভুর অবশ্য হইবে প্রসাদ ॥ ৫১ ॥
তেঁহ—প্রেমাধীন, তোমার প্রেম—গাঢ়তর ।
অবশ্য করিবেন কৃপা তোমার উপর ॥ ৫২ ॥

প্রভুসহ রাজার সাক্ষাৎকারের উপায়-নির্দ্ধারণ ঃ—

তথাপি কহিয়ে আমি এক উপায় ।
এই উপায় কর, প্রভু দেখিবে যাহায় ॥ ৫৩ ॥
রথযাত্রা-দিনে প্রভু সব ভক্ত লঞা ।
রথ-আগে নৃত্য করিবেন প্রেমাবিষ্ট হঞা ॥ ৫৪ ॥
প্রেমাবেশে পুষ্পোদ্যানে করিবেন প্রবেশ ।
সেইকালে একলে তুমি ছাড়ি' রাজবেশ ॥ ৫৫ ॥
'কৃষ্ণ-রাসপঞ্চাধ্যায়' করিতে পঠন ।
একলে যাই' মহাপ্রভুর ধরিবে চরণ ॥ ৫৬ ॥
বাহ্যজ্ঞান নাহি, সে-কালে কৃষ্ণনাম শুনি' ।
আলিঙ্গন করিবেন তোমায় 'বৈষ্ণব' জানি' ॥ ৫৭ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৩৯। জগন্নাথ-দর্শন করিয়া একেবারে নিজ ঘরে গিয়া কুটুম্বদিগের সহিত মিলিত হও।

৪৭। অদর্শনীয় নীচজাতিসকলকে দর্শন দিতেছেন, তথাপি আমাকে দর্শন দিবেন না! আমি বিনা সকল জীবকে কৃপা করিবেন, ইহাই স্থির করিয়া কি তিনি অবতীর্ণ হইয়াছেন?

৫৬। শ্রীমদ্ভাগবতের (১০ম স্কন্ধ, ২৯-৩৩ অধ্যায়) শ্রীকৃষ্ণের রাস-পঞ্চাধ্যায়ের কবিতাগুলি পাঠ করিতে করিতে আপনি একলা গিয়া মহাপ্রভুর চরণ ধরিবেন।

অনুভাষ্য

যুক্তেন মনসা সদা। তস্যেন্দ্রিয়াণি বশ্যানি সদশ্বা ইব সারথেঃ।। ** বিজ্ঞানসারথির্যস্তু মনঃ-প্রগ্রহবান্নরঃ। সোঽধ্বনঃ পারমাপ্নোতি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্।।"*

৪৭। অদর্শনীয়ান্ (দ্রষ্টুমনর্হান্) নীচজাতীন্ (নীচকুলোদ্ভূতান্ অধমবৃত্তিজীবনান্) অপি সংবীক্ষতে (করুণয়া অবলোকয়তি, কৃপয়তি) ; তথাপি, হন্ত (খেদে) মাং ন [বীক্ষতে] ; মদেকবর্জ্জং (মামেকং ত্যক্ত্বা অন্যং সর্ব্বং) কৃপয়িষ্যতি ইতি নির্ণীয় (স্থিরী-কৃত্য) কিং সঃ দেবঃ (গৌরহরিঃ) ভুবি অবততার (প্রকটোঽভূৎ)?

** আত্মাকে রথী (রথারূঢ় ব্যক্তি) বলিয়া জানিবে এবং শরীরকে রথ, বুদ্ধিকে সারথি ও মনকে লাগাম-রূপে জানিবে। পণ্ডিতগণ ইন্দ্রিয়গণকে অশ্ব ও বিষয়গুলিকে ইন্দ্রিয়রূপ অশ্বের চারণভূমি বলিয়া থাকেন এবং এইরূপে শরীর, ইন্দ্রি, মন ও বুদ্ধিযুক্ত জীবাত্মাকে সুখ-দুঃখাদির ভোক্তারূপে নির্দ্দেশ করেন। যে ব্যক্তি কিন্তু অসংযত-মনোবিশিষ্ট হইয়া সর্ব্বদা অবিজ্ঞানবান্ (বিবেকহীন বুদ্ধিযুক্ত) হন, তাঁহার ইন্দ্রিয়গুলি অদক্ষ সারথির দুষ্ট অশ্বের ন্যায় অবাধ্য হইয়া থাকে। কিন্তু যিনি সর্ব্বদা সংযত মনের সহিত বিজ্ঞানবান্ (বিবেকযুক্ত বুদ্ধিসম্পন্ন) হন, তাঁহার ইন্দ্রিয়গুলি সারথির সংযত অশ্বের ন্যায় বশীভূত হয়। যে ব্যক্তি বিবেকযুক্ত-বুদ্ধিরূপ সারথিবিশিষ্ট হইয়া মনোরূপ লাগাম ধারণ করিয়া আছেন, সেই সমাহিতচিত্ত ব্যক্তি সংসারের পরপারে গিয়া শ্রীবিষ্ণুর পরমপদ প্রাপ্ত হন।*

রামানন্দকর্ত্তৃক প্রভুর কঠিন মন দ্রবীভূত ঃ—

রামানন্দ রায়, আজি তোমার প্রেম-গুণ ।
প্রভু-আগে কহিতে, প্রভুর ফিরি' গেল মন ॥" ৫৮ ॥

প্রভুর কৃপালাভের আশায় রাজার দৃঢ়সঙ্কল্প ঃ—

শুনি' গজপতির মনে সুখ উপজিল ।
প্রভুরে মিলিতে এই মন্ত্রণা দৃঢ় কৈল ॥ ৫৯ ॥

রাজার অধৈর্য্য ও দিন-গণন ঃ—

স্নানযাত্রা কবে হবে পুছিল ভট্টেরে ।
ভট্ট কহে,—"তিন দিন আছয়ে যাত্রারে ॥" ৬০ ॥

সার্ব্বভৌমের প্রস্থান ; স্নানযাত্রায় প্রভুর হর্ষ ঃ—

রাজারে প্রবোধিয়া ভট্ট গেলা নিজালয় ।
স্নানযাত্রা-দিনে প্রভুর আনন্দ হৃদয় ॥ ৬১ ॥
স্নানযাত্রা দেখি' প্রভুর হৈল বড় সুখ ।
ঈশ্বরের 'অনবসরে' পাইল বড় দুঃখ ॥ ৬২ ॥

অনবসরকালে প্রভুর কৃষ্ণ-বিরহ ও একাকী আলালনাথে গমন ঃ—

গোপীভাবে বিরহে প্রভু ব্যাকুল হঞা ।
আলালনাথে গেলা প্রভু সবারে ছাড়িয়া ॥ ৬৩ ॥

প্রভুকে ভক্তগণকর্ত্তৃক গৌড়ীয়গণের আগমন-সংবাদ জ্ঞাপন ঃ—

পাছে প্রভুর নিকট আইলা ভক্তগণ ।
গৌড় হৈতে ভক্ত আইসে,—কৈল নিবেদন ॥ ৬৪ ॥

প্রভুসহ ভট্টাচার্য্যের পুরীতে আগমন ও রাজাকে সংবাদ-জ্ঞাপন ঃ—

সার্ব্বভৌম নীলাচলে আইলা প্রভু লঞা ।
'প্রভু আইলা'—রাজা-ঠাঞি কহিলেন গিয়া ॥ ৬৫ ॥

গৌড় হইতে সর্ব্বাগ্রে গোপীনাথের আগমন ঃ—

হেনকালে আইলা তথা গোপীনাথাচার্য্য ।
রাজাকে আশীর্ব্বাদ করি' কহে,—"শুন ভট্টাচার্য্য ॥৬৬॥

২০০ গৌড়ীয় গৌরভক্তের আগমনসংবাদ-দান ও বাসস্থানাদি-ব্যবস্থার জন্য অনুরোধ ঃ—

গৌড় হৈতে বৈষ্ণব আসিতেছেন দুইশত ।
মহাপ্রভুর ভক্ত, সব—মহাভাগবত ॥ ৬৭ ॥
নরেন্দ্রে আসিয়া সবে হৈল বিদ্যমান ।
তাঁ-সবারে চাহি বাসা প্রসাদ-সমাধান ॥" ৬৮ ॥

রাজকর্ত্তৃক তন্নির্ব্বাহার্থে পড়িছাকে আদেশ ঃ—

রাজা কহে,—"পড়িছাকে আমি আজ্ঞা দিব ।
বাসা আদি যে চাহিয়ে,—পড়িছা সব দিব ॥ ৬৯ ॥

গৌড়ীয় ভক্তগণের পরিচয়-প্রদান জন্য ভট্টকে রাজার অনুরোধ ঃ—

মহাপ্রভুর গণ যত আইল গৌড় হৈতে ।
ভট্টাচার্য্য, একে একে দেখাহ আমাতে ॥" ৭০ ॥

ভট্টের স্বীয় অসামর্থ্য-জ্ঞাপন, গোপীনাথকে তজ্জন্য অনুরোধ, তিনের অট্টালিকোপরি আরোহণ ঃ—

ভট্ট কহে,—"অট্টালিকায় কর আরোহণ ।
গোপীনাথ চিনে সবারে, করাবে দরশন ॥ ৭১ ॥
আমি কাহারে নাহি চিনি, চিনিতে মন হয় ।
গোপীনাথাচার্য্য সবারে করা'বে পরিচয় ॥" ৭২ ॥
এত বলি' তিন জন অট্টালিকায় চড়িল ।
হেনকালে বৈষ্ণব সব নিকটে আইল ॥ ৭৩ ॥

প্রভুর প্রেরণায় দামোদরস্বরূপ ও গোবিন্দকর্ত্তৃক মালা-প্রসাদসহ ভক্তগণের অভ্যর্থনা ঃ—

দামোদরস্বরূপ, গোবিন্দ—দুই জন ।
মালা-প্রসাদ লঞা যায়, যাঁহা বৈষ্ণবগণ ॥ ৭৪ ॥
প্রথমেতে মহাপ্রভু পাঠাইল দুঁহারে ।
রাজা কহে,—"এই দুই কোন্ চিনাহ আমারে ॥"৭৫॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৬৩। অনবসর-সময়ে জগন্নাথ-দর্শন না পাইয়া প্রভু কৃষ্ণ-বিরহে ব্যাকুল-অবস্থায় আলালনাথে গিয়া থাকিতেন।

অনুভাষ্য

৫৫। পুষ্পোদ্যানে—গুণ্ডিচায়।

৬২। অনবসর—স্নানযাত্রার পর শ্রীজগন্নাথদেবের অঙ্গ-রাগাদির উদ্দেশে দর্শনার্থিগণের দৃষ্টি হইতে শ্রীবিগ্রহের অন্যত্র অবস্থিতি ঘটে। এই কালকেই 'অনবসর' বলে।

৬৬। গোপীনাথাচার্য্য—আদি ১০ম পঃ ১৩০ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

৬৭। মহাভাগবত—নিষ্কিঞ্চন, বর্ণাশ্রমাতীত, কৃষ্ণৈকশরণ

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৬৮। নরেন্দ্র—'নরেন্দ্র' নামক পুষ্করিণী, যাহাতে 'চন্দন-যাত্রা'-উৎসব হয়। আজও গৌড়ীয় ভক্তগণ পুরুষোত্তমে প্রবেশ করত নরেন্দ্র-পুষ্করিণীর জলে হস্তপদ ধৌত করিয়া শ্রীমন্দিরে যান।

৭২। সার্ব্বভৌম কহিলেন,—আমি কাহাকেও চিনি না, (কিন্তু) চিনিতে ইচ্ছা হয়।

অনুভাষ্য

পরমহংস ; যথা শ্রীনরোত্তম ঠাকুর তৎকৃত 'প্রার্থনা'য়—"গৌরাঙ্গের সঙ্গিগণে, নিত্যসিদ্ধ করি' মানে, সে যায় ব্রজেন্দ্রসুত-পাশ।"

রাজাকে ভট্টকর্ত্তৃক (১) দামোদরস্বরূপের পরিচয়-দান ঃ—

ভট্টাচার্য্য কহে,—"এই স্বরূপ-দামোদর ।
মহাপ্রভুর হয় ইঁহ দ্বিতীয় কলেবর ॥ ৭৬ ॥

(২) গোবিন্দের পরিচয় দান ঃ—

দ্বিতীয়, গোবিন্দ—ভৃত্য, ইঁহা দোঁহা দিয়া ।
মালা পাঠাঞাছেন প্রভু গৌরব করিয়া ॥" ৭৭ ॥

অদ্বৈতের মালা-পরিধান ঃ—

আদৌ মালা অদ্বৈতেরে স্বরূপ পরাইল ;
পাছে গোবিন্দ দ্বিতীয় মালা আনি' তাঁরে দিল ॥ ৭৮ ॥

গোবিন্দ প্রণাম করায় অদ্বৈতের প্রশ্নোত্তরে গোবিন্দের পরিচয় দান ঃ—

তবে গোবিন্দ দণ্ডবৎ কৈল আচার্য্যেরে ।
তাঁরে নাহি চিনে আচার্য্য, পুছিল দামোদরে ॥ ৭৯ ॥
দামোদর কহে,—"ইঁহার 'গোবিন্দ' নাম ।
ঈশ্বর-পুরীর সেবক অতি গুণবান্ ॥ ৮০ ॥
প্রভুর সেবা করিতে পুরী আজ্ঞা দিল ।
অতএব প্রভু তাঁরে নিকটে রাখিল ॥" ৮১ ॥

অদ্বৈতকে দেখিয়া রাজার কৌতূহল ঃ—

রাজা কহে,—"যাঁরে মালা দিল দুইজন ।
আশ্চর্য্য তেজ, বড় মহান্ত,—কহ কোন্ জন ??" ৮২ ॥

(৩) অদ্বৈতাচার্য্যের পরিচয়-দান ঃ—

আচার্য্য কহে,—"ইঁহার নাম অদ্বৈত আচার্য্য ।
মহাপ্রভুর মান্যপাত্র, সর্ব্ব-শিরোধার্য্য ॥ ৮৩ ॥

(৪) শ্রীবাস, (৩৫) বক্রেশ্বর, (৬) বিদ্যানিধি, (৭) গদাধর ঃ—

শ্রীবাস-পণ্ডিত ইঁহ, পণ্ডিত-বক্রেশ্বর ;
বিদ্যানিধি-আচার্য্য, ইঁহ পণ্ডিত-গদাধর ॥ ৮৪ ॥

(৮) চন্দ্রশেখর, (৯) পুরন্দর, (১০) গঙ্গাদাস, (১১) শঙ্কর ঃ—

আচার্য্যরত্ন ইঁহ, পণ্ডিত-পুরন্দর ।
গঙ্গাদাস পণ্ডিত ইঁহ, পণ্ডিত-শঙ্কর ॥ ৮৫ ॥

(১২) মুরারি, (১৩) নারায়ণ, (১৪) হরিদাস ঠাকুর ঃ—

এই মুরারি গুপ্ত, ইঁহ পণ্ডিত-নারায়ণ ।
হরিদাস ঠাকুর ইঁহ ভুবনপাবন ॥ ৮৬ ॥

(১৫) হরিভট্ট, (১৬) নৃসিংহানন্দ, (১৭) বাসুদেব দত্ত, (১৮) সেন শিবানন্দ ঃ—

এই হরি-ভট্ট, এই শ্রীনৃসিংহানন্দ ।
এই বাসুদেব দত্ত, এই শিবানন্দ ॥ ৮৭ ॥

(১৯) গোবিন্দ, (২০) মাধব, (২১) বাসুঘোষ ঃ—

গোবিন্দ, মাধব ঘোষ, এই বাসুঘোষ ।
তিন ভাইর কীর্ত্তনে প্রভু পায়েন সন্তোষ ॥ ৮৮ ॥

(২২) রাঘব, (২৩) নন্দন, (২৪) শ্রীমান্ (২৫) শ্রীকান্ত, (২৬) নারায়ণ ঃ—

রাঘব পণ্ডিত, ইঁহ আচার্য্য নন্দন ।
শ্রীমান্ পণ্ডিত এই, শ্রীকান্ত, নারায়ণ ॥ ৮৯ ॥

(২৭) শুক্লাম্বর, (২৮) শ্রীধর, (২৯) বিজয়, (৩০) বল্লভসেন, (৩১) পুরুষোত্তম, (৩২) সঞ্জয় ঃ—

শুক্লাম্বর দেখ, এই শ্রীধর, বিজয় ।
বল্লভ-সেন, এই পুরুষোত্তম, সঞ্জয় ॥ ৯০ ॥

(৩৩) সত্যরাজ, (৩৪) রামানন্দ ঃ—

কুলীন-গ্রামবাসী এই সত্যরাজ-খান ।
রামানন্দ-আদি সবে দেখ বিদ্যমান ॥ ৯১ ॥

(৩৫) মুকুন্দ, (৩৬) নরহরি, (৩৭) রঘুনন্দন, (৩৮) চিরঞ্জীব, (৩৯) সুলোচন ঃ—

মুকুন্দদাস, নরহরি, শ্রীরঘুনন্দন ।
খণ্ডবাসী, চিরঞ্জীব, আর সুলোচন ॥ ৯২ ॥
কতেক কহিব, এই দেখ যত জন ।
চৈতন্যের গণ, সব—চৈতন্যজীবন ॥" ৯৩ ॥

বৈষ্ণব-তেজোদর্শনে ও অপূর্ব্ব কীর্ত্তনাদি-শ্রবণে রাজার বিস্ময় ঃ—

রাজা কহে,—"দেখি' মোর হৈল চমৎকার ।
বৈষ্ণবের ঐছে তেজ দেখি নাহি আর ॥ ৯৪ ॥
কোটিসূর্য্য-সম সব—উজ্জ্বল-বরণ ।
কভু নাহি শুনি এই মধুর কীর্ত্তন ॥ ৯৫ ॥
ঐছে প্রেম, ঐছে নৃত্য, ঐছে হরিধ্বনি ।
কাঁহা নাহি দেখি, ঐছে কাঁহা নাহি শুনি ॥" ৯৬ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৮৩। আচার্য্য কহে—গোপীনাথাচার্য্য কহিলেন।

অনুভাষ্য

৮৪। বিদ্যানিধি আচার্য্য (আচার্য্যনিধি)—পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি; আদি, ১০ম পঃ ১৪ সংখ্যার অনুভাষ্য ও বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি—(১ম সংখ্যা) দ্রষ্টব্য।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৮৮। গোবিন্দ ঘোষ—উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ-কুলে প্রকটিত হইয়াছিলেন ; ইঁহাকেই 'ঘোষঠাকুর' বলে ; অদ্যাপি (কাটোয়ার নিকট) অগ্রদ্বীপে ঘোষঠাকুরের মেলা হইয়া থাকে।

বাসুঘোষ—মহাপ্রভুর সম্বন্ধে অনেক গীত প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহা মহাজন-গীতের মধ্যে অগ্রগণ্য।

সঙ্কীর্ত্তন-প্রবর্ত্তক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ঃ—

ভট্টাচার্য্য কহে এই মধুর বচন ।
"চৈতন্যের সৃষ্টি—এই প্রেম-সঙ্কীর্ত্তন ॥ ৯৭ ॥

বিমুখ-জীবকে কৃষ্ণে উন্মুখীকরণরূপ প্রচারই শ্রীকীর্ত্তন ঃ—

অবতরি' চৈতন্য কৈল ধর্ম্মপ্রচারণ ।
কলিকালে ধর্ম্ম—কৃষ্ণনাম-সঙ্কীর্ত্তন ॥ ৯৮ ॥

লব্ধচৈতন্যের গৌর-কীর্ত্তনেই বুদ্ধিমত্তা, আর জাড্যতায় মূর্খতা ঃ—

সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞে তাঁরে করে আরাধন ।
সেই ত' সুমেধা, আর—কলিহত-জন ॥" ৯৯ ॥

শ্রীমদ্ভাগবত (১১।৫।৩২)—

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাঽকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্ ।
যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ ॥ ১০০ ॥

পরাবিদ্যাপতি চৈতন্যই কৃষ্ণ, জড়বিদ্যা বা অপরা-বিদ্যা তৎপরাঙ্মুখী ঃ—

রাজা কহে,—"শাস্ত্র-প্রমাণে চৈতন্য হন কৃষ্ণ ।
তবে কেনে পণ্ডিত সব তাঁহাতে বিতৃষ্ণ ??" ১০১ ॥

সেবোন্মুখতাতেই কৃপা-লাভ, কৃপাপ্রভাবেই ভগবদুপলব্ধি ঃ—

ভট্ট কহে,—"তাঁর কৃপা-লেশ হয় যাঁরে ।
সেই সে তাঁহারে 'কৃষ্ণ' করি' লইতে পারে ॥ ১০২ ॥

কৃপা-ব্যতীত জড়বিদ্যায় নাস্তিকতা-বৃদ্ধি ও মোহলাভ ঃ—

তাঁর কৃপা নহে যারে, পণ্ডিত নহে কেনে ।
দেখিলে শুনিলেহ তাঁরে 'ঈশ্বর' না মানে ॥" ১০৩ ॥

শ্রীমদ্ভাগবত (১০।১৪।২৯)—

অথাপি তে দেব পদাম্বুজদ্বয়-
প্রসাদলেশানুগৃহীত এব হি ।
জানাতি তত্ত্বং ভগবন্মহিম্নো
ন চান্য একোঽপি চিরং বিচিন্বন্ ॥ ১০৪ ॥

জগন্নাথ-দর্শনের পূর্ব্বে প্রভুকে দর্শনের কারণ-জিজ্ঞাসা ঃ—

রাজা কহে,—"সবে জগন্নাথ না দেখিয়া ।
চৈতন্যের বাসা-গৃহে চলিলা ধাঞা ॥" ১০৫ ॥

গৌড়ীয়ের গৌর-প্রীতি ঃ—

ভট্ট কহে,—"এই ত' স্বাভাবিক প্রেম-রীত ।
মহাপ্রভু মিলিবারে উৎকণ্ঠিত চিত ॥ ১০৬ ॥
আগে তাঁরে মিলি' সবে তাঁরে সঙ্গে লঞা ।
তাঁর সঙ্গে জগন্নাথ দেখিবেন গিয়া ॥" ১০৭ ॥

বাণীনাথের প্রচুর প্রসাদবহন-দর্শনে কারণ জিজ্ঞাসা ঃ—

রাজা কহে,—"ভবানন্দের পুত্র বাণীনাথ ।
প্রসাদ লঞা সঙ্গে চলে পাঁচ-সাত ॥ ১০৮ ॥
মহাপ্রভুর আলয়ে করিল গমন ।
এত মহাপ্রসাদ চাহি'—কহ কি কারণ ??" ১০৯ ॥

ভট্টের উত্তর,—প্রভুর ইচ্ছাই কারণ ঃ—

ভট্ট কহে,—"ভক্তগণ আইল জানিঞা ।
প্রভুর ইঙ্গিতে প্রসাদ যায় তাঁরা লঞা ॥" ১১০ ॥

উপবাস ও ক্ষৌরকর্ম্ম-বিধি বিনা প্রসাদ-গ্রহণের কারণ জিজ্ঞাসা ঃ—

রাজা কহে,—"উপবাস, ক্ষৌর—তীর্থের বিধান ।
তাহা না করিয়া কেনে খাইব অন্ন-পান ॥" ১১১ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৯৯। কলিকালে সঙ্কীর্ত্তনযজ্ঞে যিনি কৃষ্ণচৈতন্যকে আরাধনা করেন, তিনিই সুমেধা ; যাহারা সেরূপ ভজন করে না, সে-সকল ব্যক্তি কলিহত অর্থাৎ কলিকর্ত্তৃক হতবুদ্ধি।

১০৩। যাহার প্রতি তাঁহার কৃপা নাই, সে পণ্ডিত হউক্ না কেন, তাঁহার সমস্ত ঐশ্বর্য্য দেখিলে-শুনিলেও তাঁহার কৃপা-অভাবে কৃষ্ণচৈতন্যকে 'ঈশ্বর' বলিয়া মানিতে পারে না।

অনুভাষ্য

৯৯। লব্ধচৈতন্য, সেবোন্মুখ জীবের কৃষ্ণকীর্ত্তনরূপ চেতনময়ী বাণীর প্রভাবেই অপর জীব উদ্বুদ্ধ-চেতন হইয়া সেবোন্মুখী বৃত্তি লাভ করিয়া শুদ্ধসেবক হয় ;—এইরূপে শুদ্ধভক্তগণের স্বগোত্র-বর্দ্ধনরূপ উপাসনাতেই কৃষ্ণচৈতন্যের আনন্দ, তাহাতেই জীবের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বুদ্ধিমত্তার পরিচয়। তুচ্ছ, অচিৎ-স্বার্থপর জীবের তাণ্ডব নর্ত্তন-কীর্ত্তনাদি সমগ্র ক্রিয়াই বাস্তব-বস্তুর পরম-সেব্যত্বে অবিশ্বাস ও সংশয়-মূলে অনুষ্ঠিত হওয়ায় উহা জাড্যেরই পরিচায়ক ও ক্ষণস্থায়ী কৃত্রিম ভাবুকতা ও উত্তেজনা বা আন্দোলন-মাত্র।

১০০। আদি, ৩য় পঃ ৫১ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১০২-১০৩। মধ্য, ৬ষ্ঠ পঃ ৮২-৮৭ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১০৪। মধ্য, ৬ষ্ঠ পঃ ৮৪ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১১১। তীর্থে গমন করিয়া পাপ-বিনাশের জন্য পূর্ব্বদিবসে সংযম করিয়া পরদিবস উপবাস করিবে। শিরোগত পাপধ্বংসের জন্য মস্তকাদি মুণ্ডন করিবে। এই সকল তৈর্থিক কর্ম্মবিধান পরিত্যাগ করিয়া ভোজনাদি করিবার উদ্দেশ্য কি?

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১১১-১১৩। রাজা কহিলেন,—'তীর্থে প্রবেশ করিলে সেই দিন উপবাস করিতে হয় ও তথায় ক্ষৌর করিতে হয়,—শাস্ত্রের এরূপ বিধান আছে। এই বৈষ্ণবসকল তাহা না করিয়া কি-

ভট্টের রাগমার্গীয় আচরণ-কথন ঃ—

ভট্ট কহে,—তুমি যেই কহ, সেই বিধি ধর্ম্ম ।
এই রাগমার্গে আছে সূক্ষ্মধর্ম্ম-মর্ম্ম ॥ ১১২ ॥

ভগবানের পরোক্ষ ও সাক্ষাৎ আদেশ ঃ—

ঈশ্বরের পরোক্ষ আজ্ঞা—ক্ষৌর, উপোষণ ।
প্রভুর সাক্ষাৎ আজ্ঞা—প্রসাদ-ভোজন ॥ ১১৩ ॥
তাঁহা উপবাস, যাঁহা নাহি মহাপ্রসাদ ।
প্রভু-আজ্ঞা—প্রসাদ-ত্যাগে হয় অপরাধ ॥ ১১৪ ॥

ভক্তগণের উপবাস-বিধি-ত্যাগের অন্য কারণ ঃ—

বিশেষে মহাপ্রভু করে আপনে পরিবেশন ।
এত লাভ ছাড়ি' কেনে করিবে উপোষণ ॥ ১১৫ ॥

নিজ পূর্ব্ব-দৃষ্টান্ত-বর্ণন ঃ—

পূর্ব্বে প্রভু মোরে প্রসাদ-অন্ন আনি' দিল ।
প্রাতে শয্যায় বসি' আমি সে অন্ন খাইল ॥ ১১৬ ॥

কৃষ্ণকৃপাফলে সেবোন্মুখতায় ফলভোগকামমূলক নিত্য-নৈমিত্তিক ও কাম্য কর্ম্মত্যাগ ঃ—

যাঁরে কৃপা করি' করেন হৃদয়ে প্রেরণ ।
কৃষ্ণাশ্রয় হয়, ছাড়ে বেদ-লোক-ধর্ম্ম ॥" ১১৭ ॥

ভাগবতের প্রমাণ ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবত (৪।২৯।৪৬)—

যদা যস্যানুগৃহ্ণাতি ভগবানাত্মভাবিতঃ ।
স জহাতি মতিং লোকে বেদে চ পরিনিষ্ঠিতাম্ ॥ ১১৮ ॥

নীচে নামিয়া রাজার কাশীমিশ্র ও পড়িছা-পাত্রকে ভক্তগণের সেবার ব্যবস্থা করিতে আদেশ ঃ—

তবে রাজা অট্টালিকা হৈতে তলেতে আইলা ।
কাশীমিশ্র, পড়িছা-পাত্র, দুঁহে আনাইলা ॥ ১১৯ ॥
প্রতাপরুদ্র আজ্ঞা দিল সেই দুই জনে ।
"প্রভু-স্থানে আসিয়াছেন যত প্রভুর গণে ॥ ১২০ ॥
সবারে স্বচ্ছন্দে বাসা, স্বচ্ছন্দ প্রসাদ ।
স্বচ্ছন্দ দর্শন করাইহ, নহে যেন বাধ ॥ ১২১ ॥

সেব্যের ইঙ্গিতে সেবা করাই উত্তম ঃ

প্রভুর আজ্ঞা পালিহ দুঁহে সাবধান হঞা ।
আজ্ঞা নহে, তবু করিহ, ইঙ্গিত জানিয়া ॥" ১২২ ॥

সার্ব্বভৌম ও গোপীনাথের একটু দূরে থাকিয়া ভক্ত-ভগবন্মিলন-দর্শন ঃ—

এত বলি' বিদায় দিল সেই দুই-জনে ।
সার্ব্বভৌম দেখিতে আইল বৈষ্ণব-মিলনে ॥ ১২৩ ॥
গোপীনাথাচার্য্য, ভট্টাচার্য্য সার্ব্বভৌম ।
দুঁহে দেখে দূরে প্রভু-বৈষ্ণব-মিলন ॥ ১২৪ ॥
সিংহদ্বার ডাহিনে ছাড়ি' সব বৈষ্ণবগণ ।
কাশীমিশ্র-গৃহ-পথে করিলা গমন ॥ ১২৫ ॥

ভক্তসহ মিলিতে প্রভুর স্বয়ং অনুব্রজ্যা ঃ—

হেনকালে মহাপ্রভু নিজগণ-সঙ্গে ।
বৈষ্ণবে মিলিলা আসি' পথে বহুরঙ্গে ॥ ১২৬ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

কারণে অন্ন-জল সেবা করিবেন?' ভট্টাচার্য্য কহিলেন,—'আপনি যাহা কহিলেন, তাহাই বৈধধর্ম্ম, কিন্তু রাগমার্গীয় ধর্ম্মের আর একটী সূক্ষ্ম মর্ম্ম আছে,—ভগবান্ ঋষিদিগের দ্বারাই পরোক্ষ-রূপে শাস্ত্রে ক্ষৌরোপোষণের আজ্ঞা দিয়াছেন, কিন্তু স্বয়ং প্রসাদ-ভোজনের আজ্ঞা প্রচার করিয়াছেন।'

১১৮। যে কোন ব্যক্তির সম্বন্ধে যখন আত্মভাবিত ভগবান্ হৃদয়ে প্রেরণাদ্বারা অনুগ্রহ করেন, তখন তিনি লোক ও বেদের প্রতি যে পরিনিষ্ঠিত বুদ্ধি, তাহা পরিত্যাগ করেন।

১১৯। পড়িছা—'পরীক্ষা' শব্দ হইতে 'পড়িছা'-শব্দ ; অতএব তত্ত্বাবেক্ষণ করাই পড়িছার কর্ম্ম।

অনুভাষ্য

১১৮। ব্রহ্মনিষ্ঠ শ্রীনারদ গোস্বামী রাজা প্রাচীনবর্হির নিকট পুরঞ্জনোপাখ্যানদ্বারা ভোগী বা কর্ম্মিজীবের এবং কর্ম্মকাণ্ডের দুর্গতি বর্ণন করিয়া ভগবৎকৃপা ব্যতীত—ব্রহ্মা, রুদ্র, মনু, দক্ষাদি প্রজাপতি, নৈষ্ঠিক চতুঃসন, মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, ভৃগু, বশিষ্ঠ এবং স্বয়ং, এই সকলের—কেহই যে ভগবজ্জ্ঞান লাভ করিতে পারেন নাই, তাহা বলিয়া ভগবৎ-কৃপা-ফল বর্ণন করিতেছেন,—

ভগবান্ যদা আত্মভাবিতঃ (আত্মনি ভাবিতঃ ধ্যাতঃ আরাধিতঃ প্রকটিতঃ সন্) যস্য (যম্ অনুগৃহ্ণাতি (কৃপয়তি), তদা সঃ লোকে (লৌকিকব্যবহারে) বেদে (বৈদিককর্ম্মানুষ্ঠানে) চ পরিনিষ্ঠিতাম্ (আসক্তাং) মতিং জহাতি (ত্যজতি)।

১২১-১২২। মহাপ্রভুর নিকট যে-সকল ভক্ত গৌড়াদি দেশ হইতে সমাগত হইয়াছেন, তাঁহাদের যাহাতে ভাল বাসস্থান, ভাল প্রসাদ এবং উত্তমরূপে জগন্নাথদর্শনাদির কোনপ্রকার অসুবিধা না হয়, তাহা দেখিবার জন্য পড়িছা-পাত্রকে প্রতাপরুদ্র রাজা বলিয়া দিলেন। আর ভক্তগণের স্বাচ্ছন্দ্যাদির উদ্দেশে মহাপ্রভুর প্রকাশ্য আদেশ না পাইলেও তাঁহার ইঙ্গিত জানিয়া, যখন যাহা যাহা কর্ত্তব্য, তৎক্ষণাৎ তাহাও যেন সম্পন্ন করেন।

অদ্বৈতের প্রণাম, প্রভুর আলিঙ্গন ঃ—

অদ্বৈত করিল প্রভুর চরণ বন্দন।
আচার্য্যেরে কৈল প্রভু প্রেম-আলিঙ্গন ॥ ১২৭ ॥

উভয়ের প্রেমাবেশ, পরে ধৈর্য্য ঃ—

প্রেমানন্দে হৈলা দুঁহে পরম অস্থির।
সময় দেখিয়া প্রভু হৈলা কিছু ধীর ॥ ১২৮ ॥

শ্রীবাসাদির প্রভুকে প্রণাম, প্রভুর আলিঙ্গন ঃ—

শ্রীবাসাদি করিল প্রভুর চরণ বন্দন।
প্রত্যেকে করিল প্রভু প্রেম-আলিঙ্গন ॥ ১২৯ ॥

সর্ব্বভক্তের যথাযোগ্য সম্ভাষণ ঃ—

একে একে সর্ব্বভক্তেরে কৈল সম্ভাষণ।
সবা লঞা অভ্যন্তরে করিলা গমন ॥ ১৩০ ॥

স্বল্পপরিসর হইলেও কাশীমিশ্রের ভবনে সর্ব্বভক্ত-সমাগম ঃ—

মিশ্রের আবাস সেই হয় অল্প স্থান।
অসংখ্য বৈষ্ণব তাঁহা হৈল পরিমাণ ॥ ১৩১ ॥

সকলভক্তকে প্রভুর স্বয়ং মালা-গন্ধ দান ঃ—

আপন-নিকটে প্রভু সবা বসাইলা।
আপনি স্বহস্তে সবারে মাল্য-গন্ধ দিলা ॥ ১৩২ ॥

সার্ব্বভৌম-সহ সকল ভক্তের মিলন ঃ—

ভট্টাচার্য্য আইলা তবে মহাপ্রভুর স্থানে।
যথাযোগ্য মিলিলা সবাকার সনে ॥ ১৩৩ ॥

প্রভুর অদ্বৈত-স্তুতি ঃ—

অদ্বৈতেরে কহেন প্রভু মধুর বচনে।
"আজি আমি পূর্ণ হইলাঙ তোমার আগমনে ॥" ১৩৪ ॥

অদ্বৈতকর্ত্তৃক ঈশ্বরের ভক্তবাৎসল্য-স্বভাব-বর্ণন ঃ—

অদ্বৈত কহে,—"ঈশ্বরের এই স্বভাব হয়।
যদ্যপি আপনে পূর্ণ, সর্ব্বৈশ্বর্য্যময় ॥ ১৩৫ ॥
তথাপিহ ভক্তসঙ্গে হয় সুখোল্লাস।
ভক্ত-সঙ্গে করে নিত্য বিবিধ বিলাস ॥" ১৩৬ ॥

প্রভুর বাল্যসঙ্গী মুকুন্দ অপেক্ষা বাসুদেব দত্তে অধিকতর প্রীতি ঃ—

বাসুদেব দেখি' প্রভু আনন্দিত হঞা।
তাঁরে কিছু কহে তাঁর অঙ্গে হস্ত দিয়া ॥ ১৩৭ ॥
"যদ্যপি মুকুন্দ—আমা-সঙ্গে শিশু হৈতে।
তাঁহা হৈতে অধিক সুখ তোমারে দেখিতে ॥" ১৩৮ ॥

অমানী ও মানদ বাসুদেব-দত্তের কনিষ্ঠ মুকুন্দকে প্রভুপ্রিয়-জ্ঞানে নিজাপেক্ষা শ্রেষ্ঠবুদ্ধি ঃ—

বাসু কহে,—"মুকুন্দ পাইল তোমার সঙ্গ।
তোমার চরণ পাইল সেই পুনর্জ্জন্ম ॥ ১৩৯ ॥
ছোট হঞা মুকুন্দ এবে হৈল আমার জ্যেষ্ঠ।
তোমার কৃপায় তাতে সর্ব্বগুণে শ্রেষ্ঠ ॥" ১৪০ ॥

বাসুদেবকে স্বরূপের নিকট হইতে 'ব্রহ্মসংহিতা' ও 'কর্ণামৃত' নকল করিবার আদেশ ঃ—

পুনঃ প্রভু কহে,—"আমি তোমার নিমিত্তে।
দুই পুস্তক আনিয়াছি 'দক্ষিণ' হইতে ॥ ১৪১ ॥
স্বরূপের কাছে আছে, লহ তা লিখিয়া।"
বাসুদেব আনন্দিত পুস্তক পাঞা ॥ ১৪২ ॥

বাসুদেবাদি সকল গৌড়ীয়েরই নকলরক্ষণফলে ঐ গ্রন্থদ্বয়ের সর্ব্বত্র প্রচার ঃ—

প্রত্যেক বৈষ্ণব সবে লিখিয়া লইল।
ক্রমে ক্রমে দুই গ্রন্থ সর্ব্বত্র ব্যাপিল ॥ ১৪৩ ॥

শ্রীবাসাদির প্রশংসা ঃ—

শ্রীবাসাদ্যে কহে প্রভু করি' মহাপ্রীত।
"তোমার চারি-ভাইর আমি হইনু বিক্রীত ॥" ১৪৪ ॥

শ্রীবাসের দৈন্য ঃ—

শ্রীবাস কহেন,—"কেনে কহ বিপরীত।
কৃপা-মূল্যে চারি-ভাই হই তোমার ক্রীত ॥" ১৪৫ ॥

প্রভুর দামোদরের প্রতি গৌরবপ্রীতি, শঙ্করের প্রতি শুদ্ধপ্রেম ঃ—

শঙ্করে দেখিয়া প্রভু কহে দামোদরে।
"সগৌরব-প্রীতি আমার তোমার উপরে ॥ ১৪৬ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৩৯-১৪০। 'বাসু কহে মুকুন্দ'—বাসুদেব দত্তের কনিষ্ঠ মুকুন্দ দত্ত। মুকুন্দ (বাল্যকাল হইতেই) মহাপ্রভুর সঙ্গে ছিলেন। বাসুদেব কহিলেন,—মুকুন্দ আমার পূর্ব্বেই আপনার চরণ আশ্রয় করিয়াছে, আমি পরে করিলাম ; সুতরাং মুকুন্দের পারমার্থিক জন্ম আমার পূর্ব্বে হইয়াছে এবং তজ্জন্য আমি কনিষ্ঠ হইয়া পড়িলাম।

১৪৬-১৪৮। দামোদরপণ্ডিত—জ্যেষ্ঠভ্রাতা এবং শঙ্কর-পণ্ডিত—কনিষ্ঠ ভ্রাতা। প্রভু কহিলেন,—'দামোদর! তোমার প্রতি আমার সগৌরব-প্রীতি অর্থাৎ সম্মানের সহিত প্রীতি ; কিন্তু শঙ্করের প্রতি আমার কেবল শুদ্ধপ্রেম। তুমি এখন শঙ্করকে আপনার সঙ্গে রাখ।' দামোদর কহিলেন,—'প্রভো, আপনার স্নেহাধিক্য প্রাপ্ত হইয়া শঙ্কর আমার ছোটভাই হইয়াও বড়ভাই হইয়া পড়িল।'

অনুভাষ্য

১৪১। দুই পুস্তক—শ্রীব্রহ্মসংহিতা ও শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত।

শুদ্ধ কেবল-প্রেম শঙ্কর-উপরে ।
অতএব তোমার সঙ্গে রাখহ শঙ্করে ॥" ১৪৭ ॥

অমানী ও মানদ দামোদর-পণ্ডিতের কনিষ্ঠ শঙ্করকে প্রভুপ্রিয়-জ্ঞানে নিজাপেক্ষা শ্রেষ্ঠবুদ্ধি ঃ—

দামোদর কহে,—"শঙ্কর ছোট আমা হৈতে ।
এবে আমার বড় ভাই তোমার কৃপাতে ॥" ১৪৮ ॥

প্রভুকর্ত্তৃক শিবানন্দের প্রশংসা ঃ—

শিবানন্দে কহে প্রভু,—"তোমার আমাতে ।
গাঢ় অনুরাগ হয়, জানি আগে হৈতে ॥" ১৪৯ ॥

শিবানন্দের দৈন্য ঃ—

শুনি' শিবানন্দ-সেন প্রেমাবিষ্ট হঞা ।
দণ্ডবৎ হঞা পড়ে শ্লোক পড়িয়া ॥ ১৫০ ॥

ভগবানের দয়া প্রার্থনা ঃ—
শ্রীযামুনাচার্য্য-কৃত স্তোত্ররত্ন (২৬)—

নিমজ্জতোঽনন্ত ভবার্ণবান্তশ্চিরায় মে কূলমিবাসি লব্ধঃ ।
ত্বয়াপি লব্ধং ভগবন্নিদানীমনুত্তমং পাত্রমিদং দয়ায়াঃ ॥ ১৫১ ॥

মুরারিগুপ্তের দৈন্যবশতঃ আত্মগোপন ঃ—

প্রথমে মুরারি-গুপ্ত প্রভুরে না দেখিয়া ।
বাহিরেতে পড়ি' আছে দণ্ডবৎ হঞা ॥ ১৫২ ॥

ভগবানের ভক্তান্বেষণ ঃ—

মুরারি না দেখিয়া প্রভু করে অন্বেষণ ।
মুরারি লইতে ধাঞা আইলা বহুজন ॥ ১৫৩ ॥

মুরারির সদৈন্যে প্রভু-দর্শন ঃ—

তৃণ দুইগুচ্ছ মুরারি দশনে ধরিয়া ।
মহাপ্রভুর আগে গেলা দৈন্যাধীন হঞা ॥ ১৫৪ ॥

আপনাকে অস্পৃশ্য-জ্ঞানে মুরারির প্রভুস্পর্শনে সঙ্কোচবোধ ঃ—

মুরারি দেখিয়া প্রভু আইলা মিলিতে ।
পাছে ভাগে মুরারি, লাগিলা কহিতে ॥ ১৫৫ ॥
"মোরে না ছুঁইহ প্রভু, মুঞি ত' পামর ।
তোমার স্পর্শযোগ নহে এই কলেবর ॥" ১৫৬ ॥

ভক্তের দৈন্যে ভগবানের আর্দ্রভাব ঃ—

প্রভু কহে,—"মুরারি, কর দৈন্য সম্বরণ ।
তোমার দৈন্য দেখি' মোর বিদীর্ণ হয় মন ॥" ১৫৭ ॥

ভক্তের সেবারত ভগবান্ ঃ—

এত বলি' প্রভু তাঁরে কৈল আলিঙ্গন ।
নিকটে বসাঞা করে অঙ্গ সম্মার্জ্জন ॥ ১৫৮ ॥

চন্দ্রশেখর, পুণ্ডরীক ও গদাধরাদিকে প্রভুর প্রশংসা ও আলিঙ্গন ঃ—

আচার্য্যরত্ন, বিদ্যানিধি, পণ্ডিত গদাধর ।
গঙ্গাদাস, হরিভট্ট, আচার্য্য পুরন্দর ॥ ১৫৯ ॥
প্রত্যক্ষে সবার প্রভু করি' গুণগান ।
পুনঃ পুনঃ আলিঙ্গিয়া করিল সম্মান ॥ ১৬০ ॥

হরিদাসের অন্বেষণ ঃ—

সবারে সম্মানি' প্রভুর হইল উল্লাস ।
হরিদাসে না দেখিয়া কহে,—"কাঁহা হরিদাস ॥"১৬১॥

ঠাকুর হরিদাসের দৈন্যবশতঃ দূরে অবস্থান ঃ—

দূর হৈতে হরিদাস গোসাঞে দেখিয়া ।
রাজপথ-প্রান্তে পড়ি' আছে দণ্ডবৎ হঞা ॥ ১৬২ ॥
মিলন-স্থানে আসি' প্রভুরে না মিলিলা ।
রাজপথ-প্রান্তে দূরে পড়িয়া রহিলা ॥ ১৬৩ ॥

ভক্তগণের হরিদাসকে প্রভু-আজ্ঞা-জ্ঞাপন ঃ—

ভক্ত সব ধাঞা আইল হরিদাসে নিতে ।
"প্রভু তোমায় মিলিতে চাহে, চলহ ত্বরিতে ॥"১৬৪॥

মর্য্যাদা-বিধি-সংরক্ষণপূর্ব্বক হরিদাসের দৈন্যোক্তি ঃ—

হরিদাস কহে,—"আমি নীচ-জাতি ছার ।
মন্দির-নিকটে যাইতে মোর নাহি অধিকার ॥ ১৬৫ ॥
নিভৃতে টোটা-মধ্যে স্থান যদি পাঙ ।
তাঁহা পড়ি' রহো, একলে কাল গোঙাঙ ॥ ১৬৬ ॥
জগন্নাথ-সেবকের মোর স্পর্শ নাহি হয় ।
তাঁহা পড়ি' রহোঁ,—মোর এই বাঞ্ছা হয় ॥" ১৬৭ ॥

লোকমুখে হরিদাসের দৈন্যোক্তি শুনিয়া প্রভুর আনন্দ ঃ—

এই কথা লোক গিয়া প্রভুরে কহিল ।
শুনিয়া প্রভুর মনে বড় সুখ হইল ॥ ১৬৮ ॥

কাশীমিশ্রের প্রভুপদ বন্দন ঃ—

হেনকালে কাশীমিশ্র, পড়িছা,—দুই জন ।
আসিয়া করিল প্রভুর চরণ বন্দন ॥ ১৬৯ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৫১। হে অনন্ত, ভবার্ণবে নিমগ্ন থাকিয়া বহুদিন পরে আপনাকে কূলস্বরূপে লাভ করিয়াছি। হে ভগবন্, আপনিও আমাকে লাভ করিয়া আপনার দয়ার অতি উত্তম পাত্র পাইলেন। এই শ্লোকটী আলবন্দারু-যামুনাচার্য্য-কৃত স্তোত্রান্তর্গত।

১৬৬। টোটা-মধ্যে—উদ্যান-মধ্যে।

অনুভাষ্য

১৫১। হে অনন্ত, চিরায় ভবার্ণবান্তঃ (সংসার-দুঃখ-জলধি-মধ্যে) নিমজ্জতঃ (উত্থানশক্তিরহিতস্য মগ্নস্য) মে (মম) কূলং (তটম্) ইব [ত্বং ভগবান্ ময়া] লব্ধঃ অসি ; হে ভগবন্, ইদানীং (সম্প্রতি) ত্বয়া অপি দয়ায়াঃ ইদম্ অনুত্তমং (নাস্তি উত্তমং পরতমং শ্রেষ্ঠং যস্মাৎ তৎ সর্ব্বশ্রেষ্ঠং) পাত্রং লব্ধং (প্রাপ্তম্)।

সর্ব্ববৈষ্ণব দেখি' সুখ বড় পাইলা ।
যথাযোগ্য সবা-সনে আনন্দে মিলিলা ॥ ১৭০ ॥

প্রভুর নিকট বৈষ্ণবসেবার্থে কাশীমিশ্রের আজ্ঞা-যাচ্ঞা ঃ—

প্রভুপদে দুই জনে কৈল নিবেদনে ।
"আজ্ঞা দেহ',—বৈষ্ণবের করি সমাধানে ॥ ১৭১ ॥
সবার করিয়াছি বাসা-গৃহ-স্থান ।
মহাপ্রসাদ সবাকারে করি সমাধান ॥" ১৭২ ॥

গোপীনাথাচার্য্যকে ভক্তগণের সর্ব্বকার্য্য-সম্পাদনার্থে প্রভুর আদেশ ঃ—

প্রভু কহে,—"গোপীনাথ, যাহ' বৈষ্ণব লঞা ।
যাঁহা যাঁহা কহে বাসা, তাঁহা দেহ' লঞা ॥ ১৭৩ ॥

বাণীনাথের উপর প্রসাদ-ব্যবস্থার ভার ঃ—

মহাপ্রসাদান্ন দেহ বাণীনাথ-স্থানে ।
সর্ব্ব বৈষ্ণব ইঁহো করিবে সমাধানে ॥ ১৭৪ ॥

কাশীমিশ্রের নিকট প্রভুর টোটাস্থ নিভৃতগৃহ-যাচ্ঞা ঃ—

আমার নিকটে এই পুষ্পের উদ্যানে ।
একখানি ঘর আছে পরম-নির্জ্জনে ॥ ১৭৫ ॥
সেই ঘর আমাকে দেহ'—আছে প্রয়োজন ।
নিভৃতে বসিয়া তাঁহা করিব স্মরণ ॥" ১৭৬ ॥

প্রভুর দ্রব্যাদি প্রভুর যথেচ্ছ গ্রহণার্থে প্রভুসমীপে কাশীমিশ্রের আবেদন ঃ—

মিশ্র কহে,—"সব তোমার, চাহ কি-কারণে ?
আপন-ইচ্ছায় লহ, যেই তোমার মনে ॥ ১৭৭ ॥

কাশীমিশ্রের আপনাকে প্রভুর আজ্ঞাবহ ভৃত্যরূপে অঙ্গীকার-জন্য প্রার্থনা ঃ—

আমি-দুই হই তোমার দাস আজ্ঞাকারী ।
যে চাহ, সেই আজ্ঞা দেহ' কৃপা করি' ॥" ১৭৮ ॥

বিদায় লইয়া গোপীনাথকে গৃহনির্ব্বাচন ও বাণীনাথকে প্রসাদ-ব্যবস্থা-ভারার্পণ ঃ—

এত কহি' দুইজনে বিদায় লইল ।
গোপীনাথ, বাণীনাথ—দুঁহে সঙ্গে নিল ॥ ১৭৯ ॥
গোপীনাথে দেখাইল সব বাসা-ঘর ।
বাণীনাথ-ঠাঞি দিল প্রসাদ বিস্তর ॥ ১৮০ ॥
বাণীনাথ আইলা বহু প্রসাদ পিঠা লঞা ।
গোপীনাথ আইলা বাসা সংস্কার করিয়া ॥ ১৮১ ॥

প্রভুর সকল ভক্তকেই স্নানান্তে চূড়া-দর্শনপূর্ব্বক প্রসাদ সম্মানার্থ আমন্ত্রণ ঃ—

মহাপ্রভু কহে,—"শুন, সর্ব্ব বৈষ্ণবগণ ।
নিজ-নিজ-বাসা সবে করহ গমন ॥ ১৮২ ॥
সমুদ্রস্নান করি' কর চূড়া দরশন ।
তবে আজি ইঁহ আসি' করিবে ভোজন ॥" ১৮৩ ॥

প্রভু-প্রণামান্তে সকলভক্তের গোপীনাথ-নির্দ্দিষ্টগৃহ-প্রাপ্তি ঃ—

প্রভু নমস্করি' সবে বাসাতে চলিলা ।
গোপীনাথাচার্য্য সবে বাসাস্থান দিলা ॥ ১৮৪ ॥

ঠাকুর হরিদাসের নিকট প্রভুর আগমন ঃ—

মহাপ্রভু আইলা তবে হরিদাস-মিলনে ।
হরিদাস করে প্রেমে নাম-সঙ্কীর্ত্তনে ॥ ১৮৫ ॥

হরিদাসের প্রণাম, প্রভুর আলিঙ্গন ঃ—

প্রভু দেখি' পড়ে পায় দণ্ডবৎ হঞা ।
প্রভু আলিঙ্গন কৈল তাঁরে উঠাঞা ॥ ১৮৬ ॥

পরস্পরের গুণস্মরণে ভক্ত ও ভগবান্, উভয়ের প্রেম-বিহ্বলতা ঃ—

দুইজনে প্রেমাবেশে করেন ক্রন্দনে ।
প্রভু-গুণে ভৃত্য বিকল, প্রভু ভৃত্য-গুণে ॥ ১৮৭ ॥

ঠাকুর হরিদাসের আপনাকে অস্পৃশ্য-জ্ঞান ঃ—

হরিদাস কহে,—"প্রভু, না ছুঁইও মোরে ।
মুঞি—নীচ, অস্পৃশ্য, পরম পামরে ॥" ১৮৮ ॥

সাক্ষাৎ ব্রহ্মণ্যদেব প্রভুকর্ত্তৃক হরিদাসের আচার্য্যত্ব-কীর্ত্তন ঃ—

প্রভু কহে,—"তোমা স্পর্শি পবিত্র হইতে ।
তোমার পবিত্র ধর্ম্ম নাহিক আমাতে ॥ ১৮৯ ॥

কৃষ্ণভক্তে সর্ব্বক্ষণ সর্ব্বতীর্থ-স্নান ও সর্ব্বতপো-যজ্ঞ-দানাদি-বিদ্যমান ঃ—

ক্ষণে ক্ষণে কর তুমি সর্ব্বতীর্থে স্নান ।
ক্ষণে ক্ষণে কর তুমি যজ্ঞ-তপো-দান ॥ ১৯০ ॥

কৃষ্ণভক্তই সাঙ্গ-বেদবেদান্তাধীতী ও নিখিল-ব্রাহ্মণ-সন্ন্যাসীর গুরু ঃ—

নিরন্তর কর তুমি বেদ-অধ্যয়ন ।
দ্বিজ-ন্যাসী হৈতে তুমি পরম-পাবন ॥" ১৯১ ॥

শ্রীমদ্ভাগবত (৩।৩৩।৭)—

অহো বত শ্বপচোঽতো গরীয়ান্ যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ত্ততে নাম তুভ্যম্ ।
তেপুস্তপস্তে জুহুবুঃ সস্নুরার্য্যাঃ ব্রহ্মানুচুর্নাম গৃণন্তি যে তে ॥ ১৯২ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৭৮। আপনার যাহা চাই, কৃপা করিয়া তাহা আজ্ঞা করিয়া দিন। আমরা দুইজন আপনার আজ্ঞাপালনকারী ভৃত্য।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৮৩। চূড়া—জগন্নাথ-মন্দিরের চূড়া।

১৯২। হে ভগবন্, যাঁহাদের মুখে আপনার নাম বর্ত্তমান,

'সিদ্ধবকুলে' ঠাকুর হরিদাসকে স্থান-দান ঃ—

এত বলি' তাঁরে লঞা গেলা পুষ্পোদ্যানে ।
অতি নিভৃতে তাঁরে দিলা বাসা-স্থানে ॥ ১৯৩ ॥

প্রভুর স্বয়ংই ভক্তসহ মিলনাঙ্গীকার ঃ—

"এইস্থানে রহি' কর নাম-সঙ্কীর্ত্তন ।
প্রতিদিন আসি' আমি করিব মিলন ॥ ১৯৪ ॥

মন্দিরের সুদর্শনচক্রকে প্রণামার্থ আজ্ঞা-দান ঃ—

মন্দিরের চক্র দেখি' করিহ প্রণাম ।
এই ঠাঞি তোমার আসিবে প্রসাদান্ন ॥" ১৯৫ ॥

নিত্যানন্দাদির হরিদাস-দর্শনে আনন্দ ঃ—

নিত্যানন্দ, জগদানন্দ, দামোদর, মুকুন্দ ।
হরিদাসে মিলি' সবে পাইল আনন্দ ॥ ১৯৬ ॥

প্রভুর সমুদ্রস্নানান্তে অদ্বৈতাদির সমুদ্রস্নান ঃ—

সমুদ্রস্নান করি' প্রভু আইলা নিজ-স্থানে ।
অদ্বৈতাদি গেলা সিন্ধু করিবারে স্নানে ॥ ১৯৭ ॥

মন্দির-চূড়া-দর্শনান্তে সকলের প্রসাদ-সম্মান ঃ—

আসি' জগন্নাথের কৈল চূড়া দরশন ।
প্রভুর আবাসে আইলা করিতে ভোজন ॥ ১৯৮ ॥

সকলের উপবেশন ও প্রভুর পরিবেশনারম্ভ ঃ—

সবারে বসাইলা প্রভু যোগ্য ক্রম করি' ।
শ্রীহস্তে পরিবেশন কৈল গৌরহরি ॥ ১৯৯ ॥

শ্রীহস্তে প্রচুর পরিবেশন ঃ—

অল্প অন্ন নাহি আইসে দিতে প্রভুর হাতে ।
দুই-তিনের অন্ন দেন এক-এক-পাতে ॥ ২০০ ॥

প্রভুর ভোজন বিনা সকলেই প্রসাদ-সম্মানে বিরত ঃ—

প্রভু না খাইলে কেহ না করে ভোজন ।
ঊর্দ্ধ-হস্তে বসি' রহে সর্ব্ব ভক্তগণ ॥ ২০১ ॥

দামোদর-স্বরূপের নিতাইসহ প্রভুকে ভোজনার্থ প্রার্থনা ও স্বয়ং ভক্তগণকে পরিবেশনাঙ্গীকার ঃ—

স্বরূপ গোসাঞি প্রভুকে কৈল নিবেদন ।
"তুমি না বসিলে কেহ না করে ভোজন ॥ ২০২ ॥
তোমা-সঙ্গে রহে যত সন্ন্যাসীর গণ ।
গোপীনাথাচার্য্য তাঁরে করিয়াছে নিমন্ত্রণ ॥ ২০৩ ॥
আচার্য্য আসিয়াছেন ভিক্ষার প্রসাদান্ন লঞা ।
পুরী, ভারতী আছেন তোমার অপেক্ষা করিয়া ॥২০৪॥
নিত্যানন্দ লঞা ভিক্ষা করিতে বৈস তুমি ।
বৈষ্ণবের পরিবেশন করিতেছি আমি ॥" ২০৫ ॥

প্রভুর পরিবেশন-নিবৃত্তি, গোবিন্দ-দ্বারে হরিদাসকে প্রসাদ-প্রেরণ ঃ—

তবে প্রভু প্রসাদান্ন গোবিন্দ-হাতে দিলা ।
যত্ন করি' হরিদাস-ঠাকুরে পাঠাইলা ॥ ২০৬ ॥

সন্ন্যাসিগণসহ প্রভুর প্রসাদ-সম্মান ও আচার্য্যের পরিবেশন ঃ—

আপনে বসিলা সব সন্ন্যাসীরে লঞা ।
পরিবেশন করে আচার্য্য হরষিত হঞা ॥ ২০৭ ॥

গোপীনাথাচার্য্য, শ্রীস্বরূপ ও জগদানন্দ-কর্ত্তৃক পরিবেশন ঃ—

স্বরূপ দামোদর আর জগদানন্দ ।
বৈষ্ণবেরে পরিবেশে তিন জনে—আনন্দ ॥ ২০৮ ॥

প্রসাদ-সম্মানকালে হরিধ্বনি ঃ—

নানা পিঠাপানা খায় আনন্দ করিয়া ।
মধ্যে মধ্যে 'হরি' কহে আনন্দিত হঞা ॥ ২০৯ ॥

সকলের আচমন ঃ—

ভোজন সমাপ্ত হৈল, কৈল আচমন ।
সবারে পরাইল প্রভু মাল্য-চন্দন ॥ ২১০ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

তাঁহারা শ্বপচ হইলেও শ্রেষ্ঠ। যাঁহারা আপনার নাম কীর্ত্তন করেন, তাঁহারা সমস্তপ্রকার তপস্যা করিয়াছেন, সমস্ত যজ্ঞ করিয়াছেন, সর্ব্বতীর্থে স্নান করিয়াছেন এবং সাঙ্গ সমস্ত বেদ পাঠ করিয়াছেন, সুতরাং আর্য্যমধ্যে পরিগণিত।

১৯৯। যোগ্যক্রম করি'—যাঁহার পর যাঁহার বসা উচিত, সেরূপ করিয়া।

অনুভাষ্য

১৭৫। এক্ষণে এইস্থান 'সিদ্ধবকুল-মঠ' নামে খ্যাত।

১৯২। দেবহূতি-কর্ত্তৃক ভগবান্ কপিলের স্তুতিবর্ণন-প্রসঙ্গে নিখিল গুণরাশিসম্পন্ন তদীয়-ভক্ত-মাহাত্ম্য-বর্ণন,—

যৎ (যস্য) জিহ্বাগ্রে তুভ্যং (তব) নাম বর্ত্ততে, অতঃ (দৈক্ষ্যবিপ্রাভিধানাৎ) সঃ শ্বপচঃ (শৌক্রান্ত্যজাদি-নীচকুলোদ্ভূতঃ) অপি গরীয়ান্ (শ্রেষ্ঠঃ) অহো বত (ইত্যাশ্চর্য্যম্)। যে তে (তব) নাম গৃণন্তি (উচ্চারয়ন্তি), তে তপঃ তেপুঃ (অনুষ্ঠিতবন্তঃ—তপস্বিনোঽধিকা ইত্যর্থঃ) জুহুবুঃ (হোমং কৃতবন্তঃ), সস্নুঃ (সর্ব্বেষ্বেব তীর্থেষু স্নাতাঃ), আর্য্যাঃ (সদাচারাঃ), ব্রহ্ম (সাঙ্গং বেদম্) অনূচুঃ (অধীতবন্তঃ)। ইহার তথ্য ও পূর্ব্ববর্ত্তি-শ্লোকের বিবৃতি শ্রীগৌড়ীয়-ভাষ্যে দ্রষ্টব্য।

১৯৫। শ্রীহরিদাস ঠাকুর লৌকিক-স্মৃতিবিধানমতে শ্রীমন্দিরে প্রবিষ্ট হইয়া শ্রীজগন্নাথ-দর্শনে আপনাকে অযোগ্য জানিয়াছেন জানিয়া শ্রীমহাপ্রভু তাঁহাকে দূর হইতে শ্রীমন্দিরের চূড়ার অগ্রভাগে সুদর্শনচক্র দেখিয়া প্রণাম করিবার ব্যবস্থা করিলেন এবং বলিলেন যে, এই সিদ্ধবকুলে তোমার জন্য মহাপ্রসাদ আসিবে।

সকলের নিজগৃহে গমন ও সন্ধ্যায় প্রভুসহ পুনর্ম্মিলন ঃ—

বিশ্রাম করিতে সবে নিজ-বাসা গেলা ।
সন্ধ্যাকালে আসি' পুনঃ প্রভুকে মিলিলা ॥ ২১১ ॥

রামানন্দের আগমন ও বৈষ্ণবগণসহ মিলন ঃ—

হেনকালে রামানন্দ আইলা প্রভুস্থানে ।
প্রভু মিলাইল তাঁরে সব বৈষ্ণবগণে ॥ ২১২ ॥

সন্ধ্যায় মন্দিরাঙ্গনে ভক্তগণসহ কীর্ত্তনারম্ভ ঃ—

সবা লঞা গেলা প্রভু জগন্নাথালয় ।
কীর্ত্তন-আরম্ভ তথা কৈল মহাশয় ॥ ২১৩ ॥

সকলকে পড়িছার মাল্যচন্দন-দান, চতুর্দ্দিকে
চতুঃসম্প্রদায়ের মহাকীর্ত্তনারম্ভ ঃ—

সন্ধ্যা-ধূপ দেখি' আরম্ভিলা সঙ্কীর্ত্তন ।
পড়িছা আসি' সবারে দিল মাল্য-চন্দন ॥ ২১৪ ॥
চারিদিকে চারি-সম্প্রদায় করেন কীর্ত্তন ।
মধ্যে নৃত্য করে প্রভু শচীর নন্দন ॥ ২১৫ ॥
অষ্ট মৃদঙ্গ বাজে, বত্রিশ করতাল ।
হরিধ্বনি করে সবে, বলে,—ভাল, ভাল ॥ ২১৬ ॥
কীর্ত্তনের ধ্বনি মহামঙ্গল উঠিল ।
চতুর্দ্দশ লোক ভেদি' ব্রহ্মাণ্ড ভেদিল ॥ ২১৭ ॥

কীর্ত্তন-শ্রবণে বহু পুরীবাসীর আগমন ও বিস্ময় ঃ—

কীর্ত্তন-আরম্ভে প্রেম উথলি' চলিল ।
নীলাচলবাসী লোক ধাঞা আইল ॥ ২১৮ ॥
কীর্ত্তন দেখি' সবার মনে হৈল চমৎকার ।
কভু নাহি দেখি ঐছে প্রেমের বিকার ॥ ২১৯ ॥

'বেড়া-নৃত্য'-কীর্ত্তন বা মন্দির-প্রদক্ষিণপূর্ব্বক কীর্ত্তন ঃ—

তবে প্রভু জগন্নাথের মন্দির বেড়িয়া ।
প্রদক্ষিণ করি' বুলেন নর্ত্তন করিয়া ॥ ২২০ ॥

প্রভুর অষ্ট-সাত্ত্বিক বিকার ঃ—

আগে-পাছে গান করে চারি-সম্প্রদায় ।
আছাড়ের কালে ধরে নিত্যানন্দ রায় ॥ ২২১ ॥
অশ্রু, পুলক, কম্প, স্বেদ, গম্ভীর, হুঙ্কার ।
প্রেমের বিকার দেখি' লোকে চমৎকার ॥ ২২২ ॥
পিচ্‌কারি-ধারা জিনি' অশ্রু নয়নে ।
চারিদিকের লোক সব করয়ে সিনানে ॥ ২২৩ ॥
'বেড়ানৃত্য' মহাপ্রভু করি' কতক্ষণ ।
মন্দিরের পাছে রহি' করয়ে কীর্ত্তন ॥ ২২৪ ॥

চতুঃসম্প্রদায়-মধ্যে প্রভুর নর্ত্তন ঃ—

চারিদিকে নাচে, সম্প্রদায় উচ্চৈঃস্বরে গায় ।
মধ্যে তাণ্ডব-নৃত্য করে গৌররায় ॥ ২২৫ ॥
বহুক্ষণ নৃত্য করি' প্রভু স্থির হৈলা ।
চারি মহান্তেরে তবে নাচিতে আজ্ঞা দিলা ॥ ২২৬ ॥

চারি মহান্ত—(১) নিত্যানন্দ, (২) অদ্বৈত ঃ—

এক সম্প্রদায়ে নাচে নিত্যানন্দ-রায়ে ।
অদ্বৈত-আচার্য্য নাচে আর সম্প্রদায়ে ॥ ২২৭ ॥

(৩) বক্রেশ্বর, (৪) শ্রীবাস ঃ—

আর সম্প্রদায়ে নাচে পণ্ডিত-বক্রেশ্বর ।
শ্রীবাস নাচে আর সম্প্রদায়-ভিতর ॥ ২২৮ ॥

কীর্ত্তন-মধ্যে প্রভুর অবস্থান ও চারিজনের নর্ত্তন-
দর্শনার্থে ঐশ্বর্য্য-প্রকাশ ঃ—

মধ্যে রহি' মহাপ্রভু করেন দরশন ।
তাঁহা এক ঐশ্বর্য্য হইল প্রকটন ॥ ২২৯ ॥
চারিদিকে নৃত্যগীত করে যত জন ।
সবে কহে,—প্রভু করে আমারে দরশন ॥ ২৩০ ॥
চারিজনের নৃত্য দেখিতে প্রভুর অভিলাষ ।
সেই অভিলাষে করে ঐশ্বর্য্য প্রকাশ ॥ ২৩১ ॥
দর্শনে আবেশ তাঁর দেখি' মাত্র জানে ।
কেমনে চৌদিকে দেখে,—ইহা নাহি জানে ॥ ২৩২ ॥

ব্রজলীলায় সখাগণমধ্যে থাকিয়া কৃষ্ণের
পুলিন-ভোজনের উপমা ঃ—

পুলিন-ভোজনে যেন কৃষ্ণ মধ্য-স্থানে ।
চৌদিকের সখা কহে,—আমারে নেহানে ॥ ২৩৩ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২১৪। পাঠান্তরে,—"সন্ধ্যা-ধূপ দেখি' আরম্ভিলা সঙ্কীর্ত্তন। পড়িছা আনিয়া দিল মাল্য-চন্দন।। চারিদিকে চারিসম্প্রদায় করে সঙ্কীর্ত্তন। মধ্যে নৃত্য করে প্রভু শচীর নন্দন।।"

২২৩। লোক সব করয়ে সিনানে—চারিদিকের লোক সব অশ্রুজলে স্নান করে।

২২৪। বেড়া-নৃত্য—মন্দির বেড়িয়া নৃত্য।

২৩৩। ব্রজে শ্রীকৃষ্ণ যখন পুলিনভোজন করিয়াছিলেন, তাঁহার চতুর্দ্দিকে বসিয়া রাখালগণ প্রত্যেকেই দেখিতেছিলেন যে, কৃষ্ণ তাঁহারই দিকে মুখ ফিরাইয়া ভোজন করিতেছেন।

অনুভাষ্য

২০৪, ২০৭। আচার্য্য—শ্রীগোপীনাথ আচার্য্য ।

২০৯। তৎকালে প্রসাদসম্মানকালে শুদ্ধসম্প্রদায়ে হরিধ্বনি দিবার রীতি ছিল।

ইতি অনুভাষ্যে একাদশ পরিচ্ছেদ।

সন্নিহিত নৃত্যকারী ভক্তকে প্রভুর আলিঙ্গন ঃ—

নৃত্য করিতে যেই আইসে সন্নিধানে ।
মহাপ্রভু করে তাঁরে দৃঢ় আলিঙ্গনে ॥ ২৩৪ ॥

মহাসঙ্কীর্ত্তন-নর্ত্তন ঃ—

মহানৃত্য, মহাপ্রেম, মহাসঙ্কীর্ত্তন ।
দেখি' প্রেমাবেশে ভাসে নীলাচল-জন ॥ ২৩৫ ॥

প্রতাপরুদ্রের অট্টালিকোপরি কীর্ত্তন-দর্শন ঃ—

গজপতি রাজা শুনি' কীর্ত্তন-মহত্ত্ব ।
অট্টালিকা চড়ি' দেখে স্বগণ-সহিত ॥ ২৩৬ ॥

রাজার বিস্ময় ও প্রভুপদ-দর্শনে উৎকণ্ঠা ঃ—

কীর্ত্তন দেখিয়া রাজার হৈল চমৎকার ।
প্রভুকে মিলিতে উৎকণ্ঠা বাড়িল অপার ॥ ২৩৭ ॥

কীর্ত্তনান্তে পুষ্পাঞ্জলি-দর্শনপূর্ব্বক ভক্তগণসহ গৃহে আগমন ঃ—

কীর্ত্তন-সমাপ্ত্যে প্রভু দেখি' পুষ্পাঞ্জলি ।
সর্ব্ব বৈষ্ণব লঞা প্রভু আইলা বাসা চলি' ॥ ২৩৮ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

সেইরূপ মহাপ্রভুও যখন নৃত্য করিতেছিলেন, তখন তাঁহার চতুর্দ্দিকস্থ ভক্তগণ তাঁহার সম্মুখে থাকিয়া মুখ দর্শন করিয়াছিলেন। ইহাও প্রভুর একটী ঐশ্বর্য্যপ্রকাশ। নেহানে—দেখে।

সকলের প্রভুহস্ত-বিতরিত প্রসাদ-সম্মান ঃ—

পড়িছা আনিয়া দিল প্রসাদ বিস্তর ।
সবারে বাঁটিয়া তাহা দিলেন ঈশ্বর ॥ ২৩৯ ॥

ভক্তগণকে বিশ্রামার্থে অনুমতি-দান ঃ—

সবারে বিদায় দিল করিতে শয়ন ।
এইমত লীলা করে শচীর নন্দন ॥ ২৪০ ॥

প্রভুসঙ্গে অবস্থানকালে সকলের এইরূপ কীর্ত্তনানন্দ-লাভ ঃ—

যাবৎ আছিলা সবে মহাপ্রভু-সঙ্গে ।
প্রতিদিন এইমত করে কীর্ত্তন-রঙ্গে ॥ ২৪১ ॥

বেড়ানৃত্য-কীর্ত্তন-শ্রবণে চিদ্বৃত্তিস্ফূর্ত্তি ঃ—

এই ত' কহিলুঁ প্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস ।
যেবা ইহা শুনে, হয় চৈতন্যের দাস ॥ ২৪২ ॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ২৪৩ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে 'বেড়াকীর্ত্তন'-বিলাস-বর্ণনং নাম একাদশ-পরিচ্ছেদঃ।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২৩৮। পুষ্পাঞ্জলি—জগন্নাথদেবের পুষ্পাঞ্জলি।

ইতি অমৃতপ্রবাহ-ভাষ্যে একাদশ পরিচ্ছেদ।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

কথাসার—শ্রীমহাপ্রভুকে দর্শন করিতে রাজা অনেক চেষ্টা করিলেন। প্রভু-নিত্যানন্দ সকলভক্তকে সঙ্গে লইয়া রাজার চিত্ত-ভাব প্রভুকে জানাইলেন। মহাপ্রভু তথাপি অস্বীকার করায় নিত্যানন্দপ্রভু একটী বহির্ব্বাস মহাপ্রভুর নিকট হইতে লইয়া রাজাকে পাঠাইয়া দিলেন। রামানন্দ রায় অন্যদিবসে রাজাকে অনুগ্রহ করিবার জন্য মহাপ্রভুকে জানাইলে মহাপ্রভু তাহাতে সম্মত না হইয়া, রাজার পুত্রকে আনিতে আজ্ঞা দিলেন ; রাজপুত্রের কৃষ্ণোদ্দীপক বেষ দেখিয়া মহাপ্রভু তাঁহাকে কৃপা করিলেন। রথযাত্রার পূর্ব্বেই স্বীয় ভক্তগণের সহিত মহাপ্রভু গুণ্ডিচাবাড়ী ধৌত ও মার্জ্জিত করিলেন। তদনন্তর ইন্দ্রদ্যুম্নে স্নান করিয়া উপবনে সমস্ত বৈষ্ণব লইয়া মহাপ্রভু প্রসাদসেবা করিলেন। মন্দির-মার্জ্জন-সময়ে কোন গৌড়ীয় মহাপ্রভুর চরণে জল দিয়া সেই জল পান করায় একটী প্রেম-রহস্যের উদয় হইল। আবার অদ্বৈতপুত্র শ্রীগোপাল মূর্চ্ছিত হইলে তাহার মূর্চ্ছাভঙ্গ হয় না দেখিয়া, মহাপ্রভু তাঁহাকে চেতন করিলেন। প্রসাদ-সেবন-সময়ে অদ্বৈতপ্রভু ও নিত্যানন্দপ্রভুতে একটু প্রেমকলহ হইয়াছিল। অদ্বৈতপ্রভু কহিলেন,—'অজ্ঞাত কুল-শীল নিত্যানন্দের সহিত এক পংক্তিতে ভোজন করা গৃহস্থ-ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য নয়' ; তদুত্তরে প্রভু নিত্যানন্দ বলিলেন,—"অদ্বৈতাচার্য্য 'অদ্বৈতসিদ্ধান্তে' নিপুণ ; ভদ্রলোকে তাঁহার সঙ্গে ভোজন করিলে চিত্ত, না জানি, কিরূপ হইয়া উঠে?' এই উভয় প্রভুর কথারই অত্যন্ত গূঢ়-রহস্য আছে, তাহা সদ্ভক্ত লোকেই অনায়াসে বুঝিতে পারেন। বৈষ্ণবদিগের সেবা হইবার পর স্বরূপাদি সজ্জন গৃহমধ্যে প্রসাদসেবা করিলেন। শ্রীনব-যৌবন-দর্শন-দিনে ভক্তগণ লইয়া মহাপ্রভু জগদ্বন্ধু-দর্শনে বিশেষ প্রীতি লাভ করিলেন। (অঃ প্রঃ ভাঃ)

গুণ্ডিচা-মার্জ্জনকারী গৌরসুন্দর ঃ—

শ্রীগুণ্ডিচা-মন্দিরমাত্মবৃন্দৈঃ
সম্মার্জ্জয়ন্ ক্ষালনতঃ স গৌরঃ ।
স্বচিত্তবচ্ছীতলমুজ্জ্বলঞ্চ
কৃষ্ণোপবেশৌপয়িকং চকার ॥ ১ ॥

জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ২ ॥

গৌরভক্তের নিকট গ্রন্থকারের কৃষ্ণচৈতন্যের গুণ-লীলা-বর্ণনে শক্তি প্রার্থনা ঃ—

জয় জয় শ্রীবাসাদি গৌরভক্তগণ ।
শক্তি দেহ,—করি যেন চৈতন্য-বর্ণন ॥ ৩ ॥

দাক্ষিণাত্য হইতে আসার পর প্রতাপরুদ্রের প্রভু-দর্শনোৎকণ্ঠা ঃ—

পূর্ব্বে দক্ষিণ হৈতে প্রভু যবে আইলা ।
তাঁরে মিলিতে গজপতি উৎকণ্ঠিত হৈলা ॥ ৪ ॥

দর্শনার্থে ভট্টাচার্য্যকে প্রভুর অনুমতির জন্য লিপি-প্রেরণ ঃ—

কটক হৈতে পত্রী দিল সার্ব্বভৌম-ঠাঞি ।
প্রভুর আজ্ঞা হয় যদি, দেখিবারে যাই ॥ ৫ ॥

ভট্টকর্ত্তৃক প্রভুর নিষেধাজ্ঞা-জ্ঞাপন, পুনঃ লৌল্যলিপি-প্রেরণ ঃ—

ভট্টাচার্য্য লিখিল,—প্রভুর আজ্ঞা না হৈল ।
পুনরপি রাজা তাঁরে পত্রী পাঠাইল ॥ ৬ ॥

ভক্তগণ-সমীপে অভীষ্টসিদ্ধির জন্য প্রার্থনা ঃ—

'প্রভুর নিকটে আছে যত ভক্তগণ ।
মোর লাগি' তাঁ-সবারে করিহ নিবেদন ॥ ৭ ॥
সেই সব দয়ালু মোরে হঞা সদয় ।
মোর লাগি' প্রভুপদে করিবে বিনয় ॥ ৮ ॥
তাঁ-সবার প্রসাদে মিলে শ্রীপ্রভুর পায় ।
প্রভুকৃপা বিনা মোর রাজ্য নাহি ভায় ॥ ৯ ॥

প্রভু-কৃপার অভাবে রাজার নির্ব্বেদ এবং রাজ্য-ত্যাগের প্রতিজ্ঞা ঃ—

যদি মোরে কৃপা না করিবে গৌরহরি ।
রাজ্য ছাড়ি' যোগী হই' হইব ভিখারী ॥' ১০ ॥

সকল ভক্তকে রাজপত্র-প্রদর্শন ঃ—

ভট্টাচার্য্য পত্রী দেখি' চিন্তিত হঞা ।
ভক্তগণ-পাশ গেলা সেই পত্রী লঞা ॥ ১১ ॥
সবারে মিলিয়া কহিল রাজ-বিবরণ ।
পিছে সেই পত্রী সবারে করাইল দরশন ॥ ১২ ॥

রাজার প্রভুভক্তি-দর্শনে সকল ভক্তেরই বিস্ময় ঃ—

পত্রী দেখি' সবার মনে হইল বিস্ময় ।
প্রভুপদে গজপতির এত ভক্তি হয় !! ১৩ ॥

সকলেরই প্রভুর দৃঢ়সঙ্কল্প-হেতু ভয় ও রাজাকে অপ্রিয় সত্য-কথনে অনিচ্ছা ঃ—

সবে কহে,—"প্রভু তাঁরে কভু না মিলিবে ।
আমি সব কহি যদি, দুঃখ সে মানিবে ॥" ১৪ ॥

সার্ব্বভৌমের যুক্তি—প্রভুর নিকট রাজার ভগবদ্ভক্তি-নিষ্ঠা-বর্ণনেচ্ছা ঃ—

সার্ব্বভৌম কহে,—"সবে চল' একবার ।
মিলিতে না কহিব, কহিব রাজ-ব্যবহার ॥" ১৫ ॥

প্রভুসমীপে আসিয়াও সকলের রাজার কথা জ্ঞাপন করিতে ভয় ঃ—

এত বলি' সবে গেলা মহাপ্রভুর স্থানে ।
কহিতে উন্মুখ সবে, না কহে বচনে ॥ ১৬ ॥

সকলের ভয়চকিত দৃষ্টি-দর্শনে প্রভুর আগমন-কারণ-জিজ্ঞাসা ঃ—

প্রভু কহে,—"কি কহিতে সবার আগমন ?
দেখিয়ে কহিতে চাহ,—না কহ, কি কারণ ??" ১৭ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১। গৌরচন্দ্র আত্মীয় ভক্তবৃন্দের সহিত শ্রীগুণ্ডিচা-মন্দির সম্মার্জ্জন (ও প্রক্ষালন) করত স্বীয় শীতল ও উজ্জ্বল চিত্তের ন্যায় পরিষ্কার করিয়া কৃষ্ণের উপবেশন-যোগ্য করিয়াছিলেন।

অনুভাষ্য

১। সঃ গৌরঃ আত্মবৃন্দৈঃ (নিজভক্তগণৈঃ সহ) শ্রীগুণ্ডিচা-মন্দিরং সম্মার্জয়ন্ (মলাদি-বিরহিতং কুর্ব্বন্) ক্ষালনতঃ (প্রক্ষালনাদিনা) স্বচিত্তবৎ (আত্মহৃদয়বৎ) শীতলং (ভোগবাসনানল-জনিত-ত্রিতাপবিহীনম্) উজ্জ্বলং (দীপ্তিবিশিষ্টং) চ কৃষ্ণোপবেশৌপয়িকং (কৃষ্ণস্য বাসযোগ্যং স্থানং) চকার।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৫। সার্ব্বভৌম কহিলেন,—আমরা সকলে একত্র হইয়া মহাপ্রভুর নিকটে রাজার সুবৈষ্ণব-ব্যবহার কীর্ত্তন করিব। রাজাকে দর্শন দিবার জন্য অনুরোধ করিব না।

অনুভাষ্য

৭-৯। 'কল্যাণকল্পতরু' গ্রন্থে শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর—"কাঁদিয়া কাঁদিয়া জানাইব দুঃখগ্রাম। সংসার-অনল হ'তে মাগিব বিশ্রাম।। শুনিয়া আমার দুঃখ বৈষ্ণব-ঠাকুর। আমা লাগি' কৃষ্ণে আবেদিবেন প্রচুর।। বৈষ্ণবের আবেদনে কৃষ্ণ দয়াময়। মো-হেন পামর-প্রতি হ'বেন সদয়।।"

নিত্যানন্দের সভয়ে বক্তব্য-নিবেদন ঃ—

নিত্যানন্দ কহে,—"তোমায় চাহি নিবেদিতে ।
না কহিলে রহিতে নারি, কহিতে ভয় চিত্তে ॥ ১৮ ॥
যোগ্যাযোগ্য তোমায় সব চাহি নিবেদিতে ।
তোমা না মিলিলে রাজা চাহে যোগী হৈতে ॥ ১৯ ॥

গৌরকৃপার অভাবে রাজ-প্রতিজ্ঞা নিবেদন ঃ—

কাণে মুদ্রা লই' মুঞি হইব ভিখারী ।
রাজ্যভোগ নহে চিত্তে বিনা গৌরহরি ॥ ২০ ॥

রাজার গাঢ় গৌরানুরাগ ঃ—

দেখিব সে মুখচন্দ্র নয়ন ভরিয়া ।
ধরিব সে পাদপদ্ম হৃদয়ে তুলিয়া ॥" ২১ ॥

প্রভুর আচার্য্যোচিত কঠোর সন্ন্যাস-ধর্ম্মপর বাক্য ঃ—

যদ্যপি শুনিয়া প্রভুর কোমল হয় মন ।
তথাপি বাহিরে কহে নিষ্ঠুর বচন ॥ ২২ ॥

রাজদর্শনরূপ ভক্তগণের ইচ্ছা জানিয়া প্রভুর অনুযোগ ঃ—

"তোমা-সবার ইচ্ছা,—এই আমারে লঞা ।
রাজাকে মিলহ ইঁহ কটকেতে গিয়া ॥ ২৩ ॥

বিধি-লঙ্ঘনে লোকনিন্দা ও দামোদর পণ্ডিতের বাগ্‌দণ্ডের সম্ভাবনা ঃ—

পরমার্থ থাকুক্, লোকে করিবে নিন্দন ।
লোকে রহু—দামোদর করিবে ভর্ৎসন ॥ ২৪ ॥

মর্য্যাদা-প্রদর্শনছলে দামোদরের অনধিকার-চর্চ্চার প্রতি কটাক্ষ ঃ—

তোমা-সবার আজ্ঞায় আমি না মিলি রাজারে ।
দামোদর কহে যবে, মিলি তবে তাঁরে ॥" ২৫ ॥

দামোদরের অভিমান ও অনুযোগ ঃ—

দামোদর কহে,—"তুমি স্বতন্ত্র ঈশ্বর ।
কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য সব তোমার গোচর ॥ ২৬ ॥
আমি কোন্ ক্ষুদ্রজীব, তোমাকে বিধি দিব?
আপনি মিলিবে তাঁরে, তাহাও দেখিব ॥ ২৭ ॥
রাজা তোমারে স্নেহ করে, তুমি—স্নেহবশ ।
তাঁর স্নেহে করাবে তাঁরে তোমার পরশ ॥ ২৮ ॥
যদ্যপি ঈশ্বর তুমি পরম-স্বতন্ত্র ।
তথাপি স্বভাবে হও প্রেম-পরতন্ত্র ॥" ২৯ ॥

প্রভুর মতে মত দিয়া নিত্যানন্দের রাজানুরাগ সমর্থন ঃ—

নিত্যানন্দ কহে—"ঐছে হয় কোন্ জন ।
যে তোমারে কহে, 'কর রাজদরশন' ॥ ৩০ ॥

কৃষ্ণানুরাগীর স্বভাব ও যাজ্ঞিক-বিপ্রপত্নীগণের দৃষ্টান্ত ঃ—

কিন্তু অনুরাগী লোকের স্বভাব এক হয় ।
ইষ্ট না পাইলে নিজ-প্রাণ সে ছাড়য় ॥ ৩১ ॥
যাজ্ঞিক-ব্রাহ্মণী সব তাহাতে প্রমাণ ।
কৃষ্ণ লাগি' পতি-আগে ছাড়িলেক প্রাণ ॥ ৩২ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২০। কাণে মুদ্রা—পশ্চিমদেশে যোগিগণকে 'কাণ-ফাটা যোগী' বলে ; যোগীরা কাণে শম্বুকের অস্থিদ্বারা একটী চিহ্ন ধারণ করেন।

রাজা বলিলেন,—গৌরহরির দর্শন-বিনা রাজ্য-ভোগ চিত্তে নহে অর্থাৎ ভালে লাগে না।

২৪-২৫। পরমার্থ-বিচারে সন্ন্যাসীর পক্ষে রাজ-সন্দর্শন দোষাবহ। সে-দোষের ত' কথাই নাই—আবার সন্ন্যাসীর স্বল্পদোষ দেখিলেই লোকে নিন্দা করে। লোকনিন্দা পরিত্যাগের একটু তাৎপর্য্য আছে,—জগতে ধর্ম্ম-প্রচারই সন্ন্যাসীর কর্ম্ম ; জগতে যদি নিন্দাই হইল, তাহা হইলে ধর্ম্ম-প্রচারকার্য্য ভালরূপে হয় না ; এতন্নিবন্ধন লোক-রক্ষা করাও প্রয়োজন। লোকনিন্দার কথা দূরে থাকুক্—আমার নিকট এই যে দামোদর পণ্ডিত বসিয়া আছেন, ইঁহার হাতেই নিস্তার পাওয়া কঠিন, ইনি অবশ্যই আমাকে ভর্ৎসন করিবেন। শুধু তোমাদের আজ্ঞায় রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারি না ; যদি দামোদর মিলিত হইতে বলেন, তাহা হইলেই পারি।' প্রভুর এই বাক্যে অনেক গূঢ় অর্থ আছে,—দামোদরের ভক্তিবশ হইলেও তাঁহার বাগ্‌দণ্ড অনেক সময় প্রভুর পক্ষে অযোগ্য। এই কথায় দামোদরের সেই প্রবৃত্তি ছাড়িতে হইবে।

৩১-৩২। একদিন শ্রীকৃষ্ণ রাখাল ও গরুর পাল লইয়া মথুরার নিকটবর্ত্তী হইলে রাখালদিগের ক্ষুধা হইল ; কৃষ্ণ কহিলেন,—'নিকটস্থ-বনে যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণ যজ্ঞ করিতেছেন, তাঁহাদের নিকট গিয়া আমার নামে অন্নভিক্ষা কর।' রাখালগণ গিয়া অন্ন যাচ্ঞা করিলে কর্ম্মজড় যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণেরা অন্ন দিলেন না। ব্রাহ্মণপত্নীগণ কৃষ্ণের প্রতি স্বাভাবিক অনুরাগবশতঃ রাখাল-

অনুভাষ্য

২৯। যদিও তুমি ঈশ্বর, সুতরাং কাহারও নিকট কোন প্রকারেই বাধ্য নও, তথাপি নিজস্বভাবক্রমে তুমি তোমার ঐকান্তিক ভক্তগণের প্রীতিতেই বাধ্য।

৩১। মধ্য, ২য় পঃ ২৮, ৪৩ ও ৪৫ সংখ্যা দ্রষ্টব্য ; ৪র্থ পঃ ১৮৬ সংখ্যা এবং অন্ত্য ৪র্থ পঃ ৬১-৬৪ সংখ্যা এতৎপ্রসঙ্গে আলোচ্য।

৩২। যাজ্ঞিক বিপ্রপত্নীগণের কৃষ্ণপ্রাপ্তি-প্রসঙ্গ—ভাঃ ১০ স্কঃ, ২৩ অঃ দ্রষ্টব্য।

নিত্যানন্দের যুক্তি ঃ—

এক যুক্তি আছে, যদি কর অবধান ।
তুমি না মিলিলেহ তাঁরে, রহে তাঁর প্রাণ ॥ ৩৩ ॥
এক বহির্ব্বাস যদি দেহ' কৃপা করি' ।
তাহা পাঞা প্রাণ রাখে, তোমার আশা ধরি' ॥" ৩৪ ॥

নিত্যানন্দাদির বশ প্রভু ঃ—

প্রভু কহে,—"তুমি-সব পরম বিদ্বান্ ।
যেই ভাল হয়, সেই কর সমাধান ॥" ৩৫ ॥

নিত্যানন্দকর্ত্তৃক গোবিন্দ-সমীপে প্রভুর বহির্ব্বাস গ্রহণ ঃ—

তবে নিত্যানন্দ-গোসাঞি গোবিন্দের পাশ ।
মাগিয়া লইল প্রভুর এক বহির্ব্বাস ॥ ৩৬ ॥

সার্ব্বভৌমদ্বারে রাজাকে উহা প্রেরণ ঃ—

সেই বহির্ব্বাস সার্ব্বভৌম-পাশ দিল ।
সার্ব্বভৌম সেই বস্ত্র রাজারে পাঠা'ল ॥ ৩৭ ॥

প্রভুর বস্ত্র প্রভুসহ অভিন্ন জানিয়া রাজার সেবা ঃ—

বস্ত্র পাঞা রাজার হৈল আনন্দিত মন ।
প্রভুরূপ করি' করে বস্ত্রের পূজন ॥ ৩৮ ॥

পুরীতে আসিয়া প্রভুসঙ্গলাভার্থে রায়ের অবসর-গ্রহণ-জন্য রাজানুমতি-প্রাপ্তি ঃ—

রামানন্দ রায় যবে 'দক্ষিণ' হৈতে আইলা ।
প্রভুসঙ্গে রহিতে রাজাকে নিবেদিলা ॥ ৩৯ ॥

রায়কে প্রভুর দর্শন-লাভার্থে রাজার অনুরোধ ঃ—

তবে রাজা সন্তোষে তাঁহারে আজ্ঞা দিলা ।
আপনি মিলন লাগি' কহিতে লাগিলা ॥ ৪০ ॥
"মহাপ্রভু মহাকৃপা করেন তোমারে ।
মোরে মিলিবারে অবশ্য সাধিবে তাঁহারে ॥" ৪১ ॥

রাজসহ কটক হইতে পুরীতে আসিয়াই রায়ের প্রভুদর্শন ঃ—

একসঙ্গে দুই জন ক্ষেত্রে যবে আইলা ।
রামানন্দ রায় তবে প্রভুরে মিলিলা ॥ ৪২ ॥

প্রভুসমীপে রাজার জন্য আবেদন ঃ—

প্রভুপদে প্রেমভক্তি জানাইল রাজার ।
প্রসঙ্গ পাঞা ঐছে কহে বারবার ॥ ৪৩ ॥

ব্যবহার-চতুর শ্রীরামানন্দ ঃ—

রাজমন্ত্রী রামানন্দ—ব্যবহারে নিপুণ ।
রাজপ্রীতি কহি' দ্রবাইল প্রভুর মন ॥ ৪৪ ॥

উৎকণ্ঠিত রাজাকে দর্শনদান-জন্য প্রভুকে প্রার্থনা ঃ—

উৎকণ্ঠাতে প্রতাপরুদ্র নারে রহিবারে ।
রামানন্দ সাধিলেন প্রভুরে মিলিবারে ॥ ৪৫ ॥
রামানন্দ প্রভু-পায় কৈল নিবেদন ।
"একবার প্রতাপরুদ্রে দেখাহ চরণ ॥" ৪৬ ॥

রায়ের নিকটই প্রভুর সদ্বিচার-যাজ্ঞা ঃ—

প্রভু কহে,—"রামানন্দ, কহ বিচারিয়া ।
রাজাকে মিলিতে যুয়ায় সন্ন্যাসী হঞা? ৪৭ ॥
রাজার মিলনে ভিক্ষুকের দুই কুল নাশ ।
পরলোক রহু, লোকে করে উপহাস ॥" ৪৮ ॥

প্রভুকে রায়ের বিধিনিষেধাতীত 'ঈশ্বর'-জ্ঞান ঃ—

রামানন্দ কহে,—"তুমি ঈশ্বর স্বতন্ত্র ।
কারে তোমার ভয়, তুমি নহ পরতন্ত্র ॥" ৪৯ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

দিগের যাজ্ঞা শ্রবণ করত পতিগণের যজ্ঞ পরিত্যাগপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণকে অন্ন দিবার জন্য অনেক বিভ্রাট স্বীকার করিলেন। তাৎপর্য্য এই যে, ভগবত্তত্ত্বে অনুরাগ থাকিলে তাঁহার সেবার অভাবে ভক্ত প্রাণ ছাড়িতেও প্রস্তুত হয়।

অনুভাষ্য

৩৪। রাজার ভাগ্যে তোমার দর্শন-প্রাপ্তি কিছুতেই ঘটিবে না এবং সেই দর্শনাভাবজন্য তাঁহার প্রাণ উৎকণ্ঠিত হইয়াছে ; এক্ষণে যদি তোমার একখানি পরিধেয় বহির্ব্বাস কৃপা করিয়া তাঁহাকে প্রদান কর, তাহা হইলেই তাঁহার প্রতি তোমার দয়া আছে বলিয়া বুঝিবে এবং ভবিষ্যতে তাঁহার অভিলাষ পূর্ণ হইতে পারে,—এরূপ আশায় রাজাও প্রাণ ধারণ করিতে পারিবে।

৩৮। প্রভুকে যেরূপ আগ্রহসহ রাজা পূজা করিবেন মনে করিয়াছিলেন, প্রভুদত্ত বহির্ব্বাস খণ্ডকে প্রভুসদৃশ জ্ঞান করিয়া তাদৃশ পূজা করিতে লাগিলেন। প্রভুর শ্রীঅঙ্গের সহিত তৎ-

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৪৪। রামানন্দরায় রাজমন্ত্রিত্বে রাজকীয়-ব্যবহার ইত্যাদি সকল বিষয়ে বড়ই নিপুণ ছিলেন, সুতরাং রাজার যে মহাপ্রভুর প্রতি প্রীতি আছে, তাহা বর্ণন করিয়া প্রভুর চিত্ত দ্রব করিয়াছিলেন।

অনুভাষ্য

পরিধেয় বসন-ভূষণাদির নিত্য-অভেদ। সন্ধিনীশক্তিমদ্বিগ্রহ শ্রীবলদেবেরই কলা 'শেষ'-রূপী বিষ্ণু শয্যা ও বসনাদি বিবিধ-রূপে স্বীয় আরাধ্য কৃষ্ণচন্দ্রের সেবা করিয়া থাকেন। সুতরাং সেই সবই একই কৃষ্ণ-প্রতীতিতে শুদ্ধসেবকের সেব্য ; বিশেষতঃ মহাপ্রভু—অদ্বয়জ্ঞান সচ্চিদানন্দবিগ্রহ স্বয়ং ভগবান্। এইরূপ সচ্চিদানন্দময় গুরু-বৈষ্ণবের ও তাঁহাদের ব্যবহার্য্য উপকরণকেও পরস্পর অভিন্ন অর্থাৎ জীবের নিত্য পরমার্চ্চনীয় বিগ্রহ বলিয়া জানিতে হইবে।

আপনাকে বিধিবাধ্য দেখাইয়া প্রভুর ছলনা-চেষ্টা ঃ—

প্রভু কহে,—"আমি মনুষ্য, আশ্রমে সন্ন্যাসী ।
কায়মনোবাক্যে ব্যবহারে ভয় বাসি ॥ ৫০ ॥

বৈধসন্ন্যাসীর পক্ষে নিষ্কলঙ্ক আচরণ-কর্ত্তব্যতা ঃ—

শুক্লবস্ত্রে মসি-বিন্দু যৈছে না লুকায় ।
সন্ন্যাসীর অল্প ছিদ্র সর্ব্বলোকে গায় ॥" ৫১ ॥

মহাপাপীর উদ্ধারহেতু ভগবদ্ভক্ত রাজারও প্রভুদর্শন-সৌভাগ্যলাভে অবশ্যই অধিকার ঃ—

রায় কহে,—"যত পাপী করিয়াছ অব্যাহতি ।
ঈশ্বর-সেবক তোমার ভক্ত গজপতি ॥" ৫২ ॥

প্রভুর তথাপি রাজ-দর্শনে অনিচ্ছা ঃ—

প্রভু কহে,—"পূর্ণ যৈছে দুগ্ধের কলস ।
সুরাবিন্দু-পাতে কেহ না করে পরশ ॥ ৫৩ ॥

জড়ের 'বিষয়ী'-সংজ্ঞা—সর্ব্বগুণ-নাশক ঃ—

যদ্যপি প্রতাপরুদ্র—সর্ব্ব গুণবান্ ।
তাঁহারে মলিন কৈল এক 'রাজা' নাম ॥ ৫৪ ॥

অবশেষে রায়ের আগ্রহে প্রভুর রাজপুত্রসহ মিলিতে ইচ্ছা ঃ—

তথাপি তোমার যদি মহাগ্রহ হয় ।
তবে আনি' মিলাহ তুমি তাঁহার তনয় ॥ ৫৫ ॥

পিতা ও পুত্রে দৈহিক-ধাতুগত অভেদ ঃ—

"আত্মা বৈ জায়তে পুত্রঃ"—এই শাস্ত্রবাণী ।
পুত্রের মিলনে যেন মিলিবে আপনি ॥" ৫৬ ॥

রাজাকে রায়ের প্রভুর কৃপা-সংবাদ-জ্ঞাপন ; রাজপুত্রকে প্রভু-সমীপে আনয়ন ঃ—

তবে রায় যাই' সব রাজারে কহিলা ।
প্রভুর আজ্ঞায় তাঁর পুত্র লঞা আইলা ॥ ৫৭ ॥

শ্যামবর্ণ কিশোর রাজপুত্রকে প্রভুর 'কৃষ্ণ' বলিয়া উদ্দীপন ঃ—

সুন্দর, রাজার পুত্র—শ্যামল বরণ ।
কিশোর বয়স, দীর্ঘ কমলনয়ন ॥ ৫৮ ॥
পীতাম্বর, ধরে অঙ্গে রত্ন-আভরণ ।
শ্রীকৃষ্ণ-স্মরণে তেঁহ হৈলা 'উদ্দীপন' ॥ ৫৯ ॥
তাঁরে দেখি' মহাপ্রভুর কৃষ্ণস্মৃতি হৈল ।
প্রেমাবেশে তাঁরে মিলি' কহিতে লাগিল ॥ ৬০ ॥

বৈষ্ণবদর্শনের চূড়ান্ত কথা ঃ—

"এই—মহাভাগবত, যাঁহার দর্শনে ।
ব্রজেন্দ্রনন্দন-স্মৃতি হয় সর্ব্বজনে ॥ ৬১ ॥

রাজতনয়কে প্রভুর কৃষ্ণজ্ঞানে আলিঙ্গন ঃ—

কৃতার্থ হইলাঙ আমি ইঁহার দরশনে ।"
এত বলি' কৈল তারে পুনঃ আলিঙ্গনে ॥ ৬২ ॥

আলিঙ্গনফলে রাজপুত্রের কৃষ্ণপ্রেমাবেশ ঃ—

প্রভুস্পর্শে রাজপুত্রের হৈল প্রেমাবেশ ।
স্বেদ, কম্প, অশ্রু, স্তম্ভ, পুলক বিশেষ ॥ ৬৩ ॥

তাঁহার প্রেমদর্শনে ভক্তগণের প্রশংসা ঃ—

'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' কহে, নাচে, করয়ে রোদন ।
তাঁর ভাগ্য দেখি' শ্লাঘা করে ভক্তগণ ॥ ৬৪ ॥

প্রভুকর্ত্তৃক রাজপুত্রকে আশ্বাসন ও নিত্য সঙ্গ-যাচ্ঞা ঃ—

তবে মহাপ্রভু তাঁরে ধৈর্য্য করাইল ।
'নিত্য আসি আমায় মিলিহ'—এই আজ্ঞা দিল ॥৬৫॥

পুত্রের দর্শনালিঙ্গনে রাজার প্রভুস্পর্শানুভূতি ঃ—

বিদায় হঞা রায় আইল রাজপুত্রে লঞা ।
রাজা সুখ পাইল পুত্রের চেষ্টা দেখিয়া ॥ ৬৬ ॥
পুত্রে আলিঙ্গন করি' প্রেমাবিষ্ট হৈলা ।
সাক্ষাৎ স্পর্শ যেন মহাপ্রভুর পাইলা ॥ ৬৭ ॥

অনুভাষ্য

৫০। আমি চতুর্থাশ্রমস্থ মনুষ্যমাত্র, ঈশ্বর নহি ; সুতরাং কায়মনোবাক্যে লৌকিক-ব্যবহারের ব্যভিচার আশঙ্কা করি অর্থাৎ পরাপেক্ষা করিয়া থাকি।

৫৫। তনয়—পুরুষোত্তম জানা (?)।

৫৬। শ্রীভগবদুক্তি (ভাঃ ১০।৭৮।৩৬)—" আত্মা বৈ পুত্র উৎপন্ন ইতি বেদানুশাসনম্" ; ইহার শ্রীধর-স্বামিটীকা—"আত্মা বৈ পুত্রনামাসি স জীবঃ শরদঃ শতম্" ইত্যাদি বেদানুশাসনম্।"*

৫৯-৬১। আত্মদর্শনে অনাত্ম দেহ ও মনোরূপ ভোগ্যানুশীলনপর বহির্দর্শনাভাববশতঃ প্রভুর রাজপুত্রকে 'বিষয়ীর পুত্র বিষয়ী', সুতরাং 'যোষিৎ' বা 'যোষিৎসঙ্গী' এবং আপনাকে একজন 'যোষিদ্ভোক্তা পুরুষ' বলিয়া ধারণা আদৌ নাই। অর্থাৎ সচ্চিদানন্দময় বাস্তব-বস্তু-দর্শনে কৃষ্ণবহির্ম্মুখ মায়াবাদী জীবের নিসর্গসুলভ জড়ে চিদারোপ বা ভৌমে ইজ্যধীর ন্যায় কোনপ্রকার মনোধর্ম্মজাত কল্পনা বা আরোপের আদৌ অবকাশ নাই। স্বয়ং অদ্বয়জ্ঞান বিষয়-বিগ্রহ হইয়াও প্রভুর আপনাকে 'আশ্রয়'-জাতীয় ভোগ্য বা দৃশ্য 'গোপী' বলিয়া প্রতীতি এবং রাজপুত্রকে সাক্ষাৎ 'ব্রজেন্দ্রনন্দন' বলিয়া প্রতীতি হইল,—ইহাই শুদ্ধজীবাত্মার অদ্বয়জ্ঞান-দর্শন বা 'বৈষ্ণবদর্শন' (মধ্য, ৮ম পঃ ২৭৭ সংখ্যা দ্রষ্টব্য) ; "যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্" (কঠ ও মুণ্ডকোপনিষৎ)। এই অভয়-দর্শনের অভাব-হেতুই জীবের অবিদ্যা-জনিত যত অনর্থের আবাহন বা

* *জীব স্বয়ংই পুত্ররূপে উৎপন্ন হয়, এরূপ বেদের নির্দ্দেশ রহিয়াছে (ভাঃ ১০।৭৮।৩৬)।*

রাজপুত্রের গৌরভক্ত-মধ্যে গণন ঃ—

সেই হৈতে ভাগ্যবান্ রাজার নন্দন।
প্রভুভক্তগণ-মধ্যে হৈলা একজন ॥ ৬৮ ॥

ভক্তসহ প্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস ঃ—

এইমত মহাপ্রভু ভক্তগণ-সঙ্গে।
নিরন্তর ক্রীড়া করে সঙ্কীর্ত্তন-রঙ্গে ॥ ৬৯ ॥

অদ্বৈতাদির সগণ প্রভুকে নিমন্ত্রণ ঃ—

আচার্য্যাদি ভক্ত করে প্রভুরে নিমন্ত্রণ।
তাঁহা তাঁহা ভিক্ষা করে লঞা ভক্তগণ ॥ ৭০ ॥

রথযাত্রা নিকটবর্ত্তী ঃ—

এইমত নানা-রঙ্গে কত দিন গেল।
জগন্নাথের রথযাত্রা নিকট হইল ॥ ৭১ ॥

কাশীমিশ্র, পড়িছা ও ভট্টাচার্য্যের নিকট প্রভুর গুণ্ডিচা-মন্দির-মার্জ্জনানুমতি-যাচ্ঞা ঃ—

প্রথমেই কাশীমিশ্রে প্রভু বোলাইল।
পড়িছা-পাত্র, সার্ব্বভৌমে বোলাঞা আনিল ॥ ৭২ ॥
তিনজন-পাশে প্রভু হাসিয়া কহিল।
গুণ্ডিচা-মন্দির-মার্জ্জন-সেবা মাগি' নিল ॥ ৭৩ ॥

পড়িছার দৈন্যোক্তি ঃ—

পড়িছা কহে,—"আমি-সব সেবক তোমার।
যে তোমার ইচ্ছা, সেই কর্ত্তব্য আমার ॥ ৭৪ ॥

রাজাজ্ঞায় প্রভু-সেবায় অধিকার ঃ—

বিশেষে রাজার আজ্ঞা হঞাছে আমারে।
প্রভুর আজ্ঞা যেই, সেই শীঘ্র করিবারে ॥ ৭৫ ॥

পড়িছার গুণ্ডিচা-মন্দির-মার্জ্জন-তত্ত্বে অনভিজ্ঞতা ঃ—

তোমার যোগ্য সেবা নহে মন্দির-মার্জ্জন।
এই এক লীলা কর, যে তোমার মন ॥ ৭৬ ॥

প্রচুর ঘট ও সম্মার্জ্জনী-সংগ্রহ ঃ—

কিন্তু ঘট, সম্মার্জ্জনী বহুত চাহিয়ে।
আজ্ঞা দেহ—আজি সব ইঁহা আনি দিয়ে ॥" ৭৭ ॥

অনুভাষ্য

সংসৃতি ;—"সংসারে আসিয়া প্রকৃতি ভজিয়া 'পুরুষ' অভিমানে মরি" (ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদকৃত 'কল্যাণকল্পতরু')।

৭৩। গুণ্ডিচা-মন্দির—শ্রীমন্দির হইতে পূর্ব্বোত্তরে একক্রোশ ব্যবধানে অবস্থিত। রথযাত্রা-কালে তথায় শ্রীজগন্নাথদেব সপ্তাহের জন্য গমন করেন, পরে পুনরায় রথে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। জনশ্রুতিমূলে জানা যায় যে, শ্রীইন্দ্রদ্যুম্ন-রাজপত্নী 'গুণ্ডিচা'-নামে পরিচিত ছিলেন। শাস্ত্রগ্রন্থে গুণ্ডিচা-মন্দিরের উল্লেখ আছে।

নূতন একশত ঘট, শত সম্মার্জ্জনী।
পড়িছা আনিয়া দিল প্রভুর ইচ্ছা জানি' ॥ ৭৮ ॥

প্রভাতে ভক্তগণসহ প্রভুর গুণ্ডিচায় গমন ঃ—

আর দিনে প্রভাতে লঞা নিজগণ।
শ্রীহস্তে সবার অঙ্গে লেপিলা চন্দন ॥ ৭৯ ॥
শ্রীহস্তে দিল সবারে এক এক মার্জ্জনী।
সবগণ লঞা প্রভু চলিলা আপনি ॥ ৮০ ॥

প্রথমেই স্বয়ং আচরণদ্বারা আদর্শ-প্রদর্শন ঃ—

গুণ্ডিচা-মন্দিরে গেলা করিতে মার্জ্জন।
প্রথমে মার্জ্জনী লঞা করিল শোধন ॥ ৮১ ॥
ভিতর মন্দির উপর,—সকল মাজিল।
সিংহাসন মাজি' পুনঃ স্থাপন করিল ॥ ৮২ ॥
ছোট-বড়-মন্দির কৈল মার্জ্জন-শোধন।
পাছে তৈছে শোধিল শ্রীজগমোহন ॥ ৮৩ ॥

প্রভুর স্বয়ং শোধন ও শিক্ষাদান ঃ—

চারিদিকে শত ভক্ত সম্মার্জ্জনী করে।
আপনি শোধেন প্রভু, শিখা'ন সবারে ॥ ৮৪ ॥

ভক্তগণের প্রভুকে অনুসরণ ঃ—

প্রেমোল্লাসে শোধেন, লয়েন কৃষ্ণনাম।
ভক্তগণ 'কৃষ্ণ' কহে, করে নিজ-কাম ॥ ৮৫ ॥

অশ্রুজলে মন্দির-মার্জ্জন ঃ—

ধূলি-ধূসর তনু দেখিতে শোভন।
কাঁহা কাঁহা অশ্রুজলে করে সম্মার্জ্জন ॥ ৮৬ ॥

সর্ব্বত্র সম্পূর্ণরূপে শোধন-মার্জ্জন ঃ—

ভোগমন্দির শোধন করি' শোধিল প্রাঙ্গন।
সকল আবাস ক্রমে করিল শোধন ॥ ৮৭ ॥

ভক্তগণের তৃণ-ধূলি প্রভৃতি বহির্নিক্ষেপ ঃ—

তৃণ, ধূলি, ঝিঁকুর, সব একত্র করিয়া।
বহির্ব্বাসে লঞা ফেলায় বাহির করিয়া ॥ ৮৮ ॥
এইমত ভক্তগণ করি' নিজ-বাসে।
তৃণ, ধূলি বাহিরে ফেলায় পরম-হরিষে ॥ ৮৯ ॥

অনুভাষ্য

গুণ্ডিচা-প্রাঙ্গণটী—দৈর্ঘ্যে ২৮৮ হাত, প্রস্থে ২১৫ হাত ; মূল মন্দিরটী—দৈর্ঘ্যে ৩৬ হাত, প্রস্থে ৩০ হাত ; নাটমন্দিরটী—দৈর্ঘ্যে ৩২ হাত, প্রস্থে ৩০ হাত।

৮২। গুণ্ডিচার মূলমন্দিরের মধ্যে বার হাত দীর্ঘ ও দুই হাত উচ্চ একটী রত্নবেদী আছে,—ইহাই সিংহাসন।

৮৩। শ্রীজগমোহন—মূলমন্দির ও নাটমন্দিরের মধ্যবর্ত্তী মন্দিরটী ৩২ হাত দীর্ঘ।

৮৭। ভোগমন্দিরটী—দৈর্ঘ্যে ৪০ হাত এবং প্রস্থে ১৭ হাত।

মলের পরিমাণানুসারে মার্জ্জন-তারতম্য ঃ—

প্রভু কহে,—"কে কত করিয়াছ সম্মার্জ্জন ।
তৃণ, ধূলি দেখিলেই জানিব পরিশ্রম ॥" ৯০ ॥

সর্ব্বাপেক্ষা প্রভুর মার্জ্জনফলেই গুণ্ডিচার নির্ম্মলতাধিক্য ঃ—

সবার ঝ্যাঁটান বোঝা করিল একত্র ।
সবা হৈতে প্রভুর বোঝা অধিক হইল ॥ ৯১ ॥

সেবকগণসঙ্গে সেব্যের সেবা-নির্ব্বাহ ঃ—

এইমত অভ্যন্তর করিল মার্জ্জন ।
পুনঃ সবাকারে দিল করিয়া বণ্টন ॥ ৯২ ॥

মন্দিরকে মলহীন করিতে প্রভুর আজ্ঞা ঃ—

"সূক্ষ্ম ধূলি, তৃণ, কাঁকর, সব করহ দূর ।
ভালমতে শোধন করহ প্রভুর অন্তঃপুর ॥" ৯৩ ॥

দুইবার আবরণ পরিষ্করণ ঃ—

সব বৈষ্ণব লঞা যবে দুইবার শোধিল ।
দেখি' মহাপ্রভুর মনে সন্তোষ হইল ॥ ৯৪ ॥

অপর সম্প্রদায়ের মন্দির-মার্জ্জনে সহায়তা ঃ—

আর শত-জন শত-ঘটে জল ভরি' ।
প্রথমেই লঞা আছে কাল অপেক্ষা করি' ॥ ৯৫ ॥
'জল আন' বলি' যবে মহাপ্রভু কহিল ।
তবে শত ঘট আনি' প্রভু-আগে দিল ॥ ৯৬ ॥

মন্দিরের সর্ব্বত্র প্রক্ষালন-শোধন ঃ—

প্রথমে করিল প্রভু মন্দির প্রক্ষালন ।
ঊর্দ্ধ-অধো ভিত্তি, গৃহ-মধ্য, সিংহাসন ॥ ৯৭ ॥
খাপরা ভরিয়া জল ঊর্দ্ধে চালাইল ।
সেই জলে ঊর্দ্ধে সব ভিত্তি প্রক্ষালিল ॥ ৯৮ ॥

স্বহস্তে ভগবৎসিংহাসন-মার্জ্জন ঃ—

শ্রীহস্তে করেন সিংহাসনের মার্জ্জন ।
প্রভুর আগে জল আনি' দেয় ভক্তগণ ॥ ৯৯ ॥

ভক্তগণের বিচিত্র সেবা ঃ—

ভক্তগণ করে গৃহ-মধ্য প্রক্ষালন ।
নিজ নিজ হস্তে করে মন্দির মার্জ্জন ॥ ১০০ ॥
কেহ জল আনি' দেয় মহাপ্রভুর করে ।
কেহ জল দেয় তাঁর চরণ-উপরে ॥ ১০১ ॥
কেহ লুকাঞা করে সেই জলপান ।
কেহ মাগি' লয়, কেহ অন্যে করে দান ॥ ১০২ ॥

পয়ঃ প্রণালীতে জল-নিঃসারণ ঃ—

ঘর ধুই' প্রণালিকায় জল ছাড়ি' দিল ।
সেই জলে প্রাঙ্গণ সব ভরিয়া রহিল ॥ ১০৩ ॥

স্ববস্ত্রে গৃহ ও সিংহাসন-মার্জ্জন ঃ—

নিজ-বস্ত্রে কৈল প্রভু গৃহ সম্মার্জ্জন ।
মহাপ্রভু নিজ-বস্ত্রে মাজিল সিংহাসন ॥ ১০৪ ॥

শ্রীরাধার নির্ম্মল-মনের সহিত মার্জ্জিত ও
ধৌত-মন্দিরের উপমা ঃ—

শত ঘট জলে হৈল মন্দির মার্জ্জন ।
মন্দির শোধিয়া কৈল—যেন নিজ মন ॥ ১০৫ ॥
নির্ম্মল, শীতল, স্নিগ্ধ করিল মন্দিরে ।
আপন-হৃদয় যেন ধরিল বাহিরে ॥ ১০৬ ॥

শত শত ভক্তের মন্দির-শোধন-চেষ্টা ঃ—

শত শত জন জল ভরে সরোবরে ।
ঘাটে স্থান নাহি, কেহ কূপে জল ভরে ॥ ১০৭ ॥
পূর্ণ কুম্ভ লঞা আইসে শত ভক্তগণ ।
শূন্য ঘট লঞা যায় আর শত জন ॥ ১০৮ ॥

নিত্যানন্দ, অদ্বৈত, স্বরূপ, ভারতী, পুরী প্রভৃতির
মন্দির-মার্জ্জন, অন্যভক্তের জলানয়ন ঃ—

নিত্যানন্দ, অদ্বৈত, স্বরূপ, ভারতী, পুরী ।
ইঁহা বিনা আর সব আনে জল ভরি' ॥ ১০৯ ॥

মন্দির-শোধন-মার্জ্জনে সকলেরই উৎসাহ ঃ—

ঘটে ঘটে ঠেকি' কত ঘট ভাঙ্গি' গেল ।
শত শত ঘট লোক তাঁহা লঞা আইল ॥ ১১০ ॥

মার্জ্জন-প্রক্ষালনকালে সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণনাম-কীর্ত্তন ঃ—

জল ভরে, ঘর ধোয়, করে হরিধ্বনি ।
'কৃষ্ণ' 'হরি' ধ্বনি বিনা আর নাহি শুনি ॥ ১১১ ॥
'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' কহি করে ঘটের প্রার্থন ।
'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' কহি করে ঘট সমর্পণ ॥ ১১২ ॥
যেই যেই কহে, সেই কহে কৃষ্ণনামে ।
কৃষ্ণনাম হইল সঙ্কেত সব-কামে ॥ ১১৩ ॥

প্রভুর অনুক্ষণ কৃষ্ণনাম গ্রহণ ও একারই
শতভক্তের তুল্য সেবা ঃ—

প্রেমাবেশে প্রভু কহে 'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ'-নাম ।
একলে প্রেমাবেশে করে শতজনের কাম ॥ ১১৪ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১০৩। প্রণালিকায়—নর্দ্দমায়।

অনুভাষ্য

১০৯। বৈষ্ণবগণ জলানয়ন-কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। প্রভু-নিত্যানন্দ, অদ্বৈত, দামোদর-স্বরূপ, ব্রহ্মানন্দ-ভারতী ও পরমানন্দ-পুরী—এই পাঁচজন মহাপ্রভুর সহিত জল গ্রহণ করিয়া মার্জ্জন-কার্য্যে ব্যস্ত ছিলেন।

স্বয়ংই আচার ও উপদেশকারী ঃ—

শত-হস্তে করেন যেন ক্ষালন-মার্জ্জন ।
প্রতিজন-পাশে যাই' করান শিক্ষণ ॥ ১১৫ ॥

সুষ্ঠুসেবকের সেবার প্রশংসা ঃ—

ভালকর্ম্ম দেখি' তারে করে প্রশংসন ।
মনে না মিলিলে করে পবিত্র ভর্ৎসন ॥ ১১৬ ॥

সুষ্ঠু সেবককে আচার্য্যের কার্য্য করিতে আজ্ঞা ঃ—

"তুমি ভাল করিয়াছ, শিখাহ অন্যেরে ।
এইমত ভাল কর্ম্ম সেই যেন করে ॥" ১১৭ ॥

প্রভুর উৎসাহে ভক্তগণ সোৎসাহে সেবারত ঃ—

এ-কথা শুনিয়া সবে সঙ্কুচিত হঞা ।
ভাল-মতে কর্ম্ম করে সবে মন দিয়া ॥ ১১৮ ॥

মন্দিরের সর্ব্বত্র প্রক্ষালন ঃ—

তবে প্রক্ষালন কৈল শ্রীজগমোহন ।
ভোগমন্দির-আদি তবে কৈল প্রক্ষালন ॥ ১১৯ ॥
নাটশালা ধুই' ধুইল চত্বর-প্রাঙ্গন ।
পাকশালা-আদি করি' করিল প্রক্ষালন ॥ ১২০ ॥
মন্দিরের চতুর্দ্দিক্ প্রক্ষালন কৈল ।
সব অন্তঃপুর ভালমতে ধোয়াইল ॥ ১২১ ॥

এক গৌড়ীয়-ভক্তের প্রভুর চরণ ধুইয়া পাদোদক-পান ঃ—

হেনকালে গৌড়ীয় এক সুবুদ্ধি সরল ।
প্রভুর চরণ-যুগে দিল ঘট জল ॥ ১২২ ॥
সেই জল লঞা আপনে পান কৈল ।
তাহা দেখি' মহাপ্রভুর মনে রোষ হৈ ॥ ১২৩ ॥

জগদ্‌গুরু আচার্য্যের লীলাপ্রদর্শক প্রভুর ক্রোধ ঃ—

যদ্যপি গোসাঞি তারে হঞাছে সন্তোষ ।
ধর্ম্মসংস্থাপন লাগি' বাহিরে মহারোষ ॥ ১২৪ ॥

মাধ্ব-গৌড়ীয়েশ্বর দামোদরস্বরূপের নিকট প্রভুর অভিযোগ ঃ—

শিক্ষা লাগি' স্বরূপে ডাকি' কহিল তাঁহারে ।
"এই দেখ তোমার 'গৌড়ীয়া'র ব্যবহারে ॥ ১২৫ ॥

ভগবন্মন্দিরে পদধৌতি—জীবের সেবাপরাধ ঃ—

ঈশ্বর-মন্দিরে মোর পদ ধোয়াইল ।
সেই জল আপনি লঞা পান কৈল ॥ ১২৬ ॥

প্রভুর সেবাপরাধ (?) ভয়ে কাতরতা ঃ—

এই অপরাধে মোর কাঁহা হবে গতি !
তোমার 'গৌড়ীয়া' করে এতেক দুর্গতি!!" ১২৭ ॥

স্বরূপকর্ত্তৃক 'গৌড়ীয়া'কে গুণ্ডিচা হইতে বহিষ্করণ ঃ—

তবে স্বরূপগোসাঞি তার ঘাড়ে হাত দিয়া ।
ঢেকা মারি' পুরীর বাহির রাখিলেন লঞা ॥ ১২৮ ॥

প্রভুপদে ক্ষমাভিক্ষা ঃ—

পুনঃ আসি' প্রভু পায় করিল বিনয় ।
"অজ্ঞে অপরাধ ক্ষমা করিতে যুয়ায় ॥" ১২৯ ॥

প্রভুর ক্ষমা ; সকলের দুইপার্শ্বে উপবেশন ঃ—

তবে মহাপ্রভুর মনে সন্তোষ হইল ।
সারি করি' দুই পাশে সবারে বসাইল ॥ ১৩০ ॥

মধ্যস্থলে প্রভুর তৃণাদি আহরণ ঃ—

আপনে বসিয়া মাঝে, আপনার হাতে ।
তৃণ, কাঁকর, কুটা লাগিলা কুড়াইতে ॥ ১৩১ ॥

স্বল্পাহরণকারী ব্যক্তিকে প্রসাদ-গ্রহণরূপ শাস্তি দান ঃ—

"কে কত কুড়ায়, সব একত্র করিব ।
যার অল্প, তার ঠাঞি পিঠা-পানা লইব ॥" ১৩২ ॥

গুণ্ডিচা সম্পূর্ণরূপে নির্ম্মলীকৃত ঃ—

এইমত সব পুরী করিল শোধন ।
শীতল, নির্ম্মল কৈল—যেন নিজ-মন ॥ ১৩৩ ॥

পয়ঃপ্রণালী-দ্বারে জল-নিঃসারণ ঃ—

প্রণালিকা ছাড়ি' যদি পানি বহাইল ।
নূতন-নদী যেন সমুদ্রে মিলিল ॥ ১৩৪ ॥

গুণ্ডিচার বিভিন্ন পথ পরিষ্কৃত ঃ—

এইমত পুরদ্বার-আগে পথ যত ।
সকল শোধিল, তাহা কে বর্ণিবে কত ॥ ১৩৫ ॥

অনুভাষ্য

১২৫। তোমার—সকল গৌড়ীয়-বৈষ্ণবই শ্রীদামোদর-স্বরূপের অধীন, তজ্জন্য প্রভু 'তোমার'-শব্দ ব্যবহার করিলেন।

১২৬-১২৭। জীবের নিত্যপ্রভু ভগবানের মন্দিরে পদধৌতি প্রভৃতি তাঁহার নিত্যদাস জীবের পক্ষেই মর্য্যাদা-লঙ্ঘন-হেতু সেবাপরাধ (হঃ ভঃ বিঃ) ; কিন্তু প্রভু স্বয়ং ভগবান্ বলিয়া তাঁহার পক্ষে অপরাধাদির আরোপ নিতান্ত অসম্ভব ও বেদ-বিরুদ্ধ হইলেও তিনি বাহিরে জগদ্‌গুরু, লোকশিক্ষক ও আচার্য্যের কার্য্য করিতেছেন বলিয়া আপনাকে একজন বিভিন্নাংশ জীবমাত্র মনে করিয়া নির্ব্বোধ গুরুব্রুবগণকে সেবাপরাধ হইতে সতর্ক করিবার জন্য শিক্ষা দিলেন।

১২৮। ঢেকা—ধাক্কা ; পুরীর—গুণ্ডিচাপুরীর।

১৩৫। ***গুণ্ডিচা-মার্জ্জনলীলা-রহস্য,***—জগদ্‌গুরু মহাপ্রভু এই লীলাটীর দ্বারা এই শিক্ষা দিতেছেন যে, শ্রীকৃষ্ণকে যদি কোন সৌভাগ্যবান্ জীব স্বীয় হৃদয়-সিংহাসনে বসাইতে ইচ্ছা করেন, তবে সর্ব্বাগ্রে তাঁহার হৃদয়ের মল ধৌত করা উচিত ; হৃদয়টীকে নির্ম্মল, শান্ত ও ভক্ত্যুজ্জ্বল করা আবশ্যক। হৃদয়-

অনুভাষ্য

ক্ষেত্রে কণ্টকপূর্ণ তৃণ বা আগাছা, ধূলি ও কঙ্করাদি-রূপ অনর্থ কিছুমাত্র থাকিলেও পরমসেব্য ভগবান্‌কে বসান যায় না। হৃদয়ের ঐ মল বা আবর্জ্জনাগুলি—অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগ-চেষ্টাদি ব্যতীত আর কিছুই নয়। শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু বলেন,—"অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্। আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা।।"

যেখানে ভক্তীতর অন্যাভিলাষ, জ্ঞান-কর্ম্ম-যোগ-তপস্যাদি বা ভক্তিপ্রতিকূল-ভাবদ্বারা আত্মার নিত্য স্বাভাবিক বৃত্তি ভক্তি আবৃত হইয়াছে, সেখানে শুদ্ধভক্তি নাই। শুদ্ধসত্ত্বময়ী শুদ্ধভক্তি ব্যতীত কৃষ্ণের আবির্ভাব হয় না।

অন্যাভিলাষ অর্থাৎ 'জগতে যতক্ষণ থাকিব, কেবল নিজ-ইন্দ্রিয়ের তর্পণই করিব'—এইরূপ ইতর অভিলাষ,—উহা কণ্টকময় তৃণের মত শুদ্ধজীবের সুকোমলা হৃদ্‌বৃত্তি কেবলা-ভক্তিকে বিদ্ধ করে। কর্ম্মচেষ্টা অর্থাৎ যাগ, যজ্ঞ, দান, তপস্যা প্রভৃতিদ্বারা 'স্বর্গাদি উচ্চলোকে সুখ বা ইহলোকে সুখ ভোগ করিব' এইরূপ বাসনাময়ী ক্রিয়া ; উহা—ধূলিসদৃশ। কর্ম্মাবর্ত্তের ঘূর্ণিবায়ুতে বাসনারূপ ধূলিরাশি আমাদের স্বচ্ছ ও নির্ম্মল হৃদয়-দর্পণকে আবৃত করিয়া দেয়। সৎ ও অসৎ কর্ম্মের বাসনারূপ অসংখ্য ধূলিরাশি হরিবিমুখ-জীবের হৃদয়কে কত জন্মজন্মান্তর ধরিয়া মলিন করিয়াছে, তাই তাহার কর্ম্মবাসনা দূর হইতেছে না। হরিবিমুখ জীব মনে করেন, কর্ম্মের দ্বারা বোধ হয় কর্ম্ম-শল্যের নির্হরণ * হইতে পারে ; কিন্তু ঐ ধারণা—ভুল ; তদ্বশবর্ত্তী হইয়া তিনি কেবল আত্মবঞ্চিত হইতে থাকেন মাত্র। হস্তীকে স্নান করাইয়া দিলে যেমন হস্তী আবার গায়ে ধূলি মাখিয়া থাকে, তদ্রূপ কর্ম্মের দ্বারা কর্ম্মবাসনা বিদূরিত হয় না। একমাত্র কেবলাভক্তিদ্বারাই জীবের সমস্ত অসুবিধা দূর হয়। তখন তাঁহার সেই নির্ম্মল-হৃদয়সিংহাসনেই শ্রীভগবান্ বিশ্রাম-যোগ্য স্থান লাভ করিয়া থাকেন। এজন্য ভক্তকবি গাহিয়াছেন,—"ভক্তের হৃদয়ে সদা গোবিন্দ বিশ্রাম।"

নির্ব্বিশেষ ও কৈবল্যযোগ বা জ্ঞান-যোগাদি-চেষ্টা—ঠিক কঙ্করের মত। তদ্দ্বারা শ্রীহরির তোষণ বা সেবা ত' দূরের কথা—শ্রীহরির দেহে শেল বিদ্ধ করিবারই প্রয়াস করা হয়। যদিও নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মানুসন্ধানে প্রথমে মুমুক্ষু-অবস্থায় শ্রীহরির নামাদি গৌণভাবে স্বীকার করা হয়, কিন্তু মুক্ত বা ব্রহ্ম-অভিমানকালে তাঁহার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকার করা হয় না ; সুতরাং ভগবান্ তাদৃশ দুর্ভাগ্য বিমুক্তাভিমানী জীবের হৃদয়ে আবির্ভূত হন না ; সেইজন্য শ্রীগৌরসুন্দর ঐ সকল তৃণ, ধূলি, ঝিঁকুরাদি আবর্জ্জনা-

অনুভাষ্য

রাশি ভগবন্মন্দিরের চতুঃসীমানার ভিতরও রাখিলেন না ; পরন্তু নিজ-বহির্ব্বাসদ্বারা তৎসমুদয় বাহিরে ফেলিয়া দিলেন—পাছে বাত্যার (বায়ুর) সহায়তায় ঐ সকল জঞ্জাল পুনরায় শ্রীমন্দিরে প্রবিষ্ট হইয়া পড়ে।

অনেকসময় কর্ম্ম-জ্ঞানাদি-চেষ্টা বিদূরিত হইলেও হৃদয়ে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম মল থাকিয়া যায়। উহাকে 'কুটিনাটি', 'প্রতিষ্ঠাশা', 'জীবহিংসা', 'নিষিদ্ধাচার', 'লাভ', 'পূজা" প্রভৃতির সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। কুটিনাটি-শব্দে—কপটতা, প্রতিষ্ঠাশা-শব্দে—নির্জ্জনভজনাদি বা বুজরুগীদ্বারা 'নির্ব্বোধ লোক আমাকে একজন বড় সাধু বা মহান্ত বলুক'—এইরূপ জড়ীয়-সম্মানাদির আশা, অথবা বিষয়-ভোগ-ক্রমে স্বার্থপূরণোদ্দেশে কাঠিন্যপ্রাপ্ত হৃদয়ে কৃত্রিম বিকারাদি ভাবাভাস-প্রদর্শনদ্বারা 'ভক্ত' বা 'অবতার' সাজিবার আশা ; জীবহিংসা-শব্দে—শুদ্ধভক্তি-প্রচারে কুণ্ঠতা বা কৃপণতা, মায়াবাদী, কর্ম্মী ও অন্যাভিলাষীকে প্রশ্রয় দেওয়া বা তাহাদের 'মন' রাখিয়া কথা বলা ; 'লাভ-পূজা'-শব্দে—ধর্ম্মের নামে হরিনাম-মন্ত্র-বিগ্রহ-ভাগবতজীবী হইয়া নির্ব্বোধ লোককে ঠকাইয়া ধনাদি অথবা সম্মানপ্রাপ্তি ; 'নিষিদ্ধাচার'-শব্দে—স্ত্রীসঙ্গ এবং কর্ম্মী, জ্ঞানী ও অন্যাভিলাষী প্রভৃতি কৃষ্ণাভক্তের সঙ্গ বুঝায়।

এইরূপে একবার বহুদিনের সঞ্চিত বড় বড় কাঁকর, তৃণ, ধূলিরাশি প্রভৃতি ঝাঁটাইয়া ফেলিয়া দিয়া শ্রীগৌরসুন্দর দুই দুইবার করিয়া মন্দিরের সমগ্রাংশ মার্জ্জন ও জলদ্বারা প্রক্ষালন করিবার পর, যদি কোথাও আবার কোনও সূক্ষ্ম দাগ লাগিয়া থাকে, তজ্জন্য তিনি নিজের পরিধেয় শুষ্কবস্ত্রের দ্বারা ঘষিয়া ঘষিয়া শ্রীমন্দির ও ভগবৎপীঠস্থানরূপ সিংহাসন মার্জ্জন করিতে লাগিলেন।

এত করিয়া প্রক্ষালন-মার্জ্জন-ঘর্ষণাদির পর শ্রীমন্দিরে আর ধূলিকণার লেশ, এমন কি একটী সূক্ষ্ম দাগও নাই। শ্রীমন্দিরটী স্ফটিকবৎ নির্ম্মল, কেবল তাহাই নহে, আবার সুশীতলও হইল। অর্থাৎ সাধকের হৃদয়টী 'রবিতপ্ত-মরুভূমিসম'-তাপ-হীন অর্থাৎ বিষয়ভোগ-বাসনা-জনিত আধ্যাত্মিকাদি তাপত্রয়ানল-জ্বালা-রহিত হইয়াছে। বস্তুতঃ তাঁহার হৃদয় হইতে অন্যাভিলাষ ও কর্ম্মজ্ঞান-যোগাদি চেষ্টারূপা ভুক্তি-মুক্তি-কামনা বিদূরিত হইয়া আত্মবৃত্তি শুদ্ধভক্তি প্রকটিত হইলে উহা এইরূপই শান্ত ও সুশীতল হয়।

অনেক সময় সমস্ত কামনা-বাসনা বিদূরিত হইলেও হৃদয়ের কোনও কোনও অজ্ঞাত কোণে এক একটী সূক্ষ্ম দাগ লাগিয়া থাকে, তাহা নির্ব্বোধ জীব বুঝিতে পারে না ; উহাই 'মুক্তি-কামনা'। নির্ব্বিশেষবাদীর সাযুজ্যমুক্তি-কামনা ত' দূরের কথা—

* *কর্ম্মদ্বারা কর্ম্মশল্যের নির্হরণ, অর্থাৎ কর্ম্মদ্বারা কর্ম্মরূপ কণ্টকের উত্তোলন।*

নৃসিংহ-মন্দির-শোধনান্তে সকলের বিশ্রাম ঃ—

নৃসিংহমন্দির-ভিতর-বাহির শোধিল ।
ক্ষণেক বিশ্রাম করি' নৃত্য আরম্ভিল ॥ ১৩৬ ॥

চতুর্দ্দিকে মহাসঙ্কীর্ত্তন ও মধ্যে প্রভুর নৃত্য ঃ—

চারিদিকে ভক্তগণ করেন কীর্ত্তন ।
মধ্যে নৃত্য করেন প্রভু মত্তসিংহ-সম ॥ ১৩৭ ॥

প্রভুর অষ্টসাত্ত্বিক-বিকার ও অশ্রুবর্ষণ ঃ—

স্বেদ, কম্প, বৈবর্ণ, পুলক, হুঙ্কার ।
নিজ-অঙ্গ ধুই' আগে চলে অশ্রুধার ॥ ১৩৮ ॥
চারিদিকে ভক্ত-অঙ্গ কৈল প্রক্ষালন ।
শ্রাবণের মেঘ যেন করে বরিষণ ॥ ১৩৯ ॥
মহা-উচ্চসঙ্কীর্ত্তনে আকাশ ভরিল ।
প্রভুর উদ্দণ্ড-নৃত্যে ভূমিকম্প হৈল ॥ ১৪০ ॥

উচ্চৈঃস্বরে স্বরূপের কীর্ত্তনে প্রভুর আনন্দ-নর্ত্তন ঃ—

স্বরূপের উচ্চ-গান প্রভুরে সদা ভায় ।
আনন্দে উদ্দণ্ড নৃত্য করে গৌররায় ॥ ১৪১ ॥

নৃত্যান্তে বিশ্রাম ঃ—

এইমত কতক্ষণ নৃত্য যে করিয়া ।
বিশ্রাম করিলা প্রভু সময় জানিয়া ॥ ১৪২ ॥

অদ্বৈতপুত্র গোপালকে নর্ত্তনে আদেশ ঃ—

আচার্য্য-গোসাঞির পুত্র শ্রীগোপাল-নাম ।
নৃত্য করিতে তাঁরে আজ্ঞা দিল গৌরধাম ॥ ১৪৩ ॥

নৃত্যফলে গোপালের মূর্চ্ছা ঃ—

প্রেমাবেশে নৃত্য করি' হইলা মূর্চ্ছিতে ।
অচেতন হঞা তেঁহ পড়িলা ভূমিতে ॥ ১৪৪ ॥

আচার্য্যের ব্যস্ততা ঃ—

আস্তে-ব্যস্তে আচার্য্য তাঁরে কৈল কোলে ।
শ্বাস-রহিত দেখি' আচার্য্য হৈলা বিকলে ॥ ১৪৫ ॥

অদ্বৈতের নৃসিংহমন্ত্র-দ্বারা পুত্রের চৈতন্য-সম্পাদন-চেষ্টা ঃ—

নৃসিংহের মন্ত্র পড়ি' মারে জল ছাঁটি ।
হুঙ্কারের শব্দে ব্রহ্মাণ্ড যায় ফাটি' ॥ ১৪৬ ॥

গোপালের তথাপি চেতনাভাব, আচার্য্যাদি ভক্তগণের দুঃখ ঃ—

অনেক করিল, তবু না হয় চেতন ।
আচার্য্য কান্দেন, কান্দে সব ভক্তগণ ॥ ১৪৭ ॥

শ্রীচৈতন্যের কৃপায় চৈতন্য-লাভ ও ভক্তগণের হর্ষ ঃ—

তবে মহাপ্রভু তাঁর বুকে হস্ত দিল ।
'উঠহ গোপাল' বলি' উচ্চৈঃস্বরে কহিল ॥ ১৪৮ ॥
শুনিতেই গোপালের হইল চেতন ।
'হরি' বলি' নৃত্য করে সর্ব্বভক্তগণ ॥ ১৪৯ ॥

ঠাকুর বৃন্দাবনদাস-কর্ত্তৃক এই লীলা বর্ণিত ঃ—

এই লীলা বর্ণিয়াছেন দাস-বৃন্দাবন ।
অতএব সংক্ষেপে করি' করিলুঁ বর্ণন ॥ ১৫০ ॥

ভক্তগণসহ প্রভুর স্নান ঃ—

তবে মহাপ্রভু ক্ষণেক বিশ্রাম করিয়া ।
স্নান করিবারে গেলা ভক্তগণ লঞা ॥ ১৫১ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৩৬। নৃসিংহ-মন্দির—গুণ্ডিচাবাড়ীর সন্নিকটে একটী সুন্দর ও পুরাতন নৃসিংহমন্দির আছে। তথায় নৃসিংহচতুর্দ্দশীর দিবস বৃহৎ মহোৎসব হয়। শ্রীমুরারিগুপ্ত-রচিত শ্রীচৈতন্যচরিত-গ্রন্থে, শ্রীনবদ্বীপ-ধামে নৃসিংহ-মন্দির-সংস্করণ-লীলা বর্ণিত আছে।

অনুভাষ্য

অপর চতুর্ব্বিধ-মুক্তিকামনারূপ সূক্ষ্মদাগকেও শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বীয় বস্ত্রদ্বারা ঘষিয়া উঠাইলেন।

এইরূপে শ্রীগৌরসুন্দর—কিরূপে সাধক স্বীয় হৃদয়কে বৃন্দাবনরূপে পরিণত করিয়া স্বরাট্ কৃষ্ণের স্বচ্ছন্দ-বিহারস্থল করিবার জন্য, কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছার জন্য, মহোৎসাহের সহিত উচ্চৈঃস্বরে কৃষ্ণনাম করিতে করিতে কৃষ্ণার্থে স্বহৃদয় মার্জ্জন করিবেন, তাহা জীবের মঙ্গলার্থে আপনাকে জীবাভিমান করিয়া জগদ্গুরুরূপে স্বয়ং শিক্ষা দিতে লাগিলেন—"যদ্যপ্যনা ভক্তিঃ কলৌ কর্ত্তব্যা, তদা কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তি-সংযোগেনৈব।" মহাপ্রভু প্রতি ভক্তের নিকটে গিয়া হাতে ধরিয়া মন্দির-মার্জ্জন-সেবা শিক্ষা দিতে লাগিলেন। যাঁহার কার্য্য ভাল হইতেছে, তাঁহাকে প্রশংসা এবং যাঁহার সেবা কৃষ্ণবাঞ্ছাপূর্ত্তিময়ী শ্রীরাধার ভাব-সুবলিত প্রভুর নিজ-মনোমত হইতেছে না, তাঁহাকেও পবিত্র ভর্ৎসনপূর্ব্বক হাতে ধরিয়া কৃষ্ণসেবা-প্রণালী শিক্ষা দিলেন। শুধু তাহাই নহে—চৈতন্যশিক্ষানুগত লব্ধ-ভজন-কৌশল, অদ্বয়জ্ঞানে ভক্তিযোগযুক্ত শুদ্ধহৃদয় ভক্তগণকে অপর বিমুখ-জীবগণের 'আচার্য্যে'র কার্য্য করিবার জন্যও আদেশপূর্ব্বক উৎসাহান্বিত করিলেন। (১১৭ সংখ্যা)। আবার, যিনি যত বেশী-পরিমাণ অভদ্ররাশি হৃদয় হইতে আহরণপূর্ব্বক পরিষ্কার করিতে সমর্থ হইবেন, তিনিই তত বেশী প্রভুপ্রিয় হইবেন এবং যাঁহার অনর্থ-নিবৃত্তি সামান্যই ঘটিয়াছে, তাঁহার পক্ষে শাস্তিস্বরূপ হরি-গুরু-বৈষ্ণবসেবাই বিধি বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইল।

১৪৩। শ্রীগোপাল—আদি, ১২ পঃ ১৯-২৬ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১৫০। গোপালের এই বৃত্তান্ত শ্রীচৈতন্যভাগবতে দৃষ্ট হয় না।

স্নানান্তে নৃসিংহপ্রণামপূর্ব্বক উদ্যানে গিয়া উপবেশন ঃ—

তীরে উঠি' পরেন প্রভু শুষ্ক বসন ।
নৃসিংহদেবে নমস্করি' গেলা উপবন ॥ ১৫২ ॥

বাণীনাথের প্রসাদ-আনয়ন ঃ—

উদ্যানে বসিলা প্রভু ভক্তগণ লঞা ।
তবে বাণীনাথ আইলা মহাপ্রসাদ লঞা ॥ ১৫৩ ॥

কাশীমিশ্র ও তুলসী-পড়িছার ৫০০ মূর্ত্তির পরিমিত প্রসাদ-প্রেরণ ঃ—

কাশীমিশ্র, তুলসী-পড়িছা—দুই জন ।
পঞ্চশত লোক যত করয়ে ভোজন ॥ ১৫৪ ॥
তত অন্ন-পিঠা-পানা, সব পাঠাইল ।
দেখি' মহাপ্রভুর মনে সন্তোষ হইল ॥ ১৫৫ ॥

সগণপ্রভুর প্রসাদ-সম্মানার্থ উপবেশন ঃ—

পুরী-গোসাঞি, মহাপ্রভু, ভারতী ব্রহ্মানন্দ
অদ্বৈত-আচার্য্য, আর প্রভু-নিত্যানন্দ ॥ ১৫৬ ॥
আচার্য্যরত্ন, আচার্য্যনিধি, শ্রীবাস, গদাধর ।
শঙ্কর, নন্দনাচার্য্য, আর রাঘব, বক্রেশ্বর ॥ ১৫৭ ॥
প্রভু-আজ্ঞা পাঞা বৈসে আপনে সার্ব্বভৌম ।
পিণ্ডার উপরে প্রভু বৈসে লঞা ভক্তগণ ॥ ১৫৮ ॥
তার তলে, তার তলে করি' অনুক্রম ।
উদ্যান ভরি' বৈসে ভক্ত করিতে ভোজন ॥ ১৫৯ ॥

হরিদাসকে প্রভুর আহ্বান ঃ—

'হরিদাস' বলি' প্রভু ডাকে ঘনে ঘন ।
দূরে রহি' হরিদাস করে নিবেদন ॥ ১৬০ ॥

হরিদাসের স্বাভাবিক দৈন্য ও শুদ্ধভক্তে মর্য্যাদা-বুদ্ধি ঃ—

"ভক্ত-সঙ্গে প্রভু করুন প্রসাদ অঙ্গীকার ।
এ-সঙ্গে বসিতে যোগ্য নহি মুঞি ছার ॥ ১৬১ ॥

সর্ব্বশেষে প্রসাদ পাইতে ইচ্ছা ; প্রভুর সম্মতি ঃ—

পাছে মোরে প্রসাদ গোবিন্দ দিবে বহির্দ্বারে ।"
মন জানি' প্রভু পুনঃ না বলিল তাঁরে ॥ ১৬২ ॥

স্বরূপাদি সাতজনের পরিবেশন ঃ—

স্বরূপ-গোসাঞি, জগদানন্দ, দামোদর ।
কাশীশ্বর, গোপীনাথ, বাণীনাথ, শঙ্কর ॥ ১৬৩ ॥

প্রসাদ-সেবনকালে হরিধ্বনি ঃ—

পরিবেশন করে তাঁহা এই সাতজন ।
মধ্যে মধ্যে হরিধ্বনি করে ভক্তগণ ॥ ১৬৪ ॥

দ্বাপরে কৃষ্ণের পুলিন-ভোজন-লীলার উদ্দীপন ঃ—

পুলিন-ভোজন কৃষ্ণ পূর্ব্বে যৈছে কৈল ।
সেই লীলা মহাপ্রভুর মনে স্মৃতি হৈল ॥ ১৬৫ ॥

প্রভুর ধৈর্য্য ও ভাব-সম্বরণ ঃ—

যদ্যপি প্রেমাবেশে প্রভু হৈলা অস্থির ।
সময় বুঝিয়া প্রভু হৈলা কিছু ধীর ॥ ১৬৬ ॥

প্রভুর বৈরাগ্যলীলা ঃ—

প্রভু কহে,—"মোরে দেহ' লাফ্রা-ব্যঞ্জনে ।
পিঠা-পানা, অমৃত-গুটিকা দেহ' ভক্তগণে ॥" ১৬৭ ॥

স্বরূপদ্বারে প্রতিভক্তকে মনোমত প্রসাদ-দান ঃ—

সর্ব্বজ্ঞ প্রভু জানেন, যাঁরে যেই ভায় ।
তাঁরে তাঁরে সেই দেওয়ায় স্বরূপ-দ্বারায় ॥ ১৬৮ ॥

জগদানন্দের প্রভুপ্রীতির নিদর্শন ঃ—

জগদানন্দ বেড়ায় পরিবেশন করিতে ।
প্রভুর পাতে ভাল-দ্রব্য দেন আচম্বিতে ॥ ১৬৯ ॥

প্রভু না চাহিলেও প্রভুকে উত্তম ভোগ দিয়া সন্তোষ ঃ—

যদ্যপি দিলে প্রভু তাঁরে করেন রোষ ।
বলে-ছলে তবু দেন, দিলে সে সন্তোষ ॥ ১৭০ ॥

জগদানন্দের মানের ভয়ে প্রভুর কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ গ্রহণ ঃ—

পুনরপি সেই দ্রব্য করে নিরীক্ষণ ।
তাঁর ভয়ে প্রভু কিছু করেন ভক্ষণ ॥ ১৭১ ॥
না খাইলে জগদানন্দ করিবে উপবাস ।
তাঁর আগে কিছু খা'ন—মনে ঐ ত্রাস ॥ ১৭২ ॥

স্বরূপকর্ত্তৃক প্রভুকে মিষ্টপ্রসাদ-পরিবেশন ঃ—

স্বরূপ-গোসাঞি ভাল মিষ্টপ্রসাদ লঞা ।
প্রভুকে নিবেদন করে আগে দাণ্ডাঞা ॥ ১৭৩ ॥
"এই মহাপ্রসাদ অল্প করহ আস্বাদন ।
দেখ, জগন্নাথ কৈছে কর্য়াছেন ভোজন ॥" ১৭৪ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৫১-১৫২। ইন্দ্রদ্যুম্ন-পুষ্করিণী—গুণ্ডিচাবাড়ীর নিকট ; সেই পুষ্করিণীতে প্রভু স্নান করিয়া নৃসিংহদেবকে নমস্কার করত উপবনে গেলেন।

১৬৭। লাফ্রা-ব্যঞ্জন—সামান্য চচ্চড়ীর ন্যায় একপ্রকার ব্যঞ্জনবিশেষ ; মাখা অন্নের সহিত তাহা মিলাইয়া দুঃখি-লোককে পরিবেশন করে ; অমৃতগুটিকা—ক্ষীরে ফেলা মোটা 'পুরী', যাহাকে সচরাচর 'অমৃতরসাবলী' বলে।

অনুভাষ্য

১৫৮। পিণ্ডা (উৎকল-ভাষা)—কাষ্ঠাসন, বঙ্গভাষায় 'পিঁড়ি'।

১৬৪। হরিধ্বনি—মধ্য ১১শ পঃ ২০৯ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১৬৭। মধ্য, ৬ষ্ঠ পঃ ৪৩-৪৪ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

প্রভুকর্ত্তৃক স্বরূপের বাঞ্ছাপূরণ ঃ—

এত বলি' আগে কিছু করে সমর্পণ।
তাঁর স্নেহে প্রভু কিছু করেন ভোজন ॥ ১৭৫ ॥

স্বরূপ ও জগদানন্দের বিচিত্র-প্রেমবশ প্রভু ঃ—

এইমত দুইজন করে বারবার।
বিচিত্র এই দুই ভক্তের স্নেহ-ব্যবহার ॥ ১৭৬ ॥

উভয়ের প্রভুপ্রীতি-দর্শনে সার্ব্বভৌমের হাস্য ঃ—

সার্ব্বভৌমে প্রভু বসাঞাছেন বাম-পাশে।
দুই ভক্তের স্নেহ দেখি' সার্ব্বভৌম হাসে ॥ ১৭৭ ॥

সার্ব্বভৌমের প্রতি প্রভুর স্নেহ ঃ—

সার্ব্বভৌমে দেয়ান প্রভু প্রসাদ উত্তম।
স্নেহ করি' বারবার করান ভোজন ॥ ১৭৮ ॥

প্রভু-আজ্ঞায় গোপীনাথের ভট্টকে উত্তমপ্রসাদ-দান ঃ—

গোপীনাথাচার্য্য উত্তম মহাপ্রসাদ আনি'।
সার্ব্বভৌমে দেন প্রসাদ প্রভু-আজ্ঞা মানি' ॥ ১৭৯ ॥

সার্ব্বভৌমের পূর্ব্ব ও বর্ত্তমান আচরণের তুলনা ঃ—

"কাঁহা ভট্টাচার্য্যের পূর্ব্ব জড়-ব্যবহার।
কাঁহা এই পরমানন্দ,—করহ বিচার ॥" ১৮০ ॥

ভট্টাচার্য্যের দৈন্য ও গোপীনাথকে কৃতজ্ঞতা-জ্ঞাপন ঃ—

সার্ব্বভৌম কহে,—"আমি তার্কিক কুবুদ্ধি।
তোমার প্রসাদে মোর এ সম্পৎ-সিদ্ধি ॥ ১৮১ ॥

প্রভুর অহৈতুকী কৃপা-মহিমা বর্ণন ঃ—

মহাপ্রভু বিনা কেহ নাহি দয়াময়।
কাকেরে গরুড় করে,—ঐছে কোন্ হয় ॥ ১৮২ ॥

স্বীয় পূর্ব্ব ও বর্ত্তমান অবস্থার সমালোচনা ঃ—

তার্কিক-শৃগাল-সঙ্গে ভেউ-ভেউ করি।
সেই মুখে এবে সদা কহি 'কৃষ্ণ' 'হরি' ॥ ১৮৩ ॥
কাঁহা বহির্ম্মুখ তার্কিক-শিষ্যগণ-সঙ্গে।
কাঁহা এই সঙ্গসুধা-সমুদ্র-তরঙ্গে ॥" ১৮৪ ॥

সার্ব্বভৌমকে মানদ প্রভুর প্রশংসা ঃ—

প্রভু কহে,—"পূর্ব্বে সিদ্ধ কৃষ্ণে তোমার প্রীতি।
তোমা-সঙ্গে আমা-সবার হৈল কৃষ্ণে মতি ॥" ১৮৫ ॥

ভক্তগুণ-কীর্ত্তনে ভগবান্ শ্রীচৈতন্য—অদ্বিতীয় ঃ—

ভক্ত-মহিমা বাড়াইতে, ভক্তে সুখ দিতে।
মহাপ্রভু বিনা অন্য নাহি ত্রিজগতে ॥ ১৮৬ ॥

সকল ভক্তকে প্রসাদ দান ঃ—

তবে প্রভু প্রত্যেকে, সব ভক্তের নাম লঞা।
পিঠা-পানা দেওয়াইল প্রসাদ করিয়া ॥ ১৮৭ ॥

নিতাই ও অদ্বৈত, পরস্পরের কৌতুক-কলহ ঃ—

অদ্বৈত-নিত্যানন্দ বসিয়াছেন এক ঠাঞি।
দুইজনে ক্রীড়া-কলহ লাগিল তথাই ॥ ১৮৮ ॥

অদ্বৈতকর্ত্তৃক সূত্রপাত ঃ—

অদ্বৈত কহে,—"অবধূতের সঙ্গে এক পংক্তি।
ভোজন করিলুঁ, না জানি হবে কোন্ গতি ॥ ১৮৯ ॥

সন্ন্যাসীর অন্নস্পর্শদোষ নাই ঃ—

প্রভু ত' সন্ন্যাসী, উঁহার নাহি অপচয়।
অন্ন-দোষে সন্ন্যাসীর দোষ নাহি হয় ॥ ১৯০ ॥
"নান্নদোষেণ মস্করী"—এই শাস্ত্র-প্রমাণ।
আমি ত' গৃহস্থ-ব্রাহ্মণ, আমার দোষ-স্থান ॥ ১৯১ ॥

অনুভাষ্য

১৮০। শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য পূর্ব্বে স্মার্ত্তবিচারপর থাকিয়া প্রাকৃত জড়বিশ্বাস পোষণ করিয়া প্রসাদে, গোবিন্দ-নামে ও বৈষ্ণবে অপ্রাকৃত-শ্রদ্ধাবিশিষ্ট ছিলেন না। এক্ষণে মহাপ্রভুর কৃপায় অপ্রাকৃত-দর্শনে বিশ্বাস লাভ করিয়া প্রসাদাদি-গ্রহণে পরমানন্দ লাভ করিলেন,—ইহাই আলোচ্য বিষয়।

১৮৪। বহির্ম্মুখ—যাহারা বহিঃ-রূপ-রসাদিতে আপনাদিগকে ভোক্তৃরূপে অভিমান করিয়া নিজ-ইন্দ্রিয়-তর্পণে ব্যস্ত এবং কৃষ্ণ-সেবা-বিমুখ, তাহারাই বহির্ম্মুখ। (ভাঃ ৭।৫।৩১)—"মতির্ন কৃষ্ণে পরতঃ স্বতো বা মিথোঽভিপদ্যেত গৃহব্রতানাম্। অদান্ত-গোভির্বিশতাং তমিস্রং পুনঃ পুনশ্চর্ব্বিতচর্ব্বণানাম্।। ন তে বিদুঃ স্বার্থগতিং হি বিষ্ণুং দুরাশয়া যে বহিরর্থমানিনঃ। অন্ধা যথান্ধৈরু-পনীয়মানাস্তেঽপীশতন্ত্র্যামুরুদাম্নি বদ্ধাঃ।।"* জড়বিষয়-ভোগপর অভিজ্ঞান হইতে কৃষ্ণসেবার স্বরূপ উপলব্ধ হয় না। অপ্রাকৃত-রাজ্যের বহির্দ্দেশে এই দেবীধাম অবস্থিত, এ রাজ্যের সকল

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৯১। 'নান্নদোষেণ মস্করী'— অর্থাৎ সন্ন্যাসীর অন্নদোষ লাগে না।

** শ্রীপ্রহ্লাদ বলিলেন,—হে পিতঃ! যাহাদের কখনও নিজ হইতে অথবা গুরু হইতে কৃষ্ণে মতি হয় না, সেই গৃহব্রতগণ পরস্পর আসক্তিতে আবদ্ধ হয়। তাহারা অজিতেন্দ্রিয়, সুতরাং পুনঃ পুনঃ এই ক্লেশময় সংসারে প্রবেশ করিয়া চর্ব্বিত বিষয়ই চর্ব্বণ করিতে থাকে। যাহারা বাহ্য জড়বিষয়গুলিকেই বহুমানন করে, সেইসকল দুরাশয় ব্যক্তিগণ সর্ব্বস্বার্থের একমাত্র গতিই যে শ্রীবিষ্ণু, সেই তাঁহাকে জানিতে পারে না। অন্ধ যেরূপ অন্য অন্ধদ্বারা চালিত হয়, সেরূপ তাহারাও (অন্ধ-পরম্পরায়) বেদরূপ দীর্ঘ রজ্জুতে কাম্যকর্ম্মের দামসমূহে আবদ্ধ।*

'আপনাকে গৃহস্থ ব্রাহ্মণ' বলিয়া অদ্বৈতের লৌকিক স্মার্ত্তসমাজের আনুগত্য-ছলনা ঃ—

জন্মকুলশীলাচার না জানি যাহার ।
তার সঙ্গে এক পংক্তি—বড় অনাচার ॥" ১৯২ ॥

নিত্যানন্দের কেবলাদ্বৈতবাদ-গর্হণ ঃ—

নিত্যানন্দ কহে,—"তুমি অদ্বৈত-আচার্য্য ।
'অদ্বৈত-সিদ্ধান্তে' বাধে শুদ্ধভক্তিকার্য্য ॥ ১৯৩ ॥

নিত্যানন্দকর্ত্তৃক অদ্বৈতের নিন্দাচ্ছলে অদ্বয়জ্ঞান-মহিমা-বর্ণন ঃ—

তোমার সিদ্ধান্ত-সঙ্গ করে যেই জনে ।
'এক' বস্তু বিনা সেই 'দ্বিতীয়' নাহি মানে ॥ ১৯৪ ॥

অদ্বয়জ্ঞান-বিরোধী জড়-দ্বৈতজ্ঞানী বা মায়াবাদীর সঙ্গের নিষিদ্ধতা-বিষয়ে ইঙ্গিত ঃ—

হেন তোমার সঙ্গে মোর একত্রে ভোজন ।
না জানি, তোমার সঙ্গে কৈছে হয় মন ॥" ১৯৫ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৯৩-১৯৫। নিত্যানন্দ কহিলেন,—তুমি অদ্বৈত-আচার্য্য ; তোমার সিদ্ধান্তসকল যেন অদ্বৈতবাদ, যাহাতে শুদ্ধভক্তিকার্য্যের বাধা হয় ; তোমার সিদ্ধান্তে যিনি আসক্ত হয়েন, তিনি একবস্তু (চিদ্বিলাস) ব্রহ্ম বই আর কিছুই দেখিতে পান না ; এবম্বিধ তোমার সঙ্গ দ্বৈতবাদীর ত্যাজ্য হইলেও তোমার সহিত একত্র ভোজন ঘটিতেছে,—ইহাতে আমার মন লয় না।

অনুভাষ্য

বস্তুসমূহই প্রাকৃত। স্বরূপ-বিভ্রান্তিক্রমে তাহাই বদ্ধজীবের সেব্য-বস্তুরূপে প্রতীত হয়।

১৮৬। ভাঃ ৩।১৬ অঃ এতৎপ্রসঙ্গে আলোচ্য।

১৮৮-১৯৬। দুইজনে ক্রীড়া-কলহ—মধ্য, ৩য় পঃ ৯৩-১০১ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১৯৪। অদ্বৈত-সিদ্ধান্ত—সেব্যসেবক-লীলা যে নিত্য-সত্য, ইহা অদ্বৈতবাদিগণের সিদ্ধান্তানুমোদিত নহে। তাহারা কৃষ্ণ-সেবারূপ অপ্রাকৃত ভক্তিকার্য্যকে মানবের কামাদি ইন্দ্রিয়বৃত্তি-জনিত সুখদুঃখ-ভোগ বা কর্ম্মফলান্তর্গত অন্যতম প্রাকৃত বিষয়-ভোগ-চেষ্টা বলিয়া জ্ঞান করে ; সুতরাং তাদৃশ সিদ্ধান্ত—ভগবদ-ভিন্ন-নামরূপগুণলীলা-বৈচিত্র্যসেবাময় নির্ম্মল ভক্তিকার্য্যের প্রতিবন্ধক।

আদি ১ম পঃ ৭ম শ্লোক এস্থলে বিশেষভাবে আলোচ্য ; অসুরগণের মোহনের নিমিত্ত শ্রীমদদ্বৈত-প্রভুর নিন্দাচ্ছলে শ্রীমন্ নিত্যানন্দপ্রভুর উক্তিমধ্যে প্রাকৃত-লোকের বহির্দৃষ্টিতে মায়াবাদী কৈবলাদ্বৈত-বাদীর 'অদ্বৈত-সিদ্ধান্ত' বা 'নির্ভেদ-ব্রহ্মসাযুজ্য'বাদের সহিত শ্রীমদদ্বৈতপ্রভুর প্রচারিত শুদ্ধ অদ্বয়-জ্ঞানকে 'এক' বলিয়া আপাততঃ প্রতীয়মান হইলেও বস্তুতঃ শ্রীহরির অভিন্ন-বিগ্রহ শ্রীমদদ্বৈতপ্রভুর "শুদ্ধভক্তিশংসন"-হেতুই আচার্য্য-পদবী ; তাঁহার যে "অদ্বৈতসিদ্ধান্ত",—তাহা অদ্বয়জ্ঞানোপাসনা বা শুদ্ধভক্তি ব্যতীত আর কিছু নহে ; অতএব গৌরকৃষ্ণ-ভক্তি-মহিমা-কীর্ত্তন-কারী বলিয়া শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুকে নিন্দাচ্ছলে 'ব্যাজ-স্তুতি' করিলেন।

প্রকৃতপক্ষে, শুদ্ধবৈষ্ণব অথবা শুদ্ধভক্তিপন্থিগণ (ভাঃ ১।২।১১)—"বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ম্। ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে।।"* অথবা (ছাঃ উঃ ৬।২।১)—"একমেবাদ্বিতীয়ম্" প্রভৃতি শাস্ত্রবাক্যে দৃঢ় বিশ্বাসী হইয়া তত্ত্ববস্তুর অসমোর্দ্ধত্ব স্বীকার করিলেও তাঁহাকে কেবল নির্ব্বিশেষ চিন্মাত্র 'ব্রহ্ম' বা সচ্চিদাত্মক 'ভূমা', 'বিরাট্'-শব্দে অভিহিত না করিয়া সেই একমাত্র তত্ত্ববস্তুকে 'চিদ্বিলাসী রসময় ভগবান্'-শব্দেই উদ্দেশ করেন। তাঁহারা স্বীকার করেন যে, শক্তিমদ্‌বিগ্রহ এক 'অদ্বয়জ্ঞান' হইলেও তাঁহার একই শক্তির প্রভাবগত বহু বিভেদ বা বৈচিত্র্য আছে। তাঁহাতে স্বগত-সজাতীয়-বিজাতীয় ভেদ বা জ্ঞেয়-জ্ঞান-জ্ঞাতা,—এই অবস্থাত্রয় নিত্য-বর্ত্তমান এবং তাঁহার স্বরূপবিগ্রহাভিন্ন নিত্য, নাম, রূপ, গুণ, লীলা ও পরিকরবৈশিষ্ট্য বিদ্যমান ; সুতরাং ভক্তিমার্গীয় বৈষ্ণবগণ কখনই অহংগ্রহোপাসক মায়াবাদী নহেন। বলা বাহুল্য, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতার পৃথক্ অধিষ্ঠান না থাকিলে পরস্পর জ্ঞান, বিলাস বা রসবৈচিত্র্য থাকে না ; সুতরাং কেবলাদ্বৈত-সিদ্ধান্ত—প্রচ্ছন্ন অবৈদিক নাস্তিক্যবাদ-মাত্র। শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু ইহাকেই গর্হণ করিয়াছেন। পরমার্থভূত বাস্তববস্তু 'এক' শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত অপর বস্তুতে যে 'দ্বিতীয়' প্রতীতি—উহাই মায়া। মায়া দ্বিবিধা—'জীব-মায়া' ও 'গুণ-মায়া' ; গুণমায়াও 'প্রকৃতি' ও 'প্রধান'-ভেদে দুইপ্রকার। যেস্থলে কৃষ্ণ-প্রতীতি, তথায় 'দ্বিতীয়ে'র (মায়ার) প্রতীতি নাই,—(ভাঃ ২।৯।৩৩ এবং ১১।৩।৪৫ শ্লোকের গৌড়ীয় ভাষ্য দ্রষ্টব্য) ; তখন মহাভাগবতের অবস্থা—শুদ্ধভক্ত প্রহ্লাদের ন্যায় 'এক' কৃষ্ণপ্রতীতি-বিশিষ্ট—"কৃষ্ণগ্রহ-গৃহীতাত্মা ন বেদ জগদীদৃশম্"✚ (ভাঃ ৭।৪।৩৭), সুতরাং তাঁহার দ্বিতীয়াভিনিবেশ-জনিত মৃত্যু বা ভয় অর্থাৎ সংসৃতি (বৃঃ আঃ ১।৪।২) থাকে না। শ্রীমদদ্বৈতপ্রভু আচার্য্যরূপে এই 'অদ্বয়জ্ঞান-দর্শন'মূলে "শুদ্ধভক্তিরই শংসন" করিয়াছেন—

---

* *'তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ সেই বাস্তব-তত্ত্ববস্তুকে 'অদ্বয়জ্ঞান' বলিয়া থাকেন, যাহা ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্—এই ত্রিবিধ সংজ্ঞায় আখ্যাত হন।' 'এই বিশ্বসৃষ্টির পূর্ব্বে এক, অদ্বিতীয় সদ্বস্তুমাত্র ছিলেন।*

✚ *প্রহ্লাদের মন কৃষ্ণগ্রহগ্রস্ত হওয়ায় জগৎ যে এইপ্রকার কৃষ্ণেতর প্রতীতিময়, তাহা তিনি জানিতেন না।*

নিন্দাচ্ছলে প্রভুদ্বয়ের পরস্পরের স্তুতি ঃ—

এইমত দুইজনে করে বলাবলি ।
ব্যাজ-স্তুতি করে দুঁহে, যেন গালাগালি ॥ ১৯৬ ॥

প্রভুর সকল ভক্তকে মহাপ্রসাদ-দান ঃ—

তবে প্রভু সর্ব্ব বৈষ্ণবের নাম লঞা ।
মহাপ্রসাদ দেন মহা-অমৃত সিঞ্চিয়া ॥ ১৯৭ ॥

প্রসাদ-সম্মানান্তে হরিধ্বনি দিয়া উত্থান ও আচমন ঃ—

ভোজন করি' উঠে সবে হরিধ্বনি করি' ।
হরিধ্বনি উঠিল সব স্বর্গমর্ত্ত্য ভরি' ॥ ১৯৮ ॥

ভক্তগণকে স্বহস্তে মাল্য-চন্দন-দান ঃ—

তবে মহাপ্রভু সব নিজ-ভক্তগণে ।
সবাকারে শ্রীহস্তে দিলা মাল্য-চন্দনে ॥ ১৯৯ ॥

স্বরূপাদি সপ্ত পরিবেশকের সর্ব্বশেষে প্রসাদ-প্রাপ্তি ঃ—

তবে পরিবেশক স্বরূপাদি সাতজন ।
গৃহের ভিতরে কৈল প্রসাদ ভোজন ॥ ২০০ ॥

গোবিন্দের সাহায্যে হরিদাসের প্রভু-ভুক্তশেষ-প্রাপ্তি ঃ—

প্রভুর অবশেষ গোবিন্দ রাখিল ধরিয়া ।
সেই অন্ন হরিদাসে কিছু দিল লঞা ॥ ২০১ ॥

গোবিন্দের সর্ব্বশেষ প্রভূচ্ছিষ্ট প্রাপ্তি ঃ—

ভক্তগণ গোবিন্দ-পাশ কিছু মাগি' নিল ।
সেই প্রসাদান্ন গোবিন্দ আপনি পাইল ॥ ২০২ ॥

গুণ্ডিচা-মার্জ্জন-লীলারই নামান্তর 'ধোয়াপাখলা'-লীলা ঃ—

স্বতন্ত্র ঈশ্বর প্রভু করে নানা খেলা ।
'ধোয়াপাখলা' নাম কৈল এই এক লীলা ॥ ২০৩ ॥

অনবসরান্তে নেত্রোৎসব বা অঙ্গরাগোৎসব ঃ—

আর দিনে জগন্নাথের 'নেত্রোৎসব'-নাম ।
মহোৎসব হৈল ভক্তের প্রাণ সমান ॥ ২০৪ ॥

১৫ দিন পরে পাইয়া প্রভুকে প্রাণ ভরিয়া দর্শন ঃ—

পক্ষদিন দুঃখী লোক প্রভুর অদর্শনে ।
দর্শন করিয়া লোক সুখ পাইল মনে ॥ ২০৫ ॥

ভক্তগণসহ প্রভুর জগন্নাথদর্শনে যাত্রা ঃ—

মহাপ্রভু সুখে লঞা সব ভক্তগণ ।
জগন্নাথ-দরশনে করিলা গমন ॥ ২০৬ ॥

প্রভুর অগ্রে বলবান্ কাশীশ্বর ও পশ্চাৎ গোবিন্দের গমন ঃ—

আগে কাশীশ্বর যায় লোক নিবারিয়া ।
পাছে গোবিন্দ যায় জল-করঙ্গ লঞা ॥ ২০৭ ॥

প্রভুর অগ্রবর্ত্তী পুরী-ভারতীর পার্শ্বে স্বরূপ-অদ্বৈত ঃ—

প্রভুর আগে পুরী, ভারতী,—দুঁহার গমন ।
স্বরূপ, অদ্বৈত,—দুঁহের পার্শ্বে দুইজন ॥ ২০৮ ॥

পশ্চাতে অন্যান্য ভক্ত ঃ—

পাছে পাছে চলি' যায় আর ভক্তগণ ।
উৎকণ্ঠাতে গেলা সব জগন্নাথ-ভবন ॥ ২০৯ ॥

কমলনয়ন-দর্শনার্থ ভক্তগণের অনুরাগবশতঃ মর্য্যাদা-লঙ্ঘন ঃ—

দর্শন-লোভেতে করি' মর্য্যাদা লঙ্ঘন ।
ভোগ-মণ্ডপে যাঞা করে শ্রীমুখ দর্শন ॥ ২১০ ॥

রাধাভাবে ভাবিত প্রভুর নিষ্পলকনেত্রে কৃষ্ণমুখ-সন্দর্শন ঃ—

তৃষ্ণার্ত্ত প্রভুর নেত্র—ভ্রমর-যুগল ।
গাঢ় তৃষ্ণায় পিয়ে কৃষ্ণের বদন-কমল ॥ ২১১ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৯৬। ব্যাজ-স্তুতি—ছলস্তুতি অর্থাৎ বাহিরে নিন্দা-বাক্য, ভিতরে মাহাত্ম্যসূচক।

১৯৭। মহাপ্রভু বৈষ্ণবদিগকে মহাপ্রসাদ দেওয়াইলেন ; তাহাতে প্রভুর কৃপারূপ অমৃত সিঞ্চিত হওয়ায় ততোধিক উপাদেয় হইল।

২০৩। 'ধোয়াপাখলা'—এই গুণ্ডিচা-মার্জ্জন-লীলাকে উৎকল-ভাষায় 'ধোয়াপাখলা' বলে।

২০৪। 'নেত্রোৎসব'—স্নানের সময় জগন্নাথের বর্ণ ধৌত হওয়ায় 'অনবসর'-কালে শ্রীমূর্ত্তিত্রয়ের 'অঙ্গরাগ' হয়। 'নব-যৌবন'-দিবসেই প্রাতঃকালে নেত্রোৎসব অর্থাৎ চক্ষুর অঙ্গরাগ হয়।

২০৫। পক্ষ-দিন—পনর দিবস।

২১০। মর্য্যাদা-লঙ্ঘন—শাস্ত্রের যে বিধি-অনুসারে দেব দর্শন করিতে হয়, সেই বিধির নাম 'মর্য্যাদা'। দর্শনলোভে অনেকেই সেই মর্য্যাদা লঙ্ঘনপূর্ব্বক নবযৌবন-দর্শনে গেলেন।

অনুভাষ্য

শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভু দ্বিতীয়াভিনিবেশকারী ভোগরত জড়-দ্বৈত-বাদীকে তিরস্কার করিয়া শ্রীমদদ্বৈতপ্রভুর এই অদ্বয়জ্ঞান-দর্শন-কেই প্রশংসা করিলেন।

১৯৫। শ্রীরূপপ্রভু 'উপদেশামৃতে',—"দদাতি প্রতিগৃহ্ণাতি গুহ্যমাখ্যাতি পৃচ্ছতি। ভুঙ্‌ক্তে ভোজয়তে চৈব ষড়্‌বিধং প্রীতি-লক্ষণম্।।" এজন্য ভোজনাদি সঙ্গবিষয়ক বিচার—শুদ্ধভক্তের অবশ্য পালনীয় ; প্রকারান্তরে প্রচ্ছন্ন-মায়াবাদী বা দ্বিতীয়াভিনিবেশ-রত প্রাকৃত-সহজিয়ার সহিত শুদ্ধভক্তের কখনই একত্র ভোজন যে বিধেয় নয়,—ইহাও নিত্যানন্দপ্রভু ইঙ্গিতদ্বারা জানাইলেন।

২০৫। পূর্ণিমার স্নান-যাত্রার পর শ্রীজগন্নাথ-মূর্ত্তি একপক্ষকাল দর্শকের নেত্রানন্দের বিষয় হন না। যে-দিন দর্শনার্থী ব্যক্তি পক্ষকাল অনবসরের পর শ্রীভগবান্‌কে দর্শন করিয়া স্বীয় চক্ষুর সফলতা

শ্রীবিগ্রহের অসমোর্দ্ধ এবং নিত্য নব-নবায়মান ও বর্দ্ধনশীল মাধুর্য্য ঃ—

প্রফুল্ল-কমল জিনি' নয়ন-যুগল ।
নীলমণি-দর্পণ-কান্তি গণ্ড ঝলমল ॥ ২১২ ॥
বান্ধুলীর ফুল জিনি' অধর সুরঙ্গ ।
ঈষৎ হসিত কান্তি—অমৃত-তরঙ্গ ॥ ২১৩ ॥
শ্রীমুখ-সুন্দরকান্তি বাঢ়ে ক্ষণে ক্ষণে ।
কোটিভক্ত-নেত্র-ভৃঙ্গ করে মধুপানে ॥ ২১৪ ॥
যত পিয়ে, তত তৃষ্ণা বাঢ়ে নিরন্তর ।
মুখাম্বুজ ছাড়ি' নেত্র না যায় অন্তর ॥ ২১৫ ॥

দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত শ্রীমুখদর্শন-লীলা ঃ—

এইমত মহাপ্রভু লঞা ভক্তগণ ।
মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত কৈল শ্রীমুখ দরশন ॥ ২১৬ ॥

প্রভুর ভাবাবেশ হইলেও সম্বরণপূর্ব্বক দর্শন-সেবা-সুখ ঃ—

স্বেদ, কম্প, অশ্রু-জল বহে সর্ব্বক্ষণ ।
দর্শনের লোভে প্রভু করে সম্বরণ ॥ ২১৭ ॥

ভোগকালে প্রভুর দর্শন-কীর্ত্তন ঃ—

মধ্যে মধ্যে ভোগ লাগে, মধ্যে দরশন ।
ভোগের সময়ে প্রভু করেন কীর্ত্তন ॥ ২১৮ ॥

কৃষ্ণদর্শন-সেবাসুখে প্রভুর আত্মবিস্মৃতি ; শেষে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন ঃ—

দর্শন-আনন্দে প্রভু সব পাসরিলা ।
ভক্তগণ মধ্যাহ্নেতে প্রভুরে লঞা গেলা ॥ ২১৯ ॥
প্রাতঃকালে রথযাত্রা হবেক জানিয়া ।
সেবক লাগায় ভোগ দ্বিগুণ করিয়া ॥ ২২০ ॥

গুণ্ডিচা-মার্জ্জন-লীলা-শ্রবণে অশুচিরও চিত্ত-শুদ্ধিলাভ ঃ—

গুণ্ডিচা-গৃহ-মার্জ্জন সংক্ষেপে কহিল ।
যাহা দেখি' শুনি' পাপীর কৃষ্ণভক্তি হৈল ॥ ২২১ ॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ২২২ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে গুণ্ডিচা-গৃহ-মার্জ্জনং নাম দ্বাদশ-পরিচ্ছেদঃ।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২১২। নীলমণি অর্থাৎ ইন্দ্রনীলমণি-নির্ম্মিত দর্পণের কান্তির ন্যায় শ্রীজগন্নাথদেবের গণ্ডস্থল ঝলমল করিতেছিল।

ইতি অমৃতপ্রবাহ-ভাষ্যে দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

অনুভাষ্য

বিধান করেন। ঐ বিয়োগ-পক্ষের পর সেই প্রথম দর্শনকেই 'নেত্রোৎসব' বলে।

২০৭। করঙ্গ—চতুর্থাশ্রমী সন্ন্যাসীর জলপাত্র।

২১০-২১১। শ্রীমহাপ্রভু জগমোহনের প্রান্তভাগে সর্ব্বদা 'গরুড়-স্তম্ভে'র পশ্চাদ্দেশ হইতে শ্রীজগন্নাথ দর্শন করিতেন। পক্ষকাল দর্শন না পাইয়া প্রবল বিপ্রলম্ভপুষ্ট চেষ্টাক্রমে জগমোহন অতিক্রম করিয়া ভোগমণ্ডপে গিয়া শ্রীমুখ দর্শন করিলেন। বরণীয়-বস্তুর নিতান্ত নিকটবর্ত্তী হওয়ায় মর্য্যাদার লঙ্ঘন বুঝিতে হইবে। পিপাসাক্লিষ্ট ভ্রমর যেরূপ পুষ্পমধুপানে সুদৃঢ়া চেষ্টা প্রদর্শন করে, তদ্রূপ প্রভুর নেত্রযুগলের সহিত ভ্রমরদ্বয়ের এবং জগন্নাথের শ্রীমুখের সহিত পদ্মপুষ্পের উপমা। গাঢ়তৃষ্ণাবশে কৃষ্ণমুখকমল-দর্শনরূপ পানকার্য্যে প্রভুর পিপাসাতিশয্য প্রকাশ পাইতেছিল।

২১৩। বান্ধুলী—এস্থলে ঐ জাতীয় রক্তবর্ণ পুষ্প বুঝিতে হইবে ; সুরঙ্গ—হিঙ্গুল-বর্ণ।

২১২-২১৫। শ্রীবিগ্রহ-মাধুরী-বিষয়ে শ্রীরূপপ্রভু শ্রীলঘু-ভাগবতামৃতে—"অসমানোর্দ্ধমাধুর্য্যতরঙ্গামৃতবারিধিঃ। জঙ্গম-স্থাবরোল্লাসিরূপো গোপেন্দ্রনন্দনঃ।।" তন্ত্রে—"কন্দর্প-কোট্যর্ব্বুদ-রূপশোভা-নীরাজ্য-পাদাব্জনখাঞ্চলস্য। কুত্রাপ্যদৃষ্টশ্রুতরম্যকান্তে-র্ধ্যানং পরং নন্দসুতস্য বক্ষ্যে।।"* ভাঃ ১০।২৯।৪০ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

২১৫। শ্রীমহাপ্রভু যতই শ্রীমুখ দর্শন করিতে লাগিলেন, ততই তাঁহার দর্শন-পিপাসা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। প্রভুর চক্ষু ও কৃষ্ণমুখপদ্ম উভয়ের মধ্যে আর ভেদ বা অন্তরায় ঘটিল না।

২১৭। আদি, ৪র্থ পঃ সংখ্যা ২০১-২০৩ বিশেষভাবে আলোচ্য।

ইতি অনুভাষ্যে দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

---

* *'যাঁহার সমান বা যাঁহার অপেক্ষা অধিক নাই, এইপ্রকার মাধুর্য্যতরঙ্গময় অমৃতসিন্ধু যিনি, সেই শ্রীনন্দনন্দনের রূপ স্থাবর ও জঙ্গম নির্ব্বিশেষে সকল প্রাণীর উল্লাস বর্দ্ধন করে।' তন্ত্রে—'যাঁহার পাদপদ্মের নখপ্রদেশ অসংখ্য কন্দর্পের রূপশোভা-কর্ত্তৃক নিত্য নীরাজিত, যাঁহার রম্যকান্তি আর কোথাও (এমনকি, মথুরা-দ্বারকাধীশেও) দৃষ্ট বা শ্রুত হয় না, সেই নন্দনন্দনের ধ্যান-বিধি বলিব।' 'কা স্ত্র্যঙ্গ তে কলপদামৃতবেণুগীত-সম্মোহিতার্য্যচরিতান্ন চলেৎ ত্রিলোক্যাম্। ত্রৈলোক্যসৌভগমিদঞ্চ নিরীক্ষ্য রূপং যদ্গো-দ্বিজ-দ্রুম-মৃগঃ পুলকান্যবিভ্রন্।। (ভাঃ ১০।২৯।৪০)—গোপীগণ বলিলেন,—'হে কৃষ্ণ! ত্রিজগতের মধ্যে এমন কোন্ স্ত্রী আছে, যে তোমার সুমধুর পদ ও দীর্ঘ মূর্চ্ছনাযুক্ত অমৃতময় সঙ্গীতে মোহিত হইয়া আর্য্যধর্ম্ম হইতে বিচলিত না হয়? তোমার ত্রিলোক-মানসাকর্ষী দিব্যরূপের দর্শনে গো, পশু, পক্ষী এবং বৃক্ষগণ পর্য্যন্ত পুলকিত হয়।'*

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

কথাসার—প্রাতঃস্নান করিয়া প্রভু জগন্নাথ, বলদেব ও সুভদ্রার পাণ্ডুবিজয়ের সহিত রথারোহণ দর্শন করিলেন। সেই-সময় রাজা সুবর্ণ-মার্জ্জনীর দ্বারা পথ সম্মার্জ্জন করিতেছিলেন। লক্ষ্মীর অনুমতি লইয়া জগন্নাথ গুণ্ডিচাবাড়ী চলিলেন। বালুকাময় সুপ্রশস্ত পথ, দুইদিকে গৃহ ও উদ্যানাদি, সেই পথমধ্য দিয়া গৌড়গণ রথ টানিয়া লইয়া যাইতে লাগিল। মহাপ্রভু নিজগণকে সাত-সম্প্রদায়ে বিভক্ত করিয়া চৌদ্দ মাদলে কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। কীর্ত্তনসময়ে মহাপ্রভুর বহুবিধ ভাব উদিত হইতে লাগিল ; এমন কি, যেন জগন্নাথ ও মহাপ্রভু পরস্পর ভাববিনিময়ের পরিচয় দিতে লাগিলেন। বলগণ্ডিপর্য্যন্ত রথ আসিলে তথায় সাধারণের একটী ভোগ নিবেদিত হইতে লাগিল। উদ্যানের নিকটবর্ত্তী উপবনে মহাপ্রভু নৃত্যপরিশ্রমের কিছু শান্তি করিলেন। (অঃ প্রঃ ভাঃ)

রথাগ্রে আশ্চর্য্য-নর্ত্তনকারী গৌরহরির জয় ঃ—

স জীয়াৎ কৃষ্ণচৈতন্যঃ শ্রীরথাগ্রে ননর্ত্ত যঃ।
যেনাসীজ্জগতাং চিত্রং জগন্নাথোঽপি বিস্মিতঃ ॥ ১ ॥

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ২ ॥

শ্রোতৃ-চিত্তাকর্ষণ ঃ—

জয় শ্রোতাগণ, শুন, করি' এক মন।
রথযাত্রায় নৃত্য প্রভুর পরম মোহন ॥ ৩ ॥

পাহাণ্ডি-দর্শনার্থ প্রাতঃস্নানানন্তর সগণ প্রভুর গমন ঃ—

আর দিন মহাপ্রভু হঞা সাবধান।
রাত্রে উঠি' গণ-সঙ্গে কৈল প্রাতঃস্নান ॥ ৪ ॥

পাণ্ডুবিজয় দেখিবারে করিল গমন।
জগন্নাথ যাত্রা কৈল ছাড়ি' সিংহাসন ॥ ৫ ॥

পাহাণ্ডি-দর্শনে সপরিকর রাজার সহায়তা ঃ—

আপনি প্রতাপরুদ্র লঞা পাত্রগণ।
মহাপ্রভুর গণে করায় বিজয়-দর্শন ॥ ৬ ॥

নিতাই অদ্বৈতাদির সহিত প্রভুর পাহাণ্ডি-দর্শন ঃ—

অদ্বৈত, নিতাই আদি সঙ্গে ভক্তগণ।
সুখে মহাপ্রভু দেখে ঈশ্বর-গমন ॥ ৭ ॥

দয়িতাগণের জগন্নাথকে রথারোহণে চেষ্টা ঃ—

বলিষ্ঠ 'দয়িতা'গণ—যেন মত্ত হাতী।
জগন্নাথ বিজয় করায় করি' হাতাহাতি ॥ ৮ ॥

কতক দয়িতা করে স্কন্ধ আলম্বন।
কতক দয়িতা ধরে শ্রীপদ্ম-চরণ ॥ ৯ ॥

কটিতটে বদ্ধ, দৃঢ়, স্থূল পট্টডোরী।
দুইদিকে দয়িতাগণ উঠায় তাহা ধরি' ॥ ১০ ॥

উচ্চ দৃঢ় তুলী সব পাতি' স্থানে স্থানে।
এক তুলী হৈতে ত্বরায় আর তুলী আনে ॥ ১১ ॥

জগন্নাথের গুরুত্ব ঃ—

প্রভু-পদাঘাতে তুলী হয় খণ্ড খণ্ড।
তুলা সব উড়ি' যায়, শব্দ হয় প্রচণ্ড ॥ ১২ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১। জগন্নাথের রথাগ্রে যিনি নৃত্য করিয়াছিলেন, সেই কৃষ্ণ-চৈতন্য জয়যুক্ত হউন ; তাঁহার সেই নৃত্য দেখিয়া সমস্ত জগৎ এবং স্বয়ং জগন্নাথ বিস্মিত হইয়াছিলেন।

৫। জগন্নাথ, বলদেব ও সুভদ্রা,—এই শ্রীমূর্ত্তিত্রয়কে পট্টডোরে বাঁধিয়া সেবকগণ মন্দির হইতে যে-প্রণালীতে সিংহ-দ্বারের নিকট রথে উঠাইয়া দেন, তাহাকে 'পাণ্ডু-বিজয়' বলে।

অনুভাষ্য

১। যঃ (মহাপ্রভুঃ) রথাগ্রে (শ্রীজগন্নাথদেবস্য রথস্য সম্মুখে) ননর্ত্ত, যেন (নর্ত্তনমাধুর্য্যেণ) জগতাং (লোকানাং) চিত্রং (কুতূহলম্) আসীৎ, জগন্নাথঃ অপি বিস্মিতঃ (বভূব), সঃ কৃষ্ণচৈতন্যঃ জীয়াৎ (বিজয়েত)।

৫। পাণ্ডুবিজয় বা পাহাণ্ডি—সিংহাসন হইতে রথারোহণ।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৮। দয়িতাগণ,—'দয়িত'-শব্দ হইতে 'দয়িতা' হইয়াছে। দয়িতা-নামে একশ্রেণীর সেবক আছে ; ইঁহারা জাতিতে ভদ্র নয়, কিন্তু জগন্নাথের সেবা প্রাপ্ত হইয়া ভদ্রবর্ণের সম্মান লাভ করিয়াছেন। স্নানের দিন হইতে আরম্ভ করিয়া রথ হইতে ফিরিয়া আসা পর্য্যন্ত দয়িতাগণের শ্রীজগন্নাথে বিশেষ অধিকার থাকে। দয়িতাগণকে 'ক্ষেত্রমাহাত্ম্যে' 'শবর' বলিয়া উক্তি করা হইয়াছে ; তাঁহাদের মধ্যে আবার যাঁহারা ব্রাহ্মণ আছেন, তাঁহাদিগকে 'দয়িতাপতি' বলে। ইঁহারা জগন্নাথদেবকে অনবসর-কালে মিষ্টান্ন-ভোগ দেন এবং প্রত্যহ প্রাতঃকালে বালভোগ-মিষ্টান্ন অর্পণ করেন। ইঁহারা অনবসর-কালে 'জগন্নাথদেবের জ্বর হইয়াছে' বলিয়া ঔষধি ও পাঁচন (মিষ্টরসের পানা) অর্পণ করেন। ফল কথা এই যে, শ্রীজগন্নাথ-প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে শবরদের

স্বেচ্ছাময় প্রভু জগন্নাথ ঃ—

বিশ্বম্ভর জগন্নাথে কে চালাইতে পারে?
আপন-ইচ্ছায় চলে করিতে বিহারে ॥ ১৩ ॥

জগন্নাথকে কাতরভাবে আহ্বান ঃ—

মহাপ্রভু 'মণিমা' 'মণিমা' করে ধ্বনি।
নানা-বাদ্য-কোলাহলে কিছুই না শুনি ॥ ১৪ ॥

স্বয়ং রাজার ঝাড়ুদাররূপে সেবা ঃ—

তবে প্রতাপরুদ্র করে আপনে সেবন।
সুবর্ণ-মার্জ্জনী লঞা করে পথ সম্মার্জ্জন ॥ ১৫ ॥
চন্দন-জলেতে করে পথ নিষেচনে।
তুচ্ছ সেবা করে বসি' রাজ-সিংহাসনে ॥ ১৬ ॥

রাজার দৈন্যময়ী সেবা-দর্শনে প্রভুর কৃপা ঃ—

উত্তম হঞা রাজা করে তুচ্ছ সেবন।
অতএব জগন্নাথের কৃপার ভাজন ॥ ১৭ ॥
মহাপ্রভু সুখ পাইল সে-সেবা দেখিতে।
মহাপ্রভুর কৃপা হৈল সে-সেবা হইতে ॥ ১৮ ॥

রথের শোভা ঃ—

রথের সাজনি দেখি' লোকে চমৎকার।
নব হেমময় রথ—সুমেরু-আকার ॥ ১৯ ॥
শত শত সু-চামর-দর্পণে উজ্জ্বল।
উপরে পতাকা শোভে চাঁদোয়া নির্ম্মল ॥ ২০ ॥
ঘাঘর, কিঙ্কিণী বাজে, ঘণ্টার ক্বণিত।
নানা চিত্র-পট্টবস্ত্রে রথ বিভূষিত ॥ ২১ ॥

জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রার রথারোহণ ঃ—

লীলায় চড়িল ঈশ্বর রথের উপর।
আর দুই রথে চড়ে সুভদ্রা, হলধর ॥ ২২ ॥

অনবসরকালে ১৫ দিন লক্ষ্মীসহ জগন্নাথের বিলাস ঃ—

পঞ্চদশ দিন ঈশ্বর মহালক্ষ্মী লঞা।
তাঁর সঙ্গে ক্রীড়া কৈল নিভৃতে বসিয়া ॥ ২৩ ॥

বিলাসান্তে লক্ষ্মীর মত লইয়া রথারোহণ ঃ—

তাঁহার সম্মতি লঞা ভক্তে সুখ দিতে।
রথে চড়ি' বাহির হৈল বিহার করিতে ॥ ২৪ ॥

রথগমন-পথের বর্ণন ঃ—

সূক্ষ্ম শ্বেতবালু পথে পুলিনের সম।
দুইদিকে টোটা, সব—যেন বৃন্দাবন ॥ ২৫ ॥
রথে চড়ি' জগন্নাথ করিলা গমন।
দুইপার্শ্বে দেখি' চলে আনন্দিত-মন ॥ ২৬ ॥

গৌড়গণের রথরজ্জু-কর্ষণ, স্বেচ্ছাময়ের ইচ্ছামত সঞ্চলন ঃ—

'গৌড়' সব রথ টানে করিয়া আনন্দ।
ক্ষণে শীঘ্র চলে রথ, ক্ষণে চলে মন্দ ॥ ২৭ ॥
ক্ষণে স্থির হঞা রহে, টানিলেহ না চলে।
ঈশ্বর-ইচ্ছায় চলে, না চলে কারো বলে ॥ ২৮ ॥

ভক্তগণকে প্রভুর স্বহস্তে মাল্য-চন্দন দান ঃ—

তবে মহাপ্রভু সব লঞা ভক্তগণ।
স্বহস্তে পরাইল সবে মাল্য-চন্দন ॥ ২৯ ॥

আদৌ গুরুবর্গের সম্মান ঃ—

পরমানন্দ পুরী, আর ভারতী ব্রহ্মানন্দ।
শ্রীহস্তে চন্দন পাঞা বাড়িল আনন্দ ॥ ৩০ ॥
অদ্বৈত-আচার্য্য, আর প্রভু-নিত্যানন্দ।
শ্রীহস্ত-স্পর্শে দুঁহার হইল আনন্দ ॥ ৩১ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

মধ্যে শ্রীনীলমাধব-মূর্ত্তি ছিলেন, সেই নীলমাধব-মূর্ত্তি পরে 'জগন্নাথে' পরিণত হওয়ায় শবর-দয়িতাদিগের জগন্নাথের অন্তরঙ্গসেবায় অধিকার জন্মিয়াছে।

১১। তুলী—আবরিত তুলা, তুলার ছোট ছোট গদি (বালিসের ন্যায়)।

১৪। মণিমা—উৎকলদেশীয় লোকেরা পূজনীয় পাত্র এবং রাজাকে 'মণিমা' বলিয়া সম্বোধন করেন।

অনুভাষ্য

১১। পাতি—পাতিয়া, বিছাইয়া ; আর তুলী—অন্য তুলীতে।

১২। প্রভু—শ্রীজগন্নাথদেব।

১৯। সাজনি—সজ্জা।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২৩। শ্রীজগন্নাথদেব, স্নানের পর যে একপক্ষ-কাল নিভৃতে থাকেন, তাহাকে 'অনবসর' বা নিভৃত-কাল বলে ; তাহার পর তিনি লক্ষ্মীর অনুমতি লইয়া রথে গমন করিয়া থাকেন।

২৭। গৌড়—উৎকলীয় গোয়ালাদিগকে 'গৌড়' বলে।

অনুভাষ্য

২১। ঘাঘর—ঝাঁঝ ; কিঙ্কিণী—ঘুঙুর ; ক্বণিত—শব্দ, ধ্বনি।

২৩-২৫। অনবসরকালে জগন্নাথদেব পক্ষকাল নির্জ্জনে মহালক্ষ্মীসহ মর্য্যাদান্বিত হইয়া অবাধে ক্রীড়া করিয়াছিলেন ; এক্ষণে লক্ষ্মীর সম্মতিক্রমে অনুরাগমার্গীয় কৃষ্ণৈকনিষ্ঠ ভক্ত-গণের আনন্দবিধানার্থে রথে চড়িয়া স্বচ্ছন্দ-বিহারে বহির্গত হইলেন ; বলা বাহুল্য, স্বকীয়-ভাব—এস্থলে শ্লথ। রথগমনের

প্রধান কীর্ত্তনীয়া শ্রীস্বরূপ ও শ্রীবাসের সমাদর ঃ—

কীর্ত্তনীয়াগণে দিল মাল্য-চন্দন ।
স্বরূপ, শ্রীবাস,—যাঁহা মুখ্য দুইজন ॥ ৩২ ॥

বাইন ও দোহার সহ ৪টী কীর্ত্তন-সম্প্রদায় ঃ—

চারি সম্প্রদায়ে হৈল চব্বিশ গায়ন ।
দুই দুই মৃদঙ্গ করি হৈল অষ্টজন ॥ ৩৩ ॥

মহাপ্রভুকর্ত্তৃক কীর্ত্তন-সম্প্রদায় বিভাগ ঃ—

তবে মহাপ্রভু মনে বিচার করিয়া ।
চারি সম্প্রদায় দিল গায়ন বাঁটিয়া ॥ ৩৪ ॥

৪ সম্প্রদায়ে ৪ জন নর্ত্তক ঃ—

নিত্যানন্দ, অদ্বৈত, হরিদাস, বক্রেশ্বরে ।
চারিজনে আজ্ঞা দিল নৃত্য করিবারে ॥ ৩৫ ॥

১ম দলে শ্রীস্বরূপই মূলগায়ক ঃ—

প্রথম-সম্প্রদায়ে কৈল স্বরূপ—প্রধান ।
আর পঞ্চজন দিল তাঁর পালিগান ॥ ৩৬ ॥

তাঁহার ৫ জন দোহার ঃ—

দামোদর, নারায়ণ, দত্ত গোবিন্দ ।
রাঘব পণ্ডিত, আর শ্রীগোবিন্দানন্দ ॥ ৩৭ ॥

আর অদ্বৈতই নর্ত্তক ; ২য় দলে শ্রীবাসই মূলগায়ক ঃ—

অদ্বৈতেরে নৃত্য করিবারে আজ্ঞা দিল ।
শ্রীবাস—প্রধান আর সম্প্রদায় কৈল ॥ ৩৮ ॥

৫ জন দোহার, নিতাই নর্ত্তক ঃ—

গঙ্গাদাস, হরিদাস, শ্রীমান্, শুভানন্দ ।
শ্রীরাম পণ্ডিত, তাঁহা নাচে নিত্যানন্দ ॥ ৩৯ ॥

৩য় দলে মুকুন্দই মূলগায়ক, ৫ জন দোহার, হরিদাস ঠাকুরই নর্ত্তক ঃ—

বাসুদেব, গোপীনাথ, মুরারি যাঁহা গায় ।
মুকুন্দ—প্রধান কৈল আর সম্প্রদায় ॥ ৪০ ॥
শ্রীকান্ত, বল্লভসেন আর দুই জন ।
হরিদাস ঠাকুর তাঁহা করেন নর্ত্তন ॥ ৪১ ॥

৪র্থ দলে গোবিন্দ ঘোষই মূলগায়ক, ৫ জন দোহার, বক্রেশ্বরই নর্ত্তক ঃ—

গোবিন্দ ঘোষ—প্রধান কৈল আর সম্প্রদায় ।
হরিদাস, বিষ্ণুদাস, রাঘব, যাঁহা গায় ॥ ৪২ ॥
মাধব, বাসুদেব-ঘোষ,—দুই সহোদর ।
নৃত্য করেন তাঁহা পণ্ডিত-বক্রেশ্বর ॥ ৪৩ ॥

রথের একপার্শ্বে কুলীনগ্রামবাসীর কীর্ত্তন-দল ঃ—

কুলীন-গ্রামের এক কীর্ত্তনীয়া-সমাজ ।
তাঁহা নৃত্য করেন রামানন্দ, সত্যরাজ ॥ ৪৪ ॥

অপরপার্শ্বে অদ্বৈতানুগতগণ ঃ—

শান্তিপুরের আচার্য্যের এক সম্প্রদায় ।
অচ্যুতানন্দ নাচে তথা, আর সব গায় ॥ ৪৫ ॥

পশ্চাৎ খণ্ডবাসীর কীর্ত্তনদলে নরহরি ও রঘুনন্দনই নর্ত্তক ঃ—

খণ্ডের সম্প্রদায় করে অন্যত্র কীর্ত্তন ।
নরহরি নাচে তাঁহা শ্রীরঘুনন্দন ॥ ৪৬ ॥

সাতসম্প্রদায়ের অবস্থানের পুনরালোচন ঃ—

জগন্নাথের আগে চারিসম্প্রদায় গায় ।
দুই পাশে দুই, পাছে এক সম্প্রদায় ॥ ৪৭ ॥
সাত সম্প্রদায়ে বাজে চৌদ্দ মাদল ।
যার ধ্বনি শুনি' হৈল বৈষ্ণব পাগল ॥ ৪৮ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৩৬। পালিগান—দোহার।

অনুভাষ্য

পথটী—যমুনার পুলিনসদৃশ সূক্ষ্ম শ্বেতবালুকা-পূর্ণ ; পথের দুই পার্শ্ব—বৃন্দাবনের মত কানন-বেষ্টিত।

৩৩-৪৮। গায়ন—গায়ক ; সাতসম্প্রদায়ের বিবরণ যথাক্রমে লিখিত হইতেছে,—

জগন্নাথের রথাগ্রে—(ক) প্রথম-সম্প্রদায়ে প্রধান (মূল) গায়ক—দামোদর-স্বরূপ ; গায়ক (দোহার)—১। দামোদর পণ্ডিত, ২। নারায়ণ, ৩। গোবিন্দ দত্ত, ৪। রাঘব পণ্ডিত, ৫। গোবিন্দানন্দ ; নর্ত্তক—অদ্বৈত। (খ) দ্বিতীয়-সম্প্রদায়ে মূল-গায়ক—শ্রীবাস ; দোহার—১। গঙ্গাদাস, ২। (বড়?) হরিদাস, ৩। শ্রীমান্, ৪। শুভানন্দ, ৫। শ্রীরাম ; নর্ত্তক—নিত্যানন্দ। (গ) তৃতীয়-সম্প্রদায়ে মূলগায়ক—মুকুন্দ ; দোহার—১। বাসুদেব দত্ত, ২। গোপীনাথ, ৩। মুরারি, ৪। শ্রীকান্ত, ৫। বল্লভসেন ; নর্ত্তক—ঠাকুর হরিদাস। (ঘ) চতুর্থ-সম্প্রদায়ে মূলগায়ক—গোবিন্দ ; দোহার—১। (ছোট?) হরিদাস, ২। বিষ্ণুদাস, ৩। রাঘব, ৪। মাধব, ৫। বাসুঘোষ ; নর্ত্তক—বক্রেশ্বর। রথের বামপার্শ্বে—(ঙ) পঞ্চম-সম্প্রদায়ে গায়ক—কুলীনগামবাসি-গণ ; নর্ত্তক—রামানন্দ ও সত্যরাজ। রথের দক্ষিণ পার্শ্বে—

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৪৮। সাতসম্প্রদায়—পূর্ব্বোক্ত চারি সম্প্রদায়ের সহিত কুলীন গ্রামের সম্প্রদায়, শান্তিপুরের সম্প্রদায় ও শ্রীখণ্ডের সম্প্রদায় মিলিত হইয়া সাত সম্প্রদায় হইল এবং দুইটী দুইটী মাদল (খোল)-হিসাবে চৌদ্দ মাদলের কীর্ত্তন হইল।

মহাসঙ্কীর্ত্তন-বর্ণন ঃ—

বৈষ্ণবের মেঘ ঘটায় হইল বাদল ।
কীর্ত্তনানন্দে সব বর্ষে নেত্র-জল ॥ ৪৯ ॥
ত্রিভুবন ভরি' উঠে কীর্ত্তনের ধ্বনি ।
অন্য বাদ্যাদির ধ্বনি কিছুই না শুনি ॥ ৫০ ॥

প্রভুর আচরণ ঃ—

সাত ঠাঞি বুলে প্রভু 'হরি' 'হরি' বলি' ।
'জয় জগন্নাথ', বলেন হস্তযুগ তুলি' ॥ ৫১ ॥

প্রভুর সপ্তপ্রকাশ ঃ—

আর এক শক্তি প্রভু করিল প্রকাশ ।
এককালে সাত ঠাঞি করিল বিলাস ॥ ৫২ ॥
সবে কহে,—'প্রভু আছেন মোর সম্প্রদায় ।
অন্য ঠাঞি নাহি যা'ন আমারে দয়ায় ॥' ৫৩ ॥

প্রভুর শক্তি শুদ্ধভক্তেরই বেদ্য ঃ—

কেহ লক্ষিতে নারে প্রভুর অচিন্ত্যশক্তি ।
অন্তরঙ্গ-ভক্ত জানে, যাঁর শুদ্ধভক্তি ॥ ৫৪ ॥

কীর্ত্তন-দর্শনে জগন্নাথের আনন্দ ঃ—

কীর্ত্তন দেখিয়া জগন্নাথ হরষিত ।
সঙ্কীর্ত্তন দেখে রথ করিয়া স্থগিত ॥ ৫৫ ॥

তদ্দর্শনে রাজার বিস্ময় ঃ—

প্রতাপরুদ্রের হৈল পরম বিস্ময় ।
দেখিতে শরীর যাঁর হৈল প্রেমময় ॥ ৫৬ ॥

কাশীমিশ্রকে তদ্রহস্য প্রকাশ ঃ—

কাশীমিশ্রে কহে রাজা প্রভুর মহিমা ।
কাশীমিশ্র কহে,—'তোমার ভাগ্যের নাহি সীমা ॥'৫৭॥

সার্ব্বভৌমসহ রাজার নির্ব্বাক্ ইঙ্গিত ঃ—

সার্ব্বভৌম-সঙ্গে রাজা করে ঠারাঠারি ।
আর কেহ নাহি জানে চৈতন্যের চুরি ॥ ৫৮ ॥

কৃপাতেই তদুপলব্ধি, তর্কপন্থায় তিনি ব্রহ্মারও অজ্ঞেয় ঃ—

যাঁরে তাঁর কৃপা, সেই জানিবারে পারে ।
কৃপা বিনা ব্রহ্মাদিক জানিবারে নারে ॥ ৫৯ ॥

রাজার দীন-সেবা-দর্শনে প্রভুর সন্তোষ ঃ—

রাজার তুচ্ছ সেবা দেখি' প্রভুর তুষ্ট মন ।
সেই ত' প্রসাদে পাইল 'রহস্য-দর্শন' ॥ ৬০ ॥

রাজপ্রতি সাক্ষাতে বিরাগ, পরোক্ষে কৃপা ঃ—

সাক্ষাতে না দেয় দেখা, পরোক্ষে ত' দয়া ।
কে বুঝিতে পারে চৈতন্যচন্দ্রের মায়া ॥ ৬১ ॥

ভট্ট ও মিশ্রের তদ্দর্শনে বিস্ময় ঃ—

সার্ব্বভৌম, কাশীমিশ্র,—দুই মহাশয় ।
রাজারে প্রসাদ দেখি' হইলা বিস্ময় ॥ ৬২ ॥

স্বয়ং মূলগায়ক হইয়া সর্ব্বসম্প্রদায়কে নর্ত্তনে প্রেরণ ঃ—

এইমত লীলা প্রভু কৈল কতক্ষণ ।
আপনে গায়েন, নাচা'ন নিজ-ভক্তগণ ॥ ৬৩ ॥

কীর্ত্তন-মধ্যে ঐশ্বর্য্য-প্রকাশ ঃ—

কভু এক মূর্ত্তি, কভু হন বহু-মূর্ত্তি ।
কার্য্য-অনুরূপ প্রভু প্রকাশয়ে শক্তি ॥ ৬৪ ॥

অধীনা লীলাশক্তির স্বীয় প্রভুকে সেবন ঃ—

লীলাবেশে প্রভুর নাহি নিজানুসন্ধান ।
ইচ্ছা জানি' 'লীলা শক্তি' করে সমাধান ॥ ৬৫ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৫২। যেরূপ রাসে ও মহিষী-বিলাসে শ্রীকৃষ্ণ যুগপৎ 'বহু' বিগ্রহ হইয়া 'প্রকাশ' হইয়াছিলেন, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যও তদ্রূপ সেই শক্তি প্রকাশপূর্ব্বক প্রত্যেক সম্প্রদায়ে আপনাকে 'প্রকাশ' করিয়াছিলেন। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের লোকেরা মনে করিতেছিলেন যে, 'প্রভু আমার সম্প্রদায়েই আছেন, অন্য সম্প্রদায়ে নাই।'

অনুভাষ্য

(চ) ষষ্ঠ-সম্প্রদায়ে গায়ক—অদ্বৈতানুগতগণ ; নর্ত্তক—অচ্যুতানন্দ। রথের পশ্চাতে —(ছ) সপ্তম-সম্প্রদায়ে গায়ক—খণ্ডবাসিগণ ; নর্ত্তক—নরহরি ও রঘুনন্দন।

৫৯। মধ্য, ৬ষ্ঠ পঃ ৮২, ৮৪, ৮৬, ৮৭, ৮৯-৯১ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

৬০। রহস্য-দর্শন—শ্রীজগন্নাথদেব মহাপ্রভুর নৃত্যগীতাদি-দর্শনে বিস্ময়ান্বিত হইয়া নিজরথের গতি স্তব্ধ করিলেন। মহাপ্রভুও তাঁহার সমক্ষে নৃত্যাদিদ্বারা জগন্নাথের আনন্দ বিধান করিলেন। 'দ্রষ্টা' ও 'দৃশ্য' এখানে এক বস্তু হইলেও লীলা-বিচিত্রতাক্রমে এই অদ্ভুত রহস্যের প্রকাশ, মহাপ্রভুর কৃপায় রাজা বুঝিতে পারিলেন। সাত-সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রভুর যুগপৎ অবস্থিতিও যে রহস্যের অন্যতর,—রাজা তাহাও উপলব্ধি করিলেন।

৬১। প্রত্যক্ষভাবে 'রাজা'-নামের প্রতি আচার্য্যলীলাভিনয়-কারী প্রভুর তীব্র বিতৃষ্ণা, কিন্তু পরোক্ষভাবে তাঁহার প্রতি এত কৃপা যে, রাজা প্রভুকৃপায় তাঁহার গূঢ়লীলা-রহস্য পর্য্যন্ত ভেদ করিতে সমর্থ হইলেন। বাস্তবিক মহাপ্রভুর এই কৃপা ও বঞ্চনলীলা অর্থাৎ যুগপৎ ঈশ্বর ও জীববৎ লীলার তাৎপর্য্য—তাঁহারই ঐকান্তিক ভক্ত ব্যতীত অপর কেহই বুঝিতে সমর্থ নহে।

দ্বাপরে রাসে ও মহিষী-বিবাহেও এইরূপ প্রকাশ ঃ—

পূর্ব্বে যৈছে রাসাদি-লীলা কৈল বৃন্দাবনে ।
অলৌকিক লীলা গৌর কৈল ক্ষণে ক্ষণে ॥ ৬৬ ॥

"অপ্রাকৃতবস্তু নহে প্রাকৃত-গোচর" ঃ—

ভক্তগণ অনুভবে, নাহি জানে আন ।
শ্রীভাগবত-শাস্ত্র তাহাতে প্রমাণ ॥ ৬৭ ॥

প্রভুর নর্ত্তনে লোকোদ্ধার ঃ—

এইমত মহাপ্রভু করে নৃত্য-রঙ্গে ।
ভাসাইল সব লোক প্রেমের তরঙ্গে ॥ ৬৮ ॥

সগণ প্রভুর নর্ত্তন-কীর্ত্তনের মধ্যে জগন্নাথের রথারোহণ ও গুণ্ডিচা-গমন ঃ—

এইমত হৈল কৃষ্ণের রথে আরোহণ ।
তার আগে প্রভু নাচাইল ভক্তগণ ॥ ৬৯ ॥
আগে শুন জগন্নাথের গুণ্ডিচা-গমন ।
তার আগে প্রভু যৈছে করিলা নর্ত্তন ॥ ৭০ ॥
এইমত কীর্ত্তন প্রভু করিল কতক্ষণ ।
আপন-উদ্যোগে নাচাইল ভক্তগণ ॥ ৭১ ॥

নর্ত্তনেচ্ছা-হেতু ৯ জন ভক্তসহ স্বরূপের কীর্ত্তন-দল-গঠন ঃ—

আপনি নাচিতে যবে প্রভুর মন হৈল ।
সাত সম্প্রদায় তবে একত্র করিল ॥ ৭২ ॥
শ্রীবাস, রামাই, রঘু, গোবিন্দ, মুকুন্দ ।
হরিদাস, গোবিন্দানন্দ, মাধব, গোবিন্দ ॥ ৭৩ ॥
উদ্দণ্ড-নৃত্যে প্রভুর যবে হৈল মন ।
স্বরূপের সঙ্গে দিল এই নব জন ॥ ৭৪ ॥

অন্যান্য ভক্তের চতুর্দ্দিকে কীর্ত্তন ঃ—

এই দশ জন প্রভুর সঙ্গে গায়, ধায় ।
আর সব সম্প্রদায় চারিদিকে গায় ॥ ৭৫ ॥

প্রভুর জগন্নাথ-স্তুতি ঃ—

দণ্ডবৎ করি, প্রভু যুড়ি' দুই হাত ।
ঊর্দ্ধমুখে স্তুতি করে দেখি' জগন্নাথ ॥ ৭৬ ॥

বিষ্ণুপুরাণে (১।১৯।৬৫)—

নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥ ৭৭ ॥

শ্রীকুলশেখর-কৃত মুকুন্দমালা-স্তোত্রে—

জয়তি জয়তি দেবো দেবকীনন্দনোঽসৌ
জয়তি জয়তি কৃষ্ণো বৃষ্ণিবংশপ্রদীপঃ ।
জয়তি জয়তি মেঘশ্যামলঃ কোমলাঙ্গো
জয়তি জয়তি পৃথ্বীভারনাশো মুকুন্দঃ ॥ ৭৮ ॥

অপ্রাকৃত নবীন কামদেবের জয় ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৯০।৪৮)—

জয়তি জননিবাসো দেবকীজন্মবাদো
যদুবরপরিষৎ স্বৈর্দোর্ভিরস্যন্নধর্ম্মম্ ।
স্থিরচরবৃজিনঘ্নঃ সুস্মিত-শ্রীমুখেন
ব্রজপুরবনিতানাং বর্দ্ধয়ন্ কামদেবম্ ॥ ৭৯ ॥

অনুভাষ্য

৬৫। সাতটী কীর্ত্তন-সম্প্রদায়ে স্বতন্ত্র নিরঙ্কুশেচ্ছাময় প্রভু ইচ্ছানুরূপ কখনও এক মূর্ত্তি, কখনও বহুমূর্ত্তি প্রকাশ করিয়া স্বয়ং নাচিয়া, গাহিয়া এবং ভক্তগণকে নাচাইয়া আনন্দ আস্বাদন করিতে এতই মত্ত ছিলেন যে, নিজস্বরূপ-বিষয়ে অনুসন্ধান বা লক্ষ্য করিবার আদৌ অবকাশ পান নাই—যেন সম্পূর্ণ আত্ম-বিস্মৃত হইয়াছিলেন! (তাঁহার অপ্রাকৃত চিন্ময় অনন্তলীলা-বৈচিত্র্যের,—চিদ্বিলাসের, ইহাও একটী ব্যাপার) ; কিন্তু ইচ্ছা-মাত্রেই স্বরূপশক্তিরূপিণী ইচ্ছা-শক্তি প্রভুর প্রকাশ-বিগ্রহ প্রকটিত করিয়া স্বীয় প্রভুর সেবা বিধান করিলেন।

৬৭। কৃষ্ণলীলায় যে-প্রকার রাসস্থলীতে কৃষ্ণের বহুত্ব এবং মহিষী-বিবাহে যে-প্রকার একই মূর্ত্তি অনেক হইয়া প্রকট হইয়াছিলেন, তদ্রূপ গৌর-লীলায় সাতটী ভিন্ন ভিন্ন কীর্ত্তন-সম্প্রদায়ের ভক্তগণের নিকট ও প্রতাপরুদ্রাদি দ্রষ্টৃবর্গের চক্ষে ভগবান্ গৌরসুন্দর অনেক মূর্ত্তিতে প্রকট হইলেন। ভক্ত ব্যতীত তাঁহার লোকাতীত লীলাদর্শনে অন্যের অধিকার হয় না। রাসে ও মহিষী-বিবাহে কৃষ্ণের যুগপৎ অনেক মূর্ত্তিতে প্রকট হইবার প্রমাণ শ্রীমদ্ভাগবতে আছে।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৭৭। ব্রহ্মণ্যদেব, গো-ব্রাহ্মণের হিতস্বরূপ, জগতের মঙ্গল-স্বরূপ, কৃষ্ণস্বরূপ ও গোবিন্দস্বরূপ সেই পরমতত্ত্বকে নমস্কার করি।

৭৮। এই দেবকীনন্দন-দেবতা জয়যুক্ত হউন ; এই বৃষ্ণি-বংশ-প্রদীপ কৃষ্ণ জয়যুক্ত হউন ; এই নবজলধর-শ্যাম কোমলাঙ্গ-কৃষ্ণ জয়যুক্ত হউন ; পৃথিবীর ভারনাশী মুকুন্দ জয়যুক্ত হউন।

৭৯। জননিবাস, দেবকীজন্মবাদ (দেবকীগর্ভে জন্মগ্রহণ-কারিরূপে খ্যাত), যদুদিগের সভাপতি, নিজবাহুদ্বারা অধর্ম্ম-নাশকারী, স্থাবর-জঙ্গমের পাপহারী, মধুর-হাস্য মুখের দ্বারা ব্রজপুর-বনিতাদিগের কামবর্দ্ধনকারী কৃষ্ণচন্দ্র জয়যুক্ত হউন।

অনুভাষ্য

৭৭। গো-ব্রাহ্মণহিতায় (গবাদিসর্ব্বমঙ্গলাকরবস্তূনাং শুভানু-ধ্যায়িনে) ব্রহ্মণ্যদেবায় (ব্রহ্মণ্যানাম্ উপাস্যায়) জগদ্ধিতায় (লোককল্যাণনিবাসায়), গোবিন্দায় কৃষ্ণায় নমঃ নমঃ নমঃ (অসকৃৎ প্রণতিঃ)।

৭৮। অসৌ দেবকীনন্দনঃ (ইতি প্রসিদ্ধঃ) দেবঃ জয়তি

অহং-পদার্থবাচ্য জীবাত্ম-স্বরূপ ঃ—

পদ্যাবলীতে (৭৪) ধৃত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যোক্ত-শ্লোক—

নাহং বিপ্রো ন চ নরপতির্নাপি বৈশ্যো ন শূদ্রো
নাহং বর্ণী ন চ গৃহপতির্নো বনস্থো যতির্বা ।
কিন্তু প্রদ্যোন্নিখিলপরমানন্দপূর্ণামৃতাব্ধে-
র্গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ ॥ ৮০ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৮০। আমি ব্রাহ্মণ নই, ক্ষত্রিয়-রাজা নই, বৈশ্য বা শূদ্র নই অথবা ব্রহ্মচারী নই, গৃহস্থ নই, বানপ্রস্থ নই, সন্ন্যাসীও নই ; কিন্তু উন্মীলিত (অর্থাৎ নিত্য স্বতঃপ্রকাশমান) নিখিলপরমানন্দ-পূর্ণ অমৃতসমুদ্ররূপ 'শ্রীকৃষ্ণের পদকমলের দাসানুদাস' বলিয়া পরিচয় দিই।

অনুভাষ্য

জয়তি (সর্ব্বোত্তমত্বেন বর্ত্ততে) ; বৃষ্ণিবংশপ্রদীপঃ (বৃষ্ণীনাং যদূনাং বংশং কুলং প্রদীপয়তি যঃ সঃ বৃষ্ণিকুলোজ্জ্বলকারী) কৃষ্ণঃ জয়তি জয়তি ; মেঘ-শ্যামলঃ (নবঘনশ্যামলঃ ইব বর্ণঃ যস্য সঃ ইন্দ্রনীলঘনশ্যামঃ) কোমলাঙ্গঃ (কোমলং—"যত্তে সুজাত-চরণাম্বুরুহম্" ইত্যাদি-শ্লোকোদিতং সুকোমলম্ অঙ্গং যস্য সঃ কৃষ্ণঃ) জয়তি জয়তি ; পৃথ্বীভারনাশঃ (কৃষ্ণাভক্তার্দ্দিতধরা-ভারক্লেশ-নাশন-বীরঃ) মুকুন্দঃ (মুক্তিপ্রদো হরিঃ) জয়তি জয়তি।

৭৯। মহাভাগবত শ্রীশুকদেব দশমস্কন্ধের শেষাংশে সংক্ষেপে শ্রীকৃষ্ণলীলা-বর্ণনপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বোত্তমতা কহিতেছেন,—

জননিবাসঃ (জনেষু গোপ-যাদবাদি-মধ্যেষু এব নিবাসো যস্য সঃ, যদ্বা জনানাং জীবানাং যো নিবাসঃ আশ্রয়ঃ, জীবেষু বা নিবসতি অন্তর্যামিতয়া তথা সঃ) দেবকীজন্মবাদঃ (দেবক্যাং জন্ম ইতি বাদমাত্রং যস্য সঃ, অথবা দেবক্যোর্নন্দ-বসুদেবগৃহিণ্যো-র্জন্মৈব বাদঃ সিদ্ধান্তো যত্র সঃ, বস্তুতঃ অজন্মা) যদুবরপরিষৎ (যদুবরাঃ গোপাঃ ব্রজস্থাঃ ক্ষত্রিয়াঃ পুরস্থাঃ চ পরিষৎ সভা সেবকরূপা যস্য সঃ) স্বৈঃ দোর্ভিঃ (ইচ্ছামাত্রেণ নিরসনসমর্থো-ঽপি ক্রীড়ার্থং দোর্ভিঃ দোস্তুল্যৈঃ স্বভক্তজনৈঃ অর্জ্জুনাদিভির্বা) অধর্ম্মং (ধর্ম্মপ্রতিপক্ষমসুরসংঘম্) অস্যন্ (ক্ষিপ্যন্, দূরীকুর্ব্বন্, নিঘ্নন্) স্থিরচরবৃজিনঘ্নঃ (স্থিরচরাণাং—স্থিরাণাং স্থাবরাণাং চরাণাং জঙ্গমানাং, বৃজিনং সংসারদুঃখং ব্রজপুরস্থানাং তেষাং সেবকানাং স্ববিয়োগদুঃখং বা হন্তি যঃ সঃ) ব্রজপুরবনিতানাং (ব্রজবনিতানাং

প্রভুর অনুগমনে ভক্তগণের ভগবৎপ্রণাম ঃ—

এত পড়ি' পুনরপি করিল প্রণাম ।
যোড়হাতে ভক্তগণ বন্দে ভগবান্ ॥ ৮১ ॥

প্রভুর উদ্দণ্ড নৃত্য-বর্ণন ঃ—

উদ্দণ্ড নৃত্য প্রভু করিয়া হুঙ্কার ।
চক্র-ভ্রমি ভ্রমে যৈছে অলাত-আকার ॥ ৮২ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৮২। 'চক্র ভ্রমি ভ্রমে যৈছে অলাত-আকার'—দগ্ধ (জ্বলিত) অঙ্গারচক্রের ন্যায় মহাপ্রভু চক্রভ্রমী-রূপ ভ্রমিতে (ঘুরিতে) লাগিলেন।

অনুভাষ্য

পুরবনিতানাঞ্চ মথুরা-দ্বারকা-পুরস্থানুরাগিণীনাং তাসাং যোষিতাং) কামদেবং (কামশ্চাসৌ দিব্যতীতি বিজিগীষতে সংসারমিতি দেবশ্চ, যদ্বা, দেবঃ অপ্রাকৃতস্তৎস্বরূপভূতঃ তং স্বপ্রকাশস্বরূপং) সুস্মিতশ্রীমুখেন (শোভনং স্মিতং তদুপলক্ষিতং প্রসাদবিলাসা-দিকং যত্র তেন স্বভাবত এব শ্রীমতা শোভনহাস্য-যুতেন মুখেনৈব) বর্দ্ধয়ন্ (উদ্দীপয়ন্ সন্) [এবম্ভূতঃ শ্রীকৃষ্ণঃ] জয়তি (সর্ব্বোত্তমত্বেন বর্ত্ততে)।

৮০। অহং (জীবাত্মস্বরূপঃ) বিপ্রঃ (প্রাকৃতবুদ্ধ্যা শৌক্র-সাবিত্র্য-দৈক্ষ-ত্রিবিধ-জন্মাভিমানী ব্রাহ্মণঃ) ন (ন অস্মি), নরপতিঃ (ক্ষত্রিয়ঃ) চ ন, বৈশ্যঃ ন, শূদ্রঃ চ ন (নাহং বর্ণাভি-মানীত্যর্থঃ) ; [পুনঃ] অহং (জীবঃ) বর্ণী (ব্রহ্মচারী) ন, গৃহপতিঃ (গৃহস্থঃ) চ ন, বনস্থঃ (বানপ্রস্থঃ) ন, যতিঃ (তুর্য্যাশ্রমী সন্ন্যাসী বা) ন (নাস্মি—নাহং আশ্রমাভিমানীত্যর্থঃ)। কিন্তু [কোঽহমিতি চেৎ? তত্রাহ—অহং জীবস্বরূপঃ] প্রোদ্যন্নিখিল-পরমানন্দ-পূর্ণা-মৃতাব্ধেঃ (প্রকৃষ্টরূপেণ উদ্যন্ উদয়মাবিষ্কুর্ব্বন্ প্রকাশমান ইতি যাবৎ, যঃ নিখিলঃ পরমানন্দঃ, তেন এব পূর্ণঃ অমৃতাব্ধিঃ তস্য) গোপীভর্ত্তুঃ (গোপীজনবল্লভস্য তস্যৈব স্বয়ংভগবত্তায়াঃ স্বয়ং-রূপত্বাদ্বা) পদকমলয়োঃ (পাদপঙ্কজয়োঃ) দাসদাসানুদাসঃ (বৈষ্ণবদাস্যানুদাস্যে সংপ্রতিষ্ঠিতঃ ত্রিগুণাতীতঃ কৃষ্ণদাসঃ)।

৮২। অলাতচক্র অর্থাৎ জ্বলন্ত অঙ্গারখণ্ডকে অতিদ্রুতবেগে ঘুরাইলে উহা যেমন একটী অবিচ্ছিন্ন জ্বলন্ত চক্রের ন্যায় প্রতিভাত হয়, কিন্তু বাস্তবিক জ্বলন্ত-চক্র নয়, তদ্রূপ মহাপ্রভু উদ্দণ্ড নৃত্য করিতে করিতে 'একক'-বিগ্রহ হইয়াও সর্ব্বত্র 'ব্যাপক'-রূপে দৃষ্ট হইয়াছিলেন।

অমৃতাণুকণা—৮০। শ্রুতিতে ভূতশুদ্ধির যে-মন্ত্র কীর্ত্তিত হইয়াছে, আচার্য্য শ্রীশঙ্কর-প্রবর্ত্তিত মায়াবাদ-শাস্ত্রে যাহা অন্যতম মহাবাক্য বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে, সেই "অহং ব্রহ্মাস্মি" (বৃহদারণ্যক)-মন্ত্রের বিদ্বদ্রূঢ়িবৃত্তি-গত অর্থ ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর স্বকৃত "নাহং বিপ্রঃ"-শ্লোকে পরিস্ফুট করিয়াছেন। অর্চ্চনের পূর্ব্বে যাহাতে অর্চ্চার অধিষ্ঠানটি সেবনোপযোগিরূপে পরিণত হয়, তজ্জন্যই ভূতশুদ্ধির আবশ্যকতা। কারণ, 'নাদেবো দেবমর্চ্চয়েৎ'—অদৈব ব্যক্তির দেবতা-অর্চ্চনে অধিকার নাই। "দেবং ভূত্বা দেবং যজেৎ"—দেবত্ব লাভ করিয়াই দেবতা-যজনের বিধি। সেইহেতু লোকাতীত ভগবন্নামাবতার বা অর্চ্চাবতারের প্রতি স্বীয় সেবনবৃত্তি প্রকাশ করিবার পূর্ব্বে সাধক-জীব নিজ অলৌকিক স্বরূপ-সম্বন্ধে অবহিত হইবেন,—নতুবা লৌকিক ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ-বাসনারূপ পিশাচীর দ্বারা আক্রান্ত হইয়া সেবাধিকার-

নৃত্যে প্রভুর যাঁহা যাঁহা পড়ে পদতল ।
সসাগর-শৈল মহী করে টলমল ॥ ৮৩ ॥

প্রভুর অষ্টসাত্ত্বিক বিকার ঃ—

স্তম্ভ, স্বেদ, পুলক, অশ্রু, কম্প, বৈবর্ণ্য ।
নানা ভাবে বিবশতা, গর্ব্ব, হর্ষ, দৈন্য ॥ ৮৪ ॥

আছাড় খাঞা পড়ে ভূমে গড়ি' যায় ।
সুবর্ণ-পর্ব্বত যৈছে ভূমেতে লোটায় ॥ ৮৫ ॥

নিতাইর রক্ষণ-চেষ্টা ঃ—

নিত্যানন্দপ্রভু দুই হাত প্রসারিয়া ।
প্রভুরে ধরিতে চাহে আশপাশ ধাঞা ॥ ৮৬ ॥

চ্যুত হইবেন। ইহাই ভূতশুদ্ধির তাৎপর্য্য। কিন্তু শাঙ্করগণ 'অহং ব্রহ্মাস্মি'-মন্ত্রদ্বারা মুক্তিস্পৃহা-রূপ পিশাচীকে আবাহন করায় তথায় ভূতশুদ্ধি সুদূরপরাহত হইয়া পড়ে। "জ্ঞানী জীবন্মুক্তদশা পাইনু করি মানে। বস্তুতঃ বুদ্ধি শুদ্ধ নহে কৃষ্ণভক্তি বিনে।।" (চৈঃ চঃ মঃ ২২।২৯)। তাঁহাদের যে ব্রহ্মধ্যান, তাহা ব্রহ্ম (?) হইয়া স্বয়ং ব্রহ্মকে পরিবর্জ্জনের জন্যই, ব্রহ্ম-পূজনের উদ্দেশ্যে নহে। কিন্তু শ্রুতি বলিতেছেন,—"ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি"—ব্রহ্ম হইয়াই ব্রহ্মকে লাভ হয় ; "সোঽশ্নুতে সর্ব্বান্ কামান্ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতা"—সেই মুক্তাত্মা সর্ব্বজ্ঞ ব্রহ্মের সহিত যাবতীয় সেবাভিলাষ উপভোগ করেন। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা কহিতেছেন,—"ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি। সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্।।"

শ্রীমদ্ভাগবত সর্ব্ববেদান্তের সাররূপে জীবের পরিচয় ব্যক্ত করিয়া কহিতেছেন,—"সর্ব্ববেদান্তসারং যদ্ব্রহ্মাত্মৈকত্বলক্ষণম্" (ভাঃ ১২। ১৩।১২)। ব্রহ্মে যে লক্ষণ, জীবাত্মায় সেই লক্ষণ বর্ত্তমান—উভয়ে সজাতীয় সমতাৎপর্য্যপর না হইলে অদ্বয়জ্ঞান সিদ্ধ হয় না। ভেদজগতে যে অবস্থা, জ্ঞেয়পদার্থ সেইরূপ ভেদজাতীয় হইলে অদ্বয়জ্ঞানের পরিবর্ত্তে জড়ভোগ বা ত্যাগমূলক চিন্ত্য দ্বৈতবাদের অপকৃষ্টতা আসিয়া উপস্থিত হয়। 'আমার নিত্য চেতনময়, আনন্দময়, জ্ঞানময় প্রভু তিনি, আমি তাঁহার আনন্দবিধানকারী চিৎকণ পদার্থ, তাঁহা-ভিন্ন আমার অবস্থানই মায়া, অবিদ্যা'—ইহাই ব্রহ্মের সহিত জীবের একত্বের লক্ষণ। এইস্থলেই অদ্বয়জ্ঞান প্রতিষ্ঠিত হইয়া ব্রহ্মের সহিত জীবের নিত্য সেব্য-সেবক, ব্যাপক-ব্যাপ্য সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া জীবকে পরংব্রহ্ম-সন্নিধানে উপনীত করায়—"ব্রহ্ম মাং পরমং প্রাপুঃ" (ভাঃ ১১।১২।১৩)।

শ্রুতি-কথিত সেই 'অহং ব্রহ্মাস্মি'-মন্ত্রে জীবের যে স্বরূপ-বিজ্ঞান অনুস্যূত হইয়া রহিয়াছে, তাহাই "বেদান্তকৃদ্-বেদবিদেব চাহম্" (গীঃ ১৫।১৫) অর্থাৎ মূল বেদান্তকারী ও সর্ব্ববেদতাৎপর্য্যবেত্তা ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর প্রকাশ করিতেছেন—'অহং গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়োর্দাস-দাসানুদাসোঽস্মি'—আমি গোপীনাথ শ্রীকৃষ্ণের চরণকমলযুগলাশ্রিত দাসদাসানুদাস। শ্রুতিগণের বিশেষ অনুসন্ধানের বিষয় যে মুকুন্দপদবী, যাহা বেদান্তের একমাত্র চরম প্রতিপাদ্য বিষয়, তাঁহাকেই মহামহাবৈদান্তিকাগ্রগণ্যা, বিশুদ্ধচেতনে অবস্থিতা, পরমসিদ্ধা গোপীগণ সর্ব্বচিদিন্দ্রিয়-দ্বারা সর্ব্বোন্নত-রসে সেবায় নিয়োজিতা। পরংব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং নিখিল পরমানন্দ-অমৃতসিন্ধু হইয়াও, যাঁহারা তাঁহার সর্ব্ব আনন্দের উৎস—স্ব-স্ব-ভজনানুসারে তিনি সকলকে ভজনে (প্রতিদানে) সমর্থ হইলেও যাঁহাদিগের প্রীতির অনুরূপ প্রতিদানে সমর্থ হন না—যাঁহাদিগের তুল্য অপর তাঁহার মর্ম্মজ্ঞ নাই, সেই সর্ব্বগোপীশ্রেষ্ঠা, মূলা হ্লাদিনী-স্বরূপিণী, পরা ব্রহ্মস্বরূপা, স্বরূপশক্তি শ্রীবার্ষভানবীর দয়িতের দাসদাসানুদাস-সূত্রে তটস্থাশক্তিজাত, কেশাগ্রের শত-সহস্র-ভাগস্বরূপ অণুচেতন পদার্থ জীব নিজকে সম্বন্ধিত করিতে পারিলে, তাহা, জীবের আত্মগত-বিচারে যতপ্রকার পরিচয় সম্ভব, তন্মধ্যে সর্ব্বশিরোমণিরূপে দেদীপ্যমান হইয়া ব্রহ্মা-শিবাদিরও বন্দনীয়রূপে পরিগণিত হইয়া থাকে। ইহাই 'অহং ব্রহ্মাস্মি'-মন্ত্রের স্বরূপাবধি।

সেই আত্মজগতে অবিমিশ্র-চেতনরাজ্যে সকলই চেতনময়—তাহাতে অচেতনতা, অনিত্যতা, অবরতা, অসম্পূর্ণতা বা অভাবের অবকাশ নাই। অপরদিকে এই অনাত্মজগৎ—মিশ্রচেতনরাজ্য, এস্থানে অচেতনের মধ্যে চেতনের বিকাশ-হেতু নিত্যতা, সম্পূর্ণতা, অকপটতা, অব্যভিচারিতা, ঈশতা, নির্গুণতা, অবিমিশ্রতা প্রভৃতির অবস্থিতি নাই—"নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ।" (গীতা ২।১৬)। তজ্জন্য এই ব্রহ্মাণ্ডগত যাবতীয় স্থূল-সূক্ষ্মভাব চিদ্-অচিদ্-মিশ্র বলিয়া তাহা অনুপাদেয়তা, অচেতনতা, অসম্পূর্ণতা-রহিত হইতে পারে না। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু সেই সমগ্র স্থূল-সূক্ষ্মভাব পরিহারার্থে উপদেশ করিয়াছেন,—'আমি ব্রাহ্মণ নহি, ক্ষত্রিয় নহি, বৈশ্য বা শূদ্রও নহি, কিম্বা আশ্রমবিচারে আমি ব্রহ্মচারী নহি, গৃহস্থ নহি, বাণপ্রস্থ বা সন্ন্যাসীও নহি।' "অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে" (গীতা ৩।৪৩)—অশুদ্ধ-অহঙ্কারদ্বারা জীব বিমূঢ়তা লাভ করিয়া 'আমিই কর্ত্তা'-অভিমানে নিজ-সুবিধামত কখনও ভোগী, কখনও ত্যাগী হইয়া পড়ে। সেই অশুদ্ধ-অহঙ্কারবশতঃ বর্ণাশ্রম-বিচারে বা 'জন্ম-ঐশ্বর্য্য-শ্রুত-শ্রী'র পরিমাপে জীবের যাবতীয় অভিমান সকলই নিতান্ত জড়ীয় অথবা অচিদ্মিশ্র, কুণ্ঠাযুক্ত। সুতরাং তত্তদ্-অভিমানের বশবর্ত্তী হইয়া কেবল-চেতনরাজ্য বৈকুণ্ঠে অভিযান সম্ভব হয় না।

জীবের শুদ্ধ-অহঙ্কারে অদ্বয়জ্ঞান-পরতত্ত্বের সেবকবিচারে যে কেবল তদ্দাসদাসানুদাস অভিমান, তাহা কিছু জড়ীয় দৈন্য নহে। এ জগতে দৈন্যের কারণ দূরীভূত হইলেই দম্ভ আসিয়া উপস্থিত হয়, সুতরাং সে-দৈন্য দম্ভেরই দ্বিতীয়রূপ। 'অশুদ্ধ-অহং'গ্রস্ত জীব 'অহং ব্রহ্মাস্মি'-মন্ত্রে নিজকে ব্রহ্মের প্রতিযোগিরূপে ধ্যান করত কেবল দম্ভমাত্র সঞ্চয় করিয়া ভগবচ্চরণকমলে অপরাধ করিতে থাকে এবং তৎফলে অধঃপতন তাহার অনিবার্য্য হইয়া উঠে। কিন্তু "গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ" বা সম্রাট্ কুলশেখর-কৃত 'ত্বদ্ভৃত্য-ভৃত্য-পরিচারক-ভৃত্যভৃত্য-ভৃত্যস্য ভৃত্য ইতি মাং স্মর লোকনাথ"—এইরূপে যে আত্মগত ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র-অভিমান, তাহা জগতে তৃণমধ্যে যে জড়ের সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্রাভিমান নিহিত আছে, উহারও অতীত। সেই আত্মগত দৈন্য শুদ্ধভক্তির অনুভাব-রূপে মাত্র প্রকাশিত হয় এবং তাহা ভক্তির সম্বর্দ্ধনক্রমে উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইয়া কৃষ্ণাকর্ষণ করে। তখন দৈন্যের কারণ দূরীভূত হইলেও সেই দৈন্য নবনবায়মান হইয়া কৃষ্ণপ্রীত্যুৎপাদক বিভূষণে পরিণত হয়।

প্রভুর পশ্চাতে হরিধ্বনি-নিরত অদ্বৈত ঃ—

প্রভু-পাছে বুলে আচার্য্য করিয়া হুঙ্কার ।
'হরিবোল' 'হরিবোল' বলে বার বার ॥ ৮৭ ॥

প্রভুকে লোকস্পর্শ হইতে রক্ষণার্থ তিনদলের বেষ্টন ঃ—

লোক নিবারিতে হৈল তিন মণ্ডল ।
প্রথম-মণ্ডলে নিত্যানন্দ মহাবল ॥ ৮৮ ॥
কাশীশ্বর মুকুন্দাদি যত ভক্তগণ ।
হাতাহাতি করি' হৈল দ্বিতীয় আবরণ ॥ ৮৯ ॥
বাহিরে প্রতাপরুদ্র লঞা পাত্রগণ ।
মণ্ডল হঞা করে লোক নিবারণ ॥ ৯০ ॥

হরিচন্দন-সঙ্গে রাজার প্রভুনৃত্য-দর্শন ঃ—

হরিচন্দনের স্কন্ধে হস্ত আলম্বিয়া ।
প্রভুর নৃত্য দেখে রাজা আবিষ্ট হঞা ॥ ৯১ ॥

রাজসম্মুখে শ্রীবাসের প্রভুনৃত্য-দর্শন-সেবা ঃ—

হেনকালে শ্রীনিবাস প্রেমাবিষ্ট-মন ।
রাজার আগে রহি' দেখে প্রভুর নর্ত্তন ॥ ৯২ ॥

অবাধে রাজার দর্শন-সুযোগজন্য শ্রীবাসকে হরিচন্দনের মৃদুভাবে অপসারণ-চেষ্টা ঃ—

রাজার আগে হরিচন্দন দেখে শ্রীনিবাস ।
হস্তে তাঁরে স্পর্শি কহে,—'হও একপাশ ॥' ৯৩ ॥

সেবা-রত শ্রীবাসের পুনঃ পুনঃ সেবা-বিঘ্নহেতু ক্রোধ ঃ—

নৃত্যাবেশে শ্রীনিবাস কিছুই না জানে ।
বার বার ঠেলে, তেঁহো ক্রোধ হৈল মনে ॥ ৯৪ ॥

হরিচন্দনকে চপেটাঘাত, তৎফলে তাহার ক্রোধ ঃ—

চাপড় মারিয়া তারে কৈল নিবারণ ।
চাপড় খাঞা ক্রুদ্ধ হৈলা হরিচন্দন ॥ ৯৫ ॥

হরিচন্দনকে রাজার নিবারণ ঃ—

ক্রুদ্ধ হঞা তাঁরে কিছু চাহে বলিবারে ।
আপনি প্রতাপরুদ্র নিবারিল তারে ॥ ৯৬ ॥

বৈষ্ণবকর্ত্তৃক অপমান বা আঘাতও সৌভাগ্যসূচক ঃ—

"ভাগ্যবান্ তুমি—ইঁহার হস্ত-স্পর্শ পাইলা ।
আমার ভাগ্যে নাহি, তুমি কৃতার্থ হৈলা ॥" ৯৭ ॥

নিষ্পলকনেত্রে নিশ্চলভাবে জগন্নাথের প্রভুনৃত্যদর্শনে পরমানন্দ ঃ—

প্রভুর নৃত্য দেখি' লোকে হৈল চমৎকার ।
অন্য আছুক্, জগন্নাথের আনন্দ অপার ॥ ৯৮ ॥
রথ স্থির কৈল, আগে না করে গমন ।
অনিমিষ-নেত্রে করে নৃত্য দরশন ॥ ৯৯ ॥

প্রভুনৃত্যদর্শনে সুভদ্রা ও বলরামের হর্ষ ঃ—

সুভদ্রা-বলরামের হৃদয়ে উল্লাস ।
নৃত্য দেখি' দুই জনার শ্রীমুখেতে হাস ॥ ১০০ ॥

অষ্টসাত্ত্বিক-ভাব-কদম্ব-শোভিত প্রভুর রূপ ও লীলা ঃ—

উদ্দণ্ড নৃত্যে প্রভুর অদ্ভুত বিকার ।
অষ্টসাত্ত্বিক-ভাব উদয় সমকাল ॥ ১০১ ॥
মাংস ব্রণ-সম রোমবৃন্দ পুলকিত ।
শিমুলীর বৃক্ষ যেন কণ্টক-বেষ্টিত ॥ ১০২ ॥
এক এক দন্তের কম্প দেখিতে লাগে ভয় ।
লোকে জানে, দন্ত সব খসিয়া পড়য় ॥ ১০৩ ॥
সর্ব্বাঙ্গে প্রস্বেদ, তাতে রক্তোদ্গম ।
'জজ গগ' 'জজ গগ''—গদ্গদ-বচন ॥ ১০৪ ॥
জলযন্ত্র-ধারা যৈছে বহে অশ্রুজল ।
আশ-পাশে লোক যত ভিজিল সকল ॥ ১০৫ ॥

অনুভাষ্য

৮৮। মহাবল—শ্রীবলদেব।

তিনমণ্ডল—লোক-বিমর্দ্দন-নিবারণ-কল্পে মহাপ্রভুকে কেন্দ্র-স্থলে সংস্থাপনপূর্ব্বক ভক্তগণ আপনাদিগকে চক্রাকারে বেষ্টন করিয়া তিনটী ভিন্ন বৃত্ত রচনা করিলেন। প্রথম-বৃত্তে—অন্যান্য ভক্তসহ নিত্যানন্দপ্রভু, প্রথম-বৃত্তকে কেন্দ্র করিয়া পুনরায় চক্রাকারে বেষ্টনপূর্ব্বক কাশীশ্বর ও মুকুন্দাদি এবং দ্বিতীয়-বৃত্তকে কেন্দ্রজ্ঞানে লোকসমূহদ্বারা বেষ্টন করাইয়া প্রতাপরুদ্র রাজা তৃতীয়-বৃত্ত রচনা করিলেন। তৃতীয়-বৃত্তদ্বারা আবরণ করিয়া, দ্বিতীয়, প্রথম ও তদন্তঃস্থিত শ্রীমহাপ্রভুকে লোকের ভিড় হইতে স্বতন্ত্র করিলেন। উদ্দেশ্য,—লোকের ভিড়ে তৃতীয়মণ্ডল বিপর্য্যস্ত হইলে দ্বিতীয় এবং তাহাও তদ্রূপ সম্মর্দ্দিত হইলে, প্রথম-মণ্ডল প্রভুর সংরক্ষণ-কার্য্যে আসিবে।

৯৫। তারে—হরিচন্দনকে।

৯৬। তাঁরে—শ্রীবাসকে।

১০১। একইকালে আটপ্রকার সাত্ত্বিক ভাবের উদয়।

১০২। প্রভুর রোমবৃন্দ পুলকিত হইয়া লোমকূপের মাংস ব্রণ-সদৃশ দৃষ্ট হইল।

১০৪। 'জজ গগ'—'জগন্নাথ' বলিতে অর্থাৎ উচ্চারণ করিতে প্রভুর তাদৃশ অস্ফুট-বাক্য।

১০৫। জল-যন্ত্র—পিচ্‌কারী অথবা জল-সেচনী ঝাঁজ্‌রা বা ফোয়ারা।

দেহকান্তি গৌরবর্ণ দেখিয়ে অরুণ ।
কভু কান্তি দেখি' যেন মল্লিকা-পুষ্পসম ॥ ১০৬ ॥
কভু স্তম্ভ, কভু প্রভু ভূমিতে লোটায় ।
শুষ্ককাষ্ঠসম পদ-হস্ত না চলয় ॥ ১০৭ ॥
কভু ভূমে পড়ে, কভু শ্বাস হয় হীন ।
যাহা দেখি' ভক্তগণের প্রাণ হয় ক্ষীণ ॥ ১০৮ ॥

প্রভুর মুখচন্দ্রে ফেণামৃত-ধারা ঃ—

কভু নেত্রে-নাসায় জল, মুখে পড়ে ফেন ।
অমৃতের ধারা চন্দ্রবিম্বে বহে যেন ॥ ১০৯ ॥

শুভানন্দের পান ঃ—

সেই ফেন লঞা শুভানন্দ কৈল পান ।
কৃষ্ণপ্রেমরসিক তেঁহো মহাভাগ্যবান্ ॥ ১১০ ॥

নর্ত্তনান্তে প্রভুর কান্তসহ কান্তার মিলনগীতি-শ্রবণ ঃ—

এইমত তাণ্ডব-নৃত্য কৈল কতক্ষণ ।
ভাব-বিশেষে প্রভুর প্রবেশিল মন ॥ ১১১ ॥
তাণ্ডব-নৃত্য ছাড়ি' স্বরূপেরে আজ্ঞা দিল ।
হৃদয় জানিয়া স্বরূপ গাইতে লাগিল ॥ ১১২ ॥

শ্রীদামোদরস্বরূপের গীত ঃ—

তথাহি পদম্—

"সেই ত' পরাণ-নাথ পাইনু ।
যাহা লাগি' মদন-দহনে ঝুরি' গেনু ॥" ১১৩ ॥ ধ্রু ॥

গীত-শ্রবণে প্রভুর নৃত্য ঃ—

এই ধুয়া উচ্চৈঃস্বরে গায় দামোদর ।
আনন্দে মধুর নৃত্য করেন ঈশ্বর ॥ ১১৪ ॥

জগন্নাথের প্রভু-পশ্চাতে গমন ঃ—

ধীরে ধীরে জগন্নাথ করেন গমন ।
আগে নৃত্য করি' চলেন শচীর নন্দন ॥ ১১৫ ॥

সকল ভক্তেরই জগন্নাথমুখী হইয়া নর্ত্তন-কীর্ত্তন ঃ—

জগন্নাথে নেত্র দিয়া সবে নাচে, গায় ।
কীর্ত্তনীয়া সহ প্রভু পাছে পাছে যায় ॥ ১১৬ ॥

বহুকাল-বিরহান্তে শ্রীরাধাভাবান্বিত প্রভুর দয়িত শ্রীকৃষ্ণসহ মিলন ঃ—

জগন্নাথ-মগ্ন প্রভুর নয়ন-হৃদয় ।
শ্রীহস্তযুগে করে গীতের অভিনয় ॥ ১১৭ ॥

শ্রীরাধাভাব-সুবলিত প্রভুতেই কৃষ্ণাপেক্ষা অধিক প্রেম ঃ—

গৌর যদি পাছে চলে, শ্যাম হয় স্থিরে ।
গৌর আগে চলে, শ্যাম চলে ধীরে ধীরে ॥ ১১৮ ॥
এইমত গৌর-শ্যামে, দোঁহে ঠেলাঠেলি ।
স্বরথে শ্যামেরে রাখে গৌর মহাবলী ॥ ১১৯ ॥

বিচ্ছেদান্তে মিলনস্থলের স্মৃতি-দ্যোতক শ্লোক-পাঠ ঃ—

নাচিতে নাচিতে প্রভুর হৈলা ভাবান্তর ।
হস্ত তুলি' শ্লোক পড়ে করি' উচ্চৈঃস্বর ॥ ১২০ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১১৩। তাণ্ডব-নৃত্য ছাড়িয়া মহাপ্রভুর হৃদয়ে কুরুক্ষেত্র-মিলনে শ্রীরাধার ভাব উদিত হইল। বহুদিন বিচ্ছেদের পর, এই গানটী স্বভাবতঃই আসিয়া উপস্থিত হইল।

১১৮। যে-সময়ে গৌরচন্দ্র গীতের অভিনয় করিতে করিতে পিছু হাঁটেন, জগন্নাথ তখন স্থির হইয়া দাঁড়ান ; গৌর যখন আগে চলেন, জগন্নাথ তখন ধীরে ধীরে অগ্রসর হন।

অনুভাষ্য

১১০। শুভানন্দ—আদি, ১০ম পঃ ১১০ সংখ্যা এবং মধ্য, ১৩শ পঃ ৩৯ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১১৩। মধ্য, ১ম পঃ ৫৩-৫৬ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১১৮-১১৯। শ্রীমহাপ্রভুর ভাব এই যে—ব্রজেন্দ্রনন্দন গোকুল-বাসিনীদিগকে ত্যাগ করিয়া পৌরলীলায় মত্ত হইয়াছিলেন, পরে কুরুক্ষেত্র-মিলনে তাঁহাদের সঙ্গ লাভ করেন। এস্থলে, ব্রজেন্দ্রনন্দনরূপ শ্রীজগন্নাথদেবকে রাধাভাবসুবলিত শ্রীগৌরসুন্দর ঐশ্বর্য্যলীলা-ক্ষেত্র শ্রীক্ষেত্র-নীলাচল হইতে মাধুর্য্য-লীলাভূমি গুণ্ডিচার দিকে আকর্ষণ করিয়া লইয়া যাইতেছেন। শ্রীরাধা ও গোপীগণের ভাবে ভাবান্বিত গৌরহরির পশ্চাৎপদ হইবার উদ্দেশ্য এই যে, ব্রজেন্দ্রনন্দন ব্রজভাববিস্মৃত হইয়া তাঁহাদিগকে (শ্রীরাধাদি গোপীগণকে) অনাদর করিয়াছেন, তথাপি তাঁহাদের চেষ্টায় পুনরায় কৃষ্ণের ব্রজগত-মাধুরীর উদয়-হেতু ঐশ্বর্য্যলীলা হইতে মাধুর্য্যলীলার উৎকর্ষ উপলব্ধি হওয়ায় কৃষ্ণের রথবিজয়। শ্রীরাধাদি ব্রজজনের প্রতি আন্তরিক সৌহার্দ্দের বশবর্ত্তী হইয়া কৃষ্ণ বাস্তবিকই যাইতেছেন কিনা, অথবা তাঁহার তদিতর অন্য কোন উদ্দেশ্য আছে কিনা, তদ্বিষয়ে সন্দেহ-নিরাকরণ-জন্য শ্রীমন্মহাপ্রভু পিছাইয়া পড়িতেছেন। মহাপ্রভুর হৃদ্গত ভাব অবগত হইয়া শ্রীজগন্নাথদেবও স্বীয় গতি বন্ধ করিয়া তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। বিশেষতঃ, বৃন্দাবনে-শ্বরীর অভাবে ব্রজভাবের সৌষ্ঠব-সম্ভাবনা নাই। জগন্নাথকে অপেক্ষা করিতে দেখিয়া গোপীভাবের সামর্থ্য বুঝিয়া উৎসাহিত হইয়া গৌরসুন্দর অগ্রসর হইলে শ্রীজগন্নাথদেবও লজ্জিত হইয়া ধীরে ধীরে তাঁহার অনুগমন করিতেছেন। শ্রীরাধাদি-গোপীভাবে ভাবুক গৌরের অনুগমন ও গৌরের জন্য অপেক্ষা-যোগ্যতা জগন্নাথদেবেরই দেখা যায়, সুতরাং জগন্নাথের প্রতি মহাপ্রভুর

তথাহি কাব্যপ্রকাশে (১।৪), সাহিত্যদর্পণে (১।১০) ;
পদ্যাবলীতে (৩৮২)—

যঃ কৌমারহরঃ স এব হি বরস্তা এব চৈত্রক্ষপা-
স্তে চোন্মীলিতমালতীসুরভয়ঃ প্রৌঢ়াঃ কদম্বানিলাঃ ।
সা চৈবাস্মি তথাপি তত্র সুরতব্যাপারলীলাবিধৌ
রেবা-রোধসি বেতসীতরুতলে চেতঃ সমুৎকণ্ঠতে ॥ ১২১ ॥

প্রভুর হৃদয়ভাব-রসজ্ঞ শ্রীস্বরূপ ঃ—

এই শ্লোক মহাপ্রভু পড়ে বার বার ।
স্বরূপ বিনা অর্থ কেহ না জানে ইহার ॥ ১২২ ॥

শ্লোকার্থ প্রথম পরিচ্ছেদে ব্যাখ্যাত ঃ—

এই শ্লোকার্থ পূর্ব্বে করিয়াছি ব্যাখ্যান ।
শ্লোকের ভাবার্থ করি সংক্ষেপে আখ্যান ॥ ১২৩ ॥

বহুকাল বিরহান্তে কুরুক্ষেত্রে কৃষ্ণসহ গোপীগণের মিলন ঃ—

পূর্ব্বে যৈছে কুরুক্ষেত্রে সব গোপীগণ ।
কৃষ্ণের দর্শন পাঞা আনন্দিত মন ॥ ১২৪ ॥

জগন্নাথ-দর্শনেও প্রভুর তদ্রূপ গোপী-ভাব ঃ—

জগন্নাথ দেখি' প্রভুর সে ভাব উঠিল ।
সেই ভাবাবিষ্ট হঞা ধুয়া গাওয়াইল ॥ ১২৫ ॥

রাজবেশী কৃষ্ণের প্রতি গোপবধূ শ্রীমতী রাধিকার উক্তি ঃ—

অবশেষে রাধা কৃষ্ণে করে নিবেদন ।
'সেই তুমি, সেই আমি, সেই নব সঙ্গম ॥ ১২৬ ॥
তথাপি আমার মন হরে বৃন্দাবন ।
বৃন্দাবনে উদয় করাও আপন-চরণ ॥ ১২৭ ॥
ইঁহা লোকারণ্য, হাতী, ঘোড়া, রথধ্বনি ।
তাঁহা পুষ্পারণ্য, ভৃঙ্গ-পিক-নাদ শুনি ॥ ১২৮ ॥
এই রাজবেশ, সঙ্গে সব ক্ষত্রিয়গণ ।
তাঁহা গোপবেশ, সঙ্গে মুরলী-বাদন ॥ ১২৯ ॥
ব্রজে তোমার সঙ্গে যেই সুখ-আস্বাদন ।
সেই সুখসমুদ্রের ইঁহা নাহি এক কণ ॥ ১৩০ ॥
আমা লঞা পুনঃ লীলা করহ বৃন্দাবনে ।
তবে আমার মনোবাঞ্ছা হয় ত' পূরণে ॥' ১৩১ ॥

১ম পরিচ্ছেদে সূত্রবর্ণন-মধ্যে ইহা বর্ণিত ঃ—

ভাগবতে আছে যৈছে রাধিকা-বচন ।
পূর্ব্বে তাহা সূত্রমধ্যে করিয়াছি বর্ণন ॥ ১৩২ ॥

ভাগবত-শ্লোকার্থ স্বরূপ ও রূপ ব্যতীত অন্যের অজ্ঞেয় ঃ—

সেই ভাবাবেশে প্রভু পড়ে আর শ্লোক ।
সেই সব শ্লোকের অর্থ নাহি বুঝে লোক ॥ ১৩৩ ॥
স্বরূপ-গোসাঞি জানে, না কহে অর্থ তার ।
শ্রীরূপ-গোসাঞি কৈল সে অর্থ প্রচার ॥ ১৩৪ ॥

নৃত্যমধ্যে নিত্যাস্বাদিত শ্লোকের উচ্চারণ ঃ—

স্বরূপ সঙ্গে যার অর্থ করে আস্বাদন ।
নৃত্যমধ্যে সেই শ্লোক করেন পঠন ॥ ১৩৫ ॥

গোপীর স্বগৃহে কৃষ্ণকে পাইতে আকাঙ্ক্ষা ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৮২।৪৮)—

আহুশ্চ তে নলিন-নাভ পদারবিন্দং
যোগেশ্বরৈর্হৃদি বিচিন্ত্যমগাধবোধৈঃ ।
সংসারকূপপতিতোত্তরণাবলম্বং
গেহং জুষামপি মনস্যুদিয়াৎ সদা নঃ ॥ ১৩৬ ॥

অস্যার্থঃ ; [যথা রাগঃ—]

কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছাময় শুদ্ধহৃদয়রূপ বৃন্দাবনেই কৃষ্ণের উদয়-যোগ্যতা ঃ—

"অন্যের হৃদয়—মন, মোর মন—বৃন্দাবন,
'মনে' 'বনে' এক করি' জানি ।
তাঁহা তোমার পদদ্বয়, করাহ যদি উদয়,
তবে তোমার পূর্ণ কৃপা মানি ॥ ১৩৭ ॥

শুদ্ধহৃদয়ে কৃষ্ণসঙ্গ-লালসা ঃ—

প্রাণনাথ, শুন মোর নিবেদন ।
ব্রজ—আমার সদন, তাঁহা তোমার সঙ্গম,
না পাইলে না রহে জীবন ॥ ১৩৮ ॥ ধ্রু ॥

অনুভাষ্য

ভাব ও মহাপ্রভুর প্রতি জগন্নাথের ভাব,—উভয়ের এই প্রকার ভাবের ঠেলাঠেলিতে বা সংমর্দ্দে শ্রীরাধাভাব-সুবলিত মহাপ্রভু অথবা তাঁহার প্রেমই অধিকতর বলবান্।

১২১-১২২। মধ্য, ১ম পঃ ৫৮-৫৯ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১২৩। মধ্য, ১ম পঃ ৫৩, ৭৭-৮০, ৮২-৮৪ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১৩২। মধ্য, ১ম পঃ ৮১ সংখ্যা, ১৩শ পঃ ১৩৬ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১৩৩-১৩৫। মধ্য, ১ম পঃ ৫৯-৬০, ৬৯-৭২ ও ৭৬-৮৪ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৩৭। অন্যলোকের মনই হৃদয় ; কিন্তু আমার মন বৃন্দাবন হইতে পৃথক্ নয়। মন ও বৃন্দাবনকে 'এক' বলিয়াই আমি জানি।

অনুভাষ্য

১৩৬। মধ্য, ১ম পঃ ৮১ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১৩৭। প্রাকৃত মানব সঙ্কল্প ও বিকল্পাত্মক ধর্ম্মবিশিষ্ট হৃদয়কে 'মন' বলিয়া জানে। প্রাকৃত-ভোগবুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া আমার কৃষ্ণসেবাপর চিত্তকেই আমি শ্রীরাধাকৃষ্ণ-বিহারস্থল

কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছায় ঐশ্বর্য্যসূচক জ্ঞান শিথিল ঃ—

পূর্ব্বে উদ্ধব-দ্বারে, এবে সাক্ষাৎ আমারে,
যোগ-জ্ঞানে কহিলা উপায় ।
তুমি—বিদগ্ধ, কৃপাময়, জানহ আমার হৃদয়,
মোরে ঐছে কহিতে না যুয়ায় ॥ ১৩৯ ॥

ঐকান্তিক কৃষ্ণপ্রেমে তদিতরাভিনিবেশ অসম্ভব ঃ—

চিত্ত কাঢ়ি' তোমা হৈতে, বিষয়ে চাহি লাগাইতে,
যত্ন করি, নারি কাঢ়িবারে ।
তারে ধ্যান শিক্ষা করাহ, লোক হাসাঞা মার,
স্থানাস্থান না কর বিচারে ॥ ১৪০ ॥

ঐশ্বর্য্যজ্ঞানাভ্যাসে গোপীর বিরাগ ঃ—

নহে গোপী যোগেশ্বর, পদকমল তোমার,
ধ্যান করি' পাইবে সন্তোষ ।
তোমার বাক্য-পরিপাটী, তার মধ্যে কুটিনাটী,
শুনি' গোপীর আরো বাঢ়ে রোষ ॥ ১৪১ ॥

কৃষ্ণবিরহের গ্রাস হইতেই গোপীর উদ্ধারলাভে ইচ্ছা,
স্বীয় সংসারবন্ধন-মোচনেচ্ছা নাই ঃ—

দেহ-স্মৃতি নাহি যার, সংসার-কূপ কাঁহা তার,
তাহা হৈতে না চাহে উদ্ধার ।
বিরহ-সমুদ্র-জলে, কাম-তিমিঙ্গিল গিলে,
গোপীগণে নেহ' তার পার ॥ ১৪২ ॥

ব্রজলীলা ও স্বজনবর্গের বিস্মরণজন্য কৃষ্ণকে অনুযোগ ঃ—

বৃন্দাবন, গোবর্দ্ধন, যমুনা-পুলিন, বন,
সেই কুঞ্জে রাসাদিক লীলা ।
সেই ব্রজের জনগণ, মাতা, পিতা, বন্ধুগণ,
বড় চিত্র, কেমনে পাসরিলা ॥ ১৪৩ ॥

কৃষ্ণের ব্রজ-বিস্মৃতি-দর্শনে দয়িতকে দোষ না দিয়া
নিজাদৃষ্টকে ধিক্কার ঃ—

বিদগ্ধ, মৃদু, সদ্‌গুণ, সুশীল, স্নিগ্ধ, করুণ,
তুমি, তোমার নাহি দোষাভাস ।
তবে যে তোমার মন, নাহি স্মরে ব্রজজন,
সে—আমার দুর্দ্দৈব-বিলাস ॥ ১৪৪ ॥

যশোদার দুঃখ জানাইয়া আবেদনদ্বারা কৃষ্ণের করুণোদ্রেকচেষ্টা ;
কৃষ্ণবিচ্ছেদাপেক্ষা ব্রজবাসীর মৃত্যুকামনা ঃ—

না দেখি আপন-দুঃখ, দেখি' ব্রজেশ্বরী-মুখ,
ব্রজজনের হৃদয় বিদরে ।
কিবা মার' ব্রজবাসী, কিবা জীয়াও ব্রজে আসি',
কেন জীয়াও দুঃখ সহাইবারে ? ১৪৫ ॥

কৃষ্ণের ঐশ্বর্য্যলীলায় ব্রজবাসীর অরুচি, অথচ
ব্রজত্যাগে কৃষ্ণবিরহে মৃতবৎ ঃ—

তোমার যে অন্যবেশ, অন্য সঙ্গ, অন্য দেশ,
ব্রজজনে কভু নাহি ভায় ।
ব্রজভূমি ছাড়িতে নারে, তোমা না দেখিলে মরে,
ব্রজজনের কি হবে উপায় ?? ১৪৬ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৩৯-১৪৬। হে কৃষ্ণ, তুমি যখন মথুরায় ছিলে, তখন উদ্ধবমুখে 'জ্ঞানযোগ' উপদেশ প্রেরণ করিয়া জ্ঞানযোগে যে তোমাকে পাওয়া যায়, এই কথা বলিয়াছিলে ; সম্প্রতি এই কুরুক্ষেত্রে সাক্ষাৎ মিলনেও সেইরূপ 'জ্ঞানযোগ' বলিতেছ! আমার হৃদয়—প্রেমময়, ইহাতে জ্ঞানযোগের স্থল নাই। এইরূপ জানিয়াও তোমার এরূপ উপদেশ দেওয়া উচিত নয়। আমি তোমা হইতে চিত্ত উঠাইয়া লইয়া বিষয়ে লাগাইতে চাহিলেও তাহা করিতে পারি না! অতএব তোমাতে এরূপ আনুরক্তিই যখন আমার স্বভাব, তখন আমাকে ধ্যান শিক্ষা দেওয়া—কেবল লোকহাস্যকর মাত্র ; সুতরাং তুমি স্থানাস্থান বিচার কর নাই। গোপী কিছু যোগেশ্বর নয় যে, তোমার পাদপদ্ম ধ্যান করিয়া আনন্দ লাভ করিবে। তোমার বাক্যে পারিপাট্য যথেষ্ট থাকিলেও গোপীকে (তোমার) ধ্যান শিখান—একটী কুটীনাটী (মাত্র) ; এই (ধ্যান-শিক্ষার আবশ্যকতা) শুনিয়া গোপীর অধিক অভিমান জন্মে। গোপীগণের স্বভাবতঃই যখন দেহস্মৃতি নাই, তখন 'সংসার-কূপ' বলিয়া তাহাদের কিছুই নাই ; সুতরাং মুক্তিজনক ধ্যানপদ্ধতি তাহাদের পক্ষে বিফল (মাত্র)। তোমার বিরহসমুদ্রে পতিত গোপীগণকে কেবল তোমার সেবা-কামরূপ তিমিঙ্গিলই (সুবৃহৎ মৎস্যবিশেষ) গিলিতেছে, তাহা অর্থাৎ সেই বিরহ হইতে তাহাদিগকে উদ্ধার কর। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তুমি তোমার সেই ব্রজজন অর্থাৎ মাতা, পিতা, বন্ধুগণকে কিরূপে ভুলিয়া গেলে? তুমি বিশুদ্ধপুরুষ, মৃদু, সদ্‌গুণদ্বারা সর্ব্বদা সুশীল, স্নিগ্ধ, করুণ, অতএব তোমার এরূপ ব্যবহার দোষাভাসও নয় ; তবে

অনুভাষ্য

'বৃন্দাবন' বলিয়া জানি। প্রাকৃত-বিষয়-চেষ্টারহিত মনকে বৃন্দাবনের সহ 'অভিন্ন' বলিয়া জানি।

১৩৯। উদ্ধব-দ্বারে—ভাঃ ১০ম স্কঃ, ৪৭ অঃ দ্রষ্টব্য।

১৪০। বিষয়—কৃষ্ণেতর বস্তু বা ব্যাপার।

১৪১। কুটিনাটী—কপটতা।

১৪২। দেহস্মৃতি বা দেহাভিনিবেশ হইতেই 'সংসার'—

কৃষ্ণকে ব্রজে আসিতে কাতর আবেদন ঃ—

তুমি—ব্রজের জীবন, ব্রজরাজের প্রাণধন,
তুমি—ব্রজের সকল সম্পদ্ ।
কৃপার্দ্র তোমার মন, আসি' জীয়াও ব্রজজন,
ব্রজে উদয় করাও নিজ-পদ ॥' ১৪৭ ॥

কৃষ্ণের লজ্জা, ব্যাকুলতা এবং শ্রীরাধাকে সান্ত্বনা ঃ—

[পুনর্যথা রাগঃ—]

শুনিয়া রাধিকা-বাণী, ব্রজপ্রেম মনে জানি,
ভাবে ব্যাকুলিত দেহ-মন ।
ব্রজলোকের প্রেম শুনি', আপনাকে 'ঋণী' মানি',
করে কৃষ্ণ তাঁরে আশ্বাসন ॥ ১৪৮ ॥

কৃষ্ণের সহেতুক প্রত্যুত্তর ঃ—

'প্রাণপ্রিয়ে, শুন, মোর এ সত্য বচন ।
তোমা-সবার স্মরণে, ঝুরোঁ মুঞি রাত্রিদিনে,
মোর দুঃখ না জানে কোন জন ॥ ১৪৯ ॥ ধ্রু ॥

কৃষ্ণকর্ত্তৃক ব্রজবাসিগণের বিশেষতঃ গোপী ও শ্রীরাধিকার স্তুতি ঃ—

ব্রজবাসী যত জন, মাতা, পিতা, সখাগণ,
সবে হয় মোর প্রাণসম ।
তাঁর মধ্যে গোপীগণ, সাক্ষাৎ মোর জীবন,
তুমি—মোর জীবনের জীবন ॥ ১৫০ ॥

ব্রজবাসিগণসহ বিচ্ছেদ—কৃষ্ণেরই দুরদৃষ্ট ফল ঃ—

তোমা-সবার প্রেমরসে, আমাকে করিল বশে,
আমি তোমার অধীন কেবল ।
তোমা-সবা ছাড়াঞা, আমা দূর-দেশে লঞা,
রাখিয়াছে দুর্দ্দৈব প্রবল ॥ ১৫১ ॥

পরস্পরের বিচ্ছেদ মৃত্যুজনক হইলেও পরস্পরের প্রীত্যর্থেই কান্ত ও কান্তার জীবনধারণেচ্ছা ঃ—

প্রিয়া প্রিয়-সঙ্গহীনা, প্রিয় প্রিয়া-সঙ্গ বিনা,
নাহি জীয়ে,—এ সত্য প্রমাণ ।
মোর দশা শোনে যবে, তাঁর এই দশা হবে,
এই ভয়ে দুঁহে রাখে প্রাণ ॥ ১৫২ ॥

বিরহসত্ত্বেও প্রণয়পাত্রের মঙ্গল বা প্রীতিবাঞ্ছাই যথার্থ প্রেমের পরিচয় ঃ—

সেই সতী—প্রেমবতী, প্রেমবান্ সেই পতি,
বিয়োগে যে বাঞ্ছে প্রিয়-হিতে ।
না গণে আপন-দুঃখ, বাঞ্ছে প্রিয়জন-সুখ,
সেই দুই মিলে অচিরাতে ॥ ১৫৩ ॥

শ্রীরাধাকে প্রবোধ-দান-ছলনা ঃ—

রাখিতে তোমার জীবন, সেবি আমি নারায়ণ,
তাঁর শক্ত্যে আসি নিতি-নিতি ।
তোমা-সনে ক্রীড়া করি', পুনঃ যাই যদুপুরী,
তাহা তুমি মানহ মোর স্ফূর্ত্তি ॥ ১৫৪ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

যে তুমি ব্রজজনকে আর স্মরণ কর না, তাহা কেবল আমারই দুর্দ্দৈববিলাস (দুরদৃষ্টের খেলা)। আমি নিজের দুঃখ দেখিতেছি না, (কিন্তু সত্য বলিতে কি,) ব্রজেশ্বরী যশোদার দুঃখ দেখিয়া ব্রজজনের হৃদয় বাস্তবিকই বিদীর্ণ হয়। তুমি ব্রজবাসীকে বিচ্ছেদের দ্বারা কখনও মৃতবৎ কর, কখনও সংযোগের দ্বারা জীবিত কর,—কেন যে দুঃখ সহাইবার জন্য জীবিত রাখ, তাহা বলিতে পারি না। তোমার যে মাথুর রাজবেশাদি ধারণ—ব্রজ হইতে পৃথক্স্থানে অবস্থান এবং মহিষীগণের সঙ্গ, তাহা ব্রজজনের আদৌ ভাল লাগে না। ব্রজজনের এই এক বিচিত্র কথা যে, তাহারা ব্রজভূমি ছাড়িয়াও অন্যত্র যাইতে পারে না, অথচ তোমাকে না দেখিলেও মরিয়া থাকে ; অতএব ব্রজজনের উপায় কি হইবে, তাহা তুমিই জান।

১৪৯। ঝুরোঁ—রোদন করিয়া থাকি।

অনুভাষ্য

ভাঃ ১১।২।৩৭, ১১।৩।৬ প্রভৃতি অসংখ্য ভাগবত-শ্লোক-প্রমাণ আছে ; বাহুল্য-ভয়ে উদ্ধৃত হইল না। গোপীগণের (এবং সিদ্ধ মহাভাগবত বা পরমহংসেরও) দেহস্মৃতি নাই, ভাঃ ১০।২৯।৩০, ৩৩-৩৪, ১১।৩০।৪৩, ১০।৩২।২২, ১১।৩৫।১৯ প্রভৃতি শ্লোক দ্রষ্টব্য। কাম—ভঃ রঃ সিঃ পূর্ব্ব বিঃ সাধনভক্তিলহরীতে গৌতমীয়তন্ত্র-বাক্য—আদি ৪র্থ পঃ ১৬২-২১৪ সংখ্যা এবং মধ্য ৮ম পঃ ২০৭-২১৮ সংখ্যা দ্রষ্টব্য ; তিমিঙ্গিল—বৃহৎ তিমি-মৎস্যকেও গিলিতে সমর্থ, এমন সুবৃহৎ জলচর জন্তু ; 'নেহ'—লইয়া যাও ; তার—বিরহ-সমুদ্রের।

১৪৮। ঋণী—আদি ৪র্থ পঃ ১৭৯-১৮০ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১৫৪। যদুপুরী—দ্বারকায় ও মথুরায়।

অনুভাষ্য

১৫২। প্রিয়সঙ্গহীনা প্রিয়া স্ত্রী, প্রিয়া-সঙ্গহীন প্রিয়পুরুষ যে বাঁচিতে পারে না,—ইহাই সত্য প্রমাণ ; তথাপি (উভয়ে এই মনে করিয়া) এইজন্য বাঁচিয়া থাকে যে, 'আমি মরিয়াছি শুনিলে তাহারও মৃত্যু হইবে।'

১৫৪। তুমি আমার নিত্যপ্রিয়া ও আমার বিরহে তুমি যে বাঁচিবে না—ইহা জানিয়া আমি নারায়ণের সেবা করত তাঁহার

শ্রীরাধাপ্রেমেই কৃষ্ণপ্রাকট্য ঃ—

মোর ভাগ্য মো-বিষয়ে, তোমার যে প্রেম হয়ে,
সেই প্রেম—পরম প্রবল ।
লুকাঞা আমা আনে, সঙ্গ করায় তোমা সনে,
প্রকটেহ আনিবে সত্বর ॥ ১৫৫ ॥

শ্রীরাধাকে স্বীয় ব্রজ-গমন-বিষয়ে আশ্বাস-দান ঃ—

যাদবের বিপক্ষ, যত দুষ্ট কংসপক্ষ,
তাহা আমি কৈলুঁ সব ক্ষয় ।
আছে দুই-চারি জন, তাহা মারি' বৃন্দাবন,
আইলাম আমি, জানিহ নিশ্চয় ॥ ১৫৬ ॥
সেই শত্রুগণ হৈতে, ব্রজজন রাখিতে,
রহি রাজ্যে উদাসীন হঞা ।
যেবা স্ত্রী-পুত্র-ধনে, করি রাজ্য আবরণে,
যদুগণের সন্তোষ লাগিয়া ॥ ১৫৭ ॥

'ব্রজে আসিব' বলিয়া শ্রীরাধাসমীপে কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা ঃ—

তোমার যে প্রেমগুণ, করে আমা আকর্ষণ,
আনিবে আমা দিন দশ-বিশে ।
পুনঃ আসি' বৃন্দাবনে, ব্রজবন্ধু তোমা-সনে,
বিলসিব রজনী-দিবসে ॥' ১৫৮ ॥

কৃষ্ণোক্ত শ্লোক-শ্রবণে শ্রীরাধার প্রত্যয় ঃ—

এত তাঁরে কহি' কৃষ্ণ, ব্রজে যাইতে সতৃষ্ণ,
এক শ্লোক পড়ি' শুনাইল ।
সেই শ্লোক শুনি' রাধা, খণ্ডিল সকল বাধা,
কৃষ্ণপ্রাপ্ত্যে প্রতীতি হইল ॥ ১৫৯ ॥

গোপীগণের কৃষ্ণপ্রেমই তাঁহাদের কৃষ্ণপ্রাপ্তির কারণ ঃ—
শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৮২।৪৪)—

ময়ি ভক্তির্হি ভূতানামমৃতত্বায় কল্পতে ।
দিষ্ট্যা যদাসীন্মৎস্নেহো ভবতীনাং মদাপনঃ ॥ ১৬০ ॥

স্বরূপসহ প্রভুর আস্বাদন ঃ—

এই সব অর্থ প্রভু স্বরূপের সনে ।
রাত্রি-দিনে ঘরে বসি' করে আস্বাদনে ॥ ১৬১ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

বিভুত্বশক্তিবলে প্রতিদিন ব্রজে আসিয়া তোমার সহিত ক্রীড়া করিয়া পুনরায় যদুপুরীতে ফিরিয়া যাই ; অতএব ব্রজে থাকিয়া তুমি আমারই স্ফূর্ত্তি-লাভ (করিয়াছ বলিয়া) মনে করিয়া থাক।

অনুভাষ্য

১৫৭। যেবা—যদিও।

১৬০। আদি, ৪র্থ পঃ ২৩ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১৬৬। দামোদর—শ্রীস্বরূপ।

জগন্নাথকে দেখিয়া রাধা-ভাবান্বিত প্রভুর শ্লোকপঠন ঃ—

নৃত্যকালে সেই ভাবে আবিষ্ট হঞা ।
শ্লোক পড়ি' নাচে জগন্নাথ-মুখ চাঞা ॥ ১৬২ ॥

গ্রন্থকারের শ্রীদামোদর-স্বরূপকে স্তুতি ঃ—

স্বরূপ-গোসাঞির ভাগ্য না যায় বর্ণন ।
প্রভুতে আবিষ্ট যাঁর কায়, বাক্য, মন ॥ ১৬৩ ॥

কৃষ্ণসেবা-রত প্রভু ও স্বরূপের ইন্দ্রিয়গণ অভিন্ন ঃ—

স্বরূপের ইন্দ্রিয়ে প্রভুর নিজেন্দ্রিয়গণ ।
আবিষ্ট হঞা করে গান-আস্বাদন ॥ ১৬৪ ॥

কান্তের ঔদাসীন্যে মলিন-বদনা মানিনী শ্রীরাধার ভাবে আবিষ্ট প্রভু ঃ—

ভাবের আবেশে কভু ভূমিতে বসিয়া ।
তর্জ্জনীতে ভূমে লিখে অধোমুখ হঞা ॥ ১৬৫ ॥

প্রভুর অঙ্গুলির ক্ষত-ভয়ে শ্রীস্বরূপের সতর্কতা ঃ—

অঙ্গুলিতে ক্ষত হবে জানি' দামোদর ।
ভয়ে নিজ-করে নিবারয়ে প্রভু-কর ॥ ১৬৬ ॥

স্বরূপের কীর্ত্তনে প্রভুহৃদয়ে রাধাভাব-বৈচিত্র্যের মূর্ত্তি-পরিগ্রহ ঃ—

প্রভুর ভাবানুরূপ স্বরূপের গান ।
যবে যেই রস, তাহা করে মূর্ত্তিমান্ ॥ ১৬৭ ॥

জগন্নাথের শ্রীরূপ-বর্ণন ঃ—

শ্রীজগন্নাথের দেখে শ্রীমুখ-কমল ।
তাহার উপর সুন্দর নয়নযুগল ॥ ১৬৮ ॥
সূর্য্যের কিরণে মুখ করে ঝলমল ।
মাল্য, বস্ত্র, দিব্য, অলঙ্কার, পরিমল ॥ ১৬৯ ॥

প্রভুর দিব্যোন্মাদ ঃ—

প্রভুর হৃদয়ে আনন্দসিন্ধু উথলিল ।
উন্মাদ, ঝঞ্ঝা-বাত ততক্ষণে উঠিল ॥ ১৭০ ॥
আনন্দোন্মাদে উঠায় ভাবের তরঙ্গ ।
নানা-ভাব-সৈন্যে উপজিল যুদ্ধ-রঙ্গ ॥ ১৭১ ॥
ভাবোদয়, ভাবশান্তি, সন্ধি, শাবল্য ।
সঞ্চারী, সাত্ত্বিক, স্থায়ী স্বভাব-প্রাবল্য ॥ ১৭২ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৬৪। স্বরূপদামোদর যখন এই সকল ভাবের গান করেন, তখন প্রভুর চক্ষুকর্ণ প্রভৃতি নিজেন্দ্রিয়গণ স্বরূপের ইন্দ্রিয়ে আবিষ্ট হইয়া গান আস্বাদন করিতে থাকেন, অর্থাৎ উভয়ের একচিত্ততা ও একতানতা প্রকৃষ্টরূপে উদিত হয়।

অনুভাষ্য

১৬৯। পরিমল—সুগন্ধ।

১৭০। উন্মাদ—মধ্য, ২য় পঃ ৬৬ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

স্বর্ণ-গিরিসহ প্রভুতনুর ও পুষ্পবৃক্ষসহ সাত্ত্বিক ভাবের উপমা ঃ—

প্রভুর শরীর যেন শুদ্ধ-হেমাচল ।
ভাব-পুষ্পদ্রুম তাহে পুষ্পিত সকল ॥ ১৭৩ ॥

প্রভুপ্রেম-দর্শনে সকলেই কৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্ত ঃ—

দেখিতে আকর্ষয়ে সবার চিত্ত-মন ।
প্রেমামৃতবৃষ্ট্যে প্রভু সিঞ্চে সবার মন ॥ ১৭৪ ॥
জগন্নাথ-সেবক যত রাজপাত্রগণ ।
যাত্রিক লোক, নীলাচলবাসী যত জন ॥ ১৭৫ ॥
প্রভুর নৃত্য প্রেম দেখি' হয় চমৎকার ।
কৃষ্ণপ্রেম উপজিল হৃদয়ে সবার ॥ ১৭৬ ॥

সকলের প্রেম-কলরব ঃ—

প্রেমে নাচে, গায়, লোক, করে কোলাহল ।
প্রভু-নৃত্যে কৈল যাত্রী চৌগুণ মঙ্গল ॥ ১৭৭ ॥

কৃষ্ণবলরামের প্রভুনৃত্য-দর্শন ঃ—

অন্যের কি কায, জগন্নাথ-হলধর ।
প্রভুর নৃত্য দেখি' সুখে চলিলা মন্থর ॥ ১৭৮ ॥

গমন-বিরত হইয়া উভয়ের প্রভুনৃত্য-দর্শন ঃ—

কভু সুখে নৃত্যরঙ্গ দেখে রথ রাখি' ।
সে কৌতুক যে দেখিল, সেই তার সাক্ষী ॥ ১৭৯ ॥

নৃত্য করিতে করিতে প্রভুর রাজাগ্রে পতনোন্মুখতা ঃ—

এইমত নৃত্য প্রভু করিতে ভ্রমিতে ।
প্রতাপরুদ্রের আগে লাগিলা পড়িতে ॥ ১৮০ ॥

রাজার প্রভুকে ধারণ, প্রভুর বাহ্যদশা ঃ—

সম্ভ্রমে প্রতাপরুদ্র প্রভুকে ধরিল ।
তাঁহাকে দেখিতে প্রভুর বাহ্য হইল ॥ ১৮১ ॥

বাহ্যদশায় লোকশিক্ষক জগদ্‌গুরু আচার্য্যলীলাকারী প্রভুর রাজস্পর্শে আত্মধিক্কার ঃ—

রাজা দেখি' মহাপ্রভু করেন ধিক্কার ।
"ছি, ছি, বিষয়ীর স্পর্শ হইল আমার ॥" ১৮২ ॥
আবেশেতে নিত্যানন্দ হৈলা অসাবধান ।
কাশীশ্বর-গোবিন্দাদি ছিলা অন্যস্থান ॥ ১৮৩ ॥

রাজার দৈন্যময়ী কৃষ্ণসেবা-দর্শনে অন্তরে সন্তোষ, ভক্তিসাধক-হিতার্থে বাহিরে রোষাভাস ঃ—

যদ্যপি রাজারে দেখি' হাড়ির সেবনে ।
প্রসন্ন হঞাছে তাঁরে মিলিবারে মনে ॥ ১৮৪ ॥
তথাপি আপন-গণে করিতে সাবধান ।
বাহ্যে কিছু রোষাভাস কৈলা ভগবান্ ॥ ১৮৫ ॥

প্রভুবাক্যে রাজার ভয়, সার্ব্বভৌমের আশ্বাস ঃ—

প্রভুর বচনে রাজার মনে হৈল ভয় ।
সার্ব্বভৌম কহে,—"তুমি না কর সংশয় ॥ ১৮৬ ॥
তোমার উপরে প্রভুর সুপ্রসন্ন মন ।
তোমা লক্ষ্য করি' শিখায়েন নিজগণ ॥ ১৮৭ ॥
অবসর জানি' আমি করিব নিবেদন ।
সেইকালে যাই' করিহ প্রভুর মিলন ॥" ১৮৮ ॥

প্রভুর স্বয়ং রথ-সঞ্চালন ঃ—

তবে মহাপ্রভু রথ প্রদক্ষিণ করিয়া ।
রথ-পাছে যাই' ঠেলে রথে মাথা দিয়া ॥ ১৮৯ ॥

রথ-চলন-দর্শনে লোকের হরিধ্বনি ঃ—

ঠেলিতেই চলিল রথ 'হড়' 'হড়' করি' ।
চতুর্দ্দিকে লোক সব বলে 'হরি' 'হরি' ॥ ১৯০ ॥

সুভদ্রা-বলরাম-রথাগ্রে সগণ প্রভুর নর্ত্তন ঃ—

তবে প্রভু নিজ-ভক্তগণ লঞা সঙ্গে ।
বলদেব-সুভদ্রাগ্রে নৃত্য করে রঙ্গে ॥ ১৯১ ॥

তৎপর জগন্নাথ-রথাগ্রে নর্ত্তন ঃ—

তাঁহা নৃত্য করি' জগন্নাথাগ্রে আইলা ।
জগন্নাথ-আগে নৃত্য করিতে লাগিলা ॥ ১৯২ ॥

বলগণ্ডিতে রথস্থিতি ঃ—

চলিয়া আইল রথ 'বলগণ্ডি'-স্থানে ।
জগন্নাথ রাখি' দেখে ডাহিনে-বামে ॥ ১৯৩ ॥
বামে—'বিপ্রশাসন', নারিকেল বন ।
ডাহিনে ত' পুষ্পোদ্যান যেন বৃন্দাবন ॥ ১৯৪ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৭০। ঝঞ্ঝাবাত—মাঝে মাঝে স-তেজ বাতাস।

১৭২। 'ভাবোদয়', 'ভাবশান্তি', 'সন্ধি', 'শাবল্য'—ভাবোদয়, ভাবশান্তি, ভাবসন্ধি, ভাবশাবল্য।

১৭৭। চৌগুণ মঙ্গল—চতুর্গুণ মঙ্গলধ্বনি।

১৭৮। মন্থর—ধীরে ধীরে।

১৯৩। 'বলগণ্ডি'-স্থানে—শ্রদ্ধাবালু ও অর্দ্ধাসনী দেবীর মধ্যে যে স্থানটী, তাহার নাম 'বলগণ্ডি'।

অনুভাষ্য

১৭১-১৭২। মধ্য, ২য় পঃ ৬৩ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১৭৪-১৭৬। মধ্য, ২য় পঃ ৮১-৮২ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১৮৪। হাড়ির সেবন—রাস্তায় ঝাড়ুদারের কার্য্য ; মধ্য ১৩ পঃ ১৫-১৮ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১৮৫। আপন-গণ—ভবসাগরের পারগমনেচ্ছু, নিষ্কিঞ্চন, ভগবদ্ভজনোন্মুখ অর্থাৎ প্রেমারুরুক্ষুর লীলাকারী ভক্তগণ।

১৯৪। উৎকল-দেশে ব্রাহ্মণপল্লীকে 'বিপ্রশাসন' বলে।

আগে নৃত্য করে গৌর লঞা ভক্তগণ ।
রথ রাখি' জগন্নাথ করেন দরশন ॥ ১৯৫ ॥

জগন্নাথের উত্তম-ভোগাস্বাদন ঃ—

সেই স্থলে ভোগ লাগে, আছয়ে নিয়ম ।
কোটি ভোগ জগন্নাথ করে আস্বাদন ॥ ১৯৬ ॥

জগন্নাথের ছোট-বড় যত ভক্তগণ ।
নিজ নিজ উত্তম-ভোগ করে সমর্পণ ॥ ১৯৭ ॥

ছোট-বড়, প্রজা-রাজ-নির্ব্বিশেষে সকলের ভোগসমর্পণ ঃ—

রাজা, রাজমহিষীবৃন্দ, পাত্র, মিত্রগণ ।
নীলাচলবাসী যত ছোট-বড় জন ॥ ১৯৮ ॥

নানা-দেশের দেশী যত যাত্রিক জন ।
নিজ-নিজ-ভোগ তাঁহা করে সমর্পণ ॥ ১৯৯ ॥

আগে-পাছে, দুই পার্শ্বে উদ্যানের-বনে ।
যেই যাহা পায়, লাগায়,—নাহিক নিয়মে ॥ ২০০ ॥

ভোগকালে জনসঙ্ঘ, বিশ্রামার্থ প্রভুর পার্শ্বস্থ উদ্যানে গমন ঃ—

ভোগের সময় লোকের মহা ভিড় হৈল ।
নৃত্য ছাড়ি' মহাপ্রভু উপবনে গেল ॥ ২০১ ॥

প্রেমাবেশে মহাপ্রভু উপবন পাঞা ।
পুষ্পোদ্যানে গৃহপিণ্ডায় রহিলা পড়িয়া ॥ ২০২ ॥

শীতলবায়ুতে শ্রম-লাঘব ঃ—

নৃত্য-পরিশ্রমে প্রভুর দেহে ঘন ঘর্ম্ম ।
সুগন্ধি শীতল-বায়ু করেন সেবন ॥ ২০৩ ॥

কীর্ত্তনকারিগণের বৃক্ষতলে বিশ্রাম ঃ—

যত ভক্ত কীর্ত্তনীয়া আসিয়া আরাম ।
প্রতিবৃক্ষতলে সবে করেন বিশ্রাম ॥ ২০৪ ॥

প্রভুর এইরূপ মহাসঙ্কীর্ত্তন ঃ—

এই ত' কহিল প্রভুর মহাসঙ্কীর্ত্তন ।
জগন্নাথের আগে যৈছে করিল নর্ত্তন ॥ ২০৫ ॥

শ্রীরূপের চৈতন্যাষ্টকে রথাগ্রে প্রভুনৃত্য বর্ণিত ঃ—

রথাগ্রেতে প্রভু যৈছে করিলা নর্ত্তন ।
শ্রীচৈতন্যাষ্টকে রূপ-গোসাঞি কর্য়াছে বর্ণন ॥ ২০৬ ॥

স্তবমালায় প্রথম চৈতন্যাষ্টকে (৭) শ্রীরূপগোস্বামিবাক্য—

রথারূঢ়স্যারাদধিপদবি নীলাচলপতে-
রদভ্রপ্রেমোর্ম্মিস্ফুরিতনটনোল্লাসবিবশঃ ।
সহর্ষং গায়দ্ভিঃ পরিবৃত-তনুর্বৈষ্ণবজনৈঃ
স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদম্ ॥ ২০৭ ॥

শ্রীচৈতন্যের রথাগ্রে নর্ত্তন-শ্রবণে প্রেমভক্তি লাভ ঃ—

ইহা যেই শুনে, সেই শ্রীচৈতন্য পায় ।
সুদৃঢ় বিশ্বাস-সহ প্রেমভক্তি হয় ॥ ২০৮ ॥

শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ২০৯ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে রথাগ্রে নর্ত্তনং নাম ত্রয়োদশ-পরিচ্ছেদঃ।

অনুভাষ্য

২০৭। শ্রীরূপগোস্বামী তিনটী 'শ্রীচৈতন্যাষ্টক' রচনা করেন, তন্মধ্যে এইটী প্রথমাষ্টকের সপ্তম শ্লোক—

রথারূঢ়স্য (রথোপরি স্থিতস্য) নীলাচলপতেঃ (জগন্নাথ-দেবস্য) আরাৎ (সমীপে) অধিপদবি (প্রধানপথে) অদভ্র-প্রেমোর্ম্মিস্ফুরিত-নটনোল্লাসবিবশঃ (অদভ্রেণ অধিকেন প্রেমোর্ম্মিণা প্রেমতরঙ্গেণ স্ফুরিতঃ প্রতিবিম্বিতঃ যঃ নটনোল্লাসঃ নর্ত্তন-বিলাস-হর্ষঃ, তেন বিবশঃ শ্রম-বিহ্বলঃ) সহর্ষং (সানন্দং) গায়দ্ভিঃ (কীর্ত্তনপরৈঃ) বৈষ্ণব-জনৈঃ (ভক্তবৃন্দৈঃ) পরিবৃতঃ-তনুঃ (বেষ্টিতবিগ্রহঃ এবম্ভূতঃ) সঃ চৈতন্যঃ (গৌরচন্দ্রঃ) পুনরপি কিং মে (মম) দৃশোঃ পদং (নয়নপথং) যাস্যতি (প্রাপ্স্যতি)?

শ্রীল প্রবোধানন্দ-সরস্বতী ত্রিদণ্ডিপাদ তৎকৃত 'শ্রীরাধারস-সুধানিধি'তেও—"নিন্দন্তং পুলকোৎকরেণ বিকসন্নীপপ্রসূনচ্ছবিং প্রোদ্ধীকৃত্য ভুজদ্বয়ং হরি-হরীত্যুচ্চৈর্বদন্তং মুহুঃ। নৃত্যন্তং দ্রুত-মশ্রুনির্ঝরচয়ৈঃ সিঞ্চন্তমুর্ব্বীতলং গায়দ্ভির্নিজপার্ষদৈঃ পরিবৃতং শ্রীগৌরচন্দ্রং স্তুমঃ।।"

ইতি অনুভাষ্যে ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২০৪। আরাম—উদ্যানে (উপবন, বৃক্ষবাটিকা, বাগান)।

২০৭। রথারূঢ় নীলাচলপতির সম্মুখে অধিক প্রেমোর্ম্মি-স্ফুরিতনাট্যোল্লাসে বিবশ হইয়া আনন্দের সহিত সঙ্কীর্ত্তনকারী এবং বৈষ্ণবদিগের দ্বারা যিনি পরিবৃত, সেই চৈতন্যদেব কি পুনরায় আমার দৃষ্টিপথে আসিবেন?

ইতি অমৃতপ্রবাহ-ভাষ্যে ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

কথাসার—বলগণ্ডি-উদ্যানে প্রভুর প্রেমাবেশ হইলে রাজা-প্রতাপরুদ্রদেব একাকী বৈষ্ণববেশ ধারণপূর্ব্বক ভাগবত-শ্লোক পাঠ করিতে করিতে প্রভুর পদ সম্বাহন করিতে লাগিলেন। প্রেমাবেশে প্রভু তাঁহাকে আলিঙ্গন দিয়া কৃপা করিলেন। ভক্তগণের সহিত মহাপ্রভু বলগণ্ডি-ভোগের প্রসাদ সেবন করিলেন। তদনন্তর রথ না চলায়, রাজা অনেক মত্তহস্তী লাগাইয়াও রথ চালাইতে না পারায়, মহাপ্রভু স্বয়ং মাথা দিয়া রথ ঠেলিয়া চালাইলেন ; ভক্তগণ সেই সময় কাছি টানিতে লাগিলেন। গুণ্ডিচার নিকটে আইটোটায় মহাপ্রভুর বিশ্রাম-স্থান হইল। জগন্নাথ সুন্দরাচলে বসিলে মহাপ্রভুর বৃন্দাবনলীলা-স্ফূর্ত্তি হইল। ইন্দ্রদ্যুম্ন-সরোবরে গণসহিত প্রভুর জলখেলা হইয়াছিল। নবরাত্র-যাত্রায় মহাপ্রভুর জগন্নাথ-বল্লভে অবস্থিতি এবং পঞ্চমী-দিবসে 'হেরাপঞ্চমী'-লীলা-দর্শনে (শ্রীস্বরূপের সহিত) লক্ষ্মী ও গোপীগণের স্বভাব লইয়া অনেক কথোপকথন হইয়াছিল। রাধিকার ভাবের সর্ব্বোৎকর্ষতা শ্রীস্বরূপের মুখ হইতে শুনিয়া মহাপ্রভু পরমানন্দ লাভ করিলেন। পুনর্যাত্রা-সময়ে কীর্ত্তনাদি হইলে কুলীনগ্রামী রামানন্দ-বসু ও সত্যরাজ-খাঁকে প্রতিবৎসর (শ্রীজগন্নাথের) 'পট্টডোরী' আনিবার জন্য শ্রীমন্মহাপ্রভু আজ্ঞা দিলেন। (অঃ প্রঃ ভাঃ)

'হেরা-পঞ্চমী'-দর্শনে নৃত্যকারী গৌরসুন্দর ঃ—

গৌরঃ পশ্যন্নাত্মবৃন্দৈঃ শ্রীলক্ষ্মীবিজয়োৎসবম্ ।
শ্রুত্বা গোপীরসোল্লাসং হৃষ্টঃ প্রেম্ণা ননর্ত্ত সঃ ॥ ১ ॥

জয় জয় গৌরচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ।
জয় জয় নিত্যানন্দ জয়াদ্বৈত ধন্য ॥ ২ ॥

জয় জয় শ্রীবাসাদি গৌড়ের ভক্তগণ ।
জয় শ্রোতাগণ,—যাঁর গৌর প্রাণধন ॥ ৩ ॥

প্রভুর বিশ্রামকালে রাজার প্রবেশ ঃ—

এইমত প্রভু আছেন প্রেমের আবেশে ।
হেনকালে প্রতাপরুদ্র করিল প্রবেশে ॥ ৪ ॥

দীন-বৈষ্ণববেশে সর্ব্ববৈষ্ণবের আজ্ঞা লইয়া
নিমীলিতনেত্র প্রভুর পাদ-সম্বাহন ঃ—

সার্ব্বভৌম-উপদেশে ছাড়ি' রাজবেশ ।
একলা বৈষ্ণব-বেশে করিল প্রবেশ ॥ ৫ ॥

সব-ভক্তের আজ্ঞা নিল যোড়-হাত হঞা ।
প্রভু-পদ ধরি' পড়ে সাহস করিয়া ॥ ৬ ॥

আঁখি মুদি' প্রেমে প্রভু ভূমিতে শয়ান ।
নৃপতি নৈপুণ্যে করে পাদ-সম্বাহন ॥ ৭ ॥

রাজার গোপীগীতা পাঠ ঃ—

রাসলীলার শ্লোক পড়ি' করেন স্তবন ।
"জয়তি তেঽধিকং" অধ্যায় করেন পঠন ॥ ৮ ॥

প্রভুর সন্তোষ ও শুনিতে আগ্রহ ঃ—

শুনিতে শুনিতে প্রভুর সন্তোষ অপার ।
'বল, বল' বলি' প্রভু বলে বার বার ॥ ৯ ॥

প্রেমাবিষ্ট প্রভুর রাজাকে আলিঙ্গন ঃ—

'তব কথামৃতং" শ্লোক রাজা যে পড়িল ।
উঠি' প্রভু প্রেমাবেশে আলিঙ্গন কৈল ॥ ১০ ॥

আপনাকে প্রচুর লাভবান্-জ্ঞানে রাজাকে কৃতজ্ঞতা ঃ—

"তুমি মোরে দিলে বহু অমূল্য রতন ।
মোর কিছু দিতে নাহি, দিলুঁ আলিঙ্গন ॥" ১১ ॥

উভয়ের অশ্রু ও কম্প ঃ—

এত বলি' সেই শ্লোক পড়ে বার বার ।
দুইজনার অঙ্গে কম্প, নেত্রে জলধার ॥ ১২ ॥

ভগবৎকথামৃত-বিতরণকারীই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দাতা ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৩১।৯)—

তব কথামৃতং তপ্তজীবনং, কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহম্ ।
শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমদাততং, ভুবি গৃণন্তি তে ভূরিদা জনাঃ ॥১৩॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১। স্বীয় ভক্তবৃন্দের সহিত লক্ষ্মীদেবীর বিজয়োৎসব দর্শন করত এবং গোপীদিগের রসোল্লাস শ্রবণ করত হৃষ্টচিত্ত হইয়া গৌরচন্দ্র নৃত্য করিয়াছিলেন।

৮। "জয়তি তেঽধিকং" অধ্যায়—রাসপঞ্চাধ্যায়ের মধ্যে "গোপীগীতা"—১০ম স্কন্ধে ৩১ অধ্যায়।

১৩। হে প্রিয়, বহুজন্মের বহুসুকৃতিকারী পুরুষগণ জগতে আসিয়া, তোমার প্রেমতপ্ত ব্যক্তিদিগের জীবন-স্বরূপ, কবিদিগের

অনুভাষ্য

১। সঃ গৌরঃ আত্মবৃন্দৈঃ (স্বপার্ষদগণৈঃ) শ্রীলক্ষ্মী-বিজয়োৎসবং পশ্যন্ গোপীরসোল্লাসং (গোপীনাং পারকীয়-রসাতিশয্যং) শ্রুত্বা হৃষ্টঃ সন্ প্রেম্ণা (পরময়া প্রীত্যা) ননর্ত্ত।

১৩। রাসক্রীড়াকালে শ্রীকৃষ্ণ হঠাৎ অন্তর্হিত হওয়ায় কৃষ্ণৈকপ্রাণা (কৃষ্ণময়ী) গোপীগণ কৃষ্ণবিরহে নিতান্ত কাতরা

অজ্ঞাতসারে রাজাকে আলিঙ্গন ঃ—

'ভূরিদা' 'ভূরিদা' বলি' করে আলিঙ্গন।
ইঁহো নাহি জানে,—ইঁহো হয় কোন্ জন ॥ ১৪ ॥

রাজার পূর্ব্ব-সেবাদর্শনে প্রভুর কৃপা ঃ—

পূর্ব্ব-সেবা দেখি' তাঁরে কৃপা উপজিল।
অনুসন্ধান বিনা কৃপা-প্রসাদ করিল ॥ ১৫ ॥

চৈতন্যকৃপায় অধিকার-বিচার বা হেতু নাই ঃ—

এই দেখ, চৈতন্যের কৃপা-মহাবল।
তার অনুসন্ধান বিনা করায় সফল ॥ ১৬ ॥

প্রেমাবেশে রাজাকে পরিচয়-জিজ্ঞাসা ঃ—

প্রভু বলে,—"কে তুমি, করিলা মোর হিত?
আচম্বিতে আসি' পিয়াও কৃষ্ণলীলামৃত?" ১৭ ॥

রাজার 'কৃষ্ণদাসানুদাস' বলিয়া স্বীয় পরিচয় দান ঃ—

রাজা কহে,—"আমি তোমার দাসের দাস।
ভৃত্যের ভৃত্য কর,—এই মোর আশ ॥" ১৮ ॥

প্রভুর রাজাকে ঐশ্বর্য্য প্রদর্শন ঃ—

তবে মহাপ্রভু তাঁরে ঐশ্বর্য্য দেখাইল।
'কারেহ না কহিবে' এই নিষেধ করিল ॥ ১৯ ॥

সর্ব্বান্তর্যামী প্রভুর বহির্দ্দশায় ভাবাবেশে রাজদর্শন-ঘটনার অপ্রকাশ ঃ—

'রাজা'—হেন জ্ঞান কভু না কৈল প্রকাশ।
অন্তরে সকল জানেন, বাহিরে উদাস ॥ ২০ ॥

ভক্তগণের রাজভাগ্য-প্রশংসন ঃ—

প্রতাপরুদ্রের ভাগ্য দেখি' ভক্তগণে।
রাজারে প্রশংসে সবে আনন্দিত মনে ॥ ২১ ॥

প্রভু ও ভক্তগণকে বন্দনপূর্ব্বক রাজার প্রস্থান ঃ—

দণ্ডবৎ করি' রাজা বাহিরে চলিলা।
যোড় হস্ত করি' সব ভক্তেরে বন্দিলা ॥ ২২ ॥

সকলের মধ্যাহ্ন-স্নানান্তে বাণীনাথের প্রচুর প্রসাদ আনয়ন ঃ—

মধ্যাহ্ন করিলা প্রভু লঞা ভক্তগণ।
বাণীনাথ প্রসাদ লঞা করিল গমন ॥ ২৩ ॥
সার্ব্বভৌম-রামানন্দ-বাণীনাথে দিয়া।
প্রসাদ পাঠা'ল রাজা বহুত করিয়া ॥ ২৪ ॥

বিচিত্র প্রসাদ ঃ—

'বলগণ্ডি ভোগে'র প্রসাদ—উত্তম অনন্ত।
'নি-সকড়ি' প্রসাদ আইল, যার নাহি অন্ত ॥ ২৫ ॥
ছানা, পানা, পৈড়, আম্র, নারিকেল, কাঁঠাল।
নানাবিধ কদলী, আর বীজ-তাল ॥ ২৬ ॥
নারঙ্গ, ছোলঙ্গ, টাবা, কমলা, বীজপূর।
বাদাম, ছোহারা, দ্রাক্ষা, পিণ্ডখর্জ্জুর ॥ ২৭ ॥
মনোহরা, লাড়ু আদি শতেক প্রকার।
অমৃতগুটিকা-আদি, ক্ষীর্‌সা অপার ॥ ২৮ ॥
অমৃতমণ্ডা, সরবতী, আর কুম্‌ড়া-কুরী।
রসামৃত, সরভাজা আর সরপুরী ॥ ২৯ ॥
হরিবল্লভ, সেঁওতি, কর্পূর, মালতী।
ডালি-মরিচ-লাড়ু, নবাত, অমৃতি ॥ ৩০ ॥
পদ্মচিনি, চন্দ্রকান্তি, খাজা, খণ্ডসার।
বিয়রি, কদ্মা, তিলাখাজার প্রকার ॥ ৩১ ॥
নারঙ্গ-ছোলঙ্গ-আম্র-বৃক্ষের আকার।
ফুল-ফল-পত্রযুক্ত খণ্ডের বিকার ॥ ৩২ ॥
দধি, দুগ্ধ, ননী, তক্র, রসালা, শিখরিণী।
স-লবণ, মুদ্গাঙ্কুর, আদা খানি খানি ॥ ৩৩ ॥
লেম্বু-কুল আদি নানাপ্রকার আচার।
লিখিতে না পারি প্রসাদ কতেক প্রকার ॥ ৩৪ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২৫। নি-সকড়ি—দধি, ক্ষীর, ফল, মূল প্রভৃতি যাহা সখ্‌ড়ি নয়।

২৬। পৈড়—ডাব (পাঠান্তরে, 'পৈরা'—পয়রা গুড়)।

৩২। চিনিতে প্রস্তুত 'নারঙ্গ', 'ছোলঙ্গ', 'টাবা', 'কমলা' প্রভৃতি নেবু ও আম্রবৃক্ষের আকার ('খেলনা')।

সঙ্গীত, কলুষনাশী, শ্রবণমঙ্গল, সর্ব্বোৎকৃষ্ট, সর্ব্বব্যাপক তোমার কথামৃত গান করিয়া থাকেন।

অনুভাষ্য

১৪। পূর্ব্ববর্ত্তী 'ইঁহো'-শব্দে মহাপ্রভু ; পরবর্ত্তী ইঁহো-শব্দে রাজা প্রতাপরুদ্র।

হইয়া তন্ময়চিত্তে রাসক্রীড়াস্থল হইতে যমুনাতটে আসিয়া এই সমস্ত গীতে কৃষ্ণের বিবিধ গুণগান করিতেছেন,—

যে জনাঃ ভুবি (সংসারে) তপ্তজীবনং (বিরহতাপক্লিষ্টানাং প্রাণস্বরূপং) কবিভিঃ (কৃষ্ণরসবিদ্ভিঃ) ঈড়িতম্ (আরাধিতং) কল্মষাপহং (বিরহজ্বরদুঃখবিনাশকং) শ্রবণমঙ্গলং (কর্ণরসায়নং) শ্রীমৎ (সর্ব্বশক্তিসমন্বিতং) তব (হরেঃ) কথামৃতং (সুধাত্মকাং কথাম্) আততং (বিস্তৃতং) গৃণন্তি (কীর্ত্তয়ন্তি), [তে এব জনাঃ] ভূরিদাঃ (বদান্যবরাঃ)।

প্রসাদ-পাত্রে বহু স্থান আবৃত ঃ—

প্রসাদে পূরিত হইল অর্দ্ধ উপবন ।
দেখিয়া সন্তোষ হৈল মহাপ্রভুর মন ॥ ৩৫ ॥

জগন্নাথের তৃপ্তিস্মরণে প্রভুর হর্ষ ঃ—

এইমত জগন্নাথ করেন ভোজন ।
এই সুখে মহাপ্রভুর জুড়ায় নয়ন ॥ ৩৬ ॥
কেয়াপত্র-দ্রোণী আইল বোঝা পাঁচ-সাত ।
এক এক জনে দশ দোনা দিল,—এত পাত ॥ ৩৭ ॥

কীর্ত্তন-শ্রান্ত ভক্তগণকে স্বয়ং ভগবানেরই সেবনাপ্যায়ন ঃ—

কীর্ত্তনীয়ার পরিশ্রম জানি' গৌররায় ।
তাঁ-সবারে খাওয়াইতে প্রভুর মন ধায় ॥ ৩৮ ॥

প্রভু স্বয়ংই পরিবেশন-কর্ত্তা ঃ—

পাঁতি পাঁতি করি' ভক্তগণে বসাইলা ।
পরিবেশন করিবারে আপনে লাগিলা ॥ ৩৯ ॥

প্রভুর অ-ভোজনে সকলেরই ভোজনে অরুচি ঃ—

প্রভু না খাইলে, কেহ না করে ভোজন ।
স্বরূপ-গোসাঞি তবে কৈল নিবেদন ॥ ৪০ ॥

ভক্তগণের পক্ষ হইয়া স্বরূপের প্রার্থনা ঃ—

"আপনে বৈস, প্রভু, ভোজন করিতে ।
তুমি না খাইলে, কেহ না পারে খাইতে ॥" ৪১ ॥

প্রভুর প্রসাদ-সেবন ঃ—

তবে মহাপ্রভু বৈসে নিজগণ লঞা ।
ভোজন করাইল সবাকে আকণ্ঠ পূরিয়া ॥ ৪২ ॥

ভোজনান্তে আচমন, বহুলোকের উদ্বৃত্ত-প্রসাদ-প্রাপ্তি ঃ—

ভোজন করি' বসিলা প্রভু করি' আচমন ।
প্রসাদ উবরিল, খায় সহস্রেক জন ॥ ৪৩ ॥

দীন, দুঃখী কাঙ্গালগণের প্রভুকৃপায় প্রসাদপ্রাপ্তি ঃ—

প্রভুর আজ্ঞায় গোবিন্দ দীন-হীন জনে ।
দুঃখী কাঙ্গাল আনি' করায় ভোজনে ॥ ৪৪ ॥

গৌরহরির কাঙ্গাল-ভোজন-দর্শন ও হরিকীর্ত্তনোপদেশ ঃ—

কাঙ্গালের ভোজন-রঙ্গ দেখে গৌরহরি ।
'হরিবোল' বলি' তারে উপদেশ করি ॥ ৪৫ ॥

কাঙ্গালের হরিভক্তি-লাভ ঃ—

'হরিবোল' বলি' কাঙ্গাল প্রেমে ভাসি' যায় ।
ঐছন অদ্ভুত লীলা করে গৌররায় ॥ ৪৬ ॥

রথসঞ্চালনে গৌড়গণের অসামর্থ্য ঃ—

ইঁহা জগন্নাথের রথ-চলন-সময় ।
গৌড় সব রথ টানে, আগে নাহি যায় ॥ ৪৭ ॥

সপরিকর রাজার ব্যস্তভাবে উপস্থিতি ঃ—

টানিতে না পারে গৌড়, রথ ছাড়ি' দিল ।
পাত্র-মিত্র লঞা রাজা ব্যগ্র হঞা আইল ॥ ৪৮ ॥

মহামহা-মল্লগণের রথসঞ্চালনে অসামর্থ্য ঃ—

মহামল্লগণে দিল রথ চালাইতে ।
আপনে লাগিলা রথ, না পারে টানিতে ॥ ৪৯ ॥
ব্যগ্র হঞা আনে রাজা মত্ত-হাতীগণ ।
রথ চালাইতে রথে করিল যোজন ॥ ৫০ ॥

অনুভাষ্য

২৬-৩৪। গ্রন্থকারের কৃষ্ণ-নৈবেদ্যের বৈচিত্র্য-বিষয়ক জ্ঞান প্রকাশ পাইতেছে।

২৬। বীজতাল—তালশাঁস ।

২৭। নারঙ্গাদি সবগুলিই নেবুজাতীয় ফল ; বীজপূর—মাতুলুঙ্গ, বেদানা বা ডালিম, অথবা টাবা নেবু (?) ; ছোহারা—শুষ্ক খর্জ্জুর, খুর্ম্মা ; দ্রাক্ষা—আঙ্গুর।

২৮। মনোহরা—সন্দেশবিশেষ ; ক্ষীর্সা—পূর্ব্ববঙ্গে চলিত ভাষায় 'ক্ষীর'ই ক্ষীর্সা-নামে কথিত।

২৯। পাঠান্তরে 'অমৃতভণ্ডা'—পেঁপে ; সরবতী—উৎকৃষ্ট নেবুবিশেষ ; সরভাজা ও সরপুরী—নদীয়া-জিলায় কৃষ্ণনগর অঞ্চলেই বিশেষভাবে প্রস্তুত হয়।

৩০। হরিবল্লভ—ঘৃতপক্ক রোটিকাবিশেষ (?) সেঁওতি—সুগন্ধি পুষ্পবিশেষ ; কর্পূর—পুষ্পবিশেষ (?) ; ডাল-মরিচ-লাড়ু—মুগের নাড়ু (?) ; নবাত—চিনির রসে পক্ক মিষ্টান্ন-দ্রব্য-বিশেষ ; অমৃতি—'জিলিপি'-জাতীয় ঘৃতপক্ক মিষ্টদ্রব্য-বিশেষ (পূর্ব্ববঙ্গেই বিশেষ প্রস্তুত হয়)।

৩১। চন্দ্রকান্তি—কলাইর ডালে প্রস্তুত সরুচাক্লি, বা চন্দ্রাকৃতি ফুলবড়ি ; বিয়রি—বিরণধান্যের চাউল-ভাজার চাক; কদ্মা—চূর্ণ তণ্ডুলে চিনির রসে প্রস্তুত অতিকঠিন সুপ্রসিদ্ধ মিষ্টদ্রব্যবিশেষ ; তিলেখাজা—খাজার সহিত ঘৃত-ভর্জ্জিত তিল-সংযোগে প্রস্তুত মিষ্টদ্রব্যবিশেষ।

৩৩। তক্র—ঘোল ; রসালা—সরবৎ, পানা ; খানি-খানি—কুচি কুচি, টুক্রা।

৩৪। নেবুর আচার ও কুলের আচার ; পূর্ব্ববঙ্গে চলিত-ভাষায় 'নেবু'-শব্দ লেম্বু-নামে কথিত।

৩৭। কেয়াপত্র দ্রোণী—কেতকীবৃক্ষের পত্রে নির্ম্মিত ডোঙ্গা ; দোনা—ঠোঙ্গা।

৩৯। পাঁতি—শ্রেণীবদ্ধ।

৪৩। উবরিল—উদ্বৃত্ত বা অতিরিক্ত হইল।

মত্ত-হস্তীগণ টানে, যত তার বল ।
এক পদ না চলে রথ, হইল অচল ॥ ৫১ ॥

সগণ প্রভুর রথসঞ্চালন-চেষ্টা-দর্শন ঃ—

শুনি' মহাপ্রভু আইলা নিজগণ লঞা ।
মত্তহস্তী রথ টানে,—দেখে দাণ্ডাঞা ॥ ৫২ ॥

হস্তিদ্বারাও রথসঞ্চালন না দেখিয়া সকলের হাহাকার ঃ—

অঙ্কুশের ঘায় হস্তী করয়ে চিৎকার ।
রথ নাহি চলে, লোকে করে হাহাকার ॥ ৫৩ ॥

নিজগণকে রথচালনে নিয়োগ ঃ—

তবে মহাপ্রভু সব হস্তী ঘুচাইল ।
নিজগণে রথ-কাছি টানিবারে দিল ॥ ৫৪ ॥

প্রভুর রথসহ মস্তকস্পর্শমাত্র রথের-চলন ঃ—

আপনে রথের পাছে ঠেলে মাথা দিয়া ।
হড় হড় করি' রথ চলিল ধাইয়া ॥ ৫৫ ॥

অনায়াসে রথের গমন ঃ—

ভক্তগণ কাছি হাতে করি' মাত্র ধায় ।
আপনে চলিল রথ, টানিতে না পায় ॥ ৫৬ ॥

হর্ষবশতঃ সকলের জয়ধ্বনি ঃ—

আনন্দে করয়ে লোক 'জয়' 'জয়'-ধ্বনি ।
'জয় জগন্নাথ' বই আর নাহি শুনি ॥ ৫৭ ॥

প্রভুর প্রভাবে রথের গুণ্ডিচা-গমন ঃ—

নিমেষে ত' গেল রথ গুণ্ডিচার দ্বার ।
চৈতন্য-প্রতাপ দেখি' লোকে চমৎকার ॥ ৫৮ ॥

লোকের প্রভু-জয়ধ্বনি ঃ—

'জয় গৌরচন্দ্র', 'জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' ।
এইমত কোলাহল লোকে করে ধন্য ॥ ৫৯ ॥

প্রভু-মাহাত্ম্য-দর্শনে রাজার প্রেমাবেশ ঃ—

দেখিয়া প্রতাপরুদ্র পাত্র-মিত্র-সঙ্গে ।
প্রভুর মহিমা দেখি' প্রেমে ফুলে অঙ্গে ॥ ৬০ ॥

জগন্নাথের পাহাণ্ডি ঃ—

পাণ্ডুবিজয় তবে করে সেবকগণে ।
জগন্নাথ বসিলা গিয়া নিজ-সিংহাসনে ॥ ৬১ ॥

সুভদ্রা-বলরামের পাহাণ্ডি, জগন্নাথের স্নানভোগ ঃ—

সুভদ্রা-বলরাম নিজ-সিংহাসনে আইলা ।
জগন্নাথের স্নানভোগ হইতে লাগিলা ॥ ৬২ ॥

অঙ্গনে প্রভুর ভক্তগণসহ কীর্ত্তন ঃ—

আঙ্গিনাতে মহাপ্রভু লঞা ভক্তগণ ।
আনন্দে আরম্ভ কৈল নর্ত্তন-কীর্ত্তন ॥ ৬৩ ॥

প্রভুর প্রেমে সকলেই পাগল ঃ—

আনন্দে মহাপ্রভুর প্রেম উথলিল ।
দেখি' সব লোক প্রেম-সাগরে ভাসিল ॥ ৬৪ ॥

সন্ধ্যারতি-দর্শন ও আইটোটায় বিশ্রাম ঃ—

নৃত্য করি' সন্ধ্যাকালে আরতি দেখিল ।
আইটোটা আসি' প্রভু বিশ্রাম করিল ॥ ৬৫ ॥

অদ্বৈতাদি ৯ জনের নবরাত্র-যাত্রার ৯ দিন প্রভুকে নিমন্ত্রণ ঃ—

অদ্বৈতাদি ভক্তগণ নিমন্ত্রণ কৈল ।
মুখ্য মুখ্য নব জন নব দিন পাইল ॥ ৬৬ ॥

চাতুর্ম্মাস্যে প্রতি ভক্তের এক এক দিন প্রভুকে নিমন্ত্রণ ঃ—

আর ভক্তগণ চাতুর্ম্মাস্যে যত দিন ।
এক এক দিন করি' করিল বণ্টন ॥ ৬৭ ॥

অন্যান্য ভক্তের প্রভু-নিমন্ত্রণ-সৌভাগ্যাভাব ঃ—

চারি মাসের দিন মুখ্যভক্ত বাঁটি' নিল ।
আর ভক্তগণ অবসর না পাইল ॥ ৬৮ ॥

অগত্যা ২/৩ জনের একত্রে এক এক দিন প্রভুকে নিমন্ত্রণ ঃ—

এক দিন নিমন্ত্রণ করে দুই-তিনে মিলি' ।
এইমত মহাপ্রভুর নিমন্ত্রণ-কেলি ॥ ৬৯ ॥

প্রাতঃস্নানপূর্ব্বক জগন্নাথ-দর্শনান্তে সগণে কীর্ত্তন-নর্ত্তন ঃ—

প্রাতঃকালে স্নান করি' দেখি' জগন্নাথ ।
সঙ্কীর্ত্তনে নৃত্য করে ভক্তগণ সাথ ॥ ৭০ ॥

নিতাই-অদ্বৈতাদির নর্ত্তন, গুণ্ডিচায় তিনবেলা কীর্ত্তন ঃ—

কভু অদ্বৈতে নাচায়, কভু নিত্যানন্দে ।
কভু হরিদাসে নাচায়, কভু অচ্যুতানন্দে ॥ ৭১ ॥
কভু বক্রেশ্বরে, কভু আর ভক্তগণে ।
ত্রিসন্ধ্যা কীর্ত্তন করে গুণ্ডিচা-প্রাঙ্গণে ॥ ৭২ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৬৫। আইটোটা—গুণ্ডিচার নিকটে একটী উদ্যানবিশেষ।

৬৬। গৌড় হইতে অদ্বৈতাদি যে-সকল ভক্ত আসিয়াছিলেন, তাঁহারা প্রভুকে এক এক দিন নিমন্ত্রণ করিয়া ভিক্ষা দিলেন। গুণ্ডিচা-বাটীতে নয় দিন উৎসব হয়,—ইহার নাম 'নবরাত্র'-যাত্রা ; সেই নবদিবস প্রভু ভক্তবৃন্দের সহিত আইটোটাতে বাসা ল'ন। অদ্বৈতাদি প্রধান প্রধান নয়জন ভক্ত ঐ নয়দিবস প্রভুকে নিমন্ত্রণ করিলেন। আর আর ভক্তগণ চাতুর্ম্মাস্যের এক এক দিন করিয়া বাঁটিয়া লইয়াছিলেন।

কৃষ্ণের ব্রজাগমন ও শ্রীরাধাসহ মিলনে তদ্দাসী-গোপী-অভিমানী প্রভুর আনন্দ ঃ—

বৃন্দাবনে আইলা কৃষ্ণ—এই প্রভুর জ্ঞান।
কৃষ্ণের বিরহ-স্ফূর্ত্তি হৈল অবসান ॥ ৭৩ ॥
রাধাসঙ্গে কৃষ্ণলীলা—এই হৈল জ্ঞানে।
এই রসে মগ্ন প্রভু হইলা আপনে ॥ ৭৪ ॥

ভক্তগণসঙ্গে প্রভুর বিবিধ-জলকেলি ঃ—

নানোদ্যানে ভক্তসঙ্গে বৃন্দাবন-লীলা।
'ইন্দ্রদ্যুম্ন'-সরোবরে করে জলখেলা ॥ ৭৫ ॥
আপনে সকল ভক্তে সিঞ্চে জল দিয়া।
সব ভক্তগণ সিঞ্চে চৌদিকে বেড়িয়া ॥ ৭৬ ॥
কভু এক মণ্ডল, কভু অনেক মণ্ডল।
জলমণ্ডূক-বাদ্যে সবে বাজায় করতল ॥ ৭৭ ॥

দুই জন করিয়া ভক্তগণ-মধ্যে জলকেলি ও প্রভুর তদ্দর্শন ঃ—

দুই-দুই জনে মেলি' করে জল-রণ।
কেহ হারে, কেহ জিনে—প্রভু করে দরশন ॥ ৭৮ ॥
অদ্বৈত-নিত্যানন্দে জল-ফেলাফেলি।
আচার্য্য হারিয়া, পাছে করে গালাগালি ॥ ৭৯ ॥
বিদ্যানিধির জলকেলি স্বরূপের সনে।
গুপ্ত-দত্তে জলকেলি করে দুই জনে ॥ ৮০ ॥
শ্রীবাস-সহিত জল খেলে গদাধর।
রাঘব-পণ্ডিত সনে খেলে বক্রেশ্বর ॥ ৮১ ॥
সার্ব্বভৌম-সঙ্গে খেলে রামানন্দ-রায়।
গাম্ভীর্য্য গেল দোঁহার, হৈল শিশুপ্রায় ॥ ৮২ ॥

গোপীনাথকে সার্ব্বভৌম ও রায়ের চাপল্য ত্যাগ করাইতে আজ্ঞা ঃ—

মহাপ্রভু তাঁ দোঁহার চাপল্য দেখিয়া।
গোপীনাথাচার্য্যে কিছু কহেন হাসিয়া ॥ ৮৩ ॥
"পণ্ডিত, গম্ভীর দুঁহে—প্রামাণিক জন।
বাল-চাঞ্চল্য করে, করাহ বর্জ্জন ॥" ৮৪ ॥

গোপীনাথের প্রভু-কৃপা-মহিমা-বর্ণন ঃ—

গোপীনাথ কহে,—"তোমার কৃপা-মহাসিন্ধু।
উছলিত করে যবে তার এক বিন্দু ॥ ৮৫ ॥
মেরু-মন্দর-পর্ব্বত ডুবায় যথা তথা।
এই দুই—গণ্ড-শৈল, ইহার কা কথা ॥ ৮৬ ॥

প্রভু-কৃপায় শুষ্কজ্ঞানী সার্ব্বভৌমও এক্ষণে কৃষ্ণসেবা-রসে রসিক ঃ—

শুষ্কতর্ক-খলি খাইতে জন্ম গেল যাঁর।
তাঁরে লীলামৃত পিয়াও,—এ কৃপা তোমার ॥" ৮৭ ॥

ভাসমান অদ্বৈতের 'শেষ' এবং প্রভুর 'শেষশায়ী' লীলা-প্রকাশ ঃ—

হাসি' মহাপ্রভু তবে অদ্বৈতে আনিল।
জলের উপরে তাঁরে শেষ-শয্যা কৈল ॥ ৮৮ ॥
আপনে তাঁহার উপর করিল শয়ন।
'শেষশায়ী-লীলা' প্রভু কৈল প্রকটন ॥ ৮৯ ॥
অদ্বৈত নিজ-শক্তি প্রকট করিয়া।
মহাপ্রভু লঞা বুলে জলেতে ভাসিয়া ॥ ৯০ ॥

সগণ প্রভুর আইটোটায় আগমন ঃ—

এইমত জলক্রীড়া করি' কতক্ষণ।
আইটোটা আইলা প্রভু লঞা ভক্তগণ ॥ ৯১ ॥

মুখ্যভক্তগণের আচার্য্যের নিমন্ত্রণ-স্বীকার ঃ—

পুরী, ভারতী আদি যত মুখ্য ভক্তগণ।
আচার্য্যের নিমন্ত্রণে করিলা ভোজন ॥ ৯২ ॥

প্রভুর গণের বাণীনাথ-আনীত প্রসাদ-স্বীকার ঃ—

বাণীনাথ আর যত প্রসাদ আনিল।
মহাপ্রভুর গণে সেই প্রসাদ খাইল ॥ ৯৩ ॥

অপরাহ্নে দর্শন-নর্ত্তন, নিশায় উপবনে নিদ্রা ঃ—

অপরাহ্নে আসি' কৈল দর্শন, নর্ত্তন।
নিশাতে উদ্যানে আসি' করিলা শয়ন ॥ ৯৪ ॥

অন্যদিন ঈশ্বর-দর্শন ও মন্দির-প্রাঙ্গণে নৃত্যগীত ঃ—

আর দিন আসি' কৈল ঈশ্বর-দরশন।
প্রাঙ্গণে নৃত্য-গীত কৈল কতক্ষণ ॥ ৯৫ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৭৭। জলমণ্ডূক-বাদ্য—জলমধ্যে ভেক যেরূপ ডাকে, সেইরূপ ধ্বনির ন্যায় বাজাইয়া মণ্ডলাকারে জলকেলি হইতে লাগিল।

অনুভাষ্য

৭৭। জলমণ্ডূক-বাদ্যে—জলে করতাল বাজাইয়া ভেকের ন্যায় শব্দে।

৮০। গুপ্ত—মুরারি গুপ্ত ; দত্ত,—বাসুদেব দত্ত।

৮৬। 'গণ্ড-শৈল'—ক্ষুদ্র পাহাড় ; যদিও 'দুই'-শব্দের উল্লেখ আছে, তথাপি বিশেষভাবে সার্ব্বভৌম-ভট্টাচার্য্যকেই লক্ষ্য করিয়া এই উক্তি।

৮৭। 'খলি'—খৈল, তৈল-মল ; মহাপ্রভুর কৃপালাভের পূর্ব্বে নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্ম-জ্ঞানী তর্কপন্থী সার্ব্বভৌমকে তৈলমল-ভোজী 'কলুর বলদে'র সহিত তুলনা করিলেন।

ভক্তগণ-সঙ্গে আরামে ব্রজ-বিহার ঃ—

ভক্তগণ-সঙ্গে প্রভু উদ্যানে আসিয়া ।
বৃন্দাবন-বিহার করে ভক্তগণ লঞা ॥ ৯৬ ॥

প্রভুদর্শনে চতুর্দ্দিকে হর্ষ-লক্ষণ ঃ—

বৃক্ষবল্লী প্রফুল্লিত প্রভুর দরশনে ।
ভৃঙ্গ, পিক গায়, বহে শীতল পবনে ॥ ৯৭ ॥

প্রভুর নৃত্য, বাসুদেব-দত্তের কীর্ত্তন ঃ—

প্রতি-বৃক্ষতলে প্রভু করেন নর্ত্তন ।
বাসুদেব-দত্ত মাত্র করেন গায়ন ॥ ৯৮ ॥

প্রতিবৃক্ষতলে নৃত্যকারী প্রভু ঃ—

এক এক বৃক্ষতলে এক এক গান গায় ।
পরম-আবেশে একা নাচে গৌররায় ॥ ৯৯ ॥

নৃত্যান্তে বক্রেশ্বরকে নাচিতে আদেশ ঃ—

তবে বক্রেশ্বরে প্রভু কহিলা নাচিতে ।
বক্রেশ্বর নাচে, প্রভু লাগিলা গাইতে ॥ ১০০ ॥

প্রভু-সহ স্বরূপাদির গান, সকলেরই প্রেম-বিহ্বলতা ঃ—

প্রভু-সঙ্গে স্বরূপাদি কীর্ত্তনীয়া গায় ।
দিক্‌বিদিক্ নাহি জ্ঞান প্রেমের বন্যায় ॥ ১০১ ॥

বন-লীলান্তে নরেন্দ্র-সরোবরে জলকেলি ঃ—

এই মত কতক্ষণ করি' বন-লীলা ।
নরেন্দ্র-সরোবরে গেলা করিতে জলখেলা ॥ ১০২ ॥

স্নানান্তে আরামে ভক্তগণসহ প্রসাদ-সম্মান ঃ—

জলক্রীড়া করি' পুনঃ আইলা উদ্যানে ।
ভোজনলীলা কৈলা প্রভু লঞা ভক্তগণে ॥ ১০৩ ॥

গুণ্ডিচায় জগন্নাথের ৯ দিন অবস্থিতিকালেই এইরূপ লীলা ঃ—

নব দিন গুণ্ডিচাতে রহে জগন্নাথ ।
মহাপ্রভু ঐছে লীলা করে ভক্ত-সাথ ॥ ১০৪ ॥

জগন্নাথবল্লভে প্রভুর বিশ্রাম-লীলা ঃ—

'জগন্নাথ-বল্লভ'-নাম বড় পুষ্পারাম ।
নব দিন করেন প্রভু তাহাতে বিশ্রাম ॥ ১০৫ ॥

হেরাপঞ্চমী-উৎসবের বিপুল-আয়োজন জন্য রাজার কাশীমিশ্রকে অনুরোধ ঃ—

'হেরা-পঞ্চমী'র দিন আইল জানিয়া ।
কাশীমিশ্রে কহে রাজা সযত্ন করিয়া ॥ ১০৬ ॥
"কল্য 'হেরা-পঞ্চমী', হবে লক্ষ্মীর বিজয় ।
ঐছে উৎসব কর, যেন কভু নাহি হয় ॥ ১০৭ ॥

প্রভুর সন্তোষার্থে মহোৎসবের আয়োজনে আদেশ ঃ—

মহোৎসব কর তৈছে বিশেষ সম্ভার ।
দেখি' মহাপ্রভুর যৈছে হয় চমৎকার ॥ ১০৮ ॥

সুচারুরূপে সজ্জিত করিতে আদেশ ঃ—

ঠাকুরের ভাণ্ডারে আর আমার ভাণ্ডারে ।
চিত্রবস্ত্র, কিঙ্কিণী, আর ছত্র-চামরে ॥ ১০৯ ॥
ধ্বজাবৃন্দ-পতাকা-ঘণ্টায় করহ মণ্ডন ।
নানাবাদ্য-নৃত্য-দোলায় করহ সাজন ॥ ১১০ ॥

রথযাত্রাপেক্ষা অধিকতর সমারোহজন্য আদেশ ঃ—

দ্বিগুণ করিয়া কর সব উপহার ।
রথযাত্রা হৈতে যৈছে হয় চমৎকার ॥ ১১১ ॥

প্রভুর দর্শন-সুবিধা-বিধান ।—

সেইত' করিহ,—প্রভু লঞা ভক্তগণ ।
স্বচ্ছন্দে আসিয়া করে যৈছে দরশন ॥" ১১২ ॥

ভক্তগণসহ গুণ্ডিচায় জগন্নাথ-দর্শন ঃ—

প্রাতঃকালে মহাপ্রভু নিজগণ লঞা ।
জগন্নাথ-দর্শন কৈল সুন্দরাচলে যাঞা ॥ ১১৩ ॥

অনুভাষ্য

৯৬। প্রভু এস্থলে বৃন্দাবন-বিহার আরম্ভ করিলেও কৃষ্ণের ন্যায় তাঁহার 'পারকীয়'রসে পরদারাভিমর্ষণরূপ ভোক্তৃ-লীলা নাই, তিনি আপনাকে শ্রীরাধার কিঙ্করী বলিয়া জ্ঞান করিয়া স্বীয় সেব্যা আশ্রয়বিগ্রহ শ্রীরাধার সহিত প্রিয়তম কৃষ্ণের মিলনে আনন্দ-সাগরে মগ্ন—এই রসে মত্ত অবস্থাতেই তাঁহার ভক্তগণ-সহ 'বৃন্দাবন-বিহার'-লীলা হইয়াছিল, (বর্ত্তমান পরিচ্ছেদের ৭৪, ৭৫ সংখ্যা দ্রষ্টব্য) ; সুতরাং 'গৌরনাগরী-বাদে'র কোন কথাই এস্থলে আদৌ প্রযোজ্য নহে।

১০৫। পুষ্পারাম—পুষ্পবাটিকা।

১০৯। চিত্রবস্ত্র—রঞ্জিত (ছোপান) কাপড় ; কিঙ্কিণী—ক্ষুদ্রঘণ্টা।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১০৫। জগন্নাথবল্লভ—গুণ্ডিচাবাড়ী ও মন্দিরের প্রায় মাঝামাঝি স্থলে 'জগন্নাথ-বল্লভ'-নামক একটী উদ্যান আছে। সেই উদ্যানে 'দনা'-চুরিলীলা হইয়া থাকে অর্থাৎ শ্রীমদনমোহন গিয়া দনা-নামক সুগন্ধ বৃক্ষ চুরি করিয়া আনেন।

১০৬। হেরা-পঞ্চমীর দিন—রথযাত্রার পরের পঞ্চমীকে 'হেরা-পঞ্চমী' বলে। লক্ষ্মীদেবী জগন্নাথের অন্বেষণে গুণ্ডিচাতে গিয়া জগন্নাথকে হেরিয়া (দেখিয়া) আসেন ; এজন্য উৎকল-দেশীয় লোকেরা ঐ দিনকে 'হেরা-পঞ্চমী' বলে। ঐ দিন জগন্নাথকে হারাইয়া লক্ষ্মী তাঁহাকে খুঁজিতে যান বলিয়া আবার 'অতিবাড়ী'রা উহাকে 'হারাপঞ্চমী' বলে। যাহা হউক, কবিরাজ-গোস্বামী ঐ পঞ্চমীকে 'হেরাপঞ্চমী' বলিয়া লিখিয়াছেন।

হেরাপঞ্চমী-দর্শনার্থ পুনঃ নীলাচলগমন ঃ—

নীলাচলে আইলা পুনঃ ভক্তগণ-সঙ্গে ।
দেখিতে উৎকণ্ঠা হেরা-পঞ্চমীর রঙ্গে ॥ ১১৪ ॥

কাশীমিশ্রকর্ত্তৃক প্রভু উত্তমস্থানে উপবেশিত ঃ—

কাশীমিশ্র প্রভুরে বহু আদর করিয়া ।
স্বগণ-সহ ভালস্থানে বসাইল লঞা ॥ ১১৫ ॥

প্রভুর স্বরূপকে, লক্ষ্মীসঙ্গ ছাড়িয়া জগন্নাথের বৃন্দাবন-গমনের কারণ-জিজ্ঞাসা ঃ—

রসবিশেষ প্রভুর শুনিতে মন হৈল ।
ঈষৎ হাসিয়া প্রভু স্বরূপে পুছিল ॥ ১১৬ ॥
"যদ্যপি জগন্নাথ করেন দ্বারকায় বিহার ।
সহজ প্রকট করে পরম উদার ॥ ১১৭ ॥
তথাপি বৎসর-মধ্যে হয় একবার ।
বৃন্দাবন দেখিতে তাঁর উৎকণ্ঠা অপার ॥ ১১৮ ॥
বৃন্দাবন-সম এই উপবন-গণ ।
তাহা দেখিবারে উৎকণ্ঠিত হয় মন ॥ ১১৯ ॥
বাহির হইতে করে রথযাত্রা-ছল ।
সুন্দরাচলে যায় প্রভু ছাড়ি' নীলাচল ॥ ১২০ ॥
নানা-পুষ্পোদ্যানে তথা খেলে রাত্রি-দিনে ।
লক্ষ্মীদেবীরে সঙ্গে নাহি লয় কি কারণে?" ১২১ ॥

স্বরূপের কারণ-নির্দ্দেশ—ব্রজলীলায় গোপীরই অধিকার, লক্ষ্মীর অনধিকার ঃ—

স্বরূপ কহে,—"শুন, প্রভু, কারণ ইহার ।
বৃন্দাবন-ক্রীড়াতে লক্ষ্মীর নাহি অধিকার ॥ ১২২ ॥
বৃন্দাবন-লীলায় কৃষ্ণের সহায় গোপীগণ ।
গোপীগণ বিনা কৃষ্ণের হরিতে নারে মন ॥" ১২৩ ॥

প্রভুর পুনঃ প্রশ্ন—লক্ষ্মীর ক্রোধহেতু-জিজ্ঞাসা ঃ—

প্রভু কহে,—"যাত্রা-ছলে কৃষ্ণের গমন ।
সুভদ্রা আর বলদেব, সঙ্গে দুইজন ॥ ১২৪ ॥
গোপী-সঙ্গে যত লীলা হয় উপবনে ।
নিগূঢ় কৃষ্ণের ভাব কেহ নাহি জানে ॥ ১২৫ ॥
অতএব কৃষ্ণের প্রাকট্যে নাহি কিছু দোষ ।
তবে কেনে লক্ষ্মীদেবী করে এত রোষ?" ১২৬ ॥

স্বরূপের হেতু-নির্দ্দেশ—প্রিয়ের ঔদাসীন্যে প্রিয়ার ক্রোধাভিমান ঃ—

স্বরূপ কহে,—"প্রেমবতীর এই ত' স্বভাব ।
কান্তের ঔদাস্য-লেশে হয় ক্রোধভাব ॥" ১২৭ ॥

বিপুল সমারোহের সহিত বহুদাসী-সহ লক্ষ্মীর আগমন ঃ—

হেনকালে, খচিত যাহে বিবিধ রতন ।
সুবর্ণের চৌদোলা করি' আরোহণ ॥ ১২৮ ॥
ছত্র-চামর-ধ্বজা পতাকার গণ ।
নানাবাদ্য-আগে নাচে দেবদাসীগণ ॥ ১২৯ ॥
তাম্বূল-সম্পুট, ঝারী, ব্যজন, চামর ।
সাথে দাসী শত, হার দিব্য ভূষাম্বর ॥ ১৩০ ॥
অনেক ঐশ্বর্য্য সঙ্গে বহু-পরিবার ।
ক্রুদ্ধ হঞা লক্ষ্মীদেবী আইলা সিংহদ্বার ॥ ১৩১ ॥

লক্ষ্মীদাসীগণের জগন্নাথের প্রধান সেবকগণকে বন্ধনপূর্ব্বক ঈশ্বরী-সমীপে আনয়ন ও প্রহার ঃ—

জগন্নাথের মুখ্য মুখ্য যত ভৃত্যগণে ।
লক্ষ্মীদেবীর দাসীগণ করেন বন্ধনে ॥ ১৩২ ॥
বান্ধিয়া আনিয়া পাড়ে লক্ষ্মীর চরণে ।
চোরে দণ্ড করে, যেন লয় নানা-ধনে ॥ ১৩৩ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১১৩। সুন্দরাচল—শ্রীমন্দিরকে যেরূপ 'নীলাচল' বলা যায়, গুণ্ডিচা-মন্দিরকেও সেরূপ 'সুন্দরাচল' বলিয়া থাকে।

১৩২-১৩৩। জগন্নাথ যে-সময়ে রথে যাত্রা করেন, সেই সময় লক্ষ্মীকে এই বলিয়া যান যে, 'আমি কল্যই ফিরিয়া আসিব'। দুই তিন দিন বিগত হইলেও জগন্নাথ না আসায়, কান্তের ঔদাস্য-লেশ দর্শনে প্রেমবতী লক্ষ্মীর স্বভাবতঃই ক্রোধোদয় হয়। তখন নিজের যে-সকল দাসী আছেন, তাঁহাদের দ্বারা বিমানে সজ্জীভূত হইয়া লক্ষ্মী শ্রীমন্দির হইতে বাহির হইয়া পড়েন। এই সময়ে জগন্নাথের মন্দিরে একটী পরম রহস্য হইয়া উঠে,—লক্ষ্মীর পরিচারিকাগণ জগন্নাথের প্রধান প্রধান পরিচারকগণকে বাঁধিয়া আনিয়া ফেলেন।

অনুভাষ্য

১১৭-১১৯। শ্রীজগন্নাথদেব জীবের প্রতি করুণ হইয়া নীলাচলে মন্দিরে বসিয়া কৃষ্ণের দ্বারকা-বিহার প্রকট করেন। বৎসরের মধ্যে তাঁহার একবার মাত্র বৃন্দাবনসদৃশ সুন্দরাচল দেখিবার জন্য পরমোৎকণ্ঠা হয়।

১২২। বৃন্দাবনলীলায় লক্ষ্মী-ঠাকুরাণীর অধিকার না থাকায় সুন্দরাচলে গমনকালে জগন্নাথ লক্ষ্মীকে সঙ্গে গ্রহণ করেন না,—ইহাই কারণ ।

১২৪। যাত্রা—রথযাত্রা।

১২৬। বৃহদ্ভাগবতামৃতের প্রথমখণ্ড সপ্তম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

১৩০। সম্পুট—ডিব্বা ; ঝারী—নলহীন গাড়ু।

অচেতনবৎ তারে করেন তাড়নে ।
নানামত গালি দেন ভণ্ড-বচনে ॥ ১৩৪ ॥

লক্ষ্মীদাসীগণের ঔদ্ধত্যদর্শনে ভক্তবৃন্দের হাস্য ঃ—

লক্ষ্মী-সঙ্গে দাসীগণের প্রাগল্‌ভ্য দেখিয়া ।
হাসে মহাপ্রভুর গণ মুখে হস্ত দিয়া ॥ ১৩৫ ॥

দামোদর-কর্ত্তৃক লক্ষ্মীর এতাদৃশ অপূর্ব্ব অসাধারণ মানের ব্যাখ্যা ঃ—

দামোদর কহে,—"ঐছে মানের প্রকার ।
ত্রিজগতে কাঁহা দেখি, শুনি নাই আর ॥ ১৩৬ ॥

কান্তের ঔদাসীন্যে মানিনী কান্তার আচরণ ঃ—

মানিনী নিরুৎসাহে ছাড়ে বিভূষণ ।
ভূমে বসি' নখে লেখে, মলিন-বদন ॥ ১৩৭ ॥

ব্রজগোপীর ও সত্যভামার মানও এইরূপই ঃ—

পূর্ব্বে সত্যভামার শুনি এবম্বিধ মান ।
ব্রজে গোপীগণের মান—রসের নিধান ॥ ১৩৮ ॥

লক্ষ্মীর মান তদপেক্ষা বিলক্ষণ ঃ—

ইঁহো নিজ-সম্পত্তি সব প্রকট করিয়া ।
প্রিয়ের উপর যায় সৈন্য সাজাঞা ॥" ১৩৯ ॥

প্রভুর প্রশ্নোত্তরে স্বরূপকর্ত্তৃক গোপীর মান-বর্ণন ঃ—

প্রভু কহে,—"কহ ব্রজের মানের প্রকার ।"
স্বরূপ কহে,—"গোপীমান-নদী শতধার ॥ ১৪০ ॥

কান্তার স্বভাব ও প্রীতিভেদে মান-ভেদ ঃ—

নায়িকার স্বভাব, প্রেমবৃত্ত্যে বহু ভেদ ।
সেই ভেদে নানা-প্রকার মানের ভেদ ॥ ১৪১ ॥

গোপীর অনির্ব্বচনীয় মানের সংক্ষেপে বর্ণন ঃ—

সম্যক্ গোপিকার মান না যায় কথন ।
এক-দুই-ভেদে করি দিগ্-দরশন ॥ ১৪২ ॥

ত্রিবিধ মানিনী ঃ—

মানে কেহ হয় 'ধীরা', কেহ ত' 'অধীরা' ।
এই তিন-ভেদে, কেহ হয় 'ধীরাধীরা' ॥ ১৪৩ ॥

'ধীরা' মানিনীর স্বভাব ঃ—

'ধীরা' কান্তে দূরে দেখি' করে প্রত্যুত্থান ।
নিকটে আসিতে, করে আসন প্রদান ॥ ১৪৪ ॥
হৃদয়ে কোপ, মুখে কহে মধুর বচন ।
প্রিয় আলিঙ্গিতে, তারে করে আলিঙ্গন ॥ ১৪৫ ॥
সরল ব্যবহার, করে মানের পোষণ ।
কিম্বা সোল্লুণ্ঠ-বাক্যে করে প্রিয়-নিরসন ॥ ১৪৬ ॥

'অধীরা' মানিনীর স্বভাব ঃ—

'অধীরা' নিষ্ঠুর-বাক্যে করয়ে ভর্ৎসন ।
কর্ণোৎপলে তাড়ে, করে মালায় বন্ধন ॥ ১৪৭ ॥

'ধীরাধীরা' মানিনীর স্বভাব ঃ—

'ধীরাধীরা' বক্র-বাক্যে করে উপহাস ।
কভু স্তুতি, কভু নিন্দা, কভু বা উদাস ॥ ১৪৮ ॥

ত্রিবিধ নায়িকা ; মান-কৌশলে মুগ্ধার অনভিজ্ঞতা ঃ—

'মুগ্ধা', 'মধ্যা', 'প্রগল্‌ভা',—তিন নায়িকার ভেদ ।
'মুগ্ধা' নাহি জানে মানের বৈদগ্ধ্য-বিভেদ ॥ ১৪৯ ॥
মুখ আচ্ছাদিয়া করে কেবল রোদন ।
কান্তের প্রিয়বাক্য শুনি' হয় পরসন্ন ॥ ১৫০ ॥

'মধ্যা' ও 'প্রগল্‌ভা'রই পূর্ব্বোক্ত ধীরা, অধীরা ও ধীরাধীরা-ভেদ ; তাহাতেই কৃষ্ণের সুখ ঃ—

'মধ্যা' 'প্রগল্‌ভা' ধরে ধীরাদি-বিভেদ ।
তার মধ্যে সবার স্বভাবে তিন ভেদ ॥ ১৫১ ॥
কেহ 'প্রখরা', কেহ 'মৃদু', কেহ হয় 'সমা' ।
স্ব-স্বভাবে কৃষ্ণের বাড়ায় প্রেম-সীমা ॥ ১৫২ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৩৬-১৩৯। স্বরূপ গোস্বামী লক্ষ্মীর এই প্রাগল্‌ভ্য দর্শন করিয়া ব্রজজনের প্রেমসম্পত্তির উৎকর্ষ জানাইবার জন্য কহিলেন,—প্রভো! লক্ষ্মীর এইরূপ মানের প্রকার আমি কখনও ত্রিজগতে শুনি নাই। প্রিয়া মানিনী হইলে উৎসাহহীন হইয়া ভূষণাদি পরিত্যাগ করত মলিন-বদনে ভূমিতে বসিয়া নখে যাহা তাহা লিখিয়া থাকেন। ব্রজে গোপীগণের এই প্রকার মান এবং পুরবাসিনী সত্যভামারও এইরূপ মান শুনা গিয়াছে; কিন্তু লক্ষ্মীদেবীর মান তাহার বিপরীত দেখিতেছি। ইনি নিজ-সম্পত্তি প্রকট করিয়া সৈন্য সাজাইয়া প্রিয়ের উপর আক্রমণ করিতে যাইতেছেন।

১৪১। নায়িকার স্বভাব ও প্রেমবৃত্তি—নানাপ্রকার, সেই ভেদক্রমেই প্রতি নায়িকার (বিভিন্ন) মানের উদয় হয়।

১৪৩। মানিনীগণ সংক্ষেপতঃ তিনভাগে বিভক্তা—'ধীরা', 'অধীরা' ও 'ধীরাধীরা'।

অনুভাষ্য

১৪১-১৫৩। শ্রীউজ্জ্বলনীলমণিতে নায়িকা-ভেদ, যূথেশ্বরী-ভেদ ও সখী-ভেদ-প্রকরণ দ্রষ্টব্য।

১৪৬। সোল্লুণ্ঠ বাক্য,—ঈষদ্ধাস্যপরিহাসযুক্ত বা ব্যাজ-স্তুতিবাক্য ; নিরসন—প্রতিবাদ।

১৪৮। মধ্য, ৮ম পঃ ১৭১ সংখ্যা দ্রষ্টব্য ; বক্র—কুটিল, শঠতাপূর্ণ।

প্রাখর্য্য, মার্দ্দব, সাম্য—স্বভাব নির্দ্দোষ ।
সেই সেই স্বভাবে কৃষ্ণে করায় সন্তোষ ॥" ১৫৩ ॥

গোপীগণের নায়িকা-লক্ষণ-শ্রবণে প্রভুর হর্ষ ঃ—

একথা শুনিয়া প্রভুর আনন্দ অপার ।
'কহ, কহ, দামোদর',—বলে বার বার ॥ ১৫৪ ॥

স্বরূপকর্ত্তৃক কৃষ্ণের ও গোপীর পরস্পরের প্রতি প্রেম-লক্ষণ-বর্ণন ঃ—

দামোদর কহে,—"কৃষ্ণ রসিকশেখর ।
রস-আস্বাদক, রসময়-কলেবর ॥ ১৫৫ ॥
প্রেমময়-বপু কৃষ্ণ—ভক্ত প্রেমাধীন ।
শুদ্ধপ্রেমে, রসগুণে, গোপিকা—প্রবীণ ॥ ১৫৬ ॥
গোপিকার প্রেমে নাহি রসাভাস-দোষ ।
অতএব কৃষ্ণের করে পরম সন্তোষ ॥ ১৫৭ ॥

শ্রীকৃষ্ণের চিন্ময়ী রাসক্রীড়া ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৩৩।২৫)—

এবং শশাঙ্কাংশুবিরাজিতা নিশাঃ
স সত্যকামোঽনুরতাবলাগণঃ ।
সিষেব আত্মন্যবরুদ্ধ-সৌরতঃ
সর্ব্বাঃ শরৎকাব্যকথারসাশ্রয়াঃ ॥ ১৫৮ ॥

গোপীগণ-মধ্যে নায়িকোচিত পরম-চমৎকার-লক্ষণময় গুণ-বৈচিত্র্য ঃ—

'বামা' এক গোপীগণ, 'দক্ষিণা' এক গণ ।
নানা-ভাবে করায় কৃষ্ণে রস আস্বাদন ॥ ১৫৯ ॥

সর্ব্বগোপীশ্রেষ্ঠা কৃষ্ণপ্রেষ্ঠা শ্রীরাধার গুণ ও স্বভাব ঃ—

গোপীগণ-মধ্যে শ্রেষ্ঠা রাধা-ঠাকুরাণী ।
নির্ম্মল-উজ্জ্বল-রস-প্রেম-রত্নখনি ॥ ১৬০ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৪৯, ১৫১। নায়িকা তিনপ্রকার,—'মুগ্ধা', 'মধ্যা' ও 'প্রগল্‌ভা'। মুগ্ধাগণ মানচাতুর্য্যের কোনপ্রকার ভেদই জানে না। যে-সকল নায়িকা,—'মধ্যা' ও 'প্রগল্‌ভা', তাঁহারাই ধীরাদি-ভেদে তিনপ্রকার।

অনুভাষ্য

১৪৯। বৈদগ্ধ্য-বিভেদ—নানাপ্রকার কৌশল।

১৫৫। রস-আস্বাদক—শ্রীকৃষ্ণই চিদ্রসের একমাত্র আস্বাদক, ভোক্তা বা বিষয়, আর সবই তাঁহার আশ্রয় বা ভোগ্য।

১৫৭। রসাভাস—ভঃ রঃ সিঃ, উঃ বিঃ, ৯ম লঃ—"পূর্ব্বমেবানুশিষ্টেন বিকলা রসলক্ষণা। রসা এব রসাভাসা রসজ্ঞৈরনুকীর্ত্তিতাঃ।। স্যুস্ত্রিধোপরসাশ্চানুরসাশ্চাপরসাশ্চ তে। উত্তমা মধ্যমাঃ প্রোক্তাঃ কনিষ্ঠাশ্চেত্যমী ক্রমাৎ।।" পূর্ব্ব-কথিত রসলক্ষণ হইতে বিপর্য্যয়তা লাভ করিলে সেই লক্ষণহীন রসকেই রসিকগণ 'রসাভাস' বলেন। রসাভাস ত্রিবিধ—উত্তম, মধ্যম ও কনিষ্ঠ অর্থাৎ উপরস, অনুরস ও অপরস।

১৫৮। শুদ্ধহৃদয় পরীক্ষিতের নিকট মহাভাগবত পরম-হংস-কুলচূড়ামণি শ্রীশুকদেব-কর্ত্তৃক গোপীগণসহ শ্রীকৃষ্ণের রাসক্রীড়া-বর্ণন—

এবং [কথিতভাবেন] সত্যকামঃ (নিত্যসত্যসঙ্কল্পঃ শ্রীকৃষ্ণঃ) অনুরতাবলাগণঃ (অনুরতঃ আকৃষ্ট অবলাগণঃ যস্মিন্ তাদৃশঃ অনুরাগি-স্ত্রীকদম্বস্থঃ ইত্যর্থঃ) আত্মনি (এব) অবরুদ্ধসৌরতঃ (অবরুদ্ধাঃ সৌরতাঃ সুরতব্যাপারাঃ যেন এবম্ভূতঃ সঃ আত্মারামঃ অপ্রাকৃত-কামদেবঃ ইত্যর্থঃ) শরৎকাব্যকথারসাশ্রয়াঃ (শরদি ভবাঃ কাব্যেষু কথ্যমানা যে রসাস্তেষামাশ্রয়ভূতাঃ, যদ্বা, শরৎ-কালোচিতকাব্যকথারসাঃ তেষাম্ আশ্রয়ভূতাঃ তাঃ, যদ্বা, 'রসা-শ্রয়াঃ শরৎকাব্যকথাঃ' ইত্যন্বয়ে—শৃঙ্গার-রসাশ্রয়াঃ শরদি প্রসিদ্ধাঃ কাব্যেষু যা কথাস্তাঃ) শশাঙ্কাংশুবিরাজিতাঃ (শশাঙ্কস্য অংশুভিঃ কিরণৈঃ বিরাজিতাঃ শোভমানাঃ) সর্ব্বাঃ এব নিশাঃ সিষেবে (রাসক্রীড়য়া যাপয়ামাস)।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৫৮। এই প্রকারে শরৎকালীয় ও কাব্যসম্বন্ধীয় সমস্ত কথার রসাশ্রয়-রূপ, অবলাগণদ্বারা অনুরত, চন্দ্রকিরণশোভিত সেই সকল নিশায় চিন্ময়-ভাবাবরুদ্ধ সত্যকাম শৃঙ্গাররসময় পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ রাসলীলা করিয়াছিলেন। তাৎপর্য্য এই যে,—গোপী-সকল—শুদ্ধচিন্ময়ী, শ্রীবৃন্দাবন—শুদ্ধ চিন্ময়ধাম এবং সেই আনন্দময় রাত্রিসকলও চিন্ময় রাত্রি ; যে রাসলীলা হইয়াছিল, তাহাও সম্পূর্ণরূপে চিন্ময় ; তাহাতে জড়ব্যাপার কিছুমাত্র স্পৃষ্ট হয় নাই। কৃষ্ণ কখনই জড়ময়ী রতি ঈক্ষণ করেন না ; চিজ্জগতে তাঁহার সমস্ত লীলা—অবরুদ্ধ ; তাঁহার সৌরতকার্য্য, সমস্তই চিন্ময় ব্যাপার-মাত্র।

অনুভাষ্য

১৫৯। বামা—উজ্জ্বলনীলমণিতে সখীপ্রকরণে ১৩শ সংখ্যা—"মানগ্রহে সদোদ্‌যুক্তা তচ্ছৈথিল্যে চ কোপনা। অভেদ্যা নায়কে প্রায়ঃ ক্রূরা বামেতি কীর্ত্ত্যতে।।" যে নায়িকা মানগ্রহণে সর্ব্বদা উদ্‌যোগবিশিষ্টা ও মানশৈথিল্যে কোপবিশিষ্টা, নায়কের বশ্য নহে ও তাঁহার প্রতি প্রায় কঠিনা, তিনিই 'বামা'-নামে কথিতা।

দক্ষিণা—ঐ উজ্জ্বলনীলমণিতে সখীপ্রকরণে ১৪শ সংখ্যা—"অসহ্যা মাননির্ব্বন্ধে নায়কে যুক্তবাদিনী। সামভিস্তেন ভেদ্যা চ দক্ষিণা পরিকীর্ত্তিতা।।" অর্থাৎ মানগ্রহণে অসহা, নায়কের প্রতি যুক্তবাক্য-প্রয়োগকারিণী, নায়কের সোল্লুণ্ঠবাক্যে প্রসন্না নায়িকাই 'দক্ষিণা'-নামে কথিতা।

বয়সে 'মধ্যমা' তেঁহো স্বভাবেতে 'সমা' ।
গাঢ় প্রেমভাবে তেঁহো নিরন্তর 'বামা' ॥ ১৬১ ॥
বাম্য-স্বভাবে মান উঠে নিরন্তর ।
তার মধ্যে উঠে কৃষ্ণের আনন্দ-সাগর ॥" ১৬২ ॥

উজ্জ্বলনীলমণিতে শৃঙ্গারভেদকথনে (১০২)—

অহেরিব গতিঃ প্রেম্ণঃ স্বভাবকুটিলা ভবেৎ ।
অতো হেতোরহেতোশ্চ যূনোর্মান উদঞ্চতি ॥ ১৬৩ ॥

প্রভুর হর্ষ-বৃদ্ধি, দামোদরকর্ত্তৃক শ্রীরাধার কৃষ্ণপ্রেম বা মহাভাব-সার-পরাকাষ্ঠা-মহিম-ব্যাখ্যা-বিস্তার ঃ—

এত শুনি' বাড়ে প্রভুর আনন্দ-সাগর ।
'কহ, কহ' কহে প্রভু, বলে দামোদর ॥ ১৬৪ ॥
"অধিরূঢ় মহাভাব—রাধিকার প্রেম ।
বিশুদ্ধ, নির্ম্মল, যৈছে দগ্ধবান্ হেম ॥ ১৬৫ ॥
কৃষ্ণের দর্শন যদি পায় আচম্বিতে ।
নানা-ভাব-বিভূষণে হয় বিভূষিতে ॥ ১৬৬ ॥

কৃষ্ণের পরিপূর্ণ সুখপ্রদ সর্ব্বভাবালঙ্কার-ভূষিতা শ্রীরাধিকা ঃ—

অষ্ট 'সাত্ত্বিক', হর্ষাদি 'ব্যভিচারী' যাঁর ।
'সহজ প্রেম', বিংশতি 'ভাব' অলঙ্কার ॥ ১৬৭ ॥
'কিলকিঞ্চিত', 'কুট্টমিত', 'বিলাস', 'ললিত' ।
'বিব্বোক', 'মোট্টায়িত', আর 'মৌগ্ধ্য', 'চকিত' ॥১৬৮॥

কৃষ্ণবাঞ্ছাপূর্ত্তিময়ী শ্রীরাধার নানা ভাবালঙ্কার-শোভিত রূপ-দর্শনে কৃষ্ণের গভীর সুখ ঃ—

এত ভাবভূষায় ভূষিত শ্রীরাধার অঙ্গ ।
দেখিতে উথলে কৃষ্ণসুখাব্ধি-তরঙ্গ ॥ ১৬৯ ॥

শ্রীরাধার 'কিলকিঞ্চিত'-ভাবের দৃষ্টান্ত-স্থল ঃ—

কিলকিঞ্চিতাদি-ভাবের শুন বিবরণ ।
যে ভাব-ভূষায় রাধা হরে কৃষ্ণ-মন ॥ ১৭০ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৫৯-১৬২। গোপীগণ দুইপ্রকার,—'বামা' ও 'দক্ষিণা'। গোপীদিগের মধ্যে নির্ম্মল উজ্জ্বল-রস-প্রেমরত্নের খনিস্বরূপা রাধা-ঠাকুরাণীই শ্রেষ্ঠা ; তিনি বয়সে—'মধ্যমা', স্বভাবে—'সমা' এবং নিরন্তর 'বামা'। তাঁহার বাম্য স্বভাব হইতেই মানের উদয় হয়।

১৬৫। দগ্ধবান্ হেম—জ্বলিত অর্থাৎ তপ্তকাঞ্চন।

অনুভাষ্য

১৬৩। মধ্য, ৮ম পঃ ১১০ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১৬৫। অধিরূঢ় মহাভাব—উজ্জ্বলনীলমণিতে স্থায়িভাব-প্রকরণে ১২৩ সংখ্যা—"রূঢ়োক্তেভ্যোঽনুভাবেভ্যঃ কামপ্যাপ্তা বিশিষ্টতাম্। যত্রানুভাবাঃ দৃশ্যন্তে সোঽধিরূঢ়ো নিগদ্যতে।।" রূঢ়ভাবলক্ষণে যে-সকল সাত্ত্বিক অনুভাব অপূর্ব্ব বিশিষ্টতা লাভ করে, সেই অনির্ব্বচনীয় বিশিষ্টতাপ্রাপ্ত সাত্ত্বিক ভাব-সমূহকে 'অধিরূঢ় মহাভাব' বলে।

১৬৮। 'কিলকিঞ্চিত'—এই পরিচ্ছেদে পরবর্ত্তী ১৭৪ সংখ্যা দ্রষ্টব্য। 'কুট্টমিত',—পরবর্ত্তী ১৯৭ সংখ্যা দ্রষ্টব্য। 'বিলাস',—পরবর্ত্তী ১৮৭ সংখ্যা দ্রষ্টব্য। 'ললিত',—পরবর্ত্তী ১৯২ সংখ্যা দ্রষ্টব্য। 'বিব্বোক',—উজ্জ্বলনীলমণিতে অনুভাব-প্রকরণে ৭৫ সংখ্যা—"ইষ্টেঽপি গর্ব্বমানাভ্যাং বিব্বোকঃ স্যাদনাদরঃ" অর্থাৎ গর্ব্ব ও মানদ্বারা প্রিয়তম বা তদ্দত্ত বস্তুর অনাদরকে 'বিব্বোক' বলে। 'মোট্টায়িত'—উজ্জ্বলনীলমণিতে অনুভাব-প্রকরণে—"কান্তস্মরণ-বার্ত্তাদৌ হৃদি তদ্ভাবভাবতঃ। প্রাকট্যমভিলাষস্য মোট্টায়িতমুদীর্য্যতে।।' অর্থাৎ হৃদয়ে প্রিয়তমের স্মৃতি ও কথা-জনিত তাঁহার ভাবনা হইতে যে অভিলাষের উদয় হয়, তাহাই

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৬৭। 'সাত্ত্বিক'—সাত্ত্বিক-বিকার ৮ প্রকার—(১) স্তম্ভ, (২) স্বেদ, (৩) রোমাঞ্চ, (৪) স্বরভঙ্গ, (৫) বেপথু, (৬) বৈবর্ণ্য, (৭) অশ্রু এবং (৮) প্রলয়।

'ব্যভিচারী'—ব্যভিচারী বা সঞ্চারী ভাব তেত্রিশটী ; যথা, —(১) নির্ব্বেদ, (২) বিষাদ, (৩) দৈন্য, (৪) গ্লানি, (৫) শ্রম, (৬) মদ, (৭) গর্ব্ব, (৮) শঙ্কা, (৯) ত্রাস, (১০) আবেগ, (১১) উন্মাদ, (১২) অপস্মার, (১৩) ব্যাধি, (১৪) মোহ, (১৫) মতি, (১৬) আলস্য, (১৭) জাড্য, (১৮) ব্রীড়া, (১৯) অবহিত্থা, (২০) স্মৃতি, (২১) বিতর্ক, (২২) চিন্তা, (২৩) মতি, (২৪) ধৃতি, (২৫) হর্ষ, (২৬) ঔৎসুক্য, (২৭) ঔগ্র্য, (২৮) অমর্ষ, (২৯) অসূয়া, (৩০) চাপল্য, (৩১) নিদ্রা, (৩২) সুপ্তি এবং (৩৩) প্রবোধ।

'ভাব'রূপ অলঙ্কার—বংশপ্রকার ; যথা— [ক] অঙ্গজ—(১) ভাব, (২) হাব, (৩) হেলা ; [খ] অযত্নজ—(৪) শোভা, (৫) কান্তি, (৬) দীপ্তি, (৭) মাধুর্য্য, (৮) প্রগল্‌ভতা, (৯) ঔদার্য্য, (১০) ধৈর্য্য ; [গ] স্বভাবজ—(১১) লীলা, (১২) বিলাস, (১৩) বিচ্ছিত্তি, (১৪) বিভ্রম, (১৫) কিলকিঞ্চিত, (১৬) মোট্টায়তি, (১৭) কুট্টমিত, (১৮) বিব্বোক, (১৯) ললিত ও (২০) বিকৃত।

অনুভাষ্য

'মোট্টায়িত'। 'মৌগ্ধ্য',—উজ্জ্বলনীলমণিতে অনুভাব-প্রকরণে —"জ্ঞাতস্যাপ্যজ্ঞবৎ পৃচ্ছা প্রিয়াগ্রে মৌগ্ধ্যমীরিতম্" অর্থাৎ কান্তের সম্মুখে নায়িকা কোন বিষয় জানিয়াও জানেন না, এরূপ ভাব প্রকাশ করিয়া যে জিজ্ঞাসা করেন, উহাই 'মৌগ্ধ্য'। 'চকিত',—উজ্জ্বলনীলমণিতে অনুভাবপ্রকরণে—"প্রিয়াগ্রে চকিতং ভীতেরস্থানেঽপি ভয়ং মহৎ" অর্থাৎ কান্তের সম্মুখে ভীত না

রাধা দেখি' কৃষ্ণ যদি ছুঁইতে করে মন ।
দানঘাটি-পথে যবে বর্জ্জেন গমন ॥ ১৭১ ॥
যাবে আসি' মানা করে পুষ্প উঠাইতে ।
সখী-আগে চাহে যদি গায়ে হাত দিতে ॥ ১৭২ ॥
এইসব স্থানে 'কিলকিঞ্চিত'-উদ্গম ।
প্রথমে 'হর্ষ' সঞ্চারী—মূল-কারণ ॥ ১৭৩ ॥

কিলকিঞ্চিত-ভাবের সংজ্ঞা ঃ—

উজ্জ্বলনীলমণিতে অনুভাব-কথনে (৭১)—

গর্ব্বাভিলাষরুদিতস্মিতাসূয়াভয়ক্রুধাম্ ।
সঙ্করীকরণং হর্ষাদুচ্যতে কিলকিঞ্চিতম্ ॥ ১৭৪ ॥

গর্ব্বাদি সপ্তভাবের উহাতে যুগপৎ মিলনফলে উক্ত 'মহাভাবে'র উদয় ঃ—

আর সাত ভাব আসি' সহজে মিলয় ।
অষ্টভাব-সম্মিলনে 'মহাভাব' হয় ॥ ১৭৫ ॥
গর্ব্ব, অভিলাষ, ভয়, শুষ্করুদিত ।
ক্রোধ, অসূয়া হয়, আর মন্দস্মিত ॥ ১৭৬ ॥
নানা-স্বাদু অষ্টভাব একত্র মিলন ।
যাহার আস্বাদে তৃপ্ত হয় কৃষ্ণ-মন ॥ ১৭৭ ॥

মিষ্টপানার সহিত উপমা ঃ—

দধি, খণ্ড, ঘৃত, মধু, মরীচ, কর্পূর ।
এলাচি-মিলনে যৈছে রসালা মধুর ॥ ১৭৮ ॥

শ্রীরাধার কিলকিঞ্চিত ভাব-দর্শনে কৃষ্ণের প্রগাঢ়তম সুখ ঃ—

এই ভাব-যুক্ত দেখি' রাধাস্য-নয়ন ।
সঙ্গম হইতে সুখ পায় কোটি-গুণ ॥" ১৭৯ ॥

শ্রীরাধার কিলকিঞ্চিত-ভাবের দৃষ্টান্ত-স্থল ঃ—

দানকেলিকৌমুদীতে (১) ও উজ্জ্বলনীলমণিতে অনুভাবকথনে (৭৩)—

অন্তঃস্মেরতয়োজ্জ্বলা জলকণব্যাকীর্ণপক্ষ্মাঙ্কুরা
কিঞ্চিৎপাটলিতাঞ্চলা রসিকতোৎসিক্তা পুরঃ কুঞ্চতী ।
রুদ্ধায়াঃ পথি মাধবেন মধুরব্যাভুগ্নতারোত্তরা
রাধায়াঃ কিলকিঞ্চিতস্তবকিনী দৃষ্টিঃ শ্রিয়ং বঃ ক্রিয়াৎ ॥১৮০॥

গোবিন্দলীলামৃতে (৯।১৮)—

বাষ্পব্যাকুলিতারুণাঞ্চলচলন্নেত্রং রসোল্লাসিতং
হেলোল্লাসচলাধরং কুটিলিতভ্রূযুগ্মমুদ্যৎস্মিতম্ ।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৭১-১৭৩। যখন শ্রীমতীর ভাবভূষা দেখিয়া কৃষ্ণের তাঁহাকে স্পর্শ করিবার ইচ্ছা জন্মে, তখন, হয় দানঘাটি-পথে, কিম্বা পুষ্পকাননে, সেই লীলা সম্পাদন করেন। দানঘাটি-পথে এইপ্রকার লীলা,—যে-পথে শ্রীমতী পসার লইয়া গমন করিতেছেন, সেই পথে বা পারঘাটে থাকিয়া কৃষ্ণ বলেন যে, 'তুমি যে পর্য্যন্ত না শুল্ক দিবে, সে পর্য্যন্ত এই পথে তোমার যাইতে নিষেধ' ; এই ছলে একটী দানকেলিরূপ লীলার উদ্‌গম করেন ; আবার রাধিকা যখন পুষ্প উঠাইতে যান, তখন কৃষ্ণ পুষ্পবনের অধিকারী হইয়া 'আমার পুষ্প চুরি করিতেছ' বলিয়া একটী লীলার উদ্‌গম করেন। এইসব-স্থলে এই সময়ে শ্রীরাধার 'কিলকিঞ্চিত' ভাবের উদ্‌গম হয়।

১৭৪। গর্ব্ব, অভিলাষ, রোদন, হাস্য, অসূয়া, ভয় ও ক্রোধ,—এই সাতটী ভাবের হর্ষ-সহ সঙ্করীকরণ অর্থাৎ মিশ্রকরণকে 'কিলকিঞ্চিত' ভাব বলে।

অনুভাষ্য

হইয়া নায়িকা যে মহাভীতা হইয়াছেন বলিয়া প্রদর্শন করেন, উহাই 'চকিত'।"

১৬৯। আদি, ৪র্থ পঃ ২৪৩, ২৫০, ২৫৬ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১৭৪। হর্ষাৎ (হর্ষঃ এব হেতুঃ তস্মাৎ) গর্ব্বাভিলাষরুদিত-স্মিতাসূয়াভয়ক্রুধাং (গর্ব্বাদীনাং সপ্তানাং ভাবানাং) সঙ্করীকরণং (মিশ্রণং যুগপৎপ্রাকট্যং) 'কিলকিঞ্চিতম্' উচ্যতে।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৮০। শ্রীরাধিকার গর্ব্বাদি সপ্তভাব-মিলিত, হর্ষজনিত 'কিলকিঞ্চিত'-ভাবোত্থিত দৃষ্টি তোমাদের মঙ্গলবিধান করুন। দানঘাটিপথে শ্রীকৃষ্ণ আসিয়া তাঁহার গতিরোধ করিলে, রাধার অন্তঃকরণে হাসির উদয় হইল ; তখন তাঁহার নয়ন উজ্জ্বল হইল ; নবোদ্গাত নেত্রপক্ষ্মগুলি অশ্রুজলে পূর্ণ হইল ; অপাঙ্গ-দুইটী ঈষৎ রক্তবর্ণ হইল ; রসোচ্ছ্বাস-হেতু চক্ষুতে উৎসাহ উদিত হইল ; নয়নাশ্রু স্বল্প নিমীলিত হইতে লাগিল এবং অতিসুন্দর-ভাবে নয়নতারা দুইটী ঊর্দ্ধগতি লাভ করিল।

অনুভাষ্য

১৭৫। মূলকারণ হর্ষের সহিত গর্ব্বাদি সাতটী ভাব মিলিত হইয়া ঐ অষ্টভাবের সম্মিলনে 'কিলকিঞ্চিত'-মহাভাব হয়।

১৮০। পথি (দানঘট্টমার্গে) মাধবেন (শুল্ক-গ্রহণচ্ছলেন) রুদ্ধায়াঃ রাধায়াঃ অন্তঃস্মেরতয়া (অন্তঃ অব্যক্তয়া স্মেরতয়া ঈষদ্ধাস্যযুক্ততয়া) উজ্জ্বলা (দীপ্তিবিশিষ্টা ইতি 'স্মিতং'), জলকণব্যাকীর্ণপক্ষ্মাঙ্কুরা (জলকণৈঃ ব্যাকীর্ণাঃ বিক্ষিপ্তাঃ পক্ষ্মাঙ্কুরাঃ নেত্রলোমাগ্রভাগাঃ যস্যাঃ সা ইতি 'রোদনং'), কিঞ্চিৎপাটলিতাঞ্চলা (শ্বেতরক্তাভনয়নপ্রান্তদেশা, শ্বেতিমা স্বাভাবিক এব, রক্তিমা ক্রোধাৎ ইতি 'ক্রোধঃ'), রসিকতোৎসিক্তা (রসিকতয়া উৎকর্ষেণ সিক্তা ইতি 'গর্ব্বঃ' 'অভিলাষঃ' বা) পুরঃ (অগ্রতঃ) এব কুঞ্চতী (ইতি 'ভয়ং'), মধুর-ব্যাভুগ্নতারোত্তরা (মধুরা ব্যাভুগ্না বক্রা যা নয়নতারা তয়া উত্তরা শ্রেষ্ঠা ইতি

রাধায়াঃ কিলকিঞ্চিতাঞ্চিতমসৌ বীক্ষ্যাননং সঙ্গমা-
দানন্দং তমবাপ কোটিগুণিতং যোঽভূন্ন গীর্গোচরঃ ॥ ১৮১ ॥

শ্রীরাধার ভাব-শ্রবণে স্বরূপকে প্রভুর আলিঙ্গন ঃ—

এত শুনি' প্রভু হৈলা আনন্দিত মন ।
সুখাবিষ্ট হঞা স্বরূপে কৈলা আলিঙ্গন ॥ ১৮২ ॥

প্রভু-প্রশ্নোত্তরে স্বরূপের শ্রীরাধার 'বিলাস'-ভাব-বর্ণন ঃ—

"'বিলাসাদি'-ভাব-ভূষার কহ ত' লক্ষণ ।
যেই ভাবে রাধা হরে গোবিন্দের মন ॥" ১৮৩ ॥

স্বরূপের বর্ণনারম্ভ ; ভক্তগণের সুখ ঃ—

তবে ত' স্বরূপ-গোসাঞি কহিতে লাগিলা ।
শুনি' প্রভুর ভক্তগণ মহাসুখ পাইলা ॥ ১৮৪ ॥

"রাধা বসি' আছে কিবা বৃন্দাবনে যায় ।
তাঁহা আচম্বিতে কৃষ্ণ-দরশন পায় ॥ ১৮৫ ॥

দেখিতেই নানা-ভাব হয় বিলক্ষণ ।
সে বৈলক্ষণ্যের নাম 'বিলাস'-ভূষণ ॥ ১৮৬ ॥

উজ্জ্বলনীলমণিতে অনুভাবকথনে (৬৭)—

গতিস্থানাসনাদীনাং মুখনেত্রাদিকর্ম্মণাম্ ।
তাৎকালিকন্তু বৈশিষ্ট্যং বিলাসঃ প্রিয়সঙ্গজম্ ॥ ১৮৭ ॥

লজ্জা, হর্ষ, অভিলাষ, সম্ভ্রম, বাম্য, ভয় ।
এত ভাব মিলি' রাধায় চঞ্চল করয় ॥ ১৮৮ ॥

গোবিন্দলীলামৃতে (৯।১১)—

পুরঃ কৃষ্ণালোকাৎ স্থগিতকুটিলাস্যা গতিরভূৎ
তিরশ্চীনং কৃষ্ণাম্বরদরবৃতং শ্রীমুখমপি ।
চলত্তারং স্ফারং নয়নযুগমাভুগ্নমিতি সা
বিলাসাখ্য-স্বালঙ্করণবলিতাসীৎ প্রিয়মুদে ॥ ১৮৯ ॥

কৃষ্ণ-আগে রাধা যদি রহে দাণ্ডাঞা ।
তিন-অঙ্গ-ভঙ্গে রহে ভ্রু নাচাঞা ॥ ১৯০ ॥

মুখে-নেত্রে হয় নানা-ভাবের উদ্গার ।
এই কান্তা-ভাবের নাম 'ললিত'-অলঙ্কার ॥ ১৯১ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৮১। রাধিকার বাষ্পদ্বারা আকুলিত (নেত্রের) অরুণ-বর্ণ অঞ্চল চঞ্চল হইল ; রসোল্লাস ও কন্দর্পভাবহেতু অধর কম্পিত হইল ; ভ্রূযুগল কুটিল হইল ; মুখপদ্মে ঈষৎ হাসি উপস্থিত হইল এবং কিলকিঞ্চিত-ভাবজনিত সুখ ব্যক্ত হইতেছে দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ রাধিকার মুখদর্শনে তাঁহার সহিত সঙ্গম অপেক্ষা কোটিগুণ যে সুখ লাভ করিলেন, তাহা বাক্যে বর্ণন করা যায় না।

১৮৭। প্রিয়সঙ্গ হইতে উৎপন্ন, প্রিয়সঙ্গম-স্থানে গমন ও অবস্থিতি ইত্যাদির এবং মুখনেত্রাদি অঙ্গের সেইসময় যে বৈশিষ্ট্য উদিত হয়, তাহাকে 'বিলাস' বলে।

১৮৯। শ্রীকৃষ্ণকে সম্মুখে দর্শন করিয়া রাধিকার গমন স্থির হইয়া কুটিল ভাব ধারণ করিল ; তাঁহার বদনারবিন্দ নীলবস্ত্রে স্বল্প-আচ্ছাদিত হইলেও নয়নতারাদ্বয় বিস্ফারিত, চঞ্চল ও বক্র হইল এবং বিলাসাখ্য অলঙ্কারে মণ্ডিত হইয়া তিনি কৃষ্ণসুখ উৎপাদন করিতে লাগিলেন।

অনুভাষ্য

'অভিলাষঃ' 'গর্ব্বঃ' 'অসূয়া' বা), কিলকিঞ্চিতস্তবকিনী (কিলকিঞ্চিতরূপো যঃ স্তবকঃ গাম্ভীর্য্যময়ত্বাদস্ফুটঃ ভাববিশেষঃ নানা-ভাবপুষ্পগুচ্ছঃ তদ্বতী) দৃষ্টিঃ বঃ (যুষ্মাকং) শ্রিয়ং ক্রিয়াৎ।

১৮১। অসৌ (শ্রীকৃষ্ণঃ) রাধায়াঃ বাষ্পব্যাকুলিতারুণাঞ্চল-চলন্নেত্রং (বাষ্পৈঃ অশ্রুজলৈঃ ব্যাকুলিতে অরুণম্ অঞ্চলং যয়োঃ এবম্ভূতে চঞ্চলে নেত্রে যস্মিন্ তৎ) রসোল্লাসিতং, হেলোল্লাস-চলাধরং (ভাববিশেষাতিশয়েন কম্পমানৌষ্ঠং) কুটিলিতভ্রূযুগ্মম্, উদ্যৎস্মিতম্ (প্রকটন্মন্দহাস্যং) কিলকিঞ্চিতাঞ্চিতং (তদ্ভাবযুক্তম্) আননং (মুখং) বীক্ষ্য (দৃষ্ট্বা) সঙ্গমাৎ কোটিগুণিতং তম্ আনন্দং অবাপ (প্রাপ্তবান্)—যঃ আনন্দঃ গীর্গোচরঃ (বাক্যবিষয়ঃ) ন (নৈব ভবতি, কদাপীত্যর্থঃ)।

১৮৭। গতিস্থানাসনাদীনাং (কান্তায়াঃ গমনাবস্থানোপবেশনা-দিকানাং) মুখনেত্রাদিকর্ম্মণাং চ (আঙ্গিকক্রিয়াণাং) প্রিয়সঙ্গজং (কান্তসম্মিলনজাতং) তাৎকালিকং (কান্তমিলন-কালিকং) বৈশিষ্ট্যং (বৈচিত্র্যং) তু 'বিলাসঃ' [ইত্যভিধীয়তে]।

১৮৯। অস্যাঃ (শ্রীরাধায়াঃ) গতিঃ পুরঃ (অগ্রতঃ) কৃষ্ণা-লোকাৎ (কৃষ্ণদর্শনেন) স্থগিতকুটিলা (স্থগিতা স্তব্ধা কুটিলা মন্দা চ) অভূৎ ; শ্রীমুখমপি তিরশ্চীনং (বক্রীভূতং) কৃষ্ণাম্বর-দরবৃতং (শ্যামবাসেন ঈষৎ আবৃতঞ্চ) অভূৎ ; চলত্তারং (চলন্তী তারা যত্র তৎ) স্ফারং (বিস্তৃতং) নয়নযুগং (নেত্রদ্বয়ম্) আভুগ্নং (বক্রং) অভূৎ—ইতি সা রাধা প্রিয়মুদে (কৃষ্ণানন্দবর্দ্ধনায়) বিলাসাখ্য-স্বালঙ্করণ-বলিতা (বিলাসাভিধেয়েন স্বেন নিজেন অলঙ্করণেন ভূষণেন বলিতা সমন্বিতা) আসীৎ।

১৯০। তিন-অঙ্গ-ভঙ্গে—ত্রিভঙ্গে ; তিন অঙ্গ—গ্রীবা, কটি ও চরণ (বা জানু)।

১৯১। হয় উদ্গার—ফুটিয়া বাহির হয়।

উজ্জ্বনীলমণিতে অনুভাবকথনে (৭৫)—

বিন্যাসভঙ্গিরঙ্গানাং ভ্রূবিলাস-মনোহরা ।

সুকুমারা ভবেদ্‌যত্র ললিতং তদুদাহৃতম্‌ ॥ ১৯২ ॥

ললিতভূষিত রাধা দেখে যদি কৃষ্ণ ।

দুঁহে দুঁহা মিলিবারে হয়েন সতৃষ্ণ ॥ ১৯৩ ॥

গোবিন্দলীলামৃতে (৯।১৪)—

হ্রিয়া তির্য্যগ্‌-গ্রীবা-চরণ-কোটি-ভঙ্গী-সুমধুরা

চলচ্চিল্লী-বল্লী-দলিত-রতিনাথোর্জ্জিত-ধনুঃ ।

প্রিয়-প্রেমোল্লাসোল্লসিত-ললিতালালিত-তনুঃ

প্রিয়প্রীত্যৈ সাসীদুদিতললিতালঙ্কৃতিযুতা ॥ ১৯৪ ॥

লোভে আসি' কৃষ্ণ করে কঞ্চুকাকর্ষণ ।

অন্তরে উল্লাস, রাধা করে নিবারণ ॥ ১৯৫ ॥

বাহিরে বামতা-ক্রোধ, ভিতরে সুখ মনে ।

'কুট্টমিত'-নাম এই ভাব-বিভূষণে ॥ ১৯৬ ॥

উজ্জ্বলনীলমণিতে অনুভাবপ্রকরণে (৪৯)—

স্তনাধরাদিগ্রহণে হৃৎপ্রীতাবপি সম্ভ্রমাৎ ।

বহিঃ ক্রোধো ব্যথিতবৎ প্রোক্তং কুট্টমিতং বুধৈঃ ॥ ১৯৭ ॥

কৃষ্ণ-বাঞ্ছা পূর্ণ হয়, করে পাণি-রোধ ।

অন্তরে আনন্দ রাধা, বাহিরে বাম্য-ক্রোধ ॥ ১৯৮ ॥

ব্যথা পাঞা করে, যেন শুষ্ক রোদন ।

ঈষৎ হাসিয়া কৃষ্ণে করেন ভর্ৎসন ॥ ১৯৯ ॥

গোস্বামিপাদোক্ত-শ্লোক—

পাণিরোধমবিরোধিতবাঞ্ছং ভর্ৎসনাশ্চ মধুরস্মিতগর্ভাঃ ।

মাধবস্য কুরুতে করভোরুর্হারিশুষ্করুদিতঞ্চ মুখেঽপি ॥২০০॥

এইমত আর সব ভাব-বিভূষণ ।

যাহাতে ভূষিত রাধা হরে কৃষ্ণ মন ॥ ২০১ ॥

সহস্রমুখেও শেষরূপী বিষ্ণুর কৃষ্ণলীলা-বর্ণনে অসামর্থ্য ঃ—

অনন্ত কৃষ্ণের লীলা না যায় বর্ণন ।

আপনে বর্ণেন যদি 'সহস্রবদন' ॥" ২০২ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৯২। যে-স্থলে অঙ্গের বিন্যাস-ভঙ্গি ও ভ্রূ-বিলাস মনোহর ও সুকুমার হয়, সেই স্থলে 'ললিতালঙ্কার' উক্ত হয়।

১৯৪। কৃষ্ণের প্রীতি বর্দ্ধন করিতে যখন রাধিকা ললিতালঙ্কারে ভূষিতা হইয়াছিলেন, তখন লজ্জায় তাঁহার গ্রীবার বক্রভাব, চরণ ও কটির সুমধুর ভঙ্গি, ভ্রূলতার চাঞ্চল্যে কামদেবের তেজস্বী ধনুরও পরাজয় এবং প্রিয়তমের প্রতি প্রেমোল্লাসে উল্লসিত ললিতভাবপুষ্ট শ্রীঅঙ্গ লক্ষিত হইতে থাকে।

১৯৭। কঞ্চুলী ও মুখবস্ত্র-ধারণসময়ে হৃদয় প্রফুল্ল হইলেও সম্ভ্রমক্রমে বাহিরে ক্রোধ-ব্যথিতের ন্যায় লক্ষণকে 'কুট্টমিত' বলে।

অনুভাষ্য

১৯২। যত্র অঙ্গানাং সুকুমারা (অতিকোমলা) বিন্যাসভঙ্গিঃ (রচনা-চাতুরী) ভ্রূবিলাস-মনোহরা ভবেৎ, তৎ 'ললিতম্‌' ইতি উদাহৃতম্‌।

১৯৪। সা (রাধা) হ্রিয়া (লজ্জয়া) তির্য্যগ্‌ গ্রীবা-চরণ-কটি-ভঙ্গীসুমধুরা (তির্য্যগ্‌ভাবেন সুষ্ঠু-বিন্যস্ত-কন্ধর-জানু-কটীত্যঙ্গ-ত্রয়েণ ভঙ্গ্যা সুমধুরা কৃষ্ণমনোহরা), চলচ্চিল্লীবল্লী-দলিত-রতিনাথোর্জ্জিত-ধনুঃ (চলন্তী কম্পনবতী চিল্লীভ্রূঃ চিল্লী-পক্ষিণীব ভ্রূঃ ক্লিন্নাক্ষী বা, সা এব বল্লী লতা, তয়া দলিতঃ বিজিতঃ রতিনাথস্য কামদেবস্য উর্জ্জিতং ধনুং যয়া সা) প্রিয়প্রেমোল্লাসোল্লসিত-ললিতালালিত-তনুঃ (প্রিয়স্য কান্তস্য কৃষ্ণস্য প্রেম্ণা যঃ উল্লাসঃ তেনোল্লসিতং যৎ ললিতং ক্রীড়ানৃত্যং তেন আ-লালিত-তনুঃ আ-লালিতা সংসেবিতা তনুঃ যস্যাঃ সা) প্রিয়-প্রীত্যৈ (কান্তস্য প্রেমবর্দ্ধনায়) উদিতললিতালঙ্কৃতিযুতা (উদিতং প্রকাশিতং ললিতভাববিশেষং, তদেব অলঙ্কারেণ যুতা ললিতালঙ্কার-সমন্বিতা) আসীৎ।

১৯৫। কঞ্চুক—কাঁচুলি, কবচ, অঙ্গরাখা, বস্ত্র।

১৯৭। স্তনাধরাদি-গ্রহণে (বক্ষোগণ্ডস্থলৌষ্ঠ-স্পর্শনে) হৃৎ-প্রীতৌ (মনসি লব্ধে আনন্দে সতি) অপি সম্ভ্রমাৎ (লোক-গৌরবাৎ) বহিঃ (সখিদৃষ্টিপথে) ব্যথিতবৎ (আর্ত্তজনোচিতঃ) ক্রোধঃ (অর্থাৎ অন্তঃ-সন্তোষো বহিঃ-ক্রোধঃ) [ভবেৎ] —ইতি বুধৈঃ (অলঙ্কারশাস্ত্রবিদ্ভিঃ) 'কুট্টমিতং' প্রোক্তং (কথিতম্‌)।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২০০। কৃষ্ণের হস্তদ্বারা অবরোধ-কার্য্যে অনিচ্ছাভাব-সত্ত্বেও করভোরু রাধিকা তদ্বিরুদ্ধে মধুরস্মিতগর্ভা ভর্ৎসনা ও মনোহর শুষ্করোদন (রোদনভাণ) করিলেন।

অনুভাষ্য

২০০। করভোরুঃ (করিশাবকশুণ্ডবৎ উর্জ্জিতোরুদেশা রাধিকা) মাধবস্য অবিরোধিতবাঞ্ছং (ন বিরোধিতা বাঞ্ছা যস্মিন্‌ তৎ) পাণিরোধং (করস্পর্শনিবারণং), মধুরস্মিত-গর্ভাঃ (মধুরঃ মৃদু স্মিতং মন্দহাস্যং গর্ভে যেষাং তথাভূতাঃ) ভর্ৎসনাঃ, অপি চ মুখে হারি-শুষ্করুদিতং (কৃষ্ণমনোহারি কপটরোদনং) কুরুতে।

২০১। হরে—হরণ অর্থাৎ আকর্ষণ করে।

২০২। মধ্য, ২১শ পঃ ১০ ও ১২ সংখ্যা, ভাঃ ২।৭।৪১ ও ১০।১৪।৭ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

শ্রীরাধা-সেবক শ্রীস্বরূপ ও শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ-সেবক শ্রীবাসের সংলাপ ; শ্রীবাসের স্বীয় ঈশ্বরীর ঐশ্বর্য্য-গর্ব্ব ঃ—

শ্রীবাস হাসিয়া কহে,—"শুন, দামোদর ।
আমার লক্ষ্মীর দেখ সম্পত্তি বিস্তর ॥ ২০৩ ॥
বৃন্দাবনের সম্পদ্ দেখ,—পুষ্প-কিসলয় ।
গিরিধাতু-শিখিপিঞ্ছ-গুঞ্জাফল-ময় ॥ ২০৪ ॥

কৃষ্ণের ব্রজগমন-হেতু লক্ষ্মীর ক্রোধাভিমান ঃ—

বৃন্দাবন দেখিবারে গেলা জগন্নাথ ।
শুনি' লক্ষ্মীদেবীর মনে হৈল আসোয়াথ ॥ ২০৫ ॥
এত সম্পত্তি ছাড়ি' কেনে গেলা বৃন্দাবন ।
তাঁরে হাস্য করিতে লক্ষ্মী করিলা সাজন ॥ ২০৬ ॥
'তোমার ঠাকুর, দেখ এত সম্পত্তি ছাড়ি' ।
পত্র-ফল-ফুল-লোভে গেলা পুষ্পবাড়ী ॥ ২০৭ ॥
এই কর্ম্ম করে কাঁহা বিদগ্ধ-শিরোমণি ?
লক্ষ্মীর অগ্রেতে নিজ প্রভুরে দেহ' আনি' ॥' ২০৮ ॥

লক্ষ্মীর দাসীগণকর্ত্তৃক ঈশ্বরের দোষভাগী সেবকগণের বন্ধন ও শাস্তিপ্রদান ঃ—

এত বলি' লক্ষ্মীর সব দাসীগণে ।
কটি-বস্ত্রে বান্ধি' আনে প্রভুর নিজগণে ॥ ২০৯ ॥
লক্ষ্মীর চরণে আনি' করায় প্রণতি ।
ধন-দণ্ড লয়, আর করায় মিনতি ॥ ২১০ ॥
রথের উপরে করে দণ্ডের তাড়ন ।
চোরপ্রায় করে জগন্নাথের সেবকগণ ॥ ২১১ ॥

স্বীয় প্রভু জগন্নাথকে প্রত্যর্পণার্থ সেবকগণের প্রতিজ্ঞা ঃ—

সব ভৃত্যগণ কহে,—যোড় করি' হাত ।
'কালি আনি দিব তোমার আগে জগন্নাথ ॥' ২১২ ॥

তচ্ছ্রবণে লক্ষ্মীর ক্রোধ-শান্তি ঃ—

তবে শান্ত হঞা লক্ষ্মী যায় নিজ ঘর ।
আমার লক্ষ্মীর সম্পদ্—বাক্য-অগোচর ॥ ২১৩ ॥

লক্ষ্মীর ঐশ্বর্য্য বর্ণিয়া শ্রীবাসের স্বরূপকে পরিহাস ঃ—

দুগ্ধ আউটি' দধি মথে তোমার গোপীগণে ।
আমার ঠাকুরাণী বৈসে রত্নসিংহাসনে ॥" ২১৪ ॥

শ্রীবাস-বচন-শ্রবণে প্রভুর রাগমার্গীয় ভক্তগণের হাস্য ঃ—

নারদ-প্রকৃতি শ্রীবাস করে পরিহাস ।
শুনি' হাসে মহাপ্রভুর যত নিজ-দাস ॥ ২১৫ ॥

প্রভুকর্ত্তৃক শ্রীবাস ও শ্রীস্বরূপের ভজন-বৈশিষ্ট্য বর্ণন ঃ—

প্রভু কহে,—"শ্রীবাস, তোমাতে নারদ-স্বভাব ।
ঐশ্বর্য্যভাবে তোমাতে ঈশ্বর-প্রভাব ॥ ২১৬ ॥
ইঁহো দামোদর-স্বরূপ—শুদ্ধ-ব্রজবাসী ।
ঐশ্বর্য্য না জানে ইঁহো শুদ্ধপ্রেমে ভাসি' ॥" ২১৭ ॥

স্বরূপকর্ত্তৃক ব্রজের মাধুর্য্য-গরিমা-বর্ণন ঃ—

স্বরূপ কহে,—"শ্রীবাস, শুন সাবধানে ।
বৃন্দাবন-সম্পদ্ তোমার নাহি পড়ে মনে? ২১৮ ॥

মহাবৈকুণ্ঠের ঐশ্বর্য্য বৃন্দাবনৈশ্বর্য্যের এক কণমাত্র ঃ—

বৃন্দাবনে সাহজিক যে সম্পৎসিন্ধু ।
দ্বারকা-বৈকুণ্ঠ-সম্পৎ—তার এক বিন্দু ॥ ২১৯ ॥

কৃষ্ণের বৃন্দাবন-ধাম-বর্ণন ঃ—

পরম পুরুষোত্তম স্বয়ং ভগবান্ ।
কৃষ্ণ যাঁহা ধনী, তাঁহা বৃন্দাবন-ধাম ॥ ২২০ ॥
চিন্তামণিময় ভূমি রত্নের ভবন ।
চিন্তামণিগণ—দাসী-চরণ-ভূষণ ॥ ২২১ ॥
কল্পবৃক্ষ-লতার—যাঁহা সাহজিক-বন ।
পুষ্প-ফল বিনা কেহ না মাগে অন্য ধন ॥ ২২২ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২০৫। আসোয়াথ—অসূয়াযুক্ত, স্বল্প-ঈর্ষাযুক্ত।

২০৭-২০৮। লক্ষ্মীর দাসীগণ বলিতেছেন,—ওহে জগদ্বন্ধু-সেবকসকল, দেখ, এত সম্পত্তি ছাড়িয়া ফল-পত্র-ফুল-লোভে তোমাদের ঠাকুর পুষ্পবাড়ীতে গেলেন। (এক্ষণে) লক্ষ্মীদেবীর সম্মুখে সেই নিজপ্রভুকে আনিয়া দাও।

২১১। দণ্ড অর্থাৎ লাঠির দ্বারা গুণ্ডিচা-দ্বারস্থিত রথের উপর তাড়ন করেন।

অনুভাষ্য

২০৩। শ্রীবাস আপনাকে দাস্যরসের ঐশ্বর্য্যে অবস্থিত বলিয়া অভিমান করিয়া শ্রীদামোদরস্বরূপকে ঐশ্বর্য্যহীন 'ব্রজবাসী' জানিয়া প্রেমকলহ করিতেছেন।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২২০-২২২। কৃষ্ণ যে-স্থলে ঐশ্বর্য্য পরিত্যাগপূর্ব্বক পত্র-পুষ্পাদির মাধুর্য্যে আপনাকে ধনী মনে করেন, তাহারই নাম

অনুভাষ্য

২০৫। আসোয়াথ—অস্বস্তি, অস্বাস্থ্য, চাঞ্চল্য।

২০৭। তোমার ঠাকুর—জগন্নাথ-সেবকগণকে লক্ষ্য করিয়া লক্ষ্মীদাসীগণের উক্তি।

২০৮। নিজ প্রভুরে—জগন্নাথকে।

২০৯। প্রভুর—জগন্নাথের।

২১৪। আউটি—আবর্ত্তন করিয়া।

২১৫। নিজ-দাস—শ্রীরাধাগোবিন্দ-সেবৈকনিষ্ঠ রাগাত্মিক ভক্তিরত গদাধরাদি প্রভুর শক্তিবর্গ।

অনন্ত কামধেনু তাঁহা ফিরে বনে বনে ।
দুগ্ধমাত্র দেন, কেহ না মাগে অন্য ধনে ॥ ২২৩ ॥
সহজ লোকের কথা—যাঁহা দিব্য-গীত ।
সহজ গমন করে,—যৈছে নৃত্য-প্রতীত ॥ ২২৪ ॥
সর্ব্বত্র জল—যাঁহা অমৃত-সমান ।
চিদানন্দ জ্যোতিঃ স্বাদ্য—যাঁহা মূর্ত্তিমান্ ॥ ২২৫ ॥
লক্ষ্মী জিনি' গুণ যাঁহা লক্ষ্মীর সমাজ ।
কৃষ্ণ-বংশী করে যাঁহা প্রিয়সখী-কায ॥ ২২৬ ॥

বৃন্দাবনস্থিত বস্তুর স্বরূপ ও বিচিত্র স্বভাব-বর্ণন ঃ—
ব্রহ্মসংহিতায় (৫।৫৬)—

শ্রিয়ঃ কান্তাঃ কান্তঃ পরমপুরুষঃ কল্পতরবো
দ্রুমা ভূমিশ্চিন্তামণিগণময়ী তোয়মমৃতম্ ।
কথা গানং নাট্যং গমনমপি বংশী প্রিয়সখী
চিদানন্দং জ্যোতিঃ পরমপি তদাস্বাদ্যমপি চ ॥ ২২৭ ॥

বৃন্দাবনৈশ্বর্য্য-বর্ণন ঃ—
ভক্তিরসামৃতসিন্ধু (২।১।১৭৩)-ধৃত বিল্বমঙ্গল-বচন ঃ—

চিন্তামণিশ্চরণভূষণমঙ্গনানাং
শৃঙ্গারপুষ্পতরবস্তরবঃ সুরাণাম্ ।
বৃন্দাবনে ব্রজধনং ননু কামধেনু-
বৃন্দানি চেতি সুখসিন্ধুরহো বিভূতিঃ ॥" ২২৮ ॥

শ্রীবাসের পরমানন্দ ঃ—
শুনি' প্রেমাবেশে নৃত্য করে শ্রীনিবাস ।
কক্ষতালি বাজায়, করে অট্ট-অট্ট হাস ॥ ২২৯ ॥

শ্রীরাধার রস-শ্রবণে প্রভুরও আনন্দ ঃ—
রাধার শুদ্ধরস প্রভু আবেশে শুনিল ।
সেই রসাবেশে প্রভু নৃত্য আরম্ভিল ॥ ২৩০ ॥

প্রভুর নৃত্য ও স্বরূপের গীত ঃ—
রসাবেশে প্রভুর নৃত্য, স্বরূপের গান ।
'বল', 'বল' বলি' প্রভু পাতে নিজ-কাণ ॥ ২৩১ ॥

প্রভুর প্রেমবন্যায় পুরী-ধাম প্লাবিত ঃ—
ব্রজরস-গীত শুনি' প্রেম উথলিল ।
পুরুষোত্তম-গ্রাম প্রভু প্রেমে ভাসাইল ॥ ২৩২ ॥

দ্বিতীয় প্রহর পর্য্যন্ত প্রভুর নৃত্য ঃ—
লক্ষ্মীদেবী যথাকালে গেলা নিজ-ঘর ।
প্রভু নৃত্য করে, হৈল দ্বিতীয় প্রহর ॥ ২৩৩ ॥

চারি সম্প্রদায়েরই কীর্ত্তন-শ্রান্তি ঃ—
চারি-সম্প্রদায় গান করি' বহু শ্রান্ত হৈল ।
মহাপ্রভুর প্রেমাবেশ দ্বিগুণ বাড়িল ॥ ২৩৪ ॥

শ্রীরাধাপ্রেমাবেশে প্রভু ঃ—
রাধা-প্রেমাবেশে প্রভু হৈলা সেই মূর্ত্তি ।
নিত্যানন্দ দূরে দেখি' করিলেন স্তুতি ॥ ২৩৫ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

'বৃন্দাবন-ধাম'। সেই বৃন্দাবন-ধামে চিন্তামণিময় ভূমি অর্থাৎ চিন্ময় ভূমি, চিন্ময়-রত্নের ভবন, চিন্ময় (অলঙ্কার)-চরণা পরিচারিকা-গণ, চিন্ময়-কল্পবৃক্ষলতাকীর্ণ সহজসিদ্ধ-বন নিত্য বিরাজিত—যেখানে ফলপুষ্প বিনা কাহারও অন্য কোন ধন-যাচ্ঞা নাই।

২২৬। ঐশ্বর্য্যবতী লক্ষ্মীকে পরাজয়পূর্ব্বক অনন্তকোটি মাধুর্য্যবতী লক্ষ্মী যথায় বিরাজমানা।

২২৭। সেই বৃন্দাবনে কান্তা—ব্রজলক্ষ্মী গোপীগণ ; কান্ত—পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ, বৃক্ষগণ—সকলেই কল্পতরু, সমস্ত ভূমিই চিন্ময়, জল—অমৃত, কথা—সঙ্গীত, গমন—নাট্য এবং কৃষ্ণ-বংশী—প্রিয়সখী এবং সর্ব্বত্র চিদানন্দজ্যোতিঃ অনুভূত। অতএব শ্রীবৃন্দাবনই পরম আস্বাদ্য।

অনুভাষ্য

২২০-২২৬। আদি, ৫ম পঃ ২০-২২ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

২২৭। তত্র (অপ্রাকৃতভূমৌ) পরমপুরুষঃ [এব]—কান্তঃ (একঃ দ্বিতীয়-ভোক্তৃ-রহিতঃ), শ্রিয়ঃ (লক্ষ্ম্যঃ গোপ্যঃ এব)—কান্তাঃ, (সর্ব্বাঃ কৃষ্ণাশ্রিতাঃ) দ্রুমাঃ (কদস্বাদ্যা বৃক্ষাঃ)—কল্পতরবঃ (কৃষ্ণপ্রেমফলদাতারঃ এব), ভূমিঃ চিন্তামণিগণময়ী (বিবিধ-চিন্ময়বাঞ্ছাপূরক-রত্নপূর্ণা এব), তোয়ম্—অমৃতং, কথা—গানং, গমনমপি নাট্যং [এব], বংশী—প্রিয়সখী [এব], পরং জ্যোতিঃ (চন্দ্রসূর্য্যাদিঃ) অপি চিদানন্দং (তন্ময়ং), তৎ অপি আস্বাদ্যং (তেষাং সর্ব্বমেব জড়ভাবরহিতং অপ্রাকৃতং কৃষ্ণৈক-ভোগ্যমিত্যর্থঃ)।

মধ্য, ৮ম পঃ ১৩৭ সংখ্যায় বৃন্দাবন-শব্দের অনুভাষ্য দ্রষ্টব্য।

২২৮। বৃন্দাবনে অঙ্গনানাং (গোপীনাং) চরণভূষণং চিন্তামণিঃ [এব], শৃঙ্গারপুষ্পতরবঃ (শৃঙ্গারার্থং বেশবিন্যাসায় কুসুমবিট-পিনঃ) সুরাণাং তরবঃ (কল্পদ্রুমাঃ এব), কামধেনুবৃন্দানি [এব] ব্রজধনং (গোকুলবাসিনাং ধনং) ; অহো [বৃন্দাবনস্য] বিভূতিঃ (অতুলনীয়-মহৈশ্বর্য্যমপি) সুখসিন্ধুঃ (আনন্দামৃতসমুদ্রঃ এব)।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২২৮। শ্রীবৃন্দাবন-ব্রজাঙ্গনাদিগের চরণভূষণই চিন্তামণি, লীলানুকূল সকল-পুষ্পতরুই কল্পবৃক্ষ (সুরতরু) এবং কামধেনুই ব্রজের পরম-ধন। এই সকলের দ্বারা শ্রীবৃন্দাবন-বিভূতি পরমানন্দ-স্বরূপে প্রকাশ পাইতেছেন।

২৩৫-২৩৮। প্রভু রাধাপ্রেমাবেশে রাধিকা-মূর্ত্তি প্রকাশ

রসবিরোধ-ভয়ে দূর হইতে নিতাইর প্রভুকে স্তব ঃ—

নিত্যানন্দ দেখিয়া প্রভুর ভাবাবেশ ।
নিকটে না আইসে, রহে কিছু দূরদেশ ॥ ২৩৬ ॥

নিতাই না আসায় প্রভুর আবেশ ও কীর্ত্তন আর থামে না ঃ—

নিত্যানন্দ বিনা প্রভুকে ধরে কোন্ জন ।
প্রভুর আবেশ না যায়, না রহে কীর্ত্তন ॥ ২৩৭ ॥

স্বরূপের কৌশলে প্রভুর বহির্দ্দশা ঃ—

ভঙ্গি করি' স্বরূপ সবার শ্রম জানাইল ।
ভক্তগণের শ্রম দেখি' প্রভুর বাহ্য হৈল ॥ ২৩৮ ॥

উপবনে গিয়া সকলের বিশ্রামান্তে মধ্যাহ্নস্নান ঃ—

সব ভক্ত লঞা প্রভু গেলা পুষ্পোদ্যানে ।
বিশ্রাম করিয়া কৈলা মধ্যাহ্ন-স্নানে ॥ ২৩৯ ॥

লক্ষ্মী ও জগন্নাথের প্রচুর প্রসাদ-সংগ্রহ ঃ—

জগন্নাথের প্রসাদ আইল বহু উপহার ।
লক্ষ্মীর প্রসাদ আইল বিবিধ প্রকার ॥ ২৪০ ॥

ভক্তগণসহ প্রসাদ-সেবন ; সন্ধ্যা-স্নানান্তে জগন্নাথ-দর্শন ঃ—

সবা লঞা নানা-রঙ্গে করিলা ভোজন ।
সন্ধ্যা স্নান করি' কৈল জগন্নাথ-দরশন ॥ ২৪১ ॥

৮ দিন জগন্নাথ-দর্শনমুখে নৃত্য-কীর্ত্তনান্তে ভক্তগণসহ নরেন্দ্রে জলকেলি ও উদ্যান-ভোজন ঃ—

জগন্নাথ দেখি' করেন নর্ত্তন-কীর্ত্তন ।
নরেন্দ্রে জলক্রীড়া করে লঞা ভক্তগণ ॥ ২৪২ ॥
উদ্যানে আসিয়া কৈল বন-ভোজন ।
এইমত ক্রীড়া কৈল প্রভু অষ্টদিন ॥ ২৪৩ ॥

জগন্নাথের পুরীতে পুনর্যাত্রা ঃ—

আর দিনে জগন্নাথের ভিতর-বিজয় ।
রথে চড়ি' জগন্নাথ চলে নিজালয় ॥ ২৪৪ ॥

পূর্ব্ববৎ নৃত্য-গীত ঃ—

পূর্ব্ববৎ কৈল প্রভু লঞা ভক্তগণ ।
পরম আনন্দে করেন নর্ত্তন-কীর্ত্তন ॥ ২৪৫ ॥

পাহাণ্ডিকালে পট্টডোরী আংশিক ছিন্ন ঃ—

জগন্নাথের পুনঃ পাণ্ডু-বিজয় হইল ।
এক গুটি পট্টডোরী তাঁহা টুটি' গেল ॥ ২৪৬ ॥
পাণ্ডুবিজয়ের তুলি ফাটি-ফুটি যায় ।
জগন্নাথের ভরে তুলা উড়িয়া পলায় ॥ ২৪৭ ॥

প্রতিবর্ষে জগন্নাথের জন্য সপুত্র সত্যরাজকে পট্টডোরী আনিতে আদেশ ঃ—

কুলীনগ্রামী রামানন্দ, সত্যরাজ খাঁন ।
তাঁরে আজ্ঞা দিল প্রভু করিয়া সম্মান ॥ ২৪৮ ॥
"এই পট্টডোরীর তুমি হও যজমান ।
প্রতিবৎসর আনিবে 'ডোরী' করিয়া নির্ম্মাণ ॥" ২৪৯ ॥

দৃঢ়ভাবে নির্ম্মাণ জন্য ছিন্ন পট্টডোরীর নিদর্শন-প্রদান ঃ—

এত বলি' দিল তাঁরে ছিণ্ডা পট্টডোরী ।
'ইহা দেখি' করিবে ডোরী অতি দৃঢ় করি' ॥ ২৫০ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

করিলেন দেখিয়া অধিকার-বিরোধ-প্রযুক্ত প্রভু নিত্যানন্দ দূরে রহিলেন ; স্বরূপ-গোস্বামী ভঙ্গিক্রমে প্রভুর ভাবাবেশ ভঙ্গ করাইলেন।

২৪০-২৪১। কোন কোন বিটল (ধর্ম্মধ্বজী ভণ্ড) ব্যক্তি লক্ষ্মীদেবীর প্রসাদ পাইতে বিতর্ক করেন। এস্থলে দেখুন,—শ্রীমহাপ্রভু স্বয়ং ভক্তগণ লইয়া সেই প্রসাদ পাইয়াছিলেন। তাৎপর্য্য এই, লক্ষ্মাদি সমস্ত শক্তিই শ্রীভগবানের পরিচারিকা। যখন যে-ভক্তগণ তাঁহাদিগকে সুখাদ্যদ্রব্য অর্পণ করেন, শক্তিগণ স্বীয় প্রভু শ্রীকৃষ্ণকে তাহা নিবেদন করিয়া সেবন করেন। এতন্নিবন্ধন ভগবদ্দাসদাসীর প্রসাদান্ন 'ভগবৎপ্রসাদান্ন' বলিয়াই সর্ব্বদা সেবনীয়। এস্থলে আরও একটু বিচার্য্য বিষয় রহিল ;—মায়াবাদী নাস্তিকদিগের নিবেদিত খাদ্যদ্রব্য ভগবৎ-শক্তিগণ গ্রহণ করেন কি না, ইহা ঘোর সন্দেহের বিষয়। সুতরাং ভগবদ্দাসদাসীর প্রতি শুদ্ধবৈষ্ণবার্পিত নিবেদিতান্ন সেবন করাই বৈষ্ণবদিগের যোগ্য।

২৪৪। ভিতর-বিজয়—গুণ্ডিচা-মন্দিরে রত্নবেদী হইতে জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রা—এই তিন মূর্ত্তি জগমোহনে থাকিলে তাঁহাদিগকে একসময়ে রথে তোলা হয়। রত্নবেদী হইতে নামিয়া তাঁহারা জগমোহনে যে-কাল পর্য্যন্ত থাকেন, তাহারই নাম—'ভিতর-বিজয়'।

২৪৯। যে-সকল পট্টডোরীদ্বারা শ্রীমূর্ত্তিত্রয়ের পাণ্ডুবিজয় হয়, সেই সকল ডোরী বহুদেশ হইতে আসিত ও আসিয়া থাকে। বর্দ্ধমান জেলান্তর্গত কুলীনগ্রামের নিকটবর্ত্তী অনেক গ্রামে পট্টবস্ত্র-নির্ম্মাণের স্থান থাকায় পট্টডোরী আনিতে রামানন্দ বসু ও সত্যরাজ খাঁনকে প্রভু যজমানরূপে নিযুক্ত করিলেন।

অনুভাষ্য

২৩৭। রহে—থামে বা বিরাম লাভ করে।

২৪৫। ভিতর-বিজয়—পুনর্যাত্রায় শ্রীমন্দিরের অভ্যন্তরে প্রত্যাগমনজন্য যাত্রা। গুণ্ডিচা-মন্দির হইতে বহির্বিজয় করিয়া পুনরায় মন্দিরাভিমুখে গমন।

২৫০। ছিণ্ডা (উৎকল-ভাষা)—ছিন্ন।

জগন্নাথের পট্টডোরী—অনন্তরূপী ভগবান্ বিষ্ণুরই অর্চ্চা ঃ—

এই পট্টডোরীতে হয় 'শেষ'-অধিষ্ঠান ।

দশ-মূর্ত্তি হঞা যেঁহো সেবে ভগবান্ ॥" ২৫১ ॥

শ্রীজগন্নাথের জন্য পট্টডোরী নির্ম্মাণপূর্ব্বক আনয়নের সেবা-লাভে উভয়ের আনন্দ ঃ—

ভাগ্যবান্ সেই সত্যরাজ, রামানন্দ ।

সেবা-আজ্ঞা পাঞা হৈল পরম-আনন্দ ॥ ২৫২ ॥

তদবধি প্রতিবর্ষে গুণ্ডিচায় তাঁহাদের পরমানন্দে পট্টডোরী-আনয়ন ঃ—

প্রতি বৎসর গুণ্ডিচাতে ভক্তগণ-সঙ্গে ।

পট্টডোরী লঞা আইসে অতি বড় রঙ্গে ॥ ২৫৩ ॥

জগন্নাথের রত্নবেদীতে আরোহণ, প্রভুর সগণে গৃহগমন ঃ—

তবে জগন্নাথ যাই' বসিলা সিংহাসনে ।

মহাপ্রভু ঘরে আইলা লঞা ভক্তগণে ॥ ২৫৪ ॥

ভক্তগণকে হেরাপঞ্চমী-প্রদর্শন ও ব্রজলীলা ঃ—

এইমত ভক্তগণে যাত্রা দেখাইল ।

ভক্তগণ লঞা বৃন্দাবন-কেলি কৈল ॥ ২৫৫ ॥

চৈতন্য-গোসাঞির লীলা—অনন্ত, অপার ।

'সহস্র-বদন' যার নাহি পায় পার ॥ ২৫৬ ॥

শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ ।

চৈতন্যচরিতামৃতে কহে কৃষ্ণদাস ॥ ২৫৭ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে 'হেরাপঞ্চমী'-যাত্রা-দর্শনং নাম চতুর্দ্দশ-পরিচ্ছেদঃ।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২৫১। 'শেষ'-অধিষ্ঠান—অনন্তদেবের অধিষ্ঠান ; দশমূর্ত্তি,—আদি, ৫ম পঃ ১২৩-১২৪ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

ইতি অমৃতপ্রবাহ-ভাষ্যে চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

অনুভাষ্য

২৫৬। আদি, ১০ম পঃ ১৬২-১৬৩ এবং ১৭শ পঃ ২৩১ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

ইতি অনুভাষ্যে চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

কথাসার—রথযাত্রা পরিসমাপ্তি হইলে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু মহাপ্রভুকে পুষ্প-তুলসী দিয়া পূজা করিলেন, মহাপ্রভুও পূজাপাত্রের শেষ পুষ্প-তুলসী দিয়া অদ্বৈতাচার্য্যকে 'যোঽসি সোঽসি'-মন্ত্রে পূজা করিলেন। তাহার পর অদ্বৈতাচার্য্য মহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণ করিয়া ভোজন করাইলেন। নন্দোৎসব-দিবসে প্রভু সগণে গোপবেশ ধারণপূর্ব্বক আনন্দোৎসব করিলেন। বিজয়া-দশমী-দিবসে লঙ্কাবিজয়োৎসবে নিজ ভক্তগণকে বানরসৈন্য সাজাইয়া স্বয়ং হনুমানের আবেশে অনেক আনন্দপ্রকাশ করিলেন। তদনন্তর অন্যান্য যাত্রা দেখিয়া সমাগত ভক্তদিগকে গৌড়দেশে যাইতে আজ্ঞা করিলেন। মহাপ্রভু রামদাস, দাস-গদাধর প্রভৃতি কয়েকটি বৈষ্ণবের সহিত নিত্যানন্দপ্রভুকেও গৌড়দেশে পাঠাইলেন। পরে অনেক দৈন্যোক্তির সহিত (শ্রীবাস-হস্তে) স্বীয় জননীর জন্য প্রসাদ-বস্ত্রাদি পাঠাইলেন। রাঘবপণ্ডিত, বাসুদেব দত্ত, কুলীন-গ্রামবাসী ভক্তগণ প্রভৃতি সকল বৈষ্ণবেরই অনেক গুণ-ব্যাখ্যানপূর্ব্বক বিদায় দিলেন। রামানন্দ ও সত্যরাজের প্রশ্নোত্তরে মহাপ্রভু গৃহস্থ-বৈষ্ণবের পক্ষে শুদ্ধনামপরায়ণ বৈষ্ণব-সেবায় অনুমতি দিলেন। খণ্ডবাসি-বৈষ্ণবদিগের মাহাত্ম্য (এবং সেবা-নির্দ্দেশ), সার্ব্বভৌম ও বিদ্যা-বাচস্পতিকে (দারু ও জলব্রহ্ম-সেবায় আদেশ) এবং মুরারি-গুপ্তের শ্রীরামচরণ-নিষ্ঠা ব্যাখ্যা করিয়া বাসুদেবের সম্পূর্ণ-বৈষ্ণবোচিত প্রার্থনা-অনুসারে কৃষ্ণের (অনায়াসে) জগৎ-মোচন-সামর্থ্য বিচার করিলেন। তদনন্তর সার্ব্বভৌমের ভিক্ষাগ্রহণ-সময়ে অমোঘের কিছু দুর্ব্বুদ্ধি হইলে, পরদিন প্রাতে সে বিসূচিকা-রোগে আক্রান্ত হইল। প্রভু তাহাকে কৃপা করিয়া রোগমুক্ত করত কৃষ্ণ-নামে রুচি প্রদান করিলেন। (অঃ প্রঃ ভাঃ)

স্ব-নিন্দক অমোঘকে আত্মসাৎকারী গৌরসুন্দর ঃ—

সার্ব্বভৌমগৃহে ভুঞ্জন্ স্বনিন্দকমমোঘকম্ ।

অঙ্গীকুর্ব্বন্ স্ফুটাং চক্রে গৌরঃ স্বাং ভক্তবশ্যতাম্ ॥১॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ ।

জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ২ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১। সার্ব্বভৌমের গৃহে ভোজন করিয়া স্বীয় নিন্দক

অনুভাষ্য

১। গৌরঃ সার্ব্বভৌমগৃহে (ভট্টাচার্য্যভবনে) ভুঞ্জন্

চৈতন্যচরিত-শ্রোতৃগণের জয় ঃ—

জয় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-শ্রোতাগণ ।
চৈতন্যচরিতামৃত—যাঁর প্রাণধন ॥ ৩ ॥

ভক্তসঙ্গে প্রভুর পুরুষোত্তম-লীলা ঃ—

এইমত মহাপ্রভু ভক্তগণ-সঙ্গে ।
নীলাচলে রহি' করে নৃত্যগীত-রঙ্গে ॥ ৪ ॥
প্রথম-বৎসরে জগন্নাথ-দরশন ।
নৃত্যগীত করে দণ্ড, পরণাম, স্তবন ॥ ৫ ॥

মধ্যাহ্নভোগ-বিলম্বাবসরে হরিদাস-সহ সাক্ষাৎকার ঃ—

'উপলভোগ' লাগিলে করে বাহিরে বিজয় ।
হরিদাস মিলি' আইসে আপন-নিলয় ॥ ৬ ॥

নিজগৃহে আসিয়া নামকীর্ত্তন, অদ্বৈতের প্রভু-পূজা ঃ—

ঘরে বসি' করে প্রভু নাম-সঙ্কীর্ত্তন ।
অদ্বৈত আসিয়া করে প্রভুর পূজন ॥ ৭ ॥
সুগন্ধি-সলিলে দেন পাদ্য, আচমন ।
সর্ব্বাঙ্গে লেপয়ে প্রভুর সুগন্ধি চন্দন ॥ ৮ ॥
গলে মালা দেন, মাথায় দিল তুলসী-মঞ্জরী ।
যোড়-হাতে স্তুতি করে পদে নমস্করি' ॥ ৯ ॥

প্রভুর অদ্বৈতকে প্রতিপূজন ঃ—

পূজা-পাত্রে পুষ্প-তুলসী শেষ যে আছিল ।
সেই সব লঞা প্রভু আচার্য্যে পূজিল ॥ ১০ ॥
'যোঽসি সোঽসি নমোঽস্তু তে' এই মন্ত্র পড়ে ।
মুখবাদ্য করি' প্রভু হাসায় আচার্য্যেরে ॥ ১১ ॥
এইমত অন্যোন্যে করেন নমস্কার ।
প্রভুরে নিমন্ত্রণ করে আচার্য্য বার বার ॥ ১২ ॥

আচার্য্যগৃহে প্রভুর ভিক্ষা—চৈতন্যভাগবতে বর্ণিত ঃ—

আচার্য্যের নিমন্ত্রণ—আশ্চর্য্য-কথন ।
বিস্তারি' বর্ণিয়াছেন দাস-বৃন্দাবন ॥ ১৩ ॥

এক এক ভক্তগৃহে সগণ প্রভুর নিমন্ত্রণ ঃ—

পুনরুক্তি হয় তাহা, না কৈলুঁ বর্ণন ।
আর ভক্তগণ করে প্রভুরে নিমন্ত্রণ ॥ ১৪ ॥
এক এক দিন এক এক ভক্তগৃহে মহোৎসব ।
প্রভু-সঙ্গে তাঁহা ভোজন করে ভক্ত সব ॥ ১৫ ॥

প্রভুসঙ্গে গৌড়ীয়গণের চারিমাস-যাপন ঃ—

চারিমাস রহিলা সবে মহাপ্রভু-সঙ্গে ।
জগন্নাথের নানা যাত্রা দেখে মহারঙ্গে ॥ ১৬ ॥

নন্দোৎসব-দিনে গোপবেশে ভক্তসহ
ব্রজ-লীলাভিনয় ঃ—

কৃষ্ণজন্মযাত্রা-দিনে নন্দ-মহোৎসব ।
গোপবেশ হৈলা প্রভু লঞা ভক্ত সব ॥ ১৭ ॥
দধিদুগ্ধ-ভার প্রভু নিজ-স্কন্ধে করি' ।
মহোৎসব-স্থানে আইলা বলি 'হরি' 'হরি' ॥ ১৮ ॥

কানাই খুটিয়ার ও জগন্নাথ-মাহাতির যথাক্রমে
'নন্দ' ও 'যশোদা' বেশ ঃ—

কানাই-খুটিয়া আছেন 'নন্দ' বেশ ধরি' ।
জগন্নাথ-মাহাতি হঞাছেন 'ব্রজেশ্বরী' ॥ ১৯ ॥

রাজা, মিশ্র, ভট্ট ও তুলসী-পড়িছার সহ প্রভুর লীলারঙ্গ ঃ—

আপনে প্রতাপরুদ্র, আর মিশ্র-কাশী ।
সার্ব্বভৌম, আর পড়িছা-পাত্র তুলসী ॥ ২০ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

অমোঘ-ভট্টাচার্য্যকে অঙ্গীকার করত গৌরচন্দ্র স্পষ্টই নিজের ভক্তিবশ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

১১। 'তুমি যে হও, সে হও, তোমাকেই আমি নমস্কার করি',—এই মন্ত্র পড়িয়া আচার্য্যের পূজা করিলেন।

১৩। শ্রীচৈতন্যভাগবতে, অন্ত্যখণ্ড, নবম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

অনুভাষ্য

(ভিক্ষাং স্বীকুর্ব্বন্) স্বনিন্দকং (নিজ-নিন্দাকারিণম্) অমোঘকং (তন্নামকং সার্ব্বভৌমদুহিতৃ-'ষষ্ঠী'-পতিম্) অঙ্গীকুর্ব্বন্ (নিজ-দাসগণমধ্যে গণয়ন্) স্বাং (নিজাং) ভক্তবশ্যতাং (অনুগত-জনবাধ্যতাং) স্ফুটাং (ব্যক্তীভূতাং) চক্রে (কৃতবান্)।

৬। মধ্যাহ্নকালে ভোগবর্দ্ধন-খণ্ডে ভোগ অর্থাৎ উপল-ভোগ লাগিলে প্রভু শ্রীমন্দিরের বাহিরে গমন করেন। তৎ-পূর্ব্বে গরুড়স্তম্ভের পশ্চাদ্ভাগে দণ্ডায়মান হইয়া দণ্ডবৎ-প্রণাম ও স্তবনাদি করেন। প্রত্যাবর্ত্তনকালে 'সিদ্ধবকুলে' হরিদাস-ঠাকুরের সহিত সাক্ষাৎকার করিয়া নিজবাসস্থলী কাশীমিশ্র-ভবনে আগমন করেন।

১১। কেহ এই পাঠ বলেন,—"রাধে কৃষ্ণ রমে বিষ্ণো সীতে রাম শিবে শিব। যাঽসি সাঽসি নমো নিত্যং যোঽসি সোঽসি নমোঽস্তু তে।।"

১৭। কৃষ্ণজন্মযাত্রাদিন—জন্মাষ্টমীর পরদিবস অর্থাৎ নন্দোৎসবের দিন।

১৯। খুটিয়া—উৎকলীয় ব্রাহ্মণের উপাধিবিশেষ ; মাহাতি—উৎকলদেশীয় করণের উপাধিবিশেষ।

২০। পাত্র—উৎকলদেশীয় সম্মানিত জনের উপাধি।

ইঁহা সবা লঞা প্রভু করে নৃত্য-রঙ্গ ।
দধি-দুগ্ধ হরিদ্রা-জলে ভরে সবার অঙ্গ ॥ ২১ ॥

লাঠি খেলিয়া স্বীয় গোপস্বরূপ দেখাইতে অনুরোধ ঃ—

অদ্বৈত কহে,—"সত্য কহি, না করিহ কোপ ।
লগুড় ফিরাইতে পার, তবে জানি গোপ ॥" ২২ ॥

প্রভুরও লাঠি ঘুরাইয়া গোপ-লীলা-প্রদর্শন ঃ—

তবে লগুড় লঞা প্রভু ফিরাইতে লাগিলা ।
বার বার আকাশে ফেলি' লুফিয়া ধরিলা ॥ ২৩ ॥
শিরের উপরে, সম্মুখে, পৃষ্ঠে, দুই-পাশে ।
পাদসন্ধে ফিরায় লগুড়,—দেখি' লোক হাসে ॥ ২৪ ॥

তদ্দর্শনে সকলের বিস্ময় ঃ—

অলাত-চক্রের প্রায় লগুড় ফিরায় ।
দেখি' সর্ব্বলোক-চিত্তে চমৎকার পায় ॥ ২৫ ॥

নিতাইরও ঐরূপ লাঠি ঘুরাইয়া স্বীয় গোপস্বরূপ প্রদর্শন ঃ—

এইমত নিত্যানন্দ ফিরায় লগুড় ।
কে বুঝিবে তাঁহা দুঁহার গোপভাব গূঢ় ॥ ২৬ ॥

প্রভুর মস্তকে তুলসী-পড়িছার আনীত প্রসাদি-বস্ত্র-বন্ধন ঃ—

প্রতাপরুদ্রের আজ্ঞায় পড়িছা-তুলসী ।
জগন্নাথের প্রসাদ-বস্ত্র এক লঞা আসি' ॥ ২৭ ॥
বহুমূল্য বস্ত্র প্রভু মস্তকে বান্ধিল ।
আচার্য্যাদি প্রভুর গণেরে পরাইল ॥ ২৮ ॥

কানাই ও জগন্নাথের ধনাদি-বিতরণ ঃ—

কানাঞি-খুটিয়া, জগন্নাথ,—দুই জন ।
আবেশে বিলাইল, ঘরে ছিল যত ধন ॥ ২৯ ॥

প্রভুর সন্তোষ ও মাতা-পিতাকে প্রণাম ঃ—

দেখি' মহাপ্রভু বড় সন্তোষ পাইলা ।
মাতাপিতা-জ্ঞানে দুঁহে নমস্কার কৈলা ॥ ৩০ ॥
পরম-আবেশে প্রভু আইলা নিজ-ঘর ।
এইমত লীলা করে গৌরাঙ্গসুন্দর ॥ ৩১ ॥

বিজয়া-দশমী-তিথিতে ভক্তগণকে বানর-সৈন্য সাজাইয়া স্বয়ং হনুমৎ-লীলাভিনয় ঃ—

বিজয়া-দশমী—লঙ্কা-বিজয়ের দিনে ।
বানর-সৈন্য কৈলা প্রভু লঞা ভক্তগণে ॥ ৩২ ॥
হনুমান্-আবেশে প্রভু বৃক্ষশাখা লঞা ।
লঙ্কা-গড়ে চড়ি' ফেলে লঙ্কা ভাঙ্গিয়া ॥ ৩৩ ॥

রাবণ-বধ-লীলোদ্যত প্রভু ঃ—

'কাঁহারে রাব্ণা' প্রভু কহে ক্রোধাবেশে ।
'জগন্মাতা হরে পাপী, মারিমু সবংশে ॥' ৩৪ ॥

লোকের বিস্ময় ও জয়ধ্বনি ঃ—

গোসাঞির আবেশ দেখি' লোকে চমৎকার ।
সর্ব্বলোক 'জয়' 'জয়' করে বারবার ॥ ৩৫ ॥

কার্ত্তিকমাসের বৈষ্ণব-পর্ব্বাদি দর্শন ঃ—

এইমত রাসযাত্রা, আর দীপাবলী ।
উত্থান-দ্বাদশী-যাত্রা দেখিলা সকলি ॥ ৩৬ ॥

নিতাইসহ গোপনে পরামর্শ ঃ—

একদিন মহাপ্রভু নিত্যানন্দে লঞা ।
দুই ভাই যুক্তি কৈল নিভৃতে বসিয়া ॥ ৩৭ ॥

পরে ফলদ্বারা ভক্তগণের কারণানুমান ঃ—

কিবা যুক্তি কৈল দুঁহে, কেহ নাহি জানে ।
ফলে অনুমান পাছে কৈল ভক্তগণে ॥ ৩৮ ॥

সমস্ত গৌড়ীয়-ভক্তকে প্রতিবর্ষে গুণ্ডিচায় সাক্ষাৎকারজন্য উপদেশ দিয়া বিদায় দান ঃ—

তবে মহাপ্রভু সব ভক্তে বোলাইল ।
'গৌড়দেশে যাহ' সবে বিদায় করিল ॥ ৩৯ ॥
সবারে কহিল,—"প্রতি বৎসর আসিয়া ।
গুণ্ডিচা দেখিয়া যাবে আমারে মিলিয়া ॥" ৪০ ॥

অদ্বৈতকে প্রচারে আদেশ ঃ—

আচার্য্যেরে আজ্ঞা দিল করিয়া সম্মান ।
"আ-চণ্ডাল আদি কৃষ্ণভক্তি দিও দান ॥" ৪১ ॥

অনুভাষ্য

২২। লগুড়—লাঠি ; লাঠিখেলায় গোপ বা গৌড়গণ অগ্রগণ্য।

২৪। পাদসন্ধে—পদদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তি-স্থানে।

২৫। অলাতচক্র—জ্বলিত অঙ্গার-খণ্ড তীব্রবেগে ঘুরাইলে যেরূপ উহাকে একটী ব্যাপক অগ্নিময় চক্র বলিয়া প্রতীয়মান হয়, প্রভুও সেইরূপ দ্রুতভাবে লাঠি ঘুরাইয়া সর্ব্বত্র লগুড়ের অবস্থান প্রদর্শন করিলেন।

২৯। ভাঃ ১০।৩।৯ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

৩৩। লঙ্কা-গড়—লঙ্কা-নগরীর চতুষ্পার্শ্বস্থ গড় বা পরিখা।

৩৪। জগন্মাতা—সীতাদেবী।

৩৬। দীপাবলী—দেওয়ালী কার্ত্তিকী অমাবস্যা ; উত্থান-দ্বাদশী-যাত্রা—কার্ত্তিকী শুক্লা-দ্বাদশী ; চাতুর্ম্মাস্যান্ত-ব্রত, সমুদ্র-স্নান, নগর-পরিক্রমা প্রভৃতি যাত্রি-কৃত্য।

নিতাইকে প্রচারে আদেশ ঃ—

নিত্যানন্দে আজ্ঞা দিল,—"যাহ গৌড়দেশে ।
অনর্গল প্রেমভক্তি করিহ প্রকাশে ॥ ৪২ ॥

নিতাইয়ের প্রচারসঙ্গী—অভিরাম ও দাস-গদাধর ঃ—

রামদাস, গদাধর আদি কত জনে ।
তোমার সহায় লাগি' দিলুঁ তোমার সনে ॥ ৪৩ ॥

অদৃশ্য থাকিয়া গৌড়ে নিতাইর নৃত্যদর্শনাঙ্গীকার ঃ-

মধ্যে মধ্যে আমি তোমার নিকট যাইব ।
অলক্ষিতে রহি' তোমার নৃত্য দেখিব ॥" ৪৪ ॥

শ্রীবাসাঙ্গনে নিত্য নৃত্যাঙ্গীকার ঃ—

শ্রীবাস-পণ্ডিতে প্রভু করি' আলিঙ্গন ।
কণ্ঠে ধরি' কহে তাঁরে মধুর বচন ॥ ৪৫ ॥
"তোমার ঘরে কীর্ত্তনে আমি নিত্য নাচিব ।
তুমি দেখা পাবে, আর কেহ না দেখিব ॥ ৪৬ ॥

মাতৃবৎসল প্রভুর মাতাকে সান্ত্বনার্থে শ্রীবাস-হস্তে বস্ত্রখণ্ড-দান ও মাতৃত্যাগহেতু অপরাধ-ক্ষমা-প্রার্থনা ঃ—

এই বস্ত্র মাতাকে দিহ', এই সব প্রসাদ ।
দণ্ডবৎ করি' আমার ক্ষমাইহ অপরাধ ॥ ৪৭ ॥

বাৎসল্যরস-বিরোধী সন্ন্যাস-বেষ-গ্রহণ-হেতু আপনাকে ধিক্কার-প্রদান ঃ—

তাঁর সেবা ছাড়ি' আমি করিয়াছি সন্ন্যাস ।
ধর্ম্ম নহে, করি আমি নিজ-ধর্ম্মনাশ ॥ ৪৮ ॥
তাঁর প্রেম-বশ আমি, তাঁর সেবা—ধর্ম্ম ।
তাহা ছাড়ি' করিয়াছি বাতুলের কর্ম্ম ॥ ৪৯ ॥
বাতুল বালকের মাতা নাহি লয় দোষ ।
এই জানি' মাতা মোরে না করয় রোষ ॥ ৫০ ॥
কি কায সন্ন্যাসে মোর, প্রেম নিজ-ধন ।
যে-কালে সন্ন্যাস কৈলুঁ, ছন্ন হৈল মন ॥ ৫১ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৪৩। গদাধর—আঁড়িয়াদহ-বাসী গদাধর-দাস।

অনুভাষ্য

৪২। নিত্যানন্দে আজ্ঞা—প্রাকৃত-সহজিয়ার দল অভিন্ন-রোহিণীনন্দন শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুতে প্রাকৃত বুদ্ধি করিয়া বলিয়া থাকেন যে, 'শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুকে বংশ রক্ষা (?) করিবার জন্য শ্রীনীলাচল হইতে শ্রীগৌড়দেশে পাঠাইলেন।' শ্রীনিত্যানন্দ-চরণে অপরাধ হইতেই এইরূপ পাষণ্ডবুদ্ধি উদ্ভূত হইয়াছে। এই শ্রেণীর লোকসকল যাবতীয় ঈশ্বরবিগ্রহ-বিষ্ণু-তত্ত্বের মূল আকর শ্রীমন্নিত্যানন্দকে তাহাদের মতই একজন 'কুণপাত্মবাদী' এবং জড়ীয়ভাবে ইন্দ্রিয়তর্পণরত যমদণ্ড্য মর্ত্ত্য-জীবমাত্র জ্ঞান করিয়া নরকপথেরই পথিক হয়। ঐ সকল কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠালোভী, বণিকস্বভাব, স্বার্থপর ব্যক্তি স্বীয় উর্ব্বর মস্তিষ্কে এরূপ শাস্ত্রবিরুদ্ধ মত উদ্ভাবনপূর্ব্বক নিত্যানন্দের নাম করিয়া তাঁহার ঈশ্বরচেষ্টাদ্বারা নিজেদের ব্যবসায়, নির্ব্বোধ-লোক-প্রবঞ্চন এবং দুরভিসন্ধিমূলে সর্ব্বত্র গর্হিত যোষিৎসঙ্গ-স্পৃহা ও গৃহব্রত বা গৃহমেধ-ধর্ম্মের অন্যায় ও অশাস্ত্রীয়ভাবে সমর্থন করিবার সুযোগ অন্বেষণ করেন। প্রকৃতপক্ষে, কৃষ্ণপ্রেম-দাতা মহাবদান্য শ্রীমন্মহাপ্রভুকর্ত্তৃক তৎপ্রকাশ-বিগ্রহ তদভিন্ন শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভুকে রজোগুণাশ্রিত প্রজাপতিবর্গের ন্যায় বংশ-বৃদ্ধিদ্বারা সৃষ্টি-রক্ষা অথবা কৃষ্ণবিমুখ জীবের জড়ীয় ভাবে ইন্দ্রিয়তর্পণ-কার্য্য সমর্থন করিবার যন্ত্রবিশেষরূপে ব্যবহৃত হইবার জন্য ঐরূপ আদেশ প্রদান করিবার কথা কোন প্রামাণিক গ্রন্থেই লিপিবদ্ধ নাই, থাকিতেও পারে না,—কেননা, উহা সর্ব্বথা অশ্রাব্য। ঐরূপ কথা প্রচার করিয়া প্রাকৃত যোষিৎসঙ্গি-সহজিয়াগণ আপনারাও পরমার্থ হইতে বঞ্চিত হন এবং সদসদ্বিবেকহীন জগৎকেও বঞ্চনা করিয়া জগতে অমঙ্গলই উৎপাদন করেন।

৪৮। আমি সন্ন্যাস করায় মাতৃসেবা-রূপ ধর্ম্ম পালন না করিয়া ধর্ম্মভ্রষ্ট হইয়াছি।

অমৃতানুকণা—৪৮-৫১। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (১৮।৬৬) ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ঘোষণা করিয়াছেন,—"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ।।" সুতরাং তদনুসারে সর্ব্বপ্রকার নশ্বর-ধর্ম্ম পরিত্যাগকারী কৃষ্ণৈকশরণ কোন সন্ন্যাসীর পক্ষে পুনরায় কোন নশ্বরধর্ম্ম-অপালনজনিত পাপের আশঙ্কা থাকিতে পারে না। ধর্ম্মসংস্থাপনের জন্য অবতীর্ণ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর গীতায় নিজ-কথিত উক্ত বাক্যেরই পরম সার্থকতা সম্পাদন করিতে স্বয়ংই সর্ব্বধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক তথা সন্ন্যাসগ্রহণপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণশরণ-গ্রহণের উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছিলেন। সুতরাং "তাঁহার সেবা ছাড়ি' আমি করিয়াছি সন্ন্যাস। ধর্ম্ম নহে, করি আমি নিজ ধর্ম্ম নাশ।।"—ইত্যাদি-দ্বারা কোন জড়াসক্তির প্রশ্রয় সূচিত হয় নাই—শচীমাতার সহিত তাঁহার নিত্যসিদ্ধ সম্বন্ধই জ্ঞাপিত হইতেছে মাত্র।

শচীমাতা শ্রীগৌরসুন্দরের নিত্যসিদ্ধ পার্ষদ—বাৎসল্য-রসের মূল আশ্রয়-বিগ্রহ। বিষয়বিগ্রহ ও আশ্রয়বিগ্রহ—উভয়ের মধ্যে পরস্পর যে নিত্য সেব্য-সেবক সম্বন্ধ, তাহা যে কিছু জড়ীয় বা নশ্বর নহে—তাহাই শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীবাস পণ্ডিতের নিকট বুঝাইয়াছেন। ভক্তের প্রতি ভগবানের যে 'নিজধর্ম্ম', তাহা তিনি স্বয়ংই ব্যক্ত করিয়াছেন—"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্" (গীতা ৪।১১)। সুতরাং বাৎসল্য-রসে শ্রীগৌরহরির নিত্য উপাসিকা—শচীমাতা, অতএব তাঁহার নিকট হইতে উক্ত রসে সেবা গ্রহণই শ্রীগৌরসুন্দরের 'নিজধর্ম্ম'—"তাঁর প্রেমবশ আমি, তাঁর সেবা—ধর্ম্ম।" সেস্থলে সন্ন্যাসগ্রহণ বাৎসল্য-রস-বিরোধী হওয়ায় তাঁহার উক্ত 'নিজধর্ম্ম' বাহ্যতঃ নাশ হইল। কিন্তু

অদ্যাবধি মায়াপুরে মধ্যে মধ্যে শচীদর্শনে আগমনাঙ্গীকার ঃ—

নীলাচলে আছি মুঞি তাঁহার আজ্ঞাতে ।
মধ্যে মধ্যে আসিমু, তাঁর চরণ দেখিতে ॥ ৫২ ॥

পূর্ব্বে নিত্যই শচীসহ সাক্ষাৎকার, কিন্তু প্রভুর মায়াপ্রভাবে শচীর সংশয় ঃ—

নিত্য যাই' দেখি মুঞি তাঁহার চরণে ।
স্ফূর্ত্তি-জ্ঞানে তেঁহো তাহা সত্য নাহি মানে ॥ ৫৩ ॥

শচীর বিশ্বাস-উৎপাদনার্থ এক দিবসের ঘটনা বর্ণন ঃ—

একদিন শাল্যন্ন, ব্যঞ্জন পাঁচ-সাত ।
শাক, মোচা-ঘন্ট, ভৃষ্ট-পটোল-নিম্বপাত ॥ ৫৪ ॥
লেম্বু-আদাখণ্ড, দধি, দুগ্ধ, খণ্ডসার ।
শালগ্রামে সমর্পিলেন বহু উপহার ॥ ৫৫ ॥
প্রসাদ লঞা কোলে করেন ক্রন্দন ।
'নিমাইর প্রিয় মোর—এসব ব্যঞ্জন ॥ ৫৬ ॥
নিমাই নাহিক এথা, কে করে ভোজন ।'
মোর ধ্যানে অশ্রুজলে ভরিল নয়ন ॥ ৫৭ ॥
শীঘ্র যাই' মুঞি সব করিনু ভক্ষণ ।
শূন্যপাত্র দেখি' অশ্রু করিয়া মার্জ্জন ॥ ৫৮ ॥
'কে অন্ন-ব্যঞ্জন খাইল, শূন্য কেনে পাত ?
বালগোপাল কিবা খাইল সব ভাত ?? ৫৯ ॥
কিবা মোর কথায় মনে ভ্রম হঞা গেল !
কিবা কোন জন্তু আসি' সকল খাইল ?? ৬০ ॥
কিবা আমি অন্ন পাত্রে ভ্রমে না বাড়িল !'
এত চিন্তি' পাক-পাত্র যাঞা দেখিল ॥ ৬১ ॥
অন্নব্যঞ্জনপূর্ণ দেখি' সকল ভাজনে ।
দেখিয়া সংশয় হৈল কিছু চমৎকার মনে ॥ ৬২ ॥
ঈশানে বোলাঞা পুনঃ স্থান লেপাইল ।
পুনরপি গোপালকে অন্ন সমর্পিল ॥ ৬৩ ॥
এইমত যবে করেন উত্তম রন্ধন ।
মোরে খাওয়াইতে করে উৎকণ্ঠায় রোদন ॥ ৬৪ ॥
তাঁর প্রেমে আনি' আমায় করায় ভোজনে ।
অন্তরে সুখ মানে তেঁহো, বাহ্যে নাহি মানে ॥ ৬৫ ॥

বিগত বিজয়া-দশমীতেও ঐরূপ মাতৃপাচিত অন্ন-ভোজন ঃ—

এই বিজয়া-দশমীতে হৈল এই রীতি ।
তাঁহাকে পুছিয়া তাঁর করাইহ প্রীতি ॥" ৬৬ ॥

ভক্ত-বিচ্ছেদে প্রভুর বিহ্বলতা ঃ—

এতেক কহিতে প্রভু বিহ্বল হইলা ।
লোক বিদায় করিতে প্রভু ধৈর্য্য ধরিলা ॥ ৬৭ ॥

প্রেমবশ প্রভুর রাঘব-পণ্ডিতের শুদ্ধকৃষ্ণসেবা-প্রচেষ্টা-বর্ণন ঃ—

রাঘব-পণ্ডিতে কহেন বচন সরস ।
"তোমার নিষ্ঠা-প্রেমে আমি হই' তোমার বশ ॥ ৬৮ ॥
ইঁহার কৃষ্ণসেবার কথা শুন, সর্ব্বজন ।
পরম পবিত্র সেবা অতি সর্ব্বোত্তম ॥ ৬৯ ॥

রাঘবের প্রভুকে অপূর্ব্ব নারিকেল-ভোগপ্রদান-বৈশিষ্ট্য ঃ—

আর দ্রব্য রহু—শুন নারিকেলের কথা ।
পাঁচ গণ্ডা করি' নারিকেল বিকায় তথা ॥ ৭০ ॥
বাটিতে কত শত বৃক্ষে লক্ষ লক্ষ ফল ।
তথাপি শুনেন, যথা মিষ্ট নারিকেল ॥ ৭১ ॥

অনুভাষ্য

৫৪। শাল্যন্ন—শালি-ধান্যের চাউলের অন্ন ; ভৃষ্ট-পটোল-নিম্বপাত—নিমপাতাসহ পটোল ভাজা।

৬২। ভাজন—আধার, পাত্র।

৬৩। ঈশান—আদি, ১০ম পঃ ১১০ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

পরোক্ষভাবে তিনি নিজ অচিন্ত্যশক্তি-বলে শচীমাতার নিকট অবস্থানপূর্ব্বক তাঁহার প্রেমসেবা-গ্রহণের দ্বারা তিনি সেই 'নিজধর্ম্ম'ই পালন করিতেন—"নিত্য যাই দেখি মুঞি তাঁহার চরণে। স্ফূর্ত্তিজ্ঞানে তেঁহো সত্য নাহি মানে।।" (চৈঃ চঃ মঃ ১৫।৫৩)

শ্রীগৌরসুন্দর এস্থলে নিজ বিষয়বিগ্রহোচিত-ভাবই ব্যক্ত করিয়া বলিতেছেন,—"কি কায সন্ন্যাসে মোর, প্রেম নিজ ধন।" কৃষ্ণসেবা-নিষেবণই ত্রিদণ্ডিভিক্ষুর একমাত্র ব্রত এবং কৃষ্ণপ্রেমধনই তাঁহার সেই নিবৃত্তিমার্গের 'মহাফল'। কিন্তু সেই প্রেমধন শ্রীগৌরসুন্দরের একান্ত নিজস্ব—"প্রেম নিজ ধন।" অদ্বয়জ্ঞান-পরতত্ত্ব শ্রীগৌরসুন্দর নিজ নিত্য প্রেমময় পরিকর ও ধামসহ স্বয়ং পূর্ণতত্ত্ব। অতএব উক্ত প্রেমধনের জন্য তাঁহার সন্ন্যাস গ্রহণের কোন অপেক্ষা নাই—" ন মে পার্থাস্তি কর্ত্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন।" (গীতা ৩।২২)।

তাহা হইলে তাঁহার সন্ন্যাস গ্রহণের কারণ কি ? তদুত্তর—"যে কালে সন্ন্যাস কৈলু, ছন্ন হৈল মন।" শ্রীকৃষ্ণ—সম্ভোগ-বিগ্রহ, শ্রীরাধা—বিপ্রলম্ভ-মূর্ত্তি এবং শ্রীগৌররূপী কৃষ্ণ—শ্রীরাধাভাব আস্বাদনকারী। সেই রাধাভাব-আস্বাদনসূত্রে বিপ্রলম্ভ-মহাভাব-মধ্যে যে প্রবলা কৃষ্ণান্বেষণ-চেষ্টা ও কৃষ্ণেতর-বিষয়ে যে তীব্র বৈরাগ্য, তৎপ্রেরিত হইয়াই শ্রীগৌরকৃষ্ণের মুখ্যতঃ সন্ন্যাসগ্রহণ। "প্রভু বলে,—শুন, সার্ব্বভৌম মহাশয়। 'সন্ন্যাসী' আমারে নাহি জানিহ নিশ্চয়।। কৃষ্ণের বিরহে মুঞি বিক্ষিপ্ত হইয়া। বাহির হইলুঁ শিখা-সূত্র মুড়াইয়া।।" (চৈঃ ভাঃ অঃ ৩।৬৬-৬৭)। অর্থাৎ এস্থলে তাঁহার সেই সুতীব্র বিপ্রলম্ভজনিত দিব্যোন্মাদই উক্ত 'ছন্ন হৈল মন' বাক্যের মুখ্য তাৎপর্য্য, এবং দ্বিতীয়তঃ উক্ত বাক্যে পাষণ্ডী, মায়াবাদী, কর্ম্মনিষ্ঠ, নিন্দক প্রভৃতি জীবের উদ্ধার-বাসনাদ্বারা তাঁহার সমাবৃত-চিত্তত্ব বুঝাইতেছে।

এক এক ফলের মূল্য দিয়া চারিচারি পণ ।
দশক্রোশ হৈতে আনায় করিয়া যতন ॥ ৭২ ॥
প্রতিদিন পাঁচ-সাত ফল ছোলাঞা ।
সুশীতল করিয়া রাখে জলে ডুবাইঞা ॥ ৭৩ ॥
ভোগের সময় পুনঃ ছুলি' সংস্করি' ।
কৃষ্ণে সমর্পণ করে, মুখ ছিদ্র করি' ॥ ৭৪ ॥
কৃষ্ণ সেই নারিকেল-জল পান করি' ।
কভু শূন্য ফল রাখেন, কভু জল ভরি' ॥ ৭৫ ॥
জলশূন্য ফল দেখি' পণ্ডিত—হরষিত ।
ফল ভাঙ্গি' শস্যে করে শতপাত্র পূরিত ॥ ৭৬ ॥
শস্য সমর্পণ করি' বাহিরে ধেয়ান ।
শস্য খাঞা কৃষ্ণ করে শূন্য ভাজন ॥ ৭৭ ॥
কভু শস্য খাঞা কৃষ্ণ পুনঃ পাত্র ভরে শাঁসে ।
শ্রদ্ধা বাড়ে পণ্ডিতের, প্রেমসিন্ধু ভাসে ॥ ৭৮ ॥

এক দিবসের ঘটনা-বর্ণন ঃ—

এক দিন ফলদশ সংস্কার করিয়া ।
ভোগ লাগাইতে সেবক আইল লঞা ॥ ৭৯ ॥
অবসর নাহি হয়, বিলম্ব হইল ।
ফল-পাত্র-হাতে সেবক দ্বারে ত' রহিল ॥ ৮০ ॥
দ্বারের উপর ভিতে তেঁহো হাত দিল ।
সেই হাতে ফল ছুঁইল, পণ্ডিত দেখিল ॥ ৮১ ॥
পণ্ডিত কহে,—'দ্বারে লোক করে গতায়াতে ।
তার পদধূলি উড়ি' লাগে উপর-ভিতে ॥ ৮২ ॥
সেই ভিতে হাত দিয়া ফল পরশিলা ।
কৃষ্ণ-যোগ্য নহে, ফল অপবিত্র হৈলা ॥' ৮৩ ॥

জগতে রাঘবের অপূর্ব্ব পবিত্র কৃষ্ণসেবা ঃ—

এত বলি' ফল ফেলে প্রাচীর লঙ্ঘিয়া ।
ঐছে পবিত্র প্রেম-সেবা জগৎ জিনিয়া ॥ ৮৪ ॥
তবে আর নারিকেল সংস্কার করাইল ।
পরম পবিত্র করি' ভোগ লাগাইল ॥ ৮৫ ॥
এইমত কলা, আম্র, নারিকেল, কাঁঠাল ।
যাহা যাহা দূর-গ্রামে শুনিয়াছে ভাল ॥ ৮৬ ॥
বহুমূল্য দিয়া আনি' করিয়া যতন ।
পবিত্র সংস্কার করি' করে নিবেদন ॥ ৮৭ ॥
এইমত ব্যঞ্জনের শাক, মূল, ফল ।
এইমত চিড়া, হুড়ুম, সন্দেশ সকল ॥ ৮৮ ॥
এইমত পিঠা-পানা, ক্ষীর-ওদন ।
পরম পবিত্র, আর করে সর্ব্বোত্তম ॥ ৮৯ ॥
কাশম্দি, আচার আদি অনেক প্রকার ।
গন্ধ, বস্ত্র, অলঙ্কার, সর্ব্বদ্রব্য-সার ॥ ৯০ ॥
এইমত প্রেমের সেবা করে অনুপম ।
যাহা দেখি' সর্ব্বলোকের জুড়ায় নয়ন ॥" ৯১ ॥

প্রভুর সকল ভক্তকে যথাযোগ্য অভিনন্দন ঃ—

এত বলি' রাঘবেরে কৈল আলিঙ্গনে ।
এইমত সম্মানিল সর্ব্ব ভক্তগণে ॥ ৯২ ॥

শিবানন্দকে অসঞ্চয়ী বাসুদেব-দত্তের তত্ত্বাবধায়ক হইতে আদেশ ঃ—

শিবানন্দ সেনে কহে করিয়া সম্মান ।
"বাসুদেব-দত্তের তুমি করিহ সমাধান ॥ ৯৩ ॥
পরম উদার ইঁহো, যে দিন যে আইসে ।
সেই দিনে ব্যয় করে, নাহি রাখে শেষে ॥ ৯৪ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৮৮। হুড়ুম—শস্যবিশেষ, ইহার খই উৎকল-প্রদেশে বিশেষ প্রচলিত (পূর্ব্ববঙ্গে 'মুড়ি'কে 'হুড়ুম' বলে)।

অনুভাষ্য

৮১। উপর-ভিতে—উপর-দেওয়ালে ; তেঁহো—রাঘব পণ্ডিতের সেবক।

৮১-৮৩। শ্রীরাঘব পণ্ডিত জড়ীয় 'শুচি-বায়ুরোগ'-গ্রস্ত কর্ম্মজড় ব্যক্তি বা প্রাকৃত কনিষ্ঠ ভক্তের ন্যায় দ্বৈতবুদ্ধি-বিশিষ্ট হইয়া "ভৌমে ইজ্যধী" অর্থাৎ জড়ে চিদারোপকারী মনো-ধর্ম্মী ছিলেন না—তিনি নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণসেবক ছিলেন ; জড়ীয়-কামগন্ধবিহীন অপ্রাকৃত-সেবাভাবে মগ্ন থাকিয়া অনুক্ষণ নিজের আরাধ্য বস্তুর সেবা করিতেন। পক্ষান্তরে, স্বার্থপর কর্ম্মমিশ্র বিদ্ধ-ভক্তগণ অপ্রাকৃত-সেবাবুদ্ধি বিশিষ্ট না হইয়া

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৯০। কাশম্দি—কাসুন্দি।

অনুভাষ্য

তাঁহার বাহ্য আচরণ অনুকরণপূর্ব্বক জড়ের কৃত্রিম শুচি-অশুচি-বিচার করিলেই তাঁহাদের শুদ্ধকৃষ্ণভক্তি বা কৃষ্ণপ্রীতি-বাঞ্ছার পরিচয় দেওয়া হয় না—"ভদ্রাভদ্র-বস্তু-জ্ঞান নাহি অপ্রাকৃতে। দ্বৈতে ভদ্রাভদ্র-জ্ঞান,—সব মনোধর্ম্ম। এই ভাল, এই মন্দ,—এই সব ভ্রম।।"—(অন্ত্য, ৪র্থ পঃ ১৭৪, ১৭৬ সংখ্যা এবং ভাঃ ১১।২৮।৪ শ্লোক দ্রষ্টব্য)।

৮৯। ক্ষীর-ওদন—দুগ্ধে পক্ব অন্নের পায়স।

৯৩। শ্রীশিবানন্দ সেন ও বাসুদেব দত্ত ঠাকুর—উভয়েই তৎকালে কুমারহট্ট বা হালিসহরে এবং কাঁচড়াপাড়ায় বাস করিতেন।

গৃহস্থ বৈষ্ণবের লৌকিক-কর্ত্তব্যোপদেশ ঃ—

'গৃহস্থ' হয়েন ইঁহো, চাহিয়ে সঞ্চয় ।
সঞ্চয় না কৈলে কুটুম্ব-ভরণ নাহি হয় ॥ ৯৫ ॥
ইহার ঘরের আয়-ব্যয়, সব—তোমার স্থানে ।
'সরখেল' হঞা তুমি করিহ সমাধানে ॥ ৯৬ ॥

প্রতিবর্ষে সকল ভক্তকে 'ঘাটিসমাধান'-পূর্ব্বক পুরীতে আনিতে আজ্ঞা ঃ—

প্রতিবর্ষে আমার সব ভক্তগণ লঞা ।
গুণ্ডিচায় আসিবে সবায় পালন করিয়া ॥" ৯৭ ॥

সত্যরাজ রামানন্দকে প্রতিবর্ষে পট্টডোরী আনিতে আদেশ ঃ—

কুলীনগ্রামীরে কহে সম্মান করিয়া ।
"প্রত্যব্দ আসিবে যাত্রায় পট্টডোরী লঞা ॥ ৯৮ ॥

শ্রীমুখে মালাধর-বসু-কৃত 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়'-মহিমা-বর্ণন ঃ—

গুণরাজ-খাঁন কৈল শ্রীকৃষ্ণবিজয় ।
তাঁহা একবাক্য তাঁর আছে প্রেমময় ॥ ৯৯ ॥

গ্রন্থস্থ একটী বাক্যে প্রভুর তদ্বংশে আত্মবিক্রয় ঃ—

'নন্দনন্দন কৃষ্ণ—মোর প্রাণনাথ ।'
এই বাক্যে বিকাইনু তাঁর বংশের হাত ॥ ১০০ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৯৬। সরখেল—তত্ত্বাবধায়ক।

৯৯। 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়'—গ্রন্থবিশেষ। অনেকে বিবেচনা করিয়াছেন যে, এই গ্রন্থই আদি বঙ্গীয় পদ্য-কাব্য-গ্রন্থ।

অনুভাষ্য

৯৯। "আদিকবি গুণরাজ খাঁন মহাশয় তেরশত পঁচানব্বই (১৩৯৫) শকাব্দায় ঐ গ্রন্থ প্রণয়নে নিযুক্ত হন, এবং চৌদ্দশত দুই (১৪০২) শকাব্দায় গ্রন্থখানি সমাপ্ত করেন।

"শ্রীকৃষ্ণবিজয়-গ্রন্থের রচনা—অতিশয় সরল, এমন কি, বঙ্গীয় অর্দ্ধশিক্ষিতা রমণীগণ ও সামান্য-বর্ণজ্ঞান-বিশিষ্ট নিম্নশ্রেণীর পুরুষগণও এই গ্রন্থ অনায়াসে পড়িতে ও বুঝিতে পারেন। এই গ্রন্থের ভাষা অলঙ্কৃত নয়,—ইহার পদ্য অনেক স্থানেই সুমিষ্ট হয় নাই ; চৌদ্দ অক্ষরের পয়ারের অনেক স্থলে ষোল-সতর অক্ষর বা বার-তের অক্ষর দেখিতে পাওয়া যায় এবং ইহার অনেক শব্দই তাৎকালিক ব্যবহৃত শব্দ। সেই সকল শব্দের অর্থ নিতান্ত রাঢ়ীয় লোক ব্যতীত অন্যে বুঝিতে পারেন না। এই পুস্তকের অভাব থাকিলে কোন বঙ্গীয় পুস্তকালয়কেই 'সম্পূর্ণ' বলা যাইতে পারে না।

"এই গ্রন্থ পারমার্থিক-লোকদিগের পক্ষে পরম আদরণীয়। বৈষ্ণবাগ্রগণ্য পূজ্যপাদ শ্রীগুণরাজ-খাঁন মহাশয় সর্ব্বশাস্ত্র-শিরোমণি শ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থের দশম ও একাদশ-স্কন্ধের সাধারণের আদরণীয় অনুবাদ করিয়া এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। তন্নিবন্ধন বৈষ্ণব-জগতে এই গ্রন্থখানি সর্ব্বত্র পূজনীয়। যে-গ্রন্থ পাঠ করিয়া মহাপ্রভু এত প্রশংসা করিয়াছেন, সেই গ্রন্থ গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সমাজে যে কত আদর লাভ করিবে, তাহা বলাই বাহুল্য। সুতরাং এই কাব্যখানি বঙ্গবাসিগণের পক্ষে বড়ই আদরের ধন ; বিশেষতঃ কেহ কেহ বলেন,—এই গ্রন্থখানিই বঙ্গভাষার আদিকাব্য।

"শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবের দুই বৎসর পূর্ব্বে ১৪০৫ শকাব্দায় শ্রীদেবানন্দ বসুর হস্তে এই গ্রন্থ লিখিত হয়।" (শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-লিখিত 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়'-গ্রন্থের 'উপ-ক্রমণিকা' হইতে উদ্ধৃত)।

"বঙ্গীয় সম্রাট্ আদিশূর কান্যকুব্জ হইতে পাঁচটী সুব্রাহ্মণের সহিত যে পাঁচটী সুকায়স্থ আনয়ন করেন, তন্মধ্যে দশরথ বসু—অন্যতম ; তাঁহারই বংশের ত্রয়োদশ-পর্য্যায়ে শ্রীগুণরাজ-খাঁন উৎপন্ন হন। ইঁহার প্রকৃত নাম—শ্রীমালাধর বসু, গৌড়ীয়-সম্রাট্-দত্ত উপাধি—গুণরাজ খাঁন।

পর্য্যায় যথা ঃ—

১। দশরথ বসু, ২। কুশল, ৩। শুভশঙ্কর, ৪। হংস, ৫। শক্তিরাম (বাগাণ্ডা), ৫। মুক্তিরাম (মাইনগর), ৫। অলঙ্কার (বঙ্গজ) ;

৫। মুক্তিরাম, ৬। দামোদর, ৭। অনন্তরাম, ৮। গুণীনায়ক, ৮। বীণানায়ক ;

৮। গুণীনায়ক, ৯। মাধব, ১০। লক্ষ্মীনাথ, ১০। চক্রপাণি, ১০। উদয়চাঁদ, ১০। লৌহ, ১০। তৌহ, ১০। শ্রীপতি, ১০। অচ্যুতানন্দ ;

১০। শ্রীপতি, ১১। যজ্ঞেশ্বর, ১১। ত্রিলোচন, ১১। বটেশ্বর, ১১। প্রজাপতি, ১১। ঈশান, ১১। সাগর, ১১। কৃপারাম ;

১১। যজ্ঞেশ্বর, ১২। ভগীরথ, ১২। কামেশ্বর, ১২। সদানন্দ, ১২। বশিষ্ঠ ;

১২। ভগীরথ, ১৩। মালাধর বসু—উপাধি—গুণরাজ খাঁন।

ইঁহার চৌদ্দটী পুত্র, তন্মধ্যে দ্বিতীয় লক্ষ্মীনাথ বসুরই উপাধি—সত্যরাজ খাঁন ; তাঁহারই পুত্র—শ্রীরামানন্দ বসু, অতএব শ্রীরামানন্দ বসু—পঞ্চদশ পর্য্যায়।

শ্রীমালাধর বসু মহাশয় অতিপ্রসিদ্ধ ধনশালী পুরুষ ছিলেন। তাঁহার গড় ও দেবালয়াদি দর্শন করিলে, বোধ হয়, তাঁহার রাজশ্রী অতিশয় সমৃদ্ধিশালিনী ছিলেন। গুণরাজ খাঁন মহাশয়ের একটী সামাজিক সাহসের পরিচয় এই যে, তিনি বল্লালী কৌলিন্য-প্রথাকে সারহীন জানিয়া আপন-আত্মীয় পুরন্দর খাঁনেরও (ইনিও বসুজ) অনুরোধ পরিত্যাগপূর্ব্বক কান্যকুব্জ হইতে সমাগত শ্রীপুরুষোত্তম দত্তবংশীয় ত্রয়োদশ-পর্য্যায়স্থ

শ্রীমুখে কুলীন-গ্রামের মাহাত্ম্য বর্ণন ঃ—

তোমার কি কথা, তোমার গ্রামের কুক্কুর ।
সেহ মোর প্রিয়, অন্যজন রহু দূর ॥" ১০১ ॥

উভয়ের গৃহস্থ-বৈষ্ণবের কর্ত্তব্য বা সাধ্য-জিজ্ঞাসা ঃ—

তবে রামানন্দ, আর সত্যরাজ খাঁন ।
প্রভুর চরণে কিছু কৈল নিবেদন ॥ ১০২ ॥
"গৃহস্থ বিষয়ী আমি, কি মোর সাধনে ।
শ্রীমুখে করেন আজ্ঞা, নিবেদি চরণে ॥ ১০৩ ॥

প্রভুর উত্তর ঃ—

প্রভু কহেন,—"'কৃষ্ণসেবা', 'বৈষ্ণব-সেবন' ।
নিরন্তর কর কৃষ্ণনাম-সঙ্কীর্ত্তন ॥' ১০৪ ॥

সত্যরাজের বৈষ্ণব চিনিবার উপায়-জিজ্ঞাসা ঃ—

সত্যরাজ বলে,—"বৈষ্ণব চিনিব কেমনে ?
কে বৈষ্ণব, কহ তাঁর সামান্য লক্ষণে ॥" ১০৫ ॥

প্রভুকর্ত্তৃক 'কনিষ্ঠ-বৈষ্ণব'-লক্ষণ নির্দ্দেশ ঃ—

প্রভু কহে,—"যাঁর মুখে শুনি একবার ।
কৃষ্ণনাম, সেই পূজ্য,—শ্রেষ্ঠ সবাকার ॥ ১০৬ ॥

এক কৃষ্ণনামের ফল-মহিমা বর্ণন ঃ—

এক কৃষ্ণনামে করে সর্ব্বপাপ ক্ষয় ।
নববিধা ভক্তি পূর্ণ নাম হৈতে হয় ॥ ১০৭ ॥

'স্বয়ংই প্রভু-কৃষ্ণ' বলিয়া শ্রীনাম—ইতরকর্ম্ম-নিরপেক্ষ ঃ—

দীক্ষা-পুরশ্চর্য্যা-বিধি অপেক্ষা না করে ।
জিহ্বা-স্পর্শে আচণ্ডালে সবারে উদ্ধারে ॥ ১০৮ ॥

অনুভাষ্য

শ্রীপতি দত্ত মহাশয়ের কন্যার সহিত নিজ জ্যেষ্ঠপুত্রের উদ্বাহ-কার্য্য নির্ব্বাহ করেন" (১২৯২ সালের শীতকালে শ্রীমদ্ভক্তি-বিনোদ ঠাকুরকর্ত্তৃক শ্রীকুলীন গ্রাম-পাট হইতে সংগৃহীত)।

১০০। মূলপদ্যটী এই—"একভাবে বন্দ হরি যোড় করি' হাত। নন্দনন্দন কৃষ্ণ—মোর প্রাণনাথ।।"

১০৬। একমাত্র শ্রীকৃষ্ণনামে সর্ব্বসিদ্ধি হয়,—এরূপ শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তিকে 'বৈষ্ণব' বলিয়া জানিবে ; যেহেতু ঐরূপ শ্রদ্ধাই বৈষ্ণবত্বের প্রারম্ভিক যোগ্যতা প্রদান করে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও কৃষ্ণ-নামে তাঁহার কোমল শ্রদ্ধার প্রাকট্যবশতঃ তিনি নিরন্তর নাম গ্রহণ করেন না। শ্রীরূপগোস্বামিপ্রভু স্বকৃত 'উপদেশামৃতে' —"কৃষ্ণেতি যস্য গিরি তং মনসাদ্রিয়েত দীক্ষাস্তি চেৎ"—যিনি শ্রীনামকে অপ্রাকৃত চিন্তামণি, কৃষ্ণচৈতন্য-রসবিগ্রহ, পূর্ণ, শুদ্ধ, নিত্যমুক্ত এবং নাম-নামীতে অভেদ জানিয়া পরম শ্রদ্ধার সহিত অর্চ্চন করেন, পরন্তু নিজ-বদ্ধাবস্থা-হেতু ভক্তিসিদ্ধান্ত-বিচার-রহিত হইয়া ভক্তির উপাদানগুলিকে ও শুদ্ধভক্তকে সম্পূর্ণ 'অপ্রাকৃত' বলিয়া বুঝিতে পারেন না, তাঁহারও শুদ্ধভক্ত ও শ্রীগুরুর সেবায় এবং তাঁহাদের মুখে শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত-শ্রবণফলে ক্রমশঃ সর্ব্ব-পাপক্ষয় হইয়া অপ্রাকৃত অনুভূতি অথবা দিব্য-সম্বন্ধজ্ঞান-লাভ হয়। (ভাঃ ১১।২।৪৭)—"অর্চ্চায়ামেব হরয়ে যঃ পূজাং শ্রদ্ধয়েহতে। ন তদ্ভক্তেষু চান্যেষু স ভক্তঃ প্রাকৃতঃ স্মৃতঃ।।" শ্রীসনাতন-শিক্ষায় (মধ্য, ২২ পঃ ৬৪, ৬৭ সংখ্যায়) "শ্রদ্ধাবান্ জন হয় ভক্তি-অধিকারী। উত্তম, মধ্যম, কনিষ্ঠ, শ্রদ্ধা-অনুসারি।।" "যাহার কোমল শ্রদ্ধা, সে 'কনিষ্ঠ' জন। ক্রমে ক্রমে তেঁহ ভক্ত হইবে উত্তম। রতিপ্রেম-তারতম্যে ভক্তি-তরতম।।" সবাকার শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ দেবীধামের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। পুণ্যকর্ম্মী ও জ্ঞানী অপেক্ষাও শ্রীবিষ্ণুর নামাত্মক মন্ত্রে অর্চ্চনকারী কনিষ্ঠ ভক্ত শ্রেষ্ঠ ;

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১০২-১০৬। বসু-রামানন্দ ও তৎপিতা সত্যরাজ খাঁন,—ইঁহারা বঙ্গদেশোজ্জ্বল কায়স্থ-বসুবংশজাত গৃহস্থ-বৈষ্ণব ; প্রভুকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে,—'গৃহস্থ-বৈষ্ণবের কর্ত্তব্য-সাধন কি?' প্রভু উত্তর করিলেন,—'কৃষ্ণসেবা, বৈষ্ণবসেবা এবং নিরন্তর কৃষ্ণ-নাম-কীর্ত্তনই গৃহস্থ-বৈষ্ণবের একমাত্র কৃত্য।' তাহাতে সত্যরাজ প্রশ্ন করিলেন,—'কৃষ্ণসেবা ও কৃষ্ণনাম-কীর্ত্তন সহজে বুঝিতে পারা যায়, কিন্তু বৈষ্ণব চিনিতে না পারিলে বৈষ্ণব-সেবন কার্য্যটী বড়ই কঠিন হয়। অতএব হে প্রভো, বৈষ্ণব কে এবং তাঁহার সামান্য (সাধারণ) লক্ষণ কি?' প্রভু উত্তর করিলেন,—'যাঁহার মুখে একবার কৃষ্ণনাম শুনা যায়, তিনিই সবাকার শ্রেষ্ঠ ও পূজ্য-বৈষ্ণব।'

অনুভাষ্য

যেহেতু কর্ম্মী বা জ্ঞানীর—তিনি যত বড়ই শ্রেষ্ঠ হউন না কেন—বাস্তব-বস্তু শ্রীবিষ্ণুর নিত্যসেব্যত্বে বিশ্বাস নাই। সুতরাং মুখে বেদ মানিলেও তাঁহারা প্রকৃতপক্ষে নাস্তিক ; আর শ্রীবিষ্ণুর অর্চ্চক,—অপ্রাকৃত-ভজনরাজ্যে তাঁহার যতটুকুই মহিমা থাকুক না কেন, অন্ততঃ শ্রীবিষ্ণুর অর্চ্চার বাস্তব-সত্যবিগ্রহত্ব শ্রীগুরুমুখে শুনিয়া তাঁহাতে শ্রদ্ধাবিশিষ্ট।

১০৭। নববিধা ভক্তি—(ভাঃ ৭।৫।২৩) "শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্। অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্ম-নিবেদনম্।। ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা।"

নামাপরাধ বর্জ্জন করিয়া একমাত্র কৃষ্ণনামাশ্রয়েই সর্ব্ব-পাপক্ষয় হইয়া জীবের পুণ্যপাপমূলক প্রাকৃত ভোগবাসনা সমস্ত বিনষ্ট হয়। শ্রীনাম-গ্রহীতাই সকলের শ্রেষ্ঠ ও পূজ্য। শ্রীনাম-ভজন হইতেই নবধা ভক্তি পূর্ণতা লাভ করে ("যদ্যপ্যন্যা ভক্তিঃ কলৌ কর্ত্তব্যা, তদা কীর্ত্তনাখ্যভক্তি-সংযোগেনৈব"—ভক্তিসন্দর্ভ ১৭৩ সংখ্যা)।

সেবোন্মুখের কৃষ্ণনাম ঃ—
পদ্যাবলীতে (২৯) ধৃত শ্রীলক্ষ্মীধরকৃত 'নামকৌমুদী'-শ্লোক—

আকৃষ্টিঃ কৃতচেতসাং সুমনসামুচ্চাটনং চাংহসা-
মাচণ্ডালমমূকলোকসুলভো বশ্যশ্চ মুক্তিশ্রিয়ঃ ।

সংসার-ক্ষয়—আনুষঙ্গিক, কৃষ্ণপ্রেমই
শ্রীনামের মুখ্যফল ঃ—

অনুষঙ্গ-ফলে করে সংসারের ক্ষয় ।
চিত্ত আকর্ষিয়া করায় কৃষ্ণে প্রেমোদয় ॥ ১০৯ ॥

অনুভাষ্য

১০৮। দীক্ষা—শ্রীজীবপ্রভুর ভক্তিসন্দর্ভে ২৮৩ সংখ্যায় ধৃত আগমবাক্য—"দিব্যং জ্ঞানং যতো দদ্যাৎ কুর্য্যাৎ পাপস্য সংক্ষয়ম্। তস্মাৎ দীক্ষেতি সা প্রোক্তা দেশিকৈস্তত্ত্বকোবিদৈঃ।।" যাহা হইতে অপ্রাকৃত দিব্যজ্ঞানের উদয় এবং পাপের সম্যক্-রূপ ক্ষয় হয়, তত্ত্বশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতগণ তাহাকেই 'দীক্ষা' বলিয়া প্রকৃষ্টরূপে সংজ্ঞা দিয়াছেন।

দীক্ষা-বিধি (হঃ ভঃ বিঃ ২য় বিঃ ও ভক্তিসন্দর্ভে ২৮৩ সংখ্যায় ধৃত আগম-বচন)—"দ্বিজানামনুপেতানাং স্বকর্ম্মাধ্যয়নাদিষু। যথাধিকারো নাস্তীহ স্যাচ্চোপনয়নাদনু। তথাত্রাদীক্ষিতানাং তু মন্ত্রদেবার্চ্চনাদিষু। নাধিকারোহস্ত্যতঃ কুর্য্যাদাত্মানং শিবসংস্তুতম্।।" অনুপনীত বিপ্রের যেরূপ স্বকর্ম্ম অধ্যয়নাদিতে অধিকার হয় না, উপবীত-গ্রহণের পরেই অধিকার হয়, তদ্রূপ অদীক্ষিত ব্যক্তিরও মন্ত্রদেবতার পূজাদিতে অধিকার হয় না। এজন্য আত্মাকে মঙ্গলপূত করিবার উদ্দেশ্যে নিঃশ্রেয়সার্থী 'দীক্ষা' গ্রহণ করিবেন ; কারণ, (হঃ ভঃ বিঃ, ২য় বিঃ-ধৃত বিষ্ণুযামল-বচন)—"অদীক্ষিতস্য বামোরু কৃতং সর্ব্বং নিরর্থকম্। পশুযোনিমবাপ্নোতি দীক্ষাবিরহিতো জনঃ।।" (ঐ হঃ ভঃ বিঃ ও ভক্তিসন্দর্ভে ২৮৩ সংখ্যায় ধৃত যামল বা আগম-বচন)—"অতো গুরুং প্রণম্যৈবং সর্ব্বস্বং বিনিবেদ্য চ। গৃহ্ণীয়াদ্বৈষ্ণবং মন্ত্রং দীক্ষা-পূর্ব্বং বিধানতঃ।।" (ভক্তিসন্দর্ভে ২৯৮ সংখ্যায় ধৃত তত্ত্বসাগর-বচন)—"যথা কাঞ্চনতাং যাতি কাংস্যং রসবিধানতঃ। তথা দীক্ষাবিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাম্।।"*

পুরশ্চর্য্যা—(হঃ ভঃ বিঃ, ১৭ বিঃ-ধৃত অগস্ত্য-সংহিতা-বচন)—"পূজা ত্রৈকালিকী নিত্যং জপস্তর্পণমেব চ। হোমব্রাহ্মণভুক্তিশ্চ পুরশ্চরণমুচ্যতে।। গুরোর্লব্ধস্য মন্ত্রস্য প্রসাদেন যথাবিধি। পঞ্চাঙ্গোপাসনা-সিদ্ধ্যৈ পুরশ্চৈতদ্বিধীয়তে।।" প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন ও সায়াহ্ন—এই ত্রিকালে নিত্য পূজা, নিত্য জপ, নিত্য তর্পণ, নিত্য হোম ও নিত্য ব্রাহ্মণ-ভোজন,—এই পঞ্চাঙ্গকে 'পুরশ্চরণ' বলে। গুরুর প্রসাদক্রমে প্রাপ্তমন্ত্রের সিদ্ধির জন্য প্রথমেই পঞ্চাঙ্গোপাসনার বিধান ; এইজন্যই ইহা পুরশ্চরণ-নামে কথিত।

পুরশ্চর্য্যা-বিধি (হঃ ভঃ বিঃ, ১৭ বিঃ-ধৃত আগম-বচন)—"বিনা যেন ন সিদ্ধঃ স্যান্মন্ত্রো বর্ষশতৈরপি। কৃতেন যেন লভতে সাধকো বাঞ্ছিতং ফলম্।। পুরশ্চরণসম্পন্নো মন্ত্রো হি ফলদায়কঃ। অতঃ পুরস্ক্রিয়াং কুর্য্যাৎ মন্ত্রবিৎ সিদ্ধিকাঙ্ক্ষয়া।। পুরস্ক্রিয়া হি মন্ত্রাণাং প্রধানং বীর্য্যমুচ্যতে। বীর্য্যহীনো যথা দেহী সর্ব্বকর্ম্মসু ন ক্ষমঃ। পুরশ্চরণহীনো হি তথা মন্ত্রঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।।"✢

শ্রীজীবপ্রভু ("ভক্তিসন্দর্ভে" ২৮৩ সংখ্যা)—'যদ্যপি শ্রীভাগবতমতে পঞ্চরাত্রাদিবৎ অর্চ্চনমার্গস্য আবশ্যকত্বং নাস্তি, তদ্বিনাপি শরণাপত্ত্যাদীনামেকতরেণাপি পুরুষার্থসিদ্ধেরভিহিতত্বাৎ, তথাপি শ্রীনারদাদি-বর্ত্মানুসরদ্ভিঃ শ্রীভগবতা সহ সম্বন্ধবিশেষং দীক্ষাবিধানেন শ্রীগুরুচরণ-সম্পাদিতং চিকীর্ষদ্ভিঃ কৃতায়াং দীক্ষায়ামর্চ্চনমবশ্যং ক্রিয়তৈব।।" এবং (ঐ ২৮৪ সংখ্যা)—"(দীক্ষাদ্যপেক্ষা) যদ্যপি স্বরূপতো নাস্তি, তথাপি প্রায়ঃ স্বভাবতো দেহাদিসম্বন্ধেন কদর্য্যশীলানাং বিক্ষিপ্তচিত্তানাং জনানাং তত্তৎসঙ্কোচীকরণায় শ্রীমদৃষিপ্রভৃতিভিরত্রার্চ্চনমার্গে ক্বচিৎ ক্বচিৎ কাচিৎ কাচিন্মর্য্যাদা স্থাপিতাস্তি।" রামার্চ্চনচন্দ্রিকায়—"বিনৈব দীক্ষাং বিপ্রেন্দ্র পুরশ্চর্য্যাং বিনৈব হি। বিনৈব ন্যাসবিধিনা জপমাত্রেণ সিদ্ধিদা।।"✱

---

* *হে বামোরু! দীক্ষাহীন ব্যক্তির কৃত সকল অনুষ্ঠানই নিরর্থক। দীক্ষারহিত ব্যক্তি পশুযোনি লাভ করে (হঃ ভঃ বিঃ ধৃত বিষ্ণুযামল-বাক্য)। অতএব শ্রীগুরুদেবকে প্রণাম করিয়া সর্ব্বস্ব সমর্পণ করত দীক্ষাপূর্ব্বক (দিব্যজ্ঞান লাভপূর্ব্বক) যথাবিধি বৈষ্ণবমন্ত্র গ্রহণীয় (হঃ ভঃ বিঃ ও ভক্তিসন্দর্ভ ধৃত যামল-বচন)। যে-প্রকার কাংস্য-ধাতু রসবিধান-অনুসারে স্বর্ণত্ব লাভ করে, সেইপ্রকার দীক্ষা-বিধানদ্বারা মানবগণের দ্বিজত্ব লাভ হয়।*

✢ *যাহা ব্যতিরেকে শতবর্ষেও মন্ত্রসিদ্ধি হয় না এবং যাহা অনুষ্ঠান করিলে সাধক বাঞ্ছিত ফল লাভ করে, সেই পুরশ্চরণসম্পন্ন মন্ত্রই ফলপ্রদ—অতএব সিদ্ধিলাভের জন্য মন্ত্রবিদ্ ব্যক্তি পুরশ্চরণ করিবেন। পুরস্ক্রিয়াই মন্ত্রসমূহের প্রধান শক্তি বলিয়া কথিত। বীর্য্যহীন ব্যক্তি যেরূপ সকল কার্য্যে অক্ষম, পুরশ্চরণহীন মন্ত্রও তদ্রূপ বলিয়া প্রকীর্ত্তিত (হঃ ভঃ বিঃ ধৃত আগম-বচন)।*

✱ *যদিও ভাগবত-মতে পঞ্চরাত্রাদির ন্যায় অর্চ্চনমার্গের আবশ্যকতা নাই এবং অর্চ্চন-বিনাও আত্মনিবেদনাদির একটীর দ্বারাও পুরুষার্থসিদ্ধি হয় বলিয়া অভিহিত হয়, তথাপি শ্রীনারদাদি মহাজনগণের পন্থানুসারী যে-সকল ব্যক্তি ভগবানের সহিত শ্রীগুরুকর্ত্তৃক সম্পাদিত দীক্ষাবিধানদ্বারা সম্বন্ধবিশেষ স্থাপনে ইচ্ছুক, তাঁহারা দীক্ষানুষ্ঠানের পর অবশ্যই অর্চ্চন করিবেন। যদিও স্বরূপতঃ দীক্ষার অপেক্ষা নাই, তথাপি দেহাদি-সম্বন্ধহেতু কু-স্বভাববিশিষ্ট বিক্ষিপ্তচিত্ত ব্যক্তিগণের তত্তৎ প্রবৃত্তি সঙ্কোচের জন্য শ্রীমদ্‌ঋষি প্রভৃতি মহাপুরুষগণ এই অর্চ্চনমার্গে কোন কোন*

নো দীক্ষাং ন চ সৎক্রিয়াং ন চ পুরশ্চর্য্যাং মনাগীক্ষতে
মন্ত্রোঽয়ং রসনাস্পৃগেব ফলতি শ্রীকৃষ্ণনামাত্মকঃ ॥ ১১০ ॥

'কনিষ্ঠ-বৈষ্ণব'-লক্ষণ ঃ—

অতএব যাঁর মুখে এক কৃষ্ণনাম ।
সেই ত' বৈষ্ণব, করিহ তাঁহার সম্মান ॥" ১১১ ॥

প্রধান খণ্ডবাসিত্রয় ঃ—

খণ্ডের মুকুন্দদাস, শ্রীরঘুনন্দন ।
শ্রীনরহরি,—এই মুখ্য তিন জন ॥ ১১২ ॥

প্রভুর মুকুন্দদাসকে রঘুনন্দনসহ সম্বন্ধ-জিজ্ঞাসা ঃ—

মুকুন্দ দাসেরে পুছে শচীর নন্দন ।
"তুমি—পিতা, পুত্র তোমার—শ্রীরঘুনন্দন ?? ১১৩ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১১০। বহু-সুকৃত সাধুদিগের চিত্তের আকর্ষণ-স্বরূপ, পাপ-নাশক, চণ্ডাল হইতে আরম্ভ করিয়া (মূক ব্যতীত) সকল লোকের সুলভ, মুক্তিরূপ ঐশ্বর্য্যের বশকারী,—এবম্ভূত শ্রীকৃষ্ণনামস্বরূপ এই মহামন্ত্র রসনাস্পর্শ-মাত্রেই ফলদান করে, দীক্ষাদি সৎকার্য্য বা পুরশ্চরণ, এ সকলকে কিঞ্চিন্মাত্রও অপেক্ষা করে না।

অনুভাষ্য

নামের দীক্ষা-বিধির নিরপেক্ষতা—পাঞ্চরাত্রিক মন্ত্র অপ্রাকৃত জ্ঞানের উদয় করাইয়া প্রাকৃতাভিনিবেশ ধ্বংস করে। অপ্রাকৃত হইলে মন্ত্র ও দেবতায় অভিন্ন-বুদ্ধি হয়। নাম ও মন্ত্রে 'শব্দসামান্য' (ইন্দ্রিয়তৃপ্তিকর মনঃকল্পিত অন্য সাধারণ শব্দের সহিত সমান, এইরূপ) বুদ্ধি করিলে নরকে অবস্থিতি হয়। অপ্রাকৃত-বুদ্ধিতেই মন্ত্রদেবতার অর্চ্চন বিধেয়। দীক্ষা-পুরঃসর শাস্ত্রের বিধানানুসারেই মন্ত্র-গ্রহণ-বিধি ; কিন্তু কৃষ্ণনাম,—বদ্ধ ও মুক্ত উভয়েরই আদরণীয় ; অর্থাৎ বদ্ধজন কৃষ্ণনাম-গ্রহণে প্রাকৃতজ্ঞান হইতে মুক্ত হন, আবার মুক্ত হইয়াই শুদ্ধকৃষ্ণনাম গ্রহণ করিতে পারেন। "কৃষ্ণমন্ত্র হৈতে হয় সংসার-মোচন। কৃষ্ণনাম হৈতে পাবে কৃষ্ণের চরণ।।" (আদি ৭ম পঃ ৭৩ সংখ্যা দ্রষ্টব্য) কৃষ্ণাভিন্ন কৃষ্ণনাম সাক্ষাৎ মহামন্ত্র হওয়ায় কোন পাঞ্চরাত্রিক বিধানের অনুগত নহেন।

নামের পুরশ্চর্য্যা-বিধি-নিরপেক্ষতা—মন্ত্রসিদ্ধির জন্যই পুরশ্চরণের ব্যবস্থা ; শ্রীনাম-মহামন্ত্রের তাদৃশ পুরশ্চরণ বিধির অপেক্ষা করিতে হয় না। একবার নামের উচ্চারণ-ফলেই যখন পুরশ্চর্য্যার প্রাপ্য সর্ব্বফল-লাভ ঘটে, তজ্জন্য শ্রীনামের পুরশ্চরণের অপেক্ষা নাই।

নামের জিহবা-স্পর্শে উদ্ধার-সাধন—এখানে জিহবা-শব্দে 'সেবোন্মুখ' জিহ্বাকেই বুঝিতে হইবে, নতুবা জড়-ভোগোন্মুখ জিহ্বাতে অপরাধ বর্ত্তমান থাকায়, তাহাতে শ্রীকৃষ্ণনাম কখনই উদিত হন না—(ভঃ রঃ সিঃ, পূর্ব্ব বিঃ সাধনভক্তি-লহরীতে) —"অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্ গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ। সেবোন্মুখে হি জিহবাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ।।" মধ্য, ১৭শ পঃ ১৩৪

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১১১। সুতরাং গৃহস্থ-লোকের পক্ষে বৈষ্ণবসেবার জন্য এককৃষ্ণনামপরায়ণ বৈষ্ণব হইলেই সেবাকার্য্যসিদ্ধি হয় ; 'মন্ত্র-দীক্ষিত বৈষ্ণব'কে এস্থলে বিচারে আনা হয় নাই ; ইহার কারণ এই যে, বিষ্ণুমন্ত্র-দীক্ষিত অনেকে তত্ত্বজ্ঞান-শূন্যতাবশতঃ মায়াবাদাদি-দোষে দূষিত থাকিতে পারেন, কিন্তু নামাপরাধশূন্য কৃষ্ণনামোচ্চারণকারী বৈষ্ণবের সে-সব দোষ থাকিবার সম্ভাবনা নাই। মন্ত্র-দীক্ষিত ব্যক্তি—বৈষ্ণবপ্রায়, কিন্তু যিনি নিরপরাধে একবার কৃষ্ণনাম করিয়াছেন, তিনি সর্ব্বকনিষ্ঠ হইলেও 'শুদ্ধ-বৈষ্ণব',—গৃহস্থ-বৈষ্ণব সেইরূপ বৈষ্ণবকেই সেবা করিবেন।

অনুভাষ্য

সংখ্যা—"অতএব কৃষ্ণের নাম, দেহ, বিলাস। প্রাকৃতেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য নহে, হয় স্বপ্রকাশ।।" (ভক্তিসন্দর্ভ ২৫৬-২৭৬ ও ২৮৩ সংখ্যা দ্রষ্টব্য)।

অন্ত্য, ৩য় পঃ ৫৯-৬৯, ৭৫, ৮০, ১৭৬-১৮০, ১৮২-১৮৭; ২০শ পঃ ১১, ১৩ সংখ্যা, ভাঃ ১।১।১৪, ৬।২।২৯, ৩৯ দ্রষ্টব্য।

১১০। শ্রীকৃষ্ণনামাত্মকঃ অয়ং মন্ত্রঃ কৃতচেতসাং (মুক্ত-কুলানাং) সুমহতাং (ত্রিগুণাতীতানাং, 'সুমনসাম্' ইতি পাঠে—মনস্বিনাম্) আকৃষ্টিঃ (আকর্ষকঃ, 'আকৃষ্টীকৃতচেতসাম্' ইতি পাঠে আকৃষ্টীকৃতং চেতো যেষাং তেষাম্), অংহসাং (প্রাকৃতাভি-নিবেশজ-চেষ্টানাং পুণ্যপাপানাম্) উচ্চাটনম্ (উন্মূলনম্), আ-চণ্ডালং (চণ্ডাল-পর্য্যন্তম্) অমূকলোকসুলভঃ (অমূকলোকানাং মূকব্যতিরিক্তানাং জনানাং বাক্‌শক্তিমতাম্ এব সুলভঃ সহজ-প্রাপ্যঃ ইত্যর্থঃ), মুক্তিশ্রিয়ঃ (মোক্ষাশ্রয়চিন্তামণি-স্বরূপস্য) বশ্যঃ (বশীকারকঃ) চ ; (স চায়ং নাম-মহামন্ত্রঃ) দীক্ষাং (পাপনাশ-দিব্যজ্ঞান-বিধায়কসাধনময়ীং) সৎক্রিয়াং (ফলসিদ্ধার্থাং দক্ষিণাং পুরশ্চর্য্যাং চ পঞ্চাঙ্গোপাসনাত্মিকাং ক্রিয়াং) মনাক্ (ঈষৎ) অপি ন ঈক্ষতে (নাপেক্ষতে, পরং তু) রসনাস্পৃক্ (সেবোন্মুখ-জিহ্বা-স্পর্শ-মাত্রেণ এব) ফলতি (ফলপ্রদো ভবতি)।

১১১। শ্রীল রূপপ্রভু তৎকৃত শ্রীউপদেশামৃতে—'কৃষ্ণেতি যস্য গিরি তং মনসাদ্রিয়েত দীক্ষাস্তি চেৎ" অর্থাৎ সদ্‌গুরুর

স্থলে কোন কোন মর্য্যাদা স্থাপন করিয়াছেন। শ্রীরামার্চ্চন-চন্দ্রিকায় উক্ত আছে, হে বিপ্রবর! এই মন্ত্র—দীক্ষা, পুরশ্চরণ এবং ন্যাসবিধান বিনাই জপমাত্রেই সিদ্ধি প্রদান করিয়া থাকে।

কিবা রঘুনন্দন—পিতা, তুমি—তার তনয় ?
নিশ্চয় করিয়া কহ, যাউক সংশয় ॥" ১১৪ ॥

রঘুনন্দনকে কৃষ্ণভক্ত জানিয়া অমানী মানদ মুকুন্দের পুত্রবুদ্ধি-ত্যাগ ও গুরু-বুদ্ধি ঃ—

মুকুন্দ কহে,—"রঘুনন্দন আমার 'পিতা' হয় ।
আমি তার 'পুত্র',—এই আমার নিশ্চয় ॥ ১১৫ ॥
আমা সবার কৃষ্ণভক্তি রঘুনন্দন হৈতে ।
অতএব পিতা—রঘুনন্দন, আমার নিশ্চিতে ॥" ১১৬ ॥

মুকুন্দের সদুত্তর-শ্রবণে প্রভুর হর্ষ, 'সদ্‌গুরু' বা 'প্রকৃত পিতা'র সংজ্ঞা ঃ—

শুনি' হর্ষে কহে প্রভু,—"কহিলে নিশ্চয় ।
যাঁহা হৈতে কৃষ্ণভক্তি সেই গুরু হয় ॥" ১১৭ ॥

ভক্তের জয়গানে মত্ত ভগবান্ ঃ—

ভক্তের মহিমা কহিতে প্রভু পায় সুখ ।
ভক্তের মহিমা কহিতে হয় পঞ্চমুখ ॥ ১১৮ ॥

ভক্তগণ-সম্মুখে মুকুন্দের কৃষ্ণপ্রেম-বর্ণন ঃ—

ভক্তগণে কহে,—"শুন মুকুন্দের প্রেম ।
নির্ম্মল, নিগূঢ় প্রেম, যেন শুদ্ধ হেম ॥ ১১৯ ॥

বাহ্যে লোক-ব্যবহার, অন্তরে কৃষ্ণ-নিষ্ঠা ঃ—

বাহ্যে রাজবৈদ্য ইঁহো, করে রাজ-সেবা ।
অন্তরে প্রেম ইঁহার জানিবেক কেবা ॥ ১২০ ॥

এক দিবসের ঘটনা-বর্ণন ; মুকুন্দ ও বাদসাহের বৃত্তান্ত ঃ—

একদিন ম্লেচ্ছ-রাজা উচ্চ-টুঙ্গিতে ।
চিকিৎসার বাত্ কহে ইঁহার অগ্রেতে ॥ ১২১ ॥
হেনকালে এক ময়ূর-পুচ্ছের আড়ানী ।
রাজ-শিরোপরি ধরে এক সেবক আনি' ॥ ১২২ ॥
শিখিপিচ্ছ দেখি' মুকুন্দ প্রেমাবিষ্ট হৈলা ।
অতি-উচ্চ টুঙ্গি হৈতে ভূমিতে পড়িলা ॥ ১২৩ ॥
রাজার জ্ঞান,— রাজবৈদ্যের হইল মরণ ।
আপনে নামিয়া তবে করাইল চেতন ॥ ১২৪ ॥
রাজা বলে,—'ব্যথা তুমি পাইলে কোন্ ঠাঞি ?'
মুকুন্দ কহে,—'অতিবড় ব্যথা পাই নাই ॥' ১২৫ ॥
রাজা কহে,—'মুকুন্দ, তুমি পড়িলা কি লাগি'?
মুকুন্দ কহে,—'রাজা, মোর ব্যাধি আছে মৃগী ॥' ১২৬ ॥

মুকুন্দের ছলনা ও আত্মগোপন-সত্ত্বেও রাজার তাঁহাকে 'মহাপুরুষ'-জ্ঞান ঃ—

মহাবিদগ্ধ রাজা, সেই সব জানে ।
মুকুন্দেরে হৈল তাঁর 'মহাসিদ্ধ'-জ্ঞানে ॥" ১২৭ ॥

রঘুনন্দনের কৃষ্ণসেবার দৃষ্টান্ত ঃ—

"রঘুনন্দন সেবা করে কৃষ্ণের মন্দিরে ।
দ্বারে পুষ্করিণী, তার ঘাটের উপরে ॥ ১২৮ ॥
কদম্বের এক বৃক্ষে ফুটে বারমাসে ।
নিত্য দুই ফুল হয় কৃষ্ণ-অবতংসে ॥" ১২৯ ॥

প্রভুকর্ত্তৃক তিনজনের সেবা-বিভাগ—(১) মুকুন্দের সেবা ঃ—

মুকুন্দেরে কহে পুনঃ মধুর বচন ।
"তোমার কার্য্য—ধর্ম্ম-ধন-উপার্জ্জন ॥ ১৩০ ॥

(২) রঘুনন্দনের সেবা ঃ—

রঘুনন্দনের কার্য্য—কৃষ্ণের সেবন ।
কৃষ্ণ-সেবা বিনা ইঁহার অন্য নাহি মন ॥ ১৩১ ॥

(৩) নরহরির সেবা ঃ—

নরহরি রহু আমার ভক্তগণ-সনে ।
এই তিন কার্য্য সদা করহ তিন জনে ॥" ১৩২ ॥

সার্ব্বভৌম ও বাচস্পতি, উভয়ের কৃষ্ণসেবা-নির্দ্দেশ ঃ—

সার্ব্বভৌম, বিদ্যাবাচস্পতি,—দুই ভাই ।
দুইজনে কৃপা করি' কহেন গোসাঞি ॥ ১৩৩ ॥
"'দারু'-'জল'-রূপে কৃষ্ণ প্রকট সম্প্রতি ।
'দরশন'-স্নানে' করে জীবের মুকতি ॥ ১৩৪ ॥
'দারুব্রহ্ম'-রূপে—সাক্ষাৎ শ্রীপুরুষোত্তম ।
ভাগীরথী হন সাক্ষাৎ 'জলব্রহ্ম'-সম ॥ ১৩৫ ॥

অনুভাষ্য

নিকট যে লব্ধদীক্ষ ব্যক্তি অপ্রাকৃত-শ্রদ্ধাবিশিষ্ট হইয়া মুখে শ্রীকৃষ্ণনাম উচ্চারণ করেন, মধ্যমাধিকারী তাঁহাকে মনে মনে আদর করিবেন,—ইহাই বিধি।

১২০। মুকুন্দ লোকচক্ষে রাজবৈদ্যগিরি চাকরী করিতেন বটে, কিন্তু বস্তুতঃ প্রকৃত প্রেমিক ভক্ত (অর্থাৎ বৈষ্ণব-গৃহস্থ-বেষে মহাভাগবত পরমহংস) ছিলেন ; সাধারণ লোক তাহা জানিতে পারে নাই।

১২১। উচ্চ-টুঙ্গিতে—উচ্চস্থানে নির্ম্মিত ক্ষুদ্র গৃহে।

অনুভাষ্য

১২২। আড়ানী—আতপত্র অর্থাৎ রৌদ্র-নিবারক ছাতা, (প্রস্থের) আড়ভাবে বৃহৎ পাখা।

১২৭। মহাবিদগ্ধ—বিশেষ নীতি-চতুর ; মহাসিদ্ধ—অলৌকিক মুক্ত পুরুষ।

১২৯। অবতংসে—ভূষণ, কর্ণভূষণ, শিরোভূষণ, তজ্জন্য।

১৩০-১৩২। শ্রীমহাপ্রভু মুকুন্দকে অত্যন্ত প্রিয় অন্তরঙ্গ ভক্ত বলিয়া জানিতেন ; তজ্জন্য ভ্রাতৃদ্বয় ও পুত্রের সেবাকার্য্য বিভাগ-কালে মুকুন্দের ধর্ম্ম ও ধনোপার্জ্জন, রঘুনন্দনের

সার্ব্বভৌমকে জগন্নাথ ও বাচস্পতিকে গঙ্গা-সেবার্থ আজ্ঞা ঃ—

সার্ব্বভৌম! কর 'দারুব্রহ্ম'-আরাধন।
বাচস্পতি! কর জলব্রহ্মেরে সেবন ॥" ১৩৬ ॥

প্রভুর মুরারির স্ব-সেব্যনিষ্ঠা-মহিমা-কীর্ত্তন ঃ—

মুরারি-গুপ্তেরে প্রভু করি' আলিঙ্গন।
তাঁর ভক্তিনিষ্ঠা কহেন,—"শুন ভক্তগণ ॥ ১৩৭ ॥

পূর্ব্বে প্রভুকর্ত্তৃক মুরারিকে কৃষ্ণভজনে প্রলোভন ঃ—

পূর্ব্বে আমি ইঁহারে লোভাইল বার বার।
'পরম মধুর, গুপ্ত! ব্রজেন্দ্রকুমার ॥ ১৩৮ ॥
স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ—সর্ব্বাংশী, সর্ব্বাশ্রয়।
বিশুদ্ধ-নির্ম্মল-প্রেম, সর্ব্বরসময় ॥ ১৩৯ ॥
সকল সদ্গুণ-বৃন্দ-রত্ন-রত্নাকর।
বিদগ্ধ, চতুর, ধীর, রসিক-শেখর ॥ ১৪০ ॥
মধুর-চরিত্র কৃষ্ণের মধুর-বিলাস।
চাতুর্য্য, বৈদগ্ধ্য করে যাঁর লীলা-রস ॥ ১৪১ ॥

কৃষ্ণোপাসনারই সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা কথন ঃ—

সেই কৃষ্ণ ভজ তুমি, হও কৃষ্ণাশ্রয়।
কৃষ্ণ বিনা অন্য-উপাসনা মনে নাহি লয় ॥' ১৪২ ॥

প্রভুর প্রলোভনে মুরারির ক্ষণিক চিত্তপরিবর্ত্তন ঃ—

এইমত বার বার শুনিয়া বচন।
আমার গৌরবে কিছু ফিরি' গেল মন ॥ ১৪৩ ॥

প্রভুবাক্যে দৃঢ় বিশ্বাস ও দৈন্য-জ্ঞাপন ঃ—

আমারে কহেন,—"আমি তোমার কিঙ্কর।
তোমার আজ্ঞাকারী আমি, নহি স্বতন্তর ॥" ১৪৪ ॥

রামোপাসনা-ত্যাগ-চিন্তায় মুরারির অনিদ্রা, ক্রন্দন ও মৃত্যুবাসনা ঃ—

এত বলি' ঘরে গেল, চিন্তি' রাত্রিকালে।
রঘুনাথ-ত্যাগ-চিন্তায় হইল বিকলে ॥ ১৪৫ ॥
কেমনে ছাড়িব রঘুনাথের চরণ।
আজি রাত্র্যে প্রভু মোর করাহ মরণ ॥ ১৪৬ ॥
এইমত সর্ব্ব-রাত্রি করেন ক্রন্দন।
মনে সোয়াস্তি নাহি, রাত্রি করেন জাগরণ ॥ ১৪৭ ॥

প্রাতে আসিয়া রাম-ভজন-ত্যাগে ও প্রভু-আজ্ঞা-পালনে অসামর্থ্য জানাইয়া উভয় সঙ্কটে পড়িয়া মৃত্যুবাঞ্ছা ঃ—

প্রাতঃকালে আসি' মোর ধরিল চরণ।
কান্দিতে কান্দিতে কিছু করে নিবেদন ॥ ১৪৮ ॥
'রঘুনাথের পায় মুঞি বেচিয়াছোঁ মাথা।
কাঢ়িতে না পারি মাথা, মনে পাই ব্যথা ॥ ১৪৯ ॥
শ্রীরঘুনাথ-চরণ ছাড়ান না যায়।
তব আজ্ঞা-ভঙ্গ হয়, কি করি উপায় ॥ ১৫০ ॥
তাতে মোরে এই কৃপা কর, দয়াময়।
তোমার আগে মৃত্যু হউক, যাউক সংশয় ॥' ১৫১ ॥

মুরারির বাক্যে প্রভুর হর্ষ ও প্রশংসা ঃ—

এত শুনি' আমি বড় মনে সুখ পাইলুঁ।
ইঁহারে উঠাঞা তবে আলিঙ্গন কৈলুঁ ॥ ১৫২ ॥
সাধু, সাধু, গুপ্ত! তোমার সুদৃঢ় ভজন।
আমার বচনেহ তোমার না টলিল মন ॥ ১৫৩ ॥

সেবক ও সেব্যের পরস্পরের প্রতি আদর্শ ব্যবহার ঃ—

এইমত সেবকের প্রীতি চাহি প্রভু-পায়।
প্রভু ছাড়াইলেহ, পদ ছাড়ান না যায় ॥ ১৫৪ ॥

প্রভুর মুরারির উপাস্য-নিষ্ঠা-পরীক্ষা, মুরারির পরীক্ষা-উত্তরণ ঃ—

এইমত তোমার নিষ্ঠা জানিবার তরে।
তোমারে আগ্রহ আমি কৈলুঁ বারে বারে ॥ ১৫৫ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৩৬। হে সার্ব্বভৌম, তুমি দারুব্রহ্মরূপ জগন্নাথদেবকে আরাধনা কর ; আর হে বিদ্যাবাচস্পতি, তুমি শ্রীনবদ্বীপ-ধামান্তর্গত বিদ্যানগরে বসিয়া জলব্রহ্মরূপ গঙ্গার সেবা কর।

১৩৮। (পূর্ব্বে) এই কথা বলিয়া আমি তাঁহাকে কৃষ্ণ-ভজনে অধিক লোভ দিয়াছিলাম যে, "হে গুপ্ত, শ্রীব্রজেন্দ্র-কুমার—পরম মধুর" ইত্যাদি।

অনুভাষ্য

শ্রীমূর্ত্তিসেবন ও নরহরির ভক্তসহ অবস্থানরূপ সেবা-ভেদ নিরূপণ করিলেন।

১৩৭-১৫৭। এতৎপ্রসঙ্গে অন্ত্য ৪র্থ পঃ ৩০-৪৫ সংখ্যায় শ্রীজীবপিতা শ্রীঅনুপম বা বল্লভের শ্রীরাম-নিষ্ঠা আলোচ্য।

১৪৯। "শ্রীনাথে জানকীনাথে অভেদঃ পরমাত্মনি। তথাপি মম সর্ব্বস্বঃ রামঃ কমললোচনঃ।।"

১৫৪। প্রভু—জীবের নিত্যসেব্য, আরাধ্য বা উপাস্যতত্ত্ব কৃষ্ণ ; মধ্য, ৪র্থ পঃ ১৮৬, ৭ম পঃ ৮, ১৩শ পঃ ১৪০ (পূর্ব্বার্দ্ধ) দ্রষ্টব্য ; অন্ত্য ৪র্থ পঃ ৪৬-৪৭ সংখ্যা—"সেই ভক্ত—ধন্য, যে না ছাড়ে প্রভুর চরণ। সেই প্রভু—ধন্য, যে না ছাড়ে নিজজন।। দুর্দ্দৈবে সেবক যদি যায় অন্যস্থানে। সেই ঠাকুর ধন্য—যে তারে চুলে ধরি' আনে।।"

১৫৫। জানিবার—পরীক্ষা করিবার ; আগ্রহ—কৃষ্ণভজন করাইতে নির্ব্বন্ধ।

দৈন্যের অবতার মুরারি—সাক্ষাৎ হনুমদ্বিগ্রহ ঃ—

সাক্ষাৎ হনুমান্ তুমি শ্রীরাম-কিঙ্কর ।
তুমি কেনে ছাড়িবে তাঁর চরণ-কমল ॥ ১৫৬ ॥
সেই মুরারি-গুপ্ত এই—মোর প্রাণ সম ।
ইঁহার দৈন্য শুনি' মোর ফাটয়ে জীবন ॥" ১৫৭ ॥

প্রভুর বাসুদেবদত্তকে প্রশংসা ঃ—

তবে বাসুদেবে প্রভু করি' আলিঙ্গন ।
তাঁর গুণ কহে হঞা সহস্র-বদন ॥ ১৫৮ ॥

প্রভুপদে বাসুদেবের কাতর-প্রাণে নিবেদন ঃ—

নিজ-গুণ শুনি' দত্ত মনে লজ্জা পাঞা ।
নিবেদন করে প্রভুর চরণে ধরিয়া ॥ ১৫৯ ॥
"জগৎ তারিতে প্রভু তোমার অবতার ।
মোর নিবেদন এক করহ অঙ্গীকার ॥ ১৬০ ॥
করিতে সমর্থ তুমি, হও দয়াময় ।
তুমি মন কর, তবে অনায়াসে হয় ॥ ১৬১ ॥

অলৌকিক পরদুঃখদুঃখী গৌরদাস বাসুদেব-দত্ত-ঠাকুর ঃ—

জীবের দুঃখ দেখি' মোর হৃদয় বিদরে ।
সর্ব্বজীবের পাপ প্রভু দেহ' মোর শিরে ॥ ১৬২ ॥
জীবের পাপ লঞা মুঞি করি নরক ভোগ ।
সকল জীবের, প্রভু, ঘুচাহ ভবরোগ ॥" ১৬৩ ॥

প্রিয়তম সেবকের প্রার্থনায় প্রভু বিচলিত ঃ—

এত শুনি' মহাপ্রভুর চিত্ত দ্রবিলা ।
অশ্রু-কম্প-স্বরভঙ্গে কহিতে লাগিলা ॥ ১৬৪ ॥

বাসুদেব-দত্তঠাকুর—সাক্ষাৎ প্রহ্লাদ ঃ—

"তোমার বিচিত্র নহে, তুমি—সাক্ষাৎ প্রহ্লাদ ।
তোমার উপরে কৃষ্ণের সম্পূর্ণ প্রসাদ ॥ ১৬৫ ॥

কৃষ্ণ ও ভক্তের পরস্পরের ব্যবহার ঃ—

কৃষ্ণ সেই সত্য করে, যেই মাগে ভৃত্য ।
ভৃত্য-বাঞ্ছা-পূরণ বিনা নাহি অন্য কৃত্য ॥ ১৬৬ ॥

ব্রহ্মাণ্ডবাসী সকলেরই উদ্ধার-বিষয়ে সত্য আশ্বাস-দান ঃ—

ব্রহ্মাণ্ড জীবের তুমি বাঞ্ছিলে নিস্তার ।
বিনা পাপ-ভোগে হবে সবার উদ্ধার ॥ ১৬৭ ॥

স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণের সর্ব্বশক্তিমত্তা-বর্ণন ঃ—

অসমর্থ নহে, কৃষ্ণ ধরে সর্ব্ববল ।
তোমাকে বা কেনে ভুঞ্জাইবে পাপ-ফল ?? ১৬৮ ॥
তুমি যাঁর হিত বাঞ্ছ', সে হইল 'বৈষ্ণব' ।
বৈষ্ণবের পাপ কৃষ্ণ দূর করে সব ॥ ১৬৯ ॥

অনুভাষ্য

১৬২-১৬৩। পাশ্চাত্ত্য-রাজ্যে খৃষ্টভক্তগণের মধ্যে বিশ্বাস যে, তাঁহাদের গুরু একমাত্র মহামতি যীশুখৃষ্টই জীবের সর্ব্ব-পাপভার-গ্রহণে প্রস্তুত হইয়া জগতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন ; কিন্তু শ্রীগৌরপার্ষদমধ্যে শ্রীবাসুদেব দত্ত ঠাকুর ঠাকুর-হরিদাসের ন্যায় তদপেক্ষা অনন্ত-কোটিগুণে অধিকতর উন্নত ও উদার সার্ব্বজনীন বিশ্ববৈষ্ণব-প্রেমভাব জগজ্জীবকে শিক্ষা দিলেন। শ্রীবাসুদেব দত্তঠাকুরের মধ্যে জড়ীয় স্বার্থত্যাগরূপ 'নিঃস্বার্থ', বিষ্ণু-সেবারূপ চিন্ময় 'পরার্থ' ও 'স্বার্থ' অপূর্ব্বভাবে একত্র সম্মিলিত। তিনি গৌরসুন্দরকে সাক্ষাৎ বাস্তব-বস্তু নিরস্ত-কুহক স্বয়ং ভগবজ্জ্ঞানে সমগ্র জীববৃন্দের কৃষ্ণবৈমুখ্যরূপ ভবরোগ (শুধু 'পাপ' নহে, সর্ব্বপ্রকার পাপ অপেক্ষাও ভীষণতম 'অপরাধ'রাশি) নিজস্কন্ধে গ্রহণপূর্ব্বক তাহাদের ভবরোগ-মোচনের জন্য কায়মনোবাক্যে সম্পূর্ণ নিষ্কপটভাবে প্রার্থনা করিয়া যে দয়ার আদর্শ প্রদর্শন করিলেন, তাহা সমগ্র জগতে, শুধু জগতে কেন, সমগ্র চতুর্দ্দশভুবনে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কর্ম্মী এবং জ্ঞানীরও কল্পনাতীত। মায়াবশে দ্বিতীয়াভিনিবেশ-নিবন্ধন ভেদ-বুদ্ধিহেতু হিংসা-বৃত্তি-প্রধান জীবগণ দ্বৈতজগতে কর্ম্ম ও জ্ঞানের আদর্শকেই বহুমানন করে বলিয়া তাহাদের অধিকাংশই কুকর্ম্মী ও কুজ্ঞানী ; তাহারা বৈকুণ্ঠসেবক বাসুদেব-দত্তঠাকুরের নরক-ভোগবাঞ্ছা-শ্রবণে নৈসর্গিক ঈর্ষা ও দ্বন্দ্বভাব-মূলে উল্লাস-প্রণোদিত হইয়া তাঁহাকে একজন 'পুণ্যবান্ সৎকর্ম্মী' অথবা 'ব্রহ্মজ্ঞানী'র সমপর্য্যায়ে জ্ঞান করিয়া প্রচুর সম্মান বা প্রতিষ্ঠা প্রদান করিলেও, দত্তঠাকুর তদপেক্ষা যে অনন্তকোটিগুণে অধিক 'জীবে দয়া'-প্রবৃত্তিবিশিষ্ট, ইহা আদৌ অতিরঞ্জিত প্রশংসা-বাক্য বা অর্থবাদ নহে, অতি নিরপেক্ষ সত্য-কথা। বস্তুতঃ তাঁহার ন্যায় 'পরদুঃখদুঃখী' গৌরদাসগণের আগমনে পৃথ্বী ধন্যা,—শুধু প্রপঞ্চ নহে—সমগ্র জীবকুলও ধন্য হইয়া গিয়াছে। তাদৃশ গৌরভক্তের গুণগানেই বাগ্মিগণের জিহ্বার ফল নিহিত ; আর তাঁহার ন্যায় অকিঞ্চনা ভগবদ্ভক্তিবিশিষ্ট মহাভাগবতের গুণ-বর্ণন কার্য্যেই কবি ও ঐতিহাসিকের লেখনী জড়ানুসন্ধানরহিত হইয়া স্বীয় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সার্থকতা সম্পাদন করে,—মহাবদান্য-শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের দাস এতই "মহতোঽপি মহীয়ান্" ও "গরীয়সোঽপি গরীয়ান্"।

১৬৭-১৬৯। প্রভু বাসুদেবকে বলিতেছেন,—"শ্রীকৃষ্ণ—সর্ব্বশক্তিমান্ ; তিনি সমস্ত জীবকে জীবের জড়ভোগবাসনা হইতে নির্ম্মুক্ত করিতে পারেন। তুমি যখন সমদৃক্ হইয়া উচ্চাবচ সকল-জীবের পক্ষ হইতে তাহাদের মঙ্গল প্রার্থনা করিলে, তখন তোমার প্রার্থনানুসারে পাপভোগ ব্যতীতই সকলের উদ্ধার হইবে ; তদ্বিনিময়ে তোমাকে তাহাদের জন্য পাপফল ভোগ করিতে হইবে না। তুমি যাঁহাদের মঙ্গল বাঞ্ছা

সর্ব্বফলপ্রদাতা গোবিন্দ-বন্দনা ঃ—

ব্রহ্মসংহিতায় (৫।৫৪)—

যস্ত্বিন্দ্রগোপমথবেন্দ্রমহো স্বকর্ম্ম-
বন্ধানুরূপ-ফলভাজনমাতনোতি ।
কর্ম্মাণি নির্দহতি কিন্তু চ ভক্তিভাজাং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ১৭০ ॥

ভক্তেচ্ছায় কৃষ্ণকর্ত্তৃক অনায়াসে ব্রহ্মাণ্ড-মোচন-সাধন ঃ—

তোমার ইচ্ছা-মাত্রে হবে ব্রহ্মাণ্ড-মোচন ।
সর্ব্ব মুক্ত করিতে কৃষ্ণের নাহি পরিশ্রম ॥ ১৭১ ॥

বিরজা বা কারণ-সমুদ্রে ভাসমান অনন্তকোটী ব্রহ্মাণ্ড ঃ—

একই ডুম্বুর-বৃক্ষে লাগে কোটি-ফলে ।
কোটি যে ব্রহ্মাণ্ড ভাসে বিরজার জলে ॥ ১৭২ ॥

ব্রহ্মাণ্ডোদ্ধারের সহিত ডুমুর-ফল-পতনের উপমা ঃ—

তার এক ফল পড়ি' যদি নষ্ট হয় ।
তথাপি বৃক্ষ নাহি জানে নিজ অপচয় ॥ ১৭৩ ॥

কৃষ্ণের নিকট একটী ব্রহ্মাণ্ডের উদ্ধার—নিতান্ত তুচ্ছ ও অগ্রাহ্য ব্যাপার ঃ—

তৈছে এক ব্রহ্মাণ্ড যদি মুক্ত হয় ।
তবু অল্প-হানি কৃষ্ণের মনে নাহি লয় ॥ ১৭৪ ॥

পরব্যোমের বহির্দ্দেশস্থ কারণ-সাগর-বর্ণন ঃ—

অনন্ত ঐশ্বর্য্য কৃষ্ণের বৈকুণ্ঠাদি-ধাম ।
তার গড়খাই—কারণাব্ধি যার নাম ॥ ১৭৫ ॥
তাতে ভাসে মায়া, লঞা অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ।
গড়খাইতে ভাসে যেন রাই-পূর্ণ ভাণ্ড ॥ ১৭৬ ॥
তার এক রাই-নাশে, হানি নাহি মানি ।
ঐছে এক অণ্ড-নাশে কৃষ্ণের নাহি হানি ॥ ১৭৭ ॥

মায়াসহ অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের ধ্বংসেও কৃষ্ণের ক্ষতি নাই ঃ—

সব ব্রহ্মাণ্ড সহ যদি 'মায়া'র হয় ক্ষয় ।
তথাপি না মানে কৃষ্ণ কিছু অপচয় ॥ ১৭৮ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৭০। যিনি ইন্দ্রগোপরূপ কীটসকল হইতে আরম্ভ করিয়া দেবেন্দ্র পর্য্যন্ত জীবনিচয়ের স্বকর্ম্মবন্ধনানুরূপ ফল ভাজন (ভোগ) বিস্তার (বিধান) করেন, কিন্তু যিনি ভক্তিমান্ পুরুষের সমস্ত কর্ম্মই নির্দহন করেন, অহো সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি।

১৭১-১৭৯। এই পদ্য সকলের শব্দার্থ—সরল, কিন্তু ভাবার্থ—কঠিন ; ভাবার্থ এই যে—জীব কৃষ্ণবহির্ম্মুখ হইয়া মায়াবন্ধনে পড়িলে, মায়া অনন্তকোটী ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়া সেই জীববৃন্দকে কৃষ্ণ-বৈমুখ্যের ফলস্বরূপ কর্ম্মভোগ করান। কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখলোকের কর্ম্মফল অবশ্য ভোগ করিতে হইবে। কৃষ্ণ-সম্মুখ (কৃষ্ণোন্মুখ) ব্যক্তিদিগের সেই কর্ম্মবন্ধন কৃষ্ণের ইচ্ছায় একেবারে বিনষ্ট হয় ; ইহাতে যদি বিতর্ক করা যায় যে, 'ভক্ত হইলেই যদি কর্ম্মচ্ছেদ হইল এবং কোন ভক্ত বাঞ্ছা করিলেই যদি বিনা দণ্ডে সর্ব্বজীব উদ্ধার পাইল, তবে ভক্তের ইচ্ছাতেই ব্রহ্মাণ্ড থাকে, বা না থাকে, এরূপ হইয়া পড়ে ; তাহা হইলে কৃষ্ণের জগৎ কিরূপে সুষ্ঠুভাবে নিয়মিত হইতে পারে?' প্রভু কহিলেন,—'কৃষ্ণের চিজ্জগৎ—অনন্ত ও অপরিমেয় ; স্বরূপ-শক্তির গণসকল তথায় কামধেনু-স্বরূপে পতিরূপ কৃষ্ণের সেবা করিয়া থাকে। সেই (স্বরূপশক্তি-বৈভব) চিজ্জগৎ—ত্রিপাদ। সেই চিজ্জগতের ছায়ারূপ মায়ার অধিকৃত এই জড়জগৎ—একপাদ। মায়া—স্বরূপশক্তির ছায়া-মাত্র, অতএব কোটি-কামধেনুপতি কৃষ্ণের পক্ষে একটী ছাগী-মাত্র। শুদ্ধভক্তের ইচ্ছাক্রমে বা

অনুভাষ্য

করিবে, তাঁহারাই 'বৈষ্ণব' হইবেন এবং বৈষ্ণবের প্রাক্তন দুষ্কৃতিসমূহের ফলভোগ হইতেও কৃষ্ণ তাঁহাদিগকে পরিত্রাণ করিবেন অর্থাৎ তাঁহারা পাপ-পুণ্যের সেবা বর্জ্জনপূর্ব্বক শুদ্ধ কৃষ্ণসেবক হইবেন। পাদ্মে,—"অপ্রারব্ধ-ফলং পাপং কূটং বীজং ফলোন্মুখম্। ক্রমেণৈব প্রলীয়েত বিষ্ণুভক্তি-রতাত্মনাম্।।" ভাঃ ৬।২।১৭ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

১৭০। যঃ (গোবিন্দঃ) তু ইন্দ্রগোপং (রক্তবর্ণক্ষুদ্রকীট-বিশেষম্) অথবা ইন্দ্রং (দেবাধিপতিং) স্বকর্ম্মবন্ধানুরূপফল-ভাজনং (স্বস্য কর্ম্মবন্ধানুরূপস্য ফলস্য ভাজনম্) আতনোতি (সম্যক্ বিদধাতি) কিন্তু ভক্তিভাজাং (হরিসেবাপরাণাং) চ কর্ম্মাণি (প্রারব্ধানি অপ্রারব্ধানি চ ভোগযোগ্যানি কর্ম্মফলানি) নির্দহতি (বিনাশয়তি), তম্ আদিপুরুষং (মূলদেবং) গোবিন্দম্ (অহং) ভজামি।

১৭২। অপ্রাকৃত ব্রহ্মধামের বহির্ভাগে—বিরজা নদী। তাহার পরপারে আলোকময় ব্রহ্মধামে মণ্ডিত সবিশেষ-বৈকুণ্ঠ-ধাম। বিরজা-নদীর অপর পারে—এই দেবীধাম বা প্রাকৃতরাজ্য ; দেবীধামে ত্রিগুণ বর্ত্তমান এবং বিরজা-নদীতে ত্রিগুণসাম্যাবস্থা বিরাজমান।

১৭৫। আদি ২য় পঃ ৫৩ সংখ্যা, ৫ম পঃ ৫২-৫৫, মধ্য ২০শ পঃ ২৬৮-২৭৯, ২১শ পঃ ৫২ সংখ্যা দ্রষ্টব্য। বৈকুণ্ঠধামে মায়ার কোনপ্রকার কুণ্ঠতা নাই। বৈকুণ্ঠের সর্ব্বদিক্ কারণসমুদ্রে বেষ্টিত। প্রাকৃত দেবীধামের বিচিত্রতার কারণ-সলিলই কারণাব্ধি।

১৭৬। গড়খাই—বেষ্টন-জল। বিরজা-নদী বা কারণাব্ধি—

কামধেনু-কোটি-পতির ছাগী যৈছে মরে।
ষড়ৈশ্বর্য্যপতি কৃষ্ণের মায়া কিবা করে?? ১৭৯ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৮৭।১৪)—

জয় জয় জহ্যজামজিত দোষগৃভীতগুণাং
ত্বমসি যদাত্মনা সমবরুদ্ধসমস্তভগঃ।
অগজগদোকসামখিলশক্ত্যববোধক তে
ক্বচিদজয়াত্মনা চ চরতোঽনুচরেন্নিগমঃ॥" ১৮০ ॥

সকল ভক্তকে প্রভুর বিদায়-দান ঃ—

এই মত সর্ব্বভক্তের কহি' সব গুণ।
সবারে বিদায় দিল করি' আলিঙ্গন ॥ ১৮১ ॥

পরস্পরের ভাবি-বিরহাশঙ্কায় ভক্ত ও ভগবানের বিষাদ ঃ—

প্রভুর বিচ্ছেদে ভক্ত করেন রোদন।
ভক্তের বিচ্ছেদে প্রভুর বিষণ্ণ হৈল মন ॥ ১৮২ ॥

গদাধরকে টোটা-গোপীনাথ-সেবা-প্রদান ঃ—

গদাধর-পণ্ডিত রহিলা প্রভুর পাশে।
যমেশ্বরে প্রভু যাঁরে করাইলা আবাসে ॥ ১৮৩ ॥

ছয়জন ভক্তসহ প্রভুর পুরীতে অবস্থান ঃ—

পুরী-গোসাঞি, জগদানন্দ, স্বরূপ-দামোদর।
দামোদর-পণ্ডিত, আর গোবিন্দ, কাশীশ্বর ॥ ১৮৪ ॥
এইসব-সঙ্গে প্রভু বৈসে নীলাচলে।
জগন্নাথ-দরশন নিত্য প্রাতঃকালে ॥ ১৮৫ ॥

সার্ব্বভৌমের প্রভুকে একমাস নিমন্ত্রণ ঃ—

প্রভু-পাশ আসি' সার্ব্বভৌম এক দিন।
যোড়হাত করি' কিছু কৈল নিবেদন ॥ ১৮৬ ॥
"এবে সব বৈষ্ণব গৌড়দেশে চলি' গেল।
এবে প্রভুর নিমন্ত্রণে অবসর হৈল ॥ ১৮৭ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

শুদ্ধভক্তের অনুরোধে যদি একটী মায়িক ব্রহ্মাণ্ডের উদ্ধার হইয়া যায়, তাহাতে কৃষ্ণের ক্ষতি উপলব্ধ হয় না ; তাহা দূরে থাকুক, যদি সমস্ত মায়িক ব্রহ্মাণ্ডের সহিত ছাগীরূপ মায়ার অস্তিত্বও লোপ হয়, তাহা হইলেও কোটী-কামধেনুপতিরূপ ষড়ৈশ্বর্য্যেশ্বর কৃষ্ণের কিছু মাত্র ক্ষতি হয় না অর্থাৎ ছায়া নষ্ট হইলে কি স্বরূপ-বস্তুর ক্ষতি হইতে পারে?

১৮০। যাহার (দ্বারা) সত্ত্বরজস্তমোগুণ দোষরূপে গৃহীত হইয়াছে, হে অজিত, সেই চরাচর অজাকে (অবিদ্যা বা মায়াকে) তুমি বিনষ্ট করিয়া (তোমার জয় দেখাও, জয় দেখাও) ; কেননা, আত্মশক্তিক্রমে মায়াতীত তোমাতে (স্বরূপতঃ) সমস্ত ঐশ্বর্য্য অবরুদ্ধ আছে ; তুমিই জগতের অখিল শক্তির অববোধক (উদ্বোধক অন্তর্যামী) ; তুমি আত্ম-শক্তিতেই বিপুল চিজ্জগতে লীলা করিয়া থাক এবং কোন কারণবশতঃ তোমার ছায়াশক্তি মায়ার প্রতি ঈক্ষণ করিয়া তদ্দ্বারা (সৃষ্ট্যাদি) লীলা করিয়া থাক, —বেদ তোমার এই দুইপ্রকার লীলাই বর্ণন (পূর্ব্বক প্রতিপাদন) করেন।

১৮৩। পাঠান্তরে—'জলেশ্বরে' ; এই পাঠ শুদ্ধ ও সার্থক বলিয়া বোধ হয় না, কেননা, জলেশ্বর-গ্রামে গদাধরপণ্ডিতের কোন লীলার উল্লেখ নাই। সমুদ্র-বালুকা-পথে যমেশ্বর-টোটায় শ্রীটোটা-গোপীনাথের মন্দির, তথায় গদাধরপণ্ডিত (গোস্বামী) গোপীনাথের সেবায় ও মহাপ্রভুর সেবায় আবিষ্ট হইয়া থাকিতেন।

অনুভাষ্য

গড়খাই-সদৃশ এবং অনন্ত অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডনিচয়—অসংখ্য ক্ষুদ্র রাইসর্ষপ-সদৃশ, আর মায়া—ভাণ্ডসদৃশ।

১৮০। জনলোকে ব্রহ্মসত্র-যজ্ঞে শুশ্রূষু ঋষিগণের সমীপে চতুঃসনের অন্যতম ব্রহ্মর্ষি সনন্দন শ্রুতিগণকর্তৃক ভগবৎস্তুতি বর্ণন করিতেছেন।

হে অজিত (মায়াদ্যনভিভূত,) জয় জয় (নিজোৎকর্ষমবশ্যমাবিষ্কুরু, কথং বা ন করোষীতি আদরে বীপ্সা) দোষগৃভীতগুণাং (দোষায় আনন্দাদ্যাবরণায় গৃভীতা গৃহীতাঃ গুণাঃ যয়া তাং) অগজগদোকসাং (অগানি স্থাবরাণি জগন্তি জঙ্গমানি ওকাংসি শরীরাণি যেষাং তেষাং জীবানাম্) অজাং (মায়াম্ অবিদ্যাং) জহি (নাশয়—যথা পুনরেষা সৃষ্ট্যাদৌ প্রবৃত্তান্ জীবান্ ন দুনোতীতি ভাবঃ), যৎ (যস্মাৎ) ত্বম্ আত্মনা (স্বরূপভূতেন পরমানন্দেনৈব তদভিন্নয়ৈব শক্ত্যা) সমবরুদ্ধসমস্তভগঃ (সম্প্রাপ্তসমগ্রৈশ্বর্য্যঃ) অসি [বশীকৃতমায়ত্বাৎ, ত্বমেব] অখিলশক্ত্যববোধক (অখিলাঃ প্রাকৃতাপ্রাকৃতাঃ যাঃ শক্তয়ঃ তাসাং সর্ব্বাসাম্ অববোধক, ভোক্তঃ, অধীশ্বর, ইতি যাবৎ) ক্বচিৎ (কদাচিৎ সৃষ্ট্যাদিসময়ে) অজয়া (মায়য়া সহ) আত্মনা (অঙ্গাভাসেন, স্বয়ং তু নির্লিপ্তঃ) চরতঃ (ঈক্ষণ-ক্রীড়তঃ) তে (তব ত্বাং—কর্ম্মণি ষষ্ঠী) নিগমঃ (বেদঃ) অনুচরেৎ (প্রতিপাদয়েৎ —"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে", "যো ব্রাহ্মণং বিদধাতি পূর্ব্বং যো বৈ বেদাংশ্চ প্রহিণোতি তস্মৈ", "যঃ আত্মনি তিষ্ঠন্" "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" ইত্যাদি-শ্রুতিভ্যঃ)।

১৮৩। যমেশ্বর—পুরুষোত্তমে শ্রীমন্দিরের দক্ষিণ-পশ্চিম-কোণে বালুকোপরি যমেশ্বর-টোটা বা বাগান ; সেইস্থলে মহাপ্রভু গদাধর-পণ্ডিতকে বাসস্থান দিলেন।

'মাসব্যাপি নিমন্ত্রণ'-শ্রবণে প্রভুর আপত্তি ; এবং যতিধর্ম্ম-
বিরুদ্ধ বলিয়া ভিক্ষার সময়-হ্রাস ঃ—

এবে মোর ঘরে ভিক্ষা করহ 'মাস' ভরি'।"
প্রভু কহে,—"ধর্ম্ম নহে, করিতে না পারি ॥" ১৮৮ ॥

ভট্টের ভিক্ষা-কাল বর্দ্ধন ও প্রভুর হ্রাস-চেষ্টাক্রমে একদিন
মাত্র ভিক্ষায় প্রভুর সম্মতি ঃ—

সার্ব্বভৌম কহে,—"ভিক্ষা করহ 'বিংশ' দিন।".
প্রভু কহে,—"এ নহে যতিধর্ম্ম-চিহ্ন ॥" ১৮৯ ॥
সার্ব্বভৌম কহে পুনঃ,—দিন 'পঞ্চদশ'।
প্রভু কহে,—"তোমার ভিক্ষা 'এক' দিবস ॥" ১৯০ ॥

বহুদৈন্যবিনয়ে ভট্টের ১০ দিন করিতে চেষ্টা ঃ—

তবে সার্ব্বভৌম প্রভুর চরণে ধরিয়া।
'দশদিন ভিক্ষা কর' কহে বিনতি করিয়া ॥ ১৯১ ॥

অবশেষে ৫ দিন ভিক্ষা স্বীকার ঃ—

প্রভু ক্রমে ক্রমে পাঁচ-দিন ঘটাইল।
পাঁচ-দিন তাঁর ভিক্ষা-নিমন্ত্রণ নিল ॥ ১৯২ ॥

দশজন সন্ন্যাসীর নিমন্ত্রণ-ব্যবস্থা ঃ—

তবে সার্ব্বভৌম করে আর নিবেদন।
"তোমার সঙ্গে সন্ন্যাসী আছে দশজন ॥ ১৯৩ ॥

পরমানন্দ-পুরীকে ৫ দিন ভিক্ষা-দান ঃ—

পুরী-গোসাঞির ভিক্ষা পাঁচদিন মোর ঘরে।
পূর্ব্বে আমি কহিয়াছোঁ তোমার গোচরে ॥ ১৯৪ ॥

স্বরূপকে কখনও প্রভুসঙ্গে, কখনও একাকী
৪ দিন ভিক্ষা-দান-স্বীকার ঃ—

দামোদর-স্বরূপ,—এই বান্ধব আমার।
কভু তোমার সঙ্গে যাবে, কভু একেশ্বর ॥ ১৯৫ ॥

অবশিষ্ট ৮ জন সন্ন্যাসীকে ১৬ দিন ভিক্ষা-দান ঃ—

আর অষ্ট সন্ন্যাসীর ভিক্ষা দুই দুই দিবসে।
এক এক দিন, এক এক জনে পূর্ণ হইল মাসে ॥১৯৬॥

দশজন সন্ন্যাসীর একত্র ভিক্ষায় যথাযোগ্য মর্য্যাদা-সংরক্ষণে
অসম্ভাবনা-হেতু অপরাধাশঙ্কা ঃ—

বহুত সন্ন্যাসী যদি আইসে এক ঠাঞি।
সম্মান করিতে নারি, অপরাধ পাই ॥ ১৯৭ ॥

কখনও একক, কখনও স্বরূপ-সঙ্গে নিমন্ত্রণ ঃ—

তুমিহ নিজ-ছায়ে আসিবে মোর ঘরে।
কভু সঙ্গে আনিবে স্বরূপ-দামোদরে ॥" ১৯৮ ॥

প্রভুর অনুমোদনে প্রভুকে নিমন্ত্রণ ঃ—

প্রভুর ইঙ্গিত পাঞা আনন্দিত মন।
সেই দিন মহাপ্রভুর কৈল নিমন্ত্রণ ॥ ১৯৯ ॥

ভট্টপত্নী ষাঠীর মাতা—প্রভুভক্ত ঃ—

'ষাঠীর মাতা' নাম, ভট্টাচার্য্যের গৃহিণী।
প্রভুর মহাভক্ত তেঁহো, স্নেহেতে জননী ॥ ২০০ ॥

ষাঠীর মাতার রন্ধন ঃ—

ঘরে আসি' ভট্টাচার্য্য তাঁরে আজ্ঞা দিল।
আনন্দে ষাঠীর মাতা পাক চড়াইল ॥ ২০১ ॥

শাক-ফলাদি নানা নৈবেদ্য-সংগ্রহ ঃ—

ভট্টাচার্য্যের গৃহে সব দ্রব্য আছে ভরি'।
যেবা শাকফলাদিক, আনিল আহরি' ॥ ২০২ ॥

স্বয়ং ভট্টের পত্নীকে রন্ধনে সহায়তা ঃ—

আপনি ভট্টাচার্য্য করে পাকের সব কর্ম্ম।
ষাঠীর মাতা—বিচক্ষণা, জানে পাকের কর্ম্ম ॥ ২০৩ ॥

রন্ধন-ভোগগৃহ-বর্ণন ঃ—

পাকশালার দক্ষিণে—দুই ভোগালয়।
এক ঘরে শালগ্রামের ভোগ-সেবা হয় ॥ ২০৪ ॥
আর ঘর মহাপ্রভুর ভিক্ষার লাগিয়া।
নিভৃতে করিয়াছে ভট্ট নূতন করিয়া ॥ ২০৫ ॥
বাহ্যে এক দ্বার তার, প্রভু প্রবেশিতে।
পাকশালার এক দ্বার অন্ন প্রবেশিতে ॥ ২০৬ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৯৮। নিজ-ছায়ে—নিজছায়া লইয়া অর্থাৎ একলা।

অনুভাষ্য

১৮৮-১৯২। ভক্তবৎসল হইয়াও প্রভুর আশ্রম-ধর্ম্ম-পালন।

১৯৩। দশজন সন্ন্যাসী,—১। পরমানন্দ-পুরী, ২। দামোদর-স্বরূপ, ৩। ব্রহ্মানন্দ-পুরী, ৪। ব্রহ্মানন্দ-ভারতী, ৫। বিষ্ণুপুরী, ৬। কেশব-পুরী, ৭। কৃষ্ণানন্দপুরী, ৮। নৃসিংহতীর্থ, ৯। সুখানন্দ-পুরী, ১০। সত্যানন্দ-ভারতী।

অনুভাষ্য

১৯৬। আর অষ্ট সন্ন্যাসী—পরমানন্দ-পুরী ও দামোদর-স্বরূপ ব্যতীত অবশিষ্ট অন্য আটজন। পূর্ণ হৈল মাসে—শ্রীমহাপ্রভুর ৫ দিন, পরমানন্দপুরীর ৫ দিন, দামোদর-স্বরূপের ৪ দিন, ৮ জন সন্ন্যাসীর ১৬ দিন,—একত্রে ৩০ দিন হওয়ায় একমাস পূর্ণ হইল।

২০২। ভরি'—পূর্ণ ; আহরি'—যোগাড় করিয়া।

বিচিত্র নৈবেদ্য-বর্ণন ঃ—

বত্তিশা-আঠিয়া কলার আঙ্গটিয়া পাতে ।
তিন-মান তণ্ডুলের উভারিল ভাতে ॥ ২০৭ ॥
পীত-সুগন্ধি-ঘৃতে অন্ন সিক্ত কৈল ।
চারিদিকে পাতে ঘৃত বহিয়া চলিল ॥ ২০৮ ॥
কেয়াপত্র-কলাখোলা-ডোঙ্গা সারি সারি ।
চারিদিক ধরিয়াছে নানা ব্যঞ্জন ভরি' ॥ ২০৯ ॥
দশপ্রকার শাক, নিম্ব-তিক্ত-সুখ্‌ত-ঝোল ।
মরিচের ঝাল, ছানাবড়া, বড়া, ঘোল ॥ ২১০ ॥
দুগ্ধতুম্বী, দুগ্ধকুষ্মাণ্ড, বেসর, লাফ্‌রা ।
মোচাঘণ্ট, মোচাভাজা, বিবিধ শাক্‌রা ॥ ২১১ ॥
বৃদ্ধকুষ্মাণ্ডবড়ীর ব্যঞ্জন অপার ।
ফুলবড়ী-ফল-মূল বিবিধ প্রকার ॥ ২১২ ॥
নব-নিম্বপত্র-সহ ভৃষ্ট-বার্ত্তাকী ।
ফুলবড়ী, পটোল-ভাজা, কুষ্মাণ্ড-মান-চাকী ॥ ২১৩ ॥
ভৃষ্ট-মাষ-মুদ্গ-সূপ অমৃত নিন্দয় ।
মধুরাম্ল, বড়াম্লাদি অম্ল পাঁচ ছয় ॥ ২১৪ ॥
মুদ্গবড়া, মাষবড়া, কলাবড়া, মিষ্ট ।
ক্ষীরপুলি, নারিকেল, আর যত পিষ্ট ॥ ২১৫ ॥
কাঁজিবড়া, দুগ্ধচিড়া, দুগ্ধ-লক্‌লকী ।
আর যত পিঠা কৈল, কহিতে না শকি ॥ ২১৬ ॥
ঘৃত-সিক্ত পরমান্ন, মৃৎকুণ্ডিকা ভরি' ।
চাঁপাকলা-ঘনদুগ্ধ আম্র তাহা ধরি ॥ ২১৭ ॥
রসালা-মথিত দধি, সন্দেশ অপার ।
গৌড়ে উৎকলে যত ভক্ষ্যের প্রকার ॥ ২১৮ ॥

আসন ও নৈবেদ্য-সজ্জা ঃ—

শ্রদ্ধা করি' ভট্টাচার্য্য সব করাইল ।
শুভ্র-পীঠোপরি সূক্ষ্ম বসন পাতিল ॥ ২১৯ ॥
দুই-পাশে, সুগন্ধি শীতল জল-ঝারী ।
অন্ন-ব্যঞ্জনোপরি দিল তুলসী-মঞ্জরী ॥ ২২০ ॥
অমৃতগুটিকা, পিঠা-পানাদি আইল ।
জগন্নাথ-প্রসাদ সব পৃথক্ ধরিল ॥ ২২১ ॥

মধ্যাহ্ন-স্নানান্তে একক প্রভুর আগমন ঃ—

হেনকালে মহাপ্রভু মধ্যাহ্ন করিয়া ।
একলে আইল তাঁর হৃদয় জানিয়া ॥ ২২২ ॥

পাদ-প্রক্ষালনপূর্ব্বক ভট্টের প্রভুকে গৃহমধ্যে আনয়ন ঃ—

ভট্টাচার্য্য কৈল তবে পাদ-প্রক্ষালন ।
ঘরের ভিতরে গেলা করিতে ভোজন ॥ ২২৩ ॥

নৈবেদ্য-দর্শনে প্রভুর বিস্ময় ও ভোগ-প্রশংসা ঃ—

অন্নাদি দেখিয়া প্রভু বিস্মিত হঞা ।
ভট্টাচার্য্যে কহে কিছু ভঙ্গী করিয়া ॥ ২২৪ ॥
"অলৌকিক এই সব অন্ন-ব্যঞ্জন ।
দুই প্রহর ভিতরে কেমনে হৈল রন্ধন?? ২২৫ ॥
শত চুলায় শত জন পাক যদি করে ।
তবু শীঘ্র এত দ্রব্য রান্ধিতে না পারে ॥ ২২৬ ॥

তুলসী-মঞ্জরী-দর্শনে কৃষ্ণের ভোগানুমান ঃ—

কৃষ্ণের ভোগ লাগাঞাছ,—অনুমান করি ।
উপরে দেখিয়ে যাতে তুলসী-মঞ্জরী ॥ ২২৭ ॥
ভাগ্যবান্ তুমি, তোমার সফল উদ্যোগ ।
রাধাকৃষ্ণে লাগাঞাছ এতাদৃশ ভোগ ॥ ২২৮ ॥
অন্নের সৌরভ্য, বর্ণ—অতি মনোরম ।
রাধাকৃষ্ণ সাক্ষাৎ ইঁহা করিয়াছেন ভোজন ॥ ২২৯ ॥

ভোগপ্রশংসান্তে প্রভুর স্ব-ভাগ্য-প্রশংসা ঃ—

তোমার বহুত ভাগ্য কত প্রশংসিব ।
আমি—ভাগ্যবান্, ইহার অবশেষ পাব ॥ ২৩০ ॥

অনুভাষ্য

২০৭। উভারিল—ঢালিয়া দিল।

২০৭-২২১। গ্রন্থকার শ্রীমৎ কবিরাজ গোস্বামী ভোগের সুষ্ঠু-বর্ণনদ্বারা স্বীয় অত্যুৎকৃষ্ট রন্ধন ও পরিবেশন-নৈপুণ্যাদি প্রকাশ করিতেছেন ; মধ্য ৩য় পঃ ৪৪-৫৫ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

২১১। দুগ্ধতুম্বী—দুগ্ধে পক্ক লাউ ; বেসর—সর্ষপবাটা দিয়া যে তরকারি হয়, উৎকল দেশে তাহাকে 'বেসর' বলে ; শাক্‌রা,—মিষ্টতা-যুক্ত তরকারী।

২১৩। ভৃষ্ট-বার্ত্তাকী—বেগুন-ভাজা ; কুষ্মাণ্ড-মান-চাকী—ছোট ছোট চাক্‌তি করিয়া কুমড়া ও মান-কচু-ভাজা।

২১৪। মধুরাম্ল—চাট্‌নী বা মিষ্ট টক্ বা অম্বল ; বড়াম্ল—ডালের বড়া দিয়া যে অম্বল, তাহা ; ভৃষ্ট-মাষ-মুগ্দ-সূপ—ভাজা-কলাইর ডাল ও ভাজা-মুগের ডাল।

২১৫। মাষ-বড়া—কলাইর ডালের বড়া।

২১৬। দুগ্ধ লক্‌লকী—চুষীপুলি।

২১৯। শুভ্রপীঠ—সাদা পিঁড়ির উপরে একটী সূক্ষ্মবস্ত্র-খণ্ডদ্বারা আসন পাতা হইল।

২২১। জগন্নাথ-প্রসাদের সহিত স্বগৃহে পাচিত অপ্রসাদি বা অনর্পিত নৈবেদ্য মিশ্রিত করিয়া একাকার করিলেন না, তাহাতে সাবধান ছিলেন ; উভয়ের পরস্পর মিশ্রণ না হয়, এইরূপভাবে পৃথক্ পৃথক্ স্থানে রাখিলেন।

কৃষ্ণের পীঠাসন তুলিয়া পৃথক্‌পাত্রে প্রসাদ-প্রার্থনা ঃ—

কৃষ্ণের আসন-পীঠ রাখহ উঠাঞা ।
মোরে প্রসাদ দেহ' ভিন্ন পাত্র করিয়া ॥" ২৩১ ॥

ভট্টের প্রভু-কৃপা-প্রভাব-বর্ণন ঃ—

ভট্টাচার্য্য বলে,—"প্রভু, না করহ বিস্ময় ।
যেই খাবে, তাঁর শক্ত্যে ভোগ সিদ্ধ হয় ॥ ২৩২ ॥
উদ্যোগ না ছিল মোর গৃহিণীর রন্ধনে ।
যাঁর শক্ত্যে সিদ্ধ অন্ন, সেই তাহা জানে ॥ ২৩৩ ॥

প্রভুকে ভোগের আসন অঙ্গীকার করিতে অনুরোধ,
প্রভুর কৃষ্ণাসনে মর্য্যাদা-বুদ্ধিহেতু
তৎস্বীকারে অসম্মতি ঃ—

এই ত' আসনে বসি' করহ ভোজন ।"
প্রভু কহে,—"পূজ্য এই কৃষ্ণের আসন ॥" ২৩৪ ॥

কৃষ্ণভুক্ত অন্ন ও আসন, উভয়ই প্রসাদ ঃ—

ভট্ট কহে,—"অন্ন, পীঠ,—সমান প্রসাদ ।
অন্ন খাবে, পীঠে বসিতে কাঁহা অপরাধ ??" ২৩৫ ॥

প্রভুকর্ত্তৃক ভট্টের সৎসিদ্ধান্ত-প্রশংসা ও অঙ্গীকার ঃ—

প্রভু কহে,—"ভাল কৈলে, শাস্ত্র-আজ্ঞা হয় ।
কৃষ্ণের সকল শেষ ভৃত্য আস্বাদয় ॥ ২৩৬ ॥

ভগবদ্ভুক্ত-প্রসাদ-স্বীকারেই দুষ্পারা মায়ার জয় ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।৪।৪৬)—

ত্বয়োপযুক্তস্রগ্‌গন্ধবাসোঽলঙ্কারচর্চ্চিতাঃ ।
উচ্ছিষ্টভোজিনো দাসাস্তব মায়াং জয়েম হি ॥ ২৩৭ ॥

প্রভুর প্রচুর অন্নগ্রহণে আপত্তি ; ভট্টের তাহাতে অনুযোগ ঃ—

তথাপি এতেক অন্ন খাওন না যায় ।"
ভট্ট কহে,—"জানি, খাও যতেক যুয়ায় ॥ ২৩৮ ॥
নীলাচলে ভোজন তুমি কর বায়ান্ন বার ।
এক এক ভোগের অন্ন শত শত ভার ॥ ২৩৯ ॥

প্রভুর দ্বারকা, মথুরা ও ব্রজলীলায় ভোজন-প্রকার ঃ—

দ্বারকাতে ষোল-সহস্র মহিষীর ঘরে ।
অষ্টাদশ মাতা, আর যাদবের ঘরে ॥ ২৪০ ॥
ব্রজে জ্যেঠা, খুড়া, মামা, পিসাদি গোপগণ ।
সখাবৃন্দ সবার ঘরে দ্বিসন্ধ্যা-ভোজন ॥ ২৪১ ॥

অনুভাষ্য

২২৯। সৌরভ্য—সুঘ্রাণ ; বর্ণ—শুভ্র বর্ণ।

২৩৫। অন্ন ও পীঠ বা পিঁড়ি—উভয়ই কৃষ্ণভুক্ত নির্ম্মাল্য; ভোগের অন্নকে 'ভগবদুচ্ছিষ্ট' জানিয়া ভোজন করিয়া সম্মান এবং ভগবানের আসন-কার্য্যে লাগিয়াছে জানিয়া 'পীঠ'কে তদবশেষ 'প্রসাদ'বুদ্ধিতে গ্রহণ করিলে আর অপরাধ কি-প্রকারে হইবে?

২৩৭। ভগবান্ ও উদ্ধবের কথোপকথন বা উদ্ধবগীতা আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে ভগবদিচ্ছায় দ্বারকাতে মহা উৎপাতসমূহ আরম্ভ হইলে, শ্রীকৃষ্ণের প্রপঞ্চে প্রকট-লীলার সংগোপন এবং অপ্রকট-লীলায় প্রবেশ করিবার বাঞ্ছা অবগত হইয়া প্রিয়তম সেবক উদ্ধব গাঢ়প্রীতিভরে কৃষ্ণকে স্তব করিতেছেন,—

ত্বয়োপযুক্তস্রগ্‌গন্ধবাসোঽলঙ্কারচর্চ্চিতাঃ (ভবদুপভুক্ত-মাল্য-সুরভিবস্ত্রভূষণৈঃ চর্চ্চিতাঃ অলঙ্কৃতাঃ) উচ্ছিষ্টভোজিনঃ (উচ্ছিষ্টং প্রসাদান্নং ভোক্তুং শীলং যেষাং তে) দাসাঃ বয়ং (কিঙ্করাঃ) হি (নিশ্চয়ার্থে) তব মায়াং (দুরত্যয়াং প্রকৃতিং) জয়েম (জেতুং শক্নুয়াম)।

২৪০। অষ্টাদশ মাতা—দেবকী,রোহিণী প্রভৃতি।

২৪১। ব্রজে জ্যেঠা—(শ্রীরূপপ্রভু শ্রীকৃষ্ণগণোদ্দেশ-দীপিকায়)—"উপনন্দোঽভিনন্দশ্চ পিতৃব্যৌ পূর্ব্বজৌ পিতুঃ" অর্থাৎ 'উপনন্দ' ও 'অভিনন্দ'—কৃষ্ণের এই দুইজন জ্যেষ্ঠতাত।

খুড়া—(ঐ কৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকায়)—"পিতৃব্যৌ তু কনীয়াংসৌ স্যাতাং সন্নন্দ-নন্দনৌ" অর্থাৎ 'সন্নন্দ ও 'নন্দন' বা 'সুনন্দ' ও 'পাণ্ডব'—ইহারা কৃষ্ণের খুল্লতাত।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২৩৭। তোমাকে মাল্য, গন্ধ, বস্ত্র, অলঙ্কার ইত্যাদি যাহা অর্পিত হইয়াছে, তাহাতে ভূষিত হইয়া তোমার দাসস্বরূপ আমরা তোমার উচ্ছিষ্টসকল ভোজন করিতে করিতেই তোমার মায়াকে জয় করিতে নিশ্চয়ই সমর্থ হইব।

অনুভাষ্য

মামা—(ঐ কৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকায়)—"যশোধর-যশোদেব-সুদেবাদ্যাস্তু মাতুলাঃ" অর্থাৎ 'যশোধর', 'যশোদেব' এবং 'সুদেব' প্রভৃতি কৃষ্ণের মাতুল।

পিসা—(ঐ কৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকায়)—"মহানীলঃ সুনীলশ্চ রমণাবেতয়োঃ ক্রমাৎ" অর্থাৎ 'মহানীল' ও 'সুনীল'—কৃষ্ণের এই দুই জন পিতৃস্বসৃপতি, তাঁহারা 'সানন্দা' ও 'নন্দিনী'-নাম্নী পিসীদ্বয়ের পতি।

সখাবৃন্দ—(ঐ কৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকায় পরিশিষ্টে)—"বিশাল-বৃষভৌ জস্বী-দেবপ্রস্থ-বরূথপাঃ। মন্দারঃ কুসুমাপীড়-মণিবন্ধকরাস্তথা।। মন্দরশ্চন্দনঃ কুন্দঃ কলিন্দ-কুলিকাদয়ঃ। 'কনিষ্ঠকল্পাঃ' সেবায়াং সখায়ো বিপুলাগ্রহাঃ।।" "শ্রীদামা দামা সুদামা বসুদাম তথৈব চ। কিঙ্কিণী-ভদ্রসেনাংশু-স্তোককৃষ্ণাঃ বিলাসিনঃ। পুণ্ডরীক-বিটঙ্কাক্ষ-কলবিঙ্ক-প্রিয়ঙ্করাঃ। এতে 'প্রিয়-সখাঃ' শান্তাঃ কৃষ্ণপ্রাণসমা মতাঃ।।" "সুবলার্জ্জুন-গন্ধর্ব্ব-বসন্তোজ্জ্বল-কোকিলাঃ। স-নন্দন-বিদগ্ধাদ্যাঃ প্রিয়নর্ম্মসখা মতাঃ।।"

তৎপরিমাণ-তুলনায় ভট্টার্পিত অন্ন—সামান্য ঃ—

গোবর্দ্ধন-যজ্ঞে অন্ন খাইলা রাশি রাশি ।
তার লেখায় এই অন্ন নহে এক গ্রাসী ॥ ২৪২ ॥

ভট্টের দৈন্য ঃ—

তুমি ত' ঈশ্বর, মুঞি—ক্ষুদ্র জীব ছার ।
এক-গ্রাস মাধুকরী করহ অঙ্গীকার ॥" ২৪৩ ॥

ভট্টবাক্য-শ্রবণে প্রভুর প্রসাদ-সেবন ঃ—

এত শুনি' হাসি' প্রভু বসিলা ভোজনে ।
জগন্নাথের প্রসাদ ভট্ট দেন হর্ষ-মনে ॥ ২৪৪ ॥

ভট্ট-জামাতা—ষাঠীপতি প্রভুনিন্দক 'অমোঘ' ঃ—

হেনকালে 'অমোঘ',—ভট্টাচার্য্যের জামাতা ।
কুলীন, নিন্দক তেঁহো ষাঠী-কন্যার ভর্ত্তা ॥ ২৪৫ ॥

যষ্ঠি-হস্তে ভট্ট-দর্শনে অমোঘের ভয় ঃ—

ভোজন দেখিতে চাহে, আসিতে না পারে ।
লাঠী-হাতে ভট্টাচার্য্য আছেন দুয়ারে ॥ ২৪৬ ॥

ভট্টের অন্যমনস্কতায় প্রভুর পাত্রে বহু অন্ন-দর্শনে প্রভুকে নিন্দন ঃ—

তেঁহো যদি প্রসাদ দিতে হৈলা আন-মন ।
অমোঘ আসি' অন্ন দেখি' করয়ে নিন্দন ॥ ২৪৭ ॥
"এই অন্নে তৃপ্ত হয় দশ বার জন ।
একেলা সন্ন্যাসী করে এতেক ভক্ষণ!!" ২৪৮ ॥

ভট্টাচার্য্য ফিরিয়া চাহিতেই অমোঘের পলায়ন ঃ—

শুনি' ভট্টাচার্য্য তবে উলটি' চাহিল ।
তাঁর অবধান দেখি' অমোঘ পলাইল ॥ ২৪৯ ॥

যষ্ঠি-হস্তে ভট্টের পশ্চাদ্ধাবন ঃ—

ভট্টাচার্য্য লাঠি লঞা মারিতে ধাইল ।
পলাইল অমোঘ, তার লাগ না পাইল ॥ ২৫০ ॥

প্রভুনিন্দক অমোঘকে ভট্টের তীব্র ভর্ৎসনা ও শাপ ঃ—

তবে গালি, শাপ দিতে ভট্টাচার্য্য আইলা ।
নিন্দা শুনি' মহাপ্রভু হাসিতে লাগিলা ॥ ২৫১ ॥

প্রভুনিন্দা-শ্রবণে ভট্টপত্নীর ক্ষোভ ঃ—

শুনি' ষাঠীর মাতা শিরে-বুকে ঘাত মারে ।
'ষাঠী রাণ্ডী হউক'—ইহা বলে বারে বারে ॥ ২৫২ ॥

প্রভুর উভয়কে সান্ত্বনা-দানান্তে প্রসাদ-সেবন ঃ—

দুঁহার দুঃখ দেখি' প্রভু দুঁহা প্রবোধিয়া ।
দুঁহার ইচ্ছাতে ভোজন কৈল তুষ্ট হঞা ॥ ২৫৩ ॥

প্রভুর আচমন ঃ—

আচমন করাঞা ভট্ট দিল মুখবাস ।
তুলসী-মঞ্জরী, লবঙ্গ, এলাচি রসবাস ॥ ২৫৪ ॥
সর্ব্বাঙ্গে লেপিল প্রভুর সুগন্ধি চন্দন ।
দণ্ডবৎ হঞা বলে সদৈন্য বচন ॥ ২৫৫ ॥

অমোঘ-কৃত নিন্দাজন্য ক্ষমা-প্রার্থনা ঃ—

নিন্দা করাইতে তোমা আনিনু নিজ-ঘরে ।
এই অপরাধ, প্রভু, ক্ষমা কর মোরে ॥ ২৫৬ ॥

অদোষদর্শী প্রভু ঃ—

প্রভু কহে,—"নিন্দা নহে, 'সহজ' কহিল ।
ইহাতে তোমার তার কি অপরাধ হৈল ??" ২৫৭ ॥

প্রভুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ ভট্টের অনুব্রজ্যা ঃ—

এত বলি' মহাপ্রভু চলিলা ভবনে ।
ভট্টাচার্য্য তাঁর ঘরে গেলা তাঁর সনে ॥ ২৫৮ ॥

ভট্টের বহু দৈন্য ও শরণাগতি ঃ—

প্রভু-পদে বহু আত্মনিবেদন কৈল ।
তাঁরে শান্ত করি' প্রভু ঘরে পাঠাইল ॥ ২৫৯ ॥

গৃহে পত্নীসহ ভট্টের গভীর খেদোক্তি ঃ—

ঘরে আসি' ভট্টাচার্য্য ষাঠীর মাতা-সনে ।
আপনা নিন্দিয়া কিছু বলেন বচনে ॥ ২৬০ ॥

চৈতন্য-নিন্দকের বধই তৎকৃতাপরাধের প্রায়শ্চিত্ত ঃ—

"চৈতন্য-গোসাঞির নিন্দা শুনি' যাহা হৈতে ।
তারে বধ কৈলে, হয় পাপ-প্রায়শ্চিত্তে ॥ ২৬১ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২৪৩। মাধুকরী—মধুকর-বৃত্তিদ্বারা লব্ধ গ্রাস।

২৪৯। অবধান—মনোযোগ।

২৫৪। এলাচি রসাবাস—রস ও সৌগন্ধযুক্ত এলাচ।

অনুভাষ্য

২৪২। তার লেখায়—তাহার তুলনায় বা অনুপাতে।

২৬১। বৈষ্ণব-নিন্দার ফল—(হঃ ভঃ বিঃ, ১০ম বিঃ ধৃত স্কান্দে মার্কণ্ডেয়-ভগীরথ-সংবাদে)—"যো হি ভাগবতং লোকমুপহাসং নৃপোত্তম। করোতি তস্য নশ্যন্তি অর্থধর্ম্মযশঃসুতাঃ।। নিন্দাং কুর্ব্বন্তি যে মূঢ়া বৈষ্ণবানাং মহাত্মনাম্। পতন্তি পিতৃভিঃ সার্দ্ধং মহারৌরবসংজ্ঞিতে।। হন্তি নিন্দতি বৈ দ্বেষ্টি বৈষ্ণবান্নাভিনন্দতি। ক্রুদ্ধ্যতে যাতি নো হর্ষং দর্শনে 'পতনানি ষট্'।।" (ঐঃ হঃ ভঃ বিঃ, ১০ম বিঃ-ধৃত দ্বারকামাহাত্ম্যে প্রহ্লাদ-বলি-সংবাদে)—"করপত্রৈশ্চ ফাল্যন্তে সুতীব্রৈর্যমশাসনৈঃ। নিন্দাং কুর্ব্বন্তি যে পাপাঃ বৈষ্ণবানাং মহাত্মানাম্।।" *

** হে নৃপবর! যিনি বৈষ্ণবকে উপহাস করেন, তাহার অর্থ, ধর্ম্ম, যশঃ, সন্তান প্রভৃতি বিনষ্ট হয়। যে সমস্ত মূঢ়গণ মহাত্মা বৈষ্ণবদিগকে নিন্দা করে, তাহারা পিতৃপুরুষগণসহ মহারৌরব-নামক নরকে পতিত হয়। বৈষ্ণবকে প্রহার, নিন্দা, বিদ্বেষ, প্রণামাদি-দ্বারা অভিনন্দন না করা,*

তদসমর্থপক্ষে প্রাণ-ত্যাগ ; কিন্তু স্বয়ং ও জামাতা, উভয়েই 'শৌক্র ব্রাহ্মণ' বলিয়া হত্যার অযোগ্য ঃ—

কিম্বা নিজ-প্রাণ যদি করি বিমোচন ।
দুই যোগ্য নহে, দুই—শরীর ব্রাহ্মণ ॥ ২৬২ ॥

হরি-গুরু-বৈষ্ণব-নিন্দক-সঙ্গ সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য, তাহাদের মুখদর্শনও অবিধেয় ঃ—

পুনঃ সেই নিন্দকের মুখ না দেখিব ।
পরিত্যাগ কৈলুঁ, তার নাম না লইব ॥ ২৬৩ ॥

হরি-গুরু-বৈষ্ণব-দ্বেষী পতি—পত্নীর নিশ্চয়ই পরিত্যাজ্য ঃ—

ষাঠীরে কহ—তারে ছাড়ুক, সে হইল 'পতিত' ।
'পতিত' হইলে ভর্ত্তা, ত্যজিতে উচিত ॥" ২৬৪ ॥

স্মৃতিবচন—

"পতিঞ্চ পতিতং ত্যজেৎ ॥" ২৬৫ ॥

অমোঘের বিসূচিকা-রোগ ঃ—

সেই রাত্রে অমোঘ কাঁহা পলাঞা রহিল ।
প্রাতঃকালে তার বিসূচিকা-ব্যাধি হৈল ॥ ২৬৬ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২৬২-২৬৩। অমোঘ—ব্রাহ্মণ, তাহাকে বধ করা যাইতে পারে না ; নিজেও ব্রাহ্মণ, আত্মহত্যাও অনুচিত, দুই কার্য্যই অযোগ্য। সুতরাং সেই নিন্দুকের মুখ না দেখাই কর্ত্তব্য।

অনুভাষ্য

বিষ্ণুনিন্দা-ফল,—(ভক্তিসন্দর্ভে ৩১৩ সংখ্যায় ধৃত ভাঃ ৭।১।১৬, ২২ শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য)। "যে নিন্দন্তি হৃষীকেশং তদ্ভক্তং পুণ্যরূপিণম্। শতজন্মার্জ্জিতং পুণ্যং তেষাং নশ্যতি নিশ্চিতম্।। তে পর্য্যন্তে মহাঘোরে কুম্ভীপাকে ভয়ানকে। ভক্ষিতাঃ কীটসঙ্ঘেন যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ।। শ্রীবিষ্ণোরবমাননাদ্ গুরুতরং শ্রীবৈষ্ণবোল্লঙ্ঘনম্। তদীয়দূষকজনান্ ন পশ্যেৎ পুরুষাধমান্। তৈঃ সার্দ্ধং বঞ্চকজনৈঃ সহবাসং ন কারয়েৎ।।" শ্রীজীবপ্রভু 'ভক্তিসন্দর্ভে'—নামাপরাধান্তর্গত 'সাধুনিন্দা'-ফল-বর্ণনপ্রসঙ্গে ২৬৫ সংখ্যায় ধৃত (ভাঃ ১০।৭৪।৪৪)—"নিন্দাং ভগবতঃ শৃণ্বন্ তৎপরস্য জনস্য বা। ততো নাপৈতি যঃ সোঽপি যাত্যধঃ সুকৃতাচ্চ্যুতঃ।।' ততোঽপগমশ্চাসমর্থস্য এব ; সমর্থেন তু নিন্দকজিহ্বা ছেত্তব্যা ; তত্রাপ্যসমর্থেন স্বপ্রাণপরিত্যাগোঽপি কর্ত্তব্যঃ। যথোক্তং দেব্যা—(ভাঃ ৪।৪।১৭) 'কর্ণৌ পিধায় নিরিয়াদ্ যদকল্প ঈশে ধর্ম্মাবিতর্য্যশৃণিভির্নৃভিরস্যমানে। ছিন্দ্যাৎ প্রসহ্য রুষতীমসতাং প্রভুশ্চেজ্জিহ্বামসূনপি ততো বিসৃজেৎ স ধর্ম্মঃ।।" ইতি। *

২৬২। ভাঃ ১।৭।৫৩ শ্লোক—"ব্রহ্মবন্ধুর্ন হন্তব্য আততায়ী বধার্হণঃ"—ইহার শ্রীধরটীকায় ধৃত স্মৃতিবচনে ব্রহ্মবন্ধু বধ-সমর্থন-ব্যবস্থা—"আততায়িনমায়ান্তমপি বেদান্তপারগম্। জিঘাংসন্তং জিঘাংসীয়ান্ন তেন ব্রহ্মহা ভবেৎ।।" আবার (ভাঃ ১।৭।৫৭)—"বপনং দ্রবিণাদানং স্থানান্নির্যাপনং তথা। এষ হি ব্রহ্মবন্ধূনাং বধো নান্যোঽস্তি দৈহিকঃ।।"✦—শ্লোকে ব্রহ্মবন্ধুর দৈহিক বধ নিষিদ্ধ।

২৬৪। (ভাঃ ৫।৫।১৮)—"ন পতিশ্চ স স্যাৎ ন মোচয়েদ্ যঃ সমুপেতমৃত্যুম্" অর্থাৎ যিনি স্বয়ং কৃষ্ণভজন করেন না, অথচ কৃষ্ণবিমুখতা বা কৃষ্ণবিস্মৃতিরূপ আসন্ন-মৃত্যুর হস্ত হইতে

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২৬৫। পতিত পতিকে পরিত্যাগ করিবে। (ভাঃ ৭।১১।২৮) "সন্তুষ্টালোলুপা দক্ষা ধর্ম্মজ্ঞা প্রিয়-সত্যবাক্। অপ্রমত্তা শুচিঃ স্নিগ্ধা পতিং ত্বপতিতং ভজেৎ।।"

বৈষ্ণবপ্রতি ক্রোধ-প্রকাশ করা এবং বৈষ্ণব-দর্শনে আনন্দিত না হওয়া—এই ছয়টী পতনের কারণ। যে-সমস্ত পাপাত্মা মহাত্মা বৈষ্ণবগণের নিন্দা করে, তাহারা যমশাসনবশতঃ সুতীব্র করপত্রতুল্য অস্ত্রদ্বারা খণ্ডিত হয়।

* *যাহারা শ্রীহৃষীকেশ এবং তাঁহার পবিত্র ভক্তগণকে নিন্দা করে, তাহাদের শতজন্মার্জ্জিত পুণ্য নিশ্চিতরূপে বিনষ্ট হইয়া থাকে। তাহারা যেকাল পর্য্যন্ত চন্দ্র ও সূর্য্য বিদ্যমান থাকে, সেকাল পর্য্যন্ত ভয়ানক মহাঘোর কুম্ভীপাক নরকে কীটসমূহদ্বারা ভক্ষিত হইতে থাকে। ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর অবমাননা অপেক্ষা শ্রীবৈষ্ণব-উল্লঙ্ঘন গুরুতর অপরাধ। সুতরাং বিষ্ণুভক্তগণের অপবাদকারী পুরুষাধমদিগকে দর্শন করিবে না এবং সেই প্রতারকদিগের সহিত একত্রে বাস করিবে না। শ্রীভক্তিসন্দর্ভে সাধুনিন্দা-ফল বর্ণন-প্রসঙ্গে—"শ্রীভগবানের বা ভগবদ্ভক্তের নিন্দা শ্রবণ করিয়া যিনি সেই স্থান পরিত্যাগ না করেন, তিনিও সুকৃতি-চ্যুত হইয়া অধোগতি লাভ করেন।"—এস্থলে যে সেই স্থান হইতে চলিয়া যাওয়ার বিধান, তাহা কেবল অসমর্থ-পক্ষে। সমর্থ-পক্ষে কিন্তু উক্ত নিন্দকের জিহ্বা ছেদনীয়া, তাহাতেও অসমর্থ হইলে নিজপ্রাণ-পরিত্যাগও কর্ত্তব্য হইয়া থাকে। যথা শ্রীশিবানী বলিয়াছেন,—'কোন দুর্দ্দান্তব্যক্তি ধর্ম্মরক্ষক মহাপুরুষকে নিন্দা করিলে যদি উক্ত নিন্দকের বিনাশে অথবা নিজপ্রাণ-পরিত্যাগে সামর্থ্য না থাকে, তাহা হইলে কর্ণদ্বয় আচ্ছাদনপূর্ব্বক সেই স্থান হইতে নির্গত হওয়া কর্ত্তব্য। আর সমর্থ হইলে সেই দুর্জ্জনের কটুভাষিণী জিহ্বা বলপূর্ব্বক ছেদন করিয়া স্বয়ং প্রাণত্যাগ করিবে—ইহাই ধর্ম্মরূপে উক্ত হইয়া থাকে।'*

✦ *'ব্রাহ্মণ অধম হইলেও হনন করা উচিত নয়, আততায়ী বধের যোগ্য' (ভাঃ ১।৭।৫৩)। ইহার শ্রীধরপাদ-কৃত টীকায়,—'হনন-ইচ্ছায় আগমনকারী বেদান্তপারগ আততায়ীকে হনন করিলে তদ্দ্বারা ব্রহ্মহত্যা হয় না।' মস্তকমুণ্ডন, ধন-প্রতিগ্রহণ এবং স্বস্থান হইতে নির্ব্বাসন—এইপ্রকারেই ব্রাহ্মণাধমদিগের বধ হইয়া থাকে ; তাহাদিগের জন্য মস্তক-ছেদনাদি অন্য দৈহিক বধ-বিধান নাই।*

চৈতন্য-বিদ্বেষীর মৃত্যু-সম্ভাবনা-শ্রবণে ভট্টের হর্ষ ঃ—

অমোঘ মরেন—শুনি' কহে ভট্টাচার্য্য ।
"সহায় হইল দৈব, কৈল মোর কার্য্য ॥ ২৬৭ ॥

ঈশ্বরাপরাধ-ফল তৎক্ষণাৎ দৃষ্ট ঃ—

ঈশ্বরে ত' অপরাধ ফলে ততক্ষণে ।
এত বলি' পড়ে দুই শাস্ত্রের বচনে ॥ ২৬৮ ॥

মহাভারতে বনপর্ব্বে (২৪১।১৫)—

মহতা হি প্রযত্নেন হস্ত্যশ্বরথপত্তিভিঃ ।
অস্মাভির্যদনুষ্ঠেয়ং গন্ধর্ব্বৈস্তদনুষ্ঠিতম্ ॥ ২৬৯ ॥

বিষ্ণু-বৈষ্ণব-বিদ্বেষ-ফল ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৪।৪৬)—

আয়ুঃ শ্রিয়ং যশো ধর্ম্মং লোকানাশিষ এব চ ।
হন্তি শ্রেয়াংসি সর্ব্বাণি পুংসো মহদতিক্রমঃ ॥" ২৭০ ॥

গোপীনাথ-সমীপে প্রভুর ভট্ট-সংবাদ-জিজ্ঞাসা ঃ—

গোপীনাথাচার্য্য গেলা প্রভু-দরশনে ।
প্রভু তাঁরে পুছিল ভট্টাচার্য্য-বিবরণে ॥ ২৭১ ॥

গোপীনাথ-মুখে সপত্নীক ভট্টের প্রভুনিন্দা-শ্রবণহেতু উপবাস ও অমোঘের মুমূর্ষা-শ্রবণ ঃ—

আচার্য্য কহে,—"উপবাস কৈল দুইজন ।
বিসূচিকা-ব্যাধিতে অমোঘ ছাড়িছে জীবন ॥ ২৭২ ॥

প্রভুর ব্যস্তভাবে গমন ও অমোঘকে সুদপদেশ ঃ—

শুনি' কৃপাময় প্রভু আইলা ধাঞা ।
অমোঘেরে কহে তার বুকে হস্ত দিয়া ॥ ২৭৩ ॥

প্রভুর 'ব্রাহ্মণ'-সংজ্ঞা নির্দ্দেশ ঃ—

"সহজে নির্ম্মল এই ব্রাহ্মণ-হৃদয় ।
কৃষ্ণের বসিতে এই যোগ্যস্থান হয় ॥ ২৭৪ ॥
'মাৎসর্য্য'-চণ্ডাল কেনে ইঁহা বসাইলা ।
পরম পবিত্র স্থান অপবিত্র কৈলা ॥ ২৭৫ ॥

'জাড্য'রূপ অপরাধ বিমুক্ত হইলেই শুদ্ধনামোদয় ঃ—

সার্ব্বভৌম-সঙ্গে তোমার 'কলুষ' হৈল ক্ষয় ।
'কল্মষ' ঘুচিলে জীব 'কৃষ্ণনাম' লয় ॥ ২৭৬ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২৬৯। হস্তী, অশ্ব, রথ, পদাতিক প্রচুররূপে সংগ্রহ করিয়া যত্নপূর্ব্বক আমাদের যাহা করিতে হইত, গন্ধর্ব্বগণ তাহা করিয়া রাখিয়াছে।

অনুভাষ্য

পত্নীকে রক্ষা করিতে পারেন না, তিনি পতিত, সুতরাং পতি নহেন। বহির্দৃষ্টিতে,—কৃষ্ণে সমর্পিতাত্মা পত্নীরূপী কোন ভক্ত যদি নিষ্কপটভাবে শুদ্ধকৃষ্ণভজনার্থে দ্বিজপত্নীদিগের ন্যায় কৃষ্ণের অভক্ত বা বিরোধী 'পতি'-অভিমানী ব্যক্তির সঙ্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক গৃহে অবস্থান করেন, তবে তৎকর্ত্তৃক কোন বিধিই লঙ্ঘিত হয় না ; এ-বিষয়ে স্বয়ং ভগবানেরই উক্তি (ভাঃ ১০।২৩।৩১-৩২)—"কৃষ্ণেচ্ছায় পতি, পিতা, ভ্রাতা, পুত্র এবং লোকেও তাঁহাদিগকে অসূয়া করিতে পারিবে না ; কৃষ্ণের অনুজ্ঞায় দেবগণও তাঁহার আচরণ সর্ব্বথা অনুমোদন করিবেন; বস্তুতঃ এই জড়জগতে অঙ্গে-অঙ্গে পরস্পর সঙ্গ হইলেই যে প্রীতি বা স্নেহবৃদ্ধি হয়, তাহা নহে ; কৃষ্ণে শুদ্ধভাবে সতত মনঃসংযোগ করিলেই অচিরে কৃষ্ণপ্রাপ্তি ঘটে।"

২৬৫। ভাঃ ৭।১১।২৮ শ্লোকের শ্রীধরটীকা-ধৃত যাজ্ঞবল্ক্য-বাক্য—"আ শুদ্ধেঃ সংপ্রতীক্ষ্যো হি মহাপাতক-দূষিতঃ।"

২৬৯। কর্ণ-চালিত দুর্য্যোধনাদি কৌরবগণ ঘোষ-যাত্রায় আসিয়া স্বকর্ম্মফলে গন্ধর্ব্বরাজ চিত্রসেনকর্ত্তৃক সপরিবারে অবরুদ্ধ হইলে দুর্য্যোধনের অমাত্যবর্গ বনবাসী যুধিষ্ঠিরের নিকট শরণাপন্ন হইয়া গন্ধর্ব্ব-কবল হইতে উদ্ধার প্রার্থনা করায়, দুর্য্যোধনাদির পূর্ব্বকৃত অত্যাচার স্মরণ করিয়া প্রতিশোধ-গ্রহণেচ্ছু ভীমসেনের উক্তি,—

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২৭০। আয়ু, শ্রী, যশ, ধর্ম্ম, লোক ও আশীর্ব্বাদ—এ সমস্ত শ্রেষ্ঠবস্তুই মনুষ্যের মহদতিক্রম হইতে নাশ হইয়া যায়।

ইতি অমৃতপ্রবাহ-ভাষ্যে পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

অনুভাষ্য

মহতা (অতিশয়েন) প্রযত্নেন (প্রয়াসেন) হস্ত্যশ্বরথপত্তিভিঃ (গজরাজিরথৈঃ পত্তিভিঃ পদাতিভিঃ ; 'সন্নহ্য গজরাজিভিঃ' ইতি পাঠান্তরঞ্চ) যৎ (দুর্য্যোধনাদি-কৌরব-পরাজয়কার্য্যম্) অনুষ্ঠেয়ং (সম্পাদনীয়ম্ অদ্য) গন্ধর্ব্বৈঃ (চিত্রসেনচালিতৈঃ কর্ত্তৃভূতৈঃ) তৎ অনুষ্ঠিতং (সম্পাদিতং—কৌরবাদয়ঃ শত্রবঃ পরাজিতা ইত্যর্থঃ)।

২৭০। ভোজরাজ কংস ভগ্নী দেবকীর কন্যারূপিণী যোগমায়ার বিনাশে অসমর্থ হইয়া তাঁহার মুখে স্বীয় পূর্ব্বশত্রু বিষ্ণুর আবির্ভাব-সংবাদ শ্রবণপূর্ব্বক অসুর-স্বভাব বিষ্ণু-বৈষ্ণবদ্বেষী মন্ত্রিগণের সহিত মন্ত্রণানন্তর বিষ্ণুভক্ত-সাধু-ঋষিগণকে হিংসা করিবার জন্য দানবগণকে আজ্ঞা প্রদান করায় শ্রীশুকদেবকর্ত্তৃক পরীক্ষিতের নিকট তাদৃশ বিষ্ণুবৈষ্ণব-বিদ্বেষ-ফল-বর্ণন,—

মহদতিক্রমঃ (মহতাং বিষ্ণুবৈষ্ণবানাম্ অতিক্রমঃ কায়িক-মানসিক-বাচনিকানাদরঃ, অতঃ বৈষ্ণবাপরাধঃ) পুংসঃ (নরস্য) আয়ুঃ, শ্রিয়ং, যশঃ, ধর্ম্মং, লোকান্ (ধর্ম্মসাধ্যস্বর্গাদীন্) আশিষঃ (নিজবাঞ্ছিতানি এব) চ সর্ব্বাণি শ্রেয়াংসি (সাধ্যসাধনানি কল্যাণানি) হন্তি (বিনাশয়তি)। অন্ত্য, ৩য় পঃ ১৪৬ ও ১৬৩ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

অমোঘকে কৃষ্ণনাম-গ্রহণে আজ্ঞা ঃ—

উঠহ, অমোঘ, তুমি লও কৃষ্ণনাম ।
অচিরে তোমারে কৃপা করিবে ভগবান্ ॥" ২৭৭ ॥

অমোঘের তৎক্ষণাৎ ইহ-রোগ ও ভবরোগ-মুক্তি এবং কৃষ্ণপ্রেম-লাভ ঃ—

শুনি' 'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' বলি' অমোঘ উঠিলা ।
প্রেমোন্মাদে মত্ত হঞা নাচিতে লাগিলা ॥ ২৭৮ ॥

অমোঘের প্রভুপদে ক্ষমা-প্রার্থনা ঃ—

কম্প, অশ্রু, পুলক, স্তম্ভ, স্বেদ, স্বরভঙ্গ ।
প্রভু হাসে দেখি' তার প্রেমের তরঙ্গ ॥ ২৭৯ ॥
প্রভুর চরণে ধরি' করয়ে বিনয় ।
"অপরাধ ক্ষম মোরে, প্রভু, দয়াময় ॥ ২৮০ ॥

স্ব-কৃত অপরাধ-স্মরণে নিজগণ্ডে চপেটাঘাত ঃ—

এই ছার মুখে তোমার করিনু নিন্দনে ।"
এত বলি' আপন গালে চড়ায় আপনে ॥ ২৮১ ॥

গণ্ডদেশ-স্ফীতিদর্শনে গোপীনাথের বারণ ঃ—

চড়াইতে চড়াইতে গাল ফুলাইল ।
হাতে ধরি' গোপীনাথাচার্য্য নিষেধিল ॥ ২৮২ ॥

প্রভুর তাহাকে সান্ত্বনা ও ভট্ট-সম্বন্ধে স্নেহাশীর্ব্বাদ ঃ—

প্রভু আশ্বাসন করে স্পর্শি' তার গাত্র ।
"সার্ব্বভৌম-সম্বন্ধে তুমি মোর স্নেহপাত্র ॥ ২৮৩ ॥

শুদ্ধভক্ত ভট্ট-পরিবারে প্রভুর প্রীতি ঃ—

সার্ব্বভৌম-গৃহে দাস-দাসী, যে কুক্কুর ।
সেহ মোর প্রিয়, অন্য জন রহু দূর ॥ ২৮৪ ॥

অমোঘকে কৃষ্ণনাম লইতে আদেশ ঃ—

অপরাধ নাহি তব, লও কৃষ্ণনাম ।"
এত বলি' প্রভু আইলা সার্ব্বভৌম-স্থান ॥ ২৮৫ ॥

ভট্টসমীপে আসিয়া প্রভুর উপবেশন ঃ—

প্রভু দেখি' সার্ব্বভৌম ধরিলা চরণে ।
প্রভু তাঁরে আলিঙ্গিয়া বসিলা আসনে ॥ ২৮৬ ॥

শিশুতুল্য অমোঘের অপরাধ-হেতু ক্রোধ বা উপবাসের অকর্ত্তব্যতা ঃ—

প্রভু কহে,—"অমোঘ শিশু, কিবা তার দোষ ।
কেনে উপবাস কর, কেনে কর রোষ ॥ ২৮৭ ॥

ভোজন করিতে ভট্টকে অনুরোধ ঃ—

উঠ, স্নান কর, দেখ জগন্নাথ-মুখ ।
শীঘ্র আসি' ভোজন কর, তবে মোর সুখ ॥ ২৮৮ ॥

ভট্টের প্রসাদ-সম্মান পর্য্যন্ত প্রতীক্ষা-প্রতিজ্ঞা ঃ—

তাবৎ রহিব আমি এথায় বসিয়া ।
যাবৎ না পাইবা তুমি প্রসাদ আসিয়া ॥" ২৮৯ ॥

অমোঘের প্রতি ভট্টের ক্রোধপ্রকাশ ঃ—

প্রভু-পদ ধরি' ভট্ট কহিতে লাগিলা ।
"মরিত' অমোঘ, তারে কেনে জীয়াইলা ॥" ২৯০ ॥

শিশু-জ্ঞানে অমোঘকে ক্ষমা করিতে উপদেশ ঃ—

প্রভু কহে,—"অমোঘ শিশু, তোমার বালক ।
বালক-দোষ না লয় পিতা, তাহাতে পালক ॥ ২৯১ ॥

অমোঘের অপরাধ-মোচনান্তে বৈষ্ণবত্ব-হেতু ভট্টকে প্রসন্ন হইতে অনুরোধ ঃ—

এবে 'বৈষ্ণব' হৈল, তার গেল 'অপরাধ' ।
তাহার উপরে এবে করহ প্রসাদ ॥" ২৯২ ॥

ভট্টের ক্রোধত্যাগ ঃ—

ভট্ট কহে,—"চল, প্রভু, ঈশ্বর-দরশনে ।
স্নান করি' হেথা মুঞি আসিলাঙ এখনে ॥" ২৯৩ ॥

অনুভাষ্য

২৭৪-২৭৭। 'ব্রহ্ম', 'পরমাত্মা' ও 'ভগবান্' বা 'বিষ্ণু'—অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্বের এই আবির্ভাবত্রয়। ব্রহ্মজ্ঞের নাম 'ব্রাহ্মণ' এবং ব্রহ্মজ্ঞ ভগবদুপাসকের নামই 'বৈষ্ণব'। পূর্ণাবির্ভাব তত্ত্বই 'ভগবান্' এবং 'অসম্যগাবির্ভাব' তত্ত্বই 'ব্রহ্ম'। কেবল-ব্রাহ্মণের মুখে 'নামাভাস' উদিত হয়। কিন্তু অদ্বয়জ্ঞান বিষ্ণুর সহিত সম্বন্ধজ্ঞানযোগযুক্ত ব্রাহ্মণই 'অভিধেয়'-বৃত্তিযুক্ত বা সেবাসূত্রে আবদ্ধ হইলে অর্থাৎ ভজন করিলে 'ভাগবত' বা 'বৈষ্ণব' হইতে পারেন। তখনই অবিদ্যা-জনিত 'কল্মষ' বা 'অপরাধ' দূর হইয়া তাঁহার মুখে শুদ্ধনাম উদিত হন। নির্ব্বিশেষবাদিগণ বিবর্ত্ত-বাদাবলম্বনে ব্রহ্মের যে পাঁচপ্রকার সগুণোপাসনা কল্পনা করেন, তাহা কখনই অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্বের নির্দ্দেশক নহে। বিবর্ত্তবাদী আপনাকে 'ব্রাহ্মণ' বলিয়া অভিমান করিতে গিয়া সকাম অনুভূতিতেই 'ব্রাহ্মণতা' আবদ্ধ বলিয়া স্থির করেন, পরন্তু জীবের স্বরূপে 'ব্রহ্মজ্ঞ'-ধর্ম্মই নিত্য বর্ত্তমান। বিষ্ণুর কৃপায় মায়া-বাদ ছাড়িয়া গেলে ব্রাহ্মণই 'অবিমিশ্র ব্রাহ্মণ' বা 'বৈষ্ণব' হন। সুতরাং বৈষ্ণবের মধ্যে ব্রাহ্মণত্ব যে নিত্য অনুস্যূত, তাহাতে সন্দেহ নাই। গরুড়-পুরাণে—"ব্রাহ্মণানাং সহস্রেভ্যঃ সত্রযাজী বিশিষ্যতে। সত্রযাজি-সহস্রেভ্যঃ সর্ব্ববেদান্তপারগঃ। সর্ব্ববেদান্ত-বিৎকোট্যা বিষ্ণুভক্তো বিশিষ্যতে।।" অতএব বৃত্তব্রাহ্মণতার অভাবে ভক্তিপথে কেহই প্রবিষ্ট হইতে পারেন না।

প্রকৃত ব্রাহ্মণ-হৃদয়ে অদ্বয়জ্ঞান বর্ত্তমান থাকায় উহাতে দ্বৈতবুদ্ধিক্রমে নিত্যারাধ্য বিষ্ণু বা বৈষ্ণবের বিরোধী খণ্ড স্বার্থসিদ্ধি অথবা নিজ জড়েন্দ্রিয়-তর্পণ-বাঞ্ছাজনিত মাৎসর্য্য, ঈর্ষা বা দ্বন্দ্বভাব থাকিতে পারে না ; যে-স্থলে তাহা বর্ত্তমান,

ভট্টের প্রসাদসেবা-দর্শনার্থ গোপীনাথকে অপেক্ষা-জন্য আদেশ ঃ—

প্রভু কহে,—"গোপীনাথ, ইহাঞি রহিবা ।
ইঁহো প্রসাদ পাইলে, বার্ত্তা আমাকে কহিবা ॥" ২৯৪ ॥

ভট্টের প্রসাদ-সেবন ঃ—

এত বলি' প্রভু গেলা ঈশ্বর-দরশনে ।
ভট্ট স্নান-স্মরণ করি' করিলা ভোজনে ॥ ২৯৫ ॥

প্রভুর ঐকান্তিক ভক্ত মহাশান্ত-প্রকৃতি অমোঘ ঃ—

সেই অমোঘ হৈল প্রভুর ভক্ত 'একান্ত' ।
প্রেমে নাচে, কৃষ্ণনাম লয় মহাশান্ত ॥ ২৯৬ ॥

প্রভুর এইরূপ লীলা ঃ—

ঐছে চিত্র লীলা করে শচীর নন্দন ।
যেই দেখে, শুনে, তাঁর বিস্ময় হয় মন ॥ ২৯৭ ॥

ভট্টগৃহে প্রভুর ভোজন ও ভট্টের প্রভুপ্রীতি ঃ—

ঐছে ভট্ট-গৃহে করে ভোজন-বিলাস ।
তার মধ্যে নানা চিত্র-চরিত্র-প্রকাশ ॥ ২৯৮ ॥
সার্ব্বভৌম-ঘরে এই ভোজন-চরিত ।
সার্ব্বভৌম-প্রেম যাঁহা হইলা বিদিত ॥ ২৯৯ ॥

ভট্টপত্নীর প্রভুপ্রীতি, ভক্তসম্বন্ধে অপরাধ-ক্ষমা ঃ—

ষাঠীর মাতার প্রেম, আর প্রভুর প্রসাদ ।
ভক্ত-সম্বন্ধে যাহা ক্ষমিল অপরাধ ॥ ৩০০ ॥

ভট্টগৃহে ভোজনলীলা-শ্রবণে চৈতন্য-লাভ ঃ—

শ্রদ্ধা করি' এই লীলা শুনে যেই জন ।
অচিরাৎ পায় সে চৈতন্য-চরণ ॥ ৩০১ ॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ৩০২ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে সার্ব্বভৌমগৃহে ভোজনবিলাসো নাম পঞ্চদশ-পরিচ্ছেদঃ।

অনুভাষ্য

সে-স্থলে অচ্যুতাত্মতার অভাবে নিশ্চয়ই (ভাঃ ১১।৫।৩)— "ন ভজন্ত্যবজানন্তি স্থানাদ্‌ভ্রষ্টাঃ পতন্ত্যধঃ।" অর্থাৎ স্বস্থান হইতে ভ্রংশ বা অধঃপাত ঘটে।

২৯৪। ইঁহো—সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য।

২৯৬। শাখা-নির্ণয়ামৃতে—"অমোঘপণ্ডিতং বন্দে শ্রীগৌরেণাত্মসাৎকৃতম্। প্রেমগদ্গদসান্দ্রাঙ্গং পুলকাকুলবিগ্রহম্।।"

৩০০। অমোঘ প্রভুর নিন্দা করায় অপরাধী হইয়াছিলেন। অপরাধফলে তাঁহার প্রাণান্তক বিসূচিকা-ব্যাধি হয়। ব্যাধিগ্রস্ত হইবার পর অমোঘ অপরাধ-প্রশমনের সুযোগ পান নাই। সার্ব্বভৌম ও তাঁহার পত্নী প্রভুর নিতান্ত কৃপার পাত্র ছিলেন। তাঁহাদের সম্বন্ধে, প্রভু এই অপরাধী অমোঘের প্রতি দণ্ডবিধানের পরিবর্ত্তে তাঁহার অপরাধ ক্ষমা করিলেন এবং তাঁহার প্রাণ রক্ষা করিয়া কৃষ্ণভক্তি প্রদান করিলেন। শ্রীমহাপ্রভুর প্রতি সার্ব্বভৌম-পত্নীর প্রগাঢ় ভক্তিসম্বন্ধ। লৌকিকদৃষ্টিতে অমোঘ সার্ব্বভৌমের সহিত পাল্য জামাতৃ-সম্বন্ধে সংশ্লিষ্ট ; সুতরাং তাহার অপরাধ ক্ষমা না করিলে তৎপালক ভট্টকেই গৌণভাবে দণ্ডবিধান করা হয়। এইজন্যই তাহাকে ক্ষমা করিয়া প্রভু স্বীয় ঐশ্বর্য্য, গাম্ভীর্য্য ও ঔদার্য্য প্রকাশ করিলেন।

ইতি অনুভাষ্যে পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

কথাসার—মহাপ্রভু বৃন্দাবনে যাইতে চাহিলে রামানন্দ ও সার্ব্বভৌম অনেকপ্রকার বাধা জন্মাইতে লাগিলেন। ক্রমে, গৌড়ীয়-ভক্তগণ তৃতীয় বৎসর নীলাচলে আসিলেন। এবার বৈষ্ণবদিগের গৃহিণীসকল শ্রীমন্মহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণ করিবার জন্য তাঁহার প্রিয় বহুবিধ খাদ্যদ্রব্য বঙ্গদেশ হইতে আনিয়াছিলেন। তাঁহারা শ্রীক্ষেত্রে পৌঁছিলে মহাপ্রভু মালা পাঠাইয়া তাঁহাদের সম্মান করিলেন। সে-বৎসরও গুণ্ডিচা-মন্দিরে প্রক্ষালনাদি-কার্য্য পূর্ব্ববৎ হইয়াছিল। চাতুর্ম্মাস্য অতিবাহিত হইলে, ভক্তগণ দেশে চলিতে লাগিলেন। মহাপ্রভু নিতানন্দপ্রভুকে প্রতিবৎসর নীলাচলে আসিতে নিষেধ করিলেন। কুলীনগ্রামীর প্রশ্নমতে পুনরায় 'বৈষ্ণব'-লক্ষণ বলিলেন। এ বৎসর বিদ্যানিধি নীলাচলে থাকিয়া 'ওড়নষষ্ঠী' দর্শন করিলেন। ভক্তগণ বিদায় লইলে, মহাপ্রভু বৃন্দাবন যাইবার দৃঢ়তা প্রকাশ করিলেন এবং বিজয়া দশমী-দিবসে প্রস্থান করিলেন। প্রতাপরুদ্র-রাজা মহাপ্রভুর গমনপথে অনেকপ্রকার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। চিত্রোৎপলা-নদী পার হইলে রামানন্দ, মঙ্গরাজ (মরদরাজ?) ও হরিচন্দন মহাপ্রভুকে সঙ্গে করিয়া চলিলেন। গদাধর-পণ্ডিতকে মহাপ্রভু নীলাচলে যাইতে অনুরোধ করিলে, তিনি তাহা শুনিলেন না। কটক হইতে মহাপ্রভু

পণ্ডিত-গোস্বামীকে শপথ দিয়া শ্রীপুরুষোত্তমে পাঠাইলেন এবং ভদ্রক হইতে রামানন্দকে বিদায় দিলেন। (অতঃপর) ওড্রদেশ-সীমায় আসিয়া পৌঁছিয়া নৌকাযোগে যবনাধিকারীর সাহায্যে পাণিহাটি পর্য্যন্ত গেলেন। তদনন্তর প্রভু রাঘবপণ্ডিতের বাটী হইতে কুমারহট্ট হইয়া কুলিয়া-গ্রামে আসিয়া অনেকের অপরাধ ভঞ্জন করিলেন। তথা হইতে রামকেলিতে গিয়া শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতনকে অঙ্গীকার করিলেন। রামকেলি হইতে প্রত্যাবর্ত্তন-পূর্ব্বক রঘুনাথদাসকে শিক্ষা দিয়া গৃহে পাঠাইলেন। পুনরায়, নীলাচলে আসিয়া প্রভু একক বৃন্দাবনে যাইবার পরামর্শ করিতে লাগিলেন। (অঃ প্রঃ ভাঃ)

গৌড়ে গমন করিয়া লোকোদ্ধার-রত গৌরসুন্দর ঃ—

গৌড়োদ্যানং গৌরমেঘঃ সিঞ্চন্ স্বালোকনামৃতৈঃ।
ভবাগ্নিদগ্ধজনতা-বীরুধঃ সমজীবয়ৎ ॥ ১ ॥

জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ২ ॥

প্রভুর বৃন্দাবনগমনেচ্ছা ; রাজার বিষাদ ঃ—

প্রভুর হইল ইচ্ছা যাইতে বৃন্দাবন।
শুনিয়া প্রতাপরুদ্র হইলা বিমন ॥ ৩ ॥

ভট্ট ও রায়কে ডাকিয়া প্রভুকে নিরস্ত করিতে প্রার্থনা ঃ—

সার্ব্বভৌম, রামানন্দ, আনি' দুই জন।
দুঁহাকে কহেন রাজা বিনয়-বচন ॥ ৪ ॥

"নীলাদ্রি ছাড়ি' প্রভুর মন অন্যত্র যাইতে।
তোমরা করহ যত্ন তাঁহারে রাখিতে ॥ ৫ ॥

তাঁহা বিনা এই রাজ্য মোর নাহি ভায়।
গোসাঞি রাখিতে করহ নানা উপায় ॥" ৬ ॥

প্রভুর বৃন্দাবন-গমনার্থ রায় ও ভট্টসহ পরামর্শ ঃ—

রামানন্দ, সার্ব্বভৌম, দুইজনা-স্থানে।
তবে যুক্তি করে প্রভু,—'যাব বৃন্দাবনে' ॥ ৭ ॥

বিচ্ছেদ-ভয়ে উভয়ের প্রভুকে ভুলাইয়া নিরস্ত-করণ ঃ—

দুঁহে কহে,—"রথযাত্রা কর দরশন।
কার্ত্তিক আইলে, তবে করিহ গমন ॥" ৮ ॥

কার্ত্তিক আইলে কহে,—"এবে মহা-শীত।
দোলযাত্রা দেখি' যাও—এই ভাল রীত ॥" ৯ ॥

আজি-কালি করি' উঠায় বিবিধ উপায়।
যাইতে সম্মতি না দেয় বিচ্ছেদের ভয় ॥ ১০ ॥

ভগবান্ স্বতন্ত্র হইলেও ভক্তবশ ঃ—

যদ্যপি স্বতন্ত্র প্রভু, নহে নিবারণ।
ভক্ত-ইচ্ছা বিনা প্রভু না করে গমন ॥ ১১ ॥

৩য় বর্ষে গৌড়ীয়গণের প্রভু-দর্শনেচ্ছা ঃ—

তৃতীয় বৎসরে সব গৌড়ের ভক্তগণ।
নীলাচলে চলিতে সবার হৈল মন ॥ ১২ ॥

প্রবীণ অদ্বৈতাচার্য্য-সমীপে সকলের গমন ও
অদ্বৈতের পুরী-যাত্রা ঃ—

সবে মেলি' গেলা অদ্বৈত-আচার্য্যের পাশে।
প্রভু দেখিতে আচার্য্য চলিলা উল্লাসে ॥ ১৩ ॥

প্রভুর নিষেধ-সত্ত্বেও প্রভু-প্রেমিক নিতাইর
প্রভু-দর্শনার্থ পুরী-যাত্রা ঃ—

যদ্যপি প্রভুর আজ্ঞা গৌড়েতে রহিতে।
নিত্যানন্দ-প্রভুকে প্রেমভক্তি প্রকাশিতে ॥ ১৪ ॥

তথাপি চলিলা মহাপ্রভুরে দেখিতে।
নিত্যানন্দের প্রেম-চেষ্টা কে পারে বুঝিতে ॥ ১৫ ॥

গৌড়ীয়গণের যাত্রা ঃ—

আচার্য্যরত্ন, বিদ্যানিধি, শ্রীবাস, রামাই।
বাসুদেব, মুরারি, গোবিন্দাদি তিন ভাই ॥ ১৬ ॥

পাণিহাটীর রাঘব, কুলীনগ্রামের সত্যরাজাদির গমন ঃ—

রাঘব-পণ্ডিত নিজ-ঝালি সাজাঞা।
কুলীন-গ্রামবাসী চলে পট্টডোরী লঞা ॥ ১৭ ॥

খণ্ড হইতে নরহরি প্রভৃতির যাত্রা ঃ—

খণ্ডবাসী নরহরি, শ্রীরঘুনন্দন।
সর্ব্বভক্ত চলে, তার কে করে গণন ॥ ১৮ ॥

সকলের তত্ত্বাবধায়ক ও পরিচালক পথজ্ঞ শিবানন্দ ঃ—

শিবানন্দ-সেন করে ঘাটি সমাধান।
সবারে পালন করি' সুখে লঞা যান ॥ ১৯ ॥

সবার সর্ব্বকার্য্য করেন, দেন বাসা-স্থান।
শিবানন্দ জানে উড়িয়া-পথের সন্ধান ॥ ২০ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১। গৌড়োদ্যানে স্বীয় দর্শনামৃত-সেচনদ্বারা গৌররূপ পর্জ্জন্য ভবাগ্নিদগ্ধ-লোকসঙ্ঘরূপ লতাকে জীবিত করিয়াছিলেন।

অনুভাষ্য

১। গৌরমেঘঃ (শ্রীগৌরজলধরঃ) স্বালোকনামৃতৈঃ (নিজদর্শনসুধাভিঃ) গৌড়োদ্যানং (গৌড়দেশরূপম্ উদ্যানং) সিঞ্চন্ (বর্ষন্) ভবাগ্নিদগ্ধজনতা-বীরুধঃ (সংসারদাব-বহ্নিনা দগ্ধাঃ যাঃ জনতাঃ লোকপুঞ্জাঃ তা এব বীরুধঃ লতাঃ তাঃ) সমজীবয়ৎ (জীবয়ামাস)।

১৯। ঘাটি-সমাধান—অর্থকৃচ্ছ্রতা-পূরণ, অথবা নির্দ্দিষ্ট পথ ও নদীঘাটের যাত্রিগণের প্রদেয় 'কর'-প্রদান।

প্রভুদর্শনে বৈষ্ণবগৃহিণীগণের গমন—

(১) অদ্বৈতপত্নীর যাত্রা ঃ—

সে বৎসর প্রভু দেখিতে সব ঠাকুরাণী ।
চলিলা আচার্য্য-সঙ্গে অচ্যুত-জননী ॥ ২১ ॥

(২) শ্রীবাস-পত্নী এবং (৩) শিবানন্দ-পত্নীর যাত্রা ঃ—

শ্রীবাস-পণ্ডিত-সঙ্গে চলিলা মালিনী ।
শিবানন্দ-সঙ্গে চলে তাঁহার গৃহিণী ॥ ২২ ॥

শিবানন্দ-পুত্র চৈতন্যদাসের যাত্রা ঃ—

শিবানন্দের বালক, নাম—চৈতন্যদাস ।
তেঁহো চলিয়াছে প্রভুরে দেখিতে উল্লাস ॥ ২৩ ॥

(৪) চন্দ্রশেখর-পত্নীর যাত্রা ঃ—

আচার্য্যরত্ন-সঙ্গে চলে তাঁহার গৃহিণী ।
তাঁহার প্রেমের কথা কহিতে না জানি ॥ ২৪ ॥

প্রভু-সেবার্থে সঙ্গে প্রভুপ্রিয় দ্রব্যাদি-গ্রহণ ঃ—

সব ঠাকুরাণী মহাপ্রভুকে ভিক্ষা দিতে ।
প্রভুর নানা প্রিয় দ্রব্য নিল ঘর হৈতে ॥ ২৫ ॥

শিবানন্দের সর্ব্বকার্য্য-সম্পাদন ঃ—

শিবানন্দ-সেন করে সব সমাধান ।
ঘাটিয়াল প্রবোধি' দেন সবারে বাসা-স্থান ॥ ২৬ ॥
ভক্ষ্য দিয়া করেন সবার সর্ব্বত্র পালনে ।
পরম আনন্দে যান প্রভুর দরশনে ॥ ২৭ ॥

রেমুণায় সকলের গোপীনাথ-দর্শন, মাধবপুরীর অনুসরণে অদ্বৈতের নৃত্যকীর্ত্তন ঃ—

রেমুণায় আসিয়া কৈল গোপীনাথ-দরশন ।
আচার্য্য করিল তাঁহা কীর্ত্তন, নর্ত্তন ॥ ২৮ ॥

পূর্ব্বপরিচয়হেতু সেবকগণের নিত্যানন্দকে অভিনন্দন ঃ—

নিত্যানন্দের পরিচয় সব লোক-সনে ।
বহুত সম্মান আসি' কৈল সেবকগণে ॥ ২৯ ॥

সকলের তথায় রাত্রিযাপন ও ক্ষীরপ্রসাদ-সম্মান ঃ—

সেই রাত্রি সব মহান্ত তাহাঞি রহিলা ।
বার ক্ষীর আনি' আগে সেবক ধরিলা ॥ ৩০ ॥
ক্ষীর বাঁটি' সবারে দিল প্রভু-নিত্যানন্দ ।
ক্ষীর-প্রসাদ পাঞা সবার বাড়িল আনন্দ ॥ ৩১ ॥

নিত্যানন্দকর্ত্তৃক শ্রীপুরীর, গোপালের এবং গোপীনাথের আগমন-বৃত্তান্ত-বর্ণন ঃ—

মাধবপুরীর কথা, গোপাল-স্থাপন ।
তাঁহারে গোপাল যৈছে মাগিল চন্দন ॥ ৩২ ॥

পূর্ব্ব-যাত্রায় মহাপ্রভুর মুখে শুনিয়া বর্ণন, ভক্তগণের হর্ষ ঃ—

তাঁর লাগি' গোপীনাথ ক্ষীর চুরি কৈল ।
মহাপ্রভুর মুখে আগে এ কথা শুনিল ॥ ৩৩ ॥
সেই কথা সবার মধ্যে কহে নিত্যানন্দ ।
শুনিয়া বৈষ্ণব-মনে বাড়িল আনন্দ ॥ ৩৪ ॥

সকলের কটকে আগমন, সাক্ষিগোপাল-দর্শন ও নিতাইর সাক্ষিগোপাল-কাহিনী-বর্ণন ঃ—

এইমত চলি' চলি' কটক আইলা ।
সাক্ষিগোপাল দেখি' সবে সে দিন রহিলা ॥ ৩৫ ॥
সাক্ষিগোপালের কথা কহে নিত্যানন্দ ।
শুনিয়া বৈষ্ণব-মনে বাড়িল আনন্দ ॥ ৩৬ ॥

প্রভুদর্শন-ব্যগ্র সকলেরই দ্রুতগতিতে পুরীতে আগমন ঃ—

প্রভুকে মিলিতে সবার উৎকণ্ঠা অন্তর ।
শীঘ্র করি' আইলা সবে শ্রীনীলাচল ॥ ৩৭ ॥

গৌড়ীয়-ভক্তগণের আঠারনালায় আগমন-সংবাদ-শ্রবণে ভক্তাভ্যর্থনার্থ প্রভুর গোবিন্দহস্তে মালা-প্রেরণ ঃ—

আঠারনালাকে আইলা গোসাঞি শুনিয়া ।
দুই মালা পাঠাইলা গোবিন্দ-হস্ত দিয়া ॥ ৩৮ ॥

নিতাই ও অদ্বৈতের মালা পরিধান ঃ—

দুই মালা গোবিন্দ দুইজনে পরাইল ।
অদ্বৈত, অবধূত-গোসাঞি বড় সুখ পাইল ॥ ৩৯ ॥

তথা হইতেই সকলের গমনমুখে নৃত্য-কীর্ত্তনারম্ভ ঃ—

তাহাঞি আরম্ভ কৈল কৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তন ।
নাচিতে নাচিতে চলি' আইলা দুইজন ॥ ৪০ ॥

অনুভাষ্য

২৬। ঘাটিয়াল—পথের পরিদর্শক ; ইহারা যাত্রিগণের নিকট অন্যায়পূর্ব্বক অবৈধভাবে অধিক অর্থ সংগ্রহ করে ; শিবানন্দ তাহাদের ন্যায্য প্রাপ্য দিয়া অধিক দাবী ত্যাগ করিতে অনুরোধ করিতেন।

৩২-৩৪। মহাপ্রভুর মুখে—মহাপ্রভু পূর্ব্বে শ্রীপাদ ঈশ্বর-পুরীর মুখে শ্রবণ করিয়াছিলেন (মধ্য ৪র্থ পঃ ১৮ সংখ্যা) ; শান্তিপুরে শ্রীঅদ্বৈতগৃহে কিছুদিন থাকিয়া তিনি নিত্যানন্দ, জগদানন্দ, দামোদর-পণ্ডিত ও মুকুন্দের সহিত নীলাচল-পথে রেমুণায় আসিয়া তাঁহাদিগকে—শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী, বৃন্দাবনের গিরিধারী গোপাল ও রেমুণার ক্ষীরচোরা গোপীনাথের আখ্যান বর্ণন করিয়াছিলেন (মধ্য, ৪র্থ পঃ ১৯-১৯০ সংখ্যা দ্রষ্টব্য)।

৩৬। সাক্ষিগোপালের কথা—মধ্য, ৫ম পঃ ৮।১৩৮ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

৩৮। আঠারনালা—শ্রীপুরুষোত্তম-নগরের প্রান্তভাগে সেতু-বিশেষ।

স্বরূপাদিদ্বারে প্রভুর পুনঃ মালা-প্রেরণ ঃ—

পুনঃ মালা দিয়া স্বরূপাদি নিজগণে ।
আগু বাড়ি' পাঠাইল শচীর নন্দনে ॥ ৪১ ॥

নরেন্দ্র-সরোবরে মিলিয়া সকলকে মালাপ্রদান ঃ—

নরেন্দ্র আসিয়া, তাঁহা সবারে মিলিলা ।
মহাপ্রভুর দত্ত মালা সবারে পরাইলা ॥ ৪২ ॥

স্বয়ং সিংহদ্বারে আসিয়া সর্ব্বভক্তসহ প্রভুর মিলন ঃ—

সিংহদ্বার-নিকটে আইলা শুনি' গৌররায় ।
আপনে আসিয়া প্রভু মিলিলা সবায় ॥ ৪৩ ॥

জগন্নাথ-দর্শনান্তে সর্ব্বভক্তসহ গৃহে গমন ঃ—

সবা লঞা কৈল জগন্নাথ-দরশন ।
সবা লঞা আইলা পুনঃ আপন-ভবন ॥ ৪৪ ॥

সকলকে বাণীনাথ ও কাশীমিশ্র-আনীত প্রসাদ-প্রদান ঃ—

বাণীনাথ, কাশীমিশ্র প্রসাদ আনিল ।
স্বহস্তে সবারে প্রভু প্রসাদ খাওয়াইল ॥ ৪৫ ॥

প্রত্যেককে পূর্ব্ববর্ষের অধ্যুষিত বাসস্থানাদি প্রদান ঃ—

পূর্ব্ব-বৎসরে যাঁর যেই বাসা-স্থান ।
তাঁহা সবা পাঠাঞা করাইল বিশ্রাম ॥ ৪৬ ॥

ভক্তগণের প্রভুসহ পুরীতে চারিমাস অবস্থান ঃ—

এইমত ভক্তগণ রহিলা চারিমাস ।
প্রভুর সহিত করে কীর্ত্তন-বিলাস ॥ ৪৭ ॥

রথযাত্রা-কালে সকলের গুণ্ডিচা-মার্জ্জন ঃ—

পূর্ব্ববৎ রথযাত্রা-কাল যবে আইল ।
সবা লঞা গুণ্ডিচা-মন্দির প্রক্ষালিল ॥ ৪৮ ॥

সত্যরাজাদির জগন্নাথকে প্রভুর আদিষ্ট পট্টডোরী-প্রদান ঃ—

কুলীনগ্রামী পট্টডোরী জগন্নাথে দিল ।
পূর্ব্ববৎ রথ-অগ্রে নর্ত্তন করিল ॥ ৪৯ ॥

রথাগ্রে নর্ত্তনান্তে সকলে উপবনে বিশ্রাম ঃ—

বহু নৃত্য করি' পুনঃ চলিল উদ্যানে ।
বাপী-তীরে তাঁহা যাই' করিল বিশ্রামে ॥ ৫০ ॥

রাঢ়ীয় বিপ্র কৃষ্ণদাসের প্রভুকে অভিষেক ও প্রভুর সুখ ঃ—

রাঢ়ী এক বিপ্র, তেঁহো—নিত্যানন্দ-দাস ।
মহা-ভাগ্যবান্ তেঁহো, নাম—কৃষ্ণদাস ॥ ৫১ ॥
ঘট ভরি' প্রভুর তেঁহো অভিষেক কৈল ।
তাঁর অভিষেকে প্রভু মহাতৃপ্ত হৈল ॥ ৫২ ॥

সকলের বলগণ্ডি-ভোগের প্রসাদ-সম্মান ঃ—

বলগণ্ডি-ভোগের বহু প্রসাদ আইল ।
সবা সঙ্গে মহাপ্রভু প্রসাদ খাইল ॥ ৫৩ ॥

সকলের হেরা-পঞ্চমী-যাত্রা-দর্শন ঃ—

পূর্ব্ববৎ রথযাত্রা কৈল দরশন ।
হেরাপঞ্চমী-যাত্রা দেখে লঞা ভক্তগণ ॥ ৫৪ ॥

ঝড়বৃষ্টিমধ্যে প্রভুর একাকী অদ্বৈতগৃহে ভিক্ষা-গ্রহণ ঃ—

আচার্য্য গোসাঞি প্রভুর কৈল নিমন্ত্রণ ।
তার মধ্যে কৈল যৈছে ঝড়-বরিষণ ॥ ৫৫ ॥

চৈতন্যভাগবতে উহা বর্ণিত ঃ—

বিস্তারি' বর্ণিয়াছেন দাস-বৃন্দাবন ।
শ্রীবাস প্রভুরে তবে কৈল নিমন্ত্রণ ॥ ৫৬ ॥

মালিনীদেবীর প্রভু-সেবা ঃ—

প্রভুর প্রিয়-ব্যঞ্জন সব রান্ধেন মালিনী ।
'ভক্ত্যে দাসী'-অভিমান, 'স্নেহেতে জননী' ॥ ৫৭ ॥

চন্দ্রশেখরের প্রভু-সেবা ঃ—

আচার্য্যরত্ন-আদি যত মুখ্য ভক্তগণ ।
মধ্যে মধ্যে প্রভুরে করেন নিমন্ত্রণ ॥ ৫৮ ॥

চাতুর্ম্মাস্যান্তে নিতাইসহ গোপনে যুক্তি ঃ—

চাতুর্ম্মাস্য-অন্তে পুনঃ নিত্যানন্দে লঞা ।
কিবা যুক্তি করে নিত্য নিভৃতে বসিয়া ॥ ৫৯ ॥

অদ্বৈতের রহস্যময়ী তর্জ্জা-পঠন ঃ—

আচার্য্য-গোসাঞি প্রভুকে কহে ঠারে-ঠোরে ।
আচার্য্য তর্জ্জা পড়ে, কেহ বুঝিতে না পারে ॥ ৬০ ॥

প্রভু তর্জ্জার বক্তব্য স্বীকার করায় অদ্বৈতের আনন্দ ঃ—

তাঁর মুখ দেখি' হাসে শচীর নন্দন ।
অঙ্গীকার জানি' আচার্য্য করেন নর্ত্তন ॥ ৬১ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৫০। বাপী—ইঁদারা (?), জলাশয়।

৫৫-৫৬। চৈঃ ভাঃ অন্ত্য, ৮ম অঃ—একদিন শ্রীঅদ্বৈত মহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণ করিয়া মনে করিলেন,—'যদি অন্য কোন সন্ন্যাসী প্রভুর সঙ্গে না আইসেন, তবে প্রভুকে ভাল করিয়া খাওয়াইব।' অন্যান্য সন্ন্যাসিসকল মধ্যাহ্ন-ক্রিয়ায় বাহির হইয়াছেন, এমন সময় ঝড়-বৃষ্টি হওয়ায় তাঁহারা আসিতে না পারায়, প্রভু একক আসিয়া শ্রীঅদ্বৈতের অন্নব্যঞ্জন ভোজন করিলেন।

৬০। তর্জ্জা—পয়ারাদি ছন্দোময় কথা, যাহা অন্য লোকে সহজে বুঝিতে পারে না।

অনুভাষ্য

৫০। উদ্যানে—জগন্নাথবল্লভে ; বাপীতীরে—নরেন্দ্র-সরোবরতটে।

গৌর ও অদ্বৈতের পরস্পর সংলাপাদি—অন্যের অবোধ্য ;
প্রভুর অদ্বৈতকে বিদায় দানঃ—

কিবা প্রার্থনা, কিবা আজ্ঞা—কেহ না বুঝিল ।
আলিঙ্গন করি' প্রভু তাঁরে বিদায় দিল ॥ ৬২ ॥

নিতাইকে প্রতি বর্ষে পুরীতে না আসিয়া গৌড়ে
নাম-প্রেম-প্রচারার্থ আদেশঃ—

নিত্যানন্দে কহে প্রভু,—"শুনহ শ্রীপাদ ।
এই আমি মাগি, তুমি করহ প্রসাদ ॥ ৬৩ ॥
প্রতিবর্ষ নীলাচলে তুমি না আসিবা ।
গৌড়ে রহি' মোর ইচ্ছা সফল করিবা ॥ ৬৪ ॥

নিতাইর দ্বারে প্রভুর দুষ্কর-কর্ম্ম-সম্পাদনঃ—

তাঁহা সিদ্ধি করে—হেন অন্যে না দেখিয়ে ।
আমার 'দুষ্কর' কর্ম্ম, তোমা হৈতে হয়ে ॥" ৬৫ ॥

মহাপ্রভুর ভক্ত প্রভু-নিত্যানন্দঃ—

নিত্যানন্দ কহে,—"আমি 'দেহ', তুমি 'প্রাণ' ।
'দেহ' 'প্রাণ' ভিন্ন নহে,—এই ত' প্রমাণ ॥ ৬৬ ॥
অচিন্ত্যশক্ত্যে কর তুমি তাহার ঘটন ।
যে করাহ, সেই করি, নাহিক নিয়ম ॥" ৬৭ ॥

নিতাই ও অন্যান্য সকল ভক্তকেই বিদায়-দানঃ—

তাঁরে বিদায় দিল প্রভু করি' আলিঙ্গন ।
এইমত বিদায় দিল সব ভক্তগণ ॥ ৬৮ ॥

সত্যরাজাদির পূর্ব্ববর্ষবৎ প্রভুকে স্বকর্ত্তব্য-জিজ্ঞাসাঃ—

কুলীনগ্রামী পূর্ব্ববৎ কৈল নিবেদন ।
"প্রভু, আজ্ঞা কর,—কর্ত্তব্য আমার সাধন ॥" ৬৯ ॥

প্রভুর উত্তরঃ—

প্রভু কহে,—"বৈষ্ণব-সেবা, নাম-সঙ্কীর্ত্তন ।
দুই কর, শীঘ্র পাবে শ্রীকৃষ্ণ-চরণ ॥" ৭০ ॥

সত্যরাজাদির প্রভুকে 'বৈষ্ণব'-লক্ষণ-জিজ্ঞাসাঃ—

তেঁহো কহে,—"কে বৈষ্ণব, কি তাঁর লক্ষণ?"
তবে হাসি' কহে প্রভু জানি' তাঁর মন ॥ ৭১ ॥

প্রভুর 'মধ্যম-বৈষ্ণব'-লক্ষণ-নির্দ্দেশঃ—

"কৃষ্ণনাম নিরন্তর যাঁহার বদনে ।
সেই বৈষ্ণব-শ্রেষ্ঠ, ভজ তাঁহার চরণে ॥" ৭২ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৬২। শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য তর্জ্জাদ্বারাই বা কি প্রার্থনা করিলেন এবং শ্রীশচীনন্দনের হাস্যেই বা কি অর্থ হইল,—তাহা আর কেহ বুঝিতে পারিলেন না।

৬৪-৬৫। গৌড়দেশে মহাপ্রভুর অনুপস্থিতিতে শ্রীপ্রভু-নিত্যানন্দ বিনা আর কেহই আ-চণ্ডালে নাম-প্রেম-দানরূপ তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধি করিতে পারেন না।

৬৬-৬৭। নিত্যানন্দ কহিলেন,—আমি 'দেহ', তুমি 'প্রাণ'; এই দুইবস্তু কখনও পৃথক্ নয় ; তবে তুমি—নীলাচলে এবং আমি—গৌড়ে, এইরূপ যে পৃথক্ অবস্থান, সে কেবল তোমার অচিন্ত্যশক্তিতেই ঘটে।

অনুভাষ্য

৭২। যে-বৈষ্ণবের মুখে 'নিরন্তর' শ্রীকৃষ্ণনাম উচ্চারিত হয়, তাঁহাকে 'কোমলশ্রদ্ধ সকৃৎকৃষ্ণনামোচ্চারণকারী কনিষ্ঠ-বৈষ্ণব' অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ 'মধ্যম ভাগবত' বলিয়া জানিবে,—তাঁহার চরণ ভজন করিবে। শ্রীরূপগোস্বামী 'উপদেশামৃতে'—'প্রণতিভিশ্চ ভজন্তমীশম্" অর্থাৎ মধ্যমাধিকারী ভাগবতের পরস্পরের প্রতি 'প্রণাম'রূপ ব্যবহার করিবার জন্য উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। নিরন্তর,—'অন্তর' অর্থাৎ ব্যবধান যাহাতে নাই। অন্তর বা ব্যবধান—অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম, জ্ঞান ও শৈথিল্য-রূপ চেতন-বৃত্তিচালন-রাহিত্য অর্থাৎ জাড্য ; যথা শ্রীরূপপ্রভু (ভঃ রঃ সিঃ পূর্ব্ব বিঃ ১ম লঃ)—"অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞান-কর্ম্মাদ্যনাবৃতম্। আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা।।"

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৬৯-৭৫। কুলীনগ্রামীর পূর্ব্ব-বৎসরের প্রশ্নোত্তর অর্থাৎ 'যাঁর মুখে একবার শুনি কৃষ্ণনাম' ইত্যাদি শুনিয়াও কুলীনগ্রামী এবার আবার সেই প্রশ্ন করিলে, প্রভু কহিলেন,—যাঁহার বদনে নিরন্তর কৃষ্ণনাম শুনিতে পাও তাঁহাকে 'বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ' জানিয়া তাঁহার চরণ নিরন্তর ভজন কর। পরবর্ত্তিবর্ষে কুলীনগ্রামিগণ সেই একই প্রশ্ন করিলে, প্রভু-সেবার উত্তর করিলেন,—যাঁহাকে দর্শন করিবা-মাত্র দর্শকের মুখে কৃষ্ণনাম সহজে আইসে, তাঁহাকে তুমি

অনুভাষ্য

অথবা, 'অন্তর'-শব্দে—'দেহ' (ইন্দ্রিয়তৃপ্তি), 'দ্রবিণ' (অশুক্ল অর্থ-সংগ্রহচেষ্টা), 'জনতা' (অসৎসঙ্গ বা দুঃসঙ্গ), 'লোভ' (জিহ্বা-লাম্পট্য বা লৌল্য) এবং পাষণ্ডতা (বিষ্ণুবিগ্রহে শিলা, কাষ্ঠ, স্বর্ণ, পিত্তল প্রভৃতি 'ধাতু'-বুদ্ধি, গুরুতে 'মর্ত্ত্য'বুদ্ধি, বৈষ্ণবে 'জাতি' বা 'পার্থিব'-বুদ্ধি, বিষ্ণু-বৈষ্ণবের পাদোদকে সামান্য 'জল'-বুদ্ধি, বিষ্ণুর নাম-মন্ত্রে বা বৈষ্ণবের সদ্গুরুদত্ত নামে 'জাগতিক শব্দ-সামান্য'বুদ্ধি, সর্ব্বেশ্বরেশ্বর বিষ্ণুতে বা বিষ্ণুপরতত্ত্ব স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণে এবং তাঁহাদের স্ব-স্ব-শক্তিবর্গকে অপর ত্রিগুণাশ্রিত দেবতাবৃন্দের সহিত সম-বুদ্ধি, ফলতঃ অনাত্মা বা অচিৎ-এর আশ্রয়ে অথবা অচিৎ হইতে আত্মা বা চেতনের উপলব্ধি-চেষ্টা, কিংবা অপ্রাকৃত বাস্তব-বস্তুকে প্রাকৃত, খণ্ড, ইন্দ্রিয়-পরিমেয় বস্তুর সমপর্য্যায়ে জ্ঞান ; অথবা, অপর কথায় বলিতে গেলে, দ্বৈতবুদ্ধিতে শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবকে 'অনাত্মীয়' বলিয়া জ্ঞান)—এই সমস্তই অপরাধের জনক। ভক্তিসন্দর্ভে

পরে পুনরায় তাঁহাদের 'বৈষ্ণব'-লক্ষণ-জিজ্ঞাসায় প্রভুর উত্তর ঃ—

বর্ষান্তরে পুনঃ তাঁরা ঐছে প্রশ্ন কৈল ।
বৈষ্ণবের তারতম্য প্রভু শিখাইল ॥ ৭৩ ॥

প্রভুর 'উত্তমাধিকারী বা মহাভাগবত'-লক্ষণ-নির্দ্দেশ ঃ—

যাঁহার দর্শনে মুখে আইসে কৃষ্ণনাম ।
তাঁহারে জানিহ তুমি 'বৈষ্ণব-প্রধান' ॥ ৭৪ ॥

প্রভুকর্ত্তৃক ত্রিবিধ অধিকারে বৈষ্ণব-লক্ষণ-নির্দ্দেশ ঃ—

ক্রম করি' কহে প্রভু 'বৈষ্ণব'-লক্ষণ ।
'বৈষ্ণব', 'বৈষ্ণবতর', আর 'বৈষ্ণবতম' ॥ ৭৫ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

'বৈষ্ণব-প্রধান' বলিয়া জানিবে। এই প্রকার তিন বৎসরে তিনপ্রকার উত্তর বিচার করিয়া দেখিলে প্রভুর বাক্যে, 'বৈষ্ণব', 'বৈষ্ণবতর' এবং 'বৈষ্ণবতম' এই তিনপ্রকার 'বৈষ্ণবে'র লক্ষণ পাওয়া যায়। এই তিনপ্রকার বৈষ্ণবের সেবাই গৃহস্থ-বৈষ্ণবের কর্ত্তব্য। প্রভুর কথার তাৎপর্য্য এই যে,—যাঁহারা কেবল বৈষ্ণবী-দীক্ষামাত্র গ্রহণ করিয়াছেন, অথচ একবারও নিরপরাধে কৃষ্ণ-নাম করেন নাই, তাঁহার প্রতি বৈষ্ণবসেবা প্রযোজ্য নয় ; কেবল 'সুহৃৎ', 'অতিথি' বলিয়া তাঁহাকে সম্মান করা আবশ্যক।

অনুভাষ্য

শ্রীজীবপ্রভুর উক্তি (২৬৫ সংখ্যায়)—"নামৈকং যস্য বাচি স্মরণপথগতম্" ইত্যাদৌ দেহদ্রবিণাদি-নিমিত্তক-'পাষণ্ড'-শব্দেন চ দশ অপরাধা লক্ষ্যন্তে, পাষণ্ডময়ত্বাৎ তেষাম্।" (ভাঃ ১১।২।৪৬)—"ঈশ্বরে তদধীনেষু বালিশেষু দ্বিষৎসু চ। প্রেমমৈত্রীকৃপোপেক্ষা যঃ করোতি স মধ্যমঃ।।" সনাতন-শিক্ষায় মধ্য ২২শ পঃ—"শ্রদ্ধাবান্ জন হয় ভক্তি-অধিকারী। 'উত্তম', 'মধ্যম', 'কনিষ্ঠ'—শ্রদ্ধা-অনুসারী।। শাস্ত্রযুক্তি নাহি জানে দৃঢ়, শ্রদ্ধাবান্। 'মধ্যম অধিকারী' সেই মহাভাগ্যবান্।। রতি-প্রেম-তারতম্যে ভক্তিতরতম।" মধ্যম-ভাগবতের শ্রীনামে প্রীতি বর্দ্ধিত হওয়ায় শ্রীনামকে পরমপ্রীতির সহিত অনুক্ষণ কীর্ত্তনযজ্ঞে আরাধন করিয়া ভগবানে 'প্রেম' স্থাপন করেন ; অপ্রাকৃত শ্রীনামে অনুক্ষণ প্রীতিবিশিষ্ট হইয়া অনুশীলন করিতে করিতে আপনাকে 'অপ্রাকৃত কৃষ্ণদাস' বলিয়া বুঝিতে পারেন। আবার, কখনও কখনও শ্রীনামে অপেক্ষাকৃত স্বল্পরুচি-বিশিষ্ট ভক্তকে তাঁহার অপ্রাকৃত স্বরূপ বুঝাইয়া দিয়া কৃপা করেন। শুদ্ধভক্তে ও ভগবানে সম্পূর্ণ প্রীতিরহিত বিদ্বেষিজনকে, 'কৃষ্ণের অপ্রাকৃত-স্বরূপানুভূতিরহিত আবৃত-চেতনবৃত্তি ও কেবল-প্রাকৃত' জানিয়া তাহার সঙ্গ ত্যাগ করেন। মধ্যম অধিকারী শুদ্ধভক্তির উপাদান বা উপকরণগুলিকেও 'অপ্রাকৃত' বলিয়া বুঝিতে পারেন।

৭৪। যে-বৈষ্ণবকে দেখিলে দ্রষ্টার মুখে কৃষ্ণনাম স্বভাবতঃই আসে তাঁহাকে স্বরূপসিদ্ধ 'মহাভাগবত' বলিয়া জানিবে। তিনি সম্পূর্ণ উদ্বুদ্ধ, উদ্দীপিত বা অনাবৃত-চেতনবৃত্তি-বিশিষ্ট বা কৃষ্ণের অবিমিশ্র শুদ্ধপ্রেমসেবা-নিরত হওয়ায় সর্ব্বদা জাগ্রদবস্থায় অবস্থান করেন। তিনি ভগবজ্জ্ঞানবিজ্ঞান-সমন্বিত হওয়ায় সর্ব্বত্র কৃষ্ণ বা কার্ষ্ণদর্শনকারী ; তাঁহার শ্রীমুখেই শুদ্ধ শ্রীকৃষ্ণনাম সুষ্ঠুভাবে অনুক্ষণ কীর্ত্তিত হইতে থাকেন। তিনি স্বয়ং দিব্যনেত্র-বিশিষ্ট বলিয়া কৃষ্ণবিস্মৃতি বা কৃষ্ণবৈমুখ্যরূপ মোহ-নিদ্রায় নিদ্রিত অপর জীবের নিমীলিত অজ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত করিয়া অর্থাৎ জাড্য হইতে মুক্ত করিয়া দিব্যনেত্র প্রদানপূর্ব্বক চেতনবৃত্তি-বিশিষ্ট করাইয়া সর্ব্বদা কৃষ্ণ ও কার্ষ্ণের সেবায় নিয়োজিত করিতে সমর্থ। "ব্রহ্মাণ্ড তারিতে শক্তি ধরে জনে জনে' এবং মধ্য ৬ষ্ঠ পঃ ২৭৯ সংখ্যা—"লোহাকে যাবৎ স্পর্শি' হেম নাহি করে। তাবৎ স্পর্শমণি কেহ চিনিতে না পারে।।" প্রভৃতি বাক্য ইঁহাদেরই সম্বন্ধে কথিত। শ্রীরূপ-গোস্বামী 'উপদেশামৃতে'—"শুশ্রূষয়া ভজন-বিজ্ঞমনন্যমন্য-নিন্দাদিশূন্যহৃদমীপ্সিত-সঙ্গলব্ধ্যা।" প্রভুর শ্রীমুখ-কথিত "তৃণাদপি সুনীচ" শ্লোকের সম্পূর্ণ আচরণকারী এবং মধ্য ৯ম পঃ ৩৬-৩৭ সংখ্যানুসারে তিনি আশ্রয়জাতীয় কৃষ্ণ বা 'মহাভাগবত'—তিনিই শুদ্ধ হরিকীর্ত্তনকারী। অতএব তাদৃশ জড়ীয় উচ্চাবচ-দর্শন-রহিত বা অন্য-নিন্দাদিশূন্য-হৃদয় ব্যক্তির নিকটই 'মধ্যম ভাগবত' সর্ব্বদা শ্রবণেচ্ছু হইয়া তাঁহার সর্ব্বপ্রকার সেবা করিয়া সন্তোষ বিধান করিলেই অবশেষে

পুণ্ডরীক ব্যতীত আর সকলেরই গৌড়ে প্রত্যাবর্ত্তন ঃ—

এইমত সব বৈষ্ণব গৌড়ে চলিলা ।
বিদ্যানিধি সে-বৎসর নীলাদ্রি রহিলা ॥ ৭৬ ॥

স্বরূপসহ পুণ্ডরীকের সখ্যভাব ঃ—

স্বরূপ-সহিত তাঁর হয় সখ্য-প্রীতি ।
দুই-জনায় কৃষ্ণ-কথায় একত্রই স্থিতি ॥ ৭৭ ॥

প্রেমনিধির গদাধরকে পুনর্মন্ত্রদান ও 'ওড়ন-ষষ্ঠী' দর্শন ঃ—

গদাধর-পণ্ডিতে তেঁহো পুনঃ মন্ত্র দিল ।
ওড়ন-ষষ্ঠীর দিনে যাত্রা যে দেখিল ॥ ৭৮ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৭৬। বিদ্যানিধি—পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি।

৭৮। ওড়নষষ্ঠী—শীতাগমের প্রথম ষষ্ঠীকে 'ওড়নষষ্ঠী' বলে। সেইদিন জগন্নাথের অঙ্গে শীতবস্ত্র অর্পিত হয়। সেই শীতবস্ত্র—'মাড়ুয়া'-বসন অর্থাৎ তন্তুবায়ের মাড়যুক্ত অধৌত বসন। দেবতাকে 'মাড়ুয়া' বসন দেওয়ায় পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি সে সম্বন্ধে একটু 'খুঁটিনাটী' প্রকাশপূর্ব্বক উৎকলভক্তদিগের প্রতি কিঞ্চিৎ ঘৃণা প্রকাশ করায়, তাহার উপযুক্ত ফল লাভ করিয়াছিলেন।

অনুভাষ্য

পুণ্ডরীক ও জগন্নাথের মণ্ডময় বসনঘটিত বৃত্তান্ত-বর্ণন ঃ—

জগন্নাথ পরে তথা 'মাড়ুয়া' বসন।
দেখিয়া সঘৃণ হৈল বিদ্যানিধির মন ॥ ৭৯ ॥
সেই রাত্র্যে জগন্নাথ-বলাই আসিয়া।
দুই-ভাই চড়া'ন তাঁরে হাসিয়া হাসিয়া ॥ ৮০ ॥

চৈতন্যভাগবতে বর্ণিত ঃ—

গাল ফুলিল, আচার্য্য অন্তরে উল্লাস।
বিস্তারি' বর্ণিয়াছেন বৃন্দাবন-দাস ॥ ৮১ ॥

প্রতিবর্ষে গৌড়ীয় ভক্তগণের আগমন ও দর্শনাদি ঃ—

এইমত প্রত্যব্দ আইসে গৌড়ের ভক্তগণ।
প্রভু-সঙ্গে রহি' করে যাত্রা-দরশন ॥ ৮২ ॥

তন্মধ্যে গ্রন্থকারের বিশেষ বিশেষ ঘটনা-বর্ণনে প্রতিজ্ঞা ঃ—

তার মধ্যে যে যে বর্ষে আছয়ে বিশেষ।
বিস্তারিয়া তাহা শেষ করিব নিঃশেষ ॥ ৮৩ ॥

ভক্তসঙ্গে ৪ বৎসর নীলাচল-লীলা, ২ বৎসর দক্ষিণ-যাতায়াত ঃ—

এইমত মহাপ্রভুর চারি বৎসর গেল।
দক্ষিণ যাঞা আসিতে দুই বৎসর লাগিল ॥ ৮৪ ॥

বৃন্দাবনে যাইতে প্রভুর দুই বৎসর যাবৎ ইচ্ছা,
কিন্তু রায়ের চেষ্টায় নিরস্ত ঃ—

আর দুই বৎসর চাহে বৃন্দাবন যাইতে।
রামানন্দ-হঠে প্রভু না পরে চলিতে ॥ ৮৫ ॥

৫ম বৎসরে গৌড়ীয়-ভক্তগণের রথদর্শনান্তে
গৌড়ে প্রত্যাবর্ত্তন ঃ—

পঞ্চম বৎসরে গৌড়ের ভক্তগণ আইলা।
রথ দেখি' না রহিলা, গৌড়েরে চলিলা ॥ ৮৬ ॥

ভট্ট ও রায়-সমীপে প্রভুর গৌড়দেশ হইয়া বৃন্দাবন-
গমনে সম্মতি-প্রার্থনা ঃ—

তবে প্রভু সার্ব্বভৌম-রামানন্দ-স্থানে।
আলিঙ্গন করি' কহে মধুর-বচনে ॥ ৮৭ ॥
"বহুত উৎকণ্ঠা মোর যাইতে বৃন্দাবন।
তোমার হঠে দুই বৎসর না কৈলুঁ গমন ॥ ৮৮ ॥
অবশ্য চলিব, দুঁহে করহ সম্মতি।
তোমা-দুঁহা বিনা মোর নাহি অন্য গতি ॥ ৮৯ ॥

গৌড়দেশে প্রভুর পূজ্যবস্তুদ্বয়—(১) শচীদেবী ও
(২) গঙ্গাদেবী ঃ—

গৌড়-দেশে হয় মোর 'দুই সমাশ্রয়'।
'জননী' 'জাহ্নবী',—এই দুই দয়াময় ॥ ৯০ ॥
গৌড়দেশ দিয়া যাব তাঁ-সবা দেখিয়া।
তুমি দুঁহে আজ্ঞা দেহ' পরসন্ন হঞা ॥" ৯১ ॥

ভট্ট ও রায়ের সম্মতি, কিন্তু বর্ষাহেতু বিজয়া-দশমী
পর্য্যন্ত অপেক্ষার্থ অনুরোধ ঃ—

শুনিয়া প্রভুর বাণী মনে বিচারয়।
প্রভু-সনে অতি হঠ কভু ভাল নয় ॥ ৯২ ॥
দুঁহে কহে,—"এবে বর্ষা, চলিতে নারিবা।
বিজয়া-দশমী আইলে, অবশ্য চলিবা ॥" ৯৩ ॥

প্রভুর বর্ষা-যাপন ও বিজয়া-দশমী-দিবসে বৃন্দাবন-যাত্রা ঃ—

আনন্দে মহাপ্রভু বর্ষা কৈল সমাধান।
বিজয়া-দশমী-দিনে করিল পয়ান ॥ ৯৪ ॥

সঙ্গে জগন্নাথের প্রসাদাদি গ্রহণ ঃ—

জগন্নাথের প্রসাদ প্রভু যত পাঞাছিল।
কড়ার চন্দন, ডোর, সব সঙ্গে লৈল ॥ ৯৫ ॥

প্রভাতে যাত্রা, পুরীবাসি-ভক্তগণের প্রভুকে অনুসরণ ঃ—

জগন্নাথে আজ্ঞা মাগি' প্রভাতে চলিলা।
উড়িয়া-ভক্তগণ সঙ্গে পাছে চলি' আইলা ॥ ৯৬ ॥

পুরীবাসি-ভক্তগণকে নিবারণান্তে সঙ্গি-ভক্তগণসহ
ভবানীপুরে গমন ঃ—

উড়িয়া-ভক্তগণে প্রভু যত্নে নিবারিলা।
নিজগণ-সঙ্গে প্রভু 'ভবানীপুর' আইলা ॥ ৯৭ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৮১। চৈতন্যভাগবতে অন্ত্যখণ্ডে, ১০ম ও ১১শ অঃ দ্রষ্টব্য।

৯৭। ভবানীপুর—জান্‌কাদেইপুর অর্থাৎ জানকীদেবীপুরের অগ্রে 'ভবানীপুর'।

অনুভাষ্য

তৎকৃপা-প্রভাবে সেই মধ্যমাধিকারীই 'উত্তমাধিকারী' হইবার সৌভাগ্য লাভ করিবেন। ভাঃ ১১।২।৪৫—"সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ। ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ।।" 'সনাতন-শিক্ষা'য় মধ্য ২২ পঃ—"শ্রদ্ধাবান্ জন হয় ভক্তি-অধিকারী। 'উত্তম', 'মধ্যম', 'কনিষ্ঠ'—শ্রদ্ধা-অনুসারী।। শাস্ত্র-যুক্ত্যে সুনিপুণ, দৃঢ়শ্রদ্ধা যাঁর। 'উত্তম-অধিকারী' সেই তারয়ে সংসার।।" 'ভগবান্', 'ভক্তি' ও 'ভক্ত'—এই ত্রিবিধ বস্তুতে মহাভাগবতের অপ্রাকৃত অসঙ্কুচিত প্রেমময়ী দৃষ্টি তদ্ব্যতীত তাঁহার অন্য কোন দর্শন নাই—"সবে কৃষ্ণ ভজে, —এই মাত্র জানে"। সুতরাং তিনি কৃষ্ণেরই স্বাঙ্গীকৃত বস্তু।

৭৮। চৈতন্যভাগবেত অন্ত্যে একাদশ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

৮০-৮১। বলাই—শ্রীবলরাম ; আচার্য্য—আচার্য্যনিধি।

৮৫। হঠ—বল-প্রয়োগ ; প্রসভ।

৯৪। পয়ান—প্রয়াণ ; যাত্রা ।

রায়ের পশ্চাদাগমন, বাণীনাথের প্রসাদ-প্রেরণ ঃ—

রামানন্দ আইলা পাছে দোলায় চড়িয়া ।
বাণীনাথ বহু প্রসাদ দিল পাঠাঞা ॥ ৯৮ ॥

তথায় রাত্রি-যাপন, প্রাতে ভুবনেশ্বরে আগমন ঃ—

প্রসাদ ভোজন করি' তথায় রহিলা ।
প্রাতঃকালে চলি' প্রভু 'ভুবনেশ্বর' আইলা ॥ ৯৯ ॥

তথা হইতে কটকে আসিয়া সাক্ষিগোপাল-দর্শন ঃ—

'কটকে' আসিয়া কৈল 'গোপাল' দরশন ।
স্বপ্নেশ্বর-বিপ্র কৈল প্রভুর নিমন্ত্রণ ॥ ১০০ ॥

প্রভুর ভক্তগণকে রায়ের নিমন্ত্রণ, উপবনে প্রভুর স্থান ঃ—

রামানন্দ-রায় সব-গণে নিমন্ত্রিল ।
বাহির উদ্যানে আসি' প্রভু বাসা কৈল ॥ ১০১ ॥

বৃক্ষতলে প্রভুর বিশ্রামকালে প্রতাপরুদ্রকে রায়ের সংবাদ-দান ঃ—

ভিক্ষা করি' বকুলতলে করিলা বিশ্রাম ।
প্রতাপরুদ্র-ঠাঞি রায় করিল পয়ান ॥ ১০২ ॥

রাজার তৎক্ষণাৎ আগমন এবং প্রভুকে প্রণাম ও স্তুতি ঃ—

শুনি' আনন্দিত রাজা অতিশীঘ্র আইলা ।
প্রভু দেখি' দণ্ডবৎ ভূমেতে পড়িলা ॥ ১০৩ ॥
পুনঃ উঠে, পুনঃ পড়ে প্রণয়-বিহ্বল ।
স্তুতি করে, পুলকাঙ্গে পড়ে অশ্রুজল ॥ ১০৪ ॥

রাজার শুদ্ধভক্তিদর্শনে প্রভুর আলিঙ্গন ঃ—

তাঁর ভক্তি দেখি' প্রভুর তুষ্ট হৈল মন ।
উঠি' মহাপ্রভু তাঁরে কৈলা আলিঙ্গন ॥ ১০৫ ॥
পুনঃ স্তুতি করি' রাজা করয়ে প্রণাম ।
প্রভু-কৃপা-অশ্রুতে তাঁর দেহ হৈল স্নান ॥ ১০৬ ॥

রায়ের রাজাকে প্রবোধ-দান, প্রভুর অ-মায়ায় তাঁহাকে কৃপা ঃ—

সুস্থ করি, রামানন্দ রাজারে বসাইলা ।
কায়মনোবাক্যে প্রভু তাঁরে কৃপা কৈলা ॥ ১০৭ ॥

তদবধি প্রভুর নাম—"প্রতাপরুদ্র-সংত্রাতা" ঃ—

ঐছে তাঁহারে কৃপা কৈল গৌররায় ।
"প্রতাপরুদ্র-সংত্রাতা" নাম হৈল যায় ॥ ১০৮ ॥

পরিকরগণের প্রভু-বন্দন, রাজার প্রভুসমীপে বিদায়-গ্রহণ ঃ—

রাজ-পাত্রগণ কৈল প্রভুর বন্দন ।
রাজারে বিদায় দিলা শচীর নন্দন ॥ ১০৯ ॥

নিজরাজ্যে রাজার ঘোষণা-পত্র-প্রচার ঃ—

বাহিরে আসি' রাজা আজ্ঞা-পত্র লেখাইল ।
নিজ-রাজ্যে যত 'বিষয়ী', তাহারে পাঠাইল ॥ ১১০ ॥
'গ্রামে-গ্রামে' নূতন আবাস করিবা ।
পাঁচ-সাত গৃহ সব সামগ্র্যে ভরিবা ॥ ১১১ ॥
আপনি প্রভুকে লঞা তাঁহা উত্তরিবা ।
রাত্রি-দিবা বেত্রহস্তে সেবায় রহিবা ॥" ১১২ ॥

দুই মহাপাত্রকে আদেশ ঃ—

দুই মহাপাত্র,—'হরিচন্দন', 'মঙ্গরাজ' (?) ।
তাঁরে আজ্ঞা দিল রাজা—"করিহ সর্ব্ব কায ॥ ১১৩ ॥
এক নব্য-নৌকা আনি' রাখহ নদীতীরে ।
যাঁহা স্নান করি' প্রভু যান নদী-পারে ॥ ১১৪ ॥

রাজার গভীর গৌরপ্রেম ঃ—

তাঁহা স্তম্ভ রোপণ কর 'মহাতীর্থ' করি' ।
নিত্য স্নান করিব তাঁহা, তাঁহা যেন মরি ॥ ১১৫ ॥

রামানন্দকে প্রভু-সমীপে যাইতে অনুরোধ ঃ—

চতুর্দ্বারে করহ উত্তম নব্য বাস ।
রামানন্দ, যাহ তুমি মহাপ্রভু-পাশ ॥" ১১৬ ॥

সন্ধ্যায় স্ত্রীগণের প্রভুর গমন-দর্শন ঃ—

সন্ধ্যাতে চলিবে প্রভু,—নৃপতি শুনিল ।
হস্তী-উপর তাম্বুগৃহে স্ত্রীগণে চড়াইল ॥ ১১৭ ॥

সন্ধ্যায় প্রভুর কটক হইতে যাত্রা ঃ—

প্রভুর চলিবার পথে রহে সারি হঞা ।
সন্ধ্যাতে চলিলা প্রভু নিজগণ লঞা ॥ ১১৮ ॥

মহানদীতে স্নান, রাণীগণের প্রণাম ঃ—

'চিত্রোৎপলা-নদী' আসি' ঘাটে কৈল স্নান ।
মহিষীসকল দেখে করয়ে প্রণাম ॥ ১১৯ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১১০। বিষয়ী—যে রাজকর্ম্মচারী গ্রামের তহশীল আদায় করে।

১১৬। চতুর্দ্বার—কটক হইতে মহানদী পার হইয়া চতুর্দ্বার-গ্রামে যাওয়া যায় ; তাহাকেই সাধারণতঃ 'চৌদার' বলে।

১১৯। চিত্রোৎপলা-নদী—কটক হইতে যে-স্থানে মহানদীকে পাওয়া যায়, তাহাকে 'চিত্রোৎপলা-নদী' বলে। উৎকল-পণ্ডিতগণ কোন তন্ত্র হইতে এই কথাটি বলিয়া থাকেন,—'কলৌ চিত্রোৎপলা গঙ্গা।'

অনুভাষ্য

৯৫। কড়ার—পিঙ্গলবর্ণ, প্রলেপ (?) ; ডোর—রজ্জু।

১০৬। স্নান—স্নাত।

১০৮। যায়—যাহাতে, যে জন্য।

১১৩। মঙ্গরাজ—'মরদরাজ' (?)।

প্রভুদর্শনে সকলের ভাবাবেশ ঃ—

প্রভুর দরশনে সবে হৈল প্রেমময় ।
'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' কহে, নেত্রে অশ্রু বরিষয় ॥ ১২০ ॥

অদ্ভুত করুণা-বিগ্রহ ঃ—

এমন কৃপালু নাহি শুনি ত্রিভুবনে ।
কৃষ্ণপ্রেমা হয় যাঁর দূর দরশনে ॥ ১২১ ॥

নদী অতিক্রমণান্তে চতুর্দ্বারে আসিয়া প্রত্যহ পড়িছা-প্রেরিত জগন্নাথের প্রসাদ-সেবন ঃ—

নৌকাতে চড়িয়া প্রভু হৈল নদী পার ।
জ্যোৎস্নাবতী রাত্রে চলি' আইলা চতুর্দ্বার ॥ ১২২ ॥
রাত্রে তথা রহি' প্রাতে স্নানকৃত্য কৈল ।
হেনকালে জগন্নাথের মহাপ্রসাদ আইল ॥ ১২৩ ॥
রাজার আজ্ঞায় পড়িছা পাঠায় দিনে-দিনে ।
বহুত প্রসাদ পাঠায় দিয়া বহু-জনে ॥ ১২৪ ॥
স্বগণ সহিতে প্রভু প্রসাদ অঙ্গীকরি' ।
উঠিয়া চলিলা প্রভু বলি' 'হরি' 'হরি' ॥ ১২৫ ॥

সঙ্গে রায়প্রমুখ তিনজন রাজকর্ম্মচারী ঃ—

রামানন্দ, মঙ্গরাজ (?), শ্রীহরিচন্দন ।
সঙ্গে সেবা করি' চলে এই তিন জন ॥ ১২৬ ॥

প্রভুর বৃন্দাবন-যাত্রার প্রধান সঙ্গিগণ ঃ—

প্রভুসঙ্গে পুরী-গোসাঞি, স্বরূপ-দামোদর ।
জগদানন্দ, মুকুন্দ, গোবিন্দ, কাশীশ্বর ॥ ১২৭ ॥
হরিদাস ঠাকুর আর পণ্ডিত-বক্রেশ্বর ।
গোপীনাথাচার্য্য, আর পণ্ডিত-দামোদর ॥ ১২৮ ॥
রামাই, নন্দাই আর বহু ভক্তগণ ।
প্রধান কহিলুঁ, সবার কে করে গণন ॥ ১২৯ ॥

তিলার্দ্ধ প্রভুবিচ্ছেদ-কাতর গদাধরের অতুলনীয় গৌরপ্রেম ঃ—

গদাধর-পণ্ডিত তবে সঙ্গেতে চলিলা ।
'ক্ষেত্র-সন্ন্যাস না ছাড়িহ'—প্রভু নিষেধিলা ॥ ১৩০ ॥

প্রভুর সঙ্গলোভে ধামবাসরূপ ক্ষেত্রসন্ন্যাস-ত্যাগেও পণ্ডিত অবিচলিত ঃ—

পণ্ডিত কহে,—"যাঁহা তুমি, সেই নীলাচল ।
ক্ষেত্র-সন্ন্যাস মোর যাউক রসাতল ॥" ১৩১ ॥

প্রভুসঙ্গ-লোভে সেবা-পরিত্যাগ ও সেবা-প্রতিজ্ঞা-লঙ্ঘনেও পণ্ডিত অবিচলিত ঃ—

প্রভু কহে,—"ইঁহা কর গোপীনাথ-সেবন ।"
পণ্ডিত কহে,—"কোটি-সেবা ত্বৎপাদ-দর্শন ॥"১৩২॥

নিজ ভাবি কলঙ্কাশঙ্কা দেখাইয়া প্রভুর পুরী হইতেই পণ্ডিতকে তৎপশ্চাদনুসরণে নিবারণ ঃ—

প্রভু কহে,—"সেবা ছাড়িবে, আমায় লাগে দোষ ।
ইঁহা রহি' সেবা কর,—আমার সন্তোষ ॥" ১৩৩ ॥

গদাধরের অভিমান ঃ—

পণ্ডিত কহে,—"সব দোষ আমার উপর ।
তোমা-সঙ্গে না যাইব, যাইব একেশ্বর ॥ ১৩৪ ॥
আই'কে দেখিতে যাইব, না যাইব তোমা লাগি' ।
'প্রতিজ্ঞা'-'সেবা'-ত্যাগ-দোষ, তার আমি ভাগী ॥"১৩৫॥

পুরী হইতে কটকে আসিয়া প্রভুর পণ্ডিতকে নিকটে আহ্বান ঃ—

এত বলি' পণ্ডিত-গোসাঞি পৃথক্ চলিলা ।
কটক আসি' প্রভু তাঁরে সঙ্গে আনাইলা ॥ ১৩৬ ॥

গদাধরের কেবলা-গৌরপ্রীতি ঐশ্বর্য্যমুগ্ধের বোধাতীত ঃ—

পণ্ডিতের গৌরাঙ্গপ্রেম বুঝন না যায় ।
'প্রতিজ্ঞা', 'শ্রীকৃষ্ণসেবা' ছাড়িল তৃণপ্রায় ॥ ১৩৭ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৩০। ক্ষেত্রসন্ন্যাস,—যাঁহারা স্বীয় পূর্ব্ব বাসগৃহ ত্যাগ করিয়া কোন বিশেষ (বিষ্ণু) তীর্থে অর্থাৎ পুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে বা নবদ্বীপ-ধামে অথবা মথুরাদি-মণ্ডলে একক বা সপরিবারে পরমার্থবুদ্ধির সহিত বাস করেন, তাঁহাদের আশ্রমকে 'ক্ষেত্র-সন্ন্যাস' বলে। এই আশ্রমই কলিকালের উপযুক্ত 'বাণপ্রস্থ-ধর্ম্ম'। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের এইরূপ 'ক্ষেত্রসন্ন্যাস' উক্ত হইয়াছে।

১৩৫। শ্রীগদাধর পণ্ডিত-গোস্বামী শ্রীগোপীনাথের সেবা প্রাপ্ত হইয়া সেই সেবায় জীবন যাপন করিবার প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন। প্রভুর সঙ্গে গৌড়দেশে যাইতে হইলে সেই 'প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গ-দোষ' এবং 'সেবা-ত্যাগ-দোষ'—এই দুইটী দোষ হয় ; অনুরাগমার্গে এই সকল দোষ মহাত্মগণ স্বীকার করিয়া থাকেন।

অনুভাষ্য

১১৬। নব্য বাস—নূতন বাসোপযোগী গৃহ।

১৩৪। একেশ্বর—অদ্যাপি চট্টগ্রাম-বিভাগে 'একাকী' অর্থে 'একেশ্বর' কথার অপভ্রংশ 'অশ্বর' কথাটী প্রচলিত।

জীবনে সর্ব্বার্থসিদ্ধিপ্রদ শ্রীগোপীনাথ-বিগ্রহের সেবনরূপ প্রতিজ্ঞা বিফল করাইয়া শ্রীগৌরাঙ্গের সঙ্গলোভে ভগবৎ-সেবাকেও অতি অনায়াসেই হেলায় ছাড়িয়া দিতে প্রস্তুত হইলেন। শ্রীগদাধরের শ্রীগৌরাঙ্গপ্রীতি তাঁহারই সমান মর্ম্মী, অন্তরঙ্গ বান্ধব ব্যতীত অপর কোন ভক্তেরই বোধগম্য নহে।

প্রভুর অন্তরে সন্তোষ হইলেও বাহিরে কৃত্রিম-কোপোক্তি ঃ—

তাঁহার চরিত্রে প্রভু অন্তরে সন্তোষ ।
তাঁহার হাতে ধরি' কহে করি' প্রণয়-রোষ ॥ ১৩৮ ॥

এ পর্য্যন্ত পণ্ডিতের উদ্দেশ্য-সিদ্ধি, অতঃপর পণ্ডিতকে পুরীতে গিয়া গোপীনাথ-সেবনার্থ শপথ-প্রদান ঃ—

" 'প্রতিজ্ঞা' 'সেবা' ছাড়িবে,—এ তোমার 'উদ্দেশ' ।
সে সিদ্ধ হইল—ছাড়ি' আইলা দূর দেশ ॥ ১৩৯ ॥

ভক্তের কৃষ্ণসুখদান ও কৃষ্ণের ভক্তসুখদান ঃ—

আমার সঙ্গে রহিতে চাহ,—বাঞ্ছ নিজ-সুখ ।
তোমার দুই ধর্ম্ম যায়,—আমার হয় 'দুঃখ' ॥ ১৪০ ॥
মোর সুখ চাহ যদি, নীলাচলে চল ।
আমার শপথ, যদি আর কিছু বল ॥" ১৪১ ॥

প্রভুর নৌকারোহণ, পণ্ডিতের মূর্চ্ছা ঃ—

এত বলি' মহাপ্রভু নৌকাতে চড়িলা ।
মূর্চ্ছিত হঞা তথা পণ্ডিত পড়িলা ॥ ১৪২ ॥

পণ্ডিতকে লইয়া যাইতে সার্ব্বভৌমকে প্রভুর আদেশ ঃ—

পণ্ডিতে লঞা যাইতে সার্ব্বভৌমে আজ্ঞা দিলা ।
ভট্টাচার্য্য কহে,—"উঠ, ঐছে প্রভুর লীলা ॥ ১৪৩ ॥

পণ্ডিতকে ভট্টের প্রবোধ দান ঃ—

তুমি জান, কৃষ্ণ নিজ-প্রতিজ্ঞা ছাড়িলা ।
ভক্ত কৃপা-বশে ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা রাখিলা ॥ ১৪৪ ॥

ভক্ত-প্রতিজ্ঞা-রক্ষণার্থ ভগবানের স্বপ্রতিজ্ঞা-ভঙ্গ ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবতে (১।৯।৩৭)—

স্বনিগমমপহায় মৎপ্রতিজ্ঞামৃতমধিকর্ত্তুমবপ্লুতো রথস্থঃ ।
ধৃতরথচরণোঽভ্যয়াচ্চলদ্‌গুর্হরিরিব হন্তুমিভং গতোত্তরীয়ঃ ॥১৪৫

প্রভুকর্ত্তৃক পণ্ডিতের প্রতিজ্ঞা রক্ষা ঃ—

এইমত প্রভু তোমার বিচ্ছেদ সহিয়া ।
তোমার প্রতিজ্ঞা রক্ষা কৈল যত্ন করিয়া ॥" ১৪৬ ॥

পণ্ডিতকে লইয়া ভট্টের পুরীতে আগমন ঃ—

এইমত কহি' তাঁরে প্রবোধ করিলা ।
দুইজনে শোকাকুল নীলাচল আইলা ॥ ১৪৭ ॥

কৃষ্ণার্থে ভক্তের অনায়াসে স্বধর্ম্মত্যাগ, কৃষ্ণের তাহাতে ঋণ ঃ—

প্রভু লাগি' ধর্ম্ম-কর্ম্ম ছাড়ে ভক্তগণ ।
ভক্ত-ধর্ম্ম-হানি প্রভুর না যায় সহন ॥ ১৪৮ ॥

ভগবদ্বিরহে ভক্তের কাতরতাই স্বাভাবিকী, কিন্তু ভক্তবিরহে ভগবানের কাতরতাই 'প্রেমবিবর্ত্ত' ; তৎশ্রবণে জীবের চৈতন্য লাভ ঃ—

'প্রেমের বিবর্ত্ত' ইহা শুনে যেই জন ।
অচিরে মিলয়ে তাঁরে চৈতন্য-চরণ ॥ ১৪৯ ॥

যাজপুরে মহাপাত্রদ্বয়কে প্রভুর বিদায়-প্রদান ঃ—

দুই রাজপাত্র যেই প্রভুসঙ্গে যায় ।
'যাজপুর' আসি' প্রভু তারে দিলেন বিদায় ॥ ১৫০ ॥

অনুভাষ্য

১৪৫। শ্রীকৃষ্ণের সহিত সমাগত যুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডবগণের নিকট ভাগবতধর্ম্ম ও অন্যান্য সাধারণ-ধর্ম্ম বর্ণন করিবার পর ইচ্ছামৃত্যু মহাভাগবত ভীষ্মদেব, উত্তরায়ণকাল আসিয়া উপস্থিত হইল দেখিয়া, স্বীয় মৃত্যু আসন্ন বুঝিয়া সম্মুখবর্ত্তী শ্রীকৃষ্ণকে স্তব করিতেছেন,—

স্বনিগমম্ (অস্ত্রধারণং বিনৈব পাণ্ডবান্ রক্ষয়িষ্যামীতি নিজ-প্রতিজ্ঞাম্) অপহায় (পরিত্যজ্য) মৎপ্রতিজ্ঞাং (শ্রীকৃষ্ণং শস্ত্রং গ্রাহয়িষ্যামীতি সঙ্কল্পম্) ঋতং (সত্যম্) অধি (অধিকং) কর্ত্তুং রথস্থঃ [শ্রীকৃষ্ণঃ] অবপ্লুতঃ (সহসা অবতীর্ণঃ সন্ এব) ধৃত-রথচরণঃ (ধৃতং রথচরণং চক্রং যেন সঃ) চলদ্‌গুঃ (সংরম্ভেণ চলন্তী কম্পমানা গৌঃ ধরা যস্মাৎ সঃ) গতোত্তরীয়ঃ (গতং পথি পতিতম্ উত্তরীয়ং তেনৈব সংরম্ভেণ যস্য সঃ) ইভং (গজং) হন্তুং (বিনাশয়িতুং) হরিঃ (সিংহঃ) ইব অভ্যয়াৎ (অগ্রতঃ অধাবৎ), [সঃ মে পতির্ভূয়াৎ ইতি পরেণান্বয়ঃ]।

১৫০। যাজপুর—কটক-জেলার একটী মহকুমা, বৈতরণী-নদীর দক্ষিণকূলে অবস্থিত ; বামকূলে ঋষিগণের যজ্ঞ-কার্য্য হইতে এইস্থানের নাম 'যাজপুর' হইয়াছে ; কাহারও মতে 'যযাতি-নগর' হইতে যাজপুর' নাম হইয়াছে। মহাভারত বন-পর্ব্বে ১১৪ অঃ—"এতে কলিঙ্গাঃ কৌন্তেয় যত্র বৈতরণী নদী। যত্রাঽযজত ধর্ম্মোঽপি দেবান্ শরণমেত্য বৈ। অত্র বৈ ঋষয়োঽন্যে চ পুরা ক্রতুভিরীজিরে।।" এখানে অসংখ্য দেবমূর্ত্তি আছেন; তন্মধ্যে শ্রীবরাহদেবের মূর্ত্তিই বিশেষ পূজ্য। শক্তির উপাসকগণ 'বারাহী', 'বৈষ্ণবী' ও 'ইন্দ্রাণী' প্রভৃতি মাতৃগণের পূজা করেন। আবার, অনেকগুলি শিবমূর্ত্তি ও দশাশ্বমেধ-ঘাট আছেন। এইস্থানকে 'নাভিগয়া', 'বিরজা-ক্ষেত্র' প্রভৃতি সংজ্ঞাও দেওয়া হয়।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৪৫। 'কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে আমি অস্ত্রধারণ করিব না'—কৃষ্ণ-চন্দ্র এই নিজপ্রতিজ্ঞা ত্যাগ করিয়া আমার প্রতিজ্ঞাই অধিক সত্য করিবার অভিপ্রায়ে রথ হইতে নামিয়া চক্রধারণপূর্ব্বক ত্যক্তোত্তরীয় হইয়াই আমাকে বধ করিবার জন্য চলিয়াছিলেন।

সঙ্গী রায়ের সহিত প্রভুর সর্ব্বদা কৃষ্ণকথালাপ ঃ—

প্রভু বিদায় দিল, রায় যায় তাঁর সনে।
কৃষ্ণকথা রামানন্দ-সনে রাত্রি-দিনে ॥ ১৫১ ॥

রাজাদেশে প্রতিগ্রামে রাজ-কর্ম্মচারিগণের প্রভুকে অভ্যর্থনা ঃ—

প্রতিগ্রামে রাজ-আজ্ঞায় রাজভৃত্যগণ।
নব্য-গৃহে নানা-দ্রব্যে করয়ে সেবন ॥ ১৫২ ॥

রেমুণায় (?) রায়কে বিদায়-প্রদান ঃ—

এইমত চলি' প্রভু 'রেমুণা' আইলা।
তথা হৈতে রামানন্দ-রায়ে বিদায় দিলা ॥ ১৫৩ ॥

রায়ের মূর্চ্ছা, প্রভুর ক্রন্দন ঃ—

ভূমেতে পড়িলা রায় নাহিক চেতন।
রায়ে কোলে করি' প্রভু করয়ে ক্রন্দন ॥ ১৫৪ ॥

রায়ের প্রভু-বিচ্ছেদ অবর্ণনীয় ঃ—

রায়ের বিদায়-ভাব না যায় সহন।
কহিতে না পারি এই তাহার বর্ণন ॥ ১৫৫ ॥

উড়িষ্যা-সীমায় আগমন ; রাজকর্ম্মচারীর প্রভুসেবা ঃ—

তবে 'ওড্রদেশ-সীমা' প্রভু চলি' আইলা।
তথা রাজ-অধিকারী প্রভুরে মিলিলা ॥ ১৫৬ ॥
দিন দুই-চারি তেঁহো করিল সেবন।
আগে চলিবারে সেই কহে বিবরণ ॥ ১৫৭ ॥

প্রভুকে রাজকর্ম্মচারীর হিন্দু ও মোছলেম-রাজ্যসীমা-নির্দ্দেশ ও পথবিবরণ প্রদান ঃ—

"মদ্যপ যবন-রাজার আগে অধিকার।
তাঁর ভয়ে পথে কেহ নারে চলিবার ॥ ১৫৮ ॥
পিছলদা পর্য্যন্ত সব তাঁর অধিকার।
তাঁর ভয়ে নদী কেহ হৈতে নারে পার ॥ ১৫৯ ॥

মোছলেম শাসকসহ সন্ধির পর প্রভুর গমন-বিষয়ে সহায়তা অঙ্গীকার ঃ—

দিন কত রহ—সন্ধি করি' তাঁর সনে।
তবে সুখে নৌকাতে করাইব গমনে ॥" ১৬০ ॥

মোছলেম শাসকের জনৈক গুপ্তচরের নিজ-স্বামিসকাশে প্রভু ও তৎসঙ্গিগণের ক্রিয়া ও মহিমা বর্ণন ঃ—

সেই কালে সে যবনের এক অনুচর।
'উড়িয়া-কটকে' আইল করি' বেশান্তর ॥ ১৬১ ॥
প্রভুর সেই অদভুত চরিত্র দেখিয়া।
হিন্দু-চর কহে, সেই যবন-পাশ গিয়া ॥ ১৬২ ॥
"এক সন্ন্যাসী আইল জগন্নাথ হৈতে।
অনেক সিদ্ধ-পুরুষ হয় তাঁহার সহিতে ॥ ১৬৩ ॥
নিরন্তর করে সবে কৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তন।
সবে হাসে, নাচে, গায়, করয়ে ক্রন্দন ॥ ১৬৪ ॥
লক্ষ লক্ষ লোক আইসে তাহা দেখিবারে।
তাঁরে দেখি' পুনরপি যাইতে নারে ঘরে ॥ ১৬৫ ॥
সেই সব লোক হয় বাউলের প্রায়।
'কৃষ্ণ' কহি' নাচে, কান্দে, গড়াগড়ি যায় ॥ ১৬৬ ॥
কহিবার কথা নহে,—দেখিলে সে জানি।
তাঁহার প্রভাবে তাঁরে 'ঈশ্বর' করি' মানি ॥" ১৬৭ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৫৩। এইপ্রকারে মহাপ্রভু রামানন্দ রায়ের সঙ্গে আসিতে আসিতে বালেশ্বরের নিকট রেমুণায় পৌঁছিবার পূর্ব্বেই ভদ্রক হইতে যে রামানন্দ-রায়কে বিদায় দিলেন ;—এইরূপ বর্ণন অনেক স্থানে আছে।

অনুভাষ্য

১৫৩। তথা হৈতে—পাঠান্তরে, 'ভদ্রক হইতে' ; 'তথা হৈতে'-দ্বারা 'রেমুণা হইতে' বুঝাইলে, মধ্য ১ম পঃ ১৪৯ সংখ্যার লিখিত "রামানন্দ রায় আইলা ভদ্রক পর্য্যন্ত" পাঠের সহিত অমিল হয়। কাহারও মতে,—'রেমুণা' তৎকালে ভদ্রক-প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত ছিল ; কিন্তু সে-বিষয়ে প্রমাণাভাব। কাহারও মতে,—পূর্ব্বোক্ত 'ভদ্রক'-স্থানে 'রেমুণা' পাঠ সঙ্গত ; কিন্তু ভদ্রক হইতে রায়ের ফিরিয়া যাওয়াই অধিকতর সঙ্গত বলিয়া মনে হয়। 'ভদ্রক'—'বালেশ্বর হইতে চারিযোজন দক্ষিণে অবস্থিত এবং 'রেমুণা'—প্রায় অর্দ্ধযোজন (৫ মাইল) পশ্চিমে অবস্থিত।

১৫৬। ওড্রদেশ-সীমা,—সুবর্ণরেখা-নদীই বঙ্গদেশ ও

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৫৯। পিছল্‌দা—তমলুকের নিকটবর্ত্তী রূপনারায়ণ-নদের ধারে পিছল্‌দা-নামক গ্রাম।

১৬১। উড়িয়া-কটক—উৎকল-দেশীয় রাজার রাজ্য-সীমায় যে 'সৈন্যকটক' অর্থাৎ ছাউনী ছিল, তাহাই 'উড়িয়া-কটক' বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

অনুভাষ্য

উৎকলের সীমা ; শ্রীপাট গোপীবল্লভপুরের পার্শ্ব দিয়া উহা উড়িষ্যায় প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে।

১৬১। করি' বেশান্তর—নিজে 'যবন' হইয়া যাবনিক-বেশের পরিবর্ত্তে হিন্দুর বেশ গ্রহণ করিয়া।

১৬২। চর—বিপক্ষের হউক বা প্রজাবর্গেরই হউক, গুপ্ত-ভাবে আভ্যন্তরীণ সকল কথা জানিয়া নিজ-পরিচয় গোপন করিয়া অন্য-পরিচয় প্রদানপূর্ব্বক যে ব্যক্তি স্বীয় নিয়োগ বা প্রেরণকারীকে যথাযথ সংবাদ দেয়।

সেই গুপ্তচরের প্রেমাবেশ ঃ—

এত কহি' সেই চর 'হরি' 'কৃষ্ণ' গায় ।
হাসে, কান্দে, নাচে, গায় বাউলের প্রায় ॥ ১৬৮ ॥

গুপ্তচরমুখে প্রভুর কথা-শ্রবণে মোছলেম শাসকের প্রভুসমীপে অমাত্য-প্রেরণ ঃ—

এত শুনি' যবনের মন ফিরি' গেল ।
আপন-'বিশ্বাস' উড়িয়া-স্থানে পাঠাইল ॥ ১৬৯ ॥

অমাত্যের প্রভুপদ-বন্দনা ও প্রেমাবেশ ঃ—

'বিশ্বাস' আসিয়া প্রভু-চরণ বন্দিল ।
'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' কহি' প্রেমে বিহ্বল হইল ॥ ১৭০ ॥

রাজকর্ম্মচারি-সমীপে তাহার কাতরভাবে নিবেদন ও সন্ধি প্রার্থনা ঃ—

ধৈর্য্য হঞা উড়িয়াকে কহে নমস্করি' ।
"তোমা-স্থানে পাঠাইলা ম্লেচ্ছ অধিকারী ॥ ১৭১ ॥
তুমি যদি আজ্ঞা দেহ' এথাকে আসিয়া ।
যবন অধিকারী যায় প্রভুকে মিলিয়া ॥ ১৭২ ॥
বহুত উৎকণ্ঠা তাঁর, কর্য্যাছে বিনয় ।
তোমা-সনে এই সন্ধি, নাহি যুদ্ধ-ভয় ॥" ১৭৩ ॥

প্রভুকর্ত্তৃক মোছলেম-শাসকের চিত্ত-পরিবর্ত্তনে রাজকর্ম্মচারীর বিস্ময় ঃ—

শুনি' মহাপাত্র কহে হঞা বিস্ময় ।
"মদ্যপ যবনের চিত্ত ঐছে কে করয় !! ১৭৪ ॥
আপনে মহাপ্রভু তাঁর মন ফিরাইল ।
দর্শন-স্মরণে যাঁর জগৎ তারিল ॥" ১৭৫ ॥

মোছলেম শাসককে প্রভুদর্শনে সম্মতিদান ঃ—

এত বলি' বিশ্বাসেরে কহিল বচন ।
"ভাগ্য তাঁর—আসি' করুক প্রভু দরশন ॥ ১৭৬ ॥
প্রতীত করিয়ে—যদি নিরস্ত্র হঞা ।
আসে তেঁহো পাঁচ-সাত ভৃত্য সঙ্গে লঞা ॥" ১৭৭ ॥

অমাত্যের এই আনন্দ সংবাদ-দান, মোছলেমের ছদ্ম-হিন্দুবেশে প্রভুদর্শনার্থ আগমন ঃ—

'বিশ্বাস' যাঞা তাঁহারে সকল কহিল ।
হিন্দুবেশ ধরি' সেই যবন আইল ॥ ১৭৮ ॥
দূর হৈতে প্রভু দেখি' ভূমেতে পড়িয়া ।
দণ্ডবৎ করে অশ্রু-পুলকিত হঞা ॥ ১৭৯ ॥

প্রভুর নিকটে আসিয়া মোছলেমের কৃষ্ণনাম-গ্রহণ ঃ—

মহাপাত্র আনিল তাঁরে করিয়া সম্মান ।
যোড়হাতে প্রভু-আগে লয় কৃষ্ণনাম ॥ ১৮০ ॥

স্বীয় মোছলেম-জন্মে ধিক্কার ও নির্ব্বেদোক্তি ঃ—

"অধম যবনকুলে কেনে জন্মাইলে ।
বিধি মোরে হিন্দুকুলে কেনে না জন্মাইলে ॥ ১৮১ ॥

প্রভুর পদপ্রাপ্তি ব্যতীত মৃত্যু-বাঞ্ছা ঃ—

'হিন্দু' হৈলে পাইতাম তোমার চরণ-সন্নিধান ।
ব্যর্থ মোর এই দেহ, যাউক পরাণ ॥" ১৮২ ॥

তাহার খেদোক্তি-শ্রবণে রাজকর্ম্মচারীরও প্রভুস্তুতি ঃ—

এত শুনি' মহাপাত্র আবিষ্ট হঞা ।
প্রভুকে করেন স্তুতি চরণে ধরিয়া ॥ ১৮৩ ॥

ভগবন্নামশ্রবণ-ফলেই অন্ত্যজেরও শুচিত্ব-লাভ ঃ—

"চণ্ডাল—পবিত্র, যাঁর শ্রীনাম-শ্রবণে ।
হেন-তোমার এই জীব পাইল দরশনে ॥ ১৮৪ ॥

ভগবদ্দর্শন-ফলে মোছলেমের উদ্ধার তত বেশী বিস্ময়কর নহে ঃ—

ইঁহার যে এই গতি, ইথে কি বিস্ময় ?
তোমার দর্শন-প্রভাব এইমত হয় ॥" ১৮৫ ॥

ভগবন্নামের শ্রবণ, কীর্ত্তন বা স্মরণেই অন্ত্যজেরও শুদ্ধি, সাক্ষাৎ দর্শনে ত' কথাই নাই ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবতে (৩।৩৩।৬)—

যন্নামধেয়শ্রবণানুকীর্ত্তনাদ্-যৎপ্রহ্বনাদ্ যৎস্মরণাদপি ক্বচিৎ।
শ্বাদোঽপি সদ্যঃ সবনায় কল্পতে কুতঃ পুনস্তে ভগবন্নু দর্শনাৎ॥১৮৬

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৬৯। বিশ্বাস—গৌড়দেশীয় যবনরাজার 'বিশ্বাসখানা' বলিয়া একটী 'দপ্তর' ছিল ; তাহাতে অত্যন্ত বিশ্বস্ত কায়স্থগণই কার্য্যভার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। রাজার যখন যেখানে প্রধান কার্য্য পড়িত, তথায়ই কায়স্থ 'বিশ্বাস'গণ প্রেরিত হইতেন।

১৮৬। হে ভগবন্, যাঁহার নাম শ্রবণ, অনুকীর্ত্তন, উচ্চারণ ও স্মরণ করিবামাত্র চণ্ডাল ও যবন-কুলোদ্ভূত ব্যক্তিও সবন-যজ্ঞের যোগ্য হইয়া উঠে, এমন সেই প্রভু যে তুমি, তোমার দর্শন হইতে কি না হয়?

অনুভাষ্য

১৮৬। শ্রীকপিলদেবের মুখে শুদ্ধভক্তিযোগ-শ্রবণে মাতা দেবহূতির মোহাবরণ দূরীভূত হইলে তিনি শুদ্ধ সাংখ্যজ্ঞান-প্রবর্ত্তক ভগবান্ শ্রীকপিলদেবকে স্তব করিতেছেন ঃ—

হে ভগবন্, ক্বচিৎ যন্নামধেয়শ্রবণানুকীর্ত্তনাৎ (যস্য ভগবতঃ তব নাম্নঃ আদৌ শ্রবণম্, অনু তদনন্তরং কীর্ত্তনঞ্চ তস্মাৎ), যৎপ্রহ্বণাৎ (যস্য তব শিরসা নমস্কারাৎ), যৎস্মরণাৎ (যস্য তব ভগবতঃ স্মরণেন) চ শ্বাদঃ (সর্ব্বাধমশ্বপচকুলোদ্ভূতঃ) অপি সদ্যঃ (তৎক্ষণাৎ) সবনায় (সোমযাগায়) কল্পতে (যোগ্যো

মোছলেম-শাসককে কৃপাপূর্ব্বক কৃষ্ণনাম-গ্রহণে আদেশ ঃ—

তবে মহাপ্রভু তাঁরে কৃপা-দৃষ্টি করি' ।
আশ্বাসিয়া কহে,—"তুমি কহ 'কৃষ্ণ' 'হরি' ॥" ১৮৭ ॥

ম্লেচ্ছ শাসকের পাপ-মোচন ও প্রভুর সেবা-যাচ্ঞা ঃ—

সেই কহে,—"মোরে যদি কৈলা অঙ্গীকার ।
এক আজ্ঞা দেহ,—সেবা করি যে তোমার ॥ ১৮৮ ॥
গো-ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণবে হিংসা কর্য়াছি অপার ।
সেই পাপ হইতে মোর হউক নিস্তার ॥" ১৮৯ ॥

লৌকিক-লীলাভিনয়কারী প্রভুর জন্য মুকুন্দের যাত্রা-পথে সহায়তা-প্রার্থনা ঃ—

তবে মুকুন্দ দত্ত কহে,—"শুন, মহাশয় ।
গঙ্গাতীর যাইতে মহাপ্রভুর মন হয় ॥ ১৯০ ॥
তাঁহা যাইতে কর তুমি সহায়-প্রকার ।
এই বড় আজ্ঞা, এই বড় উপকার ॥" ১৯১ ॥

ম্লেচ্ছ-শাসকের স্বীকার ও সদৈন্যে সকলকে প্রণামান্তে বিদায়-গ্রহণ ঃ—

তবে সেই মহাপ্রভুর চরণ বন্দিয়া ।
সবার চরণ বন্দি' চলে হৃষ্ট হঞা ॥ ১৯২ ॥

রাজকর্ম্মচারীর সহিত তাঁহার মিলন ও বন্ধুত্ব ঃ—

মহাপাত্র তাঁর সনে কৈল কোলাকুলি ।
অনেক সামগ্রী দিয়া করিল মিতালি ॥ ১৯৩ ॥

ম্লেচ্ছকর্তৃক প্রাতে প্রভুর যাত্রার সহায়তা-বিধান, প্রভুকে সগৌরবে আহ্বান ঃ—

প্রাতঃকালে সেই বহু নৌকা সাজাঞা ।
প্রভুকে আনিতে দিল বিশ্বাস পাঠাঞা ॥ ১৯৪ ॥

রাজকর্ম্মচারিসঙ্গে প্রভুর গমন ও ম্লেচ্ছের প্রভু-বন্দন ঃ—

মহাপাত্র চলি' আইলা মহাপ্রভুর সনে ।
ম্লেচ্ছ আসি' কৈল প্রভুর চরণ-বন্দনে ॥ ১৯৫ ॥

সর্ব্বসুবিধা-বিশিষ্ট করিয়া একটী নূতন নৌকা-প্রদান ঃ—

এক নবীন নৌকা, তার মধ্যে ঘর ।
স্বগণে চড়াইলা প্রভু তাহার উপর ॥ ১৯৬ ॥

রাজকর্ম্মচারীকে প্রভুর নদীতটে বিদায়-দান, তাহার ক্রন্দন ঃ—

মহাপাত্রে মহাপ্রভু করিলা বিদায় ।
কান্দিতে কান্দিতে সেই তীরে রহি' যায় ॥ ১৯৭ ॥

প্রভুভক্ত সেই ম্লেচ্ছের প্রভুরক্ষা-বিধানপূর্ব্বক 'মন্ত্রেশ্বর'-নদ পার হইয়া 'পিছল্‌দা' পর্য্যন্ত গমন ঃ—

জলদস্যুভয়ে সেই যবন চলিল ।
দশ নৌকা ভরি' সেই সৈন্য সঙ্গে নিল ॥ ১৯৮ ॥
'মন্ত্রেশ্বর'-দুষ্টনদে পার করাইল ।
'পিছল্‌দা' পর্য্যন্ত সেই যবন আইল ॥ ১৯৯ ॥

পিছল্‌দায় তাঁহাকে বিদায়-দান, তাঁহার অদ্ভুত আর্ত্তি ঃ—

তাঁরে বিদায় দিল প্রভু সেই গ্রাম হৈতে ।
সে-কালে তাঁর প্রেম-চেষ্টা না পারি বর্ণিতে ॥ ২০০ ॥

চৈতন্যলীলা-শ্রবণকারীই সার্থকজন্মা ঃ—

অলৌকিক লীলা করে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ।
যেই ইহা শুনে তাঁর জন্ম, দেহ—ধন্য ॥ ২০১ ॥

প্রভুর সেই নৌকায় পাণিহাটীতে রাঘবভবনে আগমন, মাঝিকে কৃপা ঃ—

সেই নৌকা চড়ি' প্রভু আইলা পাণিহাটি' ।
নাবিকেরে পরাইল প্রভু নিজ-কৃপা-সাটী ॥ ২০২ ॥

প্রভুর আগমনে জনসঙ্ঘ ঃ—

'প্রভু আইলা' বলি' লোকে হৈল কোলাহল ।
মনুষ্য ভরিল সব, কিবা জল, স্থল ॥ ২০৩ ॥

জনতাহেতু অতিকষ্টে প্রভুকে রাঘবের স্বগৃহে আনয়ন ঃ—

রাঘব-পণ্ডিত আসি' প্রভু লঞা গেলা ।
পথে যাইতে লোকভিড়ে কষ্টে-সৃষ্ট্যে আইলা ॥ ২০৪ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৯৯। মন্ত্রেশ্বর—ডায়মণ্ডহারবারের সন্নিকট বৃহৎ নদের নামই 'মন্ত্রেশ্বর' ; সেই নদ দিয়া নৌকা রূপনারায়ণ-নদ-তীরবর্ত্তী 'পিছল্‌দা'-গ্রামে লাগিল ; পিছল্‌দা-গ্রামের একদিক্—মন্ত্রেশ্বরের সাহত সংলগ্ন।

২০২। পানিহাটী—গঙ্গা-তীরে শ্রীপাট খড়দহের অনতি-দূরে 'পানিহাটী' গ্রাম।

অনুভাষ্য

ভবতি), তে (তব) দর্শনাৎ পুনঃ কুতঃ নু (কিং বক্তব্যং, কৃতার্থাস্মীত্যর্থঃ)।

১৮৭। তাঁরে—সেই ম্লেচ্ছ শাসককে।

১৯২। সেই—ম্লেচ্ছ শাসক।

১৯৩। মিতালি—দ্রব্যাদি উপহার প্রদান করিয়া মিত্রতা।

১৯৯। দুষ্টনদ—জলদস্যু-সঙ্কুল দুর্গম জলপথ ; নদীর অতিপরিসরত্বহেতু এবং বেগ-জন্যও দুর্গমত্ব।

রাঘব-ভবনে এক দিন থাকিয়া কুমারহট্টে শ্রীবাসগৃহে আগমন ঃ—

একদিন প্রভু তথা করিয়া নিবাস ।
প্রাতে কুমারহট্টে আইলা,—যাঁহা শ্রীনিবাস ॥ ২০৫ ॥

তৎপরে তন্নিকটেই অগ্রে শিবানন্দ-গৃহে, পশ্চাৎ বাসুদেব-গৃহে আগমন ঃ—

তাঁহা হৈতে আগে গেলা শিবানন্দ-ঘর ।
বাসুদেব-গৃহে পাছে আইলা ঈশ্বর ॥ ২০৬ ॥

অতঃপর বিদ্যানগরে বিদ্যাবাচস্পতির গৃহে আসিয়া বিপুল লোকসঙ্ঘ-দর্শনে গোপনে কুলিয়ায় আগমন ঃ—

'বাচস্পতি-গৃহে' প্রভু যেমতে রহিলা ।
লোক-ভিড় ভয়ে যৈছে 'কুলিয়া' আইলা ॥ ২০৭ ॥

কুলিয়ায় প্রভুর মাধবদাস-গৃহে বাস এবং অসংখ্য লোকের প্রভুদর্শন ঃ—

মাধবদাস-গৃহে তথা শচীর নন্দন ।
লক্ষ-কোটি লোক তথা পাইল দরশন ॥ ২০৮ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২০৫-২১০। কুমারহট্টের বর্ত্তমান নাম—'হালিসহর'। মহাপ্রভু সন্ন্যাস করিলে কিছুদিনের মধ্যে শ্রীবাসপণ্ডিত নবদ্বীপের বাস ত্যাগপূর্ব্বক কুমারহট্টে গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। কুমার-হট্ট হইতে প্রভু কাঞ্চনপল্লীতে অর্থাৎ কাঁচড়াপাড়ায় শিবানন্দ-সেনের গৃহে গমন করিলেন এবং তদনন্তর শিবানন্দের গৃহের নিকটবর্ত্তি-স্থানে বাসুদেব দত্তের গৃহে গিয়াছিলেন। তথা হইতে শ্রীনবদ্বীপের পশ্চিমপারে 'শ্রীবিদ্যানগরে' প্রভু গমন করিলেন। (জনসঙ্ঘহেতু) বিদ্যানগর হইতে আসিয়া কুলিয়া-গ্রামে মাধব-দাসের গৃহে থাকিলেন। তথায় সাতদিন থাকিয়া দেবানন্দ প্রভৃতির অপরাধভঞ্জন করিলেন। কবিরাজ গোস্বামী এইস্থানে শান্তিপুরাচার্য্যের গৃহে ঐরূপে আগমনের কথা উল্লেখ করায় বহু লোকের মনে এরূপ সন্দেহ হয় যে, কাঁচড়াপাড়ার নিকটেই বা কোন 'কুলিয়া' থাকিবে! এই মিথ্যা আশঙ্কায় কোন 'নবীন কুলিয়ার পাট' উৎপন্ন হইয়াছে, এরূপ অনুমান হয়। বস্তুতঃ, মহাপ্রভু বাসুদেবের ঘর হইতেই শান্তিপুরাচার্য্যের গৃহে গিয়া-ছিলেন। তথা হইতে যে তিনি নবদ্বীপের অপর (পশ্চিম) পারে বিদ্যানগরে বিদ্যাবাচস্পতির গৃহে ও কুলিয়া-গ্রামে গিয়াছিলেন, এরূপ উক্তি 'শ্রীচৈতন্যভাগবতে', 'শ্রীচৈতন্যমঙ্গলে', 'শ্রীচৈতন্য-চন্দ্রোদয় নাটকে' 'প্রেমদাসের ভাষায়' এবং 'শ্রীচৈতন্যচরিত-কাব্যে' স্পষ্টভাবে বর্ণিত আছে; শ্রীকবিরাজ-গোস্বামী এই যাত্রার রীতিমত বর্ণন করেন নাই বলিয়া ঐ সকল উৎপাত ও সন্দেহ-মূলক ঘটনা হইয়াছে।

অনুভাষ্য

২০৭। বাচস্পতিগৃহে প্রভুর পাঁচ দিন অবস্থান—মধ্য ১ম পঃ ১৫১ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

বাচস্পতি-গৃহ—কোলদ্বীপের নিকটবর্ত্তী জহ্নুদ্বীপান্তর্গত 'বিদ্যানগরে'; সেই স্থানে দেবানন্দ পণ্ডিতের বাস—চৈঃ ভাঃ —মধ্য, ২১শ অঃ ও অন্ত্য ৩য় অঃ দ্রষ্টব্য।

কুলিয়া—শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটকে ৯ম অঙ্কে (রায়ের প্রেরিত এবং নবদ্বীপ হইতে কটকে প্রত্যাগত পুরুষগণের রাজার প্রতি উক্তি)—"ততঃ কুমারহট্টে শ্রীবাসপণ্ডিত-বাট্যামভ্যাযযৌ। * * ততোঽদ্বৈতবাটীমভ্যেত্য হরিদাসেনাভিবন্দিতস্তথৈব তরণীবর্ত্মনা নবদ্বীপস্য পারে কুলিয়া-নাম গ্রামে মাধবদাসবাট্যা-মুত্তীর্ণবান্। ** এবং সপ্তদিনানি তত্র স্থিত্বা পুনস্তটবর্ত্মনা এবং চলিতবান্।" শ্রীচৈতন্যচরিতমহাকাব্যে—"অন্যেদ্যুঃ স শ্রীনব-দ্বীপভূমেঃ পারে গঙ্গং পশ্চিমে ক্বাপি দেশে। শ্রীমান্ সর্ব্বপ্রাণিনাং তত্তদঙ্গৈর্নেত্রানন্দং সম্যগাগত্য তেনে।।"* চৈঃ ভাঃ অন্ত্য, ৩য় অঃ—"সর্ব্বপারিষদ-সঙ্গে শ্রীগৌরসুন্দর। আচম্বিতে আসি' উত্তরিলা তাঁর (বিদ্যাবাচস্পতির) ঘর।। নবদ্বীপাদি সর্ব্বদিকে হৈল ধ্বনি। বাচস্পতি-ঘরে আইলা ন্যাসিচূড়ামণি।। অনন্ত অর্ব্বুদ লোক বলি' 'হরি' 'হরি'। চলিলেন দেখিবারে গৌরাঙ্গ শ্রীহরি।। পথ নাহি পায় কেহো লোকের গহলে। বনডাল ভাঙ্গি' লোক দশদিকে চলে।। লোকের গহলে যত অরণ্য আছিল। ক্ষণেকে সকল দিব্য পথময় হৈল।। ক্ষণেকে আইল সব লোক খেয়াঘাটে। খেয়ারী করিতে পার পড়িল সঙ্কটে।। সত্বরে আসিলা বাচস্পতি মহাশয়। করিলেন অনেক নৌকার সমুচ্চয়।। নৌকার অপেক্ষা আর কেহো নাহি করে। নানামতে পার হয় যে যেমতে পারে।। হেনমতে গঙ্গা পার হই' সর্ব্বজন। সভেই ধরেন বাচস্পতির চরণ।। ** লুকাঞা গেলা প্রভু কুলিয়া-নগর। কুলিয়ায় আইলেন বৈকুণ্ঠ-ঈশ্বর।। ** সর্ব্বলোক 'হরি' বলি' বাচস্পতি-সঙ্গে। সেই ক্ষণে সভে চলিলেন মহারঙ্গে।। কুলিয়া-নগরে আইলেন ন্যাসি-মণি। সেইক্ষণে সর্ব্বদিকে হৈল মহাধ্বনি।। সবে গঙ্গামধ্যে নদীয়ায়-

** অনন্তর শ্রীমন্মহাপ্রভু কুমারহট্টে শ্রীবাস-পণ্ডিতের গৃহে আগমন করিলেন। তদনন্তর সেস্থান হইতে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর গৃহে আগমন করিলে তিনি নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরকর্ত্তৃক পূজিত হইয়াছিলেন। তথা হইতেই নৌকাপথে নবদ্বীপের অপর পারে কুলিয়া-নামক গ্রামে শ্রীমাধবদাসের গৃহে উত্তরণ করিলেন। এইরূপে সপ্তদিবস সেস্থানে অবস্থান করিয়া পুনরায় গঙ্গারতটপথে চলিতে লাগিলেন (শ্রীচৈতন্য-চন্দ্রোদয় নাটক)। শ্রীমন্মহাপ্রভু অন্যদিবস শ্রীনবদ্বীপভূমির পশ্চিমে গঙ্গার পারে কোনও স্থানে (কুলিয়া-গ্রামে) সমাগত হইয়া তত্তৎ অঙ্গদ্বারা সমস্ত প্রাণিগণের নয়নানন্দ বিস্তার করিয়াছিলেন (শ্রীচৈতন্যচরিত মহাকাব্য)।*

বহু অপরাধীর মোচনহেতু কুলিয়াই 'অপরাধ-
ভঞ্জনের পাট' ঃ—

সাত দিন রহি' তথা লোক নিস্তারিলা ।
সব অপরাধিগণে প্রকারে তারিলা ॥ ২০৯ ॥

অদ্বৈত-গৃহে গমন ও শচীসহ মিলন ঃ—

'শান্তিপুরাচার্য্য'-গৃহে ঐছে আইলা ।
শচী-মাতা মিলি' তাঁর দুঃখ খণ্ডাইলা ॥ ২১০ ॥

রামকেলিতে আগমন ও 'কানাইর নাটশালা' হইতে
পুনরায় শান্তিপুরে প্রত্যাবর্ত্তন ঃ—

তবে 'রামকেলি'-গ্রামে প্রভু যৈছে গেলা ।
'নাটশালা' হৈতে প্রভু পুনঃ ফিরি' আইলা ॥ ২১১ ॥
শান্তিপুরে পুনঃ কৈল দশ-দিন বাস ।
বিস্তারি' বর্ণিয়াছেন বৃন্দাবন-দাস ॥ ২১২ ॥

পূর্ব্বে ১ম পরিচ্ছেদে সূত্রমধ্যে নানা ঘটনা বর্ণিত,
বাহুল্য-ভয়ে পুনর্বর্ণনে বিরত ঃ—

অতএব ইঁহা তার না কৈলুঁ বিস্তার ।
পুনরুক্তি হয়, গ্রন্থ বাড়য়ে অপার ॥ ২১৩ ॥
তার মধ্যে মিলিলা যৈছে রূপ-সনাতন ।
নৃসিংহানন্দ কৈল যৈছে পথের সাজন ॥ ২১৪ ॥
সূত্রমধ্যে সেই লীলা আমি ত' বর্ণিলুঁ ।
অতএব পুনঃ তাহা ইঁহা না লিখিলুঁ ॥ ২১৫ ॥

শান্তিপুরে শ্রীরঘুনাথের প্রভুসহ সাক্ষাৎকার ঃ—

পুনরপি প্রভু যদি 'শান্তিপুর' আইলা ।
রঘুনাথ-দাস আসি' প্রভুরে মিলিলা ॥ ২১৬ ॥

শ্রীরঘুনাথের পিতৃ-পরিচয় ঃ—

'হিরণ্য', 'গোবর্দ্ধন',—দুই সহোদর ।
সপ্তগ্রামে বারলক্ষ মুদ্রার ঈশ্বর ॥ ২১৭ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২১২। শ্রীচৈতন্যভাগবতে অন্ত্যখণ্ডে তৃতীয় অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

অনুভাষ্য

কুলিয়ায়। শুনি' মাত্র সর্ব্বলোকে মহানন্দে ধায়।। বাচস্পতির গ্রামে (বিদ্যানগরে) ছিল যতেক গহল। তার কোটি কোটিগুণে পূরিল সকল।। লক্ষ লক্ষ নৌকা বা আইল কোথা হৈতে। না জানি কতেক পার হয় কতমতে।। লক্ষ লক্ষ লোক ভাসে জাহ্নবীর জলে। সভে পার হয়েন পরম কুতূহলে।। গঙ্গায় হঞা পার আপনা আপনি। কোলোকোলি করি' সভে করে হরিধ্বনি।। ক্ষণেকে কুলিয়া-গ্রাম—নগর-প্রান্তর। পরিপূর্ণ হৈল স্থল, নাহি অবসর।। ক্ষণেকে আইলা মহাশয় বাচস্পতি। তেঁহো নাহি পায়েন প্রভুর কোথা স্থিতি।। ** কুলিয়ায় প্রকাশে যতেক পাপী ছিল। উত্তম, মধ্যম, নীচ,—সবে পার হৈল।। কুলিয়া-গ্রামেতে আসি' শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। হেন নাহি, যারে প্রভু না করিল ধন্য।।" নিত্যানন্দপ্রভুর নবদ্বীপে বাসকালে পারিষদগণ-সঙ্গে সঙ্কীর্ত্তন—(যথা, চৈঃ ভাঃ অন্ত্য, ৬ষ্ঠ অঃ)—"খানাযোড়া, বড়গাছি, আর দো-গাছিয়া। গঙ্গার ওপার কভু যায়েন 'কুলিয়া'।।" চৈতন্যমঙ্গলে—'গঙ্গাস্নান করি' প্রভু রাঢ়-দেশ দিয়া। ক্রমে ক্রমে উত্তরিলা নগর 'কুলিয়া'।। মায়ের বচনে পুনঃ গেলা নবদ্বীপ। বারকোণা-ঘাট, নিজ বাড়ীর সমীপ।।" প্রেমদাস—"নদীয়ার মাঝখানে, সকল লোকেতে জানে, 'কুলিয়া-পাহাড়পুর' নামে স্থান।" শ্রীনরহরি চক্রবর্ত্তী বা ঘনশ্যাম দাস-কৃত ভক্তিরত্নাকরে (১২শ তরঙ্গে) "কুলিয়া পাহাড়পুর দেখ শ্রীনিবাস। পূর্ব্বে 'কোলদ্বীপ'-পর্ব্বতাখ্য—এ প্রচার।।" তৎকৃত 'নবদ্বীপ-পরিক্রমা'য়—"কুলিয়া-পাহাড়পুর গ্রাম। পূর্ব্বে কোলদ্বীপ-পর্ব্বতাখ্যানন্দ নাম।।" অদ্যাপি 'বাহির-দ্বীপ' নামে পরিচিত স্থান, বর্ত্তমান সহর-নবদ্বীপ, কোলেরগঞ্জ, কোল-আমাদ, কোলের দহ, গদখালি প্রভৃতি স্থানই 'কুলিয়া' ছিল, সুতরাং 'কুলিয়ার পাট' বলিয়া আধুনিক কল্পিত যে গ্রামটি, তাহা কখনই প্রাচীন কুলিয়া নহে।

২০৮। মাধবদাস—শ্রীকর চট্টোপাধ্যায়ের বংশে যুধিষ্ঠির চট্টোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করেন, তিনি ও তাঁহার জ্ঞাতিগণ বিল্বগ্রাম ও পাটুলি হইতে নবদ্বীপান্তর্গত 'কুলিয়া-পাহাড়পুর' বা 'পাড়পুরে' আসিয়া বাস করেন। যুধিষ্ঠিরের জ্যেষ্ঠপুত্র—মাধবদাস, মধ্যম—হরিদাস এবং কনিষ্ঠ—কৃষ্ণসম্পত্তি চট্টোপাধ্যায়; তাঁহাদের সাধারণ নাম যথাক্রমে—'ছকড়ি', 'তিনকড়ি' ও 'দুকড়ি' ছিল। মাধবদাসের পৌত্র বংশীবদন এবং তৎপৌত্র রামচন্দ্রাদির বংশধরগণ বাঘ্‌নাপাড়া ও বৈঁচী প্রভৃতি স্থানে অদ্যাপি বাস করিতেছেন।

২০৯। মধ্য, ১ম পঃ ১৫৩-১৫৪ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

২১১। শ্রীরূপ-সনাতনের দর্শনার্থে প্রভুর রামকেলিতে আগমন, মিলন ও আলাপ—মধ্য, ১ম পঃ ১৬৬-২২৬ সংখ্যা এবং 'কানাইর নাটশালা'-গমন—মধ্য, ১ম পঃ ২২৭-২৩১ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

২১২। শান্তিপুরে দশ দিন—মধ্য, ১ম পঃ ২৩২-২৩৩ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

২১৪-২১৫। নৃসিংহানন্দ—আদি ১০ম পঃ ৩৫ সংখ্যা এবং মধ্য, ১ম পঃ ১৫৫-১৬২ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

২১৭। হিরণ্য ও গোবর্দ্ধন—হুগলী-জেলায় সপ্তগ্রামের নিকট শ্রীকৃষ্ণপুর-গ্রাম-নিবাসী শৌক্র-কায়স্থকুলোদ্ভূত সহোদর-

মহৈশ্বর্য্যযুক্ত দুঁহে—বদান্য, ব্রাহ্মণ্য ।
সদাচারী, সৎকুলীন, ধার্ম্মিকাগ্রগণ্য ॥ ২১৮ ॥
নদীয়া-বাসী ব্রাহ্মণের উপজীব্য-প্রায় ।
অর্থ, ভূমি, গ্রাম দিয়া করেন সহায় ॥ ২১৯ ॥

প্রভুসহ পরিচয়ের আদি কারণ ঃ—

নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী—আরাধ্য দুঁহার ।
চক্রবর্ত্তী করে দুঁহায় 'ভ্রাতৃ'-ব্যবহার ॥ ২২০ ॥
মিশ্র-পুরন্দরের পূর্ব্বে কর্য্যাছেন সেবনে ।
অতএব প্রভু ভাল জানে দুইজনে ॥ ২২১ ॥

শ্রীরঘুনাথের পরিচয় ঃ—

সেই গোবর্দ্ধনের পুত্র—রঘুনাথ দাস ।
বাল্যকাল হৈতে তেঁহো বিষয়ে উদাস ॥ ২২২ ॥

শান্তিপুরে রঘুর প্রভুপদ-দর্শন ঃ—

সন্ন্যাস করি' প্রভু যবে শান্তিপুর আইলা ।
তবে আসি' রঘুনাথ প্রভুরে মিলিলা ॥ ২২৩ ॥

প্রভুপদে রঘুনাথের শরণ-গ্রহণ ঃ—

প্রভুর চরণে পড়ে প্রেমাবিষ্ট হঞা ।
প্রভু পাদস্পর্শন কৈল করুণা করিয়া ॥ ২২৪ ॥

পিতৃ-সম্বন্ধে স্নেহময় অদ্বৈতের কৃপায় রঘুর প্রভুপদ-সঙ্গ ঃ—

তাঁর পিতা সদা করে আচার্য্য-সেবন ।
অতএব আচার্য্য তাঁরে হৈলা পরসন্ন ॥ ২২৫ ॥
আচার্য্য-প্রসাদে পাইল প্রভুর উচ্ছিষ্ট-পাত ।
প্রভুর চরণ দেখে দিন পাঁচ সাত ॥ ২২৬ ॥

প্রভুকে ছাড়িয়া প্রভু-বিরহোন্মত্ত রঘু ঃ—

প্রভু তাঁরে বিদায় দিয়া গেলা নীলাচল ।
তেঁহো ঘরে আসি' হৈলা প্রেমেতে পাগল ॥ ২২৭ ॥

পূর্ব্বে বারম্বার পলায়ন-চেষ্টা ও পিতৃকর্ত্তৃক বন্ধন ঃ—

বার বার পলায় তেঁহো নীলাদ্রি যাইতে ।
পিতা তাঁরে বান্ধি' রাখে, আনি' পথ হৈতে ॥ ২২৮ ॥

১১ জন প্রহরীর ব্যবস্থা, তজ্জন্য প্রভু-দর্শনাভাবে দুঃখ ঃ—

পঞ্চ পাইক তাঁরে রাখে রাত্রি-দিনে ।
চারি সেবক, দুই ব্রাহ্মণ রহে তাঁর সনে ॥ ২২৯ ॥
একাদশ জন তাঁরে রাখে নিরন্তর ।
নীলাচল যাইতে না পায়, দুঃখিত অন্তর ॥ ২৩০ ॥

এক্ষণে প্রভুর শান্তিপুরে আসিতেই পিতৃসমীপে তদ্দর্শন-যাচ্ঞা ঃ—

এবে যদি মহাপ্রভু শান্তিপুর আইলা ।
শুনিয়া পিতারে রঘুনাথ নিবেদিলা ॥ ২৩১ ॥
"আজ্ঞা দেহ', যাঞা দেখি প্রভুর চরণ ।
অন্যথা না রহে মোর শরীরে জীবন ॥" ২৩২ ॥

পিতার পুত্রকে প্রভুসমীপে প্রেরণ ঃ—

শুনি' তাঁর পিতা বহু লোক-দ্রব্য দিয়া ।
পাঠাইল বলি' 'শীঘ্র আসিবে ফিরিয়া' ॥ ২৩৩ ॥

শান্তিপুরে আসিয়া প্রহরীবন্ধন-মোচনার্থ চিন্তা ঃ—

সাতদিন শান্তিপুরে প্রভু-সঙ্গে রহে ।
রাত্রি-দিবসে এই মনঃকথা কহে ॥ ২৩৪ ॥

অনুভাষ্য

দ্বয়। ইঁহাদিগের বংশগত উপাধি বিশেষরূপে জানা যায় না, তবে ইঁহারা সৎকুলীন ছিলেন। জ্যেষ্ঠের নাম—'হিরণ্য' মজুমদার এবং কনিষ্ঠের নাম—'গোবর্দ্ধন' মজুমদার। গোবর্দ্ধনের তনয়ই শ্রীরঘুনাথ দাস। ইঁহাদের পুরোহিত বলরাম আচার্য্য শ্রীহরিদাস ঠাকুরের কৃপাপাত্র (অন্ত্য, ৩য় পঃ ১৬৫-১৬৬ সংখ্যা) এবং গুরু-পুরোহিত যদুনন্দন আচার্য্য—শ্রীবাসুদেব দত্তের অনুগৃহীত (অন্ত্য ৬ষ্ঠ পঃ ১৬১ সংখ্যা) ; ইঁহাদের সম্বন্ধে অন্যান্য কথা—অন্ত্য, ৩য় পঃ ও ১৬৫, ১৭১-১৭৪,, ১৮৮-১৮৯, ১৯৮, ২০১ ও ২০৬ সংখ্যা এবং অন্ত্য ৬ষ্ঠ পঃ ১৭-৩৪, ৩৭-৪০ সংখ্যা দ্রষ্টব্য ; প্রভুর শ্রীমুখে ইঁহাদের আচরণ বর্ণন—অন্ত্য, ৬ষ্ঠ পঃ ১৯৫-১৯৮ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

সপ্তগ্রাম—ই, আই, আর, লাইনে হুগলী-জেলার অন্তর্গত 'ত্রিশবিঘা' রেলষ্টেশনের সন্নিহিত সরস্বতী-নদীর তটে অবস্থিত প্রাচীন বন্দর ও নগর। ১৫৯২ খৃষ্টাব্দে পাঠানগণ ইহা লুণ্ঠন করে এবং সরস্বতী-নদীর স্রোত রুদ্ধ হওয়ায় ১৬৩২ খৃষ্টাব্দে এই বহু প্রাচীন বন্দরটি একপ্রকার ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। কথিত আছে, সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে এখানে পর্ত্তুগীজ নাবিকগণ ব্যবসায়-সূত্রে অর্ণবপোতে আগমন করিতেন। তদানীন্তন দক্ষিণবঙ্গে সপ্তগ্রাম একটী সমৃদ্ধিসম্পন্ন বিশিষ্ট নগররূপে প্রসিদ্ধ ছিল। এই নগরে বিপুল সম্পত্তির অধীশ্বররূপে হিরণ্য ও গোবর্দ্ধন, দুই ভ্রাতা বাস করিতেন। তৎকালে তাঁহাদের বাৎসরিক খাজনা-আদায় বার লক্ষ মুদ্রা ছিল। আদি, ১১শ পঃ ৪১ সংখ্যায় 'উদ্ধারণ দত্ত'-প্রসঙ্গে অনুভাষ্যের প্রথমাংশ দ্রষ্টব্য।

২১৮-২১৯। শ্রীমহাপ্রভুর কালে নবদ্বীপ সমৃদ্ধনগর থাকিলেও উহা হিরণ্য ও গোবর্দ্ধনের আশ্রিত বিদ্যানুশীলন-রত ব্রাহ্মণেরই বাসস্থল ছিল মাত্র। সেই শুদ্ধবিপ্রগণ হিরণ্য ও গোবর্দ্ধনের প্রতিপাল্য থাকিয়া তাঁহাদেরই প্রদত্ত অর্থ, ভূমি ও গ্রামাদি-দ্বারা অধ্যাপনা ও জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। ব্রাহ্মণের প্রতি তাঁহার অসাধারণ মর্য্যাদা ছিল এবং তাঁহাদিগের মুক্তহস্তে দানবিষয়ে কোনপ্রকার কুণ্ঠতা ছিল না।

'রক্ষকের হাতে মুঞি কেমনে ছুটিব!
কেমনে প্রভুর সঙ্গে নীলাচলে যাব??' ২৩৫ ॥

প্রভুর বদ্ধজীব-লীলাভিনয়কারী রঘুনাথকে শিক্ষা-দান ঃ—

সর্ব্বজ্ঞ গৌরাঙ্গ-প্রভু জানি' তাঁর মন।
শিক্ষা-রূপে কহে তাঁরে আশ্বাস-বচন ॥ ২৩৬ ॥

যুক্তবৈরাগ্য গ্রহণ ও ফল্গুবৈরাগ্য ত্যাগ করিতে উপদেশ ঃ—

"স্থির হঞা ঘরে যাও, না হও বাতুল।
ক্রমে ক্রমে পায় লোক ভবসিন্ধুকূল ॥ ২৩৭ ॥
মর্কট-বৈরাগ্য না কর লোক দেখাঞা।
যথাযোগ্য বিষয় ভুঞ্জ' অনাসক্ত হঞা ॥ ২৩৮ ॥
অন্তরে নিষ্ঠা কর, বাহ্যে লোকব্যবহার।
অচিরাৎ কৃষ্ণ তোমায় করিবে উদ্ধার ॥ ২৩৯ ॥

প্রভুর বৃন্দাবন হইতে আসিয়া নীলাচলে থাকা-কালে সাক্ষাৎ করিতে আজ্ঞা ঃ—

বৃন্দাবন দেখি' যবে আসিব নীলাচলে।
তবে তুমি আমা-পাশ আসিহ কোন ছলে ॥ ২৪০ ॥

অহৈতুকী কৃষ্ণকৃপা-প্রভাবেই কৃষ্ণপ্রাপ্তি-যোগ্যতা ঃ—

সে-ছল সেকালে কৃষ্ণ স্ফুরাবে তোমারে।
কৃষ্ণকৃপা যাঁরে, তাঁরে কে রাখিতে পারে ॥" ২৪১ ॥

প্রভু হইতে বিদায় লইয়া গৃহে যুক্তবৈরাগ্যাচরণ ঃ—

এত কহি' মহাপ্রভু তাঁরে বিদায় দিল।
ঘরে আসি' মহাপ্রভুর শিক্ষা আচরিল ॥ ২৪২ ॥
বাহ্য বৈরাগ্য, বাতুলতা সকল ছাড়িয়া।
যথাযোগ্য কার্য্য করে অনাসক্ত হঞা ॥ ২৪৩ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২৩৮। মর্কট-বৈরাগ্য—হৃদয়ে বিষয়-চিন্তা এবং গোপনে স্ত্রীলোকের সহিত সহবাস, কিন্তু বাহিরে কৌপীন, বহির্ব্বাস ইত্যাদি বৈরাগ্যের চিহ্নগুলি-ধারণ,—এইসকলই 'মর্কট-বৈরাগী'র লক্ষণ।

২৪২-২৪৩। রঘুনাথদাস শান্তিপুর হইতে সপ্তগ্রামে আসিয়া মহাপ্রভুর শিক্ষা আচরণ করিতে লাগিলেন। অন্তরেই বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া তিনি বাহিরে কোন বৈরাগ্য-চেষ্টা বা বাতুলতা রাখিলেন না, অনাসক্তভাবে যথাযোগ্য গৃহ-কার্য্য করিতে লাগিলেন।

অনুভাষ্য

২৩৬-২৪৪। অন্ত্য, ৬ষ্ঠ পঃ ১৩-১৫ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

২৩৮। মর্কট-বৈরাগ্য—বাহ্যদর্শনে ভোগবুদ্ধিবিশিষ্ট বানরগণ যেরূপ গৃহাদি অথবা বস্ত্রাদি-বর্জ্জিত হইয়া, বিরাগবিশিষ্ট পুরুষের সহিত 'সমান' বলিয়া প্রতিপন্ন হয়, অথচ ইন্দ্রিয়-তর্পণ হইতে নিবৃত্ত হয় না, তাদৃশ 'লোকদেখান' বৈরাগ্যকেই 'মর্কট-বৈরাগ্য' বলে। যে-বৈরাগ্য শুদ্ধভক্তি হইতে তৎসহজাতরূপে উৎপন্ন না হইয়া কৃষ্ণেতরবস্তুর প্রতি কামনার বা বাসনার ব্যাঘাত হইতে জাত, যাহা শুদ্ধভক্তির অনুকূলরূপে যাবজ্জীবন স্থায়ী না থাকিয়া 'ক্ষণিক' বা 'ফল্গু', তাহাই 'শ্মশান-বৈরাগ্য' বা 'মর্কট-বৈরাগ্য'। কৃষ্ণসেবা-কল্পে নিতান্ত অপরিহার্য্য বিষয়ের ভোগ স্বীকারমাত্র করিয়া তত্তদ্বিষয়ে অভিনিবেশ পরিত্যাগপূর্ব্বক বাস করিলে মানব কর্ম্মফলাধীন হয় না। ভঃ রঃ সিঃ—পূর্ব্ব-বিঃ ২য় লঃ-ধৃত নারদীয়-বচন—"যাবতা স্যাৎ স্ব-নির্ব্বাহ স্বীকুর্য্যাৎ তাবদর্থবিৎ। আধিক্যে ন্যূনতায়াঞ্চ চ্যবতে পরমার্থতঃ।।" এই শ্লোকের 'স্ব-নির্ব্বাহঃ'-শব্দে শ্রীজীবপ্রভু স্বীয় 'দুর্গমসঙ্গমনী'-টীকায় "স্ব-স্ব-ভক্তিনির্ব্বাহঃ" বলিয়াছেন। পুনরায়, (ভঃ রঃ সিঃ ২য় লঃ পূর্ব্ব-বিঃ ১২৫ ও ১২৬ সংখ্যায়) 'ফল্গু'-বৈরাগ্য—"প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধি-বস্তুনঃ। মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং 'ফল্গু' কথ্যতে।।" অর্থাৎ "শ্রীহরিসেবায় যাহা অনুকূল। 'বিষয়' বলিয়া ত্যাগে হয় ভুল।।" 'যুক্ত-বৈরাগ্য',—"অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ। নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্য-মুচ্যতে।।" অর্থাৎ "আসক্তি-রহিত, সম্বন্ধ-সহিত, বিষয়সমূহ, সকলি মাধব।।"

২৩৯। মানব-বিশ্বাসে সাধারণতঃ যেরূপ ব্যবহার—সুষ্ঠু, তাহা তাদৃশ লোকসমাজে দেখাইয়া হৃদয়ে প্রাকৃত-বস্তুসমূহের অভিনিবেশ পরিত্যাগপূর্ব্বক মন্নিষ্ঠ হইয়া ভগবদ্ভক্তি কর ; এরূপভাবে নিষ্কপটহৃদয়ে কৃষ্ণসেবা হইতে থাকিলে কৃষ্ণই তোমাকে সংসারবন্ধন হইতে উদ্ধার করিবেন। "অন্তরে নিষ্ঠা কর, বাহ্যে লোক-ব্যবহার"—এই কথাটী পূর্ব্বোক্ত "যথাযোগ্য বিষয় ভুঞ্জ' অনাসক্ত হঞা" কথাটীরই ব্যাখ্যা-মাত্র। নিষ্ঠা—কৃষ্ণনিষ্ঠা অর্থাৎ কৃষ্ণেতর বস্তুর কামনা বা তৃষ্ণা ত্যাগ করিয়া অহৈতুক-কৃষ্ণানুশীলনে নিশ্চয়যুক্ত অবস্থান। লোক-ব্যবহার,—ভঃ রঃ সিঃ পূর্ব্ব-বিঃ ২য় লঃ ধৃত পঞ্চরাত্র-বচন—"লৌকিকী বৈদিকী বাপি যা ক্রিয়া ক্রিয়তে মুনে। হরিসেবানুকূলৈব সা কার্য্যা ভক্তিমিচ্ছতা।।"

২৪৩। লোকদৃষ্টিতে বিষয়গ্রহণরাহিত্যরূপ উন্মত্ততা পরিত্যাগপূর্ব্বক অনাসক্ত হইয়া কৃষ্ণসেবার অনুকূলভাবে যথোপযোগী কার্য্যাদি সম্পন্ন করিতে লাগিলেন।

রঘুনাথের আচরণে পিতামাতার সুখ, প্রহরি-বেষ্টন-শৈথিল্য ঃ—

দেখি' তাঁর পিতা-মাতা বড় সুখ পাইল ।
তাঁহার আবরণ কিছু শিথিল হইল ॥ ২৪৪ ॥

নিতাই অদ্বৈতাদি সকল-ভক্তসমীপে প্রভুর পুরী হইয়া বৃন্দাবন-গমনে অনুজ্ঞা-যাচ্ঞা ঃ—

ইঁহা প্রভু এক এক করি' সব ভক্তগণ ।
অদ্বৈত-নিত্যানন্দাদি যত ভক্তজন ॥ ২৪৫ ॥
সবা আলিঙ্গন করি' কহেন গোসাঞি ।
"সবে আজ্ঞা দেহ'—আমি নীলাচলে যাই ॥ ২৪৬ ॥

ঐ বৎসর পুরীতে যাইতে সকলকে নিষেধাজ্ঞা ঃ—

সবার সহিত ইঁহা আমার হইল মিলন ।
এ বর্ষ 'নীলাদ্রি' কেহ না করিহ গমন ॥ ২৪৭ ॥
ইহাঁ হৈতে অবশ্য আমি 'বৃন্দাবন' যাব ।
সবে আজ্ঞা দেহ', তবে নির্ব্বিঘ্নে আসিব ॥" ২৪৮ ॥

শচীর নিকট সদৈন্যে অনুমতি গ্রহণ ঃ—

মাতার চরণে ধরি' বহু বিনয় কৈল ।
বৃন্দাবন যাইতে তাঁর আজ্ঞা লইল ॥ ২৪৯ ॥

মাতাকে শান্তিপুর হইতে নবদ্বীপে প্রেরণ, পুরী-যাত্রা ঃ—

তবে নবদ্বীপে তাঁরে দিল পাঠাঞা ।
নীলাদ্রি চলিলা, সঙ্গে ভক্তগণ লঞা ॥ ২৫০ ॥

পুরীতে আগমন ঃ—

সেই সব লোক পথে করেন সেবন ।
সুখে নীলাচলে আইলা শচীর নন্দন ॥ ২৫১ ॥

জগন্নাথ-দর্শন, সর্ব্বত্র আগমন-সংবাদ-প্রচার ঃ—

প্রভু আসি' জগন্নাথ দরশন কৈল ।
'মহাপ্রভু আইলা'—গ্রামে কোলাহল হৈল ॥ ২৫২ ॥

ভক্তগণের প্রভু-সাক্ষাৎকার ঃ—

আনন্দিত ভক্তগণ আসিয়া মিলিলা ।
প্রেম-আলিঙ্গন প্রভু সবারে করিলা ॥ ২৫৩ ॥
কাশীমিশ্র, রামানন্দ, প্রদ্যুম্ন, সার্ব্বভৌম ।
বাণীনাথ, শিখি-আদি যত ভক্তগণ ॥ ২৫৪ ॥

সকলকে পূর্ব্ব বৃন্দাবন-যাত্রার বিঘ্ন-বর্ণন ঃ—

গদাধর-পণ্ডিত আসি' প্রভুরে মিলিলা ।
সবার অগ্রেতে প্রভু কহিতে লাগিলা ॥ ২৫৫ ॥
"বৃন্দাবন যাব আমি গৌড়দেশ দিয়া ।
নিজ-মাতার, গঙ্গার চরণ দেখিয়া ॥ ২৫৬ ॥
এত মতে করি' কৈলুঁ গৌড়েরে গমন ।
সহস্রেক সঙ্গে হৈল নিজ-ভক্তগণ ॥ ২৫৭ ॥
লক্ষ লক্ষ লোক আইসে কৌতুক দেখিতে ।
লোকের সংঘট্টে পথ না পারি চলিতে ॥ ২৫৮ ॥
যথা রহি, তথা ঘর-প্রাচীর হয় চূর্ণ ।
যথা নেত্র পড়ে তথা লোক দেখি পূর্ণ ॥ ২৫৯ ॥

রামকেলি-গ্রামে রূপ-সনাতনের সহিত মিলন ও তাঁহাদের পরিচয়-বর্ণন ঃ—

কষ্টে-সৃষ্ট্যে করি' গেলাঙ রামকেলি-গ্রাম ।
আমার ঠাঞি আইলা 'রূপ' 'সনাতন' নাম ॥ ২৬০ ॥
দুই ভাই—ভক্তরাজ, কৃষ্ণকৃপা-পাত্র ।
ব্যবহারে—রাজমন্ত্রী হয় রাজপাত্র ॥ ২৬১ ॥
বিদ্যা-ভক্তি-বুদ্ধি-বলে পরম প্রবীণ ।
তবু আপনাকে মানে তৃণ হৈতে হীন ॥ ২৬২ ॥
তাঁর দৈন্য দেখি' শুনি' পাষাণ বিদরে ।
আমি তুষ্ট হঞা তবে কহিলুঁ দোঁহারে ॥ ২৬৩ ॥

রূপ-সনাতনের প্রতি প্রভুর উপদেশ ঃ—

'উত্তম হঞা হীন করি' মানহ আপনারে ।
অচিরে করিবে কৃষ্ণ তোমার উদ্ধারে ॥' ২৬৪ ॥

বিদায়গ্রহণকালে সনাতনের প্রভুকে সতর্কীকরণ ঃ—

এত কহি' আমি যবে বিদায় তাঁরে দিল ।
গমনকালে সনাতন 'প্রহেলী' কহিল ॥ ২৬৫ ॥

বহু বিভিন্ন উদ্দেশ্যবিশিষ্ট লোকসহ বৃন্দাবন-দর্শনের অনৌচিত্য ঃ—

'যাঁর সঙ্গে হয় এই লোক লক্ষ-কোটি ।
বৃন্দাবন যাইবার এই নহে পরিপাটী ॥' ২৬৬ ॥

অনুভাষ্য

২৪৪। শ্রীরঘুনাথের বাহ্য বৈরাগ্যচিহ্নসমূহ শিথিল দেখিয়া পিতা-মাতার সংসার-প্রবণ-হৃদয়ে বিশেষ আনন্দ দেখা দিল। রঘুনাথের আবরণ- (বেষ্টন) রূপে পাঁচজন পদাতিক, চারিজন ভৃত্য এবং দুইজন ব্রাহ্মণ,—মোট এগার-জনের নিয়োগ আর আবশ্যক বলিয়া তাঁহাদের বোধ হইল না। তাঁহাকে সংসারে ক্রমশঃ কার্য্যভারাদি গ্রহণ করিতে দেখিয়া প্রহরী-সংখ্যা কমাইয়া দিলেন।

২৬৪। তোমরা প্রাকৃতরাজ্যে 'পরম উত্তম' হইয়াও আপনা-দিগকে 'সর্ব্বাধম' বলিয়া জ্ঞান করিতেছ, তজ্জন্য তোমরা সাক্ষাৎ নিত্যসিদ্ধ ব্রজপরিকর হইলেও কৃষ্ণ অগৌণে প্রাকৃত-লোকের বহির্দৃষ্টি বা অক্ষজ-জ্ঞানসুলভ বদ্ধজীব-লীলাভিনয়-কারী তোমাদের এই 'সংসার-বন্ধন' (?) মোচন করিয়া স্বীয় নিত্যদাস্যে নিয়োগ করিবেন।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২৬৫। প্রহেলী—প্রহেলিকা, তর্জ্জা।

তৎসত্ত্বেও প্রভুর লোকসঙ্ঘসহ যাত্রা, পরে সনাতনবাক্য বিচারপূর্ব্বক লোকসঙ্গ-ত্যাগ ঃ—

তবু আমি শুনিলুঁ মাত্র, না কৈলুঁ অবধান ।
প্রাতে চলি' আইলাঙ 'কানাইর নাটশালা'-গ্রাম ॥২৬৭॥
রাত্রিকালে মনে আমি বিচার করিল ।
সনাতন মোরে কিবা 'প্রহেলী' কহিল ॥ ২৬৮ ॥
ভালমত' কহিল,—মোর এত লোক সঙ্গে ।
লোক দেখি' কহিবে মোরে—'এই এক ঢঙ্গে' ॥২৬৯॥

নিগূঢ় ভজনস্থল বৃন্দাবনে অতি অন্তরঙ্গ মর্ম্মী ভক্ত ব্যতীত বহিরঙ্গ লোকের অনধিকার ঃ—

'দুর্ল্লভ' 'দুর্গম' সেই 'নির্জ্জন' বৃন্দাবন ।
একাকী যাইব, কিবা সঙ্গে একজন ॥ ২৭০ ॥

পূর্ব্ব মহাজন মাধবপুরীর একাকী বৃন্দাবনে গমন ঃ—

মাধবেন্দ্রপুরী তথা গেলা একেশ্বরে ।
দুগ্ধদান-ছলে কৃষ্ণ-সাক্ষাৎ হইল তাঁরে ॥ ২৭১ ॥

প্রভুর বহু লোকসঙ্ঘে অনাদর ঃ—

বাদিয়ার বাজি পাতি' চলিলাঙ তথারে ।
বহু-সঙ্গে বৃন্দাবন গমন না করে ॥ ২৭২ ॥
একা যাইব, কিবা সঙ্গে ভৃত্য একজন ।
তবে সে শোভয় বৃন্দাবনের গমন ॥ ২৭৩ ॥
বৃন্দাবন যাব কাঁহা 'একাকী' হঞা !
সৈন্য সঙ্গে চলিয়াছি ঢাক বাজাঞা ! ২৭৪ ॥

বৃন্দাবন-গমন ত্যাগপূর্ব্বক প্রভুর পুনরায় গঙ্গাতটে আগমন ঃ—

ধিক্, ধিক্ আপনাকে বলি' হইলাঙ অস্থির ।
নিবৃত্ত হঞা পুনঃ আইলাঙ গঙ্গাতীর ॥ ২৭৫ ॥

অল্পভক্তসহ পুরীতে আগমন ঃ—

ভক্তগণে রাখিয়া আইনু স্থানে-স্থানে ।
আমা-সঙ্গে আইলা সবে পাঁচ-ছয়-জনে ॥ ২৭৬ ॥

সকলের নিকট নির্ব্বিঘ্নে বৃন্দাবন-গমনে যুক্তি-যাচ্ঞা ঃ—

নির্ব্বিঘ্নে এবে কৈছে যাইব বৃন্দাবনে ।
সবে মেলি' যুক্তি দেহ' হঞা পরসন্নে ॥ ২৭৭ ॥

পরিত্যাগ-ক্ষুব্ধ দুঃখিত গদাধরকে প্রণয়-তোষণ ঃ—

গদাধরে ছাড়ি' গেনু, ইঁহো দুঃখ পাইল ।
সেইহেতু বৃন্দাবন যাইতে নারিল ॥" ২৭৮ ॥

প্রভুপ্রতি দক্ষিণা-ভাবযুক্ত পণ্ডিতের সদৈন্য-প্রেমোক্তি ঃ—

তবে গদাধর-পণ্ডিত প্রেমাবিষ্ট হঞা ।
প্রভু-পদ ধরি' কহে বিনয় করিয়া ॥ ২৭৯ ॥

যেস্থানে প্রভু, সেই স্থানই বৃন্দাবন, বৃন্দাবন ব্যতীত কৃষ্ণের মধুরলীলা নাই ঃ—

"তুমি যাঁহা-যাঁহা রহ, তাঁহা 'বৃন্দাবন' ।
তাঁহা যমুনা, গঙ্গা, সর্ব্বতীর্থগণ ॥ ২৮০ ॥

লোকশিক্ষার্থই প্রভুর বৃন্দাবনে গমন ঃ—

তবু বৃন্দাবন যাহ' লোক শিখাইতে ।
সেই ত' করিবে, তোমার যেই লয় চিত্তে ॥ ২৮১ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২৭২। বাদিয়া অর্থাৎ বেদেগণ বাজি করিবার জন্য স্থান পাতিলে যেরূপ লোকসংঘট্ট হয়, সেইরূপ লোকসংঘট্ট লইয়া যে আমি বৃন্দাবন যাইতেছি, ইহা ভাল নয়।

অনুভাষ্য

২৭১। মধ্য, ৪র্থ পঃ ২০-৩৩ সংখ্যা এবং ১৭২ ও ১৭৯ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

২৮০-২৮১। শ্রীমন্মহাপ্রভুর ইতঃপূর্ব্বেই রথাগ্রে নর্ত্তন-কালে স্বগণ-মধ্যে নিজভাব প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীমহাপ্রভুর হৃদয়ই শ্রীরাধাকান্তের লীলাভূমি বৃন্দাবন ; তথাপি লোকশিক্ষার জন্য তিনি প্রপঞ্চোদিত ভৌম-বৃন্দাবনে গমন করেন। প্রাকৃত দৃষ্টিযুক্ত বিষয়ভোগমত্ত সাধারণ লোকের ধারণা এই যে, ভৌম-বৃন্দাবন—অপ্রাকৃত নহে, ইহা অন্য জড়দেশ-সদৃশ ভোগরত ইন্দ্রিয় ও ভোগোপকরণ অর্থের সাহায্যে গম্য স্থানবিশেষ। যেরূপ অপরাপর তাদৃশ জড়বস্তুর সঙ্গপ্রভাবে জড়ভাবসমূহ উৎপন্ন হয়, তদ্রূপ ইন্দ্রিয়-ভোগ্যজ্ঞানে বা জড়বুদ্ধিতে 'বৃন্দাবন' (?) দর্শন করিতে গেলে, কোন পারমার্থিক নিত্য মঙ্গল অর্থাৎ অদ্বয়জ্ঞান-শ্রীকৃষ্ণসেবা হয় না, উহা "মোর মন—বৃন্দাবন" এই শ্রীমহাপ্রভুর বাক্যে ও "আহুশ্চ তে" এই শ্রীভাগবত-পদ্যে প্রমাণিত হইয়াছে। (ভাঃ ১০।৮৪।৮)—"যস্যাত্মবুদ্ধিঃ কুণপে ত্রিধাতুকে স্বধীঃ কলত্রাদিষু ভৌম ইজ্যধীঃ। যত্তীর্থবুদ্ধিঃ সলিলে ন কর্হিচিজ্জনেষ্বভিজ্ঞেষু স এব গোখরঃ।।" বাস্তবিক জড়-লোককে শিক্ষা দিবার জন্যই মহাপ্রভু ভগবানের অপ্রাকৃত লীলাস্থল বৃন্দাবন-গমন-দর্শনাদি লীলা আচরণ করিয়াছেন ; বদ্ধজীব তাহা ভুলিয়া বৃন্দাবনকে প্রপঞ্চের অন্যতম 'বিষয়-ভোগক্ষেত্র' বলিয়া মনে করিলে, তাহার মহাপ্রভুর শিক্ষার সহিত বিরোধ করা হইবে। প্রাকৃত-সহজিয়াগণ যে-প্রকার শ্রীধামের ধারণা করিয়া আপনাদিগকে 'ব্রজবাসী' বা 'ধামবাসী' বলিয়া অভিমান বা প্রচার করিয়াও প্রকৃতপক্ষে চিন্ময় বৃন্দাবন-বাসের পরিবর্ত্তে স্বীয় ইন্দ্রিয়-তর্পণক্ষেত্র ঘোর সংসারেই বাস করিয়া জঞ্জাল বৃদ্ধি করেন, শুদ্ধভাগবতগণের তাদৃশ ভাব বা ধারণা নাই। শ্রীদামোদরস্বরূপ নিত্য ব্রজবাসী হইলেও তাঁহার চরিত্রে ভৌম-বৃন্দাবনে যাইবার প্রসঙ্গ শুনা যায় নাই ; শ্রীপুণ্ডরীক

বর্ষার চারিমাস পুরীতে থাকিতে অনুরোধ ঃ—

এই আগে আইলা, প্রভু, বর্ষার চারিমাস ।
এই চারি মাস কর নীলাচলে বাস ॥ ২৮২ ॥

পরে স্বতন্ত্র প্রভুর যথেচ্ছ যাইতে ভক্তগণের অনাপত্তি ঃ—

পাছে সেই আচরিবা, যেই তোমার মন ।
আপন-ইচ্ছায় চল, রহ,—কে করে বারণ ॥" ২৮৩ ॥

সকল ভক্তেরই ঐ প্রার্থনা ঃ—

শুনি' সব ভক্ত কহে প্রভুর চরণে ।
"সবাকার ইচ্ছা পণ্ডিত কৈল নিবেদনে ॥" ২৮৪ ॥

সকলের ইচ্ছামতে প্রভুর চারিমাস পুরীতে অবস্থান ঃ—

সবার ইচ্ছায় প্রভু চারি মাস রহিলা ।
শুনিয়া প্রতাপরুদ্র আনন্দিত হৈলা ॥ ২৮৫ ॥

টোটায় নিজগৃহে পণ্ডিতের প্রভুকে ভিক্ষাদান ঃ—

সেই দিন গদাধর কৈল নিমন্ত্রণ ।
তাঁহা ভিক্ষা কৈল প্রভু লঞা ভক্তগণ ॥ ২৮৬ ॥

পণ্ডিতের প্রেম ও প্রভুর তদ্‌বশ্যতা—
মর্ত্ত্যজীবের অচিন্ত্য ঃ—

ভিক্ষাতে পণ্ডিতের স্নেহ, প্রভুর আস্বাদন ।
মনুষ্যের শক্ত্যে দুই না যায় বর্ণন ॥ ২৮৭ ॥
এইমত গৌরলীলা অনন্ত, অপার ।
সংক্ষেপে কহিয়ে, কথন না যায় বিস্তার ॥ ২৮৮ ॥

সাক্ষাৎ অনন্তেরও গৌরলীলার অন্ত
পাইতে অসামর্থ্য ঃ—

সহস্র-বদনে কহে আপনে 'অনন্ত' ।
তবু এক লীলার তেঁহো নাহি পায় অন্ত ॥ ২৮৯ ॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ২৯০ ॥

ইতি শ্রীচৈতনচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে পুনর্গৌড়িগমন-বিলাসো নাম ষোড়শ-পরিচ্ছেদঃ।

অনুভাষ্য

বিদ্যানিধি, শ্রীহরিদাস ঠাকুর, শ্রীবাস পণ্ডিত, শ্রীশিবানন্দ সেন, শ্রীরামানন্দ রায়, শ্রীশিখি মাহাতি, শ্রীমাধবী দেবী, শ্রীগদাধর পণ্ডিত-গোস্বামী প্রভৃতিরও তাদৃশ যাত্রা কোন গ্রন্থে লিপিবদ্ধ নাই। পরন্তু শুদ্ধভক্তিবিহীন বহু প্রাকৃত-সহজিয়া, কর্ম্মী, জ্ঞানী বা অন্যাভিলাষীরও ভৌম-বৃন্দাবনে বাস, দর্শন বা গমনাদির প্রসঙ্গ সাধারণ লোকমুখে আখ্যাত হয়। শ্রীধামে বাস ভক্তিহীনের নিকট স্বর্গাপবর্গদায়ক বা পাপ-পুণ্য-বৈরাগ্য-প্রাপ্য-ফলপ্রদ হইলেও "প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিতভক্তি-বিলোচনেন" শ্লোকের অভিপ্রেত দিব্য-নির্ম্মল-নেত্রযুক্ত শুদ্ধ-ভক্তেরই অপ্রাকৃত শ্রীধাম-বৃন্দাবনে বাস—যথার্থ ও সত্য ; পরবর্ত্তিযুগে খেতরি-গ্রামে ঠাকুর নরোত্তম, যাজিগ্রামে শ্রীনিবাসাচার্য্য ও তৎপরবর্ত্তি-যুগে গৌড়-দেশে শ্রীজগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজ, কালনায় শ্রীভগবান্‌দাস, নবদ্বীপধামে শ্রীমদ্ গৌরকিশোরদাস বাবাজী মহারাজ, কলিকাতায় শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রভৃতি শ্রীনামৈকনিষ্ঠ ভক্তগণ অবশ্যই শ্রীবৃন্দাবন ব্যতীত অন্য ধামে কখনও বাস করেন নাই।

ইতি অনুভাষ্যে ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২৮৭। গদাধর-পণ্ডিতের নিকট প্রভুর ভিক্ষাকালে পণ্ডিতের যে স্নেহ এবং প্রভু যে সেই স্নেহযুক্ত প্রসাদান্ন আস্বাদন করেন—এই দুই বিষয়ই মনুষ্যের শক্তিতে বর্ণন করা যায় না।

ইতি অমৃতপ্রবাহ-ভাষ্যে ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

সপ্তদশ অধ্যায়

কথাসার—সেই বৎসর শ্রীক্ষেত্রে রথযাত্রা দেখিয়া মহাপ্রভু বৃন্দাবন যাইবার জন্য স্থির করিলেন। শ্রীরামানন্দ ও শ্রীস্বরূপ বলভদ্র-ভট্টাচার্য্যকে ও তৎসঙ্গী (ভৃত্য) একটী ব্রাহ্মণকে সঙ্গে দিলেন। রাত্রি প্রভাত হইবার পূর্ব্বে কটকে যাত্রা করিয়া কটক দক্ষিণে রাখিয়া নির্জ্জন-বনপথে চলিলেন এবং বনপথে ব্যাঘ্র-হস্তী প্রভৃতিকে প্রেমে কৃষ্ণনাম গান করাইলেন। যেখানে গ্রাম পাইতেন, সেখানে ভিক্ষা করিয়া অন্ন-ব্যঞ্জনাদি প্রস্তুত হইত। গ্রামশূন্য (জনহীন) স্থলে সঞ্চিত-তণ্ডুল পাক হইত এবং বন্য-শাকাদি সংগৃহীত হইত। বলভদ্র-ভট্টাচার্য্যের সুব্যবহারে প্রভু অত্যন্ত প্রীত হইলেন। এইরূপে ঝারিখণ্ডের বনপথে চলিয়া প্রভু বারাণসীধামে উপস্থিত হইলেন। মণি-কর্ণিকার ঘাটে স্নান করিবার সময় তপন মিশ্রের সহিত প্রভুর সাক্ষাৎকার হইল। প্রভুকে তিনি নিজঘরে লইয়া গিয়া যত্ন করিয়া রাখিলেন। বারাণসীতে প্রভুর পূর্ব্বপরিচিত ভক্ত বৈদ্য-চন্দ্রশেখর (এক্ষণে) প্রভুর সেবা করিতে লাগিলেন। এক মহারাষ্ট্রীয়-ব্রাহ্মণ প্রভুর ব্যবহার দেখিয়া সন্ন্যাসিপ্রধান প্রকাশানন্দ-সরস্বতীকে তাহা কহিলে, তিনি প্রভুর অনেক নিন্দা করিলেন। ঐ ব্রাহ্মণ তাহাতে দুঃখিত হইয়া আসিয়া প্রভুকে সেই কথা বলিলে এবং প্রকাশানন্দাদি সন্ন্যাসিগণের মুখে 'কৃষ্ণনাম' না আসিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, প্রভু তদুত্তরে মায়াবাদকে 'অপরাধ' বলিয়া নির্ণয় করিলেন এবং মায়াবাদীর সঙ্গ করিতে নিষেধ করিয়া তাঁহাকে কৃপা করিলেন। (অতঃপর প্রভু) কাশী হইতে প্রয়াগপথে মথুরায় উপস্থিত হইয়া শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য সানোড়িয়া-ব্রাহ্মণের ঘরে তাঁহাকে কৃপা করিয়া ভিক্ষা করিলেন। পরে শ্রীবৃন্দাবনের দ্বাদশ-বনে মহাপ্রেমে প্রভু শারী-শুক-বার্ত্তা শ্রবণ করত ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। (অঃ প্রঃ ভাঃ)

বৃন্দাবন-পথে গমনকালে পশুপক্ষিগণকে কৃষ্ণপ্রেম-প্রদানকারী কৃষ্ণচৈতন্য ঃ—

গচ্ছন্ বৃন্দাবনং গৌরো ব্যাঘ্রেভৈণখগান্ বনে।
প্রেমোন্মত্তান্ সহোন্নৃত্যান্ বিদধে কৃষ্ণজল্পিনঃ ॥ ১ ॥

জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ২ ॥

শরৎকালে গমনেচ্ছু প্রভুর স্বরূপ-রায়সহ মন্ত্রণা ঃ—

শরৎকাল হৈল, প্রভুর চলিতে হৈল মতি।
রামানন্দ-স্বরূপ-সঙ্গে নিভৃতে যুকতি ॥ ৩ ॥

"মোর সহায় কর যদি, তুমি দুই জন।
তবে আমি যাঞা দেখি শ্রীবৃন্দাবন ॥ ৪ ॥

দ্বিতীয়সঙ্গী না লইয়াই গমনেচ্ছা ঃ—

রাত্র্যে উঠি' বনপথে পলাঞা যাব।
একাকী যাইব, কাহোঁ সঙ্গে না লইব ॥ ৫ ॥

কেহ যদি সঙ্গ লইতে পাছে উঠি' ধায়।
সবারে রাখিবা, যেন কেহ নাহি যায় ॥ ৬ ॥

ভক্তের নিকট ভগবানের তৎপ্রসাদ-যাচ্ঞা ঃ—

প্রসন্ন হঞা আজ্ঞা দিবা, না মানিবা 'দুঃখ'।
তোমা-সবার 'সুখে', পথে হবে মোর 'সুখ' ॥" ৭ ॥

স্বরূপ ও রায়ের প্রভুকে নিবেদন ঃ—

দুইজন কহে,—"তুমি ঈশ্বর 'স্বতন্ত্র'।
যেই ইচ্ছা, সেই করিবা, নহ 'পরতন্ত্র' ॥ ৮ ॥

ভক্তের সুখেই ভগবৎপ্রীতি ঃ—

কিন্তু আমা-দুঁহার শুন এক নিবেদনে।
'তোমার সুখে আমার সুখ'—কহিলা আপনে ॥ ৯ ॥

ভগবৎপ্রীতিতেই ভক্তসুখ ঃ—

আমা-দুঁহার মনে তবে বড় 'সুখ' হয়।
এক নিবেদন যদি ধর, দয়াময় ॥ ১০ ॥

একজন বৈষ্ণব-বিপ্রকে সঙ্গে লইতে প্রার্থনা ঃ—

'উত্তম ব্রাহ্মণ' এক সঙ্গে অবশ্য চাহি।
ভিক্ষা করি' ভিক্ষা দিবে, যাবে পাত্র বহি' ॥ ১১ ॥

বনপথে যাইতে নাহি 'ভোজ্যান্ন'-ব্রাহ্মণ।
আজ্ঞা কর,—সঙ্গে চলুক বিপ্র একজন ॥" ১২ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১। বৃন্দাবন যাইতে যাইতে (পথিস্থিত) বনে ব্যাঘ্র, হস্তী, মৃগ ও পক্ষিদিগকে কৃষ্ণ-জল্পনায় প্রেমোন্মত্ত করত শ্রীগৌরচন্দ্র নৃত্য করাইয়াছিলেন।

১২। ভোজ্যান্ন-ব্রাহ্মণ—যাঁহার অন্ন ভোজ্য অর্থাৎ যাঁহার অন্নভোজনে দোষ নাই, এরূপ ব্রাহ্মণ।

অনুভাষ্য

১। গৌরঃ বৃন্দাবনং গচ্ছন্ (গন্তুঃ বহির্গতঃ সন্) বনে (ঝারি-খণ্ডারণ্যপথে) ব্যাঘ্রেভৈণখগান্ (ব্যাঘ্রগজমৃগ-পক্ষ্যাদীন্) প্রেমোন্মত্তান্ (কৃষ্ণপ্রেমাবিষ্টান্) সহ-উন্নৃত্যান্ (গৌরেণ সহ উদ্দণ্ডনৃত্যপরান্) কৃষ্ণজল্পিনঃ (কৃষ্ণকৃষ্ণেত্যুচ্চারিণঃ) বিদধে (কারিতবান্)।

প্রভুর নিজ কাহাকেও সঙ্গে লইতে অনিচ্ছা, মনোমত সঙ্গীর লক্ষণ-নির্দ্দেশ ঃ—

প্রভু কহে,—"নিজ-সঙ্গী কাঁহো না লইব।
একজনে নিলে, আনের মনে দুঃখ হইব ॥ ১৩ ॥
নূতন সঙ্গী হইবেক,—স্নিগ্ধ যাঁর মন।
ঐছে যবে পাই, তবে লই 'এক' জন ॥" ১৪ ॥

স্বরূপের বলভদ্র ভট্ট ও তাঁহার জনৈক সঙ্গী ও ভৃত্য-বিপ্রকে নির্ব্বাচন ও সঙ্গে লইতে প্রার্থনা ঃ—

স্বরূপ কহে,—"এই বলভদ্র-ভট্টাচার্য্য।
তোমাতে সুস্নিগ্ধ বড়, পণ্ডিত, সাধু, আর্য্য ॥ ১৫ ॥

প্রভুসঙ্গে কর্ম্মবুদ্ধিপ্রবল সরল বিপ্রকে আত্ম-শোধন-সুযোগ-প্রদান ঃ—

প্রথমেই তোমা-সঙ্গে আইলা গৌড় হৈতে।
ইঁহার ইচ্ছা আছে 'সর্ব্বতীর্থ' করিতে ॥ ১৬ ॥

বলভদ্র ও তৎসঙ্গী বিপ্রের কৃত্য নির্দ্দেশ ঃ—

ইঁহার সঙ্গে আছে বিপ্র এক 'ভৃত্য'।
ইঁহো পথে করিবেন সেবা-ভিক্ষা-কৃত্য ॥ ১৭ ॥
ইঁহারে সঙ্গে লহ যদি, সবার হয় 'সুখ'।
বন-পথে যাইতে তোমার কোন নাই 'দুঃখ' ॥ ১৮ ॥
সেই বিপ্র বহি' নিবে বস্ত্রাম্বুভাজন।
ভট্টাচার্য্য ভিক্ষা দিবে করি' ভিক্ষাটন ॥" ১৯ ॥

প্রভুর স্বীকার ঃ—

তাঁহার বচন প্রভু অঙ্গীকার কৈল।
বলভদ্র-ভট্টাচার্য্যে সঙ্গে করি' নিল ॥ ২০ ॥

রাত্রিতে জগন্নাথাজ্ঞা-গ্রহণ, রাত্রিশেষে গোপনে বৃন্দাবন-যাত্রা ঃ—

পূর্ব্বরাত্র্যে জগন্নাথ দেখি' 'আজ্ঞা' লঞা।
শেষ-রাত্রে উঠি' প্রভু চলিলা লুকাঞা ॥ ২১ ॥

প্রাতে বিরহ-ব্যাকুল ভক্তগণের প্রভুর অন্বেষণ ঃ—

প্রাতঃকালে ভক্তগণ প্রভু না দেখিয়া।
অন্বেষণ করি' ফিরে ব্যাকুল হঞা ॥ ২২ ॥

স্বরূপকর্ত্তৃক ভক্তগণকে নিবারণ ও ভক্তগণের নিবৃত্তি ঃ—

স্বরূপ-গোসাঞি সবায় কৈল নিবারণ।
নিবৃত্ত হঞা রহে সবে, জানি' প্রভুর মন ॥ ২৩ ॥

প্রভুর বনপথে গমন-বর্ণন ; প্রভুর কৃপায় পশুপক্ষিগণেরও উদ্ধার ও কৃষ্ণপ্রেম-প্রাপ্তি ঃ—

প্রসিদ্ধ পথ ছাড়ি' প্রভু উপপথে চলিলা।
'কটক' ডাহিনে করি' বনে প্রবেশিলা ॥ ২৪ ॥
নির্জ্জন-বনে চলে প্রভু কৃষ্ণনাম লঞা।
হস্তী-ব্যাঘ্র পথ ছাড়ে প্রভুরে দেখিয়া ॥ ২৫ ॥
পালে-পালে ব্যাঘ্র, হস্তী, গণ্ডার, শূকরগণ।
তার মধ্যে আবেশে প্রভু করিলা গমন ॥ ২৬ ॥
দেখি' ভট্টাচার্য্যের মনে হয় মহাভয়।
প্রভুর প্রতাপে তারা এক পাশ হয় ॥ ২৭ ॥
একদিন পথে ব্যাঘ্র করিয়াছে শয়ন।
আবেশে তার গায়ে প্রভুর লাগিল চরণ ॥ ২৮ ॥
প্রভু কহে,—কহ 'কৃষ্ণ', ব্যাঘ্র উঠিল।
'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' কহি' ব্যাঘ্র নাচিতে লাগিল ॥ ২৯ ॥
আর দিনে মহাপ্রভু করে নদীস্নান।
মত্তহস্তীযূথ আইল করিতে জলপান ॥ ৩০ ॥
প্রভু জলে কৃত্য করে, আগে হস্তী আইলা।
'কৃষ্ণ কহ' বলি' প্রভু জল ফেলি' মারিলা ॥ ৩১ ॥
সেই জলবিন্দু-কণা লাগে যার গায়।
সেই 'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' করে, প্রেমে নাচে, গায় ॥ ৩২ ॥
কেহ ভূমে পড়ে, কেহ করয়ে চিৎকার।
দেখি' ভট্টাচার্য্যের মনে হয় চমৎকার ॥ ৩৩ ॥
পথে যাইতে করে প্রভু উচ্চ সঙ্কীর্ত্তন।
মধুর কণ্ঠধ্বনি শুনি' আইসে মৃগীগণ ॥ ৩৪ ॥
ডাহিনে-বামে ধ্বনি শুনি' যায় প্রভু-সঙ্গে।
প্রভু তার অঙ্গ মুছে, শ্লোক পড়ে রঙ্গে ॥ ৩৫ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৪। পূর্ব্বের ন্যায় আমার সঙ্গে কালা-কৃষ্ণদাস আদির যাইবার প্রয়োজন নাই ; পরন্তু স্নিগ্ধান্তঃকরণ কোন নূতন সঙ্গীকে লইতে পারি।

১৯। বস্ত্রাম্বুভাজন—বস্ত্র ও জলপাত্র।

অনুভাষ্য

১৪-১৫। স্নিগ্ধ—(ভাঃ ১।১।৮)—"ব্রূয়ুঃ স্নিগ্ধস্য শিষ্যস্য গুরবো গুহ্যমপ্যুত" শ্লোকে 'স্নিগ্ধস্য'-শব্দের টীকায় শ্রীধরস্বামি-পাদ 'প্রেমবতঃ" লিখিয়াছেন।

অনুভাষ্য

২৬। মহাভাগবতের অদ্বয়জ্ঞানোপলব্ধিতে দ্বিতীয়াভিনিবেশ ও তজ্জনিত ভয় বা হিংসার অভাবহেতু এবং নিজ-সেব্য-কৃষ্ণভজনে তাঁহার নিত্য অধিষ্ঠানহেতু সর্ব্বত্র কৃষ্ণ ও কার্ষ্ণ অর্থাৎ আত্মীয়-দর্শনফলে নিজ-ব্যতীত অপর কৃষ্ণসম্বন্ধিবস্তু-গণের দ্বারাও তিনি প্রীতির পাত্র বা আত্মীয়রূপে গণিত হন, সুতরাং তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যে প্রীতির অভাব বা হিংসার অবকাশ নাই। ঝারিখণ্ড-পথে প্রভুরও সর্ব্বদা মহাভাগবতোচিত 'ব্রজে কৃষ্ণান্বেষণ-চেষ্টা' লক্ষিত হইয়াছিল।

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।২১।১১)—

ধন্যাঃ স্ম মূঢ়মতয়োঽপি হরিণ্য এতা
যা নন্দনন্দনমুপাত্ত-বিচিত্রবেশম্ ।
আকর্ণ্য বেণুরণিতং সহকৃষ্ণসারাঃ
পূজাং দধুর্বিরচিতাং প্রণয়াবলোকৈঃ ॥ ৩৬ ॥

হেনকালে ব্যাঘ্র তথা আইল পাঁচ-সাত ।
ব্যাঘ্র-মৃগী মিলি' চলে মহাপ্রভুর সাথ ॥ ৩৭ ॥
দেখি' মহাপ্রভুর 'বৃন্দাবন'-স্মৃতি হৈল ।
বৃন্দাবন-গুণ-বর্ণন শ্লোক পড়িল ॥ ৩৮ ॥

বৃন্দাবনে অদ্বয়-জ্ঞানের বিরোধী ভাব নাই ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।১৩।৬০)—

যত্র নৈসর্গদুর্ব্বৈরাঃ সহাসন্ নৃ-মৃগাদয়ঃ ।
মিত্রাণীবাজিতাবাস-দ্রুত-রুট্-তর্ষণাদিকম্ ॥ ৩৯ ॥

'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' কহ, করি' প্রভু যবে বলিল ।
'কৃষ্ণ' কহি' ব্যাঘ্র-মৃগ নাচিতে লাগিল ॥ ৪০ ॥
নাচে, কান্দে ব্যাঘ্রগণ মৃগীগণ-সঙ্গে ।
বলভদ্র ভট্টাচার্য্য দেখে অপূর্ব্ব-রঙ্গে ॥ ৪১ ॥
ব্যাঘ্র-মৃগ অন্যোন্যে করে আলিঙ্গন ।
মুখে মুখ দিয়া করে অন্যোন্যে চুম্বন ॥ ৪২ ॥
কৌতুক দেখিয়া প্রভু হাসিতে লাগিলা ।
তা-সবাকে তাঁহা ছাড়ি' আগে চলি' গেলা ॥ ৪৩ ॥
ময়ূরাদি পক্ষিগণ প্রভুরে দেখিয়া ।
সঙ্গে চলে, 'কৃষ্ণ' বলি' নাচে মত্ত হঞা ॥ ৪৪ ॥
'হরিবোল' বলি' প্রভু করে উচ্চধ্বনি ।
বৃক্ষলতা—প্রফুল্লিত,সেই ধ্বনি শুনি' ॥ ৪৫ ॥

ঝারিখণ্ডে সমস্ত স্থাবর-জঙ্গমকে উদ্ধার বা কৃষ্ণভক্তি-প্রদান ঃ—

'ঝারিখণ্ডে' স্থাবর-জঙ্গম আছে যত ।
কৃষ্ণনাম দিয়া কৈল প্রেমেতে উন্মত্ত ॥ ৪৬ ॥
যেই গ্রাম দিয়া যান, যাঁহা করেন স্থিতি ।
সে-সব গ্রামের লোকের হয় 'প্রেমভক্তি' ॥ ৪৭ ॥

প্রভুমুখে কীর্ত্তিত শ্রীনাম-শ্রবণকারীর কৃষ্ণভক্তিলাভ, তন্মুখে কীর্ত্তিত কৃষ্ণনাম-শ্রবণ-কীর্ত্তন-ধারায় লোকোদ্ধার ঃ—

কেহ যদি তাঁর মুখে শুনে কৃষ্ণনাম ।
তাঁর মুখে আন শুনে, তাঁর মুখে আন ॥ ৪৮ ॥

প্রভুর গমনপথে শ্রবণ-কীর্ত্তন-পারম্পর্য্যে সকলের বৈষ্ণবত্ব-লাভ ঃ—

সবে 'কৃষ্ণ' 'হরি' বলি' নাচে, কান্দে, হাসে ।
পরম্পরায় 'বৈষ্ণব' হইল সর্ব্বদেশে ॥ ৪৯ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৩৬। এই মূঢ়মতি হরিণীসকলই ধন্য, যেহেতু উঁহারা বিচিত্র-বেশ নন্দনন্দনকে পাইয়া এবং তাঁহার বেণুনাদ শ্রবণ করিয়া কৃষ্ণসারদিগের সহিত প্রণয়াবলোকনদ্বারা পূজা করিয়াছিলেন।

৩৯। যে-স্থলে নর-ব্যাঘ্রাদি নিসর্গবশতঃ পরস্পর বিরুদ্ধচেষ্ট হইয়াও মিত্রভাবে একত্র বাস করে এবং কৃষ্ণের আরাম-(নিত্য-বিহার) স্থান বলিয়া ক্রোধ-তৃষ্ণাদি যে-ধামকে পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন করিয়াছিল, (ব্রহ্মা সেই অপ্রাকৃত বৃন্দাবনধাম দেখিতে পাইলেন)।

অনুভাষ্য

৩১। কৃত্য—স্নান এবং মন্ত্রজপ-স্মরণাদি।

৩৬। শরৎকাল উপস্থিত হইলে কৃষ্ণ বনে-বনে বেণুনিনাদ-পূর্ব্বক পরিভ্রমণ করিতে আরম্ভ করায়, তাঁহার বেণুধ্বনি শ্রবণ করিয়া কৃষ্ণসঙ্গ-কাম-ব্যাকুলা হইয়া গোপীগণের গীতি,—

হে সখি, মূঢ়মতয়ঃ (মূঢ়া বিবেকহীনা মতিঃ যাসাং তথা-ভূতাঃ) অপি (তির্য্যগ্জাতয়োঽপি) এতাঃ হরিণ্যঃ (মৃগ্যঃ) ধন্যাঃ (কৃতার্থাঃ সন্তি) স্ম,—যাঃ (হরিণ্যঃ) বেণুরণিতং (বেণুনাদম্) আকর্ণ্য (শ্রুত্বা) সহকৃষ্ণসারাঃ (কৃষ্ণসারৈর্মৃগৈঃ স্বপতিভিঃ সহিতাঃ এব) উপাত্তবিচিত্রবেশম্ (উপাত্তাঃ স্বীকৃতাঃ বিচিত্রাঃ বেশাঃ বনমালা-বর্হাপীড়া-গুঞ্জাবতংসাদিরূপাঃ যেন তং) নন্দ-

---

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৪৬। ঝারিখণ্ড—তন্নামক প্রসিদ্ধ বৃন্দাবন-গমন-পথে বন্য-প্রদেশবিশেষ (বর্ত্তমান আটগড়, ঢেঙ্কানল, আঙ্গুল, লাহারা, কিয়োঞ্ঝড়, বামড়া, বোনাই, গাঙ্গপুর, ছোটনাগপুর, যশপুর, সরগুজা প্রভৃতি পর্ব্বত-জঙ্গলময় রাজ্য)।

অনুভাষ্য

নন্দনং [প্রতি] প্রণয়াবলোকৈঃ (প্রণয়সহিতৈঃ অবলোকনৈঃ) বিরচিতাং (ভূষিতাং) পূজাং দধুঃ (কৃতবত্যঃ)।

৩৯। ব্রজের গো-বৎস ও বৎসপালকগণকে হরণ করিয়া ব্রহ্মা ত্রুটীকাল-পরে পুনরায় ব্রজেই পরমৈশ্বর্য্য-বিশিষ্ট গো-বৎস ও বৎসপালকগণকে কৃষ্ণসহ ক্রীড়ারত দেখিয়া কৃষ্ণমায়ায় অত্যন্ত মুগ্ধ হইয়া পড়িলেন। পরে কৃষ্ণ কৃপাপূর্ব্বক স্বীয় মায়া-যবনিকা তুলিয়া লইলে ব্রহ্মা সুপ্তোত্থিতের ন্যায় চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিতেই মহৈশ্বর্য্যময় শ্রীবৃন্দাবন দর্শন করিলেন,—

যত্র নৈসর্গদুর্ব্বৈরাঃ (স্বাভাবিকাঽপ্রতিকার্য্য-বৈরবন্তোঽপি) নৃ-মৃগাদয়ঃ (নরাঃ সিংহাদয়ঃ) মিত্রাণি ইব সহ আসন্ (মিথঃ স্থিতবন্তঃ), [তথাভূতম্] অজিতবাস-দ্রুত-রুট্তর্ষণাদিকম্ (অজিতস্য শ্রীকৃষ্ণস্য আবাসঃ সদাবস্থানং তেন নিজমহিম্না দ্রুতং পলায়িতং রুট্তর্ষণাদিকং ক্রোধলোভতৃষ্ণাদয়ঃ যস্মাৎ তথাভূতং —বৃন্দাবনমপশ্যদিতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ)।

বহিরঙ্গ-লোকের নিকট প্রেমচেষ্টা গোপন করিলেও প্রভুর দর্শন ও নাম-কীর্ত্তন-শ্রবণেই লোকের ভক্তি লাভ ঃ—

যদ্যপি প্রভু লোক-সংঘট্টের ত্রাসে ।
প্রেম 'গুপ্ত' করেন, বাহিরে না প্রকাশে ॥ ৫০ ॥
তথাপি তাঁর দর্শন-শ্রবণ-প্রভাবে ।
সকল দেশের লোক হইল 'বৈষ্ণবে' ॥ ৫১ ॥

ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই লোকোদ্ধার সাধন ঃ—

গৌড়, বঙ্গ, উৎকল, দক্ষিণ-দেশে গিয়া ।
লোকের নিস্তার কৈল আপনে ভ্রমিয়া ॥ ৫২ ॥

ঝারিখণ্ডে নিতান্ত কৃষ্ণবহির্ম্মুখ লোকেরও উদ্ধার-সাধন ঃ—

মথুরা যাইবার ছলে আসেন ঝারিখণ্ড ।
ভিল্লপ্রায় লোক তাঁহা পরম-পাষণ্ড ॥ ৫৩ ॥
নাম-প্রেম দিয়া কৈল সবার নিস্তার ।
চৈতন্যের গূঢ়লীলা বুঝিতে শক্তি কার ॥ ৫৪ ॥

প্রভুর মহাভাগবতোচিত ব্রজলীলার উদ্দীপন ঃ—

বন দেখি' ভ্রম হয়—এই 'বৃন্দাবন' ।
শৈল দেখি' মনে হয়—এই 'গোবর্দ্ধন' ॥ ৫৫ ॥
যাঁহা নদী দেখে, তাঁহা মানয়ে—'কালিন্দী' ।
মহাপ্রেমাবেশে নাচে প্রভু পড়ে কান্দি' ॥ ৫৬ ॥

ভট্টের প্রভু-সেবা ঃ—

পথে যাইতে ভট্টাচার্য্য শাক-মূল-ফল ।
যাঁহা যেই পায়েন, তাঁহা লয়েন সকল ॥ ৫৭ ॥

পথে বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণগণেরই প্রভু-সেবা ঃ—

যে-গ্রামে রহেন প্রভু, তথায় ব্রাহ্মণ ।
পাঁচ-সাত জন আসি' করে নিমন্ত্রণ ॥ ৫৮ ॥
কেহ অন্ন আনি' দেয় ভট্টাচার্য্য-স্থানে ।
কেহ দুগ্ধ, দধি, কেহ ঘৃত, খণ্ড আনে ॥ ৫৯ ॥

দৈক্ষ-ব্রাহ্মণগণের প্রভুসেবা ঃ—

যাঁহা বিপ্র নাহি, তাঁহা 'শূদ্রমহাজন' ।
আসি' সবে ভট্টাচার্য্যে করে নিমন্ত্রণ ॥ ৬০ ॥

বনপথে আহারাদির ব্যবস্থা ঃ—

ভট্টাচার্য্য পাক করে বন্য-ব্যঞ্জন ।
বন্য-ব্যঞ্জনে প্রভুর আনন্দিত মন ॥ ৬১ ॥
দুই-চারিদিনের অন্ন রাখেন সংহতি ।
যাঁহা শূন্য বন, লোকের নাহিক বসতি ॥ ৬২ ॥
তাঁহা সেই অন্ন ভট্টাচার্য্য করে পাক ।
ফল-মূলে ব্যঞ্জন করে, বন্য নানা শাক ॥ ৬৩ ॥
পরম সন্তোষ প্রভুর বন্য-ভোজনে ।
মহাসুখ পান, যে দিন রহেন নির্জ্জনে ॥ ৬৪ ॥

ভট্টের প্রভুসেবা ও তৎসঙ্গী প্রভুর বাহক ঃ—

ভট্টাচার্য্য সেবা করে, স্নেহে যৈছে 'দাস' ।
তাঁর বিপ্র বহে জলপাত্র-বহির্ব্বাস ॥ ৬৫ ॥

ঝরণায় প্রভুর ত্রিসন্ধ্যা-স্নান ও ইন্ধনাগ্নিতে শীত-নিরাবণ ঃ—

নির্ঝরেতে উষ্ণোদকে স্নান তিনবার ।
দুইসন্ধ্যা অগ্নিতাপ কাষ্ঠের অপার ॥ ৬৬ ॥

ভট্টকে প্রভুর পূর্ব্ব বৃন্দাবন-যাত্রা-বিবরণ বর্ণন ঃ—

নিরন্তর প্রেমাবেশে নির্জ্জনে গমন ।
সুখ অনুভবি' প্রভু কহেন বচন ॥ ৬৭ ॥
"শুন, ভট্টাচার্য্য,—আমি গেলাঙ বহু-দেশ ।
বনপথে দুঃখের কাঁহা নাহি পাই লেশ ॥ ৬৮ ॥
কৃষ্ণ—কৃপালু, আমায় বহুত কৃপা কৈলা ।
বনপথে আনি' আমায় বড় সুখ দিলা ॥ ৬৯ ॥
পূর্ব্বে বৃন্দাবন যাইতে করিলাঙ বিচার ।
মাতা, গঙ্গা, ভক্তগণে দেখিব একবার ॥ ৭০ ॥
ভক্তগণ-সঙ্গে অবশ্য করিব মিলন ।
ভক্তগণে সঙ্গে লঞা যাব 'বৃন্দাবন' ॥ ৭১ ॥
এত ভাবি' গৌড়দেশে করিলুঁ গমন ।
মাতা, গঙ্গা, ভক্তে দেখি' সুখী হৈল মন ॥ ৭২ ॥
ভক্তগণে লঞা তবে চলিলাঙ রঙ্গে ।
লক্ষকোটি লোক তাঁহা হৈল আমা-সঙ্গে ॥ ৭৩ ॥

অনুভাষ্য

৪৮। আন—অন্যব্যক্তি।

৫৩। ভিল্লপ্রায়—সুসভ্য সমাজ হইতে পৃথক্ অর্থাৎ 'প্রায় অসভ্য'।

৫৫-৫৬। মধ্য, ৮ম পঃ ১১, ২৭৩ ও ২৭৬ সংখ্যা এবং ভাঃ ১০।৩০।৯ ও ১০।৩৫।৯ শ্লোক প্রভৃতি বিশেষভাবে আলোচ্য।

৬০। যে-স্থলে শৌক্রবিপ্রের অভাব, তথায় 'শূদ্রমহাজন' অর্থাৎ শৌক্রশূদ্র হইলেও যাঁহারা 'দৈক্ষ-ব্রাহ্মণাদি' মহাজন, তাঁহাদেরই গৃহে ভট্টাচার্য্যের নিমন্ত্রণ হইয়াছিল। শাঙ্কর-সন্ন্যাসিগণের বিধিমতে শৌক্রবিপ্রের গৃহ ব্যতীত অন্যত্র ভিক্ষা-গ্রহণের বিধি না থাকিলেও, যে-স্থানে বৈষ্ণব-বিপ্রের অভাব, তথায় শৌক্রসাবিত্র্য-জন্ম গণনা না করিয়া মহাপ্রভু 'বৈষ্ণবত্ব' বা শুদ্ধভক্তি লক্ষ্য করিয়াই দৈক্ষ্য-বিপ্রাদির দ্রব্যাদি গ্রহণ করিয়াছিলেন।

সনাতন-মুখে কৃষ্ণ আমা শিখাইলা ।
তাহা বিঘ্ন করি' বনপথে লঞা আইলা ॥ ৭৪ ॥

কৃষ্ণকৃপা-মহিমোক্তি ঃ—

কৃপার সমুদ্র, দীন-হীনে দয়াময় ।
কৃষ্ণকৃপা বিনা কোন 'সুখ' নাহি হয় ॥" ৭৫ ॥

ভট্টের সেবায় প্রভুর কৃতজ্ঞতা-জ্ঞাপন ঃ—

ভট্টাচার্য্যে আলিঙ্গিয়া তাঁহারে কহিল ।
"তোমার প্রসাদে আমি এত সুখ পাইল ॥" ৭৬ ॥

ভট্টের দৈন্যোক্তি ও স্তব ঃ—

তেঁহো কহেন,—"তুমি 'কৃষ্ণ', তুমি 'দয়াময়' ।
অধম জীব মুঞি, মোরে হইলা সদয় ॥ ৭৭ ॥
মুঞি ছার, মোরে তুমি সঙ্গে লঞা আইলা ।
কৃপা করি' মোর হাতে 'প্রভু' ভিক্ষা কৈলা ॥ ৭৮ ॥
অধম-কাকেরে কৈলা গরুড়-সমান ।
'স্বতন্ত্র ঈশ্বর' তুমি—স্বয়ং ভগবান্ ॥" ৭৯ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১।১।১) ভাবার্থ-দীপিকায়—

মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্ ।
যৎকৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দ-মাধবম্ ॥ ৮০ ॥

সেবাদ্বারা ভট্টের প্রভু-তোষণ ঃ—

এইমত বলভদ্র করেন স্তবন ।
প্রেমসেবা করি' তুষ্ট কৈল প্রভুর মন ॥ ৮১ ॥

কাশীতে আসিয়া প্রভুর মণিকর্ণিকায় স্নান ঃ—

এইমত নানা-সুখে প্রভু আইলা 'কাশী' ।
মধ্যাহ্ন-স্নান কৈল মণিকর্ণিকায় আসি' ॥ ৮২ ॥

তৎকালে তপনমিশ্রেরও স্নান এবং
প্রভুদর্শনে বিস্ময় ঃ—

সেইকালে তপনমিশ্র করে গঙ্গাস্নান ।
প্রভু দেখি' হৈল তাঁর বিস্ময় কিছু জ্ঞান ॥ ৮৩ ॥
'পূর্ব্বে শুনিয়াছি প্রভু কর্য়াছেন সন্ন্যাস' ।
নিশ্চয় করিয়া, হৈল হৃদয়ে উল্লাস ॥ ৮৪ ॥

পরে হর্ষাশ্রু ঃ—

প্রভুর চরণ ধরি' করেন রোদন ।
প্রভু তারে উঠাঞা কৈল আলিঙ্গন ॥ ৮৫ ॥

প্রভুকে লইয়া মিশ্রের বিশ্বেশ্বর ও বিন্দুমাধবদর্শন ঃ—

প্রভু লঞা গেলা বিশ্বেশ্বর-দরশনে ।
তবে আসি' দেখে বিন্দুমাধব-চরণে ॥ ৮৬ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৮০। যাঁহার কৃপা বোবাকে (মূককে) বাচাল করিতে এবং পঙ্গুকে গিরি লঙ্ঘন করাইতে পারে, সেই 'পরমানন্দ-স্বরূপ' মাধবকে আমি বন্দনা করি।

অনুভাষ্য

৮০। যৎ (যস্য) কৃপা (অনুকম্পা) মূকং (বাক্‌শক্তিহীনমপি) বাচালং (বাক্‌পটুং কৃষ্ণকীর্ত্তনরতং) করোতি, পঙ্গুং (চলচ্ছক্তি-হীনমপি) গিরিং (পর্ব্বতং) লঙ্ঘয়তে (কৃষ্ণভজনায় অসাধ্য-মপি সাধয়তীত্যর্থঃ), পরমানন্দ-মাধবং (শ্রীবিষ্ণুস্বামিনোঽন্বয়ং শ্রীপরমানন্দস্বামিনং স্বেষ্টদেবং শ্রীভগবন্তম্) অহং বন্দে।

৮২। কাশী—নামান্তর, 'বারাণসী' বা 'অবিমুক্ত', অতি প্রাচীন পুরী—"অসিশ্চ বরুণা যত্র ক্ষেত্ররক্ষাকৃতৌ কৃতে। বারাণসীতি বিখ্যাতা তদারভ্য মহামুনে। অসেশ্চ বরুণায়াশ্চ সঙ্গমং প্রাপ্য কাশিকা।।"*

মণিকর্ণিকা—বিষ্ণুকর্ণ হইতে, কাহারও মতে, শিবকর্ণ হইতে 'মণি' এই ঘাটে পতিত হওয়ায় ইহার নাম—'মণি-কর্ণিকা' ; কাহারও মতে—ভবরোগ-বৈদ্য বিশ্বনাথ কাশীবাসী মুমূর্ষু লোকের কর্ণে তারকব্রহ্ম 'রাম'নাম দিয়া তাহাকে ত্রাণ করেন বলিয়া, এই তীর্থের নাম 'মণিকর্ণিকা'। "নাস্তি গঙ্গাসমং তীর্থং বারাণস্যাং বিশেষতঃ। তত্রাপি মণিকর্ণাখ্যং তীর্থং বিশ্বেশ্বরপ্রিয়ম্।।" কাশী-খণ্ডে—"সংসারিচিন্তামণিরত্র যস্মাৎ তং তারকং সজ্জনকর্ণিকায়াম্। শিবোঽভিধত্তে সহসান্তঃকালে তদ্-গীয়তেঽসৌ মণিকর্ণিকেতি।। মুক্তিলক্ষ্মীমহাপীঠমণিস্তচ্চরণা-ব্জয়োঃ। কর্ণিকেয়ং তত প্রাহুর্য্যাং জনা মণিকর্ণিকাম্ ।।"*

৮৬। বিন্দুমাধব—প্রাচীন বিষ্ণুমন্দির ; অধুনা 'বেণীমাধব' নামে প্রসিদ্ধ মন্দির—'পঞ্চগঙ্গা'র উপরে অবস্থিত। 'পঞ্চনদী' অর্থাৎ ধূতপাপা, কিরণা, সরস্বতী, গঙ্গা ও যমুনা—এই পঞ্চনদীর মধ্যে কেবলমাত্র গঙ্গাই প্রকাশ্যভাবে প্রবহমানা। প্রাচীন বিন্দু-মাধব-মন্দিরকে,—যাহা শ্রীমহাপ্রভু দর্শন করেন, কথিত আছে 'হিন্দুবিদ্বেষী' মুঘল-সম্রাট্ আওরঙ্গজেব বিধ্বস্ত করিয়া একটী বৃহৎ মজীদ স্থাপন করেন। বর্ত্তমান মন্দিরের পার্শ্বেই প্রকাণ্ড প্রাচীন মজীদ।

শ্রীমন্দিরে চতুর্ভুজ শ্রীনারায়ণ ও লক্ষ্মীদেবী-বিগ্রহ ও

** হে মহামুনে, সত্যযুগে বরুণা ও অসি (নদীদ্বয়) যে-সময়ে ক্ষেত্রকে রক্ষা করিয়াছিলেন, কাশিকা সেইসময় হইতে আরম্ভ করিয়া বরুণা ও অসির সঙ্গম লাভ করিয়া 'বারাণসী' এই নামে বিখ্যাতা হইয়াছেন।*

** যেহেতু এইস্থানে সংসারিগণের চিন্তামণি-স্বরূপ শ্রীশিব মৃত্যুকালে সহসা সজ্জনগণের কর্ণিকায় (কর্ণে) সেই তারকব্রহ্ম-নাম কীর্ত্তন করেন, সেহেতু এইস্থান 'মণিকর্ণিকা' এই নাম ধারণ করিয়াছে। আবার মুক্তিরূপা লক্ষ্মী এই মহাপীঠের মণিস্বরূপ। তাঁহার চরণকমলের ইহা কর্ণিকা বলিয়া মানবগণ ইহাকে মণিকর্ণিকা বলিয়া থাকেন।*

প্রভুকে স্বগৃহে আনয়ন ও প্রভু-লাভে মিশ্রের আনন্দ ঃ—

ঘরে লঞা আইলা প্রভুকে আনন্দিত হঞা ।
সেবা করি' নৃত্য করে বস্ত্র উড়াঞা ॥ ৮৭ ॥

সবংশে প্রভুপাদোদক-পান ও ভট্টকে সম্মান ঃ—

প্রভুর চরণোদক সবংশে কৈল পান ।
ভট্টাচার্য্যের পূজা কৈল করিয়া সম্মান ॥ ৮৮ ॥

ভট্টদ্বারা প্রভুকে ভিক্ষা দান ঃ—

প্রভুরে নিমন্ত্রণ করি' ঘরে ভিক্ষা দিল ।
বলভদ্র-ভট্টাচার্য্যে পাক করাইল ॥ ৮৯ ॥

আহারান্তে প্রভুর শয়ন, রঘুনাথের প্রভুপাদ-সম্বাহন ঃ—

ভিক্ষা করি' মহাপ্রভু করিলা শয়ন ।
মিশ্রপুত্র রঘু করে পাদসম্বাহন ॥ ৯০ ॥

সবংশে প্রভুর ভুক্তশেষ-গ্রহণ, চন্দ্রশেখরের আগমন ঃ—

প্রভুর 'শেষান্ন' মিশ্র সবংশে খাইল ।
'প্রভু আইলা' শুনি' চন্দ্রশেখর আইল ॥ ৯১ ॥

চন্দ্রশেখরের পরিচয় ঃ—

মিশ্রের সখা তেঁহো প্রভুর পূর্ব্ব দাস ।
বৈদ্যজাতি, লিখনবৃত্তি, বারাণসী-বাস ॥ ৯২ ॥

চন্দ্রশেখরের প্রভুকে দর্শন ও প্রণাম, প্রভুর আলিঙ্গন ঃ—

আসি' প্রভু-পদে পড়ি' করেন রোদন ।
প্রভু তাঁরে কৃপায় উঠি' কৈল আলিঙ্গন ॥ ৯৩ ॥

চন্দ্রশেখরের প্রভুসমীপে স্বীয় দুঃখ নিবেদন ঃ—

চন্দ্রশেখর কহে,—"প্রভু, বড় কৃপা কৈলা ।
আপনে আসিয়া ভৃত্যে দরশন দিলা ॥ ৯৪ ॥

হরিভজন-কথা-বিহীন কাশী—শুষ্ক মায়াবাদীর আবাস-স্থলী ঃ—

আপন-'প্রারব্ধে' বসি' বারাণসী-স্থানে ।
'মায়া', 'ব্রহ্ম' শব্দ বিনা নাহি শুনি কাণে ॥ ৯৫ ॥

মিশ্রকে মানদান ঃ—

ষড়্‌দর্শন-ব্যাখ্যা বিনা কথা নাহি এথা ।
মিশ্র কৃপা করি' মোরে শুনান কৃষ্ণকথা ॥ ৯৬ ॥

প্রভুর প্রতি কাতরোক্তি ঃ—

নিরন্তর দুঁহে চিন্তি তোমার চরণ ।
'সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর' তুমি দিলা দরশন ॥ ৯৭ ॥
শুনি'—'মহাপ্রভু' যাবেন শ্রীবৃন্দাবনে ।
দিন কত রহি' তার' ভৃত্য দুইজনে ॥" ৯৮ ॥

মিশ্রের প্রভুপ্রতি নিবেদন ঃ—

মিশ্র কহে,—"প্রভু, যাবৎ কাশীতে রহিবা ।
মোর নিমন্ত্রণ বিনা অন্য না মানিবা ॥" ৯৯ ॥

ভক্তবশ ভগবান্ ঃ—

এইমত মহাপ্রভু দুই ভৃত্যের বশে ।
ইচ্ছা নাহি, তবু তথা রহিলা দিন-দশে ॥ ১০০ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৯০। তপনমিশ্রের পুত্র রঘুনাথ—যিনি পরে 'ভট্ট গোস্বামী' নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন—তিনি প্রভুর পাদসম্বাহন করিতে লাগিলেন।

৯২। লিখনবৃত্তি—পুঁথি নকল করিয়া অর্থোপার্জ্জন।

অনুভাষ্য

তৎসম্মুখে শ্রীগরুড়ের এবং পার্শ্বে শ্রীরাম-সীতা ও লক্ষ্মণাদি ও শ্রীহনুমানের শ্রীবিগ্রহ বিরাজমান। বোম্বাই প্রদেশে মহারাষ্ট্রের অন্তর্গত সাতারা-জেলার দেশীয় করদ রাজ্য আউন্ধের বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ানুগত মহারাষ্ট্রীয় বিপ্র 'প্রতিনিধি' শ্রীমন্ত বালাসাহেব পন্থ মহারাজই শ্রীবিগ্রহসেবার ও মন্দিরের সমস্ত ব্যয় নির্ব্বাহ করিতেছেন। অদ্যাবধি প্রায় ২০০ বৎসর যাবৎ এই রাজবংশের হস্তে শ্রীবেণীমাধবের সেবা-ভার ন্যস্ত বলিয়া কথিত ; এই বংশীয় প্রথম সেবায়েত 'প্রতিনিধি'র নাম—মহারাজ জগজীবন রাও সাহেব।

৮৭। (তপনমিশ্রের) ঘরে—কাশীতে অবস্থানকালে শ্রীমন্ মহাপ্রভু অতি নিকটবর্ত্তী 'পঞ্চনদী-ঘাটে' স্নানাদি করিয়া সর্ব্বাগ্রে শ্রীবিন্দুমাধব-জীউর দর্শন করিতেন, তৎপর শ্রীতপন-মিশ্রের গৃহে ভিক্ষা গ্রহণ করিতেন। ঐ মন্দির হইতে কিছু দূরে যে-বটবৃক্ষের নিম্নে শ্রীমন্মহাপ্রভু বিশ্রাম করিতেন বলিয়া প্রবাদ, তাঁহার নাম-অনুসারে উহা পরে "চৈতন্যবট" এবং ক্রমশঃ "যতনবট" বলিয়া অদ্যাপি খ্যাত, শুনা যায়। বর্ত্তমানকালে তথায় একটী গলির ভিতর শ্রীবল্লভাচার্য্যেরই একটী সমাধিস্থান দেখা যায় ; কিন্তু শ্রীগৌরসুন্দরের কোন স্মৃতিচিহ্ন দেখা যায় না। বল্লভাচার্য্যও তাঁহার অনুগত ভক্তগণের নিকট 'মহাপ্রভু'-নামে পরিচিত। সম্ভবতঃ শ্রীমন্মহাপ্রভু 'যতনবটে' অবস্থান করিতেন, কিন্তু শ্রীচন্দ্রশেখরের ভবন, শ্রীতপনমিশ্রের গৃহ, মায়াবাদি-দলপতি প্রকাশানন্দ-সরস্বতীর স্থান প্রভৃতির চিহ্ন পর্য্যন্ত এখন লুপ্ত ; তবে কিয়দ্দূরে কলিকাতা-নিবাসী পরলোকগত শশিভূষণ নিয়োগী মহাশয়ের ভবনে শ্রীগৌরনিত্যানন্দের শ্রীঅর্চ্চা-বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত আছেন। তাঁহার শাশুড়ী ঠাকুরাণী ও শ্যালিকাপতি শ্রীনারায়ণচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের তত্ত্বাবধানেই বর্ত্তমান সেবা চলিতেছে।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৯৮। তার'—উদ্ধার কর। ভৃত্য দুইজনে—চন্দ্রশেখর ও তপনমিশ্র, এই দুই জনকে।

মহারাষ্ট্রীয় বিপ্রের আগমন ও প্রভুর আনুগত্য ঃ—

মহারাষ্ট্রীয় বিপ্র আইসে প্রভু দেখিবারে ।
প্রভুর রূপ-প্রেম দেখি' হয় চমৎকারে ॥ ১০১ ॥

প্রভুকে ভিক্ষা দিতে মায়াবাদী অবৈষ্ণব-বিপ্রের অযোগ্যতা ঃ—

বিপ্র সব নিমন্ত্রয়, প্রভু নাহি মানে ।
প্রভু কহে,—"আজি মোর হঞাছে নিমন্ত্রণে ॥" ১০২॥

আচার্য্য-লীলাকারী প্রভুর মায়াবাদিসঙ্গ ত্যাগ ঃ—

এইমত প্রতিদিন করেন বঞ্চন ।
সন্ন্যাসীর সঙ্গ-ভয়ে না মানেন নিমন্ত্রণ ॥ ১০৩ ॥

প্রকাশানন্দের বহুশিষ্যসঙ্গে মায়াবাদ-ব্যাখ্যা ঃ—

প্রকাশানন্দ শ্রীপাদ সভাতে বসিয়া ।
'বেদান্ত' পড়ান বহু শিষ্যগণ লঞা ॥ ১০৪ ॥

তৎসমীপে এক বিপ্রের প্রভু-চরিত্র-বর্ণন ঃ—

এক বিপ্র দেখি' আইলা প্রভুর ব্যবহার ।
প্রকাশানন্দ-আগে কহে চরিত্র তাঁহার ॥ ১০৫ ॥
"এক সন্ন্যাসী আইলা জগন্নাথ হৈতে ।
তাঁহার মহিমা-প্রতাপ না পারি বর্ণিতে ॥ ১০৬ ॥

ঈশ্বর-লক্ষণসমূহ প্রভুতে বিরাজমান ঃ—

সকল দেখিয়ে তাঁতে অদ্ভুত-কথন ।
প্রকাণ্ড-শরীর, শুদ্ধকাঞ্চন-বরণ ॥ ১০৭ ॥
আজানুলম্বিত ভুজ, কমল-নয়ন ।
যত কিছু ঈশ্বরের সর্ব্ব সল্লক্ষণ ॥ ১০৮ ॥

ভাগবত-কথিত ঈশ্বর বা মহাভাগবত-লক্ষণনিচয় প্রভুতে বিদ্যমান ঃ—

তাহা দেখি' জ্ঞান হয়—'এই নারায়ণ' ।
যেই তাঁরে দেখে, করে কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন ॥ ১০৯ ॥
'মহাভাগবত'-লক্ষণ শুনি ভাগবতে ।
সে-সব লক্ষণ প্রকট দেখিয়ে তাঁহাতে ॥ ১১০ ॥
'নিরন্তর কৃষ্ণনাম' জিহ্বা তাঁর গায় ।
দুই-নেত্রে অশ্রু বহে গঙ্গাধারা-প্রায় ॥ ১১১ ॥
ক্ষণে নাচে, হাসে, গায়, করয়ে ক্রন্দন ।
ক্ষণে হুহুঙ্কার করে,—সিংহের গর্জ্জন ॥ ১১২ ॥

অলৌকিক-নামরূপগুণলীলাযুক্ত কৃষ্ণচৈতন্য ঃ—

জগৎমঙ্গল তাঁর 'কৃষ্ণচৈতন্য' নাম ।
নাম, রূপ, গুণ তাঁর, সব—অনুপম ॥ ১১৩ ॥

অনুভাষ্য

৯৫। প্রারব্ধে—কাশী 'শৈব' বা পঞ্চোপাসকগণের সর্ব্ব-প্রধান 'তীর্থ' হইলেও তথায় শ্রীহরিভজনের কথা না থাকায়, উহা গৌরভক্তের বসবাসের পক্ষে নিতান্ত অযোগ্য—(ভাঃ ৫।১৯।৩) ; সুতরাং চন্দ্রশেখর অতি-দুঃখের সহিত স্বীয় প্রাক্তন-দুষ্কৃতিফলেই তথায় বাস করিতেছেন, বলিলেন ; এস্থলে গর্হণার্থেই 'প্রারব্ধ' কথাটী ব্যবহৃত।

(ভঃ রঃ সিঃ পূর্ব্ব বিঃ ১ম লঃ)—"দুর্জ্জাত্যারম্ভকং পাপং যৎ স্যাৎ প্রারব্ধমেব তৎ।" শুদ্ধভগবদ্ভক্ত আপনাকে প্রারব্ধ বা 'প্রাক্তন-কর্ম্মফলভুক্' বলিয়া অভিহিত করিলেও তিনি স্বয়ং অন্যান্য যমদণ্ড্য মর্ত্ত্যজীবের ন্যায় আদৌ শুভাশুভ-কর্ম্ম-ফলভোগী নহেন। নিত্যসিদ্ধ বা সাধনসিদ্ধের ত' কথাই নাই , সাধকাবস্থাতেও জীবের সাধনভক্তি—'ক্লেশঘ্নী' ('পাপ', 'পাপবীজ' ও 'অবিদ্যা'—এই ত্রিবিধ-ক্লেশ-বিধ্বংসিনী) ; যথা পদ্মপুরাণে—"অপ্রারব্ধ-ফলং পাপং কূটং বীজং ফলোন্মুখম্। ক্রমেণৈব প্রলীয়েত বিষ্ণুভক্তিরতাত্মনাম্।।" ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী শ্লোকদ্বয়ের "দুর্গম-সঙ্গমনী"টীকাও এতৎপ্রসঙ্গে আলোচ্য।

৯৬। ষড়্দর্শন—১। কণাদঋষি-কৃত 'বৈশেষিক'-দর্শন, ২। গৌতমঋষি-কৃত 'ন্যায়'-দর্শন, ৩। পতঞ্জলিঋষি-কৃত 'যোগ-দর্শন, ৪। কপিলঋষি-কৃত 'সাংখ্য' দর্শন, ৫। জৈমিনীঋষি-কৃত 'পূর্ব্ব-(কর্ম্ম) মীমাংসা', ৬। মহর্ষি বেদব্যাস-কৃত 'উত্তর- (ব্রহ্ম) মীমাংসা' বা 'বেদান্ত'।

৯৮। প্রভুর অতি নিকটে অবস্থান করিয়াও প্রভুর প্রতি অত্যন্ত সম্ভ্রমোক্তি।

১০০। দিন দশে—কাশীতে তপনমিশ্রের গৃহে প্রভুর এ-যাত্রায় (মধ্য ১ম পঃ ২৩৯ সংখ্যায়) চারি দিবস অবস্থানের কথা উল্লিখিত।

১০৪। প্রকাশানন্দ—শ্রীমহাপ্রভুর সমকালে কাশীবাসী এক-দণ্ডী শাঙ্করসম্প্রদায়ের সন্ন্যাসিবিশেষ। চৈঃ ভাঃ মধ্য ৩য় অঃ—'হস্ত', 'পদ', 'মুখ' মোর নাহিক 'লোচন'। বেদ মোরে এইমত করে বিড়ম্বন।। কাশীতে পড়ায় বেটা 'প্রকাশানন্দ'। সেই বেটা করে মোর অঙ্গ খণ্ড খণ্ড।। বাখানয়ে বেদ, মোর বিগ্রহ না মানে। সর্ব্বাঙ্গে হইল কুষ্ঠ, তবু নাহি জানে।। সর্ব্বযজ্ঞময় মোর যে অঙ্গ—পবিত্র। 'অজ', 'ভব' আদি গায় যাঁহার চরিত্র।। 'পুণ্য' পবিত্রতা পায় যে-অঙ্গ-পরশে। তাহা 'মিথ্যা' বলে বেটা কেমন সাহসে।।" ঐ মধ্য ২০শ অঃ—"সন্ন্যাসী 'প্রকাশানন্দ' বসয়ে কাশীতে। মোরে খণ্ড খণ্ড বেটা করে ভালমতে।। পড়ায় 'বেদান্ত', মোর 'বিগ্রহ' না মানে। কুষ্ঠ করাইলুঁ অঙ্গে, তবু নাহি জানে।। 'সত্য' মোর লীলা-কর্ম্ম', সত্য মোর 'স্থান'। ইহা 'মিথ্যা' বলে,মোরে করে খান্-খান্।।" শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামীর

শ্রদ্ধাবানের ঈশ্বর-দর্শনেই তৎকৃপায় তচ্চেষ্টানুভব, শুধু তর্কপন্থায় শ্রবণ নিষ্ফলমাত্র ঃ—

দেখিলে সে জানি তাঁর 'ঈশ্বরের রীতি'।
অলৌকিক কথা শুনি' কে করে প্রতীতি ??" ১১৪ ॥

প্রভুর চরিত-শ্রবণে তর্কপন্থী প্রকাশানন্দের প্রভুকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ বা অবজ্ঞা ঃ—

শুনিয়া প্রকাশানন্দ বহুত হাসিলা।
বিপ্রে উপহাস করি' কহিতে লাগিলা ॥ ১১৫ ॥

স্বীয় মায়াবাদ-হলাহল-উদ্গার ঃ—

"শুনিয়াছি গৌড়দেশের সন্ন্যাসী—'ভাবুক'।
কেশব-ভারতী-শিষ্য, লোকপ্রতারক ॥ ১১৬ ॥
'চৈতন্য'-নাম তাঁর, ভাবুকগণ লঞা।
দেশে-দেশে, গ্রামে-গ্রামে বুলে নাচাঞা ॥ ১১৭ ॥
যেই তাঁরে দেখে, সেই ঈশ্বর করি' কহে।
ঐছে মোহন-বিদ্যা—যে দেখে, সে মোহে ॥ ১১৮ ॥
সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য—পণ্ডিত প্রবল।
শুনি' চৈতন্যের সঙ্গে হইল পাগল ॥ ১১৯ ॥
'সন্ন্যাসী'—নাম-মাত্র, মহা-ইন্দ্রজালী!
'কাশীপুরে' না বিকাবে তাঁর ভাবকালি ॥ ১২০ ॥
'বেদান্ত' শ্রবণ কর, না যাইহ তাঁর পাশ।
উচ্ছৃঙ্খল-লোক-সঙ্গে দুইলোক-নাশ ॥" ১২১ ॥

প্রভুনিন্দা-শ্রবণে বিপ্রের 'কৃষ্ণ'স্মরণপূর্ব্বক স্থান-পরিত্যাগ ঃ—

এত শুনি' সেই বিপ্র মহাদুঃখ পাইলা।
'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' কহি' তথা হৈতে উঠি' গেলা ॥ ১২২ ॥

প্রভু-দর্শন ফলে শুদ্ধচিত্ত বিপ্রের প্রভু-সকাশে সমস্ত ঘটনা-বর্ণন ঃ—

প্রভুর দরশনে শুদ্ধ হঞাছে তাঁর মন।
প্রভু-আগে দুঃখী হঞা কহে বিবরণ ॥ ১২৩ ॥

প্রভুর ঈষদ্ধাস্য ঃ—

শুনি' মহাপ্রভু তবে ঈষৎ হাসিলা।
পুনরপি সেই বিপ্র প্রভুরে পুছিলা ॥ ১২৪ ॥

মায়াবাদীর প্রকৃতিসম্বন্ধি গৌণ-নামোচ্চারণেই যোগ্যতা, তুরীয় বৈকুণ্ঠ-নামোচ্চারণে অযোগ্যতা ঃ—

"তার আগে যবে আমি তোমার নাম লইল।
সেহ তোমার নাম জানে,—আপনে কহিল ॥ ১২৫ ॥
তোমার 'দোষ' করিতে করে নামের উচ্চার।
'চৈতন্য' চৈতন্য' করি' কহে তিনবার ॥ ১২৬ ॥

চিদ্বিলাসে অবিশ্বাস-হেতু মায়াবাদীর মুখে অবজ্ঞা-ভরেই শ্রীনাম উচ্চারিত হওয়ায় নামাপরাধ-হেতু উহা অশ্রাব্য ঃ—

তিনবারে 'কৃষ্ণনাম' না আইল তার মুখে।
'অবজ্ঞা'তে নাম লয়, শুনি' পাই দুঃখে ॥ ১২৭ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১২০। ভাবকালি—ভাবুকের স্বভাব।

১২১। যে-সকল ব্যক্তি শাস্ত্রবিধির শৃঙ্খল উৎসন্ন করিয়াছে, তাহাদের সঙ্গে থাকিলে ইহলোক ও পরলোক, দুইলোকই নাশ পায়।

অনুভাষ্য

শ্রীগুরুদেব ও পূর্ব্বাশ্রমের খুল্লতাত শ্রীরঙ্গক্ষেত্রবাসী ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীরামানুজীয়ারস্বামী শ্রীশ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী এবং ইনি কখনও 'এক' ব্যক্তি নহেন।

১১৬-১২১। ভাবুক—এস্থলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর পরম চমৎকারময় অপ্রাকৃত চিন্ময় ভাবের সহিত মনোধর্ম্মের অনুশীলনরত কৃত্রিম ও স্বল্পকালস্থায়ী উচ্ছ্বাস ও উচ্ছৃঙ্খলতাময় ভাবকে 'এক' বলিয়া জ্ঞান করায় মায়াবাদী প্রকাশানন্দের এই বিশেষণ-উক্তি। মায়াবাদী শুদ্ধভক্তের অপ্রাকৃত কৃষ্ণোৎকীর্ত্তন-নর্ত্তন-বাদনকেও প্রাকৃত-ইন্দ্রিয়-তোষণপর তৌর্য্যত্রিকের সহিত এক বা সমান এবং ষড়্রিপুদাস্যের ন্যায় ইন্দ্রিয়প্রচেষ্টা-মাত্র জ্ঞান করায় 'অপরাধী' বা 'পাষণ্ডী'-শব্দবাচ্য ; সুতরাং নিত্য স্বধর্ম্ম করায় কৃষ্ণানুশীলনের কৃষ্ণ-সম্বন্ধি উপকরণ-পরিত্যাগহেতু তিনি—"ফল্গু-বৈরাগী"।

১২৫। তার—প্রকাশানন্দের।

১২৬-১২৭। দোষ—নিন্দা। 'ব্রহ্ম', 'চৈতন্য', 'আত্মা', 'পরমাত্মা', 'জগদীশ', 'ঈশ্বর', 'বিরাট্', 'বিভু', 'ভূমা', 'বিশ্বরূপ', 'ব্যাপক' প্রভৃতি নাম ঐসকল নামগ্রহণকারীর প্রতীতিতে কৃষ্ণের ঔদার্য্য বা মাধুর্য্যের সূচনা না করিয়া ঐশ্বর্য্যের কথঞ্চিৎ সূচনা করায়, ঐ সকল নামে মুখ্যকৃষ্ণনাম-সমূহের প্রতীতির ন্যায় চৈতন্য-রসবিগ্রহত্বের স্ফূর্ত্তি নাই ; সুতরাং মায়াবাদী বা প্রকৃতির উপাসকগণ—চরমে তত্ত্ববস্তুর নির্ব্বিশেষত্ব বা চিদ্বিলাস-রাহিত্য অর্থাৎ তত্ত্ববস্তুর চিন্ময় নামরূপগুণলীলা ও পরিকর-বৈশিষ্ট্যের অদ্বয়জ্ঞানত্বে অবিশ্বাস ও সংশয় পোষণ করায় (এবং) ভগবান্ কৃষ্ণের মুখ্যনামসমূহকেই একমাত্র 'সাধ্য' ও 'সাধন' বলিয়া শ্রদ্ধা না করায়,—মহা-অপরাধী। তাহাদের মুখে কোন পরমার্থকথা-শ্রবণ কোন নিত্য চরম-কল্যাণার্থীরই কর্ত্তব্য নহে।

প্রভু-সমীপে উহার কারণ-জিজ্ঞাসা ঃ—

ইহার কারণ মোরে কহ কৃপা করি'।
তোমা দেখি' মুখ মোর বলে 'কৃষ্ণ' 'হরি' ॥" ১২৮ ॥

মায়াবাদী—সেবা-বিবাদী বা অপরাধী, সুতরাং তন্মুখে কৃষ্ণনাম আসে না ঃ—

প্রভু কহে,—"মায়াবাদী কৃষ্ণে অপরাধী।
'ব্রহ্ম' 'আত্মা' 'চৈতন্য' কহে নিরবধি ॥ ১২৯ ॥

কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণবিগ্রহ ও কৃষ্ণস্বরূপের অদ্বয়জ্ঞানত্ব এবং জীবনাম, জীবমূর্ত্তি ও জীবস্বরূপের পার্থক্য-বর্ণন ঃ—

অতএব তার মুখে না আইসে কৃষ্ণনাম।
'কৃষ্ণনাম', 'কৃষ্ণস্বরূপ'—দুইত' 'সমান' ॥ ১৩০ ॥
'নাম', 'বিগ্রহ', 'স্বরূপ'—তিন একরূপ।
তিনে 'ভেদ' নাহি,—তিন 'চিদানন্দ-রূপ' ॥ ১৩১ ॥
দেহ-দেহীর, নাম-নামীর কৃষ্ণে নাহি 'ভেদ'।
জীবের ধর্ম্ম—নাম-দেহ-স্বরূপে 'বিভেদ' ॥ ১৩২ ॥

শ্রীকৃষ্ণনামের স্বরূপ ঃ—
পদ্মপুরাণ ও বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর-বচন—

নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্যরসবিগ্রহঃ।
পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽভিন্নত্বান্নামনামিনোঃ ॥ ১৩৩ ॥

কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণতনু ও কৃষ্ণবিলাস—অপ্রাকৃত, চিন্ময় ও স্বতঃপ্রকাশ ঃ—

অতএব কৃষ্ণের 'নাম', 'দেহ', 'বিলাস'।
প্রাকৃতেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য নহে, হয় স্বপ্রকাশ ॥ ১৩৪ ॥

কৃষ্ণের নাম, রূপ, গুণ, লীলা—একই বস্তু ঃ—

'কৃষ্ণনাম', 'কৃষ্ণগুণ', 'কৃষ্ণলীলা'বৃন্দ।
কৃষ্ণের স্বরূপ-সম—সব চিদানন্দ ॥ ১৩৫ ॥

অপ্রাকৃত কৃষ্ণ-নাম-রূপ-গুণ-লীলা—শুদ্ধভক্তিদ্বারাই গ্রাহ্য, তর্কপন্থায় অক্ষজজ্ঞানে অগম্য ঃ—

অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ।
সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ ॥ ১৩৬ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১২৯-১৩২। প্রভু কহিলেন,—মায়াবাদী জীবতত্ত্বকে 'অপ্রাকৃত' না মানিয়া মায়াচ্ছন্ন-ব্রহ্মখণ্ডকে 'জীব' বলিয়া স্থির করে এবং ব্রহ্মকে 'নির্ব্বিশেষ' জানিয়া (সচ্চিদানন্দ) ভগবদ্-বিগ্রহকেও 'মায়াময়-বিগ্রহ' বলে। ইহাতেই মায়াবাদী কৃষ্ণের নাম-রূপ-গুণ-লীলাকে 'অনিত্য' জানিয়া মহা-অপরাধী হইয়াছে। কৃষ্ণের 'মুখ্যনাম' পরিত্যাগ করিয়া 'ব্রহ্ম', 'আত্মা', 'চৈতন্য' ইত্যাদি 'গৌণনাম' সকল উচ্চারণ করিয়া থাকে ; যদিও বা কখনও 'গোবিন্দ', 'মাধব', 'কৃষ্ণ' এই 'মুখ্যনাম'সকল তাহার মুখে বাহির হয়, তথাপি তাহার জ্ঞানদোষে (কৃষ্ণনামকে অবিশ্বাসবশতঃ অন্যান্য প্রাকৃত বা জাগতিক শব্দবিশেষ বলিয়া জ্ঞানহেতু তাহার মুখে) চিদ্বিগ্রহ কৃষ্ণের 'নাম' কখনই (বাহির) হয় না। বস্তুতঃ কৃষ্ণের নাম ও কৃষ্ণের স্বরূপ—দুইই চিদ্বস্তু, অর্থাৎ নাম, বিগ্রহ ও স্বরূপ —তিনই চিদানন্দময়। বদ্ধজীবের দেহটী—জীবরূপ 'দেহী' হইতে 'পৃথক্' এবং তাহার পিতৃদত্ত 'নাম'ও তাহার 'আত্মা' বা 'স্বরূপ' হইতে 'পৃথক্ ও জড়াশ্রিত'; কিন্তু কৃষ্ণে সেরূপ নহে, অর্থাৎ কৃষ্ণের যিনি 'দেহ' তিনিই 'দেহী', যিনি 'নাম' তিনিই 'নামী'। কৃষ্ণে মায়া বা মায়াপ্রসূত জড়সম্বন্ধ না থাকায় 'দেহ-দেহী' বা 'নাম-নামী'র মধ্যে ভেদ অসম্ভব ; বদ্ধজীবের পক্ষেই দেহ-দেহী বা নাম-নামীর (মধ্যে পার্থক্য বর্ত্তমান) অর্থাৎ জীবেই 'নাম' 'দেহ' ও 'স্বরূপে'র পরস্পর পৃথক্ ধর্ম্ম বিদ্যমান।

অনুভাষ্য

১২৯। মায়াবাদী—আদি, ৭ম পঃ ২৯ সংখ্যা এবং ৩৯ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৩৩। কৃষ্ণনাম—চিৎস্বরূপ চিন্তামণিবিশেষ, তাহা কৃষ্ণ-চৈতন্য-রসের বিগ্রহস্বরূপ ; তাহা—পূর্ণ অর্থাৎ মায়িক-বস্তুর ন্যায় আবদ্ধ ও খণ্ড নয় ; তাহা—শুদ্ধ অর্থাৎ মায়া-মিশ্র নয় ; তাহা—নিত্যমুক্ত অর্থাৎ সর্ব্বদা চিন্ময়, কখনও জড়সম্বন্ধে আবদ্ধ হয় না ; যেহেতু নাম-নামীর স্বরূপে কোন ভেদ নাই।

১৩৬। অতএব শ্রীকৃষ্ণের নাম-রূপ-গুণ-লীলা কখনও প্রাকৃত চক্ষুকর্ণাদির গ্রাহ্য নয় ; যখন জীব সেবোন্মুখ হন অর্থাৎ চিৎস্বরূপে কৃষ্ণোন্মুখ হন, তখনই অপ্রাকৃত জিহ্বাদি-ইন্দ্রিয়ে কৃষ্ণনামাদি স্বয়ংই স্ফূর্ত্তি লাভ করে।

অনুভাষ্য

১৩৩। নাম-নামিনোঃ (নাম চ নামী কৃষ্ণঃ চ তয়োঃ নাম্না সহ নামিনঃ কৃষ্ণস্য) অভিন্নত্বাৎ (ভেদাভাবাৎ) [কৃষ্ণ] নাম—চিন্তামণিঃ (সকল-সেবাভীষ্টপ্রদাতা), কৃষ্ণঃ (সাক্ষাৎ স্বয়ংরূপঃ কৃষ্ণ এব), চৈতন্যরসবিগ্রহঃ (চিন্ময়রসমূর্ত্তিঃ, ন তু অচিজ্জড়-বৈরস্যাশ্রয়ঃ, তস্য মায়াতীতত্বাৎ, মায়ামিশ্রণ-যোগ্যতাভাবাৎ), পূর্ণঃ (মায়য়া খণ্ডনানর্হতনুঃ), শুদ্ধঃ (মায়য়াবিমিশ্রঃ, ব্যুদস্তমায়ঃ), নিত্যমুক্তঃ (সদা জড়াতীতঃ)।

১৩৪। কৃষ্ণের দেহ, কৃষ্ণের নাম, কৃষ্ণের রূপ, কৃষ্ণের গুণ, কৃষ্ণের বিলাস বা পরিকরবৈশিষ্ট্যাদি সচ্চিদানন্দময় বলিয়া সত্ত্বাদিগুণত্রয়াভিমানী জীবের জড়ীয় রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ ও স্পর্শাদির গ্রাহ্য নহে অর্থাৎ জীবের ফলভোগপ্রবণ ইন্দ্রিয়ের ভোগ্যবস্তু নহে ; সমস্তই স্বতঃপ্রকাশবস্তু, নিত্য চিন্ময় ও আনন্দময়। গুণান্তর্গত জড়বস্তুর নাম, রূপ, গুণ ও ক্রিয়ার মধ্যে

পরম-চমৎকার কৃষ্ণমাধুর্য্য—ব্রহ্মজ্ঞেরও আকর্ষক ঃ—

ব্রহ্মানন্দ হৈতে পূর্ণানন্দ লীলারস ।
ব্রহ্মজ্ঞানী আকর্ষিয়া করে আত্মবশ ॥ ১৩৭ ॥

কৃষ্ণলীলা-মাধুর্য্যাকৃষ্ট ব্রহ্মজ্ঞানী ব্রহ্মরাত ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবতে (১২।১২।৬৯)—

স্বসুখনিভৃতচেতাস্তদ্ব্যুদস্তান্যভাবো-
ঽপ্যজিতরুচিরলীলাকৃষ্টসারস্তদীয়ম্ ।
ব্যতনুত কৃপয়া যস্তত্ত্বদীপং পুরাণং
তমখিলবৃজিনঘ্নং ব্যাসসূনুং নতোঽস্মি ॥ ১৩৮ ॥

পরম চমৎকার কৃষ্ণগুণ—আত্মারামেরও আকর্ষক ঃ—

ব্রহ্মানন্দ হৈতে পূর্ণানন্দ কৃষ্ণগুণ ।
অতএব আকর্ষয় আত্মারামের মন ॥ ১৩৯ ॥

মুক্তপুরুষগণও কৃষ্ণপদে সমাকৃষ্ট ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবতে (১।৭।১০)—

আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে ।
কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ ॥ ১৪০ ॥

কৃষ্ণচরণ-তুলসী ব্রহ্মজ্ঞেরও মনোহারিণী ঃ—

এই সব রহু—কৃষ্ণচরণ-সম্বন্ধে ।
আত্মারামের মন হরে তুলসীর গন্ধে ॥ ১৪১ ॥

নারায়ণ-পদ-তুলসী ব্রহ্মজ্ঞ চতুঃসনেরও দেহ-মনের শুদ্ধসাত্ত্বিক-বিকারকারিণী ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবতে (৩।১৫।৪৩)—

তস্যারবিন্দনয়নস্য পদারবিন্দ
কিঞ্জল্কমিশ্র-তুলসীমকরন্দবায়ুঃ ।
অন্তর্গতঃ স্ববিবরেণ চকার তেষাং
সংক্ষোভমক্ষরজুষামপি চিত্ততন্বোঃ ॥ ১৪২ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৩৭। 'আমিই ব্রহ্ম'—এই বুদ্ধি যাঁহাদের উদিত হয়, তাঁহাদের মায়া-চিন্তা দূরীভূত হইয়া চিৎস্বরূপ-ব্রহ্মে অবস্থিতিরূপ একটু সুখোদয় হয় বটে ; কিন্তু, যাঁহারা কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণরূপ, কৃষ্ণগুণ ও কৃষ্ণলীলা-রূপ চিন্ময় রস-বিলাস হৃদয়ে উদয় করাইতে পারেন, তাঁহারা 'ব্রহ্মানন্দ' হইতে অনন্তগুণে শ্রেষ্ঠ পূর্ণানন্দলীলারস ভোগ করেন। অতএব পূর্ণানন্দলীলারস-স্বরূপ কৃষ্ণলীলা সহসা ব্রহ্মজ্ঞানীকে আকর্ষণ করিয়া আত্মবশ করিয়া ফেলে।

১৩৮। যিনি প্রথমে ব্রহ্মসুখে নিভৃতচিত্ত ছিলেন এবং পরে সেই সুখ পরিত্যাগপূর্ব্বক কৃষ্ণের মাধুর্য্যময়লীলাকৃষ্ট হইয়া কৃষ্ণসম্বন্ধী তত্ত্বদীপ-স্বরূপ শ্রীভাগবতপুরাণ বিস্তার করিয়াছিলেন, সেই অখিল-পাপনাশী গুরুদেব ব্যাসপুত্র শ্রীশুককে আমি নমস্কার করি।

অনুভাষ্য

পরস্পর জড়ীয় পার্থক্য আছে, একত্ব নাই ; কিন্তু অধোক্ষজ কৃষ্ণে তাদৃশ 'ভেদ' নাই।

১৩৬। অতঃ (কৃষ্ণ-নামাদিনা সহ কৃষ্ণস্য প্রাকৃত-ভেদাভাবাৎ), শ্রীকৃষ্ণনামাদি (শ্রীকৃষ্ণনামরূপগুণলীলা-পরিকর-বৈশিষ্ট্যম্) ইন্দ্রিয়ৈঃ (প্রাকৃতভোগপরৈর্নেত্রকর্ণনাসাজিহ্বা-ত্বগাদিভিঃ) গ্রাহ্যং (রূপশব্দগন্ধরসস্পর্শাদিবিষয়ীকৃতং) ন ভবেৎ (কর্হিচিৎ ন স্যাৎ)। (ননু অস্যৈবাধোক্ষজত্বাৎ সর্ব্বথেদং জড়-ভোগপরেন্দ্রিয়াণামলভ্যঞ্চ, তর্হি কথমেতৎ কীদৃশানাং জীবানামাশ্রয়িতব্যমিতি চেৎ, তত্রাহ—) সেবোন্মুখে (অপ্রাকৃতবুদ্ধ্যা শুদ্ধকৃষ্ণভজন-প্রবৃত্তে) জিহ্বাদৌ (শুদ্ধসত্ত্বময়ে ইন্দ্রিয়ে) হি (খলু) অদঃ (কৃষ্ণনামাদি) স্বয়মেব স্ফুরতি (প্রকটয়তি)।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৪২। সেই অরবিন্দ-নেত্র-ভগবানের পদকমলের কিঞ্জল্ক-মিশ্রিত তুলসীর মধুগন্ধযুক্ত বায়ু চতুঃসনের নাসিকা-রন্ধ্রযোগে অন্তর্গত হইয়া নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মপরায়ণ তাঁহাদিগের চিত্ত ও তনুর ক্ষোভ উৎপন্ন করিয়াছিল।

অনুভাষ্য

১৩৮। শুশ্রূষু শৌনকাদি ঋষিগণের নিকট শ্রীভাগবত-বর্ণন শেষ করিয়া মহাভাগবত শ্রীসূত-গোস্বামী স্বীয় গুরুদেব ব্রহ্মরাত শ্রীল শুক-গোস্বামীকে প্রণাম করিতেছেন,—

স্বসুখনিভৃতচেতাঃ (স্বস্য আত্মনঃ সুখেন নিভৃতং পূর্ণং চেতো যস্য সঃ, আত্মারাম ইত্যর্থঃ) তদ্ব্যুদস্তান্যভাবঃ (তৎ তেনৈব আত্মারামত্বেন ব্যুদস্তঃ সম্যগ্-দূরীকৃতঃ অন্যভাবো ব্রহ্মেতরে অন্যস্মিন্ বস্তুনি ভাবঃ রতিঃ যস্য তথাভূতঃ) অপি অজিত-রুচিরলীলাকৃষ্টসারঃ (অজিতস্য কৃষ্ণস্য রুচিরাভিঃ মনোজ্ঞাভিঃ লীলাভিঃ আকৃষ্টঃ সারঃ স্বসুখগতং স্থৈর্য্যং যস্য সঃ) যঃ তত্ত্বদীপং (পরমার্থভূত-বস্তু-প্রকাশকং) তদীয়ং (ভগবল্লীলাময়ং) পুরাণং (দশবিধলক্ষণময়-সন্দর্ভাত্মকং শ্রীমদ্ভাগবতং) কৃপয়া (লোকস্যাজানতঃ হিতায়, সুকৃতিবতাং মঙ্গলাকাঙ্ক্ষয়া বা) ব্যতনুত (প্রকটিতবান্), তম্ অখিলবৃজিনঘ্নং (সর্ব্বপাপনুদং) ব্যাসসূনুং (দ্বৈপায়নাত্মজং বৈয়াসকীং শুকদেবং) নতঃ অস্মি (প্রণমামি)।

১৪০। মধ্য, ষষ্ঠ পঃ ১৮৬ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১৪২। মৈত্রেয়-বিদুর-সংবাদে দিতিগর্ভপ্রভাবে বিভীষিকা-ত্রস্ত দেবগণের নিকট ব্রহ্মা দিতির গর্ভস্থ অসুরদ্বয়ের আদি-বৃত্তান্ত বর্ণন করিতেছেন,—পূর্ব্বে একদা ব্রহ্মর্ষি চতুঃসন বা কুমারগণ শ্রীনারায়ণ-দর্শনাভিলাষে বৈকুণ্ঠে প্রবেশ করিয়া সপ্তম-

মায়াবাদী নিত্য কৃষ্ণসেবা-বিরোধী বলিয়া শুদ্ধ-নামকীর্ত্তনে অনধিকারী ঃ—

অতএব 'কৃষ্ণনাম' না আইসে তার মুখে ।
মায়াবাদিগণ যাতে মহা বহির্ম্মুখে ॥ ১৪৩ ॥

প্রেমবন্যায় কাশী-প্লাবনার্থ প্রভুর আগমন ঃ—

ভাবকালি বেচিতে আমি আইলাঙ কাশীপুরে ।
গ্রাহক নাহি, না বিকায়, লঞা যাব ঘরে ॥ ১৪৪ ॥

লৌল্যমূল্যেই প্রভুর প্রেম-বিতরণ-প্রতিজ্ঞা ঃ—

ভারী বোঝা লঞা আইলাঙ, কেমনে লঞা যাব?
অল্প-স্বল্প মূল্য পাইলে, এথাই বেচিব ॥" ১৪৫ ॥

বিপ্রকে কৃপানন্তর প্রভুর মথুরায় যাত্রা ঃ—

এত বলি' সেই বিপ্রে আত্মসাৎ করি' ।
প্রাতে উঠি' মথুরা চলিলা গৌরহরি ॥ ১৪৬ ॥

তিনজনের প্রভুর অনুগমন ও প্রভুর আগ্রহে প্রত্যাবর্ত্তন ঃ—

সেই তিন সঙ্গে চলে, প্রভু নিষেধিল ।
দূর হৈতে তিনজনে ঘরে পাঠাইল ॥ ১৪৭ ॥

তিনজনের একত্র প্রভুগুণ-গান ঃ—

প্রভুর বিরহে তিনে একত্র মিলিয়া ।
প্রভুগুণ গান করে প্রেমে মত্ত হঞা ॥ ১৪৮ ॥

প্রয়াগে আসিয়া স্নানান্তে বিন্দুমাধব-দর্শনে প্রভুর নর্ত্তন-কীর্ত্তন ঃ—

'প্রয়াগে' আসিয়া প্রভু কৈল নদী-স্নান ।
'মাধব' দেখিয়া প্রেমে কৈল নৃত্যগান ॥ ১৪৯ ॥

যমুনা-দর্শনে ব্রজলীলার উদ্দীপন-হেতু ঝম্পপ্রদান, ভট্টকর্ত্তৃক উত্তোলন ঃ—

যমুনা দেখিয়া প্রেমে পড়ে ঝাঁপ দিয়া ।
আস্তে-ব্যস্তে ভট্টাচার্য্য উঠায় ধরিয়া ॥ ১৫০ ॥

প্রয়াগে তিনদিন লোকোদ্ধার ঃ—

এইমত তিনদিন প্রয়াগে রহিলা ।
কৃষ্ণ-নাম-প্রেম দিয়া লোক নিস্তারিলা ॥ ১৫১ ॥

মথুরার পথে লোকোদ্ধার ঃ—

'মুথরা' চলিতে পথে যথা রহি' যায় ।
কৃষ্ণ-নাম-প্রেম দিয়া লোকেরে নাচায় ॥ ১৫২ ॥

দক্ষিণ-দেশের ন্যায় যুক্ত-প্রদেশকেও উদ্ধার ঃ—

পূর্ব্বে যেন 'দক্ষিণ' যাইতে লোক নিস্তারিলা ।
'পশ্চিম'-দেশে তৈছে সব 'বৈষ্ণব' করিলা ॥ ১৫৩ ॥

যমুনা-দর্শনমাত্র ঝম্পপ্রদান ঃ—

পথে যাঁহা যাঁহা হয় যমুনা-দর্শন ।
তাঁহা ঝাঁপ দিয়া পড়ে প্রেমে অচেতন ॥ ১৫৪ ॥

মথুরা-দর্শনে প্রেমাবেশ ঃ—

মথুরা-নিকটে আইলা—মথুরা দেখিয়া ।
দণ্ডবৎ হঞা পড়ে প্রেমাবিষ্ট হঞা ॥ ১৫৫ ॥

বিশ্রাম-ঘাটে স্নান ও যোগপীঠে কেশব-দর্শন ঃ—

মথুরা আসিয়া কৈল 'বিশ্রাম-তীর্থে' স্নান ।
'জন্মস্থানে' 'কেশব' দেখি' করিলা প্রণাম ॥ ১৫৬ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৪৫। চিন্ময় নামরসের ভাজন—অতিশয় ভারী বোঝা ; পূর্ণ শ্রদ্ধা-মূল্যে তাহা আমি জীবের নিকট বিক্রয় করি। ব্যাপারীর পক্ষে এত ভারী বোঝা ফিরাইয়া লইয়া যাওয়াও সুকঠিন, সুতরাং অল্প-স্বল্প মূল্য অর্থাৎ শ্রদ্ধাভাসরূপ মূল্য পাইলেই এইস্থলে বেচিয়া যাইব।

১৪৯। মাধব—বেণীমাধব।

অনুভাষ্য

কক্ষায় 'জয়' ও 'বিজয়'-নামক দ্বারপালদ্বয়-কর্ত্তৃক নিবারিত হওয়ায়, (তাহাদের) ভেদবুদ্ধিজনিত হিংসা-প্রবৃত্তি-নিবন্ধন ক্রোধভরে তাহাদিগকে অসুর-যোনিতে জন্ম পরিগ্রহ করিবার জন্য শাপ প্রদান করিলেন। সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্ পদ্মনাভ তাহা জ্ঞাত হইয়া তৎক্ষণাৎ স্বয়ংই লক্ষ্মীর সহিত তথায় আগমন করায় ঋষিগণ স্বীয় ব্রহ্মসমাধির ফল আরাধ্যদেব সাক্ষাৎ ভগবান্ নারায়ণকে পুরোবর্ত্তী দেখিয়া প্রণাম করিলে, তাঁহাদের ন্যায় আত্মারাম ব্রহ্মজ্ঞানীর ভাব-বিকার-বর্ণন,—

অরবিন্দনয়নস্য (পদ্মলোচনস্য) তস্য (ভগবতঃ) পদারবিন্দ-কিঞ্জল্কমিশ্রতুলসীমকরন্দবায়ুঃ (পদারবিন্দয়োঃ চরণকমলয়োঃ কিঞ্জল্কৈঃ কেশরৈঃ মিশ্রা যা তুলসী, তস্যাঃ মকরন্দেন সংযুক্তঃ সমীরণঃ) স্ববিবরেণ (নাসারন্ধ্রেণ) অন্তর্গতঃ (অন্তঃপ্রবিষ্টঃ সন্) অক্ষরজুষাং (নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মপরাণাম্ অপি) তেষাং (সনকাদীনাং কুমারাণাং) চিত্ততন্বোঃ (মনঃশরীরয়োঃ) সংক্ষোভং (চিত্তে হর্ষং দেহে রোমাঞ্চাদিকং) চকার (অজীজনৎ)।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৫৬। বিশ্রামতীর্থ—প্রসিদ্ধ বিশ্রামঘাট ; জন্মস্থানে কেশব—শ্রীকৃষ্ণের জন্মস্থানে শ্রীকেশবজীর মূর্ত্তি।

অনুভাষ্য

১৪৫। অল্প-স্বল্প-মূল্য—কৃষ্ণসেবায় লৌল্য, লোভ বা রুচি; উহা আত্মসমর্পণ ব্যতীত লাভ করা যায় না। মধ্য, ৮ম পঃ ৭০ সংখ্যায় ধৃত পদ্যাবলী-শ্লোকটী এস্থলে আলোচ্য।

১৪৯। প্রয়াগ,—'প্রকৃষ্টঃ যাগঃ যাগফলং যস্মাৎ" ; তীর্থরাজ, গঙ্গা ও যমুনা-সঙ্গম বা 'ত্রিবেণী'—বর্ত্তমান এলাহাবাদ-দুর্গের কিছুদূরে প্রাচীন 'প্রতিষ্ঠানপুর' বা বর্ত্তমান 'ঝুঁসী'।

প্রভুর প্রেমাবেশ-দর্শনে লোকের বিস্ময় ঃ—

প্রেমাবেশে নাচে, গায়, সঘনে হুঙ্কার ।
প্রভুর প্রেমাবেশ দেখি' লোকে চমৎকার ॥ ১৫৭ ॥

একবিপ্রের প্রভুর আনুগত্যে প্রেমাবেশে নৃত্যগান ঃ—

একবিপ্র পড়ে প্রভুর চরণ ধরিয়া ।
প্রভু-সঙ্গে নৃত্য করে প্রেমাবিষ্ট হঞা ॥ ১৫৮ ॥

উভয়ের নর্ত্তন-কীর্ত্তন ঃ—

দুঁহে প্রেমে নৃত্য করি' করে কোলাকুলি ।
'হরি' 'কৃষ্ণ' কহে দুঁহে বলি বাহু তুলি' ॥ ১৫৯ ॥

লোকের কোলাহল, পূজারীর প্রভুগলে মালা-প্রদান ঃ—

লোক 'হরি' 'হরি' বলে, কোলাহল হৈল ।
'কেশব'-সেবক প্রভুকে মালা পরাইল ॥ ১৬০ ॥

প্রভুর প্রেমকে 'অলৌকিক' বলিয়া লোকের প্রতীতি ঃ—

লোকে কহে, প্রভু দেখি' হঞা বিস্ময় ।
ঐছে হেন প্রেম 'লৌকিক' কভু নয় ॥ ১৬১ ॥

অলৌকিকত্বের কারণ-নির্দ্দেশ ঃ—

যাঁহার দর্শনে লোকে প্রেমে মত্ত হঞা ।
হাসে, কান্দে, নাচে, গায়, কৃষ্ণনাম লঞা ॥ ১৬২ ॥

নিশ্চয় সিদ্ধান্ত ঃ—

সর্ব্বথা নিশ্চিত—ইঁহো—কৃষ্ণ-অবতার ।
মথুরা আইলা লোকের করিতে নিস্তার ॥ ১৬৩ ॥

সেই বিপ্রের প্রেমদর্শনে পরিচয়-জিজ্ঞাসা ঃ—

তবে মহাপ্রভু সেই ব্রাহ্মণে লঞা ।
তাঁহারে পুছিলা কিছু নিভৃতে বসিয়া ॥ ১৬৪ ॥
"আর্য্য, সরল তুমি—বৃদ্ধব্রাহ্মণ ।
কাঁহা হৈতে পাইলে তুমি এই প্রেমধন ??" ১৬৫ ॥

স্বীয় গুরুদেব শ্রীমাধবেন্দ্রের পরিচয়-প্রদান ঃ—

বিপ্র কহে,—"শ্রীপাদ শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী ।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে আইলা মথুরা-নগরী ॥ ১৬৬ ॥
কৃপা করি' তেঁহো মোর নিলয়ে আইলা ।
মোরে শিষ্য করি' মোর হাতে 'ভিক্ষা' কৈলা ॥ ১৬৭ ॥
গোপাল প্রকট করি' সেবা কৈল 'মহাশয়' ।
অদ্যাপিহ তাঁহার সেবা 'গোবর্দ্ধনে' হয় ॥" ১৬৮ ॥

গুরুজ্ঞানে প্রভুর বিপ্রকে বন্দনা, বিপ্রের ভয় ও সম্ভ্রমভরে প্রভু-প্রণাম ঃ—

শুনি' প্রভু কৈল তাঁর চরণ-বন্দন ।
ভয় পাঞা প্রভু-পায় পড়িলা ব্রাহ্মণ ॥ ১৬৯ ॥

মর্য্যাদা-রক্ষক প্রভুর গুরুসমীপে দীনতা প্রদর্শন ঃ—

প্রভু কহে,—"তুমি 'গুরু', আমি 'শিষ্য'-প্রায় ।
'গুরু' হঞা 'শিষ্যে' নমস্কার না যুয়ায় ॥" ১৭০ ॥

বিপ্রের ভয় ও দৈন্য-জ্ঞাপন ঃ—

শুনিয়া বিস্মিত বিপ্র কহে ভয় পাঞা ।
"ঐছে বাত্ কহ কেনে সন্ন্যাসী হঞা ॥ ১৭১ ॥

প্রভুকে মাধবেন্দ্রসহ সম্বন্ধযুক্ত বলিয়া বিপ্রের অনুমান ঃ—

কিন্তু তোমার প্রেম দেখি' মনে অনুমানি ।
মাধবেন্দ্র-পুরীর 'সম্বন্ধ' ধর—জানি ॥ ১৭২ ॥

মাধবেন্দ্র-সম্বন্ধ ব্যতীত অন্যত্র কৃষ্ণপ্রেমা অলভ্য ঃ—

কৃষ্ণপ্রেমা তাঁহা, যাঁহা তাঁহার 'সম্বন্ধ' ।
তাঁহা বিনা এই প্রেমার কাঁহা নাহি গন্ধ ॥" ১৭৩ ॥

ভট্টকর্ত্তৃক প্রভুর গুরুপরিচয় প্রদান ঃ—

তবে ভট্টাচার্য্য তারে 'সম্বন্ধ' কহিল ।
শুনি' আনন্দিত বিপ্র নাচিতে লাগিল ॥ ১৭৪ ॥

প্রভুকে স্বগৃহে আনয়ন ও সেবন ঃ—

তবে বিপ্র প্রভুরে লঞা আইলা নিজ-ঘরে ।
আপন-ইচ্ছায় প্রভুর নানা সেবা করে ॥ ১৭৫ ॥

বিপ্রের সদৈন্য ভট্টদ্বারা অন্নপাক, শুদ্ধভক্তির অনুকূল দৈব-বর্ণাশ্রমধর্ম্ম-পালক প্রভুর যথার্থ শাস্ত্রতাৎপর্য্য-কীর্ত্তনদ্বারা লোকশিক্ষা-প্রদান ঃ—

ভিক্ষা লাগি' ভট্টাচার্য্যে করাইলা রন্ধন ।
তবে মহাপ্রভু হাসি' বলিলা বচন ॥ ১৭৬ ॥

পুরীর কৃপালব্ধ বিপ্রগৃহে প্রভুর ভিক্ষাভিলাষ ঃ—

"পুরী-গোসাঞি তোমার ঘরে কর্য়াছেন ভিক্ষা ।
মোরে তুমি ভিক্ষা দেহ,—এই মোর 'শিক্ষা' ॥"১৭৭॥

আচার্য্যের আচরণই লোকের আদর্শ ঃ—

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (৩।২১)—

যদ্যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে ॥ ১৭৮ ॥

শৌক্রকুল-সম্বন্ধে সেই বিপ্র—অভোজ্যান্ন ঃ—

যদ্যপি 'সনোড়িয়া' হয় সেইত' ব্রাহ্মণ ।
সনোড়িয়া-ঘরে সন্ন্যাসী না করে ভোজন ॥ ১৭৯ ॥

'বৈষ্ণব' বা শুদ্ধব্রাহ্মণজ্ঞানে তাঁহাকে পুরীর শিষ্যত্বে স্বীকার ঃ—

তথাপি পুরী দেখি' তাঁর 'বৈষ্ণব'-আচার ।
'শিষ্য' করি' তাঁর ভিক্ষা কৈল অঙ্গীকার ॥ ১৮০ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৭৯। পশ্চিমদেশে বৈশ্যগণ কয়েকভাগে বিভক্ত,—'আগরওয়ালা', 'কালওয়ার', 'সানোয়াড়' ইত্যাদি। তন্মধ্যে

অনুভাষ্য

১৬৫-১৭৪। পূর্ব্বে প্রভুকেও পাণ্ঢরপুরে শ্রীরঙ্গপুরীর এইরূপ উক্তি—মধ্য, ৯ম পঃ ২৮৯ ও ২৯১ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

প্রভুর তদ্গৃহে ভোজনাভিলাষ-শ্রবণে বিপ্রের দৈন্যোক্তি ঃ—

মহাপ্রভু তাঁরে যদি 'ভিক্ষা' মাগিল ।
দৈন্য করি' সেই বিপ্র কহিতে লাগিল ॥ ১৮১ ॥
"তোমারে 'ভিক্ষা' দিব—বড় ভাগ্য সে আমার ।
তুমি—ঈশ্বর, নাহি তোমার বিধি-ব্যবহার ॥ ১৮২ ॥

বিপ্রের গৌরপ্রেম এবং অদৈব-বর্ণাশ্রমীকে গর্হণ ঃ—

'মূর্খ'-লোক করিবেক তোমার নিন্দন ।
সহিতে না পারিমু সেই 'দুষ্টে'র বচন ॥" ১৮৩ ॥

মনোধর্ম্মীর বিভিন্ন পথ-বর্ণন ঃ—

প্রভু কহে,—"শ্রুতি, স্মৃতি, যত ঋষিগণ ।
সবে 'এক'-মত নহে, ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম ॥ ১৮৪ ॥

লোকহিতার্থই সজ্জনের আচরণ, অতএব মাধবেন্দ্রের প্রদর্শিত পথই একমাত্র নিশ্চয়ার্থক বা বাস্তব-সত্যপ্রদ ঃ—

ধর্ম্ম-স্থাপন-হেতু সাধুর ব্যবহার ।
পুরী-গোসাঞির যে আচরণ, সেই ধর্ম্ম সার ॥" ১৮৫ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

আগরওয়ালাই অতিশুদ্ধ ; কালওয়ার, সানোয়াড় প্রভৃতি শ্রেণী—নিজ-নিজ কার্য্যদোষে পতিত। ঐ কালওয়ার ও সানোয়াড়দিগকে যাঁহারা যাজন করেন, তাঁহাদিগকেই 'সানোড়িয়া-ব্রাহ্মণ' ইত্যাদি বলে। 'সানোয়াড়-শব্দে 'সুবর্ণবণিক', তাহাদের যাজক-ব্রাহ্মণেরাই 'সানোড়িয়া-(বর্ণ) ব্রাহ্মণ'। যাজনদোষে পতিত হওয়ায় সেই ব্রাহ্মণদিগের গৃহে সন্ন্যাসিগণ ভোজন করেন না।

অনুভাষ্য

১৭৮। আদি, ৩য় পঃ ২৫ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১৮২। মধ্য, ১০ম পঃ ১৩৬-১৪০ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১৮৩। সেই শুদ্ধভক্ত বিপ্র শৌক্র-সম্বন্ধে জলাচরণীয় না হইলেও ভক্তির অনুকূল দৈব-বর্ণাশ্রমে ও সত্যে প্রতিষ্ঠা-হেতু তিনি নির্ভয়ে, মহাপ্রভুর ও শুদ্ধভক্তির প্রতিকূল, বৈষ্ণবে জাতি-বুদ্ধিকারী অদৈব-বর্ণাশ্রমী এবং মহাপ্রসাদে কুতর্ককারিগণকে 'মূর্খ' ও 'দুষ্ট' প্রভৃতি সংজ্ঞায় অভিহিত করিতে দ্বিধা করেন নাই, এইস্থলে তাঁহার দৈন্যপূর্ব্বক প্রচলিত বিষ্ণু-বিরোধী স্মার্ত্ত-সমাজের পদাবলেহন-চেষ্টা নাই।

১৮৪। একমত,—অদ্বয়-জ্ঞানের ভূমিকায় প্রতিষ্ঠিত সত্য-ধর্ম্মই 'নিত্য' 'সনাতন' ও 'এক' ; তথায় 'উপেয়' বা 'সাধ্য' যেমন এক, 'উপায়' বা 'সাধন' বা 'পন্থা'ও তদ্রূপ 'এক' বা তদভিন্ন। 'ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম',—আত্মদর্শন ছাড়িয়া বহির্দর্শন-মূলে প্রত্যেক জীবের পরস্পর পৃথক্ দেহ ও মনের বিশেষ বিশেষ ধর্ম্ম।

১৮৫। সাধু বা মহাজন,—মহদ্ব্যক্তিকে 'মহাজন' বলে। পারমার্থিক ও জাগতিক বিচারে 'মহৎ'-সম্বন্ধে বিভিন্ন ধারণা বর্ত্তমান। বদ্ধজীবের মনোধর্ম্ম বা ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞানের ধারণায় যাঁহারা তাহার ইন্দ্রিয়ভোগ্য এবং ইন্দ্রিয়তর্পণের ইন্ধন-প্রদানকারী, তাঁহারাই 'মহাজন' বলিয়া তাহার নিকট বিবেচিত হন। ব্যবসায়ীর নিকট 'উত্তমর্ণ' মহাজন হইতে পারেন, ভোগপর কর্ম্মীর নিকট 'জৈমিন্যাদি-ঋষি' বা বিভিন্ন মতপোষক ধর্ম্মশাস্ত্রকারগণ ; চিত্তনিরোধাভিলাষিগণের নিকট 'পতঞ্জল্যাদি ঋষি' ; শুষ্কজ্ঞান-পন্থিগণের নিকট নিরীশ্বর কপিল, বশিষ্ঠ, দুর্ব্বাসা বা দত্তাত্রেয় প্রভৃতি কেবলাদ্বৈতবাদিগণ ; রজস্তমোগুণাশ্রিতগণের নিকট পাশব-বল-দৃপ্ত বিষ্ণুবিরোধকার্য্যে অতুলনীয় অধ্যবসায়ী হিরণ্যাক্ষ, হিরণ্যকশিপু, রাবণ ও তৎপুত্র মেঘনাদ, জরাসন্ধ প্রভৃতি রাজগণ, একলব্য ও কর্ণাদি গুরুভক্তগণ ; যোষিৎ-সঙ্গপ্রিয় পুরুষাভিমানিগণের নিকট দক্ষাদি স্ত্রীপূজক প্রজাপতিগণ ; জাগতিক লোকের নিকট দৈহিক ও মানসিক রোগ, শোক, দুঃখ, ভয় বা ফল্গু অভাব-দূরীকরণে অভিলাষী বা অনুরাগি-ব্যক্তিগণ মহাজন বলিয়া বৃত হইতে পারেন ; প্রকৃতি-বিমোহিত জীবের নিকট বিষ্ণুসম্বন্ধ-বিহীন 'দার্শনিক', 'বৈজ্ঞানিক', 'ঐতিহাসিক', 'সাহিত্যিক', 'কবি', 'বাগ্মী, 'সমাজপতি' বা 'দেশনেতা' মহাজন বলিয়া নির্ণীত হইতে পারেন, আত্মবঞ্চিত ব্যক্তিগণের নিকট পরমার্থভূত আত্মবৃত্তি ভগবদ্ভক্তিকে শুক্রশোণিতে আবদ্ধ বলিয়া বিশ্বাসী অর্থাৎ শুধু শৌক্র-বংশের দোহাই দিয়া আত্ম-জ্ঞান-জননী ভগবদ্ভক্তির বা গুরুত্বের দাবিকারি-বঞ্চক ও ভাড়াটিয়া অর্থগৃধ্নুগণ ; 'ঢঙ্গবিপ্রে'র ন্যায় শ্রীহরিদাসতুল্য যথার্থ সাধুর বিরোধী ও তাঁহার অপ্রাকৃত হরিভজন-চেষ্টার কৃত্রিম বহিরনুকরণ-কারিগণ ; বুজরুকী ও কুহক-বিদ্যাভিজ্ঞগণ ; পূতনা, তৃণাবর্ত্ত, বৎস, বক, অঘ, ধেনুক, কালীয়, প্রলম্ব প্রভৃতি অসুরগণ ; অথবা বিষ্ণু-বিরোধী পৌণ্ড্রক, শৃগাল-বাসুদেব, দৈত্যগুরু শুক্র, নাস্তিক চার্ব্বাক, বেণ, সুগত, অর্হৎ প্রভৃতি এবং গৌর-কৃষ্ণের বাস্তব-সত্যত্বে বা তাঁহার পরমেশ্বরত্বে অবিশ্বাসকারী বঞ্চকগণ তদনু-করণে আপনারাই অথবা বঞ্চিতদিগের বিষ্ণুবিরোধী মনোধর্ম্মের অনুকূল মনোহর বাক্য প্রয়োগপূর্ব্বক তাহাদের দ্বারা—নিজেদের অবতারত্ব প্রতিপাদন বা ঘোষণা করাইবার ইচ্ছা করিয়া মূর্খ বঞ্চিত দুর্ভাগার নিকট মহাজন বলিয়া কল্পিত হইতে পারেন। ফলতঃ, ভগবদ্ভক্তিহীনের নিকট ঐরূপ 'অন্যাভিলাষী', 'কর্ম্মী, 'শুষ্কজ্ঞানী', 'অভক্ত-যোগী' বা কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠালোভী ব্যক্তিগণ 'মহাজন' বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইতে পারেন, সত্য ; কিন্তু

অনুভাষ্য

নিরস্ত-কুহক পরম-সত্য বা বাস্তব-বস্তুর প্রতিপাদনকারী নির্ম্মৎসর শ্রীমদ্ভাগবত বলেন, (৬।৩।২৫)—"প্রায়েণ বেদ তদিদং ন মহা-জনোঽয়ং দেব্যা বিমোহিত-মতির্বত মায়য়ালম্। ত্রয্যাং জড়ীকৃত-মতির্মধুপুষ্পিতায়াং বৈতানিকে মহতি কর্ম্মণি যুজ্যমানঃ।।" অর্থাৎ, জগতে যে-সকল কর্ম্মী 'মহাজন' বলিয়া প্রখ্যাত, সেই সকল ধর্ম্মবক্তৃগণ ভগবদ্ভক্তির মাহাত্ম্য জানেন না। তাঁহাদের বুদ্ধি—ত্রিগুণময়ী বৈষ্ণবী মায়াদ্বারা বিমোহিত ; তাই তাঁহারা বৈকুণ্ঠ ভগবদ্ভক্তিকে অনাদর করিয়া প্রকৃতির উপাসনামূলক বিস্তারশীল কর্ম্মকাণ্ডে নিযুক্ত এবং মায়াজালে আবদ্ধ। ঐসকল মহাজনের মতি—ঋক্-সাম-যজুর্ব্বেদের আপাতরমণীয় মধুর অর্থবাদ-বাক্যে জড়ীকৃত ; সেইসকল ব্যক্তি প্রাকৃত-লোকের ধারণায় 'মহাজন' বলিয়া কল্পিত হইলেও ইঁহারা পুরুষোত্তম শ্রীভগবানের নিত্যসেবা-বুদ্ধিযুক্ত নহেন।

জগতের লোক 'কর্ম্মবীর' বলিয়া পরিচিত হইতে পারেন, 'ধর্ম্মবীর' বলিয়া সম্মান পাইতে পারেন, 'জ্ঞানবীর' বলিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারেন, 'বৈরাগ্য ও ত্যাগের আদর্শ' বলিয়া পূজিত হইতে পারেন ; কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—(ভাঃ ৩।২৩।৫৬) "নেহ যৎকর্ম্ম ধর্ম্মায় ন বিরাগায় কল্পতে। ন তীর্থপাদসেবায়ৈ জীবন্নপি মৃতো হি সঃ।।" অর্থাৎ, এই জগতে যে কর্ম্মবীর 'ধর্ম্মে'র জন্য কর্ম্ম না করেন, যে ধর্ম্মবীর 'বিরাগে'র জন্য 'ধর্ম্ম' না করেন, যে ত্যাগবীর 'শ্রীবিষ্ণুপ্রীত্যর্থে ভোগত্যাগ' না করেন, সে ব্যক্তি—'জীবন্মৃত'। বস্তুতঃ, হরিতোষণের নামই 'সেবা' ; আর যে-কর্ম্মে, যে-ধর্ম্মে, যে-ত্যাগে শ্রীকৃষ্ণের কোন প্রীতি বা সম্বন্ধ নাই, তাহা দেশের সেবা, দশের সেবা, সমাজের সেবা, শৌক্র-বংশ বা জাতিগত অদৈব-বর্ণাশ্রমের সেবা, রোগীর সেবা, দরিদ্রের সেবা, নির্ধনের সেবা বা ধনবানের সেবা, স্ত্রীজাতির সেবা, নানা-দেবসেবা প্রভৃতি 'শ্রেষ্ঠ গুণ-সম্পৎ' বা 'প্রাতঃ-স্মরণীয় কার্য্য'-নামে জগতে প্রচারিত থাকিলেও তাহা প্রকৃতপক্ষে 'ইন্দ্রিয়তোষণ' বা 'ভোগ'। জগতের দুর্ভাগ্য—জীবের নিকট এই প্রকার ইন্দ্রিয়তোষণের ইন্ধনপ্রদাতৃগণই, এইরূপ ইন্দ্রিয়-তর্পণ-পোষক বক্তা, প্রচারক বা শাস্ত্রকারগণই 'মহাজন' বলিয়া বিখ্যাত!

প্রকৃত্যাশ্রিত-বুদ্ধিযুক্ত, বাহ্যজগৎ-দর্শনকারী, ইন্দ্রিয়দাস ভবরোগগ্রস্ত জীব তাঁহার বিকৃতবুদ্ধিদ্বারা প্রকৃত মহাজনকে বুঝিতে বা চিনিয়া লইতে পারেন না ; কেননা তাঁহার বুদ্ধি সর্ব্বদাই ভ্রমাদি চারিটী-দোষে দুষ্ট।

অনাদিকাল হইতে রক্ত, মাংস বা শুক্রাদি সপ্তধাতুবিশিষ্ট কুণপে 'আত্ম'-বুদ্ধি ও রুচিবিশিষ্ট ব্যক্তিগণ গড্ডালিকাপ্রবাহের ন্যায় অক্ষজজ্ঞান-স্রোতে ভাসিয়া চলিয়াছে। ঐ প্রকার প্রাকৃত-

অনুভাষ্য

সহজিয়া-সম্প্রদায়ের কেহ কেহ শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীপাদের ন্যায় মহাজনের বাক্যকেও অনাদর করিয়া, মহাজনের চরণে অপরাধ সঞ্চয় করিয়া, মহাজনকে 'অনুদার' প্রভৃতি নামে অভিহিত করিয়া নিজের অসুবিধা নিজে বরণ করিয়া লইতেছে ; কেহ বা তাহার ইন্দ্রিয়তর্পণমূলা ধারণানুযায়ী কল্পিত-মহাজন সৃষ্টি করিয়া ব্যভিচার, লাম্পট্য, লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠাশা, কুটীনাটী, জীবহিংসা প্রভৃতি অসংখ্য অপরাধজনক কার্য্যে লিপ্ত হইয়া পড়িতেছে।

বাস্তবিক পক্ষে—প্রকৃত 'মহাজন' নির্ণীত না হইলে জীবের কোন চেষ্টাই সুফলপ্রসূ হইতে পারে না। মহাজনের স্বরূপ-নির্ণয়ে—মধ্য ২৫শ পঃ ৫৪-৫৭ সংখ্যায়—'পরমকারণ 'ঈশ্বরে' কেহ নাহি মানে। স্ব-স্ব-মত স্থাপে পরমতের খণ্ডনে।। তা'তে ছয়দর্শন হৈতে 'তত্ত্ব' নাহি জানি। 'মহাজন', যেই কহে সেই সত্য মানি।। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যবাণী অমৃতের ধার। তেঁহো যে কহয়ে 'বস্তু', সেই তত্ত্ব-সার।।" অর্থাৎ সাঙ্খ্য-পাতঞ্জলাদি দর্শন কেহই প্রকৃতপক্ষে বিষ্ণুকে 'ঈশ্বর' বলিয়া মানেন না ; এক কথায়—তাঁহারা সকলেই 'প্রচ্ছন্ন' বা 'অপ্রচ্ছন্ন" নাস্তিক, অর্থাৎ কেহই 'আস্তিক' নহেন ; তাঁহারা কেবল নিজ-নিজ-মতবাদের বাহাদুরী প্রদর্শন করিবার জন্য তর্কদ্বারা পরমত-খণ্ডন ও স্ব-স্ব-মতবাদ-স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছেন মাত্র ; সুতরাং ঐসকল শাস্ত্রের উপদেষ্টৃগণ জগতে 'মহাজন' বলিয়া পরিচিত হইলেও তাঁহারা 'মহাজন' নহেন—তাঁহারাই অত্যন্ত 'সঙ্কীর্ণ' ও 'অনুদার'।

এই কথা শ্রবণ করিয়া ঐ সকল তথা-কথিত মহাজনের ভক্তগণ তাঁহাদের প্রাকৃত অক্ষজজ্ঞানে শ্রীমন্মহাপ্রভুর ও শুদ্ধভক্তের চরণে অপরাধ করিয়া বলিবেন,—"ইহা 'গোঁড়ামী'-মাত্র"! তাঁহাদের ধারণা,—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যপ্রভু বা শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীপাদও পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তিগণের অন্যতম একটী মহাজন মাত্র! সুতরাং তাঁহারা প্রাকৃত-সহজধর্ম্মের চিন্তা-স্রোতে নিমগ্ন হইয়া চিজ্জড়সমন্বয়বাদী হইয়া যে ঐ প্রকারই সিদ্ধান্ত করিবেন, তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ ও আশ্চর্য্য কি? কিন্তু যাঁহাদের অপ্রাকৃত স্বরূপধর্ম্ম জাগরিত হইয়াছে, তাঁহারা সেই স্বরূপ-ধর্ম্মের আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া প্রত্যেক জীবেরই স্বরূপ দর্শন করিতে সমর্থ। মহাভাগবত বা পরমহংসেরই অধোক্ষজ-দর্শন বা সুদর্শন, অতএব সেই নিষ্কিঞ্চনগণই একমাত্র প্রকৃত 'মহাজন'। শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরী গোস্বামীও নিষ্কিঞ্চন মহাজন, তাঁহার আচরণে কোনও প্রকার মৎসরতা বা লোকবঞ্চনা নাই ; তিনি আচরণ করিয়া যাহা প্রচার করিয়াছেন, তৎপ্রদর্শিত সেই দৈব-বর্ণাশ্রম ধর্ম্মকে আদর্শ-জ্ঞানে অনুগমন করিলেই যে নিঃশ্রেয়সার্থী জীবের নিশ্চয়ই মঙ্গল-লাভ ঘটিবে, তাহা মহাপ্রভু দৈব-বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের আদর্শ প্রদর্শনপূর্ব্বক শিক্ষা দিলেন।

শুদ্ধভক্তের পথই অনুসরণীয় ঃ—

মহাভারতে বনপর্ব্ব (৩১৩।১১৭)—

তর্কোঽপ্রতিষ্ঠঃ শ্রুতয়ো বিভিন্না নাসাবৃষির্যস্য মতং ন ভিন্নম্।
ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ॥১৮৬

বিপ্র-গৃহে প্রভুর ভিক্ষা ঃ—

তবে সেই বিপ্র প্রভুকে ভিক্ষা করাইল ।
মধুপুরীর লোক-সব প্রভুকে দেখিতে আইল ॥ ১৮৭ ॥

অসংখ্য লোকের প্রভুদর্শন ঃ—

লক্ষ-সংখ্য লোক আইসে, নাহিক গণন ।
বাহির হঞা প্রভু দিল দরশন ॥ ১৮৮ ॥

প্রভুর কীর্ত্তনে সকলের নৃত্য ঃ—

বাহু তুলি' বলে প্রভু 'হরিবোল'-ধ্বনি ।
প্রেমে মত্ত নাচে লোক করি' হরিধ্বনি ॥ ১৮৯ ॥

যমুনার ২৪ ঘাটে স্নানানন্তর প্রভুর বিপ্র-প্রদর্শিত দ্রষ্টব্য-স্থানসমূহ দর্শন ঃ—

যমুনার 'চব্বিশ-ঘাটে' প্রভু কৈল স্নান ।
সেই বিপ্র প্রভুকে দেখায় তীর্থস্থান ॥ ১৯০ ॥
স্বয়ম্ভু বিশ্রাম, দীর্ঘবিষ্ণু, ভূতেশ্বর ।
মহাবিদ্যা, গোকর্ণাদি দেখিলা বিস্তর ॥ ১৯১ ॥

সেই বিপ্রসঙ্গে দ্বাদশবন দর্শন ঃ—

'বন' দেখিবারে যদি প্রভুর মন হৈল ।
সেইত ব্রাহ্মণে প্রভু সঙ্গেতে লইল ॥ ১৯২ ॥
মধুবন, তাল, কুমুদ, বহুলা-বন গেলা ।
তাঁহা তাঁহা স্নান করি' প্রেমাবিষ্ট হৈলা ॥ ১৯৩ ॥

গো-পাল দর্শন ও ব্রজলীলা-স্মৃতিতে প্রেমাবেশ ঃ—

পথে গাভীঘটা চরে প্রভুরে দেখিয়া ।
প্রভুকে বেড়য় আসি' হুঙ্কার করিয়া ॥ ১৯৪ ॥
গাভী দেখি' স্তব্ধ প্রভু প্রেমের তরঙ্গে ।
বাৎসল্যে গাভী প্রভুর চাটে সব-অঙ্গে ॥ ১৯৫ ॥
সুস্থ হঞা প্রভু করে অঙ্গ-কণ্ডূয়ন ।
প্রভু-সঙ্গে চলে, নাহি ছাড়ে ধেনুগণ ॥ ১৯৬ ॥
কষ্টে-সৃষ্ট্যে ধেনু সব রাখিল গোয়াল ।
প্রভুকণ্ঠধ্বনি শুনি' আইসে মৃগীপাল ॥ ১৯৭ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৮৬। তর্ক সহজেই প্রতিষ্ঠা-শূন্য, শ্রুতিসকলও ভিন্ন ভিন্ন, যাঁহার মত ভিন্ন নয়, তিনি 'ঋষি'ই হইতে পারেন না ; এতন্নিবন্ধন ধর্ম্মতত্ত্ব গূঢ়রূপে আচ্ছাদিত আছে অর্থাৎ শাস্ত্রাদি পাঠ করিয়া ধর্ম্মতত্ত্ব পাওয়া কঠিন। সুতরাং যাঁহাকে 'মহাজন' বলিয়া সাধুগণ স্থির করিয়াছেন, তিনি যে-পন্থাকে 'শাস্ত্র-পন্থা' বলিয়াছেন, সেই পথেই অপর সকল ব্যক্তির গমন করা উচিত।

১৯০। যমুনার ২৪ ঘাট,—(১) অবিমুক্ত, (২) অধিরূঢ়, (৩) গুহ্যতীর্থ, (৪) প্রয়াগতীর্থ, (৫) কনখলতীর্থ, (৬) তিন্দুক, (৭) সূর্য্যতীর্থ, (৮) বটস্বামী, (৯) ধ্রুবঘাট, (১০) ঋষিতীর্থ, (১১) মোক্ষতীর্থ, (১২) বোধতীর্থ, (১৩) গোকর্ণ, (১৪) কৃষ্ণগঙ্গা, (১৫) বৈকুণ্ঠ, (১৬) অসিকুণ্ড, (১৭) চতুঃসামুদ্রিক-কূপ, (১৮) অক্রূরতীর্থ, (১৯) যাজ্ঞিক-বিপ্রস্থান, (২০) কুব্জাকূপ, (২১) রঙ্গস্থল, (২২) মঞ্চস্থল, (২৩) মল্লযুদ্ধ-স্থান ও (২৪) দশাশ্বমেধ।

১৯২। বন—দ্বাদশবন ; শ্রীযমুনার পূর্ব্বভাগে—ভদ্রবন, বিল্ববন, লৌহবন, ভাণ্ডীর-বন ও মহাবন—এই পাঁচটী। যমুনার পশ্চিমভাগে—মধুবন, তালবন, কুমুদবন, বহুলাবন, কাম্যবন, খদিরবন ও বৃন্দাবন—এই সাতটী।

অনুভাষ্য

শ্রীমদ্ভাগবতে (৬।৩।১৯-২১)—'দ্বাদশজন' মহাজনের নাম উল্লিখিত হইয়াছে। কলিযুগে ভগবদ্ভক্তি-প্রচারক শুদ্ধবৈষ্ণব সম্প্রদায়ের চারিজন আচার্য্যই 'মহাজন'। অস্মৎসম্প্রদায়ে গৌড়ীয়েশ্বর শ্রীদামোদরস্বরূপই মূল 'মহাজন'। তদভিন্ন-কলেবর পরমতত্ত্ব-শ্রীগৌরসুন্দরের প্রিয়তম শ্রীরূপ-সনাতন বা শ্রীরূপানুগ সাধুজনগণ—সকলেই 'মহাজন'। শ্রীবিষ্ণুস্বামীর অনুগত শুদ্ধাদ্বৈতবাদী শ্রীধরস্বামীও 'মহাজন'। চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, জয়দেব—ইঁহারা সকলেই 'মহাজন'। কিন্তু যাঁহারা এইসকল মহাজনে ভোগবুদ্ধিবিশিষ্ট হইয়া অর্থাৎ ইঁহাদিগের সেবা করিবার পরিবর্ত্তে ইঁহাদিগকে স্ব-স্ব তুচ্ছ স্বার্থসিদ্ধির যন্ত্ররূপে মাপিয়া লইতে বা 'গুরুর উপর গুরুগিরি করিতে' ধাবিত হন, সেইসকল দুর্ভাগা ব্যক্তি ঐ সকল মহাজন হইতে বহুদূরে অবস্থিত। ইন্দ্রিয়তর্পণ বা মায়া-দাস্যই তাঁহাদের নিকট 'কল্পিত মহাজনে'র মূর্ত্তি লইয়া উপস্থিত হয় এবং তাঁহাদিগকে ছলনা করিয়া তাঁহাদিগের ইন্দ্রিয়কে প্রকৃত সত্যপথ হইতে আবৃত করিয়া বিক্ষিপ্ত করে। সুতরাং শুদ্ধভগবদ্ভক্তের চেষ্টা কখনও তাঁহাদিগের প্রাকৃত-বুদ্ধির ধারণার বিষয় হয় না।

১৮৬। (বেদা বিভিন্নাঃ স্মৃতয়ো বিভিন্নাঃ' ইতি পাঠান্তরঞ্চ দৃশ্যতে)। তর্কঃ অপ্রতিষ্ঠঃ (অস্থিরঃ নাচলঃ), শ্রুতয়ঃ অপি বিভিন্নাঃ (অধিকারভেদেন বিরোধপ্রদর্শনপরাঃ) ; অসৌ ঋষিঃ ন [বাচ্যঃ] যস্য মতং (সিদ্ধান্তঃ) ভিন্নং ন [আসীৎ] ; [এবম্বিধে তর্কপ্রধান-যুগে] ধর্ম্মস্য (সনাতন-জৈবধর্ম্মস্য) তত্ত্বং গুহায়াং

প্রভু-দর্শনে মৃগদম্পত্তির সুখ ঃ—

মৃগ-মৃগী মুখ দেখি' প্রভু-অঙ্গ চাটে ।
ভয় নাহি করে, সঙ্গে যায় বাটে-বাটে ॥ ১৯৮ ॥

প্রভু-দর্শনে পক্ষিগণের কল-নাদ ও হর্ষ ঃ—

শুক, পিক, ভৃঙ্গ প্রভুরে দেখি' 'পঞ্চম' গায় ।
শিখিগণ নৃত্য করি' প্রভু-আগে যায় ॥ ১৯৯ ॥

বৃক্ষ-লতারও পুলকাশ্রু-বর্ষণ ঃ—

প্রভু দেখি' বৃন্দাবনের বৃক্ষ-লতাগণে ।
অঙ্কুর-পুলক, মধু-অশ্রু বরিষণে ॥ ২০০ ॥
ফুল-ফল ভরি' ডাল পড়ে প্রভু-পায় ।
বন্ধু দেখি' বন্ধু যেন 'ভেট' লঞা যায় ॥ ২০১ ॥

প্রভু-দর্শনে স্থাবর, জঙ্গম, সকলেরই হর্ষ ও প্রভুসহ ক্রীড়া ঃ—

প্রভু দেখি' বৃন্দাবনের স্থাবর-জঙ্গম ।
আনন্দিত—বন্ধু যেন দেখে বন্ধুগণ ॥ ২০২ ॥
তা-সবার প্রীতি দেখি' প্রভু ভাবাবেশে ।
সবা-সনে ক্রীড়া করে, হঞা তার বশে ॥ ২০৩ ॥
প্রতি বৃক্ষ-লতা প্রভু করেন আলিঙ্গন ।
পুষ্পাদি ধ্যানে করেন কৃষ্ণে সমর্পণ ॥ ২০৪ ॥

কৃষ্ণপ্রেমে প্রমত্ত প্রভু ঃ—

অশ্রু-কম্প-পুলক-প্রেমে শরীর অস্থিরে ।
'কৃষ্ণ' বল, 'কৃষ্ণ' বল বলে উচ্চৈঃস্বরে ॥ ২০৫ ॥

প্রভুর কৃষ্ণকীর্ত্তনে সকলেরই কৃষ্ণধ্বনি ঃ—

স্থাবর-জঙ্গম মিলি' করে কৃষ্ণধ্বনি ।
প্রভুর গম্ভীর-স্বরে যেন প্রতিধ্বনি ॥ ২০৬ ॥

মৃগসঙ্গে প্রভুর প্রেমক্রন্দন ঃ—

মৃগের গলা ধরি' প্রভু করেন রোদনে ।
মৃগের পুলক অঙ্গে, অশ্রু নয়নে ॥ ২০৭ ॥

কৃষ্ণ ও রাধার স্বপক্ষে শুক-শারীর গান-শ্রবণ ঃ—

বৃক্ষডালে শুক-শারী দিল দরশন ।
তাহা দেখি' প্রভুর কিছু শুনিতে হৈল মন ॥ ২০৮ ॥
শুক-শারিকা প্রভুর হাতে উড়ি' পড়ে ।
প্রভুকে শুনাঞা কৃষ্ণের গুণ-শ্লোক পড়ে ॥ ২০৯ ॥

শুকের কৃষ্ণগুণ-গান ঃ—

গোবিন্দলীলামৃতে (১৩।২৯)—

সৌন্দর্য্যং ললনালিধৈর্য্যদলনং লীলা রমাস্তম্ভিনী
বীর্য্যং কন্দুকিতাদ্রিবর্য্যমমলাঃ পারে-পরার্দ্ধং গুণাঃ ।
শীলং সর্ব্বজনানুরঞ্জনমহো যস্যায়মস্মৎপ্রভু-
র্বিশ্বং বিশ্বজনীনকীর্ত্তিরবতাৎ কৃষ্ণো জগন্মোহনঃ ॥ ২১০ ॥

শুক-মুখে শুনি' তবে কৃষ্ণের বর্ণন ।
শারিকা পড়য়ে তবে রাধিকা-বর্ণন ॥ ২১১ ॥

শারীর রাধিকা-গুণ-গান ঃ—

গোবিন্দলীলামৃতে (১৩।৩০)—

শ্রীরাধিকায়াঃ প্রিয়তা স্বরূপতা
সুশীলতা নর্ত্তনগানচাতুরী ।
গুণালিসম্পৎ কবিতা চ রাজতে
জগন্মনোমোহন-চিত্তমোহিনী ॥ ২১২ ॥

পুনঃ শুক কহে,—কৃষ্ণ 'মদনমোহন' ।
তবে আর শ্লোক শুক করিল পঠন ॥ ২১৩ ॥

অনুভাষ্য

(সাধারণ-লোক-লোচনাগোচর-শুদ্ধসজ্জনসম্প্রদায়ৈক-হৃদ্-গহ্বরে) নিহিতং (পিহিতং লুক্কায়িতম্ ; অতঃ) যেন (সৎপথেন) মহাজনঃ (পূর্ব্বতমঃ অধোক্ষজাচ্যুত-সেবকঃ সজ্জনঃ) গতঃ (প্রাপ্তঃ) স (এব) পন্থাঃ (শুদ্ধমার্গঃ)।

২১০। যস্য (কৃষ্ণস্য) সৌন্দর্য্যং (মনোহররূপং) ললনালি-ধৈর্য্য-দলনং (ললনালীনাং ব্রজাঙ্গনাসমূহানাং ধৈর্য্যং দলয়িতুং শীলং যস্য তৎ), যস্য লীলা (চিদ্বিলাসময়ী ক্রীড়া) রমা-স্তম্ভিনী (রমাং স্তম্ভয়িতুং ক্ষোভয়িতুং শীলং যস্যাঃ সা), যস্য বীর্য্যং (পরাক্রমঃ) কন্দুকিতাদ্রিবর্য্যং (কন্দুকিতঃ কন্দুকীকৃতঃ অদ্রিবর্য্যঃ গিরিরাজঃ গোবর্দ্ধনঃ যেন তৎ), যস্য পারে-পরার্দ্ধং (পরার্দ্ধস্য পারং গতাঃ অপরিমেয়াঃ ইত্যর্থঃ) অমলাঃ (দোষরহিতাঃ) গুণাঃ, অহো যস্য শীলং (চরিতং) সর্ব্বজনানুরঞ্জনং (সর্ব্বেষাং জনানাং ভক্তানাম্ অনুরঞ্জনম্ আনন্দ-বিধায়কং) সঃ অয়ম্ অস্মৎপ্রভুঃ (মাদৃশদাসানাম্ একগতিঃ) বিশ্বজনীনকীর্ত্তিঃ (সর্ব্বজনানাং হিতায়

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২১০। শ্রীশুক বলিলেন,—যাঁহার সৌন্দর্য্য রমণীগণের ধৈর্য্য হরণ করে, যাঁহার লীলা লক্ষ্মীদেবীকে স্তম্ভিত করে, যাঁহার বীর্য্য গোবর্দ্ধনগিরিকে কন্দুকতুল্য খেলার সামগ্রী করায়, যাঁহার অমল গুণসকল—পরার্দ্ধাতীত, যাঁহার শীলধর্ম্ম সর্ব্বজনের অনুরঞ্জন করে, সেই আমার প্রভু বিশ্বজনীন-কীর্ত্তি জগন্মোহন কৃষ্ণ বিশ্বকে পালন করুন।

২১২। শারী কহিলেন,—শ্রীমতী রাধিকার প্রিয়তা, স্বরূপতা, সুশীলতা, নৃত্য-গানচাতুরী, কবিত্ব ইত্যাদি গুণরাজী জগন্মনো-মোহন কৃষ্ণের চিত্তবিমোহিনী হইয়া শোভা পাইতেছে।

অনুভাষ্য

কীর্ত্তিঃ যশঃ যস্য সঃ) জগন্মোহনঃ (ভুবন-সুন্দরঃ) কৃষ্ণঃ বিশ্বম্ অবতাৎ (রক্ষতু)।

২১২। শ্রীরাধিকায়াঃ প্রিয়তা (প্রেম), স্বরূপতা (অসাধারণ-সৌন্দর্য্যং, স্বম্ আত্মানং রূপ্যতে নিরূপ্যতে যেন তৎ,

শুকের গান,—কৃষ্ণই 'মদনমোহন'—
গোবিন্দলীলামৃতে (১৩।৩১)—

বংশীধারী জগন্নারী-চিত্তহারী স শারিকে ।
বিহারী গোপনারীভির্জীয়ান্মদনমোহনঃ ॥ ২১৪ ॥

পুনঃ শারী কহে শুকে করি' পরিহাস ।
তাহা শুনি' প্রভুর হৈল বিস্ময়-প্রেমোল্লাস ॥ ২১৫ ॥

শারীর গান,—কৃষ্ণের মদনমোহনত্বের মূলে শ্রীরাধা ঃ—
গোবিন্দলীলামৃতে (১৩।৩২)—

রাধা-সঙ্গে যদা ভাতি তদা 'মদনমোহনঃ' ।
অন্যথা বিশ্বমোহোঽপি স্বয়ং 'মদনমোহিতঃ' ॥ ২১৬ ॥

ময়ূর-দর্শনে প্রভুর কৃষ্ণরূপ-স্মৃতি ও মূর্চ্ছা ঃ—

শুক-শারী উড়ি' পুনঃ গেল বৃক্ষডালে ।
ময়ূরের নৃত্য প্রভু দেখে কুতূহলে ॥ ২১৭ ॥
ময়ূরের কণ্ঠ দেখি' প্রভুর কৃষ্ণকান্তি-স্মৃতি হৈল ।
প্রেমাবেশে মহাপ্রভু ভূমিতে পড়িল ॥ ২১৮ ॥

ভট্টাচার্য্য-সহ ব্রাহ্মণের প্রভুকে শুশ্রূষা ঃ—

প্রভুরে মূর্চ্ছিত দেখি' সেই ত' ব্রাহ্মণ ।
ভট্টাচার্য্য-সঙ্গে করে প্রভুর সন্তর্পণ ॥ ২১৯ ॥
আস্তে-ব্যস্তে মহাপ্রভুর লঞা বহির্ব্বাস ।
জলসেক করে অঙ্গে, বস্ত্রের বাতাস ॥ ২২০ ॥

প্রভুর কর্ণে কৃষ্ণনামোচ্চারণ, প্রভুর চেতন ও অবলুণ্ঠন ঃ—

প্রভু-কর্ণে কৃষ্ণনাম কহে উচ্চ করি' ।
চেতন পাঞা প্রভু যা'ন গড়াগড়ি ॥ ২২১ ॥

ভট্টের যত্নে প্রভু সুস্থ ঃ—

কণ্টক-দুর্গম বনে অঙ্গ ক্ষত হৈল ।
ভট্টাচার্য্য কোলে করি' প্রভুরে সুস্থ কৈল ॥ ২২২ ॥

প্রেমাবেশে প্রভুর হরিধ্বনি ঃ—

কৃষ্ণাবেশে প্রভুর প্রেমে গরগর মন ।
'বোল্' 'বোল্' করি' উঠি' করেন নর্ত্তন ॥ ২২ ॥

কৃষ্ণনামকীর্ত্তন, প্রভুর যাত্রা ঃ—

ভট্টাচার্য্য, সেই বিপ্র 'কৃষ্ণনাম' গায় ।
নাচিতে নাচিতে পথে প্রভু চলি' যায় ॥ ২২৪ ॥

বিপ্রের বিস্ময় ও প্রভুর জন্য চিন্তা ঃ—

প্রভুর প্রেমাবেশ দেখি' ব্রাহ্মণ—বিস্মিত ।
প্রভুর রক্ষা লাগি' বিপ্র হইলা চিন্তিত ॥ ২২৫ ॥

পুরী হইতে বৃন্দাবন-যাত্রার পথে অধিকতর প্রেমাবেশ ঃ—

নীলাচলে ছিলা যৈছে প্রেমাবেশ মন ।
বৃন্দাবন যাইতে পথে হৈল শতগুণ ॥ ২২৬ ॥

তদপেক্ষা মথুরা-দর্শনে, তদপেক্ষা বৃন্দাবন-ভ্রমণে
অধিকতর প্রেম ঃ—

সহস্রগুণ প্রেম বাড়ে মথুরা-দরশনে ।
লক্ষগুণ প্রেম বাড়ে, ভ্রমেণ যবে বনে ॥ ২২৭ ॥

সাক্ষাৎ বৃন্দাবনে আসিয়া অনুক্ষণ গাঢ়-কৃষ্ণপ্রেমে মগ্ন ঃ—

অন্য-দেশে প্রেম উছলে 'বৃন্দাবন'-নামে ।
সাক্ষাৎ ভ্রময়ে এবে সেই বৃন্দাবনে ॥ ২২৮ ॥

অভ্যাসে দৈনিক কৃত্যাদি-সমাপন ঃ—

প্রেমে গরগর মন রাত্রি-দিবসে ।
স্নান-ভিক্ষাদি-নির্ব্বাহ করেন অভ্যাসে ॥ ২২৯ ॥

প্রভুর ঐ প্রেম অবর্ণনীয় ঃ—

এইমত প্রেম, যাবৎ ভ্রমিল 'বার' বন ।
একত্র লিখিলুঁ, সর্ব্বত্র না যায় বর্ণন ॥ ২৩০ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২১৪। শুক কহিলেন,—হে শারিকে, সেই বংশীধারী জগন্নারী-চিত্তহারী গোপনারী-বিহারী মদনমোহন জয়যুক্ত হউন।

২১৬। শারী পরিহাস করিয়া উত্তর করিল,—কৃষ্ণ যখন রাধার সহিত শোভা পান, তখনই তিনি—'মদনমোহন'; শ্রীরাধা সঙ্গে না থাকিলে বিশ্বমোহন হইয়াও তিনি স্বয়ংই মদনকর্তৃক মোহিত হন।

অনুভাষ্য

মহাভাবস্বরূপং বা), সুশীলতা (শোভনং শীলং সুচরিতং) নর্ত্তন-গানচাতুরী (নর্ত্তনং গানঞ্চ তয়োঃ চাতুরী নৈপুণ্যং বৈদগ্ধ্যং বা) গুণালি-সম্পৎ (গুণানাং আলী শ্রেণী, সৈব সম্পত্তিঃ), কবিতা (কবিত্বং)—সর্ব্বা চ জগন্মনোমোহন-চিত্তমোহিনী (জগন্মনোমোহনস্য ভুবনমোহনস্য কৃষ্ণস্য মনোমোহিনী আনন্দিনী এব) রাজতে (বিরাজতে)।

অনুভাষ্য

২১৪। হে শারিকে, বংশীধারী (মুরলীধরঃ) জগন্নারীচিত্তহারী (জগতাং চতুর্দ্দশভুবনানাং নারীণাং চিত্তচৌরঃ) গোপনারীভিঃ (ব্রজাঙ্গনাভিঃ সার্দ্ধং) বিহারী (কেলিরতঃ), সঃ (প্রসিদ্ধঃ) মদনমোহনঃ জীয়াৎ (সর্ব্বোৎকর্ষেণ বর্ত্ততাম্)।

২১৬। হে শুক, যদা কৃষ্ণঃ রাধাসঙ্গে ভাতি (বিরাজতে) তদা [এব] স কৃষ্ণঃ—'মদনমোহনঃ'; অন্যথা (রাধাসঙ্গরহিতঃ সন্ স কৃষ্ণঃ) স্বয়ম্ [এব] বিশ্বমোহঃ (বিশ্বমোহনঃ) অপি স্বয়ং মদনমোহিতঃ (মদনেন কন্দর্পেণ মোহিতঃ—"ইতস্ততস্তামনুসৃত্য রাধিকামনঙ্গবাণ-ব্রণখিন্নমানসঃ" ইতি ন্যায়াৎ)।

২১৯। সন্তর্পণ—সযত্নে সেবা।

ইতি অনুভাষ্যে সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

ভগবান্ শেষেরও প্রভুর বৃন্দাবন-ভ্রমণকালীন
প্রেমবর্ণনে অসামর্থ্য ঃ—

বৃন্দাবনে হৈল প্রভুর যতেক প্রেমের বিকার ।
কোটি-গ্রন্থে 'অনন্ত' লিখেন তাহার বিস্তার ॥ ২৩১ ॥

এই পরিচ্ছেদে তাহার দিগ্‌দর্শন বর্ণিত মাত্র ঃ—

তবু লিখিবারে নারে তার এক কণ ।
উদ্দেশ করিতে করি দিগ্‌দরশন ॥ ২৩২ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২৩৩। পাথার—জলবৃদ্ধিরূপ বন্যা।

কৃষ্ণপ্রীতির গাঢ়ত্বের পরিমাণানুসারে কৃষ্ণচৈতন্য-
লীলা-বন্যার স্পর্শ ঃ—

জগৎ ভাসিল চৈতন্যলীলার পাথারে ।
যাঁর যত শক্তি তত পাথারে সাঁতারে ॥ ২৩৩ ॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ২৩৪ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে শ্রীবৃন্দাবনগমনং
নাম সপ্তদশ-পরিচ্ছেদঃ ।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

ইতি অমৃতপ্রবাহ-ভাষ্যে সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

কথাসার—আরিট্-গ্রামে রাধাকুণ্ড ও শ্যামকুণ্ড আবিষ্কার-পূর্ব্বক মহাপ্রভু গোবর্দ্ধনে 'হরিদেব' দর্শন করিলেন। গোবর্দ্ধনের উপরে উঠিয়া গোপাল-দর্শন করিবেন না, এইজন্য অন্নকূটগ্রাম হইতে ম্লেচ্ছভয়ের 'ছল' বাহির করিয়া গোপাল গাঠোলী-গ্রামে আসিলেন। তথায় গিয়া মহাপ্রভু তাঁহাকে দর্শন করিয়াছিলেন। ভক্তবর শ্রীরূপগোস্বামীকে কৃপাপূর্ব্বক দর্শন দিবার জন্য গোপাল তাঁহার অনেকদিন পরে মথুরায় বিঠ্‌ঠলেশ্বর মন্দিরে আসিয়া 'একমাস' ছিলেন—এই প্রস্তাব কবিরাজ-গোস্বামী এইস্থলে লিখিয়াছেন। মহাপ্রভু নন্দীশ্বর, পাবন-সরোবর, শেষশায়ী, মেলা-তীর্থ, ভাণ্ডীর-বন, ভদ্রবন, লৌহবন, মহাবন ইত্যাদি দর্শন করিলেন এবং গোকুল দর্শন করিয়া মথুরায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। অক্রূরঘাটে বাসা করিয়া প্রতিদিন বৃন্দাবনে গিয়া কালীয়-হ্রদ, দ্বাদশাদিত্য-ঘাট, কেশীঘাট, রাসস্থলী, চীরঘাট, আম্‌লিতলা ইত্যাদি দর্শন করিতে লাগিলেন। কালীয়-হ্রদে রাত্রিতে মৎস্যধারী ধীবরকে 'কৃষ্ণ' ভ্রমে অনেক লোক আসিয়া অন্বেষণ করিতে লাগিল, কিন্তু মহাপ্রভুকে দর্শন করিয়া বিবর্ত্তবুদ্ধি দূর হওয়ায় সকলের কৃষ্ণস্ফূর্ত্তি হইলে প্রভু সন্ন্যাসীর অর্থাৎ জীবের চিৎকণত্ব স্থাপন করিলেন। অক্রূরঘাটে অনেকক্ষণ ডুবিয়া থাকায় বলভদ্র ভট্টাচার্য্য মহাপ্রভুকে ব্রজমণ্ডল হইতে প্রয়াগে লইয়া যাইবার জন্য স্থির করিলেন। 'সোরো-ক্ষেত্রে গঙ্গাস্নান করিয়া প্রয়াগ যাইবেন' এই চিন্তা করিয়া যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে কোন গ্রামে পাঠান ঘোড়সোয়ারগণকে লইয়া আসিতে আসিতে বিজলী-খাঁ প্রভুকে প্রেমাবেশে মূর্চ্ছিত দেখিল। 'তাঁহার সঙ্গিগণ তাঁহাকে ধুতুরা খাওয়াইয়া মারিয়া তাঁহার ধন লইতেছে',—এইকথা বলিয়া সে প্রভুর সঙ্গিগণকে বাঁধিয়া ফেলিল। প্রভুর প্রেমাবেশ-ভঙ্গ হইলে বিজলী-খাঁর দলের জনৈক ম্লেচ্ছাচার্য্যের সহিত কথোপকথন ও শাস্ত্রবিচার হইলে প্রভু 'কোরাণ'-শাস্ত্র হইতেই 'কৃষ্ণভক্তি' স্থাপন করিলেন। বিজলী-খাঁ ও তাঁহার অনুগত সোয়ারগুলি মহাপ্রভুর চরণ আশ্রয় করত 'কৃষ্ণভক্ত' হইলেন। সেইস্থানে এখনও 'পাঠান-বৈষ্ণবের গ্রাম' বলিয়া একটী গ্রাম দেদীপ্যমান। সোরোতে গঙ্গাস্নান করিয়া প্রভু ত্রিবেণীতে পৌঁছিলেন। (অঃ প্রঃ ভাঃ)

বৃন্দাবন-ভ্রমণকারী গৌরসুন্দর ঃ—

বৃন্দাবনে স্থিরচরান্নন্দয়ন্ স্বাবলোকনৈঃ ।
আত্মানঞ্চ তদালোকাদ্‌গৌরাঙ্গঃ পরিতোঽভ্রমৎ ॥ ১ ॥

জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ২ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১। বৃন্দাবনে স্বীয় দর্শন দান করিয়া স্থাবর-জঙ্গমকে আনন্দপ্রদান করত এবং তাহাদিগকে দর্শন করিয়া, স্বয়ং

অনুভাষ্য

১। গৌরাঙ্গঃ বৃন্দাবনে স্বাবলোকনৈঃ (স্বস্য অবলোকনৈঃ চক্ষুর্ভিঃ) স্থিরচরান্ (স্থাবরান্ জঙ্গমাংশ্চ) তদালোকাৎ (স্থাবরা-

আরিট্-গ্রামে আসিয়া বাহ্যদশা-প্রাপ্তি ঃ—

এইমত মহাপ্রভু নাচিতে নাচিতে ।
'আরিট্'-গ্রামে আসি' 'বাহ্য' হৈল আচম্বিতে ॥ ৩ ॥

তথায় রাধাকুণ্ড-বৃত্তান্ত-জিজ্ঞাসা, সকলের তদ্বিষয়ে অজ্ঞতা ঃ—

অরিষ্টে রাধাকুণ্ড-বার্ত্তা পুছে লোক-স্থানে ।
কেহ নাহি কহে, সঙ্গের ব্রাহ্মণ না জানে ॥ ৪ ॥

রাধাভাবদ্যুতিসুবলিত গৌরকর্ত্তৃক অন্তর্হিত শ্রীরাধাকুণ্ডাবিষ্কার ঃ—

তীর্থ 'লুপ্ত' জানি', প্রভু সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্ ।
দুই ধান্যক্ষেত্রে অল্পজলে কৈলা স্নান ॥ ৫ ॥
দেখি' সব গ্রাম্য-লোকের বিস্ময় হৈল মন ।
প্রেমে প্রভু করে রাধাকুণ্ডের স্তবন ॥ ৬ ॥

প্রভুকর্ত্তৃক শ্রীরাধাভিন্ন শ্রীরাধাকুণ্ডের মহিমা-স্তব ঃ—

"সব গোপী হৈতে রাধা কৃষ্ণের প্রেয়সী ।
তৈছে রাধাকুণ্ড—প্রিয়, 'প্রিয়ার সরসী' ॥ ৭ ॥

পদ্মপুরাণ-বাক্য ঃ—

যথা রাধা প্রিয়া বিষ্ণোস্তস্যাঃ কুণ্ডং প্রিয়ং তথা ।
সর্ব্বগোপীষু সৈবৈকা বিষ্ণোরত্যন্তবল্লভা ॥ ৮ ॥

যেই কুণ্ডে নিত্য কৃষ্ণ রাধিকার সঙ্গে ।
জলে জলকেলি করে, তীরে রাস-রঙ্গে ॥ ৯ ॥
সেই কুণ্ডে যেই একবার করে স্নান ।
তাঁরে রাধা-সম 'প্রেম' কৃষ্ণ করে দান ॥ ১০ ॥
কুণ্ডের 'মাধুরী'—যেন রাধার 'মধুরিমা' ।
কুণ্ডের 'মহিমা'—যেন রাধার 'মহিমা' ॥" ১১ ॥

শ্রীরাধাকুণ্ড-মহিমা-মাধুর্য্য অবর্ণনীয় ঃ—
শ্রীগোবিন্দলীলামৃতে (৭।১০২)—

শ্রীরাধেব হরেস্তদীয়-সরসী প্রেষ্ঠাদ্ভুতৈঃ স্বৈর্গুণৈ-
র্যস্যাং শ্রীযুত-মাধবেন্দুরনিশং প্রীত্যা তয়া ক্রীড়তি ।
প্রেমাস্মিন্ বত রাধিকেব লভতে যস্যাং সকৃৎ স্নানকৃৎ
তস্যা বৈ মহিমা তথা মধুরিমা কেনাস্তু বর্ণ্যঃ ক্ষিতৌ ॥ ১২ ॥

প্রেমাবেশে প্রভুর স্তুতি ঃ—

এইমত স্তুতি করে প্রেমাবিষ্ট হঞা ।
তীরে নৃত্য করে কুণ্ডলীলা স্মরিয়া ॥ ১৩ ॥

কুণ্ডমৃত্তিকায় প্রভুর তিলকরচনা, কিছু সঙ্গে গ্রহণ ঃ—

কুণ্ডের মৃত্তিকা লঞা তিলক করিল ।
ভট্টাচার্য্য-দ্বারা মৃত্তিকা সঙ্গে করি' লৈল ॥ ১৪ ॥

কুসুম-সরোবরে কৃষ্ণাভিন্ন গোবর্দ্ধন-দর্শনে প্রেম ঃ—

তবে চলি' আইলা প্রভু 'সুমনঃ-সরোবর' ।
তাঁহা 'গোবর্দ্ধন' দেখি' হইলা বিহ্বল ॥ ১৫ ॥
গোবর্দ্ধন দেখি' প্রভু হইলা দণ্ডবৎ ।
'এক শিলা' আলিঙ্গিয়া হইলা উন্মত্ত ॥ ১৬ ॥

গোবর্দ্ধন-গ্রামে হরিদেব-দর্শন ঃ—

প্রেমে মত্ত চলি' আইলা গোবর্দ্ধন-গ্রাম ।
'হরিদেব' দেখি' তাঁহা হইলা প্রণাম ॥ ১৭ ॥
'মথুরা'-পদ্মের পশ্চিমদলে যাঁর বাস ।
'হরিদেব' নারায়ণ—আদি পরকাশ ॥ ১৮ ॥
হরিদেব-আগে নাচে প্রেমে মত্ত হঞা ।
সব লোক দেখিতে আইল আশ্চর্য্য শুনিয়া ॥ ১৯ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

আনন্দ লাভ করিয়া গৌরাঙ্গচন্দ্র চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

৩-৫। আরিট্গ্রাম, যথায় অরিষ্টাসুরের বধ হইয়াছিল, তথায় আসিয়া 'রাধাকুণ্ড কোথায়?'—এই কথা জিজ্ঞাসা করিলেন ; কিন্তু কেহই বলিতে পারিল না এবং সঙ্গের ব্রাহ্মণও তাহা জানিত না। তাহাতে সেই তীর্থ 'লুপ্ত' হইয়াছে জানিয়া নিকটস্থ দুই ধান্যক্ষেত্রে যে অল্প অল্প জল ছিল, তাহাতে সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্ স্নান করিলেন। অতএব সেই ধান্যক্ষেত্রই যে রাধাকুণ্ড ও শ্যামকুণ্ড, তাহা সূচিত হইল।

অনুভাষ্য

দীনাম্ অবলোকং প্রাপ্য) আত্মানঞ্চ নন্দয়ন্ পরিতঃ (ইতস্ততঃ) অভ্রমৎ।

৩। আরিট্—'অরিষ্ট'-গ্রাম, বর্ত্তমান 'অরিঙ্'।

৮। আদি ৪র্থ পঃ ২১৫ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১২। সেই রাধাকুণ্ড-সরসী শ্রীরাধার ন্যায় স্বীয় অদ্ভুত গুণে কৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয়। সেই কুণ্ডে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র সর্ব্বদা শ্রীরাধার সহিত ক্রীড়া করেন। সেই কুণ্ডে একবার স্নান করিলে (শ্রীকৃষ্ণে) শ্রীরাধিকার ন্যায় প্রেমলাভ হয় ; অতএব এই জগতে শ্রীরাধা-কুণ্ডের মহিমা ও মধুরিমা কে বর্ণন করিতে পারেন?

১৫। সুমনঃ-সরোবর—কুসুম-সরোবর।

অনুভাষ্য

১২। শ্রীরাধা ইব তদীয়-সরসী (রাধাকুণ্ডং) স্বৈঃ অদ্ভুতৈঃ (অপূর্ব্বৈঃ) গুণৈঃ হরেঃ (কৃষ্ণস্য) প্রেষ্ঠা (পরমপ্রীতিপ্রদা) ;— যস্যাং (সরস্যাং) শ্রীযুতমাধবেন্দুঃ (শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রঃ) তয়া (রাধয়া সহ) প্রীত্যা অনিশম্ (অবিরতং) ক্রীড়তি ; বত (অহো ইতি বিস্ময়ার্থে) যস্যাং (সরস্যাং) সকৃৎ (বারমেকং) স্নানকৃৎ (অবগাহনকারী) অস্মিন্ (কৃষ্ণে) রাধিকা ইব প্রেমা লভতে

প্রভুদর্শনে সকলের বিস্ময় ; হরিদেব-সেবকের প্রভুপূজা ঃ—

প্রভু-প্রেম-সৌন্দর্য্য দেখি' লোকে চমৎকার ।
হরিদেবের ভৃত্য প্রভুর করিল সৎকার ॥ ২০ ॥

ব্রহ্মকুণ্ডে বলভদ্রের রন্ধন, প্রভুর স্নানাহার ঃ—

ভট্টাচার্য্য 'ব্রহ্মকুণ্ডে' পাকযাত্রা কৈল ।
ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান করি' প্রভু ভিক্ষা কৈল ॥ ২১ ॥

হরিদেব-মন্দিরে রাত্রিযাপন ও গোবর্দ্ধনস্থিত গোপাল-দর্শন-চিন্তা ঃ—

সে রাত্রি রহিলা হরিদেবের মন্দিরে ।
রাত্র্যে মহাপ্রভু করে মনেতে বিচারে ॥ ২২ ॥
'গোবর্দ্ধন-উপরে আমি কভু না চড়িব ।
গোপাল-রায়ের দরশন কেমনে পাইব !!' ২৩ ॥

ম্লেচ্ছভয়-ছলে গোপাল-ঠাকুরের প্রভুকে দর্শন-দান ঃ—

এত মনে করি' প্রভু মৌন করি' রহিলা ।
জানিয়া গোপাল ম্লেচ্ছভয়-ভঙ্গী উঠাইলা ॥ ২৪ ॥

গ্রন্থকার-কৃত শ্লোকঃ ঃ—

অনারুরুক্ষবে শৈলং স্বস্মৈ ভক্তাভিমানিনে ।
অবরুহ্য গিরেঃ কৃষ্ণো গৌরায় স্বমদর্শয়ৎ ॥ ২৫ ॥

ম্লেচ্ছ-দৌরাত্ম্য-জনরব তুলিয়া গোপালের নিম্নে গাঁঠোলি-গ্রামে অবতরণ ঃ—

'অন্নকূট'-নামে গ্রামে গোপালের স্থিতি ।
রাজপুত-লোকের সেই গ্রামে বসতি ॥ ২৬ ॥
একজন আসি' রাত্র্যে গ্রামীকে বলিল ।
"তোমার গ্রাম মারিতে তুরুক-ধারী সাজিল ॥ ২৭ ॥
আজি রাত্র্যে পলাহ, না রহিহ একজন ।
ঠাকুর লঞা ভাগ', আসিবে কালি যবন ॥" ২৮ ॥
শুনিয়া গ্রামের লোক চিন্তিত হইল ।
প্রথমে গোপাল লঞা গাঁঠোলি-গ্রামে থুইল ॥ ২৯ ॥
বিপ্রগৃহে গোপালের নিভৃতে সেবন ।
গ্রাম উজাড় হৈল, পলাইল সর্ব্বজন ॥ ৩০ ॥
ঐছে ম্লেচ্ছভয়ে গোপাল ভাগে বারে বারে ।
মন্দির ছাড়ি' কুঞ্জে রহে, কিবা গ্রামান্তরে ॥ ৩১ ॥

মানসগঙ্গায় স্নানান্তে গোবর্দ্ধন-পরিক্রমা ঃ—

প্রাতঃকালে প্রভু 'মানসগঙ্গা'য় করি' স্নান ।
গোবর্দ্ধন-পরিক্রমায় করিলা প্রয়াণ ॥ ৩২ ॥

গোবর্দ্ধন-দর্শনে প্রেমাবেশ ঃ—

গোবর্দ্ধন দেখি' প্রভু প্রেমাবিষ্ট হঞা ।
নাচিতে নাচিতে চলিলা শ্লোক পড়িয়া ॥ ৩৩ ॥

শ্রীগোবর্দ্ধন-স্তুতি ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।২১।১৮)—

হন্তায়মদ্রিরবলা হরিদাসবর্য্যো
যদ্রামকৃষ্ণচরণস্পর্শপ্রমোদঃ ।
মানং তনোতি সহ-গোগণয়োস্তয়োর্যৎ
পানীয়-সুযবস-কন্দর-কন্দমূলৈঃ ॥ ৩৪ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২১। পাক—অন্নপাক।

২৫। 'গোবর্দ্ধনশৈলে আরোহণ করিব না'—এরূপ প্রতিজ্ঞা-যুক্ত এবং 'আমি কৃষ্ণভক্ত'—এই অভিমানযুক্ত গৌরচন্দ্রকে গোপাল স্বয়ং গোবর্দ্ধন হইতে অবরোহণ করিয়া দর্শন দিলেন।

অনুভাষ্য

তস্যাঃ (রাধা-সরস্যাঃ) মহিমা তথা মধুরিমা চ ক্ষিতৌ (ধরায়াং) কেন (জনেন) বর্ণ্যঃ (বর্ণনীয়ঃ—ন কোঽপি নির্ণেতুং সমর্থঃ)।

২৫। গিরেঃ (গোবর্দ্ধনশৈলস্য) [উচ্চপ্রদেশাৎ] অবরুহ্য (অবতীর্য্য) শৈলং (গোবর্দ্ধনগিরিম্) অনারুরুক্ষবে (আরোঢু-মনিচ্ছবে) ভক্তাভিমানিনে (ভজনীয়বস্ত্বভেদেঽপি আত্মানং সেবকতয়া মন্যমানায়) স্বস্মৈ (আত্মনে) গৌরায় (স্বরূপবিগ্রহায় কৃষ্ণস্বরূপায়) স্বম্ (আত্মানম্) অদর্শয়ৎ (প্রদর্শয়ামাস)।

২৬। ভক্তিরত্নাকরে পঞ্চতরঙ্গে,—"গোপগোপী ভুঞ্জায়েন কৌতুক অপার। এই হেতু 'আনিয়োর' নাম সে ইহার।। অন্নকূট-স্থান এই দেখ, শ্রীনিবাস। এ-স্থান-দর্শনে হয় পূর্ণ অভিলাষ।।" স্তবাবলীতে ব্রজবিলাস-স্তবে—"ব্রজেন্দ্রবর্য্যার্পিত-ভোগমুচ্চৈর্ধৃত্বা বৃহৎকায়মঘারিরুৎকঃ। বরেণ্যাং রাধাং ছলয়ন্ বিভুঙ্ক্তে যত্রান্ন-কূটং তদহং প্রপদ্যে।।"* "কুণ্ডের নিকট দেখ নিবিড়-কানন। এথাই 'গোপাল' ছিলা হঞা সঙ্গোপন।।"

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২৭। তুরুক—মুসলমান (তুর্কী বা পাঠান) সৈন্যবিশেষ।

৩৪। এই গোবর্দ্ধনপর্ব্বত—বৈষ্ণবপ্রধান, যেহেতু ইনি রাম-কৃষ্ণ-চরণ-স্পর্শানন্দে প্রফুল্ল হইয়া গো এবং গোপগণের সহিত রাধাকৃষ্ণকে পানীয় জল ও খাদ্য—ঘাস-কন্দ-মূলাদি দ্বারা তর্পণ করিতেছেন।

অনুভাষ্য

২৭। গ্রামীকে—গ্রামবাসীকে ; তুরুকধারী—তুর্কী-পরিচ্ছদ-ধারী অশ্বারোহী সৈন্য।

৩৪। ব্রজে শরৎকাল উপস্থিত হইলে শ্রীকৃষ্ণ বনে বনে

** অঘারি শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বোত্তমা শ্রীরাধাকে ছলনাপূর্ব্বক উচ্চ ও বৃহৎ শরীর ধারণ করিয়া উৎসুকবশতঃ ব্রজেন্দ্রবর্য্য শ্রীনন্দমহারাজ-কর্ত্তৃক অর্পিত অন্নকূট-ভোগ যেস্থানে ভোজন করিয়াছেন, আমি সেই স্থানের শরণ গ্রহণ করিতেছি।*

গোবিন্দকুণ্ডে স্নান ও গোপালের অবস্থিতি-সংবাদ-প্রাপ্তি ঃ—

গোবিন্দকুণ্ডাদি'-তীর্থে প্রভু কৈলা স্নানে ।
তাঁহা শুনিলা, গোপাল—গাঁঠোলি-গ্রামে ॥ ৩৫ ॥

গাঁঠোলি-গ্রামে গোপাল-দর্শন ও স্তুতি-নৃত্য ঃ—

সেই গ্রামে গিয়া কৈল গোপাল-দরশন ।
প্রেমাবেশে প্রভু করে কীর্ত্তন-নর্ত্তন ॥ ৩৬ ॥
গোপালের সৌন্দর্য্য দেখি' প্রভুর আবেশ ।
এই শ্লোক পড়ি' নাচে, হৈল দিন-শেষ ॥ ৩৭ ॥

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু (২।১।৬২)—

বামস্তামরসাক্ষস্য ভুজদণ্ডঃ স পাতু বঃ ।
ক্রীড়াকন্দুকতাং যেন নীতো গোবর্দ্ধনো গিরিঃ ॥ ৩৮ ॥

তিনদিন গোপাল-দর্শন ঃ—

এইমত তিনদিন গোপালে দেখিলা ।
চতুর্থ-দিবসে গোপাল স্বমন্দিরে গেলা ॥ ৩৯ ॥

৪র্থ দিনে গিরির উপরিস্থ মন্দিরে গোপালের নৃত্যগীতমুখে গমন ঃ—

গোপাল-সঙ্গে চলি' আইলা নৃত্য-গীত করি ।
আনন্দ-কোলাহলে লোক বলে 'হরি' 'হরি' ॥ ৪০ ॥

প্রভুর গোপালদর্শন-বাঞ্ছা-পূরণ ঃ—

গোপাল মন্দিরে গেলা, প্রভু রহিলা তলে ।
প্রভুর বাঞ্ছা পূর্ণ সব করিল গোপালে ॥ ৪১ ॥

মহাকৃপালু গোপাল-দর্শনে ভক্তের ভাব ঃ—

এইমত গোপালের করুণ স্বভাব ।
সেই ভক্ত জনের দেখিতে হয় 'ভাব' ॥ ৪২ ॥

দয়াময় গোপালের কোন ছলে ভক্তকে দর্শন-দান ঃ—

দেখিতে উৎকণ্ঠা হয়, না চড়ে গোবর্দ্ধনে ।
কোন ছলে গোপাল আসি' উতরে আপনে ॥ ৪৩ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৩৮। পুণ্ডরীক-নয়ন শ্রীকৃষ্ণ যে-বামভুজদণ্ডদ্বারা গিরিরাজ গোবর্দ্ধনকে উত্তোলনপূর্ব্বক ক্রীড়া-কন্দুকের ন্যায় তাহাকে ব্যবহার করিয়াছিলেন, সেই বামভুজদণ্ড তোমাদিগকে পালন করুন।

অনুভাষ্য

গোচারণ করিতে করিতে বংশীধ্বনি করিলে গোপীগণ কৃষ্ণ-সঙ্গ-কামাতুরা হইয়া কৃষ্ণের মনোহর গুণাবলী গান করিয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে সম্মুখে অভিন্ন-ব্রজেন্দ্রনন্দন গিরিরাজ গোবর্দ্ধন-দর্শনে গান করিতেছেন,—

হে অবলাঃ (সখ্যঃ), হন্ত (ইতি হর্ষে) অয়ম্ অদ্রিঃ (গোবর্দ্ধনঃ) [ধ্রুবং] হরিদাসবর্য্যঃ (হরিদাসানাং শ্রেষ্ঠঃ),—যৎ (যস্মাৎ) রামকৃষ্ণচরণস্পর্শপ্রমোদঃ (রামকৃষ্ণয়োঃ চরণস্পর্শেন প্রমোদঃ, তৃণাদ্যুদ্‌গমনিভেন রোমহর্ষদর্শনাৎ, যস্য তাদৃশঃ সন্) ; যৎ (যস্মাৎ চ) পানীয়-সুযবসকন্দরকন্দমূলৈঃ (পানীয়ৈঃ সুযবসৈঃ সুকোমলৈঃ শোভনতৃণৈঃ কন্দরৈঃ কন্দমূলৈশ্চ) [যথোচিতম্ অয়ং] সহগোগণয়োঃ (গোভিঃ গণেন সখিসমূহেন চ সহ বর্ত্তমানয়োঃ) তয়োঃ (রামকৃষ্ণয়োঃ) মানং (সমাদরং) তনোতি (বিদধাতি—অতোঽয়মতিধন্যঃ ইত্যর্থঃ)।

৩৫। গোবিন্দকুণ্ড—পৈঠা-গ্রাম হইতে শ্রীগোবর্দ্ধন-পর্ব্বতের উপর 'আনিয়োর'-গ্রাম। এখানে গোবিন্দ ও বলদেবের মন্দিরদ্বয় এবং 'গোবিন্দকুণ্ড'-নামে পুষ্করিণী আছে ; কাহারও মতে, রাণী পদ্মাবতী এই পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা করেন।

ভক্তিরত্নাকরে পঞ্চম-তরঙ্গে—"এই শ্রীগোবিন্দকুণ্ড-মহিমা অনেক। এথা ইন্দ্র কৈল গোবিন্দের অভিষেক।।" স্তবাবলীতে ব্রজবিলাস-স্তবে—"নীচৈঃ প্রৌঢ়ভয়াৎ স্বয়ং সুরপতি পাদৌ বিধৃত্যেহ যৈঃ, স্বর্গঙ্গাসলিলৈশ্চকার সুরভিদ্বারাভিষেকোৎসবম্। গোবিন্দস্য নবং গবামধিগতা রাজ্যে স্ফুটং কৌতুকাৎ তৈর্যৎ প্রাদুরভূৎ সদা স্ফুরতু তদ্‌গোবিন্দকুণ্ডং দৃশোঃ।।' মথুরা-খণ্ডে—"যত্রাভিষিক্তো ভগবান্ মঘোনা যদুবৈরিণা। গোবিন্দকুণ্ডং তজ্জাতং স্নানমাত্রেণ মোক্ষদম্।।"*

গাঁঠোলী-গ্রাম—গোপালপুর বা বিলছুর সন্নিকটবর্ত্তী গ্রাম। জনশ্রুতি এই যে, এখানে ব্রজ-নবযুবদ্বন্দ্বের প্রণয়গ্রন্থি-বন্ধন হইয়াছিল। ভক্তিরত্নাকরে (৫ম তঃ)—"সখী দুঁহ বস্ত্রে গাঁঠি দিল সঙ্গোপনে। ** ফাগুয়া লৈয়া কেহ গাঁঠি খুলি' দিলা।।" এহেতু এই গ্রামের নাম—'গাঁঠোলী'।"

৩৮। যেন (বামবাহুনা) গোবর্দ্ধনঃ গিরিঃ ক্রীড়াকন্দুকতাং (ক্রীড়া-সামগ্রীত্বং) নীতঃ (প্রাপ্তঃ) তামরসাক্ষস্য (পদ্মলোচনস্য কৃষ্ণস্য) সঃ [প্রসিদ্ধঃ] বামঃ ভুজদণ্ডঃ বঃ (যুষ্মাকং) পাতু (রক্ষতু)।

** শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অপরাধহেতু অতিশয় ভীতিবিশতঃ দেবরাজ ইন্দ্র স্বয়ং দীনভাবে গাভীগণের আধিপত্য রাজ্যে অর্থাৎ ব্রজে (আগমন-পূর্ব্বক) গোবিন্দের শ্রীচরণযুগল ধারণ করিয়া সুরভিদ্বারা যে স্বর্গঙ্গা (মন্দাকিনী)-জলে কৌতুকভরে অভিষেক-উৎসব করিয়াছিলেন, সেই জলে প্রকাশিত সেই গোবিন্দকুণ্ড সর্ব্বদা আমার নয়নগোচর হউন (শ্রীব্রজবিলাস-স্তব)। যেস্থলে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যদুবৈরি ইন্দ্রকর্ত্তৃক অভিষিক্ত হইয়াছিলেন, সেই অভিষেক-জাত গোবিন্দকুণ্ড স্নানমাত্রেই মোক্ষ দান করিয়া থাকেন (মথুরাখণ্ড)।*

যখন যে-স্থানে থাকেন, তথায় আসিয়া ভক্তের তদ্দর্শনলাভ ঃ—

কভু কুঞ্জে রহে, কভু রহে গ্রামান্তরে ।
যেই ভক্ত, তাঁহা আসি' দেখয়ে তাঁহারে ॥ ৪৪ ॥

শ্রীরূপ-সনাতনকে ঐরূপে কোন ছলে দর্শনদান ঃ—

পর্ব্বতে না চড়ে দুই—রূপ-সনাতন ।
এইরূপে তাঁ-সবারে দিয়াছেন দরশন ॥ ৪৫ ॥

গোপালদর্শন-বাঞ্ছাহেতু শ্রীরূপের গোপাল-দর্শন-বৃত্তান্ত-বর্ণন ঃ—

বৃদ্ধকালে রূপ-গোসাঞি না পারে যাইতে ।
বাঞ্ছা হৈল গোপালের সৌন্দর্য্য দেখিতে ॥ ৪৬ ॥

মথুরায় বল্লভপুত্র বিঠ্‌ঠলেশ্বরগৃহে একমাস অবস্থান ঃ—

ম্লেচ্ছভয়ে আইলা গোপাল মথুরা-নগরে ।
একমাস রহিল বিঠ্‌ঠলেশ্বর-ঘরে ॥ ৪৭ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৪৫-৪৭। পরে শ্রীরূপ-সনাতন আসিয়া যখন ব্রজবাস করেন, তখন তাঁহারাও শ্রীগোবর্দ্ধনপর্ব্বতকে সাক্ষাৎ ভগবন্মূর্ত্তি জানিয়া তাঁহার উপর চড়িতেন না। গোপাল যেরূপ শ্রীমন্মহাপ্রভুকে দর্শন দিলেন, তাঁহাদিগকেও তদ্রূপ দর্শন দিয়াছিলেন। বৃদ্ধকালে শ্রীরূপগোস্বামী গোবর্দ্ধনে যাইতে অপারগ হওয়ায় গোপালের সৌন্দর্য্য দেখিতে তাঁহার বাঞ্ছা হইয়াছিল, গোপাল শ্রীরূপ-গোস্বামীকেও কৃপা করিবার আশয়ে ঐরূপ ম্লেচ্ছভয়রূপ 'ছল' উঠাইয়া মথুরানগরে বিঠ্‌ঠলেশ্বরের ঘরে একমাস ছিলেন।

অনুভাষ্য

৪৭। বিঠ্‌ঠলেশ্বর—ভক্তিরত্নাকরে পঞ্চম-তরঙ্গে—'বিঠ্‌ঠলের সেবা কৃষ্ণচৈতন্যবিগ্রহ। তাহার দর্শনে হৈল পরম আগ্রহ।। শ্রীবিঠ্‌ঠলনাথ—ভট্টবল্লভ-তনয়। করিলা যতেক প্রীতি কহিলে না হয়।। গাঁঠোলি-গ্রামে গোপাল আইলা 'ছল' করি'। তাঁরে দেখি' নৃত্যগীতে মগ্ন গৌরহরি।। শ্রীদাসগোস্বামী আদি পরামর্শ করি'। শ্রীবিঠ্‌ঠলেশ্বরে কৈলা সেবা-অধিকারী।। পিতা শ্রীবল্লভ-ভট্ট তাঁর অদর্শনে। কতদিন মথুরায় ছিলেন নির্জ্জনে।।"

শ্রীবল্লভভট্টের দুই পুত্র—জ্যেষ্ঠ 'গোপীনাথ' ১৪৩২ শকাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং কনিষ্ঠ 'বিঠ্‌ঠলনাথ' ১৪৩৭ শকে জন্মগ্রহণ করিয়া ১৫০৭ শকাব্দায় পরলোক গমন করেন। বিঠ্‌ঠলের সপ্ত পুত্র—গিরিধর, গোবিন্দ, বালকৃষ্ণ, গোকুলেশ, রঘুনাথ, যদুনাথ ও ঘনশ্যাম। বিঠ্‌ঠল পিতার অসমাপ্ত অবশিষ্ট ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্য, 'সুবোধিনী'-টিপ্পনী, 'বিদ্বন্মণ্ডন', 'শৃঙ্গাররসমণ্ডন", 'ন্যাসাদেশ-বিবরণ' প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন। "পূর্ণ-সপ্ততিবর্ষাণি দিনান্যষ্টৌ চ বিংশতিঃ। বসুধায়াং ব্যরাজন্ত শ্রীমদ্বিঠ্‌ঠল-দীক্ষিতাঃ।।"

শ্রীমহাপ্রভু বল্লভপুত্র বিঠ্‌ঠলের জন্মের পূর্ব্ববর্ষে বা তৎ-পূর্ব্ববর্ষে শ্রীবৃন্দাবনে গমন করেন। শ্রীরূপ-গোস্বামীর বৃদ্ধবয়সে শ্রীগোপাল বল্লভ-তনয় বিঠ্‌ঠলনাথের মথুরার আবাসে একমাস-কাল ছিলেন।

মথুরায় বিঠ্‌ঠলেশ্বর-গৃহে একমাস সপরিকরে শ্রীরূপের গোপাল-দর্শন ঃ—

তবে রূপ-গোসাঞি সব নিজগণ লঞা ।
একমাস দরশন কৈলা মথুরায় রহিয়া ॥ ৪৮ ॥
সঙ্গে গোপাল-ভট্ট, দাস-রঘুনাথ ।
রঘুনাথ-ভট্টগোসাঞি, আর লোকনাথ ॥ ৪৯ ॥
ভূগর্ভ-গোসাঞি, আর শ্রীজীব-গোসাঞি ।
শ্রীযাদব-আচার্য্য, আর গোবিন্দ-গোসাঞি ॥ ৫০ ॥
শ্রীউদ্ধবদাস, আর মাধব, দুইজন ।
শ্রীগোপাল-দাস, আর দাস-নারায়ণ ॥ ৫১ ॥
'গোবিন্দ' ভক্ত, আর বাণী-কৃষ্ণদাস ।
পুণ্ডরীকাক্ষ, ঈশান, আর লঘু-হরিদাস ॥ ৫২ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৫২। লঘু-হরিদাস—অনেক বৈষ্ণবদিগের নাম 'হরিদাস' থাকিত। এইজন্য 'লঘু', 'মধ্যম' ইত্যাদি 'বিশেষণ' হরিদাস-দিগের নামে অপর বৈষ্ণবগণ প্রয়োগ করিতেন। মহাপ্রভুর সময় যে 'লঘু-হরিদাস' (ছোট-হরিদাস) ছিলেন, তিনি প্রয়াগে দেহ-ত্যাগ করেন ; এই 'লঘু-হরিদাস'—অন্য একজন।

অনুভাষ্য

৪৯। লোকনাথ—শ্রীমহাপ্রভুর নিতান্ত বিরক্ত মহাভাগবত পার্ষদ-গোস্বামী। যশোহরের অন্তর্গত 'তালখড়ি'-গ্রামে পূর্ব্ব-নিবাস ছিল ; তৎপূর্ব্বে কাচনাপাড়ায় নিবাস ছিল। ইঁহার পিতার নাম—পদ্মনাভ ; একমাত্র অনুজ—'প্রগল্‌ভ'। প্রভুর আজ্ঞায় ইনি ব্রজবাস করিয়া ভজন করেন এবং একমাত্র শ্রীনরোত্তম-ঠাকুর মহাশয়কে দীক্ষা প্রদান করেন। বোধ হয়, অতিদৈন্য-বশতঃ নিজ-চরিত্র-বর্ণন করিতে নিষেধ করিয়া থাকিবেন, তজ্জন্য তাঁহার চরিত্র চরিতামৃতে বিশেষভাবে উল্লিখিত হয় নাই। ই, বি, আর, লাইনে 'যশোহর' ষ্টেশন, তথা হইতে মোটরে সোনাখালি, তথা হইতে খেজুরা, তথা হইতে পদব্রজে এবং বর্ষাকালে নৌকাপথে 'তালখড়ি' যাইতে হয়। ইঁহার সহোদর-ভ্রাতৃবংশ্যগণ "তালখড়ির ভট্টাচার্য্য"-নামে সামাজিক পদ-মর্য্যাদায় বিশেষ সম্মানিত। ভ্রাতৃবংশ-বিবরণ—বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি ৪র্থ সংখ্যায় দ্রষ্টব্য।

৪৯-৫২। ভক্তিরত্নাকরে ষষ্ঠ তরঙ্গে—"গোস্বামী গোপাল-ভট্ট অতি দয়াময়। ভূগর্ভ, শ্রীলোকনাথ—গুণের আলয়।। শ্রীমাধব, শ্রীপরমানন্দ-ভট্টাচার্য্য। শ্রীমধু-পণ্ডিত—যাঁর চরিত্র

এই সব মুখ্যভক্ত লঞা নিজ-সঙ্গে ।
শ্রীগোপাল দরশন কৈলা বহু-রঙ্গে ॥ ৫৩ ॥

মাসান্তে গোপালের সহিত শ্রীরূপের স্ব-স্ব-স্থানে প্রত্যাবর্ত্তন ঃ—

একমাস রহি' গোপাল গেলা নিজ-স্থানে ।
শ্রীরূপ-গোসাঞি আইলা শ্রীবৃন্দাবনে ॥ ৫৪ ॥

মহাপ্রভুর কাম্যবনে আগমন ঃ—

প্রস্তাবে কহিলুঁ গোপাল-কৃপার আখ্যান ।
তবে মহাপ্রভু গেলা 'শ্রীকাম্যবন' ॥ ৫৫ ॥

বৃন্দাবনে সব লীলাস্থল-দর্শন ঃ—

প্রভুর গমন-রীতি পূর্ব্বে যে লিখিল ।
সেইমত বৃন্দাবনে তাবৎ দেখিল ॥ ৫৬ ॥

বৃন্দাবন হইতে নন্দীশ্বরে নন্দালয়-দর্শন ও প্রেমবিহ্বলতা ঃ—

তাঁহা লীলাস্থলী দেখি' গেলা 'নন্দীশ্বর' ।
'নন্দীশ্বর' দেখি' প্রেমে হইলা বিহ্বল ॥ ৫৭ ॥

পাবন-সরোবরে স্নান, বিগ্রহ-সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা ঃ—

'পাবনাদি' সব কুণ্ডে স্নান করিয়া ।
লোকেরে পুছিল, পর্ব্বত-উপরে যাঞা ॥ ৫৮ ॥

লোকের নিকট গোফাস্থ নন্দ, যশোদা ও কৃষ্ণমূর্ত্তির অবস্থান-বার্ত্তা-শ্রবণ ঃ—

"কিছু দেবমূর্ত্তি হয় পর্ব্বত-উপরে?"
লোক কহে,—"মূর্ত্তি হয় গোফার ভিতরে ॥ ৫৯ ॥
দুইদিকে মাতা-পিতা পুষ্ট-কলেবর ।
মধ্যে এক শিশু' হয় ত্রিভঙ্গসুন্দর ॥" ৬০ ॥
শুনি' মহাপ্রভু মনে আনন্দ পাঞা ।
'তিন' মূর্ত্তি দেখিলা সেই গোফা উঘাড়িয়া ॥ ৬১ ॥

প্রভুর নন্দ-যশোদা-বন্দন ও কৃষ্ণস্পর্শন ঃ—

ব্রজেন্দ্র-ব্রজেশ্বরীর কৈল চরণ বন্দন ।
প্রেমাবেশে কৃষ্ণের কৈল সর্ব্বাঙ্গ-স্পর্শন ॥ ৬২ ॥

সমস্তদিন নৃত্য-গীতান্তে খদিরবনে আগমন ঃ—

সব দিন প্রেমাবেশে নৃত্য-গীত কৈলা ।
তাঁহা হৈতে মহাপ্রভু 'খদির-বন' আইলা ॥ ৬৩ ॥

শেষশায়ী কৃষ্ণ ও লক্ষ্মী-দর্শন ঃ—

লীলাস্থল দেখি' তাঁহা গেলা 'শেষশায়ী' ।
'লক্ষ্মী' দেখি' এই শ্লোক পড়েন গোসাঞি ॥ ৬৪ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৩১।১৯)—

যত্তে সুজাতচরণাম্বুরুহং স্তনেষু
ভীতাঃ শনৈঃ প্রিয় দধীমহি কর্কশেষু ।
তেনাটবীমটসি তদ্ব্যথতে ন কিংস্বিৎ
কূর্পাদিভির্ভ্রমতি ধীর্ভবদায়ুষাং নঃ ॥ ৬৫ ॥

খেলাতীর্থ, ভাণ্ডীরবন ও ভদ্রবনে আগমন ঃ—

তবে 'খেলা-তীর্থ' দেখি' 'ভাণ্ডীরবন' আইলা ।
যমুনা পার হঞা 'ভদ্রবন' গেলা ॥ ৬৬ ॥

অনুভাষ্য

আশ্চর্য্য।। প্রেমী কৃষ্ণদাস, কৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী। যাদব আচার্য্য, নারায়ণ কৃপাবান্। শ্রীপুণ্ডরীকাক্ষ-গোসাঞি, গোবিন্দ, ঈশান।। শ্রীগোবিন্দ, বাণীকৃষ্ণদাস অত্যুদার। শ্রীউদ্ধব—মধ্যে মধ্যে গৌড়ে গতি যাঁর।। দ্বিজ-হরিদাস, কৃষ্ণদাস কবিরাজ।। শ্রীগোপালদাস যাঁর অলৌকিক কায।। শ্রীগোপাল, মাধবাদি যতেক বৈষ্ণব।"

৫৫। কাম্যবন—আদি-বারাহে—"চতুর্থং কাম্যকবনং বনানাং বনমুত্তমম্। তত্র গত্বা নরো দেবি মম লোকে মহীয়তে।।" ভক্তিরত্নাকরে পঞ্চম তরঙ্গে—"এই কাম্যবনে কৃষ্ণলীলা মনোহর। করিবে দর্শন স্থান কুণ্ড বহুতর।। কাম্যবনে যত তীর্থ লেখা নাহি তার।।"

৫৭। নন্দীশ্বর—নন্দালয় ; ভঃ রঃ ৫ম তঃ—"দেখ নন্দীশ্বর চতুর্দ্দিকে কুণ্ডবন। কৃষ্ণবিলাসের স্থান ভুবনপাবন।।"

৫৮-৬২। পাবন-সরোবর—মথুরা-মাহাত্ম্যে—"পাবনে সরসি স্নাত্বা কৃষ্ণং নন্দীশ্বরে গিরৌ। দৃষ্ট্বা নন্দং যশোদাঞ্চ সর্ব্বাভীষ্টমবাপ্নুয়াৎ।।"* (ভঃ রঃ ঐ) "এ পাবন সরোবর কৃষ্ণপ্রিয় অতি।।" ভঃ রঃ ৫ম তঃ—"পর্ব্বত-উপরে দেখ পুত্রের সহিতে। শ্রীনন্দযশোদা শোভে অপূর্ব্ব-গোফাতে।। ওহে শ্রীনিবাস, এথা শ্রীচৈতন্যরায়। করিতে দর্শন গিয়া প্রবেশে গোফায়।। শ্রীনন্দ-যশোদা—দুইদিকে দুইজন। মধ্যে কৃষ্ণচন্দ্রে দেখি' প্রফুল্ল নয়ন।। শ্রীনন্দ-যশোদার চরণ বন্দিয়া। কৃষ্ণের সর্ব্বাঙ্গ স্পর্শে উল্লসিত হঞা।। প্রেমের আবেশে নৃত্য-গীত আরম্ভিল।।"

৬৩। খদিরবন—"সপ্তমন্তু বনং ভূমৌ খদিরং লোক-বিশ্রুতম্।।" ভঃ রঃ ৫ম তঃ—"দেখহ খদির বন বিদিত জগতে। বিষ্ণু-লোকপ্রাপ্তি এথা গমন-মাত্রেতে।।"

৬৪। শেষশায়ী—ভঃ রঃ ৫ম তঃ—এই 'শেষশায়ী' ক্ষীরসমুদ্র এথাতে। কৌতুকে শুইলা কৃষ্ণ অনন্তশয্যাতে।। এই শেষশায়ি-মূর্ত্তি দর্শন করিতে। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র আইলা এথাতে।। করিয়া দর্শন, মহাকৌতুক বাড়িল। সে-প্রেমাবেশে প্রভু অধৈর্য্য হইল।।"

৬৫। আদি, ৪র্থ পঃ ১৭৩ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

৬৬। খেলাতীর্থ—ভঃ রঃ ৫ম তরঙ্গে—"দেখহ খেলনবন, এথা দুই ভাই। সখাসহ খেলে ভক্ষণের চেষ্টা নাই।। মায়ের

** পাবন-সরোবরে স্নান করিয়া নন্দীশ্বর পর্ব্বতে (বিরাজমান্) শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীনন্দমহারাজ ও শ্রীযশোমতী মাতাকে দর্শন করিলে সর্ব্বাভীষ্ট লাভ হয়।*

শ্রীবন, লোহবন ও কৃষ্ণজন্মভূমি গোকুল দর্শন ঃ—

'শ্রীবন' দেখি' পুনঃ গেলা 'লোহ-বন'।
'মহাবন' গিয়া কৈলা জন্মস্থান-দরশন ॥ ৬৭ ॥

যমলার্জ্জুন-ভঞ্জনস্থল-দর্শনে প্রেমাবেশ ঃ—

যমলার্জ্জুনভঙ্গাদি দেখিল সেই 'স্থল'।
প্রেমাবেশে প্রভুর মন হৈল টলমল ॥ ৬৮ ॥

অতঃপর মথুরায় যোগপীঠ-দর্শন ও মাধবপুরী-শিষ্যগৃহে অবস্থান ঃ—

'গোকুল' দেখিয়া আইলা 'মথুরা'-নগরে।
'জন্মস্থান' দেখি' রহে সেই বিপ্র-ঘরে ॥ ৬৯ ॥

জনসঙ্ঘহেতু তথা হইতে অক্রূরতীর্থে অবস্থান ঃ—

লোকের সংঘট্ট দেখি' মথুরা ছাড়িয়া।
একান্তে 'অক্রূর-তীর্থে' রহিলা আসিয়া ॥ ৭০ ॥

বৃন্দাবন-দর্শনে আগমন এবং কালীয়হ্রদ ও প্রস্কন্দন-ক্ষেত্রে স্নান ঃ—

আর দিন আইলা প্রভু দেখিতে বৃন্দাবন।
'কালীয়-হ্রদে' স্নান কৈলা আর প্রস্কন্দন ॥ ৭১ ॥

দ্বাদশাদিত্য হইতে কেশীতীর্থে রাসস্থলী-দর্শনে মূর্চ্ছা ঃ—

'দ্বাদশ-আদিত্য' হৈতে 'কেশীতীর্থে' আইলা।
রাসস্থলী দেখি' প্রেমে মূর্চ্ছিত হইলা ॥ ৭২ ॥

সমস্তদিন প্রেমাবিষ্ট প্রভুর বাতুল-চেষ্টা ঃ—

চেতন পাঞা পুনঃ গড়াগড়ি যায়।
হাসে, কান্দে, নাচে, পড়ে, উচ্চৈঃস্বরে গায় ॥ ৭৩ ॥

তথা হইতে সন্ধ্যায় অক্রূর-তীর্থে আসিয়া ভোজন ঃ—

এইরঙ্গে সেইদিন তথা গোঙাইলা।
সন্ধ্যাকালে 'অক্রূরে আসি' ভিক্ষা নির্ব্বাহিলা ॥ ৭৪ ॥

অনুভাষ্য

যত্নেতে ভুঞ্জে কৃষ্ণ-বলরাম। এ খেলনবটের শ্রীখেলাতীর্থ নাম।।"

ভাণ্ডীরবন—ভঃ রঃ ৫ম তঃ—"চলয়ে ভাণ্ডীর-পথে উল্লাস অন্তরে। এবে লোক কহয় 'অক্ষয়বট' তারে।। বলরাম কৌতুকে প্রলম্ববধ কৈলা। সখাসহ ভাণ্ডীরে কৃষ্ণের নানা লীলা।।" স্তবাবলীতে ব্রজবিলাস-স্তবে—'মল্লীকৃত্য নিজাঃ সখীঃ প্রিয়তমাগর্ব্বেণ সম্ভাবিতা মল্লীভূয় মদীশ্বরী রসময়ী মল্লত্বমুৎকণ্ঠয়া। যস্মিন্ সম্যগুপেয়ুষা বকভিদা রাধানিযোদ্ধুং মুদা কুর্ব্বাণা মদনস্য তোষমতনোত্তাণ্ডীরকং তং ভজে।।"*

ভদ্রবন—"অস্তি ভদ্রবনং নাম ষষ্ঠঞ্চ বনমুত্তমম্।" (ভঃ রঃ ঐ)—"কৃষ্ণপ্রিয় হয় ভদ্রবন-গমনেতে।"

৬৭। শ্রীবন,—"বনং বিল্ববনং নাম দশমং দেবপূজিতম্।" (ভঃ রঃ ঐ) "দেবতা-পূজিত বিল্ববন শোভাময়।"

লোহবন—"লোহজঙ্ঘ-বনং নাম লোহজঙ্ঘেন রক্ষিতম্। নবমস্তু বনং দেবি সর্ব্বপাতকনাশনম্।।" (ভঃ রঃ ৫ম তঃ)—"লোহবনে কৃষ্ণের অদ্ভুত গো-চারণ। এথা লোহজঙ্ঘাসুরে বধে ভগবান্।।"

মহাবন—"মহাবনং চাষ্টমস্তু সদৈব তু মম প্রিয়ম্।" (ভঃ রঃ ৫ম তঃ)—"দেখ, নন্দ-যশোদা-আলয় মহাবনে। ** এই দেখ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের জন্মস্থল। ** শ্রীগোকুল, মহাবন—দুই 'এক' হয়।।"

৬৮। যমলার্জ্জুন—"যমলার্জ্জুনতীর্থঞ্চ কুণ্ডং তত্র চ বর্ত্ততে।" (ভঃ রঃ ৫ম তঃ)—"এই যমলার্জ্জুন-ভঞ্জন তীর্থস্থল। এথা উদূখলে কৃষ্ণে যশোদা বাঁধিলা। বন্ধন-স্বীকার কৃষ্ণ কৌতুকে করিলা।।"

৭০। অক্রূরতীর্থ—"অক্রূরতীর্থমত্যর্থমস্তি প্রিয়বরং হরেঃ। তীর্থরাজঃ হি চাক্রূরং গুহ্যানাং গুহ্যমুত্তমম্।।" (ভঃ রঃ ৫ম তঃ)—"দেখ, শ্রীনিবাস, এই অক্রূর গ্রামেতে। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-প্রভু ছিলেন নিভৃতে।।"

৭১। বৃন্দাবন—"অহো বৃন্দাবনং রম্যং যত্র গোবর্দ্ধনো গিরিঃ।" "বৃন্দাবনং দ্বাদশমং বৃন্দয়া পরিরক্ষিতম্।।" (ভঃ রঃ ৫ম তঃ)—"কৃষ্ণের পরমপ্রিয় ধাম-বৃন্দাবন। কৃষ্ণদেহরূপ 'পঞ্চ-যোজন' এই বন। * * বৃন্দাবন—ষোলক্রোশ, লোকে ইহা প্রচার।।"

কালীয়হ্রদ—"কালীয়হ্রদপূর্ব্বেণ কদম্বো মহিতো দ্রুমঃ। ততঃ কালীয়তীর্থাখ্যং তীর্থমঘবিনাশনম্।। অনৃত্যদ্‌যত্র ভগবান্ বালঃ কালীয়-মস্তকে।।" (ভঃ রঃ ৫ম তঃ)—"এ কালীয়-তীর্থ পাপ বিনাশয়। কালীয়-তীর্থস্থানে বহু কার্য্যসিদ্ধি হয়।।"

প্রস্কন্দন—"ক্ষেত্রং প্রস্কন্দনং নাম সর্ব্বপাপহরং শুভম্। তস্মিন্ স্নাতস্তু মনুজঃ সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে।।" (ভঃ রঃ ৫ম তঃ)—"দেখ 'প্রস্কন্দন'-ক্ষেত্র—স্নানে পাপ যায়। প্রাণত্যাগ হইলেই বিষ্ণুলোক পায়।। ওহে শ্রীনিবাস, সূর্য্যগণের তাপেতে। দূরে গেল শীত, ঘর্ম্ম হইল দেহেতে।। সেই ঘর্ম্মজল সূর্য্যকন্যায় মিলিল। এই হেতু 'প্রস্কন্দন'-নাম তীর্থ হৈল।। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যাভিন্ন শ্রীঅদ্বৈত ঈশ্বর। কতদিন ছিলা এই বনের ভিতর।।"

৭২। দ্বাদশ-আদিত্য—"দ্বাদশাদিত্য-তীর্থাখ্যং তীর্থং

* *আমার অধীশ্বরী রসময়ী শ্রীরাধা গর্ব্বান্বিতা হইয়া মল্লযুদ্ধের জন্য উৎকণ্ঠা-সহকারে স্বয়ং মল্লবেশে সজ্জিতা হইয়া এবং নিজ প্রিয়তমা সখীগণকে মল্লবেশে সজ্জিত করিয়া যেস্থানে সমুপস্থিত বকারি শ্রীকৃষ্ণের সহিত আনন্দভরে মল্লযুদ্ধ করিয়া মদনের আনন্দবর্দ্ধন করিয়াছিলেন, আমি সেই 'ভাণ্ডীরক'-বনকে ভজনা করি।*

প্রাতে চীরঘাটে স্নান, তেঁতুলতলায় বিশ্রাম ঃ—

প্রাতে বৃন্দাবনে কৈলা 'চীরঘাটে' স্নান ।
তেঁতুলি-তলাতে আসি' করিলা বিশ্রাম ॥ ৭৫ ॥

দ্বাপরযুগের তেঁতুলবৃক্ষ ঃ—

কৃষ্ণলীলা-কালের সেই বৃক্ষ পুরাতন ।
তার তলে পিঁড়ি-বান্ধা পরম-চিক্কণ ॥ ৭৬ ॥

তৎসমীপেই যমুনা-প্রবাহ ঃ—

নিকটে যমুনা বহে শীতল সমীর ।
বৃন্দাবন-শোভা দেখে যমুনার নীর ॥ ৭৭ ॥

তেঁতুলবৃক্ষতলে বসিয়া প্রভুর নামসঙ্কীর্ত্তন, মধ্যাহ্নে অক্রূরতীর্থে আসিয়া ভোজন ঃ—

তেঁতুল-তলে বসি' করেন নাম-সঙ্কীর্ত্তন ।
মধ্যাহ্ন করি' আসি' করে 'অক্রূরে' ভোজন ॥ ৭৮ ॥

অক্রূরতীর্থবাসীর প্রভুদর্শনে আগমন ও প্রভুর নির্জ্জন-ভজনে সংখ্যা নাম-কীর্ত্তন-ব্যাঘাত ঃ—

'অক্রূরের লোক আইসে প্রভুরে দেখিতে ।
লোক-ভিড়ে স্বচ্ছন্দে নারে 'কীর্ত্তন' করিতে ॥ ৭৯ ॥

প্রভুর মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত নির্জ্জনে সংখ্যা-নামকীর্ত্তন ঃ—

বৃন্দাবনে আসি' প্রভু বসিয়া একান্ত ।
নামসঙ্কীর্ত্তন করে মধ্যাহ্ন-পর্য্যন্ত ॥ ৮০ ॥

মধ্যাহ্নের পর লোকের প্রভুদর্শন-সুযোগ ও প্রভুর সকলকে নামকীর্ত্তনোপদেশ ঃ—

তৃতীয়-প্রহরে লোক পায় দরশন ।
সবারে উপদেশ করে 'নামসঙ্কীর্ত্তন' ॥ ৮১ ॥

তথায় প্রভুকে দেখিয়া রাজপুত-কৃষ্ণদাসের আগমন ঃ—

হেনকালে আইল বৈষ্ণব 'কৃষ্ণদাস' নাম ।
রাজপুত-জাতি, গৃহস্থ, যমুনা-পারে গ্রাম ॥ ৮২ ॥
'কেশী' স্নান করি' সেই 'কালীয়দহ' যাইতে ।
আম্‌লি-তলায় গোসাঞিরে দেখে আচম্বিতে ॥ ৮৩ ॥

প্রভুদর্শনে কৃষ্ণদাসের চমৎকার ঃ—

প্রভুর রূপ-প্রেম দেখি' হইল চমৎকার ।
প্রেমাবেশে প্রভুরে করেন নমস্কার ॥ ৮৪ ॥

প্রভুর তৎপরিচয়-জিজ্ঞাসা ও কৃষ্ণদাসের সদৈন্যে নিজ-পরিচয়-দান ঃ—

প্রভু কহে,—"কে তুমি, কাঁহা তোমার ঘর?"
কৃষ্ণদাস কহে,—"মুঞি গৃহস্থ পামর ॥ ৮৫ ॥
রাজপুত-জাতি মুঞি, ও-পারে মোর ঘর ।
মোর ইচ্ছা হয়,—হঙ বৈষ্ণব-কিঙ্কর ॥ ৮৬ ॥

প্রভুদর্শনে স্বীয় স্বপ্ন-দর্শন-সাফল্য-বর্ণন ঃ—

কিন্তু আজি এক মুঞি 'স্বপ্ন' দেখিনু ।
সেই স্বপ্ন পরতেক তোমা আসি' পাইনু ॥" ৮৭ ॥

প্রভুর তাঁহাকে কৃপা, কৃষ্ণদাসের প্রেম ঃ—

প্রভু তাঁরে কৃপা কৈলা আলিঙ্গন করি' ।
প্রেমে মত্ত হৈল সেই, নাচে, বলে 'হরি' ॥ ৮৮ ॥

প্রভুসঙ্গে আসিয়া প্রভূচ্ছিষ্টলাভ ঃ—

প্রভু-সঙ্গে মধ্যাহ্নে অক্রূর-তীর্থে আইলা ।
প্রভুর অবশিষ্ট পাত্র-প্রসাদ পাইলা ॥ ৮৯ ॥

তদবধি কৃষ্ণদাস—প্রভুর কমণ্ডলু-বাহক ও নিত্যসঙ্গী ঃ—

প্রাতে প্রভুসঙ্গে আইলা জলপাত্র লঞা ।
প্রভু-সঙ্গে রহে গৃহ-স্ত্রী-পুত্র ছাড়িয়া ॥ ৯০ ॥

বৃন্দাবনে কৃষ্ণপ্রাকট্যের জনরব ঃ—

বৃন্দাবনে পুনঃ 'কৃষ্ণ' প্রকট হইল ।
যাঁহা তাঁহা লোক সব কহিতে লাগিল ॥ ৯১ ॥

একদিন বৃন্দাবন হইতে বহুলোকের প্রভুসমীপে আগমন ঃ—

একদিন অক্রূরেতে লোক প্রাতঃকালে ।
বৃন্দাবন হৈতে আইসে করি' কোলাহলে ॥ ৯২ ॥

প্রভুকর্ত্তৃক তাহাদিগের আগমন-কারণ-জিজ্ঞাসা ঃ—

প্রভু দেখি' করিল লোক চরণ বন্দন ।
প্রভু কহে,—"কাঁহা হৈতে করিলা আগমন??" ৯৩ ॥

কৃষ্ণপ্রাকট্য-জনরব ; মূঢ়লোকের বিবর্ত্ত-ভ্রম ঃ—

লোকে কহে,—"কৃষ্ণ প্রকট কালীয়দহের জলে!
কালীয়-শিরে নৃত্য করে, ফণি-রত্ন জ্বলে ॥" ৯৪ ॥

প্রভুদর্শনই কৃষ্ণদর্শন ; তথাপি প্রভুর কৌতুক-হাস্য ঃ—

সাক্ষাৎ দেখিল লোক—নাহিক সংশয় ।
শুনি' হাসি' কহে প্রভু,—সব 'সত্য' হয় ॥ ৯৫ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৭৫। তেঁতুলি-তলাতে—এইস্থানকে এক্ষণে 'আম্‌লিতলা' বলে।

অনুভাষ্য

তদনুপাবনম্। তস্য দর্শনমাত্রেণ নৃণামঘো বিনশ্যতি।।" (ভঃ রঃ ঐ)—"দেখহ দ্বাদশাদিত্য তীর্থ এইখানে।।"

অনুভাষ্য

কেশীতীর্থ,—আদি-বারাহে—"গঙ্গা শতগুণং পুণ্যং যত্র কেশী নিপাতিতঃ।" (ভঃ রঃ ঐ)—"কেশীবধ কৈল কৃষ্ণ পরম-কৌতুকে।।"

৮৭। পরতেক—'প্রত্যক্ষ', 'সাক্ষাৎ'।

তিনদিন যাবৎ সকলের কৃষ্ণদর্শনলাভ বর্ণন ঃ—

এইমত তিন রাত্রি লোকের গমন ।
সবে আসি' কহে,—'কৃষ্ণ পাইলুঁ দরশন ॥' ৯৬ ॥

সরস্বতীকর্ত্তৃক ঐ বাক্যের সত্যতা-স্থাপন ঃ—

প্রভু-আগে কহে লোক,—'শ্রীকৃষ্ণ দেখিল ।'
'সরস্বতী' এই বাক্যে 'সত্য' কহইল ॥ ৯৭ ॥

প্রভুদর্শনেই লোকের কৃষ্ণদর্শন 'সত্য' হইলেও প্রকৃতপক্ষে তাহাদের বর্ণন ও উদ্দেশ্য—বিবর্ত্তাশ্রিত ঃ—

মহাপ্রভু দেখি' 'সত্য' কৃষ্ণ-দরশন ।
নিজ-জ্ঞানে সত্য ছাড়ি' 'অসত্যে সত্য ভ্রম' ॥ ৯৮ ॥

সরলবুদ্ধি ভট্টের বিবর্ত্ত-ভ্রম ঃ—

ভট্টাচার্য্য তবে কহে প্রভুর চরণে ।
"আজ্ঞা দেহ', যাই' করি কৃষ্ণ-দরশনে!!" ৯৯ ॥

প্রভুকর্ত্তৃক তাঁহার ভ্রম-নিরসন ঃ—

তবে তাঁরে কহে প্রভু চাপড় মারিয়া ।
"মূর্খের বাক্যে 'মূর্খ' হৈলা পণ্ডিত হঞা ॥ ১০০ ॥

স্বয়ং কৃষ্ণ হইয়াও ভট্টকে আত্মগোপন, অথচ সরলবুদ্ধি ভট্টকে বিবর্ত্ত-কবল হইতে উদ্ধার ঃ—

কৃষ্ণ কেনে দরশন দিবেন কলিকালে?
নিজ-ভ্রমে মূর্খ লোক করে কোলাহলে ॥ ১০১ ॥

মায়া-মুগ্ধ অচিতে চিদ্বুদ্ধি বা চিদারোপকারী মূর্খ বিবর্ত্তবাদীই 'বাউল' ঃ—

'বাতুল' না হইও, ঘরে রহত বসিয়া ।
'কৃষ্ণ' দরশন করিহ কালি রাত্র্যে যাঞা ॥" ১০২ ॥

প্রাতে সমাগত শিষ্ট লোককে কৃষ্ণদর্শনকথা-জিজ্ঞাসা ঃ—

প্রাতঃকালে ভব্য-লোক প্রভু-স্থানে আইলা ।
"কৃষ্ণ দেখি' আইলা?"—প্রভু তাঁহারে পুছিলা ॥১০৩॥

সেই লোকের প্রকৃত-তথ্য-বর্ণন ঃ—

লোক কহে,—"রাত্র্যে কৈবর্ত্ত্য নৌকাতে চড়িয়া ।
কালীয়দহে মৎস্য মারে, দেউটী জ্বালিয়া ॥ ১০৪ ॥

দূর হৈতে তাহা দেখি' লোকের হয় ভ্রম ।
'কালীয়ের শরীরে কৃষ্ণ করিছে নর্ত্তন ॥' ১০৫ ॥

মূঢ়লোকের বিবর্ত্ত-বুদ্ধি ঃ—

নৌকাতে কালীয়-জ্ঞান, দীপে রত্ন-জ্ঞানে!
জালিয়ারে মূঢ়-লোক 'কৃষ্ণ' করি' মানে!!" ১০৬ ॥

পক্ষান্তরে জনরবের ও লোকের কৃষ্ণদর্শন-ক্রিয়ারও সত্যতা ঃ—

বৃন্দাবনে 'কৃষ্ণ' আইলা,—সেহ 'সত্য' হয় ।
কৃষ্ণেরে দেখিল লোক,—ইহা 'মিথ্যা' নয় ॥ ১০৭ ॥

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে প্রতীতি-বৈষম্যেই বিবর্ত্ত-ভ্রমোদয় ঃ—

কিন্তু কাহোঁ 'কৃষ্ণ' দেখে, কাহোঁ 'ভ্রম' মানে ।
স্থাণু-পুরুষে যৈছে বিপরীত-জ্ঞানে ॥ ১০৮ ॥

প্রভুর কৃষ্ণদর্শন-প্রাপ্তি-সংবাদ-জিজ্ঞাসা, প্রভুদর্শনে লব্ধসুকৃতি লোকের নারায়ণ-বুদ্ধি ঃ—

প্রভু কহে,—"কাঁহা পাইলা 'কৃষ্ণ-দরশন?' '
লোক কহে,—"সন্ন্যাসী তুমি জঙ্গম-নারায়ণ ॥ ১০৯ ॥
বৃন্দাবনে হইলা তুমি কৃষ্ণ-অবতার ।
তোমা দেখি' সর্ব্বলোক হইলা নিস্তার ॥" ১১০ ॥

প্রভুর লোকশিক্ষা,—জীব 'কৃষ্ণ' নহে, সুতরাং জীবে কৃষ্ণবুদ্ধি নিষিদ্ধ ঃ—

প্রভু কহে,—" 'বিষ্ণু' 'বিষ্ণু' ইহা না কহিবা!
জীবাধমে 'কৃষ্ণ'-জ্ঞান কভু না করিবা!! ১১১ ॥

জীবে ও কৃষ্ণে ভেদ-বর্ণন ঃ—

সন্ন্যাসী—চিৎকণ জীব, কিরণ-কণ-সম ।
ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ কৃষ্ণ হয় সূর্য্যোপম ॥ ১১২ ॥
জীব, ঈশ্বর-তত্ত্ব—কভু নহে 'সম' ।
জ্বলদগ্নিরাশি যৈছে স্ফুলিঙ্গের 'কণ' ॥ ১১৩ ॥

কৃষ্ণ—'ঈশ্বর', জীব—তদীয় 'বশ্য' ঃ—
ভগবৎসন্দর্ভে ধৃত সর্ব্বজ্ঞসূক্ত-বাক্য বা ভাঃ ১।৭।৬ শ্লোকের টীকায় শ্রীধরস্বামীর উদ্ধৃত শ্রীবিষ্ণুস্বামি-বাক্য—

হ্লাদিন্যা সংবিদাশ্লিষ্টঃ সচ্চিদানন্দ ঈশ্বরঃ ।
স্বাবিদ্যা-সংবৃতো জীবঃ সংক্লেশনিকরাকরঃ ॥ ১১৪ ॥

অনুভাষ্য

১০৯। জঙ্গম-নারায়ণ,—চলচ্ছক্তিবিশিষ্ট নারায়ণ ; "দণ্ড-গ্রহণ-মাত্রেণ নরো নারায়ণো ভবেৎ"—দণ্ডিগণকে কেবলাদ্বৈত-মায়াবাদিগণ 'ওঁ নমো নারায়ণায়" বলিয়া সম্ভাষণ করেন। কিন্তু জীব,—মুক্ত ও বদ্ধ, সর্ব্বাবস্থাতেই—মায়াধীশ পরমেশ্বর নারায়ণের 'নিত্যবশ্য' বলিয়া কখনও নারায়ণ-শব্দ-বাচ্য হইতে পারেন না ; যিনি জীবকে বিষ্ণুর সহিত সমান বা এক বলেন বা জ্ঞান করেন, তিনি—মায়াবাদী অপরাধী।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১০৬-১০৮। স্থাণু—পল্লব রহিত বৃক্ষ ; কিছু দূরে পল্লবহীন বৃক্ষকে দেখিয়া 'একটী পুরুষ আসিতেছে' বলিয়া বিপরীত জ্ঞান হয়। ব্রজবাসিদিগেরও সেইরূপ জালিয়ার নৌকাতে কালীয়-জ্ঞান, তাহার উপর দীপকে রত্ন-জ্ঞান এবং মৎস্যধারী জালিয়াকে কৃষ্ণজ্ঞান-রূপ 'ভ্রম' উদিত হইয়াছিল।

১১২-১১৩। মায়াবাদী সন্ন্যাসিগণ আপনাকে 'ব্রহ্ম' বলিয়া, মুখে 'নারায়ণ' 'নারায়ণ' বলিয়া থাকেন। স্মার্ত্তপ্রথায়—গৃহস্থ

জীব ও নারায়ণে সম-জ্ঞানই পাষণ্ডতা ঃ—

যেই মূঢ় কহে,—জীব ঈশ্বর হয় 'সম'।
সেইত 'পাষণ্ডী' হয়, দণ্ডে তারে যম ॥" ১১৫ ॥

শাস্ত্র-প্রমাণ

বৈষ্ণবতন্ত্র-বাক্য, পাদ্মোত্তর-খণ্ডে (২৩।১২) ও
হরিভক্তিবিলাসে (১।৭৩)—

যস্তু নারায়ণং দেবং ব্রহ্মরুদ্রাদিদৈবতৈঃ।
সমত্বেনৈব বীক্ষেত স পাষণ্ডী ভবেদ্‌ধ্রুবম্ ॥ ১১৬ ॥

লোকের প্রভুকে 'কৃষ্ণ' বলিয়া দৃঢ়বিশ্বাস ও স্তুতি ঃ—

লোক কহে,—"তোমাতে কভু নহে 'জীব'-মতি।
কৃষ্ণের সদৃশ তোমার আকৃতি-প্রকৃতি ॥ ১১৭ ॥
'আকৃত্যে' তোমারে দেখি' 'ব্রজেন্দ্রনন্দন'।
দেহকান্তি পীতাম্বর কৈল আচ্ছাদন ॥ ১১৮ ॥

প্রিয়ভক্তের নিকট ভগবৎস্বরূপের স্বতঃপ্রকাশ ঃ—

মৃগমদ বস্ত্রে বান্ধে, তবু না লুকায়।
'ঈশ্বর-স্বভাব' তোমার ঢাকা নাহি যায় ॥ ১১৯ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

ব্রাহ্মণ প্রভৃতি সকলেই সেই সন্ন্যাসীকে দেখিলে 'নারায়ণ'-জ্ঞানে প্রণাম করিয়া থাকেন। এই ভ্রম-প্রথা নিবারণের জন্য মহাপ্রভু কহিলেন,—সন্ন্যাসী জীব বই আর কিছুই নয় ; তিনি কখনই ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ কৃষ্ণসূর্য্য-সম হইতে পারেন না। তিনি—চিৎকণ-মাত্র, অতএব জীব—কৃষ্ণসূর্য্যের কিরণ-কণ-সম ; তাঁহাকে কখনও 'নারায়ণ' বলিয়া প্রণাম করা উচিত নয়।

১১৪। ঈশ্বর—সর্ব্বদা সচ্চিদানন্দ এবং 'হ্লাদিনী' ও 'সম্বিৎ'-শক্তিদ্বারা আশ্লিষ্ট ; কিন্তু জীব সর্ব্বদাই স্বীয় (আরোপিত) অবিদ্যাদ্বারা সংবৃত, সুতরাং সংক্লেশ-সমূহের আকর।

১১৬। যিনি ব্রহ্ম-রুদ্রাদি দেবতার সহিত শ্রীনারায়ণকে 'সমান' করিয়া দেখেন, তিনি নিশ্চয়ই 'পাষণ্ডী'।

অনুভাষ্য

১১১-১১৩। আদি, ২য় পঃ ৯৬ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১১৪। ঈশ্বরঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) সচ্চিদানন্দঃ (সন্ধিনীসম্বিৎ-হ্লাদিনী-শক্তিমান্) হ্লাদিন্যা (যয়া খলু ভগবান্ স্বরূপানন্দ-বিশেষী ভবতি, যয়ৈব তং তমানন্দমন্যানপ্যনুভাবয়তি, সা হ্লাদিনী শক্তিঃ তয়া) সংবিদা (অদ্বয়জ্ঞানস্বরূপভূতয়া চিচ্ছক্ত্যা) আশ্লিষ্টঃ (আলিঙ্গিতঃ) ; জীবঃ তু স্বাবিদ্যাসংবৃতঃ (স্বস্য আত্মনঃ ভগবতঃ বদ্ধজীবমোহিন্যা অবিদ্যয়া মায়য়া শক্ত্যা সম্যক্ আবৃতঃ সন্) সংক্লেশনিকরাকরঃ (সংক্লেশাঃ তু ত্রিবিধাঃ—"ক্লেশাস্ত্ত পাপং তদ্বীজমবিদ্যা চেতি তে ত্রিধা' ইতি ন্যায়াৎ, তেষাং নিকরস্য পুঞ্জস্য আকরঃ খনিঃ।

১১৫। 'পাষণ্ডী'—আদি, ৩য় পঃ ৭৮ সংখ্যা দ্রষ্টব্য। মায়া-বশ জীব অথবা মায়িক জড়বস্তুর সহিত মায়াধীশ শুদ্ধসত্ত্ব-চেতন-বিগ্রহ শ্রীবিষ্ণুর সহিত 'এক' বা সমজ্ঞানকারীই 'পাষণ্ডী'। শ্রীভক্তিসন্দর্ভ (২৬৫ সংখ্যায়)—'নামাপরাধ-বর্ণন-প্রসঙ্গে অন্যতম অপরাধ 'শ্রুতিশাস্ত্র-নিন্দন'-বর্ণনে—"যথা পাষণ্ড-মার্গেণ দত্তাত্রেয়র্ষভদেবোপাসকানাং পাষণ্ডিনাম্" ; পুনরায় অন্যতম অপরাধ 'অহং-মম-বুদ্ধি' বা 'দেহাত্মবুদ্ধি-বর্ণনে—"দেহ-দ্রবিণাদি-নিমিত্তক-'পাষণ্ড'-শব্দেন চ দশাপরাধা এব লক্ষ্যন্তে, পাষণ্ডময়ত্বাৎ তেষাম্" ; পুনরায় (২২৩ সংখ্যায়)—'উদ্দিশ্য দেবতা এব জুহোতি চ দদাতি চ। স পাষণ্ডীতি বিজ্ঞেয়ঃ স্বতন্ত্রো বাপি কর্ম্মসু।।' ইতি পাষণ্ডিত্বঞ্চ বৈষ্ণব-মার্গাদ্ভ্রষ্টত্বমিত্যর্থঃ।"* পুনরায় (১৭৯ সংখ্যায়)—'বিষ্ণুধর্ম্ম হইতে বিষ্ণুভক্ত উপরিচয়-বসুকর্ত্তৃক পাষণ্ডি-অসুরগণের উদ্ধার-সাধন-বৃত্তান্ত উল্লেখ করিয়া দৈত্যগুরু-শুক্রাদেশে পাষণ্ডিগণ-কর্ত্তৃক উপরিচর বসুকে পাষণ্ড-মার্গোপদেশ এবং তৎসত্ত্বেও তাঁহার অচ্যুতত্ব বর্ণিত, পুনরায় (১৫৩ সংখ্যায়)—হরিনামে অর্থবাদ ও বৈষ্ণবাপরাধ-বর্ণনে—"তাদৃশাপরাধে ভক্তিস্তস্তশ্চ শ্রূয়তে। * * দেহাদিলোভার্থং যে পাষণ্ডা গুর্ব্ববজ্ঞাদি-দশাপরাধযুক্তাঃ" ইত্যাদি বহুস্থলে 'পাষণ্ড'-শব্দ ব্যবহৃত। ভাঃ ৪।২।২৮, ৩০, ৩২, ৫।৬।৯ এবং ১২।২।১৩, ৪৩ প্রভৃতি বহু শ্লোকে পাষণ্ডীর পাষণ্ডত্বের বর্ণন আছে।

১১৬। যঃ (ভাগ্যহীনো জনঃ) তু (গর্হণার্থে) দেবং নারায়ণং (ব্রহ্মরুদ্রোপাস্যং তয়োরধীশ্বরং ভগবন্তং বিষ্ণুং) ব্রহ্মরুদ্রাদি-দৈবতৈঃ (চতুর্ম্মুখ-পঞ্চমুখাদি-নারায়ণদাসভূতৈঃ দেবৈঃ জীব-রূপৈঃ সহ) সমত্বেন (নিত্যপ্রভুণা সহ দেবাখ্যনিত্যদাসৈঃ সমানতয়া) বীক্ষেত (পশ্যেৎ) সঃ ধ্রুবং (নিশ্চিতম্ এব) 'পাষণ্ডী' ভবেৎ—"অর্চ্চ্যে বিষ্ণৌ শিলাধীর্গুরুষু নরমতির্বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধির্বিষ্ণোর্বা বৈষ্ণবানাং কলিমলমথনে পাদতীর্থেঽম্বু-বুদ্ধিঃ। শ্রীবিষ্ণোর্নাম্নি মন্ত্রে সকল-কলুষহে শব্দ-সামান্যবুদ্ধি-

** দত্তাত্রেয় ও ঋষভদেবের পাষণ্ডী উপাসকগণের পাষণ্ডমার্গানুসারে বেদাদি শাস্ত্রনিন্দা (ভক্তিসন্দর্ভ ২৬৫) ; পুনরায়, 'অহং-মম-বুদ্ধি'-বর্ণনে—'নামৈকং যস্য বাচি'-শ্লোকে দেহ-দ্রবিণাদি নিমিত্তক 'পাষণ্ড'-শব্দদ্বারাও দশ নামাপরাধ লক্ষিত হইতেছে, যেহেতু ঐ সমস্তই পাষণ্ডময় হইয়া থাকে (ভক্তিসন্দর্ভ ২৬৫) ; যে ব্যক্তি অপর দেবগণের উদ্দেশ্যেই দান ও হোমাদি করিয়া থাকে, তাহাকে পাষণ্ডী অথবা কর্ম্মবিষয়ে স্বেচ্ছাচারী বলিয়া জানিবে। সুতরাং 'পাষণ্ডিত্ব' অর্থাৎ বৈষ্ণবমার্গ হইতে ভ্রষ্টত্ব (ভক্তিসন্দর্ভ ২২৩)।*

অধোক্ষজ হইয়াও জগতের আকর্ষক ঃ—

অলৌকিক 'প্রকৃতি' তোমার—বুদ্ধি-অগোচর ।
তোমা দেখি' কৃষ্ণপ্রেমে জগৎ পাগল ॥ ১২০ ॥

ভগবদ্দর্শন বা শুদ্ধনাম-শ্রবণমাত্র, বাল-বৃদ্ধ-বনিতা, এমনকি, অন্ত্যজেরও 'আচার্য্য' হইয়া জগদুদ্ধারে সামর্থ্য ঃ—

স্ত্রী-বাল-বৃদ্ধ, আর 'চণ্ডাল', 'যবন' ।
যেই তোমার একবার পায় দরশন ॥ ১২১ ॥
কৃষ্ণনাম লয়, নাচে হঞা উন্মত্ত ।
আচার্য্য হইল সেই, তারিল জগত ॥ ১২২ ॥
দর্শনের কার্য্য আছুক, যে তোমার 'নাম' শুনে ।
সেই কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত, তারে ত্রিভুবনে ॥ ১২৩ ॥
তোমার নাম শুনি' হয় শ্বপচ 'পাবন' ।
অলৌকিক শক্তি তোমার না যায় কথন ॥ ১২৪ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (৩।৩৩।৬)—

যন্নামধেয়-শ্রবণানুকীর্ত্তনাদ্-
যৎপ্রহ্বণাদ্যৎস্মরণাদপি কচিৎ ।
শ্বাদোঽপি সদ্যঃ সবনায় কল্পতে
কুতঃ পুনস্তে ভগবন্নু দর্শনাৎ ॥ ১২৫ ॥

উক্ত সমস্তই প্রভুর 'তটস্থ' লক্ষণ, স্বরূপতঃ প্রভু—সাক্ষাৎ স্বয়ংরূপ কৃষ্ণ ঃ—

এইত' মহিমা—তোমার 'তটস্থ'-লক্ষণ ।
'স্বরূপ'-লক্ষণে তুমি—ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥" ১২৬ ॥

সকলকেই প্রভুর অনুগ্রহ ; তাহাদের স্বগৃহে গমন ঃ—

সেই সব লোকে প্রভু প্রসাদ করিল ।
কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত লোক নিজ ঘরে গেল ॥ ১২৭ ॥

অক্রূরতীর্থে থাকিয়া লোকোদ্ধার ঃ—

এইমত কতদিন 'অক্রূরে' রহিলা ।
কৃষ্ণ-নাম-প্রেম দিয়া লোক নিস্তারিলা ॥ ১২৮ ॥

সানোড়িয়া-বিপ্রের মথুরায় সকল সজ্জনকেই প্রভুসেবার সুযোগ দিয়া উদ্ধার-সাধন ঃ—

মাধবপুরীর শিষ্য সেইত' ব্রাহ্মণ ।
মথুরার ঘরে-ঘরে করা'ন নিমন্ত্রণ ॥ ১২৯ ॥
মথুরার যত লোক ব্রাহ্মণ-সজ্জন ।
ভট্টাচার্য্য-স্থানে আসি' করে নিমন্ত্রণ ॥ ১৩০ ॥

একসঙ্গে বহু ব্যক্তি নিমন্ত্রণ করিলেও, ভট্টের এক একজনের মাত্র নিমন্ত্রণ-গ্রহণ ঃ—

একদিন 'দশ' 'বিশ' আইসে নিমন্ত্রণ ।
ভট্টাচার্য্য একের মাত্র করেন গ্রহণ ॥ ১৩১ ॥

সকলেরই একযোগে প্রভুকে ভিক্ষা দিতে ব্যস্ততা-হেতু লোকের প্রভুসেবার অবসরাভাব ঃ—

অবসর না পায় লোক নিমন্ত্রণ দিতে ।
সেই বিপ্রে সাধে লোক নিমন্ত্রণ নিতে ॥ ১৩২ ॥

বৈদিক সদ্ব্রাহ্মণের সদৈন্যে প্রভুকে নিমন্ত্রণ ঃ—

কান্যকুব্জ-দাক্ষিণাত্যের বৈদিক ব্রাহ্মণ ।
দৈন্য করি', করে, মহাপ্রভুর নিমন্ত্রণ ॥ ১৩৩ ॥

অক্রূরে আসিয়া আপনারাই রন্ধন করিয়া প্রভুকে ভিক্ষা-দান ঃ—

প্রাতঃকালে অক্রূরে আসি' রন্ধন করিয়া ।
প্রভুরে ভিক্ষা দেন শালগ্রামে সমর্পিয়া ॥ ১৩৪ ॥

প্রভুর অক্রূরঘাটে বসিয়া ঐশ্বর্য্য-পূজক অক্রূরের ও মাধুর্য্য-সেবক ব্রজবাসীর স্ব-স্ব-অধিকারে ধাম-দর্শন-বিচার ঃ—

একদিন সেই অক্রূর-ঘাটের উপরে ।
বসি' মহাপ্রভু কিছু করেন বিচারে ॥ ১৩৫ ॥
'এই ঘাটে অক্রূর বৈকুণ্ঠ দেখিল ।
ব্রজবাসী লোক 'গোলোক' দর্শন কৈল ॥' ১৩৬ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১২৬। অন্যবস্তুর সহিত তুলনা না করিয়া যে 'স্বতঃ'সিদ্ধ-লক্ষণে' বস্তু পরিচিত হয়, তাহাই তাহার 'স্বরূপ'-লক্ষণ। অন্য-বস্তুর সহিত তুলনা করিয়া, যে-লক্ষণে বস্তুর নিজ-পরিচয় সাধিত হয়, সেই লক্ষণকে 'তটস্থ' বলে। পূর্ব্বোক্ত মহিমসমূহ তটস্থ লক্ষণরূপেই তোমাকে 'ব্রজেন্দ্রনন্দন' বলিয়া স্থির করিয়াছে ; আবার, তোমাকে দেখিবামাত্র 'ব্রজেন্দ্রনন্দন' বলিয়া যে বোধোদয় হয়, ইহাই তোমার 'স্বরূপ'-লক্ষণ ; স্বরূপলক্ষণ-দ্বারাই তোমাকে 'কৃষ্ণ' বলিয়া স্থির করা হয়।

১৩৫। অক্রূরঘাট—বৃন্দাবন ও মথুরার মধ্যে অর্দ্ধপথে এই

অনুভাষ্য

র্বিষ্ণৌ সর্ব্বেশ্বরেশে তদিতরসমধীর্যস্য বা নারকী সঃ।।" ইতি পদ্মপুরাণবচনাৎ।

১১৯। আদি, ৩য় পঃ ৮৫-৮৯ সংখ্যা দ্রষ্টব্য। যেরূপ মৃগনাভি অঞ্চলে বাঁধা থাকিলেও বস্ত্র ভেদ করিয়া তাহার গন্ধ দিক্‌সমূহ প্রপূরিত করে, তদ্রূপ তুমি ভক্তজীবাবরণদ্বারা আত্ম-গোপন করিলেও তোমার ভগবৎস্বভাব লুক্কায়িত হয় না।

১২৫। মধ্য, ১৬শ পঃ ১৮৬ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১২৯। সেইত' ব্রাহ্মণ—সনোড়িয়া (মধ্য, ১৭শ পঃ ১৭৯ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

প্রভুর জলে ঝম্পপ্রদান ও নিমজ্জন ঃ—

এত বলি' ঝাঁপ দিলা জলের উপরে ।
ডুবিয়া রহিলা প্রভু জলের ভিতরে ॥ ১৩৭ ॥

কৃষ্ণদাসের ক্রন্দন-চিৎকারে ভট্টের তৎক্ষণাৎ আসিয়া প্রভুকে উত্তোলন ঃ—

দেখি' কৃষ্ণদাস কান্দি' ফুকার করিল ।
ভট্টাচার্য্য শীঘ্র আসি' প্রভুরে উঠাইল ॥ ১৩৮ ॥

ভট্ট ও বিপ্রের পরামর্শ ঃ—

তবে ভট্টাচার্য্য সেই ব্রাহ্মণে লঞা ।
যুক্তি করিলা কিছু নিভৃতে বসিয়া ॥ ১৩৯ ॥
"আজি আমি আছিলাঙ, উঠাইলুঁ প্রভুরে ।
বৃন্দাবনে ডুবেন যদি, কে উঠাবে তাঁরে ?? ১৪০ ॥

জনসঙ্ঘ, ভিক্ষা-দৌরাত্ম্য ও প্রভুর সর্ব্বদা প্রেমাবেশে ভীত ভট্টের বৃন্দাবন হইতে প্রভুকে স্থানান্তরিত করিতে ইচ্ছা ঃ—

লোকের সংঘট্ট, আর নিমন্ত্রণের জঞ্জাল ।
নিরন্তর আবেশ প্রভুর,—না দেখিয়ে ভাল ॥ ১৪১ ॥
বৃন্দাবন হৈতে যদি প্রভুরে কাড়িয়ে ।
তবে মঙ্গল হয়,—এই ভাল যুক্তি হয়ে ॥" ১৪২ ॥

বিপ্রের মাঘস্নান-উপলক্ষে গঙ্গাতটপথে প্রয়াগে লইয়া যাইবার যুক্তি ঃ—

বিপ্র কহে,—"প্রয়াগে প্রভু লঞা যাই ।
গঙ্গাতীর-পথে যাই, তবে সুখ পাই ॥ ১৪৩ ॥
'সোরোক্ষেত্রে' আগে যাঞা করি' গঙ্গাস্নান ।
সেই পথে প্রভু লঞা করিয়ে পয়ান ॥ ১৪৪ ॥
মাঘ-মাস লাগিল, এবে যদি যাইয়ে ।
মকরে প্রয়াগ-স্নান কত দিন পাইয়ে ॥ ১৪৫ ॥

নিজদুঃখ-নিবেদন ও সাময়িক পরামর্শ-দান ঃ—

আপনার দুঃখ কিছু করি' নিবেদন ।
'মকরে' পৌঁছিতে প্রয়াগে করিহ সূচন ॥ ১৪৬ ॥

প্রভুসমীপে ভট্টের ভিক্ষানুরোধ-দৌরাত্ম্য-বর্ণনপূর্ব্বক মাঘস্নানার্থ প্রয়াগে যাইতে অনুরোধ ঃ—

গঙ্গাতীর-পথে সুখ জানাইহ তাঁরে ।"
ভট্টাচার্য্য আসি' তবে কহিল প্রভুরে ॥ ১৪৭ ॥
"সহিতে না পারি আমি লোকের গড়বড়ি ।
নিমন্ত্রণ লাগি' লোক করে হুড়াহুড়ি ॥ ১৪৮ ॥
প্রাতঃকালে আইসে লোক, তোমারে না পায় ।
তোমারে না পাঞা লোক মোর মাথা খায় ॥ ১৪৯ ॥
তবে সুখ হয় যবে গঙ্গাপথে যাইয়ে ।
এবে যদি যাই, 'মকরে' গঙ্গাস্নান পাইয়ে ॥ ১৫০ ॥
উদ্বিগ্ন হইল প্রাণ, সহিতে না পারি ।
প্রভুর যে আজ্ঞা হয়, সেই শিরে ধরি ॥" ১৫১ ॥

বৃন্দাবন-ত্যাগে ইচ্ছা না থাকিলেও ভট্টের ইচ্ছাপূরণ ও ভট্টকে স্তুতি ঃ—

যদ্যপি বৃন্দাবন-ত্যাগে নাহি প্রভুর মন ।
ভক্ত-ইচ্ছা পূরিতে কহে মধুর বচন ॥ ১৫২ ॥
"তুমি আমায় আনি' দেখাইলা বৃন্দাবন ।
এই 'ঋণ' আমি নারিব করিতে শোধন ॥ ১৫৩ ॥
যে তোমার ইচ্ছা, আমি সেইত করিব ।
যাঁহা লঞা যাহ তুমি, তাঁহাই যাইব ॥" ১৫৪ ॥

প্রাতে স্নানান্তে ভাবি-বিচ্ছেদ-স্মরণে প্রেমাবেশ ঃ—

প্রাতঃকালে মহাপ্রভু প্রাতঃস্নান কৈল ।
'বৃন্দাবন ছাড়িব' জানি' প্রেমাবেশ হৈল ॥ ১৫৫ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

ঘাট। এখানে রথ লাগাইয়া অক্রূর রামকৃষ্ণকে লইয়া যমুনা-স্নান করিয়াছিলেন। স্নান-সময়ে অক্রূর জলমধ্যে 'বৈকুণ্ঠ' দর্শন করিয়াছিলেন এবং ব্রজবাসিলোক সেই ঘাটের জলের মধ্যে গোলোক দর্শন করিয়াছিলেন।

১৪৪। সোরোক্ষেত্রে—মথুরা হইতে সর্ব্ব-নিকটবর্ত্তী গঙ্গা-তীরেই 'সোরোক্ষেত্র'।

অনুভাষ্য

১৩৩। 'কান্যকুব্জ', 'সারস্বত', 'গৌড়', 'মৈথিল' ও 'উৎকল'—পঞ্চ-গৌড়-ব্রাহ্মণ এবং 'আন্ধ্র', 'কর্ণাট', 'গুর্জ্জর', 'দ্রাবিড়' ও 'মহারাষ্ট্র'—পঞ্চ-দাক্ষিণাত্য-ব্রাহ্মণ, এই দশপ্রকার বৈদিক

অনুভাষ্য

শুদ্ধব্রাহ্মণগণ—যাঁহারা বৈদিক-আচারবিশিষ্ট ছিলেন অর্থাৎ তান্ত্রিক-কদাচারদ্বারা স্বীয় বৈদিকানুষ্ঠান ত্যাগ করেন নাই, তাঁহারা সকলেই দৈন্যসহকারে মহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন।

১৪২। কাড়িয়ে—লইয়া যাই।

১৪৫। কর্ম্মনিষ্ঠগণের মাঘমাসে প্রয়াগ-স্নান—বিশেষ ফলপ্রদ ; "মাঘে মাসি গমিষ্যন্তি গঙ্গাযামুনসঙ্গমম্। গবাং শত-সহস্রস্য সম্যক্ দত্তস্য যৎফলম্। প্রয়াগে মাঘমাসে বৈ ত্র্যহং স্নাতস্য তৎফলম্।।" এবং "সর্ব্বাধিকারিতাং মাঘস্নানস্য ব্রবতো যতঃ" প্রভৃতি ব্যবস্থা দৃষ্ট হয়।

১৪৮। গড়বড়ি—লোক যাতায়াতে গণ্ডগোল।

প্রভুকে গোকুলে লইতে নৌকায় উঠাইয়া পরপারে গমন ঃ—

বাহ্য বিকার নাহি, প্রেমাবিষ্ট মন।
ভট্টাচার্য্য কহে,—চল, যাই মহাবন ॥ ১৫৬ ॥

এত বলি' মহাপ্রভুরে নৌকায় বসাঞা।
পার করি' ভট্টাচার্য্য চলিলা লঞা ॥ ১৫৭ ॥

রাজপুত কৃষ্ণদাস ও মাথুর সানোড়িয়া উভয়ই পথজ্ঞ ঃ—

প্রেমী কৃষ্ণদাস, আর সেইত ব্রাহ্মণ।
গঙ্গাতীর-পথে যাইবার বিজ্ঞ দুইজন ॥ ১৫৮ ॥

পথে এক বৃক্ষতলে সকলের বিশ্রামার্থ উপবেশন ঃ—

যাইতে এক বৃক্ষতলে প্রভু সবা লঞা।
বসিলা, সবার পথ-শ্রান্তি দেখিয়া ॥ ১৫৯ ॥

গাভীবিচরণ-দর্শনে ব্রজলীলা-স্মৃতি ঃ—

সেই বৃক্ষ নিকটে চরে বহু গাভীগণ।
তাহা দেখি' মহাপ্রভুর উল্লসিত মন ॥ ১৬০ ॥

হঠাৎ একটী বংশীধ্বনি-শ্রবণে প্রভুর প্রেম-মূর্চ্ছা ঃ—

আচম্বিতে এক গোপ বংশী বাজাইল।
শুনি' মহাপ্রভুর মহা-প্রেমাবেশ হৈল ॥ ১৬১ ॥

অচেতন হঞা প্রভু ভূমিতে পড়িলা।
মুখে ফেনা পড়ে, নাসায় শ্বাস রুদ্ধ হৈলা ॥ ১৬২ ॥

এমন সময় তথায় দশজন অশ্বারোহী পাঠানের আগমন ঃ—

হেনকালে তাঁহা আশোয়ার দশ আইলা।
ম্লেচ্ছ-পাঠান ঘোড়া হৈতে উত্তরিলা ॥ ১৬৩ ॥

প্রভুর সঙ্গী চারিজনকেই 'প্রভুর হত্যাকারী দস্যু'-জ্ঞানে দলপতির নিধনোদ্যোগ ঃ—

প্রভুরে দেখিঞা ম্লেচ্ছ করয়ে বিচার।
'এই যতি-পাশ ছিল সুবর্ণ অপার ॥ ১৬৪ ॥

এই চারি বাটোয়ার ধুতুরা খাওয়াঞা।
মারি' ডারিয়াছে, যতির সব ধন লঞা ॥' ১৬৫ ॥

তবে সেই পাঠান চারি জনেরে বাঁধিল।
কাটিতে চাহে, গৌড়ীয়া সব কাঁপিতে লাগিল ॥১৬৬॥

কৃষ্ণদাস ও মাথুর-ব্রাহ্মণের নির্ভয়ে পাঠানকে পরিচয়াদি-প্রদান ঃ—

কৃষ্ণদাস—রাজপুত, নির্ভয় সে বড়।
সেই বিপ্র—নির্ভয়, সে—মুখে বড় দড় ॥ ১৬৭ ॥

বিপ্র কহে,—"পাঠান, তোমার পাৎসার দোহাই।
চল তুমি, আমি সিক্‌দার-পাশ যাই ॥ ১৬৮ ॥

এই যতি—আমার গুরু, আমি—মাথুর ব্রাহ্মণ।
পাৎসার আগে আমার আছে 'শত জন' ॥ ১৬৯ ॥

এই যতি ব্যাধিতে কভু হয়েন মূর্চ্ছিত।
অবঁহি চেতন পাইবে, হইবে সম্বিত ॥ ১৭০ ॥

ক্ষণেক ইঁহা বৈস, বান্ধি' রাখহ সবারে।
ইঁহাকে পুছিয়া, তবে মারিহ আমারে ॥" ১৭১ ॥

পাঠানের ক্রোধভরে সকলকেই 'দস্যু' বলিয়া উক্তি ঃ—

পাঠান কহে,—"তুমি পশ্চিমা মাথুর দুইজন।
'গৌড়ীয়া' ঠক্ এই কাঁপে দুইজন ॥" ১৭২ ॥

প্রত্যুত্তরে কৃষ্ণদাসের পাঠানকে ভয় প্রদর্শন ও কটুবাক্য ঃ—

কৃষ্ণদাস কহে,—"আমার ঘর এই গ্রামে।
দুইশত তুর্কী আছে, শতেক কামানে ॥ ১৭৩ ॥

এখনি আসিবে সব, আমি যদি ফুকারি।
ঘোড়া-পিড়া লুটি' লবে তোমা-সবা মারি' ॥ ১৭৪ ॥

গৌড়ীয়া—'বাটপাড়' নহে, তুমি—বাটপাড়'।
তীর্থবাসী লুঠ', আর চাহ' মারিবার ॥" ১৭৫ ॥

পাঠানের ভয় ঃ—

শুনিয়া পাঠান মনে সঙ্কোচ হইল।
হেনকালে মহাপ্রভু 'চৈতন্য' পাইল ॥ ১৭৬ ॥

প্রভুর বাহ্যদশা ও নৃত্যকীর্ত্তন ঃ—

হুঙ্কার করিয়া উঠে, বলে 'হরি' 'হরি'।
প্রেমাবেশে নৃত্য করে ঊর্দ্ধবাহু করি' ॥ ১৭৭ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৬৫। বাটওয়ার—পথে যাহারা ডাকাতি করিয়া লয় ; মারি' ডারিয়াছে—মারিয়া ফেলিয়াছে।

১৭০। অবঁহি—এখনি।

১৭৪। ঘোড়া-পিড়া—ঘোড়া ও তৎপৃষ্ঠস্থিত আসনাদি দ্রব্য।

অনুভাষ্য

১৫৬। মহাবন—গোকুল।

১৬৩। আসোয়ার—অশ্বারোহী সৈন্য।

১৬৫। বাটোয়ার—নিরাশ্রয় পথিকের লুণ্ঠনকারী দস্যু।

১৬৬। চারিজনেরে—১। কৃষ্ণদাস রাজপুত, ২। মাধবেন্দ্র-পুরীর শিষ্য 'সানোড়িয়া'-ব্রাহ্মণ, ৩। বলভদ্র ভট্টাচার্য্য, ৪। বলভদ্রের সঙ্গী ব্রাহ্মণ।

১৬৭। মুখে বড় দড়—অতি নিপুণ বক্তা, আলাপ-পরিচয় বা কথাবার্ত্তায় পটু।

১৬৮। সি(শি)কদার,—শান্তিরক্ষক কর্ম্মচারিবিশেষ, অথবা পদস্থ সৈন্যাধ্যক্ষ, অথবা সিক্কা (বাদ্‌শাহী মুদ্রা)-দার (ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী)।

১৭০। সম্বিত—জ্ঞান।

পাপী ম্লেচ্ছের হরিনাম-শ্রবণে কষ্ট ঃ—

প্রেমাবেশে প্রভু যবে করেন চিৎকার ।
ম্লেচ্ছের হৃদয়ে যেন লাগে শেলধার ॥ ১৭৮ ॥

ম্লেচ্ছের তৎক্ষণাৎ চারিজনের বন্ধন-মোচন ; প্রভুর ভক্তদ্রোহ-দর্শনে অবকাশাভাব ঃ—

ভয় পাঞা ম্লেচ্ছ ছাড়ি' দিল চারিজন ।
প্রভু না দেখিল নিজ-গণের বন্ধন ॥ ১৭৯ ॥

ম্লেচ্ছদর্শনে প্রভুর ভাব-সম্বরণ ঃ—

ভট্টাচার্য্য আসি' প্রভুরে ধরি' বসাইল ।
ম্লেচ্ছগণ দেখি' মহাপ্রভুর 'বাহ্য' হৈল ॥ ১৮০ ॥

ম্লেচ্ছগণের প্রভু-বন্দনা ও চারিজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ ঃ—

ম্লেচ্ছগণ আসি' প্রভুর বন্দিল চরণ ।
প্রভু-আগে কহে,—"এই ঠক্ চারিজন ॥ ১৮১ ॥
এই চারি মিলি' তোমায় ধুতুরা খাওয়াঞা ।
তোমার ধন লৈল, তোমায় পাগল করিয়া ॥" ১৮২ ॥

চারিজনকেই 'নিজজন' বলিয়া প্রভুর পরিচয়-দান ঃ—

প্রভু কহেন,—"ঠক্ নহে, মোর 'সঙ্গী' জন ।
ভিক্ষুক সন্ন্যাসী, মোর নাহি কিছু ধন ॥ ১৮৩ ॥
মৃগী ব্যাধিতে আমি কভু হই অচেতন ।
এই চারি দয়া করি' করেন পালন ॥" ১৮৪ ॥

পাঠানগণের মধ্যে একজন 'মৌলানা' ঃ—

সেই ম্লেচ্ছ-মধ্যে এক পরম গম্ভীর ।
কালবস্ত্র পরে সেই,—লোকে কহে 'পীর' ॥ ১৮৫ ॥

প্রভুদর্শনে তাহার নম্রভাব ও নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মস্থাপন-চেষ্টা ঃ—

চিত্ত আর্দ্র হৈল তাঁর প্রভুরে দেখিয়া ।
'নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্ম' স্থাপে স্বশাস্ত্র উঠাঞা ॥ ১৮৬ ॥

মোছলেম-শাস্ত্রযুক্তি-দ্বারাই প্রভুর তন্মত খণ্ডন ঃ—

'অদ্বৈত-ব্রহ্মবাদ' সেই করিল স্থাপন ।
তাঁর শাস্ত্রযুক্ত্যে তাঁরে প্রভু কৈলা খণ্ডন ॥ ১৮৭ ॥
যেই যেই কহিল, প্রভু সকলি খণ্ডিল ।
উত্তর না আইসে মুখে, মহাস্তব্ধ হৈল ॥ ১৮৮ ॥

মোছলেম-শাস্ত্রে প্রথমে নির্ব্বিশেষত্ব-স্থাপনানন্তর শেষে সবিশেষ-ব্রহ্মেরই সংস্থাপন ঃ—

প্রভু কহে,—"তোমার শাস্ত্র স্থাপে 'নির্ব্বিশেষে' ।
তাহা খণ্ডি' 'সবিশেষ' স্থাপিয়াছে শেষে ॥ ১৮৯ ॥

কোরাণে সর্ব্বশেষে সবিশেষ-ব্রহ্ম কৃষ্ণের পরিচয় ঃ—

তোমার শাস্ত্রে কহে শেষে 'একই ঈশ্বর' ।
'সর্ব্বৈশ্বর্য্যপূর্ণ তেঁহো—শ্যাম-কলেবর ॥ ১৯০ ॥
সচ্চিদানন্দ-দেহ, পূর্ণব্রহ্ম-স্বরূপ ।
'সর্ব্বাত্মা', 'সর্ব্বজ্ঞ', নিত্য সর্ব্বাদি-স্বরূপ ॥ ১৯১ ॥
সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় তাঁহা হৈতে হয় ।
স্থূল-সূক্ষ্ম-জগতের তেঁহো সমাশ্রয় ॥ ১৯২ ॥

সেই ভগবানের প্রীতি বা ভক্তিই সংসার-বন্ধন মোচনী ও পরম-পুরুষার্থ ঃ—

'সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, সর্ব্বারাধ্য, কারণের কারণ ।
তাঁর ভক্ত্যে হয় জীবের সংসার-তারণ ॥ ১৯৩ ॥
তাঁর সেবা বিনা জীবের না যায় 'সংসার' ।
তাঁহার চরণে প্রীতি—'পুরুষার্থ-সার' ॥ ১৯৪ ॥

ভগবৎপ্রেমার মহিমা ঃ—

মোক্ষাদি আনন্দ যার নহে এক 'কণ' ।
পূর্ণানন্দ-প্রাপ্তি তাঁর চরণ-সেবন ॥ ১৯৫ ॥

কোরাণে পূর্ব্বে 'কর্ম্ম', 'জ্ঞান', 'যোগ' বলিয়া শেষে ভগবদ্ভক্তিই সংস্থাপিত ঃ—

'কর্ম্ম', 'জ্ঞান', 'যোগ' আগে করিয়া স্থাপন ।
সব খণ্ডি' স্থাপে 'ঈশ্বর', 'তাঁহার সেবন' ॥ ১৯৬ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৮৬-১৮৭। স্বশাস্ত্র—কোরাণ ; মুসলমানদিগের 'সুফি' বলিয়া এক সম্প্রদায় আছে, তাঁহাদের মতই 'নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম' বা 'অদ্বৈত-ব্রহ্মবাদ', ইঁহাদিগের মহাবাক্য—"অনলহক্"। এই সুফি-মত শাঙ্করমত হইতে যে উৎপন্ন হইয়াছে, ইহাতে সন্দেহ নাই।

১৯০। তোমার মহম্মদীয় শাস্ত্রে মহম্মদের সপ্তম স্বর্গে ঈশ্বর-দর্শন-বর্ণনে ঈশ্বরের পূর্ণবিগ্রহ স্বীকৃত হইয়াছে।

১৯৪। সেই ঈশ্বরের "এবাদৎ" অর্থাৎ পাঁচসময় নমাজাদি সেবা না করিলে জীবের পুরুষার্থ লাভ হয় না। তোমার শাস্ত্রে প্রীতিকেই পুরুষার্থ বলিয়াছেন ; তাহাতে কর্ম্ম-যোগ-জ্ঞানাদি স্থাপনপূর্ব্বক সর্ব্বশেষে উহা খণ্ডন করত ঈশ্বরের 'এবাদৎ' অর্থাৎ সেবারই শ্রেষ্ঠতা স্থাপিত হইয়াছে।

অনুভাষ্য

১৭৪। ফুকারি—বংশীধ্বনি করি।

১৭৮। লাগে শেলধার—শল্যের ধারের ন্যায় বিদ্ধ হইল।

১৮৬। নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্ম—অজ্ঞেয়, পরিচয়রহিত 'ঈশ্বর'। 'খোদা' ও 'বান্দাহ্'—এই নিত্যভাবদ্বয়-রহিত চিদ্বিলাসহীন পারলৌকিক অবস্থান।

সাধারণতঃ মোছলেম-পণ্ডিতগণের কোরাণের প্রকৃত তাৎপর্য্য-জ্ঞানাভাব ; পূর্ব্বের কর্ম্ম ও জ্ঞান-বিধি অপেক্ষা পরবর্ত্তী ভক্তিবিধিই বলবান্ ঃ—

তোমার পণ্ডিত-সবার নাহি শাস্ত্র-জ্ঞান ।
পূর্ব্বাপর-বিধি-মধ্যে 'পর'—বলবান্ ॥ ১৯৭ ॥

মৌলানাকে উহার যাথার্থ্য-নির্ণয়ে অনুরোধ ঃ—

নিজ-শাস্ত্র দেখি' তুমি বিচার করিয়া ।
কি লিখিয়াছে শেষে কহ নির্ণয় করিয়া ॥" ১৯৮ ॥

মৌলানার প্রভুবাক্যকে 'সত্য'-জ্ঞানে অনুমোদন ; মোছলেম পণ্ডিতগণের হৃদ্দৌর্ব্বল্য-স্বীকার ঃ—

ম্লেচ্ছ কহে,—"যেই কহ, সেই 'সত্য' হয় ।
শাস্ত্রে লিখিয়াছে, কেহ লইতে না পারয় ॥ ১৯৯ ॥

তাঁহাদের নির্ব্বিশেষত্বেই দৃঢ় আস্থা, চিন্ময় সবিশেষত্বের সেবায় অনাস্থা ঃ—

'নির্ব্বিশেষ-গোসাঞি' লঞা করেন ব্যাখ্যান ।
'সাকার-গোসাঞি'—সেব্য, কারো নাহি জ্ঞান ॥২০০॥

প্রভুকে 'পরমেশ্বর'-জ্ঞান ও কৃপা-যাচ্ঞা ঃ—

সেইত 'গোসাঞি' তুমি—সাক্ষাৎ 'ঈশ্বর' ।
মোরে কৃপা কর, মুঞি—অযোগ্য পামর ॥ ২০১ ॥

মৌলানার স্বয়ং সাধন ও সাধ্যবস্তু-মীমাংসা-চেষ্টায় অসামর্থ্য-জ্ঞাপন ঃ—

অনেক দেখিনু মুঞি ম্লেচ্ছ-শাস্ত্র হৈতে ।
'সাধ্য-সাধন-বস্তু' নারি নির্দ্ধারিতে ॥ ২০২ ॥

প্রভু-দর্শনে মৌলানার জিহ্বায় স্বতঃই কৃষ্ণনাম-স্ফূর্ত্তি ও জড়াভিমান দূরীভূত ঃ—

তোমা দেখি' জিহ্বা মোর বলে 'কৃষ্ণনাম' ।
'আমি—বড় জ্ঞানী'—এই গেল অভিমান ॥ ২০৩ ॥

প্রভুকে প্রণামপূর্ব্বক সাধ্য-সাধন-জিজ্ঞাসা ঃ—

কৃপা করি' বল মোরে 'সাধ্য-সাধনে' ।"
এত বলি' পড়ে মহাপ্রভুর চরণে ॥ ২০৪ ॥

প্রভুর তাহাকে আশ্বাসন, কৃষ্ণনামাভাসেই তাহার পাপপুঞ্জ-বিনাশ ঃ—

প্রভু কহে,—"উঠ, কৃষ্ণনাম তুমি লইলা ।
কোটি জন্মের পাপ গেল, 'পবিত্র' হইলা ॥ ২০৫ ॥

প্রভুর আদেশে সকলের কৃষ্ণনাম-গ্রহণ ঃ—

'কৃষ্ণ' কহ, 'কৃষ্ণ' কহ,—কৈলা উপদেশ ।
সবে 'কৃষ্ণ' কহে, সবার হৈল প্রেমাবেশ ॥ ২০৬ ॥

প্রভুকর্ত্তৃক তাঁহার 'রামদাস'-নাম-সংস্কার দান ঃ—

'রামদাস' বলি' প্রভু তাঁর কৈল নাম ।
আর এক পাঠান, তাঁর নাম—'বিজলী-খাঁন' ॥ ২০৭ ॥

পাঠান-দলপতি বিজলী খাঁর পরিচয় ঃ—

অল্প বয়স তাঁর, রাজার কুমার ।
'রামদাস' আদি পাঠান—চাকর তাঁহার ॥ ২০৮ ॥

তাঁহারও প্রভুপদে শরণ-গ্রহণ, প্রভুর তন্মস্তকে পদার্পণ ঃ—

'কৃষ্ণ' বলি' পড়ে সেই মহাপ্রভুর পায় ।
প্রভু শ্রীচরণ দিল তাঁহার মাথায় ॥ ২০৯ ॥

প্রভুর যাত্রা, সেই সকল পাঠানের বৈরাগ্যধর্ম্ম গ্রহণ ঃ—

তাঁ-সবারে কৃপা করি' প্রভু ত' চলিলা ।
সেইত পাঠান সব 'বৈরাগী' হইলা ॥ ২১০ ॥

তাঁহাদের 'পাঠান-বৈষ্ণব'-খ্যাতি ও সর্ব্বত্র প্রভুগুণ-গান ঃ—

'পাঠান-বৈষ্ণব বলি' হৈল তাঁর খ্যাতি ।
সর্ব্বত্র গাহিয়া বুলে মহাপ্রভুর কীর্ত্তি ॥ ২১১ ॥

মহাভাগবত বিজলী-খাঁর সর্ব্বত্র মহত্ত্ব-বিস্তার ঃ—

সেই বিজলী-খাঁন হৈল 'মহা-ভাগবত' ।
সর্ব্বতীর্থে হৈল তাঁর পরম-মহত্ত্ব ॥ ২১২ ॥

যুক্তপ্রদেশে আসিয়া প্রভুর ম্লেচ্ছোদ্ধার ঃ—

ঐছে লীলা করে প্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ।
'পশ্চিমে' আসিয়া কৈল যবনাদি ধন্য ॥ ২১৩ ॥

সোরোক্ষেত্রে গঙ্গাস্নান ও গঙ্গাতীর-পথে প্রয়াগে গমন ঃ—

সোরো ক্ষেত্রে আসি' প্রভু কৈলা গঙ্গাস্নান ।
গঙ্গাতীর-পথে কৈলা প্রয়াগে পয়ান ॥ ২১৪ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৯৯-২০০। পীরের ন্যায় কালবস্ত্রধারী ম্লেচ্ছাচার্য্য কহিল,—আমাদের শাস্ত্রের গূঢ়কথা সাধারণ পণ্ডিতগণ বুঝিতে পারেন না ; এইজন্যই আমাদের আল্লার 'নিরাকার ভাব' লইয়াই লোকে ব্যাখ্যান করেন। তাঁহার সচ্চিদানন্দ-আকারই যে চরমে সেব্য, তাহা অনেকেই জানে না।

ইতি অমৃতপ্রবাহ-ভাষ্যে অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

অনুভাষ্য

২০০। গোসাঞি—আরাধ্য বস্তু ভগবান্ ; সাকার,—মানবের ভোগ্য জড়জ্ঞান অতিক্রম করিয়া ত্রিগুণাতীত অপ্রাকৃত সবিশেষ বিগ্রহ বা চিন্ময় আকারযুক্ত।

সানোড়িয়া-বিপ্র ও কৃষ্ণদাসকে বিদায় দিতে ইচ্ছা ঃ—

সেই বিপ্রে, কৃষ্ণদাসে, প্রভু বিদায় দিলা ।
যোড়-হাতে দুইজন কহিতে লাগিলা ॥ ২১৫ ॥

তাঁহাদের প্রয়াগ পর্য্যন্ত অনুগমনে প্রার্থনা ঃ—

"প্রয়াগ পর্য্যন্ত দুঁহে তোমা-সঙ্গে যাব ।
তোমার চরণ-সঙ্গ পুনঃ কাঁহা পাব? ২১৬ ॥

ম্লেচ্ছদেশ, কেহ কাঁহা করয়ে উৎপাত ।
ভট্টাচার্য্য—পণ্ডিত, কহিতে না জানেন বাত্ ॥" ২১৭ ॥

প্রভুর ঈষদ্ধাস্য ও তাঁহাদের প্রভুর অনুগমন ঃ—

শুনি' মহাপ্রভু ঈষৎ হাসিতে লাগিলা ।
সেই দুইজন প্রভুর সঙ্গে চলি' আইলা ॥ ২১৮ ॥

পথে প্রভুর দর্শনকারী প্রত্যেকেরই কৃষ্ণনাম-গ্রহণ ঃ—

যেই যেই জন প্রভুর পাইল দরশন ।
সেই প্রেমে মত্ত হয়, করে কৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তন ॥ ২১৯ ॥

তাঁহা হইতে অপর ব্যক্তির শ্রবণ-সুযোগ, এইরূপে শ্রবণ-কীর্ত্তনধারা-পারম্পর্য্যে সকলদেশের উদ্ধার ঃ—

তাঁর সঙ্গে অন্যোন্যে, তাঁর সঙ্গে আন ।
এইমত 'বৈষ্ণব' কৈলা সব দেশ-গ্রাম ॥ ২২০ ॥

দাক্ষিণাত্যের ন্যায় পশ্চিমদেশেরও উদ্ধার-সাধন ঃ—

দক্ষিণ যাইতে যৈছে শক্তি প্রকাশিলা ।
সেইমত 'পশ্চিমদেশ' প্রেমে ভাসাইলা ॥ ২২১ ॥

প্রভুর প্রয়াগে আগমন, দশদিন ত্রিবেণী-দর্শন ও স্নান ঃ—

এইমত চলি' প্রভু 'প্রয়াগ' আইলা ।
দশদিন ত্রিবেণীতে মকর-স্নান কৈলা ॥ ২২২ ॥

অগাধ প্রভুচরিত্র ; বৃন্দাবন প্রেম-বর্ণনে সাক্ষাৎ শেষেরও অসামর্থ্য ঃ—

বৃন্দাবন-গমন, প্রভু-চরিত্র অনন্ত ।
'সহস্র-বদন' যাঁর নাহি পা'ন অন্ত ॥ ২২৩ ॥

গ্রন্থকারের দৈন্য ও দিগ্‌দর্শনমাত্র বর্ণন ঃ—

তাহা কে কহিতে পারে ক্ষুদ্র জীব হঞা ।
দিগ্‌দরশন কৈলুঁ মুঞি সূত্র করিয়া ॥ ২২৪ ॥

দুর্ভাগ্য-ব্যক্তিরই চৈতন্যলীলায় অবিশ্বাস ঃ—

অলৌকিক-লীলা প্রভুর অলৌকিক-রীতি ।
শুনিলেও ভাগ্যহীনের না হয় প্রতীতি ॥ ২২৫ ॥

সকল শ্রোতাকেই চৈতন্যলীলায় দৃঢ়শ্রদ্ধা ও বাস্তবসত্য-বস্তুজ্ঞানে বিশ্বাস করিতে অনুরোধ ঃ—

আদ্যোপান্ত চৈতন্যলীলা—'অলৌকিক' জান' ।
শ্রদ্ধা করি' শুন ইহা, 'সত্য' করি' মান' ॥ ২২৬ ॥

অবিশ্বাসী ও তার্কিকের স্বীয় অমঙ্গল আনয়ন ঃ—

যেই তর্ক করে ইঁহা, সেই—'মূর্খরাজ' ।
আপনার মুণ্ডে সে আপনি পাড়ে বাজ ॥ ২২৭ ॥

চৈতন্যচরিতামৃত-রসামৃতসিন্ধুর জলে জগৎ প্লাবিত ঃ—

চৈতন্য-চরিত্র এই—'অমৃতের সিন্ধু' ।
জগৎ আনন্দে ভাসায় যার একবিন্দু ॥ ২২৮ ॥

শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ২২৯ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে শ্রীবৃন্দাবনদর্শন-বিলাসো নাম অষ্টাদশ-পরিচ্ছেদঃ ।

অনুভাষ্য

২১৫। সেই বিপ্রে, কৃষ্ণদাসে—মাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য সানোড়িয়া-ব্রাহ্মণকে ও কৃষ্ণদাস-রাজপুতকে সোরো হইতে বিদায় দিলেন।

২২১। 'পশ্চিম'-দেশ—কেহ কেহ বলেন, এইকালে শ্রীমন্মহাপ্রভু বৃন্দাবন হইতে কুরুক্ষেত্রে গিয়া প্রয়াগে যান। কুরুক্ষেত্রে ভদ্রকালী-মন্দিরের নিকট শ্রীগৌরবিগ্রহ অদ্যাপি বিরাজমান।

ইতি অনুভাষ্যে অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

কথাসার—রূপ-সনাতন রামকেলিগ্রামে মহাপ্রভুকে দর্শন করিয়া অবধি বিষয়ত্যাগের উপায় সৃষ্টি করিতে লাগিলেন। চৈতন্য-পাদাশ্রয় পাইবার জন্য 'কৃষ্ণমন্ত্রে' দুইটী পুরশ্চরণ করাইলেন। রূপগোস্বামী গৌড়ে দশহাজার মুদ্রা রাখিয়া নিজের সঞ্চিত সমস্ত ধন নৌকায় উঠাইয়া বাক্লা-চন্দ্রদ্বীপে গমন করিলেন। ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব ও কুটুম্বগণের মধ্যে এবং দণ্ডবন্ধ-নিবারণের জন্য অর্থবিভাগ করিয়া দিলেন। মহাপ্রভু বনপথে কোন্‌দিন বৃন্দাবন যাত্রা করিবেন, ইহা জানিবার জন্য তিনি দুইজন চর পুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে পাঠাইলেন। এদিকে শ্রীসনাতন গোস্বামী পীড়াচ্ছলে পণ্ডিতগণকে লইয়া ভাগবতাদি আলোচনা করিতে লাগিলেন। গৌড়েশ্বর বাদ্‌শাহ হুসেনসাহ প্রথমে বৈদ্যদ্বারা, পরে নিজে স্বচক্ষে দেখিয়া সনাতনের রাজকার্য্য পরিত্যাগ-ছল জানিতে পারিয়া তাঁহাকে জেলখানায় (কারাগারে) আবদ্ধ করত উড়িষ্যা দেশে যুদ্ধযাত্রা করিলেন।

শ্রীরূপদ্বারা ব্রজরসকেলিতত্ত্ব-প্রকটনকারী গৌরসুন্দর ঃ—

বৃন্দাবনীয়াং রসকেলিবার্ত্তাং
কালেন লুপ্তাং নিজশক্তিমুৎকঃ ।
সঞ্চার্য্য রূপে ব্যতনোৎ পুনঃ স
প্রভুর্বিধৌ প্রাগিব লোকসৃষ্টিম্ ॥ ১ ॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ২ ॥

প্রভু-দর্শনানন্তর রূপ-সনাতনের স্বগৃহে গমন ঃ—

শ্রীরূপ-সনাতন রহে রামকেলি-গ্রামে ।
প্রভুরে মিলিয়া গেলা আপন-ভবনে ॥ ৩ ॥

বিষয়-ত্যাগ ও প্রভু-প্রাপ্তির জন্য উভয়ের পুরশ্চরণ ঃ—

দুইভাই বিষয়-ত্যাগের উপায় সৃজিল ।
বহুধন দিয়া দুই ব্রাহ্মণে বরিল ॥ ৪ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১। সৃষ্টির পূর্ব্বে ব্রহ্মার হৃদয়ে যেরূপ (সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজনাত্মক ভগবত্তত্ত্ব) প্রেরণা করিয়াছিলেন, সেইরূপ শ্রীরূপ গোস্বামীতে সমুৎসুক হইয়া নিজ-শক্তি সঞ্চারণপূর্ব্বক কাল-ধর্ম্মে লুপ্ত হইয়াছে যে বৃন্দাবনের রসকেলিবার্ত্তা তাহা বিস্তার করিয়াছিলেন।

অনুভাষ্য

১। সঃ প্রভুঃ (শ্রীগৌরঃ) উৎকঃ (উৎকণ্ঠিতঃ সন্) লোক-সৃষ্টিং প্রাক্ (বিশ্ব-সৃষ্ট্যাদেঃ পূর্ব্বং) বিধৌ (বিধাতরি ব্রহ্মণি) ইব রূপে (শ্রীরূপগোস্বামিনি) নিজশক্তিং সঞ্চার্য্য (নিধায়) কালেন (কালধর্ম্মেণ) লুপ্তাম্ (অন্তর্হিতামিতি) বৃন্দাবনীয়াং রসকেলিবার্ত্তাং (বৃন্দাবনসম্বন্ধিনীং শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন-বিলাস-কথাং) পুনঃ ব্যতনোৎ (প্রকাশিতবান্)।

৫। পুরশ্চরণ—মধ্য, ১৫শ পঃ ১০৮ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

মহাপ্রভু বনপথে যাত্রা করিলে শ্রীরূপ-গোস্বামী গৃহত্যাগ-সময়ে সনাতন-গোস্বামীকে সংবাদ পাঠাইয়া নিজ-ভ্রাতা অনুপম মল্লিকের সহিত মহাপ্রভুর উদ্দেশে যাত্রা করিলেন। প্রয়াগে পৌঁছিয়া মহাপ্রভুর নিকট দশদিন রহিলেন। ইত্যবসরে বল্লভ-ভট্ট মহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণ করিয়া বিশেষ সম্মান করিলেন। শ্রীরূপকে বল্লভভট্টের সহিত মহাপ্রভু পরিচয় করিয়া দিলেন। তাহার পর রঘুপতি উপাধ্যায় তথায় পৌঁছিলে মহাপ্রভুর সহিত অনেক রসালাপ হইল। এইস্থলে কবিরাজ-গোস্বামী শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতনের ব্রজজীবন কতকটা বর্ণন করিয়াছেন। প্রয়াগে দশদিবস থাকায় মহাপ্রভু শ্রীরূপকে ভক্তিরসতত্ত্ব সূত্র-রূপে শিক্ষা দিয়া রসামৃতসিন্ধু-রচনার আজ্ঞা দিলেন। শ্রীরূপকে তথা হইতে বৃন্দাবন পাঠাইয়া মহাপ্রভু কাশী গিয়া চন্দ্রশেখরের গৃহে বাসা গ্রহণ করিলেন। (অঃ প্রঃ ভাঃ)

কৃষ্ণমন্ত্রে করাইল দুই পুরশ্চরণ ।
অচিরাৎ পাইবারে চৈতন্য-চরণ ॥ ৫ ॥

শ্রীরূপের ফতেয়াবাদে স্বগৃহে আগমন ঃ—

শ্রীরূপ-গোসাঞি তবে নৌকাতে ভরিয়া ।
আপনার ঘরে আইলা বহুধন লঞা ॥ ৬ ॥

ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণবকে $^{১}/_{২}$, স্বজনবর্গকে $^{১}/_{৪}$ ধন বিতরণ ঃ—

ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণবে দিলা তার অর্দ্ধ-ধনে ।
এক চৌঠি ধন দিলা কুটুম্ব-ভরণে ॥ ৭ ॥

ভাবি-বিপদুদ্ধার-জন্য ধন-রক্ষণ ঃ—

দণ্ডবন্ধ লাগি' চৌঠি সঞ্চয় করিলা ।
ভাল-ভাল বিপ্র-স্থানে স্থাপ্য রাখিলা ॥ ৮ ॥

গৌড়ে সনাতনের জন্য ১০,০০০ মুদ্রা-রক্ষণ ঃ—

গৌড়ে রাখিল মুদ্রা দশ-হাজারে ।
সনাতন ব্যয় করে, রাখে মুদি-ঘরে ॥ ৯ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৮। দণ্ডবন্ধ—উপস্থিত বিপদ্ রাজদণ্ড ও বন্ধনাদির নিবারণের জন্য।

অনুভাষ্য

প্রভুর পুরী-গমন ও বৃন্দাবনে গমনোদ্যাগ-বার্ত্তা-শ্রবণ ঃ—

শ্রীরূপ শুনিল প্রভুর নীলাদ্রি-গমন ।
বনপথে যাবেন প্রভু শ্রীবৃন্দাবন ॥ ১০ ॥

তজ্জন্য দূতদ্বয়-প্রেরণ ঃ—

রূপ-গোসাঞি নীলাচলে পাঠাইল দুইজন ।
প্রভু যবে বৃন্দাবন করেন গমন ॥ ১১ ॥
"শীঘ্র আসি' মোরে তাঁর দিবা সমাচার ।
শুনিয়া তদনুরূপ করিব ব্যবহার ॥" ১২ ॥

শ্রীসনাতনের রাজকার্য্য হইতে অবসর-গ্রহণ-সুযোগান্বেষণ ঃ—

এথা সনাতন-গোসাঞি ভাবে মনে মন ।
"রাজা মোরে প্রীতি করে, সে—মোর বন্ধন ॥ ১৩ ॥

রাজার অপ্রীতিভাজন হইবার যত্ন ঃ—

কোন মতে রাজা যদি মোরে ক্রুদ্ধ হয় ।
তবে অব্যাহতি হয়, করিলুঁ নিশ্চয় ॥' ১৪ ॥

রোগের ছল ঃ—

অস্বাস্থ্যের ছদ্ম করি' রহে নিজ-ঘরে ।
রাজকার্য্য ছাড়িলা, না যায় রাজদ্বারে ॥ ১৫ ॥

স্বগৃহে ভাগবত-বিচার ঃ—

লোভী কায়স্থগণ রাজকার্য্য করে ।
আপনে স্বগৃহে করে শাস্ত্রের বিচারে ॥ ১৬ ॥
ভট্টাচার্য্য পণ্ডিত বিশ ত্রিশ লঞা ।
ভাগবত-বিচার করেন সভাতে বসিয়া ॥ ১৭ ॥

একদিন হঠাৎ বাদ্‌শাহের আগমন ঃ—

আর দিন গৌড়েশ্বর, সঙ্গে একজন ।
আচম্বিতে গোসাঞি-সভাতে কৈল আগমন ॥ ১৮ ॥

সকলের সসম্ভ্রমে বাদ্‌শাহকে অভ্যর্থনা ঃ—

পাৎসাহ দেখিয়া সবে সম্ভ্রমে উঠিলা ।
সম্ভ্রমে আসন দিয়া রাজারে বসাইলা ॥ ১৯ ॥

বাদ্‌শাহের উক্তি, সনাতনের অভিসন্ধি-জিজ্ঞাসা ঃ—

রাজা কহে,—"তোমার স্থানে বৈদ্য পাঠাইলুঁ ।
বৈদ্য কহে,—ব্যাধি নাহি, সুস্থ যে দেখিলুঁ ॥ ২০ ॥
আমার যে কিছু কার্য্য, সব তোমা লঞা ।
কার্য্য ছাড়ি' রহিলা তুমি ঘরেতে বসিয়া ॥ ২১ ॥
মোর যত কার্য্য-কাম, সব কৈলা নাশ ।
কি তোমার হৃদয়ে আছে, কহ মোর পাশ ॥" ২২ ॥

সনাতনের রাজকার্য্যে অনিচ্ছা-জ্ঞাপন ঃ—

সনাতন কহে,—"নহে আমা হৈতে কাম ।
আর একজন দিয়া কর সমাধান ॥" ২৩ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৫। ছদ্ম—ছল।

১৬। যে-সময়ে সনাতন-গোস্বামী রাজমন্ত্রী ছিলেন, তৎকালে তাঁহার অধীনে কতকগুলি 'কায়স্থ' কর্ম্মচারী ছিল। সনাতনের বৈরাগ্যভাব দেখিয়া তন্মধ্যে কোন কোন জন সনাতনের পদ পাইবার লোভে রাজকার্য্যে বিশেষ নৈপুণ্য দেখাইতে লাগিলেন। কিংবদন্তী এই যে, সনাতন-গোস্বামী পদ ত্যাগ করিলে তাঁহার অধীনস্থ কর্ম্মচারী প্রসিদ্ধ পুরন্দর খাঁন ঐ পদ পাইয়াছিলেন।

অনুভাষ্য

১৭। ভাগবত-বিচার—বিদ্যা 'দুই' প্রকার ; (মুঃ উঃ ১।১।৪-৫)—"দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে ইতি হ স্ম যদ্ ব্রহ্মবিদো বদন্তি—পরা চৈবাপরা চ। তত্রাপরা ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্ববেদঃ শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি। অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে।"✦ পরা বিদ্যার কথা ব্রহ্মসূত্রে বা বেদান্তেই আখ্যাত হইয়াছে। মুক্তিকামী বৈদান্তিকগণ—ধর্ম্মার্থকামীর ন্যায় কৈতবযুক্ত। তজ্জন্য অপরা-বিদ্যাপর ও পরা-বিদ্যাপর শাস্ত্রসমূহের শুদ্ধভক্তিবিরোধী মোক্ষাভিসন্ধিযুক্ত যে-সকল বক্তব্যাদি, তাহা সমস্তই ছলপূর্ণ ; কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবত-শাস্ত্র তাদৃশ নহেন। যমদণ্ড্য কর্ম্মিগণ বা অহংগ্রহোপাসকগণ শ্রীমদ্ভাগবত-বিচারে সম্পূর্ণ অযোগ্য ; বৈষ্ণবগণই একমাত্র ভাগবতের বিচার করিয়া ভক্তিবলে সংসার হইতে বিমুক্ত হন ; (ভাঃ ১২।১৩।১৮)—"শ্রীমদ্ভাগবতং পুরাণমমলং যদ্বৈষ্ণবানাং প্রিয়ং, যস্মিন্ পারমহংস্যমেকমমলং জ্ঞানং পরং গীয়তে। যত্র জ্ঞানবিরাগভক্তিসহিতং নৈষ্কর্ম্ম্যমাবিষ্কৃতং, তচ্ছৃণ্বন্ সুপঠন্ বিচারণপরো ভক্ত্যা বিমুচ্যেন্নরঃ।।"✱

১৮। গৌড়েশ্বর—আলাউদ্দীন সৈয়দ হুসেন সাহ সেরিফ মক্কা ১৪২০ শকাব্দ হইতে ১৪৪৩ শকাব্দা পর্য্যন্ত গৌড়ের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। সুতরাং ১৪২৪ শকাব্দায় এই হুসেন সাহই শ্রীসনাতনের সভায় উপস্থিত হন।

✦ ব্রহ্মবিদ্‌গণ বলেন,—বিদ্যা পরা ও অপরা-ভেদে দ্বিবিধা বলিয়া জানিতে হইবে। তন্মধ্যে ঋক্, যজুঃ, সাম, অথর্ব্ববেদ, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ ও জ্যোতিষ—ইহারা অপরা বিদ্যা। আর যাহাদ্বারা অক্ষরব্রহ্মকে জানা যায়, তাহা পরা বিদ্যা।

✱ শ্রীমদ্ভাগবত নির্ম্মল পুরাণ—ইহা বৈষ্ণবগণের প্রিয়। ইহাতে এক অমল পারমহংস্য-জ্ঞান বর্ণিত আছে—জ্ঞান-বিরাগ-ভক্তিসমন্বিত নৈষ্কর্ম্ম্য-জ্ঞান আবিষ্কৃত হইয়াছে। মানব ভক্তিসহকারে ইহা শ্রবণ, পাঠ ও বিচার করিলে বিমুক্তি লাভ করেন।

বাদ্‌শাহের ক্রোধোক্তি ঃ—

তবে ক্রুদ্ধ হঞা রাজা কহে আরবার ।
"তোমার 'বড় ভাই' করে দস্যু-ব্যবহার ॥ ২৪ ॥
জীব-পশু মারি' কৈল চাক্‌লা সব নাশ ।
এথা তুমি কৈলা মোর সর্ব্ব কার্য্য নাশ ॥" ২৫ ॥

সনাতনের কার্য্যচ্যুতিরূপ শাস্তি-প্রার্থনা ঃ—

সনাতন কহে,—"তুমি স্বতন্ত্র গৌড়েশ্বর ।
যে যেই দোষ করে, দেহ' তার ফল ॥" ২৬ ॥

বাদ্‌শাহের আজ্ঞায় সনাতনের বন্ধন ঃ—

এত শুনি' গৌড়েশ্বর উঠি' ঘরে গেলা ।
পলাইব বলি' সনাতনেরে বান্ধিলা ॥ ২৭ ॥

বাদ্‌শাহের উড়িষ্যায় অভিযান ; সনাতনকে সঙ্গে আহ্বান ঃ—

হেনকালে গেল রাজা উড়িয়া মারিতে ।
সনাতনে কহে,—"তুমি চল মোর সাথে ॥" ২৮ ॥

বিষ্ণুবিরোধকার্য্যে সনাতনের অসহযোগ ঃ—

তেঁহো কহে,—"যাবে তুমি দেবতায় দুঃখ দিতে ।
মোর শক্তি নাহি, তোমার সঙ্গে যাইতে ॥" ২৯ ॥

বাদ্‌শাহের যাত্রা, প্রভুরও পুরী হইতে বৃন্দাবন-যাত্রা ঃ—

তবে তাঁরে বান্ধি' রাখি' করিলা গমন ।
এথা নীলাচল হৈতে প্রভু চলিলা বৃন্দাবন ॥ ৩০ ॥

শ্রীরূপকে সেই দূতদ্বয়ের প্রভুর বৃন্দাবন-যাত্রা-বার্ত্তা-দান ঃ—

তবে সেই দুই চর রূপ-ঠাঞি আইল ।
'বৃন্দাবন চলিলা প্রভু'—আসিয়া কহিল ॥ ৩১ ॥

সনাতনকে পত্রে রূপের সানুজ প্রভুদর্শনার্থ যাত্রা-সংবাদ-জ্ঞাপন, ও তাঁহাকে যে-কোন উপায়ে চলিয়া আসিতে আহ্বান ঃ—

শুনিয়া শ্রীরূপ লিখিলা সনাতন-ঠাঞি ।
'বৃন্দাবন চলিলা শ্রীচৈতন্য-গোসাঞি ॥ ৩২ ॥
আমি-দুইভাই চলিলাঙ তাঁহারে মিলিতে ।
তুমি যৈছে তৈছে ছুটি' আইস তাঁহা হৈতে ॥ ৩৩ ॥

গৌড়ে রক্ষিত ১০,০০০ মুদ্রা সাহায্যে বন্ধন-মোচন করিতে যুক্তি-দান ঃ—

দশসহস্র মুদ্রা তথা আছে মুদি-স্থানে ।
তাহা দিয়া কর শীঘ্র আত্ম-বিমোচনে ॥ ৩৪ ॥
যৈছে তৈছে ছুটি' তুমি আইস বৃন্দাবন ।'
এত লিখি' দুইভাই করিলা গমন ॥ ৩৫ ॥

অনুপমের পরিচয় ঃ—

অনুপম মল্লিক, তাঁর নাম—'শ্রীবল্লভ' ।
রূপ-গোসাঞির ছোটভাই—পরম বৈষ্ণব ॥ ৩৬ ॥

ভ্রাতৃদ্বয়ের প্রয়াগে আগমন ও তথায় প্রভুর অবস্থিতি-শ্রবণে আনন্দ ঃ—

তাঁহারে লঞা রূপ-গোসাঞি প্রয়াগে আইলা ।
মহাপ্রভু তাঁহা শুনি' আনন্দিত হৈলা ॥ ৩৭ ॥

প্রয়াগে প্রভুর বিন্দুমাধব-দর্শন ও লোক-সংঘট্ট ঃ—

প্রভু চলিয়াছেন বিন্দুমাধব-দরশনে ।
লক্ষ লক্ষ লোক আইসে প্রভুর মিলনে ॥ ৩৮ ॥
কেহ কান্দে, কেহ হাসে, কেহ নাচে, গায় ।
'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' বলি' কেহ গড়াগড়ি যায় ॥ ৩৯ ॥

প্রেমবন্যায় প্রয়াগ নিমগ্ন ঃ—

গঙ্গা-যমুনা প্রয়াগ নারিল ডুবাইতে ।
প্রভু ডুবাইল কৃষ্ণপ্রেমের বন্যাতে ॥ ৪০ ॥

ভ্রাতৃদ্বয়ের একটু নিভৃতে অবস্থান ঃ—

ভিড় দেখি' দুই ভাই রহিলা নির্জ্জনে ।
প্রভুর আবেশ হৈল মাধব-দরশনে ॥ ৪১ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২৪-২৭। কথিত আছে, সনাতন গোস্বামীকে বাদ্‌শাহ হুসেনসাহ 'কনিষ্ঠ ভাই' বলিয়া মনে করিতেন। যখন সনাতন কর্ম্মত্যাগের নিতান্ত দৃঢ়তা দেখাইলেন, তখন হুসেনসাহ প্রণয়-রোষপূর্ব্বক বলিলেন যে,—"আমি তোমার 'বড় ভাই' ; আমি কিছু রাজ্যপালন করি না, আমি সৈন্যগণ লইয়া যুদ্ধদ্বারা শুধু দেশবিদেশ লুটিয়া বেড়াই এবং জাতিতে যবন হওয়ায় গৌড়-চাক্‌লার মধ্যে মৃগয়া করিয়া বহুবিধ জীব-পশু নাশ করি, এইমাত্র। আমার ভরসাই তুমি ; তোমার বড় ভাই আমি যখন কেবল দস্যু-ব্যবহার ও জীবনাশ-কার্য্যে রহিলাম, আর, ছোট ভাই তুমিও যখন কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া সব কার্য্য নাশ করিলে, তখন রাজ্য কিরূপে চলিবে?" সনাতন রহস্য করিয়া বলিলেন,—'তুমি—গৌড়েশ্বর, স্বতন্ত্র রাজা, দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা ; যিনি যে দোষ করিয়াছেন, তাঁহাকে তাহার ফল দান কর।' এইবাক্যে গূঢ়রহস্য আছে,—রাজা নিজে দস্যুবৎ ব্যবহার করেন, অতএব তিনি তাহার ফল গ্রহণ করুন এবং মন্ত্রীর (আমার) যখন কার্য্যে আলস্য, তখন তাহার (আমার) কর্ম্মচ্যুতিরূপ ফল হউক।' ইহাতে সনাতনের অভিলষিত বিষয় বুঝিয়া গৌড়েশ্বর উঠিয়া গেলেন।

৩৩। আমি-দুই ভাই—আমি রূপ ও মদ্ভ্রাতা (অনুজ) অনুপম বা বল্লভ।

অনুভাষ্য

২৮। ১৪২৪ শকাব্দায় হুসেন সাহ উৎকলের সামন্তরাজ-গণকে বাধ্য করেন।

৩৬। আদি, ১০ম পঃ ৮৪ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

প্রভুর তাৎকালিক অবস্থা ঃ—

প্রেমাবেশে নাচে প্রভু হরিধ্বনি করি'।
ঊর্দ্ধবাহু করি' বলে—বল 'হরি' 'হরি' ॥ ৪২ ॥
প্রভুর মহিমা দেখি' লোকে চমৎকার।
প্রয়াগে প্রভুর লীলা নারি বর্ণিবার ॥ ৪৩ ॥

দাক্ষিণাত্য-বিপ্র-গৃহে প্রভুর ভিক্ষা ঃ—

দাক্ষিণাত্য-বিপ্র-সনে আছে পরিচয়।
সেই বিপ্র নিমন্ত্রিয়া নিল নিজালয় ॥ ৪৪ ॥

নির্জ্জনে প্রভুসহ ভ্রাতৃদ্বয়ের মিলন ঃ—

বিপ্র-গৃহে আসি' প্রভু নিভৃতে বসিলা।
শ্রীরূপ-বল্লভ দুঁহে আসিয়া মিলিলা ॥ ৪৫ ॥

উভয়ের দৈন্যোক্তি ঃ—

দুইগুচ্ছ তৃণ দুঁহে দশনে ধরিয়া।
প্রভু দেখি' দূরে পড়ে দণ্ডবৎ হঞা ॥ ৪৬ ॥
নানা শ্লোক পড়ি' উঠে, পড়ে বার বার।
প্রভু দেখি' প্রেমাবেশ হইল দুঁহার ॥ ৪৭ ॥

তাঁহাদিগকে দেখিয়া প্রভুর প্রীতি ঃ—

শ্রীরূপে দেখিয়া প্রভুর প্রসন্ন হৈল মন।
"উঠ, উঠ, রূপ, আইস", বলিলা বচন ॥ ৪৮ ॥

কৃষ্ণকৃপায় জীবের সংসার-মোচন-বর্ণন ঃ—

"কৃষ্ণের করুণা কিছু না যায় বর্ণনে।
বিষয়কূপ হৈতে তোমা কাড়িল দুইজনে ॥ ৪৯ ॥

যে-কোন কুলোদ্ভব বৈষ্ণবই ভগবানের ন্যায় সকলের সর্ব্বথা পূজ্য ঃ—

শ্রীহরিভক্তিবিলাসে (১০।৯১)—
ইতিহাসসমুচ্চয়ে ভগবদ্বাক্যে—

ন মেঽভক্তশ্চতুর্ব্বেদী মদ্ভক্তঃ শ্বপচঃ প্রিয়ঃ।
তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং স চ পূজ্যো যথা হ্যহম্ ॥" ৫০ ॥

প্রভুর আলিঙ্গন ও উভয়ের মস্তকে স্ব-চরণার্পণ ঃ—

এই শ্লোক পড়ি' দুঁহারে কৈলা আলিঙ্গন।
কৃপাতে দুঁহার মাথায় ধরিলা চরণ ॥ ৫১ ॥

ভ্রাতৃদ্বয়ের প্রভু-স্তব ঃ—

প্রভু-কৃপা পাঞা দুঁহে দুই হাত যুড়ি'।
দীন হঞা স্তুতি করে বিনয় আচরি' ॥ ৫২ ॥

স্বরূপ-নাম-রূপ-গুণ-লীলাময় এবং সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজনাধিদেবতা শ্রীগৌরের প্রণাম ঃ—

শ্রীরূপ-বচন—

নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায় তে।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ ॥ ৫৩ ॥

গ্রন্থকারের গৌর-প্রণাম ঃ—

শ্রীগোবিন্দলীলামৃতে (১।২) গ্রন্থকারবাক্য—

যোঽজ্ঞানমত্তং ভুবনং দয়ালুরুল্লাঘয়ন্নপ্যকরোৎ প্রমত্তম্।
স্বপ্রেমসম্পৎসুধয়াদ্ভুতেহং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমমুং প্রপদ্যে ॥ ৫৪ ॥

শ্রীরূপের নিকট সনাতনের সংবাদ-জিজ্ঞাসা ঃ—

তবে মহাপ্রভু তাঁরে নিকটে বসাইলা।
'সনাতনের বার্ত্তা কহ'—তাঁহারে পুছিলা ॥ ৫৫ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৫০। চতুর্ব্বেদপাঠী অর্থাৎ চৌবে-ব্রাহ্মণ হইলেই 'ভক্ত' হয়, এরূপ নয়। আমার ভক্ত চণ্ডাল হইলেও আমার প্রিয় ; ভক্তই যথার্থ দান-পাত্র এবং গ্রহণ-পাত্র ; ভক্তমাত্রেই আমার ন্যায় পূজ্য।

অনুভাষ্য

৫০। অভক্তঃ (শুদ্ধভক্তিবিহীনঃ) চতুর্ব্বেদী (চতুর্ব্বেদনিপুণঃ ব্রাহ্মণঃ) মে (মম) প্রিয়ঃ ন (ভবতি) ; মদ্ভক্তঃ শ্বপচঃ (সুনীচ-কুলোদ্ভবোঽপি) মে প্রিয়ঃ (ভবতি) ; তস্মৈ (শুদ্ধভক্তায় নীচ-কুলোদ্ভবায় শ্বপচায়) [অপি চতুর্ব্বেদকুশলৈর্ব্রাহ্মণাদিভিঃ এব সম্মানাদিকং] দেয়ম্ ; ততঃ (তস্মাৎ নীচকুলোদ্ভূতাৎ শ্বপচাৎ অপি শুদ্ধভক্তাৎ) গ্রাহ্যং (তদুচ্ছিষ্টাদিকং প্রতিগৃহ্নীয়াৎ), যথা অহং (সর্ব্বেশ্বরেশ্বরঃ শ্রীভগবান্ বিষ্ণুঃ) পূজ্যঃ [তথা] সঃ (শ্বপচকুলজাতোঽপি ভক্তঃ) [তচ্ছিষ্যস্থানীয়-ব্রাহ্মণাদিভিঃ সর্ব্বৈঃ এব পূজ্যঃ চ]।

৫৩। মহাবদান্যায় (অতুলপরমকরুণাময়ায়) কৃষ্ণপ্রেম-

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৫৩। মহাবদান্য, কৃষ্ণপ্রেমপ্রদাতা, কৃষ্ণস্বরূপ, কৃষ্ণচৈতন্যনামা গৌরাঙ্গরূপধারী প্রভু তোমাকে নমস্কার।

৫৪। যে দয়ালু পুরুষ অজ্ঞানমত্ত জগৎকে অজ্ঞানব্যাধি হইতে মোচন করত স্বীয় প্রেমসম্পৎসুধাদ্বারা প্রমত্ত করিয়াছিলেন, আমি সেই অদ্ভুত-চেষ্ট শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের শরণাপন্ন হই।

অনুভাষ্য

প্রদায় (শিববিরিঞ্চদুর্ল্লভকৃষ্ণপ্রেমদাতৃপ্রবরায়) কৃষ্ণচৈতন্য-নাম্নে (কৃষ্ণচৈতন্যাখ্যায়) গৌরত্বিষে (শ্রীরাধাদ্যুতিসুবলিত-গৌরকান্তিময়ায়) কৃষ্ণায় (গোপীজনবল্লভায় গোবিন্দায়) তে (তুভ্যং) নমঃ।

৫৪। যঃ দয়ালুঃ (করুণাময়বিগ্রহঃ) অজ্ঞানমত্তং (মায়াবাদ-কর্ম্মফলভোগাদি-মার্গ-কারণে অজ্ঞানে মত্তং বিহ্বলং) ভুবনং (লোকং) স্বপ্রেমসম্পৎসুধয়া (নিজকৃষ্ণপ্রীতিরূপা সম্পৎ শ্রীঃ সা এব সুধা অমৃতং তয়া) উল্লাঘসন্ (তত্তজ্জ্ঞানাদিকং প্রশময়ন্) প্রমত্তং (ভোগমোক্ষাদি-প্রাকৃতবিষয়াদ্যনুসন্ধানরহিতং নিরন্তর-

রূপকর্ত্তৃক সনাতনের কারাবন্ধন-সংবাদ-দান ঃ—

রূপ কহেন,—"তেঁহো বন্দী রাজ-ঘরে ।
তুমি যদি উদ্ধার', তবে হইবে উদ্ধারে ॥" ৫৬ ॥

প্রভুকর্ত্তৃক সনাতনের বন্ধন-মোচন-সংবাদ-দান ঃ—

প্রভু কহে,—"সনাতনের হঞাছে মোচন ।
অচিরাৎ আমা-সহ হইবে মিলন ॥" ৫৭ ॥

সেইদিন উভয়ের তথায় অবস্থান ঃ—

মধ্যাহ্ন করিতে বিপ্র প্রভুরে কহিলা ।
রূপ-গোসাঞি সে-দিবস তথাঞি রহিলা ॥ ৫৮ ॥

উভয়ের প্রভুভুক্তাবশেষ-প্রাপ্তি ঃ—

ভট্টাচার্য্য দুই ভাইয়ে নিমন্ত্রণ কৈল ।
প্রভুর শেষপ্রসাদ-পাত্র দুইভাই পাইল ॥ ৫৯ ॥

প্রভুর বাসস্থানের নিকটে উভয়ের অবস্থান ঃ—

ত্রিবেণী-উপর প্রভুর বাসা-ঘর স্থান ।
দুইভাই বাসা কৈল প্রভু-সন্নিধান ॥ ৬০ ॥

প্রভুসহ বল্লভ-ভট্টের মিলন ঃ—

সে-কালে বল্লভ-ভট্ট রহে আড়াইল-গ্রামে ।
মহাপ্রভু আইলা শুনি' আইল তাঁর স্থানে ॥ ৬১ ॥

বল্লভভট্টের প্রভু-প্রণাম, উভয়ের কৃষ্ণকথালাপ ঃ—

তেঁহো দণ্ডবৎ কৈল, প্রভু কৈলা আলিঙ্গন ।
দুইজনে কৃষ্ণকথা হৈল ততক্ষণ ॥ ৬২ ॥

প্রভুর প্রেমাবেশ ও বল্লভকে বহিরঙ্গ-দর্শনে তৎ-সঙ্গোপন ঃ—

কৃষ্ণকথায় প্রভুর মহাপ্রেম উথলিল ।
ভট্টের সঙ্কোচে প্রভু সম্বরণ কৈল ॥ ৬৩ ॥

প্রভুর প্রেমাবেশ-দর্শনে বল্লভের বিস্ময় ঃ—

অন্তরে গর-গর প্রেম, নহে সম্বরণ ।
দেখি' চমৎকার হৈল বল্লভ-ভট্টের মন ॥ ৬৪ ॥

প্রভুকে ভট্টের নিমন্ত্রণ, ভট্ট-সমীপে ভ্রাতৃদ্বয়ের পরিচয়-দান ঃ—

তবে ভট্ট মহাপ্রভুরে নিমন্ত্রণ কৈলা ।
মহাপ্রভু দুইভাই তাঁহারে মিলাইলা ॥ ৬৫ ॥

অমানী হইয়া উভয়ের বল্লভকে মান-দান ঃ—

দুইভাই দূর হৈতে ভূমিতে পড়িয়া ।
ভট্টে দণ্ডবৎ কৈলা অতি দীন হঞা ॥ ৬৬ ॥

ভট্টের আলিঙ্গন-চেষ্টায় উভয়ের পশ্চাদ্‌গমন ঃ—

ভট্ট মিলিবারে যায়, দুঁহে পলায় দূরে ।
"অস্পৃশ্য পামর মুঞি, না ছুঁইহ মোরে ॥" ৬৭ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৬১। বল্লভ-ভট্ট—ইনি বৈষ্ণবপণ্ডিত। প্রথমে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সম্প্রদায়ে প্রবিষ্ট হইয়াও অধিক সম্মান না পাইয়া বিষ্ণুস্বামি-সম্প্রদায়ে আচার্য্যত্ব লাভ করিয়াছিলেন। ইঁহাকেই লোকে 'বল্লভাচার্য্য' বলে। গোকুলে এবং বোম্বাই-প্রদেশে ইঁহার অনেক আধিপত্য। ইঁহার কৃত 'অনুভাষ্য', 'ষোড়শ গ্রন্থ' প্রভৃতি অনেক গ্রন্থ আছে।

অনুভাষ্য

কৃষ্ণানুশীলানসক্তম্) অকরোৎ, অমুং (তং) অদ্ভুতেহম্ (অশ্রুত-পূর্ব্বচেষ্টাযুক্তং) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যম্ [অহং] প্রপদ্যে (প্রপন্নোঽস্মি)।

৬১। বল্লভভট্ট—ইনি ত্রৈলঙ্গদেশে 'নিডাডাভলু'-রেলষ্টেশন হইতে ১৬ মাইল অন্তরে 'কাঙ্কড়বাড়' বা 'কাকুঁরপাঢ়ু'-নামক গ্রামনিবাসী 'লক্ষ্মণ-দীক্ষিতে'র তনয়। আন্ধ্র-ব্রাহ্মণগণের মধ্যে পাঁচটী বিভাগ আছে,—বেল্ল-নাটী, বেগী-নাটী, মুরকি-নাটী, তেলগু-নাটী ও কাশল-নাটী ; তন্মধ্যে বেল্লনাটী আন্ধ্র-ব্রাহ্মণ-কুলে ১৪০০ শকাব্দায় শ্রীবল্লভাচার্য্য জাত হন। কেহ কেহ বলেন,—বল্লভের জন্ম হইবার পূর্ব্বেই তাঁহার পিতা সন্ন্যাস গ্রহণপূর্ব্বক গৃহত্যাগ করেন, পরে পুনর্ব্বার গৃহে প্রত্যাগমন-পূর্ব্বক বল্লভাচার্য্যকে পুত্ররূপে প্রাপ্ত হন।

অন্যমতে,—বিক্রমসম্বৎ ১৫৩৫ অর্থাৎ ১৪০০ শকাব্দার চৈত্রী কৃষ্ণা একাদশী-তিথিতে ত্রৈলঙ্গদেশীয় বেল্লনাটী-ব্রাহ্মণ

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

আড়াইল-গ্রাম—সঙ্গমের নিকট যমুনার অপর পারে (প্রায় একমাইল দূরে) অড়েলী-গ্রাম বা আড়াইল-গ্রাম ; (এখানে 'বল্লভী'-সম্প্রদায়ের একটী প্রাচীন বিষ্ণুমন্দির বর্ত্তমান।)

অনুভাষ্য

বংশসম্ভূত 'খম্ভংপাটীবারু' উপাধিধারী লক্ষ্মণ-ভট্টদীক্ষিতের পুত্র-রূপে বল্লভাচার্য্য 'চম্পকারণ্যে', মতান্তরে,—মধ্যপ্রদেশের অন্তর্গত বি, এন, আর, লাইনে রাজিম ষ্টেশনের নিকট চাঁপাঝার-গ্রামে প্রাদুর্ভূত হন। একাদশ বর্ষকাল পর্য্যন্ত কাশীতে বাস করিয়া বিদ্যাধ্যয়নানন্তর স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তনকালে পথিমধ্যে শেষাদ্রিতে তাঁহার পিতার পরলোকপ্রাপ্তি-শ্রবণ ঘটে। ভ্রাতা ও মাতাকে গৃহে রাখিয়া তুঙ্গভদ্রা-তীরে বিদ্যানগরে গমনপূর্ব্বক বুক্করাজের পৌত্র কৃষ্ণদেবের উল্লাসবিধান করেন। অতঃপর তিনবার ষড়বর্ষব্যাপী দিগ্বিজয়ে অষ্টাদশবর্ষ যাপন করেন। ত্রিংশদ্‌বর্ষ বয়ঃক্রমকালে কাশীতে 'মহালক্ষ্মী'-নাম্নী স্বজাতীয় ব্রাহ্মণ-তনয়ার পাণিগ্রহণ করেন। গোবর্দ্ধন-পর্ব্বতের অধিত্যকায় শ্রীমূর্ত্তিস্থাপনপূর্ব্বক প্রয়াগের নিকট আড়াইল গ্রামে অবস্থিতি করেন। ইঁহার দুইপুত্র —গোপীনাথ ও বিঠ্ঠলেশ্বর। শেষবয়সে ত্রিদণ্ডসন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া ১৪৫২ শকাব্দায় তিনি বারাণসীতে পরলোক গমন করেন। বল্লভের 'ষোড়শগ্রন্থ', ব্রহ্মসূত্রের 'অনুভাষ্য', শ্রীমদ্ভাগবতের 'সুবোধিনী'-টীকা প্রভৃতি কয়েকখানি গ্রন্থ ব্যতীত আরও অনেক গ্রন্থ আছে।

কুলীন পণ্ডিতাভিমানী বল্লভকে বহিরঙ্গ-জ্ঞানে প্রভুর জড়-প্রতিষ্ঠা-দান বা ছলনা ঃ—

ভট্টের বিস্ময় হৈল, প্রভুর হর্ষ মন ।
ভট্টেরে কহিলা প্রভু তাঁর বিবরণ ॥ ৬৮ ॥

"ইঁহো না স্পর্শিহ, ইঁহো জাতি অতি-হীন!
বৈদিক, যাজ্ঞিক তুমি কুলীন প্রবীণ!!" ৬৯ ॥

উভয়ের মুখে নিরন্তর কৃষ্ণনাম-শ্রবণে ভট্টের বিস্ময় ও উভয়কে সর্ব্বোত্তম-জ্ঞান ঃ—

দুঁহার মুখে নিরন্তর কৃষ্ণনাম শুনি' ।
ভট্ট কহে, প্রভুর কিছু ইঙ্গিত-ভঙ্গী জানি' ॥ ৭০ ॥

"দুঁহার মুখে কৃষ্ণনাম করিছে নর্ত্তন ।
এই দুই 'অধম' নহে, হয় সর্ব্বোত্তম ॥ ৭১ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (৩।৩৩।৭)—

অহো বত শ্বপচোহতো গরীয়ান্ যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ত্ততে নাম তুভ্যম্।
তেপুস্তপস্তে জুহুবুঃ সস্নুরার্য্যা ব্রহ্মানুচুর্নাম গৃণন্তি যে তে ॥"৭২॥

ভট্টের সুবুদ্ধি-দর্শনে ও সুসিদ্ধান্ত-শ্রবণে প্রভুর প্রশংসা ঃ—

শুনি' মহাপ্রভু তাঁরে বহু প্রশংসিলা ।
প্রেমাবিষ্ট হঞা শ্লোক পড়িতে লাগিলা ॥ ৭৩ ॥

নীচবংশোদ্ভূত হইলেও হরিভক্তই পূজ্য, অভক্ত ব্রাহ্মণব্রুব বেদজ্ঞ হইলেও ঘৃণ্য ঃ—

হরিভক্তিসুধোদয়ে (৩।১১।১২)—

শুচিঃ সদ্ভক্তিদীপ্তাগ্নিদগ্ধদুর্জাতিকল্মষঃ ।
শ্বপাকোহপি বুধৈঃ শ্লাঘ্যো ন বেদজ্ঞোহপি নাস্তিকঃ ॥ ৭৪ ॥
ভগবদ্ভক্তিহীনস্য জাতিঃ শাস্ত্রং জপস্তপঃ ।
অপ্রাণস্যৈব দেহস্য মণ্ডনং লোকরঞ্জনম্ ॥ ৭৫ ॥

প্রভুর প্রেম, প্রভাব-সৌন্দর্য্যাদি-দর্শনে ভট্টের বিস্ময় ঃ—

প্রভুর প্রেমাবেশ, আর প্রভাব ভক্তিসার ।
সৌন্দর্য্যাদি দেখি' ভট্টের হৈল চমৎকার ॥ ৭৬ ॥

সগণ প্রভুসঙ্গে নদী উত্তরণ ঃ—

সগণে প্রভুরে ভট্ট নৌকাতে চড়াঞা ।
ভিক্ষা দিতে নিজ ঘরে চলিলা লঞা ॥ ৭৭ ॥

যমুনার নীলজল-দর্শনে কৃষ্ণোদ্দীপনহেতু প্রভুর প্রেমাবেশ ঃ—

যমুনার জল দেখি' চিক্কণ শ্যামল ।
প্রেমাবেশে মহাপ্রভু হইলা বিহ্বল ॥ ৭৮ ॥

প্রভুর যমুনায় ঝম্পপ্রদান, সকলের ত্রাস ঃ—

হুঙ্কার করি' যমুনার জলে দিলা ঝাঁপ ।
প্রভু দেখি' সবার মনে হৈল ভয়-কাঁপ ॥ ৭৯ ॥

প্রভুকে নৌকায় উত্তোলন, প্রভুর নৃত্য ঃ—

আস্তে-ব্যস্তে সবে ধরি' প্রভুরে উঠাইল ।
নৌকার উপরে প্রভু নাচিতে লাগিল ॥ ৮০ ॥

নৃত্যভরে নৌকা বিচলিত-প্রায় ঃ—

মহাপ্রভুর ভরে নৌকা করে টলমল ।
ডুবিতে লাগিল নৌকা, ঝলকে ভরে জল ॥ ৮১ ॥

বহিরঙ্গ ভট্ট-সমীপে সম্বরণ-চেষ্টা-সত্ত্বেও প্রভুর প্রেম-মত্ততা ঃ—

যদ্যপি ভট্টের আগে প্রভুর ধৈর্য্য হৈল মন ।
দুর্ব্বার উদ্ভট প্রেম, নহে সম্বরণ ॥ ৮২ ॥

প্রভুর ধৈর্য্য-ধারণ ; পরপারে অবতরণ ঃ—

দেশ-পাত্র দেখি' মহাপ্রভু ধৈর্য্য হইল ।
আড়াইলের ঘাটে নৌকা আসি' উত্তরিল ॥ ৮৩ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৭৪-৭৫। সচ্চরিত্র, সদ্ভক্তিরূপ দীপ্তাগ্নিদ্বারা যাঁহার দুর্জ্জাতিত্ব-কল্মষ দগ্ধ হইয়াছে, এবম্ভূত চণ্ডালও পণ্ডিতের দ্বারা সম্মানিত, কিন্তু নাস্তিক ব্যক্তি বেদজ্ঞ হইলেও সম্মানযোগ্য নহেন। ভগবদ্ভক্তিহীন ব্যক্তির সজ্জাতি, শাস্ত্রজ্ঞান, জপ ও তপঃ মৃতদেহের অলঙ্কারের ন্যায় কোন কার্য্যেরই নয়, কেবল লোকরঞ্জনমাত্র।

৮৩। সে-দেশ অনেকটা প্রেমশূন্য ও সম্মুখস্থিত বল্লভ-ভট্টও অনেকটা তর্কপ্রিয় ব্যক্তি ; ইহা দেখিয়া মহাপ্রভু ধৈর্য্য ধরিলেন।

অনুভাষ্য

৭২। মধ্য, ১১শ পঃ ১৯২ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

৭৪। সদ্ভক্তিদীপ্তাগ্নিদগ্ধদুর্জাতিকল্মষঃ (সতী ঐকান্তিকী কৃষ্ণভক্তিঃ এব দীপ্তাগ্নিঃ তেন দগ্ধং নিঃশেষিতং দুর্জ্জাত্যাদিকম্ এব কল্মষং প্রারব্ধং পাপং যস্য সঃ, অতঃ কৃষ্ণভজনাদেব) শুচিঃ (সদাচারঃ) শ্বপাকঃ (অতি-নীচকুলোদ্ভবঃ) অপি বুধৈঃ (বিদ্বদ্ভিঃ) শ্লাঘ্যঃ (বরণীয়ঃ), (পরন্তু) নাস্তিকঃ (ভগবৎ-সেবাবিমুখঃ) বেদজ্ঞঃ (বেদশাস্ত্রপারঙ্গতঃ ব্রাহ্মণঃ অপি) ন [পূজ্যঃ, দুঃসঙ্গত্বাৎ পরমার্থপথিকেন সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য এবেত্যর্থঃ]।

৭৫। ভগবদ্ভক্তিবিহীনস্য (কৃষ্ণসেবা-বিমুখস্য) জাতিঃ (প্রাক্তন-সুকৃতিবশাৎ উত্তমকুলে জন্মাদিকং) শাস্ত্রং (স্বাধ্যায়াদিকং) জপং (মন্ত্রোচ্চারণাদিকং), তপঃ (সাধনাদ্যনুশীলনং)—[এতৎ সর্ব্বমেব] অপ্রাণস্য (মৃতস্য) দেহস্য মণ্ডনম্ (অলঙ্করণম্ ইব ব্যর্থমকিঞ্চিৎকরং) লোকরঞ্জনং (ব্যবহারিকং জড়লোকানাং বহির্দ্দর্শন-সুখকরমিব নিষ্ফলমিত্যর্থঃ)।

৮২। দুর্ব্বার—যাহার প্রকাশ নিবারণ অর্থাৎ বন্ধ করা যায়

বল্লভকর্ত্তৃক স্নানান্তে প্রভুকে স্বগৃহে আনয়ন ঃ—

ভয়ে ভট্ট সঙ্গে রহে, মধ্যাহ্ন করাঞা ।
নিজ-গৃহে আনিলা প্রভুরে সঙ্গেতে লঞা ॥ ৮৪ ॥

বল্লভের স্বহস্তে প্রভুর পদ-ধৌতি ও সবংশে পাদোদক-সম্মান ঃ—

আনন্দিত হঞা ভট্ট দিল দিব্যাসন ।
আপনে করিল প্রভুর পাদপ্রক্ষালন ॥ ৮৫ ॥

প্রভুকে নববস্ত্র দান ঃ—

সবংশে সেই জল মস্তকে ধরিল ।
নূতন কৌপীন-বহির্ব্বাস পরাইল ॥ ৮৬ ॥

প্রভুকে পূজা ও বলভদ্র-দ্বারা অন্নপাক ঃ—

গন্ধ-পুষ্প-ধূপ-দীপে মহাপূজা কৈল ।
ভট্টাচার্য্যে মান্য করি' পাক করাইল ॥ ৮৭ ॥

প্রভুর ও ভ্রাতৃদ্বয়ের বল্লভ-গৃহে ভোজন সম্পাদন ঃ—

ভিক্ষা করাইল প্রভুরে সস্নেহ যতনে ।
রূপগোসাঞি-দুইভাইয়ে করাইল ভোজনে ॥ ৮৮ ॥

শ্রীরূপ ও কৃষ্ণদাসের প্রভুর অবশেষ-প্রাপ্তি ঃ

ভট্টাচার্য্য শ্রীরূপে দেওয়াইল 'অবশেষ' ।
তবে সেই প্রসাদ কৃষ্ণদাস পাইল শেষ ॥ ৮৯ ॥

বল্লভকর্ত্তৃক প্রভুর পাদ-সম্বাহন ঃ—

মুখবাস দিয়া প্রভুরে করাইল শয়ন ।
আপনে ভট্ট করেন প্রভুর পাদ-সম্বাহন ॥ ৯০ ॥

ভোজন সমাপন করিয়া বল্লভের পুনরাগমন ঃ—

প্রভু পাঠাইল তাঁরে করিতে ভোজনে ।
ভোজন করি' আইলা তেঁহো প্রভুর চরণে ॥ ৯১ ॥

ত্রিহুত-পণ্ডিত রঘুপতি উপাধ্যায়ের আগমন ঃ—

হেনকালে আইলা রঘুপতি উপাধ্যায় ।
তিরুহিতা পণ্ডিত, বড় বৈষ্ণব, মহাশয় ॥ ৯২ ॥

প্রভুকে বন্দনা, প্রভুর আশীর্ব্বাদ ঃ—

আসি' তেঁহো কৈল প্রভুর চরণ বন্দন ।
'কৃষ্ণে মতি রহু' বলি' প্রভুর বচন ॥ ৯৩ ॥

উপাধ্যায়কে কৃষ্ণবর্ণনে আদেশ ঃ—

শুনি' আনন্দিত হৈল উপাধ্যায়ের মন ।
প্রভু তাঁরে কহিল,—"কহ কৃষ্ণের বর্ণন ॥" ৯৪ ॥

উপাধ্যায়ের স্বকৃত শ্লোক-পঠন, প্রভুর প্রেমাবেশ ঃ—

নিজ-কৃত কৃষ্ণলীলা-শ্লোক পড়িল ।
শুনি' মহাপ্রভুর মহা প্রেমাবেশ হৈল ॥ ৯৫ ॥

শ্রীনন্দ-প্রণাম ঃ—

পদ্যাবলীতে (১২৬)-ধৃত শ্লোক—

শ্রুতিমপরে স্মৃতিমিতরে ভারতমন্যে ভজন্তু ভব-ভীতাঃ ।
অহমিহ নন্দং বন্দে যস্যালিন্দে পরং ব্রহ্ম ॥ ৯৬ ॥

'আগে কহ',—প্রভু-বাক্যে উপাধ্যায় কহিল ।
রঘুপতি উপাধ্যায় নমস্কার কৈল ॥ ৯৭ ॥

যামুন-কুঞ্জবিহারী-কৃষ্ণ ঃ—

পদ্যাবলীতে (৯৮)-ধৃত শ্লোক—

কম্প্রতি কথয়িতুমীশে সম্প্রতি কো বা প্রতীতিমায়াতু ।
গোপতি-তনয়াকুঞ্জে গোপবধূটী-বিটং ব্রহ্ম ॥ ৯৮ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৯২। রঘুপতি-উপাধ্যায়ের কৃত কয়েকটী শ্লোক পদ্যাবলীতে পাওয়া যায়। তাঁহার নিবাস—তির্‌হুত বা মিথিলা-দেশে।

৯৬। ভবভীত ব্যক্তিসকল কেহ শ্রুতিকে, কেহ স্মৃতিকে, কেহ বা মহাভারতকে ভজনা করুন ; (আমি কিন্তু) এইস্থানে শ্রীনন্দেরই বন্দনা করি,—যাঁহার অলিন্দে (বারান্দায়) পরম-ব্রহ্ম কৃষ্ণ খেলা করেন।

৯৮। কাহাকেই বা বলিতে পারি, এখন কেইবা তাহা প্রতীতি করিবে যে,—সূর্য্যতনয়া-কুঞ্জে গোপবধূদিগের লম্পট পরম-ব্রহ্ম লীলা করেন?

অনুভাষ্য

না ; উদ্ভট—উদার, শ্রেষ্ঠ, অভিনব, বিচিত্র, প্রসিদ্ধ, অসাধারণ, প্রবল।

৮৩। দেশ-পাত্র—মগ্নপ্রায় নৌকার উপর নৃত্যাদি সুবিধা-জনক নহে ; আবার, বল্লভদীক্ষিতের ন্যায় হীনপ্রেম পণ্ডিতের নিকটও সাত্ত্বিকভাবের উল্লাস হয় না।

৯২। 'তিরুটিয়া' বা 'তির্‌হুটিয়া'—বর্ত্তমানকালে সারণ, চম্পারণ, মজঃফরপুর ও দ্বারভাঙ্গা—এই চারিটী জিলা তির্‌হুট্-বিভাগের অন্তর্ভুক্ত ; এই প্রদেশের অধিবাসীকে 'তিরুটিয়া' বলে।

৯৬। ভবভীতাঃ (সংসার-ভয়াতুরাঃ) অপরে (হরিজনেতরাঃ মোক্ষাভিলাষিণঃ) শ্রুতিং (বেদশাস্ত্রম্), ইতরে (হরিজনেতরাঃ কেচন ফলকামি-কর্ম্মিণঃ) স্মৃতিং (লৌকিক-প্রয়োগানুষ্ঠানপর-শাস্ত্রম্), অন্যে (সংসারিণঃ) ভারতং (মহাভারতাদি-সকলজনসুখ-পাঠ্যগ্রন্থাদিকং) ভজন্তু ; অহং তু ইহ (জগতি) [তং] নন্দং (ব্রজেন্দ্রং) বন্দে,—যস্য (নন্দস্য) অলিন্দে (বহির্দ্বার-প্রাঙ্গণে) পরংব্রহ্ম (শ্রীকৃষ্ণঃ) [বিরাজতে]।

৯৮। গোপতি-তনয়াকুঞ্জে (গোপতিঃ সূর্য্যঃ তস্য তনয়া কালিন্দী তস্যাঃ তটস্থকুঞ্জে) গোপবধূটীবিটং (গোপবধূট্যঃ

রঘুপতির শ্লোক-পঠনে প্রভুর প্রেমাবেশ ঃ—

প্রভু কহেন,—কহ, তেঁহো পড়ে কৃষ্ণলীলা ।
প্রেমাবেশে প্রভুর দেহ-মন আলুয়াইলা ॥ ৯৯ ॥

উপাধ্যায়ের বিস্ময় ও প্রভুকে 'কৃষ্ণ'-জ্ঞান ঃ—

প্রেম দেখি' উপাধ্যায়ের হৈল চমৎকার ।
'মনুষ্য নহে, ইঁহো—কৃষ্ণ'—করিল নির্দ্ধার ॥ ১০০ ॥

প্রভু-রঘুপতি-সংলাপ ; প্রভুর প্রশ্ন ও উপাধ্যায়ের উত্তর-প্রদান ঃ—

(১) কৃষ্ণের 'শ্যাম'রূপই শ্রেষ্ঠ ঃ—

প্রভু কহে,—"উপাধ্যায়, শ্রেষ্ঠ মান' কায় ?"
'শ্যামমেব পরং রূপং'—**কহে উপাধ্যায় ॥ ১০১ ॥**

(২) মথুরাই শ্রেষ্ঠ ধাম ঃ—

'শ্যাম'-রূপের বাসস্থান শ্রেষ্ঠ মান' কায় ?"
'পুরী মধুপুরী বরা'—**কহে উপাধ্যায় ॥ ১০২ ॥**

(৩) কিশোর-বয়সই আরাধ্য ঃ—

"বাল্য, পৌগণ্ড, কৈশোরে, শ্রেষ্ঠ মান' কায় ?"
'বয়ঃ কৈশোরকং ধ্যেয়ং'—**কহে উপাধ্যায় ॥ ১০৩ ॥**

(৪) অপ্রাকৃত শৃঙ্গার-রসই সর্ব্বোত্তম ও শ্রেষ্ঠ-আরাধ্য ঃ—

"রসগণ-মধ্যে তুমি শ্রেষ্ঠ মান' কায় ?"
'আদ্য এব পরো রসঃ'—**কহে উপাধ্যায় ॥ ১০৪ ॥**

প্রভুর আনন্দ ঃ—

প্রভু কহে,—"ভাল তত্ত্ব শিখাইলা মোরে ।"
এত বলি' শ্লোক পড়ে গদ্গদ-স্বরে ॥ ১০৫ ॥

পদ্যাবলীতে (৮২)-ধৃত মাধবেন্দ্রপুরীকৃত-শ্লোক—

শ্যামমেব পরং রূপং পুরী মধুপুরী বরা ।
বয়ঃ কৈশোরকং ধ্যেয়মাদ্য এব পরো রসঃ ॥ ১০৬ ॥

প্রভুর আলিঙ্গন, উপাধ্যায়ের নৃত্য ঃ—

প্রেমাবেশে প্রভু তাঁরে কৈলা আলিঙ্গন ।
প্রেমে মত্ত হঞা তেঁহো করেন নর্ত্তন ॥ ১০৭ ॥

বল্লভের বিস্ময়, পুত্রকে প্রভুপদে সমর্পণ ঃ—

দেখি' বল্লভ-ভট্ট মনে চমৎকার হৈল ।
দুই (?) পুত্র আনি' প্রভুর চরণে পাড়িল ॥ ১০৮ ॥

আড়াইল-গ্রামবাসীর প্রভু-দর্শন ও বৈষ্ণবত্ব-লাভ ঃ—

প্রভু দেখিবারে গ্রামের সব লোক আইল ।
প্রভু-দরশনে সব লোক 'কৃষ্ণভক্ত' হইল ॥ ১০৯ ॥

ব্রাহ্মণগণের নিমন্ত্রণ, বল্লভের নিবারণ ঃ—

ব্রাহ্মণসকল করেন প্রভুর নিমন্ত্রণ ।
বল্লভ-ভট্ট তাঁ সবারে করেন নিবারণ ॥ ১১০ ॥
"প্রেমোন্মাদে পড়ে গোসাঞি মধ্য-যমুনাতে ।
প্রয়াগে চালাইব, ইঁহা না দিব রহিতে ॥ ১১১ ॥
যাঁর ইচ্ছা, প্রয়াগে যাঞা করিবে নিমন্ত্রণ ।"
এত বলি' প্রভু লঞা করিল গমন ॥ ১১২ ॥

প্রভুকে লইয়া নৌকায় পরপারে প্রয়াগে
বল্লভের আগমন ঃ—

গঙ্গা-পথে মহাপ্রভুরে নৌকাতে বসাঞা ।
প্রয়াগে আইলা ভট্ট গোসাঞিরে লঞা ॥ ১১৩ ॥

প্রভুর দশাশ্বমেধঘাটে নিভৃতে শ্রীরূপকে
শক্তিসঞ্চার ও শিক্ষাদান ঃ—

লোক-ভিড়-ভয়ে প্রভু 'দশাশ্বমেধে' যাঞা ।
রূপ-গোসাঞিরে শিক্ষা করা'ন শক্তি সঞ্চারিয়া ॥ ১১৪ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১০৬। শ্যামরূপই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রূপ, মধুপুরীই শ্রেষ্ঠা পুরী, কৈশোর-বয়সই ধ্যেয়, আর আদ্য অর্থাৎ শৃঙ্গার-রসই শ্রেষ্ঠ রস।

অনুভাষ্য

তরুণ্যঃ স্বল্পবয়স্কাঃ গোপরামাঃ,—ক্ষুদ্রার্থে টীপ্, তাসাং বিটং লম্পটং) [পরং] ব্রহ্ম (শ্রীকৃষ্ণঃ) [বিরাজতে ইতি] সম্প্রতি কং [জনং] প্রতি কথয়িতুম্ ঈশে (সমর্থো ভবামি), কঃ বা প্রতীতিং (বিশ্বাসম্) আয়াতু (স্থাপয়েৎ)।

৯৯। আলুয়াইলা—অসংলগ্ন হইল ; প্রাকৃত-বিচার-শূন্য হইয়া মন উদাসীন হওয়ায় দৈহিক ক্রিয়াও শ্লথ হইল।

১০১। প্রভু রঘুপতিকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে,—কৃষ্ণ, নারায়ণ, রাম ও নৃসিংহাদি ভগবানের অসংখ্য আকার (রূপ) আছে ; তন্মধ্যে তুমি কোন্ আকারকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রূপ বলিয়া জানিয়াছ?

অনুভাষ্য

১০২। কৃষ্ণ কখনও মাথুরমণ্ডলে, কখনও বা দ্বারকাপুরে পরব্যোমে অবস্থান করেন ; এতদুভয়ের মধ্যে মধুপুরীরই শ্রেষ্ঠত্ব কথিত হইল ; শ্রীরূপপাদ 'উপদেশামৃতে'—"বৈকুণ্ঠাজ্জনিতো বরা মধুপুরী" ইত্যাদি।

১০৩। কৃষ্ণের ত্রিবিধ বয়োধর্ম্মের মধ্যে তোমার কোন্‌টী উপাদেয় বলিয়া মনে হয়?

১০৬। [ভগবদ্রূপাণাং বর্ণাকারাণাং ভগবন্মূর্ত্তিভেদানাং মধ্যে] শ্যামং (নন্দনন্দন-শ্যামসুন্দরস্য অভ্রবপুঃ) রূপম্ এব পরং (শ্রেষ্ঠম্) ; [পুরীণাং বৈকুণ্ঠ-মথুরাদীনাং মধ্যে] মধুপুরী পুরী (মথুরা এব) বরা (শ্রেষ্ঠা) ; [বাল্য-পৌগণ্ড-কৈশোর-বয়সাং মধ্যে যৌবনপূর্ব্বং ধীরললিত-নায়কোচিতং] কৈশোরকং বয়ঃ [এব] ধ্যেয়ং (নিরন্তরমারাধ্যম্) ; [চিন্ময়রসভেদানাং মধ্যে] আদ্যঃ (মধুরঃ শৃঙ্গারঃ) রসঃ এব পরঃ (শ্রেষ্ঠঃ)।

কৃষ্ণতত্ত্ব, ভক্তিতত্ত্ব ও রসতত্ত্বের সীমা-শিক্ষা ঃ—

কৃষ্ণতত্ত্ব, ভক্তিতত্ত্ব, রসতত্ত্ব-প্রান্ত ।
সব শিখাইল প্রভু ভাগবত-সিদ্ধান্ত ॥ ১১৫ ॥

রামানন্দ-কীর্ত্তিত ভক্তিসিদ্ধান্ত শ্রীরূপকে উপদেশ ঃ—

রামানন্দ-পাশে যত সিদ্ধান্ত শুনিলা ।
রূপে কৃপা করি' তাহা সব সঞ্চারিলা ॥ ১১৬ ॥

শ্রীরূপ-হৃদয়ে সর্ব্বতত্ত্ব-স্ফূর্ত্তি ঃ—

শ্রীরূপ-হৃদয়ে প্রভু শক্তি সঞ্চারিলা ।
সর্ব্বতত্ত্ব-নিরূপিয়া 'প্রবীণ' করিলা ॥ ১১৭ ॥

কবিকর্ণপূরের স্বকৃত-গ্রন্থে শ্রীরূপ-শিক্ষার উল্লেখ ঃ—

শিবানন্দ-সেনের পুত্র 'কবিকর্ণপূর' ।
'রূপের মিলন' স্ব-গ্রন্থে লিখিয়াছেন প্রচুর ॥ ১১৮ ॥

শ্রীরূপ-সনাতনদ্বারা প্রভুর ব্রজলীলা-কথা-প্রকাশ ঃ—

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটকে (৯।৩৮)—

কালেন বৃন্দাবনকেলিবার্ত্তা লুপ্তেতি তাং খ্যাপয়িতুং বিশিষ্য ।
কৃপামৃতেনাভিষিষেচ দেবস্তত্রৈব রূপঞ্চ সনাতনঞ্চ ॥ ১১৯ ॥

শ্রীরূপের অনুগ্রহ-বিধানকারী প্রভু ঃ—

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটকে (৯।২৯)—

যঃ প্রাগেব প্রিয়গুণগণৈর্গাঢ়বদ্ধোঽপি মুক্তো
গেহাধ্যাসাদ্রস ইব পরো মূর্ত্ত এবাপ্যমূর্ত্তঃ ।
প্রেমালাপৈর্দৃঢ়তরপরিষ্বঙ্গরঙ্গৈঃ প্রয়াগে
তং শ্রীরূপং সমমনুপমেনানুজগ্রাহ দেবঃ ॥ ১২০ ॥

প্রভুর দ্বিতীয় স্বরূপ, প্রভুর সর্ব্বস্ব শ্রীরূপে
ভক্তিরসতত্ত্ব-শাস্ত্র-বিস্তার ঃ—

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটকে (৯।৩০)—

প্রিয়স্বরূপে দয়িতস্বরূপে প্রেমস্বরূপে সহজাভিরূপে ।
নিজানুরূপে প্রভুরেকরূপে ততান রূপে স্ববিলাসরূপে ॥১২১॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১১৫। প্রান্ত—সীমা।

১১৯। কালে বৃন্দাবনকেলি-বার্ত্তা লুপ্ত হইয়াছিল, সেই লীলা বিশেষ করিয়া বিস্তার করিবার জন্য শ্রীগৌরাঙ্গদেব কৃপামৃতের দ্বারা তথায় শ্রীরূপকে এবং শ্রীসনাতনকে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন।

অনুভাষ্য

১০৮। দুইপুত্র—গোপীনাথ ও বিঠ্ঠলেশ্বর। শ্রীমন্মহাপ্রভু ১৪৩৪ বা ১৪৩৫ শকাব্দায় প্রয়াগে উপনীত হন ; তৎকালে বিঠ্ঠলের জন্ম হয় নাই ; মধ্য, ১৮শ পঃ ৪৭ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১১৪। ভগবান্ অনন্তশক্তিসম্পন্ন। শক্তিমান্ ভগবান্ হইতে সুকৃতিমান্ জীব কৃপা-শক্তি লাভ করেন। মায়াকবলে পতিত হইয়া কৃষ্ণবৈমুখ্যরূপ অজ্ঞানবশতঃ জীব সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজন-তত্ত্বে অপ্রবিষ্ট থাকেন। ভগবান্ গৌরহরি কৃপা করিয়া শ্রীরূপ-গোস্বামীকে তত্ত্ববোধ-শক্তি পূর্ব্বে অর্পণ করিয়া তত্ত্বশিক্ষা দিলেন।

১১৯। কালেন (ভগবদিচ্ছারূপ-কালবশেন) বৃন্দাবনকেলি-বার্ত্তা (বৃন্দাবনসম্বন্ধিনী রসক্রীড়া-কথা) লুপ্তা (আচ্ছন্না আসীৎ) ইতি (অতঃ) তাং (কথাং) বিশিষ্য (বিশিষ্টাং কৃত্বা) খ্যাপয়িতুং (প্রকাশয়িতুং) দেবঃ (শ্রীগৌরহরিঃ) তত্রৈব বৃন্দাবনে রূপং চ সনাতনং চ কৃপামৃতেন (করুণাসুধা-বারিণা) অভিষিষেচ (অভি-ষিক্তবান্)।

১২০। যঃ (শ্রীরূপঃ) প্রাগেব প্রিয়গুণগণৈঃ (প্রিয়স্য গৌরস্য গুণগণৈঃ গুণসমূহৈঃ) গাঢ়বদ্ধঃ (গাঢ়ম্ অতিশয়ং বদ্ধঃ আসক্তঃ) অপি গেহাধ্যাসাৎ (লীলাভিনীত-গৃহাসক্তেঃ) মুক্তঃ (ত্যক্তস্পৃহঃ)

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১২০। যিনি পূর্ব্বে প্রিয়গুণসমূহের দ্বারা গাঢ়বদ্ধ হইয়াও গৃহচর্য্যা হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন, সেই শ্রীরূপকে, তাঁহার কনিষ্ঠ অনুপমের সহিত, স্বয়ং রসতুল্য অমূর্ত্ত হইয়াও শ্রেষ্ঠ মূর্ত্তিমান্ গৌরাঙ্গদেব, প্রয়াগে প্রেমালাপ ও দৃঢ়তর আলিঙ্গন-দ্বারা অনুগ্রহ করিয়াছিলেন।

১২১। নিজের প্রিয়স্বরূপ, দয়িতস্বরূপ, প্রেমস্বরূপ, স্বাভাবিক মনোজ্ঞরূপবিশিষ্ট এবং নিজের অনুরূপ—এবম্ভূত স্বীয় বিলাস-রূপ শ্রীরূপ-গোস্বামীতে প্রভু (ভক্তিরস-শাস্ত্র) বিস্তার করিয়া-ছিলেন।

অনুভাষ্য

আসীৎ, তং (শ্রীরূপম্) অনুপমেন (অনুজেন) সমং (সার্দ্ধম্) অমূর্ত্তঃ অপি পরঃ মূর্ত্তঃ রসঃ ইব (স্বরূপং প্রকটীকৃত্য) দেবঃ (গৌরঃ) প্রয়াগে (গঙ্গাযামুনসঙ্গমে) প্রেমালাপৈঃ দৃঢ়তর-পরিষ্বঙ্গরঙ্গৈঃ (গাঢ়ালিঙ্গনবিলাসৈঃ) অনুজগ্রাহ (অনুকম্পাং কৃতবান্)।

১২১। প্রিয়স্বরূপে (প্রিয়ঃ ভক্তঃ তৎস্বরূপঃ যঃ তস্মিন্ ভক্তরূপে) দয়িতস্বরূপে (দত্তম্ আত্মস্বরূপং যস্মৈ তস্মিন্) প্রেমস্বরূপে (প্রেমময়-নিজাভিন্ন-রূপে) সহজাভিরূপে (সহজং স্বাভাবিকম্ অভিরূপং মনোজ্ঞং রূপং যস্য তস্মিন্) নিজানুরূপে (প্রেমপ্রকাশকতয়া সদৃশং রূপং যস্য তস্মিন্) একরূপে (একং মুখ্যং রূপং যস্য তস্মিন্) স্ববিলাসরূপে (স্বস্য স্বস্বরূপস্য বিলাসঃ লীলার্থং রূপং যস্য তস্মিন্) রূপে (শ্রীরূপ-গোস্বামিনি) প্রভুঃ (শ্রীমন্মহাপ্রভুঃ) ততান (শ্রীরূপদ্বারৈব ভক্তিরসশাস্ত্রং প্রকাশিতবান্)।

এইমত কর্ণপূর লিখে স্থানে-স্থানে ।
প্রভু কৃপা কৈলা যৈছে রূপ-সনাতনে ॥ ১২২ ॥

শ্রীরূপ-সনাতন—সমগ্র গৌরভক্তের প্রিয়তম ঃ—

মহাপ্রভুর যত বড় বড় ভক্ত মাত্র ।
রূপ-সনাতন—সবার কৃপা-গৌরব-পাত্র ॥ ১২৩ ॥

সকলের আদরের দৃষ্টান্ত ; বৃন্দাবন-দর্শনকারীকে রূপ-সনাতন-সম্বন্ধে সাগ্রহ জিজ্ঞাসা ঃ—

কেহ যদি দেশে যায় দেখি' বৃন্দাবন ।
তাঁরে প্রশ্ন করেন প্রভুর পারিষদগণ ॥ ১২৪ ॥
"কহ,—তাঁহা কৈছে রহে রূপ-সনাতন?
কৈছে রহে, কৈছে বৈরাগ্য, কৈছে ভোজন?? ১২৫ ॥
কৈছে অষ্টপ্রহর করেন শ্রীকৃষ্ণ-ভজন?"
তবে প্রশংসিয়া কহে সেই ভক্তগণ ॥ ১২৬ ॥

শ্রীরূপ-সনাতনের বৈরাগ্যযুগ্-ভক্তিরসপান-মত্ততা-বর্ণন ঃ—

"অনিকেত দুঁহে, বনে যত বৃক্ষগণ ।
এক এক বৃক্ষের তলে এক এক রাত্রি শয়ন ॥ ১২৭ ॥
'বিপ্রগৃহে স্থূলভিক্ষা, কাঁহা মাধুকরী ।
শুষ্ক রুটী-চানা চিবায়, ভোগ পরিহরি' ॥ ১২৮ ॥
করোঁয়া-মাত্র হাতে, কাঁথা, ছিঁড়া-বহির্ব্বাস ।
কৃষ্ণকথা, কৃষ্ণনাম, নর্ত্তন-উল্লাস ॥ ১২৯ ॥
অষ্টপ্রহর কৃষ্ণভজন, চারিদণ্ড শয়নে ।
নাম-সঙ্কীর্ত্তন-প্রেমে সেহ নহে কোন দিনে ॥ ১৩০ ॥
কভু ভক্তিরসশাস্ত্র করয়ে লিখন ।
চৈতন্যকথা শুনে, করে চৈতন্য-চিন্তন ॥" ১৩১ ॥

রূপ-সনাতনের ভজনাচরণ-শ্রবণে ভক্তগণের সুখ ঃ—

এইকথা শুনি' মহান্তের মহাসুখ হয় ।
চৈতন্যের কৃপা যাঁহে, তাঁহে কি বিস্ময়?? ১৩২ ॥

স্ব-কৃত 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু'তে প্রভুকৃপা বর্ণন ঃ—

চৈতন্যের কৃপা রূপ লিখিয়াছেন আপনে ।
রসামৃতসিন্ধু-গ্রন্থের মঙ্গলাচরণে ॥ ১৩৩ ॥

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু (১।১।২)—

হৃদি যস্য প্রেরণয়া প্রবর্ত্তিতোঽহং বরাকরূপোঽপি ।
তস্য হরেঃ পদকমলং বন্দে চৈতন্যদেবস্য ॥ ১৩৪ ॥

প্রয়াগে দশদিন যাবৎ প্রভুর শ্রীরূপকে শিক্ষাদান ঃ—

এইমত দশদিন প্রয়াগে রহিয়া ।
শ্রীরূপে শিক্ষা দিল শক্তি সঞ্চারিয়া ॥ ১৩৫ ॥

শ্রীরূপশিক্ষা ; সূত্রাকারে ভক্তিরস-লক্ষণ-বর্ণন ঃ—

প্রভু কহে,—"শুন, রূপ, ভক্তিরসের লক্ষণ ।
সূত্ররূপে কহি, বিস্তার না যায় বর্ণন ॥ ১৩৬ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১২৯। করোঁয়া—সন্ন্যাসিদিগের হাতের জলপাত্র।

অনুভাষ্য

১২২। স্থানে-স্থানে—শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-গ্রন্থের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে।

১২৮। স্থূলভিক্ষা—যে-ভিক্ষাগ্রহণে উদরপূর্ত্তির জন্য অন্যের নিকট অন্য কোন খাদ্যদ্রব্য ভিক্ষা করিতে হয় না।

মাধুকরী—মৌমাছি যেরূপ নানা পুষ্প হইতে মধু সংগ্রহ করিয়া চক্রে লইয়া যায়, সেইরূপ নানাস্থান হইতে স্বল্প স্বল্প খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ করিয়া যাঁহারা উদরপূরণ করেন, তাঁহাদের বৃত্তিই 'মাধুকরী'-নামে কথিত।

ভোগ-পরিহরি'—সুখলাভের আশায় ইন্দ্রিয়বৃত্তি-বর্দ্ধনার্থ যে-সকল উত্তেজক দ্রব্য ব্যবহৃত হয়, ঐগুলি ত্যাগ করিয়া ভজনোপযোগী জীবনরক্ষা করিবার জন্য শুষ্ক রুটি ও ভর্জ্জিত ছোলাদ্বারা জীবন নির্ব্বাহ করিতেন।

১৩১। এতাদৃশ বৈরাগ্যবিশিষ্ট জীবনে তাঁহারা কখনও ভক্তিরসশাস্ত্র লিখিয়া কৃষ্ণভজন করিতেন, কোন-সময়ে নাম-সঙ্কীর্ত্তন এবং কোনসময় গৌর-লীলা-স্মরণ-মননাদিদ্বারা কৃষ্ণ-ভজন করিতেন। প্রাকৃত-সহজিয়াদিগের মধ্যে এই বিশ্বাস প্রবল

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৩৪। হৃদয়ে যাঁহার প্রেরণাদ্বারা সামান্য কাঙ্গালরূপ আমি ভক্তিগ্রন্থ-রচনে প্রবর্ত্তিত হইয়াছি, সেই শ্রীচৈতন্যদেব হরির পদকমল আমি বন্দনা করি।

অনুভাষ্য

যে, ভক্তিশাস্ত্র-লিখন-পঠনাদি পরিত্যাগ করিয়া নিজ-মূর্খতা-সাধনোদ্দেশে শাস্ত্রাদি-আলোচনা হইতে বিরাম লাভই ভক্তির 'সাধন'! শ্রীরূপানুগ-ভক্তের তাদৃশ কথায় আস্থা নাই ; তবে সাধকের শাস্ত্রলিখনপঠনাদিতে যদি অর্থোপার্জ্জন-বাঞ্ছামূলে জড়েন্দ্রিয়-তর্পণ, জড়ীয় প্রতিষ্ঠা বা পূজা, লাভ বা অন্য কোন ক্ষুদ্র অবান্তর উদ্দেশ্য থাকে,—যাহা 'উপশাখা'-নামে কথিত,—তাহা হইলে সেরূপ ভ্রষ্টাচার-পরায়ণের কখনও মঙ্গল হয় না। প্রকৃত শ্রীমদ্রূপানুগের এরূপ ক্ষুদ্র ফলভোগমূলক কর্ম্মবাসনা নাই।

১৩৪। [নিজ-ভগবৎসেবা-প্রবর্ত্তকং স্বাশ্রয়চরণকমলং ভগবন্তং গৌরহরিং নমস্করোতি—] অহং বরাকরূপঃ (ক্ষুদ্র-দীন-রূপঃ ; স্বয়ং গোস্বামিকুলচূড়ামণেরপি অতিদৈন্যবশাদেবেয়-মুক্তিঃ) অপি যস্য (কর্ত্তৃভূতস্য গৌরস্য) হৃদি (মনসি) প্রেরণয়া (হৃদ্বিষয়ানুজ্ঞয়া) প্রবর্ত্তিতঃ (প্রেরিতঃ), তস্য চৈতন্যদেবস্য হরেঃ

প্রভুর কৃপায় রূপের ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর বিন্দুপান ঃ—

পারাপার-শূন্য গভীর ভক্তিরস-সিন্ধু ।
তোমায় চাখাইতে তার কহি এক 'বিন্দু' ॥ ১৩৭ ॥

প্রথমে ব্রহ্মাণ্ডের বদ্ধজীব-বর্ণন ; সংখ্যায় বহুত্ব ঃ—

এইমত ব্রহ্মাণ্ড ভরি' অনন্ত জীবগণ ।
চৌরাশী-লক্ষ যোনিতে করয়ে ভ্রমণ ॥ ১৩৮ ॥

জীবাত্মা ও জীবস্বরূপ-পরিমাণ ঃ—

কেশাগ্র-শতেক-ভাগ পুনঃ শতাংশ করি ।
তার সম সূক্ষ্ম জীবের 'স্বরূপ' বিচারি ॥ ১৩৯ ॥

শাস্ত্র-প্রমাণ ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৮৭।৩০) শ্রুতি-স্তব-ব্যাখ্যা-ধৃত শ্লোক—

কেশাগ্রশতভাগস্য শতাংশসদৃশাত্মকঃ ।
জীবঃ সূক্ষ্মস্বরূপোঽয়ং সংখ্যাতীতো হি চিৎকণঃ ॥ ১৪০ ॥

শ্বেঃ উঃ মন্ত্রানুসারে পঞ্চদশীতে চিত্রদীপে (৮১)—

বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ ।
ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয় ইতি চাহ পরা শ্রুতিঃ ॥ ১৪১ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।১৬।১১)—

সূক্ষ্মাণামপ্যহং জীবঃ ॥ ১৪২ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৮৭।৩০)—

অপরিমিতা ধ্রুবাস্তনুভৃতো যদি সর্ব্বগতা-
স্তর্হি ন শাস্যতেতি নিয়মো ধ্রুব নেতরথা ।
অজনি চ যন্ময়ং তদবিমুচ্য নিয়ন্তৃ ভবেৎ
সমমনুজানতাং যদমতং মতদুষ্টতয়া ॥ ১৪৩ ॥

বিরূপ-ভেদে জীব দ্বিবিধ—(১) স্থাবর, (২) জঙ্গম ; জঙ্গমের ত্রিবিধত্ব—জল-স্থল-খেচর ঃ—

তারে মধ্যে 'স্থাবর', 'জঙ্গম'—দুই ভেদ ।
জঙ্গমে তির্য্যক্-জল-স্থলচর-বিভেদ ॥ ১৪৪ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৪০। কেশের অগ্রভাগকে শতভাগ করিলে তাহার শতশতাংশ-সদৃশস্বরূপই জীবের সূক্ষ্মস্বরূপ ; জীব—চিৎকণ ও সংখ্যাতীত।

অনুভাষ্য

(গৌরহরেঃ কৃষ্ণচৈতন্যস্য) পদকমলং (চরণারবিন্দম্) অহং বন্দে।

১৩৭। পারাপার-শূন্য—পার (অর্থাৎ) একপার ; অপার (অর্থাৎ) অন্য পার ; অতএব যাহার উভয়পারের মধ্যে কোন পারেরই সীমা নাই।

১৩৮। চৌরাশী লক্ষযোনি—"জলজা নবলক্ষাণি স্থাবরা লক্ষবিংশতিঃ। কৃময়ো রুদ্রসংখ্যকাঃ পক্ষিণাং দশলক্ষকম্। ত্রিংশল্লক্ষাণি পশবঃ চতুর্লক্ষাণি মানুষাঃ।।"—(বিষ্ণুপুরাণে)

১৩৯। মুণ্ডকে ৩।১।৯—"এষোঽণুরাত্মা"।

১৪০। অয়ং জীবঃ হি কেশাগ্রশতভাগস্য (অতি-সূক্ষ্মকেশাগ্রায়ামস্য শতধা বিভক্তস্য, পুনঃ তাদৃশ-পরমসূক্ষ্মাংশস্য) শতাংশ-সদৃশাত্মকঃ (পুনঃ শতখণ্ডাংশতুল্যঃ) সূক্ষ্মস্বরূপঃ (পরমাণু-চেতনঃ চিৎকণঃ সূক্ষ্মচিদণুখণ্ডঃ) সংখ্যাতীতঃ (অনন্তসংখ্যকঃ)।

১৪১। [যঃ] বালাগ্রশতভাগস্য (কেশাগ্রস্য শতধা খণ্ডিতস্য, তস্য পুনঃ) শতধা কল্পিতস্য (বিভক্তস্য) চ ভাগঃ (খণ্ডঃ),—সঃ [এব] জীবঃ (জীবস্বরূপাকারঃ) বিজ্ঞেয়ঃ (জ্ঞাতব্যঃ) ইতি চ পরা (শ্রেষ্ঠা) শ্রুতিঃ (শ্বেতাশ্বতরপ্রমুখা) আহ।

১৪২। ভগবদ্বিভূতিসমূহ শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করায় শ্রীউদ্ধবের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উক্তি,—

অহং (চিদচিদীশ্বরঃ অদ্বয়জ্ঞানাত্মকঃ শ্রীভগবান্) সূক্ষ্মাণাম্ (অণূনাম্ অপি মধ্যে) জীবঃ (জীবাত্মা)।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৪১। কেশাগ্রের শতভাগকে বহুশতবার বিভাগ করিলে যে সূক্ষ্ম ভাগ হয়, জীব—সেইরূপ সূক্ষ্ম ; প্রধান শ্রুতি এইরূপ বলিয়াছেন।

১৪২। কোন কোন পাঠে লিখিত আছে,—শ্রীমদ্ভাগবতে উদ্ধবং প্রতি শ্রীভগবদ্বাক্যম্,—

"গুণিনামপ্যহং সূত্রং মহতাঞ্চ মহানহম্।
সূক্ষ্মাণামপ্যহং জীবো দুর্জ্জয়ানামহং মনঃ ।।"

সূক্ষ্মগণের মধ্যে আমি (ভগবান্) 'জীব' (ভেদাভেদপ্রকাশ)।

১৪৩। হে ধ্রুব, যদি তনুভৃজ্জীবসকল অপরিমিত ধ্রুব অর্থাৎ পরম নিত্য ও সর্ব্বগত হইত, তাহা হইলে তোমার শাসনাধীন থাকার নিয়ম থাকিত না। যদি জীবকে 'অণু', সামান্যতঃ 'নিত্য' বলিয়া স্বীকার করা যায়, তাহা হইলেই তাহারা তোমার অধীন হয়। যন্ময় হইয়া তাহারা জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহার অপরি-ত্যাগেই নিয়ন্তৃ হইতে পারে। অতএব যাহারা জীব এবং তোমাকে 'এক' করিয়া জানে, তাহাদের মত—'মতবাদে' দূষিত।

১৪৪-১৪৯। জীব দুইপ্রকার,—নিত্যমুক্ত ও নিত্যবদ্ধ।

অনুভাষ্য

১৪৩। জনলোকে ব্রহ্মসত্রযজ্ঞে শ্রবণেচ্ছু মুনিগণের নিকট কুমারগণের অন্যতম ব্রহ্মর্ষি সনন্দন শ্রুতিগণকর্ত্তৃক ভগবৎস্তব বর্ণন করিতেছেন,—

হে ধ্রুব (সর্ব্বাশ্রয়, নিত্য)! অপরিমিতাঃ (বস্তুতঃ এব অনন্তাঃ) ধ্রুবাঃ (নিত্যাঃ) তনুভৃতঃ (শরীরধারিণঃ জীবাঃ) যদি সর্ব্বগতাঃ (বিভবঃ ব্যাপকাঃ স্যুঃ), তর্হি শাস্যতা (তৎশাস্যতা) ইতি যঃ ত্বয়া নিয়মঃ (নিয়মনং) সঃ ন স্যাৎ, ইতরথা ন [ঘটেত,

স্থলচরের শ্রেষ্ঠত্ব ; তন্মধ্যে মানবজাতির সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব ; তন্মধ্যে কর্ম্মী, জ্ঞানী ও ভক্তের তারতম্য-তুলনা ঃ—

তার মধ্যে মনুষ্য-জাতি অতি অল্পতর ।
তার মধ্যে ম্লেচ্ছ, পুলিন্দ, বৌদ্ধ, শবর ॥ ১৪৫ ॥
বেদনিষ্ঠ-মধ্যে অর্দ্ধেক বেদ 'মুখে' মানে ।
বেদনিষিদ্ধ পাপ করে, ধর্ম্ম নাহি গণে ॥ ১৪৬ ॥
ধর্ম্মাচারি-মধ্যে বহুত 'কর্ম্মনিষ্ঠ' ।
কোটি-কর্ম্মনিষ্ঠ-মধ্যে এক 'জ্ঞানী' শ্রেষ্ঠ ॥ ১৪৭ ॥

মুক্তগণের মধ্যেও কৃষ্ণভক্তের সুদুর্ল্লভত্ব ঃ—

কোটিজ্ঞানি-মধ্যে হয় একজন 'মুক্ত' ।
কোটিমুক্ত-মধ্যে 'দুর্ল্লভ' এক কৃষ্ণভক্ত ॥ ১৪৮ ॥

কৃষ্ণভক্তের সুদুর্ল্লভত্ব ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্বের কারণ ঃ—

কৃষ্ণভক্ত—নিষ্কাম, অতএব 'শান্ত' ।
ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধি-কামী—সকলি 'অশান্ত' ॥ ১৪৯ ॥

শাস্ত্রপ্রমাণ ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবতে (৬।১৪।৫)—

মুক্তানামপি সিদ্ধানাং নারায়ণপরায়ণঃ ।
সুদুর্ল্লভঃ প্রশান্তাত্মা কোটিষ্বপি মহামুনে ॥ ১৫০ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

নিত্যবদ্ধগণ এই স্থাবর-জঙ্গম-ভেদে দুই প্রকার ; যাহারা—অচল (যেমন, বৃক্ষাদি), তাহারাই 'স্থাবর' জীব ; যাহারা—সচল, তাহারাই 'জঙ্গম'। জঙ্গম তিনপ্রকার,—তির্য্যক্-পক্ষিগণ, জলচর ও স্থলচর। স্থলচরের মধ্যে মানবজাতি অত্যন্ত অল্পসংখ্যক। সেই অল্পসংখ্যক মানবদিগের মধ্যে ম্লেচ্ছ, পুলিন্দ, বৌদ্ধ ও শবর পরিত্যক্ত হইলে বেদনিষ্ঠ মনুষ্য বাকি থাকে। বেদনিষ্ঠগণ দুইপ্রকার,—ধর্ম্মাচারী ও অধর্ম্মাচারী ; ধর্ম্মাচারি-মধ্যে অনেকেই কর্ম্মনিষ্ঠ ; কেহ বা জ্ঞাননিষ্ঠ ; কোটি জ্ঞাননিষ্ঠের মধ্যে বস্তুতঃ একজন 'মুক্ত' ; এস্থলে, যাঁহারা জড়বুদ্ধি হইতে মুক্ত, তাঁহাদিগকেই 'মুক্ত' বলা যায়। সেই সকল মুক্তদিগের মধ্যে, যিনি শ্রদ্ধালু হইয়া কৃষ্ণভজনে প্রবৃত্ত, তিনিই 'কৃষ্ণভক্ত'। কৃষ্ণভক্তের কামনা নাই। পূর্ব্বোক্ত 'মুক্ত' পর্য্যন্ত সকলেই কামনাযুক্ত ; ধর্ম্মাচারী ও কর্ম্মনিষ্ঠ—'ভুক্তিকামী' ও মুক্ত পর্য্যন্ত জ্ঞানী—'মুক্তিকামী', তন্মধ্যে কেহ কেহ আবার যোগফলের 'সিদ্ধিকামী'। যতদিন তাহাদের হৃদয়ে এই তিনপ্রকার কামনা থাকে, ততদিন তাঁহাদিগকে ঐ সকল কামনা শান্তি দান করে না ; এতন্নিবন্ধন তাঁহারা সকলেই 'অশান্ত'। সুতরাং একমাত্র নিষ্কাম কৃষ্ণভক্তই শান্ত অর্থাৎ শান্তিপ্রাপ্ত।

অনুভাষ্য

নিয়ম্যনিয়ন্তৃ-ভাবাবস্থিতত্বাৎ] ; যন্ময়ং (যৎ অগ্ন্যাদিময়ং স্ফুলিঙ্গাদিকং কার্য্যং জীবাখ্যং বস্তু) অজনি (জাতং, তেষাং জীবানাং) নিয়ন্তৃ (শাস্তৃ) ভবেৎ, তৎ অবিমুচ্য (তান্ জীবান্ অপরিত্যজ্য যৎ উপাদানরূপং পরমাত্মানং জীবতত্ত্বেন) সমম্ অনুজানতাং (কেবলাদ্বৈতবাদিনাং) মতদুষ্টতয়া (মতস্য দুষ্টতয়া অশুদ্ধত্বেন) অমতম্ এব (অজ্ঞাতপ্রায়ম্ অবিষয়ত্বাৎ)।

১৪৪। তার মধ্যে—ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গত বদ্ধজীবগণের মধ্যে।

১৪৫। তার মধ্যে—বেদনিষ্ঠের বিপরীত মনুষ্য-জাতির মধ্যে।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৫০। হে মহামুনে, কোটী কোটী মুক্ত ও সিদ্ধদিগের মধ্যে নারায়ণপরায়ণ প্রশান্তাত্মা পুরুষ অত্যন্ত দুর্ল্লভ।

অনুভাষ্য

১৪৬। 'বেদনিষ্ঠ' বলিয়া মুখে স্বীকার করিয়া বেদ-বিরুদ্ধাচারী—যথেচ্ছাচারী 'কুকর্ম্মী' বা 'অন্যাভিলাষী'।

১৪৮। কর্ম্মনিষ্ঠ—নিজ-ভোগকামনায় যাহারা পুণ্যাদি সৎকর্ম্ম করে ; আবার, নিষ্কাম-কল্পনায় যাহারা কর্ম্মসমূহ অর্পণ করে,—এরূপ কোটিসংখ্যক কর্ম্মনিষ্ঠের মধ্যে যিনি সত্ত্বে অধিষ্ঠিত হইয়াও রজস্তমো-নিরসনজন্য, প্রাকৃত পুণ্য ও পাপ, উভয় অবস্থা হইতে বিরত হইয়া আত্মার নির্ম্মলতার অনুসরণার্থ প্রকৃত্যতীত নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধানরত হন, তিনিই জ্ঞানী। কোটি-জ্ঞানীর মধ্যে যিনি জ্ঞানমার্গের সত্ত্বগুণাশ্রিত হইয়া শমদমাদি সাধন-ষট্ক প্রভৃতি মিশ্রা ও বিদ্ধভক্তিমূলক সৎকর্ম্ম অনুষ্ঠান করিতে করিতে দ্বৈতবুদ্ধিতে নিজের আশ্রয়ীভূত উপায়সমূহকে অসম্পূর্ণ-বোধে পরিত্যাগপূর্ব্বক অনিত্য ও অসত্য সাধনকেই নিত্যসিদ্ধির কারণরূপে জ্ঞান করিয়া ঐরূপ সাধনফলে অবশেষে নিজ-বদ্ধানুভূতি হইতে মুক্তি অর্থাৎ ব্রহ্মভূত স্বরূপ লাভ করিয়াছেন বলিয়া অভিমান করেন এবং তদুদ্দেশে 'দ্রষ্টা', 'দর্শন' ও 'দৃশ্য' অথবা 'জ্ঞাতা', 'জ্ঞান' ও 'জ্ঞেয়ে'র বৈশিষ্ট্য লোপ করেন, তাদৃশ অচিৎ-মিশ্রাতীত কেবল-চিন্মাত্রবাদী জ্ঞানীই 'মুক্ত' বলিয়া কথিত। তাদৃশ কোটি মুক্ত-পুরুষের মধ্যেও কৃষ্ণভক্ত বিরল।

১৪৯। কৃষ্ণভক্তই একমাত্র কামনা-শূন্য এবং একমাত্র কৃষ্ণনিষ্ঠ বলিয়া শান্ত। স্বর্গাদি ভুক্তি-কামী কর্ম্মী, নির্ব্বাণাদি মুক্তিকামী জ্ঞানী এবং অণিমাদি অষ্টাদশ সিদ্ধি-কামী যোগী স্ব-স্ব-কামের বশবর্ত্তী হইয়া তদভাবে অশান্ত ; আবার কামনা-তৃপ্তিতেও অসৎপ্রাপ্তিহেতু কৃষ্ণনিষ্ঠ নহে বলিয়া অশান্ত।

১৫০। মুক্তানাং (অজ্ঞানবন্ধ-রহিতানাং) সিদ্ধানাং (যোগসিদ্ধানাং) কোটিষু অপি মধ্যে প্রশান্তাত্মা (নিষ্কামমনাঃ) নারায়ণ-

লতার সহিত ভক্তির উপমা ; ভক্তির অপর নাম 'কৃষ্ণানুরাগ' ;
বদ্ধজীবের সেই কৃষ্ণপ্রীতি-সেবা-লাভের ক্রমপন্থা-
বর্ণন-মূলে ভক্তিপ্রদা কৃষ্ণকৃপারূপা সুকৃতি, তৎ-
ফলে সদ্‌গুরুলাভ, তৎ-কৃপায় শ্রবণ-ফলে
সম্বন্ধোপলব্ধি ও শ্রদ্ধার উদয় ঃ—

ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব ।
গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ ॥ ১৫১ ॥

যুগপৎ অভিধেয়ারম্ভ ; অনর্থযুক্ত অবস্থাতেও ভজন ঃ—

মালী হঞা করে সেই বীজ আরোপণ ।
শ্রবণ-কীর্ত্তন-জলে করয়ে সেচন ॥ ১৫২ ॥

অনর্থমুক্ত-অবস্থাতেও ভজন ; রাগময়ী ভক্তির আশ্রয়—
কৃষ্ণমাধুর্য্য, ব্রহ্মা ও নারায়ণের ঐশ্বর্য্য নহে ঃ—

উপজিয়া বাড়ে লতা 'ব্রহ্মাণ্ড' ভেদি' যায় ।
'বিরজা', 'ব্রহ্মলোক' ভেদি' 'পরব্যোম' পায় ॥ ১৫৩ ॥
তবে যায় তদুপরি 'গোলোক-বৃন্দাবন' ।
'কৃষ্ণচরণ'-কল্পবৃক্ষে করে আরোহণ ॥ ১৫৪ ॥

কৃষ্ণপ্রেমরূপ প্রয়োজন-প্রাপ্তি ; সাধনাবস্থায়
সর্ব্বদা শ্রবণ-কীর্ত্তন ঃ—

তাঁহা বিস্তারিত হঞা ফলে প্রেম-ফল ।
ইঁহা মালী সেচে নিত্য শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি-জল ॥ ১৫৫ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৫১-১৬৪। জীবসকল আপন আপন কর্ম্মসূত্রে নানা-যোনিতে ব্রহ্মাণ্ডে ভ্রমণ করিতেছেন। তন্মধ্যে যাঁহার ভক্তি-জন্মোপযোগী সুকৃতিরূপ ভাগ্যোদয় হয়, তিনি গুরু-কৃষ্ণপ্রসাদে ভক্তিলতার বীজ যে 'শ্রদ্ধা', তাহা লাভ করেন। সেই বীজ পাইবামাত্র মালিস্বরূপ হইয়া নিজ-হৃদয়ক্ষেত্রে তাহা রোপণ করেন। বীজ রোপিত হইয়া অঙ্কুরিত হইতে হইতে ভগবৎ-কথা ও ভক্তকথার শ্রবণ-কীর্ত্তনরূপ জলে সেই ক্ষেত্রের সেচন করেন। ভক্তিলতা উৎপন্ন হইয়া বাড়িতে বাড়িতে এই মায়িক ব্রহ্মাণ্ড ভেদ করিয়া বিরজা ও জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্মলোক ভেদ করত পরব্যোমে স্থান প্রাপ্ত হয়। সেই পরব্যোমে লতা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া তদুপরি গোলোক-বৃন্দাবন পর্য্যন্ত গমন করত কৃষ্ণচরণরূপ কল্পবৃক্ষে আরোহণ করে। কৃষ্ণচরণারূঢ় ভক্তিলতাতেই 'প্রেম-

অনুভাষ্য

পরায়ণঃ সুদুর্ল্লভঃ। [তন্ত্রবাক্য—"জ্ঞানতঃ সুলভঃ মুক্তির্ভুক্তি-র্যজ্ঞাদি-পুণ্যতঃ। সেয়ং সাধনসাহস্রৈর্হরিভক্তিঃ সুদুর্ল্লভা।।"]*

১৫১। 'ব্রহ্মাণ্ড' বলিতে চতুর্দ্দশ ভুবন (আদি, ৫ম পঃ ৯৮ সংখ্যা)।

ভাগ্যবান্—সুকৃতিসম্পন্ন জীব ; অজ্ঞানক্রমে বিষ্ণু-বৈষ্ণব-সেবা সাধিত হইলে জীবের 'সুকৃতি'র উদয় হয়,—(নারদ-জন্মোপাখ্যান—ভাঃ ১।৫।২৩-৩০ দ্রষ্টব্য)। এই ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতি—জীবাত্মার চিদ্বৃত্তিরই অস্ফুট বিকাশ, উহা জড়কর্ম্ম নহে ; সুকৃতির ফলে শ্রদ্ধা ও শ্রবণ-জনিত সম্বন্ধজ্ঞান লাভ হইলেই প্রকৃত শুদ্ধভক্তির আরম্ভ।

গুরুপ্রসাদ—গুরু কৃপা করিয়া শিষ্যকে কৃষ্ণভক্তিরূপ সর্ব্বোত্তম অনুগ্রহ দান করেন। সুকৃতিমান্ অনুগ্রহযোগ্য জনের পরম শ্রেয়োলাভের উদ্দেশে শ্রীভগবান্ নিজ-প্রিয়তম জনকে শক্তি অর্পণ করিয়া জগতে নিজকৃপাশক্তি-বিতরণের জন্য মহান্ত-গুরুরূপে প্রেরণ করেন ; শ্রীগুরুদেব শিষ্যকে কৃষ্ণসেবা-রূপ নিজানুগ্রহ প্রদান করেন।

কৃষ্ণপ্রসাদ—ভক্তিলতার বীজ-প্রদাতা আশ্রয়জাতীয় ভগবৎস্বরূপ গুরুদেবকে শিষ্যের নিকট প্রেরণ কার্য্যই কৃষ্ণ-প্রসাদ। গুরুপ্রসাদে কৃষ্ণপ্রসাদ-লাভ এবং কৃষ্ণপ্রসাদে গুরু-প্রসাদ লাভ ঘটে।

ভক্তিলতা-বীজ—যে বীজ হইতে ভগবানের সেবা-রূপ লতিকা উৎপন্ন হয়। ভক্তিলতার কারণ—গুরুপ্রসাদ ও কৃষ্ণ-প্রসাদ। অন্যাভিলাষ-বীজ, কর্ম্ম-বীজ ও জ্ঞান-বীজ হইতে তত্তদ্‌বৃক্ষাদি উৎপন্ন হয়। এই সকল বীজ হইতে ভক্তিলতার বীজ—পৃথক্। গুরু-কৃষ্ণের প্রসন্নতা হইতেই ভক্তিলতার বীজ পাওয়া যায়। তাঁহারা অপ্রসন্ন হইলে অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম বা জ্ঞান-বীজের প্রাপ্তি ঘটিতে পারে, কিন্তু শুদ্ধভক্তির বীজ লুপ্ত হইয়া যায়। যাহাদের প্রকৃত সৌভাগ্য নাই, তাহাদের ভক্তিলতা-বীজ-প্রাপ্তি ঘটে না। শ্রদ্ধাবান্ জীবই গুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করেন। সদ্‌গুরুপ্রদত্ত অনুগ্রহ-মন্ত্র ও প্রদর্শিত পথই 'ভক্তিমার্গ'।

১৫২। গুরুপাদপদ্ম হইতে শ্রবণ করিয়া তৎকীর্ত্তন-কার্য্যই জল-সেচন, তদ্দ্বারা বীজ ক্রমশঃ লতায় পরিণত হয়।

১৫৩। 'ব্রহ্মাণ্ড' অর্থাৎ চতুর্দ্দশ ভুবনমধ্যে ভক্তিলতার আশ্রয় কোন বৃক্ষই নাই। ব্রহ্মাণ্ডের কোন বস্তুর প্রতিই ভক্তি প্রযুক্ত হইতে পারে না। ব্রহ্মাণ্ড অতিক্রম করিয়া 'বিরজা-নদী' ; সেখানে গুণত্রয়সাম্যাবস্থা লক্ষিত হয়,—উহা প্রাকৃত-মল-বিধৌতকারিণী স্রোতস্বিনী। তাহা অতিক্রম করিয়াই জ্ঞানিগণের আদর্শ 'ব্রহ্মলোক'। বিরজায় যেমন ভক্তিলতার আশ্রয়োপযোগী বৃক্ষ নাই, ব্রহ্মলোকেও তদ্রূপ ভক্তিলতার সেব্য-বৃক্ষাভাব। আশ্রয়-

* *জ্ঞান-সাধন হইতে 'মুক্তি' এবং যজ্ঞাদি-পুণ্য হইতে 'ভুক্তি' সুলভ—কিন্তু সহস্র সহস্র সাধনদ্বারাও সেই হরিভক্তি অতিশয় দুর্ল্লভ।*

অপক্কাবস্থায় বৈষ্ণবাপরাধই সাধনপথে সর্ব্বপ্রধান 'বিঘ্ন' ঃ—

যদি বৈষ্ণব-অপরাধ উঠে হাতী মাতা ।
উপাড়ে বা ছিণ্ডে, তার শুখি' যায় পাতা ॥ ১৫৬ ॥

নামাপরাধ হইতে সাবধানতাই শ্রেয়ঃ-কারণ ঃ—

তাতে মালী যত্ন করি' করে আবরণ ।
অপরাধ-হস্তীর যৈছে না হয় উদ্‌গম ॥ ১৫৭ ॥

ভক্তির ন্যায় আকৃতি বা সৌসাদৃশ্য থাকিলেও ভক্তি নহে, এমন অভক্তিসমূহ ঃ—

কিন্তু যদি লতার সঙ্গে উঠে 'উপশাখা' ।
ভুক্তি-মুক্তি-বাঞ্ছা, যত অসংখ্য তার লেখা ॥ ১৫৮ ॥
'নিষিদ্ধাচার', 'কুটীনাটী', 'জীবহিংসন' ।
'লাভ', 'পূজা', 'প্রতিষ্ঠাদি' যত উপশাখাগণ ॥ ১৫৯ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

ফল' ফলে। এ-যাবৎ মালী শ্রবণ-কীর্ত্তন-জল সেচন করিতে থাকেন। এই প্রক্রিয়া-সময়ে জল-সেচন ব্যতীত আর একটী প্রক্রিয়া আছে,—কিছুদিন জল সেচন করিতে করিতে লতা যখন বর্দ্ধিত হইতে থাকে, তখন অপর জন্তু আসিয়া তাহার পাতা ছিঁড়িয়া ফেলে, বা উত্তাপাদিতে পাতা শুকাইয়া যায়। এই প্রক্রিয়ায় বৈষ্ণব-অপরাধই দুষ্টজন্তু-স্থলীয় বস্তু। সেই বৈষ্ণব-অপরাধই মত্ত হাতীর ন্যায় ঐ সমস্ত ক্ষতি করে। সে-সময়ে মালী বেড়া দিয়া বা আবরণ প্রস্তুত করিয়া বিশেষ যত্ন করিতে থাকে, তাহাতে অপরাধ-হস্তীর উদ্‌গম হয় না। বৈষ্ণব-অপরাধ বা নাম-অপরাধ—দশবিধ (আদি, ৮ম পঃ ২৪ সংখ্যা দ্রষ্টব্য)। এইসময় আর একটা উৎপাত আছে,—যে-সময় ভক্তিলতা উঠিতে থাকে, সে-সময় যদি উপশাখা অধিক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, তাহাতে দোষ জন্মে। উপশাখা—যথা ভুক্তি-বাঞ্ছা, মুক্তি-বাঞ্ছা, নিষিদ্ধাচার, কুটীনাটী, জীব-হিংসা-প্রবৃত্তি, লাভেচ্ছা, নিজের

অনুভাষ্য

বৃক্ষ না পাইয়া শ্রবণ-কীর্ত্তন-জলসিক্ত বর্দ্ধমানা লতা ব্রহ্মলোক অতিক্রম করিয়া 'পরব্যোম'-ধাম লাভ করে।

১৫৪। ব্রহ্মলোক ও বিরজার একপারে মায়িক ব্রহ্মাণ্ড অবস্থিত, উহাই 'দেবীধাম' ; দেবীধাম বা ইতর-ব্যোম—প্রকৃতির অধীনরূপে অবস্থিত। প্রকৃতির অপর পারে 'বৈকুণ্ঠ' বা 'পরব্যোম' অবস্থিত। সেখানে মায়া কিছুই 'পরিমাণ করিতে' সমর্থা হয় না। ব্রহ্মময় বৈকুণ্ঠের উপরিভাগেই গোলোক-বৃন্দাবন অবস্থিত। তথায় ভক্তিলতা কৃষ্ণচরণরূপ কল্পতরুকে আশ্রয় করে। পরব্যোমে পরব্যোমনাথ শ্রীনারায়ণের যে পূজা বিহিত হয়, তাহাতে 'শান্ত', 'দাস্য', ও 'সখ্যার্দ্ধ'-রস লক্ষিত হয় ; পরন্তু গোলোক-বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের সেবায় 'শান্ত', দাস্য' ও 'গৌরব-সখ্যার্দ্ধে'র সহিত 'বিশ্রম্ভ-সখ্যার্দ্ধ', 'বাৎসল্য' ও মধুর',—এই ভাব-পঞ্চক পূর্ণমাত্রায় বিকশিত ; এখানেই ভক্তিলতিকা সর্ব্বতোভাবে আশ্রয় পাইয়া থাকেন।

১৫৫। তাঁহা—গোলোক-বৃন্দাবনে ; প্রেমফল—অপ্রাকৃত পরম-লোভনীয় কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছা-মূলক অদ্ভুত বস্তু, উহা সচ্চিদানন্দস্বরূপ কৃষ্ণচন্দ্রের নিজস্ব-বস্তু, উহা বদ্ধজীবের ভোগময় প্রাকৃত জড়বুদ্ধির গোচর হয় না।

ইঁহা—প্রপঞ্চে ; এখানে থাকিয়া সেই ভক্তিলতার প্রোথিত বীজোপরি নিত্য অপ্রাকৃত কৃষ্ণনামরূপগুণলীলার শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিরূপ জলসেচন করিতে হয়।

১৫৬। বৈষ্ণব-অপরাধ—মত্তহস্তি-সদৃশ। অপরাধ—দশবিধ নামাপরাধ (আদি—৮ম পঃ ২৪ সংখ্যা দ্রষ্টব্য)। হাতী মাতা—প্রবল ভক্তিবিরোধী ভাব বা গুর্ব্ববজ্ঞারূপ বৈষ্ণব-অপরাধ, উহাই ভক্তিলতার বিনাশকারক।

১৫৭। ভক্তিলতার চতুষ্পার্শ্ব ঘিরিয়া বেষ্টন করা আবশ্যক। কৃষ্ণাভক্তসঙ্গ-বর্জ্জনচেষ্টারূপ আবরণ বা বেড়া না থাকিলে অভক্ত-সঙ্গক্রমে জাত অপরাধরূপ মত্তহস্তী-কর্ত্তৃক ভক্তিলতা উৎপাটিত ও বিধ্বস্ত বা দলিত হইবার সম্ভাবনা ; তাহা যাহাতে না ঘটে, তদ্বিষয়ে সাবধান হওয়া সাধকের নিতান্ত আবশ্যক। শ্রীরূপপ্রভু 'উপদেশামৃতে'—"অত্যাহারঃ প্রয়াসশ্চ প্রজল্পো নিয়মাগ্রহঃ। জনসঙ্গশ্চ লৌল্যঞ্চ ষড়্ভির্ভক্তির্বিনশ্যতি।।"

১৫৮। উপশাখা—প্রকৃত লতার নিজশাখা ব্যতীত তৎসদৃশ একই আকৃতি-বিশিষ্ট অন্য লতার শাখা ঐ প্রকৃত লতাকে জড়াইয়া উহারই 'অঙ্গীভূত' বলিয়া প্রতীয়মান হয়, বস্তুতঃ তাহা প্রকৃত লতা নহে। ভুক্তি—কর্ম্মফল-ভোগবাদীর প্রাপ্য ; মুক্তি—জ্ঞানবাদীর প্রাপ্য ; বাঞ্ছা—সিদ্ধিবাদীর প্রাপ্য যোগফল বিভূতি-আদি।

১৫৯। নিষিদ্ধাচার—যাহা সিদ্ধের আচরণ নহে অথবা সিদ্ধিলাভের অন্তরায় অর্থাৎ যে আচারদ্বারা ভক্তি লোপ পায়,—যেমন, ভোক্তার অভিমানে ভোগময়ী বুদ্ধিতে জীবের যোষিৎসঙ্গ ও কৃষ্ণাভক্তসঙ্গ অথবা বিষয়িদর্শন ও স্ত্রীদর্শন।

কুটীনাটী—কৌটিল্যপূর্ণ নাট্য, কপটতা ; কু-টী এবং না-টী—আত্মপ্রসাদ-বিরোধ বা অসন্তোষ।

জীবহিংসা—কৃষ্ণভক্তিমূলা নিত্যকল্যাণ-বাণী-কীর্ত্তনে বা প্রচারে কুণ্ঠতা বা কৃপণতা অর্থাৎ মায়াবাদী, কর্ম্মী ও অন্যাভি-লাষীকে প্রশ্রয়-দান ; প্রাণি-হনন বা প্রাণিমাত্রকেই উদ্বেগ বা ক্লেশ-দান।

প্রশ্রয় দিলে অভক্তির বৃদ্ধিহেতু ভক্তির শৈথিল্যাবরণ-সম্ভাবনা ঃ—

সেকজল পাঞা উপশাখা বাড়ি' যায় ।
স্তব্ধ হঞা মূলশাখা বাড়িতে না পায় ॥ ১৬০ ॥

প্রথমেই সাধকের দুঃসঙ্গোৎসর্গের ব্যবস্থা আবশ্যক ঃ—

প্রথমেই উপশাখার করয়ে ছেদন ।
তবে মূলশাখা বাড়ি' যায় বৃন্দাবন ॥ ১৬১ ॥

তবেই প্রয়োজনসিদ্ধি বা কৃষ্ণপ্রেমা-লাভ-সম্ভাবনা ঃ—

'প্রেমফল' পাকি' পড়ে, মালী আস্বাদয় ।
লতা অবলম্বি' মালী 'কল্পবৃক্ষ' পায় ॥ ১৬২ ॥

তাঁহা সেই কল্পবৃক্ষের করয়ে সেবন ।
সুখে প্রেমফল-রস করে আস্বাদন ॥ ১৬৩ ॥

কৃষ্ণপ্রেমাই চতুর্ব্বর্গ-ধিক্কারী পরমার্থ ঃ—

এইত পরম-ফল 'পরম-পুরুষার্থ' ।
যাঁর আগে তৃণ-তুল্য চারি পুরুষার্থ ॥ ১৬৪ ॥

ব্রহ্মানন্দ-ধিক্কারী কৃষ্ণপ্রেমসেবানন্দ ঃ—

ললিতমাধবে (৫।২)—

ঋদ্ধা সিদ্ধিব্রজ-বিজয়িতা সত্যধর্ম্মা সমাধি-
র্ব্রহ্মানন্দো গুরুরপি চমৎকারয়ত্যেব তাবৎ ।
যাবৎ প্রেম্ণাং মধুরিপু-বশীকার-সিদ্ধৌষধীনাং
গন্ধোঽপ্যন্তঃকরণসরণী-পান্থতাং ন প্রযাতি ॥ ১৬৫ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

জড়ীয় সম্মান বা প্রতিষ্ঠার আশা। বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন না করিলে শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি-সেকজলে মূল-লতার প্রতিকূলে উপশাখাগণই অত্যন্ত বাড়িতে থাকে, তাহাতে মূলশাখা স্তব্ধ হইয়া বাড়িতে পারে না। অতএব মালী এই উপশাখারূপ অনর্থগুলিকে শ্রবণ-কীর্ত্তনজল-সেচন-সময়েই প্রথম হইতে ছেদন করিবেন ; তাহা হইলেই, মূলশাখা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া বৃন্দাবনে যায়। এই প্রেমাই জীবের পরম-পুরুষার্থ ; ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ—এই চারি পুরুষার্থ ইহার নিকট তৃণতুল্য।

১৬৫। যে-পর্য্যন্ত কৃষ্ণবশীকরণ-সিদ্ধৌষধিরূপ দাস্যাদি প্রেমের লেশমাত্র অন্তঃকরণপথের পথিক না হয়, সে-পর্য্যন্ত সমৃদ্ধিশালিনী সিদ্ধিসমূহের বিজয়িতা, সত্যাদি ধর্ম্মসমূহ, সমাধি ও উৎকৃষ্ট ব্রহ্মানন্দ নিজ-নিজ-চাক্‌চিক্যে জীবকে চমৎকৃত করে।

অনুভাষ্য

লাভ—জড়েন্দ্রিয়-তৃপ্তির উদ্দেশে জগতে ধনাদি-প্রাপ্তি বা তৎসংগ্রহ-বাঞ্ছা।

পূজা—জড়লোকের মনোধর্ম্মে ইন্ধনপ্রদানপূর্ব্বক সম্মান।

প্রতিষ্ঠা—জাগতিক মহত্ত্ব বা লোকের নিকট স্বীয় নশ্বর যশঃপ্রিয়তা।

১৬০। শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি-জল-সেচনপ্রভাবে উপশাখা পুষ্ট হইয়া বর্দ্ধমানা হয়, তাহাতে মূল ভক্তিলতিকা বাড়িতে না পাইয়া থামিয়া যায়। শ্রবণ ও কীর্ত্তন নিরপরাধে অর্থাৎ দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ না করিয়া অপরাধের সহিত অনুষ্ঠান করিতে করিতে জীবগণ ভোগপরায়ণ, বন্ধমোচনাকাঙ্ক্ষী, সিদ্ধিলোভী, কপটতা-শ্রিত, অবৈধ-যোষিৎলম্পট, মিছা-ভক্তি বা প্রাকৃত-সহজিয়া-বাদের পরিপোষণকারী, শৌক্র-বংশমর্য্যাদার ছলনাদ্বারাই পারমার্থিক-মর্য্যাদায় আগ্রহবিশিষ্ট, পরীক্ষিৎপ্রদত্ত কলির স্থানপঞ্চকের অধিবাসী, বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধিকারী, নাম-মন্ত্র- বিগ্রহ-ভাগবতজীবী, অশুক্ল-বৃত্তিদ্বারা ধনাদি-সংগ্রহে তৎপর, 'নির্জ্জন-ভজনানন্দী' বলিয়া প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষী, চিজ্জড়সমন্বয়বাদ-পোষণদ্বারা যশোলাভেচ্ছু অথবা গুরুব্রুবের দাস্যসূত্রে বিষ্ণু-বৈষ্ণব-বিরোধী অদৈব-বর্ণাশ্রমের অধীন ও পোষক প্রভৃতি বহুবিধ আখ্যায় আখ্যাত হইয়া,—অর্থাৎ নিজেন্দ্রিয়তর্পণ-প্রমত্ত হইয়া শুদ্ধভক্তি ব্যতীত নশ্বর অবান্তর বস্তুর লাভোদ্দেশে নির্ব্বোধ লোকগণকে বঞ্চনাপূর্ব্বক জগতে 'ধার্ম্মিক' বা 'সাধু' বা 'মহৎ' বলিয়া পরিচয়াকাঙ্ক্ষী হইয়া পড়ে, বাস্তবিক শুদ্ধ হরিসেবক হইতে পারে না।

১৬১। যদি পূর্ব্বকথিত 'উপশাখার' অঙ্কুরোদ্গম লক্ষ্য করিয়া তাহা তৎক্ষণাৎ সমূলে বিনষ্ট করেন, তাহা হইলেই মূল ভক্তিলতিকার শাখা বৃন্দাবনে অপ্রাকৃত প্রেমফল প্রসব করে ; নতুবা উপশাখার প্রাবল্যে হরিভজন হইতে চিরতরে অবসর গ্রহণ অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ডে (স্বর্গাদি উচ্চলোকে, মর্ত্ত্যলোকে বা নরকে) ক্লেশলাভই অপরিহার্য্য।

১৬২। লতা অবলম্বন করিয়া ভক্ত-মালী কৃষ্ণপাদপদ্ম-বৃক্ষ প্রাপ্ত হন। গোলোক-বৃন্দাবনে প্রেমফল পাকিয়া পতিত হইলে, প্রপঞ্চে অবস্থিত ভক্ত তাহা আস্বাদন করিতে পারেন।

১৬৩। তাঁহা—অপ্রাকৃত গোলোক-বৃন্দাবনে ; সেই কল্প-বৃক্ষের—কৃষ্ণচরণ-কল্পতরুর ; আস্বাদন—ভক্ত অপ্রাকৃতভাবে সেবা করিয়া অপ্রাকৃত সেবা-সুখ লাভ করেন।

১৬৪। তৃণতুল্য—অকিঞ্চিৎকর, তুলনায় মূল্যহীন ; প্রেমের নিকট ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ প্রভৃতি কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী প্রভৃতির আকাঙ্ক্ষিত পুরুষার্থ-চতুষ্টয়—নিতান্ত অগ্রাহ্য।

১৬৫। যাবৎ মধুরিপুবশীকারসিদ্ধৌষধীনাং (মধুরিপোঃ কৃষ্ণস্য বশীকারে বাধ্যকরণবিষয়ে সিদ্ধৌষধিরূপাণাং) প্রেম্ণাং

শুদ্ধভক্তির লক্ষণ—(১) সাধনভক্তি ঃ—

'শুদ্ধভক্তি' হৈতে হয় 'প্রেমা' উৎপন্ন ।
অতএব শুদ্ধভক্তির কহিয়ে 'লক্ষণ' ॥ ১৬৬ ॥

সমগ্র ভাগবতের সারকথা ঃ—

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু (১।১।১১)—

অন্যাভিলাষিতা-শূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্ ।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা ॥ ১৬৭ ॥

প্রথম দুই পাদ—'তটস্থ' ও শেষোক্ত দুই পাদ—
শুদ্ধভক্তির 'স্বরূপ' লক্ষণ ঃ—

অন্য-বাঞ্ছা, অন্য-পূজা ছাড়ি' 'জ্ঞান' 'কর্ম্ম' ।
আনুকূল্যে সর্ব্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলন ॥ ১৬৮ ॥

শুদ্ধভক্তিরূপ অভিধেয় হইতেই কৃষ্ণপ্রেমরূপ 'প্রয়োজন',—
ইহাই সাত্বত পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের মত ঃ—

এই 'শুদ্ধভক্তি'—ইহা হৈতে 'প্রেমা' হয় ।
পঞ্চরাত্রে, ভাগবতে এই লক্ষণ কয় ॥ ১৬৯ ॥

অনুভাষ্য

(শান্তাদীনাং) গন্ধলেশোঽপি (লবমাত্রমপি) অন্তঃকরণসরণী-পান্থতাম্ (অন্তঃকরণ-মার্গপথিকতাং) ন প্রযাতি (গচ্ছতি), ঋদ্ধা (সম্পন্না) সিদ্ধিব্রজবিজয়িতা (সিদ্ধীনাং বিভূতিনাং ব্রজঃ সমূহঃ তেষাং বিজয়িতা বিজয়িত্বং, বিজেতৃভাবঃ ইত্যর্থঃ), সত্যধর্ম্মা (সত্যশৌচদান-তপোধর্ম্মা), সমাধিঃ (চিত্তৈকাগ্র্যং), ব্রহ্মানন্দঃ (সর্ব্বোৎকৃষ্টং ব্রহ্মসুখং) চ গুরুঃ (শ্লাঘ্যঃ মহান্) অপি তাবৎ (তৎকালপর্য্যন্তম্) এব চমৎকারয়তি (চমৎকারং বিদধাতি—কৃষ্ণসেবা-সুখে প্রাপ্তে সতি বিষয়সুখং কৈবল্যং ব্রহ্মসুখঞ্চ তুচ্ছী ভবতীত্যর্থঃ)।

১৬৬। শুদ্ধভক্তি—ত্রিগুণাতীত কর্ম্মজ্ঞানমিশ্রেতরা অহৈতুকী নির্গুণা উত্তমা ভক্তি।

১৬৭। অমৃতপ্রবাহ ভাষ্যে এই শ্লোকটী ধৃত হয় নাই। ইহার অনুবাদ,—

কৃষ্ণসেবার বিরোধী অবৈধ যোষিৎসঙ্গাদি দুর্নীতিমূলক সমস্ত অভিলাষ-বিহীন এবং মুমুক্ষা ও বুভুক্ষাদ্বারা অব্যবহিত, কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতির অনুকূলচেষ্টাময় যে কৃষ্ণার্থে অর্থাৎ কৃষ্ণ-সম্বন্ধী বা কৃষ্ণবিষয়ক অনুক্ষণ ভজন, তাহাই 'উত্তমা ভক্তি'।

[প্রাগস্য তটস্থ-লক্ষণমাহ] অন্যাভিলাষিতাশূন্যং (অন্যাভি-লাষিতা কৃষ্ণভজন-সম্পাদন-বিরোধি-যোষিৎসঙ্গাদিরূপা দুর্নীতিমূলা বাঞ্ছা, তয়া শূন্যং বিহীনং), জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতং (জ্ঞান-মত্র—নির্ব্বেদ-ব্রহ্মানুসন্ধানং, ন তু ভজনীয়ত্বানুসন্ধানমপি, তস্যাবশ্যাপেক্ষণীয়ত্বাৎ,কর্ম্ম চ—স্মৃত্যাদ্যুক্তং নিত্যনৈমিত্তিকাদি, ন তু ভজনীয়-পরিচর্য্যাদি, তস্য তদনুশীলনরূপত্বাৎ ; আদি-শব্দেন বৈরাগ্য-যোগ-সাংখ্যাভ্যাসাদয়ঃ, তৈঃ অনাবৃতম্ অব্যব-হিতম্ অপ্রতিহতং) ; [ততঃ স্বরূপলক্ষণমাহ—] আনুকূল্যেন (আনুকূল্যমত্র ভজনোদ্দেশ্যায় শ্রীকৃষ্ণায় রোচমানা প্রবৃত্তিঃ, প্রাতিকূল্যং তু তদ্বিপরীতং জ্ঞেয়ং তস্য ভজনবিরোধাৎ, তেনেতি-—বিশেষণে তৃতীয়া, ন তু উপলক্ষণেহতঃ আনুকূল্যস্যাপি ভক্তিত্ববিধানং জ্ঞেয়ং) কৃষ্ণানুশীলনং (কৃষ্ণশব্দশ্চাত্র স্বয়ং ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণস্য, তদ্রূপাণাং চান্যেষামপি শ্রীবিষ্ণুতত্ত্বানাং গ্রাহকশ্চেতি বোধ্যঃ তস্য, কৃষ্ণস্য সম্বন্ধি, কৃষ্ণার্থং বা অনু-শীলনং কায়বাঙ্মানসীয়-তচ্চেষ্টা-রূপং প্রীতিবিষয়াত্মকং শৈথিল্য-পরিত্যাগপূর্ব্বকং মুহুরেব তত্তৎ-কর্ম্ম-প্রবর্ত্তনং) এব উত্তমা ভক্তিঃ [অনেন বৈধ-রাগানুগমার্গয়োঃ সাধক-সিদ্ধদশয়োরুভয়ত্রাপ্যস্যাঃ সুষ্ঠু বৈশিষ্ট্যং স্ফুটং কথিতম্]।

১৬৮। অন্যবাঞ্ছা—কৃষ্ণসেবেতর বাসনা ; অন্যপূজা—কৃষ্ণেতর-পূজা ; কর্ম্ম,—স্বরূপবিস্মৃতিতে ফলভোগ-পিপাসার উদ্দেশে যে সদনুষ্ঠানের ব্যবস্থা ; জ্ঞান—স্বরূপবিস্মৃতিতে ভোগরাহিত্যের (মুক্তির) উদ্দেশে আত্মোৎকর্ষের জন্য নিত্য অভেদ্যা সন্ধিনী ও হ্লাদিনী-শক্তিদ্বয়রহিত কেবল সম্বিতের চেষ্টা; আনুকূল্যে কৃষ্ণানুশীলন—কৃষ্ণপ্রীতির উদ্দেশে কৃষ্ণসেবা, কৃষ্ণেতর মায়ানুশীলন-ত্যাগপূর্ব্বক অনুকূলভাবে কৃষ্ণসেবা ; সর্ব্বেন্দ্রিয়ে—সকল ইন্দ্রিয়দ্বারা। জড়েন্দ্রিয়দ্বারা মায়ারই অনু-শীলন হয় ; 'জড়েন্দ্রিয়' বলিতে বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ এবং চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্ ও মনকে বুঝায়। জড়েন্দ্রিয়সমূহের দ্বারা কৃষ্ণেতর মায়ার সেবা করিতে গেলে উহা নিজ-ভোগতাৎপর্য্যেই পর্য্যবসিত হয় ; তজ্জন্য সাধন-ভক্তিপর্য্যায়ে চতুঃষষ্টিপ্রকার ভক্ত্যঙ্গের ব্যবস্থা হইয়াছে। এই সাধনভক্তিবলে বদ্ধজীব জড়ভোগের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়া নিবৃত্তানর্থ হইয়া অপ্রাকৃত সেবার অধিকারী হন।

১৬৯। শুদ্ধভক্তির লক্ষণ—পাঞ্চরাত্রিক এবং ভাগবত-সম্প্রদায়, উভয় মতই একার্থ-প্রতিপাদক।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৬৬। ভক্ত্যাভাসে প্রেমের উৎপত্তি হয় না ; শুদ্ধভক্তি হইতেই প্রেমের উৎপত্তি হয়।

১৬৮। শুদ্ধভক্তির লক্ষণ এই,—শুদ্ধভক্তিতে কৃষ্ণসেবার্থ স্বীয় (পারমার্থিক সিদ্ধি-পথে) উন্নতি-বাঞ্ছা ব্যতীত অন্য কোন বাঞ্ছা থাকিতে পারে না। কৃষ্ণ ব্যতীত অন্য কোন সেব্য ব্রহ্ম-পরমাত্মাদি-স্বরূপের পূজা থাকিতে পারে না এবং জ্ঞান ও কর্ম্ম তৎতৎস্বরূপে থাকিতে পারে না। এই সমস্ত হইতে বিমুক্ত হইয়া জীবন-যাত্রায় যাহা ভক্তির অনুকূল, কেবলমাত্র তাহাই গ্রহণ-পূর্ব্বক সমস্ত ইন্দ্রিয়দ্বারা কৃষ্ণানুশীলন করার নাম 'শুদ্ধভক্তি'।

সমগ্র পঞ্চরাত্রের মত ঃ—

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু (১।১।১২)-ধৃত শ্রীনারদপঞ্চরাত্র-বাক্য—

সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্ম্মলম্ ।
হৃষীকেণ হৃষীকেশ-সেবনং ভক্তিরুচ্যতে ॥ ১৭০ ॥

অহৈতুকী বা ঐকান্তিকী শুদ্ধভক্তি হইতেই কৃষ্ণ-প্রাপ্তি ঃ—
শ্রীমদ্ভাগবতে (৩।২৯।১১-১৪)—

মদ্গুণ শ্রুতিমাত্রেণ ময়ি সর্ব্বগুহাশয়ে ।
মনোগতিরবিচ্ছিন্না যথা গঙ্গাম্ভসোঽম্বুধৌ ॥ ১৭১ ॥
লক্ষণং ভক্তিযোগস্য নির্গুণস্য হ্যুদাহৃতম্ ।
অহৈতুক্যব্যবহিতা যা ভক্তিঃ পুরুষোত্তমে ॥ ১৭২ ॥
সালোক্যসার্ষ্টিসারূপ্য-সামীপ্যৈকত্বমপ্যুত ।
দীয়মানং ন গৃহ্নন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ ॥ ১৭৩ ॥
স এব ভক্তিযোগাখ্য আত্যন্তিক উদাহৃতঃ ।
যেনাতিব্রজ্য ত্রিগুণং মদ্ভাবায়োপপদ্যতে ॥ ১৭৪ ॥

কৈতব বা অপরাধ থাকিলে কোটিজন্ম সাধন, সমস্তই বৃথা ঃ—

ভুক্তি-মুক্তি আদি-বাঞ্ছা যদি মনে হয় ।
সাধন করিলে প্রেম উৎপন্ন না হয় ॥ ১৭৫ ॥

বুভুক্ষা ও মুমুক্ষা-পিশাচী—ভক্তির লোপকারিণী ঃ—
ভক্তিরসামৃতসিন্ধু (১।২।২২)—

ভুক্তি-মুক্তি-স্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ত্ততে ।
তাবদ্ভক্তিসুখস্যাত্র কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ ॥ ১৭৬ ॥

সাধনভক্তি হইতে (২) ভাবভক্তি বা রতি, রতি
হইতে (৩) প্রেমভক্তি ঃ—

সাধনভক্তি হৈতে হয় 'রতি'র উদয় ।
রতি গাঢ় হৈলে তার 'প্রেম' নাম কয় ॥ ১৭৭ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৭০। সমস্ত ইন্দ্রিয়দ্বারা হৃষীকেশ-সেবনের নাম 'ভক্তি'। এই স্বরূপ-লক্ষণময়ী সেবার দুইটী 'তটস্থ' লক্ষণ—যথা, ঐ শুদ্ধভক্তি সকল উপাধি হইতে মুক্ত থাকিবে এবং কেবল কৃষ্ণ-পরা হইয়া স্বয়ং নির্ম্মলা থাকিবে।

অনুভাষ্য

১৭০। সর্ব্বোপাধি-বিনির্ম্মুক্তং (সকলভেদাবরণপরিশূন্যং কৃষ্ণেতরান্যাভিলাষিতা-বর্জ্জিতং) তৎপরত্বেন (কৃষ্ণসৈবৈক-তাৎপর্য্যেণ আনুকূল্যেন) নির্ম্মলং (কর্ম্মাবরণ-জ্ঞান-বিমোহনাদ্যু-পাধিরূপ-মল-নির্ম্মুক্তং) হৃষীকেণ (সেবোন্মুখেন্দ্রিয়দ্বারা) হৃষীকেশসেবনং (সর্ব্বেন্দ্রিয়াধিপস্য বিষ্ণোরনুশীলনম্ এব) ভক্তিঃ উচ্যতে (কথ্যতে)।

১৭১-১৭৩। আদি, ৪র্থ পঃ ২০৫-২০৭ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১৭৪। শুদ্ধভক্তিযোগপথের কথা শ্রবণ করিতে ইচ্ছুক মাতা-দেবহূতির প্রতি ভগবান্ শ্রীকপিলদেবের উক্তি,—

স (উক্ত লক্ষণঃ) ভক্তিযোগাখ্যঃ এব আত্যন্তিকঃ (অত্যন্তে সর্ব্বান্তে ভবঃ চরমকাষ্ঠাম্ আপন্নঃ) উদাহৃতঃ (কথিতঃ) যেন (আত্যন্তিক-ভক্তিযোগেন) [পুরুষঃ] ত্রিগুণং (মায়াময়ং সংসারম্) অতিব্রজ্য (অতিক্রম্য) মদ্ভাবায় (মম সাক্ষাৎকারায় ব্রহ্মভূতত্বায়) উপপদ্যতে (সমর্থো ভবতি)।

১৭৫। হৃদয়ে কর্ম্মফলভোগবাসনা অথবা সংসারবন্ধ হইতে মুক্তিবাসনা থাকিলে তাদৃশ ফলাকাঙ্ক্ষাযুক্ত ব্যক্তি যতই চতুঃষষ্টিপ্রকার সাধন-ভক্তির অনুষ্ঠান করুন না কেন, ঐরূপ তথাকথিত বিদ্ধভজন—কর্ম্মমাত্রে অথবা নিষ্ফল-জ্ঞানচেষ্টাতেই পরিণত হইবে, সুতরাং তাঁহার ভাগ্যে সাধন-ভক্তির ফল কৃষ্ণ-প্রেমলাভ ঘটিবে না।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৭৪। এতাদৃশী ভক্তিকেই 'আত্যন্তিক-ভক্তিযোগ' বলা যায়। সেই ভক্তিযোগদ্বারা জীব গুণময়ী মায়াকে অতিক্রম করিয়া আমার বিমল প্রেম লাভ করেন।

১৭৬। ভুক্তিস্পৃহা ও মুক্তিস্পৃহা,—এই দুইটী পিশাচী ; যে-পর্য্যন্ত ইহারা কোন ব্যক্তির হৃদয়ে বর্ত্তমান থাকে, সে-পর্য্যন্ত তাহার হৃদয়ে ভক্তিসুখের অভ্যুদয় হইতে পারে না।

১৭৭-১৮১। ভক্তির তিনটী অবস্থা—সাধনাবস্থা, ভাবাবস্থা ও প্রেমাবস্থা। শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি নববিধঅঙ্গ প্রথমে সাধন-ভক্তিতেই ক্রিয়মাণ হয়। শ্রদ্ধাপূর্ব্বক শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি করিতে করিতে পূর্ব্বোক্ত অনর্থসকল যত হ্রাস পাইতে থাকে, ততই শ্রদ্ধাবৃত্তি ক্রমশঃ উচ্চভাব ধারণ করত নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তি, ভাব বা রতি,—এইসকল নামে পরিচিত হয়। সাধনভক্তি হইতেই রতির উদয় হয় ; শ্রবণ-কীর্ত্তনাদির আলোচনায় (অনুশীলনে) সেই

অনুভাষ্য

১৭৬। যাবৎ হৃদি (অন্তর্মনসি) ভুক্তিমুক্তিস্পৃহা (ভোগ-মোক্ষবাসনারূপা) পিশাচী (গ্রাসকারিণী রাক্ষসী) বর্ত্ততে, তাবৎ অত্র (অন্তঃকরণে) ভক্তিসুখস্য (কৃষ্ণপ্রীতিবিধায়ক-সেবানন্দস্য) কথং (কেন প্রকারেণ) অভ্যুদয়ঃ (প্রাকট্যং) ভবেৎ?

১৭৭। সাধনভক্তি—(ভঃ রঃ সিঃ পূর্ব্ব-বিঃ ২য় লঃ)— "কৃতিসাধ্যা ভবেৎ সাধ্যভাবা সা সাধনাভিধা। নিত্যসিদ্ধস্য ভাবস্য প্রাকট্যং হৃদি সাধ্যতা।।" শ্রবণকীর্ত্তনাদির সহায়ক ইন্দ্রিয়দ্বারা সাধনীয় ভক্তিকেই 'সাধন-ভক্তি' বলে ; নিত্যসিদ্ধভাবের হৃদয়ে প্রকটনই 'সাধন'—উহা শ্রদ্ধা, সাধুসঙ্গ (দীক্ষা ও শ্রবণ), ভজন (নিরপরাধে বিষ্ণু-বৈষ্ণবসেবা), নিষ্ঠা, রুচি ও আসক্তি পর্য্যন্ত। মধ্য, ২৩শ পঃ ১১-১৫ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

প্রেমভক্তির গাঢ়ত্বের তারতম্য-বৈচিত্র্য ; চরমে 'মহাভাব' ঃ—

প্রেম বৃদ্ধিক্রমে নাম—স্নেহ, মান, প্রণয় ।
রাগ, অনুরাগ, ভাব, মহাভাব হয় ॥ ১৭৮ ॥

উপমা ঃ—

যৈছে বীজ, ইক্ষু-রস, গুড়, খণ্ড-সার ।
শর্করা, সিতা-মিছ্‌রি, উত্তম-মিছ্‌রি আর ॥ ১৭৯ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

রতি যত গাঢ় হইতে থাকে, ততই 'প্রেমাদি' নাম ধারণ করে। (ক্রমশঃ) প্রেম-বৃদ্ধিক্রমে স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ, ভাব ও মহাভাব পর্য্যন্ত উন্নত হয়। উদাহরণস্থল এই যে, ইক্ষুরস—যেন রতিস্থানীয় বীজস্বরূপ, তাহা যত গাঢ় হয়, ততই প্রথমে গুড়ত্ব, পরে খণ্ডসারত্ব, শর্করাত্ব, সিতা-মিছ্‌রিত্ব ও উত্তম মিছ্‌রিত্ব,—এইসকল অবস্থা লাভ করে। রতি হইতে মহাভাব পর্য্যন্ত, সমস্তই কৃষ্ণভক্তিরসে স্থায়িভাব বলিয়া পরিচিত ; রতিকেই সর্ব্বত্র 'স্থায়িভাব' বলিয়া থাকেন।

অনুভাষ্য

রতি—(ভঃ রঃ সিঃ পূর্ব্ব-বিঃ ৩য় লঃ)—"ব্যক্তং মসৃণতেবান্তর্লক্ষ্যতে রতিলক্ষণম্। মুমুক্ষুপ্রভৃতীনাঞ্চেদ্ভবেদেষা রতির্ন হি।।" অন্তঃস্থিত মসৃণতা প্রকাশিত হইলে উহাকেই 'রতির লক্ষণ' বলে। মুমুক্ষু বা বুভুক্ষুগণের এইরূপ মসৃণতা প্রকাশিত হইলে 'রতি' বলা যায় না।

প্রেম—(ভঃ রঃ সিঃ পূর্ব্ব-বিঃ ৪র্থ লঃ ১ম সংখ্যা)—"সম্যঙ্মসৃণিত-স্বান্তো মমত্বাতিশয়াঙ্কিতঃ। ভাবঃ স এব সান্দ্রাত্মা বুধৈঃ প্রেমা নিগদ্যতে।।" অন্তঃকরণ সম্যক্ মসৃণিত হইয়া অতিশয় মমতাযুক্ত ভাব গাঢ়তা প্রাপ্ত হইলে পণ্ডিতগণ তাহাকে 'প্রেমা' বলেন।

১৭৮। স্নেহ—(ভঃ রঃ সিঃ পঃ-বিঃ ২য় লঃ)—"সান্দ্রশ্চিত্তদ্রবং কুর্ব্বন্ প্রেমা 'স্নেহ' ইতীর্য্যতে। ক্ষণিকস্যাপি নেহ স্যাদ্বিশ্লেষস্য সহিষ্ণুতা।।" চিত্তের দ্রবভাব ঘনীভূত হইলে প্রেম 'স্নেহ'-সংজ্ঞা লাভ করে। তাহাতে ক্ষণকাল বিচ্ছেদও সহ্য হয় না।

মান—মধ্য, ২য় পঃ ৬৬ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

প্রণয়—মধ্য, ২য় পঃ ৬৬ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

রাগ—(ভঃ রঃ সিঃ পঃ-বিঃ ২য় লঃ)—"স্নেহঃ স রাগো যেন স্যাৎ সুখং দুঃখমপি স্ফুটম্। তৎসম্বন্ধ-লবেঽপ্যত্র প্রীতিঃ প্রাণব্যয়ৈরপি।।" যে-স্নেহে স্পষ্টভাবে দুঃখই 'সুখ' বলিয়া প্রতীত হয়, তাহাই 'রাগ' ; এই সম্বন্ধমাত্রে নিজের প্রাণ নাশ করিয়াও শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি উদয় করাইবার প্রবৃত্তি হয়।

অনুরাগ, ভাব ও মহাভাব—মধ্য, ৬ষ্ঠ পঃ ১৩ সংখ্যার অনুভাষ্যে 'অধিরূঢ়-মহাভাব'-প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য।

রতির সহিত বিভাবাদি চারিপ্রকার ভাবের মিলনে রসোদয় ঃ—

এইসব কৃষ্ণভক্তি-রসে স্থায়িভাব ।
স্থায়িভাবে মিলে যদি বিভাব, অনুভাব ॥ ১৮০ ॥
সাত্ত্বিক, ব্যভিচারি-ভাবের মিলনে ।
কৃষ্ণভক্তি-রস হয় অমৃত আস্বাদনে ॥ ১৮১ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

সেই স্থায়িভাবে বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক ও ব্যভিচারী,—এই চারিটী ভাব মিলিত হইলেই রসোদয় হয়। কৃষ্ণভক্তি-ব্যাপারে স্থায়িভাবে ঐসকল সামগ্রী সংযুক্ত হইলে 'কৃষ্ণভক্তি-রস' হয়। স্থায়িভাবই রসোদ্দীপনকার্য্যে মুখ্য আধার। তাহার সহিত বিভাবাদি চারিটী সামগ্রী সংযোজিত হয়। অতএব স্থায়িভাবই রসের 'মূল', বিভাবই রসের 'হেতু', অনুভাবই রসের 'কার্য্য', সাত্ত্বিক ভাবও রসের 'কার্য্যবিশেষ' এবং সঞ্চারী বা ব্যভিচারী ভাবসকলই রসের 'সহায়'। বিভাব দুইপ্রকারে বিভক্ত—'আলম্বন' ও 'উদ্দীপন'। আলম্বন পুনরায় দুইপ্রকারে বিভক্ত,—'বিষয়' ও 'আশ্রয়'। কৃষ্ণভক্তিরসে ভক্তই 'আশ্রয়', কৃষ্ণই 'বিষয়' এবং কৃষ্ণের গুণগণই 'উদ্দীপন'।

অনুভাব ১৩ প্রকার,—১। নৃত্য, ২। বিলুঠিত, ৩। গীত, ৪। ক্রোশন, ৫। তনুমোটন, ৬। হুঙ্কার, ৭। জৃম্ভণ, ৮। শ্বাসবৃদ্ধি, ৯। লোকাপেক্ষা-ত্যাগ, ১০। লালাস্রাব, ১১। অট্টহাস, ১২। উদঘূর্ণা, ১৩। হিক্কা ; এককালেই সমস্ত অনুভাব-লক্ষণ উদিত হয় না। রসের কার্য্য যেরূপ হইতে থাকে,সেইরূপ কোন কোন লক্ষণ সময় সময় উদিত হয়। সাত্ত্বিকভাব—৮ প্রকার এবং সঞ্চারী বা ব্যভিচারী ভাব—৩৩টী (মধ্য, ১৪ পঃ ১৬৭ সংখ্যার অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য)।

অনুভাষ্য

১৮০। স্থায়িভাব—(ভঃ রঃ সিঃ দঃ-বিঃ ১ম লঃ)—"বিভাবৈরনুভাবৈশ্চ সাত্ত্বিকৈর্ব্যভিচারিভিঃ। স্বাদ্যত্বং হৃদি ভক্তানামানীতা শ্রবণাদিভিঃ। এষা কৃষ্ণরতিঃ স্থায়িভাবো ভক্তিরসো ভবেৎ।।" কৃষ্ণরতি—স্থায়িভাব-স্বরূপ ; শ্রবণাদি-দ্বারা বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক ও ব্যভিচারী ভাবের সম্মিলনে, ভক্তগণের হৃদয়ে আস্বাদনীয়ভাবে আনীত হইলে উহাই 'ভক্তিরস' হয়।

বিভাব—(ভঃ রঃ সিঃ দঃ-বিঃ ১ম লঃ)—"তত্র জ্ঞেয়া বিভাবাস্তু রত্যাস্বাদনহেতবঃ। তে দ্বিধালম্বনা একে তথৈবোদ্দীপনা পরে।।" রতির আস্বাদন-হেতুসমূহকে 'বিভাব' বলে ; বিভাব—আলম্বন ও উদ্দীপন-ভেদে দ্বিবিধ।

অনুভাব—(ভঃ রঃ সিঃ দঃ-বিঃ ২য় লঃ)—"অনুভাবাস্তু

উপমা ঃ—

যৈছে দধি, সিতা, ঘৃত, মরীচ, কর্পূর ।
মিলনে 'রসালা' হয় অমৃত মধুর ॥ ১৮২ ॥

ভক্তভেদে পঞ্চবিধ রতি ঃ—

ভক্তভেদে রতি-ভেদ পঞ্চ পরকার ।
শান্তরতি, দাস্যরতি, সখ্যরতি আর ॥ ১৮৩ ॥

রতিভেদে পঞ্চবিধ ভক্তিরস ঃ—

বাৎসল্যরতি, মধুররতি,—এ পঞ্চ বিভেদ ।
রতিভেদে কৃষ্ণভক্তি-রসে পঞ্চ ভেদ ॥ ১৮৪ ॥

পঞ্চ মুখ্যভক্তিরস ও সপ্ত গৌণরস ঃ—

শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর-রস নাম ।
কৃষ্ণভক্তি-রসমধ্যে এ পঞ্চ প্রধান ॥ ১৮৫ ॥

অনুভাষ্য

চিত্তস্থা ভাবানামববোধকাঃ। তে বহির্বিক্রিয়া-প্রায়াঃ প্রোক্তা উদ্ভাস্বরাখ্যয়া।।" যাহারা উদ্ভাস্বরযুক্ত চিত্তস্থ ভাবসমূহের প্রকাশক বাহিরে বিকার-সদৃশ চেষ্টা প্রদর্শন করে, সেগুলিই 'অনুভাব'।

১৮১। সাত্ত্বিক ও ব্যভিচারী—মধ্য, ৩য় পঃ ১৬২ সংখ্যা এবং মধ্য, ১৪শ পঃ ১৬৭ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১৮২। সিতা—মিছরী।

১৮৩। শান্তরতি—(ভঃ রঃ সিঃ দঃ-বিঃ ৫ম লঃ)—"মানসে নির্ব্বিকল্পত্ব শম ইত্যভিধীয়তে" অর্থাৎ মানসে সংশয়াদি-রহিত ভাবকে 'শম' বলা যায়। (ঐ)—"বিহায় বিষয়োন্মুখ্যং নিজানন্দ-স্থিতির্যতঃ। আত্মনঃ কথ্যতে সোঽত্র স্বভাবঃ শম ইত্যসৌ।। প্রায়ঃ শমপ্রধানানাং মমতাগন্ধবর্জ্জিতা। পরমাত্মতয়া কৃষ্ণে জাতা শান্তরতির্মতা।।" বিষয়বাসনা পরিহারপূর্ব্বক নিজানন্দে অবস্থিতিকে 'শম'-স্বভাব বলে। শম-প্রধান ব্যক্তিগণের পরমাত্ম-জ্ঞানে কৃষ্ণের প্রতি মমতা-গন্ধহীন শান্তরতি জন্মে।

দাস্যরতি—(ভঃ রঃ সিঃ দঃ-বিঃ ৫ম লঃ)—"স্বস্মাদ্ভবন্তি যে ন্যূনাস্তেঽনুগ্রাহ্যা হরের্মতাঃ। আরাধ্যত্বাত্মিকা তেষাং রতিঃ প্রীতিরিতীরিতা। তত্রাসক্তিকৃদন্যত্র প্রীতিসংহারিণী হ্যসৌ।।" শ্রীভগবান্ হইতে আপনাকে ন্যূনতাভিমানময়ী রতিবিশিষ্ট হইলে জীব হরির অনুগ্রহের পাত্র হন। 'ভগবান্ই আরাধ্য'—এইরূপ প্রীতি-নাম্নী রতিই আরাধ্য ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্রে 'আসক্তি' বিধান করে এবং ভগবদিতর মায়িকবস্তুর প্রতি প্রীতি বিনাশ করে।

সখ্যরতি—(ভঃ রঃ সিঃ দঃ-বিঃ ৫ম লঃ)—"যে সুস্তুল্যা মুকুন্দস্য তে সখায়ঃ সতাং মতাঃ। সাম্যাদ্বিশ্রম্ভরূপৈষাং রতিঃ সখ্যমিহোচ্যতে।। পরিহাসপ্রহাসাদিকারিণীয়মযন্ত্রণা।" বিবুধ ও সজ্জনগণের মতে যাঁহারা মুকুন্দতুল্যত্বাভিমানময়ী রতিবিশিষ্ট, তাঁহারাই 'সখা'; শ্রীকৃষ্ণের সহিত পরস্পর সমভাবহেতু বন্ধন-রাহিত্য-প্রকাশিনী বিশ্বাসময়ী রতিকে 'সখ্যরতি' বলে। এই সখ্যরতি—পরিহাস ও প্রহাসাদিকারিণী, ইহাকে অযন্ত্রণা অর্থাৎ বন্ধনহীনা রতি বলে।

১৮৪। বাৎসল্য-রতি—(ভঃ রঃ সিঃ দঃ-বিঃ ৫ম লঃ)—"গুরবো যে হরেরস্য তে পূজ্যা ইতি বিশ্রুতাঃ। অনুগ্রহময়ী তেষাং রতির্বাৎসল্যমুচ্যতে। ইদং লালনভব্যাশীশ্চিবুকস্পর্শনাদিকৃৎ।।" গুরুত্বাভিমানময়ী রতিবিশিষ্ট জীবগণই ভগবানের 'পূজ্য'; তাঁহাদের অনুগ্রহময়ী রতিকে 'বাৎসল্য রতি' বলে। এই বাৎসল্য-রতিতে লালন, কল্যাণসাধন, আশীর্ব্বাদ ও চিবুকস্পর্শাদির অনুষ্ঠান আছে।

মধুর-রতি—(ভঃ রঃ সিঃ দঃ-বিঃ ৫ম লঃ)—"মিথো হরের্মৃগাক্ষ্যাশ্চ সম্ভোগস্যাদি-কারণম্। মধুরাপরপর্য্যায়া প্রিয়তাখ্যোদিতা রতিঃ। অস্যাং কটাক্ষভ্রূক্ষেপপ্রিয়বাণীস্মিতাদয়ঃ।।" শ্রীভগবানের এবং মৃগনয়নাগণের পরস্পর স্মরণদর্শনাদি আট-প্রকার সম্ভোগের মূলকারণ—প্রিয়তা বা মধুরা-রতি। মধুরা-রতিতে কটাক্ষ, ভ্রূক্ষেপ, প্রিয়বাক্য এবং মধুরহাস্যাদি অনুষ্ঠান বর্ত্তমান।

১৮৫। শান্তভক্তিরস—(ভঃ রঃ সিঃ পঃ-বিঃ ১ম লঃ)—"বক্ষ্যমাণৈর্বিভাবাদ্যৈঃ শমিনাং স্বাদ্যতাং গতঃ। স্থায়ী শান্তিরতি-র্ধীরৈঃ শান্তভক্তিরসঃ স্মৃতঃ। প্রায়ঃ স্বসুখজাতীয়ং সুখং স্যাদত্র যোগিনাম্। কিন্ত্বাত্মসৌখ্যমঘনং ঘনস্ত্বীশময়ং সুখম্।। তত্রাপীশ-স্বরূপানুভবস্যৈবোরুহেতুতা। দাসাদিবন্মনোজ্ঞত্বলীলাদের্ন তথা মতা।।" শান্তরতিরূপ স্থায়িভাব বক্ষ্যমাণ বিভাবাদির সহিত মিলিত হইয়া যখন শান্তভক্তগণ-কর্ত্তৃক আস্বাদনীয় হয় অর্থাৎ তদ্রূপতা লাভ করে, তখন 'শান্তভক্তিরস' হয়। শান্তরসে যোগি-গণের সর্ব্বমূলস্বরূপ নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মানন্দজাতীয় সুখলাভ হয়, কিন্তু এই আত্মানন্দ—'অঘন' অর্থাৎ স্বল্প; আর সচ্চিদানন্দ ভগবদ্বিগ্রহ-স্ফূর্ত্তিতে প্রচুর সেবা-সুখই 'গাঢ়'। শান্তভক্তগণের সাক্ষাৎকার-জন্য সুখাধিক্য হয় বটে, কিন্তু দাসাদির ন্যায় ভগবানের মনোহর লীলায় তাঁহাদের তাদৃশ রুচি হয় না।

দাস্য-ভক্তিরস—(ভঃ রঃ সিঃ পঃ-বিঃ ২য় লঃ)—"আত্মোচিতৈর্বিভাবাদ্যৈঃ প্রীতিরাস্বাদনীয়তাম্। নীতা চেতসি ভক্তানাং প্রীতিভক্তিরসো মতঃ।। অনুগ্রাহ্যস্য দাসত্বাল্লাল্যত্বা-দপ্যয়ং দ্বিধা। ভিদ্যতে সম্ভ্রমপ্রীতো গৌরবপ্রীত ইত্যপি।।" আত্মোচিত বিভাবাদিদ্বারা ভক্তগণের চিত্তে প্রীতিরতি আনীত হইয়া আস্বাদনীয়তা লাভ করিলে উহাই 'প্রীতি' বা 'দাস্য-ভক্তি-রস' হয়। অনুগ্রহযোগ্য দাসগণের দাসত্ব ও লাল্যত্ব-ভেদে দাস্য-রসে সম্ভ্রম-দাস্য ও গৌরবদাস্য,—দুই প্রকার প্রীতি লক্ষিত হয়।

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু (২।৫।১১৬)—

হাস্যোঽদ্ভুতস্তথা বীরঃ করুণো রৌদ্র ইত্যপি।
ভয়ানকঃ স বীভৎস ইতি গৌণশ্চ সপ্তধা ॥ ১৮৬ ॥

হাস্য, অদ্ভুত, বীর, করুণ, রৌদ্র, বীভৎস, ভয়।
পঞ্চবিধ-ভক্তে গৌণ সপ্তরস হয় ॥ ১৮৭ ॥

পঞ্চ মুখ্যরস—স্থায়ী ; সপ্ত গৌণরস—আগন্তুক ঃ—

পঞ্চরস 'স্থায়ী', ব্যাপি' রহে ভক্ত-মনে।
সপ্ত গৌণ 'আগন্তুক' পাইয়ে কারণে ॥ ১৮৮ ॥

শান্ত ও দাস্য-রসের ভক্তের নাম ঃ—

শান্তভক্ত—নবযোগেন্দ্র, সনকাদি আর।
দাস্যভাব-ভক্ত—সর্ব্বত্র সেবক অপার ॥ ১৮৯ ॥

সখ্য ও বাৎসল্য-রসের ভক্তের নাম ঃ—

সখ্য-ভক্ত—শ্রীদামাদি, পুরে ভীমার্জ্জুন।
বাৎসল্য-ভক্ত—মাতা-পিতা, যত গুরুজন ॥ ১৯০ ॥

মধুর-রসের ভক্তগণ—পুর-কান্তা ও ব্রজ-কান্তাগণ ঃ—

মধুর-রসে ভক্তমুখ্য—ব্রজে গোপীগণ।
মহিষীগণ, লক্ষ্মীগণ, অসংখ্য গণন ॥ ১৯১ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৮৬। 'মুখ্যরস' পঞ্চবিধ,—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর। হাস্য, অদ্ভুত, বীর, করুণ, রৌদ্র, ভয়ানক ও বীভৎস,—এই সাতপ্রকার 'গৌণ রস'।

১৮৮। পূর্ব্বোক্ত পঞ্চমুখ্যরস স্থায়িভাবেই ভক্তহৃদয়ে থাকে। হাস্যাদ্ভুত ইত্যাদি গৌণরসগুলি, 'কারণ' উপস্থিত হইলে ভক্তহৃদয়ে আগন্তুকভাবে উদিত হইয়া মুখ্যরসকে পুষ্টি করিয়া নিবৃত্ত হয়।

অনুভাষ্য

সখ্য-ভক্তিরস—(ভঃ রঃ সিঃ পঃ-বিঃ ৪র্থ লঃ)—"স্থায়িভাবো বিভাবাদ্যৈঃ সখ্যমাত্মোচিতৈরিহ। নীতশ্চিত্তে সতাং পুষ্টিং রসপ্রেয়ানুদীর্য্যতে।।" আত্মোচিত বিভাবাদিদ্বারা স্থায়িভাবে ভক্তগণের চিত্তে সখ্যরতি পুষ্টি লাভ করিলে 'প্রেয়রস' বা 'সখ্যভক্তিরস' হয়।

বাৎসল্য-ভক্তিরস—(ভঃ রঃ সিঃ পঃ-বিঃ ৪র্থ লঃ)—"বিভাবাদ্যৈস্তু বাৎসল্যং স্থায়ী পুষ্টিমুপাগতঃ। এষ বৎসল-নামাত্র প্রোক্তো ভক্তিরসো বুধৈঃ।।" স্থায়িভাব ভক্তচিত্তে বিভাবাদিদ্বারা বাৎসল্যরতি পুষ্টিপ্রাপ্ত হইলে ভক্ত-পণ্ডিতগণ তাহাকে 'বাৎসল্য-ভক্তিরস' বলেন।

মধুরভক্তিরস—(ভঃ রঃ সিঃ পঃ-বিঃ ৫ম লঃ)—"আত্মোচিতৈর্বিভাবাদ্যৈঃ পুষ্টিং নীতা সতাং হৃদি। মধুরাখ্যো ভবেদ্ভক্তিরসোঽসৌ মধুরা রতিঃ।।" আত্মোচিত বিভাবাদিদ্বারা সদ্ভক্তের হৃদয়ে মধুর-রতি পুষ্টি লাভ করিলে 'মধুরাখ্য ভক্তিরস' বলিয়া কীর্ত্তিত হয়।

১৮৬। তথা হাস্যঃ, অদ্ভুতঃ, বীরঃ, করুণঃ, রৌদ্রঃ, ভয়ানকঃ, বীভৎসঃ—ইতি সপ্তধা গৌণরসশ্চ অপি।

১৮৭-১৮৮। হাস্য-ভক্তিরস,—(ভঃ রঃ সিঃ উঃ বিঃ ১ম লঃ)—"বক্ষ্যমাণৈর্বিভাবাদ্যৈঃ পুষ্টিং হাসরতির্গতা। হাসভক্তিরসো নাম বুধৈরেষ নিগদ্যতে।।" বক্ষ্যমাণ বিভাবাদিদ্বারা হাসরতি পুষ্ট হইলেই পণ্ডিতগণ তাহাকে 'হাস্য-ভক্তিরস' বলে।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৯০। ব্রজে—শ্রীদামাদি, পুরে—দ্বারকা-লীলায় ভীমার্জ্জুন।

অনুভাষ্য

অদ্ভুত-ভক্তিরস,—(ভঃ রঃ সিঃ পঃ-বিঃ ২য় লঃ)—"আত্মোচিতৈর্বিভাবাদ্যৈঃ স্বাদ্যত্বং ভক্তচেতসি। সা বিস্ময়রতির্নীতাদ্ভুতভক্তিরসো ভবেৎ।।" আত্মোচিত বিভাবাদিদ্বারা ভক্তচিত্তে 'বিস্ময়রতি' আস্বাদনীয়রূপে আনীত হইলে 'অদ্ভুত-ভক্তিরস' হয়।

বীর-ভক্তিরস,—(ভঃ রঃ সিঃ পঃ-বিঃ ৩য় লঃ)—"সৈবোৎসাহরতিঃ স্থায়ী বিভাবাদ্যৈর্নিজোচিতৈঃ। আনীয়মানা স্বাদ্যত্বং বীরভক্তিরসো ভবেৎ। যুদ্ধদানদয়াধর্ম্মৈশ্চতুর্দ্ধা বীর উচ্যতে।।" আত্মোচিত বিভাবাদিদ্বারা ভক্তচিত্তে 'উৎসাহ-রতি' আস্বাদনীয়রূপে আনীত হইলে 'বীরভক্তিরস' হয় ; 'যুদ্ধ', 'দান', 'দয়া', ও ধর্ম্ম',—এই চারি ব্যাপারে চারিপ্রকার 'বীর' কথিত হয়।

করুণ-ভক্তিরস,—(ভঃ রঃ সিঃ পঃ-বিঃ ৪র্থ লঃ)—"আত্মোচিতৈর্বিভাবাদ্যৈর্নীতা পুষ্টিং সতাং হৃদি। ভবেচ্ছোকরতির্ভক্তি-রসো হি করুণাভিধঃ।।" নিজোচিত বিভাবাদিদ্বারা ভক্তচিত্তে 'শোক-রতি' পুষ্টি লাভ করিলে তাহাকে 'করুণভক্তিরস' বলে।

রৌদ্র-ভক্তিরস,—(ভঃ রঃ সিঃ পঃ-বিঃ ৫ম লঃ)—"নীতা ক্রোধরতিঃ পুষ্টিং বিভাবাদ্যৈর্নিজোচিতৈঃ। হৃদি ভক্তজনস্যাসৌ রৌদ্রভক্তিরসো ভবেৎ।।" আত্মোচিত বিভাবাদিদ্বারা ভক্তহৃদয়ে 'ক্রোধরতি' পুষ্টি লাভ করিলে 'রৌদ্র-ভক্তিরস' হয়।

ভয়ানক-ভক্তিরস,—(ভঃ রঃ সিঃ পঃ-বিঃ ৬ষ্ঠ লঃ)—"বক্ষ্যমাণৈর্বিভাবাদ্যৈঃ পুষ্টিং ভয়রতির্গতা। ভয়ানকাভিধো ভক্তিরসো ধীরৈরুদীর্য্যতে।।' বক্ষ্যমাণ বিভাবাদিদ্বারা 'ভয়রতি' পুষ্টি লাভ করিলে পণ্ডিতগণ-কর্ত্তৃক উহা 'ভয়ানক-ভক্তিরস' বলিয়া কথিত হয়।

বীভৎস-ভক্তিরস,—(ভঃ রঃ সিঃ পঃ-বিঃ ৭ম লঃ)—"পুষ্টিং নিজবিভাবাদ্যৈর্জুগুপ্সা রতিরাগতা। অসৌ ভক্তিরসো ধীরৈ-

মধুররতি দ্বিবিধা—(১) ঐশ্বর্য্যমিশ্রা ও (২) কেবলা ঃ—

পুনঃ কৃষ্ণরতি হয় দুইত প্রকার।
ঐশ্বর্য্যজ্ঞানমিশ্রা, কেবলা-ভেদ আর ॥ ১৯২ ॥

গোকুলে 'কেবলা' রতি এবং বৈকুণ্ঠ, মথুরা ও দ্বারকায় 'ঐশ্বর্য্যপ্রধান' রতি ঃ—

গোকুলে 'কেবলা' রতি—ঐশ্বর্য্যজ্ঞানহীন।
পুরীদ্বয়ে, বৈকুণ্ঠাদ্যে—'ঐশ্বর্য্য' প্রবীণ ॥ ১৯৩ ॥

ঐশ্বর্য্যপ্রধান রতিতে রাগ-সঙ্কুচিত, কেবলায় ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানের অভাব ঃ—

ঐশ্বর্য্যজ্ঞান-প্রাধান্যে সঙ্কুচিত প্রীতি।
দেখিলে না মানে ঐশ্বর্য্য—কেবলার রীতি ॥ ১৯৪ ॥

ব্রজে শান্ত ও দাস্যে কোথাও ঐশ্বর্য্যজ্ঞান থাকিলেও সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর-রসে ঐশ্বর্য্যজ্ঞানাভাব ঃ—

শান্ত-দাস্য-রসে ঐশ্বর্য্য কাঁহা উদ্দীপন।
সখ্যে, বাৎসল্যে, মধুর-রসে সঙ্কোচন ॥ ১৯৫ ॥

ঐশ্বর্য্যমিশ্ররতিতে আপনাকে 'দীন' ও কৃষ্ণকে 'প্রভু' জ্ঞান—

(১) বাৎসল্য-রতিতে বসুদেব ও দেবকী ঃ—

বসুদেব-দেবকীর কৃষ্ণ চরণ বন্দিল।
ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে দুঁহার মনে ভয় হৈল ॥ ১৯৬ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৪৪।৫১)—

দেবকী বসুদেবশ্চ বিজ্ঞায় জগদীশ্বরৌ।
কৃতসংবন্দনৌ পুত্রৌ সস্বজাতে ন শঙ্কিতৌ ॥ ১৯৭ ॥

(২) সখ্য-রতিতে অর্জ্জুন ঃ—

কৃষ্ণের বিশ্বরূপ দেখি' অর্জ্জুনের হৈল ভয়।
সখ্যভাবে ধার্ষ্ট্য ক্ষমাপয় করিয়া বিনয় ॥ ১৯৮ ॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (১১।৪১ (ত্রিপাদ)-৪২ (শেষপাদ)—

সখেতি মত্বা প্রসভং যদুক্তং হে কৃষ্ণ হে যাদব হে সখেতি।
অজানতা মহিমানং তবেদং তৎক্ষাময়ে ত্বামহমপ্রমেয়ম্ ॥১৯৯

(৩) মধুর রতিতে রুক্মিণী ঃ—

কৃষ্ণ যদি রুক্মিণীরে কৈলা পরিহাস।
'কৃষ্ণ ছাড়িবেন'—জানি' রুক্মিণীর হৈল ত্রাস ॥ ২০০ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৯২-১৯৪। কৃষ্ণরতি দুইপ্রকার—ঐশ্বর্য্যজ্ঞানমিশ্রা এবং কেবলা বা ঐশ্বর্য্যজ্ঞানহীনা। পুরীদ্বয়ে অর্থাৎ দ্বারকা ও মথুরায় এবং বৈকুণ্ঠাদিতে ঐশ্বর্য্যজ্ঞানমিশ্রা ভক্তি। এইজন্য তথায় প্রেম—সঙ্কুচিত। কিন্তু গোকুলে কেবলা-রতিতে গোপ-গোপীগণ কৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য দেখিলেও তাহা মানিতে চায় না।

১৯৫। কাঁহা—স্থলবিশেষে।

অনুভাষ্য

বীভৎসাখ্য ইতীর্য্যতে।।" আম্নোচিত বিভাবাদিদ্বারা ভক্তচিত্তে জুগুপ্সা বা 'ঘৃণা-রতি' পুষ্টিপ্রাপ্ত হইলে পণ্ডিতগণ তাহাকে 'বীভৎস-ভক্তিরস' বলেন।

পঞ্চবিধ ভক্তে—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর, এই স্থায়ী পঞ্চবিধরসের ভক্তে হাস্যাদি সাতটী গৌণরস 'কারণ' উপলক্ষ্য করিয়া প্রকাশমান হয়।

১৮৯। নবযোগেন্দ্র,—(ভাঃ ৫।৪।১১ ও ১১।২।২১)—(১) কবি, (২) হবি, (৩) অন্তরীক্ষ, (৪) প্রবুদ্ধ, (৫) পিপ্পলায়ন, (৬) আবির্হোত্র, (৭) দ্রবিড় (দ্রুমিল), (৮) চমস ও (৯) করভাজন।

সনকাদি—(১) সনক, (২) সনন্দন, (৩) সনৎকুমার, (৪) সনাতন।

দাস্যভাব-ভক্ত,—(১) গোকুলস্থ রক্তক-চিত্রক-পত্রকাদি দাসগণ, (২) দ্বারকা-পুরীস্থিত দারুকাদি দাসগণ, (৩) বৈকুণ্ঠস্থ দাসগণ, (৪) হনুমানাদি লীলা-দাসগণ।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৯৭। দেবকী ও বসুদেব, বলদেব ও শ্রীকৃষ্ণকে 'জগদীশ্বর' জানিয়া শঙ্কিত হইয়া আলিঙ্গন করিতে পারিলেন না।

১৯৯। সখা-জ্ঞানে তোমার মহিমা না জানিয়া, হে কৃষ্ণ, হে যাদব, হে সখে,—এইরূপ শব্দ-ব্যবহারদ্বারা বলপূর্ব্বক যাহা যাহা তোমাকে বলিয়াছি, হে অপ্রমেয়-স্বরূপ, তোমাকে তাহা ক্ষমা করিতে প্রার্থনা করি।

অনুভাষ্য

১৯৫। শান্ত, দাস্য ও গৌরব-সখ্যে স্থানে-স্থানে ঐশ্বর্য্য-প্রাধান্য লক্ষিত হয় ; বিশ্রম্ভ-সখ্যে, বাৎসল্যে ও মধুর-রসে ঐশ্বর্য্যপ্রাধান্য-ভাব সঙ্কুচিত।

১৯৭। কংস ও তন্নিযুক্ত মল্লগণের বধ সাধনপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণ মাতা দেবকী ও পিতা বসুদেবের বন্ধন মোচন করিয়া তাঁহাদিগকে প্রণাম করিলে দেবকী ও বসুদেবের যশোদা ও নন্দের ন্যায় ভাব না হইয়া ঐশ্বর্য্যভাব-প্রাবল্য লক্ষিত,—

দেবকী বসুদেবশ্চ (মাতাপিতরৌ) পুত্রৌ (রামকৃষ্ণৌ) জগদীশ্বরৌ ইতি বিজ্ঞায় (জ্ঞাত্বা) শঙ্কিতৌ (ভীতৌ সন্তৌ) কৃতসংবন্দনৌ (কৃতপ্রণামৌ) অপি তৌ ন সস্বজাতে (আলিঙ্গিতবন্তৌ কিন্তু প্রণতৌ বদ্ধাঞ্জলী স্তবন্তৌ স্থিতৌ)।

১৯৯। তব ইদং [বিরাড়্রূপং] মহিমানং (মহত্ত্বম্) অজানতা (অননুভবতা) ময়া [প্রমাদাৎ প্রণয়েন বা অপি] সখা ইতি মত্বা [ত্বাং প্রতি] প্রসভং (হঠাৎ) হে কৃষ্ণ, হে যাদব, হে সখে, ইতি যৎ উক্তং (কথিতং) [যৎ চ অসৎকৃতঃ অসি] অহম্ অপ্রমেয়ম্

প্রমাণ-বচন ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৬০।২৪)—

তস্যাঃ সুদুঃখভয়-শোক-বিনষ্ট-বুদ্ধে-
র্হস্তাচ্ছ্লথদ্বলয়তো ব্যজনং পপাত।
দেহশ্চ বিক্লবধিয়ঃ সহসৈব মুহ্যন্
রম্ভেব বাতবিহতা প্রবিকীর্য্য কেশান্ ॥ ২০১ ॥

ব্রজে ঐশ্বর্য্যহীন কেবলা-রতিতে কৃষ্ণকে নিজ-বশ্য-জ্ঞান ঃ—

'কেবলা'র শুদ্ধপ্রেম 'ঐশ্বর্য্য' না জানে।
ঐশ্বর্য্য দেখিলে নিজসম্বন্ধ না মানে ॥ ২০২ ॥

(১) স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণকে যশোদার নিজপুত্র-জ্ঞান ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৮।৪৫)—

ত্রয্যা চোপনিষদ্ভিশ্চ সাংখ্যযোগৈশ্চ সাত্বতৈঃ।
উপগীয়মানমাহাত্ম্যং হরিং সাঽমন্যতাত্মজম্ ॥ ২০৩ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৯।১৪)—

তং মত্বাত্মজমব্যক্তং মর্ত্ত্যলিঙ্গমধোক্ষজম্।
গোপীকোলূখলে দাম্না ববন্ধ প্রাকৃতং যথা ॥ ২০৪ ॥

(২) স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণকে শ্রীদামাদির সখা-জ্ঞান ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।১৮।২৪)—

উবাহ ভগবান্ কৃষ্ণঃ শ্রীদামানং পরাজিতঃ।
বৃষভং ভদ্রসেনশ্চ প্রলম্বো রোহিণীসুতম্ ॥ ২০৫ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২০১। দ্বারকায় রুক্মিণীকে কৃষ্ণ পরিহাস করিলে দুঃখ-ভয়শোকে বিনষ্টবুদ্ধি রুক্মিণীর শ্লথবলয় হস্ত হইতে পাখাখানি পড়িয়া গেল ; চুল আলাইয়া পড়িল ; এবং বাত-বিহত কলা-গাছের ন্যায় তাঁহার দেহ সহসা বিক্লব হইয়া মোহপ্রাপ্ত হইল।

২০৩। বেদত্রয়, উপনিষৎসমূহ, সাংখ্যযোগ ও ভক্তিশাস্ত্রের দ্বারা উপগীয়মান-মাহাত্ম্য সেই কৃষ্ণকে যশোদা আপনার 'পুত্র' বলিয়া জানিলেন।

২০৪। মর্ত্ত্য-শরীরের ন্যায় ব্যক্ত, সেই অব্যক্ত ও ইন্দ্রিয়াতীত অধোক্ষজ-বস্তুকে স্বীয় আত্মজ-বুদ্ধিতে যশোদা প্রাকৃত-বালকের ন্যায় উদূখলে দড়িদ্বারা বন্ধন করিলেন।

২০৫। ভগবান্ কৃষ্ণ পরাজিত হইয়া শ্রীদামকে স্কন্ধে বহন করিলেন ; ভদ্রসেন বৃষভকে বহন করিলেন, আর প্রলম্ব রোহিণী-পুত্র বলদেবকে বহন করিল।

অনুভাষ্য

(অচিন্ত্যপ্রভাবং) তৎ (সর্ব্ববচন-রূপম্ অসৎকার-রূপম্ অপরাধ-জাতং বা) ক্ষাময়ে (ক্ষমাং কারয়ামি, ত্বং ক্ষমস্ব ইত্যর্থঃ)।

২০০-২০১। একদা স্বগৃহে রুক্মিণী স্বহস্তে শ্রীকৃষ্ণের সেবা আরম্ভ করিলে, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার অনুরাগ-পরীক্ষা করিতে ইচ্ছা করিয়া পরিহাসপূর্ব্বক আপনাকে দীন, নিষ্কিঞ্চিন ও উদাসীন, সুতরাং রুক্মিণীর প্রণয়ের সম্পূর্ণ অযোগ্য-পাত্ররূপে বর্ণন করায় এবং তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণসঙ্গ ছাড়িয়া অন্যত্র প্রণয় স্থাপন করিতে বলায়, তচ্ছ্রবণে কৃষ্ণৈকপ্রাণা রুক্মিণীর তাৎকালিকী অবস্থা বর্ণন,—

সুদুঃখভয়শোকবিনষ্টবুদ্ধেঃ (সুদুঃখম্ অত্যন্তদুঃখম্ অপ্রিয়-শ্রবণাৎ, ভয়ং ত্যাগশঙ্কয়া, শোকঃ অনুতাপঃ তৈঃ বিনষ্টা বুদ্ধিঃ যস্যাঃ রুক্মিণ্যাঃ তস্যাঃ) শ্লথদ্বলয়তঃ (শ্লথন্তি পতন্তি বলয়ানি যস্মাৎ তস্মাৎ) হস্তাৎ ব্যজনং (বীজনযন্ত্রং) পপাত। বিক্লবধিয়ঃ (বিক্লবা অবশা ধীঃ যস্যাঃ তস্যাঃ) দেহঃ চ সহসা এব মুহ্যন্ কেশান্ প্রবিকীর্য্য (ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্য) বাতবিহতা (বায়ুতাড়িতা) রম্ভা (কদলীবৃক্ষঃ) ইব পপাত।

২০২। কেবলার শুদ্ধপ্রেম-মাহাত্ম্য ঐশ্বর্য্য-প্রধান ভক্ত বুঝিতে পারে না। ভগবানের ঐশ্বর্য্য দেখিলেও কেবলা-রতিপরায়ণ ভক্ত নিজ-সম্বন্ধ স্বীকার করেন না।

২০৩। শ্রীকৃষ্ণের মুখে ঐশ্বর্য্যময় বিশ্বরূপ দর্শন করিয়া যশোদার তত্ত্বজ্ঞান-হেতু সম্ভ্রমবুদ্ধি আসিতেই পুনরায় কৃষ্ণেচ্ছায় তাঁহার সহজ-মমতা-প্রবল হৃদয়ে কৃষ্ণস্নেহ গাঢ়তর হইয়া বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল,—

ত্রয্যা (কর্ম্মপাসনাময়ৈঃ ঋগ্‌যজুঃসাম-বেদৈঃ) [ইন্দ্রাদি-রূপেণ ইতি], উপনিষদ্ভিঃ (বেদোত্তর-জ্ঞানকাণ্ডাত্মক-শ্রুতিভিঃ) ['ব্রহ্ম' ইতি], সাংখ্যৈঃ ['পুরুষঃ' ইতি], যোগৈঃ ['পরমাত্মা' ইতি], সাত্বতৈঃ (পঞ্চরাত্রাগমৈঃ) ['ভগবান্' ইতি] উপগীয়মান-মাহাত্ম্যম্ (উপগীয়মানম্ ঈড্যমানং মাহাত্ম্যং যস্য তং) হরিং সা (কেবলরতিবিশিষ্টা যশোদা) আত্মজং (তনয়ম্) অমন্যত।

২০৪। মাতার স্নেহদর্শনার্থ লীলাময় কৃষ্ণ যশোদা-ভবনে দধিভাণ্ড ভাঙ্গিয়া চুরি করিয়া নবনীত ভক্ষণ করিতে আরম্ভ করায় ক্রুদ্ধা যশোদার ব্যবহার বর্ণন,—

অব্যক্তং (জড়েন্দ্রিয়াদ্যবিষয়ম্) অধোক্ষজম্ (অধঃকৃতম্ অক্ষজম্ ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞানং যেন তং স্বয়ং ভগবন্তং) মর্ত্ত্যলিঙ্গং (জীবানুকম্পয়া স্বীকৃত-নরতনুম্) আত্মজং (পুত্রং) মত্বা গোপিকা (যশোদা) প্রাকৃতং বালকং [মাতা] যথা, (তথা) দাম্না (রজ্জুনা) উলুখলে (উদূখলে) ববন্ধ (বন্ধনার্থং যত্নবতী আসীৎ)।

২০৫। ব্রজবনে গোচারণকালে রামকৃষ্ণকে হরণার্থ ছদ্মবেশী গোপরূপী প্রলম্বাসুরের আগমনদর্শনে কৃষ্ণ তাহাকে মোহিত

(৩) স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণকে শ্রীরাধার
স্ববশ্য কান্ত-জ্ঞান ঃ—

সা চ মেনে তদাত্মানং বরিষ্ঠাং সর্ব্বযোষিতাম্ ।
হিত্বা গোপীঃ কামযানা মামসৌ ভজতে প্রিয়ঃ ॥ ২০৬ ॥
ততো গত্বা বনোদ্দেশং দৃপ্তা কেশবমব্রবীৎ ।
ন পারয়েঽহং চলিতুং নয় মাং যত্র তে মনঃ ॥ ২০৭ ॥
এবমুক্তঃ প্রিয়ামাহ স্কন্ধমারুহ্যতামিতি ।
ততশ্চান্তর্দধে কৃষ্ণঃ সা বধূরন্বতপ্যত ॥ ২০৮ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২০৬-২০৮। "কামযান গোপীদিগকে পরিত্যাগপূর্ব্বক এই প্রিয় কৃষ্ণ আমাকে ভজন করিতেছেন"—এইরূপ অহঙ্কারে রাধিকা (আপনাকে সর্ব্বগোপী হইতে শ্রেষ্ঠা বলিয়া জ্ঞান করিলেন এবং অবশেষে) বনে গমনপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন,—"হে কৃষ্ণ, আমি আর চলিতে পারি না, তোমার যেখানে ইচ্ছা আমাকে লইয়া চল।" রাধিকা এইরূপ বলিলে, কৃষ্ণ কহিলেন,—"আমার স্কন্ধে আরোহণ কর।" এই বলিয়া কৃষ্ণ অন্তর্দ্ধান করিলে সেই কৃষ্ণবধূ রাধিকা অনুতাপ করিতে লাগিলেন।

অনুভাষ্য

করিয়া গোচারণ করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণপক্ষীয় ও শ্রীরামপক্ষীয় সখাগণকে পরস্পর স্পর্দ্ধাপূর্ব্বক ক্রীড়ামত্ত করাইয়া ভাণ্ডীর-বনে উপস্থিত হইলেন এবং শ্রীকৃষ্ণপক্ষীয় সখাগণের পরাজয়-হেতু স্ব-প্রতিজ্ঞানুসারে তাঁহাদের শ্রীরামপক্ষীয় সখাগণকে বহন-চেষ্টা-বর্ণন,—

ভগবান্ কৃষ্ণঃ পরাজিতঃ (সন্) শ্রীদামানং, ভদ্রসেনঃ বৃষভং, প্রলম্বঃ (গোপবালকবেষী কপটী অসুরঃ) রোহিণীসুতং (ভাবি-তন্মৃত্যুরূপং বলদেবম্) উবাহ।

২০৬-২০৮। রাসক্রীড়া হইতে কেবলমাত্র শ্রীমতী রাধিকাকে লইয়া শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্হিত হইলে শ্রীমতীর অহঙ্কার হওয়ায় গর্ব্বোক্তি,—

অসৌ প্রিয়ঃ (কৃষ্ণঃ) কামযানা (কামো যানম্ আগমন-সাধনং যাসাং তাঃ) গোপীঃ (সর্ব্বাঃ) হিত্বা (পরিত্যজ্য) মাং (রাধিকাং) ভজতে ইতি দৃপ্তা (গর্ব্বিতা সতী) সা (রাধিকা) আত্মানং (স্বাং) সর্ব্বযোষিতাং (সকলগোপীনাং মধ্যে) বরিষ্ঠাং (শ্রেষ্ঠাং) মেনে ; ততঃ (এবমভিমানানন্তরং) বনোদ্দেশং (কানন-প্রদেশবিশেষং) গত্বা "অহং চলিতুং ন পারয়ে (শক্নোমি, অতঃ) যত্র (স্থানে) তে (তব) গন্তুং মনঃ (অভিলাষঃ), [তত্র হে কেশব,] মাং নয় (বহ)", ইতি সা কেশবম্ অব্রবীৎ। এবম্ উক্তঃ [সন্ সঃ শ্রীকৃষ্ণঃ তাং] প্রিয়াং (রাধিকাং) [মম] স্কন্ধম্

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৩১।১৬)—

পতিসুতান্বয়ভ্রাতৃবান্ধবানতিবিলঙ্ঘ্য তেঽন্ত্যচ্যুতাগতাঃ ।
গতিবিদস্তবোদ্গীতমোহিতাঃ কিতব যোষিতঃ কস্ত্যজেন্নিশি ॥ ২০৯

শান্তরসের গুণ-ও স্বরূপ ঃ—

শান্তরসে—'স্বরূপবুদ্ধ্যে কৃষ্ণৈকনিষ্ঠতা' ।
"শমো মন্নিষ্ঠতা বুদ্ধেঃ" ইতি শ্রীমুখ-গাথা ॥ ২১০ ॥

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু (৩।১।৪৭)—

শমো মন্নিষ্ঠতা বুদ্ধেরিতি শ্রীভগবদ্বচঃ ।
তন্নিষ্ঠা দুর্ঘটা বুদ্ধেরেতাং শান্তরতিং বিনা ॥ ২১১ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২০৯। হে কৃষ্ণ, আমরা পতি, পুত্র, অন্বয়, ভ্রাতা ও বান্ধব, সকলকে অতিক্রম করিয়া তোমার নিকটে আগমন করিয়াছি ; আমাদের আসিবার কারণ তুমি জান,—তোমার গীতে মোহিত হইয়া আমরা আসিয়াছি। হে ধূর্ত্ত, রাত্রিকালে যোষিৎগণকে কে এরূপ পরিত্যাগ করে ?

২১০। মন্নিষ্ঠতা-বুদ্ধি হইতে 'শম'-ধর্ম্মটী উদিত হয় ; শম-ধর্ম্ম হইতে 'শান্ত'-রস, সুতরাং শান্তরসে—কৃষ্ণই একমাত্র পরমার্থস্বরূপ ; সমস্ত বিশ্বই (কৃষ্ণে আশ্রিত হইয়াও কৃষ্ণ-স্বরূপ হইতে পৃথক্ অন্য) 'ইতর' বস্তু—এই নিষ্ঠা লক্ষিত হয়।

২১১। মন্নিষ্ঠতা-বুদ্ধি হইতে 'শমগুণ'—এই ভগবদ্বাক্যক্রমে বুঝিতে হইবে যে, শান্তিরতি বিনা তন্নিষ্ঠা—দুর্ঘট।

অনুভাষ্য

আরুহ্যতাম্ ইতি আহ ; ততঃ [লীলা-বিলাসী] কৃষ্ণঃ চ অন্তর্দধে (অন্তর্হিতঃ আসীৎ) ; [তদ্দৃষ্ট্বা] সা বধূ (রাধিকা) চ অন্বতপ্যত (অনুতাপবতী)।

২০৯। গোপীদিগের সহিত রাসক্রীড়া করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণ হঠাৎ অন্তর্হিত হওয়ায়, কৃষ্ণের উদ্দেশে বিরহকাতরা গোপীগণের বিলাপ-গীতি,—

হে অচ্যুত, গতিবিদঃ (অস্মদাগমনং জানতঃ, গীতগতীর্ব্বা জানতঃ, যদ্বা গতিবিদঃ বয়ং) তব উদ্গীতমোহিতাঃ (উদ্গীতেন উচ্চৈর্গীতেন মোহিতাঃ বয়ং গোপ্যঃ) পতিসুতান্বয়ভ্রাতৃবান্ধবান্ (পতীন্ সুতান্ অন্বয়ান্ তৎসম্বন্ধিনঃ পুত্রান্ ভ্রাতৃন্ বান্ধবাংশ্চ সর্ব্বান্) অতিবিলঙ্ঘ্য (অনাদৃত্য) তে (তব) অন্তি (সমীপম্) আগতাঃ ; হে কিতব, (বঞ্চনশীল শঠ,) নিশি এবম্ভূতাঃ যোষিতঃ (স্বয়মাগতাঃ) [ত্বাং ঋতে] কঃ ত্যজেৎ [ন কোঽপীত্যর্থঃ]।

২১০। শান্তরসে জড়ভোগবুদ্ধি অপনোদিত হইলে জীবের স্বরূপবুদ্ধির উদয় হয়। তাঁহার নিত্য স্বরূপই কৃষ্ণে নিত্য এক-নিষ্ঠতা-ধর্ম্মবিশিষ্ট। শ্রীভগবান্ উদ্ধবকে নিজ-মুখে বলিয়াছেন যে, 'শম'-শব্দের অর্থ 'কৃষ্ণৈকনিষ্ঠতা'।

শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।১৯।৩৩)—

শমো মন্নিষ্ঠতা বুদ্ধের্দম ইন্দ্রিয়সংযমঃ।
তিতিক্ষা দুঃখসংমর্ষো জিহ্বোপস্থজয়ো ধৃতিঃ ॥ ২১২ ॥

কৃষ্ণ বিনা তৃষ্ণা-ত্যাগ—তার কার্য্য মানি।
অতএব 'শান্ত' কৃষ্ণভক্ত এক জানি ॥ ২১৩ ॥
স্বর্গ, মোক্ষ কৃষ্ণভক্ত 'নরক' করি' মানে।
কৃষ্ণনিষ্ঠা, তৃষ্ণা-ত্যাগ—শান্তের 'দুই' গুণে ॥ ২১৪ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (৬।১৭।২৮)—

নারায়ণপরাঃ সর্ব্বে ন কুতশ্চন বিভ্যতি।
স্বর্গাপবর্গনরকেষ্বপি তুল্যার্থদর্শিনঃ ॥ ২১৫ ॥

সকল ভগবদ্ভক্তেই শান্ত-রস অনুস্যূত ঃ—

এই দুই গুণ ব্যাপে সব ভক্তজনে।
আকাশের 'শব্দ'-গুণ যেন ভূতগণে ॥ ২১৬ ॥

শান্তরসে—কৃষ্ণে নিরপেক্ষ-ভাব ঃ—

শান্তের স্বভাব—কৃষ্ণে মমতা-গন্ধহীন।
'পরংব্রহ্ম'-'পরমাত্মা'-জ্ঞান-প্রবীণ ॥ ২১৭ ॥

দাস্যরসে—শান্তরস + সেবা ঃ—

কেবল 'স্বরূপ-জ্ঞান' হয় শান্তরসে।
'পূর্ণৈশ্বর্য্যপ্রভু-জ্ঞান' অধিক হয় দাস্যে ॥ ২১৮ ॥
ঈশ্বরজ্ঞান, সম্ভ্রম-গৌরব প্রচুর।
'সেবা' করি' কৃষ্ণে সুখ দেন নিরন্তর ॥ ২১৯ ॥
শান্তের গুণ দাস্যে আছে, অধিক—'সেবন'।
অতএব দাস্যরসের এই 'দুই' গুণ ॥ ২২০ ॥

সখ্যরসে—শান্ত ক্রোড়ীকৃত দাস্যরস + বিশ্রম্ভ-মমতা ঃ—

শান্তের গুণ, দাস্যের সেবন—সখ্যে দুই হয়।
দাস্যের 'সম্ভ্রম-গৌরব'-সেবা, সখ্যে 'বিশ্বাস'-ময় ॥২২১॥
কান্ধে চড়ে, কান্ধে চড়ায়, করে ক্রীড়া-রণ।
কৃষ্ণে সেবে, কৃষ্ণে করায় আপন সেবন!! ২২২ ॥
বিশ্রম্ভ-প্রধান সখ্য—গৌরব-সম্ভ্রম-হীন।
অতএব সখ্য-রসের 'তিন' গুণ—চিহ্ন ॥ ২২৩ ॥
'মমতা' অধিক, কৃষ্ণে আত্মসম জ্ঞান।
অতএব সখ্যরসের বশ ভগবান্ ॥ ২২৪ ॥

বাৎসল্য-রসে—দাস্য-ক্রোড়ীকৃত সখ্যরস + কৃষ্ণে পাল্যজ্ঞান ঃ—

বাৎসল্যে শান্তের গুণ, দাস্যের সেবন।
সেই সেই সেবনের ইঁহা নাম—'পালন' ॥ ২২৫ ॥
সখ্যের গুণ—'অসঙ্কোচ', 'অগৌরব' সার।
মমতাধিক্যে তাড়ন-ভর্ৎসন-ব্যবহার ॥ ২২৬ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২১২। মন্নিষ্ঠতা-বুদ্ধি হইতে 'শম' গুণ, ইন্দ্রিয়সংযমকে 'দম', দুঃখ-সহনের নাম 'তিতিক্ষা', জিহ্বা ও উপস্থজয়ের নাম 'ধৃতি'।

২১৪-২২৭। কৃষ্ণে একনিষ্ঠা, আর (তাহা হইতে) ইতর-বস্তুতে তৃষ্ণা-ত্যাগ—এই দুইটী শান্ত রসের গুণ। যেমন বায়ু, অগ্নি, জল ও পৃথিবী—এই সকল-ভূতেই আকাশের 'শব্দমাত্র গুণ' ব্যাপ্ত, সেইরূপ শান্তরসের গুণ দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর-রসে আছে। শান্তরসে এই দুইটী গুণ থাকিলেও মমতা ('আমারই তিনি' এই ধর্ম্মটি) নাই, সুতরাং সেই রসের উপাস্য-বস্তু—'পরব্রহ্ম', 'পরমাত্মা' ইত্যাদি ; এই উপাসনা-ক্রিয়াটি—জ্ঞান-প্রধান। 'সেই পরমাত্মাই আমার প্রভু এবং আমিই তাঁহার নিত্যদাস'—এইরূপ মমতা-জ্ঞান যখন তাঁহাতে সংযুক্ত হয়, তখন শান্তরস বিকশিত হইয়া দাস্যরসে পরিণত হয় ; তথাপি তাহাতে 'ঈশ্বরজ্ঞান' ও সম্ভ্রমরূপ 'গৌরব' প্রচুরভাবে থাকে। শান্তরসে—'সেবা' থাকে না, দাস্যরসেই সেবা আরম্ভ হয়। দাস্যরসে—শান্তের গুণ ও 'মমতা'—এই দুইটী গুণ দেখা যায়। আবার, সখ্যরসে—শান্তের গুণ ও দাস্যের গুণ ত' আছেই, তাহাতে বিশ্বাসময় প্রেমও একটু সংযুক্ত। বিশ্বাসের নামই 'বিশ্রম্ভ', সেই বিশ্রম্ভ-প্রধান সখ্যরসে গৌরব-সম্ভ্রম নাই, সুতরাং সখ্যরসে 'তিনটী' গুণ। দাস্যে যে 'মমতা' ছিল, সখ্যে 'আত্মসম'

অনুভাষ্য

২১১। বুদ্ধেঃ মন্নিষ্ঠতা (কৃষ্ণৈকনিষ্ঠতা) 'শমঃ' ইতি শ্রীভগবদ্বচঃ (উদ্ধবং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যম্) ; এতাং শান্তরতিং বিনা বুদ্ধেঃ তন্নিষ্ঠা (ভগবন্নিষ্ঠা) দুর্ঘটা (দুর্ঘটনীয়া)।

২১২। উদ্ধবের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীকৃষ্ণের উক্তি,—

বুদ্ধেঃ মন্নিষ্ঠতা (ন তু শান্তিমাত্রং) 'শমঃ' : ইন্দ্রিয়সংযমঃ [ন চৌরাদি-দমনং] 'দমঃ' ; দুঃখসংমর্ষঃ (আত্মকৃতবিপাকস্য, বিহিত-দুঃখস্য বা, সম্মর্ষঃ সহনং, ন তু ভারাদেঃ) 'তিতিক্ষা' ; জিহ্বোপস্থ জয়ঃ (জিহ্বোপস্থয়োঃ জয়ঃ বেগধারণং, ন তু অনুদ্বেগমাত্রং) 'ধৃতিঃ'।

২১৩। কৃষ্ণ ব্যতীত বস্তুতে তৃষ্ণারাহিত্যই শান্তরসের কার্য্য বলিয়া স্বীকার্য্য ; সুতরাং একমাত্র কৃষ্ণভক্তই শান্ত।

২১৪। দুই গুণে—অর্থাৎ, কৃষ্ণনিষ্ঠা ও কৃষ্ণেতর বস্তুতে বা দ্রব্যে লোভ-ত্যাগ।

২১৫। মধ্য, ৯ম পঃ ২৭০ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

২১৬। সবভক্তজনে—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর—এই পাঁচপ্রকার ভক্তেই অবস্থিত।

'আকাশের শব্দগুণ'—মধ্য, ৮ম পঃ ৮৫-৮৭ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

আপনারে 'পালক' জ্ঞান, কৃষ্ণে 'পাল্য'-জ্ঞান।
'চারি' গুণে বাৎসল্য রস—অমৃত-সমান ॥ ২২৭ ॥
সে অমৃতানন্দে ভক্ত সহ ডুবেন আপনে।
'কৃষ্ণ—ভক্তবশ' গুণ কহে ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানিগণে ॥ ২২৮ ॥

পদ্মপুরাণে 'দামোদরাষ্টকে'—

ইতীদৃক্স্বলীলাভিরানন্দকুণ্ডে
স্বঘোষং নিমজ্জন্তমাখ্যাপয়ন্তম্।
তদীয়েশিতজ্ঞেষু ভক্তৈর্জ্জিতত্বং
পুনঃ প্রেমতস্ত্বাং শতাবৃত্তি বন্দে ॥ ২২৯ ॥

মধুররসে—দাস্য ও সখ্য-ক্রোড়ীভূত বাৎসল্য + নিজাঙ্গ-দ্বারে সেবা ঃ—

মধুর-রসে—কৃষ্ণনিষ্ঠা, সেবা অতিশয়।
সখ্যের অসঙ্কোচ, লালন-মমতাধিক্য হয় ॥ ২৩০ ॥
কান্তভাবে নিজাঙ্গ দিয়া করেন সেবন।
অতএব মধুর-রসের হয় 'পঞ্চ' গুণ ॥ ২৩১ ॥

আকাশাদির শব্দাদি যেমন ক্ষিতির গন্ধগুণে পর্য্যবসিত, তদ্রূপ মধুর-রসে অবশিষ্ট চারিরস অনুস্যূত ঃ—

আকাশাদি গুণ যেন পর পর ভূতে।
এক-দুই-তিন-চারি-ক্রমে পঞ্চ পৃথিবীতে ॥ ২৩২ ॥
এইমত মধুরে সব ভাব-সমাহার।
অতএব আস্বাদাধিক্যে করে চমৎকার ॥ ২৩৩ ॥

প্রভুর এই দিগ্দর্শন ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে বিস্তারিত ঃ—

এই ভক্তিরসের করিলাঙ, দিগ্দরশন।
ইহার বিস্তার মনে করিহ ভাবন ॥ ২৩৪ ॥
ভাবিতে ভাবিতে কৃষ্ণ স্ফুরয়ে অন্তরে।
কৃষ্ণকৃপায় অজ্ঞ পায় রসসিন্ধু-পারে ॥" ২৩৫ ॥

প্রয়াগ হইতে প্রভুর কাশী যাত্রা ঃ—

এত বলি' প্রভু তাঁরে কৈলা আলিঙ্গন।
বারাণসী চলিবারে প্রভুর হৈল মন ॥ ২৩৬ ॥
প্রভাতে উঠিয়া যবে করিলা গমন।
তবে তাঁর পদে রূপ করে নিবেদন ॥ ২৩৭ ॥

প্রভুর অনুগমনার্থ শ্রীরূপের আজ্ঞা-যাচ্ঞা ঃ—

"আজ্ঞা হয়, আসি মুঞি শ্রীচরণ-সঙ্গে।
সহিতে না পারি মুঞি বিরহ-তরঙ্গে ॥" ২৩৮ ॥

শ্রীরূপকে বৃন্দাবনে যাইতে এবং পরে তথা হইতে পুরীতে মিলিতে আজ্ঞা-দান ঃ—

প্রভু কহে,—"তোমার কর্ত্তব্য, আমার বচন।
নিকটে আসিয়াছ তুমি, যাহ বৃন্দাবন ॥ ২৩৯ ॥
বৃন্দাবন হৈতে তুমি গৌড়দেশ দিয়া।
আমারে মিলিবা নীলাচলেতে আসিয়া ॥" ২৪০ ॥

প্রভুর নৌকারোহণ, শ্রীরূপের মূর্চ্ছা ঃ—

তাঁরে আলিঙ্গিয়া প্রভু নৌকাতে চড়িলা।
মূর্চ্ছিত হঞা তেঁহো তাহাঞি পড়িলা ॥ ২৪১ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

হইয়া তাহাই বৃদ্ধি পাইল। বাৎসল্যে—শান্তের গুণ, দাস্যের সেবন 'পালন'রূপে পরিণত ; বিশেষতঃ সখ্যের অসঙ্কোচ ও অগৌরব-গুণ ও মমতাধিক্যে তাড়ন-ভর্ৎসন-ব্যবহার এবং আপনাকে 'পালক'-জ্ঞান ও কৃষ্ণে 'পাল্য'-জ্ঞান—এবম্বিধ চারিরসের গুণে 'বাৎসল্য' অমৃতসমান হইয়াছে।

২২৯। হে ভগবন্, আমি তোমাকে শত শতবার প্রেমপূর্ব্বক বন্দনা করি ; যেহেতু, এইপ্রকার স্বীয় লীলাদ্বারা তুমি গোপী-দিগকে আনন্দকুণ্ডে নিমজ্জিত কর এবং ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানসম্পন্ন ভক্তদের নিকট তুমি যে ভক্ত-পরাজিত, তাহা জানাও।

২৩০-২৩৪। শান্তের 'কৃষ্ণনিষ্ঠা', দাস্যের 'অতিশয় সেবা', সখ্যের 'অসঙ্কোচ সেবা' ও বাৎসল্যের 'মমতাধিক্যে লালন'—এইসকল-ভাবে আবার কান্তা-ভাব-গত 'নিজাঙ্গ-দানরূপ সেবা' দৃঢ়রূপ সংযুক্ত হইলে পঞ্চগুণ-বিশিষ্ট 'মধুর-রস' হয়। তাহাতে সমস্ত ভাবেরই সমাহার আছে। অতএব আস্বাদাধিক্যক্রমে অত্যন্ত চমৎকারিত্ব লক্ষিত হয়। সংক্ষেপে কথিত এই ভক্তি-রসের সূত্র বিচারপূর্ব্বক ভক্তিরসামৃতসিন্ধু-রূপ শাস্ত্র উদয় করাইবে।

ইতি অমৃতপ্রবাহ-ভাষ্যে ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

অনুভাষ্য

২২৮। ঐশ্বর্য্যপ্রধান জ্ঞানিগণ কৃষ্ণের নিজভক্তবশ্যতা-গুণ বলিয়া থাকেন।

২৩০। ইতি (অনয়া দামোদরলীলয়া) ঈদৃক্স্বলীলাভিঃ (ঈদৃশীভিঃ দামোদরলীলাসদৃশীভিঃ স্বাভিঃ লীলাভিঃ ক্রীড়াভিঃ) স্বঘোষং (স্বস্য প্রেমবতঃ গোপাদীন্ সর্ব্বমেব) আনন্দকুণ্ডে নিমজ্জন্তং (পরমসুখবিশেষমনুভবন্তং) তদীয়েশিতজ্ঞেষু (ভগবদৈশ্বর্য্যপরেষু ভক্তেষু) ভক্তৈর্জ্জিতত্বম্ (আত্মনো ভক্তবশ্য-তাম্) আখ্যাপয়ন্তং (প্রথয়ন্তম্) ত্বাম্ (ঈশ্বরং) প্রেমতঃ (ভক্তি-বিশেষেণ) শতাবৃত্তি (যথা স্যাৎ তথা শতবারান্) অহং বন্দে।

২৩২। মধ্য, ৮ম পঃ ৮৭ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

ইতি অনুভাষ্যে ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

শ্রীরূপ ও অনুপমের বৃন্দাবন-যাত্রা ঃ—

দাক্ষিণাত্য-বিপ্র তাঁরে ঘরে লঞা গেলা ।
তবে দুই ভাই বৃন্দাবনেরে চলিলা ॥ ২৪২ ॥

প্রভুর কাশী-আগমন ঃ—

মহাপ্রভু চলি' চলি' আইলা বারাণসী ।
চন্দ্রশেখর মিলিলা গ্রামের বাহিরে আসি' ॥ ২৪৩ ॥

বৈদ্য শেখরের স্বপ্নানুসারে প্রভুকে দর্শন ও স্বগৃহে আনয়ন ঃ—

রাত্রে তেঁহো স্বপ্ন দেখে,—প্রভু আইলা ঘরে ।
প্রাতঃকালে আসি' রহে গ্রামের বাহিরে ॥ ২৪৪ ॥
আচম্বিতে প্রভু দেখি' চরণে পড়িলা ।
আনন্দিত হঞা নিজ-গৃহে লঞা গেলা ॥ ২৪৫ ॥

প্রভুকে তপনমিশ্রের এবং বলভদ্রকে চন্দ্রশেখরের নিমন্ত্রণ ঃ—

তপনমিশ্র শুনি' আসি' প্রভুরে মিলিলা ।
ইষ্টগোষ্ঠী করি' প্রভুর নিমন্ত্রণ কৈলা ॥ ২৪৬ ॥
নিজ ঘরে লঞা প্রভুরে ভিক্ষা করাইল ।
ভট্টাচার্য্যে চন্দ্রশেখর নিমন্ত্রণ কৈল ॥ ২৪৭ ॥

কাশীতে অবস্থানকাল পর্য্যন্ত প্রভুকে ভিক্ষা দিতে মিশ্রের আজ্ঞা-যাচ্ঞা ঃ—

ভিক্ষা করাঞা মিশ্র কহে প্রভু-পায় ধরি' ।
"এক ভিক্ষা মাগি, মোরে দেহ কৃপা করি' ॥ ২৪৮ ॥
যাবৎ তোমার হয় কাশীপুরে স্থিতি ।
মোর ঘর বিনা ভিক্ষা না করিবা কতি ॥" ২৪৯ ॥

মায়াবাদী সন্ন্যাসীর সঙ্গ দুঃসঙ্গ-হেতু প্রভুর ভক্ত-প্রার্থনায় সম্মতি ঃ—

প্রভু জানেন—'দিন পাঁচ-সাত সে রহিব ।
সন্ন্যাসীর সঙ্গে ভিক্ষা কাঁহা না করিব ॥' ২৫০ ॥

প্রভুর তপনমিশ্র-গৃহে ভিক্ষা ও চন্দ্রশেখর-গৃহে অবস্থান ঃ—

এত জানি' তাঁর ভিক্ষা কৈলা অঙ্গীকার ।
বাসা-নিষ্ঠা কৈলা চন্দ্রশেখরের ঘর ॥ ২৫১ ॥

মহারাষ্ট্রীয় বিপ্রের প্রভুকৃপা-লাভ ঃ—

মহারাষ্ট্রীয় বিপ্র আসি' তাঁহারে মিলিলা ।
প্রভু তাঁরে স্নেহ করি' কৃপা প্রকাশিলা ॥ ২৫২ ॥
মহাপ্রভু আইলা শুনি' শিষ্ট শিষ্ট জন ।
ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় আসি' করেন দরশন ॥ ২৫৩ ॥

শ্রীরূপ-শিক্ষা সংক্ষেপে বর্ণিত ঃ—

শ্রীরূপ-উপরে প্রভুর যত কৃপা হৈল ।
অত্যন্ত বিস্তার-কথা সংক্ষেপে কহিল ॥ ২৫৪ ॥

শ্রীরূপশিক্ষা-শ্রবণে চৈতন্যচরণে প্রেমভক্তি-লাভ ঃ—

শ্রদ্ধা করি' এই কথা শুনে যেই জনে ।
প্রেমভক্তি পায় সেই চৈতন্য-চরণে ॥ ২৫৫ ॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ২৫৬ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে শ্রীরূপানুগ্রহো নাম ঊনবিংশ-পরিচ্ছেদঃ।

বিংশ পরিচ্ছেদ

কথাসার—সনাতন গোস্বামী গৌড়ের বন্দিশালে আছেন, এমত সময় রূপগোস্বামী লিখিলেন,—'মহাপ্রভু মথুরা গিয়াছেন।' বন্দিশাল-রক্ষককে মিষ্টবাক্যে এবং ৭০০০ মুদ্রা দিয়া সনাতন গঙ্গা পার হইয়া পলায়ন করিলেন। সঙ্গী ঈশানের নিকট আটটী স্বর্ণমুদ্রা থাকায় পাতড়া-পর্ব্বতের ভৌমিক সেই মুদ্রা মারিয়া লইবার আশায় সনাতনের আতিথ্য-বিধান করিলেন। সনাতন ঈশানকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলেন যে, তৎসমীপে স্বর্ণমুদ্রা আছে। সেই মুদ্রাকে অনর্থরূপ জানিয়া ভূঞাকে প্রদান করিয়া তিনি পর্ব্বতময় দেশ অতিক্রম করিলেন। পর্ব্বত পার হইয়া ঈশানকে দেশে বিদায় দিলেন। হাজিপুরে পৌঁছিলে তদীয় ভগ্নীপতি রাজকর্ম্মচারী শ্রীকান্ত তাঁহাকে দেখিয়া এবং তাঁহার নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিয়া তাঁহাকে গঙ্গা পার করিয়া দিলেন। তিনি চলিয়া চলিয়া কাশীধামে আসিয়া চন্দ্রশেখরের দ্বারে পৌঁছিলেন ; মহাপ্রভু তাঁহাকে ডাকাইয়া তাঁহার প্রতি কৃপাপূর্ব্বক বেশ পরিবর্ত্তন ও ভদ্র করিবার আজ্ঞা দিলেন। সনাতন ভদ্র হইয়া আসিলে তপনমিশ্র-প্রদত্ত পুরাতন বস্ত্রকে কৌপীন ও বহির্ব্বাস করিয়া পরিধান করিলেন। সঙ্গের ভোট-কম্বলটী বদল করিয়া গঙ্গাতীর হইতে একখানি ছেঁড়া কাঁথা ধারণপূর্ব্বক প্রভুর আনন্দ উৎপন্ন করিলেন। সনাতন তথায় অবস্থান করিয়া মহাপ্রভুকে তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিলে, প্রভু প্রথমে 'জীবের স্বরূপ' ও 'কৃষ্ণশক্তি' বুঝাইলেন, পরে সম্বন্ধ-জ্ঞান শিখাইয়া অভিধেয়-রূপা ভক্তির ব্যাখ্যা করিলেন। কৃষ্ণের স্বরূপ-বিচারে ব্রহ্ম, আত্মা ও ভগবানের বিচার, স্বয়ংরূপ ও তদেকাত্ম ও আবেশ, তন্মধ্যে 'বৈভব' ও 'প্রাভব'-বিলাসাদিক্রমে ভগবানের মূর্ত্তিভেদ-সকলের বিচার করিয়া দিলেন ; অতঃপর পুরুষাবতারের মায়া-বৈভব, মন্বন্তরাবতার, গুণাবতার, শক্ত্যা-বেশাবতার ও বাল্যপৌগণ্ড-বয়স-ভেদে লীলাসকল এবং কিশোর-লীলার নিত্যতা ব্যাখ্যা করিলেন। (অঃ প্রঃ ভাঃ)

বন্দেঽনন্তাদ্ভুতৈশ্বর্য্যং শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুম্ ।
নীচোঽপি যৎপ্রসাদাৎ স্যাদ্ভক্তিশাস্ত্রপ্রবর্ত্তকঃ ॥ ১ ॥
জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ২ ॥

বন্দী সনাতনের শ্রীরূপের নিকট হইতে পূর্ব্বোক্ত পত্র-প্রাপ্তি ঃ—

এথা গৌড়ে সনাতন আছে বন্দিশালে ।
শ্রীরূপ-গোসাঞির পত্রী আইল হেনকালে ॥ ৩ ॥

সনাতনের আনন্দ ও কারারক্ষককে চাটূক্তি ঃ—

পত্রী পাঞা সনাতন আনন্দিত হৈলা ।
যবন-রক্ষক-পাশ কহিতে লাগিলা ॥ ৪ ॥
"তুমি এক জিন্দাপীর মহাভাগ্যবান্ ।
কেতাব-কোরাণ-শাস্ত্রে আছে তোমার জ্ঞান ॥ ৫ ॥
এক বন্দী ছাড়ে যদি নিজ-ধর্ম্ম দেখিয়া ।
সংসার হইতে তারে মুক্ত করেন গোসাঞা ॥ ৬ ॥

প্রত্যুপকার প্রার্থনা ঃ—

পূর্ব্বে আমি তোমার করিয়াছি উপকার ।
তুমি আমা ছাড়ি' কর প্রত্যুপকার ॥ ৭ ॥

শুদ্ধহরিভজনার্থ লৌকিক সুনীতি-বিগর্হিত চেষ্টাকেও সনাতনের অনুকূলরূপে নিয়োগ,—উহাই সত্য-ধর্ম্ম ঃ—

পাঁচ সহস্র মুদ্রা দিব, তুমি কর অঙ্গীকার ।
পুণ্য, অর্থ,— দুই লাভ হইবে তোমার ॥" ৮ ॥

কারারক্ষকের রাজভয় ঃ—

তবে সেই যবন কহে,—"শুন, মহাশয় ।
তোমারে ছাড়িব, কিন্তু করি রাজভয় ॥" ৯ ॥

সনাতনের পরামর্শদান ঃ—

সনাতন কহে,—"তুমি না কর রাজভয় ।
দক্ষিণ গিয়াছে, যদি লেউটি' আওয়য় ॥ ১০ ॥
তাঁহারে কহিও—সেই বাহ্যকৃত্যে গেল ।
গঙ্গার নিকট গঙ্গা দেখি' ঝাঁপ দিল ॥ ১১ ॥
অনেক দেখিল, তার লাগ্ না পাইল ।
দাড়ুকা-সহিত ডুবি কাঁহা বহি' গেল ॥ ১২ ॥
কিছু ভয় নাহি, আমি এ-দেশে না রব ।
দরবেশ হঞা আমি মক্কাকে যাইব ॥"১৩ ॥

কারারক্ষকের অসন্তোষ ; তাহাকে অধিকতর উৎকোচদান-চেষ্টা ঃ—

তথাপি যবন-মন প্রসন্ন না দেখিলা ।
সাত-হাজার মুদ্রা তার আগে রাশি কৈলা ॥ ১৪ ॥

সনাতনের কারামুক্তি ঃ—

লোভ হইল যবনের মুদ্রা দেখিয়া ।
রাত্রে গঙ্গাপার কৈল দাড়ুকা কাটিয়া ॥ ১৫ ॥

ঈশান-সহ সনাতনের পাতড়া-শৈলে আগমন ঃ—

গড়দ্বার-পথ ছাড়িলা, নারে তাঁহা যাইতে ।
রাত্রি-দিন চলি' আইলা পাতড়া-পর্ব্বতে ॥ ১৬ ॥

দস্যুদলপতি-সহ সাক্ষাৎকার ঃ—

তথা এক ভৌমিক হয়, তার ঠাঞি গেলা ।
'পর্ব্বত পার কর আমায়'—বিনতি করিলা ॥ ১৭ ॥

সামুদ্রিক-মুখে দস্যুপতির সনাতন-সমীপে অর্থের সন্ধান প্রাপ্তি ও সনাতনকে হত্যাসঙ্কল্প ঃ—

সেই ভূঞার সঙ্গে হয় হাতগণিতা ।
ভূঞার কাণে কহে সেই জানি' এই কথা ॥ ১৮ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১। যাঁহার প্রসাদে নীচব্যক্তিও ভক্তিশাস্ত্রপ্রবর্ত্তক হইতে পারেন, সেই অনন্ত-অদ্ভুত-ঐশ্বর্য্যবিশিষ্ট শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুকে আমি বন্দনা করি।

৩। পত্রী—উদ্ভটচন্দ্রিকা-গ্রন্থের টীকাকার লিখিয়াছেন যে, নিম্নলিখিত শ্লোকটী শ্রীরূপ বাক্‌লা হইতে লিখিয়া গৌড়ের বন্দিশালে সনাতনকে পাঠাইয়াছিলেন। এই শ্লোকে মহাপ্রভুর মথুরা গমনের সঙ্কেত থাকায় রূপগোস্বামীর পত্রী বলিয়া উহাকে বিশ্বাস করা যাইতে পারে ;—"যদুপতেঃ ক্ব গতা মথুরাপুরী, রঘুপতেঃ ক্ব গতোত্তরকোশলা। ইতি বিচিন্ত্য কুরুস্ব মনঃ স্থিরং, ন সদিদং জগদিত্যবধারয়।।"**

৫। জিন্দাপীর—জীবিত পীর।

১২। দাড়ুকা—বেড়ী।

অনুভাষ্য

১। যৎপ্রসাদাৎ (যস্য কৃপয়া) নীচঃ (বিষয়ী) অপি ভক্তি-শাস্ত্র-প্রবর্ত্তকঃ (ভক্তিশাস্ত্রলেখকঃ) স্যাৎ, তম্ অনন্তাদ্ভুতৈশ্বর্য্যম্ (অশেষাপূর্ব্বৈশ্বর্য্যপূর্ণং) শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুম্ অহং বন্দে।

৬। 'গোসাঞা'—খোদা, ভগবান্।

১০। লেউটি' আওয়য়—ফিরিয়া আসেন। 'লৌট্ আওয়য়ে'—পশ্চিমদেশীয় হিন্দী ভাষা।

---

* *যদুপতির মথুরাপুরী কোথায় গিয়াছে, রঘুপতিরই বা উত্তরকোশলা (অযোধ্যা) কোথায় গিয়াছে—ইহা বিশেষরূপে চিন্তা করিয়া মন স্থির করুন এবং এই দৃশ্যমান্ জগৎ নিত্য নহে,—ইহা অবগত হউন।*

"ইঁহার ঠাঞি সুবর্ণের অষ্ট মোহর হয় ।"
শুনি' আনন্দিত ভূঞা সনাতনে কয় ॥ ১৯ ॥

সনাতনকে দস্যুর আদরাপ্যায়ন ; সনাতনের স্নান-ভোজন ঃ—

"রাত্রে পর্ব্বত পার করিব নিজ-লোক দিয়া ।
ভোজন করহ তুমি রন্ধন করিয়া ॥" ২০ ॥
এত বলি' অন্ন দিল করিয়া সম্মান ।
সনাতন আসি' তবে কৈল নদীস্নান ॥ ২১ ॥
দুই উপবাসে কৈলা রন্ধন-ভোজনে ।
রাজমন্ত্রী সনাতন বিচারিলা মনে ॥ ২২ ॥

সনাতনের সন্দেহ ও আশঙ্কা, ঈশানের নিকট অর্থ-সন্ধানাবগতি ঃ—

'এই ভূঞা কেনে মোরে সম্মান করিল ?'
এত চিন্তি' সনাতন ঈশানে পুছিল ॥ ২৩ ॥
"তোমার ঠাঞি জানি কিছু দ্রব্য আছয় ।"
ঈশান কহে,—"মোর ঠাঞি সাত মোহর হয় ॥" ২৪ ॥

ঈশানকে ভর্ৎসনা ঃ—

শুনি' সনাতন তারে করিলা ভর্ৎসন ।
"সঙ্গে কেনে আনিয়াছ এই কাল-যম ?" ২৫ ॥

দস্যুকে অর্থপ্রদান ও সাহায্য প্রার্থনা ঃ—

তবে সেই সাত মোহর হস্তেতে করিয়া ।
ভূঞার কাছে যাঞা কহে মোহর ধরিয়া ॥ ২৬ ॥
"এই সাত সুবর্ণ মোহর আছিল আমার ।
ইহা লঞা ধর্ম্ম দেখি' পর্ব্বত কর পার ॥ ২৭ ॥
রাজবন্দী আমি, গড়দ্বার যাইতে না পারি ।
পুণ্য হবে, পর্ব্বত আমা দেহ' পার করি ॥" ২৮ ॥

দস্যুর হত্যা-সঙ্কল্প হইতে নিষ্কৃতি ; অর্থগ্রহণে অস্বীকার ও সাহায্যাঙ্গীকার ঃ—

ভূঞা হাসি' কহে,—"আমি জানিয়াছি পহিলে ।
অষ্ট-মোহর হয় তোমার সেবক-আঁচলে ॥ ২৯ ॥
তোমা মারি' মোহর লইতাম আজিকার রাত্রে ।
ভাল হৈল, কহিলা তুমি, ছুটিলাঙ পাপ হৈতে ॥ ৩০ ॥
সন্তুষ্ট হইলাঙ আমি, মোহর না লইব ।
পুণ্য লাগি' পর্ব্বত তোমা' পার করি' দিব ॥" ৩১ ॥
গোসাঞি কহে,—"কেহ দ্রব্য লইবে আমা মারি' ।
আমার প্রাণ রক্ষা কর দ্রব্য অঙ্গীকরি' ॥" ৩২ ॥

দস্যুর সনাতনকে পর্ব্বতোত্তরণে সাহায্য ঃ—

তবে ভূঞা গোসাঞির সঙ্গে চারি পাইক দিল ।
রাত্রে রাত্রে বনপথে পর্ব্বত পার কৈল ॥ ৩৩ ॥

সনাতনের ঈশানকে সম্বল-জিজ্ঞাসা ও দেশে প্রেরণ ঃ—

পার হঞা গোসাঞি তবে পুছিলা ঈশানে ।
"জানি,—শেষ দ্রব্য কিছু আছে তোমা-স্থানে ॥" ৩৪ ॥
ঈশান কহে,—"এক মোহর আছে অবশেষ ।"
গোসাঞি কহে,—"মোহর লঞা যাহ' তুমি দেশ ॥"৩৫॥

অকিঞ্চন নিঃসম্বল সনাতনের একাকী গমন ঃ—

তারে বিদায় দিয়া গোসাঞি চলিলা একলা ।
হাতে করোঁয়া, ছিড়া কান্থা, নির্ভয় হইলা ॥ ৩৬ ॥

হাজিপুরে আগমন ঃ—

চলি' চলি' গোসাঞি তবে আইলা হাজিপুরে ।
সন্ধ্যাকালে বসিলা এক উদ্যান-ভিতরে ॥ ৩৭ ॥

তথায় স্বসৃপতি-রাজসেবক শ্রীকান্তসহ সাক্ষাৎকার ঃ—

সেই হাজিপুরে রহে,—শ্রীকান্ত তাহার নাম ।
গোসাঞির ভগিনীপতি, করে রাজকাম ॥ ৩৮ ॥
তিন লক্ষ মুদ্রা রাজা দিয়াছে তার স্থানে ।
ঘোড়া মূল্য লঞা পাঠায় পাৎসার স্থানে ॥ ৩৯ ॥

সনাতন-সহ কথোপকথন ঃ—

টুঙ্গির উপর বসি' সেই গোসাঞিরে দেখিল ।
রাত্র্য একজন-সঙ্গে গোসাঞি-পাশ আইল ॥ ৪০ ॥
দুইজন মিলি' তথা ইষ্টগোষ্ঠী কৈল ।
বন্ধন-মোক্ষণ-কথা সকলি গোসাঞি কহিল ॥ ৪১ ॥

সনাতনকে অবস্থান-জন্য শ্রীকান্তের অনুরোধ ঃ—

তেঁহো কহে,—"দিন-দুই রহ এইস্থানে ।
ভদ্র হও, ছাড়' এই মলিন বসনে ॥" ৪২ ॥

সনাতনের অসম্মতি ও গঙ্গাপার করিতে অনুরোধ ঃ—

গোসাঞি কহে,—"একক্ষণ ইহা না রহিব ।
গঙ্গা পার করি' দেহ', এক্ষণে চলিব ॥" ৪৩ ॥

সনাতনকে ভোটকম্বল-প্রদান ও গঙ্গাপারকরণ ঃ—

যত্ন করি' তেঁহো এক ভোটকম্বল দিল ।
গঙ্গা পার করি' দিল—গোসাঞি চলিল ॥ ৪৪ ॥

সনাতনের কাশীতে আগমন ঃ—

তবে বারাণসী গোসাঞি আইলা কতদিনে ।
শুনি' আনন্দিত হইলা প্রভুর আগমনে ॥ ৪৫ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৩৭। হাজিপুর—গঙ্গা-নদীর ও গণ্ডক-নদের সঙ্গমস্থলে পাটনার অপরপারে হাজিপুর।

অনুভাষ্য

২২। দুই উপবাসে—দুইদিন উপবাস করিয়া।

২৪। হয়—আছে ; পশ্চিমদেশীয় হিন্দী-ভাষায় 'হ্যায়'।

চন্দ্রশেখরের গৃহে উপস্থিত ঃ—

চন্দ্রশেখরের ঘরে আসি' দ্বারেতে বসিলা ।
মহাপ্রভু জানি' চন্দ্রশেখরে কহিলা ॥ ৪৬ ॥

বাহ্যবেষ-নিরপেক্ষ প্রকৃত বৈষ্ণব সনাতনকে আনয়নার্থ শেখরকে আদেশ ঃ—

"দ্বারে এক 'বৈষ্ণব' হয়, বোলাহ তাঁহারে ।"
চন্দ্রশেখর দেখে, 'বৈষ্ণব' নাহিক দ্বারে ॥ ৪৭ ॥

সনাতনের বহির্বৈষ্ণব-বেষ না দেখিয়া প্রত্যাবর্ত্তন ঃ—

"দ্বারেতে বৈষ্ণব নাহি"—প্রভুরে কহিল ।
'কেহ হয়?' করি' প্রভু তাহারে পুছিল ॥ ৪৮ ॥

দরবেশবেষী সনাতনকে আনিতে প্রভুর আদেশ ঃ—

তেঁহো কহে,—"এক 'দরবেশ' আছে দ্বারে ।"
'তাঁরে আন' প্রভুর বাক্যে কহিল আসি তাঁরে ॥ ৪৯ ॥

সনাতনকে চন্দ্রশেখরের 'দরবেশ' বলিয়া সম্বোধন ঃ—

"প্রভু তোমায় বোলায়, আইস, দরবেশ!"
শুনি' আনন্দে সনাতন করিলা প্রবেশ ॥ ৫০ ॥

সনাতন-দর্শনে দ্রুতবেগে প্রভুর আগমন ও আলিঙ্গন ঃ—

তাঁহারে অঙ্গনে দেখি' প্রভু ধাঞা আইলা ।
তাঁরে আলিঙ্গন করি' প্রেমাবিষ্ট হৈলা ॥ ৫১ ॥

আলিঙ্গনফলে সনাতনের প্রেম ও দৈন্যোক্তি ঃ—

প্রভুস্পর্শে প্রেমাবিষ্ট হইলা সনাতন ।
'মোরে না ছুঁইহ'—কহে গদ্গদ-বচন ॥ ৫২ ॥

প্রভু ও সনাতন, উভয়েরই প্রেম-ক্রন্দন, চন্দ্রশেখরের বিস্ময় ঃ—

দুইজনে গলাগলি রোদন অপার ।
দেখি' চন্দ্রশেখরের হইল চমৎকার ॥ ৫৩ ॥

সস্নেহে সনাতনকে নিজসমীপে আসনপ্রদান ঃ—

তবে প্রভু তাঁর হাত ধরি' লঞা গেলা ।
পিণ্ডার উপরে তাঁরে আপন-পাশ বসাইলা ॥ ৫৪ ॥

স্বহস্তে সনাতনাঙ্গ-মার্জ্জন, সনাতনের দৈন্যোক্তি ঃ—

শ্রীহস্তে করেন তাঁর অঙ্গ সম্মার্জ্জন ।
তেঁহো কহে,—"মোরে, প্রভু, না কর স্পর্শন ॥" ৫৫ ॥

প্রভুকর্ত্তৃক তাঁহাকে মহাভাগবতোচিত গৌরব-দান ঃ—

প্রভু কহে,—"তোমা স্পর্শি আত্ম পবিত্রিতে ।
ভক্তি-বলে পার তুমি ব্রহ্মাণ্ড শোধিতে ॥ ৫৬ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১।১৩।১০)—

ভবদ্বিধা ভাগবতাস্তীর্থভূতাঃ স্বয়ং প্রভো ।
তীর্থীকুর্ব্বন্তি তীর্থানি স্বান্তঃস্থেন গদাভৃতা ॥ ৫৭ ॥

হরিভক্তিবিলাসে (১০।৯১)—

ন মেঽভক্তশ্চতুর্ব্বেদী মদ্ভক্তঃ শ্বপচঃ প্রিয়ঃ ।
তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং স চ পূজ্যো যথা হ্যহম্ ॥ ৫৮ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (৭।৯।১০)—

বিপ্রাদ্দ্বিষড়্গুণযুতাদরবিন্দনাভ-
পাদারবিন্দবিমুখাৎ শ্বপচং বরিষ্ঠম্ ।
মন্যে তদর্পিত-মনোবচনেহিতার্থ-
প্রাণং পুনাতি স কুলং ন তু ভূরিমানঃ ॥ ৫৯ ॥

অনুভাষ্য

৫৭। আদি, ১ম পঃ ৬৩ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

৫৮। মধ্য, ১৯শ পঃ ৫০ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

৫৯। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে দেবর্ষি নারদ ভগবান্ শ্রীনৃসিংহ-কর্ত্তৃক হিরণ্যকশিপুর বধ-বৃত্তান্ত-বর্ণন-প্রসঙ্গে বধান্তে ভক্ত প্রহ্লাদকর্ত্তৃক ভগবান্ নৃসিংহের স্তব কীর্ত্তন করিতেছেন,—

অরবিন্দনাভপাদারবিন্দবিমুখাৎ (পদ্মনাভ-কৃষ্ণস্য পাদপদ্মাৎ বিমুখাৎ) দ্বিষড়্গুণযুতাৎ (পূর্ব্বশ্লোকোক্তাঃ ধনাভিজন-রূপ-তপঃ-শ্রুতৌজস্তেজঃ-প্রভাব বল-পৌরুষ-বুদ্ধিযোগাঃ ইত্যাদয়ঃ যে দ্বিষট্ দ্বাদশগুণাঃ, যদ্বা, "ধর্ম্মশ্চ সত্যঞ্চ দমস্তপশ্চ অমাৎসর্য্যং হ্রীস্তিতিক্ষাঽনসূয়া। যজ্ঞশ্চ দানঞ্চ ধৃতিঃ শ্রুতঞ্চ ব্রতানি বৈ দ্বাদশ ব্রাহ্মণস্য।।" ইতি মহাভারতীয়-সনৎসুজাতোক্তা

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৫৯। কৃষ্ণপাদপদ্মবিমুখ দ্বাদশগুণবিশিষ্ট ব্রাহ্মণ অপেক্ষাও যাঁহার কৃষ্ণে মন, বচন, চেষ্টা, অর্থ ও প্রাণ অর্পিত, এবম্ভূত শ্বপচকেও শ্রেষ্ঠ বলিয়া আমি মনে করি ; কেননা, তিনি (শ্বপচ-কুলোদ্ভূত ভক্ত) স্বীয় কুল পবিত্র করেন, আর ভূরিমানবিশিষ্ট ব্রাহ্মণ তাহা করিতে পারেন না।

অনুভাষ্য

দ্বাদশ-গুণাঃ, যদ্বা, "শমো দমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্ত্যার্জ্জব-বিরক্তয়ঃ। জ্ঞান-বিজ্ঞান-সন্তোষাঃ সত্যাস্তিক্যে দ্বিষড়্গুণাঃ।।" ইতি মুক্তাফল-টীকোক্তা দ্বাদশগুণাঃ, ** তৈঃ যুক্তাৎ) বিপ্রাৎ অপি তদর্পিতমনো-বচনেহিতার্থপ্রাণং (তৎ তস্মিন্ অরবিন্দনাভে কৃষ্ণে অর্পিতাঃ মনঃ বচনং ঈহিতং কর্ম্ম অর্থঃ প্রাণশ্চ এতে যেন,

** শ্রীমদ্ভাগবতে "বিপ্রাদ্দ্বিষড়্"-শ্লোকের পূর্ব্বশ্লোকে যে 'দ্বিষট্' অর্থাৎ দ্বাদশগুণ কথিত হইয়াছে—"ধন, সৎকুলে জন্ম, সৌন্দর্য্য, তপস্যা, পাণ্ডিত্য, ইন্দ্রিয়নৈপুণ্য, তেজ, প্রতাপ, শারীরিক বল, পৌরুষ, বুদ্ধি এবং অষ্টাঙ্গযোগ" ইত্যাদি ; অথবা, মহাভারতের সনৎসুজাত-কথিত দ্বাদশগুণ—"ধর্ম্ম, সত্য, দম, তপ, মাৎসর্য্যশূন্যতা, লজ্জা, তিতিক্ষা, অনসূয়া, যজ্ঞ, দান, ধৈর্য্য, পাণ্ডিত্য—ইহাই ব্রাহ্মণের দ্বাদশ ব্রত।" অথবা, 'মুক্তাফল'-টীকায় কথিত দ্বাদশগুণ যথা,—"শম, দম, তপ, শৌচ, ক্ষমা, সরলতা, বিষয়-বিরক্তি, জ্ঞান, বিজ্ঞান, সন্তোষ, সত্য, আস্তিক্য—এই দ্বাদশগুণ।"*

ভক্তসেবাতে নিয়োগফলেই সকল ইন্দ্রিয়ের সার্থকতা ঃ—

তোমা দেখি, তোমা স্পর্শি, গাই তোমার গুণ ।
সর্ব্বেন্দ্রিয়-ফল,—এই শাস্ত্র-নিরূপণ ॥ ৬০ ॥

জগতে শুদ্ধ-ভগবদ্ভক্ত—সুদুর্ল্লভ ঃ—
হরিভক্তিসুধোদয়ে (১৩।২)—

অক্ষ্ণোঃ ফলং ত্বাদৃশ-দর্শনং হি তনোঃ ফলং ত্বাদৃশ-গাত্রসঙ্গঃ ।
জিহ্বাফলং ত্বাদৃশ-কীর্ত্তনং হি সুদুর্ল্লভা ভাগবতা হি লোকে ॥৬১॥

কৃষ্ণের অহৈতুকী কৃপা-মাহাত্ম্য-বর্ণন ; প্রভু স্বয়ংই সনাতনের বন্ধন-মোচন-লীলাভিনয়ের মূলসূত্রধর ঃ—

এত কহি' কহে প্রভু,—"শুন, সনাতন ।
কৃষ্ণ—বড় দয়াময়, পতিত-পাবন ॥ ৬২ ॥
মহারৌরব হৈতে তোমায় করিলা উদ্ধার ।
কৃপার সমুদ্র কৃষ্ণ গম্ভীর অপার ॥" ৬৩ ॥

সনাতনের প্রভুকে অভিন্নকৃষ্ণ-জ্ঞান ঃ—

সনাতন কহে,—"কৃষ্ণ আমি নাহি জানি ।
আমার উদ্ধার-হেতু তোমার কৃপা মানি ॥" ৬৪ ॥

প্রভুর প্রশ্নোত্তরে নিজবৃত্তান্ত বর্ণন ঃ—

'কেমনে ছুটিলা' বলি প্রভু প্রশ্ন কৈলা ।
আদ্যোপান্ত সব কথা তেঁহো শুনাইলা ॥ ৬৫ ॥

প্রভুকর্ত্তৃক রূপ ও অনুপমের সংবাদ-জ্ঞাপন ঃ—

প্রভু কহে,—"তোমার দুই ভাই প্রয়াগে মিলিলা ।
রূপ, অনুপম—দুঁহে বৃন্দাবন গেলা ॥" ৬৬ ॥

তপনমিশ্র ও চন্দ্রশেখর-সহ সনাতনের মিলন ঃ—

তপনমিশ্রেরে আর চন্দ্রশেখরেরে ।
প্রভু-আজ্ঞায় সনাতন মিলিলা দোঁহারে ॥ ৬৭ ॥

সনাতনকে তপনমিশ্রের নিমন্ত্রণ, সনাতনকে ক্ষৌরকরণার্থ প্রভুর আজ্ঞা ঃ—

তপনমিশ্র তবে তাঁরে কৈলা নিমন্ত্রণ ।
প্রভু কহে,—"ক্ষৌর করাহ, যাহ, সনাতন ॥" ৬৮ ॥

চন্দ্রশেখরকে সনাতনের অবৈষ্ণব-বেষ ত্যাগ করাইয়া বৈষ্ণবোচিত বেষ ধারণ করাইতে আজ্ঞা ঃ—

চন্দ্রশেখরেরে প্রভু কহে বোলাঞা ।
"এই বেশ দূর কর, যাহ ইঁহারে লঞা ॥" ৬৯ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৬১। হে বৈষ্ণব, তোমার মত ব্যক্তিকে দর্শন করাই চক্ষুর ফল ; তোমার মত ব্যক্তির গাত্র স্পর্শ করাই শরীরের ফল ; তোমার মত ব্যক্তির গুণ কীর্ত্তন করাই জিহ্বার ফল ; কেননা, জগতে ভাগবতেরাই সুদুর্ল্লভ।

অনুভাষ্য

তং) শ্বপচং বরিষ্ঠং (শ্রেষ্ঠম্) অহং মন্যে ; [যতঃ] স (এবম্ভূতঃ শ্বপচঃ সর্ব্বং) কুলং পুনাতি, ভূরিমানঃ (ভূরিঃ মানঃ গর্ব্বঃ যস্য সঃ বিপ্রঃ) তু [আত্মানমপি] ন [পুনাতি, কুতঃ কুলম্? যতো ভক্তিহীনস্য এতে গুণাঃ গর্ব্বায়ৈব ভবন্তি, ন তু শুদ্ধয়ে ; অতো হীন ইতি ভাবঃ]।

অনুভাষ্য

৬১। ত্বাদৃশদর্শনং (ত্বাদৃশানাং ভবত্তুল্যানাং ভাগবতানাং শ্রদ্ধাপূর্ব্বক-দর্শনং) অক্ষ্ণোঃ (চক্ষুর্ভ্যাং বীক্ষণকার্য্যস্য) ফলং (তাৎপর্য্যম্) ; ত্বাদৃশগাত্রসঙ্গঃ (ত্বাদৃশানাং ভক্তানাং গাত্রসঙ্গঃ অঙ্গস্পর্শঃ) তনোঃ (শরীরস্য ধারণকার্য্যস্য) ফলম্ ; ত্বাদৃশ-কীর্ত্তনং (ত্বাদৃশানাং ভক্তানাং গুণকীর্ত্তনং) হি (এব) জিহ্বা-ফলং (বাক্যোচ্চারণস্য প্রয়োজনম্) ; [অতঃ] লোকে (জগতি) ভাগবতাঃ (শুদ্ধভক্তাঃ) সুদুর্ল্লভাঃ (সুদুরাপাঃ) হি (এব)।

৬৩। মহা-রৌরব—জীবিকার্থে জন্তুবধকারী 'মহারৌরব' সংজ্ঞক নরক লাভ করে (ভাঃ ৫।২৬।১০-১২ শ্লোক দ্রষ্টব্য)।

অমৃতানুকণা—৬৮-৬৯। "মহাপ্রভুর প্রসাদাকাঙ্ক্ষী সনাতন যখন মহাপ্রভুর মধুর মূর্ত্তি দর্শন করেন, তখন তাঁহার দাড়ি-গোঁফ ছিল। সেই দাড়ি-গোঁফই বাউল-বৈষ্ণবগণের গোঁফ-দাড়ি রাখিবার একমাত্র প্রমাণ। কিন্তু মহাপ্রভু সনাতনকে অবলোকনপূর্ব্বক প্রেমালিঙ্গন করিয়া তৎক্ষণাৎ ক্ষৌরকার্য্য করাইয়াছিলেন। অতএব বাউল-বৈষ্ণবদিগের অচ্ছেদ্য প্রমাণ সেইকালেই নরসুন্দরের ক্ষুরে কাটা গিয়াছে। এখন সাধারণের অবশ্যই স্বীকার্য্য যে, বাউলেরা কখনই শ্রীচৈতন্য-সম্প্রদায়-বৈষ্ণব বলিয়া পরিচিত হইতে পারে না।

"সনাতনকে 'ফকিরা' বলিয়া উল্লেখ করায় সাঁই, দরবেশ, চরণপালী, দুলালচাঁদী প্রভৃতিরা মুসলমানের ফকির-বেষ ধারণপূর্ব্বক তদ্বৎ আচার-ব্যবহার অধিকাংশই করিয়া থাকে ও আপনাদিগকে চৈতন্য-সম্প্রদায়-বৈষ্ণব বলিয়া পরিচয় দেয়। যদি কেহ তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করেন যে, তোমরা মুসলমানের ফকিরের বেষধারণ ও তাহাদের ন্যায় আচার-ব্যবহারও প্রায় করিয়া থাক এবং চৈতন্য-সম্প্রদায়-বৈষ্ণব বলিয়াও পরিচয় দাও, ইহার প্রমাণ কি? তাঁহার প্রশ্নের উত্তরে তাহারা বলিয়া থাকে যে, ইহার প্রমাণ গোঁসাই সনাতন, তিনি ফকির ছিলেন। কিন্তু যখন মহাপ্রভু সনাতনের গোঁফ-দাড়ি ও মস্তকের কেশ ফেলাইয়া দিয়া বৈষ্ণব-বেষ ধারণ করাইয়া দিলেন, তখন সেইখানেই সাঁই, দরবেশ, চরণপালী, দুলালচাঁদী প্রভৃতির প্রমাণ পরিসমাপ্ত হইয়াছে। এ-কারণ সাঁই, দরবেশ প্রভৃতিরা চৈতন্য-সম্প্রদায়-বৈষ্ণব হওয়া দূরে থাকুক, বরং তাহাদিগকে একপ্রকার মহম্মদ-সম্প্রদায় বলিতে হইবে।'

—জগদ্গুরু শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-কৃত 'শ্রীশ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভু' প্রবন্ধ। (শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৭ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা)

ভদ্র করাঞা তাঁরে গঙ্গাস্নান করাইল ।
শেখর আনিয়া তাঁরে নূতন বস্ত্র দিল ॥ ৭০ ॥

চন্দ্রশেখর প্রদত্ত নববস্ত্র পরিধানে সনাতনের অসম্মতি ঃ—

সেই বস্ত্র সনাতন না কৈল অঙ্গীকার ।
শুনিয়া প্রভুর মনে আনন্দ অপার ॥ ৭১ ॥

মধ্যাহ্নে তপনমিশ্র-গৃহে প্রভুর ভোজন, সনাতনের প্রভুভুক্তশেষ-প্রাপ্তি ঃ—

মধ্যাহ্ন করিয়া প্রভু গেলা ভিক্ষা করিবারে ।
সনাতনে লঞা গেলা তপনমিশ্রের ঘরে ॥ ৭২ ॥
পাদপ্রক্ষালন করি' ভিক্ষাতে বসিলা ।
"সনাতনে ভিক্ষা দেহ"—মিশ্রেরে কহিলা ॥ ৭৩ ॥
মিশ্র কহে,—"সনাতনের কিছু কৃত্য আছে ।
তুমি ভিক্ষা কর, প্রসাদ তাঁরে দিব পাছে ॥" ৭৪ ॥
ভিক্ষা করি' মহাপ্রভু বিশ্রাম করিলা ।
মিশ্র প্রভুর শেষপাত্র সনাতনে দিলা ॥ ৭৫ ॥

মিশ্রপ্রদত্ত নববস্ত্র-পরিধানে সনাতনের আপত্তি ঃ—

মিশ্র সনাতনে দিলা নূতন বসন ।
বস্ত্র নাহি নিলা, তেঁহো করে নিবেদন ॥ ৭৬ ॥

বৈষ্ণবোচ্ছিষ্ট পুরাতন বসন-গ্রহণে সনাতনের ইচ্ছা ঃ—

"মোরে বস্ত্র দিতে যদি তোমার হয় মন ।
নিজ পরিধান এক দেহ' পুরাতন ॥" ৭৭ ॥

একখণ্ড বস্ত্রকে দুইখণ্ড বহির্ব্বাস ও তদুচিত ডোর-কৌপীনে বিভাগ ঃ—

তবে মিশ্র পুরাতন এক ধুতি দিলা ।
তেঁহো দুই বহির্ব্বাস-কৌপীন করিলা ॥ ৭৮ ॥

মহারাষ্ট্রীয় বিপ্রসহ সনাতনের মিলন ঃ—

মহারাষ্ট্রীয় দ্বিজে প্রভু মিলাইলা সনাতনে ।
সেই বিপ্র তাঁরে কৈল মহা-নিমন্ত্রণে ॥ ৭৯ ॥

কাশীবাসকালে সনাতনকে বিপ্রের স্বগৃহে প্রত্যহ নিমন্ত্রণ ঃ—

"সনাতন, তুমি যাবৎ কাশীতে রহিবা ।
তাবৎ আমার ঘরে ভিক্ষা যে করিবা ॥" ৮০ ॥

সনাতনের স্থূলভিক্ষায় অসম্মতি, মাধুকরী-ভিক্ষায় ইচ্ছা ঃ—

সনাতন কহে,—"আমি মাধুকরী করিব ।
ব্রাহ্মণের ঘরে কেনে একত্র ভিক্ষা লব ??" ৮১ ॥

সনাতনের যুক্তবৈরাগ্যে প্রভুর আনন্দ ঃ—

সনাতনের বৈরাগ্যে প্রভুর আনন্দ অপার ।
ভোটকম্বল-পানে প্রভু চাহে বারে বার ॥ ৮২ ॥

ভোটকম্বল প্রভুর অনভিপ্রেত জানিয়া ছিন্নকন্থা-গ্রহণ ঃ—

সনাতন জানিল এই প্রভুরে না ভায় ।
ভোট ত্যাগ করিবারে চিন্তিলা উপায় ॥ ৮৩ ॥
এত চিন্তি' গেলা গঙ্গায় মধ্যাহ্ন করিতে ।
এক গৌড়ীয়া দিয়াছে কান্থা ধুঞা শুকাইতে ॥ ৮৪ ॥
তারে কহে,—"ওরে ভাই, কর উপকারে ।
এই ভোট লঞা এই কাঁথা দেহ' মোরে ॥" ৮৫ ॥
সেই কহে,—"রহস্য কর প্রামাণিক হঞা ?
বহুমূল্য ভোট দিবা কেনে কাঁথা লঞা ??" ৮৬ ॥
তেঁহো কহে,—"রহস্য নহে, কহি সত্যবাণী ।
ভোট লহ, তুমি দেহ' মোরে কাঁথাখানি ॥" ৮৭ ॥
এত বলি' কাঁথা লইল, ভোট তাঁরে দিয়া ।
গোসাঞির ঠাঁই আইলা কাঁথা গলে দিয়া ॥ ৮৮ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৭০। ভদ্র করাঞা—ক্ষৌর করাইয়া অর্থাৎ দরবেশী দাড়ী-চুল ক্ষৌর করাইয়া সুবৈষ্ণব-বেষী করাইয়া।

অনুভাষ্য

৮৬। প্রামাণিক—বিচারাদর্শ-চরিত্র, পণ্ডিত।

অমৃতানুকণা—৭৮। "বাহ্যজগতে অক্ষজজ্ঞান-বাদীর জন্য বর্ণচিহ্ন ও আশ্রম-চিহ্নের ব্যবস্থা নিতান্ত অপ্রয়োজনীয় নহে। তবে অক্ষজ-জ্ঞানবাদী চিহ্নমাত্র দেখিয়াই অনেক সময়ে প্রতারিত হন। প্রতারিত হইবার ফলে সিঁদুর মেঘ দেখিলেই যেরূপ গবাদি পশু ভীত হয়, সেইরূপভাবে বৈষ্ণবের বাহ্য চিহ্ন লইয়াই ব্যতিব্যস্ত হন। অন্তরানুধাবন-প্রবৃত্তির অভাবে এরূপ বিড়ম্বনা অবশ্যম্ভাবী।

"গৌড়ীয়-বৈষ্ণব পরমহংস হইতে পারেন, তখন তাঁহার বেষ দেখিয়া কেহ বৈষ্ণব বা অবৈষ্ণব স্থির করিতে পারেন না। শ্রীসনাতন গোস্বামীর বেষে বর্ণাশ্রমের চিহ্ন নাই, আবার শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী গোস্বামীর বেষে পরিধানে কাষায় বস্ত্র ও ত্রিদণ্ড দেখা যায়। শ্রীপরমানন্দ পুরী, ঈশ্বরপুরী প্রভৃতির বেষে একদণ্ড ও কাষায় বস্ত্র। (সুতরাং) ত্রিদণ্ডী ও একদণ্ডী বা নির্দণ্ডী সকলেই গৌড়ীয় বৈষ্ণব হইতে পারেন। তাঁহারা কর্ম্ম-ত্রিদণ্ড, জ্ঞান-ত্রিদণ্ড এবং ভক্তি-নির্দণ্ড প্রভৃতি আশ্রম-চিহ্ন পরিত্যাগ করিবার বেষ লইতে পারেন। আবার বর্ণাশ্রমে অবস্থিত গৌড়ীয় বৈষ্ণবের অভাব নাই। তাঁহাদের বর্ণচিহ্ন, আশ্রমবেষ রাখিয়াও তাঁহারা গৌড়ীয় বৈষ্ণব হইতে পারেন, আবার তত্তৎচিহ্ন ধারণ করিয়া বর্ণাশ্রমে অবস্থিত হইবারও কেহ বাধা দিতে পারেন না। কাষায় বসন-মাহাত্ম্য, ত্রিদণ্ড-মাহাত্ম্য প্রভৃতি শাস্ত্রে প্রচুর পরিমাণে উল্লিখিত আছে। চিহ্নদ্বারা বা বেষগ্রহণ-রীতিদর্শনে গৌড়ীয়-বৈষ্ণব নির্দ্দেশ হয় না। হরিভজনে নিষ্কপটতাই বৈষ্ণব-পরিচয়ের একমাত্র নিদর্শন। যাঁহারা কর্ম্মকাণ্ড বৈষ্ণবের স্কন্ধে চাপাইতে গিয়া বৈষ্ণবকে কর্ম্মী বা জ্ঞানীমাত্র জানেন, তাঁহারা সুবিচার করিতে অসমর্থ ও বৈষ্ণবাপরাধী। কৌপীন-বহির্ব্বাসাদি

প্রভুর ভোটকম্বল সম্বন্ধে জিজ্ঞাস, সনাতনের সব ঘটনা বর্ণন ঃ—

প্রভু কহে,—"তোমার ভোটকম্বল কোথা গেল?"
প্রভুপদে সব কথা গোসাঞি কহিল ॥ ৮৯ ॥

প্রভুর কৃষ্ণকৃপা-মাহাত্ম্য-বর্ণন ঃ—

প্রভু কহে,—"ইহা আমি করিয়াছি বিচার।
বিষয়-রোগ খণ্ডাইল কৃষ্ণ যে তোমার ॥ ৯০ ॥
সে কেনে রাখিবে তোমার শেষ বিষয়-ভোগ?
রোগ খণ্ডি' সদ্বৈদ্য না রাখে শেষ রোগ ॥ ৯১ ॥

আচার ও প্রচারে পরস্পর সামঞ্জস্য রাখিবার উপদেশ ঃ—

তিন মুদ্রার ভোট গায়, মাধুকরী গ্রাস।
ধর্ম্মহানি হয়, লোকে করে উপহাস ॥" ৯২ ॥

সনাতনের প্রভুকৃপা-মাহাত্ম্য-প্রশংসা ঃ—

গোসাঞি কহে,—"যে খণ্ডিল কুবিষয়-ভোগ।
তাঁর ইচ্ছায় গেল মোর শেষ বিষয়-রোগ ॥" ৯৩ ॥

সনাতনকে প্রভুর শক্তিসঞ্চার ঃ—

প্রসন্ন হঞা প্রভু তাঁরে কৃপা কৈল।
তাঁর কৃপায় প্রশ্ন করিতে তাঁর শক্তি হৈল ॥ ৯৪ ॥

পূর্ব্বে প্রভুর শক্তি-বলে রায়ের প্রভুপ্রশ্নের উত্তরদান-সামর্থ্য ঃ—

পূর্ব্বে যৈছে রায়-পাশে প্রভু প্রশ্ন কৈলা।
তাঁর শক্ত্যে রামানন্দ তাঁর উত্তর দিলা ॥ ৯৫ ॥

তদ্রূপ প্রভুর শক্তিসঞ্চারবলে সনাতনের প্রশ্ন, আর স্বয়ং প্রভুর উত্তর-প্রদান ঃ—

ইহাঁ প্রভুর শক্ত্যে প্রশ্ন করে সনাতন।
আপনে মহাপ্রভু করে 'তত্ত্ব'-নিরূপণ ॥ ৯৬ ॥

সনাতনকে স্বয়ং প্রভুর সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজনতত্ত্ব-কীর্ত্তন— (গ্রন্থকার-বাক্য—)

কৃষ্ণস্বরূপমাধুর্য্যৈশ্বর্য্যভক্তিরসাশ্রয়ম্।
তত্ত্বং সনাতনায়েশঃ কৃপয়োপদিদেশ সঃ ॥ ৯৭ ॥

'সনাতনশিক্ষা'-বর্ণনারম্ভ ; সদৈন্যে প্রণিপাত-পরিপ্রশ্ন-সেবাপূর্ব্বক লোকশিক্ষার্থ নিত্যসিদ্ধ সনাতনের বদ্ধজীবাভিনয়ে শিষ্যবৎ কীর্ত্তনবিগ্রহ জগদ্গুরু প্রভুর সমীপে তত্ত্ব-জিজ্ঞাসা ঃ—

তবে সনাতন প্রভুর চরণে ধরিয়া।
দৈন্য বিনতি করে দন্তে তৃণ লঞা ॥ ৯৮ ॥
"নীচ জাতি, নীচ সঙ্গী, পতিত অধম।
কুবিষয়-কূপে পড়ি' গোঙাইনু জনম ॥ ৯৯ ॥
আপনার হিতাহিত কিছুই না জানি!
গ্রাম্য-ব্যবহারে পণ্ডিত, তাই সত্য মানি ॥ ১০০ ॥
কৃপা করি' যদি মোরে করিয়াছ উদ্ধার।
আপন-কৃপাতে কহ 'কর্ত্তব্য' আমার ॥ ১০১ ॥

জীবের স্বরূপ ও বন্ধন-জনিত দুঃখের কারণ-জিজ্ঞাসা ঃ—

কে আমি, কেনে আমায় জারে তাপত্রয়।
ইহা নাহি জানি—কেমনে 'হিত' হয় ॥ ১০২ ॥
'সাধ্য', 'সাধন'-তত্ত্ব পুছিতে না জানি।
কৃপা করি' সব তত্ত্ব কহ ত' আপনি ॥" ১০৩ ॥

সনাতনকে নিত্যসিদ্ধজ্ঞানে শুধু বদ্ধজীবের মঙ্গলার্থই প্রভুর উত্তর প্রদান ঃ—

প্রভু কহে,—"কৃষ্ণ-কৃপা তোমাতে পূর্ণ হয়।
সব তত্ত্ব জান, তোমার নাহি তাপত্রয় ॥ ১০৪ ॥

অনুভাষ্য

৯৩। কুবিষয়-ভোগ—পাপ-বিষয়-সেবা।

৯৭। স ঈশঃ (মহাপ্রভুঃ) কৃপয়া (অতুল-করুণয়া) সনাতনায় (সনাতন-গোস্বামিনে) কৃষ্ণস্বরূপমাধুর্য্যৈশ্বর্য্যভক্তিরসাশ্রয়ং (কৃষ্ণস্য স্বরূপং সর্ব্বেশ্বরেশ্বরেশ্বর-সচ্চিদানন্দঘনাত্মক-কিশোর-শেখর-যশোদানন্দনত্বং, মাধুর্য্যম্ অসমোর্দ্ধতয়া সর্ব্বমনোহরং স্বাভাবিক-রূপগুণলীলাদিসৌষ্ঠবং, ঐশ্বর্য্যম্ অসমোর্দ্ধানন্ত-স্বাভাবিকপ্রভুত্বং, ভক্তিরসশ্চ, তেষাম্ আশ্রয়ং—"দশমে দশমং লক্ষ্যমাশ্রিতাশ্রয়-বিগ্রহম্" ইতি বচনোদ্দিষ্টং বস্তু তৎ এব) তত্ত্বম্ (অদ্বয়জ্ঞানম্) উপদিদেশ (উপদিষ্টবান্)।

১০০। গ্রাম্য-ব্যবহার—স্ত্রী-পুরুষগত লৌকিক-ব্যবহার।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৯৭। শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপমাধুর্য্য, স্বরূপঐশ্বর্য্য ও ভক্তিরসাশ্রয়-রূপ তত্ত্ব ভগবান্ কৃপাপূর্ব্বক সনাতনকে উপদেশ করিলেন।

১০২-১০৩। সনাতন জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আমি কে? আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক, আধিদৈবিক—এই তাপত্রয় আমাকে কেন জর্জ্জরিত করিতেছে এবং আমার কিরূপে হিত হয়? সাধ্য-সাধন তত্ত্ব আমি জিজ্ঞাসা করিতে অক্ষম, আপনি কৃপা করিয়া আমার জ্ঞাতব্য বলুন।"

অনুভাষ্য

১০২। তাপত্রয়—(১) আধ্যাত্মিক, (২) আধিভৌতিক ও (৩) আধিদৈবিক—এই ত্রিবিধ দুঃখ। (১) আধ্যাত্মিক তাপ

দেখাইয়া যাঁহারা বৈষ্ণবতাকে বিপন্ন করেন এবং ভজনের সন্ধান না রাখিয়া 'নবমীতে আলাবুভক্ষণ নিষেধ' প্রভৃতি বিধিই বৈষ্ণবাচার বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে ব্যস্ত, তাঁহারা শ্রীমদ্ভাগবতের বিচারমতে 'ত্রিধাতুক কুণপ' লইয়াই প্রমত্ত—সুতরাং বৈষ্ণববেষ স্থির করিতে গিয়া (তাঁহারা) লোকদৃষ্টির অনুগমনে বৈষ্ণব চিনিতে অসমর্থ।"

—জগদ্গুরু শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ-কৃত 'গৌড়ীয়ের বেষ' প্রবন্ধ। (সাপ্তাহিক 'গৌড়ীয়' ২য় বর্ষ, শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা ১৭শ বর্ষ)

কৃষ্ণভক্তি ধর তুমি, জান তত্ত্বভাব ।
জানি' দার্ঢ্য লাগি' পুছে,—সাধুর স্বভাব ॥ ১০৫ ॥

তত্ত্বজিজ্ঞাসার একান্ত প্রয়োজনীয়তা, তাহাতেই অভীষ্টসিদ্ধি ঃ—

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু (১।২।১০৩)-ধৃত নারদীয় বাক্য—

সদ্ধর্ম্মস্যাববোধায় যেষাং নির্ব্বন্ধিনী মতিঃ ।
অচিরাদেব সর্ব্বার্থঃ সিধ্যত্যেষামভীপ্সিতঃ ॥ ১০৬ ॥

সনাতনকে আচার্য্যরূপে প্রভুর অঙ্গীকার ঃ—

যোগ্যপাত্র হও তুমি ভক্তি প্রবর্ত্তাইতে ।
ক্রমে সব তত্ত্ব শুন, কহিয়ে তোমাতে ॥ ১০৭ ॥

শ্রীশ্রীসনাতন-শিক্ষারম্ভ ; (ক-১)

সর্ব্বপ্রথমে জীবের 'স্বরূপ'-বিচার ঃ—

জীবের 'স্বরূপ' হয়—কৃষ্ণের 'নিত্যদাস' ।
কৃষ্ণের 'তটস্থা-শক্তি', 'ভেদাভেদ-প্রকাশ' ॥ ১০৮ ॥
সূর্য্যাংশু-কিরণ, যেন অগ্নিজ্বালাচয় ।
স্বাভাবিক কৃষ্ণের তিনপ্রকার 'শক্তি' হয় ॥ ১০৯ ॥

বিষ্ণুর সর্ব্বব্যাপিনী শক্তিদ্বারা লীলাবিলাস ঃ—

বিষ্ণুপুরাণে (১।২২।৫৩)—

একদেশস্থিতস্যাগ্নের্জ্যোৎস্না বিস্তারিণী যথা ।
পরস্য ব্রহ্মণঃ শক্তিস্তথেদমখিলং জগৎ ॥ ১১০ ॥

(ক-২) কৃষ্ণের শক্তি-বিচার ঃ—

কৃষ্ণের স্বাভাবিক তিনশক্তি পরিণতি ।
চিচ্ছক্তি, জীবশক্তি, আর মায়াশক্তি ॥ ১১১ ॥

ত্রিবিধা শক্তি ঃ—

বিষ্ণুপুরাণে (৬।৭।৬১)—

বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাপরা ।
অবিদ্যা-কর্ম্মসংজ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তিরীষ্যতে ॥ ১১২ ॥

(১) অন্তরঙ্গা স্বরূপশক্তি অচ্ছেদ্যভাবে শক্তিমানের আশ্রিত ঃ—

বিষ্ণুপুরাণে (১।৩।২)—

শক্তয়ঃ সর্ব্বভাবানামচিন্ত্যজ্ঞানগোচরাঃ ।
যতোঽতো ব্রহ্মণস্তাস্তু সর্গাদ্যা ভাবশক্তয়ঃ ।
ভবন্তি তপতাং শ্রেষ্ঠ পাবকস্য যথোষ্ণতা ॥ ১১৩ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১০৬। সদ্ধর্ম্মের উদয় করাইবার জন্য যাঁহাদের দৃঢ়া মতি, তাঁহাদের শীঘ্রই অভীপ্সিত সর্ব্বার্থসিদ্ধি হয়।

১০৮-১০৯। "কে আমি?"—এই প্রশ্নের উত্তরে মহাপ্রভু আজ্ঞা করিতেছেন যে,—"তুমি—জীব। এই জড়সম্ভূত শরীরটী কি তুমি? তাহাও নহে ; অথবা তোমার মন-বুদ্ধি-অহঙ্কারস্বরূপ লিঙ্গ-শরীরটী কি তুমি? তাহাও নহে। তুমি স্বরূপতঃ কৃষ্ণের নিত্যদাস, তুমি কৃষ্ণের তটস্থাশক্তি অর্থাৎ কৃষ্ণের চিজ্জগৎ ও মায়িক জগৎ,—এই দুইয়ের মধ্যগত সীমায় স্থিত হইয়া তোমার উভয় জগতের সম্বন্ধ থাকায়, তুমি—তটস্থা-শক্তি। কৃষ্ণের সহিত তোমার ভেদাভেদ-প্রকাশরূপ উভয়বিধ 'সম্বন্ধ'। চিন্ময়-ধর্ম্ম-সম্বন্ধে তুমি—কৃষ্ণের অভেদ-প্রকাশ এবং অণুচৈতন্য-ধর্ম্মবশতঃ বৃহৎ-চৈতন্যরূপ কৃষ্ণের ভেদ-প্রকাশ। (কৃষ্ণসহ তোমার) ভেদ ও অভেদ—যুগপৎ সিদ্ধ। জীবের তটস্থ-স্বভাব হইতেই এই যুগপৎ ভেদাভেদ-প্রকাশ সিদ্ধ হইয়াছে। জীব সূর্য্যস্বরূপ কৃষ্ণের অংশ-কিরণ ; অথবা উদ্দীপ্ত অগ্নির বিস্ফুলিঙ্গ-রূপ জ্বালাচয়ও জীবসমূহের উদাহরণ-স্থল।

অনুভাষ্য

দুইপ্রকার—(ক) শারীরিক, যথা জ্বরাদি রোগ ; (খ) মানসিক, যথা প্রিয়াদির বিয়োগ। (২) আধিভৌতিক তাপ চারিপ্রকার, —(ক) জরায়ুজ-প্রাণী হইতে তাপ ; (খ) অণ্ডজ-প্রাণী হইতে তাপ; (গ) স্বেদজ-প্রাণী হইতে তাপ ; (ঘ) উদ্ভিজ্জ-প্রাণী হইতে তাপ ; (৩) আধিদৈবিক তাপ অর্থাৎ বরদেবতা যেমন ইন্দ্রাদি

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১১০। একস্থানস্থিত অগ্নির জ্যোৎস্না বা আলোক যেরূপ বিস্তৃত, পরব্রহ্মের শক্তি অখিল জগৎ সেইরূপ ব্যাপ্ত করিয়া আছে।

১১৩। সমস্ত ভাবের অচিন্ত্যজ্ঞানগোচর শক্তিসকল ব্রহ্মে বর্ত্তমান ; এই কারণে সেই ব্রহ্মশক্তিসকল সৃষ্ট্যাদি-ভাবশক্তিরূপে ক্রিয়া করে। হে তাপস-শ্রেষ্ঠ, অগ্নির যেরূপ উষ্ণতা-ধর্ম্ম স্বতঃসিদ্ধ, শক্তিসকলও ব্রহ্মের সেইরূপ স্বতঃসিদ্ধ ধর্ম্ম।

অনুভাষ্য

হইতে উৎপন্ন তাপ—শীত, বজ্রপতন ইত্যাদি, এবং অপদেবতা যেমন হিংস্রস্বভাব যক্ষ-পিশাচাদি হইতে অশুভজনক আপদ্‌বিপৎ-পাতাদি।

১০৬। সদ্ধর্ম্মস্য (নিত্যোপাদেয়-ভাগবতধর্ম্মস্য) অববোধায় (তত্ত্বজ্ঞানায়, তত্ত্বং জিজ্ঞাসিতুমিত্যর্থঃ) যেষাং ভক্ত্যুন্মুখ-সুকৃতি-বতাং পুংসাং) নির্ব্বন্ধিনী (অচঞ্চলা) মতিঃ (রুচিঃ বুদ্ধির্ব্বা) (বর্ত্ততে), এষাং (শুদ্ধচিত্তানাং নির্ম্মলচেতসাম্) অভীপ্সিতঃ (প্রার্থিতঃ) সর্ব্বার্থঃ (সাধ্যঃ) অচিরাৎ (শীঘ্রম্) এব সিদ্ধ্যতি (সফলো ভবতি)।

১০৮-১০৯। আদি, ২য় পঃ ৯৬ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১১০। যথা একদেশস্থিতস্য (নির্দ্দিষ্টস্থানাধিষ্ঠিতস্য) অগ্নেঃ জ্যোৎস্না (প্রভা) বিস্তারিণী (ব্যাপিনী), তথা ইদম্ অখিলং (সর্ব্বং চিদচিন্ময়ং) জগৎ পরস্য ব্রহ্মণঃ (কৃষ্ণস্য) শক্তিঃ।

১১২। আদি, ৭ম পঃ ১১৯ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১১৩। হে তপতাং (তাপসানাং) শ্রেষ্ঠ, যথা পাবকস্য

(২) তটস্থা জীবশক্তি ঃ—

বিষ্ণুপুরাণে (৬।৭।৬২-৬৩)—

যয়া ক্ষেত্রজ্ঞশক্তিঃ সা বেষ্টিতা নৃপ সর্ব্বগা ।
সংসারতাপানখিলানবাপ্নোত্যত্র সন্ততান্ ॥ ১১৪ ॥
তয়া তিরোহিতত্বাচ্চ শক্তিঃ ক্ষেত্রজ্ঞ-সংজ্ঞিতা ।
সর্ব্বভূতেষু ভূপাল তারতম্যেন বর্ত্ততে ॥ ১১৫ ॥

(৩) বহিরঙ্গা মায়াশক্তি ঃ—

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (৭।৫)—

অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্ ।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ ॥ ১১৬ ॥

(খ) বিরূপ-বিচার ; বদ্ধজীবের ভবরোগ ও তৎফলে দুর্দ্দশা বা শাস্তি ঃ—

কৃষ্ণ ভুলি' সেই জীব—অনাদি বহির্ম্মুখ ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার-দুঃখ ॥ ১১৭ ॥
কভু স্বর্গে উঠায়, কভু নরকে ডুবায় ।
দণ্ড্যজনে রাজা যেন নদীতে চুবায় ॥ ১১৮ ॥

(গ) বদ্ধজীবের রোগ ; তাহার নিদান ও চিকিৎসা অর্থাৎ পথ্য ও ঔষধ-সেবন-বিধি ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।২।৩৭)—

ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যা-
দীশাদপেতস্য বিপর্য্যয়োঽস্মৃতিঃ ।
তন্মায়য়াতো বুধ আভজেত্তং
ভক্ত্যৈকয়েশং গুরুদেবতাত্মা ॥ ১১৯ ॥

(ঘ) চিচ্ছক্তিমান্ পরমেশ্বরের অবরোহ বা অবতার-বর্ণন ; মায়া-জয়ের একমাত্র উপায় ঃ—

সাধু-শাস্ত্র-কৃপায় যদি কৃষ্ণোন্মুখ হয় ।
সেই জীব নিস্তারে, মায়া তাহারে ছাড়য় ॥ ১২০ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১১৭। 'আমি কৃষ্ণের নিত্যদাস',—এই কথা ভুলিয়াই জীবের মায়াবন্ধন। তটস্থশক্তিরূপ জীবের চিজ্জগৎ ও মায়িক জগতের সন্ধিসীমায় অবস্থিতিকালে মায়াভোগ বাসনা করায় তাঁহার মায়া-প্রবেশ হয়। মায়া-প্রবেশ হইতেই মায়িক-কালের গণন। সেই কালগণনার অগ্রেই বহির্ম্মুখতা হওয়ায় তাহাকে 'অনাদি' বলা যায় ; যেহেতু তাহা মায়িক-কালের পূর্ব্বে হইয়াছে।

অনুভাষ্য

(অগ্নেঃ) উষ্ণতা (দাহকত্বাদিশক্তিঃ) [অস্তি, তথা] যতঃ (ব্রহ্মণঃ) এব সর্ব্বভাবানাম্ অচিন্ত্যজ্ঞানগোচরাঃ (মানববুদ্ধেঃ অগোচরাঃ) অতঃ তু [এব] তাঃ (তথাবিধাঃ) সর্গাদ্যাঃ (চিৎসর্গাদ্যাঃ) [অবিচ্ছেদ্যরূপেণ] ব্রহ্মণঃ শক্তয়ঃ [নিত্য-প্রকটিতাঃ] ভবন্তি।

১১৪-১১৫। মধ্য, ৬ষ্ঠ পঃ ১৫৫-১৫৬ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১১৬। আদি, ৭ম পঃ ১১৮ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১১৮। নিত্যমুক্ত জীব কখনও কৃষ্ণবিস্মৃত হন না, অনাদি-কাল হইতে কৃষ্ণোন্মুখ থাকিয়া হরিসেবারূপ নিত্যবৃত্তিতে অধিষ্ঠিত। কিন্তু যে-সকল জীব কৃষ্ণসেবাধিকার বিস্মৃত হইয়া অনাদি-কর্ম্মফল-ভোগবাসনাক্রমে মায়ার অনুশীলন করিয়া নিজকে কর্ম্মফল-ভোক্তা বুদ্ধি করে, তাহাদের মায়াকর্ত্তৃক কর্ম্মফল-ভোগ নির্দ্দিষ্ট হয়। রাজার পুরস্কার ও দণ্ডের ন্যায় বদ্ধজীব পুণ্যকর্ম্মপ্রভাবে স্বর্গে দেবপদারূঢ় হইয়া সুখ ভোগ করে, আবার, পাপফলে নরকাদিতে ক্লেশ লাভ করে।

১১৯। দ্বারকাপুরে বসুদেবের জিজ্ঞাসা-ফলে দেবর্ষি নারদ ভাগবত-ধর্ম্মকীর্ত্তন-প্রসঙ্গে বিদেহরাজ নিমি ও নবযোগেন্দ্রের সংবাদ বর্ণন করিলেন ; নিমির যজ্ঞে নবযোগেন্দ্র গমন করিলে তিনি তাঁহাদিগকে ভাগবত-ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিতে প্রার্থনা করায়, তাঁহাদিগের অন্যতম 'কবি'ঋষি প্রথমে ভাগবত ধর্ম্ম-লক্ষণ বলিয়া বদ্ধজীবের দুরবস্থা ও ভগবদ্ভজন-কর্ত্তব্যতা উপদেশ করিতেছেন,—

[যতঃ] ঈশাৎ (ভগবতঃ কৃষ্ণাৎ) অপেতস্য (বিমুখস্য বদ্ধজীবস্য) তন্মায়য়া (তস্য ভগবতঃ কৃষ্ণস্য মায়য়া বহিরঙ্গ-শক্ত্যা) অস্মৃতিঃ (ভগবতঃ স্বরূপস্য অস্ফূর্ত্তিঃ ধারণাভাবঃ ইত্যর্থঃ) [ততঃ] বিপর্য্যয়ঃ (মায়াকৃত-কর্ম্মফল-ভোগপরাভি-মানঃ—স্বরূপাস্মরণাৎ দেহোঽস্মীতি বিবর্ত্তমূল-বুদ্ধিবৈপরীত্য-মিত্যর্থঃ) [ততঃ] দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ (নিজ-ভোগজ-কল্পনাৎ—স্বরূপাৎ অন্যস্মিন্ বস্তুনি দেহাদৌ আবেশতঃ, স চ দেহাহঙ্কারতঃ, স চ স্বরূপাস্মরণাৎ) ভয়ং (দেহদ্রবিণ-সুহৃন্নিমিত্তং সংসৃতিঃ আশঙ্কাঃ যা) স্যাৎ (ভবতি)। অতঃ বুধ (কৃষ্ণোন্মুখো বুদ্ধিমান্ জীবঃ) তম্ (ঈশম্ অধোক্ষজম্ এব) গুরুদেবতাত্মা (গুরুঃ এব দেবতা ঈশ্বরঃ, আত্মা প্রেষ্ঠশ্চ যস্য তথাদৃষ্টিঃ সন্) একয়া

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১১৯। কৃষ্ণ হইতে ইতর যে মায়া, তাহাতে অভি-নিবিষ্টতাপ্রযুক্ত জীবের 'ভয়' উপস্থিত হয় এবং সেই ঈশ হইতে বহির্ম্মুখ হওয়ায় মায়াজনিত বিপরীত স্মৃতি ; এতন্নিবন্ধন পণ্ডিত ব্যক্তি গুরুকে 'দেবতা' ও 'আত্ম'-স্বরূপ জ্ঞান করিয়া অনন্য-ভক্তির সহিত সেই পরমেশ্বরকে ভজন করিবেন।

১২০। কৃষ্ণবহির্ম্মুখতা হইতেই যে জীবের পতন—ইহা সাধু ও শাস্ত্র-কৃপায় জানা যায় এবং তাহা জানিয়া যে জীব পুনরায় কৃষ্ণোন্মুখ হন, তিনি নিস্তার লাভ করেন এবং মায়া তাঁহাকে পরিত্যাগ করে।

একমাত্র কৃষ্ণের শরণাগত ভক্তই মায়া-জয়ী ঃ—
শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতায় (৭।১৪)—

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া ।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥ ১২১ ॥

জীবের প্রতি অহৈতুকী-কৃপাময় অধোক্ষজ বিষ্ণুর অবতার-প্রাকট্য ঃ—

মায়ামুগ্ধ জীবের নাহি কৃষ্ণস্মৃতি-জ্ঞান ।
জীবেরে কৃপায় কৈলা কৃষ্ণ বেদ-পুরাণ ॥ ১২২ ॥

কৃষ্ণই ত্রিবিধ প্রকাশে কৃষ্ণজ্ঞানদাতৃরূপে অবতীর্ণ—(১) বেদ বা বেদান্ত-ভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবত, (২) ভাগবত-শ্রেষ্ঠ গুরু, (৩) অন্তর্য্যামী ঃ—

'শাস্ত্র'-'গুরু'-'আত্ম'-রূপে আপনারে জানান ।
'কৃষ্ণ মোর প্রভু, ত্রাতা'—জীবের হয় জ্ঞান ॥ ১২৩ ॥

(৬) ঈশ্বর-বিশ্বাসিমাত্রেরই বেদকে অপৌরুষেয়-জ্ঞানহেতু গ্রন্থ-কারের প্রাগুক্ত ত্রিবিধ প্রমাণের মধ্যে সর্ব্বপ্রত্যক্ষীভূত বেদ বা শ্রুতির সাহায্যেই নিজ-বক্তব্য একমাত্র শুদ্ধভক্তির শ্রেষ্ঠ অভিধেয়ত্ব-সংস্থাপন ; শাস্ত্রে প্রতিপন্ন ত্রিবিধ অন্বেষণীয় তত্ত্ব বা ব্রহ্মবস্তু ঃ—

বেদশাস্ত্র কহে—'সম্বন্ধ', 'অভিধেয়', 'প্রয়োজন' ।
'কৃষ্ণ'—প্রাপ্য-সম্বন্ধ, 'ভক্তি'—প্রাপ্যের সাধন ॥১২৪॥

কৃষ্ণই সম্বন্ধ, শুদ্ধভক্তিই অভিধেয়, প্রেমই প্রয়োজন ঃ—

অভিধেয়-নাম—'ভক্তি', 'প্রেম'—প্রয়োজন ।
পুরুষার্থ-শিরোমণি—প্রেম মহাধন ॥ ১২৫ ॥

সাধনভক্তির সাধ্য প্রেমের চেষ্টা ঃ—

কৃষ্ণমাধুর্য্য-সেবা-প্রাপ্ত্যের কারণ ।
কৃষ্ণে সেবা করে, কৃষ্ণরস-আস্বাদন ॥ ১২৬ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১২১। এই ত্রিগুণময়ী মদীয়া মায়া অত্যন্ত-কষ্টে পার হওয়া যায় ; আমাকে যিনি প্রপত্তি করেন, তিনিই কেবল এই মায়া পার হইতে পারেন।

১২৩-১২৫। জীব মায়ামুগ্ধ হইয়া কৃষ্ণস্মৃতি-জ্ঞান হইতে বঞ্চিত হইলেন দেখিয়া অপার-করুণাময় কৃষ্ণ বেদ-পুরাণ-শাস্ত্র প্রকাশ করিয়া সেই শাস্ত্ররূপে এবং শাস্ত্রার্থপ্রদর্শক গুরু এবং অন্তর্যামী আত্মা-রূপে জীবকে নিজতত্ত্ব অবগত করান। সর্ব্ববেদশাস্ত্রে সম্বন্ধ-জ্ঞান, অভিধেয়-জ্ঞান ও প্রয়োজন-জ্ঞানের শিক্ষা আছে। জীবের প্রাপ্য কৃষ্ণ যেই তত্ত্ব, তাহা সম্বন্ধজ্ঞানে পাওয়া যায়। সেই কৃষ্ণপ্রাপ্তির সাধনের নাম—'ভক্তি' ; তাহাকে 'অভিধেয়' বলে। কৃষ্ণপ্রাপ্তিতে 'প্রেম' নামে একটী বিচিত্র ব্যাপার আছে, তাহার নাম 'প্রয়োজন'।

অনুভাষ্য

(কেবলয়া অব্যভিচারিণ্যা ঐকান্তিক্যা) ভক্ত্যা (ইতরজ্ঞান-কর্ম্মমার্গানুসরণত্যাগেন) আভজেৎ (সম্যক্ সেবেত)।

১২০। জীব কৃষ্ণবিমুখ থাকিয়া সংসারে সুখভোগে ব্যস্ত হন। বৈষ্ণব-কৃপায় ও শাস্ত্রানুগ্রহে কর্ম্মফলভোগ-বাসনা-নির্ম্মুক্ত হইয়া তিনি কৃষ্ণসেবায় উন্মুখ হইলে ভোগ করিবার বা মুক্ত হইবার পিপাসা হইতে নিস্তার লাভ করেন। কৃষ্ণসেবাপরা বুদ্ধি হইলে বিষয়ভোগবাসনা-রূপা মায়া তাঁহাকে ছাড়িয়া দেয়। কৃষ্ণসেবোন্মুখ হইলে তখন জীব আর অহংগ্রহোপাসনায় মত্ত হইয়া মুক্তিকামী জ্ঞানী বা বিষয়-ভোগবাসনাক্রমে ফলভোগ-কামী হইয়া কৃষ্ণেতর বস্তুতে আবদ্ধ হন না, পরন্তু মায়ার হস্ত হইতে নিস্তার লাভ করেন।

১২১। এষা মম (পরমেশ্বরস্য) দৈবী (অলৌকিকী বৈষ্ণবী) গুণময়ী (সত্ত্বরজস্তমোময়ী) মায়া (বহিরঙ্গা শক্তিঃ) দুরত্যয়া (ভুক্তিমুক্তিবাসনাবদ্ধজীবানাং দুরতিক্রমা) হি (এব) ; মাং (স্বরূপশক্তিযুক্তং স্বয়ং ভগবন্তং কৃষ্ণং) যে (জনাঃ) প্রপদ্যন্তে (সর্ব্বাত্মনা আশ্রয়ং কুর্ব্বন্তি), তে (এব) এতাং মায়াং (জীব-বিমোহিনীং প্রকৃতিং) তরন্তি (অতিক্রামন্তি পরাজয়ন্তে)।

১২২। মায়ামুগ্ধ জীব প্রতিক্ষণে প্রতিবিষয়ে স্বরূপবিভ্রান্তি-ক্রমে নিজভোগফল-লাভার্থ নিযুক্ত থাকেন। কখনও তিনি বদ্ধ-বুদ্ধিতে ফলভোগ-কাম হইতে বিমোচন আকাঙ্ক্ষা করেন, কখনও বা তিনি ফলকামী হইয়া অনিত্য ভোগকে বহুমানন করেন ; উভয়স্থলেই, তাঁহার মায়াচ্ছন্ন হইয়া কৃষ্ণস্মরণাভাব লক্ষিত হয়। তজ্জন্য পরমকারুণিক কৃষ্ণ তাদৃশ ভ্রান্তবুদ্ধি কুবিচারপর ও ভোগপর ব্যক্তিকে অমঙ্গল হইতে উদ্ধার করিবার জন্য বেদ-পুরাণাদি প্রকাশ করিয়াছেন।

১২৩। শাস্ত্র, গুরু ও চৈত্ত্যগুরু—এই তিনরূপে ভগবান্ উদিত হইয়া বদ্ধজীবের হৃদয়ে 'জীবের প্রভু' বা 'জীবের উদ্ধার-কর্ত্তা' প্রভৃতি ভাবসমূহ প্রকাশ করাইয়া দেন।

১২৫। বেদশাস্ত্রে 'সম্বন্ধ', 'অভিধেয়' ও 'প্রয়োজন'—এই ত্রিবিধ বিষয় আখ্যাত হয়। শুদ্ধজীবের প্রাপ্য কৃষ্ণই 'সম্বন্ধ' ; প্রাপ্য কৃষ্ণসেবার সাধনই 'অভিধেয়' ; এবং ধর্ম্মার্থকাম-ভোগ ও ভোগরহিত 'মোক্ষ'—এই চারিটী পুরুষার্থ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মহাধনরূপ প্রাপ্য কৃষ্ণপ্রেমই 'প্রয়োজন'।

চতুর্ব্বিধ অভিধেয়-মধ্যে সকল-শাস্ত্রে একমাত্র শুদ্ধভক্তিরই নিরাপদত্ব ও অনায়াসত্ব বর্ণন ; উপমা—সর্ব্বজ্ঞ বা সিদ্ধ মহাজনের উপদেশ ঃ—

ইহাতে দৃষ্টান্ত—যৈছে দরিদ্রের ঘরে ।
'সর্ব্বজ্ঞ' আসি' দুঃখ দেখি' পুছয়ে তাহারে ॥ ১২৭ ॥

জীবের নিত্যসিদ্ধভাব কৃষ্ণপ্রেমা ঃ—

'তুমি কেনে এত দুঃখী, তোমার আছে পিতৃধন ।
তোমারে না কহিল, অন্যত্র ছাড়িল জীবন ॥' ১২৮ ॥

সাধ্য-প্রেমার সাধনভূত ভক্তির অবশ্য-কর্ত্তব্যতা ; শাস্ত্রে তাহাই বিধান ঃ—

সর্ব্বজ্ঞের বাক্যে করে ধনের উদ্দেশে ।
ঐছে বেদ-পুরাণ জীবে 'কৃষ্ণ' উপদেশে ॥ ১২৯ ॥

জীবের নিত্যসম্বন্ধ কৃষ্ণই সর্ব্বশাস্ত্রের উদ্দিষ্ট ঃ—

সর্ব্বজ্ঞের বাক্যে মূলধন অনুবন্ধ ।
সর্ব্বশাস্ত্রে উপদেশে, 'শ্রীকৃষ্ণ'—সম্বন্ধ ॥ ১৩০ ॥

নিত্যসিদ্ধভাবের প্রাকট্যই বদ্ধজীবের সাধন ঃ—

'বাপের ধন আছে'—জানে, ধন নাহি পায় ।
সর্ব্বজ্ঞ কহে তারে প্রাপ্তির উপায় ॥ ১৩১ ॥

অভক্তিমার্গ—(১) ভুক্তিলাভার্থ কর্ম্মমার্গে বিপদাশঙ্কা ঃ—

'এই স্থানে আছে ধন'—বলি' দক্ষিণে খুদিবে ।
'ভীমরুল-বরুলী' উঠিবে, ধন না পাইবে ॥ ১৩২ ॥

(২) বিভূতি-সিদ্ধিলাভার্থ যোগমার্গে বিপদাশঙ্কা ঃ—

'পশ্চিমে' খুদিবে, তাহা 'যক্ষ' এক হয় ।
সে বিঘ্ন করিবে,—ধনে হাত না পড়য় ॥ ১৩৩ ॥

(৩) সাযুজ্যলাভার্থ জ্ঞান-মার্গে বিপদাশঙ্কা ঃ—

'উত্তরে' খুদিলে আছে কৃষ্ণ-'অজগরে' ।
ধন নাহি পাবে, খুদিতে গিলিবে সবারে ॥ ১৩৪ ॥

পূর্ব্ব বা পুরাণ বা নিত্য শাশ্বত ধন কৃষ্ণভক্তিই একমাত্র আপৎশূন্য ঃ—

পূর্ব্বদিকে তাতে মাটী অল্প খুদিতে ।
ধনের ঝারি পড়িবেক তোমার হাতেতে ॥ ১৩৫ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১২৭। জীবের কৃষ্ণবহির্ম্মুখতাক্রমে নিজের স্বরূপস্মৃতি লুপ্ত হইলে কৃষ্ণ বেদ-পুরাণাদি করিয়া আপনাকে প্রকাশিত করিয়াছেন। দরিদ্র ও সর্ব্বজ্ঞের কথা—তাহারই উপমা।

১৩৫। বেদ ও পুরাণশাস্ত্র অনেকপ্রকার উপায়ের কথা স্থানে স্থানে লিখিয়াছেন ; তাহাতে কোন দিকে ভীমরুল-বরুলী অর্থাৎ বোলতারূপ কর্ম্মকাণ্ড, কোন দিকে জ্ঞানকাণ্ডরূপ যক্ষ, কোন দিকে কৃষ্ণবর্ণ অজগর-রূপ যোগগত কৈবল্য, আবার, কোন দিকে রক্ষিত ধনের পাত্র অল্প-পরিশ্রমে হাতে আইসে। অতএব বেদশাস্ত্র কর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগ পরিত্যাগপূর্ব্বক ভক্তিপথেই যে কৃষ্ণপ্রাপ্তি হয়, ইহা বলিয়াছেন।

অনুভাষ্য

১২৭। 'সর্ব্বজ্ঞ'—ভাঃ ৫।৫।১০-১৩ মাধ্ব-ভাষ্য দ্রষ্টব্য।

১৩২-১৩৫। উপমেয় যথা,—পূর্ব্বদিকে—কৃষ্ণভক্তি, দক্ষিণদিকে—কর্ম্মকাণ্ড, পশ্চিমদিকে—সিদ্ধিকাণ্ড (মতান্তরে, জ্ঞানকাণ্ড), উত্তরদিকে—জ্ঞানকাণ্ড (মতান্তরে যোগকাণ্ড)।

ইহার উপমান,—যথা, পূর্ব্বদিকে—পিতৃধন, দক্ষিণদিকে—ভীমরুলবরুলী, পশ্চিমদিকে—যক্ষ, উত্তরদিকে—কৃষ্ণসর্প।

দক্ষিণা-মার্গীয় সাধনই ফলভোগপর কর্ম্মকাণ্ড ; যম-দণ্ড্যগণ 'দক্ষিণা' গ্রহণ করিয়া ফল আরোপ করেন। এই কর্ম্মমার্গে জীব ভোগবাসনারূপ ভীমরুল-বরুলীকর্ত্তৃক দষ্ট হইয়া ক্লেশ লাভ করেন, ইহাতে তাহার ভোগের আশা পূর্ণ হয় না, উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় মাত্র।

উত্তরা-মার্গীয় সাধনই সিদ্ধিবাঞ্ছা-পর যোগমার্গ ; তাহাতে কৈবল্যরূপ কৃষ্ণবর্ণ অজগর-সর্প শুদ্ধজীব-সত্তাকে গ্রাস করে। কাহারও মতে, উত্তরা-মার্গীয় সাধনই নিষ্কাম-জ্ঞানমার্গ, তথায় শুদ্ধজীব-সত্তা—ব্রহ্মসাযুজ্যরূপ কৃষ্ণসর্পের কবলগ্রস্ত।

অমৃতানুকণা—১২৭-১২৮। "ত ইমে সত্যাঃ কামা অনৃতাপিধানাস্তেষাং সত্যানাং সতামনৃতমপিধানং ** অথ যে চাস্যেহ জীবা যে চ প্রেতা যচ্চান্যদিচ্ছন্ন লভতে সর্ব্বং তদত্র গত্বা বিন্দতেঽত্র হ্যস্যৈতে সত্যাঃ কামা অনৃতাপিধানাস্তদ্‌যথাপি হিরণ্যনিধিং নিহিতমক্ষেত্রজ্ঞা উপর্য্যুপরি সঞ্চরন্তো ন বিন্দেয়ুরেবমেবেমাঃ সর্ব্বাঃ প্রজা অহরহর্গচ্ছন্ত্য এতং ব্রহ্মলোকং ন বিন্দন্ত্যনৃতেন হি প্রত্যূঢ়াঃ।" (ছান্দোগ্য উপঃ ৮ম প্রপাঠক)। অর্থাৎ এই জগতে এইসকল সত্যকামনা আত্মাতে বিদ্যমান থাকিলেও অবিদ্যারূপ অসত্যের আবরণে আবৃত। কিন্তু আত্মদর্শী ব্যক্তি সত্যকাম হওয়ায় ইহলোকস্থ, পরলোকস্থ বা অন্য যাহা কিছু দুর্ল্লভ, তাহা সকলই হৃদয়াকাশে গমনদ্বারা লাভ করেন। যেমন, ভূগর্ভ-নিহিত স্বর্ণ প্রভৃতি গুপ্তধন-সম্বন্ধে অজ্ঞ ব্যক্তি সেই ভূমির উপর বারম্বার বিচরণ করিয়াও তাহা লাভ করিতে পারে না, তেমনই প্রাণীসকল অজ্ঞানতাবশতঃ হৃদয়ে অবস্থিত ব্রহ্মবস্তুকে লাভ করিতে পারে না।

সর্ব্বজ্ঞ—"পরচিত্তস্থিতং দেশকালাদ্যন্তরিতং তথা। যো জানাতি সমস্তার্থং স সর্ব্বজ্ঞো নিগদ্যতে।।" (ভঃ রঃ সিঃ২।১।১৮২)—পরচিত্তে অবস্থিত এবং দেশ-কালাদির ব্যবধানযুক্ত সমস্ত বিষয় যিনি জানেন, তাঁহাকে সর্ব্বজ্ঞ বলে।

শুদ্ধভক্তিবলে কৃষ্ণপ্রেমা-লাভই সর্ব্বশাস্ত্রের তাৎপর্য্য ঃ—

ঐছে শাস্ত্র কহে,—কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ ত্যজি'।
'ভক্ত্যে' কৃষ্ণ বশ হয়, ভক্ত্যে তাঁরে ভজি ॥ ১৩৬ ॥

ভগবান্ ভক্ত্যেকলভ্য ; ভক্তিবলেই মুচিও শুচি ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।১৪।২০-২১)—

ন সাধয়তি মাং যোগো না সাঙ্খ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তির্মমোর্জ্জিতা ॥ ১৩৭ ॥
ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ শ্রদ্ধয়াত্মা প্রিয়ঃ সতাম্।
ভক্তিঃ পুনাতি মন্নিষ্ঠা শ্বপাকানপি সম্ভবাৎ ॥ ১৩৮ ॥

সর্ব্বশাস্ত্রে কৃষ্ণপ্রাপ্তির সাধন-'ভক্তিরই' অভিধেয়ত্ব গীত ঃ—

অতএব 'ভক্তি'—কৃষ্ণপ্রাপ্ত্যের উপায়।
'অভিধেয়' বলি' তারে সর্ব্বশাস্ত্রে গায় ॥ ১৩৯ ॥

দৃষ্টান্ত ঃ—

ধন পাইলে যৈছে সুখভোগ-ফল পায়।
সুখভোগ হৈতে দুঃখ আপনি পলায় ॥ ১৪০ ॥

সম্বন্ধযুক্ত সেবা-ফলে কৃষ্ণপ্রীতি-বৃদ্ধি, তৎসঙ্গে-সঙ্গে মুক্তি বা অনর্থ-নিবৃত্তি ঃ—

তৈছে ভক্তি-ফলে কৃষ্ণে প্রেম উপজয়।
প্রেমে কৃষ্ণাস্বাদ হৈলে ভব নাশ পায় ॥ ১৪১ ॥

কৃষ্ণপ্রীতিমূলা সেবার মুখ্যফল—কৃষ্ণপ্রেমানন্দ-লাভ, গৌণফল—বৈমুখ্য-নিবৃত্তি ও মুক্তি ঃ—

দারিদ্র্য-নাশ, ভয়ক্ষয়,—প্রেমের 'ফল' নয়।
প্রেমসুখ-ভোগ—মুখ্য প্রয়োজন হয় ॥ ১৪২ ॥

বেদে কৃষ্ণ—সম্বন্ধ, ভক্তি—অভিধেয়, প্রেম—প্রয়োজন ঃ—

বেদশাস্ত্রে কহে সম্বন্ধ, অভিধেয়, প্রয়োজন।
কৃষ্ণ, কৃষ্ণভক্তি, প্রেম,—তিন মহাধন ॥ ১৪৩ ॥

সম্বন্ধজ্ঞানের সঙ্গে-সঙ্গে ভববন্ধন-মোচন ঃ—

বেদাদি সকল শাস্ত্রে কৃষ্ণ—মুখ্যসম্বন্ধ।
তাঁর জ্ঞানে আনুষঙ্গে যায় মায়াবন্ধ ॥ ১৪৪ ॥

সমগ্র পুরাণে ও আগমে বিষ্ণুরই পরমেশ্বরত্ব বর্ণিত ঃ—

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু (২।৪।১৪২)—ধৃত পদ্মপুরাণে বৈশাখ-মাহাত্ম্যে যমব্রাহ্মণ-সংবাদে—

ব্যামোহায় চরাচরস্য জগতস্তে তে পুরাণাগমা-
স্তাং তামেব হি দেবতাং পরমিকাং জল্পন্তু কল্পাবধি।
সিদ্ধান্তে পুনরেক এব ভগবান্ বিষ্ণুঃ সমস্তাগম-
ব্যাপারেষু বিবেচনব্যতিকরং নীতেষু নিশ্চীয়তে ॥ ১৪৫ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৩৮। সাধুদিগের প্রিয় আমি, অনন্যশ্রদ্ধাজনিত ভক্তি-দ্বারাই প্রাপ্য হই। ভক্তিই মন্নিষ্ঠ-চণ্ডালকেও জন্মদোষ হইতে পরিত্রাণ করে।

অনুভাষ্য

যক্ষ ধন আগ্‌লাইয়া থাকে অর্থাৎ ধনের রক্ষাকর্ত্তা, ধন-প্রদাতা নহে। যক্ষের নিকট প্রার্থিগণের বিনাশ ব্যতীত ধনলাভ—দুরাশামাত্র, অর্থাৎ ধনলোভে প্রলোভিত করিয়া যক্ষ পরিশেষে গ্রহণাভিলাষীরই বিনাশকারী ; বস্তুতঃ জ্ঞানমার্গে বা যোগমার্গে সাযুজ্য বা কৈবল্য, উভয়েই জীবসত্তায় সংহারকর্ত্তা।

কৃষ্ণভক্তিই বদ্ধজীবের পূর্ব্ব অর্থাৎ সিদ্ধধন ; তাহা লাভ করিয়া শুদ্ধজীব—নিত্যকাল ধনী। ভক্তিধন-হীন ব্যক্তি জড়ীয় নশ্বর অভাবগ্রস্ত হইয়া কখনও কর্ম্মরূপ ভীমরুলের দংশনে ছট্‌ফট্ করেন, ধন পান না ; আবার কখনও কৃষ্ণের দিকে পশ্চাৎ করিয়া অহংগ্রহোপাসনায় বা কৈবল্যসাধনে ব্যস্ত হইয়া যোগ-যক্ষকর্ত্তৃক প্রেমধন হইতে বঞ্চিত হন ; আবার উত্তরে অর্থাৎ শুদ্ধজীবসত্তা-রাহিত্যে সাযুজ্য বা কৈবল্য-সর্পের গ্রাসে পতিত হইলেও ধন লাভ করেন না।

১৩৭। আদি, ১৭শ পঃ ৭৬ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১৩৮। উদ্ধবের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীকৃষ্ণের উক্তি,—

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৪২। কৃষ্ণসেবাস্বাদের মুখ্যফলই প্রেম-সুখ, কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখতাই জীবের দরিদ্রতা। এই দরিদ্রতা-নাশ এবং সংসার-ক্ষয় কৃষ্ণ-সেবাস্বাদের সঙ্গে সঙ্গে অবান্তর-ফলরূপে উদিত হয়, বস্তুতঃ মুখ্যফল নয়।

১৪৫। সেই সেই পুরাণ ও আগম-গ্রন্থসকল তত্তদুদ্দিষ্ট দেবতাগণকে চরাচরের মোহ উৎপাদনের জন্য 'প্রধান' বলিয়া কল্পাবধি জল্পনা করিতে থাকুন। সেই সমস্ত আগমাদি ভাল করিয়া বিবেচনা করিয়া দেখিলে সিদ্ধান্তস্থলে বিষ্ণুই একমাত্র ভগবান্ বলিয়া নিশ্চিত হয়।

অনুভাষ্য

সতাং (নিত্যসেবকানাং সজ্জনানাং) প্রিয়ঃ (সেব্যঃ) আত্মা (প্রেষ্ঠঃ) অহম্ (স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণঃ) একয়া (অব্যভিচারিণ্যা, অহৈতুক্যা) শ্রদ্ধয়া (শ্রদ্ধাপূর্ব্বিকয়া) ভক্ত্যা গ্রাহ্যঃ (সাধ্যঃ, প্রাপ্যঃ, লভ্যঃ ইত্যর্থঃ) ; মন্নিষ্ঠা (কৃষ্ণৈকসেবনধর্ম্ম-তৎপরা) ভক্তিঃ শ্বপাকান্ (নীচকুলোদ্ভবান্ জনান্) অপি সম্ভবাৎ (প্রাক্তন-দুষ্কৃতি-জনিত-শৌক্র-জাতি-দোষাৎ) পুনাতি।

১৪৫। চরাচরস্য (স্থিরজঙ্গমস্য) জগতঃ ব্যামোহায় (অজ্ঞানতমোবর্দ্ধনায়) তে তে পুরাণাগমাঃ (স্মৃতিতন্ত্রাদয়ঃ) কল্পাবধি (কল্পকালপর্য্যন্তং) তাং তাং দেবতাম্ এব পরমিকাং

অন্বয় ও ব্যতিরেক-ভাবে সমগ্র-বেদে কৃষ্ণই
বেদ্য ও প্রতিপাদ্য ঃ—

মুখ্য-গৌণ-বৃত্তি, কিংবা অন্বয়-ব্যতিরেকে ।
বেদের প্রতিজ্ঞা কেবল কহয়ে কৃষ্ণকে ॥ ১৪৬ ॥

শাস্ত্র-প্রমাণ ; শ্রীমুখের বাণী ঃ—
শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।২১।৪২-৪৩)—

কিং বিধত্তে কিমাচষ্টে কিমনূদ্য বিকল্পয়েৎ ।
ইত্যস্যা হৃদয়ং লোকে নান্যো মদ্বেদ কশ্চন ॥ ১৪৭ ॥
মাং বিধত্তেঽভিধত্তে মাং বিকল্প্যাপোহ্যতে হ্যহম্ ।
এতাবান্ সর্ব্ববেদার্থঃ শব্দ আস্থায় মাং ভিদাম্ ।
মায়ামাত্রমনূদ্যান্তে প্রতিষিধ্য প্রসীদতি ॥ ১৪৮ ॥

অনন্তস্বরূপ কৃষ্ণের অনন্ত শক্তি-বৈভব ঃ—

কৃষ্ণের স্বরূপ—অনন্ত, বৈভব—অপার ।
চিচ্ছক্তি, মায়াশক্তি, জীবশক্তি আর ॥ ১৪৯ ॥

চিৎ ও অচিজ্জগৎ—তচ্ছক্তিপরিণত এবং কৃষ্ণাশ্রিত ঃ—

বৈকুণ্ঠ, ব্রহ্মাণ্ডগণ—শক্তি-কার্য্য হয় ।
স্বরূপশক্তি শক্তি-কার্য্যের—কৃষ্ণ সমাশ্রয় ॥ ১৫০ ॥

ভাবার্থদীপিকায় (ভাঃ ১০।১।১)—

দশমে দশমং লক্ষ্যমাশ্রিতাশ্রয়-বিগ্রহম্ ।
শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরং ধাম জগদ্ধাম নমামি তৎ ॥ ১৫১ ॥

কৃষ্ণের স্বরূপ-বিচার ; তিনি—অদ্বয়জ্ঞান,
বিভু-সচ্চিদানন্দ, সর্ব্বাবতারী, কিশোর
ও ব্রজেন্দ্রনন্দন ঃ—

কৃষ্ণের স্বরূপ-বিচার শুন, সনাতন ।
অদ্বয়জ্ঞান-তত্ত্ব, ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥ ১৫২ ॥
সর্ব্ব-আদি, সর্ব্ব-অংশী, কিশোর-শেখর ।
চিদানন্দ-দেহ, সর্ব্বাশ্রয়, সর্ব্বেশ্বর ॥ ১৫৩ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৪৭-১৪৮। বেদবচনসকল কাঁহাকে বিধান করে এবং কাঁহাকেই বা প্রতিপন্ন করে, কাঁহাকে উদ্দেশ্য করিয়া বিকল্পনা করে—বেদের এইরূপ তাৎপর্য্য আমি ব্যতীত আর কেহ জানে না। আমি বলিতেছি,—আমাকেই বেদ-বচনসকল সাক্ষাৎ বিধান ও অভিধান করে এবং আমাকেই বিকল্পনাদ্বারা উক্তি করে। আমিই সর্ব্ববেদার্থের একমাত্র তাৎপর্য্য। বেদ মায়ামাত্রকে বিচার করিয়া তাহাকে পরিশেষে সম্পূর্ণরূপে প্রতিষেধ করত প্রসন্ন (বিচারাদি হইতে শান্ত) হয়।

অনুভাষ্য

(শ্রেষ্ঠাং) জল্পন্তু (কথয়ন্তু ইত্যুপহাসে) ; পুনঃ (কিন্তু) সমস্তাগমব্যাপারেষু (সমস্তানাং সকলানাম্ আগমানাং শাস্ত্রাণাং ব্যাপারেষু প্রয়োজনেষু) বিবেচনব্যতিকরং (বিবেচনস্য ব্যাপারস্য দূষণত্বেন তদেব স্কন্দপুরাণাদি-বিচারস্য ব্যতিকরঃ আসঙ্গঃ তং) নীতেষু (প্রাপিতেষু সৎসু) সিদ্ধান্তে (বিষয়ে) বিষ্ণুঃ এব একঃ ভগবান্ (সর্ব্বেশ্বরঃ ইতি) নিশ্চীয়তে (নির্দ্ধার্য্যতে, সংস্থাপ্যতে ইত্যর্থঃ)।

১৪৬। রূঢ়ি ও লক্ষণা-বৃত্তি অথবা অন্বয় ও ব্যতিরেক-দর্শনেও কৃষ্ণই বেদের প্রতিপাদ্য-বিষয়রূপে নির্দ্দিষ্ট।

১৪৭-১৪৮। বেদের বিধি ও নিষেধ-সম্বন্ধে উদ্ধবের জিজ্ঞাসার ফলে শ্রীকৃষ্ণ প্রথমে বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডের ফলশ্রুতি ও পরে বিবিধ বৈদিক ছন্দ বর্ণন করিয়া স্বয়ংই যে গূঢ়রহস্যময় দুর্ব্বিজ্ঞেয় সমগ্র ত্রিকাণ্ডাত্মক বেদের একমাত্র প্রতিপাদ্য ও বেদ্য বস্তু, তাহা বলিতেছেন,—

[বৃহত্যাঃ বৈখর্য্যাঃ শ্রুতেঃ সাকল্যেন স্বরূপতো দুর্জ্ঞেয়ত্বমুক্ত্বা অর্থতোঽপি দুর্জ্ঞেয়ত্বমাহ—] কিং বিধত্তে (কর্ম্ম-দেব-জ্ঞান-ত্রিকাণ্ডাত্মক-বেদশাস্ত্রমধ্যে কর্ম্মকাণ্ডে বিধি-বাক্যৈঃ কিং বিদধাতি), কিম্ আচষ্টে (দেবতাকাণ্ডে মন্ত্রবাক্যৈঃ কিং প্রকাশয়তি কথয়তীত্যর্থঃ), কিম্ অনূদ্য (জ্ঞানকাণ্ডে কিম্ আশ্রিত্য) বিকল্পয়েৎ ইতি (এবম্) অস্যাঃ (শ্রুতেঃ) হৃদয়ং (তাৎপর্য্যং) লোকে (ইহ জগতি) মৎ (মত্তঃ) অন্যঃ কশ্চন ন বেদ (জানাতি)। [ননু তর্হি ত্বং মৎকৃপয়া কথয়েতি কথয়তি—] মাং (যজ্ঞরূপং) [বিধিনা] বিধত্তে, [অভিধা-বৃত্ত্যা] মামেব (তত্তদ্দেবতারূপং) অভিধত্তে, অহম্ (এব) বিকল্প্য (সন্দেহং কৃত্বা) অপোহ্যতে (নিরাক্রিয়তে, তদপ্যহমেব, ন মত্তঃ পৃথগস্তি)। [সর্ব্ববেদার্থং সংক্ষেপতঃ কথয়তি—] এতাবান্ এব সর্ব্ববেদার্থঃ (সর্ব্বেষাং বেদানাং তাৎপর্য্যম্)—শব্দঃ (বেদঃ) ভিদাম্ (অবতারাদিরূপাম্) অনূদ্য (উক্ত্বা) মায়ামাত্রং (জগৎ) প্রতিষিদ্ধ্য (নিষিদ্ধ্য) অন্তে (শেষে) মাং (পরমার্থরূপম্) আস্থায় (আশ্রিত্য) প্রসীদতি (নিবৃত্তব্যাপারো ভবতি ; মাং শ্রীকৃষ্ণরূপমেবাবলম্ব্য কৃতকৃত্যো ভবতীত্যর্থঃ)।

১৫১। আদি, ২য় পঃ ৯৫ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১৫২। হে সনাতন, কৃষ্ণের স্বরূপ বিচার এই যে, কৃষ্ণ—ব্রজধামে—ব্রজপতি নন্দের কুমার। তিনি অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব, তাঁহার নাম, রূপ, গুণ ও লীলা,—এই চারিপ্রকার তত্ত্বে মায়াজনিত পরস্পর ভেদ বা বিরোধ দৃষ্ট হয় না অর্থাৎ কৃষ্ণের নাম, রূপ, গুণ ও লীলার মধ্যে মায়িক ভেদ-বিধি কার্য্য করিতে পারে না।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৫০। স্বরূপশক্তি এবং সমস্ত শক্তির কার্য্যরূপ জগৎ,—কৃষ্ণই ইঁহাদিগের একমাত্র সমাশ্রয়।

ব্রহ্মসংহিতায় (৫।১)—

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্ ॥ ১৫৪ ॥

কৃষ্ণই গোবিন্দ এবং গোলোকধামে বিরাজমান ঃ—

স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ, 'গোবিন্দ'—পর-নাম।
সর্ব্বৈশ্বর্য্যপূর্ণ যাঁর গোলোক—নিত্যধাম ॥ ১৫৫ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১।৩।২৮)—

এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।
ইন্দ্রারিব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে ॥ ১৫৬ ॥

ত্রিবিধ অভিধেয়ে সম্বন্ধ-তত্ত্ব অদ্বয়জ্ঞান কৃষ্ণের ত্রিবিধ প্রতীতি ঃ—

জ্ঞান, যোগ, ভক্তি,—তিন সাধনের বশে।
ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান্—ত্রিবিধ প্রকাশে ॥ ১৫৭ ॥

শাস্ত্র-প্রমাণ ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবতে (১।২।১১)—

বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে ॥ ১৫৮ ॥

(১) নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্ম—কৃষ্ণাঙ্গপ্রভা ঃ—

ব্রহ্ম—অঙ্গকান্তি তাঁর, নির্ব্বিশেষ-প্রকাশে।
সূর্য্য যেন চর্ম্মচক্ষে জ্যোতির্ম্ময় ভাসে ॥ ১৫৯ ॥

শাস্ত্র-প্রমাণ ঃ—

ব্রহ্মসংহিতায় (৫।৪০)—

যস্য প্রভা প্রভবতো জগদণ্ডকোটি-
কোটিষ্বশেষবসুধাদিবিভূতিভিন্নম্।
তদ্ব্রহ্ম নিষ্কলমনন্তমশেষভূতং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ১৬০ ॥

(২) পরমাত্মা—কৃষ্ণাংশবৈভব ঃ—

পরমাত্মা যেঁহো, তেঁহো কৃষ্ণের এক অংশ।
আত্মার 'আত্মা' হন কৃষ্ণ—সর্ব্ব-অবতংস ॥ ১৬১ ॥

কৃষ্ণই পরমাত্মা ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।১৪।৫৫)—

কৃষ্ণমেনমবেহি ত্বমাত্মানমখিলাত্মনাম্।
জগদ্ধিতায় যোঽপ্যত্র দেহীবাভাতি মায়য়া ॥ ১৬২ ॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (১০।৪২)—

অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জ্জুন।
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ ॥ ১৬৩ ॥

(৩) ভক্তিযোগেই কৃষ্ণের পূর্ণ ভগবৎপ্রতীতি ঃ—

'ভক্ত্যে' ও ভগবানের অনুভব—পূর্ণরূপ।
একই বিগ্রহে তাঁর অনন্ত স্বরূপ ॥ ১৬৪ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৫৫। 'পর'-নাম—শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ মুখ্য নাম ; 'কৃষ্ণ', 'গোবিন্দ' ইত্যাদি—ভগবানের মুখ্য নাম।

১৫৭। যাঁহারা নির্ব্বিশেষজ্ঞানদ্বারা সেই অদ্বয়তত্ত্বকে অনুসন্ধান করেন, তাঁহাদের নিকট নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মই প্রতীত হন। যাঁহারা অষ্টাঙ্গযোগমার্গে সেই পরমবস্তুর অনুসন্ধান করেন, তাঁহাদের নিকট হৃদ্দেশস্থিত হইয়া জগদ্গত পরমাত্মা উদিত হন। যাঁহারা শুদ্ধভক্তিদ্বারা পরমতত্ত্বের সাধন করেন, তাঁহারা ভগবানকে দর্শন করেন।

অনুভাষ্য

১৫৩। কৃষ্ণ—সকল বিষ্ণুতত্ত্বের এবং বৈষ্ণবতত্ত্বের আদি তত্ত্ব ; তাঁহা হইতেই সকল অংশ প্রকটিত হইয়াছে ; তিনি—পূর্ণ কিশোরবয়ঃ, সচ্চিদানন্দবিগ্রহ, সকলের প্রভু এবং সকল বস্তুর আশ্রয়।

১৫৪। আদি, ২য় পঃ ১০৭ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১৫৫। কৃষ্ণের আবাসস্থল—সকল ঐশ্বর্য্যপূর্ণ, অবিনাশী ও নিত্যকালস্থিত গোলোক-ধাম।

১৫৬। আদি, ২য় পঃ ৬৭ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১৫৮। আদি, ২য় পঃ ১১ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১৬০। আদি, ২য় পঃ ১৪ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১৬১। মায়িক অনুভূতিক্রমে সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মাকে মায়িক

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৬২। অখিলাত্মার আত্মস্বরূপ বলিয়া এই শ্রীকৃষ্ণকে জান; জগতের হিত-কামনায় তিনি এখানে স্বরূপশক্তির আশ্রয়ে মনুষ্যের ন্যায় প্রকট হইয়াছেন।

১৬৪-১৬৬। ভক্তিতে তাঁহার উপাসনা করিলে ভগবানের পূর্ণ রূপ অনুভূত হয়, সেই এক নিত্যবিগ্রহে অনন্তস্বরূপ

অনুভাষ্য

জগতের অংশসমূহের অংশী বলিয়া সর্ব্বব্যাপক 'পরমাত্মা' সংজ্ঞা দেওয়া হয়। কিন্তু কৃষ্ণ—সকল চিদচিৎপ্রকাশের ও যাবতীয় পরমাত্মার 'পরমাত্মা' বলিয়া সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

১৬২। পরীক্ষিৎ কৃষ্ণকে ব্রজবাসিগণের পুত্র ও প্রাণাদি সর্ব্ববস্তু অপেক্ষা প্রিয়তম বলিয়া জ্ঞান করিবার কারণ জিজ্ঞাসা করায় শ্রীশুকদেব—আত্মাই যে সমগ্র দেহীর সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তম ও আদরভাজন এবং শ্রীকৃষ্ণই যে সকল আত্মার আত্মা, সুতরাং স্বভাবতঃ সকলেরই আকর্ষক ও নিত্যানন্দ-প্রদাতা, তাহা বলিতেছেন,—

ত্বম্ এনং কৃষ্ণং অখিলাত্মনাং (সকলদেহিনাম্) আত্মানং (প্রাণস্বরূপং) অবেহি (জানীহি) ; যঃ (কৃষ্ণঃ) অপি অত্র (জগতি) জগদ্ধিতায় (পৃথিব্যাঃ মঙ্গলায়) মায়য়া (স্বরূপশক্ত্যা) দেহী (নরঃ জীবঃ) ইব আভাতি (প্রকাশয়তি)।

১৬৩। আদি, ২য় পঃ ২০ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

একই কৃষ্ণের ত্রিবিধ রূপ—(ক) স্বয়ংরূপ, (খ) তদেকাত্মরূপ ও (গ) আবেশরূপ ঃ—

স্বয়ংরূপ, তদেকাত্মরূপ, আবেশ—নাম ।
প্রথমেই তিনরূপে রহেন ভগবান্ ॥ ১৬৫ ॥

(ক) 'স্বয়ংরূপ'—দ্বিবিধ ; (১) 'স্বয়ংরূপ' ব্রজেন্দ্রনন্দন ও (২) 'স্বয়ংপ্রকাশ' ঃ—

'স্বয়ংরূপ' 'স্বয়ংপ্রকাশ'—দুইরূপে স্ফূর্ত্তি ।
স্বয়ংরূপে—এক 'কৃষ্ণ' ব্রজে গোপমূর্ত্তি ॥ ১৬৬ ॥

কৃষ্ণস্বরূপের ষড়্বিধ বিলাসের মধ্যে (২) স্বয়ংপ্রকাশ দ্বিবিধ, (ক) প্রাভব ও (খ) বৈভব ; তন্মধ্যে (ক) প্রাভবপ্রকাশ-রূপে বহুরূপে লীলা বা বিলাস—যথা রাসে, যথা মহিষী-বিবাহে ঃ—

'প্রাভব'-'বৈভব'রূপে দ্বিবিধ প্রকাশে ।
এক-বপু বহু রূপ যৈছে হৈল রাসে ॥ ১৬৭ ॥
মহিষী-বিবাহে হৈল বহুবিধ মূর্ত্তি ।
'প্রাভব-বিলাস'—এই শাস্ত্র-পরসিদ্ধি ॥ ১৬৮ ॥

তাঁহারা আত্মারামেরও মনোহারী, কখনই প্রাকৃত নহেন ঃ—

সৌভর্য্যাদি-প্রায় সেই কায়ব্যূহ নয় ।
কায়ব্যূহ হৈলে নারদের বিস্ময় না হয় ॥ ১৬৯ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৬৯।২)—

চিত্রং বতৈতদেকেন বপুষা যুগপৎ পৃথক্ ।
গৃহেষু দ্ব্যষ্টসাহস্রং স্ত্রিয় এক উদাবহৎ ॥ ১৭০ ॥

(খ) বৈভব-প্রকাশের সংজ্ঞা ঃ—

সেই বপু, সেই আকৃতি পৃথক্ যদি ভাসে ।
ভাবাবেশ-ভেদে নাম 'বৈভবপ্রকাশে' ॥ ১৭১ ॥

একই অংশী কৃষ্ণের অসংখ্য প্রাভব ও বৈভব-প্রকাশে অচিন্ত্যশক্তি-হেতু পরস্পরে নাম-রূপাদি-বৈচিত্র্য ঃ—

অনন্ত-প্রকাশে কৃষ্ণের নাহি মূর্ত্তিভেদ ।
আকার-বর্ণ-অস্ত্রভেদে নাম-বিভেদ ॥ ১৭২ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৪০।৭)—

অন্যে চ সংস্কৃতাত্মানো বিধিনাভিহিতেন তে ।
যজন্তি ত্বন্ময়াস্ত্বাং বৈ বহুমূর্ত্ত্যেকমূর্ত্তিকম্ ॥ ১৭৩ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

প্রতিভাত হয়। প্রথমেই 'স্বয়ংরূপ', 'তদেকাত্মরূপ', ও 'আবেশ-রূপ'—এই তিনরূপে ভগবান্ পরিদৃষ্ট হন। স্বয়ংরূপে 'স্বয়ং ও প্রকাশ'—এই দ্বিবিধরূপে তাঁহার স্ফূর্ত্তি। তন্মধ্যে স্বয়ংরূপে ব্রজে গোপমূর্ত্তিরূপে শ্রীকৃষ্ণ উদিত। ভাগবতামৃতের মতে,—কৃষ্ণের গোপমূর্ত্তিই স্বয়ংরূপ ; কেননা, তাহা তাঁহার অন্য কোনও রূপকে অপেক্ষা করে না। তাঁহার যেই রূপ স্বয়ংরূপ হইতে অভেদ, অথচ আকৃতি ও বৈভবাদিতে ভিন্ন, তাহাকেই 'তদেকাত্মরূপ' বলে। যে-সকল জীবে ভগবচ্ছক্তি প্রবেশপূর্ব্বক মহৎকার্য্য করেন, তাঁহারাই ভগবানের 'আবেশ'-রূপ।

অনুভাষ্য

১৬৫। স্বয়ংরূপ—(শ্রীরূপপ্রভু-কৃত লঘু-ভাগবতামৃতে পূর্ব্বখণ্ডে ১২ শ্লোক)—"অনন্যাপেক্ষি যদ্রূপং স্বয়ংরূপঃ স উচ্যতে" কৃষ্ণের যেই রূপ অন্যরূপকে অপেক্ষা করে না অর্থাৎ স্বতঃসিদ্ধ কৃষ্ণরূপ, তাহাকেই 'স্বয়ংরূপ' বলা যায়।

তদেকাত্মরূপ—(লঘুভাগবতামৃতে পূর্ব্বখণ্ডে ১৪ শ্লোক)—"যদ্রূপং তদভেদেন স্বরূপেণ বিরাজতে। আকৃত্যাদিভিরন্যাদৃক্ স তদেকাত্মরূপকঃ।।" যাঁহার রূপ স্বয়ংরূপের সহিত একরূপে প্রকাশ পায়, কিন্তু আকৃতি ও বৈভবাদিতে (অঙ্গ-সন্নিবেশ ও চরিত্রাদিতে) ভিন্ন বলিয়া প্রতিভাত হয়, তাঁহাকে 'তদোকাত্মরূপ' বলে ; উহা—স্বাংশ ও বিলাসভেদে দ্বিবিধ।

আবেশরূপ—(লঘুভাগবতামৃতে পূর্ব্বখণ্ডে ১৮ শ্লোক)—'জ্ঞানশক্ত্যাদিকলয়া যত্রাবিষ্টো জনার্দ্দনঃ। ত আবেশা নিগদ্যন্তে

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৬৯। সৌভর্য্যাদি ঋষিগণ যোগবলে কায়ব্যূহ হইয়া নিজ-নিজ কার্য্য সাধন করিয়াছিলেন। কিন্তু কৃষ্ণের বহুমূর্ত্তি-প্রকাশ সেরূপ নয় ; কেননা, যোগমার্গের কায়ব্যূহ দেখিলে নারদের বিস্ময় জন্মে না।

১৭৩। (সাত্বত ও শৈব তন্ত্রাদিতে) অভিহিত বিধিদ্বারা যাঁহারা সংস্কৃতাত্মা, তাঁহারা বহুমূর্ত্তিতে একমূর্ত্তিস্বরূপ আপনাকেই যজন করেন।

অনুভাষ্য

জীবা এব মহত্তমাঃ।।"যে-সকল জীবে জনার্দ্দন জ্ঞান-শক্ত্যাদি-কলাদ্বারা আবিষ্ট হন, সেইসকল মহত্তম জীবকে 'আবেশ' বলা যায়।

১৭০। আদি, ১ম পঃ ৭৪ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১৭৩। ভগবান্ রাম ও কৃষ্ণকে রথে আরোহণপূর্ব্বক গোকুল হইতে মথুরায় লইয়া যাইবার পথে মহাত্মা অক্রূর যমুনা-জলমধ্যে প্রবেশ করিয়া তথায় বিষ্ণুলোকে শেষ, নারদ ও চতুঃসনাদিসহ পরমৈশ্বর্য্যময় ভগবানকে দর্শন করিয়া স্তব করিতে করিতে সাংখ্য-যোগত্রয়ীমার্গের বিষয় বলিয়া বৈষ্ণব ও শৈব-পাশুপতাদি দীক্ষায় দীক্ষিত জনগণের উপাসনা-মার্গ-সম্বন্ধে বর্ণন করিতেছেন,—

অন্যে (জনাঃ) চ তে (ত্বয়া) অভিহিতেন (কথিতেন) বিধিনা (পাঞ্চরাত্রিকবিধানাদিনা) সংস্কৃতাত্মানঃ (বৈষ্ণব-শৈব-দীক্ষয়া দীক্ষিতাঃ সংস্কৃতাঃ আত্মানঃ যেষাং তে) ত্বন্ময়াঃ (ত্বন্ময়ত্বেন

(খ) বৈভব প্রকাশ (১) বলরাম ঃ—

বৈভবপ্রকাশ কৃষ্ণের—শ্রীবলরাম।
বর্ণমাত্র-ভেদ, সব—কৃষ্ণের সমান ॥ ১৭৪ ॥

(২) কৃষ্ণরূপী দ্বিভুজ বাসুদেব বা দেবকীনন্দন, (৩) কৃষ্ণরূপী চতুর্ভুজ বাসুদেব বা দেবকীনন্দন ঃ—

বৈভবপ্রকাশ যৈছে দেবকী-তনুজ।
দ্বিভুজ-স্বরূপ কভু, কভু হন চতুর্ভুজ ॥ ১৭৫ ॥

উক্ত চতুর্ভুজ—উক্ত দ্বিভুজেরই প্রকাশ-বিগ্রহ ঃ—

যে-কালে দ্বিভুজ, নাম—বৈভবপ্রকাশ।
চতুর্ভুজ হৈলে, নাম—প্রাভববিলাস ॥ ১৭৬ ॥

ব্রজেন্দ্রনন্দনে গোপাভিমান ও বাসুদেবে ক্ষত্রিয়াভিমান ঃ—

স্বয়ংরূপের গোপবেশ, গোপ-অভিমান।
বাসুদেবের ক্ষত্রিয়-বেশ, 'আমি—ক্ষত্রিয়'-জ্ঞান ॥১৭৭॥

বাসুদেব অপেক্ষা নন্দনন্দনে চারিটী অধিক চমৎকারিতা ঃ—

সৌন্দর্য্য, ঐশ্বর্য্য, মাধুর্য্য, বৈদগ্ধ্য-বিলাস।
ব্রজেন্দ্রনন্দনে ইহা অধিক উল্লাস ॥ ১৭৮ ॥

নন্দনন্দন-মাধুর্য্যে বাসুদেবও মুগ্ধ ও আকৃষ্ট ঃ—

গোবিন্দের মাধুরী দেখি' বাসুদেবের ক্ষোভ।
সে মাধুরী আস্বাদিতে উপজয় লোভ ॥ ১৭৯ ॥

দৃষ্টান্তস্থল—মথুরায় ও দ্বারকায় ঃ—

মথুরায় যৈছে গন্ধর্ব্বনৃত্য-দরশনে।
পুনঃ দ্বারকাতে যৈছে চিত্র-বিলোকনে ॥ ১৮০ ॥

ললিতমাধবে (৪।১৯)—

উদ্‌গীর্ণাদ্ভুত-মাধুরী-পরিমলস্যাভীরলীলস্য মে
দ্বৈতং হন্ত সমক্ষয়ন্ মুহুরসৌ চিত্রীয়তে চারণঃ।
চেতঃ কেলি-কুতূহলোত্তরলিতং সত্যং সখে মামকং
যস্য প্রেক্ষ্য স্বরূপতাং ব্রজবধূসারূপ্যমন্বিচ্ছতি ॥ ১৮১ ॥

ললিতমাধবে (৮।৩৪)—

অপরিকলিতপূর্ব্বঃ কশ্চমৎকারকারী
স্ফুরতু মম গরীয়ানেষ মাধুর্য্যপূরঃ।
অয়মহমপি হন্ত প্রেক্ষ্য যং লুব্ধচেতাঃ
সরভসমুপভোক্তুং কাময়ে রাধিকেব ॥ ১৮২ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৭৪। স্বয়ংরূপ, তদেকাত্মরূপ, আবেশ, বৈভব, প্রাভব ইত্যাদি বুঝিবার জন্য পরস্পরের সম্বন্ধ সংক্ষেপে নিম্নে প্রদর্শিত হইল।

শ্রীকৃষ্ণের আদি তিনরূপ—

(১) স্বয়ংরূপ,—ব্রজে গোপমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণ, (২) তদেকাত্ম-রূপ,—(ক) স্বাংশক,—(১) কারণাব্ধিশায়ী, গর্ভোদশায়ী, ক্ষীরোদশায়ী, (২) মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহ ইত্যাদি। (খ) বিলাস—(১) প্রাভব,—বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ; (২) বৈভব,—চব্বিশ মূর্ত্তি; (ক) আবরণ—চতুর্ব্যূহগত বাসুদেবাদি চারিমূর্ত্তি; (খ) প্রত্যেক তিন তিনটী মূর্ত্তি করিয়া বার মূর্ত্তি—বারমাসের ও তিলকের আদর্শ দেবতা; (গ) ঐ চারিজনের পুরুষোত্তম ও অচ্যুতাদি আটজন বিলাসমূর্ত্তি, এই চব্বিশ মূর্ত্তিরই অস্ত্রধারণ-ভেদে ভিন্ন ভিন্ন নাম।

অনুভাষ্য

আত্মানম্ অপ্রাকৃতসেবনধর্ম্মপরং ভাবয়ন্তঃ ত্বদেকপ্রধানা ইতি বা) বহুমূর্ত্ত্যেকমূর্ত্তিকং (বাসুদেব-সঙ্কর্ষণ-প্রদ্যুম্নানিরুদ্ধ-ভেদেন তথা যুগ-মন্বন্তর-লীলাবতারভেদেন চ বহুমূর্ত্তিং মহানারায়ণ-রূপেণ মূর্ত্তিকং চ ত্বাং) বৈ (এব) যজন্তি (অর্চ্চয়ন্তি)।

১৭৮। বসুদেব-নন্দনের সৌন্দর্য্য, ঐশ্বর্য্য, মাধুর্য্য ও বৈদগ্ধ্য-বিলাস অপেক্ষা নন্দনন্দনের এই বিলাসচতুষ্টয় অধিক উল্লাস-বিশিষ্ট।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৮১। হে সখে, এই চারণ আমার দ্বিতীয় স্বরূপের ন্যায় অদ্ভুত-মাধুরীপরিমলযুক্ত গোপলীলাত্মিকা আমার লীলা চিত্রিত করিতেছে। আমার চিত্ত কেলিকুতূহলের দ্বারা তরলিত হইয়া মদীয় চরিত্র দর্শন করত ব্রজবধূদিগের সারূপ্য ইচ্ছা করিতেছে।

অনুভাষ্য

১৭৯। নন্দনন্দনের লোভনীয় মাধুর্য্য দেখিয়া বাসুদেব ক্ষুব্ধ হন; সেই মাধুরী-আস্বাদনে লুব্ধ হইবার প্রসঙ্গ মথুরায় গন্ধর্ব্ব-নৃত্যদর্শনে ও দ্বারকায় কৃষ্ণচিত্রাঙ্কন-অবলোকনে পরিব্যক্ত হইয়াছে।

১৮১। হে সখে, অসৌ চারণঃ (নটঃ) উদ্‌গীর্ণাদ্ভুতমাধুরী-পরিমলস্য (উদ্‌গীর্ণঃ উত্থিতঃ নির্গতঃ অদ্ভুতায়াঃ অপূর্ব্বায়াঃ মাধুর্য্যাঃ পরিমলঃ সুগন্ধঃ যস্য তস্য) আভীরলীলস্য (গোপ-নন্দনন্দন-লীলাময়স্য) মে (মম) দ্বৈতং (দ্বিতীয়মূর্ত্তিং) সমক্ষয়ন্ (দর্শয়ন্) মুহুঃ (পুনঃ পুনঃ) চিত্রীয়তে; যস্য স্বরূপতাং (সাদৃশ্যং) প্রেক্ষ্য (দৃষ্ট্বা) হন্ত (অহো) মামকং (মদীয়ং) চেতঃ (মনঃ) সত্যং কেলিকুতূহলোত্তরলিতং (কেলিষু ব্রজজনো-চিতক্রীড়াসু কুতূহলায় ঔৎসুক্যায় উত্তরলিতম্ অতিশয়েন দ্রবীভূতং সৎ) ব্রজবধূসারূপ্যং (শ্রীবার্ষভানব্যাঃ সদৃশরূপতাং) অন্বিচ্ছতি (বাঞ্ছতি)।

১৮২। আদি, ৪র্থ পঃ ১৪৬ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

(খ) তদেকাত্মরূপের সংজ্ঞা ঃ—

সেই বপু ভিন্নাভাসে কিছু ভিন্নাকার ।
ভাবাবেশাকৃতি-ভেদে 'তদেকাত্ম'-নাম তাঁর ॥ ১৮৩ ॥

উহা দ্বিবিধ—(১) বিলাস ও (২) স্বাংশ ঃ—

তদেকাত্মরূপে 'বিলাস', 'স্বাংশ'—দুই ভেদ ।
বিলাস, স্বাংশের ভেদে বিবিধ বিভেদ ॥ ১৮৪ ॥

বিলাসের দ্বিবিধ বিলাস—(ক) প্রাভব ও (খ) বৈভব ঃ—

প্রাভব-বৈভব-ভেদে বিলাস—দ্বিধাকার ।
বিলাসের বিলাস-ভেদ—অনন্ত প্রকার ॥ ১৮৫ ॥

(ক) প্রাভববিলাস—মথুরা ও দ্বারকা-পুরীতে আদি চতুর্ব্ব্যূহের চারিমূর্ত্তি ঃ—

প্রাভববিলাস—বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ ।
প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ,—মুখ্য চারিজন ॥ ১৮৬ ॥

তন্মধ্যে এক মূর্ত্তিতেই বলরাম—ব্রজে গোপাভিমানী ও পুরে ক্ষত্রিয়াভিমানী ; বিলাস-সংজ্ঞার হেতু ঃ—

ব্রজে গোপভাব রামের, পুরে ক্ষত্রিয়-ভাবন ।
বর্ণ-বেশ-ভেদ, তাতে 'বিলাস' তাঁর নাম ॥ ১৮৭ ॥

বৈভবপ্রকাশরূপে ও প্রাভববিলাস (আদি চতুর্ব্ব্যূহ)-রূপে ভাবভেদে একই বলরাম ঃ—

বৈভবপ্রকাশে আর প্রাভববিলাসে ।
একই মূর্ত্ত্যে বলদেব ভাব-ভেদে ভাসে ॥ ১৮৮ ॥

প্রাভববিলাস আদি-চতুর্ব্ব্যূহই সমগ্র চতুর্ব্ব্যূহরূপী বৈভববিলাসগণের কারণ ঃ—

আদি-চতুর্ব্ব্যূহ—কেহ নাহি ইঁহার সম ।
অনন্ত চতুর্ব্ব্যূহগণের প্রাকট্য-কারণ ॥ ১৮৯ ॥

তাঁহারাই পুরীর (মথুরা ও দ্বারকাধামের) অধীশ্বর ঃ—

কৃষ্ণের এই চারি প্রাভববিলাস ।
দ্বারকা-মথুরা-পুরে নিত্য ইঁহার বাস ॥ ১৯০ ॥

(১) আদি-চতুর্ব্ব্যূহ হইতে নাম ও অস্ত্র-বৈচিত্র্যে ২৪ মূর্ত্তি 'বৈভববিলাস' ঃ—

এই চারি হৈতে চব্বিশ মূর্ত্তি পরকাশ ।
***অস্ত্রভেদে নাম-ভেদ—বৈভববিলাস* ॥ ১৯১ ॥**

(ক) পুর হইতে আদি-চতুর্ব্ব্যূহসহ কৃষ্ণই বৈকুণ্ঠে দ্বিতীয়-চতুর্ব্ব্যূহসহ নারায়ণরূপে বিলাসবিগ্রহ ঃ—

পুনঃ কৃষ্ণ চতুর্ব্ব্যূহ লঞা পূর্ব্বরূপে ।
পরব্যোম-মধ্যে বৈসে নারায়ণরূপে ॥ ১৯২ ॥
তাঁহা হৈতে পুনঃ চতুর্ব্ব্যূহ-পরকাশ ।
আবরণরূপে চারিদিকে যাঁর বাস ॥ ১৯৩ ॥

(খ) দ্বিতীয় চতুর্ব্ব্যূহের প্রত্যেকের তিনমূর্ত্তি করিয়া প্রকাশ-বিগ্রহ—১২ মাসের ও ১২ টী তিলকের ১২ মূর্ত্তি দেবতা ঃ—

চারিজনের পুনঃ পৃথক্ তিন তিন মূর্ত্তি ।
কেশবাদি যথা হৈতে বিলাসের পূর্ত্তি ॥ ১৯৪ ॥

ঐ ১২ মূর্ত্তি বৈভববিলাসের পরিচয় ঃ—

চক্রাদি-ধারণ-ভেদে নাম-ভেদ সব ।
বাসুদেবের মূর্ত্তি—কেশব, নারায়ণ, মাধব ॥ ১৯৫ ॥
সঙ্কর্ষণের মূর্ত্তি—গোবিন্দ, বিষ্ণু, শ্রীমধুসূদন ।
এ অন্য গোবিন্দ—নহে ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥ ১৯৬ ॥
প্রদ্যুম্নের মূর্ত্তি—ত্রিবিক্রম, বামন, শ্রীধর ।
অনিরুদ্ধের মূর্ত্তি—হৃষীকেশ, পদ্মনাভ, দামোদর ॥১৯৭॥

তাঁহারাই ১২ মাসের ১২ মূর্ত্তি দেবতা ঃ—

দ্বাদশ-মাসের দেবতা—এই বার জন ।
মার্গশীর্ষে—কেশব, পৌষে—নারায়ণ ॥ ১৯৮ ॥
মাঘের দেবতা—মাধব, গোবিন্দ—ফাল্গুনে ।
চৈত্রে—বিষ্ণু, বৈশাখে—শ্রীমধুসূদনে ॥ ১৯৯ ॥
জৈষ্ঠ্যে—ত্রিবিক্রম, আষাঢ়ে—বামন দেবেশ ।
শ্রাবণে—শ্রীধর, ভাদ্রে—দেব হৃষীকেশ ॥ ২০০ ॥

অনুভাষ্য

১৮৪। বিলাস,—আদি, ১ম পঃ ৭৭সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

স্বাংশ—লঘুভাগবতামৃতে পূর্ব্বখণ্ডে ১৭ শ্লোক—"তাদৃশো ন্যূনশক্তিং যো ব্যনক্তি স্বাংশ ঈরিতঃ। সঙ্কর্ষণাদি মৎস্যাদির্যথা তত্তৎস্বধামসু।।" স্বয়ংরূপের সহিত অভিন্ন হইয়াও যিনি বিলাস অপেক্ষা ন্যূন (অল্পতর) শক্তি প্রকাশ করেন, তাঁহাকে 'স্বাংশ' বলে ; যেমন নিজ নিজ ধামে বিরাজমান সঙ্কর্ষণাদি পুরুষাবতার ও মৎস্যাদি লীলাবতার, মন্বন্তরাবতার ও যুগাবতারগণ।

১৮৮। শ্রীবলদেব—কৃষ্ণের বৈভবপ্রকাশ ; তিনিই আদি-চারিব্যূহ বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ,—এই প্রাভব-বিলাসচতুষ্টয়ে ভাবভেদে প্রকাশিত।

১৮৯। অনন্ত চতুর্ব্ব্যূহের গণ আদি-চতুর্ব্ব্যূহের তুল্য নহেন ; আদি চারিব্যূহ—প্রাভববিলাস, অন্য চারি ব্যূহগণ—বৈভববিলাস ; বৈভববিলাসের প্রাকট্যলাভের কারণই প্রাভব-বিলাস।

১৯০। পরব্যোমের উপরিভাগে গোলোকের ত্রিবিধ প্রকোষ্ঠের মধ্যে মথুরা ও দ্বারকাপুরীতে কৃষ্ণের প্রাভববিলাস নিত্য অবস্থিত। গোকুলে বৈভব-প্রকাশ বলদেব নিত্য-বিরাজমান। প্রাভববিলাস-চতুষ্টয় হইতে প্রত্যেকের চারিহস্তে অস্ত্রভেদে চতুর্ব্বিংশতি মূর্ত্তিরূপে বৈভববিলাস প্রকাশিত।

আশ্বিনে—পদ্মনাভ, কার্ত্তিকে—দামোদর ।
'রাধা-দামোদর' অন্য ব্রজেন্দ্র-কোঙর ॥ ২০১ ॥

আবার তাঁহারাই ১২ টী তিলকমন্ত্রের ১২ মূর্ত্তি দেবতা ঃ—

দ্বাদশ-তিলক-মন্ত্র এই দ্বাদশ নাম ।
আচমনে এই নামে স্পর্শি তত্তৎস্থান ॥ ২০২ ॥

(গ) দ্বিতীয় চতুর্ব্ব্যূহের প্রত্যেকের দুইমূর্ত্তি করিয়া বিলাস-বিগ্রহ—অষ্ট বৈভববিলাস ঃ—

এই চারিজনের বিলাস-মূর্ত্তি আর অষ্ট জন ।
তাঁ সবার নাম কহি, শুন, সনাতন ॥ ২০৩ ॥
পুরুষোত্তম, অচ্যুত, নৃসিংহ, জনার্দ্দন ।
হরি, কৃষ্ণ অধোক্ষজ, উপেন্দ্র,—অষ্টজন ॥ ২০৪ ॥
বাসুদেবের বিলাস দুই—অধোক্ষজ, পুরুষোত্তম ।
সঙ্কর্ষণের বিলাস—উপেন্দ্র, অচ্যুত, দুইজন ॥ ২০৫ ॥
প্রদ্যুম্নের বিলাস—নৃসিংহ, জনার্দ্দন ।
অনিরুদ্ধের বিলাস—হরি, কৃষ্ণ, দুইজন ॥ ২০৬ ॥

প্রাভববিলাস আদি-চতুর্ব্ব্যূহেরই বিলাস—বৈভববিলাস ; অস্ত্রভেদে নাম-বৈচিত্র্য ঃ—

এই চব্বিশ মূর্ত্তি—প্রাভববিলাস প্রধান ।
অস্ত্রধারণ-ভেদে ধরে ভিন্ন ভিন্ন নাম ॥ ২০৭ ॥

বেশ ও আকারভেদে পুনরায় ইঁহাদেরই বিলাস-বৈভব-বৈচিত্র্য ঃ—

ইঁহার মধ্যে যাহার হয় আকার-বেশ-ভেদ ।
সেই সেই হয় বিলাস-বৈভব-বিভেদ ॥ ২০৮ ॥

আকারে বৈচিত্র্যযুক্ত বিষ্ণুমূর্ত্তিগণ ঃ—

পদ্মনাভ, ত্রিবিক্রম, নৃসিংহ, বামন ।
হরি, কৃষ্ণ আদি হয় 'আকারে' বিলক্ষণ ॥ ২০৯ ॥

দ্বিতীয়-চতুর্ব্ব্যূহ ব্যতীত অবশিষ্ট ২০ মূর্ত্তি বিলাস-বিগ্রহ ঃ—

কৃষ্ণের প্রাভববিলাস—বাসুদেবাদি চারিজন ।
সেই চারিজনার বিলাস—বিংশতি গণন ॥ ২১০ ॥

অষ্টদিকের প্রত্যেকদিকে তিনমূর্ত্তি করিয়া ২৪ মূর্ত্তিই বৈকুণ্ঠে স্ব-স্ব-ধামে নিত্য বিরাজমান ঃ—

ইঁহা সবার পৃথক্ বৈকুণ্ঠ—পরব্যোম-ধামে
পূর্ব্বাদি অষ্টদিকে তিন তিন ক্রমে ॥ ২১১ ॥

কোন কোন তদেকাত্মরূপের স্ব-স্ব-ধামসহ ব্রহ্মাণ্ডে অধিষ্ঠান ঃ—

যদ্যপি পরব্যোম সবাকার নিত্যধাম ।
তথাপি ব্রহ্মাণ্ডে কারো কাঁহো সন্নিধান ॥ ২১২ ॥

বৈকুণ্ঠে দ্বিতীয়-চতুর্ব্ব্যূহাবরণসহ নারায়ণ, তদুপরি গোলোকে অর্থাৎ পুরে আদি-চতুর্ব্ব্যূহাবরণ-সহ দেবকীনন্দন ও গোকুলে যশোদানন্দন ঃ—

পরব্যোম-মধ্যে নারায়ণের নিত্য-স্থিতি ।
পরব্যোম-উপরি কৃষ্ণলোকের বিভূতি ॥ ২১৩ ॥

গোলোকে তিনটী প্রকোষ্ঠ ঃ—

এক 'কৃষ্ণলোক' হয় ত্রিবিধপ্রকার ।
গোকুলাখ্য, মথুরাখ্য, দ্বারকাখ্য আর ॥ ২১৪ ॥

অনুভাষ্য

১৯২। উপরিভাগ গোলোকের নিম্নভাগে পরব্যোমে কৃষ্ণই চতুর্ভুজ-বিশিষ্ট হইয়া নারায়ণরূপে অবস্থিত।

১৯৩। পরব্যোমনাথ নারায়ণ হইতে পুনরায় আবরণরূপে চারিদিকে অনন্ত চতুর্ব্ব্যূহ প্রকাশিত।

২০২। ১২টী তিলকমন্ত্রে ১২টী বিষ্ণুনাম—"ললাটে কেশবং ধ্যায়েন্নারায়ণমথোদরে। বক্ষঃস্থলে মাধবন্তু গোবিন্দং কণ্ঠ-কূপকে।। বিষ্ণুঞ্চ দক্ষিণে কুক্ষৌ বাহৌ চ মধুসূদনম্। ত্রিবিক্রমং কন্ধরে তু বামনং বামপার্শ্বকে।। শ্রীধরং বামবাহৌ তু হৃষীকেশন্তু কন্ধরে। পৃষ্ঠে চ পদ্মনাভঞ্চ কট্যাং দামোদরং ন্যসেৎ।।"

বৈষ্ণবাচমন (হঃ ভঃ বিঃ ৩য় বিঃ ১০২ সংখ্যা)—"ত্রিঃপানে কেশবং নারায়ণং মাধবমপ্যথ। প্রক্ষালনে দ্বয়োঃ পাণ্যোর্গোবিন্দং বিষ্ণুমপ্যুভৌ।। মধুসূদনমেকঞ্চ মার্জ্জনেঽন্যং ত্রিবিক্রমম্। উন্মার্জ্জনেঽপ্যধরয়োর্বামন-শ্রীধরাবুভৌ।। প্রক্ষালনে পুনঃ পাণ্যোর্হৃষীকেশঞ্চ পাদয়োঃ। পদ্মনাভং প্রোক্ষণে তু মূর্দ্ধ্নোদামোদরং ততঃ।। বাসুদেবং মুখে সঙ্কর্ষণং প্রদ্যুম্নমিত্যুভৌ। নাসয়োর্নেত্রযুগলেঽনিরুদ্ধং পুরুষোত্তমম্।। অধোক্ষজং নৃসিংহঞ্চ কর্ণয়োর্নাভিতোঽচ্যুতম্। জনার্দ্দনঞ্চ হৃদয়ে উপেন্দ্রং মস্তকে ততঃ।। দক্ষিণে তু হরিং বাহৌ বামে কৃষ্ণং যথাবিধি। নমোঽন্তঞ্চ চতুর্থ্যন্তমাচমেৎ ক্রমতো জপন্।।"*

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২০২। আচমন—আহ্নিকপূজার পর মুখে যে জল স্পর্শরূপ আচমন বিহিত, তাহা।

** তিনবার আচমনকালে কেশব, নারায়ণ ও মাধবকে, অনন্তর দুই হস্তের প্রক্ষালনে উভয় গোবিন্দ ও বিষ্ণুকে, এক হস্ত মার্জ্জনে মধুসূদনকে ও অন্য হস্ত মার্জ্জনে ত্রিবিক্রমকে, অধর ও ওষ্ঠের মার্জ্জনে বামন ও শ্রীধর উভয়কে, পুনঃ হস্তদ্বয়ের প্রক্ষালনে হৃষীকেশকে, পদদ্বয়ের ধৌতকালে পদ্মনাভকে এবং তৎপশ্চাৎ শিরোদেশ-প্রক্ষালনে দামোদরকে, মুখ-প্রক্ষালনে বাসুদেবকে, নাসাদ্বয়-প্রক্ষালনে সঙ্কর্ষণ ও প্রদ্যুম্ন উভয়কে, নেত্রযুগলে অনিরুদ্ধ ও পুরুষোত্তমকে, কর্ণদ্বয়ে অধোক্ষজ ও নৃসিংহকে, নাভিদেশে অচ্যুতকে, হৃদয়ে জনার্দ্দনকে, তদনন্তর মস্তকে উপেন্দ্রকে, দক্ষিণবাহুতে হরিকে ও বাম বাহুতে কৃষ্ণকে যথাবিধি ক্রমানুসারে চতুর্থী বিভক্তি সংযোগে অন্তে 'নমঃ'-শব্দসহকারে জপ করিতে করিতে আচমন করিবে।*

ব্রহ্মাণ্ডে ২৪টী বিভিন্ন স্থানে ঐ ২৪ মূর্ত্তির স্ব-স্ব-ধামসহ অধিষ্ঠান ঃ—

মথুরাতে কেশবের নিত্য সন্নিধান ।
নীলাচলে পুরুষোত্তম—'জগন্নাথ' নাম ॥ ২১৫ ॥
প্রয়াগে মাধব, মন্দারে শ্রীমধুসূদন ।
আনন্দারণ্যে বাসুদেব, পদ্মনাভ, জনার্দ্দন ॥ ২১৬ ॥
বিষ্ণুকাঞ্চীতে বিষ্ণু রহে, হরি মায়াপুরে ।
ঐছে আর নানা মূর্ত্তি ব্রহ্মাণ্ড-ভিতরে ॥ ২১৭ ॥

ভক্ত-তোষণ, ধর্ম্মসংস্থাপন ও অধর্ম্মনাশরূপ বিলাস বা লীলার নিমিত্তই ব্রহ্মাণ্ডে তাঁহাদের প্রাকট্য ঃ—

এইমত ব্রহ্মাণ্ড-মধ্যে সবার 'পরকাশ' ।
সপ্তদ্বীপে নবখণ্ডে যাঁহার বিলাস ॥ ২১৮ ॥
সর্ব্বত্র প্রকাশ তাঁর—ভক্তে সুখ দিতে ।
জগতের অধর্ম্ম নাশি' ধর্ম্ম স্থাপিতে ॥ ২১৯ ॥

তন্মধ্যে কেহ কেহ জগতে অবতীর্ণ ঃ—

ইঁহার মধ্যে কারো হয় 'অবতারে' গণন ।
যৈছে বিষ্ণু, ত্রিবিক্রম, নৃসিংহ, বামন ॥ ২২০ ॥

অস্ত্রভেদে পরস্পরের নাম-বৈচিত্র্য ঃ—

অস্ত্রধৃতি-ভেদ—নাম-ভেদের কারণ ।
চক্রাদি-ধারণ-ভেদ শুন, সনাতন ॥ ২২১ ॥
দক্ষিণাধো হস্ত হৈতে বামাধঃ পর্য্যন্ত ।
চক্রাদি অস্ত্রধারণ-গণনার অন্ত ॥ ২২২ ॥

সিদ্ধার্থ-সংহিতা-কথিত ২৪ মূর্ত্তি ঃ—

সিদ্ধার্থ-সংহিতা করে চব্বিশ মূর্ত্তি গণন ।
তার মতে আগে কহি চক্রাদি-ধারণ ॥ ২২৩ ॥

পরব্যোমে দ্বিতীয়-চতুর্ব্যূহের অস্ত্রভেদ ঃ—

বাসুদেব—গদা-শঙ্খ-চক্র-পদ্মধর ।
সঙ্কর্ষণ—গদা-শঙ্খ-পদ্ম-চক্রকর ॥ ২২৪ ॥
প্রদ্যুম্ন—চক্র-শঙ্খ-গদা-পদ্মধর ।
অনিরুদ্ধ—চক্র-গদা-শঙ্খ-পদ্মকর ॥ ২২৫ ॥
পরব্যোমে বাসুদেবাদি—নিজ নিজ অস্ত্রধর ।
তাঁর মত কহি, যে-সব অস্ত্রকর ॥ ২২৬ ॥

পরব্যোমে অবশিষ্ট ২০ মূর্ত্তির অস্ত্র-ভেদ-বর্ণন ঃ—

শ্রীকেশব—পদ্ম-শঙ্খ-চক্র-গদাধর ।
নারায়ণ—শঙ্খ-পদ্ম-গদা-চক্রধর ॥ ২২৭ ॥
শ্রীমাধব—গদা-চক্র-শঙ্খ-পদ্মকর ।
শ্রীগোবিন্দ—চক্র-গদা-পদ্ম-শঙ্খধর ॥ ২২৮ ॥
বিষ্ণুমূর্ত্তি—গদা-পদ্ম-শঙ্খ চক্রকর ।
মধুসূদন—চক্র-শঙ্খ-পদ্ম-গদাধর ॥ ২২৯ ॥
ত্রিবিক্রম—পদ্ম-গদা-চক্র-শঙ্খকর ।
শ্রীবামন—শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধর ॥ ২৩০ ॥
শ্রীধর—পদ্ম-চক্র-গদা-শঙ্খকর ।
হৃষীকেশ—গদা-চক্র-পদ্ম-শঙ্খধর ॥ ২৩১ ॥

অনুভাষ্য

২১৫-২১৭। ব্রহ্মাণ্ডে অর্চ্চা-মূর্ত্তিরূপে মথুরায় 'কেশব', নীলাচলে 'পুরুষোত্তম জগন্নাথ', প্রয়াগে 'বিন্দুমাধব' ; মন্দারে 'মধুসূদন', কেরলদেশে দাক্ষিণাত্যে আনন্দারণ্যে 'বাসুদেব', 'পদ্মনাভ' ও 'জনার্দ্দন', বিষ্ণুকাঞ্চীতে 'বরদরাজ বিষ্ণু', মায়াপুরে 'হরি' এবং অন্যান্যস্থানে নানামূর্ত্তিতে ভগবান্ বিরাজমান আছেন।

২১৮। সপ্তদ্বীপ,—(সিদ্ধান্তশিরোমণিতে গোলাধ্যায়ে গোল-প্রশংসা-প্রকরণে)—"ভূমেরর্দ্ধং ক্ষীরসিন্ধোরুদকস্থং জম্বুদ্বীপং প্রাহুরাচার্য্যবর্য্যাঃ। অর্দ্ধেঽন্যস্মিন্ দ্বীপষট্‌কস্য যাম্যে ক্ষারক্ষীরাদ্যম্বুধীনাং নিবেশঃ।। শাকং ততঃ শাল্মলমত্র কৌশং ক্রৌঞ্চঞ্চ গোমেদকপুষ্করে চ। দ্বয়োর্দ্বয়োরন্তরমেকমেকং সমুদ্রয়োর্দ্বীপমুদাহরন্তি।।"*—(১) জম্বু, (২) শাক, (৩) শাল্মলী, (৪) কুশ, (৫) ক্রৌঞ্চ, (৬) গোমেদ বা প্লক্ষ ও (৭) পুষ্কর,—এই সপ্তদ্বীপ।

অনুভাষ্য

নবখণ্ড,—(১) ভারত, (২) কিন্নর (কিংপুরুষ), (৩) হরি, (৪) কুরু, (৫) হিরণ্ময়, (৬) রম্যক (রমণক), (৭) ইলাবৃত, (৮) ভদ্রাশ্ব, (৯) কেতুমাল—এই নবখণ্ড বা বর্ষ (জম্বুদ্বীপের নব অংশ) ; পর্ব্বতদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী প্রদেশকে 'খণ্ড' বা 'বর্ষ' বলে—গোলাধ্যায়ে ভুবনকোষ দ্রষ্টব্য।

২২২। চতুর্ভুজ বিষ্ণুর দক্ষিণদিকের নিম্নস্থ হস্তে, দক্ষিণদিকের ঊর্দ্ধস্থ হস্তে, বামদিকের ঊর্দ্ধস্থ হস্তে এবং বামদিকের নিম্নস্থ হস্তে পর্য্যায়ক্রমে চারিপ্রকার অস্ত্র লিখিত হইয়াছে।

২২৩। চব্বিশমূর্ত্তি—১। বাসুদেব, ২। সঙ্কর্ষণ, ৩। প্রদ্যুম্ন, ৪। অনিরুদ্ধ, ৫। কেশব, ৬। নারায়ণ, ৭। মাধব, ৮। গোবিন্দ, ৯। বিষ্ণু, ১০। মধুসূদন, ১১। ত্রিবিক্রম, ১২। বামন, ১৩। শ্রীধর, ১৪। হৃষীকেশ, ১৫। পদ্মনাভ, ১৬। দামোদর, ১৭।

** পৃথিবীর মধ্যস্থলে লবণসমুদ্র, ইহার উত্তরে পৃথিবীর অর্দ্ধাংশ, দক্ষিণে অর্দ্ধাংশ। উত্তরের অর্দ্ধাংশের নাম জম্বুদ্বীপ, দক্ষিণের অর্দ্ধাংশে ৭টী সমুদ্র ও ৬টী দ্বীপ। প্রথমে লবণসমুদ্র, তাহার পর দুগ্ধসমুদ্র—যাহা হইতে অমৃত, চন্দ্র ও লক্ষ্মীর উদ্ভব হইয়াছে এবং যাহাতে ব্রহ্মাদি দেবগণপূজিত চরণকমল ও সকল ভুবনাশ্রয় ভগবান্ বাসুদেব বাস করেন। তাহার পর পর্য্যায়ক্রমে দধি, ঘৃত, ইক্ষু, মদ্য ও সর্ব্বশেষে স্বাদুদক-সমুদ্র। পৃথিবীর (লবণসমুদ্রের) দক্ষিণার্দ্ধে প্রথমে শাকদ্বীপ, তৎপর পর্য্যায়ক্রমে শাল্মল, কৌশ, ক্রৌঞ্চ, গোমেদক এবং পুষ্করদ্বীপ। দুই দুই সমুদ্রের মধ্যে এক এক দ্বীপ অবস্থিত।*

পদ্মনাভ—শঙ্খ-পদ্ম-চক্র-গদাকর ।
দামোদর—পদ্ম-চক্র-গদা-শঙ্খধর ॥ ২৩২ ॥

পুরুষোত্তম—চক্র-পদ্ম-শঙ্খ-গদাধর ।
শ্রীঅচ্যুত—গদা-পদ্ম-চক্র-শঙ্খধর ॥ ২৩৩ ॥

শ্রীনৃসিংহ—চক্র-পদ্ম-গদা-শঙ্খধর ।
জনার্দ্দন—পদ্ম-চক্র-শঙ্খ-গদাকর ॥ ২৩৪ ॥

শ্রীহরি—শঙ্খ-চক্র-পদ্ম-গদাকর ।
শ্রীকৃষ্ণ—শঙ্খ-গদা-পদ্ম-চক্রকর ॥ ২৩৫ ॥

অধোক্ষজ—পদ্ম-গদা-শঙ্খ-চক্রকর ।
উপেন্দ্র—শঙ্খ-গদা-চক্র-পদ্মকর ॥ ২৩৬ ॥

হয়শীর্ষ-পঞ্চরাত্রে কথিত ১৬ মূর্ত্তির অস্ত্র-ভেদ-বর্ণন ঃ—

হয়শীর্ষ-পঞ্চরাত্রে কহে ষোলজন ।
তার মতে কহি এবে চক্রাদি-ধারণ ॥ ২৩৭ ॥

কেশব-ভেদে পদ্ম-শঙ্খ-গদা-চক্রধর ।
মাধব-ভেদে চক্র-গদা-শঙ্খ-পদ্মকর ॥ ২৩৮ ॥

নারায়ণ-ভেদে নানা অস্ত্র-ভেদ-ধর ।
ইত্যাদিক ভেদ এই সব অস্ত্রকর ॥ ২৩৯ ॥

অনুভাষ্য

পুরুষোত্তম, ১৮। অচ্যুত, ১৯। নৃসিংহ, ২০। জনার্দ্দন, ২১। হরি, ২২। কৃষ্ণ, ২৩। অধোক্ষজ ও ২৪। উপেন্দ্র।

২২৪-২৩৬। সিদ্ধার্থ-সংহিতায়—(হঃ ভঃ বিঃ ৫ম বিঃ ১৭৬ ও ১৭৭ সংখ্যা)"বাসুদেবো গদাশঙ্খচক্রপদ্মধরো মতঃ। পদ্মং শঙ্খং তথা চক্রং গদাং বহতি কেশবঃ। শঙ্খং পদ্মং গদাঞ্চক্রং ধত্তে নারায়ণঃ সদা। গদাং চক্রং তথা শঙ্খং পদ্মং বহতি মাধবঃ॥ চক্রং পদ্মং তথা শঙ্খং গদাঞ্চ পুরুষোত্তমঃ। পদ্মং কৌমোদকীং শঙ্খং চক্রং ধত্তেঽপ্যধোক্ষজঃ। সঙ্কর্ষণো গদাশঙ্খপদ্মচক্রধরঃ স্মৃতঃ। চক্রং গদাং পদ্মশঙ্খৌ গোবিন্দো ধরতে ভুজৈঃ॥ গদাং পদ্মং তথা শঙ্খং চক্রং বিষ্ণুর্ব্বিভর্ত্তি যঃ। চক্রং শঙ্খং তথা পদ্মং গদাঞ্চ মধুসূদনঃ। গদাং সরোজং চক্রঞ্চ শঙ্খং ধত্তেঽচ্যুতঃ সদা। শঙ্খং কৌমোদকীং চক্রমুপেন্দ্রঃ পদ্মমুদ্বহেৎ। চক্রশঙ্খগদাপদ্মধরঃ প্রদ্যুম্ন উচ্যতে। পদ্মং কৌমোদকীং চক্রং শঙ্খং ধত্তে ত্রিবিক্রমঃ॥ শঙ্খং চক্রং গদাং পদ্মং বামনো বহতে সদা। পদ্মং চক্রং গদাং শঙ্খং শ্রীধরো বহতে ভুজৈঃ॥ চক্রং পদ্মং গদাং শঙ্খং নরসিংহো বিভর্ত্তি যঃ। পদ্মং সুদর্শনং শঙ্খং গদাং ধত্তে জনার্দ্দনঃ॥ অনিরুদ্ধশ্চক্রগদাশঙ্খপদ্মলসদ্ভুজঃ। হৃষীকেশো গদাং চক্রং পদ্মং শঙ্খঞ্চ ধারয়েৎ॥ পদ্মনাভো বহেৎ শঙ্খং পদ্মং চক্রং গদাং তথা। পদ্মং চক্রং গদাং শঙ্খং ধত্তে দামোদরঃ সদা॥ শঙ্খং চক্রং সরোজঞ্চ গদাং বহতি যো হরিঃ। শঙ্খং কৌমোদকীং পদ্মং চক্রং কৃষ্ণো বিভর্ত্তি যঃ। এতাশ্চ মূর্ত্তয়ো জ্ঞেয়া দক্ষিণাধঃ-করক্রমাৎ॥"

২৩৭। ষোলজন,—১। বাসুদেব, ২। সঙ্কর্ষণ, ৩। প্রদ্যুম্ন, ৪। অনিরুদ্ধ, ৫। কেশব, ৬। নারায়ণ, ৭। মাধব, ৮। গোবিন্দ, ৯। বিষ্ণু, ১০। মধুসূদন, ১১। ত্রিবিক্রম, ১২। বামন, ১৩। শ্রীধর, ১৪। হৃষীকেশ, ১৫। পদ্মনাভ ও ১৬। দামোদর।

২৩৮-২৩৯। হয়শীর্ষ-পঞ্চরাত্রে (হঃ ভঃ বিঃ ৫ম বিঃ ১৬৮-১৭৫)—"আদিমূর্ত্তির্বাসুদেবঃ সঙ্কর্ষণমথাসৃজৎ। চতুর্মূর্ত্তিঃ পরং প্রোক্তমেকৈকো ভিদ্যতে ত্রিধা। কেশবাদিপ্রভেদেন মূর্ত্তির্দ্বাদশকং স্মৃতম্॥ পঙ্কজং দক্ষিণে দদ্যাৎ পাঞ্চজন্যং তথোপরি। বামোপরি গদা যস্য চক্রং চাধো ব্যবস্থিতম্॥ আদিমূর্ত্তেস্তু ভেদোঽয়ং কেশবেতি প্রকীর্ত্ত্যতে। অধরোত্তরভাবেন কৃতমেতত্তু যত্র বৈ। নারায়ণাখ্যা সা মূর্ত্তিঃ স্থাপিতা ভুক্তিমুক্তিদা॥ সব্যাধঃ পঙ্কজং যস্য পাঞ্চজন্যং তথোপরি। দক্ষিণোর্দ্ধ্বং গদা যস্য চক্রং চাধো ব্যবস্থিতম্। আদিমূর্ত্তেস্তু ভেদোঽয়ং মাধবেতি প্রকীর্ত্ত্যতে॥ দক্ষিণাধঃস্থিতং চক্রং গদা যস্যোপরি স্থিতা। বামোর্দ্ধ্বসংস্থিতং পদ্মং শঙ্খং চাধো ব্যবস্থিতম্। সঙ্কর্ষণস্য ভোদোঽয়ং গোবিন্দেতি প্রকীর্ত্ত্যতে॥ দক্ষিণোপরি পদ্মন্তু গদা চাধো ব্যবস্থিতা। সঙ্কর্ষণস্য ভেদোঽয়ং বিষ্ণুরিত্যভিশব্দতে॥ দক্ষিণোপরি শঙ্খঞ্চ চক্রং চাধঃ প্রদৃশ্যতে॥ বামোপরি তথা পদ্মং গদা চাধঃ প্রদৃশ্যতে। মধুসূদননামায়াং ভেদঃ সঙ্কর্ষণস্য চ॥ বামোর্দ্ধ্বসংস্থিতঞ্চক্রমধঃ শঙ্খং প্রদৃশ্যতে। ব্রহ্মাণ্ডগং বামপদং দক্ষিণং শেষপৃষ্ঠগম্। বলিবন্ধনসংযুক্তং বামনঞ্চাপ্যধঃস্থিতম্॥ বামোর্দ্ধ্বে কৌমোদী যস্য পুণ্ডরীকমধঃস্থিতম্। দক্ষিণোর্দ্ধ্বং সহস্রারং পাঞ্চজন্যমধঃস্থিতম্। সপ্ততালপ্রমাণেন বামনং কারয়েৎ সদা॥ ঊর্দ্ধ্বং দক্ষিণতশ্চক্রমধঃ পদ্মং ব্যবস্থিতম্। পদ্মা পদ্মকরা বামে পার্শ্বে যস্য ব্যবস্থিতা। স্থিতো বাপ্যুপবিষ্টো বা সানুরাগো বিলাসবান্। প্রদ্যুম্নস্য হি ভেদোঽয়ং শ্রীধরেতি প্রকীর্ত্ত্যতে॥ দক্ষিণোর্দ্ধ্বং মহাচক্রং কৌমোদী তদধঃস্থিতা। বামোর্দ্ধ্বে নলিনং যস্য অধঃ শঙ্খং বিরাজতে। হৃষীকেশেতি বিজ্ঞেয়ঃ স্থাপিতঃ সর্ব্বকামদঃ॥ দক্ষিণোর্দ্ধ্বে পুণ্ডরীকং পাঞ্চজন্যমধস্তথা। বামোর্দ্ধ্বে সংস্থিতং চক্রং কৌমোদী তদধঃস্থিতা। পদ্মনাভেতি সা মূর্ত্তিঃ স্থাপিতা মোক্ষদায়িনী॥ দক্ষিণোর্দ্ধ্বে পাঞ্চজন্যমধস্তাত্তু কুশেশয়ম্। সব্যোর্দ্ধ্বে কৌমোদী চৈব হেতিরাজমধঃস্থিতম্। অনিরুদ্ধস্য ভেদোঽয়ং দামোদর ইতি স্মৃতঃ॥ এতেষান্তু স্ত্রিয়ৌ কার্য্যে পদ্মবীণাধরে শুভে। ইতি ক্রমেণ মার্গাদিমাসাধিপাঃ কেশবাদয়ো দ্বাদশ॥*

** হয়শীর্ষ-পঞ্চরাত্র অনুসারে—আদিমূর্ত্তি বাসুদেব সঙ্কর্ষণকে প্রকাশ করেন। এইরূপে প্রধানরূপে কথিত চারিমূর্ত্তি (বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ) প্রত্যেকে তিন মূর্ত্তিতে বিভক্ত। তাঁহারা কেশবাদি-প্রভেদে দ্বাদশ-মূর্ত্তি বলিয়া কথিত। যাঁহার দক্ষিণভাগে নিম্নহস্তে পদ্ম এবং তদুপরি (অর্থাৎ ঊর্দ্ধহস্তে) পাঞ্চজন্য-শঙ্খ, বাম ঊর্দ্ধহস্তে গদা এবং নিম্নে চক্র—আদিমূর্ত্তি বাসুদেবের এই ভেদ 'কেশব'-নামে*

ব্রজেন্দ্রনন্দনের দুই নাম ঃ—

'স্বয়ং ভগবান্', আর 'লীলা-পুরুষোত্তম'।
এই দুই নাম ধরে ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥ ২৪০ ॥

মথুরা ও দ্বারকার আবরণরূপে নবব্যূহ ঃ—

পুরীর আবরণরূপে পুরীর নবদেশে।
নবব্যূহরূপে নবমূর্ত্তি পরকাশে ॥ ২৪১ ॥

নবব্যূহের পরিচয় ঃ—

লঘুভাগবতামৃতে (১।৪৫১)—

চত্বারো বাসুদেবাদ্যা নারায়ণনৃসিংহকৌ।
হয়গ্রীবো বরাহশ্চ ব্রহ্মা চেতি নবোদিতাঃ ॥ ২৪২ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২৪২। বাসুদেবাদি চারিজন, নারায়ণ, নৃসিংহ, হয়গ্রীব, বরাহ ও ব্রহ্মা,—এই নয়জন।

অনুভাষ্য

২৪১। এইস্থলে দ্রষ্টব্য এই যে, এই নবব্যূহের অন্তর্গত বরাহ ও হয়গ্রীব 'বৈভবাবস্থ' অবতার হইয়াও পরাবস্থ-তুল্য।

২৪২। বাসুদেবাদ্যাঃ (বাসুদেবসঙ্কর্ষণ-প্রদ্যুম্নানিরুদ্ধাঃ) চত্বারঃ (দ্বিতীয়-ব্যূহাঃ) নারায়ণনৃসিংহকৌ (নারায়ণঃ নৃসিংহশ্চ দ্বৌ), হয়গ্রীবঃ, বরাহশ্চ, ব্রহ্মা চ ইতি নবমূর্ত্তয়ঃ (ব্যূহাঃ) উদিতাঃ (কথিতাঃ—"তত্র ব্রহ্মা তু বিজ্ঞেয়ঃ পূর্ব্বোক্তবিধয়া হরিঃ" ইতি, "ভবেৎ ক্বচিন্মহাকল্পে ব্রহ্মা জীবোঽপ্যুপাসনৈঃ। ক্বচিদত্র মহাবিষ্ণুর্ব্রহ্মত্বং প্রতিপদ্যতে।।" ইতি পাদ্মবচনোক্তরীত্যা ব্রহ্মণোঽত্রেশ্বরকোটিত্বং জ্ঞেয়ম্ *)।

এতাবৎ কৃষ্ণস্বরূপের ছয়প্রকার বিলাসের অন্তর্গত প্রাভব ও বৈভবরূপ দ্বিবিধ প্রকাশের বিলাস বর্ণিত ; এক্ষণে স্বাংশ ও শক্ত্যাবেশরূপ দ্বিবিধাবতার বক্ষ্যমাণ ঃ—

প্রকাশ-বিলাসের এই কৈলুঁ বিবরণ।
স্বাংশের ভেদ এবে শুন, সনাতন ॥ ২৪৩ ॥

স্বাংশের প্রধানতঃ দুই রূপ—(১) প্রকৃতির অধিষ্ঠাতা চালক,(২) সাধুর পালক ও অসাধুর বিনাশকরূপে নানা অবতার ঃ—

সঙ্কর্ষণ, মৎস্যাদিক,—দুই ভেদ তাঁর।
সঙ্কর্ষণ—পুরুষাবতার, মৎস্যাদি—অবতার ॥ ২৪৪ ॥

ছয়প্রকার অবতার ঃ—

অবতার হয় কৃষ্ণের ষড়্‌বিধ প্রকার।
পুরুষাবতার এক, লীলাবতার আর ॥ ২৪৫ ॥

অনুভাষ্য

২৪৫। পুরুষাবতার—মহাসঙ্কর্ষণ হইতে কারণোদকশায়ী (ভাঃ ১১।৪।৩), গর্ভোদকশায়ী (ভাঃ ১।৩।২-৩) ও ক্ষীরোদকশায়ী (ভাঃ ১।১৮।২১, ২।২।৮, ২।৮।১৬, ১০।৮৮।৫)—এই তিন মূর্ত্তি।

লীলাবতার—(ভাঃ ১ম স্কঃ ৩য় অঃ দ্রষ্টব্য) ১। চতুঃসন, ২। নারদ, ৩। বরাহ, ৪। মৎস্য, ৫। যজ্ঞ, ৬। নরনারায়ণ, ৭। কার্দ্দমি কপিল, ৮। দত্ত (আত্রেয়—ভাঃ ২।৭।৪), ৯। হয়শীর্ষা (ভাঃ ২।৭।১১), ১০। হংস (ভাঃ ২।৭।১৯), ১১।ধ্রুবপ্রিয় বা পৃশ্নিগর্ভ (ভাঃ ২।৭।৮), ১২। ঋষভ, ১৩। পৃথু, ১৪। নৃসিংহ, ১৫। কূর্ম্ম, ১৬। ধন্বন্তরি, ১৭। মোহিনী, ১৮। বামন, ১৯। ভার্গব পরশুরাম, ২০। রাঘবেন্দ্র, ২১। ব্যাস, ২২। প্রলম্বারি বলরাম, ২৩। কৃষ্ণ, ২৪। বুদ্ধ, ২৫। কল্কি—এই ২৫ মূর্ত্তি লীলাবতার ;

প্রকীর্ত্তিত। কেশব-মূর্ত্তির অস্ত্রধারণের বিপরীতক্রমে যে-মূর্ত্তিতে অস্ত্রধারণ হইয়া থাকে তিনি ভুক্তিমুক্তিপ্রদাতা 'নারায়ণ'-নামে কথিত হন। যাঁহার বাম নিম্ন হস্তে পদ্ম এবং ঊর্দ্ধহস্তে পাঞ্চজন্য-শঙ্খ, দক্ষিণ ঊর্দ্ধহস্তে গদা এবং নিম্নহস্তে চক্র—আদিমূর্ত্তির এই ভেদ 'মাধব'-নামে খ্যাত। যাঁহার দক্ষিণ নিম্নহস্তে চক্র এবং ঊর্দ্ধে গদা, বাম ঊর্দ্ধহস্তে পদ্ম এবং নিম্নে শঙ্খ—সঙ্কর্ষণের এই ভেদ 'গোবিন্দ'-নামে প্রকীর্ত্তিত। দক্ষিণ ঊর্দ্ধহস্তে পদ্ম ও নিম্নহস্তে গদা (বাম ঊর্দ্ধহস্তে শঙ্খ ও নিম্নহস্তে চক্র)—সঙ্কর্ষণের এই ভেদে 'বিষ্ণু'-নামে কথিত হয়। যাঁহার দক্ষিণ ঊর্দ্ধহস্তে শঙ্খ ও নিম্নে চক্র দৃষ্ট হয়, বাম ঊর্দ্ধহস্তে পদ্ম ও নিম্নে গদা দৃষ্ট হয়—সঙ্কর্ষণের এই ভেদ 'মধুসূদন'-নামে কথিত। যাঁহার (দক্ষিণ নিম্নহস্তে পদ্ম ও ঊর্দ্ধে গদা) বাম ঊর্দ্ধকরে চক্র ও নিম্নে শঙ্খ দৃষ্ট হয়, বামচরণ ব্রহ্মাণ্ডগামী ও দক্ষিণচরণ অনন্তদেবের পৃষ্ঠগামী—তিনি 'ত্রিবিক্রম'। বলিকে বঞ্চনাকারী এবং অধোলোকে অবস্থিত যাঁহার বাম ঊর্দ্ধহস্তে গদা ও নিম্নহস্তে পদ্ম এবং দক্ষিণ ঊর্দ্ধহস্তে চক্র, নিম্নহস্তে শঙ্খ—এরূপ 'শ্রীবামন'দেবের মূর্ত্তি সপ্ততাল-পরিমাণে নির্ম্মাণ করিতে হইবে। দক্ষিণ ঊর্দ্ধহস্তে চক্র ও নিম্নহস্তে পদ্ম (বাম ঊর্দ্ধহস্তে গদা ও নিম্নহস্তে শঙ্খ) বিশিষ্ট যাঁহার বামপার্শ্বে লক্ষ্মীদেবী পদ্মহস্তে অবস্থিতা এবং যিনি দণ্ডায়মান অথবা উপবিষ্ট, এরূপ অনুরাগযুক্ত ও বিলাসবান্ 'শ্রীধর' প্রদ্যুম্নের ভেদ বলিয়া পরিকীর্ত্তিত। যাঁহার দক্ষিণ ঊর্দ্ধহস্তে মহাচক্র, নিম্নহস্তে গদা এবং বাম ঊর্দ্ধহস্তে পদ্ম ও নিম্নহস্তে শঙ্খ বিরাজিত, তাঁহাকে সমস্ত কামনাপূরণকারী 'হৃষীকেশ' বলিয়া জানিতে হইবে। দক্ষিণ-ঊর্দ্ধকরে পদ্ম ও নিম্ন-করে পাঞ্চজন্য-শঙ্খ এবং বাম ঊর্দ্ধকরে চক্র এবং তন্নিম্নে গদা অবস্থিত, সেই মূর্ত্তি মোক্ষপ্রদাতা 'পদ্মনাভ'-নামে প্রতিষ্ঠিত। দক্ষিণ ঊর্দ্ধহস্তে পাঞ্চজন্য-শঙ্খ, নিম্নহস্তে পদ্ম এবং বাম ঊর্দ্ধহস্তে গদা ও নিম্নে চক্র—অনিরুদ্ধের এই ভেদ 'দামোদর'-নামে কথিত। তাঁহাদের সকলের পদ্ম ও বীণাধারিণী পরমশুভা দুইটী করিয়া স্ত্রী বিদ্যমান। কেশবাদি দ্বাদশমূর্ত্তি এইরূপে অগ্রহায়ণাদি সকল মাসগুলির অধিপতি।

** পূর্ব্বোক্ত বিধি-অনুসারে সেস্থলে ব্রহ্মা কিন্তু শ্রীহরিই জানিতে হইবে। কোন কোন মহাকল্পে জীবও উপাসনাদ্বারা ব্রহ্মা হন, আবার কোন সময়ে মহাবিষ্ণু ব্রহ্মা-রূপে প্রতিপাদিত হন। এই পদ্মপুরাণ-কথিত নিয়মানুসারে ব্রহ্মার এস্থলে ঈশ্বরকোটিত্ব জানিতে হইবে।*

গুণাবতার, আর মন্বন্তরাবতার।
যুগাবতার, আর শক্ত্যাবেশাবতার ॥ ২৪৬ ॥

কিশোর কৃষ্ণের ছয়প্রকার বিলাসের মধ্যে বয়োধর্ম্মভেদে দ্বিবিধ বিলাস বা লীলা ঃ—

বাল্য, পৌগণ্ড হয় বিগ্রহের ধর্ম্ম।
এতরূপে লীলা করেন ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥ ২৪৭ ॥

কৃষ্ণের অসংখ্য অবতার ঃ—

অনন্ত অবতার কৃষ্ণের, নাহিক গণন।
শাখা-চন্দ্র-ন্যায় করি দিগ্‌দরশন ॥ ২৪৮ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১।৩।২৬)—

অবতারা হ্যসংখ্যেয়া হরেঃ সত্ত্বনিধের্দ্বিজাঃ।
তথাহবিদাসিনঃ কুল্যাঃ সরসঃ স্যুঃ সহস্রশঃ ॥ ২৪৯ ॥

(ক) সর্ব্বপ্রথমে তিনটী পুরুষাবতার—কারণ-গর্ভ-ক্ষীরসাগরশায়ী ঃ—

প্রথমেই করে কৃষ্ণ 'পুরুষাবতার'।
সেইত পুরুষ হয় ত্রিবিধ প্রকার ॥ ২৫০ ॥

লঘুভাগবতামৃতে (১।৩৩) সাত্বততন্ত্র-বাক্য—

বিষ্ণোস্তু ত্রীণি রূপাণি পুরুষাখ্যান্যথো বিদুঃ।
একন্তুঃ মহতঃ স্রষ্টৃ দ্বিতীয়ং ত্বণ্ডসংস্থিতম্।
তৃতীয়ং সর্ব্বভূতস্থং তানি জ্ঞাত্বা বিমুচ্যতে ॥ ২৫১ ॥

এক কৃষ্ণই ত্রিবিধ স্বরূপশক্তির অধিষ্ঠাতা ঃ—

অনন্তশক্তি-মধ্যে কৃষ্ণের তিন শক্তি প্রধান।
'ইচ্ছাশক্তি', 'ক্রিয়াশক্তি', 'জ্ঞানশক্তি' নাম ॥ ২৫২ ॥

স্বয়ং কৃষ্ণ—ইচ্ছা বা আনন্দশক্তির এবং চতুর্ব্ব্যূহর মধ্যে (১) বাসুদেবরূপে তিনিই সম্বিচ্ছক্তির প্রভু ঃ—

ইচ্ছাশক্তি-প্রধান কৃষ্ণ—ইচ্ছায় সর্ব্বকর্ত্তা।
জ্ঞানশক্তি-প্রধান বাসুদেব অধিষ্ঠাতা ॥ ২৫৩ ॥
ইচ্ছা-জ্ঞান-ক্রিয়া বিনা না হয় সৃজন।
তিনের তিনশক্তি মেলি' প্রপঞ্চ-রচন ॥ ২৫৪ ॥

তিনিই বলরাম বা সঙ্কর্ষণরূপে সন্ধিনীশক্তির প্রভু, ত্রিবিধ-শক্তিদ্বারে চিদচিজ্জগৎপ্রাকট্য ঃ—

ক্রিয়াশক্তি-প্রধান সঙ্কর্ষণ বলরাম।
প্রাকৃতাপ্রাকৃত-সৃষ্টি করেন নির্ম্মাণ ॥ ২৫৫ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২৪৯। হে দ্বিজসকল, যেমন মহাজলাশয় হইতে সহস্র সহস্র ক্ষুদ্র জলাশয় হয়, তদ্রূপ সত্ত্বনিধি হরির অবতার—অসংখ্য।

২৫০। 'সেইত পুরুষ হয় ত্রিবিধ প্রকার'—এই পর্য্যন্ত কৃষ্ণের বহুবিধ স্বরূপ বিচারিত হইল। এখন কৃষ্ণের শক্তি বিচারিত হইবে।

অনুভাষ্য

ইঁহারা প্রায় প্রতিকল্পেই (ব্রহ্মার একদিনের নামই এক 'কল্প') আবির্ভূত হন বলিয়া 'কল্পাবতার'-নামেও কথিত। ইঁহাদের মধ্যে 'হংস' ও 'মোহিনী'—অচিরস্থায়ী ও অনতিপ্রসিদ্ধ প্রাভবাবস্থ অবতার ; কপিল, দত্তাত্রেয়, ঋষভ, ধন্বন্তরি ও ব্যাস,—এই পাঁচ-মূর্ত্তি চিরস্থায়ী ও বিস্তৃত-কীর্ত্তি এবং মুনিচেষ্টাযুক্ত প্রাভবাবস্থ অবতার ; আর কূর্ম্ম, মৎস্য, নারায়ণ, বরাহ, হয়গ্রীব, পৃশ্নিগর্ভ ও প্রলম্বঘ্ন বলদেব—বৈভবাবস্থ অবতার।

২৪৬। গুণাবতার—ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব (ভাঃ ১০।৮৮।৩), —এই তিন মূর্ত্তি।

মন্বন্তরাবতার—(ভাঃ ৮ম স্কঃ, ১ম অঃ, ৫ম অঃ ও ১৩ অঃ)—১। যজ্ঞ, ২। বিভু, ৩। সত্যসেন, ৪। হরি, ৫। বৈকুণ্ঠ ৬। অজিত, ৭। বামন, ৮। সার্ব্বভৌম, ৯। ঋষভ, ১০। বিষ্বক্সেন, ১১। ধর্ম্মসেতু, ১২। সুধামা, ১৩। যোগেশ্বর, ১৪। বৃহদ্ভানু—এই চৌদ্দ মূর্ত্তির মধ্যে, 'যজ্ঞ' ও 'বামন' লীলাবতারও বটেন, সুতরাং ১২ মূর্ত্তি মন্বন্তরাবতার ; আবার এই চৌদ্দ মন্বন্তরাবতার 'বৈভবাবস্থ' অবতার বলিয়াও কথিত।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২৫২-২৫৬। সেই অদ্বয়তত্ত্ব কৃষ্ণের অনন্তশক্তি আছে, তন্মধ্যে 'ইচ্ছাশক্তি', 'ক্রিয়াশক্তি' ও 'জ্ঞানশক্তি'—সর্ব্বকার্য্যেরই এই তিনটী বিশেষ পরিচয় আছে ; ইচ্ছাশক্তি-প্রধান—'কৃষ্ণ',

অনুভাষ্য

যুগাবতার—(১) সত্যে 'শুক্ল' (ভাঃ ১১।৫।২১), (২) ত্রেতায় 'রক্ত' (ভাঃ ১১।৫।২৪), (৩) দ্বাপরে 'শ্যাম' (ভাঃ ১১।৫।২৭), (৪) সাধারণ-কলিতে 'কৃষ্ণবর্ণ' এবং বিশেষ কলিতে 'পীতবর্ণ' (ভাঃ ১১।৫।৩২ ও ১০।৮।১৩ দ্রষ্টব্য)।

শক্ত্যাবেশাবতার—(ক) ভগবদাবেশ—কপিল ও ঋষভদেব; (খ) শক্ত্যাবেশ—১। বৈকুণ্ঠস্থ শেষ (স্ব-সেবনশক্তি), ২। অনন্ত (ভূধারণ-শক্তি), ৩। ব্রহ্মা (সৃষ্টিশক্তি), ৪। চতুঃসন (জ্ঞানশক্তি), ৫। নারদ (ভক্তিশক্তি), ৬। পৃথু (পালনশক্তি), ৭। পরশুরাম (দুষ্টদমন-শক্তি)—এই সপ্তমূর্ত্তি।

২৪৮। শাখাচন্দ্রন্যায়—ভূমিস্থিত সমতলে বৃক্ষশাখা নির্দ্দেশ করিয়া আকাশ-গোলস্থিত চন্দ্রের স্থান-নির্দ্দেশের ন্যায় দিক্‌-প্রদর্শন মাত্র। অবতারসমূহ লৌকিক দর্শনের গোচরীভূত হইলেও তাঁহারা মায়িক নহেন। তাঁহাদের অপ্রাকৃত লীলা—অন্বয়ভাবে অনুগত জীবেরই জ্ঞেয়, তর্কপন্থী লোকের প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য নহে।

২৪৯। শৌনকাদি ঋষিগণকে শ্রীসূত-গোস্বামী শ্রীহরির অসংখ্য অবতারের কথা বর্ণন করিয়া অবতারগণের অসংখ্যত্ব বলিতেছেন,—

সঙ্কর্ষণই আদিপুরুষ বা কারণশায়ী ও চিদ্‌বৈভব সত্তার কারণ ঃ—

অহঙ্কারের অধিষ্ঠাতা কৃষ্ণের ইচ্ছায় ।
গোলোক, বৈকুণ্ঠ সৃজে চিচ্ছক্তিদ্বারায় ॥ ২৫৬ ॥

চিচ্ছক্তিবিলাস তদ্রূপবৈভব সঙ্কর্ষণ হইতে প্রকাশিত ঃ—

যদ্যপি অসৃজ্য নিত্য চিচ্ছক্তিবিলাস ।
তথাপি সঙ্কর্ষণ-ইচ্ছায় তাহার প্রকাশ ॥ ২৫৭ ॥

অনন্তরূপী সঙ্কর্ষণ হইতে গোলোকধাম-প্রাকট্য—

ব্রহ্মসংহিতায় (৫।২)—

সহস্রপত্রং কমলং গোকুলাখ্যং মহৎপদম্ ।
তৎকর্ণিকারং তদ্ধাম তদনন্তাংশসম্ভবম্ ॥ ২৫৮ ॥

সাংখ্যবাদ-নিরাস, সঙ্কর্ষণের ঈক্ষণশক্তি-ক্ষুব্ধা জড়া মায়াই ক্রিয়াবতী হইয়া বিশ্ব-সৃষ্টিকারিণী ঃ—

মায়া-দ্বারে সৃজে তেঁহো ব্রহ্মাণ্ডের গণ ।
জড়রূপা প্রকৃতি নহে ব্রহ্মাণ্ড-কারণ ॥ ২৫৯ ॥
জড় হৈতে সৃষ্টি নহে ঈশ্বরশক্তি বিনে ।
তাহাতেই সঙ্কর্ষণ করে শক্তির আধানে ॥ ২৬০ ॥

উপমা ঃ—

ঈশ্বরের শক্ত্যে সৃষ্টি করয়ে প্রকৃতি ।
লৌহ যেন অগ্নিশক্ত্যে পায় দাহ-শক্তি ॥ ২৬১ ॥

রামকৃষ্ণই বিশ্বের একমাত্র জনক ও নিয়ামক ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৪৬।৩১)—

এতৌ হি বিশ্বস্য চ বীজযোনী রামো মুকুন্দঃ পুরুষঃ প্রধানম্ ।
অন্বীয় ভূতেষু বিলক্ষণস্য জ্ঞানস্য চেশাত ইমৌ পুরাণৌ ॥২৬২

প্রপঞ্চাতীত ধাম হইতে কৃপাপূর্ব্বক প্রপঞ্চে প্রাকট্য বা অবতরণই অবতার ঃ—

সৃষ্টি-হেতু যেই মূর্ত্তি প্রপঞ্চে অবতরে ।
সেই ঈশ্বরমূর্ত্তি 'অবতার' নাম ধরে ॥ ২৬৩ ॥
মায়াতীত পরব্যোমে সবার অবস্থান ।
বিশ্বে অবতরি' ধরে 'অবতার' নাম ॥ ২৬৪ ॥

সঙ্কর্ষণই প্রকৃতি-বীক্ষণ ও বীজবপনকারী আদি-পুরুষাবতার ঃ—

সেই মায়া অবলোকিতে শ্রীসঙ্কর্ষণ ।
পুরুষরূপে অবতীর্ণ হইলা প্রথম ॥ ২৬৫ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১।৩।১)—

জগৃহে পৌরুষং রূপং ভগবান্মহদাদিভিঃ ।
সম্ভূতং ষোড়শকলমাদৌ লোকসিসৃক্ষয়া ॥ ২৬৬ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (২।৬।৪২)—

আদ্যোঽবতারঃ পুরুষঃ পরস্য কালঃ স্বভাবঃ সদসন্মনশ্চ ।
দ্রব্যং বিকারো গুণ ইন্দ্রিয়াণি বিরাট্ স্বরাট্ স্থাস্নু চরিষ্ণু ভূম্নঃ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

যাঁহার ইচ্ছায় সমস্ত ব্যাপারই হইয়া থাকে ; জ্ঞানশক্তিপ্রধান—'বাসুদেব' আর 'ক্রিয়াশক্তিপ্রধান—'সঙ্কর্ষণ'। এই তিনের ঐ তিনটী শক্তি লইয়াই প্রাকৃতাপ্রাকৃত জগৎ সৃষ্ট বা প্রকটিত হইয়াছে। অহঙ্কারের অধিষ্ঠাতা 'সঙ্কর্ষণ' কৃষ্ণের ইচ্ছায় চিচ্ছক্তিদ্বারা চিচ্ছক্তিবিলাসরূপ গোলোক-বৈকুণ্ঠাদি ধাম প্রকট করিয়াছেন।

২৫৮। গোকুলাখ্য মহৎপদ—সহস্রদলপদ্মপত্র ; তাহার কর্ণিকার তদাধার, সমস্তই অনন্তের অংশসম্ভব।

অনুভাষ্য

হে দ্বিজাঃ, অবিদাসিনঃ (অপক্ষয়হীনাৎ) সরসঃ [সকাশাৎ] [যথা] কুল্যাঃ (স্বল্পপ্রবাহাঃ) সহস্রশঃ স্যুঃ (সম্ভবন্তি), তথা হি সত্ত্বনিধেঃ (সর্ব্বসত্ত্বাশ্রয়স্য বিশুদ্ধসত্ত্বসেবধেঃ) হরেঃ অসংখ্যেয়াঃ (গণনাতীতাঃ) অবতারাঃ।

২৫১। আদি, ৫ম পঃ ৭৭ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

২৫৮। গোকুলাখ্যং মহৎপদং (তদ্রূপবৈভবশ্রেষ্ঠং ধাম)—সহস্রপত্রং কমলং (সহস্রদল-পদ্মমিব) ; তৎকর্ণিকারং (তৎ-পদ্মপুষ্পমধ্যম্ এব) তদ্ধাম (তস্য কৃষ্ণস্য ধাম) ; তৎ—অনন্তাংশসম্ভবং (বলদেবাংশজাতম্)।

২৫৯-২৬১। আদি, ৫ম পঃ ৬০-৬৪ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২৬২। এই—রাম-কৃষ্ণ ; এই বিশ্বের বীজযোনিস্বরূপ। তাঁহারা দুইজনই সমস্ত-ভূতে প্রবেশপূর্ব্বক পরস্পর ভেদ-জ্ঞান উৎপন্ন করিয়াছেন।

অনুভাষ্য

২৬২। কৃষ্ণের অনুরোধক্রমে ব্রজবাসিগণের কৃষ্ণ-বিরহজ শোক-লাঘবের জন্য মহাত্মা উদ্ধব ব্রজে আগমন করিয়া বিশ্রাম করিলে পর নন্দ কৃষ্ণসম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করায় নন্দ-যশোদার নিকট উদ্ধবের কৃষ্ণমাহাত্ম্য বর্ণন,—

রামঃ মুকুন্দশ্চ ইতি এতৌ—বিশ্বস্য বীজযোনী (নিমিত্তোপাদানে), পুরুষঃ (অংশঃ), প্রধানং (শক্তিঃ) [অতঃ প্রধান-পুরুষৌ অপি এতৌ এবেত্যর্থঃ,—এবমনয়োর্জ্জনকত্বমুক্তম্] ; ইমৌ—পুরাণৌ (অনাদী, সনাতনৌ ; অতঃ) ভূতেষু অন্বীয় (অনুপ্রবিশ্য) [ভূতানাং তদুপহিতস্য] বিলক্ষণস্য (নানাভেদস্য) জ্ঞানস্য (জীবস্য) চ ঈশাতে (নিয়ন্তারৌ ভবতঃ, এবমনয়োর্নিয়ন্তৃত্বমপ্যুক্তম্)।

২৬৪। আদি, ৫ম পঃ ৮১ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

২৬৬। আদি, ৫ম পঃ ৮৪ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

২৬৭। আদি, ৫ম পঃ ৮৬ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

(১) স্বীয় বৈকুণ্ঠে শেষ-পর্য্যঙ্কে কারণার্ণব বা বিরজাশায়ী—
প্রকৃতির অন্তর্যামী ব্রহ্মাণ্ড-কারণ-স্রষ্টা ঃ—

সেই পুরুষ বিরজাতে করেন শয়ন ।
'কারণাব্ধিশায়ী' নাম—জগৎকারণ ॥ ২৬৮ ॥

বিরজা ও কারণাব্ধির একপারে তুরীয় পরব্যোম
বা চিদ্বৈভব বৈকুণ্ঠ, অপরপারে মায়াবিলাস
বা অচিদ্বৈভব প্রাকৃত দেবীধাম ঃ—

কারণাব্ধি-পারে মায়ার নিত্য অবস্থিতি ।
বিরজার পারে পরব্যোমে নাহি গতি ॥ ২৬৯ ॥

বৈকুণ্ঠের মাহাত্ম্য ঃ—
শ্রীমদ্ভাগবতে (২।৯।১০)—

প্রবর্ত্ততে যত্র রজস্তমস্তয়োঃ সত্ত্বঞ্চ মিশ্রং ন চ কালবিক্রমঃ ।
ন যত্র মায়া কিমুতাপরে হরেরনুব্রতা যত্র সুরাসুরার্চ্চিতাঃ ॥২৭০

মায়ার দুইরূপে দ্বিবিধা বৃত্তি—(ক) প্রকৃতি ও
(খ) প্রধানের কার্য্য ঃ—

মায়ার যে দুই বৃত্তি—'মায়া' আর 'প্রধান' ।
'মায়া' নিমিত্তহেতু, 'প্রধান' বিশ্বের উপাদান ॥ ২৭১ ॥

প্রকৃতির প্রতি কারণোদশায়ীর ঈক্ষণ ঃ—

সেই পুরুষ মায়া-পানে করে অবধান ।
প্রকৃতি ক্ষোভিত করি' করে বীর্য্যের আধান ॥ ২৭২ ॥

স্বয়ং শুদ্ধ হইয়াও অশুদ্ধের ন্যায় প্রতীত ; সঙ্কল্পমাত্রেই
প্রকৃতিস্পর্শ ও প্রকৃতি-যোনিতে লোমকূপস্থ অনন্ত
চিৎপরমাণু জীবশক্তি-নিধান ঃ—

স্বাঙ্গ-বিশেষাভাসরূপে প্রকৃতি-স্পর্শন ।
জীব-রূপ 'বীজ' তাতে কৈলা সমর্পণ ॥ ২৭৩ ॥

জীব ও তাহার ভোগায়তন ২৭টী তত্ত্বের উৎপত্তির ইতিবৃত্ত ;
প্রকৃতির আদি পরিণাম ও বিশ্বাঙ্কুর চিত্তরূপী
'মহত্তত্ত্বে'র উৎপত্তির কারণ ঃ—
শ্রীমদ্ভাগবতে (৩।২৬।১৯)—

দৈবাৎ ক্ষুভিতধর্ম্মিণ্যাং স্বস্যাং যোনৌ পরঃ পুমান্ ।
আধত্ত বীর্য্যং সাহসূত মহত্তত্ত্বং হিরণ্ময়ম্ ॥ ২৭৪ ॥

জীবশক্তির প্রাকট্য-ইতিহাস ঃ—
শ্রীমদ্ভাগবতে (৩।৫।২৬)—

কালবৃত্ত্যা তু মায়ায়াং গুণময্যামধোক্ষজঃ ।
পুরুষেণাত্মভূতেন বীর্য্যমাধত্ত বীর্য্যবান্ ॥ ২৭৫ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২৭০। সেই বৈকুণ্ঠে রজস্তমঃ বা তাহাদের সহিত মিশ্রসত্ত্ব অথবা কালবিক্রম নাই এবং সেখানে মায়া পর্য্যন্ত নাই, অন্যের কি কথা ; সেখানে শ্রীকৃষ্ণের অনুব্রত সুরাসুরার্চ্চিত পার্ষদ-ভক্তগণ বাস করেন।

অনুভাষ্য

২৭০। 'শুদ্ধজীবাত্মার কিরূপে দেহসম্বন্ধ হয়?'—রাজা পরীক্ষিতের এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশুকদেব তাঁহার নিকট, ভগবৎকর্ত্তৃক ব্রহ্মার নিকট চতুঃশ্লোকীস্থ তত্ত্বজ্ঞান-কীর্ত্তনপ্রসঙ্গ বলিবার পূর্ব্বে সৃষ্টির প্রারম্ভে ভগবদ্দর্শনার্থ ব্রহ্মার দিব্য সহস্র বৎসর তপস্যাফলে ভগবান্ ব্রহ্মাকে যে বৈকুণ্ঠধাম প্রদর্শন করাইয়াছিলেন, সেই বৈকুণ্ঠের বর্ণন করিতেছেন,—

যত্র (বৈকুণ্ঠে) রজঃ, তমঃ, তয়োঃ মিশ্রং (তাভ্যাং যুক্তং) সত্ত্বং চ [ন প্রবর্ত্ততে, পরন্তু বিশুদ্ধমেব সত্ত্বং প্রবর্ত্ততে], কাল-বিক্রমঃ (নাশঃ চ ন প্রবর্ত্ততে), যত্র (বৈকুণ্ঠে) মায়া ন প্রবর্ত্ততে (নাস্তি), অপরে (মায়াসম্বন্ধিনঃ রাগ-লোভাদয়ঃ) ন [সন্তি ইতি] কিমুত (কিং বক্তব্যম্?) যত্র (বৈকুণ্ঠে) সুরাসুরার্চ্চিতাঃ (দেব-দৈত্যৈঃ সর্ব্বৈঃ অপি পূজিতাঃ) হরেঃ অনুব্রতাঃ (পার্ষদাঃ) [বর্ত্তন্তে]।

২৭১। আদি, ৫ম পঃ ৫৮ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

২৭২-২৭৩। ব্রহ্মসংহিতায় ৫ম অঃ ১০-১৩ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

২৭৪। দেবহূতি পুরুষ ও প্রকৃতির লক্ষণ জিজ্ঞাসা করায় ভগবান্ কপিলদেব তাঁহাকে মহদাদি অষ্টাবিংশতি-তত্ত্ব বর্ণন-পূর্ব্বক তদধীশ-তত্ত্ব পুরুষাবতার ভগবান্ ও তাঁহা হইতে জীব-প্রাকট্য বর্ণন করিতেছেন,—

দৈবাৎ (কালাৎ) ক্ষুভিতধর্ম্মিণ্যাং (ক্ষুভিতাঃ ধর্ম্মাঃ গুণাঃ যস্যাং তস্যাং) [স্বকীয়ায়াং] যোনৌ (অভিব্যক্তিস্থানে প্রকৃতৌ) পরঃ পুমান্ (পরমপুরুষঃ ভগবান্ কারণার্ণবশায়ী) বীর্য্যং (জীবশক্তিম্) আধত্ত (আহিতবান্) ; সা (প্রকৃতিঃ) হিরণ্ময়ং (প্রকাশবহুলং) মহত্তত্ত্বম্ অসূত।

২৭৫। মহাত্মা বিদুর শ্রীমৈত্রেয় ঋষির নিকট শ্রীহরির পুরুষাবতার-লীলা-কথা জিজ্ঞাসা করায় পুরুষাবতারের মায়া-দ্বারা-বিশ্বসৃষ্টি-বর্ণনপূর্ব্বক তাহা হইতে জীবসর্গোদ্ভব বর্ণন করিতেছেন,—

বীর্য্যবান্ (চিচ্ছক্তিমান্) অধোক্ষজঃ (অতীন্দ্রিয়ঃ মহাবৈকুণ্ঠ-

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২৭৪। সেই শ্রেষ্ঠপুরুষ দৈবাৎ ক্ষুভিত-ধর্ম্মিণী স্বীয় মায়ায় নিজবীর্য্য আধান করিয়াছিলেন, তাহাতে মায়া হিরণ্ময় মহত্তত্ত্বকে প্রসব করেন।

২৭৫। কালবৃত্তিদ্বারা গুণময়ী (ক্ষুভিতা) মায়ায় বীর্য্যবান্ (চিচ্ছক্তিমান্) অধোক্ষজ (মহাবৈকুণ্ঠনাথ) আত্মাংশস্বরূপ পুরুষ অর্থাৎ প্রকৃত্যধিষ্ঠাতা আদি-পুরুষদ্বারা বীর্য্য (চিৎপরমাণুপুঞ্জ জীবশক্তি) আধান করিয়াছিলেন।

ব্রহ্মাণ্ডের উপাদান-চয়—মহত্তত্ত্ব হইতে 'অহঙ্কারত্রয়' ঃ—

তবে মহত্তত্ত্ব হৈতে ত্রিবিধ অহঙ্কার ।
যাহা হৈতে দেবতেন্দ্রিয়ভূতের প্রচার ॥ ২৭৬ ॥

২৮টী তত্ত্বযুক্ত অনন্তব্রহ্মাণ্ড-সৃষ্টি ঃ—

সর্ব্বতত্ত্ব মিলি' সৃজিল ব্রহ্মাণ্ডের গণ ।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড, তার নাহিক গণন ॥ ২৭৭ ॥

ইনিই মহত্তত্ত্ব-স্রষ্টা মহাবিষ্ণু ; ইঁহার লোমকূপেই অনন্ত চিৎপরমাণু-জীব ঃ—

ইঁহো মহৎস্রষ্টা পুরুষ—'মহাবিষ্ণু' নাম ।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড তাঁর লোমকূপে ধাম ॥ ২৭৮ ॥

তাঁহার নিশ্বাসে ব্রহ্মাণ্ডের 'সৃষ্টি', প্রশ্বাসে 'প্রলয়' ঃ—

গবাক্ষে উড়িয়া যৈছে রেণু আসে যায় ।
পুরুষ-নিশ্বাস-সহ ব্রহ্মাণ্ড বাহিরায় ॥ ২৭৯ ॥
পুনরপি নিশ্বাস-সহ যায় অভ্যন্তর ।
অনন্ত ঐশ্বর্য্য তাঁর, সব—মায়া-পার ॥ ২৮০ ॥

ব্রহ্মসংহিতায় (৫।৪৮)—

যস্যৈক-নিশ্বসিতকালমথাবলম্ব্য
জীবন্তি লোমবিলজা জগদণ্ডনাথাঃ ।
বিষ্ণুর্ম্মহান্ স ইহ যস্য কলাবিশেষো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ২৮১ ॥

সমগ্র জীবশক্তি ও প্রকৃতির কারণরূপে তিনিই অনন্তকোটি ধামের মূলকর্ত্তা ঃ—

সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডগণের ইঁহো অন্তর্যামী ।
কারণাব্ধিশায়ী—সব জগতের স্বামী ॥ ২৮২ ॥

(২) প্রদ্যুম্নরূপী দ্বিতীয়-পুরুষাবতার গর্ভোদশায়ীর বর্ণন ঃ—

এইত কহিলুঁ প্রথম পুরুষের তত্ত্ব ।
দ্বিতীয় পুরুষের এবে শুনহ মহত্ত্ব ॥ ২৮৩ ॥

কারণোদশায়ীই ব্রহ্মাণ্ড-সংস্থিত গর্ভোদশায়ী ঃ—

সেই পুরুষ অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড সৃজিয়া ।
একৈক-মূর্ত্ত্যে প্রবেশিলা বহুমূর্ত্তি হঞা ॥ ২৮৪ ॥
প্রবেশ করিয়া দেখে সব—অন্ধকার ।
রহিতে নাহিক স্থান, করিলা বিচার ॥ ২৮৫ ॥

গর্ভবারি প্রাকট্য, তথায় বৈকুণ্ঠে শেষশয্যায় শয়ন ঃ—

নিজাঙ্গ-স্বেদজলে ব্রহ্মাণ্ডার্দ্ধ ভরিল ।
সেই জলে শেষশয্যায় শয়ন করিল ॥ ২৮৬ ॥

চতুর্ম্মুখান্তর্যামী গর্ভোদশায়ী হইতেই গুণাবতারের প্রাকট্য,—
(ক) জগৎস্রষ্টা ব্রহ্মার উৎপত্তি ঃ—

তাঁর নাভিপদ্ম হৈতে উঠিল এক পদ্ম ।
সেই পদ্মে হইল ব্রহ্মার জন্ম-সদ্ম ॥ ২৮৭ ॥
সেই পদ্মনালে হইল চৌদ্দভুবন ।
তেঁহো 'ব্রহ্মা' হঞা সৃষ্টি করিলা সৃজন ॥ ২৮৮ ॥

(খ) জগৎপালক বিষ্ণু-প্রাকট্য ; তিনি সত্ত্বাধিষ্ঠাতৃদেব হইয়াও স্বয়ং গুণমায়াতীত ঃ—

'বিষ্ণু'-রূপ হঞা করে জগৎ পালনে ।
গুণাতীত বিষ্ণু—স্পর্শ নাহি মায়া-সনে ॥ ২৮৯ ॥

(গ) জগৎসংহারক রুদ্রের উৎপত্তি ঃ—

'রুদ্র'-রূপ ধরি' করে জগৎ সংহার ।
সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় হয় ইচ্ছায় যাঁহার ॥ ২৯০ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২৭৬। ত্রিবিধ অহঙ্কার—বৈকারিক, তৈজস ও তামস।

অনুভাষ্য

নাথঃ ভগবান্) আত্মভূতেন (স্বাংশেন) পুরুষেণ (প্রকৃত্যধিষ্ঠাতৃ-রূপেণ কারণাব্ধিশায়িনা) কালবৃত্ত্যা (নিমিত্তভূতয়া কালশক্ত্যা) গুণময্যাং (ক্ষুভিতগুণায়াং) মায়ায়াং বীর্য্যং (চিদাভাস-জীবাখ্য-শক্তিম্) আধত্ত (আদধৌ)।

২৭৬। চিত্তরূপে মহত্তত্ত্বের অবস্থান, যাহার অধিষ্ঠাতৃদেব — বাসুদেব (ভাঃ ৩।২৬।২১) ; মহত্তত্ত্বের বিকার হইতে (১) বৈকারিক, অর্থাৎ সাত্ত্বিক অহঙ্কার, তাহা হইতে একাদশ ইন্দ্রিয় বা মন, যাহার অধিষ্ঠাতৃদেব—অনিরুদ্ধ (ভাঃ ৩।২৬।২৭-২৮); (২) তৈজস অর্থাৎ রাজস অহঙ্কার হইতে 'বুদ্ধি' (যাহার অধিষ্ঠাতৃদেব—প্রদ্যুম্ন) এবং ইন্দ্রিয়গণ (ভাঃ ৩।২৬।৩০-৩১); (৩) তামস অহঙ্কার হইতে শব্দ-তন্মাত্র এবং তাহা হইতে আকাশ ও শ্রোত্রেন্দ্রিয়াদির উৎপত্তি (ভাঃ ৩।২৬।৩২) ; এই অহঙ্কার-ত্রয়ের অধিষ্ঠাতৃদেব—সঙ্কর্ষণ (ভাঃ ৩।২৬।২৫)। সাংখ্যকারি-কায়—"সাত্ত্বিক একাদশকঃ প্রবর্ত্ততে বৈকৃতাদহঙ্কারাৎ—ভূতা-দেস্তন্মাত্রং স তামসস্তৈজসাদুভয়ম্।" *

২৭৮। মহত্তত্ত্বের সৃষ্টিকর্ত্তা আদিপুরুষাবতারের নাম 'মহাবিষ্ণু'। মহাবিষ্ণুর লোমকূপে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড আশ্রিত।

২৮১। আদি, ৫ম পঃ ৭১ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

২৮৭। সদ্ম—গৃহ, নিকেতন আবাস।

২৮৯। ব্রহ্মা ও শিবের ন্যায় বিষ্ণুকে বিষ্ণুমায়া আবরণ করিতে পারে না ; বিষ্ণু—গুণাতীত বস্তু, তজ্জন্য মায়িক গুণ তাঁহাকে স্পর্শ করিতে সমর্থ নহে। গুণাবতার ব্রহ্মা ও শিব—

** সাংখ্যকারিকায়—"বৈকারিক অহঙ্কার হইতে সাত্ত্বিক অহঙ্কার-রূপ একাদশটী ইন্দ্রিয় প্রকাশিত হয় ; তৈজস অহঙ্কার হইতে ভূতাদির তন্মাত্র ও সেই তামস অহঙ্কার উভয় প্রকাশিত হয়।*

তিনটী গুণাবতারে ত্রিবিধ অধিকার-ভার ন্যস্ত ঃ—

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব—তাঁর গুণ-অবতার ।
সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের তিনের অধিকার ॥ ২৯১ ॥

হিরণ্যগর্ভ বা সমষ্টিজীবের অন্তর্যামী এই গর্ভোদশায়ীই ঋক্‌সূক্তের স্তবনীয় ঃ—

হিরণ্যগর্ভ-অন্তর্যামী—গর্ভোদকশায়ী ।
'সহস্রশীর্ষাদি' করি' বেদে যাঁরে গাই ॥ ২৯২ ॥

তিনিও স্বয়ং মায়াধীশ তত্ত্ব ঃ—

এই ত' দ্বিতীয়-পুরুষ—ব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বর ।
মায়ার 'আশ্রয়' হয়, তবু মায়া-পার ॥ ২৯৩ ॥

(৩) অনিরুদ্ধরূপী তৃতীয়-পুরুষাবতার ক্ষীরোদশায়ী বা গুণাবতার বিষ্ণু ঃ—

তৃতীয়-পুরুষ বিষ্ণু—'গুণ-অবতার' ।
দুই অবতার-ভিতর গণনা তাঁহার ॥ ২৯৪ ॥

তিনিই সর্ব্বভূতস্থ অর্থাৎ বিরাট্‌ বা ব্যষ্টিজীবের অন্তর্যামী ও পালক ঃ—

বিরাট্‌ ব্যষ্টি-জীবের তেঁহো অন্তর্যামী ।
ক্ষীরোদকশায়ী, তেঁহো—পালনকর্ত্তা, স্বামী ॥ ২৯৫ ॥

(খ) লীলাবতার-বর্ণন ঃ—

পুরুষাবতারের এই কৈলুঁ নিরূপণ ।
লীলাবতার এবে শুন, সনাতন ॥ ২৯৬ ॥

অসংখ্য লীলাবতারের মধ্যে ২৫ মূর্ত্তিই মুখ্য ঃ—

লীলাবতার কৃষ্ণের না যায় গণন ।
প্রধান করিয়া কহি দিগ্‌দরশন ॥ ২৯৭ ॥
মৎস্য, কূর্ম্ম, রঘুনাথ, নৃসিংহ, বামন ।
বরাহাদি—লেখা যাঁর না যায় গণন ॥ ২৯৮ ॥

শাস্ত্রপ্রমাণ ঃ

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।২।৪০)—

মৎস্যাশ্ব-কচ্ছপ-নৃসিংহ-বরাহ-হংস-
রাজন্যবিপ্রবিবুধেষু কৃতাবতারঃ ।
ত্বং পাসি নস্ত্রিভুবনঞ্চ তথাধুনেশ
ভারং ভুবো হর যদূত্তম বন্দনং তে ॥ ২৯৯ ॥

(গ) গুণাবতারত্রয়-বর্ণন ঃ—

লীলাবতারের কৈলুঁ দিগ্‌দরশন ।
গুণাবতারের এবে শুন বিবরণ ॥ ৩০০ ॥

তিনজন—তিনটী কার্য্যের কর্ত্তা ঃ—

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব,—তিন গুণ-অবতার ।
ত্রিগুণ অঙ্গীকরি' করে সৃষ্ট্যাদি-ব্যবহার ॥ ৩০১ ॥

(১) রজোগুণে ব্রহ্মা,—কখনও মহত্তম জীবের বৈরাজব্রহ্মত্ব, কখনও তদভাবে গর্ভোদশায়ীরই হিরণ্যগর্ভ-ব্রহ্মত্ব ঃ—

ভক্তিমিশ্রকৃতপুণ্যে কোন জীবোত্তম ।
রজোগুণে বিভাবিত করি' তাঁর মন ॥ ৩০২ ॥
গর্ভোদকশায়ীদ্বারা শক্তি সঞ্চারি' ।
ব্যষ্টি সৃষ্টি করে কৃষ্ণ ব্রহ্মা-রূপ ধরি' ॥ ৩০৩ ॥

অনুভাষ্য

২৯৯। মৎস্য, অশ্বগ্রীব, কচ্ছপ, নৃসিংহ, বরাহ, হংস, দাশরথি, পরশুরাম, বামন ইত্যাদিরূপে বিবিধ অবতার হইয়া আমাদিগকে এবং ত্রিভুবনকে তুমি প্রতিপালন করিয়া থাক ; হে যদূত্তম, তোমাকে বন্দনা করি, হে ঈশ্বর, এই পৃথিবীর ভার এখন গ্রহণ কর।

অনুভাষ্য

মায়ার অধীন, কিন্তু বিষ্ণু তাদৃশ নহেন ; যেহেতু, "মায়াধীশ-মায়াবশ ঈশ্বরে-জীবে ভেদ।"

২৯২। "সহস্রশীর্ষ পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ" ইত্যাদি ঋক্‌সূক্ত।

২৯৯। কংস-কারাগারস্থিতা দেবকীর গর্ভগত ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণকে দেবগণের সহিত ব্রহ্মা অসুর-নিধনের জন্য স্তব করিতেছেন,—

হে ঈশ, ত্বং মৎস্যাশ্বকচ্ছপবরাহনৃসিংহ-হংসরাজন্য-বিপ্রবিবুধেষু (মৎস্য-হয়গ্রীব-কূর্ম্ম-বরাহ-নৃসিংহ-হংস-দাশরথি-পরশুরাম-বামনাদিষু) [কলারূপেণ] কৃতাবতারঃ সন্‌ (রূপাণি প্রকাশ্য অবতারান্‌ প্রকটয়ন্‌, অবতীর্ণঃ সন্‌) নঃ (অস্মান্‌ দেবান্‌) ত্রিভুবনং (ভূর্ভুবঃস্বরিতি স্বর্গমর্ত্ত্যপাতালান্‌ বা লোকত্রয়ান্‌) চ (অন্যদা যথা) পাসি (রক্ষয়সি), তথা অধুনা [অপি] ভুবঃ (পৃথিব্যাঃ) ভারম্‌ (অধর্ম্মং) হর (নাশয়, অস্মান্‌ পাহীত্যর্থঃ) ; (অতঃ) হে যদূত্তম, (যদুকুলশ্রেষ্ঠ,) তে (তুভ্যং) বন্দনং [কূর্ম্মঃ ইতি বয়ং সর্ব্বে ত্বাং শিরোভিঃ প্রণমামঃ]।

৩০১। ত্রিগুণ অঙ্গীকরি',—রজঃ, সত্ত্ব ও তমোগুণত্রয় অঙ্গীকার করিয়া অর্থাৎ স্বীকারপূর্ব্বক জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৩০১-৩০৩। সেই গর্ভোদকশায়ী পুরুষাবতার বিষ্ণু—সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ আশ্রয় করিয়া বিষ্ণু, ব্রহ্মা ও শিব—এই তিনটী গুণাবতার প্রকাশ করেন ; তন্মধ্যে কোন জীবোত্তমকে ভক্তিমিশ্র-পুণ্যক্রমে রজোগুণে বিভাবিত করিয়া, তাঁহাতে নিজশক্তি সঞ্চার করত 'ব্রহ্মারূপে' ব্যষ্টি-সৃষ্টি করেন।

ব্রহ্মসংহিতায় (৫।৪৯)—

ভাস্বান্ যথাশ্মসকলেষু নিজেষু তেজঃ
স্বীয়ং কিয়ৎ প্রকটয়ত্যপি তদ্বদত্র।
ব্রহ্মা য এষ জগদণ্ডবিধানকর্ত্তা
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ৩০৪ ॥

কোন কল্পে যদি যোগ্য জীব নাহি পায়।
আপনে ঈশ্বর তবে অংশে 'ব্রহ্মা' হয় ॥ ৩০৫ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৬৮।৩৭)—

যস্যাঙ্ঘ্রিপঙ্কজরজোঽখিললোকপালৈ-
র্মৌল্যুত্তমৈর্ধৃতমুপাসিত-তীর্থতীর্থম্।
ব্রহ্মা ভবোঽহমপি যস্য কলাঃ কলায়াঃ
শ্রীশ্চোদ্বহেম চিরমস্য নৃপাসনং ক্ব ॥ ৩০৬ ॥

(২) তমোগুণে রুদ্র ; মায়াসঙ্গিরূপে গর্ভোদশায়ীরই রুদ্রত্ব ঃ—

নিজাংশ-কলায় কৃষ্ণ তমো-গুণ অঙ্গীকারে।
সংহারার্থে মায়া-সঙ্গে রুদ্র-রূপ ধরে ॥ ৩০৭ ॥

কৃষ্ণের স্বাংশরূপে বস্তুতঃ অভিন্নাংশ ঈশ্বর-কোটি হইয়াও রুদ্র—মায়াসঙ্গবিকারে জগৎসংহারকরূপে বিভিন্নাংশ জীব ঃ—

মায়াসঙ্গ-বিকারে রুদ্র—ভিন্নাভিন্ন রূপ।
জীবতত্ত্ব হয়, নহে কৃষ্ণের 'স্বরূপ' ॥ ৩০৮ ॥

রুদ্রের ভেদাভেদপ্রকাশত্বের উপমা—দুগ্ধ ও দধির দৃষ্টান্ত ঃ—

দুগ্ধ যেন অম্লযোগে দধিরূপ ধরে।
দুগ্ধান্তর বস্তু নহে, দুগ্ধ হৈতে নারে ॥ ৩০৯ ॥

ব্রহ্মসংহিতায় (৫।৪৫)—

ক্ষীরং যথা দধি বিকারবিশেষযোগাৎ
সংজায়তে ন তু ততঃ পৃথগস্তি হেতোঃ।
যঃ শম্ভুতামপি তথা সমুপৈতি কার্য্যাদ্-
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ৩১০ ॥

রুদ্র ও বিষ্ণুর পার্থক্য ঃ—

'শিব'—মায়াশক্তিসঙ্গী, তমোগুণাবেশ।
মায়াতীত, গুণাতীত 'বিষ্ণু'—পরমেশ ॥ ৩১১ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৩০৪। সূর্য্য যেরূপ পৃথক্ পৃথক্ প্রস্তরে নিজ তেজকে কিয়ৎপরিমাণে প্রকট করেন, সেইরূপ যে আদিপুরুষ গোবিন্দ কোন জীবে স্বীয় শক্তি আধানপূর্ব্বক 'ব্রহ্মা' হইয়া জগদণ্ড বিধান করেন, তাঁহাকে আমি ভজনা করি।

৩০৭-৩০৮। নিজ অংশ-কলায় তমোগুণ অঙ্গীকার করত সংহারের উদ্দেশ্যে মায়াসঙ্গে 'রুদ্র'রূপ ধারণ করেন। মায়াসঙ্গ-বিকারে রুদ্র—ভেদাভেদপ্রকাশরূপ তত্ত্ব ; সুতরাং তিনি জীবতত্ত্ব-মধ্যে পরিগণিত হন, কৃষ্ণের 'স্বরূপ' হন না।

৩১০। বিকারবিশেষ-যোগে ক্ষীর (দুগ্ধ) যেরূপ দধি হইয়া জাত হয়, বিকার ব্যতীত তাহাতে আর কোন হেতু নাই, সেইরূপ যে আদিপুরুষ গোবিন্দ কার্য্যক্রমে শম্ভুতা গ্রহণ করেন, তাঁহাকে আমি ভজন করি।

অনুভাষ্য

প্রলয়াদি ব্যবহারোদ্দেশে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব,—এই তিন গুণাবতার।

৩০৪। যথা ভাস্বান্ (সূর্য্যঃ) নিজেষু (নিত্য-স্বীয়ত্বেন বিখ্যাতেষু) অশ্মসকলেষু অপি (সূর্য্যকান্তাখ্যেষু) স্বীয়ং কিয়-ত্তেজঃ (কিঞ্চিৎ প্রভাবং) প্রকটয়তি, তদ্বৎ যঃ এষঃ পুরুষঃ (গর্ভোদশায়ী) অত্র (ব্রহ্মাণ্ডে) ব্রহ্মা (সন্) জগদণ্ডবিধানকর্ত্তা (ব্রহ্মাণ্ডস্য ব্যষ্টিসৃষ্টিকর্ত্তা,) তং আদিপুরুষং গোবিন্দম্ অহং ভজামি।

৩০৫। কল্প—ব্রহ্মায়ুকাল, ব্রহ্মার শতবর্ষ-স্থিতিকাল। ব্রহ্মার একদিবসে অর্থাৎ সহস্রচতুর্যুগে ৪৩২০০০০০০০ সৌরবর্ষে মানবের 'কল্প' অর্থাৎ ব্রহ্মদিন। তাদৃশ ৩৬০ দিনে ব্রহ্মাবর্ষ, তাদৃশ শতবর্ষই ব্রহ্মার আয়ুষ্কাল।

৩০৬। আদি, ৫ম পঃ ১৪১ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

৩০৭। কৃষ্ণ নিজ সঙ্কর্ষণরূপের অংশ কারণার্ণবশায়ীর কলা গর্ভোদকশায়ী মহাবিষ্ণু হইয়া তমোগুণ গ্রহণ করিয়া জগৎ-সংহারের জন্য গুণাবতার রুদ্ররূপ ধারণ করেন। বিষ্ণুতে সত্ত্বগুণাধিষ্ঠান স্বীকৃত হইলেও তাঁহার মায়াধীনতা সম্ভবপর নহে। যেখানে বিষ্ণুত্বের অভাব, সেইখানে শিবত্ব বা ব্রহ্মত্ব ; তাহাতে মায়ার সংযোগ আছে। শিবত্ব ও ব্রহ্মত্ব—বিষ্ণুমায়ার অভিভাব্য।

৩০৮-৩০৯। রুদ্র—বিষ্ণুর সহিত ভেদাভেদতত্ত্ব ; মায়ার সঙ্গে বিকার লাভ করায় বিষ্ণুর সহিত 'ভিন্ন' এবং স্বয়ং বস্তুতঃ বিষ্ণুর সহিত অভিন্ন। বিষ্ণু—বিষ্ণুর সহ কখনও ভিন্ন নহেন, কিন্তু মায়াবশে শিব ও ব্রহ্মাদি—বিষ্ণু হইতে ভিন্ন। বিষ্ণু কখনই বিকারী নহেন। যেখানে ঈশ্বরত্বে মায়িক বিকার লক্ষিত হয়, তাহা বিষ্ণু হইতে ভিন্নরূপ—গুণাবতার-সংজ্ঞক শিব বা ব্রহ্মা। সুতরাং রুদ্র—বিকারবিশিষ্ট ভেদাভেদপ্রকাশ জীবতত্ত্ব, স্বরূপতঃ কৃষ্ণস্বরূপ বিষ্ণুতত্ত্ব নহেন, পরন্তু বৈষ্ণবতত্ত্ব। ঈশ্বররূপ দুগ্ধ মায়ারূপ অম্লযোগে দুগ্ধাবস্থা হইতে দুগ্ধবিকার দধিরূপে অন্তরিত হওয়ায়, ঐ দধি দুগ্ধ হইতে জাত হইলেও কখনই দুগ্ধ বলিয়া পরিচয় প্রদান করিতে সমর্থ হয় না।

৩১০। ক্ষীরং (দুগ্ধং) যথা বিকারবিশেষযোগাৎ (অম্ল-

ব্যবহারতঃ রুদ্র সর্ব্বদা গুণমায়া-মিলিত ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৮৮।৩, ৫)—

শিবঃ শক্তিযুক্তঃ শশ্বৎ ত্রিলিঙ্গো গুণসংবৃতঃ ।
বৈকারিকস্তৈজসশ্চ তামসশ্চেত্যহং ত্রিধা ॥ ৩১২ ॥

বিষ্ণুর গুণ-মায়াতীতত্ব ও অধোক্ষজত্ব ঃ—

হরির্হি নির্গুণঃ সাক্ষাৎ পুরুষঃ প্রকৃতেঃ পরঃ ।
স সর্ব্বদৃগুপদ্রষ্টা তং ভজন্নির্গুণো ভবেৎ ॥ ৩১৩ ॥

(৩) সত্ত্বগুণে বিষ্ণু গর্ভোদশায়ীরই বিলাস, কৃষ্ণের কলা ঃ—

পালনার্থ স্বাংশ বিষ্ণুরূপে অবতার ।
সত্ত্বগুণ দৃষ্টান্ত, তাতে গুণমায়া-পার ॥ ৩১৪ ॥
স্বরূপ—ঐশ্বর্য্যপূর্ণ, কৃষ্ণসম প্রায় ।
কৃষ্ণ অংশী, তেঁহো অংশ, বেদে হেন গায় ॥ ৩১৫ ॥

দীপের দৃষ্টান্ত ঃ—

ব্রহ্মসংহিতায় (৫।৪৬)—

দীপার্চ্চিরেব হি দশান্তরমভ্যুপেত্য
দীপায়তে বিবৃতহেতুসমানধর্ম্মা ।
যস্তাদৃগেব হি চ বিষ্ণুতয়া বিভাতি
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ৩১৬ ॥

ব্রহ্মা ও শিব—বশ্য-তত্ত্ব ও কৃষ্ণ হইতে ভিন্নাকৃতি ; বিষ্ণু—ঈশ-তত্ত্ব ও কৃষ্ণের সমাকৃতি ঃ—

ব্রহ্মা, শিব—আজ্ঞাকারী ভক্ত-অবতার ।
পালনার্থে বিষ্ণু—কৃষ্ণের স্বরূপ-আকার ॥ ৩১৭ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৩১২। বৈকারিক, তৈজস ও তামস,—এই তিনপ্রকার অহঙ্কারদ্বারা সংবৃত এবং সর্ব্বদা মায়াশক্তিযুক্ত তত্ত্বই 'শিব'।

৩১৩। শ্রীহরি—প্রকৃতির অতীত সাক্ষাৎ নির্গুণ পুরুষ ; তিনি সর্ব্বদৃক্ এবং সকলের উপদ্রষ্টা ; তাঁহাকে ভজন করিলে, জীব নির্গুণ হয়।

৩১৪-৩১৫। ব্রহ্মা শক্ত্যাবেশ হইয়াও গুণাবতার। রুদ্র ভেদাভেদ হইয়াও গুণাবতার। কিন্তু বিষ্ণু স্বাংশরূপে গুণাবতার হইলেও তাঁহার শুদ্ধসত্ত্বগুণদর্শনে তাঁহাকে মায়াগুণের অতীত বলিতে হইবে। বিষ্ণু—অংশ, কৃষ্ণ—তাঁহার অংশী ; অতএব কৃষ্ণের ন্যায় বিষ্ণু—স্বরূপৈশ্বর্য্যপূর্ণ।

৩১৬। দীপরশ্মি যেরূপ ভিন্নাধারে পৃথক্ দীপের ন্যায় কার্য্য করে অর্থাৎ পূর্ব্বদীপের ন্যায় সমানধর্ম্মা, তদ্রূপ যে আদি-পুরুষ গোবিন্দ 'বিষ্ণু' হইয়া প্রকাশ পাইতেছেন, তাঁহাকে আমি ভজন করি।

অনুভাষ্য

সংযোগেন) দধি সংজায়তে (দধিরূপেণ পরিণমতে), ততঃ হেতোঃ (ক্ষীরাৎ অপি তু) ন পৃথক্ (ভিন্নম্) অস্তি ; তথা কার্য্যাৎ (প্রাকৃত-বিশ্বসংহারার্থং গুণমায়াসঙ্গজ-বিকারাৎ) যঃ পুরুষঃ (গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণুঃ) শম্ভুতাং (রুদ্রত্বম্) অপি সমুপৈতি (গৃহ্নাতি) তম্ আদিপুরুষং গোবিন্দম্ অহং ভজে।

৩১১। ভগবান্ বিষ্ণু—ত্রিগুণাতীত ও স্বীয় মায়ার অনভি-ভাব্য স্বতন্ত্র পরমেশ্বর বস্তু। শিব স্বরূপতঃ ভাগবত হইয়াও ত্রিগুণের অন্যতম তমো-গুণাধীশ হইয়া মায়াসম্বন্ধযুক্ত এবং মায়াশক্তির সঙ্গবলে তৎসংশ্লিষ্ট। ভগবান্ বিষ্ণুতে মায়ার অস্তিত্ব নাই ; মায়ার অস্তিত্বানুভূতিতেই শিবের সত্তা, সুতরাং রুদ্র বিষ্ণুতত্ত্ব না হইয়া মায়ার সংপৃক্ত তত্ত্ববিশেষ। নিজের ভাগবত-সত্তানুভূতিতে শিবের মায়াপতিত্ব বা মায়াভোক্তৃত্ব-বুদ্ধি বিগত হইলেই তাঁহার হরিজনত্ব প্রকটিত।

৩১২। রুদ্র ও বিষ্ণুর উপাসকগণের বিরুদ্ধগতি-বিষয়ে জিজ্ঞাসা করায় পরীক্ষিতের প্রতি শ্রীশুকদেবের নিম্নলিখিত উক্তিদ্বয়—

শিবঃ শশ্বৎ (নিত্যং) শক্তিযুতঃ (স্বেচ্ছা-গৃহীতয়া গুণ-সাম্যাবস্থয়া মায়াশক্ত্যা সমন্বিতঃ) বৈকারিকঃ (সাত্ত্বিকঃ) তৈজসঃ (রাজসঃ) তামসঃ চ ইতি অহং (অহঙ্কার-তত্ত্বং)—ত্রিধা (অন্যো-হন্যোপমর্দ্দেন তমসস্ত্রৈবিধ্যাৎ) ত্রিলিঙ্গঃ (গুণত্রয়োপাধিবিশিষ্টঃ) গুণসংবৃতঃ (প্রকটৈশ্চ সদ্ভিঃ তৈঃ গুণৈঃ দূরতঃ সংবৃতঃ তদধিষ্ঠাতা)।

৩১৩। হরিঃ হি (খলু) প্রকৃতে পরঃ (ন তু ব্রহ্মশিবাদিবৎ প্রাকৃতগুণমিশ্রঃ, অধোক্ষজত্বাৎ) সাক্ষাৎ (অনাবৃতঃ) নির্গুণঃ (সঙ্কল্পেনৈব সত্ত্বস্য প্রবর্ত্তনাৎ) পুরুষঃ (পুরুষোত্তমঃ) ; সঃ (হরিঃ) সর্ব্বদৃক্ (সর্ব্বেষাং ব্রহ্মশিবাদীনাং দৃক্ মোক্ষহেতুর্জ্ঞানং যস্মাৎ সঃ, সর্ব্বং পশ্যতীতি বা, অতঃ) উপদ্রষ্টা (সন্নিধৌ মুক্তান্ পশ্যতি, মুক্তগম্যঃ, আদিসাক্ষী বা অতঃ) তং (হরিং) ভজন্ নির্গুণো (স্বরূপস্থঃ) ভবেৎ।

৩১৬। [যতঃ] হি দীপার্চ্চিঃ (প্রদীপশিখা) এব দশান্তরং (মহাদীপাৎ ক্রমপরম্পরয়া অন্যদীপম্) অভ্যুপেত্য বিবৃত-হেতুসমানধর্ম্মা (প্রাকট্য-কারণ-মূলদীপেন সহ সমধর্ম্মযুক্তঃ অর্থাৎ জ্যোতীরূপত্বাংশে যথা তেন সহ সমঃ) দীপায়তে (ভাতি), তাদৃক্ এব যঃ পুরুষঃ হি বিষ্ণুতয়া (গর্ভোদশায়িনঃ বিলাসরূপ-ক্ষীরোদশায়িত্বেন) চ বিভাতি (দীব্যতি) তম্ আদিপুরুষং গোবিন্দম্ অহং ভজামি।

শ্রীমদ্ভাগবতে (২।৬।৩২)—

সৃজামি তন্নিযুক্তোঽহং হরো হরতি তদ্বশঃ ।
বিশ্বং পুরুষরূপেণ পরিপাতি ত্রিশক্তিধৃক্ ॥ ৩১৮ ॥

(ঘ) মন্বন্তরাবতার বর্ণন ঃ—

মন্বন্তরাবতার এবে, শুন সনাতন ।
অসংখ্য গণন তাঁর, শুনহ কারণ ॥ ৩১৯ ॥

মন্বন্তরাবতারের কাল ঃ—

ব্রহ্মার একদিনে হয় চৌদ্দ মন্বন্তর ।
এ চৌদ্দ অবতার তাঁহা করেন ঈশ্বর ॥ ৩২০ ॥

সংখ্যা-নির্দ্দেশ ঃ—

চৌদ্দ এক দিনে, মাসে চারিশত বিশ ।
ব্রহ্মার বৎসরে পঞ্চসহস্র চল্লিশ ॥ ৩২১ ॥
শতেক বৎসর হয় 'জীবন' ব্রহ্মার ।
পঞ্চলক্ষ চারিসহস্র মন্বন্তরাবতার ॥ ৩২২ ॥

কারণাব্ধিশায়ীর নিশ্বাস-ত্যাগ হইতে প্রশ্বাস-গ্রহণ-কাল পর্য্যন্ত ব্রহ্মার আয়ুঃ ঃ—

অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে ঐছে করহ গণন ।
মহাবিষ্ণু একশ্বাসে ব্রহ্মার জীবন ॥ ৩২৩ ॥
মহাবিষ্ণুর নিশ্বাসের নাহিক পর্য্যন্ত ।
এক মন্বন্তরাবতারের দেখ লেখা অন্ত ॥ ৩২৪ ॥

চৌদ্দ মন্বন্তরাবতারের নাম ঃ—

স্বায়ম্ভুবে 'যজ্ঞ', স্বারোচিষে 'বিভু' নাম ।
উত্তমে 'সত্যসেন', তামসে 'হরি' অভিধান ॥ ৩২৫ ॥
রৈবতে 'বৈকুণ্ঠ', চাক্ষুষে 'অজিত', বৈবস্বতে 'বামন' ।
সাবর্ণ্যে 'সার্ব্বভৌম', দক্ষসাবর্ণ্যে 'ঋষভ' গণন ॥৩২৬॥
ব্রহ্মসাবর্ণ্যে 'বিষ্বক্সেন', 'ধর্ম্মসেতু' ধর্ম্মসাবর্ণ্যে ।
রুদ্রসাবর্ণ্যে 'সুধামা', 'যোগেশ্বর' দেবসাবর্ণ্যে ॥৩২৭॥
ইন্দ্রসাবর্ণ্যে 'বৃহদ্ভানু' অভিধান ।
এক চৌদ্দ মন্বন্তরে চৌদ্দ 'অবতার' নাম ॥ ৩২৮ ॥

(ঙ) যুগাবতার-বর্ণন ঃ—

যুগাবতার এবে শুন, সনাতন ।
সত্য-ত্রেতা-দ্বাপর-কলি-যুগের গণন ॥ ৩২৯ ॥

চারিযুগে চারিবর্ণ অবতার ঃ—

শুক্ল-রক্ত-কৃষ্ণ-পীত-ক্রমে চারি বর্ণ ।
চারিবর্ণ ধরি' কৃষ্ণ করেন যুগধর্ম্ম ॥ ৩৩০ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৩১৮। ব্রহ্মা কহিলেন,—হরির নিয়োগমতেই আমি সৃষ্টি করি, তাঁহার আজ্ঞামতেই শিব নাশ করেন, ত্রিশক্তিধৃক্ সেই হরিই পুরুষরূপে বিশ্বকে পালন করেন।

৩২০। মন্বন্তরাবতার—ব্রহ্মার একদিনে ১৪ মন্বন্তর, তাহাতে ১৪ অবতার। ব্রহ্মার এক মাসে ৪২০ এবং একবৎসরে (৩৬০ দিনে) ৫০৪০ অবতার ; ব্রহ্মার জীবনে ৫০৪০০০ মন্বন্তরাবতার।

অনুভাষ্য

৩১৭। পালনশক্তিধৃক্ বিষ্ণু কৃষ্ণেতর বস্তু নহেন ; তিনি —কৃষ্ণস্বরূপই বটেন, পরন্তু ব্রহ্মা বা শিব—তাঁহার আজ্ঞাকারী ভক্তাবতার ভৃত্য।

৩১৮। দেবর্ষি নারদ স্বীয় গুরু ব্রহ্মার নিকট হইতে তাঁহারও আরাধ্য সর্ব্বশ্রেষ্ঠ-তত্ত্ব পরমাত্মা শ্রীহরির সম্বন্ধে জানিতে ইচ্ছা করায়, ব্রহ্মা তাঁহার নিকট ভগবানের বিশ্বরূপ-বর্ণনানন্তর অদ্বয়জ্ঞান বিষ্ণুর পরমেশ্বরত্ব কীর্ত্তন করিতেছেন,—

অহং (ব্রহ্মা) তন্নিযুক্তঃ (তেন প্রয়োজিতঃ সন্ তস্য হরেঃ অনুজ্ঞয়া বিশ্বং) সৃজামি ; হরঃ (শিবঃ) তদ্বশঃ (তন্নিযুক্তঃ সন্ তস্য হরেরনুজ্ঞয়া বিশ্বং) হরতি (বিনাশয়তি) ; ত্রিশক্তিধৃক্ (ত্রিশক্তিঃ ত্রিগুণ-মায়াশক্তিঃ ; অন্তরঙ্গা, বহিরঙ্গা, তটস্থাশক্তিঃ বা, তাং ধরতি যঃ সঃ ঈশ্বরঃ স্বয়ম্ এব) পুরুষরূপেণ (ক্ষীরোদশায়ি-বিষ্ণুরূপেণ) পরিপাতি (পালয়তি)।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৩২৫। স্বায়ম্ভুবে—স্বায়ম্ভুব-মন্বন্তরে যজ্ঞ-অবতার, স্বারোচিষ-মন্বন্তরে 'বিভু' ইত্যাদি ১৪ টী মন্বন্তরে ১৪ টী অবতার।

অনুভাষ্য

৩১৯। মন্বন্তরাবতার—আদি, ২য় পঃ ৯৭ সংখ্যার অমৃতপ্রবাহভাষ্য এবং আদি ৩য় পঃ ৭-৯ সংখ্যার অনুভাষ্য ও মধ্য ২০শ পঃ ২৪৬ সংখ্যার অনুভাষ্য দ্রষ্টব্য।

৩২৮। মনুগণ—যথা, (১) স্বায়ম্ভুব—স্বয়ম্ভু ব্রহ্মার পুত্র ; (২) স্বারোচিষ—স্বরোচিঃ বা অগ্নির পুত্র ; (৩) উত্তম—প্রিয়ব্রতের পুত্র ; (৪) তামস—উত্তমের ভ্রাতা ; (৫) রৈবত—তামসের সহোদর ; (৬) চাক্ষুষ—চক্ষুর পুত্র ; (৭) বৈবস্বত—বিবস্বান্ সূর্য্যের পুত্র ; (৮) সাবর্ণি—সূর্য্যের ঔরসে ছায়ার গর্ভজাত পুত্র ; (৯) দক্ষসাবর্ণি—বরুণপুত্র ; (১০) ব্রহ্মসাবর্ণি —উপশ্লোকের পুত্র ; রুদ্রসাবর্ণি, ধর্ম্মসাবর্ণি ও ইন্দ্রসাবর্ণির নামান্তর রুদ্রপুত্র, রৌচ্য ও ভৌত্যক।

৩৩০। সত্যযুগে—শুক্লবর্ণ যুগাবতার, ত্রেতাযুগে—রক্তবর্ণ যুগাবতার, দ্বাপরযুগে—কৃষ্ণবর্ণ যুগাবতার এবং কলিযুগে—পীতবর্ণ যুগাবতার ; এই চারিপ্রকার বর্ণ ধারণ করিয়া কৃষ্ণ যুগাবতার-ধর্ম্ম রক্ষা করেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৮।১৩)—

আসন্ বর্ণাস্ত্রয়ো হ্যস্য গৃহ্নতোঽনুযুগং তনূঃ।
শুক্লো রক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ ॥ ৩৩১ ॥

সত্যে ব্রহ্মচারিবেষী শুক্লবর্ণ চতুর্ভুজ ভগবান্ এবং ত্রেতায় রক্তবর্ণ চতুর্ভুজ ভগবান্ ঃ—

সত্যযুগে ধ্যান-কর্ম্ম করায় 'শুক্ল'-মূর্ত্তি ধরি'।
কর্দ্দমকে বর দিলা যেঁহো কৃপা করি' ॥ ৩৩২ ॥
কৃষ্ণ-'ধ্যান' করে লোক জ্ঞান-অধিকারী।
ত্রেতার ধর্ম্ম 'যজ্ঞ' করায় 'রক্ত'-বর্ণ ধরি' ॥ ৩৩৩ ॥

দ্বাপরে শ্যামবর্ণ দ্বিভুজ ভগবান্ ঃ—

'কৃষ্ণপদার্চ্চন' হয় দ্বাপরের ধর্ম্ম।
'কৃষ্ণ'-বর্ণে করায় লোকে কৃষ্ণার্চ্চন-কর্ম্ম ॥ ৩৩৪ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।৫।২৭, ২৯)—

দ্বাপরে ভগবান্ শ্যামঃ পীতবাসা নিজায়ুধঃ।
শ্রীবৎসাদিভিরঙ্কৈশ্চ লক্ষণৈরুপলক্ষিতঃ ॥ ৩৩৫ ॥
নমস্তে বাসুদেবায় নমঃ সঙ্কর্ষণায় চ।
প্রদ্যুম্নায়ানিরুদ্ধায় তুভ্যং ভগবতে নমঃ ॥ ৩৩৬ ॥

এই মন্ত্রে দ্বাপরে করে কৃষ্ণার্চ্চন।
'কৃষ্ণনাম-সঙ্কীর্ত্তন'—কলিযুগের ধর্ম্ম ॥ ৩৩৭ ॥

কলিযুগে পীতবর্ণ নাম-প্রেম-প্রচারক দ্বিভুজ ভগবান্ ঃ—

'পীত'-বর্ণ ধরি' তবে কৈলা প্রবর্ত্তন।
প্রেমভক্তি দিলা লোকে লঞা ভক্তগণ ॥ ৩৩৮ ॥

কলিতে স্বয়ং কৃষ্ণই অবতারিরূপে অবতীর্ণ ঃ—

ধর্ম্ম প্রবর্ত্তন করে ব্রজেন্দ্রনন্দন।
প্রেমে গায়, নাচে লোক, করে সঙ্কীর্ত্তন ॥ ৩৩৯ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।৫।৩২)—

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাঽকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্।
যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তন-প্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ ॥ ৩৪০ ॥

কলিযুগ-ধর্ম্ম নামকীর্ত্তন-মাহাত্ম্য ঃ—

আর তিনযুগে ধ্যানাদিতে যেই ফল হয়।
কলিযুগে কৃষ্ণনামে সেই ফল পায় ॥ ৩৪১ ॥

কলিযুগের প্রশংসা ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবতে (১২।৩।৫১-৫২)—

কলের্দোষনিধে রাজন্নস্তি হ্যেকো মহান্ গুণঃ।
কীর্ত্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তবন্ধঃ পরং ব্রজেৎ ॥ ৩৪২ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৩৩২। কর্দ্দম—প্রজাপতি, যিনি মনুকন্যা দেবহূতিকে বিবাহ করেন এবং যাঁহার পুত্র—কপিলদেব। তাঁহার তপস্যায় তুষ্ট হইয়া ভগবান্ শুক্লমূর্ত্তিতে তাঁহাকে দর্শন দিয়াছিলেন।

৩৩৬। ভগবান্ সঙ্কর্ষণ, বাসুদেব, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধকে নমস্কার।

অনুভাষ্য

৩৩১। আদি, ৩য়ঃ পঃ ৩৬ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

৩৩২। (ভাঃ ১১।৫।২১)—"কৃতে শুক্লশ্চতুর্ব্বাহুর্জটিলো বল্কলাম্বরঃ। কৃষ্ণাজিনোপবীতাক্ষাম্ বিভ্রদ্দণ্ডং কমণ্ডলুম্।।"* এবং ভাঃ ৩।২১।১৬, ৩৫, ৫১, ৩।২২।১৯, ৩।২৩।২৩, ৫।১০।১৬ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

৩৩৩। (ভাঃ ১১।৫।২৪)—"ত্রেতায়াং রক্তবর্ণোঽসৌ চতুর্ব্বাহুস্ত্রিমেখলঃ। হিরণ্যকেশস্ত্রয্যাত্মা স্রুক্স্রুবাদ্যুপলক্ষণঃ।।"✤ ভাঃ ১১।৫।২৬ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

৩৩৫। আদি, ৩য়ঃ পঃ ৩৯ সংখ্যা দ্রষ্টব্য। শ্যাম—অতসী-কুসুম-সঙ্কাশ বর্ণ। সকল দ্বাপরেই স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তিতে অবতার ঘটে না ; শ্রীকৃষ্ণাবতারের পূর্ব্ববর্ত্তী অন্যান্য দ্বাপরযুগে ভগবান্ শুকপত্র-বর্ণ অর্থাৎ হরিদ্বর্ণাদি গ্রহণ করিয়া অংশে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন,—ইহা শ্রীবিষ্ণুপুরাণে, শ্রীহরিবংশে ও মহাভারতাদিতে শুনা যায়।

৩৩৬। কোন্ যুগে কোন্ বর্ণ ধারণ করিয়া কোন্ বিধি-দ্বারা ভগবান্ পূজিত হন?'—বিদেহরাজ নিমি এইরূপ জিজ্ঞাসা করায় নবযোগেন্দ্রের অন্যতম করভাজন-ঋষি দ্বাপরযুগের অবতারের প্রণাম-মন্ত্র বলিতেছেন,—

[চতুর্ব্ব্যূহাত্মকস্য ভগবতঃ নামান্যাহ—] ভগবতে বাসুদেবায় তে (তুভ্যং) নমঃ ; সঙ্কর্ষণায় নমঃ প্রদ্যুম্নায় অনিরুদ্ধায় চ তুভ্যং নমঃ।

৩৩৮। কৃষ্ণ পীতবর্ণ ধারণ করিয়া কলিযুগের ধর্ম্ম কৃষ্ণ-নাম-সঙ্কীর্ত্তন প্রবর্ত্তন এবং ভক্তগণের সহিত লোকসমূহকে কৃষ্ণপ্রেমভক্তি প্রদান করিলেন।

৩৪০। আদি, ৩য় পঃ ৫১ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৩৪২-৩৪৩। হে রাজন্, দোষনিধি কলির একটী মহৎ গুণ আছে ; কলিযুগে কৃষ্ণকীর্ত্তন হইতেই জীব অত্যন্তবন্ধ

অনুভাষ্য

** সত্যযুগে ভগবান্ শুক্লবর্ণ, চতুর্ভুজ, জটাধারী, বল্কলবসন, কৃষ্ণাজিন, উপবীত, অক্ষমালা, দণ্ড এবং কমণ্ডলু ধারণপূর্ব্বক ব্রহ্মচারি-বেশে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন।*

✤ ত্রেতাযুগে রক্তবর্ণ, চতুর্ভুজ, ত্রিগুণ-মেখলাযুক্ত, পিঙ্গলকেশ-বিশিষ্ট, বেদত্রয়-প্রতিপাদিত বিগ্রহ, স্রুক্-স্রুব (যজ্ঞে ব্যবহৃত পাত্র-বিশেষ) প্রভৃতি চিহ্নধারী ভগবান্ অবতীর্ণ হইয়া থাকেন।

কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ ।
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ ॥ ৩৪৩ ॥

বিষ্ণুপুরাণে (৬।২।১৭), পাদ্মোত্তর-খণ্ডে (৭২।২৫), বৃহন্নারদীয়ে (৩৮।৯৭)—

ধ্যায়ন্ কৃতে যজন্ যজ্ঞৈস্ত্রেতায়াং দ্বাপরেঽর্চ্চয়ন্ ।
যদাপ্নোতি তদাপ্নোতি কলৌ সঙ্কীর্ত্ত্য কেশবম্ ॥ ৩৪৪ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।৫।৩৬)—

কলিং সভাজয়ন্ত্যার্য্যা গুণজ্ঞাঃ সারভাগিনঃ ।
যত্র সঙ্কীর্ত্তনেনৈব সর্ব্বস্বার্থোঽভিলভ্যতে ॥ ৩৪৫ ॥

পূর্ব্ববৎ লিখি যবে গুণাবতারগণ ।
অসংখ্য সংখ্যা তাঁর, না হয় গণন ॥ ৩৪৬ ॥

গৌরলীলা-তত্ত্বজ্ঞ কৃষ্ণভজন-চতুর সনাতন ঃ—

চারিযুগাবতারে এই ত' গণন ।"
শুনি' ভঙ্গি করি' তাঁরে পুছে সনাতন ॥ ৩৪৭ ॥

স্বয়ং প্রভুর শ্রীমুখ হইতে প্রভুর অবতারোদ্দেশ্য নির্ভয়ে জিজ্ঞাসা ঃ—

রাজমন্ত্রী সনাতন—বুদ্ধ্যে বৃহস্পতি ।
প্রভুর কৃপাতে পুছে অসঙ্কোচ-মতি ॥ ৩৪৮ ॥

"অতি ক্ষুদ্র জীব মুঞি নীচ, নীচাচার ।
কেমনে জানিব কলিতে কোন্ অবতার ??" ৩৪৯ ॥

প্রভুকর্ত্তৃক কলিযুগাবতার-পরিচয়-প্রদান ঃ—

প্রভু কহে,—"অন্যাবতার শাস্ত্রদ্বারা জানি ।
কলিতে অবতার তৈছে শাস্ত্রদ্বারা মানি ॥ ৩৫০ ॥

শাস্ত্রালোকেই ভগবজ্জ্ঞান-লাভ ঃ—

সর্ব্বজ্ঞ মুনির বাক্য—শাস্ত্র-'প্রমাণ' ।
আমা-সবা জীবের হয় শাস্ত্রদ্বারা 'জ্ঞান' ॥ ৩৫১ ॥

পরোক্ষবাদই অবতারের প্রিয় ; লক্ষণদ্বারা তত্ত্বকোবিদগণের বস্তু-নির্দ্দেশ ঃ—

অবতার নাহি কহে,—'আমি অবতার' ।
মুনি সব জানি' করে লক্ষণ-বিচার ॥ ৩৫২ ॥

জীবের দুঃসাধ্য ও অপরিমেয়-বীর্য্যদ্বারা বিষ্ণুত্বের উপলব্ধি ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।১০।৩৪)—

যস্যাবতারা জ্ঞায়ন্তে শরীরিষ্বশরীরিণ ।
তৈস্তৈরতুল্যাতিশয়ৈর্বীর্য্যৈর্দেহিষ্বসঙ্গতৈঃ ॥ ৩৫৩ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

হইতে মুক্তি লাভ করেন। সত্যযুগে বিষ্ণুকে ধ্যান করিয়া, ত্রেতাযুগে যজ্ঞদ্বারা যজন করিয়া এবং দ্বাপরযুগে অর্চ্চনাদি করিয়া যে ফল লাভ হইত, কলিকালে হরিকীর্ত্তন হইতে সে-সব ফল লাভ হয়।

৩৪৫। গুণজ্ঞ সারগ্রাহী আর্য্যপুরুষসকল কলিকে এইজন্য 'ধন্য' বলিয়া থাকেন, যেহেতু সঙ্কীর্ত্তনের দ্বারাই কলিকালে সর্ব্ব স্বার্থলাভ হয়।

৩৫৩। প্রাকৃত-শরীরহীন অপ্রাকৃত শরীরী পরমেশ্বরের অবতারতত্ত্ব—জীবের পক্ষে দুঃসাধ্য ; ঐ অতুল অতিশয় ও অলৌকিক বীর্য্যদ্বারা তাদৃশ তোমার অবতারসকল কথঞ্চিৎ পরিজ্ঞাত হন।

অনুভাষ্য

৩৪২। পরীক্ষিৎ পাপময় কলিযুগে মানবের ধর্ম্ম ও অনর্থ-নাশের উপায় জিজ্ঞাসা করায় শ্রীশুকদেব সত্য-ত্রেতা-দ্বাপর-ধর্ম্ম-বর্ণনানন্তর কলিযুগের অসংখ্য দোষ বলিয়া অধ্যায়-শেষে উহার গুণ কীর্ত্তন করিতেছেন,—

হে রাজন্, দোষনিধেঃ (দোষাণাং আধারস্য অপি) কলেঃ (কলিযুগস্য) একঃ মহান্ গুণঃ অস্তি ; হি (যতঃ) কৃষ্ণস্য কীর্ত্তনাৎ (শ্রীহরেঃ তদীয়ানাং চ নামরূপগুণলীলানুবাদাৎ) এব মুক্তসঙ্গঃ (অন্যাভিলাষবর্জ্জিতঃ জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতঃ চ সন্) পরং (পঞ্চম-পুরুষার্থং কৃষ্ণপ্রেম) ব্রজেৎ (লভেৎ)।

৩৪৩। কৃতে (সত্যযুগে) বিষ্ণুং ধ্যায়তঃ (হরিধ্যানপরস্য জনস্য), ত্রেতায়াং মখৈঃ (যজ্ঞাদিভিঃ) যজতঃ (বৈদিকবিধানেন অনুষ্ঠানবতঃ জনস্য), দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং (পাঞ্চরাত্রিক-বিধানেন অর্চ্চনায়াং) [যৎ ফলং লব্ধং] তৎ (সর্ব্বং) কলৌ হরিকীর্ত্তনাৎ এব [প্রাপ্নোতি]।

৩৪৪। কৃতে (সত্যযুগে) ধ্যায়ন্ (ধ্যানানুষ্ঠানেন), ত্রেতায়াং যজ্ঞৈঃ যজন্ (যজ্ঞেশ্বরং পরিতোষয়ন্), দ্বাপরে অর্চ্চয়ন্ (শ্রীমূর্ত্ত্যাদিকং পূজয়ন্) যৎ (ফলম্) আপ্নোতি (লভতে) কলৌ কেশবং সঙ্কীর্ত্ত্য (বহুভির্মিলিত্বা কীর্ত্তয়ন্) তৎ [সর্ব্বম্ এব ভগবত্তোষণরূপ-ফলম্] আপ্নোতি।

৩৪৫। বিদেহরাজ নিমি 'কোন্ যুগে কোন্ বর্ণ ধারণপূর্ব্বক কি কি বিধিদ্বারা শ্রীভগবান্ পূজিত হন?'—এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করায় নবযোগেন্দ্রের অন্যতম করভাজন-ঋষি কলিযুগে ভাবী অবতারী শ্রীগৌরসুন্দরকে প্রণামপূর্ব্বক কলিযুগের গুণ ও মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছেন,—

যত্র (কলৌ) সঙ্কীর্ত্তনেন (কীর্ত্তনাখ্য-ভক্ত্যনুষ্ঠানেন) এব সর্ব্বঃ স্বার্থঃ (সর্ব্বপুরুষার্থঃ) অভিলভ্যতে (সর্ব্বতোভাবেন প্রাপ্যতে) [অতঃ ইতি] গুণজ্ঞাঃ (কলের্গুণং জানন্তি যে তে) আর্য্যাঃ (মহাত্মানঃ) সারভাগিনঃ (গুণাংশগ্রাহিণঃ) [তং] কলিং সভাজয়ন্তি (অর্চ্চয়ন্তি)।

স্বরূপ ও তটস্থ-লক্ষণের সংজ্ঞা ঃ—

'স্বরূপ'-লক্ষণ, আর 'তটস্থ-লক্ষণ' ।
এই দুই লক্ষণে 'বস্তু' জানে মুনিগণ ॥ ৩৫৪ ॥

আকৃতি, প্রকৃতি, স্বরূপ,—স্বরূপ-লক্ষণ ।
কার্য্যদ্বারা জ্ঞান,—এই তটস্থ-লক্ষণ ॥ ৩৫৫ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১।১।১) শ্লোকের মঙ্গলাচরণ-প্রারম্ভে স্বরূপ ও তটস্থলক্ষণে পরমেশ্বর কৃষ্ণের নিরূপণ ঃ—

ভাগবতারম্ভে ব্যাস মঙ্গলাচরণে ।
'পরমেশ্বর' নিরূপিল এই দুই লক্ষণে ॥ ৩৫৬ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১।১।১)—

জন্মাদ্যস্য যতোঽন্বয়াদিতরতশ্চার্থেষ্বভিজ্ঞঃ স্বরাট্
তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদিকবয়ে মুহ্যন্তি যৎ সূরয়ঃ ।
তেজোবারিমৃদাং যথা বিনিময়ো যত্র ত্রিসর্গোঽমৃষা
ধাম্না স্বেন সদা নিরস্তকুহকং সত্যং পরং ধীমহি ॥ ৩৫৭ ॥

ঐ ১ম শ্লোকে পরমেশ্বরের (১) স্বরূপ-লক্ষণ ঃ—

এই শ্লোকে 'পরং'-শব্দে 'কৃষ্ণ'-নিরূপণ ।
'সত্যং' শব্দে কহে তাঁর স্বরূপ-লক্ষণ ॥ ৩৫৮ ॥

(২) তটস্থ-লক্ষণ ঃ—

বিশ্বসৃষ্ট্যাদি কৈল, বেদ ব্রহ্মাকে পড়াইল ।
অর্থাভিজ্ঞতা, স্বরূপশক্ত্যে মায়া দূর কৈল ॥ ৩৫৯ ॥

এইসব কার্য্য—তাঁর তটস্থ-লক্ষণ ।
অন্য অবতার ঐছে জানে মুনিগণ ॥ ৩৬০ ॥

দেশিকগণের উক্ত লক্ষণদ্বয়-দ্বারাই সর্ব্ব-অবতার-নির্ণয় ঃ—

অবতারকালে হয় জগতের গোচর ।
এই দুই লক্ষণে কেহ জানেন ঈশ্বর ॥" ৩৬১ ॥

ভজনচতুর ভক্তের নিকট ভগবানের গুপ্ত স্বভাব ব্যক্ত ঃ—

সনাতন কহে,—"যাতে ঈশ্বর-লক্ষণ ।
পীতবর্ণ, কার্য্য—প্রেমদান-সঙ্কীর্ত্তন ॥ ৩৬২ ॥

প্রভুদ্বারা প্রভুর লীলা-ব্যাখ্যা-শ্রবণে অভিলাষ ঃ—

কলিকালে সেই 'কৃষ্ণাবতার' নিশ্চয় ।
সুদৃঢ় করিয়া কহ, যাউক সংশয় ॥" ৩৬৩ ॥

ভক্তের জয়, ভগবানের পরাজয় ঃ—

প্রভু কহে,—"চতুরালি ছাড়, সনাতন ।
শক্ত্যাবেশাবতারের শুন বিবরণ ॥ ৩৬৪ ॥

কৃষ্ণের ষড়্‌বিধ বিলাসের ও ত্রিবিধ রূপের অন্যতম (গ) শক্ত্যাবেশাবতার-বর্ণন ঃ—

শক্ত্যাবেশাবতার কৃষ্ণের অসংখ্য গণন ।
দিগ্‌দরশন করি মুখ্য মুখ্য জন ॥ ৩৬৫ ॥

দ্বিবিধ শক্ত্যাবেশ—সাক্ষাৎশক্ত্যাবিষ্ট মুখ্য-'অবতার' ও শক্ত্যাভাসাবিষ্ট গৌণ-'বিভূতি' সংজ্ঞা ঃ—

শক্ত্যাবেশ দুইরূপ—'মুখ্য', 'গৌণ' দেখি ।
সাক্ষাৎশক্ত্যে 'অবতার', আভাসে 'বিভূতি' লিখি ॥৩৬৬॥

(১) মুখ্যাবেশাবতারগণের নাম ঃ—

'সনকাদি', 'নারদ', 'পৃথু', 'পরশুরাম' ।
জীবরূপ 'ব্রহ্মার' আবেশাবতার-নাম ॥ ৩৬৭ ॥

বৈকুণ্ঠে '[illegible]ষ'—ধরা ধরয়ে 'অনন্ত' ।
এই মুখ্যাবেশাবতার—বিস্তারে নাহি অন্ত ॥ ৩৬৮ ॥

মুখ্যশক্তিভেদে মুখ্যাবেশাবতারগণ ঃ—

সনকাদ্যে 'জ্ঞান'-শক্তি , নারদে শক্তি 'ভক্তি' ।
ব্রহ্মায় 'সৃষ্টি'-শক্তি, অনন্তে 'ভূ-ধারণ'-শক্তি ॥ ৩৬৯ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৩৫৫। আকৃতি—আকার ; প্রকৃতি—স্বভাব ; স্বরূপ—মূর্ত্তি ; স্বরূপলক্ষণ—সেই বিগ্রহের ব্যবহার ; তটস্থ লক্ষণ—কার্য্যদ্বারা জ্ঞান।

৩৬৬। শক্ত্যাবেশ—গৌণ ও মুখ্যভেদে দুইপ্রকার ; যাঁহাতে সাক্ষাৎ শক্তির অবতার,—তিনি মুখ্যশক্ত্যাবেশ-অবতার এবং যে-স্থলে শক্তির আভাসমাত্র বিভূতিরূপে দেখা যায়, সে-স্থলে গৌণশক্ত্যাবেশ-অবতার।

অনুভাষ্য

৩৫৩। কৃষ্ণ কৃপাপ্রকাশপূর্ব্বক যমলার্জ্জুন-বৃক্ষদ্বয়কে ভগ্ন করিলে, কুবেরের সেই নলকূবর ও মণিগ্রীব-নামক পুত্রদ্বয় কৃষ্ণকে স্তব করিতেছেন,—

দেহিষু (জীবেষু) অসঙ্গৈতঃ (দুষ্প্রাপ্যৈঃ) অতুল্যাতিশয়ৈঃ (নাস্তি তুল্যম্ অতিশয়ম্ আধিক্যং যেভ্যঃ তৈঃ) তৈঃ তৈঃ বীর্য্যৈঃ (বিভবৈঃ) শরীরিষু (প্রপঞ্চে দেহিষু জীবেষু মধ্যে) অশরীরিণঃ (প্রাকৃতশরীরবর্জ্জিতস্য অপি) যস্য (তব) অবতারাঃ জ্ঞায়ন্তে।

৩৫৫। আকৃতি, প্রকৃতি এবং স্বরূপ,—এই তিনটীই 'স্বরূপ' বা 'মুখ্য' লক্ষণ। কার্য্যদ্বারা জ্ঞানই 'তটস্থ' বা 'গৌণ' লক্ষণ।

৩৫৬। ভাগবতের 'জন্মাদ্যস্য' শ্লোকে 'সত্যং' ও 'পরং' শব্দদ্বয়ে স্বরূপ-লক্ষণ এবং বিশ্ব-সৃষ্টিস্থিতিলয়, ব্রহ্মার হৃদয়ে বস্তুজ্ঞান-প্রকটন ও অর্থাভিজ্ঞতা প্রভৃতি তটস্থ লক্ষণ ব্যক্ত করিয়া পরমেশ্বরকে নিরূপণ করিয়াছেন।

৩৫৭। মধ্য, ৮ম পঃ ২৬৬ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

৩৬২। কলিকালে যুগাবতারের স্বরূপ-লক্ষণ—পীতবর্ণ আকার, তটস্থ-লক্ষণ—প্রেমদান ও সঙ্কীর্ত্তন-কার্য্য।

৩৬৪। চতুরালি—কৌশলে মনোগত অভিপ্রায়-স্থাপন, নৈপুণ্য-প্রদর্শন, বুদ্ধিমত্তা-প্রকাশ।

শেষে 'স্ব-সেবন'-শক্তি, পৃথুতে 'পালন'।
পরশুরামে 'দুষ্টনাশ-বীর্য্যসঞ্চারণ' ॥ ৩৭০ ॥

আবেশাবতারের সংজ্ঞা ঃ—
লঘুভাগবতামৃতে (১।১।১৮) আবেশপ্রকরণে—

জ্ঞানশক্ত্যাদিকলয়া যত্রাবিষ্টো জনার্দ্দনঃ ।
ত আবেশা নিগদ্যন্তে জীবা এব মহত্তমাঃ ॥ ৩৭১ ॥

(২) গীতায় বিভূতির বর্ণন ঃ—

'বিভূতি' কহিয়ে যৈছে গীতা-একাদশে।
জগৎ ব্যাপিল কৃষ্ণশক্ত্যাভাসাবেশে ॥ ৩৭২ ॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (১০।৪১-৪২)—

যদ্যদ্বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জ্জিতমেব বা ।
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোঽংশসম্ভবম্ ॥ ৩৭৩ ॥
অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জ্জুন ।
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ ॥ ৩৭৪ ॥

কৃষ্ণস্বরূপের ষড়্বিধ বিলাসমধ্যে অবশিষ্ট দ্বিবিধ বয়োধর্ম্মি-রূপে লীলা ঃ—

এইত' কহিলুঁ শক্ত্যাবেশ-অবতার।
বাল্য-পৌগণ্ড-ধর্ম্মের শুনহ বিচার ॥ ৩৭৫ ॥

স্বয়ং কৃষ্ণের লীলা-প্রকটনের পূর্ব্বে গুরুবর্গরূপ সেবকগণের প্রকটন ঃ—

কিশোরশেখর-ধর্ম্মী ব্রজেন্দ্রনন্দন।
প্রকটলীলা করিবারে যবে করে মন ॥ ৩৭৬ ॥
আদৌ প্রকট করায় মাতা-পিতা-ভক্তগণে।
পাছে প্রকট হয় জন্মাদিক-লীলাক্রমে ॥ ৩৭৭ ॥

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু (২।১৬৩)—

বয়সো বিবিধত্বেঽপি সর্ব্বভক্তিরসাশ্রয়ঃ ।
ধর্ম্মী কিশোর এবাত্র নিত্যলীলা-বিলাসবান্ ॥ ৩৭৮ ॥

প্রতিব্রহ্মাণ্ডে প্রতিক্ষণে সেই বিচিত্রা নবনবায়মানা চিন্ময়ী লীলা ঃ—

পূতনা-বধাদি যত লীলা ক্ষণে ক্ষণে।
সব লীলা নিত্য প্রকট করে অনুক্রমে ॥ ৩৭৯ ॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড, তার নাহিক গণন।
কোন লীলা কোন ব্রহ্মাণ্ডে হয় প্রকটন ॥ ৩৮০ ॥

কৃষ্ণাবতার-লীলার দৃষ্টান্ত—যেন নিরবচ্ছিন্ন গঙ্গাধারা ঃ—

এইমত সব লীলা—যেন গঙ্গাধার।
সে-সে লীলা প্রকট করে ব্রজেন্দ্রকুমার ॥ ৩৮১ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৩৭০। শেষে স্ব-সেবনশক্তি—শেষরূপী ভগবদবতারে স্বীয় সেবারূপ শক্তি অর্পিত হইয়াছে।

৩৭১। জ্ঞানশক্ত্যাদি-কলাদ্বারা যেস্থলে ভগবদাবেশ, সেই মহত্তম জীবসকল 'আবেশ-অবতার' বলিয়া গণিত হন।

৩৭৩। যে-সকল জীব—বিভূতিমান্ ও শ্রীমান্, তাঁহাদিগকে আমার তেজাংশসম্ভব বলিয়া জান।

অনুভাষ্য

৩৭১। যত্র (মহত্তমেষু জীবেষু) জ্ঞানশক্ত্যাদিকলয়া (জ্ঞান-ভক্তি-সৃষ্টি-সেবন-পালন-ধারণ-বিনাশনাদি-ভাগেন) জনার্দ্দনঃ আবিষ্টঃ, তে মহত্তমাঃ জীবাঃ এব 'আবেশাঃ' (আবেশাবতারাঃ) নিগদ্যন্তে (কথ্যন্তে)।

৩৭২। ভাঃ ২।৭।৩৯ শ্লোকে মায়া-বিভূতিগণের পরিচয় দ্রষ্টব্য।

৩৭৩। বিভূতিমৎ (ঐশ্বর্য্যযুক্তং) শ্রীমৎ (সম্পত্তিযুক্তম্) ঊর্জ্জিতং (বলপ্রভাবাদিনা গুণেনাতিশয়িতং) যৎ যৎ সত্ত্বং (প্রাকৃতং বস্তু) ভবতি, তৎ তৎ এব মম তেজোঽংশসম্ভবং (প্রভাবকলয়া সিদ্ধং প্রভাবস্যাংশেন সম্ভূতম্ ইতি) ত্বম্ অবগচ্ছ (জানীহি)।

৩৭৪। আদি, ২য় পঃ ২০ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

৩৭৮। বয়সঃ বিবিধত্বে (বাল্যপৌগণ্ডকৈশোরাদিপ্রকার-ভেদে) অপি অত্র সর্ব্বভক্তিরসাশ্রয়ঃ নিত্যলীলাবিলাসবান্ কিশোরঃ এব ধর্ম্মী (সর্ব্ববয়ো-ধর্ম্মবিশিষ্টঃ পূর্ণতমঃ)।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৩৭৮। নিত্যলীলাবিলাসবান্ সর্ব্বভক্তিরসাশ্রয় কৃষ্ণের বিবিধ বয়স থাকিলেও কিশোর বয়সই শ্রেষ্ঠ।

অনুভাষ্য

৩৭৯-৩৯৫। কৃষ্ণের লীলা—নিত্যপ্রকট। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে কালে কালে ক্রমে ক্রমে নিত্যলীলা প্রকটিত হয়। এক ব্রহ্মাণ্ডে কৃষ্ণজন্ম-লীলা হইতে আরম্ভ করিয়া ১২৫ বর্ষকাল মৌষলান্ত লীলা পর্য্যন্ত প্রকটিত হইয়া সেই ব্রহ্মাণ্ডে লীলা অপ্রকট হয়। কৃষ্ণের লীলার ক্ষণকাল এক ব্রহ্মাণ্ডে প্রকট হইয়া, প্রথম ক্ষণান্তে দ্বিতীয়-ক্ষণ আরম্ভ হইলে প্রথমক্ষণ-সম্বন্ধিনী লীলা অন্য-ব্রহ্মাণ্ডে প্রকট হয়। এইরূপ অসংখ্য অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে প্রতিক্ষণ-সম্বন্ধিনী লীলা প্রকট হইয়া অন্য ব্রহ্মাণ্ডে আবার সেইক্ষণ-সম্বন্ধিনী লীলার উদয় হয়। ইহার উদাহরণ সূর্য্যের ভ্রমণমার্গ অর্থাৎ জ্যোতিশ্চক্রে ভ্রমণ কথিত হইয়াছে। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে কৃষ্ণের অসংখ্য লীলা ক্রমে ক্রমে উদিত হইয়া অপ্রকটিত হইতেছেন। জীবজ্ঞানে সেই অনন্তলীলার উপলব্ধির সম্ভাবনা নাই। গঙ্গাধারা যেরূপ নিরবচ্ছিন্ন, অলাতচক্র-ভ্রমণ যেরূপ নিরন্তর ও ব্যাপক, তাদৃশ কৃষ্ণলীলারও নিরবচ্ছিন্ন প্রাকট্য ভিন্ন ভিন্ন ব্রহ্মাণ্ডে উপলব্ধ হয়। কৃষ্ণের জন্ম, বাল্য ও পৌগণ্ড-

কিশোর কৃষ্ণেরই ব্রজলীলা ঃ—

ক্রমে বাল্য-পৌগণ্ড-কৈশোরতা প্রাপ্তি ।
রাস-আদি লীলা করে, কৈশোরে নিত্যস্থিতি ॥ ৩৮২ ॥

কৃষ্ণলীলার নিত্যত্ব ব্যাখ্যা ঃ—

'নিত্যলীলা' কৃষ্ণের সর্ব্বশাস্ত্রে কয় ।
বুঝিতে না পারে লীলা কেমনে 'নিত্য' হয় ॥ ৩৮৩ ॥

জ্যোতিশ্চক্রের দৃষ্টান্ত ঃ—

দৃষ্টান্ত দিয়া কহি, তবে লোক সব জানে ।
কৃষ্ণলীলা—নিত্য, জ্যোতিশ্চক্র-প্রমাণে ॥ ৩৮৪ ॥
জ্যোতিশ্চক্রে সূর্য্য যেন ফিরে রাত্রি-দিনে ।
সপ্তদ্বীপাম্বুধি লঙ্ঘি' ফিরে ক্রমে ক্রমে ॥ ৩৮৫ ॥
রাত্রি-দিনে হয় ষষ্টিদণ্ড-পরিমাণ ।
তিনসহস্র ছয়শত 'পল' তার মান ॥ ৩৮৬ ॥
সূর্য্যোদয় হৈতে ষষ্টিপল-ক্রমোদয় ।
সেই এক দণ্ড, অষ্ট দণ্ডে 'প্রহর' হয় ॥ ৩৮৭ ॥
এক-দুই-তিন-চারি প্রহরে অস্ত হয় ।
চারিপ্রহর রাত্রি গেলে পুনঃ সূর্য্যোদয় ॥ ৩৮৮ ॥

১৪ মন্বন্তরে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডে অবতার-লীলা ঃ—

ঐছে কৃষ্ণের লীলা-মণ্ডল চৌদ্দ মন্বন্তরে ।
ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডল ব্যাপি' ক্রমে ক্রমে ফিরে ॥ ৩৮৯ ॥

কৃষ্ণপ্রকটলীলা-কাল ঃ—

সওয়াশত বৎসর কৃষ্ণের প্রকট-প্রকাশ ।
তাহা যৈছে ব্রজ-পুরে করিলা বিলাস ॥ ৩৯০ ॥

কৃষ্ণাবতার-লীলার উপমা—যেন, অলাতচক্র-ভ্রমণ ঃ—

অলাতচক্রপ্রায় সেই লীলাচক্র ফিরে ।
সব লীলা ব্রহ্মাণ্ডে ক্রমে উদয় করে ॥ ৩৯১ ॥

জন্ম হইতে মৌষলান্ত পর্য্যন্ত লীলা ঃ—

জন্ম, বাল্য, পৌগণ্ড, কৈশোর প্রকাশ ।
পূতনা বধাদি করি' মৌষলান্ত বিলাস ॥ ৩৯২ ॥

অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডে কোন না কোন ব্রহ্মাণ্ডে নিত্যই একটী না একটী লীলা বর্ত্তমান, এজন্য লীলার 'নিত্যতা' ঃ—

কোন ব্রহ্মাণ্ডে কোন লীলার হয় অবস্থান ।
তাতে লীলা 'নিত্য' কহে নিগম-পুরাণ ॥ ৩৯৩ ॥

সঙ্কর্ষণের চিদ্বৈভব সমস্ত বিষ্ণুধামই বিষ্ণুসম ও হরির সহিত প্রপঞ্চে অবতীর্ণ ঃ—

গোলোক, গোকুল-ধাম—'বিভু' কৃষ্ণসম ।
কৃষ্ণেচ্ছায় ব্রহ্মাণ্ডগণে তাহার সংক্রম ॥ ৩৯৪ ॥

ব্রহ্মাণ্ডসমূহে অবতারীর সহিত তদীয় গোলোক-ধামও অবতীর্ণ ঃ—

অতএব গোলোকস্থানে নিত্য বিহার ।
ব্রহ্মাণ্ডগণের ক্রমে প্রকট তাহার ॥ ৩৯৫ ॥

অনুভাষ্য

কৈশোরাদি লীলা নিত্যকালই সংঘটিত হইতেছে। কোন এক ব্রহ্মাণ্ডে অবস্থিত জীবের কৃষ্ণলীলার নিত্য-প্রাকট্যানুভূতি না হইলেও তাঁহার লীলার নিত্যতা আছে। সকল লীলার এক-কালে নিত্যপ্রাকট্যের নামই 'নিত্যলীলা' ; কিন্তু প্রপঞ্চে অনুক্রমে লীলার প্রাকট্য ঘটে। তৎকালে অন্যান্য লীলা অপর ব্রহ্মাণ্ডে প্রকট থাকে বলিয়া কোন এক ব্রহ্মাণ্ডে এককালে নিত্যত্ব উপলব্ধ হয় না। বস্তুতঃ লীলা—নিত্য ; চৌদ্দ মন্বন্তর অর্থাৎ কল্পের নির্দ্দিষ্টকালে কোন এক ব্রহ্মাণ্ডে ক্রমে ক্রমে কৃষ্ণলীলা-মণ্ডল পুনরাবর্ত্তিত হয় ; অতএব লীলা অনিত্য নহে। অন্য কোন ব্রহ্মাণ্ডে নিত্যলীলা পরিদৃশ্য হয় না বলিয়া এই ব্রহ্মাণ্ডের লোক নিত্যলীলা উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয় না। এজন্য বেদ-পুরাণাদি নিত্যলীলার কথাই বলেন ; গোলোকের নিত্যবিহারস্থলী ক্রমে ক্রমে ব্রহ্মাণ্ডে প্রকটিত হয়।

৩৯৩-৩৯৫। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর তৎকৃত 'রাগবর্ত্ম-চন্দ্রিকা'র দ্বিতীয় প্রকাশে উজ্জ্বলনীলমণির 'তদ্ভাববদ্ধরাগা যে জনাস্তে" শ্লোকের টীকায় লিখিয়াছেন,—"অনুরাগৌঘং রাগানুগাভজনৌৎকণ্ঠ্যং, ন ত্বনুরাগস্থায়িনং, সাধকদেহেঽনুরাগোৎপত্ত্য-সম্ভবাৎ। ব্রজেঽভবন্নিতি অবতারসময়ে নিত্যপ্রিয়াদ্যা যথা আবির্ভবন্তি, তথৈব গোপিকাগর্ভে সাধনসিদ্ধা অপি আবির্ভবন্তি। ততশ্চ গোপিকাদেহে উৎপদ্যন্তে, পূর্ব্বজন্মনি সাধকদেহে তেষাং (স্নেহমানপ্রণয়রাগানুরাগমহাভাবানাম্) উৎপত্ত্যসম্ভবাৎ। * * সাধক-দেহভঙ্গসময়ে এব তস্মৈ প্রেমবতে ভক্তায় * * চিদানন্দ-ময়ী গোপিকাতনুশ্চ দীয়তে। সৈব তনুর্যোগমায়য়া বৃন্দাবনীয়-প্রকটপ্রকাশে কৃষ্ণপরিবারপ্রাদুর্ভাবসময়ে গোপীগর্ভাদুদ্ভাব্যতে। নাত্র কালবিলম্বগন্ধোঽপি ; প্রকটলীলায়া অপি বিচ্ছেদাভাবাৎ। যস্মিন্নেব ব্রহ্মাণ্ডে তদানীং বৃন্দাবনীয়লীলানাং প্রাকট্যং, তত্রৈ-বাস্যামেব ব্রজভূমৌ, অতঃ সাধকপ্রেমিভক্তদেহভঙ্গসমকালে-ঽপি সপরিকর শ্রীকৃষ্ণপ্রাদুর্ভাবঃ সদৈবাস্তি, ইতি ভো ভো মহানুরাগিসোৎকণ্ঠভক্তাঃ, মা ভৈষ্ট, সুস্থিরাস্তিষ্ঠত, স্বস্ত্যেবাস্তি ভবদ্ভ্যঃ ইতি। *

** "তদ্ভাববদ্ধরাগা যে জনাস্তে সাধনে রতাঃ। তদ্যোগ্যমনুরাগৌঘং প্রাপ্যোৎকণ্ঠানুসারতঃ। তা একশোঽথবা দ্বিত্রাঃ কালে কালে ব্রজেঽভবন্।" অর্থাৎ 'যাঁহারা ব্রজবাসিগণের বিশেষ ভাবে অনুরক্ত হইয়া সাধনরত, তাঁহারা উৎকণ্ঠার অনুরূপ তদ্যোগ্য অনুরাগরাশি লাভ করিয়া একাকী*

ব্রজে কৃষ্ণ—পূর্ণতম, মথুরায় পূর্ণতর ও দ্বারকায় পূর্ণবিগ্রহ-রূপে প্রকাশিত ঃ—

ব্রজে কৃষ্ণ—সর্ব্বৈশ্বর্য্যপ্রকাশে 'পূর্ণতম'।
পুরীদ্বয়ে, পরব্যোমে—'পূর্ণতর', 'পূর্ণ' ৷৷ ৩৯৬ ৷৷

গোস্বামি-বচন ঃ—

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু (২।১।২২১-২২৩)—

হরিঃ পূর্ণতমঃ পূর্ণতরঃ পূর্ণ ইতি ত্রিধা।
শ্রেষ্ঠমধ্যাদিভিঃ শব্দৈর্নাট্যে যঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥ ৩৯৭ ॥
প্রকাশিতাখিলগুণঃ স্মৃতঃ পূর্ণতমো বুধৈঃ।
অসর্ব্বব্যঞ্জকঃ পূর্ণতরঃ পূর্ণোঽল্পদর্শকঃ ॥ ৩৯৮ ॥
কৃষ্ণস্য পূর্ণতমতা ব্যক্তাভূদ্গোকুলান্তরে।
পূর্ণতা পূর্ণতরতা দ্বারকা-মথুরাদিষু ॥ ৩৯৯ ॥

এই কৃষ্ণ—ব্রজে 'পূর্ণতম' ভগবান্।
আর সব স্বরূপ—'পূর্ণতর', 'পূর্ণ' নাম ॥ ৪০০ ॥

কৃষ্ণের স্বরূপবিচার অতিসংক্ষেপে বর্ণিত ; স্বয়ং শেষেরও উহার সম্যক্ কীর্ত্তনে অসামর্থ্য ঃ—

সংক্ষেপে কহিলুঁ কৃষ্ণের স্বরূপ-বিচার।
'অনন্ত' কহিতে নারে ইহার বিস্তার ॥ ৪০১ ॥

গ্রন্থকারের দৈন্য ; শাখাচন্দ্র-ন্যায়াবলম্বনে বর্ণিত ঃ—

অনন্ত স্বরূপ কৃষ্ণের নাহিক গণন।
শাখা-চন্দ্র-ন্যায়ে করি দিগ্‌দরশন ॥" ৪০২ ॥

কৃষ্ণস্বরূপ-কীর্ত্তন-শ্রবণে তত্ত্বজ্ঞান-স্ফূর্ত্তি-লাভ ঃ—

ইহা যেই শুনে, পড়ে, সেই ভাগ্যবান্।
কৃষ্ণের স্বরূপতত্ত্বের হয় কিছু জ্ঞান ॥ ৪০৩ ॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ৪০৪ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে স্বরূপতত্ত্বরূপ-শ্রীভগবৎ-স্বরূপভেদবিচারো নাম বিংশতিতমঃ পরিচ্ছেদঃ।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৩৯৭। শ্রেষ্ঠ-মধ্যাদি-শব্দদ্বারা নাট্যশাস্ত্রে যাঁহার কীর্ত্তন আছে, সেই ভগবান্ হরি—পূর্ণ, পূর্ণতর ও পূর্ণতম,—এই তিনপ্রকার।

৩৯৮। অল্পগুণের প্রকাশক হরি—পূর্ণ ; সর্ব্বগুণের স্বল্প-প্রকাশক হরি—পূর্ণতর ; আর যাঁহাতে অখিলগুণ প্রকাশিত, সেই হরি—পূর্ণতম ; পণ্ডিতেরা ইহা কীর্ত্তন করেন।

৩৯৯। গোকুলে কৃষ্ণের পূর্ণতমতা, মথুরায় পূর্ণতরতা ও দ্বারকায় পূর্ণতা ব্যক্ত হইয়াছিল।

ইতি অমৃতপ্রবাহ-ভাষ্যে বিংশ পরিচ্ছেদ।

অনুভাষ্য

৩৯৬। কৃষ্ণ ব্রজে সর্ব্বৈশ্বর্য্য প্রকাশ করেন, তজ্জন্য ব্রজেন্দ্রনন্দন—'পূর্ণতম'। দ্বারকা ও মথুরা-পুরীদ্বয়ে কৃষ্ণ তদপেক্ষা ন্যূনভাবে সর্ব্বৈশ্বর্য্য প্রকাশ করেন, তজ্জন্য তথায় তিনি—'পূর্ণতর' এবং পরব্যোম-বৈকুণ্ঠে কৃষ্ণ পুরীদ্বয় অপেক্ষাও ন্যূন (স্বল্পরূপে) সর্ব্বৈশ্বর্য্য প্রকাশ করেন, তজ্জন্য তথায় তিনি—'পূর্ণ'।

৩৯৭। নাট্যে (নাট্যশাস্ত্রে) শ্রেষ্ঠমধ্যাদিভিঃ শব্দৈঃ যঃ [কীর্ত্তিতঃ, সঃ] হরিঃ পূর্ণতমঃ পূর্ণতরঃ পূর্ণঃ ইতি ত্রিধা পরিকীর্ত্তিতঃ।

৩৯৮। প্রকাশিতাখিলগুণঃ (প্রকাশিতাঃ অখিলাঃ গুণাঃ যস্মিন্ সঃ, প্রকটিত-সমগ্রগুণঃ হরিঃ)—পূর্ণতমঃ ; সর্ব্বব্যঞ্জকঃ (স্বল্প-প্রকটিত-সর্ব্বগুণঃ হরিঃ)—পূর্ণতরঃ ; অল্পদর্শকঃ (প্রকটিত-স্বল্পগুণঃ হরিঃ) পূর্ণঃ ইতি বুধৈঃ স্মৃতঃ।

৩৯৯। গোকুলান্তরে কৃষ্ণস্য পূর্ণতমতা ; দ্বারকা-মথুরাদিষু পূর্ণতরতা ; [পরব্যোমে] পূর্ণতা ব্যক্তাভূৎ।

৪০০। ভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দনে—'পূর্ণতম' প্রকাশ, দ্বারকানাথ-মথুরেশে 'পূর্ণতর' প্রকাশ এবং বৈকুণ্ঠনাথে—'পূর্ণ' প্রকাশ।

৪০২। শাখাচন্দ্র-ন্যায়—মধ্য, ২০শ পঃ ২৪৮ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

ইতি অনুভাষ্যে বিংশ পরিচ্ছেদ।

---

*অথবা দুই-তিন জন একত্রে সময়ে সময়ে ব্রজভূমিতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।' এস্থলে 'অনুরাগৌঘং' অর্থাৎ রাগানুগ-ভজনোচিত উৎকণ্ঠা—স্থায়িভাবগত অনুরাগ নহে, যেহেতু সাধকদেহে অনুরাগের উৎপত্তি অসম্ভব। 'ব্রজেঽভবন্'—ব্রজে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, ইহার অর্থ এই যে, শ্রীকৃষ্ণের অবতার-কালে নিত্যপ্রিয়াগণ যেরূপ আবির্ভূত হন, তদ্রূপ সাধনসিদ্ধগণও গোপী-গর্ভে আবির্ভূত হন। তদনন্তর (নিত্যসিদ্ধাগণের সঙ্গ-মহিমাবশতঃ) উক্ত গোপীদেহে স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ, মহাভাবসমূহ উৎপাদিত হয়, যেহেতু পূর্ব্বজন্মে (উক্ত সাধকদেহে) উহাদের উৎপত্তি সম্ভব হয় না। * * সাধকদেহের ভঙ্গকালেই সেই প্রেমবান্ ভক্তকে চিদানন্দময় গোপীদেহ প্রদান করা হয়। সেই সিদ্ধদেহই যোগমায়া বৃন্দাবনীয় লীলার 'প্রকট'প্রকাশকালে কৃষ্ণপরিকরগণের আবির্ভাব-সময়ে গোপীগর্ভ হইতে উৎপন্ন করিয়া থাকেন। এইস্থলে কালবিলম্বের গন্ধমাত্রও নাই, যেহেতু প্রকটলীলারও বিচ্ছেদ নাই। যে-ব্রহ্মাণ্ডেই তদানীং বৃন্দাবনীয় লীলার প্রাকট্য ঘটিয়া থাকে, সেই ব্রজভূমিতেই গোপীগর্ভে সাধনসিদ্ধগণের আবির্ভাব হইয়া থাকে। সুতরাং সাধক-প্রেমিভক্তের দেহভঙ্গ-কালেও সপরিকর শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব সর্ব্বদাই হইয়া থাকে। অতএব, হে মহানুরাগী উৎকণ্ঠাযুক্ত ভক্তগণ! ভীত হইবেন না, সুস্থির হউন্, আপনাদের কল্যাণ নিশ্চিত।*

একবিংশ পরিচ্ছেদ

কথাসার—এই পরিচ্ছেদে প্রভু কৃষ্ণলোকতত্ত্ব, পরব্যোম-তত্ত্ব, কারণবারি-তত্ত্ব এবং মায়িকব্রহ্মাণ্ড-তত্ত্ব বর্ণন করিয়া দ্বারকায় ব্রহ্মার দর্পহরণরূপ কৃষ্ণের একটী লীলা বর্ণন করিয়াছেন। তদনন্তর গ্রন্থকার মহাপ্রভুর বাক্য বলিয়া কৃষ্ণ-রূপের সৌন্দর্য্য-প্রকাশক কয়েকটী মধুর পদ্য লিখিয়াছেন। এই পর্য্যন্ত সম্বন্ধতত্ত্ব ব্যাখ্যাত হইল। (অঃ প্রঃ ভাঃ)

গ্রন্থকারের গৌরকৃষ্ণের মাধুর্য্যৈশ্বর্য্য-বর্ণনে মঙ্গলাচরণ ঃ—

অগত্যেকগতিং নত্বা হীনার্থাধিকসাধকম্ ।
শ্রীচৈতন্যং লিখাম্যস্য মাধুর্য্যৈশ্বর্য্য-শীকরম্ ॥ ১ ॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ২ ॥

পরব্যোমে সকল বিষ্ণু-বিগ্রহের অনন্ত বৈকুণ্ঠ-ধাম ঃ—

"সর্ব্বস্বরূপের ধাম—পরব্যোম-ধামে ।
পৃথক্ পৃথক্ বৈকুণ্ঠ, নাহিক গণনে ॥ ৩ ॥

শত, সহস্র, অযুত, লক্ষ, কোটী-যোজন ।
এক এক বৈকুণ্ঠের বিস্তার বর্ণন ॥ ৪ ॥

পরব্যোমে আধার ও আধেয়, ধাম ও বিগ্রহ—অভিন্ন শুদ্ধসত্ত্বচিদ্বিলাসময় ভগবদ্বিগ্রহ ঃ—

সব বৈকুণ্ঠ—ব্যাপক, আনন্দ-চিন্ময় ।
পারিষদ-ষড়ৈশ্বর্য্য-পূর্ণ সব হয় ॥ ৫ ॥

অনন্ত বৈকুণ্ঠ এক এক দেশে যার ।
সে পরব্যোমের কেবা গণয়ে বিস্তার ॥ ৬ ॥

গোলোকই সহস্রদল-পদ্মতুল্য পরব্যোমের 'কর্ণিকার'—

অনন্ত বৈকুণ্ঠ-পরব্যোম যার দলশ্রেণী ।
সর্ব্বোপরি কৃষ্ণলোকে 'কর্ণিকার' গণি ॥ ৭ ॥

বিষ্ণু ও বিষ্ণুধাম, উভয়েই অধোক্ষজ বলিয়া ব্রহ্মাদিরও অনধিগম্য ঃ—

এইমত ষড়ৈশ্বর্য্য, স্থান, অবতার ।
ব্রহ্মা, শিব অন্ত না পায়—জীব কোন্ ছার ॥ ৮ ॥

অপ্রাকৃত অতীন্দ্রিয় অধোক্ষজ বিষ্ণু—মনোধর্ম্মের দুর্জ্ঞেয় ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবত (১০।১৪।২১)—

কো বেত্তি ভূমন্ ভগবন্ পরাত্মন্ যোগেশ্বরোতীর্ভবতস্ত্রিলোক্যাম্।
ক্ব বা কথং বা কতি কদেতি বিস্তারয়ন্ ক্রীড়সি যোগমায়াম্ ॥৯॥

এইমত কৃষ্ণের দিব্য সদ্গুণ অনন্ত ।
ব্রহ্মা-শিব-সনকাদি না পায় যাঁর অন্ত ॥ ১০ ॥

বিশ্বের সর্ব্বাপেক্ষা সূক্ষ্মগণকেরও বিষ্ণুগুণ-পরিমাণে অসামর্থ্য ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।১৪।৭)—

গুণাত্মনস্তেঽপি গুণান্ বিমাতুং
হিতাবতীর্ণস্য ক ঈশিরেঽস্য ।
কালেন যৈর্ব্বা বিমিতাঃ সুকল্পৈ-
র্ভূ-পাংশবঃ খে মিহিকা দ্যুভাসঃ ॥ ১১ ॥

স্বয়ং শেষও কৃষ্ণগুণ কীর্ত্তন করিয়া শেষ পান না ঃ—

ব্রহ্মাদি রহু—সহস্রবদনে 'অনন্ত' ।
নিরন্তর গায় মুখে, না পায় গুণের অন্ত ॥ ১২ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১। অগতির গতি এবং হীনগণের প্রতি অধিক অর্থ-দাতা বা উপকারক শ্রীচৈতন্যকে প্রণাম করত তাঁহার মাধুর্য্য-ঐশ্বর্য্যকণা বর্ণন করিতেছি।

৭। চিন্ময়জগৎ—একটী পদ্মস্বরূপ ; সেই পদ্মের উচ্চ (মধ্য) ভাগ 'কর্ণিকার' রূপী কৃষ্ণলোকের চতুর্দ্দিকে দলশ্রেণীরূপে অনন্ত বৈকুণ্ঠ-পরব্যোম বিরাজমান।

৯। হে ভূমন্, হে ভগবন্, হে পরাত্মন্, হে যোগেশ্বর, এই ত্রিভুবনে তোমার লীলা কোথায়, কিরূপ, যোগমায়াকে বিস্তার করিয়া তুমি কখন ক্রীড়া করিয়া থাক, তাহা কে জানিতে পারে?

১১। পণ্ডিতসকল ভূমির রেণুকণ এবং আকাশের হিমকণ, নক্ষত্রাদি কাল গণনা করিয়াছেন ; তাঁহাদের মধ্যে কেই বা, জগতের হিতের নিমিত্ত অবতীর্ণ এবং অনন্তগুণরূপ যে তুমি, তোমার গুণসকল গণনা করিতে সমর্থ হয়?

অনুভাষ্য

১। অগত্যেকগতিং (গতিহীনানাম্ একাবলম্বনং) হীনার্থাধিক-সাধকং (হীনানাং কৃষ্ণপ্রেম-দরিদ্রাণাং যে অর্থাঃ প্রয়োজনানি তেষাম্ অধিকং যথা স্যাত্তথা সাধকং) শ্রীচৈতন্যং নত্বা (প্রণম্য) অস্য ভগবতঃ (চৈতন্যদেবস্য) মাধুর্য্যৈশ্বর্য্যশীকরং (মাধুর্য্যে যদৈশ্বর্য্যং, মাধুর্য্যম্ ঐশ্বর্য্যঞ্চ বা, তয়োঃ শীকরং কণং) লিখামি।

৪। মায়িক ব্রহ্মাণ্ডের ন্যায় বৈকুণ্ঠের পরিমাণ নাই। বৈকুণ্ঠ—শত-সহস্র-অযুত-লক্ষ-কোটি বা অসংখ্য যোজনবিশিষ্ট। যাহাতে কোনপ্রকার পরিমাণবিশিষ্ট কুণ্ঠধর্ম্ম নাই, তাহাই 'বৈকুণ্ঠ'।

৮। বৈকুণ্ঠের ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ স্থান এবং ষড়ৈশ্বর্য্যবিশিষ্ট অবতারের সীমা মায়িক রাজ্যের ঈশ্বর ব্রহ্মা বা শিবাদির গোচর হইতে পারে না—বশ্য জীবের ত' কথাই নাই।

৯, ১১। গো-বৎস হরণ-ফলে ব্রহ্মার দর্প শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক চূর্ণ

শ্রীমদ্ভাগবতে (২।৭।৪১)—

নান্তং বিদাম্যহমমী মুনয়োঽগ্রজাস্তে
মায়াবলস্য পুরুষস্য কুতোঽপরে যে।
গায়ন্ গুণান্ দশশতানন আদিদেবঃ
শেষোঽধুনাপি সমবস্যতি নাস্য পারম্ ॥ ১৩ ॥

সাক্ষাৎ কৃষ্ণের নিকটও কৃষ্ণগুণ অপরিমেয় ঃ—

তেঁহো রহু—সর্ব্বজ্ঞ-শিরোমণি শ্রীকৃষ্ণ।
নিজ-গুণের অন্ত না পাঞা হয়েন সতৃষ্ণ ॥ ১৪ ॥

অতন্নিরসনপূর্ব্বক নির্ব্বিশেষ-বর্ণনানন্তর সবিশেষ বিগ্রহ-বর্ণনেই শ্রুতি পর্য্যবসিত ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৮৭।৪১)—

দ্যুপতয় এব তে ন যযুরন্তমনন্ততয়া
ত্বমপি যদন্তরাণ্ডনিচয়া ননু সাবরণাঃ।
খ ইব রজাংসি বান্তি বয়সা সহ যচ্ছ্রুতয়-
স্ত্বয়ি হি ফলন্ত্যতন্নিরসনেন ভবন্নিধনাঃ ॥ ১৫ ॥

ব্রজে কৃষ্ণের অদ্ভুত গোচারণ-লীলা-বর্ণন ঃ—

সেহ রহু—ব্রজে যবে কৃষ্ণ-অবতার।
তাঁর চরিত্র বিচারিতে মন না পায় পার ॥ ১৬ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৩। আমি ব্রহ্মা এবং তোমার অগ্রজ মুনিসকলই মায়াধীশ পুরুষের অন্ত জানিতে পারি না ; অপরে কে জানিবে? সহস্রানন অনন্তদেবও তাঁহার গুণগণ গান করিতে করিতে আজ পর্য্যন্ত পার পান নাই।

১৫। আপনি—অনন্ত, সেইজন্য সেই দেবতাগণ আপনার অন্ত পান নাই। আপনিও আপনার গুণের অন্ত পান না। আকাশে পরমাণুগণের ন্যায় সাবরণ ব্রহ্মাণ্ডসকল কালের সহিত পরিভ্রমণ করিতেছে। সেই কারণে শ্রুতিগণ আপনাকে অনুসন্ধান করিতে গিয়া, যাহাকেই লক্ষ্য করে, তাহা আপনি নন—এইরূপ করিতে করিতে সমস্তই আপনাতে পর্য্যবসিত হয় ; এইরূপ স্থির করিয়া আপনিই যে সকলের আধার,—এই সিদ্ধান্ত করে।

অনুভাষ্য

হইলে ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণের পরমেশ্বরত্ব অবগত হইয়া নিম্নলিখিত শ্লোকদ্বয়ে স্তব করিতেছেন,—

হে ভূমন্ (বিরাট্), ভগবন্, পরাত্মন্, যোগেশ্বর ভবতঃ উতীঃ (লীলাঃ) ক্ব বা, কথং বা, কদা বা, কতি বা, যোগমায়াং বিস্তারয়ন্ ক্রীড়সি, ইতি ত্রিলোক্যাং কঃ বেত্তি? [ন কোঽপি জানাত্যতোঽচিন্ত্যং তব যোগমায়াবৈভবমিতি ভাবঃ]।

যৈঃ সুকল্পৈঃ (সুনিপুণৈঃ জনৈঃ বহুজন্মনা) বা [বিতর্কে] কালেন ভূ-পাংশবঃ (পৃথ্বীপরমাণবঃ) খে (আকাশে) মিহিকাঃ (হিমকণাঃ) দ্যুভাসঃ (দিবি জ্যোতিষ্কাণাং কিরণপরমাণবঃ) অপি বিমিতাঃ (বিশেষেণ গণিতাঃ) [তেষাং] কে (লোকাঃ) অস্য (বিশ্বস্য) হিতাবতীর্ণস্য (মঙ্গলায় প্রকটমানস্য, পালনায় বহু-গুণাবিষ্কারেণ অবতীর্ণস্য বা) গুণাত্মনঃ (ত্রিগুণাধিষ্ঠাতুঃ) তে (তব) গুণান্ অপি [পুনঃ] বিমাতুং (এতাবন্তঃ ইতি গণয়িতুম্) ঈশিরে (সমর্থাঃ বভূবুঃ, দূরতঃ তদ্বিশেষবার্ত্তা ইত্যর্থঃ)। ভাঃ ২।৭।৪০ ও ১১।৪।২ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

১২। চতুর্ম্মুখে ব্রহ্মা বা পঞ্চমুখে শিব দূরে যাউক—অনন্তদেব নিরন্তর সহস্রমুখে গান করিয়াও যাঁহার গুণের সীমা প্রাপ্ত হন না। পাঠান্তরে,—"ব্রহ্মাদি রহু, অনন্ত সহস্রবদন। নিরন্তর গায় মুখে, না পায় গণন।।"

১৩। ব্রহ্মা তচ্ছিষ্য নারদের নিকট ভগবান্ বিষ্ণুর লীলা-বতারসমূহের চেষ্টা, প্রয়োজন ও বিভূতির কথা বর্ণন করিয়া তাঁহার দুর্জ্ঞেয় ও অপরিমেয় শক্তিবৈভব বলিতেছেন,—

পুরুষস্য (ভগবতঃ) বিষ্ণোঃ মায়াবলস্য (মায়াবিভূতেঃ)

অনুভাষ্য

অন্তম্ অহং (ব্রহ্মা) ন বিদামি (বেদ্মি, তথা) তে (তব) অগ্রজাঃ (ভ্রাতরঃ) অমী মুনয়ঃ (সনকাদয়ঃ) চ ন জানন্তি ; দশশতাননঃ (সহস্রবদনঃ) আদিদেবঃ শেষঃ (ভূধারী অনন্তঃ) অপি অস্য (ভগবতঃ) গুণান্ গায়ন্ (কীর্ত্তয়ন্) অধুনা (সাম্প্রতম্) অপি পারং (সীমানং) ন সমবস্যতি (নিশ্চিনোতি প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ, অতঃ) যে অপরে (লোকাঃ, তে) কুতঃ [বিদন্তীতি ভাবঃ]।

১৪। তেঁহো রহু—অনন্তদেব দূরে থাকুন, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণও নিজ গুণের সীমা প্রাপ্ত না হইয়া তৃষ্ণান্বিত।

১৫। জনলোকে ব্রহ্মসত্রযজ্ঞে শ্রবণেচ্ছু ঋষিগণের সমীপে চতুঃসনের অন্যতম ব্রহ্মর্ষি সনন্দন শ্রুতিগণকর্ত্তৃক (কৃত) এই ভগবৎস্তুতি কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, তাহাই আবার আদি ঋষি নারায়ণ দেবর্ষি নারদের নিকট পরে বর্ণন করিয়াছিলেন,—

হে ভগবন্, দ্যুপতয়ঃ (স্বর্গাধিপাঃ লোকপতয়ঃ ব্রহ্মাদয়ঃ) এব (অপি) তে (তব) অনন্ততয়া (অন্তাভাবেন) অন্তং (গুণসীমাং) ন যযুঃ (প্রাপুঃ—যৎ অন্তবদ্বস্তু, তৎ কিমপি ত্বং ন ভবসীত্যর্থঃ) ; [আস্তাং দ্যুপতয়ঃ,] যদ্ (যস্মাৎ) ত্বমপি [স্বয়ম্ আত্মনঃ অন্তম্ অনন্ততয়া ন যাসি] ; ননু (অহো) যদ্ (যস্য তব) অন্তরা (মধ্যে) সাবরণাঃ (উত্তরোত্তরং দশগুণসপ্তাবরণ-সমন্বিতাঃ) অণ্ডনিচয়াঃ (ব্রহ্মাণ্ড-গণাঃ) বয়সা (কালচক্রেণ) খে (আকাশে) রজাংসি ইব সহ [একদৈব ন তু পর্য্যায়েণ] বান্তি

গোবৎস-হরণ-হেতু চিদ্বিলাস প্রকটপূর্ব্বক ব্রহ্মার দর্প-নাশ ঃ—

প্রাকৃতাপ্রাকৃত সৃষ্টি কৈলা একক্ষণে ।
অশেষ বৈকুণ্ঠাজাণ্ড স্ব-স্ব-নাথ-সনে ॥ ১৭ ॥

সেই লীলার পরম-চমৎকারিতা ঃ—

এমত অন্যত্র নাহি শুনিয়ে অদ্ভুত ।
যাহার শ্রবণে চিত্ত হয় অবধূত ॥ ১৮ ॥

কৃষ্ণকর্ত্তৃক অসংখ্য গো ও গোবৎস-প্রকটন ঃ—

"কৃষ্ণবৎসৈরসংখ্যাতৈঃ"—শুকদেব-বাণী ।
কৃষ্ণ-সঙ্গে কত গোপ সংখ্যা নাহি জানি ॥ ১৯ ॥
এক এক গোপ করে যে বৎস চারণ ।
কোটি, অর্ব্বুদ, শঙ্খ, পদ্ম, তাহার গণন ॥ ২০ ॥
বেত্র, বেণু, দল, শৃঙ্গ, বস্ত্র, অলঙ্কার ।
গোপগণের যত, তার নাহি লেখা-পার ॥ ২১ ॥

কৃষ্ণ-প্রকটিত অসংখ্য বৈকুণ্ঠনাথ ও
ব্রহ্মাণ্ডপতির কৃষ্ণস্তুতি ঃ—

সবে হৈলা চতুর্ভুজ বৈকুণ্ঠের পতি ।
পৃথক্ পৃথক্ ব্রহ্মাণ্ডের ব্রহ্মা করে স্তুতি ॥ ২২ ॥

কৃষ্ণ হইতে লীলা-প্রকাশ, কৃষ্ণেই সঙ্গোপন ঃ—

এক কৃষ্ণদেহ হৈতে সবার প্রকাশে ।
ক্ষণেকে সবাই সেই শরীরে প্রবেশে ॥ ২৩ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৭-২০। কৃষ্ণাবতারে ব্রহ্মা কৃষ্ণের মহিমা পরীক্ষা করিবার জন্য গোবৎস ও গোপসকল চুরি করিলে কৃষ্ণ অচিন্ত্যশক্তিক্রমে, প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত বস্তু, সমস্তই প্রকট করিয়াছিলেন। চিন্ময় গো, গোপবালক ও অশেষ বৈকুণ্ঠতত্ত্ব প্রকট করিয়া অপ্রাকৃত সৃষ্টি করিলেন। স্বীয় স্বীয় ব্রহ্মার সহিত অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়া প্রাকৃত সৃষ্টি করিলেন। এই অদ্ভুত কথা শ্রবণ করিলে চিত্তমল ধৌত হয়। 'অসংখ্য কৃষ্ণবৎস' এই শব্দদ্বারা কৃষ্ণের গোবৎস-সকল এবং গোপবালকসকল অসংখ্যরূপে প্রকট হইল।

অনুভাষ্য

(পরিভ্রমন্তি) ; যদ্ (যস্মাৎ) শ্রুতয়ঃ অতন্নিরসনেন (নিরন্তরং জড়নিষেধেন) ভবন্নিধনাঃ (ভবতি ত্বয়ি নিধনং সমাপ্তিঃ যাসাং তাঃ সত্যঃ) ত্বয়ি (চিদ্বিলাস-বিশেষময়ে) হি ফলন্তি (পর্য্যবসন্তি)।

১৭। এককক্ষণমধ্যে কৃষ্ণ পরব্যোমনাথ-সহ অসংখ্য অপ্রাকৃত বৈকুণ্ঠ এবং বহু ব্রহ্মাদি সহ অসংখ্য প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিলেন।

১৮। অবধূত—কম্পিত, আন্দোলিত, উদ্বেলিত, অভিভূত, পরাহত। পাঠান্তরে, "যাঁহার শ্রবণে চিত্ত-মল হয় ধূত।"

ব্রহ্মার বিস্ময় ও মূর্চ্ছা, মূর্চ্ছান্তে কৃষ্ণকৃপায় কৃষ্ণৈশ্বর্য্য অবগতি ঃ—

ইহা দেখি' ব্রহ্মা হৈলা মোহিত, বিস্মিত ।
স্তুতি করি' সেই পাছে করিলা নিশ্চিত ॥ ২৪ ॥

অধোক্ষজ কৃষ্ণবৈভব-নির্ণয়ে স্বীয় অক্ষমতা-জ্ঞাপন ঃ—

"যে কহে,—'কৃষ্ণের বৈভব মুঞি সব জানোঁ ।
সে জানুক,—কায়মনে মুঞি এই মানোঁ ॥ ২৫ ॥
এই যে তোমার অনন্ত বৈভবামৃতসিন্ধু ।
মোর বাঙ্মানসের গম্য নহে এক বিন্দু ॥ ২৬ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।১৪।৩৮)—

জানন্ত এব জানন্তু কিং বহূক্ত্যা ন মে প্রভো ।
মনসো বপুষো বাচো বৈভবং তব গোচরঃ ॥" ২৭ ॥

কৃষ্ণাভিন্ন শ্রীবৃন্দাবন-ধাম ঃ—

কৃষ্ণের মহিমা বহু—কেবা তার জ্ঞাতা ।
বৃন্দাবন-স্থানের দেখ আশ্চর্য্য বিভুতা ॥ ২৮ ॥

বৃন্দাবনের একদেশে পরব্যোমস্থ অনন্তকোটি বৈকুণ্ঠ ঃ—

ষোলক্রোশ বৃন্দাবন,—শাস্ত্রের প্রকাশে ।
তার একদেশে বৈকুণ্ঠাজাণ্ডগণ ভাসে ॥ ২৯ ॥

অসীম কৃষ্ণবৈভবসিন্ধুর একবিন্দু-নির্দ্দেশ ঃ—

অপার ঐশ্বর্য্য কৃষ্ণের—নাহিক গণন ।
শাখা-চন্দ্র-ন্যায়ে করি দিগ্‌দরশন ॥ ৩০ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২৭। যাঁহারা বলেন,—'আমরা কৃষ্ণতত্ত্ব জানি', তাঁহারা জানুন, কিন্তু আমি অনেক উক্তি করিতে ইচ্ছা করি না। প্রভো! আমি এইমাত্র বলি যে, তোমার বৈভবসকল—আমার মন, শরীর ও বাক্যের অগোচর।

২৯। ব্রজমণ্ডলে যে দ্বাদশবন আছে—যে সমস্ত মিলিয়া চৌরাশি ক্রোশ হয়, তন্মধ্যে বৃন্দাবন-নামক বনটি—বর্ত্তমান বৃন্দাবন-নগরের সীমা হইতে নন্দগ্রাম বৃষভানুপুর পর্য্যন্ত ১৬ ক্রোশ।

৩০। শাখা-চন্দ্র-ন্যায়—চন্দ্রের এক শাখা দেখাইয়া যেমন চন্দ্রের পরিচয় দেওয়া যায়, সেইরূপ কোন তত্ত্বের এক দেশ

অনুভাষ্য

১৯। ভাঃ ১০।১২।৩ শ্লোকের প্রথম চরণ।

২০। একং দশং শতঞ্চৈব সহস্রমযুতং তথা। লক্ষঞ্চ নিযুতং চৈব কোটিরর্ব্বুদমেব চ।। বৃন্দঃ খর্ব্বো নিখর্ব্বশ্চ শঙ্খপদ্মৌ চ সাগরঃ। অন্ত্যং মধ্যং পরার্দ্ধঞ্চ দশবৃদ্ধ্যা যথাক্রমম্।। *

২৭। গো-বৎস-হরণফলে ব্রহ্মার দর্প শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক চূর্ণ

** দশ দশ বৃদ্ধিদ্বারা যথাক্রমে এক, দশ, শত, সহস্র, অযুত, লক্ষ, নিযুত, কোটি, অর্ব্বুদ, বৃন্দ, খর্ব্ব, নিখর্ব্ব, শঙ্খ, পদ্ম, সাগর, অন্ত্য, মধ্য ও পরার্দ্ধ সংখ্যার গণনা হইয়া থাকে।*

বাঙ্মানসাতীত কৃষ্ণৈশ্বর্য্য-বর্ণনে ব্রহ্মার বিহ্বলতা ঃ—

ঐশ্বর্য্য কহিতে স্ফুরিল ঐশ্বর্য্য-সাগর ।
মনেন্দ্রিয় ডুবিলা, প্রভু হইলা ফাঁপর ॥ ৩১ ॥

ভাগবতের এই শ্লোক পড়িলা আপনে ।
অর্থ আস্বাদিতে সুখে করেন ব্যাখ্যানে ॥ ৩২ ॥

ত্রিসর্গাধীশ অদ্বিতীয় অবিনশ্বর লোকপতিগণ-পূজিত বিগ্রহ ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবতে (৩।২।২১)—

স্বয়ন্ত্বসাম্যাতিশয়স্ত্র্যধীশঃ স্বারাজ্যলক্ষ্ম্যাপ্তসমস্তকামঃ ।
বলিং হরদ্ভিশ্চিরলোকপালৈঃ কিরীটকোটীড়িতপাদপীঠঃ ॥৩৩॥

কৃষ্ণ—(১) অসাম্যাতিশয় ঃ—

পরম ঈশ্বর কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্ ।
তাতে বড়, তাঁর সম কেহ নাহি আন ॥ ৩৪ ॥

ব্রহ্মসংহিতায় (৫।১)—

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্ ॥ ৩৫ ॥

কৃষ্ণ—(২) ত্র্যধীশ ; (ক) গুণাবতারগত ১ম (বাহ্য) অর্থঃ—

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, হর,—এই সৃষ্ট্যাদি-ঈশ্বর ।
তিনে আজ্ঞাকারী কৃষ্ণের, কৃষ্ণ—অধীশ্বর ॥ ৩৬ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

দেখাইয়া সর্ব্বদেশের কিঞ্চিৎ জ্ঞান দেওয়া যায়। এই ন্যায়কে 'শাখা-চন্দ্র-ন্যায়' বলে।

৩৩। তিনি স্বয়ং ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের অধীশ্বর, অতএব তিনি সমান-হীন ও অতিশয় রহিত এবং স্বারাজ্যলক্ষ্মীদ্বারা সমস্ত কাম প্রাপ্ত হইয়াছেন। চির-লোকপালসকল তাঁহার পূজা দিতে আসিয়া তাঁহার পাদপীঠ স্তুতি করিতে গিয়া মস্তকে শোভিত কিরীটকোটি সকল নত করিয়া শব্দ করিয়া থাকেন।

অনুভাষ্য

হইলে ব্রহ্মা কৃষ্ণের ভক্তবাৎসল্য ও অধোক্ষজত্ব কীর্ত্তন করিতেছেন,—

হে প্রভো, জানন্তঃ (বিজ্ঞাঃ ত্বদচিন্ত্যানন্তগুণগণজ্ঞানা-ভিমানিনঃ) এব জানন্তু, বহূক্ত্যা (অতি প্রজল্পেন) কিম্ (অধিক-বাগ্বেগেন ফলং নাস্তীত্যর্থঃ)। তব বৈভবং মে (মম ব্রহ্মণঃ) বপুষঃ মনসঃ বাচঃ (কায়মনোবাক্যানাং) ন গোচরঃ (ন বিষয়ঃ, ন স্পর্শাধিকারঃ ভবতি)।

২৯। শাস্ত্রে বৃন্দাবন 'ষোলক্রোশ' বলিয়া উক্ত আছে। ইহারই একপার্শ্বে যাবতীয় বৈকুণ্ঠ ও সুবৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডগণ প্রকাশিত।

৩৩। লঘুভাগবতামৃতে পূর্ব্বখণ্ডে 'শ্রীকৃষ্ণ—নারায়ণের বিলাস' এই পূর্ব্বপক্ষের খণ্ডনমুখে উত্তরপক্ষ বর্ণনে ৩০২-৩২৩ সংখ্যায় এই শ্লোকের ব্যাখ্যা ও কারিকা দ্রষ্টব্য।

অনুভাষ্য

শ্রীকৃষ্ণ অপ্রকট হইলে শ্রীল উদ্ধব তদ্বিয়োগ-জন্য শোকাকুল হইয়া শ্রীবিদুরের নিকট কৃষ্ণের বাল্যচরিত ও পারমৈশ্বর্য্য কীর্ত্তন করিতেছেন,—

স্বয়ং [ভগবান্] তু অসাম্যাতিশয়ঃ (ন সাম্যম্ অতিশয়শ্চ যস্মাৎ সঃ অসমোর্দ্ধঃ), ত্র্যধীশঃ (গোলোকপরব্যোমদেবীধাম্নাং, গোকুল-মথুরা-দ্বারকাধাম্নাং বা, কারণং চ সমষ্টিঃ হিরণ্যোগর্ভো বা ব্যষ্টিঃ বিরাট্ বেতি সর্গত্রয়াণাং বা, সত্ত্বরজস্তমোগুণাধিষ্ঠাতৃণাং বিষ্ণুব্রহ্মাশিবানাং বা, চিজ্জীবমায়াশক্তীনাং বা, ভূর্ভুবঃস্বরিতি ব্যাহৃতিত্রয়াণাং বা, স্বর্গমর্ত্ত্য-পাতাল-লোকত্রয়াণাং বা ঈশঃ অধিপতিঃ) স্বারাজ্যলক্ষ্ম্যাপ্তসমস্তকামঃ (পরমচিদানন্দস্বরূপ-সম্পত্ত্যা এব লব্ধনিখিলভোগঃ) বলিং (করম্ অর্হণং বা) হরদ্ভিঃ (সমর্পয়দ্ভিঃ) চিরলোকপালৈঃ (চিরকালীনৈঃ ব্রহ্মারুদ্রাদ্যৈঃ) কিরীট-কোটীড়িত-পাদপীঠঃ (কিরীটকোটিভিঃ কোটি মুকুটাগ্রেঃ ঈড়িতং বন্দিতং পাদপীঠং পাদসিংহাসন যস্য সঃ—উগ্রসেনং যৎ ন্যবোধয়ৎ, তৎ নঃ বিপ্লাপয়তীত্যুত্তরেণান্বয়ঃ)।

৩৫। আদি, ২য় পঃ ১০৭ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

৩৬। ব্রহ্মা—জগৎসৃষ্টিকর্ত্তা, বিষ্ণু—জগৎপালনকর্ত্তা, হর—জগৎসংহারকর্ত্তা, এই কর্ত্তৃত্রয় কৃষ্ণের আজ্ঞাবহ ভৃত্য ; কৃষ্ণই একমাত্র সর্ব্বেশ্বর।

অমৃতানুকণা—৩৩। শ্রীশ্রীমদ্ রূপ গোস্বামী প্রভু তাঁহার শ্রীলঘুভাগবতামৃত-গ্রন্থে আলোচ্য 'স্বয়ন্ত্বসাম্যাতিশয়স্ত্র্যধীশঃ' (ভাঃ ৩।২।২১)-শ্লোকের যে-ব্যাখ্যা স্বীয় কারিকা-মধ্যে প্রদান করিয়াছেন, তাহা এই প্রকার,—'অসাম্যাতিশয়ঃ'—যাঁহার অন্যের সহিত সাম্য নাই এবং যাঁহা হইতে আধিক্য নাই, এই দুই বিশেষণদ্বারা সকল ভগবৎস্বরূপ হইতে শ্রীকৃষ্ণের উৎকর্ষ নিরূপিত হইয়াছে, অতএব এস্থলে পরব্যোমনাথ অপেক্ষাও শ্রীকৃষ্ণের আধিক্য প্রদর্শিত হইল। 'স্বয়ং'—এই পদদ্বারা অন্য কাহাকেও অপেক্ষা করিয়া শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপাদি প্রকাশিত হয় নাই, ইহাই কথিত হইল। শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীদশরথ-নন্দন শ্রীরামচন্দ্র-সম্বন্ধেও কথিত হইয়াছে,—'অধিকসাম্যবিমুক্তধাম্নঃ' (ভাঃ ৯।১১।২০)—তাঁহার প্রভাব আধিক্য ও সাম্যরহিত। কিন্তু তথাপি ইহাতে 'স্বয়ং' এই পদটী প্রযুক্ত হয় নাই। তজ্জন্য শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীরামের ঐক্য-হেতুই উক্ত "অধিকসাম্যবিমুক্তধাম্নঃ" বিশেষণের প্রয়োগ হইয়াছে, বুঝিতে হইবে,—যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরামের মধ্যে নরলীলা, নরাকার ও নরস্বভাবের সাম্য আছে এবং সেহেতুই শ্রীকৃষ্ণের নিকট শ্রীরামরূপ অতিশয় প্রিয়। তাহা ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে শ্রীকৃষ্ণবাক্যেও ব্যক্ত হইয়াছে,—"অন্তরঙ্গাস্বরূপা সে মৎস্য-কূর্ম্মাদয়স্ত্বমী। সর্ব্বাত্মনায়মত্রাপি শ্রীমদ্দশরথাত্মজঃ।।" অর্থাৎ 'মৎস্য-কূর্ম্মাদি অবতারসমূহ আমার অন্তরঙ্গস্বরূপ ; ইঁহাদের মধ্যে তথাপি দশরথপুত্র শ্রীরাম-স্বরূপই সর্ব্বতোভাবে অর্থাৎ নরলীলাদি-সাম্যে আমার অতিশয় প্রিয়।' "স্বয়ন্ত্বসাম্যাতিশয়ঃ", "কৃষ্ণস্তু ভগবান্

শ্রীমদ্ভাগবতে (২।৬।৩২)—

সৃজামি তন্নিযুক্তোঽহং হরো হরতি তদ্বশঃ।
বিশ্বং পুরুষরূপেণ পরিপাতি ত্রিশক্তিধৃক্ ॥ ৩৭ ॥

(খ) পুরুষাবতারগত ২য় (বাহ্য) অর্থ ঃ—

এ সামান্য, ত্র্যধীশ্বরের শুন অর্থ আর।
জগৎকারণ তিন পুরুষাবতার ॥ ৩৮ ॥

মহাবিষ্ণু, পদ্মনাভ, ক্ষীরোদকস্বামী।
এই তিন—স্থূল-সূক্ষ্ম-সর্ব্ব-অন্তর্যামী ॥ ৩৯ ॥

এই তিন—সর্ব্বাশ্রয়, জগৎ-ঈশ্বর।
ইঁহো—কলা-অংশ যাঁর, কৃষ্ণ—অধীশ্বর ॥ ৪০ ॥

ব্রহ্মসংহিতায় (৫।৪৪)—

যস্যৈকনিশ্বসিতকালমথাবলম্ব্য
জীবন্তি লোমবিলজা জগদণ্ডনাথাঃ।
বিষ্ণুর্মহান্ স ইব যস্য কলাবিশেষো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ৪১ ॥

(গ) কৃষ্ণাধীনধামগত ৩য় (গুহ্য) অর্থ ঃ—

এই অর্থ—বাহ্য, শুন 'গূঢ়' অর্থ আর।
তিন আবাস-স্থান কৃষ্ণের, শাস্ত্রে খ্যাতি যার ॥ ৪২ ॥

(১) অন্তরাবাস গোলোক-বৃন্দাবন-বর্ণন ঃ—

'অন্তঃপুর'—গোলোক-শ্রীবৃন্দাবন।
যাঁহা নিত্যস্থিতি মাতাপিতা-বন্ধুগণ ॥ ৪৩ ॥

মধুর ঐশ্বর্য্য-মাধুর্য্য-কৃপাদি-ভাণ্ডার।
যোগমায়া—দাসী, যাঁহা রাসাদি লীলা-সার ॥ ৪৪ ॥

গোস্বামিপাদোক্ত-শ্লোক—

করুণানিকুরম্বকোমলে মধুরৈশ্বর্য্যবিশেষশালিনি।
জয়তি ব্রজরাজনন্দনে ন হি চিন্তাকণিকাভ্যুদেতি নঃ ॥ ৪৫ ॥

(২) মধ্যমাবাস বিষ্ণুলোক বৈকুণ্ঠ-বর্ণন ঃ—

তার তলে পরব্যোম—'বিষ্ণুলোক'-নাম।
নারায়ণ-আদি অনন্ত স্বরূপের ধাম ॥ ৪৬ ॥

অনুভাষ্য

৩৭। মধ্য, ২০শ পঃ ৩১৮ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

৩৯। মহাবিষ্ণু—কারণোদশায়ী অর্থাৎ সর্ব্বান্তর্যামী ; পদ্মনাভ—ব্রহ্মার স্রষ্টা গর্ভোদশায়ী অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভ, সমষ্টি বা সূক্ষ্মান্তর্যামী ; এবং ক্ষীরোদকস্বামী—বিষ্ণু অর্থাৎ বিরাট্, ব্যষ্টি স্থূলান্তর্যামী।

৪১। আদি, ৫ম পঃ ৭১ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

৪২। তিন আবাস-স্থান—(১) অন্তরাবাস গোলোক, (২) মধ্যমাবাস পরব্যোম, (৩) বাহ্যাবাস দেবীধাম।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৪৫। করুণাসমূহদ্বারা কোমল, মধুরৈশ্বর্য্য-বিশেষযুক্ত ব্রজ-রাজনন্দন জয়যুক্ত হওয়ায় আমাদিগের চিন্তাকণিকারও অভ্যুদয় হয় না।

অনুভাষ্য

৪৫। করুণানিকুরম্বকোমলে (করুণাসমূহেন কোমলঃ স্বভাবঃ যস্য সঃ তস্মিন্) মধুরৈশ্বর্য্যবিশেষশালিনি (মাধুর্য্যৈ-শ্বর্য্য-বিচিত্র-সম্পত্তিসম্পন্নে) ব্রজরাজনন্দনে (কৃষ্ণে) জয়তি (সর্ব্বোৎকর্ষমাবিষ্কুর্ব্বতি) নঃ (অস্মাকং) চিন্তাকণিকা (চিন্তা-লবমাত্রম্ অপি) ন অভ্যুদেতি (আবির্ভবতি)।

স্বয়ম্" (ভাঃ ১।৩।২৮)—এই দুই শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের বিশেষ পরমৈশ্বর্য্য-বর্ণনায় যে 'স্বয়ং'-পদ দুইবার উক্ত হইয়াছে, ইহা শ্রীকৃষ্ণের অন্য স্বরূপের সহিত সাধর্ম্ম্যের ঐক্যহেতু নহে,—তাঁহার আধিক্যই স্বতঃসিদ্ধ।

"ত্র্যধীশঃ"—গোলোক, মথুরা এবং দ্বারকা-নামক যে ধামত্রয় আছে, উহাদের অধিপতি বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ অধীশ্বর ; অথবা প্রকৃতির ঈশ (নিয়ন্তা) কারণোদশায়ী, বিরাটের অন্তর্যামী গর্ভোদশায়ী এবং ক্ষীরোদশায়ী—এই পুরুষাবতার-ত্রয়ের উপরিস্থ ঈশ্বর বলিয়া তিনি 'ত্র্যধীশ'। 'স্বারাজ্যলক্ষ্ম্যা আপ্তসমস্তকামঃ'—স্বারাজ্য-লক্ষ্মীহেতু সমস্ত কাম তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়াছে। তিনি 'স্ব'-দ্বারা অর্থাৎ আত্মদ্বারা অথবা আত্মভূতা শ্রেষ্ঠশক্তিদ্বারা বিরাজ করেন বলিয়া তিনি 'স্বরাট্' ; সেই স্বরাট্‌জনিত ভাব (ধর্ম্ম)ই—'স্বারাজ্য' নামে অভিহিত। সেই স্বারাজ্যই লক্ষ্মী—সর্ব্বাতিশায়িণী সম্পত্তি ; সেইহেতু সমস্ত কাম যাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়াছে ; 'সমস্তকাম'-শব্দে—অভীষ্টবিষয়ের সিদ্ধিসমূহ।

'চিরলোকপাল'—চির অর্থাৎ চিরজীবী (দীর্ঘজীবী), লোকপাল—পদ্মজ ব্রহ্মাদি ; সেই লোকপালগণের কিরীট-কোটীদ্বারা অর্থাৎ শত শত অর্ব্বুদ মুকুটদ্বারা যাঁহার পাদপীঠদ্বয় (পাদুকাদ্বয়) 'ঈড়িত' অর্থাৎ সংস্তুত হইয়া থাকে, সেই শ্রীকৃষ্ণ। হীরকাদি রত্নময় মুকুটসমূহদ্বারা পাদপীঠের সংঘট্ট হইতে উত্থিত যে-শব্দপরম্পরা, তাহাই 'স্তুতি'-রূপে উদ্ভাবিত হইয়াছে। 'বলিং হরদ্ভিঃ'—নিজ নিজ কার্য্যে অবস্থিত ব্রহ্মাদি লোকপালগণের দ্বারা ভগবানের আজ্ঞাপালনই এস্থলে 'বলিহরণ' বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

বিচিত্র নানাবিধ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ভগবৎশক্তিতে প্রকাশমান। শ্রীহরির শক্তির বিচিত্রতাহেতু কতকগুলি ব্রহ্মাণ্ডের বিস্তৃতি শতকোটী যোজন, কতগুলির নিখর্ব্ব যোজন, কতগুলির পদ্মাযুত যোজন, আর কতকগুলির পরার্দ্ধশত যোজন। তাহাদের মধ্যে কতক ব্রহ্মাণ্ডে বিংশতি ভুবন, কতক ব্রহ্মাণ্ডে পঞ্চাশৎ, কোন ব্রহ্মাণ্ডে শত, কোন ব্রহ্মাণ্ডে সহস্র, কোন ব্রহ্মাণ্ডে অযুত, বা কোন ব্রহ্মাণ্ডে লক্ষ ভুবন আছে। সেইসকল ব্রহ্মাণ্ডে ব্রহ্মা-ইন্দ্রাদি লোকপালগণ নানারূপে বিরাজমান। তাঁহারা 'চিরলোকপাল' বলিয়া কথিত। তাঁহাদের কোটী কোটী মুকুটদ্বারা এই শ্রীকৃষ্ণের পাদপীঠ স্তুত হইয়া থাকে।

'মধ্যম-আবাস' কৃষ্ণের—ষড়ৈশ্বর্য্য-ভাণ্ডার।
অনন্ত স্বরূপে যাঁহা করেন বিহার ॥ ৪৭ ॥
অনন্ত বৈকুণ্ঠ যাঁহা—ভাণ্ডার-কোঠরি।
পারিষদগণে ষড়ৈশ্বর্য্যে আছে ভরি' ॥ ৪৮ ॥

ব্রহ্মসংহিতায় (৫।৪৩)—

গোলোকনাম্নি নিজধাম্নি তলে চ তস্য
দেবী-মহেশ-হরিধামসু তেষু তেষু।
তে তে প্রভাবনিচয়া বিহিতাশ্চ যেন
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ৪৯ ॥

বিরজার অবস্থান-বর্ণন ঃ—

পাদ্মোত্তরখণ্ডে (২৫৫।৫৭)—

প্রধান-পরমব্যোম্নোরন্তরে বিরজা নদী।
বেদাঙ্গস্বেদজনিতৈস্তোয়ৈঃ প্রস্রাবিতা শুভা ॥ ৫০ ॥

পরব্যোম বা বৈকুণ্ঠাবস্থান-বর্ণন ঃ—

পাদ্মোত্তরখণ্ডে (২৫৫।৫৮)—

তস্যাঃ পারে পরব্যোম ত্রিপাদ্ভূতং সনাতনম্।
অমৃতং শাশ্বতং নিত্যমনন্তং পরমং পদম্ ॥ ৫১ ॥

(৩) বাহ্যাবাস দেবীধামই জীবভোগক্ষেত্র মায়ারাজ্য ঃ—

তার তলে 'বাহ্যাবাস' বিরজার পার।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যাঁহা কোঠরি অপার ॥ ৫২ ॥
'দেবীধাম' নাম তার, জীব যার বাসী।
জগল্লক্ষ্মী রাখে, যাঁহা রহে মায়াদাসী ॥ ৫৩ ॥
এই তিন ধামের হয় কৃষ্ণ অধীশ্বর।
গোলোক-পরব্যোম—প্রকৃতির পর ॥ ৫৪ ॥

শুদ্ধসত্ত্বময় চিচ্ছক্তিবিলাস তদ্রূপবৈভব—কৃষ্ণের ত্রিপাদ-বিভূতি, দেবীধাম—একপাদ-বিভূতি ঃ—

চিচ্ছক্তিবিভূতি-ধাম—ত্রিপাদৈশ্বর্য্য-নাম।
মায়িক বিভূতি—একপাদ অভিধান ॥ ৫৫ ॥

ত্রিপাদবিভূতি—মায়াতীতা ও একপাদবিভূতি মায়িক ঃ—

লঘুভাগবতামৃতে (১।৫৬৩)—

ত্রিপাদ্বিভূতের্ধামত্বাৎ ত্রিপাদ্ভূতং হি তৎ পদম্।
বিভূতির্মায়িকী সর্ব্বা প্রোক্তা পাদাত্মিকা যতঃ ॥ ৫৬ ॥

একপাদবিভূতি দেবীধামের বর্ণন ঃ—

ত্রিপাদবিভূতি কৃষ্ণের—বাক্য-অগোচর।
একপাদ বিভূতির শুনহ বিস্তার ॥ ৫৭ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৪৯। গোলোকনামা নিজ-ধামের নিম্নে দেবী, মহেশ ও হরির ধামনিচয়ে সেই সমস্ত প্রভাবনিচয় যিনি বিহিত করিয়াছেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি।

৫০। প্রধান অর্থাৎ মায়িকতত্ত্ব এবং পরব্যোম, এই দুয়ের মধ্যে বিরজা-নদী ; তাহা—মঙ্গলজনক বেদাঙ্গ অর্থাৎ পুরুষের ঘর্ম্মজনিতজলে স্রাবিত।

৫১। সেই বিরজার পারে অমৃত, নিত্য, সনাতন, অনন্ত পরম পদস্বরূপ, ত্রিপাদভূত, পরব্যোম আছেন ; তাৎপর্য্য এই যে,—পরব্যোম—চিজ্জগৎ। অতএব অশোক, অভয় ও অমৃতরূপ ত্রিপাদ-বিভূতি তাহাতে নিত্য বর্ত্তমান। মায়িকব্যাপার-সমুদায় মিলিত হইয়া কৃষ্ণের একপাদবিভূতি মাত্র।

অনুভাষ্য

৪৯। তস্য (কৃষ্ণস্য) গোলোকনাম্নি নিজধাম্নি তলে (নিম্নভাগে) দেবীমহেশহরিধামসু (পারম্পর্য্যক্রমেণ বৈকুণ্ঠ-শিবধাম-দেবীধামসু) তেষু তেষু চ যেন (গোবিন্দেন) তে তে প্রভাবনিচয়াঃ (বিক্রমসমূহাঃ) বিহিতাঃ (স্থাপিতাঃ) চ, তম্ আদিপুরুষং গোবিন্দম্ অহং ভজামি।

৫০। প্রধান-পরমব্যোম্নোঃ (দেবীধাম-বৈকুণ্ঠয়োঃ) অন্তরে (মধ্যে) বেদাঙ্গস্বেদজনিতৈঃ (বেদাঃ অঙ্গানি যস্য—"অস্য নিশ্বসিতম্" ইতি শ্রুতেঃ, তস্য ভগবতঃ ঘর্ম্মোদ্ভবৈঃ) তোয়ৈঃ (সলিলৈঃ) প্রস্রাবিতা (প্রবাহিতা) শুভা (জড়ক্রিয়াহীনা নৈষ্কর্ম্মরূপিণী চিন্মাত্রময়ী) বিরজা নদী [বর্ত্ততে]।

৫১। তস্যাঃ (বিরজায়াঃ নদ্যাঃ) পারে (তটে) ত্রিপাদ্ভূতং (তুরীয়ং) সনাতনম্ (নিত্যবর্ত্তমানম্) অমৃতম্ (অক্ষয়ং) শাশ্বতং নিত্যম্ অনন্তং পরমং পদং পরব্যোম।

৫৩। জীব—ভোগপরায়ণ বদ্ধজীব দেবীধামে বাস করে ; স্বারাজ্যলক্ষ্মী কৃষ্ণসেবিকা হইয়া কৃষ্ণের অভিলাষ পূরণ করেন, জগল্লক্ষ্মী দেবীধামবাসী জীবগণের রক্ষা করেন। 'যাঁহা'—এই দেবীধামে জগল্লক্ষ্মীর দাসী মায়াই অধিষ্ঠাত্রী।

৫৪। তিন ধাম—সর্ব্বোপরিধাম গোলোক, হরিধাম-পরব্যোম ও দেবীধাম। দেবীধাম হইতে মুক্ত জীব পরব্যোমে হরিসেবা না পাইলে মহেশ-ধাম লাভ করে। দেবীধামের উপরে হইলেও উহা হরিধাম-পরব্যোম নহে।

৫৫। হরিধাম-পরব্যোম ও গোলোক—অপ্রাকৃত চিচ্ছক্তি-বিভূতিবিশিষ্ট ধাম ; তাহা 'ত্রিপাদৈশ্বর্য্য'-নামে আখ্যাত। মায়িকবিভূতিযুক্ত দেবীধাম—'একপাদ'—নামে প্রসিদ্ধ।

৫৬। তৎপদং ত্রিপাদবিভূতের্ধামত্বাৎ ত্রিপাদভূতং হি

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৫৬। 'ত্রিপাদবিভূতি' ধাম বলিয়া সেই পদকে ত্রিপাদভূত বলে, আর সমস্ত মায়িক বিভূতি—একপাদমাত্র।

'চিরলোকপাল'-শব্দের অর্থ ঃ—

অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের যত ব্রহ্মা-রুদ্রগণ ।
চিরলোকপাল-শব্দে তাঁহার গণন ॥ ৫৮ ॥

কৃষ্ণৈশ্বর্য্যদর্শনার্থ আগত ব্রহ্মার দর্প-নাশ সম্বন্ধে একটী পৌরাণিক আখ্যান ঃ—

একদিন দ্বারকাতে কৃষ্ণ দেখিবারে ।
ব্রহ্মা আইলা,—দ্বারপাল জানাইল কৃষ্ণেরে ॥ ৫৯ ॥
কৃষ্ণ কহেন,—"কোন্ ব্রহ্মা, কি নাম তাহার?"
দ্বারী আসি' ব্রহ্মারে পুছে আর বার ॥ ৬০ ॥
বিস্মিত হঞা ব্রহ্মা দ্বারীকে কহিলা ।
'কহ গিয়া সনক-পিতা চতুর্ম্মুখ আইলা ॥' ৬১ ॥
কৃষ্ণে জানাঞা দ্বারী ব্রহ্মারে লঞা গেলা ।
কৃষ্ণের চরণে ব্রহ্মা দণ্ডবৎ কৈলা ॥ ৬২ ॥
কৃষ্ণ মান্য-পূজা করি' তাঁরে প্রশ্ন কৈল ।
"কি লাগি' তোমার ইঁহা আগমন হৈল?" ৬৩ ॥
ব্রহ্মা কহে,—"তাহা পাছে করিব নিবেদন ।
এক সংশয় মনে হয়, করহ ছেদন ॥ ৬৪ ॥
'কোন্ ব্রহ্মা?' পুছিলে তুমি কোন্ অভিপ্রায়ে?
আমা বই জগতে আর কোন্ ব্রহ্মা হয়ে?" ৬৫ ॥
শুনি' হাসি' কৃষ্ণ তবে করিলেন ধ্যানে ।
অসংখ্য ব্রহ্মার গণ আইলা ততক্ষণে ॥ ৬৬ ॥
দশ-বিশ-শত-সহস্র-অযুত-লক্ষ-বদন ।
কোট্যর্ব্বুদ মুখ কারো, না যায় গণন ॥ ৬৭ ॥
রুদ্রগণ আইলা লক্ষ-কোটি-বদন ।
ইন্দ্রগণ আইলা লক্ষ-কোটি-নয়ন ॥ ৬৮ ॥
দেখি' চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা ফাঁপর হইলা ।
হস্তিগণ-মধ্যে যেন মশক রহিলা ॥ ৬৯ ॥
আসি' সব ব্রহ্মা কৃষ্ণপাদপীঠ-আগে ।
দণ্ডবৎ করিতে মুকুট পাদপীঠে লাগে ॥ ৭০ ॥
কৃষ্ণের অচিন্ত্যশক্তি লিখিতে কেহ নারে ।
যত ব্রহ্মা, তত মূর্ত্তি একই শরীরে ॥ ৭১ ॥
পাদপীঠ-মুকুটাগ্র-সংঘট্টে উঠে ধ্বনি ।
পাদপীঠে স্তুতি করে মুকুট হেন জানি' ॥ ৭২ ॥
যোড়-হাতে ব্রহ্মা-রুদ্রাদি করয়ে স্তবন ।
"বড় কৃপা করিলা প্রভু, দেখাইলা চরণ ॥ ৭৩ ॥
ভাগ্য, মোরে বোলাইলা 'দাস' অঙ্গীকরি' ।
কোন্ আজ্ঞা হয়, তাহা করি' শিরে ধরি' ॥" ৭৪ ॥
কৃষ্ণ কহে,—"তোমা-সবা দেখিতে চিত্ত হৈল ।
তাহা লাগি' এক ঠাঞি সবা বোলাইল ॥ ৭৫ ॥
সুখী হও সবে, কিছু নাহি দৈত্য-ভয়?"
তারা কহে,—"তোমার প্রসাদে সর্ব্বত্রেই জয় ॥ ৭৬ ॥
সম্প্রতি পৃথিবীতে যেবা হৈয়াছিল ভার ।
অবতীর্ণ হঞা তাহা করিলা সংহার ॥" ৭৭ ॥
দ্বারকাদি বিভূতির এই ত' প্রমাণ ।
'আমারই ব্রহ্মাণ্ডে কৃষ্ণ' সবার হৈল জ্ঞান ॥ ৭৮ ॥
কৃষ্ণ-সহ দ্বারকা-বৈভব অনুভব হৈল ।
একত্র মিলনে কেহ কাহো না দেখিল ॥ ৭৯ ॥
তবে কৃষ্ণ সর্ব্ব-ব্রহ্মাগণে বিদায় দিলা ।
দণ্ডবৎ হঞা সবে নিজ ঘরে গেলা ॥ ৮০ ॥
দেখি' চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মার হৈল চমৎকার ।
কৃষ্ণের চরণে আসি' কৈলা নমস্কার ॥ ৮১ ॥
ব্রহ্মা বলে,—"পূর্ব্বে আমি যে নিশ্চয় করিলুঁ ।
তার উদাহরণ আমি আজি ত' দেখিলুঁ ॥ ৮২ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।১৪।৩৮)—

জানন্ত এব জানন্তু কিং বহূক্ত্যা ন মে প্রভো ।
মনসো-বপুষো বাচো বৈভবং তব গোচরঃ ॥ ৮৩ ॥

কৃষ্ণ কহে,—"এই ব্রহ্মাণ্ড পঞ্চাশৎ কোটি যোজন ।
অতি ক্ষুদ্র, তাতে তোমার চারি বদন ॥ ৮৪ ॥

অনুভাষ্য

(ত্রিচরণাত্মকম্ এব উচ্যতে) ; যতঃ সর্ব্বা মায়িকী বিভূতিঃ পাদাত্মিকা (একচরণা) প্রোক্তা (কথিতা)।

৫৮। চিরলোকপাল—ব্রহ্মাণ্ডের আধিকারিক চিরস্থায়ি-কার্য্যকারক ব্রহ্মারুদ্রাদি ; লোকপাল-শব্দে সাধারণতঃ অষ্ট-দিক্পাল—ইন্দ্র, অগ্নি, যম, বরুণ, নির্ঋতি, বায়ু, কুবের ও শিব।

৫৯-৮৯। লঘুভাগবতামৃতে পূর্ব্বখণ্ডে 'শ্রীকৃষ্ণ—নারায়ণের বিলাস' এই পূর্ব্বপক্ষের খণ্ডনমুখে শ্রীরূপকৃত-ব্যাখ্যা ও কারিকায় ৩১৩-৩২৩ সংখ্যায় এই আখ্যানটী বর্ণিত আছে।

অনুভাষ্য

৭৯। কৃষ্ণ এবং দ্বারকা-ধামের অলৌকিক বিভূতি চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা অনুভব করিলেন। যদিও দশ-শত-সহস্র-অযুত-লক্ষ-কোটি-মুখযুক্ত ব্রহ্মা ও রুদ্রগণ একত্র মিলিত হইলেন এবং এই সম্মিলন চতুর্ম্মুখ ও কৃষ্ণ দেখিলেন, তথাপি কৃষ্ণেচ্ছায় আগত বৃহৎ ব্রহ্মা ও বৃহৎ শিবসমূহের পরস্পরের সাক্ষাৎকার হয় নাই ; অথবা, ব্রহ্মশিবপুঞ্জের এতাদৃশ সংঘট্ট হইল যে, তাঁহাদের পরস্পর সাক্ষাৎকার ও আলাপাদি করিবার একেবারেই অবসর হয় নাই এবং কেহ কাহাকেও আদর বা অভ্যর্থনাও করিবার অবকাশ পান নাই।

কোন ব্রহ্মাণ্ড শতকোটি, কোন লক্ষকোটি ।
কোন নিযুতকোটি, কোন কোটি-কোটি ॥ ৮৫ ॥
ব্রহ্মাণ্ডানুরূপ ব্রহ্মার শরীর-বদন ।
এইরূপে পালি আমি ব্রহ্মাণ্ডের গণ ॥" ৮৬ ॥
'একপাদ বিভূতি', ইহার নাহি পরিমাণ ।
'ত্রিপাদ বিভূতি'র কেবা করে পরিমাণ ॥ ৮৭ ॥

পাদ্মোত্তরখণ্ডে (২৫৫।৫৮)—

তস্যাঃ পারে পরব্যোম ত্রিপাদ্ভূতং সনাতনম্ ।
অমৃতং শাশ্বতং নিত্যমনন্তং পরমং পদম্ ॥ ৮৮ ॥

কৃষ্ণবৈভব—দুর্জ্ঞেয় ঃ—

তবে কৃষ্ণ ব্রহ্মারে দিলেন বিদায় ।
কৃষ্ণের বিভূতি-স্বরূপ জানন না যায় ॥ ৮৯ ॥

(ঘ) কৃষ্ণের তদ্রূপবৈভব-ধামগত ৪র্থ (গূঢ়) অর্থ ঃ—

'ত্র্যধীশ্বর'-শব্দের অর্থ 'গূঢ়' আর হয় ।
'ত্রি'-শব্দে কৃষ্ণের তিন লোক কয় ॥ ৯০ ॥

কৃষ্ণের ধামত্রয় ঃ—

গোলোকাখ্য গোকুল, মথুরা, দ্বারাবতী ।
এই তিন লোকে কৃষ্ণের সহজে নিত্যস্থিতি ॥ ৯১ ॥

স্বয়ং কৃষ্ণই ধামত্রয়ের সম্রাট্ ঃ—

অন্তরঙ্গ-পূর্ণৈশ্বর্য্যপূর্ণ তিন ধাম ।
তিনের অধীশ্বর কৃষ্ণ—স্বয়ং ভগবান্ ॥ ৯২ ॥

অনন্ত বৈকুণ্ঠ, ব্রহ্মাণ্ড ও দিক্‌সমূহের অধিপতিগণের বন্দিত-চরণ কৃষ্ণ ঃ—

পূর্ব্ব-উক্ত ব্রহ্মাণ্ডের যত দিক্‌পাল ।
অনন্ত বৈকুণ্ঠাবরণ, চিরলোকপাল ॥ ৯৩ ॥
তাঁ-সবার মুকুট কৃষ্ণপাদপীঠ-আগে ।
দণ্ডবৎকালে তার মণি পীঠে লাগে ॥ ৯৪ ॥
মণি-পীঠে ঠেকাঠেকি, উঠে ঝন্‌ঝনি ।
পীঠের স্তুতি করে মুকুট হেন জানি ॥ ৯৫ ॥

স্বারাজ্যলক্ষ্মীর অর্থ ঃ—

নিজ-চিচ্ছক্ত্যে কৃষ্ণ নিত্য বিরাজমান ।
চিচ্ছক্তি-সম্পত্তির 'ষড়ৈশ্বর্য্য' নাম ॥ ৯৬ ॥

তিনি—কৃষ্ণসেবিকা ঃ—

সেই স্বারাজ্যলক্ষ্মী করে নিত্য পূর্ণ কাম ।
অতএব বেদে কহে 'স্বয়ং ভগবান্' ॥ ৯৭ ॥

কৃষ্ণৈশ্বর্য্য—অগাধ অমৃতসিন্ধু ঃ—

কৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য—অপার অমৃতের সিন্ধু ।
অবগাহিতে নারি, তার ছুঁইল এক বিন্দু ॥" ৯৮ ॥

ঐশ্বর্য্য-মাধুরী বর্ণন করিতে গিয়া প্রভুর কৃষ্ণবিগ্রহমাধুরী-স্ফূর্ত্তি ঃ—

ঐশ্বর্য্য কহিতে প্রভুর কৃষ্ণস্ফূর্ত্তি হৈল ।
মাধুর্য্যে মজিল মন, এক শ্লোক পড়িল ॥ ৯৯ ॥

অনুভাষ্য

৮৩। মধ্য, ২১শ পঃ ২৭ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

৮৪। ব্রহ্মাণ্ড শতকোটিযোজন ধরিলে তদর্দ্ধ পঞ্চাশৎ-কোটি-যোজন হয়। মনু লিখিয়াছেন,—"স্বয়মেবাত্মনো ধ্যানাৎ তদণ্ডমকরোদ্দ্বিধা।" সূর্য্যসিদ্ধান্ত ১২ অধ্যায়ে ৯০ শ্লোকে "খ-ব্যোম-খত্রয়-খসাগর-ষট্‌কনাগ-ব্যোমাষ্টশূন্য-যমরূপ-নগাষ্টচন্দ্রাঃ। ব্রহ্মাণ্ডসম্পুট-পরিভ্রমণং সমন্তাদভ্যন্তরে দিনকরস্য করপ্রসারঃ।।" সিদ্ধান্তশিরোমণিতে গ্রহগণিতে মধ্যমাধিকারে কক্ষা-প্রক্রমে তথা গোলাধ্যায়ে ভুবনকোশে ৬৭ শ্লোকে—"কোটিঘ্নৈর্নখনন্দষট্‌ক-নখভূভূভৃদ্-ভুজঙ্গেন্দুভির্জ্যোতিঃ শাস্ত্রবিদো বদন্তি নভসঃ কক্ষা-মিমাং যোজনৈঃ তদ্ব্রহ্মাণ্ড-কটাহসম্পুটতটে কেচিজ্জগুর্বেষ্টনং কেচিৎ প্রোচুরদৃশ্য-দৃশ্যকগিরিং পৌরাণিকাং সূরয়ঃ।।"* ১৮৭১২০৬৯২০০০০০০০০ যোজন খ-কক্ষা ; উহাকে কেহ কেহ ব্রহ্মাণ্ড-কটাহদ্বয়ের মিলনস্থলের বেষ্টন-পরিমাণ বলেন।

৮৮। মধ্য, ২১শ পঃ ৫১ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

৯১। গোলোকে প্রকোষ্ঠত্রয়—(১) গোকুল, (২) মথুরা, (৩) দ্বারকা। কৃষ্ণলীলার প্রকোষ্ঠত্রয়ের ন্যায় গৌরলীলাতেও অন্তরঙ্গ পূর্ণৈশ্বর্য্যময় প্রকোষ্ঠত্রয় আছে,—(১) নবদ্বীপ-মণ্ডল, (২) শ্রীক্ষেত্রমণ্ডল, (দাক্ষিণাত্য?) ও (৩) ব্রজমণ্ডল।

৯৩। মধ্য, ২১শ পঃ ৫৮ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

৯৬। কৃষ্ণ—স্বারাজ্যলক্ষ্মীরূপ নিজ-চিচ্ছক্তিবিশিষ্ট হইয়া নিত্য বিরাজমান। ভগবানের চিচ্ছক্তিসম্পত্তিকেই 'ষড়ৈশ্বর্য্য' বলে। চিচ্ছক্তি—চিচ্ছক্তিমদ্‌বিগ্রহ কৃষ্ণের নিজশক্তি ও সেবিকা।

** মনু লিখিয়াছেন,—'তিনি স্বয়ং নিজ ধ্যান হইতে, সেই ব্রহ্মাণ্ড দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছেন।" সূর্য্যসিদ্ধান্তে—"ব্রহ্মাণ্ডের কক্ষা ১৮৭১২০৮০৮৬৪০০০০০০ যোজন; ইহার মধ্যে সূর্য্যের কিরণের বিস্তার।" সিদ্ধান্তশিরোমণিতে—"জ্যোতির্ব্বিদগণ বলিয়াছেন, আকাশকক্ষার পরিমাণ ১৮৭১২০৬৯২০০০০০০০০ যোজন। এই পরিমাণকে কোন কোন পৌরাণিক পণ্ডিত ব্রহ্মাণ্ডরূপ কটাহের বেষ্টনের পরিমাণ বলেন। কেহ কেহ বলেন, ইহা লোকালোক পর্ব্বতের পরিমাণ।"*

স্বীয় নরলীলোপযুক্ত অলৌকিক লীলা-মাধুর্য্যে
কৃষ্ণ স্বয়ংই মুগ্ধ ঃ—
শ্রীমদ্ভাগবতে (৩।২।১২)—

"যন্মর্ত্ত্যলীলৌপয়িকং স্বযোগমায়াবলং দর্শয়তা গৃহীতম্ ।
বিস্মাপনং স্বস্য চ সৌভগর্দ্ধেঃ পরং পদং ভূষণভূষণাঙ্গম্ ॥১০০॥

দ্বিভুজ চিরকিশোর মুরলীধর-বিগ্রহ ঃ—

[যথা রাগঃ]

কৃষ্ণের যতেক খেলা, সর্ব্বোত্তম নরলীলা,
নরবপু তাহার স্বরূপ ।
গোপবেশ, বেণুকর, নবকিশোর, নটবর,
নরলীলার হয় অনুরূপ ॥ ১০১ ॥

কৃষ্ণের শ্রীবিগ্রহমাধুরী-বর্ণন ; কৃষ্ণরূপ—সর্ব্বসত্ত্বাকর্ষক ঃ—

কৃষ্ণের মধুর রূপ, শুন, সনাতন ।
যে রূপের এক কণ, ডুবায় যে ত্রিভুবন,
সর্ব্বপ্রাণী করে আকর্ষণ ॥ ১০২ ॥ ধ্রু ॥

নিত্যলীলা-প্রকটনে যোগমায়ার প্রভাব-প্রদর্শন ঃ—

যোগমায়া চিচ্ছক্তি, বিশুদ্ধসত্ত্ব-পরিণতি,
তার শক্তি লোকে দেখাইতে ।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১০০। সেই শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি—স্বীয় চিচ্ছক্তির বল প্রদর্শন করাইবার মানসে মর্ত্ত্যলীলার উপযোগী, আপনারও বিস্ময়জনক এবং সমস্ত সৌভাগ্য-ঋদ্ধির পরমপদ (পরাকাষ্ঠা) ও সমস্ত ভূষণকে ভূষিত করিতে সমর্থ।

অনুভাষ্য

১০০। শ্রীকৃষ্ণের অপ্রকট অবস্থায় শ্রীল উদ্ধব তদ্বিরহে শোককাতর হইয়া শ্রীবিদুরকে শ্রীকৃষ্ণের অতুল্য রূপ-মাধুর্য্য কীর্ত্তন করিতেছেন,—

যৎ (বিম্বং) মর্ত্ত্যলীলৌপয়িকং (মর্ত্ত্যলীলাসু ঔপয়িকং যোগ্যং নরাকারং) স্বযোগমায়াবলং (নিজচিচ্ছক্তেঃ বীর্য্যং) দর্শয়তা (প্রকাশয়তা) [ভগবতা স্বয়ং] গৃহীতং (স্বীকৃতং) স্বস্য চ (আত্মনঃ অপি) বিস্মাপনং (বিস্ময়জনকং) সৌভগর্দ্ধেঃ (সৌভাগ্যাতিশয়স্য) পরং পদং (পরাকাষ্ঠা, প্রতিষ্ঠা) ভূষণ-ভূষণাঙ্গং (ভূষণানাং ভূষণানি অঙ্গানি যস্মিন্ তৎ স্ববিম্বং) [প্রদর্শ্য অন্তরধাৎ ইতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ]।

অনুভাষ্য

১০১। কৃষ্ণের গোকুললীলা, বাসুদেব-সঙ্কর্ষণাদি পরব্যোম-লীলা, কারণার্ণবশায়ী প্রভৃতি পুরুষাবতার-লীলা, মৎস্য-কূর্ম্মাদি নৈমিত্তিক অবতার-লীলা, ব্রহ্মা-শিবাদি গুণাবতারলীলা, পৃথু-ব্যাসাদি আবেশাবতার-লীলা, সবিশেষ পরমাত্মাদি লীলা, নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম প্রভৃতি অনন্তক্রীড়াময় ভগবানের খেলাসমূহের মধ্যে, তারতম্য-বিচারে কৃষ্ণের নরলীলাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। কৃষ্ণের স্বরূপ—নরবপু, গোপবেশ, বেণুহস্ত, নবকিশোর ও নটবর। কৃষ্ণস্বরূপ—নরলীলার সদৃশ, কিন্তু হেয়, মর্ত্ত্য, অনিত্য, অনু-পাদেয়, সসীম, অবিচ্ছিন্ন বা পরিচ্ছিন্ন প্রভৃতি প্রাকৃত বিশেষণ-মল-বিশিষ্ট নহে।

১০২। কৃষ্ণের মধুররূপের এককণা গোকুল, মথুরা ও দ্বারকা,—এই ভুবনত্রয়কে, বা অন্তঃপুর গোলোক-বৃন্দাবন, মধ্যমাবাস পরব্যোম ও বাহ্যাবাস দেবীধাম,—এই ত্রিভুবনকে ডুবাইয়া দিতে সমর্থ এবং তত্তৎ ত্রিভুবনস্থ প্রাণিগণকে রূপ-মাধুরীতে আকর্ষণ করে।

অমৃতানুকণা—১০০। শ্রীশ্রীমদ্রূপ-গোস্বামী প্রভুপাদ-কৃত 'লঘুভাগবতামৃতে' স্বীয় কারিকায় আলোচ্য শ্রীমদ্ভাগবতীয় শ্লোকের ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে,—'যন্মর্ত্ত্যলীলৌপয়িকং'—এস্থলে 'যৎ'পদদ্বারা ইহার পূর্ব্বশ্লোকস্থিত 'স্ববিম্বং' এই 'বিম্ব'-পদ আকর্ষিত হইয়াছে, অর্থাৎ যে বিম্ব (শ্রীবিগ্রহ) মর্ত্ত্যলীলাসমূহের অতিশয় উপযোগী। নানাপ্রকার আশ্চর্য্য মাধুর্য্য, বীর্য্য ও ঐশ্বর্য্যাদির সম্যক্ প্রকাশ হওয়ায় শ্রীকৃষ্ণের মর্ত্ত্যলীলা তাঁহার অপরাপর দেবলীলা অপেক্ষাও অতীব মনোহারিণী। এস্থলে যে 'বিম্ব'-পদ, তদ্দ্বারা সদ্গুণাবলীসম্পন্ন পরব্যোমনাথাদি সকল স্ব-স্বরূপগণের মূলতত্ত্ব যে শ্রীকৃষ্ণ, তাহাই ধ্বনিত হইল। অতএব, অশেষ রূপ ও গুণের আশ্রয় হেতু সেই বিম্ব যে বিচিত্র নরলীলার অতিশয় যোগ্য, তাহাই কথিত হইল। 'স্বযোগমায়াবলং'—স্বযোগমায়া অর্থাৎ চিৎশক্তি, তাঁহার 'বল' অর্থাৎ সামর্থ্য। তাঁহাকেই 'দর্শয়তা গৃহীতম্' অর্থাৎ সাক্ষাৎ করাইবার জন্য (তিনি যে বিম্ব) প্রকটিত করিয়াছেন। 'অহো, আমার চিৎশক্তির অদ্ভুত প্রভাব দর্শন কর, যাহার গন্ধমাত্রও দিব্যাতিদিব্য লোকসমূহে সম্ভবপর নহে'—এইরূপে চিৎশক্তি-প্রভাব দর্শন করাইতে শ্রীকৃষ্ণের এইপ্রকার জগমোহন-রূপ যে-যোগমায়ার দ্বারা আবিষ্কৃত হইয়াছে,—ইহাই সেই 'স্বযোগমায়া' ইত্যাদি পদের অভিপ্রায়। 'বিস্মাপনং স্বস্য চ'—সেই বিম্ব 'স্বস্য' অর্থাৎ নিজের ও পরব্যোমনাথাদি আত্মদর্শীর 'বিস্মাপন' অর্থাৎ নবনবায়মানরূপে পরমচমৎকারকারী। 'সৌভগর্দ্ধেঃ পরং পদং'— 'সৌভগর্দ্ধি' অর্থাৎ মহাশ্চর্য্য সৌন্দর্য্যের পরাকাষ্ঠা তাহার 'পরংপদ' অর্থাৎ নিত্য উৎকর্ষ-সম্পত্তির পরমাশ্রয়। 'ভূষণভূষণাঙ্গম্'—কৌস্তভ, মকর-কুণ্ডলাদি যে ভূষণ, তাহারও ভূষণস্বরূপ অর্থাৎ শোভাবর্দ্ধক যাঁহার অঙ্গসমূহ, সেই শ্রীবিগ্রহের অসমোর্দ্ধত্বই এস্থলে বর্ণিত হইয়াছে। এস্থলে 'শ্রীকৃষ্ণের যে বিম্ব (শ্রীবিগ্রহ) নিজেরও অত্যন্ত বিস্ময়-উৎপাদনকারী'—এইরূপ বাক্যে যে দেহ-দেহি-ভেদ প্রতীত হইতেছে, তাহা ঔপচারিক (আরোপিত) মাত্র, যেহেতু ভগবান্ ও ভগবদ্বিগ্রহ উভয়ই অভিন্ন এবং সচ্চিদানন্দঘন। কূর্ম্মপুরাণেও সেইপ্রকার কথিত আছে—"দেহ-দেহি-ভিদা চাত্র নেশ্বরে বিদ্যতে ক্বচিৎ"—পরমেশ্বরে কখনই দেহ-দেহি-ভেদ থাকে না।

এইরূপ রতন, ভক্তগণের গূঢ়ধন,
প্রকট কৈলা নিত্যলীলা হৈতে ॥ ১০৩ ॥

নিজরূপ-ভোগার্থ নিজেরই তীব্র আকাঙ্ক্ষা ঃ—

রূপ দেখি' আপনার, কৃষ্ণের হৈল চমৎকার,
আস্বাদিতে মনে উঠে কাম ।
'স্বসৌভাগ্য' যাঁর নাম, সৌন্দর্য্যাদি-গুণগ্রাম,
এইরূপ নিত্য তার ধাম ॥ ১০৪ ॥

গোলোকের আশ্রয়বর্গ বিষয়ের রূপে মুগ্ধ ও আকৃষ্ট ঃ—

ভূষণের ভূষণ অঙ্গ, তাঁহে ললিত ত্রিভঙ্গ,
তাহার উপর ভ্রূধনু-নর্ত্তন ।
তেরছে নেত্রান্তে বাণ, তার দৃঢ় সন্ধান,
বিন্ধে রাধা-গোপীগণ-মন ॥ ১০৫ ॥

কৃষ্ণরূপে পরব্যোমের নারায়ণ ও লক্ষ্মীগণও আকৃষ্ট ঃ—

ব্রহ্মাণ্ডোপরি পরব্যোম, তাঁহা যে স্বরূপগণ,
তাঁ-সবার বলে হরে মন ।
পতিব্রতা-শিরোমণি, যাঁরে কহে বেদবাণী,
আকর্ষয়ে সেই লক্ষ্মীগণ ॥ ১০৬ ॥

"রাধা-সঙ্গে যদা ভাতি, তদা মদনমোহনঃ" ঃ—

চড়ি' গোপী-মনোরথে, মন্মথের মন মথে,
নাম ধরে 'মদনমোহন' ।
জিনি' পঞ্চশর-দর্প, স্বয়ং নবকন্দর্প,
রাস করে লঞা গোপীগণ ॥ ১০৭ ॥

কৃষ্ণবেণু-মাধুরী-বর্ণন ঃ—

নিজ-সম সখা-সঙ্গে, গোগণ-চারণ রঙ্গে,
বৃন্দাবনে স্বচ্ছন্দে বিহার ।
যাঁর বেণুধ্বনি শুনি', স্থাবর-জঙ্গম প্রাণী,
পুলক, কম্প, অশ্রু বহে ধার ॥ ১০৮ ॥

কৃষ্ণরূপ বর্ণন ঃ—

মুক্তাহার—বকপাঁতি, ইন্দ্রধনু-পিঞ্ছ তথি,
পীতাম্বর—বিজলী-সঞ্চার ।
কৃষ্ণ নব-জলধর, জগৎ-শস্য-উপর,
বরিষয়ে লীলামৃত-ধার ॥ ১০৯ ॥

কৃষ্ণমাধুর্য্যরূপ সর্ব্বোৎকৃষ্ট ভগবত্তা একমাত্র ভাগবতেই বর্ণিত ঃ—

মাধুর্য্য ভগবত্তা-সার, ব্রজে কৈল পরচার,
তাহা শুক—ব্যাসের নন্দন ।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১০৩। শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি—তাঁহার চিচ্ছক্তি-নামক যোগমায়ার সন্ধিনীগত বিশুদ্ধসত্ত্ব-তত্ত্বের পরিণামস্বরূপ।

১০৪। সৌন্দর্য্যাদি গুণসমূহ যে চিত্তত্ত্বের পরমসৌভাগ্য, তাহা এই কৃষ্ণরূপেই নিত্য অবস্থিতি করে।

অনুভাষ্য

১০৩। পরব্যোমাদিতে বিশুদ্ধসত্ত্ব-পরিণতিরূপা চিচ্ছক্তি-যোগমায়ার অবস্থিতি নাই। সেই যোগমায়ার অপূর্ব্ব অসামান্য শক্তির কার্য্য দেখাইতে ভক্তগণের নিতান্ত গোপনীয় ও আদরণীয় রত্নস্বরূপ নিত্যলীলা গোলোক হইতে প্রপঞ্চে প্রকট করিলেন।

১০৪। কৃষ্ণরূপের অসামান্য চমৎকারিতা এরূপ যে, তাহা স্বয়ং কৃষ্ণেরই বিস্ময় উৎপন্ন করে এবং উহা আস্বাদন করিবার জন্য কৃষ্ণেরই উৎকণ্ঠা বৃদ্ধি পায়। সমগ্র সৌন্দর্য্য, জ্ঞান, ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য, যশ ও বৈরাগ্যাত্মক ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ নিজ সৌভাগ্যাতিশয় কৃষ্ণেই নিত্যস্থিত।

১০৫। অলঙ্কার—অঙ্গের ভূষণ; কিন্তু কৃষ্ণাঙ্গ-শোভা এতাদৃশ অপরূপ যে, কৃষ্ণের অঙ্গ যেন অলঙ্কারেরও অলঙ্কার। তাদৃশ অঙ্গশোভা-সত্ত্বেও ললিত-ত্রিভঙ্গে যেন অধিক পরিমাণে শোভা বৃদ্ধি পাইয়াছে। তৎসত্ত্বেও চক্ষুর উপরিভাগে ধনুতুল্য ভ্রূ নৃত্য করিতেছে। তির্য্যগ্ভাবে অপাঙ্গদৃষ্টিরূপ বাণ ভ্রূধনুতে সংযোগ করিয়া রাধা এবং তদনুগ গোপীগণের মনকে বিদ্ধ করিবার উদ্দেশে দৃঢ়ভাবে সন্ধান করিতেছে।

অনুভাষ্য

১০৬। কৃষ্ণের রূপ এতাদৃশ মনোহর যে, তাহা প্রাকৃত-জগতের সকল প্রাণী ও দেবতা দূরে যাউক, ব্রহ্মাণ্ডের উপরি পরব্যোমস্থ নারায়ণাদি কৃষ্ণস্বরূপের মনও বলপূর্ব্বক হরণ করে। বেদে যে লক্ষ্মীগণকে একমাত্র 'পতিব্রতা-শিরোমণি' বলিয়া উক্তি করেন, তাঁহারাও কৃষ্ণসৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া কৃষ্ণপাদপদ্ম অভিলাষ করেন।

১০৭। গোপীর অনুকূল চিত্তবৃত্তিরূপ মনোরথে আরোহণ করিয়া তাঁহাদের দ্বারা নিজসেবা স্বীকারপূর্ব্বক কন্দর্পের মনো-মথন করিয়া 'মদনমোহন'-নামে সংজ্ঞিত হন। রূপরসগন্ধশব্দ-স্পর্শাত্মক পঞ্চবাণাধিপ মদনের স্বসৌন্দর্য্যদ্বারা নারী-বিমোহনরূপ অহঙ্কার পদদলিত করিয়া কৃষ্ণ স্বয়ং নবকন্দর্প (ব্রজে অপ্রাকৃত নবীন মদন)-সজ্জায় গোপীগণের সহিত রাসে ক্রীড়া করেন।

১০৯। কৃষ্ণের গলদেশে যে মুক্তামালার হার আছে, উহা শুভ্র বকশ্রেণী-সদৃশ, কৃষ্ণের শিরোদেশে যে ময়ূরপাখা আছে, তাহা ইন্দ্রধনুতুল্য এবং কৃষ্ণের পীতবসন বিদ্যুতের ন্যায়। কৃষ্ণ—যেন নবমেঘসদৃশ, আর গোপীজন—যেন জগতের শস্য-রাশিসদৃশ। সেই শস্যনিচয়ের উপর মেঘের বারিবর্ষণের ন্যায় কৃষ্ণ স্বীয় লীলা-মৃতধারা বর্ষণপূর্ব্বক তাঁহাদের জীবন-সঞ্চারী। বর্ষাকালে বক উড়ে, রামধনু এবং তড়িৎও দেখা যায়।

স্থানে স্থানে ভাগবতে, বর্ণিয়াছে জানাইতে,
তাহা শুনি' নাচে ভক্তগণ ॥" ১১০ ॥

কৃষ্ণগুণ-বর্ণনমুখে প্রভুর গোপীসৌভাগ্য বর্ণন ঃ—

কহিতে কৃষ্ণের রসে, শ্লোক পড়ে প্রেমাবেশে,
প্রেমে সনাতন-হাত ধরি'।
গোপী-ভাগ্য, কৃষ্ণ-গুণ, যে করিল বর্ণন,
ভাবাবেশে মথুরা-নাগরী ॥ ১১১ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৪৪।১৪)—

"গোপ্যস্তপঃ কিমচরন্ যদমুষ্য রূপং
লাবণ্যসারমসমোর্দ্ধমনন্যসিদ্ধম্।
দৃগ্‌ভিঃ পিবন্ত্যনুসবাভিনবং দুরাপ-
মেকান্তধাম যশসঃ শ্রিয় ঐশ্বরস্য ॥ ১১২ ॥

কৃষ্ণের তারুণ্যামৃত-সিন্ধুর লাবণ্যামৃত-তরঙ্গে গোপী নিত্য ভাসমানা ঃ—

তারুণ্যামৃত—পারাবার, তরঙ্গ—লাবণ্যসার,
তাতে সে আবর্ত্ত ভাবোদ্‌গম।
বংশীধ্বনি—চক্রবাত, নারীর মন—তৃণপাত,
তাহা ডুবায়, না হয় উদ্‌গম ॥ ১১৩ ॥

কৃষ্ণরূপ-সুধাপানে গোপী কৃতকৃতার্থ ঃ—

সখি হে, কোন্ তপ কৈল গোপীগণ।
কৃষ্ণরূপ-সুমাধুরী, পিবি' পিবি' নেত্র ভরি',
শ্লাঘ্য করে জন্ম-তনু-মন ॥ ১১৪ ॥ ধ্রু ॥

কৃষ্ণরূপ-মাধুর্য্য—অসমোর্দ্ধ, নারায়ণে তদভাব ঃ—

যে মাধুরীর ঊর্দ্ধ আন, নাহি যার সমান,
পরব্যোমে স্বরূপের গণে।
যিঁহো সর্ব্ব-অবতারী, পরব্যোম-অধিকারী,
এ মাধুর্য্য নাহি নারায়ণে ॥ ১১৫ ॥

প্রমাণ,—নারায়ণী লক্ষ্মীরও কৃষ্ণমাধুর্য্যে লোভ ঃ—

তাতে সাক্ষী সেই রমা, নারায়ণের প্রিয়তমা,
পতিব্রতাগণের উপাস্যা।
তিঁহো যে মাধুর্য্যলোভে, ছাড়ি' সব কামভোগে,
ব্রত করি' করিলা তপস্যা ॥ ১১৬ ॥

অন্যান্য প্রকাশবিগ্রহে স্বেচ্ছানুরূপ প্রয়োজনমত স্বীয় স্বতঃসিদ্ধ মাধুর্য্যাংশ-প্রকটন ঃ—

সেই ত' মাধুর্য্য-সার, অন্য-সিদ্ধি নাহি তার,
তিঁহো—মাধুর্য্যাদি-গুণখনি।
আর সব প্রকাশে, তাঁর দত্ত গুণ ভাসে,
যাঁহা যত প্রকাশে কার্য্য জানি ॥ ১১৭ ॥

কৃষ্ণমাধুর্য্য ও গোপীপ্রেম, উভয়ই নিত্যনবনবায়মান ঃ—

গোপীভাব-দরপণ, নব নব ক্ষণে ক্ষণ,
তার আগে কৃষ্ণের মাধুর্য্য।
দোঁহে করে হুড়াহুড়ি, বাড়ে মুখ নাহি মুড়ি,
নব নব দোঁহার প্রাচুর্য্য ॥ ১১৮ ॥

রাগানুগা ভক্তি ব্যতীত কৃষ্ণমাধুর্য্য সুদুর্ল্লভ ঃ—

কর্ম্ম, তপ, যোগ, জ্ঞান, বিধি-ভক্তি, জপ, ধ্যান,
—ইঁহা হৈতে মাধুর্য্য দুর্ল্লভ।
কেবল যে রাগমার্গে, ভজে কৃষ্ণে অনুরাগে,
তারে কৃষ্ণ-মাধুর্য্য সুলভ ॥ ১১৯ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১১০। মাধুর্য্য ভগবত্তাসার,—সমগ্র ঐশ্বর্য্য, সমগ্র বীর্য্য, সমগ্র যশ, সমগ্র সৌন্দর্য্য, সমগ্র জ্ঞান, সমগ্র বৈরাগ্য,—এই ছয়টী গুণকে 'ভগবত্তা' বলে ; তন্মধ্যে সমগ্র শ্রীর নাম 'মাধুর্য্য'। তাহাই ষড়্‌বিধ ভগবত্তার সার ; তাহারই নামান্তর 'মাধুর্য্য' ; শ্রীকৃষ্ণ-মূর্ত্তিতে মাধুর্য্যপ্রধান ভগবত্তা এবং নারায়ণাদিতে ঐশ্বর্য্যপ্রধান ভগবত্তা।

১১৩। নিত্যতরুণতারূপ মহাসমুদ্রের তরঙ্গবৎ লাবণ্যসার কৃষ্ণ-শরীরে লক্ষিত হয়। তাহাতে ভাবোদ্‌গম আবর্ত্ত অর্থাৎ ঘূর্ণি, এবং বংশীধ্বনি—ঘূর্ণিবায়ু ; এমতস্থলে নারীর চিত্ত তৃণপাতের ন্যায় পড়িয়া গেলে আর উঠিতে পারে না।

১১৭। সেই কৃষ্ণমাধুর্য্য—অনন্যসিদ্ধ অর্থাৎ স্বয়ংসিদ্ধ, অন্য কোন গুণাদিদ্বারা সিদ্ধ নয়। সেই কৃষ্ণমূর্ত্তি তাঁহার অন্যান্য প্রকাশে অর্থাৎ নারায়ণাদি-মূর্ত্তিতে স্বীয় প্রকাশের দ্বারা যে যে কার্য্য হইবে, তদনুরূপ ঐশ্বর্য্যবীর্য্যাদি গুণ প্রকট করাইয়াছেন।

অনুভাষ্য

১১০। ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবানের ভগবত্তা-সারই মাধুর্য্য ; ঐ মাধুর্য্য ব্রজেই প্রচারিত হইয়াছে। সেই ভক্তহৃদয়োন্মাদিনী মাধুর্য্য-কণা দ্বৈপায়নপুত্র শ্রীশুকদেব শ্রীমদ্ভাগবতের স্থানে স্থানে ভক্তগণের জন্য বর্ণনা করিয়াছেন।

১১১। মথুরাবাসিনীগণ গোপীর অসামান্য সৌভাগ্য ও কৃষ্ণের অলৌকিক গুণ ভাবভরে যেরূপ বর্ণন করিয়াছেন, শ্রীগৌরহরি 'কৃষ্ণরস' বলিতে গিয়া প্রেমপূর্ণ হইয়া সনাতনের হাত ধরিয়া প্রেমাবেশে সেই শ্লোক পড়িলেন।

১১২। আদি, ৪র্থ পঃ ১৫৬ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১১৩। চক্রবাত—গোলাকার চক্রসদৃশ ঘূর্ণিবায়ু।

ব্রজে স্বয়ং ভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দন হইতেই
অন্যান্য ভগবত্তা ঃ—

সেইরূপ ব্রজাশ্রয়, ঐশ্বর্য্য-মাধুর্য্যময়,
দিব্যগুণগণ-রত্নালয় ।
আনের বৈভব-সত্তা, কৃষ্ণদত্ত ভগবত্তা,
কৃষ্ণ—সর্ব্ব-অংশী, সর্ব্বাশ্রয় ॥ ১২০ ॥

কৃষ্ণ—নিখিল চিন্ময়সদ্‌গুণ-সমাশ্রয় ঃ—

শ্রী, লজ্জা, দয়া, কীর্ত্তি, ধৈর্য্য, বৈশারদী মতি,
এই সব কৃষ্ণে প্রতিষ্ঠিত ।
সুশীল, মৃদু, বদান্য, কৃষ্ণ বিনা নাহি অন্য,
কৃষ্ণ করে জগতের হিত ॥ ১২১ ॥

কৃষ্ণরূপমাধুর্য্য-পানে অনিমেষত্ব আকাঙ্ক্ষ চক্ষু ঃ—

কৃষ্ণ দেখি' যত জন, কৈল নিমিষে নিন্দন,
ব্রজে বিধি নিন্দে গোপীগণ ।"
সেই সব শ্লোক পড়ি', মহাপ্রভু অর্থ করি',
সুখে মাধুর্য্য করে আস্বাদন ॥ ১২২ ॥

কৃষ্ণমুখপদ্ম-মধুপানে জড়সুলভ তৃপ্তি নাই ; গোপীগণের
প্রতিক্ষণে আনন্দাম্বুধি-বর্দ্ধন ঃ—
শ্রীমদ্ভাগবতে (৯।২৪।৬৫)—

"যস্যাননং মকরকুণ্ডলচারুকর্ণ-
ভ্রাজৎকপোলসুভগং সবিলাসহাসম্ ।
নিত্যোৎসবং ন ততৃপুর্দৃশিভিঃ পিবন্ত্যো
নার্য্যো নরাশ্চ মুদিতাঃ কুপিতা নিমেশ্চ ॥ ১২৩ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৩১।১৫)—

অটতি যদ্ভবানহ্নি কাননং ত্রুটির্যুগায়তে ত্বামপশ্যতাম্ ।
কুটিলকুন্তলং শ্রীমুখঞ্চ তে জড় উদীক্ষতাং পক্ষ্মকৃদ্দৃশাম্ ॥১২৪

কামগায়ত্রী—সাক্ষাৎকৃষ্ণবিগ্রহ, এক একটী অক্ষর—
এক একটী অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ঃ—

[যথা রাগঃ]

কামগায়ত্রী-মন্ত্ররূপ, হয় কৃষ্ণের স্বরূপ,
সার্দ্ধ চব্বিশ অক্ষর তার হয় ।
সে অক্ষর 'চন্দ্র' হয়, কৃষ্ণ করি' উদয়,
ত্রিজগৎ কৈলা কামময় ॥ ১২৫ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১২০। নারায়ণাদির যে বৈভবসত্তা, তাহাকে কৃষ্ণদত্ত ভগবত্তা বলিয়া জানিবে।

১২১। নারায়ণে শ্রী, লজ্জা, দয়া, কীর্ত্তি, ধৈর্য্য, বৈশারদী মতিরূপ যে-সকল গুণগণ প্রদীপ্ত, সে সমস্ত কৃষ্ণের দ্বারা তাহাতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কিন্তু সৌশীল্য, মৃদুতা ও বদান্যতা কৃষ্ণ বিনা অন্য কোন প্রকাশে দেখা যায় না।

অনুভাষ্য

১১৯। কর্ম্ম, তপ, যোগ, জ্ঞান, বিধিভক্তি, জপ, ধ্যান প্রভৃতি সাধনবশে মাধুর্য্য-প্রাপ্তি ঘটে না ; কৃষ্ণমাধুর্য্য কেবলমাত্র রাগমার্গে কৃষ্ণ-নামভজনে অনুরাগবিশিষ্ট ব্যক্তিরই সহজপ্রাপ্য।

১২২। নিমিষে নিন্দন—চক্ষের আবরণ-পত্রকে 'পক্ষ্ম' বলে। তাহা চক্ষের উপরে সন্নিবেশ করায় দৃষ্টির বাধা হয় বলিয়া নিন্দা।

১২৩। শ্রীল শুকদেব মহারাজ পরীক্ষিৎকে যদুবংশ বর্ণন করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণের অবতারের উদ্দেশ্য ও সর্ব্বলোকমনোহর অতুল সুন্দর রূপমাধুর্য্য বর্ণন করিতেছেন,—

যস্য (কৃষ্ণস্য) মকরকুণ্ডলচারুকর্ণভ্রাজৎকপোলসুভগং (মকরকুণ্ডলাভ্যাং চারু শোভিতৌ কর্ণৌ তাভ্যাং ভ্রাজন্তৌ

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১২৩। যাঁহার মুখচন্দ্র, মকরকুণ্ডল-শোভিত কর্ণ, শোভমান কপোল, সৌন্দর্য্য, সবিলাস হাস—এইসমস্ত নিত্যোৎসব চক্ষুর্দ্বারা পান করিয়া নরনারীগণ পরমানন্দিত হইতেন এবং দর্শনবাধক চক্ষুর নিমেষের প্রতি কিঞ্চিৎ কুপিত হইতেন।

১২৫। কামগায়ত্রীমন্ত্র—কৃষ্ণস্বরূপ। কামবীজকে অর্দ্ধ অক্ষর ধরিয়া তাহাতে সাড়ে চব্বিশ অক্ষর হয়।

অনুভাষ্য

সমুজ্জ্বলৌ যৌ কপোলৌ গণ্ডদেশৌ, তাভ্যাং সুভগং কমনীয়ং) সবিলাসহাসং (সবিলাসঃ সলীলঃ হাসঃ যস্মিন্ তৎ) নিত্যোৎসবং (নিত্যম্ উৎসবঃ আনন্দঃ যস্মিন্ তৎ) আননং (মুখপদ্মং) নার্য্যঃ নরাঃ দৃশিভিঃ (নেত্রৈঃ) পিবন্ত্যঃ [অপি] ন তু ততৃপুঃ (তৃপ্তাঃ) [নিমেষোন্মেষমাত্রব্যবধানমপ্যসহমানাস্তৎকর্ত্তুঃ] নিমেঃ (বিধাতুঃ) কুপিতাঃ (ক্রুদ্ধাঃ চ বভূবুঃ)।

১২৪। আদি, ৪র্থ পঃ ১৫৩ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১২৫। কামগায়ত্রী—মধ্য ৮ম পঃ ১৩৭ সংখ্যা দ্রষ্টব্য। কামগায়ত্রীর সাড়ে চব্বিশ অক্ষরই কৃষ্ণাঙ্গে সাড়ে চব্বিশ চন্দ্রোপম, এবং উহা—কৃষ্ণস্বরূপ, যেহেতু উহা—সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজন-তত্ত্বত্রয়-সমন্বিত।

অমৃতানুকণা—১২৫। "পদ্মপুরাণের সৃষ্টিখণ্ডে উল্লেখ আছে যে, বেদমাতা গায়ত্রীও গোপীজন্ম লাভ করিয়া শ্রীকৃষ্ণসঙ্গম লাভ করিয়াছিলেন। সেই সময় হইতেই তিনি কামগায়ত্রীরূপ ধারণ করেন। ** কামগায়ত্রী অবশ্য অনাদি। সেই অনাদি গায়ত্রী প্রথমে বেদমাতা গায়ত্রীরূপে প্রকট ছিলেন। পরে সাধনবলে এবং অন্যান্য উপনিষদ্‌গণের সৌভাগ্য আলোচনা করত গোপালোপনিষদের সহিত ব্রজে জন্মগ্রহণ করেন। কামগায়ত্রীরূপে নিত্য হইয়াও তিনি বেদমাতা-গায়ত্রীরূপে নিত্য পৃথক্ অবস্থান করেন।" (জৈবধর্ম্ম, ৩২ অঃ)

কৃষ্ণের ২৪॥০টী অঙ্গ-চন্দ্রের উপর শ্রীমুখচন্দ্রের রাজত্ব ঃ—

সখি হে, কৃষ্ণ মুখ—দ্বিজরাজ-রাজ ।
কৃষ্ণবপু-সিংহাসনে, বসি' রাজ্য-শাসনে,
করে সঙ্গে চন্দ্রের সমাজ ॥ ১২৬ ॥ ধ্রু ॥

দুই গণ্ড সুচিক্কণ, জিনি' মণি-সুদর্পণ,
সেই দুই পূর্ণচন্দ্র জানি ।
ললাটে অষ্টমী-ইন্দু, তাহাতে চন্দন-বিন্দু,
সেহ এক পূর্ণচন্দ্র মানি ॥ ১২৭ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১২৬। দ্বিজরাজচন্দ্র—চন্দ্রের রাজা। সেই কৃষ্ণমুখচন্দ্র রাজা হইয়া, কৃষ্ণশরীররূপ সিংহাসনে বসিয়া, (অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি) চন্দ্রের সমাজ লইয়া মাধুর্য্যরাজ্য শাসন করিতেছেন। কোথায় কোন্ চন্দ্র, তাহা পরে কথিত হইতেছে।

১২৭। অষ্টমী-ইন্দু—অর্দ্ধচন্দ্র।

অনুভাষ্য

১২৬। কৃষ্ণমুখমণ্ডল-চন্দ্রই চন্দ্ররাজ ; (১) মুখচন্দ্র, (২) বামগণ্ডচন্দ্র, (৩) দক্ষিণগণ্ডচন্দ্র, (৪) চন্দনবিন্দুচন্দ্র, (৫-১৪) করনখচন্দ্র, (১৫-২৪) পদনখচন্দ্র, (২৪॥০) ললাটের অর্দ্ধচন্দ্র; —এই ২৪॥০টী চন্দ্রের সমাজ লইয়া কৃষ্ণমুখ-চন্দ্ররাজা কৃষ্ণ-দেহরূপ রাজসিংহাসনে বসিয়া রাজত্ব করিতেছেন।

শ্রীশ্রীমদ্ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর 'মন্ত্রার্থ-দীপিকা'-গ্রন্থে সার্দ্ধচব্বিশ-অক্ষরাত্মক কামগায়ত্রী-মন্ত্রের যে ব্যাখ্যা-রহস্য জ্ঞাপন করেন, তাহার বঙ্গানুবাদ এইরূপ,—"হে বৈষ্ণবগণ, আমার এই 'কামগায়ত্রী'-র ব্যাখ্যার লিখন-বৃত্তান্ত আপনারা শ্রবণ করুন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রাকৃত বর্ণানুক্রমে কামগায়ত্রীর বর্ণসংখ্যা সাড়ে চব্বিশ বলিয়া যাহা লিখিয়াছেন, সেই মতানুসারে আমিও তাহা লিখিতেছি। তাহা যথা,—"কামগায়ত্রী মন্ত্ররূপ, হয় কৃষ্ণের স্বরূপ, সার্দ্ধচব্বিশ অক্ষর তার হয়। সে অক্ষর চন্দ্র হয়, কৃষ্ণ করি উদয়, ত্রিজগৎ কৈল কামময়।।"—এই প্রমাণ অবলম্বন করিয়া পূর্ব্বমতানুসারে অনুক্রম সংস্থাপিত হইতেছে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী কামগায়ত্রীর অক্ষরসংখ্যা 'পঞ্চবিংশতি' পরিত্যাগ করিয়া কোন্ প্রমাণে বা কি অভিপ্রায়ে সার্দ্ধ-চতুর্ব্বিংশতি বলিলেন, তাহা আমার বুদ্ধিগোচরের অভাব। নানা পাঠ্য ও শ্রাব্য শাস্ত্রবিচারে অর্দ্ধাক্ষরের সম্ভাবনা নাই, অতএব মহাসন্দেহ-সাগরে নিমগ্ন হইলাম। যদি কেহ বলেন, মাত্রাহীন 'ত'কার (ৎ)—অর্দ্ধাক্ষর, তাহা হইলে মাত্রাহীন অক্ষর এস্থলে অন্য আরও আছে, অতএব ইহাও নহে। ব্যাকরণ, পুরাণ, আগম, নাট্য-অলঙ্কারাদি শাস্ত্রে স্বরবর্ণ-ব্যঞ্জনবর্ণ-ভেদে পঞ্চাশৎ বর্ণই নির্ণীত আছে, সেস্থলে কোন অর্দ্ধাক্ষর নাই। তাহা যেমন,—শ্রীহরিনামামৃত-ব্যাকরণে সংজ্ঞাপাদে "নারায়ণাদুদ্ভুতোঽয়ং বর্ণক্রমঃ"—এইরূপে 'অ'-কারাদি ও 'ক'-কারাদি পঞ্চাশৎ বর্ণ,—এইপ্রকার অন্য ব্যাকরণেও। পুনরায় বৃহন্নারদীয় পুরাণে শ্রীরাধিকা-সহস্রনাম-স্তোত্রে বৃন্দাবনেশ্বরী শ্রীরাধা—পঞ্চাশৎ-বর্ণরূপিণী। এইপ্রকারে অন্য শাস্ত্রেও এবং মাতৃকাদি-প্রকরণেও কোথাও আমি সার্দ্ধ-পঞ্চাশৎ বর্ণক্রম দেখিলাম না। তাহা হইলে এইসকল শাস্ত্র কি শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর বুদ্ধিগোচর হয় নাই? ইহাও সম্ভব নহে, যেহেতু তিনি ভ্রম-প্রমাদাদি দোষশূন্য বলিয়া সকলই জ্ঞাত আছেন।

পুনরায়, যদি মাত্রাহীন 'ত'কার (অর্থাৎ সর্ব্বশেষ 'প্রচোদয়াৎ'এর 'ৎ')-কেই অর্দ্ধাক্ষর-রূপে নিশ্চয় করা হয়, তাহা হইলে কি শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী ক্রমভঙ্গ করিয়া (অর্দ্ধচন্দ্র) লিখিয়াছেন? যেহেতু উক্ত বর্ণক্রমানুসারে শ্রীকৃষ্ণের মুখ-গণ্ড-চরণান্ত এইক্রমে সর্ব্বশেষ যে শ্রীচরণ হয়, উহাকে পরিত্যাগ করিয়া তিনি ললাটে অর্দ্ধচন্দ্র সংস্থাপন করিয়াছেন। তাহা যথা,—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যলীলায় একবিংশ পরিচ্ছেদে শ্রীসনাতন-শিক্ষাপ্রসঙ্গে সম্বন্ধতত্ত্ব বিচারে,—"সখি হে, কৃষ্ণমুখ দ্বিজরাজ-রাজ। কৃষ্ণবপু-সিংহাসনে, বসি রাজ্যশাসনে, করে সঙ্গে চন্দ্রের সমাজ।। দুই গণ্ড সুচিক্কণ, জিনি মণি সুদর্পণ, সেই দুই পূর্ণচন্দ্র মানি।। * * সব লোক করে আপ্যায়িত।।"—এইরূপে দ্বিবিধ অনুবাদ-দ্বারা বহু বাদানন্তরেও এস্থলে কোন মীমাংসা হইল না। তখন সকল উপায় ত্যাগ করিয়া অন্নপানাদি ছাড়িয়া আমি মনোদুঃখে দেহত্যাগের অভিপ্রায়ে রাধাকুণ্ডতটে গমন করিলাম। যখন মন্ত্রাক্ষর অবগতি না হয়, তখন কিরূপে মন্ত্রদেবতা গোচর হইবেন, অতএব দেহত্যাগই কর্ত্তব্য, (স্থির করিলাম)।

তাহার পর রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর হইলে পর আমি তন্দ্রা লাভ করিলে দেখিলাম যে, শ্রীবৃষভানুনন্দিনী আসিয়া বলিতেছেন,—'হে বিশ্বনাথ! হে হরিবল্লভ! তুমি উঠ। শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ যাহা লিখিয়াছে, তাহাই সত্য। সে আমার নর্ম্মসখী—আমার অনুগ্রহে আমার অন্তর সকলই জানে। সুতরাং তাহার বাক্যে সন্দেহ করিও না। ইহা আমার উপাসনা-মন্ত্র—আমিও এই মন্ত্রাক্ষরদ্বারা বেদ্যা। আমার অনুগ্রহ বিনা অন্য কেহই তাহা জানিতে পারে না। 'বর্ণাগমভাস্বৎ'-এ অর্দ্ধাক্ষর-নিরূপণ যাহা আছে, যাহা দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখিয়াছে, তাহা শ্রবণ কর। তৎপর তুমি এই গ্রন্থ দেখিয়া সকলের উপকার-জন্য প্রমাণ সংগ্রহ কর।" ইহা শ্রবণ করিয়া শীঘ্র চেতনা লাভ করিলাম। জাগ্রত হইয়া সন্দেহ মোচন হওয়ায় 'হা রাধে' এইরূপ মুহুর্মুহুঃ বিলাপ করত তাঁহার আদেশ হৃদয়ে ধারণ করিয়া তাহা পালনের জন্য যত্নবান্ হইলাম। অর্দ্ধাক্ষর-নির্ণয়ে শ্রীরাধিকা-বাক্য যথা—"ব্যস্ত-যকারোঽর্দ্ধাক্ষরং ললাটেঽর্দ্ধচন্দ্রবিম্বঃ তদিতরং পূর্ণাক্ষরং পূর্ণচন্দ্রঃ।" অন্তে 'বি'-যুক্ত 'য'-কার—অর্দ্ধাক্ষর (অর্থাৎ 'কামদেবায়'-পদের 'য'-কারের পর 'বিদ্মহে'-পদের 'বি'-অক্ষর থাকায় উক্ত 'য'-কার অর্দ্ধাক্ষর')। উহাই ললাটে অর্দ্ধচন্দ্র-স্বরূপ। এতদ্ভিন্ন আর সমস্তই পূর্ণাক্ষর এবং পূর্ণচন্দ্র-স্বরূপ। * * 'বর্ণাগম-ভাস্বৎ'-এ প্রমাণ, যথা—"বিকারান্ত-যকারেণ অর্দ্ধাক্ষরং প্রকীর্ত্তিতম্।।"

করনখ—চান্দের ঠাট, বংশী-উপর করে নাট,
তার গীত মুরলীর তান।
পদনখ-চন্দ্রগণ, তলে করে নর্ত্তন,
নূপুরের ধ্বনি যার গান ॥ ১২৮ ॥

বিলাস-মত্ত ক্ষত্রিয়ের ন্যায় কৃষ্ণমুখপদ্ম—
গোপীচিত্ত বিদ্ধকারী ঃ—

নাচে মকর-কুণ্ডল, নেত্র—লীলা-কমল,
বিলাসী রাজা সতত নাচায়।
ভ্রূ—ধনু, নেত্র—বাণ, ধনুর্গুণ—দুই কাণ,
নারীমন-লক্ষ্য বিন্ধে তায় ॥ ১২৯ ॥

মহাবদান্যরূপে সকলকে অঙ্গ-চন্দ্রনিচয় হইতে
অমৃত-বিতরণ ঃ—

এই চান্দের বড় নাট, পসারি' চান্দের হাট,
বিনিমূলে বিলায় নিজামৃত।
কাঁহো স্মিত-জ্যোৎস্নামৃতে, কাঁহারে অধরামৃতে,
সব লোক করে আপ্যায়িত ॥ ১৩০ ॥

কামক্রীড়ামত্ত মুখচন্দ্ররাজের মন্ত্রী ও প্রমোদ-
বিলাস-ভবনাদি-বর্ণন ঃ—

বিপুলায়তারুণ, মদন-মদ-ঘূর্ণন,
মন্ত্রী যার এ দুই নয়ন।
লাবণ্য—কেলি-সদন, জন-নেত্র-রসায়ন,
সুখময় গোবিন্দ-বদন ॥ ১৩১ ॥

কৃষ্ণমুখচন্দ্র-দর্শনে গোপীর নবনবায়মানা, নিত্য বর্দ্ধমানা, পরম-
চমৎকারময়ী চিন্ময়ী অতৃপ্তি, তজ্জন্য বিধি-নিন্দা ঃ—

যাঁর পুণ্যপুঞ্জ-ফলে, সে মুখ দর্শন মিলে,
দুই আঁখি কি করিবে পানে?
দ্বিগুণ বাড়ে তৃষ্ণা-লোভ, পিতে নারে—মনঃক্ষোভ,
দুঃখে করে বিধির নিন্দনে ॥ ১৩২ ॥

বিধি—কৃষ্ণমাধুরী-রস-বোধহীন ঃ—

না দিলেক লক্ষ কোটি, সবে দিলা আঁখি দুটি,
তাতে দিলা নিমিষ-আচ্ছাদন।
বিধি—জড় তপোধন, রসশূন্য তার মন,
নাহি জানে যোগ্য সৃজন ॥ ১৩৩ ॥

বিধিকে পরামর্শ ও উপদেশ-দান ঃ—

যে দেখিবে কৃষ্ণানন, তার করে দ্বি-নয়ন,
বিধি হঞা হেন অবিচার।
মোর যদি বোল ধরে, কোটি আঁখি তার করে,
তবে জানি যোগ্য সৃষ্টি তার ॥ ১৩৪ ॥

কৃষ্ণের অঙ্গমাধুরী, বদন-মাধুরী ও হাস্য-মাধুরীতে
গোপীভাবান্বিত প্রভুর লোভ ঃ—

কৃষ্ণাঙ্গ-মাধুর্য্য—সিন্ধু, সুমধুর মুখ—ইন্দু,
অতি-মধু স্মিত—সুকিরণ।
এ তিনে লাগিল মন, লোভে করে আস্বাদন,
শ্লোক পড়ে, স্বহস্ত-চালন ॥ ১৩৫ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৩১। বিপুল বিস্তৃত অরুণবর্ণ-স্বরূপ দুই নয়ন—সেই কৃষ্ণমুখ-রূপ রাজার মন্ত্রী, তাহা মদনের মদকে নষ্ট করে।

অনুভাষ্য

১২৮। ঠাট—স্থিতি ; নাট— নাট্য।

১২৯। কৃষ্ণমুখচন্দ্র—বিলাসী রাজা ; সেই মুখচন্দ্র মকুর-কুণ্ডল ও নেত্রপদ্মকে সর্ব্বদা নৃত্য করান। ভ্রূ—ধনুসদৃশ, নেত্র—তাহার শর ; কর্ণদ্বয়—ধনুর্গুণে আবদ্ধ ; আকর্ণবিস্তৃতচক্ষুর্দ্বারা কৃষ্ণ গোপ-নারীমন-রূপ লক্ষ্যবস্তুকে বিদ্ধ করে।

১৩০। এই মুখচন্দ্রের নাট্য সকলকেই অতিক্রম করে এবং অন্য সাড়ে তেইশটী চন্দ্ররূপ পণ্যদ্রব্যে হাট বিস্তার করিয়া নিজামৃত বিনামূল্যে বিতরণ করে। কোন ক্রেতাকে মধুর হাস্যরূপ জ্যোৎস্নামৃতদ্বারা, কোন ক্রেতাকে অধরামৃতদ্বারা এবং অন্যান্য সকলকে অন্যপ্রকারে আপ্যায়িত করেন।

১৩২। ভক্তিজনিত অনুষ্ঠানেই ভক্ত্যুন্মুখী 'সুকৃতি' উৎপন্ন হয়। অবলোকনকারীর দুইটী চক্ষুদ্বারা তাদৃশ কৃষ্ণমুখ কতটুকুই পান করা সম্ভব হয়? তাহার তৃষ্ণা ও লোভ দ্বিগুণ বর্দ্ধিত

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৩২। 'দুই আঁখি কি করিবে পানে'—দর্শকের দুইটী চক্ষু কিরূপে সেই অমৃতসমুদ্র পান করিতে পারে?

১৩৫। 'এ তিনে লাগিল মন'—কৃষ্ণাঙ্গ-মাধুর্য্য—যেন সিন্ধু,

অনুভাষ্য

হইলেও অভীপ্সিত পরিমাণ-মত পান করিতে না পাইয়া, নিজের অযোগ্যতা ও অভাববশতঃ তাহার মন বিশেষভাবে ক্ষুব্ধ হয় ; দ্রষ্টা তখন দুঃখিতচিত্তে নিজসৃষ্টিকর্ত্তাকে দোষ দিতে থাকে।

১৩৩। অতৃপ্ত দ্রষ্টা তখন খেদসহকারে বলেন যে,—'আমার লক্ষ-কোটি চক্ষু নাই, কেবলমাত্র দুইটী আছে, তাহাও আবার পাতা দিয়া ঢাকা ; মাঝে মাঝে যখন স্বল্পক্ষণের জন্য পলক পতিত হয়, তৎকালেও আবার কৃষ্ণ-দর্শনের ব্যাঘাত হয়। এইজন্য শরীর-নির্ম্মাণ-কর্ত্তা বিধি—নিতান্ত নির্ব্বোধ এবং কৃষ্ণদর্শন-সেবা ছাড়িয়া তুচ্ছ তপস্যারত হওয়ায় আদৌ 'রসজ্ঞ' নহেন, সৃষ্ট্যাদি শুষ্ককার্য্যকারক-মাত্র,—কোথায় কিরূপ বিধান করা উচিত, তদ্বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ।

১৩৪। আমার পরামর্শ গ্রহণ করিয়া, কৃষ্ণমুখদ্রষ্টার কোটি

গোপীর নিকট কৃষ্ণাঙ্গ, কৃষ্ণানন ও কৃষ্ণহাস্য-
মাধুরীর তারতম্য ঃ—
শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতে (৯২) বিল্বমঙ্গলবাক্য—

মধুরং মধুরং বপুরস্য বিভোর্মধুরং মধুরং বদনং মধুরম্ ।
মধুগন্ধি-মৃদুস্মিতমেতদহো মধুরং মধুরং মধুরং মধুরম্ ॥১৩৬॥

গোপীভাবান্বিত প্রভুর কৃষ্ণমাধুর্য্যাস্বাদনে নিত্যবর্দ্ধমান-অতৃপ্তি ঃ—

সনাতন, কৃষ্ণমাধুর্য্য—অমৃতের সিন্ধু ।
মোর মন—সন্নিপাতি, সব পিতে করে মতি,
দুর্দ্দৈব, বৈদ্য না দেয় এক বিন্দু ॥ ১৩৭ ॥ ধ্রু ॥

কৃষ্ণাঙ্গ—মধুর, কৃষ্ণমুখ—মধুরতর, কৃষ্ণহাস্য—মধুরতম ঃ—

কৃষ্ণাঙ্গ—লাবণ্যপূর, মধুর হৈতে সুমধুর,
তাতে সেই মুখ সুধাকর ।
মধুর হৈতে সুমধুর, তাহা হইতে সুমধুর,
তাঁর যেই স্মিত জ্যোৎস্না-ভর ॥ ১৩৮ ॥

সমগ্র ত্রিভুবনই—সেই হাস্যচন্দ্রিকালোক-স্নাত ঃ—

মধুর হৈতে সুমধুর, তাহা হৈতে সুমধুর,
তাহা হৈতে অতি সুমধুর ।
আপনার এককণে, ব্যাপে সব ত্রিভুবনে,
দশদিক্ ব্যাপে যার পূর ॥ ১৩৯ ॥

কৃষ্ণের ক্রীড়াবিগ্রহ বেণু-মাধুরীতে ত্রিভুবনই উন্মত্ত ঃ—

স্মিত-কিরণ-সুকর্পূরে, পৈশে অধর-মধুরে,
সেই মধু মাতায় ত্রিভুবনে ।
বংশীছিদ্র আকাশে, তার গুণ শব্দে পৈশে,
ধ্বনিরূপে পাঞা পরিণামে ॥ ১৪০ ॥

কৃষ্ণবংশী—ব্রহ্মাণ্ড, পরব্যোম ও গোলোকস্থ যাবতীয়
শুদ্ধসত্ত্বের, বিশেষতঃ শৃঙ্গার-রসের
আশ্রয়বর্গের উন্মাদিনী ঃ—

সে ধ্বনি চৌদিকে ধায়, অণ্ড ভেদি' বৈকুণ্ঠে যায়,
বলে পৈশে জগতের কাণে ।
সবা মাতোয়াল করি', বলাৎকারে আনে ধরি',
বিশেষতঃ যুবতীর গণে ॥ ১৪১ ॥

বেণুমাধুরীর প্রভাব ঃ—

ধ্বনি—বড় উদ্ধত, পতিব্রতার ভাঙ্গে ব্রত,
পতি-কোল হৈতে টানি' আনে ।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

তাঁহার সুমধুর মুখ—যেন তদুখ চন্দ্র, এবং তাঁহার অতি মধুর হাসি—যেন সেই চন্দ্রের কিরণ—এই তিনটীতে মন লাগিল।

১৩৬। এই কৃষ্ণের বপু—মধুর, ইঁহার বদন—মধুর ও ইঁহার মৃদুহাস্য—মধুগন্ধি ; অহো! ইঁহার সমস্তই মধুর।

১৩৭। ধাতুতে ত্রিদোষ জন্মিলে তাহাকে 'সন্নিপাত' বলে। আমার মন যখন, কৃষ্ণাঙ্গমাধুর্য্য, কৃষ্ণের মুখমাধুর্য্য ও কৃষ্ণের হাস্যমাধুর্য্য,—এই তিনটীর আঘাত পাইয়া পীড়িত হইয়াছে, তখন আমার মন যে সন্নিপাত-রোগেই পীড়িত হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। উহা সেই সেই সৌন্দর্য্যরসসমুদ্রের প্রতি পিপাসু হইয়া দৌড়াইতেছে। সাধারণ সন্নিপাত-রোগের বৈদ্য যেরূপ রোগীকে একবিন্দুও জলপান করিতে দেয় না, তদ্রূপ আমার এই রোগের বৈদ্য কৃষ্ণ বই আর কেহ না থাকিলেও তিনি তাঁহার সৌন্দর্য্যামৃত-সমুদ্রের একবিন্দুও আমাকে পান করিতে দেন না,—ইহাই দুঃখ (দুর্দ্দৈব)!!

অনুভাষ্য

চক্ষু বিধান করিলেই বিধিকে আমি সৃষ্টিকরণ-বিষয়ে যোগ্য বলিয়া জানিতাম।

১৩৫। সাধারণতঃ প্রথম দৃষ্টিতে কৃষ্ণের অঙ্গরূপ মাধুর্য্য-সমুদ্র-দর্শন, বিশেষ দ্বিতীয়-দৃষ্টিতে অঙ্গ-সিন্ধুস্থিত সুমধুর মুখ-চন্দ্র এবং সবিশেষ তৃতীয়-দর্শনে মধুরাদপি অতিমধুর মৃদুহাস্য-রূপ মুখচন্দ্র-কিরণ,—এই তিনের মাধুর্য্য প্রভুর শ্লোকপাঠ-কালে ক্রমে ক্রমে উদিত হইতে লাগিল এবং প্রভুর স্বহস্তচালন-বিকার দেখা দিল।

১৩৬। অস্য বিভোঃ (কৃষ্ণস্য) বপুঃ (মূর্ত্তিঃ অঙ্গং বা) মধুরং মধুরং (তাদৃশ-স্বয়ংরূপেতর-সর্ব্ববিগ্রহাণাং রূপতারতম্যেন অতি-মধুরম্) ; [কৃষ্ণস্য] বদনং (চ) মধুরং মধুরং মধুরং (কৃষ্ণাঙ্গ-তারতম্যেন অতিতরং মধুরম্) ; অহো, এতৎ মধুগন্ধি (মধু-সুরভিযুক্তং) মৃদু-স্মিতং (মন্দহাস্যং চ) মধুরং মধুরং মধুরং মধুরং (কৃষ্ণদেহ-কৃষ্ণমুখ-তারতম্যেন অতিতমং মধুরম্)।

১৩৭। বিপ্রলম্ভ-রসে গোপীভাবে ভাবিত প্রভুর কৃষ্ণ-মাধুর্য্যাস্বাদ-পিপাসা এত তীব্র যে, তিনি অপার কৃষ্ণমাধুর্য্য আস্বাদন করিয়াও অপ্রাকৃত পরমচমৎকারময় উত্তরোত্তর বর্দ্ধন-শীল তৃপ্ত্যভাবহেতু প্রবল আবেগ ও উৎকণ্ঠাবশতঃ সামান্য পরিমাণেও কৃষ্ণমাধুর্য্য আস্বাদন করিতে পাইতেছেন না বলিয়া খেদ ও আক্ষেপ করিতেছেন।

১৩৮। তাঁর—কৃষ্ণমুখচন্দ্রের ; (স্মিত জ্যোৎস্না-ভর)—কৃষ্ণমুখে মন্দহাস্য—যেন গোপীজনাহ্লাদকারিণী চন্দ্রিকার পূর্ণালোক।

১৩৯। যদিও শ্রীমুখের একপার্শ্বে সেই হাস্য দেখা দেয়, তাহা হইলেও তাহাতে গোলোক, পরব্যোম ও দেবীধাম ব্যাপ্ত হইয়া, দশদিক্ আলোকে ভরিয়া যায়।

বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মীগণে, যেই করে আকর্ষণে,
তার আগে কেবা গোপীগণে ॥ ১৪২ ॥
নীবি খসায় পতি-আগে, গৃহধর্ম্ম করায় ত্যাগে,
বলে ধরি' আনে কৃষ্ণস্থানে।
লোকধর্ম্ম, লজ্জা, ভয়, সব জ্ঞান লুপ্ত হয়,
ঐছে নাচায় সব নারীগণে ॥ ১৪৩ ॥

কৃষ্ণেতর নিখিলশব্দ-স্তম্ভনকারী ঃ—

কাণের ভিতর বাসা করে, আপনে তাঁহা সদা স্ফুরে,
অন্য শব্দ না দেয় প্রবেশিতে।
আন কথা না শুনে কাণ, আন বুঝিতে বোলয় আন,
এই কৃষ্ণের বংশীর চরিতে ॥ ১৪৪ ॥

প্রভুর বাহ্যদশায় আগমন, অমানী ও মানদ-ধর্ম্ম ঃ—

পুনঃ কহে বাহ্যজ্ঞানে, আন কহিতে কহিলুঁ আনে,
কৃষ্ণ-কৃপা তোমার উপরে।
মোর চিত্ত-ভ্রম করি', নিজৈশ্বর্য্য-মাধুরী,
মোর মুখে শুনায় তোমারে ॥ ১৪৫ ॥

গোপীভাবান্বিত প্রভুর কৃষ্ণমাধুর্য্যগ্রস্ত স্বীয় চিত্তের বশ্যতা ও সৌভাগ্য প্রখ্যাপন ঃ—

আমি ত' বাউল, আন কহিতে আন কহি।
কৃষ্ণের মাধুর্য্যস্রোতে আমি যাই বহি' ॥" ১৪৬ ॥

প্রভুর ক্ষণকাল মৌনভাব ঃ—

তবে মহাপ্রভু ক্ষণেক মৌন করি' রহে।
মনে এক করি' পুনঃ সনাতনে কহে ॥ ১৪৭ ॥

কৃষ্ণমাধুর্য্য-শ্রবণকারীর কৃষ্ণপ্রেমসুখে নিমজ্জন ঃ—

কৃষ্ণের মাধুরী আর মহাপ্রভুর মুখে।
ইহা যেই শুনে, সেই ভাসে প্রেমসুখে ॥ ১৪৮ ॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ১৪৯ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে সম্বন্ধতত্ত্ববিচারে শ্রীকৃষ্ণৈশ্বর্য্যমাধুর্য্যবর্ণনং নাম একবিংশঃ পরিচ্ছেদঃ।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৪৩। নীবি—ঘাগ্‌রার কোমরবন্ধ-বাশি।

১৪৪। 'কাণের ভিতর বাসা করে'—'আমরা—গোপী, আমাদের কাণের ভিতর বংশীধ্বনি বাসা করে অর্থাৎ সর্ব্বদা যেন কাণে লাগিয়াই আছে।'

১৪৫। এই প্রেমাবেশে কৃষ্ণতত্ত্ব বলিতে বলিতে বাহ্যজ্ঞান-শূন্য হইয়া মহাপ্রভু যে রসসন্দর্ভ আনিলেন, এই স্থান তাহার বর্ণন-স্থল নয় ; অতএব বলিতেছেন,—আমি একবিষয় বলিতে অন্য বিষয় বলিতেছি ; কৃষ্ণ কৃপা করিয়া আমার চিত্তভ্রম জন্মাইয়া তাঁহার নিজের ঐশ্বর্য্যমাধুরী তোমাকে শুনাইলেন।

ইতি অমৃতপ্রবাহ-ভাষ্যে একবিংশ পরিচ্ছেদ।

অনুভাষ্য

১৪০। স্মিতকিরণ-সুকর্পূরে—অল্পহাস্যকিরণরূপ কর্পূরে। পৈশে—প্রবেশ করে।

১৪১। অণ্ড ভেদি'—ব্রহ্মাণ্ডরূপ প্রাকৃত-রাজ্য ভেদ করিয়া অপ্রাকৃত বৈকুণ্ঠে গমন করে এবং বলপূর্ব্বক গোপীজন-জগতের কর্ণে প্রবেশ করে।

১৪৪। কৃষ্ণের বংশীর রব গোপীজনের কর্ণে আবাস স্থাপন করিয়া আপনা হইতেই ধ্বনি-স্ফূর্ত্তিতে গোপীকে উন্মত্তপ্রায় রাখেন, তখন তাঁহার কর্ণে অন্য কোন শব্দ প্রবেশ করিতে না পারায়, তিনি অন্যমনা হইয়া যথাযথ উত্তর দিতে পারেন না। সেই বংশীধ্বনি গোপীকে সম্পূর্ণ বিমনা করিয়া ফেলে।

ইতি অনুভাষ্যে একবিংশ পরিচ্ছেদ।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

কথাসার—এই দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদে শ্রীমন্মহাপ্রভু অভিধেয়-তত্ত্ব বর্ণন করিয়াছেন। প্রথমেই জীবের তত্ত্ব, পরে ভক্তির শ্রেষ্ঠতা এবং কেবল-জ্ঞানযোগাদির অকর্ম্মণ্যতা, সর্ব্বজীবের ভক্তি-বিষয়ক কর্ত্তব্যতা ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং জ্ঞানিদিগের মুক্ত্যভিমান যে বৃথা, তাহাও দেখাইয়াছেন। ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধি-কাম পরিত্যাগ-পূর্ব্বক শুদ্ধভক্তিযোগে অভীষ্ট বা প্রয়োজনাদি সমস্তই সিদ্ধ হয়। যদিও কোন ব্যক্তির ভজনকালে সেই সকল কাম অজ্ঞতা-বশতঃ কিছু অনুসৃত থাকে, তথাপি কৃষ্ণ তাহা দূর করিয়া তাঁহাকে শুদ্ধভক্তি দেন। মহৎকৃপা ব্যতীত ভক্তির উদয় হয় না, এইজন্য সাধুসঙ্গ অবশ্যই কর্ত্তব্য। শ্রদ্ধাই অনন্যভক্তিতে অধিকার দেয়। অতঃপর প্রভু উহার এবং অনন্যভক্তদিগের প্রকারভেদ এবং বৈষ্ণবদিগের স্বভাবসকল বর্ণন করিলেন। স্ত্রীসঙ্গ

ও অভক্ত-সঙ্গই অসৎসঙ্গ। এই দুইটীকেই পরিত্যাগপূর্ব্বক বর্ণাশ্রমাসক্তি ছাড়িয়া কৃষ্ণের শরণাগত হওয়া চাই। শরণাগতির ছয় লক্ষণও ব্যাখ্যাত হইয়াছে। সাধনভক্তি—বৈধী-রাগানুগা-ভেদে দুইপ্রকার। বৈধীভক্তির চতুঃষষ্টি অঙ্গই প্রধান ; তন্মধ্যে শেষ পঞ্চাঙ্গই অত্যন্ত বলবান্। ভক্তির একাঙ্গ বা বহু অঙ্গসাধনেও ফল হয়। জ্ঞান-বৈরাগ্য-যোগাদি কখনই ভক্তির অঙ্গ নয় ; অহিংসা, যম, নিয়মাদির জন্য কোন পৃথক্ চেষ্টা করিতে হয় না ; তাহারা ভক্তির সঙ্গে সঙ্গে থাকে। রাগানুগা ভক্তি—রাগাত্মিকা-ভক্তিরই অনুগামিনী। ব্রজবাসিগণের রাগাত্মিকা ভক্তিই মুখ্যা। রাগাত্মিকা ভক্তির লক্ষণ বলিয়া প্রভু তৎপর রাগানুগা ভক্তির সাধন-লক্ষণ বলিলেন। (অঃ প্রঃ ভাঃ)

কলিযুগপাবনাবতার প্রেমদাতা প্রভুর প্রণাম ঃ—

বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবং তং করুণার্ণবম্ ।
কলাবপ্যতিগূঢ়েয়ং ভক্তির্যেন প্রকাশিতা ॥ ১ ॥

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ২ ॥

সমগ্র বেদশাস্ত্রে কৃষ্ণই 'সম্বন্ধ'রূপে নিরূপিত ঃ—

"এই ত' কহিলুঁ সম্বন্ধ-তত্ত্বের বিচার ।
বেদশাস্ত্রে উপদেশে, কৃষ্ণ—এক সার ॥ ৩ ॥

শ্রীসনাতন-শিক্ষা—(২) অভিধেয় (কৃষ্ণভক্তি)-***বর্ণন*** ;

অভিধেয়ই সম্বন্ধ ও প্রয়োজন-প্রদাতা ঃ—

এবে কহি, শুন, অভিধেয়-লক্ষণ ।
যাহা হৈতে পাই—কৃষ্ণ, কৃষ্ণপ্রেমধন ॥ ৪ ॥

কৃষ্ণভক্তিই অভিধেয় ঃ—

কৃষ্ণভক্তি—অভিধেয়, সর্ব্বশাস্ত্রে কয় ।
অতএব মুনিগণ করিয়াছে নিশ্চয় ॥ ৫ ॥

শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ-পঞ্চরাত্রে কৃষ্ণভক্তিই 'অভিধেয়' বলিয়া বিহিত ঃ—

মুনিবাক্য—

শ্রুতির্মাতা পৃষ্টা দিশতি ভবদারাধনবিধিং
যথা মাতুর্বাণী স্মৃতিরপি তথা বক্তি ভগিনী ।
পুরাণাদ্যা যে বা সহজনিবহাস্তে তদনুগা
অতঃ সত্যং জ্ঞাতং মুরহর ভবানেব শরণম্ ॥ ৬ ॥

কৃষ্ণ ও স্বরূপশক্তি একাত্মা হইয়াও বিলাসার্থ পরস্পর আশ্লিষ্ট ঃ—

অদ্বয়জ্ঞান-তত্ত্ব কৃষ্ণ—স্বয়ং ভগবান্ ।
'স্বরূপ-শক্তি'-রূপে তাঁর হয় অবস্থান ॥ ৭ ॥

অসংখ্য বৈকুণ্ঠে স্বাংশ বিষ্ণুরূপে ও ব্রহ্মাণ্ডে জীবরূপে লীলা-বিলাস ঃ—

স্বাংশ-বিভিন্নাংশ-রূপে হঞা বিস্তার ।
অনন্ত বৈকুণ্ঠ-ব্রহ্মাণ্ডে করেন বিহার ॥ ৮ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১। যাঁহা কর্ত্তৃক কলিকালেও অতিগূঢ় ভক্তি প্রকাশিত হইয়াছে, সেই করুণার্ণব শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবকে আমি বন্দনা করি।

৬। মাতৃ-স্বরূপ শ্রুতি জিজ্ঞাসিত হইয়া আপনার আরাধন-বিধি উপদেশ করেন, স্মৃতি সেইরূপ ভগিনীস্বরূপ হইয়া উপদেশ করেন ; পুরাণাদি ভ্রাতৃরূপে শ্রুতিমাতার অনুগত হইয়া তাহাই বলিতেছেন। অতএব হে মুরহর! আপনিই যে একমাত্র শরণ, ইহা আমি সত্যরূপে জানিলাম।

৮-১৫। স্বাংশ-রূপে—অর্থাৎ চতুর্ব্ব্যূহ ও তদবতার-রূপে। স্বাংশ-অবস্থায় কৃষ্ণের স্ব-স্বরূপত্ব সর্ব্বত্র লক্ষিত হয়। জীব—

অনুভাষ্য

১। কলৌ (ধর্ম্মরহিতে তর্কাশ্রিতবিবাদময়ে যুগে) অপি যেন (মহাপ্রভুণা) অতিগূঢ়া (ধর্মবহুলে সত্যত্রেতাদ্বাপরযুগে সদ্ধর্ম্মজ্ঞৈরপ্যজ্ঞাতা) ইয়ং ভক্তিঃ (হেতুরহিতা কৃষ্ণসেবা) প্রকাশিতা (সাধারণ্যে প্রচারিতা), তং করুণার্ণবং (জীবদয়া-সাগরং) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবম্ অহং বন্দে।

৬। মাতা (মাতৃবৎ হিতাভিলাষিণী জীবপালয়িত্রী) শ্রুতিঃ পৃষ্টা (জিজ্ঞাসিতা সতী) ভবদারাধনবিধিং (কৃষ্ণসেবাং) দিশতি (আজ্ঞাপয়তি) ; যথা মাতুঃ (শ্রুতেঃ) বাণী (কথা), তথা ভগিনী (শ্রুতিমাতৃ-লাল্যা) স্মৃতিঃ অপি বক্তি (প্রকাশয়তি, কৃষ্ণভক্তিং কথয়তি) ; পুরাণাদ্যাঃ (পুরাণাগমাদয়ঃ) যে বা সহজনিবহাঃ (সহোদরাঃ), তে (অপি) তদনুগাঃ (মাতৃভগিন্যোঃ অনুগামিনঃ সন্তঃ কৃষ্ণভক্ত্যুপদেশপরাঃ) ; অতঃ হে মুরহর (মুরারে,) ভবান্ এব [মম] শরণম্ [ইতি] সত্যং [ময়া] জ্ঞাতম্।

৭। কৃষ্ণ—অদ্বয়জ্ঞান-তত্ত্ব। শক্তি ও শক্তিমান্—অভেদতত্ত্ব। ভ্রান্তিক্রমে 'শক্তি'-শব্দে কেহ যেন জীবের স্বরূপাবরণী মায়া-শক্তিকেই না বুঝেন। যে-শক্তি কৃষ্ণস্বরূপের সেবায় কেবলমাত্র নিযুক্তা, সেই স্বরূপশক্তি—মায়াশক্তি হইতে পৃথক্। স্বরূপশক্তি এবং স্বরূপশক্তিমান্ কৃষ্ণ অভিন্নভাবে অবস্থিত।

স্বাংশ-বিলাস চতুর্ব্ব্যূহ ও অবতারগণ—কৃষ্ণস্বরূপ বা শক্তিমত্তত্ত্ব ; জীব—বিভিন্নাংশ বা শক্তিতত্ত্ব ঃ—

স্বাংশ-বিস্তার—চতুর্ব্ব্যূহ, অবতারগণ ।
বিভিন্নাংশ জীব—তাঁর শক্তিতে গণন ॥ ৯ ॥

দ্বিবিধ জীব ঃ—

সেই বিভিন্নাংশ জীব—দুই ত' প্রকার ।
এক—'নিত্যমুক্ত', এক—'নিত্য-সংসার' ॥ ১০ ॥

(১) নিত্যমুক্তের চরিত্র ঃ—

'নিত্যমুক্ত'—নিত্য কৃষ্ণচরণে উন্মুখ ।
'কৃষ্ণ-পারিষদ' নাম, ভুঞ্জে সেবা-সুখ ॥ ১১ ॥

(২) নিত্যবদ্ধ জীবের চরিত্র ঃ—

'নিত্যবদ্ধ'—কৃষ্ণ হৈতে নিত্য-বহির্ম্মুখ ।
'নিত্যসংসার', ভুঞ্জে নরকাদি দুঃখ ॥ ১২ ॥

কৃষ্ণবিমুখতার ফল বা শাস্তি ঃ—

সেই দোষে মায়া-পিশাচী দণ্ড করে তারে ।
আধ্যাত্মিকাদি তাপত্রয় তারে জারি' মারে ॥ ১৩ ॥

কাম-ক্রোধের দাস হঞা তার লাথি খায় ।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে যদি সাধু-বৈদ্য পায় ॥ ১৪ ॥

উদ্ধারের উপায় ঃ—

তাঁর উপদেশ-মন্ত্রে পিশাচী পলায় ।
কৃষ্ণভক্তি পায়, তবে কৃষ্ণ-নিকট যায় ॥ ১৫ ॥

শরণাগতের প্রার্থনা ঃ—

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু (৩।২।২৫)—

কামাদীনাং কতি ন কতিধা পালিতা দুর্নিদেশা-
স্তেষাং জাতা ময়ি ন করুণা ন ত্রপা নোপশান্তিঃ ।
উৎসৃজ্যৈতানথ যদুপতে সাম্প্রতং লব্ধবুদ্ধি-
স্ত্বামায়াতঃ শরণমভয়ং মাং নিযুঙ্ক্ষ্বাত্মদাস্যে ॥ ১৬ ॥

ভক্তিই নিরপেক্ষ অভিধেয় এবং কর্ম্মজ্ঞানযোগাদি ভক্তি-সাপেক্ষ ঃ—

কৃষ্ণভক্তি হয় অভিধেয়-প্রধান ।
ভক্তিমুখ-নিরীক্ষক কর্ম্ম-যোগ-জ্ঞান ॥ ১৭ ॥

ভক্তির আশ্রয় ব্যতীত কর্ম্মজ্ঞানযোগাদির নিষ্ফলতা ঃ—

এই সব সাধনের অতি তুচ্ছ বল ।
কৃষ্ণভক্তি বিনা তাহা দিতে নারে ফল ॥ ১৮ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

তাঁহার বিভিন্নাংশরূপ। জীবও কৃষ্ণের শক্তিমধ্যে পরিগণিত। জীব দুইপ্রকার—নিত্যমুক্ত ও নিত্যসংসার (বদ্ধ)। নিত্যমুক্ত জীবগণ কখনই মায়াসম্বন্ধ আস্বাদন করেন নাই। তাঁহারা কৃষ্ণের চিন্ময়ধামে কৃষ্ণচরণোন্মুখ থাকিয়া 'কৃষ্ণ-পারিষদ'-নামে পরিচিত এবং কৃষ্ণসেবাসুখই তাঁহাদের ভোগ। নিত্যবদ্ধ জীবসকল কৃষ্ণ হইতে নিত্যবহির্ম্মুখ থাকিয়া সংসারে স্বর্গ-নরকাদি সুখ-দুঃখ ভোগ করেন ;—কৃষ্ণবহির্ম্মুখতা-দোষের জন্য মায়া-পিশাচী তাহাদিগকে স্থূল ও লিঙ্গ-আবরণে বদ্ধ করিয়া দণ্ডপ্রদান করিয়া থাকেন অর্থাৎ আধ্যাত্মিকাদি তাপত্রয় তাহা-দিগকে বড়ই জর্জ্জরিত করে; তাহারা কামক্রোধাদি ষড়ূর্ম্মির বশীভূত হইয়া মায়াপিশাচীর লাথি খাইতে থাকে ;—ইহাই জীবের রোগ। সংসারে উপর্য্যধঃ ভ্রমণ করিতে করিতে যদি কখনও সাধুবৈদ্য লাভ করে, তবে তাঁহার উপদেশ-মন্ত্রে মায়া-পিশাচী পলায় এবং জীবও কৃষ্ণভক্তি লাভ করিয়া কৃষ্ণের নিকট গমন করে।

১৬। হে ভগবন্, কামাদির কতপ্রকার দুষ্ট আদেশই আমি (কতপ্রকারে) পালন করিয়াছি! তথাপি আমার প্রতি তাহাদের করুণা (হইল না) এবং আমার লজ্জারও উপশান্তি হইল না! হে যদুপতে, আপাততঃ আমি তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া সদ্বুদ্ধি লাভ করত তোমার অভয়চরণে শরণাগত হইলাম, তুমি এখন আমাকে আত্মদাস্যে নিযুক্ত কর।

১৭-১৮। শাস্ত্রে অনেকস্থলে কর্ম্মকে, অনেকস্থলে যোগকে এবং অনেকস্থলে জ্ঞানকে 'অভিধেয়' বলিয়া উক্তি করিয়াছেন; তথাপি সর্ব্বত্র ভক্তিকেই সর্ব্বপ্রধান 'নিত্য অভিধেয়' বলিয়া উক্তি করিয়াছেন। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, কৃষ্ণভক্তিই পরম-পুরুষার্থ (প্রেম)-লাভের একমাত্র প্রধান অর্থাৎ 'সাক্ষাৎ' অভিধেয় ; কর্ম্ম, যোগ ও জ্ঞানের যে অভিধেয়ত্ব, তাহা—'গৌণ' ; কেননা, ভক্তির মুখ অপেক্ষা করিয়াই তাহাদের ফলাদি যাহা কিছু প্রদান ঘটে ; ভক্তির আশ্রয় ব্যতীত কর্ম্ম, যোগ ও জ্ঞান কোন ফল দিতে পারে না। ভক্তির আশ্রয় পাইলেই কর্ম্ম ও হঠ-যোগ ভুক্তি-ফল এবং জ্ঞান ও রাজ-যোগ মুক্তি ও সিদ্ধি-ফল দিতে পারে।

অনুভাষ্য

১৬। কামাদীনাং (কামক্রোধলোভমোহমদমাৎসর্য্যাদীনাং) দুর্নিদেশাঃ (দুষ্টাঃ আদেশাঃ) কতিধা (প্রকারাঃ) ময়া কতি ন পালিতাঃ (অপি তু পালিতা এব) ; তেষাং (কামাদিরিপূণাং) ময়ি করুণা (দয়া) ন, ত্রপা (মমাপি লজ্জা) ন, উপশান্তিঃ (মম তদ্‌বিসর্জ্জনেচ্ছাপি) ন চ জাতা। অথ (অনন্তরং) হে যদুপতে, সাম্প্রতম্ (ইদানীং) তান্ (কামাদীন্) উৎসৃজ্য (রিপু-পারবশ্যং ত্যক্ত্বা) লব্ধবুদ্ধিঃ (অভিজ্ঞঃ সন্) অভয়ম্ (অকুতোভয়ং) ত্বাং শরণম্ আয়াতঃ (প্রাপ্তঃ) ; মাম্ আত্মদাস্যে (নিজকৈঙ্কর্য্যে) নিযুঙ্ক্ষ্ব (নিযোজয়)।

ভক্তিবিহীন শুষ্কজ্ঞান বা নিষ্কাম কর্ম্মেরও ব্যর্থতা ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবতে (১।৫।১২)—

নৈষ্কর্ম্ম্যমপ্যচ্যুতভাব-বর্জ্জিতং ন শোভতে জ্ঞানমলং নিরঞ্জনম্।
কুতঃ পুনঃ শশ্বদভদ্রমীশ্বরে না চার্পিতং কর্ম্ম যদপ্যকারণম্ ॥১৯

কৃষ্ণার্পণ বিনা যাবতীয় কর্ম্মকাণ্ড—সংসারজনক ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবতে (২।৪।১৭)—

তপস্বিনো দানপরা যশস্বিনো মনস্বিনো মন্ত্রবিদঃ সুমঙ্গলাঃ ।
ক্ষেমং ন বিন্দন্তি বিনা যদর্পণং তস্মৈ সুভদ্রশ্রবসে নমো নমঃ ॥২০

ভক্তিবিহীন জ্ঞান মুক্তিপ্রদ নহে ; মুক্তি—ভক্তির দাসী ঃ—

কেবল জ্ঞান 'মুক্তি' দিতে নারে ভক্তি বিনা ।
কৃষ্ণোন্মুখে সেই মুক্তি হয় জ্ঞান বিনা ॥ ২১ ॥

ভক্তিমার্গেই একমাত্র নিত্যকল্যাণ, তদ্ব্যতীত শুষ্কজ্ঞানে বৃথা পরিশ্রমই সার ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।১৪।৪)—

শ্রেয়ঃসৃতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো
ক্লিশ্যন্তি যে কেবলবোধলব্ধয়ে ।
তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে
নান্যদ্ যথা স্থূলতুষাবঘাতিনাম্ ॥ ২২ ॥

ভগবৎপ্রপন্নেরই মায়া-মুক্তি ঃ—

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (৭।১৪)—

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া ।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥ ২৩ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৯। নৈষ্কর্ম্ম্যরূপ নির্ম্মলজ্ঞানই যখন অচ্যুতভক্তি-বর্জ্জিত হইলে শোভা পায় না, তখন সর্ব্বদা অভদ্র-স্বভাব কর্ম্ম ঈশ্বরে অর্পিত না হইলে নিষ্কাম হইলেও কিরূপে শোভা পাইবে?

২০। তপস্বিসকল, দানপর ব্যক্তিসকল, যশস্বিব্যক্তিগণ, মনস্বিগণ, বেদমন্ত্রে অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ, তাঁহাদের সেই সেই কর্ম্ম সুমঙ্গল হইলেও, যাঁহাকে অর্পণ না করিলে কিছুতেই মঙ্গল লাভ করিতে পারে না, সেই সুভদ্রশ্রবা ভগবানকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি।

২১। "জ্ঞানতঃ সুলভা মুক্তিঃ" এই শাস্ত্রবচন হইতে জানা যায় যে, জ্ঞানই মুক্তি দিতে পারে, কিন্তু তাহাতে একটু গূঢ় কথা আছে ;—ভক্তির আশ্রয়েই জ্ঞান মুক্তি দিয়া থাকেন। পক্ষান্তরে, কৃষ্ণোন্মুখী ভক্তির উদয় হইলে কোন জ্ঞানচেষ্টা না করিলেও সেই মুক্তি আপনি উপস্থিত হয়।

অনুভাষ্য

১৯। শ্রীব্যাসদেব বহু তপস্যানুষ্ঠান ও সর্ব্বশাস্ত্র প্রণয়নাদি-সত্ত্বেও আত্মপ্রসাদলাভে বঞ্চিত হইয়া সরস্বতী-নদীতীরে অপ্রসন্নচিত্তে মনে মনে নানা তর্কবিতর্ক ও খেদ করিতে থাকিলে তাঁহার অন্তর্যামী গুরুদেব শ্রীনারদগোস্বামী তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ব্যাসদেব তাঁহার নিকট আত্মপ্রসাদাভাবের কারণ জিজ্ঞাসা করায়, শ্রীনারদ কর্ম্ম ও জ্ঞানাদি সকল পন্থা অপেক্ষা শুদ্ধহরিভক্তির মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছেন,—

অচ্যুতভাববর্জ্জিতম্ (অচ্যুতে কৃষ্ণে ভাববর্জ্জিতম্ অনুকূলানুশীলনবিহীনং চেৎ) নিরঞ্জনং (নিরুপাধিকং নির্ম্মলমিতি যাবৎ) নৈষ্কর্ম্ম্যং (ফলভোগরাহিত্যম্ অপি) জ্ঞানম্ অলম্ (অত্যর্থং) ন শোভতে (সম্যক্ মোক্ষায় ন কল্পতে) ; পুনঃ তথা শশ্বৎ (সর্ব্বসময়ে সাধনকালে প্রাপ্তিকালে চ অতএব) অভদ্রং (দুঃখাত্মকং) যৎ চ অকারণং কর্ম্ম (প্রবৃত্তিপরং কাম্য যদ্যপি নিবৃত্তিপরম্ অকাম্যং তচ্চাপি কর্ম্ম) ঈশ্বরে (বিষ্ণৌ) ন অর্পিতং (নোদ্দিষ্টং সৎ) কুতঃ [শোভতে? নৈব হীতি ভাবঃ]।

২০। পরীক্ষিৎ মায়াধীশ শ্রীহরির সৃষ্ট্যাদি লীলাসম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করায় শ্রীশুকদেব শ্রীহরির ও তদীয় সেবার মাহাত্ম্য বর্ণন করিতেছেন,—

তপস্বিনঃ (তপোনিরতাঃ জ্ঞানিনঃ) দানপরাঃ (বদান্যাঃ) যশস্বিনঃ (কীর্ত্তিমন্তঃ) মন্ত্রবিদঃ (নিগমাগমবিদঃ) সুমঙ্গলাঃ (সদাচারাঃ) যদর্পণঃ (যস্মিন্ শ্রীহরৌ পূর্ব্বোক্ত-তপআদিনা স্ব-স্ব-প্রাপ্যফলসমর্পণং) বিনা (ঋতে) ক্ষেমং (কল্যাণং) ন বিন্দন্তি (ন প্রাপ্নুবন্তি), তস্মৈ সুভদ্রশ্রবসে (মঙ্গলকীর্ত্তিবিগ্রহায় ভগবতে শ্রীহরয়ে) নমো নমঃ।

২১। কেবল-জ্ঞান অর্থাৎ ভক্তিরহিত সম্বিদ্বৃত্তির অনুভব জীবকে জড়বন্ধ হইতে মোচন করিতে পারে না। যতই কেননা জীব অতন্নিরসন করুন, কৃষ্ণস্বরূপের অজ্ঞানতাক্রমে অহংগ্রহোপাসনা প্রবল হইয়া অধঃপতিত হন। জ্ঞানানুশীলন না করিয়াও জীব কৃষ্ণসেবায় তৎপর হইলে জ্ঞানফল জড়বন্ধ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া কৃষ্ণস্বরূপানুভব প্রাপ্ত হন। "ভক্তিস্ত্বয়ি স্থিরতরা ভগবন্ যদি স্যাদ্দৈবেন ন ফলতি দিব্য-কিশোরমূর্ত্তিঃ। মুক্তিঃ

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২২। হে বিভো, তোমাতে ভক্তিই শ্রেয়ঃপথ, তাহা পরিত্যাগ করিয়া যে-সকল ব্যক্তি কেবল-বোধলাভের জন্য অর্থাৎ 'আমি—ব্রহ্ম' এইটী স্থির জানিবার জন্য নানাবিধ ক্লেশ স্বীকার করেন, স্থূলতুষকে যাহারা পেষণ করে, তাহারা যেরূপ তণ্ডুল পায় না, সেইরূপ, তাহাদের ক্লেশমাত্রই অবশেষ হয়।

২৩। এই মায়া—আমারই শক্তি, অতএব দুর্ব্বলজীবের পক্ষে স্বভাবতঃই দুরতিক্রমা। যাঁহারা আমার ভগবৎস্বরূপের প্রপত্তি স্বীকার করেন, তাঁহারাই কেবল এই মায়া-সমুদ্র পার হইতে পারেন।

অনুভাষ্য

জীবের সংসার-বন্ধনের হেতু ঃ—

'কৃষ্ণ-নিত্যদাস'—জীব, তাহা ভুলি' গেল।
এই দোষে মায়া তার গলায় বান্ধিল ॥ ২৪ ॥

উদ্ধারলাভ ও প্রয়োজনপ্রাপ্তির একমাত্র উপায় ঃ—

তাতে কৃষ্ণ ভজে, করে গুরুর সেবন।
মায়াজাল ছুটে, পায় কৃষ্ণের চরণ ॥ ২৫ ॥

ভক্তিবিহীন বর্ণাশ্রমধর্ম্মপালনে নিরয়-লাভ ঃ—

চারি বর্ণাশ্রমী যদি কৃষ্ণ নাহি ভজে।
স্বকর্ম্ম করিতে সে রৌরবে পড়ি' মজে ॥ ২৬ ॥

দৈববর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের উৎপত্তি ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।৫।২-৩)—

মুখবাহূরুপাদেভ্যঃ পুরুষস্যাশ্রমৈঃ সহ।
চত্বারো জজ্ঞিরে বর্ণা গুণৈর্ব্বিপ্রাদয়ঃ পৃথক্ ॥ ২৭ ॥

ভক্তির প্রতিকূল অদৈব-বর্ণাশ্রমীর নিরয়লাভ ঃ—

য এষাং পুরুষং সাক্ষাদাত্মপ্রভবমীশ্বরম্।
ন ভজন্ত্যবজানন্তি স্থানাদ্ভ্রষ্টাঃ পতন্ত্যধঃ ॥ ২৮ ॥

অনুভাষ্য

স্বয়ং মুকুলিতাঞ্জলিঃ সেবতেঽস্মান্ ধর্ম্মার্থকামগতয়ঃ সময়-প্রতীক্ষাঃ।।"* (কর্ণামৃতে)।

২২। গোবৎস-হরণ-ফলে শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক ব্রহ্মার দর্প চূর্ণ হইলে ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণের একান্ত শরণাগত হইয়া স্তব করিতেছেন,—

হে বিভো (ভগবন্), যে (জনাঃ আরোহবাদি-তর্কপন্থিনঃ) শ্রেয়ঃসৃতিং (শ্রেয়সাং অভ্যুদয়াপবর্গলক্ষণানাং সৃতিং সরণং মার্গ-ভূতাং) তে (তব) ভক্তিং (শুদ্ধভজনম্) উদস্য (ত্যক্ত্বা) কেবল-বোধলব্ধয়ে (ভক্তিরহিতজ্ঞানমাত্র-প্রাপ্তয়ে) ক্লিশ্যন্তি (বৈরাগ্য-তপঃ-ক্লেশাদিকং স্বীকুর্ব্বন্তি), তেষাং (নির্ব্বেদ-ব্রহ্মবাদি-শুষ্ক-জ্ঞানিনাং) যথা স্থূলতুষাবঘাতিনাং (শস্যান্তঃকণহীনান্ স্থূল-ধান্যাভাসান্ তুষান্ অবঘ্নতাং যথা ব্যর্থশ্রমঃ এব ভবতি, তথা) অসৌ (শাস্ত্রাভ্যাস-ষট্ক-সাধনাদিজনিতঃ) ক্লেশলঃ (ক্লেশঃ ব্যর্থশ্রমঃ) এব শিষ্যতে (অবশিষ্যতে) ন অন্যৎ (তেষাং ন কিঞ্চিৎ তদিতরং ফলম্—তেষাং জ্ঞানপ্রাপ্তিরপি দুর্ল্লভা এবেত্যর্থঃ)।

২৩। মধ্য, ২০শ পঃ ১২১ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

২৪। 'জীব যে কৃষ্ণের নিত্যদাস'—এই সত্য বিস্মৃত হওয়াতেই মায়া জীবকে নানাপ্রকারে প্রলুব্ধ ও বিমোহিত করিয়া ত্রিগুণ-শৃঙ্খলে গলদেশে আবদ্ধ করিলেন। তাহাতে বদ্ধজীবের ভোগবাসনারূপ মায়িক শৃঙ্খল-বন্ধন হইতে পরিত্রাণ পাওয়া দুর্ঘট হইল।

২৫। গুরুসেবা ও কৃষ্ণভজনবলেই বদ্ধজীব মায়াজাল হইতে মুক্ত হইয়া কৃষ্ণপাদপদ্ম লাভ করেন।

২৬। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র নিজ-নিজ বর্ণধর্ম্ম সুষ্ঠু-ভাবে পালন করিয়াও, অথবা ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসী নিজ নিজ আশ্রম-ধর্ম্ম সর্ব্বতোভাবে পালন করিয়াও যদি কৃষ্ণ-ভজন না করে, তাহা হইলে তাহারা প্রাকৃত অভিমান-বশে উচ্চতা লাভ করিয়াও অবশেষে পুণ্যক্ষয়ে রৌরবে অবশ্যই পতিত হয়।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২৭। ব্রহ্মার মুখ হইতে 'ব্রাহ্মণ', বাহু হইতে 'ক্ষত্রিয়', উরু হইতে 'বৈশ্য' ও পদ হইতে 'শূদ্র',—এই চারিবর্ণ পৃথক্ পৃথক্ আশ্রমের সহিত এবং স্বীয় বর্ণগত গুণের সহিত জন্মিয়াছিলেন।

২৮। এই চারিবর্ণাশ্রমীর মধ্যে যাঁহারা স্বীয় প্রভু ভগবান্ বিষ্ণুর সাক্ষাৎ ভজন না করিয়া, নিজ নিজ বর্ণাশ্রমাহঙ্কারে তাঁহার ভজনে অবজ্ঞা করে, তাঁহারা স্বস্থানভ্রষ্ট হইয়া অধঃপতিত হন।

অনুভাষ্য

অপ্রাকৃত ভক্তির অনুশীলন ব্যতীত বিষয়ী বর্ণাশ্রমীর কোনই মঙ্গল নাই।

২৭। বসুদেবের নিকট শ্রীনারদ শ্রীভাগবত-ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিতে গিয়া বিদেহরাজ নিমি ও নবযোগেন্দ্র-সংবাদ বর্ণন করিতেছেন ; 'হরিভজন-বিমুখ গোদাসগণের গতি কি?'—মহারাজ নিমির এই প্রশ্নের উত্তরে নবযোগেন্দ্রের অন্যতম চমস-ঋষি নিম্নস্থ শ্লোকদ্বয়ে ভক্ত্যনুকূল দৈব-বর্ণাশ্রম-সৃষ্টি ও তদ্ব্যভি-চারীর দুরবস্থা বর্ণন করিতেছেন,—

পুরুষস্য (ভগবতঃ বৈরাজস্য ব্রহ্মণঃ) মুখবাহূরুপাদেভ্যঃ গুণৈঃ (সত্ত্বরজস্তমোগুণৈঃ) আশ্রমৈঃ (ব্রহ্মচারিগৃহস্থবানপ্রস্থ-ভিক্ষুকাশ্রমচতুষ্টয়ৈঃ) সহ পৃথক্ বিপ্রাদয়ঃ (ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়-বৈশ্যশূদ্রাঃ) চত্বারঃ বর্ণাঃ জজ্ঞিরে।

২৮। এষাং-(বিপ্রক্ষত্রিয়বৈশ্যশূদ্রাণাং ব্রহ্মচারিগৃহস্থবানপ্রস্থ-যতীনাং মধ্যে) যে (জনাঃ) সাক্ষাৎ আত্মপ্রভবম্ (আত্মনঃ প্রভবঃ জন্ম প্রাকট্যং বা, যস্মাৎ তম্) ঈশ্বরম্ [অজ্ঞাত্বা কৃতঘ্নাঃ সন্তঃ] ন ভজন্তি, অবজানন্তি (জ্ঞাত্বাপি বর্ণাশ্রম-মর্য্যাদা-মদভরেণ কৃষ্ণ-ভজনস্যাবশ্যকতা নাস্তীতি মন্যমানাঃ দ্বিষন্তি), [তে হরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবা-বিহীনাঃ] স্থানাৎ (স্ব-স্ব-বর্ণাশ্রমাৎ) ভ্রষ্টাঃ (সন্তঃ) অধঃপতন্তি (নিরয়ং যান্তি) ; [যতঃ প্রাকৃতবর্ণাশ্রমধর্ম্মঃ অনিত্যঃ কালক্ষুব্ধশ্চ তাৎকালিক-ফলোপযোগী অসচ্ছব্দ-বাচ্যশ্চ]।

** হে ভগবন্! তোমাতে যদি আমাদের অচলা ভক্তি থাকে, তাহা হইলে তোমার অপ্রাকৃত কিশোরমূর্ত্তি স্বতঃই আমাদের হৃদয়ে উদিত হন। তৎকালে মুক্তি স্বয়ং কৃতাঞ্জলিপুটে আমাদিগের সেবারতা হন এবং ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম সেবার নিমিত্ত আদেশকাল প্রতীক্ষা করেন।*

ভক্তিশূন্য মুক্তাভিমানী জ্ঞানীও সমল-মনোধর্ম্মী,
শুদ্ধভক্তই নির্ম্মল আত্মধর্ম্মী ঃ—

জ্ঞানী জীবন্মুক্তদশা পাইনু করি' মানে ।
বস্তুতঃ বুদ্ধি 'শুদ্ধ' নহে কৃষ্ণভক্তি বিনে ॥ ২৯ ॥

কৃষ্ণভক্তিবিহীন শুষ্কজ্ঞানীর অধোগতি-লাভ ঃ—
শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।২।৩২)—

যেহন্যেহরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিনস্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ পতন্ত্যধোহনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ ॥৩০

কৃষ্ণদর্শনে মায়া-দর্শন নাই, মায়াদর্শনে কৃষ্ণদর্শন নাই ঃ—

কৃষ্ণ—সূর্য্যসম, মায়া হয় অন্ধকার ।
যাঁহা কৃষ্ণ, তাঁহা নাহি মায়ার অধিকার ॥ ৩১ ॥

মায়া-চেটী স্বীয় প্রভুর সম্মুখে থাকিতে লজ্জিতা,
আবার প্রভুবিমুখ জনকে বিবর্ত্তবুদ্ধি
দিয়া কারাবদ্ধকারিণী ঃ—
শ্রীমদ্ভাগবতে (২।৫।১৩)—

বিলজ্জমানয়া যস্য স্থাতুমীক্ষাপথেঽমুয়া ।
বিমোহিতা বিকত্থন্তে মমাহমিতি দুর্ধিয়ঃ ॥ ৩২ ॥

আত্মনিবেদনকারী সম্বন্ধজ্ঞানলব্ধ সাধকের
অনর্থনিবৃত্তি ঃ—

'কৃষ্ণ, তোমার হঙ' যদি বলে একবার ।
মায়াবন্ধ হৈতে কৃষ্ণ তারে করে পার ॥ ৩৩ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২৯। মায়াবাদ প্রভৃতি মতাবলম্বী ব্যক্তিগণ আপনাকে আপনি 'জ্ঞানী' বলিয়া থাকেন, কিন্তু বস্তুতঃ কৃষ্ণভক্তি বিনা বুদ্ধি শুদ্ধা হয় না।

৩০। হে অরবিন্দাক্ষ, যাহারা 'বিমুক্ত হইয়াছি' বলিয়া অভিমান করে, তাহারা আপনাতে ভক্তিশূন্য হওয়ায় অবিশুদ্ধ-বুদ্ধি। তাহারা অনেক ক্লেশে মায়াতীত পরমপদ ব্রহ্ম পর্য্যন্ত আরোহণ করিয়া ভগবদ্ভক্তির অনাদর করত অধঃপতিত হয়।

৩২। কৃষ্ণের দর্শনপথে থাকিতে মায়া বিলজ্জমানা হয় ; সেই মায়াকর্ত্তৃক বিমোহিত হইয়া দুর্ব্বুদ্ধি ব্যক্তিগণ 'আমি' 'আমার' এইপ্রকার বহুবিধ বাগ্জাল প্রকাশ করিয়া থাকে।

অনুভাষ্য

২৯। যদিও জ্ঞানী মনে করিতে পারেন,—'আমি জীবদ্দশায় সংসার-বন্ধ হইতে মুক্ত হইয়াছি', তথাপি কৃষ্ণভক্তি ব্যতীত অহংগ্রহোপাসনায় বুদ্ধি শুদ্ধ হইতে পারে না ; যেহেতু মুক্তিকামী আপনার বদ্ধ-অবস্থা জানিয়া তাহা হইতে মোচন এবং মুক্ত-অবস্থা জানিয়া তদতিরিক্ত দৃশ্যবস্তুতে বদ্ধ মনে করেন, সুতরাং এরূপ অনিত্য ভাবসমূহের হস্ত হইতে মুক্ত হইতে পারেন না।

৩০। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কংস-কারাগারস্থিতা দেবকীর গর্ভে আবির্ভূত হইলে ব্রহ্মাদি দেবগণ 'গর্ভস্তোত্র'-নামে প্রসিদ্ধ স্তবে ভগবান্‌কে স্তুতি করিতেছেন,—

হে অরবিন্দাক্ষ (পদ্মপলাশলোচন,) অন্যে (অভক্তাঃ জনাঃ) যে বিমুক্তমানিনঃ (বিমুক্তাঃ—জ্ঞানিনঃ বয়মিতি মন্যমানাঃ) ত্বয়ি (ভগবতি) অস্তভাবাৎ (অস্তঃ নিরস্তঃ অতএব অসন্ যঃ ভাবঃ তস্মাৎ, ভক্তেরভাবাৎ তদনুশীলনরাহিত্যাৎ) অবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ (ন বিশুদ্ধা বুদ্ধিঃ যেষাং তে তথা, মুক্তিপিশাচীং বহুমন্যমানাঃ জ্ঞান-জনিত-কৈতব-কল্মষকষায়-দুষ্টমতয়ঃ ইত্যর্থঃ) কৃচ্ছ্রেণ (বহুজ্ঞান-বৈরাগ্যাভ্যাসবিধিনা) পরং পদং (মোক্ষসন্নিহিতমিতি স্বামিচরণাঃ, মোক্ষপীঠাদব্যবহিতপ্রদেশম্) আরুহ্য (অধিরুহ্য) অনাদৃত-যুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ (ন আদৃতৌ যুষ্মদঙ্ঘ্রী যৈঃ তে, তব পাদপদ্মনিত্য-সেবয়াঃ অনাদরেণ অপরাধবশাৎ কৃষ্ণকৃপারজ্জুবিচ্ছিন্নাঃ সন্তঃ) ততঃ (পরমোচ্চজ্ঞানাখ্য-পীঠপ্রান্তাৎ) অধঃ পতন্তি (অজ্ঞানান্ধ-কারে সংসার-তমিস্রে নিমজ্জন্তি)।

৩১। ভাগবতের চতুঃশ্লোকীতে লিখিত আছে যে, "ঋতেঽর্থং যৎ প্রতীয়েত ন প্রতীয়েত চাত্মনি। তদ্বিদ্যাদাত্মনো মায়াং যথা ভাসঃ যথা তমঃ।।" আলোক থাকিলে যেরূপ অন্ধকার থাকে না, তদ্রূপ জীব কৃষ্ণোন্মুখ হইলে মায়িক বাসনার হস্ত হইতে মুক্ত হয়। কৃষ্ণভক্ত ব্যতীত জ্ঞানী, কর্ম্মী ও অন্যাভিলাষীকে মায়া গ্রাস করে।

৩২। এইখানে পাঠান্তরে (ভাঃ ২।৭।৪৭) শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে—"শশ্বৎ প্রশান্তমভয়ং প্রতিবোধমাত্রং শুদ্ধং সমং সদসতঃ পরমাত্মতত্ত্বম্। শব্দো ন যত্র পুরুকারকবান্ ক্রিয়ার্থো মায়া পরৈত্যভিমুখে চ বিলজ্জমানা।। তদ্বৈ পদং ভগবতঃ পরমস্য পুংসো ব্রহ্মেতি যদ্বিদুরজস্রসুখং বিশোকম্।।" 'বৃহৎ নির্ব্বিকল্প-ব্রহ্ম' বলিয়া মুনিগণ যে বস্তুকে জানেন, তাহাই পরম-পুরুষ ভগবানের প্রথম প্রতীতি-স্বরূপ। ঐ ব্রহ্ম অজস্রসুখবিশিষ্ট, বিশোক, নিত্যপ্রশান্ত, ভেদশূন্য, অভয়, জ্ঞানৈকরস, শুদ্ধ, বিষয়-করণ-সঙ্গশূন্য, পরমাত্মতত্ত্ব, উৎপত্ত্যাদি চতুর্ব্বিধ ক্রিয়াফল-প্রকাশক ; কর্ম্মকাণ্ডীয়-শব্দ-ব্যাপার তাঁহার বোধক হইতে পারে

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৩৩। যাঁহারা প্রত্যহ কেবল মুখে অভ্যাসক্রমে "কৃষ্ণ আমি তোমার" এই কথা বারম্বার বলিয়া থাকেন, তাঁহাদের কথা সহৃদয় (সরল) নয় ; কিন্তু যিনি একবারও সহৃদয়ে (কায়মনোবাক্যে) "হে কৃষ্ণ, আমি—তোমার দাস" এই কথা বলেন, তাঁহাকে কৃষ্ণ মায়াবন্ধ হইতে পার করেন।

পরম দয়ালু কৃষ্ণের আশ্বাসবাণী ঃ—
হরিভক্তিবিলাসে (১১।৩৩৭)-ধৃত শ্লোক, রামায়ণে লঙ্কাকাণ্ডে (১৮।৩৩) বিভীষণ-সহ মিলন সম্বন্ধে সুগ্রীবের প্রতি শ্রীরামচন্দ্রবচন—

সকৃদেব প্রপন্নো যস্তবাস্মীতি চ যাচতে।
অভয়ং সর্ব্বদা তস্মৈ দদাম্যেতদ্ব্রতং মম ॥ ৩৪ ॥

সকাম অশান্ত পুরুষের নিরন্তর ভজনফলে শান্তি-লাভ ঃ—

মুক্তি-ভুক্তি-সিদ্ধিকামী 'সুবুদ্ধি' যদি হয়।
গাঢ়-ভক্তিযোগে তবে কৃষ্ণেরে ভজয় ॥ ৩৫ ॥

বুদ্ধিমান্ মাত্রেরই কৃষ্ণভজন বিধেয় ঃ—
শ্রীমদ্ভাগবতে (২।৩।১০)—

অকামঃ সর্ব্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ।
তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজতে পুরুষং পরম্ ॥ ৩৬ ॥

কৃষ্ণের অহৈতুকী দয়ার পরিচয় ঃ—

অন্যকামী যদি করে কৃষ্ণের ভজন।
না মাগিলেহ কৃষ্ণ তারে দেন স্ব-চরণ ॥ ৩৭ ॥
কৃষ্ণ কহে,—"আমা ভজে, মাগে বিষয়-সুখ।
অমৃত ছাড়ি' বিষ মাগে,—এই বড় মূর্খ ॥ ৩৮ ॥
আমি—বিজ্ঞ, এই মূর্খে বিষয়' কেনে দিব ?
স্বচরণামৃত দিয়া 'বিষয়' ভুলাইব ॥" ৩৯ ॥

সকাম উপাসকেরও কৃষ্ণকৃপায় শুদ্ধভক্তি-কামনা বা নিষ্কামতা ঃ—
শ্রীমদ্ভাগবতে (৫।১৯।২৬)—

সত্যং দিশত্যর্থিতমর্থিতো নৃণাং নৈবার্থদো যৎ পুনরর্থিতা যতঃ।
স্বয়ং বিধত্তে ভজতামনিচ্ছতামিচ্ছাপিধানং নিজপাদপল্লবম্ ॥৪০

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৩৪। আমার ব্রত এই যে, যদি কেহ প্রকৃতপ্রস্তাবে প্রপন্ন হইয়া একবারও "তোমার আমি" এই কথা বলিয়া আমার অভয় যাচ্ঞা করে, তাহা হইলে আমি তাহাকে তাহা সর্ব্বদা দিয়া থাকি।

৩৫। দুর্ব্বাসনা-দুঃসঙ্গক্রমে জীবের মুক্তি, ভুক্তি ও সিদ্ধি-কাম উদিত হয়। যদি কোন সৎসঙ্গে সুবুদ্ধির উদয় হয়, তবে মুক্তি-ভুক্তি-সিদ্ধি-পিপাসা পরিত্যাগপূর্ব্বক গাঢ় শুদ্ধভক্তিযোগে কৃষ্ণকে ভজন করে।

৩৬। পূর্ব্বে অকামই থাকুক, সর্ব্বকামই থাকুক বা মোক্ষ-কামই থাকুক, উদারবুদ্ধি হইবা মাত্র মানুষ তীব্র শুদ্ধভক্তি-যোগে পরম পুরুষ কৃষ্ণের যজন করিবেন।

অনুভাষ্য

না এবং মায়া তাঁহার সম্মুখিনী হইতে লজ্জা পাইয়া পলায়ন করে।

৩২। দেবর্ষি নারদ লোকপিতামহ ব্রহ্মাকে তপস্যায় প্রবৃত্ত দেখিয়া তদ্ব্যতীতও যে একজন স্বতন্ত্র সর্ব্বেশ্বরেশ্বর নিয়ন্তা আছেন, তৎসম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করায় ব্রহ্মা সেই পরমাত্মা শ্রীহরির লীলা ও মায়াদ্বারা সৃষ্ট্যাদি বর্ণন করিতেছেন,—

যস্য (ভগবতঃ) ঈক্ষাপথে (নেত্রগোচরে) স্থাতুং বিলজ্জ-মানয়া (মৎকপটোঽসৌ প্রভুর্জানাতীতি লজ্জাযুক্তয়া) অমুয়া (মায়য়া) বিমোহিতাঃ (মুগ্ধাঃ) দুর্দ্ধিয়ঃ (অবিদ্যাবৃতজ্ঞানাঃ অসদ্ধিয়ঃ জীবাঃ এব কেবলং) 'মম' 'অহম্' ইতি [এতৎ] বিকত্থন্তে (আত্মানং শ্লাঘ্যন্তে) [তস্মৈ নমঃ ইতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ]।

৩৪। যঃ (জনঃ) প্রপন্নঃ (শরণাগতঃ সন্) তবাস্মি (ত্বয়া সহ নিত্যদাস্যসূত্রে আবদ্ধঃ ভবামি) ইতি সকৃদেব (বারমেকং) চ যাচতে (কাকুযুক্তং প্রার্থয়তে), অহং (দাশরথিঃ ভগবান্) তস্মৈ সর্ব্বদা অভয়ং দদামি,—এতৎ (এব) মম ব্রতং (প্রতিজ্ঞাতম্)।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৩৭-৩৯। মুক্তি, ভুক্তি ও সিদ্ধি-কামিগণ শুদ্ধভক্তিকামী নন; তাঁহারা কোন ভাগ্যক্রমে শুদ্ধকৃষ্ণভজনে প্রবৃত্ত হইলে, সাধন-ভক্তির ফল যে প্রেম, তাহা যদিও তখন তাহাদের উদ্দেশ্য না থাকে, তথাপি কৃষ্ণ কৃপা করিয়া তাহা তাহাদিগকে দেন। কৃষ্ণ এই কথা বলেন যে,—'এই সম্প্রতি ভজনপ্রবৃত্ত ব্যক্তির হৃদয়ে বিষয়-সুখস্পৃহা ছিল এবং অবশিষ্ট কিঞ্চিৎ স্বভাবগত হইয়া আছে; এ ব্যক্তি প্রেমরূপ অমৃত ছাড়িয়া বিষয়রূপ বিষের বাসনা করিয়াছে, অতএব এ ব্যক্তি বড়ই মূর্খ। এ ব্যক্তি অজ্ঞতাক্রমে সদ্বিষয় প্রার্থনা করিতে পারে নাই বটে, কিন্তু আমি—বিজ্ঞ ও অভিজ্ঞ, উহার পক্ষে যাহা সদসৎ, তাহা জানি, অতএব আমার স্বচরণামৃত দিয়া উহার বিষয়বিষ-পিপাসা ভুলাইয়া দিব।'

৪০। কৃষ্ণ প্রার্থিত হইলেই মনুষ্যদিগের প্রার্থনা পূরণ করেন, সত্য; কিন্তু যে-অর্থ হইতে পুনঃ পুনঃ প্রার্থনার উদয় হয়, সেই অর্থ দেন না। অন্যকাম হইয়া যাঁহারা কেবল তাঁহার পাদপল্লব পাইবার ইচ্ছা না করিয়াও তাহা ভজনা করেন, তাঁহাদিগকে তিনি স্বয়ংই অন্যকামনা-শান্তিকারী সেই নিজ-পাদপল্লব দিয়া থাকেন।

অনুভাষ্য

পাঠান্তরে,"সকৃদেব প্রপন্নায় তবাস্মীতি চ যাচতে। অভয়ং সর্ব্ব-ভূতেভ্যো দদাম্যেতদ্ ব্রতং মম।।"

৩৬। 'ম্রিয়মান্ মনুষ্যের কর্ত্তব্য কি ?'—পরীক্ষিতের এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশুকদেব জীবের পক্ষে অহৈতুকী শুদ্ধকৃষ্ণ-ভক্তিই একমাত্র নিত্যধর্ম্ম বলিয়া দুর্ব্বলচিত্ত কামিগণের পক্ষেও শ্রীহরির ভজনই যে বিহিত, তাহা বলিতেছেন,—

সর্ব্বকামঃ (উক্তানুক্তসর্ব্বকামনা-যুক্তঃ) মোক্ষকামঃ (মুমুক্ষুঃ) অকামঃ (একান্ত শুদ্ধভক্তঃ) বা, উদারধীঃ (সুধীঃ পুরুষঃ) তীব্রেণ

কোন কোন সকাম উপাসকের শুদ্ধভক্তীতর অসৎ কামনা থাকিলেও নিরন্তর সেবানন্দ-প্রভাবে ঐরূপ অভদ্র-নাশ হয়, তাহা হইলেও সকামভাব নিষ্কামভাবের কারণ নহে ঃ—

কাম লাগি' কৃষ্ণে ভজে, পায় কৃষ্ণ-রসে ।
কাম ছাড়ি' 'দাস' হৈতে হয় অভিলাষে ॥ ৪১ ॥

সকাম ধ্রুবের শ্রীহরিদর্শনে প্রার্থনা ঃ—

হরিভক্তিসুধোদয়ে ধ্রুবচরিতে (৭।২৮)—

স্থানাভিলাষী তপসি স্থিতোঽহং ত্বাং প্রাপ্তবান্ দেবমুনীন্দ্রগুহ্যম্ ।
কাচং বিচিন্বন্নপি দিব্যরত্নং স্বামিন্ কৃতার্থোঽস্মি বরং ন যাচে ॥৪২

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৪১। সামান্য কামের উদ্দেশে যদি কেহ কৃষ্ণভজনের অনুসন্ধান করিয়া সাধুসঙ্গে শুদ্ধকৃষ্ণভজন অবলম্বন করে, তাহা হইলে তাহার পূর্ব্বোদ্দিষ্ট কাম দূর হইয়া যায় এবং সে কৃষ্ণরস প্রাপ্ত হয়। কৃষ্ণভজন এমনই পবিত্র বস্তু যে, কৃষ্ণভজন-প্রবৃত্ত ব্যক্তি পূর্ব্বোদ্দিষ্ট কাম পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণদাস হইতে অভিলাষ করে।

৪২। ধ্রুবকে কৃষ্ণ বর দিতে ইচ্ছা করিলে ধ্রুব কহিলেন,—স্বামিন্, আমি স্থানাভিলাষী হইয়া তোমার তপস্যায় স্থিত হইয়াছিলাম, কিন্তু এখন দেবমুনীন্দ্রগুহ্য তোমাকে প্রাপ্ত হইয়া আমি কৃতার্থ হইলাম ;—সামান্য কাচ অন্বেষণ করিতে করিতে দিব্যরত্ন পাইলাম। আমি কৃতার্থ হইয়াছি, আর অন্য বর যাচ্ঞা করি না।

অনুভাষ্য

(দৃঢ়েন স্বভাবতঃ এব অপ্রতিহতেন) ভক্তিযোগেন পরং (মায়াধীশং) পুরুষং (পুরুষোত্তমং) যজেত (সেবেত)।

৪০। শ্রীশুকদেব মহারাজ পরীক্ষিৎকে দেবগণকর্ত্তৃক মানবজন্মের সর্ব্বজন্মাপেক্ষা শ্রেষ্ঠতা ও প্রয়োজনীয়তা এবং মানবগণের মধ্যে অবতীর্ণ শ্রীহরির ও অহৈতুকী শুদ্ধহরিভক্তির মাহাত্ম্যগান বর্ণন করিতেছেন,—

[সঃ হরিঃ কামিভিঃ] অর্থিতঃ (প্রার্থিতঃ সন্) নৃণাং (কামিনাং পুংসাম্) অর্থিতং (প্রার্থিতম্ অভীষ্টং দ্রব্যং) দিশতি (দদাতি ইতি) সত্যম্, [তথাপি সঃ প্রভুঃ প্রায়শঃ তেষাম্] অর্থদঃ (পরমার্থপ্রদঃ) ন [ভবত্যেব] ; যৎ (যস্মাৎ) যতঃ (দত্তাদনন্তরং সকামৈঃ পুরুষৈঃ) পুনঃ অপি অর্থিতা (কামপূরণ-প্রার্থনা) ভবতি। [তু] অনিচ্ছতাং (নিষ্কামানাং) ভজতাং (সেবকানাম্) ইচ্ছাপিধানং (ইচ্ছানাং বাসনানাং পিধানম্ আচ্ছাদকং সর্ব্বকামপরিপূরকং) স্বয়ম্ এব বিধত্তে (সম্পাদয়তি)।

৪২। স্থানাভিলাষী (স্থানং পদম্ অভিলষিতুং শীলমস্য তথাভূতঃ) অহং তপসি স্থিতঃ ; হে প্রভো, কাচং বিচিন্বন্ (অন্বেষণং কুর্ব্বন্) দিব্যরত্নম্ (ইব) দেবমুনীন্দ্রগুহ্যং (দেবানাং মুনীন্দ্রাণামপি গুহ্যং দুর্ল্লভং) ত্বাং প্রাপ্তবান্ ; হে স্বামিন্, অহং কৃতার্থঃ অস্মি, [অতঃ অন্যং] বরং ন যাচে (ন প্রার্থয়ে)।

সুকৃতিমান্ জীব-বর্ণন ঃ—

সংসার ভ্রমিতে কোন ভাগ্যে কেহ তরে ।
নদীর প্রবাহে যেন কাষ্ঠ লাগে তীরে ॥ ৪৩ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৩৮।৫)—

মৈবং মমাধমস্যাপি স্যাদেবাচ্যুতদর্শনম্ ।
হ্রিয়মাণঃ কালনদ্যা ক্বচিত্তরতি কশ্চন ॥ ৪৪ ॥

ভক্ত্যুন্মুখীসুকৃতিফলে বদ্ধজীবের সিদ্ধি-লাভ ঃ—

কোন ভাগ্যে কারো সংসার ক্ষয়োন্মুখ হয় ।
সাধুসঙ্গে তরে, কৃষ্ণে রতি উপজয় ॥ ৪৫ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৪৪। 'আমি অত্যন্ত অধম বলিয়া ভগবদ্দর্শন পাইব না'—আমার এরূপ আশঙ্কা—মিথ্যা। কালনদীর বেগে বাহিত হইয়া কদাচিৎ কেহ কেহ নদী পারও হইয়া যান।

৪৫। এইস্থলে 'ভাগ্য'-শব্দের অর্থ কি কেবল ঘটনামাত্র, না আর কিছু? ভক্তিশাস্ত্র সুকৃতিকেই 'ভাগ্য' বলেন। সুকৃতি তিন প্রকার—ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতি, ভোগোন্মুখী সুকৃতি ও মোক্ষোন্মুখী সুকৃতি। যে সমস্ত কার্য্য সংসারে শুদ্ধভক্তিজনক বলিয়া স্থির আছে, সেই সকল কার্য্য ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতিকে উৎপন্ন করে ; যে-সকল কার্য্যের ফল—বিষয়ভোগ, সেইসকল কার্য্যই ভোগোন্মুখী-সুকতিপ্রদ ; যে-সকল কার্য্যের ফল—মোক্ষ, সেইসকল কার্য্যই মোক্ষোন্মুখী-সুকৃতিজনক। সংসার-ক্ষয়পূর্ব্বক স্বরূপধর্ম্ম কৃষ্ণভক্তির উদ্বোধিনী সুকৃতি যখন পুষ্ট হইয়া ফলোন্মুখ হয়, তখনই ভক্ত সাধুসঙ্গে সংসার হইতে উদ্ধার পান এবং কৃষ্ণে তাঁহার রতি উৎপন্ন হয়।

অনুভাষ্য

৪৩। অনন্ত কৃষ্ণবিমুখজীব নিরুপায় হইয়া সংসারে উচ্চাবচ-যোনিতে ভ্রমণ করিতেছে। তাহাদের মধ্যে কাহারও কোন সুকৃতি উদিত হইলে, সেই ব্যক্তি মহৎপাদসেবা-প্রভাবে উত্তীর্ণ হন। নদীতে অনেক কাষ্ঠখণ্ড ভাসিয়া যায় ; প্রবাহের ঘাত-প্রতিঘাতে কোন এক কাষ্ঠখণ্ড কূলে আসিয়া উপস্থিত হয়, অন্যগুলি জলপ্রবাহে নীত হইতে থাকে।

৪৪। দেবর্ষি নারদ কংসবধাদি কার্য্যের কথা জানাইয়া প্রস্থান করিলে, মহাত্মা অক্রূর রামকৃষ্ণকে আনিবার জন্য গোকুল যাত্রা করিয়া গমন-পথে স্বীয় কৃষ্ণদর্শন-সৌভাগ্য আলোচনা করিতেছেন,—

[এতদুত্তমশ্লোকদর্শনং মম দুর্ল্লভম্ এব মন্যে ; যদ্বা,] মৈবম্ ; অধমস্য (নীচস্যাপি) মম অচ্যুতদর্শনং স্যাৎ এব ;

সুকৃতিফলে সাধুসঙ্গ, তৎফলে ভজনপ্রবৃত্তি ও
অনর্থনিবৃত্তিক্রমে সাধনের সিদ্ধি বা
সাধ্য কৃষ্ণপ্রেম-লাভ ঃ—
শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৫১।৫৩)—

ভবাপবর্গো ভ্রমতো যদা ভবে-
জ্জনস্য তর্হ্যচ্যুত সৎসমাগমঃ।
সৎসঙ্গমো যর্হি তদৈব সদ্‌গতৌ
পরাবরেশে ত্বয়ি জায়তে রতিঃ ॥ ৪৬ ॥

কৃষ্ণপ্রসাদেই গুরুপ্রসাদ লাভ ঃ—

কৃষ্ণ যদি কৃপা করে কোন ভাগ্যবানে।
গুরু-অন্তর্যামি-রূপে শিখায় আপনে ॥ ৪৭ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।২৯।৬)—

নৈবোপযন্ত্যপচিতিং কবয়স্তবেশ
ব্রহ্মায়ুষাপি কৃতমৃদ্ধমুদঃ স্মরন্তঃ।
যোঽন্তর্বহিস্তনুভৃতামশুভং বিধুন্ব-
ন্নাচার্য্যচৈত্তবপুষা স্বগতিং ব্যনক্তি ॥ ৪৮ ॥

দীক্ষান্তে সম্বন্ধজ্ঞান ও অভিধেয়-ফলে অনর্থনিবৃত্তি, রুচি,
আসক্তি ও প্রাপ্য-প্রয়োজন-লাভ ঃ—

সাধুসঙ্গে কৃষ্ণভক্ত্যে শ্রদ্ধা যদি হয়।
ভক্তিফল 'প্রেম' হয়, সংসার যায় ক্ষয় ॥ ৪৯ ॥

শ্রদ্ধাবান্ ভক্তিযোগী অতিরাগী বা অতিবৈরাগী নহেন ঃ—
শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।২০।৮)—

যদৃচ্ছয়া মৎকথাদৌ জাতশ্রদ্ধস্তু যঃ পুমান্।
ন নির্ব্বিণ্ণো নাতিসক্তো ভক্তিযোগোঽস্য সিদ্ধিদঃ ॥ ৫০ ॥

গুরু ও বৈষ্ণব বা সাধুর কৃপাতেই অনর্থনিবৃত্তি
ও শুদ্ধভক্তি-লাভ ঃ—

মহৎ-কৃপা বিনা কোন কর্ম্মে 'ভক্তি' নয়।
কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু, সংসার নহে ক্ষয় ॥ ৫১ ॥

শুদ্ধভক্তের আনুগত্য ব্যতীত কৃষ্ণপ্রাপ্তি সুদুর্ল্লভা ঃ—
শ্রীমদ্ভাগবতে (৫।১২।১২)—

রহূগণৈতত্তপসা ন যাতি ন চেজ্যয়া নির্ব্বপণাদ্‌গৃহাদ্বা।
ন চ্ছন্দসা নৈব জলাগ্নিসূর্য্যৈর্বিনা মহৎপাদরজোভিষেকম্ ॥৫২॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৪৬। হে অচ্যুত, সংসার ভ্রমণ করিতে করিতে যখন ভব-মোচন-ফল আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন জীবের যদি সৎসঙ্গ হইয়া পড়ে, তবেই সদ্‌গতি ও পরাবরেশ্বর-স্বরূপ তোমাতে রতি জন্মে।

৪৭। পূর্ব্বোক্ত ভক্ত্যুন্মুখী-সুকৃতিশালী ব্যক্তির নিকট যদি কোন মহাত্মা পুরুষ উপস্থিতও না হন, তথাপি কৃষ্ণ অন্তর্যামি-গুরুরূপে তাঁহাকে শুদ্ধভক্তি শিক্ষা দেন।

অনুভাষ্য

(যতঃ) কালনদ্যা হ্রিয়মাণঃ কশ্চন ক্বচিৎ তরতি। অয়ং ভাবঃ—যথা নদ্যাং হ্রিয়মাণানাং তৃণাদীনাং কিঞ্চিৎ কদাচিৎ তরতি, তথা কর্ম্মবশেন কালেন হ্রিয়মাণানাং ক্বচিৎ জীবানামপি মধ্যে কশ্চিৎ তরেদিতি সম্ভবতীত্যর্থঃ।

৪৬। কালযবন-দৈত্য তৎপদাঘাতে নিদ্রোত্থিত মুচুকুন্দের দৃষ্টিপাতে তাঁহার দেবগণ হইতে পূর্ব্বলব্ধ-বরপ্রভাবে ভস্মীভূত হওয়ায় শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে বর দিতে উদ্যত হইলেন ; তখন মুচুকুন্দ শ্রীকৃষ্ণকে স্তব করিতেছেন,—

হে অচ্যুত, ভ্রমতঃ (সংসরতঃ) জনস্য যদা (ভগবদনুকম্পয়া) ভবাপবর্গঃ (ভবস্য সংসারস্য অপবর্গঃ অন্তঃ নাশঃ) ভবেৎ, (প্রাপ্তকালঃ স্যাদিত্যর্থঃ), [তদা] সৎসমাগমঃ (সাধুসঙ্গঃ) ভবেৎ, যর্হি (যদা) সৎসঙ্গমঃ হি ভবেৎ, [তদা] এব সদ্‌গতৌ (সর্ব্বোত্তম-জনপ্রাপ্যে নিত্যপরমপদে) পরাবরেশে (ভগবতি কৃষ্ণে) ত্বয়ি রতিঃ (ভক্তিঃ) জায়তে [ততো সংসারাৎ মুচ্যতে ইতি ভাবঃ]।

৪৮। আদি, ১ম পঃ ৪৮ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৫০। যদৃচ্ছাক্রমে যে পুরুষ—আমার কথাতে শ্রদ্ধাবান্, যিনি অত্যন্ত নির্ব্বিণ্ণও নহেন এবং অতিশয় আসক্তিযুক্তও নন, তাঁহার পক্ষেই ভক্তিযোগ প্রেমভক্তিসিদ্ধি দিয়া থাকেন।

৫২। হে রহূগণ, মহাজনের পদরজে অভিষেক বিনা ভগবদ্-ভক্তি তপস্যাদ্বারা, বৈদিক অর্চ্চনাদিদ্বারা, সন্ন্যাসপালনদ্বারা, গার্হস্থ্য-ধর্ম্ম-পালনদ্বারা, বেদপাঠদ্বারা অথবা জলাগ্নিসূর্য্যদ্বারা কখনই লব্ধ হয় না।

অনুভাষ্য

৫০। শ্রীউদ্ধবকে ত্রিবিধ যোগের কথা বলিতে গিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ভক্তিযোগের অধিকারী নির্ণয় করিতেছেন,—

যদৃচ্ছয়া (কেনাপি ভাগ্যোদয়েন) যঃ পুমান্ মৎকথাদৌ (ভগবৎকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তনাদৌ) তু জাতশ্রদ্ধঃ, [অথচ] নির্ব্বিণ্ণঃ (অতিবিরক্তঃ ফল্গুবৈরাগ্যাশ্রিতঃ) ন, অতিসক্তঃ (সংসারে অত্যভিনিবিষ্টঃ) চ ন, অস্য (শ্রদ্ধালোর্জনস্য এব) ভক্তিযোগঃ সিদ্ধিদঃ (অভীষ্টপ্রদঃ ভবতি)।

৫১। কর্ম্মকাণ্ডীয় কোন প্রাকৃত সুকৃতিদ্বারা অপ্রাকৃত কৃষ্ণ-ভক্তি হয় না। একমাত্র কৃষ্ণভক্তের কৃপা ব্যতীত অপ্রাকৃত কৃষ্ণ-ভক্তির উদয়-সম্ভাবনা নাই ; কৃষ্ণভক্তি দূরে যাউক, প্রাকৃত-বুদ্ধিরূপ সংসার পর্য্যন্ত বিনষ্ট হয় না। কৃষ্ণভক্ত ব্যতীত অন্য কোন জীবেই মহত্ত্বের সম্ভাবনা হয় না। কৃষ্ণভক্তই একমাত্র অপ্রাকৃত। প্রাকৃত-দর্শনে তাঁহাকে কেহ কেহ 'প্রাকৃত' বলিয়া মনে করিলেও প্রকৃতপক্ষে প্রাকৃত সমস্ত বস্তু পরিত্যাগপূর্ব্বক কৃষ্ণভক্তকেই অতুলনীয় শ্রেষ্ঠ ও জীবের একমাত্র প্রার্থনীয়

মহৎ বা শুদ্ধবৈষ্ণবের কৃপাতেই অনর্থ-নাশ
ও তৎফলে বিষ্ণুপদ-লাভ ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবতে (৭।৫।৩২)—

নৈষাং মতিস্তাবদুরুক্রমাঙ্ঘ্রিং স্পৃশত্যনর্থাপগমো যদর্থঃ।
মহীয়সাং পাদরজোভিষেকং নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ ॥৫৩॥

চেতনের ক্ষণার্দ্ধ সঙ্গফলেই জীবের চিদ্বৃত্তি কৃষ্ণসেবার
উদ্বোধন ও সাধ্যপ্রাপ্তি ঃ—

'সাধুসঙ্গ' 'সাধুসঙ্গ'—সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয় ॥ ৫৪ ॥

সাধুসঙ্গের মহিমা ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবতে (১।১৮।১৩)—

তুলয়াম লবেনাপি ন স্বর্গং নাপুনর্ভবম্।
ভগবৎসঙ্গিসঙ্গস্য মর্ত্ত্যানাং কিমুতাশিষঃ ॥ ৫৫ ॥

গীতার শিক্ষা ঃ—

কৃষ্ণ কৃপালু অর্জ্জুনেরে লক্ষ্য করিয়া।
জগতেরে রাখিয়াছেন উপদেশ দিয়া ॥ ৫৬ ॥

কৃষ্ণপ্রাপ্তির উদ্দেশেই যাবতীয় ক্রিয়া কর্ত্তব্য ঃ—

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (১৮।৬৪-৬৫)—

সর্ব্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ।
ইষ্টোঽসি মে দৃঢ়মিতি ততো বক্ষ্যামি তে হিতম্ ॥ ৫৭ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৫৩। যাবৎ মানবদিগের মতি নিষ্কিঞ্চন ভগবদ্ভক্তদিগের পদধূলিদ্বারা অভিষিক্ত না হয়, তাবৎ তাহা অনর্থনাশক কৃষ্ণ-পাদপদ্ম স্পর্শ করিতে পারে না।

৫৫। ভগবৎসঙ্গি-সঙ্গদ্বারা জীবের যে অসীম মঙ্গল হয়, তাহার সহিত স্বর্গ বা মোক্ষের কিছুমাত্র তুলনা করা যাইতে পারে না (অতিতুচ্ছ বিত্তবৈভবাদি-সম্বন্ধে আর কি বক্তব্য)।

অনুভাষ্য

হিতৈষী জানিয়া তাঁহার কৃপাভিক্ষু হইলেই প্রাকৃত ভোগ আর থাকে না এবং অপ্রাকৃত কৃষ্ণসেবাধিকার-লাভ হয়।

৫২। সিন্ধুসৌবীরাধিপতি রহূগণ দ্বিজবন্ধুলিঙ্গ অবধূত ভরতের মুখে তত্ত্বজ্ঞান-শ্রবণে তাঁহাকে প্রণামপূর্ব্বক দুর্ব্বোধ অধ্যাত্ম-যোগ সুবোধ্যভাবে ব্যাখ্যা করিতে প্রার্থনা করায়, ব্রাহ্মণ-বেষী মহাভাগবত পরমহংস ভরত রহূগণকে প্রথমে অবিদ্যার ও তদ্বিনাশক শুদ্ধজ্ঞানময়বিগ্রহ ভগবান্ বাসুদেবের কথা বলিয়া পরে ভগবৎপ্রাপ্তির উপায় বর্ণন করিতেছেন,—

হে রহূগণ, মহৎপাদরজোঽভিষেকং (শুদ্ধকৃষ্ণভক্তপদরেণুনা অভিষেচনং) বিনা (ঋতে) এতৎ (অপ্রাকৃতং বাসুদেবাত্মক-ভগবত্তত্ত্বং) তপসা (বানপ্রস্থধর্ম্মেণ) ন, ইজ্যয়া (বৈদিককর্ম্মণা দেবার্চ্চনেনেত্যর্থঃ) চ ন, নির্ব্বপণাৎ (যোষিৎসঙ্গরাহিত্যাৎ সন্ন্যাসাৎ ইত্যর্থঃ) ন, গৃহাৎ (যোষিৎসঙ্গমূলকগৃহমেধ-যজ্ঞ-চালনাৎ) বা ন, ছন্দসা (বেদাভ্যাসেন) ন, জলাগ্নিসূর্য্যৈঃ (তত্ত-দুপাসিতৈঃ) ন যাতি (ন প্রাপ্নোতি) এব।

৫৩। দেবর্ষি নারদ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে প্রহ্লাদোপাখ্যান বর্ণন করিতেছেন। মহাভাগবত প্রহ্লাদ দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুর প্রশ্নোত্তরে বিষ্ণুর নববিধা ভক্তিকেই একমাত্র সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পাণ্ডিত্য ও শিক্ষারূপে বর্ণন করায়, হিরণ্যকশিপু গুরুপুত্র ষণ্ডামর্ককে তীব্রভাবে ভর্ৎসনা করিলেন। তখন ষণ্ডামর্ক প্রহ্লাদের স্বাভাবিকী মতিকেই তাঁহার বিষ্ণুভক্তির কারণরূপে নির্দ্দেশ করিয়া স্বীয় দোষ ক্ষালন করিলে হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদকে তাঁহার ঐরূপ বৈষ্ণবী মতির কারণ বর্ণন করিতে বলায় প্রহ্লাদ তৎসম্বন্ধে কিছুই না বলিয়া বিষ্ণুভক্তি-বিরোধী গৃহব্রতগণের বন্ধন ও মোচনের উপায় বলিতেছেন,—

নিষ্কিঞ্চনানাং (নিরস্তসকলবিষয়াভিমানানাং) মহীয়সাং (মহত্তমানাং বৈষ্ণবানাং) পাদরজোঽভিষেকং (পদরজসা অভি-ষেচনং লেপনং) যাবৎ ন বৃণীত (কুর্ব্বীত), তাবৎ [শ্রুতিবাক্যতো জ্ঞাতোঽপি] এষাং (গৃহব্রতানাং) মতিঃ (প্রবৃত্তিঃ) উরুক্রমাঙ্ঘ্রিম্ (উরুক্রমস্য পদং) ন স্পৃশতি (ন প্রাপ্নোতি অসম্ভাবনাদিভি-র্বিহন্যতে ইত্যর্থঃ); অনর্থাপগমঃ (অনর্থস্য অসদবগ্রহস্য, তৎ-পদস্পর্শবিঘ্নস্য সংসারস্যেত্যর্থঃ অপগমঃ বিনাশঃ) যদর্থঃ (যস্যাঃ অঙ্ঘ্রিস্পর্শিন্যাঃ মতেঃ অর্থং ফলং মহদনুগ্রহাভাবান্ন তত্ত্বনিশ্চয়ঃ নাপি মোক্ষস্তেষামিত্যর্থঃ)।

৫৪। লব—নিমেষকাল ১১।০ সওয়া এগার লবে এক সেকেণ্ড।

৫৫। শৌনকাদি ঋষিগণ যজ্ঞানুষ্ঠান প্রভৃতি তুচ্ছ কর্ম্মকাণ্ডে আপনাদিগের ব্যর্থ পরিশ্রম উল্লেখ করিয়া মহাভাগবত হরিকথা-কীর্ত্তনকারী সূতের সঙ্গ-মাহাত্ম্য বর্ণন করিতেছেন,—

(হে সূত,) ভগবৎসঙ্গিসঙ্গস্য (ভগবৎসঙ্গী হরিজনঃ তস্য সঙ্গস্য) লবেন (অত্যল্পক্ষণেন) অপি স্বর্গম্ (আদর্শসুখভোগ-স্থানং) ন তুলয়াম (তুল্যং ন পশ্যাম), অপুনর্ভবং (মোক্ষং বা) ন [তুলয়াম]; মর্ত্ত্যানাং (প্রাকৃতদেববিপ্ররাজন্যাদীনাম্) আশিষঃ (অতিতুচ্ছাঃ বিত্ত-বৈভবাদ্যাঃ) কিমুত (কিং বক্তব্যং, নৈব তুলয়া-মেত্যর্থঃ)।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৫৭-৫৮। (হে অর্জ্জুন,) তুমি—আমার নিতান্ত আত্মীয়, অতএব তোমাকে তোমার হিতের জন্য সর্ব্বগুহ্যতম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু ।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে ॥ ৫৮ ॥

পূর্ব্বে কর্ম্মজ্ঞানযোগাদির অভিধেয়ত্ব কথিত হইলেও, সর্ব্বশেষ আজ্ঞা কৃষ্ণভক্তিই একমাত্র অভিধেয় ও বিধি ঃ—

পূর্ব্ব আজ্ঞা,—বেদ-ধর্ম্ম, কর্ম্ম, যোগ, জ্ঞান ।
সব সাধি' অবশেষে এই আজ্ঞা—বলবান্ ॥ ৫৯ ॥

সর্ব্বধর্ম্ম ছাড়িয়া কৃষ্ণভজন-চেষ্টা ঃ—

এই আজ্ঞাবলে ভক্তের 'শ্রদ্ধা' যদি হয় ।
সর্ব্বকর্ম্ম ত্যাগ করি' সে কৃষ্ণেরে ভজয় ॥ ৬০ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।২০।৯)—

তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা ।
মৎকথাশ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে ॥ ৬১ ॥

শ্রদ্ধার সংজ্ঞা ঃ—

'শ্রদ্ধা'-শব্দে বিশ্বাস কহে সুদৃঢ় নিশ্চয় ।
কৃষ্ণে ভক্তি কৈলে সর্ব্বকর্ম্ম কৃত হয় ॥ ৬২ ॥

কৃষ্ণ-পূজনেই সকল পূজা ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবতে (৪।৩১।১৪)—

যথা তরোর্ম্মূলনিষেচনেন তৃপ্যন্তি তৎস্কন্ধভুজোপশাখাঃ ।
প্রাণোপহারাচ্চ যথেন্দ্রিয়াণাং তথৈব সর্ব্বার্হণমচ্যুতেজ্যা ॥৬৩॥

ভক্তির অধিকারী (ত্রিবিধ ভক্তাধিকার) নির্ণয় ও ভেদ ঃ—

শ্রদ্ধাবান্ জন হয় ভক্তি-অধিকারী ।
'উত্তম', 'মধ্যম', 'কনিষ্ঠ'—শ্রদ্ধা-অনুসারী ॥ ৬৪ ॥

(১) উত্তম-অধিকারীর সংজ্ঞা ঃ—

শাস্ত্রযুক্ত্যে সুনিপুণ, দৃঢ়শ্রদ্ধা যাঁর ।
'উত্তম-অধিকারী' সেই তারয় সংসার ॥ ৬৫ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

উপদেশ দিতেছি ;—তুমি মন্মনা, মদ্ভক্ত ও মদ্‌যাজী এবং আমার শরণাগত হও, তাহা হইলেই আমাকে নিশ্চয়ই পাইবে। তুমি—আমার অত্যন্ত প্রিয়, সেইজন্য আমার এই প্রতিজ্ঞা-বাক্য তোমাকে বলিলাম।

অনুভাষ্য

৫৭-৫৮। হে অর্জ্জুন, মে (মম) সর্ব্বগুহ্যতমম্ (অত্যন্ত-গোপ্যং) পরমং বচঃ (বাক্যং) ভূয়ঃ (পুনঃ) শৃণু ; (যতঃ) মে (মম) দৃঢ়ম্ (অত্যন্তম্) ইষ্টঃ (প্রিয়তমঃ) অসি, ততঃ (তস্মাদ্ধেতোঃ) তে (তব) হিতং (মঙ্গলং) বক্ষ্যামি (কথয়ামি)—[ত্বং] মন্মনা (মচ্চিত্তঃ) মদ্ভক্তঃ (মদ্ভজনশীলঃ) মদ্‌যাজী (মদর্চ্চনশীলঃ) ভব, মাম্ (অন্যপ্রাকৃতদেবাদীন্ পরিত্যজ্য অপ্রাকৃতং মাং কৃষ্ণরূপম্ এব) নমস্কুরু [এবং বর্ত্তমানস্ত্বং মৎপ্রসাদাৎ শুদ্ধভক্ত্যা] মাম্ এব এষ্যসি (প্রাপ্স্যসি) [অত্র চ সংশয়ং মা কার্ষীঃ] ; ত্বং হি মে প্রিয়ঃ অসি, (অতঃ) সত্যং (যথা ভবতি এবং) তে (তুভ্যম্) অহং প্রতিজানে (প্রতিজ্ঞাং করোমি)।

৬১। মধ্য, ৯ম পঃ ২৬৬ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

৬২। সুদৃঢ় নিশ্চয়াত্মক বিশ্বাসকে 'শ্রদ্ধা' কহে ; কৃষ্ণের সেবা করিলে প্রাকৃত-রাজ্যে যাবতীয় পিতৃভূতদেব-ঋণ-শোধনাদি কর্ত্তব্যানুষ্ঠানের আবশ্যক হয় না। কর্ম্ম,—বদ্ধজীবের ভোগপর অনুষ্ঠানমাত্র ; ভগবদ্ভক্তির উদয় হইলে কর্ম্মফল-জন্য চেষ্টা করিতে হয় না। কর্ম্মফলের সর্ব্বাপেক্ষা উত্তমলভ্য-বস্তু 'বৈরাগ্য' সর্ব্বদাই ভক্তে আনুষঙ্গিকরূপে অবস্থিত।

৬৩। প্রজাপতি দক্ষের পুত্র প্রচেতাগণ স্বীয় গুরুদেব দেবর্ষি শ্রীনারদকে দর্শন করিয়া তাঁহাকে পুনরায় আত্মতত্ত্ব অর্থাৎ শ্রীহরির কথা কীর্ত্তন করিতে অনুরোধ করায় শ্রীনারদ সর্ব্বভূতাত্মা শ্রীহরির মাহাত্ম্য বর্ণন করিতেছেন,—

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৬২। 'কৃষ্ণে ভক্তি করিলে সকল কর্ম্মই কৃত হয়'—এই সুদৃঢ় নিশ্চয়াত্মক বিশ্বাসকে ভক্ত্যধিকারদায়িনী 'শ্রদ্ধা' বলে।

৬৩। যেরূপ তরুর মূলে জল সেচন করিলে, সেই তরুর স্কন্ধ, ভুজ, উপশাখা প্রভৃতি সকলেই তৃপ্তি লাভ করে এবং প্রাণের তৃপ্তিতেই যেরূপ সর্ব্বেন্দ্রিয়ের তৃপ্তি, সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণের পূজা করিলেই সমস্ত দেবতাদিগের পূজা হইয়া যায়।

৬৪-৬৮। পূর্ব্বোক্তমতে যাঁহার হৃদয়ে শ্রদ্ধা হইয়াছে, তিনিই ভক্তির অধিকারী। সেই শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তিগণ—'উত্তম', 'মধ্যম' ও 'কনিষ্ঠ'ভেদে ত্রিবিধ। যিনি শাস্ত্র ও যুক্তিতে দক্ষ হইয়া দৃঢ়-

অনুভাষ্য

যথা তরোঃ (বৃক্ষস্য) মূলনিষেচনেন (পাদদেশে জল-প্রক্ষেপেণ) তৎস্কন্ধভুজোপশাখাঃ (স্কন্ধাদিপত্রপুষ্পাদ্যন্তানি সর্ব্বাণি বৃক্ষাঙ্গানি) তৃপ্যন্তি [ন তু মূলসেকং বিনা তাঃ স্ব-স্বনিষেচনেন], যথা প্রাণোপহারাৎ (প্রাণস্য উপহারঃ ভোজনং তস্মাৎ) ইন্দ্রিয়াণাং চ তৃপ্তিঃ [ন তু তত্তদিন্দ্রিয়েষু পৃথক্ পৃথগন্ন-লেপনেন], তথা অচ্যুতেজ্যা (ভগবতঃ বিষ্ণোঃ অর্চ্চনম্) এব সর্ব্বার্হণং (সকল-দেবতারাধানং, ন হি পৃথগুপাসনায়ামাবশ্য-কতাস্তীত্যর্থঃ)।

৬৪। শ্রদ্ধাবান্ অর্থাৎ বাস্তববস্তু নিত্যসত্য পরমার্থ কৃষ্ণে সুদৃঢ়নিশ্চয়াত্মক-বিশ্বাসবিশিষ্ট ব্যক্তিই কেবল ভক্তির অধিকারী। ভক্তের বিশ্বাসের নিশ্চয়াত্মক দার্ঢ্যের তারতম্যেই অধিকারে উত্তমত্ব, মধ্যমত্ব ও কনিষ্ঠত্ব নির্ভর করে।

৬৫। (ভঃ রঃ সিঃ পূঃ বিঃ ২য় লঃ বৈধীভক্তি-বর্ণনে ১১ শ্লোকে) শ্রীরূপগোস্বামিপাদ লিখিয়াছেন,—"শাস্ত্রে যুক্তৌ চ নিপুণঃ সর্ব্বথা দৃঢ় নিশ্চয়ঃ। প্রৌঢ়শ্রদ্ধোঽধিকারী যঃ স

(২) মধ্যম-অধিকারীর সংজ্ঞা ঃ—

শাস্ত্র-যুক্তি নাহি জানে দৃঢ়, শ্রদ্ধাবান্ ।
'মধ্যম-অধিকারী' সেই মহাভাগ্যবান্ ॥ ৬৬ ॥

(৩) কনিষ্ঠ-অধিকারীর সংজ্ঞা ঃ—

যাহার কোমল শ্রদ্ধা, সে 'কনিষ্ঠ' জন ।
ক্রমে ক্রমে তেঁহো ভক্ত হইবে 'উত্তম' ॥ ৬৭ ॥

ভক্তির তারতম্য কথন ঃ—

রতি-প্রেম-তারতম্যে ভক্তি—তর-তম ।
একাদশ স্কন্ধে তার করিয়াছে লক্ষণ ॥ ৬৮ ॥

উত্তমাধিকারী বা মহাভাগবতের লক্ষণ ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।২।৪৫-৪৭)—

সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ ।
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ ॥ ৬৯ ॥

মধ্যমাধিকারীর লক্ষণ ঃ—

ঈশ্বরে তদধীনেষু বালিশেষু দ্বিষৎসু চ ।
প্রেম-মৈত্রী-কৃপোপেক্ষা যঃ করোতি স মধ্যমঃ ॥ ৭০ ॥

কনিষ্ঠাধিকারীর লক্ষণ ঃ—

অর্চ্চায়ামেব হরয়ে পূজাং যঃ শ্রদ্ধয়েহতে ।
ন তদ্ভক্তেষু চান্যেষু স ভক্তঃ প্রাকৃতঃ স্মৃতঃ ॥ ৭১ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

শ্রদ্ধ হইয়াছেন, তিনি—'উত্তমাধিকারী', যিনি দৃঢ় শাস্ত্রযুক্তি জানেন না, অথচ শ্রদ্ধাবান্, তিনি—'মধ্যমাধিকারী' ; যাঁহার শ্রদ্ধা দৃঢ় হয় নাই, তিনি 'কনিষ্ঠাধিকারী'। এই ত্রিবিধ বিভাগ-দ্বারা ভক্তলোকের বিভাগ হইল, কেবল এরূপ নয়, শুদ্ধভক্তির অধিকারী ব্যক্তিরও বিভাগ হইল। 'কনিষ্ঠশ্রদ্ধ' কেবল 'কৃষ্ণভক্তি ভাল'—এইটুকু বিশ্বাস করেন ; কিন্তু শুদ্ধভক্তি যে কি, এবং ভক্তির তটস্থলক্ষণদ্বারা সিদ্ধ প্রক্রিয়া যে কি, তাহা জানেন না। এইজন্য কোমলশ্রদ্ধদিগের হৃদয়ে জ্ঞান-কর্ম্মের মিশ্রভাব পাওয়া যায় ; সেইটুকু তিরোহিত হইলেই সাধক 'মধ্যমাধিকারী' হন। আবার সেই মধ্যমাধিকারগত শ্রদ্ধা শাস্ত্রযুক্তিদ্বারা যখন দৃঢ়ীকৃত হয়, তখন তিনি 'উত্তমাধিকারী' হইবেন। এই পর্য্যন্ত ভক্তির অধিকার নির্ণীত হইল ; এখন ভক্তদিগের বিভাগ করিতেছেন ;—রতি ও প্রেমের তারতম্যে 'ভক্ত', 'ভক্ততর' ও 'ভক্ততম',—এইরূপ ত্রিবিধ বিভাগ।

অনুভাষ্য

ভক্তাবুত্তমো মতঃ।।" 'ভক্তিশাস্ত্রে দক্ষ এবং তদিতরমার্গ-নিরসনে দৃঢ়যুক্তিপটু,—এরূপ প্রৌঢ়শ্রদ্ধব্যক্তিই ভক্তগণের মধ্যে 'উত্তম-অধিকারী'।

৬৬-৬৭। ঐস্থলে ১২ শ্লোকে শ্রীরূপপাদ লিখিয়াছেন যে, —"যঃ শাস্ত্রাদিম্বনিপুণঃ শ্রদ্ধাবান্ স তু মধ্যমঃ। যো ভবেৎ কোমলশ্রদ্ধঃ স কনিষ্ঠো নিগদ্যতে।।" মধ্যমভক্ত শ্রদ্ধাবান্ হইলেও শাস্ত্রাদির তাৎপর্য্যে তাদৃশ কুশল নহেন এবং যিনি কোমলশ্রদ্ধ, তিনিই কনিষ্ঠ। কনিষ্ঠাধিকারী অভক্তগণের সঙ্গক্রমে কৃষ্ণপাদপদ্মে কোমলশ্রদ্ধা হইতে বিচ্যুত হইতে পারেন। মধ্যমাধিকারী শাস্ত্রাদির তাৎপর্য্যদ্বারা অভক্তসঙ্গের কুফল হইতে তৎক্ষণাৎ মুক্ত হইতে না পারিলেও শাস্ত্রাদি ও হরিজন-সঙ্গ-প্রভাবে দৃঢ়তা লাভ করেন। অভক্তসঙ্গ কিছুতেই উত্তমাধিকারীর শ্রদ্ধার হানি করিতে পারে না। শ্রদ্ধা-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভক্তের অধিকার উন্নত হয়।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৭০। যে ভক্ত ঈশ্বরে প্রেম, ভক্তে মৈত্রী, মূঢ়লোকে কৃপা এবং বিদ্বেষিলোকের প্রতি উপেক্ষা করেন, তিনি—'মধ্যম ভক্ত'।

৭১। যিনি লৌকিক ও পারিবারিক প্রথাক্রমে পরম্পরাগত শ্রদ্ধার সহিত অর্চ্চা-মূর্ত্তিতে হরিকে পূজা করেন, অথচ শাস্ত্রানুশীলনদ্বারা শুদ্ধভক্তিতত্ত্ব অবগত না হওয়ায় হরিভক্তজনকে পূজা করেন না, তিনি—'প্রাকৃতভক্ত' অর্থাৎ ভক্তিপর্ব্ব আরম্ভ করিয়াছেন মাত্র। তাঁহাকে 'ভক্তপ্রায়' বা 'বৈষ্ণবাভাস' এইসকল শব্দে উক্তি করা যায়।

৬৯-৭১। তাৎপর্য্য এই যে, যখন ঈশ্বরের প্রতি 'প্রেম', ভক্তের প্রতি 'মৈত্রী', মূঢ়জনের প্রতি 'কৃপা' এবং ভগবদ্বিদ্বেষী ও ভগবদ্ভক্ত-বিদ্বেষীকে 'উপেক্ষা' করিতে সহমান, তখন তিনি শুদ্ধভক্তরূপে 'মধ্যমভক্তের' মধ্যে পরিগণিত হন। পরে ভজন করিতে করিতে যখন তাঁহার সর্ব্বভূতে স্বীয়সম্বন্ধে ভগবদ্ভাব এবং আত্মস্বরূপ ভগবৎপদার্থে সমস্ত ভূতের বর্ত্তমানতায় দৃষ্টি পড়ে, তখন তাঁহার ঈশ্বর, তদধীন ব্যক্তি, বালিশ এবং বিদ্বেষীর প্রতি ভেদভাব থাকে না ; সেই অবস্থায় তিনি 'ভাগবতোত্তম' হন।

অনুভাষ্য

৬৮। অজাত-রুচি বৈধভক্তের শ্রদ্ধার পরিমাণানুসারে রতির (জাতরুচি-ভক্তের শ্রদ্ধাকেই 'রতি' বলে) তারতম্য হয়। রতির তারতম্যভেদে প্রেমভক্তিরসের তারতম্য। একাদশস্কন্ধে শ্রীভগবদ্-উদ্ধব-সংবাদে ভক্তের অধিকার লিখিত হইয়াছে।

৬৯। মধ্য, ৮ম পঃ ২৭৫ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

৭০। বসুদেবকে শ্রীনারদ ভাগবতধর্ম্ম-কীর্ত্তন-প্রসঙ্গে বিদেহ-রাজ নিমি ও নবযোগেন্দ্র-সংবাদ বর্ণন করিতেছেন। নিমি ত্রিবিধ ভক্ত বা ভাগবতের লক্ষণ ও আচরণ-সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করায় তদুত্তরে নবযোগেন্দ্রের অন্যতম হবি-ঋষি কহিলেন,—

যঃ ঈশ্বরে (ভগবতি কৃষ্ণে) প্রেমাণং করোতি, তদধীনেষু

শুদ্ধভক্ত কৃষ্ণের সর্ব্বগুণেই বিভূষিত ঃ—

সর্ব্ব মহাগুণগণ বৈষ্ণব-শরীরে ।

কৃষ্ণভক্তে কৃষ্ণের গুণ সকলি সঞ্চারে ॥ ৭২ ॥

শুদ্ধবৈষ্ণব—সর্ব্বমহাগুণে গুণী, অবৈষ্ণব—আদৌ গুণহীন ঃ—

যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা সর্ব্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ ।
হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্‌গুণা মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ ॥৭৩

বৈষ্ণবের ২৬টী গুণ বা লক্ষণ-বর্ণন ঃ—

সেই সব গুণ হয় বৈষ্ণব-লক্ষণ ।

সব কহা না যায়, করি দিগ্‌দরশন ॥ ৭৪ ॥

তন্মধ্যে কৃষ্ণৈকশরণত্বই 'স্বরূপ', অবশিষ্ট সবই 'তটস্থ' লক্ষণ ঃ—

কৃপালু, অকৃতদ্রোহ, সত্যসার সম ।

নির্দ্দোষ, বদান্য, মৃদু, শুচি, অকিঞ্চন ॥ ৭৫ ॥

সর্ব্বোপকারক, শান্ত, কৃষ্ণৈকশরণ ।

অকাম, নিরীহ, স্থির, বিজিত-ষড়্‌গুণ ॥ ৭৬ ॥

মিতভুক্, অপ্রমত্ত, মানদ, অমানী ।

গম্ভীর, করুণ, মৈত্র, কবি, দক্ষ, মৌনী ॥ ৭৭ ॥

প্রমাণ ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবতে (৩।২৫।২১)—

তিতিক্ষবঃ কারুণিকাঃ সুহৃদঃ সর্ব্বদেহিনাম্ ।
অজাতশত্রবঃ শান্তাঃ সাধবঃ সাধুভূষণাঃ ॥ ৭৮ ॥

মহৎ বা বৈষ্ণবের সেবাতেই মায়া-মোচন, স্ত্রীসঙ্গি-সেবায় সংসার-বন্ধন বা নরক-লাভ ঃ—

মহৎসেবাং দ্বারমাহুর্বিমুক্তেস্তমোদ্বারং যোষিতাং সঙ্গিসঙ্গম্ ।
মহান্তস্তে সমচিত্তাঃ প্রশান্তা বিমন্যবঃ সুহৃদঃ সাধবো যে ॥৭৯॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৭৫-৭৭। 'কৃপালু' হইতে 'মৌনী' পর্য্যন্ত গুণগণ—বৈষ্ণবের লক্ষণ-বিশেষ।

৭৮। তিতিক্ষাযুক্ত, কারুণিক, সর্ব্বজীবের সুহৃৎ, অজাতশত্রু, শান্ত, সাধুভূষণ সাধুসকল।

৭৯। পণ্ডিতগণ মহৎসেবাকেই বিমুক্তির দ্বারস্বরূপ এবং যোষিৎদিগের প্রতি যাহাদের আসক্তি, তাহাদিগের সঙ্গকেই তমোদ্বার বলিয়াছেন ; যাঁহারা—সাধু, তাঁহারা—মহদ্ব্যবসায়ী, সমচিত্ত, প্রশান্ত, অক্রোধ এবং সর্ব্বসুহৃৎ।

অনুভাষ্য

(উত্তম-মধ্যম-কনিষ্ঠাধিকারিষু ভগবদ্ভক্তেষু) মৈত্রীং (শুশ্রূষা-প্রণতিসমাদরাদি-যথোচিতসখ্যতাং) করোতি, বালিশেষু (ভক্ত্যনভিজ্ঞেষু) কৃপাং করোতি, দ্বিষৎসু (ভগবদ্ভাগবতবিরোধিজনেষু) উপেক্ষাং করোতি (বীতরাগং প্রদর্শয়তি, তেষাং সঙ্গং সর্ব্বথা বর্জ্জয়তীত্যর্থঃ), সঃ (ভাগবতঃ) 'মধ্যমঃ' (মধ্যমসংজ্ঞকঃ এবম্ভূতস্য ভেদস্য দর্শনাৎ)।

৭১। যঃ হরয়ে (ভগবতে গুরবে আত্মানং নিবেদ্য) অর্চ্চায়াং (শ্রীবিগ্রহে) শ্রদ্ধয়া (দীক্ষিতঃ সন্ মিশ্রত্বেন ভক্ত্যাভাসেন পাঞ্চরাত্রিকবিধানেন) পূজাম্ ঈহতে (করোতি), তদ্ভক্তেষু (হরিজনেষু) পূজাং ন [ঈহতে ভক্ততারতম্যজ্ঞানাভাবাৎ] অন্যেষু চ (হরিবিমুখসঙ্গং চ বর্জ্জয়তীত্যর্থঃ), স ভক্তঃ প্রাকৃতঃ (কনিষ্ঠঃ বৈষ্ণবপ্রায়ঃ, ন তু শুদ্ধ ইত্যর্থঃ) স্মৃতঃ (কথিতঃ)।

৭২। ভক্তের একমাত্র উপাস্য-বস্তুই শ্রীভগবান্ বিষ্ণু ; ভগবদ্‌গুণসমূহ ভক্তেরই সম্পত্তি। ভগবানের সকলগুণরাশিই শুদ্ধভক্তে সঞ্চারিত হয়।

৭৩। শ্রীশুক পরীক্ষিতের নিকট 'ভদ্রশ্রবা' নামক বর্ষপতি ও অনুচরগণকর্ত্তৃক ভগবান্ শ্রীনৃসিংহ ও তাঁহার শুদ্ধভক্তগণের স্তব-গান বর্ণন করিতেছেন। আদি ৮ম পঃ ৫৮ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

৭৮। শৌনকাদি ঋষি ভগবান্ কপিলদেবের লীলাকথা জিজ্ঞাসা করায় মহাভাগবত সূত তাঁহাদিগকে ব্যাস-সখা ভগবান্ মৈত্রেয়কর্ত্তৃক পূর্ব্বকালে বিদুরের নিকট বর্ণিত ঐ আত্মতত্ত্ব ও ভগবান্ কপিল ও দেবহূতি-সংবাদ-প্রসঙ্গ বর্ণন করিতেছেন, কপিলদেব অসদ্বস্তুতে আসক্তিকেই জীবের বন্ধনকারণ ও সদ্বস্তুতে আসক্তিকেই মোক্ষদ্বাররূপে বর্ণন করিয়া সদ্বস্তু সাধুগণের প্রথমে 'তটস্থ', পরে 'স্বরূপ'-লক্ষণ বলিতেছেন,—

(সাধূনাং লক্ষণমাহ—) তিতিক্ষবঃ (সহিষ্ণবঃ) কারুণিকাঃ (দয়ার্দ্রচিত্তাঃ) সর্ব্বদেহিনাং (সর্ব্বজীবানাং) সুহৃদঃ (বান্ধবাঃ) অজাতশত্রবঃ (নির্ব্বৈরাঃ) শান্তাঃ (নিষ্কামাঃ) সাধুভূষণাঃ (সাধু সুশীলং, তদেব ভূষণং যেষাং তে) সাধবঃ (শাস্ত্রানুবর্ত্তিনঃ)।

৭৯। কোন সময় রাজর্ষি ভরতের পিতা ভগবান্ ঋষভদেব ব্রহ্মাবর্ত্তে উপস্থিত হইয়া ঋষিগণের নিকট উপদেশ-শ্রবণরত পুত্রগণের নিকট মোক্ষধর্ম্ম ও পারমহংস্য-ধর্ম্ম বর্ণন করিয়াছিলেন,—

[তত্ত্বকোবিদাঃ] মহৎসেবাং (বৈষ্ণবপরিচর্য্যাং) বিমুক্তেঃ (সংসারবন্ধনস্য) দ্বারং (মোচনহেতুম্) আহুঃ (কথয়ন্তি) যোষিতাং সঙ্গিসঙ্গং (স্ত্রীসঙ্গিবিষয়িণাং ভোক্তৃণাং সঙ্গং) তমোদ্বারং (সংসারস্য নরকস্য বা, দ্বারং হেতুম্ আহুঃ) ; [তত্র] যে সমচিত্তাঃ (সমদর্শিনঃ পণ্ডিতাঃ) প্রশান্তাঃ (শুদ্ধচিত্তাঃ) বিমন্যবঃ (ক্রোধরহিতাঃ) সুহৃদঃ (বান্ধবাঃ) সাধবঃ (পরদোষাদর্শিনঃ), তে মহান্তঃ [জ্ঞেয়াঃ]।

সাধুসঙ্গের মাহাত্ম্য-বর্ণন ; সাধুসঙ্গফলেই কৃষ্ণসেবা-লাভ ঃ—

কৃষ্ণভক্তি-জন্মমূল হয় 'সাধুসঙ্গ'।
কৃষ্ণপ্রেম জন্মে, তেঁহো পুনঃ মুখ্য অঙ্গ ॥ ৮০ ॥

সুকৃতিফলে সাধুসঙ্গ, তৎফলে কৃষ্ণভক্তি ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৫১।৫৩)—

ভবাপবর্গো ভ্রমতে যদা ভবে-
জ্জনস্য তর্হ্যচ্যুত সৎসমাগমঃ।
সৎসঙ্গমো যর্হি তদৈব সদ্গতৌ
পরাবরেশে ত্বয়ি জায়তে রতিঃ ॥ ৮১ ॥

সৎসঙ্গই পরমধন ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।২।৩০)—

অত আত্যন্তিকং ক্ষেমং পৃচ্ছামো ভবতোঽনঘাঃ।
সংসারেঽস্মিন্ ক্ষণার্দ্ধোঽপি সৎসঙ্গঃ সেবধির্নৃণাম্ ॥ ৮২ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (৩।২৫।২৫)—

সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য্যসংবিদো ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি শ্রদ্ধা রতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি ॥ ৮৩ ॥

বৈষ্ণবের আচার ও অবৈষ্ণব-নির্দ্দেশ ঃ—

অসৎসঙ্গত্যাগ,—এই বৈষ্ণব-আচার।
'স্ত্রী-সঙ্গী'—এক অসাধু, 'কৃষ্ণাভক্ত' আর ॥ ৮৪ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৮০। সাধুসঙ্গ যদিও প্রথমেই কৃষ্ণভক্তির জন্মমূল বটে, তথাপি কৃষ্ণপ্রেম জন্মিলেও সেই সাধুসঙ্গই আবার প্রেমের মুখ্য অঙ্গমধ্যে পরিগণিত।

অনুভাষ্য

৮১। মধ্য, ২২শ পঃ ৪৬ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

৮২। বসুদেবের নিকট শ্রীনারদ ভাগবতধর্ম্ম কীর্ত্তন করিতে গিয়া বিদেহরাজ নিমি ও নবযোগেন্দ্র-সংবাদ বর্ণন করিতেছেন। মহারাজ নিমি যজ্ঞ করিতেছেন, এমন সময় মহাভাগবত নবযোগেন্দ্র যদৃচ্ছাক্রমে তথায় উপস্থিত হইলে নিমি তাঁহাদিগকে যথাবিধি পূজা করিয়া বলিতেছেন,—

(হে) অনঘাঃ, (নিষ্পাপাঃ, নিরবদ্যাঃ ঋষয়ঃ), অতঃ (ভগবদ্-ভাগবত-দর্শনদুর্ল্লভত্বাৎ) ভবতঃ (যুষ্মান্) আত্যন্তিকং (নিরতিশয়ং) ক্ষেমং (কল্যাণং) পৃচ্ছামঃ ; [যতঃ] অস্মিন্ সংসারে (ভবে) ক্ষণার্দ্ধঃ (অত্যল্পকালম্) অপি [স্থায়ী] সৎসঙ্গঃ নৃণাং (পুংসাং) সেবধিঃ (সর্ব্বফলপ্রদঃ নিধিঃ—নিধিলাভে যথানন্দো ভবতি, তথা পরমানন্দঃ ইত্যর্থঃ)।

৮৩। আদি, ১ম পঃ ৬০ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

৮৪। অবৈষ্ণবসঙ্গ-পরিত্যাগই বৈষ্ণবের একমাত্র সদাচার। 'অবৈষ্ণব' বলিলে 'স্ত্রীসঙ্গী' ও 'কৃষ্ণের অভক্ত',—এই দুই শ্রেণীর লোককে বুঝায়। স্ত্রীসঙ্গ দ্বিবিধ,—'বৈধধর্ম্ম-পর' স্ত্রীসঙ্গ, যাহাতে বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত এবং 'অবৈধ' স্ত্রীসঙ্গ, যাহা—

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৮২। হে নিষ্পাপসকল, আপনাদের নিকট আমি জীবের আত্যন্তিক মঙ্গলের বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেছি। এই সংসারে ক্ষণার্দ্ধপরিমাণ সাধুসঙ্গই জীবদিগের পক্ষে অমূল্যরত্ননিধি।

৮৪। সাধুসঙ্গ—যেরূপই 'অন্বয়'রূপে বৈষ্ণব-আচার, অসৎসঙ্গ-ত্যাগও—'ব্যতিরেক'-রূপেই বৈষ্ণব-আচার। 'অসৎ'—দুইপ্রকার ; স্ত্রীসঙ্গী অর্থাৎ স্ত্রীলোকে আসক্ত ব্যক্তি—এক প্রকার 'অসাধু' এবং 'কৃষ্ণের অভক্ত' ব্যক্তি—দ্বিতীয়প্রকার 'অসাধু'। শুদ্ধভক্ত এই দুইপ্রকার অসৎসঙ্গ-ত্যাগেই বিশেষ যত্নবান্ থাকিবেন।

অনুভাষ্য

অধর্ম্মপর এবং যাহার ফলে বর্ণাশ্রমধর্ম্মের বিশৃঙ্খলতা-হেতু কর্ম্মফলজন্য নরকাদি-লাভ হয়। সংসারে পাপপরায়ণ ব্যক্তি 'বৈষ্ণব'-নামের একেবারেই অযোগ্য। 'ধর্ম্ম', 'অর্থ' ও 'কাম'-নামক ত্রিবর্গ স্ত্রীসঙ্গরূপ অবৈষ্ণবাচারে আবদ্ধ। 'মোক্ষ'-নামক চতুর্থবর্গ স্ত্রীসঙ্গ হইতে উৎপন্ন না হইলেও কৃষ্ণবৈমুখ্যক্রমে মোক্ষাভিলাষী স্ত্রীসঙ্গী অপেক্ষা অধিকতর অবৈষ্ণব ও হেয়। মায়াবাদী ও মায়াবিলাসী,—উভয়ের সঙ্গই বৈষ্ণবতা বা ভক্তি-নাশের কারণ। মায়াবাদী—মুমুক্ষু—(অর্থাৎ) মোক্ষফল-ভোগ-কামনায় আত্মোৎকর্ষের জন্য জড়ভোগ-ত্যাগী আর স্ত্রীসঙ্গী—বুভুক্ষু বা ভোগী ; উভয়েই স্ব স্ব জড়েন্দ্রিয়-তর্পণপর, কৃষ্ণেতর-ফলান্বেষী কাপট্য বা কৈতবপূর্ণ, সুতরাং 'কৃষ্ণদাস' নহে।

অমৃতানুকণা—৮০। সাধুসঙ্গই ভক্তিরাজ্যে প্রবেশের একমাত্র উপায়স্বরূপ—"ভক্তিস্তু ভগবদ্ভক্তসঙ্গেন পরিজায়তে।" (বৃহন্নারদীয় পুরাণ)। "নিজ-স্বভাব যাহার অত্যন্ত লুপ্তপ্রায়, তাহাকে কে জাগ্রত করে? কর্ম্ম, জ্ঞান ও বৈরাগ্য-চেষ্টা তাহা করিতে পারে না ; সুতরাং যাঁহার কোন ভাগ্যক্রমে স্ব-স্বভাব জাগ্রত হইয়াছে, তাঁহার (অর্থাৎ ভগবদ্ভক্তের) সঙ্গবল-ক্রমেই জীবের গুপ্তপ্রায় স্ব-স্বভাব জাগ্রত হইতে পারে। এই বিষয়ে দুইটী ঘটনার প্রয়োজন। যিনি স্ব-স্বভাব জাগ্রত করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি পূর্ব্বভক্ত্যুন্মুখী-সুকৃতিক্রমে কিয়ৎপরিমাণ শরণাপত্তি-লক্ষণা শ্রদ্ধা লাভ করেন—ইহাই একটী ঘটনা। সেই সুকৃতিবলে তাঁহার কোন উপযুক্ত সাধুর সঙ্গ হয়—ইহাই দ্বিতীয় ঘটনা।" (দশমূল-নির্য্যাস)। তদনন্তর সাধুসঙ্গ হইতেই শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি যাবতীয় ভজনক্রিয়া আরম্ভ হয়, অন্যথা সম্ভব নহে। সুতরাং শ্রদ্ধাকে কৃষ্ণভক্তি-লতিকার অঙ্কুর বলিয়া সাধুসঙ্গকে উহার মূল বলিতে হইবে—"আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোঽথ ভজনক্রিয়া। ততোঽনর্থনিবৃত্তিঃ স্যাৎ ততো নিষ্ঠা রুচিস্ততঃ।। অথাসক্তিসক্তো ভাবস্ততঃ প্রেমাভ্যুদঞ্চতি সাধকানাময়ং প্রেম্ণঃ প্রাদুর্ভাবে ভবেৎ ক্রমঃ।।"

যোষিৎসঙ্গ ও যোষিৎসঙ্গীর সঙ্গের ভয়াবহ পরিণাম ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবতে (৩।৩১।৩৩-৩৫)—

সত্যং শৌচং দয়া মৌনং বুদ্ধির্হ্রীঃ শ্রীর্যশঃ ক্ষমা ।
শমো দমো ভগশ্চেতি যৎসঙ্গাদ্যাতি সংক্ষয়ম্ ॥ ৮৫ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৮৫-৮৭। সত্য, শৌচ, দয়া, মৌন, বুদ্ধি, লজ্জা, শ্রী, যশ, ক্ষমা, শম, দম ও ঐশ্বর্য্য ইত্যাদি সমস্তই যাহার সঙ্গক্রমে ক্ষয় হইয়া যায়, সেই শোচ্য আত্মবিনাশকারী অশান্ত মূঢ় যোষিৎ-

অনুভাষ্য

৮৫-৮৬। ভগবান্ কপিলদেব দেবহূতিকে পাপপুণ্যবশে কৃষ্ণবিমুখ স্বরূপবিস্মৃত জীবের জন্মলাভের পূর্ব্বে যোনি-ভ্রমণ ও গর্ভবাস-যন্ত্রণা বর্ণনপূর্ব্বক জন্মলাভানন্তর বাল্য, পৌগণ্ড ও যৌবন-অবস্থায় নানাভাবে ইন্দ্রিয়তর্পণ বা যোষিৎসঙ্গ-স্পৃহা, তৎপ্রভাব ও কুফলের কথা তিনটী শ্লোকে বলিতেছেন,—

যৎসঙ্গাৎ (যেষাং অসতাং সঙ্গবশাৎ) সত্যং শৌচং দয়া মৌনং বুদ্ধিঃ (পারমার্থিকীত্যর্থঃ) হ্রীঃ শ্রীঃ (ভক্তিসম্পৎ) যশঃ ক্ষমা শমঃ দমঃ ভগঃ (ঐশ্বর্য্যং বৈভবং বা) ইতি সংক্ষয়ং (সম্যক্ বিনাশং) যাতি (প্রাপ্নোতি), তেষু অশান্তেষু (জড়-

তেম্বশান্তেষু মূঢ়েষু খণ্ডিতাত্মস্বসাধুষু ।
সঙ্গং ন কুর্য্যাচ্ছোচ্যেষু যোষিৎক্রীড়ামৃগেষু চ ॥ ৮৬ ॥
ন তথাস্য ভবেন্মোহো বন্ধশ্চান্যপ্রসঙ্গতঃ ।
যোষিৎসঙ্গাদ্যথা পুংসো যথা তৎসঙ্গিসঙ্গতঃ ॥ ৮৭ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

ক্রীড়া-মৃগ অসাধুর সঙ্গ কখনই করিবে না। অন্যপ্রসঙ্গে জীবের তদ্রূপ মোহবন্ধ হয় না, যেরূপ স্ত্রীসঙ্গে এবং স্ত্রীসঙ্গিসঙ্গে হইয়া থাকে।

অনুভাষ্য

বিষয়ভোগ-লম্পটেষু) মূঢ়েষু অসাধুষু খণ্ডিতাত্মসু (প্রাকৃত-দেহাদৌ অপ্রাকৃতাত্মবুদ্ধিষু) যোষিৎক্রীড়-মৃগেষু (স্ত্রীণাং ক্রীড়ামৃগাঃ একান্ত-বশীভূতাঃ তেষু স্ত্রৈণেষু) শোচ্যেষু (দুঃখা-শ্রয়েষু) অসাধুষু (অবৈষ্ণবেষু) সঙ্গং ন কুর্য্যাৎ।

৮৭। অস্য (পুংসঃ) যথা যোষিৎসঙ্গাৎ (জড়ভোক্তৃবুদ্ধ্যা ভোগ্য-সহবাসেন), যথা [চ] তৎসঙ্গিসঙ্গতঃ (যোষিদ্ভোক্তৃণাং রক্ত-শুক্রময়-দেহাদৌ আত্মবুদ্ধীনাং বা সহবাসেন), মোহঃ (বুদ্ধিনাশঃ) বন্ধঃ (ভববন্ধঃ) চ ভবেৎ, তথা অন্যপ্রসঙ্গতঃ ন ভবেৎ।

সাধুসঙ্গ-ভিন্ন কেহ কখনও স্বকপোলকল্পনা-প্রসূত উপায় অবলম্বন করিলে, মায়া কৃষ্ণভক্তির ছল ধরিয়া তাহাকে ভক্তিপথ হইতে ভ্রষ্ট করিয়া হয় ফলভোগবাদীকর্ম্মী, না হয় নির্ব্বেদ-ব্রহ্মানুসন্ধানপর জ্ঞানী অথবা সহজিয়া, সখীভেকী, কর্ম্মজড় স্মার্ত্তবুদ্ধিপর গোঁসাই, আউল, বাউল প্রভৃতি কৃষ্ণবহির্ম্মুখ-দলভুক্ত করিয়া দিবে। সাধুসঙ্গই ভক্তিপ্রতিকূল-পন্থানুসরণ প্রবৃত্তির মূলচ্ছেদনকারী—সাধুগণের প্রকৃষ্ট সঙ্গক্রমেই শ্রীভগবানের হৃৎকর্ণ-রসায়ন কথা আলোচিত হয়। সেই কথা শ্রবণ করিতে করিতে অবিদ্যানিবৃত্তি-মার্গস্বরূপ ভগবৎপাদপদ্মে ক্রমে সাধনভক্তি, ভাবভক্তি ও শেষে প্রেমভক্তি লাভ হইয়া থাকে।

প্রেমভক্তি লাভের পরও সাধুসঙ্গ পুনরায় প্রেমের মুখ্যঅঙ্গ-রূপেই নির্ণীত হওয়ায় সাধুসঙ্গের নিত্যত্ব বিঘোষিত হইয়াছে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, ভক্তিকল্পলতিকার আশ্রিত সাধকভক্তগণ সাধুসঙ্গক্রমে পরমপ্রাপ্য প্রেমফল লাভের পরও উক্ত কল্পলতার ক্রমশঃ ঊর্দ্ধোর্দ্ধ-শাখায় আরও যে-সকল উত্তরোত্তর আস্বাদন ও বৈশিষ্ট্যযুক্ত 'স্নেহ', 'মান', 'প্রণয়', 'রাগ', 'অনুরাগ', 'মহাভাব'-নামক ফলসমূহ বিরাজমান, তাহা লাভ করেন না। কারণ, উহাদিগের আস্বাদনজনিত উষ্ণতা, শীতলতা ও সম্মর্দ্দন-সহনের যোগ্যতা সাধকদেহে নাই। পশ্চাৎ স্বরূপানুবন্ধি সিদ্ধদেহ লাভ করিয়া নিত্যসিদ্ধ রাগাত্মিক ভগবৎপার্ষদ গুরুবর্গের সঙ্গক্রমেই সাধনসিদ্ধ ভক্তগণে ক্রমশঃ স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ, ভাব ও মহাভাবসকল উদিত হইয়া থাকে।

অমৃতানুকণা—৮৪। "সাধুসঙ্গের প্রতি কতটা আদর জন্মিয়াছে, তাহা জানিবার একমাত্র উপায় হইতেছে, অসৎসঙ্গ-ত্যাগের প্রতি কতটা ঔদাসীন্য বা অনাদর হইয়াছে—এই জ্ঞান। তজ্জন্য অসৎসঙ্গ-ত্যাগ একটী অন্যতম বৈষ্ণব-সদাচার মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। কারণ, অবৈষ্ণবে সম্পূর্ণরূপে অনাদর বা অনাত্মবুদ্ধি না আসা পর্য্যন্ত বৈষ্ণবে আত্মীয়-জ্ঞান হইবার আশা নাই ; যে-পরিমাণে অবৈষ্ণবে পরবুদ্ধি হইবে, সেই পরিমাণে বৈষ্ণবে আপনবুদ্ধি আসিবে। সত্যই যদি বৈষ্ণবের সহিত সম্বন্ধযুক্ত হইতে ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে অবৈষ্ণবের প্রতি মমতা সর্ব্বাগ্রে পরিহার করিতে হইবে।"—"ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্।" (ভাঃ ১১।২৬।২৬)।

দুঃসঙ্গ—স্ত্রীসঙ্গ ও অভক্তসঙ্গ-ভেদে দ্বিবিধ। "ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তুমাত্রই স্ত্রী বা যোষিৎ। তৎপ্রতি সম্যক্রূপে প্রীতি অথবা অভিনিবেশ বা ধ্যান অথবা চিত্তেতে তাহাকে সম্পূর্ণরূপে আধিপত্য করিতে দেওয়ার নাম 'সঙ্গ'। জীবের ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তুমাত্রই জড়, অচেতন। স্ত্রীদেহধারীই হউক অথবা পুরুষদেহধারীই হউক, সকলের দেহ জড়—অতএব স্ত্রী বা যোষিৎ। স্ত্রীদেহধারী বা পুরুষদেহধারী জীব যখন ভোগবুদ্ধি লইয়া জড়দেহে অভিনিবিষ্ট হয়, তখন তাহারা স্ত্রীসঙ্গী হয়। নিজেকে কৃষ্ণযোষিৎ বা দৃশ্য অভিমান যেখানে, সেখানে যোষিৎসঙ্গ নাই। পুরুষাভিমান তথা দ্রষ্টাভিমান থাকিলেই যোষিৎসঙ্গ হয়। ভোক্তা-অভিমানে ভোগ্যজ্ঞানে দর্শনই যোষিৎদর্শন। ** যেখানে গুরুদর্শন, সেখানে প্রকৃতি-দর্শন নাই। কৃষ্ণবস্তু-দর্শন হইলে আর প্রকৃতি-দর্শন থাকে না। জীবমাত্রই কৃষ্ণশক্তি বা কৃষ্ণযোষিৎ ; সুতরাং তাহা ভোগ্য নহে, ত্যাজ্যও নহে, পরন্তু সেব্য। শ্রীপুরুষোত্তমের সহিত সম্বন্ধযুক্ত হইতে পারিলে তুচ্ছ অধম-পুরুষত্ব দূর হইয়া যোষিৎদর্শন হইতে নিষ্কৃতি লাভ হয়।

হরিবিমুখ-সঙ্গের প্রতি ভক্তের মনোভাব ঃ—

কাত্যায়নসংহিতা-বচন—

বরং হুতবহজ্বালা-পঞ্জরান্তর্ব্যবস্থিতিঃ ।
ন শৌরিচিন্তাবিমুখ-জনসংবাসবৈশসম্ ॥ ৮৮ ॥

বিষ্ণুভক্তিহীনের প্রতি ব্যবহার-বিধি ঃ—

গোস্বামিপাদোক্তি—

মা দ্রাক্ষীঃ ক্ষীণপুণ্যান্ ক্বচিদপি ভগবদ্ভক্তিহীনান্ মনুষ্যান্ ॥৮৯॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৮৮। অগ্নির জ্বালার মধ্যে পিঞ্জরবন্ধন হইতে যে ক্লেশ হয়, তাহা বরং সহ্য করা উচিত, তথাপি কৃষ্ণচিন্তা-বহির্ম্মুখ জনের কষ্টকর সঙ্গ কখনই করিবে না। তাৎপর্য্য এই যে, যদি কাহারও অগ্নিতে পুড়িয়া মরিতে অথবা কারারুদ্ধ হইতে হয় তাহাও স্বীকার করিবে, তথাপি কৃষ্ণবহির্ম্মুখ-লোকের সহিত সঙ্গ করিবে না।

৮৯। ক্ষীণপুণ্য ভগবদ্ভক্তিহীন মনুষ্যগণকে কখনও দেখিও না।

অনুভাষ্য

৮৮। হুতবহজ্বালা-পঞ্জরান্তর্ব্যবস্থিতিঃ (প্রজ্বলিতবহ্নিশিখায়াং পিঞ্জরমধ্যনিবাসঃ অপি) বরং [প্রার্থনীয়ঃ তথাপি] শৌরি-চিন্তাবিমুখজনসংবাস-বৈশসং (শৌরেঃ কৃষ্ণস্য চিন্তায়াঃ বিমুখঃ জনঃ তেন সহ সম্যক্ বাসঃ, স এব বৈশসং বিপৎপাতঃ) ন।

৮৯। ভগবদ্ভক্তিহীনান্ (কৃষ্ণসেবাবিহীনান্) ক্ষীণপুণ্যান্ (মন্দভাগ্যান্) মনুষ্যান্ ক্বচিৎ (লৌকিক-মর্য্যাদৌ) অপি মা (ন) অদ্রাক্ষীঃ (পশ্যেৎ)।

পরমহংস বা নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণবের আচরণ ঃ—

এত সব ছাড়ি' আর বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম ।
অকিঞ্চন হঞা লয় কৃষ্ণৈক-শরণ ॥ ৯০ ॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (১৮।৬৬)—

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥ ৯১ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৯০। এই দুইপ্রকার অসাধুসঙ্গ এবং বর্ণাশ্রমধর্ম্মের আসক্তি পরিত্যাগপূর্ব্বক অকিঞ্চনভাবে একমাত্র কৃষ্ণের শরণাপন্ন হও।

অনুভাষ্য

৯১। মধ্য, ৮ম পঃ ৬৩ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

"স্ত্রীজাতিকে ঘৃণা করিয়া কেহ কখনও স্ত্রীসঙ্গ হইতে রক্ষা পাইতে পারে না। কেবল দ্বেষ বা হেয়জ্ঞান করিতে গেলে আসক্তি আরও বৃদ্ধি পাইবে। ঘৃণা আসক্তিরই আর একটী দিক্। আসক্তি অপেক্ষা ঘৃণাতে আরও বেশী অভিনিবেশ হইয়া থাকে। আকার দর্শন করিতে গেলেই এই আসক্তি অথবা ঘৃণা আসিয়া উপস্থিত হয়। ভোগ্যজ্ঞান করিয়া পশ্চাৎ ঘৃণা বা উপেক্ষা করিতে গেলে ব্যতিরেক চিন্তার দরুণ যোষিৎসঙ্গী অবশ্যই হইতে হইবে। ** কৃত্রিম উপায়ে যোষিৎসঙ্গ বা যোষিৎদর্শন হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায় না। শরণাগত হইলে—কৃষ্ণদাস অভিমান জাগিলে তাহা দূর হয়। ভোগনেত্রে দর্শন করিলে ভোগ্যদর্শন হয়। সেইজন্য সাধু-শাস্ত্র কর্ণের দ্বারা দর্শন করিতে বলিয়াছেন। 'শ্রুতি'র অনুগত হইয়া দর্শন করিলে—সেবোন্মুখ প্রপন্ন কর্ণের দ্বারা দর্শন করিলেই দর্শন ঠিক হইবে।" ('স্ত্রীসঙ্গ গর্হণীয়'—দৈনিক নদীয়া প্রকাশ)।

অভক্তসঙ্গ অবশ্যই পরিত্যজ্য। "অভক্ত কে? যাঁহারা ভগবানের অনুগত নন, তাঁহারাই অভক্ত। জ্ঞানবাদী পুরুষ কখনই ভগবানের অনুগত নন। তিনি মনে করেন যে,—'আমিও জ্ঞানবলে ভগবানের সমান হইব। জ্ঞানবলেই ভগবানের ব্রহ্মতা এবং জ্ঞানবলে আমিও ব্রহ্ম হইব।' অতএব জ্ঞানবাদীর সমস্ত চেষ্টাই ভগবান্ হইতে স্বাধীন হওয়া। আত্মজ্ঞানী ও প্রাকৃত-জ্ঞানিগণও শ্রীভগবানের কৃপার অপেক্ষা করেন না। সুতরাং জ্ঞানিমাত্রই অভক্ত। যদিও কোন জ্ঞানী সাধনকালে ভক্তিকে স্বীকার করেন, কিন্তু তিনি সিদ্ধিকালে ভক্তিকে বিসর্জ্জন দেন। অতএব যাঁহারা জ্ঞানবাদে আসক্ত, তাঁহাদিগকে অভক্তমধ্যে গণনা করা হইয়াছে। ** কর্ম্মবাদী পুরুষগণও ভক্ত নহেন, অতএব তাঁহারা অভক্ত। কৃষ্ণপ্রসাদ লাভের জন্য যদি কেহ কর্ম্ম করেন, তবে সে-কর্ম্মের নাম 'ভক্তি'। যে-কর্ম্ম প্রাকৃত-ফল বা বহির্ম্মুখ-জ্ঞান দান করেন, সে-কর্ম্ম ভগবদ্বিমুখ। স্বার্থপর কর্ম্মকেই কর্ম্ম বলে। অতএব কর্ম্মী ব্যক্তিকেও অভক্ত বলা যায়।

"যোগিগণ কোন স্থলে জ্ঞানের ফল কৈবল্য-মোক্ষ এবং কোন স্থলে কর্ম্মের ফল বিভূতি (ঐশ্বর্য্য) অনুসন্ধান করিয়া বেড়ান। তাহাতে তাঁহাদিগকে অভক্তই বলা যায়। বহুদেব-পূজকগণের অনন্য-শরণাপত্তি না থাকায় তাহাদিগকেও অভক্ত বলা যায়। যাঁহারা কেবল শুষ্ক ন্যায়াদি-বিচারে আসক্ত, তাঁহারাও ভগবদ্বহির্ম্মুখ। যাঁহারা এরূপ সিদ্ধান্ত করেন যে, 'ভগবান্ একটী কাল্পনিক তত্ত্বমাত্র, তাঁহাদের ত' কথাই নাই। যাঁহারা বিষয়ে আসক্ত হইয়া ভগবান্‌কে স্মরণ করিতে অবকাশ পান না, তাঁহারাও অভক্ত-মধ্যে গণ্য। এইসকল অভক্তদিগের সংসর্গ করিলে অতি অল্পকালের মধ্যে বুদ্ধিনাশ হয় এবং তাঁহাদের সমান-প্রবৃত্তি আসিয়া হৃদয়ে আসন গ্রহণ করে। যদি কাহারও শুদ্ধভক্তি পাইতে বাসনা থাকে, তিনি বিশেষ সতর্কতার সহিত অভক্ত-সঙ্গ পরিত্যাগ করিবেন।' ('সঙ্গত্যাগ'—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর)।

অমৃতানুকণা—৯০। শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই বাক্যে কেহ কেহ বর্ণাশ্রম-বিচার পরিত্যজ্য বলিয়া মনে করেন। তাঁহারা এতৎপ্রসঙ্গে সাধ্যসাধনবিচার-নির্ণয়কালে শ্রীরামানন্দপ্রভু-কথিত 'বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম' সম্বন্ধে মহাপ্রভুর 'এহো বাহ্য' উক্তি এবং মহাপ্রভুর কথিত "নাহং বিপ্রঃ" শ্লোককে তাঁহাদের উক্ত চিন্তাস্রোতের পরিপোষক বলিয়া জ্ঞান করেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা কখনও 'সিদ্ধান্ত' বলিয়া গণ্য হইতে পারে না।

কৃষ্ণই একমাত্র ভজনীয় বস্তু ঃ—

ভক্তবৎসল, কৃতজ্ঞ, সমর্থ, বদান্য ।
হেন কৃষ্ণ ছাড়ি' পণ্ডিত নাহি ভজে অন্য ॥ ৯২ ॥

আত্মপ্রদ সর্ব্বাত্মা কৃষ্ণ ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৪৮।২৬)—

কঃ পণ্ডিতস্ত্বদপরং শরণং সমীয়া-
দ্ভক্তপ্রিয়াদৃতগিরঃ সুহৃদঃ কৃতজ্ঞাৎ ।
সর্ব্বান্ দদাতি সুহৃদো ভজতোঽভিকামা-
নাত্মানমপ্যুপচয়াপচয়ৌ ন যস্য ॥ ৯৩ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৯৩। প্রিয়, সত্যবাক্, সুহৃৎ ও কৃতজ্ঞরূপ আপনাকে ছাড়িয়া কোন্ পণ্ডিত অপরের শরণাপন্ন হয়? আপনি ভজনশীল সুহৃদ্ ব্যক্তিগণকে সমস্ত কাম এবং আপনাকে পর্য্যন্ত দিয়া থাকেন, অথচ আপনার হ্রাস-বৃদ্ধি নাই।

অনুভাষ্য

৯২। ভক্তবৎসল, কৃতজ্ঞ, উদার ও সামর্থ্যবান্ কৃষ্ণকে ত্যাগ করিয়া কোন পণ্ডিতই কৃষ্ণেতর তুচ্ছবস্তুর ভজনা করেন না।

উদ্ধবই অনন্য-কৃষ্ণভজনের প্রমাণ ঃ—

বিজ্ঞ-জনের হয় যদি কৃষ্ণগুণ-জ্ঞান ।
অন্য ত্যজি' ভজে, তাতে উদ্ধব—প্রমাণ ॥ ৯৪ ॥

কৃষ্ণ—দয়ার সাগর ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবতে (৩।২।২৩)—

অহো বকী যং স্তনকালকূটং
জিঘাংসয়াপায়য়দপ্যসাধ্বী ।
লেভে গতিং ধাত্র্যুচিতাং ততোঽন্যং
কং বা দয়ালুং শরণং ব্রজেম ॥ ৯৫ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৯৫। অহো, এই বকাসুর-ভগ্নী পূতনা, যাঁহাকে বধ করিবার জন্য অসাধু-বৃত্তিযুক্তা হইয়া স্তনকালকূট পান করাইয়াছিল এবং তাহা করিয়াও মাতৃযোগ্যা গতি লাভ করিয়াছিল, তদ্ব্যতীত (সেই কৃষ্ণ বিনা) আর কোন্ দয়ালুর শরণাপন্ন হইতে পারি?

অনুভাষ্য

যিনি কৃষ্ণভজন ছাড়িয়া জড়বিষয়-মুগ্ধ হন, তাঁহার তুল্য মূর্খ আত্মঘাতী জন নিতান্ত বিরল।

"মহাপ্রভুর ('এহো বাহ্য') উক্তির তাৎপর্য্য এই যে,—হে রামানন্দ! স্থূল-লিঙ্গদেহকে নিয়মিত করিবার জন্য বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম। যদি কেহ কেবল তাহাতেই সন্তুষ্ট হইয়া শ্রীহরিভজন না করে, তবে তাহার কি লাভ হইল? সুতরাং বর্ণাশ্রম-বিধি বদ্ধজীবের একমাত্র শুদ্ধ-জীবনোপায় হইলেও তাহা 'বাহ্য'। ইহার দ্বারা এরূপ সিদ্ধান্ত করিতে হইবে না যে, শ্রীমহাপ্রভু বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মকে দূরে নিক্ষেপ করিতে আজ্ঞা দিয়াছেন। যদি তাহাই হইত, তবে তাঁহার জীবন-লীলায় গৃহস্থ-অবস্থায় গার্হস্থ্য ও সন্ন্যাসাবস্থায় সন্ন্যাস-ধর্ম্ম সম্পূর্ণরূপে পালন করিয়া তিনি সর্ব্বজীবকে শিক্ষা দিতেন না। বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম যাবদ্দেহ অবশ্য আশ্রয়ণীয় ; কিন্তু তাহা সর্ব্বদা ভক্তির সম্পূর্ণ অধিকারে ও অধীনে থাকিবে। বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম 'পরধর্ম্মের' ভিত্তিস্বরূপ। 'পরধর্ম্মের' পরিপক্কতা হইলে উপেয়-প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে উপায়ের ক্রমশঃ অনাদর হয়। আবার দেহত্যাগের সহিতও তাহা পরিত্যক্ত হয়।

"শ্রীরামানন্দ-কর্ত্তৃক উদ্ধৃত শ্লোকের শেষার্দ্ধে আছে যে, 'বিষ্ণুরারাধ্যতে পন্থা নান্যত্তত্তোষ-কারণম্।' তাহাতে জানিতে হইবে যে, বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মাবলম্বন ব্যতীত সংসারী জীবের শ্রীহরিভজনের অনুকূল জীবনোপায় আর কোন পন্থা নাই। ইহাকে ভক্তজীবন-লাভের একমাত্র পন্থা বলা যায়।" ('সাধুবৃত্তি'—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর)।

'নাহং বিপ্রঃ' শ্লোক-কীর্ত্তনকারী শ্রীমন্মহাপ্রভু পুনরায় স্বয়ংই "আমি ত' সন্ন্যাসী, আমার সমদৃষ্টি ধর্ম্ম" (চৈঃ চঃ অঃ ৪।১৭৯), "আমি ত' সন্ন্যাসী, আপনারে বিরক্ত করি মানি" (চৈঃ চঃ অঃ ৫।৩৫), "ভিক্ষুক সন্ন্যাসী আমি নির্জ্জনবাসী" (চৈঃ চঃ অঃ ৯।৬৪)—প্রভৃতিরূপে পুনঃ পুনঃ নিজকে বর্ণাশ্রম-গত সন্ন্যাসী বলিয়াই ঘোষণা করিয়াছেন। সুতরাং এস্থলে মহাপ্রভুর নিজ আচরণে বর্ণাশ্রম-পরিত্যাগের কোন দৃষ্টান্তই লক্ষিত হয় না। "চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং" (গীতা ৪।১৩)—বর্ণাশ্রম-ব্যবস্থার যিনি স্রষ্টা, তিনি স্বয়ংই অবতীর্ণ হইয়া পুনরায় তিনিই উক্ত ব্যবস্থা লঙ্ঘনের উপদেশদ্বারা সমগ্র লোক উৎসন্ন করিতে পারেন না। "উৎসীদেয়ুরিমে লোকা ন কুর্য্যাং কর্ম্ম চেদহম্।" (গীতা ৩।২৪)—'যদি আমি যথাবিধি কর্ম্ম না করি, তবে আমার দৃষ্টান্তে এই সমস্ত লোক উৎসন্ন হইবে।' "বর্ণাশ্রম দূর হইলে মানবের বৈজ্ঞানিক সমাজ বিনষ্ট হইবে এবং 'পুনর্মূষিকো ভব' এই অভিশাপ প্রাপ্ত হইয়া স্বেচ্ছাচারী ম্লেচ্ছদিগের ন্যায় অবৈধ জীবনের সুবিধা লাভ করিবে। যেখানে বর্ণাশ্রমধর্ম্ম নাই, সেখানে নিষ্কাম কর্ম্মযোগ ও তৎসাধ্য জ্ঞানযোগ ও চরমফলরূপ ভক্তিযোগ সুষ্ঠুরূপে আচরিত হইতে পারে না।" (সজ্জনতোষণী)। সুতরাং শ্রীমন্মহাপ্রভু কার্য্যতঃ যথার্থ বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম স্বয়ং সুষ্ঠুরূপে আচরণ করিয়াই বর্ণাশ্রম-ব্যবস্থার প্রকৃত তাৎপর্য্য প্রদর্শন করিয়াছেন—"চারি বর্ণাশ্রমী যদি কৃষ্ণ নাহি ভজে। স্বকর্ম্ম করিতে সে রৌরবে পড়ি' মজে।।" (চৈঃ চঃ মঃ ২২।২৬)

এস্থলে মহাপ্রভুর "এত সব ছাড়ি' আর বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম। অকিঞ্চন হৈয়া লয় কৃষ্ণৈকশরণ।।"—বাক্যে তাঁহার পূর্ব্ব উপদিষ্ট 'নাহং বিপ্রঃ" শ্লোকেরই প্রতিধ্বনি হইয়াছে। বর্ণাশ্রম-গত অভিমান বা উহার প্রতি আসক্তি পরমপুরুষার্থ-সাধনের ক্ষেত্রে নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। সেস্থলে স্থূল-লিঙ্গদেহগত বর্ণাশ্রমিক পরিচয় কোন কার্য্যকরী নহে—সুতরাং তত্তৎ অভিমান ও তৎপ্রতি আসক্তি ছাড়িয়া, এমনকি রূপ-ধন-বিদ্যাভিমান পরিত্যাগপূর্ব্বক অকিঞ্চন হইয়া কেবল নিজ স্বরূপগত "গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ" পরিচয়ই অবলম্বন করিতে হইবে।

পরমহংস বা বৈষ্ণবই কৃষ্ণে সমর্পিতাত্মা ঃ—

শরণাগতের, অকিঞ্চনের—একই লক্ষণ ।
তার মধ্যে প্রবেশয়ে 'আত্মসমর্পণ' ॥ ৯৬ ॥

ছয়প্রকার শরণাগতি ঃ—

হরিভক্তিবিলাস (১১।৪১৭)-ধৃত বৈষ্ণবতন্ত্রবাক্য—

আনুকূল্যস্য সঙ্কল্পঃ প্রাতিকূল্য-বিবর্জ্জনম্ ।
রক্ষিষ্যতীতি বিশ্বাসো গোপ্তৃত্বে বরণং তথা ।
আত্মনিক্ষেপ-কার্পণ্যে ষড়্‌বিধা শরণাগতিঃ ॥ ৯৭ ॥

শরণাগতের আচরণ ঃ—

হরিভক্তিবিলাস (১১।৪১৮)-ধৃত বৈষ্ণবতন্ত্রবাক্য—

তবাস্মীতি বদন্ বাচা তথৈব মনসা বিদন্ ।
তৎস্থানমাশ্রিতস্তন্বা মোদতে শরণাগতঃ ॥ ৯৮ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৯৬। 'অকিঞ্চন ভক্ত' ও 'শরণাগত ভক্ত'—এ দুয়ের একই লক্ষণ। ইহাদের মধ্যে শরণাগতের 'আত্মসমর্পণ'-রূপ একটী লক্ষণ অধিক।

৯৭। শরণাগতির ছয়প্রকার লক্ষণ—(১) আনুকূল্য-সঙ্কল্প অর্থাৎ 'কৃষ্ণভক্তির যাহা অনুকূল' তাহা আমি অবশ্যই স্বীকার করিব'—এইরূপ সঙ্কল্প ; (২) প্রাতিকূল্য-বিবর্জ্জন অর্থাৎ 'কৃষ্ণ-ভক্তির যাহা প্রতিকূল, তাহা আমি অবশ্য বর্জ্জন করিব' এইভাবে ত্যাগ ; (৩) 'তিনি রক্ষা করিবেন' অর্থাৎ 'কৃষ্ণ ব্যতীত আমার কেহ রক্ষাকর্ত্তা নাই', এই বিশ্বাস—'অভেদ ব্রহ্মজ্ঞানদ্বারা আমি মৃত্যু হইতে রক্ষিত হইতে পারি' এইরূপ বিশ্বাস নয়, 'কৃষ্ণ কৃপা করিয়া আমাকে রক্ষা করিবেন',—এইরূপ বিশ্বাস ; (৪) কৃষ্ণকে 'গোপ্তা' বা 'পালয়িতা' বলিয়া বরণ অর্থাৎ 'সমস্ত কর্ম্ম করিয়া আমি ও তত্তদধিষ্ঠাতৃদেবতাকর্ত্তৃক পালিত হইব',—এইরূপ বিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক 'কৃষ্ণই আমার একমাত্র পালন-কর্ত্তা এবং দেব-মনুষ্যগণের মধ্যে আর কেহই আমার পালনকর্ত্তা নাই'—এইরূপ স্থির বিশ্বাস ; (৫) আত্মনিক্ষেপ অর্থাৎ 'আমার ইচ্ছা স্বতন্ত্র নয়,উহা—কৃষ্ণেচ্ছায় পরতন্ত্র' এইরূপ বুদ্ধিই আত্ম-সমর্পণ, এবং (৬) কার্পণ্য অর্থাৎ আপনাকে দীন-বুদ্ধি।

৯৮। শরণাগত ব্যক্তি ভগবল্লীলাস্থান শরীরদ্বারা আশ্রয়-পূর্ব্বক 'হে ভগবন্, আমি—তোমার' ইহা মুখে বলিয়া এবং মনে জানিয়া আনন্দলাভ করিয়া থাকেন।

অনুভাষ্য

৯৬। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কুব্জার অভীষ্টবাঞ্ছা পূর্ণ করিয়া অক্রূরকে হস্তিনাপুরে প্রেরণ করিবার বাসনায় রামের সহিত তদীয় গৃহে উপস্থিত হইলে, অক্রূর তাঁহাদিগের বন্দনা করিতে করিতে স্তব করিতেছেন,—

[যতো ভবান্] ভজতঃ (ভজনশীলান্) সর্ব্বান্ সুহৃদঃ (মিত্রান্) অভিকামান্ (সর্ব্বতোভাবেন কামান্), যস্য (চ) উপচয়াপচয়ৌ (হ্রাসবৃদ্ধী) ন স্তঃ, (তাদৃশম্) আত্মানং (নিজ-বিগ্রহম্) অপি দদাতি, [অতঃ] ভক্তপ্রিয়াৎ (ভক্তবৎসলাৎ) ঋতগিরঃ (সত্যবাচঃ) সুহৃদঃ (বান্ধবাৎ) কৃতজ্ঞাৎ (ভক্তপ্রেম-প্রতিদানকারিণঃ) ত্বত্তঃ (ত্বাং বিনা) অপরং শরণং (আশ্রয়ং) কঃ পণ্ডিতঃ সমীয়াৎ (গচ্ছেৎ)?

৯৪। কৃষ্ণগুণ-জ্ঞান হইবামাত্র অভিজ্ঞ ব্যক্তি অপর উপাসনা ত্যাগ করিয়া কৃষ্ণেরই ভজন করেন ; এ বিষয়ে উদ্ধবই প্রমাণ।

৯৫। মহাভাগবত শ্রীল উদ্ধব শ্রীকৃষ্ণবিচ্ছেদজন্য শোকাকুল হইয়া বিদুরের নিকট শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলাদি বর্ণন করিতেছেন,—

অহো (আশ্চর্য্যং), বকী (পূতনা) জিঘাংসয়া (হন্তুম্ ইচ্ছয়া অপি) স্তনকালকূটং (স্তনয়োঃ গৃহীতং কালকূটং বিষং) যং (কৃষ্ণম্) অপায়য়ৎ, অসাধ্বী (কৃষ্ণবিরোধিনী দুষ্টা দানবী) অপি ধাত্র্যুচিতাং (পালয়িত্র্যাঃ স্তনদাতৃকায়াঃ যোগ্যাং) গতিম্ (উত্তমাং গতিং) লেভে, ততঃ (শ্রীকৃষ্ণাৎ) অন্যং (অপরং) কং বা দয়ালুং (বদান্যং) শরণং ব্রজেম (ভজেমেত্যর্থঃ)।

৯৭। আনুকূল্যস্য (কৃষ্ণভজনসহায়স্য) সঙ্কল্পঃ (সম্যক্ নির্ণয়ঃ, গ্রহণং বা), প্রাতিকূল্যবিবর্জ্জনং (কৃষ্ণভজনবিরোধিবস্তু-সঙ্গত্যাগঃ), মাং রক্ষিষ্যতি ইতি বিশ্বাসঃ (দৃঢ়শ্রদ্ধা,—"ক্ষেমং বিধাস্যতি স নো ভগবাংস্ত্র্যধীশঃ" ইত্যাদি প্রকারঃ), গোপ্তৃত্বে (প্রভুত্বে, পালয়িতৃত্বে, পতিত্বে বা) বরণং (প্রার্থনম্ অঙ্গীকরণং বা—"ত্বাং প্রপন্নোঽস্মি শরণং দেবদেবং জনার্দ্দনম্। ইতি যঃ শরণং প্রাপ্তস্তং ক্লেশাদুদ্ধরাম্যহম্।।" ইতি নারসিংহোক্তপ্রকারম্), আত্মনিক্ষেপকার্পণ্যে (আত্মসমর্পণং "কেনাপি দেবেন হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি, তথা করোমি" ইতি গৌতমীয়তন্ত্রোক্তপ্রকারং চ, স্বীয়দৈন্যজ্ঞাপকং কার্পণ্যং "পরমকারুণিকো ন ভবৎপরঃ পরমশোচ্যতমো ন চ মৎপরঃ" ইতাদিপ্রকারং চ—কাকুভাষণঞ্চে-ত্যর্থঃ)—ইতি ষড়্‌বিধা শরণাগতিঃ (শরণাপত্তিঃ) * ।

* *"আনুকূল্যস্য সঙ্কল্পঃ"—যাহা কৃষ্ণভজন-সহায়, তাহার সম্যক্ নির্ণয় বা গ্রহণ ; "প্রাতিকূল্য-বিবর্জ্জনম্"—কৃষ্ণভজন-বিরোধী বস্তুর সঙ্গত্যাগ ; "রক্ষিষ্যতীতি বিশ্বাসঃ"—'ত্রিলোকাধীশ সেই ভগবান্ আমাদের মঙ্গল বিধান করিবেন', এইপ্রকারে দৃঢ়শ্রদ্ধা ; "গোপ্তৃত্বে বরণম্"—প্রভুরূপে, পালয়িতারূপে বা পতিরূপে বরণ, অথবা প্রার্থনা অঙ্গীকার, যেমন নারসিংহ-পুরাণে উক্ত হইয়াছে,—'হে ভগবন্! দেবদেব জনার্দ্দন! আপনার শরণ গ্রহণ করিতেছি, এইরূপে যিনি আমার শরণাগত হন, আমি তাহাকে সকল ক্লেশ হইতে উদ্ধার করিয়া থাকি' ;*

বৈষ্ণব কৃষ্ণাভিন্ন ঃ—

শরণ লঞা করে কৃষ্ণে আত্মসমর্পণ ।
কৃষ্ণ তাঁরে করে তৎকালে আত্মসম ॥ ৯৯ ॥

কৃষ্ণের ন্যায় বৈষ্ণবও সচ্চিদানন্দময় ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।২৯।৩২)—

মর্ত্ত্যো যদা ত্যক্তসমস্তকর্ম্মা নিবেদিতাত্মা বিচিকীর্ষিতো মে ।
তদামৃতত্বং প্রতিপদ্যমানো ময়াত্মভূয়ায় চ কল্পতে বৈ ॥১০০॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১০০। মরণশীল জীব যখন সমস্ত কর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক আপনাকে আমার (ভগবানের) প্রতি সম্পূর্ণরূপে নিবেদন করিয়া আমার ইচ্ছায় ক্রিয়া করিয়া থাকেন, তখন অমৃতত্ব লাভ করিয়া আমার সহিত একযোগে চিৎস্বরূপ রস-ভোগে কল্পিত অর্থাৎ যোগ্য হন।

অনুভাষ্য

ভক্তিসন্দর্ভে ২৩৬ সংখ্যায় শ্রীজীবপ্রভু—"অঙ্গাঙ্গিভেদেন ষড়্‌বিধা ; তত্র 'গোপ্তৃত্বে বরণম্‌' এবাঙ্গি, শরণাগতিশব্দেনৈকার্থ্যাৎ ; অন্যানি ত্বঙ্গানি, তৎপরিকরত্বাৎ। ** তদেবং যস্য সর্ব্বাঙ্গসম্পন্না শরণাপত্তিস্তস্য ঝটিত্যেব সম্পূর্ণফলা ; অন্যেষাং তু যথাসম্পত্তি যথাক্রমঞ্চেতি জ্ঞেয়ম্‌। তামেতাং শরণাপত্তিং শ্লাঘ্যতে (ভাঃ ১১।১৯।৯ পদ্যেন)—শরণাগতানাং সর্ব্বদুঃখদূরীকরণং নিজ-মাধুরীণাং সর্ব্বতো বর্ষঞ্চাত্রাভিহিতম্‌।"*

৯৮। শরণাগতঃ (প্রপন্নঃ) '[অহং] তব [এব] অস্মি' ইতি বাচা বদন্‌, তথা এব মনসা বিদন্‌ (আত্মানং সেবাপরং জানন্‌) তন্বা (শরীরেণ) তৎস্থানং (ভগবন্তঃ ভক্তস্য চ স্থানম্‌) আশ্রিতঃ (সন্‌) মোদতে (হৃষ্যতি)।

১০০। ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ নিজপ্রেষ্ঠ ভক্তশ্রেষ্ঠ উদ্ধবকে সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজনতত্ত্ব বর্ণন করিয়া সর্ব্বশেষে একান্ত সমর্পিতাত্মা শুদ্ধভক্তের গতি বর্ণন করিতেছেন,—

(১) সাধনভক্তির লক্ষণ-বর্ণন ঃ—

এবে সাধনভক্তি-লক্ষণ শুন, সনাতন ।
যাহা হৈতে পাই কৃষ্ণপ্রেম-মহাধন ॥ ১০১ ॥

সাধনের সংজ্ঞা ঃ—

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু (১।২।২)—

কৃতিসাধ্যা ভবেৎ সাধ্যভাবা সা সাধনাভিধা ।
নিত্যসিদ্ধস্য ভাবস্য প্রাকট্যং হৃদি সাধ্যতা ॥ ১০২ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১০২। সাধ্য ভাবভক্তি যখন কৃতি (ইন্দ্রিয়)-সাধ্য হয়, তখন তাহাকে 'সাধন-ভক্তি' বলে। ভক্তিই জীবের নিত্যসিদ্ধ ভাব, তাহাকে হৃদয়ে প্রকটাবস্থায় আনিবার নামই 'সাধ্যতা'। তাৎপর্য্য এই যে, চিৎকণ-জীবে স্বভাবতঃ চিৎসূর্য্য কৃষ্ণের যে আনন্দকণ আছে, মায়াবদ্ধ হইয়া তাহা ইহকালে লুপ্তপ্রায়। সেই নিত্যসিদ্ধ ভাবই হৃদয়ে প্রকটন যোগ্য। এই অবস্থাতেই নিত্যসিদ্ধবস্তুর সাধ্য-অবস্থা হইল। সেই সাধ্যভাবরূপ ভক্তি যখন বদ্ধজীবের ইন্দ্রিয়দ্বারা সাধিত হইতে থাকে, তখন তাহারই নাম 'সাধন-ভক্তি'।

অনুভাষ্য

যদা মর্ত্ত্যঃ (মনুষ্যঃ) ত্যক্তসমস্তকর্ম্মা (বিরতভোগ-মোক্ষঃ সন্‌) মে (মহ্যং) নিবেদিতাত্মা (ভবতি, আত্মসমর্পণং করোতীত্যর্থঃ), তদা [অসৌ] ময়া বিচিকীর্ষিতঃ (প্রেরিতঃ সন্‌ বিশেষেণ কর্ত্তুমভিলষিতো ভবতি ; ততশ্চ) অমৃতত্বং (মোক্ষং) প্রতিপদ্যমানঃ, ময়া (সহ) আত্মভূয়ায় (মাদৃশ-সচ্চিদানন্দময়ত্বায়) কল্পতে (যোগ্যো ভবতি)।

১০২। কৃতিসাধ্যা (কৃত্যা ইন্দ্রিয়-প্রেরণয়া সাধনীয়া যা) সাধ্যভাবা (সাধনীয়ঃ ভাবঃ যয়া সা) সাধনাভিধা (সাধনভক্তি-নাম্নী) ভবেৎ ; হৃদি (জীবাত্ম-হৃদয়ে) নিত্যসিদ্ধস্য (নিত্যবর্ত্তমানস্য স্বতঃপ্রকাশস্য) ভাবস্য (কৃষ্ণপ্রেমভাবস্য) প্রাকট্যম্‌ (আবিষ্করণম্‌ এব) সাধ্যতা (সাধনযোগ্যতা)।

"আত্মনিক্ষেপ-কার্পণ্যে"—আত্মসমর্পণ, যথা গৌতমীয়-তন্ত্রে উক্ত আছে 'হৃদয়স্থিত কোন দেবকর্ত্তৃক আমি যেরূপ নিযুক্ত হইতেছি, সেইরূপ করিতেছি'—ইত্যাদি প্রকার ; 'কার্পণ্য' অর্থাৎ যাহা নিজ দৈন্যজ্ঞাপক, যেমন, 'হে ভগবন্‌! আপনার অপেক্ষা অধিক কারুণিক অপর কেহ নাই এবং আমার অপেক্ষাও অধিক শোচনীয় আর কেহ নাই', ইত্যাদি প্রকার কাকুবাক্য ;—এই ছয়প্রকার শরণাগতি অর্থাৎ শরণাপত্তি।

** ভক্তিসন্দর্ভে (২৩৬ সংখ্যায়)—ছয়প্রকার শরণাগতির মধ্যে অঙ্গাঙ্গিভাব জানিতে হইবে। তন্মধ্যে 'গোপ্তৃত্বে বরণই' অঙ্গিস্বরূপ, যেহেতু উহার 'শরণাগতি'-শব্দের সহিত একই অর্থবৈশিষ্ট্য আছে এবং অন্য পাঁচটী উহার পরিকর বলিয়া অঙ্গরূপে জানিতে হইবে। ** এইরূপে যাঁহার সর্ব্বাঙ্গসম্পন্না শরণাগতি হয়, তাঁহার শরণাগতি শীঘ্রই সম্পূর্ণফলপ্রদা হইয়া থাকে। অন্যদিগের ক্ষেত্রে সম্পত্তি-অনুসারে (অর্থাৎ যে-পরিমাণে শরণাগতি, তদনুসারে) এবং ক্রমানুসারে তাহার সিদ্ধি জানিতে হইবে। এই শরণাপত্তির প্রশংসা, যথা (ভাঃ ১১।১৯।৯ পদ্যে)—'হে ভগবন্‌! এই ঘোর সংসারে ত্রিতাপদ্বারা আক্রান্ত সন্তপ্তচিত্ত মানবগণের পক্ষে তোমার অমৃতরাশি-বর্ষণশীল পাদপদ্মযুগল-রূপ ছত্র ব্যতীত অন্য আশ্রয় দেখিতেছি না।' এস্থলে শরণাগতগণের সর্ব্বদুঃখ-দূরীকরণ এবং সর্ব্বত্র নিজ মাধুরীবর্ষণ বর্ণিত হইয়াছে।*

সাধনভক্তির স্বরূপ ও তটস্থ-লক্ষণ ঃ—

শ্রবণাদি-ক্রিয়া—তার 'স্বরূপ' লক্ষণ ।
'তটস্থ'-লক্ষণে উপজয় প্রেমধন ॥ ১০৩ ॥

নিত্যসিদ্ধ নিরপেক্ষ শুদ্ধ (অনন্য কেবল বা অনুকূল) অভিধেয়-দ্বারাই নিত্যসিদ্ধ স্বপ্রকাশ শুদ্ধপ্রয়োজন-লাভ ঃ—

নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম 'সাধ্য' কভু নয় ।
শ্রবণাদি-শুদ্ধচিত্তে করয়ে উদয় ॥ ১০৪ ॥

সাধনভক্তির ভেদ—(১) বৈধী ও (২) রাগানুগা ঃ—

এই ত' সাধনভক্তি—দুই ত' প্রকার ।
এক 'বৈধী ভক্তি', 'রাগানুগা ভক্তি' আর ॥ ১০৫ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১০৩-১০৬। অনুকূলভাবের সহিত শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণই সেই ভক্তির 'স্বরূপ'-লক্ষণ। অন্যাভিলাষ-ত্যাগ ও জ্ঞানকর্ম্মের সহিত সম্বন্ধ-ছেদনদ্বারা সেই স্বরূপলক্ষণ 'প্রেমধন' উৎপন্ন করে। কৃষ্ণপ্রেম—নিত্যসিদ্ধ বস্তু, তাহা কখনও (শুদ্ধভক্তি ব্যতীত অন্যবিধ অভিধেয়ের) সাধ্য নয় ; কেবলমাত্র শ্রবণাদিদ্বারা বিশোধিত চিত্তেই তাহার উদয় সম্ভব। অতএব

অনুভাষ্য

১০৭। 'মুমূর্ষু ব্যক্তির কি করা কর্ত্তব্য ?'—রাজা পরীক্ষিতের এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীল শুকদেব গোস্বামী এই প্রশ্নের বিশেষভাবে প্রশংসা করিয়া প্রথমে গৃহমেধিগণের বদ্ধদশা বর্ণনপূর্ব্বক তন্মোচনোপায় বলিতেছেন,—

হে ভারত (ভরতবংশ্য), তস্মাৎ (কৃষ্ণবিমুখো জীবঃ স্বনিধনং

(ক) বৈধীভক্তির বর্ণন ও সংজ্ঞা-নির্দ্দেশ ঃ—

রাগহীন জন ভজে শাস্ত্রের আজ্ঞায় ।
'বৈধী-ভক্তি' বলি' তারে সর্ব্বশাস্ত্রে গায় ॥ ১০৬ ॥

শ্রীহরিরই শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণ করিবার বিধি ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবতে (২।১।৫)—

তস্মাদ্ভারত সর্ব্বাত্মা ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ ।
শ্রোতব্যঃ কীর্ত্তিতব্যশ্চ স্মর্ত্তব্যশ্চেচ্ছতাভয়ম্ ॥ ১০৭ ॥

বৈধীভক্তির প্রথমে পরমহংসাবস্থা-লাভের পূর্ব্বে দৈববর্ণাশ্রম-ধর্ম্মপালন ; তাহার উৎপত্তি ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।৫।২-৩)—

মুখবাহূরুপাদেভ্যঃ পুরুষস্যাশ্রমৈঃ সহ ।
চত্বারো জজ্ঞিরে বর্ণা গুণৈর্বিপ্রাদয়ঃ পৃথক্ ॥ ১০৮ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

শুদ্ধ শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ক্রিয়াই প্রধানতঃ সাধন-ভক্তি ; তাহা দুইপ্রকার,—'বৈধী' ও 'রাগানুগা'। যাঁহাদের হৃদয়ে রাগোদয় হয় নাই, তাঁহাদের শাস্ত্রের আজ্ঞায় যে ভজনপ্রবৃত্তি হয়, তাহাই 'বৈধীভক্তি'।

১০৭। হে ভারত, সর্ব্বাত্মা ভগবান্ ঈশ্বর হরি অভয়েচ্ছু ব্যক্তিদিগের পক্ষে সর্ব্বদাই শ্রোতব্য, কীর্ত্তিতব্য ও স্মর্ত্তব্য।

অনুভাষ্য

পশ্যন্নপি ন পশ্যতি, অতঃ কারণাৎ) অভয়ং (স্বপরাভবাভাবং মোক্ষম্, আত্মত্রাণং বা) ইচ্ছতা (দ্বিতীয়াভিনিবেশত্যাগমভিলষতা জনেন ইত্যর্থঃ) সর্ব্বাত্মা (সর্ব্বান্তর্যামী) ভগবান্ ঈশ্বরঃ হরিঃ (এব) শ্রোতব্যঃ (শ্রবণীয়ঃ) কীর্ত্তিতব্যঃ (কীর্ত্তনীয়ঃ) স্মর্ত্তব্যঃ চ (স্মরণীয়শ্চ)।

অমৃতানুকণা—১০৩-১০৪। ঈশ্বরের প্রতি জীবের যে প্রেম, তাহা জীবের স্বাভাবিক নিত্যধর্ম্ম। জীব বস্তুতঃ শুদ্ধ চিদ্বস্তু ও চিদ্ধর্ম্মে গঠিত। "চিৎস্বরূপ জীবের নিজ বিশেষানুসারে 'আমি অমুকলক্ষণ ভগবদ্দাস' বলিয়া একটী শুদ্ধ অভিমান ছিল। সেই অভিমান জীবের চিদ্গত শুদ্ধ অহঙ্কাররূপ চিৎস্বরূপকে আশ্রয় করিয়াছিল। চিৎস্বরূপকে আশ্রয় করিয়া আনন্দোপলব্ধিস্থানরূপ শুদ্ধবুদ্ধি ছিল। অন্য পদার্থ ও অন্য জীব এবং পরমপুরুষ ভগবান্‌কে বিষয় জানিয়া তাহাদের জ্ঞান ও ধ্যানোপযোগী মনও ছিল। জড়বদ্ধ হইলে সেই চিদ্গতবৃত্তিসমূহ জড়সঙ্গক্রমে লিঙ্গ ও স্থূলরূপে পরিণত হইয়া তত্তদ্বিষয়রূপ জড়ীয় ও অশুদ্ধ বৃত্তিসকল প্রকাশিত হইয়াছে। অতএব যে-রস চিদাশ্রয়ে ভাব ছিল, তাহার (জড়াশ্রয়ে) বিকৃতভাব হইয়াছে। রস একই বস্তু, নিত্যাবস্থায় নিত্যানন্দস্বরূপ এবং জড়বদ্ধাবস্থায় জড়ানন্দ বা জড়দুঃখস্বরূপে প্রকাশমান।" (চৈঃ শিঃ ৭।১)

অতএব, অগ্নির উত্তাপ-ধর্ম্ম যেরূপ স্বতঃসিদ্ধ, তাহা কোনরূপ সাধনদ্বারা লাভের প্রয়োজন হয় না—তদ্রূপ বিভুর প্রতি অণুর আকর্ষণ, তথা কৃষ্ণের প্রতি জীবের প্রেমও নিত্যসিদ্ধ, তাহা সাধ্যরূপে লাভের অবকাশ নাই। কৃষ্ণবিমুখতা-ক্রমেই জীবের বদ্ধদশা—সুতরাং কৃষ্ণোন্মুখতা-ক্রমেই জীবের কৃষ্ণদাস্যরূপ স্বধর্ম্ম-উদয়। কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগ প্রভৃতি সাধন-অবলম্বনে কৃষ্ণোন্মুখতা লাভ হয় না। কেবল ভক্ত্যুন্মুখী-সুকৃতিক্রমে লব্ধ শুদ্ধভক্ত-সঙ্গবশতঃ শ্রীহরির নাম-রূপ-গুণ-লীলার নিরন্তর শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণদ্বারাই কৃষ্ণোন্মুখতা-লাভক্রমে জীবের সুপ্ত স্বধর্ম্ম জাগ্রত হয়। শ্রীহরি এবং শ্রীহরিনামাদি সর্ব্বতোভাবে অভিন্ন। তজ্জন্য অনুকূলভাবের সহিত অর্থাৎ কেবল কৃষ্ণপ্রীতির উদ্দেশ্যে সাধিত হরিনামাদি-শ্রবণ-কীর্ত্তন-প্রক্রিয়াই ভক্তির স্বরূপ-লক্ষণরূপে বর্ণিত হইয়াছে। তদ্দ্বারাই জীবের নিত্যধর্ম্মগত ভগবৎপ্রেম তথা স্ব-স্বরূপগত 'আমি অমুক-লক্ষণ ভগবদ্দাস' বলিয়া শুদ্ধ অভিমান জাগ্রত হইয়া থাকে। কিন্তু ইহার মধ্যে বিশেষ এই যে, উক্ত শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিরূপা ভক্তি-যাজনকালে যুগপৎ অন্যাভিলাষ-ত্যাগ ও জ্ঞান-কর্ম্ম-যোগাদির সহিত সম্বন্ধছেদন প্রভৃতি তটস্থ-লক্ষণাত্মক সাধনভক্তি অবলম্বন করিলেই মাত্র উক্ত স্বরূপ-লক্ষণাত্মক ভক্তি জীবের নির্ম্মলচিত্তে 'প্রেমধন' উদয় করাইয়া থাকে।

য এষাং পুরুষং সাক্ষাদাত্ম-প্রভবমীশ্বরম্ ।
ন ভজন্ত্যবজানন্তি স্থানাদ্ ভ্রষ্টাঃ পতন্ত্যধঃ ॥ ১০৯ ॥

বিষ্ণুস্মৃত্যুদ্দীপক প্রত্যেক ক্রিয়াই 'বিধি', বিষ্ণুস্মৃতি-বিনাশক প্রত্যেক ক্রিয়াই 'নিষেধ' ঃ—
পদ্মপুরাণ-বাক্য (৭২।১০০)—

স্মর্ত্তব্য সততং বিষ্ণুর্বিস্মর্ত্তব্যো ন জাতুচিৎ ।
সর্ব্বে বিধিনিষেধাঃ স্যুরেতয়োরেব কিঙ্করাঃ ॥ ১১০ ॥

অসংখ্য বৈধী-ভক্তির মধ্যে ৬৪টী ভক্ত্যঙ্গ-বর্ণন ঃ—

বিবিধাঙ্গ সাধনভক্তির বহুত বিস্তার ।
সংক্ষেপে কহিয়ে কিছু সাধনাঙ্গ-সার ॥ ১১১ ॥
গুরুপাদাশ্রয়, দীক্ষা, গুরুর সেবন ।
সদ্ধর্ম্ম-শিক্ষা-পৃচ্ছা, সাধুমার্গানুগমন ॥ ১১২ ॥
কৃষ্ণপ্রীত্যে ভোগত্যাগ, কৃষ্ণতীর্থে বাস ।
যাবৎ নির্ব্বাহ-প্রতিগ্রহ, একাদশ্যুপবাস ॥ ১১৩ ॥
ধাত্র্যশ্বত্থ-গো-বিপ্র-বৈষ্ণব-পূজন ।
সেবা-নামাপরাধাদি দূরে বিসর্জ্জন ॥ ১১৪ ॥
অবৈষ্ণব-সঙ্গ-ত্যাগ, বহুশিষ্য না করিব ।
বহুগ্রন্থ-কলাভ্যাস-ব্যাখ্যান বর্জ্জিব ॥ ১১৫ ॥
হানি-লাভে সম, শোকাদির বশ না হইব ।
অন্যদেব, অন্যশাস্ত্র নিন্দা না করিব ॥ ১১৬ ॥
বিষ্ণুবৈষ্ণব-নিন্দা, গ্রাম্যবার্ত্তা না শুনিব ।
প্রাণীমাত্রে মনোবাক্যে উদ্বেগ না দিব ॥ ১১৭ ॥
শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পূজন, বন্দন ।
পরিচর্য্যা, দাস্য, সখ্য, আত্মনিবেদন ॥ ১১৮ ॥
অগ্রে নৃত্য, গীত, বিজ্ঞপ্তি, দণ্ডবৎনতি ।
অভ্যুত্থান, অনুব্রজ্যা, তীর্থগৃহে গতি ॥ ১১৯ ॥
পরিক্রমা, স্তবপাঠ, জপ, সঙ্কীর্ত্তন ।
ধূপ-মাল্য-গন্ধ-মহাপ্রসাদ-ভোজন ॥ ১২০ ॥
আরাত্রিক-মহোৎসব-শ্রীমূর্ত্তিদর্শন ।
নিজপ্রিয়-দান, ধ্যান, তদীয়-সেবন ॥ ১২১ ॥
'তদীয়'—তুলসী, বৈষ্ণব, মথুরা, ভাগবত ।
এই চারির সেবা হয় কৃষ্ণের অভিমত ॥ ১২২ ॥
কৃষ্ণার্থে অখিলচেষ্টা, তৎকৃপাবলোকন ।
জন্ম-দিনাদি-মহোৎসব লঞা ভক্তগণ ॥ ১২৩ ॥
সর্ব্বথা শরণাপত্তি, কার্ত্তিকাদি-ব্রত ।
'চতুঃষষ্টি অঙ্গ' এই পরম-মহত্ত্ব ॥ ১২৪ ॥

তন্মধ্যে সাধুসঙ্গাদি পাঁচটী ভক্ত্যঙ্গের সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব ঃ—

সাধুসঙ্গ, নামকীর্ত্তন, ভাগবতশ্রবণ ।
মথুরাবাস, শ্রীমূর্ত্তির শ্রদ্ধায় সেবন ॥ ১২৫ ॥

তাহাদের আংশিক অনুষ্ঠানপ্রভাবেই কৃষ্ণপ্রেমোদয় ঃ—

সকলসাধন-শ্রেষ্ঠ এই পঞ্চ অঙ্গ ।
কৃষ্ণপ্রেম জন্মায় এই পাঁচের অল্প সঙ্গ ॥ ১২৬ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১১০। 'বিষ্ণু সর্ব্বদাই স্মর্ত্তব্য, কখনই বিস্মর্ত্তব্য নন'—সমস্ত বিধি ও নিষেধ এই দুইটী কথার অনুগত। তাৎপর্য্য এই যে, শাস্ত্রে যতপ্রকার 'বিধি' জন্মিয়াছে ও 'নিষেধ' উক্ত হইয়াছে, সে সমস্তই উক্ত দুইটী কথাকে অবলম্বন করিয়া হইতেছে। যাহা অবলম্বন করিলে ভগবান্ স্মরণপথে আসেন, তাহাই কর্ত্তব্য বলিয়া 'বিধি'; যে কার্য্যদ্বারা ভগবানের বিস্মরণ হয়, সেই কার্য্যই 'নিষেধ'।

১১২-১২৬। (১) গুরুপাদাশ্রয়, (২) দীক্ষা অর্থাৎ মন্ত্র-দীক্ষা, (৩) গুরুসেবা, (৪) সদ্ধর্ম্ম-শিক্ষা ও জিজ্ঞাসা, (৫) সাধুদিগের পথানুগমন, (৬) কৃষ্ণপ্রীতির জন্য নিজের ভোগত্যাগ, (৭) কৃষ্ণতীর্থে বাস, (৮) যাহামাত্র পাইলে জীবন নির্ব্বাহ হয়, সেইরূপ পরিমাণে প্রতিগ্রহ, (৯) একাদশীর উপবাস এবং (১০) ধাত্র্যশ্বত্থগোবিপ্রবৈষ্ণবের সম্মান,—এই দশটী অঙ্গই ভজনের প্রারম্ভরূপ ; এবং (১১) সেবাপরাধ ও নামাপরাধকে দূরে বর্জ্জন, (১২) অবৈষ্ণব-সঙ্গত্যাগ, (১৩) বহুশিষ্য না করা, (১৪) বহু-গ্রন্থের কলা অর্থাৎ আংশিক অভ্যাস এবং ব্যাখ্যাবাদ-ত্যাগ, (১৫) হানিতে এবং লাভে সমবুদ্ধি, (১৬) শোকাদির বশ না হওয়া, (১৭) অন্য দেবতা বা শাস্ত্রের অবজ্ঞা না করা, (১৮) বিষ্ণু ও বৈষ্ণবের নিন্দা না শুনা, (১৯) গ্রাম্যবার্ত্তা অর্থাৎ স্ত্রী-পুরুষের ইন্দ্রিয়তর্পণমূলক গৃহবার্ত্তা না শুনা, (২০) প্রাণিমাত্রের মনে উদ্বেগ না জন্মান,—এই শেষ দশটী নিষেধ-লক্ষণ অঙ্গ ব্যতিরেকভাবে অনুষ্ঠান করিবে। 'ব্যবহারে অকার্পণ্য' ও 'মহা-রম্ভের অনুদ্যম'—এই দুইটীকে ভক্তিরসামৃতসিন্ধু ঐ দশটী অঙ্গের মধ্যে ধরিয়াছেন। ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে এই গ্রন্থোল্লিখিত 'গ্রাম্যবার্ত্তা না শুনিবে'—এই অঙ্গটী পূর্ব্বোক্ত দশটী অঙ্গের মধ্যে ধৃত হয় নাই।

অনুভাষ্য

১০৮-১০৯। মধ্য, ২২শ পঃ ২৭-২৮ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১১০। বিষ্ণুঃ সততং স্মর্ত্তব্যঃ, ন জাতুচিৎ (কদাচিৎ) বিস্মর্ত্তব্যঃ—সর্ব্বে বিধিনিষেধাঃ এতয়োঃ (বিষ্ণুস্মরণাস্মরণ-রূপয়োঃ বিধিনিষেধয়োঃ দ্বয়োঃ) এব কিঙ্করাঃ (অনুগতাঃ ভৃত্যাঃ) স্যুঃ (ভবেয়ুঃ)।

সাধুসঙ্গ ও ভাগবত-শ্রবণ-কীর্ত্তন-বিধি ঃ—

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু (১।২।৯০-৯১)—

সজাতীয়াশয়ে স্নিগ্ধে সাধৌ সঙ্গঃ স্বতো বরে ।
শ্রীমদ্ভাগবতার্থানামাস্বাদো রসিকৈঃ সহ ॥ ১২৭ ॥

বিশেষতঃ শ্রীবিগ্রহপূজা, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন ও শ্রীধামবাসের মাহাত্ম্য ঃ—

শ্রদ্ধা বিশেষতঃ প্রীতিঃ শ্রীমূর্ত্তেরঙ্ঘ্রিসেবনে ।
নামসঙ্কীর্ত্তনং শ্রীমন্মথুরামণ্ডলে স্থিতিঃ ॥ ১২৮ ॥

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু (১।২।২৩৬)—

দুরূহাদ্ভুতবীর্য্যেঽস্মিন্ শ্রদ্ধা দূরেঽস্তু পঞ্চকে ।
যত্র স্বল্পোঽপি সম্বন্ধঃ সদ্ধিয়াং ভাবজন্মনে ॥ ১২৯ ॥

ইহাদের প্রত্যেকের অনুশীলনে নৈরন্তর্য্য-ফলে কৃষ্ণপ্রেম-লাভ ঃ—

'এক' অঙ্গ সাধে, কেহ সাধে 'বহু' অঙ্গ ।
'নিষ্ঠা' হৈতে উপজয় প্রেমের তরঙ্গ ॥ ১৩০ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

এই কুড়িটী অঙ্গই ভজনমন্দিরের প্রবেশ-দ্বারস্বরূপ ; তন্মধ্যে 'গুরুপাদাশ্রয়', 'দীক্ষা' ও 'গুরুসেবা'—এই তিনটী প্রধান অঙ্গের মধ্যে পরিগণিত। (১) শ্রবণ, (২) কীর্ত্তন, (৩) স্মরণ, (৪) পূজন, (৫) বন্দন, (৬) পরিচর্য্যা, (৭) দাস্য, (৮) সখ্য, (৯) আত্ম-নিবেদন, (১০) শ্রীবিগ্রহের অগ্রে নৃত্য, (১১) গীতি, (১২) বিজ্ঞপ্তি, (১৩) দণ্ডবৎ প্রণাম, (১৪) অভ্যুত্থান অর্থাৎ ভগবান্ বা ভক্ত আসিতেছেন দেখিয়া দাঁড়ান, (১৫) অনুব্রজ্যা অর্থাৎ ভক্ত বা ভগবান্ যাত্রা করিলে পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাওয়া, (১৬) তীর্থে এবং ভগবদ্গৃহে গমন, (১৭) পরিক্রমা, (১৮) স্তবপাঠ, (১৯) জপ, (২০) সঙ্কীর্ত্তন, (২১) ভগবৎপ্রসাদী ধূপ ও মাল্যের গন্ধগ্রহণ, (২২) মহাপ্রসাদ-সেবন, (২৩) আরাত্রিক-মহোৎসব-দর্শন, (২৪) শ্রীমূর্ত্তিদর্শন, (২৫) নিজ প্রিয়বস্তু ভগবানকে অর্পণ, (২৬) ধ্যান ; তদীয় সেবন—(২৭) তুলসী প্রভৃতির সেবন, (২৮) বৈষ্ণব-সেবন, (২৯) মথুরায় বাস এবং (৩০) ভাগবতের আস্বাদ, (৩১) কৃষ্ণের জন্য অখিল চেষ্টা, (৩২) তাঁহার কৃপা-প্রতীক্ষা, (৩৩) ভক্তগণের সহিত জন্মদিনাদির মহোৎসব, (৩৪) সর্ব্বপ্রকারে শরণাপত্তি, (৩৫) কার্ত্তিকাদি ব্রত,—এই পঁয়ত্রিশটী অঙ্গে আর চারিটী অঙ্গ যোগ করিতে হইবে অর্থাৎ দেহে (১) বৈষ্ণবচিহ্ন-ধারণ, (২) হরিনামাক্ষরধারণ, (৩) নির্ম্মাল্যধারণ ও (৪) চরণামৃত পান ;—এই চারিটী অঙ্গ অর্চ্চনাদির অন্তর্গত বলিয়াই কবিরাজ গোস্বামী মনে করিয়া লইয়াছেন। এই চারিটীর যোগে উনচল্লিশ (৩৯)টী অঙ্গ হয়, তাহাতে (১) সাধুসঙ্গ, (২) নামকীর্ত্তন, (৩) ভাগবত-শ্রবণ, (৪) মথুরাবাস, (৫) শ্রদ্ধাপূর্ব্বক শ্রীমূর্ত্তিসেবারূপ আর পাঁচটী অঙ্গ পুনরায় যোগ করিতে হইবে। শ্রীরূপগোস্বামী (ভঃ রঃ সিঃ পূর্ব্ব বিঃ ২য় লঃ চতুঃষষ্টি বৈধী-ভক্তির বর্ণনশেষাংশে লিখিয়াছেন,—"অঙ্গানাং পঞ্চকস্যাস্য পূর্ব্ববিলিখিতস্য চ। নিখিলশ্রেষ্ঠ্যবোধায় পুনরপ্যত্র শংসনম্।।" এই পাঁচটী যোগ করিয়া চুয়াল্লিশটী অঙ্গ হয়। এই ৪৪টী পূর্ব্বোক্ত ২০টীর সহিত যোগে মোট ৬৪টী ভক্ত্যঙ্গ হইল। এই চতুঃষষ্টি ভক্ত্যঙ্গই শরীর, ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণদ্বারা পৃথক্ পৃথক্ যজন বা উপাসনা ; ইহার মধ্যে কতকগুলি—একেবারে পৃথক্, আর কতকগুলি—মিশ্রভাবাপন্ন।

১২৭। একই জাতীয় বাসনাদ্বারা স্নিগ্ধ, অথচ আপনা হইতে শ্রেষ্ঠ সাধুর সঙ্গ করিবে। সেইরূপ রসিক সাধুগণের সহিত শ্রীমদ্ভাগবতের অর্থ আস্বাদ করিবে।

১২৮। শ্রদ্ধাবিশেষ হইতে শ্রীমূর্ত্তির পদসেবায় প্রীতি, নাম-সঙ্কীর্ত্তন এবং মথুরামণ্ডলে অবস্থিতি।

১২৯। সহসা দুরূহ ও অদ্ভুত বীর্য্যসম্পন্ন শেষোক্ত পাঁচটী অঙ্গে শ্রদ্ধা দূরে থাকুক, স্বল্প সম্বন্ধ জন্মিলেও উহা নিরপরাধ ব্যক্তির ভাবোৎপত্তির হেতু হয়।

অনুভাষ্য

১২৭। সজাতীয়াশয়ে (সমজাতীয়বাসনাবিশিষ্টে) স্নিগ্ধে (গাঢ়-বিশ্রম্ভাত্মক-স্নেহপরে) স্বতঃ বরে (শ্রেষ্ঠে) সাধৌ সঙ্গঃ [কার্য্যঃ]। রসিকৈঃ (কৃষ্ণভজনবিজ্ঞৈঃ) সহ শ্রীমদ্ভাগবতার্থানাম্ আস্বাদঃ (কার্য্যঃ, তাৎপর্য্যং গ্রহণীয়মিত্যর্থঃ—শ্রৌতমার্গ-ভক্তি-যোগত্যাগী বৈয়াকরণস্য শাব্দিকস্য যোষিৎসঙ্গিগৃহব্রতস্য বিষ্ণু-বৈষ্ণববিরোধিনঃ মায়াবাদিনঃ নামাপরাধিনঃ বেষোপজীবিনঃ মন্ত্রজীবিনঃ ভাগবতজীবিনঃ ইন্দ্রিয়তর্পণরত-বিষয়িণশ্চ "যস্য দেবে পরাঃ ভক্তিঃ" ইতি "ভক্ত্যা ভাগবতং গ্রাহ্যং ন বুদ্ধ্যা ন চ টীকয়া" ইতি শ্রুতি-স্মৃতিবচনাৎ তেষাং পারমহংস্যশাস্ত্রার্থ-বোধাসম্ভবাৎ গ্রন্থতাৎপর্য্যার্থগ্রহণে অনধিকারত্বাচ্চ)।

১২৮। শ্রীমূর্ত্তেরঙ্ঘ্রিসেবনে শ্রদ্ধা বিশেষতঃ (বিশেষেণ) প্রীতিঃ (বহিঃপূজায়াম্ অর্চ্চনে সামান্যতঃ, ব্রজদম্পত্যোঃ মানস-সেবায়াং বিশেষতঃ সার্ব্বকালিকভজনানুরাগঃ), নামসঙ্কীর্ত্তনং (নামভজনং), শ্রীমন্মথুরামণ্ডলে স্থিতিঃ (কৃষ্ণবসতিস্থলে অব-স্থানম্ ;—শ্রীগৌরমণ্ডলভূমৌ চিন্তামণিজ্ঞানং, তদেব মথুরাবাসঃ ইতি শ্রীমন্নরোত্তমপ্রভুচরণৈঃ প্রেমভক্তিচন্দ্রিকায়াং নির্ণীতম্। শ্রীগৌরবিলাসভূমি-শ্রীমায়াপুরাদিধামবাসঃ শ্রীক্ষেত্র-দাক্ষিণাত্য-ব্রজমণ্ডলাদিধামবাসশ্চ মথুরাবাসেন সহ অভিন্নো জ্ঞেয়ঃ। তদ্ভেদ-বাদিনাং তথাকথিত-মথুরাবাসোঽপি প্রাকৃত-ভোগময়ঃ অধো-গতিপ্রদশ্চেতি)।

নববিধভক্তির মধ্যে কাহারও এক একটী অঙ্গানুশীলনে,
কাহারও সর্ব্বাঙ্গানুশীলনে সিদ্ধি বা
ভগবৎপ্রেম-প্রাপ্তি ঃ—

'এক' অঙ্গে সিদ্ধি পাইল বহু ভক্তগণ।
অম্বরীষাদি ভক্তের 'বহু' অঙ্গ-সাধন ॥ ১৩১ ॥

নববিধাভক্তির এক একটী অঙ্গানুশীলনরত ভক্তের নাম ঃ—
পদ্যাবলীতে (৫৩) ও ভঃ রঃ সিঃ (১।২।২৬৩)—

শ্রীবিষ্ণোঃ শ্রবণে পরীক্ষিদভবদ্বৈয়াসকিঃ কীর্ত্তনে
প্রহ্লাদঃ স্মরণে তদঙ্ঘ্রিভজনে লক্ষ্মীঃ পৃথুঃ পূজনে।
অক্রূরস্ত্বভিবন্দনে কপিপতির্দাস্যেঽথ সখ্যেঽর্জ্জুনঃ
সর্ব্বস্বাত্মনিবেদনে বলিরভূৎ কৃষ্ণাপ্তিরেষাং পরম্ ॥ ১৩২ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৩২। পরীক্ষিৎ-রাজা শ্রীবিষ্ণুর কথা-শ্রবণে, শুকদেব তৎকীর্ত্তনে, প্রহ্লাদ তৎস্মরণে, লক্ষ্মী তদঙ্ঘ্রিসেবনে, পৃথুরাজ তৎপূজনে, অক্রূর তদভিবন্দনে, কপিপতি হনুমান তদ্দাস্যে, অর্জ্জুন তৎসহ সখ্যে এবং বলি তাঁহাকে সর্ব্বস্ব ও আত্মনিবেদনে শ্রেষ্ঠরূপে কৃষ্ণকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

অনুভাষ্য

১২৯। অস্মিন্ দুরূহাদ্ভুতবীর্য্যে (দুঃসাধ্যে অপূর্ব্বে চ প্রভাবময়ে) পঞ্চসু (সাধুসঙ্গাদ্যঙ্গেষু পঞ্চসু) শ্রদ্ধা দূরে অস্ত, যত্র (সাধনশ্রেষ্ঠাঙ্গপঞ্চকে) স্বল্পঃ সম্বন্ধঃ অপি সদ্ধিয়াং (সদ্বুদ্ধিমতাং সুচতুরাণাং বৈষ্ণবাণাং) ভাবজন্মনে (ভাবস্য অভিব্যক্তয়ে সমর্থঃ ভবতীতি শেষঃ)।

১৩০। ভজনানুষ্ঠানফলে জীবের অনর্থ নিবৃত্তি হইলেই নিষ্ঠার উদয় হয় ; নিষ্ঠা হইতে প্রেম জাত হয়।

১৩৩। পরীক্ষিৎ (বিষ্ণুরাতঃ) শ্রীবিষ্ণোঃ শ্রবণে (শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত-কৃষ্ণনামরূপগুণলীলা-শ্রবণে), বৈয়াসকিঃ (ব্রহ্মরাতঃ শুকদেবঃ) কীর্ত্তনে (শ্রীহরিকথাত্মক শ্রীমদ্ভাগবত-কীর্ত্তনে), প্রহ্লাদঃ [বিষ্ণোঃ] স্মরণে [শুদ্ধান্তঃকরণত্বাৎ], লক্ষ্মীঃ তদঙ্ঘ্রিভজনে (নারায়ণ-পাদপদ্মসেবনে), পৃথুঃ [বিষ্ণোঃ] পূজনে (অর্চ্চনে), অক্রূরঃ তু [যাদবস্য] অভিবন্দনে, কপিপতিঃ (হনুমান্) দাস্যে (রামকৈঙ্কর্য্যে), অর্জ্জুনঃ [কৃষ্ণেণ সহ] সখ্যে, বলিঃ (প্রহ্লাদ-পৌত্রঃ) সর্ব্বস্বাত্মনিবেদনে (আত্মসমর্পণে) পরং (কেবলং নিষ্ঠিতঃ) অভূৎ ; এষাং (হরিজনানাম্) [একৈকাঙ্গনিষ্ঠয়া এব] কৃষ্ণাপ্তিঃ (কৃষ্ণলাভঃ অভূৎ)।

১৩৩-১৩৫। বিষ্ণুরাত পরীক্ষিৎ মহাভাগবত ব্রাহ্মণ-গুরু অম্বরীষের অপ্রাকৃত কৃষ্ণসেবাময় চরিত্র-সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করায় শ্রীল শুকদেব গোস্বামী অম্বরীষের সর্ব্বেন্দ্রিয়দ্বারা হৃষীকেশ-সেবন-বৃত্তি কীর্ত্তন করিতেছেন,—

অম্বরীষের সর্ব্বেন্দ্রিয়দ্বারা কৃষ্ণানুশীলন ঃ—
শ্রীমদ্ভাগবতে (৯।৪।১৮-২০)—

স বৈ মনঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োর্বচাংসি বৈকুণ্ঠগুণানুবর্ণনে।
করৌ হরের্মন্দিরমার্জ্জনাদিষু শ্রুতিঞ্চকারাচ্যুত-সৎকথোদয়ে ॥
মুকুন্দলিঙ্গালয়দর্শনে দৃশৌ তদ্ভৃত্যগাত্রস্পর্শেঽঙ্গসঙ্গমম্।
ঘ্রাণঞ্চ তৎপাদসরোজসৌরভে শ্রীমত্তুলস্যা রসনাং তদর্পিতে ॥
পাদৌ হরেঃ ক্ষেত্রপদানুসর্পণে শিরো হৃষীকেশ-পদাভিবন্দনে।
কামঞ্চ দাস্যে ন তু কামকাম্যয়া যথোত্তমঃশ্লোকজনাশ্রয়া রতিঃ ॥

একান্ত শরণাগত ভক্ত কৃষ্ণ ব্যতীত অন্য
কাহারও নিকট বাধ্য নহেন ঃ—

কাম ত্যজি' কৃষ্ণ ভজে শাস্ত্র-আজ্ঞা মানি'।
দেব-ঋষি-পিতৃদিগের কভু নহে ঋণী ॥ ১৩৬ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৩৩-১৩৫। অম্বরীষ রাজা স্বীয় মন কৃষ্ণপাদপদ্মে, স্বীয় বাক্য বৈকুণ্ঠ-গুণানুবর্ণনে, স্বীয় করদ্বয় হরিমন্দির-মার্জ্জনাদিতে ও স্বীয় কর্ণ কৃষ্ণকথোদয়ে এবং কৃষ্ণের শ্রীমূর্ত্তিদর্শনে স্বীয় চক্ষুর্দ্বয়, কৃষ্ণদাসের গাত্রস্পর্শে স্বীয় অঙ্গ, কৃষ্ণের পাদপদ্ম-সৌরভাঘ্রাণে স্বীয় ঘ্রাণ (নাসিকা), কৃষ্ণার্পিত তুলসীর আস্বাদনে স্বীয় রসনা, কৃষ্ণক্ষেত্রানুগমনে স্বীয় পদদ্বয়, হৃষীকেশের চরণে প্রণতি কার্য্যে স্বীয় মস্তক, কামরহিত দাস্যে স্বীয় 'কাম' এরূপ নিযুক্ত করিয়াছিলেন যে, তাহাতে কৃষ্ণভক্তগণে আশ্রয়যোগ্য রতির উদয় হয়।

অনুভাষ্য

উত্তমঃশ্লোকজনাশ্রয়া (হরিজনানুগতাঁ) রতিঃ (অভিরুচিঃ) যথা [ভবেৎ, তথা] সঃ অম্বরীষঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ (কৃষ্ণপাদ-পদ্মযোঃ) মনঃ, বৈকুণ্ঠগুণানুবর্ণনে (হরিগুণমহিমকথনে) বচাংসি (বাক্যানি), হরেঃ মন্দিরমার্জ্জনাদিষু (ভগবদালয়-বৈষ্ণবচরণ-নীরাজন-ধৌতি-লেপনাদিকর্ম্মণি শঙ্খচক্রাদ্যূর্দ্ধপুণ্ড্রাদি-রচনাদিষু বা) করৌ (ভুজৌ), অচ্যুতসৎকথোদয়ে (অচ্যুতস্য বিষ্ণোঃ সৎকথানাম্ উদয়ে) শ্রুতিং (কর্ণদ্বয়ং), মুকুন্দলিঙ্গালয়দর্শনে (কৃষ্ণস্য লিঙ্গানাম্ অর্চ্চানাম্ আলয়ানি মন্দিরাণি তেষাং দর্শনে) দৃশৌ (নেত্রে), তদ্ভৃত্যগাত্রস্পর্শে (হরিজনশরীরস্পর্শনে) অঙ্গসঙ্গমম্ (ত্বচা উত্তমাঙ্গস্পর্শনং), শ্রীমত্তুলস্যাঃ (শ্রীমত্যাঃ তুলস্যাঃ) তৎপাদসরোজসৌরভে (ভগবচ্চরণপদ্মেন যৎ সৌরভং তস্মিন্ গন্ধে) ঘ্রাণং (নাসিকাং), তদর্পিতে (তস্মৈ কৃষ্ণায় নিবেদিতে মহাপ্রসাদাদৌ) রসনাং (জিহ্বাং), হরেঃ ক্ষেত্রপদানুসর্পণে (ধাম-পরিক্রমণাদৌ) পাদৌ, হৃষীকেশপদাভিবন্দনে (গোবিন্দচরণ-প্রণমনাদৌ) শিরঃ (মস্তকং), দাস্যে (ভগবদুপযুক্তস্রগ্গন্ধবাসোঽলঙ্কারাদীনাং মহাপ্রসাদত্বেন স্বীকারে) কামং চ ন তু কামকাম্যয়া (ভোগেচ্ছয়া), চকার (নিযুক্তবান্)।

বৈধীভক্ত্যধিকারীর পঞ্চযজ্ঞাদি কর্ম্মকাণ্ডে অনাবশ্যকতা ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।৫।৪১)—

দেবর্ষিভূতাপ্তনৃণাং পিতৄণাং ন কিঙ্করো নায়মৃণী চ রাজন্ ।
সর্ব্বাত্মনা যঃ শরণং শরণ্যং গতো মুকুন্দং পরিহৃত্য কর্ত্তম্ ॥১৩৭

বৈষ্ণব কখনও পাপী নহেন, অথবা পাপী কখনও বৈষ্ণব নহে ঃ—

বিধি-ধর্ম্ম ছাড়ি' ভজে কৃষ্ণের চরণ ।
নিষিদ্ধ পাপাচারে তার কভু নহে মন ॥ ১৩৮ ॥

দৈবাৎ সাধকের পাপ হইলেও কৃষ্ণকৃপায় তাঁহার সম্পূর্ণ পাপ-নিবৃত্তি ঃ—

অজ্ঞানে বা হয় যদি 'পাপ' উপস্থিত ।
কৃষ্ণ তাঁরে শুদ্ধ করে, না করায় প্রায়শ্চিত্ত ॥ ১৩৯ ॥

অন্তর্যামি-চৈত্ত্যগুরুরূপে পাপ-শোধন ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।৫।৩৮)—

স্বপাদমূলং ভজতঃ প্রিয়স্য ত্যক্তান্যভাবস্য হরিঃ পরেশঃ ।
বিকর্ম্ম যচ্চোৎপতিতং কথঞ্চিৎ ধুনোতি সর্ব্বং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ ॥

মনোধর্ম্ম জ্ঞান ও বৈরাগ্য কখনও আত্মধর্ম্ম ভক্তির অঙ্গ নহে, ভক্তির অনুগামী পুত্রদ্বয়মাত্র ঃ—

জ্ঞান-বৈরাগ্যাদি—ভক্তির কভু নহে 'অঙ্গ' ।
অহিংস-যম-নিয়মাদি বুলে কৃষ্ণভক্ত-সঙ্গ ॥ ১৪১ ॥

ভক্তিব্যতীত জ্ঞান-বৈরাগ্যে শ্রেয়োলাভ হয় না ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।২০।৩১)—

তস্মান্মদ্ভক্তিযুক্তস্য যোগিনো বৈ মদাত্মনঃ ।
ন জ্ঞানং ন চ বৈরাগ্যং প্রায়ঃ শ্রেয়ো ভবেদিহ ॥ ১৪২ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৩৭। যিনি পার্থিব কর্ত্তব্য পরিত্যাগপূর্ব্বক সর্ব্বস্বরূপে শরণ্য মুকুন্দের শরণাপন্ন হইয়াছেন, হে রাজন্, তিনি দেবতা, ঋষি, অন্যপ্রাণী, আত্মীয়, মনুষ্য, পিতৃগণের নিকট আর ঋণী থাকেন না। তাৎপর্য্য এই যে, মনুষ্য জন্মিবামাত্র ঐ সমস্ত ঋণে ঋণী হন এবং শাস্ত্রমতে বহুবিধ কর্ত্তব্যানুষ্ঠানদ্বারা ঐ সকল ঋণ পরিশোধ করিয়া থাকেন। কিন্তু যিনি সমস্ত কাম পরিত্যাগপূর্ব্বক কৃষ্ণচরণে শরণাপন্ন হন, তাঁহার ঐ সমস্ত ঋণ উপযুক্ত কর্ম্মানুষ্ঠান না করিলেও পরিশোধিত হইয়া যায়।

অনুভাষ্য

১৩৬। দেবঋণ, ঋষিঋণ, পিতৃঋণ, ভূতঋণ ও মনুষ্যঋণ,—এই পঞ্চঋণ পঞ্চযজ্ঞের দ্বারা পরিশুদ্ধ হয়। "অধ্যাপনং ব্রহ্ম-যজ্ঞঃ পিতৃযজ্ঞস্তু তর্পণম্। হোমো দৈবো বলির্ভৌতো নৃযজ্ঞো-ঽতিথিপূজনম্।।" হোমদ্বারা দেবযজ্ঞ, অধ্যাপনদ্বারা ব্রহ্মযজ্ঞ বা ঋষি-যজ্ঞ, তর্পণদ্বারা পিতৃযজ্ঞ, বলিদ্বারা ভূতযজ্ঞ ও অতিথি-পূজাদ্বারা নৃযজ্ঞ সম্পন্ন হয়।

১৩৭। বসুদেবের নিকট শ্রীনারদ ভাগবতধর্ম্ম বর্ণন করিতে গিয়া বিদেহরাজ নিমি ও নবযোগেন্দ্র-সংবাদ কীর্ত্তন করিয়া-ছিলেন। পূর্ব্বে অষ্ট যোগেন্দ্র যথাক্রমে নিমির প্রশ্নোত্তর প্রদান করিলে পর তাঁহাদের অন্যতম করভাজন ঋষি নিমির নিকট ভগবান্ বিষ্ণুর চারি যুগাবতারের বর্ণভেদ ও উপাসনা-ভেদ এবং ভারতের নানাস্থানে ভাবিকালে বৈষ্ণবাবির্ভাব বর্ণনপূর্ব্বক সর্ব্বশেষে কৃষ্ণের একান্ত শরণাগতের মহিমা নিম্নস্থিত শ্লোকদ্বয়ে কীর্ত্তন করিতেছেন,—

হে রাজন্ যঃ (জনঃ) কর্ত্তং (ভেদং, কৃত্যং স্বধর্ম্মং বা) পরিহৃত্য (পরিত্যজ্য) সর্ব্বাত্মনা (কায়েন মনসা বাচা) শরণ্যং (সর্ব্বাশ্রয়ং) মুকুন্দং শরণং গতঃ, (সঃ) অয়ং দেবর্ষিভূতাপ্তনৃণাং (দেবানাম্ ঋষীণাং ভূতানাম্ আপ্তানাং পোষ্য-কুটুম্বিনাং নৃণাং)

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৩৮-১৩৯। যিনি বৈদিক বিধিগত ধর্ম্মসকল পরিত্যাগ-পূর্ব্বক নিষ্কিঞ্চন হইয়া ভজন করেন, তাঁহার স্বভাবতঃ কোন নিষিদ্ধ পাপাচারে মতি হয় না, যদি কোন কারণেও পাপ উপস্থিত হয় অর্থাৎ কৃত হইয়া পড়ে, কৃষ্ণ তাঁহাকে কোন প্রায়শ্চিত্ত না করাইয়া শুদ্ধ করিয়া লন।

১৪০। যিনি অন্যভাব পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বয়ং হরির পাদমূল ভজন করেন, সেই কৃষ্ণপ্রিয় ব্যক্তির যদি কখনও বিকর্ম্ম (পাপ) কোনপ্রকারে উৎপতিত হয়, পরমেশ্বর হরি তাঁহার হৃদয়ে প্রবিষ্ট থাকিয়া সেই পাপ বিনষ্ট করিয়া থাকেন।

১৪২। আমার প্রতি ভক্তিযুক্ত মদেকচিত্ত প্রিয়যোগীর পক্ষে জ্ঞানচেষ্টা ও বৈরাগ্যচেষ্টা প্রায়ই শ্রেয়স্কর হয় না। তাৎপর্য্য এই যে, ভক্তি—স্বভাবতঃই স্বতন্ত্রা ; জ্ঞানবৈরাগ্যযোগাদি প্রথমে তাহার পক্ষে ঈষৎ উপযোগী হইলেও অঙ্গমধ্যে পরিগণিত নয়।

অনুভাষ্য

পিতৄণাং ন কিঙ্করঃ (বাধ্যঃ) ন ঋণী চ [অতঃ ভক্তিমার্গাশ্রিতস্য ফলকামি-কর্ম্মিবৎ পঞ্চযজ্ঞাদ্যনুষ্ঠানস্যাবশ্যকতা নাস্ত্যেবেত্যর্থঃ)।

১৪০। স্বপাদমূলং (নিজপাদপল্লবং) ভজতঃ (সেবনকারিণঃ) প্রিয়স্য (প্রেমবতঃ) ত্যক্তান্যভাবস্য (ত্যক্তঃ ভগবতঃ হরেঃ শুদ্ধনিষ্কামসেবনাৎ অন্যস্মিন্ দেহাদৌ দেবতান্তরে বা ভাবঃ যেন তস্য, অনন্যভক্তিপরায়ণস্য তস্য) কথঞ্চিৎ (প্রমাদিনা) বিকর্ম্ম (নিষিদ্ধং কর্ম্ম) উৎপতিতং (দুর্দ্দৈবাৎ অনুষ্ঠিতং ভবেৎ) [তৎ অপি] সর্ব্বং পরেশঃ হরিঃ হৃদি সন্নিবিষ্টঃ (অন্তর্যামিরূপেণ স্থিতঃ) ধুনোতি (বিনাশয়তি)।

১৪১। অনেকে ভ্রান্তিবশতঃ মনে করেন যে, জ্ঞান ও কর্ম্ম-জন্য বৈরাগ্যই শুদ্ধভক্তির সোপান, বস্তুতঃ তাহা নিশ্চয়ই নহে। জ্ঞান বা কর্ম্মজ বিরাগ নিজ-স্বরূপ-তাৎপর্য্যবিশিষ্ট নহে এবং অনিত্য-অবস্থার পরিণামশীল ধর্ম্মবিশেষ, তজ্জন্য উহা নিত্য-

শুদ্ধভক্ত অন্যকে উদ্বেগ দেন না ঃ—

স্কান্দবচন—

এতে ন হ্যদ্ভুতা ব্যাধ তবাহিংসাদয়ো গুণাঃ ।
হরিভক্তৌ প্রবৃত্তা যে ন তে স্যুঃ পরতাপিনঃ ॥ ১৪৩ ॥

(খ) রাগানুগা-ভক্তির বর্ণন ঃ—

বৈধীভক্তি-সাধনের কহিলুঁ বিবরণ ।
রাগানুগা-ভক্তির লক্ষণ শুন, সনাতন ॥ ১৪৪ ॥

রাগাত্মিকা ও রাগানুগা-ভক্তির পরিচয় ঃ—

রাগাত্মিকা-ভক্তি—'মুখ্যা' ব্রজবাসি-জনে ।
তার অনুগত ভক্তির 'রাগানুগা'-নামে ॥ ১৪৫ ॥

রাগাত্মিকা-ভক্তির সংজ্ঞা ঃ—

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু (১।২।২৭০)—

ইষ্টে স্বারসিকী রাগঃ পরমাবিষ্টতা ভবেৎ ।
তন্ময়ী যা ভবেদ্ভক্তিঃ সাত্র রাগাত্মিকোদিতা ॥ ১৪৬ ॥

রাগাত্মিকা-ভক্তির স্বরূপ' ও 'তটস্থ'লক্ষণ—
'গাঢ়তৃষ্ণা' ও 'আবিষ্টতা' ঃ—

ইষ্টে 'গাঢ়-তৃষ্ণা'—রাগের স্বরূপ-লক্ষণ ।
ইষ্টে 'আবিষ্টতা'—তটস্থ-লক্ষণ কথন ॥ ১৪৭ ॥
রাগময়ী ভক্তির হয় 'রাগাত্মিকা' নাম ।
তাহা শুনি' লুব্ধ হয় কোন ভাগ্যবান্ ॥ ১৪৮ ॥

রাগানুগা-ভক্তির প্রকৃতি বা লক্ষণ ঃ—

লোভে ব্রজবাসীর ভাবে করে অনুগতি ।
শাস্ত্রযুক্তি নাহি মানে—রাগানুগার প্রকৃতি ॥ ১৪৯ ॥

রাগানুগা-ভক্তির সংজ্ঞা ঃ—

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু (১।২।২৬৮)—

বিরাজন্তীমভিব্যক্তাং ব্রজবাসিজনাদিষু ।
রাগাত্মিকামনুসৃতা যা সা রাগানুগোচ্যতে ॥ ১৫০ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৪৩। হে ব্যাধ, তোমার যে অহিংসাদি গুণ হইয়াছে, তাহা অদ্ভুত নয়, কেননা, যাহারা হরিভক্তিতে প্রবৃত্ত হয়, তাহারা অন্যের ক্লেশদ হয় না।

১৪৫। ব্রজবাসী ভক্তগণের যে রাগস্বরূপা ভক্তি, তাহাই মুখ্য অর্থাৎ সেরূপ ভক্তি আর কুত্রাপি নাই। ব্রজবাসীর অনুগত হইয়া যে ভক্তি বর্ত্তমান থাকে, তাহার নামই রাগানুগা ভক্তি।

১৪৬। ইষ্টবস্তুতে স্বাভাবিকী ও পরমাবিষ্টতাময়ী যে সেবনপ্রবৃত্তি, তাহার নাম 'রাগ' ; কৃষ্ণভক্তি তন্ময়ী (তদ্রূপ রাগময়ী) হইলে 'রাগাত্মিকা' নামে উক্ত হন।

অনুভাষ্য

কৃষ্ণদাস্যের অঙ্গ নহে। কর্ম্ম বা জ্ঞানের ফল—পরিণামশীল অনিত্যানুভূতির বিকারবিশেষ এবং ভোগ বা মোক্ষই তাহার পরিণতি ; সুতরাং নিত্যভক্তির সহিত উহার কোনই সম্বন্ধ নাই। জ্ঞান বা বৈরাগ্য পরিত্যক্ত হইলেই শুদ্ধভক্তি হইতে পারে। কৃষ্ণভক্ত নিসর্গতঃ হিংসাশূন্য, সংযত ও নিয়মরত। তাঁহার ঐ সকল সদ্গুণ উপার্জ্জন করিতে হয় না।

১৪২। শ্রীমদ্ উদ্ধব কৃষ্ণের নিকট বিধি ও নিষেধাত্মক ভগবদাজ্ঞারূপ বেদবাক্য হইতে জীবের ভোগবুদ্ধির উৎপত্তি, আবার ঐ বেদবাক্যদ্বারাই ভেদবুদ্ধির বিনাশ শ্রবণ করিয়া তাহাতে জীবের বুদ্ধি-ভ্রান্তি বা মোহ দূর করিবার উপায় জিজ্ঞাসা করায় ভগবান্ প্রথমে কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তিমার্গের তারতম্য বর্ণনপূর্ব্বক ভক্তির সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব বর্ণন করিতেছেন,—

তস্মাৎ (ভক্তেঃ সর্ব্বোপাধি-বিনির্ম্মুক্তত্বাৎ) বৈ (নিশ্চিতং) মদ্ভক্তিযুক্তস্য মদাত্মনঃ (ময়ি কৃষ্ণে আত্মা মনঃ যস্য তস্য) যোগিনঃ (ভক্তিযোগযুক্তস্য জনস্য) ইহ ন জ্ঞানং, ন চ বৈরাগ্যং প্রায়ঃ শ্রেয়ঃ (নিঃশ্রেয়সকারণং) ভবেৎ।

১৪৩। হে ব্যাধ, তব এতে অহিংসাদয়ঃ গুণাঃ অদ্ভুতাঃ (অসাধারণাঃ) ন ; হি (যতঃ) যে (জনাঃ) হরিভক্তৌ (কৃষ্ণ-ভজনে) প্রবৃত্তাঃ (অনুরতাঃ), তে (ভক্তাঃ) পরতাপিনঃ (অপর-দ্রোহপরাঃ) ন স্যুঃ (ভবন্তি)।

১৪৬। ইষ্টে (অভীষ্টবস্তুনি যা) স্বারস্বিকী (স্বীয়-সিদ্ধরসোপ-যোগিনী স্বাভাবিকী গাঢ়তৃষ্ণাময়ীত্যর্থঃ) পরমাবিষ্টতা (তদভি-নিবেশময়ী সেবনপ্রবৃত্তিঃ সা,) রাগঃ ভবেৎ। তন্ময়ী (এবম্বিধ-রাগময়ী) যা ভক্তিঃ ভবেৎ, অত্র (শুদ্ধভক্তিসাহিত্যে) সা 'রাগাত্মিকা' উদিতা (কথিতা)।

১৪৭। স্বীয় আনুকূল্য-বিষয়ে অর্থাৎ অভীষ্টবস্তুতে গভীর-তৃষ্ণারূপ রাগই মুখ্য অর্থাৎ স্বরূপ-লক্ষণ। কার্য্যদ্বারা জ্ঞান—যাহাকে তটস্থলক্ষণ বলে, তাহাই—এক্ষেত্রে অভীষ্টবস্তুতে আবিষ্টতা।

১৪৯। ব্রজবাসীর ভাবে লুব্ধ হইয়া তদ্ভাবেচ্ছানুগমনেই রাগানুগ ভক্তগণের স্বাভাবিকী প্রবৃত্তি। জাতরুচি ভক্তগণ

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৪৯। অনুগতি—অনুগমন।

১৫০। ব্রজবাসিজনাদির মধ্যে অভিব্যক্তিরূপে রাগাত্মিকা-ভক্তি বিরাজমানা। সেই ভক্তির অনুসৃতা (অনুগতা) যে ভক্তি, তাহাই 'রাগানুগা' ভক্তি।

অনুভাষ্য

অমৃতানুকণা—১৪৮-১৪৯। "প্রীতি বা আনন্দের বশীভূত হইয়াই জীবগণ নিজ নিজ কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। পণ্ডিতগণ এই প্রীতিকে চিত্ত ও বিষয়ের বন্ধনসূত্র বলেন। প্রীতিরূপ বন্ধনসূত্র বিষয়ের যে অংশকে অবলম্বন করিয়া থাকে, তাহার নাম 'রঞ্জকতা ধর্ম্ম' এবং চিত্তের যে

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু (১।২।২৯১)—

তত্তদ্ভাবাদিমাধুর্য্যে শ্রুতে ধীর্যদপেক্ষতে ।
নাত্র শাস্ত্রং ন যুক্তিঞ্চ তল্লোভোৎপত্তিলক্ষণম্ ॥ ১৫১ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৫১। ব্রজবাসিদিগের ভাবাদি-মাধুর্য্য-শ্রবণে বুদ্ধি যে লোভকে অপেক্ষা করে, তাহাই রাগানুগা-ভক্তির অধিকার দেয়। শাস্ত্র বা যুক্তি সেই লোভের উৎপত্তি-লক্ষণ নয়।

অনুভাষ্য

স্বভাবক্রমেই শাস্ত্রযুক্তিতে সুনিপুণ, তাঁহাদের নিত্যসিদ্ধ রুচির বিরুদ্ধে অন্যব্যক্তি শাস্ত্রযুক্তি প্রদর্শন করিতে আসিলে তাঁহারা তাহা স্বীকার করেন না। জ্ঞাতব্য এই যে, প্রাকৃত-সহজিয়া প্রভৃতি কুপথাশ্রিত সম্প্রদায় বাস্তবিক অজাতরুচি হইয়া রাগানুগাভিমানে ভক্তিগ্রন্থের আলোচনা ও শ্রীরূপানুগ পথ পরিত্যাগ করিয়া অবৈধ-স্ত্রীলম্পট ও মূর্খজনোচিত প্রাকৃত-রুচির পোষণ করিয়া নিজের সর্ব্বনাশ সাধন করিয়া থাকেন। তাহারা—বঞ্চিত ও দুর্ভাগ্য।

নিবৃত্তানর্থ সাধকদেহে ও সিদ্ধদেহে রাগানুগা-ভক্তির দ্বিবিধ অনুশীলন ঃ—

বাহ্য, অন্তর,—ইহার দুই ত' সাধন ।
'বাহ্যে' সাধকদেহে করে শ্রবণ-কীর্ত্তন ॥ ১৫২ ॥

অনুভাষ্য

১৫০। যা ব্রজবাসিজনাদিষু অভিব্যক্তাং (সুপ্রকাশিতাং যথা স্যাৎ তথা) বিরাজন্তীং (শোভমানাং) রাগাত্মিকাং (নিত্যসিদ্ধ-ব্রজজন-স্বভাবগতাং) ভক্তিম্ অনুসৃতা (অনুগতা), সা 'রাগানুগা' উচ্যতে।

১৫১। [জাতরুচিমহাভাগবতগুরুমুখাৎ শ্রীমদ্ভাগবতপদ্ম-পুরাণাদিসিদ্ধশাস্ত্রাদ্বা] তত্তদ্ভাবাদিমাধুর্য্যে (ব্রজবাসিনাং শান্ত-দাস্যসখ্যবাৎসল্যমধুর-রসাশ্রিতভাবাদীনাং মাধুর্য্যে) শ্রুতে (শ্রবণেন অনুভূতে সতি) যৎ (যস্য) ধীঃ (বুদ্ধিঃ) অত্র (ইহ) শাস্ত্রং (বিধি-বাক্যং) ন, যুক্তিং (বিচারণং) চ ন অপেক্ষতে (পরন্তু স্বতঃ স্বভাবতঃ এব প্রবর্ত্ততে), তদেব লোভোৎপত্তিলক্ষণং (রাগোদয়লক্ষণম্)।

অংশকে অবলম্বন করিয়া থাকে, তাহার নাম 'রাগ'। বিষয়ের নাম, রূপ, গুণ ও ক্রিয়াগত যে সৌন্দর্য্য বা চমৎকারিতা, তাহাকে 'রঞ্জকতা ধর্ম্ম' বলে। বিচারের পূর্ব্বে বিষয়ের সৌন্দর্য্য গোচরীভূত হইবামাত্র চিত্ত যে-প্রবৃত্তিক্রমে সেই পদার্থের প্রতি ধাবিত হয়, তাহাই 'রাগ'। রাগকার্য্যে বিচারের প্রয়োজনীয়তা না থাকায় পণ্ডিতগণ উহাকে 'সিদ্ধবৃত্তিস্বরূপ' বলিয়া জানেন। রাগ যে-বস্তুর প্রতি ধাবিত হয়, তাহাকে তাহার 'ইষ্টবিষয়' বলে। নিত্য ও অনিত্য-ভেদে রাগের ইষ্টবিষয় দুইপ্রকার। নিত্য ইষ্টবিষয়ের প্রতি রাগ যখন ধাবিত হয়, তখন তাহাকে 'বৈকুণ্ঠরাগ' এবং অনিত্য ইষ্টবিষয়ের প্রতি ধাবিত হয়, তখন তাহাকে 'জড়রাগ' বলা হয়। জীবের চিত্তস্থ রাগ একই তত্ত্ববিধায় বৈকুণ্ঠরাগ ও জড়রাগে বিষয়ের ভিন্নতা আছে, রাগে ভিন্নতা নাই।" ('রাগরহস্য'—সাপ্তাহিক 'গৌড়ীয়' ৩য় বর্ষ, ৩৮সংখ্যা)

জড়রাগ-বিদ্যমানে কর্ত্তব্যবুদ্ধিক্রমে অর্থাৎ শাস্ত্রবিধি ও যুক্তিক্রমে প্রেরিত হইয়া যে ঈশসাধনপ্রণালী, তাহার নাম 'বৈধীভক্তি'। সেকালে 'রতি'র উদয় না হওয়া পর্য্যন্ত বৈধী ভক্তিতে অধিকার। রতির উদয় হইলে তাহা 'বৈকুণ্ঠরাগে' পর্য্যবসিত হয়। বৈকুণ্ঠরাগ তাহার ইষ্টবিষয়ের বৈশিষ্ট্যক্রমে ঐশ্বর্য্যপর ও মাধুর্য্যপর-ভেদে দ্বিবিধ। ব্রজবাসিগণের শ্রীকৃষ্ণের প্রতি যে রাগ, তাহা কেবল মাধুর্য্যপর ও ঐশ্বর্য্যগন্ধবিহীন। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁহাদের সেই রাগে আত্মসুখবাঞ্ছার গন্ধমাত্রও না থাকায় ও তারতম্য-বিচারে তাহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। সুতরাং ব্রজবাসিগণের পরম বিশুদ্ধ বৈকুণ্ঠ-রাগই মুখ্যতঃ 'রাগাত্মিকা ভক্তি' বলিয়া কথিত। তদ্বিষয়ে শাস্ত্রবর্ণন শ্রবণপূর্ব্বক তাঁহাদের রাগের প্রতি যে-লোভ জন্মে (অর্থাৎ রাগবিশেষে লোভ মাত্র উৎপন্ন হইয়াছে, পরন্তু স্বয়ং রাগবিশেষ উৎপন্ন হয় নাই), তদ্দ্বারা যে-ভক্তি, তাহাকে 'রাগানুগা ভক্তি' বলে। সেস্থলে শাস্ত্রবিধি ও যুক্তি-বিষয়ে যথাযথ জ্ঞান থাকিলেও তাহা উক্ত ভক্তির উত্তেজক নহে, পরন্তু যথার্থ বিষয়ে লোভই তাহার উত্তেজক।

"ততশ্চ তাদৃশলোভবতো ভক্তস্য লোভনীয়-তদ্ভাবপ্রাপ্ত্যুপায়-জিজ্ঞাসায়াং সত্যাং শাস্ত্রযুক্ত্যপেক্ষা স্যাৎ। যথা দুগ্ধাদিষু লোভে সতি কথং মে দুগ্ধাদিকং ভবেদিতি তদুপায়জিজ্ঞাসায়াং তদভিজ্ঞাপ্তজন-কৃতোপদেশবাক্যাপেক্ষা স্যাৎ।" (রাগবর্ত্ম-চন্দ্রিকা)—অনন্তর এইরূপ লোভবিশিষ্ট ভক্ত যখন কৃষ্ণপরিকরগণের ভাবপ্রাপ্তির উপায়-জিজ্ঞাসু হয়, তখন সেই অবস্থায় শাস্ত্র ও তদনুকূল যুক্তির ব্যবস্থা দেখা যায়। যেমন, কোন ব্যক্তির যদি দুগ্ধাদি-পানে লোভ উপস্থিত হয়, তবে কি-প্রকারে দুগ্ধাদি পাওয়া যায়, এই উপায় অবগত হওয়ার জন্য জিজ্ঞাসা উদয় হয় এবং সেই সময় সে-ব্যক্তির পক্ষে অভিজ্ঞ বিশ্বস্ত ব্যক্তিকর্ত্তৃক উপদেশ-বাক্যের অপেক্ষা দেখা যায়, সেইপ্রকার ভাবলিপ্সু ব্যক্তিগণের পক্ষেও শাস্ত্রোক্ত উপদেশের অপেক্ষা দৃষ্ট হয়। সুতরাং লোভোৎপত্তি-ক্ষেত্রে যদিও শাস্ত্রাদির কোনও অপেক্ষা নাই, তথাপি অভীপ্সিত ভাব লাভের জন্য শাস্ত্রোপদেশের অবশ্যই অপেক্ষা আছে, জানিতে হইবে। তজ্জন্য বৈধী সাধনভক্তির যে-সমস্ত অঙ্গ আছে, রাগানুগা ভক্তি সেই সকল অঙ্গ স্বীকার করেন। "বস্তুতস্তু লোভ-প্রবর্ত্তিতং বিধিমার্গেণ সেবনমেব রাগমার্গ উচ্যতে, বিধিপ্রবর্ত্তিতং বিধিমার্গেণ সেবনঞ্চ বিধিমার্গ ইতি। বিধিবিনাভূতং সেবনং তু শ্রুতিস্মৃত্যাদিবাক্যাদুৎপাতপ্রাপকমেব।" (রাগবর্ত্ম-চন্দ্রিকা)—বস্তুতঃ লোভদ্বারা প্রবর্ত্তিত হইয়া বিধিমার্গানুসারে সেবাই 'রাগমার্গ'রূপে কথিত এবং শাস্ত্রবিধি-হেতু অর্থাৎ কর্ত্তব্যবুদ্ধিক্রমে প্রবর্ত্তিত হইয়া বিধিমার্গে যে সেবা, তাহা 'বিধিমার্গ' বলিয়া কথিত।

'মনে' নিজ-সিদ্ধদেহ করিয়া ভাবন ।
রাত্রি-দিনে করে ব্রজে কৃষ্ণের সেবন ॥ ১৫৩ ॥

শাস্ত্র-প্রমাণ ঃ—

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু (১।২।২৯৪)—

সেবা সাধকরূপেণ সিদ্ধরূপেণ চাত্র হি ।
তদ্ভাবলিপ্সুনা কার্য্যা ব্রজলোকানুসারতঃ ॥ ১৫৪ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৫৪। রাগাত্মিকা-ভক্তিতে যাঁহাদের লোভ হয়, তাঁহারা ব্রজজনের কার্য্যানুসারে সাধকরূপে বাহ্য এবং সিদ্ধরূপে অভ্যন্তর সেবা করিবেন।

অনুভাষ্য

১৫৪। অত্র (রাগানুগা-ভক্তিসাধনে) তদ্ভাবলিপ্সুনা (তৎ তস্য ব্রজস্থিতস্য নিজাভীষ্টস্য কৃষ্ণপ্রেষ্ঠস্য গুরোঃ যঃ ভাবঃ তস্য লিপ্সুনা তদনুগমনেন নিজায়ত্তীকর্ত্তুমিচ্ছুনা) সাধকরূপেণ (সাধকশরীরে কীর্ত্তনাখ্যভক্ত্যাশ্রিতেন) সিদ্ধরূপেণ (স্বরূপ-সিদ্ধৌ নিত্যসেবনোপযোগি-মানসদেহেন) চ ব্রজলোকানুসারতঃ (তদুনরাগি-ব্রজজনানুগত্যেন) সেবা হি কার্য্যা (করণীয়া)।

১৫৬। কৃষ্ণং চ অস্য (কৃষ্ণস্য) প্রেষ্ঠং (প্রিয়তমং) নিজসমী-হিতং (নিজাভীষ্টং জনং) চ স্মরন্ অসৌ (সাধকঃ) তত্তৎকথারতঃ (তত্তদ্রসোচিত-কথানুরক্তঃ সন্) সদা (নিত্যকালং) ব্রজে (নন্দ-নন্দন-সেবাময়-বৃন্দাবনে) বাসং কুর্য্যাৎ (স্থূলশরীরে মনসাপি বা নিত্যনিবাসং স্থাপয়েৎ—কৃষ্ণভজনবিহীনস্য ধামবাসঃ প্রাকৃত-বিষয়-ভোগ-বিমূঢ়স্য কদাপি ন ভবতি, পরন্তু নিত্যভজনশীলস্য লৌকিকদৃষ্ট্যা অন্যত্রাবস্থানেঽপি অহরহঃ নিত্যধামবাস এব স্যাদিতি ভাবার্থঃ)।

রাগানুগ-ভক্তের সর্ব্বক্ষণ গুর্ব্বানুগত্যে স্বীয় অভীষ্ট সিদ্ধসেবা ঃ—

নিজাভীষ্ট কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ পাছে ত' লাগিয়া ।
নিরন্তর সেবা করে অন্তর্ম্মনা হঞা ॥ ১৫৫ ॥

নিবৃত্তানর্থ রাগানুগ-ভক্তের নির্জ্জনে অভীষ্ট-স্মরণাদি ঃ—

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু (১।২।২৯৩)—

কৃষ্ণং স্মরন্ জনঞ্চাস্য প্রেষ্ঠং নিজসমীহিতম্ ।
তত্তৎকথা-রতশ্চাসৌ কুর্য্যাদ্বাসং ব্রজে সদা ॥ ১৫৬ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৫৫। ব্রজবাসিভক্তগণই কৃষ্ণের প্রেষ্ঠ ; তন্মধ্যে যিনি যে ব্রজভক্তের মাধুর্য্যে লোভপূর্ব্বক তদনুগমনে অভীষ্ট সেবা মনে করেন, তিনি তাঁহার পশ্চাতে থাকিয়া অন্তর্মনা হইয়া নিরন্তর কৃষ্ণসেবা করেন।

১৫৬। কৃষ্ণ এবং তদীয় নিজ-নির্ব্বাচিত প্রেষ্ঠজনকে সর্ব্বদা স্মরণপূর্ব্বক সেই সেই কথায় রত হইয়া সর্ব্বদা ব্রজে বাস করিবেন ; শরীরে ব্রজবাস করিতে অক্ষম হইলে, মনে-মনেও ব্রজবাস করিবেন।

অনুভাষ্য

শাস্ত্রবিধি-বিনা সেবা কিন্তু শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু-গ্রন্থে উল্লিখিত "শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণাদি-পঞ্চরাত্র-বিধিং বিনা। ঐকান্তিকী হরের্ভক্তিরুৎপাতায়ৈব কল্পতে।।" বাক্যানুসারে তাহা উৎপাতের কারণ হইয়া থাকে।

"রাগভক্তগণ জাতরুচি—তাঁহারা স্বভাবতঃ শাস্ত্রযুক্তিতে সুনিপুণ। অজাতরুচি, শাস্ত্রসিদ্ধান্তে সম্পূর্ণ অনিপুণ ও উচ্ছৃঙ্খল হইয়া রাগানুগ অভিমান করা কপটতা মাত্র। এই কপটময়ী প্রাকৃত-অভিনিবেশময়ী রুচিকে রাগময়ী ভক্তিতে লোভ বলিয়া মনে করিতে হইবে না, যেহেতু তাহা প্রকৃতপক্ষে সম্ভোগ-স্পৃহা-দুষ্ট। বৈধীভক্তিদ্বারা চিত্ত নির্ম্মল হইলে যদি অহৈতুক হরি-গুরু-বৈষ্ণব-কৃপায় কোন সৌভাগ্যবানের রাগময় লোভ স্বতঃপ্রকাশ হইয়া পড়ে, তবেই তাহার রাগানুগা ভক্তিতে অধিকার উৎপন্ন হয়। কেহ কৃত্রিমভাবে ইচ্ছা করিলেই বা গায়ের জোরে রাগানুগ ভক্ত হইতে পারেন না। মূর্খতা, উচ্ছৃঙ্খলতা, কল্পনা, নিষিদ্ধাচার, শাস্ত্র-উল্লঙ্ঘন বা ব্যভিচার—রাগানুগা ভক্তি বা লোভময়ী শ্রদ্ধা নহে। পুরুষাভিমানী ব্যক্তি রাগভজন করিতে পারে না। মহতের কৃপা হইলে এই পুরুষাভিমান দূর হয় এবং শ্রীপুরুষোত্তমের প্রকৃতি বলিয়া অভিমান জাগে। অনর্থ সঙ্কুচিত হইলে নির্ম্মল আত্মা বা শুদ্ধজীবস্বরূপে যে স্বতঃসিদ্ধ রাগময় সেবা-ভাব প্রকাশিত হয়, তাহাতে নিজ নিজ শুদ্ধস্বরূপের রসভেদে রাগাত্মিক ব্রজবাসিগণের নিত্যসিদ্ধ-ভাবের প্রতি রাগানুগা নিষ্ঠা প্রকটিত হয়। তখন শ্রীগুরুকৃপাবলে পরম সৌভাগ্যবান্ সাধকগণের স্ব-স্ব-স্বরূপ আবিষ্কৃত হইয়া থাকে। ইহাতে কল্পনার, কৃত্রিমতার বা অন্য কোন অবান্তর উদ্দেশ্যের অবকাশ নাই। যাঁহার হৃদয় নির্গুণ, তাঁহারই নির্গুণ ব্রজজনের আনুগত্যে রুচি জন্মে।" ('বিধি ও রাগ'—দৈনিক নদীয়া প্রকাশ)

অমৃতানুকণা—১৫২-১৫৩। "কৃষ্ণসেবা—অপ্রাকৃত কামদেবের সেবা—শুদ্ধচেতনের অস্মিতার দ্বারা. ভগবানের পাদপদ্মের নিত্যা অহৈতুকী অপ্রতিহতা সেবা। শ্রীকৃষ্ণসেবা অপ্রাকৃত দেহের কার্য্য। আরোপের দ্বারা বা অন্তশ্চিন্তিত কাল্পনিক মনোময় দেহদ্বারা শ্রীকৃষ্ণসেবার কথা গোস্বামিপাদগণ বলেন নাই। ইহজগতের স্থূল ও লিঙ্গদেহের দ্বারা অপ্রাকৃত বস্তুর সেবা হয় না। যখন আমাদের অপ্রাকৃত দেহদ্বারা অপ্রাকৃত বস্তুর সেবা হইতে থাকে, তখনই বাহ্যদেহে তাহার স্পন্দন ক্রিয়া দেখিতে পাওয়া যায়। "অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্ গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ। সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ।।"—ইহাতে আমরা আমাদের দুর্ভাগ্যের পরাকাষ্ঠা বেশ উপলব্ধি করিতে পারি। সম্বন্ধজ্ঞান-বিশিষ্ট অপ্রাকৃত দেহের দ্বারা যখন আমরা শ্রীকৃষ্ণসেবা করিবার জন্য লুব্ধ হই, তখন আমাদের বাহিরের দেহও মায়ার পূজা না করিয়া সদা বৈকুণ্ঠ-নামগ্রহণে উৎকণ্ঠিত হয়। কিন্তু বাহ্যজগতের প্রতীতি প্রবল থাকিতে আমরা যে যাজন করিতেছি বলিয়া অভিমান করি, তাহা নিরর্থক।

রাগানুগের চারিরসে কৃষ্ণসেবা, শান্তরসের অনবস্থান ঃ—

দাস-সখা-পিত্রাদি-প্রেয়সীর গণ ।

রাগমার্গে নিজ-নিজ-ভাবের গণন ॥ ১৫৭ ॥

রাগানুগ-ভক্ত কৃষ্ণসহ চারিরসে সম্বন্ধযুক্ত ও অনন্যভাক্ এবং কাল ও প্রকৃতির অতীত ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবতে (৩।২৫।৩৮)—

ন কর্হিচিন্মৎপরাঃ শান্তরূপে
নঙ্ক্ষ্যন্তি নো মেঽনিমিষো লেঢ়ি হেতিঃ ।
যেষামহং প্রিয় আত্মা সুতশ্চ
সখা গুরুঃ সুহৃদো দৈবমিষ্টম্ ॥ ১৫৮ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৫৮। আমিই যাঁহাদিগের প্রিয়, আত্মা, সুত, সখা, গুরু, সুহৃৎ, দৈব ও ইষ্ট, তাঁহারা—সর্ব্বদাই মৎপর। হে শান্তরূপে জননি, আমার কালচক্র তাহাদিগকে কখনও নাশ করে না।

অনুভাষ্য

১৫৭। ভগবান্ মৈত্রেয়-ঋষি বিদুরকে কপিল-দেবহূতি-সংবাদ বর্ণন করিতেছেন। দেবহূতি ভগবান্ কপিলদেবের নিকট ভগবদ্ভক্তিযোগ ও আত্মতত্ত্ব জিজ্ঞাসা করায়, তিনি সাংখ্যযোগ-নামে প্রসিদ্ধ শুদ্ধভক্তিযোগ-কীর্ত্তনমুখে প্রথমে ভক্তির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অভিধেয়ত্ব বলিয়া শুদ্ধভক্ত হরিজনের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছেন,—

[হে মাতঃ,] শান্তরূপে (মন্নিষ্ঠাময়ি, শান্তং বিকাররহিতং শুদ্ধসত্ত্বং রূপং যস্মিন্ তদ্রূপে নিত্যধাম্নি বৈকুণ্ঠে বা) যেষাং (ভক্তানাম্) অহং প্রিয়ঃ (প্রেমপাত্রং), সুতঃ (স্নেহবিষয়ঃ), আত্মা (প্রেষ্ঠঃ), সখা (বিশ্বাসাস্পদং), গুরুঃ (উপদেষ্টা), সুহৃদঃ (হিতকারী), ইষ্টং দৈবং (পূজ্যঃ) [তে এব মদ্ভক্তাঃ, অতঃ ময়া রক্ষমাণাঃ] কর্হিচিৎ (কদাচিদপি) ন নঙ্ক্ষ্যতি (নির্ব্বিশেষাঃ, ভোগ্যহীনা ন ভবন্তি যতঃ) অনিমিষঃ (কালঃ) মে (মদীয়ঃ) হেতিঃ (কালচক্রং) ন লেঢ়ি (তান্ ন গ্রসতে)।

রাগানুগ ভক্তগণকে প্রণাম ঃ—

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু (১।২।৩০৭)—

পতিপুত্রসুহৃদ্ভ্রাতৃপিতৃবন্মিত্রবদ্ধরিম্ ।
যে ধ্যায়ন্তি সদোদ্যুক্তাস্তেভ্যোঽপীহ নমো নমঃ ॥ ১৫৯ ॥

অনুক্ষণ গুর্ব্বানুগত্যে নির্দ্দিষ্ট অভীষ্ট-সেবাতেই রাগানুগ সাধকের সিদ্ধি বা ভাবভক্তি-লাভ ঃ—

এইমত করে যেবা রাগানুগা-ভক্তি ।

কৃষ্ণের চরণে তাঁর উপজয় 'প্রীতি' ॥ ১৬০ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৫৯। পতি, পুত্র, সুহৃৎ, ভ্রাতা, পিতা, মিত্র ইত্যাদি রূপে হরিকে সর্ব্বদা উদ্‌যোগী হইয়া যাঁহারা ধ্যান করেন, তাঁহাদিগকে বারবার নমস্কার।

অনুভাষ্য

১৫৯। ইহ (অস্মিন্ জগতি) যে (ভক্তাঃ জনাঃ) সদা উদ্যুক্তাঃ (উৎসাহযুক্তাঃ সন্তঃ) হরিং (ভগবন্তং) পতিপুত্রসুহৃদ্-ভ্রাতৃপিতৃবৎ মিত্রবৎ চ ধ্যায়ন্তি, তেভ্যঃ অপি নমঃ নমঃ।

১৬০। যিনি 'এইমত' অর্থাৎ বাহিরে সাধকদেহে শ্রুত-

ইহাদ্বারা বলা হইতেছে না যে ভজনের ক্রিয়া ছাড়িয়া দিতে হইবে। বলা হইতেছে যে, অধিকার-অনুযায়ী ক্রমপন্থানুসারে অগ্রসর হইতে হইবে। সদ্‌গুরুর শ্রীচরণাশ্রয় ব্যতীত আমাদের ভজনক্রিয়া বা অনর্থনিবৃত্তির সম্ভাবনা নাই। অনর্থ-নিবৃত্তি না হইলে শ্রীকৃষ্ণসেবায় নৈরন্তর্য্য ও রুচি প্রভৃতি উপস্থিত হইতে পারে না। যে-দিন আমরা সেবক-বিগ্রহ শ্রীগুরুদেবকে চৈতন্যদেবের সহিত অভিন্ন উপলব্ধি করিতে পারিব, সেইদিন আমরা রাধাগোবিন্দের নিভৃতসেবা আমাদের বিভিন্ন আত্মরতিতে করিতে থাকিব।" (শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতা, সাপ্তাহিক 'গৌড়ীয়' ৩য় বর্ষ, ৪০শ সংখ্যা)

"মনে নিজ সিদ্ধদেহ করিয়া ভাবন"—এস্থলে 'ভাবনা'-শব্দে মানবের সঙ্কল্প-বিকল্পাত্মক ধর্ম্মবিশিষ্ট প্রাকৃত মনদ্বারা স্বতন্ত্র চিন্তাপ্রণালী বুঝিতে হইবে না। কারণ, শ্রীরূপ গোস্বামী বলিয়াছেন,—'ব্যতীত্য ভাবনাবর্ত্ম যশ্চমৎকারভারভূঃ। হৃদি সত্ত্বোজ্জ্বলে বাঢ়ং স্বদতে স রসো মতঃ।।" (ভঃ রঃ সিঃ)—ভাবনার পথ অতিক্রমপূর্ব্বক চমৎকারাতিশয়ের আধারস্বরূপ যে-স্থায়িভাব শুদ্ধসত্ত্ব-পরিমার্জ্জিত উজ্জ্বল-হৃদয়ে আস্বাদিত হয়, তাহাই 'রস' বলিয়া কথিত হয়। সুতরাং বিশুদ্ধসত্ত্ব-বৃত্তিদ্বারাই অধোক্ষজ শ্রীরাধাকৃষ্ণের ধ্যান সম্ভব। অধোক্ষজ-বস্তু—প্রাণিজগতের ভোগোন্মুখ জড়েন্দ্রিয়ের অতীত—"নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ।' (গীতা ৭।২৫)। তাঁহা কেবল সেবোন্মুখ নির্ম্মল চিত্তেই প্রকাশিত হন। "ভক্তিযোগেন মনসি সম্যক্ প্রণিহিতেঽমলে। অপশ্যৎ পুরুষং পূর্ণ মায়াঞ্চ তদপাশ্রয়াম্।।" (ভাঃ ১।৭।৪)। শুদ্ধভক্তিযোগ-প্রভাবে শুদ্ধীভূত মন সমাহিত হইলে শ্রীব্যাসদেব স্বরূপশক্তি-সমন্বিত পূর্ণপুরুষ শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়াছিলেন। তজ্জন্যই গৌরপার্ষদ ঠাকুর শ্রীনরোত্তম বলিয়াছেন,—"বিষয় ছাড়িয়া কবে শুদ্ধ হবে মন। কবে হাম হেরব শ্রীবৃন্দাবন।।" জড়বিষয়াবিষ্ট অশুদ্ধ মনে কখনও পূর্ণপুরুষের উপলব্ধি হয় না। কারণ, "(বদ্ধজীবের) চিন্তা জড়কে অতিক্রম করিতে পারে না। উপাসনাকে চিন্তা বলিলে, কেবল জড়প্রসূত কল্পনাকেই উপাসনা বলিতে হয়। সামান্য মানবসত্তায় জড় ও চিন্তা ব্যতীত আর কিছু লক্ষিত হয় না। জড়, জড়চিন্তা ও অজড়চিন্তারূপ নির্ব্বিশেষভাব—এই তিনটী সামান্যতঃ লক্ষিত তত্ত্বকে ভেদ করিয়া জীবের সিদ্ধসত্তার অনুসন্ধান কর। তখনই চিন্ময় উপাসনা লক্ষিত হইবে। সেই চিন্ময় উপাসনার নাম 'রস'।" (শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত ৭।২)

(২) 'সাধ্য' ভাবভক্তি বা রতি-বর্ণন ঃ—

কৃষ্ণপ্রেমের অস্ফুটাবস্থাই কৃষ্ণাকর্ষিণী 'ভাবভক্তি' বা 'রতি' ঃ—

প্রীত্যঙ্কুরে 'রতি', 'ভাব'—হয় দুই নাম ।
যাহা হৈতে বশ হন শ্রীভগবান্ ॥ ১৬১ ॥

ভাব বা রতির উদয় পর্য্যন্তই 'সাধন'রূপ 'অভিধেয়' ; তাহা হইতে 'প্রয়োজন'-লাভ ঃ—

যাহা হৈতে পাই কৃষ্ণের প্রেমের সেবন ।
এইত' কহিলুঁ 'অভিধেয়' বিবরণ ॥ ১৬২ ॥

অভিধেয় সাধনভক্তি সংক্ষেপে বর্ণিত ঃ—

অভিধেয়, সাধন-ভক্তি এবে কহিলুঁ সনাতন ।
সংক্ষেপে কহিলুঁ, বিস্তার না যায় বর্ণন ॥" ১৬৩ ॥

সাধনভক্তি-শ্রবণে কৃষ্ণপ্রেমোদয় ঃ—

অভিধেয় সাধনভক্তি শুনে যেই জন ।
অচিরাৎ পায় সেই কৃষ্ণপ্রেমধন ॥ ১৬৪ ॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ১৬৫ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে অভিধেয়ভক্তিতত্ত্ব-বিচারো নাম দ্বাবিংশঃ পরিচ্ছেদঃ।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৬১। 'প্রীত্যঙ্কুরে 'রতি', 'ভাব' হয় দুই নাম'—প্রেমের বা প্রীতির অঙ্কুরের দুইটী নাম অর্থাৎ 'রতি' ও 'ভাব'।

ইতি অমৃতপ্রবাহ-ভাষ্যে দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

অনুভাষ্য

হরিকথার কীর্ত্তনদ্বারা সেবা এবং মনে কৃষ্ণসেবোপযোগী নিজরসোচিত সিদ্ধদেহে সর্ব্বকাল ব্রজে রাধাকৃষ্ণের সেবা করেন, তিনি শাস্ত্র বা গুরুশাসন-বলে বৈধীভক্তির পরিবর্ত্তে নিজের স্বাভাবিক জাতরুচিপ্রভাবে রাগানুগ-পথে চলিতে চলিতে কৃষ্ণের চরণে প্রগাঢ় প্রীতি লাভ করেন। রাগানুগ-মার্গেই রতি বা ভাব-প্রভাবে কৃষ্ণ বশীভূত হন এবং তখনই কৃষ্ণপ্রেমসেবা-প্রাপ্তি ঘটে।

ইতি অনুভাষ্যে দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

"দিব্যজ্ঞান বা দীক্ষার সিদ্ধিতে অপ্রাকৃত দেহ বা চিদানন্দময় সিদ্ধদেহ শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপায় প্রকাশিত হয়। "দীক্ষাকালে ভক্ত করে আত্মসমর্পণ। সেইকালে কৃষ্ণ তারে করে আত্মসম।। সেই দেহ করে তার চিদানন্দময়। অপ্রাকৃত দেহে তাঁর চরণ ভজয়।।" তখনই সাধক সেই সিদ্ধদেহের ভাবনায় যোগ্যতা লাভ করেন এবং বাহ্যে অনুক্ষণ শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি করিয়া থাকেন। **সিদ্ধদেহ পূর্ণ সেবোন্মুখতার সঙ্গে সঙ্গেই প্রকাশিত হয়** এবং তাহা শ্রীবার্ষভানবীর অভিন্ন তনু শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপাবলেই লাভ হইয়া থাকে। গুরুবর্গের বাণীতে পাই—ইতরভাব বিদূরিত হইয়া নিত্যসিদ্ধ ব্রজগোপীভাব স্বভাবরূপে প্রকটনই 'গোপীগর্ভে জন্মলাভ'। অর্চ্চনমার্গে যেরূপ ভূতশুদ্ধি লাভের পর অর্চ্চনাধিকার, অপ্রাকৃত ভাবমার্গেও তেমন ইতরভাব পরিত্যাগপূর্ব্বক ব্রজগোপীভাব লাভ বা গোপীগৃহে জন্মলাভ না করা পর্য্যন্ত শ্রীরাধাগোবিন্দের ভাবসেবায় অধিকার লাভ হয় না। 'গুপ্'-ধাতুর অর্থ রক্ষা করা। কৃষ্ণ নির্ম্মল চেতনের নিত্যসিদ্ধ বৃত্তিকে সংরক্ষণ করেন বলিয়া অর্থাৎ চেতনের নিত্যসেবাপ্রবৃত্তির বিষয় হন বলিয়া তিনি 'গোপীনাথ' এবং নির্ম্মল চেতনের সেবাবৃত্তির বিগ্রহসমূহই 'গোপী'। সেই গোপীর গর্ভে অর্থাৎ কৃষ্ণের একমাত্র সংরক্ষিত-সত্ত্বস্বরূপ সেবাবৃত্তির অন্তরে জীবের চেতনবৃত্তি অবস্থিত না হইলে কেহ শ্রীরাধামাধবের সেবাধিকার লাভ করিতে পারে না।' ('সিদ্ধ'—দৈনিক নদীয়া প্রকাশ)

"এই জড়জগতে 'প্রাত্যহিক সাধক' জড়দেহে বাস করিয়াও ভাবনামার্গে শ্রীগুরুপ্রসাদে নিত্যসিদ্ধদেহের ভাবনা করিবেন। সেই দেহে অষ্টকালীয় মানসী সেবা চিন্তা করিতে করিতে স্বরূপসিদ্ধিক্রমে তাহাতে অভিমান জন্মে।" (শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত ৬।৫)। এস্থলে 'প্রাত্যহিক সাধক' কাহাকে বলে? "সাধক দুইপ্রকার—প্রাথমিক ও প্রাত্যহিক। 'প্রাথমিক' সাধকগণ নামসংখ্যা বৃদ্ধি করিতে করিতে (ক্রমশঃ) নামকীর্ত্তনে নৈরন্তর্য্য লাভ করেন। নৈরন্তর্য্য লাভ করিয়া 'প্রাত্যহিক' হইয়া পড়েন। 'প্রাথমিক' সাধকদিগের অবিদ্যা-পিত্তোপতপ্ত-রসনায় নামে 'রুচি' থাকে না। নিরন্তর নাম তুলসীমালায় সংখ্যা করিতে করিতে (অবশেষে) নৈরন্তর্য্য-সিদ্ধি বা 'প্রাত্যহিক'-অবস্থায় নামে আদর হয়। এ অবস্থায় নামোচ্চারণ-রহিত হইয়া থাকিতে ভাল লাগে না। আদরের সহিত নিরন্তর নাম করিতে করিতে নামে পরমাস্বাদ জন্মে। তৎকালে পাপ, পাপবীজ ও ঐ সকলের মূল যে অবিদ্যাভিনিবেশ, তাহা স্বয়ং দূর হয় এবং নরস্বভাবের যে-সকল অনর্থ আছে, তাহা ক্রমশঃ উপশম হইয়া নামের পরমানন্দময় স্বরূপ-সাক্ষাৎকৃতি হইতে থাকে।" (শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত ৬।৪)। সুতরাং নামে লব্ধরুচি, নামানুশীলন-প্রভাবে অবিদ্যা-ভিনিবেশ-মুক্ত ও নিবৃত্ত-অনর্থ এবং শ্রীনামের স্বরূপ-অনুভবকারী 'প্রাত্যহিক সাধক' রাগানুগা ভক্তিতে অধিকারী বলিয়া শ্রীগুরুপ্রসাদে যুগপৎ বাহ্য সাধকদেহে অনুক্ষণ শ্রবণ-কীর্ত্তন এবং অভ্যন্তরে নিজ সিদ্ধদেহে শ্রীরাধাকৃষ্ণ-সেবনে সমর্থ। কিন্তু শ্রীনামে অজাতরুচি, প্রাকৃত-অভিনিবেশ-বিশিষ্ট ও অনর্থযুক্ত 'প্রাথমিক' সাধকগণের পক্ষে তাদৃশ চেষ্টা নিতান্তই অনধিকার-চর্চ্চা ও কষ্টকল্পনা মাত্র।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

কথাসার—প্রভু অতঃপর ভাবের লক্ষণ, প্রেমের ও প্রেম-প্রাদুর্ভাবের লক্ষণ এবং উদিত-ভাব ব্যক্তিদিগের ব্যবহার-লক্ষণ বর্ণন করিয়া প্রেম যে-ক্রমে 'মহাভাব' হয়, তাহার এবং পঞ্চ-প্রকার রতির ব্যাখ্যায় সেই সেই রসের ব্যাখ্যা, রসের স্থিতি ও শৃঙ্গার রসের সর্ব্বোৎকর্ষ সংস্থাপন এবং তাহার স্বকীয়-পারকীয়-ভেদে বিবিধত্ব বর্ণন করিয়াছেন। কৃষ্ণের চতুঃষষ্টি-গুণের ব্যাখ্যা, রাধিকার পঞ্চবিংশতিগুণের ব্যাখ্যা এবং কৃষ্ণভক্তিরসের অধিকারীর স্বরূপ ও অষ্টাঙ্গ-লক্ষণ বর্ণন করিলেন। প্রভু সনাতনকে ভাগবতের গূঢ় সিদ্ধান্ত, হরিবংশ-লিখিত গোলোকের নিত্যলীলা, কেশাবতারের বিরুদ্ধ-ব্যাখ্যা ও শুদ্ধব্যাখ্যা—এইসমস্ত শিক্ষা দিয়া সনাতনের মস্তকে হস্তার্পণপূর্ব্বক তাঁহাতে শক্তি সঞ্চার করিলেন। (অঃ প্রঃ ভাঃ)

অনর্পিতচর-নামপ্রেমপ্রদাতা মহাবদান্য গৌরের প্রণাম ঃ—

চিরাদদত্তং নিজ-গুপ্তবিত্তং
স্বপ্রেম-নামামৃতমত্যুদারঃ।
আপামরং যো বিততার গৌরঃ
কৃষ্ণো জনেভ্যস্তমহং প্রপদ্যে ॥ ১ ॥

জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ২ ॥

শ্রীসনাতন-শিক্ষা—(৩) প্রয়োজন (কৃষ্ণপ্রেম)-***বর্ণন*** ; অভিধেয় 'সাধনভক্তি'র ফলে প্রয়োজনরূপ 'সাধ্য'-প্রেমভক্তি ঃ—

"এবে শুন ভক্তিফল 'প্রেম' প্রয়োজন।
যাহার শ্রবণে হয় ভক্তিরস-জ্ঞান ॥ ৩ ॥

ভাব বা রতি—প্রেমের তরল বা অঙ্কুরাবস্থা ; গাঢ় বা পক্বাবস্থায় উহাই 'প্রেম' ঃ—

কৃষ্ণে রতি গাঢ় হৈলে 'প্রেম'-অভিধান।
কৃষ্ণভক্তি-রসের সেই 'স্থায়িভাব'-নাম ॥ ৪ ॥

ভাবের সংজ্ঞা ; স্বরূপ ও তটস্থ-লক্ষণ ঃ—
ভক্তিরসামৃতসিন্ধু (১।৩।১)—

শুদ্ধসত্ত্ববিশেষাত্মা প্রেম-সূর্য্যাংশু-সাম্যভাক্।
রুচিভিশ্চিত্তমাসৃণ্যকৃদসৌ ভাব উচ্যতে ॥ ৫ ॥

প্রেমের লক্ষণ বর্ণন ঃ—

এই দুই,—ভাবের 'স্বরূপ', 'তটস্থ' লক্ষণ।
প্রেমের লক্ষণ এবে শুন, সনাতন ॥ ৬ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১। স্বীয় প্রেমনামামৃতরূপ গুপ্তবিত্ত,—যাহা ইহার পূর্ব্বে আর কাহাকেও দেওয়া হয় নাই, তাহাই—অত্যুদারস্বভাব যেই গৌরকৃষ্ণ আ-পামর ব্যক্তিদিগকে বিতরণ করিয়াছিলেন, তাঁহাতে আমি প্রপন্ন হই।

অনুভাষ্য

১। অত্যুদারঃ (মহাবদান্যঃ) যঃ গৌরঃ কৃষ্ণঃ চিরাৎ অদত্তম্ (অনর্পিতচরং) নিজগুপ্তবিত্তং (স্বীয়-গূঢ়রহস্যাত্মকধনং) স্বপ্রেম-নামামৃতম্ আপামরং (সাধ্বসাধ্বধিকার-নির্ব্বিশেষেণ) জনেভ্যঃ বিততার (অর্পয়ামাস), তং (গৌরকৃষ্ণম্) অহং প্রপদ্যে (শরণং যামি)।

৫। শুদ্ধসত্ত্ববিশেষাত্মা (ভগবতঃ কৃষ্ণস্য সর্ব্বপ্রকাশক-সংবিদাখ্য-স্বরূপশক্তিবৃত্তিরূপঃ শুদ্ধসত্ত্ববিশেষঃ, স এব আত্মা তন্নিত্যপ্রিয়জনাধিষ্ঠানতয়া নিত্যসিদ্ধং স্বরূপং যস্য সঃ) প্রেম-সূর্য্যাংশু-সাম্যভাক্ (প্রেমরূপ-সূর্য্যকিরণসাদৃশ্যযুক্তঃ—প্রেম্ণঃ অত্র প্রথমচ্ছবিরূপঃ) রুচিভিঃ (প্রাপ্ত্যভিলাষ-সকর্ত্তৃকানুকূল্যা-ভিলাষ-সৌহার্দ্দ্যাভিলাষৈঃ) চিত্তমাসৃণ্যকৃৎ (চিত্তার্দ্রতা-সম্পাদকঃ) অসৌ ভাবঃ (প্রেমাঙ্কুররূপঃ) উচ্যতে।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৫। প্রেমসূর্য্যের (যাহা) কিরণস্থলীয় বিশুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ, (ও) রুচিদ্বারা চিত্তকে যে তত্ত্ব মসৃণ করে, তাহাকেই 'ভাব' বলে।

৬। শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপই ভাবের 'স্বরূপ'-লক্ষণ ; রুচির দ্বারা চিত্তকে যে মসৃণ করে,—এইটী ভাবের 'তটস্থ'-লক্ষণ।

অনুভাষ্য

৬। 'এই দুই'—শ্লোক-লিখিত (১) শুদ্ধসত্ত্ববিশেষাত্মাদি—ভাবের স্বরূপ-লক্ষণ, (২) রুচিদ্বারা চিত্তদ্রবকারিতা—ভাবের তটস্থ লক্ষণ।

দুই ভাবের—(১) সাধনাভিনিবেশজ-ভাব, (২) কৃষ্ণ ও তদ্ভক্তপ্রসাদজ ভাব। "সাধনাভিনিবেশেন কৃষ্ণ-তদ্ভক্তয়োস্তথা। প্রসাদেনাতিধন্যানাং ভাবো দ্বেধাভিজায়তে।।" আবার কেহ কেহ উক্ত দুই ভাবের 'কেবলা' ও 'মিশ্রা' অর্থ করেন ; কিন্তু এই অর্থ এখানে সঙ্গত নহে, পূর্ব্বোক্ত অর্থই সঙ্গত।

৭। সম্যক্ মসৃণিতস্বান্তঃ (মসৃণিতঃ আর্দ্রীকৃতং স্বান্তং যস্মাৎ সঃ) মমত্বাতিশয়াঙ্কিতঃ (মমত্বাতিশয়যুক্তঃ—ইতি তটস্থ-লক্ষণদ্বয়-বিশিষ্টঃ যঃ) সান্দ্রাত্মা (ইতি স্বরূপলক্ষণযুক্ত) ভাবঃ স এব বুধৈঃ 'প্রেমা' নিগদ্যতে (কথ্যতে)।

প্রেমের সংজ্ঞা ঃ—

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু (১।৪।১)—

সম্যক্‌মসৃণিতস্বান্তো মমত্বাতিশয়াঙ্কিতঃ।
ভাবঃ স এব সান্দ্রাত্মা বুধৈঃ প্রেমা নিগদ্যতে ॥ ৭ ॥

পঞ্চরাত্রমতে প্রেমের সংজ্ঞা ঃ—

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু (১৪।২)-ধৃত নারদপঞ্চরাত্র-বচন—

অনন্যমমতা বিষ্ণৌ মমতা প্রেমসঙ্গতা।
ভক্তিরিত্যুচ্যতে ভীষ্মপ্রহ্লাদোদ্ধবনারদৈঃ ॥ ৮ ॥

প্রেমভক্তিলাভের ক্রমপন্থা ; প্রথমে 'শ্রদ্ধা' হইতে 'আসক্তি' পর্য্যন্ত অভিধেয় 'সাধনভক্তি' ও পশ্চাৎ রতি বা 'ভাবভক্তি'র উদয় ; রতি ঘনীভূত হইলে প্রয়োজন 'প্রেমভক্তি' ঃ—

কোন ভাগ্যে কোন জীবের 'শ্রদ্ধা' যদি হয়।
তবে সেই জীব 'সাধুসঙ্গ' করয় ॥ ৯ ॥
সাধুসঙ্গ হৈতে হয় 'শ্রবণ-কীর্ত্তন'।
সাধনভক্ত্যে হয় 'সর্ব্বানর্থনিবর্ত্তন' ॥ ১০ ॥
অনর্থনিবৃত্তি হৈলে ভক্তি 'নিষ্ঠা' হয়।
নিষ্ঠা হৈতে শ্রবণাদ্যে 'রুচি' উপজয় ॥ ১১ ॥
রুচি হৈতে ভক্তি হয় 'আসক্তি' প্রচুর।
আসক্তি হৈতে চিত্তে জন্মে কৃষ্ণে প্রীত্যঙ্কুর ॥ ১২ ॥
সেই 'রতি' গাঢ় হৈলে ধরে 'প্রেম'-নাম।
সেই প্রেমা—'প্রয়োজন' সর্ব্বানন্দ-ধাম ॥ ১৩ ॥

শাস্ত্র প্রমাণ ঃ—

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু (১।৪।১৫-১৬)—

আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোঽথ ভজনক্রিয়া।
ততোঽনর্থনিবৃত্তিঃ স্যাৎ ততো নিষ্ঠা রুচিস্ততঃ ॥ ১৪ ॥
অথাসক্তিস্ততো ভাবস্ততঃ প্রেমাভ্যুদঞ্চতি।
সাধকানাময়ং প্রেম্ণঃ প্রাদুর্ভাবে ভবেৎ ক্রমঃ ॥ ১৫ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৭। যখন সেই ভাব চিত্তকে সম্যক্ মসৃণ করিয়া অত্যন্ত মমতাদ্বারা পরিচিত হয় এবং স্বয়ং গাঢ়স্বরূপ হয়, তখন তাহাকে পণ্ডিতসকল 'প্রেম' বলিয়া উক্তি করেন।

৮। বিষ্ণুতে অনন্য-মমতা অর্থাৎ বিষ্ণুই একমাত্র মমতার পাত্র, আর কেহই নাই, এরূপ প্রেমসঙ্গত মমতাকে ভীষ্ম, প্রহ্লাদ, উদ্ধব ও নারদ প্রভৃতি বৈষ্ণবগণ (প্রেম) 'ভক্তি' বলিয়া উক্তি করেন।

৯-১৩। কোন ভক্ত্যুন্মুখী সকৃতিবলে কোন জীবের যদি অনন্য-ভক্তির প্রতি শ্রদ্ধা জন্মে, তাহা হইলে সেই জীব শুদ্ধভক্তরূপ সাধুর সঙ্গ করেন। সেই সাধুসঙ্গ হইতেই শ্রবণ-কীর্ত্তন হয়। শ্রবণ ও কীর্ত্তন যে পরিমাণে হইতে থাকে, সাধনভক্তিতে সেই পরিমাণে অনর্থসকল নিবৃত্ত হইতে থাকে। শ্রদ্ধোদয়-কাল হইতেই শ্রবণ ও কীর্ত্তনদ্বারা স্থূল-স্থূল অনর্থ নিবৃত্ত হইলে শ্রদ্ধাই অনন্যভক্তির প্রতি 'নিষ্ঠা'-রূপে উদিত হয় ; নিষ্ঠাই ক্রমে 'রুচি' হইয়া পড়ে। সেই রুচি হইতে পরে 'আসক্তি' জন্মে। আসক্তি নির্ম্মল হইলে কৃষ্ণপ্রীতির অঙ্কুর-স্বরূপ 'ভাব' বা 'রতি' হয়। সেই রতি গাঢ় হইলেই 'প্রেম'-নাম প্রাপ্ত হয়। সেই প্রেমই সর্ব্বানন্দধামস্বরূপ 'প্রয়োজন'-তত্ত্ব।

১৪-১৫। প্রথমে শ্রদ্ধা, তাহা হইতে সাধুসঙ্গ, তাহা হইতে ভজনক্রিয়া, তাহা হইতে অনর্থনিবৃত্তি, পরে নিষ্ঠা, তাহা হইতে রুচি ও আসক্তি,—এই পর্য্যন্ত সাধনভক্তি ; তাহা হইতে ক্রমশঃ 'ভাব', অবশেষে 'প্রেম' উদিত হয়। সাধকদিগের প্রেমোদয়ের এই ক্রম জানিবে।

অনুভাষ্য

৮। বিষ্ণৌ (ভগবতি) [যা] প্রেমসঙ্গতা (প্রেমযুক্তা) অনন্য-মমতা (ঐকান্তিকী সম্বন্ধময়ী) ভীষ্মপ্রহ্লাদোদ্ধবনারদৈঃ ভক্তৈঃ) [সা] ভক্তিঃ (ভাবঃ) উচ্যতে।

৯-১৩। সাধনভক্তি—প্রথমে সাধকের শ্রদ্ধা, তৎফলে সাধুসঙ্গ বা গুরুপাদাশ্রয়, তৎসঙ্গেসঙ্গে ভজনক্রিয়া, তৎফলে অনর্থ-নিবৃত্তি, তৎফলে নিষ্ঠা বা অবিক্ষেপে সাতত্য, তৎফলে রুচি, তৎফলে আসক্তি বা স্বারসিকী রুচি। সাধন-ভক্তি হইতে আসক্তি-ফলে যে 'সাধ্য' রতির উদয় হয়, তাহাই 'ভাব' নামে কথিত।

ভাবভক্তি—প্রেমসূর্য্যকিরণসদৃশী এবং রুচির দ্বারা চিত্তার্দ্রতা-সম্পাদিকা প্রেমের প্রথম বা অঙ্কুরাবস্থাকেই 'ভাবভক্তি' বলে। প্রেমের পূর্ব্বেই 'ভাব'-সংজ্ঞা, উহাই পরে উৎকৃষ্ট পক্ব বা পরিণত হইলে 'প্রেমভক্তি' সংজ্ঞায় অভিহিত। তজ্জন্য 'প্রেমসূর্য্যাংশু-সাম্যভাক্'-শব্দে 'ভাব' ও 'প্রেম'ভক্তির তারতম্য লিখিয়াছেন।

জাতরতি ভক্ত উৎকৃষ্ট হইয়া ক্রমশঃ প্রেমভক্তি লাভ করেন। রতি গাঢ় হইলে তাঁহাকে 'প্রেম' বলে। এই প্রেমই ভক্তির ফল, প্রয়োজন এবং পরমানন্দময়।

১৪-১৫। আদৌ শ্রদ্ধা (অসতি পরিণামশীলে বস্তুনি শিথিলানুরাগঃ সন্ অপ্রাকৃতে সচ্চিদানন্দবিগ্রহে বিষ্ণৌ দৃঢ়-বিশ্বাসঃ), ততঃ (লব্ধবিশ্বাসাৎ) সাধুসঙ্গঃ (অপ্রাকৃতবুদ্ধ্যা গুরু-বৈষ্ণবচরণাশ্রয়ঃ ততঃ কৃষ্ণদীক্ষাদি-ভজনরীতিশিক্ষণং চ), অথ (অতঃ শ্রৌতবর্ত্মনা তেষামানুগত্যেন গুরুচরণান্তিকে) ভজন-ক্রিয়া (কৃষ্ণ-ভজনানুষ্ঠানং), ততঃ (ভজনানুষ্ঠানাৎ) অনর্থ-

শ্রীভাগবত-প্রমাণ—

শ্রীমদ্ভাগবতে (৩।২৫।২২)—

সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য্যসংবিদো ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি শ্রদ্ধারতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি ॥ ১৬ ॥

পূর্ব্বপরিচ্ছেদে (১) সাধনভক্তির লক্ষণ বর্ণিত ; এক্ষণে (২) ভাবভক্তির লক্ষণ বর্ণন ঃ—

যাঁহার হৃদয়ে এই ভাবাঙ্কুর হয়।
তাঁহাতে এতেক চিহ্ন সর্ব্বশাস্ত্রে কয় ॥ ১৭ ॥

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু (১।৩।২৫-২৬)—

ক্ষান্তিরব্যর্থকালত্বং বিরক্তির্মানশূন্যতা।
আশাবন্ধঃ সমুৎকণ্ঠা নামগানে সদা রুচিঃ ॥ ১৮ ॥
আসক্তিস্তদ্গুণাখ্যানে প্রীতিস্তদ্বসতিস্থলে।
ইত্যাদয়োঽনুভাবাঃ স্যুর্জ্জাতভাবাঙ্কুরে জনে ॥ ১৯ ॥

শ্লোক-ব্যাখ্যা—(১) ক্ষান্তি বা ক্ষোভরাহিত্য ঃ—

এই নব প্রীত্যঙ্কুর যাঁর চিত্তে হয়।
প্রাকৃত-ক্ষোভে তাঁর ক্ষোভ নাহি হয় ॥ ২০ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১।১৯।১৫)—

তং মোপযাতং প্রতিযন্তু বিপ্রা গঙ্গা চ দেবী ধৃতচিত্তমীশে।
দ্বিজোপসৃষ্টঃ কুহকস্তক্ষকো বা দশত্বলং গায়ত বিষ্ণুগাথাঃ ॥২১॥

(২) অব্যর্থকালত্ব ও (৩) ইন্দ্রিয়তর্পণ-বিরক্তি ঃ—

কৃষ্ণসম্বন্ধ বিনা কাল ব্যর্থ নাহি যায়।
ভুক্তি, সিদ্ধি, ইন্দ্রিয়ার্থ তাঁরে নাহি ভায় ॥ ২২ ॥

সমস্ত ইন্দ্রিয়দ্বারা কৃষ্ণসেবা করিয়াও ভাবভক্তের চিন্ময়ী চমৎকারময়ী অতৃপ্তি ঃ—

হরিভক্তিসুধোদয়ে (১২।৩৮)—

বাগ্‌ভিঃ স্তুবন্তো মনসা স্মরন্তস্তন্বা নমন্তোঽপ্যনিশং ন তৃপ্তাঃ।
ভক্তাঃ স্রবন্নেত্রজলাঃ সমগ্রমায়ুর্হরেরেব সমর্পয়ন্তি ॥২৩ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৮-১৯। ক্ষান্তি অর্থাৎ ক্ষমা, অব্যর্থকালত্ব অর্থাৎ কাল বৃথা না যায়—এরূপ যত্ন, বিরক্তি অর্থাৎ কৃষ্ণসম্বন্ধব্যতীত অন্যবস্তুতে বৈরাগ্য, মানশূন্যতা অর্থাৎ মানের হেতু থাকিতেও মানহীন হওয়া, আশাবন্ধ, সমুৎকণ্ঠা, কৃষ্ণনামগানে রুচি, কৃষ্ণগুণাখ্যানে আসক্তি, কৃষ্ণবসতিস্থলে প্রীতি,—এইপ্রকার অনুভাবসকল ভাবাঙ্কুর জন্মিলে মনুষ্যের স্বভাবে লক্ষিত হয়।

অনুভাষ্য

নিবৃত্তিঃ (পরমার্থে প্রবৃত্তৌ তু তদিতরবিষয়ভোগনিবৃত্তিঃ) স্যাৎ (ভবতি) ; ততঃ (বিষয়সঙ্গত্যাগাদনন্তরং) নিষ্ঠা ('শমো মন্নিষ্ঠতা বুদ্ধেঃ' ইতি ভগবদ্বচনাৎ অবিক্ষেপেণ সাতত্যং), ততঃ রুচিঃ (রাগঃ), অথ (তদনন্তরং) আসক্তিঃ (স্বারসিকী রুচিঃ), ততঃ ভাবঃ (আদৌ প্রেমাঙ্কুরঃ), ততঃ প্রেমা (চরম-প্রয়োজনম্) অভ্যুদঞ্চতি (উদেতি)—সাধকানাং প্রেম্ণঃ প্রাদুর্ভাবে (উদয়ে) অয়ং ক্রমঃ ভবেৎ।

১৬। আদি, ১ম পঃ ৬০ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

১৭। ভাবাঙ্কুরিত হইলে অর্থাৎ রতির উদয়ে নয়টী লক্ষণ সাধকে দৃষ্ট হয়।

১৮-১৯। জাতভাবাঙ্কুরে জনে (জাতরুচৌ ভক্তে) ক্ষান্তিঃ (ক্ষোভহেতৌ প্রাপ্তে সতি অক্ষুভিতাত্মতা), অব্যর্থকালত্বং (কৃষ্ণ-সম্বন্ধবস্তুনি এব কেবলকালক্ষেপঃ) বিরক্তিঃ (কৃষ্ণেতরবস্তুনি বীতস্পৃহা), মানশূন্যতা (উৎকৃষ্টত্বেঽপি অমানিত্বম্), আশাবন্ধঃ (ভগবতঃ দৃঢ়প্রাপ্তি-সম্ভাবনা), সমুৎকণ্ঠা (নিজাভীষ্টলাভায় গুরুলুব্ধতা), নামগানে সদা রুচিঃ, তদ্গুণাখ্যানে আসক্তিঃ, তদ্বসতিস্থলে প্রীতিঃ—ইত্যাদয়ঃ 'অনুভাবাঃ' স্যুঃ (বর্ত্তন্তে)।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২১। বিপ্ররূপী আপনারা এবং গঙ্গাদেবী আমাকে শরণাগত ও কৃষ্ণে ধৃত (অর্পিত)-চিত্ত বলিয়া জানুন। এক্ষণে ব্রাহ্মণ-প্রেরিত কুহকই হউক বা তক্ষকই হউক, আমাকে যথেচ্ছ দংশন করুক ; আপনারা কৃষ্ণকথা গান করিতে থাকুন।

২৩। ভক্তসকল নেত্রে জলধারার সঙ্গে সঙ্গে বাক্যের দ্বারা স্তব, মনের দ্বারা স্মরণ এবং শরীরদ্বারা নমস্কার করিয়াও তৃপ্ত

অনুভাষ্য

২০। পূর্ব্বলিখিত নয়টী প্রীত্যঙ্কুর ভাব যাঁহার চিত্তে উদিত হয়, এই প্রাকৃত রাজ্যে তাঁহার কোন অসুবিধার বিষয় উপস্থিত হইলেও তাহা তিনি গণনা করেন না।

২১। শমীক-ঋষিতনয় শৃঙ্গীর শাপ-শ্রবণে গঙ্গাতটে প্রায়োপবেশনে কৃতসঙ্কল্প হইয়া মহারাজ পরীক্ষিৎ কৃষ্ণচিন্তা-রত হইলেন; তৎকালে তাঁহার নিকট বহুঋষি আসিয়া উপস্থিত হইলে তিনি তাঁহাদিগের যথাবিধি সৎকারপূর্ব্বক ব্রাহ্মণ-শাপকে হরিকথা-শ্রবণ-সুযোগপ্রদ মঙ্গলময় বররূপে বর্ণন করিয়া ঋষিগণকে সর্ব্বক্ষণ হরিকথা কীর্ত্তন করিতে অনুরোধ করিতেছেন,—

হে বিপ্রাঃ [ভবন্তঃ] দেবী (দেবতারূপা) গঙ্গা চ ঈশে ধৃতচিত্তম্ (ঈশ্বরার্পিতচিত্তং) তং (তথাভূতং) মা (মাম্) উপযাতং (শরণাগতং) প্রতিযন্তু (জানন্তু) ; দ্বিজোপসৃষ্টঃ (দ্বিজ-প্রেরিতঃ) কুহকঃ তক্ষকঃ বা অলং দশতু, বিষ্ণুগাথা (বিষ্ণু-কথাঃ) গায়ত (যূয়ং কীর্ত্তয়ত)।

২২। জাতরতিভক্তের ঐহিক ও পারলৌকিক ভোগ, অণিমাদি সিদ্ধি ও ইন্দ্রিয়তর্পণাদি শোভা পায় না এবং তাঁহার ঐগুলির প্রয়োজনও নাই।

কৃষ্ণেতর-বিষয়ভোগবিরক্ত ভরতের দৃষ্টান্ত ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবতে (৫।১৪।৪২)—

যো দুস্ত্যজান্ দারসুতান্ সুহৃদ্রাজ্যং হৃদিস্পৃশঃ ।
জহৌ যুবৈব মলবদুত্তমঃ শ্লোকলালসঃ ॥ ২৪ ॥

(৪) মানশূন্যতা ও (৫) আশাবন্ধ ঃ—

'সর্ব্বোত্তম' আপনাকে 'হীন' করি' মানে ।
'কৃষ্ণ কৃপা করিবেন'—দৃঢ় করি' মানে ॥ ২৫ ॥

অমানিত্বের দৃষ্টান্ত ঃ—

পদ্মপুরাণ-বাক্য—

হরৌ রতিং বহন্নেষো নরেন্দ্রাণাং শিখামণিঃ ।
ভিক্ষামটন্নরিপুরে শ্বপাকমপি বন্দতে ॥ ২৬ ॥

আশাবন্ধযুক্তের উক্তি ঃ—

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু (১।৩।৩৫)—

শ্রীরূপগোস্বামি-ধৃত শ্রীসনাতনপ্রভু-বাক্য—

ন প্রেমা শ্রবণাদিভক্তিরপি বা যোগোঽথবা বৈষ্ণবো
জ্ঞানং বা শুভকর্ম্ম বা কিয়দহো সজ্জাতিরপ্যস্তি বা ।
হীনার্থাধিকসাধকে ত্বয়ি তথাপ্যচ্ছেদ্যমূলা সতী
হে গোপীজনবল্লভ ব্যথয়তে হা হা মদাশৈব মাম্ ॥ ২৭ ॥

(৬) সমুৎকণ্ঠা ও (৭) নামগানে সদা রুচি ঃ—

সমুৎকণ্ঠা হয় সদা লালসা-প্রধান ।
নাম-গানে সদা রুচি, লয় কৃষ্ণনাম ॥ ২৮ ॥

সমুৎকণ্ঠায় ভক্তের উক্তি ঃ—

শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতে (৩২)-ধৃত বিল্বমঙ্গলবাক্য—

ত্বচ্ছৈশবং ত্রিভুবনাদ্ভুতমিত্যবেহি
মচ্চাপলঞ্চ তব বা মম বাধিগম্যম্ ।
তৎ কিং করোমি বিরলং মুরলীবিলাসি
মুগ্ধং মুখাম্বুজমুদীক্ষিতুমীক্ষণাভ্যাম্ ॥ ২৯ ॥

নামগানের দৃষ্টান্ত ঃ—

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু (১।৩।৩৮)—

রোদনবিন্দুমরন্দ-স্রন্দি-দৃগিন্দীবরাদ্য গোবিন্দ ।
তব মধুরস্বরকণ্ঠী গায়তি নামাবলীং বালা ॥ ৩০ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

হইতে পারে না। এইরূপ ক্রিয়াদ্বারা তাঁহার সমস্ত আয়ু শ্রীহরিতে সমর্পণ (অর্থাৎ তদুদ্দেশে ক্ষেপণ) করিয়া থাকেন।

২৪। ভরতরাজা উত্তমঃশ্লোক কৃষ্ণকে পাইবার লালসায় যুবাকালে হৃদয়গ্রাহিণী পত্নী, পুত্র, সুহৃৎ ও রাজ্যাদি মলবৎ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন ;—ইহাই জাতভাব পুরুষের বিরক্তির লক্ষণ।

২৬। হরিতে রতিযুক্ত হইয়া এই রাজশিরোমণি অরিপুরে ভিক্ষাটনপূর্ব্বক চণ্ডালকেও বন্দন করিতেছেন।

২৭। আমার প্রেম, শ্রবণাদি ভক্তি, বৈষ্ণবযোগ, জ্ঞান বা শুভকর্ম্ম অথবা সজ্জাতি, কিছুই নাই। হে গোপীজনবল্লভ, অকিঞ্চনের অর্থসাধকরূপ তোমাতে একপ্রকার অচ্ছেদ্যমূলা যে শুদ্ধা আশা আমার হৃদয়ে আছে, তাহা আমাকে ব্যথিত করিতেছে।

৩০। হে গোবিন্দ, এই স্বল্পবয়স্কা রাধিকা (বা চন্দ্রাবলী) অদ্য তাঁহার নয়নকমলে লোতকবিন্দুর সহিত মধুরকণ্ঠে তোমার নামাবলী গান করিতেছেন।

অনুভাষ্য

২৩। ভক্তাঃ অনিশং (সর্ব্বকালং) বাগ্‌ভিঃ স্তুবন্তঃ, মনসা স্মরন্তঃ, তন্বা নমন্তঃ অপি, ন তৃপ্তাঃ [ভবন্তি] ; স্ববন্নেত্রজলাঃ (বাষ্পবিগলিত-নয়নাঃ সন্তঃ) সমগ্রম্ আয়ুঃ হরেঃ (হরয়ে) এব সমর্পয়ন্তি।

২৫। পরীক্ষিতের নিকট শ্রীল শুকদেব মহাভাগবত ভরতের শুদ্ধহরিভজনাচরণরূপ গুণ-মহিমা কীর্ত্তন করিতেছেন,—

যঃ (ভরতঃ) উত্তমঃশ্লোকলালসঃ (উত্তমঃশ্লোকে লালসা লম্পটত্বং যস্য সঃ কৃষ্ণোৎকণ্ঠঃ সন্) হৃদিস্পৃশঃ (মনোজ্ঞান্) দুস্ত্যজান্ (দুষ্পরিহরান্) সুহৃদ্রাজ্যং (উভয়োর্দ্বন্দ্বৈক্যং) দার-সুতান্ যুবৈব মলবৎ জহৌ (পরিত্যক্তবান্) [তস্য আর্ষ্যভস্য অনুবর্ত্ম অন্যো নৃপঃ নার্হতীতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ]।

২৬। নরেন্দ্রাণাং শিখামণিঃ (নৃপকুলচূড়ামণিঃ) এষঃ হরৌ রতিং বহন্ (পোষয়ন্) অরিপুরে (শত্রুনিবাসে) ভিক্ষাং অটন্ (তদর্থং পরিভ্রমন্) শ্বপাকং (সুনীচম্) অপি বন্দতে।

২৭। [মম] প্রেমা বা, শ্রবণাদিভক্তিঃ অপি, অথবা বৈষ্ণবঃ (বিষ্ণুধ্যানময়ঃ) যোগঃ (শুদ্ধভক্তিযোগঃ), জ্ঞানং (ব্রহ্মনিষ্ঠং) বা, শুভকর্ম্ম (দৈববর্ণাশ্রমাদিরূপং) বা, অহো (খেদে) কিয়ৎ সজ্জাতিঃ (সদ্বংশজাতসম্মানম্) অপি বা ন অস্তি, হে গোপী-জনবল্লভ, হীনার্থাধিকসাধকে (হীনজনে যোগ্যতাপরিমাণা-ধিকফলদাতরি) ত্বয়ি অচ্ছেদ্যমূলা (সর্ব্বথৈব অবিচ্ছেদ্যা) সতী (শুদ্ধা) হা হা মৎ আশা (মম আশা) মাং ব্যথয়তে এব।

২৯। মধ্য, ২য় পঃ ৬১ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

৩০। হে গোবিন্দ, অদ্য রোদনবিন্দুমকরন্দ-স্যন্দি-দৃগিন্দীবরা (রোদনবিন্দবঃ এব মকরন্দাঃ পুষ্পরসাঃ তে স্যন্দন্তি দৃশৌ ইব ইন্দীবরৌ নীলপদ্মনেত্রাভ্রাং যস্যাঃ সা) মধুরস্বরকণ্ঠি (সৌস্বর্য্য-বতী) বালা (রাধিকা) তব নামাবলীং গায়তি।

(৮) কৃষ্ণগুণাখ্যানে আসক্তি ও (৯) কৃষ্ণবসতিস্থলে প্রীতি ঃ—

কৃষ্ণগুণাখ্যানে করে সর্ব্বদা আসক্তি ।
কৃষ্ণলীলা-স্থানে করে সর্ব্বদা বসতি ॥ ৩১ ॥

কৃষ্ণমাধুর্য্য বর্ণন ঃ—

শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতে (৯২) বিল্বমঙ্গলবাক্য—

মধুরং মধুরং বপুরস্য বিভোর্ম্মধুরং মধুরং বদনং মধুরম্ ।
মধুগন্ধি মৃদুস্মিতমেতদহো মধুরং মধুরং মধুরং মধুরম্ ॥ ৩২ ॥

কৃষ্ণপ্রিয়বসতিস্থলে প্রীতির দৃষ্টান্ত ঃ—

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু (১।২।১৫৪)—

কদাহং যমুনাতীরে নামানি তব কীর্ত্তয়ন্ ।
উদ্বাষ্পঃ পুণ্ডরীকাক্ষ রচয়িষ্যামি তাণ্ডবম্ ॥ ৩৩ ॥

এক্ষণে (৩) প্রেমভক্তিলক্ষণ-বর্ণন ঃ—

কৃষ্ণের রতির চিহ্ন এই কৈলুঁ বিবরণ ।
কৃষ্ণপ্রেমের চিহ্ন এবে শুন, সনাতন ॥ ৩৪ ॥

কৃষ্ণপ্রেমিক বৈষ্ণব বা শুদ্ধভক্ত—প্রাকৃত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সূক্ষ্মদর্শী সমালোচকেরও দুর্ব্বোধ্য ঃ—

যাঁর চিত্তে কৃষ্ণপ্রেমা করয়ে উদয় ।
তাঁর বাক্য, ক্রিয়া, মুদ্রা বিজ্ঞেহ না বুঝয় ॥ ৩৫ ॥

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু (১।৪।১৭)—

ধন্যস্যায়ং নবপ্রেমা যস্যোন্মীলতি চেতসি ।
অন্তর্বাণিভিরপ্যস্য মুদ্রা সুষ্ঠু সুদুর্গমা ॥ ৩৬ ॥

প্রেমভক্তের লক্ষণ ও ক্রিয়া-চেষ্টা ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।২।৩৯)—

এবংব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্ত্যা জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ ।
হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ ॥৩৭॥

প্রেমের গাঢ়ত্বের তারতম্য-বৈশিষ্ট্য ; সর্ব্বশেষে 'মহাভাব' ঃ—

প্রেমা ক্রমে বাড়ি' হয় স্নেহ, মান, প্রণয় ।
রাগ, অনুরাগ, ভাব, মহাভাব হয় ॥ ৩৮ ॥

উপমা ঃ—

যৈছে ইক্ষুরস-বীজ—গুড়, খণ্ড-সার ।
শর্করা, সিতা-মিছরি, শুদ্ধমিছরি আর ॥ ৩৯ ॥

বীজরূপা রতি ও প্রেমের গাঢ়াবস্থা-সমূহের তারতম্যে রসাস্বাদনাধিক্য-তারতম্য ঃ—

ইঁহা যৈছে ক্রমে ক্রমে বাড়ে নির্ম্মল স্বাদ ।
রতি-প্রেমাদির তৈছে বাড়য়ে আস্বাদ ॥ ৪০ ॥

পঞ্চবিধা রতি ঃ—

অধিকারী-ভেদে রতি—পঞ্চপ্রকার ।
শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর আর ॥ ৪১ ॥

পঞ্চরসেই কৃষ্ণ বশ ঃ—

এই পঞ্চ স্থায়িভাবে হয় পঞ্চ 'রস' ।
যে-রসে ভক্ত 'সুখী', কৃষ্ণ হয় 'বশ' ॥ ৪২ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৩৩। হে পুণ্ডরীকাক্ষ, আমি কবে তোমার নাম কীর্ত্তন করিতে করিতে উদ্বাষ্প হইয়া যমুনাতীরে নৃত্য করিতে থাকিব।

৩৬। যে ধন্যব্যক্তির চিত্তে নবপ্রেম উদিত হয়, তাহার ক্রিয়া ও মুদ্রাসকল অর্থাৎ চিহ্নসকল শাস্ত্রজ্ঞপুরুষদিগেরও সুদুর্ব্বোধ্য হইয়া পড়ে।

অনুভাষ্য

৩২। মধ্য, ২১শ পঃ ১৩৬ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

৩৩। হে পুণ্ডরীকাক্ষ, কদা অহং যমুনাতীরে (কালিন্দী-তটে) তব নামানি কীর্ত্তয়ন্, উদ্বাষ্পঃ (অশ্রুপূর্ণনেত্রঃ সন্) তাণ্ডবং [নৃত্যং] রচয়িষ্যামি (করিষ্যামি)?

৩৫। উদিতপ্রেমা ভক্তের বাক্য, অনুষ্ঠান ও মুদ্রা বিচক্ষণ পণ্ডিতেও বুঝিতে সমর্থ হন না।

৩৬। যস্য ধন্যস্য (সফলার্থস্য ভক্তজনস্য) চেতসি (চিত্তে) নবপ্রেমা উন্মীলতি (প্রকটো ভবতি) [তস্য] অস্য মুদ্রা (চেষ্টা) অন্তর্বাণিভিঃ (শাস্ত্রবিদ্ভিঃ) অপি সুষ্ঠু সুদুর্গমা (বোদ্ধুম্ অতীব অশক্যা)।

৩৭। আদি, ৭ম পঃ ৯৪ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

অনুভাষ্য

৪১। রতি—(ভঃ রঃ সঃ পূঃ বিঃ ৩য় লঃ) "ব্যক্তং মসৃণিতে-বান্তর্লক্ষ্যতে রতিলক্ষণম্। মুমুক্ষুপ্রভৃতীনাঞ্চেদ্ভবেদেষা রতির্ন হি। কিন্তু বালচমৎকারকারী তচ্চিহ্নবীক্ষয়া। অভিজ্ঞেন সুবোধোঽয়ং রত্যাভাস প্রকীর্ত্তিতঃ।।" অন্তর্ম্মসৃণতা বা আর্দ্রতা যাহা প্রকাশিত হয়, উহাই রতি-লক্ষণ, কিন্তু মুমুক্ষু বা বুভুক্ষু-দিগের মধ্যে লক্ষিত হইলে উহা কখনও 'রতি'-পদবাচ্য নহে। কৃষ্ণসেবা ব্যতীত ইতর অভিসন্ধিমূলা ঐ রতির চিহ্ন দেখিয়া অনভিজ্ঞ বালিশগণ চমৎকৃত হয়। কিন্তু ভক্তিসিদ্ধান্তাভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ তাহাকে 'রতির আভাস" বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন।

৪২। স্থায়ী ভাব, (ভঃ রঃ সিঃ দঃ বিঃ ৫ম লঃ ১ম শ্লোক) —'অবিরুদ্ধান্ বিরুদ্ধাংশ্চ ভাবান্ যো বশতাং নয়ন্। সু-রাজেব বিরাজেত স স্থায়ী ভাব উচ্যতে।। স্থায়ী ভাবোঽত্র স প্রোক্তঃ শ্রীকৃষ্ণবিষয়া রতিঃ।" হাসাদি অবিরুদ্ধ ভাব এবং ক্রোধাদি বিরুদ্ধভাবসমূহকে যে ভাব বশীভূত করিয়া উত্তম রাজার ন্যায় বিরাজ করে, তাহাই স্থায়ী ভাব। এ স্থলে শ্রীকৃষ্ণবিষয়া রতিকেই 'স্থায়ী ভাব' বলা যায়।

স্থায়িভাব বা রতিসহ সামগ্রী-মিলনে রসোৎপত্তি ;
রতিই রসের 'মূল' ঃ—

প্রেমাদিক স্থায়িভাব সামগ্রী-মিলনে ।
কৃষ্ণভক্তিরসরূপে পায় পরিণামে ॥ ৪৩ ॥

চারিপ্রকার সামগ্রী ঃ—

বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক, ব্যভিচারী ।
স্থায়িভাব 'রস' হয় এই চারি মিলি' ॥ ৪৪ ॥

উপমা ঃ—

দধি যেন খণ্ড-মরিচ-কর্পূর-মিলনে ।
'রসালাখ্য' রস হয় অপূর্ব্বাস্বাদনে ॥ ৪৫ ॥

রসের 'হেতু' বিভাব দ্বিবিধ—(১) আলম্বন ও (২) উদ্দীপন ঃ—

দ্বিবিধ 'বিভাব',—আলম্বন, উদ্দীপন ।
বংশীস্বরাদি—উদ্দীপন, কৃষ্ণাদি—আলম্বন ॥ ৪৬ ॥

রসের 'কার্য্য' অনুভাবের ১৩ প্রকার ভেদ ; ৮ প্রকার
সাত্ত্বিকও রসের 'কার্য্য' ঃ—

'অনুভাব'—স্মিত, নৃত্য, গীতাদি উদ্ভাস্বর ।
স্তম্ভাদি—'সাত্ত্বিক' অনুভাবের ভিতর ॥ ৪৭ ॥

রসের 'সহায়' ব্যভিচারী ভাব—৩৩টী ঃ—

নির্ব্বেদ-হর্ষাদি—তেত্রিশ 'ব্যভিচারী' ।
সব মিলি' 'রস' হয় চমৎকারকারী ॥ ৪৮ ॥

অনুভাষ্য

৪৩-৪৪। (ভঃ রঃ সিঃ দঃ বিঃ ১ম লঃ শ্লোক)—"অথাস্যাঃ কেশবরতের্লক্ষিতায়া নিগদ্যতে। সামগ্রীপরিপোষেণ পরমা রসরূপতা।। বিভাবৈরনুভাবৈশ্চ সাত্ত্বিকৈর্ব্যভিচারিভিঃ। স্বাদ্যত্বং হৃদি ভক্তানামানীতা শ্রবণাদিভিঃ। এষা কৃষ্ণরতিঃ স্থায়ী ভাবো ভক্তিরসো ভবেৎ।।" *

৪৬। (ঐ) "তত্র জ্ঞেয়া বিভাবাস্তু রত্যাস্বাদন-হেতবঃ। তে দ্বিধালম্বনা একে তথৈবোদ্দীপনাঃ পরে।।" তদুক্তমগ্নিপুরাণে—"বিভাব্যতে হি রত্যাদির্যত্র যেন বিভাব্যতে। বিভাবো নাম স দ্বেধালম্বনোদ্দীপনাত্মকঃ।।" কৃষ্ণরতির আস্বাদনের কারণকে 'বিভাব' বলে ; তাহা দুই প্রকার—আলম্বন ও উদ্দীপন। যাহাতে এবং যৎকর্ত্তৃক রত্যাদি বিভাবিত হয়, তাহাই অগ্নিপুরাণাদিতে 'বিভাব' (আলম্বনময় ও উদ্দীপনময়)-নামে কথিত।

আলম্বন—(ঐ) 'কৃষ্ণশ্চ কৃষ্ণভক্তাশ্চ বুধৈরালম্বনা মতাঃ। রত্যাদের্বিষয়ত্বেন তথাধারতয়াপি চ।।" রতি ইত্যাদির (অর্থাৎ গৌণ হাস্যাদিরসের) বিষয়রূপে 'কৃষ্ণ' এবং আধার-স্বরূপে 'কৃষ্ণভক্ত'—এই দুইকে পণ্ডিতগণ 'আলম্বন' বলেন।

উদ্দীপন—(ঐ) "উদ্দীপনাস্তু তে প্রোক্তা ভাবমুদ্দীপয়ন্তি যে। তে তু শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রস্য গুণাশ্চেষ্টাঃ প্রসাধনম্।। স্মিতাঙ্গ-সৌরভে বংশশৃঙ্গনূপুরকম্বরঃ। পদাঙ্ক-ক্ষেত্র-তুলসী-ভক্ত-তদ্বাস-রাদয়ঃ।।" যাহারা ভাব প্রকাশ করে, তাহারাই উদ্দীপন ; যথা ;—শ্রীকৃষ্ণের গুণ, চেষ্টা ও প্রসাধন (চিরুণ্যাদিদ্বারা কেশবিন্যাসাদি দেহ-সজ্জোপকরণ) এবং স্মিত (মৃদুহাস্য), অঙ্গগন্ধ, বংশী, শৃঙ্গ, নূপুর, শঙ্খ, পদচিহ্ন, ক্ষেত্র, তুলসী, ভক্ত, হরিবাসরাদি একাদশী-ব্রত।

অনুভাব—(ভঃ রঃ সিঃ দঃ বিঃ ২য় লঃ ১ম শ্লোক)

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৪৭। উদ্ভাস্বর—আঙ্গিক অনুভাববিশেষ, (উহা) পঞ্চ-প্রকার—বেশভূষার শৈথিল্য, গাত্রমোটন, জৃম্ভণ, ঘ্রাণের ফুল্লত্ব, নিশ্বাস-ত্যাগ ও প্রশ্বাস-গ্রহণ।

অনুভাষ্য

"অনুভাবাস্তু চিত্তস্থভাবানামববোধকাঃ। তে বহির্বিক্রিয়াপ্রায়াঃ প্রোক্তা উদ্ভাস্বরাখ্যয়া।। নৃত্যং বিলুঠিতং গীতং ক্রোশনং তনুমোটনম্। হুঙ্কারো জৃম্ভণং শ্বাসভূমা লোকানপেক্ষিতা। লালাস্রাবোঽট্টহাসশ্চ ঘূর্ণা-হিক্কাদয়োঽপি চ।। তে শীতাঃ ক্ষেপণাশ্চেতি যথার্থাখ্যা দ্বিধোধিতাঃ। শীতাঃ স্যুর্গীতজৃম্ভাদ্যা নৃত্যাদ্যাঃ ক্ষেপণাভিধাঃ।।" চিত্তস্থ-ভাবসমূহের প্রকাশক বাহ্যবিকারপ্রায় হইয়া যাহারা 'উদ্ভাস্বর'-নামে প্রসিদ্ধ, তাহারাই 'অনুভাব'। নৃত্য, ভূমিতে গড়াগড়ি, গান, উচ্চরব, গাত্রমোটন, হুঙ্কার, হাইতোলা, দীর্ঘনিশ্বাস, লোকাপেক্ষাত্যাগ, লালাস্রাব, অট্টহাস, ঘূর্ণা ও হিক্কা ইত্যাদি। ইহারা 'শীত' ও 'ক্ষেপণ'—এই দুই নামে কথিত ; তন্মধ্যে গীত ও জৃম্ভণাদিকে 'শীত' ও নৃত্যাদিকে 'ক্ষেপণ' বলে।

উদ্ভাস্বর—"উদ্ভাসন্তে স্বধাম্নীতি প্রোক্তা উদ্ভাস্বরা বুধৈঃ। নীব্যুত্তরীয়ধম্মিল্লস্রংসনং গাত্রমোটনম্। জৃম্ভা ঘ্রাণস্য ফুল্লত্বং নিশ্বাসাদ্যাশ্চ তে মতাঃ।।" ভাবযুক্ত ব্যক্তির শরীরে যাহা যাহা প্রকাশিত হয়, পণ্ডিতগণ তাহাকে 'উদ্ভাস্বর' বলেন। নীবি, উত্তরীয়-বসন ও খোঁপা খুলিয়া পড়া, গাত্রমোড়া, জৃম্ভণ, নাসিকার প্রফুল্লতা, নিশ্বাস, বিলুণ্ঠন এবং হিক্কাদি পূর্ব্বলিখিত বাহ্য বিকারসমূহ।

৪৭। স্তম্ভাদি—মধ্য, ১৪শ পঃ ১৬৭ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

৪৮। নির্ব্বেদ-হর্ষাদি—মধ্য, ১৪শ পঃ ১৬৭ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

---

* *অনন্তর এই কৃষ্ণরতির বিভাবাদি-সামগ্রীদ্বারা পরিপোষণহেতু যে পরম রসরূপতা লাভ হয়, তাহাই কথিত হইতেছে। শ্রবণাদি সাধন-ভক্ত্যঙ্গদ্বারা ভক্তগণের হৃদয়ে এই কৃষ্ণরতি-রূপ স্থায়িভাব—বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক, ব্যভিচারিভাবদ্বারা আস্বাদনীয় হইলে ভক্তিরসে পরিণত হয়।*

পঞ্চরসের বর্ণন ঃ—

পঞ্চবিধ রস—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ।
মধুর-রস শৃঙ্গার-ভাবেতে প্রাবল্য ॥ ৪৯ ॥

'প্রেম' পর্য্যন্ত শান্তরসের ও 'রাগ' পর্য্যন্ত দাস্যরসের সীমা ঃ—

শান্তরসে শান্তি-রতি 'প্রেম' পর্য্যন্ত হয় ।
দাস্য-রতি 'রাগ' পর্য্যন্ত ক্রমেতে বাড়য় ॥ ৫০ ॥

'অনুরাগ' পর্য্যন্ত সখ্য ও বাৎসল্যের সীমা ; তন্মধ্যে সুবলাদি প্রিয়নর্ম্ম সখারও 'ভাব' পর্য্যন্ত সীমা ঃ—

সখ্য-বাৎসল্য-রতি পায় 'অনুরাগ'-সীমা ।
সুবলাদ্যের 'ভাব' পর্য্যন্ত প্রেমের মহিমা ॥ ৫১ ॥

শান্তাদি পঞ্চরসের ভেদ-বৈচিত্র্য ঃ—

শান্তাদি রসের 'যোগ', 'বিয়োগ'—দুই ভেদ ।
সখ্য-বাৎসল্যে যোগাদির অনেক বিভেদ ॥ ৫২ ॥

দ্বারকায় ঐশ্বর্য্যময়ী স্বকীয়া মধুর-রতিতে 'রূঢ়-মহাভাব' এবং বৃন্দাবনে মাধুর্য্যময়ী কেবলা পারকীয়া মধুর-রতিতে 'অধিরূঢ়-মহাভাব' ঃ—

'রূঢ়', 'অধিরূঢ়' ভাব—কেবল 'মধুরে' ।
মহিষীগণের 'রূঢ়', 'অধিরূঢ়' গোপিকা-নিকরে ॥ ৫৩ ॥

অধিরূঢ়-মহাভাব দ্বিবিধ—(১) সম্ভোগে 'মাদন'-সংজ্ঞা, (২) বিপ্রলম্ভে 'মোহন'-সংজ্ঞা ঃ—

অধিরূঢ়-মহাভাব—দুই ত' প্রকার ।
সম্ভোগে 'মাদন', বিরহে 'মোহন' নাম তার ॥ ৫৪ ॥

সম্ভোগময় 'মাদন' ও বিপ্রলম্ভময় 'মোহনে' নানা ভাব-ভেদ-বৈচিত্র্য ঃ—

'মাদনে'—চুম্বনাদি হয় অনন্ত বিভেদ ।
'উদ্‌ঘূর্ণা', 'চিত্রজল্প'—'মোহনে' দুই ভেদ ॥ ৫৫ ॥

অনুভাষ্য

ব্যভিচারী—(ভঃ রঃ সিঃ দঃ বিঃ ৪র্থ লঃ ১ম শ্লোক) "ত্রয়স্ত্রিংশদ্ভাবাঃ যে ব্যভিচারিণঃ। বিশেষেণাভিমুখ্যেন চরন্তি স্থায়িনং প্রতি। বাগঙ্গসত্ত্বসূচ্যা যে জ্ঞেয়াস্তে ব্যভিচারিণঃ।। সঞ্চারয়ন্তি ভাবস্য গতিং সঞ্চারিণোঽপি তে। উন্মজ্জন্তি নিমজ্জন্তি স্থায়িন্যমৃতবারিধৌ। উর্ম্মিবদ্বর্দ্ধয়ন্ত্যেনং যান্তি তদ্রূপতাঞ্চ তে।।" ব্যভিচারী ভাবসমূহ ৩৩টী ; উহারা বিশেষতঃ প্রাধান্যরূপে স্থায়িভাবে বিচরণ করে। বাক্য, অঙ্গ (ভ্রূনেত্রাদি) এবং সত্ত্বোৎপন্ন অনুভাবদ্বারা ব্যভিচারী ভাবসকল ভাবের গতি সঞ্চার করে বলিয়া উহাকে 'সঞ্চারী' বলা হয়। ইহারা স্থায়িভাবরূপ অমৃত-সমুদ্রে মগ্ন হইয়া তরঙ্গের ন্যায় উহাকে বর্দ্ধন করাইয়া তদ্রূপতা লাভ করে।

৫০-৫১। শান্তরসে 'রতি' বৃদ্ধি পাইয়া 'প্রেম' পর্য্যন্ত সীমা লাভ করে। দাস্যরসে 'দাস্যরতি' স্নেহ, মান, প্রণয় ও রাগ পর্য্যন্ত বৃদ্ধি লাভ করে। সখ্যরসে 'সখ্যরতি' স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ ও অনুরাগ পর্য্যন্ত বাড়ে। বাৎসল্যরসে 'বাৎসল্যরতি' স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ ও অনুরাগ পর্য্যন্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। বিশেষত্ব এই যে, সখ্যরসাশ্রিত হইয়াও সুবল প্রভৃতির সখ্যরতি স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ ও ভাব পর্য্যন্ত বর্দ্ধমান হয়।

৫২। ভঃ রঃ সিঃ পঃ বিঃ ২য় লঃ ৯৩ শ্লোক—"অযোগ-যোগাবেতস্য প্রভেদৌ কথিতাবুভৌ" অর্থাৎ এই প্রীতিভক্তি-রসের 'অযোগ ও যোগ'—এই ভেদদ্বয় কথিত হইয়াছে।

অযোগ—"সঙ্গাভাবো হরেধীরৈরযোগ ইতি কথ্যতে। অযোগে ত্বন্মনস্কত্বং তদ্‌গুণাদ্যনুসন্ধয়ঃ। তৎপ্রাপ্ত্যুপায়চিন্তাদ্যাঃ সর্ব্বেষাং কথিতাঃ ক্রিয়াঃ।।" পণ্ডিতগণ ভগবানের সহিত সঙ্গাভাবকে 'অযোগ' বলেন। অযোগে হরিমনস্কতা অর্থাৎ হরিতে মন সমর্পণ এবং হরির গুণাদির অনুসন্ধান করা হয়। দাসাদি-ভক্তের সকলেরই কৃষ্ণপ্রাপ্তির উপায়-ভাবনা-ক্রিয়া কথিত হয়।

যোগ—"কৃষ্ণেন সঙ্গমো যস্তু স যোগ ইতি কীর্ত্ত্যতে" অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনকে 'যোগ' বলে।

শান্তাদি-রসের—শান্ত ও দাস্যে 'যোগ' ও 'বিয়োগ', এই দুইপ্রকার ভেদ ; তাহাতে যোগ ও অযোগের অনেক ভেদ নাই। পাঁচপ্রকার রসেই যোগ ও অযোগের ভেদ আছে বটে, কিন্তু সখ্য ও বাৎসল্যে অনেক বিভেদ আছে।

যোগবিভেদ—"যোগোঽপি কথিতঃ সিদ্ধিস্তুষ্টিস্থিতিরতি ত্রিধা" অর্থাৎ যোগের ত্রিবিধ ভেদ—সিদ্ধি, তুষ্টি ও স্থিতি।

অযোগবিভেদ—"উৎকণ্ঠত্বং বিয়োগশ্চেত্যযোগোঽপি দ্বিধোচ্যতে" অর্থাৎ 'অযোগ' দুইপ্রকার 'উৎকণ্ঠিত' ও 'বিয়োগ'।

৫৩। অধিরূঢ়,—(উঃ নীঃ স্থায়িভাব-প্রঃ ১৭০)

"রূঢ়োক্তেভ্যোঽনুভাবেভ্য কামপ্যাপ্তা বিশিষ্টতাম্।
যত্রানুভাবা দৃশ্যন্তে সোঽধিরূঢ়ো নিগদ্যতে।।"

মধুররসে মধুর-রতি স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ, ভাব ও মহাভাবপর্য্যন্ত বৃদ্ধি পায়। রূঢ় ও অধিরূঢ়-মহাভাব কেবল-মাত্র মধুর-রসেই বর্ত্তমান। দ্বারকায় 'রূঢ়' এবং গোকুলেই কেবল 'অধিরূঢ়'-ভাব দৃষ্ট হয়।

৫৪-৫৭। মধ্য, ১ম পঃ ৮৭ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৫৫। চিত্রজল্প দশপ্রকার—প্রজল্প, পরিজল্প, বিজল্প, উজ্জল্প, সংজল্প, অবজল্প, অভিজল্প, আজল্প, প্রতিজল্প ও সুজল্প।

ভাঃ ১০।৪৭ অঃ—ভ্রমরগীতায় বিপ্রলম্ভে রাধিকাদি গোপীগণের দিব্যোন্মাদ ঃ—

চিত্রজল্পের দশ অঙ্গ—প্রজল্পাদি-নাম ।
'ভ্রমর-গীতা'র দশ শ্লোক তাহাতে প্রমাণ ॥ ৫৬ ॥

বিপ্রলম্ভে দিব্যোন্মাদের চরম অবস্থা—অপ্রাকৃত-কৃষ্ণসেবাময়ী পরমচমৎকারিণী সর্ব্বোত্তমাবস্থা ঃ—

উদ্‌ঘূর্ণা, বিরহ-চেষ্টা—দিব্যোন্মাদ-নাম ।
বিরহে কৃষ্ণস্ফূর্ত্তি, আপনাকে 'কৃষ্ণ' জ্ঞান ॥ ৫৭ ॥

শৃঙ্গার-রস দ্বিবিধ—(১) সম্ভোগ ও (২) বিপ্রলম্ভ ; সম্ভোগ অসংখ্যবিধ ঃ—

'সম্ভোগ'-'বিপ্রলম্ভ'-ভেদে দ্বিবিধ শৃঙ্গার ।
'সম্ভোগে'র অনন্ত অঙ্গ, নাহি অন্ত তার ॥ ৫৮ ॥

বিপ্রলম্ভ চতুর্ব্বিধ ঃ—

'বিপ্রলম্ভ' চতুর্ব্বিধ—পূর্ব্বরাগ, মান ।
প্রবাসাখ্য, আর প্রেমবৈচিত্ত্য-আখ্যান ॥ ৫৯ ॥

ব্রজে রাধিকাদি গোপীগণ ও দ্বারকায় মহিষীগণের বিপ্রলম্ভভাব-বৈচিত্র্য ঃ—

রাধিকাদ্যে 'পূর্ব্বরাগ' প্রসিদ্ধ 'প্রবাস', 'মানে' ।
'প্রেমবৈচিত্ত্য' শ্রীদশমে মহিষীগণে ॥ ৬০ ॥

মহিষীগণের কৃষ্ণবিচ্ছেদাশঙ্কা ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৯০।১৫)—

কুররি বিলপসি ত্বং বীতনিদ্রা ন শেষে
স্বপিতি জগতি রাত্র্যামীশ্বরো গুপ্তবোধঃ ।
বয়মিব সখি কচ্চিদ্‌গাঢ়নির্ব্বিদ্ধচেতা
নলিন-নয়ন-হাসোদার-লীলেক্ষিতেন ॥ ৬১ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৫৬। ভ্রমরগীতা—শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ম স্কন্ধে ৪৭ অধ্যায়ে।

৬০। রাধিকাদি গোপীগণের চতুর্ব্বিধ বিপ্রলম্ভের মধ্যে 'পূর্ব্বরাগ', 'প্রবাস' ও 'মান'—এই তিনটী প্রসিদ্ধ ; দ্বারকায় মহিষীগণে 'প্রেমবৈচিত্ত্য' প্রসিদ্ধ।

৬১। হে সখি, কুররি, দেখ, রাত্রে গুপ্তবোধ ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণ নিদ্রা যাইতেছেন, আর তোমার নিদ্রা না থাকায় তুমি শুইতেছ না, কেবল বিলাপ করিতেছ! তাহা হইলে তুমিও কি আমাদের ন্যায় পদ্মনয়ন শ্রীকৃষ্ণের হাস্য ও উদারলীলা-দর্শনে নির্ব্বিদ্ধ (গাঢ়বিদ্ধ) চিত্ত হইয়া এরূপ করিতেছ?

অনুভাষ্য

৫৮। বিপ্রলম্ভ—(উঃ নীঃ বিপ্রলম্ভ-প্রকরণে ৩-৪ শ্লোক)—"যূনোরযুক্তয়োর্ভাবো যুক্তয়োর্বাথ যো মিথঃ। অভীষ্টলিঙ্গনাদী-নামনবাপ্তৌ প্রকৃষ্যতে।। স বিপ্রলম্ভো বিজ্ঞেয়ঃ সম্ভোগান্নতি-কারকঃ।" "ন বিনা বিপ্রলম্ভেন সম্ভোগঃ পুষ্টিমশ্নুতে।।" নায়ক-নায়িকার প্রথম মিলনের পূর্ব্বে অযুক্ত, মিলনলাভের পর যুক্ত—এই সময়দ্বয়ে পরস্পর অভীষ্ট আলিঙ্গনাদির অপ্রাপ্তিতে যে ভাব হয়, উহাকে 'বিপ্রলম্ভ' বলে ; উহা—সম্ভোগের পুষ্টি-কারক।

সম্ভোগ—"দর্শনালিঙ্গনাদীনামানুকূল্যান্নিষেবয়া। যূনো-রুল্লাসমারোহন্ ভাবঃ সম্ভোগ ঈর্য্যতে।।" এই শ্লোকের (১) শ্রীজীব-প্রভুকৃত-টীকা—'আনুকূল্যাদিতি কামময়সম্ভোগো ব্যাবৃত্তঃ।' (২) শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকা—'পশুবচ্ছৃঙ্গারো ব্যাবৃত্তঃ।' দর্শন ও আলিঙ্গনাদির পরস্পর সুখতাৎপর্য্যনিষেবণদ্বারা নায়ক ও নায়িকার উল্লাসোপরি আরোহণপূর্ব্বক যে ভাব উদিত হয়, তাহাকে 'সম্ভোগ' বলে। জাগ্রদবস্থায় মুখ্য-সম্ভোগ চারিপ্রকার (১) পূর্ব্বরাগানন্তর 'সংক্ষিপ্ত', (২) মানানন্তর 'সঙ্কীর্ণ', (৩) কিঞ্চিদ্দূর-প্রবাসানন্তর 'সম্পন্ন' ও (৪) সুদূর প্রবাসানন্তর 'সমৃদ্ধিমান্'। স্বপ্নাবস্থায় গৌণ-সম্ভোগও পূর্ব্বের ন্যায় চারি প্রকার।

৫৯। পূর্ব্বরাগ—(উঃ নীঃ বিপ্রলম্ভপ্রকরণে ৫ম শ্লোক) "রতির্যা সঙ্গমাৎ পূর্ব্বং দর্শনশ্রবণাদিজা। তয়োরুন্মীলতি প্রাজ্ঞৈঃ পূর্ব্বরাগঃ স উচ্যতে।।" যে রতি সঙ্গমের পূর্ব্বে দর্শন-শ্রবণাদি হইতে উৎপন্ন হইয়া উভয়ের বিভাবাদির মিশ্রণে আস্বাদময়ী হয়, উহাই 'পূর্ব্বরাগ'।

মান—"দম্পত্যোর্ভাব একত্র সতোরপ্যনুরক্তয়োঃ। স্বাভীষ্টা-শ্লেষবীক্ষাদিনিরোধী মান উচ্যতে।।" পরস্পর অনুরক্ত একত্র অবস্থিত বা ভিন্ন স্থানে স্থিত নায়ক ও নায়িকার স্বাভীষ্ট ঈক্ষণ ও আলিঙ্গনাদির নিরোধীভাবকে 'মান' বলে।

প্রবাস—"পূর্ব্বসঙ্গতয়োর্যূনোর্ভবেদ্দেশান্তরাদিভিঃ। ব্যব-ধানন্তু যৎ প্রাজ্ঞৈঃ স প্রবাস ইতীর্য্যতে।।" পূর্ব্ব-সঙ্গমবিশিষ্ট দম্পতীর দেশান্তরাদি-ব্যবধানকে প্রাজ্ঞগণ 'প্রবাস' বলেন।

প্রেমবৈচিত্ত্য—"প্রিয়স্য সন্নিকর্ষেঽপি প্রেমোৎকর্ষস্বভাবত। যা বিশেষধিয়ার্ত্তিস্তৎ প্রেমবৈচিত্ত্যমুচ্যতে।।" প্রেমোৎকর্ষ-স্বভাব-ক্রমে প্রিয়সন্নিধানে অবস্থান করিয়াও তৎসহ বিরহভয়ে যে আর্ত্তি উপস্থিত হয়, তাহাই 'প্রেমবৈচিত্ত্য'।

৬১। দ্বারকায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ লীলাবিলাসদ্বারা মহিষীগণের চিত্ত হরণ করিতে থাকিলে তাঁহারা তদ্‌গতচিত্তে অতি নিকটে থাকিয়াও সর্ব্বদাই 'হারাই' 'হারাই' ভাবযুক্ত হইয়া উন্মত্তার ন্যায় এইরূপ বলাবলি করিতেন,—

হে কুররি, ঈশ্বরঃ (কৃষ্ণঃ) রাত্র্যাং গুপ্তবোধঃ (সুপ্তচেতনঃ

কৃষ্ণ—নায়ক-শিরোমণি, শ্রীরাধা—নায়িকা-শিরোমণি ঃ—

ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণ—নায়ক-শিরোমণি ।
নায়িকার শিরোমণি—রাধা-ঠাকুরাণী ॥ ৬২ ॥

প্রমাণ ঃ—

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু (২।১।১৭)—

নায়কানাং শিরোরত্নং কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্ ।
যত্র নিত্যতয়া সর্ব্বে বিরাজন্তে মহাগুণাঃ ॥ ৬৩ ॥

শ্রীরাধিকার অষ্টবিশেষণ ঃ—

বৃহদ্গৌতমীয় তন্ত্র-বাক্য—

দেবী কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা সর্ব্বথাধিকা ।
সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী সর্ব্বকান্তিঃ সম্মোহিনী পরা ॥ ৬৪ ॥

কৃষ্ণের অসংখ্য সদ্‌গুণরাশির মধ্যে ৬৪টী প্রধান গুণ ঃ—

অনন্ত কৃষ্ণের গুণ, চৌষট্টি—প্রধান ।
এক এক গুণ শুনি' জুড়ায় ভক্ত-কাণ ॥ ৬৫ ॥

৬৪টী গুণের তালিকা ; প্রথমে ৫০টী গুণ-বর্ণন ঃ—

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু (২।১।২৩-২৯)—

অয়ং নেতা সুরম্যাঙ্গঃ সর্ব্বসল্লক্ষণান্বিতঃ ।
রুচিরস্তেজসা যুক্তো বলীয়ান্ বয়সান্বিতঃ ॥ ৬৬ ॥
বিবিধাদ্ভুতভাষাবিৎ সত্যবাক্যঃ প্রিয়ংবদঃ ।
বাবদূকঃ সুপাণ্ডিত্যো বুদ্ধিমান্ প্রতিভান্বিতঃ ॥ ৬৭ ॥
বিদগ্ধশ্চতুরো দক্ষঃ কৃতজ্ঞঃ সুদৃঢ়ব্রতঃ ।
দেশকাল-সুপাত্রজ্ঞঃ শাস্ত্রচক্ষুঃ শুচির্ব্বশী ॥ ৬৮ ॥
স্থিরো দান্তঃ ক্ষমাশীলো গম্ভীরো ধৃতিমান্ সমঃ ।
বদান্যো ধার্ম্মিকঃ শূরঃ করুণো মান্যমানকৃৎ ॥ ৬৯ ॥
দক্ষিণো বিনয়ী হ্রীমান্ শরণাগতপালকঃ ।
সুখী ভক্তসুহৃৎ প্রেমবশ্যঃ সর্ব্বশুভঙ্করঃ ॥ ৭০ ॥
প্রতাপী কীর্ত্তিমান্ রক্তলোকঃ সাধুসমাশ্রয়ঃ ।
নারীগণ-মনোহারী সর্ব্বারাধ্যঃ সমৃদ্ধিমান্ ॥ ৭১ ॥
বরীয়ানীশ্বরশ্চেতি গুণাস্তস্যানুকীর্ত্তিতাঃ ।
সমুদ্রা ইব পঞ্চাশদ্দুর্ব্বিগাহা হরেরমী ॥ ৭২ ॥

৫০টী গুণ বিন্দু বিন্দুরূপে সর্ব্বজীবে বর্ত্তমান ঃ—

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু (২।১।৩০)—

জীবষ্বেতে বসন্তোঽপি বিন্দুবিন্দুতয়া ক্বচিৎ ।
পরিপূর্ণতয়া ভান্তি তত্রৈব পুরুষোত্তমে ॥ ৭৩ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৬৩। স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণই নায়কগণের শিরোরত্ন ; সেই কৃষ্ণে মহাগুণসকল নিত্যরূপে বিরাজমান।

৬৬-৭২। এই নায়করূপী কৃষ্ণ—১। সুরম্যাঙ্গ, ২। সর্ব্বসল্লক্ষণযুক্ত, ৩। সুন্দর, ৪। মহাতেজা, ৫। বলবান্, ৬। কিশোরবয়সযুক্ত, ৭। বিবিধ অদ্ভুত ভাষাজ্ঞ, ৮। সত্যবাক্, ৯। প্রিয়বাক্যযুক্ত, ১০। বাক্‌পটু, ১১। সুপণ্ডিত, ১২। বুদ্ধিমান্, ১৩। প্রতিভাযুক্ত, ১৪। বিদগ্ধ, ১৫। চতুর, ১৬। দক্ষ, ১৭। কৃতজ্ঞ, ১৮। সুদৃঢ়ব্রত, ১৯। দেশকালপাত্রজ্ঞ, ২০। শাস্ত্রদৃষ্টিযুক্ত, ২১। শুচি, ২২। বশী, ২৩। স্থির, ২৪। দমনশীল, ২৫। ক্ষমাশীল, ২৬। গম্ভীর, ২৭। ধৃতিমান্, ২৮। সমসৌম্যচরিত, ২৯। বদান্য, ৩০। ধার্ম্মিক, ৩১। শূর, ৩২। করুণ, ৩৩। মানদ, ৩৪। দক্ষিণ, ৩৫। বিনয়ী, ৩৬। লজ্জাযুক্ত, ৩৭। শরণাগতপালক, ৩৮। সুখী, ৩৯। ভক্তবন্ধু, ৪০। প্রেমবশ্য, ৪১। সর্ব্বশুভকারী, ৪২। প্রতাপী, ৪৩। কীর্ত্তিমান্, ৪৪। লোকানুরক্ত, ৪৫। সাধুদিগের সমাশ্রয়, ৪৬। নারীমনোহারী, ৪৭। সর্ব্বারাধ্য, ৪৮। সমৃদ্ধিমান্, ৪৯। শ্রেষ্ঠ ও ৫০। ঐশ্বর্য্যযুক্ত—এই পঞ্চাশটী গুণযুক্ত।

৭৩। এই পঞ্চাশটী গুণ বিন্দু বিন্দুরূপে সর্ব্বজীবে আছে, কিন্তু পরিপূর্ণ-সমুদ্ররূপে কৃষ্ণে বর্ত্তমান।

অনুভাষ্য

ইব) স্বপিতি (শেতে) ; ত্বং তু জগতি [একা] বীতনিদ্রা [সতী] ন শেষে (ন স্বপিষি, শয়নেচ্ছামপি ন কুরুষে, পরন্তু নিদ্রাভঙ্গং কুর্ব্বতী) বিলপসি (তদনুচিতমিত্যর্থঃ)। হে সখি, [অথবা নাপরাধস্তব, যতঃ] বয়ং ইব ত্বং নলিন-নয়নহাসোদার-লীলেক্ষিতেন (পদ্মলোচনস্য ভগবতঃ হাসেন সহিতম্ উদারং যৎ লীলেক্ষিতং তেন অকুণ্ঠিতস্মিতকটাক্ষেণ) কচ্চিৎ গাঢ়-নির্ব্বিদ্ধচেতা (অতিশয়েন আকৃষ্টচিত্তা)।

৬৩। নায়কানাং মধ্যে স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণস্তু শিরোরত্নং (চূড়ামণিঃ) ; যত্র (কৃষ্ণে) সর্ব্বে মহাগুণাঃ নিত্যতয়া বিরাজন্তে (শোভন্তে)।

৬৪। আদি, ৪র্থ পঃ ৮৩ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

৬৬-৭২। অয়ং নেতা (নায়কঃ কৃষ্ণঃ) সুরম্যাঙ্গঃ (পরম-রমণীয়াঙ্গ-সন্নিবেশযুক্তঃ) সর্ব্বসল্লক্ষণান্বিতঃ (সামুদ্রিক-শাস্ত্রোক্ত-গুণোত্থদ্বাত্রিংশচ্ছুভচিহ্নযুক্তঃ অঙ্কোত্থষোড়শরেখাসমন্বিতশ্চ) রুচিরঃ (লোচনানন্দিসৌন্দর্য্যবিশিষ্টঃ) তেজসাযুক্তঃ (তেজস্বী,) বলীয়ান্ (বলী), বয়সান্বিতঃ (নিত্যকিশোরবয়ঃ) বিবিধাদ্ভুত-ভাষাবিৎ (নানাপূর্ব্ব-ভাবভাষাকুশলঃ) সত্যবাক্যঃ (ঋতগীঃ), প্রিয়ম্বদঃ, বাবদূকঃ (শ্রুতিমধুররসালঙ্কারাদিযুক্তবচন-প্রয়োগক্ষমঃ), সুপাণ্ডিত্যঃ (অপ্রাকৃতবিদ্যানিপুণঃ) প্রতিভান্বিতঃ (নবনবপ্রকাশ-শালিনীবুদ্ধিযুক্তঃ), বিদগ্ধঃ (কলাবিলাসকুশলঃ), চতুরঃ (ধীমান্),

আরও ৫টী অধিকগুণ-বর্ণন ; রুদ্রাদি শ্রেষ্ঠ-জীবে এই ৫৫টী গুণ আংশিকভাবে ও বিষ্ণুতে পূর্ণরূপে নিত্যবর্ত্তমান ঃ—

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু (২।১।৩৭-৩৮)—

অথ পঞ্চগুণা যে স্যুরংশেন গিরিশাদিষু ।
সদা স্বরূপসংপ্রাপ্তঃ সর্ব্বজ্ঞো নিত্যনূতনঃ ॥ ৭৪ ॥
সচ্চিদানন্দসান্দ্রাঙ্গশ্চিদানন্দঘনাকৃতিঃ ।
স্ববশাখিলসিদ্ধিঃ স্যাৎ সর্ব্বসিদ্ধিনিষেবিতঃ ॥ ৭৫ ॥

শ্রীনারায়ণে আর ৫টী অধিক গুণ অর্থাৎ ৬০টী গুণ পরিপূর্ণভাবে অবস্থিত ঃ—

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু (২।১।৩৯-৪০)—

অথোচ্যন্তে গুণাঃ পঞ্চ যে লক্ষ্মীশাদি-বর্ত্তিনঃ ।
অবিচিন্ত্যমহাশক্তিঃ কোটিব্রহ্মাণ্ডবিগ্রহঃ ॥ ৭৬ ॥
অবতারাবলীবীজং হতারিগতিদায়কঃ ।
আত্মারামগণাকর্ষীত্যমী কৃষ্ণে কিলাদ্ভুতাঃ ॥ ৭৭ ॥

স্বয়ং কৃষ্ণে নারায়ণাপেক্ষা আরও ৪টী নিজস্ব অধিক গুণ অর্থাৎ সর্ব্বশুদ্ধ ৬৪টী গুণ পরিপূর্ণরূপে নিত্যবর্ত্তমান ঃ—

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু (২।১।৪১-৪৪)—

সর্ব্বাদ্ভুতচমৎকার-লীলাকল্লোলবারিধিঃ ।
অতুল্যমধুরপ্রেম-মণ্ডিতপ্রিয়মণ্ডলঃ ॥ ৭৮ ॥
ত্রিজগন্মানসাকর্ষি-মুরলীকলকূজিতঃ ।
অসমানোর্দ্ধরূপশ্রী-বিস্মাপিতচরাচরঃ ॥ ৭৯ ॥
লীলা-প্রেম্ণা প্রিয়াধিক্যং মাধুর্য্যং বেণুরূপয়োঃ ।
ইত্যসাধারণং প্রোক্তং গোবিন্দস্য চতুষ্টয়ম্ ।
এবং গুণাশ্চতুর্ভেদাশ্চতুঃষষ্টিরুদাহৃতাঃ ॥ ৮০ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৭৪-৭৫। এই পঞ্চাশের উপর আরও পাঁচটী মহাগুণ পূর্ণরূপে কৃষ্ণে (বিষ্ণুতে) এবং আংশিকরূপে শিবাদি-দেবতায় বর্ত্তমান—(১) সর্ব্বদা স্বরূপসম্প্রাপ্ত, (২) সর্ব্বজ্ঞ, (৩) নিত্য-নূতন, (৪) সচ্চিদানন্দঘনীভূতস্বরূপ, (৫) অখিলসিদ্ধি-বশকারী, অতএব সর্ব্বসিদ্ধি-নিষেবিত।

৭৬-৭৭। পরব্যোমনাথ নারায়ণাদিতে আরও পাঁচটী গুণ বর্ত্তমান। তাহা কৃষ্ণেও পরিপূর্ণভাবে থাকে, কিন্তু শিবাদি দেবতা কিম্বা জীবে নাই,—১। অবিচিন্ত্যমহাশক্তিত্ব, ২। কোটিব্রহ্মাণ্ড-বিগ্রহত্ব, ৩। সকল অবতার-বীজত্ব, ৪। হতশত্রু-সুগতিদায়কত্ব, ৫। আত্মারামগণের আকর্ষকত্ব—এই পাঁচটী গুণ নারায়ণাদিতে থাকিলেও কৃষ্ণে অদ্ভুতরূপে বর্ত্তমান।

৭৮-৭৯। এই ষাট্‌গুণের অতিরিক্ত আরও চারিটী গুণ কৃষ্ণে প্রকাশিত আছে ; তাহা নারায়ণেও প্রকাশিত হয় নাই—(১) সর্ব্বলোকের চমৎকারিণী লীলার কল্লোলসমুদ্র, (২) শৃঙ্গাররসের অতুল্যপ্রেমদ্বারা শোভাবিশিষ্ট প্রেষ্ঠমণ্ডল, (৩) ত্রিজতের চিত্তা-কর্ষি-মুরলী গীতগানকারী, (৪) যাঁহার সমান ওশ্রেষ্ঠ নাই এবং যাহা চরাচরকে বিস্ময়ান্বিত করিয়াছে,—এবম্বিধ সৌন্দর্য্যশালী।

৮০। এইপ্রকার (প্রেমময়ী) লীলা, অত্যুৎকৃষ্ট প্রিয়াসঙ্গ

অনুভাষ্য

দক্ষঃ (নিপুণঃ), কৃতজ্ঞঃ (ভক্তপ্রেমপ্রতিদানকারী), সুদৃঢ়ব্রতঃ (সত্যসন্ধঃ), দেশকালসুপাত্রজ্ঞঃ (দেশকালপাত্রবিৎ), শাস্ত্রচক্ষুঃ (বেদদৃক্), শুচিঃ, বশী (আত্মবশঃ), স্থিরঃ (অচলঃ আফলোদয়-কর্ম্মকৃৎ), দান্তঃ (ক্লেশসহিষ্ণুঃ), ক্ষমাশীলঃ (পরাপরাধসহিষ্ণুঃ), গম্ভীরঃ, ধৃতিমান্ (অবরুদ্ধসৌরতঃ, জিতেন্দ্রিয়ঃ), সমঃ (রাগ-দ্বেষবিহীনঃ), বদান্যঃ (উদারঃ), ধার্ম্মিকঃ, শূরঃ (সমরে উৎসাহা-ন্বিতঃ), করুণঃ (দয়ালুঃ), মান্যমানকৃৎ (মাননীয়জনেষু পূজকঃ), দক্ষিণঃ (সরলোদারঃ), বিনয়ী (অমানী), হ্রীমান্ (আত্মপ্রশং-সায়াং লজ্জাশীলঃ), শরণাগতপালকঃ (প্রপন্নরক্ষকঃ), সুখী (নিত্যামোদী) ভক্তসুহৃৎ (সেবকবন্ধুঃ), প্রেমবশ্যঃ (প্রেমবাধ্যঃ), সর্ব্বশুভঙ্করঃ (সর্ব্বেষাং হিতকারী), প্রতাপী (প্রভাবশালী), কীর্ত্তিমান্ (সুভদ্রশ্রবাঃ), লোক-রক্তঃ (লোকানুরাগভাক্), সাধু-সমাশ্রয়ঃ (জগতি সজ্জনপক্ষাশ্রিতঃ), নারীগণমনোহারী (ভুবন-মনোমোহনঃ), সর্ব্বারাধ্যঃ (সর্ব্বেশ্বরঃ), সমৃদ্ধিমান্ (বৈভব-শালী), বরীয়ান্ (শ্রেষ্ঠঃ), ঈশ্বরঃ (প্রভুঃ) চ—ইতি অমী পঞ্চাশৎ গুণাঃ সমুদ্রাঃ (পাররহিতাঃ সিন্ধবঃ) ইব দুর্ব্বিগাহাঃ (সম্যক্ জ্ঞাতুম্ অশক্যাঃ অগাধাঃ ইত্যর্থঃ)।

৭৩। এতে গুণাঃ বিন্দুবিন্দুতয়া ক্বচিৎ জীবেষু বসন্তঃ অপি তত্রৈব পুরুষোত্তমে পরিপূর্ণতয়া ভান্তি।

৭৪-৭৫। অথ গিরিশাদিষু (শিবাদিষু) যে পঞ্চগুণাঃ অংশেন (অপূর্ণভাবেন) স্যুঃ (বর্ত্তন্তে, তে উচ্যন্তে) ;—সদাস্বরূপ-সংপ্রাপ্তঃ (মায়য়া অনভিভাব্যানুভূতিবিশিষ্টঃ), সর্ব্বজ্ঞঃ (অভিজ্ঞঃ, ভূত-ভবিষ্যদ্বর্ত্তমানেতি ত্রিকালজ্ঞঃ), নিত্যনূতনঃ (স্বমাধুরীভিঃ অননু-ভূতঃ ইব নবনবায়মানঃ), সচ্চিদানন্দসান্দ্রাঙ্গশ্চিদান্দঘনাকৃতিঃ (ঘনসচ্চিদানন্দবিগ্রহাকারঃ) সর্ব্বসিদ্ধিনিষেবিতঃ (সর্ব্বৈঃ প্রাপ্যফলৈরর্চ্চিত-চরণঃ) স্ববশাখিলসিদ্ধিঃ স্যাৎ [পাঠান্তরে, স্ববেশত্যাদি-শেষদ্বিচরণয়োরভাবঃ]।

৭৬-৭৭। অথ লক্ষ্মীশাদিবর্ত্তিনঃ (লক্ষ্মীপতি-নারায়ণাদি-বিগ্রহে বর্ত্তমানাঃ) যে পঞ্চগুণাঃ, তে উচ্যন্তে—অবিচিন্ত্য-মহাশক্তিঃ (অপরিমেয়-মহাশক্তিশালী), কোটিব্রহ্মাণ্ডবিগ্রহঃ (কোটিব্রহ্মাণ্ড-ব্যাপী বিগ্রহো যস্য সঃ), অবতারাবলীবীজং (নিখিলাবতার-কারণং), হতারিগতিদায়কঃ (নিহতশত্রূণামপি মুক্তিদাতা), আত্মারামগণাকর্ষী (ব্রহ্মভূতমুক্তপরমহংসানামপি আকর্ষকঃ) ইতি অমী (গুণাঃ) কৃষ্ণে অদ্ভুতাঃ কিল।

শ্রীরাধিকার কৃষ্ণাকর্ষী ২৫টী গুণ বর্ণন ঃ—

অনন্ত গুণ শ্রীরাধিকার, পঁচিশ—প্রধান ।
যেই গুণের 'বশ' হয় কৃষ্ণ ভগবান্ ॥ ৮১ ॥

উজ্জ্বলনীলমণিতে শ্রীরাধাপ্রকরণে (১১-১৫)—

অথ বৃন্দাবনেশ্বর্য্যাঃ কীর্ত্ত্যন্তে প্রবরা গুণাঃ ।
মধুরেয়ং নব-বয়াশ্চলাপাঙ্গোজ্জ্বলস্মিতা ॥ ৮২ ॥
চারু-সৌভাগ্যরেখাঢ্যা গন্ধোন্মাদিতমাধবা ।
সঙ্গীতপ্রসরাভিজ্ঞা রম্যবাক্ নর্ম্মপণ্ডিতা ॥ ৮৩ ॥
বিনীতা করুণা-পূর্ণা বিদগ্ধা পাটবান্বিতা ।
লজ্জাশীলা সুমর্য্যাদা ধৈর্য্যা গাম্ভীর্য্যশালিনী ॥ ৮৪ ॥
সুবিলাসা মহাভাবপরমোৎকর্ষতর্ষিণী ।
গোকুলপ্রেমবসতির্জগচ্ছ্রেণীলসদ্যশঃ ॥ ৮৫ ॥
গুর্ব্বর্পিতগুরুস্নেহা সখীপ্রণয়িতাবশা ।
কৃষ্ণপ্রিয়াবলীমুখ্যা সন্ততাশ্রব-কেশবা ॥ ৮৬ ॥

আলম্বন দ্বিবিধ—(১) একমাত্র 'বিষয়' কৃষ্ণ ও (২) বহুবিধ 'আশ্রয়', তন্মধ্যে শ্রীরাধার সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা ঃ—

নায়ক-নায়িকা,—দুই রসের 'আলম্বন' ।
সেই দুই শ্রেষ্ঠ,—রাধা, ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥ ৮৭ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

(অর্থাৎ প্রেমিক-প্রিয়জনবাৎসল্য), রূপমাধুর্য্য ও বেণুমাধুর্য্য—এই চারিটী শ্রীকৃষ্ণের অসাধারণ গুণ। চারিপ্রকার ভেদে অর্থাৎ সাধারণ-জীব, গিরিশাদি দেবতা, নারায়ণাদি পরমেশ্বরস্বরূপ এবং সাক্ষাৎ (স্বয়ংরূপ) গোবিন্দ-ভেদে, সর্ব্বশুদ্ধ গণনায় চতুঃষষ্টি গুণ উদাহৃত হইয়াছে।

৮২-৮৬। এখন বৃন্দাবনেশ্বরী শ্রীরাধিকার প্রধান প্রধান গুণসকল কীর্ত্তন করা যাইতেছে,—(১) মধুরা, (২) নবীনবয়সযুক্তা, (৩) চঞ্চল-নেত্রা, (৪) উজ্জ্বল-হাস্যযুক্তা, (৫) সুন্দর-সৌভাগ্যরেখাযুক্তা, (৬) সৌগন্ধে কৃষ্ণোন্মাদিনী, (৭) সঙ্গীত-প্রসারজ্ঞা, (৮) রমণীয় বাগ্‌বিশিষ্টা, (৯) নর্ম্মগুণে পণ্ডিতা, (১০) বিনীতা, (১১) করুণা-পূর্ণা, (১২) চতুরা, (১৩) পাটবান্বিতা, (১৪) লজ্জাশীলা, (১৫) সুমর্য্যাদা, (১৬) ধৈর্য্যযুক্তা, (১৭) গাম্ভীর্য্যময়ী, (১৮) সুবিলাসযুক্তা, (১৯) পরমোৎকর্ষে মহাভাবময়ী, (২০) গোকুলপ্রেমের বসতি, (২১) আশ্রয় জগৎশ্রেণীর মধ্যে উদ্দীপ্ত-যশোযুক্তা, (২২) গুরুলোকে অর্পিত গুরুস্নেহবতী, (২৩) সখীদিগের প্রণয়বশযুক্তা, (২৪) কৃষ্ণপ্রিয়া রমণীদিগের মধ্যে মুখ্যা, (২৫) সর্ব্বদা কেশবকে স্বীয় অধীনকারিণী।

অনুভাষ্য

৭৮-৭৯। সর্ব্বাদ্ভুতচমৎকার-লীলা-কল্লোল-বারিধিঃ (সর্ব্বেষাম্ অদ্ভুতানাং চমৎকারঃ বিস্ময়োৎপাদকঃ যতঃ এবম্ভুতা যা লীলাকল্লোলানাং তরঙ্গাণাং বারিধিঃ, সকলবিচিত্রবিস্ময়কারিণী - লীলাশ্রয়ঃ) অতুল্যমধুরপ্রেমমণ্ডিতপ্রিয়মণ্ডলঃ (অতুল্যেন মধুরপ্রেম্ণা মণ্ডিতঃ প্রিয়জনসমূহঃ যেন সঃ, অনুপম-মধুরপ্রেমালঙ্কৃত-নিজপ্রেষ্ঠজনঃ) ত্রিজগন্মানসাকর্ষিমুরলীকল-কূজিতঃ (গোলোক-পরব্যোম-দেবীধামেতি ত্রয়াণাং ত্রিজগতাং মানসানি আকর্ষ্টুং শীলমস্য তথাভূতং মুরল্যাঃ বংশ্যাঃ কলং মধুরাস্ফুটং কূজিতং ধ্বনিঃ যস্য সঃ), অসমানোর্দ্ধরূপশ্রীবিস্মাপিত-চরাচরঃ (যেন সহ সমং যতঃ ঊর্দ্ধং রূপম্ অন্যেষাং নাস্তি, তাদৃশাদ্বিতীয়-সৌন্দর্য্য-শ্রিয়া বিস্মাপিতং কৌতূহলোৎপাদিতং চরাচরং স্থির-জঙ্গমং যেন সঃ)।

৮০। লীলাপ্রেম্ণা প্রিয়াধিক্যং বেণুরূপয়োঃ মাধুর্য্যম্ ইতি গোবিন্দস্য অসাধারণং চতুষ্টয়ং [লক্ষণং] প্রোক্তম্—এবং চতুর্ভেদাঃ গুণাঃ [সর্ব্বসাকল্যেন] চতুঃষষ্টিঃ উদাহৃতাঃ।

৮২-৮৬। অথ বৃন্দাবনেশ্বর্য্যাঃ (শ্রীরাধিকায়াঃ) প্রবরাঃ (প্রধানাঃ) গুণাঃ কীর্ত্ত্যন্তে,—ইয়ং (শ্রীরাধিকা) মধুরা (মাধুর্য্যবতী), নববয়াঃ (নবং বয়ঃ যস্যাঃ সা, কিশোরী), চলাপাঙ্গা (চলঃ চঞ্চলঃ অপাঙ্গঃ যস্যাঃ সা), চারুসৌভাগ্যরেখাঢ্যা (চারবঃ সৌভাগ্যরেখাঃ তাভিঃ আঢ্যা যুক্তা), গন্ধোন্মাদিতমাধবা (গন্ধেন স্বীয়াঙ্গসুরভিণা উন্মাদিতঃ মাধবো যয়া), সঙ্গীত-প্রসরাভিজ্ঞা (সঙ্গীতস্য প্রসরে বিস্তারে অভিজ্ঞা পারদর্শিনী), রম্যবাক্ (রম্যা শ্রুতিমনোজ্ঞা বাক্ যস্যাঃ সা), নর্ম্মপণ্ডিতা (নর্ম্মণি পরিহাস-কর্ম্মণি পণ্ডিতা অভিজ্ঞা), বিনীতা (নম্রা), করুণাপূর্ণা (স্বাশ্রিত-গোপী-দুঃখসহনে অসমর্থা, পরম-দয়াময়ী), বিদগ্ধা (রতিকলা-ভিজ্ঞা) পাটবান্বিতা (কর্ত্তব্য-কুশলা), লজ্জাশীলা (স্বপ্রশংসায়াং বীতস্পৃহা), সুমর্য্যাদা (কৃষ্ণ-গৌরবিণী), ধৈর্য্যা (ধীরা) গাম্ভীর্য্য-শালিনী (অচঞ্চলা), সুবিলাসা (লীলাময়ী), মহাভাবপরমোৎকর্ষ-তর্ষিণী (মহাভাবস্য পরমোৎকর্ষবিষয়ে তৃষ্ণান্বিতা), গোকুলপ্রেম-বসতিঃ (গোকুলবাসিনাং প্রেমাস্পদং), জগচ্ছ্রেণীলসদ্যশঃ (জগতাং আশ্রয়বর্গাণাং শ্রেণীষু লসন্তি যশাংসি যস্যাঃ সা), গুর্ব্বর্পিত-গুরুস্নেহা (গুরুজনানামধিক-স্নেহপাত্রী), সখী-প্রণয়িতাবশা (সখীনাং প্রণয়িতস্য প্রণয়ভাবস্য বশা বশীভূতা), কৃষ্ণপ্রিয়াবলী-মুখ্যা (কৃষ্ণপ্রেষ্ঠা), সন্ততাশ্রবকেশবা (সন্ততং অবিরতম্ আশ্রবঃ বশম্বদঃ কেশবঃ যস্যাঃ সা)।

শান্ত ব্যতীত অপর সেবকগণের রসচতুষ্টয়ে
কৃষ্ণসেবা-বর্ণন ঃ—

এইমত দাস্যে দাস, সখ্যে সখাগণ ।
যৈছে রস হয়, শুন তাহার লক্ষণ ॥ ৮৮ ॥

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু (২।১।৭-১০)—

ভক্তিনির্ধূত-দোষাণাং প্রসন্নোজ্জ্বলচেতসাম্ ।
শ্রীভাগবতরক্তানাং রসিকাসঙ্গরঙ্গিণাম্ ॥ ৮৯ ॥
জীবনীভূত-গোবিন্দপাদভক্তিসুখশ্রিয়াম্ ।
প্রেমান্তরঙ্গভূতানি কৃত্যান্যেবানতিষ্ঠতাম্ ॥ ৯০ ॥
ভক্তানাং হৃদি রাজন্তী সংস্কারযুগলোজ্জ্বলা ।
রতিরানন্দরূপৈব নীয়মানা তু রস্যতাম্ ॥ ৯১ ॥
কৃষ্ণাদিভির্বিভাবাদ্যৈর্গতৈরনুভবাধ্বনি ।
প্রৌঢ়ানন্দশ্চমৎকারকাষ্ঠামাপদ্যতে পরাম্ ॥ ৯২ ॥

এই চিন্ময় অপ্রাকৃত রসাস্বাদন—অদ্বয়জ্ঞান-কৃষ্ণাশ্লিষ্ট মুক্ত কৃষ্ণভক্তের পক্ষেই সম্ভব, জড় কুরসিকের পক্ষে অসম্ভব ঃ—

এই রস আস্বাদ নাহি অভক্তের গণে ।
কৃষ্ণভক্তগণ করে রস আস্বাদনে ॥ ৯৩ ॥

শাস্ত্রপ্রমাণ ঃ—
ভক্তিরসামৃতসিন্ধু (২।৫।১৩১)—

সর্ব্বথৈব দুরূহোঽয়মভক্তৈর্ভগবদ্রসঃ ।
তৎপাদাম্বুজসর্ব্বস্বৈর্ভক্তৈরেবানুরস্যতে ॥ ৯৪ ॥

প্রয়োজন-তত্ত্ব-বিচার সংক্ষেপে বর্ণিত ঃ—

সংক্ষেপে কহিলুঁ এই 'প্রয়োজন'-বিবরণ ।
পঞ্চম-পুরুষার্থ—এই 'কৃষ্ণপ্রেম' মহাধন ॥ ৯৫ ॥

পূর্ব্বে প্রয়াগে দশাশ্বমেধ ঘাটে শ্রীরূপকে
কৃষ্ণরস-শিক্ষা-দান ঃ—

পূর্ব্বে প্রয়াগে আমি রসের বিচারে ।
তোমার ভাই রূপে কৈলুঁ শক্তিসঞ্চারে ॥ ৯৬ ॥

প্রভুর বৈষ্ণবাচার্য্য সনাতনকে আচার্য্যোচিত চারিটী
সাম্প্রদায়িক সেবাভার প্রদান ঃ—

তুমিহ করিহ ভক্তিশাস্ত্রের প্রচার ।
মথুরায় লুপ্ততীর্থের করিহ উদ্ধার ॥ ৯৭ ॥
বৃন্দাবনে কৃষ্ণসেবা, বৈষ্ণব-আচার ।
ভক্তিস্মৃতিশাস্ত্র করি' করহ প্রচার ॥" ৯৮ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৮৯-৯২। যাঁহারা—ভক্তিদ্বারা নির্ধূতদোষ, প্রসন্ন ও উজ্জ্বল-চিত্ত, শ্রীভাগবতে অনুরক্ত, রসিকগণের সঙ্গে রঙ্গযুক্ত, গোবিন্দ-চরণ-ভক্তিসুখশ্রীই যাঁহাদের জীবনস্বরূপ, প্রেমের অন্তরঙ্গভূত কৃত্য-সকলের অনুষ্ঠানকারী, সেই ভক্তদিগের হৃদয়ে পুরাতন ও আধুনিক সংস্কারদ্বারা উজ্জ্বলা আনন্দরূপা রতি রসতা লাভ করিয়া বিরাজমানা হন। উহা কৃষ্ণাদি বিভাবাদিদ্বারা অনুভব-পথে প্রৌঢ়ানন্দ-চমৎকাররূপ পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হয়।

অনুভাষ্য

৮৮। যেরূপ ব্রজেন্দ্রনন্দন ও বৃষভানুকুমারী মধুর-রসে শ্রেষ্ঠ আলম্বনদ্বয়, সেইরূপ দাস্যরসে ব্রজেন্দ্রনন্দন ও চিত্রক, রক্তক, পত্রক প্রভৃতি এবং সখ্যরসে ব্রজেন্দ্রনন্দন ও শ্রীদাম, সুদাম, সুবলাদি সখা এবং বাৎসল্যে ব্রজেন্দ্রনন্দন ও নন্দ-যশোদাদিই শ্রেষ্ঠ 'আলম্বন'।

৮৯-৯২। ভক্তিনির্ধূতদোষাণাং (ভক্ত্যা নির্ধূতাঃ ক্ষালিতাঃ দোষাঃ যেষাং) প্রসন্নোজ্জ্বলচেতসাং (প্রসন্নম্ উজ্জ্বলং চেতঃ যেষাং) শ্রীভাগবতরক্তানাং (শ্রীভাগবতার্থানাং আস্বাদনে অনুরক্তানাং) রসিকাসঙ্গরঙ্গিণাং (রসিকৈঃ সহ রসাস্বাদন-তৎপরাণাং) জীবনীভূতগোবিন্দপাদভক্তিসুখশ্রিয়াং (জীবনী-ভূতা গোবিন্দপাদ-ভক্তিসুখশ্রীঃ কৃষ্ণসেবাসুখসম্পত্তিঃ যেষাং) প্রেমান্তরঙ্গভূতানি (প্রেম্ণঃ অন্তরঙ্গভূতানি) কৃত্যানি (অনুষ্ঠানাদীনি) অনুতিষ্ঠতাং ভক্তানাং হৃদি সংস্কারযুগলোজ্জ্বলা আনন্দরূপা রতি এব রাজন্তী। তু অনুভবাধ্বনি (অনুভব-মার্গে) কৃষ্ণাদিভিঃ বিভাবাদ্যৈঃ গতৈঃ রস্যতাং (রসত্বং) নীয়মানা পরাং প্রৌঢ়ানন্দচমৎকারকাষ্ঠাং (সান্দ্রানন্দপরাকাষ্ঠাম্) আপদ্যতে (প্রাপ্নোতি)।

৯৪। অভক্তৈঃ (ভুক্তিমুক্তিপিপাসুভিঃ হরিবিমুখৈঃ জনৈঃ) অয়ং ভগবদ্রসঃ সর্ব্বথা এব দুরূহঃ (দুর্ল্লভঃ), কিন্তু তৎপাদাম্বুজ-সর্ব্বস্বৈঃ (ঐকান্তিকভক্তৈঃ) এব অনুরস্যতে (আস্বাদ্যঃ স্যাৎ)।

৯৮। ভক্তিশাস্ত্রের প্রচার—শ্রীদশম-স্কন্ধের টিপ্পনী 'বৃহদ্-বৈষ্ণবতোষণী' ও বৃহদ্ভাগবতামৃতাদিগ্রন্থ প্রকাশপূর্ব্বক (১) শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত-সংস্থাপন, (২) লুপ্ততীর্থোদ্ধার—বৃন্দাবনের কুণ্ডাদি ও অন্যান্য স্থানের নিরূপণ, (৩) বৃন্দাবনে কৃষ্ণসেবা—শ্রীমূর্ত্তি-প্রকটনপূর্ব্বক সেবার প্রকাশ, (৪) বৈষ্ণব-আচার—বৈষ্ণব-স্মৃতিগ্রন্থ সঙ্কলনপূর্ব্বক বৈষ্ণব-সদাচার-প্রবর্ত্তন ও প্রচার এবং বৈষ্ণব-সমাজ-সংস্থাপন,—এই চারিটী সাম্প্রদায়িক সেবাভার শ্রীসনাতন গোস্বামীকে প্রদান করিলেন।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৯৪। অভক্তগণের পক্ষে এই ভগবদ্রস—সর্ব্বপ্রকারে দুরূহ; কৃষ্ণপাদপদ্মই যাঁহাদের সর্ব্বস্ব, ভক্তিরস—তাঁহাদেরই লভ্য।

৯৮। ভক্তি-স্মৃতিশাস্ত্র—'হরিভক্তিবিলাস'-গ্রন্থ।

যুক্ত-বৈরাগ্যই জীবের কাম্য ও সাধ্য এবং
ফল্গু-বৈরাগ্য—সর্ব্বথা ত্যাজ্য ঃ—

যুক্তবৈরাগ্য স্থিতি সব শিখাইল ।
শুষ্কবৈরাগ্য-জ্ঞান সব নিষেধিল ॥ ৯৯ ॥

গীতায় কৃষ্ণপ্রিয় ভক্তের তটস্থলক্ষণ-নির্দ্দেশ ঃ—
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (১২।১৩-২০)—

অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ সমদুঃখসুখঃ ক্ষমী ॥ ১০০ ॥
সন্তুষ্টঃ সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ ।
ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ ১০১ ॥
যস্মান্নোদ্বিজতে লোকো লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ ।
হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগৈর্মুক্তো যঃ স চ মে প্রিয়ঃ ॥১০২ ॥
অনপেক্ষঃ শুচির্দক্ষ উদাসীনো গতব্যথঃ ।
সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ ১০৩ ॥
যো ন হৃষ্যতি ন দ্বেষ্টি ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি ।
শুভাশুভপরিত্যাগী ভক্তিমান্ যঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ ১০৪ ॥
সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ ।
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু সমঃ সঙ্গবিবর্জ্জিতঃ ॥ ১০৫ ॥
তুল্যনিন্দাস্তুতির্মৌনী সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ ।
অনিকেতঃ স্থিরমতির্ভক্তিমান্ মে প্রিয়ো নরঃ ॥ ১০৬ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৯৯। জগৎকে কৃষ্ণসম্বন্ধে ব্যবহার করিলেই 'যুক্ত-বৈরাগ্য' হয়, জগৎকে 'তুচ্ছ'জ্ঞান করিয়া সন্ন্যাস করিলেই 'শুষ্ক-বৈরাগ্য' হয়।

১০০-১০১। যে ভক্ত সর্ব্বভূতের অদ্বেষ্টা, মৈত্র, করুণ, মমতা-রহিত, অহঙ্কারশূন্য, সুখদুঃখে সমবুদ্ধি, ক্ষমাশীল, সতত সন্তুষ্ট, যতাত্মা, দৃঢ়নিশ্চয়, ভক্তি-যোগী এবং মদর্পিত-মনোবুদ্ধি, তিনি—আমার প্রিয়।

১০২। যাঁহা হইতে লোক উদ্বেগ পায় না, যিনি লোককে উদ্বেগ দেন না এবং হর্ষ ও ক্রোধ-ভয়রূপ উদ্বেগ হইতে মুক্ত, তিনিও আমার প্রিয়।

১০৩। আমার যে ভক্ত—অপেক্ষাশূন্য, পবিত্র, পটু, উদাসীন, ব্যথারহিত, সর্ব্বারম্ভত্যাগী, তিনি—আমার প্রিয়।

১০৪। যিনি—হর্ষ, দ্বেষ, শোক ও আকাঙ্ক্ষা-রহিত এবং যিনি শুভাশুভ-ফলত্যাগী ও ভক্তিমান্, তিনি—আমার প্রিয়।

১০৫-১০৬। শত্রুমিত্রে ও মানাপমানে সমবুদ্ধি, শীতোষ্ণ ও সুখদুঃখে সমবুদ্ধি, আসক্তিরহিত, নিন্দা ও স্তুতিতে তুল্য-বুদ্ধি, মৌনী, যাহাতে তাহাতেই সন্তুষ্ট, গৃহরহিত, স্থিরমতি ভক্তিমান্ ব্যক্তি—আমার প্রিয়।

অনুভাষ্য

৯৯। এখানে পাঠান্তরে,—"অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হ-মুপযুঞ্জতঃ। নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে।।" এবং "প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধি-বস্তুনঃ। মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে।।"—এই শ্লোকদ্বয় ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর পূর্ব্ববিভাগের দ্বিতীয়লহরী হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে।

১০০-১০১। সর্ব্বভূতানাং (সকলজীবানাম্) অদ্বেষ্টা (হিংসা-রহিতঃ), মৈত্রঃ (উত্তমেষু দ্বেষশূন্যঃ সমেষু মিত্রতয়া বর্ত্ততে যঃ সঃ), করুণঃ (হীনেষু কৃপালুঃ), নির্ম্মমঃ (মমতারহিতঃ, উদা-সীনঃ), নিরহঙ্কারঃ, সমদুঃখসুখ (সুখদুঃখে তুল্যভাববিশিষ্টঃ), ক্ষমী (অপরাধসহনশীলঃ), সততং (লাভেঽলাভে চ) সন্তুষ্টঃ (সুপ্রসন্ন-চিত্তঃ), যোগী (অপ্রমত্তঃ), যতাত্মা (সংযতস্বভাবঃ), দৃঢ়নিশ্চয়ঃ (মদ্‌বিষয়ে নিশ্চয়ঃ যস্য সঃ), ময়ি অর্পিতমনোবুদ্ধি (অর্পিতে মনোবুদ্ধী যেন, এবম্ভূতঃ) যঃ মদ্ভক্তঃ, সঃ মে প্রিয়ঃ।

১০২। যস্মাৎ (সকাশাৎ) লোকঃ ন উদ্বিজতে (ভয়শঙ্কয়া সংক্ষোভং না প্রাপ্নোতি), যঃ চ লোকান্ ন উদ্বিজতে, যঃ চ হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগৈঃ (হর্ষঃ স্বস্য ইষ্টার্থলাভে উৎসাহঃ, অমর্ষঃ পরস্য লাভে অসহনং, ভয়ং ত্রাসঃ, উদ্বেগঃ ভয়াদিনিমিত্ত-চিত্তক্ষোভঃ, এতৈঃ) যঃ মুক্তঃ স চ মে প্রিয়ঃ।

১০৩। যঃ অনপেক্ষঃ (অন্যাপেক্ষারহিতঃ যদৃচ্ছয়োপস্থিতে-ঽপ্যর্থে নিস্পৃহঃ), শুচিঃ (বাহ্যাভ্যন্তর-শৌচসম্পন্নঃ), দক্ষঃ (অনলসঃ), উদাসীনঃ (পক্ষপাতরহিতঃ), গতব্যথঃ (আধিশূন্যঃ), —সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী (সর্ব্বান্ দৃষ্টাদৃষ্টার্থান্ আরম্ভানুদ্যমান্ পরিত্যক্তুং শীলং যস্য সঃ এবম্ভূতঃ ভক্তঃ), স মে প্রিয়ঃ।

১০৪। যঃ [প্রিয়ং প্রাপ্য] ন হৃষ্যতি, [অপ্রিয়ং প্রাপ্য] ন দ্বেষ্টি, [ইষ্টার্থনাশে সতি যঃ] ন শোচতি, [অপ্রাপ্তমর্থং যঃ] ন কাঙ্ক্ষতি, শুভাশুভপরিত্যাগী (শুভাশুভে পুণ্যপাপে পরিত্যক্তুং শীলং যস্য সঃ) [এবম্ভূতঃ ভূত্বা যঃ ময়ি] ভক্তিমান্ স মে প্রিয়ঃ।

১০৫-১০৬। শত্রৌ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ (সম্মানা-সম্মানেষু) অপি সমঃ (একঃ তুল্যব্যবহারঃ ইত্যর্থঃ), শীতোষ্ণ-সুখদুঃখেষু (শীতোষ্ণয়োঃ সুখদুঃখয়োঃ চ), সমঃ (তুল্যঃ), সঙ্গবর্জ্জিতঃ (ক্বচিদপ্যনাসক্তঃ, অপরসহায়হীনঃ বা), তুল্য-নিন্দাস্তুতিঃ (তুল্যা নিন্দা স্তুতিশ্চ যস্য সঃ, প্রশংসা-নিন্দা-সম-বুদ্ধিঃ ইত্যর্থঃ) মৌনী (সংযতবাক্), যেন কেনচিৎ (যথালব্ধেন) সন্তুষ্টঃ, অনিকেতঃ (নিয়তবাসশূন্যঃ গৃহবর্জ্জিতঃ ইত্যর্থ), স্থির-মতিঃ (ব্যবস্থিতচিত্তঃ, এবম্ভূতঃ যঃ ময়ি) ভক্তিমান্ নরঃ, সঃ মে প্রিয়ঃ।

যে তু ধর্ম্মামৃতমিদং যথোক্তং পর্য্যুপাসতে ।
শ্রদ্দধানা মৎপরমা ভক্তাস্তেঽতীব মে প্রিয়াঃ ॥ ১০৭ ॥

ভক্ত্যনুগ শুদ্ধবৈরাগ্যমূলক-বাক্য ঃ—
শ্রীমদ্ভাগবতে (২।২।৫)—

চীরাণি কিং পথি ন সন্তি দিশন্তি ভিক্ষাং
নৈবাঙ্ঘ্রিপাঃ পরভৃতঃ সরিতোঽপ্যশুষ্যন্ ।
রুদ্ধা গুহাঃ কিমজিতোঽবতি নোপসন্নান্
কস্মাদ্ভজন্তি কবয়ো ধনদুর্ম্মদান্ধান্ ॥ ১০৮ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১০৭। যাঁহারা এই (২য় শ্লোক হইতে ১৯শ শ্লোক পর্য্যন্ত বর্ণিত) ধর্ম্মামৃত শ্রদ্দধান এবং মৎপর হইয়া উপাসনা করেন, তাঁহারা আমার ভক্ত ও অতিশয় প্রিয় হন।

১০৮। অহো, পথে কি জীর্ণ কাপড় পড়িয়া থাকে না, বৃক্ষসকল কি ভিক্ষা দান করে না, নদী ইত্যাদি কি সব শুষ্ক হইয়াছে? গুহাসকল কি রুদ্ধ হইয়াছে? ঈশ্বর কি উপসন্ন ব্যক্তিদিগকে পালন করেন না? যদি তাহাই হয়, তবে পণ্ডিতসকল ধন-দুর্ম্মদান্ধ ব্যক্তিদিগকে কেন ভজন করেন?

অনুভাষ্য

১০৭। যে (ভক্তাঃ) যথোক্তং (উক্তপ্রকারম্) ইদং ধর্ম্মামৃতং (ধর্ম্মমেবামৃতম্ অমৃতসাধনত্বাৎ) পর্য্যুপাসতে (অনুতিষ্ঠন্তি), শ্রদ্ধধানাঃ (শ্রদ্ধাং কুর্ব্বন্তঃ) মৎপরমাঃ চ (মন্নিরতাঃ সন্তঃ) মদ্ভক্তাঃ তে মে অতীব প্রিয়াঃ [ভবন্তি]।

১০৮। শ্রীশুকদেব পরীক্ষিৎকে স্থূলজগতের ধারণাময় ভোগে বীতস্পৃহ হইয়া অনাসক্তভাবে যাবন্নির্ব্বাহপ্রতিগ্রহরূপ যুক্ত-বৈরাগ্যের কথা বলিতেছেন,—

পথি চীরাণি (ছিন্নবস্ত্রখণ্ডাণি) কিং ন সন্তি (ত্যক্তানি, ন বর্ত্তন্তে)? পরভৃতঃ (পরান্ বিভ্রতি ফলাদিভিঃ পুষ্ণন্তি যে তথাভূতাঃ) অঙ্ঘ্রিপাঃ (বৃক্ষাঃ) ভিক্ষাং ন এব দিশন্তি (ন দাস্যন্তি কিম্)? সরিতঃ (সরাংসি নদ্যঃ) অপি অশুষ্যন্ (শুষ্কাঃ কিম্)? গুহাঃ (গিরিদর্য্যঃ) রুদ্ধাঃ কিম্? অজিতঃ (বিষ্ণুঃ) উপসন্নান্ (শরণাগতান্) কিং ন অবতি (রক্ষতি)? [যদ্যেবং, তদা] কবয়ঃ (হরিরসবিদঃ পণ্ডিতাঃ) কস্মাৎ (কেন হেতুনা) ধনদুর্ম্মদান্ধান্ (ধনেন যঃ দুর্ম্মদঃ তেন অন্ধান্ নষ্ট-বিবেকান্) ভজন্তি (অনুগচ্ছন্তি)?

১১০। হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বণি ১৯ অধ্যায়ে—"মনুষ্যলোকাদূর্দ্ধং তু খগানাং গতিরুচ্যতে। আকাশস্যোপরি রবির্দ্বারং স্বর্গস্য ভানুমান্।। স্বর্গাদূর্দ্ধং ব্রহ্মালোকো ব্রহ্মর্ষিগণ-সেবিতঃ। তত্র সোমগতিশ্চৈব জ্যোতিষাঞ্চ মহাত্মনাম্।। তস্যোপরি গবাং লোকঃ

সনাতনের পরিপ্রশ্নে প্রভুকর্ত্তৃক ভাগবতের গূঢ় সিদ্ধান্ত-কীর্ত্তন ঃ—

তবে সনাতন সব সিদ্ধান্ত পুছিলা ।
ভাগবত-গূঢ়সিদ্ধান্ত প্রভু সকলি কহিলা ॥ ১০৯ ॥
হরিবংশে কহিয়াছে গোলোকে নিত্যস্থিতি ।
ইন্দ্র আসি' করিল যবে শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি ॥ ১১০ ॥

কতিপয় অসুরমোহিনী অনিত্য প্রাকৃত ঘটনা ঃ—

মৌষল-লীলা, আর কৃষ্ণ-অন্তর্দ্ধান ।
কেশাবতার, আর বিরুদ্ধ ব্যাখ্যান ॥ ১১১ ॥

অনুভাষ্য

সাধ্যাস্তং পালয়ন্তি হি। সহি সর্ব্বগতঃ কৃষ্ণঃ মহাকাশগতো মহান্।। উপর্য্যুপরি তত্রাপি গতিস্তব তপোময়ী। যাং ন বিদ্মো বয়ং সর্ব্বে পৃচ্ছন্তোঽপি পিতামহম্।। ব্রাহ্মে তপসি যুক্তানাং ব্রহ্মলোকঃ পরা গতিঃ। গবামেব তু গোলোকো দুরারোহা হি সা গতিঃ।। সঃ তু লোকস্ত্বয়া কৃষ্ণ সীদমানঃ কৃতাত্মনা। ধৃতো ধৃতিমতা বীর নিঘ্নতোপদ্রবান্ গবাম্।।" অর্থাৎ গোবর্দ্ধন-ধারণের পর ইন্দ্র কৃষ্ণকে এইরূপ স্তব করিয়াছিলেন.—"মনুষ্যলোকের উর্দ্ধভাগে পক্ষিগণের গতি। আকাশের উপর স্বর্গের প্রকাশমান সূর্য্যদ্বার এবং স্বর্গের উর্দ্ধদেশে ব্রহ্মর্ষিগণসেবিত ব্রহ্মালোক। দেবীধামের উপরে সেই ধামে উমার সহিত শিব বর্ত্তমান ; তাহা তেজঃসম্পন্ন ব্রহ্মাদি মুক্তপুরুষগণের আবাস-স্থল। বৈকুণ্ঠের উপর গোলোক, তাহা শ্রীমতী রাধিকাদি ও নন্দ-যশোদাদি সাধ্যগণ পালন করেন। বৈকুণ্ঠাদি ধাম—গোলোকের তুলনায় স্বল্পাকাশ মাত্র ; গোলোকই মহাকাশ। আমরা ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করিয়াও আপনার তপোময়ী গতিরূপা সর্ব্বোপরি গোলোকপতির উপলব্ধি করিতে পারি নাই। নারায়ণদাস্যেই বৈকুণ্ঠলাভ হয় ; কিন্তু গোগণের লোক সেই গোলোক—অত্যন্ত দুরারোহ। হে কৃষ্ণ, সেই গোলোকের সহিত তুমি এখানে অবতীর্ণ হইয়াছ এবং আমি যে উপদ্রব করিয়াছি, তাহা যে আমার মূঢ়তাপ্রসূত, তাহাই স্তবের দ্বারা জানাইতেছি।"

এইস্থানে নীলকণ্ঠ স্ব-টীকায় লিখিয়াছেন,—"তথা চ মন্ত্রবর্ণঃ—(ঋক্ সং ১।২১।১৫৪।৬) "তা বাং বাস্তুন্যুশ্মসি গমধ্যৈ যত্র গাবো ভূরিশৃঙ্গা আয়াসঃ। অত্রাহ তদুরুগায়স্য বৃষ্ণঃ পরমং পদমবভাতি ভূরি" ইতি।—তানি বাং যুবয়োঃ রামকৃষ্ণয়োর্বাস্তুনি রম্যস্থানানি গমধ্যৈ গন্তুম্ উশ্মসি উশ্মঃ কাময়ামহে, ন তু তত্র গন্তুং প্রভবামঃ, যত্র যেষু বাস্তুষু ভূরিশৃঙ্গাঃ মহাশৃঙ্গবত্যো গাবঃ আয়াসঃ সঞ্চরন্তি। অত্র ভূলোকে অহ নিশ্চিতং তৎ গোলোকাখ্যং পরমং পদং ভূরি অত্যন্তং মুখ্যাদপি বিশিষ্টম্ অবভাতি অত্যন্তং শোভতে। বৃষ্ণঃ আনন্দবর্ষুকস্য উরুগায়স্য মহাকীর্ত্তেরিত্যর্থঃ।*

* *সেই বিষয়ে বৈদিক মন্ত্রবর্ণ প্রমাণ, যেমন ঋক্‌সংহিতায় "তা বাং" ইত্যাদি ;—'বাং' আপনাদের দুইজনের অর্থাৎ শ্রীরামকৃষ্ণের 'তানি*

প্রভুকর্ত্তৃক উক্ত মৌষললীলাদি-সম্বন্ধে যথার্থ সিদ্ধান্ত-ব্যাখ্যা ঃ—

মহিষী-হরণ আদি, সব—মায়াময় ।
ব্যাখ্যা শিখাইল যৈছে সুসিদ্ধান্ত হয় ॥ ১১২ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১১২। 'কাককৃষ্ণকেশ'-রূপ কৃষ্ণাবতার—এই যে বিরুদ্ধ ব্যাখ্যান, তাহাকে ধিক্কার করিয়া 'ক+ঈশ=কেশ' অর্থাৎ কৃষ্ণ—'ব্রহ্মার ঈশ্বর' এইরূপ শুদ্ধব্যাখ্যান শিক্ষা দিয়াছেন।

ইতি অমৃতপ্রবাহ-ভাষ্যে ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

অনুভাষ্য

১১১-১১২। মহাভারতের মৌষল-লীলা, কৃষ্ণের অন্তর্দ্ধান-লীলা, কেশাবতার ও মহিষীহরণ প্রভৃতি আখ্যায়িকা,—সমস্তই মিথ্যা, নিত্য অপ্রাকৃতলীলা নহে। মূঢ়মতি প্রাপঞ্চিক বিষ্ণুবিদ্বেষী অসুর লোকদিগের মোহ ও ভ্রমোৎপাদনের উদ্দেশে ঐগুলি বর্ণিত হইয়াছে মাত্র।।

কেশাবতার—(ভাঃ ২।৭।২৬ দ্রষ্টব্য) ; বিষ্ণুপুরাণে—"উজ্জহারাত্মনঃ কেশৌ সিতকৃষ্ণৌ মহাবল" ; মহাভারতে—"স চাপি কেশৌ হরিরুচ্চকর্ত্ত একং শুক্লমপরঞ্চাপি কৃষ্ণম্। তৌ চাপি কেশবাবিশতাং যদূনাং কুলে স্ত্রিয়ো রোহিণীং দেবকীঞ্চ।। তয়োরেকো বলভদ্রো বভূবঃ যোঽসৌ শ্বেতস্তস্য দেবস্য কেশঃ। কৃষ্ণো দ্বিতীয়ঃ কেশবঃ সংবভূব কেশঃ যোঽসৌ বর্ণতঃ কৃষ্ণ উক্ত ইতি।। ভাগবত, বিষ্ণুপুরাণ ও মহাভারতে কেশাবতারের এইরূপ উল্লেখ আছে,—'শ্রীহরি আপনার মস্তক হইতে শুক্লবর্ণ ও কৃষ্ণবর্ণ কেশদ্বয় উৎপাটন করিয়াছিলেন। কেশদ্বয় যদুকুলস্ত্রী রোহিণী ও দেবকীতে প্রবিষ্ট হইলে প্রথম শ্বেত-কেশ হইতে বর্ণানুসারে 'বলদেব' ও দ্বিতীয় কৃষ্ণ-কেশ হইতে 'কৃষ্ণ' উৎপন্ন হইলেন বলিয়া কথিত হইয়াছে। সুরেতর অসুরগণকর্ত্তৃক বিমর্দ্দিতা ধরার ক্লেশনাশের জন্য যিনি অংশদ্বারা সিতকৃষ্ণ হন, সেই হরি অবতীর্ণ হইয়া নিজ মহত্ত্বসূচক কর্ম্ম করিবেন।।" এস্থলে লঘুভাগবতামৃতে কৃষ্ণামৃত-নামক পূর্ব্বখণ্ডে ১৫৬-১৬৪ সংখ্যায় 'শ্রীকৃষ্ণ—ক্ষীরোদশায়ীর কেশের অবতার' এই পূর্ব্ব-পক্ষের খণ্ডনমুখে শ্রীরূপপ্রভুর ও তট্টীকাকার শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ-প্রভুর বিচার এবং ষট্সন্দর্ভান্তর্গত কৃষ্ণসন্দর্ভে ২৯ সংখ্যায় ও সর্ব্বসংবাদিনীতে শ্রীজীবপ্রভুর বিচার আলোচ্য।

ইতি অনুভাষ্যে ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

প্রভুচরণে সনাতনের দৈন্য ও প্রার্থনা ঃ—

তবে সনাতন প্রভুর চরণে ধরিয়া ।
নিবেদন করে দন্তে তৃণ-গুচ্ছ লঞা ॥ ১১৩ ॥

অমৃতানুকণা—১১১-১১২। "মৌষললীলা আর কৃষ্ণ-অন্তর্দ্ধান"—মৌষললীলা ও শ্রীকৃষ্ণের দেহত্যাগাদি লীলা যে ইন্দ্রজালবৎ ভগবৎ-মায়াবলে রচিত, তাহা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র স্বয়ংই তাঁহার সারথি দারুককে জানাইয়াছেন,—"ত্বন্তু মদ্ধর্ম্মমাস্থায় জ্ঞাননিষ্ঠ উপেক্ষকঃ। মন্মায়া-রচিতামেতাং বিজ্ঞায়োপশমং ব্রজ।।" (ভাঃ ১১।৩০।৪৯)—'অধুনা প্রাকৃত-লোকচক্ষে প্রকাশিত 'মৌষল' ও 'দেহত্যাগাদি' সমস্ত লীলাই যে ইন্দ্রজালবৎ আমার মায়াদ্বারা রচিত, তাহা বিশেষভাবে জানিয়া তুমি উপেক্ষশীল হও। 'তু'-শব্দে বলিতেছেন যে, আমার বিরোধী অন্য প্রাকৃত লোক উহাতে মুগ্ধ হয় হউক, কিন্তু তোমার মোহ যুক্তিসঙ্গত নহে।' (ক্রমসন্দর্ভ)। পশ্চাৎ শ্রীশুকদেব গোস্বামীও মহারাজ পরীক্ষিৎকে উক্ত রহস্য জ্ঞাপন করিয়াছেন,—"রাজন্ পরস্য তনুভৃজ্জননাপ্যয়েহা, মায়াবিড়ম্বনমবেহি যথা নটস্য।" (ভাঃ ১১।৩১।১১)—হে রাজন্! নট অর্থাৎ ঐন্দ্রজালিক যেমন রঙ্গমঞ্চে সকলের সম্মুখে ছেদ-দাহ-মূর্চ্ছাদিদ্বারা নিজদেহ পরিত্যাগ দেখাইয়া সকলের বিশ্বাস উৎপাদন করে, পরন্তু নটের নিজদেহধারণই যেমন সত্য, তাহার নিজদেহত্যাগই মিথ্যা, তদ্রূপ পরতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব-তিরোভাব-লীলাও মায়াভিনয় মাত্র জানিবে। 'নতুবা যিনি যমলোক হইতে গুরুপুত্রকে সশরীরে আনয়ন করিয়াছিলেন, ব্রহ্মাস্ত্র হইতে তোমাকেও রক্ষা করিয়াছিলেন, মৃত্যুঞ্জয় শঙ্করকে সংগ্রামে পরাজিত করিয়াছিলেন এবং ব্যাধকে সশরীরে স্বর্গে প্রেরণ করিয়াছিলেন, সেই শ্রীকৃষ্ণ কি আত্মরক্ষণে অসমর্থ?' (ভাঃ ১১।৩১।১২)।

মৌষললীলা ও তৎপশ্চাৎ কৃষ্ণ-অন্তর্দ্ধানাদি লীলা যে কি-প্রকার মায়া-রচিতা, তাহা "এতে ঘোরাঃ" (ভাঃ ১১।৩০।৫)-শ্লোকে শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-কৃত টীকায় ব্যক্ত হইয়াছে,—'কুরুক্ষেত্রযাত্রায় আমাকে (শ্রীকৃষ্ণকে) মিলিবার জন্য নানাদিক্-দেশ হইতে আগত লোকগণের মধ্যে 'কলি' অলক্ষিতে আসিয়া আমাকে বলিয়াছিল,—'প্রভো! পৃথিবীতে আমার অধিকার কবে হইবে?' তদুত্তরে আমি বলিয়াছি,—'আমার লীলা সমাপ্তির পরই আমা-কর্ত্তৃক প্রদত্ত অধিকার লাভ করিয়া তুমি (কলি) পৃথিবী অধিকার করিবে।' কিন্তু আমার অবতারে সম্প্রতি এই ধর্ম্ম চতুষ্পাদরূপেই এমনকি সত্যযুগ অপেক্ষাও অধিকতর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। ধর্ম্মের এই প্রাবল্য থাকিলে কলি কিরূপে অধিকার লাভ করিতে পারিবে? যেহেতু, ধর্ম্মের একপাদ মাত্র অবশেষ থাকিলেই কলির অধিকার-লাভের যোগ্যতা থাকে,—এই নিয়ম। (যদি বল,) 'কারণ

বাস্তূনি' সেই রম্য স্থানসমূহে 'গমধ্যৈ' গমন করিতে 'উশ্মসি' কামনা করি, কিন্তু সেখানে গমন করিতে সমর্থ নহি, 'যত্র' যে ভূমিসমূহে 'ভূরিশৃঙ্গাঃ' মহাশৃঙ্গবিশিষ্ট গাভীগণ 'আয়াসঃ' বিচরণ করেন। 'অত্র' এই ভূলোকে 'অহ' নিশ্চিতভাবে সেই গোলোক-নামক পরমপদ 'ভূরি' মুখ্য হইতেও অত্যন্ত বিশিষ্টরূপে 'অবভাতি' শোভিত। 'বৃষ্ণঃ' আনন্দবর্ষী 'উরুগায়স্য' মহাকীর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণের পরম পদ, এই অর্থ।

"নীচজাতি, নীচসেবী, মুঞি—সুপামর।
সিদ্ধান্ত শিখাইলা,—যেই ব্রহ্মার অগোচর ॥ ১১৪ ॥

তুমি যে কহিলা, এই সিদ্ধান্তামৃত-সিন্ধু।
মোর মন ছুঁইতে নারে ইহার এক বিন্দু ॥ ১১৫ ॥

নাশ হইলে কার্য্যও নাশ হইয়া থাকে, এই ন্যায়ানুসারে জগতে আমার প্রাকট্যের অভাবে তখন সেই চতুষ্পাদ ধর্ম্মেরও অবলুপ্তি ঘটিবে'—তাহা বলিতে পার না, যেহেতু আমার সর্ব্বজগৎপাবনী মহাকীর্ত্তি সকল কালেই জাগরূক হইয়া বর্ত্তমান। আবার, আমার অনুকূল, প্রতিকূল ও তটস্থ লোকগণের মধ্যে প্রতিকূলগণ আমার দ্বারা সংহার হইয়াছে। সম্প্রতি শ্রীরামাবতারের ন্যায়ই সর্ব্বলোকসমক্ষে নিজধামবাসিগণ-সহ বৈকুণ্ঠে আরোহণ করিলে অনুকূলগণ দ্বিগুণিত ভক্ত হইবে, অতি-অনুকূলগণ পরম উৎকণ্ঠাযুক্ত হইয়া শতগুণিত প্রেমবান্ হইবে এবং তটস্থগণ পরমাশ্চর্য্য-দর্শনে ভক্ত হইবে—ইহাতে ধর্ম্ম বরং আরও বৃদ্ধি পাইবে। তাহা হইলে কিরূপে কলির লেশমাত্রও প্রভুত্ব সম্ভব হইবে? অতএব ধর্ম্মসঙ্কোচের জন্য অধর্ম্ম-মত কোনও প্রকারে উত্থাপন করিব। সেস্থলে এই উপায়,—আমি আমার নিজ লীলাপরিকর যদুগণসহ দ্বারকাতেই যথাপূর্ব্ব বিরাজ করিব, কিন্তু প্রাপঞ্চিক সর্ব্বলোকচক্ষুর নিকট অদৃশ্য থাকিব। এদিকে প্রদ্যুম্ন, শাম্ব প্রভৃতি আমার নিত্যপরিকরগণ-মধ্যে তত্তৎ বিভূতি-স্বরূপ কন্দর্প, কার্ত্তিকেয় প্রভৃতি যে দেবতাগণ প্রবিষ্ট হইয়া আছেন, তাঁহাদিগকে যোগবল-প্রভাবে তত্তৎদেহ হইতে অলক্ষিতভাবে পৃথক্ করিব। তখনও প্রদ্যুম্ন প্রভৃতিরূপে অভিমানকারী সেই দেবতাগণকে সে-কালে সর্ব্বলোকলোচনে সেই রূপেই প্রকাশিত করিয়া অন্য দ্বারকাবাসিগণের সহিত প্রভাসে প্রেরণ করত দান-ধ্যান-মধুপানাদি করাইব। অনন্তর সেই সেই আধিকারিক দেবতাগণকে স্বর্গে নিজ নিজ অধিকারে প্রস্থাপন করিব এবং আমি নিজ নিত্যপরিকরগণসহ শ্রীদশরথনন্দন শ্রীরামচন্দ্রের ন্যায় বৈকুণ্ঠে প্রস্থান করিব। কিন্তু লোকলোচনে মায়াদোষ-প্রবেশহেতু তাহারা এরূপ মনে করিবে,—দ্বারকা হইতে বহির্গত হইয়া ব্রহ্মশাপগ্রস্ত যদুবংশ প্রভাসে গিয়া মধুপান করত মত্ত হইয়া পরস্পর প্রহার করিয়া দেহত্যাগ করিয়াছে এবং পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণও শ্রীবলরামসহ মানুষদেহ ত্যাগ করিয়া নিজধামে আরোহণ করিয়াছেন। সেইহেতু কেহ কেহ আমাকে অনিত্য ও মায়িক মানুষশরীর-বিশিষ্ট বলিয়া ব্যাখ্যা করিবে। এইরূপে অবজ্ঞা করা মহা অপরাধ, যেহেতু আমি বলিয়াছি,—"অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্" (গীতা ৯।১১)। ★★ অপর কেহ বলিবেন, যে-প্রকার কুরুবংশ নিপাতিত হইয়াছে, সেইপ্রকার কৃষ্ণ সবংশে প্রভাসে নিপাতিত হইয়াছে—এইপ্রকার অধম, বিজ্ঞ-অভিমানী দুর্জ্জনগণের কুমত শ্রবণ, জল্পন, অনুমোদন ও প্রচার-দ্বারা ধর্ম্ম সদ্যই একপাদে অবশিষ্ট হইবে। পিত্তাদি-দোষযুক্ত চক্ষু যেরূপ ধবল-উজ্জ্বল শঙ্খকেও পীত ও মলিনরূপে দেখে,সেইরূপ মায়াদোষোপহত মানবগণ আমার সচ্চিদানন্দময়ী নির্য্যাণলীলাকেও দুরবস্থাময় ও প্রাকৃত-রূপেই দর্শন করিবে ও আমার প্রতি ভক্তিযাজন হইতে বিরত থাকিবে। কেবল প্রাকৃত লোকেরাই নহে, কিন্তু আমার অংশজাত অর্জ্জুনাদিও এবং সেইপ্রকার বৈশম্পায়ন, পরাশরাদি মুনিগণও আমার মায়ায় মোহিত হইয়া নিজ নিজ সংহিতায় (যথাক্রমে মহাভারত ও বিষ্ণুপুরাণে) তাহা বর্ণনা করিবেন।' ইত্যাদি।

সুতরাং দেখা যাইতেছে, "অজাত-জাতবদ্বিষ্ণুরমৃত-মৃতবৎ তথা। মায়য়া দর্শয়েন্নিত্যমজ্ঞানাং মোহনায় চ।।" (ব্রহ্মপুরাণ)—ভগবান্ বিষ্ণু মায়াবলে অজ্ঞানব্যক্তিগণের মোহনের জন্য জাত না হইয়াও জাতজীবের ন্যায় এবং মৃত না হইয়াও মৃতজীবের ন্যায় নিজেকে প্রদর্শন করেন এবং ঋষিগণকেও তদ্রূপ তাৎকালিকভাবে মোহিত করিয়া তঁহাদের দ্বারা শাস্ত্রে মোহজনক বাক্যজাল বিস্তারপূর্ব্বক নিজেকে শুদ্ধভক্তিরহিত জীবগণের নিকট হইতে গোপন রাখেন। "যুক্তঞ্চ সন্তি সর্ব্বত্র ভাষন্তে ব্রাহ্মণা যথা। মায়াং মদীয়ামুদগৃহ্য বদতাং কিং নু দুর্ঘটম্।।" (ভাঃ ১১।২২।৪)—ঋষিগণ যিনি যেরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা সেইরূপ সত্য, যেহেতু আমার (শ্রীকৃষ্ণের) মায়ায় মোহিত হইয়া ব্যাখ্যাতাগণের কোন বাক্যই অসম্ভব নহে।' কিন্তু সুমেধাগণ তাদৃশ বাক্যে বিভ্রান্ত হন না, যথা শ্রীবিদুরপ্রতি শ্রীউদ্ধব-বাক্য—"দেবস্য মায়য়া স্পৃষ্টা যে চান্যদসদাশ্রিতাঃ। ভ্রাম্যতে ধীর্ন তদ্বাক্যৈরাত্মন্যুপ্তাত্মনো হরৌ।।" (ভাঃ ৩।২।১০)—'যাহারা ভগবানের মায়ায় মুগ্ধ এবং অপর যাহারা অসৎমতাবলম্বী, তাহাদের বাক্যে পরমাত্মা শ্রীহরিতে নিবিষ্টচিত্ত মানবগণের বুদ্ধি ভ্রান্ত হয় না।' যেহেতু, তাঁহারা শাস্ত্রযুক্তিতে সুনিপুণ। শাস্ত্রে অপরাপরস্থানে শুদ্ধসিদ্ধান্তও প্রকাশিত আছে, যথা স্কন্দপুরাণ বলেন,—" পৃথিবীলোকসংত্যাগো দেহত্যাগো হরেঃ স্মৃতঃ। নিত্যানন্দস্বরূপত্বা-দন্যন্নৈবোপলভ্যতে।।"—শ্রীহরির 'দেহত্যাগ'-শব্দে তাঁহার পৃথিবীলোক-ত্যাগই কথিত হয় ('যস্য পৃথিবী শরীরম্'—এই শ্রুতিই তাহার প্রমাণ), কারণ তিনি নিত্যানন্দস্বরূপ বলিয়া উহার অন্যপ্রকার অর্থের উপলব্ধি হয় না। এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীচৈতন্যভাগবতে আদিখণ্ড ১৪শ অধ্যায়ে ১০৪ সংখ্যায় শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-কৃত 'গৌড়ীয়-ভাষ্য'ও দ্রষ্টব্য।

'কেশাবতার'—শ্রীমদ্ভাগবতে "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্" (ভাঃ ১।৩।২৮)—এইরূপে শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং ভগবত্তা প্রমাণিত হয়। তথাপি "ভূমঃ সুরেতরবরূথ" (ভাঃ ২।৭।২৬) শ্লোকে "ক্লেশব্যয়ায় কলয়া সিতকৃষ্ণকেশঃ" অর্থাৎ শুভ্র ও কৃষ্ণবর্ণ কেশবিশিষ্ট শ্রীক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণু অংশরূপে পৃথিবীর ক্লেশনাশের জন্য আবির্ভূত হইবেন, এইরূপে ব্রহ্মা-বাক্যে আপাতভাবে যে শ্রীকৃষ্ণের শ্রীবিষ্ণুর কেশাবতারত্ব দৃষ্ট হয়, তাহা মায়াদ্বারা বিভ্রান্তি উৎপাদন করত নিজ অসমোর্দ্ধ-মহিমা সংগোপন করিবার জন্যই। কিন্তু "যৈস্তু যথাশ্রুতমেবেদং ব্যাখ্যাতং তে ন সম্যক্ পরামৃষ্টবন্তঃ" (কৃষ্ণসন্দর্ভ)—যাঁহারা শ্লোকের যথাশ্রুত অর্থই ব্যাখ্যা করেন, তাঁহারা সম্যক্ বিচারপরায়ণ নহেন। যেমন, বিষ্ণুপুরাণে উক্ত হইয়াছে,—'হে মহামুনে, ভগবান্ পরমেশ্বর নিজ শ্বেত ও কৃষ্ণ দুইটী কেশ উৎপাটন করিলেন এবং দেবতাগণকে বলিলেন,—আমার এই কেশদ্বয় পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া ভূভার হরণ করিবে।' এবং মহাভারতেও তদ্রূপ কথিত হইয়াছে,—'সেই শ্রীবিষ্ণু কেশদ্বয় বিচ্ছিন্ন করিলেন, তন্মধ্যে একটী শ্বেত ও অপরটী কৃষ্ণবর্ণ ; সেই কেশদ্বয়ও যদুগণের কুলে দেবকী ও রোহিণী স্ত্রীদ্বয়ে আবিষ্ট হইয়াছিলেন; তন্মধ্যে একজন যিনি বলদেব হইয়াছিলেন, ঐ শ্বেতকেশটী সেই দেবতার ; আর দ্বিতীয় যে কৃষ্ণবর্ণ-কেশ, তিনি শ্রীকেশব—'কৃষ্ণ'-নামে কথিত হইয়াছিলেন।'

পঙ্গু নাচাইতে যদি হয় তোমার মন ।
বর দেহ' মোর মাথে ধরিয়া চরণ ॥ ১১৬ ॥

উল্লিখিত ভক্তিসিদ্ধান্তবাণীর স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্তির জন্য প্রভুসমীপে বর-যাচ্ঞা ঃ—

'মুঞি যে শিখাই তোরে স্ফুরুক সকল ।'
এই তোমার বর হৈতে হবে মোর বল ॥" ১১৭ ॥

সনাতনকে প্রভুর বরদান ঃ—

তবে মহাপ্রভু তাঁর শিরে ধরি' করে ।
বর দিলা—'এই সব স্ফুরুক তোমারে ॥' ১১৮ ॥

কৃষ্ণপ্রেমরূপ প্রয়োজনতত্ত্ব ও প্রভুকৃপাখ্যান সংক্ষেপে বর্ণিত ঃ—

সংক্ষেপে কহিলুঁ—'প্রেম' প্রয়োজন-সংবাদ ।
বিস্তারি' কহন না যায় প্রভুর প্রসাদ ॥ ১১৯ ॥

সেই সেই স্থলে যে অর্থ আপাত প্রকটিত হয়, তাহা বিচার করিলে কোন সঙ্গতি লাভ হয় না। কারণ,—ইহাতে ত্রিগুণাতীত, অবিকারী, চিদানন্দঘনবিগ্রহ শ্রীবিষ্ণুর বয়সের পরিণামরূপ শুক্ল-কৃষ্ণ-কেশত্ব বুঝিতে হয়, অথচ শাস্ত্রে 'সন্তং বয়সি কৈশোরে' (ভাঃ ৩।২৮।১৭) —এইরূপে তাঁহার নিত্যকিশোরত্বই দৃষ্ট হয় ; আবার "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্" (ভাঃ ১।৩।২৮)—এইরূপে শ্রীকৃষ্ণে স্বয়ং ভগবত্তাই বর্ণিত আছে। তজ্জন্য বিদ্বান্‌গণ তাহা এইরূপে ব্যাখ্যা করেন, যেমন, শ্রীধরস্বামিপাদ-কৃত ব্যাখ্যা,—'সিতকৃষ্ণকেশত্ব'—ইহা শ্রীবিষ্ণুর শোভা-স্বরূপই, বয়সের কিছু পরিণাম নহে ; 'ভারহরণ-রূপ কার্য্য আর কি, তাহা আমার কেশদ্বয়ই করিতে সমর্থ'—ইহা প্রকাশ করিতেই এবং তৎসহিত শ্রীবলরামের ও শ্রীকৃষ্ণের বর্ণ সূচনা করিতেই উক্ত কেশোৎপাটন জানিতে হইবে। অন্যথা শাস্ত্রেই কথিত পূর্ব্বাপর-বাক্যের পরস্পর বিরোধ উপস্থিত হয়। এবং 'কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্'—এই বাক্যেরও বিরোধ ঘটে। সুতরাং 'সিতকৃষ্ণকেশ' (অর্থাৎ উজ্জ্বলকৃষ্ণকেশ)—স্বয়ং শ্রীভগবান্‌ই, তিনি অংশ শ্রীবলরামের সহিত জাত। শ্রীলঘু-ভাগবতামৃতে শ্রীরূপগোস্বামি-কৃত ব্যাখ্যা,—'কলয়া সিতকৃষ্ণকেশঃ" (ভাঃ ২।৭।২৬)—'কলয়া' অর্থাৎ শিল্পনৈপুণ্যবিশেষ দ্বারা 'সিত'—বদ্ধ যে 'কৃষ্ণকেশ' অর্থাৎ অতি সুন্দর শ্যামবর্ণ-কেশবিশিষ্ট যে বিগ্রহ, তিনিই শ্রীকৃষ্ণ,—ইহা তাঁহার বৈদগ্ধী-বিশেষতাহেতু এইরূপে কথিত হইল ; অথবা যিনি 'কলয়া' অর্থাৎ এক অংশরূপে 'সিতকৃষ্ণকেশঃ' অর্থাৎ শ্বেতকৃষ্ণ-কেশবিশিষ্ট ক্ষীরাব্ধিপতি বিষ্ণু, সেই লীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণই যদুবংশে আবির্ভূত হইয়াছেন। সন্দর্ভে শ্রীজীবগোস্বামিকৃত ব্যাখ্যা,—"অংশবো যে প্রকাশন্তে মম তে কেশসংজ্ঞিতা। সর্ব্বজ্ঞাঃ কেশবং তস্মান্মামাহুর্মুনিসত্তম।।" অর্থাৎ 'হে মুনিসত্তম, আমার যে অংশসমূহ (জ্যোতিসমূহ) প্রকাশ পাইতেছে, তাহা 'কেশ'-নামে সংজ্ঞিত, এইজন্য সর্ব্বজ্ঞগণ আমাকে 'কেশব' বলিয়া থাকেন—এই মহাভারত-বাক্য অনুসারে 'আমার (অর্থাৎ ক্ষীরোদশায়ী শ্রীবিষ্ণুর) শিরোধার্য্য শ্বেত ও কৃষ্ণবর্ণের জ্যোতিদ্বয়-রূপ দুই প্রভু অবতরণ করিবেন', ইহা সূচনার জন্যই (বিষ্ণুপুরাণে) কেশদ্বয়ের কথা উক্ত হইয়াছে, ইত্যাদি। আরও যে, বিষ্ণুপুরাণ, মহাভারত সর্ব্বত্রই 'কেশ'-শব্দেরই মাত্র প্রয়োগ দৃষ্ট হয়, কিন্তু উহার সমার্থক 'চিকুর', 'কুন্তল' প্রভৃতি কোন শব্দের প্রয়োগ দেখা যায় না, সেইহেতু "পরোক্ষবাদা ঋষয়ঃ পরোক্ষঞ্চ মম প্রিয়ঃ" (ভাঃ ১১।২১।৩৫) অর্থাৎ 'ঋষিগণ পরোক্ষবাদী এবং পরোক্ষও আমার (শ্রীকৃষ্ণের) প্রিয়'—এইপ্রকারে ভগবানের ইচ্ছানুসারে পরোক্ষবাদী ঋষিগণের মনোভাবকেই সেই সেই বাক্যে বুঝিতে হইবে, তাঁহাদের বাক্যের বাহ্যার্থ নহে ইত্যাদি।'—শ্রীবিশ্বনাথ

মহিষীহরণ—"অধ্বন্যুরুক্রম-পরিগ্রহমঙ্গ রক্ষন্, গোপৈরসদ্ভিরবলেব বিনির্জ্জিতোঽস্মি।।" (ভাঃ ১।১৫।২০)। শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্দ্ধানের পর দ্বারকাপুরী হইতে সমাগত শ্রীঅর্জ্জুন মহারাজ শ্রীযুধিষ্ঠিরের নিকট শ্রীকৃষ্ণ-বিরহে বিভিন্ন বিলাপ করিতে করিতে বলিতেছেন,—"শ্রীকৃষ্ণবিহীন হইয়া আমি এরূপ হীনবল হইয়াছি যে, তাঁহার (অষ্টপ্রধানা মহিষী ব্যতীত অপর) ষোড়শসহস্র স্ত্রীগণকে যখন রক্ষা করিয়া আসিতেছিলাম, তখন পথিমধ্যে কতকগুলি অসদ্‌গোপগণের দ্বারা আমি অবলার ন্যায় পরাজিত হইয়াছি।' শ্রীভগবানের যিনি সখা, সেই প্রবল-পরাক্রমশালী শ্রীঅর্জ্জুনের নিকট হইতে তৎসখাপত্নীগণকে হরণ নিতান্তই অসম্ভব। সেস্থলে রহস্য এই যে,—'সেই নিজপ্রেয়সীগণকে (ব্রজে) অপ্রকটপ্রকাশে প্রবেশ করাইতে তত্তৎরূপে ভগবান্ তাঁহাদের আকর্ষণ করিয়াছেন ; যেহেতু, তাঁহাদের ঐরূপ অভিলাষ ছিল, যথা (দ্রৌপদীর প্রতি মহিষীগণ)—"ব্রজস্ত্রিয়ো যদ্বাঞ্ছতি পুলিন্দ্যস্তৃণবীরুধঃ। গাবশ্চারয়তোঃ গোপাঃ পাদস্পর্শঃ মহাত্মনঃ।।" (ভাঃ ১০।৮৩।৪৩)—মহিষীগণের এইপ্রকার বাক্যে ব্রজস্ত্রী-বাঞ্ছিত ভগবৎস্বরূপেই (অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের গোপস্বরূপেই) তাঁহাদের মনোরথ জানিয়া ভগবান্ গোপরূপে তাঁহাদিগকে আকর্ষণ করিয়াছিলেন, অন্যথা সেই সাক্ষাৎ লক্ষ্মীস্বরূপা মহিষীগণের নীচস্পর্শের পূর্ব্বেই অন্তর্দ্ধান হইত। অতএব প্রকারান্তরে তাঁহাদের ব্রজস্ত্রীত্ব-প্রাপ্তিই জানিতে ইহবে। বিষ্ণুপুরাণে ও ব্রহ্মপুরাণেও এইপ্রকার তাৎপর্য্য অবগত হওয়া যায়। যথা, শ্রীঅর্জ্জুনের নিকট শ্রীব্যাসদেব বলিয়াছেন,—"এবং তস্য মুনেঃ শাপাদষ্টাবক্রস্য কেশবম্। ভর্ত্তারং প্রাপ্য তা যাতা দস্যুহস্তাঃ বরাঙ্গনাঃ।।"—এইরূপে সেই অষ্টাবক্র-মুনির অভিশাপে সেই বরাঙ্গনাগণ কেশবকে পতিরূপে লাভ করিয়া পরে দস্যুহস্তে পতিতা হইয়াছিলেন। পুরাকালে দেবীগণ একসময় অষ্টাবক্রমুনিকে স্তব করিয়া সন্তুষ্ট করিলে তাঁহারা মুনির নিকট হইতে 'বিষ্ণু তোমাদের পতি হউন'—এইরূপ বর লাভ করিয়াছিলেন। পশ্চাৎ মুনিবর গাত্রোত্থান করিলে তাঁহার অঙ্গবক্রতা দর্শন করিয়া দেবীগণ হাসিয়া উঠিয়াছিলেন, ইহাতে রুষ্ট মুনির নিকট হইতে 'তোমরা দস্যুহস্তে পতিত হইবে'—এইরূপ অভিশাপও প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পুনরায় তাঁহারা মুনিকে প্রসন্ন করায় উক্ত শাপ হইতে বিমোচন লাভ করেন। অতএব ঋষিবাক্য অব্যর্থ বলিয়া তাঁহারা বিষ্ণুকে পতিরূপে লাভ করিয়া পরে দস্যুহস্তগতা হইয়াছিলেন। তাঁহাদের দস্যুহস্তগত হওয়া ও (পুনঃ) পতিলাভ সিদ্ধান্তানুসারেই হইয়াছিল, যেহেতু তাঁহাদের নিজপতি শ্রীকৃষ্ণই দস্যুরূপ হইয়াছিলেন। তাহা শ্রীব্যাস পুনরায় বাক্যান্তরে জানাইয়াছেন,—"তৎ ত্বয়া ন হি কর্ত্তব্যঃ শোকোঽল্পোপি হি পাণ্ডব। তেন্যাপ্যখিলনাথেন সর্ব্বং তদুপসংহৃতম্।।"—'হে পাণ্ডব, অতএব তোমার সামান্য শোকও কর্ত্তব্য নয়,

প্রভুর উপদেশামৃত-শ্রবণে আত্মার চিদ্‌বৃত্তি কৃষ্ণসেবার উদ্বোধন ও প্রেমলাভ ঃ—

প্রভুর উপদেশামৃত শুনে যেই জন ।
অচিরাৎ মিলয়ে তাঁরে কৃষ্ণপ্রেমধন ॥ ১২০ ॥

শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ১২১ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে প্রেমপ্রয়োজন-বিচারো নাম ত্রয়োবিংশঃ পরিচ্ছেদঃ।

যেহেতু সেই অখিলনাথের দ্বারাই (দস্যুরূপে) মহিষীসকল উপসংহৃত হইয়াছেন।'—এই ব্যাখ্যাই জানিতে হইবে।'—(শ্রীবিশ্বনাথ) অর্থাৎ, শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংই গোপদস্যুরূপে উক্ত মহিষীগণকে হরণ করিয়া যুগপৎ মহিষীগণের অভিলাষ-পূরণের জন্য ব্রজে আকর্ষণ, ঋষিবাক্য-রক্ষা এবং লোকলোচনে মায়াজাল বিস্তারপূর্ব্বক নিজ লীলা-মহিমার সর্ব্বোৎকর্ষত্ব সংগোপন—সকলই একত্রে সাধন করিয়াছিলেন। গোপদস্যুরূপে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই আসিয়াছিলেন বলিয়াই অমিতবল, গাণ্ডীবধনুর্দ্ধারী শ্রীঅর্জ্জুন নিষ্প্রভ হইয়া পড়িয়াছিলেন, নতুবা তাঁহার হীনবলত্ব কল্পনাতীত।

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ

কথাসার—সনাতনের প্রার্থনামতে মহাপ্রভু 'আত্মারামশ্চ মুনয়ঃ" এই শ্লোকের ৬১ প্রকার অর্থ করিলেন। পৃথক্ পৃথক্ পদ ব্যাখ্যা করত 'চ' ও 'অপি' শব্দদ্বয়ের অর্থ সংযোগে ঐসকল অর্থ নিষ্পন্ন করিলেন। অবশেষে এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় জ্ঞানী, কর্ম্মী ও যোগী, সকলেই যে নিজ নিজ দোষ পরিত্যাগ করিয়া তৎসঙ্গে কৃষ্ণভজন করেন, এই নিশ্চয়ার্থ স্থির করিয়া দিলেন। ব্যাখ্যামধ্যে নারদ ও ব্যাধের একট সংবাদে সাধুসঙ্গের মাহাত্ম্য বলিলেন। নারদ পর্ব্বতমুনিকে আনিয়া ব্যাধের হরিভক্তি দেখাইলেন। অতঃপর প্রভু সনাতনের স্তব শুনিয়া শ্রীমদ্ভাগবতের তাৎপর্য্য ও মাহাত্ম্য প্রকাশ করিলেন। অবশেষে সনাতনের ইচ্ছামত মহাপ্রভু হরিভক্তিবিলাসের সূত্রগুলি বলিয়া দিলেন (অঃ প্রঃ ভাঃ)।

"আত্মারামাশ্চ"-শ্লোকে কুতর্কহর গৌরের আশীর্যাজ্রা ঃ—

আত্মারামেতি পদ্যার্কস্যার্থাংশূন্ যঃ প্রকাশয়ন্ ।
জগত্তমো জহারাব্যাৎ স চৈতন্যোদয়াচলঃ ॥ ১ ॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ২ ॥

সনাতনের প্রভুপদে প্রার্থনা ঃ—

তবে সনাতন প্রভুর চরণে ধরিয়া ।
পুনরপি কহে কিছু বিনয় করিয়া ॥ ৩ ॥

পূর্ব্বে সার্ব্বভৌম-সমীপে বর্ণিত "আত্মারামাশ্চ" শ্লোকের ১৮ প্রকার ব্যাখ্যা শুনিতে অভিলাষ ঃ—

"পূর্ব্বে শুনিয়াছোঁ, তুমি সার্ব্বভৌম-স্থানে ।
এক শ্লোকের আঠার অর্থ কৈরাছ ব্যাখ্যানে ॥ ৪ ॥

শ্রীমদ্ভাগবত (১।৭।১০)—

আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে ।
কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ ॥ ৫ ॥

আশ্চর্য্য শুনিয়া মোর উৎকণ্ঠিত মন ।
কৃপা করি' কহ যদি, জুড়ায় শ্রবণ ॥" ৬ ॥

প্রভুর আপনাকে অপ্রাকৃত বাউল-অভিধানে দৈন্যের আবরণে আত্মগোপন-চেষ্টা ঃ—

প্রভু কহে,—"আমি বাতুল, আমার বচনে ।
সার্ব্বভৌম বাতুলতা সত্য করি' মানে ॥ ৭ ॥

কীর্ত্তনকারী প্রভুর উপযুক্ত শ্রোতা সনাতনকে বহুমাননপূর্ব্বক পূর্ব্বকৃত ১৮ প্রকার অর্থ ছাড়িয়া নূতন ব্যাখ্যান ঃ—

কিবা প্রলাপিলাঙ, তার নাহি কিছু মনে ।
তোমার সঙ্গ-বলে যদি কিছু হয় মনে ॥ ৮ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১। যিনি "আত্মারামেতি" পদ্যসূর্য্যের অর্থরূপ কিরণসকল প্রকাশ করিয়া জগতের তমো হরণ করিয়াছিলেন, সেই উদয়াচল-চৈতন্য জগৎকে পালন করুন।

অনুভাষ্য

১। যঃ (শ্রীচৈতন্যদেবঃ) আত্মারামেতি ('আত্মারামাশ্চ' ইতি ভাগবতস্য) পদ্যার্কস্য (শ্লোকসূর্য্যস্য) অর্থাংশূন্ (অর্থাঃ এব অংশবঃ কিরণাস্তান্) প্রকাশয়ন্ (প্রকটয়ন্) জগত্তমঃ (কুসিদ্ধান্তান্ধকারং) জহার (নাশয়ামাস), স চৈতন্যোদয়াচলঃ (শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য এব উদয়াচলঃ, অর্কস্য উদয়স্থলত্বাৎ) অব্যাৎ (অবতু)।

৫। মধ্য, ৬ষ্ঠ পঃ ১৮৬ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

সহজে আমার কিছু অর্থ নাহি ভাসে ।
তোমা-সবার সঙ্গ-বলে যে কিছু প্রকাশে ॥ ৯ ॥

"আত্মারামাশ্চ" শ্লোকে সর্ব্বশুদ্ধ ১১টী পদ ঃ—

একাদশ পদ এই শ্লোকে সুনির্ম্মল ।
পৃথক্ পৃথক্ নানা অর্থ পদে করে ঝলমল ॥ ১০ ॥

(১) 'আত্মা'-শব্দের ৭টী পর্য্যায় ঃ—

'আত্মা'-শব্দে ব্রহ্ম, দেহ, মন, যত্ন, ধৃতি ।
বুদ্ধি, স্বভাব,—এই সাত অর্থ-প্রাপ্তি ॥ ১১ ॥

প্রমাণ ঃ—

বিশ্বপ্রকাশে—

"আত্মা দেহমনোব্রহ্মস্বভাবধৃতিবুদ্ধিষু। প্রযত্নে চ" ইতি ॥১২॥

'আত্মা'-শব্দের অর্থ লইয়া আত্মারাম সপ্তবিধ ঃ—

এই সাতে রমে যেই, সেই আত্মারামগণ ।
আত্মারামগণের আগে করিয়ে গণন ॥ ১৩ ॥

(২) 'মুনি'-শব্দের ৭টী পর্য্যায় ঃ—

'মুনি'-আদি শব্দের অর্থ শুন, সনাতন ।
পৃথক্ পৃথক্ অর্থ করি, পাছে করিব মিলন ॥ ১৪ ॥
'মুনি'-শব্দে মননশীল, আর কহে মৌনী ।
তপস্বী, ব্রতী, যতি, আর ঋষি, মুনি ॥ ১৫ ॥

(৩) 'নির্গ্রন্থ'-শব্দের অর্থ ঃ—

'নির্গ্রন্থ'-শব্দে কহে, অবিদ্যা-গ্রন্থি-হীন ।
বিধি-নিষেধ-বেদশাস্ত্র-জ্ঞানাদি-বিহীন ॥ ১৬ ॥
মূর্খ, নীচ, ম্লেচ্ছ আদি শাস্ত্ররিক্তগণ ।
ধনসঞ্চয়ী—নির্গ্রন্থ, আর যে নির্ধন ॥ ১৭ ॥

'নির্' উপসর্গ ও 'গ্রন্থ'-শব্দের পর্য্যায়-প্রমাণ ঃ—

বিশ্বপ্রকাশে—

নির্নিশ্চয়ে নিষ্ক্রমার্থে নির্নির্ম্মাণ-নিষেধয়োঃ ।
গ্রন্থো ধনেঽথ সন্দর্ভে বর্ণসংগ্রহণেঽপি চ ॥ ১৮ ॥

(৪) 'উরুক্রম' (উরু+ক্রম) শব্দের অর্থ ঃ—

'উরুক্রম'-শব্দে কহে, বড় যাঁর ক্রম ।
'ক্রম'-শব্দে কহে, এই পাদবিক্ষেপণ ॥ ১৯ ॥
শক্তি কম্পযুক্ত পরিপাট্যে আক্রমণ ।
চরণ-চালনে কাঁপাইল ত্রিভুবন ॥ ২০ ॥

প্রাকৃত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সূক্ষ্মতম পরমাণু-গণকের পক্ষেও বামনবীর্য্য অপরিমেয় ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবতে (২।৭।৪০)—

বিষ্ণোর্নু বীর্য্যগণনাং কতমোঽর্হতীহ
যঃ পার্থিবান্যপি কবির্বিমমে রজাংসি ।
চস্কম্ভ যঃ স্বরংহসাস্খলতা ত্রিপৃষ্ঠং
যস্মাৎ ত্রিসাম্যসদনাদুরুকম্পয়ানম্ ॥ ২১ ॥

স্বরূপ ও মায়া-শক্তিবৈভব-ধামত্রয়ে শক্তি বা বীর্য্যের বিভিন্ন পরিচয় ঃ—

বিভুরূপে ব্যাপে, শক্ত্যে ধারণ-পোষণ ।
মাধুর্য্যশক্ত্যে গোলোক, ঐশ্বর্য্যে পরব্যোম ॥ ২২ ॥
মায়াশক্ত্যে ব্রহ্মাণ্ডাদি-পরিপাটী-সৃজন ।
'উরুক্রম'-শব্দের এই অর্থ নিরূপণ ॥ ২৩ ॥

ক্রমশব্দের পর্য্যায় শব্দ ঃ—

বিশ্বপ্রকাশে—

"ক্রমঃ শক্তৌ পরিপাট্যাং ক্রমচালনকম্পয়োঃ ॥" ২৪ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১২। 'আত্ম'-শব্দে—দেহ, মন, ব্রহ্ম, স্বভাব, ধৃতি, বুদ্ধি ও যত্ন।

১৮। 'নির্' উপসর্গ—নিশ্চয়ে, ক্রমার্থে, নির্ম্মাণে, নিষেধে ব্যবহৃত। 'গ্রন্থ'-শব্দ—ধনে, সন্দর্ভে, বর্ণ-সংগ্রহণে ব্যবহৃত।

অনুভাষ্য

১০। একাদশ পদ—(১) আত্মারামাঃ, (২) চ, (৩) মুনয়ঃ, (৪) নির্গ্রন্থাঃ, (৫) অপি, (৬) উরুক্রমে, (৭) কুর্ব্বন্তি, (৮) অহৈতুকীং, (৯) ভক্তিং, (১০) ইত্থম্ভূতগুণঃ, (১১) হরিঃ।

২১। ব্রহ্মা তচ্ছিষ্য দেবর্ষি নারদের নিকট ভগবান্ বিষ্ণুর লীলাবতারসমূহের চেষ্টা, প্রয়োজন ও বিভূতির কথা বর্ণন করিয়া ভগবান্ বামনদেবের অপরিমেয় বীর্য্য-মহিমা বর্ণন করিতেছেন,—

ইহ (অস্মিন্ সংসারে) যঃ কবিঃ (পণ্ডিতঃ) পার্থিবানি রজাংসি (পৃথিব্যাং পরমাণূন্ অপি) বিমমে (বিগণিতবান্, তাদৃশঃ অপি) কতমঃ নু (প্রশ্নে) বিষ্ণোঃ বীর্য্যগণনাং [কর্ত্তুম্]

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৯-২০। 'উরুক্রম'—শব্দের 'উরু'-শব্দে বড় বড় এবং 'ক্রম'-শব্দে—পাদবিক্ষেপণ এবং (শক্তির আদি কারণ-ভূত) কম্পাদি। সুতরাং উরুক্রম-শব্দে বামনাকার বিষ্ণুকে বুঝাইল ; কেননা, বড় বড় চরণ-ক্রমদ্বারা তিনি জগৎকে কাঁপাইয়াছিলেন।

২১। পৃথিবীর রজোসমূহ গণনা করিতে পারিলেও বিষ্ণুর বীর্য্যসকল কে গণনা করিতে পারে? তিনি বামনরূপে তাঁহার অস্খলিত-পদবেগে ত্রিগুণময়ী প্রকৃতিমূল হইতে ত্রিপৃষ্ঠ (সত্য-লোক) পর্য্যন্ত কম্পিত করিয়া ধারণ করিয়াছিলেন।

২৪। ক্রম-শব্দে—শক্তি, পরিপাটী, চালন ও কম্পন।

অনুভাষ্য

অর্হতি (সমর্থো ভবতি?—ন কোঽপীত্যর্থঃ), যঃ (বিষ্ণুঃ) যস্মাৎ [কারণাৎ ত্রিবিক্রমাবতারে] অস্খলতা (প্রতিঘাতশূন্যেন) স্বরংহসা (স্বপাদবেগেন) ত্রিসাম্যসদনাৎ (ত্রিগুণসাম্যরূপং সদনম্ অধিষ্ঠানং প্রধানং তস্মাৎ আরভ্য) উরুকম্পয়ানম্

(৫) কুর্ব্বন্তি'-ক্রিয়ার পরস্মৈপদের কারণ ঃ—

'কুর্ব্বন্তি'-পদ—এই পরস্মৈপদ হয় ।
কৃষ্ণসুখনিমিত্ত ভজনে তাৎপর্য্য কহয় ॥ ২৫ ॥

প্রমাণ ঃ—

পাণিনিতে ১।৩।৭২ ; সিদ্ধান্ত-কৌমুদীতে ভ্বাদি প্রকরণে—

"স্বরিতঞিতঃ কর্ত্রভিপ্রায়ে ক্রিয়াফলে ॥" ২৬ ॥

(৬) 'অহৈতুকী'-শব্দান্তর্গত 'হেতু'-শব্দের ত্রিবিধ দার্শনিক অর্থ ঃ—

'হেতু'-শব্দে কহে—ভুক্তি-আদি বাঞ্ছান্তরে ।
ভুক্তি, সিদ্ধি, মুক্তি—মুখ্য এই তিন প্রকারে ॥ ২৭ ॥

ভুক্তি, সিদ্ধি ও মুক্তির ভেদ ঃ—

এক ভুক্তি কহে, ভোগ—অনন্ত প্রকার ।
সিদ্ধি—অষ্টাদশ, মুক্তি—পঞ্চবিধাকার ॥ ২৮ ॥

'অহৈতুকী'-শব্দের অর্থ ঃ—

এই যাঁহা নাহি, সেই ভক্তি—'অহৈতুকী' ।
যাহা হৈতে বশ হয় শ্রীকৃষ্ণ কৌতুকী ॥ ২৯ ॥

(৭) 'ভক্তি'-শব্দের অর্থ ; দশবিধ ভেদ ঃ—

'ভক্তি'-শব্দের অর্থ হয় দশবিধাকার ।
এক—'সাধন', 'প্রেমভক্তি'—নব প্রকার ॥ ৩০
'রতি'-লক্ষণা, 'প্রেম'-লক্ষণা, ইত্যাদি প্রচার ।
ভাবরূপা, মহাভাব-লক্ষণরূপা আর ॥ ৩১ ॥

শান্ত ও দাস্যরসে ভক্তির সীমা ঃ—

শান্ত-ভক্তের রতি বাড়ে 'প্রেম' পর্য্যন্ত ।
দাস্য-ভক্তের রতি হয় 'রাগ'দশা-অন্ত ॥ ৩২ ॥

সখ্য ও বাৎসল্য-রসে ভক্তির সীমা ঃ—

সখাগণের রতি হয় 'অনুরাগ' পর্য্যন্ত ।
পিতৃ-মাতৃ-স্নেহ আদি 'অনুরাগ'-অন্ত ॥ ৩৩ ॥

মধুররসে ভক্তির সীমা ঃ—

কান্তাগণের রতি পায় 'মহাভাব'-সীমা ।
'ভক্তি'-শব্দে কহিলুঁ এই অর্থের মহিমা ॥ ৩৪ ॥

(৮) 'ইত্থম্ভূতগুণ' (ইত্থম্ভূত + গুণ) শব্দের অর্থ-ব্যাখ্যা ঃ—

'ইত্থম্ভূতগুণঃ'-শব্দের শুনহ ব্যাখ্যান ।
'ইত্থম্ভূত'-শব্দের ভিন্ন অর্থ, 'গুণ'-শব্দের আন ॥ ৩৫ ॥

'ইত্থম্ভূত'-শব্দের অর্থ ঃ—

'ইত্থম্ভূত'-শব্দের অর্থ—পূর্ণানন্দময় ।
যাঁর আগে ব্রহ্মানন্দ তৃণপ্রায় হয় ॥ ৩৬ ॥

হরিভক্তিসুধোদয়ে (১৪।৩৬)—

ত্বৎসাক্ষাৎকরণাহ্লাদবিশুদ্ধাব্ধিস্থিতস্য মে ।
সুখানি গোষ্পদায়ন্তে ব্রাহ্মাণ্যপি জগদ্‌গুরো ॥ ৩৭ ॥

নিজ-রূপমাধুর্য্যে সকলকেই বলপূর্ব্বক বশকারক ঃ—

সর্ব্বাকর্ষক, সর্ব্বাহ্লাদক, মহারসায়ন ।
আপনার বলে করে সর্ব্ববিস্মারণ ॥ ৩৮ ॥

কৃষ্ণকৃপা-প্রভাবে কৈতব-নাশ ঃ—

ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধি-সুখ ছাড়য় যার গন্ধে ।
অলৌকিক শক্তি-গুণে কৃষ্ণকৃপায় বান্ধে ॥ ৩৯ ॥
শাস্ত্রযুক্তি নাহি ইঁহা সিদ্ধান্ত-বিচার ।
এই স্বভাব-গুণে, যাতে মাধুর্য্যের সার ॥ ৪০ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২৬। উভয়পদী ধাতুর স্বরিত স্বর ও ঞ 'ইৎ' হয়। ক্রিয়ার ফল যদি কর্ত্তার অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে 'আত্মনেপদ' হয়। এস্থলে তাহা না হওয়ায় 'পরস্মৈপদ' প্রযুক্ত হইয়াছে।

২৮। সিদ্ধি—অণিমাদি অষ্টাদশ সিদ্ধি (ভাঃ ১১।১৫ অঃ দ্রষ্টব্য)।

অনুভাষ্য

(অধিককম্পমানং) ত্রিপৃষ্ঠং (সত্যলোকং) চস্কম্ভ (ধৃতবান্)।—মন্ত্রঃ (ঋগ্বেদে ১ম মঃ ১৫৪ সূঃ)—"ওঁ বিষ্ণোর্নু বীর্য্যাণি কং প্রাবোচং যঃ পার্থিবানি বিমমে রজাংসি। যোঽস্কম্ভয়দুত্তরং সধস্থং বিচক্রমাণস্ত্রেধোরুগায়ঃ" ইতি।

২২-২৩। বিভুরূপে ত্রিভুবন ব্যাপ্ত থাকেন এবং শক্তিদ্বারা তাহাদের ধারণ ও পোষণ করেন। মাধুর্য্যশক্তিদ্বারা গোলোকের ধারণ ও পোষণ করেন, ঐশ্বর্য্যশক্তিদ্বারা পরব্যোমের ধারণ ও পোষণ করেন এবং মায়াশক্তিদ্বারা ব্রহ্মাণ্ডাদির পরিপাটীরূপে সৃজন করেন।

২৫। 'কুর্ব্বন্তি'-পদ—পরস্মৈপদে প্রযুক্ত ; (ফলপ্রাপ্তি) কর্ত্তার অভিপ্রেত হইলে, 'আত্মনেপদ' প্রযুক্ত হইত। কিন্তু এস্থলে কৃষ্ণের সুখের জন্য তাঁহারা কৃষ্ণভজন করেন, এরূপ তাৎপর্য্যে ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়া 'কুর্ব্বন্তি'র পরস্মৈপদীয় প্রয়োগ।

৩০-৩১। সাধন-ভক্তির একপ্রকার লক্ষণ এবং প্রেমভক্তির নয়প্রকার লক্ষণ, যথা রতি (ভাবভক্তি)-লক্ষণা, প্রেম-লক্ষণা, স্নেহ-লক্ষণা, মান-লক্ষণা, প্রণয়-লক্ষণা, রাগ-লক্ষণা, অনুরাগ-লক্ষণা, ভাব-লক্ষণা ও মহাভাব-লক্ষণা।

৩৭। আদি, ৭ম পঃ ৯৮ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৩০। প্রেমভক্তি নব প্রকার—রতি, প্রেম, স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ, ভাব, মহাভাব—এই নয় প্রকার।

'গুণ'-শব্দের অর্থ ; কৃষ্ণের অনন্তগুণের অতুল অমোঘ প্রভাব ঃ—

'গুণ'-শব্দের অর্থ—কৃষ্ণের গুণ অনন্ত ।
সচ্চিদ্রূপ-গুণ সর্ব্ব-পূর্ণানন্দ ॥ ৪১ ॥

ঐশ্বর্য্য-মাধুর্য্য-কারুণ্যে স্বরূপ-পূর্ণতা ।
ভক্তবাৎসল্য, আত্মা পর্য্যন্ত বদান্যতা ॥ ৪২ ॥

এক একটীগুণ এক এক ভক্তবিশেষকে বশকারক ঃ—

অলৌকিক রূপ, রস, সৌরভাদি গুণ ।
কারো মন কোন গুণে করে আকর্ষণ ॥ ৪৩ ॥

পাদপদ্ম-সৌরভে চতুঃসনকে এবং লীলামাধুর্য্যে শুকদেবকে আকর্ষণ ঃ—

সনকাদির মন হরিল সৌরভাদি গুণে ।
শুকদেবের মন হরিল লীলা-শ্রবণে ॥ ৪৪ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (৩।১৫।৪৩)—

তস্যারবিন্দনয়নস্য পদারবিন্দ-
কিঞ্জল্কমিশ্রতুলসীমকরন্দবায়ুঃ ।
অন্তর্গতঃ স্ববিবরেণ চকার তেষাং
সংক্ষোভমক্ষরজুষামপি চিত্ততন্বোঃ ॥ ৪৫ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (২।১।৯)—

পরিনিষ্ঠিতোঽপি নৈর্গুণ্যে উত্তমঃশ্লোকলীলয়া ।
গৃহীতচেতা রাজর্ষে আখ্যানং যদধীতবান্ ॥ ৪৬ ॥

অঙ্গমাধুর্য্যে গোপীর এবং রূপ-গুণ-মাধুর্য্যে রুক্মিণীর মনোহরণ ঃ—

শ্রীঅঙ্গ-রূপে হরে গোপিকার মন ।
রূপ-গুণ-শ্রবণে রুক্মিণ্যাদির আকর্ষণ ॥ ৪৭ ॥

কৃষ্ণের অঙ্গ, বদন ও হাস্য-মাধুর্য্যে মুগ্ধা গোপীর আত্মনিবেদন ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।২৯।৩৯)—

বীক্ষ্যালকাবৃতমুখং তব কুণ্ডলশ্রি-
গণ্ডস্থলাধরসুধং হসিতাবলোকম্ ।
দত্তাভয়ঞ্চ ভুজদণ্ডযুগং বিলোক্য
বক্ষঃ শ্রিয়ৈকরমণঞ্চ ভবাম দাস্যঃ ॥ ৪৮ ॥

কৃষ্ণগুণাকৃষ্টা রুক্মিণীর আত্মনিবেদন ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৫২।৩৭)—

শ্রুত্বা গুণান্ ভুবনসুন্দর শৃণ্বতাং তে
নির্ব্বিশ্য কর্ণবিবরৈর্হরতোঽঙ্গতাপম্ ।
রূপং দৃশাং দৃশিমতামখিলার্থলাভং
ত্বয্যচ্যুতাবিশতি চিত্তমপত্রপং মে ॥ ৪৯ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৪৬। হে রাজর্ষে, নৈর্গুণ্যে পরিনিষ্ঠিত হইয়াও শ্রীকৃষ্ণলীলায় আকৃষ্ট হইয়া আমি শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিয়াছিলাম।

৪৮। হে কৃষ্ণ, তোমার অলকাবৃত মুখ, তোমার কুণ্ডলশ্রী-গণ্ডস্থলাধর-সুধাযুক্ত ঈষদ্ধাস্যের সহিত অবলোকন, অভয়-দত্ত ভুজদণ্ডদ্বয় এবং একমাত্র শ্রীদ্বারা শোভিত বক্ষ দেখিয়া আমরা তোমার দাসী হইলাম।

৪৯। হে ভুবনসুন্দর, তোমার গুণসমূহ শ্রবণকারী ব্যক্তি-

অনুভাষ্য

৪৫। মধ্য, ১৭শ পঃ ১৪২ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

৪৬। 'মুমূর্ষু ব্যক্তির কি করা কর্ত্তব্য?' পরীক্ষিতের এই প্রশ্নের বহুমানন করিয়া শ্রীল শুকদেব শ্রীহরিকীর্ত্তন ও হরিকথা-কীর্ত্তনময় শ্রীমদ্ভাগবতের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া শ্রীহরির গুণপ্রভাব বর্ণন করিতেছেন,—

হে রাজর্ষে, নৈর্গুণ্যে (নির্গুণে ব্রহ্মণি) পরিনিষ্ঠিতঃ (স্থিতধীঃ) অপি [অহং বৈয়াসকিঃ] উত্তমঃশ্লোকলীলয়া (কৃষ্ণমাধুর্য্যেণ) গৃহীতচেতাঃ (আকৃষ্টচিত্তঃ সন্) যৎ আখ্যানং (ভাগবতাখ্যম্) অধীতবান্, [তৎ তে অভিধাস্যামীতি পরেণান্বয়ঃ]।

৪৮। জ্যোৎস্না-স্নাতা শারদীয়া রজনীতে শ্রীকৃষ্ণের বংশী-রবে সমাকৃষ্টা গোপবধূগণ আত্মহারা হইয়া শ্রীকৃষ্ণসমীপে উপস্থিত হইলে তিনি তাঁহাদের অনুরাগ আরও বর্দ্ধন করিবার

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

দিগের কর্ণবিবরদ্বারা প্রবিষ্ট হইয়া তাহাদের অঙ্গতাপ নাশ করে। চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তিদিগের তোমার রূপ-দর্শনে অখিলার্থ লাভ হয়। হে অচ্যুত, সেই গুণসকল শ্রবণ করিয়া আমার চিত্ত নির্লজ্জ হইয়া তোমাতে প্রবেশ করিতেছে।

অনুভাষ্য

আশয়ে গৃহে গমন করিতে বলায় কৃষ্ণগতপ্রাণা গোপীগণ দুঃখিতা হইয়া রুদ্ধকণ্ঠে গদ্গদবাক্যে কৃষ্ণকে বলিতেছেন,—

[হে পুরুষভূষণ,] তব অলকাবৃতমুখং (কেশদামৈঃ আবৃত-মুখং) কুণ্ডলশ্রিগণ্ডস্থলাধরসুধং (কুণ্ডলয়োঃ শ্রীর্যয়ো তে গণ্ড-স্থলে যস্মিন্ অধরে সুধা যস্মিন্ তচ্চ মুখং) হসিতাবলোকং (হসিতেন সহ অবলোকং যস্মিন্ তচ্চ মুখং) বীক্ষ্য (দৃষ্ট্বা) দত্তাভয়ং (দত্তম্ অভয়ং যেন তৎ) ভুজদণ্ডযুগং (বাহুদ্বয়ং) শ্রিয়ৈকরমণং (শ্রিয়াঃ লক্ষ্ম্যাঃ একং মুখ্যম্ এব রমণং রতি-জনকং তৎ) বক্ষঃ চ বিলোক্য বয়ং দাস্যঃ এব ভবাম।

৪৯। পরীক্ষিতের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশুক ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ও ভীষ্মকদুহিতা মহালক্ষ্মীস্বরূপিণী শ্রীমতী রুক্মিণীর পরিণয়-বৃত্তান্ত বর্ণন করিতেছেন। লোকমুখে শ্রীকৃষ্ণের সদ্গুণগ্রাম শ্রবণ করিয়া মনে মনে তাঁহাকে পতিত্বে বরণ করা সত্ত্বেও কৃষ্ণদ্বেষী জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রুক্মী চৈদ্য-শিশুপালকে তাঁহার বর স্থির করিতেছে শুনিয়া নির্জ্জনে একখানি প্রেমপত্র লিখিয়া এক

বংশীগানে নারায়ণী লক্ষ্মীকে এবং বেণু ও বিগ্রহ-মাধুর্য্যে
সমগ্র কান্তাগণকে আকর্ষণ ঃ—

বংশী-গীতে হরে কৃষ্ণ লক্ষ্ম্যাদির মন ।
যোগ্যভাবে জগতের যত যুবতীর গণ ॥ ৫০ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।১৬।৩৬)—

কস্যানুভাবোঽস্য ন দেব বিদ্মহে তবাঙ্ঘ্রিরেণুস্পর্শাধিকারঃ ।
যদ্বাঞ্ছয়া শ্রীর্ললনাচরত্তপো বিহায় কামান্ সুচিরং ধৃতব্রতা ॥৫১॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।২৯।৪০)—

কা স্ত্র্যঙ্গ তে কলপদামৃতবেণুগীত-
সম্মোহিতার্য্যচরিতান্ন চলেৎত্রিলোক্যাম্ ।
ত্রৈলোক্যসৌভগমিদঞ্চ নিরীক্ষ্য রূপং
যদ্গোদ্বিজদ্রুমমৃগাঃ পুলকান্যবিভ্রন্ ॥ ৫২ ॥

বাৎসল্যরসে মাতৃগণকে ও সখ্য-দাস্যাদি-রসে পুরুষরূপী
সখা ও দাসগণকে আকর্ষণ ঃ—

গুরুতুল্য স্ত্রীগণের বাৎসল্যে আকর্ষণ ।
দাস্য-সখ্যাদি-ভাবে পুরুষাদি গণ ॥ ৫৩ ॥

শান্তরসে ধামস্থ সমস্ত স্থাবর-জঙ্গমকে আকর্ষণ ঃ—

পক্ষী, মৃগ, বৃক্ষ, লতা, চেতনাচেতন ।
প্রেমে মত্ত করি' আকর্ষয়ে কৃষ্ণগুণ ॥ ৫৪ ॥

(৯) 'হরি'-শব্দের অর্থ ; দ্বিবিধ হরণ—(ক) গৌণ ও
(খ) মুখ্য লক্ষণ ঃ—

'হরিঃ'-শব্দে নানার্থ, দুই মুখ্যতম ।
সর্ব্ব অমঙ্গল হরে, প্রেম দিয়া হরে মন ॥ ৫৫ ॥

(১) জীবের আবরণ-রূপ অনর্থহর গুণ—
(ক) নিখিল তাপবিনাশ ঃ—

যৈছে তৈছে যোহি কোহি করয়ে স্মরণ ।
চারিবিধ তাপ তার করে সংহরণ ॥ ৫৬ ॥

কৃষ্ণভক্তি—পাপ, পাপবীজ ও অবিদ্যা,
এই ত্রিবিধ ক্লেশঘ্নী ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।১৪।১৯)—

যথাগ্নিঃ সুসমৃদ্ধার্চ্চিঃ করোত্যেধাংসি ভস্মসাৎ ।
তথা মদ্বিষয়া ভক্তিরুদ্ধবৈনাংসি কৃৎস্নশঃ ॥ ৫৭ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৫২। হে কৃষ্ণ, তোমার কলপদামৃত বেণুগীতদ্বারা সম্মোহিত হইয়া ত্রৈলোক্যমধ্যে কোন্ স্ত্রী আর্য্যচরিত (ধর্ম্ম) হইতে বিচলিত না হয়? ত্রৈলোক্যের সৌভাগ্যস্বরূপ তোমার এই রূপ দেখিয়া গো-সকল, পক্ষীসকল, দ্রুমসকল ও মৃগসকল পুলক-ধারণ করিয়া থাকে।

অনুভাষ্য

বিশ্বস্ত ব্রাহ্মণকে দিয়া তৎক্ষণাৎ শ্রীকৃষ্ণের নিকট প্রেরণ করিলেন। ব্রাহ্মণ দ্বারকায় উপস্থিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক যথা-বিধি সৎকারলাভানন্তর রুক্মিণীর সেই প্রেমপত্রখানা শ্রীকৃষ্ণের অনুমতিক্রমে পাঠ করিতে লাগিলেন,—

হে অচ্যুত, হে ভুবনসুন্দর, শৃণ্বতাং (শ্রোতৃবর্গাণাং) কর্ণ-বিবরৈঃ (অন্তঃ প্রবিশ্য) অঙ্গতাপং হরতঃ তে (তব) গুণান্, দৃশিমতাং (চক্ষুষ্মতাং) দৃশাং (চক্ষুষাম্) অখিলার্থলাভং (সর্ব্ব-সারার্থপ্রদং) রূপং চ শ্রুত্বা মে (মম) চিত্তম্ অপত্রপং (অপগতা ত্রপা যস্মাৎ তৎ, লজ্জাবিহীনং সৎ) ত্বয়ি আবিশতি (আসজ্জতে, অনুসন্ধান-রাহিত্যেন মগ্নং ভবতি)।

৫১। মধ্য, ৮ম পঃ ১৪৭ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

৫২। কৌমুদী-প্লাবিতা শারদীয়া-রজনীতে শ্রীকৃষ্ণের মুরলী-রবে সমাকৃষ্টা গোপবধূগণ আত্মহারা হইয়া শ্রীকৃষ্ণসমীপে উপস্থিত হইলে তিনি তাঁহাদের অনুরাগ আরও বর্দ্ধন করিবার অভিপ্রায়ে স্ব-স্ব-গৃহে গমন করিতে বলায়, কৃষ্ণগত-চিত্তা গোপবধূগণ দুঃখিত হইয়া রুদ্ধকণ্ঠে গদ্গদবাক্যে কৃষ্ণকে বলিতেছেন,—

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৫৬। চারিবিধ তাপ,—চারিবিধ পাতকের তাপ—(১) পাতক, (২) উরুপাতক, (৩) মহাপাতক, (৪) অতিপাতক।

৫৭। প্রজ্জ্বলিত অগ্নি যেরূপ সমস্ত কাষ্ঠকে পুড়াইয়া ভস্মসাৎ করে, সেইরূপ মদ্বিষয়া ভক্তি, হে উদ্ধব, সর্ব্ববিধ পাপকে সম্পূর্ণরূপে নষ্ট করিয়া ফেলে।

অনুভাষ্য

হে অঙ্গ (কৃষ্ণ), ত্রিলোক্যাং (ত্রিভুবনমধ্যে) কা সা স্ত্রী (নারী গোপীত্যর্থঃ),—যা তে (তব) কলপদামৃতবেণুগীত-সম্মোহিতা (কলানি মধুরাণি পদানি যস্মিন্ তৎ চ অমৃতং তন্ময়ম্ এব বেণুগীতং তেন, কলপদায়তমূর্চ্ছিতেনেতি পাঠে—কলানি পদানি যস্মিন্ তৎ আয়তং দীর্ঘং মূর্চ্ছিতং স্বরালাপমেদঃ তেন সম্মোহিতা আকৃষ্টহৃদয়া সতী) ত্রৈলোক্যসৌভগং (ত্রৈলোক্যস্য ঊর্দ্ধাধো-মধ্যবর্ত্তমানস্য যাবল্লোকস্য সৌভগং মনোহরং তব সুন্দরম্) ইদং রূপঞ্চ—যৎ গোদ্বিজ-দ্রুমমৃগাঃ (সর্ব্বে স্থাবর-জঙ্গমজীবাঃ) পুলকানি অবিভ্রন্ (অবিভরুঃ), তৎ—নিরীক্ষ্য (দৃষ্টা) আর্য্যচরিতাৎ (নিজ-নিজবিধিধর্ম্মাৎ) ন চলেৎ (ভ্রশ্যেৎ)?

৫৭। সর্ব্বশ্রেয়ঃসাধনশ্রেষ্ঠ ভক্তিযোগ-সম্বন্ধে আরও অধিক জানিতে ইচ্ছা করায় শ্রীউদ্ধবকে ভগবান্ বলিতেছেন,—

হে উদ্ধব, যথা সুসমৃদ্ধার্চ্চিঃ (সুসমৃদ্ধা অর্চ্চিঃ যস্য সঃ) অগ্নিঃ এধাংসি (কাষ্ঠানি) ভস্মসাৎ করোতি (বিনাশয়তি), তথা মদ্বিষয়া ভক্তিঃ কৃৎস্নশঃ (সর্ব্বাণি) এনাংসি (পাপানি—প্রারব্ধা-প্রারব্ধানি চ বিধুনোতি)।

(খ) অজ্ঞান ও অবিদ্যা-বিনাশ ; তখন কৃষ্ণপ্রীতিবাঞ্ছামূলে শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি শুদ্ধ-চিত্তে স্বপ্রকাশ নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেমোদয় ঃ—

তবে করে ভক্তিবাধক কর্ম্ম-অবিদ্যা-নাশ ।
শ্রবণাদ্যের ফল 'প্রেমা' করয়ে প্রকাশ ॥ ৫৮ ॥

(২) অনাবৃত শুদ্ধ জীবস্বরূপকে প্রেমে আকর্ষণ ঃ—

নিজ-গুণে তবে হরে দেহেন্দ্রিয় মন ।
ঐছে কৃপালু কৃষ্ণ, ঐছে তাঁর গুণ ॥ ৫৯ ॥

হরি বা হরিপ্রেম চতুর্ব্বর্গ-ধিক্কারী ও সর্ব্বচিত্তহর ঃ—

চারি পুরুষার্থ ছাড়ায়, হরে সবার মন ।
'হরি'-শব্দের এই মুখ্য কহিলুঁ লক্ষণ ॥ ৬০ ॥

(১০) চ-শব্দের ও (১১) অপি-শব্দের অর্থ ঃ—

'অপি' 'চ', দুই শব্দ তাতে 'অব্যয়' হয় ।
যেই অর্থ লাগাইয়ে, সেই অর্থ হয় ॥ ৬১ ॥

চ-শব্দের সপ্ত ও অপি-শব্দের সপ্ত অর্থ ঃ—

তথাপি চ-কারের কহে মুখ্য অর্থ সাত ।
অপি-শব্দে মুখ্য অর্থ সাত বিখ্যাত ॥ ৬২ ॥

চ-শব্দের প্রয়োগস্থল ; প্রমাণ ঃ—

বিশ্বপ্রকাশে—

চান্বাচয়ে সমাহারেঽন্যোঽন্যার্থে চ সমুচ্চয়ে ।
যত্নান্তরে তথা পাদপূরণেঽপ্যবধারণে ॥ ৬৩ ॥

অপি-শব্দের প্রয়োগস্থল, প্রমাণ ঃ—

বিশ্বপ্রকাশে—

অপি সম্ভাবনা-প্রশ্ন-শঙ্কা-গর্হা সমুচ্চয়ে ।
তথা যুক্তপদার্থেষু কামচারক্রিয়াসু চ ॥ ৬৪ ॥

এই পর্য্যন্ত পদসমূহের অর্থ নির্ণীত ; এক্ষণে তদ্দ্বারা শ্লোকার্থ নির্ণয় ঃ—

এই ত' একাদশ পদের অর্থ-নির্ণয় ।
এবে শ্লোকার্থ করি, যথা যে লাগয় ॥ ৬৫ ॥

প্রথমে 'আত্মারাম'-পদের অন্তর্গত 'আত্মা'-শব্দের

(১) 'ব্রহ্ম'-অর্থদ্বারা ব্যাখ্যা ঃ—

'ব্রহ্ম'-শব্দের অর্থ—তত্ত্ব সর্ব্ব-বৃহত্তম ।
স্বরূপ-ঐশ্বর্য্য করি' নাহি যাঁর সম ॥ ৬৬ ॥

ব্রহ্মের সংজ্ঞা ; শাস্ত্র-প্রমাণ ঃ—

বিষ্ণুপুরাণে (১।১২।৫৭)—

বৃহত্ত্বাদ্বৃংহণত্বাচ্চ তদ্ব্রহ্ম পরমং বিদুঃ ।
তস্মৈ নমস্তে সর্ব্বাত্মন্ যোগিচিন্ত্যাবিকারী যৎ ॥ ৬৭ ॥

আত্মা-শব্দের আততত্বই ব্রহ্মত্ব ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবত (১১।২।৪৫) শ্লোক-ব্যাখ্যায় শ্রীধরস্বামি-ধৃত তন্ত্র-বাক্য—

আততত্বাচ্চ মাতৃত্বাদাত্মা হি পরমো হরিঃ ॥ ৬৮ ॥

'ব্রহ্ম'-শব্দের অভিধা-বৃত্তিতে পূর্ণ প্রতীতিময় ভগবান্ ঃ—

সেই 'ব্রহ্ম'-শব্দে কহে স্বয়ং ভগবান্ ।
অদ্বিতীয়-জ্ঞান, যাঁহা বিনা নাহি আন ॥ ৬৯ ॥

শাস্ত্র-প্রমাণ ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবতে (১।২।১১)—

বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ম্ ।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে ॥ ৭০ ॥

কৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান্ ও ত্রিকালসত্য বস্তু ঃ—

সেই অদ্বয়তত্ত্ব কৃষ্ণ—স্বয়ং ভগবান্ ।
তিনকালে সত্য তিঁহো—শাস্ত্র-প্রমাণ ॥ ৭১ ॥

সৃষ্টির পূর্ব্বে ও পরে কৃষ্ণের নিত্য অধিষ্ঠান ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবতে (২।৯।৩২)—

অহমেবাসমেবাগ্রে নান্যদ্‌যৎ সদসৎপরম্ ।
পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোঽবশিষ্যেত সোঽস্ম্যহম্ ॥ ৭২ ॥

আত্মা-শব্দে বিভু কৃষ্ণ ঃ—

'আত্মা'-শব্দে কহে কৃষ্ণ বৃহত্ত্বস্বরূপ ।
সর্ব্বব্যাপক, সর্ব্বসাক্ষী, পরমস্বরূপ ॥ ৭৩ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৬৩। অন্বাচয়ে অর্থাৎ অনুগম্যসমূহার্থে, সমাহারে, অন্যোন্যার্থে, সমুচ্চয়ে, যত্নান্তরে, পাদপূরণে ও অবধারণে অর্থাৎ নিশ্চয়ার্থে 'চ'-শব্দের প্রয়োগ হয়।

৬৪। 'অপি'-শব্দ সম্ভাবনা, প্রশ্ন, শঙ্কা, গর্হা, সমুচ্চয়, যুক্ত-পদার্থ, কামচার-ক্রিয়ায় ব্যবহৃত হয়।

অনুভাষ্য

৬০। ভগবান্ শ্রীহরি জীবের ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষাত্মক চারিটী পুরুষার্থ লাভের পিপাসা ছাড়াইয়া দেন এবং সকলের মনোহরণ করিয়া নিজ-প্রেমাকৃষ্ট করান।

৬৭। [বুধাঃ] বৃহত্ত্বাদ্ (সর্ব্বব্যাপকত্বাৎ) বৃংহণত্বাচ্চ (সম্বর্দ্ধ-কত্বাৎ, পোষকত্বাৎ বা) তৎ পরমং ব্রহ্ম বিদুঃ (জানন্তি) ; হে সর্ব্বাত্মন্, তে (তব) যৎ যোগিচিন্ত্যাবিকারী (সূরিজনমোহনং স্বরূপং) তস্মৈ নমঃ।

৬৮। আততত্বাৎ (সর্ব্বব্যাপকত্বাৎ) মাতৃত্বাৎ (সর্ব্বপ্রসবিতৃ-ত্বাৎ) চ হরিঃ হি পরমঃ আত্মা।

৭০। আদি, ২য় পঃ ১১ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

৭২। আদি, ১ম পঃ ৫৩ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৬৭। বৃহত্ত্বপ্রযুক্ত, বৃংহণত্ব অর্থাৎ বৃদ্ধিকারকত্ব-প্রযুক্ত সেই তত্ত্বকে 'পরমব্রহ্ম' বলে। হে সর্ব্বাত্মন্, যোগিচিন্ত্যাবিকারী যে তুমি, তোমাকে প্রণাম।

৬৮। বিস্তৃতত্ব ও পরিমাতৃত্ব-প্রযুক্ত হরিই পরমাত্মা।

শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।২।৪৫) শ্লোক-ব্যাখ্যায় শ্রীধরস্বামি-ধৃত তন্ত্র-বচন—

আততত্বাচ্চ মাতৃত্বাদাত্মা হি পরমো হরিঃ ॥ ৭৪ ॥

ত্রিবিধ অভিধেয়ে কৃষ্ণের ত্রিবিধ প্রতীতি—ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্ ঃ—

সেই কৃষ্ণপ্রাপ্তি-হেতু ত্রিবিধ 'সাধন'।
জ্ঞান, যোগ, ভক্তি,—তিনের পৃথক্ লক্ষণ ॥ ৭৫ ॥

তিন সাধনে ভগবান্ তিন স্বরূপে ভাসে।
ব্রহ্ম, পরমাত্মা, ভগবান্—ত্রিবিধ-প্রকাশে ॥ ৭৬ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১।২।১১)—

বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে ॥ ৭৭ ॥

'ব্রহ্ম-আত্মা'-শব্দে যদি কৃষ্ণেরে কহয়।
'রূঢ়ি-বৃত্ত্যে' নির্ব্বিশেষ অন্তর্যামী কয় ॥ ৭৮ ॥

জ্ঞানমার্গে চিন্মাত্র ব্রহ্ম, যোগমার্গে সচ্চিন্ময় পরমাত্ম-প্রতীতি ঃ—

জ্ঞানমার্গে—নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্ম প্রকাশে।
যোগমার্গে—অন্তর্যামি-স্বরূপেতে ভাসে ॥ ৭৯ ॥

দ্বিবিধ ভক্তি (রাগময়ী ও বৈধী)-দ্বারা দ্বিবিধ ভগবৎস্বরূপ (স্বয়ং কৃষ্ণ ও তৎপ্রকাশ)-প্রাপ্তি ঃ—

রাগভক্তি, বিধিভক্তি হয় দুইরূপ।
'স্বয়ং-ভগবত্তা', 'প্রকাশ'—দুইত' স্বরূপ ॥ ৮০ ॥

রাগানুগা-ভক্তির সিদ্ধিতে ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন, বৈধীভক্তির সিদ্ধিতে বৈকুণ্ঠে নারায়ণ-দাস্য ঃ—

রাগভক্ত্যে ব্রজে স্বয়ং-ভগবানে পায়।
বিধিভক্ত্যে পার্ষদদেহে বৈকুণ্ঠকে যায় ॥ ৮১ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৯।২১)—

নায়ং সুখাপো ভগবান্ দেহিনাং গোপিকাসুতঃ।
জ্ঞানিনাঞ্চাত্মভূতানাং যথা ভক্তিমতামিহ ॥ ৮২ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (৩।১৫।২৫)—

যচ্চ ব্রজন্ত্যনিমিষামৃষভানুবৃত্ত্যা
দূরে-যমা হ্যুপরি নঃ স্পৃহণীয়শীলাঃ।
ভর্ত্তুর্মিথঃ সুযশসঃ কথনানুরাগ-
বৈক্লব্যবাষ্পকলয়া পুলকীকৃতাঙ্গাঃ ॥ ৮৩ ॥

ত্রিবিধ উপাসক ঃ—

সেই উপাসক হয় ত্রিবিধ প্রকার।
অকাম, মোক্ষকাম, সর্ব্বকাম আর ॥ ৮৪ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (২।৩।১০)—

অকামঃ সর্ব্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ।
তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজেত পুরুষং পরম্ ॥ ৮৫ ॥

'উদারধী'-শব্দের অর্থ ঃ—

বুদ্ধিমান্-অর্থে—যদি বিচারজ্ঞ হয়।
নিজ-কাম লাগিহ তবে কৃষ্ণেরে ভজয় ॥ ৮৬ ॥

সর্ব্ববিধ সাধনই ভক্তিসাপেক্ষ, ভক্তিই কেবল নিরপেক্ষ ঃ—

ভক্তি বিনা কোন সাধন দিতে নারে ফল।
সব ফল দেয় ভক্তি স্বতন্ত্র প্রবল ॥ ৮৭ ॥

ভক্তির আশ্রয় বিনা অন্য সাধন, সমস্তই নিষ্ফল ঃ—

অজাগলস্তন-ন্যায় অন্য সাধন।
অতএব হরি ভজে বুদ্ধিমান্ জন ॥ ৮৮ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৮৩। পরস্পর কৃষ্ণকথা-বর্ণনে যাঁহারা অনুরাগ-বৈক্লব্য-জনিত বাষ্প-কলাদ্বারা পুলকিতাঙ্গ, তাঁহারা দেবাদিদেব কৃষ্ণের অনুবৃত্তি-ক্রমে যম-নিয়মাদি দূরে নিক্ষেপ করত আমাদের উপরিভাগে স্পৃহাশীল হইয়া বৈকুণ্ঠে গমন করেন।

৮৬। এই শ্লোকে যদি উদারধী অর্থাৎ বুদ্ধিমান্ বিচারজ্ঞ হন, তাহা হইলে কামবাসনাসত্ত্বেও কৃষ্ণের ভজন করিবেন।

অনুভাষ্য

৭৪। মধ্য, ২৪ পঃ ৬৮ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

৭৭। আদি, ২য় পঃ ১১ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

৮২। মধ্য, ৮ম পঃ ২২৭ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

৮৩। ব্যাসসখা শ্রীমৈত্রেয়ঋষি শ্রীবিদুরকে দিতিগর্ভ-ভীত দেবগণের নিকট ব্রহ্মা দিতিগর্ভস্থ অসুরদ্বয়ের আদি বৃত্তান্ত বলিতে গিয়া চতুঃসনাদির বৈকুণ্ঠগমনাখ্যান-বর্ণন-প্রসঙ্গে বৈকুণ্ঠের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছেন,—

অনিমিষাং (কালানধীনানাং দেবানাম্) ঋষভানুবৃত্ত্যা (ঋষভস্য শ্রেষ্ঠস্য শ্রীহরেঃ অনুবৃত্ত্যা অনুসরণেন) দূরে-যমাঃ (দূরে যমঃ যেষাং তে, যদ্বা, দূরীকৃতযমনিয়মাঃ) স্পৃহণীয়শীলাঃ (স্পৃহণীয়ং কারুণ্যাদি শীলং যেষাং তে) ভর্ত্তুঃ (হরেঃ) সুযশসঃ (সুমঙ্গল-লীলাগুণস্য) মিথঃ (পরস্পরং) কথানুরাগবৈক্লব্যবাষ্পকলয়া (কথনে বর্ণনে যঃ অনুরাগঃ, তেন বৈক্লব্যঃ বৈবশ্যঃ তেন বাষ্পকলা অশ্রুবিন্দুঃ তয়া সহ) পুলকীকৃতাঙ্গাঃ (পুলকীকৃতং রোমাঞ্চিতম্ অঙ্গং যেষাং তে তথাভূতাঃ) চ নঃ (অস্মাকম্) উপরি (উপরিস্থিতং) যৎ চ [বৈকুণ্ঠং] ব্রজন্তি (গচ্ছন্তি) [তৎ বিকুণ্ঠমুপেত্য মুনয়ঃ পরাং মুদমাপুরিতি পরেণান্বয়ঃ]।

৮৫। মধ্য, ২২ পঃ ৩৬ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

৮৮। ভক্তিব্যতীত অন্যপ্রকার সাধন—নিতান্ত নিষ্ফল, কখনই ফল প্রসব করিতে পারে না ; যেহেতু অজার গলদেশস্থ স্তন যেরূপ দুগ্ধ দিতে পারে না, কেবলমাত্র অনভিজ্ঞ লোকের মিথ্যা-ভ্রমেরই বিষয় হয়, তদ্রূপ ভক্তি ব্যতীত জ্ঞান ও কর্ম্মের সাধনে কোন ফল হয় না।

বুভুক্ষু ও মুমুক্ষুভেদে চারিপ্রকার অনর্থযুক্ত সুকৃত ; তাহা হইলেও এই চতুর্ব্বিধ কামনা নিষ্কাম ভক্তির কারণ নহে ঃ—

শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতায় (৭।১৬)—

চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জ্জুন ।
আর্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ ॥ ৮৯ ॥

আর্ত্ত ও অর্থার্থী—বুভুক্ষু ; জিজ্ঞাসু ও জ্ঞানী—মুমুক্ষু ঃ—

আর্ত্ত, অর্থার্থী,—দুই সকাম-ভিতরে গণি ।
জিজ্ঞাসু, জ্ঞানী,—দুই মোক্ষকামী মানি ॥ ৯০ ॥

চতুর্ব্বিধ কামনা ছাড়িলেই শুদ্ধভক্তিলাভে যোগ্যতা ঃ—

এই চারি সুকৃতি হয় মহাভাগ্যবান্ ।
তত্তৎকামাদি ছাড়ি' হয় শুদ্ধভক্তিমান্ ॥ ৯১ ॥

চতুর্ব্বিধ কামই দুঃসঙ্গ, সাধুগুরু-কৃষ্ণকৃপায় দুঃসঙ্গ-মোচন ঃ—

সাধুসঙ্গ-কৃপা কিম্বা কৃষ্ণের কৃপায় ।
কামাদি 'দুঃসঙ্গ' ছাড়ি' শুদ্ধভক্তি পায় ॥ ৯২ ॥

সৎসঙ্গের প্রভাব ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবতে (১।১০।১১)—

সৎসঙ্গান্মুক্ত-দুঃসঙ্গো হাতুং নোৎসহতে বুধঃ ।
কীর্ত্ত্যমানং যশো যস্য সকৃদাকর্ণ্য রোচনম্ ॥ ৯৩ ॥

দুঃসঙ্গের অর্থ ঃ—

'দুঃসঙ্গ' কহিয়ে—'কৈতব', 'আত্মবঞ্চনা' ।
কৃষ্ণ, কৃষ্ণভক্তি বিনা অন্য কামনা ॥ ৯৪ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১।১।২)—

ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিত-কৈতবোঽত্র পরমো নির্ম্মৎসরাণাং সতাং
বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তু শিবদং তাপত্রয়োন্মূলনম্ ।
শ্রীমদ্ভাগবতে মহামুনিকৃতে কিংবা পরৈরীশ্বরঃ
সদ্যো হৃদ্যবরুদ্ধ্যতেঽত্র কৃতিভিঃ শুশ্রূষুভিস্তৎক্ষণাৎ ॥ ৯৫ ॥

'প্র'-শব্দে—মোক্ষবাঞ্ছা কৈতবপ্রধান ।
এই শ্লোকে শ্রীধরস্বামী করিয়াছেন ব্যাখ্যান ॥ ৯৬ ॥
সকাম-ভক্তে 'অজ্ঞ' জানি' দয়ালু ভগবান্ ।
স্ব-চরণ দিয়া করে ইচ্ছার পিধান ॥ ৯৭ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (৫।১৯।২৬)—

সত্যং দিশত্যর্থিতমর্থিতো নৃণাং নৈবার্থদো যৎ পুনরর্থিতা যতঃ ।
স্বয়ং বিধত্তে ভজতামনিচ্ছতামিচ্ছাপিধানং নিজপাদপল্লবম্ ॥৯৮

শুদ্ধভক্তসঙ্গ, সেবা ও কৃষ্ণকৃপাতেই অনর্থ-নিবৃত্তি ও সিদ্ধিলাভ ঃ—

সাধুসঙ্গ, কৃষ্ণকৃপা, ভক্তির স্বভাব ।
এ তিনে সব ছাড়ায়, করে কৃষ্ণে 'ভাব' ॥ ৯৯ ॥

পরবর্ত্তী সমস্ত ব্যাখ্যায় ইহাই জ্ঞাতব্য ঃ—

আগে যত যত অর্থ ব্যাখ্যান করিব ।
কৃষ্ণগুণাস্বাদের এই হেতু জানিব ॥ ১০০ ॥
শ্লোকব্যাখ্যা লাগি' এই করিলুঁ আভাস ।
এবে করি শ্লোকের মূলার্থ প্রকাশ ॥ ১০১ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৮৯। হে অর্জ্জুন, আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী ও জ্ঞানী—এই চারিপ্রকার লোক ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতিবান্ হইলে সেই সেই কাম পরিত্যাগ করিয়া আমাকে ভজন করে।

৯৩। সৎসঙ্গক্রমে দুঃসঙ্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক পণ্ডিতব্যক্তি যাঁহার কীর্ত্ত্যমান, রুচিকর যশ একবার শুনিয়া কখনও পরিত্যাগ করিতে পারেন না।

অনুভাষ্য

৮৯। হে অর্জ্জুন, হে ভরতর্ষভ, সুকৃতিনঃ (বর্ণাশ্রমাচারলক্ষণ-ধর্ম্মপরাঃ) জনাঃ মাং ভজন্তে; তে চ চতুর্ব্বিধাঃ—আর্ত্তঃ (ক্লিষ্টঃ আপদ্‌গ্রস্তঃ—গজেন্দ্রাদিঃ), জিজ্ঞাসুঃ (আত্মস্বরূপজ্ঞানেচ্ছুঃ—শৌনকাদিঃ), অর্থার্থী (সুখসম্পদিচ্ছুঃ ধ্রুবাদি,—এতে সকামাঃ), জ্ঞানী (লব্ধ-বোধঃ—শুকাদিঃ; অয়ং তু নিষ্কামঃ) চ।

৯৩। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া কয়েক-মাস হস্তিনাপুরে অবস্থানানন্তর শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকা-গমনাভিলাষী হইয়া কুরুপাণ্ডবকুলের স্ত্রীপুরুষ সকলকেই যথাবিধি যথাযোগ্য অভিবাদনপূর্ব্বক তাঁহাদের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া রথে আরোহণ করিলে, শৌনকাদি ঋষিগণের নিকট শ্রীসূত তাঁহাদের কৃষ্ণবিরহে অধৈর্য্য-প্রসঙ্গে সাধুসঙ্গের মাধুর্য্য বলিতেছেন,—সৎসঙ্গাৎ (কৃষ্ণভক্তসঙ্গাৎ হেতোঃ) মুক্তদুঃসঙ্গঃ (মুক্তঃ জ্ঞানকর্ম্মান্যাভিলাষবিষয়ঃ পুত্রাদিবিষয়ো বা দুঃসঙ্গো যেন সঃ) বুধঃ (সুধীঃ) কীর্ত্ত্যমানম্ (উচ্চার্য্যমাণং) যস্য (শ্রীকৃষ্ণস্য) রোচনং (রুচিকরং) যশঃ সকৃৎ আকর্ণ্য (শ্রুত্বা) হাতুং (সৎ-সঙ্গং ত্যক্তুং) ন উৎসহতে, [তস্য বিরহং পার্থাঃ কথং সহেরন্নিতি পরেণান্বয়ঃ]।

৯৪। ছলনাবিশিষ্ট আত্মবঞ্চকই 'দুঃসঙ্গ'। কৃষ্ণকাম ও কৃষ্ণ-ভক্তি-কামনা ব্যতীত অপর সমস্ত কামই 'দুঃসঙ্গ'।

৯৫। আদি, ১ম পঃ ৯১ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

৯৮। মধ্য, ২২ পঃ ৪০ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

৯৯। এই তিনে—কৃষ্ণজন-সঙ্গ, কৃষ্ণকৃপা এবং কৃষ্ণভক্তি। ইঁহারা কৃষ্ণাভক্তসঙ্গ, মায়া-প্রদত্ত যাবতীয় সৌভাগ্য এবং অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগ-প্রবৃত্তি সমস্তই ছাড়াইয়া দিয়া কৃষ্ণে 'ভাব' উৎপাদন করেন।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৯৭। ইচ্ছার পিধান—ইচ্ছার আচ্ছাদন (পরিপূরণ)।

৯৯। অকাম, সর্ব্বকাম ও মোক্ষকাম,—এই তিনজন সেই সেই কামনাদোষ ছাড়িয়া কৃষ্ণে শুদ্ধভক্তি করে।

জ্ঞানীর দ্বিবিধ বিভেদ ঃ—

জ্ঞানমার্গে উপাসক—দুইত' প্রকার ।
কেবল ব্রহ্মোপাসক, মোক্ষাকাঙ্ক্ষী আর ॥ ১০২ ॥

(১) কেবল ব্রহ্মজ্ঞানী ত্রিবিধ ঃ—

কেবল ব্রহ্মোপাসক তিন ভেদ হয় ।
সাধক, ব্রহ্মময়, আর প্রাপ্ত-ব্রহ্মলয় ॥ ১০৩ ॥

ভক্ত্যাশ্রিত-জ্ঞানের সাধনেই সাধকের ব্রহ্মভূতত্ব ঃ—

ভক্তি বিনা কেবল জ্ঞানে 'মুক্তি' নাহি হয় ।
ভক্তি সাধন করে যেই 'প্রাপ্ত-ব্রহ্মলয়' ॥ ১০৪ ॥

বাস্তব-বস্তুর আনুগত্যে বা ভক্তিফলেই 'ব্রাহ্মণত্ব' এবং সেবা-সংযোগে 'বৈষ্ণবত্ব' ঃ—

ভক্তির স্বভাব,—ব্রহ্ম হৈতে করে আকর্ষণ ।
দিব্য দেহ দিয়া করায় কৃষ্ণের ভজন ॥ ১০৫ ॥

বৈষ্ণব হইয়াও কৃষ্ণসেবানুষ্ঠান ঃ—

ভক্তদেহ পাইলে হয় গুণের স্মরণ ।
গুণাকৃষ্ট হঞা করে নির্ম্মল ভজন ॥ ১০৬ ॥

মুক্তগণেরও অপ্রাকৃত সিদ্ধদেহে ভগবৎসেবা ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৮৭।২১) শ্লোকে শ্রীধর-ধৃত সর্ব্বজ্ঞ ভাষ্যকার ব্যাখ্যা ও নৃসিংহতাপনীতে (২।৫।১৬)—

মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভগবন্তং ভজন্তে ॥ ১০৭ ॥

ব্রহ্মময় শুক ও চতুঃসনাদিও কৃষ্ণে আকৃষ্ট হইয়া কৃষ্ণভজনরত ঃ—

জন্ম হৈতে শুক-সনকাদি 'ব্রহ্মময়' ।
কৃষ্ণগুণাকৃষ্ট হঞা কৃষ্ণেরে ভজয় ॥ ১০৮ ॥

চতুঃসনাদি কৃষ্ণচরণগন্ধে আকৃষ্ট হইয়া শুদ্ধভক্তিরত ঃ—

সনকাদ্যের কৃষ্ণকৃপায় সৌরভে হরে মন ।
গুণাকৃষ্ট হঞা করে নির্ম্মল ভজন ॥ ১০৯ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (৩।১৫।৪৩)—

তস্যারবিন্দনয়নস্য পদারবিন্দ-
কিঞ্জল্কমিশ্রতুলসীমকরন্দবায়ুঃ ।
অন্তর্গতঃ স্ববিবরেণ চকার তেষাং
সংক্ষোভমক্ষরজুষামপি চিত্ততন্বোঃ ॥ ১১০ ॥

ব্যাসকৃপায় তচ্ছিষ্য শুক কৃষ্ণলীলায় আকৃষ্ট হইয়া শুদ্ধভক্তিরত ঃ—

ব্যাসকৃপায় শুকদেবের লীলাদি-স্মরণ ।
কৃষ্ণগুণাকৃষ্ট হঞা করেন ভজন ॥ ১১১ ॥

কৃষ্ণগুণাকৃষ্ট হইয়া শ্রৌতপন্থী শুকের ব্যাস-সমীপে ভাগবতাধ্যয়ন ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবতে (১।৭।১১)—

হরের্গুণাক্ষিপ্তমতির্ভগবান্ বাদরায়ণিঃ ।
অধ্যগান্মহদাখ্যানং নিত্যং বিষ্ণুজনপ্রিয়ঃ ॥ ১১২ ॥

শ্রৌতপন্থী ব্রহ্মজ্ঞানী নব-যোগেন্দ্রের কৃষ্ণগুণ-শ্রবণে কৃষ্ণভজন ঃ—

নব-যোগীশ্বর জন্ম হৈতে 'সাধক'-জ্ঞানী ।
বিধি-শিব-নারদ-মুখে কৃষ্ণগুণ শুনি' ॥ ১১৩ ॥
গুণাকৃষ্ট হঞা করে কৃষ্ণের ভজন ।
একাদশ-স্কন্ধে তাঁর ভক্তি-বিবরণ ॥ ১১৪ ॥

শাস্ত্রপ্রমাণ ঃ—

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু (৩।১।২০)-ধৃত মহোপনিষদ্-বাক্য—

অক্লেশাং কমলভুবঃ প্রবিশ্য গোষ্ঠীং
কুর্ব্বন্তঃ শ্রুতিশিরসাং শ্রুতিং শ্রুতজ্ঞাঃ ।
উত্তুঙ্গং যদুপুরসঙ্গমায় রঙ্গং
যোগীন্দ্রাঃ পুলকভৃতো নবাপ্যবাপুঃ ॥ ১১৫ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১০২-১০৬। জ্ঞানমার্গের উপাসক কেবল-ব্রহ্মোপাসক ও মোক্ষাকাঙ্ক্ষি-ভেদে দ্বিবিধ। কৈবল্য-বাসনায় ব্রহ্মের উপাসনা করিলে 'কেবল-ব্রহ্মোপাসক' হয়। তাঁহাদের তিন অবস্থা—সাধক, (নিত্যসিদ্ধ) ব্রহ্মময় ও ব্রহ্মলয়-প্রাপ্ত (অর্থাৎ ব্রহ্মভূত)। ভক্তি বিনা জ্ঞান মুক্তি দিতে পারে না। যে ব্যক্তি ব্রহ্মলয়প্রাপ্ত (অর্থাৎ ব্রহ্মভূত হইয়াছেন), তিনিই ভক্তিসাধন করিতে পারেন। ভক্তিসাধন উপস্থিত হইলে ভক্তির স্বভাব উপস্থিত হয়। সেই স্বভাব-ক্রমে ভক্তি (তাঁহাকে) ব্রহ্ম হইতে আকর্ষণ করত দিব্য দেহ দিয়া কৃষ্ণভজন করায়। ভক্তের মনোনীত উপাস্য দেহ পাইলে কৃষ্ণের সকল গুণের স্মরণ হয় এবং সেই গুণাকৃষ্ট হইয়া নির্ম্মল ভজন করে।

১০৭। মুক্তগণও লীলায় বিগ্রহ করিয়া ভগবান্‌কে ভজন করেন।

১১২। হরির গুণে আক্ষিপ্তমতি হইয়া বৈষ্ণবপ্রিয় ভগবান্ শুকদেব এই মহদাখ্যান অধ্যয়ন করিয়াছিলেন।

১১৫। ব্রহ্মার ক্লেশশূন্য গোষ্ঠীতে প্রবেশপূর্ব্বক নবযোগীন্দ্র

অনুভাষ্য

১১০। মধ্য, ১৭ পঃ ১৪২ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১১২। 'নিবৃত্তি-নিরত, সর্ব্বত্র উপেক্ষাশীল, আত্মারাম ব্রহ্ম-জ্ঞানী শ্রীশুকদেব কি-নিমিত্ত এই শ্রীমদ্ভাগবত অধ্যয়ন করিয়াছিলেন?'—শৌনকের এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীসূত তাহার কারণ বর্ণন করিতেছেন,—

নিত্যং বিষ্ণুজনপ্রিয়ঃ (বিষ্ণুজনাঃ প্রিয়াঃ যস্য সঃ) ভগবান্

(২) মোক্ষাকাঙ্ক্ষীর ত্রিবিধ ভেদ ঃ—

মোক্ষাকাঙ্ক্ষী জ্ঞানী হয় তিনপ্রকার ।
মুমুক্ষু, জীবন্মুক্ত, প্রাপ্তস্বরূপ আর ॥ ১১৬ ॥

(ক) মুমুক্ষু বিষয়িগণের ভক্তির আশ্রয়ে কৃষ্ণভজন ঃ—

'মুমুক্ষু' অনেক জগতে সংসারী জন ।
'মুক্তি' লাগি' ভক্ত্যে করে কৃষ্ণের ভজন ॥ ১১৭ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১।২।২৬)—

মুমুক্ষবো ঘোররূপান্ হিত্বা ভূতপতীনথ ।
নারায়ণ-কলাঃ শান্তা ভজন্তি হ্যনসূয়বঃ ॥ ১১৮ ॥

সাধুসঙ্গে মুমুক্ষা-ত্যাগ ঃ—

সেই সবের সাধুসঙ্গে গুণ স্ফুরায় ।
কৃষ্ণভজন করায়, 'মুমুক্ষা' ছাড়ায় ॥ ১১৯ ॥

সৎসঙ্গের গুণ ও মহিমা ঃ—

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু (৩।২।২৭)-ধৃত হরিভক্তিসুধোদয়-বচন—

অহো মহাত্মন্ বহুদোষদুষ্টোঽপ্যেকেন ভাত্যেষ ভবো গুণেন ।
সৎসঙ্গমাখ্যেন সুখাবহেন কৃতাদ্য নো যেন কৃশা মুমুক্ষা ॥১২০॥

জিজ্ঞাসু মুমুক্ষু সনকাদির শুদ্ধভক্তসঙ্গে মুমুক্ষা-ত্যাগ ঃ—

নারদের সঙ্গে শৌনকাদি মুনিগণ ।
মুমুক্ষা ছাড়িয়া কৈলা কৃষ্ণের ভজন ॥ ১২১ ॥

কখনও কৃষ্ণদর্শনে, কখনও কৃষ্ণকৃপায় মুমুক্ষা-ত্যাগ ও শুদ্ধভক্তিলাভ ঃ—

কৃষ্ণের দর্শনে, কারো কৃষ্ণের কৃপায় ।
মুমুক্ষা ছাড়িয়া গুণে ভজে তাঁর পা'য় ॥ ১২২ ॥

শুদ্ধকৃষ্ণভক্তিলাভে পূর্ব্বাচরিত জ্ঞানপ্রয়াসে খেদ ঃ—

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু (৩।১।৩৪)—

অস্মিন্ সুখঘনমূর্ত্তৌ পরমাত্মনি বৃষ্ণিপত্তনে স্ফুরতি ।
আত্মারামতয়া মে বৃথা গতো বত চিরং কালঃ ॥ ১২৩ ॥

(খ) দ্বিবিধ জীবন্মুক্ত ঃ—

'জীবন্মুক্ত' অনেক সেই, দুই ভেদ জানি ।
'ভক্ত্যে জীবন্মুক্ত', 'জ্ঞানে জীবন্মুক্ত' মানি ॥ ১২৪ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

উপনিষৎ শ্রবণ করত শ্রুতজ্ঞ ও পুলকধারী হইয়া যদুপুরী দ্বারকায় গমনের জন্য রঙ্গক্ষেত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

১১৮। মুমুক্ষু ব্যক্তিগণ ঘোররূপ ভূতপতিদিগকে পরিত্যাগপূর্ব্বক অথচ তাহাদের প্রতি অসূয়া-রহিত হইয়া নারায়ণের কলাসকলকে ভজনা করেন।

১১৯। চতুঃসন ও শুকদেবের ব্রহ্মময়তা এবং নবযোগীন্দ্রদিগের সাধকত্ব দেখাইয়া, 'মুমুক্ষু', 'জীবন্মুক্ত' ও 'প্রাপ্তস্বরূপ' এইরূপ তিনপ্রকার মোক্ষাকাঙ্ক্ষী জ্ঞানীর কথা বিচার করত প্রথমে মুমুক্ষুদিগের কথা কহিতেছেন ; সেই মুমুক্ষুগণ সাধুসঙ্গে ভগবদ্‌গুণস্ফূর্ত্তি-হেতু মুমুক্ষা ছাড়িয়া কৃষ্ণের ভজন করে।

১২০। হে মহাত্মন্, এই ভবসংসারে বহুদোষ থাকিলেও সাধুসঙ্গরূপ একটী মহাগুণ আছে। সেই এক সুখাবহ গুণের দ্বারা অদ্য আমাদের মুক্তিবাঞ্ছা দুর্ব্বল হইয়া পড়িল।

১২৩। এই বৃষ্ণিপত্তন দ্বারকায় চিৎসুখঘনমূর্ত্তি কৃষ্ণ স্ফুরিত হইলে আমার সুখোদয় হইল। হায়, আত্মারামতা অবলম্বনপূর্ব্বক আমার অনেক দিন বৃথা গিয়াছে!

অনুভাষ্য

বাদরায়ণিঃ (বৈয়াসকিঃ শ্রীশুকঃ) হরেঃ গুণাক্ষিপ্তমতিঃ (গুণেন আক্ষিপ্তা মতিঃ যস্য সঃ হরিগুণানুবাদাকৃষ্টচিত্তঃ সন্) মহদাখ্যানম্ (ইদং শ্রীভাগবতং মহাপুরাণম্) অধ্যগাৎ (অধীতবান্)।

১১৫। শ্রুতজ্ঞাঃ (বেদকুশলাঃ) নবযোগীন্দ্রাঃ (জায়ন্তেয়াঃ) কমলভুবঃ (পদ্মযোনেঃ) অক্লেশাং (ক্লেশবর্জ্জিতাং) গোষ্ঠীং (সভাং) প্রবিশ্য, শ্রুতিশিরসাম্ (উপনিষদাং) শ্রুতিং (শ্রবণং) কুর্ব্বন্তঃ অপি যদুপুরসঙ্গমায় (দ্বারকাং গন্তুমিত্যর্থঃ) পুলকভৃতঃ (রোমাঞ্চিতদেহাঃ সন্তঃ) উত্তুঙ্গম্ (অত্যুচ্চং) রঙ্গং (রঙ্গক্ষেত্রম্) অবাপুঃ (প্রাপ্তবন্তঃ)।

১১৮। নিঃশ্রেয়সার্থী সুধীগণই যে অধোক্ষজ বিষ্ণু বা তদবতারগণের এবং সকাম অশান্ত সমশীল উপাসকগণই যে বিষ্ণু ব্যতীত দেবতান্তরের উপাসনা করেন, তাহা শ্রীসূত শৌনকাদি ঋষিগণকে বলিতেছেন,—

[ননু অন্যানপি কেচিদ্ভজন্তো দৃশ্যন্তে? সত্যং, মুমুক্ষবস্তু অন্যান্ ন ভজন্তি, কিন্তু সকামা এবেত্যাহ]—অথ (অতএব) ঘোররূপান্ (ভীষণাকৃতীন্) ভূতপতীন্ (পিতৃভূতপ্রজেশাদীন্) হিত্বা (ত্যক্ত্বা) মুমুক্ষবঃ (নিঃশ্রেয়সার্থিনঃ জ্ঞানিনঃ) অনসূয়বঃ (অহিংস্রব্রতাঃ দেবতান্তরানিন্দকাঃ) শান্তাঃ (নিষ্কামাঃ সন্তঃ) নারায়ণকলাঃ (নারায়ণস্য অংশাবতারান্)হি ভজন্তি।

১২০। হে মহাত্মন্, অহো এষ ভবঃ (মানবজন্ম) বহুদোষদুষ্টঃ (অশেষদোষাকরভূতঃ) অপি সুখাবহেন (অর্থদেন, নিত্যকল্যাণ-প্রদেন) সৎসঙ্গমাখ্যেন (সাধুসঙ্গনাম্না) একেন গুণেন ভাতি (দীপ্যতি), যেন (গুণেন) অদ্য নঃ (অস্মাকং) মুমুক্ষা (মোক্ষবাঞ্ছা) কৃশা কৃতা (ক্ষয়ীভূতা ভবতি)।

১২৩। বত (খেদে) বৃষ্ণিপত্তনে (দ্বারকানগর্য্যাং) সুখঘনমূর্ত্তৌ (চিৎসুখঘনবিগ্রহে) পরমাত্মনি অস্মিন্ (শ্রীকৃষ্ণে) স্ফুরতি [সতি] আত্মারামতয়া (নির্ব্বিশেষব্রহ্মানুশীলনেন) চিরং মে (মম) কালঃ বৃথা গতঃ (হৃতঃ)।

ভক্তিফলে জীবন্মুক্ত অবরোহপন্থী ভক্তের কৃষ্ণসেবানন্দ-লাভ, জ্ঞানফলে আরোহপন্থী মুক্তাভিমানীর অধোগতি ঃ—

'ভক্ত্যে জীবন্মুক্ত' গুণাকৃষ্ট হঞা কৃষ্ণ ভজে।
'শুষ্কজ্ঞানে জীবন্মুক্ত' অপরাধে অধো মজে ॥ ১২৫ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।২।৩২)—

যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিনস্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ॥১২৬

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (১৮।৫৪)—

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্ ॥ ১২৭ ॥

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু (৩।১।৪৪)-ধৃত বিল্বমঙ্গলবাক্য—

অদ্বৈতবীথিপথিকৈরুপাস্যাঃ স্বানন্দসিংহাসনলব্ধদীক্ষাঃ।
শঠেন কেনাপি বয়ং হঠেন দাসীকৃতা গোপবধূবিটেন ॥ ১২৮ ॥

(গ) প্রাপ্তস্বরূপ ভক্তের চিদানন্দদেহে কৃষ্ণভজন ঃ—

ভক্তিবলে 'প্রাপ্তস্বরূপ' দিব্যদেহ পায়।
কৃষ্ণগুণাকৃষ্ট হঞা ভজে কৃষ্ণ-পা'য় ॥ ১২৯ ॥

দশবিধ লক্ষণের অন্যতম নিরোধ ও মুক্তির লক্ষণ ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবতে (২।১০।৬)—

নিরোধোঽস্যানুশয়নমাত্মনঃ সহ শক্তিভিঃ।
মুক্তির্হিত্বান্যথারূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ ॥ ১৩০ ॥

মায়ারূপ ভোগবাঞ্ছায় কৃষ্ণবৈমুখ্য, কৃষ্ণসেবায় বা কৃষ্ণোন্মুখতায় মায়া-মুক্তি ঃ—

কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ-দোষ মায়া হৈতে হয়।
কৃষ্ণোন্মুখী ভক্তি হৈতে মায়া-মুক্তি হয় ॥ ১৩১ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।২।৩৭)—

ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যাদীশাদপেতস্য বিপর্য্যয়োঽস্মৃতিঃ।
তন্মায়য়াতো বুধ আভজেত্তং ভক্ত্যৈকয়েশং গুরুদেবতাত্মা ॥১৩২

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (৭।১৪)—

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥ ১৩৩ ॥

ভক্তিবলেই মুক্তি এবং মুক্ত হইয়া কৃষ্ণভক্তি ঃ—

ভক্তি বিনা মুক্তি নাহি, ভক্ত্যে মুক্তি হয়।
তবে মুক্তি পাইলে অবশ্য কৃষ্ণ ভজয় ॥ ১৩৪ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।১৪।৪)—

শ্রেয়ঃসৃতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো
ক্লিশ্যন্তি যে কেবল-বোধলব্ধয়ে।
তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে
নান্যদ্যথা স্থূলতুষাবঘাতিনাম্ ॥ ১৩৫ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।২।৩২)—

যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিনস্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরংপদং ততঃ পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ॥১৩৬

শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।৫।৩)—

য এষাং পুরুষং সাক্ষাদাত্মপ্রভবমীশ্বরম্।
ন ভজন্ত্যবজানন্তি স্থানাদ্ভ্রষ্টাঃ পতন্ত্যধঃ ॥ ১৩৭ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৮৭।২১) শ্লোকে শ্রীধর-ধৃত সর্ব্বজ্ঞ ভাষ্যকার ব্যাখ্যা ও নৃসিংহতাপনীতে (২।৫।১৬)—

মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভগবন্তং ভজন্তে ॥ ১৩৮ ॥

পূর্ব্বোক্ত ষড়্‌বিধ আত্মারামের কৃষ্ণভজন ঃ—

এই ছয় আত্মারাম কৃষ্ণেরে ভজয়।
পৃথক্ পৃথক্ চ-কারে ইহা 'অপি'র অর্থ কয় ॥ ১৩৯ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১২৫। অপরাধে অধো মজে—শুষ্কজ্ঞানজনিত জীবন্মুক্ত-(অভিমানী)-গণ অপরাধক্রমে অধঃপতিত হইয়া মজে অর্থাৎ নষ্ট হয়।

১৩০। শক্তিগণের সহিত আত্মার অনুশয়নকে জীবের 'নিরোধ' বলা যায়। অন্যপ্রকার রূপ পরিত্যাগপূর্ব্বক স্ব-স্বরূপে ব্যবস্থিতির (বিশেষভাবে অবস্থানের) নামই 'মুক্তি'।

অনুভাষ্য

১২৬। মধ্য, ২২শ পঃ ৩০ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১২৭। মধ্য, ৮ম পঃ ৬৫ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১২৮। মধ্য, ১০ম পঃ ১৭৮ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১৩০। পরীক্ষিতের নিকট শ্রীশুকদেব সর্গ, বিসর্গ, স্থান, পোষণ, ঊতি, মন্বন্তর, ঈশকথা, নিরোধ, মুক্তি ও আশ্রয়,—মহাপুরাণের এই দশটী লক্ষণই দশম-পদার্থ আশ্রয়স্বরূপ ভগবানের বিশুদ্ধতত্ত্বজ্ঞানার্থ বর্ণন করিতে গিয়া এই শ্লোকে তদন্তর্গত নিরোধ ও মুক্তির স্বরূপ বা লক্ষণ বলিতেছেন,—[শ্রীহরেঃ যোগনিদ্রাম্] অনু (পশ্চাৎ) অস্য আত্মনঃ (জীবস্য) শক্তিভিঃ (স্বোপাধিভিঃ) শয়নং (লয়ঃ) নিরোধঃ (ইতি স্মৃতঃ); তথা অন্যথা রূপং (অবিদ্যয়া অধ্যস্তং কর্ত্তৃত্বাদি) হিত্বা (ত্যক্ত্বা) স্বরূপেণ (ভগবদ্দাস্যে শুদ্ধজীবস্বরূপেণ) ব্যবস্থিতিঃ (বিশেষেণ অবস্থানং স্বরূপসাক্ষাৎকার ইত্যর্থ এব) 'মুক্তিঃ'।

১৩২। মধ্য, ২০শ পঃ ১১৯ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১৩৩। মধ্য, ২০শ পঃ ১২১ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১৩৫। মধ্য, ২২শ পঃ ২২ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১৩৬। মধ্য, ২২শ পঃ ৩০ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১৩৭। মধ্য, ২২শ পঃ ২৮ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

অমৃতানুকণা—১৩৯-১৪১। 'এই ছয় আত্মারাম'—অর্থাৎ 'ব্রহ্মসাধক', 'ব্রহ্মময়' ও প্রাপ্তব্রহ্মলয়—এই ব্রহ্মোপাসক-ত্রয় (১০৩ সংখ্যা)

আত্মারাম, মুনি ও নির্গ্রন্থগণের কৃষ্ণভজন ঃ—

"আত্মারামাশ্চ অপি" করে কৃষ্ণে অহৈতুকী ভক্তি।
"মুনয়ঃ সন্তঃ" ইতি কৃষ্ণমননে আসক্তি ॥ ১৪০ ॥

"নির্গ্রন্থাঃ"—অবিদ্যাহীন, কেহ—বিধিহীন।
যাঁহা যেই যুক্ত, সেই অর্থের অধীন ॥ ১৪১ ॥

অন্য একপ্রকার অর্থ ঃ—

চ-শব্দে করি যদি 'ইতরেতর' অর্থ।
আর এক অর্থ কহে পরম সমর্থ ॥ ১৪২ ॥

'আত্মারামাশ্চ আত্মারামাশ্চ" করি বার ছয়।
পঞ্চ আত্মারাম, ছয়ে চ-কারে লুপ্ত হয় ॥ ১৪৩ ॥

এক 'আত্মারাম'-শব্দে অবশেষ রহে।
এক 'আত্মারাম'-শব্দে ছয়জন কহে ॥ ১৪৪ ॥

দৃষ্টান্ত—(বিশ্বপ্রকাশে এবং পাণিনিতে ১।২।৬৪ ও সিদ্ধান্ত-কৌমুদীতে অজন্ত পুংলিঙ্গ-শব্দ-প্রকরণে)—

"স্বরূপাণামেকশেষ একবিভক্তৌ।" উক্তার্থানামপ্রয়োগঃ।
রামশ্চ রামশ্চ রামশ্চ রামা ইতিবৎ ॥ ১৪৫ ॥

তবে যে চ-কার, সেই 'সমুচ্চয়' কয়।
"আত্মারামাশ্চ মুনয়শ্চ" কৃষ্ণেরে ভজয় ॥ ১৪৬ ॥

সপ্তবিধ অর্থ ঃ—

"নির্গ্রন্থা অপি'র এই 'অপি'—সম্ভাবনে।
এই সাত অর্থ প্রথমে করিলুঁ ব্যাখ্যানে ॥ ১৪৭ ॥

পরমাত্মনিষ্ঠ দ্বিবিধ আত্মারাম ঃ—

অন্তর্যামি-উপাসকে 'আত্মারাম' কয়।
সেই আত্মারাম যোগীর দুই ভেদ হয় ॥ ১৪৮ ॥

(১) সগর্ভ-যোগী ও (২) নিগর্ভ-যোগী,
প্রত্যেকে ত্রিবিধ ঃ—

সগর্ভ, নিগর্ভ,—এই হয় দুই ভেদ।
এক এক তিন ভেদে ছয় বিভেদ ॥ ১৪৯ ॥

তৃতীয় পুরুষ ক্ষীরোদশায়ীর ধ্যান ঃ—
শ্রীমদ্ভাগবতে (২।২।৮)—

কেচিৎ স্বদেহান্তর্হৃদয়াবকাশে প্রাদেশমাত্রং পুরুষং বসন্তম্।
চতুর্ভুজং কঞ্জরথাঙ্গশঙ্খগদাধরং ধারণয়া স্মরন্তি ॥ ১৫০ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৩৯। ছয় আত্মারাম—সাধক, ব্রহ্মময় ও প্রাপ্তব্রহ্মলয় এবং মুমুক্ষু, জীবন্মুক্ত ও প্রাপ্তস্বরূপ,—এই ছয় প্রকার 'আত্মারাম'।

১৪০। "মুনয়ঃ সন্তঃ" ইতি কৃষ্ণমননে আসক্তি—আত্মারামসকল 'মুনি' হইয়া কৃষ্ণমননে আসক্ত হন।

১৪৫। স্বরূপদিগের একশেষ ও এক বিভক্তিতে যাহাদের অর্থ উক্ত হয়, তথায় একস্বরূপ রাখিয়া অন্য সব স্বরূপের অপ্রয়োগ হয়, যথা,—'রামশ্চ, রামশ্চ, রামশ্চ',—ইহাদের পরিবর্ত্তে একটী 'রামাঃ' প্রয়োগ হয়।

১৫০। কোন কোন যোগী স্বীয় দেহস্থিত প্রাদেশমাত্র হৃদয়-মধ্যে চতুর্ভুজ শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী পুরুষকে ধারণাদ্বারা স্মরণ করিয়া থাকেন,—ইহাই 'সগর্ভ' যোগীর লক্ষণ।

অনুভাষ্য

১৩৮। মধ্য, ২৪শ পঃ ১০৭ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১৪৯। সগর্ভ যোগী,—যাহারা উপাস্যের রূপ-ধ্যানাদি অবলম্বনপর যোগী ; এবং নিগর্ভ-যোগী,—শূন্যধ্যানাদিপর অবলম্বনরহিত যোগী। ছয় বিভেদ,—(১) সগর্ভ-যোগারুরুক্ষু, (২) নিগর্ভ-যোগারুরুক্ষু, (৩) সগর্ভ-যোগারূঢ়, (৪) নিগর্ভ-যোগারূঢ়, (৫) সগর্ভ-প্রাপ্তসিদ্ধি, (৬) নিগর্ভ-প্রাপ্তসিদ্ধি।

১৫০। পরীক্ষিতের নিকট শ্রীশুকদেব স্থূল-জগতের বিষয়-

এবং 'মুমুক্ষু', 'জীবন্মুক্ত' (তবে 'ভক্ত্যেই জীবন্মুক্ত', 'জ্ঞানে জীবন্মুক্ত' নহে—১২৫ সংখ্যা) ও 'প্রাপ্তস্বরূপ' (১১৬ সংখ্যা), এই মোক্ষাকাঙ্ক্ষী-ত্রয়—সর্ব্বমোট এই ষড়্‌বিধ আত্মারাম। তাঁহাদের সহিত পৃথক্ পৃথক্‌রূপে 'চ'-কার যোগে 'অপি'র অর্থ ব্যক্ত হইতেছে—অর্থাৎ যেমন—ব্রহ্মসাধক-আত্মারামও 'মুনি' (মননশীল) হইয়া অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণমননে আসক্ত হইয়া অহৈতুকী ভক্তি তথা ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধিবাঞ্ছাশূন্য হইয়া ভক্তি করিয়া থাকেন। এইরূপে পৃথক্ পৃথগ্‌ভাবে উক্ত ছয়প্রকার আত্মারামগণের ক্ষেত্রে অর্থ বুঝিতে হইবে। তাঁহাদের বিশেষণরূপে কথিত হইয়াছে, 'নির্গ্রন্থা অপি'—নির্গ্রন্থ হইয়াও। নির্গ্রন্থ-শব্দের অর্থ অবিদ্যা-গ্রন্থিহীন ও বিধিহীন ; এস্থলে 'বিধিহীন' বলিতে রাগমার্গগত বিধিহীনত্ব নহে, যেহেতু পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে,—"নির্গ্রন্থ-শব্দে কহে,—(ক) অবিদ্যাগ্রন্থিহীন। (খ) বিধিনিষেধ-বেদশাস্ত্র-জ্ঞানাদিবিহীন।।" (১৬ সংখ্যা)। এই অর্থদ্বয় এস্থলে 'আত্মারাম'-শব্দের অর্থানুসারে যুক্ত হইবে।

১৪২-১৪৭। 'ইতরেতর অর্থ'-যোগে 'চ'-শব্দে অপর এক ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইতেছে। যেস্থলে প্রত্যেক পদের প্রাধান্য থাকিয়া সকল পদের অন্বয় হয়, তদ্রূপ দ্বন্দ্ব-সমাসকেই 'ইতরেতর-যোগ' বলা হয়। সেস্থলে ঐ সকল পদ একই বিভক্তি এবং একই বচন-বিশিষ্ট হয়—ইতরেতর-যোগে তখন উহাদের একটীপদ মাত্র অবশিষ্ট থাকে। যেমন, 'রামশ্চ রামশ্চ রামশ্চ'—এই 'রাম'-পদত্রয়-মধ্যে দুইটী লোপ পাইয়া অবশেষে সমাসবদ্ধ পদটী হয় 'রামাঃ'। তদ্রূপ, 'আত্মারামাশ্চ', 'আত্মারামাশ্চ' এইরূপে ছয়টী 'আত্মারামাশ্চ'-পদ 'ইতরেতর'-সমাসে যুক্ত হইলে তন্মধ্যে পাঁচটী 'আত্মারামাশ্চ'-পদ লুপ্ত হয় এবং ষষ্ঠ 'আত্মারামাশ্চ-পদে 'চ'-কার লুপ্ত হইয়া কেবল 'আত্মারামাঃ'-পদ অবশিষ্ট থাকে—তদ্দ্বারা উক্ত ষড়্‌বিধ আত্মারামই সূচিত হয়। এস্থলে 'আত্মারামাশ্চ'-পদে যে 'চ'-কার আছে, তাহা সমুচ্চয়-অর্থে ব্যবহৃত হইয়া 'আত্মারামাশ্চ মুনয়শ্চ' অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত ষড়্‌বিধ আত্মারামগণ ও মুনিগণ শ্রীকৃষ্ণভজন করেন—এইরূপ অর্থ হইতেছে। 'নির্গ্রন্থা অপি'—ইহাতে 'অপি' সম্ভাবনা-অর্থে

ধ্যানযোগমিশ্রা ভক্তির সিদ্ধিলাভ ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবতে (৩।২৮।৩৪)—

এবং হরৌ ভগবতি প্রতিলব্ধভাবো
ভক্ত্যা দ্রবদ্ধৃদয় উৎপুলকঃ প্রমোদাৎ ।
ঔৎকণ্ঠ্যবাষ্পকলয়া মুহুরর্দ্দ্যমান-
স্তচ্চাপি চিত্তবড়িশং শনকৈর্বিযুঙ্ক্তে ॥ ১৫১ ॥

(ক) আরুরুক্ষু, (খ) আরূঢ় ও (গ) প্রাপ্তসিদ্ধি-ভেদে ত্রিবিধ যোগী ঃ—

'যোগারুরুক্ষু', 'যোগারূঢ়', 'প্রাপ্তসিদ্ধি' আর ।
এই তিন ভেদে হয় ছয় প্রকার ॥ ১৫২ ॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (৬।৩-৪)—

আরুরুক্ষোর্মুনের্যোগং কর্ম্ম কারণমুচ্যতে ।
যোগারূঢ়স্য তস্যৈব শমঃ কারণমুচ্যতে ॥ ১৫৩ ॥
যদা হি নেন্দ্রিয়ার্থেষু ন কর্ম্মস্বনুষজ্জতে ।
সর্ব্বসঙ্কল্পসন্ন্যাসী যোগারূঢ়স্তদোচ্যতে ॥ ১৫৪ ॥

ষড়্‌বিধ যোগীর সাধুসঙ্গে যোগমার্গ-ত্যাগ ও কৃষ্ণভক্তিলাভ ঃ—

এই ছয় যোগী সাধুসঙ্গাদি-হেতু পাঞা ।
কৃষ্ণ ভজে কৃষ্ণগুণে আকৃষ্ট হঞা ॥ ১৫৫ ॥
চ-শব্দে 'অপি'র অর্থ ইঁহাও কহয় ।
'মুনি', 'নির্গ্রন্থ'-শব্দের পূর্ব্ববৎ অর্থ হয় ॥ ১৫৬ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৫১। এইরূপে ভগবান্ হরিতে লব্ধভাব হইয়া ভক্তিদ্বারা হৃদয়দ্রব এবং আনন্দভরে পুলকাদি উৎপন্ন হয়, উৎকণ্ঠাহেতু আনন্দ-বাষ্পকলার দ্বারা মুহুর্মুহুঃ পীড্যমান (আনন্দে নিমজ্জমান) হইতে থাকে ; তখন বড়িশের (মাছধরা কাঁটার) ন্যায় ধ্যানযুক্ত চিত্ত (ধ্যেয়বস্তুর ধারণা হইতে) অল্প অল্প করিয়া বাহির করিয়া ফেলে,—ইহাই 'নিগর্ভ' যোগীর উদাহরণ।

১৫৩-১৫৪। যাঁহার যোগে আরোহণ করিবার ইচ্ছা, তিনি 'আরুরুক্ষু' ; সেই আরুরুক্ষু মুনির যম, নিয়ম, আসন ও প্রাণায়ামরূপ কর্ম্মই 'কারণ'। যোগারূঢ় ব্যক্তির ধ্যানধারণা প্রত্যাহাররূপ শমই 'কারণ'। ইন্দ্রিয়ার্থ কর্ম্মেতে যখন আসক্তি থাকে না, তখন সকল সঙ্কল্প পরিত্যাগপূর্ব্বক যোগী 'সমাধি'-যুক্ত বা 'যোগারূঢ়' হন।

অনুভাষ্য

ভোগকে গর্হণপূর্ব্বক তাহা হইতে নিবৃত্ত বৈরাজ-ধারণা-নিষ্ঠ যোগীর কথা বলিয়া তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ব্যষ্ট্যন্তর্যামীর চিদ্ঘনরূপ-ধ্যানকারী যোগীর কথা বলিতেছেন,—

কেচিৎ (বিরলাঃ) স্বদেহান্তর্হৃদয়াবকাশে (স্বদেহস্য নিজ-শরীরস্য অন্তঃ মধ্যে যৎ হৃদয়ং তত্র যঃ অবকাশঃ তস্মিন্) বসন্তম্ (অন্তর্যামিতয়া কৃতবাসং) প্রাদেশমাত্রং (অঙ্গুষ্ঠতর্জ্জন্যোর্বিস্তারঃ সঃ এব মাত্রা প্রমাণং যস্য তস্মিন্ প্রাদেশপ্রমাণহৃদয়ে ধ্যেয়ত্বাৎ, তাবন্মাত্রপ্রদেশেঽপ্যচিন্ত্যশক্ত্যা পঞ্চদশবর্ষীয়পুরুষাকারপ্রমাণং) চতুর্ভুজং কঞ্জরথাঙ্গ-শঙ্খগদাধরং (পদ্মচক্রশঙ্খগদাধারিণং) পুরুষং (ক্ষীরোদশায়িনং তৃতীয়ং) ধারণয়া স্মরন্তি।

১৫১। প্রপন্না দেবহূতিকে ভগবান্ শ্রীকপিলদেব সবীজ-যোগীর পক্ষে শ্রীভগবানের অপ্রাকৃত শ্রীমূর্ত্তির প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ধ্যান-কর্ত্তব্যতা উপদেশ করিয়া ধ্যানফল মনো-নিগ্রহের কথা বলিতেছেন,—

এবং (ধ্যানপথেন) ভগবতি হরৌ প্রতিলব্ধভাবঃ (প্রতিলব্ধঃ ভাবঃ প্রেমা যেন সঃ) ভক্ত্যা (শ্রদ্ধয়া) দ্রবদ্ধৃদয়ঃ (দ্রবৎ আর্দ্রীভবৎ হৃদয়ং যস্য সঃ) প্রমোদাৎ (হর্ষপ্রকর্ষাৎ) উৎপুলকঃ (উদ্গতানি পুলকানি যস্য সঃ রোমাঞ্চিতদেহঃ) ঔৎকণ্ঠ্যবাষ্পকলয়া (ঔৎকণ্ঠ্যেন প্রবৃত্তয়া অশ্রুকলয়া) মুহুঃ (পুনঃ পুনঃ) অর্দ্দ্যমানঃ (আনন্দসংপ্লবে নিমজ্জমানঃ) চ তৎ অপি চিত্তবড়িশং (দুর্গ্রহস্য ভগবতঃ গ্রহণে বড়িশং মৎস্যবেধনম্ ইব উপায়ভূতং চিত্তম্ অপি) শনকৈঃ (ক্রমশঃ ধ্যেয়-বস্তুনঃ) বিযুঙ্ক্তে (তদ্ধারণে শিথিলপ্রযত্নঃ ভবতি)।

১৫৩। যোগং (জ্ঞানযোগম্) আরুরুক্ষোঃ (প্রাপ্তুমিচ্ছোঃ) মুনেঃ [তদারোহে] কর্ম্ম কারণং (সাধনম্) উচ্যতে ; যোগারূঢ়স্য (জ্ঞানযোগমারূঢ়স্য তু) তস্য (জ্ঞাননিষ্ঠস্য) এব শমঃ (জ্ঞানপরিপাকে সমাধিশ্চিত্তবিক্ষেপকর্ম্মোপরমঃ) কারণম্ উচ্যতে।

১৫৪। যদা হি ইন্দ্রিয়ার্থেষু (ইন্দ্রিয়ভোগ্যেষু শব্দাদিষু তৎ-সাধনেষু চ) কর্ম্মসু ন অনুষজ্জতে (আসক্তিং ন করোতি), তদা সর্ব্বসঙ্কল্পসন্ন্যাসী (সর্ব্বান্ ভোগবিষয়ান্ কর্ম্মবিষয়ান্ চ আসক্তি-মূলভূতান্ সঙ্কল্পান্ সন্ন্যাসিতুং শীলং যস্য সঃ) যোগারূঢ় (মুক্তঃ) উচ্যতে।

হওয়ায় আত্মারামগণ, মুনিগণ ও সম্ভাবনার্থে নির্গ্রন্থগণ অর্থাৎ অবিদ্যাগ্রন্থিহীন, শাস্ত্রবিধিহীন, মূর্খ, নীচ, ম্লেচ্ছ, ধনসঞ্চয়ী, নির্ধন প্রভৃতি (১৬, ১৭ সংখ্যা) শ্রীকৃষ্ণভজন করেন—এইরূপে 'ইতরেতর'-যোগে প্রকাশিত এই অর্থ ও পূর্ব্বকথিত ছয়টী অর্থ (১৩৯-১৪১ সংখ্যা), সর্ব্বমোট এ পর্য্যন্ত সাতটী অর্থ ব্যাখ্যাত হইল।

১৫৫-১৫৮। পূর্ব্বে আত্মা-শব্দে 'ব্রহ্ম'-অর্থস্থলে জ্ঞানমার্গের উপাসকরূপ আত্মারামগণের সম্বন্ধে সাতপ্রকার অর্থ ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এক্ষণে আত্মা-শব্দে 'অন্তর্যামী'-অর্থ লক্ষিত হওয়ায় যোগমার্গে যাঁহারা অন্তর্যামী-উপাসক, সেই যোগিগণ এস্থলে 'আত্মারাম'-শব্দবাচ্য হন।

এই পর্য্যন্ত ১৩ প্রকার অর্থ ঃ—

'উরুক্রমে' 'অহৈতুকী' কাঁহা কোন অর্থ ।
এই তের অর্থ কহিলুঁ পরম সমর্থ ॥ ১৫৭ ॥

এই সব শান্ত যবে ভজে ভগবান্ ।
'শান্ত' ভক্ত করি' তবে কহি তাঁর নাম ॥ ১৫৮ ॥

'আত্মারামাঃ'-পদের অন্তর্গত আত্মা-শব্দের (৩) 'মন' অর্থদ্বারা ব্যাখ্যা ঃ—

'আত্মা' শব্দে 'মন' কহ—মনে যেই রমে ।
সাধুসঙ্গে সেই ভজে শ্রীকৃষ্ণচরণে ॥ ১৫৯ ॥

মনোনিগ্রহকারীর পরমপদলাভ ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৮৭।১৮)—

উদরমুপাসতে য ঋষিবর্ত্মসু কূর্পদৃশঃ
পরিসরপদ্ধতিং হৃদয়মারুণয়ো দহরম্ ।
তত উদগাদনন্ত তব ধাম শিরঃ পরমং
পুনরিহ যৎ সমেত্য ন পতন্তি কৃতান্তমুখে ॥ ১৬০ ॥

নিগৃহীতচিত্ত মুনিগণের কৃষ্ণগুণাকৃষ্ট হইয়া শুদ্ধভক্তি ঃ—

এহো কৃষ্ণগুণাকৃষ্ট মহামুনি হঞা ।
অহৈতুকী ভক্তি করে নির্গ্রন্থ হঞা ॥ ১৬১ ॥

'আত্মারামাঃ'-পদের অন্তর্গত আত্মা-শব্দের (৪) 'যত্ন' অর্থদ্বারা ব্যাখ্যা ঃ—

'আত্মা'-শব্দে 'যত্ন' কহে—যত্ন করিয়া ।
"মুনয়োঽপি" কৃষ্ণ ভজে নির্গ্রন্থ হঞা ॥ ১৬২ ॥

নিত্যসত্য বাস্তব বস্তুর অনুসন্ধান-জন্য যত্ন করা কর্ত্তব্য ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবতে (১।৫।১৮)—

তস্যৈব হেতোঃ প্রযতেত কোবিদো ন লভ্যতে যদ্ভ্রমতামুপর্য্যধঃ।
তল্লভ্যতে দুঃখবদন্যতঃ সুখং কালেন সর্ব্বত্র গভীর-রংহসা ॥১৬৩

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৫৮। এই সব শান্ত যবে ভজে—এই সব যোগী যখন শান্তরসারূঢ় হইয়া ভজন করে।

১৬০। (ঋষিগণের সম্প্রদায়মার্গে) যাঁহারা কর্ম্মযোগে উদর অর্থাৎ মণিপুরস্থ ব্রহ্মের উপাসনা করেন, তাঁহারা (অর্থাৎ 'শার্করাক্ষ' ঋষিগণ)—কূর্পদৃক্ অর্থাৎ স্থূলদৃষ্টি এবং আরুণি-ঋষিগণ (সম্প্রদায়ভুক্ত ঋষিগণ) নাড়ীসমূহের প্রসরণ-স্থান দহরে অর্থাৎ হৃদয়াকাশে (সূক্ষ্ম ব্রহ্মের) উপাসনা করেন। হে অনন্ত, তাহা হইতে উৎকৃষ্ট শিরোগত (মূলাধার হইতে আরম্ভ করিয়া হৃদয়মধ্য হইতে মস্তক, ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত প্রত্যুদ্গত) সহস্রদল-পদ্মস্বরূপ তোমার (উপলব্ধিক্ষেত্র সুষুম্না-নামক পরম-শ্রেষ্ঠ জ্যোতির্ম্ময়) ধামে উঠিয়া যোগিগণ আর কৃতান্তমুখে সংসারে পতিত হন না।

১৬৩। যাহা সত্যলোক বা ব্রহ্মলোক প্রভৃতি উপরিধামে এবং সুতল ও অতল প্রভৃতি অধোদেশে ভ্রমণ করিলেও পাওয়া

অনুভাষ্য

১৫৭। এই তের,—(১) সাধক, (২) ব্রহ্মময়, (৩) প্রাপ্ত-ব্রহ্মালয়, (৪) মুমুক্ষু, (৫) জীবন্মুক্ত, (৬) প্রাপ্তস্বরূপ,—এই ছয় আত্মারাম, এবং (৭) নির্গ্রন্থমুনি, (৮) সগর্ভ-যোগারুরুক্ষু, (৯) নিগর্ভ-যোগারুরুক্ষু, (১০) সগর্ভ-যোগারূঢ়, (১১) নিগর্ভ-যোগারূঢ়, (১২) সগর্ভ-প্রাপ্তসিদ্ধি, (১৩) নিগর্ভ-প্রাপ্তসিদ্ধি।

১৬০। জনলোকে ব্রহ্মসত্র-যজ্ঞে শ্রবণেচ্ছু ঋষিগণের সমীপে চতুঃসনের অন্যতম ব্রহ্মর্ষি সনন্দন যে শ্রুতিগণ-কর্ত্তৃক এই ভগবৎ-স্তব কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, তাহাই পরে আদিঋষি শ্রীনারায়ণ নারদের নিকট বর্ণন করিয়াছিলেন,—

ঋষিবর্ত্মসু (ঋষীণাং বর্ত্মসু সম্প্রদায়মার্গেষু) যে কূর্পদৃশঃ (কূর্পং শর্করারজঃ বিদ্যতে দৃক্ষু অক্ষিষু যেষাং তে তথা রজঃ-পিহিতদৃষ্টয়ঃ শার্করাক্ষাঃ স্থূলদৃষ্টয়ঃ) উদরম্ (উদরালম্বনং মণি-পুরকস্থং ব্রহ্ম) উপাসতে (ধ্যায়ন্তি) ; আরুণয়ঃ (আরুণ্যাখ্যাঃ ঋষয়ঃ) পরিসরপদ্ধতিং (পরিতঃ সরন্তি প্রসর্পন্তীতি পরিসরাঃ নাড্যঃ তাসাং পদ্ধতিং মার্গং প্রসরণস্থানং) হৃদয়ং দহরম্ (আকাশালম্বনং সূক্ষ্মমেব ব্রহ্ম উপাসতে) ; হে অনন্ত, ততঃ (হৃদয়াৎ) তব পরমং (শ্রেষ্ঠং জ্যোতির্ম্ময়ং) ধাম (উপলব্ধি-স্থানং সুষুম্নাখ্যং) শিরঃ (মূর্দ্ধানং প্রতি) উদগাৎ (উদসর্পৎ, মূলাধারাৎ আরভ্য হৃদয়মধ্যাৎ ব্রহ্মরন্ধ্রং প্রত্যুদ্গতমিত্যর্থঃ), —যৎ [তব ধাম] সমেত্য (প্রাপ্য) ইহ কৃতান্তমুখে (কৃতান্তস্য কালস্য মৃত্যোঃ মুখে সংসারে) ন পতন্তি।

১৬৩। শ্রীব্যাসদেব বহু তপস্যার অনুষ্ঠান ও সর্ব্বশাস্ত্র

তাঁহারা ছয়প্রকার—সগর্ভ-যোগারুরুক্ষু, সগর্ভ-যোগারূঢ়, সগর্ভ-প্রাপ্তসিদ্ধি, নিগর্ভ-যোগারুরুক্ষু , নিগর্ভ-যোগারূঢ় ও নিগর্ভ-প্রাপ্তসিদ্ধি। এস্থলেও পূর্ব্ববৎ অর্থাৎ পূর্ব্বে যে ত্রিবিধ ব্রহ্মোপাসক ও ত্রিবিধ মোক্ষাকাঙ্ক্ষী, সর্ব্বমোট ষড়্বিধ আত্মারামের কথাবলা হইয়াছে এবং সেস্থলে যেরূপ 'চ'-শব্দে 'অপি'-অর্থ, 'মুনি'-শব্দে মননশীল ও 'নির্গ্রন্থ'-শব্দে অবিদ্যা-গ্রন্থিহীন ও বিধিহীন অর্থ হইয়াছে (১৩৯-১৪১ সংখ্যা), এস্থলেও তদ্রূপভাবে 'উরুক্রমে' ও 'অহৈতুকী'-শব্দদ্বয়ে প্রযুক্ত হইয়া উপরিলিখিত ষড়্বিধ আত্মারাম-যোগিগণের কাঁহার ক্ষেত্রে কোন অর্থ প্রকাশিত হইবে। যেমন, সগর্ভ-যোগারুরুক্ষু-রূপ আত্মারামও 'নির্গ্রন্থ' হইয়াও মুনি অর্থাৎ মননশীল হইয়া উরুক্রম শ্রীকৃষ্ণে অহৈতুকী ভক্তি করেন—এইরূপে ষড়্বিধ যোগিগণের সম্বন্ধে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে অর্থ বুঝিতে হইবে। অতএব পূর্ব্বে সপ্তবিধ ও এক্ষণে ষড়্বিধ—সর্ব্বমোট ত্রয়োদশ অর্থ ব্যক্ত হইল। তাঁহারা সকলে "শমো মন্নিষ্ঠতাবুদ্ধেঃ" (ভাঃ ১১।১৯।৩৬) এই সূত্রে শ্রীকৃষ্ণে মমত্ব-বুদ্ধিসম্পন্ন না হইয়া কেবল শ্রীকৃষ্ণনিষ্ঠা মাত্র লাভ করত 'শান্ত'-রসাশ্রিত 'শান্তভক্ত' নামে কথিত হন।

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু (১।২।১০১)-ধৃত নারদীয়-বাক্য—

সদ্ধর্ম্মস্যাববোধায় যেষাং নির্ব্বন্ধিনী মতিঃ ।
অচিরাদেব সর্ব্বার্থঃ সিদ্ধত্যেষামভীপ্সিতঃ ॥ ১৬৪ ॥

যত্নাগ্রহ বা উৎসাহ ও নিশ্চয় হইতে ভক্তিসিদ্ধি ঃ—

চ-শব্দ অপি-অর্থে, 'অপি'—অবধারণে ।
যত্নাগ্রহ বিনা ভক্তি না জন্মায় প্রেমে ॥ ১৬৫ ॥

আসঙ্গই যত্নাগ্রহ ঃ—

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু (১।১।৩৫)—

সাধনৌঘৈরনাসঙ্গৈরলভ্যা সুচিরাদপি ।
হরিণা চাশ্বদেয়েতি দ্বিধা সা স্যাৎ সুদুর্ল্লভা ॥ ১৬৬ ॥

সতত যোগই যত্নাগ্রহ ঃ—

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (১০।১০)—

তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্ ।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে ॥ ১৬৭ ॥

"আত্মারামাঃ"-পদের অন্তর্গত আত্মা-শব্দের (৫) 'ধৃতি'-অর্থদ্বারা ব্যাখ্যা ঃ—

'আত্মা'-শব্দে 'ধৃতি' কহে,—ধৈর্য্যে যেই রমে ।
ধৈর্য্যবন্ত তবে হঞা করয় ভজনে ॥ ১৬৮ ॥

মুনি ও নির্গ্রন্থ-শব্দদ্বয়ের অর্থ ; বিষ্ণু-বৈষ্ণব-কৃপায় উভয়ের ভক্তিলাভ ঃ—

'মুনি'-শব্দে—পক্ষী, ভৃঙ্গ ; 'নির্গ্রন্থে'—মূর্খজন ।
কৃষ্ণকৃপায় সাধুকৃপায় দোঁহার ভজন ॥ ১৬৯ ॥

ব্রজের পক্ষিগণও কৃষ্ণনিষ্ঠ মুনি ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।২১।১৪)—

প্রায়ো বতাম্ব মুনয়ে বিহগা বনেঽস্মিন্
কৃষ্ণেক্ষিতং তদুদিতং কলবেণুগীতম্ ।
আরুহ্য যে দ্রুমভুজান্ রুচিরপ্রবালান্
শৃণ্বন্তি মীলিতদৃশো বিগতান্যবাচঃ ॥ ১৭০ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

যায় না, এরূপ দুর্ল্লভ বস্তুর জন্য পণ্ডিতসকল যত্ন করিবেন, কেননা, চতুর্দ্দশভুবনের উপরি এবং অধোদেশে যে সুখ আছে, সে সমস্তই গভীর বেগযুক্ত কালের দ্বারা দুঃখের ন্যায় অনায়াসেই পাওয়া যায়।

অনুভাষ্য

প্রণয়নাদি করিয়াও আত্মপ্রসাদ-লাভে বঞ্চিত হইয়া সরস্বতী-নদীতীরে মনে মনে নানা কুতর্ক ও খেদ করিতে থাকিলে তাঁহার অন্তর্যামী গুরুদেব শ্রীনারদ গোস্বামী তৎসমীপে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ব্যাসদেব তখন তাঁহার নিকট আত্মপ্রসাদাভাবের কারণ জিজ্ঞাসা করায় শ্রীনারদ হরিভক্তির ও হরিকথার মাহাত্ম্য বলিয়া নিত্যতত্ত্ব কৃষ্ণভক্তির জন্য যত্ন করিতে বলিতেছেন,—

উপর্য্যধঃ (উপরি আব্রহ্মলোকাৎ অধঃ স্থাবরপর্য্যন্তং) ভ্রমতাং (বিবক্ষায়াং ষষ্ঠী, ভ্রমদ্ভিঃ জীবৈঃ) যৎ (সুখং) ন লভ্যতে (নৈব প্রাপ্যতে), কোবিদঃ (বিবেকশীলঃ) তস্যৈব (তাদৃশস্য সুখস্য এব) হেতোঃ প্রযতেত (যত্নং কুর্য্যাৎ) ; গভীর-রংহসা (অনতিক্রম্য-বেগেন) কালেন দুঃখবৎ (অপ্রার্থিতানি দুঃখানি যথৈবায়ান্তি দেহিনাং, তথৈব) তৎ সুখং (বিষয়সুখং) অন্যতঃ (অন্যস্মাৎ প্রাক্তনকর্ম্মতঃ) সর্ব্বত্র (সর্ব্বযোনিষু) [প্রযত্নং বিনাপি] লভ্যতে (প্রাপ্যতে)।

১৬৪। মধ্য, ২০শ পঃ ১০৬ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১৬৬। অনাসঙ্গৈঃ (সঙ্গরহিতৈঃ) সাধনৌঘৈঃ (সাধন-পুঞ্জৈঃ) সুচিরাৎ (বহুকালেন) অপি [ভক্তিঃ] অলভ্যা (লব্ধুমশক্যা) হরিণা (ভগবতা) আশু (শীঘ্রম্) অদেয়া ("মুক্তিং দদাতি কর্হিচিৎ স্ম ন ভক্তিযোগম্" ইতি (ভাঃ ৫।৬।১৮) বচনাৎ চ—ইতি) সা সুদুর্ল্লভা ভক্তিঃ দ্বিধা স্যাৎ (প্রকারদ্বয়েনাপি তস্যাঃ দুর্ল্লভত্বমিত্যর্থঃ)।

১৬৭। আদি, ১ম পঃ ৪৯ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১৭০। ব্রজে শরৎকাল উপস্থিত হইলে কৃষ্ণ বনে বনে বংশীধ্বনি করিয়া পরিভ্রমণ করিতে আরম্ভ করায়, তাঁহার সেই বংশীধ্বনি শ্রবণ করিয়া গোপীগণ কৃষ্ণসঙ্গ-কামাতুরা হইয়া গান করিতেছেন,—

হে অম্ব, অস্মিন্ বনে যে বিহগাঃ (পক্ষিণঃ) তে প্রায়ঃ (প্রায়েণ) মুনয়ঃ এব, যতঃ তে (পক্ষিণঃ) কৃষ্ণেক্ষিতং (কৃষ্ণদর্শনং পুষ্পফলাদ্যন্তরং বিনা যথা ভবতি, তথা) রুচিরপ্রবালান্ (রুচিরাঃ শোভনাঃ প্রবালাঃ যেষাং তান্ বিচিত্রোপশাখাযুক্তান্) দ্রুমভুজান্ (বৃক্ষাণাং শাখাঃ) আরুহ্য [কেনাপি সুখেন] মীলিতদৃশঃ (নিমীলিত-নয়নাঃ) বিগতান্যবাচঃ (ত্যক্তান্যশব্দাঃ সন্তঃ) তদুদিতং

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৬৬। ভক্তি দুইপ্রকারে সুদুর্ল্লভা,—অর্থাৎ, আসঙ্গ (কৃষ্ণ-প্রীতিবাঞ্ছা)-শূন্য সহস্র সহস্র সাধনেও শীঘ্র লভ্যা হন না এবং কৃষ্ণও সহসা ভক্তি দেন না।

১৭০। হে মাতঃ, এই বনে যে-সকল পক্ষী সুন্দর সুন্দর পল্লবশোভিত বৃক্ষশাখাদিতে আরোহণপূর্ব্বক চক্ষু নিমীলিত

অমৃতানুকণা—১৬৫। এস্থলে 'চ'-শব্দে অপি-অর্থ হওয়ায় 'মুনয়শ্চ'—মুনয়োঽপি অর্থাৎ মুনিগণও 'আত্মারামাঃ'—(আত্মা-শব্দে যত্ন-অর্থ-হেতু) যত্নপরায়ণ হইয়া 'নির্গ্রন্থা অপি'—(অপি-শব্দের অবধারণ অর্থে) অবিদ্যাগ্রন্থিহীন হইয়াই উরুক্রম শ্রীকৃষ্ণে অহৈতুকী ভক্তি করেন, যেহেতু, ভক্তিতে যত্ন ও আগ্রহ ব্যতীত কখনও সুদুর্ল্লভ 'প্রেম' লাভ হইতে পারে না।

ব্রজের ভৃঙ্গগণও কৃষ্ণনিষ্ঠ মুনি ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।১৫।৬)—

এতেঽলিনস্তব যশোঽখিল-লোকতীর্থং
গায়ন্ত আদিপুরুষানুপথং ভজন্তে।
প্রায়ো অমী মুনিগণা ভবদীয়মুখ্যা
গূঢ়ং বনেঽপি ন জহত্যনঘাত্মদৈবম্ ॥ ১৭১ ॥

ব্রজের হংস-সারসাদি পক্ষীও কৃষ্ণনিষ্ঠ মুনি ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবত (১০।৩৫।১১)—

[illegible] সারসহংসবিহঙ্গাশ্চারুগীতহৃতচেতস এত্য।
হরিমুপাসত তে যতচিত্তা হন্ত মীলিতদৃশো ধৃতমৌনাঃ ॥১৭২॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

করিয়া এবং অন্যশব্দ-শূন্য হইয়া কৃষ্ণমুখবিনির্গত কলবেণু-গীত শ্রবণ করিয়া থাকেন, তাঁহারাও প্রায়শঃ মুনির ন্যায়।

১৭১। হে অনঘ, হে আদিপুরুষ, এই অলিসকল অখিল-লোক পবিত্রকারী তোমার যশঃসমূহ গান করিতে করিতে (তোমার গমনপথে পশ্চাৎ গমন করিয়া) ভজন করিতেছে ; এই অলিবেষী মুনিগণ আত্মদেবতারূপ তোমাকে তোমার গূঢ়-রূপ সত্ত্বেও পরিত্যাগ করিতেছে না।

১৭২। জলাশয়ে সারস, হংস প্রভৃতি পক্ষীগণ (শ্রীকৃষ্ণের বংশী-নিঃসৃত) চারুগীতদ্বারা হৃতচিত্ত হইয়া আগমনপূর্ব্বক

অনুভাষ্য

(তেনৈব কৃষ্ণেণ প্রকটিতং) কলবেণুগীতং (মধুরমুরলীনিনাদং) শৃণ্বন্তি।

১৭১। পৌগণ্ড-বয়সে পদার্পণ করিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ একদা শ্রীবলরামসহ কুসুমাকর-বনে প্রবেশপূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে শোভা দেখিয়া বিহার করিতে ইচ্ছুক হইয়া অগ্রজকে প্রশংসা করিয়া বলিতেছেন,—

হে আদিপুরুষ (সর্ব্বেষাং সত্ত্বানাং কারণভূত-সন্ধিনী-শক্তি-মদ্বিগ্রহ), এতে অলিনঃ (ভৃঙ্গাঃ) তব অখিললোকতীর্থং (সকল-লোকপাবনং) যশঃ গায়ন্তঃ অনুপথং (পথি পথি) ভজন্তে ; হে অনঘ (শুদ্ধসত্ত্বাধীশ বিগ্রহ), অমী ভবদীয় মুখ্যাঃ (ত্বদীয়ানাং মুখ্যাঃ প্রধানাঃ) মুনিগণাঃ বনে গূঢ়ম্ (অজ্ঞাতম্) অপি আত্মদৈবং (সেশ্বর ত্বাং) প্রায়ঃ ন জহতি (ন ত্যজন্তি ত্বয়ি মনুষ্যবেষেণ নিগূঢ়ে সতি মুনয়োঽপ্যলিবেষেণ নিগূঢ়াস্ত্বাং ভজন্তীত্যর্থঃ)।

এখানে পাঠান্তরে,—(ভাঃ ১০।১৫।৭)—"নৃত্যন্ত্যমী শিখিন ঈড্য মুদা হরিণ্যঃ কুর্ব্বন্তি গোপ্য ইব তে প্রিয়মীক্ষণেন। সূক্তৈশ্চ কোকিলগণাঃ গৃহমাগতায় ধন্যা বনৌকস ইয়ান্ হি সতাং নিসর্গঃ।।"—এই শ্লোকটী লক্ষিত হয় ; ইহার অর্থ—"হে স্তুত্যর্হ, (পূজনীয়,) ময়ূরগণ গৃহাগত তোমাকে দেখিয়া

শুদ্ধভক্তকৃপায় অশুচি জাতিরও শুদ্ধি ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবত (২।৪।১৮)—

কিরাতহূনান্ধ্রপুলিন্দপুক্কশা
আভীরকঙ্কা যবনাঃ খশাদয়ঃ।
যেঽন্যে চ পাপা যদুপাশ্রয়াশ্রয়াঃ
শুদ্ধ্যন্তি তস্মৈ প্রভবিষ্ণবে নমঃ ॥ ১৭৩ ॥

ধৃতি-শব্দের অন্য অর্থ ঃ—

কিংবা 'ধৃতি'-শব্দে নিজপূর্ণতাদি-জ্ঞান কয়।
দুঃখাভাবে উত্তমপ্রাপ্ত্যে মহাপূর্ণ হয় ॥ ১৭৪ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

সংযতচিত্ত, মুদিতনয়ন ও ধৃতমৌন-ভাবে হরিকে উপাসনা করিতেছে।

১৭৩। কিরাত, হূন, অন্ধ্র, পুলিন্দ, পুক্কশ, আভীর, (শুম্ভ) কঙ্ক, যবন ও খশাদি এবং আর যে-সকল পাপযোনি জাতি আছে, সেই সকল জাতিই যাহার আশ্রিত-বৈষ্ণবদিগের আশ্রয়ে পরিশুদ্ধ হয়, সেই প্রভাববিশিষ্ট বিষ্ণুকে নমস্কার করি।

অনুভাষ্য

পরমানন্দে নৃত্য করিতেছে, হরিণীগণ গোপীগণের সদৃশ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া এবং কোকিলগণ মধুর শব্দ করিয়া প্রীতি উৎপাদন করিতেছে ; বৃন্দাবনবাসিগণই ধন্য, যেহেতু এইরূপই অর্থাৎ নিজ-নিজ বস্তু-প্রদানই সাধুগণের স্বভাব।"

১৭২। দিবাভাগে কৃষ্ণ বনে গমন করিলে বিরহসন্তপ্ত গোপীগণ পরস্পর এইরূপ গীত গান করিতেন,—

[যর্হি অধরে কৃষ্ণঃ সন্ধিতবেণুর্ভবতি তর্হীতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ] সরসি (সরোবরে) যে সারসহংসবিহঙ্গাঃ চারুগীতহৃতচেতসঃ (চারুণা বেণুগীতেন হৃতানি আকৃষ্টানি চেতাংসি যেষাং তে) এত্য (আগত্য) হন্ত (বিষাদে) যতচিত্তাঃ (সংযতমনাঃ) ধৃতমৌনাঃ (নিঃশব্দাঃ) মীলিতদৃশঃ (মুদিতনেত্রাঃ সন্তঃ) হরিম্ উপাসত (অভজন্ত, তৎসমীপে উপবিবিশুর্ব্বা)।

১৭৩। শ্রীশুকমুখে হরিকথা শুনিয়া পরীক্ষিৎ শ্রীকৃষ্ণে ঐকান্তিক মতিবিশিষ্ট হইয়া মায়াধীশ ভগবানের সৃষ্ট্যাদি লীলা-বিষয় জিজ্ঞাসা করায় তদুত্তরে শ্রীশুক প্রথমে ভগবানের প্রণাম-পূর্ব্বক মঙ্গলাচরণ করিতেছেন,—

কিরাতহূণান্ধ্রপুলিন্দপুক্কশাঃ আভীর-কঙ্কাঃ যবনাঃ খশাদয়ঃ (পাপযোনয়ঃ) অন্যে যে পাপাঃ (স্ব-স্ব-প্রাক্তন-কর্ম্মতঃ পাপ-জাতয়ঃ) যদুপাশ্রয়াশ্রয়াঃ (যস্য ভগবতঃ উপাশ্রয়াঃ আশ্রিতাঃ ভাগবত-বৈষ্ণবাঃ তদাশ্রয়াঃ ভক্তাশ্রিতাঃ সন্তঃ) শুদ্ধ্যন্তি (পবিত্রী ভবন্তি) তস্মৈ প্রভবিষ্ণবে (প্রভাবশালিনে ভগবত বিষ্ণবে) নমঃ।

ধৃতির সংজ্ঞা ঃ—

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু (২।৪।১৪৪)—

ধৃতিঃ স্যাৎ পূর্ণতা-জ্ঞানং দুঃখাভাবোত্তমাপ্তিভিঃ ।
অপ্রাপ্তাতীত-নষ্টার্থানভিসংশোচনাদিকৃৎ ॥ ১৭৫ ॥

শ্লোকার্থ ঃ—

কৃষ্ণভক্ত—দুঃখহীন, বাঞ্ছান্তর-হীন ।
কৃষ্ণপ্রেম-সেবা-পূর্ণানন্দ-প্রবীণ ॥ ১৭৬ ॥

কৃষ্ণসেবাতেই ভক্তের সন্তোষ, অসন্তোষমূলক অন্যকামাভাব ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবতে (৯।৪।৬৭)—

মৎসেবয়া প্রতীতং তে সালোক্যাদি-চুতষ্টয়ম্ ।
নেচ্ছন্তি সেবয়া পূর্ণাঃ কুতোহন্যৎ কালবিপ্লুতম্ ॥ ১৭৭ ॥

সর্ব্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলননিষ্ঠ ভক্তই ধীর ও স্থির ঃ—

শ্রীগোস্বামিপাদোক্ত-শ্লোক—

হৃষীকেশে হৃষীকাণি যস্য স্থৈর্য্যগতানি হি ।
স এব ধৈর্য্যমাপ্নোতি সংসারে জীবচঞ্চলে ॥ ১৭৮ ॥

'আত্মারামাঃ'—ধৃতিমন্ত, 'মুনয়ঃ'—পক্ষিগণ,
'নির্গ্রন্থা'—মূর্খগণ ঃ—

'চ'—অবধারণে, ইহা 'অপি'—সমুচ্চয়ে ।
ধৃতিমন্ত হঞা ভজে পক্ষি-মূর্খচয়ে ॥ ১৭৯ ॥

'আত্মারামাঃ'-পদের অন্তর্গত আত্মা-শব্দের
(৬) 'বুদ্ধি'-অর্থে ব্যাখ্যা ঃ—

'আত্মা'-শব্দে 'বুদ্ধি' কহে বুদ্ধিবিশেষ ।
সামান্যবুদ্ধিযুক্ত যত জীব অশেষ ॥ ১৮০ ॥

পণ্ডিত ও মূর্খভেদে বুদ্ধ্যারাম দ্বিবিধ ঃ—

বুদ্ধ্যে রমে আত্মারাম—দুই ত' প্রকার ।
'পণ্ডিত' মুনিগণ, নির্গ্রন্থ 'মূর্খ' আর ॥ ১৮১ ॥

সাধুকৃষ্ণের কৃপায় সদ্বুদ্ধিলাভ ও কৃষ্ণভজন ঃ—

কৃষ্ণকৃপায় সাধুসঙ্গে রতি-বুদ্ধি পায় ।
সব ছাড়ি' কৃষ্ণভক্তি শুদ্ধবুদ্ধ্যে পায় ॥ ১৮২ ॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (১০।৮)—

অহং সর্ব্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে ।
ইতি মত্বা ভজন্তে মাং বুধা ভাবসমন্বিতাঃ ॥ ১৮৩ ॥

ভক্তকৃপায় শ্রৌতপথানুসরণে নীচ তির্য্যক্‌জাতিরও মায়া-মুক্তি ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবতে (২।৭।৪৬)—

তে বৈ বিদন্ত্যতিতরন্তি চ দেবমায়াং
স্ত্রীশূদ্রহূণশবরা অপি পাপজীবাঃ ।
যদ্যদ্ভুতক্রমপরায়ণ-শীল-শিক্ষা-
স্তির্য্যগ্‌জনা অপি কিমু শ্রুতধারণা যে ॥ ১৮৪ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৭৫। উত্তম-লাভদ্বারা দুঃখাভাব এবং পূর্ণতা-জ্ঞানেই 'ধৃতি'। অপ্রাপ্ত এবং অতীত অর্থ নষ্ট হইলে যে শোক হয়, তাহাকে ধৃতিই নিবারণ করে।

১৭৮। এই জীবচঞ্চল অর্থাৎ ক্ষণভঙ্গুর সংসারে যে ব্যক্তির ইন্দ্রিয়সকল হৃষীকেশ-কৃষ্ণে স্থির হইয়াছে, সেই ব্যক্তিই ধৈর্য্য লাভ করিয়াছেন।

অনুভাষ্য

১৭৫। দুঃখাভাবোত্তমাপ্তিভিঃ (দুঃখস্য অভাবঃ তেন উত্তমস্য উদ্‌গতং তমঃ যস্মাৎ সঃ প্রেমা, তস্য পরমপুরুষার্থস্য প্রেম্ণঃ আপ্তিভিঃ চ যৎ) পূর্ণতা-জ্ঞানম্ (আত্মপ্রসাদানুভবঃ, তৎ এব) ধৃতিঃ ; (সা)—অপ্রাপ্তাতীতনষ্টার্থানভিশোচনাদিকৃৎ (অপ্রাপ্তস্য অতীতস্য নষ্টস্য চ অর্থস্য বিষয়স্য হেতোঃ অনভিশোচনং করোতি যা সা, অভিশোচনাভাবঃ যা সম্পাদ্যতে ইত্যর্থঃ)।

১৭৭। আদি, ৪র্থ পঃ ২০৮ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১৭৮। যস্য হৃষীকাণি (ইন্দ্রিয়াণি) হৃষীকেশে (সর্ব্বনিয়ন্তরি ভগবতি) স্থৈর্য্যগতানি (উপশমং লব্ধানি) স এব জীবচঞ্চলে (ক্ষণভঙ্গুরে) সংসারে ধৈর্য্যম্ আপ্নোতি।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৮৩। আমি সকলের প্রভব (উৎপত্তি)-স্থান এবং আমা হইতে সকলই প্রবর্ত্তিত হইয়াছে ; এরূপ জানিয়া পণ্ডিতসকল ভক্তিযুক্ত হইয়া আমাকে ভজন করেন।

১৮৪। স্ত্রী, শূদ্র, হূন, শবরাদি পাপজীব এবং পক্ষ্যাদি তির্য্যক্-জাতিগণও যখন অদ্ভুতক্রম (ভগবান্ শ্রীউরুক্রম)-পরায়ণগণের (অর্থাৎ শুদ্ধভক্তগণের আচরণানুসরণে) শিক্ষা-প্রাপ্ত (অর্থাৎ ভগবদ্ভক্ত) হইয়া (দুস্তরা দৈবী) মায়া হইতে উদ্ধার পায়, তখন শ্রৌতপন্থী ব্যক্তিদিগের কথা কি?

অনুভাষ্য

১৮২। পাঠান্তরে,—"সব ছাড়ি' শুদ্ধভক্তি করে কৃষ্ণ-পায়। কৃষ্ণকৃপায় সাধুসঙ্গে বিচার-বুদ্ধি পায়।।"

১৮৩। অহং (কৃষ্ণঃ) সর্ব্বস্য (বিধিরুদ্রাণাং প্রপঞ্চস্য চ) প্রভবঃ (হেতুঃ জন্মকারণম্) ; মত্তঃ (সর্ব্বকারণকারণভূতাৎ) সর্ব্বং (বস্তু) প্রবর্ত্ততে (মদধীনপ্রবৃত্তিকম্)—ইতি মত্বা বুধাঃ (কৃষ্ণরসবিদঃ) ভাবসমন্বিতাঃ (প্রেমযুক্তাঃ সন্তঃ) মাং ভজন্তে।

১৮৪। ব্রহ্মা তচ্ছিষ্য নারদের নিকট ভগবান্ বিষ্ণুর লীলা-বতারসমূহের ক্রিয়া, প্রয়োজন ও বিভূতিসমূহ কীর্ত্তন করিয়া

অমৃতানুকণা—১৭৯। আত্মা-শব্দে 'ধৃতি'-অর্থস্থলে 'চ'-কারে অবধারণ-অর্থ (নিশ্চয়ার্থ) এবং 'অপি'-শব্দে সমুচ্চয়-অর্থ হওয়ায় 'মুনয়ঃ'—মুনিরূপ পক্ষীগণ, 'নির্গ্রন্থা অপি'—এবং মূর্খগণ 'আত্মারামাশ্চ'—নিশ্চয়রূপে ধৃতিমন্ত (অর্থাৎ ধৈর্য্যশীল অথবা ভগবৎসম্বন্ধজ্ঞান-হেতু দুঃখশূন্য ও উত্তমবস্তু ভগবৎপ্রেম-প্রাপ্তিহেতু পূর্ণানন্দ) হইয়া উরুক্রম-শ্রীকৃষ্ণে অহৈতুকী ভক্তি করিয়া থাকেন, এইরূপ অর্থ হইতেছে।

সদ্বুদ্ধি ও নিত্যানিত্যবিচারপূর্ব্বক কৃষ্ণভজনেই কৃষ্ণপ্রাপ্তি ঃ—

বিচার করিয়া যবে ভজে কৃষ্ণ-পা'য় ।
সেই বুদ্ধি দেন তাঁরে, যাতে কৃষ্ণ পায় ॥ ১৮৫ ॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (১০।১০)—

তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্ ।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে ॥ ১৮৬ ॥

সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পঞ্চবিধ সাধন ঃ—

সৎসঙ্গ, কৃষ্ণসেবা, ভাগবত, নাম ।
ব্রজে বাস,—এই পঞ্চসাধন প্রধান ॥ ১৮৭ ॥

পঞ্চসাধনের একটীর সামান্যানুশীলনেই কৃষ্ণপ্রেম লাভ ঃ—

এই পঞ্চ-মধ্যে এক 'স্বল্প' যদি হয় ।
সুবুদ্ধি জনের হয় কৃষ্ণপ্রেমোদয় ॥ ১৮৮ ॥

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু (১।২।২৩৮)—

দুরূহাদ্ভুতবীর্য্যেঽস্মিন্ শ্রদ্ধা দূরেঽস্তু পঞ্চকে ।
যত্র স্বল্পোঽপি সম্বন্ধঃ সদ্ধিয়াং ভাবজন্মনে ॥ ১৮৯ ॥

অনর্থময় ও সকাম হইলেও সুবুদ্ধিহেতু নিরন্তর কৃষ্ণভজনফলে কাম-ত্যাগপূর্ব্বক নিষ্কাম-সেবা ও সিদ্ধিপ্রাপ্তি ; তাহা হইলেও কিন্তু সকাম-ভক্তি নিষ্কাম-সেবার 'কারণ' নহে ঃ—

উদার মহতী যাঁর সর্ব্বোত্তমা বুদ্ধি ।
নানা কামে ভজে, তবু পায় ভক্তিসিদ্ধি ॥ ১৯০ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (২।৩।১০)—

অকামঃ সর্ব্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ ।
তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজতে পুরুষং পরম্ ॥ ১৯১ ॥

নিরন্তরসেবাপ্রভাবে কাম বা অনর্থের নিবৃত্তি ও শুদ্ধসেবা-লাভ ঃ—

ভক্তি-প্রভাব,—সেই কাম ছাড়াঞা ।
কৃষ্ণপদে ভক্তি করায় গুণে আকর্ষিয়া ॥ ১৯২ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (৫।১৯।২৬)—

সত্যং দিশত্যর্থিতমর্থিতো নৃণাং নৈবার্থদো যৎ পুনরর্থিতা যতঃ ।
স্বয়ং বিধত্তে ভজতামনিচ্ছতামিচ্ছাপিধানং নিজপাদপল্লবম্ ॥১৯৩

"আত্মারামাঃ"-পদের অন্তর্গত আত্মা-শব্দের (৭) 'স্বভাব'-অর্থে ব্যাখ্যা ঃ—

'আত্মা'-শব্দে 'স্বভাব' কহে, তাতে যেই রমে ।
আত্মারাম জীব যত স্থাবর-জঙ্গমে ॥ ১৯৪ ॥

অনাবৃত শুদ্ধজীবস্বরূপ ও আবৃত জীবস্বরূপের ধর্ম্ম ; শুদ্ধ 'অহং' ও অশুদ্ধ 'অহং' ঃ—

জীবের স্বভাব—কৃষ্ণে 'দাস'-অভিমান ।
দেহে আত্ম-জ্ঞানে আচ্ছাদিত সেই 'জ্ঞান' ॥ ১৯৫ ॥
চ-শব্দে 'এব', 'অপি'-শব্দ সমুচ্চয়ে ।
'আত্মারামা এব' হঞা শ্রীকৃষ্ণ ভজয়ে ॥ ১৯৬ ॥

শুদ্ধস্বভাব 'আত্মারাম' জীবের ও 'নির্গ্রন্থ' জীবের দৃষ্টান্ত ঃ—

এই জীব—সনকাদি সব মুনিজন ।
'নির্গ্রন্থ'—মূর্খ, নীচ, স্থাবর-জঙ্গম ॥ ১৯৭ ॥

মুক্তজীব ব্যাসাদির কৃষ্ণসেবা—প্রসিদ্ধ, নির্গ্রন্থ বা নির্ব্বোধের ভজন-বর্ণন ঃ—

ব্যাস-শুক-সনকাদির প্রসিদ্ধ ভজন ।
'নির্গ্রন্থ' স্থাবরাদির শুন বিবরণ ॥ ১৯৮ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৮৭। ভাগবত, নাম—শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীকৃষ্ণনাম।

অনুভাষ্য

তাঁহার দুরত্যয়া মায়ামুক্ত শরণাগত উচ্চকুলোদ্ভব ভক্তগণের নাম বর্ণন করিয়া নিম্নকুলোদ্ভব জনগণেরও শ্রৌতপন্থায় মুক্তি-লাভে যোগ্যতার কথা বলিতেছেন,—

যদি স্ত্রীশূদ্রহূনশবরা পাপজীবাঃ (পাপযোনয়ঃ) তথা তির্য্যক্-জনাঃ অপি অদ্ভুতক্রমপরায়ণশীল-শিক্ষাঃ (অদ্ভুতাঃ বিস্ময়োৎ-পাদিকাঃ ক্রমাঃ পাদন্যাসাঃ যস্য হরেঃ তস্য পরায়ণাঃ হরিজনাঃ তেষাং শীলে স্বভাবে শিক্ষা যেষাং তে—যে শুদ্ধভক্ত-শিষ্যাঃ সন্তঃ কৃষ্ণভক্তসঙ্গৈঃ গঠিতচরিত্রাঃ ভবন্তি, তর্হি এবম্ভূতাঃ) তে অপি দেবমায়াং বৈ বিদন্তি (জানন্তি) অতিতরন্তি (অতিক্রামন্তি) চ ; [অতঃ] যে (ভক্তাঃ) শ্রুতধারণাঃ (শ্রুতং ভগবতঃ নাম-রূপগুণ-লীলাদি-তত্ত্বং ধারয়ন্তি শ্রৌতমার্গেণ যে, তে) কিমু (পুনঃ তেষাং কিং বক্তব্যম্?—নিশ্চিতমেব তে মায়াং বিদন্তি অতিতরন্তীত্যর্থঃ)

১৮৬। আদি, ১ম পঃ ৪৯ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১৮৭। কৃষ্ণভক্তসঙ্গ, কৃষ্ণসেবা, কৃষ্ণকথা-বিগ্রহ শ্রীমদ্ভাগবত, কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণধাম শ্রীব্রজে বাস—এই পাঁচটীই প্রধান সাধন।

১৮৯। মধ্য, ২২শ পঃ ১২৮ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১৯১। মধ্য, ২২শ পঃ ৩৬ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১৯৩। মধ্য, ২২শ পঃ ৪০ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

অমৃতানুকণা—১৯৬-১৯৭। আত্মা-শব্দে স্বভাব, 'চ'-শব্দে 'এব' (নিশ্চয়ার্থ) এবং 'অপি'-শব্দে সমুচ্চয়-অর্থ হওয়ায়, সমগ্র অর্থটী এস্থলে এইরূপ হইতেছে,—'মুনয়ঃ'—সনকাদি মুনিগণ, 'নির্গ্রন্থা অপি'—এবং নির্গ্রন্থগণ অর্থাৎ মূর্খ, নীচ, স্থাবর-জঙ্গম প্রভৃতি 'আত্মারামাশ্চ'—'আত্মারামা এব' অর্থাৎ কৃষ্ণদাস-স্বভাববিশিষ্ট হইয়াই উরুক্রম-শ্রীকৃষ্ণে অহৈতুকী ভক্তি করেন।

কৃষ্ণকৃপায় সকলের কৃষ্ণভজন ঃ—

কৃষ্ণকৃপাদি-হেতু হৈতে সবার উদয় ।
কৃষ্ণগুণাকৃষ্ট হঞা তাঁহারে ভজয় ॥ ১৯৯ ॥

কৃষ্ণচরণস্পর্শে পৃথ্বী ধন্যা, লক্ষ্মীরও কাম্য বক্ষঃস্পর্শে গোপী ধন্যা ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।১৫।৮)—

ধন্যেয়মদ্য ধরণী তৃণ-বীরুধস্ত্বৎ-
পাদস্পৃশো দ্রুমলতাঃ করজাভিমৃষ্টাঃ ।
নদ্যোঽদ্রয়ঃ খগমৃগাঃ সদয়াবলোকৈ-
র্গোপ্যোঽন্তরেণ ভুজয়োরপি যৎস্পৃহা শ্রীঃ ॥ ২০০ ॥

কৃষ্ণবংশীধ্বনিতে জঙ্গমের স্থাবর-ধর্ম্ম, স্থাবরের জঙ্গম-ধর্ম্মোদয় ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।২১।১৯)—

গা গোপকৈরনুবনং নয়তোরুদার-
বেণুস্বনৈঃ কলপদৈস্তনুভৃৎসু সখ্যঃ ।
অস্পন্দনং গতিমতাং পুলকস্তরূণাং
নির্যোগপাশকৃতলক্ষণয়োর্বিচিত্রম্ ॥ ২০১ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৩৫।৯)—

বনলতাস্তরব আত্মনি বিষ্ণুং ব্যঞ্জয়ন্ত্য ইব পুষ্পফলাঢ্যাঃ ।
প্রণতভারবিটপা মধুধারাঃ প্রেমহৃষ্টতনবো ববৃষুঃ স্ম ॥ ২০২ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (২।৪।১৮)—

কিরাতহূনান্ধ্রপুলিন্দপুক্কশা
আভীরশুহ্মা যবনাঃ খশাদয়ঃ ।
যেঽন্যে চ পাপা যদুপাশ্রয়াশ্রয়াঃ
শুদ্ধ্যন্তি তস্মৈ প্রভবিষ্ণবে নমঃ ॥ ২০৩ ॥

এ পর্য্যন্ত ১৯ প্রকার অর্থ ঃ—

আগে 'তের' অর্থ করিলুঁ, আর 'ছয়' এই ।
ঊনবিংশতি অর্থ হইল মিলি' এই দুই ॥ ২০৪ ॥

'আত্মারামাঃ'-পদের অন্তর্গত আত্মা-শব্দের 'দেহ'-অর্থে ব্যাখ্যা ঃ—

এই উনিশ অর্থ করিলু, আগে শুন আর ।
'আত্ম'-শব্দে 'দেহ' কহে,—চারি অর্থ তার ॥ ২০৫ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২০০। এই ভূমি (ব্রজভূমি) অদ্য ধন্য হইয়াছে ; তোমার পাদস্পর্শে তৃণবীরুধ্‌সকল, তোমার অঙ্গুলিস্পর্শে দ্রুমলতা, তোমার সদয়াবলোকনে নদী-অদ্রি-খগ-মৃগসকল এবং লক্ষ্মীরও স্পৃহণীয়, তোমার ভুজান্তর-মধ্য প্রাপ্ত হইয়া গোপীসকল, সকলেই ধন্য হইয়াছেন।

২০১। হে সখীগণ, গো-গোপদিগের সহিত বনে বনে গমনশীল, গোবন্ধনরজ্জুপাশ-ধারণাদি লক্ষণযুক্ত কৃষ্ণ-বলদেবের উদার বেণুরব ও গীতদ্বারা দেহী (প্রাণী)-দিগের মধ্যে গমনশীল (জঙ্গম)-দিগের স্তম্ভ এবং স্থাবর তরুদিগের পুলক হইতেছে,—এইসকল অতি বিচিত্র।

অনুভাষ্য

২০০। পৌগণ্ডে পদার্পণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ একদা শ্রীবলদেব-সহ কুসুমাকর-বনে প্রবেশপূর্ব্বক ব্রজের শোভা সন্দর্শন করিয়া বিহার করিতে ইচ্ছুক হইয়া অগ্রজের স্তুতিচ্ছলে নিজেই নিজের স্তুতি করিতেছেন,—

অদ্য [তব চরণস্পর্শাৎ] ইয়ং ধরণী ধন্যা, [তথা] ত্বৎপাদ-স্পৃশঃ (তব পাদৌ স্পৃশন্তীতি অতঃ) তৃণবিরুধঃ (তৃণগুল্মাদয়ঃ) করজাভিমৃষ্টাঃ (নখৈঃ স্পৃষ্টাঃ) দ্রুমলতাঃ (বৃক্ষবল্লর্য্যঃ) সদয়াবলোকৈঃ (সকারুণ্যদৃষ্টিভিঃ) নদ্যঃ অদ্রয়ঃ (গিরয়ঃ) খগমৃগাঃ (খগাঃ পক্ষিণঃ মৃগা পশবঃ) চ (ধন্যাঃ), শ্রীঃ অপি যৎস্পৃহা (লক্ষ্মীরপি যস্মৈ স্পৃহয়তি, তেন) ভুজয়োঃ অন্তরেণ (বক্ষসা) গোপ্যঃ চ ধন্যাঃ।

২০১। ব্রজে শরৎকাল উপস্থিত হইলে, শ্রীকৃষ্ণ বনে বনে বংশীধ্বনিপূর্ব্বক গো-চারণচ্ছলে পরিভ্রমণ করিতে আরম্ভ করায়, গোপীগণ বংশীধ্বনি শ্রবণফলে কৃষ্ণসঙ্গ-কামাতুরা হইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে কৃষ্ণের গুণাবলী কীর্ত্তন করিতেছেন,—

হে সখ্যঃ, গোপকৈঃ (গোপ-বালকৈঃ সহ) অনুবনং (প্রতিবনং) গাঃ নয়তোঃ (সঞ্চারয়তোঃ) নির্যোগপাশকৃতলক্ষণয়োঃ (নির্যুজ্যন্তে গাবঃ আভিঃ ইতি নির্যোগাঃ দোহনকালীন-পাদবন্ধন-রজ্জুঃ, অধৃষ্যগবাং কর্ষণার্থাঃ পাশাঃ চ, তৈঃ কৃতং লক্ষণং চিহ্নং যয়োস্তয়োঃ শিরসি নির্যোগবেষ্টনেন স্কন্ধস্থাপনে চ গোপপরিবৃঢ়শ্রিয়া বিরাজমানয়োঃ রামকৃষ্ণয়োঃ) কলপদৈঃ (মধুরশব্দৈঃ) উদারবেণুস্বনৈঃ (মহাবেণুনাদৈঃ) তনুভৃৎসু (শরীরধারিষু দেহিষু) গতিমতাং (যে গতিমন্তঃ, তেষাম্) অস্পন্দনং (স্থাবরধর্ম্মঃ) তরূণাং পুলকঃ (জঙ্গমধর্ম্মঃ—ইতি তু) বিচিত্রম্ (অতিবিচিত্রম্)।

২০২। মধ্য, ৮ম পঃ ২৭৬ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

২০৩। মধ্য, ২৪শ পঃ ১৭৩ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

২০৪। আগে তের অর্থ—মধ্য ২৪পঃ পূর্ব্বোক্ত ১৫৭ শ্লোকের অনুভাষ্য দ্রষ্টব্য ; আর ছয় এই,—১। 'মনো-রমণশীল' (১৫৯ সংখ্যা) ; ২। 'যত্নে রমণশীল' (১৬২সংখ্যা) ; ৩। 'ধৈর্য্য-শীল' (১৬৮ সংখ্যা) ; ৪। 'বুদ্ধ্যারাম পণ্ডিতমুনি' (১৮১ সংখ্যা); ৫। 'বুদ্ধ্যারাম নির্গ্রন্থ মূর্খ' (১৮১ সংখ্যা) ; ৬। 'কৃষ্ণদাস-স্বভাববিশিষ্ট' আত্মারাম (১৯৫ সংখ্যা)।

২০৫। চারি অর্থ তার—(১) ঔপাধিক ব্রহ্মাদেহ (২০৬

সাধুসঙ্গ-ফলে দেহাত্মবুদ্ধি বা বিবর্ত্তবাদীরও বিবর্ত্তবুদ্ধি-ত্যাগে কৃষ্ণভক্তিলাভ ঃ—

দেহারামী দেহে ভজে 'দেহোপাধি ব্রহ্ম'।
সৎসঙ্গে সেহ করে কৃষ্ণের ভজন ॥ ২০৬ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৮৭।১৮)—

উদরমুপাসতে য ঋষিবর্ত্মসু কূর্পদৃশঃ
পরিসরপদ্ধতিং হৃদয়মারুণয়ো দহরম্।
তত উদগাদনন্ত তব ধাম শিরঃ পরমং
পুনরিহ যৎ সমেত্য ন পতন্তি কৃতান্তমুখে ॥ ২০৭ ॥

সাধুসঙ্গ-ফলে দেহারামী কর্ম্মীরও কর্ম্মত্যাগে শুদ্ধভক্তি-লাভ ঃ—

দেহারামী—কর্ম্মনিষ্ঠ যাজ্ঞিকাদি জন।
সৎসঙ্গে 'কর্ম্ম' ত্যজি' করয়ে ভজন ॥ ২০৮ ॥

শৌনকাদির কর্ম্মকাণ্ড-নিন্দা এবং শ্রীসূতের হরিকথা-কীর্ত্তন-প্রবৃত্তির প্রশংসা ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবতে (১।১৮।১২)—

কর্ম্মণ্যস্মিন্ননাশ্বাসে ধূমধূম্রাত্মনাং ভবান্।
আপায়য়তি গোবিন্দপাদপদ্মাসবং মধু ॥ ২০৯ ॥

সাধুসঙ্গে দেহারামী তপস্বী বিষয়ীর তপস্যারূপ ভোগ-ত্যাগে শুদ্ধভক্তি-লাভ ঃ—

'তপস্বী' প্রভৃতি যত দেহারামী হয়।
সাধুসঙ্গে তপ ছাড়ি' শ্রীকৃষ্ণ ভজয় ॥ ২১০ ॥

শাস্ত্র প্রমাণ ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবতে (৪।২১।৩১)—

যৎপাদসেবাভিরুচিস্তপস্বিনামশেষজন্মোপচিতং মলং ধিয়ঃ।
সদ্যঃ ক্ষিণোত্যন্বহমেধতী সতী যথা পদাঙ্গুষ্ঠবিনিঃসৃতা সরিৎ ॥

কৃষ্ণকৃপায় সকাম দেহারামীরও ত্যক্তকাম বা নিষ্কাম হইয়া শুদ্ধ কৃষ্ণভজন ঃ—

দেহারামী, সর্ব্বকাম—সব আত্মারাম।
কৃষ্ণকৃপায় কৃষ্ণ ভজে ছাড়ি' সব কাম ॥ ২১২ ॥

হরিভক্তিসুধোদয়ে ধ্রুবচরিতে (৭।২৮)—

স্থানাভিলাষী তপসি স্থিতোঽহং ত্বাং প্রাপ্তবান্ দেবমুনীন্দ্রগুহ্যম্।
কাচং বিচিন্বন্নপি দিব্যরত্নং স্বামিন্ কৃতার্থোঽস্মি বরং ন যাচে ॥২১৩

এই পর্য্যন্ত ২৩ প্রকার অর্থ ঃ—

এই চারি অর্থ সহ হইল 'তেইশ' অর্থ।
আর তিন অর্থ শুন পরম সমর্থ ॥ ২১৪ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২০৯। (হে সূত,) আশ্বাস (অর্থাৎ নিশ্চয়ফল-প্রত্যাশা)-রহিত এই কর্ম্মমার্গে ধূমদ্বারা ধূম্রমলিনীভূত আমাদিগকে আপনি গোবিন্দপাদপদ্মের মধুময় আসব পান করাইতেছেন।

২১১। কৃষ্ণপাদাঙ্গুষ্ঠ-বিনিঃসৃত গঙ্গা-নদীর ন্যায় যাঁহার পাদসেবা-রুচি প্রতিদিন বৃদ্ধি পাইয়া (বিষয়ী) তপস্বীদিগের অশেষ জন্মলব্ধ বুদ্ধিমল সদ্য নাশ করে।

অনুভাষ্য

সংখ্যা); (২) কর্ম্মনিষ্ঠ যাজ্ঞিকের কর্ম্ম-দেহ (২০৮ সংখ্যা); (৩) তপোদেহ (২১০ সংখ্যা); (৪) সর্ব্বকাম-দেহ (২১২ সংখ্যা)।

২০৬। দেহারামী দেহকে ঔপাধিক ব্রহ্মমূর্ত্তি জানিয়া নিজ-দেহের সেবা করিতে করিতে সাধুসঙ্গে সেই বিবর্ত্ত-বুদ্ধি ছাড়িয়া কৃষ্ণসেবা করেন।

২০৭। মধ্য, ২৪শ পঃ ১৬০ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

২০৮। দেহারামী কর্ম্মনিষ্ঠ—যজ্ঞাদিপরায়ণ; তিনিও সুকৃতিফলে ভক্তসঙ্গে কর্ম্মনিষ্ঠারূপ যজ্ঞ ত্যাগ করিয়া কৃষ্ণের ভজন করেন।

২০৯। মহাভাগবত শ্রীসূত-গোস্বামী শুশ্রূষু শৌনকাদির নিকট হরিকথাত্মক ভাগবত কীর্ত্তন করিতে আরম্ভ করায় ঋষি-গণ আপনাদিগের তুচ্ছ কর্ম্মকাণ্ডানুষ্ঠানকে গর্হণ করিতেছেন,—

অস্মিন্ অনাশ্বাসে (অবিশ্বসনীয়ে) কর্ম্মণি (সত্রে) ধূম-ধূম্রাত্মনাং (ধূমেন ধূম্রৌ বিবর্ণৌ আত্মানৌ শরীর-চিত্তে যেষাং তেষাং তান্ ইত্যর্থঃ) ভবান্ মধু (মধুরং) গোবিন্দপাদপদ্মা-সবং (শ্রীকৃষ্ণ-চরণাব্জয়োঃ মকরন্দং শ্রীহরিকথামৃতমিত্যর্থঃ) আপায়য়তি (শ্রাবয়তি)।

২১০। দেহারামী তপস্বী প্রভৃতি কৃষ্ণভক্তসঙ্গে তপস্যা ত্যাগ করিয়া কৃষ্ণভজন করে।

২১১। পুরাকালে পৃথ্বীপতি পৃথুমহারাজ একটী মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া তথায় সমবেত দেবতা, ঋষি ও রাজন্যবর্গের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া পূর্ব্ব পূর্ব্ব মহাজনের অনুসৃত বিষ্ণু-পরিচর্য্যার বিধেয়ত্ব ও প্রয়োজনীয়তা বর্ণন করিতেছেন,—

যৎপাদসেবাভিরুচিঃ (যস্য হরেঃ পাদয়োঃ সেবায়াম্ অভি-রুচিঃ), যথা [তস্য হরেঃ] পদাঙ্গুষ্ঠবিনিঃসৃতা (পাদপদ্মোদ্ভবা) সরিৎ (নদী, গঙ্গা ইবেত্যর্থঃ) অন্বহম্ (অহনি অহনি প্রতিদিনম্) এধতী (বর্দ্ধমানা) সতী (সাত্ত্বিকী সতী) তপস্বিনাং (যাজ্ঞিকানাং) অশেষজন্মোপচিতং (পূর্ব্ব-পূর্ব্ব-জন্মভিঃ সংবৃদ্ধং) ধিয়ঃ (বুদ্ধেঃ) মলং (কামাদি-বাসনা-লক্ষণং) সদ্যঃ ক্ষিণোতি (ক্ষপয়তি, তং যূয়ং স্বকর্ম্মভিঃ ভজতেতি তৃতীয়েণান্বয়ঃ)।

২১২। দেহারামী সর্ব্বকামী সকল কামনারূপ অনর্থ পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণানুগ্রহ-বলে কৃষ্ণভজন করেন।

২১৩। মধ্য, ২২শ পঃ ৪২ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

২১৪। পূর্ব্বকথিত উনিশ প্রকার অর্থের সহিত (২০৪

চ-শব্দের 'সমুচ্চয়' অর্থে ব্যাখ্যা ঃ—

চ-শব্দে 'সমুচ্চয়ে', আর অর্থ কয় ।
'আত্মারামাশ্চ মুনয়শ্চ' কৃষ্ণেরে ভজয় ॥ ২১৫ ॥
'নির্গ্রন্থাঃ' হঞা ইঁহা 'অপি'—নির্দ্ধারণে ।
'রামশ্চ কৃষ্ণশ্চ' যথা বিহরয়ে বনে ॥ ২১৬ ॥

চ-শব্দের অন্বাচয়ার্থে ব্যাখ্যা ঃ—

চ-শব্দে 'অন্বাচয়ে' অর্থ কহে আর ।
'বটো, ভিক্ষামট, গাঞ্চানয়' যৈছে প্রকার ॥ ২১৭ ॥

এই অর্থে মুনির মুখ্যভজন, আত্মারামের গৌণ ভজন ঃ—

কৃষ্ণমননে মুনি কৃষ্ণে সর্ব্বদা ভজয় ।
'আত্মারামা অপি' ভজে,—গৌণ অর্থ কয় ॥ ২১৮ ॥

চ-শব্দের 'এব'-অর্থে ও অপি-শব্দের 'গর্হা'-অর্থে ব্যাখ্যা ঃ—

'চ' এবার্থে 'মুনয়ঃ এব' কৃষ্ণেরে ভজয় ।
'আত্মারামা অপি'—'অপি' 'গর্হা' অর্থ কয় ॥ ২১৯ ॥

এই উভয় স্থলেই 'নির্গ্রন্থ'-শব্দের বিশেষণত্ব ঃ—

'নির্গ্রন্থ হঞা'—এই দুঁহার 'বিশেষণ' ।
আর অর্থ শুন, যৈছে সাধুর সঙ্গম ॥ ২২০ ॥

নির্গ্রন্থ-শব্দের অর্থ ঃ—

নির্গ্রন্থ-শব্দে কহে তবে 'ব্যাধ', 'নির্ধন' ।
সাধুসঙ্গে সেই করে শ্রীকৃষ্ণ-ভজন ॥ ২২১ ॥

সাধুসঙ্গফলে ব্যাধেরও পাপনিবৃত্তি ও কৃষ্ণগতচিত্ততা বা মহাভাগবতত্ব ঃ—

'কৃষ্ণারামাশ্চ' এব কৃষ্ণ-মনন ।
ব্যাধ হঞা হয় পূজ্য ভাগবতোত্তম ॥ ২২২ ॥

স্কন্ধ-পুরাণোক্ত ব্যাধ-নারদ-সংবাদ-বর্ণন ঃ—

এক ভক্ত-ব্যাধের কথা শুন সাবধানে ।
যাহা হৈতে হয় সৎসঙ্গ-মহিমার জ্ঞানে ॥ ২২৩ ॥
এক দিন শ্রীনারদ দেখি' নারায়ণ ।
ত্রিবেণী-স্নানে প্রয়াগ করিলা গমন ॥ ২২৪ ॥
বনপথে দেখে মৃগ আছে ভূমে পড়ি' ।
বাণ-বিদ্ধ ভগ্নপাদ করে ধড়্ফড়ি ॥ ২২৫ ॥
আর কতদূরে এক দেখেন শূকর ।
তৈছে বিদ্ধ ভগ্নপাদ করে ধড়্ফড় ॥ ২২৬ ॥
ঐছে এক শশক দেখে আর কতদূরে ।
জীবের দুঃখ দেখি' নারদ ব্যাকুল-অন্তরে ॥ ২২৭ ॥
কতদূরে দেখে ব্যাধ বৃক্ষে ওঁত হঞা ।
মৃগ মারিবারে আছে বাণ যুড়িয়া ॥ ২২৮ ॥
শ্যামবর্ণ, রক্তনেত্র, মহাভয়ঙ্কর ।
ধনুর্ব্বাণ হস্তে,—যেন যম দণ্ডধর ॥ ২২৯ ॥
পথ ছাড়ি' নারদ তার নিকটে চলিল ।
নারদে দেখি' মৃগ সব পলাঞা গেল ॥ ২৩০ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২১৭। "বটো, ভিক্ষামট, গাঞ্চানয়",—"হে বটু, ভিক্ষায় চল, গরুও আন।" এই বাক্যে চ-শব্দে যেরূপ 'অন্বাচয়' অর্থ করে, আত্মারাম-শ্লোকে সেইরূপ অর্থ কর।

২২৮। ওঁত—অন্তরালে, মধ্যগত হইয়া ।

অনুভাষ্য

সংখ্যার অনুভাষ্য দ্রষ্টব্য) 'আত্মারাম'-শব্দের অর্থ এই চারি-প্রকার 'দেহারাম' (২০৫ সংখ্যার অনুভাষ্য দ্রষ্টব্য) বুঝাইলে 'তেইশ' প্রকার অর্থ হয়।

আর তিন অর্থ—(১) চ-শব্দের 'অন্বাচয়'-অর্থ, (২) চ-শব্দের 'এব'-অর্থ ও 'অপি'-শব্দের 'গর্হা'-অর্থ এবং (৩) নির্গ্রন্থ-শব্দের 'নির্ধন'-অর্থ।

২১৫। চ-শব্দের সমুচ্চয়ার্থ পূর্ব্বেই (১৪৬ সংখ্যায়) কথিত হইয়াছে ; তদ্দ্বারা 'আত্মারাম' এবং 'মুনি' কৃষ্ণভজন করেন। আর অর্থ—'সমুচ্চয়'-অর্থ ব্যতীত অন্য অর্থ।

২১৬। 'অপি' নির্দ্ধারণার্থে প্রযুক্ত ; 'নির্গ্রন্থাঃ' আত্মারাম ও মুনি, উভয়ের 'বিশেষণ'। ইঁহা—এস্থলে ; যথা, 'রাম ও কৃষ্ণ বনে বিহার করেন' বলিলে উভয়েরই বনবিহার উদ্দিষ্ট হয়।

২১৭-২১৮। চ-শব্দে অন্বাচয়-অর্থ অর্থাৎ একের প্রাধান্য ও অন্যের অপ্রাধান্য। উদাহরণে বলা যায়,—'হে ব্রাহ্মণ-বালক, ভিক্ষা কর এবং যদি পাও, গরুও আন' ;—এস্থলে ভিক্ষারই প্রাধান্য এবং গবানয়নের অপ্রাধান্য সূচিত ; (তদ্রূপ) কৃষ্ণমননশীল মুনিরই সর্ব্বদা কৃষ্ণ-ভজনে মুখ্যভাবে 'প্রাধান্য' এবং আত্মারামগণের কৃষ্ণভজনে গৌণভাবে 'অপ্রাধান্য'—ইহাই অন্বাচয়ার্থের প্রয়োগ।

২১৯। চ-শব্দ 'এবার্থে' এবং অপি-শব্দ 'নিন্দার্থে' প্রযুক্ত হইলে এইরূপ অর্থ হয়,—'আত্মারাম হইয়াও তাদৃশ অবস্থার গৌরব ত্যাগপূর্ব্বক মুনিগণই কৃষ্ণভজন করেন।

২২০। 'নির্গ্রন্থ'—আত্মারাম ও মুনি, এই উভয়েরই 'বিশেষণ'; অপর তৃতীয় অর্থাৎ ষড়্বিংশতিতম অর্থ,—সাধুশ্রেষ্ঠ শ্রীনারদের সঙ্গফল ব্যাধে যেরূপ লক্ষিত হইয়াছিল, তদ্রূপ।

২২১। নির্গ্রন্থ-শব্দ নির্দ্ধারণার্থে প্রযুক্ত হইলে, সাধনাদি-ধনবিহীন অযোগ্য ব্যাধও নারদের ন্যায় সাধুর সঙ্গপ্রভাবে কৃষ্ণারাম হইয়া ভজন করেন।

২২২। 'আত্মা'-শব্দের অর্থ—'কৃষ্ণ' ; কৃষ্ণে রমণশীল বলিয়া কৃষ্ণারাম এবং সেই কৃষ্ণারামই কৃষ্ণমননশীল।

ক্রুদ্ধ হঞা ব্যাধ তাঁরে গালি দিতে চায় ।
নারদ-প্রভাবে মুখে গালি নাহি আয় ॥ ২৩১ ॥
"গোসাঞি, প্রয়াণ-পথ ছাড়ি' কেনে আইলা ।
তোমা দেখি' মোর লক্ষ্য মৃগ পলাইলা ॥" ২৩২ ॥
নারদ কহে,—"পথ ভুলি' আইলাঙ পুছিতে ।
মনে এক সংশয় হয়, তাহা খণ্ডাইতে ॥ ২৩৩ ॥
পথে যে শূকর-মৃগ, জানি তোমার হয় ।"
ব্যাধ কহে,—"যেই কহ, সেই ত' নিশ্চয় ॥" ২৩৪ ॥
নারদ কহে,—"যদি জীবে মার' তুমি বাণ ।
অর্দ্ধ-মারা কর কেনে, না লও পরাণ?" ২৩৫ ॥
ব্যাধ কহে,—"শুন গোসাঞি, 'মৃগারি' মোর নাম ।
পিতার শিক্ষাতে আমি করি ঐছে কাম ॥ ২৩৬ ॥
অর্দ্ধ-মারা জীব যদি ধড়্‌ফড় করে ।
তবে ত' আনন্দ মোর বাড়য়ে অন্তরে ॥" ২৩৭ ॥
নারদ কহে,—"একবস্তু মাগি তোমার স্থানে ।"
ব্যাধ কহে,—"মৃগাদি লহ, যেই তোমার মনে ॥২৩৮॥
মৃগছাল চাহ যদি, আইস মোর ঘরে ।
যেই চাহ, তাহা দিব মৃগব্যাঘ্রাম্বরে ॥" ২৩৯ ॥
নারদ কহে,—"ইহা আমি কিছু নাহি চাহি ।
আর এক বস্তু আমি মাগি তোমা-ঠাঞি ॥ ২৪০ ॥
কালি হৈতে তুমি যেই মৃগাদি মারিবা ।
প্রথমে মারিবা, অর্দ্ধ-মারা না করিবা ॥" ২৪১ ॥
ব্যাধ কহে,—"কিবা দান মাগিলা আমারে ।
অর্দ্ধ মারিলে কিবা হয়, তাহা কহ মোরে ॥" ২৪২ ॥
নারদ কহে,—"অর্দ্ধ মারিলে জীব পায় ব্যথা ।
জীবে দুঃখ দিতেছ, তোমার হইবে ঐছে অবস্থা ॥২৪৩॥
ব্যাধ তুমি, জীব মার—'অল্প' অপরাধ তোমার ।
কদর্থনা দিয়া মার'—এ পাপ 'অপার' ॥ ২৪৪ ॥
কদর্থিয়া তুমি যত মারিলা জীবেরে ।
তারা তৈছে তোমা মারিবে জন্ম-জন্মান্তরে ॥" ২৪৫ ॥
নারদ-সঙ্গে ব্যাধের মন পরসন্ন হইল ।
তাঁর বাক্য শুনি' মনে ভয় উপজিল ॥ ২৪৬ ॥
ব্যাধ কহে,—"বাল্য হৈতে এই আমার কর্ম্ম ।
কেমনে তরিব আমি পামর অধম? ২৪৭ ॥
এই পাপ যায় মোর, কেমন উপায়ে?
নিস্তার করহ মোরে, পড়োঁ তোমার পায়ে ॥" ২৪৮ ॥
নারদ কহে,—"যদি ধর আমার বচন ।
তবে সে করিতে পারি তোমার মোচন ॥" ২৪৯ ॥
ব্যাধ কহে,—"যেই কহ, সেই ত' করিব ।"
নারদ কহে,—"ধনুক ভাঙ্গ, তবে সে কহিব ॥"২৫০॥
ব্যাধ কহে,—"ধনুক ভাঙ্গিলে বাঁচিব কেমনে?"
নারদ কহে,—"আমি অন্ন দিব প্রতিদিনে ॥" ২৫১ ॥
ধনুক ভাঙ্গি' ব্যাধ তাঁর চরণে পড়িল ।
তারে উঠাঞা নারদ উপদেশ কৈল ॥ ২৫২ ॥
"ঘরে গিয়া ব্রাহ্মণে দেহ' যত আছে ধন ।
এক এক বস্ত্র পরি' বাহির হও দুইজন ॥ ২৫৩ ॥
নদী-তীরে একখানি কুঁড়িয়া করিয়া ।
তার আগে একপিণ্ডি তুলসী রোপিয়া ॥ ২৫৪ ॥
তুলসী-পরিক্রমা কর, তুলসী-সেবন ।
নিরন্তর কৃষ্ণনাম করিহ কীর্ত্তন ॥ ২৫৫ ॥
আমি তোমায় বহু অন্ন পাঠাইমু দিনে ।
সেই অন্ন লবে, যত খাও দুইজনে ॥" ২৫৬ ॥
তবে সেই মৃগাদি তিনে নারদ সুস্থ কৈল ।
সুস্থ হঞা মৃগাদি তিনে ধাঞা পলাইল ॥ ২৫৭ ॥
দেখিয়া ব্যাধের মনে হৈল চমৎকার ।
ঘরে গেল ব্যাধ, গুরুকে করি' নমস্কার ॥ ২৫৮ ॥
যথা-স্থানে নারদ গেলা, ব্যাধ ঘরে আইল ।
নারদের উপদেশে সকল করিল ॥ ২৫৯ ॥
গ্রামে ধ্বনি হৈল,—'ব্যাধ 'বৈষ্ণব' হইল ।'
গ্রামের লোক সব অন্ন আনিতে লাগিল ॥ ২৬০ ॥
একদিন অন্ন আনে দশ-বিশ জনে ।
দিলে তত লয়, যত খায় দুইজনে ॥ ২৬১ ॥
একদিন নারদ কহে,—"শুনহ, পর্ব্বতে ।
আমার এক শিষ্য আছে, চলহ দেখিতে ॥" ২৬২ ॥
তবে দুই ঋষি আইলা সেই ব্যাধ-স্থানে ।
দূর হৈতে ব্যাধ পাইল গুরুর দরশনে ॥ ২৬৩ ॥
আস্তে-ব্যস্তে ধাঞা আসে, পথ নাহি পায় ।
পথের পিপীলিকা ইতি-উতি ধরে পায় ॥ ২৬৪ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২৪৪। কদর্থনা দিয়া—কষ্ট দিয়া।

২৫৯। নারদের উপদেশে—নারদের উপদেশ-মতে।

২৬২। শুনহ পর্ব্বতে—ওহে পর্ব্বত মুনি, শুন।

অনুভাষ্য

২৩২। প্রয়াণ-পথ— পাঠান্তরে, 'প্রমাণ-পথ'; যে নির্দ্দিষ্ট পথ দিয়া পথিকগণ চলিয়া থাকে অর্থাৎ প্রচলিত পথ।

দণ্ডবৎ-স্থানে পিপীলিকারে দেখিয়া ।
বস্ত্রে স্থান ঝাড়ি' পড়ে দণ্ডবৎ হঞা ॥ ২৬৫ ॥
নারদ কহে,—"ব্যাধ, এই না হয় আশ্চর্য্য ।
হরিভক্ত্যে হিংসা-শূন্য হয় সাধুবর্য্য ॥" ২৬৬ ॥

স্কান্দবচন—

এতে ন হ্যদ্ভুতা ব্যাধ তবাহিংসাদয়ো গুণাঃ ।
হরিভক্তৌ প্রবৃত্তা যে ন তে স্যুঃ পরতাপিনঃ ॥ ২৬৭ ॥

তবে সেই ব্যাধ দোঁহারে অঙ্গনে আনিল ।
কুশাসন আনি' দোঁহারে ভক্ত্যে বসাইল ॥ ২৬৮ ॥
জল আনি' ভক্ত্যে দোঁহার পাদ প্রক্ষালিল ।
সেই জল স্ত্রী-পুরুষে পিয়া শিরে লইল ॥ ২৬৯ ॥
কম্প-পুলকাশ্রু হৈল কৃষ্ণনাম গাঞা ।
ঊর্দ্ধবাহু নৃত্য করে বস্ত্র উড়াঞা ॥ ২৭০ ॥
দেখিয়া ব্যাধের প্রেম পর্ব্বত-মহামুনি ।
নারদেরে কহে,—"তুমি হও স্পর্শমণি ॥" ২৭১ ॥

স্কান্দবচন—

"অহো ধন্যোঽসি দেবর্ষে কৃপয়া যস্য তৎক্ষণাৎ ।
নীচোঽপ্যুৎপুলকো লেভে লুব্ধকো রতিমুচ্যতে ॥" ২৭২ ॥

পরমবৈষ্ণবপ্রবর শ্রীনারদের কৃপায় ভক্ত-ব্যাধের যোগ-ক্ষেম-সমাধান ঃ—

নারদ কহে,—"বৈষ্ণব, তোমার অন্ন কিছু আয় ?"
ব্যাধ কহে,—"যারে পাঠাও, সেই দিয়া যায় ॥ ২৭৩ ॥
এত অন্ন না পাঠাও, কিছু কার্য্য নাই ।
সবে দুইজনার যোগ্য ভক্ষ্যমাত্র চাই ॥" ২৭৪ ॥
নারদ কহে,—"ঐছে রহ, তুমি ভাগ্যবান্ ।"
এত বলি' দুইজন হইলা অন্তর্দ্ধান ॥ ২৭৫ ॥

ব্যাধের আখ্যান-শ্রবণে সাধুসঙ্গ-মাহাত্ম্যোপলব্ধি ঃ—

এই ত' কহিলুঁ তোমার ব্যাধের আখ্যান ।
যা শুনিলে হয় সাধুসঙ্গ-প্রভাব-জ্ঞান ॥ ২৭৬ ॥

এই পর্য্যন্ত ২৬ প্রকার অর্থ ঃ—

এই আর তিন অর্থ গণনাতে পাইল ।
এই দুই অর্থ মিলি' 'ছাব্বিশ' অর্থ হৈল ॥ ২৭৭ ॥

২৬ প্রকার অর্থ ব্যতিরিক্ত স্থূলতঃ দ্বিবিধ অর্থে সূক্ষ্মতঃ ৩২ প্রকার অর্থ ঃ—

আর অর্থ শুন, যাহা—অর্থের ভাণ্ডার ।
স্থূলে 'দুই' অর্থ, সূক্ষ্মে 'বত্রিশ' প্রকার ॥ ২৭৮ ॥

আত্মা-শব্দে কৃষ্ণের সকল অবতার ঃ—

'আত্মা'-শব্দে কহে,—সর্ব্ববিধ ভগবান্ ।
এক 'স্বয়ং ভগবান্', আর 'ভগবান্'-আখ্যান ॥ ২৭৯ ॥

স্থূলতঃ দ্বিবিধ ভক্ত (১) বিধিপূজক, (২) রাগযুক্ত ভক্ত ঃ—

তাঁতে রমে যেই, সেই সব—'আত্মারাম' ।
'বিধিভক্ত', 'রাগভক্ত',—দুইবিধ নাম ॥ ২৮০ ॥

উভয়ের প্রত্যেকে চতুর্ব্বিধ—(১) নিত্যসিদ্ধ, (২) সাধনসিদ্ধ এবং (৩) ও (৪) দ্বিবিধ সাধক ঃ—

দুইবিধ ভক্ত হয় চারি চারি প্রকার ।
পারিষদ, সাধনসিদ্ধ, সাধকগণ আর ॥ ২৮১ ॥

সর্ব্বশুদ্ধ অষ্টপ্রকার ঃ—

জাত-অজাত-রতিভেদে সাধক দুই ভেদ ।
বিধি-রাগ-মার্গে চারি চারি—অষ্ট ভেদ ॥ ২৮২ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২৭২। হে দেবর্ষে, তুমিই ধন্য, তোমার কৃপায় নীচ লুব্ধক অর্থাৎ ব্যাধও উৎপুলক হইয়া কৃষ্ণে রতিলাভ করিয়াছে।

অনুভাষ্য

২৬৭। মধ্য, ২২শ পঃ ১৪৩ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

২৭২। হে দেবর্ষে (নারদ,) অহো, (বিস্ময়ে, ত্বং) ধন্যঃ অসি, যস্য (তব) কৃপয়া নীচঃ (নীচবৃত্তিঃ) লুব্ধকঃ (ব্যাধঃ) অপি উৎপুলকঃ (রোমাঞ্চিতদেহঃ সন্) অচ্যুতে (ভগবতি বিষ্ণৌ) রতিং লেভে (প্রাপ)।

২৭৬। এই দুই অর্থ মিলি'—পূর্ব্বকথিত ২৩ প্রকার অর্থ (২১৪ সংখ্যার অনুভাষ্য দ্রষ্টব্য) এবং এক্ষণে এই ৩ প্রকার অর্থ, অর্থাৎ ২৬ প্রকার অর্থ হইল।

২৭৮। স্থূলে দুই—মোটামুটি সাধারণত দুই প্রকার—(১) বৈধভক্ত ও (২) রাগভক্ত।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২৮১-২৮৫। পারিষদ অর্থাৎ নিত্যসিদ্ধ, সাধনসিদ্ধ, জাত-রতিসাধক ও অজাতরতিসাধক—বৈধ ও রাগমার্গ-ভেদে চারি-

অনুভাষ্য

২৭৮। সূক্ষ্মে বত্রিশপ্রকার—সূক্ষ্মভাবে ভেদ গণনা করিতে গেলে বত্রিশপ্রকার অর্থ হয়। বৈধভক্ত—ষোলপ্রকার, যথা,—১। পারিষদ দাস, ২। পারিষদ সখা, ৩। পারিষদ পিত্রাদিগুরু, ৪। পারিষদ কান্তা, ৫। সাধনসিদ্ধ দাস, ৬। সাধনসিদ্ধ সখা, ৭। সাধনসিদ্ধ পিত্রাদি-গুরু, ৮। সাধনসিদ্ধ কান্তা, ৯। জাতরতি সাধক দাস, ১০। জাতরতি সাধক সখা, ১১। জাতরতি সাধক পিত্রাদি-গুরু, ১২। জাতরতি সাধক কান্তা, ১৩। অজাতরতি সাধক দাস, ১৪। অজাতরতি সাধক সখা, ১৫। অজাতরতি সাধক পিত্রাদি-গুরু, ১৬। অজাতরতি সাধক-কান্তা। রাগভক্তও ঐরূপ ষোল প্রকার ;—মোট বত্রিশপ্রকার আত্মারাম ভক্ত।

বৈধীভক্তিতে উক্ত চতুর্ব্বিধ ভক্তের প্রত্যেকে চতুর্ব্বিধ ভেদে, সর্ব্বশুদ্ধ ১৬ প্রকার ঃ—

বিধিভক্ত্যে নিত্যসিদ্ধ পারিষদ—'দাস'।
'সখা', 'গুরু', 'কান্তাগণ',—চারিবিধ প্রকাশ ॥ ২৮৩ ॥
সাধনসিদ্ধ—দাস, সখা, গুরু, কান্তাগণ।
জাতরতি সাধকভক্ত—চারিবিধ জন ॥ ২৮৪ ॥
অজাতরতি সাধকভক্ত,—এ চারি প্রকার।
বিধিমার্গে ভক্তে ষোড়শ ভেদ প্রচার ॥ ২৮৫ ॥

রাগময়ী-ভক্তিও বৈধী-ভক্তির ন্যায় ১৬ প্রকার ; অতএব আত্মারাম ৩২ প্রকার ঃ—

রাগমার্গে ঐছে ভক্তে ষোড়শ বিভেদ।
দুই মার্গে আত্মারামের বত্রিশ বিভেদ ॥ ২৮৬ ॥

ইঁহাদের সহিত মুনি, নির্গ্রন্থ, চ ও অপি যোজ্য ঃ—

'মুনি', 'নির্গ্রন্থ', 'চ', 'অপি',—চারি শব্দের অর্থ।
যাঁহা যেই লাগে, তাহা করিয়ে সমর্থ ॥ ২৮৭ ॥

এই পর্য্যন্ত ৫৮ প্রকার অর্থ ঃ—

বত্রিশে ছাব্বিশে মিলি' অষ্টপঞ্চাশ।
আর এক ভেদ শুন অর্থের প্রকাশ ॥ ২৮৮ ॥

চ-শব্দদ্বারা অর্থ ঃ—

ইতরেতর 'চ' দিয়া সমাস করিয়ে।
'আটান্ন'বার আত্মারাম নাম লইয়ে ॥ ২৮৯ ॥
'আত্মারামাশ্চ আত্মারামাশ্চ' আটান্নবার।
শেষে সব লোপ করি' রাখি একবার ॥ ২৯০ ॥

বিশ্বপ্রকাশ, পাণিনি ও সিদ্ধান্ত-কৌমুদী—

স্বরূপাণামেকশেষ একবিভক্তৌ উক্তার্থানামপ্রয়োগ ইতি ॥২৯১

আটান্নবারে আত্মারাম, সব লোপ হয়।
এক আত্মারাম-শব্দে আটান্ন অর্থ হয় ॥ ২৯২ ॥

"স্বরূপাণামেকশেষ একবিভক্তৌ উক্তার্থানামপ্রয়োগঃ ॥"২৯৩

অশ্বত্থবৃক্ষাশ্চ বটবৃক্ষাশ্চ কপিত্থবৃক্ষাশ্চ আম্রবৃক্ষাশ্চ বৃক্ষাঃ ॥২৯৪

"অস্মিন্ বনে বৃক্ষাঃ ফলন্তি" যৈছে হয়।
তৈছে সব আত্মারাম কৃষ্ণে ভক্তি করয় ॥ ২৯৫ ॥

'মুনয়শ্চ'-পদ গণনা করিয়া ৫৯ প্রকার অর্থ ঃ—

'আত্মারামাশ্চ' সমুচ্চয়ে কহিয়ে চ-কার।
'মুনয়শ্চ' ভক্তি করে,—এই অর্থ তার ॥ ২৯৬ ॥
'নির্গ্রন্থা এব' হঞা, 'অপি'—নির্দ্ধারণে।
এই 'ঊনষষ্টি' প্রকার অর্থ করিলুঁ ব্যাখ্যানে ॥ ২৯৭ ॥

আর একপ্রকার অর্থ ঃ—

সর্ব্বসমুচ্চয়ে আর এক অর্থ হয়।
'আত্মারামাশ্চ মুনয়শ্চ নির্গ্রন্থাশ্চ' ভজয় ॥ ২৯৮ ॥
'অপি'-শব্দ—অবধারণে, সেই চারি বার।
চারিশব্দ-সঙ্গে 'এব' করিবে উচ্চার ॥ ২৯৯ ॥

মহাপ্রভুপাদোক্ত-ব্যাখ্যা—

"উরুক্রমে এব ভক্তিমেব অহৈতুকীমেব কুর্ব্বন্ত্যেব ॥" ৩০০ ॥

এই পর্য্যন্ত ৬০ প্রকার অর্থ ঃ—

এই ত' কহিলুঁ শ্লোকের 'ষষ্টি' সংখ্যক অর্থ।
এক অর্থ শুন আর প্রমাণে সমর্থ ॥ ৩০১ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

চারি প্রকার। নিত্যসিদ্ধ পারিষদগণ—দাস-সখা-গুরু-কান্তাভেদে পুনরায় চারিপ্রকার। সাধনসিদ্ধ, জাতরতি সাধক, অজাতরতি সাধক, ইহাদেরও প্রত্যেকের আবার ঐ চারি চারি প্রকার আছে।

অনুভাষ্য

২৭৯। আত্ম-শব্দদ্বারা সর্ব্ববিধ ভগবান্‌কে বুঝায় ; 'সর্ব্ব-বিধ'-অর্থে—সর্ব্ববিধ শুদ্ধভক্তের আরাধ্য অর্থাৎ স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ ও অন্যান্য কৃষ্ণস্বরূপ ভগবান্‌গণ। 'এক' অর্থাৎ সর্ব্ববিধ প্রতীতিময় ভগবানেরও ভগবান্—একমাত্র পূর্ণতম স্বয়ং-ভগবান্ 'শ্রীকৃষ্ণ' ; জ্ঞানী ও যোগীর প্রাপ্যবস্তু ভগবৎপর্য্যায়ে গণিত হইলেও সচ্চিদানন্দবিগ্রহ নহেন,—ভগবৎপ্রতীতিমাত্র, এস্থলে একমাত্র স্বয়ংরূপ ব্রজেন্দ্রনন্দনই ব্রজের রাগভক্তিমার্গে প্রাপ্য ; কৃষ্ণের অপর স্বরূপগণ, সকলেই ভগবন্নামে অভিহিত তদভিন্ন ভগবদ্বিগ্রহ হইলেও বৈধভক্তিমার্গে প্রাপ্য।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২৯৪। 'বৃক্ষাঃ'-শব্দে অশ্বত্থবৃক্ষ, বটবৃক্ষ, কপিত্থবৃক্ষ, আম্রবৃক্ষ উক্ত হয় ; অতএব এইস্থলে উক্তার্থদিগের অপ্রয়োগ।

২৯৯। 'উরুক্রম', 'ভক্তি', 'অহৈতুকী' এবং 'কুর্ব্বন্তি'—এই চারিশব্দের সহিত 'এব' যোগ করিয়া আর একটী অর্থ করিব।

অনুভাষ্য

২৮৮। ভক্ত-পর্য্যায়ে বত্রিশ প্রকার (২৭৮ সংখ্যার অনুভাষ্য দ্রষ্টব্য) এবং জ্ঞানী ও যোগীর পর্য্যায়ে ছাব্বিশপ্রকার (২৭৬ সংখ্যার অনুভাষ্য দ্রষ্টব্য)—একত্রে আটান্নপ্রকার হইল।

২৯১। মধ্য, ২৪শ পঃ ১৪৫ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

২৯৬-২৯৭। আটান্নপ্রকার আত্মারাম এবং মুনিগণ নির্গ্রন্থ হইয়া কৃষ্ণভক্তি করেন,—ইহাই ঊনষষ্টিতম অর্থ।

২৯৯। সর্ব্ব সমুচ্চয় অর্থাৎ আত্মারাম, মুনি এবং নির্গ্রন্থগণ, সকলেই কৃষ্ণভজন করেন। অপি-শব্দের অবধারণ অর্থাৎ নিশ্চয়ার্থ গ্রহণ করিয়া ষাট্‌প্রকার অর্থ হইয়াছে।

অমৃতানুকণা—২৯৮-৩০০। 'চ'-শব্দে সর্ব্বসমুচ্চয়ে অপর এক অর্থ হইতেছে—'আত্মারামাশ্চ মুনয়শ্চ নির্গ্রন্থাশ্চ' অর্থাৎ আত্মারামগণ, মুনিগণ এবং নির্গ্রন্থগণ সকলেই শ্রীকৃষ্ণভজন করেন। সেস্থলে যে অপি-শব্দ, তাহা 'এব'-রূপে অবধারণ-অর্থে (নিশ্চয়ার্থে) চারিশব্দের সহিত

সর্ব্বশেষে আর একপ্রকার অর্থ—আত্মা-শব্দে 'ক্ষেত্রজ্ঞা-শক্তিঃ—

'আত্মা'-শব্দে কহে—'ক্ষেত্রজ্ঞ জীব'-লক্ষণ।
ব্রহ্মাদি কীটপর্য্যন্ত—তাঁর শক্তিতে গণন ॥ ৩০২ ॥

বিষ্ণুপুরাণে (৬।৭।৬১)—

বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাপরা।
অবিদ্যা-কর্ম্মসংজ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে ॥ ৩০৩ ॥

ক্ষেত্রজ্ঞের পর্য্যায়-শব্দ ঃ—

অমর-কোষে স্বর্গবর্গে (৭)—

"ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মা পুরুষঃ প্রধানং প্রকৃতিঃ স্ত্রিয়াম্ ॥" ৩০৪ ॥

সাধুসঙ্গফলে কৃষ্ণভক্তিলাভ ঃ—

ভ্রমিতে ভ্রমিতে যদি সাধুসঙ্গ পায়।
সব ত্যজি' তবে তিঁহো কৃষ্ণেরে ভজয় ॥ ৩০৫ ॥
ষাটি অর্থ কহিলুঁ, সব—কৃষ্ণের ভজনে।
সেই অর্থ হয়, এই সব উদাহরণে ॥ ৩০৬ ॥

সর্ব্বসাকল্যে এই পর্য্যন্ত ৬১ প্রকার অর্থ ব্যাখ্যাত ঃ—

'একষষ্টি' অর্থ এবে স্ফুরিল তোমা-সঙ্গে।
তোমার ভক্তিবশে উঠে অর্থের তরঙ্গে ॥" ৩০৭ ॥

৬১ প্রকার অর্থ-শ্রবণে সনাতনের বিস্ময় ও প্রভুকে স্তুতি ঃ—

অর্থ শুনি' সনাতন বিস্মিত হঞা।
স্তুতি করে মহাপ্রভুর চরণে ধরিয়া ॥ ৩০৮ ॥

পুরুষরূপে প্রভুর নিশ্বাসত্যাগের সঙ্গে বেদপ্রকাশ ঃ—

"সাক্ষাৎ ঈশ্বর তুমি ব্রজেন্দ্রনন্দন।
তোমার নিশ্বাসে সর্ব্ববেদ-প্রবর্ত্তন ॥ ৩০৯ ॥

শেষাদি বিষ্ণুরূপে প্রভুরই ভাগবত-ব্যাখ্যা ও অভিজ্ঞতা ঃ—

তুমি বক্তা ভাগবতের, তুমি জান অর্থ।
তোমা বিনা অন্য জানিতে নাহিক সমর্থ ॥" ৩১০ ॥

প্রভুকর্ত্তৃক ভাগবত-মাহাত্ম্য-কীর্ত্তন ঃ—

প্রভু কহে,—"কেনে কর আমার স্তবন।
ভাগবতের স্বরূপ কেনে না কর বিচারণ?? ৩১১ ॥
কৃষ্ণ-তুল্য ভাগবত—বিভু, সর্ব্বাশ্রয়।
প্রতি-শ্লোকে প্রতি-অক্ষরে নানা অর্থ কয় ॥ ৩১২ ॥

পূর্ব্বে শ্রীপরীক্ষিৎ ও শুকদেবের এবং তৎপর শৌনকাদি ও শ্রীসূতের প্রশ্নোত্তরে শ্রীভাগবত-প্রকাশ ঃ—

প্রশ্নোত্তরে ভাগবতে করিয়াছে নির্দ্ধার।
যাঁহার শ্রবণে লোকে লাগে চমৎকার ॥ ৩১৩ ॥

প্রাচীনকৃত শ্লোকে শ্রীশিব-বাক্য—

অহং বেদ্মি শুকো বেত্তি ব্যাসো বেত্তি ন বেত্তি বা।
ভক্ত্যা ভাগবতং গ্রাহ্যং ন বুদ্ধ্যা ন চ টীকয়া ॥ ৩১৪ ॥

কৃষ্ণের অপ্রকটে এই ভাগবতই গ্রন্থরূপী কৃষ্ণবিগ্রহ ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবত (১।১।২৩)—

ব্রূহি যোগেশ্বরে কৃষ্ণে ব্রহ্মণ্যে ধর্ম্মবর্ম্মণি।
স্বাং কাষ্ঠামধুনোপেতে ধর্ম্মঃ কং শরণং গতঃ ॥ ৩১৫ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৩০৪। ক্ষেত্রজ্ঞ-শব্দে—আত্মা, পুরুষ, প্রধান ও প্রকৃতিকে বুঝায়।

অনুভাষ্য

৩০৩। আদি, ৭ম পঃ ১১৯ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

৩০৭। আত্মা-শব্দের 'জীব' অর্থ করিলে ব্রহ্মা হইতে আরম্ভ করিয়া কীট পর্য্যন্ত সকলেই জীবশক্তি, সেই ক্ষেত্রজ্ঞ জীবগণ নির্গ্রন্থ মুনি হইয়া কৃষ্ণভজন করেন,—ইহাই একষষ্টিতম অর্থ।

৩১৪। অহং (শিবঃ) [ভাগবতং শাস্ত্রং] বেদ্মি (জানামি), শুকঃ (বৈয়াসকিঃ) বেত্তি (জানাতি), ব্যাসঃ বেত্তি বা ন বেত্তি (ইতি সন্দেহঃ); ভাগবতং (পারমহংসী-সংহিতাখ্যং শাস্ত্রং) ভক্ত্যা (বিষ্ণোঃ কীর্ত্তন-শ্রবণ-ধারা-পারম্পর্য্যেণ, বিষ্ণৌ শরণাগত্যাত্মক-হরিসেবনেন এব) গ্রাহ্যং, বুদ্ধ্যা ন, টীকয়া ন চ (ন তু তর্কেণে-ত্যর্থঃ—"যস্য দেবে পরা ভক্তিঃ" ইতি, "নায়মাত্মা প্রবচনেন" ইতি, "তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন" ইত্যাদি-শ্রুতিস্মৃতিবচনেভ্যশ্চ)।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৩১৪। মহাদেব বলিলেন,—আমি জানি, শুক জানেন, ব্যাস জানেন বা নাও জানেন। ভক্তিদ্বারাই ভাগবত গ্রাহ্য হন, বুদ্ধি বা টীকাদ্বারা কখনই গ্রাহ্য হন না।

৩১৫। যোগেশ্বর ব্রহ্মণ্যদেব, ধর্ম্মবর্ম্মস্বরূপ কৃষ্ণ স্বীয় কাষ্ঠা (নিত্যধাম) লাভ করায় ধর্ম্ম সম্প্রতি কাঁহার শরণাপন্ন হইয়াছেন, বল।

অনুভাষ্য

৩১৫। নৈমিষারণ্যে শৌনকাদি ঋষিগণ মহাভাগবত শ্রীসূত গোস্বামীর নিকট যে ছয়টী প্রশ্নের উত্তর জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ষষ্ঠ প্রশ্ন এবং পরবর্ত্তী শ্লোকে শ্রীসূত ইহারই উত্তর প্রদান করিয়াছেন,—

[হে সূত,] যোগেশ্বরে (যোগিনঃ এব যোগাঃ তেষাম্ ঈশ্বরে ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণে) ব্রহ্মণ্যে (ব্রাহ্মণ-রক্ষকে) ধর্ম্মবর্ম্মণি (সনাতন-ধর্ম্মস্য বর্ম্মণি কবচবদ্-গোপ্তরি) কৃষ্ণে স্বাং কাষ্ঠাং (দিশং স্বরূপং,

চারিবার প্রযুক্ত হইবে, যথা—(১) 'উরুক্রমে এব'—উরুক্রম-শ্রীকৃষ্ণেই, ব্রহ্ম, পরমাত্মা বা অন্য ভগবৎস্বরূপে নহে, (২) 'ভক্তিম্ এব'—কেবল ভক্তিই, কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগাদি নহে, (৩) 'অহৈতুকীম্ এব'—অহৈতুকীই, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ প্রভৃতি স্বসুখবাসনাদি কোন হেতু-নিমিত্ত নহে ও (৪) 'কুর্ব্বন্তি এব'—পরস্মৈপদে 'কুর্ব্বন্তি' প্রয়োগ-হেতু (২৫ সংখ্যা দ্রষ্টব্য) কৃষ্ণপ্রীতির উদ্দেশ্যেই মাত্র ভক্তি করেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে (১।৩।৪৩)—

কৃষ্ণে স্বধামোপগতে ধর্ম্মজ্ঞানাদিভিঃ সহ ।
কলৌ নষ্টদৃশামেষঃ পুরাণার্কোঽধুনোদিতঃ ॥ ৩১৬ ॥

চৈতন্যানুসরণে শুদ্ধচিদ্ধর্ম্ম-স্ফুরণে অপ্রাকৃত কৃষ্ণসেবোন্মত্তের পক্ষেই ভাগবতার্থ-বোধে যোগ্যতা-নির্দ্দেশ ঃ—

এই মত কহিলুঁ এক শ্লোকের ব্যাখ্যান ।
বাতুলের প্রলাপ করি' কে করে প্রমাণ ?? ৩১৭ ॥
আমা-হেন যেবা কেহ 'বাতুল' হয় ।
এই দৃষ্টে ভাগবতের অর্থ জানয় ॥" ৩১৮ ॥

প্রভুসমীপে সনাতনের 'বৈষ্ণবস্মৃতি'-সম্বন্ধে সদৈন্যে জিজ্ঞাসা ও শ্রীমুখের উপদেশ-শ্রবণেচ্ছা ঃ—

পুনঃ সনাতন কহে যুড়ি' দুই করে ।
"প্রভু, আজ্ঞা দিলা 'বৈষ্ণবস্মৃতি' করিবারে ॥ ৩১৯ ॥
মুঞি—নীচ-জাতি, কিছু না জানি বিচার ।
মো-হৈতে কৈছে হয় স্মৃতি-পরচার ॥ ৩২০ ॥
সূত্র করি' দিশা যদি করহ উপদেশ ।
আপনে করহ যদি হৃদয়ে প্রবেশ ॥ ৩২১ ॥
তবে তার দিশা স্ফুরে মো-নীচের হৃদয়ে ।
ঈশ্বর তুমি,—যে করাহ, সেই সিদ্ধ হয়ে ॥" ৩২২ ॥

প্রভুকর্ত্তৃক সনাতনকে বরদান ঃ—

প্রভু কহে,—"যে করিতে করিবা তুমি মন ।
কৃষ্ণ সেই সেই তোমা করাবে স্ফুরণ ॥ ৩২৩ ॥

প্রভুকর্ত্তৃক বৈষ্ণবস্মৃতির সূত্রবর্ণন ও 'হরিভক্তিবিলাসে'র ভিত্তি-সংস্থাপন ঃ—

তথাপি এই সূত্রের শুন দিগ্‌দরশন ।
সকারণ লিখি আদৌ গুরু-আশ্রয়ণ ॥ ৩২৪ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৩১৬। ধর্ম্মজ্ঞানাদির সহিত কৃষ্ণ স্বধামে গমন করিলে, নষ্ট-চক্ষু কলিহতজনের হিতার্থ এই পুরাণার্কই এখন উদিত হইয়াছেন।

অনুভাষ্য

নিজনিত্যধাম, অপ্রকটলীলামিত্যর্থঃ) উপেতে (প্রাপ্তে সতি), ধর্ম্মঃ (সনাতনঃ) অধুনা কং শরণম্ (আশ্রয়ং) গতঃ (প্রাপ্তঃ,—কমাশ্রিত্য সনাতনো ধর্ম্মঃ তিষ্ঠতি, তৎ) ব্রূহি (কথয়)।

৩১৬। [যদ্ যুষ্মাভিঃ পৃষ্টং—'ধর্ম্মঃ কং শরণং গতঃ?' ইতি, তদিদমেব বুধ্যস্বেত্যাহ—] ধর্ম্মজ্ঞানাদিভিঃ (ষড়্ভিঃ ঐশ্বর্য্যৈঃ) সহ কৃষ্ণে স্বধাম উপগতে (প্রকটলীলাং সমাপ্য অপ্রকট-লীলাং প্রাপ্তে সতি) অধুনা (সম্প্রতি) কলৌ (কলিযুগে) নষ্টদৃশাং (সদ্ধর্ম্ম-বিষ্ণুভক্তিতত্ত্বজ্ঞানরহিতানাং হিতায়) এষঃ পুরাণার্কঃ (সূর্য্য ইব উদ্ধর্ম্মশার্ব্বরহরঃ শ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থঃ) উদিতঃ (আবির্ভূতঃ, প্রকটিতঃ ইত্যর্থঃ)।

৩১৯। বৈষ্ণবস্মৃতি—বৈষ্ণবের লৌকিক আচার-বিষয়ক ব্যবহার-শাস্ত্র 'শ্রীহরিভক্তিবিলাস'-গ্রন্থ।

৩২০। জাতি ত্রিবিধ—শৌক্র, সাবিত্র ও দৈক্ষ। যদিও শ্রীসনাতন পবিত্র কর্ণাট ব্রাহ্মণকুলে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তথাপি লৌকিক দৃষ্টিতে ম্লেচ্ছের দাস্যবৃত্তি—নীচজাতিত্বের নিদর্শনমাত্র। বর্ত্তমানকালে কেবল শৌক্রজন্মই 'জাতি' বলিয়া পরিচিত, বস্তুতঃ তাহা অনভিজ্ঞতার পরিচায়ক মাত্র।

৩২১। দিশা—প্রণালী।

৩২৪। পাঠান্তরে, 'সর্ব্বকারণ',—সকলের কারণস্বরূপ। গুরু-আশ্রয়ণ—আদি, ১ম পঃ ৩৫ সংখ্যা ও ৪৬ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৩২০। নীচজাতি—সনাতন কহিলেন, 'আমি ম্লেচ্ছ-সংসর্গে পতিত ব্রাহ্মণজাতি।'

অনুভাষ্য

শ্রীহরিভক্তিবিলাসের প্রথম-বিলাসে—*"আদৌ সকারণং লেখ্যং শ্রীগুর্ব্বাশ্রয়ণং ততঃ। গুরুশিষ্যপরীক্ষাদির্ভগবান্ মনবোঽস্য চ ॥ মন্ত্রাধিকারী সিদ্ধ্যাদিশোধনং মন্ত্রসংস্ক্রিয়া। দীক্ষা নিত্যং ব্রাহ্মকালে শুভোত্থানং পবিত্রতা ॥ প্রাতঃস্মৃত্যাদি কৃষ্ণস্য বাদ্যাদ্যৈশ্চ প্রবোধনম্। নির্ম্মাল্যোত্তারণাদ্যাদৌ মঙ্গলারাত্রিকং ততঃ ॥ মৈত্রাদিকৃত্যং শৌচাচমনং দন্তস্য ধাবনম্। স্নানং তান্ত্রিক-সন্ধ্যাদি দেবসদ্মাদি-সংস্ক্রিয়া ॥ তুলস্যাদ্যাহৃতির্গেহস্নান-মুষ্ণোদকাদিকম্। বস্ত্রং পীঠং চোর্দ্ধপুণ্ড্রং শ্রীগোপীচন্দনাদিকম্ ॥ চক্রাদিমুদ্রা মালা চ গৃহসন্ধ্যার্চ্চনং গুরোঃ। মাহাত্ম্যঞ্চাথ কৃষ্ণস্য দ্বারবেশ্মান্তরার্চ্চনম্ ॥ পূজার্থাসনমর্ঘ্যাদিস্থাপনং বিঘ্নবারণম্। শ্রীগুর্ব্বাদিনতির্ভূতশুদ্ধিঃ প্রাণবিশোধনম্ ॥ ন্যাসা মুদ্রাপঞ্চকঞ্চ কৃষ্ণধ্যানান্তরর্চ্চনে। পূজাপদানি শ্রীমূর্ত্তিশালগ্রামশিলাস্তথা ॥ দ্বারকোদ্ভবচক্রাণি শুদ্ধয়ঃ পীঠপূজনম্। আবাহনাদি তন্মুদ্রা আসনাদিসমর্পণম্ ॥ স্নপনং শঙ্খ-ঘণ্টাদিবাদ্যং নামসহস্রকম্। পুরাণপাঠো বসনমুপবীতং বিভূষণম্ ॥ গন্ধঃ শ্রীতুলসীকাষ্ঠচন্দনং কুসুমানি চ। পত্রাণি তুলসী চাঙ্গোপাঙ্গাবরণপূজনম্ ॥ ধূপো দীপশ্চ নৈবেদ্যং পানং হোমো বলিক্রিয়া। অবগণ্ডুষাদ্যাস্যবাসো দিব্যগন্ধাদিকং পুনঃ। রাজোপচারা গীতাদি মহানীরাজনং তথা ॥ শঙ্খাদিবাদনং সাম্বুশঙ্খনীরাজনং স্তুতিঃ। নতিঃ প্রদক্ষিণা কর্ম্মাদ্যর্পণং জপযাচনে। আগঃক্ষমাপণং নানাগাংসি নির্ম্মাল্যধারণম্ ॥

** শ্রীহরিভক্তিবিলাসে বর্ণিত বিষয়সমূহ ঃ—প্রথমে কারণসহিত শ্রীগুরুর আশ্রয়গ্রহণ, তদনন্তর গুরুলক্ষণ, শিষ্যলক্ষণ, গুরুশিষ্য-পরীক্ষাদি, ভগবন্মন্ত্র-মাহাত্ম্য, মন্ত্রের অধিকারী, সিদ্ধ্যাদি-শোধন, মন্ত্রের সংস্কার, দীক্ষা, নিত্য ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে শুভ উত্থান (অর্থাৎ কৃষ্ণকীর্ত্তন-সহকারে শয্যা*

গুরুলক্ষণ, শিষ্যলক্ষণ, দোঁহার পরীক্ষণ ।
সেব্য—ভগবান্, সর্ব্বমন্ত্র-বিচারণ ॥ ৩২৫ ॥

অনুভাষ্য

শঙ্খাম্বুতীর্থং তুলসীপূজা তন্মৃত্তিকাদি চ । ধাত্রী স্নান-নিষেধস্য কালো বৃত্তেরুপার্জ্জনম্ ॥ মধ্যাহ্নে বৈশ্ব-দেবাদিশ্রাদ্ধং চানর্প্য-মুচ্যতে । বিনার্চ্চামশনে দোষাস্তথানর্পিতভোজনে ॥ নৈবেদ্য-ভক্ষণং সন্তঃ সৎসঙ্গোঽসদসঙ্গতিঃ । অসদ্‌গতির্বৈষ্ণবোপহাস-নিন্দাদি-দুষ্ফলম্ ॥ সতাং ভক্তির্বিষ্ণুশাস্ত্রং শ্রীমদ্ভাগবতং তথা । লীলাকথা চ ভগবদ্ধর্ম্মাঃ সায়ং নিজ-ক্রিয়াঃ ॥ কর্ম্মপাতপরীহার-স্ত্রিকালার্চ্চা বিশেষতঃ । নক্তং কৃত্যান্যথো পূজা-ফলসিদ্ধ্যাদি-দর্শনম্ ॥ বিষ্ণুর্থদানং বিবিধোপচারা ন্যূনপূরণম্ । শয়নং মহিমা-র্চ্চায়াঃ শ্রীমন্নাম্নস্তথাদ্ভুতঃ । নামাপরাধা ভক্তিশ্চ প্রেমাথাশ্রয়-ণাদয়ঃ । পক্ষেষ্বেকাদশী সাঙ্গা শ্রীদ্বাদশ্যষ্টকং মহৎ ॥ কৃত্যানি মার্গশীর্ষাদি-মাসেষু দ্বাদশস্বপি । পুরশ্চরণকৃত্যানি মন্ত্রসিদ্ধস্য লক্ষণম্ ॥ মূর্ত্ত্যাবির্ভাবনং মূর্ত্তিপ্রতিষ্ঠা কৃষ্ণমন্দিরম্ । জীর্ণোদ্ধৃতিঃ শ্রীতুলসীবিবাহোঽনন্যকর্ম্ম চ ॥"

মন্ত্র-অধিকারী, মন্ত্র-সিদ্ধ্যাদি-শোধন ।
দীক্ষা, প্রাতঃস্মৃতি-কৃত্য, শৌচ, আচমন ॥ ৩২৬ ॥

অনুভাষ্য

৩২৫। গুরু-লক্ষণ,—(পাদ্মে)—"মহাভাগবতশ্রেষ্ঠো ব্রাহ্মণো বৈ গুরুর্নৃণাম্। সর্ব্বেষামেব লোকানামসৌ পূজ্যো যথা হরিঃ।। মহাকুলপ্রসূতোঽপি সর্ব্বযজ্ঞেষু দীক্ষিতঃ। সহস্রশাখা-ধ্যায়ী চ ন গুরুঃ স্যাদবৈষ্ণবঃ।।" ভাঃ ৭।১১।৩৫ শ্লোকোক্ত লক্ষণানুসারেই ব্রাহ্মণাদি 'বর্ণ' নির্দ্দিষ্ট হন। ঐ শ্লোকের শ্রীধর-স্বামি-পাদের টীকা,—"শমাদিভিরেব ব্রাহ্মণাদি-ব্যবহারো মুখ্যঃ, ন জাতি-মাত্রাদিত্যাহ—যস্যেতি। যদ্ যদি অন্যত্র বর্ণান্তরেঽপি দৃশ্যেত, তদ্বর্ণান্তরং তেনৈব লক্ষণনিমিত্তেনৈব বর্ণেন বিনির্দ্দিশেৎ, ন তু জাতিনিমিত্তেনেত্যর্থঃ।" মহাভারত-টীকায় নীলকণ্ঠ বলেন,—"শূদ্রোঽপি শমাদ্যুপেত্য ব্রাহ্মণ এব। ব্রাহ্মণোঽপি কামাদ্যুপেতঃ শূদ্র এব।'* ব্রাহ্মণ বলিয়া আপনাকে পরিচয় দিলেই বা অনভিজ্ঞগণের দ্বারা তাদৃশ পরিচয় লাভ করিলেই যে, কোন ব্যক্তি গুরুপদের যোগ্য 'ব্রাহ্মণ' বলিয়া বিবেচিত

হইতে উত্থান), নিত্য পবিত্রতা (অর্থাৎ হস্তপাদধৌত, দন্তধাবন এবং আচমনাদি-দ্বারা পবিত্র হওয়া), কৃষ্ণবিষয়ক প্রাতঃ স্মরণ-কীর্ত্তন-বিজ্ঞপ্তিপাঠ-প্রণামাদি, বাদ্যাদি-সহকারে প্রবোধন (ভগবান্‌কে জাগরণ), নির্ম্মাল্য-অপসারণ, তৎপশ্চাৎ মঙ্গলারাত্রিক, অনন্তর পুরীষত্যাগাদি কার্য্য, শৌচ, আচমন, দন্তধাবন, তান্ত্রিক সন্ধ্যাদি, দেবমন্দিরাদির সংস্কার, তুলসী প্রভৃতি আহরণ, নিজালয়ে স্নান, উষ্ণোদকাদিতে স্নান, বস্ত্র-পরিধান, আসন, উর্দ্ধপুণ্ড্র, শ্রীগোপীচন্দনাদি, চক্রাদি-মুদ্রা, মালিকা, গৃহসন্ধ্যা, গুরুপূজা ও গুরুমাহাত্ম্য, অতঃপর শ্রীকৃষ্ণের দ্বার ও গৃহমধ্যের পূজা, পূজার জন্য আসন, অর্ঘ্যপাত্রাদির স্থাপন, বিঘ্ননিরাকরণ, শ্রীগুর্ব্বাদি প্রণাম, ভূতশুদ্ধি, প্রাণায়াম, ন্যাস, মুদ্রাপঞ্চক, কৃষ্ণধ্যান, তদনন্তর অন্তর্যাগ, পূজার স্থান, শ্রীমূর্ত্তি ও শালগ্রাম-শিলার লক্ষণ, দ্বারকা-উদ্ভূত চক্রসমূহ, শ্রীমূর্ত্তি-ক্ষালনাদি শুদ্ধিসমূহ, পীঠ-পূজা, আবাহন-সংস্থাপন-সন্নিধাপন প্রভৃতি ও তত্তৎ মুদ্রা, আসনাদি-সমর্পণ, স্নপন, তৎকালে শঙ্খ-ঘণ্টাদি বাদ্য, সহস্রনাম, পুরাণপাঠ, বস্ত্র, উপবীত,অলঙ্কার, গন্ধ, তুলসীকাষ্ঠ-চন্দন, পুষ্প, বিল্বপত্রাদি, তুলসী, অঙ্গ-উপাঙ্গ-আবরণপূজা, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, পান, হোম, বলিক্রিয়া (বিষ্বক্‌সেনাদি ভক্তবৃন্দকে ভগবানের উচ্ছিষ্টাংশ প্রদান), গণ্ডূষনিমিত্ত জল, লবঙ্গ-তাম্বূলাদি মুখবাস, পুনর্ব্বার দিব্যগন্ধ দ্রব্যাদি, ছত্র-চামরাদি রাজোপকরণ, গীতাদি, মহানীরাজন, শঙ্খাদি বাদ্য, সজলশঙ্খদ্বারা নীরাজন, স্তুতি, প্রণাম, প্রদক্ষিণ, কর্ম্মাদি-অর্পণ, জপ, প্রার্থনা, অপরাধ-ক্ষমাপণ, নানাপ্রকার অপরাধ, নির্ম্মাল্যধারণ, ভগবন্নীরাজিত শঙ্খজল, তীর্থ (চরণোদক), তুলসীকাননে ভগবান্ ও তুলসীর পূজা, তুলসী-মৃত্তিকা-কাষ্ঠ প্রভৃতি, আমলকী-মাহাত্ম্য, স্নানের নিষেধকাল, জীবিকা-উপার্জ্জন, মধ্যাহ্নে বৈশ্যদেবতাদি-শ্রাদ্ধ, ভগবানে যে-সব দ্রব্য অর্পণযোগ্য নহে, ভগবৎ-পূজা ব্যতীত ভোজনে তথা অনিবেদিত বস্তুভোজনে দোষসমূহ, নৈবেদ্যভক্ষণ, ভগবদ্ভক্তগণ, সাধুসঙ্গ, অসাধুসঙ্গবর্জ্জন, অসদ্‌গণের গতি, বৈষ্ণবকে উপহাস-নিন্দাদির দুষ্ফল, সাধুগণের সম্মান, বিষ্ণুশাস্ত্র, শ্রীমদ্ভাগবত, ভগবল্লীলাকথার শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি, ভগবদ্ধর্ম্মসমূহ, সন্ধ্যা-উপাসনাদি নিজকৃত্য,বৈষ্ণবগণের কর্ম্মপাতের দোষনিরাকরণ-সিদ্ধান্ত, বিশেষতঃ কালত্রয়ে অর্চ্চনের বিধান-বিশেষ, রাত্রিকৃত্য (অর্থাৎ গীতবাদ্যাদিপূর্ব্বক ভগবানের শয়নোপচার-রচনা), পূজাফলের সিদ্ধি প্রভৃতি, পূজা বা শ্রীমূর্ত্তি-দর্শন, বিষ্ণুপ্রীতির জন্য দান, বিবিধ পূজোপচার, দ্রব্যের অভাবে পূজাসমাধান, নিজ শয়নের বিধি, শ্রীভগবৎপূজার তথা শ্রীনামের মহিমা, নামাপরাধসমূহ, ভক্তির মাহাত্ম্য, প্রেমসম্পত্তি-লক্ষণ, আশ্রয়ণ (শরণাগতি), পক্ষসমূহে অঙ্গসহ শ্রীএকাদশী-ব্রতোপবাস, অষ্ট মহাদ্বাদশী, অগ্রহায়ণাদি দ্বাদশ মাসে কৃত্যসমূহ, পুরশ্চরণ-কৃত্য, মন্ত্রসিদ্ধির লক্ষণ, শ্রীভগবন্মূর্ত্তির শিল্পাদিদ্বারা নিষ্পাদন, শ্রীমূর্ত্তি-প্রতিষ্ঠা, কৃষ্ণমন্দির, জীর্ণমন্দিরাদি-উদ্ধার, শ্রীতুলসীবিবাহ এবং একান্তি-ভক্তগণের কৃত্য।

** গুরুলক্ষণ—"মহাভাগবতশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণই সকল মনুষ্যের গুরু, তিনি সকল লোকের মধ্যে শ্রীহরি তুল্যই পূজনীয়। মহাকুলে উৎপন্ন হইলেও, সমস্ত যজ্ঞে দীক্ষিত হইলেও এবং সহস্রশাখা অধ্যয়ন করিলেও অবৈষ্ণব হইলে তিনি 'গুরু'-পদবাচ্য নহেন" (পদ্মপুরাণ)। "শমাদি গুণদ্বারাই ব্রাহ্মণাদি বর্ণ-ব্যবহার মুখ্য—কেবল জাতিদ্বারা নহে, ইহাই 'যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং' শ্লোকে বলা হইয়াছে। যদি অন্যত্র অর্থাৎ অন্য বর্ণেও শমাদি-গুণ দৃষ্ট হয়, তবে সেই বর্ণান্তর সেই বর্ণলক্ষণ-নিমিত্তদ্বারাই বিনির্দ্দেশ করিতে হইবে—কিন্তু জাতি-নিমিত্তদ্বারা নহে" (ভাঃ৭।১১।৩৫ শ্লোকের শ্রীধরস্বামি-কৃত টীকা)। শূদ্রকুলোদ্ভূত-ব্যক্তি শমাদি-গুণভূষিত হইলে তিনি নিশ্চয়ই 'ব্রাহ্মণ' এবং ব্রাহ্মণকুলোদ্ভূত-জন কামাদিবিশিষ্ট হইলে তিনি অবশ্যই 'শূদ্র' (মহাভারত-টীকায় শ্রীনীলকণ্ঠ)।*

অনুভাষ্য

হইবেন, এরূপ নহে। শ্রীঠাকুর নরোত্তম, শ্যামানন্দ প্রভৃতি সদ্‌ব্রাহ্মণ-গুরুগণ আপনারা প্রকৃতপ্রস্তাবে শুদ্ধ ব্রাহ্মণ ছিলেন বলিয়াই শ্রীগঙ্গা-নারায়ণ, রামকৃষ্ণাদি শৌক্র ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদিগকে গুরুপদের যোগ্য বিশুদ্ধ 'ব্রাহ্মণ' বলিয়া নিরূপণ করিয়াছিলেন। 'মহা-ভাগবত' বলিলে তাপ, পুণ্ড্র, বিষ্ণুদাস্যপর নাম, মন্ত্র ও উপাসনা-বিশিষ্ট পঞ্চসংস্কারসম্পন্ন, অর্চ্চন, মন্ত্রপঠন, যোগ, যাগ, বন্দন, নাম-সঙ্কীর্ত্তন, সেবা, চিহ্নদ্বারা গাত্রাঙ্কন, বৈষ্ণবারাধনসম্পন্ন,—এই নবেজ্যা কর্ম্মকারক এবং উপাস্য ভগবান্, তৎপরমপদ, তদ্দ্রব্য, তন্মন্ত্র ও জীবাত্মা—এই অর্থ-পঞ্চকজ্ঞ অর্থাৎ পঞ্চতত্ত্বার্থবিদ্ ব্রাহ্মণকেই জানিতে হইবে। "তাপাদি-পঞ্চসংস্কারী নবেজ্যা-কর্ম্মকারকঃ। অর্থপঞ্চকবিদ্ বিপ্রো মহাভাগবতঃ স্মৃতঃ।।" এইরূপ মহাভাগবতগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠতা লাভ করিয়া যিনি মানবগণের মধ্যে হরিতুল্য পূজনীয় হন, তিনি 'গুরু'-পদলাভের যোগ্য। আবার মহাকুলজন্মা, সর্ব্বযজ্ঞে দীক্ষিত ব্যক্তি এবং বেদের সহস্রশাখাধ্যয়নে পারঙ্গত ব্যক্তিও 'অবৈষ্ণব' হইলে কখনও 'গুরু' হইতে পারেন না। যেখানে বৈষ্ণবতা হইতে ব্রাহ্মণতা—'ভিন্ন' অর্থাৎ যেখানে ব্রাহ্মণ—বৈষ্ণবের আনুগত্য-বিহীন, সেখানে তাদৃশ ব্রাহ্মণের গুরুযোগ্য ব্রহ্মণ্য নাই ; আবার যেখানে বৈষ্ণবতা আছে, তথায় লৌকিকদৃষ্টিতে শৌক্র-বর্ণান্তর দৃষ্ট হইলেও যথার্থ শুদ্ধব্রাহ্মণতার অভাব নাই। আচার্য্যকৃত্য অধ্যাপন প্রভৃতি আচার অপর বর্ণের সম্ভাবনা না থাকায় গুরু-পদের যোগ্যতায় ব্রাহ্মণতা—স্বতঃসিদ্ধ। বৈষ্ণবমাত্রেই জগতের গুরু, সুতরাং তাঁহাদের ব্রাহ্মণাচার ও ব্রাহ্মণত্ব সর্ব্বদাই সঙ্গে সঙ্গে বর্ত্তমান। বাহিরে নিজ-দৈন্য জ্ঞাপন করিতে গিয়া অনেকে লৌকিক-দৃষ্টিযোগ্য ব্রাহ্মণাচার গ্রহণ করেন নাই, তাহাতে বৈষ্ণবের ব্রাহ্মণতার কোনদিনই অভাব হয় না।

শিষ্যলক্ষণ—"অমান্যমৎসরদক্ষো নির্ম্মমো দৃঢ়সৌহৃদঃ। অসত্বরোহর্থজিজ্ঞাসুরনসূয়ুরমোঘবাক্।।"* প্রাকৃত অভিমান-বশবর্ত্তী না হইয়া যিনি কামক্রোধলোভমোহমদ-মাৎসর্য্য পরিত্যাগ করিয়া অপ্রাকৃত ভগবত্তত্ত্ব-বিচার গ্রহণে নিপুণ এবং প্রাকৃত বস্তুতে 'আমি' ও 'আমার'-বুদ্ধিশূন্য এবং অপ্রাকৃত গুরুপাদ-পদ্মে অবিনাশী প্রণয়যুক্ত, ধৈর্য্যশীলতাক্রমে অচঞ্চল, পরমার্থ-জিজ্ঞাসাপর, গুণসমূহে দোষ দিতে যিনি প্রস্তুত নহেন এবং অন্যাভিলাষ-কর্ম্ম-জ্ঞানাদি-সম্বন্ধিনী বৃথা কথায় প্রমত্ত না হইয়া হরিকথায় স্থিরবুদ্ধি, তিনিই 'শিষ্য' হইবার যোগ্য।

দোঁহার পরীক্ষণ—যে অপ্রাকৃতবস্তু শিষ্যের আবশ্যক, তাহার ভিক্ষু অর্থাৎ প্রার্থী হইয়া যখন তিনি গুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করিতে গমন করেন, তখন সেই বস্তু কোন গুরুযোগ্যজনে আছে কিনা এবং কি পরিমাণে আছে, তাহা শিষ্যের একবর্ষকাল দেখা উচিত। শিষ্যের অপ্রাকৃত উপলব্ধির যোগ্যতা কিরূপ, তাহা গুরুও বিশেষরূপে দেখিবেন ; কেননা, বিষয়ী শিষ্যের সঙ্গক্রমে গুরু-ব্রুবের লঘুত্ব অবশ্যম্ভাবী। গুরুব্রুব যদি শিষ্যকে 'যোষা' বা 'ভোগ্য' বুদ্ধি করিয়া প্রাকৃত অর্থগ্রহণাদিদ্বারা তাহার সহিত অনিত্য প্রাকৃত স্বার্থমূলক সম্বন্ধ স্থাপন করেন, তাহা হইলে তিনি লৌকিক স্মার্ত্তগণের ন্যায় পরমার্থ হইতে চ্যুত হইবেন। এইরূপ গুর্ব্বভিমানী ব্যক্তিগণকে 'বঞ্চক' এবং শিষ্যগুলিকে 'বঞ্চিত' বলা হয়। ইহারা পরমার্থ-ধর্ম্ম হইতে বঞ্চিত হইয়া আপনাদিগকে আচার্য্য-সম্প্রদায়াশ্রিত গোস্বামিমতে স্থিত বলিয়া অভিমান করিলেও উহারা প্রাকৃত বাউল ও সহজিয়া-দলেরই শাখাবিশেষে পরিণত।

সেব্য ভগবান্—ভগবান্ বিষ্ণুই একমাত্র সেব্য ; বিষ্ণু-ব্যতীত অন্য কোন দেবতার উপাসনার আবশ্যকতা নাই। "বাসুদেবং পরিত্যজ্য যোহন্যদেবমুপাসতে। স্বমাতরং পরিত্যজ্য শ্বপচীং বন্দতে হি সঃ।।" "যেঽপন্যদেবতাভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ। তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্।।" "যস্তু নারায়ণং দেবং ব্রহ্মরুদ্রাদিদৈবতৈঃ। সমত্বেনৈব বীক্ষেত স পাষণ্ডী ভবেদ্-ধ্রুবম্।" বিশুদ্ধসত্ত্বগুণে অধিষ্ঠিত হইলে নির্গুণ জীব মুক্ত হইয়াও ভগবানের উপাসনা করেন। সত্ত্বগুণে রজোগুণ সংযুক্ত হইলে জীব 'সূর্য্যে'র, সত্ত্বগণে তমোগুণ মিলিত হইলে 'গণপতি'র, রজোগুণে তমোগুণ মিলিত হইলে জীব 'মায়াশক্তি'র, শুধু তমোগুণে উপাসনা করিলে 'শিবে'র এবং রজোগুণ প্রবল হইলে জীব পঞ্চ-উপাস্যের সকলগুলিকেই ভজন করেন। প্রকৃতপ্রস্তাবে গুণের হস্ত হইতে মুক্ত হইলে ভগবান্ বিষ্ণুই যে একমাত্র নিত্য-সেব্য, তাহা বুঝিতে পারেন।

সর্ব্বমন্ত্রবিচারণ—দ্বাদশাক্ষর, অষ্টদশাক্ষর, নারসিংহ, রাম, গোপাল প্রভৃতি মন্ত্রের শক্তিতারতম্য-বিচার। ✦

৩২৬। মন্ত্র-অধিকারী—"তান্ত্রিকেষু চ মন্ত্রেষু দীক্ষায়াং যোষিতামপি। সাধ্বীনামধিকারোঽস্তি শূদ্রাদীনাঞ্চ সদ্ধিয়াম্।।" পাঞ্চরাত্রিকী মন্ত্র-দীক্ষায় সাধ্বী স্ত্রী ও সদ্বুদ্ধিবিশিষ্ট পুরুষগণের ন্যায় স্ত্রী ও শূদ্রগণেরও অধিকার আছে। বৈদিকী-দীক্ষায় স্বাধ্যায়-নিরত ব্রাহ্মণেরই অধিকার এবং অযোগ্য শূদ্র বা স্ত্রীগণের বৈদিকী-দীক্ষায় অধিকার নাই। যোগ্যতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিরই ভাগবত-

** শিষ্যলক্ষণ—শিষ্য অমানী, মাৎসর্য্যরহিত, অলসতাশূন্য, স্ত্রীপুত্রাদিতে মমতাহীন, গুরু-বৈষ্ণবে সৌহার্দ্যযুক্ত, শান্ত, তত্ত্বজিজ্ঞাসু, অসূয়া-রহিত ও বৃথাবাক্যশূন্য হইবেন। (ভাঃ ১১।১০।৬)।*

✦ সর্ব্বমন্ত্রবিচারণ—শ্রীহরিভক্তিবিলাসে ১ম বিলাস ১২১-১৯৩ দ্রষ্টব্য।

অনুভাষ্য

বৈদিক অধিকার এবং যোগ্যতাপ্রাপ্ত্যাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিরই পাঞ্চরাত্রিক তান্ত্রিকাধিকার,—উভয় মার্গেরই ফল 'এক'।

সিদ্ধ্যাদি—"সিদ্ধ-সাধ্য-সুসিদ্ধারি ক্রমাজ্‌জ্ঞেয়া বিচক্ষণৈঃ।" (১) সিদ্ধ, (২) সাধ্য, (৩) সুসিদ্ধ, (৪) অরি—(১) সিদ্ধ-সিদ্ধ, (২) সিদ্ধ-সাধ্য, (৩) সিদ্ধ-সুসিদ্ধ, (৪) সিদ্ধঅরি ; (৫) সাধ্য-সিদ্ধ, (৬) সাধ্য-সাধ্য, (৭) সাধ্য-সুসিদ্ধ, (৮) সাধ্য-অরি ; (৯) সুসিদ্ধ-সিদ্ধ, (১০) সুসিদ্ধ-সাধ্য, (১১) সুসিদ্ধ-সুসিদ্ধ, (১২) সুসিদ্ধ-অরি ; (১৩) অরিসিদ্ধ, (১৪) অরি-সাধ্য, (১৫) অরি-সুসিদ্ধ, (১৬) অরি-অরি। অষ্টাদশাক্ষরমন্ত্রে সিদ্ধ্যাদি প্রাকৃত-বিচার নাই। "ন চাত্র শাত্রবা দোষা নর্ণস্বাদিবিচারণা। ঋক্ষরাশি-বিচারো বা ন কর্ত্তব্যো মনৌ প্রিয়ে।। নাত্র চিন্ত্যোঽহরিশুদ্ধ্যাদির্নারি-মিত্রাদিলক্ষণম্। সিদ্ধ-সাধ্যসুসিদ্ধারিরূপা নাত্র বিচারণা।।" *

শোধন—"জননং জীবনঞ্চেতি তাড়নং রোধনং তথা। অথাভিষেকো বিমলীকরণাপ্যায়নে পুনঃ।। তর্পণং দীপনং গুপ্তি-র্দশৈতা মন্ত্রসংস্ক্রিয়াঃ। ** বলিত্বাৎ কৃষ্ণমন্ত্রাণাং সংস্কারাপেক্ষণং ন হি।।" ✚

দীক্ষা—মধ্য, ১৫শ পঃ ১০৮ সংখ্যা দ্রষ্টব্য। পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষায় দীক্ষিতব্যক্তি 'ব্রাহ্মণতা' লাভ করেন, "যথা কাঞ্চনতাং যাতি কাংস্যং রসবিধানতঃ। তথা দীক্ষাবিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাম্।।" দীক্ষাকাল,—(তত্ত্বসাগরে)—'দুর্ল্লভে সদ্‌গুরূণাঞ্চ সকৃৎসঙ্গ উপস্থিতে। তদনুজ্ঞা যদা লব্ধা স দীক্ষাবসরো মহান্।। গ্রামে বা যদি বারণ্যে ক্ষেত্রে বা দিবসে নিশি। আগচ্ছতি গুরুর্দৈবাদ্ যথা দীক্ষা তদাজ্ঞয়া।। যদৈবেচ্ছা তদা দীক্ষা গুরোরাজ্ঞানুরূপতঃ। ন তীর্থং ন ব্রতং হোমো ন স্নানং ন জপক্রিয়া। দীক্ষায়াঃ করণং কিন্তু স্বেচ্ছাপ্রাপ্তে তু সদ্‌গুরৌ।।" ●

প্রাতঃস্মৃতি—'ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে উত্থায় কৃষ্ণ কৃষ্ণেতি কীর্ত্তয়ন্। ** স্তুত্বা চ কীর্ত্তয়ন্ কৃষ্ণং স্মরংশ্চৈতদুদীরয়েৎ।।—"জয়তি জননিবাসঃ"—ইত্যাদি (ভাঃ১০।৯০।৪৮)। 'স্মৃতে সকলকল্যাণ-ভাজনং যত্র জায়তে। পুরুষং তমজং নিত্যং ব্রজামি শরণং হরিম্।।' "উদ্‌গায়তীনামরবিন্দলোচনম্" ইত্যাদি (ভাঃ ১০।৪৬।৪৬)। "স্মর্ত্তব্য সততং বিষ্ণুর্বিস্মর্ত্তব্যো ন জাতুচিৎ। সর্ব্বে বিধি-নিষেধাঃ স্যুরেতয়োরেব কিঙ্করাঃ।।"*—(পাদ্মে বৃহৎসহস্রনাম-স্তোত্রে)।

প্রাতঃকৃত্য—মৈত্রাদিকৃত্য,—"ততঃ কল্যে সমুত্থায় কুর্য্যান্মৈত্রং নরেশ্বর। ** দূরাদাবসথান্মূত্রং পুরীষঞ্চ সমুৎসৃজেৎ।।"✤

শৌচ—"গুহ্যে দদ্যান্মৃদং চৈকাং পায়ৌ পঞ্চাম্বু সান্তরাঃ। দশ বামকরে চাপি সপ্তপাণিদ্বয়ে মৃদঃ।। একৈকাং পদয়োর্দদ্যাৎ তিস্রঃ পাণ্যোর্ম্মৃদঃ স্মৃতাঃ। ইত্থং শৌচং গৃহী কুর্য্যাদ্-গন্ধ-লেপক্ষয়াবধি।।" ✦

আচমন—'অচ্ছেনাগন্ধফেনেন জলেনাবুদ্বুদেন চ। আচামেত মৃদং ভূয়স্তথা দদ্যাৎ সমাহিতঃ।। নিষ্পাদিতাঙ্ঘ্রিশৌচস্তু পাদাবভ্যুক্ষ্য বৈ পুনঃ। ত্রি পিবেৎ সলিলং তেন তথা দ্বিঃ পরিমার্জ্জয়েৎ।।" ⁂

** প্রিয়ে! অষ্টাদশাক্ষর গোপাল-মন্ত্রে সিদ্ধাদি-শোধন-বর্ণিত অরিজনিত দোষসকল নাই, ঋণ-ধন-বিচারের আবশ্যকতা নাই, নক্ষত্র-রাশিরও বিচার কর্ত্তব্য নহে (ত্রৈলোক্যসম্মোহনতন্ত্রে শ্রীশিববাক্য)। শ্রীকৃষ্ণমন্ত্রে অরিশুদ্ধি প্রভৃতির চিন্তা নাই, অরি-মিত্রাদি-লক্ষণ দেখিবার প্রয়োজন নাই—ইহাতে সিদ্ধ, সাধ্য, সুসিদ্ধ ও অরিবিচার আবশ্যক নহে। (বৃহদ্‌গৌতমীয় তন্ত্র)*

*✚ মন্ত্রশোধন—জনন, জীবন, তাড়ন, রোধন, অভিষেক, বিমলীকরণ, আপ্যায়ন, তর্পণ, দীপন ও গোপন—এই দশবিধ মন্ত্রসংস্কার। ** কৃষ্ণমন্ত্রসমূহ বলবান্ বলিয়া উক্ত দশবিধ সংস্কারের অপেক্ষা করেন না।*

● দীক্ষা—রসবিধানের দ্বারা যেমন কাংস্য-ধাতু স্বর্ণত্ব প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ দীক্ষাবিধানদ্বারা নরগণের দ্বিজত্ব উৎপন্ন হয়। দীক্ষাকাল—সদ্‌গুরুর দুর্ল্লভ সঙ্গ একবার মাত্র উপস্থিত হইলে, যখনই তাঁহার অনুজ্ঞা লাভ হয়, তখনই দীক্ষার প্রশস্তকাল। গ্রামে, অরণ্যে বা ক্ষেত্রে, দিবসে বা রাত্রিতে গুরুদেব যখন দৈবাৎ আগমন করেন তখনই তাঁহার আজ্ঞায় দীক্ষা গ্রহণীয়। যখন গুরুর ইচ্ছা হইবে, তখন তাঁহার আজ্ঞানুসারে দীক্ষা হইতে পারে। সদ্‌গুরু নিজ ইচ্ছাযুক্ত হইলে কিন্তু তীর্থ, ব্রত, হোম, স্নান, জপক্রিয়া কিছুই দীক্ষার কারণ হয় না।

** প্রাতঃস্মৃতি—ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে 'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' নাম কীর্ত্তন করিতে করিতে গাত্রোত্থান করিয়া ** গুরুপাদপদ্ম ধ্যান ও স্তব করত কৃষ্ণকীর্ত্তন ও স্মরণপূর্ব্বক এই শ্লোক পাঠ করিবে—'জয়তি জননিবাসঃ' (ভাঃ ১০।৯০।৪৮) ইত্যাদি। 'যাঁহাকে স্মরণ করিলে সকলপ্রকার কল্যাণভাজন হওয়া যায়, সেই অজ সনাতন পুরুষ শ্রীহরির শরণ গ্রহণ করি।' 'শ্রীবিষ্ণুকে সর্ব্বদা স্মরণ করিতে হইবে—কখনও বিস্মরণ করা যাইবে না ; সমস্ত 'বিধি' ও 'নিষেধ' এই দুইটী কথার অনুগত।'*

✤ প্রাতঃকৃত্য—অতঃপর হে রাজন্! উষাকালে গাত্রোত্থান করিয়া গৃহ হইতে দূরে গিয়া মূত্র-পুরীষ পরিত্যাগ করিবে।

✦ শৌচ—শিশ্নে একবার, মলদ্বারে পাঁচবার, বামহস্তে দশবার, দুইহস্তে সপ্তবার, দুইপদে একবার এবং পুনরায় দুইহস্তে তিনবার, এইরূপে মধ্যে মধ্যে জলসহিত মৃত্তিকা দিতে হইবে। যে-পর্য্যন্ত গন্ধলেশ দূরীভূত না হয়, সে-পর্য্যন্ত গৃহস্থ ব্যক্তি এই শৌচ করিবেন। (গৃহস্থের অপেক্ষা ব্রহ্মচারী দ্বিগুণ, বানপ্রস্থ তিনগুণ ও ভিক্ষু চতুর্গুণ শৌচাচরণ করিবেন।

⁂ আচমন—স্বচ্ছ, গন্ধরহিত, ফেনহীন, বুদ্বুদশূন্য জলদ্বারা আচমন করিতে হইবে। পুনর্ব্বার সাবধান হইয়া চরণে মৃত্তিকা দিতে হইবে। পাদশৌচ সমাপনান্তে পুনর্ব্বার পদদ্বয় প্রক্ষালন করিয়া তিনবার জলপান (আচমন) করিতে হইবে এবং ঐ জলদ্বারাই দুইবার মুখ ধৌত করিতে হইবে।

দন্তধাবন, স্নান, সন্ধ্যাদি-বন্দন ।
গুরুসেবা, ঊর্দ্ধপুণ্ড্রচক্রাদি-ধারণ ॥ ৩২৭ ॥

অনুভাষ্য

৩২৭। দন্তধাবন—"অথো মুখবিশুদ্ধ্যর্থং গৃহ্নীয়াৎ দন্তধাবনম্। আচান্তোঽপ্যশুচির্যস্মাদকৃত্বা দন্তধাবনম্।। দন্তকাষ্ঠমখাদিত্বা যস্তু মামুপসর্পতি। সর্ব্বকালকৃতং কর্ম্ম তেন চৈকেন নশ্যতি।।" ✱

স্নান—"প্রাতর্মধ্যাহ্নয়োঃ স্নানং বানপ্রস্থগৃহস্থয়োঃ। যতেস্ত্রিসবনং স্নানং সকৃত্তু ব্রহ্মচারিণঃ।। সর্ব্বে চাপি সকৃৎ কুর্য্যুরশক্তৌ চোদকং বিনা।।" ✤

সন্ধ্যাবন্দন—সন্ধ্যা দ্বিবিধা—বৈদিকী ও তান্ত্রিকী। বৈদিকী সন্ধ্যা—"ধ্যাত্বার্কমণ্ডলগতাং সাবিত্রীং তাং জপেদ্বুধঃ। প্রাঙ্মুখঃ সততং বিপ্রঃ সন্ধ্যোপাসনমাচরেৎ।। বিহায় সন্ধ্যা-প্রণতিং স যাতি নরকাযুতম্।।" ● 'ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম্" ইত্যাচমনম্। প্রোক্ষণানন্তরং সন্ধ্যামুপাসয়েৎ। গায়ত্রীং দশধা জপ্ত্বা আপোমার্জ্জনম্—'ওঁ শন্ন আপো ধন্বন্যাঃ শমনঃ সন্তু নূপ্যাঃ শন্নঃ সমুদ্রিয়া আপঃ শমনঃ সন্তু কূপ্যাঃ। ওঁ দ্রুপদাদিব মুমুচানঃ স্বিন্নঃ স্নাতো মলাদিব। পূতং পবিত্রেণেবাজ্যমাপঃ শুদ্ধন্তু মৈনসঃ। ওঁ আপো হিষ্ঠাময়ো ভুবস্তা ন উর্জ্জে দধাতন। মহে রণায় চক্ষসে। ওঁ যো বঃ শিবতমোরসস্তস্য ভাজয়তেহ নঃ। উশতীরিব মাতরঃ। ওঁ তস্মা অরঙ্গামাম বো যস্য ক্ষয়ায় জিন্বথ। আপো জনয়থা চ নঃ। ওঁ ঋতঞ্চ সত্যঞ্চাভীদ্ধাৎ তপসোঽধ্যজায়ত। ততো রাত্র্যজায়ত ততঃ সমুদ্রোঽর্ণবঃ। সমুদ্রাদর্ণবাদধিসংবৎসরোঽজায়ত। অহোরাত্রাণি বিদধদ্বিশ্বস্য মিষতো বশী সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথা পূর্ব্বমকল্পয়ৎ। দিবঞ্চ পৃথিবীঞ্চান্তররীক্ষমথো স্বঃ।"

গোপীচন্দন-মালা-ধৃতি, তুলসী-আহরণ ।
বস্ত্র-পীঠ-গৃহ-সংস্কার, কৃষ্ণ-প্রবোধন ॥ ৩২৮ ॥

অনুভাষ্য

তান্ত্রিকী সন্ধ্যা—"মূলমন্ত্রমথোচ্চার্য্য ধ্যায়ন্ কৃষ্ণাঙ্ঘ্রিপঙ্কজে। শ্রীকৃষ্ণং তর্পয়ামীতি ত্রিঃ সম্যক্ তর্পয়েৎ কৃতী।। ধ্যানোদ্দিষ্টস্বরূপায় সূর্য্যমণ্ডলবর্ত্তিনে। কৃষ্ণায় কামগায়ত্র্যা দদ্যাদর্ঘ্যমনন্তরম্।।" ✱

গুরুসেবা—"প্রথমন্তু গুরুং পূজ্য ততশ্চৈব মমার্চ্চনম্। কুর্ব্বন্ সিদ্ধিমবাপ্নোতি হ্যন্যথা নিষ্ফলং ভবেৎ।। গুরৌ সন্নিহিতে যস্তু পূজয়েদন্যমগ্রতঃ। স দুর্গতিমবাপ্নোতি পূজনং তস্য নিষ্ফলম্।। নাহমিজ্যাপ্রজাতিভ্যাং তপসোপশমেন চ। তুষ্যেয়ং সর্ব্বভূতাত্মা গুরুশুশ্রূষয়া যথা।। গুরুশুশ্রূষণং নাম সর্ব্বধর্ম্মোত্তমোত্তমম্। তস্মাদ্ধর্ম্মাৎ পরো ধর্ম্মঃ পবিত্রং নৈব বিদ্যতে।।" ⁂

ঊর্দ্ধপুণ্ড্রধারণ—"মদ্ভক্তো ধারয়েন্নিত্যমূর্দ্ধপুণ্ড্রং ভয়াপহম্। ✱✱ যচ্ছরীরং মনুষ্যাণামূর্দ্ধপুণ্ড্রং বিনা কৃতম্। দ্রষ্টব্যং নৈব তত্তাবৎ শ্মশানসদৃশং ভবেৎ।। বৈষ্ণবানাং ব্রাহ্মণানাং ঊর্দ্ধপুণ্ড্রং বিধীয়তে। ✱✱ নাসাদিকেশপর্য্যন্তমূর্দ্ধপুণ্ড্রং সুশোভনম্। মধ্যে ছিদ্রসমাযুক্তং তদ্বিদ্যাদ্ধরিমন্দিরম্।। মধ্যে বিষ্ণুং বিজানীয়াৎ তস্মান্মধ্যং ন লেপয়েৎ।।" ✪ মধ্য ২০পঃ ২০২ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

চক্রাদি (মুদ্রা)-ধারণ—"চক্রঞ্চ দক্ষিণে বাহৌ শঙ্খং বামেঽপি দক্ষিণে। গদাং বামে গদাধস্তাৎ পুনশ্চক্রঞ্চ ধারয়েৎ।। শঙ্খোপরি তথা পদ্মং পুনঃ পদ্মঞ্চ দক্ষিণে। খড়্গং বক্ষসি চাপঞ্চ সশরং শীর্ষ্ণি ধারয়েৎ।।ইতি পঞ্চায়ুধান্যাদৌ ধারয়েদ্বৈষ্ণবো জনঃ। শ্রীগোপীচন্দনেনৈবং চক্রাদীনি বুধোঽন্বহম্। ধারয়েচ্ছয়নাদৌ তু তপ্তানি

✱ *দন্তধাবন—অতঃপর মুখশোধনের জন্য দন্তকাষ্ঠ গ্রহণ করিবে, যেহেতু দন্তধাবন না করিয়া আচমন করিলেও মানব অশুচি থাকে। দন্তকাষ্ঠ চর্ব্বণ না করিয়া যে-ব্যক্তি আমাকে আরাধনা করে, সে ঐ এক কর্ম্মদ্বারাই সর্ব্বকালকৃত কর্ম্ম ধ্বংস করে।*

✤ *স্নান—বানপ্রস্থ ও গৃহস্থের প্রাতঃকালে ও মধ্যাহ্নসময়ে স্নান, যতির ত্রি-সন্ধ্যায় স্নান এবং ব্রহ্মচারীর একবার মাত্র স্নান কর্ত্তব্য। অসমর্থ হইলে সকলের পক্ষে একবার মাত্র স্নান করিতে হইবে এবং তাহাতেও অসমর্থ হইলে জল ব্যতীত মন্ত্রস্নানাদি করণীয়।*

● *সন্ধ্যাবন্দনা—পণ্ডিতব্যক্তি সূর্য্যমণ্ডলবর্ত্তিনী গায়ত্রীকে ধ্যান করিয়া তাঁহার জপ করিবেন ; ব্রাহ্মণ সর্ব্বদা পূর্ব্বমুখ হইয়া সন্ধ্যা-উপাসনা করিবেন। সন্ধ্যাবন্দনা বর্জ্জন করিয়া তিনি অযুত সংখ্যক নরকে গমন করেন।*

✱ *তান্ত্রিকীসন্ধ্যা—অতঃপর কৃতীব্যক্তি মূলমন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম ধ্যান করত 'শ্রীকৃষ্ণের তর্পণ করিতেছি'—এই বলিয়া বারত্রয় সম্যক্‌রূপে তর্পণ করিবেন। তৎপরে ধ্যানে যে-স্বরূপ উদ্দিষ্ট হইয়াছেন, সূর্য্যমণ্ডলস্থ সেই শ্রীকৃষ্ণকে কামগায়ত্রী উচ্চারণ করত অর্ঘ্য প্রদান করিবেন।*

⁂ *গুরুসেবা—প্রথমে গুরুদেবের পূজা করিয়া তৎপরে আমার পূজা করিলে সিদ্ধি লাভ হয়, অন্যথা তাহা নিষ্ফল হয়। শ্রীগুরুদেব নিকটে থাকিতে যে ব্যক্তি তাঁহার অগ্রে অন্যের পূজা করে, তাহার দুর্গতি ঘটে এবং তাহার পূজাও নিষ্ফল হয়। সর্ব্বভূতাত্মা আমি গুরুসেবাদ্বারা যেরূপ সন্তুষ্ট হই,—ইজ্যা, প্রজাতি, তপস্যা এবং উপশমদ্বারাও তথা গার্হস্থ্য, ব্রহ্মচর্য্য, বানপ্রস্থ ও যতিধর্ম্মদ্বারাও তদ্রূপ তুষ্ট হই না। গুরুসেবাই সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম ধর্ম্ম, ঐ ধর্ম্ম হইতে উত্তম অথবা পবিত্র ধর্ম্ম আর নাই।*

✪ *ঊর্দ্ধপুণ্ড্রধারণ—আমার ভক্ত ভয়নাশন ঊর্দ্ধপুণ্ড্র নিত্য ধারণ করিবেন। মানবগণের যে-দেহ ঊর্দ্ধপুণ্ড্র-শূন্য, তাহা শ্মশান-তুল্য বলিয়া দর্শনযোগ্য নহে। বৈষ্ণবগণ ও ব্রাহ্মণগণের ঊর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণ অবশ্য কর্ত্তব্য। নাসিকা হইতে কেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত, সুশোভন ও মধ্যে ছিদ্রসংযুক্ত ঊর্দ্ধপুণ্ড্র হরিমন্দির বলিয়া জানিতে হইবে। ঊর্দ্ধপুণ্ড্রের মধ্যে শ্রীহরি অধিষ্ঠিত থাকেন, সেহেতু মধ্যভাগে লেপন করিবে না।*

অনুভাষ্য

কিল তানি হি।। শঙ্খচক্রোর্দ্ধপুণ্ড্রাদি-রহিতং ব্রাহ্মণাধমম্। গর্দ্দভস্তু সমারোপ্যং রাজা রাষ্ট্রাৎ প্রবাসয়েৎ।।" ⁕

৩২৮। গোপীচন্দনধারণ—"যস্যান্তকালে খগ গোপীচন্দনং বাহ্বোর্ললাটে হৃদি মস্তকে চ। প্রযাতি লোকং কমলালয়ং প্রভোর্গোবালঘাতী যদি ব্রহ্মহা ভবেৎ।।" "দূতাঃ শৃণুত যদ্ভালং গোপীচন্দনলাঞ্ছিতম্। জ্বলাদিন্ধনবৎ সোঽপি ত্যাজ্যো দূরে প্রযত্নতঃ।।" ✱

মালাধারণ—"ততঃ কৃষ্ণার্পিতা মালা ধারয়েত্তুলসীদলৈঃ। পদ্মাক্ষৈস্তুলসীকাষ্ঠৈঃ ফলৈর্ধাত্র্যাশ্চ নির্ম্মিতাঃ। ধারয়েত্তুলসী-কাষ্ঠ-ভূষণানি চ বৈষ্ণবঃ।।" পদ্মাক্ষ-শব্দে পদ্মবীজের মালা। অক্ষশব্দে ভ্রমক্রমে কেহ যেন হাড়ের মালা বা 'রুদ্রাক্ষ' বলিয়া মনে না করেন। "ধারয়ন্তি ন যে মালাং হৈতুকাঃ পাপবুদ্ধয়ঃ। নরকান্ন নিবর্ত্তন্তে দগ্ধাঃ কোপাগ্নিনা হরেঃ।।" "যে কণ্ঠলগ্নতুলসী-নলিনাক্ষমালা যে বা ললাট-পটলে লসদূর্দ্ধপুণ্ড্রাঃ। যে বাহুমূল-পরিচিহ্নিত-শঙ্খচক্রাস্তে বৈষ্ণবা ভুবনমাশু পবিত্রয়ন্তি।।" ✰

তুলসী-আহরণ—"প্রণম্যাথ মহাবিষ্ণুং প্রার্থ্যানুজ্ঞাস্তু বৈষ্ণবঃ। সমাহরেৎ শ্রীতুলসীং পুষ্পাদিঞ্চ তথোদিতম্।। অস্নাত্বা তুলসীং ছিত্ত্বা যঃ পূজাং কুরুতে নরঃ। সোঽপরাধী ভবেৎ সত্যং তৎ সর্ব্বং নিষ্ফলং ভবেৎ।।" আহরণ-মন্ত্র—"তুলস্যমৃতজন্মাসি সদা ত্বং কেশবপ্রিয়া। কেশবার্থে বিচিনোমি বরদা ভব শোভনে।।" "ইত্যুক্ত্বা তুলসীং নত্বা ছিন্দ্যাৎ দক্ষিণপাণিনা। (চয়ন-নিষেধকাল) ন ছিন্দ্যাৎ তুলসীং বিপ্রা দ্বাদশ্যাং বৈষ্ণবঃ ক্বচিৎ।।" ⁕

বস্ত্র-সংস্কার—"তান্তবং মলিনং পূর্ব্বমদ্ভিঃ ক্ষারৈশ্চ শোধয়েৎ। অংশুভিঃ শোষয়িত্বা বা বায়ুনা বা সমাহরেৎ।। ঊর্ণপট্টাংশুক-ক্ষৌমদুকূলাবিকচর্ম্মণাম্।। অল্পাশৌচে ভবেচ্ছুদ্ধিঃ শোষণ-প্রোক্ষণাদিভিঃ।। কুসুম্ভকুঙ্কুমারক্তাস্তথা লাক্ষারসেন চ। প্রক্ষ্যা-লনেন শুদ্ধ্যন্তি চণ্ডালস্পর্শনে তথা।।" ✚

পীঠ-সংস্কার—'পাদপীঠঞ্চ কৃষ্ণস্য বিল্বপত্রেণ ঘর্ষয়েৎ। উষ্ণাম্বুনা চ প্রক্ষাল্য সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে।।' ✱

গৃহ-সংস্কার—"মন্দিরং মার্জ্জয়েদ্বিষ্ণোর্বিধায়াচমনাদিকম্। কৃষ্ণং পশ্যন্ কীর্ত্তয়ংশ্চ দাস্যেনাত্মানমর্পয়েৎ।। শুদ্ধং গোময়মাদায় ততো মৃৎস্নাং জলং তথা। ভক্ত্যা তৎপরিতো লিম্পেদভ্যুক্ষেচ্চ তদঙ্গনম্।।" "স বৈ মনঃ কৃষ্ণ-পদারবিন্দয়োর্ব্বচাংসি বৈকুণ্ঠ-গুণানুবর্ণনে। করৌ হরের্মন্দিরমার্জ্জনাদিষু শ্রুতিং চকারাচ্যুত-সৎকথোদয়ে।।" "সম্মার্জ্জনোপলেপাভ্যাং সেকমণ্ডলবর্ত্তনৈঃ গৃহশুশ্রূষণং মহ্যং দাসবদ্‌যদমায়য়া।।" ★

কৃষ্ণপ্রবোধন—"ততো দেবালয়ে গত্বা ঘণ্টাদ্যুদ্‌ঘোষ-পূর্ব্বকম্। প্রবোধ্য স্তুতিভিঃ কৃষ্ণং নীরাজ্য প্রার্থয়েদিদম্।।—

⁕ *চক্রাদি-ধারণ—দক্ষিণ বাহুতে চক্র, বাম ও দক্ষিণ উভয় বাহুতে শঙ্খ, বাম বাহুতে গদা এবং গদার নিম্নে পুনরায় চক্র ধারণ করিবেন। শঙ্খের উপরে উভয় বাহুতে পদ্ম, বক্ষঃস্থলে খড়্গ এবং মস্তকে শরসহ ধনু ধারণ করিবেন। এই পাঁচপ্রকার আয়ুধ বৈষ্ণবজন সর্ব্বাগ্রে ধারণ করিবেন। পণ্ডিতব্যক্তি প্রত্যহ গোপীচন্দনদ্বারা চক্রাদি চিহ্নসমূহ রচনা করিবেন এবং শয়নদ্বাদশী ও উত্থানাদি দ্বাদশীতে ঐ সকল মুদ্রা তপ্ত করিয়া ধারণ করিবেন। শঙ্খ, চক্র ও ঊর্দ্ধপুণ্ড্রাদি-রহিত ব্রাহ্মণাধমকে রাজা গর্দ্দভোপরি আরোহণ করাইয়া রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত করিবেন।*

✱ *গোপীচন্দনধারণ—হে গরুড়! মরণকালে যাঁহার বাহুদ্বয়ে, ললাটে, বক্ষঃস্থলে ও শিরোদেশে গোপীচন্দন থাকে, তিনি গোঘাতী, শিশুঘাতী কিংবা ব্রহ্মঘাতী হইলেও কমলালয়া শ্রীবিষ্ণুধামে গমন করেন। (গরুড়পুরাণ)। হে যমদূতগণ! আমার বাক্য শ্রবণ কর, যাঁহার ললাটফলক গোপীচন্দনে অঙ্কিত, জ্বলন্ত অঙ্গারবৎ যত্নসহকারে তাঁহাকে দূরে বর্জ্জন করিবে।*

✰ *মালাধারণ—অনন্তর তুলসীপত্র, পদ্মবীজ, তুলসীকাষ্ঠ ও আমলকী ফলদ্বারা নির্ম্মিত মালা শ্রীকৃষ্ণকে অর্পণ করিয়া ধারণ করিবে। বৈষ্ণবগণ তুলসীকাষ্ঠের ভূষণ ধারণ করিবেন। যে-সমস্ত হেতুবাদপরায়ণ পাপমতি মানব মালা ধারণ না করে, তাহারা হরির কোপানলে দগ্ধীভূত হয় এবং নরক হইতে ফিরিয়া আসে না। যাঁহাদের কণ্ঠে তুলসীমালা বা পদ্মবীজমালা বর্ত্তমান, ললাটদেশে ঊর্দ্ধপুণ্ড্র শোভমান, বাহুমূলে শঙ্খ-চক্রাদি চিহ্ন বিরাজমান, সেই বৈষ্ণবগণ শীঘ্রই জগৎ পবিত্র করিয়া থাকেন।*

⁕ *তুলসী-আহরণ—অতঃপর বৈষ্ণবজন মহাবিষ্ণুকে প্রণামপূর্ব্বক আজ্ঞা প্রার্থনা করিয়া শ্রীতুলসী তথা প্রস্ফুটিত পুষ্পাদি আহরণ করিবেন। যে মানব স্নান না করিয়া তুলসী চয়ন করত পূজা করেন, তিনি নিশ্চয়ই অপরাধী হইয়া থাকেন এবং তাঁহার সকল কিছুই নিষ্ফল হয়। আহরণ-মন্ত্র—হে শোভনে! হে তুলসি! অমৃত হইতে তোমার জন্ম, তুমি সর্ব্বদা শ্রীকেশবের প্রিয়া ; কেশবপূজার জন্য আমি তোমাকে চয়ন করি, তুমি বরদান কর। এইরূপ বলিয়া শ্রীতুলসীকে প্রণাম করত দক্ষিণহস্তে চয়ন করিতে হইবে। হে বিপ্রগণ! বৈষ্ণব কখনও দ্বাদশীতে তুলসী ছেদন করিবেন না।*

✚ *বস্ত্রসংস্কার—তান্তব (কার্পাস-সূত্রনির্ম্মিত) বস্ত্রাদি যাহা মলিন অর্থাৎ মলদুষ্ট হইয়াছে, প্রথমতঃ ক্ষার ও জলদ্বারা সেই বস্ত্রাদির শুদ্ধি করিবে, অতঃপর সূর্য্যকিরণ অথবা বায়ুদ্বারা শুষ্ক করিয়া গ্রহণ করিবে। রোমজ-বস্ত্র, পট্টবস্ত্র, ক্ষৌম (রেশমী) দুকূল, মেষরোমজ বস্ত্র এবং চর্ম্ম—এইসকল দ্রব্যের সামান্য শৌচে অর্থাৎ অল্পমাত্র অশুদ্ধ হইলে শুষ্ককরণ ও জল-প্রোক্ষণাদি-দ্বারা শুদ্ধি হইয়া থাকে। কুসুম্ভ, কুঙ্কুম ও লাক্ষারসদ্বারা রঞ্জিত বস্ত্র চণ্ডালাদি-স্পৃষ্ট হইলে প্রক্ষালনদ্বারা শুদ্ধ হইয়া থাকে।*

✱ *পীঠসংস্কার—বিল্বপত্রদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের পাদপীঠ মার্জ্জন করিবে। উষ্ণজলদ্বারা প্রক্ষালন করিলে সকল পাপ হইতে বিমুক্ত হওয়া যায়।*

★ *গৃহসংস্কার—আচমনাদি করিয়া বিষ্ণুর মন্দির মার্জ্জন করিতে হইবে, পরে শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন এবং শ্রীনাম কীর্ত্তন করিতে করিতে*

পঞ্চ, ষোড়শ, পঞ্চাশৎ উপচারে অর্চ্চন।
পঞ্চকাল পূজারতি, কৃষ্ণের ভোজন-শয়ন ॥ ৩২৯ ॥

অনুভাষ্য

"দেব প্রপন্নার্ত্তিহর প্রসাদং কুরু কেশব। অবলোকনদানেন ভূয়ো মাং পালয়াচ্যুত।।"✱ ইতি।

৩২৯। পাঠান্তরে—"পঞ্চ, দশ, ষোড়শ, সর্পর্য্যা চৌঘন। চোষট্টি ষোড়শ দশ পঞ্চোপচারে অর্চ্চন।।"

পঞ্চোপচার—১। গন্ধ, ২। পুষ্প, ৩। ধূপ, ৪। দীপ ও ৫। নৈবেদ্য।

ষোড়শোপচার—১। আসন, ২। স্বাগত (কুশলপ্রশ্ন), ৩। অর্ঘ্য, ৪। পাদ্য, ৫। আচমনীয়, ৬। মধুপর্ক, ৭। আচমন, ৮। স্নান, ৯। বস্ত্র, ১০। অলঙ্কার, ১১। সুগন্ধ, ১২। সুপুষ্প, ১৩। ধূপ, ১৪। দীপ, ১৫। নৈবেদ্য ও ১৬। বন্দনা।

পঞ্চাশোপচার—হঃ ভঃ বিলাসে পঞ্চাশৎ উপচারের কথা নাই, তবে চতুঃষষ্টি উপচারের মধ্যে ১৪ টী ছাড়িয়া দিলে পঞ্চাশটী হইতে পারে। কোন্ ১৪ টী ছাড়িতে হইবে, তাহা নিরূপণ করিবার উপায় নাই।

দশোপচার—১। অর্ঘ্য, ২। পাদ্য, ৩। আচমন, ৪। মধুপর্ক, ৫। আচমন, ৬। গন্ধ, ৭। পুষ্প, ৮। ধূপ, ৯। দীপ ও ১০। নৈবেদ্য।

চতুঃষষ্টি উপচার—'চৌঘন' অর্থে চৌষষ্টি (হঃ ভঃ বিঃ ১১।১২৭-১৪০) ১। বাদ্য-স্তবদ্বারা প্রবোধন, ২। জয়-শব্দোচ্চারণ, ৩। নমস্কার, ৪। মঙ্গলারাত্রিক, ৫। আসন, ৬। দণ্ডকাষ্ঠ, ৭। পাদ্য, ৮। অর্ঘ্য, ৯। আচমন, ১০। মধুপর্কসহ আচমন, ১১। পাদুকা-সমর্পণ, ১২। অঙ্গমার্জ্জন, ১৩। তৈলাভ্যঞ্জন, ১৪। তৈলাদ্যপসারণ, ১৫। সুগন্ধি-পুষ্পজলে স্নান, ১৬। দুগ্ধস্নান, ১৭। দধিস্নান, ১৮। ঘৃতস্নান, ১৯। মধুস্নান, ২০। শর্করাস্নান, ২১। মন্ত্রজলে স্নান, ২২। গামছা, ২৩। পরিধান ও উত্তরীয়, ২৪। যজ্ঞসূত্র, ২৫। পুনরাচমন, ২৬। অনুলেপন, ২৭। অলঙ্কার, ২৮। পুষ্প, ২৯। ধূপ, ৩০। দীপ, ৩১। দুষ্টদৃষ্টিনিবারণ, ৩২। নৈবেদ্য, ৩৩। মুখবাস, ৩৪। তাম্বূল, ৩৫। উত্তম শয্যা, ৩৬। কেশপ্রসাধন, ৩৭। উত্তম বস্ত্র, ৩৮। উত্তম মুকুট, ৩৯। উত্তম গন্ধলেপন, ৪০। কৌস্তুভাদি-ভূষণ, ৪১। বিচিত্রদিব্যপুষ্প, ৪২। মঙ্গলারাত্রিক, ৪৩। দর্পণ, ৪৪। উত্তমযানে মণ্ডপ-যাত্রা, ৪৫। সিংহাসনে উপবেশন, ৪৬। পুনঃ বাদ্য, ৪৭। পুনর্নৈবেদ্য, ৪৮। মহানীরাজন, ৪৯। চামরব্যজন-ছত্র, ৫০। গীত, ৫১। বাদ্য, ৫২। নৃত্য, ৫৩। প্রদক্ষিণ, ৫৪। প্রণাম, ৫৫। শ্রীচরণ-যুগলে স্তুতি, ৫৬। চরণে মস্তক স্থাপন, ৫৭। শিরে নির্ম্মাল্যধারণ, ৫৮। উচ্ছিষ্ট-ভক্ষণ, ৫৯। পদসম্বাহনার্থ উপবেশন, ৬০। পুষ্প-শয্যা, ৬১। হস্তপ্রদান, ৬২। শয্যায় আগমন, ৬৩। পদপ্রক্ষালনপূর্ব্বক শয্যায় উপবেশন, ৬৪। সর্ব্বশেষ পর্য্যঙ্কে শয়ন ও পাদ-সম্বাহনাদি।

শ্রীমূর্ত্তিলক্ষণ, আর শালগ্রামলক্ষণ।
কৃষ্ণক্ষেত্র-যাত্রা, কৃষ্ণমূর্ত্তি-দরশন ॥ ৩৩০ ॥

অনুভাষ্য

পঞ্চকাল—অরুণোদয়, প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন, সায়াহ্ন, প্রদোষ।

পূজারতি—পূজা এবং আরাত্রিক ও নীরাজনাদি।

কৃষ্ণের ভোজন—(হঃ ভঃ বিঃ ৮ম বিঃ ৫০-৫১) মঞ্জুলব্যবহারেণ ভোজয়ন্তি হরিং মুদা।" ✱ ✱ "শালীভক্তং সুভক্তং শিশির-করসিতং পায়সং পূপসূপম্। লেহ্যং পেয়ং সুচূষ্যং সিতমমৃতফলং ঘারিকাদ্যং সুখাদ্যম্। আজ্যং প্রাজ্যং সমিজ্যং নয়নরুচিকরং বাজিকৈলামরীচস্বাদীয়ঃ শাকরাজী পরিকরমমৃতাহারজোষং জুষস্ব।।"✚

কৃষ্ণের শয়ন—(হঃ ভঃ বিঃ ১১ বিঃ) "বলীয়সা পদা স্বামিন্ পদবীমবধারয়। আগচ্ছ শয়নস্থানং প্রিয়াভিঃ সহ কেশব।। এবং প্রার্থ্য সমর্প্যাস্মৈ পাদুকে শয়নালয়ম্। আনীয় দেবং তত্রত্যানুপচারান্ প্রকল্পয়েৎ।। বিশেষতোঽর্পয়েত্তত্র ঘনং দুগ্ধং সশর্করম্। তাম্বূলঞ্চ সকর্পূরং দিব্যমাল্যানুলেপনম্।।"✱

দাস্যভাবে আত্মসমর্পণ করিবে। তৎপরে শুদ্ধ গোময়, মৃত্তিকা ও জল লইয়া ভক্তিসহকারে মন্দিরের চতুষ্পার্শ্ব ও তদঙ্গনে লেপন ও অভ্যুক্ষণ করিবে অর্থাৎ গোময় মিশ্রিত জলের ছিটা দিবে। শ্রীমদ্ভাগবতে (৯।৪।১৮)—রাজর্ষি অম্বরীষ শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে মনকে, বৈকুণ্ঠগুণ-বর্ণনে বাক্যসমূহকে, হরিমন্দির-সম্মার্জ্জনে করদ্বয়কে, ভগবৎ-কথা-শ্রবণে কর্ণকে নিয়োগ করিয়াছিলেন। (ভাঃ ১১।১১।৩৯—) সম্মার্জ্জন, গোময়লেপন, জলসেক ও সর্ব্বতোভাবে ভদ্রাদি-রচনা ইত্যাদিদ্বারা ভৃত্যবৎ অকপটে আমার গৃহ-শুশ্রূষা করিবে।

✱ কৃষ্ণপ্রবোধন—অতঃপর দেবালয়ে গমন করিয়া ঘণ্টাদি-বাদনপূর্ব্বক প্রবোধের উপযোগী স্তুতিদ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে জাগরণ করিয়া নীরাজনপূর্ব্বক এইরূপ প্রার্থনা করিবে,—হে দেব! প্রপন্নজন-আর্ত্তিনাশক! হে কেশব! আমার প্রতি কৃপা প্রকাশ করুন; হে অচ্যুত পুনরায় দর্শনদ্বারা আমাকে পবিত্র করুন।

✚ কৃষ্ণের ভোজন—ভগবদ্ভক্তগণ শিষ্টব্যবহারদ্বারা শ্রীহরিকে আনন্দসহকারে ভোজন করাইয়া থাকেন,—হে ভগবন্! শালি-ধান্যের অন্ন, চন্দ্রতুল্য শ্বেতবন অন্ন, পায়স, পিষ্টক, সূপ, লেহ্য, পেয়, চূষ্য ও শুদ্ধ অমৃতস্বরূপ ফল, ঘারিকা (ঘৃতপক্ক মিষ্টান্নবিশেষ) প্রভৃতি উৎকৃষ্ট খাদ্য, ঘৃত, নয়নপ্রীতিকর ঘৃত-এলাচ-মরীচদ্বারা সংস্কৃত অতি সুস্বাদু ঘৃতবহুল পক্কান্ন এবং শাকাদি-উপকরণ—এইসকল অমৃততুল্য দ্রব্যের আস্বাদনজনিত সুখ ভোগ করুন।

✱ কৃষ্ণের শয়ন—হে স্বামিন্! বলিষ্ঠচরণদ্বারা পদবী অবধারণ করুন। হে কেশব! প্রিয়াসকলের সহিত আপনি শয়নস্থানে আগমন করুন।

নামমহিমা, নামাপরাধ দূরে বর্জ্জন ।
বৈষ্ণবলক্ষণ, সেবাপরাধ-খণ্ডন ॥ ৩৩১ ॥
শঙ্খ-জল-গন্ধ-পুষ্প-ধূপাদি-লক্ষণ ।
জপ, স্তুতি, পরিক্রমা, দণ্ডবৎ, বন্দন ॥ ৩৩২ ॥
পুরশ্চরণ-বিধি, কৃষ্ণপ্রসাদ-ভোজন ।
অনিবেদিত-ত্যাগ, বৈষ্ণবনিন্দাদি-বর্জ্জন ॥ ৩৩৩ ॥
সাধুলক্ষণ, সাধুসঙ্গ, সাধুসেবন ।
অসৎসঙ্গ-ত্যাগ, শ্রীভাগবত-শ্রবণ ॥ ৩৩৪ ॥
দিনকৃত্য, পক্ষকৃত্য, একাদশ্যাদি-বিবরণ ।
মাসকৃত্য, জন্মাষ্টম্যাদি-বিধি-বিচারণ ॥ ৩৩৫ ॥
একাদশী, জন্মাষ্টমী, বামনদ্বাদশী ।
শ্রীরামনবমী, আর নৃসিংহচতুর্দ্দশী ॥ ৩৩৬ ॥

অনুভাষ্য

৩৩০। শ্রীমূর্ত্তিলক্ষণ—মধ্য, ২০শ পঃ ২২৪-২৩৮ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

শালগ্রামলক্ষণ—হঃ ভঃ বিঃ ৫ম বিঃ দ্রষ্টব্য।

৩৩১। নামমহিমা—হঃ ভঃ বিঃ ১১ বিঃ দ্রষ্টব্য।

নামাপরাধ—আদি ৮ম পঃ ২৪ সংখ্যার অমৃতপ্রবাহ-ভাষ্য দ্রষ্টব্য।

বৈষ্ণব-লক্ষণ—"বিষ্ণুরেব হি যস্যৈষ দেবতা বৈষ্ণবঃ স্মৃতঃ।"* হঃ ভঃ বিঃ ১০ম বিঃ দ্রষ্টব্য।

সেবাপরাধ-খণ্ডন—স্কান্দে অবন্তীখণ্ডে শ্রীব্যাসবাক্য—"অহন্যহনি যো মর্ত্ত্যো গীতাধ্যায়ং পঠেত্তু বৈ। দ্বাত্রিংশদপরাধাংস্তু ক্ষমতে তস্য কেশবঃ।।" দ্বারকামাহাত্ম্যে,—"সহস্রনামমাহাত্ম্যং যঃ পঠেৎ শৃণুয়াদপি। অপরাধসহস্রাণি ন স লিপ্যেৎ কদাচন।। দ্বাদশ্যাং জাগরে বিষ্ণোর্যঃ পঠেত্তুলসীস্তবম্। দ্বাত্রিংশদপরাধান্ হি ক্ষমতে তস্য কেশবঃ। তুলস্যা কুরুতে যস্তু শালগ্রাম-শিলার্চ্চনম্। দ্বাত্রিংশদপরাধাংশ্চ ক্ষমতে তস্য কেশবঃ।। ✦ দ্বাত্রিংশৎ সেবাপরাধ—(১) যান বা পাদুকাবলম্বনে ভগবদ্গৃহে গমন, (২) দেবাগ্রে অপ্রণাম, (৩) উচ্ছিষ্ট বা অশৌচাবস্থায় ভগবদ্বন্দন, (৪) একহস্তদ্বারা প্রণাম, (৫) তদগ্রে অন্যদেব-প্রদক্ষিণ, (৬) তদগ্রে পদপ্রসারণ, (৭) জানুদ্বয় হস্তদ্বয়দ্বারা বেষ্টন করিয়া উপবেশন, (৮) শয়ন, (৯) ভোজন, (১০) মিথ্যাভাষণ, (১১) উচ্চভাষণ, (১২) পরস্পর জল্পনা, (১৩) ক্রন্দন, (১৪) অপর ব্যক্তিকে অনুগ্রহ, (১৫) নিগ্রহ বা নিষ্ঠুর বাক্য প্রয়োগ, (১৬) কম্বলাবরণ, (১৭) পরনিন্দা, (১৮) পর-প্রশংসা, (১৯) অশ্লীল-ভাষণ, (২০) অধোবায়ু বিমোক্ষণ, (২১) সামর্থ্যসত্ত্বেও উপচার বিনা পূজা, (২২) অনিবেদিতভক্ষণ, (২৩) তত্তৎকালোৎপন্ন-ফলের অনর্পণ, (২৪) অবশিষ্টাংশ নিবেদন, (২৫) দেবতাকে পশ্চাৎ করিয়া উপবেশন, (২৬) অন্যকে অভিবাদন, (২৭) গুরুর নিকট স্তব না করিয়া উপবেশন, (২৮) আত্মপ্রশংসা, (২৯) দেবনিন্দা, (৩০) অপর ব্যক্তির প্রতি নির্দ্দয়তা, (৩১) উৎসব-অকরণ এবং (৩২) কলহ।

৩৩২। পুষ্প-লক্ষণ—হঃ ভঃ বিঃ ৭ম বিঃ দ্রষ্টব্য।

ধূপাদি লক্ষণ—হঃ ভঃ বিঃ ৮ম বিঃ দ্রষ্টব্য।

জপ, স্তুতি, পরিক্রমা, দণ্ডবৎ ও বন্দনা—হঃ ভঃ বিঃ ৮ম বিঃ আলোচ্য।

৩৩৩। পুরশ্চরণ-বিধি—মধ্য, ১৫পঃ ১০৮ সংখ্যার অনুভাষ্য দ্রষ্টব্য।

কৃষ্ণপ্রসাদ ভোজন—"সংভোজ্য ভোজনং কুর্য্যাদন্যথা নরকং ব্রজেৎ। অপূজ্য ভোজনং কুর্ব্বন্ নরকাণি ব্রজেন্নরঃ।।"*

অনিবেদিত-ত্যাগ—"অনিবেদ্য তু ভুঞ্জানঃ প্রায়শ্চিত্তী ভবেন্নরঃ। তস্মাৎ সর্ব্বং নিবেদ্যৈব বিষ্ণোর্ভুঞ্জীত সর্ব্বদা।।"* হঃ ভঃ বিঃ ৯ম বিঃ ১০৮ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

বৈষ্ণবনিন্দা-বর্জ্জন—মধ্য, ১৫শ পঃ ২৬০ সংখ্যার অনুভাষ্য দ্রষ্টব্য।

৩৩৫। দিনকৃত্য—দিবসের কালোচিত কৃত্যসমূহ।

পক্ষকৃত্য—তিথিতে, বিশেষতঃ একাদশ্যাদিতে অনুষ্ঠান-যোগ্য কৃত্যসমূহ।

এইরূপে প্রার্থনা করত পাদুকা সমর্পণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে শয়নস্থানে আনয়নপূর্ব্বক শয়নোপযোগী উপচারসমূহ রচনা করিতে হইবে। বিশেষতঃ শয়নস্থানে শর্করাযুক্ত ঘন দুগ্ধ, কর্পূরযুক্ত তাম্বূল, দিব্যমালা ও অনুলেপন অর্পণ করিতে হইবে।

* *বৈষ্ণবলক্ষণ—বিষ্ণুই যাঁহার অভীষ্ট দেবতা, তিনি বৈষ্ণব বলিয়া কথিত হন।*

✦ *সেবাপরাধ-খণ্ডন—যে মানব প্রত্যহ গীতাধ্যায় অধ্যয়ন করেন, তিনি প্রত্যহ দ্বাত্রিংশৎ (৩২) প্রকার অপরাধ হইতে মুক্ত হন। যিনি বিষ্ণুসহস্রনাম-মহিমা পাঠ করেন, অথবা শ্রবণও করেন, তিনি কখনও সহস্র অপরাধে লিপ্ত হন না। যিনি দ্বাদশীতে জাগরণপূর্ব্বক তুলসীস্তব পাঠ করেন, শ্রীকেশব তাঁহার দ্বাত্রিংশৎ অপরাধ মার্জ্জনা করেন। যিনি তুলসীদ্বারা শালগ্রাম-শিলার পূজা করেন, শ্রীকেশব তাঁহার দ্বাত্রিংশৎ অপরাধ ক্ষমা করেন।*

* *কৃষ্ণপ্রসাদ-ভোজন—শ্রীহরিকে ভোজন করাইয়া নিজে ভোজন করিবে, অন্যথা নরকগমন করিতে হইবে। শ্রীহরিকে পূজা না করিয়া ভোজন করিলে মানব নরকসমূহ লাভ করে।*

* *অনিবেদিত-ত্যাগ—অনিবেদিত দ্রব্য উপভোগ করিলে মানব প্রায়শ্চিত্ত-যোগ্য হয়, অতএব সর্ব্বদাই যাবতীয় দ্রব্য শ্রীবিষ্ণুকে নিবেদন করিয়া ভোজন করিবে।*

এই সবে বিদ্ধা-ত্যাগ, অবিদ্ধা-করণ ।
অকরণে দোষ, কৈলে ভক্তির লভন ॥ ৩৩৭ ॥

প্রভুকর্ত্তৃক সাত্বত পুরাণকে 'প্রমাণ' বলিয়া স্বীকার ঃ—

সর্ব্বত্র প্রমাণ দিবে পুরাণ-বচন ।
শ্রীমূর্ত্তি-বিষ্ণুমন্দিরকরণ-লক্ষণ ॥ ৩৩৮ ॥

হরিভক্তিবিলাসে সামান্য ও বৈষ্ণব সদাচার-বর্ণনে আজ্ঞা ঃ—

'সামান্য' সদাচার, আর 'বৈষ্ণব'-আচার ।
কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য 'স্মার্ত্ত' ব্যবহার ॥ ৩৩৯ ॥

সনাতনকে আশীর্ব্বাদ ঃ—

এই ত' সংক্ষেপে কহিলুঁ দিগ্‌দরশন ।
যবে তুমি লিখিবা, কৃষ্ণ করাবে স্ফুরণ ॥" ৩৪০ ॥

প্রভুমুখে সনাতন-শিক্ষা বা সনাতন-প্রতি প্রভুর কৃপা-প্রসাদ-শ্রবণে অনর্থ-নিবৃত্তি ও আত্মপ্রসাদোদয় ঃ—

এই ত' কহিলু প্রভুর সনাতনে প্রসাদ ।
যাহার শ্রবণে চিত্তের খণ্ডে অবসাদ ॥ ৩৪১ ॥

চৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটকে বর্ণিত ঃ—

নিজ-গ্রন্থে কর্ণপূর বিস্তার করিয়া ।
সনাতনে প্রভুর প্রসাদ রাখিয়াছে লিখিয়া ॥ ৩৪২ ॥

উপমাদ্বারা সনাতনের মহত্ত্ব-বর্ণন ঃ—
শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটকে (৯।৩৪-৩৫)-শ্লোকে প্রতাপরুদ্র-প্রতি বার্ত্তাহারি-বাক্য—

গৌড়েন্দ্রস্য সভা-বিভূষণমণিস্ত্যক্ত্বা য ঋদ্ধাং শ্রিয়ং
রূপস্যাগ্রজ এষ এব তরুণীং বৈরাগ্যলক্ষ্মীং দধে ।
অন্তর্ভক্তিরসেন পূর্ণসরসো বাহ্যেঽবধূতাকৃতিঃ
শৈবালৈঃ পিহিতং মহা-সর ইব প্রীতিপ্রদস্তদ্বিদাম্ ॥৩৪৩॥
তং সনাতনমুপাগতমক্ষ্ণোর্দৃষ্টিমাত্রমতিমাত্রদয়ার্দ্রঃ ।
আলিলিঙ্গ পরিঘায়ত-দোর্ভ্যাং সানুকম্পমথ চম্পকগৌরঃ ॥৩৪৪

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটকে (৯।৩৮)—

কালেন বৃন্দাবনকেলি-বার্ত্তা লুপ্তেতি তাং খ্যাপয়িতুং বিশিষ্য ।
কৃপামৃতেনাভিষিষেচ দেবস্তত্রৈব রূপঞ্চ সনাতনঞ্চ ॥ ৩৪৫ ॥

শ্রীসনাতন-শিক্ষানুশীলনফলে অনর্থ-মুক্তি এবং সম্বন্ধ-জ্ঞান, অভিধেয় এবং প্রয়োজন-প্রাপ্তি ঃ—

এই ত' কহিলুঁ সনাতনে প্রভুর প্রসাদ ।
যাহার শ্রবণে চিত্তের খণ্ডে অবসাদ ॥ ৩৪৬ ॥
কৃষ্ণের স্বরূপগণের সকল হয় 'জ্ঞান' ।
বিধি-রাগ-মার্গে 'সাধনভক্তি'র বিধান ॥ ৩৪৭ ॥
'কৃষ্ণপ্রেম', 'ভক্তিরস' 'ভক্তির সিদ্ধান্ত' ।
ইহার শ্রবণে ভক্ত জানেন সব অন্ত ॥ ৩৪৮ ॥

অনুভাষ্য

মাসকৃত্য—দ্বাদশমাসের কৃত্যসমূহ।

একাদশ্যাদি বিবরণ—হঃ ভঃ বিঃ ১২ বিঃ দ্রষ্টব্য।

জন্মাষ্টম্যাদি-বিধি-বিচারণ—হঃ ভঃ বিঃ ১২ বিঃ দ্রষ্টব্য।

৩৪৭। একাদশীতে অরুণোদয়-বিদ্ধা ত্যাগ এবং অন্যব্রতে সূর্য্যোদয়-বিদ্ধা ত্যাগ করিয়া অবিদ্ধ ব্রতই পালনীয়। বিদ্ধ-ব্রত-পালন 'দোষ' এবং অবিদ্ধ ব্রতপালনেই 'ভক্তি' হয়। বিশেষ জানিতে হইলে হঃ ভঃ বিঃ ১২ ও ১৩ বিঃ দ্রষ্টব্য।

৩৪৩। গৌড়েন্দ্রস্য (গৌড়েশ্বরস্য) সভাবিভূষণমণিঃ (সভায়াং বিভূষণে অলঙ্করণে মণিঃ ইব) যঃ ঋদ্ধাং (সমৃদ্ধাং) শ্রিয়ং (রাজসম্পদং) ত্যক্ত্বা (পরিত্যজ্য) তরুণীং (নবীনাং) বৈরাগ্যলক্ষ্মীং (বৈরাগ্যসম্পত্তিং) দধে (আশ্রিতবান্) ; শৈবালৈঃ পিহিতম্ (আচ্ছাদিতং) মহাসরঃ (গভীর-সরোবরম্) ইব অন্তঃ (হৃদয়ে) ভক্তিরসেন (কৃষ্ণ-প্রেমরসেন) পূর্ণসরসঃ (রসিতঃ) বাহ্যে (বহিঃ) অবধূতাকৃতিঃ (অবধূতস্য পরমহংসস্য ইব আকৃতিঃ যস্য সঃ) রূপস্য অগ্রজঃ সঃ এষঃ (সনাতনঃ) এব তদ্বিদাং (ভক্তিতত্ত্বাভিজ্ঞানাং তত্ত্বকোবিদানাং বিদুষাং দেশিকানাং) প্রীতিপ্রদঃ (প্রেমভাক্) অভূৎ।

৩৪৪। অতিমাত্রদয়ার্দ্রঃ (নিরতিশয়য়া দয়য়া আর্দ্রঃ) চম্পক-

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৩৪৩। গৌড়েন্দ্র হুসেনসাহ পাতসাহার সভায় বিভূষণ-মণিস্বরূপ রূপাগ্রজ এই সনাতন সমৃদ্ধ-রাজশ্রী পরিত্যাগপূর্ব্বক নবীনবৈরাগ্য-লক্ষ্মী ধারণ করিয়াছিলেন। অন্তঃকরণে ভক্তিরসে পূর্ণরস, বাহিরে অবধূতাকার, শৈবালদ্বারা আচ্ছাদিত মহা-সরোবরের ন্যায় সেই শ্রীসনাতন ভক্তিতত্ত্ববিদ্‌গণের প্রীতিপ্রদ ছিলেন।

৩৪৪। সনাতন উপস্থিত হইলেন দেখিবামাত্র সেই চম্পক-বর্ণ গৌরসুন্দর অত্যন্ত দয়ার্দ্র হইয়া দুইহস্ত প্রসারিত করিয়া অনুকম্পা প্রকাশ করত আলিঙ্গন করিলেন।

ইতি অমৃতপ্রবাহ-ভাষ্যে চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ।

অনুভাষ্য

গৌরঃ (চম্পক-কুসুমবৎ পীতবর্ণঃ) অক্ষ্ণোঃ (নয়নয়োঃ) দৃষ্টি-মাত্রং (দর্শনমাত্রেণ) উপাগতং (হীনবেশেন সমায়াতং) তং সনাতনং পরিঘায়তদোর্ভ্যাং (পরিঘাভ্যাম্ ইব আয়তাভ্যাং দীর্ঘাভ্যাং দোর্ভ্যাং ভুজাভ্যাং) সানুকম্পম্ (অনুকম্পা যথা স্যাত্তথা কৃপয়েত্যর্থঃ) আলিলিঙ্গ।

৩৪৫। মধ্য, ১৯শ পঃ ১১৯ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

ইতি অনুভাষ্যে চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ।

নিতাই-গৌর-অদ্বৈতের ঐকান্তিক ভক্তেরই কৃষ্ণপ্রেমধনলাভে যোগ্যতা ঃ—

শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দ-অদ্বৈত-চরণ ।
যাঁর প্রাণধন, সেই—পায় সেই ধন ॥ ৩৪৯ ॥

শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ৩৫০ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে আত্মারামাশ্চেতি-শ্লোক-ব্যাখ্যায়াং সনাতনানুগ্রহো নাম চতুর্ব্বিংশঃ পরিচ্ছেদঃ।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

কথাসার—মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণটী মহাপ্রভুর দাস ছিলেন। প্রভুর যশ শুনিলে তাঁহার আনন্দ হয়। একদিবস সন্ন্যাসীদিগকে ও মহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণ করিয়া একত্রিত করত সন্ন্যাসীদিগকে মহাপ্রভুর কৃপাপাত্র করিয়াছিলেন ; উহা আদিলীলায় সপ্তম পরিচ্ছেদে লিখিত হইয়াছে। সেই দিবস হইতে বারাণসীপুরে প্রভুর মাহাত্ম্য প্রচারিত হইল। নগরবাসী অনেকেই প্রভুর অনুগত হইলেন। প্রকাশানন্দ সরস্বতীর কোন শিষ্য প্রভুর অনুগত ছিলেন। তিনি মায়াবাদের নিন্দা ও মহাপ্রভুর উপদিষ্ট শুদ্ধভক্তিবাদের মাহাত্ম্য বর্ণন করিলে, প্রকাশানন্দ-স্বামী নানা যুক্তিদ্বারা তাঁহার পক্ষ সমর্থন করিলেন। পঞ্চনদে স্নানের পর মহাপ্রভু ভক্তবৃন্দসহ বিন্দুমাধবের মন্দিরে কীর্ত্তন আরম্ভ করিলে সশিষ্যে প্রকাশানন্দ তথায় উপস্থিত হইলেন। প্রকাশানন্দ মহাপ্রভুর চরণ ধরিয়া পড়িয়া আপনার পূর্ব্ব কার্য্যের ধিক্কার এবং বেদান্ত-সঙ্গত ভক্তিতত্ত্বের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। মহাপ্রভু তাঁহাকে ব্রহ্ম-সম্প্রদায়-সিদ্ধ অপূর্ব্ব ভক্তিবাদ শিখাইয়া শ্রীমদ্ভাগবত যে ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য, তাহা দেখাইয়া দিলেন এবং চতুঃশ্লোকীর ব্যাখ্যায় সমস্ত তত্ত্ব বলিলেন। সেইদিন হইতে সন্ন্যাসিগণ 'ভক্ত' হইলেন। মহাপ্রভু সনাতনকে উপদেশ দিয়া এবং বৃন্দাবনে যাইতে আজ্ঞা করিয়া পুরুষোত্তমে যাত্রা করিলেন। তদনন্তর কবিরাজ-গোস্বামী শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন ও সুবুদ্ধি-রায়ের ইতিহাস কিছু কিছু বর্ণন করিয়াছেন। ঝারিখণ্ড দিয়া মহাপ্রভু বলভদ্রের সহিত যাত্রা করিয়া শ্রীপুরুষোত্তমে উপস্থিত হইলেন। এই পরিচ্ছেদের শেষভাগে মধ্যলীলার প্রত্যেক অধ্যায়ের বিষয়গুলি বলিয়া শ্রীকবিরাজ-গোস্বামী সর্ব্বজীবকে এই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ করিতে উপদেশ দিয়াছেন। (অঃ প্রঃ ভাঃ)

কৃষ্ণবিমুখ মায়াবাদীকে কৃষ্ণোন্মুখীকারী গৌরসুন্দর ঃ—

বৈষ্ণবীকৃত্য সন্ন্যাসিমুখান্ কাশীনিবাসিনঃ ।
সনাতনং সুসংস্কৃত্য প্রভুর্নীলাদ্রিমাগমৎ ॥ ১ ॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ২ ॥

সনাতনকে কাশীতে দুইমাসকাল শিক্ষা-প্রদান ঃ—

এই মত মহাপ্রভু দুই মাস পর্য্যন্ত ।
শিখাইলা তাঁরে ভক্তিসিদ্ধান্তের অন্ত ॥ ৩ ॥

পরমানন্দ কীর্ত্তনীয়ার প্রভুসেবা ঃ—

'পরমানন্দ কীর্ত্তনীয়া'—শেখরের সঙ্গী ।
প্রভুরে কীর্ত্তন শুনায়, অতি বড় রঙ্গী ॥ ৪ ॥

ভক্তবাঞ্ছাপূরণার্থই কাশীর মায়াবাদীর উদ্ধার-সাধন ঃ—

সন্ন্যাসীর গণ প্রভুরে যদি উপেক্ষিল ।
ভক্ত-দুঃখ খণ্ডাইতে তারে কৃপা কৈল ॥ ৫ ॥

পূর্ব্বে আদিলীলায় মায়াবাদীর উদ্ধার বর্ণিত, পুনঃ সংক্ষেপে বর্ণন ঃ—

সন্ন্যাসীরে কৃপা পূর্ব্বে লিখিয়াছোঁ বিস্তারিয়া ।
উদ্দেশে কহিয়েঁ ইঁহা সংক্ষেপ করিয়া ॥ ৬ ॥

মায়াবাদী সন্ন্যাসিগণের প্রভুনিন্দা ; মহারাষ্ট্রীয় বিপ্রের মনোদুঃখে তাঁহাদের কল্যাণ-চিন্তা ঃ—

যাঁহা তাঁহা প্রভুর নিন্দা করে সন্ন্যাসীর গণ ।
শুনি' দুঃখে মহারাষ্ট্রীয় বিপ্র করয়ে চিন্তন ॥ ৭ ॥

'প্রভুর স্বভাব,—যেবা দেখে সন্নিধানে ।
'স্বরূপ' অনুভবি' তাঁরে 'ঈশ্বর' করি' মানে ॥ ৮ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১। সন্ন্যাসি-প্রভৃতি কাশীবাসীদিগকে 'বৈষ্ণব' করিয়া এবং সনাতনকে উত্তমরূপে সংস্কার করত প্রভু নীলাদ্রি আগমন করিলেন।

৬। পূর্ব্বে লিখিয়াছোঁ বিস্তারিয়া—আদি, ৭ম পঃ দ্রষ্টব্য।

অনুভাষ্য

১। প্রভুঃ (শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রঃ) কাশীনিবাসিনঃ (বারাণসী-বাস্তব্যান্) সন্ন্যাসিমুখান্ (তুর্য্যাশ্রমি-প্রমুখান্ প্রকাশানন্দাদীন্) বৈষ্ণবীকৃত্য (শুদ্ধভক্তিমার্গে সমানীয়) সনাতনং সুসংস্কৃত্য (সুবৈষ্ণববেশং দত্ত্বা চ) নীলাদ্রিং (শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রম্) আগমৎ।

কোনপ্রকারে পারোঁ যদি একত্র করিতে ।
ইহা দেখি' সন্ন্যাসিগণ হবে ইঁহার ভক্তে ॥ ৯ ॥
বারাণসী-বাস আমার হয় সর্ব্বকালে ।
সর্ব্বকাল দুঃখ পাব, ইহা না করিলে ॥' ১০ ॥

মায়াবাদী সন্ন্যাসিগণকে নিজালয়ে নিমন্ত্রণ ঃ—

এত চিন্তি' নিমন্ত্রিল সন্ন্যাসীর গণে ।
তবে সেই বিপ্র আইল মহাপ্রভুর স্থানে ॥ ১১ ॥

চন্দ্রশেখর এবং তপনমিশ্রেরও যুগপৎ প্রভুকে একই নিবেদন ঃ—

হেনকালে নিন্দা শুনি' শেখর, তপন ।
দুঃখ পাঞা প্রভু-পদে কৈলা নিবেদন ॥ ১২ ॥

ভক্তবাঞ্ছা-পূরণার্থ প্রভুর কৃপাভিলাষ ঃ—

ভক্ত-দুঃখ দেখি' প্রভু মনেতে চিন্তিল ।
সন্ন্যাসীর মন ফিরাইতে মন হইল ॥ ১৩ ॥

মহারাষ্ট্রীয় বিপ্রের আগমন ও প্রভুকে নিমন্ত্রণ ঃ—

হেনকালে বিপ্র আসি' করিল নিমন্ত্রণ ।
অনেক দৈন্যাদি করি' ধরিয়া চরণ ॥ ১৪ ॥

প্রভুর নিমন্ত্রণ স্বীকার ঃ—

তবে মহাপ্রভু তাঁর নিমন্ত্রণ মানিলা ।
আর দিন মধ্যাহ্ন করি' তাঁর ঘরে গেলা ॥ ১৫ ॥

মায়াবাদী সন্ন্যাসীর উদ্ধার—পূর্ব্বে আদিলীলায় ৭ম পঃ বর্ণিত ঃ—

তাঁহা যৈছে কৈলা প্রভু সন্ন্যাসী-নিস্তার ।
পঞ্চতত্ত্বাখ্যানে তাহা করিয়াছি বিস্তার ॥ ১৬ ॥

পুনরুক্তি ভয় ঃ—

গ্রন্থ বাড়ে, পুনরুক্তি হয় ত' কথন ।
তাঁহা যে না লিখিলুঁ, তাহা করিয়ে লিখন ॥ ১৭ ॥

মায়াবাদীর কৃপালাভ-দিবস হইতে বহু তার্কিকের প্রভুসহ তর্কার্থ সমাগম ঃ—

যে-দিবস প্রভু সন্ন্যাসীরে কৃপা কৈল ।
সে-দিবস হৈতে গ্রামে কোলাহল হৈল ॥ ১৮ ॥
লোকের সংঘট্ট আইসে প্রভুরে দেখিতে ।
নানা শাস্ত্রে পণ্ডিত আইসে শাস্ত্র বিচারিতে ॥ ১৯ ॥

শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তপূর্ণ অকাট্য-যুক্তিবলে প্রভুকর্ত্তৃক সকলের কুতর্ক-খণ্ডন ঃ—

সর্ব্বশাস্ত্র খণ্ডি' প্রভু 'ভক্তি' করে সার ।
সযুক্তিক বাক্যে মন ফিরায় সবার ॥ ২০ ॥

সকলের প্রভু-শিক্ষা-লাভ ও হরিসঙ্কীর্ত্তন ঃ—

উপদেশ লঞা করে কৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তন ।
সর্ব্বলোক হাসে, গায়, করয়ে নর্ত্তন ॥ ২১ ॥

সন্ন্যাসিগণের মায়াবাদ ছাড়িয়া কৃষ্ণকথালাপে ইষ্টগোষ্ঠী ঃ—

প্রভুরে প্রণত হৈল সন্ন্যাসীর গণ ।
আত্মমধ্যে গোষ্ঠী করে ছাড়ি' অধ্যয়ন ॥ ২২ ॥

প্রকাশানন্দ সরস্বতীর জনৈক শিষ্যের সভাস্থলে সমালোচনামুখে প্রভুকে 'নারায়ণ'-জ্ঞানে তাঁহার বেদান্তের চিদ্‌বিলাস-ব্যাখ্যার স্তুতি ও শঙ্করের মায়াবাদ-ব্যাখ্যার গর্হণোক্তি ঃ—

প্রকাশানন্দের শিষ্য এক তাঁহার সমান ।
সভামধ্যে কহে প্রভুর করিয়া সম্মান ॥ ২৩ ॥
"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য হয় 'সাক্ষাৎ নারায়ণ' ।
'ব্যাসসূত্রের' অর্থ করেন অতি মনোরম ॥ ২৪ ॥
উপনিষদের করেন মুখ্যার্থ ব্যাখ্যান ।
শুনিয়া পণ্ডিত-লোকের জুড়ায় মন-কাণ ॥ ২৫ ॥
সূত্র-উপনিষদের মুখ্যার্থ ছাড়িয়া ।
আচার্য্য 'কল্পনা' করে আগ্রহ করিয়া ॥ ২৬ ॥
আচার্য্য-কল্পিত অর্থ যে পণ্ডিত শুনে ।
মুখে 'হয়' 'হয়' করে, হৃদয় না মানে ॥ ২৭ ॥

জ্ঞানমার্গে ফল্গুবৈরাগ্যের দ্বারা মায়া অজেয়া ঃ—

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-বাক্য দৃঢ় সত্য মানি ।
কলিকালে সন্ন্যাসে 'সংসার' নাহি জিনি ॥ ২৮ ॥

প্রভু 'হরের্নাম' শ্লোকার্থ-ব্যাখ্যার প্রশংসা ঃ—

হরের্নাম-শ্লোকের যেই করিলা ব্যাখ্যান ।
সেই সত্য সুখদার্থ পরম প্রমাণ ॥ ২৯ ॥

ভক্তিই মুক্তিদাত্রী ও নামাভাসই মুক্তিপ্রদ ঃ—

ভক্তি বিনা মুক্তি নহে, ভাগবতে কয় ।
কলিকালে নামাভাসে সুখে মুক্তি হয় ॥ ৩০ ॥

অনুভাষ্য

১৬। আদি ৭ম পঃ—পঞ্চতত্ত্বাখ্যান-প্রসঙ্গে এই লীলা বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

২২। সন্ন্যাসিগণ নিজ-নিজ-বেদান্ত-পঠন পরিত্যাগ করিয়া নিজ-গোষ্ঠীমধ্যে মিলিত হইয়া মহাপ্রভু প্রদর্শিত ভক্তিপথ-সম্বন্ধে আলাপ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২৬। আচার্য্য—শঙ্করাচার্য্য ।

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।১৪।৪)—

শ্রেয়ঃসৃতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো
ক্লিশ্যন্তি যে কেবলবোধলব্ধয়ে।
তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে
নান্যদ্ যথা স্থূলতুষাবঘাতিনাম্ ॥ ৩১ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।২।৩২)—

যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিনস্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ ॥৩২

ব্রহ্ম-শব্দের প্রকৃত অর্থ ঃ—

'ব্রহ্ম'-শব্দে কহে 'ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবান্'।
তাঁরে 'নির্ব্বিশেষ' স্থাপি, 'পূর্ণতা' হয় হান ॥ ৩৩ ॥

শ্রুতি ও পুরাণে অবরোহ-পন্থায় অপ্রাকৃত চিদ্বিলাস-দর্শন, তর্ক-মূলক আরোহপন্থায় মায়াতীত চিদ্বিলাসকে মায়িক জড়-বিলাস-জ্ঞানই পাষণ্ডতা বা মহাপরাধ ঃ—

শ্রুতি-পুরাণ কহে,—কৃষ্ণের চিচ্ছক্তি-বিলাস।
তাহা নাহি মানি' পণ্ডিত করে উপহাস ॥ ৩৪ ॥
চিদানন্দ কৃষ্ণবিগ্রহে 'মায়িক' করি' মানি।
এই বড় 'পাপ',—সত্য চৈতন্যের বাণী ॥ ৩৫ ॥

নির্ব্বিশেষ-রূপ অপেক্ষা বা চিদ্বিলাসময় রূপের পরতমত্ব ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবতে (৩।৯।৩)—

নাতঃ পরং পরম যদ্ভবতঃ স্বরূপ-
মানন্দমাত্রমবিকল্পমবিদ্ধবর্চ্চঃ।
পশ্যামি বিশ্বসৃজমেকমবিশ্বমাত্মন্
ভূতেন্দ্রিয়াত্মকমদস্ত উপাশ্রিতোঽস্মি ॥ ৩৬ ॥

নির্ব্বিশেষবাদীর 'মায়াধীশ' ভগবদ্বিগ্রহকে 'মায়িক' বলিয়া জ্ঞান নিরয়জনক ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবতে (৩।৯।৪)—

তদ্বা ইদং ভুবনমঙ্গল মঙ্গলায়
ধ্যানে স্ম নো দর্শিতং ত উপাসকানাম্।
তস্মৈ নমো ভগবতেঽনুবিধেম তুভ্যং
যোঽনাদৃতো নরকভাগ্‌ভিরসৎপ্রসঙ্গৈঃ ॥ ৩৭ ॥

অনুভাষ্য

৩১। মধ্য, ২২শ পঃ ২২ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

৩২। মধ্য, ২২শ পঃ ৩০ সংখ্য দ্রষ্টব্য।

৩৩। ভগবান্‌কে 'নির্ব্বিশেষ' বলিয়া স্থাপন করিলে তাঁহার অপ্রাকৃত সবিশেষত্বের অভাবে পূর্ণশক্তিমত্তায় ব্যাঘাত হয়। নির্ব্বিশেষত্ব—একটী শক্তির অপূর্ণ পরিচয় মাত্র।

৩৪। বেদশাস্ত্র ও পুরাণসকল কৃষ্ণের চিচ্ছক্তিবিলাসের পরমনিত্যত্ব স্থাপন করেন। নিজ-ভোগময় জড়-পাণ্ডিত্যদ্বারা আত্মম্ভরিতা-ক্রমে পণ্ডিতাভিমানী জ্ঞানী 'চিচ্ছক্তির বিলাস হইতে পারে না এবং উহা মায়াশক্তির অন্যতম',—এইরূপ অসজ্জ্ঞানে ভ্রান্ত হইয়া উপহাস করে।

৩৫। নির্ব্বিশেষবাদী সচ্চিদানন্দ কৃষ্ণবিগ্রহকে মায়া-কল্পিত ও মায়ানির্ম্মিত ঈশ্বরবিগ্রহ মনে করিয়া ভগবানের নিত্য সবিশেষত্ব বুঝিতে অক্ষম হয়। এই দাম্ভিকতা বা নাস্তিকতাই গুরুতর অপরাধ। শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাক্যে সবিশেষ সচ্চিদানন্দ কৃষ্ণবিগ্রহ—নিত্য-সত্য-চিদ্বিলাসময়, তাহাই বাস্তব সত্য।

৩৬। গর্ভোদশায়ীর নাভি হইতে ব্রহ্মা উৎপন্ন হইয়াও ঐ পুরুষকে জানিতে না পারায়, জলে প্রবিষ্ট হইয়া তপস্যা-দ্বারা ভগবান্‌কে স্তব করিতে করিতে নিম্নস্থ শ্লোকদ্বয়ে তাঁহার নির্ব্বিশেষ রূপ অপেক্ষা সবিশেষ চিদ্বিলাসময় সচ্চিদানন্দ বিগ্রহের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণন করিতেছেন,—

হে পরম (পরমেশ), অবিদ্ধবর্চ্চঃ (অবিদ্ধং প্রকৃত্যা অনাক্রান্তং বর্চ্চঃ তেজঃ যস্য তৎ মায়াতীত-স্বরূপত্বাৎ অনাবৃত-প্রকাশম্ অতঃ) অবিকল্পং (ন বিদ্যতে বিচিত্রঃ কল্পঃ সৃষ্টিঃ যত্র

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৩৬। হে পরম, তোমার এই আনন্দমাত্র অবিকল্প এবং মায়াতীত তেজঃস্বরূপ,—যে স্বরূপ এখন আমি দেখিতেছি, ইহা হইতে শ্রেষ্ঠস্বরূপ আর নাই। হে আত্মন্, বিশ্বসৃজনকারী অথচ বিশ্ব হইতে পৃথক্ ভূতেন্দ্রিয়াত্মক তোমার এই যে রূপ দেখিতেছি,—ইহাকে আমি উপাশ্রয় (প্রপত্তি) করিতেছি।

৩৭। হে ভুবনমঙ্গল, আমাদের মঙ্গলের জন্য আমাদের উপাসনার যোগ্য তোমার এই স্বরূপ,—যাহা তুমি ধ্যানে দেখাইলে, সেই ভগবৎস্বরূপকে—আমরা নমস্কার এবং পরিচর্য্যা করি। অসৎপ্রসঙ্গ-দূষিত নরকভাক্ ব্যক্তিগণ এই নিত্যমূর্ত্তির আদর করে না।

অনুভাষ্য

তম্ অদ্বয়জ্ঞানম্) আনন্দমাত্রম্ (আনন্দং নির্ব্বিশেষচিদ্রূপং ব্রহ্ম মাত্রা অংশঃ যস্য তৎ) যৎ ভবতঃ (তব) স্বরূপং (পূর্ণভগবদ্রূপং) তৎ অতঃ (রূপাৎ) পরং (ভিন্নং) ন পশ্যামি। হে আত্মন্ (পর-মাত্মন্), বিশ্বসৃজং (বিশ্বসৃষ্টি-কর্ত্তারম্) একম্ (অদ্বিতীয়ম্) অবিশ্বং (নশ্বরাৎ বিশ্বস্মাৎ অন্যৎ ভিন্নম্ অক্ষয়ত্বাৎ) ভূতেন্দ্রিয়া-ত্মকং (ভূতানাম্ ইন্দ্রিয়াণাং চ আত্মকং কারণম্) তে (তব) অদঃ (অপ্রাকৃতং) রূপম্ উপাশ্রিতঃ অস্মি (শরণং যামি)।

৩৭। হে ভুবনমঙ্গল (জীবৈককল্যাণনিলয়,) তৎ বৈ (তদেব ইদং রূপম্) উপাসকানাং নঃ (অস্মাকং) মঙ্গলায় ধ্যানে তে (ত্বয়া) দর্শিতং স্ম। অসৎপ্রসঙ্গৈঃ (শ্রৌতমার্গবিরোধি-নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্ম-বিচারপর-কুতর্কনিষ্ঠৈঃ অজ্ঞানকল্পিতবাক্যৈঃ) নরকভাগ্‌ভিঃ (নরকগামিভিঃ কৈশ্চিৎ নাস্তিকৈঃ) যঃ (পুরুষঃ ত্বং) ন আদৃতঃ

অপ্রাকৃত কৃষ্ণকে নরাকৃতি দেখিয়াই পাষণ্ডগণের প্রাকৃত মর্ত্ত্যবুদ্ধি ঃ—

শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতায় (৯।১১)—

অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্ ।
পরং ভাবমজানন্তঃ সর্ব্বভূতমহেশ্বরম্ ॥ ৩৮ ॥

পাষণ্ডিগণের গতি ঃ—

শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতায় (১৬।১৯)—

তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমান্ ।
ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাসুরীষ্বেব যোনিষু ॥ ৩৯ ॥

গুর্ব্ববজ্ঞা বা গুরু-বিরোধমূলে তর্কপন্থায় শ্রৌতপন্থা শক্তি-পরিণামের অস্বীকার-হেতু বিবর্ত্তবাদ ঃ—

সূত্রের পরিণামবাদ, তাহা না মানিয়া ।
'বিবর্ত্তবাদ' স্থাপে, 'ব্যাস ভ্রান্ত' বলিয়া ॥ ৪০ ॥

বিবর্ত্তবাদাশ্রয়ে লক্ষণা-বৃত্তিতে বেদান্তোপনিষদের কল্পিত অর্থদ্বারা অসুর-পাষণ্ড-মোহন ঃ—

এই ত' কল্পিত অর্থ মনে নাহি ভায় ।
শাস্ত্র ছাড়ি' কুকল্পনা পাষণ্ডে বুঝায় ॥ ৪১ ॥

পরমার্থ ভগবৎকৃপা ছাড়িয়া বন্ধ্যা বিতণ্ডার আশ্রয় ঃ—

পরমার্থ-বিচার গেল, করি মাত্র 'বাদ' ।
কাঁহা মুক্তি পাব, কাঁহা কৃষ্ণের প্রসাদ ॥ ৪২ ॥

শাঙ্করভাষ্য-মেঘকর্ত্তৃক বেদান্ত-সূর্য্যাচ্ছাদন ঃ—

ব্যাসসূত্রের অর্থ আচার্য্য করিয়াছে আচ্ছাদন ।
এই হয় সত্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-বচন ॥ ৪৩ ॥

চৈতন্য-মতই 'সার' ; অদ্বৈতের মত, সবই 'অসার' ঃ—

চৈতন্য-গোসাঞি যেই কহে, সেই মত সার ।
আর যত মত, সেই সব ছারখার ॥" ৪৪ ॥

গৌরভক্ত প্রকাশানন্দের উক্তি ; উদ্ধারান্তে তাঁহার 'প্রবোধানন্দ' নামপ্রাপ্তির প্রমাণাভাব ঃ—

এত কহি' সেই করে কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন ।
শুনি' প্রকাশানন্দ কিছু কহেন বচন ॥ ৪৫ ॥

'কেবলাদ্বৈতবাদ স্থাপনার্থ শঙ্করের সাত্বতশাস্ত্র-খণ্ডনচেষ্টায় 'প্রচ্ছন্ন-নাস্তিকতা' বা ভগবদ্-অবিশ্বাস ঃ—

"আচার্য্যের আগ্রহ—'অদ্বৈতবাদ' স্থাপিতে ।
তাতে সূত্রের ব্যাখ্যা করে অন্য রীতে ॥ ৪৬ ॥
'ভগবত্তা' মানিতে 'অদ্বৈত' না যায় স্থাপন ।
অতএব সব শাস্ত্র করয়ে খণ্ডন ॥ ৪৭ ॥

কুতর্কমূলক মতবাদের ফল ঃ—

যেই গ্রন্থকর্ত্তা চাহে স্ব-মত স্থাপিতে ।
শাস্ত্রের সহজ অর্থ নহে তাঁহা হৈতে ॥ ৪৮ ॥

ষড়্‌বিধ দার্শনিকের বিভিন্ন মতবাদ ও বৈদিক মত ঃ—

'মীমাংসক' কহে,—'ঈশ্বর হয় কর্ম্মের অঙ্গ ।'
'সাংখ্য' কহে,—'জগতের প্রকৃতি কারণ ॥' ৪৯ ॥
'ন্যায়' কহে,—'পরমাণু হৈতে বিশ্ব হয় ।'
'মায়াবাদী'—নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মে 'হেতু' কয় ॥ ৫০ ॥
'পাতঞ্জল' কহে,—'ঈশ্বর হয় স্বরূপ-আখ্যান ।'
বেদমতে কহে তাঁরে—'স্বয়ং ভগবান্' ॥ ৫১ ॥

ব্যাসকর্ত্তৃক ব্রহ্মসূত্রে সর্ব্বমতবাদ-খণ্ডন ঃ—

ছয়ের ছয় মত ব্যাস কৈলা আবর্ত্তন ।
সেই সব সূত্র লঞা 'বেদান্ত'-বর্ণন ॥ ৫২ ॥

'বেদান্ত'-মতে ব্রহ্ম—চিদ্বিলাস সবিশেষ বা সচ্চিদানন্দময় বিগ্রহ ঃ—

'বেদান্ত'-মতে,—ব্রহ্ম 'সাকার' নিরূপণ ।
'নির্গুণ'—ব্যতিরেকে, তিঁহো হয় ত' 'সগুণ' ॥ ৫৩ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৩৮। মনুষ্যের আকারধারী আমাকে মূঢ়লোকগণ অবজ্ঞা করে, অর্থাৎ আমার নিত্য চিন্ময়দেহকে মায়াশ্রিত বোধ করিয়া অবজ্ঞা করে ; কেননা, তাহারা সর্ব্বভূতমহেশ্বরস্বরূপ কৃষ্ণমূর্ত্তির সর্ব্বোত্তম চিন্ময় স্বভাবকে জানে না।

৩৯। আমার শ্রীমূর্ত্তিবিদ্বেষী ক্রূর নরাধমদিগকে এই সংসারে আসুরী প্রভৃতি যোনিতে আমি মুহুর্মুহুঃ নিক্ষেপ করি।

অনুভাষ্য

(নৈব স্বীকৃতঃ), তস্মৈ ভগবতে তুভ্যং নমঃ অনুবিধেম (বয়ম্ অনুবৃত্ত্যা নমস্করবাম)।

৩৮। সর্ব্বভূতমহেশ্বরং (সর্ব্বপ্রাণিনামধীশ্বরং মম) পরং ভাবম্ (অপ্রাকৃত-রসবিগ্রহ-তত্ত্বম্) অজানন্তঃ মূঢ়াঃ (অক্ষজজ্ঞান-মুগ্ধাঃ) মানুষীং (ভক্তেচ্ছাবশাৎ ভক্তাহ্লাদন-নিমিত্তাৎ মনুষ্যাকারাং) তনুং (শুদ্ধসত্ত্বময়ীমপি) আশ্রিতং (ধৃতং) মাম্ (অবতীর্ণম্) অবজানন্তি (অবমন্যন্তে)।

৩৯। [মাং] দ্বিষতঃ (দ্বেষপরায়ণান্) ক্রূরান্ (হিংস্রান্) অশুভান্ (নিষিদ্ধাচাররতান্) নরাধমান্ তান্ (জনান্) এব সংসারেষু (জন্মমৃত্যুমার্গেষু) আসুরীষু যোনিষু (হিংসালোভসমন্বিতাসু তির্য্যক্-পশ্বাদি-যোনিষু) অজস্রং (পুনঃ পুনঃ) অহং ক্ষিপামি (তেষাং ভীষণাপরাধানাং তাদৃশমেব ফলং দদামীত্যর্থঃ)।

৪০। আদি, ৭ম পঃ ১২১-১২৬ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৪৫-৫৫। অন্য সন্ন্যাসীর ভক্তিসাপেক্ষ বচন শ্রবণ করত প্রকাশানন্দ সরস্বতী কহিতেছেন,—'শঙ্করাচার্য্যের অদ্বৈতবাদ-স্থাপনে আগ্রহাতিশয়প্রযুক্ত সূত্রের অন্যপ্রকার ব্যাখ্যা কৃত

পরমত-খণ্ডনপূর্ব্বক নিজ-নিজ মতবাদ স্থাপনচেষ্টা ঃ—

পরম কারণ ঈশ্বরে কেহ নাহি মানে ।
স্ব-স্ব-মত স্থাপে পরমতের খণ্ডনে ॥ ৫৪ ॥

অনিশ্চয়তামূলক মনোধর্ম্মী তর্কপন্থী ষড়্দর্শন ছাড়িয়া শ্রৌতপন্থী মহাজন বা শুদ্ধভক্তই আশ্রয়িতব্য ঃ—

তাতে ছয় দর্শন হৈতে 'তত্ত্ব' নাহি জানি ।
'মহাজন' যেই কহে, সেই 'সত্য' মানি ॥ ৫৫ ॥

মহাভারত বনপর্ব্বে (৩১৩।১১৭)—

তর্কোঽপ্রতিষ্ঠঃ শ্রুতয়ো বিভিন্না নাসাবৃষির্যস্য মতং ন ভিন্নম্ ।
ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ ॥৫৬

চৈতন্যসিদ্ধান্তবাণীই অনুসরণীয়া ঃ—

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-বাণী—অমৃতের ধার ।
তিঁহো যে কহয়ে বস্তু, সেই 'তত্ত্ব'—সার ॥" ৫৭ ॥

মহারাষ্ট্রীয় বিপ্রের প্রভুকে শুভ-সন্দেশ-জ্ঞাপনার্থ যাত্রা ঃ—

এ সব বৃত্তান্ত শুনি' মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ ।
প্রভুরে কহিতে সুখে করিলা গমন ॥ ৫৮ ॥

কাশীতে দৈনিক নিয়মানুসারে পঞ্চনদে স্নানানন্তর প্রভুর শ্রীবিন্দুমাধব-দর্শনে যাত্রা ঃ—

হেনকালে মহাপ্রভু পঞ্চনদে স্নান করি' ।
দেখিতে চলিয়াছেন 'বিন্দুমাধব হরি' ॥ ৫৯ ॥

মহারাষ্ট্রীয় বিপ্রমুখে ভক্ত-প্রকাশানন্দের কথা-শ্রবণে প্রভুর সুখ ঃ—

পথে সেই বিপ্র সব বৃত্তান্ত কহিল ।
শুনি' মহাপ্রভু সুখে ঈষৎ হাসিল ॥ ৬০ ॥

শ্রীবিন্দুমাধব-দর্শনে প্রভুর আবেশ ও নৃত্য ঃ—

মাধব-সৌন্দর্য্য দেখি' আবিষ্ট হইলা ।
অঙ্গনেতে আসি' প্রেমে নাচিতে লাগিলা ॥ ৬১ ॥

চারি ভক্তের সঙ্কীর্ত্তন ঃ—

শেখর, পরমানন্দ, তপন, সনাতন ।
চারিজন মিলি' করে নাম-সঙ্কীর্ত্তন ॥ ৬২ ॥

নাম-সঙ্কীর্ত্তন ঃ—

"হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ ।
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন ॥" ৬৩ ॥

চতুর্দ্দিকে অসংখ্য লোকের হরিধ্বনি ঃ—

চৌদিকেতে লক্ষ লোক বলে 'হরি' 'হরি' ।
উঠিল মঙ্গলধ্বনি স্বর্গ-মর্ত্ত্য ভরি' ॥ ৬৪ ॥

সশিষ্য প্রকাশানন্দের তথায় আগমন ঃ—

নিকটে হরিধ্বনি শুনি' প্রকাশানন্দ ।
দেখিতে কৌতুকে আইলা লঞা শিষ্যবৃন্দ ॥ ৬৫ ॥

প্রভুর নৃত্য ও প্রেম-মাধুর্য্যদর্শনে তাঁহারও কীর্ত্তন ঃ—

দেখিয়া প্রভুর নৃত্য, প্রেম, দেহের মাধুরী ।
শিষ্যগণ-সঙ্গে সেই বলে 'হরি' 'হরি' ॥ ৬৬ ॥

ভাব-দর্শনে কাশীবাসীর বিস্ময় ঃ—

হর্ষ, দৈন্য, চাপল্যাদি 'সঞ্চারী' বিকার ।
দেখি' কাশীবাসী লোকের হৈল চমৎকার ॥ ৬৭ ॥

লোকসংঘট্ট ও সন্ন্যাসি-দর্শনে প্রভুর ভাব-নৃত্য সম্বরণ ঃ—

লোকসংঘট্ট দেখি' প্রভুর 'বাহ্য' যবে হৈল ।
সন্ন্যাসীর গণ দেখি' নৃত্য সম্বরিল ॥ ৬৮ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

হইয়াছে। ভগবত্তা মানিলে 'অদ্বৈতবাদ' থাকে না। এইজন্য আচার্য্য ভগবত্তত্ত্ব-প্রতিপাদক অন্য সকল শাস্ত্রের খণ্ডন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, নিজমত-স্থাপনের জন্য শাস্ত্রের সহজ অর্থ পরিত্যাগ করাই 'মতবাদে'র নিয়ম। দেখ (১) জৈমিন্যাদি **মীমাংসকগণ** বেদের মূলতাৎপর্য্য যে ভক্তি, তাহা ত্যাগ করিয়া **ঈশ্বরকে 'কর্ম্মের অঙ্গ'** করিয়া ফেলিয়াছেন। (২) **কপিলাদি নিরীশ্বর সাংখ্যকার** প্রকৃত বেদার্থ পরিত্যাগপূর্ব্বক **প্রকৃতিকে জগৎকারণ** বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। (৩) **গৌতম ও কণাদাদি ন্যায় ও বৈশেষিক-শাস্ত্রে পরমাণুকেই বিশ্বকারণ** বলিয়াছেন। (৪) সেইরূপ **অষ্টাবক্রাদি মায়াবাদী নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মকেই জগতের কারণ** বলিয়া দেখাইয়াছেন। (৫) **পতঞ্জলি** প্রভৃতি রাজযোগী তাঁহার **যোগশাস্ত্রোক্ত কল্পনাময় ঈশ্বরকে 'স্বরূপ-তত্ত্ব'** বলিয়া স্থাপন করিয়াছেন। এইসকল মতবাদপরায়ণ আচার্য্যগণ বেদসিদ্ধ স্বয়ং ভগবান্‌কে পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার খণ্ডভাবে (খণ্ড-প্রতীতিময়) একটী একটী 'মত' স্থাপন করিয়াছেন। ষড়্দর্শনের ছয় মত উত্তমরূপে আলোচনাপূর্ব্বক তত্তন্মত খণ্ডন করিয়া শ্রীব্যাসদেব **ভগবৎপ্রতিপাদক বেদসূত্র-সকল অবলম্বনপূর্ব্বক বেদান্তসূত্র** নির্ম্মাণ করিয়াছেন। **বেদান্ত-মতে, ব্রহ্ম—সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ সাকার।** নির্ব্বিশেষবাদিগণ ব্রহ্মকে 'নির্গুণ' এবং বিশেষ-স্থলে ভগবান্‌কে 'সগুণ' (ত্রিগুণময়) বলিয়া প্রতিপাদন করেন ; বস্তুতঃ তত্ত্ববস্তু কেবল নির্গুণ বা ত্রিগুণাতীত নহেন ; পরন্তু তিনি—অনন্তচিদ্‌গুণরাশির আধার 'সগুণ' বিগ্রহ। মতবাদিগণের মতে পরমকারণ ঈশ্বর (বিষ্ণুকে) পাওয়া যায় না অর্থাৎ কেহই সর্ব্বেশ্বরেশ্বর সর্ব্বকারণকারণ বিষ্ণুকে মানেন না, (অথচ পর-মতখণ্ডনপূর্ব্বক নিজ নিজ মতবাদ স্থাপন করিতে প্রয়াস করিয়াছেন) ; অতএব মহাজন যাহা বলেন, তাহাই 'সত্য' বলিয়া জানিতে হইবে।

অনুভাষ্য

৫৬। মধ্য, ১৭শ পঃ ১৮৬ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

প্রভু ও প্রকাশানন্দ, উভয়ের পরস্পর বন্দনা ঃ—

প্রকাশানন্দের প্রভু বন্দিলা চরণ ।
প্রকাশানন্দ আসি' তাঁর ধরিল চরণ ॥ ৬৯ ॥

প্রভুর দৈন্য-জ্ঞাপন ঃ—

প্রভু কহে,—"'তুমি জগদ্গুরু পূজ্যতম ।
আমি তোমার না হই 'শিষ্যের শিষ্য' সম ॥ ৭০ ॥
শ্রেষ্ঠ হঞা কেনে কর হীনের বন্দন ।
আমার সর্ব্বনাশ হয়, তুমি ব্রহ্ম-সম ॥ ৭১ ॥
যদ্যপি তোমার সব ব্রহ্ম-সম ভাসে ।
লোকশিক্ষা লাগি' ঐছে করিতে না আইসে ॥" ৭২ ॥

প্রভুপদস্পর্শে প্রকাশানন্দের অপরাধ-মোচন জ্ঞাপন ঃ—

তেঁহো কহে,—"তোমার নিন্দা পূর্ব্বে যে করিল ।
তোমার চরণ-স্পর্শে, সব ক্ষয় গেল ॥ ৭৩ ॥

মুক্তগণেরও ভগবদপরাধফলে বন্ধন-দশা ঃ—

বাসনা-ভাষ্য-ধৃত পরিশিষ্ট-বচন—

জীবন্মুক্তা অপি পুনর্যান্তি সংসারবাসনাম্ ।
যদ্যচিন্ত্যমহাশক্তৌ ভগবত্যপরাধিনঃ ॥ ৭৪ ॥

ভগবৎপাদস্পর্শে অপরাধ-মোচন ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৩৪।৯)—

স বৈ ভগবতঃ শ্রীমৎপাদস্পর্শহতাশুভঃ ।
ভেজে সর্পবপুর্হিত্বা রূপং বিদ্যাধরার্চ্চিতম্ ॥" ৭৫ ॥

স্বয়ং ভগবান্ হইয়াও লোকশিক্ষার্থ প্রভুর জগদ্গুরু আচার্য্যরূপে আপনাকে দীন জীবাভিমান ঃ—

প্রভু কহে,—"'বিষ্ণু' 'বিষ্ণু', আমি ক্ষুদ্র জীব হীন ।
জীবে বিষ্ণু মানি—এই অপরাধ-চিহ্ন ॥ ৭৬ ॥

পাষণ্ডের কার্য্য বা পরিচয় ঃ—

জীবে 'বিষ্ণু' বুদ্ধি করে—যেই ব্রহ্ম-রুদ্র-সম ।
নারায়ণে মানে, তারে 'পাষণ্ডীতে' গণন ॥ ৭৭ ॥

শাস্ত্র-প্রমাণ ঃ—

বৈষ্ণবতন্ত্র-বাক্য ও পাদ্মোত্তর-খণ্ডে (২৩।১২)—

যস্তু নারায়ণং দেবং ব্রহ্মরুদ্রাদিদৈবতৈঃ ।
সমত্বেনৈব বীক্ষেত স পাষণ্ডী ভবেদ্ধ্রুবম্ ॥" ৭৮ ॥

প্রভুর প্রতি প্রকাশানন্দের দৃঢ় বিশ্বাস বা শ্রদ্ধা ঃ—

প্রকাশানন্দ কহে,—"তুমি সাক্ষাৎ ভগবান্ ।
তবু যদি কর তাঁর 'দাস'-অভিমান ॥ ৭৯ ॥
তবু পূজ্য হও তুমি আমা সবা হৈতে ।
সর্ব্বনাশ হয়, এই তোমার নিন্দাতে ॥ ৮০ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (৬।১৪।৫)—

মুক্তানামপি সিদ্ধানাং নারায়ণপরায়ণঃ ।
সুদুর্ল্লভঃ প্রশান্তাত্মা কোটিষ্বপি মহামুনে ॥ ৮১ ॥

মহৎ বা বৈষ্ণবের নিন্দায় সর্ব্বনাশ ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৪।৪৬)—

আয়ুঃ শ্রিয়ং যশো ধর্ম্মং লোকানাশিষ এব চ ।
হন্তি শ্রেয়াংসি সর্ব্বাণি পুংসো মহদতিক্রমঃ ॥ ৮২ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (৭।৫।৩২)—

নৈষাং মতিস্তাবদুরুক্রমাঙ্ঘ্রিং স্পৃশত্যনর্থাপগমো যদর্থঃ ।
মহীয়সাং পাদরজোঽভিষেকং নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ ॥৮৩॥

অহঙ্কার ত্যাগপূর্ব্বক কৃষ্ণচরণে প্রণামফলে শুদ্ধভক্তি-লাভ ঃ—

এবে তোমার পাদাব্জে উপজিবে ভক্তি ।
তথি লাগি' করি তোমার চরণে প্রণতি ॥" ৮৪ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৭৪। জীবন্মুক্তগণও যদি অচিন্ত্যমহাশক্তি ভগবানে অপরাধী হন, তাহা হইলে তাঁহারা পুনরায় সংসার-বাসনায় পতিত হন।

৭৫। সেই সর্প শ্রীকৃষ্ণের পাদস্পর্শে বিগতাশুভ হইয়া সর্প-শরীর পরিত্যাগপূর্ব্বক বিদ্যাধরদিগের অর্চ্চিত পূর্ব্বরূপ প্রাপ্ত হইল।

অনুভাষ্য

৭৪। অচিন্ত্যমহাশক্তৌ (অপ্রাকৃত-চিচ্ছক্তিমতি) ভগবতি (অধোক্ষজে) যদি অপরাধিনঃ ভবন্তিঃ, তদা জীবন্মুক্তাঃ অপি পুনঃ সংসারবাসনাং (ভোগবাসনামূলম্ অনর্থং) যান্তি (লভন্তে)।

৭৫। ব্রজে একদা দেবযাত্রানুষ্ঠান-ক্রিয়ায় গোপ-রাজ শ্রীনন্দ সবান্ধবে সরস্বতী নদীতীরে উপস্থিত হইয়া ব্রতধারণপূর্ব্বক স্বয়ং বনমধ্যে শয়ান ছিলেন, এমন সময় অঙ্গিরস-ঋষিগণকে উপহাস-ফলে তাঁহাদের অভিশাপে সর্প-যোনিপ্রাপ্ত সুদর্শন-নামক গন্ধর্ব্ব নন্দকে আক্রমণ করায়, নন্দের কাতর আহ্বানে কৃষ্ণ আসিয়া উহাকে চরণদ্বারা প্রহার করিয়া নন্দকে সর্পকবল হইতে রক্ষা করেন। কৃষ্ণ-চরণ-স্পর্শফলে সর্পের যে অশুভ দূর হইয়াছিল, তাহা শ্রীশুক পরীক্ষিৎকে বর্ণন করিতেছেন,—

সঃ (সর্পঃ) বৈ ভগবতঃ (কৃষ্ণস্য) শ্রীমৎপাদস্পর্শহতাশুভঃ (শ্রীমতঃ পাদস্য স্পর্শেন হতম্ অশুভম্—অঙ্গিরসাং বিরূপ-দর্শনাৎ তান্ উপহসনেন তেভ্যঃ শাপরূপং যস্য তথাভূতঃ সন্) সর্পবপুঃ (সর্পযোনিমিত্যর্থঃ) হিত্বা (পরিত্যজ্য) বিদ্যাধরার্চ্চিতং (বিদ্যাধরেষু অর্চ্চিতং পূজিতং) রূপং ভেজে (প্রাপ)।

৭৮। মধ্য, ১৮শ পঃ ১১৬ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

৮১। মধ্য, ১৯শ পঃ ১৫০ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

৮২। মধ্য, ১৫শ পঃ ২৭০ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

৮৩। মধ্য, ২২শ পঃ ৫৩ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

সকলের তথায় উপবেশন ও প্রকাশানন্দের প্রভু-মুখে শঙ্করের মায়াবাদ-সমালোচনা ও ব্রহ্মসূত্রের যথার্থ তাৎপর্য্য-শ্রবণেচ্ছা ঃ—

এত বলি' প্রভুরে লঞা তথা বসিল ।
প্রভুরে প্রকাশানন্দ পুছিতে লাগিল ॥ ৮৫ ॥
"মায়াবাদে করিলা যত দোষের আখ্যান ।
সবে এই জানি' আচার্য্যের কল্পিত ব্যাখ্যান ॥ ৮৬ ॥
সূত্রের করিলা তুমি মুখ্যার্থ-বিবরণ ।
তাহা শুনি' সবার হৈল চমৎকার মন ॥ ৮৭ ॥
তুমি ত' ঈশ্বর, তোমার আছে সর্ব্বশক্তি ।
সংক্ষেপরূপে কহ তুমি, শুনিতে হয় মতি ॥" ৮৮ ॥

শ্রৌতপন্থী প্রভুর দৈন্যক্রমে আপনাকে শিষ্যরূপী দীন জীবাভিমানে ব্যাস-গুরু-পূজা ঃ—

প্রভু কহে,—"আমি 'জীব', অতি তুচ্ছ-জ্ঞান !
ব্যাসসূত্রের গম্ভীর অর্থ, ব্যাস—ভগবান্ ॥ ৮৯ ॥

জীবহিতার্থ ব্যাসদেব স্বয়ং সূত্রকার হইয়াও ভাষ্যকার, তাহাতেই যথার্থ তাৎপর্য্য-বোধ-সৌকর্য্য ঃ—

তাঁর সূত্রের অর্থ কোন জীব নাহি জানে ।
অতএব আপনে সূত্রার্থ করিয়াছে ব্যাখ্যানে ॥ ৯০ ॥
যেই সূত্রকর্ত্তা, সে যদি করয়ে ব্যাখ্যান ।
তবে সূত্রের মূল অর্থ লোকের হয় জ্ঞান ॥ ৯১ ॥

বেদ-বৃক্ষের বীজ—প্রণব, মাতা (অঙ্কুর)—গায়ত্রী, ফল—চতুঃশ্লোকী ভাগবত ঃ—

প্রণবের যেই অর্থ, গায়ত্রীতে সেই হয় ।
সেই অর্থ চতুঃশ্লোকীতে বিবরিয়া কয় ॥ ৯২ ॥

ব্রহ্ম-সম্প্রদায়ে আম্নায়-পারম্পর্য্যে ভাগবত-কীর্ত্তন-বর্ণন ঃ—

ব্রহ্মারে ঈশ্বর চতুঃশ্লোকী যে কহিলা ।
ব্রহ্মা নারদে সেই উপদেশ কৈলা ॥ ৯৩ ॥
নারদ সেই অর্থ ব্যাসেরে কহিলা ।
শুনি' বেদব্যাস মনে বিচার করিলা ॥ ৯৪ ॥

ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যস্বরূপ চতুঃশ্লোকী-বিস্তার বা ভাগবত-রচনা-সঙ্কল্প ঃ—

'এই অর্থ—আমার সূত্রের ব্যাখ্যানুরূপ ।
'ভাগবত' করিব সূত্রের ভাষ্যস্বরূপ ॥' ৯৫ ॥

বেদ ও উপনিষৎসমূহের সার-সমুদ্ধার ঃ—

চারিবেদ-উপনিষদে যত কিছু হয় ।
তার অর্থ লঞা ব্যাস করিলা সঞ্চয় ॥ ৯৬ ॥

সূত্রের আকরস্বরূপ শ্রুতিমন্ত্রসমূহই ভাগবতে শ্লোকাকারে নিবদ্ধ ঃ—

যেই সূত্রে যেই ঋক্—বিষয়-বচন ।
ভাগবতে সেই ঋক্ শ্লোকে নিবন্ধন ॥ ৯৭ ॥

একই উপনিষন্মন্ত্রার্থ ভাগবত-শ্লোকে ব্যক্ত ঃ—

অতএব ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য—শ্রীভাগবত ।
ভাগবত-শ্লোক, উপনিষৎ কহে 'এক' মত ॥ ৯৮ ॥

দৃষ্টান্ত ; সকলই বিষ্ণুময়, তদ্ব্যতীত বস্তু নাই, ভোক্তৃবুদ্ধি-ত্যাগপূর্ব্বক যুক্তবৈরাগ্যের সহিত সমস্ত বিষয় বিষ্ণুসম্বন্ধি বা বিষ্ণুভোগ্যজ্ঞানে সেব্য ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবতে (৮।১।১০)—

আত্মাবাস্যমিদং বিশ্বং যৎ কিঞ্চিজ্জগত্যাং জগৎ ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যচিদ্ধনম্ ॥ ৯৯ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৮৮। সংক্ষেপরূপে কহ—প্রত্যেক সূত্রের মুখ্যার্থ যাহা আপনি কহিয়াছিলেন, তাহা আমি শুনিয়াছি। সম্প্রতি আমি বেদান্তের মুখ্য তাৎপর্য্য সংক্ষিপ্তরূপে শুনিতে ইচ্ছা করি।

৯৪-৯৫। প্রণবই সর্ব্ববেদের 'মহাবাক্য' ; সেই প্রণবে যে অর্থ আছে, তাহাই গায়ত্রীতে আছে এবং সেই অর্থ শ্রীভাগবতে 'অহমেবাসমেবাগ্রে' এই শ্লোক হইতে ৪টী শ্লোকে বিবৃত হইয়াছে। ভগবান্ হইতে ব্রহ্মা, ব্রহ্মা হইতে নারদ, নারদ হইতে শ্রীব্যাস,—এইরূপ সৎসম্প্রদায়-ক্রমান্বয়ে বেদসকল ও তাহার তাৎপর্য্য শ্রীভাগবতে আসিয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতই 'ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য'-স্বরূপ।

৯৭। ঋক্—বেদমন্ত্র ; বিষয়বচন—উদ্দেশ্য। শ্রীমদ্ভাগবতে সেই ঋক্ শ্লোকরূপে নিবদ্ধ হইয়াছে।

৯৯। যাহা কিছু এই জগতে দেখিতেছ, সমস্তই অর্থাৎ এই বিশ্বই আত্মাকর্ত্তৃক ব্যাপ্ত। হে জীবসকল, সেই আত্মাই তোমাদের নিয়ন্তা ও পাতা, তাঁহার প্রসাদদত্ত দ্রব্য বলিয়া জগতের সমস্ত দ্রব্য ভোগ কর ; অন্যের ধন হরণ করিও না। তাৎপর্য্য এই যে, যে ব্রহ্মসূত্রের ঈশোপনিষদের 'ঈশাবাস্যমিদং জগৎ'-মন্ত্র অর্থাৎ শ্রুতিমন্ত্র বিষয়-বচন আছে, শ্রীমদ্ভাগবতে সেই ঋক্ (মন্ত্র) "আত্মাবাস্যমিদং" বলিয়া শ্লোক নিবদ্ধ হইয়াছে। এইরূপ সমস্ত সূত্রেরই ঋক্-বচনসকল ভাগবত-শ্লোকে নিবদ্ধ আছে।

অনুভাষ্য

৯৯। পরীক্ষিৎ স্বায়ম্ভুব-মনুর বংশাবলী শ্রবণ করিয়া অন্যান্য মনুগণের বিষয় ও মন্বন্তরাবতারসমূহের ক্রিয়াকলাপ জিজ্ঞাসা করায়, শ্রীশুক প্রথমে মনুর উক্তি বলিতেছেন,—

জগত্যাং (লোকে) যৎ কিঞ্চিৎ জগৎ (বদ্ধজীবভোগ্যং মায়াশক্তিপরিণতম্ ইন্দ্রিয়সুখকরং, তৎ) ইদং বিশ্বং (সর্ব্বম্) আত্মাবাস্যং (প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিতভক্তিবিলোচনেন অপ্রাকৃতদর্শনেন

আদি চতুঃশ্লোকী-ভাগবতে সম্বন্ধাভিধেয়প্রয়োজন নিরূপিত ঃ—

ভাগবতের সম্বন্ধ, অভিধেয়, প্রয়োজন ।
চতুঃশ্লোকীতে প্রকট তার করিয়াছে লক্ষণ ॥ ১০০ ॥

ব্রহ্মার নিকট শ্রীকৃষ্ণের চতুঃশ্লোকীস্থ তত্ত্বত্রয়ের সংক্ষেপে ব্যাখ্যা—বিষয়বোধরূপ ভগবৎস্বরূপনির্দ্ধারণই কেবল চিন্মাত্রময় 'জ্ঞান', আশ্রয়ের চিদ্বিলাসানুভবরূপ ভগবৎস্ফূর্ত্তিই 'বিজ্ঞান', রহস্য বা প্রেমাই 'প্রয়োজন', তদঙ্গ সাধনভক্তিই 'অভিধেয়' ঃ—

'আমি—'সম্বন্ধ'-তত্ত্ব, আমার জ্ঞান-বিজ্ঞান ।
আমা পাইতে সাধন-ভক্তি 'অভিধেয়'-নাম ॥ ১০১ ॥
সাধনের ফল—'প্রেম' মূল-প্রয়োজন ।
সেই প্রেমে পায় জীব আমার 'সেবন' ॥ ১০২ ॥

ছয়টী শ্লোকমধ্যে চতুঃশ্লোকী ব্যতিরিক্ত এই শ্লোকে সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজন-বর্ণন ; জ্ঞান ও বিজ্ঞানই 'সম্বন্ধ', রহস্যই 'প্রয়োজন', তদঙ্গই 'অভিধেয়' ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবতে (২।৯।৩০)—

জ্ঞানং মে পরমগুহ্যং যদ্বিজ্ঞান-সমন্বিতম্ ।
সরহস্যং তদঙ্গঞ্চ গৃহাণ গদিতং ময়া ॥ ১০৩ ॥

অবরোহ-পন্থায় ভগবৎকৃপাপ্রভাবে তত্ত্বস্ফূর্ত্তি ঃ—

এই 'তিন' তত্ত্ব আমি কহিনু তোমারে ।
'জীব' তুমি এই তিন নারিবে জানিবারে ॥ ১০৪ ॥

নামরূপগুণলীলাময় ভগবান্ কেবল 'নির্ব্বিশেষ' নহেন ঃ—

যৈছে আমার 'স্বরূপ', যৈছে আমার 'স্থিতি' ।
যৈছে আমার গুণ, কর্ম্ম, ষড়ৈশ্বর্য্য-শক্তি ॥ ১০৫ ॥
আমার কৃপায় এই সব স্ফুরুক তোমারে ।'
এত বলি' তিন তত্ত্ব কহিলা তাঁহারে ॥ ১০৬ ॥

ছয়টী শ্লোকমধ্যে চতুঃশ্লোকী ব্যতিরিক্ত এই শ্লোকে কৃপারূপ আশীর্ব্বাদ-বর্ষণ ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবতে (২।৯।৩১)—

যাবানহং যথাভাবো যদ্রূপগুণকর্ম্মকঃ ।
তথৈব তত্ত্ববিজ্ঞানমস্তু তে মদনুগ্রহাৎ ॥ ১০৭ ॥

চতুঃশ্লোকী-ব্যাখ্যারম্ভ ; তন্মধ্যে প্রথম শ্লোকে সম্বন্ধ-তত্ত্ব অহং-শব্দ-বাচ্য স্বরূপশক্তিমান্ নিত্য-সত্য-সনাতন-বিগ্রহ কৃষ্ণের 'জ্ঞান'-লক্ষণ ঃ—

'সৃষ্টির পূর্ব্বে ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ আমি ত' হইয়ে ।
'প্রপঞ্চ', 'প্রকৃতি', 'পুরুষ' আমাতেই লয়ে ॥ ১০৮ ॥
সৃষ্টি করি' তার মধ্যে আমি ত' বসিয়ে ।
প্রপঞ্চ যে দেখ সব, সেহ আমি হইয়ে ॥ ১০৯ ॥
প্রলয়ে অবশিষ্ট আমি 'পূর্ণ' হইয়ে ।
প্রাকৃত প্রপঞ্চ পায় আমাতেই লয়ে ॥' ১১০ ॥

চতুঃশ্লোকীর প্রথম শ্লোক ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবতে (২।৯।৩২)—

অহমেবাসমেবাগ্রে নান্যৎ যৎ সদসৎপরম্ ।
পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোঽবশিষ্যেত সোঽস্ম্যহম্ ॥ ১১১ ॥

শ্লোক-তাৎপর্য্য—কৃষ্ণের সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহত্ব ঃ—

"অহমেব"-শ্লোকে 'অহম্'—তিনবার ।
পূর্ণৈশ্বর্য্য-বিগ্রহের স্থিতির নির্দ্ধার ॥ ১১২ ॥

নিরাকারবাদীকে খণ্ডন ঃ—

যে 'বিগ্রহ' নাহি মানে, 'নিরাকার' মানে ।
তারে তিরস্করিবারে করিলা নির্দ্ধারণে ॥ ১১৩ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১০৪। জীব তুমি—হে ব্রহ্মন্, তুমি—'জীব' ; আমার কৃপা ব্যতীত পরম গুহ্য জানিতে পারিবে না।

অনুভাষ্য

আত্মনা ভগবতা আবাস্যং সত্তা-চৈতন্যাভ্যাং ব্যাপ্যং) তেন (হেতুনা) ত্যক্তেন (সেবাকামায় ভগবদর্পণেন, যদ্বা,) তেন (ঈশ্বরেণ) ত্যক্তেন (কিঞ্চিৎ ত্যক্তং দত্তং যদ্ধনং তেনৈব ভগবত্ত্যক্তোচ্ছিষ্টত্বেনেত্যর্থঃ) ভুঞ্জীথাঃ (গৃহাণ, স্বীকুর্ব্বিত্যর্থঃ) ; কস্যচিৎ (জড়ভোক্তৃবুদ্ধ্যা আসক্তস্য জনস্য সম্বন্ধে) ধনং (ভগবদিতর-মায়া-দর্শনার্থ প্রাকৃত-বিষয়ভোগাদিকং) মা গৃধঃ (নৈবাকাঙ্ক্ষীঃ ;—তথা চ শ্রুতিঃ "ঈশাবাস্যমিদম্" ইতি যথা-শ্লোকমেব)।

১০৩। আদি, ১ম পঃ ৫১ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

অনুভাষ্য

১০৪। এই তিন—সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন।

১০৭। আদি, ১ম পঃ ৫২ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১১১। আদি, ১ম পঃ ৫৩ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১১২। 'অহমেব'-শ্লোকে তিনবার 'অহম্' শব্দ আছে। প্রথম চরণে 'অহমেব'-পদে, তৃতীয়-চরণে 'পশ্চাদহং'-পদে এবং চতুর্থ-চরণে 'সোঽস্ম্যহং'-পদে 'অহং'-শব্দ বর্ত্তমান ; এতদ্দ্বারা ভগবানের ব্যক্তিগত বিগ্রহ নির্দ্ধারিত হইল—তিনি কেবল নির্ব্বিশেষ নহেন।

১১৩। নির্ব্বিশেষবাদী ভগবানের ব্যক্তিগত সবিশেষ বিগ্রহ স্বীকার করেন না বলিয়া তাঁহার বিচার যে ভ্রমপূর্ণ ও সর্ব্বতোভাবে ত্যাজ্য—এ কথা হৃদয়ে ধারণা করাইবার জন্য তিনবার 'অহমেব' বলিয়া 'সম্বন্ধ' স্থাপন করিলেন।

দ্বিতীয় শ্লোকে 'অন্তরঙ্গ-স্বরূপ' ব্যতীত 'তটস্থ-জীব' ও 'বহিরঙ্গা গুণ-মায়া'-শক্তির লক্ষণ ও তৎপ্রতীতি-বিচার ; জীবও গুণ-মায়াতীত-স্বরূপ, বা অন্তরঙ্গ-দর্শনে নিরপেক্ষ বিশুদ্ধ স্বরূপানুভব, বা—'বিজ্ঞান' ; জীব বা গুণমায়া-দর্শন 'স্বরূপ-দর্শন' নহে ঃ—

এই সব শব্দে হয়—'জ্ঞান'-'বিজ্ঞান'-বিবেক ।
মায়া-কার্য্য, মায়া হৈতে আমি—ব্যতিরেক ॥ ১১৪ ॥

সূর্য্য, আভাস ও তমঃ—একই বস্তুর বিভিন্ন প্রতীতির দৃষ্টান্ত ঃ—

যৈছে সূর্য্যের স্থানে ভাসয়ে 'আভাস' ।
সূর্য্য বিনা স্বতঃ তার না হয় প্রকাশ ॥ ১১৫ ॥

'জ্ঞান' ও 'বিজ্ঞান' লইয়াই সম্বন্ধ-তত্ত্ব নিরূপিত ঃ—

মায়াতীত হৈলে হয় আমার 'অনুভব' ।
এই 'সম্বন্ধ'-তত্ত্ব কহিলুঁ, শুন আর সব ॥ ১১৬ ॥

চতুঃশ্লোকীর দ্বিতীয় শ্লোক ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবতে (২।৯।৩৩)—

ঋতেঽর্থং যৎ প্রতীয়েত ন প্রতীয়েত চাত্মনি ।
তদ্বিদ্যাদাত্মনো মায়াং যথাভাসো যথা তমঃ ॥ ১১৭ ॥

তৃতীয় শ্লোকে শ্রৌতপন্থায় দেশকালপাত্রদশা-নিরপেক্ষ অভিধেয় সাধন-ভক্তির আবশ্যকতা বিচার ঃ—

'অভিধেয়' সাধনভক্তির শুনহ বিচার ।
সর্ব্ব-জন-দেশ-কাল-দশাতে ব্যাপ্তি যার ॥ ১১৮ ॥

সাধনভক্তির অভিধেয়—চতুর্ব্বর্গাতীত ঃ—

'ধর্ম্মাদি' বিষয়ে যৈছে এ 'চারি' বিচার ।
সাধন-ভক্তি—এই চারি বিচারের পার ॥ ১১৯ ॥

সদ্‌গুরুর সেবা ও পরিপ্রশ্নদ্বারা দিব্যজ্ঞানলাভের সঙ্গে শুদ্ধভক্তিতত্ত্ব-শ্রবণের আবশ্যকতা ঃ—

সর্ব্ব-দেশ-কাল-দশায় জনের কর্ত্তব্য ।
গুরু-পাশে সেই ভক্তি প্রষ্টব্য, শ্রোতব্য ॥ ১২০ ॥

চতুঃশ্লোকীর তৃতীয় শ্লোক ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবতে (২।৯।৩৫)—

এতাবদেব জিজ্ঞাস্যং তত্ত্বজিজ্ঞাসুনাত্মনঃ ।
অন্বয়-ব্যতিরেকাভ্যাং যৎ স্যাৎ সর্ব্বত্র সর্ব্বদা ॥ ১২১ ॥

চতুর্থ-শ্লোকে অভিধেয়ের অঙ্গী 'রহস্য' বা প্রয়োজন-বর্ণন ; ভক্ত-হৃদয়ে ভক্তপ্রেমবশ ভগবান্ ও ভগবদ্‌হৃদয়ে ভগবৎপ্রেমবশ ভক্ত—পরস্পর সমাশ্লিষ্ট বা আলিঙ্গিত-বিগ্রহ ; ভক্ত ও ভগবানে অচিন্ত্যভেদাভেদ ঃ—

আমাতে যে 'প্রীতি', সেই 'প্রেম'—'প্রয়োজন' ।
কার্য্যদ্বারে কহি তার স্বরূপ-লক্ষণ ॥ ১২২ ॥
পঞ্চভূত যৈছে ভূতের ভিতরে-বাহিরে ।
ভক্তগণে স্ফুরি আমি বাহিরে-অন্তরে ॥ ১২৩ ॥

চতুঃশ্লোকীর চতুর্থ শ্লোক ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবতে (২।৯।৩৪)—

যথা মহান্তি ভূতানি ভূতেষূচ্চাবচেষ্বনু ।
প্রবিষ্টান্যপ্রবিষ্টানি তথা তেষু ন তেষ্বহম্ ॥ ১২৪ ॥

ভক্তের প্রেমপাশে ভগবান্ আবদ্ধ ঃ—

ভক্ত আমা বান্ধিয়াছে হৃদয়-কমলে ।
যাঁহা নেত্র পড়ে তাঁহা দেখয়ে আমারে ॥ ১২৫ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১১৯। গুরুর নিকট শিক্ষা করিবার জন্য যেরূপ ধর্ম্মশাস্ত্রে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ—এই চারিটী তত্ত্ব বিচারিত হইয়াছে, তত্ত্বশাস্ত্রেও তদ্রূপ বিচার করিবার জন্য 'জ্ঞান', 'বিজ্ঞান', 'তদঙ্গ' ও 'তদ্রহস্যে'র উপদেশ হইয়াছে। কিন্তু এস্থলে দ্রষ্টব্য এই যে, ধর্ম্মাদি চারিটী বিষয়—সামান্য সংসার-নীতির অনুগত। এই তাত্ত্বিক চারিটীর (জ্ঞানাদি) বিচার সেরূপ নয় ; তাত্ত্বিক চারিটীর মধ্যে প্রাথমিক যে সাধনভক্তি, তাহাও ধর্ম্মাদি চারিটী তত্ত্বের উপর বা শ্রেষ্ঠ।

অনুভাষ্য

১১৬। জ্ঞান—শাস্ত্রোত্থ, বিজ্ঞান—অনুভব ; গুরু বা শাস্ত্র ব্যতীত অন্য মূল হইতে আগত বিবেক—অনেক সময় মনোধর্ম্ম বা নির্ব্বিশেষপর। নিজানুভূতি হইতে বিবেক উদিত হইলে ভগবদ্বিগ্রহের উপলব্ধি হয়। ভগবানের নিজ-বিগ্রহ—মায়া ও মায়িক কার্য্য হইতে ভিন্ন। বিজ্ঞানের অনুদয়ে জীবের সেই বোধ হয় না। যেরূপ সূর্য্যে রশ্মি প্রকাশিত, কিন্তু রশ্মি—সূর্য্য হইতে ভিন্ন, আবার সূর্য্য ব্যতীত রশ্মির স্বতন্ত্র প্রকাশও সিদ্ধ হয় না, তদ্রূপ ভগবান্ ও মায়া—এই দুইটীর (বিজাতীয়) বিভিন্ন প্রতীতি জীব মায়াতীত না হইলে অনুভব করেন না অর্থাৎ মায়ান্তর্গত বুদ্ধিতে ভগবদ্‌বিগ্রহ বুঝা যায় না।

১১৭। আদি, ১ম পঃ ৫৪ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১১৮। অভিধেয় 'সাধনভক্তি' সকল পাত্র, দেশ, কাল এবং অবস্থায় ব্যাপ্ত রহিয়াছে।

১২১। আদি, ১ম পঃ ৫৬ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১২৩। যেরূপ প্রাণিগণের ভিতরে এবং বাহিরে পঞ্চভূত, তদ্রূপ আমি ভক্তগণের ভিতরে ও বাহিরে স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হই। ভক্তগণ আপনাদিগকে ভগবানের প্রীতিসেবার উপকরণ-বিগ্রহ জানেন এবং ভক্তেতর বস্তুদিগকেও ভগবৎপ্রীতিসেবার উপকরণমাত্রই জানেন।

১২৪। আদি, ১ম পঃ ৫৫ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।২।৫৫)—

বিসৃজতি হৃদয়ং ন যস্য সাক্ষাদ্ধরিরবশাভিহিতোঽপ্যঘৌঘনাশঃ ।
প্রণয়রসনয়া ধৃতাঙ্ঘ্রিপদ্মঃ স ভবতি ভাগবতপ্রধান উক্তঃ ॥ ১২৬

শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।২।৪৫)—

সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ ।
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ ॥ ১২৭ ॥

চিন্ময় আশ্রয়ের সর্ব্বত্র কৃষ্ণসম্বন্ধি-চিন্ময়বস্তু-দর্শন ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৩০।৪)—

গায়ন্ত উচ্চৈরমুমেব সংহতাঃ বিচিক্যুরুন্মত্তকবদ্বনাদ্বনম্ ।
পপ্রচ্ছুরাকাশবদন্তরং বহির্ভূতেষু সন্তং পুরুষং বনস্পতীন্ ॥১২৮॥

ভাগবতে সর্ব্বত্র সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজন-তত্ত্ব বর্ণিত ঃ—

অতএব ভাগবতে এই 'তিন' কয় ।
সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজন-ময় ॥ ১২৯ ॥

সম্বন্ধ-দ্যোতক শ্লোকের দৃষ্টান্ত ঃ—

বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ম্ ।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে ॥ ১৩০ ॥

ভাগবতের সর্ব্বত্র অভিধেয় 'কৃষ্ণভক্তি' বর্ণিত ঃ—

এই—'সম্বন্ধ', শুন 'অভিধেয়'-ভক্তি ।
ভাগবতে প্রতি-শ্লোকে ব্যাপে যার স্থিতি ॥ ১৩১ ॥

অভিধেয়-দ্যোতক শ্লোকের দৃষ্টান্ত ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।১৪।২১)—

ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ শ্রদ্ধয়াত্মা প্রিয়ঃ সতাম্ ।
ভক্তিঃ পুনাতি মন্নিষ্ঠা শ্বপাকানপি সম্ভবাৎ ॥ ১৩২ ॥

প্রয়োজন কৃষ্ণপ্রেমের 'বাহ্য' লক্ষণ ঃ—

এবে শুন, প্রেম, যেই—মূল 'প্রয়োজন' ।
পুলকাশ্রু-নৃত্য-গীত—যাহার লক্ষণ ॥ ১৩৩ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১২৬। সর্ব্বপাপবিনাশক হরি অবশে অভিহিত হইলেও যাঁহার হৃদয় পরিত্যাগ করেন না, প্রণয়রজ্জুদ্বারা তাঁহার পাদপদ্ম যাঁহার হৃদয়ে আবদ্ধ আছে, তিনিই 'ভাগবত-প্রধান'।

১২৮। একত্র মিলিত গোপীগণ কৃষ্ণগুণ উচ্চৈঃস্বরে গান করিতে করিতে উন্মত্তের ন্যায় একবন হইতে অন্যবনে অন্বেষণ করিতে লাগিলেন এবং আকাশের ন্যায় বহিঃ ও অন্তঃস্থিতঃ সেই পরমপুরুষ কৃষ্ণের বিষয়ে বনস্পতিদিগের নিকট জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন।

অনুভাষ্য

১২৬। বিদেহরাজ নিমি ত্রিবিধ ভক্ত বা ভাগবতের লক্ষণ, আচরণ ও তারতম্য-সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করায়, তদুত্তরে নব-যোগেন্দ্রের অন্যতম হবি-ঋষি কহিলেন,—

অবশাভিহিতঃ (অবশেন কীর্ত্তিতঃ) অপি অঘৌঘনাশঃ (অঘৌঘম্ অপরাধপুঞ্জং নাশয়তি যঃ সঃ) হরিঃ (এব) সাক্ষাৎ যস্য হৃদয়ং ন বিসৃজতি (মুঞ্চতি), প্রণয়রসনয়া (প্রেমরজ্জুনা) ধৃতাঙ্ঘ্রিপদ্মঃ (ধৃতম্ অন্তর্বদ্ধম্ অঙ্ঘ্রিপদ্মং চরণকমলং যেন সঃ) সঃ ভাগবতপ্রধানঃ (ইতি) উক্তঃ ভবতি।

১২৭। মধ্য, ৮ম পঃ ২৭৫ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১২৮। রাসস্থলী হইতে শ্রীকৃষ্ণ হঠাৎ শ্রীরাধার সহিত অন্তর্হিত হওয়ায় কৃষ্ণগতচিত্তা কৃষ্ণময়ী গোপীগণ কৃষ্ণের বিবিধ চেষ্টা অনুকরণপূর্ব্বক বিরহসন্তপ্তা হইয়া ইতস্ততঃ তাঁহার অন্বেষণ করিতেছেন, শ্রীশুকদেব তাহা পরীক্ষিতের নিকট কীর্ত্তন করিতেছেন,—

সংহতাঃ (অন্যোঽন্যং সম্মিলিতাঃ সত্যঃ) উচ্চৈঃ গায়ন্ত্যঃ বনাদ্ বনং (বনান্তরম্) অমুং (কৃষ্ণম্) এব উন্মত্তকবৎ বিচিক্যুঃ (অমৃগয়ন্) ; আকাশবৎ (মহাভূতবৎ) ভূতেষু (প্রাণিষু) বহিঃ অন্তরং (মধ্যে) সন্তং (বর্ত্তমানং) পুরুষং (প্রেমবিবর্ত্তবশাৎ সর্ব্বত্র কৃষ্ণস্ফূর্ত্তয়ঃ সত্যঃ) বনস্পতীন্ (চেতন-ময়ান্ দৃষ্ট্বা) পপ্রচ্ছুঃ (জিজ্ঞাসয়ামাসুঃ)।

১৩০। আদি ২য় পঃ ১১ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১৩১। এখানে পাঠান্তরে আরও দুইটী শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে,—(১) ভাঃ (৩।৫।২৩)—"ভগবানেক আসেদমগ্র আত্মাত্মনাং বিভুঃ। আত্মেচ্ছানুগতাবাত্মা নানামত্যুপলক্ষণঃ।।" অর্থাৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে এই বিশ্ব ভগবানের সহিত একীভূত ছিল ; জীবের অর্থ-স্বরূপ এবং বৈকুণ্ঠাদি নানা বৈভবোপলক্ষণযুক্ত হইয়া তৎকালে সৃষ্ট্যাদির ইচ্ছা তাঁহাতেই লীন ছিল এবং সেই ভগবানই অদ্বয়-তত্ত্বরূপে বিরাজিত ছিলেন। (২) ভাঃ (১।৩।২৮)—'এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্। ইন্দ্রারিব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে।।"

ভাগবতের প্রতি-শ্লোকেই অভিধেয় সাধনভক্তির কথা রহিয়াছে।

১৩২। মধ্য, ২০শ পঃ ১৩৮ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

এখানে পাঠান্তরে আরও দুইটী শ্লোক অধিক উদ্ধৃত হইয়াছে, দেখা যায় ;—(১) ভাঃ ১১।১৪।১৯—'ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাঙ্খ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব। ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তির্মমোর্জ্জিতা।।" আদি ১৭পঃ ৭৬ সংখ্যা দ্রষ্টব্য। (২) ভাঃ ১১।২।৩৫—"ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যাদীশাদপেতস্য বিপর্য্যয়োঽস্মৃতিঃ। তন্মায়য়াতো বুধ আভজেত্তং ভক্ত্যৈকয়েশং গুরুদেবতাত্মা।।" মধ্য ২০।১১৯ দ্রষ্টব্য।

প্রয়োজন কৃষ্ণপ্রেম-দ্যোতক শ্লোকের দৃষ্টান্ত ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।৩।৩১)—

স্মরন্তঃ স্মারয়ন্তশ্চ মিথোহঘৌঘহরং হরিম্ ।
ভক্ত্যা সংজাতয়া ভক্ত্যা বিভ্রত্যুৎপুলকাং তনুম্ ॥ ১৩৪ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।২।৩৯)—

এবংব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্ত্যা জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ ।
হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ ॥১৩৫

অতএব ব্রহ্মসূত্র ও ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্য ভাগবত—একই অর্থ প্রতিপাদক ঃ—

অতএব ভাগবত—সূত্রের 'অর্থ'রূপ ।
নিজ-কৃত সূত্রের নিজ-'ভাষ্য'-স্বরূপ ॥ ১৩৬ ॥

শ্রীমদ্ভাগবত—(১) ব্রহ্মসূত্রভাষ্য, (২) ভারতার্থ-তাৎপর্য্য, (৩) গায়ত্রীভাষ্য ও (৪) বেদার্থ-বিস্তার ঃ—

গরুড়পুরাণ-বাক্য—

অর্থোহয়ং ব্রহ্মসূত্রাণাং ভারতার্থ-বিনির্ণয়ঃ ।
গায়ত্রীভাষ্যরূপোহসৌ বেদার্থপরিবৃংহিতঃ ।
গ্রন্থোহষ্টাদশসাহস্রঃ শ্রীমদ্ভাগবতাভিধঃ ॥ ১৩৭ ॥

"ভারতাদি স্মৃত্যৈতিহ্যার্থ-বিনির্ণয়" ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবতে (১।৩।৪২)—

সর্ব্ব-বেদেতিহাসানাং সারং সারং সমুদ্ধৃতম্ ॥ ১৩৮ ॥

"ব্রহ্মসূত্রার্থ" ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবতে (১২।১৩।১৫)—

সর্ব্ববেদান্তসারং হি শ্রীমদ্ভাগবতমিষ্যতে ।
তদ্রসামৃততৃপ্তস্য নান্যত্র স্যাদ্রতিঃ ক্বচিৎ ॥ ১৩৯ ॥

"গায়ত্রীভাষ্যরূপ" ঃ—

গায়ত্রীর অর্থে এই গ্রন্থ-আরম্ভন ।
'সত্যং পরং"—**সম্বন্ধ, "ধীমহি"—সাধনে প্রয়োজন ॥১৪০**

শ্রীমদ্ভাগবতে (১।১।১-২)—

জন্মাদ্যস্য যতোহন্বয়াদিতরতশ্চার্থেষ্বভিজ্ঞঃ স্বরাট্
তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদিকবয়ে মুহ্যন্তি যৎ সূরয়ঃ ।
তেজোবারিমৃদাং যথা বিনিময়ো যত্র ত্রিসর্গোহমৃষা
ধাম্না স্বেন সদা নিরস্তকুহকং সত্যং পরং ধীমহি ॥ ১৪১ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৩৪। অঘসমূহ-হরণকারী হরিকে পরস্পর স্মরণ করিতে করিতে ও স্মরণ করাইতে করাইতে তাঁহারা সাধনভক্তি-সঞ্জাত-প্রেমভক্তিদ্বারা উৎপুলকিত তনু ধারণ করেন।

১৩৭। এই শ্রীমদ্ভাগবত—ব্রহ্মসূত্রের অর্থ, মহাভারতের তাৎপর্য্যনির্ণয়, গায়ত্রীর ভাষ্যরূপ এবং সমস্ত বেদের তাৎপর্য্য-দ্বারা সম্বর্দ্ধিত। এই শ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থ ১৮,০০০ শ্লোকপূর্ণ।

১৩৮। সমস্ত বেদ ও ইতিহাস হইতে সমুদ্ধৃত সারস্বরূপ (শ্রীমদ্ভাগবত স্বপুত্র শ্রীশুকদেবকে অধ্যয়ন করাইলেন)।

১৩৯। শ্রীমদ্ভাগবতকে বেদান্ত-সার বলিয়া বলা যায়, ভাগবতের রসামৃততৃপ্ত পুরুষের অন্য কোন শাস্ত্রে রতি হয় না।

অনুভাষ্য

১৩৪। বসুদেবের নিকট শ্রীনারদ ভাগবতধর্ম্ম-বর্ণনমুখে বিদেহরাজ নিমি ও নবযোগেন্দ্র-সংবাদ কীর্ত্তন করিতেছেন। 'দেহাত্মবুদ্ধি নির্ব্বোধ ব্যক্তিগণ কিরূপে মায়াকে সহজে জয় করিতে পারে?'—নিমির এই প্রশ্নের উত্তরে নবযোগেন্দ্রের অন্যতম প্রবুদ্ধ-ঋষি বদ্ধজীবের গুরুপাদাশ্রয়পূর্ব্বক নিরপরাধে কীর্ত্তনাখ্যা-ভক্তি সাধন করিতে করিতে অনর্থ-নিবৃত্তির পর সাধ্য ভাবভক্তি-প্রাপ্তির অবস্থা বর্ণন করিতেছেন,—

[এবং বর্ত্তমানানাং সাধকানাং] ভক্ত্যা (সাধনভক্ত্যা) সঞ্জাতয়া (লব্ধয়া প্রেমলক্ষণয়া ভক্ত্যা) অঘৌঘহরং (পাপপুঞ্জং হরতি বিনাশয়তি যঃ তং) হরিং স্মরন্তঃ মিথঃ (পরস্পরং) স্মারয়ন্তঃ (সঙ্কীর্ত্তয়ন্তঃ) চ [তে ভক্তাঃ] উৎপুলকাং (রোমাঞ্চিতং) তনুং বিভ্রতি (ধরন্তি)।

১৩৫। আদি, ৭ম পঃ ৯৪ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১৩৭। অয়ং (ভাগবতাভিধঃ গ্রন্থঃ) ব্রহ্মসূত্রাণাং (উত্তর-মীমাংসাখ্য-বেদান্তসূত্রাণাম্) অর্থঃ (ভাষ্যত্বেন অভিধেয়রূপঃ) ভারতার্থবিনির্ণয়ঃ (মহাভারতস্য অর্থানাং নির্ণয়ঃ যস্মিন্ সঃ) অসৌ (মহাগ্রন্থঃ) গায়ত্রীভাষ্যরূপঃ (বেদমাতুঃ ব্রহ্মগায়ত্র্যাঃ তাৎপর্য্যপ্রকাশকঃ) বেদার্থ-পরিবৃংহিতঃ (বেদার্থৈঃ সংবর্দ্ধিতঃ) চ অষ্টাদশসাহস্রঃ (অষ্টাদশসহস্রৈঃ শ্লোকৈঃ পরিনির্ম্মিতঃ) শ্রীমদ্ভাগবতাভিধঃ (শ্রীমদ্ভাগবত-নামা) গ্রন্থঃ।

এখানে পাঠান্তরে একটী অধিক শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে—"পুরাণানাং সামরূপঃ সাক্ষাদ্ভগবতোদিতঃ। দ্বাদশস্কন্ধযুক্তোহয়ং শতবিচ্ছেদসংযুতঃ।।"

১৩৮। সর্ব্ববেদেতিহাসানাং (সকল-নিগমৈতিহ্যানাং) সমুদ্ধৃতং (সংগৃহীতং, সঙ্কলিতঃ) সারং সারং (সর্ব্বোৎকৃষ্টভাগ-স্বরূপং, শ্রীমদ্ভাগবতং স্বসুতং গ্রাহয়ামাসেতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ)।

১৩৯। মহাভাগবত শ্রীসূত শৌনকাদি ঋষিগণের নিকট শ্রীমদ্ভাগবত-বর্ণন শেষ করিয়া অষ্টাদশ মহাপুরাণের শ্লোকসংখ্যা নির্দ্দেশপূর্ব্বক উপসংহারেও শ্রীমদ্ভাগবতের মহিমা কীর্ত্তন করিতেছেন,—

সর্ব্ববেদান্তসারং (সকলোপনিষদ্‌ব্রহ্মসূত্রাণাম্ উৎকৃষ্টভাগঃ) হি শ্রীভাগবতম্ ইষ্যতে (অভিধীয়তে) যতঃ তদ্রসামৃত-তৃপ্তস্য (তস্য ভাগবতস্য রস এব অমৃতং তেন তৃপ্তস্য জনস্য) অন্যত্র

ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবোঽত্র পরমো নির্ম্মৎসরাণাং সতাং
বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তু শিবদং তাপত্রয়োন্মূলনম্ ।
শ্রীমদ্ভাগবতে মহামুনিকৃতে কিম্বাপরৈরীশ্বরঃ
সদ্যো হৃদ্যবরুদ্ধ্যতেঽত্র কিতিভিঃ শুশ্রূষুভিস্তৎক্ষণাৎ ॥১৪২॥

'কৃষ্ণভক্তি-রসস্বরূপ' শ্রীভাগবত ।
তাতে বেদশাস্ত্র হৈতে পরম মহত্ত্ব ॥ ১৪৩ ॥

"বেদার্থপরিবৃংহিত"—বেদের প্রপক্ক ফল ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবতে (১।১।৩)—

নিগমকল্পতরোর্গলিতং ফলং শুকমুখাদমৃতদ্রবসংযুতম্ ।
পিবত ভাগবতং রসমালয়ং মুহুরহো রসিকা ভুবি ভাবুকাঃ ॥১৪৪

ভাগবতে জড়সুলভ তৃপ্তি নাই ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবতে (১।১।১৯)—

বয়ন্তু ন বিতৃপ্যাম উত্তমশ্লোকবিক্রমে ।
যচ্ছৃণ্বতাং রসজ্ঞানাং স্বাদু স্বাদু পদে পদে ॥ ১৪৫ ॥

ভাগবতেই শ্রুতিতাৎপর্য্য নিহিত ঃ—

অতএব ভাগবত করহ বিচার ।
ইহা হৈতে পাবে সূত্র-শ্রুতির অর্থ-সার ॥ ১৪৬ ॥

নিরন্তর কীর্ত্তনে আদেশ, নামাভাসে মুক্তি ঃ—

নিরন্তর কর কৃষ্ণনাম-সঙ্কীর্ত্তন ।
হেলায় 'মুক্তি' পাবে, পাবে প্রেমধন ॥ ১৪৭ ॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (১৮।৫৪)—

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি না কাঙ্ক্ষতি ।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্ ॥ ১৪৮ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৮৭।২১) শ্লোকে শ্রীধর-ধৃত সর্ব্বজ্ঞ ভাষ্যকার ব্যাখ্যা ও নৃসিংহতাপনীতে (২।৫।১৬)—

মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভগবন্তং ভজন্তে ॥ ১৪৯ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (২।১।৯)—

পরিনিষ্ঠিতোঽপি নৈর্গুণ্যে উত্তমঃশ্লোকলীলয়া ।
গৃহীতচেতা রাজর্ষে আখ্যানং যদধীতবান্ ॥ ১৫০ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৪৪। এই ভাগবতশাস্ত্র বেদরূপ কল্পতরুর গলিত ফল ও শুকদেবের মুখামৃতদ্রবসংযুক্ত, হে রসিকসকল, এই রসস্বরূপ ফলকে সর্ব্বদা পান কর। হে ভাবুকসকল, রসতত্ত্বের পরমলয় অর্থাৎ নিমগ্নভাব যাবৎ না হয়, তাবৎ এইজগতে (অপ্রাকৃত) ভাবুকরূপে ভাগবতের আস্বাদন কর, নিমগ্ন হইলেও এই পরম রস আবার নিত্যই পান করিতে থাকিবে।

১৪৫। আমরা উত্তমঃশ্লোক কৃষ্ণের বিক্রম যত শুনিতেছি, ততই আমাদের তৃষ্ণা বৃদ্ধি পাইতেছে, তৃষ্ণোপশমরূপ তৃপ্তি হইতেছে না ; কেননা, রসজ্ঞ শ্রোতৃগণের কৃষ্ণকথায় পদে পদে স্বাদের উদয় হয়।

অনুভাষ্য

(শাস্ত্রাদৌ ভাগবতেতর-জনাদিষু বা) ক্বচিৎ (কদাচিদপি) রতিঃ ন স্যাৎ (ন সম্ভবেৎ)।

১৪০। এই শ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থের আরম্ভ-শ্লোকেই গায়ত্রীর অর্থ। পরম সত্যই 'সম্বন্ধ', ধ্যানচেষ্টা বা সাধনভক্তির অনুষ্ঠানই 'অভিধেয়' এবং প্রাপ্ত-ফল ধ্যান বা প্রেমভক্তিই অভিধেয়ের প্রাপ্য 'প্রয়োজন' ফল।

১৪১। মধ্য, ৮ম পঃ ২৬৬ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১৪২। আদি, ১ম পঃ ৯১ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১৪৩। শ্রীভাগবত—কৃষ্ণভক্তিরসস্বরূপ। ভগবদ্বাণীময় বেদশাস্ত্র—বৃক্ষসদৃশ, শ্রীমদ্ভাগবত—সেই বৃক্ষের প্রপক্ক ফল, সুতরাং বেদ অপেক্ষা তারতম্য-বিচারে পরম-মহত্তর।

১৪৪। শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম স্কন্ধের প্রথম অধ্যায়ে তৃতীয় শ্লোকে আশীর্ব্বাদরূপ মঙ্গলাচরণ করিতেছেন,—

অনুভাষ্য

অহো (হে) রসিকাঃ (ভগবৎসেবারসবিদঃ,) ভাবুকাঃ (রস-বিশেষভাবনচতুরাঃ,) শুকমুখাৎ (ব্যাসশিষ্যপ্রশিষ্যাদি-পারম্পর্য্য-ক্রমেণ) ভুবি (পৃথিব্যাং) গলিতম্ (অখণ্ডমেব অবতীর্ণং, স্বেচ্ছয়া পতিতং, ন তু বলাৎ পাতিতং পরিপক্কত্বাৎ) অমৃতদ্রবসংযুতম্ (অমৃতং পরমানন্দঃ স এব দ্রবঃ রসঃ তেন সংযুক্তং বিশিষ্টং) নিগমকল্পতরোঃ (বেদরূপকল্পবৃক্ষস্য) রসং (ত্বগষ্ট্যাদি-কঠিন-হেয়াংশ-রহিতং কেবল-রসরূপং) ফলং ভাগবতং আ-লয়ং (মোক্ষানন্দামভিব্যাপ্য) মুহুঃ পিবতঃ (পরমাদরেণ সেবধ্বম্)।

১৪৫। নৈমিষারণ্যে শৌনকাদি ঋষিগণ মহাভাগবত শ্রীল সূত গোস্বামীকে পুরোবর্ত্তী রাখিয়া শ্রীহরির লীলা ও অবতার-কথাসমূহ কীর্ত্তন করিতে অনুরোধ করিয়া আপনাদিগের নিয়ত-বর্দ্ধমানা শ্রবণপিপাসা বর্ণন করিতেছেন,—

যৎ (যদ্বিক্রমং) শৃণ্বতাং (শ্রবণকারিণাং) রসজ্ঞানাং (রসিকা-নাং) পদে পদে (প্রতিক্ষণং) স্বাদু স্বাদু (স্বাদুতোঽপি স্বাদু ভবতীতি শেষঃ, তস্মিন্) উত্তমঃশ্লোকবিক্রমে (উৎ উদ্গচ্ছতি তমঃ যস্মাৎ স উত্তমঃ, তথাভূতঃ শ্লোকঃ যশঃ যস্মিন্ তস্য কৃষ্ণস্য বিক্রমে গুণবীর্য্যকথাদৌ) বয়ং তু (অন্যে তু তৃপ্যন্তু নাম) ন বিতৃপ্যামঃ (বিশেষেণ ন তৃপ্যামঃ—অলমিতি ন মন্যামহে ইত্যর্থঃ)।

১৪৬। ভাগবত বিচার করিলে ব্রহ্মসূত্রের এবং উপনিষদ্-গুলির প্রকৃত সার-অর্থ জানিতে পারিবে। ভাগবত বিচার না করিয়া যিনি বেদান্ত পড়িতে বা উপনিষদের অর্থ জানিতে চান, তাঁহার অসার-অর্থলাভই অবশ্যম্ভাবী।

১৪৮। মধ্য, ৮ম পঃ ৬৫ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১৪৯। মধ্য, ২৪শ পঃ ১০৭ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১৫০। মধ্য, ২৪শ পঃ ৪৬ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

শ্রীমদ্ভাগবতে (৩।১৫।৪৩)—

তস্যারবিন্দনয়নস্য পদারবিন্দ-
কিঞ্জল্কমিশ্রতুলসীমকরন্দবায়ুঃ ।
অন্তর্গতঃ স্ববিবরেণ চকার তেষাং
সংক্ষোভমক্ষরজুষামপি চিত্ততন্বোঃ ॥ ১৫১ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১।৭।১০)—

আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে ।
কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ ॥" ১৫২ ॥

মহারাষ্ট্রীয় বিপ্রকর্ত্তৃক প্রভুর ৬১ প্রকার অর্থ-ব্যাখ্যান-ক্ষমতা-প্রশংসা ঃ—

হেনকালে সেই মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ ।
সভাতে কহিল সেই শ্লোক-বিবরণ ॥ ১৫৩ ॥
"এই শ্লোকের অর্থ প্রভু 'একষষ্টি' প্রকার ।
করিয়াছেন, যাহা শুনি' লোকে চমৎকার ॥" ১৫৪ ॥

সকলের আগ্রহে প্রভু-কর্ত্তৃক ৬১ প্রকার অর্থ-ব্যাখ্যান ঃ—

তবে সব লোক শুনি' আগ্রহ করিল ।
'একষষ্টি' অর্থ প্রভু বিবরি' কহিল ॥ ১৫৫ ॥

প্রভুর পাণ্ডিত্যে সকলের বিস্ময় ও তাঁহাকে পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণরূপে নির্দ্ধারণ ঃ—

শুনিয়া লোকের বড় চমৎকার হৈল ।
চৈতন্যগোসাঞি—'শ্রীকৃষ্ণ', নির্দ্ধারিল ॥ ১৫৬ ॥

প্রভুর গৃহে প্রত্যাগমন ঃ—

এত কহি' উঠিয়া চলিলা গৌরহরি ।
নমস্কার করে লোক হরিধ্বনি করি' ॥ ১৫৭ ॥

কাশীতে কীর্ত্তন-বন্যা ঃ—

সব কাশীবাসী করে নামসঙ্কীর্ত্তন ।
প্রেমে হাসে, কাঁদে, গায়, করয়ে নর্ত্তন ॥ ১৫৮ ॥

প্রভুকর্ত্তৃক কাশী-উদ্ধার ঃ—

সন্ন্যাসী পণ্ডিত করে ভাগবত বিচার ।
বারাণসীপুর প্রভু করিলা নিস্তার ॥ ১৫৯ ॥

প্রভুর আগমনে কাশী কৃষ্ণকোলাহলে মুখরিত ঃ—

নিজ-লোক লঞা প্রভু আইলা বাসাঘর ।
বারাণসী হৈল দ্বিতীয় নদীয়া-নগর ॥ ১৬০ ॥

মায়াবাদগ্রস্ত কৃষ্ণনামপ্রেমবিমুখ ; ভক্তগণের আগ্রহে যৎসামান্য শ্রদ্ধাবলে প্রভুর ব্রহ্মারও দুর্ল্লভ অক্ষয় নামপ্রেম-ভাণ্ডার কাশীবাসীকে অধিকার-নির্ব্বিশেষে বিতরণ ঃ—

নিজগণ লঞা প্রভু কহে হাস্য করি' ।
"কাশীতে আমি আইলাঙ বেচিতে ভাবকালি ॥ ১৬১ ॥
কাশীতে গ্রাহক নাহি, বস্তু না বিকায় ।
পুনরপি দেশে বহি' লওয়া নাহি যায় ॥ ১৬২ ॥
আমি বোঝা বহিমু, তোমা-সবার দুঃখ হৈল ।
তোমা-সবার ইচ্ছায় বিনামূল্যে বিকাইল ॥" ১৬৩ ॥

কাশীতে প্রেমবন্যাপ্লাবনকারী প্রভুর স্তুতি ঃ—

সবে কহে,—"লোক তারিতে তোমার অবতার ।
'পূর্ব্ব' 'দক্ষিণ' 'পশ্চিম' করিলা নিস্তার ॥ ১৬৪ ॥
'এক' বারাণসী ছিল তোমাতে বিমুখ ।
তাহা নিস্তারিয়া কৈলা আমা-সবার সুখ ॥" ১৬৫ ॥

প্রত্যহ অসংখ্য লোকসমাগম ঃ—

বারাণসী-গ্রামে যদি কোলাহল হৈল ।
শুনি' গ্রামী দেশী লোক আসিতে লাগিল ॥ ১৬৬ ॥
লক্ষ কোটি লোক আইসে, নাহিক গণন ।
সঙ্কীর্ণস্থানে প্রভুর না পায় দরশন ॥ ১৬৭ ॥

বিশ্বেশ্বরদর্শনযাত্রা-কালে অসংখ্য তৃষ্ণার্ত্ত লোকের প্রভুদর্শন-প্রাপ্তি ঃ—

প্রভু যবে স্নানে যান, বিশ্বেশ্বর-দরশনে ।
দুইদিকে লোক করে প্রভু-বিলোকনে ॥ ১৬৮ ॥

সকলের হরিবোল-ধ্বনি ঃ—

বাহু তুলি' প্রভু কহে—বল 'কৃষ্ণ' 'হরি' ।
দণ্ডবৎ করে লোকে হরিধ্বনি করি' ॥ ১৬৯ ॥

কাশীতে পাঁচদিন থাকিয়া প্রভুর পুরী যাত্রা ঃ—

এইমত দিন পঞ্চ লোক নিস্তারিয়া ।
আর দিন চলিলা প্রভু উদ্বিগ্ন হঞা ॥ ১৭০ ॥

পঞ্চভক্তের প্রভুকে অনুসরণ ঃ—

রাত্রে উঠি' প্রভু যদি করিলা গমন ।
পাছে লাগ্ লইলা তবে ভক্ত পঞ্চ জন ॥ ১৭১ ॥

পঞ্চভক্তের নাম ঃ—

তপন মিশ্র, রঘুনাথ, মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ ।
চন্দ্রশেখর, কীর্ত্তনীয়া-পরমানন্দ,—পঞ্চ জন ॥ ১৭২ ॥

সকলেরই প্রভুর অনুগমনে পুরী-গমনে ইচ্ছা থাকিলেও প্রভুর তাঁহাদিগকে বিদায়-দান ঃ—

সবে চাহে প্রভু-সঙ্গে নীলাচল যাইতে ।
সবারে বিদায় দিলা প্রভু যত্ন-সহিতে ॥ ১৭৩ ॥

একাকী ঝারিখণ্ডপথ দিয়া পুরী যাইতে ইচ্ছা ঃ—

"যাঁর ইচ্ছা, পাছে আইস আমারে দেখিতে ।
এবে আমি একা যামু ঝারিখণ্ড-পথে ॥" ১৭৪ ॥

অনুভাষ্য

১৫১। মধ্য, ১৭শ পঃ ১৪২ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১৫২। মধ্য, ৬ষ্ঠ পঃ ১৮৬ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

সনাতনকে বৃন্দাবনে রূপ-অনুপম-সমীপে প্রেরণ ঃ—

সনাতনে কহিলা,—"তুমি যাহ' বৃন্দাবন ।
তোমার দুই ভাই তথা করিয়াছে গমন ॥ ১৭৫ ॥

করুণার্দ্রস্বরে ভক্তবৎসল ভগবানের স্বীয় বৃন্দাবন-যাত্রী ভক্তগণের সুখবিধানার্থ সনাতনকে আদেশ ঃ—

কাঁথা-করঙ্গিয়া মোর কাঙ্গাল ভক্তগণ ।
বৃন্দাবনে আইলে তাঁদের করিহ পালন ॥" ১৭৬ ॥

সকলকে আলিঙ্গন করিয়া নিরপেক্ষ প্রভুর যাত্রা, ভক্তগণের মূর্চ্ছা ঃ—

এত বলি' চলিলা প্রভু সবা আলিঙ্গিয়া ।
সবেই পড়িলা তথা মূর্চ্ছিত হঞা ॥ ১৭৭ ॥

ঐ পাঁচ ভক্তের কাশীতে আগমন, সনাতনের বৃন্দাবন-যাত্রা ঃ—

কতক্ষণে উঠি' সবে দুঃখে ঘরে আইলা ।
সনাতন-গোসাঞি বৃন্দাবনেরে চলিলা ॥ ১৭৮ ॥

রূপ-গোস্বামীর সহিত সুবুদ্ধি-রায়ের মিলন ঃ—

এথা রূপ-গোসাঞি যবে মথুরা আইলা ।
ধ্রুবঘাটে তাঁরে সুবুদ্ধিরায় মিলিলা ॥ ১৭৯ ॥
পূর্ব্বে যবে সুবুদ্ধি-রায় ছিলা গৌড়ে 'অধিকারী' ।
হুসেন-খাঁ 'সৈয়দ' করে তাহার চাকরী ॥ ১৮০ ॥
দীঘি খোদাইতে তারে 'মুন্সীফ' কৈলা ।
ছিদ্র পাঞা রায় তারে চাবুক মারিলা ॥ ১৮১ ॥
পাছে যবে হুসেন-খাঁ গৌড়ে 'রাজা' হইল ।
সুবুদ্ধি-রায়ের তিঁহো বহু বাড়াইল ॥ ১৮২ ॥
তার স্ত্রী তার অঙ্গে দেখে মারণের চিহ্নে ।
সুবুদ্ধি-রায়রে মারিতে কহে রাজা-স্থানে ॥ ১৮৩ ॥
রাজা কহে,—"আমার পোষ্টা রায় হয় 'পিতা' ।
তাহারে মারিমু আমি,—ভাল নহে কথা ॥" ১৮৪ ॥
স্ত্রী কহে,—জাতি লহ', যদি প্রাণে না মারিবে ।
রাজা কহে,—জাতি নিলে ইঁহো নাহি জীবে ॥ ১৮৫ ॥
স্ত্রী মরিতে চাহে, রাজা সঙ্কটে পড়িল ।
করোঁয়ার পানি তার মুখে দেওয়াইল ॥ ১৮৬ ॥

সুবুদ্ধি-রায়ের একাকী কাশীতে আগমন ঃ—

তবে সুবুদ্ধি-রায় সেই 'ছদ্ম' পাঞা ।
বারাণসী আইলা, সব বিষয় ছাড়িয়া ॥ ১৮৭ ॥

স্মার্ত্ত পণ্ডিতগণের নিকট প্রায়শ্চিত্ত জিজ্ঞাসা-ফলে নানাজনের নানাবিধান ঃ—

প্রায়শ্চিত্ত পুছিলা তিঁহো পণ্ডিতের গণে ।
তাঁরা কহে,—তপ্ত-ঘৃত খাঞা ছাড়' প্রাণে ॥ ১৮৮ ॥

সুবুদ্ধি-রায়ের প্রায়শ্চিত্ত-ব্যবস্থাসমূহে সন্দেহ ঃ—

কেহ কহে,—এই নহে, অল্প দোষ হয় ।
শুনিয়া রহিলা রায় করিয়া সংশয় ॥ ১৮৯ ॥

প্রভু কাশীতে আসিলে, সর্ব্ববৃত্তান্ত বর্ণনপূর্ব্বক প্রায়শ্চিত্ত-ব্যবস্থা-জিজ্ঞাসা ঃ—

তবে যদি মহাপ্রভু বারাণসী আইলা ।
তাঁরে মিলি' রায় আপন-বৃত্তান্ত কহিলা ॥ ১৯০ ॥

প্রভুর সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম ব্যবস্থা প্রদান ও সুবুদ্ধি রায়কে শিক্ষা ঃ—

প্রভু কহে,—"ইঁহা হৈতে যাহ' বৃন্দাবন ।
নিরন্তর কর কৃষ্ণনামসঙ্কীর্ত্তন ॥ ১৯১ ॥

নামাভাস ও শুদ্ধনামের ফলভেদ ঃ—

এক 'নামাভাসে' তোমার পাপ-দোষ যাবে ।
আর 'নাম' লইতে কৃষ্ণচরণ পাইবে ॥ ১৯২ ॥
আর কৃষ্ণনাম লৈতে কৃষ্ণস্থানে স্থিতি ।
মহাপাতকের হয় এই প্রায়শ্চিত্তি ॥" ১৯৩ ॥

অযোধ্যা-পথে রায়ের নৈমিষারণ্য-গমন ও কিছুদিন অবস্থান ঃ—

পাঞা আজ্ঞা রায় বৃন্দাবনেরে চলিলা ।
প্রয়াগ, অযোধ্যা দিয়া নৈমিষারণ্যে আইলা ॥ ১৯৪ ॥

ইতোমধ্যে প্রভুর বৃন্দাবন হইয়া পুনরায় প্রয়াগে আগমন ঃ—

কতক দিবস রায় নৈমিষারণ্যে রহিলা ।
প্রভু বৃন্দাবন হৈতে প্রয়াগ যাইলা ॥ ১৯৫ ॥

মথুরায় প্রভু দর্শন না পাইয়া রায়ের খেদ ঃ—

মথুরা আসিয়া রায় প্রভুবার্ত্তা পাইল ।
প্রভুর লাগ্ না পাঞা মনে বড় দুঃখ হৈল ॥ ১৯৬ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৮১। মুন্সীফ্—'ইন্সাফ্' শব্দ হইতে 'মুন্সীফ্'-শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে ; যিনি যে-বিষয় বুঝিয়া লন, তাঁহাকে 'মুন্সীফ্' বলে। ছিদ্রপাঞা—দোষ দেখিয়া ।

১৮৩। তার স্ত্রী—হুসেন-সাহের বেগম; মারণের চিহ্ন—সুবুদ্ধি-রায় যে চাবুক মারিয়াছিল, তাহার চিহ্ন।

১৮৬। করোঁয়ার পানি—যে পাত্রে মুসলমানদিগের জল থাকে, তাহাকে 'করোঁয়া' বলে। সেই 'করোঁয়া' হইতে মুসলমান-স্পৃষ্টজল সুবুদ্ধিরায়ের মুখে দেওয়া হইয়াছিল।

১৮৭। ছদ্ম—ছল। সুবুদ্ধি রায়ের পূর্ব্বেই বিষয়ত্যাগের ইচ্ছা ছিল ; জাতিনাশ-ছলে পরিবারদিগকে ত্যাগ করিলেন।

১৯০। মহাপ্রভু মথুরায় যাইবার পূর্ব্বে যখন বারাণসী আসেন, সেই সময় সুবুদ্ধিরায়ের সহিত তাঁহার মিলন হয়।

রায়ের বৈরাগ্য ও দৈন্যাচরণ ঃ—

শুষ্ককাষ্ঠ আনি' রায় বেচে মথুরাতে ।
পাঁচ ছয় পয়সা হয় এক এক বোঝাতে ॥ ১৯৭ ॥
আপনে রহে এক পয়সার চানা চাবাঞা ।
আর পয়সা বাণিয়া-স্থানে রাখেন ধরিয়া ॥ ১৯৮ ॥
দুঃখী বৈষ্ণব দেখি' তাঁরে করান ভোজন ।
গৌড়ীয়া আইলে দধি, ভাত, তৈল-মর্দ্দন ॥ ১৯৯ ॥

তাঁহাকে লইয়া শ্রীরূপের বৃন্দাবনে দ্বাদশবন-প্রদর্শন ঃ—

রূপ-গোসাঞি আসি' তাঁরে বহু প্রীতি কৈলা ।
আপনসঙ্গে লঞা 'দ্বাদশ বন' দেখাইলা ॥ ২০০ ॥

শ্রীরূপের সনাতনান্বেষণে বৃন্দাবন হইতে প্রয়াগে আগমন ঃ—

মাসমাত্র রূপগোসাঞি রহিলা বৃন্দাবনে ।
শীঘ্র চলি' আইলা সনাতনানুসন্ধানে ॥ ২০১ ॥
গঙ্গাতীর-পথে প্রভু প্রয়াগেরে আইলা ।
তাহা শুনি' দুইভাই সে পথে চলিলা ॥ ২০২ ॥

ইতিমধ্যে সনাতনের প্রয়াগ হইতে মথুরায় আগমন ঃ—

এথা সনাতন গোসাঞি প্রয়াগে আসিয়া ।
মথুরা আইলা সনাতন রাজপথ দিয়া ॥ ২০৩ ॥

মথুরায় রায়ের সহিত মিলন ও রূপানুপম-বৃত্তান্ত-শ্রবণ ঃ—

মথুরাতে সুবুদ্ধিরায় তাহারে মিলিলা ।
রূপ-অনুপম-কথা সকলি কহিলা ॥ ২০৪ ॥

ভ্রাতৃত্রয়ের মিলন না ঘটিবার কারণ ঃ—

গঙ্গাপথে দুইভাই, রাজপথে সনাতন ।
অতএব তাঁহা সনে না হৈল মিলন ॥ ২০৫ ॥

সনাতনের প্রতি রায়ের পূর্ব্বাশ্রমোচিত ব্যবহার, সনাতনের উহাতে অপ্রীতি বা ঔদাসীন্য ঃ—

সুবুদ্ধি-রায় বহু স্নেহ করে সনাতনে ।
ব্যবহার-স্নেহ সনাতন নাহি মানে ॥ ২০৬ ॥

কৃষ্ণান্বেষণকারী মহাবৈরাগী সনাতনপ্রভু ঃ—

মহা-বিরক্ত সনাতন ভ্রমেন বনে বনে ।
প্রতিবৃক্ষে, প্রতিকুঞ্জে রহে রাত্রি-দিনে ॥ ২০৭ ॥

সনাতনের সাম্প্রদায়িক আচার্য্যকার্য্য-সম্পাদন ঃ—

মথুরা-মাহাত্ম্য-শাস্ত্র সংগ্রহ করিয়া ।
লুপ্ততীর্থ প্রকট কৈলা বনেতে ভ্রমিয়া ॥ ২০৮ ॥

সনাতনের বৃন্দাবনে এবং রূপ ও অনুপমের কাশীতে অবস্থান ঃ—

এইমত সনাতন বৃন্দাবনেতে রহিলা ।
রূপ-গোসাঞি দুইভাই কাশীতে আইলা ॥ ২০৯ ॥

কাশীতে ভক্তত্রয়সহ তাঁহাদের মিলন ঃ—

মহারাষ্ট্রীয় দ্বিজ, শেখর, মিশ্র-তপন ।
তিনজন সহ রূপ করিলা মিলন ॥ ২১০ ॥

সানুজ শ্রীরূপেরও শেখর-গৃহে অবস্থান ও তপন-মিশ্র-গৃহে ভিক্ষা ঃ—

শেখরের ঘরে বাসা, মিশ্র-ঘরে ভিক্ষা ॥
মিশ্রমুখে শুনে, সনাতনে প্রভুর 'শিক্ষা' ॥ ২১১ ॥

কাশীতে প্রভুর সনাতন-শিক্ষা ও মায়াবাদী সন্ন্যাসীর উদ্ধার-বৃত্তান্ত-শ্রবণে আনন্দ ঃ—

কাশীতে প্রভুর চরিত্র শুনি' তিনের মুখে ।
সন্ন্যাসীরে কৃপা শুনি' পাইলা বড় সুখে ॥ ২১২ ॥

প্রভুর প্রতি লোকের আনুগত্য-ভাবদর্শনে ও কীর্ত্তনশ্রবণে শ্রীরূপের সুখ ঃ—

মহাপ্রভুর উপর লোকের প্রণতি দেখিয়া ।
সুখী হৈলা লোকমুখে কীর্ত্তন শুনিয়া ॥ ২১৩ ॥

১৫ দিন কাশীতে থাকিয়া শ্রীরূপাদির গৌড়ে যাত্রা ঃ—

দিন দশ রহি' রূপ গৌড়ে যাত্রা কৈল ।
সনাতন-রূপের এই চরিত্র কহিল ॥ ২১৪ ॥

সঙ্গী বলভদ্রসহ প্রভুর কৃষ্ণান্বেষণ-চেষ্টায় পূর্ব্ববৎ ঝারিখণ্ড-পথে পুরীযাত্রা ঃ—

এথা মহাপ্রভু যদি নীলাদ্রি চলিলা ।
নির্জ্জন বনপথে যাইতে মহাসুখ পাইলা ॥ ২১৫ ॥
সুখে চলি' আইসে প্রভু বলভদ্র-সঙ্গে ।
পূর্ব্ববৎ মৃগাদি-সঙ্গে কৈলা নানারঙ্গে ॥ ২১৬ ॥

আঠারনালায় আসিয়া বলভদ্রদ্বারা পুরীস্থিত ভক্তগণকে আহ্বান ঃ—

আঠারনালাকে আসি' ভট্টাচার্য্য ব্রাহ্মণে ।
পাঠাঞা বোলাইলা নিজ-ভক্তগণে ॥ ২১৭ ॥

প্রভুর আগমন-শ্রবণে ভক্তগণের মৃতসঞ্জীবনী-মন্ত্র-লাভ ঃ—

শুনিয়া ভক্তের গণ যেন পুনরপি জীলা ।
দেহে প্রাণ আইল, যেন ইন্দ্রিয় উঠিলা ॥ ২১৮ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২০২। তাঁহা শুনি'—রূপ গোস্বামী মথুরায় শুনিলেন যে, পূর্ব্বে মহাপ্রভু গঙ্গাতীরপথে মথুরায় গিয়াছিলেন, এক্ষণে সেই পথ দেখিবার উৎসাহে অনুপমের সহিত সেইপথে আসিলেন।

২০৬। ব্যবহার-স্নেহ—সংসারসম্বন্ধীয় স্নেহ ।

নরেন্দ্র-সরোবরের নিকট আসিয়া সকলের প্রভুদর্শন ঃ—

আনন্দে বিহ্বল ভক্তগণ ধাঞা আইলা ।
নরেন্দ্রে আসিয়া সবে প্রভুরে মিলিলা ॥ ২১৯ ॥

ভক্তগণ ও প্রভুর পরস্পরের প্রতি যথাযোগ্য প্রণাম ও আলিঙ্গনাদি ঃ—

পুরী, ভারতীর প্রভু বন্দিলেন চরণ ।
দোঁহে মহাপ্রভুরে কৈলা প্রেম-আলিঙ্গন ॥ ২২০ ॥
দামোদর-স্বরূপ, পণ্ডিত গদাধর ।
জগদানন্দ, কাশীশ্বর, গোবিন্দ, বক্রেশ্বর ॥ ২২১ ॥
কাশী-মিশ্র, প্রদ্যুম্ন-মিশ্র, পণ্ডিত-দামোদর ।
হরিদাস ঠাকুর, আর পণ্ডিত-শঙ্কর ॥ ২২২ ॥

ভক্ত ও ভগবানের মিলনে উভয়েরই প্রেমাবেশ ঃ—

আর সব ভক্ত প্রভুর চরণে পড়িলা ।
সবা আলিঙ্গিয়া প্রভু প্রেমাবিষ্ট হৈলা ॥ ২২৩ ॥

সকলকে লইয়া প্রভুর জগন্নাথ-দর্শন ঃ—

আনন্দ-সমুদ্রে ভাসে সব ভক্তগণে ।
সবা লঞা চলে প্রভু জগন্নাথ-দরশনে ॥ ২২৪ ॥

প্রভুর প্রেমাবেশ ও নৃত্যগীত ঃ—

জগন্নাথ দেখি' প্রভু প্রেমাবিষ্ট হৈলা ।
ভক্তসঙ্গে বহুক্ষণ নৃত্য-গীত কৈলা ॥ ২২৫ ॥

জগন্নাথের মালাপ্রসাদ প্রাপ্তি, পড়িছার প্রণাম ঃ—

জগন্নাথ-সেবক আনি' মালা-প্রসাদ দিলা ।
তুলসী পড়িছা আসি' চরণ বন্দিলা ॥ ২২৬ ॥

চতুর্দ্দিকে প্রভুর আগমন-সংবাদ-বিস্তৃতি, কটক হইতে রায় ও ভট্টাচার্য্যের আসিয়া প্রভুদর্শন ঃ—

'মহাপ্রভু আইলা'—গ্রামে কোলাহল হৈল ।
সার্ব্বভৌম, রামানন্দ, বাণীনাথ মিলিল ॥ ২২৭ ॥

প্রভুর কাশীমিশ্র-গৃহে অবস্থান ও সার্ব্বভৌমের নিমন্ত্রণ ঃ—

সবা সঙ্গে লঞা প্রভু মিশ্র-বাসা আইলা ।
সার্ব্বভৌম-পণ্ডিত গোসাঞিরে নিমন্ত্রণ কৈলা ॥ ২২৮ ॥

ভক্তসহ প্রসাদসেবনেচ্ছা-হেতু প্রসাদ আনাইতে আদেশ ঃ—

প্রভু কহে,—"মহাপ্রসাদ আন' এই স্থানে ।
সবা-সঙ্গে ইঁহা আজি করিমু ভোজনে ॥" ২২৯ ॥

ভক্তসহ মহাপ্রভুর মহাপ্রসাদ সম্মান ঃ—

তবে দুঁহে জগন্নাথপ্রসাদ আনিলা ।
সবা-সঙ্গে মহাপ্রভু ভোজন করিলা ॥ ২৩০ ॥

বৃন্দাবন হইতে পুরী-আগমন-যাত্রা বর্ণিত ঃ—

এই ত' কহিলুঁ,—প্রভু দেখি' বৃন্দাবন ।
পুনঃ করিলেন যৈছে নীলাদ্রি-গমন ॥ ২৩১ ॥

শ্রবণকারীর চিদ্বৃত্তিস্ফূর্ত্তি ও কৃষ্ণপ্রাপ্তি ঃ—

ইহা যেই শ্রদ্ধা করি' করয়ে শ্রবণ ।
অচিরাৎ পায় সেই চৈতন্য-চরণ ॥ ২৩২ ॥

মধ্যলীলার দিগ্দর্শন ও ২৪ বৎসরের মধ্যে ছয় বৎসর ভারতে নামপ্রেম প্রচারার্থ ভ্রমণ ঃ—

মধ্যলীলার করিলুঁ এই দিগ্দরশন ।
ছয় বৎসর কৈলা যৈছে গমনাগমন ॥ ২৩৩ ॥

অবশিষ্ট ১৮ বৎসর পুরীতে ভক্তসহ কীর্ত্তনোল্লাস ঃ—

শেষ অষ্টাদশ বৎসর নীলাচলে বাস ।
ভক্তগণ-সঙ্গে করে কীর্ত্তন-বিলাস ॥ ২৩৪ ॥

ভাগবতে ব্যাসরীত্যনুসরণে সংক্ষেপে মধ্যলীলার পরিচ্ছেদ-সমূহের বর্ণনমুখে পুনরালোচন ঃ—

মধ্যলীলার ক্রম এবে করি অনুবাদ ।
অনুবাদ কৈলে হয় কথার আস্বাদ ॥ ২৩৫ ॥
প্রথম পরিচ্ছেদে—শেষলীলার সূত্রগণ ।
তথি-মধ্যে কোন ভাগের বিস্তার বর্ণন ॥ ২৩৬ ॥
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে—প্রভুর প্রলাপ-বর্ণন ।
তথি-মধ্যে নানা-ভাবের দিগ্দরশন ॥ ২৩৭ ॥
তৃতীয় পরিচ্ছেদে—প্রভুর কহিলুঁ সন্ন্যাস ।
আচার্য্যের ঘরে যৈছে করিলা বিলাস ॥ ২৩৮ ॥
চর্তুথে—মাধবপুরীর চরিত্র-আস্বাদন ।
গোপাল-স্থাপন, ক্ষীরচুরির বর্ণন ॥ ২৩৯ ॥
পঞ্চমে—সাক্ষিগোপাল-চরিত্র বর্ণন ।
নিত্যানন্দ কহে, প্রভু করেন আস্বাদন ॥ ২৪০ ॥
ষষ্ঠে—সার্ব্বভৌমের করিলা উদ্ধার ।
সপ্তমে—তীর্থযাত্রা, বাসুদেব-নিস্তার ॥ ২৪১ ॥
অষ্টমে—রামানন্দ-সংবাদ বিস্তার ।
আপনে শুনিলা 'সর্ব্ব-সিদ্ধান্তের সার' ॥ ২৪২ ॥
নবমে—কহিলুঁ দক্ষিণ-তীর্থ-ভ্রমণ ।
দশমে—কহিলুঁ সর্ব্ব বৈষ্ণব-মিলন ॥ ২৪৩ ॥
একাদশে—শ্রীমন্দিরে 'বেড়া-সঙ্কীর্ত্তন' ।
দ্বাদশে—গুণ্ডিচা-মন্দির-মার্জ্জন-ক্ষালন ॥ ২৪৪ ॥
ত্রয়োদশে—রথ-আগে প্রভুর নর্ত্তন ।
চতুর্দ্দশে—'হেরাপঞ্চমী'-যাত্রা-দরশন ॥ ২৪৫ ॥
তার মধ্যে ব্রজদেবীর ভাবের শ্রবণ ।
স্বরূপ কহিলা, প্রভু কৈলা আস্বাদন ॥ ২৪৬ ॥
পঞ্চদশে—ভক্তের গুণ আপনে কহিল ।
সার্ব্বভৌম-ঘরে ভিক্ষা, অমোঘ তারিল ॥ ২৪৭ ॥

ষোড়শে—বৃন্দাবন-যাত্রা গৌড়দেশ-পথে।
পুনঃ নীলাচলে আইলা, নাটশালা হৈতে ॥ ২৪৮ ॥
সপ্তদশে—বনপথে মথুরা-গমন।
অষ্টাদশে—বৃন্দাবন-বিহার-বর্ণন ॥ ২৪৯ ॥
ঊনবিংশে—মথুরা হৈতে প্রয়াগ-গমন।
তার মধ্যে শ্রীরূপেরে শক্তি-সঞ্চারণ ॥ ২৫০ ॥
বিংশতি পরিচ্ছেদে—সনাতনের মিলন।
তার মধ্যে ভগবানের স্বরূপ-বর্ণন ॥ ২৫১ ॥
একবিংশে—কৃষ্ণৈশ্বর্য্য-মাধুর্য্য-বর্ণন।
দ্বাবিংশে—দ্বিবিধ সাধনভক্তির বিবরণ ॥ ২৫২ ॥
ত্রয়োবিংশে—প্রেমভক্তিরসের কথন।
চতুর্ব্বিংশে—'আত্মারামা'-শ্লোকার্থ-বর্ণন ॥ ২৫৩ ॥
পঞ্চবিংশে—কাশীবাসীরে বৈষ্ণবকরণ।
কাশী হৈতে পুনঃ নীলাচলে আগমন ॥ ২৫৪ ॥
পঞ্চবিংশতি পরিচ্ছেদে এই কৈলুঁ অনুবাদ।
যাহার শ্রবণে হয় গ্রন্থার্থ-আস্বাদ ॥ ২৫৫ ॥

সংক্ষেপে মধ্যলীলা বর্ণিত ঃ—

সংক্ষেপে কহিলুঁ এই মধ্যলীলার সার।
কোটিগ্রন্থে বর্ণন না যায় ইহার বিস্তার ॥ ২৫৬ ॥

জীবোদ্ধারনিমিত্ত প্রভুর সমগ্রভারত-ভ্রমণ এবং স্বয়ং আচরণ করিয়া প্রচার ঃ—

জীব নিস্তারিতে প্রভু ভ্রমিলা দেশে-দেশে।
আপনে আস্বাদি' ভক্তি করিলা প্রকাশে ॥ ২৫৭ ॥

প্রভুর প্রচার্য্য বিষয়সমূহ ঃ—

কৃষ্ণতত্ত্ব, ভক্তিতত্ত্ব, প্রেমতত্ত্ব আর।
ভাবতত্ত্ব, রসতত্ত্ব, লীলাতত্ত্ব-সার ॥ ২৫৮ ॥
শ্রীভাগবত-তত্ত্বরস করিলা প্রচারে।
কৃষ্ণতুল্য ভাগবত, জানাইলা সংসারে ॥ ২৫৯ ॥

কখনও শ্রোতৃরূপে, কখনও বক্তৃরূপে শুদ্ধভক্তি-প্রচার ঃ—

ভক্ত লাগি' বিস্তারিলা আপন-বদনে।
কাঁহা ভক্ত-মুখে কহাই শুনিলা আপনে ॥ ২৬০ ॥

অনুপম ভক্তবৎসল, অদ্বিতীয় ও অহৈতুকী-কৃপা-সিন্ধু ঃ—

শ্রীচৈতন্যসম আর কৃপালু, বদান্য।
ভক্তবৎসল না দেখি ত্রিজগতে অন্য ॥ ২৬১ ॥

অন্ধবিশ্বাস ছাড়িয়া বাস্তব-বস্তুতে দৃঢ়বিশ্বাস-ফলেই পরতত্ত্ব চৈতন্য-কৃষ্ণ প্রাপ্তি ঃ—

শ্রদ্ধা করি' এই লীলা শুন, ভক্তগণ।
ইহার প্রসাদে পাইবা চৈতন্য-চরণ ॥ ২৬২ ॥
ইহার প্রসাদে পাইবা কৃষ্ণতত্ত্বসার।
সর্ব্বশাস্ত্র-সিদ্ধান্তের ইঁহা পাইবা পার ॥ ২৬৩ ॥

কৃষ্ণলীলা ও চৈতন্যলীলা—অভিন্ন অমৃতনদী, তাহা কেবলমাত্র শুদ্ধচিত্ত ভক্তেরই আস্বাদ্য ঃ—

কৃষ্ণলীলা অমৃত-সার, তার শত শত ধার,
দশদিকে বহে যাহা হৈতে।
সে চৈতন্যলীলা হয়, সরোবর অক্ষয়,
মনোহংস চরাহ' তাহাতে ॥ ২৬৪ ॥

গ্রন্থকারের সদৈন্য প্রার্থনা ঃ—

ভক্তগণ, শুন মোর দৈন্য-বচন।
তোমা-সবার পদধূলি, অঙ্গে বিভূষণ করি',
কিছু মুঞি করোঁ নিবেদন ॥ ২৬৫ ॥ ধ্রু ॥

ভক্তিসিদ্ধান্তসমূহ ও কৃষ্ণপ্রেমরসাস্বাদনার্থ ভক্তগণকে অনুরোধ ঃ—

কৃষ্ণভক্তিসিদ্ধান্তগণ, যাতে প্রফুল্ল পদ্মবন,
তার মধু করি' আস্বাদন।
প্রেমরস-কুমুদবনে, প্রফুল্লিত রাত্রি-দিনে,
তাতে চরাও মনোভৃঙ্গগণ ॥ ২৬৬ ॥

অনুভাষ্য

২৬৪। কৃষ্ণলীলাই—'অমৃতসারবস্তু'; তদিতর, সমস্তই—'অসার'। কৃষ্ণলীলামৃতসারের শত শত ধারা কৃষ্ণলীলামৃত হইতে দশদিকে প্রবাহিত। কৃষ্ণলীলামৃতসারই আবার শ্রীচৈতন্য-লীলা। চৈতন্যলীলাকে কৃষ্ণলীলা হইতে পৃথক্‌বুদ্ধি করিয়া বর্ত্তমানকালে নব নব কল্পনাপ্রভাবে উদ্ভাবিত "নদীয়া ও গৌর-নাগরী লীলা" প্রভৃতি নবীন মতবাদ সৃষ্টি করিবার চেষ্টা চলিতেছে। থিয়সফিস্ট দলের কেহ কেহ এবং অন্যান্য ভক্তি-বিরোধী প্রাকৃত বাউল ও সহজিয়াদলের কেহ কেহ তাঁহাদের নিজ নিজ দুর্দ্দমনীয় প্রাকৃত-বৃত্তির ছাঁচে ঢালিয়া শ্রীগৌরাঙ্গকে রাজনৈতিক-নেতা, কেহ বা শক্তি-উপাসক, কেহ বা অবৈধ নাগরীর লম্পট বলিয়া ধারণা করিয়াছেন। গোলোকের নিত্যলীলাই প্রকটকালে প্রপঞ্চে উদিত হয়; তৎকালে শ্রীরূপাদি গৌরলীলার পার্ষদবর্গ কেহই যখন গৌরনাগর-লীলা দেখিতে বা বুঝিতে পারেন নাই, তখন উহা নিশ্চয়ই চৈতন্যলীলা নহে। শ্রীরূপানুগ বৈষ্ণব-গুরুর পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াই গৌরভক্তি কর্ত্তব্য। কল্পনা-সরোবরে অবগাহন করিয়া 'নবগোরার দল' করিয়া কোনই ফল নাই।

২৬৬। চৈতন্যলীলা—অক্ষয় সরোবর; কৃষ্ণভক্তি-সিদ্ধান্ত-সমূহ—সেই সরোবরের পদ্মবন, প্রেমরস—কুমুদবন; এবং ভক্তগণের মন—ভৃঙ্গসমূহ।

কৃষ্ণলীলা-বৈচিত্র্যসমূহই ভক্তগণের জীবন ঃ—

নানা-ভাবের ভক্তজন, হংস-চক্রবাকগণ,
যতে বসি' করেন বিহার ।
কৃষ্ণকেলি-মৃণাল, যাহা পাই সর্ব্বকাল,
ভক্ত-হংস করয়ে আহার ॥ ২৬৭ ॥

তাদৃশ আস্বাদনেই প্রেমোল্লাস-বৃদ্ধি ঃ—

সেই সরোবরে গিয়া, হংস-চক্রবাক হঞা,
সদা তাঁহা করহ বিলাস ।
খণ্ডিবে সকল দুঃখ, পাইবা পরম সুখ,
অনায়াসে হবে প্রেমোল্লাস ॥ ২৬৮ ॥

শুদ্ধভক্তগণকর্ত্তৃক বিশ্ববাসীকে গৌরকৃষ্ণলীলামৃত বিতরণ ঃ—

এই অমৃত অনুক্ষণ, সাধু-মহান্ত-মেঘগণ,
বিশ্বোদ্যানে করে বরিষণ ।
তাতে ফলে অমৃত-ফল, ভক্ত খায় নিরন্তর,
তার প্রেমে জীয়ে জগজন ॥ ২৬৯ ॥

গৌরলীলা—ঘনদুগ্ধপূর, তাহাতে কৃষ্ণলীলা—সুকর্পূর, শ্রৌত-পন্থায় হরিগুরুবৈষ্ণব-কৃপায় উহার আস্বাদন-সম্ভাবনা ঃ—

চৈতন্যলীলা—অমৃতপূর, কৃষ্ণলীলা—সুকর্পূর,
দুহে মিলি' হয় সুমাধুর্য্য ।
সাধু-গুরু-প্রসাদে, তাহা যেই আস্বাদে,
সেই জানে মাধুর্য্য-প্রাচুর্য্য ॥ ২৭০ ॥

এই উভয় লীলামৃতই ভক্তের আহার্য্য, ইহা ব্যতীত অন্নগ্রহণেও ভক্তজীবনের অপুষ্টি ঃ—

যে লীলা-অমৃত বিনে, খায় যদি অন্নপানে,
তবে ভক্তের দুর্ব্বল জীবন ।
যার একবিন্দু-পানে, উৎফুল্লিত তনুমনে,
হাসে, গায়, করয়ে নর্ত্তন ॥ ২৭১ ॥

তর্কপন্থায় এই অমৃত দুর্ল্লভ ঃ—

এ অমৃত কর পান, যার সম নাহি আন,
চিত্তে করি' সুদৃঢ় বিশ্বাস ।
না পড়' কুতর্ক-গর্ত্তে, অমেধ্য-কর্কশ-আবর্ত্তে,
যাতে পড়িলে হয় সর্ব্বনাশ ॥ ২৭২ ॥

পঞ্চতত্ত্বকে ও শ্রোতৃগণকে প্রণাম ঃ—

শ্রীচৈতন্য, নিত্যানন্দ, শ্রীঅদ্বৈত, ভক্তবৃন্দ,
আর যত শ্রোতা ভক্তগণ ।
তোমা-সবার শ্রীচরণ, করি শিরে ভূষণ,
যাহা হৈতে অভীষ্ট-পূরণ ॥ ২৭৩ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২৭১। মনুষ্য অন্নপানের দ্বারা পুষ্ট হয় ; ভক্তগণ বহির্ম্মুখ-দিগের ন্যায় অন্নপান গ্রহণ করিয়াও কৃষ্ণলীলা-সম্পৃক্ত চৈতন্য-লীলামৃত পান না করিলে দুর্ব্বল জীবন হইয়া পড়েন।

অনুভাষ্য

২৬৭। কৃষ্ণকেলিপদ্মই ভক্তরূপ হংসের 'আহার'। নিত্য-সম্ভোগরস-বিগ্রহ কৃষ্ণচন্দ্রের ক্রীড়া—নিত্য-বিপ্রলম্ভরসবিগ্রহ অভিন্ন-কৃষ্ণতনু শ্রীগৌরসুন্দরের আশ্রিত নিত্যসেবক ভক্তগণের আহার্য্য বস্তু।

২৬৮। গৌরভক্ত চৈতন্যলীলা-সরোবরে অবগাহনপূর্ব্বক নিত্যকাল শ্রীগৌরপদাশ্রিত হংসচক্রবাকরূপে কৃষ্ণের ভজন করিতে করিতে শ্রীগৌরোপাসনরূপ-সরোবরে বিলাস কর। তাহা হইলেই গৌরাঙ্গকে নদীয়া-নাগরীর ন্যায় ভোগ্যজড় বিশেষরূপে কল্পনা করিয়া তোমাকে কৃষ্ণেতর-সেবারূপ 'দুঃখ' পাইতে হইবে না এবং কৃষ্ণসেবারূপ পরমসুখ লাভ করিয়া (তুমি) কৃষ্ণপ্রেমোল্লাসে মত্ত হইবে।

২৬৯। গৌরপদাশ্রিত সাধুমহান্ত-মেঘসমূহ, সর্ব্বদা জগৎ-রূপ উদ্যানে কৃষ্ণলীলামৃত বর্ষণ করেন। এই বারিধারা-সেচন-প্রভাবে প্রেমামৃত-ফল ফলিলে ভক্তগণ নিরন্তর ভক্ষণ করেন এবং তৎপ্রেমে বিশ্ববাসী জীবনধারণ করেন।

২৭০। চৈতন্যলীলামৃত—সেই প্রেমামৃতের 'পূর'-সদৃশ এবং কৃষ্ণলীলা—সুকর্পূর-তুল্য ; এই লীলামৃতদ্বয়ের একত্র মিলনেই সুমাধুর্য্য। কৃষ্ণলীলা-মাধুর্য্য চৈতন্যলীলামৃত-সহযোগে পুষ্ট হইয়া সুমাধুর্য্যময় হইয়াছে। গৌর-বিরোধী অসুরদল গৌরলীলা বা গৌর-মন্ত্র স্বীকার করেন না, সুতরাং তাঁহাদের কৃষ্ণলীলা-মাধুর্য্য আস্বাদন করিবার সম্ভাবনা নাই। আবার কৃষ্ণবিরোধী দৈত্যদল কৃষ্ণলীলামৃতে উদাসীন হইয়া নদীয়া-নাগরীর অনুগত নাগরী-অভিমানে বিপ্রলম্ভরসবিগ্রহ রাধাকৃষ্ণাভিন্নতনু গৌরকে কৃষ্ণ হইতে পৃথক্ করিয়া অর্থাৎ সম্ভোগরসবিগ্রহ করিয়া গৌর-লীলা-বৈচিত্র্য-মাধুর্য্য সমূলে বিনাশ করেন। শ্রীরূপানুগ-সাধু-গুরু-প্রসাদক্রমে অর্থাৎ শ্রীরূপানুগত্যে গৌরলীলামৃত ও কৃষ্ণলীলা-মৃতকে পরস্পর 'অভিন্ন' জানিলে লীলাদ্বয়ের একত্র সম্মিলনেই কেবল প্রচুর মাধুর্য্যাস্বাদন হয় ;—শ্রীরূপানুগ ব্যক্তি কেবলমাত্র তাহাই দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন।

২৭১। পাঠান্তরে—'খায় যদি অনুপানে।'

২৭২। কৃষ্ণ ও গৌরলীলাকে পরস্পর ভিন্ন-জ্ঞানে কুতর্ক-মূলে অপবিত্র কর্কশ ঘূর্ণিবায়ুর দ্বারা চালিত হইয়া কৃষ্ণভজন ছাড়িয়া গৌরভজন করিলে বা গৌরসেবা ছাড়িয়া কৃষ্ণসেবা করিলে, মূঢ়জীবের সর্ব্বনাশ হয়।

অভীষ্ট আরাধ্যের প্রণাম ঃ—

শ্রীরূপ-সনাতন- রঘুনাথ-জীব-চরণ,
শিরে ধরি,—যার করি আশ ।
কৃষ্ণলীলামৃতান্বিত, চৈতন্যচরিতামৃত,
কহে কিছু দীন কৃষ্ণদাস ॥ ২৭৪ ॥

শ্রীমন্মদনগোপাল-গোবিন্দদেব-তুষ্টয়ে ।
চৈতন্যার্পিতমস্ত্বেতচ্চৈতন্যচরিতামৃতম্ ॥ ২৭৫ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২৭৫। শ্রীমদনগোপাল ও গোবিন্দদেবের তুষ্টির জন্য এই চৈতন্যচরিতামৃত কৃষ্ণচৈতন্যার্পিত হউক।

২৭৬। এই অতি রহস্যময় গৌরলীলামৃত ভক্তের প্রাণধন হইলেও অনধিকারিগণ ইহাকে নিশ্চয় আদর করিবে না ;

অনুভাষ্য

২৭৫। শ্রীমন্মদনগোপাল-গোবিন্দদেব-তুষ্টয়ে (শ্রীমন্মদন-গোপালঃ গোবিন্দদেবঃ চ তয়োঃ তুষ্টয়ে প্রীত্যৈ) এতৎ চৈতন্য-চরিতামৃতং চৈতন্যার্পিতমস্তু (শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যায় সমর্পয়ামি)।

২৭৬। অতিরহস্যং (পরমগোপনীয়ং) তৎ গৌরলীলামৃতম্ (ইদং গ্রন্থরত্নং) খলু (নিশ্চিতং) সমুদয়লোকৈঃ (অসদ্ভিরনধি-কারিভিঃ সর্ব্বৈঃ) ন আদৃতং, যতঃ [ইদং] তৈঃ (অসদ্ভিঃ)

অভক্তের নিন্দা-প্রশংসায় নিরপেক্ষ গ্রন্থকারের ভক্ত-সুখেই আপনাকে কৃতার্থ-জ্ঞান ঃ—

তদিদমতিরহস্যং গৌরলীলামৃতং যৎ
খলু সমুদয়-লোকৈর্নাদৃতং তৈরলভ্যম্ ।
ক্ষতিরিয়মিহ কা মে স্বাদিতং যৎ সমস্তাৎ
সহৃদয়-সুমনোভির্মোদমেষাং তনোতি ॥ ২৭৬ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে কাশীবাসি-বৈষ্ণবকরণং পুনর্নীলাচল-গমনঞ্চ পঞ্চবিংশঃ পরিচ্ছেদঃ।

ইতি মধ্যলীলা সমাপ্তা

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

ইহাতে আমার ক্ষতি নাই, পরন্তু এই লীলামৃত যে-সকল সহৃদয় সাধুকর্ত্তৃক সম্যক্‌রূপে আস্বাদিত হইয়াছে, এই গ্রন্থ সেই মহাত্মাদিগের আনন্দ বিস্তার করুক্।

ইতি অমৃতপ্রবাহ-ভাষ্যে পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

অনুভাষ্য

অলভ্যং (লব্ধুমশক্যম্) ; ইহ (অত্র) মে (মম) ইয়ং কা ক্ষতিঃ (হানিঃ)?—যৎ (যত্র) সহৃদয়সুমনোভিঃ (নিষ্কপটৈঃ সুধীভিঃ ঐকান্তিকচিত্তৈঃ) সমন্তাৎ (সর্ব্বতঃ) স্বাদিতং (সৎ) এষাং (সুমনসাং) মোদং তনোতি (বিস্তারয়তি)।

ইতি অনুভাষ্যে পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

অন্ত্যলীলা

প্রথম পরিচ্ছেদ

কথাসার—শ্রীবৃন্দাবন হইতে মহাপ্রভুর শ্রীক্ষেত্রাগমন-বার্ত্তা পাইয়া গৌড়ীয় ভক্তগণ পুরুষোত্তমে যাত্রা করিলেন। শিবানন্দ-সেন একটী কুকুরকে পারের খরচ দিয়া লইয়া যাইতেছিলেন। রাত্রে কুকুরকে ভাত না দেওয়ায়, সে প্রভুর নিকট চলিয়া গেল। শিবানন্দাদি পরদিন মহাপ্রভুর নিকটে পৌঁছিয়া দেখিলেন যে, সেই কুকুর প্রভু-প্রদত্ত নারিকেলশস্য-প্রসাদ ভক্ষণ করিতেছে ; পরে সেই কুকুর উদ্ধার পাইয়া (বৈকুণ্ঠে) গেল। এদিকে শ্রীরূপ-গোস্বামী বৃন্দাবন হইতে যাত্রা করিয়া গৌড়ীয়-ভক্তগণের সহিত একত্র আসিতে না পারিয়া কিছুদিন পরে নীলাচলে আসিয়া হরিদাসের সহিত রহিলেন। মহাপ্রভু শ্রীরূপের বিরচিত "প্রিয়ঃ সোহয়ং"-শ্লোক পড়িয়া বড়ই আনন্দিত হইলেন। একদিবস মহাপ্রভু রায়-রামানন্দ, সার্ব্বভৌম ইত্যাদি ভক্তবৃন্দের সহিত হরিদাসের বাসায় আসিয়া শ্রীরূপের 'ললিতমাধব' ও 'বিদগ্ধ-মাধব' নামক দুইখানি নাটকের মুখবন্ধাদি শ্লোক শ্রবণ করিলেন। রামানন্দ-রায় উহাদের অনেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিচার করিয়া দুইখানি নাটকই যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইয়াছে, তাহা স্থির করিলেন। চাতু-র্ম্মাস্যের পর গৌড়ীয়-ভক্তগণ প্রভুর আজ্ঞায় গৌড়দেশে যাত্রা করিলেন। শ্রীরূপগোস্বামী শ্রীক্ষেত্রে রহিলেন। (অঃ প্রঃ ভাঃ)

পরমদয়াল পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর বন্দনা ঃ—

পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে শৈলং মূকমাবর্ত্তয়েচ্ছ্রুতিম্ ।
যৎকৃপা তমহং বন্দে কৃষ্ণচৈতন্যমীশ্বরম্ ॥ ১ ॥

সজ্জনের কৃপা যাচ্ঞা ঃ—

দুর্গমে পথি মেঽন্ধস্য স্খলৎপাদগতের্ম্মুহুঃ ।
স্বকৃপা-যষ্টিদানেন সন্তঃ সন্ত্ববলম্বনম্ ॥ ২ ॥

শ্রীরূপ, সনাতন, ভট্ট-রঘুনাথ ।
শ্রীজীব, গোপালভট্ট, দাস-রঘুনাথ ॥ ৩ ॥

এই ছয় গুরুর করোঁ চরণ বন্দন ।
যাহা হৈতে বিঘ্ননাশ, অভীষ্ট-পূরণ ॥ ৪ ॥

জয়তাং সুরতৌ পঙ্গোর্ম্মম মন্দমতের্গতী ।
মৎসর্ব্বস্বপদাম্ভোজৌ রাধা-মদনমোহনৌ ॥ ৫ ॥

দীব্যদ্বৃন্দারণ্যকল্পদ্রুমাধঃ-
শ্রীমদ্রত্নাগারসিংহাসনস্থৌ ।
শ্রীমদ্রাধা-শ্রীলগোবিন্দদেবৌ
প্রেষ্ঠালীভিঃ সেব্যমানৌ স্মরামি ॥ ৬ ॥

শ্রীমান্‌রাসরসারম্ভী বংশীবটতটস্থিতঃ ।
কর্ষন্ বেণুস্বনৈর্গোপীর্গোপীনাথঃ শ্রিয়েঽস্তু নঃ ॥ ৭ ॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ৮ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১। যাঁহার কৃপা পঙ্গুকে গিরিলঙ্ঘন করিতে শক্তি দেয় এবং বোবাকে শ্রুতি পাঠ করায়, সেই ঈশ্বর কৃষ্ণচৈতন্যকে আমি বন্দনা করি।

২। সাধুগণ স্বীয় কৃপা-যষ্টি দানপূর্ব্বক দুর্গমপথে মুহুর্মুহুঃ স্খলিতপাদ ও অন্ধস্বরূপ আমার অবলম্বন হউন।

অনুভাষ্য

১। যৎকৃপা (যৎ যস্য চৈতন্যচন্দ্রস্য অনুকম্পা) পঙ্গুং (পদ-বিক্ষেপণশক্তিবিহীনং জনং) শৈলং (পরমোচ্চগিরিশিখরং) লঙ্ঘয়তে (উত্তারয়তি), মূকং (বাক্‌শক্তিবিহীনং জনং) শ্রুতিং (বেদম্) আবর্ত্তয়েৎ (পঠয়তি), তম্ ঈশ্বরং পরমশ্বেরং (কৃষ্ণ-চৈতন্যং মহাপ্রভুম্) অহং বন্দে।

২। সন্তঃ (সাধবঃ) স্বকৃপা-যষ্টিদানেন (নিজদয়ারূপাবলম্বন-প্রদানেন) দুর্গমে (দুস্তরে) পথি (সংসারে) মুহুঃ (পুনঃ পুনঃ) স্খলৎপাদগতেঃ (বিক্ষিপ্তচরণস্য পথভ্রষ্টস্য), অন্ধস্য (নয়ন-বিহীনস্য) মে (মম) অবলম্বনম্ (আশ্রয়পদং) সন্তু (ভবন্তু)।

৫। আদি, ১ম পঃ ১৫ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

৬। আদি, ১ম পঃ ১৬ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

৭। আদি, ১ম পঃ ১৭ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

অন্ত্যলীলা বর্ণনারম্ভ ঃ—

মধ্যলীলা সংক্ষেপেতে করিলুঁ বর্ণন ।
অন্ত্যলীলা-বর্ণন কিছু শুন, ভক্তগণ ॥ ৯ ॥

পূর্ব্বে মধ্যলীলায় ১ম পরিচ্ছেদে অন্ত্যলীলাসূত্র বর্ণিত ঃ—

মধ্যলীলা-মধ্যে অন্ত্যলীলা-সূত্রগণ ।
পূর্ব্বগ্রন্থে সংক্ষেপেতে করিয়াছি বর্ণন ॥ ১০ ॥
আমি জরাগ্রস্ত, নিকটে জানিয়া মরণ ।
অন্ত্যলীলার কোন সূত্র করিয়াছি বর্ণন ॥ ১১ ॥

অনুল্লিখিত সূত্রের সবিস্তারবর্ণনে প্রতিজ্ঞা ঃ—

পূর্ব্বলিখিত গ্রন্থসূত্র-অনুসারে ।
যেই নাহি লিখি, তাহা লিখিয়ে বিস্তারে ॥ ১২ ॥

গৌড়ে প্রভুর বৃন্দাবন হইতে পুরীতে আগমন-বার্ত্তা-জ্ঞাপন ঃ—

বৃন্দাবন হৈতে প্রভু নীলাচলে আইলা ।
স্বরূপ-গোসাঞি গৌড়ে বার্ত্তা পাঠাইলা ॥ ১৩ ॥

শচীর শ্রবণ ও ভক্তগণের পুরীতে গমনোদ্‌যোগ ঃ—

শুনি' শচী আনন্দিত, সব ভক্তগণ ।
সবে মিলি' নীলাচলে করিলা গমন ॥ ১৪ ॥

শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য ও শিবানন্দের নিকট যাবতীয় ভক্তের আগমন ঃ—

কুলীনগ্রামী ভক্ত আর যত খণ্ডবাসী ।
আচার্য্য, শিবানন্দে মিলিলা সবে আসি' ॥ ১৫ ॥

সকলের তত্ত্বাবধায়ক শিবানন্দ ঃ—

শিবানন্দ করে সবার ঘাটি সমাধান ।
সবারে পালন করে, দেয় বাসা-স্থান ॥ ১৬ ॥

শিবানন্দের ভগবদ্ভক্ত কুকুরের বৃত্তান্ত ঃ—

এক কুক্কুর চলে শিবানন্দে-সনে ।
ভক্ষ্য দিয়া লঞা চলে করিয়া পালনে ॥ ১৭ ॥
একদিন একস্থানে নদী পার হৈতে ।
উড়িয়া নাবিক কুক্কুর না চড়ায় নৌকাতে ॥ ১৮ ॥
কুক্কুর রহিলা,—শিবানন্দ দুঃখী হৈলা ।
দশ পণ কড়ি দিয়া কুক্কুরে পার কৈলা ॥ ১৯ ॥
একদিন শিবানন্দে ঘাটিতে রহিলা ।
কুক্কুরকে ভাত দিতে সেবক পাসরিলা ॥ ২০ ॥
রাত্রে আসি' শিবানন্দ ভোজনের কালে ।
'কুক্কুর পাঞাছে ভাত?'—সেবকে পুছিলে ॥ ২১ ॥
কুক্কুর নাহি পায় ভাত, শুনি' দুঃখী হৈলা ।
কুক্কুর চাহিতে দশ-মনুষ্য পাঠাইলা ॥ ২২ ॥
চাহিয়া না পাইল কুক্কুর, লোক সব আইলা ।
দুঃখী হঞা শিবানন্দ উপবাস কৈলা ॥ ২৩ ॥
প্রভাতে কুক্কুর চাহি' কাঁহা না পাইল ।
সকল বৈষ্ণবের মনে চমৎকার হৈল ॥ ২৪ ॥
উৎকণ্ঠায় চলি' সবে আইলা নীলাচলে ।
পূর্ব্ববৎ মহাপ্রভু মিলিলা সকলে ॥ ২৫ ॥
সবা লঞা কৈলা জগন্নাথ-দরশন ।
সবা লঞা মহাপ্রভু করেন ভোজন ॥ ২৬ ॥
পূর্ব্ববৎ সবারে প্রভু পাঠাইলা বাসা-স্থানে ।
প্রভু-স্থানে আর দিন সবার গমনে ॥ ২৭ ॥
আসিয়া দেখিল সবে সেই ত' কুক্কুরে ।
প্রভু-পাশে বসিয়াছে কিছু অল্পদূরে ॥ ২৮ ॥
প্রসাদ নারিকেল-শস্য দেন ফেলাঞা ।
'রাম' 'কৃষ্ণ' 'হরি' কহ', বলেন হাসিয়া ॥ ২৯ ॥
শস্য খায় কুক্কুর, 'কৃষ্ণ' কহে বার বার ।
দেখিয়া লোকের মনে হৈল চমৎকার ॥ ৩০ ॥
শিবানন্দ কুক্কুর দেখি' দণ্ডবৎ কৈলা ।
দৈন্য করি' নিজ অপরাধ ক্ষমাইলা ॥ ৩১ ॥

কুকুরের সিদ্ধি ও বৈকুণ্ঠ-প্রাপ্তি ঃ—

আর দিন কেহ তার দেখা না পাইলা ।
সিদ্ধ-দেহ পাঞা কুক্কুর বৈকুণ্ঠেতে গেলা ॥ ৩২ ॥

অলৌকিক লীলাময় প্রভু ঃ—

ঐছে দিব্যলীলা করে শচীর নন্দন ।
কুক্কুরকে 'কৃষ্ণ' কহাঞা করিলা মোচন ॥ ৩৩ ॥

শ্রীরূপের বৃন্দাবনাগমন ও নাটক-রচনারম্ভ ঃ—

এথা প্রভু-আজ্ঞায় রূপ আইলা বৃন্দাবন ।
কৃষ্ণলীলা-নাটক করিতে হৈল মন ॥ ৩৪ ॥
বৃন্দাবনে নাটকের আরম্ভ করিলা ।
মঙ্গলাচরণ 'নান্দী-শ্লোক' তথাই লিখিলা ॥ ৩৫ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২০। পাসরিলা—ভুলিয়া গেল।

২২। চাহিতে—খুঁজিতে।

৩৪। কৃষ্ণলীলা-নাটক—কৃষ্ণলীলা-বিষয়ক নাটক।

অনুভাষ্য

১০। পূর্ব্বগ্রন্থে—মধ্যলীলার প্রথম-পরিচ্ছেদে।

১৫। আচার্য্য—অদ্বৈত আচার্য্য।

৩৫। নান্দী—নাটকচন্দ্রিকায়—"প্রস্তাবনায়াস্তু মুখে নান্দী কার্য্যা শুভাবহা। আশীর্নমস্ক্রিয়া-বস্তুনির্দ্দেশান্যতমান্বিতা ।।

সানুজ শ্রীরূপের গৌড়ে যাত্রা ও সূত্রাকারে নাটকের পাণ্ডুলিপি রচনা ঃ—

পথে চলি' আইসে নাটকের ঘটনা ভাবিতে ।
কড়চা করিয়া কিছু লাগিলা লিখিতে ॥ ৩৬ ॥

গৌড়ে অনুপমের গঙ্গাপ্রাপ্তি ঃ—

এইমতে দুইভাই গৌড়দেশে আইলা ।
গৌড়ে আসি' অনুপমের গঙ্গা-প্রাপ্তি হৈলা ॥ ৩৭ ॥

শ্রীরূপের পুরীতে প্রভুদর্শনে যাত্রা ঃ—

রূপ-গোসাঞি প্রভুপাশে করিলা গমন ।
প্রভুরে দেখিতে তাঁর উৎকণ্ঠিত মন ॥ ৩৮ ॥

অনুপমের গঙ্গাপ্রাপ্তিহেতু বিলম্ববশতঃ প্রভুদর্শনার্থ গৌড়ীয়-যাত্রিগণের সহিত শ্রীরূপের সাক্ষাৎকারের অভাব ঃ—

অনুপমের লাগি' তাঁর বিলম্ব হইল ।
ভক্তগণ-পাশ আইলা, লাগ্ না পাইল ॥ ৩৯ ॥

সত্যভামাপুরে সত্যভামাদেবীর উপদেশ-প্রাপ্তিই ললিতমাধব-রচনার মূল সূত্রপাত ঃ—

উড়িয়া-দেশে 'সত্যভামাপুর'-নামে গ্রাম ।
এক রাত্রি সেই গ্রামে করিলা বিশ্রাম ॥ ৪০ ॥
রাত্রে স্বপ্নে দেখে,—এক দিব্যরূপা নারী ।
সম্মুখে আসিয়া আজ্ঞা দিলা কৃপা করি' ॥ ৪১ ॥
"আমার নাটক পৃথক্ করহ রচন ।
আমার কৃপাতে নাটক হবে বিলক্ষণ ॥" ৪২ ॥

শ্রীরূপের মনে মনে বিচার ঃ—

স্বপ্ন দেখি' রূপ-গোসাঞি করিলা বিচার ।
'সত্যভামার আজ্ঞা—পৃথক্ নাটক করিবার ॥ ৪৩ ॥

একত্র বর্ণিত ব্রজ-পুরলীলার পৃথক্ নাটকাকারে বর্ণন-প্রতিজ্ঞা ঃ—

ব্রজ-পুর-লীলা একত্র করিয়াছি গঠনা ।
দুই ভাগ করি' এবে করিমু রচনা ॥' ৪৪ ॥

পুরীতে সিদ্ধবকুল-মঠে ঠাকুর-হরিদাসের গৃহে উপস্থিতি ঃ—

ভাবিতে ভাবিতে শীঘ্র আইলা নীলাচলে ।
আসি' উত্তরিলা হরিদাস-বাসাস্থলে ॥ ৪৫ ॥

ঠাকুরের স্নেহোক্তি ঃ—

হরিদাস-ঠাকুর তাঁরে বহু কৃপা কৈলা ।
"তুমি আসিবে,—মোরে প্রভু যে কহিলা ॥" ৪৬ ॥

অকস্মাৎ হরিদাসকে দর্শন দিতে প্রভুর আগমন ঃ—

'উপল-ভোগ' দেখি' হরিদাসেরে দেখিতে ।
প্রতিদিন আইসেন প্রভু, আইলা আচম্বিতে ॥ ৪৭ ॥

শ্রীরূপের প্রভুকে প্রণাম ও প্রভুর আলিঙ্গন ঃ—

"রূপ দণ্ডবৎ করে",—হরিদাস কহিলা ।
হরিদাসে মিলি' প্রভু রূপে আলিঙ্গিলা ॥ ৪৮ ॥

পরস্পর সংলাপ ঃ—

হরিদাস-রূপে লঞা প্রভু বসিলা একস্থানে ।
কুশল প্রশ্ন, ইষ্টগোষ্ঠী কৈলা কতক্ষণে ॥ ৪৯ ॥

সনাতনের সংবাদ-জিজ্ঞাসা ও শ্রীরূপের সনাতনের সহিত সাক্ষাৎকারাভাব-জ্ঞাপন ঃ—

সনাতনের বার্ত্তা যবে গোসাঞি পুছিল ।
রূপ কহে,—"তাঁর সঙ্গে দেখা না হইল ॥ ৫০ ॥

তৎকারণ নির্দ্দেশ ঃ—

আমি গঙ্গাপথে আইলাঙ, তিঁহো রাজপথে ।
অতএব আমার দেখা নহিল তাঁর সাথে ॥ ৫১ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৩৫। নান্দী-শ্লোক—নাটকের আরম্ভে যে মঙ্গলাচরণ-শ্লোক পঠিত হয়, তাহাকে 'নান্দী'-শ্লোক বলে।

৩৬। কড়চা—খস্ড়া বা পাণ্ডুলিপি।

অনুভাষ্য

অষ্টাভির্দশভির্যুক্তা কিংবা দ্বাদশভিঃ পদৈঃ। চন্দ্রনামাঙ্কিতা প্রায়ো মঙ্গলার্থপদোজ্জ্বলা। মঙ্গলং চক্রকমলচকোরকুমুদাদিকম্।।" সাহিত্যদর্পণে ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদে ২৮২ সংখ্যায়—"আশীর্ব্বচন-সংযুক্তা স্তুতির্যস্মাৎ প্রযুজ্যতে। দেবদ্বিজ-নৃপাদীনাং তস্মান্নান্দীতি সংজ্ঞিতা।।"*

৩৭। দুই ভাই—শ্রীরূপ ও তদনুজ শ্রীঅনুপম।

৪০। কটক-জেলার অন্তর্গত জান্কাদেইপুরের নিকটে 'সত্যভামাপুর'-গ্রাম।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৩৯। লাগ্ না পাইল—শিবানন্দাদি ভক্তগণ প্রভুর নিকট যাইতেছেন শুনিয়া শ্রীরূপও তাঁহাদিগের সঙ্গে নীলাচলে যাইবেন

অনুভাষ্য

** নাটকচন্দ্রিকায়—প্রস্তাবনার প্রারম্ভে নান্দী-কার্য্য শুভাবহ হইয়া থাকে। আশীর্ব্বাদ, নমস্কার ও বস্তুনির্দ্দেশের অন্যতম-সংযুক্তা নান্দী আট, দশ কিংবা দ্বাদশ-পদদ্বারা যুক্তা এবং প্রায়শঃ চন্দ্রনামাঙ্কিতা হইয়া মঙ্গলসূচকপদে শোভিতা হইয়া থাকে। চক্র, কমল, চকোর, কুমুদ প্রভৃতিই মঙ্গল। সাহিত্যদর্পণে—দেব, দ্বিজ, নৃপতি প্রভৃতির যে আশীর্ব্বাদ-সূচক বাক্য-সংযুক্তা স্তুতি নটগণ প্রয়োগ করিয়া থাকেন, তাহাতে আনন্দ উৎপন্ন হয় বলিয়া, তাহা নান্দী-নামে কথিতা হইয়া থাকে।*

অনুপমের গঙ্গাপ্রাপ্তি-জ্ঞাপন ঃ—

প্রয়াগে শুনিলুঁ,—তেঁহো গেলা বৃন্দাবনে ।"
অনুপমের গঙ্গা-প্রাপ্তি কৈল নিবেদনে ॥ ৫২ ॥

প্রভুর প্রস্থান ও সঙ্গিগণের সহিত শ্রীরূপের মিলন ঃ—

রূপে তাঁহা বাসা দিয়া গোসাঞি চলিলা ।
গোসাঞির সঙ্গী ভক্ত রূপেরে মিলিলা ॥ ৫৩ ॥

প্রভুকর্ত্তৃক একদিন ভক্তগণকে শ্রীরূপের পরিচয়-প্রদান ঃ—

আর দিন মহাপ্রভু সব ভক্ত লঞা ।
রূপে মিলাইলা সবায় কৃপা ত' করিয়া ॥ ৫৪ ॥

শ্রীরূপকর্ত্তৃক সকল ভক্তের চরণ-বন্দন,
সকলের রূপকে আলিঙ্গন ঃ—

সবার চরণ রূপ করিলা বন্দন ।
কৃপা করি' রূপে সবে কৈলা আলিঙ্গন ॥ ৫৫ ॥

শ্রীরূপকে কৃপা করিতে মহাপ্রভুর নিতাই ও অদ্বৈত-
প্রভুদ্বয়কে অনুরোধ ঃ—

"অদ্বৈত, নিত্যানন্দ, তোমরা দুইজনে ।"
প্রভু কহে,—"রূপে কৃপা কর কায়মনে ॥ ৫৬ ॥
তোমা-দুঁহার কৃপাতে ইঁহার হউ শক্তি ।
যাতে বিবরিতে পারেন কৃষ্ণরসভক্তি ॥" ৫৭ ॥

শ্রীরূপ—প্রভুর সকলভক্তেরই প্রীতিভাজন ঃ—

গৌড়ীয়া, উড়িয়া, যত প্রভুর ভক্তগণ ।
সবার হইল রূপ স্নেহের ভাজন ॥ ৫৮ ॥

স্বয়ং প্রভুর শ্রীরূপকে প্রত্যহ দর্শনপ্রসাদ দান ঃ—

প্রতিদিন আসি' রূপে করেন মিলনে ।
মন্দিরে যে প্রসাদ পান, দেন দুই জনে ॥ ৫৯ ॥

শ্রীরূপ-সঙ্গে প্রভুর কৃষ্ণকথা ঃ—

ইষ্টগোষ্ঠী দুইজনে করি' কতক্ষণ ।
মধ্যাহ্ন করিতে প্রভু করিলা গমন ॥ ৬০ ॥

প্রভুকৃপালাভে শ্রীরূপের আনন্দ ঃ—

এইমত প্রতিদিন প্রভুর ব্যবহার ।
প্রভুকৃপা পাঞা রূপের আনন্দ অপার ॥ ৬১ ॥

ভক্তগণসহ প্রভুর নীলাচল-লীলা ঃ—

ভক্তগণ লঞা কৈলা গুণ্ডিচা-মার্জ্জন ।
আইটোটা আসি' কৈলা বন্য-ভোজন ॥ ৬২ ॥

সর্ব্বভক্তের আনন্দ-দর্শনে শ্রীরূপ-হরিদাসের আনন্দ ঃ—

প্রসাদ খায়, 'হরি' বলে সর্ব্বভক্তজন ।
দেখি' হরিদাস-রূপের হরষিত মন ॥ ৬৩ ॥

প্রভুর উচ্ছিষ্টাবশেষ-প্রাপ্তিতে উভয়ের প্রেম-নৃত্য ঃ—

গোবিন্দদ্বারা প্রভুর শেষ-প্রসাদ পাইলা ।
প্রেমে মত্ত দুইজন নাচিতে লাগিলা ॥ ৬৪ ॥

অন্য একদিন রূপের সহিত প্রভুর মিলন ঃ—

আর দিন প্রভু রূপে মিলিয়া বসিলা ।
সর্ব্বজ্ঞ-শিরোমণি প্রভু কহিতে লাগিলা ॥ ৬৫ ॥

প্রভুর কৃপাদেশই বিদগ্ধমাধব-রচনার মূলসূত্রপাত ঃ—

"কৃষ্ণেরে বাহির নাহি করিহ ব্রজ হৈতে ।
ব্রজ ছাড়ি' কৃষ্ণ কভু না যান কাঁহাতে ॥ ৬৬ ॥

কেবলমাত্র ব্রজেই ব্রজেন্দ্রনন্দনের অবস্থান ঃ—
লঘুভাগবতামৃতে (১।৫।৪৬১)-ধৃত যামলবচন—

কৃষ্ণোঽন্যো যদুসম্ভূতো যস্তু গোপেন্দ্রনন্দনঃ ।
বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য স ক্বচিন্নৈব গচ্ছতি ॥" ৬৭ ॥

প্রভুর বাক্যে শ্রীরূপের মনে মনে বিচার ঃ—

এত কহি' মহাপ্রভু মধ্যাহ্নে চলিলা ।
রূপ-গোসাঞি মনে কিছু বিস্ময় হইলা ॥ ৬৮ ॥

শ্রীসত্যভামা-দেবী ও প্রভু, উভয়েরই পৃথগ্‌ভাবে যথাক্রমে ললিত-
মাধব ও বিদগ্ধমাধব-নাটক লিখিতে আদেশ প্রদান ঃ—

'পৃথক্ নাটক করিতে সত্যভামা আজ্ঞা দিল ।
জানিলুঁ, পৃথক্ নাটক করিতে প্রভু-আজ্ঞা হৈল ॥ ৬৯ ॥

পূর্ব্বে একত্র বর্ণিত নাটকদ্বয়ের এক্ষণে পৃথগ্‌ভাবে কল্পন ও রচন ঃ—

পূর্ব্বে দুই নাটক ছিল একত্র রচনা ।
দুইভাগ করি এবে করিমু গঠনা ॥ ৭০ ॥

নান্দী, প্রস্তাব ও বিষয় প্রভৃতি সমস্তই পৃথগ্‌ভাবে চিন্তন ঃ—

দুই 'নান্দী'-'প্রস্তাবনা', দুই 'সংঘটনা' ।
পৃথক্ করিয়া লিখি করিয়া ভাবনা ॥" ৭১ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

বলিয়া আসিলেন ; কিন্তু তাঁহাদিগের সহিত সাক্ষাৎকার হইল না, তাঁহারা পূর্ব্বেই নীলাচল যাইতেছিলেন।

৫৩। তাঁহা—হরিদাসের বাসায় অর্থাৎ সিদ্ধবকুলে।

৬৭। যদুকুমার কৃষ্ণ—বাসুদেব-তত্ত্ব, অতএব তিনি—গোপেন্দ্রনন্দন হইতে পৃথক্ ; তিনিই মথুরা ও দ্বারকায় লীলা করেন। যিনি গোপেন্দ্রনন্দন, তিনি বৃন্দাবন পরিত্যাগ করিয়া কোথাও যান না।

অনুভাষ্য

৬২। আইটোটা—গুণ্ডিচার নিকটবর্ত্তী উপবন।

৬৭। যদুসম্ভূতঃ (যদুকুলোৎপন্নঃ) কৃষ্ণঃ—অন্যঃ (ব্রজেন্দ্র-নন্দনাৎ অপরঃ) ; যঃ তু গোপেন্দ্রনন্দনঃ (নন্দসুতঃ) সঃ তু বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য (বিহায়) ক্বচিৎ (কুত্রাপি) নৈব গচ্ছতি।

৭০। দুই ভাগ—বিদগ্ধমাধবে ব্রজলীলা এবং ললিতমাধবে পুরলীলা,—এই দুই ভাগ।

বিপ্রলম্ভভাবান্বিত প্রভুর মুখে শ্লোক-শ্রবণে শ্রীরূপের তদ্ভাব-সূচক শ্লোক রচনা ঃ—

রথযাত্রায় জগন্নাথ-দর্শন করিলা ।
রথ-অগ্রে প্রভুর নৃত্য-কীর্ত্তন দেখিলা ॥ ৭২ ॥
প্রভুর নৃত্য-শ্লোক শুনি' শ্রীরূপ-গোসাঞি ।
সেই শ্লোকার্থ লঞা শ্লোক করিলা তথাই ॥ ৭৩ ॥

মধ্য, ১ম পঃ বর্ণিত হইলেও এক্ষণে পুনরায় সংক্ষেপে বর্ণন ঃ—

পূর্ব্বে সেই সব কথা করিয়াছি বর্ণন ।
তথাপি কহিয়ে কিছু সংক্ষেপে কথন ॥ ৭৪ ॥

শ্রীরাধাভাবান্বিত প্রভুর উচ্চারিত গূঢ়-শ্লোকের মর্ম্মার্থ একমাত্র স্বরূপ-দামোদর ব্যতীত সকলেরই দুর্ব্বোধ্য ঃ—

সামান্য এক শ্লোক প্রভু পড়েন কীর্ত্তনে ।
কেনে শ্লোক পড়ে—ইহা কেহ নাহি জানে ॥ ৭৫ ॥

সেই শ্লোকের ভাবদ্যোতক পদাবলী গান করিয়া স্বরূপের প্রভুসন্তোষ-বিধান ঃ—

সবে একা স্বরূপ শ্লোকের অর্থ জানে ।
শ্লোকানুরূপ পদ করান আস্বাদনে ॥ ৭৬ ॥

শ্রীরূপের প্রভুর মনোমত শ্লোক-রচনা ঃ—

রূপ-গোসাঞি প্রভুর জানিয়া অভিপ্রায় ।
সেই অর্থে শ্লোক কৈলা প্রভুরে যে ভায় ॥ ৭৭ ॥

প্রভুর উচ্চারিত শ্লোক ঃ—
কাব্যপ্রকাশে (১।৪), সাহিত্যদর্পণে (১।১০) ও পদ্যাবলীতে (৩৮২)—

যঃ কৌমারহরঃ স এব হি বরস্তা চৈত্রক্ষপা-
স্তে চোন্মীলিতমালতীসুরভয়ঃ প্রৌঢ়াঃ কদম্বানিলাঃ ।
সা চৈবাস্মি তথাপি তত্র সুরতব্যাপারলীলাবিধৌ
রেবারোধসি বেতসীতরুতলে চেতঃ সমুৎকণ্ঠতে ॥ ৭৮ ॥

পদ্যাবলীতে (৩৮৩) শ্রীরূপগোস্বামিকৃত-শ্লোক—

প্রিয়ঃ সোঽয়ং কৃষ্ণঃ সহচরি কুরুক্ষেত্রমিলিত-
স্তথাহং সা রাধা তদিদমুভয়োঃ সঙ্গমসুখম্ ।
তথাপ্যন্তঃখেলন্মধুরমুরলীপঞ্চমজুষে
মনো মে কালিন্দীপুলিনবিপিনায় স্পৃহয়তি ॥ ৭৯ ॥

তালপত্রে শ্লোক লিখি' চালেতে রাখিলা ।
সমুদ্রস্নান করিবারে রূপ-গোসাঞি গেলা ॥ ৮০ ॥

প্রভুর রূপকৃত শ্লোক-পাঠে প্রেমাবেশ ঃ—

হেনকালে প্রভু আইলা তাঁহারে মিলিতে ।
চালে শ্লোক দেখি' প্রভু লাগিলা পড়িতে ॥ ৮১ ॥
শ্লোক পড়ি' প্রভু সুখে প্রেমাবিষ্ট হৈলা ।
হেনকালে রূপ-গোসাঞি স্নান করি' আইলা ॥ ৮২ ॥

শ্রীরূপের প্রতি প্রভুর অকৃত্রিম স্নেহ-কৃপা ঃ—

প্রভু দেখি' দণ্ডবৎ প্রাঙ্গণে পড়িলা ।
প্রভু তাঁরে চাপড় মারি' কহিতে লাগিলা ॥ ৮৩ ॥

শ্রীরূপকে গাঢ় আলিঙ্গন ঃ—

"গূঢ় মোর হৃদয় তুমি জানিলা কেমনে?"
এত কহি' রূপে কৈলা দৃঢ় আলিঙ্গনে ॥ ৮৪ ॥

শ্লোক দেখাইয়া অজ্ঞতার ভাণে রহস্যপূর্ব্বক শ্রীস্বরূপকে শ্রীরূপ-কর্ত্তৃক স্বীয় মনোভাবাবগতির কারণ জিজ্ঞাসা ঃ—

সে-শ্লোক লঞা প্রভু স্বরূপে দেখাইলা ।
স্বরূপের পরীক্ষা লাগি' তাঁহারে পুছিলা ॥ ৮৫ ॥
"মোর অন্তর-বার্ত্তা রূপ জানিল কেমনে?"
স্বরূপ কহে,—"জানি, কৃপা করিয়াছ আপনে ॥ ৮৬ ॥

স্বরূপকর্ত্তৃক শ্রীরূপের প্রভুকৃপা-লাভানুমান ঃ—

অন্যথা এ অর্থ কার নাহি হয় জ্ঞান ।
তুমি পূর্ব্বে কৃপা কৈলা, করি অনুমান ॥" ৮৭ ॥

স্বরূপের নিকট প্রভুর প্রয়াগে রূপশিক্ষা-বৃত্তান্ত-বর্ণন ঃ—

প্রভু কহে,—"ইঁহো আমায় প্রয়াগে মিলিল ।
যোগ্যপাত্র জানি মোর কৃপা ত' হইল ॥ ৮৮ ॥
তবে শক্তি সঞ্চারি' আমি কৈলুঁ উপদেশ ।
তুমিহ কহিও ইঁহায় রসের বিশেষ ॥" ৮৯ ॥

স্বরূপের অনুমান যাথার্থ্য ঃ—

স্বরূপ কহে,—"যাতে এই শ্লোক দেখিলুঁ ।
তুমি করিয়াছ কৃপা, তবঁহি জানিলু ॥ ৯০ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৭৫। কেনে—কি ভাবে।

অনুভাষ্য

৭১। সাহিত্যদর্পণে ৬ষ্ঠ পঃ ২৮৭ শ্লোকে—"নটী বিদূষকো বাপি পারিপার্শ্বিক এব বা। সূত্রধারেণ সহিতাঃ সংলাপং যত্র কুর্ব্বতে।। চিত্রৈর্বাক্যৈঃ স্বকার্য্যোত্থৈঃ প্রস্তুতাক্ষেপিভির্মিথঃ। আমুখং তত্তু বিজ্ঞেয়ং নাম্না প্রস্তাবনাপি সা।।" নটী, বিদূষক অথবা পার্শ্ববর্ত্তী নট,—ইহারা সূত্রধারের সহিত যেখানে নিজ-কর্ত্তব্যব্যাপার-বিষয়ক প্রকৃত বৃত্ত-উত্থাপক মনোজ্ঞবাক্যদ্বারা পরস্পর সম্যক্‌রূপে আলাপ করে, তাহাকে 'আমুখ' বলিয়া জানিবে, উহাই 'প্রস্তাবনা' (অভিনয়ারম্ভক প্রস্তাব)।

৭৮। মধ্য, ১ম পঃ ৫৮ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

৭৯। মধ্য, ১ম পঃ ৭৬ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

ফলের দ্বারা তৎকারণানুমান ঃ—

ন্যায়-বচন—

"ফলেন ফলকারণমনুমীয়তে ॥" ৯১ ॥

যেমন কারণ তেমন কার্য্য ঃ—

নৈষধীয়ে (৩।১৭) দময়ন্তীর প্রতি হংসবাক্য—

স্বর্গাপগা-হেমমৃণালিনীনাং নানা-মৃণালাগ্রভুজো ভজামঃ।
অন্নানুরূপাং তনুরূপঋদ্ধিং কার্য্যং নিদানাদ্ধি গুণানধীতে ॥"৯২

চাতুর্ম্মাস্যান্তে গৌড়ীয়গণের গৌড়ে প্রত্যাবর্ত্তন ঃ—

চাতুর্ম্মাস্য রহি' গৌড়ে বৈষ্ণব চলিলা।
রূপ-গোসাঞি মহাপ্রভুর চরণে রহিলা ॥ ৯৩ ॥

একদা শ্রীরূপের নাটক-লিখনকালে প্রভুর অকস্মাৎ আগমন ঃ—

একদিন রূপ করেন নাটক-লিখন।
আচম্বিতে মহাপ্রভুর হৈল আগমন ॥ ৯৪ ॥

শ্রীরূপ-হরিদাসের প্রভুপ্রণাম, প্রভুর উপবেশন ঃ—

সম্ভ্রমে দুঁহে উঠি' দণ্ডবৎ হৈলা।
দুঁহে আলিঙ্গিয়া প্রভু আসনে বসিলা ॥ ৯৫ ॥

প্রভুর শ্রীরূপ-লিখিত পত্রখণ্ডগ্রহণ ও হস্তাক্ষর-দর্শনে সন্তোষ ঃ—

'ক্যা পুঁথি লিখ?' বলি' একপত্র নিলা।
অক্ষর দেখিয়া প্রভু মনে সুখী হৈলা ॥ ৯৬ ॥

প্রভুকর্ত্তৃক শ্রীরূপের হস্তাক্ষরের প্রশংসা ঃ—

শ্রীরূপের অক্ষর—যেন মুকুতার পাঁতি।
প্রীত হঞা করেন প্রভু অক্ষরের স্তুতি ॥ ৯৭ ॥

একটী শ্লোক দর্শনে প্রভুর প্রেমাবেশ ঃ—

সেই পত্রে প্রভু এক শ্লোক দেখিলা।
পড়িতেই শ্লোক, প্রেমে আবিষ্ট হইলা ॥ ৯৮ ॥

কৃষ্ণনাম-মাধুর্য্যাস্বাদন-সূচক শ্লোক ঃ—

বিদগ্ধমাধবে (১।১৫) নান্দীর প্রতি পৌর্ণমাসীর বাক্য—

তুণ্ডে তাণ্ডবিনী রতিং বিতনুতে তুণ্ডাবলীলব্ধয়ে
কর্ণক্রোড়কড়ম্বিনী ঘটয়তে কর্ণার্ব্বুদেভ্যঃ স্পৃহাম্।
চেতঃপ্রাঙ্গণসঙ্গিনী বিজয়তে সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং কৃতিং
নো জানে জনিতা কিয়দ্ভিরমৃতৈঃ কৃষ্ণেতি বর্ণদ্বয়ী ॥ ৯৯ ॥

শ্লোকশ্রবণে নামাচার্য্যের আনন্দ-নৃত্য ঃ—

শ্লোক শুনি' হরিদাস হইলা উল্লাসী।
নাচিতে লাগিলা শ্লোকের অর্থ প্রশংসি' ॥ ১০০ ॥

শ্লোকের অদ্বিতীয় কৃষ্ণনাম-মাহাত্ম্য-সূচনা ঃ—

"কৃষ্ণনামের মহিমা শাস্ত্র-সাধু-মুখে জানি।
নামের মহিমা ঐছে কাঁহা নাহি শুনি ॥" ১০১ ॥

প্রভুর মধ্যাহ্নস্নানে গমন ঃ—

তবে মহাপ্রভু দুঁহে করি' আলিঙ্গন।
মধ্যাহ্ন করিতে সমুদ্রে করিলা গমন ॥ ১০২ ॥

অন্য একদিন স্বরূপ-রামানন্দ-ভট্টাদির সহিত প্রভুর শ্রীরূপসমীপে আগমন ঃ—

আর দিন মহাপ্রভু দেখি' জগন্নাথ।
সার্ব্বভৌম-রামানন্দ-স্বরূপাদি-সাথ ॥ ১০৩ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৯১। ফলের দ্বারাই ফলের কারণ অনুমিত হয়।

৯২। স্বর্গঙ্গার সুবর্ণমৃণালনালাগ্র ভোজন করিয়াই আমরা তদনুরূপ শরীর-সৌন্দর্য্য প্রাপ্ত হইয়াছি; কারণ, নিদানানুরূপই গুণগণ উদিত হইয়া থাকে।

৯৯। 'কৃষ্ণ' এই দুইটী বর্ণ কত অমৃতের সহিত যে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা জানি না;—দেখ, যখন (নটীর ন্যায়) তাহা তুণ্ডে (মুখে) নৃত্য করে, তখন বহু তুণ্ড (মুখ) পাইবার জন্য রতি বিস্তার (অর্থাৎ আসক্তি বর্দ্ধন) করে; যখন কর্ণকুহরে প্রবেশ করে (অঙ্কুরিত হয়), তখন অর্ব্বুদ কর্ণের জন্য স্পৃহা জন্মায়; যখন চিত্তপ্রাঙ্গণে (সঙ্গিনীরূপে) উদিত হয়, তখন সমস্ত ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়াকে বিজয় করে।

অনুভাষ্য

৯২। [হে দময়ন্তি,] স্বর্গাপগা-হেমমৃণালিনীনাং (স্বর্গাপ-গায়াঃ স্বর্গঙ্গায়াঃ মন্দাকিন্যাঃ হেমমৃণালিনীনাং স্বর্ণতুল্যপদ্মানাং) নানামৃণালাগ্রভুজঃ (বিবিধ-কোমল-পদ্মাগ্রভোজনশীলাঃ বয়ম্) অন্নানুরূপাং (ভুক্তসদৃশীং) তনুরূপঋদ্ধিং (দেহলাবণ্য-সমৃদ্ধিং) ভজামঃ (প্রাপ্নুমঃ); হি (যতঃ) কার্য্যং (ফলং) নিদানাৎ (আদি-কারণাৎ) গুণান্ অধীতে (প্রাপ্নোতি)।

৯৯। কৃষ্ণঃ ইতি বর্ণদ্বয়ী কিয়দ্ভিঃ (কিয়ৎপরিমিতৈঃ) অমৃতৈঃ [সহ] জনিতা (উৎপাদিতা), [তৎ অহং] নো জানে (ন বেদ্মি), [যতঃ সা হে নান্দীমুখি], তুণ্ডে (মুখে) তাণ্ডবিনী (তাণ্ডবং—'পুংনৃত্যং তাণ্ডবং প্রোক্তং' ইতি বাক্যাৎ 'নাট্যং', তৎ কুর্ব্বতী সতী) তুণ্ডাবলী-লব্ধয়ে (বহুবদনশ্রেণীনাং প্রাপ্তয়ে) রতিং (স্পৃহাং) বিতনুতে (প্রকাশয়তি); কর্ণক্রোড়কড়ম্বিনী (কর্ণ-পদব্যাং কড়ম্বিনী অঙ্কুরিতা সতী) কর্ণার্ব্বুদেভ্যঃ (অর্ব্বুদসংখ্যা-মিত-কর্ণলাভায়) স্পৃহাং (বাঞ্ছাং) ঘটয়তে; চেতঃপ্রাঙ্গণসঙ্গিনী (চেতঃ এব প্রাঙ্গণং তস্মিন্ সহচরী সতী) সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাম্ (ইন্দ্রিয়-সমূহানাং) কৃতিং (ব্যাপারং) বিজয়তে (পরাজয়তে, তদাবিষ্টং কারয়িত্বা চেষ্টাশূন্যং করোতি)।

পথে শ্রীমুখে শ্রীরূপের প্রশংসা-কীর্ত্তন ঃ—

সবে মিলি' চলি আইলা শ্রীরূপে মিলিতে ।
পথে তাঁর গুণ সবারে লাগিলা কহিতে ॥ ১০৪ ॥

শ্রীরূপকৃত "প্রিয়ঃ সোঽয়ং" ও "তুণ্ডে তাণ্ডবিনী" শ্লোকের প্রশংসা ঃ—

দুই শ্লোক কহি' প্রভুর হৈল মহাসুখ ।
নিজ-ভক্তের গুণ কহে হঞা পঞ্চমুখ ॥ ১০৫ ॥

রায় ও ভট্টসমীপে স্বয়ং প্রভুর শ্রীরূপগুণ বর্ণন ঃ—

সার্ব্বভৌম-রামানন্দে পরীক্ষা করিতে ।
শ্রীরূপের গুণ দুঁহারে লাগিলা কহিতে ॥ ১০৬ ॥

ভগবানের ভক্তবাৎসল্য ঃ—

'ঈশ্বর-স্বভাব'—ভক্তের না লয় অপরাধ ।
অল্পসেবা বহু মানে আত্মপর্য্যন্ত প্রসাদ ॥ ১০৭ ॥

ভক্তের প্রতি ভগবানের ব্যবহার ঃ—

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু (২।১।১৩৮)—

ভৃত্যস্য পশ্যতি গুরূনপি নাপরাধান্
সেবাং মনাগপি কৃতাং বহুধাভ্যুপৈতি ।
আবিষ্করোতি পিশুনেষ্বপি নাভ্যসূয়াং
শীলেন নির্ম্মলমতিঃ পুরুষোত্তমোঽয়ম্ ॥ ১০৮ ॥

শ্রীরূপ ও হরিদাসের সগণ প্রভুকে প্রণাম ঃ—

ভক্তসঙ্গে প্রভু আইলা, দেখি' দুই জন ।
দণ্ডবৎ হঞা কৈলা চরণ-বন্দন ॥ ১০৯ ॥

ভক্তবেষ্টিত প্রভুর নিম্নাসনে উভয়ের দৈন্যক্রমে উপবেশন ঃ—

ভক্তসঙ্গে কৈলা প্রভু দুঁহারে মিলন ।
পিণ্ডাতে বসিলা প্রভু লঞা ভক্তগণ ॥ ১১০ ॥
রূপ, হরিদাস দুঁহে বসিলা পিণ্ডাতলে ।
সবার অগ্রে না উঠিলা পিঁড়ার উপরে ॥ ১১১ ॥

প্রভুর শ্রীরূপকে "প্রিয়ঃ সোঽয়ং" শ্লোকপঠনে আদেশ ; শ্রীরূপের লজ্জা ও মৌন ঃ—

"পূর্ব্বশ্লোক পড়, রূপ", প্রভু আজ্ঞা কৈলা ।
লজ্জাতে না পড়ে রূপ মৌন ধরিলা ॥ ১১২ ॥

স্বরূপের শ্লোকপঠন, তচ্ছ্রবণে সকলের বিস্ময় ঃ—

স্বরূপ-গোসাঞি তবে সেই শ্লোক পড়িল ।
শুনি' সবাকার চিত্তে চমৎকার হৈল ॥ ১১৩ ॥

পদ্যাবলীতে (৩৮৩) শ্রীরূপগোস্বামিকৃত শ্লোক—

প্রিয়ঃ সোঽয়ং কৃষ্ণঃ সহচরি কুরুক্ষেত্রমিলিত-
স্তথাহং সা রাধা তদিদমুভয়োঃ সঙ্গমসুখম্ ।
তথাপ্যন্তঃখেলন্মধুরমুরলীপঞ্চমজুষে
মনো মে কালিন্দীপুলিনবিপিনায় স্পৃহয়তি ॥ ১১৪ ॥

রামানন্দাদি ভক্তের অনুমান—প্রভুকৃপাফলেই শ্রীরূপকর্ত্তৃক প্রভু-ভাবাবগতি ঃ—

রায়, ভট্টাচার্য্য বলে,—"তোমার প্রসাদ বিনে ।
তোমার হৃদয় এই জানিবে কেমনে ॥ ১১৫ ॥
আমাতে সঞ্চারি' পূর্ব্বে কহিলা সিদ্ধান্ত ।
যে-সব সিদ্ধান্তে ব্রহ্মা নাহি পায় অন্ত ॥ ১১৬ ॥
তাতে জানি—পূর্ব্বে তোমার পাঞাছে প্রসাদ ।
তাহা বিনা নহে তোমার হৃদয়ানুবাদ ॥" ১১৭ ॥

প্রভুকর্ত্তৃক শ্রীরূপকে "তুণ্ডে তাণ্ডবিনী" শ্লোকপঠনে আদেশ ঃ—

প্রভু কহে,—কহ "রূপ, নাটকের শ্লোক ।
যে শ্লোক শুনিলে লোকের যায় দুঃখ-শোক ॥" ১১৮ ॥

প্রথমে স্বকৃত শ্লোক-পঠনে লজ্জা, পরে পঠন ঃ—

বার বার প্রভু তাতে আজ্ঞা যদি দিলা ।
তবে সেই শ্লোক রূপ কহিতে লাগিলা ॥ ১১৯ ॥

বিদগ্ধমাধবে (১।১৫)—

তুণ্ডে তাণ্ডবিনী রতিং বিতনুতে তুণ্ডাবলীলব্ধয়ে
কর্ণক্রোড়কড়ম্বিনী ঘটয়তে কর্ণার্ব্বুদেভ্যঃ স্পৃহাম্ ।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১০৮। এই ভগবান্ পুরুষোত্তম—নির্ম্মল-মতি, শীলতা-ধর্ম্মের দ্বারা ইনি ভৃত্যের গুরু অপরাধসকলও দৃষ্টি করেন না ; অতিস্বল্প সেবাকে বহু জ্ঞান করেন এবং আত্মনিন্দাকারী খলের প্রতিও অসূয়া আবিষ্কার (প্রকাশ) করেন না।

অনুভাষ্য

১০৭। আত্মপর্য্যন্ত প্রসাদ—আত্মাকে অর্থাৎ আপনাকে প্রদানরূপ অনুগ্রহ পর্য্যন্ত করেন।

১০৮। অয়ং নির্ম্মলমতিঃ (নির্ম্মলা নৈসর্গিক-রাগদ্বেষাদি-বর্জ্জিতা মতিঃ যস্য সঃ) পুরুষোত্তমঃ (কৃষ্ণঃ,—'কমলেক্ষণঃ' ইতি পাঠান্তরে) শীলেন (সৎস্বভাবেন) ভৃত্যস্য (কিঙ্করস্য) গুরূন্ (মহতঃ) অপি অপরাধান্ ন পশ্যতি ; মনাক্ (ঈষৎ) অপি কৃতাং (অনুষ্ঠিতাং) সেবাং বহুধা (বহুপ্রকারতয়া) অভ্যুপৈতি (অঙ্গীকারোতি) ; পিশুনেষু (খলেষু দুর্জ্জনেষু বা) অপি অভ্যসূয়াং (দোষদৃষ্টিং) ন আবিষ্করোতি (ন প্রকাশয়তি)।

১১৪। মধ্য, ১ম পঃ ৭৬ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১১৬। পূর্ব্বে—মধ্য, ৮ম পঃ দ্রষ্টব্য।

১১৭। হৃদয়ানুবাদ—মনোভাব-কীর্ত্তন।

১২০। অন্ত্য, ১ম পঃ ৯৯ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

চেতঃপ্রাঙ্গণসঙ্গিনী বিজয়তে সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং কৃতিং
নো জানে জনিতা কিয়দ্ভিরমৃতৈঃ কৃষ্ণেতি বর্ণদ্বয়ী ॥ ১২০ ॥

রামানন্দপ্রমুখ ভক্তগণের তচ্ছ্রবণে বিস্ময়-সুখ ঃ—

যত ভক্তবৃন্দ আর রামানন্দ রায় ।
শ্লোক শুনি' সবার হইল আনন্দ-বিস্ময় ॥ ১২১ ॥

অদ্বিতীয় কৃষ্ণনামমাধুরী-দ্যোতক শ্লোক ঃ—

সবে বলে,—"নাম-মহিমা শুনিয়াছি অপার ।
এমন মাধুর্য্য কেহ বর্ণে নাহি আর ॥" ১২২ ॥

শ্রীরায়-রূপ-সংলাপ বর্ণন ; রায়কর্ত্তৃক মূলগ্রন্থের পরিচয়-জিজ্ঞাসা ঃ—

রায় কহে,—"কোন্ গ্রন্থ কর হেন জানি ?
যাহার ভিতরে এই সিদ্ধান্তের খনি ??" ১২৩ ॥

স্বরূপকর্ত্তৃক নাটকদ্বয়ের পরিচয়-প্রদান ঃ—

স্বরূপ কহে,—"কৃষ্ণলীলার নাটক করিতে ।
ব্রজলীলা-পুরলীলা একত্র বর্ণিতে ॥ ১২৪ ॥
আরম্ভিয়া ছিলা, এবে প্রভু-আজ্ঞা পাঞা ।
দুই নাটক করিয়াছেন বিভাগ করিয়া ॥ ১২৫ ॥

ব্রজলীলাত্মক-বিদগ্ধমাধব ও পুরলীলাত্মক-ললিতমাধব ঃ—

বিদগ্ধমাধব আর ললিতমাধব ।
দুই নাটকে প্রেমরস অদভুত সব ॥" ১২৬ ॥

শ্রীরূপকে রায়ের বিদগ্ধমাধবের নান্দী-পঠনে অনুরোধ ঃ—

রায় কহে,—"নান্দী-শ্লোক পড় দেখি, শুনি ?"
শ্রীরূপ শ্লোক পড়ে প্রভু-আজ্ঞা মানি' ॥ ১২৭ ॥

জগন্মঙ্গলবিধাত্রী কৃষ্ণলীলা ঃ—

বিদগ্ধমাধবে মঙ্গলাচরণে (১।১)—

সুধানাং চান্দ্রীণামপি মধুরিমোন্মাদ-দমনী
দধানা রাধাদিপ্রণয়ঘনসারৈঃ সুরভিতাম্ ।
সমন্তাৎ সন্তাপোদ্গম-বিষমসংসার-সরণী-
প্রণীতাং তে তৃষ্ণাং হরতু হরিলীলা-শিখরিণী ॥ ১২৮ ॥

রায়কর্ত্তৃক স্বাভীষ্টদেব-বর্ণনে অনুরোধ, শ্রীরূপের লজ্জা ঃ—

রায় কহে,—"কহ ইষ্টদেবের বর্ণন ।"
প্রভুর সঙ্কোচে রূপ না করে পঠন ॥ ১২৯ ॥

প্রভুর সনির্ব্বন্ধ আদেশ ঃ—

প্রভু কহে,—"কহ না কেনে, কি সঙ্কোচ-লাজে ?
গ্রন্থের ফল শুনাইবা বৈষ্ণব-সমাজে ??" ১৩০ ॥

শ্রীরূপের আশীর্ব্বাদ শ্লোক-পঠন, তচ্ছ্রবণে প্রভুর বাহ্যে কৃত্রিম অসন্তোষ প্রকাশ ঃ—

তবে রূপ-গোসাঞি যদি শ্লোক পড়িল ।
শুনি' প্রভু কহে,—'এই অতি স্তুতি হৈল ॥' ১৩১ ॥

বিদগ্ধমাধবে (১।২)—

অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ম্ ।
হরিঃ পুরটসুন্দরদ্যুতিকদম্বসন্দীপিতঃ
সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ ॥ ১৩২ ॥

শ্লোকশ্রবণে ভক্তগণের প্রশংসা ঃ—

সব ভক্তগণ কহে শ্লোক শুনিয়া ।
কৃতার্থ করিলা সবায় শ্লোক শুনাঞা ॥ ১৩৩ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১২৮। এই হরিলীলা-শিখরিণী সন্তাপোৎপাদক বিষয়সংসার-মার্গ-ভ্রমণজনিত তোমার অসত্তৃষ্ণা সম্পূর্ণরূপে হরণ করুন্। এই হরিলীলা-শিখরিণী চান্দ্রীসুধার মধুরিমাজনিত মত্ততা দমন করিয়া থাকেন এবং শ্রীরাধাদির প্রণয়কর্পূরদ্বারা বিশেষ সৌরভ ধারণ করিয়াছেন।

অনুভাষ্য

১২৬। 'বিদগ্ধমাধব' ১৪৫৪ শকাব্দায় এবং 'ললিতমাধব' ১৪৫৯ শকাব্দায় রচিত হয়। ১৪৩৭ শকাব্দায় এই গ্রন্থদ্বয়ের প্রসঙ্গে শ্রীরায়-রামানন্দের সহিত শ্রীরূপগোস্বামীর আলাপ হইতেছে।

১২৭। এখন শ্রীরামানন্দ শ্রীরূপকৃত 'বিদগ্ধমাধব' নাটকের বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেছেন।

১২৮। চান্দ্রীণাং (চন্দ্রসম্বন্ধিনীনাং) সুধানাম্ অপি মধুরিমোন্মাদদমনী (মধুরিমোন্মাদনাহেতু যঃ উন্মাদঃ—'অহমেব সর্ব্বতো মাধুর্য্যশালিনী' ইতি যোঽহঙ্কারঃ তং দময়িতুং শীলং যস্যাঃ সা) রাধাদিপ্রণয়ঘনসারৈঃ (রাধাদীনাং প্রণয়াঃ এব ঘনসারাঃ কর্পূরাঃ তৈঃ) সুরভিতাং (সৌগন্ধ্যং, পক্ষে মনোহারিত্বং) দধানা হরি-লীলা-শিখরিণী (হরিলীলারূপা রসালা) সমন্তাৎ (সর্ব্বতঃ) তে (তব) সন্তাপোদ্গামবিষমসংসার-সরণীপ্রণীতাং (সন্তাপানাম্ আধ্যাত্মিকাদীনাম্ উদ্গামো যস্যাম্ এবম্ভূতা যা বিষমা দেবনর-স্থাবরত্ব-প্রাপক-লক্ষণা সংসাররূপা সরণী পন্থাঃ তৎপ্রণীতাং তৎপর্য্যটনজনিতাং) তৃষ্ণাং হরতু (দূরীকরোতু)।

১৩২। আদি ৩য় পঃ ৪র্থ সংখ্যা দ্রষ্টব্য। শ্রীমদ্ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-কৃত বিদগ্ধমাধব-টীকা—'মহাপ্রভোঃ স্ফূর্ত্তিং বিনা হরি-লীলারসাস্বাদনানুপপত্তেরিতি ভাবঃ। বঃ যুষ্মাকং হৃদয়রূপ-গুহায়াং শচীনন্দনো হরিঃ, পক্ষে, সিংহঃ স্ফুরতু। যঃ শচীনন্দনঃ কলৌ স্বভক্তিশ্রিয়ং স্বভজনসম্পত্তিং করুণয়া সমর্পয়িতুমবতীর্ণঃ। কথম্ভূতাম্?—অনর্পিতচরীং কেনাপি ন অর্পিতপূর্ব্বাম্। ননু কপিল-দেবাদিভিঃ স্বমাত্রাদিভ্যো ভগবদ্ভজনং পূর্ব্বং কিং নোপ-দিষ্টম্? তত্রাহ—সকলরসসদ্ভাবেঽপি উন্নতঃ উজ্জ্বলঃ রসো

রায়কর্ত্তৃক বিদগ্ধমাধবের বিবিধ অঙ্গ ও পরিচয়-জিজ্ঞাসা, শ্রীরূপের নাটকে লিখিত শ্লোকোদ্ধারপূর্ব্বক উত্তর-দান ঃ—

রায় কহে,—"কোন্ আমুখে পাত্র-সন্নিধান?"
রূপ কহে,—"কালসাম্যে 'প্রবর্ত্তক' নাম ॥" ১৩৪ ॥

নাটকচন্দ্রিকায় (১২)—

আক্ষিপ্তঃ কালসাম্যেন প্রবেশঃ স্যাৎ প্রবর্ত্তকঃ ॥ ১৩৫ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৩৪। অভিনয়কারী নায়কাদির (নাটকোল্লিখিত ব্যক্তি-গণের) নাম—'পাত্র'; যথা, সাহিত্যদর্পণে ৬ষ্ঠ পঃ ২৮৩ শ্লোকে —"দিব্যমর্ত্ত্যো স তদ্রূপো মিশ্রমন্যতরস্তয়োঃ। সূচয়েদ্বস্তু-বীজং বামুখং পাত্রমথাপি বা।।" 'আমুখ'-শব্দের অর্থ,—যথা, নাটকচন্দ্রিকায়—"সূত্রধারো নটী ব্রূতে স্বকার্য্যং প্রতিযুক্ততঃ। প্রস্তুতাক্ষেপিচিত্রোক্ত্যা যত্তদামুখমীরিতম্।।"* রামানন্দ-রায়ের জিজ্ঞাসার তাৎপর্য্য এই যে, এই নাটকে অভিনেতা পাত্রদিগের সন্নিধান (রঙ্গস্থলে উপস্থিতি) কোন্ 'আমুখে' (প্রস্তাবনায়) হইয়াছে? শ্রীরূপের উত্তর,—কালসাম্যে (উপস্থিত সেই সময়ে) 'প্রবর্ত্তক' (রঙ্গস্থলে প্রবেশ)-রূপ আমুখেই পাত্র-সন্নিধান হইয়াছে।

১৩৫। উপযুক্ত (উপস্থিত) কালদ্বারা আক্ষিপ্ত (প্রেরিত) হইয়া (নটরূপী পাত্রের) রঙ্গপ্রবেশকে 'প্রবর্ত্তক' বলে।

অনুভাষ্য

যস্যাং তাং ভক্তিশ্রিয়ম্; তথা চোজ্জ্বলরসপ্রধানা ভক্তির্নোপ-দিষ্টেতি ভাবঃ। কথম্ভূতঃ?—পুরটাৎ সুবর্ণাদপি সুন্দরদ্যুতিসমূহেন সন্দীপিতঃ। এবং সতি পর্ব্বতকন্দরায়াম্ উদিতঃ সিংহো যথা তত্রস্থান্ হস্তিনো নাশয়তি, তথা যুষ্মাকং হৃদয়কন্দরায়ামুদিতঃ শচীনন্দন-স্বরূপসিংহঃ হৃদ্রোগরূপহস্তিনো নাশয়তীতি ধ্বনিঃ।।"✚

১৩৪। অন্ত্য ১ম পঃ ১৭ সংখ্যা দ্রষ্টব্য। আমুখ বা প্রস্তাবনা, —পাঁচপ্রকার; যথা সাহিত্যদর্পণে ৬ষ্ঠ পঃ ২৮৮ শ্লোকে— "উদ্ঘাত্যকঃ কথোদ্ঘাতঃ প্রয়োগাতিশয়স্তথা। প্রবর্ত্তকাবলগিতে পঞ্চ প্রস্তাবনা-ভিদাঃ।।" অর্থাৎ (১) উদ্ঘাত্যক, (২) কথোদ্ঘাত, (৩) প্রয়োগাতিশয়, (৪) প্রবর্ত্তক, (৫) অবগলিত,—এই পাঁচ-প্রকারে নাটকের 'আমুখ' বা 'প্রস্তাবনা' হয়। নাটকচন্দ্রিকায়—

তস্যোদাহরণং যথা ঃ—

বিদগ্ধমাধবে (১।১০) পারিপার্শ্বিকের প্রতি সূত্রধারোক্তি—

সোঽয়ং বসন্তসময়ঃ সমিয়ায় যস্মিন্
পূর্ণং তমীশ্বরমুপোঢ়-নবানুরাগম্।
গূঢ়গ্রহা রুচিরয়া সহ রাধয়াসৌ
রঙ্গায় সঙ্গময়িতা নিশি পৌর্ণমাসী ॥ ১৩৬ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৩৬। বসন্তকাল উদিত হইয়াছে; পৌর্ণমাসী নিশাকালে এই সময়ে নবানুরাগপ্রাপ্ত সেই পূর্ণতম ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে লীলা-সৌন্দর্য্য-সম্বর্দ্ধনার্থ পরমসুন্দরী শ্রীরাধিকার সহিত মিলিত করাইবেন। এই শ্লোকের অর্থ দুইপ্রকার—অর্থাৎ, চন্দ্র-পক্ষে এবং শ্রীকৃষ্ণপক্ষে; তন্মধ্যে শ্রীকৃষ্ণপক্ষার্থই মুখ্য।

অনুভাষ্য

"ত্রীণ্যামুখাঙ্গান্যুচ্যন্তে কথোদ্ঘাত-প্রবর্ত্তকম্। প্রয়োগাতিশয়-শ্চেতি তথা বীথ্যঙ্গযুগ্মকম। উদ্ঘাত্যকাবলগিতসংজ্ঞকং মুনিনো-দিতম্।।" শ্রীরামানন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন,—'এই কয় প্রকারের মধ্যে কোন্ প্রকারে নাটকের প্রস্তাবনা হইয়াছে?' তদুত্তরে শ্রীরূপ গোস্বামী বলিলেন,—'উক্ত কয়প্রকারের মধ্যে 'প্রবর্ত্তক'-প্রকার গৃহীত হইয়াছে।' সাহিত্যদর্পণে ৬ষ্ঠ পঃ ২৯২ শ্লোকে —"কালং প্রবৃত্তমাশ্রিত্য সূত্রধৃগ্যত্র বর্ণয়েৎ। তদাশ্রয়স্য পাত্রস্য প্রবেশস্তৎ প্রবর্ত্তকম্।।" অর্থাৎ সূত্রধার উপস্থিত যে-কালকে আশ্রয় করিয়া বর্ণন করেন, যদি সেই কালাশ্রয়ে নটরূপী পাত্রের প্রবেশ হয়, তাহাকে 'প্রবর্ত্তক' বলে।

১৩৫। কালসাম্যেন (প্রবৃত্তকালাশ্রয়েণ) আক্ষিপ্তঃ (প্রেষিতঃ সন্ উপস্থিতং কালম্ আশ্রিত্যেত্যর্থঃ) পাত্রস্য (নটস্য) প্রবেশঃ (এব, 'প্রবৃত্তিঃ' ইতি বা পাঠঃ) 'প্রবর্ত্তকং' স্যাৎ।

১৩৬। যস্মিন্ (বসন্ত-সময়ে) অসৌ গূঢ়গ্রহা (চন্দ্রজ্যোৎস্না-তিশয়েন গূঢ়াঃ আবৃতরশ্ময়ঃ গ্রহাঃ যস্যাং সা) পৌর্ণমাসী (তিথিঃ) নিশি উপোঢ়নবানুরাগম্ (উপোঢ়ঃ প্রাপ্তঃ নবঃ অনুগতঃ রাগঃ রক্তিমা যেন তং) পূর্ণং তমীশ্বরং (তম্যাঃ রজন্যাঃ ঈশ্বরং চন্দ্রং) রুচিরয়া (শোভনয়া) রাধয়া (বিশাখা-নক্ষত্রেণ সহ) রঙ্গায় (শোভার্থং) সঙ্গং (সঙ্গমম্) অয়িতা (প্রাপয়িতা), সঃ অয়ং

** সাহিত্যদর্পণে—যদি নাটক দেবতা-বিষয়ে হয়, তবে সেই নট দেবতা-রূপে, মনুষ্য-বিষয়ক হইলে মনুষ্য-রূপে এবং স্বর্গ-মর্ত্ত্য উভয়-বিষয়ক হইলে দেবতা ও মনুষ্য যে-কোন একটী রূপে বস্তুবীজ অথবা আমুখ কিংবা পাত্রের সূচনা করিবেন। 'আমুখ'—সূত্রধার প্রতিযুক্তি অনুসারে প্রস্তুত-বিষয়ের বিচিত্র উক্তিদ্বারা যে নিজকার্য্য নটীকে বলেন, তাহা 'আমুখ'-নামে কথিত হয়।*

✚ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর স্ফূর্ত্তি ব্যতীত হরিলীলার রসাস্বাদন সিদ্ধ হয় না—ইহাই অভিপ্রায়। 'বঃ' অর্থাৎ তোমাদিগের, হৃদয়রূপ গুহায় শচীনন্দন-রূপ শ্রীহরি, পক্ষে শচীনন্দন-রূপ সিংহ স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হউক্—যে শচীনন্দন কলিকালে 'স্বভক্তিশ্রিয়ম্' অর্থাৎ নিজভজন-সম্পত্তি করুণাবশতঃ সমর্পণ করিবার জন্য অবতীর্ণ হইয়াছেন; তাহা কি-প্রকার? 'অনর্পিতচরীং' অর্থাৎ তাহা কাহারও দ্বারা পূর্ব্বে অর্পিত হয় নাই। যদি বল, কপিলদেব প্রভৃতি কি নিজ মাতৃগণকে ভগবদ্ভজন উপদেশ করেন নাই? সেস্থলে বলা হইতেছে, সমস্ত রস বিদ্যমান হইলেও উন্নতোজ্জ্বল রস যাহাতে, সেই ভক্তিসম্পত্তি তথা উজ্জ্বলরস-প্রধানা ভক্তি উপদিষ্ট হয় নাই—এই ভাব। সেই শচীনন্দন কি-প্রকার? পুরট

রায় কহে,—"প্ররোচনাদি কহ দেখি, শুনি?"
রূপ কহে,—"মহাপ্রভুর শ্রবণেচ্ছা জানি ॥" ১৩৭ ॥

বিদগ্ধমাধবে (১।৮) সূত্রধারের প্রতি পারিপার্শ্বিকোক্তি—

ভক্তানামুদগাদনর্গলধিয়াং বর্গো নিসর্গোজ্জ্বলঃ
শীলৈঃ পল্লবিতঃ স বল্লববধূবন্ধোঃ প্রবন্ধোঽপ্যসৌ।
লেভে চত্বরতাঞ্চ তাণ্ডববিধের্বৃন্দাটবীগর্ভভূ-
র্মন্যে মদ্বিধপুণ্যমণ্ডলপরীপাকোঽয়মুন্মীলতি ॥ ১৩৮ ॥

বিদগ্ধমাধবে (১।৬) পারিপার্শ্বিকের প্রতি সূত্রধারোক্তি—

অভিব্যক্তা মত্তঃ প্রকৃতিলঘুরূপাদপি বুধা
বিধাত্রী সিদ্ধার্থান্ হরিগুণময়ী বঃ কৃতিরিয়ম্।
পুলিন্দেনাপ্যগ্নিঃ কিমু সমিধমুন্মথ্য জনিতো
হিরণ্যশ্রেণীনামপহরতি নান্তঃকলুষতাম্ ॥ ১৩৯ ॥

রায় কহে,—"কহ দেখি প্রেমোৎপত্তি-কারণ?
পূর্ব্বরাগ, বিকার, চেষ্টা, কামলিখন??" ১৪০ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৩৭। প্ররোচনা—দেশ, কাল, নায়ক, সভ্যাদির প্রশংসাদ্বারা শ্রোতৃবর্গকে শ্রবণেচ্ছু করিবার প্রথাই 'প্ররোচনা'।

১৩৮। অনর্গলবুদ্ধি উজ্জ্বলস্বভাব ভক্তবর্গ উপস্থিত হইয়াছেন ; গোপবধূ-প্রাণনাথ শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক এই প্রবন্ধও নানাগুণে পল্লবিত ; আবার এই রঙ্গভূমিও বৃন্দাবনস্থ রাসমণ্ডলের নৃত্যবিধির চত্বরস্বরূপ ; অতএব আমি মনে করিতেছি, আমাদের ন্যায় জনগণের সুকৃতিমণ্ডলের এই পরিপক্বাবস্থা উন্মীলিত হইয়াছে।

১৩৯। হে পণ্ডিতসকল, স্বভাবতঃ লঘুরূপ আমা হইতেও এই হরিগুণবর্ণনময়ী রচনা অভিব্যক্তা (প্রকটিতা) হইয়া আপনাদের সিদ্ধার্থ (সিদ্ধ মনোরথ) বিধান করুক্। (অতি নীচজাতি) পুলিন্দকর্ত্তৃক সমিধসংঘৃষ্ট (অর্থাৎ কাষ্ঠ হইতে মথিত) অগ্নি কি সুবর্ণশ্রেণীর অন্তঃকলুষতা (মল) হরণ (নাশ) করিতে পারে না?

অনুভাষ্য

বসন্তসময়ঃ সমিয়ায় (সমুপাগতঃ—এতেন কালবৈশিষ্ট্যমুক্তম্ ; পক্ষে,—গূঢ়ঃ গ্রহঃ আগ্রহঃ যস্যাঃ সা ভগবতী পৌর্ণমাসী, তং প্রসিদ্ধং পূর্ণম্ ঈশ্বরং শ্রীকৃষ্ণং রুচিরয়া শোভনয়া রাধয়া সহ রঙ্গায় কৌতুকরহস্যম্ আবিষ্কর্ত্তুং সঙ্গময়িতা)।

১৩৭। প্ররোচনা—(নাটকচন্দ্রিকায়)—'দেশকালকথা-বস্তু-সভ্যাদীনাং প্রশংসয়া। শ্রোতৃণামুন্মুখীকারঃ কথিতেয়ং প্ররোচনা॥" সাহিত্যদর্পণে ৬ষ্ঠ পঃ ২৮৬ শ্লোকে—"তস্যাঃ প্ররোচনা বীথী তথা প্রহসনামুখে। অঙ্গান্যত্রোন্মুখীকারঃ প্রশংসাতঃ প্ররোচনা।।"* —'প্রস্তুতাভিনয়েষু প্রশংসাতঃ শ্রোতৄণাং প্রবৃত্ত্যুন্মুখীকরণং প্ররোচনা" অর্থাৎ প্রশংসাদ্বারা শ্রোতৃবৃন্দের প্রবৃত্তি-উন্মুখীকরণের নাম 'প্ররোচনা'।

১৩৮। অনর্গলধিয়াম্ (অপ্রতিহতবুদ্ধীনাং চতুরাণাং) ভক্তানাং নিসর্গোজ্জ্বলঃ (স্বরূপতঃ এব উজ্জ্বলঃ) বর্গঃ (সমূহঃ) উদগাৎ (উদয়ং প্রাপ্তবান্—এতেন পাত্রবৈশিষ্ট্যমুক্তম্) ; [এবং] বল্লববধূবন্ধোঃ (শ্রীকৃষ্ণস্য) সঃ অসৌ (বিদগ্ধমাধবস্বরূপঃ) প্রবন্ধঃ অপি শীলৈঃ (স্বভাবোক্ত্যলঙ্কারৈঃ) পল্লবিতঃ (বিস্তারিতঃ) ; [তথা চ অত্র গ্রন্থে সর্ব্বমেব বর্ণনং স্বভাবোক্ত্যলঙ্কারময়ম্—এতেন বস্তুবৈশিষ্ট্যমুক্তম্] , বৃন্দাটবীগর্ভভূঃ (বৃন্দাটব্যাঃ রাসপীঠস্বরূপা গর্ভভূমিঃ) তাণ্ডববিধেঃ (নৃত্যবিধেঃ) চত্বরতাম্ (অঙ্গনতাং, নৃত্যস্থলতাং বা) লেভে (প্রাপ্তবতী,—এতেন দেশবৈশিষ্ট্যমুক্তম্ ; অতঃ) অয়ং মদ্বিধপুণ্যমণ্ডলপরীপাকঃ (মদ্বিধানাং মাদৃশজনানাং পুণ্যমণ্ডলস্য সুকৃতিনিচয়স্য পরীপাকঃ উৎকর্ষঃ) উন্মীলতি (প্রকাশতে)।

১৩৯। ভোঃ বুধাঃ (সভ্যাঃ,) প্রকৃতিলঘুরূপাৎ (প্রকৃত্যা স্বভাবেন লঘুস্বরূপাৎ বরাকাৎ ; সরস্বতী তু গ্রন্থকর্ত্তুঃ তদ্ দৈন্যমসহমানা তং রূপগোস্বামিনং স্তৌতি—প্রকৃষ্টাং কৃতিং লঘু শীঘ্রং রূপয়তি নিরূপয়তি ইতি নিবধ্নাতি ইত্যর্থঃ) মত্তঃ (সকাশাৎ) অভিব্যক্তা (প্রকাশিতা) ইয়ং হরিগুণময়ী (তদ্ বর্ণনময়ীত্যর্থঃ) কৃতিঃ (বিদগ্ধমাধবনাটকরূপিণী কবিতা) অপি বঃ (যুষ্মান্) সিদ্ধার্থান্ (সিদ্ধমনোরথান্ অভিলষিতান্) বিধাত্রী (বিধাতুং শীলং অস্যাঃ ইতি বিধানং কুর্য্যাৎ ইত্যর্থঃ, যতঃ) পুলিন্দেন (অতি-নীচাস্পৃশ্যজাতিনা) অপি সমিধং (কাষ্ঠম্) উন্মথ্য জনিতঃ (মথনেন সজ্ঘর্ষণেন বা জাতঃ) অগ্নিঃ অপি হিরণ্যশ্রেণীনাং (সুবর্ণসমূহানাম্) অন্তঃকলুষতাং কিমু ন অপহরতি (দূরীকরোতি?—তথা চ যুষ্মাকমপ্যন্তর্বিরহদুঃখমেষা কৃতিরপহরত্যেবেত্যর্থঃ)।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৪০। পূর্ব্বানুরাগ—পূর্ব্বরাগ ; বিকার—প্রণয়বিকার (দিব্যোন্মাদ-জনিত ব্যাধি) ; চেষ্টা—প্রেমোত্থ দৈহিক ক্রিয়া ; কামলিখন—গোপীদিগের প্রেমপ্রকাশিকা লিপি। প্রভু সেই প্রেমোৎপত্তির কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, শ্রীরূপ সকলই বলিলেন।

অনুভাষ্য

অর্থাৎ সুবর্ণ অপেক্ষাও সুন্দরকান্তি-সমূহদ্বারা সম্যক্ দীপিত। এইপ্রকার হইয়া পর্ব্বতগুহায় উদিত সিংহ যেরূপ তত্রস্থ হস্তিগণকে নাশ করিয়া থাকে, তদ্রূপ তোমাদিগের হৃদয়গুহায় শ্রীশচীনন্দনরূপ সিংহ হৃদ্রোগ-রূপ হস্তিগণকে নাশ করিয়া থাকেন—এই অভিপ্রায়।

** (নাটকচন্দ্রিকায়—) দেশ-কাল-কথা, বস্তু ও সভ্যগণের প্রশংসাদ্বারা শ্রোতাগণকে উন্মুখীকরণই প্ররোচনা-নামে কথিত। (সাহিত্য-দর্পণে—) প্ররোচনা, বীথী, প্রহসন ও আমুখ—এই চারিটী অঙ্গের মধ্যে কবির কাব্য ও সভ্য প্রভৃতির সুখ্যাতি করিয়া শ্রোতাদের অভিনয়-বিষয়ে আকৃষ্ট করাকে প্ররোচনা বলা হয়।*

ক্রমে শ্রীরূপ-গোসাঞি সকলি কহিল ।
শুনি' প্রভুর ভক্তগণের চমৎকার হৈল ॥ ১৪১ ॥

তত্র রত্যুৎপত্তিহেতুর্যথা ঃ—

বিদগ্ধমাধবে (২।৯) ললিতা ও বিশাখার প্রতি শ্রীরাধার উক্তি—

একস্য শ্রুতমেব লুম্পতি মতিং কৃষ্ণেতি নামাক্ষরং
সান্দ্রোন্মাদ-পরম্পরামুপনয়ত্যন্যস্য বংশীকলঃ ।
এষ স্নিগ্ধঘনদ্যুতির্মনসি মে লগ্নঃ পটে বীক্ষণাৎ
কষ্টং ধিক্ পুরুষত্রয়ে রতিরভূন্মন্যে মৃতিঃ শ্রেয়সী ॥ ১৪২ ॥

তত্র বিকারো যথা ঃ—

বিদগ্ধমাধবে (২।৮) ললিতা ও বিশাখার প্রতি শ্রীরাধার উক্তি—

ইয়ং সখি সুদুঃসাধ্যা রাধা-হৃদয়বেদনা ।
কৃতা যত্র চিকিৎসাপি কুৎসায়াং পর্য্যবস্যতি ॥ ১৪৩ ॥

তত্র প্রাকৃত ভাষায়াং কন্দর্পলেখো যথা ঃ—

বিদগ্ধমাধবে (২।৩৩) কৃষ্ণসমীপে মধুমঙ্গল-কর্ত্তৃক ললিতানীত শ্রীরাধিকালিখিত পত্র-পঠন—

ধরিঅ পড়িচ্ছন্দগুণং সুন্দর মহ মন্দিরে তুমং বসসি ।
তহ তহ রুন্ধসি বলিঅং জহ জহ চইদা পলাএম্‌হি?? ১৪৪ ॥

তত্র চেষ্টা যথা ঃ—

বিদগ্ধমাধবে (২।১৫) পৌর্ণমাসীর প্রতি মুখরার উক্তি—

অগ্রে বীক্ষ্য শিখণ্ডখণ্ডমচিরাদুৎকম্পমালম্বতে
গুঞ্জানাঞ্চ বিলোকনান্মুহুরসৌ সাস্রং পরিক্রোশতি ।
নো জানে জনয়ন্নপূর্ব্বনটনক্রীড়া-চমৎকারিতাং
বালায়াঃ কিল চিত্তভূমিমবিশৎ কোঽয়ং নবীনগ্রহঃ ॥১৪৫॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৪২। পূর্ব্বরাগপ্রাপ্তা রাধিকা কহিতেছেন,—কোন এক পরপুরুষের 'কৃষ্ণ' নামাক্ষর শ্রবণ করিয়া আমার মতি লোপ-প্রাপ্ত হইয়াছে ; অপর কোন এক পুরুষের বংশীধ্বনি আমার হৃদয়ে ঘন উন্মাদ উদয় করাইতেছে ; আবার পটে পুরুষান্তরের স্নিগ্ধঘনদ্যুতি দর্শন করা অবধি, উহা আমার হৃদয়ে লাগিয়াই রহিয়াছে। হা ধিক্, আমার কি তিনজন পৃথক্ পুরুষে এরূপ রতি হইল? আমার মরণই ভাল।

১৪৩। হে সখি, রাধার হৃদয়বেদনা আরোগ্য করা দুঃসাধ্য; ইহার চিকিৎসা করা হইলেও কুৎসাতেই পর্য্যবসান হইবে।

১৪৪। হে সুন্দর, প্রতিচ্ছন্দগুণ ধারণপূর্ব্বক তুমি আমার মন্দিরে বাস করিতেছ ; আমি যে দিকে চকিত হইয়া পলাই, তুমি সেই দিকেই পথ রোধ কর। শ্লোকের সংস্কৃত ভাষান্তর— "ধৃত্বা প্রতিচ্ছন্দগুণং সুন্দর মম মন্দিরে ত্বং বসসি। তথা তথা রুণৎসি বলিতং যথা যথা চকিতা পলায়ে।।"

১৪৫। সম্মুখে ময়ূরপুচ্ছ দেখিয়া সহসা এই বালা উৎকম্প আশ্রয় করেন ; গুঞ্জা দর্শনপূর্ব্বক অশ্রুপতনের সহিত চিৎকার করেন ; কোন্ নবীনগ্রহ ইহার চিত্তভূমিতে প্রবেশপূর্ব্বক অপূর্ব্ব নটন-ক্রীড়ার চমৎকারিতা উৎপন্ন করিতেছে, তাহা আমি জানি না।

অনুভাষ্য

১৪০। কামলিখন—(উজ্জ্বলনীলমণিতে বিপ্রলম্ভপ্রকরণে ২৬ শ্লোক)—"স লেখঃ কামলেখঃ স্যাৎ যঃ স্বপ্রেমপ্রকাশকঃ। যুবত্যা যূনি যূনা চ যুবত্যাং সংপ্রহীয়তে।।"

১৪২। [হে সখি,] একস্য (পরপুরুষস্য) 'কৃষ্ণ' ইতি নামাক্ষরং শ্রুতম্ এব [মম রাধায়াঃ] মতিং (স্ত্রীজনোচিতাং পাতিব্রত্য-বুদ্ধিং) লুম্পতি (ছিনত্তি,—প্রথমং কৃষ্ণনামাক্ষর-মাত্রং শ্রুত্বা পরমমধুরত্বেনানুভূয় তন্নামিনি কৃষ্ণে রতিমুবাহেত্যর্থঃ) ; অন্যস্য (দ্বিতীয়স্য পুরুষান্তরস্য) বংশীকলঃ (মুরলীধ্বনিঃ) [শ্রুতঃ সন্] সান্দ্রোন্মাদপরম্পরাং (ঘনীভূত-দিব্যোন্মাদধারাম্) উপনয়তি (প্রাপয়তি,—ততশ্চ বংশীনাদং পরম-মধুরত্বেনাস্বাদ্য তদ্বংশী-বাদিনি রতিমুবাহেত্যর্থঃ); পটে বীক্ষণাৎ হেতোঃ এষঃ (অপরঃ তৃতীয়-পুরুষান্তরঃ) স্নিগ্ধঘনদ্যুতিঃ (প্রীতিপ্রদমেঘপ্রভঃ) মে (মম) মনসি (হৃদয়ে) লগ্নঃ (একীভূতঃ সংসক্তঃ, সঙ্গতঃ ভবতি ; ততশ্চ কৃষ্ণাকারং চিত্রং নেত্রাভ্যাং সকৃদেবাস্বাদ্য তদ্ভেদেন তস্মিন্ রতি-মুবাহেত্যর্থঃ) ; ধিক্ কষ্টং ভোঃ, পুরুষত্রয়ে (কৃষ্ণাভিধে, মুরলী-নিনাদকারিণি, ইন্দ্রনীল-ঘনশ্যামরূপিণি নায়কত্রয়ে কুলাঙ্গানায়াঃ মম প্রথমং তাবৎ পরপুরুষে রতিরেবাযোগ্যা, কিমুত তৎত্রয়ে) মম রতিঃ অভূৎ ; [অতঃ হেতোঃ] মৃতিঃ (মৃত্যুঃ এব) শ্রেয়সী (কল্যাণাস্পদম্ ইতি) মন্যে [মৃত্যুং বিনা দুষ্পরিহরেয়ং রতির্ধিক্-কারিণ্যেবেতি ভাবঃ]।

১৪৩। হে সখি, ইয়ং রাধা-হৃদয়বেদনা—সুদুঃসাধ্যা, যত্র চিকিৎসা কৃতা অপি কুৎসায়াং পর্য্যবসতি (বেদনায়াঃ অনিবৃত্তৌ চিকিৎসকস্যৈব নিন্দা স্যাৎ, তথা চ পুরুষত্রয়ে একক্ষণম্ এব বাসনাবত্যা মম একপুরুষানয়নেঽপি বেদনা ন যাস্যতীতি ভাবঃ)।

১৪৪। হে সুন্দর, তুমং (ত্বং) পড়িচ্ছন্দগুণং (প্রতিচ্ছন্দ-গুণং চিত্রপটরূপং) ধরিঅ (ধৃত্বা) মহ (মম) মন্দিরে বসসি (তিষ্ঠসি) ; জহ জহ (যথা যথা) চইদা (চকিতা সতী) পলাএম্হি (পলায়ে) তহ তহ (তথা তথা ত্বং) বলিঅং (বলিতং বলযুক্তং যথা স্যাৎ তথা) রুন্ধসি (রুণৎসি)।

১৪৫। হে ভগবতি পৌর্ণমাসি, অসৌ (রাধা) অগ্রে (সম্মুখে) শিখণ্ডখণ্ডং (ময়ূরপুচ্ছং) বীক্ষ্য (দৃষ্ট্বা) অচিরাৎ (আশু) উৎ-কম্পম্ আলম্বতে, গুঞ্জানাং তু বিলোকনাৎ (সন্দর্শনাৎ) সাস্রং (অশ্রুযুক্তং সন্) মুহুঃ পরিক্রোশতি ;—[অহং] নো জানে, কঃ

তত্র ব্যবসায়ো যথা ঃ—

বিদগ্ধমাধবে (২।৪৭) বিশাখার প্রতি শ্রীরাধার উক্তি—

অকারুণ্যঃ কৃষ্ণো যদি ময়ি তবাগঃ কথমিদং
মুধা মা রোদীর্মে কুরু পরমিমামুত্তরকৃতিম্ ।
তমালস্য স্কন্ধে সখি কলিত-দোর্ব্বল্লরিরিয়ং
যথা বৃন্দারণ্যে চিরমবিচলা তিষ্ঠতি তনুঃ ॥ ১৪৬ ॥

রায় কহে,—"কহ দেখি ভাবের স্বভাব?"
রূপ কহে,—"ঐছে হয় কৃষ্ণবিষয়ক 'ভাব' ॥" ১৪৭ ॥

বিদগ্ধমাধবে (২।১৮) নান্দীমুখীর প্রতি পৌর্ণমাসীর উক্তি—

পীড়াভির্নবকালকূটকটুতা-গর্ব্বস্য নির্ব্বাসনো
নিঃস্যন্দেন মুদাং সুধা-মধুরিমাহঙ্কার-সঙ্কোচনঃ ।
প্রেমা সুন্দরি নন্দনন্দনপরো জাগর্ত্তি যস্যান্তরে
জ্ঞায়ন্তে স্ফুটমস্য বক্রমধুরাস্তেনৈব বিক্রান্তয়ঃ ॥ ১৪৮ ॥

রায় কহে,—"কহ সহজ-প্রেমের লক্ষণ।"
রূপ-গোসাঞি কহে,—"সাহজিক প্রেমধর্ম্ম ॥" ১৪৯॥

বিদগ্ধমাধবে (৫।৪) মধুমঙ্গলের প্রতি পৌর্ণমাসীর উক্তি—

স্তোত্রং যত্র তটস্থতাং প্রকটয়চ্চিত্তস্য ধত্তে ব্যথাং
নিন্দাপি প্রমদং প্রযচ্ছতি পরীহাসশ্রিয়ং বিভ্রতী ।
দোষেণ ক্ষয়িতাং গুণেন গুরুতাং কেনাপ্যনাতন্বতী
প্রেম্ণঃ স্বারসিকস্য কস্যচিদিয়ং বিক্রীড়তি প্রক্রিয়া ॥ ১৫০ ॥

রাগপরীক্ষানন্তরং শ্রীকৃষ্ণস্য পশ্চাত্তাপো যথা ঃ—

বিদগ্ধমাধবে (২।৪০) মধুমঙ্গলসমক্ষে শ্রীকৃষ্ণোক্তি—

শ্রুত্বা নিষ্ঠুরতাং মমেন্দুবদনা প্রেমাঙ্কুরং ভিন্দতী
স্বান্তে শান্তিধুরাং বিধায় বিধুরে প্রায়ঃ পরাঞ্চিষ্যতি ।
কিংবা পামর-কাম-কার্ম্মুকপরিত্রস্তা বিমোক্ষ্যত্যসূন্
হা মৌগ্ধ্যাৎ ফলিনী মনোরথলতা মৃদ্বী ময়োন্মূলিতা ॥ ১৫১ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৪৬। যখন কৃষ্ণই আমার প্রতি অকরুণ হইলেন, তখন হে সখি, তোমার দোষ কি? তুমি বৃথা রোদন করিও না; তুমি আমার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ারূপ একটী কার্য্য করিতে পার,—বৃন্দাবনে তমালস্কন্ধে আমার এই ভুজবল্লী বন্ধনপূর্ব্বক আমার তনুকে চিরকাল রাখিও।

১৪৯। রায় প্রেমের 'সহজ' লক্ষণ জিজ্ঞাসা করিলে শ্রীরূপ উত্তর করিলেন,—প্রেম-ধর্ম্মই 'সাহজিক'।

১৫০। স্বারসিক অর্থাৎ স্বাভাবিক-প্রেমের প্রক্রিয়া এই-রূপ ক্রীড়া করে,—(প্রিয়ের মুখে) স্বীয় স্তুতি শ্রবণ করিলে উদাসীনতা দেখাইয়া বিশেষ ব্যথা ধারণ করে; (প্রিয়ের মুখে স্বীয়) নিন্দা শুনিলে উহা পরিহাস-শ্রী ধারণপূর্ব্বক (প্রভূত) আনন্দ প্রদান করে; প্রেমের পাত্রের কোন দোষ দেখিলে তাহাতে প্রেমের কোন ক্ষয় হয় না, আবার তাহার কোন গুণ দেখিলে (তাহাতে প্রেমের) বৃদ্ধিও হয় না।

অনুভাষ্য

অয়ং নবীনগ্রহঃ অপূর্ব্বনটনক্রীড়াচমৎকারিতাম্ (অত্যাশ্চর্য্য-বিলাসমত্ততাং) জনয়ন্ (উৎপাদয়ন্) বালায়াঃ (রাধায়াঃ) চিত্ত-ভূমিং (হৃদয়ক্ষেত্রং) আবিশৎ (প্রবিষ্টবান্)।

১৪৬। হে বিশাখে, যদি কৃষ্ণঃ ময়ি অকারুণ্যঃ (নিষ্ঠুর) অভূৎ, তর্হি) তব কথং ময়ি আগঃ (অপরাধঃ ভবেৎ? তস্মাৎ) মুধা (ব্যর্থং) মা রোদীঃ; হে সখি, পরং [তু] তমালস্য স্কন্ধে কলিতদোর্ব্বল্লরিঃ (কলিতা নিহিতা দোর্ব্বল্লরিঃ ভুজলতা যয়া সা) ইয়ং মে (মম) তনুঃ বৃন্দারণ্যে যথা চিরং (সদা) অবিচলা [সতী] তিষ্ঠতি, তথা ইমাম্ উত্তর-কৃতিম্ (অন্ত্যেষ্টিকর্ম্ম) কুরু [প্রাণত্যাগানন্তরং তমালস্য স্কন্ধে বিনিহিতা ভুজরূপলতা যস্যাঃ এবম্ভূতা মম তনুঃ যথা বৃন্দারণ্যে তিষ্ঠতি, তথা করণীয়া]।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৫১। আমার নিষ্ঠুরতা শ্রবণ করত চন্দ্রবদনী রাধা প্রেমাঙ্কুর ভেদপূর্ব্বক স্বীয় ব্যথিতান্তঃকরণে কোনমতে শান্তি বা ধৈর্য্য-ভাব বিধানপূর্ব্বক হয়ত বিমুখী হইয়া পড়িবেন অথবা পামর কন্দর্পের ধনুককে ভয় করিয়া তিনি জীবন পরিত্যাগ করিবেন। হায়, আমি মূঢ়তাপূর্ব্বক ফলোন্মুখী মৃদু মনোরথলতাকে একে-বারেই উন্মূলিত করিলাম।

অনুভাষ্য

১৪৭। ভাব—প্রেম।

১৪৮। মধ্য, ২য় পঃ ৫২ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১৫০। যত্র (প্রেম্ণি) স্তোত্রং (প্রশংসা-বাক্যং) তটস্থতাং (নিরপেক্ষতাং) প্রকটয়ৎ (দর্শয়ৎ সৎ) চিত্তস্য ব্যথাং ধত্তে; নিন্দা অপি পরিহাসশ্রিয়ং (কৌতুকশোভাং) বিভ্রতী (ধৃতবতী সতী) প্রমদম্ (আনন্দং) প্রযচ্ছতি (দদাতি); কেনাপি দোষেণ ক্ষয়িতাং ন, গুণেন গুরুতাং ন চ আতন্বতী (বিস্তারয়িত্রী,—কমপি গুণাদিকম্ উপাধিম্ আলম্ব্য জায়তে চেৎ, তদা দোষ-দর্শনেন ক্ষীণো ভবতি, গুণদর্শনেন সমৃদ্ধো ভবতি, পরন্তু অত্র নিরুপাধিস্তু দোষগুণৌ নাপেক্ষতে)—কস্যচিৎ স্বারসিকস্য (সাহজিকস্য) প্রেম্ণঃ ইয়ং প্রক্রিয়া বিক্রীড়তি (হৃদয়ে খেলতি)।

১৫১। ইন্দুবদনা (চন্দ্রমুখী রাধিকা) মম নিষ্ঠুরতাং শ্রুত্বা প্রেমাঙ্কুরং (নবায়মানং প্রেমাণং) ভিন্দতী [সতী] বিধুরে (দুঃখিতে বেদনাযুক্তে) স্বান্তে (নিজহৃদয়ে) শান্তিধুরাং (ধৈর্য্যাতি-শয়ং) বিধায় (অবলম্ব্য) পরাঞ্চিষ্যতি (বিমুখীভবিষ্যতি); কিংবা পামর-কাম-কার্ম্মুকপরিত্রস্তা (পামরঃ দুর্দ্দান্তঃ কামঃ কন্দর্প তস্য কার্ম্মুকাঃ শরাঃ তৈঃ পরিত্রস্তা ভীতা সতী) অসূন্ (প্রাণান্) বিমোক্ষ্যতি (ত্যক্ষ্যতি); হা (কষ্টং ভোঃ) মৌগ্ধ্যাৎ (মোহাৎ)

বিদগ্ধমাধবে (২।৪১) বিশাখাকর্ত্তৃক প্রবোধ্যমানা শ্রীরাধার উক্তি—
যস্যোৎসঙ্গসুখাশয়া শিথিলতা গুর্ব্বী গুরুভ্যস্ত্রপা
প্রাণেভ্যোঽপি সুহৃত্তমাঃ সখি তথা যূয়ং পরিক্লেশিতাঃ।
ধর্ম্মঃ সোঽপি মহান্ময়া ন গণিতঃ সাধ্বীভিরধ্যাসিতো
ধিগ্‌ধৈর্য্যং তদুপেক্ষিতাপি যদহং জীবামি পাপীয়সী ॥ ১৫২ ॥

বিদগ্ধমাধবে (২।৪৬) শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীরাধার উক্তি—
গৃহান্তঃখেলন্ত্যো নিজসহজবাল্যস্য বলনা-
দভদ্রং ভদ্রং বা কিমিব হি ন জানীমহি মনাক্।
বয়ং নেতুং যুক্তাঃ কথমশরণাং কামপি দশাং
কথং বা ন্যায্যা তে প্রথয়িতুমুদাসীনপদবী ॥ ১৫৩ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৫২। হে সখি, যাঁহার আলিঙ্গন-সুখার্থিনী হইয়া গুরুলোক-দিগের সম্মুখে গুরুতর লজ্জাও শিথিল করিয়াছিলাম, আর তোমরা আমার প্রাণ অপেক্ষা সুহৃত্তম হইলেও তোমাদিগকে যাঁহার জন্য বহু ক্লেশ দিয়াছি, সাধ্বী-স্ত্রীগণের অধ্যাসিত (আশ্রিত) যে (পাতিব্রত্য) ধর্ম্ম, তাহাকেও যাঁহার জন্য (আশ্রয়িতব্য) বস্তু বলিয়া গণনা করি নাই ; হায়, সেই কৃষ্ণ-কর্ত্তৃক উপেক্ষিতা হইয়াও এই পাপীয়সী আমি জীবিত আছি! অতএব আমার ধৈর্য্যকে ধিক্।

১৫৩। আমি নিজের সহজ-বাল্যভাব-বশে গৃহমধ্যে খেলা করিতেছিলাম,—কাহাকে 'ভদ্র' বলে, কাহাকে 'অভদ্র' বলে কিছুমাত্র জানিতাম না! এরূপ আমাদিগকে সহায়হীন দশায় লইয়া ফেলা কি তোমার পক্ষে যুক্ত হইয়াছে? আর এখন তোমার উদাসীনপদবী (পথ) বিস্তার করা কি ন্যায্য?

অনুভাষ্য

ময়া মৃদ্বী (জাতাঙ্কুরত্বাৎ কোমলা) ফলিনী (ফলোন্মুখা) মনো-রথলতা (অভিলাষ-বল্লরী) উন্মূলিতা (উৎপাটিতা)।

১৫২। হে সখি, যস্য (কৃষ্ণস্য) উৎসঙ্গসুখাশয়া (উৎকটসঙ্গা-নন্দবাসনয়া), গুরুভ্যঃ (পূজ্যবর্গেভ্যঃ সকাশাৎ) গুর্ব্বী (মহতী) ত্রপা (লজ্জা) শিথিলতা (উপেক্ষিতা) ; তথা প্রাণেভ্যঃ অপি সুহৃত্তমাঃ (পরমপ্রেষ্ঠাঃ) যূয়ং পরিক্লেশিতাঃ (তাপিতাঃ) ; সাধ্বীভিঃ অধ্যাসিতঃ (সেবিতঃ যঃ) মহান্ ধর্ম্মঃ (পাতিব্রত্যরূপঃ সঃ) অপি ময়া (কুলবধ্বা) ন গণিতঃ, তৎ (তেন কৃষ্ণেন) উপেক্ষিতা (অনাদৃতা) অপি যৎ (যতঃ) অহং পাপীয়সী জীবামি, [তৎ তস্মাৎ মম] ধৈর্য্যং ধিক্।

১৫৩। [হে বকীহন্তঃ,] নিজসহজবাল্যস্য বলনাৎ (বলবত্ত্বাৎ) গৃহান্তঃখেলন্ত্যঃ বয়ং কিমপি অভদ্রং (দুঃখং) ভদ্রং (সুখং) বা মনাক্ (ঈষদপি) ন জানীমহি ; কথং বয়ং কাম্ (এতাদৃশীং কাঞ্চিৎ) অপি অশরণাম্ (আশ্রয়রহিতাং) দশাং নেতুং যুক্তাঃ (ধর্ম্মসঙ্গতাঃ ভবামঃ? যদি চ নীতা দশামেতামধুনাপি, তদা)

বিদগ্ধমাধবে (২।৩৭) শ্রীকৃষ্ণসমক্ষে ললিতার উক্তি—
অন্তঃক্লেশকলঙ্কিতাঃ কিল বয়ং যামোঽদ্য যাম্যাং পুরীং
নায়ং বঞ্চনসঞ্চয়প্রণয়িনং হাস্যং তথাপ্যুজ্ঝতি।
অস্মিন্ সম্পুটিতে গভীরকপটৈরাভীরপল্লীবিটে
হা মেধাবিনি রাধিকে তব কথং প্রেমা গরীয়ানভূৎ ॥ ১৫৪ ॥

বিদগ্ধমাধবে (৩।৯) শ্রীকৃষ্ণের প্রতি পৌর্ণমাসীর উক্তি—
হিত্বা দূরে পথি ধবতরোরন্তিকং ধর্ম্মসেতো-
র্ভঙ্গোদগ্রা গুরুশিখরিণং রংহসা লঙ্ঘয়ন্তী।
লেভে কৃষ্ণার্ণব নবরসা রাধিকা-বাহিনী ত্বাং
বাগ্বীচিভিঃ কিমিব বিমুখীভাবমস্যাস্তনোষি ॥ ১৫৫ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৫৪। ক্লেশকলঙ্কিত অন্তঃকরণবিশিষ্ট আমরা অদ্যই যমপুরী গমন করিতেছি, কিন্তু এই কৃষ্ণ বঞ্চনাপূর্ণ-প্রণয়-হাস্য (প্রচুর বঞ্চনাকারক নিষ্ঠুর হাস্য) পরিত্যাগ করিতেছে না! হে বুদ্ধিমতী রাধিকে, এই গভীর কাপট্যপূর্ণ আভীরপল্লীলম্পটে তোমার এত অধিক উৎকৃষ্ট প্রেম কিরূপে জন্মিয়াছিল?

১৫৫। হে কৃষ্ণার্ণব, ধর্ম্মপতিরূপ তরুর নৈকট্যপথ দূরে পরিত্যাগ করিয়া, তীব্রবেগে ধর্ম্মসেতু ভাঙ্গিয়া, গুরুজনরূপ পর্ব্বত বলপূর্ব্বক লঙ্ঘন করত নবরসস্বরূপা রাধিকা-নদী তোমাকে লাভ করিয়াছিল, তুমি এখন বাগূর্ম্মিদ্বারা ইহার প্রতি বিমুখ-ভাব কিরূপে বিস্তার করিতেছ?

অনুভাষ্য

কথং বা তে (তব) উদাসীনপদবী (ঔদাসীন্য-দশা) প্রথয়িতুং (প্রকটয়িতুং) ন্যায্যা (ন্যায়োচিতা?—তস্মাদস্মাকং বধার্থমেব তব ব্যবসায়ঃ ইতি ভাবঃ)।

১৫৪। বয়ম্ অন্তঃক্লেশকলঙ্কিতাঃ (অন্তঃক্লেশেন কলঙ্কিতাঃ চিহ্নিতাঃ সত্যঃ—মৃত্যোরনন্তরমপ্যয়ং ক্লেশঃ স্থাস্যত্যেবেতি ভাবঃ) অদ্য যাম্যাং পুরীং কিল (নিশ্চিতং) যামঃ ; তথাপি [অনেন অকারুণ্যং ব্যজ্যতে], অয়ং শ্রীকৃষ্ণঃ বঞ্চনসঞ্চয়-প্রণয়িনং (বঞ্চনস্য সঞ্চয়ঃ সমূহঃ তস্য প্রণয়িনং করণশীলং) হাসং ন উজ্ঝতি (ন পরিহরতি)। হা মেধাবিনি (বুদ্ধিমতি) রাধিকে, গভীরকপটৈঃ সম্পুটিতে (ব্যাপ্তে) অস্মিন্ আভীরপল্লীবিটে (আভীরপল্লীনাং ব্রজনাগরীণাং বিটে কামুকে কৃষ্ণে) তব গরী-য়ান্ (মহান্) প্রেমা কথম্ অভূৎ? [অন্যাসাং প্রেমা ভবতু কামান্ধীকৃতধিয়াং, মেধাবিন্যাস্তব তু ন যুজ্যতে ইতি ভাবঃ]।

১৫৫। হে কৃষ্ণার্ণব (কৃষ্ণসিন্ধো), ধবতরোঃ (পতিরূপ-বৃক্ষস্য) অন্তিকং (সমীপং) দূরে পথি হিত্বা (ত্যক্ত্বা) ধর্ম্মসেতোঃ (কুলধর্ম্মঃ এব সেতু তস্য) ভঙ্গোদগ্রা (ভঙ্গে উদগ্রং যস্যাঃ সা, ভঙ্গসমর্থা) গুরুশিখরিণং (গুরুজনরূপং শৈলং) রংহসা (বেগেন) লঙ্ঘয়ন্তী (অতিক্রামন্তী) সতী, নবরসা (নবঃ নূতনঃ

রায় কহে,—"বৃন্দাবন, মুরলী-নিঃস্বন ।
কৃষ্ণ, রাধিকার কৈছে করিয়াছ বর্ণন ?? ১৫৬ ॥
কহ, তোমার কবিত্ব শুনি' হয় চমৎকার ।"
ক্রমে রূপ-গোসাঞি কহে করি' নমস্কার ॥ ১৫৭ ॥

তত্র বৃন্দাবনং যথা ঃ—

বিদগ্ধমাধবে (১।২৩-২৪)—
যথাক্রমে শ্রীকৃষ্ণের ও বলরামের উক্তিদ্বয়—

সুগন্ধৌ মাকন্দপ্রকরমকরন্দস্য মধুরে
বিনিস্যন্দে বন্দীকৃতমধুপবৃন্দং মুহুরিদম্ ।
কৃতান্দোলং মন্দোন্নতিভিরনিলৈশ্চন্দনগিরে-
র্মমানন্দং বৃন্দা-বিপিনমতুলং তুন্দিলয়তি ॥ ১৫৮ ॥
বৃন্দাবনং দিব্যলতা-পরীতং লতাশ্চ পুষ্পস্ফুরিতাগ্রভাজঃ ।
পুষ্পাণি চ স্ফীতমধুব্রতানি মধুব্রতাশ্চ শ্রুতিহারিগীতাঃ ॥ ১৫৯ ॥

বিদগ্ধমাধবে (১।৩১) মধুমঙ্গলের প্রতি শ্রীকৃষ্ণোক্তি—

ক্বচিদ্ভৃঙ্গীগীতং ক্বচিদনিলভঙ্গী-শিশিরতা
ক্বচিদ্বল্লীলাস্যং ক্বচিদমলমল্লীপরিমলঃ ।
ক্বচিদ্ধারাশালী করকফলপালী-রসভরো
হৃষীকাণাং বৃন্দং প্রমদয়তি বৃন্দাবনমিদম্ ॥ ১৬০ ॥

তত্র মুরলী যথা ঃ—

বিদগ্ধমাধবে (৩।১) ললিতার প্রতি পৌর্ণমাসীর উক্তি—

পরামৃষ্টাঙ্গুষ্ঠত্রয়মসিতরত্নৈরুভয়তো
বহন্তী সঙ্কীর্ণৌ মণিভিররুণৈস্তৎপরিসরৌ ।
তয়োর্ম্মধ্যে হীরোজ্জ্বলবিমল-জাম্বূনদময়ী
করে কল্যাণীয়ং বিহরতি হরেঃ কেলিমুরলী ॥ ১৬১ ॥

বিদগ্ধমাধবে (৫।১৭) বিশাখার সমক্ষে শ্রীরাধার উক্তি—

সদ্বংশতস্তব জনিঃ পুরুষোত্তমস্য
পাণৌ স্থিতির্মুরলিকে সরলাসি জাত্যা ।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৫৮। আম্রমুকুলসমূহের মধুদ্বারা মধুর, সুগন্ধি নিস্যন্দনদ্বারা মুহুর্মুহু বন্দীকৃত ভ্রমরবৃন্দে পরিপূর্ণ, চন্দন-পর্ব্বত (মলয়)-প্রবাহিত পবনের মন্দ মন্দ সঞ্চালনদ্বারা আন্দোলিত এই শ্রীবৃন্দাবন আমার অতুল আনন্দ বর্দ্ধন করিতেছে।

১৫৯। দেখ, এই বৃন্দাবন—দিব্যলতায় বেষ্টিত ; লতাগুলির অগ্রভাগে পুষ্প শোভা পাইতেছে ; পুষ্পগুলি মধুকরদ্বারা স্ফীত হইয়াছে ; মধুকরগুলি—শ্রুতিহারিগীত-পরায়ণ।

১৬০। হে সখে, এই বৃন্দাবন আমাদের ইন্দ্রিয়বৃন্দকে নানাভাবে আনন্দিত করিতেছে, কোনস্থলে ভৃঙ্গীগণের গীত হইতেছে, কোনস্থল মলয়ানিলদ্বারা শীতল হইতেছে, কোনস্থলে বল্লীগণ নৃত্য করিতেছে, কোনস্থলে মল্লিকাফুলের অমল পরিমল প্রবাহিত হইতেছে, কোনস্থলে বা ধারাবিশিষ্ট দাড়িম্বফলসমূহ রসভরে রসনিঃসরণ করিতেছে।

১৬১। তিন অঙ্গুলীপরিমিত, ইন্দ্রনীলমণিখচিত, উভয়পার্শ্বে অরুণমণিদ্বারা তৎপরিমাণ-স্থল-শোভিত, তাহার মধ্যে হীরকো-

অনুভাষ্য

রসঃ শান্তাদি-শৃঙ্গারান্তঃ রসঃ যস্যাং সা) রাধিকাবাহিনী (রাধিকারূপা নদী) ত্বাং কৃষ্ণসমুদ্রং লেভে (প্রাপ্তবতী) ; ত্বং চ বাগ্বীচিভিঃ (বাক্যৈঃ এব তরঙ্গৈঃ) কিমিব অস্যাঃ (রাধানদ্যাঃ) বিমুখীভাবং (বৈমুখ্যং) তনোষি (বিস্তারয়সি)?

১৫৮। [হে মধুমঙ্গল], মাকন্দপ্রকরমকরন্দস্য (মাকন্দপ্রকরাণাম্ আম্রমুকুলসমূহানাং মকরন্দস্য) মধুরে সুগন্ধৌ বিনিস্যন্দে মুহুঃ (পুনঃ পুনঃ) বন্দীকৃতমধুপবৃন্দং (বন্দীকৃতম্ আবদ্ধং মধুপবৃন্দং ভৃঙ্গকুলং যেন তৎ) চন্দনগিরেঃ (মলয়পর্ব্বতস্য) মন্দোন্নতিভিঃ (মৃদুসঞ্চালিতৈঃ) অনিলৈঃ (সমীরণৈঃ) কৃতান্দোলং (কম্পিতং, পরিচালিতম্) ইদং বৃন্দাবিপিনং মম অতুলম্ আনন্দং তুন্দিলয়তি (বর্দ্ধয়তি)।

১৫৯। [হে শ্রীদামন্, ইদমেব] বৃন্দাবনং দিব্যলতাপরীতং (দিব্যবল্লরীবেষ্টিতং) ; লতাঃ চ পুষ্পস্ফুরিতাগ্রভাজঃ (পুষ্পৈঃ স্ফুরিতং অগ্রং ভজন্তি যাঃ তাঃ), পুষ্পাণি চ স্ফীতমধুব্রতানি (স্ফীতাঃ প্রমত্তাঃ মধুপাঃ যেষু তানি) ; মধুব্রতাশ্চ শ্রুতিহারিগীতাঃ (কর্ণরসায়নং গীতং যেষাং তে)।

১৬০। [হে মধুমঙ্গল], ইদং বৃন্দাবনং হৃষীকাণাং (চক্ষুকর্ণনাসাজিহ্বাত্বগাদীনাং) বৃন্দং (সমূহং) প্রমদয়তি (আহ্লাদয়তি) ; [যথা,—কর্ণপ্রমদায়] ক্বচিৎ ভৃঙ্গীগীতং ; [ত্বগিন্দ্রিয়সুখায়] ক্বচিৎ অনিল-ভঙ্গীশিশিরতা (অনিলস্য বায়োঃ ভঙ্গী মান্দ্যং তয়া শিশিরতা শৈত্যং—মন্দানিলস্য শৈত্যমিত্যর্থঃ) ; [নেত্রানন্দায়] ক্বচিৎ বল্লীলাস্যং (লতানৃত্যং) ; [নাসা-প্রমদায়] ক্বচিৎ অমলমল্লীপরিমলঃ (মল্ল্যাঃ মল্লিকায়াঃ অমলঃ অবিমিশ্রঃ পরিমলঃ সুগন্ধঃ) ; [জিহ্বা-সুখায়] ক্বচিৎ ধারাশালী (পংক্তিক্রমবিন্যাসবিশিষ্টা) করকফলপালীরসভরঃ (করকফলপালী দাড়িম্বফলশ্রেণী তস্যাঃ রসাধিক্যম্)।

১৬১। উভয়তঃ (বংশ্যাঃ শিরসি পুচ্ছে চ) অঙ্গুষ্ঠত্রয়ম্ (অঙ্গুষ্ঠত্রয়পরিমিতং স্থলং ব্যাপ্য) অসিতরত্নৈঃ (ইন্দ্রনীলমণিভিঃ) পরামৃষ্টা (ব্যাপ্তা, খচিতা) অরুণৈঃ মণিভিঃ সঙ্কীর্ণৌ (খচিতৌ) [অঙ্গুষ্ঠত্রয়ং ব্যাপ্য দ্বৌ পরিসরৌ] তৎপরিসরৌ (মুখপুচ্ছোভয়-প্রদেশে) বহন্তী, তয়োঃ (পরিসরয়োঃ) মধ্যে হীরোজ্জ্বল-বিমলজাম্বূনদময়ী (হীরৈঃ উজ্জ্বলং দীপ্তং যৎ বিমলং বিশুদ্ধং জাম্বূনদং সুবর্ণং তন্ময়ী) ইয়ং কল্যাণী (কল্যাণময়ী)

কস্মাত্ত্বয়া সখি গুরোর্বিষমা গৃহীতা
গোপাঙ্গনাগণবিমোহনমন্ত্রদীক্ষা ॥ ১৬২ ॥

বিদগ্ধমাধবে (৪।৭) পদ্মার প্রতি চন্দ্রাবলীর উক্তি—

সখি মুরলি বিশালচ্ছিদ্রজালেন পূর্ণা
লঘুরতিকঠিনা ত্বং গ্রন্থিলা নীরসাসি।
তদপি ভজসি শশ্বচ্চুম্বনানন্দসান্দ্রং
হরিকরপরিরম্ভং কেন পুণ্যোদয়েন ॥ ১৬৩ ॥

তত্র মুরলীনিঃস্বনং যথা ঃ—

বিদগ্ধমাধবে (১।২৭)—
শ্রীকৃষ্ণের প্রতি মধুমঙ্গলোক্তিকালে আকাশধ্বনি—

রুন্ধন্নম্বুভৃতশ্চমৎকৃতিপরং কুর্ব্বন্মুহুস্তুম্বুরং
ধ্যানাদন্তরয়ন্ সনন্দনমুখান্ বিস্মাপয়ন্ বেধসম্।
ঔৎসুক্যাবলিভির্বলিং চটুলয়ন্ ভোগীন্দ্রমাঘূর্ণয়ন্
ভিন্দন্নণ্ডকটাহভিত্তিমভিতো বভ্রাম বংশীধ্বনিঃ ॥ ১৬৪ ॥

তত্র শ্রীকৃষ্ণো যথা ঃ—

বিদগ্ধমাধবে (১।১৭) নান্দীমুখীর প্রতি পৌর্ণমাসীর উক্তি—

অয়ং নয়নদণ্ডিতপ্রবরপুণ্ডরীকপ্রভঃ
প্রভাতি নবজাগুড়-দ্যুতিবিড়ম্বি-পীতাম্বরঃ।
অরণ্যজপরিষ্ক্রিয়া-দমিতদিব্যবেশাদরো
হরিন্মণিমনোহরদ্যুতিভিরুজ্জ্বলাঙ্গো হরিঃ ॥ ১৬৫ ॥

ললিতমাধবে (৪।২৭) শ্রীরাধার প্রতি ললিতার উক্তি—

জঙ্ঘাধস্তটসঙ্গিদক্ষিণপদং কিঞ্চিদ্বিভুগ্নত্রিকং
সাচিস্তম্ভিতকন্ধরং সখি তিরঃসঞ্চারিনেত্রাঞ্চলম্।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

জ্বলিত বিমল-স্বর্ণময়ী এই কল্যাণী কৃষ্ণকেলিমুরলী কৃষ্ণকরে বিহার করিতেছেন।

১৬২। হে সখি, মুরলি, তুমি—সদ্বংশজাত, পুরুষোত্তমের হস্তস্থিত এবং জাতিতে সরলা হইয়াও কেন গোপাঙ্গনাগণের বিমোহনকারী বিশেষ গুরুতর (বিষম) মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছ?

১৬৩। হে সখি মুরলি, তুমি—মহাছিদ্রসমূহে পূর্ণ, লঘু, অতি কঠিন, নীরস ও জটীল হইয়াও কোন্ পুণ্যোদয়হেতু কৃষ্ণ-বদন-চুম্বনানন্দঘনত্বময় কৃষ্ণকরালিঙ্গন-ভজন স্বীকার করিতেছ?

১৬৪। মেঘের গতিরোধপূর্ব্বক, তুম্বুরাদি গন্ধর্ব্বকে চমৎকার করত, সনন্দনাদি ঋষিগণের ধ্যান ভঙ্গ করিয়া, ব্রহ্মার বিস্ময় উৎপাদনপূর্ব্বক, ধীর-স্থির (অর্থাৎ অটল-অচল) বলিরাজকে ঔৎসুক্যসমূহের দ্বারা চটুল-চঞ্চল করত, পৃথ্বীধারী সর্পরাজ অনন্তকে ঘূর্ণনপূর্ব্বক এবং ব্রহ্মাণ্ডকটাহভিত্তি ভেদপূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি ভ্রমণ করিয়াছিল।

১৬৫। এই কৃষ্ণ নয়নশোভায় অতিসুন্দর শ্বেতপদ্মের প্রভা হরণ করিয়াছেন ; ইঁহার নবকুঙ্কুমদ্যুতি-বিড়ম্বক-পীতাম্বর শোভা পাইতেছে ; ইনি বন্যবেশালঙ্কারাদিদ্বারা দিব্য-বেশাদির আদর দূর করিয়াছেন ;—এবম্ভূত ইন্দ্রনীলমণি অপেক্ষাও মনোহর-দ্যুতিসম্পন্ন—উজ্জ্বল কৃষ্ণচন্দ্র শোভা পাইতেছেন।

অনুভাষ্য

কেলি-মুরলী (কৃষ্ণক্রীড়াবংশী) হরেঃ (কৃষ্ণস্য) করে (পাণৌ) বিহরতি (বিলসতি)।

১৬২। হে মুরলিকে, সদ্বংশতঃ (উত্তমবংশদণ্ডতঃ, সৎকুলাৎ ইত্যর্থঃ) তব জনিঃ (জন্ম অভূৎ) ; পুরুষোত্তমস্য (কৃষ্ণস্য) পাণৌ (হস্তে) তব স্থিতি (বাসঃ) ; জাত্যা সরলা (অবক্রা, ঋজু) অসি ; [হে সখি] কস্মাৎ গুরোঃ [সকাশাৎ প্রসাদাৎ বা] ত্বয়া বিষমা (অসরলা) গোপাঙ্গনাগণ-বিমোহন-মন্ত্রদীক্ষা গৃহীতা (প্রাপ্তা—গোপীজন-চিত্তহরণক্ষম-মনুনা দীক্ষিতা)?

১৬৩। হে সখি মুরলি, ত্বং বিশালচ্ছিদ্রজালেন (মহাদোষ-সমূহেন) পূর্ণা (ব্যাপ্তা), লঘুঃ (লাঘববতী, গৌরবহীনা), অতি-কঠিনা (নিষ্ঠুরস্বভাবা), গ্রন্থিলা (নীবিগ্রন্থিমোচিকা), নীরসা (শুষ্কা) চ অসি, তদপি কেন পুণ্যোদয়েন (প্রাক্তনসুকৃতিনা) শশ্বৎ (নিরন্তরং) চুম্বনানন্দসান্দ্রং (চুম্বনোত্থসুখঘনং) হরিকরপরিরম্ভং (কৃষ্ণহস্তালিঙ্গনং) ভজসি (প্রাপ্নোষি)?

১৬৪। বংশীধ্বনিঃ (কৃষ্ণমুরলীনিনাদঃ) অম্বুভৃতঃ (মেঘ-গণান্) রুন্ধন্, তুম্বুরুং (গন্ধর্ব্বরাজং) মুহুঃ চমৎকৃতিপরং (বিস্ময়া-ন্বিতং) কুর্ব্বন্, সনন্দনমুখান্ (চতুঃসনপ্রমুখান্ ব্রহ্মজ্ঞানরতান্ মুনীন্) ধ্যানাৎ অন্তরয়ন্ (ত্যজয়ন্), বেধসং (ব্রহ্মাণং) বিস্মাপয়ন্ (বিস্ময়মুৎপাদয়ন্), ঔৎসুক্যাবলিভিঃ (কৌতূহলানন্দপুঞ্জৈঃ) বলিং চটুলয়ন্ (চঞ্চলীকুর্ব্বন্) ভোগীন্দ্রং (নাগরাজং শেষম্) আঘূর্ণয়ন্, অণ্ডকটাহভিত্তিং (ব্রহ্মাণ্ডাবরণং) ভিন্দন্ অভিতঃ (চতুর্দ্দিক্ষু, পরিতঃ) বভ্রাম।

১৬৫। অয়ং হরিঃ নয়নদণ্ডিত-প্রবর-পুণ্ডরীকপ্রভঃ (নয়ন-শোভয়া দণ্ডিতা দমিতা প্রবরস্য উত্তমস্য পুণ্ডরীকস্য প্রফুল্লশ্বেত-কমলস্য প্রভা শোভা যেন সঃ) নবজাগুড়দ্যুতিবিড়ম্বিপীতাম্বরঃ (নবজাগুড়স্য নবীনকুঙ্কুমস্য দ্যুতিঃ কান্তিঃ তাং বিড়ম্বয়িতুং শীলং যস্য তথাভূতং পীতবর্ণম্ অম্বরং যস্য সঃ) অরণ্যজপরিষ্ক্রিয়া-দমিতদিব্যবেশাদরঃ (অরণ্যজাভিঃ বন্যাভিঃ পরিষ্ক্রিয়াভিঃ অলঙ্কারৈঃ দমিতঃ বিজিতঃ দিব্যবেশানাম্ আদরঃ যেন সঃ) হরি-ন্মণিমনোহর-দ্যুতিভিঃ (মরকতমণিবৎ মনোহরঃ যাঃ দ্যুতয়ঃ তাভিঃ) উজ্জ্বলাঙ্গঃ (উজ্জ্বলম্ অঙ্গং যস্য সঃ) প্রভাতি (শোভতে)।

বংশীং কুট্মলিতে দধানমধরে লোলাঙ্গুলীসঙ্গতাং
বিভ্রদ্ভ্রূভ্রমরং বরাঙ্গি পরমানন্দং পুরঃ স্বীকুরু ॥ ১৬৬ ॥

ললিতমাধবে (১।৫২) ললিতার প্রতি
শ্রীরাধার উক্তি—

কুলবরতনুধর্ম্মগ্রাববৃন্দানি ভিন্দন্
সুমুখি নিশিতদীর্ঘাপাঙ্গটঙ্কচ্ছটাভিঃ ।
যুগপদয়মপূর্ব্বঃ কঃ পুরো বিশ্বকর্ম্মা
মরকতমণিলক্ষৈর্গোষ্ঠকক্ষাং চিনোতি ॥ ১৬৭ ॥

ললিতমাধবে (১।৪৯) শ্রীরাধার প্রতি ললিতার উক্তি—

মহেন্দ্রমণিমণ্ডলীমদবিড়ম্বিদেহদ্যুতি-
র্ব্রজেন্দ্রকুলচন্দ্রমাঃ স্ফুরতি কোঽপি নব্যো যুবা ।
সখি স্থিরকুলাঙ্গনা-নিকর-নীবি-বন্ধার্গল-
চ্ছিদাকরণকৌতুকী জয়তি যস্য বংশীধ্বনিঃ ॥ ১৬৮ ॥

তত্র শ্রীরাধা যথা ঃ—

বিদগ্ধমাধবে (১।৩২) পৌর্ণমাসীর উক্তি—

বলাদক্ষ্ণোর্লক্ষ্মীঃ কবলয়তি নব্যং কুবলয়ং
মুখোল্লাসঃ ফুল্লং কমলবনমুল্লঙ্ঘয়তি চ ।
দশাং কষ্টামষ্টাপদমপি নয়ত্যাঙ্গিকরুচি-
র্বিচিত্রং রাধায়াঃ কিমপি কিল রূপং বিলসতি ॥ ১৬৯ ॥

বিদগ্ধমাধবে (৫।২০) মধুমঙ্গলের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উক্তি—

বিধুরেতি দিবা বিরূপতাং শতপত্রং বত শর্ব্বরীমুখে ।
ইতি কেন সদাশ্রিয়োজ্জ্বলং তুলনামর্হতি মৎপ্রিয়াননম্ ॥১৭০॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৬৬। হে সখি, হে বরাঙ্গি, যাঁহার বাম জঙ্ঘার অধস্তটে দক্ষিণপদ ন্যস্ত, যাঁহার অঙ্গ মধ্যভাগ—কিঞ্চিৎ ত্রিভঙ্গময়, যাঁহার তির্য্যক্ কন্ধর স্তম্ভিত (স্থির), যাঁহার নেত্রাঞ্চল (অপাঙ্গদৃষ্টি) বঙ্কিম, সেই ঈষদুন্মীলিত (মুকুলিত) অধরে চঞ্চল অঙ্গুলীর সংলগ্ন বংশীধারী এবং মুখপদ্মে ভ্রূরূপি-ভ্রমর-পরিশোভিত তোমার সম্মুখস্থিত এই পরমানন্দময় পুরুষকে তুমি স্বীকার কর।

১৬৭। হে সুমুখি, আমাদের সম্মুখে ইনি কোন্ বিশ্বকর্ম্মা?—যিনি তীক্ষ্ণ দীর্ঘ অপাঙ্গরূপ টঙ্কের ছটাদ্বারাই কুলবধূদিগের স্বধর্ম্মরূপ পাষাণবৃন্দকে ভেদ করত, অসংখ্য মরকতমণিতুল্য স্বীয় শ্যামসুন্দর বপুর্দ্বারা গোষ্ঠপ্রকোষ্ঠ যুগপৎ রচনা করিতেছেন।

১৬৮। হে সখি, মহা ইন্দ্রমণিমণ্ডলীর মদবিনাশিনী দেহ-দ্যুতিবিশিষ্ট ব্রজরাজকুলচন্দ্রস্বরূপ কোন নব্যযুবা স্ফূর্ত্তি লাভ করিতেছেন ;—ধৈর্য্যশীলা কুলাঙ্গনাসমূহের নীবিবন্ধচ্ছেদনকারী কৌতুকবিশিষ্টা ইঁহার বংশীধ্বনি জয়যুক্ত হইতেছে।

১৬৯। যাঁহার নয়নশোভা নবীন নীলপদ্মের শোভাকে বলপূর্ব্বক গ্রাস করে, যাঁহার প্রফুল্ল মুখোল্লাস কমলবনকে উল্লঙ্ঘন করে, যাঁহার অঙ্গকান্তি সুন্দর জাম্বূনদকে কষ্টদশায় নীত করায়, এবম্ভূত শ্রীরাধিকার বিচিত্ররূপ আশ্চর্য্যরূপে বিলাস অর্থাৎ স্ফূর্ত্তি লাভ করিতেছে।

১৭০। চন্দ্রশোভা রাত্রিতে সুন্দর হইয়াও দিবাভাগে বিরূপতা প্রাপ্ত হয়, পদ্মও দিবাভাগে সুন্দর হইয়াও রাত্রিতে

অনুভাষ্য

১৬৬-১৬৮। কোন কোন পাঠে ১৬৬-১৬৮ শ্লোকত্রয় ধৃত হয় নাই ; যেহেতু, শ্রীরূপ বিদগ্ধমাধবেরই বর্ণন করিতেছেন, সুতরাং তাঁহার ললিতমাধব-বর্ণনার অবকাশ নাই বা প্রসঙ্গাভাব; পরবর্ত্তী ১৭২ সংখ্যাতেই তিনি শ্রীরামানন্দের নিকট ললিতমাধব-বর্ণনে আদেশ পাইতেছেন, জানা যায়।

১৬৬। হে সখি, হে বরাঙ্গি, পুরঃ (অগ্রে স্থিতং) জঙ্ঘাধস্তটসঙ্গিদক্ষিণপদং (বামজঙ্ঘায়াঃ অধস্তটে নিম্নদেশে সঙ্গি মিলিতং দক্ষিণপদং দক্ষিণচরণপ্রান্তং, যস্য তং), কিঞ্চিদ্বিভুগ্নত্রিকং (কিঞ্চিৎ ঈষৎ বিভুগ্নং ত্রিকং মধ্যভাগঃ যস্য তং) সাচিস্তম্ভিতকন্ধরং (সাচি তির্য্যক্ স্তম্ভিতা নিশ্চলা কন্ধরা গ্রীবা যস্য তং) তিরঃসঞ্চারিনেত্রাঞ্চলং (তির্য্যক্ সঞ্চরিতুং শীলম্ অস্য ইতি সঞ্চারি নেত্রাঞ্চলং নেত্রপ্রান্তং যস্য তং) কুট্মলিতে (সঙ্কুচিতে) অধরে লোলাঙ্গুলী-সঙ্গতাং (লোলাভিঃ পরিচালিতাভিঃ অঙ্গুলীভিঃ সঙ্গতাং মিলিতাং) বংশীং দধানং বিভ্রদ্ভ্রূভ্রমরং (বিভ্রতৌ ভ্রূরূপৌ ভ্রমরৌ যস্য তং) পরমানন্দং (মাধবং) স্বীকুরু।

১৬৭। হে সুমুখি, পুরঃ (অগ্রে) অয়ং অপূর্ব্বঃ (অদৃষ্টাশ্রুতঃ) বিশ্বকর্ম্মা কঃ?—যঃ [যুগপৎ] নিশিতদীর্ঘাপাঙ্গটঙ্কচ্ছটাভিঃ (নিশিতঃ শাণিতঃ দীর্ঘাপাঙ্গ এব টঙ্কঃ শিলাদিবিদারণাস্ত্রবিশেষঃ, তস্য ছটাভিঃ দীপ্তিভিঃ) কুলবরতনুধর্ম্মগ্রাববৃন্দানি (কুলবরতনূনাং কুলবধূনাং ধর্ম্মান্ পাতিব্রত্যাদিরূপান্ এবং গ্রাববৃন্দানি পাষাণসমূহান্) ভিন্দন্, মরকতমণিলক্ষৈঃ (মরকতমণীনাং হরিন্মণীনাং লক্ষসংখ্যাভিঃ, মরকতমণিতয়াধ্যবসিতৈঃ শ্যামসৌন্দর্য্যময়-পুরৈরিত্যর্থঃ) গোষ্ঠ-কক্ষাং (গোষ্ঠপ্রদেশং) চিনোতি (রচয়তি পূরয়তীত্যর্থঃ, অনেন শ্লোকেন শ্রীকৃষ্ণস্য বৈদগ্ধ্য-সৌন্দর্য্যাদি-গুণদর্শনেন রাধায়াশ্চমৎকারঃ)।

১৬৮। হে সখি, যস্য স্থিরকুলাঙ্গনা-নিকর-নীবিবন্ধার্গলচ্ছিদাকরণ-কৌতুকী (স্থিরকুলাঙ্গনানাং সাধ্বীস্ত্রীণাং নিকরস্য সমূহস্য নীবিবন্ধ এব অর্গলঃ কপাটঃ বিষ্কম্ভকঃ বা, তস্য ছিদাকরণে বন্ধনছেদনে কৌতুকং যস্যাঃ সা) বংশীধ্বনিঃ জয়তি (সর্ব্বোৎকর্ষেণ বর্ত্ততে), সঃ মহেন্দ্রমণিমণ্ডলীমদবিড়ম্বিদেহ-দ্যুতিঃ

বিদগ্ধমাধবে (২।৫১) শ্রীকৃষ্ণের স্বগতোক্তি—

প্রমদরসতরঙ্গস্মেরগণ্ডস্থলায়াঃ
স্মরধনুরনুবন্ধিভ্রূলতা-লাস্যভাজঃ।
মদকলচলভৃঙ্গীভ্রান্তিভঙ্গীং দধানো
হৃদয়মিদমদাঙ্ক্ষীৎ পক্ষ্মলক্ষ্যাঃ কটাক্ষঃ ॥ ১৭১ ॥

শ্রীরূপকে ললিতমাধবের নান্দী-পঠনে অনুরোধ ঃ—

রায় কহে,—"তোমার কবিত্ব অমৃতের ধার।
দ্বিতীয় নাটকের কহ নান্দী-ব্যবহার ॥" ১৭২ ॥

রায়ের মাহাত্ম্যতুলনাদ্বারা শ্রীরূপের নিজদৈন্য-জ্ঞাপন ঃ—

রূপ কহে,—"কাঁহা তুমি সূর্য্যোপম ভাস।
মুঞি কোন্ ক্ষুদ্র,—যেন খদ্যোত-প্রকাশ ॥ ১৭৩ ॥
তোমার আগে ধার্ষ্ট্য এই মুখ-ব্যাদান।"
এত বলি' নান্দী-শ্লোক করিলা ব্যাখ্যান ॥ ১৭৪ ॥

মঙ্গলাচরণ-শ্লোকে অসুরমর্দ্দন সুরনন্দন মুকুন্দের যশঃস্তব ঃ—
ললিতমাধবে (১।১)—

সুররিপুসুদৃশামুরোজকোকান্মুখকমলানি চ খেদয়ন্নখণ্ডঃ।
চিরমখিলসুহৃচ্চকোরনন্দী দিশতু মুকুন্দযশঃশশী মুদং বঃ ॥১৭৫॥

রায়কর্তৃক শ্রীরূপকে স্বাভীষ্ট-দেব-বর্ণনে অনুরোধ, শ্রীরূপের লজ্জা ঃ—

'দ্বিতীয় নান্দী কহ দেখি?'—রায় পুছিলা।
সঙ্কোচ পাঞা রূপ পড়িতে লাগিলা ॥ ১৭৬ ॥

স্বাভীষ্ট-দেবতা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের আশীর্ব্বাদ-যাচ্ঞা ঃ—
ললিতমাধবে (১।৩) সূত্রধারের স্বেষ্টদেব-প্রণাম—

নিজপ্রণয়িতাং সুধামুদয়মাপ্নুবন্ য ক্ষিতৌ
কিরত্যলমুরীকৃতদ্বিজকুলাধিরাজস্থিতিঃ।
স লুঞ্চিত-তমস্ততির্ম্মম শচীসুতাখ্যঃ শশী
বশীকৃতজগন্মনাঃ কিমপি শর্ম্ম বিন্যস্যতু ॥ ১৭৭ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

মলিন (মুদিত) হয়, কিন্তু হে সখে, আমার প্রিয়তমা রাধিকার বদন দিবারাত্র সর্ব্বদাই শোভায় উজ্জ্বল, সুতরাং কাহার সহিত তাহার তুলনা হইতে পারে?

১৭১। যাঁহার মন্দমন্দ হাস্যযুক্ত গণ্ডস্থল প্রমদরসতরঙ্গযুক্ত হইয়াছে, মদকলচঞ্চলা ভৃঙ্গীর ভ্রান্তিরূপা ভঙ্গী ধারণপূর্ব্বক কামধনুর ন্যায় যাঁহার ভ্রূলতা নৃত্য করিতেছে, তাঁহার নেত্রপক্ষ্ম-বিনিঃসৃত কটাক্ষ আমার হৃদয়কে দংশন করিয়াছে।

অনুভাষ্য

(মহেন্দ্রমণিমণ্ডলীনাং মদং গর্ব্বং বিড়ম্বয়িতুং শীলম্ অস্যাঃ তথাভূতা দেহস্য দ্যুতিঃ কান্তিঃ যস্য সঃ) কঃ অপি নব্যঃ যুবা ব্রজেন্দ্রকুলচন্দ্রমাঃ (নন্দকুলশশধরঃ) স্ফুরতি।

১৬৯। [শ্রীরাধায়াঃ] অক্ষ্ণোঃ (নয়নয়োঃ) লক্ষ্মীঃ (শোভা) নব্যং (নবপ্রস্ফুটিতং) কুবলয়ম্ (উৎপলং) বলাৎ কবলয়তি (গ্রসতে), মুখোল্লাসঃ (মুখশোভা) ফুল্লং (বিকসিতং) কমলবনম্ উল্লঙ্ঘয়তি (দূরীকরোতি), আঙ্গিকরুচিঃ (দেহকান্তিঃ) অষ্টাপদং (সুবর্ণম্) অপি কষ্টাং (ক্লেশসমন্বিতাং) দশাং নয়তি, [অতএব] রাধায়াঃ রূপং কিল কিমপি বিচিত্রং বিলসতি (স্ফুরতি)।

১৭০। বিধুঃ (চন্দ্রঃ) দিবা (দিবসে), শতপত্রং (পদ্মং) শর্ব্বরীমুখে (সন্ধ্যায়াং) বত বিরূপতাং (কান্তিরাহিত্যম্) এতি (প্রাপ্নোতি) ইতি সদা (দিবারাত্রে সর্ব্বদা) শ্রিয়া (শোভয়া) উজ্জ্বলং মৎপ্রিয়াননং (শ্রীরাধিকামুখং) কেন (উপমানেন সহ) তুলনাম্ অর্হতি?

১৭১। প্রমদরসতরঙ্গস্মেরগণ্ডস্থলায়াঃ (প্রমদরসতরঙ্গেণ আনন্দ-রসপ্রবাহেণ স্মেরগণ্ডস্থলং স্মেরং মন্দহাসান্বিতং গণ্ডস্থলং যস্যাঃ তস্যাঃ) স্মরধনুরনুবন্ধিভ্রূলতালাস্যভাজঃ (কামদেব-কার্ম্মুকসদৃশা যা ভ্রূলতা, তাদৃশাঃ লাস্যং নর্ত্তনং ভজতি যা তস্যাঃ) পক্ষ্মলক্ষ্যাঃ (পক্ষ্মলে প্রশস্তপক্ষান্বিতে অক্ষিণী যস্যাঃ তস্যাঃ রাধায়াঃ) মদকলচলভৃঙ্গীভ্রান্তিভঙ্গীং (মদেন যঃ কলঃ, তেন চলা চঞ্চলা চপলা যা ভৃঙ্গী তস্যাঃ ভ্রান্তিঃ ভ্রমঃ যতঃ তাদৃশীং ভঙ্গীং) দধানঃ [রাধায়াঃ] কটাক্ষঃ ইদং [মম] হৃদয়ং অদাঙ্ক্ষীৎ (দষ্টবান্)।

১৭২। দ্বিতীয় নাটকের—ললিতমাধব-নাটকের; এখন হইতে শ্রীরামানন্দ, শ্রীরূপ-কৃত শ্রীললিতমাধবের বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেছেন।

১৭৫। সুররিপুসুদৃশাং (নরকাদ্যসুরাঙ্গণানাম্) উরোজকোকান্ (উরোজাঃ এব কোকাঃ চক্রবাকাঃ তান্ স্তনরূপচক্রবাকান্) মুখকমলানি (মুখানি এব কমলানি) চ খেদয়ন্ অখিলসুহৃচ্চকোর-নন্দী (অখিলাঃ সুহৃদঃ এব চকোরাঃ তান্ নন্দয়িতুং শীলং যস্য সঃ) অখণ্ডঃ (পরিপূর্ণঃ) মুকুন্দযশঃশশী (মুকুন্দস্য যশঃ এব শশী চন্দ্রঃ) বঃ (যুষ্মাকং) মুদং (সুখং) চিরং দিশতু (বিদধাতু)।

১৭৭। যঃ ক্ষিতৌ (পৃথিব্যাম্) উদয়ং (প্রাকট্যম্) আপ্নুবন্ সন্ নিজপ্রণয়িতাং সুধাং (স্বপ্রেমামৃতম্) অলম্ (অতিশয়েন) কিরতি (বিস্তারয়তি), উরীকৃতদ্বিজকুলাধিরাজস্থিতিঃ (উরীকৃতা

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৭৫। সুররিপু-পত্নীদিগের স্তনরূপ চক্রবাক্ ও মুখরূপ কমলসমূহ খিন্ন অর্থাৎ দুঃখগ্রস্ত করিয়া মুকুন্দের যে অখণ্ড যশশ্চন্দ্র স্বীয় অখিল সুহৃদ্রূপ চকোরদিগের চিরদিনের আনন্দ বিধান করেন, তাহা তোমাদিগের সুখ বিধান করুন্।

১৭৭। যিনি ক্ষিতিতলে উদিত হইয়া নিজ-প্রণয়রসসুধা বিস্তার করিতেছেন, সেই দ্বিজকুলের অধিরাজরূপে অবস্থিতি-অঙ্গীকারকারী, তমঃসমূহদূরকারী, জগন্মানসবশকারী শচী-নন্দনাখ্য চন্দ্র আমার মঙ্গল বিধান করুন্।

প্রভুর অন্তরে সন্তোষ, বাহিরে রোষাভাস ঃ—

শুনিয়া প্রভুর যদি অন্তরে উল্লাস ।
বাহিরে কহেন কিছু করি' রোষাভাস ॥ ১৭৮ ॥
"কাঁহা তোমার কৃষ্ণরসবাক্য-সুধাসিন্ধু ।
তা'র মধ্যে মিথ্যা কেনে স্তুতি-ক্ষারবিন্দু ॥" ১৭৯ ॥

রায়কর্তৃক শ্লোক-প্রশংসা ঃ—

রায় কহে,—"রূপের কাব্য অমৃতের পূর ।
তা'র মধ্যে এক বিন্দু দিয়াছে কর্পূর ॥" ১৮০ ॥
প্রভু কহে,—"রায়, তোমার ইহাতে উল্লাস ।
শুনিতেই লজ্জা, লোকে করে উপহাস ॥" ১৮১ ॥
রায় কহে,—"লোকের সুখ ইহার শ্রবণে ।
অভীষ্টদেবের স্মৃতি মঙ্গলাচরণে ॥" ১৮২ ॥

রায়কর্তৃক ললিতমাধবের বিবিধ অঙ্গ ও পরিচয় জিজ্ঞাসা, শ্রীরূপের নাটক-লিখিত শ্লোকোদ্ধারপূর্ব্বক উত্তরদান ঃ—

রায় কহে,—"কোন্ অঙ্গে পাত্রের প্রবেশ ?"
তবে রূপ-গোসাঞি কহে তাহার বিশেষ ॥ ১৮৩ ॥

ললিতমাধবে (১।১১) নটীর প্রতি সূত্রধারের উক্তি—

"নটতা কিরাতরাজং নিহত্য রঙ্গস্থলে কলানিধিনা ।
সময়ে তেন বিধেয়ং গুণবতি তারাকরগ্রহণম্ ॥ ১৮৪ ॥

'উদ্ঘাত্যক' নাম এই 'আমুখ'—'বীথী' অঙ্গ ।
তোমার আগে কহি,—ইহা ধার্ষ্ট্যের তরঙ্গ ॥" ১৮৫ ॥

সাহিত্যদর্পণে দৃশ্যশ্রব্য নিরূপণে (৬।২৮৯)—

পদানি ত্বগতার্থানি তদর্থগতয়ে নরাঃ ।
যোজয়ন্তি পদৈরন্যৈঃ স উদ্ঘাত্যক উচ্যতে ॥ ১৮৬ ॥

রায় কহে,—"কহ আগে অঙ্গের বিশেষ ।"
শ্রীরূপ কহেন কিছু সংক্ষেপ-উদ্দেশ ॥ ১৮৭ ॥

তত্র শ্রীবৃন্দাবনং যথা ঃ—

ললিতমাধবে (১।২৩) গার্গীর প্রতি পৌর্ণমাসীর উক্তি—

হরিমুদ্দিশতে রজোভরঃ, পুরতঃ সঙ্গময়ত্যমুং তমঃ ।
ব্রজবামদৃশাং ন পদ্ধতিঃ, প্রকটা সর্ব্বদৃশঃ শ্রুতেরপি ॥ ১৮৮ ॥

অনুভাষ্য

অঙ্গীকৃতা দ্বিজকুলস্য অধিরাজঃ তস্য স্থিতিঃ সাম্রাজ্যমর্য্যাদা যেন সঃ) লুণ্ঠিত-তমস্ততিঃ (লুণ্ঠিতা তাড়িতা তমস্ততিঃ অজ্ঞান-কৈতবপুঞ্জঃ যেন সঃ) শচীসুতাখ্যঃ (শচীনন্দন নামা) শশী (চন্দ্রঃ) মম কিমপি শর্ম্ম (কল্যাণং) বিন্যস্যতু (বিদধাতু)।

১৮৩। পূর্ব্বের (অন্ত্য, ১ম পঃ) ১৩৪ সংখ্যা ও তাহার অনুভাষ্য দ্রষ্টব্য। কোন্ অঙ্গে পাত্রের প্রবেশ,—'উদ্ঘাত্যক', 'কথোদ্ঘাত', 'প্রয়োগাতিশয়', প্রবর্ত্তক' ও 'অবগলিত'—এই পঞ্চবিধ প্রস্তাবনা ; এবং ভারতী-বৃত্তির 'প্ররোচনা', 'বীথী' ও 'প্রহসনা',—এই ত্রিবিধ অঙ্গ। শ্রীরামানন্দ শ্রীরূপকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন,—তুমি স্বকৃত-নাটকে উক্ত পঞ্চবিধ প্রস্তাবনার মধ্যে কোন্ প্রকার প্রস্তাবনায় ভারতী-বৃত্তির কোন্ অঙ্গকে স্বীকার করিয়া নটরূপী পাত্রকে রঙ্গস্থলে প্রবেশ করাইয়াছ?

১৮৪। নটতা (অভিনয়ং কুর্ব্বতা) তেন কলানিধিনা (তন্নাম্না নটেন) রঙ্গস্থলে (অভিনয়-ক্ষেত্রে) কিরাতরাজং (কিরাত-দেশাধিপং) নিহত্য গুণবতি (অনুকূল-নক্ষত্রাধিষ্ঠিতে) সময়ে তারাকরগ্রহণং (তন্নাম্ন্যা কন্যায়াঃ পাণিগ্রহণং) বিধেয়ম্ ; পক্ষান্তরে,—রঙ্গস্থলে (রঙ্গক্ষেত্রে) তেন [চতুঃষষ্টি-] কলানিধিনা (শ্রীকৃষ্ণেন) কিরাতরাজং (কংসং) নিহত্য (হত্বা) গুণবতি (দশ-মাঙ্কাখ্যে পূর্ণমনোরথনাম্নি) সময়ে তারাকরগ্রহণং (শ্রীরাধিকায়াঃ পাণিগ্রহণং) বিধেয়ম্।

১৮৫। এই শ্লোকে আমুখ অর্থাৎ প্রস্তাবনার নাম 'উদ্ঘাত্যক' এবং ভারতীবৃত্তির অঙ্গের নাম 'বীথী' কথিত হইল। সাহিত্যদর্পণে ৬ষ্ঠ পঃ ৫২০ সংখ্যায়—"বীথ্যামেকো ভবেদঙ্কঃ কশ্চিদেকোহত্র কল্প্যতে। আকাশভাষিতৈরুক্তৈশ্চিত্রাং প্রত্যুক্তিমাশ্রিতঃ।। সূচয়েদ্ভূরি শৃঙ্গারং কিঞ্চিদন্যান্ রসানপি। মুখনির্ব্বহণে সন্ধৌ অর্থ-প্রকৃতয়োহখিলাঃ।।" অর্থাৎ বীথীতে একটীমাত্র অঙ্ক আছে ; এই অঙ্কে কোন একটী নায়ক কল্পনাপূর্ব্বক আকাশবাণীদ্বারা বিচিত্র উক্তি-প্রত্যুক্তি আশ্রয় করিয়া প্রচুররূপে শৃঙ্গাররসের ও কিঞ্চিৎরূপে অন্যান্য রসসমূহেরও সূচনা করে ; এবং উহার মুখবন্ধ ও সন্ধিতে সমস্ত অর্থপ্রকৃতি বা বীজই প্রযোজ্য। এইস্থলে চন্দ্রের সহিত 'নটতা'-শব্দ যুক্ত হইলে অর্থ অস্ফুট হয়, তজ্জন্য কৃষ্ণের সহিত যুক্ত হওয়ায় পরিস্ফুটার্থবোধ-হেতু 'উদ্ঘাত্যক'-নামক প্রস্তাবনা হইল এবং কৃষ্ণসম্বন্ধি অর্থ মানিয়া লইয়াই পৌর্ণমাসীও রঙ্গস্থলে প্রবিষ্ট হইলেন।

শ্রীরূপ শ্রীরাম-রায়কে বলিতেছেন,—আপনার ন্যায় রস-শাস্ত্র-পারদর্শী পণ্ডিত ব্যক্তির সম্মুখে আমার এক একটী উক্তি

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৮৪। নৃত্য করিতে করিতে রঙ্গস্থলে কিরাতরাজ (কংসকে) নাশ করিয়া কলানিধির (কৃষ্ণচন্দ্রের) 'পূর্ণমনোরথ'-নামক গুণ-যুক্ত সময়ে তারার (শ্রীরাধার) পাণিগ্রহণ-কার্য্য বিধেয় হইতেছে।

১৮৬। মনুষ্যগণ অস্ফুটার্থ পদসকলের অর্থ বুঝিবার জন্য অন্যপদের সহিত যাহা যোজনা করে, তাহাকে 'উদ্ঘাত্যক' বলে।

১৮৮। গোক্ষুরোত্থ রজঃ হরিকে সূচনা করিতেছে ; সম্মুখে তমঃ (অন্ধকার) গোপীদিগের সহিত তাঁহাকে মিলিত করাই-তেছে ; সুতরাং গোপবধূদিগের পদ্ধতি সর্ব্বজ্ঞশ্রুতিরও অগোচর হইয়াছে।

তত্র মুরলীনিঃস্বনং যথা ঃ—

ললিতমাধবে (১।২৪) পৌর্ণমাসীর প্রতি গার্গীর উক্তি—

হ্রিয়মবগৃহ্য গৃহেভ্যঃ কর্ষতি রাধাং বনায় যা নিপুণা ।
সা জয়তি নিসৃষ্টার্থা বরবংশজকাকলী দূতী ॥ ১৮৯ ॥

তত্র শ্রীকৃষ্ণো যথা ঃ—

ললিতমাধবে (২।১১) শ্রীকৃষ্ণদর্শনে সখীর প্রতি
শ্রীরাধার উক্তি—

সহচরি নিরাতঙ্কঃ কোঽয়ং যুবা মুদিরদ্যুতি-
র্ব্রজভুবি কুতঃ প্রাপ্তো মাদ্যন্মতঙ্গজবিভ্রমঃ ।
অহহ চটুলৈরুৎসর্পদ্ভির্দৃগঞ্চলতস্করৈ-
র্মম ধৃতিধনং চেতঃকোষাদ্বিলুণ্ঠয়তীহ যঃ ॥ ১৯০ ॥

তত্র শ্রীরাধা যথা ঃ—

ললিতমাধবে (২।১০) শ্রীরাধা-দর্শনে
শ্রীকৃষ্ণের উক্তি—

বিহারসুরদীর্ঘিকা মম মনঃকরীন্দ্রস্য যা
বিলোচন-চকোরয়োঃ শরদমন্দচন্দ্রপ্রভা ।
উরোঽম্বরতটস্য চাভরণচারুতারাবলী
ময়োন্নতমনোরথৈরিয়মলম্ভি সা রাধিকা ॥" ১৯১ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৮৯। নিপুণা, তাৎপর্য্যশালিনী, শ্রেষ্ঠবংশজ-বংশীর কাকলী-রূপা যে দূতী লজ্জা দূর করাইয়া গৃহ হইতে শ্রীরাধাকে বনে আকর্ষণ করেন, তিনি জয়যুক্তা হউন্।

১৯০। হে সহচরি, নবঘনদ্যুতি, মদমত্তহস্তীর ন্যায় লীলাকারী, আশঙ্কাশূন্য এই যুবা কে? ইনি কোথা হইতে আসিয়াছেন? আহা ইনি চঞ্চলগতিদ্বারা এবং চৌরের ন্যায় দৃষ্টিদ্বারা চিত্ত-কোষ হইতে আমার চিত্তের ধৃতিধন লুটিয়া লইতেছেন।

১৯১। যে রাধিকা—আমার মনঃকরীন্দ্রের বিহারগঙ্গা-স্বরূপা, আমার চক্ষুচকোরের নিকট শরচ্চন্দ্রের অতিশয় প্রভা-স্বরূপা এবং আমার বক্ষোরূপ আকাশের নিকট তদাভরণস্বরূপ সুন্দর তারাবলীর ন্যায়, অদ্য আমি সেই রাধিকাকে উন্নত মনোরথের সহিত প্রাপ্ত হইলাম।

অনুভাষ্য

—যেন ধার্ষ্ট্য-সমুদ্রের অর্থাৎ প্রগল্ভতা-সাগরের এক একটী লহরীসদৃশ।

১৮৬। নরাঃ (আলঙ্কারিকাঃ) তু অগতার্থানি (অপ্রাপ্তার্থানি অবোধিতার্থানি) পদানি তদর্থগতয়ে (তেষাম্ অবোধিতার্থানাং পদানাং গতয়ে অববোধায়) অন্যৈঃ পদৈঃ যং যোজয়ন্তি, সঃ 'উদ্ঘাত্যকঃ' উচ্যতে (কথ্যতে)।

১৮৭। অঙ্গের বিশেষ—পূর্ব্ববর্ত্তী (অন্ত্য, ১ম পঃ) ১৫৬ সংখ্যা দ্রষ্টব্য অর্থাৎ পূর্ব্ববৎ যথাক্রমে বৃন্দাবন, মুরলীনিঃস্বন, কৃষ্ণ ও রাধিকার বর্ণন।

১৮৮। রজোভরঃ (রজসাং গোক্ষুরোত্থধূলীনাং ভরঃ পুঞ্জঃ সমূহঃ) হরিম্ উদ্দিশতে (সূচয়তি), তমঃ (অন্ধকারঃ) পুরতঃ অমুং (কৃষ্ণং) সঙ্গময়তি (সংযোজয়তি, অতঃ) ব্রজবামদৃশাং (ব্রজাঙ্গনানাং) পদ্ধতিঃ (রীতিঃ) সর্ব্বদৃশঃ (সর্ব্বজ্ঞায়াঃ) শ্রুতেঃ (বেদস্য) অপি প্রকটা চ ন (গোচরা ন স্যাৎ)।

ত্রৈগুণ্যবিষয়ক বেদে গুণাতীত কৃষ্ণের উদ্দেশ ও মিলনের কথা অব্যক্ত ; রজোগুণের দ্বারা বিক্ষেপ-হেতু কৃষ্ণবিমুখ বদ্ধ-জীবের কৃষ্ণোদ্দেশ-রাহিত্য ও তমোগুণদ্বারা আবরণহেতু তাহার কৃষ্ণমিলনাভাব ঘটিয়াছে ; কিন্তু অপ্রাকৃত-বৃন্দাবনে গাভীক্ষুরো-থিত রজোদ্বারা নিত্যমুক্তা গোপীগণের নিকট কৃষ্ণাগমন সূচিত হয় এবং তমঃ বা অন্ধকারদ্বারা নিত্যমুক্তা গোপীগণের কৃষ্ণসঙ্গম সম্পাদিত হয় ; সুতরাং শুদ্ধসত্ত্ব গোপীগণ ও শুদ্ধসত্ত্ব শ্রীবৃন্দাবন, উভয়ই ত্রৈগুণ্যবিষয়ক বেদের অগোচর, ইহাই শ্লেষার্থ।

১৮৯। যা হ্রিয়ং (লজ্জাম্) অবগৃহ্য (বিহত্য, হৃত্বা ইত্যর্থঃ) গৃহেভ্যঃ বনায় (বনগমন-নিমিত্তায় ইত্যর্থঃ) রাধাং কর্ষতি সা নিপুণা (দক্ষা) নিসৃষ্টার্থা (বিন্যস্ত-কর্ম্মভারা) বরবংশজকাকলী (বংশীধ্বনিরূপা) দূতী জয়তি (সর্ব্বোৎকর্ষেণ বর্ত্ততে)।

নিসৃষ্টার্থা,—(উঃ নীঃ দূতীভেদ-প্রকরণে ২৯ শ্লোকে) "বিন্যস্তকার্য্যভারা স্যাদ্দ্বয়োরেকতরেণ যা। যুক্ত্যোভৌ ঘটয়েদেষা নিসৃষ্টার্থা নিগদ্যতে।।"*

১৯০। হে সহচরি, অহহ ইহ (বৃন্দাবিপিনে) যঃ যুবা চটুলৈঃ (চপলৈঃ) উৎসর্পদ্ভিঃ (সর্ব্বদিক্ষু ভ্রমদ্ভিঃ) দৃগঞ্চলতস্করৈঃ (নয়ন-কটাক্ষচৌরৈঃ) মম চেতঃকোষাৎ (হৃদ্-ভাণ্ডারতঃ) ধৃতিধনং (ধৈর্য্যরূপ-ধনং) বিলুণ্ঠয়তি, মুদিরদ্যুতিঃ (মুদিরস্য মেঘস্য দ্যুতিরিব দ্যুতিঃ যস্য সঃ নবমেঘরুচিঃ) মাদ্যন্মতঙ্গজবিভ্রমঃ (মাদ্যন্ যঃ মতঙ্গজঃ তদ্বৎ বিভ্রমঃ বিলাসঃ যস্য সঃ মহামত্তগজ-বচ্চঞ্চলঃ) নিরাতঙ্কঃ (নিঃশঙ্কঃ) অয়ং যুবা কঃ? কুতঃ [চ] ব্রজভুবি প্রাপ্তঃ (সমায়াতঃ)?

১৯১। যা (রাধা) মম মনঃকরীন্দ্রস্য (হৃদয়-মাতঙ্গস্য) বিহার-সুরদীর্ঘিকা (স্বর্গঙ্গা), যা বিলোচনচকোরয়োঃ (বিলোচনে নয়নে এব চকোরৌ তয়োঃ) শরদমন্দচন্দ্রপ্রভা (শরদি অমন্দঃ পূর্ণঃ

** যে দূতী নায়ক অথবা নায়িকা উভয়ের কোন একজনের দ্বারা কার্য্যভার প্রাপ্ত হইয়া যুক্তিদ্বারা উভয়ের মিলন ঘটাইয়া থাকেন, তাঁহাকে নিসৃষ্টার্থা-দূতী বলা হয়।*

রায়কর্ত্তৃক সহস্রমুখে শ্রীরূপ-কবিত্বের অজস্র-প্রশংসা ঃ—

এত শুনি' রায় কহে প্রভুর চরণে ।
রূপের কবিত্ব প্রশংসি' সহস্র-বদনে ॥ ১৯২ ॥
"কবিত্ব না হয় এই অমৃতের ধার ।
নাটক-লক্ষণ সব, সিদ্ধান্তের সার ॥ ১৯৩ ॥
প্রেম-পরিপাটী এই অদ্ভুত বর্ণন ।
শুনি' চিত্ত-কর্ণের হয় আনন্দ-ঘূর্ণন ॥ ১৯৪ ॥

প্রাচীনকৃত শ্লোক—

কিং কাব্যেন কবেস্তস্য কিং কাণ্ডেন ধনুষ্মতঃ ।
পরস্য হৃদয়ে লগ্নঃ ন ঘূর্ণয়তি যচ্ছিরঃ ॥ ১৯৫ ॥

শ্রীরূপের প্রতি প্রভুর কৃপানুমান ঃ—

তোমার শক্তি বিনা জীবের নহে এই বাণী ।
তুমি শক্তি দিয়া কহাও,—হেন অনুমানি ॥" ১৯৬ ॥

প্রভুর শ্রীরূপ-কবিত্ব প্রশংসা ঃ—

প্রভু কহে,—"আমা-সনে হইল মিলন ।
ইহার গুণে ইহাতে আমার তুষ্ট হৈল মন ॥ ১৯৭ ॥
মধুর প্রসঙ্গ ইহার কাব্য সালঙ্কার ।
ঐছে কবিত্ব বিনা নহে রসের প্রচার ॥ ১৯৮ ॥

স্বয়ং প্রভুকর্ত্তৃক পরমস্নেহকৃপাভাজন শ্রীরূপের প্রতি ভক্তবৃন্দের কৃপা-যাচ্ঞা ঃ—

সবে কৃপা করি' ইঁহারে দেহ' এই বর ।
ব্রজলীলা-প্রেমরস যেন বর্ণে নিরন্তর ॥ ১৯৯ ॥

প্রভুকর্ত্তৃক শ্রীসনাতনের প্রশংসা ও বৈরাগ্যযুক্-প্রেমভক্তি-সিদ্ধান্ত-রস-পাণ্ডিত্যবিষয়ে শ্রীরায়ের সহিত সাম্য-জ্ঞান ঃ—

ইঁহার যে জ্যেষ্ঠভ্রাতা, নাম—'সনাতন' ।
পৃথিবীতে বিজ্ঞবর নাহি তাঁ'র সম ॥ ২০০ ॥
তোমার যৈছে বিষয়ত্যাগ, তৈছে তাঁ'র রীতি ।
দৈন্য-বৈরাগ্য-পাণ্ডিত্যের তাঁহাতেই স্থিতি ॥ ২০১ ॥

শ্রীরূপ-সনাতনকে শক্তিসঞ্চারপূর্ব্বক ব্রজে প্রেরণ-বর্ণন ঃ—

এই দুই ভাইয়ে আমি পাঠাইলুঁ বৃন্দাবনে ।
শক্তি দিয়া ভক্তিশাস্ত্র করিতে প্রবর্ত্তনে ॥" ২০২ ॥

রায়ের প্রভুকে প্রয়োজক-কর্ত্তৃজ্ঞানে স্তুতি ঃ—

রায় কহে,—"ঈশ্বর তুমি যে চাহ করিতে ।
কাষ্ঠের পুতলী তুমি পার নাচাইতে ॥ ২০৩ ॥

রায়ের কীর্ত্তনে ও শ্রীরূপের লিখনে একই প্রেম-ভক্তিরস-প্রচার ঃ—

মোর মুখে যে-সব রস করিলা প্রচারণে ।
সেই রস দেখি এই ইহার লিখনে ॥ ২০৪ ॥

স্বীয় ইচ্ছা-চালিত ভক্তদ্বারা অপ্রাকৃত-ব্রজরস-মাহাত্ম্য-প্রচারকারী প্রভু ঃ—

ভক্তে কৃপা-হেতু প্রকাশিতে চাহ ব্রজ-রস ।
যা'রে করাও, সেই করিবে জগৎ তোমার বশ ॥"২০৫॥

শ্রীরূপকে প্রভুর আলিঙ্গন, শ্রীরূপের ভক্তপদ-বন্দন ঃ—

তবে মহাপ্রভু কৈলা রূপে আলিঙ্গন ।
তাঁ'রে করাইলা সবার চরণ-বন্দন ॥ ২০৬ ॥

নিত্যানন্দাদ্বৈতাদি সকলের শ্রীরূপকে আলিঙ্গন ঃ—

অদ্বৈত-নিত্যানন্দাদি সব ভক্তগণ ।
কৃপা করি' রূপে সবে কৈলা আলিঙ্গন ॥ ২০৭ ॥

শ্রীরূপের প্রতি প্রভুকৃপা ও শ্রীরূপের কৃষ্ণাকর্ষক গুণদর্শনে সকলের বিস্ময় ঃ—

প্রভু-কৃপা রূপে, আর রূপের সদ্‌গুণ ।
দেখি' চমৎকার হৈল সবাকার মন ॥ ২০৮ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৯৫। অপরের হৃদয়লগ্ন হইয়া যদি তাহার মস্তকই চঞ্চল না করিতে পারে, তবে কবির কাব্যে এবং ধানুকীর ধনুতে কি প্রয়োজন?

ইতি অমৃতপ্রবাহ-ভাষ্যে প্রথম পরিচ্ছেদ।

অনুভাষ্য

যঃ চন্দ্রঃ তস্য প্রভা), যা উরোঽম্বরতটস্য (উরঃ বক্ষঃ এব অম্বরং আকাশং তস্য তটে ক্ষেত্রে) চ আভরণচারুতারাবলী (আভরণেষু অলঙ্কারেষু চারুতারাবলী সুন্দরনক্ষত্রমণ্ডলী) চ, সা ইয়ং রাধিকা ময়া (কৃষ্ণেন) উন্নতমনোরথৈঃ (বহুদিনমনোবাঞ্ছিতৈঃ হেতু-ভূতৈঃ) সাম্প্রতম্ অলম্ভি (প্রাপ্তবতী)।

১৯৫। তস্য কবেঃ কাব্যেন (রসাত্মক-বাক্যেন) কিম্? ধনুষ্মতঃ (ধনুর্দ্ধরেণ) কাণ্ডেন (বাণেন) কিং (প্রয়োজনম্)?— যৎ কাব্যং কাণ্ডঞ্চ পরস্য হৃদয়ে লগ্নং সৎ, তস্য শিরঃ ন ঘূর্ণয়তি?

২০১। শ্রীমহাপ্রভু শ্রীরামানন্দ-রায়কে বলিলেন,—তুমি সমস্ত বিষয় পরিত্যাগ করিয়া যেরূপভাবে ঐকান্তিক কৃষ্ণসেবা করিতেছ, সনাতন-গোস্বামীও ঠিক তোমারই ন্যায় কৃষ্ণেতর বিষয়সমূহ ছাড়িয়া সর্ব্বক্ষণ তদ্রূপ 'তৃণাদপি সুনীচ' অর্থাৎ নিষ্কিঞ্চন-ভাববিশিষ্ট ও কৃষ্ণেতর ভোগ-বিবর্জ্জিত অর্থাৎ কৃষ্ণে-তর-বিষয়-বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া কৃষ্ণসেবারূপ বিষয় গ্রহণ-পূর্ব্বক পরাভক্তি-বিদ্যায় পারঙ্গত। নিষ্কপট দৈন্য, বৈরাগ্য ও পাণ্ডিত্যের আদর্শবিগ্রহ শ্রীসনাতন শুদ্ধ অর্থাৎ যুক্ত-বৈরাগ্য ও প্রেমভক্তিসিদ্ধান্ত-রস-পাণ্ডিত্যাদিতে ঠিক তোমারই সদৃশ অভিজ্ঞ ও পারদর্শী।

শ্রীরূপকে ঠাকুর হরিদাসের আলিঙ্গন ঃ—

তবে মহাপ্রভু সব ভক্ত লঞা গেলা ।
হরিদাস-ঠাকুর রূপে আলিঙ্গন কৈলা ॥ ২০৯ ॥

হরিদাসের শ্রীরূপ-সৌভাগ্য-প্রশংসা ঃ—

হরিদাস কহে,—"তোমার ভাগ্যের নাহি সীমা ।
যে-সব বর্ণিলা, ইহার কে জানে মহিমা ?" ২১০ ॥

শ্রীরূপকর্ত্তৃক দৈন্যজ্ঞাপন, আপনাকে যন্ত্রিপ্রভুর যন্ত্র-জ্ঞান ঃ—

শ্রীরূপ কহেন,—"আমি কিছুই না জানি ।
যেই মহাপ্রভু কহান, সেই কহি বাণী ॥" ২১১ ॥

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু (১।১।২)—

হৃদি যস্য প্রেরণয়া প্রবর্ত্তিতোঽহং বরাকরূপোঽপি ।
তস্য হরেঃ পদকমলং বন্দে চৈতন্যদেবস্য ॥ ২১২ ॥

শ্রীরূপ ও হরিদাসের কৃষ্ণকথালাপ ঃ—

এইমত দুইজন কৃষ্ণকথারঙ্গে ।
সুখে কাল গোঙায় রূপ হরিদাস-সঙ্গে ॥ ২১৩ ॥

চাতুর্ম্মাস্যান্তে গৌড়াগত ভক্তগণের গৌড়ে প্রত্যাবর্ত্তন ঃ—

চারি মাস রহি' সব প্রভুর ভক্তগণ ।
গোসাঞি বিদায় দিলা, গৌড়ে করিলা গমন ॥ ২১৪ ॥

দোলযাত্রা পর্য্যন্ত শ্রীরূপের প্রভুপদে অবস্থান ঃ—

শ্রীরূপ প্রভুপদে নীলাদ্রি রহিলা ।
দোলযাত্রা প্রভুসঙ্গে আনন্দে দেখিলা ॥ ২১৫ ॥

শ্রীরূপে প্রভুর শক্তিসঞ্চার ঃ—

দোলযাত্রা রহি' প্রভু রূপে আজ্ঞা দিলা ।
অনেক প্রসাদ করি' শক্তি সঞ্চারিলা ॥ ২১৬ ॥

বৃন্দাবনে গমনপূর্ব্বক সনাতনকে পুরী-প্রেরণে আজ্ঞা ঃ—

"বৃন্দাবনে যাহ' তুমি, রহিহ বৃন্দাবনে ।
একবার ইঁহা পাঠাইহ সনাতনে ॥ ২১৭ ॥

বৃন্দাবনে চতুর্ব্বিধ সেবা-কার্য্যভার প্রদান—(১) ভক্তিরসশাস্ত্র-রচন, (২) লুপ্ততীর্থোদ্ধরণ, (৩) শ্রীবিগ্রহ ও মন্দিরে সেবা-সংস্থাপন ও (৪) অপ্রাকৃত-ভক্তি-রসপ্রচার ঃ—

ব্রজে যাই' রসশাস্ত্র করিহ নিরূপণ ।
লুপ্ত-তীর্থ সব তাঁহা করিহ প্রচারণ ॥ ২১৮ ॥
কৃষ্ণসেবা, রসভক্তি করিহ প্রচার ।
আমিহ দেখিতে তাহা যাইমু একবার ॥" ২১৯ ॥

প্রভুর আলিঙ্গন, শ্রীরূপের প্রণাম ঃ—

এত বলি' প্রভু তাঁ'রে কৈলা আলিঙ্গন ।
রূপ-গোসাঞি শিরে ধরে প্রভুর চরণ ॥ ২২০ ॥

গৌড়দেশ হইয়া শ্রীরূপের ব্রজে আগমন ঃ—

প্রভুর ভক্তগণ-পাশে বিদায় লইলা ।
পুনরপি গৌড়পথে বৃন্দাবনে আইলা ॥ ২২১ ॥

প্রভু-রূপ-মিলন-সংবাদ-শ্রবণে অচৈতন্য জীবের চৈতন্যপদ-প্রাপ্তি ঃ—

এই ত' কহিলাঙ পুনঃ রূপের মিলন ।
ইহা যেই শুনে, পায় চৈতন্যচরণ ॥ ২২২ ॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ২২৩ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে পুনঃ শ্রীরূপ-সঙ্গোৎসবো নাম প্রথমঃ পরিচ্ছেদঃ।

অনুভাষ্য

২১২। মধ্য, ১৯শ পঃ ১৩৪ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

২১৯। মহাপ্রভুর পুনরায় বৃন্দাবন-গমন শুনা যায় না।

ইতি অনুভাষ্যে প্রথম পরিচ্ছেদ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কথাসার—মহাপ্রভুর সাক্ষাদ্দর্শন, আবেশ ও আবির্ভাব যে-যে-স্থলে হইয়াছিল, তাহার বিবরণ বলিতে গিয়া গ্রন্থকার নকুল ব্রহ্মচারীর কথা, নৃসিংহানন্দের মহিমা ও অন্যান্য ভক্তদিগের কথা লিখিয়াছেন। ভগবান্-আচার্য্যের প্রভুনিষ্ঠা-সত্ত্বেও শ্রীল স্বরূপ-দামোদর ভগবানের ভ্রাতা গোপাল-ভট্টাচার্য্যের মুখে মায়াবাদভাষ্য শুনিতে তাঁহাকে নিষেধ করেন। তদনন্তর ছোট-হরিদাস ভগবান্-আচার্য্যের আজ্ঞামতে মাধবী দেবীর নিকট হইতে চাউল ভিক্ষা করায় প্রভু তাঁহাকে বৈরাগীর প্রকৃতি-সম্ভাষণ-দোষে (দ্বার-প্রবেশ নিষেধ করিয়া) বর্জ্জন করিলেন এবং বৈষ্ণবদিগের অনুরোধ-সত্ত্বেও তাঁহাকে পুনরায় গ্রহণ করিলেন না। একবৎসর পরে ছোট-হরিদাস প্রয়াগ-ত্রিবেণীতে ডুবিয়া মরিয়া অপ্রাকৃতদেহে মহাপ্রভুকে গান শুনাইলেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ আসিয়া সেই সংবাদ বলিলে স্বরূপাদি সকলে অবগত হইলেন। (অঃ প্রঃ ভাঃ)

ছয়রূপে বিলাসকারী সাবরণ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-মহাপ্রভুর ও সেবারত প্রেষ্ঠালি-পরিবেষ্টিত শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রণাম ঃ—

বন্দেঽহং শ্রীগুরোঃ শ্রীযুত-পদকমলং শ্রীগুরূন্ বৈষ্ণবাংশ্চ
শ্রীরূপং সাগ্রজাতং সহগণ-রঘুনাথান্বিতং তং সজীবম্ ।
সাদ্বৈতং সাবধূতং পরিজনসহিতং কৃষ্ণচৈতন্য-দেবং
শ্রীরাধা-কৃষ্ণপাদান্ সহগণ-ললিতা-শ্রীবিশাখান্বিতাংশ্চ ॥১

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ২ ॥

তিনপ্রকারে প্রভুর জীবোদ্ধার ঃ—

সর্ব্বলোক উদ্ধারিতে গৌর-অবতার ।
নিস্তারের হেতু তা'র ত্রিবিধ প্রকার ॥ ৩ ॥

(১) সাক্ষাদ্-দর্শন, (২) যোগ্যজীবে আবেশ ও (৩) আবির্ভাব ঃ—

সাক্ষাৎ-দর্শন, আর যোগ্যভক্ত-জীবে ।
'আবেশ' করয়ে কাঁহা হঞা 'আবির্ভাবে' ॥ ৪ ॥

ত্রিবিধ প্রাকট্য-বর্ণন ঃ—

'সাক্ষাৎ-দর্শনে' প্রায় সব নিস্তারিলা ।
নকুল-ব্রহ্মচারীর দেহে 'আবিষ্ট' হইলা ॥ ৫ ॥

ঈশ্বরের স্বভাব ঃ—

প্রদ্যুম্ন-নৃসিংহানন্দ আগে কৈলা 'আবির্ভাব' ।
'লোক নিস্তারিব',—এই ঈশ্বর-স্বভাব ॥ ৬ ॥

ত্রিবিধ প্রাকট্যের ফল-বর্ণন ; প্রভুর 'সাক্ষাদ্দর্শনের' ফল ঃ—

সাক্ষাৎ-দর্শনে সব জগৎ তারিলা ।
একবার যে দেখিলা, সে কৃতার্থ হইলা ॥ ৭ ॥
গৌড়-দেশের ভক্তগণ প্রত্যব্দ আসিয়া ।
পুনঃ গৌড়দেশে যায় প্রভুরে মিলিয়া ॥ ৮ ॥
আর নানা-দেশের লোক দেখি' জগন্নাথ ।
চৈতন্য-চরণ দেখি' হইল কৃতার্থ ॥ ৯ ॥
সপ্তদ্বীপের লোক আর নবখণ্ডবাসী ।
দেব, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর—মনুষ্য-বেশে আসি' ॥ ১০ ॥
প্রভুরে দেখিয়া যায় 'বৈষ্ণব' হঞা ।
কৃষ্ণ বলি' নাচে সব প্রেমাবিষ্ট হঞা ॥ ১১ ॥

প্রভুর আবেশের হেতু, দেশ, কাল ও পাত্র-বৈশিষ্ট্য-বর্ণন ঃ—

এইমত দর্শনে ত্রিজগৎ নিস্তারি' ।
যে কেহ আসিতে নারে অনেক সংসারী ॥ ১২ ॥
তা-সবা তারিতে প্রভু সেই সব দেশে ।
যোগ্যভক্ত-জীবদেহে করেন 'আবেশে' ॥ ১৩ ॥

আবেশের ফল ঃ—

সেই জীবে নিজ ভক্তি করেন প্রকাশে ।
তাহার দর্শনে 'বৈষ্ণব' হয় সর্ব্বদেশে ॥ ১৪ ॥
এইমত আবেশে তারিল ত্রিভুবন ।
গৌড়ে যৈছে আবেশ, কহি' দিগ্‌দরশন ॥ ১৫ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১। আমি শ্রীগুরুর পদকমল এবং গুরুসকল, বৈষ্ণবসকল, রূপগোস্বামী, সনাতনগোস্বামী, সগণ রঘুনাথ ও জীব, অদ্বৈতপ্রভু, নিত্যানন্দপ্রভু এবং পরিজনসহিত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব, গণসহিত ললিতাবিশাখাদিযুক্ত শ্রীরাধাকৃষ্ণকে বন্দনা করি।

৩-৪। জীবকে সাক্ষাৎ দর্শন দিয়া, কোন যোগ্যভক্ত-জীবে আবিষ্ট হইয়া এবং কোন ভক্তজীবে আবির্ভূত হইয়া জীব উদ্ধার করেন।

অনুভাষ্য

১। অহং শ্রীগুরোঃ (মন্ত্রদীক্ষাগুরোঃ ভজনশিক্ষাগুরোঃ বা) শ্রীযুতপদকমলং (শ্রীমচ্চরণসরোজং) শ্রীগুরূন্ (পরমপরাৎপর-প্রভৃতি-গুরুগণান্ শ্রীমদানন্দতীর্থ-শ্রীমন্মাধবেন্দ্রপুরী-প্রমুখ-গুরুবর্গান্) বৈষ্ণবান্ (চতুর্যুগোদ্ভূতান্ ভাগবতান্) চ, সাগ্রজাতং (অগ্রজেন শ্রীমতা গোস্বামিনা সনাতনেন সহ বর্ত্তমানং), সহ-গণরঘুনাথান্বিতং (স্বভক্তৈঃ সহ রূপানুগেন শ্রীরঘুনাথেন দাস-গোস্বামিনা চ সহ সহিতং) সজীবং (নিজানুকম্পিতেন রূপানুগেণ শ্রীজীবগোস্বামিনা সহ বিদ্যমানং) তং শ্রীরূপং, সাদ্বৈতং (অদ্বৈত-প্রভুসহিতং) সাবধূতং (নিত্যানন্দপ্রভুসমন্বিতং) পরিজনসহিতং (সাবরণ-পার্ষদং) কৃষ্ণচৈতন্যদেবং (মহাপ্রভুং) ; সহগণললিতা-শ্রীবিশাখান্বিতান্ (গণেন সখিমঞ্জরীভিঃ সহ বর্ত্তমানাভ্যাং ললিতাবিশাখাভ্যাম্ অন্বিতান্ যুক্তান্) শ্রীরাধাকৃষ্ণপাদান্ চ বন্দে।

৫-৬। 'সাক্ষাৎ দর্শন' প্রদান করিয়া, নকুল-ব্রহ্মচারীর দেহে 'আবিষ্ট' হইয়া এবং প্রদ্যুম্ন বা নৃসিংহানন্দ-ব্রহ্মচারীর সম্মুখে 'আবির্ভূত' হইয়া মহাপ্রভু লোকসমূহ নিস্তার করিলেন। (১) শ্রীশচীর গৃহমন্দিরে, (২) শ্রীনিত্যানন্দের নর্ত্তনস্থলে, (৩) শ্রীবাসাঙ্গনে কীর্ত্তনস্থলে এবং (৪) শ্রীরাঘব-ভবনে,—এই চারিটী স্থানে মহাপ্রভু নিত্য 'আবির্ভাব' প্রকটিত করিতেন (৩৪ সংখ্যা দ্রষ্টব্য)।

১০। সপ্তদ্বীপ—মধ্য ২০শ পঃ ২১৮ সংখ্যার অনুভাষ্য এবং ভাঃ ৫।১৬, ২০ অঃ দ্রষ্টব্য।

নবখণ্ড—সিদ্ধান্তশিরোমণিতে গোলাধ্যায়ে ভুবনকোশে "ঐন্দ্রং কশেরুসকলং কিল তাম্রপর্ণমন্যদ্‌গভস্তিমদতশ্চ কুমারিকাখ্যম্। নাগঞ্চ সৌম্যমিহ বারুণমন্ত্যখণ্ডং গান্ধর্ব্ব-সংজ্ঞমিতি ভারতবর্ষমধ্যে।।" (১) ঐন্দ্র, (২) কশেরু, (৩) তাম্রপর্ণ, (৪) গভস্তিমৎ, (৫) কুমারিকা, (৬) নাগ, (৭) সৌম্য, (৮) বারুণ ও (৯) গান্ধর্ব্ব।

'আবেশের' দৃষ্টান্ত—নকুল ব্রহ্মচারীতে প্রভুর 'আবেশ' ও তাঁহার অবস্থা-বর্ণন ঃ—

আম্বুয়া-মুলুকে হয় নকুল ব্রহ্মচারী।
পরম-বৈষ্ণব তেঁহো বড় অধিকারী ॥ ১৬ ॥
গৌড়দেশে লোক নিস্তারিতে মন হৈল।
নকুল-হৃদয়ে প্রভু 'আবেশ' করিল ॥ ১৭ ॥
গ্রহগ্রস্তপ্রায় নকুল প্রেমাবিষ্ট হঞা।
হাসে, কান্দে, নাচে গায় উন্মত্ত হঞা ॥ ১৮ ॥
অশ্রু, কম্প, স্তম্ভ, স্বেদ, সাত্ত্বিক বিকার।
নিরন্তর প্রেমে নৃত্য, সঘন হুঙ্কার ॥ ১৯ ॥
তৈছে গৌরকান্তি, তৈছে সদা প্রেমাবেশ।
তাহাতে দেখিতে আইসে সর্ব্ব গৌড়দেশ ॥ ২০ ॥

ব্রহ্মচারীর উপদেশ ঃ—

যা'রে দেখে তা'রে কহে,—'কহ কৃষ্ণনাম'।
তাঁহার দর্শনে লোক হয় প্রেমোদ্দাম ॥ ২১ ॥
চৈতন্যের আবেশ হয় নকুলের দেহে।
শুনি' শিবানন্দ আইলা করিয়া সন্দেহে ॥ ২২ ॥

শিবানন্দের সংশয় ও পরীক্ষণেচ্ছা ঃ—

পরীক্ষা করিতে তাঁর যবে ইচ্ছা হৈল।
বাহিরে রহিয়া তবে বিচার করিল ॥ ২৩ ॥

শিবানন্দের বিচার ও দূরে অবস্থান ঃ—

'আপনে বোলান মোরে, ইহা যদি জানি।
আমার ইষ্ট-মন্ত্র জানি' কহেন আপনি ॥ ২৪ ॥
তবে জানি, ইঁহাতে হয় চৈতন্য-আবেশে।'
এত চিন্তি' শিবানন্দ রহিলা দূরদেশে ॥ ২৫ ॥
অসংখ্য লোকের ঘটা,—কেহ আইসে যায়।
লোকের সংঘট্টে কেহ দর্শন না পায় ॥ ২৬ ॥

শিবানন্দকে সমীপে আনয়নার্থ লোকপ্রেরণ ঃ—

ব্রহ্মচারী কহে,—"শিবানন্দ আছে দূরে।
জন দুই-চারি যাহ, বোলাহ তাহারে ॥" ২৭ ॥
চারিদিকে ধায় লোকে 'শিবানন্দ' বলি'।
"শিবানন্দ কোন্, তোমায় বোলায় ব্রহ্মচারী ॥" ২৮ ॥

শিবানন্দের সত্বর আগমন ঃ—

শুনি' শিবানন্দ সেন তাঁহা শীঘ্র আইল।
নমস্কার করি' তাঁর নিকটে বসিল ॥ ২৯ ॥

শিবানন্দের সন্দেহ-ভঞ্জন ঃ—

ব্রহ্মচারী বলে,—"তুমি করিলা সংশয়।
এক মনা হঞা তাহা শুনহ নিশ্চয় ॥ ৩০ ॥
'গৌরগোপাল-মন্ত্র' তোমার চারি অক্ষর।
অবিশ্বাস ছাড়, যেই করিয়াছ অন্তর ॥" ৩১ ॥

শিবানন্দের প্রত্যয় ঃ—

তবে শিবানন্দের মনে প্রতীতি হইল।
অনেক সম্মান করি' বহু ভক্তি কৈল ॥ ৩২ ॥
এইমত মহাপ্রভুর অচিন্ত্য প্রভাব।
এবে শুন প্রভুর যৈছে হয় 'আবির্ভাব' ॥ ৩৩ ॥

প্রেমাকৃষ্ট প্রভুর 'নিত্য-আবির্ভাবের' স্থানচতুষ্টয় ঃ—

শচীর মন্দিরে, আর নিত্যানন্দ-নর্ত্তনে।
শ্রীবাস-কীর্ত্তনে আর রাঘব-ভবনে ॥ ৩৪ ॥
এই চারি ঠাঞি, প্রভুর সদা 'আবির্ভাব'।
প্রেমাবিষ্ট হয়,—প্রভুর সহজ স্বভাব ॥ ৩৫ ॥

কদাচিৎ 'আবির্ভাবের' দৃষ্টান্ত ; প্রদ্যুম্ন বা নৃসিংহ ব্রহ্মচারীর বৃত্তান্ত-বর্ণন ঃ—

নৃসিংহানন্দের আগে আবির্ভূত হঞা।
ভোজন করিলা, তাহা শুন মন দিয়া ॥ ৩৬ ॥

শ্রীকান্তসেনের কথা ; প্রভুদর্শনার্থ তাঁহার একাকী শ্রীক্ষেত্রে গমন ঃ—

শিবানন্দের ভাগিনা শ্রীকান্ত-সেন নাম।
প্রভুর কৃপাতে তেঁহো বড় ভাগ্যবান্ ॥ ৩৭ ॥
এক বৎসর তেঁহো প্রথম একেশ্বর।
প্রভু দেখিবারে আইলা উৎকণ্ঠা অন্তর ॥ ৩৮ ॥

তৎপ্রতি প্রভুর কৃপা ও আদেশ ঃ—

মহাপ্রভু তা'রে দেখি' বড় কৃপা কৈলা।
মাস-দুই তেঁহো প্রভুর নিকটে রহিলা ॥ ৩৯ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৬। আম্বুয়া-মুলুক—সে-সময় মুলুক বিভাগ করিয়া এক-এক-স্থানে যবন-রাজদিগের তহশীল-কাছারি ছিল ; 'অম্বিকা' (বর্দ্ধমান জেলার কালনা-নগরের সংলগ্ন পল্লীবিশেষ)-নামক স্থানে একটী মুলুক ছিল। সে অধিকারে যে স্থানটী এখন 'প্যারী-গঞ্জ' বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে, সেইস্থলে নকুল ব্রহ্মচারী থাকিতেন।

অনুভাষ্য

২০। সর্ব্বগৌড়দেশ—সকল গৌড়দেশবাসী (গৌড়ীয়গণ)।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৩১। গৌরগোপালমন্ত্র—গৌরবাদিগণ 'গৌরাঙ্গ'-নামে চতুরক্ষর-গৌরমন্ত্রকে উদ্দেশ করেন ; কেবল-কৃষ্ণবাদিগণ এই 'গৌরগোপালমন্ত্র'-শব্দে রাধাকৃষ্ণের চতুরক্ষর-মন্ত্রকে উদ্দেশ করেন।

অনুভাষ্য

২১। প্রেমোদ্দাম—প্রেমপ্রমত্ত।

৩১। অন্তর—মনে।

গৌড়ীয় ভক্তগণকে পুরী আসিতে নিষেধাজ্ঞা ঃ—

তবে প্রভু তাঁরে আজ্ঞা কৈলা গৌড়ে যাইতে ।
ভক্তগণে নিষেধিলা ইহাঁকে আসিতে ॥ ৪০ ॥

পৌষমাসে স্বয়ং গৌড়ে যাইবার অঙ্গীকার ঃ—

"এ-বৎসর তাঁহা আমি যাইমু আপনে ।
তাঁহাই মিলিমু সব অদ্বৈতাদি সনে ॥ ৪১ ॥
শিবানন্দে কহিহ,—আমি এই পৌষমাসে ।
আচম্বিতে অবশ্য আমি যাইব তাঁ'র পাশে ॥ ৪২ ॥
জগদানন্দ হয় তাঁহা, তেঁহো ভিক্ষা দিবে ।
সবারে কহিহ,—এ বৎসর কেহ না আসিবে ॥" ৪৩ ॥

গৌড়ে আসিয়া শ্রীকান্তের প্রভু-আজ্ঞা-জ্ঞাপন, ভক্তগণের সানন্দে গৌড়ে অবস্থান ঃ—

শ্রীকান্ত আসিয়া গৌড়ে সন্দেশ কহিল ।
শুনি' ভক্তগণ-মনে আনন্দ হইল ॥ ৪৪ ॥

শিবানন্দ ও জগদানন্দের প্রত্যহ প্রভু-প্রতীক্ষা ঃ—

চলিতেছিলা আচার্য্য, রহিলা স্থির হঞা ।
শিবানন্দ, জগদানন্দ রহে প্রত্যাশা করিয়া ॥ ৪৫ ॥
পৌষমাসে আইল দুঁহে সামগ্রী করিয়া ।
সন্ধ্যা-পর্য্যন্ত রহে অপেক্ষা করিয়া ॥ ৪৬ ॥

প্রভুর আগমনাভাবে উভয়ের দুঃখ ঃ—

এইমত মাস গেল, গোসাঞি না আইলা ।
জগদানন্দ, শিবানন্দ দুঃখিত হইলা ॥ ৪৭ ॥

প্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারীর আগমন ও দুঃখকারণ জিজ্ঞাসা ঃ—

আচম্বিতে নৃসিংহানন্দ তাঁহাই আইলা ।
দুঁহে তাঁ'রে মিলি' তবে স্থানে বসাইলা ॥ ৪৮ ॥
দুঁহে দুঃখী ভাবে দেখি' কহে নৃসিংহানন্দ ।
"তোমা দুঁহাকারে কেনে দেখি নিরানন্দ ??" ৪৯ ॥

শিবানন্দের সর্ব্ববৃত্তান্ত-জ্ঞাপন ঃ—

তবে শিবানন্দ তাঁরে সকল কহিলা ।
"আসিতে আজ্ঞা দিয়া প্রভু কেনে না আইলা ॥" ৫০ ॥

প্রদ্যুম্নকর্ত্তৃক আশ্বাস বা প্রবোধ-দান ঃ—

শুনি' ব্রহ্মচারী কহে,—"করহ সন্তোষে ।
আমি ত' আনিব তাঁরে তৃতীয় দিবসে ॥" ৫১ ॥

শিবানন্দ ও জগদানন্দ, উভয়ের বিশ্বাস ঃ—

তাঁহার প্রভাব-প্রেম জানে দুইজনে ।
আনিবে প্রভুরে এবে নিশ্চয় কৈলা মনে ॥ ৫২ ॥

'নৃসিংহানন্দ'-নাম প্রাপ্তির কারণ ঃ—

'প্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারী'—তাঁ'র নিজ-নাম ।
'নৃসিংহানন্দ'-নাম তাঁ'র কৈলা গৌরধাম ॥ ৫৩ ॥

প্রভুকে প্রকটিত করিতে প্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারীর প্রতিজ্ঞা ও ভোগরন্ধনোদ্‌যোগ ঃ—

দুইদিন ধ্যান করি' শিবানন্দেরে কহিল ।
"পানিহাটি-গ্রামে আমি প্রভুরে আনিল ॥ ৫৪ ॥
কালি মধ্যাহ্নে তেঁহো আসিবেন তোমার ঘরে ।
পাক-সামগ্রী আনহ, আমি ভিক্ষা দিমু তাঁ'রে ॥ ৫৫ ॥
তবে তাঁ'রে এথা আমি আনিব সত্বর ।
নিশ্চয় কহিলাঙ, কিছু সন্দেহ না কর ॥ ৫৬ ॥
যে চাহিয়ে, তাহা কর হঞা তৎপর ।
অতি ত্বরায় করিব পাক, শুন অতঃপর ॥ ৫৭ ॥
পাক-সামগ্রী আনহ, আমি যাহা চাই ।"
যে মাগিল, শিবানন্দ আনি' দিলা তাই ॥ ৫৮ ॥

প্রদ্যুম্নের রন্ধন এবং প্রভু, জগন্নাথ ও স্বেষ্টদেব নৃসিংহ, প্রত্যেকের জন্য তিনটী পৃথক্ নৈবেদ্য-ভোগসজ্জা ঃ—

প্রাতঃকাল হৈতে পাক করিলা অপার ।
নানা সূপ, ব্যঞ্জন, পিঠা, ক্ষীর-উপহার ॥ ৫৯ ॥
জগন্নাথের ভিন্ন ভোগ পৃথক্ বাড়িল ।
চৈতন্যপ্রভুর লাগি' আর ভোগ কৈল ॥ ৬০ ॥
ইষ্টদেব নৃসিংহ লাগি' পৃথক্ বাড়িল ।
তিনজনে সমর্পিয়া বাহিরে ধ্যান কৈল ॥ ৬১ ॥

ব্রহ্মচারীর ধ্যানে 'আবির্ভূত' প্রভুর নৈবেদ্যত্রয়-ভক্ষণ ঃ—

দেখে, শীঘ্র আসি' বসিলা চৈতন্য-গোসাঞি ।
তিন ভোগ খাইলা, কিছু অবশিষ্ট নাই ॥ ৬২ ॥

তদ্দর্শনে প্রদ্যুম্নের অন্তরে আনন্দ, বাহ্যে দুঃখাভাস ঃ—

আনন্দে বিহ্বল প্রদ্যুম্ন, পড়ে অশ্রুধার ।
"হাহা কিবা কর" বলি' করয়ে ফুৎকার ॥ ৬৩ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৪৪। সন্দেশ—সংবাদ।

অনুভাষ্য

৩৮। একেশ্বর—একক, ভৃত্যরহিত।

৪০। ইহাঁকে—এইস্থানে, শ্রীপুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে ।

৪১। তাঁহা—গৌড়ে ।

৪৪। সন্দেশ—আগামী পৌষমাসে প্রভুর গৌড়ে আগমন-বার্ত্তা।

৪৫। আচার্য্য—শ্রীঅদ্বৈত প্রভু।

প্রভুর প্রতি প্রদ্যুম্নের অনুযোগ ; স্বীয় ইষ্টদেব-নৃসিংহে নিষ্ঠা ঃ—

"জগন্নাথে-তোমায় ঐক্য, খাও তাঁ'র ভোগ।
নৃসিংহের ভোগ কেনে কর উপযোগ ॥ ৬৪ ॥
নৃসিংহের জানি হৈল আজি উপবাস।
ঠাকুর উপবাসী রহে, জিয়ে কৈছে দাস ??" ৬৫ ॥
ভোজন দেখি' যদ্যপি তাঁ'র হৃদয়ে উল্লাস।
নৃসিংহ লক্ষ্য করি' বাহ্যে কিছু করে দুঃখাভাস ॥ ৬৬ ॥

ভোগত্রয়ান্ন-ভোজন-লীলাদ্বারা প্রভুর প্রদ্যুম্নকে সর্ব্ব-বিষ্ণুতত্ত্বসহ স্বীয় অভেদ বা ঐক্য-প্রদর্শন ঃ—

স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণচৈতন্য-গোসাঞি।
জগন্নাথ-নৃসিংহ-সহ কিছু ভেদ নাই ॥ ৬৭ ॥
ইহা জানিবারে প্রদ্যুম্নের গূঢ় হৈল মন।
তাহা দেখাইলা প্রভু করিয়া ভোজন ॥ ৬৮ ॥

ভোজনান্তে প্রভুর পাণিহাটিস্থ রাঘব-ভবনে নিত্যাবস্থান-নিমিত্ত গমন ঃ—

ভোজন করিয়া প্রভু গেলা পাণিহাটি।
সন্তোষ পাইলা দেখি' ব্যঞ্জন-পরিপাটী ॥ ৬৯ ॥

শিবানন্দকর্ত্তৃক ব্রহ্মচারীর দুঃখিত-ভাবের কারণ-জিজ্ঞাসা ও ব্রহ্মচারীর সর্ব্ববৃত্তান্ত-বর্ণন ঃ—

শিবানন্দ কহে,—"কেনে করহ ফুৎকার?"
ব্রহ্মচারী কহে,—"দেখ, প্রভুর ব্যবহার ॥ ৭০ ॥
তিনজনার ভোগ তেঁহো একেলা খাইলা।
জগন্নাথ-নৃসিংহ উপবাসী হইলা ॥" ৭১ ॥

শিবানন্দের সন্দেহ ঃ—

শুনি শিবানন্দের চিত্তে হইল সংশয়।
কিবা প্রেমাবেশে কহে, কিবা সত্য হয় ॥ ৭২ ॥

শিবানন্দকে শ্রীনৃসিংহ-ভোগোদ্‌যোগার্থ আদেশ ঃ—

তবে শিবানন্দে কিছু কহে ব্রহ্মচারী।
"সামগ্রী আনহ নৃসিংহের, পুনঃ পাক করি ॥ ৭৩ ॥

নৃসিংহকে পুনঃ ভোগসমর্পণ ঃ—

তবে শিবানন্দ ভোগ-সামগ্রী আনিলা।
পাক করি' নৃসিংহের ভোগ লাগাইলা ॥ ৭৪ ॥

পরবর্ত্তী বর্ষায় গৌড়ীয় ভক্তগণের পুরী-গমন ঃ—

বর্ষান্তরে শিবানন্দ লঞা ভক্তগণ।
নীলাচলে দেখে যাঞা প্রভুর চরণ ॥ ৭৫ ॥

একদিন প্রভুকর্ত্তৃক নৃসিংহানন্দের পূর্ব্বোক্ত ভোজন-বৃত্তান্ত-বর্ণন ঃ—

একদিন সভাতে প্রভু বাত চালাইলা।
নৃসিংহানন্দের গুণ কহিতে লাগিলা ॥ ৭৬ ॥
"গতবর্ষ পৌষে মোরে করাইলা ভোজন।
কভু নাহি খাই ঐছে মিষ্টান্ন-ব্যঞ্জন ॥" ৭৭ ॥

প্রভুবাক্যে শিবানন্দের পূর্ব্ব-সন্দেহ-ভঞ্জন ঃ—

শুনি' সভ্যগণ মনে আশ্চর্য্য মানিল।
শিবানন্দের মনে তবে প্রত্যয় জন্মিল ॥ ৭৮ ॥

স্থানচতুষ্টয়ে প্রভুর 'নিত্যাবির্ভাব' ঃ—

এইমত শচীগৃহে সতত ভোজন।
শ্রীবাসের গৃহে করেন কীর্ত্তন-দর্শন ॥ ৭৯ ॥
নিত্যানন্দের নৃত্য দেখেন আসি' বারে বারে।
'নিরন্তর আবির্ভাব' রাঘবের ঘরে ॥ ৮০ ॥

ভক্তপ্রেমবশ গৌরসুন্দর ঃ—

প্রেমবশ গৌরপ্রভু, যাঁহা প্রেমোত্তম।
প্রেমবশ হঞা তাহা দেন দরশন ॥ ৮১ ॥

শিবানন্দের অনির্ব্বচনীয় গৌরপ্রেম ঃ—

শিবানন্দের প্রেমসীমা কে কহিতে পারে?
যাঁ'র প্রেমে বশ প্রভু আইসে বারে বারে ॥ ৮২ ॥

গৌরাবির্ভাব-শ্রবণে কৃষ্ণচৈতন্য-মহিমাবগতি ঃ—

এই ত' কহিলু গৌরের 'আবির্ভাব'।
ইহা যেই শুনে, জানে চৈতন্য-প্রভাব ॥ ৮৩ ॥

অপরপ্রসঙ্গ বর্ণন ; ভগবান্ আচার্য্যের বৃত্তান্ত-বর্ণন ঃ—

পুরুষোত্তমে প্রভু-পাশে ভগবান্ আচার্য্য।
পরম বৈষ্ণব তেঁহো সুপণ্ডিত আর্য্য ॥ ৮৪ ॥
সখ্যভাবাক্রান্ত-চিত্ত, গোপ-অবতার।
স্বরূপ-গোসাঞি-সহ সখ্য-ব্যবহার ॥ ৮৫ ॥

মধ্যে মধ্যে গৃহে রন্ধন করিয়া একাকী প্রভুকে নিমন্ত্রণ ঃ—

একান্তভাবে আশ্রিয়াছেন চৈতন্যচরণ।
মধ্যে মধ্যে প্রভুর তেঁহো করেন নিমন্ত্রণ ॥ ৮৬ ॥
ঘরে ভাত করি' করেন বিবিধ ব্যঞ্জন।
একলে গোসাঞি লঞা করান ভোজন ॥ ৮৭ ॥

ভগবান্ আচার্য্য এবং তৎপিতা ও অনুজের চরিত্র ঃ—

তাঁর পিতা 'বিষয়ী' বড় শতানন্দ-খাঁন।
'বিষয়বিমুখ' আচার্য্য—'বৈরাগ্যপ্রধান' ॥ ৮৮ ॥

অনুভাষ্য

৪৭। গোসাঞি—মহাপ্রভু।

৭৬। বাত চালাইলা—প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলেন।

৮৪। ভগবান্ আচার্য্য—আদি ১০ম পঃ ১৩৬ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

৮৭। ঘরে ভাত করি'—শ্রীজগন্নাথের প্রসাদদ্রব্য আনাইয়া তদ্দ্বারা পরিবারবর্গ, ভিক্ষুক বা নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণের তৃপ্তি-বিধানের পরিবর্ত্তে গৃহে ভোজন করাইবার নিমিত্ত তাহাদিগকে

'গোপাল-ভট্টাচার্য্য' নাম, তাঁর ছোট ভাই।
কাশীতে বেদান্ত পড়ি' গেলা আচার্য্য ঠাঞি ॥ ৮৯ ॥
আচার্য্য তাহারে প্রভুপদে মিলাইলা।
অন্তর্যামী প্রভু চিত্তে সুখ না পাইলা ॥ ৯০ ॥

শুদ্ধকৃষ্ণভজনেই গৌরপ্রীতি, অভক্তের ভক্তিবিরোধিনী বিদ্ধা-চেষ্টায় তাঁহার অনাদর ঃ—

আচার্য্য-সম্বন্ধে বাহ্যে করে প্রীত্যাভাস।
কৃষ্ণভক্তি বিনা প্রভুর না হয় উল্লাস ॥ ৯১ ॥

একদিন কনিষ্ঠের মুখে স্বরূপকে শাঙ্কর-মায়াবাদ-ভাষ্য-শ্রবণে আচার্য্যের অনুরোধ ঃ—

স্বরূপেরে আচার্য্য কহে আর দিনে।
"বেদান্ত পড়িয়া গোপাল আসিয়াছে এখানে ॥ ৯২ ॥
সবে মেলি' আইস, শুনি 'ভাষ্য' ইহার স্থানে।"
প্রেম-ক্রোধ করি' স্বরূপ বলয় বচনে ॥ ৯৩ ॥

স্বরূপকর্ত্তৃক ভর্ৎসনা ঃ—

"বুদ্ধিভ্রষ্ট হৈল তোমার গোপালের সঙ্গে।
মায়াবাদ শুনিবারে উপজিল রঙ্গে ॥ ৯৪ ॥

নিখিল বৈষ্ণব-গুরু শ্রীদামোদর-স্বরূপকর্ত্তৃক মায়াবাদ-দোষ-বর্ণন ও গর্হণ ; শঙ্করের মায়াবাদ-ভাষ্যের প্রতি শুদ্ধবিষ্ণুভজনেচ্ছুর ব্যবহার-বিধি ঃ—

বৈষ্ণব হঞা যেবা শারীরক-ভাষ্য শুনে।
সেব্য-সেবক-ভাব ছাড়ি' আপনারে 'ঈশ্বর' মানে ॥৯৫॥

মায়াবাদ-বিষের তীব্রতা বর্ণন ও শ্রবণে পতনাশঙ্কা ঃ—

মহাভাগবত, কৃষ্ণ প্রাণধন যাঁর।
মায়াবাদ-শ্রবণে চিত্ত অবশ্য ফিরে তাঁর ॥" ৯৬ ॥

আচার্য্যের স্বীয় কৃষ্ণনিষ্ঠা-শ্লাঘা ঃ—

আচার্য্য কহে,—" আমা সবার কৃষ্ণনিষ্ঠ-চিত্তে।
আমা-সবার মন ভাষ্য নারে ফিরাইতে ॥" ৯৭ ॥

স্বরূপকর্ত্তৃক শুদ্ধভক্তের হৃদয়বিদারক মায়াবাদের অর্থনিরূপণ ঃ—

স্বরূপ কহে.—"তথাপি মায়াবাদ-শ্রবণে।
'চিৎ, ব্রহ্ম, মায়া, মিথ্যা'—এইমাত্র শুনে ॥ ৯৮ ॥
জীবজ্ঞান—কল্পিত, ঈশ্বরে—সকল অজ্ঞান।
যাহার শ্রবণে ভক্তের ফাটে মন-প্রাণ ॥" ৯৯ ॥

আচার্য্যের স্বরূপ-বাক্যার্থোপলব্ধি এবং অনুজকে স্বগ্রামে প্রেরণ ঃ—

লজ্জা-ভয় পাঞা আচার্য্য মৌন হইলা।
আর দিন গোপালেরে দেশে পাঠাইলা ॥ ১০০ ॥

অন্য একদিন ছোট-হরিদাসকে প্রভুর ভোজনার্থ মাধবীদেবীর নিকট তণ্ডুল আনয়নে প্রেরণ ঃ—

একদিন আচার্য্য প্রভুরে কৈলা নিমন্ত্রণ।
ঘরে ভাত করি' করে বিবিধ ব্যঞ্জন ॥ ১০১ ॥
'ছোট হরিদাস' নাম প্রভুর কীর্ত্তনীয়া।
তাহারে কহেন ডাকি' আপনে আনিয়া ॥ ১০২ ॥
"মোর নামে শিখি-মাহিতির ভগিনী-স্থানে গিয়া।
শুক্লচাউল এক মান আনহ মাগিয়া ॥" ১০৩ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৯৫। শারীরক-ভাষ্য—শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য-কৃত বেদান্ত-সূত্র-ভাষ্য।

৯৬। যাঁহার প্রাণধন—কৃষ্ণ, এমন যে মহাভাগবত, তিনিও যদি মায়াবাদপূর্ণ শারীরকভাষ্য শ্রবণ করেন, তাহা হইলে তাঁহারও চিত্ত অবনত হইয়া ভক্তিচ্যুত হয়।

অনুভাষ্য

অন্নাদি-রন্ধন অর্থাৎ আমদ্রব্যাদি পাক করাকে 'ঘরভাত' বলে। উৎকলদেশে 'আমানী' এবং 'প্রসাদী'-শব্দদ্বয় ব্যবহৃত হয় ; শ্রীজগন্নাথের উদ্দেশে পক্ক নৈবেদ্য-ভোগ সমর্পিত হইলে তাহা 'প্রসাদ' এবং আমদ্রব্য রন্ধন করিলে তাহা 'আমানী' অর্থাৎ জগন্নাথদেবের 'উচ্ছিষ্ট নহে' বলিয়া বুঝিতে হইবে।

৮৯। বেদান্ত—এস্থলে বেদান্ত বা শারীরক-সূত্রের শঙ্করাচার্য্য-কৃত নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মপর ভাষ্য। আচার্য্য—জ্যেষ্ঠভ্রাতা ভগবান্ আচার্য্য।

৯৫। কেবলাদ্বৈতবাদী শঙ্কর কল্পনাশ্রয়ে শারীরক-ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্যে 'মায়াবাদ' বা 'বিদ্ধ কেবলাদ্বৈতবাদ' স্থাপন করিয়াছেন; কিন্তু ব্রহ্মসূত্রের শ্রীসম্প্রদায়ী শ্রীরামানুজ-কৃত শ্রীভাষ্যে 'বিশিষ্টাদ্বৈত-বাদ', ব্রহ্ম-সম্প্রদায়ী শ্রীমধ্ব-কৃত পূর্ণপ্রজ্ঞ-ভাষ্যে 'শুদ্ধদ্বৈতবাদ', চতুঃসন-সম্প্রদায়ী শ্রীনিম্বার্ক-কৃত পারিজাত-সৌরভ-ভাষ্যে 'দ্বৈতাদ্বৈতবাদ' এবং রুদ্রসম্প্রদায়ী শ্রীবিষ্ণুস্বামি-কৃত সর্ব্বজ্ঞ-ভাষ্যে 'শুদ্ধাদ্বৈতবাদ' বেদান্ত-তাৎপর্য্য বলিয়া কথিত হওয়ায় এবং উহাদিগের মধ্যে সেব্যসেবকভাব বিদ্যমান থাকায় ঐগুলি—ভগবদ্‌বিষ্ণু-ভক্তগণের পাঠ্য এবং তন্নিহিত তত্ত্বসমূহ—সৎ-সম্প্রদায়ের অর্থাৎ বৈষ্ণবগণের মধ্যে চির-সমাদৃত। আদি ৭ম পঃ ১০১ সংখ্যার অনুভাষ্য দ্রষ্টব্য। ব্রহ্মসূত্রে বা বেদান্ত-ব্যাখ্যায় বিদ্ধ কেবলাদ্বৈতবাদ বা নির্ব্বিশেষব্রহ্ম-মত-স্থাপনের নিমিত্ত প্রয়াস করায়, উহা—নিতান্ত শুদ্ধভক্তিবিরুদ্ধ কুমতবাদমাত্র।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৯৮-৯৯। যদিও তোমাদের চিত্ত কৃষ্ণনিষ্ঠ বলিয়া শাঙ্কর-ভাষ্যাদি শুনিয়া বিকৃত হয় না, তথাপি সেই মায়াবাদে, 'ব্রহ্ম—চিৎস্বরূপ নিরাকার' ; 'এই জগৎ—মায়ামাত্র বা মিথ্যা' ; 'জীব বস্তুতঃ নাই,—কেবল অজ্ঞান-কল্পিত' এবং 'ঈশ্বরে মায়ামুগ্ধতারূপ অজ্ঞানই বিদ্যমান' ইত্যাদি বিচার আছে। এইসকল কথা শুনিলে ভক্তের নিতান্ত দুঃখ হয়।

মহাভাগবত মাধবীদেবীর পরিচয় ঃ—

মাহিতির ভগিনীর নাম—মাধবী দেবী ।
বৃদ্ধা তপস্বিনী আর পরমা বৈষ্ণবী ॥ ১০৪ ॥

সমগ্র প্রভুভক্তগণের মধ্যে কেবল ৩॥০ জন শ্রীমতীর গণ ঃ—

প্রভু লেখা করে যারে—'রাধিকার গণ' ।
জগতের মধ্যে 'পাত্র'—সাড়ে তিনজন ॥ ১০৫ ॥
স্বরূপ গোসাঞি আর রায়-রামানন্দ ।
শিখি-মাহিতি—তিন, তাঁর ভগিনী—অর্দ্ধজন ॥ ১০৬ ॥

মাধবীর নিকট হইতে হরিদাসের সূক্ষ্ম-তণ্ডুলানয়ন ও আচার্য্যের রন্ধন ঃ—

তাঁর ঠাঞি তণ্ডুল মাগি' আনিল হরিদাস ।
তণ্ডুল দেখি' আচার্য্যের অধিক উল্লাস ॥ ১০৭ ॥
স্নেহে রান্ধিল প্রভুর প্রিয় যে ব্যঞ্জন ।
দেউল-প্রসাদ, আদা-চাকি, লেম্বু-সলবণ ॥ ১০৮ ॥

প্রভুর ভোজন ও সূক্ষ্ম তণ্ডুলপ্রাপ্তির কারণ-জিজ্ঞাসা ঃ—

মধ্যাহ্নে আসিয়া প্রভু ভোজনে বসিলা ।
শাল্যন্ন দেখি' প্রভু আচার্য্যে পুছিলা ॥ ১০৯ ॥
"উত্তম অন্ন এত তণ্ডুল কাঁহাতে পাইলা ?"
আচার্য্য কহে,—মাধবী-পাশ মাগিয়া আনিলা ॥ ১১০ ॥

আচার্য্যের মাধবী ও ছোট-হরিদাসের নাম-জ্ঞাপন ঃ—

প্রভু কহে,—"কোন্ যাই' মাগিয়া আনিল ?"
ছোট হরিদাসের নাম আচার্য্য কহিল ॥ ১১১ ॥

ভোজনান্তে প্রভুর গোবিন্দকে ছোট-হরিদাসের স্বগৃহে প্রবেশ-নিষেধাজ্ঞা ঃ—

অন্ন প্রশংসিয়া প্রভু ভোজনে বসিলা ।
নিজগৃহে আসি' গোবিন্দেরে আজ্ঞা দিলা ॥ ১১২ ॥
"আজি হৈতে এই মোর আজ্ঞা পালিবা ।
ছোট হরিদাসে ইঁহা আসিতে না দিবা ॥" ১১৩ ॥

হরিদাসের গভীর দুঃখ ও উপবাস ঃ—

দ্বার-মানা, হরিদাস দুঃখী হৈল মনে ।
কি লাগিয়া দ্বার-মানা কেহ নাহি জানে ॥ ১১৪ ॥
তিন দিন হরিদাস করে উপবাস ।
স্বরূপাদি সবে পুছিলা প্রভুর পাশ ॥ ১১৫ ॥

প্রভুসমীপে স্বরূপাদির শ্রীহরিদাসের দ্বার-মানার কারণ-জিজ্ঞাসা ঃ—

"কোন্ অপরাধ প্রভু, কৈল হরিদাস ?
কি লাগিয়া দ্বার-মানা, করে উপবাস ?" ১১৬ ॥

প্রকৃতি-সম্ভাষী বৈরাগীর প্রতি মহাপ্রভুর অসন্তোষ ঃ—

প্রভু কহে,—"বৈরাগী করে প্রকৃতি সম্ভাষণ ।
দেখিতে না পারোঁ আমি তাহার বদন ॥ ১১৭ ॥

জড়েন্দ্রিয়ের ভোগপ্রবণ-স্বভাব ও যোষিদ্দর্শনের বিষময় ফল ঃ—

দুর্ব্বার ইন্দ্রিয় করে বিষয়-গ্রহণ ।
দারু-প্রকৃতি হরে মুনেরপি মন ॥ ১১৮ ॥

অগ্নি ও ঘৃতের ন্যায় পুরুষাভিমানীর স্ত্রীসঙ্গ-নিষিদ্ধতা ঃ—
শ্রীমদ্ভাগবতে (৯।১৯।১৭) ও মনুসংহিতায় (২।২১৫)—

মাত্রা স্বস্রা দুহিত্রা বা নাবিবিক্তাসনো বসেৎ ।
বলবানিন্দ্রিয়গ্রামো বিদ্বাংসমপি কর্ষতি ॥ ১১৯ ॥

কৃষ্ণেন্দ্রিয়তুষ্টিবিধান ছাড়িলেই অনধিকারী বৈরাগিব্রুবের পুরুষাভিমানে প্রকৃতিভোগ এবং বাহ্য-বেষাশ্রয়ে কৃত্রিম অস্থির বৈরাগ্যহেতু জিহ্বোদরোপস্থ-লাম্পট্য ঃ—

ক্ষুদ্রজীব সব মর্কট-বৈরাগ্য করিয়া ।
ইন্দ্রিয় চরাঞা বুলে 'প্রকৃতি' সম্ভাষিয়া ॥" ১২০ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১০৯। শাল্যন্ন—শুক্ল সরুচাউল।

১১৭। বৈষ্ণব, হয় গৃহস্থ হইয়া স্ত্রীপরিবারের সহিত থাকিবেন, নতুবা স্ত্রী-সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিয়া 'বৈরাগী' হইবেন। বৈরাগী হইলে আর স্ত্রীলোককে দর্শন বা সম্ভাষণ করিবার অধিকার থাকে না। পাপবাসনা না থাকিলেও অথবা বাহ্যে কোন ভক্তিকার্য্য উদ্দেশ্য করিলেও সেইরূপ বৈরাগীর কর্ত্তব্য নহে। অতএব বৈরাগী হইয়া যে ব্যক্তি প্রকৃতি সম্ভাষণ করে, ধর্ম্মোচ্ছেদী বলিয়া তাহার মুখ আমি দেখিতে পারি না।

১১৮। দারুপ্রকৃতি হরে মুনেরপি মন—কাষ্ঠনির্ম্মিতা নারীও মুনির মন হরণ করিতে পারে, অতএব বৈরাগী ব্যক্তি নারীর সম্বন্ধ অবশ্যই ত্যাগ করিবেন।

১১৯। মাতার সহিত, ভগ্নীর সহিত এবং দুহিতার সহিত নির্জ্জনে কখনও থাকিবে না ; কেননা, বলবান্ ইন্দ্রিয়সমূহ বিদ্বান্-পুরুষেরও মন আকর্ষণ করিতে পারে।

অনুভাষ্য

৯৮-৯৯। আদি, ৫ম পঃ ৫৮ সংখ্যা এবং ৭ম পঃ ১১৩ এবং ১২১-১২৬ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১০৩। পাঠান্তরে, 'আড়োয়া চাউল'—'অরোয়া'-নামক আতপ চাউল ; মান—উৎকলে প্রচলিত শস্যমাপের কাঠা।

১০৮। দেউল-প্রসাদ—দেবালয়ের প্রসাদ অর্থাৎ শ্রীজগন্নাথ-মন্দির হইতে আনীত মহাপ্রসাদ।

১১৭। 'সরলতা'—বৈষ্ণবের প্রধান লক্ষণ এবং 'কপটতা'—ভক্তির বিরোধী উপশাখা-বিশেষ। কৃষ্ণাসক্তিক্রমে কৃষ্ণেতর-বস্তুতে বিরক্ত হইয়া ভক্ত জড়-ভোগময়-দর্শনোত্থ বিষয়সমূহ ত্যাগ করেন ; কিন্তু লোকদৃষ্টিতে তাঁহার সেইরূপ আসক্তি

প্রভুর ক্রোধাবেশে স্থানত্যাগ, সকলেরই মৌনাবলম্বন ঃ—

এত কহি' মহাপ্রভু অভ্যন্তরে গেলা।
গোসাঞির আবেশ দেখি' সবে মৌন হৈলা ॥ ১২১ ॥

হরিদাসের নিমিত্ত অন্যদিন ভক্তগণের প্রভুসমীপে আবেদন ঃ—

আর দিনে সবে মেলি' প্রভুর চরণে।
হরিদাস লাগি' কিছু কৈলা নিবেদনে ॥ ১২২ ॥
"অল্প অপরাধ, প্রভু, করহ প্রসাদ।
এবে শিক্ষা হইল, না করিবে অপরাধ ॥" ১২৩ ॥

জগদ্‌গুরু লোকশিক্ষক প্রভুর নিরপেক্ষতা ও বজ্রাদপি কঠোরতা ঃ—

প্রভু কহে,—"মোর বশ নহে মোর মন।
প্রকৃতি-সম্ভাষী বৈরাগী না করে স্পর্শন ॥ ১২৪ ॥

প্রভুর তীব্র শাসন ঃ—

নিজ কার্য্যে যাহ সবে, ছাড় বৃথা কথা।
কহ যদি পুনঃ, আমা না দেখিবে হেথা ॥" ১২৫ ॥

প্রভুবাক্য-শ্রবণে সকলের ত্রাস ও লজ্জা ঃ—

এত শুনি' সবে নিজ-কর্ণে হস্ত দিয়া।
নিজ-নিজ কার্য্যে সবে গেল ত' উঠিয়া ॥ ১২৬ ॥

দুর্ব্বোধ্য প্রভুলীলার তাৎপর্য্য ঃ—

মহাপ্রভু মধ্যাহ্ন করিতে চলি' গেলা।
বুঝন না যায় এই মহাপ্রভুর লীলা ॥ ১২৭ ॥

হরিদাসের নিমিত্ত পরমানন্দপুরী-গোস্বামীর প্রভুসমীপে আবেদন ঃ—

আর দিন সবে পরমানন্দপুরী-স্থানে।
'প্রভুকে প্রসন্ন কর'—কৈলা নিবেদনে ॥ ১২৮ ॥
তবে পুরী-গোসাঞি একা প্রভুস্থানে আইলা।
নমস্করি' প্রভু তাঁরে সম্ভ্রমে বসাইলা ॥ ১২৯ ॥
পুছিলা,—"কি আজ্ঞা, কেনে হৈল আগমন?"
হরিদাসে প্রসাদ লাগি' কৈলা নিবেদন ॥ ১৩০ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১২০। সাধনভক্তির আলোচনা করিতে করিতে ভাবোদয় হইলে যে-পুরুষের বিরক্তি জন্মে, তাঁহারই বৈরাগ্যে অধিকার। সেই অবস্থা লাভ হইবার পূর্ব্বে যাহারা 'ভেক' গ্রহণ করে, তাহাদের বৈরাগ্যের নামই 'মর্কটবৈরাগ্য'। অনধিকারী জীব-সকল কোন না কোন কারণে অকালে বৈরাগ্য গ্রহণ করিয়া তদনন্তর ইন্দ্রিয়চালিত হইয়া, প্রকৃতি অর্থাৎ স্ত্রীলোকের সম্ভাষণ করিতে যায়। ইহাদিগকে ধর্ম্মধ্বজী বা ধর্ম্মকলঙ্ক জানিয়া অবশ্য দূর করিবে।

১২৩। অল্প অপরাধ—মাধবীর নিকট অন্ন ভিক্ষা করায় ছোট হরিদাসের অন্য কোন উদ্দেশ্য ছিল না, কেবল মহাপ্রভুর সেবাসুখ-বাসনা ছিল; তথাপি সেই কার্য্যে একটী অপরাধ হইয়াছিল। ভেক লইয়া পুনরায় স্ত্রীলোকের সহিত সম্ভাষণ করা যে একটী অপরাধ, তাহা বৈরাগীর পক্ষে মহদপরাধ বটে, কিন্তু প্রভু-সেবার জন্য সেইরূপ অপরাধকে 'সামান্য' বলিলেও বলা যায়।

অনুভাষ্য

প্রতিপন্ন হইয়া কপটতা প্রকাশ পাইলে লোকে তাঁহার ব্যবহারে শ্রদ্ধা করিতে পারে না।

১১৮। রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস ও স্পর্শ—এই পঞ্চবিষয়-গ্রহণই চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্‌রূপ পঞ্চেন্দ্রিয়ের স্বভাব। বদ্ধজীবগণের কেহ কেহ আপনাকে ইন্দ্রিয়-দমনে সমর্থ বোধ করিলেও বহির্ম্মুখতাক্রমে তাহার পক্ষে ইন্দ্রিয়-গুলি—দুর্দ্দমনীয়। ভোগময় দর্শনে বিষয়ের উপস্থিতিহেতু প্রাকৃত-বুদ্ধিসম্পন্ন মানব মুনিধর্ম্ম গ্রহণ করিলেও দারুময়ী নারীমূর্ত্তি-দর্শনে ক্ষুব্ধ ও চঞ্চল হয়।

অনুভাষ্য

১১৯। মহারাজ যযাতি কাম-পরবশ ও স্ত্রীজিত হইয়া গ্রাম্য বিষয়সমূহ ভোগ করিতে করিতে স্বীয় সর্ব্বনাশ বুঝিতে পারিয়া অবশেষে নির্ব্বেদযুক্ত হইয়া পত্নী দেবযানীকে নিজের চরিত্র ও ব্যবহার বর্ণনপূর্ব্বক স্ত্রীসঙ্গের নিন্দা করিতেছেন,—

মাত্রা (জনন্যা) স্বস্রা (ভগিন্যা) দুহিত্রা (কন্যয়া বা সহ) অবিবিক্তাসনঃ (অবিবিক্তং সঙ্কীর্ণম্ আসনং যস্য সঃ তথাভূতঃ) ন বসেৎ (ভবেৎ ইতি পাঠান্তরম্; যতঃ) বলবান্ (প্রচুরবল-বিশিষ্টঃ) ইন্দ্রিয়গ্রামঃ (ইন্দ্রিয়সমূহঃ) বিদ্বাংসং (বন্ধমোক্ষবিৎ-পুরুষম্) অপি কর্ষতি (আকর্ষতি, বন্ধায় নিয়োজয়তি)।

১২০। মর্কট—সৌত্র মর্ক্ (গত্যর্থক) + অটন্ কর্ত্তৃবাচ্যে,—চঞ্চল, অস্থির; ইন্দ্রিয় চরাঞা—ইন্দ্রিয় চালিত করিয়া; বুলে—ভ্রমণ করে। বাহ্য বৈরাগ্য দেখাইয়া যাহারা লোকের নিকট সম্মান সংগ্রহ করে এবং বিষয়-ভোগবাসনা-নির্ম্মুক্ত-হৃদয় হইতে না পারিয়া স্ত্রীলোকের সহিত সম্ভাষণপূর্ব্বক আপনাকে 'পুরুষ' জানিয়া অষ্টপ্রকার স্ত্রীসংসর্গের বাসনা করে, তাদৃশ প্রাকৃত-সহজিয়া জীব কখনই 'মহৎ'-শব্দ বাচ্য নহে। বিবিৎসা-বা ধীর-সন্ন্যাসিগণের মধ্যে প্রকৃতি-সম্ভাষণরূপ অপরাধ—তাহাদের নিজের বিশেষ অমঙ্গলের হেতু, কিন্তু শ্রীরামানন্দপ্রমুখ 'বিদ্বৎ' বা 'নরোত্তম'-সন্ন্যাসী পরমহংসগণকে কোন অক্ষজজ্ঞানী নিজ দুর্ভাগ্যক্রমে প্রকৃতি-সম্ভাষী বলিয়া মনে করিলে, তাহার পতন অবশ্যম্ভাবী।

১২১। আবেশ—ক্রোধাবেশ।

মহাগম্ভীর প্রভুর অসন্তুষ্টচিত্তে গোবিন্দসহ পুরীত্যাগ করিয়া আলালনাথে গমন-ভয় প্রদর্শন ঃ—

শুনিয়া কহেন প্রভু,—"শুনহ, গোসাঞি।
সব বৈষ্ণব লঞা তুমি রহ এই ঠাঞি ॥ ১৩১ ॥
মোরে আজ্ঞা হয়, মুঞি যাঙ আলালনাথ।
একলে রহিব তাঁহা, গোবিন্দ-মাত্র সাথ ॥" ১৩২ ॥
এত বলি' প্রভু যদি গোবিন্দে বোলাইলা।
পুরীরে নমস্কার করি' উঠিয়া চলিলা ॥ ১৩৩ ॥

পুরী-গোস্বামীর লজ্জা ও ভয় এবং সদৈন্যে প্রভুকে গৃহে প্রত্যানয়ন ঃ—

আস্তে-ব্যস্তে পুরী গোসাঞি প্রভু-আগে গেলা।
অনুনয় করি' প্রভুরে ঘরে ফিরাইলা ॥ ১৩৪ ॥

পুরীর প্রভুস্তুতি ও স্বস্থানে প্রস্থান ঃ—

"তোমার যে ইচ্ছা কর, স্বতন্ত্র ঈশ্বর।
কেবা কি বলিতে পারে তোমার উপর ?? ১৩৫ ॥
লোকহিত লাগি' তোমার সব ব্যবহার।
আমি সব না জানি গম্ভীর হৃদয় তোমার ॥" ১৩৬ ॥

বিফল মনোরথ হইয়া ভক্তগণের হরিদাস-সমীপে গমন ঃ—

এত বলি' পুরী-গোসাঞি গেলা নিজ-স্থানে।
হরিদাস-স্থানে গেলা সব ভক্তগণে ॥ ১৩৭ ॥

স্বরূপ-গোস্বামীর হরিদাসকে আশা ও সান্ত্বনা-দান ঃ—

স্বরূপ-গোসাঞি কহে,—"শুন, হরিদাস।
সবে তোমার হিত বাঞ্ছি, করহ বিশ্বাস ॥ ১৩৮ ॥
প্রভু হঠ পড়িয়াছে স্বতন্ত্র ঈশ্বর।
কভু কৃপা করিবেন দয়ালু অন্তর ॥ ১৩৯ ॥
তুমি হঠ কৈলে তাঁর হঠ সে বাড়িবে।
স্নান-ভোজন কৈলে, আপনে ক্রোধ যাবে ॥" ১৪০ ॥
এত বলি' তারে স্নান-ভোজন করাঞা।
আপন ভবন আইলা তারে আশ্বাসিয়া ॥ ১৪১ ॥

দূরে থাকিয়া হরিদাসের প্রভু-দর্শন ঃ—

প্রভু যদি যান জগন্নাথ-দরশনে।
দূরে রহি' হরিদাস করেন দর্শনে ॥ ১৪২ ॥

ধর্ম্মসেতু ধর্ম্মবর্ম্ম প্রভুর পরম কারুণ্য ঃ—

মহাপ্রভু—কৃপাসিন্ধু, কে পারে বুঝিতে ?
নিজ-ভক্তে দণ্ড করেন ধর্ম্ম বুঝাইতে ॥ ১৪৩ ॥

ছোট হরিদাসের দণ্ডদর্শনে সাধকগণের পুরুষ বা ভোক্তৃ-অভিমানে ইন্দ্রিয়তর্পণোদ্দেশে ভোগময়-নেত্রে ভোগ্য-স্ত্রী-দর্শন-ত্যাগ ঃ—

দেখি' ত্রাস উপজিল সব ভক্তগণে।
স্বপ্নেহ ছাড়িল সবে স্ত্রী-সম্ভাষণে ॥ ১৪৪ ॥

এক বৎসর পরেও প্রভুর অটল নৈরপেক্ষ্য ঃ—

এইমতে হরিদাসের একবৎসর গেল।
তবু মহাপ্রভুর মনে প্রসাদ নহিল ॥ ১৪৫ ॥

তদ্দর্শনে ছোট-হরিদাসের প্রভুসেবা-প্রাপ্তি-সঙ্কল্পপূর্ব্বক প্রয়াগে আসিয়া ত্রিবেণীতে দেহত্যাগ ঃ—

রাত্রি-শেষে প্রভুরে দণ্ডবৎ হঞা।
প্রয়াগেতে গেল কারেহ কিছু না বলিয়া ॥ ১৪৬ ॥
প্রভুপাদ-প্রাপ্তি লাগি' সঙ্কল্প করিল।
ত্রিবেণী প্রবেশ করি' প্রাণ ছাড়িল ॥ ১৪৭ ॥

ছোট হরিদাসের দিব্যদেহে অলক্ষ্যে প্রভুসমীপে কীর্ত্তন-গান-সেবা ঃ—

সেইক্ষণে প্রভুস্থানে দিব্যদেহে আইলা।
প্রভুকৃপা লঞা অন্তর্দ্ধানে রহিলা ॥ ১৪৮ ॥
গন্ধর্ব্বদেহে গান করেন অন্তর্দ্ধানে।
রাত্র্যে প্রভুরে শুনায়, অন্য নাহি জানে ॥ ১৪৯ ॥

অনুভাষ্য

১৩৯। হঠ—বলাৎকার, জিদ।

১৪৩। যদিও কপটতাপূর্ব্বক অবৈধ স্ত্রীসঙ্গও পাপের অন্যতম মাত্র, তথাপি বৈষ্ণবের ত্রিগুণাতীত অপ্রাকৃত পরমোচ্চ আসন বুঝাইবার জন্য এবং ভাবিকালের বিদ্ধ প্রাকৃত-সহজিয়া প্রভৃতি উপধর্ম্ম-অপধর্ম্ম-যাজী নারকিগণের ব্যবহার যে নিতান্ত অধর্ম্ম-ভিত্তিতে গঠিত ও শুদ্ধবৈষ্ণব-ধর্ম্মের সম্পূর্ণ বিপরীত ও স্বতন্ত্র,—তাহা বুঝাইবার জন্য নিজভক্তসজ্জ হরিদাসকে দণ্ড প্রদান করিলেন। শ্রীমাধবীদেবী—উচ্চাধিকারিণী মহাভাগবত ; তাঁহার নিকট তণ্ডুল-ভিক্ষা গ্রহণ হরিদাসের ন্যায় প্রভুপার্ষদের অবৈধ কার্য্য না হইলেও ভবিষ্যতে ঐ প্রকার উদাহরণ বা আদর্শ প্রদর্শন করিয়া অনেকে শাঠ্য বা কাপট্য বিস্তারপূর্ব্বক কলি-জনোচিত অবৈষ্ণব-মত প্রচার করিতে পারে—তাহার নিবারণ-কল্পে জগদ্গুরু লোকশিক্ষক ভগবানের এই হরিদাস-সম্বন্ধিনী দণ্ডলীলা। শ্রীগৌরসুন্দর অসামান্য দয়ার সাগর হইয়াও কলি-জীবের দুর্ব্বলতা বুঝিয়াই এরূপ সঙ্গত্যাগরূপ সুকঠোর দণ্ড বিধান করিয়া অমন্দোদয়া দয়ার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিলেন।

১৪৪। স্ত্রী-সম্ভাষণ—ভোক্তা বা পুরুষ-অভিমানে স্বীয় ইন্দ্রিয়-ভোগ্য-জ্ঞানে যোষিৎসহ বিষয়ীর যে আলাপ, তাহা।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৪৪। ত্রাস উপজিল সব ভক্তগণে—ভেকধারী (সাধক) ভক্তগণের এরূপ ভয় উপস্থিত হইল যে, আর তাঁহারা কোন স্ত্রীলোকের সহিত কথা কহিতেন না।

একদিন ভক্তগণ-সমীপে প্রভুর হরিদাসের বার্ত্তা-জিজ্ঞাসা ঃ—

একদিন মহাপ্রভু পুছিলা ভক্তগণে ।
"হরিদাস কাঁহা? তারে আনহ এখানে ॥" ১৫০ ॥

সকলের হরিদাস-সম্বন্ধে অনভিজ্ঞতা-জ্ঞাপন ঃ—

সবে কহে,—"হরিদাস বর্ষপূর্ণ দিনে ।
রাত্রে উঠি' কাঁহা গেলা, কেহ নাহি জানে ॥" ১৫১ ॥

প্রভুর হাস্য, তদ্দর্শনে ভক্তগণের বিস্ময় ঃ—

শুনি' মহাপ্রভু ঈষৎ হাসিয়া রহিলা ।
সব ভক্তগণ-মনে বিস্ময় জন্মিলা ॥ ১৫২ ॥

একদিন সমুদ্র-স্নানকালে স্বরূপ ও গোবিন্দাদি-ভক্তের অলক্ষ্যে হরিদাসের গানশ্রবণ ঃ—

একদিন জগদানন্দ, স্বরূপ, গোবিন্দ ।
কাশীশ্বর, শঙ্কর, দামোদর, মুকুন্দ ॥ ১৫৩ ॥
সমুদ্রস্নানে গেলা সবে, শুনে কথো দূরে ।
হরিদাস গায়েন, যেন ডাকি' কণ্ঠস্বরে ॥ ১৫৪ ॥
মনুষ্য না দেখে—মধুর গীতমাত্র শুনে ।
গোবিন্দাদি সবে মেলি' কৈল অনুমানে ॥ ১৫৫ ॥

স্বরূপ ব্যতীত গোবিন্দাদি-ভক্তের অনুমান—হরিদাসের আত্মহত্যা-ফলে ব্রহ্মরাক্ষসত্ব-লাভ ঃ—

"বিষাদি খাঞা হরিদাস আত্মঘাত কৈল ।
সেই পাপে জানি 'ব্রহ্মরাক্ষস' হৈল ॥ ১৫৬ ॥
আকার না দেখি মাত্র শুনি তার গান ।"
স্বরূপ কহেন,—"এই মিথ্যা অনুমান ॥ ১৫৭ ॥

স্বরূপকর্ত্তৃক ছোট হরিদাসের গুণ ও সদ্‌গতির প্রশংসা ঃ—

আজন্ম কৃষ্ণকীর্ত্তন, প্রভুর সেবন ।
প্রভু-কৃপাপাত্র, আর ক্ষেত্রের মরণ ॥ ১৫৮ ॥
দুর্গতি না হয় তার, সদ্‌গতি সে হয় ।
প্রভু-ভঙ্গী এই, পাছে জানিবা নিশ্চয় ॥" ১৫৯ ॥

প্রয়াগ হইতে নবদ্বীপে প্রত্যাগত জনৈক বৈষ্ণবের মুখে শ্রীবাসাদির হরিদাসের দেহত্যাগ-শ্রবণ ঃ—

প্রয়াগ হইতে এক বৈষ্ণব নবদ্বীপ আইল ।
হরিদাসের বার্ত্তা তেঁহো সবারে কহিল ॥ ১৬০ ॥
যৈছে সঙ্কল্প, যৈছে ত্রিবেণী প্রবেশিল ।
শুনি' শ্রীবাসাদির মনে বিস্ময় হইল ॥ ১৬১ ॥

পরবর্ত্তি-বর্ষে গৌড়ীয়ভক্তগণের পুরীতে আগমন ঃ—

বর্ষান্তরে শিবানন্দ সব ভক্ত লঞা ।
প্রভুরে মিলিলা আসি' আনন্দিত হঞা ॥ ১৬২ ॥

ছোট হরিদাস-সম্বন্ধে প্রভুসমীপে শ্রীবাসের জিজ্ঞাসা ও প্রভুর উত্তর ঃ—

"হরিদাস কাঁহা?" যদি শ্রীবাস পুছিলা ।
"স্বকর্ম্মফলভুক্ পুমান্"—প্রভু উত্তর দিলা ॥ ১৬৩ ॥

শ্রীবাসকর্ত্তৃক ছোট-হরিদাসের দেহত্যাগ-বৃত্তান্ত বর্ণন ঃ—

তবে শ্রীবাস তার বৃত্তান্ত কহিল ।
যৈছে সঙ্কল্প, যৈছে ত্রিবেণী প্রবেশিল ॥ ১৬৪ ॥

সদ্ধর্ম্মগোপ্তা জগদ্‌গুরু লোকশিক্ষক প্রভুর বিধি-ব্যবস্থা-বিধান ঃ—

শুনি' প্রভু হাসি' কহে সুপ্রসন্ন চিত্ত ।
"প্রকৃতি-দর্শন কৈলে এই প্রায়শ্চিত্ত ॥" ১৬৫ ॥

ত্রিবেণী প্রভৃতি বিষ্ণুতীর্থে দেহত্যাগের ফল ঃ—

স্বরূপাদি মিলি' তবে বিচার করিলা ।
ত্রিবেণী-প্রভাবে হরিদাস প্রভুপাশ আইলা ॥ ১৬৬ ॥

ভক্তের হৃৎকর্ণরসায়ন প্রভুলীলা ঃ—

এইমত লীলা করে শচীর নন্দন ।
যাহা শুনি' ভক্তগণের যুড়ায় কর্ণ-মন ॥ ১৬৭ ॥

ছোট হরিদাসের দণ্ডপ্রদান-লীলায় শিক্ষণীয় বিষয় ঃ—

আপন কারুণ্য, লোকে বৈরাগ্য-শিক্ষণ ।
স্বভক্তের গাঢ়-অনুরাগ-প্রকটীকরণ ॥ ১৬৮ ॥
তীর্থের মহিমা, নিজ-ভক্তে আত্মসাৎ ।
এক লীলায় করেন প্রভু কার্য্য পাঁচ-সাত ॥ ১৬৯ ॥

অসৎসঙ্গত্যাগে দৃঢ়প্রযত্ন বুদ্ধিমান্ নিষ্কপট কৃষ্ণ-ভজনেচ্ছুরই পরমগভীর কৃষ্ণচৈতন্য-লীলামর্ম্মানুভবে অধিকার ঃ—

মধুর চৈতন্যলীলা—সমুদ্র-গম্ভীর ।
লোকে নাহি বুঝে, বুঝে যেই 'ভক্ত' 'ধীর' ॥ ১৭০ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৬৩। "স্বকর্ম্মফলভুক্ পুমান্"—পুরুষ স্বীয় (স্ব-কৃত) কর্ম্মের ফলভোগ করেন।

১৬৫। ভেকধারী সাধকবৈষ্ণব যদি ইচ্ছাপূর্ব্বক স্ত্রীলোক দর্শন করেন, তাহা হইলে ভবিষ্যদ্‌জন্মে নির্দ্দোষ হইবার অভিপ্রায়ে ত্রিবেণীতে ডুবিয়া মরাই প্রায়শ্চিত্ত।

ইতি অমৃতপ্রবাহ-ভাষ্যে দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

অনুভাষ্য

১৬৮-১৬৯। প্রভুকর্ত্তৃক ছোট হরিদাসকে দণ্ডপ্রদান-লীলা-দ্বারা শুদ্ধ গৌরকৃষ্ণভজনেচ্ছু সাধক মহাপ্রভুর নিম্নলিখিত শিক্ষা লক্ষ্য করিবেন—

১। ভগবান্ গৌরসুন্দর জীবের প্রতি পরমকারুণিক হইয়া নিজপার্ষদভক্ত ছোট-হরিদাসকেও প্রকাশ্যভাবে ত্যাগ করিলেন। যদি প্রভু তাঁহাকে ত্যাগ না করিতেন, তাহা হইলে অবৈধভাব প্রশ্রয়

তর্কপন্থা ত্যাগপূর্ব্বক শ্রৌতপথাশ্রয়ে সকলকে অপ্রাকৃত চৈতন্যলীলা-শ্রবণার্থ গ্রন্থকারের অনুরোধ ঃ—

বিশ্বাস করিয়া শুন চৈতন্যচরিত ।
তর্ক না করিহ, তর্কে হবে বিপরীত ॥ ১৭১ ॥

অনুভাষ্য

পাইয়া কলিকালের দুর্ব্বল জীব প্রাকৃত-সহজিয়া প্রভৃতি জড়ীয় অপধর্ম্ম ও উপধর্ম্মকে 'বৈষ্ণবধর্ম্ম' জ্ঞান করিয়া নরকে পচিতে থাকিত, তাহাতে প্রভুর করুণার পরিচয় হইত না।

২। প্রচারকারী বৈষ্ণবাচার্য্যের আসন ও আচারকারী ভক্তের আসন কিরূপ হওয়া উচিত, এই দণ্ডপ্রদানোপলক্ষে প্রভু তাহা সর্ব্বসাধারণকে উপদেশ দিলেন।

৩। শুদ্ধ, সরল ও নিষ্পাপজীবন হইয়া ভগবদ্ভক্তের যেরূপ গৌরকৈঙ্কর্য্য করা কর্ত্তব্য, মহাপ্রভু জীবকে সেইরূপ কৃষ্ণেতর-বিষয়ভোগ-ত্যাগরূপ 'বৈরাগ্য' শিক্ষা দিলেন।

৪। প্রভুর নিজভক্তগণের সুনির্ম্মল চরিত্র যে কত উচ্চ ও লোভনীয় আদর্শস্থল এবং (শুদ্ধ) সদ্ভক্তগণকে তিনি যে কিরূপ নিজজন-জ্ঞানে গ্রহণ করেন এবং কৃষ্ণেতর-বিষয়ানুরাগের ছায়াতে যে কিরূপ বিষময় ফল উৎপন্ন হয়, তাহা প্রভু প্রদর্শন করিলেন।

শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ১৭২ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে শ্রীহরিদাসদণ্ডরূপ-শিক্ষা-নাম দ্বিতীয়ঃ পরিচ্ছেদঃ।

অনুভাষ্য

৫। হরিদাসের প্রতি প্রভুর দণ্ডবিধানরূপ অমন্দোদয়া দয়া এবং প্রভুর প্রতি হরিদাসের সেবাবুদ্ধি বা গাঢ় অনুরাগ কত অধিক পরিমাণে ছিল, তাহা দেখাইবার জন্য তাঁহার সামান্য ত্রুটীও প্রভু সহ্য করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। প্রভুর গাঢ় অনুরাগের পাত্র হইতে বাঞ্ছা করিলে শুদ্ধভজনেচ্ছু ভক্তগণ সকলপ্রকার ঐহিক-ইন্দ্রিয়-সুখলালসা সর্ব্বতোভাবে ত্যাগ করিবেন, নতুবা শ্রীগৌরহরি তাঁহাকে গ্রহণ করেন না।

৬। কেহ প্রয়াগাদি বিষ্ণুতীর্থে দেহত্যাগ করিলে, অপরাধাদি মার্জ্জিত ও মুক্ত হইয়া তাহার সুকৃতি ও সদ্গতি লাভ হয়।

৭। লোকশিক্ষার জন্য নিজভক্ত হরিদাসকে গ্রহণ না করায় পরে তাঁহার মুখে কৃষ্ণকীর্ত্তন-শ্রবণরূপ সেবা স্বীকার করিয়া প্রভু নিজভক্ত বলিয়া তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন।

ইতি অনুভাষ্যে দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

কথাসার—পুরুষোত্তমে কোন সুন্দরী ব্রাহ্মণ-যুবতীর একটী অতি সুন্দর পুত্র ছিল। তাহাকে প্রতিদিন মহাপ্রভুর নিকট আসিতে দেখিয়া দামোদর পণ্ডিত কহিলেন,—'বালককে আদর করিলে লোকে আপনার চরিত্রে সন্দেহ করিবে।' এই কথা শুনিয়া মহাপ্রভু একদিন দামোদরকে শ্রীনবদ্বীপে স্বীয় জননীর তত্ত্বাবধান-কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন এবং কহিলেন,—'আমি মাতার নিকট মধ্যে মধ্যে গিয়া ভোজন করি,—এই কথা তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দিও।' দামোদর মহাপ্রসাদাদি লইয়া নবদ্বীপে গেলেন। তদনন্তর একদিন মহাপ্রভু ব্রহ্ম-হরিদাসকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কলিকালে যবনসকল কিরূপে উদ্ধার পাইবে?" হরিদাস তাহাতে উচ্চসঙ্কীর্ত্তনের মাহাত্ম্য বলিয়া সকলেই যে নামাভাসে উদ্ধার পাইবে—এরূপ সিদ্ধান্ত করিলেন। এইস্থলে ঠাকুরের পূর্ব্ববৃত্তান্ত বর্ণন করিতে গিয়া কবিরাজ গোস্বামী বেনাপোলের বনে পাষণ্ড ব্রহ্মবন্ধু রামচন্দ্র-খাঁনের প্রেরিত বেশ্যা যে হরিদাসের কৃপায় উদ্ধার পাইয়াছিল, তাহার বিবরণ বলিলেন। বৈষ্ণব-অপরাধে এবং পরে নিত্যানন্দ প্রভুর অভিশাপে রামচন্দ্র খাঁনের যে দুর্দ্দশা হইয়াছিল, তাহাও বর্ণিত হইয়াছে। বেনাপোল হইতে চাঁদপুরে আসিয়া হরিদাস বলরাম-আচার্য্যের গৃহে রহিলেন। অতঃপর হিরণ্য ও গোবর্দ্ধন মজুমদারের সভায় নামতত্ত্ব লইয়া হরিদাস ঠাকুর ও গোপাল চক্রবর্ত্তী-নামক আরিন্দা-ব্রাহ্মণের সহিত যে-সকল কথোপকথন হইয়াছিল এবং হরিদাসের প্রতি অপরাধ করায় গোপাল চক্রবর্ত্তী যে 'কুষ্ঠ-রোগরূপ' দণ্ড লাভ করিয়াছিল, তাহা বর্ণিত আছে। হরিদাস ঠাকুর চাঁদপুর হইতে শান্তিপুরে গিয়া আচার্য্যের গৃহে রহিলেন। তথায় মায়াদেবী ছলনা করিতে আসিয়া হরিদাসের কৃপায় কৃষ্ণনাম প্রাপ্ত হইলেন। (অঃ প্রঃ ভাঃ)

বন্দেঽহং শ্রীগুরোঃ শ্রীযুত-পদকমলং শ্রীগুরূন্ বৈষ্ণবাংশ্চ
শ্রীরূপং সাগ্রজাতং সহগণ-রঘুনাথান্বিতং তং সজীবম্ ।
সাদ্বৈতং সাবধূতং পরিজনসহিতং কৃষ্ণচৈতন্য-দেবং
শ্রীরাধা-কৃষ্ণপাদান্ সহগণ-ললিতা-শ্রীবিশাখান্বিতাংশ্চ ॥১

জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ২ ॥

এক বিধবা-ব্রাহ্মণীর মহাসৌভাগ্যবান্ সুন্দর তনয়ের প্রতি প্রভুর অহৈতুক কৃপা-স্নেহ ঃ—

পুরুষোত্তমে এক উড়িয়া-ব্রাহ্মণকুমার ।
পিতৃশূন্য, মহাসুন্দর, মৃদুব্যবহার ॥ ৩ ॥
প্রভু-স্থানে নিত্য আইসে, করে নমস্কার ।
প্রভু-সনে বাত্ কহে, প্রভু—'প্রাণ' তার ॥ ৪ ॥

উহা দামোদর পণ্ডিতের অনভিপ্রেত ঃ—

প্রভুতে তাহার প্রীতি, প্রভু দয়া করে ।
দামোদর তার প্রীতি সহিতে না পারে ॥ ৫ ॥

দামোদরের নিষেধসত্ত্বেও ব্রাহ্মণ-কুমারের প্রভুর প্রতি অনুরাগ ঃ—

বার বার নিষেধ করে ব্রাহ্মণকুমারে ।
প্রভুরে না দেখিলে সেই রহিতে না পারে ॥ ৬ ॥

বালসুলভধর্ম্মবশে স্নেহময় প্রভুসমীপে তাহার প্রত্যহ আগমন ঃ—

নিত্য আইসে, প্রভু তারে করে মহাপ্রীত ।
যাঁহা প্রীতি তাঁহা আইসে,—বালকের রীত ॥ ৭ ॥

দামোদরের উভয় সঙ্কট ঃ—

তাহা দেখি' দামোদর দুঃখ পায় মনে ।
বলিতে না পারে, বালক নিষেধ না মানে ॥ ৮ ॥

একদিন প্রভুর নিকট হইতে বালকের স্ব-স্থানে প্রস্থান ঃ—

আর দিন সেই বালক প্রভু-স্থানে আইলা ।
গোসাঞি তারে প্রীতি করি' বার্ত্তা পুছিলা ॥ ৯ ॥
কতক্ষণে সে বালক উঠি' যবে গেলা ।
সহিতে না পারে, দামোদর কহিতে লাগিলা ॥ ১০ ॥

অধৈর্য্যে দামোদরের অনুযোগ ও প্রভুর কার্য্যের সমালোচনা ঃ—

"অন্যোপদেশে পণ্ডিত", কহে গোসাঞির ঠাঞি ।
'গোসাঞি' 'গোসাঞি' এবে জানিমু 'গোসাঞি' ॥১১॥
এবে গোসাঞির গুণ সব লোকে গাইবে ।
গোসাঞি-প্রতিষ্ঠা সব পুরুষোত্তমে হইবে ॥" ১২ ॥

প্রভুকে মর্য্যাদা দেখাইয়া দামোদরের ভর্ৎসনা ও শাসন ঃ—

শুনি' প্রভু কহে,—"ক্যা কহ, দামোদর ?"
দামোদর কহে,—"তুমি স্বতন্ত্র 'ঈশ্বর' ॥ ১৩ ॥
স্বচ্ছন্দে আচার কর, কে পারে বলিতে ?
মুখর জগতের মুখ পার আচ্ছাদিতে ॥ ১৪ ॥
পণ্ডিত হঞা মনে কেনে বিচার না কর ?
রাণ্ডী ব্রাহ্মণীর বালকে প্রীতি কেনে কর ?? ১৫ ॥
যদ্যপি ব্রাহ্মণী সেই তপস্বিনী সতী ।
তথাপি তাহার দোষ—সুন্দরী যুবতী ॥ ১৬ ॥
তুমিহ—পরম যুবা, পরম সুন্দর ।
লোকের কাণাকাণি-বাতে দেহ অবসর ॥" ১৭ ॥

দামোদরের বাক্যদণ্ড-শ্রবণে প্রভুর মনে মনে বিচার ঃ—

এত বলি' দামোদর মৌন হইলা ।
অন্তরে সন্তোষ প্রভু হাসি' বিচারিলা ॥ ১৮ ॥
"ইহারে কহিয়ে শুদ্ধপ্রেমের তরঙ্গ ।
দামোদর-সম মোর নাহি 'অন্তরঙ্গ' ॥" ১৯ ॥
এতেক বিচারি' প্রভু মধ্যাহ্নে চলিলা ।
আর দিনে দামোদরে নিভৃতে বোলাইলা ॥ ২০ ॥

নবদ্বীপে শচীমাতার রক্ষণাবেক্ষণার্থ পণ্ডিতকে প্রেরণ ঃ—

প্রভু কহে,—"দামোদর, চলহ নদীয়া ।
মাতার সমীপে তুমি রহ তাঁহা যাঞা ॥ ২১ ॥

দামোদরকে প্রভুর ব্যাজস্তুতি ঃ—

তোমা বিনা তাঁহার রক্ষক নাহি আন ।
আমাকেহ যাতে তুমি কৈলা সাবধান ॥ ২২ ॥
তোমা সম 'নিরপেক্ষ' নাহি মোর গণে ।
'নিরপেক্ষ' নহিলে 'ধর্ম্ম' না যায় রক্ষণে ॥ ২৩ ॥
আমা হৈতে যে না হয়, সে তোমা হৈতে হয় ।
আমারে করিলা দণ্ড, আন কেবা হয় ॥ ২৪ ॥
মাতার গৃহে রহ যাই মাতার চরণে ।
তোমার আগে নাহি কার স্বচ্ছন্দাচরণে ॥ ২৫ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৫। দামোদর—পণ্ডিত-দামোদর।

১১। দামোদর পণ্ডিত মহাপ্রভুকে কহিতেছেন,—"আপনি অন্যকে উপদেশ প্রদান করিবার বেলায় 'পণ্ডিত' হন, এবং সকলে আপনাকে 'গোসাঞি' 'গোসাঞি' (আচার্য্য) বলে ; এইবার জানা যাইবে, আপনি কিরূপে 'গোসাঞি' থাকেন।

১৫। রাণ্ডী—বিধবা।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২৩। ধর্ম্মরক্ষকগণ নিরপেক্ষ হইবেন, অর্থাৎ কোনপ্রকার লোকাপেক্ষার দ্বারা ধর্ম্মকে কুণ্ঠিত হইতে দিবেন না।

অনুভাষ্য

১। অন্ত্য ২য় পঃ ১ম সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

২৪। যে না হয়, সে,—যে নিরপেক্ষত্ব রক্ষিত হয় না, তাহা।

মধ্যে মধ্যে আসিবা কভু আমার দরশনে।
শীঘ্র করি' পুনঃ তাঁহা করহ গমনে ॥ ২৬ ॥

প্রভুর সুখ বর্ণনপূর্ব্বক শুদ্ধগৌর-স্নেহবাৎসল্যময়ী শচীমাতার তুষ্টিবিধানার্থ আদেশ ঃ—

মাতারে কহিহ মোর কোটী নমস্কারে।
মোর সুখ-কথা কহি' সুখ দিহ' তাঁরে ॥ ২৭ ॥
'নিরন্তর নিজ-কথা তোমারে শুনাইতে।
এই লাগি' প্রভু মোরে পাঠাইলা ইঁহাতে ॥' ২৮ ॥
এত কহি' মাতার মনে সন্তোষ জন্মাইহ।
আর গুহ্যকথা তাঁরে স্মরণ করাইহ ॥ ২৯ ॥

মাতৃগৃহে প্রভুর আবির্ভাব ও ভোজনলীলা ঃ—

'বারে বারে আসি' আমি তোমার ভবনে।
মিষ্টান্ন ব্যঞ্জন সব করিয়ে ভোজনে ॥ ৩০ ॥
ভোজন করিয়ে আমি, তুমি তাহা জান।
বাহ্য করিতে তাহা স্ফূর্ত্তি করি' মান ॥ ৩১ ॥

মাতার প্রত্যয়োৎপাদনার্থ এক দিবসের ঘটনা বর্ণন ঃ—

এই মাঘ-সংক্রান্ত্যে তুমি রন্ধন করিলা।
নানা ব্যঞ্জন, ক্ষীর, পিঠা, পায়স রান্ধিলা ॥ ৩২ ॥
কৃষ্ণে ভোগ লাগাঞা যবে কৈলা ধ্যান।
আমার স্ফূর্ত্তি হৈল, অশ্রু ভরিল নয়ন ॥ ৩৩ ॥
আস্তে-ব্যস্তে আমি গিয়া সকলি খাইল।
আমি খাই, দেখি' তোমার সুখ উপজিল ॥ ৩৪ ॥
ক্ষণেকে অশ্রু মুছিয়া শূন্য দেখি পাত।
স্বপ্ন দেখিলুঁ, 'যেন নিমাঞি খাইল ভাত' ॥ ৩৫ ॥
বাহ্য বিরহ-দশায় পুনঃ ভ্রান্তি হৈল।
'ভোগ না লাগাইলুঁ,—এই জ্ঞান হৈল ॥ ৩৬ ॥
পাকপাত্রে দেখিলা সব অন্ন আছে ভরি'।
পুনঃ ভোগ লাগাইলা স্থান-সংস্কার করি' ॥ ৩৭ ॥

শচীমাতার শুদ্ধ গৌরবাৎসল্য প্রেম ঃ—

এইমত বার বার করিয়ে ভোজন।
তোমার শুদ্ধপ্রেমে মোরে করে আকর্ষণ ॥ ৩৮ ॥

প্রভুর অতুলনীয় মাতৃভক্তিসূচক বাক্য ঃ—

তোমার আজ্ঞাতে আমি আছি নীলাচলে।
নিকটে লঞা যাও আমা তোমার প্রেমবলে ॥ ৩৯ ॥
এইমত বার বার করাইহ স্মরণ।
মোর নাম লঞা তাঁর বন্দিহ চরণ ॥" ৪০ ॥
এত কহি' জগন্নাথের প্রসাদ আনাইলা।
মাতাকে, বৈষ্ণবে দিতে পৃথক্ পৃথক্ কৈলা ॥ ৪১ ॥

দামোদরের নবদ্বীপে আগমন এবং শচী ও অদ্বৈতাদি ভক্তকে আনীত মহাপ্রসাদ-দান ঃ—

তবে দামোদর চলি' নদীয়া আইলা।
মাতারে মিলিয়া তাঁর চরণে রহিলা ॥ ৪২ ॥
আচার্য্যাদি বৈষ্ণবেরে মহাপ্রসাদ দিলা।
প্রভুর যৈছে আজ্ঞা, পণ্ডিত তাহা আচরিলা ॥ ৪৩ ॥

নবদ্বীপে দামোদরের কঠোর শাসনদ্বারা মর্য্যাদা-সংস্থাপন, সকলেরই ভীতি ঃ—

দামোদর-আগে স্বাতন্ত্র্য না হয় কাহার।
তা'র ভয়ে সবে করে সঙ্কোচ ব্যবহার ॥ ৪৪ ॥
প্রভুগণে যাঁ'র দেখে অল্প মর্য্যাদা-লঙ্ঘন।
বাক্যদণ্ড করি' করে মর্য্যাদা-স্থাপন ॥ ৪৫ ॥

দামোদরের বাক্যদণ্ড-বৃত্তান্ত শ্রবণে আত্মেন্দ্রিয়তৃপ্তি-বাঞ্ছারূপ কৈতব ও অপরাধ নাশ ঃ—

এই ত' কহি দামোদরের বাক্যদণ্ড।
যাহার শ্রবণে ভাগে 'অজ্ঞান পাষণ্ড' ॥ ৪৬ ॥

মহাগভীর-রহস্যময়ী চৈতন্যলীলা ঃ—

চৈতন্যের লীলা—গম্ভীর, কোটিসমুদ্র হৈতে।
কি লাগি' কি করে, কেহ না পারে বুঝিতে ॥ ৪৭ ॥
অতএব গূঢ় অর্থ কিছুই না জানি।
বাহ্য অর্থ করিবারে করি টানাটানি ॥ ৪৮ ॥

প্রভু-হরিদাস-সংবাদ ; প্রভুর প্রশ্নে হরিদাসের উত্তর ঃ—

একদিন প্রভু হরিদাসেরে মিলিলা।
তাঁহা লঞা গোষ্ঠী করি' তাঁহারে পুছিলা ॥ ৪৯ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৩১। জগতে যখন তোমার বহির্দ্দৃষ্টি হয়, তখন তোমার মনে,—'নিমাঞি আমার স্মরণপথে আসিয়াছিল'—এইরূপ স্ফূর্ত্তিমাত্র হয় বটে ; কিন্তু সত্যই আমি তোমার নিকট গিয়া অন্ন-ব্যঞ্জনাদি ভোজন করি।

অনুভাষ্য

৩১। পাঠান্তরে, "বাহ্য বিরহে.....মান"—পরবর্ত্তী ৩৬ সংখ্যা দ্রষ্টব্য ; বহির্দ্দৃষ্টিতে বিরহহেতু তুমি আমাকে প্রত্যক্ষ না দেখিলেও আমার ভোজন-লীলা-সন্দর্শনে গভীর বাৎসল্য-প্রেমভরে যেন আমাকে সাক্ষাদ্ভাবেই অনুভব করিতেছ বলিয়া ভ্রম কর।

৪৬। ভাগে—পলায়ন করে।

৪৯। পাঠান্তরে এস্থলে এই শ্লোকটী দৃষ্ট হয়,—'দামোদরাদ্ বাক্যদণ্ডমঙ্গীকৃত্য দয়ানিধিঃ। গৌরঃ স্বাং হরিদাসাস্যাদ্-গূঢ়-লীলামথাশৃণোৎ।।'*

* *দয়ানিধি শ্রীগৌরচন্দ্র শ্রীদামোদর পণ্ডিতের নিকট হইতে বাক্যদণ্ড অঙ্গীকার করিয়া অনন্তর শ্রীহরিদাস-মুখ হইতে নিজ-গূঢ়লীলা শ্রবণ করিলেন।*

প্রভুকর্তৃক হরিদাসকে কলিযুগে সুদুরাচার অন্ত্যজাদির উদ্ধারের উপায়-জিজ্ঞাসা ঃ—

"হরিদাস, কলিকালে যবন অপার ।
গো-ব্রাহ্মণে হিংসা করে মহা-দুরাচার ॥ ৫০ ॥
ইহা সবার কোন্ মতে হইবে নিস্তার ?
তাহার হেতু না দেখিয়ে,—এ দুঃখ অপার ॥" ৫১ ॥

হরিদাসের উত্তর ; নামাভাসের মাহাত্ম্য-কীর্ত্তন ঃ—

হরিদাস কহে,—"প্রভু, চিন্তা না করিহ ।
যবনের সংসার দেখি' দুঃখ না ভাবিহ ॥ ৫২ ॥
যবনসকলের মুক্তি হবে অনায়াসে ।
'হা রাম, হা রাম' বলি' কহে নামাভাসে ॥ ৫৩ ॥
মহাপ্রেমে ভক্ত কহে,—'হা রাম, হা রাম' ।
যবনের ভাগ্য দেখ, লয় সেই নাম ॥ ৫৪ ॥

নামাভাসের অতুল প্রভাব ঃ—

যদ্যপি অন্যত্র সঙ্কেতে হয় নামাভাস ।
তথাপি নামের তেজ না হয় বিনাশ ॥ ৫৫ ॥

নৃসিংহ-পুরাণ-বচন—

দংষ্ট্রিদংষ্ট্রাহতো ম্লেচ্ছো হারামেতি পুনঃ পুনঃ ।
উক্ত্বাপি মুক্তিমাপ্নোতি কিং পুনঃ শ্রদ্ধয়া গৃণন্ ॥ ৫৬ ॥

অজামিলের পুত্রনাম-সঙ্কেতে নামাভাস ঃ—

অজামিল পুত্রে বোলায় বলি' 'নারায়ণ' ।
বিষ্ণুদূত আসি' ছাড়ায় তাহার বন্ধন ॥ ৫৭ ॥

'হা রাম'-উচ্চারণে নামাভাস ঃ—

'রাম' দুই অক্ষর ইহা নহে ব্যবহিত ।
প্রেমবাচী 'হা'-শব্দ তাহাতে ভূষিত ॥ ৫৮ ॥

নামের অতুল তেজ ঃ—

নামের অক্ষর-সবের এই ত' স্বভাব ।
ব্যবহিত হৈলে না ছাড়ে আপন-প্রভাব ॥ ৫৯ ॥

দশাপরাধশূন্য নামাভাসের শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণ-ফলেই অনর্থ-ক্ষয় ; নামাপরাধে—অনর্থনিবৃত্তি ও প্রেমের ব্যাঘাত ঃ—

পদ্মপুরাণ-বচন—

নামৈকং যস্য বাচি স্মরণপথগতং শ্রোত্রমূলং গতং বা
শুদ্ধং বাশুদ্ধবর্ণং ব্যবহিত-রহিতং তারয়ত্যেব সত্যম্ ।
তচ্চেদ্দেহ-দ্রবিণ-জনতা-লোভ-পাষণ্ড-মধ্যে
নিক্ষিপ্তং স্যান্ন ফলজনকং শীঘ্রমেবাত্র বিপ্র ॥ ৬০ ॥

নামাভাসে সর্ব্বানর্থনিবৃত্তি ঃ—

নামাভাস হৈতে হয় সর্ব্বপাপক্ষয় ।
নামাভাস হৈতে হয় সংসারের ক্ষয় ॥ ৬১ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৫৬। কোন ম্লেচ্ছ কোন দংষ্ট্রী বরাহকর্ত্তৃক দন্তাঘাত প্রাপ্ত হইয়া ঘৃণাপূর্ব্বক 'হারাম', 'হারাম' এই শব্দ বলিয়াও মরণ-সময়ে মুক্তিলাভ করিয়াছিল। 'হারাম'-শব্দে 'হা রাম' এই সাঙ্কেতিক 'রাম' শব্দ থাকায়, সেই ম্লেচ্ছ নামসঙ্কেতে (নামাভাস-বলে) উদ্ধার পাইয়া গেল। শ্রদ্ধা করিয়া 'রাম'-নাম লইলে যে কি হয়, তাহা বলা যায় না।

৬০। যাঁহার মুখে একটী হরিনাম উদিত, স্মরণপথগত বা শ্রোত্রমূল-প্রাপ্ত হয়, তাহা শুদ্ধবর্ণেই উক্ত হউক বা ব্যবধানযুক্ত অশুদ্ধবর্ণেই উক্ত হউক, ব্যবধানরহিতই হউক অথবা খণ্ডোচ্চারিতই হউক, নামগ্রহীতাকে অবশ্যই উদ্ধার করিবে। হে বিপ্র, নামের এইরূপ মাহাত্ম্য বটে, কিন্তু যদি সেই নামাক্ষর দেহ, দ্রবিণ, জনতা, লোভ ইত্যাদি পাষাণস্বরূপ অপরাধমধ্যে পতিত হয়, তাহা হইলে শীঘ্র-ফলজনক হয় না অর্থাৎ নামাপরাধনিবৃত্তির যে উপায় আছে, তাহা অবলম্বন না করিলে নামাপরাধ দূর হয় না। ('লোভ-পাষণ্ড-মধ্যে' এইরূপ পাঠও আছে)।

অনুভাষ্য

৫৬। দংষ্ট্রিদংষ্ট্রাহতঃ (দংষ্ট্রী বরাহঃ তস্য দংষ্ট্রয়া দশনেন আহতঃ যঃ সঃ) ম্লেচ্ছঃ (যবনঃ) 'হারাম' ইতি (যাবনিক-ভাষায়াম্ অস্পৃশ্যত্বজ্ঞাপকং শব্দবিশেষং) পুনঃ পুনঃ উক্ত্বা অপি মুক্তিং (নামাভাসবলেন ভববন্ধনাৎ মোচনম্) আপ্নোতি (আপ) ; শ্রদ্ধয়া গৃণন্ [নাম্নঃ বলেন] কিং পুনঃ [বক্তব্যম্]?

৫৯। ব্যবহিত—এস্থলে, বর্ণ বা অক্ষরগত ব্যবধান অথবা তত্ত্বগত ব্যবধান উদ্দিষ্ট হয় নাই, কেননা, তাদৃশ জড়ীয় ব্যবধান —শ্রদ্ধাহীন জীবের আত্মেন্দ্রিয়তর্পণ বা জড়ভোগপর প্রবৃত্তি হইতে জাত, সুতরাং তাহা শুদ্ধনাম নহে, জড়ীয় শব্দ বা অক্ষর-সমষ্টিমাত্র ; উহা শুদ্ধনামোচ্চারণ-ফলের অর্থাৎ কৃষ্ণপ্রেমপ্রাপ্তির প্রতিবন্ধকমাত্র ; পক্ষান্তরে এস্থলে সেবোন্মুখ ব্যক্তির অস্ফুট বা খণ্ড আংশিক নামোচ্চারণরূপ ব্যবধানই উদ্দিষ্ট হইয়াছে, যেহেতু তৎসত্ত্বেও শ্রীনামপ্রভু সেবোন্মুখ ব্যক্তির শ্রদ্ধাযুক্ত হৃদয়ে আপন-প্রভাব অর্থাৎ অনর্থক্ষয় ও প্রেমোদয়রূপ ফলদানশক্তি প্রকটিত করেন।

৬০। হে বিপ্র, একং নাম (কৃষ্ণনাম) যস্য (সুকৃতিনঃ) বাচি (উচ্চারিতং) স্মরণপথগতং (স্মৃতমিত্যর্থঃ) শ্রোত্রমূলং গতং (আকর্ণিতং) বা, শুদ্ধবর্ণং অশুদ্ধবর্ণং বা, ব্যবহিতরহিতং (ব্যবহিতানি ব্যবধানানি দশনামাপরাধরূপাণি অন্তরাণি তৈঃ রহিতং শূন্যং নিরন্তরমিতি যাবৎ ; যদ্বা, ব্যবহিতং তদ্রহিতং চ ; তত্র 'ব্যবহিতং' শব্দান্তরেণ অক্ষরান্তরেণ ভাবান্তরেণ বা অন্তরিতং, 'তদ্রহিতং' কেনচিদংশেন হীনম্ অপি) বা [সৎ, তাদৃশোচ্চারণকারিণং] তারয়তি (উদ্ধারয়তি) এব [ইতি] সত্যম্ ; চেৎ

নামাভাসে মহাপাতক-নাশ ঃ—

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু (২।১।১০৩)—

তং নির্ব্ব্যাজং ভজ গুণনিধে পাবনং পাবনানাং
শ্রদ্ধা-রজ্যন্মতিরতিতরামুত্তমঃশ্লোকমৌলিম্ ।
প্রোদ্যন্নন্তঃকরণকুহরে হন্ত যন্নামভানো-
রাভাসোঽপি ক্ষপয়তি মহাপাতকধ্বান্তরাশিম্ ॥ ৬২ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৬২। হে গুণনিধি, তুমি পরমপাবন উত্তমঃশ্লোকমৌলি শ্রীকৃষ্ণকে শ্রদ্ধামূলক মতির সহিত অতিশয়-শীঘ্র সরলভাবে ভজন কর ; কেননা, তাঁহার নামরূপ সূর্য্যের আভাসও অন্তঃকরণে উদিত হইলে মহাপাতকরূপ অন্ধকাররাশিকে বিনষ্ট করে।

অনুভাষ্য

(যদি) তৎ (নাম) দেহ-দ্রবিণ-জনতা-লোভ-পাষণ্ড-মধ্যে ('দেহঃ' নশ্বরং কুণপং, 'দ্রবিণং' ধনং, 'জনতা' আভিজনস্য, স্ত্রীজনস্য লোকসংগ্রহমূলায়াঃ প্রতিষ্ঠায়াঃ বা স্পৃহা, 'লোভ' অসতি বহিরর্থে লৌল্যং, জিহ্বালাম্পট্যং বা, 'পাষণ্ডঃ' হরিগুরুবৈষ্ণবাবজ্ঞারূপঃ অপরাধঃ,—এতেষু মধ্যে) নিক্ষিপ্তং (বিন্যস্তং, নিজেন্দ্রিয়তর্পণ-কামনায়ৈ প্রযুক্তং অনুশীলিতং বা তদা) অত্র (ইহলোকে) [তুচ্ছ-ফলপ্রদত্বাৎ] শীঘ্রং (সদ্যঃ) ফলজনকং (পরমফলপ্রদং) ন স্যাৎ (ন ভবেৎ)।

শ্রীহরিভক্তিবিলাসে ১১শ বিঃ ২৮৯ সংখ্যায় দিগ্‌দর্শিনী-টীকায় শ্রীসনাতন প্রভু—'বাচি গতং প্রসঙ্গাদ্ বাঙ্মধ্যে প্রবৃত্তমপি, স্মরণপথগতং কথঞ্চিন্মনঃস্পৃষ্টমপি, শ্রোত্রমূলং গতং কিঞ্চিৎ শ্রুতমপি, শুদ্ধবর্ণং বা অশুদ্ধবর্ণমপি বা, 'ব্যবহিতং' শব্দান্তরেণ যদ্‌ব্যবধানং, বক্ষ্যমাণ-নারায়ণ-শব্দস্য কিঞ্চিদুচ্চারণানন্তরং প্রসঙ্গা-দাপতিতং শব্দান্তরং তেন রহিতং সৎ ; যদ্বা, যদ্যপি 'হলং রিক্তম্' ইত্যাদুক্তৌ হকার-রিকারয়োর্ব্বৃত্ত্যা হরীতি নামাস্ত্যেব, তথা 'রাজ-মহিষী' ইত্যত্র রাম-নামাপি, এবমন্যদপ্যূহ্যম্ ; তথাপি তত্তন্নাম-মধ্যে ব্যবধায়কমক্ষরান্তরমস্তীত্যেতাদৃশ-ব্যবধানরহিতমিত্যর্থঃ। যদ্বা, ব্যবহিতঞ্চ তদ্রহিতঞ্চাপি বা তত্র 'ব্যবহিতং—নাম্নঃ কিঞ্চিদু-চ্চারণানন্তরং কথঞ্চিদাপতিতং শব্দান্তরং সমাধায় পশ্চান্নামা-বশিষ্টাক্ষরগ্রহণমিত্যেবং রূপং, মধ্যে শব্দান্তরেণান্তরিতমিত্যর্থঃ, 'রহিতং' পশ্চাদবশিষ্টাক্ষরগ্রহণবর্জ্জিতং, কেনচিদংশেন হীন-মিত্যর্থঃ। তথাপি তারয়ত্যেব, সর্ব্বেভ্যঃ পাপেভ্যোঽপরাধেভ্যশ্চ সংসারাদপ্যুদ্ধারয়ত্যেবেতি সত্যমেব। কিন্তু নামসেবনস্য মুখ্যং

নামাভাসে মুক্তি ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবতে (৬।২।৪৯)—

ম্রিয়মাণো হরের্নাম গৃণন্ পুত্রোপচারিতম্ ।
অজামিলোঽপ্যগাদ্ধাম কিমুত শ্রদ্ধয়া গৃণন্ ॥ ৬৩ ॥

শ্লোকের অর্থ ঃ—

নামাভাসে 'মুক্তি' হয় সর্ব্বশাস্ত্রে দেখি ।
শ্রীভাগবতে তা'তে অজামিল—সাক্ষী ॥" ৬৪ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৬৩। পুত্রোপচারে হরিনাম গ্রহণ করিয়াই মুমূর্ষু অজামিল যখন বৈকুণ্ঠধামে গমন করিল, তখন, শ্রদ্ধা করিয়া নাম লইলে যে কি হয়, বলা যায় না (বৈকুণ্ঠগমনের ত' কথাই নাই)।

অনুভাষ্য

যৎ ফলং, তন্ন সদ্যঃ সম্পদ্যতে। তথা দেহভরণাদ্যর্থমপি নাম-সেবনেন মুখ্যং ফলমাশু ন সিদ্ধ্যতীত্যাহ—তচ্চেদিতি। তন্নাম চেৎ যদি দেহাদিমধ্যে নিক্ষিপ্তং, দেহভরণাদ্যর্থমেব বিন্যস্তং, তদাপি ফলজনকং ন ভবতি কিম্? অপি তু ভবত্যেব, কিন্তু অত্র ইহলোকে শীঘ্রং ন ভবতি, কিন্তু বিলম্বেনৈব ভবতীত্যর্থঃ।*

মধ্য, ১৬পঃ ৭২ সংখ্যার অনুভাষ্য এবং ভক্তিসন্দর্ভে ২৬৫ সংখ্যায় শ্রীজীবপ্রভুকর্ত্তৃক এই শ্লোকের কারিকা দ্রষ্টব্য।

৬২। হে গুণনিধে, যন্নামভানোঃ (যস্য ভগবতঃ নাম এব ভানুঃ ভাস্করঃ তস্য নামরূপিণঃ সূর্য্যস্য) আভাসঃ (অপরাধরূপ-তমোঽতীতঃ ঈষৎ প্রকাশঃ) অন্তঃকরণকুহরে (চিত্তগহ্বরে) প্রোদ্যন্ (প্রকটয়ন্) মহাপাতকধ্বান্তরাশিং (মহাপাতকম্ এব ধ্বান্তং তস্য রাশিম্ অন্ধকারততিং) হন্ত ক্ষপয়তি (দূরীকরোতি), তং পাবনানাং পাবনং (পবিত্রী কুর্ব্বতাং তীর্থানাম্ অপি পাবনং পাবিত্র্যকরম্) উত্তমঃশ্লোকমৌলিম্ (উৎ উদ্‌গচ্ছতি তমঃ যস্মাৎ তথাভূতঃ শ্লোকঃ কীর্ত্তিঃ যেষাং তেষাং মৌলিং শিরোভূষণং) তং (শ্রীকৃষ্ণং) শ্রদ্ধা-রজ্যন্মতিঃ (শ্রদ্ধয়া সুদৃঢ়বিশ্বাসেন রজ্যন্তী উল্লসন্তী রাগময়ী মতিঃ বুদ্ধিঃ যস্য তথাভূতঃ সন্) অতিতরাং (শীঘ্রং) নির্ব্ব্যাজং (নিষ্কপটং যথা স্যাত্তথা) ভজ।

৬৩। মৃত্যুকালে সঙ্কেত-নামাভাসফলে পাপমুক্ত অজামিলের পুনর্জীবন-লাভানন্তর নির্ব্বেদের সহিত শ্রীহরির আরাধনা-ফলে বৈকুণ্ঠে গমন বর্ণন করিয়া শুকদেব অধ্যায়-শেষে পরীক্ষিৎকে প্রসঙ্গক্রমে নামাভাস ও শুদ্ধনামের মাহাত্ম্য-বৈশিষ্ট্য কীর্ত্তন করিতেছেন,—

অজামিলঃ ম্রিয়মাণঃ (মৃত্যুমুখাসীনঃ অবশত্বেন শ্রদ্ধা-বিহীনোঽপি) পুত্রোপচারিতং (নারায়ণেতি পুত্র-নামতয়া কথিতং)

** শ্রীনাম 'বাচি গতং' অর্থাৎ প্রসঙ্গক্রমে জিহ্বা-মধ্যে প্রবৃত্ত হইলেও, 'স্মরণপথগতং' অর্থাৎ কোনরূপে মনঃস্পৃষ্ট হইলেও, 'শ্রোত্রমূলং গতং' অর্থাৎ কিঞ্চিৎ শ্রুত হইলেও, শুদ্ধবর্ণ বা অশুদ্ধবর্ণ হইলেও এবং 'ব্যবহিতরহিতং'—ব্যবহিত অর্থাৎ শব্দান্তর-দ্বারা যে-ব্যবধান, যেমন, বক্ষ্যমান 'নারায়ণ'-শব্দের কিঞ্চিৎ উচ্চারণের পর প্রসঙ্গক্রমে আগত যে অন্য শব্দ, সেইরূপ ব্যবধান-রহিত হইয়া, অথবা—যদিও 'হলং রিক্তম্', এইপ্রকার উক্তিতে 'হ'-কার ও 'রি'-কার এই দুইয়ের বৃত্তিদ্বারা 'হরি', এই নাম হইয়া থাকে, সেইপ্রকার 'রাজমহিষী'—এস্থলে 'রাম'-নামও হইয়া থাকে,*

প্রভুর হর্ষবৃদ্ধি ও পুনঃ প্রশ্ন ঃ—

শুনিয়া প্রভুর সুখ বাড়য়ে অন্তরে ।
পুনরপি ভঙ্গী করি' পুছয়ে তাঁহারে ॥ ৬৫ ॥

স্থাবর-জঙ্গম-জীবোদ্ধারের উপায়-জিজ্ঞাসা ঃ—

"পৃথিবীতে বহুজীব—স্থাবর-জঙ্গম ।
ইহা সবার কি-প্রকারে হইবে মোচন?" ৬৬ ॥

হরিদাসের উত্তর ঃ—

হরিদাস কহে,—"প্রভু, সে কৃপা তোমার ।
স্থাবর-জঙ্গম আগে করিয়াছ নিস্তার ॥ ৬৭ ॥

স্থাবর ও জঙ্গম, উভয়বিধ জীবের উচ্চনাম-সঙ্কীর্ত্তন-শ্রবণ-প্রভাব-বর্ণন ঃ—

তুমি যে করিয়াছ এই উচ্চ সঙ্কীর্ত্তন ।
স্থাবর-জঙ্গমের সেই হয়ত' শ্রবণ ॥ ৬৮ ॥
শুনিয়া জঙ্গমের হয় সংসার-ক্ষয় ।
স্থাবরের শব্দ লাগে, প্রতিধ্বনি হয় ॥ ৬৯ ॥
'প্রতিধ্বনি' নহে, সেই করয়ে 'কীর্ত্তন' ।
তোমার কৃপার এই অকথ্য কথন ॥ ৭০ ॥
সকল জগতে হয় উচ্চ সঙ্কীর্ত্তন ।
শুনিয়া প্রেমাবেশে নাচে স্থাবর-জঙ্গম ॥ ৭১ ॥

প্রভুর লীলা হইতে উচ্চসঙ্কীর্ত্তন-শ্রবণের দৃষ্টান্ত-প্রদর্শন ঃ—

যৈছে কৈলা ঝারিখণ্ডে বৃন্দাবন যাইতে ।
বলভদ্র-ভট্টাচার্য্য কহিয়াছেন আমাতে ॥ ৭২ ॥
বাসুদেব জীব লাগি' কৈল নিবেদন ।
তবে অঙ্গীকার কৈলা জীবের মোচন ॥ ৭৩ ॥

জগদ্‌গুরু আচার্য্যরূপে নাম-প্রেম প্রচারদ্বারা প্রভুর জীবোদ্ধারলীলা-রহস্যোদঘাটন ঃ—

জগৎ নিস্তারিতে তোমার অবতার ।
ভক্তভাব আগে তা'তে কৈলা অঙ্গীকার ॥ ৭৪ ॥
উচ্চ সঙ্কীর্ত্তন তা'তে করিলা প্রচার ।
'স্থির'-'চর' জীবের খণ্ডাইলা সংসার ॥" ৭৫ ॥

প্রভুকর্ত্তৃক জীবগণের মুক্তি-লাভানন্তর ব্রহ্মাণ্ডের অবস্থা-জিজ্ঞাসা ঃ—

প্রভু কহে,—"সব জীব মুক্তি যবে পাবে ।
এই ত' ব্রহ্মাণ্ড তবে জীবশূন্য হবে!!" ৭৬ ॥

হরিদাসের উত্তর ; প্রভুর কৃপায় তৎপ্রকটকালীয় সর্ব্বজীবের উদ্ধারান্তে পুনরায় কারণোদশায়ি-মহাবিষ্ণু-প্রকটিত জীবদ্বারা জগদ্ব্যাপ্তি ঃ—

হরিদাস বলে,—"তোমার যাবৎ মর্ত্ত্যে স্থিতি ।
তাবৎ স্থাবর-জঙ্গম, সর্ব্ব জীব-জাতি ॥ ৭৭ ॥
সব মুক্ত করি' তুমি বৈকুণ্ঠে পাঠাইবা ।
সূক্ষ্মজীবে পুনঃ কর্ম্মে উদ্বুদ্ধ করিবা ॥ ৭৮ ॥
সেই জীব হবে ইঁহা স্থাবর-জঙ্গম ।
তাহাতে ভরিবে ব্রহ্মাণ্ড যেন পূর্ব্ব-সম ॥ ৭৯ ॥

পূর্ব্বে শ্রীরামচন্দ্রের জীবোদ্ধার-লীলার দৃষ্টান্ত ঃ—

পূর্ব্বে যেন রঘুনাথ সব অযোধ্যা লঞা ।
বৈকুণ্ঠকে গেলা, অন্যজীবে অযোধ্যা ভরাঞা ॥ ৮০ ॥

অনুভাষ্য

হরেঃ নাম গৃণন্ (উচ্চারয়ন্) ধাম (বৈকুণ্ঠপদং) অগাৎ (জগাম), শ্রদ্ধয়া (অপ্রাকৃত-দৃঢ়বিশ্বাসেন সহ তৎ নাম) গৃণন্ [সৎ] কিমুতঃ (কিং বক্তব্যম্)?

৬৮। উচ্চকীর্ত্তনের প্রভাব—শ্রীচৈঃ ভাঃ আদি ১৬শ অঃ, ২৭৭-২৯১ সংখ্যায় এবং প্রভুকর্ত্তৃক সঙ্কীর্ত্তন-প্রবর্ত্তন—(শ্রীচৈঃ চঃ আদি ৩য় পঃ ৭৬ সংখ্যা ও মধ্য ১১শ পঃ ৯৭-৯৮ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

৭২। মধ্য ১৭শ পঃ ২৪-৫৪ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

৭৩। মধ্য ১৫শ পঃ ১৫৯-১৭৯ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৭৮। হে প্রভো, তুমি ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হইয়া যত জীবের সহিত সম্বন্ধ করিলে, সকলেই উদ্ধার পাইবে। এইরূপে ব্রহ্মাণ্ড যদিও উদ্ধার পাইয়া যায়, তথাপি অনন্ত সূক্ষ্ম জীবকে কর্ম্মক্ষেত্রে পুনরায় উদ্বুদ্ধ করিবে ; এইরূপে ব্রহ্মাণ্ড পুনরায় জীবসমূহদ্বারা পরিপূরিত হইবে।

অনুভাষ্য

৭৫। স্থির-চর—স্থাবর ও জঙ্গম।

৮০। রামায়ণে (বঙ্গবাসী সংস্করণ) উত্তরকাণ্ডে ১২২ সর্গে ২১-২২ শ্লোকে এবং ১২৩ সর্গ দ্রষ্টব্য।

এইপ্রকার অকথিত অপর যে-সকল নাম হইয়া থাকে, তথাপি সেই সেই নাম-মধ্যে ব্যবধায়ক যে অন্য অক্ষর বর্ত্তমান রহিয়াছে, তাদৃশ ব্যবধান-রহিত—এই অর্থ; অথবা 'ব্যবহিতরহিতং'-অর্থে—ব্যবহিত এবং তদ্‌রহিত, এইরূপ অর্থও হইয়া থাকে—সেক্ষেত্রে 'ব্যবহিত'-অর্থস্থলে নামের কিঞ্চিৎ উচ্চারণের পর কোনওপ্রকারে আগত অন্য শব্দ সমাধা করিয়া পশ্চাৎ নামের অবশিষ্ট অক্ষর গ্রহণ, এইপ্রকার ব্যবধানযুক্ত-রূপ অর্থাৎ শব্দান্তরদ্বারা অন্তরিত (ব্যবহিত) এই অর্থ, এবং 'তদ্রহিত' অর্থে—নামের অবশিষ্ট যে অক্ষর, তাহার গ্রহণবর্জ্জিত অর্থাৎ কোন অংশে হীন (কম), এই অর্থ; তথাপি উক্ত নাম 'তারয়ত্যেব' অর্থাৎ সর্ব্ব পাপ হইতে এবং অপরাধ হইতে এমনকি সংসার হইতেও উদ্ধার করিয়া থাকে—ইহা সত্যই ; কিন্তু নামসেবনের যে মুখ্যফল, তাহা শীঘ্র সম্পাদিত হয় না। তথা, দেহভরণাদির জন্য নামসেবনদ্বারা মুখ্যফল আশু সিদ্ধ হয় না, —ইহাই বলা হইতেছে 'তচ্ছেদ্' ইত্যাদি অংশে। সেই নাম যদি দেহাদি-মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয় অর্থাৎ দেহভরণাদির জন্যই বিন্যস্ত (রচিত) হয়, তাহা হইলেও কি তাহা ফলজনক হয় না? নিশ্চয়ই হয়, তবে 'অত্র' অর্থাৎ ইহলোকে, শীঘ্র হয় না, কিন্তু বিলম্বেই হইয়া থাকে—এই অর্থ।

অবতরি' তুমি ঐছে পাতিয়াছ হাট ।
কেহ না বুঝিতে পারে তোমার গূঢ় নাট ॥ ৮১ ॥

পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণের জীবোদ্ধার-লীলার দৃষ্টান্ত ঃ—

পূর্ব্বে যেন ব্রজে কৃষ্ণ করি' অবতার ।
সকল ব্রহ্মাণ্ড-জীবের খণ্ডাইলা সংসার ॥ ৮২ ॥

স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণের অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডোদ্ধারণ-সামর্থ্য ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।২৯।১৬)—

ন চৈবং বিস্ময়ঃ কার্য্যো ভবতা ভগবত্যজে ।
যোগেশ্বরেশ্বরে কৃষ্ণে যত এতদ্বিমুচ্যতে ॥ ৮৩ ॥

শ্রীবিষ্ণুপুরাণে (৪।১৫।১৭)—

অয়ং হি ভগবান্ দৃষ্টঃ কীর্ত্তিতঃ সংস্মৃতশ্চ দ্বেষানুবন্ধেনাখিল-সুরাসুরাদিদুর্ল্লভং ফলং প্রযচ্ছতি, কিমুত সম্যগ্‌ভক্তিমতাম্ ইতি ॥

প্রভুর প্রকটকালে সর্ব্বব্রহ্মাণ্ডস্থ জীবেরই উদ্ধার ঃ—

তৈছে তুমি নবদ্বীপে করি' অবতার ।
সকল ব্রহ্মাণ্ড-জীবের করিলা নিস্তার ॥ ৮৫ ॥

হরিদাসের দৈন্য ঃ—

যে কহে,—'চৈতন্য-মহিমা মোর গোচর হয় ।'
সে জানুক, মোর পুনঃ এই ত' নিশ্চয় ॥ ৮৬ ॥
তোমার যে লীলা মহা-অমৃতের সিন্ধু ।
মোর মনোগোচর নহে তার একবিন্দু ॥" ৮৭ ॥

ভক্তের ভগবল্লীলা-রহস্যোদ্ঘাটন-ক্ষমতায় ভগবানেরও বিস্ময় ঃ—

এত শুনি' প্রভুর মনে চমৎকার হৈল ।
'মোর গূঢ়লীলা হরিদাস কেমনে জানিল?' ৮৮ ॥

প্রভুর আলিঙ্গন ঃ—

মনের সন্তোষে তাঁ'রে কৈলা আলিঙ্গন ।
বাহ্য প্রকাশিতে এসব করিলা বর্জ্জন ॥ ৮৯ ॥

ভক্তের বশ ভগবান্ ঃ—

ঈশ্বর-স্বভাব,—ঐশ্বর্য্য চাহে আচ্ছাদিতে ।
ভক্ত-ঠাঞি লুকাইতে নারে, হয় ত' বিদিতে ॥ ৯০ ॥

ভক্তের নিকট অজিতও জিত, বৈকুণ্ঠও পরিমেয় ঃ—

আলবন্দারু বা শ্রীযামুনাচার্য্য-কৃত-স্তোত্ররত্নে (১৮)—

উল্লঙ্ঘিতত্রিবিধসীমসমাতিশায়ি-
সম্ভাবনং তব পরিব্রঢ়িমস্বভাবম্ ।
মায়াবলেন ভবতাপি নিগুহ্যমানং
পশ্যন্তি কেচিদনিশং ত্বদনন্যভাবাঃ ॥ ৯১ ॥

প্রভুকর্ত্তৃক হরিদাসের প্রশংসা ঃ—

তবে মহাপ্রভু নিজভক্ত-পাশে যাঞা ।
হরিদাসের গুণ কহে শতমুখ হঞা ॥ ৯২ ॥

ভক্তগুণ-কীর্ত্তনকারী ভগবান্ ঃ—

ভক্তের গুণ কহিতে প্রভুর বাড়য়ে উল্লাস ।
ভক্তগণ-শ্রেষ্ঠ তা'তে শ্রীহরিদাস ॥ ৯৩ ॥

ঠাকুর হরিদাসের অনন্ত গুণরাশি ঃ—

হরিদাসের গুণগণ—অসংখ্য, অপার ।
কেহ কোন অংশে বর্ণি' নাহি পায় পার ॥ ৯৪ ॥

শ্রীচৈতন্যভাগবতে ঠাকুরের গুণ আংশিক বর্ণিত ঃ—

চৈতন্যমঙ্গলে শ্রীবৃন্দাবন দাস ।
হরিদাসের গুণ কিছু করিয়াছেন প্রকাশ ॥ ৯৫ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৮৩। যাঁহা হইতে এই স্থাবরাস্থাবর জগৎ সম্পূর্ণরূপে বিমুক্ত হয়, জন্মরহিত ভগবান্ যোগেশ্বর সেই কৃষ্ণের কার্য্যে এইরূপ বিস্ময় প্রকাশ করিবার আবশ্যকতা নাই।

৮৪। এই ভগবান্ দ্বেষানুবন্ধের সহিত দৃষ্ট, কীর্ত্তিত বা সংস্মৃত হইলেও যখন অখিল সুরাসুরাদির দুর্ল্লভ ফল দিয়া থাকেন, তখন সম্যক্ ভক্তিমানদিগের সম্বন্ধে কথা কি?

৮৯। হরিদাসের তাত্ত্বিকবাক্য-সকল শুনিয়া প্রভু সন্তুষ্ট হইলেন, কিন্তু বাহ্যদশা প্রকাশপূর্ব্বক স্বীয় স্তুতিবাক্য বর্জ্জন করিলেন।

অনুভাষ্য

৮৩। রাসপূর্ণিমা-রজনীতে কৃষ্ণবংশীধ্বনিশ্রবণ-হেতু কৃষ্ণ-মিলন-সঙ্গকামা গোপীগণের সৌভাগ্য বর্ণন করিতে করিতে শ্রীশুকদেব পরীক্ষিৎকে পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের মহিমা কীর্ত্তনপূর্ব্বক উপদেশ-শিক্ষা প্রদান করিতেছেন,—

হে রাজন্, যতঃ (শ্রীকৃষ্ণাৎ) এতৎ [স্থাবরজঙ্গমাদিকমপি প্রাণিমাত্রং বিমুচ্যতে, অতঃ) ভবতা ভগবতি (সর্ব্বৈশ্বর্য্যসমন্বিতে) অজে (স্বয়মাবির্ভূতে) যোগেশ্বরেশ্বরে (যোগৈশ্বর্য্যাণামধীশ্বরে পরমে পরমাত্মনি) কৃষ্ণে এবং [মোক্ষদানশক্তৌ] বিস্ময়ঃ ন চ এব কার্য্যঃ।

৮৪। দ্বেষানুবন্ধেন (শত্রুভাবেনাপি) অয়ং ভগবান্ হি দৃষ্টঃ (অবলোকিতঃ), কীর্ত্তিতঃ (বাচা উচ্চারিতঃ), [মনসা] সংস্মৃতঃ চ অখিলসুরাসুরাদিদুর্ল্লভং ফলং (মোক্ষাদিকং) প্রযচ্ছতি, উত সম্যগ্‌ভক্তিমতাম্ (অন্যাভিলাষকর্ম্মজ্ঞানাদ্যভক্তিমার্গত্রয়ত্যাগ-পরাণাং শুদ্ধভক্তানাং) কিং [বক্তব্যম্]?

৮৬-৮৭। মধ্য, ২১শ পঃ ২৫-২৬ ও ভাঃ ১০।১৪।৩৬ দ্রষ্টব্য।

৮৮। গূঢ়লীলা—জীবোদ্ধার-লীলা।

৯০। আদি, ৩য় পঃ ৮৬-৮৯ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৯৫। চৈতন্যমঙ্গলে—শ্রীচৈতন্যভাগবতে আদি ১৪শ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

স্বচিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত অগাধ হরিদাস-
চরিতসিন্ধুর বিন্দুস্পর্শ ঃ—

সব কহা না যায় হরিদাসের চরিত্র ।
কেহ কিছু কহে করিতে আপনা পবিত্র ॥ ৯৬ ॥

চৈতন্যভাগবতে অবর্ণিত চরিতাংশেরই বর্ণন-প্রতিজ্ঞা ঃ—

বৃন্দাবনদাস যাহা না কৈলা বর্ণন ।
হরিদাসের গুণ কিছু শুন, ভক্তগণ ॥ ৯৭ ॥

বেনাপোলে ঠাকুরকর্ত্তৃক রামচন্দ্রখাঁনের প্রেরিত
বেশ্যার উদ্ধার-বৃত্তান্ত ঃ—

হরিদাস যবে নিজগৃহ ত্যাগ কৈলা ।
বেনাপোলের বন-মধ্যে কতদিন রহিলা ॥ ৯৮ ॥
নির্জ্জন-বনে কুটীর করি' তুলসী-সেবন ।
রাত্রি-দিনে তিন লক্ষ নামসঙ্কীর্ত্তন ॥ ৯৯ ॥
ব্রাহ্মণের ঘরে করে ভিক্ষা-নির্ব্বাহণ ।
প্রভাবে সকল লোক করয়ে পূজন ॥ ১০০ ॥
সেই দেশাধ্যক্ষ নাম—রামচন্দ্র খাঁন ।
বৈষ্ণববিদ্বেষী সেই পাষণ্ড-প্রধান ॥ ১০১ ॥
হরিদাসে লোকে পূজে, সহিতে না পারে ।
তাঁ'র অপমান করিতে নানা উপায় করে ॥ ১০২ ॥
কোনপ্রকারে হরিদাসের ছিদ্র নাহি পায় ।
বেশ্যাগণে আনি' করে ছিদ্রের উপায় ॥ ১০৩ ॥
বেশ্যাগণে কহে,—"এই বৈরাগী হরিদাস ।
তুমি-সব কর ইহার বৈরাগ্য নাশ ॥" ১০৪ ॥
বেশ্যাগণ-মধ্যে এক সুন্দরী যুবতী ।
সে কহে,—"তিনদিনে হরিব তাঁ'র মতি ॥" ১০৫ ॥
খাঁন কহে,—"মোর পাইক যাউক তোমার সনে ।
তোমার সহিত একত্র তারে ধরি' যেন আনে ॥" ১০৬ ॥
বেশ্যা কহে,—"মোর সঙ্গ হউক একবার ।
দ্বিতীয়বারে ধরিতে পাইক লইমু তোমার ॥" ১০৭ ॥
রাত্রিকালে সেই বেশ্যা সুবেশ ধরিয়া ।
হরিদাসের বাসায় গেল উল্লসিত হঞা ॥ ১০৮ ॥
তুলসী নমস্করি' হরিদাসের দ্বারে যাঞা ।
গোসাঞিরে নমস্করি' রহিলা দাণ্ডাঞা ॥ ১০৯ ॥
অঙ্গ উঘাড়িয়া দেখায় বসিয়া দুয়ারে ।
কহিতে লাগিলা কিছু সুমধুর স্বরে ॥ ১১০ ॥
"ঠাকুর, তুমি—পরমসুন্দর, প্রথম যৌবন ।
তোমা দেখি' কোন্ নারী ধরিতে পারে মন?? ১১১ ॥
তোমার সঙ্গম লাগি' লুব্ধ মোর মন ।
তোমা না পাইলে প্রাণ না যায় ধারণ ॥" ১১২ ॥
হরিদাস কহে,—"তোমা করিমু অঙ্গীকার ।
সংখ্যা-নাম-কীর্ত্তন যাবৎ না সমাপ্ত আমার ॥ ১১৩ ॥
তাবৎ তুমি বসি' শুন নাম-সঙ্কীর্ত্তন ।
নাম-সমাপ্ত হৈলে করিমু যে তোমার মন ॥" ১১৪ ॥
এত শুনি' সেই বেশ্যা বসিয়া রহিলা ।
কীর্ত্তন করে হরিদাস প্রাতঃকাল হৈলা ॥ ১১৫ ॥
প্রাতঃকাল দেখি' বেশ্যা উঠিয়া চলিলা ।
সমাচার রামচন্দ্র খাঁনেরে কহিলা ॥ ১১৬ ॥
"আজি আমার সঙ্গ করিবে কহিলা বচনে ।
অবশ্য তাহার সঙ্গে হইবে সঙ্গমে ॥" ১১৭ ॥
আর দিন রাত্রি হৈলে বেশ্যা আইল ।
হরিদাস তা'রে বহু আশ্বাস করিল ॥ ১১৮ ॥
"কালি দুঃখ পাইলা, অপরাধ না লইবা মোর ।
অবশ্য করিমু আমি তোমায় অঙ্গীকার ॥ ১১৯ ॥
তাবৎ ইঁহা বসি' শুন নাম-সঙ্কীর্ত্তন ।
নাম পূর্ণ হৈলে, পূর্ণ হবে তোমার মন ॥" ১২০ ॥
তুলসীরে তবে বেশ্যা নমস্কার করি' ।
দ্বারে বসি' নাম শুনে, বলে—'হরি' 'হরি' ॥ ১২১ ॥
রাত্রি শেষ হৈল, বেশ্যা উঁসিমিসি করে ।
তা'র রীতি দেখি' হরিদাস কহেন তাহারে ॥ ১২২ ॥

ঠাকুর হরিদাসের স্বীয় মহামন্ত্র-দীক্ষা বর্ণন ও দৈক্ষ-ব্রাহ্মণতা ঃ—

"কোটি নামগ্রহণযজ্ঞ করি একমাসে ।
এই দীক্ষা করিয়াছি, হৈল আসি' শেষে ॥ ১২৩ ॥

অনুভাষ্য

৯১। আদি, ৩য় পঃ ৮৮ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

৯৮। বেনাপোল—ই, বি, আর, লাইনে খুল্না পথে বনগাঁও-জংশনের পর বেনাপোল ষ্টেশন (বর্ত্তমানে বাংলাদেশে); তন্নিকটবর্ত্তী স্থানই 'বেনাপোল'।

১২২। উসিমিসি করে—উসিমিসি অর্থাৎ উস্‌খুস্ করে অর্থাৎ উঠাবসা করিয়া ব্যস্ত-চঞ্চল বা উতলা হইল।

১২৩। প্রত্যহ তিনলক্ষ তেত্রিশ-সহস্র তিনশত-তেত্রিশের

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৯৮। বেনাপোল—যশোহর-জেলায় গ্রামবিশেষ।

অনুভাষ্য

ঊর্দ্ধ সংখ্যা গণনাপূর্ব্বক হরিনাম গ্রহণ করিলে এক মাসে এককোটি নাম হয়। এই নামগ্রহণ-যজ্ঞে নামিস্বরূপ ভগবানের উপাসনা হয়। সাধারণ লৌকিক বিশ্বাসে হরিদাস ঠাকুর শৌক্র বা সাবিত্র্য-যজ্ঞাধিকারী বলিয়া পরিচিত না হইলেও নামযজ্ঞে দীক্ষিত হওয়ায়, বৈদিক একায়নশাখী দৈক্ষব্রাহ্মণরূপে নামযজ্ঞ

আজি সমাপ্ত হবেক, হেন জ্ঞান ছিল ।
সমস্ত রাত্রি নিলুঁ নাম, সমাপ্ত না হৈল ॥ ১২৪ ॥
কালি সমাপ্ত হবে, তবে হবে ব্রতভঙ্গ ।
স্বচ্ছন্দে তোমার সঙ্গে হইবেক সঙ্গ ॥" ১২৫ ॥
বেশ্যা গিয়া সমাচার খাঁনেরে কহিল ।
আর দিন সন্ধ্যাকালে ঠাকুর-ঠাঞি আইল ॥ ১২৬ ॥
তুলসীরে, ঠাকুরেরে নমস্কার করি' ।
দ্বারে বসি' নাম শুনে, বলে—'হরি' 'হরি' ॥ ১২৭ ॥
"নাম পূর্ণ হবে আজি",—বলে হরিদাস ।
"তবে পূর্ণ করিমু তোমার অভিলাষ ॥" ১২৮ ॥

সাধুসঙ্গে বেশ্যার নির্ব্বেদ এবং ঠাকুরের কৃপা-যাচ্ঞা ঃ—

কীর্ত্তন করিতে ঐছে রাত্রি শেষ হৈল ।
ঠাকুরের সনে বেশ্যার মন ফিরি' গেল ॥ ১২৯ ॥
দণ্ডবৎ হঞা পড়ে ঠাকুর-চরণে ।
রামচন্দ্র খাঁনের কথা কৈল নিবেদনে ॥ ১৩০ ॥
"বেশ্যা হঞা মুঞি পাপ করিয়াছোঁ অপার ।
কৃপা করি' কর মো-অধমে নিস্তার ॥" ১৩১ ॥

ঈশ্বরদ্বেষী খাঁনের প্রতি ঠাকুরের উপেক্ষামূলক-উক্তি ঃ—

ঠাকুর কহে,—"খাঁনের কথা সব আমি জানি ।
অজ্ঞ মূর্খ সেই, তা'রে দুঃখ নাহি মানি ॥ ১৩২ ॥

বেশ্যার প্রতি কৃপোদয় ঃ—

সেইদিন যাইতাম এস্থান ছাড়িয়া ।
তিন দিন রহিলাঙ তোমার লাগিয়া ॥" ১৩৩ ॥

বেশ্যাকর্ত্তৃক স্বীয় উদ্ধার-প্রার্থনা ঃ—

বেশ্যা কহে,—"কৃপা করি' করহ উপদেশ ।
কি মোর কর্ত্তব্য, যাতে যায় ভবক্লেশ ॥" ১৩৪ ॥

বেশ্যাকে সংসার ও সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিতে উপদেশ ঃ—

ঠাকুর কহে,—"ঘরের দ্রব্য ব্রাহ্মণে কর দান ।
এই ঘরে আসি' তুমি করহ বিশ্রাম ॥ ১৩৫ ॥

বৈষ্ণবসেবা ও নিরন্তর কৃষ্ণকীর্ত্তন-ফলেই জীবের প্রয়োজন-সিদ্ধি ঃ—

নিরন্তর নাম কর তুলসী-সেবন ।
অচিরাৎ পাবে তবে কৃষ্ণের চরণ ॥" ১৩৬ ॥

বেশ্যাকে মহামন্ত্র-দীক্ষা প্রদান ঃ—

এত বলি' তারে 'নাম' উপদেশ করি' ।
উঠিয়া চলিলা ঠাকুর বলি 'হরি' 'হরি' ॥ ১৩৭ ॥

বেশ্যার গুরুর আজ্ঞা পালন ঃ—

তবে সেই বেশ্যা গুরুর আজ্ঞা লইল ।
গৃহবিত্ত যেবা ছিল, ব্রাহ্মণেরে দিল ॥ ১৩৮ ॥

গুরুগৃহে বৈরাগ্যের সহিত নিরন্তর নাম-কীর্ত্তন-সেবা ঃ—

মাথা মুড়ি' একবস্ত্রে রহিল সেই ঘরে ।
রাত্রিদিনে তিন লক্ষ নাম গ্রহণ করে ॥ ১৩৯ ॥

নামসাধন-ফলে ধৃতি, ইন্দ্রিয়জয় ও সিদ্ধিলাভ বা প্রেমোদয় ঃ—

তুলসী সেবন করে, চর্ব্বণ, উপবাস ।
ইন্দ্রিয়-দমন হৈল, প্রেমের প্রকাশ ॥ ১৪০ ॥

তাঁহার বৈষ্ণবী-প্রতিষ্ঠা ও গুরুত্ব-লাভ ঃ—

প্রসিদ্ধা বৈষ্ণবী হৈল পরম-মহান্তী ।
বড় বড় বৈষ্ণব তাঁর দর্শনেতে যান্তি ॥ ১৪১ ॥

পাপ হইতে শিষ্যের উদ্ধারলাভ ও অপ্রাকৃত সাধুচরিত্র-দর্শনে গুরুর মাহাত্ম্য-খ্যাতি ঃ—

বেশ্যার চরিত্র দেখি' লোকে চমৎকার ।
হরিদাসের মহিমা কহে করি' নমস্কার ॥ ১৪২ ॥

পাষণ্ড রামচন্দ্র খাঁনের ভীষণ বৈষ্ণবাপরাধের ফল ঃ—

রামচন্দ্র খাঁন অপরাধ-বীজ কৈল ।
সেই বীজ বৃক্ষ হঞা আগেতে ফলিল ॥ ১৪৩ ॥
মহদপরাধে হৈল ফল অদ্ভুত কথন ।
প্রস্তাব পাঞা কহি, শুন, ভক্তগণ ॥ ১৪৪ ॥

অনুভাষ্য

সাধন করেন। ত্রিজ হরিদাস ঠাকুর অপ্রাকৃত যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ হইয়া যে নামযজ্ঞ আরম্ভ করেন, সেই নামসম্বন্ধীয় যজ্ঞ সমাপ্তপ্রায় হইয়াছিল, অথচ সমাপ্ত না হইলেও আবার তাঁহার যজ্ঞভঙ্গ হইবে বলিয়া জানাইলেন।

১৩৮। গুরুর—শ্রীহরিদাসের ; গৃহবিত্ত—পাঠান্তরে 'গৃহ-বৃত্তি'-শব্দ ; উহা সঙ্গত নহে, যেহেতু তাহার বৃত্তি অর্থাৎ বেশ্যা-বৃত্তি অবশ্যই ব্রাহ্মণকে প্রদত্ত হয় নাই, বেশ্যাবৃত্তি-সঞ্চিত বিত্তই ব্রাহ্মণকে অর্পিত হইয়াছিল। শিষ্যের সর্ব্বস্ব গুরুদেবের প্রাপ্য হইলেও বৈষ্ণব-গুরু শিষ্যের গৃহবিত্তাদি প্রাকৃত মলসমূহ স্বয়ং গ্রহণ করেন না। যাঁহারা দক্ষিণা গ্রহণ করেন, তাঁহারা দক্ষিণা-মার্গদ্বারা যম-ভবনে নীত হন ; বৈষ্ণবগুরু তাদৃশ যমভবনের যাত্রী নহেন ; তিনি উত্তরা-মার্গের পথিক। তজ্জন্য কর্ম্মি-ব্রাহ্মণা-দিকে প্রাকৃত বৈভবসমূহাদি দিবার ব্যবস্থা আছে। বৈষ্ণবগুরু শিষ্যের হরিবৈমুখ্যজনক ভোগ্য বিষয়-বৈভব স্বয়ং গ্রহণ করিয়া শিষ্যের আনুগত্য বা মুখাপেক্ষা করেন না ; পরন্তু তাদৃশ বৈভবকে হরিবৈমুখ্যজনক জানিয়া উহা অবশ্যই ত্যাগ করেন। শিষ্যকে প্রাকৃত-অভিমান হইতে মুক্ত করা এবং তাহার পরিত্যক্ত প্রাকৃত

অনাদিবহির্ম্মুখ রামচন্দ্রখাঁনের বৈষ্ণবাপরাধ-ফলে
বৈষ্ণববিদ্বেষ-বৃদ্ধি ঃ—

সহজেই অবৈষ্ণব রামচন্দ্র খাঁন ।
হরিদাসের অপরাধে হৈল অসুর-সমান ॥ ১৪৫ ॥
বৈষ্ণবধর্ম্ম নিন্দা করে, বৈষ্ণব-অপমান ।
বহুদিনের অপরাধে পাইল পরিণাম ॥ ১৪৬ ॥

নিত্যানন্দপ্রভুর বৃত্তান্ত ঃ—

নিত্যানন্দ-গোসাঞি গৌড়ে যবে আইলা ।
প্রেম প্রচারিতে তবে ভ্রমিতে লাগিলা ॥ ১৪৭ ॥

গৌরসর্ব্বস্ব শ্রীনিত্যানন্দের দ্বিবিধ গৌর-সেবন-কার্য্য ঃ—

প্রেম-প্রচারণ আর পাষণ্ডদলন ।
দুইকার্য্যে অবধূত করেন ভ্রমণ ॥ ১৪৮ ॥

শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু-চরণে পাষণ্ড রামচন্দ্র-খাঁনের
অপরাধ-বৃত্তান্ত বর্ণন ঃ—

সর্ব্বজ্ঞ নিত্যানন্দ আইলা তার ঘরে ।
আসিয়া বসিলা দুর্গামণ্ডপ-উপরে ॥ ১৪৯ ॥
অনেক লোকজন-সঙ্গে অঙ্গন ভরিল ।
ভিতর হৈতে রামচন্দ্র সেবক পাঠাইল ॥ ১৫০ ॥

শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুকে অবমানন ঃ—

সেবক বলে,—"গোসাঞি, মোরে পাঠাইল খাঁন ।
গৃহস্থের ঘরে তোমায় দিমু বাসাস্থান ॥ ১৫১ ॥
গোয়ালার গোশালা হয় অত্যন্ত বিস্তার ।
ইঁহা সঙ্কীর্ণ-স্থল, তোমার মনুষ্য—অপার ॥" ১৫২ ॥

শ্রীনিত্যানন্দের ক্রোধ ঃ—

ভিতরে আছিলা, শুনি' ক্রোধে বাহিরিলা ।
অট্ট অট্ট হাসি' গোসাঞি কহিতে লাগিলা ॥ ১৫৩ ॥

শ্রীনিত্যানন্দের ভবিষ্যদ্বাণী ঃ—

"সত্য কহে,—এই ঘর মোর যোগ্য নয় ।
ম্লেচ্ছ গো-বধ করে, তার যোগ্য হয় ॥" ১৫৪ ॥

সগণ-প্রভুর বিষ্ণুবৈষ্ণববিদ্বেষীর স্থান-পরিত্যাগ ঃ—

এত বলি' ক্রোধে গোসাঞি উঠিয়া চলিলা ।
তারে দণ্ড দিতে সে গ্রামে না রহিলা ॥ ১৫৫ ॥

রামচন্দ্র-খাঁনের চূড়ান্ত পাষণ্ডতা ঃ—

ইঁহা রামচন্দ্র খাঁন সেবকে আজ্ঞা দিল ।
গোসাঞি যাঁহা বসিলা, তার মাটী খোদাইল ॥ ১৫৬ ॥
গোময়-জলে লেপিলা সব মন্দির-প্রাঙ্গণ ।
তবু রামচন্দ্রের মন না হৈল পরসন্ন ॥ ১৫৭ ॥

বিষ্ণুবৈষ্ণববিদ্বেষের ভীষণ ফল বা শাস্তি-প্রাপ্তি ঃ—

দস্যুবৃত্তি করে রামচন্দ্র রাজারে না দেয় কর ।
ক্রুদ্ধ হঞা ম্লেচ্ছ উজির আইল তার ঘর ॥ ১৫৮ ॥
আসি' সেই দুর্গামণ্ডপে বাসা কৈল ।
অবধ্য বধ করি' ঘরে মাংস রান্ধিল ॥ ১৫৯ ॥
স্ত্রী-পুত্র-সহিত রামচন্দ্রেরে বান্ধিয়া ।
তার ঘর-গ্রাম লুটে তিনদিন রহিয়া ॥ ১৬০ ॥
সেই ঘরে তিনদিন অবধ্য-রন্ধন ।
আরদিন সবা লঞা করিলা গমন ॥ ১৬১ ॥
জাতি-ধন-জন খাঁনের সকল লইল ।
বহুদিন পর্য্যন্ত গ্রাম উজাড় রহিল ॥ ১৬২ ॥

বিষ্ণুবৈষ্ণববিদ্বেষের ফলে দশা বা অবস্থা ঃ—

মহান্তের অপমান যে দেশ-গ্রামে হয় ।
এক জনার দোষে সব দেশ উজাড়য় ॥ ১৬৩ ॥

সপ্তগ্রামান্তর্গত চাঁদপুরে অনুগত বলরামাচার্য্যগৃহে
ঠাকুর হরিদাস ঃ—

হরিদাস ঠাকুর চলি' আইলা চান্দপুরে ।
আসিয়া রহিলা বলরাম-আচার্য্যের ঘরে ॥ ১৬৪ ॥

হিরণ্য ও গোবর্দ্ধন মজুমদার ও বলরামাচার্য্যের পরিচয় ঃ—

হিরণ্য, গোবর্দ্ধন—মুলুকের মজুমদার ।
তার পুরোহিত—'বলরাম' নাম তাঁর ॥ ১৬৫ ॥

অনুভাষ্য

মল স্বয়ং গ্রহণ না করাই সদাচারী বৈষ্ণবগুরুর কর্ত্তব্য,—ঠাকুর হরিদাসের ইহাই শিক্ষা।

১৪৪। প্রস্তাব—প্রসঙ্গ।

১৪৫। ব্রাহ্মণকুলে জাত হইলেও বিষ্ণুপদে অপরাধ-প্রভাবে বিশ্বশ্রবা-তনয় রাবণের 'অসুর'-নাম হইয়াছিল। ভক্তচরণে অপরাধী হইয়া রামচন্দ্র (খাঁনও) 'অসুরসম' বলিয়া সমাজে প্রতিপন্ন হইলেন।

১৪৯। দুর্গা-মণ্ডপ—অবৈষ্ণব সম্ভ্রান্ত-গৃহস্থের বাটীতে যে-স্থলে দুর্গাপূজা হয়, সেই মণ্ডপকে 'চণ্ডীমণ্ডপ' বা 'দুর্গামণ্ডপ'

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৬৪। চান্দপুরে—সপ্তগ্রাম-ত্রিবেণীতে হিরণ্য ও গোবর্দ্ধনের বাটীর পূর্ব্বদিকে 'চাঁদপুর'-গ্রাম ; তথায় তদীয় পুরোহিত বলরাম ও যদুনন্দন-আচার্য্যের ঘর ছিল।

১৬৫। মুলুক—সপ্তগ্রাম-মুলুক (প্রদেশ)।

অনুভাষ্য

কহে ; শারদীয় বা বাসন্তীপূজাকালে দিবসচতুষ্টয় ব্যতীত অন্য সময়ে সেই মণ্ডপ অতিথি ও সাধারণের ব্যবহারে থাকে।

১৬৪। চান্দপুর—হুগলী-জেলার অন্তর্গত ত্রিবেণীর নিকট এই গ্রাম ; কাহারও মতে, পরবর্ত্তিকালে এই গ্রামেরই নাম 'কৃষ্ণপুর' হইয়াছিল।

হরিদাসের কৃপাপাত্র, তাতে ভক্তি মানে ।
যত্ন করি' ঠাকুরেরে রাখিলা সেই গ্রামে ॥ ১৬৬ ॥
নির্জ্জন পর্ণশালায় করেন কীর্ত্তন ।
বলরাম-আচার্য্য-গৃহে ভিক্ষা-নির্ব্বাহণ ॥ ১৬৭ ॥

বাল্যে রঘুনাথদাস গোস্বামীর হরিদাসের সঙ্গ-কৃপা-লাভ ঃ—

রঘুনাথদাস বালক করেন অধ্যয়ন ।
হরিদাস-ঠাকুরেরে যাই' করেন দর্শন ॥ ১৬৮ ॥

সাধুর সঙ্গ ও কৃপাফলেই চৈতন্যপ্রাপ্তি ঃ—

হরিদাস-কৃপা করে তাঁহার উপরে ।
সেই কৃপা 'কারণ' হৈল চৈতন্য পাইবারে ॥ ১৬৯ ॥

চাঁদপুরে হিরণ্য-গোবর্দ্ধনের সভায় হরিদাসের বৃত্তান্ত-বর্ণন ঃ—

তাঁহা যৈছে হৈল হরিদাসের কথন ।
ব্যাখ্যান,—অদ্ভুত কথা শুন, ভক্তগণ ॥ ১৭০ ॥

বলরামের প্রার্থনায় একদিন হিরণ্য-গোবর্দ্ধনের সভায় ঠাকুরের গমন ঃ—

একদিন বলরাম মিনতি করিয়া ।
মজুমদারের সভায় আইলা ঠাকুরে লঞা ॥ ১৭১ ॥

হিরণ্য-গোবর্দ্ধনের ঠাকুরকে যথাযোগ্য অভ্যর্থনা ঃ—

ঠাকুর দেখি' দুই ভাই কৈলা অভ্যুত্থান ।
পায় পড়ি' আসন দিলা করিয়া সম্মান ॥ ১৭২ ॥
অনেক পণ্ডিত সভায়, ব্রাহ্মণ, সজ্জন ।
দুই ভাই মহাপণ্ডিত—হিরণ্য, গোবর্দ্ধন ॥ ১৭৩ ॥

হরিদাসের প্রশংসা-শ্রবণে ভ্রাতৃদ্বয়ের সুখ ঃ—

হরিদাসের গুণ সবে কহে পঞ্চমুখে ।
শুনিয়া ত' দুই ভাই পাইলা বড় সুখে ॥ ১৭৪ ॥

ঠাকুরকে দেখিয়া পণ্ডিতগণের নামতত্ত্ব-বিচার ঃ—

তিন-লক্ষ নাম ঠাকুর করেন কীর্ত্তন ।
নামের মহিমা উঠাইল পণ্ডিতগণ ॥ ১৭৫ ॥

সকলের নামাভাসকেই শুদ্ধনাম-জ্ঞান ঃ—

কেহ বলে,—'নাম হৈতে হয় পাপক্ষয় ।'
কেহ বলে,—'নাম হৈতে জীবের মোক্ষ হয় ॥' ১৭৬ ॥

ঠাকুর-কর্ত্তৃক শুদ্ধনামের ফল-কীর্ত্তন ঃ—

হরিদাস কহেন,—"নামের এই দুই ফল নয় ।
নামের ফলে কৃষ্ণপদে প্রেম উপজয় ॥ ১৭৭ ॥

শাস্ত্র-প্রমাণ ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।২।৪০)—

এবংব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্ত্যা জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ ।
হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ ॥১৭৮

শুদ্ধনাম ও তৎফল প্রেমোদয়ের মধ্যেই নামাভাস ও তৎফল অনর্থ-নিবৃত্তি অনুস্যূত ঃ—

আনুষঙ্গিক ফল নামের—'মুক্তি', 'পাপনাশ' ।
তাহার দৃষ্টান্ত যৈছে সূর্য্যের প্রকাশ ॥ ১৭৯ ॥

নামসূর্য্যোদয়ে অজ্ঞানতমোনাশ ঃ—

পদ্যাবলীতে ধৃত শ্রীলক্ষ্মীধরস্বামি-কৃত 'নামকৌমুদী'-শ্লোক—

অংহঃ সংহরদখিলং সকৃদুদয়াদেব সকল-লোকস্য ।
তরণিরিব তিমিরজলধিং জয়তি জগন্মঙ্গলং হরের্নাম ॥ ১৮০ ॥

পণ্ডিতগণের অনুরোধে ঠাকুরকর্ত্তৃক শ্লোক-ব্যাখ্যা ঃ—

এই শ্লোকের অর্থ কর পণ্ডিতের গণ ।"
সবে কহে,—"তুমি কহ অর্থ-বিবরণ ॥" ১৮১ ॥

ঠাকুরের শুদ্ধনাম ও নামাভাস-তত্ত্ব-ব্যাখ্যা ঃ—

হরিদাস কহেন,—"যৈছে সূর্য্যের উদয় ।
উদয় না হৈতে আরম্ভে তমের হয় ক্ষয় ॥ ১৮২ ॥
চৌর-প্রেত-রাক্ষসাদির ভয় হয় নাশ ।
উদয় হৈলে ধর্ম্ম-কর্ম্ম-আদি পরকাশ ॥ ১৮৩ ॥

নামের ফলে কৃষ্ণপ্রেমোদয় ঃ—

ঐছে নামোদয়ারম্ভে পাপ-আদির ক্ষয় ।
উদয় কৈলে কৃষ্ণপদে হয় প্রেমোদয় ॥ ১৮৪ ॥

অনুভাষ্য

১৬৫। মজুমদার—'মজ্‌মু-আদার'; নবাবী-আমলে রাজস্বের হিসাব-রক্ষক।

১৭৮। আদি, ৭ম পঃ ৯৪ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১৭৯। নাম হইতে গৌণভাবে সংসারবন্ধন-মোচন ও সংসারাসক্তিরূপ পাপ-ধ্বংস হয়। নাম-সম্বলিত মন্ত্র-দীক্ষার সংজ্ঞায়—"দিব্যং জ্ঞানং যতো দদ্যাৎ কুর্য্যাৎ পাপস্য সংক্ষয়ম্। তস্মাৎ দীক্ষেতি সা প্রোক্তা দেশিকৈস্তত্ত্বকোবিদৈঃ।।"—লিখিত আছে। উদাহরণ-স্বরূপ বলা যায় যে, সূর্য্যোদয়ের মুখ্যফল—স্বপ্রকাশ, পরপ্রকাশ, আনন্দাদি ব্যতীত অবান্তর-ফলরূপে অন্ধকার-রাহিত্যও লক্ষিত হয়।

১৮০। জগন্মঙ্গলং (জগতাং মঙ্গলং প্রেমপর্য্যন্তমঙ্গলপ্রদং)

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৮০। সূর্য্য যেরূপ উদিত হইয়া তিমির-সমুদ্র নাশ করেন, তদ্রূপ যে হরিনাম একবারও উদিত হইলে সকল লোকের পাপ নাশ করেন, সেই জগন্মঙ্গল হরিনাম জয়যুক্ত হউন।

অনুভাষ্য

হরেঃ নাম (হরিনামপ্রভুঃ) সকৃৎ (বারমেকম্) উদয়াৎ (সেবোন্মুখে ইন্দ্রিয়াদৌ প্রাকট্যেণ কীর্ত্তন-শ্রবণাদ্যনুষ্ঠানাৎ) এব তরণিঃ (সূর্য্যঃ) তিমির-জলধিং (গাঢ়ান্ধকাররাশিম্) ইব (যথা নাশয়তি তথা) সকললোকস্য (সর্ব্বজগতঃ) অখিলম্ অংহঃ (সংসার-হেতুকং পাপং) সংহরৎ (দূরীকুর্ব্বৎ) জয়তি (সর্ব্বোৎকর্ষেণ বর্ত্ততে)।

নামাভাসের ফলেই মুক্তি ঃ—

'মুক্তি' তুচ্ছ-ফল হয় নামাভাস হৈতে ।
যে মুক্তি ভক্ত না লয়, সে কৃষ্ণ চাহে দিতে ॥"১৮৫॥

শ্রীমদ্ভাগবত (৬।২।৪৯)—

ম্রিয়মাণো হরের্নাম গৃণন্ পুত্রোপচারিতম্ ।
অজামিলোঽপ্যগাদ্ধাম কিমুত শ্রদ্ধয়া গৃণন্ ॥ ১৮৬ ॥

শ্রীমদ্ভাগবত (৩।২৯।১৩)—

সালোক্য-সার্ষ্টি-সারূপ্য-সামীপ্যৈকত্বমপ্যুত ।
দীয়মানং ন গৃহ্নন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ ॥" ১৮৭ ॥

নামে অর্থবাদকারী পাষণ্ড গোপাল-চক্রবর্ত্তীর বৃত্তান্ত ঃ—

'গোপাল-চক্রবর্ত্তী' নাম একজন ।
মজুমদারের ঘরে সেই আরিন্দা-ব্রাহ্মণ ॥ ১৮৮ ॥
গৌড়ে রহি' পাৎসাহা-আগে আরিন্দাগিরি করে ।
বার-লক্ষ মুদ্রা সেই পাৎসাহারে ভরে ॥ ১৮৯ ॥
পরম-সুন্দর, পণ্ডিত, নূতন যৌবন ।
নামাভাসে 'মুক্তি' শুনি' না হইল সহন ॥ ১৯০ ॥

ক্রোধভরে ঠাকুরকে অবজ্ঞোক্তি ঃ—

ক্রুদ্ধ হঞা বলে সেই সরোষ বচন ।
"ভাবুকের সিদ্ধান্ত শুন, পণ্ডিতের গণ ॥ ১৯১ ॥

পাষণ্ডের নামে অর্থবাদ ঃ—

কোটি-জন্মে ব্রহ্মজ্ঞানে যেই 'মুক্তি' নয় ।
এই কহে,—নামাভাস-মাত্রে সেই 'মুক্তি' হয় ॥" ১৯২॥

ঠাকুরের শাস্ত্রপ্রমাণোদ্ধার ও প্রেমভক্তিপরায়ণের পক্ষে মুক্তির তুচ্ছত্ব-বর্ণন ঃ—

হরিদাস কহেন,—"কেনে করহ সংশয় ?
শাস্ত্রে কহে,—নামাভাস-মাত্রে 'মুক্তি' হয় ॥ ১৯৩ ॥
ভক্তিসুখ-আগে 'মুক্তি' অতি-তুচ্ছ হয় ।
অতএব ভক্তগণ 'মুক্তি' নাহি লয় ॥ ১৯৪ ॥

হরিভক্তিসুধোদয়ে—

ত্বৎসাক্ষাৎকরণাহ্লাদবিশুদ্ধাব্ধিস্থিতস্য মে ।
সুখানি গোষ্পদায়ন্তে ব্রাহ্মাণ্যপি জগদ্‌গুরো ॥ ১৯৫ ॥

ঠাকুরকে শপথ-প্রদান ঃ—

বিপ্র কহে,—"নামাভাসে যদি 'মুক্তি' নয় ।
তবে তোমার নাক কাটি' করহ নিশ্চয় ॥" ১৯৬ ॥

ঠাকুরের শপথাঙ্গীকার ঃ—

হরিদাস কহেন,—"যদি নামাভাসে 'মুক্তি' নয় ।
তবে আমার নাক কাটিমু,—এই সুনিশ্চয় ॥" ১৯৭ ॥

সভ্যগণের ব্রহ্মবন্ধুকে ধিক্কার-প্রদান ঃ—

শুনি' সভাসদ্ উঠে করি' হাহাকার ।
মজুমদার সেই বিপ্রে করিল ধিক্কার ॥ ১৯৮ ॥

নাস্তিক হেতুবাদি-জ্ঞানে তাহাকে বলরামাচার্য্যের ভর্ৎসনা ও অভিশাপ-দান ঃ—

বলাই পুরোহিত তারে করিলা ভর্ৎসন ।
"ঘট-পটিয়া মূর্খ তুমি, ভক্তি কাঁহা জান ? ১৯৯ ॥
হরিদাস ঠাকুরে তুঞি কৈলি অপমান !
সর্ব্বনাশ হবে তোর, না হবে কল্যাণ ॥" ২০০ ॥

নামে অর্থবাদকারীর সঙ্গ-পরিত্যাগ ঃ—

শুনি' হরিদাস তবে উঠিয়া চলিলা ।
মুজমদার সেই বিপ্রে ত্যাগ করিলা ॥ ২০১ ॥

সভাগণের ঠাকুরের চরণে ক্ষমা-প্রার্থনা ঃ—

সভা-সহিতে হরিদাসের পড়িলা চরণে ।
হরিদাস হাসি' কহে মধুর-বচনে ॥ ২০২ ॥

অদোষদর্শী ঠাকুরের ক্ষমা ঃ—

"তোমা সবার দোষ নাহি, এই অজ্ঞ ব্রাহ্মণ ।
তার দোষ নাহি, তার তর্কনিষ্ঠ মন ॥ ২০৩ ॥

অচিন্ত্যস্বভাব অধোক্ষজ নামপ্রভু—জড়ীয় যুক্তিতর্কাতীত ঃ—

তর্কের গোচর নহে নামের মহত্ত্ব ।
কোথা হৈতে জানিবে সে এই সব তত্ত্ব ?? ২০৪ ॥

কৃষ্ণের নিকট সকলের কুশল-যাজ্ঞা ঃ—

যাহ ঘর, কৃষ্ণ করুন কুশল সবার ।
আমার সম্বন্ধে দুঃখ না হউক কাহার ॥" ২০৫ ॥

হিরণ্য-গোবর্দ্ধনের পাষণ্ড ব্রহ্মবন্ধুসঙ্গ-বর্জ্জন ঃ—

তবে সে হিরণ্যদাস নিজ-ঘরে আইল ।
সেই ব্রাহ্মণে নিজ-দ্বার মানা কৈল ॥ ২০৬ ॥

নামে অর্থবাদ ও বৈষ্ণববাবজ্ঞার ভীষণ ফল বা শাস্তি ঃ—

তিন দিন রহি' সেই বিপ্রের 'কুষ্ঠ' হৈল ।
অতি উচ্চ-নাসা তার গলিয়া পড়িল ॥ ২০৭ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৮৫। শুদ্ধভক্তকে কৃষ্ণ মুক্তি দিতে চাহিলেও তিনি তাহা লন না।

১৮৮। আরিন্দা—তহ্শীল-সংগ্রহকারী পদাতিক (পত্র ও রাজকর-বাহক পেয়াদা)।

১৯৯। ঘটপটিয়া—ঘট ও পট লইয়া বৃথা তর্ককারী নৈয়ায়িক।

অনুভাষ্য

১৮৬। অন্ত্য ৩য় পঃ ৬৩ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

চম্পক-কলি-সম হস্ত-পদাঙ্গুলি ।
কোঁকড় হইল সব, কুষ্ঠে গেল গলি' ॥ ২০৮ ॥

ঠাকুরের ঐশ্বর্য্যদর্শনে সকলের তাঁহার স্তুতি ঃ—

দেখিয়া সকল লোক হৈল চমৎকার ।
হরিদাসে প্রশংসি' তাঁরে করে নমস্কার ॥ ২০৯ ॥

ভগবান্ ও ভক্ত অর্থাৎ বিষ্ণু ও বৈষ্ণবের স্বভাব ঃ—

যদ্যপি হরিদাস বিপ্রের দোষ না লইলা ।
তথাপি ঈশ্বর তারে ফল ভুঞ্জাইলা ॥ ২১০ ॥
ভক্ত-স্বভাব,—অজ্ঞ-দোষ ক্ষমা করে ।
কৃষ্ণ-স্বভাব,—ভক্ত-নিন্দা সহিতে না পারে ॥ ২১১ ॥

ব্রহ্মবন্ধুর ক্লেশশ্রবণে স্থান-ত্যাগ ও শান্তিপুর আগমন ঃ—

বিপ্র-দুঃখ শুনি' হরিদাস মনে দুঃখী হৈলা ।
বলাই-পুরোহিতে কহি' শান্তিপুর আইলা ॥ ২১২ ॥

শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যসহ মিলন ঃ—

আচার্য্যে মিলিয়া কৈলা দণ্ডবৎ প্রণাম ।
অদ্বৈত আলিঙ্গন করি' করিলা সম্মান ॥ ২১৩ ॥

আচার্য্যকর্ত্তৃক ঠাকুরের আনুকূল্য-বিধান ও গীতা-ভাগবত-কীর্ত্তন ঃ—

গঙ্গাতীরে গোফা করি' নির্জ্জনে তাঁরে দিলা ।
ভাগবত-গীতার ভক্তি-অর্থ শুনাইলা ॥ ২১৪ ॥

উভয়ের নিত্য কৃষ্ণকথা-সংলাপ ঃ—

আচার্য্যের ঘরে নিত্য ভিক্ষা-নির্ব্বাহণ ।
দুই জনা মেলি' কৃষ্ণ-কথা-আস্বাদন ॥ ২১৫ ॥

হরিদাসের দৈন্যোক্তি ঃ—

হরিদাস কহে,—"গোসাঞি, করি নিবেদনে ।
মোরে প্রত্যহ অন্ন দেহ' কোন্ প্রয়োজনে ?? ২১৬ ॥
মহা-মহা বিপ্র এথা কুলীন-সমাজ ।
আমারে আদর কর, না বাসহ লাজ !! ২১৭ ॥
অলৌকিক আচার তোমার, কহিতে পাই ভয় ।
সেই কৃপা করিবা,—যাতে তোমার রক্ষা হয় ॥"২১৮॥

জগদ্গুরু লোকশিক্ষক শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের নিরপেক্ষ সাত্বত-শাস্ত্র-সম্মত বাক্য ঃ—

আচার্য্য কহেন,—"তুমি না করিহ ভয় ।
সেই আচরিব, যেই শাস্ত্রমত হয় ॥ ২১৯ ॥
তুমি খাইলে হয় কোটি ব্রাহ্মণ-ভোজন ।'
এত বলি' শ্রাদ্ধপাত্র করাইলা ভোজন ॥ ২২০ ॥

শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের অতুলনীয়া জীবে কৃপা ঃ—

জগৎ-নিস্তার লাগি' করেন চিন্তন ।
অবৈষ্ণব-জগৎ কেমনে হইবে মোচন ?? ২২১ ॥

আচার্য্যের কৃষ্ণারাধন ঃ—

কৃষ্ণে অবতারিতে অদ্বৈত প্রতিজ্ঞা করিলা ।
জল-তুলসী দিয়া পূজা করিতে লাগিলা ॥ ২২২ ॥

হরিদাসের নামকীর্ত্তন ঃ—

হরিদাস করে গোফায় নাম-সঙ্কীর্ত্তন ।
কৃষ্ণ অবতীর্ণ হবেন,—এই তাঁর মন ॥ ২২৩ ॥

অনুভাষ্য

১৮৭। আদি ৪র্থ পঃ ২০৭ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১৯৫। আদি ৭ম পঃ ৯৮ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

২১৮। রক্ষা—ব্যবহারিক লোকসমাজরক্ষা বা সামাজিক লজ্জানিন্দাদি হইতে পরিত্রাণ।

২২০। ভক্তিসন্দর্ভে ১৭৭ সংখ্যা-ধৃত গারুড়-বচন,—"ব্রাহ্মণানাং সহস্রেভ্যঃ সত্রযাজী বিশিষ্যতে। সত্রযাজি-সহস্রেভ্যঃ সর্ব্ববেদান্তপারগঃ।। সর্ব্ববেদান্তবিৎকোট্যা বিষ্ণু-ভক্তো বিশিষ্যতে। বৈষ্ণবানাং সহস্রেভ্য একান্ত্যেকো বিশিষ্যতে।।"(২৪৭ সংখ্যাধৃত গারুড় বচন—) "ভক্তিরষ্টবিধা হ্যেষা যস্মিন্ ম্লেচ্ছেঽপি বর্ত্ততে। স বিপ্রেন্দ্রো মুনিশ্রেষ্ঠঃ স জ্ঞানী স চ পণ্ডিতঃ। তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং স চ পূজ্যো যথা হরিঃ।।" "ন মেঽভক্তশ্চতুর্ব্বেদী মদ্ভক্তঃ শ্বপচঃ প্রিয়ঃ। তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং স চ পূজ্যো যথা হ্যহম্।।" *

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২২০। শ্রাদ্ধপাত্র—শ্রাদ্ধদিবসে গৃহস্থ-বৈষ্ণবদিগের ভগবন্নিবেদনপূর্ব্বক সর্ব্বপ্রকার খাদ্য বৈষ্ণব ও ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইবার বিধান আছে। অদ্বৈতপ্রভুর সংসারে সেইরূপ শ্রাদ্ধদিবস উপস্থিত হইলে হরিদাসকে শ্রাদ্ধপাত্র (অপ্রাকৃত ব্রাহ্মণগুরুজ্ঞানে) খাওয়াইলেন।

ইতি অমৃতপ্রবাহ-ভাষ্যে তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

** ভক্তিসন্দর্ভে ১৭৭ সংখ্যায়—'সহস্র ব্রাহ্মণ অপেক্ষা একজন যাজ্ঞিক পুরুষ শ্রেষ্ঠ, সহস্র যাজ্ঞিক অপেক্ষা একজন সর্ব্ববেদান্তশাস্ত্রজ্ঞ পুরুষ শ্রেষ্ঠ, কোটিসংখ্যক সর্ব্ববেদান্তশাস্ত্রজ্ঞ অপেক্ষা একজন বৈষ্ণব শ্রেষ্ঠ এবং সহস্র বৈষ্ণব অপেক্ষা একজন একান্তী ভক্ত শ্রেষ্ঠ।' ২৪৭ সংখ্যায়—'(ভগবদ্ভক্তের প্রতি বাৎসল্য, পূজাবিষয়ে অনুমোদন, ভগবৎকথা-শ্রবণে প্রীতি, স্বর-নেত্রাদির বিকার, ভগবৎপ্রীতির জন্য নৃত্য, দম্ভ-পরিত্যাগ, স্বয়ং অর্চ্চন এবং বিষ্ণুকে জীবিকা না করা)—এই অষ্টবিধা ভক্তি যে ম্লেচ্ছ-মধ্যেও বর্ত্তমান, সেই ব্যক্তি বিপ্রশ্রেষ্ঠ, মুনিশ্রেষ্ঠ, পণ্ডিত, জ্ঞানী বলিয়া গণ্য হইয়া থাকেন, তাঁহাকে দান করিবে, তাঁহার অবশেষ গ্রহণ করিবে এবং শ্রীহরির ন্যায় তাঁহাকে পূজা করিবে।' 'চতুর্ব্বেদবেত্তা*

উভয়ের আহ্বানে জীবোদ্ধারার্থ কৃষ্ণচৈতন্যাবতার ও নামপ্রেম বিতরণদ্বারা সর্ব্বজগৎ উদ্ধার ঃ—

দুইজনের ভক্ত্যে চৈতন্য কৈলা অবতার ।
নাম-প্রেম প্রচার কৈলা জগৎ উদ্ধার ॥ ২২৪ ॥

ঠাকুরের অপ্রাকৃত চরিতবর্ণন ঃ—

আর অলৌকিক এক চরিত্র তাঁহার ।
যাহার শ্রবণে লোকে হয় চমৎকার ॥ ২২৫ ॥

শ্রৌতপন্থায় অপ্রাকৃতানুভূতি, তর্কপন্থায় তদসম্ভাবনা ঃ—

তর্ক না করিহ, তর্কাগোচর তাঁর রীতি ।
বিশ্বাস করিয়া শুন করিয়া প্রতীতি ॥ ২২৬ ॥

ঠাকুর হরিদাস ও মায়াদেবীর উদ্ধার-বৃত্তান্ত বর্ণন ঃ—

একদিন হরিদাস গোফাতে বসিয়া ।
নাম-সঙ্কীর্ত্তন করেন উচ্চ করিয়া ॥ ২২৭ ॥
জ্যোৎস্নাবতী রাত্রি, দশ দিক্ সুনির্ম্মল ।
গঙ্গার লহরী জ্যোৎস্নায় করে ঝলমল ॥ ২২৮ ॥
দ্বারে তুলসী—লেপা-পিণ্ডির উপর ।
গোফার শোভা দেখি' লোকের জুড়ায় অন্তর ॥ ২২৯॥
হেনকালে এক নারী অঙ্গনে আইল ।
তাঁর অঙ্গকান্ত্যে স্থান পীতবর্ণ হইল ॥ ২৩০ ॥
তাঁর অঙ্গ-গন্ধে দশ দিক্ আমোদিত ।
ভূষণ-ধ্বনিতে কর্ণ হয় চমকিত ॥ ২৩১ ॥
আসিয়া তুলসীরে সেই কৈলা নমস্কার ।
তুলসী পরিক্রমা করি' গেলা গোফা-দ্বার ॥ ২৩২ ॥
যোড়-হাতে হরিদাসের বন্দিলা চরণ ।
দ্বারে বসি' কহে কিছু মধুর বচন ॥ ২৩৩ ॥

ঠাকুর হরিদাসকে জীবমোহিনী মায়ার পরীক্ষা ঃ—

"জগতের বন্ধু তুমি রূপগুণবান্ ।
তব সঙ্গ লাগি' মোর এথাকে প্রয়াণ ॥ ২৩৪ ॥
মোরে অঙ্গীকার কর হঞা সদয় ।
দীনে দয়া করে,—এই সাধু-স্বভাব হয় ॥" ২৩৫ ॥
এত বলি' নানা-ভাব করয়ে প্রকাশ ।
যাহার দর্শনে মুনির হয় ধৈর্য্যনাশ ॥ ২৩৬ ॥
নির্ব্বিকার হরিদাস গম্ভীর-আশয় ।
বলিতে লাগিলা তাঁরে হঞা সদয় ॥ ২৩৭ ॥

ঠাকুর হরিদাসের সংখ্যা-নামকীর্ত্তন-যজ্ঞে দীক্ষা ও নিষ্ঠা ঃ—

"সংখ্যা-নাম-সঙ্কীর্ত্তন—এই 'মহাযজ্ঞ' মন্যে ।
তাহাতে দীক্ষিত আমি হই প্রতিদিনে ॥ ২৩৮ ॥
যাবৎ কীর্ত্তন সমাপ্ত নহে, না করি অন্যকাম ।
কীর্ত্তন সমাপ্ত হৈলে, হয় দীক্ষার বিশ্রাম ॥ ২৩৯ ॥
দ্বারে বসি' শুন তুমি নাম-সঙ্কীর্ত্তন ।
নাম সমাপ্ত হৈলে করিমু তব প্রীতি-আচরণ ॥ ২৪০ ॥
এত বলি' করেন তেঁহো নাম-সঙ্কীর্ত্তন ।
সেই নারী বসি' করে শ্রীনাম-শ্রবণ ॥ ২৪১ ॥
কীর্ত্তন করিতে আসি' প্রাতঃকাল হৈল ।
প্রাতঃকাল দেখি' নারী উঠিয়া চলিল ॥ ২৪২ ॥

তিনদিন যাবৎ মায়ার কঠোর পরীক্ষা ঃ—

এইমত তিনদিন করে আগমন ।
নানা ভাব দেখায়, যাতে ব্রহ্মার হরে মন ॥ ২৪৩ ॥

অদ্বয়জ্ঞান নামপ্রভুর ঐকান্তিক সেবক দ্বিতীয়াভিনিবেশজ-ভোক্তৃভাব-রহিত ঠাকুরের নিকট মায়ার পরাভূতি ঃ—

কৃষ্ণে নামাবিষ্ট-মনা সদা হরিদাস ।
অরণ্যে রোদিত হৈল স্ত্রীভাব-প্রকাশ ॥ ২৪৪ ॥
তৃতীয় দিবসের রাত্রি-শেষ যবে হৈল ।
ঠাকুরের স্থানে নারী কহিতে লাগিল ॥ ২৪৫ ॥
"তিন দিন বঞ্চিলা আমা করি' আশ্বাসন ।
রাত্রি-দিনে নহে তোমার নাম-সমাপন ॥" ২৪৬ ॥

ঠাকুরের স্বীয় নিয়মানুযায়ী সেবা ঃ—

হরিদাস ঠাকুর কহেন,—"আমি কি করিমু?
নিয়ম করিয়াছি, তাহা কেমনে ছাড়িমু??" ২৪৭ ॥

মায়ার আত্মপরিচয় প্রদান ঃ—

তবে নারী কহে তাঁরে করি' নমস্কার ।
"আমি—মায়া, করিতে আইলাঙ পরীক্ষা তোমার ॥২৪৮

স্বীয় পরাভব-স্বীকার ঃ—

ব্রহ্মাদি জীব, আমি সবারে মোহিলুঁ ।
একেলা তোমারে আমি মোহিতে নারিলুঁ ॥ ২৪৯ ॥

অনুভাষ্য

২৪৪। হরিদাসের মন হরিনামগ্রহণকালে সর্ব্বদা কৃষ্ণনামাবিষ্ট থাকায় মায়াদেবীর পুরুষাকর্ষিণী কুহকময়ী বদ্ধজীবমোহিনী স্ত্রীভাবমালা বিজন-অরণ্যে রোদনের ন্যায় বিফল হইল।

২৪৯। আব্রহ্মস্তম্ব অর্থাৎ ব্রহ্মা হইতে আরম্ভ করিয়া দেব-নর-পশু-পক্ষি-তির্য্যগ্ স্থাবরাদি পর্য্যন্ত সকল শ্রেণীর যাবতীয় প্রাণীকেই মায়াদেবী নিজের 'ভোক্তা' এবং আপনাকে 'ভোগ্যা'

কেহ আমার অভক্ত হইলে আমার প্রিয় নহেন, পরন্তু চণ্ডালও ভক্ত হইলে আমার প্রিয়, তাঁহাকে দান করিতে হইবে, তদুচ্ছিষ্ট গ্রহণ করিতে হইবে ও তিনি আমার ন্যায়ই পূজ্য।'

ঠাকুরকে প্রশংসা ও স্তুতি ঃ—

মহাভাগবত তুমি,—তোমার দর্শনে ।
তোমার কৃষ্ণনাম-কীর্ত্তন-শ্রবণে ॥ ২৫০ ॥

ঠাকুরের কৃপা-যাচ্ঞা ঃ—

চিত্ত শুদ্ধ হৈল, চাহে কৃষ্ণনাম লৈতে ।
কৃষ্ণনাম উপদেশি' কৃপা করহ আমাতে ॥ ২৫১ ॥

অহৈতুককৃপাবতীর্ণ চৈতন্যাশ্রয়ে কৃষ্ণভক্ত্যনুশীলন ব্যতীত জীব জড়তুল্য ঃ—

চৈতন্যাবতারে বহে প্রেমামৃত-বন্যা ।
সব জীব প্রেমে ভাসে, পৃথিবী হৈল ধন্যা ॥ ২৫২ ॥
এ-বন্যায় যে না ভাসে, সেই জীব—ছার ।
কোটিকল্পে তবে তার নাহিক নিস্তার ॥ ২৫৩ ॥

পূর্ব্বে মদনজয়ী শম্ভু হইতে তারকব্রহ্ম রামনাম-প্রাপ্তি ঃ—

পূর্ব্বে আমি 'রামনাম' পাঞাছি শিব হৈতে ।
তোমার সঙ্গে লোভ হৈল 'কৃষ্ণনাম' লৈতে ॥ ২৫৪ ॥

'রামনাম' ও 'কৃষ্ণনাম'-মাহাত্ম্য-বৈশিষ্ট্য ঃ—

মুক্তি-হেতু তারক হয় 'রামনাম' ।
'কৃষ্ণনাম' পারক হঞা করে প্রেমদান ॥ ২৫৫ ॥

কৃষ্ণনাম-মহামন্ত্রদীক্ষা ও কৃষ্ণপ্রেম-যাচ্ঞা ঃ—

কৃষ্ণনাম দেহ' তুমি মোরে কর ধন্যা ।
আমারে ভাসাও তৈছে এই প্রেমবন্যা ॥" ২৫৬ ॥

মায়াদেবীর ঠাকুরকে প্রণিপাত ও ঠাকুরকর্ত্তৃক তাহাকে কৃষ্ণনাম-মহামন্ত্র-দীক্ষা-প্রদান ঃ—

এত বলি' বন্দিলা হরিদাসের চরণ ।
হরিদাস কহে,—"কর কৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তন ॥" ২৫৭ ॥

মায়ার অন্তর্দ্ধান ঃ—

উপদেশ পাঞা মায়া চলিলা হঞা প্রীত ।
এ-সব কথাতে কারো না জন্মে প্রতীত ॥ ২৫৮ ॥

অপ্রাকৃত বিশ্বাসই শ্রেয়ের কারণ ঃ—

প্রতীত করিতে কহি কারণ ইহার ।
যাহার শ্রবণে হয় বিশ্বাস সবার ॥ ২৫৯ ॥

কৃষ্ণপ্রেমপ্রদাতা চৈতন্যের অবতারে কৃষ্ণপ্রেমলাভার্থ সুর-ঋষি-আদি সকলের নররূপে জন্মগ্রহণ ঃ—

চৈতন্যাবতারে কৃষ্ণপ্রেমে লুব্ধ হঞা ।
ব্রহ্মা-শিব-সনকাদি পৃথিবীতে জন্মিয়া ॥ ২৬০ ॥
কৃষ্ণনাম লঞা নাচে, প্রেমবন্যায় ভাসে ।
নারদ-প্রহ্লাদাদি আসে মনুষ্য-প্রকাশে ॥ ২৬১ ॥

লক্ষ্মীপ্রভৃতিরও নররূপে কৃষ্ণপ্রেমাস্বাদন ঃ—

লক্ষ্মী-আদি করি' কৃষ্ণপ্রেমে লুব্ধ হঞা ।
নাম-প্রেম আস্বাদিলা মনুষ্যে জন্মিয়া ॥ ২৬২ ॥

স্বয়ং কৃষ্ণের স্বীয় মাধুর্য্য-প্রেমের আস্বাদন ঃ—

অন্যের কা কথা, আপনে ব্রজেন্দ্রনন্দন ।
অবতরি' করেন প্রেম-নাম আস্বাদন ॥ ২৬৩ ॥

মায়াদেবীরও কৃষ্ণপ্রেমাস্বাদনে লোভ ; একমাত্র শুদ্ধনাম ও শুদ্ধকীর্ত্তনকারীর কৃপাতেই কৃষ্ণপ্রেমলাভ ঃ—

মায়া-দাসী 'প্রেম' মাগে,—ইথে কি বিস্ময় ?
'সাধুকৃপা'-'নাম' বিনা 'প্রেম' না জন্মায় ॥ ২৬৪ ॥

চৈতন্যাবতারে জগজ্জীবের কৃষ্ণপ্রেমলাভ ঃ—

চৈতন্য-গোসাঞির লীলার এই ত' স্বভাব ।
ত্রিভুবন নাচে, গায়, পাঞা প্রেমভাব ॥ ২৬৫ ॥

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণাদি যাবতীয় ঈশতত্ত্ব ও স্থাবর-জঙ্গমাদি জীবের কৃষ্ণকীর্ত্তন-প্রভাবে কৃষ্ণপ্রেম-মত্ততা ঃ—

কৃষ্ণ-আদি, আর যত স্থাবর-জঙ্গমে ।
কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত করে কৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তনে ॥ ২৬৬ ॥

শ্রৌতপন্থায় গুরুমুখে গ্রন্থকারের এইসব লীলা-বর্ণন ঃ—

স্বরূপ গোসাঞি কড়চায় যে লীলা লিখিল ।
রঘুনাথদাস-মুখে যে-সব শুনিল ॥ ২৬৭ ॥

স্বীয় দৈন্যোক্তি ঃ—

সেই সব লীলা কহি সংক্ষেপ করিয়া ।
চৈতন্য-কৃপাতে লিখি ক্ষুদ্রজীব হঞা ॥ ২৬৮ ॥

অনুভাষ্য

বলিয়া উপলব্ধি করাইয়া মোহিত করেন। কিন্তু হরিদাসের হৃদ্গত কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণপর কৃষ্ণসেবাময় ভাব কোনপ্রকারেই মায়ার কুহকময় প্রলোভনে বশীভূত হইল না। হরিদাসের ন্যায় সমগ্র শুদ্ধবৈষ্ণবেরই এই বৈদান্তিক ধারণা যে, নিত্যকৃষ্ণভোগ্য শুদ্ধভক্ত কখনই মায়ার ভোক্তা নহেন। তিনি—নিত্য, বৈকুণ্ঠ, অধোক্ষজ, গুণাতীত বা অপ্রাকৃত বস্তু এবং জীব দেহাত্মবুদ্ধি বা বিবর্ত্ত ছাড়িয়া আপনাকে কৃষ্ণদাস বা বৈষ্ণব জানিলেই অর্থাৎ অধোক্ষজ-সেবাফলেই মায়ার বিক্রম বা অনর্থ হইতে নির্ম্মুক্ত হইতে পারেন।

২৫৩। ৪৩,২০,০০০ (তেতাল্লিশ লক্ষ বিশ হাজার) সৌরবর্ষে এক মহাযুগ ; তাদৃশ সহস্র মহাযুগে এক কল্প ; ইহার কোটিগুণ-পরিমিত কাল।

ইতি অনুভাষ্যে তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

নামাচার্য্য ঠাকুরের মাহাত্ম্য-শ্রবণে
শুদ্ধভক্তের আনন্দ ঃ—

হরিদাস ঠাকুরের কহিলুঁ মহিমার কণ ।
যাহার শ্রবণে ভক্তের জুড়ায় শ্রবণ ॥ ২৬৯ ॥

শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ২৭০ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে শ্রীহরিদাস-ঠক্কুর-মহিমা-কথনং নাম তৃতীয়ঃ পরিচ্ছেদঃ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

কথাসার—শ্রীসনাতন গোস্বামী মাথুরমণ্ডল হইতে একাকী ঝারিখণ্ডের বনপথে পুরুষোত্তমে আসিলেন। পথে জলের দোষে ও উপবাসের জন্য তাঁহার গাত্রে কণ্ডুরসা হয়। কণ্ডুরসার যাতনায় তিনি মনে করিয়াছিলেন,—'প্রভুর সম্মুখে জগন্নাথের রথচক্রে এই শরীর পরিত্যাগ করিব।' পুরুষোত্তমে আসিয়া তিনি হরিদাসের বাসায় রহিলেন। মহাপ্রভু তাঁহাকে দেখিয়া বড় হর্ষান্বিত হইলে, সনাতন গোস্বামী পরে প্রভুকে অনুপমের গঙ্গাপ্রাপ্তির কথা এবং রামচরণ-নিষ্ঠার কথা বলিলেন। একদিন মহাপ্রভু সনাতনকে বলিলেন,—'দেহত্যাগাদি তমো-ধর্ম্ম,—দেহত্যাগের দ্বারা কৃষ্ণপ্রেম পাওয়া যায় না ; তুমি এই তমোবুদ্ধি পরিত্যাগ কর। তোমার শরীর আমাকে অর্পণ করিয়াছ, তোমার এ শরীর পরিত্যাগে অধিকার নাই ; তোমার এই শরীরের দ্বারা আমি অনেক ভক্তিশাস্ত্র প্রচার এবং বৃন্দাবনে লুপ্ততীর্থ উদ্ধার করিব।' মহাপ্রভু উঠিয়া গেলে হরিদাস ও সনাতনের অনেক কথোপকথন হইল। একদিবস প্রভু সনাতনকে যমেশ্বর-টোটায় ডাকিয়া পাঠাইলে, তিনি সমুদ্রপথে গিয়াছিলেন। মহাপ্রভুর জিজ্ঞাসাক্রমে সনাতন কহিলেন,—'সিংহদ্বার-পথে জগন্নাথ-সেবকেরা গমনাগমন করেন বলিয়া আমি বালুকা-পথে আসিয়াছি ; আমার পায়ে যে ফোস্কা হইয়াছে, তাহা আমি জানিতে পারি নাই।' সনাতনের ঐ মর্য্যাদা-স্থাপক বাক্য শুনিয়া প্রভু সন্তুষ্ট হইলেন। কণ্ডুরসা প্রভুর গাত্রে লাগিবে বলিয়া তিনি প্রভুর নিকট হইতে দূরে দূরে থাকিতেন, তথাপি প্রভু বল-পূর্ব্বক তাঁহাকে আলিঙ্গন করিতেন। ইহাতে সনাতন অসুখী হইয়া জগদানন্দ-পণ্ডিতকে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করায়, জগদানন্দ তাঁহাকে রথযাত্রার পর বৃন্দাবনে যাইতে উপদেশ দিলেন। মহাপ্রভু তাহা শুনিয়া জগদানন্দকে কিছু তিরস্কার করিলেন এবং তদপেক্ষা সনাতনের শ্রেষ্ঠত্ব দেখাইলেন। আরও কহিলেন, 'তুমি শুদ্ধভক্ত, তোমার দেহের ভদ্রাভদ্র বিচার্য্য নয়। বিশেষতঃ আমি—সন্ন্যাসী, আমার সেরূপ বিচার করাই উচিত নয়।' অবশেষে কহিলেন,—'তোমরা আমার লাল্য এবং আমি লালক, অতএব তোমাদের ক্লেদে আমার ঘৃণা নাই।' এই সকল প্রসঙ্গের পর মহাপ্রভু সনাতনকে আলিঙ্গন করিলে সনাতনের অঙ্গ হইতে কণ্ডুরসা প্রভৃতি সমস্তই দূরীভূত হইল। সে-বৎসর সনাতনকে ক্ষেত্রে রাখিয়া প্রভু (পরবৎসর তাঁহাকে) শ্রীবৃন্দাবনে যাইতে আজ্ঞা দিলেন। সনাতনও সেই আজ্ঞানুসারে বনপথ অবলম্বন করিয়া বৃন্দাবনে চলিয়া গেলেন। এদিকে শ্রীরূপ গোস্বামী মহাপ্রভুর চরণ হইতে বিদায় লইয়া, গৌড়দেশে একবৎসর পর্য্যন্ত থাকিয়া, কুটুম্ব, ব্রাহ্মণ ও দেবালয়ে সকল অর্থ বাঁটিয়া দিয়া, বৃন্দাবনে গিয়া সনাতনের সহিত মিলিত হইলেন। তদনন্তর কবিরাজ গোস্বামী রূপ, সনাতন ও জীবকৃত গ্রন্থসমূহের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। (অঃ প্রঃ ভাঃ)

সনাতনকে দেহত্যাগসঙ্কল্প হইতে রক্ষাকারী
গৌরসুন্দর ঃ—

বৃন্দাবনাৎ পুনঃ প্রাপ্তং শ্রীগৌরঃ শ্রীসনাতনম্ ।
দেহপাতাদবন্ স্নেহাৎ শুদ্ধং চক্রে পরীক্ষয়া ॥ ১ ॥

সপার্ষদ গৌরের জয়-প্রদান ঃ—

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ২ ॥

রূপের পুরী হইতে গৌড়ে গমন, সনাতনের বৃন্দাবন
হইতে পুরীতে আগমন ঃ—

নীলাচল হৈতে রূপ গৌড়ে যবে গেলা ।
মথুরা হৈতে সনাতন নীলাচল আইলা ॥ ৩ ॥

ঝারিখণ্ড-পথে বহু কষ্ট স্বীকার করিয়া পুরীতে আগমন ঃ—

ঝারিখণ্ড-বনপথে আইলা একেলা চলিয়া ।
কভু উপবাস, কভু চর্ব্বণ করিয়া ॥ ৪ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১। বৃন্দাবন হইতে আগত সনাতনকে শ্রীগৌরচন্দ্র স্নেহক্রমে দেহপাত হইতে উদ্ধার করিয়া পরীক্ষাপূর্ব্বক শুদ্ধ করিয়াছিলেন।

অনুভাষ্য

১। শ্রীগৌরঃ (মহাপ্রভুঃ) বৃন্দাবনাৎ পুনঃ প্রাপ্তং (কাশী-মিলনানন্তরং ক্ষেত্রমাগতং) শ্রীসনাতনং [প্রভুং] স্নেহাৎ দেহ-পাতাৎ (শরীরনাশাৎ) অবন্ (রক্ষন্) পরীক্ষয়া শুদ্ধং চক্রে।

বহির্দ্দর্শনে সনাতনের সর্ব্বাঙ্গে কণ্ডুয়ন দৃষ্ট :—

ঝারিখণ্ডের জলের দোষে, উপবাস হৈতে ।
গাত্রে কণ্ডু হৈল, রসা পড়ে খাজুয়াইতে ॥ ৫ ॥

পথিমধ্যে সনাতনের নির্ব্বেদ ও আত্মদৈন্যোক্তি :—

নির্ব্বেদ হইল পথে, করেন বিচার ।
'নীচ-জাতি, দেহ মোর—অত্যন্ত অসার ॥ ৬ ॥
জগন্নাথে গেলে তাঁ'র দর্শন না পাইমু ।
প্রভুর দর্শন সদা করিতে নারিমু ॥ ৭ ॥
মন্দির-নিকটে শুনি তাঁর বাসা-স্থিতি ।
মন্দির-নিকটে যাইতে মোর নাহি শক্তি ॥ ৮ ॥

আপনাকে প্রাকৃত অশুচিজীব-জ্ঞানে মর্য্যাদা-লঙ্ঘন-ভয় :—

জগন্নাথের সেবক ফেরে কার্য্য-অনুরোধে ।
তাঁ'র স্পর্শ হৈলে মোর হবে অপরাধে ॥ ৯ ॥

পুরীতে জগন্নাথ-রথাগ্রে প্রভু-নৃত্যকালে দেহত্যাগ-সঙ্কল্প :—

তাতে যদি এই দেহ ভাল-স্থানে দিয়ে ।
দুঃখ-শান্তি হয় আর সদ্‌গতি পাইয়ে ॥ ১০ ॥
জগন্নাথ রথযাত্রায় হইবেন বাহির ।
তাঁ'র রথ-চাকায় ছাড়িমু এই শরীর ॥ ১১ ॥
মহাপ্রভুর আগে, আর দেখি' জগন্নাথ ।
রথে দেহ ছাড়িমু,—এই পরম-পুরুষার্থ ॥' ১২ ॥

ঠাকুর হরিদাস-স্থানে আগমন :—

এই ত' নিশ্চয় করি' নীলাচলে আইলা ।
লোকে পুছি' হরিদাস-স্থানে উত্তরিলা ॥ ১৩ ॥

হরিদাসকে প্রণাম, হরিদাসের আলিঙ্গন :—

হরিদাসের কৈলা তেঁহ চরণ বন্দন ।
জানি' হরিদাস তাঁরে কৈলা আলিঙ্গন ॥ ১৪ ॥

প্রভুচরণ-দর্শন-ব্যাকুল সনাতন :—

মহাপ্রভু দেখিতে তাঁ'র উৎকণ্ঠিত মন ।
হরিদাস কহে,—"প্রভু আসিবেন এখন ॥" ১৫ ॥

প্রভুর আগমন :—

হেনকালে প্রভু 'উপলভোগ' দেখিয়া ।
হরিদাসে মিলিতে আইলা ভক্তগণ লঞা ॥ ১৬ ॥

উভয়ের প্রভুপ্রণাম, প্রভুর হরিদাসকে আলিঙ্গন :—

প্রভু দেখি' দুঁহে পড়ে দণ্ডবৎ হঞা ।
প্রভু আলিঙ্গিলা হরিদাসেরে উঠাঞা ॥ ১৭ ॥

সনাতনের আগমনে প্রভুর বিস্ময় ও প্রীতি :—

হরিদাস কহে,—"সনাতন করে নমস্কার ।"
সনাতনে দেখি' প্রভু হৈলা চমৎকার ॥ ১৮ ॥

নিজপ্রেষ্ঠ-ভক্তবরকে আলিঙ্গনার্থ ভগবানের অগ্রগমন, সনাতনের পলায়ন ও দৈন্যোক্তি :—

সনাতনে আলিঙ্গিতে প্রভু আগু হৈলা ।
পাছে ভাগে সনাতন কহিতে লাগিলা ॥ ১৯ ॥
"মোরে না ছুঁইহ, প্রভু, পড়োঁ তোমার পায় ।
একে নীচজাতি অধম, আর কণ্ডুরসা গায় ॥" ২০ ॥

বলপূর্ব্বক ভগবানের নিজপ্রেষ্ঠ-ভক্তবরকে আলিঙ্গন :—

বলাৎকারে প্রভু তাঁ'রে আলিঙ্গন কৈল ।
কণ্ডুক্লেদ মহাপ্রভুর শ্রীঅঙ্গে লাগিল ॥ ২১ ॥

ভক্তগণের সহিত সনাতনের মিলন :—

সব ভক্তগণে প্রভু মিলাইলা সনাতনে ।
সনাতন কৈলা সবার চরণ বন্দনে ॥ ২২ ॥

দৈন্যক্রমে হরিদাস ও সনাতনের ভক্তগণের নিম্নে উপবেশন :—

প্রভু লঞা বসিলা পিণ্ডার উপরে ভক্তগণ ।
পিণ্ডার তলে বসিলা হরিদাস, সনাতন ॥ ২৩ ॥

প্রভুকর্ত্তৃক সনাতনের ও ব্রজবাসি-ভক্তগণের কুশলজিজ্ঞাসা ও সনাতনের উত্তর :—

কুশলবার্ত্তা মহাপ্রভু পুছেন সনাতনে ।
তেঁহ কহেন,—"পরম মঙ্গল দেখিনু চরণে ॥" ২৪ ॥
মথুরার বৈষ্ণব-সবের কুশল পুছিলা ।
সবার কুশল সনাতন জানাইলা ॥ ২৫ ॥

সনাতনকে প্রভুর রূপ ও অনুপমের সংবাদ-প্রদান :—

প্রভু কহে,—"ইঁহা রূপ ছিল দশমাস ।
ইঁহা হৈতে গৌড়ে গেলা, হৈল দিন দশ ॥ ২৬ ॥
তোমার ভাই অনুপমের হৈল গঙ্গা-প্রাপ্তি ।
ভাল ছিল রঘুনাথে দৃঢ় তাঁ'র ভক্তি ॥" ২৭ ॥

সনাতনকর্ত্তৃক স্বীয় দৈন্যোক্তি ও প্রভুর অযাচিত কৃপা-মহিমা-বর্ণন :—

সনাতন কহে,—"নীচ-বংশে মোর জন্ম ।
অধর্ম্ম, অন্যায় যত,—আমার কুলধর্ম্ম ॥ ২৮ ॥
হেন বংশে ঘৃণা ছাড়ি' কৈলা অঙ্গীকার ।
তোমার কৃপায় বংশে মঙ্গল আমার ॥ ২৯ ॥

কনিষ্ঠ অনুপমের ঐকান্তিকী রামনিষ্ঠা-বর্ণন :—

সেই অনুপম-ভাই শিশুকাল হৈতে ।
রঘুনাথ-উপাসনা করে দৃঢ়চিত্তে ॥ ৩০ ॥
রাত্রি-দিনে রঘুনাথের 'নাম' আর 'ধ্যান' ।
রামায়ণ নিরবধি শুনে, করে গান ॥ ৩১ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৫। খাজুয়াইতে—খোস-পাঁচড়া চুলকাইতে।

অনুভাষ্য

৬। নির্ব্বেদ—বিরক্তি ; অসার—কৃষ্ণভজনে অযোগ্য।

ভ্রাতৃত্রয়ের পরস্পর অকৃত্রিম প্রীতি ঃ—

আমি আর রূপ—তা'র জ্যেষ্ঠসহোদর ।
আমা-দোঁহা-সঙ্গে তেঁহ রহে নিরন্তর ॥ ৩২ ॥
আমা-সবা-সঙ্গে কৃষ্ণকথা, ভাগবত শুনে ।
তাহার পরীক্ষা কৈলুঁ আমি-দুইজনে ॥ ৩৩ ॥

অনুপমকে জ্যেষ্ঠভ্রাতৃদ্বয়কর্ত্তৃক কৃষ্ণগুণ-মাধুর্য্য-বর্ণনদ্বারা কৃষ্ণভজনে প্রলোভন ঃ—

"শুনহ বল্লভ, কৃষ্ণ—পরম মধুর ।
সৌন্দর্য্য, মাধুর্য্য, প্রেম-বিলাস—প্রচুর ॥ ৩৪ ॥
কৃষ্ণভজন কর তুমি আমা-দুঁহার সঙ্গে ।
তিন ভাই একত্র রহিমু কৃষ্ণকথা-রঙ্গে ॥" ৩৫ ॥

অগ্রজদ্বয়ের নির্ব্বন্ধাতিশয্যে ঐকান্তিক অনুপমের সাময়িক চিত্ত-পরিবর্ত্তন ঃ—

এইমত বার বার কহি দুইজন ।
আমা-দুঁহার গৌরবে কিছু ফিরি' গেল মন ॥ ৩৬ ॥

অনুপমের কৃষ্ণ-ভজনেচ্ছা ঃ—

"তোমা দুঁহার আজ্ঞা আমি কেমনে লঙ্ঘিমু ।
দীক্ষা-মন্ত্র দেহ', কৃষ্ণ-ভজন করিমু ॥" ৩৭ ॥

রামভজন-পরিত্যাগ-হেতু অনুপমের চিন্তা-ব্যাকুলতা ঃ—

এত কহি' রাত্রিকালে করেন চিন্তন ।
'কেমনে ছাড়িমু রঘুনাথের চরণ ॥' ৩৮ ॥

ক্রন্দন, জাগরণ ও নিবেদন ঃ—

সব রাত্রি ক্রন্দন করি' কৈল জাগরণ ।
প্রাতঃকালে আমা দুঁহায় কৈল নিবেদন ॥ ৩৯ ॥

অনুপমের গভীর ঐকান্তিক রামনিষ্ঠা ঃ—

"রঘুনাথের পাদপদ্মে বেচিয়াছোঁ মাথা ।
কাড়িতে না পারোঁ মাথা, পাঙ বড় ব্যথা ॥ ৪০ ॥
কৃপা করি' মোরে আজ্ঞা দেহ' দুইজন ।
জন্মে-জন্মে সেবোঁ রঘুনাথের চরণ ॥ ৪১ ॥
রঘুনাথের পাদপদ্ম ছাড়ান না যায় ।
ছাড়িবার মন হৈলে প্রাণ ফাটি' যায় ॥" ৪২ ॥

কনিষ্ঠকে জ্যেষ্ঠভ্রাতৃদ্বয়ের আশীর্ব্বাদ ঃ—

তবে আমি-দুঁহে তা'রে আলিঙ্গন কৈলুঁ ।
"সাধু, দৃঢ়ভক্তি তোমার"—কহি' প্রশংসিলু ॥ ৪৩ ॥

প্রভুর কৃপার প্রতি দৃঢ় আস্থা ঃ—

যে বংশের উপরে তোমার হয় কৃপা-লেশ ।
সকল মঙ্গল তাহে, খণ্ডে সব ক্লেশ ॥" ৪৪ ॥

প্রভুকর্ত্তৃক মুরারিগুপ্তের রামনিষ্ঠা-দৃষ্টান্ত বর্ণন ঃ—

গোসাঞি কহেন,—"এইমত মুরারি-গুপ্ত ।
পূর্ব্বে আমি পরীক্ষিলুঁ তা'র এই রীত ॥ ৪৫ ॥

ঐকান্তিক ভক্ত ও ভগবান্, পরস্পরের প্রীতি-বৈশিষ্ট্য ঃ—

সেই ভক্ত ধন্য, যে না ছাড়ে প্রভুর চরণ ।
সেই প্রভু ধন্য, যে না ছাড়ে নিজ-জন ॥ ৪৬ ॥

ঐকান্তিক ভক্তবৎসল ভগবান্ ঃ—

দুর্দ্দৈবে সেবক যদি যায় অন্যস্থানে ।
সেই ঠাকুর ধন্য তা'রে চুলে ধরি' আনে ॥ ৪৭ ॥

সনাতনকে হরিদাস-সন্নিধানে থাকিতে আজ্ঞা ঃ—

ভাল হৈল, তোমার ইঁহা হৈল আগমনে ।
এই ঘরে রহ ইঁহা হরিদাস-সনে ॥ ৪৮ ॥

সনাতন ও হরিদাসকে প্রশংসাপূর্ব্বক প্রভুর আদেশ ঃ—

কৃষ্ণভক্তিরসে দুঁহে পরম প্রধান ।
কৃষ্ণরস আস্বাদন কর, লহ কৃষ্ণনাম ॥" ৪৯ ॥

প্রভুর প্রস্থান ; উভয়কে প্রসাদ-প্রেরণ ঃ—

এত বলি' মহাপ্রভু উঠিয়া চলিলা ।
গোবিন্দ-দ্বারায় দুঁহে প্রসাদ পাঠাইলা ॥ ৫০ ॥

সনাতনের মন্দির-চক্র দেখিয়া প্রণাম ঃ—

এইমত সনাতন রহে প্রভুস্থানে ।
জগন্নাথের চক্র দেখি' করেন প্রণামে ॥ ৫১ ॥

প্রত্যহ উভয়ের সহিত প্রভুর সাক্ষাৎকার ও মহাপ্রসাদ-প্রদান ঃ—

প্রভু আসি' প্রতিদিন মিলেন দুইজনে ।
ইষ্টগোষ্ঠী, কৃষ্ণকথা কহে কতক্ষণে ॥ ৫২ ॥
দিব্যপ্রসাদ পাঞা নিত্য জগন্নাথ-মন্দিরে ।
তাহা আনি' নিত্য অবশ্য দেন দোঁহাকারে ॥ ৫৩ ॥

একদিন অন্তর্যামী প্রভুর প্রকাশ্যে সনাতনের পূর্ব্বসঙ্কল্প-জ্ঞাপন ঃ—

একদিন আসি' প্রভু দুঁহারে মিলিলা ।
সনাতনে আচম্বিতে কহিতে লাগিলা ॥ ৫৪ ॥

অনুভাষ্য

২৮। নীচ-বংশে—মধ্য ১ম পঃ ১৮৯ সংখ্যার অনুভাষ্য দ্রষ্টব্য।

৩০-৪৫। এতৎপ্রসঙ্গে মধ্য ১৫শ পঃ ১৩৭-১৫৭ সংখ্যায় শ্রীমুরারি-গুপ্তের শ্রীরামনিষ্ঠা আলোচ্য।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৫১। চক্র—নীলচক্র।

অনুভাষ্য

অমৃতানুকণা—৩০-৪৫। এই প্রসঙ্গে "কিন্তু যাঁর যেই রস, সেই সর্ব্বোত্তম। তটস্থ হঞা বিচারিলে আছে তরতম।।" (মধ্য ৮।৮৩)—পদ্য ও উহার অনুভাষ্য আলোচ্য।

সনাতনকে উপলক্ষ্য করিয়া মনোধর্ম্ম-চালিত অনর্থযুক্ত সাধককে প্রভুর শিক্ষাদান ; ফল্গু-জ্ঞান ও বৈরাগ্য কৃষ্ণপ্রাপ্তির উপায় নহে ঃ—

"সনাতন, দেহত্যাগে কৃষ্ণ যদি পাইয়ে ।
কোটি-দেহ ক্ষণেকে তবে ছাড়িতে পারিয়ে ॥ ৫৫ ॥

যুক্তবৈরাগ্যসহ শুদ্ধভক্তিই কৃষ্ণপ্রাপ্তির উপায়, অন্যকিছু নহে ঃ—

দেহত্যাগে কৃষ্ণ না পাই, পাইয়ে ভজনে ।
কৃষ্ণপ্রাপ্ত্যের উপায় কোন নাহি 'ভক্তি' বিনে ॥ ৫৬ ॥

অপ্রাকৃত বিশুদ্ধসত্ত্বময়ী ভক্তিতেই কৃষ্ণাধিষ্ঠান, প্রাকৃত গুণময়ী কর্ম্ম-জ্ঞান-চেষ্টায় কৃষ্ণপ্রাপ্তির অভাব ঃ—

দেহত্যাগাদি যত, সব—তমোধর্ম্ম ।
তমো-রজো-ধর্ম্মে কৃষ্ণের না পাইয়ে মর্ম্ম ॥ ৫৭ ॥

কৃষ্ণভক্তিই কৃষ্ণপ্রেমপ্রাপ্তির একমাত্র উপায় ঃ—

'ভক্তি' বিনা কৃষ্ণে কভু নহে 'প্রেমোদয়' ।
প্রেম বিনা কৃষ্ণপ্রাপ্তি অন্য হৈতে নয় ॥ ৫৮ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।১৪।২০)—

ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাঙ্খ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব ।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তির্ম্মমোর্জ্জিতা ॥ ৫৯ ॥

মনোধর্ম্মী সাধকের ভেদবুদ্ধিমূলক ফল্গু-ত্যাগ ও জ্ঞানচেষ্টা—জড়েন্দ্রিয়-তৃপ্তিময়ী, কৃষ্ণপ্রীতি-তাৎপর্য্যময়ী নহে বলিয়া তদ্দ্বারা কৃষ্ণপ্রাপ্তি অসম্ভব ঃ—

দেহত্যাগাদি তমো-ধর্ম্ম—পাতক-কারণ ।
সাধক না পায় তা'তে কৃষ্ণের চরণ ॥ ৬০ ॥

সিদ্ধ অনুরাগী ভক্তের গাঢ়-বিপ্রলম্ভজনিত দেহত্যাগেচ্ছা—সম্পূর্ণ কৃষ্ণেচ্ছা-চালিতা ও কৃষ্ণপ্রীতিচেষ্টাময়ী, তাহাতেই তাঁহার কৃষ্ণপ্রাপ্তি ঃ—

প্রেমী ভক্ত বিয়োগে চাহে দেহ ছাড়িতে ।
প্রেমে কৃষ্ণ মিলে, সেহ না পায় মরিতে ॥ ৬১ ॥
গাঢ়ানুরাগের বিয়োগ না যায় সহন ।
তা'তে অনুরাগী বাঞ্ছে আপন-মরণ ॥ ৬২ ॥

বাসুদেবের প্রতি রুক্মিণীর অনুরাগ-নিবেদন ঃ—

যস্যাঙ্ঘ্রিপঙ্কজরজঃস্নপনং মহান্তো
বাঞ্ছন্ত্যুমাপতিরিবাত্মতমোঽপহত্যৈ ।
যর্হ্যম্বুজাক্ষ ন লভেয় ভবৎপ্রসাদং
জহ্যামসূন্ ব্রতকৃশাঞ্ছতজন্মভিঃ স্যাৎ ॥ ৬৩ ॥

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি রাসোৎসুকা গোপীগণের অনুরাগ-নিবেদন ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।২৯।৩৫)—

সিঞ্চাঙ্গ নস্ত্বদধরামৃতপূরকেণ
হাসাবলোক-কল-গীতজ-হৃচ্ছয়াগ্নিম্ ।
নো চেদ্বয়ং বিরহজাগ্ন্যুপযুক্তদেহা
ধ্যানেন যাম পদয়োঃ পদবীং সখে তে ॥ ৬৪ ॥

সনাতনকে উপলক্ষ্য করিয়া প্রভুর অনর্থযুক্ত সাধককে নিরন্তর হরিভজন-শিক্ষা-দান ঃ—

কুবুদ্ধি ছাড়িয়া কর শ্রবণ-কীর্ত্তন ।
অচিরাৎ পাবে তবে কৃষ্ণপ্রেম-ধন ॥ ৬৫ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৬১। কৃষ্ণের বিচ্ছেদে প্রেমিক-ভক্ত নিজদেহ ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করেন ; সেই প্রেম-বলেই তিনি কৃষ্ণকে পা'ন্, দেহত্যাগ করিতে পারেন না অর্থাৎ কৃষ্ণ তাঁহাকে মরিতে দেন না।

৬৩। হে অম্বুজাক্ষ, আত্মতমো বিনাশের জন্য শিবের ন্যায় মহান্তসকল যাঁহার পাদপদ্মরজে স্নান বাঞ্ছা করেন, তোমার সেই প্রসাদ আমি যদি না পাই, তাহা হইলে তোমার প্রাপ্তির নিমিত্ত ব্রতকৃশ হইয়া জীবন পরিত্যাগ করত শত-জন্মের পরেও তোমার প্রসাদ লাভ করিব।

অনুভাষ্য

৫৯। আদি, ১৭শ পঃ ৭৬ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

৬১-৬২। মধ্য ১২শ পঃ ৩১ সংখ্যা দ্রষ্টব্য—'কিন্তু অনুরাগী লোকের স্বভাব এক হয়। ইষ্ট না পাইলে নিজ-প্রাণ সে ছাড়য়।।"

৬৩। লোকমুখে শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত সদ্‌গুণাবলী শ্রবণ করিয়া, ভীষ্মকদুহিতা শ্রীরুক্মিণী তাঁহাকে পতিত্বে বরণ করা সত্ত্বেও, তদীয় জ্যেষ্ঠভ্রাতা কৃষ্ণদ্বেষী রুক্মী চৈদ্য-শিশুপালকেই তাঁহার বররূপে নির্ব্বাচন করিয়াছে শুনিয়া, নির্জ্জনে একখানা প্রেমপত্র লিখিয়া এক বিশ্বস্ত ব্রাহ্মণকে দিয়া তৎক্ষণাৎ তাহা শ্রীকৃষ্ণের

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৬৪। হে প্রিয়, তোমার হাস্যাবলোকন-দর্শন ও কলগীত-শ্রবণে আমাদের যে কামাগ্নি বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহা তোমার অধরামৃতপূরদ্বারা সেচনপূর্ব্বক শীতল কর ; তাহা না করিলে হে সখে, আমরা তোমার বিরহজ-অগ্নিদগ্ধদেহ লইয়া ধ্যানের দ্বারা তোমার চরণপদবী লাভ করিব।

অনুভাষ্য

নিকট প্রেরণ করিলেন। ব্রাহ্মণ দ্বারকায় উপস্থিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ-কর্ত্তৃক যথাবিধি সৎকার-লাভানন্তর শ্রীকৃষ্ণের অনুমতিক্রমে রুক্মিণীর সেই প্রেমপত্র পাঠ করিতে লাগিলেন,—

হে অম্বুজাক্ষ (কমলনয়ন), আত্মনঃ (স্বস্য) তমঃ (অজ্ঞানম্) অপহত্যৈ (বিনাশায়) উমাপতিঃ (শিবঃ) ইব মহান্তঃ (ব্রহ্মাদয়ঃ) যস্য (ভবতঃ) অঙ্ঘ্রি-পঙ্কজরজঃস্নপনং (অঙ্ঘ্রিপঙ্কজস্য পাদ-পদ্মস্য রজোভিঃ স্নপনং) বাঞ্ছন্তি, তদ্ভবৎপ্রসাদং (তস্য ভবতঃ অনুগ্রহং) যর্হি অহং ন লভেয় (ন প্রাপ্নুয়াং, তর্হি) ব্রতকৃশান্ (ব্রতৈঃ উপবাসাদিভিঃ কৃশান্) অসূন্ (প্রাণান্) জহ্যাং (ত্যজেয়ম্, —এবমেব) শতজন্মভিঃ [অপি তব প্রসাদঃ] স্যাৎ।

যোষিৎসঙ্গজ শৌক্র আভিজাত্যবাদ-নিরাস ; কৃষ্ণভজনে
যোগ্যতা-নির্দ্দেশ ; শুদ্ধভক্তই গুরু বা মহত্তম ঃ—

নীচজাতি নহে কৃষ্ণভজনে অযোগ্য ।
সৎকুল-বিপ্র নহে ভজনের যোগ্য ॥ ৬৬ ॥

যেই ভজে, সেই বড়, অভক্ত—হীন ছার
কৃষ্ণভজনে নাহি জাতি-কুলাদি-বিচার ॥ ৬৭ ॥

প্রাকৃত জন্ম, ঐশ্বর্য্য, শ্রুত ও শ্রী প্রভৃতি দুঃসঙ্গ ত্যাগপূর্ব্বক
কৃষ্ণে সর্ব্বস্ব-সমর্পণকারী একান্ত শরণাগতেরই
ভগবৎকৃপালাভে যোগ্যতা ঃ—

দীনেরে অধিক দয়া করে ভগবান্ ।
কুলীন, পণ্ডিত, ধনীর বড় অভিমান ॥ ৬৮ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (৭।৯।১০)—

বিপ্রাদ্দ্বিষড়্গুণযুতাদরবিন্দনাভ-
পাদারবিন্দবিমুখাৎ শ্বপচং বরিষ্ঠম্ ।
মন্যে তদর্পিতমনোবচনেহিতার্থ-
প্রাণং পুনাতি স কুলং ন তু ভূরিমানঃ ॥ ৬৯ ॥

অভিধেয় হইতেই সম্বন্ধ ও প্রয়োজন-লাভ ঃ—

ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নববিধা ভক্তি ।
'কৃষ্ণপ্রেম', 'কৃষ্ণ' দিতে ধরে মহাশক্তি ॥ ৭০ ॥

দশাপরাধ-শূন্য হইয়া নিরন্তর অবিশ্রান্ত কৃষ্ণকীর্ত্তন-
ফলেই কৃষ্ণপ্রেম-প্রাপ্তি ঃ—

তা'র মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাম-সঙ্কীর্ত্তন ।
নিরপরাধে নাম লৈলে পায় প্রেমধন ॥" ৭১ ॥

অনুভাষ্য

৬৪। জ্যোৎস্না-স্নাতা শারদীয়া রজনীতে শ্রীকৃষ্ণের বংশীরবে সমাকৃষ্টা গোপবধূগণ আত্মহারা হইয়া শ্রীকৃষ্ণসমীপে উপস্থিত হইলে, তিনি তাঁহাদের অনুরাগ আরও বর্দ্ধন করিবার উদ্দেশ্যে তাঁহাদিগকে গৃহে গমন করিতে বলায় কৃষ্ণগতপ্রাণ গোপীগণ দুঃখিত হইয়া রুদ্ধকণ্ঠে গদ্‌গদবাক্যে কৃষ্ণকে বলিতেছেন,—

হে অঙ্গ (কৃষ্ণ,) ত্বদধরামৃতপূরকেণ (তব ওষ্ঠসম্বন্ধিনা সুধা-প্রবাহেণ) নঃ (অস্মাকং) হাসাবলোককলগীতজহৃচ্ছয়াগ্নিং (হাস-সহিতেন অবলোকঃ চ কলগীতং মধুরবংশীধ্বনিঃ চ তাভ্যাং জাতঃ যঃ হৃদি শেতে বসতি হৃচ্ছয়ঃ কামঃ সঃ এব অগ্নিঃ দাহকঃ তং) সিঞ্চ (নির্ব্বাপয়) ; নোচেৎ হে সখে, বয়ং বিরহজাগ্ন্যুপযুক্ত-দেহাঃ (বিরহজেন বিরহাৎ জনিষ্যতে যঃ অগ্নিঃ তেন উপযুক্ত-দেহাঃ দগ্ধশরীরাঃ সত্যঃ যোগিনঃ ইব) ধ্যানেন তে (তব) পদয়োঃ পদবীম্ (অন্তিকং) যাম (প্রাপ্নুয়াম্)।

৬৫। কুবুদ্ধি—কৃষ্ণসেবা-পরা বুদ্ধি ব্যতীত নশ্বর জড়েন্দ্রিয়-তর্পণপরা অসতী বুদ্ধি।

৬৬। (ভাঃ ৩।৩৩।৭)—"অহো বত শ্বপচোঽতো গরীয়ান্, যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ত্ততে নাম তুভ্যম্। তেপুস্তপস্তে জুহুবুঃ সস্নুরার্য্যা, ব্রহ্মানূচুর্নাম গৃণন্তি যে তে।।" ; (ভাঃ ১।৮।২৬)—"জন্মৈশ্বর্য্য-শ্রুতশ্রীভিরেধমান-মদঃ পুমান্। নৈবার্হত্যভিধাতুং বৈ ত্বাম-কিঞ্চনগোচরম্।।"*

৬৯। মধ্য, ২০শ পঃ ৫৯ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

৭০। নববিধা ভক্তি,—(ভাঃ ৭।৫।২৩) "শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্। অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্ম-নিবেদনম্।।" নববিধা-ভক্তি (অভিধেয়)ই কৃষ্ণপ্রেম (প্রয়োজন) এবং কৃষ্ণ (সম্বন্ধ)কে প্রদান করিবার মহাশক্তি ধারণ করেন। সাধনভক্তিই অভিধেয়রূপে প্রকট হইয়া পরে প্রেমভক্তির স্বরূপ লাভ করেন। প্রয়োজনরূপ কৃষ্ণপ্রেমই সর্ব্বতোভাবে কৃষ্ণকে প্রদান করেন।

৭১। শ্রীজীবগোস্বামী প্রভু (শ্রীভক্তিসন্দর্ভে ২৭০ সংখ্যায়),—"ইয়ঞ্চ কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তির্ভগবতো দ্রব্যজাতিগুণক্রিয়াভির্দীন-জনৈকবিষয়াপারকরুণাময়ীতি শ্রুতিপুরাণাদিবিশ্রুতিঃ। ** অতএব কলৌ স্বভাবত এবাতিদীনেষু লোকেষু আবির্ভূয় তান-নায়াসেনৈব তত্তদ্‌যুগগত-মহাসাধনানাং সর্ব্বমেব ফলং দদানা সা কৃতার্থয়তি। অতএব তয়ৈব কলৌ ভগবতো বিশেষতশ্চ সন্তোষো ভবতি।" (ঐ ২৭৩ সংখ্যায়)—"অতএব যদ্যন্যাপি ভক্তিঃ কলৌ কর্ত্তব্যা, তদা তৎসংযোগেনৈব।।"✤

** ভাঃ ৩।৩৩।৭—হে ভগবন্! যাঁহাদের মুখে আপনার নাম বর্ত্তমান, তাঁহারা চণ্ডাল-কুলে অবতীর্ণ হইলেও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ—তাঁহারা সমস্তপ্রকার তপস্যা করিয়াছেন, সমস্ত যজ্ঞ করিয়াছেন, সর্ব্বতীর্থে স্নান করিয়াছেন, সুতরাং তাঁহারা আর্য্য-মধ্যে পরিগণিত। ভাঃ ১।৮।২৬—হে কৃষ্ণ! সৎকুল, ঐশ্বর্য্য, বিদ্যা ও রূপাদিদ্বারা মদমত্ত ব্যক্তি অকিঞ্চন ভক্তগণের লভ্য তোমাকে কীর্ত্তন করিতে সমর্থ হয় না।*

✤ যাহারা দ্রব্য, জাতি, গুণ এবং ক্রিয়া-বিষয়ে দীন অর্থাৎ যাহাদের উত্তম দ্রব্য (ধন), জাতি, গুণ, ক্রিয়া নাই, তাঁহাদের একমাত্র বিষয়রূপেই অপার করুণাময়ী এই ভগবানের নাম-রূপ-গুণ-কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তি,—ইহা শ্রুতি-পুরাণাদি শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ রহিয়াছে। অতএব কলিযুগে স্বভাবতঃ অতিদীন মানবগণের মধ্যে আবির্ভূত হইয়া এই কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তি অনায়াসে তাহাদিগকে অন্যান্য যুগগত মহাসাধনসমূহের যাবতীয় ফলই প্রদানপূর্ব্বক কৃতার্থ করিয়া থাকেন—যেহেতু তদ্দ্বারা ভগবানের বিশেষভাবে সন্তোষ হইয়া থাকে। অতএব কলিযুগে যদিও অন্যান্য ভক্তির অনুষ্ঠান কর্ত্তব্য, সেস্থলে তাহা কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তির সংযোগেই করিতে হইবে।

প্রভুর অভিপ্রায়ানুসারে সনাতনের ফল্গু দেহত্যাগেচ্ছা-পরিত্যাগ-রূপ লীলাভিনয়দ্বারা জীবশিক্ষা-দান ঃ—

এত শুনি' সনাতনের হৈল চমৎকার ।
'প্রভুরে না ভায় মোর মরণ-বিচার ॥ ৭২ ॥

সর্ব্বজ্ঞ মহাপ্রভু নিষেধিলা মোরে ।'
প্রভুর চরণ ধরি' কহেন তাঁহারে ॥ ৭৩ ॥

নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণবাচার্য্য সনাতনের দৈন্যোক্তি, প্রভুস্তুতি ও স্বীয় দৈহিক কর্ত্তব্য-জিজ্ঞাসা ঃ—

"সর্ব্বজ্ঞ, কৃপালু তুমি—ঈশ্বর স্বতন্ত্র ।
যৈছে নাচাও, তৈছে নাচি,—যেন কাষ্ঠযন্ত্র ॥ ৭৪ ॥

নীচ, অধম, পামর মুঞি পামর-স্বভাব ।
মোরে জিয়াইলে তোমার কিবা হবে লাভ ??" ৭৫ ॥

প্রভুর উত্তর ; সনাতনের কায়মনোবাক্যাদি সর্ব্বস্বই গৌর-কৃষ্ণের স্বাঙ্গীকৃত, তদ্দ্বারাই গৌর-কৃষ্ণের স্বসেবা-কার্য্য-সাধন ঃ—

প্রভু কহে,—"তোমার দেহ মোর নিজ-ধন ।
তুমি মোরে করিয়াছ আত্মসমর্পণ ॥ ৭৬ ॥

দীক্ষাসিদ্ধ ভক্তের কৃষ্ণেচ্ছাকেই আপনার পরিচালিকা জানিয়া তদানুগত্যে স্বকর্ত্তৃত্বাভিমান বা অহঙ্কার-ত্যাগ-কর্ত্তব্যতা ঃ—

পরের দ্রব্য তুমি কেনে চাহ বিনাশিতে ?
ধর্ম্মাধর্ম্ম-বিচার কিবা না পার করিতে ?? ৭৭ ॥

সনাতন ভগবৎকৃষ্ণচৈতন্যাভিন্ন প্রকাশবিগ্রহ চিদ্বিলাস শ্রীসনাতনপ্রভু ঃ—

তোমার শরীর—মোর প্রধান 'সাধন' ।
এ শরীরে সাধিমু আমি বহু প্রয়োজন ॥ ৭৮ ॥

মাথুরমণ্ডলে সনাতনদ্বারে প্রভুকর্ত্তৃক (১) ভক্ত ও ভগবত্তত্ত্ব বা অভিধেয়, সম্বন্ধ ও প্রয়োজন-তত্ত্ব প্রকাশ, (২) বৈষ্ণব-স্মৃতি-সঙ্কলন-পূর্ব্বক বৈষ্ণব-সদাচার-প্রবর্ত্তন, (৩) মঠ-মন্দিরাদিতে কৃষ্ণবিগ্রহার্চ্চনরূপ বৈধীভক্তি, মানসে রাগ বা প্রেমসেবার আদর্শ-প্রদর্শন ও (৪) লুপ্ত-তীর্থোদ্ধার ও যুক্তবৈরাগ্যসহ শুদ্ধভক্তিময় জীবন দেখাইয়া শিক্ষা ঃ—

ভক্ত-ভক্তি-কৃষ্ণপ্রেম-তত্ত্বের নির্দ্ধার ।
বৈষ্ণবের কৃত্য আর বৈষ্ণব-আচার ॥ ৭৯ ॥

কৃষ্ণভক্তি, কৃষ্ণপ্রেমসেবা-প্রবর্ত্তন ।
লুপ্ততীর্থ-উদ্ধার আর বৈরাগ্য-শিক্ষণ ॥ ৮০ ॥

নিজ-প্রিয়স্থান মোর—মথুরা-বৃন্দাবন ।
তাঁহা এত ধর্ম্ম চাহি করিতে প্রচারণ ॥ ৮১ ॥

মাতৃ-আজ্ঞায় স্বয়ং ক্ষেত্রমণ্ডলে অবস্থানপূর্ব্বক নিজাভিন্ন প্রকাশ-বিগ্রহ চিদ্বিলাস শ্রীসনাতন-রূপে মাথুরমণ্ডলে পূর্ব্বোক্ত চতুর্ব্বিধ মনোঽভীষ্ট কৃষ্ণসেবা-সম্পাদন ঃ—

মাতার আজ্ঞায় আমি বসি নীলাচলে ।
তাঁহা 'ধর্ম্ম' শিখাইতে নাহি নিজ-বলে ॥ ৮২ ॥

অনুভাষ্য

শ্রীরূপপ্রভু (নামাষ্টকে—১ম শ্লোকে),—"নিখিলশ্রুতি-মৌলিরত্নমালাদ্যুতিনীরাজিতপাদপঙ্কজান্ত। অয়ি মুক্তকুলৈ-রুপাস্যমানং পরিতস্ত্বাং হরিনাম সংশ্রয়ামি।।"*

শ্রীসনাতনপ্রভু (শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃতে ১ম অঃ ৯ম শ্লোকে)—"জয়তি জয়তি নামানন্দরূপং মুরারের্বিরমিতনিজধর্ম্মধ্যানপূজাদি-যত্নম্। কথমপি সকৃদাত্তং মুক্তিদং প্রাণিনাং যৎ পরমমমৃতমেকং জীবনং ভূষণং মে।।"✚

(ভাঃ ২।১।১১)—"এতন্নির্ব্বিদ্যমানানামিচ্ছতামকুতোভয়ম্। যোগিনাং নৃপ নির্ণীতং হরের্নামানুকীর্ত্তনম্।।" (ভাঃ ৬।৩।২২)—"এতাবানেব লোকেঽস্মিন্ পুংসাং ধর্ম্মঃ পরঃ স্মৃতঃ। ভক্তি-যোগো ভগবতি তন্নামগ্রহণাদিভিঃ।।"*

শ্রীগৌরহরির (স্ব-কৃত শ্রীশিক্ষাষ্টকে ৩য় শ্লোকে)—'তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা। অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ।।"

নিরপরাধে অর্থাৎ দশনামাপরাধশূন্য নিরন্তর বা অবিশ্রান্ত নামসেবারত হইয়া। দশটী নামাপরাধ,—আদি ৮ম পঃ ২৪ সংখ্যার অমৃতপ্রবাহ-ভাষ্য ও অনুভাষ্যদ্বয় দ্রষ্টব্য।

৭২। না ভায়—যোগ্য বলিয়া বোধ হইতেছে না।

৭৯-৮১। শ্রীসনাতন গোস্বামিদ্বারা শ্রীমহাপ্রভু প্রথমতঃ, শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃত রচনা করাইয়া ভক্ত-ভক্তি-কৃষ্ণপ্রেম-তত্ত্ব নির্দ্ধারণ করিয়াছেন ; দ্বিতীয়তঃ, শ্রীহরিভক্তিবিলাস সংগ্রহ করাইয়া বৈষ্ণবের কৃত্য ও বৈষ্ণবের আচার নির্দ্ধারণ করিয়াছেন; তৃতীয়তঃ, সনাতনগোস্বামীর অদ্ভুত অনুষ্ঠানদ্বারা শ্রীবৃন্দাবনে

** হে হরিনাম! নিখিলবেদের সারভাগরূপ উপনিষদ্-রত্নমালার প্রভাদ্বারা তোমার পাদপদ্ম-নখাগ্র সদা নীরাজিত এবং মুক্তকুলদ্বারা তুমি নিরন্তর উপাস্যমান, অতএব আমি তোমাকে সর্ব্বতোভাবে আশ্রয় করিতেছি।*

✚ যাঁহার অনুষ্ঠানে স্বীয় দেহ-মনোগত ধর্ম্ম-ধ্যান-পূজাদি চেষ্টা বিরত হইয়া যায়, যাঁহা কোনরূপে গৃহীত হইলেই প্রাণিগণের মুক্তিদান করিয়া থাকেন, আমার সেই পরম অমৃতস্বরূপ, জীবন এবং ভূষণস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের আনন্দময় শ্রীনাম জয়যুক্ত হউন, জয়যুক্ত হউন।

** হে রাজন! সর্ব্বশাস্ত্রে ইহাই নির্ণীত যে, যাঁহারা নির্ব্বেদযুক্ত, যাঁহারা অকুতোভয়-অভিলাষী, যাঁহারা যোগী—সকলের পক্ষেই শ্রীহরিনাম অনুক্ষণ কীর্ত্তনীয়।—ভাঃ ২।১।১১। নামসঙ্কীর্ত্তনাদিদ্বারা শ্রীভগবানের প্রতি যে ভক্তিযোগ, তাহাই এই জগতে জীবগণের পরম ধর্ম্ম বলিয়া কথিত।—ভাঃ ৬।৩।২২।*

এত সব কর্ম্ম আমি যে-দেহে করিমু ।
তাহা ছাড়িতে চাহ তুমি, কেমনে সহিমু ??" ৮৩ ॥

আপনাকে যন্ত্রি-প্রভুর যন্ত্র-জ্ঞানে সনাতনের প্রভুস্তুতি ঃ—

তবে সনাতন কহে,—"তোমাকে নমস্কারে ।
তোমার গম্ভীর হৃদয় কে বুঝিতে পারে ?? ৮৪ ॥
কাষ্ঠের পুতলী যেন কুহকে নাচায় ।
আপনে না জানে, পুতলী কিবা নাচে গায় !! ৮৫ ॥
যারে যৈছে নাচাও, সে তৈছে করে নর্ত্তনে ।
কৈছে নাচে, কেবা নাচায়, সেহ নাহি জানে ॥" ৮৬ ॥

হরিদাসকে সাক্ষ্য মানিয়া প্রভুকর্ত্তৃক তাঁহাকে স্বায়ত্তীকৃত সনাতন-দেহের রক্ষণাবেক্ষণ-ভারার্পণ ঃ—

হরিদাসে কহে প্রভু,—"শুন, হরিদাস ।
পরের দ্রব্য ইঁহো চাহেন করিতে বিনাশ ॥ ৮৭ ॥
পরের স্থাপ্য দ্রব্য কেহ না খায়, বিলায় ।
নিষেধিহ ইঁহারে,—যেন না করে অন্যায় ॥" ৮৮ ॥

হরিদাসের জীবশিক্ষা,—অধোক্ষজ প্রভুর অপ্রাকৃত হৃদয়গত কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণেচ্ছার আনুগত্যেই বদ্ধজীবের ফল্গু-অহঙ্কারত্যাগ-কর্ত্তব্যতা ঃ—

হরিদাস কহে,—"মিথ্যা অভিমান করি ।
তোমার গম্ভীর হৃদয় বুঝিতে না পারি ॥ ৮৯ ॥
কোন্ কোন্ কার্য্য তুমি কর কোন্ দ্বারে ।
তুমি না জানাইলে কেহ জানিতে না পারে ॥ ৯০ ॥

সনাতনের প্রভু-কৃপালাভ-সৌভাগ্য-বর্ণনপূর্ব্বক হরিদাসের প্রভুস্তুতি ঃ—

এতাদৃশ তুমি ইঁহারে করিয়াছ অঙ্গীকার ।
এত সৌভাগ্য ইঁহা না হয় কাহার ॥" ৯১ ॥

উভয়কে আলিঙ্গনপূর্ব্বক প্রভুর প্রস্থান ঃ—

তবে মহাপ্রভু করি' দুঁহারে আলিঙ্গন ।
'মধ্যাহ্ন' করিতে উঠি' করিলা গমন ॥ ৯২ ॥

হরিদাসকর্ত্তৃক সনাতনের সৌভাগ্য বর্ণন ঃ—

সনাতনে কহে হরিদাস করি' আলিঙ্গন ।
"তোমার ভাগ্যের সীমা না যায় কথন ॥ ৯৩ ॥

শ্রীসনাতনতনু প্রভুরই স্বায়ত্তীকৃত ধন ঃ—

তোমার দেহ কহেন প্রভু 'মোর নিজ-ধন' ।
তোমা-সম ভাগ্যবান্ নাহি কোন জন ॥ ৯৪ ॥

মাথুরমণ্ডলে সনাতন-তনুদ্বারে প্রভুর চতুর্ব্বিধ মনোঽভীষ্ট সম্পাদন ঃ—

নিজ-দেহে যে কার্য্য না পারেন করিতে ।
সে কার্য্য করাইবে তোমা, সেহ মথুরাতে ॥ ৯৫ ॥

সাফল্য বা সিদ্ধি—কৃষ্ণেচ্ছারই অনুগামী ভৃত্য ঃ—

যে করাইতে চাহে ঈশ্বর, সেই সিদ্ধ হয় ।
তোমার সৌভাগ্য এই কহিলুঁ নিশ্চয় ॥ ৯৬ ॥

সনাতনদ্বারে প্রভুর মুখ্যতঃ শুদ্ধভক্তি ও বৈষ্ণবস্মৃতি-সঙ্কলনদ্বারা বৈষ্ণবাচার-সংস্থাপন ঃ—

ভক্তিসিদ্ধান্ত, শাস্ত্র-আচার-নির্ণয় ।
তোমাদ্বারে করাইবেন, বুঝিলুঁ আশয় ॥ ৯৭ ॥

হরিদাসের স্বাভাবিক বৈষ্ণবোচিত দৈন্য ও বিজ্ঞপ্তি-জ্ঞাপন ঃ—

আমার এই দেহ প্রভুর কার্য্যে না লাগিল ।
ভারত-ভূমিতে জন্মি' এই দেহ ব্যর্থ হৈল ॥" ৯৮ ॥

সনাতনকর্ত্তৃক হরিদাস-স্তুতি ঃ—

সনাতন কহে,—"তোমা-সম কেবা আছে আন ।
মহাপ্রভুর গণে তুমি—মহাভাগ্যবান্ !! ৯৯ ॥

শুদ্ধকৃষ্ণনামকীর্ত্তন বা প্রচারই আচার্য্যরূপী ভগবদবতারের নিজ-কৃত্য ; কীর্ত্তনাচার্য্য-হরিদাসদ্বারে প্রভুর নাম-প্রচার ঃ—

অবতার-কার্য্য প্রভুর—নাম-প্রচারে ।
সেই নিজ-কার্য্য প্রভু করেন তোমার দ্বারে ॥ ১০০ ॥

ঠাকুর হরিদাসের আচার ও প্রচার ঃ—

প্রত্যহ কর তিন লক্ষ নাম-সঙ্কীর্ত্তন ।
সবার আগে কর নামের মহিমা কথন ॥ ১০১ ॥

অনুভাষ্য

শ্রীবিগ্রহের সেবা এবং আদর্শ ভজনানন্দময় চরিত্রদ্বারা মানসে ব্রজ-ভজনা প্রবর্ত্তন করাইয়াছেন ; চতুর্থতঃ, কুণ্ডাদি লুপ্ততীর্থ-সমূহের উদ্ধার এবং তাঁহার বৈরাগ্যযুক্ ভক্তিরসময় আদর্শ-ভক্তজীবনের দ্বারা শুদ্ধভক্তের অনুকরণীয় বিষয় হইতে সুদূরে অবস্থিত বিরক্ত জীবন-যাপন শিক্ষা দিয়াছেন। শ্রীমথুরা ও বৃন্দাবন শ্রীগৌরসুন্দরের নিতান্ত প্রিয়ভূমি, শ্রীসনাতনকে সেই ভূমিতে অবস্থান করাইয়া প্রভু তাঁহার দ্বারা পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্মসমূহ প্রচার করিবার বাসনা করেন।

৮২। তাঁহা—মাথুরমণ্ডলে।

৮৮। স্থাপ্য—রক্ষণীয় ; খায়—নিজেই ভোগ করে ; বিলায়—বিতরণ করে ; অন্যায়—আমাতে অর্থাৎ কৃষ্ণে সমর্পিত ইঁহার দেহ-বিনাশ।

৯৫। পূর্ব্বোক্ত (অন্ত্য ৪র্থ পঃ) ৮২-৮৩ সংখ্যার উক্তির তাৎপর্য্য অর্থাৎ ৭৯-৮১ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

৯৮। ভারতভূমিতে—আদি ৯ম পঃ ৪১ সংখ্যা এবং ভাঃ ৫।১৯।১৯-২৭ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

১০০। নিজকার্য্য যে শুদ্ধকৃষ্ণনাম-প্রচার, তাহা প্রভু হরিদাস-দ্বারা সম্পাদিত করেন।

অসুষ্ঠু বা অসম্পূর্ণ আচার ও প্রচার ঃ—

আপনে আচরে কেহ, না করে প্রচার ।
প্রচার করেন কেহ, না করেন আচার ॥ ১০২ ॥

কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীণনচেষ্টাময় যথার্থ আচার্য্যেরই শুদ্ধনামভক্তি-প্রচারে অধিকার ; চারি বর্ণাশ্রমী ও জগতের গুরু বৈষ্ণবাচার্য্য পরমহংস হরিদাস ঠাকুরের আদর্শ জীবন ঃ—

'আচার', 'প্রচার'—নামের করহ 'দুই' কার্য্য ।
তুমি—সর্ব্বগুরু, তুমি—জগতের আর্য্য ॥" ১০৩ ॥

হরিদাস ও সনাতনের পরস্পর কৃষ্ণকথা-সংলাপে কালযাপন ঃ—

এইমত দুইজন নাম-কথা-রঙ্গে ।
কৃষ্ণকথা আস্বাদয় রহি' একসঙ্গে ॥ ১০৪ ॥

রথযাত্রাকালে গৌড়ীয় ভক্তগণের পুরীতে আগমন ও দর্শন ঃ—

যাত্রাকালে আইলা সব গৌড়ের ভক্তগণ ।
পূর্ব্ববৎ কৈলা সবে রথযাত্রা দরশন ॥ ১০৫ ॥

রথাগ্রে প্রভুর নৃত্য-দর্শনে সনাতনের বিস্ময় ঃ—

রথ-অগ্রে প্রভু তৈছে করিলা নর্ত্তন ।
দেখি' চমৎকার হৈল সনাতনের মন ॥ ১০৬ ॥

চাতুর্ম্মাস্যকালে গৌড়ীয় ও উড়িয়া ভক্তগণসহ সনাতনের মিলন ঃ—

বর্ষার চারিমাস রহিলা সব নিজ-ভক্তগণে ।
সবা-সঙ্গে প্রভু মিলাইলা সনাতনে ॥ ১০৭ ॥
অদ্বৈত, নিত্যানন্দ, শ্রীবাস, বক্রেশ্বর ।
বাসুদেব, মুরারি, রাঘব, দামোদর ॥ ১০৮ ॥
পুরী, ভারতী, স্বরূপ, পণ্ডিত-গদাধর ।
সার্ব্বভৌম, রামানন্দ, জগদানন্দ, শঙ্কর ॥ ১০৯ ॥
কাশীশ্বর, গোবিন্দাদি যত ভক্তগণ ।
সবা-সনে সনাতনের করাইলা মিলন ॥ ১১০ ॥

সকলেরই প্রীতিভাজন শ্রীসনাতন ঃ—

যথাযোগ্য সবার কৈলা চরণ বন্দন ।
তাঁরে করাইলা সবার কৃপার ভাজন ॥ ১১১ ॥

নিজগুণে বিষ্ণুবৈষ্ণবের স্নেহ-প্রীতিভাজন ঃ—

সদ্‌গুণে, পাণ্ডিত্যে, সবার প্রিয়—সনাতন ।
যথাযোগ্য কৃপা-মৈত্রী-গৌরব-ভাজন ॥ ১১২ ॥

গৌড়ীয়গণের গৌড়ে প্রত্যাবর্ত্তন ও সনাতনের পুরীতে অবস্থান ঃ—

সকল বৈষ্ণব যবে গৌড়দেশে গেলা ।
সনাতন মহাপ্রভুর চরণে রহিলা ॥ ১১৩ ॥

প্রভুসঙ্গে সনাতনের দোলযাত্রা-দর্শন ঃ—

দোলযাত্রা-আদি প্রভুর সঙ্গেতে দেখিল ।
দিনে-দিনে প্রভুসঙ্গে আনন্দ বাড়িল ॥ ১১৪ ॥

জ্যৈষ্ঠমাসে সনাতনপরীক্ষা-বিষয়ক বৃত্তান্ত-বর্ণন ঃ—

পূর্ব্ব বৈশাখমাসে সনাতন যবে আইলা ।
জ্যৈষ্ঠমাসে প্রভু তাঁরে পরীক্ষা করিলা ॥ ১১৫ ॥

যমেশ্বর টোটায় প্রভুর মধ্যাহ্ন-ভিক্ষা ঃ—

জ্যৈষ্ঠমাসে প্রভু যমেশ্বর-টোটা আইলা ।
ভক্ত-অনুরোধে তাঁহা ভিক্ষা যে করিলা ॥ ১১৬ ॥

সনাতনকে প্রভুর আহ্বান, সনাতনের আনন্দ ঃ—

মধ্যাহ্ন-ভিক্ষাকালে সনাতনে বোলাইল ।
প্রভু বোলাইলা, তাঁর আনন্দ বাড়িল ॥ ১১৭ ॥

প্রভু-প্রীতিবশে আত্মহারা সনাতনের দেহস্মৃতি-লুপ্তাবস্থায় খরতর তপ্ত তীক্ষ্ণবালুপথে ক্ষতপদে প্রভুর সমীপে গমন ঃ—

মধ্যাহ্নে সমুদ্র-বালু হঞাছে অগ্নি-সম ।
সেইপথে সনাতন করিলা গমন ॥ ১১৮ ॥
'প্রভু বোলাঞাছে'—এই আনন্দিত মনে ।
তপ্ত-বালুকাতে পা পোড়ে, তাহা নাহি জানে ॥ ১১৯ ॥
দুই পায়ে ফোস্কা হৈল, তবু গেলা প্রভুস্থানে ।
ভিক্ষা করি' মহাপ্রভু করিয়াছেন বিশ্রামে ॥ ১২০ ॥

প্রভুর ভুক্তাবশিষ্ট প্রসাদ-প্রাপ্তি ঃ—

ভিক্ষা-অবশেষ-পাত্র গোবিন্দ তারে দিলা ।
প্রসাদ পাঞা সনাতন প্রভুপাশে আইলা ॥ ১২১ ॥

সস্নেহে প্রভুর তাঁহার আগমনোপায়-জিজ্ঞাসা, সনাতনের সদৈন্য উত্তর ঃ—

প্রভু কহে,—"কোন্ পথে আইলা সনাতন?"
তেঁহ কহে,—"সমুদ্র-পথে, করিলুঁ আগমন ॥" ১২২ ॥
প্রভু কহে,—"তপ্ত-বালুকাতে কেমনে আইলা?
সিংহদ্বারের পথ—শীতল, কেনে না আইলা?? ১২৩ ॥

অনুভাষ্য

১০৩। হরিদাস ঠাকুর—সর্ব্বমান্য জগদ্‌গুরু, যেহেতু তিনি একাধারে স্বয়ং দৈক্ষ-ব্রাহ্মণরূপে শুদ্ধনাম গ্রহণ করিয়া 'আচার্য্য' এবং উচ্চকীর্ত্তন করিয়া সমগ্র জগদ্বাসীকে নাম-যজ্ঞে দীক্ষিত করাইয়া 'প্রচারক'—ইহাই তাঁহার 'আচার ও প্রচার'।

অনুভাষ্য

১১৬। যমেশ্বর-টোটা—যমেশ্বর-শিবের বাগান পাড়ায় ; টোটা-শব্দে উৎকল-ভাষায় 'বাগান' বুঝায়।

১২৩। সিংহদ্বার—জগন্নাথমন্দিরের মূল পূর্ব্বদিকের দ্বারকে সিংহদ্বার কহে।

তপ্ত-বালুকায় তোমার পায় হৈল ব্রণ ।
চলিতে না পার, কেমনে করিলা সহন??" ১২৪ ॥

সনাতন কহে,—"দুঃখ বহুত না পাইলুঁ ।
পায়ে ব্রণ হঞাছে তাহা না জানিলুঁ ॥ ১২৫ ॥

স্বয়ং রাগমার্গীয় পরমহংস হইয়াও আদর্শ মানদ বৈষ্ণবাচার্য্য-রূপে সনাতনপ্রভুকর্তৃক সাধকের শিক্ষার্থ বৈধ অর্চ্চন-মার্গের যথোচিত মর্য্যাদা-প্রদর্শন ঃ—

সিংহদ্বারে যাইতে মোর নাহি অধিকার ।
বিশেষে—ঠাকুরের তাঁহা সেবকের প্রচার ॥ ১২৬ ॥

সেবক গতাগতি করে, নাহি অবসর ।
তার স্পর্শ হৈলে, সর্ব্বনাশ হবে মোর ॥" ১২৭ ॥

সনাতনের উক্তি ও মানদ ব্যবহার-শ্রবণে প্রভুর আনন্দ ঃ—

শুনি' মহাপ্রভু মনে সন্তোষ পাইলা ।
তুষ্ট হঞা তাঁরে কিছু কহিতে লাগিলা ॥ ১২৮ ॥

ভগবৎকর্তৃক ভক্তস্তুতি ঃ—

"যদ্যপিও তুমি হও জগৎপাবন ।
তোমা-স্পর্শে পবিত্র হয় দেব-মুনিগণ ॥ ১২৯ ॥

স্বয়ং প্রভুকর্তৃক ভক্ত বা সাধুর রীতি ও গুণ-বৈশিষ্ট্য-বর্ণন ঃ—

তথাপি ভক্ত-স্বভাব—মর্য্যাদা-রক্ষণ ।
মর্য্যাদা-পালন হয় সাধুর ভূষণ ॥ ১৩০ ॥

সাধকের মর্য্যাদা-লঙ্ঘনের ফল ঃ—

মর্য্যাদা-লঙ্ঘনে লোক করে উপহাস ।
ইহলোক, পরলোক—দুই হয় নাশ ॥ ১৩১ ॥

জগদ্‌গুরু লোকশিক্ষক প্রভুর বৈধ-মর্য্যাদা-পালনে আদর-প্রদর্শন ও সনাতনের আচরণ-দর্শনে আচার্য্যরূপে অঙ্গীকার ঃ—

মর্য্যাদা রাখিলে, তুষ্ট হয় মোর মন ।
তুমি ঐছে না করিলে করে কোন্ জন??" ১৩২ ॥

অপ্রাকৃততনু নিজপ্রেষ্ঠ ভক্তকে ভগবানের আলিঙ্গন ঃ—

এত বলি' প্রভু তাঁরে আলিঙ্গন কৈল ।
তাঁর কণ্ডুরসা প্রভুর শ্রীঅঙ্গে লাগিল ॥ ১৩৩ ॥

আলিঙ্গনফলে প্রভুগাত্রে স্বীয় কণ্ডুরসস্পর্শহেতু দৈন্যবিগ্রহ সনাতনের বেদনানুভব ঃ—

বার বার নিষেধেন, তবু করে আলিঙ্গন ।
অঙ্গে রসা লাগে, দুঃখ পায় সনাতন ॥ ১৩৪ ॥

সনাতন-জগদানন্দ-সংবাদ ঃ—

এইমতে সেবক-প্রভু দুঁহে ঘর গেলা ।
আর দিন জগদানন্দ সনাতনেরে মিলিলা ॥ ১৩৫ ॥

পণ্ডিতসহ কৃষ্ণকথা-সংলাপ ও প্রসঙ্গতঃ সনাতনের স্বীয় দুঃখ-জ্ঞাপন ঃ—

দুইজন বসি' কৃষ্ণকথা-গোষ্ঠী কৈলা ।
পণ্ডিতেরে সনাতন দুঃখ নিবেদিলা ॥ ১৩৬ ॥

"ইঁহা আইলাঙ প্রভুরে দেখি' দুঃখ খণ্ডাইতে ।
যেবা মনে, তাহা প্রভু না দিলা করিতে ॥ ১৩৭ ॥

প্রভুদেহে স্বীয় কণ্ডুরস স্পর্শহেতু দৈন্যবিগ্রহ সনাতনের লজ্জা, বেদনা ও অপরাধাশঙ্কা ঃ—

নিষেধিতে প্রভু আলিঙ্গন করেন মোরে ।
মোর কণ্ডুরসা লাগে প্রভুর শরীরে ॥ ১৩৮ ॥

অপরাধ হয় মোর, নাহিক নিস্তার ।
জগন্নাথেহ না দেখিয়ে,—এ দুঃখ অপার ॥ ১৩৯ ॥

হিত-নিমিত্ত আইলাঙ আমি, হৈল বিপরীতে ।
কি করিলে হিত হয় নারি নির্দ্ধারিতে ॥" ১৪০ ॥

অমঙ্গলাশঙ্কায় পণ্ডিতের সনাতনকে বৃন্দাবন-গমন-পরামর্শদান ঃ—

পণ্ডিত কহে,—"তোমার বাসযোগ্য 'বৃন্দাবন' ।
রথযাত্রা দেখি' তাঁহা করহ গমন ॥ ১৪১ ॥

প্রভুর আজ্ঞা হঞাছে তোমা' দুই ভায়ে ।
বৃন্দাবনে বৈস, তাঁহা সর্ব্বসুখ পাইয়ে ॥ ১৪২ ॥

যে-কার্য্যে আইলা, প্রভুর দেখিলা চরণ ।
রথে জগন্নাথ দেখি' করহ গমন ॥" ১৪৩ ॥

সনাতনের সম্মতি, শ্রীবৃন্দাবন-ধামকে অপ্রাকৃত কৃষ্ণধাম জানিয়াও প্রভুর নির্ব্বাচিত দেশ-জ্ঞানে সনাতনের অতুল গৌরপ্রেম ঃ—

সনাতন কহে,—"ভাল কৈলা উপদেশ ।
তাঁহা যাব, সেই মোর 'প্রভুদত্ত দেশ' ॥" ১৪৪ ॥

একদিন প্রভুর আগমন ঃ—

এত বলি' দুঁহে নিজ-কার্য্যে উঠি' গেলা ।
আর দিন মহাপ্রভু মিলিবারে আইলা ॥ ১৪৫ ॥

হরিদাসের প্রণাম, হরিদাসকে প্রভুর আলিঙ্গন ঃ—

হরিদাস কৈলা প্রভুর চরণ বন্দন ।
হরিদাসে কৈলা প্রভু প্রেম-আলিঙ্গন ॥ ১৪৬ ॥

অনুভাষ্য

১৩৫। সেবক-প্রভু—শ্রীসনাতন ও শ্রীমন্মহাপ্রভু।

১৩৭। দুঃখ—সর্ব্বদা প্রভু ও জগন্নাথদেবের দর্শন-'সেবাভাব'-জনিত কষ্ট ; যেবা মনে—জগন্নাথ-রথাগ্রে প্রভুর নৃত্যকালে স্বীয় দেহত্যাগ।

অনুভাষ্য

১৪৪। 'প্রভুদত্ত দেশ'—তাৎপর্য্য এই যে, জীবের নিত্য-আরাধ্য শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবকর্তৃক নির্ব্বাচিত ও নির্দ্ধারিত স্থানই তাঁহার নিত্য-বাঞ্ছনীয় কৃষ্ণসেবাধার শ্রীবৃন্দাবন ; তাহাতে বাস করিয়া তাঁহাদের সুখবিধান করিলেই জীবের নিত্যমঙ্গল লাভ হয়।

আলিঙ্গনার্থ সনাতনকে প্রভুর স্ব-নিকটে আহ্বান ঃ—

দূর হৈতে দণ্ড-পরণাম করে সনাতন ।
প্রভু বোলায় বার বার করিতে আলিঙ্গন ॥ ১৪৭ ॥

সনাতনের অপরাধাশঙ্কা ; দ্রুতবেগে তৎসমীপে প্রভুর আগমন ঃ—

অপরাধ-ভয়ে তেঁহ মিলিতে না আইল ।
মহাপ্রভু মিলিবারে সেই ঠাঞি আইল ॥ ১৪৮ ॥

সনাতনের পলায়ন, প্রভুর বলপূর্ব্বক আলিঙ্গন ঃ—

সনাতন ভাগি' পাছে করেন গমন ।
বলাৎকারে ধরি' প্রভু কৈলা আলিঙ্গন ॥ ১৪৯ ॥

প্রভুর ও ভক্তদ্বয়ের উপবেশন ; দৈন্যবিগ্রহ সনাতনের আপনাকে অশুচি বদ্ধজীবাভিমানে প্রভুসমীপে গভীর দৈন্যোক্তি ও প্রভুস্পর্শহেতু স্বীয় অপরাধাশঙ্কা ঃ—

দুই জন লঞা প্রভু বসিলা পিণ্ডাতে ।
নির্ব্বিণ্ণ সনাতন লাগিলা কহিতে ॥ ১৫০ ॥
"হিত লাগি' আইনু মুঞি, হৈল বিপরীত ।
সেবাযোগ্য নহি, অপরাধ করোঁ নিতি নিত ॥ ১৫১ ॥
সহজে নীচ-জাতি মুঞি, দুষ্ট, 'পাপাশয়' ।
মোরে তুমি ছুঁইলে মোর অপরাধ হয় ॥ ১৫২ ॥
তাহাতে আমার অঙ্গে কণ্ডুরসা-রক্ত চলে ।
তোমার অঙ্গে লাগে, তবু স্পর্শহ তুমি বলে ॥ ১৫৩ ॥
বীভৎস স্পর্শিতে না কর ঘৃণা-লেশে ।
এই অপরাধে মোর হবে সর্ব্বনাশে ॥ ১৫৪ ॥

অপরাধাশঙ্কা-হেতু তন্মোচনার্থ বৃন্দাবন-গমনে অনুমতি-প্রার্থনা ঃ—

তাতে ইঁহা রহিলে মোর না হয় 'কল্যাণ' ।
আজ্ঞা দেহ'—রথ দেখি' যাঙ বৃন্দাবন ॥ ১৫৫ ॥

জগদানন্দপণ্ডিত হইতে বৃন্দাবন-গমনে পরামর্শ-প্রাপ্তি-জ্ঞাপন ঃ—

জগদানন্দ-পণ্ডিতে আমি যুক্তি পুছিল ।
বৃন্দাবন যাইতে তেঁহ উপদেশ দিল ॥" ১৫৬ ॥

ক্রোধভরে প্রভুর পণ্ডিতকে ভর্ৎসনা ঃ—

এত শুনি' মহাপ্রভু সরোষ-অন্তরে ।
জগদানন্দে ক্রুদ্ধ হঞা করে তিরস্কারে ॥ ১৫৭ ॥
"কালিকার পড়ুয়া জগা ঐছে গর্ব্বী হৈল ।
তোমা-সবারেহ উপদেশ করিতে লাগিল ?? ১৫৮ ॥

সনাতনপ্রতি প্রভুর প্রচুর কৃপা-গৌরবোক্তি ঃ—

ব্যবহারে-পরমার্থে তুমি—তার গুরুতুল্য ।
তোমারে উপদেশ করে, না জানে আপন-মূল্য ??১৫৯॥
আমার উপদেষ্টা তুমি—প্রামাণিক আর্য্য ।
তোমারেহ উপদেশে, বালকা করে ঐছে কার্য্য ॥"১৬০॥

সনাতনকর্ত্তৃক জগদানন্দের সৌভাগ্য ও নিজ-দুর্ভাগ্য-বর্ণন ঃ—

শুনি' সনাতন পায়ে ধরি' প্রভুরে কহিল ।
"জগদানন্দের সৌভাগ্য আজি সে জানিল ॥ ১৬১ ॥
আপনার 'অসৌভাগ্য' আজি হৈল জ্ঞান ।
জগতে নাহি জগদানন্দ-সম ভাগ্যবান্ ॥ ১৬২ ॥

নিজের ও পণ্ডিতের প্রতি প্রভুস্নেহ-তুলনা ঃ—

জগদানন্দে পিয়াও আত্মীয়তা-সুধারস ।
মোরে পিয়াও গৌরবস্তুতি-নিম্ব-নিশিন্দা-রস ॥ ১৬৩ ॥

সেবককে সেব্যের নিজজন-জ্ঞানই প্রেমের কারণরূপ সম্বন্ধানুভূতি ; সনাতনের গভীর হৃদয়ব্যথা-সূচক বাক্য ঃ—

আজিহ নহিল মোরে আত্মীয়তা-জ্ঞান !
মোর অভাগ্য, তুমি—স্বতন্ত্র ভগবান্ !!" ১৬৪ ॥

প্রভুর লজ্জা ও সনাতনপ্রতি সান্ত্বনা-বাক্য ঃ—

শুনি' মহাপ্রভু কিছু লজ্জিত হৈলা মনে ।
তাঁরে সন্তোষিতে কিছু বলেন বচনে ॥ ১৬৫ ॥

জগদানন্দ ও সনাতনের প্রতি প্রভুর স্নেহ-প্রীতি-বৈশিষ্ট্য-বর্ণন ; জগদানন্দের প্রতি তিরস্কারের কারণ ঃ—

"জগদানন্দ প্রিয় আমার নহে তোমা হৈতে ।
মর্য্যাদা-লঙ্ঘন আমি না পারোঁ সহিতে ॥ ১৬৬ ॥

উভয়ের গুণ-বৈশিষ্ট্য-বর্ণন ঃ—

কাঁহা তুমি—প্রামাণিক, শাস্ত্রে প্রবীণ !
কাঁহা জগা—কালিকার বটু নবীন !! ১৬৭ ॥

প্রভুকর্ত্তৃক সনাতনের গুণ-গৌরব-স্তুতি ঃ—

আমাকেহ বুঝাইতে তুমি ধর শক্তি ।
কত ঠাঞি বুঝাঞাছ ব্যবহার-ভক্তি ॥ ১৬৮ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৫০। নির্ব্বিণ্ণ—নির্ব্বেদ অর্থাৎ বিরাগযুক্ত।

অনুভাষ্য

১৫৩। বলে—বলপূর্ব্বক।

১৬২। আপনার অসৌভাগ্য—অর্থাৎ নিজ দুর্ভাগ্য।

১৬৩। নিম্ব এবং নিশিন্দা-রস তিক্ত বলিয়া, আস্বাদনকালে উহারা প্রীতিপ্রদ নহে ; স্নেহভাজন ও কৃপাপাত্র লাল্য ব্যক্তির তৎসেব্য ও পূজ্য লালক-ব্যক্তির নিকট হইতে গৌরব ও বন্দনাদি সম্মান-লাভও তাদৃশ অপ্রীতিপ্রদ।

১৬৬। যাহার যে মর্য্যাদা সেই মর্য্যাদা অতিক্রমপূর্ব্বক নিজের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া সম্মানের পাত্রকে পরামর্শ প্রদান-কার্য্যে মহাপ্রভু উৎসাহ দেন নাই, অধিকন্তু জগদানন্দ-সদৃশ বয়ঃকনিষ্ঠের তাদৃশ ব্যবহারের অনুমোদন করিলেন না।

তোমারে উপদেশ করে, না যায় সহন ।
অতএব তারে আমি করিয়ে ভর্ৎসন ॥ ১৬৯ ॥

ভক্তগুণাকৃষ্ট-ভগবানের ভক্তগুণবর্ণন ঃ—

বহিরঙ্গ-জ্ঞানে তোমারে না করি স্তবন ।
তোমার গুণে স্তুতি করায় যৈছে তোমার গুণ ॥১৭০॥

মমতাস্পদ বহু 'আশ্রয়' থাকিলেও পাত্রবিশেষে 'বিষয়ে'র প্রীতি-বৈশিষ্ট্য ঃ—

যদ্যপি কাহার 'মমতা' বহুজনে হয় ।
প্রীতি-স্বভাবে কাঁহা কোন ভাবোদয় ॥ ১৭১ ॥

অমানিভক্ত দৈন্যক্রমে আপনাকে প্রাকৃতজীবাভিমানে সুনীচ জ্ঞান করিলেও বস্তুতঃ তিনি—চিদ্দর্শনে ভগবদাশ্লিষ্ট অপ্রাকৃত ব্রহ্মবস্তু ঃ—

তোমার দেহ তুমি কর বীভৎস-জ্ঞান ।
তোমার দেহ আমারে লাগে অমৃত-সমান ॥ ১৭২ ॥

অপ্রাকৃত দেহ তোমার প্রাকৃত কভু নয় ।
তথাপি তোমার তাতে প্রাকৃত-বুদ্ধি হয় ॥ ১৭৩ ॥

নির্গুণ অপ্রাকৃত-রাজ্যে গৌণ অচিদ্দর্শনোত্থ মনোধর্ম্মসুলভ জড়ীয় বিধিনিষেধ-বিচারাভাব ঃ—

'প্রাকৃত' হৈলেহ তোমার বপু নারি উপেক্ষিতে ।
ভদ্রাভদ্র-বস্তুজ্ঞান নাহি 'অপ্রাকৃতে' ॥ ১৭৪ ॥

গৌণ অচিদ্দর্শনোত্থ জড়ীয় ভেদ-জ্ঞানমূলক মনোধর্ম্মে শুচি-অশুচি বা বিধিনিষেধ সমস্তই তুল্যমূল্য ও অবাস্তব ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।২৮।৪)—

কিং ভদ্রং কিমভদ্রং বা দ্বৈতস্যাবস্তুনঃ কিয়ৎ ।
বাচোদিতং তদনৃতং মনসা ধ্যাতমেব চ ॥ ১৭৫ ॥

শ্লোকের সরল নিগলিতার্থ ঃ—

'দ্বৈতে' ভদ্রাভদ্র-জ্ঞান, সব—'মনোধর্ম্ম' ।
'এই ভাল, এই মন্দ',—এই সব 'ভ্রম' ॥ ১৭৬ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৭৪। প্রভু সনাতনকে কহিলেন,—তুমি বৈষ্ণব, তোমার দেহ—অপ্রাকৃত, তাহাতে 'ভদ্রাভদ্র' বুদ্ধি করা উচিত নয় ; তাহাতে আবার আমি—সন্ন্যাসী, তোমার দেহ যদি প্রাকৃতও হইত, তথাপি আমি তাহা উপেক্ষা করিতে পারিতাম না ; কেননা, অপ্রাকৃতস্বরূপ সন্ন্যাসীর পক্ষে ভদ্রাভদ্র-বস্তু-জ্ঞান থাকা কখনও উচিত নয়।

১৭৫। (অদ্বয়জ্ঞান কৃষ্ণপ্রতীতি ব্যতীত তদ্ভিন্ন মায়িক-প্রতীতি-বিশিষ্ট) দ্বৈতবস্তুর অবাস্তবতা-হেতু বাক্যদ্বারা উদিত (কথিত) এবং মনঃকর্ত্তৃক ধ্যাত (যাহা কিছু, তাহা) সমস্তই 'অনৃত' ; অতএব তাহাতেই ভদ্রই বা কি আর অভদ্রই বা কি? (অর্থাৎ তাহাতে 'ভদ্র' বা 'অভদ্র' এরূপ জড়ীয়) ভেদ আছে বটে, কিন্তু অদ্বয়-জ্ঞানবস্তুর প্রতীতিতে সেরকম কিছুই নাই।

অনুভাষ্য

১৬৮। কত ঠাঞি—মধ্য, ১ম পঃ ২২২-২২৪ সংখ্যা অথবা মধ্য, ১৬শ পঃ ২৬৬ সংখ্যা দ্রষ্টব্য ; ব্যবহার-ভক্তি—মর্য্যাদা বা শিষ্টাচার-প্রদর্শন।

১৭৩। কৃষ্ণোন্মুখ ভক্ত নিজসুখপ্রাপ্তিরূপ ভোগবাসনা-তৃপ্তির জন্য কোন দৈহিক কামাচারই স্বীকার করেন না ; কৃষ্ণসুখাভিলাষী হইয়া একমাত্র কৃষ্ণপ্রেম-সেবার উদ্দেশেই যাবতীয় অপ্রাকৃত ভজন অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। কর্ম্মিগণ কর্ম্মফল-ভোগাধার প্রাকৃত-দেহকে নশ্বর-ফলভোগোদ্দেশে নিযুক্ত করেন। ভক্তগণের তাদৃশ চেষ্টা নাই,—তাঁহারা সর্ব্বতো-ভাবে সর্ব্বদা হরি-সেবার উদ্দেশেই নিজদেহের অস্তিত্ব স্বীকার ও সকলপ্রকার দৈহিক-কার্য্যদ্বারাই শ্রীকৃষ্ণসেবার অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। প্রকৃতির প্রতি অভিনিবেশ-ক্রমে প্রাকৃত-ফলভোগ-কামনার নিমিত্তই কর্ম্মীর দেহ—প্রাকৃত, আবার কৃষ্ণসেবৈকনিষ্ঠা-ক্রমে দেহাস্তিত্ব বা দৈহিক-ক্রিয়াদি সমস্তই কৃষ্ণের অপ্রাকৃত-সেবাপর হওয়ায় ভক্তের চিন্ময় দেহ অবশ্যই অপ্রাকৃত। কৃষ্ণ-বিমুখ কর্ম্মিগণ যেরূপ নিজ-ভোগতাৎপর্য্যপর স্বীয় প্রাকৃতদেহের ন্যায় শুদ্ধভক্তের দেহকেও 'প্রাকৃত' বলিয়া ধারণা করেন, শুদ্ধভক্ত ও তদ্দাসগণ তদ্রূপ শুদ্ধভক্তের দেহকে কখনও 'প্রাকৃত' বলিয়া জ্ঞান করেন না অর্থাৎ চিৎ ও অচিৎ, অপ্রাকৃত ও প্রাকৃত, বিধির অতীত ও বিধির অধীন বস্তুকে অথবা কৃষ্ণ ও কৃষ্ণেতর মায়াকে 'সম' বা 'এক' জ্ঞান করিয়া কৃত্রিম উদারতা বা নিরপেক্ষতার ছলনায় চিজ্জড়-সমন্বয়বাদের আবাহন করিয়া কখনই নামাপরাধী হন না ; পরন্তু শুদ্ধভক্তের চিদানন্দময় দেহকে অপ্রাকৃতস্বরূপ জানিয়া কৃষ্ণসেবার উপযোগী বলিয়া জ্ঞান করেন।

উত্তমাধিকারী ভক্ত নিজানুভূতিকে কৃষ্ণপ্রেমহীন জানিয়া আপনাকে দরিদ্র ও প্রাকৃত জীব বলিয়া মনে করেন। প্রাকৃত-সহজিয়া প্রভৃতি অপসম্প্রদায়ে কৃষ্ণবহির্ম্মুখ ব্যক্তিগণ মূর্খতা-বশতঃ আপনাদের প্রাকৃত-দেহকেই 'অপ্রাকৃত বৈষ্ণবদেহ' বলিয়া মনে করিয়া শুদ্ধবৈষ্ণবের অপ্রাকৃত আচার বা ভক্তি হইতে দূরে বিক্ষিপ্ত হয়। ইহা লক্ষ্য করিয়াই লোক-শিক্ষার্থ ঠাকুর ভক্তি-বিনোদ তৎকৃত 'কল্যাণকল্পতরু'-গ্রন্থে লিখিয়াছেন,—"আমি ত' বৈষ্ণব, এ বুদ্ধি হইলে, অমানী না হব আমি। প্রতিষ্ঠাশা আসি' হৃদয় দূষিবে, হইব নিরয়গামী।। নিজে শ্রেষ্ঠ জানি', উচ্ছিষ্টাদি দানে, অভিমান হবে ভার। তাই শিষ্য তব, থাকিয়া সর্ব্বদা, না লইব পূজা কার।।" কবিরাজ-গোস্বামীও লিখিয়াছেন, (অন্ত্য

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (৫।১৮)—

বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ ॥ ১৭৭ ॥

যুক্তবৈরাগী শুদ্ধভক্ত গোস্বামীরই সর্ব্বত্র কৃষ্ণসম্বন্ধ-হেতু সমদর্শন ঃ—

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (৬।৮)—

জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা কূটস্থো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
যুক্ত ইত্যুচ্যতে যোগী সমলোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চনঃ ॥ ১৭৮ ॥

জড়বিধিনিষেধাতীত নৈষ্কর্ম্মলব্ধ সন্ন্যাসী বা মহাভাগবতেরই সর্ব্বত্র বিষ্ণুপ্রতীতিহেতু জড়ভেদজ্ঞানজ বৈষম্যহীন সুদর্শন ঃ—

আমি ত'—সন্ন্যাসী, আমার 'সম-দৃষ্টি' ধর্ম্ম।
চন্দন-পঙ্কেতে আমার জ্ঞান হয় 'সম' ॥ ১৭৯ ॥

স্বধর্ম্মচ্যুতির আশঙ্কাহেতু অপ্রাকৃত-বৈষ্ণবে প্রাকৃত-বুদ্ধির নিষিদ্ধতা ঃ—

এই লাগি' তোমা ত্যাগ করিতে না যুয়ায়।
ঘৃণা-বুদ্ধি করি যদি, নিজ-ধর্ম্ম যায় ॥" ১৮০ ॥

অমানী ভক্তদ্বয়ের প্রভুকর্ত্তৃক স্বীয় প্রশংসা-অস্বীকার ঃ—

হরিদাস কহে,—"প্রভু, যে কহিলা তুমি।
এই 'বাহ্য প্রতারণা', নাহি মানি আমি ॥ ১৮১ ॥

আপনাদিগকে দীন-জ্ঞানে উভয়ের প্রভুস্তুতি ঃ—

আমা-সব অধমে যে করিয়াছ অঙ্গীকার।
দীনদয়ালু-গুণ তোমার তাহাতে প্রচার ॥" ১৮২ ॥

উভয়ের প্রতি প্রভুর যথার্থ হৃদয়ভাব-জ্ঞাপন ঃ—

প্রভু হাসি' কহে,—"শুন, হরিদাস, সনাতন।
তত্ত্ব কহি তোমা-বিষয়ে আমার যৈছে মন ॥ ১৮৩ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৭৭। যাঁহারা বিদ্যাবিনয়বিশিষ্ট ব্রাহ্মণে এবং চণ্ডালে, গরুতে এবং হস্তীতে ও কুকুরে সমদর্শী, তাঁহারাই পণ্ডিত।

১৭৮। যিনি—জ্ঞানবিজ্ঞানদ্বারা পরিতৃপ্ত, কূটস্থ অর্থাৎ চিৎস্বভাবে স্থিত, জিতেন্দ্রিয় এবং লোষ্ট্র, প্রস্তর ও কাঞ্চনে সমবুদ্ধি, তাঁহাকেই 'যোগী' অর্থাৎ 'যোগারূঢ়' বলা যায়।

ইতি অমৃতপ্রবাহ-ভাষ্যে চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

অনুভাষ্য

২০শ পঃ ২৮ সংখ্যায়)—"প্রেমের স্বভাব—যাঁহা প্রেমের সম্বন্ধ। সেই মানে কৃষ্ণে মোর নাহি ভক্তিগন্ধ।।"

১৭৫। ভগবান্ উদ্ধবকে পূর্ব্বে সবিস্তার-বর্ণিত শুদ্ধভগবজ্-জ্ঞান-বর্ণন-প্রসঙ্গে অক্ষজ-দর্শনের নিন্দা করিতেছেন,—

[যতঃ] বাচা [যৎ] উদিতং (কথিতং, চক্ষুরাদিভিশ্চ যৎ দৃশ্যং, যচ্চ) মনসা ধ্যাতঃ, তৎ [সর্ব্বম্] এব চ অনৃতং (নশ্বরং ন সর্ব্ব-কালসত্যম্; অতঃ) অবস্তুনঃ (অদ্বয়জ্ঞানেতরবস্তুনঃ পৃথক্সত্ত্বা-ভাবেন বস্তুত্বেন স্বীকর্ত্তুমশক্যস্য) দ্বৈতস্য (প্রপঞ্চস্য মধ্যে) কিং (কিয়ৎ কিং পরিমাণং) ভদ্রং, কিং (কিয়ৎ) বা অভদ্রম্?

১৭৬। অদ্বয়জ্ঞান-ব্রজেন্দ্রনন্দনে অবিনশ্বর-সত্য নিত্যই বিরাজমান। দ্বিতীয়াভিনিবেশক্রমে কৃষ্ণেতর মায়ার হস্তে পতিত জীবের নিজ-মঙ্গল বা অমঙ্গল-নির্ণয় প্রভৃতি সকলই সঙ্কল্প-বিকল্পাত্মক মনের ধর্ম্ম। স্ব-স্বরূপ ও কৃষ্ণকে বিস্মৃত হইয়া জীবের ভোক্তৃ-অভিমানে অক্ষজ-জ্ঞানে ভাল-মন্দের বিচার-চেষ্টা নানা-প্রকার ভ্রম উৎপাদন করে।

১৭৭। বিদ্যা-বিনয়সম্পন্নে (বিদ্যাবিনয়াভ্যাং সম্পন্নে সংযুক্তে সর্ব্বব্রহ্মণ্যবিরাজিতে, ন তু মূর্খে দুর্ব্বিনীতে) ব্রাহ্মণে শ্বপাকে (চণ্ডালে সর্ব্বাধমে) গবি (পবিত্রায়াং ধেনৌ) শুনি (অপবিত্রে কুক্কুরে) হস্তিনি (শুদ্ধাশুদ্ধবিচার-রহিতে গজে) পণ্ডিতাঃ (বন্ধমোক্ষবিদঃ) সমদর্শিনঃ (সমং ব্রহ্মৈব দ্রষ্টুং শীলং যেষাং তে, তুল্যবুদ্ধয়ঃ ইত্যর্থঃ)।

১৭৮। জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা (জ্ঞানম্ ঔপদেশিকং, 'বিজ্ঞানম্' অপরোক্ষানুভবঃ, তাভ্যাং তৃপ্তঃ নিরাকাঙ্ক্ষঃ আত্মা চিত্তং যস্য সঃ, অতঃ) কূটস্থঃ (একেনৈব স্বভাবেন সর্ব্বকালং ব্যাপ্য স্থিতঃ নির্ব্বিকারঃ বা, অতএব) বিজিতেন্দ্রিয়ঃ (বিজিতানি ইন্দ্রিয়াণি যেন সঃ, অতএব) সমলোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চনঃ (সমানি মৃৎপিণ্ডপাষাণ-খণ্ড-সুবর্ণানি যস্য সঃ লোষ্ট্রাদিষু হেয়োপাদেয়বুদ্ধিশূন্যঃ ইত্যর্থঃ) যোগী যুক্তঃ (যোগারূঢ়ঃ) উচ্যতে।

১৭৯। সর্ব্ববস্তুতে তুল্যদৃষ্টিবিশিষ্ট হওয়াই সন্ন্যাসী, পণ্ডিত বা বৈষ্ণবের ধর্ম্ম; যেহেতু তাঁহার প্রাকৃত অভিনিবেশ নাই। ইন্দ্রিয়তর্পণের জন্য তাঁহার চন্দনের সৌগন্ধ গ্রহণ করিবার আসক্তি বা ইন্দ্রিয়াপ্রীতির জন্য পঙ্কের দুর্গন্ধ-ত্যাজনেচ্ছা নাই। প্রাকৃতবস্তু-গ্রহণ ও ত্যাগ,—এই উভয় প্রবৃত্তির দাস্য করিতে অর্থাৎ বশীভূত হইবার জন্য অগ্রসর না হইয়া, যুক্তবৈরাগ্যশীল 'বৈষ্ণব'—প্রাকৃত ভোগ-ত্যাগে উদাসীন হইয়া, সুদর্শন বা চিদ্বিলাস-দর্শনবিশিষ্ট।

১৮০। শ্রীরূপপ্রভুকৃত উপদেশামৃতে ৬ষ্ঠ শ্লোকে—"দৃষ্টৈঃ স্বভাবজনিতৈর্বপুষশ্চ দোষৈঃ ন প্রাকৃতত্বমিহ ভক্তজনস্য পশ্যেৎ। গঙ্গাম্ভসাং ন খলু বুদ্বুদফেনপঙ্কৈর্ব্রহ্মদ্রবত্বমপগচ্ছতি নীরধর্ম্মৈঃ।।"

১৮১। বাহ্য প্রতারণা—বৈষ্ণব-জ্ঞানে গৌরবস্তুতি।

ভক্ত ও ভগবান্, পরস্পরের ব্যবহার ঃ—

তোমারে 'লাল্য', আপনাকে 'লালক'-অভিমান ।
লালকের লাল্যে নহে দোষ-পরিজ্ঞান ॥ ১৮৪ ॥

শুদ্ধভক্তবাৎসল্যহেতু সুদর্শনধারী ভগবানের ভক্তদোষ-দর্শনাভাব ঃ—

আপনারে হয় মোর অমান্য-সমান ।
তোমা সবারে করোঁ মুঞি বালক-অভিমান ॥ ১৮৫ ॥
মাতার যৈছে বালকের 'অমেধ্য' লাগে গায় ।
ঘৃণা নাহি জন্মে, আর মহাসুখ পায় ॥ ১৮৬ ॥

স্বাঙ্গীকৃত নিজ-প্রেষ্ঠ সনাতনকে প্রভুর আত্মসম-জ্ঞান ঃ—

'লাল্যামেধ্য' লালকের চন্দন-সম ভায় ।
সনাতনের ক্লেদে আমার ঘৃণা না উপজায় ॥" ১৮৭ ॥

বিবিধ ঘটনাদ্বারা হরিদাসের প্রভুর অতুল কৃপা ও ভক্তবাৎসল্য-বর্ণন ঃ—

হরিদাস কহে,—"তুমি ঈশ্বর দয়াময় ।
তোমার গম্ভীর হৃদয় বুঝন না যায় ॥ ১৮৮ ॥

কুষ্ঠগ্রস্ত বাসুদেব বিপ্রের ঘটনা ঃ—

বাসুদেব—গলৎকুষ্ঠী, তাতে অঙ্গ—কীড়াময় ।
তারে আলিঙ্গন কৈলা হঞা সদয় ॥ ১৮৯ ॥
আলিঙ্গিয়া কৈলা তার কন্দর্প-সম অঙ্গ ।
বুঝিতে না পারি তোমার কৃপার তরঙ্গ ॥" ১৯০ ॥

প্রভুকর্ত্তৃক বৈষ্ণবের অপ্রাকৃত স্বরূপ বর্ণন ঃ—

প্রভু কহে,—"বৈষ্ণব-দেহ 'প্রাকৃত' কভু নয় ।
'অপ্রাকৃত' দেহ ভক্তের 'চিদানন্দময়' ॥ ১৯১ ॥

বৈষ্ণব বিষ্ণুর স্বাঙ্গীকৃত 'আশ্রয়' বলিয়া তদভিন্ন চিদ্বিলাস ; গুরুকর্ত্তৃক ব্রাহ্মণজ্ঞানে দীক্ষিতের অচ্যুতাত্মতা ঃ—

দীক্ষাকালে ভক্ত করে আত্মসমর্পণ ।
সেইকালে কৃষ্ণ তারে করে আত্মসম ॥ ১৯২ ॥

দীক্ষিত বা লব্ধ-ভগবৎসম্বন্ধজ্ঞান ব্রাহ্মণেরই অভিধেয় বিষ্ণুভক্তি-যোগে বৈষ্ণবাখ্যা, সুতরাং বৈষ্ণবতায় ব্রাহ্মণতা অনুস্যূত ঃ—

সেই দেহ করে তার চিদানন্দময় ।
অপ্রাকৃত-দেহে তাঁর চরণ ভজয় ॥ ১৯৩ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।২৯।৩৪)—

মর্ত্ত্যো যদা ত্যক্তসমস্তকর্ম্মা নিবেদিতাত্মা বিচিকীর্ষিতো মে ।
তদামৃতত্বং প্রতিপদ্যমানো ময়াত্মভূয়ায় চ কল্পতে বৈ ॥ ১৯৪ ॥

প্রাকৃত অক্ষজদর্শন ও সম্পূর্ণ কৃষ্ণেচ্ছা-পরিচালিত অপ্রাকৃত বৈষ্ণবাচার ঃ—

সনাতনের দেহে কৃষ্ণ কণ্ডু উপজাঞা ।
আমা পরীক্ষিতে ইঁহা দিলা পাঠাঞা ॥ ১৯৫ ॥

অনুভাষ্য

১৮৪। যিনি—লালক, তিনি লাল্যবাৎসল্য-প্রযুক্ত নিজ-লাল্যের কোন দোষ থাকিলেও বুঝিতে পারেন না।

১৮৫। আমি—তোমাদের গৌরবের বা সম্মানের অর্থাৎ পূজার পাত্র,—একথা ভক্তপ্রেমবৎসল আমার মনে থাকে না।

১৮৭। লাল্যামেধ্য—লাল্যের অমেধ্য অপবিত্র বস্তু।

১৮৯। বাসুদেবের গলৎকুষ্ঠ—মধ্য, ৭ম পঃ ১৩৬-১৪৮ সংখ্যা দ্রষ্টব্য ; কীড়াময়—কীটপূর্ণ।

১৯১। শ্রীগৌরসুন্দর পদাশ্রিতজনকে ইহাই বুঝাইলেন যে, কর্ম্মী, জ্ঞানী বা অন্যাভিলাষিগণের ভোগময় জড়ানন্দবিশিষ্ট প্রাকৃত-দেহের ন্যায় বৈষ্ণবের দেহ কখনই ভোগপর প্রাকৃত নহে। ভক্ত-দেহ—চিদানন্দময় অর্থাৎ কৃষ্ণসেবনোপযোগী ও প্রকৃত্যতীত-ভাবময়, তাহাতে সচ্চিদানন্দত্ব বিরাজিত।

১৯৩। দীক্ষাকালে ভক্ত নিজ প্রাকৃতানুভূতিসমূহ সমর্পণ করিয়া অপ্রাকৃত-সম্বন্ধজ্ঞানবিশিষ্ট হন। অপ্রাকৃত দিব্যজ্ঞান লাভ করিয়া তিনি অপ্রাকৃতস্বরূপে কৃষ্ণসেবাধিকার প্রাপ্ত হন। কৃষ্ণেতর মায়ার আশ্রয়চ্যুত হইলেই প্রপন্নভক্তকে কৃষ্ণ আত্মসাৎ করেন। তখন তাঁহার জড়-ভোগরাজ্যের 'ভোক্তা' বলিয়া জড়ীয় অভিমান দূর হয় এবং নিজাস্মিতায় নিত্যকৃষ্ণদাস্যস্ফূর্ত্তি প্রাপ্তি ঘটে। তখন ভক্ত সচ্চিদানন্দময় স্বীয় স্বরূপে নিত্য-সেবকবিগ্রহত্ব উপলব্ধি করিয়া অপ্রাকৃতদেহে কৃষ্ণচন্দ্রের সেবাধিকারী হন। ভক্তের তৎ-কালোচিত অপ্রাকৃত-দেহদ্বারা অপ্রাকৃত-ভাবসেবাকেও প্রাকৃত-বুদ্ধিদোষে কর্ম্মিগণ তাহাদেরই ন্যায় ভোগপর প্রাকৃতকর্ম্মানুষ্ঠান বলিয়া জ্ঞান করে ; সেই অপরাধক্রমে তাহারা অপ্রাকৃত-গুরুর কৃপালাভে বঞ্চিত হয় ; এ সম্বন্ধে বৃহদ্ভাগবতামৃতে ১।৩।৪৫ ও ২।৩।১৩৯ সংখ্যায় শ্রীসনাতনপ্রভুর বিচার দ্রষ্টব্য। *

১৯৪। মধ্য, ২২শ পঃ ১০১ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

** শ্রীনারদ-প্রতি শ্রীশিব-বাক্য—"তত্র যে সচ্চিদানন্দদেহাঃ পরমবৈভবম্। সংপ্রাপ্তং সচ্চিদানন্দং হরের্সাষ্টিঞ্চ নাভজন্।।" (বৃঃ ভাঃ ১।৩।৪৫)—'ঐ বৈকুণ্ঠলোকে যাঁহারা বাস করেন, তাঁহারা সকলেই সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ এবং তাঁহারা সচ্চিদানন্দময় পরমবৈভবস্বরূপ শ্রীহরির সম ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইয়াও তৎপ্রতি আদরশূন্য।' শ্রীগোপকুমার-প্রতি ভগবৎপার্ষদগণের বাক্য—"ভক্তানাং সচ্চিদানন্দ-রূপেষ্বঙ্গেন্দ্রিয়াত্মসু। ঘটতে স্বানুরূপেষু বৈকুণ্ঠেঽন্যত্র চ স্বতঃ।।' (বৃঃ ভাঃ ২।৩।১৩৯)—ভক্তগণের বৈকুণ্ঠে অথবা অন্যত্র যে-স্থানেই বাস হউক, তাঁহাদের সচ্চিদানন্দঘনরূপা ভক্তির অনুরূপ সচ্চিদানন্দরূপ দেহেন্দ্রিয়াদি স্বতঃই প্রকাশিত হইয়া থাকে।*

মর্ত্ত্যবুদ্ধিতে গুণাতীত গুরুবৈষ্ণবের কোনপ্রকার দোষদর্শনে অপরাধহেতু নিরয়-লাভ ঃ—

ঘৃণা করি' আলিঙ্গন না করিতাম যবে ।
কৃষ্ণ-ঠাঞি অপরাধী হইতাম তবে ॥ ১৯৬ ॥

ভগবৎপার্ষদ গুরুবৈষ্ণব—গৌণ ইন্দ্রিয়ধর্ম্মাতীত বৈকুণ্ঠবস্তু ঃ—

পারিষদ-দেহ এই, না হয় দুর্গন্ধ ।
প্রথম দিবসে পাইলুঁ চতুঃসম-গন্ধ ॥" ১৯৭ ॥

প্রভুর আলিঙ্গনস্পর্শে সনাতনের অঙ্গ-সৌরভ ঃ—

বস্তুতঃ প্রভু যবে কৈলা আলিঙ্গন ।
তাঁর স্পর্শে গন্ধ হৈল চন্দনের সম ॥ ১৯৮ ॥

প্রভুর সনাতনকে সান্ত্বনা দান, সনাতনস্পর্শে প্রভুর সুখ ঃ—

প্রভু কহে,—"সনাতন, না মানিহ দুঃখ ।
তোমার আলিঙ্গনে আমি পাই বড় সুখ ॥ ১৯৯ ॥

সেই বৎসর স্ব-সমীপে অবস্থানান্তর পরবৎসর বৃন্দাবনে যাইতে আজ্ঞাপ্রদান ঃ—

এই-বৎসর তুমি ইঁহা রহ আমা-সনে ।
বৎসর রহি' তোমারে আমি পাঠাইমু বৃন্দাবনে ॥"২০০॥

প্রভুর আলিঙ্গনস্পর্শফলে সনাতনদেহের স্বর্ণকান্তি ঃ—

এত বলি' পুনঃ তাঁরে কৈলা আলিঙ্গন ।
কণ্ডু গেল, অঙ্গ হৈল সুবর্ণের সম ॥ ২০১ ॥

তদ্দর্শনে হরিদাসের বিস্ময় ও সম্পূর্ণ প্রভুর ইচ্ছা-পরিচালিত সনাতনের দেহে অক্ষজদর্শনে দৃষ্ট কণ্ডুরস-ক্লেশ-প্রদর্শন-লীলার প্রকৃত-মর্ম্মার্থ-বর্ণন ঃ—

দেখি' হরিদাস মনে হৈল চমৎকার ।
প্রভুরে কহেন,—"এই ভঙ্গী যে তোমার ॥ ২০২ ॥
সেই ঝারিখণ্ডের পানী তুমি খাওয়াইলা ।
সেই পানী-লক্ষ্যে ইঁহার কণ্ডু উপজিলা ॥ ২০৩ ॥
কণ্ডু করি' পরীক্ষা করাইলে সনাতনে ।
এই লীলা-ভঙ্গী তোমার কেহ নাহি জানে ॥" ২০৪ ॥

প্রভুর প্রস্থান ও ভক্তদ্বয়ের ভগবৎকৃপালোচনা ঃ—

দুঁহে আলিঙ্গিয়া প্রভু গেলা নিজালয় ।
প্রভুর গুণ কহে দুঁহে হঞা প্রেমময় ॥ ২০৫ ॥

প্রত্যহ সনাতনের হরিদাসসহ প্রভুর কথালাপ ঃ—

এইমত সনাতন রহে প্রভু-স্থানে ।
কৃষ্ণচৈতন্য-গুণ-কথা হরিদাস-সনে ॥ ২০৬ ॥

দোলযাত্রান্তে সনাতনকে বৃন্দাবনে প্রেরণ ঃ—

দোলযাত্রা দেখি' প্রভু তাঁরে বিদায় দিলা ।
বৃন্দাবনে যে করিবেন, সব শিখাইলা ॥ ২০৭ ॥

বিদায়কালে ভক্ত ও ভগবানের তীব্রবিরহ-দুঃখ ঃ—

যে-কালে বিদায় হৈলা প্রভুর চরণে ।
দুইজনার বিচ্ছেদ-দশা না যায় বর্ণনে ॥ ২০৮ ॥

প্রভুর পথানুগমনে বৃন্দাবন-যাত্রা ঃ—

যেই বন-পথে প্রভু গেলা বৃন্দাবন ।
সেইপথে যাইতে মন কৈলা সনাতন ॥ ২০৯ ॥

বলভদ্রস্থানে গন্তব্যস্থান-সঙ্কলন ঃ—

যে-পথে, যে-গ্রাম-নদী-শৈল, যাঁহা যেই লীলা ।
বলভদ্রভট্ট-স্থানে সব লিখি' নিলা ॥ ২১০ ॥

পথিমধ্যে ভক্তগণসহ মিলনান্তে যাত্রা ঃ—

মহাপ্রভুর ভক্তগণে সবারে মিলিয়া ।
সেইপথে চলি' যায় সে-স্থান দেখিয়া ॥ ২১১ ॥

প্রভুর লীলাস্থান-দর্শনে সনাতনের প্রেমাবেশ ঃ—

যে-যে-লীলা প্রভু পথে কৈলা যে-যে-স্থানে ।
তাহা দেখি' প্রেমাবেশ হয় সনাতনে ॥ ২১২ ॥

পূর্ব্বে সনাতনের, পরে রূপের বৃন্দাবনাগমন ঃ—

এইমতে সনাতন বৃন্দাবনে আইলা ।
পাছে আসি' রূপ-গোসাঞি তাঁহারে মিলিলা ॥ ২১৩ ॥

শ্রীরূপের বৃন্দাবনাগমন-বিলম্বের হেতু ঃ—

একবৎসর রূপগোসাঞির গৌড়ে বিলম্ব হৈল ।
কুটুম্বের 'স্থিতি'-অর্থ বিভাগ করি' দিল ॥ ২১৪ ॥

অনুভাষ্য

১৯৭। পারিষদ-দেহই কৃষ্ণসেবাময় দেহ ; প্রাকৃতভোগপর মনশ্চালিত-ঘ্রাণে মহাভাগবত পরমহংসকুলচূড়ামণি শ্রীসনাতন গোস্বামীর দেহ দুর্গন্ধ বলিয়া বোধ হইলেও স্বয়ং প্রভু বলিতেছেন যে,—'কৃষ্ণসেবাপরতাক্রমে সনাতনের এই অপ্রাকৃত পারিষদ-দেহে আমি প্রথমদিনেই চতুঃসম অর্থাৎ চন্দন, কর্পূর অথবা অগুরু, কস্তূরী এবং কুঙ্কুম মিশ্রিত দ্রব্যের ঘ্রাণ পাইলাম। চতুঃসম,—(গরুড়পুরাণে)—"কস্তূরিকায়া দ্বৌ ভাগৌ চত্বারশ্চন্দনস্য তু। কুঙ্কুমস্য ত্রয়শ্চৈকঃ শশিনঃ স্যাৎ চতুঃসমম্।।" দুইভাগ কস্তূরী, চারিভাগ চন্দন, তিনভাগ কুঙ্কুম বা জাফ্রাণ এবং একভাগ শশী অর্থাৎ কর্পূর একত্রিত করিয়া 'চতুঃসম'-নামক সুগন্ধি দ্রব্য প্রস্তুত হয়, হরিভক্তিবিলাসে ৬ষ্ঠ বিঃ ১১৫ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

২০৩। পানী-লক্ষ্যে—ঝারিখণ্ডের পানীয় জল উপলক্ষ্য করিয়া ।

২১৪। স্থিতি-অর্থ—ভূসম্পত্তি ও অর্থ বা সঞ্চিত ধন। কুটুম্বগণের মধ্যে অস্থাবর গচ্ছিত দ্রব্য ও স্থাবর-সম্পত্তি যথাযোগ্য-পাত্রে বিভক্ত করিয়া দিলেন।

গৌড়ে যে অর্থ ছিল, তাহা আনাইলা ।
কুটুম্ব-ব্রাহ্মণ-দেবালয়ে বাঁটি দিলা ॥ ২১৫ ॥

নিত্যসিদ্ধকুলশিরোমণি শ্রীরূপের বিষয়-বিভাগানন্তর নিশ্চিন্ত-মনে ব্রজবাস ও অনর্থযক্ত সাধকের গৃহব্রত-বুদ্ধিজাত জনশৈথিল্য 'এক' নহে ঃ—

সব মনঃকথা গোসাঞি করি' নির্ব্বাহণ ।
নিশ্চিন্ত হঞা শীঘ্র আইলা বৃন্দাবন ॥ ২১৬ ॥

ভ্রাতৃদ্বয়ের ব্রজবাস ও প্রভুর চতুর্ব্বিধ আজ্ঞা-সেবা-পালন ঃ—

দুই ভাই মিলি' বৃন্দাবনে বাস কৈলা ।
প্রভুর যে আজ্ঞা, দুঁহে সব নির্ব্বাহিলা ॥ ২১৭ ॥
নানা শাস্ত্র আনি' লুপ্ত-তীর্থ উদ্ধারিলা ।
বৃন্দাবনে কৃষ্ণসেবা প্রকাশ করিলা ॥ ২১৮ ॥

শ্রীসনাতনের গ্রন্থরচনাদি-কার্য্য ঃ—

সনাতন গ্রন্থ কৈলা 'ভাগবতামৃতে' ।
ভক্ত-ভক্তি-কৃষ্ণ-তত্ত্ব জানি যাহা হৈতে ॥ ২১৯ ॥
সিদ্ধান্তসার গ্রন্থ কৈলা 'দশম-টিপ্পনী' ।
কৃষ্ণলীলারস-প্রেম যাহা হৈতে জানি ॥ ২২০ ॥
'হরিভক্তিবিলাস'-গ্রন্থ কৈলা বৈষ্ণব-আচার ।
বৈষ্ণবের কর্ত্তব্য যাঁহা পাইয়ে পার ॥ ২২১ ॥
আর যত গ্রন্থ কৈলা, তাহা কে করে গণন ।
'মদনগোপাল-গোবিন্দের সেবা'-প্রকাশন ॥ ২২২ ॥

শ্রীরূপের গ্রন্থরচনাদি-কার্য্য ঃ—

রূপ-গোসাঞি কৈলা 'রসামৃতসিন্ধু' সার ।
কৃষ্ণভক্তি-রসের যাঁহা পাইয়ে বিস্তার ॥ ২২৩ ॥
'উজ্জ্বলনীলমণি'-নাম গ্রন্থ আর ।
রাধাকৃষ্ণ-লীলারস তাঁহা পাইয়ে পার ॥ ২২৪ ॥
'বিদগ্ধমাধব', 'ললিতমাধব',—নাটকযুগল ।
কৃষ্ণলীলা-রস তাঁহা পাইয়ে সকল ॥ ২২৫ ॥
'দানকেলিকৌমুদী' আদি লক্ষগ্রন্থ কৈল ।
সেই সব গ্রন্থে ব্রজের রস বিচারিল ॥ ২২৬ ॥

শ্রীজীবের পরিচয় ও গ্রন্থরচনাদি কার্য্য ঃ—

তাঁর লঘুভ্রাতা—শ্রীবল্লভ-অনুপম ।
তাঁর পুত্র মহাপণ্ডিত—শ্রীজীব-নাম ॥ ২২৭ ॥
সর্ব্ব ত্যজি' তেঁহো পাছে আইলা বৃন্দাবন ।
তেঁহ ভক্তিশাস্ত্র বহু কৈলা প্রচারণ ॥ ২২৮ ॥
'ভাগবত-সন্দর্ভ'-নাম কৈলা গ্রন্থ-সার ।
ভাগবত-সিদ্ধান্তের তাঁহা পাইয়ে পার ॥ ২২৯ ॥

অনুভাষ্য

২১৬। মনঃকথা—যাহা যাহা তাঁহার ইচ্ছা ছিল।

২১৭-২৩১। মধ্য, ১ম পঃ ৩১-৪৫ সংখ্যা ও অনুভাষ্য এবং ভক্তিরত্নাকর ১ম তরঙ্গ দ্রষ্টব্য।

২১৮। নানা শাস্ত্র—ভক্তিরত্নাকর-গ্রন্থে এইসকল শাস্ত্রের প্রমাণাবলী উদ্ধৃত হইয়াছে। বৃন্দাবনে শ্রীরূপ গোস্বামী শ্রীগোবিন্দ-দেবের সেবা এবং শ্রীসনাতন গোস্বামী শ্রীমদনমোহনের সেবা প্রকাশ করেন।

২১৯-২২২। "সনাতন গোস্বামীর গ্রন্থচতুষ্টয়" (ভক্তিরত্নাকর—১ম তরঙ্গ)—(১) বৃহদ্ভাগবতামৃত, (২) হরিভক্তিবিলাস ও তাঁহার 'দিগ্দর্শিনী'-নাম্নী টীকা এবং, (৩) লীলাস্তব, (৪) (ভাঃ ১০ম স্কন্ধের) টিপ্পনী ('বৈষ্ণবতোষণী') ; মধ্য, ১ম পঃ ৩৫ সংখ্যায় কবিরাজ গোস্বামীর মত দ্রষ্টব্য।

২১৯। ভাগবতামৃত—বৃহদ্ভাগবতামৃত ; মধ্য, ১ম পঃ ৩৫ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

২২০। দশম-টিপ্পনী—বৃহদ্বৈষ্ণবতোষণী টীকা।

২২১। হরিভক্তিবিলাস—এই গ্রন্থ পরে শ্রীমদ্গোপাল-ভট্ট-গোস্বামিপ্রভু শ্রীল সনাতন-গোস্বামিপ্রভুর সংগৃহীত 'দিগ্দর্শিনী'-টীকার সহিত সঙ্কলন করেন। কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করেন যে, কর্ম্মী স্মার্ত্তগণ 'হরিভক্তিবিলাসে' উদ্ধৃত সাত্বত শাস্ত্রসমূহের মত গ্রহণ না করিয়া তত্তৎশাস্ত্র হইতেই কিরূপে অন্য মত কল্পনা করিলেন? তদুত্তর এই যে, হরিভক্তিবিলাসের মত শাস্ত্রসম্মত ও সুবিশুদ্ধ হইলেও কর্ম্মিগণ শুদ্ধশাস্ত্রীয় মত ত্যাগপূর্ব্বক কেবলমাত্র নিজ-নিজ প্রাকৃত-অশুদ্ধ বিষ্ণুভক্তিবিরোধী মতের প্রমাণাবলীকেই স্বীকার করেন ; মধ্য, ১ম পঃ ৩৫ সংখ্যার অনুভাষ্য দ্রষ্টব্য।

২২৩। রসামৃতসিন্ধু—ভক্তিরসামৃতসিন্ধু ; উজ্জ্বলনীলমণি, বিদগ্ধমাধব ও ললিতমাধব—মধ্য ১ম পঃ ৩৮ সংখ্যার অনুভাষ্য দ্রষ্টব্য।

২২৬। লক্ষগ্রন্থ—শ্রীরূপ-রচিত গ্রন্থসমূহে প্রায় একলক্ষ শ্লোক আছে ; পদ্যের সংখ্যা ব্যতীত গদ্যগুলি গণনা করিবারও প্রণালী আছে। লিপিকারগণ স্ব-স্ব-পরিশ্রম-পরিমাণ-নির্ণয়কালে গদ্য ও পদ্যের শ্লোকগ্রন্থ-সংখ্যা গণনা করেন। কেহ যেন ভ্রমে পতিত হইয়া এইরূপ মনে না করেন যে, শ্রীরূপপ্রভু একলক্ষ সংখ্যক পুস্তক রচনা করেন। ভক্তিরত্নাকরে ১ম তরঙ্গে—'শ্রীরূপ-গোস্বামী গ্রন্থ ষোড়শ করিল।"—আদি ১০ম পঃ ৮৪ সংখ্যার অনুভাষ্য দ্রষ্টব্য।

২২৯। ভাগবত-সন্দর্ভ—অপর নাম—'ষট্সন্দর্ভ' ; মধ্য ১ম পঃ ৪৩ সংখ্যার অনুভাষ্য দ্রষ্টব্য।

'গোপালচম্পূ' আর নানা গ্রন্থ কৈলা ।
ব্রজ-প্রেম-লীলা-রসসার দেখাইলা ॥ ২৩০ ॥
'ষট্‌সন্দর্ভে' কৃষ্ণপ্রেম-তত্ত্ব প্রকাশিলা ।
চারিলক্ষ গ্রন্থ তেঁহো বিস্তার করিলা ॥ ২৩১ ॥

জীবগোস্বামীর পূর্ব্ববৃত্তান্ত ; মথুরাগমনের পূর্ব্বে নিত্যানন্দ-কৃপা ও আজ্ঞা-লাভ ঃ—

জীব-গোসাঞি গৌড় হৈতে মথুরা চলিলা ।
নিত্যানন্দপ্রভু-ঠাঞি আজ্ঞা মাগিলা ॥ ২৩২ ॥
প্রভু প্রীত্যে তাঁর মাথে ধরিলা চরণ ।
রূপ-সনাতন-সম্বন্ধে কৈলা আলিঙ্গন ॥ ২৩৩ ॥

শ্রীসনাতনান্বয় শ্রীরূপানুগগণেরই বৃন্দাবন-বাসে অধিকার-লাভ ঃ—

আজ্ঞা দিলা,—"শীঘ্র তুমি যাহ বৃন্দাবনে ।
তোমার বংশে প্রভু দিয়াছেন সেইস্থানে ॥" ২৩৪ ॥

নিত্যানন্দকৃপা ও আজ্ঞালাভফলে শ্রীজীবের আচার্য্যত্ব ঃ—

তাঁর আজ্ঞায় আইলা, আজ্ঞা-ফল পাইলা ।
শাস্ত্র করি' কতকাল 'ভক্তি' প্রচারিলা ॥ ২৩৫ ॥

গ্রন্থকারের শিক্ষাগুরুত্রয় ঃ—

এই তিনগুরু, আর রঘুনাথদাস ।
ইঁহা-সবার চরণ বন্দোঁ, যাঁর মুঞি 'দাস' ॥ ২৩৬ ॥

প্রভু-সনাতন-মিলন-সংবাদ শ্রবণে প্রভুর লোক-শিক্ষার অভিপ্রায়ানুভব ঃ—

এই ত' কহিলুঁ পুনঃ সনাতন-সঙ্গমে ।
প্রভুর আশয় জানি যাহার শ্রবণে ॥ ২৩৭ ॥

নিরন্তর অনুশীলনরূপ মন্থনফলে চৈতন্যচরিতসিন্ধু হইতে কৃষ্ণপ্রীত্যমৃত-লাভ ঃ—

চৈতন্যচরিত্র এই—ইক্ষুদণ্ড-সম ।
চর্ব্বণ করিতে হয় রস-আস্বাদন ॥ ২৩৮ ॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ২৩৯ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে পুনঃ সনাতন-সঙ্গোৎসবো নাম চতুর্থঃ পরিচ্ছেদঃ।

অনুভাষ্য

২৩৬। এই তিন গুরু—(১) শ্রীরূপ, (২) শ্রীসনাতন ও (৩) শ্রীজীব-গোস্বামী প্রভু।

অনুভাষ্য

ইতি অনুভাষ্যে চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

কথাসার—শ্রীহট্টনিবাসী প্রদ্যুম্নমিশ্র মহাপ্রভুর নিকট কৃষ্ণকথা শুনিতে ইচ্ছা করিলে, প্রভু তাঁহাকে রামানন্দের নিকট পাঠাইলেন। দেবদাসীগণের সহিত রামানন্দের ব্যবহার শুনিয়া তিনি ফিরিয়া আসিলেন। মহাপ্রভু রামানন্দের তত্ত্ব পরে তাঁহাকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিলেন। মিশ্র পুনরায় গিয়া রামানন্দের নিকট তত্ত্বোপদেশ গ্রহণ করিলেন। বঙ্গদেশীয় এক বিপ্র মহাপ্রভুর লীলা-সম্বন্ধে একখানি নাটক রচনা করিয়া আনিলে, স্বরূপ-গোস্বামী তাহা শ্রবণ করত তাহাতে মায়াবাদ-দোষ দেখাইয়া দিলেন, তথাপি তাঁহার কৃত কবিতার দ্বিতীয়ার্থ করিয়া তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিলেন ; সেই কবি চরিতার্থ হইয়া সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া নীলাচলে বৈষ্ণবদিগের আশ্রয়ে রহিলেন। (অঃ প্রঃ ভাঃ)

ভবরোগগ্রস্ত সংসারার্ণবপতিত অচৈতন্যজীবের চৈতন্য-পদাশ্রয়েই মঙ্গল ঃ—

বৈগুণ্যকীটকলিনঃ পৈশুন্য-ব্রণপীড়িতঃ ।
দৈন্যার্ণবে নিমগ্নোঽহং চৈতন্য-বৈদ্যমাশ্রয়ে ॥ ১ ॥
জয় জয় শচীসুত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ।
জয় জয় কৃপাময় নিত্যানন্দ ধন্য ॥ ২ ॥
জয়াদ্বৈত কৃপাসিন্ধু জয় ভক্তগণ ।
জয় স্বরূপ, গদাধর, রূপ, সনাতন ॥ ৩ ॥

প্রভু ও প্রদ্যুম্নমিশ্র-সংবাদ ; প্রভুর নিকট মিশ্রের কৃষ্ণকথা-শ্রবণার্থ সদৈন্যে প্রার্থনা ঃ—

একদিন প্রদ্যুম্ন-মিশ্র প্রভুর চরণে ।
দণ্ডবৎ করি' কিছু করে নিবেদনে ॥ ৪ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১। বৈগুণ্যকীটদষ্ট, হিংসাপীড়িত ও দৈন্যসমুদ্রে নিমগ্ন হইয়া আমি চৈতন্যরূপ বৈদ্যকে আশ্রয় করিলাম।

অনুভাষ্য

১। বৈগুণ্যকীটকলিনঃ (বৈগুণ্যং কর্ম্ম-বিপাকঃ তদ্রূপেণ কীটেন কলিনঃ দষ্টঃ) পৈশুন্যব্রণপীড়িতঃ (পৈশুন্যং খলত্বং

"শুন, প্রভু, মুঞি দীন গৃহস্থ অধম !
কোন ভাগ্যে পাঞাছোঁ তোমার দুর্ল্লভ চরণ ॥ ৫ ॥
কৃষ্ণকথা শুনিবারে মোর ইচ্ছা হয় ।
কৃষ্ণকথা কহ মোরে হঞা সদয় ॥" ৬ ॥

প্রভুর অনভিজ্ঞতার ভাণ, শৌক্রবিপ্রকুলোদ্ভব মিশ্রকে অশৌক্র-বিপ্র-কুলোদ্ভূত চতুর্ব্বর্ণাশ্রমি-গুরু-রামানন্দসমীপে শুশ্রূষু-শিষ্যরূপে অভিগমনার্থ আজ্ঞা ঃ—.

প্রভু কহেন,—"কৃষ্ণকথা আমি নাহি জানি ।
সবে রামানন্দ জানে, তাঁর মুখে শুনি ॥ ৭ ॥

কৃষ্ণকথাশ্রবণেচ্ছুর সৌভাগ্য-প্রশংসা ঃ—

ভাগ্যে তোমার কৃষ্ণকথা শুনিতে হয় মন ।
রামানন্দ-পাশ যাই' করহ শ্রবণ ॥ ৮ ॥

প্রকৃত সৌভাগ্যবানের সংজ্ঞা-নির্দ্দেশ ঃ—

কৃষ্ণকথায় রুচি তোমার—বড় ভাগ্যবান্ ।
যার কৃষ্ণকথায় রুচি, সেই ভাগ্যবান্ ॥ ৯ ॥

সাধ্যভক্তি কৃষ্ণরতি বিনা বৈধ-ধর্ম্মাচরণ নিষ্ফল ঃ—
শ্রীমদ্ভাগবতে (১।২।৮)—

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেনকথাসু যঃ ।
নোৎপাদয়েদ্ যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্ ॥ ১০ ॥

শ্রীরাধাগোবিন্দে সাক্ষাৎসেবা-সংরত রামানন্দগৃহে প্রদ্যুম্ন-মিশ্রের গমন, রায়ের ভৃত্যকর্ত্তৃক অভ্যর্থনা ঃ—

তবে প্রদ্যুম্নমিশ্র গেলা রামানন্দের স্থানে ।
রায়ের সেবক তাঁরে বসাইল আসনে ॥ ১১ ॥

মিশ্রের জিজ্ঞাসাফলে ভৃত্যকর্ত্তৃক মহাভাগবত পরমহংস আত্মারাম রায়ের কৃত্য বর্ণন ঃ—

রায়ের দর্শন না পাঞা সেবকে পুছিল ।
রায়ের বৃত্তান্ত সেবক কহিতে লাগিল ॥ ১২ ॥
"দুই দেবকন্যা হয় পরম সুন্দরী ।
নৃত্য-গীতে সুনিপুণা, বয়সে কিশোরী ॥ ১৩ ॥
সেই দুঁহে লঞা রায় নিভৃত উদ্যানে ।
নিজ-নাটক-গীতের শিখায় নর্ত্তনে ॥ ১৪ ॥

মিশ্রকে কিছুক্ষণ উপবেশনার্থ প্রার্থনা ঃ—

তুমি ইঁহা বসি' রহ, ক্ষণেকে আসিবেন ।
তাঁরে যেই আজ্ঞা দেহ, সেই করিবেন ॥" ১৫ ॥

মিশ্রের প্রতীক্ষা ঃ—

তবে প্রদ্যুম্ন মিশ্র তাঁহা রহিল বসিয়া ।
রামানন্দ রায় সেই দুই-জন লঞা ॥ ১৬ ॥

আত্মারাম-রামানন্দের সাক্ষাৎ শ্রীরাধার চিন্ময়ী সেবা ঃ—

স্বহস্তে করেন তার অভ্যঙ্গ-মর্দ্দন ।
স্বহস্তে করান স্নান, গাত্র-সম্মার্জ্জন ॥ ১৭ ॥
স্বহস্তে পরান বস্ত্র, সর্ব্বাঙ্গ মণ্ডন ।
তবু নির্ব্বিকার রায়-রামানন্দের মন ॥ ১৮ ॥

জড়ভোগবিরক্ত বিদ্বৎ-সন্ন্যাসিশিরোমণি বিজিত-ষড়্বেগ শ্রীরামানন্দ-গোস্বামীর স্বভাব ঃ—

কাষ্ঠ-পাষাণ-স্পর্শে হয় যৈছে ভাব ।
তরুণী-স্পর্শে রামানন্দের তৈছে 'স্বভাব' ॥ ১৯ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৭। প্রভু কহেন—মহাপ্রভু বলিলেন।

১০। পুরুষের উত্তমরূপ অনুষ্ঠিত বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম যদি কৃষ্ণ-কথায় রতি উৎপন্ন না করে, তাহা হইলে সেইধর্ম্মও শ্রমমাত্র।

অনুভাষ্য

তদ্রূপেণ ব্রণেন ক্ষতেন পীড়িতঃ) দৈন্যার্ণবে (দৈন্যসমুদ্রে) নিমগ্নঃ অহং চৈতন্যবৈদ্যং (মহাপ্রভুরূপং চিকিৎসকম্) আশ্রয়ে (আশ্রিতোঽস্মি)।

১০। শৌনকাদি ঋষিগণ শ্রীশুকদেবের শিষ্য শ্রীসূতের নিকট শ্রীভাগবত-শ্রবণ-প্রারম্ভে যে ছয়টী প্রশ্ন করেন, তন্মধ্যে 'মানবের ঐকান্তিক শ্রেয়ঃ কি?'—এই প্রথম প্রশ্নের উত্তরে অধোক্ষজ-ভজনকর্ত্তব্যতা-বর্ণনপ্রসঙ্গে বৈধধর্ম্মের সার্থকতালাভের উপায় বলিতেছেন,—

পুংসাং (নরাণাং) যঃ স্বনুষ্ঠিত (সুষ্ঠু সম্পাদিত ধর্ম্মঃ দৈববর্ণা-শ্রমপালনাদিঃ সাধনভক্তিরূপঃ সন্ অপি) যদি বিষ্বক্সেনকথাসু (বিষ্বক্সেনস্য ভগবতঃ ভাগবতস্য কথাসু তন্নামরূপগুণলীলা-কীর্ত্তনাদিষু) রতিং (রুচিং) ন উৎপাদয়েৎ (ন জনয়েৎ) [তর্হি সঃ স্বধর্ম্মঃ] কেবলং (কার্ৎস্ন্যেন) হি (নিশ্চিতং) শ্রমঃ এব (পণ্ডশ্রমঃ নিষ্ফলঃ, তস্য ধর্ম্মস্য কিঞ্চিদপি সাফল্যং নাস্তি, নিশ্চিতং স ব্যর্থঃ ভবতীত্যর্থঃ—"নেহ যৎ কর্ম্ম ধর্ম্মায় ন বিরাগায় কল্পতে। ন তীর্থপাদসেবায়ৈ জীবন্নপি মৃতো হি সঃ।।" ইতি বচনাৎ)।

১৪। নিজ-নাটক—শ্রীরামানন্দরায়-রচিত সংস্কৃত-ভাষায় লিখিত 'জগন্নাথবল্লভ'-নাটক।

১৭। অভ্যঙ্গ-মর্দ্দন—তৈল-মৃক্ষণ।

১৮। মণ্ডন—অলঙ্কারাদিদ্বারা ভূষিতকরণ ; নির্ব্বিকার—স্ত্রীদর্শনাদিদ্বারা প্রাকৃত-পুরুষাভিমানিগণের ন্যায় নিজেন্দ্রিয়-তর্পণ-নিমিত্ত সর্ব্বত্র অধোক্ষজ-শ্রীরাধাকৃষ্ণদ্রষ্টা (মধ্য ৮ম পঃ ২৭৩, ২৭৪ ও ২৭৬ সংখ্যা দ্রষ্টব্য) পরমহংসকুলচূড়ামণি বিদ্বৎ-সন্ন্যাসিগণেরও গুরু রামানন্দপ্রভু জড়ভোগপর হইয়া কায়িক বা মানস-বিকারের বশীভূত হন নাই।

স্বীয় অপ্রাকৃত সিদ্ধদেহে গোপীভাবে রাগাত্মিক-ভক্তিযাজী মহাভাগবত রায়ের নিজেশ্বরী শ্রীরাধার অপ্রাকৃত চিদ্বিলাস-কৈঙ্কর্য্য ঃ—

সেব্য-বুদ্ধি আরোপিয়া করেন সেবন ।
স্বাভাবিক দাসীভাব করেন আরোপণ ॥ ২০ ॥

গৌরভক্তের অচিন্ত্য মাহাত্ম্য, তন্মধ্যে শ্রীরায়ে ভাব-প্রেম-ভক্তির অবধি বিদ্যমান ঃ—

মহাপ্রভুর ভক্তগণের দুর্গম মহিমা ।
তাহে রামানন্দের ভাব—ভক্তি-প্রেম-সীমা ॥ ২১ ॥

শ্রীজগন্নাথসম্মুখে স্ব-কৃত 'জগন্নাথবল্লভ'-নাটকের অভিনয়ার্থ জগন্নাথবল্লভোদ্যানে অভিনয়-শিক্ষা-দান ঃ—

তবে সেই দুইজনে নৃত্য শিখাইলা ।
গীতের গূঢ় অর্থ অভিনয় করাইলা ॥ ২২ ॥
সঞ্চারী, সাত্ত্বিক, স্থায়ি-ভাবের লক্ষণ ।
মুখে-নেত্রে অভিনয় করে প্রকটন ॥ ২৩ ॥
ভাবপ্রকটন-লাস্য রায় যে শিখায় ।
জগন্নাথের আগে দুঁহে প্রকট দেখায় ॥ ২৪ ॥

ভোজন-সম্পাদনান্তে দেবদাসীদ্বয়কে অজ্ঞ অক্ষজদ্রষ্টা সমালোচকের মঙ্গলার্থ গোপনে গৃহে প্রেরণ ঃ—

তবে সেই দুইজনে প্রসাদ খাওয়াইলা ।
নিভৃতে দুঁহারে নিজ-ঘরে পাঠাইলা ॥ ২৫ ॥

মহাভাগবত রায়ের সিদ্ধদেহে নিজেশ্বরীর সেবা-চেষ্টা, তর্কপন্থিজীবের অক্ষজজ্ঞানে অগম্যা ঃ—

প্রতিদিন রায় ঐছে করায় সাধন ।
কোন্ জানে ক্ষুদ্র জীব কাঁহা তাঁর মন ?? ২৬ ॥

ভৃত্যের মুখে মিশ্রাগমন-শ্রবণে মানদ রায়ের সভাগৃহে আগমন ঃ—

মিশ্রের আগমন রায়ে সেবক কহিলা ।
শীঘ্র রামানন্দ তবে সভাতে আইলা ॥ ২৭ ॥

অমানী ও মানদ রায়ের মিশ্রকে যথোচিত অভিনন্দন ও দৈন্য-জ্ঞাপন ঃ—

মিশ্রেরে নমস্কার করে সম্মান করিয়া ।
নিবেদন করে কিছু বিনীত হঞা ॥ ২৮ ॥
"বহুক্ষণ আইলা, মোরে কেহ না কহিল ।
তোমার চরণে মোর অপরাধ হইল ॥ ২৯ ॥
তোমার আগমনে মোর পবিত্র হৈল ঘর ।
আজ্ঞা কর, ক্যা করোঁ তোমার কিঙ্কর ॥" ৩০ ॥

মিশ্রের সবিনয়ে প্রত্যুত্তর-দান ঃ—

মিশ্র কহে,—"তোমা দেখিতে হৈল আগমনে ।
আপনা পবিত্র কৈলুঁ তোমার দরশনে ॥" ৩১ ॥

অসময় দেখিয়া সেইদিন মিশ্রের গৃহে প্রত্যাগমন ঃ—

অতিকাল দেখি' মিশ্র কিছু না কহিল ।
বিদায় হইয়া মিশ্র নিজঘর গেল ॥ ৩২ ॥

অন্যদিবস মিশ্রকে প্রভু রায়সমীপে কৃষ্ণকথালাভ-জিজ্ঞাসা ঃ—

আর দিন মিশ্র আইল প্রভু-বিদ্যমানে ।
প্রভু কহে,—"কৃষ্ণকথা শুনিলা রায়স্থানে ??" ৩৩ ॥

প্রভুসমীপে মিশ্রের শ্রীরায়-বৃত্তান্তবর্ণন ঃ—

তবে মিশ্র রামানন্দের বৃত্তান্ত কহিলা ।
শুনি' মহাপ্রভু তবে কহিতে লাগিলা ॥ ৩৪ ॥

অমানি-ধর্ম্মের আদর্শশিক্ষক ভগবানের সদৈন্যে আপনা অপেক্ষা স্ব-ভক্তের অধিকতর কৃষ্ণানুরাগ-মাহাত্ম্য-কীর্ত্তন ঃ—

"আমি ত' সন্ন্যাসী, আপনারে বিরক্ত করি' মানি ।
দর্শন দূরে, 'প্রকৃতির' নাম যদি শুনি ॥ ৩৫ ॥
তবহিঁ বিকার পায় মোর তনু-মন ।
প্রকৃতি-দর্শনে স্থির হয় কোন্ জন ?? ৩৬ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২০। রায় রামানন্দ 'জগন্নাথবল্লভ' বলিয়া একখানি নাটক রচনা করিয়াছিলেন। সেই নাটক শ্রীজগন্নাথদেবের নিকট অভিনয় করিবার জন্য দুই দেবকন্যা অর্থাৎ নবীনা দেবদাসীকে (যাহাদিগকে এখন 'মাহারী' বলে, তাহাদিগকে) আনাইয়া সেই নাটকের অভিনয়-যোগ্য গোপীভাব শিক্ষা দিতেছিলেন। সেই দুই কন্যা প্রধানা-গোপীদিগের লীলা অভিনয় করিবেন বলিয়া তাঁহাদিগকে প্রধানা গোপীরূপে সেব্যবুদ্ধি আরোপ করিয়া স্বয়ং তদনুগত দাসীর ভাব গ্রহণপূর্ব্বক ভাবী অভিনয়ের গীত-সেবাদি শিক্ষা দিতেছিলেন। শ্রীরামানন্দ আপনাকে শ্রীমতীর দাসী জানিয়া শ্রীমতীর অভিনয়কারিণীতে সেব্য-বুদ্ধি আরোপ করত তাঁহাদের দেহসংস্কার ও মণ্ডনাদি করিতেছিলেন।

অনুভাষ্য

২২। নাটক-লিখিত গীতের অন্তর্নিহিত ভাবগুলি নটীর দ্বারা অপ্রাকৃত ব্রজরস-রসিকের নিকট সুষ্ঠুভাবে প্রকাশ করাইতে শিখাইলেন।

২৪। ভাবপ্রকটনলাস্য—ভাবপ্রকাশকারী স্ত্রীনৃত্য।

২৬। প্রত্যহই দেবদাসীগণকে ঐ প্রকার অপ্রাকৃত অভিনয় সাধন করিতে শিক্ষা দেন। ক্ষুদ্র প্রাকৃত-বিষয়ী ইন্দ্রিয়তর্পণরত মানবগণ অচিৎ-ভোগপর মনের দ্বারা প্রভু রামানন্দের কৃষ্ণসেবা-পর অলৌকিক অপ্রাকৃত-শুদ্ধসত্ত্ব-মনোরাজ্য নির্ণয় করিতে সমর্থ হয় না।

৩২। অতিকাল—বাক্যালাপ করিবার কাল অতিক্রান্ত

ইন্দ্রিয়সুখ-লালসা ও যোষিদ্দর্শনপ্রবৃত্তিহীন বিরক্ত বিদ্বৎসন্ন্যাসি-শিরোমণি অধোক্ষজ-দ্রষ্টা মহাভাগবত আত্মারাম শ্রীরামানন্দ-গোস্বামীর চরিত-বর্ণন ঃ—

রামানন্দ রায়ের কথা শুন, সর্ব্বজন ।
কহিবার কথা নহে, যাহা আশ্চর্য্য-কথন ॥ ৩৭ ॥
একে দেবদাসী, আর সুন্দরী তরুণী ।
তাহাদের সব সেবা করেন আপনি ॥ ৩৮ ॥
স্নানাদি করায়, পরায় বাস-বিভূষণ ।
গুহ্য অঙ্গ যত, তার দর্শন-স্পর্শন ॥ ৩৯ ॥
তবু নির্ব্বিকার রায়-রামানন্দের মন ।
নানাভাবোদ্গাম তারে করায় শিক্ষণ ॥ ৪০ ॥
নির্ব্বিকার দেহ-মন—কাষ্ঠ-পাষাণ সম!
আশ্চর্য্য,—তরুণী-স্পর্শে নির্ব্বিকার মন ॥ ৪১ ॥

ফলের দ্বারা কারণানুমান ; গুণাতীত শুদ্ধসত্ত্ব চিদ্বস্তুর প্রাকৃত গুণ-স্পর্শ-রাহিত্যহেতু রামানন্দ—অপ্রাকৃত চিদানন্দ-তনু ঃ—

এক রামানন্দের হয় এই অধিকার ।
তাতে জানি অপ্রাকৃত-দেহ তাঁহার ॥ ৪২ ॥

অধোক্ষজ ভক্ত-চিত্তবৃত্তি—অক্ষজজ্ঞানাতীতা ঃ—

তাঁহার মনের ভাব তেঁহ জানে মাত্র ।
তাহা জানিবারে আর দ্বিতীয় নাহি পাত্র ॥ ৪৩ ॥

অমল শব্দপ্রমাণ শ্রীভাগবতের আনুগত্যেই অনুমানের সার্থকতা ; শ্রীরায়ের অপ্রাকৃত চিত্তবৃত্তির হেতু-নির্দ্দেশরূপ সিদ্ধান্ত ঃ—

কিন্তু শাস্ত্রদৃষ্ট্যে করি এক অনুমান ।
শ্রীভাগবত-শাস্ত্র—তাহাতে প্রমাণ ॥ ৪৪ ॥

অপ্রাকৃত শ্রদ্ধা বা রাগানুগা-ভক্তিযাজীর কৃষ্ণলীলা-শ্রবণ-কীর্ত্তন-ফলে সিদ্ধি বা গোস্বামিত্ব ঃ—

ব্রজবধূ-সঙ্গে কৃষ্ণের রাসাদি-বিলাস ।
যেই জন কহে, শুনে করিয়া বিশ্বাস ॥ ৪৫ ॥
হৃদ্রোগ-কাম তাঁর তৎকালে হয় ক্ষয় ।
তিনগুণ-ক্ষোভ নহে, 'মহাধীর' হয় ॥ ৪৬ ॥

কৃষ্ণলীলা-শ্রবণকীর্ত্তনে কৃষ্ণপ্রেমানন্দাম্বুধিবর্দ্ধন ঃ—

উজ্জ্বল মধুর-রস প্রেমভক্তি পায় ।
আনন্দে কৃষ্ণমাধুর্য্যে বিহরে সদায় ॥ ৪৭ ॥

ভাগবত-শাস্ত্র-প্রমাণ ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৩৩।৩৯)—

বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদঞ্চ বিষ্ণোঃ
শ্রদ্ধান্বিতোঽনুশৃণুয়াদথ বর্ণয়েদ্‌যঃ ।
ভক্তিং পরাং ভগবতি প্রতিলভ্য কামং
হৃদ্রোগমাশ্বপহিনোত্যচিরেণ ধীরঃ ॥ ৪৮ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৪৬। তিন গুণ—সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ,—এই তিনগুণের ক্ষোভে যে স্ত্রী-পুরুষ-ব্যবহারের ইচ্ছা, তাহা তাঁহার হয় না।

৪৮। যিনি অপ্রাকৃত-শ্রদ্ধান্বিত হইয়া এই রাসপঞ্চাধ্যায়ে ব্রজবধূদিগের সহিত কৃষ্ণের অপ্রাকৃত ক্রীড়া-বর্ণন শুনেন বা বর্ণন করেন, সেই ধীরপুরুষ ভগবানে যথেষ্ট পরা-ভক্তি লাভ করত হৃদ্রোগরূপ জড়কামকে শীঘ্রই দূর করেন। তাৎপর্য্য এই যে, কৃষ্ণলীলা—সমস্তই 'চিন্ময়'। চিন্ময়ী গোপীদিগের সহিত পূর্ণ চিন্ময় (অধোক্ষজ) কৃষ্ণের লীলা শ্রদ্ধাপূর্ব্বক অর্থাৎ চিন্ময়-তত্ত্ব উপলব্ধি করিবার যত্নের সহিত আলোচনা করিতে করিতে চিৎপ্রেমের উদয়-পরিমাণানুসারে জড়াসক্তি এবং জড়কামাদি দূর হইতে থাকে ; সম্পূর্ণ চিন্ময়-লীলা উদিত হইলে আর কিছু-মাত্র জড়কামের গন্ধ থাকে না।

অনুভাষ্য

হইয়াছে অর্থাৎ অসময়ে বাক্যালাপ আরম্ভ হইলে উভয়েরই পক্ষে অসুবিধা হইবে।

৩৫। প্রকৃতি—পুরুষভোগ-যোগ্য 'যোষিৎ' বা স্ত্রীলোক।

৩৮। সব সেবা—সকল প্রকার সেবা (৩৯ সংখ্যা দ্রষ্টব্য)।

৪০। নানা ভাবোদ্গাম,—কৃষ্ণলীলার অভিনয়োপযোগী তেত্রিশ প্রকার ভাবের প্রকাশ।

অনুভাষ্য

৪১। বর্দ্ধনধর্ম্মরহিত অচেতন কাষ্ঠ এবং দ্রবধর্ম্মরহিত কঠিন প্রস্তরের ন্যায় রামানন্দের শরীর এবং মনের বিকার ঘটে নাই।

৪৫-৪৬। যে ব্যক্তি শ্রীমদ্ভাগবত-বর্ণিত কৃষ্ণের অপ্রাকৃত-রাসাদি মধুরলীলা নিজের অপ্রাকৃত-হৃদয়দ্বারা বিশ্বাস করিয়া বর্ণন করেন বা শ্রবণ করেন, তাঁহার প্রাকৃত মনসিজ কাম সম্পূর্ণরূপে ক্ষীণ হইয়া যায়। অপ্রাকৃত কৃষ্ণলীলার বক্তা বা শ্রোতা অপ্রাকৃত-রাজ্যেই নিজের অস্তিত্ব অনুভব করায় প্রকৃতির গুণত্রয় তাঁহাকে পরাভূত করিতে সমর্থ হয় না। তিনি জড়ে পরম নির্গুণ-ভাববিশিষ্ট হইয়া অচঞ্চলমতি এবং কৃষ্ণসেবায় নিজাধিকার বুঝিতে সমর্থ। প্রাকৃত-সহজিয়াগণের ন্যায় এই প্রসঙ্গে কেহ যেন এরূপ মনে না করেন যে, 'প্রাকৃত-কামলুব্ধ জীব সম্বন্ধ-জ্ঞান লাভ করিবার পরিবর্ত্তে প্রাকৃত-বুদ্ধিবিশিষ্ট হইয়া নিজ ভোগময়রাজ্যে বাস করত সাধনভক্তি পরিত্যাগপূর্ব্বক কৃষ্ণের রাসাদি অপ্রাকৃত বিহার বা লীলাকে নিজ-সদৃশ প্রাকৃত-ভোগের আদর্শ জানিয়া, তাহার শ্রবণ ও কীর্ত্তনাদি করিলেই তাহার জড় কাম বিনষ্ট হইবে।' ইহা নিষেধ করিবার জন্যই মহাপ্রভু 'বিশ্বাস'-শব্দদ্বারা প্রাকৃত-সহজিয়াগণের প্রাকৃত-বুদ্ধি নিরসন করিয়াছেন। শ্রীশুকও (ভাঃ ১০।৩৩।৩০ শ্লোকে)

রাগানুগের নিরন্তর কৃষ্ণলীলানুশীলনে স্বরূপসিদ্ধি ও চিদানন্দতনুত্ব ঃ—

যে শুনে, যে পড়ে, তাঁর ফল এতাদৃশী ।
সেই ভাবাবিষ্ট, যেই সেবে অহর্নিশি ॥ ৪৯ ॥
তাঁর ফল কি কহিমু, কহনে না যায় ।
নিত্যসিদ্ধ সেই, প্রায়-সিদ্ধ তাঁর কায় ॥ ৫০ ॥

রাগাত্মিকা-ভক্তিযাজী নিত্যসিদ্ধ শ্রীরায় ঃ—

রাগানুগ-মার্গে জানি রায়ের ভজন ।
সিদ্ধদেহ-তুল্য, তাতে 'প্রাকৃত' নহে মন ॥ ৫১ ॥

কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতিচেষ্টাময়ী কৃষ্ণতত্ত্ববিদ্যাই গুরুত্বের নিদর্শন, শৌক্র আভিজাত্যাদি নহে ঃ—

আমিহ রায়ের স্থানে শুনি কৃষ্ণকথা ।
শুনিতে ইচ্ছা হয় যদি, পুনঃ যাহ তথা ॥ ৫২ ॥

মিশ্রকে প্রভুর রায়সমীপে শিষ্য-লাভার্থ পুনঃ প্রেরণ ঃ—

মোর নাম কহিহ,—'তেঁহো পাঠাইলা মোরে ।
তোমার স্থানে কৃষ্ণকথা শুনিবার তরে ॥' ৫৩ ॥
শীঘ্র যাহ, যাবৎ তেঁহো আছেন সভাতে ।"
এত শুনি' প্রদ্যুম্ন-মিশ্র চলিলা ত্বরিতে ॥ ৫৪ ॥

মিশ্রের রায়গৃহে গমন, অমানী ও মানদ রায়ের মিশ্রকে অভিনন্দন ঃ—

রায়-পাশে গেল, রায় প্রণতি করিল ।
"আজ্ঞা কর, যে লাগি' আগমন হৈল ॥" ৫৫ ॥

মিশ্রের প্রভুপরিচয় প্রদান ঃ—

মিশ্র কহে,—"মহাপ্রভু পাঠাইলা মোরে ।
তোমার স্থানে কৃষ্ণকথা শুনিবার তরে ॥" ৫৬ ॥

রায়ের আনন্দ ঃ—

শুনি' রামানন্দ রায় হইলা সন্তোষে ।
কহিতে লাগিলা কিছু মনের হরিষে ॥ ৫৭ ॥

প্রভুর আদেশ-বাণী-শ্রবণে রায়ের স্ব-সৌভাগ্য-বর্ণন ঃ—

"প্রভুর আজ্ঞায় কৃষ্ণকথা শুনিতে আইলা এথা ।
ইহা বই মহাভাগ্য আমি পাব কোথা??" ৫৮ ॥

গোপনে মিশ্রকে জিজ্ঞাসা ঃ—

এত কহি' তারে লঞা নিভৃতে বসিলা ।
"কি কথা শুনিতে চাহ?" মিশ্রেরে পুছিলা ॥ ৫৯ ॥

পূর্ব্বে রায়প্রভু-সংবাদে বর্ণিত সম্বন্ধাভিধেয়প্রয়োজনাত্মক কৃষ্ণকথার পুনঃ কীর্ত্তনে প্রার্থনা ঃ—

তেঁহো কহে,—"যে কহিলা বিদ্যানগরে ।
সেই কথা ক্রমে তুমি কহিবা আমারে ॥ ৬০ ॥

মিশ্রের দৈন্যোক্তি ঃ—

আনের কি কথা, তুমি—প্রভুর উপদেষ্টা!
আমি ত' ভিক্ষুক বিপ্র, তুমি—মোর পোষ্টা ॥ ৬১ ॥
ভাল-মন্দ—কিছু আমি পুছিতে না জানি ।
'দীন' দেখি' কৃপা করি' কহিবা আপনি ॥" ৬২ ॥

শ্রীরামানন্দের কৃষ্ণকথা-কীর্ত্তন ঃ—

তবে রামানন্দ ক্রমে কহিতে লাগিলা ।
কৃষ্ণকথা-রসামৃত-সিন্ধু উথলিলা ॥ ৬৩ ॥

শিষ্যের অধিকার বুঝিয়া স্বয়ংই প্রশ্ন ও উত্তরকারী ঃ—

আপনে প্রশ্ন করি' পাছে করেন সিদ্ধান্ত ।
তৃতীয় প্রহর হৈল, নহে কথা-অন্ত ॥ ৬৪ ॥

উভয়েই কৃষ্ণকথায় আত্মহারা ঃ—

বক্তা শ্রোতা কহে শুনে দুঁহে প্রেমাবেশে ।
আত্মস্মৃতি নাহি, কাহাঁ জানে দিন-শেষে ॥ ৬৫ ॥

কৃষ্ণকথায় দিবাবসান ঃ—

সেবক কহিল,—"দিন হৈল অবসান ।"
তবে রায় কৃষ্ণকথার করিলা বিশ্রাম ॥ ৬৬ ॥

অনুভাষ্য

বলিয়াছেন,—"নৈতৎ সমাচরেজ্জাতু মনসাপি হ্যনীশ্বরঃ। বিনশ্যত্যাচরন্ মৌঢ্যাদ্যথা-রুদ্রোঽব্ধিজং বিষম্।।"*

৪৮। যঃ পুমান্ শ্রদ্ধান্বিতঃ (শ্রদ্ধয়া অপ্রাকৃতসুদৃঢ়বিশ্বাসেন যুক্তঃ সেবোন্মুখঃ সন্) ব্রজবধূভিঃ (গোপীভিঃ সহ) বিষ্ণোঃ (নন্দনন্দনস্য পরমস্য বিভোঃ) ইদং (পূর্ব্বোক্ত-রাসপঞ্চাধ্যায়োক্তং) চ বিক্রীড়িতং (রাসাখ্যাং বিশিষ্টাং ক্রীড়াং) অনুশৃণুয়াৎ (অনু নিরন্তরং গুরুমুখাৎ প্রাকৃতব্যবধানরাহিত্যেন শৃণুয়াৎ) অথ (অনন্তরং) বর্ণয়েৎ (রূপানুগক্রমপথা কৃষ্ণনামরূপগুণলীলাদিকং সঙ্কীর্ত্তনং কুর্য্যাৎ সঃ) ধীরঃ (ষড়্বেগজয়ী অচঞ্চল রাগানুগঃ গোস্বামী) অচিরেণ ভগবতি (কৃষ্ণে) পরাং ভক্তিম্ (উৎকৃষ্টাং প্রেমভক্তিং) প্রতিলভ্য (প্রাপ্য) হৃদ্রোগং (মনোভবকামরূপাধিম্) আশু (শীঘ্রম্) অপহিনোতি (দূরীকরোতি)।

৪৯-৫০। যিনি শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত রাসাদিবিলাস শ্রবণ ও কীর্ত্তন করেন এবং শ্রীরূপের অপ্রাকৃতভাবানুসারে সর্ব্বক্ষণই শুদ্ধ অকৃত্রিম-রাগাবিষ্ট হইয়া মানসে কৃষ্ণসেবা করেন, তাঁহার অপূর্ব্বফল-প্রাপ্তি প্রাকৃত-ভাষায় বর্ণনীয় নহে। তিনি নিত্যসিদ্ধ পার্ষদ, অথবা তাঁহার সিদ্ধপ্রায় শরীর লোকলোচনের দৃশ্য হইলেও স্বরূপসিদ্ধিক্রমে কৃষ্ণসেবনপর ভাবসমূহের অধিষ্ঠান-হেতু অপ্রাকৃতচেষ্টাবিশিষ্ট। কৃষ্ণেচ্ছায় বস্তুসিদ্ধির অপেক্ষায় তাঁহার শরীর সিদ্ধপ্রায় ও অপ্রাকৃত।

** সামর্থ্যহীন অনধিকারী ব্যক্তি কখনও মনের দ্বারাও এরূপ অপ্রাকৃত লীলা আচরণ করিবেন না। রুদ্র-ভিন্ন অপর কেহ সমুদ্রজাত বিষ ভক্ষণ করিলে যেমন বিনাশপ্রাপ্ত হন, তেমন মূঢ়তাবশতঃ তাহা আচরণ করিলে তিনি বিনষ্ট হন।*

মিশ্রকে বিদায়-দান ও মিশ্রের হর্ষ ঃ—

বহুসম্মান করি' মিশ্রে বিদায় দিলা ।
'কৃতার্থ হইলাঙ' বলি' নাচিতে লাগিলা ॥ ৬৭ ॥

সন্ধ্যায় প্রভুসমীপে মিশ্রের আগমন ঃ—

ঘরে গিয়া মিশ্র কৈল স্নান, ভোজন ।
সন্ধ্যাকালে দেখিতে আইল প্রভুর চরণ ॥ ৬৮ ॥

প্রভুকর্ত্তৃক মিশ্রের কৃষ্ণকথালাভ-জিজ্ঞাসা ঃ—

প্রভুর চরণ বন্দে উল্লসিত-মনে ।
প্রভু কহে,—"কৃষ্ণকথা হইল শ্রবণে ??" ৬৯ ॥

মিশ্রের স্বীয় কৃতার্থতা-জ্ঞাপন ঃ—

মিশ্র কহে,—"প্রভু, মোরে কৃতার্থ করিলা ।
কৃষ্ণকথামৃতার্ণবে মোরে ডুবাইলা ॥ ৭০ ॥

কৃষ্ণকীর্ত্তনকারী গুরুতে মর্ত্ত্যবুদ্ধির নিষিদ্ধতা ঃ—

রামানন্দ-রায়-কথা কহিলে না হয় ।
'মনুষ্য' নহে রায়, কৃষ্ণভক্তিরসময় ॥ ৭১ ॥

গুরুদেব শ্রীরামানন্দ-মুখে বক্তা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু ঃ—

আর এক কথা রায় কহিলা আমারে ।
'কৃষ্ণকথা-বক্তা করি' না জানিহ মোরে ॥ ৭২ ॥
মোর মুখে কথা কহেন আপনে গৌরচন্দ্র ।
যৈছে কহায়, তৈছে কহি,—যেন বীণাযন্ত্র ॥ ৭৩ ॥

যোগ্যপাত্র রামানন্দমুখে প্রভুর কৃষ্ণকথা-প্রচার ঃ—

মোর মুখে কথা ইঁহা করে পরচার ।
পৃথিবীতে কে জানিবে এ-লীলা তাঁহার ??' ৭৪ ॥

রায়মুখে কীর্ত্তিত ও শ্রুত কৃষ্ণকথা ব্রহ্মারও অগোচর ঃ—

যে-সব শুনিলুঁ, কৃষ্ণ—রসের সাগর ।
ব্রহ্মাদি-দেবের এ সব না হয় গোচর ॥ ৭৫ ॥

প্রভুপদে মিশ্রের আত্মনিবেদন ঃ—

হেন 'রস' পান মোরে করাইলা তুমি ।
জন্মে জন্মে তোমার পায় বিকাইলাঙ আমি ॥" ৭৬ ॥

প্রভুকর্ত্তৃক রায়ের আদর্শানুসারী শুদ্ধবৈষ্ণবের স্বভাব-কীর্ত্তন ঃ—

প্রভু কহে,—"রামানন্দ বিনয়ের খনি ।
আপনার কথা পরমুণ্ডে দেন আনি' ॥ ৭৭ ॥

সাধু-সজ্জন, মহৎ বা বৈষ্ণবের স্বভাব ঃ—

মহানুভবের এইমত 'স্বভাব' হয় ।
আপনার গুণ নাহি আপনে কহয় ॥" ৭৮ ॥

অশৌক্রবিপ্রকুলোদ্ভব নিখিল-ব্রাহ্মণকুলগুরু
কৃষ্ণকীর্ত্তনকারী শ্রীরায়ের শ্রোতৃরূপী
শিষ্য মিশ্র ঃ—

রামানন্দ-রায়ের এই কহিলুঁ গুণ-লেশ ।
প্রদ্যুম্ন মিশ্রেরে যৈছে কৈলা উপদেশ ॥ ৭৯ ॥

রায়ের মহদ্গুণ হইতে শিক্ষণীয় বিষয়—
বাহ্যবর্ণাশ্রমাচার কৃষ্ণভক্তি বা গুরুত্বের
নিদর্শন নহে ঃ—

'গৃহস্থ' হঞা নহে রায় ষড়্‌বর্গের বশে ।
'বিষয়ী' হঞা সন্ন্যাসীরে উপদেশে ॥ ৮০ ॥

রায়ের দ্বারা কৃষ্ণভক্ত বা গুরুর মাহাত্ম্য-প্রদর্শন ঃ—

এইসব গুণ তাঁর প্রকাশ করিতে ।
মিশ্রেরে পাঠাইলা তাঁহা শ্রবণ করিতে ॥ ৮১ ॥

ভক্তগুণ-কীর্ত্তনকারী ভগবান্ ঃ—

ভক্তগুণ প্রকাশিতে প্রভু ভাল জানে ।
নানা-ভঙ্গীতে প্রকাশি' নিজ-লাভ মানে ॥ ৮২ ॥

জগদ্‌গুরু গৌরের লোকশিক্ষা-রহস্য ঃ—

আর এক 'স্বভাব' গৌরের শুন, ভক্তগণ ।
গূঢ় ঐশ্বর্য্য-স্বভাব করে প্রকটন ॥ ৮৩ ॥

প্রাকৃত বর্ণাশ্রম ও পাণ্ডিত্যাদি—সত্যধর্ম্ম-বক্তৃত্বের
নিদর্শন নহে ঃ—

সন্ন্যাসী, পণ্ডিতগণের করিতে গর্ব্ব নাশ ।
নীচ-শূদ্র-দ্বারা করেন ধর্ম্মের প্রকাশ ॥ ৮৪ ॥

দৃষ্টান্ত—(১) সন্ন্যাসি-বেশধারী স্বয়ং প্রভু ও শৌক্রবিপ্র মিশ্র,
উভয়েরই শুশ্রূষু-শিষ্যরূপে গৃহস্থ-বেশধারী ও অশৌক্র-
বিপ্রকুলোদ্ভব কৃষ্ণকথা-কীর্ত্তনকারী শ্রীরায়কে গুরুত্বে
বরণপূর্ব্বক লোকশিক্ষা ঃ—

'ভক্তি', 'প্রেম', 'তত্ত্ব' কহে রায়ে করি' 'বক্তা' ।
আপনি প্রদ্যুম্নমিশ্র-সহ হয় 'শ্রোতা' ॥ ৮৫ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৮৪-৮৫। (শাঙ্কর) সন্ন্যাসিগণ মনে করেন যে, তাঁহারা সংসারে ব্রাহ্মণোচিত সমস্ত-কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিয়া বেদান্ত-তত্ত্ব অনুশীলন করত জগতের 'গুরু' হইয়াছেন। (শৌক্র) ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণ মনে করেন যে, (কর্ম্মকাণ্ডীয়) স্মৃতি-অনুসারে তাঁহাদের ন্যায় শৌক্রব্রাহ্মণই সর্ব্ববর্ণের গুরু ; অতএব তাদৃশ শৌক্র-ব্রাহ্মণপণ্ডিত ব্যতীত পরমার্থতত্ত্ব শিক্ষা দিবার আর কাহারও

অনুভাষ্য

৮০। শ্রীরামানন্দ প্রভু—প্রাকৃত-লোকচক্ষে প্রবৃত্তিমার্গীয় গৃহস্থ সংযতেন্দ্রিয় ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ বা ভিক্ষু নহেন বলিয়া প্রতিভাত। প্রাকৃত-গৃহস্থগণ ইন্দ্রিয়-পরবশ হইয়া গৃহব্রতধর্ম্ম গ্রহণ করেন, কিন্তু গৃহস্থিত অপ্রাকৃত-বৈষ্ণব, অবৈষ্ণব-গৃহস্থের ন্যায় অদান্তগো হইয়া আদৌ ষড়্‌বর্গের বশীভূত হন না। গৃহস্থাশ্রমি-লীলায় শ্রীরামানন্দপ্রভু প্রাকৃত-লোকের ভোগময়-দৃষ্টিতে 'বিষয়ী' হইলেও

(২) যবনকুলোদ্ভূত ঠাকুর-হরিদাসকে জগদ্‌গুরু ও নামাচার্য্যের পদবী-দান ঃ—

হরিদাস-দ্বারা নাম-মাহাত্ম্য-প্রকাশ ।
সনাতনদ্বারা ভক্তিসিদ্ধান্তবিলাস ॥ ৮৬ ॥

ম্লেচ্ছসঙ্গে বাস করিয়াও (৩) শ্রীসনাতন—কৃষ্ণভক্তিসিদ্ধান্ত বা সম্বন্ধজ্ঞানের আচার্য্য ও (৪) শ্রীরূপ—ব্রজপ্রেমভক্তিরস বা অভিধেয়ের আচার্য্য ঃ—

শ্রীরূপ-দ্বারা ব্রজের রস-প্রেম-লীলা ।
কে কহিতে পারে গম্ভীর চৈতন্যের খেলা ?? ৮৭ ॥

শ্রীচৈতন্যলীলাসিন্ধুর বিন্দুলাভে জগদুদ্ধার ঃ—

শ্রীচৈতন্যলীলা এই—অমৃতের সিন্ধু ।
জগৎ ভাসাইতে পারে যার এক বিন্দু ॥ ৮৮ ॥

শ্রদ্ধায় চৈতন্যলীলামৃত-পান-ফলে চিদ্‌বৃত্তির উদয়ে সম্বন্ধজ্ঞান, অভিধেয় ও প্রয়োজনলাভ ঃ—

চৈতন্যচরিতামৃত নিত্য কর পান ।
যাহা হৈতে 'প্রেমানন্দ', 'ভক্তিতত্ত্ব-জ্ঞান' ॥ ৮৯ ॥

প্রভুর এইরূপ নীলাচল-লীলা ঃ—

এইমত মহাপ্রভু ভক্তগণ লঞা ।
নীলাচলে বিহরয়ে ভক্তি প্রচারিয়া ॥ ৯০ ॥

পূর্ব্ববঙ্গবাসী বিপ্রবেশী প্রাকৃত-কবির বৃত্তান্ত ঃ—

বঙ্গদেশী এক বিপ্র প্রভুর চরিতে ।
নাটক করি' লঞা আইলা শুনাইতে ॥ ৯১ ॥
ভগবান্-আচার্য্য-সনে তার পরিচয় ।
তাঁরে মিলি' তাঁর ঘরে করিল আলয় ॥ ৯২ ॥
প্রথমে নাটক তেঁহো তাঁরে শুনাইল ।
তাঁর সঙ্গে অনেক বৈষ্ণব নাটক শুনিল ॥ ৯৩ ॥
সবেই প্রশংসে নাটক 'পরম উত্তম' ।
মহাপ্রভুরে শুনাইতে সবার হৈল মন ॥ ৯৪ ॥

স্বরূপদামোদর-কর্ত্তৃক পরীক্ষা-গ্রহণ-নিয়ম ঃ—

গীত, শ্লোক, গ্রন্থ, কবিত্ব—যেই করি' আনে ।
প্রথমে শুনায় সেই স্বরূপের স্থানে ॥ ৯৫ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

অধিকার নাই। এই দুইগর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়া সন্ন্যাসী ও পণ্ডিতগণ আপনা হইতে অনন্তগুণে শ্রেষ্ঠ ও উচ্চতম শূদ্রকুলোদ্ভূত শুদ্ধ-ভক্তের নিকট ধর্ম্মশিক্ষা করিতে অনিচ্ছুক হইয়া অনেক-সময়ে অনুন্নত-মতি হইয়া পড়েন। বৈষ্ণবধর্ম্মে ইহাই স্বীকৃত আছে যে, যিনি প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত-তত্ত্বের ভেদ জানিয়া অপ্রাকৃত কৃষ্ণভক্তি শিক্ষা করিয়াছেন, তিনিই সর্ব্বজীবের উপদেষ্টা, ইহাতে জন্মগত বর্ণাদি ও সংস্কারগত আশ্রমাদির অপেক্ষা নাই। জগত্তারণ মহাপ্রভু এই তত্ত্ব শিক্ষা দিবার জন্যই স্বীয় পূর্ব্বাশ্রমের জ্ঞাতি-সন্তান প্রদ্যুম্ন-মিশ্রকে শ্রীরামানন্দের নিকট তত্ত্ব-শিক্ষার জন্য পাঠাইয়াছিলেন।

অনুভাষ্য

অপ্রাকৃত শ্রীকৃষ্ণলীলাই তাঁহার শুদ্ধসত্ত্ব অপ্রাকৃত মনের সর্ব্বক্ষণ উপাস্য-বিষয় হওয়ায় তিনি—কৃষ্ণবিষয়ী, ভগবানের চিদ্বিলাস-বিরোধী নির্ব্বিশেষবাদী তার্কিক নহেন। তিনি ত্যক্ত-বিষয় নির্গুণ সন্ন্যাসিগণকে কৃষ্ণপ্রতীতিহীন জড়বিষয় ত্যাগ করাইয়া কৃষ্ণবিষয়ানুশীলনে প্রবৃত্ত করাইতে সমর্থ।

৮২। ভঙ্গী—চিত্র, কৌশল, উদাহরণ।

৮৩। গূঢ়—অন্তর্নিহিত, অপ্রকাশিত ; ঐশ্বর্য্য-স্বভাব—ঐশীশক্তি, ঐশ্বরিক বল।

৮৪। পণ্ডিত—বেদাধিকারসম্পন্ন ব্রাহ্মণ ; সন্ন্যাসী—ব্রাহ্মণের আশ্রম-চতুষ্টয়ের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আশ্রম ; লৌকিক-ধারণা-মতে, শৌক্রব্রাহ্মণগণেরই সাবিত্র্যাধিকার, সাবিত্র্যজন্মে বেদাধিকার এবং সাবিত্র্য-বিপ্রজন্ম লাভ করিয়া আশ্রমত্রয় অতিক্রম-

অনুভাষ্য

পূর্ব্বক সন্ন্যাসীর উন্নত পদবী। ব্রাহ্মণ—ত্রিবর্ণের গুরু এবং সন্ন্যাসী—আশ্রমত্রয়াবস্থিত ব্রাহ্মণের গুরু। তাঁহাদের পদ-মদোত্থ প্রাকৃত গর্ব্ব খর্ব্ব করিবার বাসনায় প্রাকৃত লৌকিকী-দৃষ্টিতে সর্ব্ব-নিম্নবর্ণ 'শূদ্র' বলিয়া পরিচিত এবং সর্ব্ব-নিম্নাশ্রমী 'গৃহস্থ' বলিয়া পরিচিত শ্রীরামানন্দ-রায়প্রভুদ্বারা প্রদ্যুম্নমিশ্র-নামক শৌক্র-ব্রাহ্মণকে উপদেশ প্রদান করাইলেন এবং গৃহীত-সন্ন্যাস স্বয়ং মহাপ্রভুও শ্রীরামানন্দের প্রচারিত ধর্ম্ম অঙ্গীকার করিলেন।

আশ্রমসম্বন্ধে শাস্ত্রের সারসিদ্ধান্ত লোকে প্রকট করিবার বাসনায় শ্রীগৌরহরি প্রাকৃত-পণ্ডিতাভিমানী ও ত্যাগাভিমানি-গণের ভ্রমপূর্ণ ধারণার প্রতিকূলে স্বীয় নৈসর্গিক ঐশ্বর্য্যপ্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। সাধারণ মূঢ়-লোক শাস্ত্র-তাৎপর্য্য অবগত নহেন ; তাঁহারা গৌরসুন্দরের আশ্রিত সেবকগণের বিশুদ্ধ সদাচার ও যোগ্যতা দর্শন করিয়া বর্ণাশ্রমসম্বন্ধে শাস্ত্রের সত্য তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিলেন। হরিপরায়ণ অপ্রাকৃত-বৈষ্ণব যে-কোন কুলে উদিত এবং যে-কোন আশ্রমে অবস্থিত হইয়াও যে চারিবর্ণাশ্রমী প্রাকৃতজনে নিত্যদয়াপ্রকাশকারী গুরুদেবরূপে সর্ব্বোচ্চ সত্য-ধর্ম্মাচার্য্য হইতে পারেন,—এ কথা শাস্ত্রে ভূরি ভূরি উল্লিখিত আছে। ভগবান্ গৌরহরি শাস্ত্রের গূঢ় ও যথার্থ উদ্দেশ্য লোকে নির্ব্বিবাদে প্রচারিত করিয়া স্বীয় ঐশ্বর্য্য-স্বভাব প্রকটিত করিলেন।

৮৮। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসিন্ধুর এক বিন্দুই জগৎকে প্রেম-প্লাবিত করিতে সমর্থ। শ্রীদাস-গোস্বামী, পরবর্ত্তি-যুগে শ্রীঠাকুর নরোত্তম, শ্রীল শ্যামানন্দপ্রভু প্রভৃতিও শ্রীমন্মহাপ্রভুর তাদৃশ উদারতার বিকাশ-স্বরূপ।

স্বরূপের অনুমোদন বা পরীক্ষা-উত্তরণান্তে প্রভুর অনুগ্রহ-লাভ ঃ—

স্বরূপ-ঠাঞি উত্তরে যদি, লয় তাঁর মন ।
তবে মহাপ্রভু-ঠাঞি করায় শ্রবণ ॥ ৯৬ ॥

ভক্তিসিদ্ধান্ত-বাণীর বিরোধই মহাবদান্য প্রভুর ক্রোধের একমাত্র কারণ ঃ—

'রসাভাস' হয় যদি 'সিদ্ধান্তবিরোধ' ।
সহিতে না পারে প্রভু, মনে হয় ক্রোধ ॥ ৯৭ ॥

অতএব প্রভু কিছু আগে নাহি শুনে ।
এই মর্য্যাদা প্রভু করিয়াছে নিয়মে ॥ ৯৮ ॥

স্বরূপসমীপে ভগবান্-আচার্য্যের প্রাকৃত কবির কাব্য-প্রশংসাপূর্ব্বক নিবেদন ঃ—

স্বরূপের ঠাঞি আচার্য্য কৈলা নিবেদন ।
"এক কবি প্রভুর নাটক করিয়াছে উত্তম ॥ ৯৯ ॥

আদৌ তুমি শুন, যদি তোমার মন মানে ।
পাছে মহাপ্রভুরে তবে করাইমু শ্রবণে ॥" ১০০ ॥

কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ-শ্রেষ্ঠ অন্তর্যামী স্বরূপকর্ত্তৃক ভগবান্-আচার্য্যকে ভর্ৎসনা ঃ—

স্বরূপ কহে,—"তুমি 'গোপ' পরম-উদার ।
যে-সে শাস্ত্র শুনিতে ইচ্ছা উপজে তোমার ॥ ১০১ ॥

গৌরকৃষ্ণের অপ্রীতির একমাত্র হেতু-নির্দ্দেশ ঃ—

'যদ্বা-তদ্বা' কবির বাক্যে হয় 'রসাভাস' ।
সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ শুনিতে না হয় উল্লাস ॥ ১০২ ॥

'রস', 'রসাভাস' যার নাহিক বিচার ।
ভক্তিসিদ্ধান্ত-সিন্ধু নাহি পায় পার ॥ ১০৩ ॥

'ব্যাকরণ' নাহি জানে, না জানে 'অলঙ্কার' ।
'নাটকালঙ্কার'-জ্ঞান নাহিক যাহার ॥ ১০৪ ॥

কৃষ্ণলীলা বর্ণিতে না জানে সেই ছার!
বিশেষে দুর্গম এই চৈতন্য-বিহার ॥ ১০৫ ॥

গৌরগতপ্রাণ কৃষ্ণভক্তেরই গৌরলীলা-বর্ণনে অধিকার ঃ—

কৃষ্ণলীলা, গৌরলীলা সে করে বর্ণন ।
গৌর-পাদপদ্ম যাঁর হয় প্রাণ-ধন ॥ ১০৬ ॥

কৃষ্ণসুখতাৎপর্য্যরহিত প্রাকৃত-কবির বহিরঙ্গত্ব, কৃষ্ণসুখতৎপর অপ্রাকৃত কবির অন্তরঙ্গত্ব ঃ—

গ্রাম্য-কবির কবিত্ব শুনিতে হয় 'দুঃখ' ।
বিদগ্ধ-আত্মীয়-বাক্য শুনিতে হয় 'সুখ' ॥ ১০৭ ॥

অপ্রাকৃত-কবিশিরোমণি শ্রীরূপের উদাহরণ ঃ—

রূপ যৈছে দুই নাটক করিয়াছে আরম্ভে ।
শুনিতে আনন্দ বাড়ে যার মুখবন্ধে ॥" ১০৮ ॥

তথাপি ভগবান্ আচার্য্যের নির্ব্বন্ধ ঃ—

ভগবান্-আচার্য্য কহে,—"শুন একবার ।
তুমি শুনিলে ভাল-মন্দ জানিবে বিচার ॥" ১০৯ ॥

বন্ধু আচার্য্যের নির্ব্বন্ধহেতু শ্রীস্বরূপের শ্রবণেচ্ছা ঃ—

দুই-তিন-দিন আচার্য্য আগ্রহ করিল ।
তাঁর আগ্রহে স্বরূপের শুনিতে ইচ্ছা হৈল ॥ ১১০ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১০২। 'যদ্বা তদ্বা কবি'—যে-সে কবি অর্থাৎ যাহারা রসতত্ত্ব এবং বৈষ্ণবসিদ্ধান্ততত্ত্ব ভালরূপে না জানিয়াই কবিতা রচনা করে।

১০৭। গ্রাম্য-কবি—যে-সকল কবি গ্রাম্য স্ত্রী-পুরুষের বিষয়ে কবিতা রচনা করে ; বিদগ্ধ-আত্মীয়-বাক্য—তত্ত্বজ্ঞান-চতুর শুদ্ধভক্ত-সম্প্রদায়ভুক্ত আত্মীয় (অর্থাৎ সজাতীয়াশয়স্নিগ্ধ) ব্যক্তির রচনা।

অনুভাষ্য

৯৭। রসাভাস—ভঃ রঃ সিঃ উঃ বিঃ ৯ম লঃ—"পূর্ব্বমেবানুশিষ্টেন বিকলা রসলক্ষণা। রসা এব রসাভাসা রসজ্ঞৈরনুকীর্ত্তিতাঃ।। স্যুস্ত্রিধোপরসাশ্চানুরসাশ্চাপরসাশ্চ তে। উত্তমা মধ্যমাঃ প্রোক্তাঃ কনিষ্ঠাশ্চেত্যমী ক্রমাৎ।। প্রাপ্তৈঃ স্থায়িবিভাবানুভাবাদ্যৈস্তু বিরূপতাম্। শান্তাদয়ো রসা এব দ্বাদশোপরসা মতাঃ।। ভক্তাদিভির্বিভাবাদ্যৈঃ কৃষ্ণসম্বন্ধবর্জ্জিতৈঃ। রসা হাস্যাদয়ঃ সপ্ত শান্তশ্চানুরসা মতাঃ।। কৃষ্ণ-তৎপ্রতিপক্ষশ্চেদ্বিষয়াশ্রয়তাং গতাঃ। হাসাদীনাং তদা তেঽত্র প্রাজ্ঞৈরপরসা মতাঃ।। ভাবাঃ সর্ব্বে তদাভাসা রসাভাসাশ্চ কেচন। অমী প্রোক্তা রসাভিজ্ঞৈঃ সর্ব্বৈঽপি রসনাদ্রসাঃ।।" আপাত রস বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও যাহা পূর্ব্বকথিত রসলক্ষণদ্বারা অঙ্গহীন হয়, রসিকগণ তাহাকে 'রসাভাস' বলেন। 'উপরস', 'অনুরস' ও 'অপরস'-ভেদে রসাভাস 'উত্তম', 'মধ্যম' ও 'কনিষ্ঠ' বলিয়া কথিত হয়। বিরূপতা-প্রাপ্ত স্থায়িভাব, বিভাব ও অনুভাবাদিদ্বারা উপলক্ষিত শান্তাদি দ্বাদশটী রস 'উপরস'-নামে কথিত ; কৃষ্ণসম্বন্ধবর্জ্জিত ভক্তাদি বিভাবসমূহদ্বারা উৎপন্ন হাস্যাদি সাতটী রস ও রুক্ষ শান্তরসই 'অনুরস' নামে কথিত। পরস্পর বিরুদ্ধভাবযুক্ত হইয়া কৃষ্ণ ও তাঁহার প্রতিপক্ষ অসুরগণ যদি হাস্যাদি-রসের বিষয়ত্ব ও আশ্রয়ত্ব প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে রসতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ উহাদিগকে 'অপরস' বলেন। ভাবসকলকে কেহ কেহ 'তদাভাস' বা 'রসাভাস' বলেন ; রসতত্ত্বাভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ স্বাদুত্ব বা আনন্দপ্রদত্ব-হেতুই এই সকলকে 'রস' বলিয়া থাকেন। শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদ বলেন,—"পরস্পর-বৈরয়োর্যদি যোগস্তদা রসাভাসঃ" অর্থাৎ বিরোধী রসদ্বয়ের যোগ হইলে 'রসাভাস' হয়।

স্বরূপ-সমীপে কবির নান্দী-শ্লোক পঠন ঃ—

সবা লঞা স্বরূপ গোসাঞি শুনিতে বসিলা ।
তবে সেই কবি নান্দী-শ্লোক পড়িলা ॥ ১১১ ॥

নান্দীশ্লোক ঃ—

বঙ্গদেশীয় বিপ্রকৃত শ্লোক—

বিকচকমলনেত্রে শ্রীজগন্নাথসংজ্ঞে
কনকরুচিরিহাত্মন্যাত্মতাং যঃ প্রপন্নঃ ।
প্রকৃতিজড়মশেষং চেতয়ন্নাবিরাসীৎ
স দিশতু তব ভব্যং কৃষ্ণচৈতন্যদেবঃ ॥ ১১২ ॥

স্বরূপ-ব্যতীত সকলের প্রশংসা ঃ—

শ্লোক শুনি' সর্ব্বলোক তাহারে বাখানে ।
স্বরূপ কহে,—"এই শ্লোক করহ ব্যাখ্যানে ॥" ১১৩ ॥

মূর্খ-কবির শুদ্ধভক্তি-সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ মায়াবাদ-দোষ ঃ—

কবি কহে,—"জগন্নাথ—সুন্দর-শরীর ।
চৈতন্য-গোসাঞি—শরীরী মহাধীর ॥ ১১৪ ॥
সহজ জড়জগতের চেতন করাইতে ।
নীলাচলে মহাপ্রভু হৈলা আবির্ভূতে ॥" ১১৫ ॥

সকলের হর্ষ হইলেও জগদ্‌গুরু বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীস্বরূপের ক্রোধ ও শাস্ত্রসিদ্ধান্ত-অসিদ্বারা কুমত-ছেদনরূপ দয়া ঃ—

শুনিয়া সবার হৈল আনন্দিত মন ।
দুঃখ পাঞা স্বরূপ কহে সক্রোধ বচন ॥ ১১৬ ॥

ক্রোধের কারণ-নির্দ্দেশ—(১) বিষ্ণুতে জীববুদ্ধি—নিরয়জনক ঃ—

"আরে মূর্খ, আপনার কৈলি সর্ব্বনাশ !
দুই ত' ঈশ্বরে তোর নাহিক বিশ্বাস !! ১১৭ ॥
পূর্ণানন্দ-চিৎস্বরূপ জগন্নাথ-রায় ।
তাঁরে কৈলি জড়-নশ্বর-প্রাকৃত-কায় !! ১১৮ ॥
পূর্ণ-ষড়ৈশ্বর্য্য চৈতন্য—স্বয়ং ভগবান্ ।
তাঁরে কৈলি ক্ষুদ্র জীব স্ফুলিঙ্গ-সমান !! ১১৯ ॥

অক্ষজজ্ঞানী তর্কপন্থী ভক্তিসিদ্ধান্তানভিজ্ঞের কৃষ্ণবর্ণন-চেষ্টা—দুঃসাহসিকতা ঃ—

দুই-ঠাঞি অপরাধে পাইবি দুর্গতি !
অতত্ত্বজ্ঞ 'তত্ত্ব' বর্ণে, তার এই গতি !! ১২০ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১১২। যিনি কনককান্তি আপনাতে ন্যস্ত বা বিস্তৃত করিয়া বিকশিত কমলনেত্র-স্বরূপ শ্রীজগন্নাথে আত্মতা প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং প্রকৃতি-জড়কে অশেষ চেতনা দানপূর্ব্বক আবির্ভূত হইয়াছেন, সেই কৃষ্ণচৈতন্যদেব তোমার মঙ্গলবিধান করুন।

অনুভাষ্য

সিদ্ধান্তবিরোধ—ভক্তিমার্গীয় সিদ্ধান্তের সহিত বিরোধ, তত্ত্ববিরোধ।

১১২। কনকরুচিঃ (কনকস্য স্বর্ণস্য ইব রুচিঃ কান্তিঃ যস্য সঃ) যঃ (গৌরঃ) ইহ (অস্মিন্ পুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে) বিকচকমল-নেত্রে (বিকচে প্রফুল্লে কমলে ইব নেত্রে যস্য তস্মিন্) শ্রীজগন্নাথ-সংজ্ঞে (শ্রীজগন্নাথঃ ইতি সংজ্ঞা নামধেয়ং যস্য তস্মিন্) আত্মনি (শরীরে) আত্মতাং (দেহিত্বং) প্রপন্নঃ (প্রাপ্তঃ সন্) প্রকৃতিজড়ং (প্রকৃত্যা জড়ং শ্রীজগন্নাথবিগ্রহম্ অর্চ্চ্যে দারুধীত্বাৎ) অশেষং চেতয়ন্ আবিরাসীৎ (প্রকটো বভূব), সঃ (শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবঃ) তব ভব্যং (কল্যাণং) দিশতু (বিদধাতু)। [সরস্বতী-পক্ষে তু,—যঃ শ্রীকৃষ্ণঃ শ্রীজগন্নাথ-সংজ্ঞে মায়াধীশে দারুব্রহ্মণি ষড়ৈশ্বর্য্য-পূর্ণে পরমাত্মনি কনকরুচিনা গৌররূপেণ আত্মতাং সর্ব্বথা তদভেদতাং জগন্নাথরূপতাং প্রপন্নঃ, সঃ ইত্যাদিকং স্পষ্টম্]।

১১৪। শরীরী—যাঁহার শরীর তিনি অর্থাৎ দেহী।

১১৮। জগন্নাথবিগ্রহকে দারুময়-প্রতিমা-জ্ঞানে বিনাশশীল এবং প্রাকৃত-দ্রব্যগঠিত জড়বস্তুমাত্র মনে করিলে "অর্চ্চ্যে বিষ্ণৌ শিলাধীঃ ** যস্য বা নারকী সঃ।।" এই পাদ্মবচন-বলে তাদৃশ মননকারীর অপরাধ হয় ; যেহেতু ভগবদ্ভক্ত সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের সহিত সম্পূর্ণ অভিন্ন তদর্চ্চা-বিগ্রহকে প্রেমানন্দচ্ছুরিত-ভক্তিচক্ষুদ্বারা সাক্ষাৎ পূর্ণ সচ্চিদানন্দবিগ্রহস্বরূপে দর্শন করেন।

১১৯। "যথাগ্নের্বিস্ফুলিঙ্গা ব্যুচ্চরন্তি"—এই শ্রুতিবাক্যে জীব যে বৃহৎ বিষ্ণুরূপ অগ্নির স্ফুলিঙ্গ-সদৃশ অর্থাৎ চিৎকণ, তাহা জানা যায়। মায়াবশ জীবের জড়ে বন্ধনযোগ্যতা থাকিলেও সচ্চিদানন্দবিগ্রহ সর্ব্বকারণকারণ পরমেশ্বর শ্রীচৈতন্যদেব নর-শরীর ধারণ করিয়াছেন বলিয়াই যে তাঁহার জড়াধীন ক্ষুদ্র-জীবত্ব,—এরূপ নহে ; তিনি মায়াধীশ, ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ স্বয়ং ভগবান্ যশোদানন্দন ; (ভাঃ ১।১১।৩৯)—"এতদীশনমীশস্য প্রকৃতি-স্থোহপি তদ্‌গুণৈঃ। ন যুজ্যতে সদাত্মস্থৈর্যথা বুদ্ধিস্তদাশ্রয়া।।"*

১২০। 'দুই-ঠাঞি'—শ্রীজগন্নাথদেব এবং শ্রীচৈতনদেব, উভয়কে প্রপঞ্চান্তর্গত জড় ও জীবরূপে বিচার করায়—একের প্রাকৃত দেহস্থ চিৎকণ অন্যের প্রাকৃতদেহে প্রবেশ করিয়াছে, মনে করায়,—দুই স্থানে অপরাধ। 'অতত্ত্বজ্ঞ'—যাহার তত্ত্ববোধ নাই অর্থাৎ অহংগ্রহোপাসক মায়াবাদী, ফলভোগী কর্ম্মী অথবা স্বেচ্ছাচারী সদসদ্‌বিবেকহীন ইন্দ্রিয়পরায়ণ ব্যক্তি ; 'তত্ত্ব-বর্ণে'—তত্ত্ব অর্থাৎ ভগবৎবিষয় বর্ণন করে।

** ঈশ্বরের ঈশিতা এই যে, প্রকৃতিস্থ অর্থাৎ প্রাকৃত-জগতে প্রবেশ করিয়াও তিনি প্রাকৃত-গুণের দ্বারা যুক্ত হন না। তিনি স্বয়ং সর্ব্বদা আত্মস্থ। তাঁহার আশ্রিত জীববুদ্ধিও তদ্রূপ।*

(২) ঈশ্বরের দেহদেহি-ভেদ-নির্দ্দেশরূপ অপরাধই প্রমাদ ঃ—

আর এক করিয়াছ পরম 'প্রমাদ'!
দেহ-দেহি-ভেদ ঈশ্বরে কৈলে 'অপরাধ'!! ১২১ ॥

অদ্বয়জ্ঞান বিষ্ণুর নাম, বিগ্রহ ও স্বরূপ—একই ঃ—

ঈশ্বরের নাহি কভু দেহ-দেহি-ভেদ ।
স্বরূপ, দেহ,—চিদানন্দ, নাহিক বিভেদ ॥ ১২২ ॥

লঘুভাগবতামৃত (১।৫।৩৪২)-ধৃত কৌর্ম্ম-বচন—

"দেহ-দেহি-বিভাগোহয়ং নেশ্বরে বিদ্যতে ক্বচিৎ ॥" ১২৩ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (৩।৯।৩-৪)—

নাতঃ পরং পরম যদ্ভবতঃ স্বরূপ-
মানন্দমাত্রমবিকল্পমবিদ্ধবর্চ্চঃ ।
পশ্যামি বিশ্বসৃজমেকমবিশ্বমাত্মন্
ভূতেন্দ্রিয়াত্মকমদস্ত উপাশ্রিতোঽস্মি ॥ ১২৪ ॥
তদ্বা ইদং ভুবনমঙ্গল মঙ্গলায়
ধ্যানে স্ম নো দর্শিতং ত উপাসকানাম্ ।
তস্মৈ নমো ভগবতেঽনুবিধেম তুভ্যং
যোঽনাদৃতো নরকভাগ্‌ভিরসৎপ্রসঙ্গৈঃ ॥ ১২৫ ॥

পরমেশ্বর বিষ্ণু ও বশ্য-জীবে 'ভেদ' ঃ—

কাঁহা 'পূর্ণানন্দৈশ্বর্য্য' কৃষ্ণ 'মহেশ্বর'!
কাঁহা 'ক্ষুদ্র' জীব 'দুঃখী', 'মায়ার কিঙ্কর'!! ১২৬ ॥

প্রমাণ ঃ—

ভগবৎসন্দর্ভে-ধৃত সর্ব্বজ্ঞসূক্তবাক্য, ভাঃ ১।৭।৬ শ্লোকের টীকায় শ্রীধরস্বামীর উদ্ধৃত শ্রীবিষ্ণুস্বামিবাক্য—

হ্লাদিন্যা সম্বিদাশ্লিষ্টঃ সচ্চিদানন্দ ঈশ্বরঃ ।
স্বাবিদ্যা-সংবৃতো জীবঃ সংক্লেশনিকরাকরঃ ॥" ১২৭ ॥

সকলের বিস্ময় ঃ—

শুনি' সভাসদের হৈল মহা-চমৎকার ।
'সত্য কহে গোসাঞি, করিয়াছে তিরস্কার ॥' ১২৮ ॥

অক্ষজজ্ঞানী, প্রাকৃত কবির লজ্জা, ভয় ও বিস্ময় ঃ—

শুনিয়া কবির হৈল লজ্জা, ভয়, বিস্ময় ।
হংস-মধ্যে বক যেন কিছু নাহি কয় ॥ ১২৯ ॥

মহাবদান্য শ্রীস্বরূপের অমন্দোদয়া দয়া ঃ—

তার দুঃখ দেখি' স্বরূপ পরম-সদয় ।
উপদেশ কৈলা তারে যৈছে 'হিত' হয় ॥ ১৩০ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১২৩। ঈশ্বরে (কখনও এই) দেহ-দেহি-ভেদ নাই।

অনুভাষ্য

১২১। বদ্ধজীবের ন্যায় জ্ঞান করিয়া ঈশ্বরের দেহকে এবং দেহীকে পরস্পর ভিন্ন বস্তু বলিয়া স্বীকার করিলে 'অপরাধ' হয়। প্রাকৃত-জগতে গুণমায়া-গঠিত বদ্ধজীবের দেহসত্তা এবং জীবমায়া বা তটস্থ-শক্তিগঠিত জীবানুভূতি হয়। ঈশ্বর ও বদ্ধ-জীবে ভেদ এই যে, ঈশ্বর—কর্ম্মফলদাতা এবং কর্ম্মফলাধীশ অর্থাৎ সর্ব্বকারণকারণ মায়াধীশ প্রভু ও বিভুতত্ত্ব ; জীব—বদ্ধাবস্থায় কর্ম্মফলভোক্তা ও কর্ম্মফলাধীন এবং মুক্তাবস্থাতেও নিজ-স্বরূপে ঈশ্বরসেবা-নিরত অর্থাৎ ঈশ্বর কোনকালেই মায়া-বশবর্ত্তী নহেন, আর জীব—মায়াধীনতা-যোগ্য ; ঈশ্বর—অপরি-মেয় বা অখণ্ডচেতন, জীব—পরিমেয় বা খণ্ডচেতন। বদ্ধ-জীবের নশ্বর অনিত্য দেহ—মায়িক বা জড় ; মুক্ত বা শুদ্ধজীবের অপ্রাকৃত-দেহও নিত্য, আর মায়াতীত ঈশ্বরও নিত্য সবিশেষ-বিগ্রহ। প্রপঞ্চে তাঁহার নিত্যবিগ্রহ অচিন্ত্য নিজ-শক্তিবলে উদিত হইলেও তাহা কখনই প্রাপঞ্চিক-ধর্ম্মবিশিষ্ট মায়িক বা প্রাকৃত নহে ; (ভাঃ ১।১১।৩৯)—"এতদীশনমীশস্য প্রকৃতিস্থোঽপি তদ্-গুণৈঃ। ন যুজ্যতে সদাত্মস্থৈর্যথাবুদ্ধিস্তদাশ্রয়া।।" নিত্যবিগ্রহকে 'নির্ব্বিশেষ' করিবার ছলে দেহদেহিভেদচেষ্টা—মহা অপরাধের কার্য্য।

অনুভাষ্য

১২২। অদ্বয়জ্ঞানই ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণ ; 'বদন্তি তত্তত্ত্ববিদঃ' শ্লোকে তত্ত্বস্বরূপনির্ণয়ে একমাত্র অদ্বিতীয় পরমেশ্বরে দ্বৈতবস্তু-বুদ্ধি নিরস্ত হইয়াছে। তিনি—অদ্বয়জ্ঞান, সুতরাং তাঁহার নাম, রূপ, গুণ ও লীলা জড়-জগতের বস্তুর ন্যায় ভিন্ন ভিন্ন নহে, ঐকান্তিক 'অভিন্ন' বলিয়া জানিতে হইবে। ঈশ্বরের দেহদেহি-ভেদ-জ্ঞানই তাঁহাকে 'বদ্ধজীব' বলিয়া ভ্রমের হেতু ; কেননা, বদ্ধজীবে অদ্বয়-জ্ঞান-প্রতীতির অভাব।

১২৩। ঈশ্বরে (পরমাত্মনি সবিশেষতত্ত্ববস্তুনি ভগবতি) অয়ং দেহদেহিবিভাগঃ (নাম একং নামী চ অন্যঃ, রূপং একং রূপী চ ভিন্নঃ, গুণঃ একঃ গুণী চ ভিন্নঃ, লীলা একা লীলাময়ো ভিন্নঃ, —এবম্ভূতো মায়াকৃতঃ খণ্ডঃ) [অদ্বয়জ্ঞানে শুদ্ধসত্ত্বময়ে বিষ্ণৌ] ক্বচিৎ (গোলোকে পরব্যোম্নি দেবীধাম্নি বা চতুর্দ্দশভুবনান্তর্মধ্যে চ) ন বিদ্যতে।

১২৪। মধ্য, ২৫শ পঃ ৩৬ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১২৫। মধ্য, ২৫শ পঃ ৩৭ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১২৬। কোথায় মহা-পরমেশ্বর কৃষ্ণের পূর্ণানন্দময় ঐশ্বর্য্য-বিগ্রহ, আর কোথায় ক্ষুদ্র বদ্ধজীবের মহা-ক্লেশপূর্ণ মায়াপদবীর দাস্য! এতদুভয়ের সমতা দূরে যাউক, তুলনাও অসম্ভব।

১২৭। মধ্য ১৮শ পঃ ১১৪ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

তদুপলক্ষে সর্ব্বজীবের প্রতি বৈষ্ণবাচার্য্য অভিন্ন-গৌর শ্রীস্বরূপের চরম হিতোপদেশ ঃ—

"যাহ, ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে ।
একান্ত আশ্রয় কর চৈতন্য-চরণে ॥ ১৩১ ॥

চৈতন্যভক্ত বা শুদ্ধচিদ্বৃত্তির অনুশীলনকারীর সঙ্গফলেই শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তজ্ঞান-লাভ ঃ—

চৈতন্যের ভক্তগণের নিত্য কর 'সঙ্গ' ।
তবে জানিবা সিদ্ধান্তসমুদ্র-তরঙ্গ ॥ ১৩২ ॥

ভক্তিসিদ্ধান্তজ্ঞানই বিদ্যা ও পাণ্ডিত্যের ফল ঃ—

তবে পাণ্ডিত্য তোমার হইবে সফল ।
কৃষ্ণের স্বরূপ-লীলা বর্ণিবা নির্ম্মল ॥ ১৩৩ ॥
এই শ্লোক করিয়াছ পাঞা সন্তোষ ।
তোমার হৃদয়ের অর্থে দুঁহায় লাগে 'দোষ' ॥ ১৩৪ ॥

মূর্খ বা বিদ্বেষীর কৃষ্ণনিন্দোক্তিদ্বারাও কৃষ্ণসেবিকা ভক্তিসিদ্ধান্ত-বাণী-রূপিণী শুদ্ধ-সরস্বতীর গৌর-কৃষ্ণ-সেবা ঃ—

তুমি যৈছে-তৈছে কহ, না জানিয়া রীতি ।
সরস্বতী সেই-শব্দে করিয়াছে স্তুতি ॥ ১৩৫ ॥
যৈছে দৈত্যাদি করে কৃষ্ণের ভর্ৎসন ।
সেই-শব্দে সরস্বতী করেন স্তবন ॥ ১৩৬ ॥

অক্ষজজ্ঞানী ইন্দ্রের নিন্দোক্তি-দৃষ্টান্ত ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।২৫।৫)—

বাচালং বালিশং স্তব্ধমজ্ঞং পণ্ডিতমানিনম্ ।
কৃষ্ণং মর্ত্ত্যমুপাশ্রিত্য গোপা মে চক্রুরপ্রিয়ম্ ॥ ১৩৭ ॥

প্রাকৃত অহঙ্কারদৃপ্ত ইন্দ্র ঃ—

ঐশ্বর্য্য-মদে মত্ত ইন্দ্র,—যেন মাতোয়াল ।
বুদ্ধিনাশ হৈল, কেবল নাহিক সান্ভাল ॥ ১৩৮ ॥

ইন্দ্রের মুখে নিন্দোক্তিদ্বারাই শুদ্ধা-সরস্বতীর কৃষ্ণস্তুতি ঃ—

ইন্দ্র বলে,—"মুঞি কৃষ্ণের করিয়াছি নিন্দন ।"
তারই মুখে সরস্বতী করেন স্তবন ॥ ১৩৯ ॥

শুদ্ধাসরস্বতীকর্ত্তৃক শব্দসমূহের ব্যাখ্যা—(১) 'বাচাল', (২) 'বালিশ' ঃ—

'বাচাল' কহিয়ে—'বেদপ্রবর্ত্তক' ধন্য ।
'বালিশ'—তথাপি 'শিশুপ্রায়' গর্ব্বশূন্য ॥ ১৪০ ॥

(৩) 'স্তব্ধ', (৪) 'অজ্ঞ' ঃ—

বন্দ্যাভাবে 'অনম্র'—'স্তব্ধ'-শব্দে কয় ।
যাহা হৈতে অন্য 'বিজ্ঞ' নাহি—সে 'অজ্ঞ' হয় ॥ ১৪১ ॥

(৫) 'পণ্ডিতাভিমানী' ও (৬) 'মর্ত্ত্য' ঃ—

পণ্ডিতের মান্য পাত্র—হয় 'পণ্ডিতমানী' ।
তথাপি ভক্তবাৎসল্যে 'মনুষ্য'-অভিমানী ॥ ১৪২ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৩৭। ইন্দ্র কহিলেন,—এই বাচাল, মূঢ়, স্তব্ধ, অজ্ঞ, পণ্ডিতাভিমানী মরণশীল কৃষ্ণকে আশ্রয়পূর্ব্বক গোপসকল আমার অপ্রিয় সাধন করিয়াছে।

১৪১। বন্দ্যাভাবে 'অনম্র' স্তব্ধ-শব্দে কয়—যাঁহার বন্দ্য আর কেহ নাই, সুতরাং তিনি অনম্র,—ইহা স্তব্ধ-শব্দে প্রকাশ।

অনুভাষ্য

১৩১। নির্ব্বিশেষ কেবলাদ্বৈত-মতনিষ্ঠ মায়াবাদীর নিকট বা ভক্তিহীন শব্দচতুর বৈয়াকরণের নিকট বা অর্থগৃধ্নু বিষয়সেবীর নিকট ভাগবত পড়িতে বা শুনিতে গেলে তৎফলে কৃষ্ণপ্রেমা লাভ হইবে না, পরন্তু কৃষ্ণরসের পরিবর্ত্তে জড়রসভোগ বৃদ্ধি পাইবে মাত্র। ত্যক্তবিষয় পরমহংস-বৈষ্ণবের নিকটই ভাগবত পড়িতে হইবে। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের একান্ত চরণাশ্রিত হইয়া তাঁহার প্রদর্শিত ভাগবতার্থই বৈষ্ণবের একমাত্র সম্পত্তি।

১৩২। শ্রীচৈতন্যভক্তগণ—নিত্য-হরিপার্ষদ ও অপ্রাকৃত-তত্ত্বের একমাত্র জ্ঞাতা। তাঁহাদের সর্ব্বতোভাবে অনবচ্ছিন্ন সঙ্গ করিলে জীবের প্রাকৃত-ভোগোত্থ অজ্ঞানসমূহ নিরস্ত হইয়া যথার্থ শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত উপলব্ধ হইবে।

১৩৪। দুঁহায়—শ্রীজগন্নাথদেবে এবং শ্রীগৌরহরিতে।

১৩৫। অজ্ঞতাবশতঃ তোমার মায়াবাদ ও ভক্তিমার্গের পার্থক্যোপলব্ধি নাই ; তজ্জন্য তুমি যে-প্রণালীতে নিজ-ভাব ব্যক্ত করিয়াছ, তাহা সুষ্ঠু হয় নাই, যেমন-তেমন হইয়াছে; কিন্তু সরস্বতী রচনাধিষ্ঠাত্রী হইয়া তোমার ঐ যেরূপ-সেরূপ বাক্যদ্বারাই স্বীয় আরাধ্য গৌরকৃষ্ণের স্তব করিয়াছেন।

১৩৭। গোপাঃ বাচালং (বহুভাষিণং) বালিশং (শিশুং মূর্খং বা) স্তব্ধম্ (অবিনীতম্) অজ্ঞং (পরিণামদর্শনহীনং) পণ্ডিত-মানিনং (পণ্ডিতম্মন্যং) মর্ত্ত্যং (মরণশীলং মানবং) কৃষ্ণম্ উপাশ্রিত্য (অবলম্ব্য) মে (মম) অপ্রিয়ম্ (অভিলষিত-বিরুদ্ধম্ অপমানং) চক্রুঃ। [নিন্দায়াং যোজিতাপীন্দ্রস্য বাচা শুদ্ধা সরস্বতী কৃষ্ণং স্তৌতি]—বাচালং (বাচা হেতুনা অলং সমর্থং শাস্ত্রযোনিং বেদ-প্রবর্ত্তকং) বালিশং (শিশুবৎ নিরভিমানং গর্ব্বহীনং) স্তব্ধম্ (অন্যস্য বন্দ্যস্য অভাবাৎ অনম্রম্) অজ্ঞং (নাস্তি জ্ঞঃ বুদ্ধিমান্ যস্মাৎ সর্ব্বজ্ঞং) পণ্ডিতমানিনং (পণ্ডিতানাং ব্রহ্মবিদাং বন্ধ-মোক্ষবিদাং বা বহুসেব্যং বহুমাননীয়মিত্যর্থঃ) মর্ত্ত্যং (ভক্তবাৎ-সল্যান্মনুষ্যতয়া প্রতীয়মানং) কৃষ্ণং (সচ্চিদানন্দরূপং পরং ব্রহ্ম ইত্যাদিকং স্ফুটম্)।

১৩৮। সান্ভাল—(হিন্দী-শব্দ), কাণ্ডজ্ঞান বা সাবধানতা ; চলিত ভাষায় 'সামাল'।

বিদ্বেষী জরাসন্ধের নিন্দোক্তির দৃষ্টান্ত ঃ—

জরাসন্ধ কহে,—"কৃষ্ণ—পুরুষ-অধম।
তোমার সঙ্গে না যুঝিমু, 'যাহি বন্ধুহন্' ॥ ১৪৩ ॥

শুদ্ধসরস্বতীকর্ত্তৃক ঐ নিন্দোক্তিদ্বারা কৃষ্ণস্তুতি (১) 'পুরুষাধম' ঃ—

যাহা হৈতে অন্য পুরুষসকল—'অধম'।
সেই হয় 'পুরুষোত্তম'—সরস্বতীর মন ॥ ১৪৪ ॥

(২) বন্ধুহন্ ঃ—

'বান্ধে সবারে'—তাতে অবিদ্যা 'বন্ধু' হয়।
'অবিদ্যা-নাশক'—'বন্ধুহন্'-শব্দে কয় ॥ ১৪৫ ॥

বিদ্বেষী শিশুপালের নিন্দোক্তির দৃষ্টান্ত ঃ—

ঐইমত শিশুপাল করিল নিন্দন।
সেইবাক্যে সরস্বতী করেন স্তবন ॥ ১৪৬ ॥

স্বরূপকর্ত্তৃক প্রাকৃত কবির ব্যবহৃত শব্দসমূহদ্বারা কৃষ্ণস্তুতি-ব্যাখ্যা, জগন্নাথরূপ দারুব্রহ্ম ও গৌরহরিরূপ জঙ্গম-ব্রহ্মের অভেদ-সংস্থাপন ঃ—

তৈছে এই শ্লোকে তোমার অর্থে 'নিন্দা' আইসে।
সরস্বতীর অর্থ শুন, যাতে 'স্তুতি' ভাসে ॥ ১৪৭ ॥
জগন্নাথ হন কৃষ্ণের 'আত্মস্বরূপ'।
কিন্তু ইঁহা দারুব্রহ্ম—স্থাবর-স্বরূপ ॥ ১৪৮ ॥

একই বিগ্রহ জগদুদ্ধারার্থ ইচ্ছাশক্তিপ্রভাবে দুইরূপে প্রকটিত ঃ—

তাঁহা-সহ আত্মতা একরূপ হঞা।
কৃষ্ণ একতত্ত্বরূপ—দুইরূপ হঞা ॥ ১৪৯ ॥
সংসারতারণ-হেতু যেই ইচ্ছা শক্তি।
তাহার মিলন কহি একেতে ঐছে প্রাপ্তি ॥ ১৫০ ॥
সকল সংসারী-লোকের করিতে উদ্ধার।
গৌর-জঙ্গম-রূপে কৈলা অবতার ॥ ১৫১ ॥

জগন্নাথের দর্শনে ও গৌরের প্রচারে জীবোদ্ধার ঃ—

জগন্নাথের দর্শনে খণ্ডায় সংসার।
সব দেশের সব-লোক নারে আসিবার ॥ ১৫২ ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যপ্রভু দেশে দেশে যাঞা।
সব-লোকে নিস্তারিলা জঙ্গম-ব্রহ্ম হঞা ॥ ১৫৩ ॥
সরস্বতীর অর্থ এই কহিলুঁ বিবরণ।
এহো ভাগ্য তোমার, ঐছে করিলা বর্ণন ॥ ১৫৪ ॥

কৃষ্ণনিন্দায় 'স্তোভ'রূপ নামাভাসোচ্চারণেই মুক্তি ঃ—

কৃষ্ণে গালি দিতে করে নাম উচ্চারণ।
সেই নাম হয় তার 'মুক্তির' কারণ ॥" ১৫৫ ॥

কবির বৈষ্ণব-চরণে আত্মসমর্পণ ঃ—

তবে সেই কবি সবার চরণে পড়িয়া।
সবার শরণ লৈল দন্তে তৃণ লঞা ॥ ১৫৬ ॥

পূর্ব্বে ভক্তগণের কৃপা-হেতু মহাপ্রভুর কৃপালাভ ঃ—

তবে সব ভক্ত তারে অঙ্গীকার কৈলা।
তার গুণ কহি' মহাপ্রভুরে মিলাইলা ॥ ১৫৭ ॥

কবির সন্ন্যাসধর্ম্মগ্রহণ ও পুরীতে বাস ঃ—

সেই কবি সর্ব্ব ত্যজি' রহিলা নীলাচলে।
গৌরভক্তগণের কৃপা কে কহিতে পারে ?? ১৫৮ ॥

মিশ্রের কৃষ্ণকথা শ্রবণ-লীলা ও রামানন্দ-মাহাত্ম্য বর্ণিত ঃ—

এই ত' কহিলুঁ প্রদ্যুম্নমিশ্র-বিবরণ।
প্রভুর আজ্ঞায় কৈল কৃষ্ণকথার শ্রবণ ॥ ১৫৯ ॥
তার মধ্যে কহিলুঁ রামানন্দের মহিমা।
আপনে শ্রীমুখে প্রভু বর্ণে যাঁর সীমা ॥ ১৬০ ॥

বৈষ্ণবে শ্রদ্ধাহেতু অনভিজ্ঞ কবিরও প্রভুকৃপা-লাভ ঃ—

প্রস্তাবে কহিলুঁ কবির নাটক-বিবরণ।
অজ্ঞ হঞা শ্রদ্ধায় পাইল প্রভুর চরণ ॥ ১৬১ ॥

শ্রদ্ধায় চৈতন্যলীলা-শ্রবণ-কীর্ত্তনে সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজন-লাভ ঃ—

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-লীলা—অমৃতের সার।
একলীলা-প্রবাহে বহে শত-শত ধার ॥ ১৬২ ॥
শ্রদ্ধা করি' এই লীলা যেই পড়ে, শুনে।
গৌরলীলা, ভক্তি-ভক্ত-রস-তত্ত্ব জানে ॥ ১৬৩ ॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ১৬৪ ॥

ইতি শ্রীচৈতনচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে প্রদ্যুম্ন-মিশ্রোপাখ্যানং নাম পঞ্চমঃ পরিচ্ছেদঃ।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৪৩। না যুঝিমু, 'যাহি বন্ধুহন্'—হে বন্ধুনাশক, তুমি যাও; তোমার সহিত যুদ্ধ করিব না।

ইতি অমৃতপ্রবাহ-ভাষ্যে পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

অনুভাষ্য

১৪৩। জরাসন্ধ কৃষ্ণকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন,—"হে পুরুষাধম, হে বন্ধুহন্, যাও, আমি তোমার সহিত যুদ্ধ করিব না।" এই জরাসন্ধ-বাক্যদ্বারা শুদ্ধা সরস্বতী কৃষ্ণের স্তব করিতেছেন—পুরুষাধম-শব্দে (বহুব্রীহি-সমাস)—যাঁহা হইতে পুরুষগণ অধম অর্থাৎ 'পুরুষোত্তম'। সংসারে যে উন্নতি আশা করে, সেই বন্ধু ; মায়া বা অবিদ্যাই 'বন্ধু', মায়া বা অবিদ্যা-হননকারী ব্যক্তিই 'বন্ধুহা' ; সম্বোধনে—'বন্ধুহন্'।

১৪৬। শিশুপাল যে-বাক্যে কৃষ্ণকে নিন্দা করিয়াছিল, তাহাতেও এইপ্রকারে শুদ্ধা সরস্বতী কৃষ্ণের স্তুতি করেন।

ইতি অনুভাষ্যে পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

কথাসার—মহাপ্রভুর কৃষ্ণপ্রেমের উৎকট ভাবোদয়-সময়ে স্বরূপ ও রামানন্দ অনেক সান্ত্বনা করিতেন। এই সময় রঘুনাথদাস আসিয়া পৌঁছিলেন। রঘুনাথদাস বহুদিন হইতে প্রভুর পদ আশ্রয় করিবার যত্ন পাইতেছিলেন। মহাপ্রভু বৃন্দাবন যাইবার ছলে যে-সময়ে শান্তিপুরে গেলেন, তখন তাঁহার চরণ আশ্রয় করিবার প্রার্থনা করিলে মহাপ্রভু তাঁহাকে যুক্তবৈরাগ্য আশ্রয় করিবার উপদেশ করিলেন। ইত্যবসরে কোন ম্লেচ্ছ-চৌধুরী হিরণ্যদাসের প্রতি হিংসা করিয়া গৌড় হইতে উজির আনয়ন করায়, হিরণ্যদাস পলায়ন করিলেন। রঘুনাথদাসের বুদ্ধিবলে তাঁহাদের সেই উৎপাত মিটিয়া গেল। রঘুনাথদাস পানিহাটি গিয়া নিত্যানন্দপ্রভুর আজ্ঞায় চিড়া-মহোৎসব করিলেন। সেই মহোৎসবের পরদিন নিত্যানন্দপ্রভু কৃপা করিয়া রঘুনাথকে চৈতন্যচরণ পাইবার আশীর্ব্বাদ করিলেন। তদনন্তর রাত্রিতে বাসুদেবদত্তের অনুগৃহীত এবং স্বীয় গুরু ও পুরোহিত শ্রীযদুনন্দনাচার্য্য তাঁহার গৃহে আসিলে তাঁহার সহিত কিছুদূর গিয়া রঘুনাথ একাকী পলাইয়া গেলেন। গুপ্তপথ দিয়া বার দিবসে পুরুষোত্তমে পৌঁছিয়া মহাপ্রভুর চরণে পতিত হইলেন। মহাপ্রভু তাঁহাকে 'স্বরূপের রঘু' এই নাম দিয়া স্বরূপগোস্বামীর হস্তে সমর্পণ করিলেন। রঘুনাথ পাঁচদিবস প্রসাদ পাইয়া বহুদিন সিংহদ্বারে অযাচকবৃত্তি অবলম্বন করিলেন, পরে ছত্রে মহাপ্রসাদ মাগিয়া খাইতে লাগিলেন। রঘুনাথের পিতা সংবাদ পাইয়া মনুষ্য ও অর্থ পাঠাইলে রঘুনাথ তাহাদের নিকট হইতে কোন স্থূল অর্থ গ্রহণ করিলেন না। মহাপ্রভু রঘুনাথের ছত্রে ভিক্ষার কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে স্বীয় গুঞ্জামালা ও গোবর্দ্ধনশিলা দান করিলেন। পরে দাসগোস্বামী পথে পরিত্যক্ত সড়া-প্রসাদ ধুইয়া খাইতে আরম্ভ করিলেন, তাহাতে স্বরূপ ও মহাপ্রভু সন্তুষ্ট হইয়া একদিন সেই প্রসাদ বলপূর্ব্বক আস্বাদন করিয়া রঘুনাথকে কৃপা করিলেন। (অঃ প্রঃ ভাঃ)

রঘুনাথকে স্বরূপে অর্পণানন্তর আত্মসাৎকারী গৌরের প্রণাম ঃ—

কৃপাগুণৈর্যঃ কুগৃহান্ধকূপাদুদ্ধৃত্য ভঙ্গ্যা রঘুনাথদাসম্ ।
ন্যস্য স্বরূপে বিদধেঽন্তরঙ্গং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমমুং প্রপদ্যে ॥১

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ২ ॥

নীলাচলে গৌরলীলা ঃ—

এইমত গৌরচন্দ্র ভক্তগণ-সঙ্গে ।
নীলাচলে নানা লীলা করে নানা রঙ্গে ॥ ৩ ॥

স্বভক্তের ক্লেশাশঙ্কায় স্বীয় কৃষ্ণবিরহদুঃখ-সংগোপন ঃ—

যদ্যপি অন্তরে কৃষ্ণবিয়োগ বাধয়ে ।
বাহিরে না প্রকাশয় ভক্ত-দুঃখ-ভয়ে ॥ ৪ ॥

সুতীব্র কৃষ্ণবিচ্ছেদ-দুঃখে প্রভুর অবর্ণনীয় ব্যাকুলতা ঃ—

উৎকট বিরহ-দুঃখ যবে বাহিরায় ।
তবে যে বৈকল্য প্রভুর বর্ণন না যায় ॥ ৫ ॥

বিপ্রলম্ভ-দশায় রায়ের কৃষ্ণকথা-সংলাপ ও স্বরূপের গানই প্রভুর জীবাতু ঃ—

রামানন্দের কৃষ্ণকথা, স্বরূপের গান ।
বিরহ-বেদনায় প্রভুর রাখয়ে পরাণ ॥ ৬ ॥

বহুলোকসঙ্গে নানাবিধ কৃষ্ণপ্রসঙ্গে বিরহ-গুরুত্বের লাঘব, রাত্রিতে নির্জ্জনে কৃষ্ণবিরহ-দুঃখ-বৃদ্ধি ঃ—

দিনে প্রভু নানা-সঙ্গে হয় অন্য মন ।
রাত্রিকালে বাড়ে প্রভুর বিরহ-বেদন ॥ ৭ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১। যিনি কৃপাগুণে গৃহান্ধকূপ হইতে ভঙ্গীপূর্ব্বক রঘুনাথ-দাসকে উদ্ধার করিয়া স্বরূপের নিকট অর্পণ করত তাঁহাকে অন্তরঙ্গ-ভক্ত করিয়াছিলেন, সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-চরণে আমি প্রপন্ন হই।

অনুভাষ্য

১। যঃ (চৈতন্যদেবঃ) কৃপাগুণৈঃ (অনুকম্পা-বিতরণৈঃ) কুগৃহান্ধকূপাৎ (কু কুৎসিতং পুংস্ত্রীপুত্রাদিকথাবহুলং গৃহমেব অন্ধ-কূপঃ নির্গমনপথরহিতঃ, তস্মাৎ) রঘুনাথদাসং (দাসগোস্বামিনং) ভঙ্গ্যা (কৌশলেন) উদ্ধৃত্য (উত্থাপ্য) স্বরূপে (দামোদর-স্বরূপ-গোস্বামিনি) ন্যস্য (সমর্প্য) অন্তরঙ্গং (নিজজনং) বিদধে (চকার), অমুং তং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যম্ অহং প্রপদ্যে (শরণং ব্রজামি)।

শ্রীরঘুনাথদাসগোস্বামি-কৃত বিলাপকুসুমাঞ্জলিস্তবে—"যো মাং দুস্তরনির্জ্জলমহাকূপাদপারক্লমাৎ সদ্যঃ সান্দ্রদয়াম্বুধিঃ প্রকৃতিতঃ স্বৈরীকৃপারজ্জুভিঃ। উদ্ধৃত্যাত্মসরোজনিন্দিচরণপ্রান্তং প্রপাদ্য স্বয়ং শ্রীদামোদরসাচ্চকার তমহং চৈতন্যচন্দ্রং ভজে।।"*

** স্বভাবতঃ ঘন দয়ার সাগর যিনি আমাকে অত্যন্ত ক্লেশপূর্ণ, দুরতিক্রম্য গৃহরূপ জলশূন্য মহাকূপ হইতে স্বতন্ত্র কৃপারূপ রজ্জুদ্বারা উদ্ধার করিয়া পদ্মশোভাকেও ধিক্কারকারী নিজ-চরণপ্রান্ত লাভ করাইয়া অনন্তর শ্রীস্বরূপ-দামোদর প্রভুর হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন, সেই শ্রীচৈতন্যচন্দ্রকে আমি ভজনা করি।*

স্বরূপ ও রামরায়ের তত্ত্বাবোপযোগী বচন ও গানদ্বারা প্রভুকে আশ্বাসন :—

তাঁর সুখহেতু সঙ্গে রহে দুইজনা ।
কৃষ্ণরস-শ্লোক-গীতে করেন সান্ত্বনা ॥ ৮ ॥

কৃষ্ণের যেমন সুবল-সখা, প্রভুরও তেমন রাম-রায় :—

সুবল যৈছে পূর্ব্বে কৃষ্ণসুখের সহায় ।
গৌরসুখদান-হেতু তৈছে রাম-রায় ॥ ৯ ॥

শ্রীরাধার যেমন ললিতা সখী, প্রভুরও তেমন স্বরূপ-দামোদর :—

পূর্ব্বে যৈছে রাধার ললিতা সহায়-প্রধান ।
তৈছে স্বরূপ-গোসাঞি রাখে প্রভুর প্রাণ ॥ ১০ ॥

উভয়েই প্রভুর পরমপ্রেষ্ঠ অন্তরঙ্গ :—

দুই জনার সৌভাগ্য কহন না যায় ।
প্রভুর 'অন্তরঙ্গ' বলি' যাঁরে লোকে গায় ॥ ১১ ॥

প্রভুসহ রঘুনাথ-মিলন-বৃত্তান্ত-বর্ণন :—

এইমত বিহরে গৌর লঞা ভক্তগণ ।
রঘুনাথ-মিলন এবে শুন, ভক্তগণ ॥ ১২ ॥

পূর্ব্বে কানাইর নাটশালা হইতে পুরী-প্রত্যাবর্ত্তন-পথে শান্তিপুরে প্রভুর রঘুনাথকে শিক্ষা :—

পূর্ব্বে শান্তিপুরে রঘুনাথ যবে আইলা ।
মহাপ্রভু কৃপা করি' তাঁরে শিখাইলা ॥ ১৩ ॥

প্রভু-শিক্ষামতে রঘুর গৃহে যুক্তবৈরাগ্যাচরণ, বাহ্যে বিষয়িসদৃশ ও অন্তরে নির্ব্বিষয় নিষ্কিঞ্চন ও কৃষ্ণার্থে অখিলচেষ্টাযুক্ত :—

প্রভুর শিক্ষাতে তেঁহো নিজ-ঘরে যায় ।
মর্কট-বৈরাগ্য ছাড়ি' হৈলা 'বিষয়ি-প্রায়' ॥ ১৪ ॥
ভিতরে বৈরাগ্য, বাহিরে করে সর্ব্ব কর্ম্ম ।
দেখিয়া ত' মাতা-পিতার আনন্দিত মন ॥ ১৫ ॥

মথুরা হইতে আগত প্রভুর সঙ্গগ্রহণে উদ্‌যোগ :—

'মথুরা হৈতে প্রভু আইলা',—বার্ত্তা যবে পাইলা ।
প্রভু-পাশ চলিবারে উদ্‌যোগ করিলা ॥ ১৬ ॥

সপ্তগ্রামের মোছলেম চৌধুরী নবাবের উজিরের সাহায্যে সপ্তগ্রামাধিকার :—

হেনকালে মুলুকের এক ম্লেচ্ছ অধিকারী ।
সপ্তগ্রাম-মুলুকের সে হয় 'চৌধুরী' ॥ ১৭ ॥
হিরণ্যদাস মুলুক নিল 'মক্‌ররি' করিয়া ।
তার অধিকার গেল, মরে সে দেখিয়া ॥ ১৮ ॥
বার লক্ষ দেয় রাজায়, সাধে বিশ লক্ষ ।
সে 'তুরুক্‌' কিছু না পাঞা হৈল প্রতিপক্ষ ॥ ১৯ ॥

হিরণ্য-গোবর্দ্ধনের পলায়ন ও রঘুনাথের বন্ধন :—

রাজ-ঘরে কৈফিয়ৎ দিয়া উজীরে আনিল ।
হিরণ্যদাস পলাইল, রঘুনাথেরে বান্ধিল ॥ ২০ ॥

রঘুনাথের প্রতি মোছলেম চৌধুরীর ভয়-প্রদর্শন :—

প্রতিদিন রঘুনাথে করয়ে ভর্ৎসনা ।
"বাপ-জ্যেঠারে আন', নহে পাইবা যাতনা ॥" ২১ ॥

রঘুনাথের মুখদর্শনে স্নেহার্দ্রচিত্তে প্রত্যাবর্ত্তন :—

মারিতে আসিয়া যদি দেখে রঘুনাথে ।
মন ফিরি' যায়, তবে না পারে মারিতে ॥ ২২ ॥

বাহ্যে রোষ, অন্তরে শঙ্কা :—

বিশেষে কায়স্থ-বুদ্ধ্যে অন্তরে করে ডর ।
মুখে তর্জ্জে গর্জ্জে, মারিতে সভয় অন্তর ॥ ২৩ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৪। মর্কট-বৈরাগ্য—গৃহস্থের পক্ষে বৈরাগীর বেশাদি-ধারণ করিয়া থাকাকেও 'মর্কট-বৈরাগী' বলে।

১৮। মক্‌ররি—ইজারা, (স্থায়িরূপে) বন্দোবস্ত ।

২০। কৈফিয়ৎ—বিবরণ-পত্র।

২৩। শ্রীরঘুনাথ যে মান্য ও ধনীর পুত্র এবং পণ্ডিত, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণানুগত অতিপ্রধান কায়স্থবর্ণ হইতে জাত,—ইহা জানিয়া ম্লেচ্ছ উজির আর তাঁহাকে মারিতে পারিত না। সত্যযুগ হইতে জানা যায় যে, কায়স্থগণ—রাজকর্ম্মচারী ; ক্ষত্রিয়ের সহিত তাহাদের তুল্য সম্মান ; যথা, যাজ্ঞবল্ক্যে,—"চাটতস্করদুর্বৃত্তৈর্মহাসাহসিকাদিভিঃ। পীড্যমানা প্রজা রক্ষেৎ কায়স্থৈশ্চ বিশেষতঃ।।" অর্থাৎ রাজার ধর্ম্ম এই যে, দুষ্টলোকের

অনুভাষ্য

১৩-১৪। শ্রীরঘুনাথকে শিক্ষা—মধ্য, ১৬শ পঃ ২৩৭-২৪৩ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

অনুভাষ্য

১৪। লোকদৃষ্টিতে 'বিষয়ী' সাজিয়া শ্রীরঘুনাথ ভোগাসক্ত মর্কটের বাহ্য-বৈরাগ্যপ্রদর্শন-রীতির অনুকরণ সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করিলেন।

১৫। হৃদয়ে কৃষ্ণেতর বিষয় একেবারেই আবাহন না করিয়াও লোকদৃষ্টিতে সকলপ্রকার বিষয়-কার্য্য করিতে লাগিলেন।

১৭। চৌধুরী—যাঁহারা প্রজা-স্থানে আদায়-যোগ্য করের নিজপ্রাপ্য চতুর্থাংশ-লাভ গ্রহণ করিয়া ভূম্যধিকারীকে খাজনা দাখিল করেন।

১৮। হিরণ্যদাস সপ্তগ্রাম-মুলুকের কর-আদায়ের কার্য্য স্থায়িভাবে বন্দোবস্ত করিয়া লইলেন ; তাহাতে মুসলমান-চৌধুরীর লভ্য সমস্তই নষ্ট হইল ; তদ্দর্শনে সে মর্ম্মান্তিক ক্রুদ্ধ হইল।

১৯। বিশলক্ষ আদায় করিয়া রাজাকে চতুর্থাংশ (পাঁচলক্ষ) বাদে পনর লক্ষ দাখিল করিবার পরিবর্ত্তে বারলক্ষ দেওয়ায়

মধুর-ভাষী, মানদ রঘুনাথের মোছ্লেম চৌধুরীর প্রতি সবিনয় উক্তি ঃ—

তবে রঘুনাথ কিছু চিন্তিলা উপায় ।
বিনতি করিয়া কহে সেই ম্লেচ্ছ-পায় ॥ ২৪ ॥

"আমার পিতা, জ্যেঠা হয় তোমার দুই ভাই ।
ভাই-ভাইয়ে তোমরা কলহ কর সর্ব্বদাই ॥ ২৫ ॥

কভু কলহ, কভু প্রীতি—ইহার নিশ্চয় নাই ।
কালি পুনঃ তিন ভাই হইবা এক-ঠাঞি ॥ ২৬ ॥

আমি যৈছে পিতার, তৈছে তোমার বালক ।
আমি তোমার পাল্য, তুমি আমার পালক ॥ ২৭ ॥

পালক হঞা পাল্যেরে তাড়িতে না যুয়ায় ।
তুমি সর্ব্বশাস্ত্র জান 'জিন্দাপীর'-প্রায় ॥" ২৮ ॥

মোছ্লেম চৌধুরীর রঘুনাথের প্রতি স্নেহার্দ্রতা ঃ—

এত শুনি' সেই ম্লেচ্ছের মন আর্দ্র হৈল ।
দাড়ি বহি' অশ্রু পড়ে, কাঁদিতে লাগিল ॥ ২৯ ॥

ম্লেচ্ছ বলে,—"আজি হৈতে তুমি—মোর 'পুত্র' ।
আজি ছাড়াইমু তোমা' করি' এক সূত্র ॥" ৩০ ॥

উজিরকে জানাইয়া রঘুনাথের বন্ধন-মোচন ঃ—

উজিরে কহিয়া রঘুনাথে ছাড়াইল ।
প্রীতি করি' রঘুনাথে কহিতে লাগিল ॥ ৩১ ॥

হিরণ্যদাসের স্বার্থপরতা ও অর্থলোভহেতু লোভী মোছ্লেম চৌধুরীর ভর্ৎসনা ঃ—

"তোমার জ্যেঠা নির্ব্বুদ্ধি অষ্টলক্ষ খায় ।
আমি—ভাগী, আমারে কিছু দিবারে যুয়ায় ॥ ৩২ ॥

রঘুনাথের প্রতি স্নেহার্দ্রতা-হেতু উভয়ের মিলন-সম্পাদন ঃ—

যাহ তুমি, তোমার জ্যেঠারে মিলাহ আমারে ।
যে-মতে ভাল হয় করুন, ভার দিলুঁ তোরে ॥" ৩৩ ॥

রঘুনাথ আসি' তবে জ্যেঠারে মিলাইল ।
ম্লেচ্ছ-সহিত বশ কৈল—সব শান্ত হৈল ॥ ৩৪ ॥

এইভাবে বৎসরান্তে পুনরায় পলায়নোদ্‌যোগ ঃ—

এইমত রঘুনাথের বৎসরেক গেল ।
দ্বিতীয় বৎসরে পলাইতে মন কৈল ॥ ৩৫ ॥

রাত্রিতে পলায়ন, পথে ধৃত ও গৃহে নীত ঃ—

রাত্রে উঠি' একেলা চলিলা পলাঞা ।
দূর হৈতে পিতা তাঁরে আনিল ধরিয়া ॥ ৩৬ ॥

পুনঃ পুনঃ পলায়ন ও ধৃত হইয়া বন্ধনদশা-প্রাপ্ত ঃ—

এইমতে বারে বারে পলায়, ধরি' আনে ।
তবে তাঁর মাতা কহে তাঁর পিতা-সনে ॥ ৩৭ ॥

পুত্রবন্ধনার্থ পত্নীকর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া গোবর্দ্ধনদাসের উক্তি ঃ—

"পুত্র 'বাতুল' হইল, রাখহ বান্ধিয়া ।"
তাঁর পিতা কহে তারে নির্ব্বিণ্ণ হঞা ॥ ৩৮ ॥

"ইন্দ্রসম ঐশ্বর্য্য, স্ত্রী অপ্সরা-সম ।
এ সব বান্ধিতে নারিলেক যাঁর মন ॥ ৩৯ ॥

দেহের জনক বা শৌক্রজন্মদাতা পিতা জীবের প্রারব্ধাপ্রারব্ধ-কর্ম্ম-নাশক নিত্য প্রভু বা ঈশ্বর নহেন ঃ—

দড়ির বন্ধনে তাঁরে রাখিবা কেমতে ?
জন্মদাতা পিতা নারে 'প্রারব্ধ' খণ্ডাইতে ॥ ৪০ ॥

চৈতন্যাবিষ্ট সেবকই মুক্ত বা অপ্রাকৃত ঃ—

চৈতন্যচন্দ্রের কৃপা হঞাছে ইঁহারে ।
চৈতন্যপ্রভুর 'বাতুল' কে রাখিতে পারে ??" ৪১ ॥

নিত্যানন্দপ্রভু পানিহাটীতে আসিলে রঘুনাথের তচ্চরণ-দর্শন ঃ—

তবে রঘুনাথ কিছু বিচারিলা মনে ।
নিত্যানন্দ-গোসাঞির পাশ চলিলা আর দিনে ॥ ৪২ ॥

নিত্যানন্দপ্রভুর সঙ্গে বহু সেবক ও কীর্ত্তনগানকারী ঃ—

পানিহাটী-গ্রামে পাইলা প্রভুর দরশন ।
কীর্ত্তনীয়া সেবক সঙ্গে আর বহুজন ॥ ৪৩ ॥

গঙ্গাতটে বৃক্ষমূলে পীঠোপরি প্রভুর এবং নিম্নে সঙ্গিগণের উপবেশন ঃ—

গঙ্গাতীরে বৃক্ষ-মূলে পিণ্ডার উপরে ।
বসিয়াছেন প্রভু—যেন সূর্য্যোদয় করে ॥ ৪৪ ॥

নিত্যানন্দ-দর্শনে রঘুনাথের বিস্ময় ও দণ্ডবৎ-প্রণাম ঃ—

তলে-উপরে বহুভক্ত হঞাছে বেষ্টিত ।
দেখি' প্রভুর প্রভাব, রঘুনাথ—বিস্মিত ॥ ৪৫ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

হস্ত হইতে প্রজাকে রক্ষা করিবেন, আবার, নিজের প্রধান কর্ম্মচারী রাজবল্লভ কায়স্থগণ যদিও কর্ম্মসূত্রে প্রজাদিগের উপর পীড়ন করে, তাহাও বিশেষভাবে দেখিবেন ; কেননা, রাজার প্রধান কর্ম্মচারিগণ কোন দৌরাত্ম্য করিলে রাজার বিশেষ মনোযোগ ব্যতীত তাহা হইতে রক্ষা নাই।

৪০। প্রারব্ধ—পূর্ব্বজন্মের যে-সকল কর্ম্ম, যাহা ফলোন্মুখী হইয়াছে।

অনুভাষ্য

সেই তুর্ক অর্থাৎ মুসলমান স্বীয় প্রাপ্য-লাভাংশে বঞ্চিত হইয়া তাহাদের বিরোধী হইল।

৩০। সূত্র—চলিত ভাষায়, 'ছুতা'।

৩৮। নির্ব্বিণ্ণ—কাতর বা দুঃখিত।

দণ্ডবৎ হঞা পড়িলা কতদূরে ।
সেবক কহে,—'রঘুনাথ দণ্ডবৎ করে ॥' ৪৬ ॥

অন্তরঙ্গ ও নিজজন-জ্ঞানে রঘুনাথকে নিত্যানন্দের কৃপা ঃ—

শুনি' প্রভু কহে,—"চোরা দিলি দরশন ।
আয়, আয়, আজি তোর করিমু দণ্ডন ॥" ৪৭ ॥

রঘুনাথের শিরে স্বীয় পদ-স্থাপনপূর্ব্বক কৃপা ঃ—

প্রভু বোলায়, তেঁহো নিকটে না করে গমন ।
আকর্ষিয়া তাঁর মাথে ধরিলা চরণ ॥ ৪৮ ॥

নিত্যানন্দের অহৈতুকী দয়া ঃ—

কৌতুকী নিত্যানন্দ সহজে দয়াময় ।
রঘুনাথে কহে কিছু হঞা সদয় ॥ ৪৯ ॥

স্ব-গণের ভোজন-সম্পাদনার্থ রঘুনাথকে আদেশরূপ দণ্ডপ্রদান ; অর্থাৎ দণ্ড-মহোৎসব-লীলাদ্বারা অর্থশালী ভোগী বিষয়ীর নিত্যানন্দগণ অর্থাৎ শুদ্ধভক্তের সেবাতেই বিত্তশাঠ্যরূপ অনর্থনাশ ও নিত্য মঙ্গলোদয়রূপ শিক্ষা-প্রদান ঃ—

"নিকটে না আইস, চোরা, ভাগ' দূরে দূরে ।
আজি লাগ্ পাঞাছি, দণ্ডিমু তোমারে ॥ ৫০ ॥
দধি, চিড়া ভক্ষণ করাহ মোর গণে ।"
শুনি' আনন্দ হৈল রঘুনাথের মনে ॥ ৫১ ॥

স্বগ্রাম হইতে চিড়া-মহোৎসবের দ্রব্যাদি আনয়ন ঃ—

সেইক্ষণে নিজ-লোক পাঠাইলা গ্রামে ।
ভক্ষ্যদ্রব্য লোক সব গ্রাম হৈতে আনে ॥ ৫২ ॥
চিড়া, দধি, দুগ্ধ, সন্দেশ, আর চিনি, কলা ।
সব দ্রব্য আনাঞা চৌদিকে ধরিলা ॥ ৫৩ ॥

মহোৎসব-বর্ণন ঃ—

'মহোৎসব'-নাম শুনি' ব্রাহ্মণ-সজ্জন ।
আসিতে লাগিল লোক অসংখ্য-গণন ॥ ৫৪ ॥
আর গ্রামান্তর হৈতে সামগ্রী আনিল ।
শত দুই-চারি হোল্না আনাইল ॥ ৫৫ ॥
বড় বড় মৃৎকুণ্ডিকা আনাইল পাঁচ সাতে ।
এক বিপ্র প্রভু লাগি' চিড়া ভিজায় তাতে ॥ ৫৬ ॥
এক-ঠাঞি তপ্ত-দুগ্ধে চিড়া ভিজাঞা ।
অর্দ্ধেক ছানিল দধি, চিনি, কলা দিয়া ॥ ৫৭ ॥
অর্দ্ধেক ঘনাবৃত-দুগ্ধেতে ছানিল ।
চাঁপাকলা, চিনি, ঘৃত, কর্পূর তাতে দিল ॥ ৫৮ ॥

প্রভুর পীঠে উপবেশন ঃ—

ধুতি পরি' প্রভু যদি পিণ্ডাতে বসিলা ।
সাতকুণ্ডী বিপ্র তাঁর আগেতে ধরিলা ॥ ৫৯ ॥

বটবৃক্ষতলে চত্বরোপরি প্রভুসঙ্গি-ভক্তগণের উপবেশন ঃ—

চবুতরা-উপরে যত প্রভুর নিজগণে ।
বড় বড় লোক বসিলা মণ্ডলী-রচনে ॥ ৬০ ॥

নিত্যানন্দগণের উপবেশন ঃ—

রামদাস, সুন্দরানন্দ, দাস-গদাধর ।
মুরারি, কমলাকর, সদাশিব, পুরন্দর ॥ ৬১ ॥
ধনঞ্জয়, জগদীশ, পরমেশ্বর-দাস ।
মহেশ, গৌরীদাস, হোড়-কৃষ্ণদাস ॥ ৬২ ॥
উদ্ধারণ আদি যত, আর নিজজন ।
উপরে বসিলা সব, কে করে গণন ?? ৬৩ ॥

বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধিহীন বিপ্রগণের মহাপ্রসাদ-সম্মান ঃ—

শুনি' পণ্ডিত ভট্টাচার্য্য যত বিপ্র আইলা ।
মান্য করি' প্রভু সবারে উপরে বসাইলা ॥ ৬৪ ॥
দুই দুই মৃৎকুণ্ডিকা সবার আগে দিল ।
একে দুগ্ধ-চিড়া, আরে দধি-চিড়া কৈল ॥ ৬৫ ॥

অনুভাষ্য

৫০। লাগ্—স্পর্শ, সাক্ষাৎকার, সন্ধান, সঙ্গ।

৬০। চবুতরা—চত্বর, চাতাল, পিঁড়ার সংলগ্ন উচ্চস্থান।

৬১। রামদাস—অভিরামঠাকুর (গোপাল), আদি ১০ম পঃ ১১৬ ও ১১৮ সংখ্যা এবং আদি ১১শ পঃ ১৩ ও ১৬ সংখ্যার অনুভাষ্য দ্রষ্টব্য।

সুন্দরানন্দ—আদি, ১১শ পঃ ২৩ সংখ্যার অনুভাষ্য দ্রষ্টব্য।

দাস-গদাধর—আদি, ১০ম পঃ ৫৩ সংখ্যার অনুভাষ্য ও আদি, ১১শ পঃ ১৩,১৪,১৭ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

মুরারি—এস্থলে মুরারি-চৈতন্যদাস (নিত্যানন্দ-গণ, সুতরাং 'মুরারি গুপ্ত' নহেন)—আদি, ১১শ পঃ ২০ সংখ্যার অনুভাষ্য দ্রষ্টব্য।

কমলাকর—আদি ১১শ পঃ ২৪ সংখ্যার অনুভাষ্য দ্রষ্টব্য।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৫৫। হোল্না—মৃৎপাত্রবিশেষ (মাল্সা)।

অনুভাষ্য

সদাশিব—আদি, ১১শ পঃ ৩৮ সংখ্যার অনুভাষ্য দ্রষ্টব্য।

পুরন্দর,—আদি, ১১শ পঃ ২৮ সংখ্যার অনুভাষ্য দ্রষ্টব্য।

৬২। ধনঞ্জয়—আদি ১১ পঃ ৩১ সংখ্যার অনুভাষ্য দ্রষ্টব্য।

জগদীশ—আদি ১১শ পঃ ৩০ সংখ্যার অনুভাষ্য দ্রষ্টব্য।

পরমেশ্বর দাস—আদি ১১শ পঃ ২৯ সংখ্যার অনুভাষ্য দ্রষ্টব্য।

মহেশ—আদি ১১শ পঃ ২৬ সংখ্যার অনুভাষ্য দ্রষ্টব্য।

গৌরীদাস—আদি ১১শ পঃ ২৬ সংখ্যার অনুভাষ্য দ্রষ্টব্য।

কৃষ্ণদাস হোড়—আদি ১১শ পঃ ৪৭ সংখ্যার অনুভাষ্য দ্রষ্টব্য।

আর যত লোক সব চৌতরা-তলানে ।
মণ্ডলী-বন্ধে বসিলা, তার না হয় গণনে ॥ ৬৬ ॥
একেক জনারে দুই দুই হোল্‌না দিল ।
দধি-চিড়া, দুগ্ধ-চিড়া, দুইতে ভিজাইল ॥ ৬৭ ॥
কোন কোন বিপ্র উপরে স্থান না পাঞা ।
দুই হোল্‌নায় চিড়া ভিজায় গঙ্গাতীরে গিয়া ॥ ৬৮ ॥
তীরে স্থান না পাঞা আর কত জন ।
জলে নামি' দধি-চিড়া করয়ে ভক্ষণ ॥ ৬৯ ॥
কেহ উপরে, কেহ তলে, কেহ গঙ্গাতীরে ।
বিশজন তিন-ঠাঞি পরিবেশন করে ॥ ৭০ ॥

প্রসাদসহ রাঘবপণ্ডিতের তথায় আগমন ঃ—

হেনকালে আইলা তথা রাঘব পণ্ডিত ।
হাসিতে লাগিলা দেখি' হঞা বিস্মিত ॥ ৭১ ॥

সর্ব্বাগ্রে নিত্যানন্দকে, পরে ভক্তগণকে প্রসাদ-প্রদান ঃ—

নি-সক্‌ড়ি নানামত প্রসাদ আনিলা ।
প্রভুরে আগে দিয়া ভক্তগণে বাঁটি দিলা ॥ ৭২ ॥

ভোজনার্থ নিত্যানন্দপ্রভুকে অনুরোধ ঃ—

প্রভুরে কহে,—"তোমা লাগি' ভোগ লাগাইল ।
তুমি ইঁহা উৎসব কর, ঘরে প্রসাদ রহিল ॥" ৭৩ ॥

নিত্যানন্দপ্রভুর গোপাভিমানে ব্রজলীলার উদ্দীপন ঃ—

প্রভু কহে,—"এ দ্রব্য দিনে করিয়ে ভোজন ।
রাত্র্যে তোমার ঘরে প্রসাদ করিমু ভক্ষণ ॥ ৭৪ ॥

সখাগণসঙ্গে যমুনাতটে পুলিন-ভোজনানন্দ ঃ—

গোপ-জাতি আমি বহু গোপগণ-সঙ্গে ।
আমি সুখ পাই এই পুলিনভোজন-রঙ্গে ॥" ৭৫ ॥

রাঘবেরও তথায় ভোজন-সম্পাদন ঃ—

রাঘবে বসাঞা দুই কুণ্ডী দেওয়াইলা ।
রাঘব দ্বিবিধ চিড়া তাতে ভিজাইলা ॥ ৭৬ ॥

মহাপ্রভুকে মহোৎসবের মধ্যে ধ্যানে আনয়ন ঃ—

সকল-লোকের চিড়া পূর্ণ যবে হইল ।
ধ্যানে তবে প্রভু মহাপ্রভুরে আনিল ॥ ৭৭ ॥

মহাপ্রভু-সঙ্গে নিত্যানন্দপ্রভুর ভোগসন্দর্শন ঃ—

মহাপ্রভু আইলা দেখি' নিতাই উঠিলা ।
তাঁরে লঞা সবার চিড়া দেখিতে লাগিলা ॥ ৭৮ ॥

মহাপ্রভুর মুখে এক এক গ্রাস-প্রদান ঃ—

সকল কুণ্ডীর, হোল্‌নার চিড়ার এক এক গ্রাস ।
মহাপ্রভুর মুখে দেন করি' পরিহাস ॥ ৭৯ ॥

মহাপ্রভুরও নিতাইর মুখে একগ্রাস প্রদান ঃ—

হাসি' মহাপ্রভু আর এক গ্রাস লঞা ।
তাঁর মুখে দিয়া খাওয়ায় হাসিয়া হাসিয়া ॥ ৮০ ॥

ভক্তগণের চতুর্দ্দিকে নিতাইর ভ্রমণ-রঙ্গ-দর্শন ঃ—

এইমত নিতাই বুলে সকল মণ্ডলে ।
দাণ্ডাঞা রঙ্গ দেখে বৈষ্ণব-সকলে ॥ ৮১ ॥

উভয়ের রঙ্গ—কাহারও অদৃশ্য, সুকৃতিসম্পন্ন কাহারও দৃশ্য ব্যাপার ঃ—

কি করিয়া বেড়ায়,—ইহা কেহ নাহি জানে ।
মহাপ্রভুর দর্শন পায় কোন ভাগ্যবানে ॥ ৮২ ॥

মহাপ্রভুর জন্য দুইপাত্রে দুগ্ধ-চিড়া ও দুইপাত্রে দধি-চিড়া ঃ—

তবে হাসি' নিত্যানন্দ বসিলা আসনে ।
চারি কুণ্ডী আরোয়া চিড়া রাখিলা ডাহিনে ॥ ৮৩ ॥

মহাপ্রভু ও নিত্যানন্দপ্রভুর ভোজন ঃ—

আসন দিয়া মহাপ্রভুরে তাঁহা বসাইলা ।
দুই ভাই তবে চিড়া খাইতে লাগিলা ॥ ৮৪ ॥

নিতাইর ভাবাবেশ ঃ—

দেখি' নিত্যানন্দপ্রভু আনন্দিত হৈলা ।
কত কত ভাবাবেশ প্রকাশ করিলা ॥ ৮৫ ॥

হরিধ্বনিপূর্ব্বক ভোজনে আদেশ ঃ—

আজ্ঞা দিলা,—'হরি বলি' করহ ভোজন' ।
'হরি' 'হরি'-ধ্বনি উঠি' ভরিল ভুবন ॥ ৮৬ ॥

বৈষ্ণবগণের ভোজন ও ব্রজের পুলিন-ভোজনোদ্দীপন ঃ—

'হরি' 'হরি' বলি' বৈষ্ণব করয়ে ভোজন ।
পুলিন-ভোজন সবার হইল স্মরণ ॥ ৮৭ ॥

রঘুনাথের উপর প্রভুদ্বয়ের কৃপা ঃ—

নিত্যানন্দ, মহাপ্রভু—কৃপালু, উদার ।
রঘুনাথের ভাগ্যে এত কৈলা অঙ্গীকার ॥ ৮৮ ॥

নিত্যানন্দপ্রেমবশ মহাপ্রভু ঃ—

নিত্যানন্দ-প্রভাব-কৃপা জানিবে কোন্ জন?
মহাপ্রভু আনি' করায় পুলিন-ভোজন ॥ ৮৯ ॥

অভিরাম-ঠাকুরাদির গোপভাবে যমুনাতটে পুলিন-ভোজনোদ্দীপন ঃ—

শ্রীরামদাসাদি গোপ প্রেমাবিষ্ট হৈলা ।
গঙ্গাতীরে 'যমুনা-পুলিন'-জ্ঞান কৈলা ॥ ৯০ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৮৩। আরোয়া-চিড়া—আতপ-চিড়া।

অনুভাষ্য

৬৩। উদ্ধারণ—আদি ১১শ পঃ ৪১ সংখ্যার অনুভাষ্য দ্রষ্টব্য।

পণ্যবিক্রয়িগণের পণ্য-বিক্রয়ার্থ আগমন, বিক্রয়দ্বারা অর্থ-লাভ, পুনরায় প্রসাদীকৃত বিক্রীতবস্তু-ভোজন ঃ—

মহোৎসব শুনি' পসারি' নানা-গ্রাম হৈতে ।
চিড়া, দধি, সন্দেশ, কলা আনিল বেচিতে ॥ ৯১ ॥
যত দ্রব্য লঞা আইসে, সব মূল্য করি' লয় ।
তার দ্রব্য মূল্য দিয়া তাহারে খাওয়ায় ॥ ৯২ ॥

আগন্তুকগণের সকলেরই ভোজন ঃ—

কৌতুক দেখিতে আইল যত যত জন ।
সেই চিড়া, দধি, কলা করিল ভক্ষণ ॥ ৯৩ ॥

আচমনান্তে নিতাইর রঘুনাথকে ভুক্তাবশেষ-প্রদান ঃ—

ভোজন করি' নিত্যানন্দ আচমন কৈলা ।
চারি কুণ্ডীর অবশেষ রঘুনাথে দিলা ॥ ৯৪ ॥

ভক্তগণ-মধ্যে প্রসাদ-বণ্টন ঃ—

আর তিন কুণ্ডিকায় অবশেষ ছিল ।
গ্রাসে-গ্রাসে করি' বিপ্র সব ভক্তে দিল ॥ ৯৫ ॥

চন্দন-তাম্বূলদ্বারা প্রভুর সেবা ঃ—

পুষ্পমালা বিপ্র আনি' প্রভু-গলে দিল ।
চন্দন আনিয়া প্রভুর সর্ব্বাঙ্গে লেপিল ॥ ৯৬ ॥
সেবক তাম্বূল লঞা করে সমর্পণ ।
হাসিয়া হাসিয়া প্রভু করয়ে চর্ব্বণ ॥ ৯৭ ॥

সকলভক্তের তদবশেষ-প্রাপ্তি ঃ—

মালা-চন্দন-তাম্বূল শেষ যে আছিল ।
শ্রীহস্তে প্রভু সবাকারে বাঁটি' দিল ॥ ৯৮ ॥

প্রভুর অবশেষ-প্রাপ্তিতে রঘুনাথের আনন্দ ঃ—

আনন্দিত রঘুনাথ প্রভুর 'শেষ' পাঞা ।
আপনার গণ-সহ খাইলা বাঁটিয়া ॥ ৯৯ ॥

এইজন্যই চিড়া-দধি-মহোৎসব-সংজ্ঞা ঃ—

এই ত' কহিলুঁ নিত্যানন্দের বিহার ।
'চিড়া-দধি-মহোৎসব'-নামে খ্যাতি যার ॥ ১০০ ॥

সন্ধ্যায় রাঘব-মন্দিরে কীর্ত্তন ঃ—

প্রভু বিশ্রাম কৈলা, যদি দিন-শেষ হৈল ।
রাঘব-মন্দিরে তবে কীর্ত্তন আরম্ভিল ॥ ১০১ ॥

কীর্ত্তনে নিত্যানন্দের নর্ত্তন ঃ—

ভক্ত সব নাচাঞা নিত্যানন্দ-রায় ।
শেষে নৃত্য করে প্রেমে জগৎ ভাসায় ॥ ১০২ ॥

মহাপ্রভুর নিত্যানন্দনৃত্য-দর্শন ঃ—

মহাপ্রভু তাঁর নৃত্য করেন দরশন ।
সবে নিত্যানন্দ দেখে, না দেখে অন্যজন ॥ ১০৩ ॥

মহাপ্রভুর নর্ত্তনই অনুপম নিত্যানন্দ-নর্ত্তনের একমাত্র তুলনা ঃ—

নিত্যানন্দের নৃত্য,—যেন তাঁহার নর্ত্তনে ।
উপমা দিবার নাহি এ-তিন ভুবনে ॥ ১০৪ ॥

মহাপ্রভুর নিত্যানন্দনৃত্য-মাধুর্য্য দর্শন ঃ—

নৃত্যের মাধুরী কেবা বর্ণিবারে পারে ।
মহাপ্রভু আইসে সেই নৃত্য দেখিবারে ॥ ১০৫ ॥

নৃত্যহেতু বিশ্রামান্তে নিতাইর গণসহ রাঘবগৃহে নৈশভোজন ঃ—

নৃত্য করি' প্রভু যবে বিশ্রাম করিলা ।
ভোজনের লাগি' পণ্ডিত নিবেদন কৈলা ॥ ১০৬ ॥

নিতাইর দক্ষিণে প্রভুর ভোজনাসন ঃ—

ভোজনে বসিলা প্রভু নিজগণ লঞা ।
মহাপ্রভুর আসন ডাহিনে পাতিয়া ॥ ১০৭ ॥

মহাপ্রভুর তাহাতে উপবেশন-দর্শনে রাঘবের হর্ষ ঃ—

মহাপ্রভু আসি' সেই আসনে বসিল ।
দেখি' রাঘবের মনে আনন্দ বাড়িল ॥ ১০৮ ॥

সর্ব্বাগ্রে প্রভুদ্বয়ের, পশ্চাৎ ভক্তগণের প্রসাদ-সেবন ঃ—

দুইভাই-আগে প্রসাদ আনিয়া ধরিলা ।
সকল বৈষ্ণবে পিছে পরিবেশন কৈলা ॥ ১০৯ ॥

রাঘবের গৃহে প্রসাদবৈচিত্র্য-বর্ণন ঃ—

নানাপ্রকার পিঠা, পায়স, দিব্য শাল্য-অন্ন ।
অমৃত নিন্দয়ে ঐছে বিবিধ ব্যঞ্জন ॥ ১১০ ॥

রাঘবের গৃহপ্রস্তুত নৈবেদ্যাদি—প্রভুর নিত্যপ্রিয় ঃ—

রাঘব-ঠাকুরের প্রসাদ অমৃতের সার ।
মহাপ্রভু যাহা খাইতে আইসে বার বার ॥ ১১১ ॥

মহাপ্রভুর নিমিত্ত প্রত্যহ পৃথক্ ভোগ ও প্রভুর তদ্ভোজন ঃ—

পাক করি' রাঘব যবে ভোগ লাগায় ।
মহাপ্রভুর লাগি' ভোগ পৃথক্ বাড়য় ॥ ১১২ ॥
প্রতিদিন মহাপ্রভু করেন ভোজন ।
মধ্যে মধ্যে প্রভু তাঁরে দেন দরশন ॥ ১১৩ ॥

অনুভাষ্য

৭২। নি-সক্ড়ি—যাহা সক্ড়ি (অন্নস্পর্শ-দুষ্ট) নহে।

অনুভাষ্য

৯১। পসারি—পণ্যবিক্রয়ী, দোকানদার।

রাঘবকর্ত্তৃক প্রভুদ্বয়ের ভোজন-সম্পাদন ঃ—

দুই ভাইরে রাঘব আনি' পরিবেশে ।
যত্ন করি' খাওয়ায়, না রহে অবশেষে ॥ ১১৪ ॥

প্রভুদ্বয়ের নিঃশেষে বহুবিধ বিচিত্রপ্রসাদ-সেবন ঃ—

কত উপহার আনে, হেন নাহি জানি ।
রাঘবের ঘরে রান্ধে রাধা-ঠাকুরাণী ॥ ১১৫ ॥

রাঘবগৃহে স্বয়ং শ্রীরাধিকার কৃষ্ণার্থে অমৃতনিন্দি অন্ন-রন্ধন ঃ—

দুর্ব্বাসার ঠাঞি তেঁহো পাঞাছেন বর ।
অমৃত হইতে পাক তাঁর অধিক মধুর ॥ ১১৬ ॥

প্রভুদ্বয়ের তদন্নভোজনে আনন্দ ঃ—

সুগন্ধি সুন্দর প্রসাদ—মাধুর্য্যের সার ।
দুই ভাই তাহা খাঞা সন্তোষ অপার ॥ ১১৭ ॥

সকল ভক্তের উপবেশন, রঘুনাথকে ভোজনার্থ অনুরোধ,
রঘুনাথের পশ্চাৎ উপবেশনাঙ্গীকার ঃ—

ভোজনে বসিতে রঘুনাথে কহে সর্ব্বজন ।
পণ্ডিত কহে,—"ইঁহ পাছে করিবে ভোজন ॥" ১১৮ ॥

ভক্তগণের আকণ্ঠ ভোজন ও আচমন ঃ—

ভক্তগণ আকণ্ঠ ভরিয়া করিল ভোজন ।
'হরি' ধ্বনি করি' উঠি' কৈলা আচমন ॥ ১১৯ ॥

আচমনান্তে প্রভুদ্বয়ের মালাচন্দন-পরিধান ঃ—

ভোজন করি' দুই ভাই কৈলা আচমন ।
রাঘব আনি' পরাইলা মাল্য-চন্দন ॥ ১২০ ॥

প্রভুদ্বয়ের তাম্বূল-ভোজন, সকলের অবশেষ-প্রাপ্তি ঃ—

বিড়া খাওয়াইলা, কৈলা চরণ-বন্দন ।
ভক্তগণে দিলা বিড়া, মাল্য-চন্দন ॥ ১২১ ॥

স্নেহকৃপাময় রাঘবের রঘুনাথকে প্রভুদ্বয়ের
উচ্ছিষ্টপাত্র-দান ঃ—

রাঘবের কৃপা রঘুনাথের উপরে ।
দুই ভাইএর অবশিষ্ট পাত্র দিলা তাঁরে ॥ ১২২ ॥

প্রভুর উচ্ছিষ্ট-সেবনেই রঘুনাথের গৃহত্যাগ-সামর্থ্য ঃ—

কহিলা,—"চৈতন্য-প্রভু করিয়াছেন ভোজন ।
তাঁর শেষ পাইলে, তোমার খণ্ডিবে বন্ধন ॥" ১২৩ ॥

ভগবানের অবস্থান ও স্বভাব-নির্ণয় ঃ—

ভক্ত-চিত্তে ভক্ত-গৃহে সদা অবস্থান ।
কভু গুপ্ত, কভু ব্যক্ত, স্বতন্ত্র ভগবান্ ॥ ১২৪ ॥

প্রভুর বিভুত্বে সংশয়কারীর বিনাশ ঃ—

সর্ব্বত্র 'ব্যাপক' প্রভুর সদা সর্ব্বত্র বাস ।
ইহাতে সংশয় যার, সেই যায় নাশ ॥ ১২৫ ॥

পরদিবস প্রাতঃস্নানান্তে বৃক্ষমূলে উপবিষ্ট নিতাইর সমীপে
রঘুনাথের চৈতন্যচরণ-প্রাপ্ত্যর্থে নিবেদন ঃ—

প্রাতে নিত্যানন্দ গঙ্গাস্নান করিয়া ।
সেই বৃক্ষমূলে বসিলা নিজগণ লঞা ॥ ১২৬ ॥
রঘুনাথ আসি' কৈলা চরণ-বন্দন ।
রাঘবপণ্ডিত-দ্বারা কৈলা নিবেদন ॥ ১২৭ ॥
"অধম পামর মুই হীন জীবাধম!
মোর ইচ্ছা হয়—পাঙ চৈতন্যচরণ ॥ ১২৮ ॥
বামন হঞা চান্দ ধরিবারে চায় ।
অনেক যত্ন কৈনু, তাতে কভু সিদ্ধ নয় ॥ ১২৯ ॥
যতবার পলাই আমি গৃহাদি ছাড়িয়া ।
পিতা, মাতা—দুই মোরে রাখয়ে বান্ধিয়া ॥ ১৩০ ॥

নিত্যানন্দ (গুরু)-কৃপা ব্যতীত চৈতন্যপদ-প্রাপ্তি অসম্ভব,
তৎকৃপায় অযোগ্যেরও তল্লাভে যোগ্যতা ঃ—

তোমার কৃপা বিনা কেহ 'চৈতন্য' না পায় ।
তুমি কৃপা কৈলে তাঁরে অধমেহ পায় ॥ ১৩১ ॥

নিত্যানন্দ (গুরু)-পদে চৈতন্যপদলাভার্থ কৃপাভিক্ষার
কর্ত্তব্যতা ঃ—

অযোগ্য মুই নিবেদন করিতে করি ভয় ।
মোরে 'চৈতন্য' দেহ' গোসাঞি হঞা সদয় ॥ ১৩২ ॥
মোর মাথে পদ ধরি' করহ প্রসাদ ।
'নির্ব্বিঘ্নে চৈতন্য পাঙ'—কর আশীর্ব্বাদ ॥" ১৩৩ ॥

রঘুনাথের চৈতন্যপদ-লাভে ব্যাকুলতা-দর্শনে তাঁহাকে কৃপাশীর্ব্বাদ-
দানার্থ নিত্যানন্দপ্রভুর শুদ্ধভক্তগণের নিকট আবেদন ঃ—

শুনি' হাসি কহে প্রভু সব ভক্তগণে ।
"ইহার বিষয়সুখ—ইন্দ্রসুখ-সমে ॥ ১৩৪ ॥
চৈতন্য-কৃপাতে সে নাহি ভায় মনে ।
সবে আশীর্ব্বাদ কর—পাউক চৈতন্য-চরণে ॥ ১৩৫ ॥

কৃষ্ণপাদপদ্ম-গন্ধের মহিমা ও আকর্ষণ-শক্তি ঃ—

কৃষ্ণপাদপদ্ম-গন্ধ যেই জন পায় ।
ব্রহ্মলোক-আদি সুখ তাঁরে নাহি ভায় ॥" ১৩৬ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (৫।১৪।৪৩)—

যে দুস্ত্যজান্ দারসুতান্ সুহৃদ্রাজ্যং হৃদিস্পৃশঃ ।
জহৌ যুবৈব মলবদুত্তমঃশ্লোকলালসঃ ॥ ১৩৭ ॥

রঘুনাথের শিরে পদস্থাপনপূর্ব্বক নিত্যানন্দকর্ত্তৃক তাঁহার
প্রভুকৃপা-প্রাপ্তি-বর্ণন ঃ—

তবে রঘুনাথে প্রভু নিকটে বোলাইলা ।
তাঁর মাথে পদ ধরি' কহিতে লাগিলা ॥ ১৩৮ ॥

অনুভাষ্য

১২১। বিড়া—সজ্জিত তাম্বূল, পানের খিলি।

অনুভাষ্য

১৩৭। মধ্য ২৩শ পঃ ২৪ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

"তুমি করাইলা এই পুলিন-ভোজন ।
তোমায় কৃপা করি' গৌর কৈলা আগমন ॥ ১৩৯ ॥
কৃপা করি' কৈলা চিড়া-দুগ্ধ ভোজন ।
নৃত্য দেখি' রাত্রে কৈলা প্রসাদ-ভক্ষণ ॥ ১৪০ ॥

রঘুনাথের প্রতি কৃপাপূর্ব্বক গৌরের আবির্ভাব ও ভোজনফলে রঘুনাথের বিঘ্ননাশ ঃ—

তোমা উদ্ধারিতে গৌর আইলা আপনে ।
ছুটিল তোমার যত বিঘ্নাদি-বন্ধনে ॥ ১৪১ ॥

নিত্যানন্দপ্রভুর ভবিষ্যদ্বাণী ঃ—

স্বরূপের স্থানে তোমা করিবে সমর্পণে ।
'অন্তরঙ্গ' ভৃত্য বলি' রাখিবে চরণে ॥ ১৪২ ॥

নির্ব্বিঘ্নে চৈতন্যপদপ্রাপ্তির আশীর্ব্বাদ-দান ঃ—

নিশ্চিন্ত হঞা যাহ আপন-ভবন ।
অচিরে নির্ব্বিঘ্নে পাবে চৈতন্য-চরণ ॥" ১৪৩ ॥

ভক্তগণদ্বারে রঘুনাথকে আশীর্ব্বাদ-জ্ঞাপন ; রঘুনাথের ভক্তপদ-বন্দন ঃ—

সব ভক্তদ্বারে তাঁরে আশীর্ব্বাদ করাইলা ।
তাঁ-সবার চরণ রঘুনাথ বন্দিলা ॥ ১৪৪ ॥

রাঘবের সহিত গোপনে পরামর্শ ঃ—

প্রভু-আজ্ঞা লঞা বৈষ্ণবের আজ্ঞা লইলা ।
রাঘব-সহিতে নিভৃতে যুক্তি করিলা ॥ ১৪৫ ॥

প্রভুর ভাণ্ডারীর হস্তে অর্থ-প্রণামী-প্রদান ঃ—

যুক্তি করি' শত মুদ্রা, সোণা তোলা-সাতে ।
নিভৃতে দিলা প্রভুর ভাণ্ডারীর হাতে ॥ ১৪৬ ॥

প্রভুর নিকট উহা গুপ্ত রাখিতে অনুরোধ ঃ—

তাঁরে নিষেধিলা,—"প্রভুরে এবে না কহিবা ।
নিজ-ঘরে যাবেন যবে, তবে নিবেদিবা ॥" ১৪৭ ॥

রঘুনাথকে রাঘবের স্বগৃহে বিগ্রহ-দর্শন করাইয়া যথোচিত সম্মান ঃ—

তবে রাঘব পণ্ডিত তাঁরে ঘরে লঞা গেলা ।
ঠাকুর দর্শন করাঞা মালা-চন্দন দিলা ॥ ১৪৮ ॥

বৈষ্ণব-চরণ-পূজার যোগ্য আদর্শ দেখাইয়া রঘুনাথের অর্থশালী বিষয়ীকে শিক্ষা-দান ঃ—

অনেক 'প্রসাদ' দিলা পথে খাইবারে ।
তবে পুনঃ রঘুনাথ কহে পণ্ডিতেরে ॥ ১৪৯ ॥
"প্রভুর সঙ্গে যত মহান্ত, ভৃত্য, আশ্রিত জন ।
পূজিতে চাহিয়ে আমি সবার চরণ ॥ ১৫০ ॥
বিশ, পঞ্চাশ, দশ, বার, পঞ্চদশ, দ্বয় ।
মুদ্রা দেহ' বিচারিয়া যোগ্য যত হয় ॥" ১৫১ ॥

সকলকে অভিনন্দনপত্র ও প্রণামী-প্রদান ঃ—

সব লেখা করিয়া রাঘব-পাশ দিলা ।
যাঁর নামে যত রাঘব চিঠি লেখাইলা ॥ ১৫২ ॥
একশত মুদ্রা আর সোণা তোলা-দ্বয় ।
পণ্ডিতের আগে দিল করিয়া বিনয় ॥ ১৫৩ ॥

নিতাইর কৃপা পাইয়া রাঘবকে প্রণামান্তে রঘুনাথের স্বগৃহে আগমন ঃ—

তাঁর পদধূলি লঞা স্বগৃহে আইলা ।
নিত্যানন্দ-কৃপা পাঞা কৃতার্থ মানিলা ॥ ১৫৪ ॥

তদবধি বহির্বাটিতে অবস্থান ঃ—

সেই হৈতে অভ্যন্তরে না করেন গমন ।
বাহিরে দুর্গামণ্ডপে করেন শয়ন ॥ ১৫৫ ॥

প্রহরী রক্ষিগণ ঃ—

তাঁহা জাগি' রহে সব রক্ষকগণ ।
পলাইতে করেন নানা উপায় চিন্তন ॥ ১৫৬ ॥

প্রভুদর্শনার্থ বর্ষাকালে গৌড়ীয় ভক্তগণের পুরী-যাত্রা ঃ—

হেনকালে গৌড়দেশের সব ভক্তগণ ।
প্রভুরে দেখিতে নীলাচলে করিলা গমন ॥ ১৫৭ ॥

প্রকাশ্যভাবে গৌড়ীয়ভক্তগণসহ গমনে ধৃত হইবার আশঙ্কায় পুরীযাত্রায় অসামর্থ্য ঃ—

তাঁ-সবার সঙ্গে রঘুনাথ যাইতে না পারে ।
প্রসিদ্ধ প্রকট সঙ্গ, তবহি ধরা পড়ে ॥ ১৫৮ ॥

রঘুনাথের প্রভুসহ মিলনবৃত্তান্ত-বর্ণন ; রঘুনাথের সৌভাগ্য-দিবস ঃ—

এইমত চিন্তিতে দৈবে একদিনে ।
বাহিরে দেবীমণ্ডপে করিয়াছেন শয়নে ॥ ১৫৯ ॥

শেষরাত্রে গুরু যদুনন্দনসহ সাক্ষাৎকার ঃ—

দণ্ড-চারি রাত্রি যবে আছে অবশেষ ।
যদুনন্দন-আচার্য্য তবে করিলা প্রবেশ ॥ ১৬০ ॥

যদুনন্দনের পরিচয় ঃ—

বাসুদেব-দত্তের তেঁহ হয় 'অনুগৃহীত' ।
রঘুনাথের 'গুরু' তেঁহ হয় 'পুরোহিত' ॥ ১৬১ ॥
অদ্বৈত-আচার্য্যের তেঁহ 'শিষ্য অন্তরঙ্গ' ।
আচার্য্য-আজ্ঞাতে মানে চৈতন্যে 'প্রাণধন' ॥ ১৬২ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৫৫। অভ্যন্তর—অন্দর বাড়ী।

১৫৮। গৌরভক্তগণ যখন নীলাচলে যান, তখন তাঁহাদের

অনুভাষ্য

১৬১-১৬২। এই বাক্যেও জানা যায় যে, শ্রীঅদ্বৈত-আচার্য্যের আজ্ঞাচ্ছেদী মতবিরোধী পাষণ্ডগণ আপনাদিগকে

যদুনন্দনকে রঘুনাথের প্রণাম ঃ—

অঙ্গনে আসিয়া তেঁহো যবে দাণ্ডাইলা ।
রঘুনাথ আসি' তবে দণ্ডবৎ কৈলা ॥ ১৬৩ ॥
তাঁর এক শিষ্য তাঁর ঠাকুরের সেবা করে ।
সেবা ছাড়িয়াছে, তারে সাধিবার তরে ॥ ১৬৪ ॥

বিগ্রহার্চ্চনত্যাগকারী শিষ্যকে প্রাতরারাত্রিক-সম্পাদনার্থ অনুরোধ-জন্য রঘুনাথকে সঙ্গে গ্রহণ ঃ—

রঘুনাথে কহে,—"তারে করহ সাধন ।
সেবা যেন করে, আর নাহিক ব্রাহ্মণ ॥" ১৬৫ ॥

রাত্রিশেষে প্রহরী রক্ষিগণের গাঢ়নিদ্রাবেশ ঃ—

এত কহি' রঘুনাথে লঞা চলিলা ।
রক্ষক সব শেষরাত্রে নিদ্রায় পড়িলা ॥ ১৬৬ ॥

রঘুনাথের গুর্ব্বনুব্রজ্যা ; উভয়ের আচার্য্য-গৃহাভিমুখে গমন ঃ—

আচার্য্যের ঘর ইহার পূর্ব্ব দিশাতে ।
কহিতে শুনিতে দুঁহে চলে সেই পথে ॥ ১৬৭ ॥

পথে বুদ্ধিমান্ রঘুনাথের ঐ সুযোগে গুরু-সমীপে কৃষ্ণভজনার্থ বিদায়াজ্ঞা-গ্রহণ ঃ—

অর্দ্ধপথে রঘুনাথ কহে গুরুর চরণে ।
"আমি সেই বিপ্রে সাধি' পাঠাইমু তোমা-স্থানে ॥১৬৮॥
তুমি ঘরে যাহ সুখে—মোরে আজ্ঞা হয় ।"
এই ছলে আজ্ঞা মাগি' করিলা নিশ্চয় ॥ ১৬৯ ॥

রঘুনাথের পলায়ন-চিন্তা ঃ—

"সেবক রক্ষক আর কেহ নাহি সঙ্গে ।
পলাইতে আমার ভাল এইত প্রসঙ্গে ॥" ১৭০ ॥

অতি-দ্রুতবেগে পলায়ন ঃ—

এত চিন্তি' পূর্ব্বমুখে করিলা গমন ।
উলটিয়া চাহে পাছে, নাহি কোন জন ॥ ১৭১ ॥

ধৃত হইবার আশঙ্কায় বনে বনে উপপথে ধাবন ঃ—

শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দ-চরণ চিন্তিয়া ।
পথ ছাড়ি' উপপথে যায়েন ধাঞা ॥ ১৭২ ॥

একান্তভাবে চৈতন্যচরণ ধ্যানপূর্ব্বক সমস্ত দিনে বহুপথ অতিক্রম ও সন্ধ্যায় গোপগৃহে দুগ্ধপানপূর্ব্বক শ্রান্তদেহে বিশ্রাম ঃ—

গ্রামে-গ্রামের পথ ছাড়ি' যায় বনে বনে ।
কায়মনোবাক্যে চিন্তে চৈতন্য-চরণে ॥ ১৭৩ ॥
পঞ্চদশ-ক্রোশ-পথ চলি' গেলা একদিনে ।
সন্ধ্যাকালে রহিলা এক গোপের বাথানে ॥ ১৭৪ ॥
উপবাসী দেখি' গোপ দুগ্ধ আনি' দিলা ।
সেই দুগ্ধ পান করি' পড়িয়া রহিলা ॥ ১৭৫ ॥

পরদিবস প্রাতে রঘুনাথের অদর্শনে কোলাহল ও তদন্বেষণার্থ পিতার পুরী-যাত্রিগণের নিকট পত্র ও লোক-প্রেরণ ঃ—

এথা সেবক রক্ষক তাঁরে না দেখিয়া ।
তাঁর গুরুপাশে বার্ত্তা পুছিলেন গিয়া ॥ ১৭৬ ॥
তেঁহ কহে,—"আজ্ঞা মাগি' গেলা নিজ-ঘর ।"
'পলাইল রঘুনাথ'—উঠিল কোলাহল ॥ ১৭৭ ॥
তাঁর পিতা কহে,—"গৌড়ের ভক্তগণ ।
প্রভুস্থানে নীলাচলে করিলা গমন ॥ ১৭৮ ॥
সেই-সঙ্গে রঘুনাথ গেল পলাঞা ।
দশ জন যাহ, তারে আনহ ধরিয়া ॥" ১৭৯ ॥
শিবানন্দে পত্রী দিল বিনয় করিয়া ।
'আমার পুত্রেরে তুমি দিবা বাহুড়িয়া ॥' ১৮০ ॥
ঝাঁকরা পর্য্যন্ত গেল সেই দশ জনে ।
ঝাঁকরাতে পাইল গিয়া বৈষ্ণবের গণে ॥ ১৮১ ॥

প্রেরিত লোকের শিবানন্দকে পত্রপ্রদান ও রঘুনাথের সংবাদ-জিজ্ঞাসা ঃ—

পত্রী দিয়া শিবানন্দে বার্ত্তা পুছিল ।
শিবানন্দ কহে,—"তেঁহ এথা না আইল ॥" ১৮২ ॥

শিবানন্দের স্বীয় অনভিজ্ঞতা-জ্ঞাপন, রঘুনাথের অদর্শনে পত্রবাহকগণের গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন ঃ—

বাহুড়িয়া সেই দশ জন আইল ঘর ।
তাঁর মাতা-পিতা হইল চিন্তিত অন্তর ॥ ১৮৩ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

সঙ্গ সর্ব্বলোকে প্রসিদ্ধ ও প্রকট হইয়া পড়ে। সেই সঙ্গে গেলে পাছে পিতা ধরিয়া আনেন, এই ভয়ে তাঁহাদের সঙ্গে যাইতে পারেন না।

অনুভাষ্য

তাঁহার অনুগত বলিয়া পরিচয় দিয়াও শুদ্ধভক্তির প্রতিকূল-ভাববশে শ্রীমন্মহাপ্রভুকে জীবের নিত্য উপাস্য স্বয়ং ভগবান্ 'কৃষ্ণ' বলিয়া জ্ঞান করিত না। শ্রীযদুনন্দন শ্রীমদদ্বৈতপ্রভুর অন্তরঙ্গ শ্রীচৈতন্যৈকপ্রাণ-শিষ্য ছিলেন বলিয়া বিষ্ণু ও বৈষ্ণবে

অনুভাষ্য

জাতি-সামান্য-বুদ্ধিদোষে কখনও দুষ্ট ছিলেন না। বাসুদেব-দত্ত-ঠাকুর অশৌক্র-বিপ্রকুলোদ্ভব হইলেও তাঁহাকে তিনি স্বীয় অনুগ্রহকারী 'গুরু' বলিয়া জ্ঞান করিতেন।

১৭৪। বাথান—গোশালা, গোষ্ঠ।

১৮০। বাহুড়িয়া—ফিরাইয়া ; শিবানন্দ সেন গৌড়দেশ হইতে যাত্রী লইয়া নীলাচলে যাইতেন, তজ্জন্য তৎসহ রঘুনাথের অবস্থান অনুমান করিয়া, রঘুনাথকে ফিরাইয়া পাঠাইবার জন্য তাঁহার নিকট অনুরোধ-পত্রের সহিত দশজন লোকও পাঠাইলেন।

প্রভুপ্রেমে আত্মহারা রঘুনাথের প্রভুচরণলাভার্থ পুরী-গমন-
পথে সুতীব্র দৈহিক-ক্লেশসহিষ্ণুতা ঃ—

এথা রঘুনাথ-দাস প্রভাতে উঠিয়া ।
পূর্ব্বমুখ ছাড়িয়া দক্ষিণ-মুখ হঞা ॥ ১৮৪ ॥
ছত্রভোগ পার হঞা ছাড়িয়া সরাণ ।
কুগ্রাম-কুগ্রাম দিয়া করিল প্রয়াণ ॥ ১৮৫ ॥
ভক্ষণ নাহি, সমস্ত দিবস গমন ।
ক্ষুধা নাহি বাধে, চৈতন্যচরণ-প্রাপ্ত্যে মন ॥ ১৮৬ ॥
কভু চর্ব্বণ, কভু রন্ধন, কভু দুগ্ধপান ।
যবে যেই মিলে, তাহে রাখে নিজ-প্রাণ ॥ ১৮৭ ॥

বারদিনে পুরী-গমন, পথে তিনদিনমাত্র অন্ন-গ্রহণ ঃ—

বার-দিনে চলি' গেলা শ্রীপুরুষোত্তম ।
পথে তিনদিন মাত্র করিলা ভোজন ॥ ১৮৮ ॥

স্বরূপাদি-সহ উপবিষ্ট প্রভুর সমীপে আসিয়া রঘুনাথের দণ্ডবৎ
প্রণাম ; মুকুন্দের তৎপরিচয়-প্রদান ঃ—

স্বরূপাদি-সহ গোসাঞি আছেন বসিয়া ।
হেনকালে রঘুনাথ মিলিল আসিয়া ॥ ১৮৯ ॥
অঙ্গনেতে দূরে রহি' করেন প্রণিপাত ।
মুকুন্দ-দত্ত কহে,—"এই আইল রঘুনাথ ॥" ১৯০ ॥

প্রভুর চরণ-বন্দন, প্রভুর আলিঙ্গন ঃ—

প্রভু কহেন,—'আইস', তেঁহো ধরিলা চরণ ।
উঠি' প্রভু কৃপায় তাঁরে কৈলা আলিঙ্গন ॥ ১৯১ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৮৫। সামান্য সামান্য গ্রাম দিয়া গমন করিলেন।

১৯৫। নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর সম্বন্ধে আমি তাঁহাদিগকে 'আজা' অর্থাৎ মাতামহ বলিয়া মানি।

অনুভাষ্য

১৮৫। সরাণ—প্রশস্ত পথ।

ছত্রভোগ—বর্ত্তমানকালে এইস্থান ২৪ পরগণা-জেলার মথুরাপুরের অন্তর্গত গঙ্গার 'ছাড়-খাড়ি' বলিয়া পরিচিত এবং 'জয়নগর-মজিলপুর'-নামক প্রসিদ্ধ গ্রামদ্বয়ের সন্নিকটে অবস্থিত। পূর্ব্বকালে এইস্থানে গঙ্গা প্রবাহিত ছিল। যাঁহারা ছত্রভোগকে কাঁসাই-নদী বলিয়া মনে করেন, তাঁহাদের মত—ভ্রান্ত।

১৯৩। প্রাক্তন কর্ম্মফলাদি অপেক্ষা কৃষ্ণকৃপা—অধিকতর সামর্থ্যবিশিষ্ট। কৃষ্ণের এই অনুকম্পাই তোমাকে বিষয়রূপ বিষ্ঠাগর্ত্ত হইতে উদ্ধার করিল। বিষয়ে অনুরাগী হইলে জীব নিজবলে তাহা ত্যাগ করিতে পারে না ; বিশেষতঃ শুদ্ধকৃষ্ণদাস জীবের নিকট বিষয়—বিষ্ঠাগর্ত্ততুল্য। মহাপ্রভু শ্রীল রঘুনাথকে

স্বরূপাদি ভক্তগণকে প্রণাম, সকলের আলিঙ্গন ঃ—

স্বরূপাদি সব ভক্তের চরণ বন্দিলা ।
প্রভু-কৃপা দেখি' সবে আলিঙ্গন কৈলা ॥ ১৯২ ॥

নিত্যসিদ্ধ রঘুনাথের গৃহত্যাগ-উপলক্ষে অনর্থযুক্ত
ভক্তিসাধককে শিক্ষা-দান ; প্রভুর
কৃষ্ণকৃপা-মাহাত্ম্য-বর্ণন ঃ—

প্রভু কহে,—"কৃষ্ণকৃপা বলিষ্ঠ সবা হৈতে ।
তোমারে কাড়িল বিষয়-বিষ্ঠা-গর্ত্ত হৈতে ॥" ১৯৩ ॥

রঘুনাথের ঐকান্তিকী গৌরকৃষ্ণনিষ্ঠা ঃ—

রঘুনাথ কহে মনে,—'কৃষ্ণ নাহি জানি ।
তব কৃপা কাড়িল আমা,—এই আমি মানি ॥' ১৯৪ ॥

প্রভুকর্ত্তৃক হিরণ্য ও গোবর্দ্ধনের চরিত-বর্ণন ঃ—

প্রভু কহেন,—"তোমার পিতা-জ্যেঠা দুই জনে ।
চক্রবর্ত্তি-সম্বন্ধে আমি 'আজা' করি' মানে ॥ ১৯৫ ॥
চক্রবর্ত্তীর দুঁহে হয় ভ্রাতৃরূপ দাস ।
অতএব তারে আমি করি পরিহাস ॥ ১৯৬ ॥

বিষয়-বিষ সেবন—আত্মসংহারক অর্থাৎ
জীবের স্বরূপ বা স্বাস্থ্য-লাভের
ভীষণ বিঘ্নস্বরূপ ঃ—

তোমার বাপ-জ্যেঠা—বিষয়বিষ্ঠা-গর্ত্তের কীড়া ।
সুখ করি' মানে বিষয়-বিষের মহাপীড়া ॥ ১৯৭ ॥

অনুভাষ্য

নির্ব্বিষয় বলিয়া জানিলেও আর্ত্ত-বিষয়ীকে শিক্ষা দিবার জন্যই তাঁহাকে উপলক্ষ্য করিয়া ইহা কহিলেন।

১৯৫। নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী রঘুনাথের পিতা ও জ্যেষ্ঠতাতকে বয়ঃকনিষ্ঠ সম্ভ্রান্ত কায়স্থ জানিয়া 'ভায়া' বলিয়া ডাকিতেন এবং উক্ত ভ্রাতৃদ্বয়ও নীলাম্বরকে বয়োজ্যেষ্ঠ ব্রাহ্মণ জানিয়া 'দাদা' সম্বোধন করায়, শ্রীমহাপ্রভু মাতামহের ভ্রাতৃসম্বন্ধে তাঁহাদিগকে আপনার 'রহস্যের পাত্র' বলিয়া জানিলেন। এই সম্বোধন হইতে অনেকের এরূপ ভ্রম হয় যে, রঘুনাথ—মহাপ্রভুর অপেক্ষা বয়সে অনেক বড়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে।

১৯৭। 'বিষয়' উহার ভোক্তা বিষয়ীকে মহাক্লেশ প্রদান করে, তথাপি বিষয়াবিষ্ট-চিত্ত সাংসারিকগণ সেই মহাক্লেশপ্রদ বিষয়কে 'সুখ' বলিয়া মনে করে। জড়েন্দ্রিয়-ভোগ্যবিষয়—ত্যাগযোগ্য পুরীষগহ্বরের তুল্য ; বিষয়াভিনিবিষ্ট জীব—ঘৃণ্যপুরীষের কীট-তুল্য অর্থাৎ পারমার্থিকের দৃষ্টিতে জড়ভোক্তা প্রাকৃতবিষয়ী —বিষ্ঠাগর্ত্তের কীটতুল্য এবং সেই কীটরূপে মহানন্দে নিতান্ত-ঘৃণ্য বিষয়বিষ্ঠার আস্বাদনে প্রমত্ত।

ভোক্তৃ-অভিমানে বা দেহাত্মবুদ্ধিতে অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম ও জ্ঞান-মিশ্র, অথচ অপ্রতিকূল বিষ্ণু-বৈষ্ণবানুগত্যাভাস বা লৌকিকী শ্রদ্ধা শুদ্ধভক্তি নহে, কনিষ্ঠাধিকার-মাত্র ঃ—

যদ্যপি ব্রহ্মণ্য করে ব্রাহ্মণের সহায় ।
'শুদ্ধবৈষ্ণব' নহে, 'বৈষ্ণবের প্রায়' ॥ ১৯৮ ॥

কৃষ্ণপ্রীতিবাঞ্ছা ছাড়িয়া অক্ষজজ্ঞানে ভোগ বা ত্যাগরূপ বিষয়ের অনুশীলন-ফলে যৎসামান্য শ্রদ্ধা-বীজেরও স্তব্ধতা ও সংসার-বৃদ্ধি ঃ—

তথাপি বিষয়ের স্বভাব—হয় মহা-অন্ধ ।
সেই কর্ম্ম করায়, যাতে হয় ভববন্ধ ॥ ১৯৯ ॥

নিত্যসিদ্ধ রঘুনাথের বিষয়ভোগ না থাকায়, অনর্থযুক্ত সাধককেই প্রভুর উপদেশ ঃ—

হেন 'বিষয়' হৈতে কৃষ্ণ উদ্ধারিলা তোমা ।
কহন না যায় কৃষ্ণকৃপার মহিমা ॥" ২০০ ॥

রঘুনাথকে প্রভুর দামোদরস্বরূপ-হস্তে সমর্পণ ঃ—

রঘুনাথের ক্ষীণতা-মালিন্য দেখিয়া ।
স্বরূপেরে কহেন প্রভু কৃপার্দ্রচিত্ত হঞা ॥ ২০১ ॥
"এই রঘুনাথে আমি সঁপিনু তোমারে ।
পুত্র-ভৃত্য-রূপে তুমি কর অঙ্গীকারে ॥ ২০২ ॥

বৈদ্য-রঘুনাথ, ভট্ট-রঘুনাথ ও স্বরূপানুগ দাস-রঘুনাথ ঃ—

তিন 'রঘুনাথ'-নাম হয় মোর স্থানে ।
'স্বরূপের রঘু'—আজি হৈতে ইহার নামে ॥" ২০৩ ॥
এত কহি' রঘুনাথের হস্ত ধরিলা ।
স্বরূপের হস্তে তাঁরে সমর্পণ কৈলা ॥ ২০৪ ॥

প্রভুর আদেশে স্বরূপের রঘুনাথাঙ্গীকার ঃ—

স্বরূপ কহে,—'মহাপ্রভুর যে আজ্ঞা হৈল ।'
এত কহি' রঘুনাথে পুনঃ আলিঙ্গিল ॥ ২০৫ ॥

প্রভুর অনুপম-ভক্তবাৎসল্য ; গোবিন্দকে রঘুনাথপ্রতি আদর ও যত্ন দেখাইতে আজ্ঞা-দান ঃ—

চৈতন্যের ভক্তবাৎসল্য কহিতে না পারি ।
গোবিন্দেরে কহে রঘুনাথে দয়া করি' ॥ ২০৬ ॥
"পথে ইঁহ করিয়াছে বহুত লঙ্ঘন ।
কতদিন কর ইহার ভাল সন্তর্পণ ॥" ২০৭ ॥

রঘুনাথকে সমুদ্রস্নানপূর্ব্বক জগন্নাথ-দর্শনান্তে প্রসাদ-সম্মানার্থ আদেশ ঃ—

রঘুনাথে কহে,—"যাঞা, কর সিন্ধুস্নান ।
জগন্নাথ দেখি' আসি' করহ ভোজন ॥" ২০৮ ॥

ভক্তগণসহ রঘুনাথের মিলন ঃ—

এত বলি' প্রভু মধ্যাহ্ন করিতে উঠিলা ।
রঘুনাথদাস সব ভক্তেরে মিলিলা ॥ ২০৯ ॥

রঘুনাথের প্রভুকৃপালাভ-দর্শনে ভক্তগণের তৎসৌভাগ্য-প্রশংসা ঃ—

রঘুনাথে প্রভুর কৃপা দেখি' ভক্তগণ ।
বিস্মিত হঞা করে তাঁর ভাগ্য-প্রশংসন ॥ ২১০ ॥

সমুদ্রস্নানপূর্ব্বক জগন্নাথদর্শনান্তে রঘুনাথের গোবিন্দ-কৃপায় প্রভুভুক্তাবশেষ-প্রাপ্তি ঃ—

রঘুনাথ সমুদ্রে যাঞা স্নান করিলা ।
জগন্নাথ দেখি' গোবিন্দ-পাশ আইলা ॥ ২১১ ॥
প্রভুর অবশিষ্ট পাত্র গোবিন্দ তাঁরে দিলা ।
আনন্দিত হঞা মহাপ্রসাদ পাইলা ॥ ২১২ ॥

পাঁচদিন স্বরূপের নিকট থাকিয়া প্রভুপ্রসাদ-প্রাপ্তি ঃ—

এইমত রহে তেঁহ স্বরূপ-চরণে ।
গোবিন্দ প্রসাদ তাঁরে দেন পঞ্চ দিনে ॥ ২১৩ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৯৮। বৈষ্ণবের ন্যায় বেশভূষা ও দেবসেবাদি থাকিলেও শুদ্ধ বৈষ্ণব হইতে পারে না, কেননা, যে-পর্য্যন্ত 'অন্যাভিলাষিতা-শূন্যং' ইত্যাদি শুদ্ধভক্তির লক্ষণ না হয়, সে-পর্য্যন্ত দীক্ষাদি প্রাপ্ত হইয়াও 'বৈষ্ণবপ্রায়' থাকে।

২০৩। তিন রঘুনাথ—বৈদ্য-রঘুনাথ (আদি ১১শ পঃ ২২ সংখ্যা), ভট্ট-রঘুনাথ ও দাস-রঘুনাথ।

অনুভাষ্য

১৯৮। হিরণ্য ও গোবর্দ্ধন—উভয় ভ্রাতাই ব্রাহ্মণের সম্মান-কারী পালক, পোষ্টা ও সহায় ছিলেন ; তজ্জন্য প্রাকৃত লৌকিকবিচারে শ্রেষ্ঠ ও 'সজ্জন' বলিয়া আদৃত এবং 'বৈষ্ণব' বলিয়া সাধারণ লোকসমাজে পরিচিত হইলেও পারমার্থিক শুদ্ধভক্তের বিচারে 'শুদ্ধবৈষ্ণব' নহেন ; পরন্তু শুদ্ধবৈষ্ণবগণ তাঁহাদিগকে 'বৈষ্ণবপ্রায়' বা 'বৈষ্ণবাভাস' অর্থাৎ 'কনিষ্ঠ' বা 'বালিশ' ('বিদ্বেষী' নহে) বলিয়া জানিতেন।

১৯৯। বিষয়ী ভোগিগণ শুদ্ধভক্তি পরিত্যাগ করিয়া কর্ম্মী, জ্ঞানী বা অন্যাভিলাষী হওয়ায় তাহাদের নিজ নিজ অনুষ্ঠিত কর্ম্মজ্ঞানাদির অনুষ্ঠানদ্বারাই অজ্ঞাতসারে বিষয়ে জড়ীভূত হইয়া পড়ে।

২০৭। লঙ্ঘন—উপবাসাদি ; সন্তর্পণ—শুশ্রূষা।

পরদিন হইতে রঘুনাথের রাত্রিতে সিংহদ্বারে প্রসাদার্থিরূপে প্রতীক্ষা ঃ—

আর দিন হৈতে 'পুষ্প-অঞ্জলি' দেখিয়া ।
সিংহদ্বারে খাড়া রহে আহার লাগিয়া ॥ ২১৪ ॥

গৃহগমনোদ্যত গৃহব্রত জগন্নাথসেবকগণের রাত্রিতে পূজান্তে দ্বারস্থিত প্রসাদার্থী বৈষ্ণবকে প্রসাদ-দান-রীতি ঃ—

জগন্নাথের সেবক যত—'বিষয়ীর গণ' ।
সেবা সারি' রাত্র্যে করে গৃহেতে গমন ॥ ২১৫ ॥
সিংহদ্বারে অন্নার্থী বৈষ্ণবে দেখিয়া ।
পসারির ঠাঞি অন্ন দেন কৃপা ত' করিয়া ॥ ২১৬ ॥

পুরুষোত্তমক্ষেত্রে নিষ্কিঞ্চন বিরক্ত ভক্তের ব্যবহার-বর্ণন ঃ—

এইমত সর্ব্বকাল আছে ব্যবহার ।
নিষ্কিঞ্চন ভক্ত খাড়া হয় সিংহদ্বার ॥ ২১৭ ॥
সর্ব্বদিন করেন বৈষ্ণব নাম-সঙ্কীর্ত্তন ।
স্বচ্ছন্দে করেন জগন্নাথ-দরশন ॥ ২১৮ ॥
কেহ ছত্রে যাঞা খায়, যেবা কিছু পায় ।
কেহ রাত্রে ভিক্ষা লাগি' সিংহদ্বারে রয় ॥ ২১৯ ॥

প্রভুভক্তের ব্যবহার ; কৃষ্ণপ্রীত্যর্থে স্বভোগ-ত্যাগ বা অখিলচেষ্টা ঃ—

মহাপ্রভুর ভক্তগণের বৈরাগ্য প্রধান ।
যাহা দেখি' প্রীত হন গৌর-ভগবান্ ॥ ২২০ ॥

প্রভুকে গোবিন্দকর্ত্তৃক রঘুনাথের সিংহদ্বারে প্রসাদার্থ প্রতীক্ষা-সংবাদ-জ্ঞাপন ঃ—

প্রভুরে গোবিন্দ কহে,—"রঘুনাথ 'প্রসাদ' না লয় ।
রাত্র্যে সিংহদ্বারে খাড়া হঞা মাগি' খায় ॥" ২২১ ॥

রঘুনাথের ত্যক্তগৃহ বা 'বৈরাগী'-সংজ্ঞা ; তাঁহার বৈরাগ্যে প্রভুর সন্তোষ ঃ—

শুনি' তুষ্ট হঞা প্রভু কহিতে লাগিল ।
"ভাল কৈল, বৈরাগীর ধর্ম্ম আচরিল ॥ ২২২ ॥

প্রভুকর্ত্তৃক বৈরাগী বা ত্যক্তগৃহের বৈধ ও অবৈধ আচার বা ধর্ম্ম-বর্ণন ঃ—

বৈরাগী করিবে সদা নাম-সঙ্কীর্ত্তন ।
মাগিয়া খাঞা করে জীবন-রক্ষণ ॥ ২২৩ ॥
বৈরাগী হঞা যেবা করে পরাপেক্ষা ।
কার্য্যসিদ্ধি নহে, কৃষ্ণ করেন উপেক্ষা ॥ ২২৪ ॥
বৈরাগী হঞা করে জিহ্বার লালস ।
পরমার্থ যায়, আর হয় রসের বশ ॥ ২২৫ ॥
বৈরাগীর কৃত্য—সদা নাম-সঙ্কীর্ত্তন ।
শাক-পত্র-ফল-মূলে উদর-ভরণ ॥ ২২৬ ॥
জিহ্বার লালসে যেই ইতি-উতি ধায় ।
শিশ্নোদর-পরায়ণ কৃষ্ণ নাহি পায় ॥" ২২৭ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২২৫। রস—তিক্ত, মিষ্ট, অম্ল, লবণ, কটু ও কষায়-রস।

অনুভাষ্য

২১৪। পুষ্পাঞ্জলি—রাত্রিকালে জগন্নাথের পুষ্পাঞ্জলি-সেবা।

২২০। মহাপ্রভুর ভক্তগণকে—অভক্ত বিষয়িগণ ও শুদ্ধ-ভক্তগণ, উভয়েই ভাল করিয়া নিরপেক্ষভাবে দেখিলে বুঝিতে পারেন যে, তাঁহারা—প্রাকৃত-ভোগতাৎপর্য্যপর না হইয়া অর্থাৎ ইন্দ্রিয়তর্পণ ও সুখভোগাদি-লাভ ত্যাগ করিয়া কৃষ্ণ-সেবার্থে কৃষ্ণেতর-বিষয়মাত্রেই উদাসীন। তাঁহাদের বিষয়-ত্যাগপূর্ব্বক অহৈতুকী ও অপ্রতিহতা অলৌকিকী কৃষ্ণসেবা—সাধারণ লৌকিকী-দৃষ্টির বোধগম্য নহে ; ভগবান্ গৌরসুন্দর কৃষ্ণেতর-বিষয়ে বিরক্ত ব্যক্তির শুদ্ধভজন-চতুরতা-সন্দর্শনে পরমপ্রীতি লাভ করেন।

২২৬। হঃ ভঃ বিঃ—২০ বিঃ সর্ব্বশেষে—"কৃতান্যেতানি তু প্রায়ো গৃহিণাং ধনিনাং সতাম্। লিখিতানি ন তু ত্যক্তপরিগ্রহ-মহাত্মনাম্।। প্রভাতে চার্দ্ধরাত্রে চ মধ্যাহ্নে দিবসক্ষয়ে। কীর্ত্তয়ন্তি হরিং যে বৈ তে তরন্তি ভবার্ণবম্।। এবমেকান্তিনাং প্রায়ঃ কীর্ত্তনং স্মরণং প্রভোঃ। কুর্ব্বতাং পরমপ্রীত্যা কৃত্যমন্যন্ন রোচতে।।" হরিভক্তিবিলাসে লিখিত অনুষ্ঠানাবলী—গৃহস্থ বিত্তশালী বৈষ্ণব-প্রায় ব্যক্তিগণের জন্য, সর্ব্বপরিত্যাগী বিরক্ত ঐকান্তিক-নামাশ্রিত শুদ্ধবৈষ্ণবগণের জন্য নহে। প্রাতঃকালে, মধ্যরাত্রে, মধ্যাহ্নে ও সন্ধ্যায় অর্থাৎ অষ্টকালই যিনি হরির কীর্ত্তন করেন, তিনি ভব-সমুদ্র হইতে উত্তীর্ণ হন। ঐকান্তিক শুদ্ধভক্তগণ পরমপ্রীতির সহিত প্রভুর কীর্ত্তন ও স্মরণাদি করিয়া থাকেন, তাঁহাদের কীর্ত্তনাদি ব্যতীত আর অন্য কোন অনুষ্ঠান নাই।

শ্রীজীব-গোস্বামিপ্রভু ভক্তিসন্দর্ভে (২৮৩ সংখ্যায়)—"যদ্যপি শ্রীভাগবতমতে পঞ্চরাত্রাদিবদর্চ্চনমার্গস্যাবশ্যকত্বং নাস্তি, তদ্বিনাপি শরণাপত্ত্যাদীনামেকতরেণাপি পুরুষার্থসিদ্ধে-রভিহিতত্বাৎ, ***।"*

** যদিও শ্রীমদ্ভাগবত-মতে অর্চ্চন-ব্যতীতও শরণাগতি ইত্যাদির যে-কোন একটীর দ্বারাই পুরুষার্থ-সিদ্ধি হইয়া থাকে বলিয়া অভিহিত হওয়ায় উক্ত মতে পঞ্চরাত্রাদির ন্যায় অর্চ্চনমার্গের আবশ্যকতা নাই, তথাপি *** ।*

ত্যক্তগৃহ সাধকের মঙ্গলার্থে আপনাকে তদভিমানে রঘুনাথের স্বরূপ-সমীপে নিজকর্ত্তব্য-জিজ্ঞাসা ঃ—

আর দিন রঘুনাথ স্বরূপ-চরণে ।
আপনার কৃত্য লাগি' কৈলা নিবেদনে ॥ ২২৮ ॥
"কি লাগি' ছাড়াইলা ঘর, না জানি উদ্দেশ ।
কি মোর কর্ত্তব্য, প্রভু করুন উপদেশ ॥" ২২৯ ॥

স্বয়ং মৌন থাকিয়া রঘুনাথের স্বরূপ ও গোবিন্দদ্বারে প্রভুর সহিত কথাবার্ত্তা ঃ—

প্রভুর আগে কথামাত্র না কহে রঘুনাথ ।
স্বরূপ-গোবিন্দদ্বারা কহায় নিজ-বাত্ ॥ ২৩০ ॥

একদিন স্বরূপের প্রভুসমীপে রঘুনাথের কর্ত্তব্য জিজ্ঞাসা ঃ—

প্রভুর আগে স্বরূপ নিবেদিলা আর দিনে ।
"রঘুনাথ নিবেদয় প্রভুর চরণে ॥ ২৩১ ॥
কি মোর কর্ত্তব্য, মুঞি না জানি উদ্দেশ ।
আপনি শ্রীমুখে মোরে করুন উপদেশ ॥" ২৩২ ॥

দামোদর-স্বরূপকে শিক্ষা-গুরুরূপে বরণার্থ প্রভুর রঘুনাথকে আদেশ ঃ—

হাসি' মহাপ্রভু রঘুনাথেরে কহিল ।
"তোমার উপদেষ্টা করি' স্বরূপেরে দিল ॥ ২৩৩ ॥

মাধ্ব-গৌড়ীয়ের নিত্যপ্রভু বা গুরু শ্রীদামোদরস্বরূপই সমগ্র সাধ্য-সাধন-তত্ত্বের আচার্য্য ঃ—

'সাধ্য'-'সাধন'-তত্ত্ব শিখ ইঁহার স্থানে ।
আমি যত নাহি জানি, ইঁহো তত জানে ॥ ২৩৪ ॥
তথাপি আমার আজ্ঞায় যদি শ্রদ্ধা হয় ।
আমার এই বাক্যে তুমি করিহ নিশ্চয় ॥ ২৩৫ ॥

প্রভুকর্ত্তৃক রাগানুগা-ভক্তিযাজীর আচার-বর্ণন ঃ—

গ্রাম্যকথা না শুনিবে, গ্রাম্যবার্ত্তা না কহিবে ।
ভাল না খাইবে, আর ভাল না পরিবে ॥ ২৩৬ ॥
অমানী মানদ হঞা কৃষ্ণনাম সদা লবে ।
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ-সেবা মানসে করিবে ॥ ২৩৭ ॥
এই ত' সংক্ষেপে আমি কৈলুঁ উপদেশ ।
স্বরূপের ঠাঞি ইহার পাবে সবিশেষ ॥ ২৩৮ ॥

পদ্যাবলীতে ধৃত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রোক্ত শিক্ষাষ্টকের ৩য় শ্লোক—

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা ।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ ॥" ২৩৯ ॥

রঘুনাথের প্রভুপদবন্দন, প্রভুর আলিঙ্গন ঃ—

এত শুনি' রঘুনাথ বন্দিলা চরণ ।
মহাপ্রভু কৈলা তাঁরে কৃপা-আলিঙ্গন ॥ ২৪০ ॥

রঘুনাথের দামোদরস্বরূপানুগত্যে গৌরকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ-সেবা ঃ—

পুনঃ সমর্পিলা তাঁরে স্বরূপের স্থানে ।
'অন্তরঙ্গ সেবা' করে স্বরূপের সনে ॥ ২৪১ ॥

প্রতিবর্ষের ন্যায় রথযাত্রার পূর্ব্বে গৌড়ীয়ভক্তগণের পুরীতে আগমন ঃ—

হেনকালে আইলা সব গৌড়ের ভক্তগণ ।
পূর্ব্ববৎ প্রভু সবায় করিলা মিলন ॥ ২৪২ ॥

সকলভক্ত-সঙ্গে গুণ্ডিচা-মার্জ্জন ও টোটায় মহোৎসব ঃ—

সবা লঞা কৈলা প্রভু গুণ্ডিচা-মার্জ্জন ।
সবা লঞা কৈলা প্রভু বন্য-ভোজন ॥ ২৪৩ ॥

সগণ প্রভুর রথাগ্রে নর্ত্তন ; রঘুনাথের বিস্ময় ঃ—

রথযাত্রায় সবা লঞা করিলা নর্ত্তন ।
দেখি' রঘুনাথের চমৎকার হৈল মন ॥ ২৪৪ ॥

রঘুনাথের ভক্তপদ-বন্দন, অদ্বৈতের কৃপা-লাভ ঃ—

রঘুনাথ-দাস যবে সবারে মিলিলা ।
অদ্বৈত-আচার্য্য তাঁরে বহু কৃপা কৈলা ॥ ২৪৫ ॥

শিবানন্দকর্ত্তৃক রঘুনাথকে গোবর্দ্ধনদাসের তদন্বেষণ-চেষ্টা-বর্ণন ঃ—

শিবানন্দ-সেন তাঁরে কহেন বিবরণ ।
"তোমা লৈতে তোমার পিতা পাঠাইল দশ জন ॥২৪৬॥
তোমারে পাঠাইতে পত্রী পাঠাইল মোরে ।
ঝাঁকরা হইতে তোমা না পাঞা গেল ঘরে ॥" ২৪৭ ॥

চাতুর্ম্মাস্যান্তে ভক্তগণের পুরী হইতে গৌড়ে প্রত্যাগমন ঃ—

চারি মাস রহি' ভক্তগণ গৌড়ে গেলা ।
শুনি' রঘুনাথের পিতা মনুষ্য পাঠাইলা ॥ ২৪৮ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২৩৬-২৩৭। স্ত্রী ও পুরুষ বিবাহিত হইয়া সন্তানাদি উৎপাদন করত যে সংসার পত্তন করেন, সেই সংসার-সম্বন্ধে যত কথাবার্ত্তা,—সকলই 'গ্রাম্য' কথাবার্ত্তা ; তাহা কখনই বৈরাগী বা বৈষ্ণবের শ্রোতব্য বা বক্তব্য নয়। ভাল খাওয়া, ভাল পরা,—ইহাও বৈরাগীর উচিত নয় ; পরের প্রতি সম্মান ও স্বয়ং অমানী হইয়া সর্ব্বদা কৃষ্ণনাম করিবে এবং মানসে ব্রজে রাধাকৃষ্ণ-সেবা করিবে,—ইহাই বৈরাগীর কৃত্য।

২৪১। 'অন্তরঙ্গ সেবা করে'—মনে মনে স্বীয় স্বরূপদেহে যে ব্রজসেবা, তাহাই 'অন্তরঙ্গ'-সেবা। স্বরূপগোস্বামী—ললিতা দেবী ; তাঁহার গণমধ্যে প্রবেশ করত শ্রীদাসগোস্বামী স্বীয় অন্তরঙ্গ ব্রজ-সেবা করিতেন।

অনুভাষ্য

২৩৯। আদি, ১৭শ পঃ ৩১ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

শিবানন্দ-সমীপে গোবর্দ্ধনদাসের লোক পাঠাইয়া রঘুনাথের সংবাদ-জিজ্ঞাসা ঃ—

সে মনুষ্য শিবানন্দ-সেনেরে পুছিল ।
"মহাপ্রভুর স্থানে এক 'বৈষ্ণব' দেখিল ॥ ২৪৯ ॥
গোবর্দ্ধনের পুত্র তেঁহো, নাম—'রঘুনাথ' ।
নীলাচলে পরিচয় আছে তোমার সাথ ??" ২৫০ ॥

শিবানন্দকর্ত্তৃক রঘুনাথের তাৎকালিক বৈরাগ্য ও বৈষ্ণবী-প্রতিষ্ঠার প্রশংসা ঃ—

শিবানন্দ কহে,—"তেঁহো হয় প্রভুর স্থানে ।
পরম বিখ্যাত তেঁহো, কেবা নাহি জানে ॥ ২৫১ ॥
স্বরূপের স্থানে তারে করিয়াছেন সমর্পণ ।
প্রভুর ভক্তগণের তেঁহো হয় প্রাণসম ॥ ২৫২ ॥
রাত্রি-দিন করে তেঁহো নাম-সঙ্কীর্ত্তন ।
ক্ষণমাত্র নাহি ছাড়ে প্রভুর চরণ ॥ ২৫৩ ॥
পরম বৈরাগ্য তাঁর, নাহি ভক্ষ্য-পরিধান ।
যৈছে তৈছে আহার করি' রাখয়ে পরাণ ॥ ২৫৪ ॥
দশদণ্ড রাত্রি গেলে 'পুষ্পাঞ্জলি' দেখিয়া ।
সিংহদ্বারে খাড়া হয় আহার লাগিয়া ॥ ২৫৫ ॥
কেহ যদি দেয়, তবে করয়ে ভক্ষণ ।
কভু উপবাস, কভু করয়ে চর্ব্বণ ॥" ২৫৬ ॥

গোবর্দ্ধনদাস-সমীপে গিয়া সেই লোকের রঘুনাথের বৈরাগ্যযুক্ ভজন-সংবাদ-জ্ঞাপন ঃ—

এত শুনি' সেই মনুষ্য গোবর্দ্ধন-স্থানে ।
কহিল গিয়া সব রঘুনাথ-বিবরণে ॥ ২৫৭ ॥

রঘুনাথের কৃষ্ণভজনার্থ ভোগ-ত্যাগ-শ্রবণে কৃষ্ণভোগ্য ভক্তকে স্ব-ভোগ্যপুত্রবুদ্ধিকারী সপত্নীক গোবর্দ্ধনদাসের দুঃখ ঃ—

শুনি' তাঁর মাতা পিতা দুঃখিত হইল ।
পুত্র-ঠাঞি দ্রব্য-মনুষ্য পাঠাইল ॥ ২৫৮ ॥

রঘুনাথকে প্রদানার্থ শিবানন্দ-সমীপে মুদ্রা, ভৃত্য ও পাচক-প্রেরণ ঃ—

চারিশত মুদ্রা, দুই ভৃত্য, এক ব্রাহ্মণ ।
শিবানন্দের ঠাঞি পাঠাইল ততক্ষণ ॥ ২৫৯ ॥

শিবানন্দের সঙ্গে লইবার আশ্বাস-প্রদান ঃ—

শিবানন্দ কহে,—"তুমি যাইতে নারিবা ।
আমি যাই যবে, আমার সঙ্গে যাইবা ॥ ২৬০ ॥
এবে ঘর যাহ, যবে আমি সব চলিমু ।
তবে তোমা-সবাকারে সঙ্গে লঞা যামু ॥" ২৬১ ॥

শ্রীকবিকর্ণপূর-কর্ত্তৃক স্ব-কৃত নাটকে রঘুনাথ-মাহাত্ম্য-বর্ণন ঃ—

এই ত' প্রস্তাবে শ্রীকবিকর্ণপূর ।
রঘুনাথ-মহিমা গ্রন্থে লিখিলা প্রচুর ॥ ২৬২ ॥

যদুনন্দনাচার্য্য ও রঘুনাথের গুণ ঃ—
শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটকে (১০।৩-৪) সঙ্গী যাত্রীর প্রতি শিবানন্দের উক্তি—

আচার্য্যো যদুনন্দনঃ সুমধুরঃ শ্রীবাসুদেবপ্রিয়-
স্তচ্ছিষ্যো রঘুনাথ ইত্যধিগুণঃ প্রাণাধিকো মাদৃশাম্ ।
শ্রীচৈতন্যকৃপাতিরেকসততস্নিগ্ধঃ স্বরূপপ্রিয়ো
বৈরাগ্যৈকনিধির্ন কস্য বিদিতো নীলাচলে তিষ্ঠতাম্ ॥ ২৬৩ ॥

রঘুনাথের অতুল সৌভাগ্য ঃ—

যঃ সর্ব্বলোকৈকমনোভিরুচ্যা সৌভাগ্যভূঃ কাচিদকৃষ্টপচ্যা ।
যস্যাং সমারোপণতুল্যকালং তৎপ্রেমশাখী ফলবানতুল্যঃ ॥২৬৪॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২৬৩। (কাঞ্চনপল্লী-নিবাসী) শ্রীবাসুদেব-দত্তের প্রিয়পাত্র অতি সুমধুর-মূর্ত্তি যদুনন্দনাচার্য্য ; তাঁহার শিষ্যই রঘুনাথ-দাস। তাঁহার গুণে তিনি—আমাদের সকলেরই প্রাণাধিক বস্তু এবং তিনি শ্রীচৈতন্যের কৃপাতিশয়দ্বারা সতত-স্নিগ্ধ, স্বরূপগোস্বামীর প্রিয় ও বৈরাগ্য-রাজ্যের একমাত্র নিধি। নীলাচলে যাঁহারা বাস করেন, তাঁহাদের মধ্যে কেই বা তাঁহাকে না জানেন?

২৬৪। যিনি সর্ব্বলোকের মনোভিরুচি (চিত্তরঞ্জন) দ্বারা কোন এক (অনির্ব্বচনীয়) অকৃষ্টপচ্যা (স্বতঃপ্রকটিত) সৌভাগ্যের ভূমি (আধারস্বরূপা) হইয়াছিলেন, যাঁহাতে বীজ-সমারোপণ-সময়েই (শ্রীচৈতন্যের) অতুল্য (অনুপম) প্রেম-শাখী (বৃক্ষ) ফলবান্ হইয়াছিল।

অনুভাষ্য

২৬২। গ্রন্থে—শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটকে।

২৬৩। শ্রীবাসুদেবপ্রিয়ঃ (বাসুদেব-দত্তঠক্কুরস্য প্রিয়ঃ কৃপাপাত্রং ; ন তু শিষ্যঃ) সুমধুরঃ যদুনন্দনঃ আচার্য্যঃ ; তচ্ছিষ্যঃ (তস্য যদুনন্দনস্য শিষ্যঃ ইতি কৃপাপাত্রং, ন তু তেনৈব দীক্ষিতঃ ইত্যর্থঃ) অধিগুণঃ (গুণৈরধিকঃ সর্ব্বাধিকগুণান্বিতঃ) মাদৃশাং (গৌরপ্রাণানাং) প্রাণাধিকঃ (প্রাণতোঽপ্যধিকঃ প্রিয়ঃ) শ্রীচৈতন্যকৃপাতিরেক-সততস্নিগ্ধঃ (গৌরকৃপাতিশয়েন নিত্যপ্রেমবান্) স্বরূপপ্রিয়ঃ (দামোদর-স্বরূপানুগঃ) বৈরাগ্যৈকনিধিঃ (বৈরাগ্যস্য একনিধিঃ মুখ্যাশ্রয়ঃ সিন্ধুর্বা) রঘুনাথঃ (শ্রীদাসগোস্বামী) নীলাচলে (পুরুষোত্তমক্ষেত্রে) তিষ্ঠতাং (নিবসতাং মধ্যে) কস্য ন বিদিতঃ? [সর্ব্বেষামেব পরিচিতোঽস্তীতি ভাবঃ]।

২৬৪। যঃ (দাসগোস্বামী) সর্ব্বলোকৈকমনোভিরুচ্যা (সর্ব্বেষাং ভক্তানাং লোকানাম্ একা প্রধানা যা মনসঃ অভিরুচিঃ প্রীতিঃ

শিবানন্দ যৈছে সেই মনুষ্যে কহিলা ।
কর্ণপূর সেইরূপে শ্লোকে বর্ণিলা ॥ ২৬৫ ॥

গোবর্দ্ধন-প্রেরিত অর্থ, ভৃত্য ও বিপ্র-সঙ্গে বর্ষাকালে শিবানন্দের পুরী গমন ঃ—

বর্ষান্তরে শিবানন্দ চলে নীলাচলে ।
রঘুনাথের সেবক, বিপ্র তাঁর সঙ্গে চলে ॥ ২৬৬ ॥
সেই বিপ্র—ভৃত্য, চারি-শত মুদ্রা লঞা ।
নীলাচলে রঘুনাথে মিলিলা আসিয়া ॥ ২৬৭ ॥

রঘুনাথের তৎসমস্ত অস্বীকার ঃ—

রঘুনাথ-দাস অঙ্গীকার না করিল ।
দ্রব্য লঞা দুইজন তাঁহাই রহিল ॥ ২৬৮ ॥

প্রতিমাসে প্রভুকে রঘুনাথের দুইবার নিমন্ত্রণ ঃ—

তবে রঘুনাথ করি' অনেক যতন ।
মাসে দুইদিন কৈলা প্রভুর নিমন্ত্রণ ॥ ২৬৯ ॥

তজ্জন্যই রঘুনাথের গোবর্দ্ধনপ্রেরিত অর্থ-গ্রহণ ঃ—

দুই নিমন্ত্রণে লাগে কৌড়ি অষ্টপণ ।
ব্রাহ্মণ-ভৃত্য-ঠাঞি করেন এতেক গ্রহণ ॥ ২৭০ ॥

বর্ষদ্বয়ান্তে প্রভুনিমন্ত্রণ-কার্য্য-পরিত্যাগ ঃ—

এইমত নিমন্ত্রণ বর্ষ দুই কৈলা ।
পাছে রঘুনাথ নিমন্ত্রণ ছাড়ি' দিলা ॥ ২৭১ ॥

প্রভুর স্বরূপকে রঘুনাথের স্ব-নিমন্ত্রণ-ত্যাগের কারণ-জিজ্ঞাসা ঃ—

মাস-দুই যবে রঘুনাথ না করে নিমন্ত্রণ ।
স্বরূপে পুছিলা তবে শচীর নন্দন ॥ ২৭২ ॥
"রঘু কেনে আমায় নিমন্ত্রণ ছাড়ি' দিল ?"
স্বরূপ কহে,—"মনে কিছু বিচার করিল ॥ ২৭৩ ॥

স্বরূপকর্ত্তৃক প্রভুকে রঘুনাথের চিত্তভাব-জ্ঞাপনপূর্ব্বক প্রাকৃত বিষয়ীকে শিক্ষাদান ; ভোক্তাভিমানী বিষয়ীর ভোগ্য-জড়দ্রব্য কখনই চিন্ময়-বিষ্ণুভোগ্য নহে ঃ—

বিষয়ীর দ্রব্য লঞা করি নিমন্ত্রণ ।
প্রসন্ন না হয় ইহায়, জানি প্রভুর মন ॥ ২৭৪ ॥

অহঙ্কারবিমূঢ় ব্যক্তির ভোগ্যজড়বস্তুদ্বারা চিন্ময়ী বিষ্ণুসেবার পরিমাণ-চেষ্টা—অনর্থবর্দ্ধিনী ও চিজ্জড়সমন্বয়মূলা জড়প্রতিষ্ঠা-মাত্র ঃ—

মোর দ্রব্য লইতে চিত্ত না হয় নির্ম্মল ।
এই নিমন্ত্রণে দেখি,—'প্রতিষ্ঠা' মাত্র ফল ॥ ২৭৫ ॥

বালিশের নিত্যমঙ্গলার্থ ঈশ্বরের অমন্দোদয়-দয়া ঃ—

উপরোধে প্রভু মোর মানেন নিমন্ত্রণ ।
না মানিলে দুঃখী হইবেক মূর্খ জন ॥ ২৭৬ ॥

মহাপ্রভুর সন্তোষ ঃ—

এত বিচারিয়া নিমন্ত্রণ ছাড়ি' দিল ।"
শুনি' মহাপ্রভু হাসি' বলিতে লাগিল ॥ ২৭৭ ॥

প্রভুকর্ত্তৃক সাধক ও আচার্য্যগণের সঙ্গ বা ব্যবহার-বিধি বা কর্ত্তব্যোপদেশ ঃ—

"বিষয়ীর অন্ন খাইলে মলিন হয় মন ।
মলিন মন হৈলে, নহে কৃষ্ণের স্মরণ ॥ ২৭৮ ॥

অনুভাষ্য

তয়া) কাচিৎ (অনির্ব্বচনীয়া) অকৃষ্টপচ্যা (কর্ষণব্যতিরেকেণ পক্বা, অর্থাৎ সাধনেন সিদ্ধিলাভাৎ পূর্ব্বমেব সাধনব্যতিরেকেণ বা সিদ্ধা) সৌভাগ্যভূঃ (সৌভাগ্যভূমিঃ), যস্যাং (ভূমৌ) সমারোপণ-তুল্যকালং (বীজবপনসমকালমেব) অতুল্যঃ (অনুপমঃ) তৎপ্রেমশাখী (তৎ তস্য শ্রীচৈতন্যস্য প্রেমা, স এব শাখী বৃক্ষঃ) ফলবান্ [অভবৎ ইতি শেষঃ]।

২৭০। অষ্টপণ—৬৪০ কড়া কড়ি অর্থাৎ আট আনা।

২৭৫। 'অহং মম'-অভিমানযুক্ত জড়ভোক্তা প্রাকৃত বিষয়ীর ভোগ্য অর্থদ্বারা জড়াতীত সচ্চিদানন্দবস্তু হরিগুরুবৈষ্ণবের সেবা করিতে চেষ্টা করিলে প্রতিষ্ঠামাত্র-ফললাভ হয়, বাস্তবিক অপ্রাকৃত হরিগুরুবৈষ্ণবের সেবা হয় না। একান্ত শরণাগত হইয়া অর্থাৎ সম্পূর্ণ আত্মনিবেদনপূর্ব্বক নিত্যমঙ্গলেচ্ছু জীবের নিজার্জ্জিত সমস্ত অর্থদ্বারা এবং কায়মনোবাক্য-প্রাণে অপ্রাকৃত হরিগুরু-বৈষ্ণবের সেবা করা কর্ত্তব্য।

২৭৬। জন্মৈশ্বর্য্যশ্রুতশ্রী-মদমত্ত বিষয়িগণ শ্রীমূর্ত্তির তথা-কথিত সেবা করাইয়া তৎপ্রসাদ-জ্ঞানে উহা বৈষ্ণবদিগকে প্রদান করে। নির্ব্বুদ্ধিতাবশতঃ তাহারা জানে না যে, তাহাদের অভক্তিময় মনোবৃত্তিপ্রদত্ত কোন বস্তুই অধোক্ষজ অজিত গ্রহণ করেন না। সুতরাং অনেকস্থলে তাদৃশ জড়-ভোক্তা বিষয়ীর জড়াভিমানগন্ধ-মিশ্রিত সাহায্যগ্রহণদ্বারা তৎকৈঙ্কর্য্য কৃষ্ণভজন-পরায়ণ নিরপেক্ষ অর্থাৎ জড়ভোগবিরক্ত বৈষ্ণবগণ স্বীকার করেন না ; তাহাতে প্রাকৃত ধনী বিষয়িগণ স্বীয় দেহাদিতে অহংবুদ্ধিপ্রসূত মূর্খতা-বশতঃ বৈষ্ণবের প্রতি বিরোধ পোষণ করেন এবং বৈষ্ণবের তাদৃশ ব্যবহারে দুঃখিত হন।

২৭৮। অবৈষ্ণব বা প্রাকৃত-সহজিয়াগণ—বিষয়ী। তাহাদের অভক্তি-প্রদত্ত অন্নের গ্রহণ বা ভোজন-সংসর্গফলে সাধক-বৈষ্ণবের সঙ্গদোষ ঘটে এবং তৎফলে, সাধকগণ তাহাদের ন্যায় স্বভাব লাভ করে। 'অবৈষ্ণব' ও 'বৈষ্ণব'-নামধারী প্রাকৃত-সহজিয়াগণের সহিত বিন্দুমাত্র প্রচ্ছন্নপ্রীতির সহিতও যদি কেহ ছয়প্রকার সঙ্গ (দান, প্রতিগ্রহ, ভোজন ও ভোজনে প্রবর্ত্তন, গূঢ়-কথা বর্ণন ও জিজ্ঞাসা) করে, তাহা হইলে অপ্রাকৃত শুদ্ধ-কৃষ্ণভক্তির স্থানে জড়েন্দ্রিয়তর্পণমূলক প্রাকৃত ভোগ আসিয়া

গৃহব্রত বা গ্রাম্য-ব্যবহারবিৎই 'বিষয়ী', তাহার সঙ্গই 'রাজস' ঃ—

বিষয়ীর অন্ন হয় 'রাজস' নিমন্ত্রণ ।
দাতা, ভোক্তা—দুঁহার মলিন হয় মন ॥ ২৭৯ ॥

ঈশ্বরের অমন্দোদয়া দয়ার ফলে সদ্বুদ্ধির উদয়ে সাধকের কর্ম্মমিশ্রা-ভক্তিত্যাগ ও শুদ্ধসেবা-প্রবৃত্তি ঃ—

ইঁহার সঙ্কোচে আমি এতদিন নিল ।
ভাল হৈল—জানিয়া সে আপনি ছাড়িল ॥" ২৮০ ॥

রঘুনাথের সিংহদ্বার-ত্যাগ ও ছত্রে অন্নগ্রহণ ঃ—

কত দিনে রঘুনাথ সিংহদ্বার ছাড়িলা ।
ছত্রে যাই' মাগিয়া খাইতে আরম্ভ করিলা ॥ ২৮১ ॥

প্রভুকর্ত্তৃক স্বরূপকে রঘুনাথের সিংহদ্বার-ত্যাগের কারণ-জিজ্ঞাসা ঃ—

গোবিন্দ-পাশ শুনি' প্রভু পুছেন স্বরূপেরে ।
"রঘু ভিক্ষা লাগি' ঠাড় কেনে নহে সিংহদ্বারে ??"২৮২॥

স্বরূপকর্ত্তৃক রঘুনাথের ত্যক্তগৃহ বিরক্তগণের আচারাদর্শে মাধুকরী-ভিক্ষা-স্বীকার বর্ণন ঃ—

স্বরূপ কহে,—"সিংহদ্বারে দুঃখ অনুভবিয়া ।
ছত্রে মাগি' খায় মধ্যাহ্নকালে গিয়া ॥" ২৮৩ ॥

পরের ইচ্ছামত তাহার নিকট অন্নলাভ-প্রতীক্ষা—নিরপেক্ষ বৈরাগ্য-ধর্ম্মের প্রতিকূল ঃ—

প্রভু কহে,—"ভাল কৈল, ছাড়িল সিংহদ্বার ।
সিংহদ্বারে ভিক্ষা-বৃত্তি—বেশ্যার আচার ॥ ২৮৪ ॥

লোকদর্শনমাত্র ভিক্ষা-প্রাপ্তির বা অপ্রাপ্তির আশা বা তৎসম্ভাবনা-কল্পনা ঃ—

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব-বাক্য—

অয়মাগচ্ছতি অয়ং দাস্যতি অনেন দত্তময়মপরঃ ।
সমেত্যয়ং দাস্যতি অনেনাপি ন দত্তমন্যঃ সমেষ্যতি স দাস্যতি ॥

মাধুকরীভিক্ষাই ত্যক্তগৃহ বিরক্তের হরিভজনানুকূল ঃ—

ছত্রে গিয়া যথা-লাভ উদর-ভরণ ।
অন্য কথা নাহি, সুখে কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন ॥" ২৮৬ ॥

নিখিলব্রহ্মাণ্ডগুরু রঘুনাথকে পরমশ্রেষ্ঠ-জ্ঞানে স্বকীয় গিরিধারি-বিগ্রহ ও গান্ধর্ব্বা-রূপিণী মালা-প্রদান ঃ—

এত বলি' তাঁরে পুনঃ প্রসাদ করিলা ।
'গোবর্দ্ধনের শিলা', 'গুঞ্জা-মালা' তাঁরে দিলা ॥ ২৮৭ ॥

বিগ্রহ ও মালিকা-প্রাপ্তির আদি-বৃত্তান্ত-বর্ণন ঃ—

শঙ্করানন্দ-সরস্বতী বৃন্দাবন হৈতে আইলা ।
তেঁহ সেই শিলা-গুঞ্জামালা লঞা গেলা ॥ ২৮৮ ॥
পার্শ্বে গাঁথা গুঞ্জামালা, গোবর্দ্ধন-শিলা ।
দুই বস্তু মহাপ্রভুর আগে আনি' দিলা ॥ ২৮৯ ॥

কৃষ্ণস্মরণকালে সাক্ষাৎ গান্ধর্ব্বা-গিরিধারি-জ্ঞানে প্রভুর সেই মালা ও বিগ্রহ-সমাদর ঃ—

দুই অপূর্ব্ব বস্তু পাঞা প্রভু তুষ্ট হৈলা ।
স্মরণের কালে গলে পরেন গুঞ্জামালা ॥ ২৯০ ॥
গোবর্দ্ধন-শিলা প্রভু হৃদয়ে-নেত্রে ধরে ।
কভু নাসায় ঘ্রাণ লয়, কভু শিরে করে ॥ ২৯১ ॥
নেত্রজলে সেই শিলা ভিজে নিরন্তর ।
শিলারে কহেন প্রভু,—'কৃষ্ণ-কলেবর' ॥ ২৯২ ॥

তিনবৎসর সেবনান্তে রঘুনাথকে প্রদান ঃ—

এইমত তিনবৎসর শিলা-মালা ধরিলা ।
তুষ্ট হঞা শিলা-মালা রঘুনাথে দিলা ॥ ২৯৩ ॥

অর্চ্চ্য বিষ্ণুবিগ্রহে শিলা-বুদ্ধি ও বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধিকারী পাষণ্ডগণকে শিক্ষাদানার্থ প্রভুর উপদেশ ঃ—

প্রভু কহে,—"এই শিলা কৃষ্ণের বিগ্রহ ।
ইঁহার সেবা কর তুমি করিয়া আগ্রহ ॥ ২৯৪ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২৭৯। 'রাজস' নিমন্ত্রণ—নিমন্ত্রণ তিনপ্রকার,—সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ; বিশুদ্ধবৈষ্ণবের নিমন্ত্রণ—সাত্ত্বিক, বিষয়ী পুণ্যবান্ ব্যক্তির অন্ন—রাজস এবং পাপিষ্ঠের অন্ন—তামস।

২৮৫। 'ইনি আসিতেছেন, ইনিই দিবেন ; ইনি দিয়াছেন ; আর একজন আসিতেছেন, ইনি দিবেন, এই যে ব্যক্তি গেলেন, ইনি দিলেন না ; অন্য আর এক ব্যক্তি আসিয়া দিবেন' ;—অযাচক বৈরাগিবেষিগণ (নিরপেক্ষতা পরিত্যাগ করিয়া বেশ্যার ন্যায়) এরূপ আশা করিয়া থাকেন।

অনুভাষ্য

সাধককে কৃষ্ণভক্তিচ্যুত করে। সুতরাং আত্মেন্দ্রিয়তর্পণপর বিষয়-মলিন অশুদ্ধচিত্তজনের পক্ষে অপ্রাকৃত কৃষ্ণস্মরণাদি-সেবন কখনও সম্ভব নহে।

অনুভাষ্য

২৮২। ঠাড়—(হিন্দী-শব্দ) খাড়া, দণ্ডায়মান।

২৮৫। [বর্ত্মচারিণং কঞ্চিৎ অবলোক্য অর্থার্থী, অন্নার্থী বা স্বগতং বদতি—] অয়ং (পথিকঃ) আগচ্ছতি, অয়ং (বদান্যঃ) মাং দাস্যতি (অর্থ-ভোজনাদিকং প্রদাস্যতি) অনেন (দাত্রা পূর্ব্বস্মিন্ প্রদোষে অর্থ-ভোজনাদিকং) দত্তম্, অয়ম্ অপরঃ (জনঃ সমাগতঃ) ; অয়ং সমেত্য (সমাগত্য) দাস্যতি ; অনেন অপি ন [কিঞ্চিৎ] দত্তম্ ; অন্যঃ (দাতা) সমেষ্যতি (সমাগমিষ্যতি) স (এব) মহ্যং দাস্যতি।

২৮৭। গোবর্দ্ধন-শিলা—শ্রীগিরিধারী বিগ্রহ। গুঞ্জামালা—কুঁচের মালা।

২৯৩-২৯৪। গোবর্দ্ধন-শিলা—সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন ; মহাপ্রভু সেই শিলাকে 'সাক্ষাৎ অপ্রাকৃত কৃষ্ণকলেবর' বলিয়া তিন

মহাভাগবতের শুদ্ধসাত্ত্বিকপূজা বা ভাবসেবা প্রাকৃত কনিষ্ঠাধিকারগত অর্চ্চন নহে ঃ—

এই শিলার কর তুমি সাত্ত্বিক-পূজন ।
অচিরাৎ পাবে তুমি কৃষ্ণপ্রেমধন ॥ ২৯৫ ॥

শুদ্ধসাত্ত্বিক-সেবার প্রণালী ঃ—

এক কুঁজা জল আর তুলসী-মঞ্জরী ।
সাত্ত্বিক-সেবা এই—শুদ্ধভাবে করি' ॥ ২৯৬ ॥

দুইদিকে দুইপত্র-মধ্যে কোমল মঞ্জরী ।
এইমত অষ্টমঞ্জরী দিবে শ্রদ্ধা করি' ॥" ২৯৭ ॥

নিখিল ব্রহ্মজ্ঞকুলের গুরু প্রভুপ্রেষ্ঠ মহাভাগবত রঘুনাথের শুদ্ধসাত্ত্বিক ভাব-সেবা ঃ—

শ্রীহস্তে শিলা দিয়া এই আজ্ঞা দিলা ।
আনন্দে রঘুনাথ সেবা করিতে লাগিলা ॥ ২৯৮ ॥

এক-বিতস্তি দুইবস্ত্র, পিঁড়া একখানি ।
স্বরূপ দিলেন কুঁজা আনিবারে পানি ॥ ২৯৯ ॥

অর্চ্চ্য-বিষ্ণুতে শিলা ও বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধিকারী পাষণ্ডগণের কল্পনা ধিক্কারপূর্ব্বক রঘুনাথের গিরিধারীতে সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন-জ্ঞান ঃ—

এইমত রঘুনাথ করেন পূজন ।
পূজাকালে দেখে শিলায় 'ব্রজেন্দ্রনন্দন' ॥ ৩০০ ॥

রঘুনাথের অপূর্ব্ব প্রভুপ্রেম ঃ—

'প্রভুর স্বহস্ত-দত্ত গোবর্দ্ধন-শিলা ।'
এই চিন্তি' রঘুনাথ প্রেমে ভাসি' গেলা ॥ ৩০১ ॥

জল-তুলসীর সেবায় যত সুখোদয় ।
ষোড়শোপচার-পূজায় তত সুখ নয় ॥ ৩০২ ॥

একদিন স্বরূপের অনুরোধক্রমে বিগ্রহকে গোবিন্দ-প্রদত্ত সন্দেশ-সমর্পণ ঃ—

এইমত কতদিন করেন পূজন ।
তবে স্বরূপগোসাঞি তাঁরে কহিলা বচন ॥ ৩০৩ ॥

"অষ্টকৌড়ির খাজা-সন্দেশ কর সমর্পণ ।
শ্রদ্ধা করি' দিলে, সেই অমৃতের সম ॥" ৩০৪ ॥

তবে অষ্ট-কৌড়ির খাজা করে সমর্পণ ।
স্বরূপ-আজ্ঞায় গোবিন্দ করে সমাধান ॥ ৩০৫ ॥

রঘুনাথের প্রভু-কৃপার তাৎপর্য্যানুধাবন ঃ—

রঘুনাথ সেই শিলা-মালা যবে পাইলা ।
গোসাঞির অভিপ্রায় এই ভাবনা করিলা ॥ ৩০৬ ॥

মালা ও শিলা-প্রদানদ্বারা প্রভুর রঘুনাথকে গান্ধর্ব্বা-গিরিধারীর রাগময়ী অন্তরঙ্গ-সেবাপ্রদান ঃ—

"শিলা দিয়া গোসাঞি সমর্পিলা 'গোবর্দ্ধনে' ।
গুঞ্জামালা দিয়া দিলা 'রাধিকা-চরণে' ॥" ৩০৭ ॥

প্রেমে আত্মহারা রঘুনাথের গৌর-সেবা ঃ—

আনন্দে রঘুনাথের বাহ্য বিস্মরণ ।
কায়মনে সেবিলেন গৌরাঙ্গ-চরণ ॥ ৩০৮ ॥

গোস্বামী রঘুনাথের কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীত্যর্থে অদ্বিতীয় অদ্ভুত অচঞ্চল বৈরাগ্যযুক্ ভজনাদর্শ-বর্ণন ঃ—

অনন্ত গুণ রঘুনাথের কে করিবে লেখা ?
রঘুনাথের নিয়ম,—যেন পাষাণের রেখা ॥ ৩০৯ ॥

সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণভজন ঃ—

সাড়ে সাত প্রহর যায় কীর্ত্তন-স্মরণে ।
সবে চারি-দণ্ড আহার-নিদ্রা কোন দিনে ॥ ৩১০ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২৯৮। বিতস্তি—অর্দ্ধহস্ত-পরিমাণ।

৩০৯। রঘুনাথের নিয়ম যেন পাষাণের রেখা—শ্রীল রঘুনাথের বৈরাগ্য-বিধি পাষাণের উপর রেখার ন্যায় অত্যন্ত দৃঢ়।

অনুভাষ্য

বৎসর অঙ্গীকার করিয়া রঘুনাথের হৃদয়ে স্ফূর্ত্তি করাইয়া নিজ-প্রিয়তম-প্রিয়জ্ঞানে তাঁহাকে সেবাধিকার প্রদান করেন। অদৈব-বর্ণাশ্রমের পালিত ও পুষ্ট দাসস্থানীয় কতিপয় প্রাকৃতবুদ্ধিযুক্ত অক্ষজজ্ঞানমদমত্ত অবৈষ্ণব বাহিরে বৈষ্ণবের ন্যায় চিহ্ন ধারণ করিয়াও বৈষ্ণববিদ্বেষমূলে প্রাকৃত ঘৃণিত স্ব-স্ব প্রচ্ছন্ন স্বার্থ চরিতার্থ করিবার বাসনায় স্বীয় অক্ষজজ্ঞান বা মনোধর্ম্ম সম্বল করিয়া বিষ্ণুর অপ্রাকৃত অর্চ্চা-বিগ্রহে ধাতু বা শিলা বুদ্ধি, কৃষ্ণ-প্রকাশবিগ্রহ সেবক-ভগবান্ চিদ্বিলাস শ্রীগুরুদেবে মর্ত্ত্যবুদ্ধি, বর্ণাশ্রমীর গুরু পরমহংস-বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধিপূর্ব্বক এই কল্পনা উদ্ভাবিত করে যে, 'শ্রীরঘুনাথদাস গোস্বামিপ্রভু শৌক্রব্রাহ্মণ না হওয়ায় বা সাবিত্র্য-সংস্কার গ্রহণ না করায়, দৈক্ষ্যব্রাহ্মণতা লাভ করেন নাই।' এই শ্রেণীর মাৎসর্য্য-পীড়িত লোক কল্পনাদ্বারা অনুমান করে যে,—শৌক্র-ব্রাহ্মণ-কুলোদ্ভূতব্যক্তি ব্যতীত অপর কোন শুদ্ধভক্তেরই বিষ্ণুবিগ্রহের স্পর্শন বা পূজনে অধিকার না থাকায় মহাপ্রভু প্রাকৃত অদৈব সমাজের দিকে দৃষ্টি করিয়াই কৌশলপূর্ব্বক এরূপ লীলা দেখাইয়াছেন। এই অপরাধক্রমে তাদৃশ কল্পনাকারিগণ অনন্ত-অপরাধরূপ বিষয়বিষ্ঠাগর্ত্তে পতিত হয় এবং বৈষ্ণবাপরাধক্রমে তাহাদের ঐহিক ও পারত্রিক সর্ব্বনাশ ঘটিয়া থাকে। কনিষ্ঠ বা মধ্যম বৈষ্ণবগণের পক্ষে এই অপরাধি-দলের সঙ্গ কোনক্রমেই বিধেয় নহে, যেহেতু—যোষিৎসঙ্গীর সঙ্গপোষণকারী শৌক্রব্রাহ্মণতা ব্যতীত অপ্রাকৃত ব্রাহ্মণ্যের শুদ্ধ চিন্ময় আদর্শ অন্যত্র থাকিতে পারে না,—তাহাদের এরূপ নরক-প্রাপক-বিশ্বাস তাহাদিগকে মহারৌরবে নিত্যকাল আবদ্ধ রাখিয়া বিনাশ করিবে, সন্দেহ নাই।

বিজিতষড়্বর্গ গোস্বামী রঘুনাথ ঃ—

বৈরাগ্যের কথা তাঁর অদ্ভুত-কথন ।
আজন্ম না দিলা জিহ্বায় রসের স্পর্শন ॥ ৩১১ ॥

ছিণ্ডা-কানি কাঁথা বিনা না পরে বসন ।
সাবধানে প্রভুর কৈলা আজ্ঞার পালন ॥ ৩১২ ॥

যাবন্নির্ব্বাহ-প্রতিগ্রহ ঃ—

প্রাণ-রক্ষা লাগি' যেবা করেন ভক্ষণ ।
তাহা খাঞা আপনাকে করে নির্ব্বেদন ॥ ৩১৩ ॥

দিব্যসম্বন্ধজ্ঞানোদয়ক্রমে দেহাত্মবুদ্ধি-হ্রাস ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবতে (৭।১৫।৪০)—

আত্মানং চেদ্বিজানীয়াৎ পরং জ্ঞানধুতাশয়ঃ ।
কিমর্থং কস্য বা হেতোর্দ্দেহং পুষ্ণাতি পামরঃ ॥ ৩১৪ ॥

বিপণিকারের অবিক্রীত পর্য্যুষিত কর্দ্দমাক্ত প্রসাদান্ন-প্রক্ষালন-পূর্ব্বক কৃষ্ণোচ্ছিষ্ট চিদ্বস্তুজ্ঞানে সম্মান ঃ—

প্রসাদান্ন পসারির যত না বিকায় ।
দুই-তিন দিন হৈলে ভাত সড়ি' যায় ॥ ৩১৫ ॥

সিংহদ্বারে গাভী-আগে সেই ভাত ডারে ।
সড়া-গন্ধে তৈলঙ্গী-গাই খাইতে না পারে ॥ ৩১৬ ॥

সেই ভাত রঘুনাথ রাত্রে ঘরে আনি' ।
ভাত ধুঞা ফেলে ঘরে দিয়া বহু পানি ॥ ৩১৭ ॥

ভিতরেতে দড়-ভাত মাজি' যেই পায় ।
লবণ দিয়া রঘুনাথ সেই অন্ন খায় ॥ ৩১৮ ॥

একদিন স্বরূপের সানন্দে চিদ্বস্তুজ্ঞানে সেই কৃষ্ণোচ্ছিষ্টাংশ-গ্রহণ ঃ—

একদিন স্বরূপ তাহা করিতে দেখিলা ।
হাসিয়া তাহার কিছু মাগিয়া খাইলা ॥ ৩১৯ ॥

গৌরকৃষ্ণের পরমপ্রেষ্ঠ রঘুনাথের গৃহীত প্রসাদই চিন্ময় কৃষ্ণভুক্তামৃত ঃ—

স্বরূপ কহে,—"ঐছে অমৃত খাও নিতি নিতি ।
আমা-সবায় নাহি দেহ', কি তোমার প্রকৃতি ??"৩২০॥

গোবিন্দের নিকট শ্রবণপূর্ব্বক স্বয়ং প্রভুরও সেই কৃষ্ণভুক্তান্নামৃত-গ্রহণ ঃ—

গোবিন্দের মুখে প্রভু সে বার্ত্তা শুনিলা ।
আর দিন আসি' প্রভু কহিতে লাগিলা ॥ ৩২১ ॥

"খাসা বস্তু খাও সবে, মোরে না দেহ' কেনে?"
এত বলি' এক গ্রাস করিলা ভক্ষণে ॥ ৩২২ ॥

সাধকের স্বয়ং কৃষ্ণপ্রীত্যর্থে বৈরাগ্যাচরণের অভ্যাস থাকিলেও নিখিলৈশ্বর্য্যশালী হরিগুরুবৈষ্ণবকে একমাত্র প্রভু-জ্ঞানে সর্ব্বোৎকৃষ্ট চিদুপকরণদ্বারা পূজা-কর্ত্তব্যতা-শিক্ষাদান ঃ—

আর গ্রাস লৈতে স্বরূপ হাতেতে ধরিলা ।
"তব যোগ্য নহে" বলি' বলে কাড়ি' নিলা ॥ ৩২৩ ॥

প্রভুকর্ত্তৃক স্ব-প্রেষ্ঠ রঘুনাথের গৃহীত-প্রসাদ-প্রশংসা ঃ—

প্রভু বলে,—"নিতি নিতি নানা প্রসাদ খাই ।
ঐছে স্বাদ আর কোন প্রসাদে না পাই ॥" ৩২৪ ॥

রঘুনাথের কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছাময় বৈরাগ্যদর্শনে প্রভুর আনন্দ ঃ—

এইমত মহাপ্রভু নানা লীলা করে ।
রঘুনাথের বৈরাগ্য দেখি' সন্তোষ অন্তরে ॥ ৩২৫ ॥

স্ব-কৃত স্তবে প্রভুর করুণা-বর্ণন ঃ—

আপন-উদ্ধার এই রঘুনাথদাস ।
'চৈতন্যস্তবকল্পবৃক্ষে' করিয়াছেন প্রকাশ ॥ ৩২৬ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৩১৪। জ্ঞানদ্বারা বিধৌতচিত্ত ব্যক্তি আত্মতত্ত্বকে জানিতে পারিলে যখন সমস্তই লাভ করেন, তবে তাহা না করিয়া পামর-গণ কি অভিপ্রায়ে, কি কারণেই বা কেবল দেহপুষ্টির জন্য যত্ন করিয়া থাকে?

৩১৫। সড়ি'—পচিয়া।

অনুভাষ্য

৩১০। পাঠান্তরে—"সার্দ্ধসপ্তপ্রহর যায় স্মরণ-কীর্ত্তনে। আহার-নিদ্রা—চারি দণ্ড, সেহ নহে কোন দিনে।।"

৩১৩। নির্ব্বেদন—গর্হণ, ধিক্কার।

৩১৪। 'কোন্ বিধির অনুসরণ করিলে গৃহস্থ সহজে মোক্ষ-প্রাপ্ত হন?'—ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের এই প্রশ্নের উত্তরে দেবর্ষি নারদ মোক্ষলক্ষণ সর্ব্ববর্ণাশ্রম-সাধনসার-বর্ণনপ্রসঙ্গে আশ্রম-চতুষ্টয়ের কথা বলিয়া অবশেষে বলিতেছেন,—

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৩১৬। তৈলঙ্গ গাই—তৈলঙ্গ-দেশীয় গাভী।

অনুভাষ্য

চেদ্ (যদি) আত্মানং পরং ('ব্রহ্ম কৃষ্ণং') বিজানীয়াৎ, তদা জ্ঞানধুতাশয়ঃ (জ্ঞানেন সম্বন্ধজ্ঞানেন ধুতঃ নিরস্তঃ আশয়ঃ বিষয়কামঃ যস্য সঃ) লম্পটঃ (জিহ্বোপস্থ-পরিচালনপরঃ সন্) কিমর্থং কিং ইচ্ছন্ কস্য বা হেতোঃ দেহং পুষ্ণাতি (অনুসংচরেৎ? জ্ঞানিনঃ লৌল্যমেব ন সম্ভবতীত্যর্থঃ। তথা চ শ্রুতিঃ—"আত্মানং চেদ্বিজানীয়াদয়মস্মীতি পুরুষঃ। কিমিচ্ছন্ কস্য কামায় শরীর-মনুসঞ্চরেৎ?" ইতি)।

৩১৬। ডারে—ফেলিয়া দেয়।

৩১৮। ভিতরেতে দড় ভাত মাজি'—অসিদ্ধ চাউলের (ভাতের) ভিতরের কঠিন মধ্যভাগ মাজিয়া অর্থাৎ ধুইয়া পরিষ্কার করিয়া।

গৌরকৃপায় রঘুনাথের দামোদরানুগত্য ও গান্ধর্ব্বা-গিরিধারি-সেবা-লাভ ঃ—

স্তবাবলীতে চৈতন্যস্তবকল্পবৃক্ষ-স্তবে (১১)—

মহাসম্পদ্দারাদপি পতিতমুদ্ধৃত্য কৃপয়া
স্বরূপে যঃ স্বীয়ে কুজনমপি মাং ন্যস্য মুদিতঃ।
উরো গুঞ্জাহারং প্রিয়মপি চ গোবর্দ্ধনশিলাং
দদৌ মে গৌরাঙ্গো হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি ॥ ৩২৭ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৩২৭। আমি মহাকুজন হইলেও কৃপাপূর্ব্বক যিনি আমাকে পতিত দেখিয়া সম্পৎ ও দারা (পাঠান্তরে, বিষয়রূপ দাবাগ্নি) হইতে উদ্ধার করত শ্রীস্বরূপে অর্পণ করিয়া আনন্দলাভ করিয়াছিলেন, যিনি আমাকে স্বীয় বক্ষের গুঞ্জা-মালা ও গোবর্দ্ধন-শিলা দান করিয়াছিলেন, সেই গৌরাঙ্গ আমার হৃদয়ে উদিত হইয়া আমাকে মত্ত করুন।

অনুভাষ্য

৩২৭। যঃ (মহাপ্রভুঃ) কৃপয়া কুজনম্ অপি মাং [স্বানুকম্পয়া] মহাসম্পদ্দারাৎ (মহাসম্পদশ্চ দারাশ্চ তেষাং সমাহারঃ হিরণ্যযোষিৎসংসর্গাৎ ; মহাসম্পদ্দাবাৎ ইতি পাঠে মহাসম্পদেব দাবঃ তস্মাৎ সকাশাৎ) উদ্ধৃত্য স্বীয়ে (নিজজনে) স্বরূপে (শ্রীদামোদরস্বরূপে) ন্যস্য (সমর্প্য) মুদিতঃ (হৃষ্টঃ সন্) প্রিয়ম্ অপি উরোগুঞ্জাহারং (বক্ষসঃ গুঞ্জামালাং) গোবর্দ্ধনশিলাং চ (গিরিধরবিগ্রহং) মে (মহ্যং) দদৌ, সঃ (গৌরাঙ্গঃ গৌরহরিঃ) মে (মম) হৃদয়ে উদয়ন্ (প্রকটয়ন্) মাং মদয়তি (হর্ষয়তি)।

প্রভু-রঘুনাথ-মিলন-শ্রবণে চৈতন্যচরণ লাভ ঃ—

এই ত' কহিলুঁ রঘুনাথের মিলন।
ইহা যেই শুনে, পায় চৈতন্যচরণ ॥ ৩২৮ ॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ৩২৯ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে শ্রীরঘুনাথদাস-মিলনং নাম ষষ্ঠঃ পরিচ্ছেদঃ।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

ইতি অমৃতপ্রবাহভাষ্যে ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

অনুভাষ্য

ইতি অনুভাষ্যে ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

কথাসার—এই পরিচ্ছেদে বল্লভভট্টের আগমন এবং তাঁহার প্রতি অনেক প্রকার পরিহাস, তাঁহার সিদ্ধান্তসকলের সংশোধন, তৎকৃত নিমন্ত্রণ-গ্রহণ এবং ভট্টের শ্রীগদাধর পণ্ডিতের বিশেষ আনুগত্য দেখিয়া পণ্ডিতের প্রতি মহাপ্রভুর ছল ঔদাস্য,—এই সমস্ত বর্ণিত হইয়াছে। ভট্ট নিতান্ত অনুগত হইয়া পড়িলে তখন তাঁহার নিমন্ত্রণ স্বীকার করিয়া শ্রীগদাধর পণ্ডিতের নিকট মন্ত্রার্থাদি শিক্ষা করিবার জন্য আজ্ঞা দিলেন এবং পণ্ডিতের প্রতি স্নেহ-প্রকাশ করিলেন। (অঃ প্রঃ ভাঃ)

স্পর্শমণি গৌরভক্তগণকে বন্দনা ঃ—

চৈতন্যচরণাম্ভোজমকরন্দলিহো ভজে।
যেষাং প্রসাদমাত্রেণ পামরোঽপ্যমরো ভবেৎ ॥ ১ ॥
জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ২ ॥

রথযাত্রার পূর্ব্বে গৌড়ীয়-ভক্তগণের আগমন ঃ—

বর্ষান্তরে যত গৌড়ের ভক্তগণ আইলা।
পূর্ব্ববৎ মহাপ্রভু সবারে মিলিলা ॥ ৩ ॥

বল্লভভট্টের আগমন ঃ—

এইমত বিলাস প্রভুর ভক্তগণ লঞা।
হেনকালে বল্লভ-ভট্ট মিলিল আসিয়া ॥ ৪ ॥

ভট্টের প্রভুপদ-বন্দন, তাঁহাকে বৈষ্ণব-বুদ্ধিতে প্রভুর আলিঙ্গন ঃ—

আসিয়া বন্দিল ভট্ট প্রভুর চরণে।
প্রভু 'ভাগবতবুদ্ধ্যে' কৈলা আলিঙ্গনে ॥ ৫ ॥

ভট্টের সবিনয়োক্তি—জগন্নাথকর্ত্তৃক প্রভু-দর্শনাকাঙ্ক্ষা-পূরণ ঃ—

মান্য করি' প্রভু তারে নিকটে বসাইলা।
বিনয় করিয়া ভট্ট কহিতে লাগিলা ॥ ৬ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১। যাহাদিগের প্রসাদমাত্রে পামর ব্যক্তিও অমর হয়, সেই চৈতন্যচরণপদ্মের মধুলোভী ভক্তদিগকে ভজনা করি।

অনুভাষ্য

১। যেষাং (গৌরপদাশ্রিত-ভক্তানাং) প্রসাদমাত্রেণ (কৃপালবেন) পামরঃ (ভক্তিরহিতঃ পাষণ্ডঃ) অপি অমরঃ (অপ্রাকৃত-

"বহুদিন মনোরথ তোমা দেখিবারে ।
জগন্নাথ পূর্ণ কৈলা, দেখিলুঁ তোমারে ॥ ৭ ॥

বল্লভের প্রভুকে ভগবত্তুল্য-বুদ্ধি ও গৌরব-স্তুতি, কিন্তু শরণাগতির অভাব ঃ—

তোমার দর্শন যে পায়, সেই ভাগ্যবান্ ।
তোমাকে দেখিয়ে,—যেন সাক্ষাৎ ভগবান্ ॥ ৮ ॥

প্রভুর দর্শন দূরে থাকুক, স্মরণেই পবিত্রতা ঃ—

তোমারে যে স্মরণ করে, সে হয় পবিত্র ।
দর্শনে পবিত্র হবে,—ইথে কি বিচিত্র?? ৯ ॥

শুদ্ধভক্তের সাক্ষাৎসেবন দূরে থাকুক, অসাক্ষাতে স্মরণ-প্রভাবেই শুদ্ধি ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবতে (১।১৯।৩৩)—

যেষাং সংস্মরণাৎ পুংসাং সদ্যঃ শুদ্ধ্যন্তি বৈ গৃহাঃ ।
কিং পনুর্দর্শনস্পর্শপাদশৌচাসনাদিভিঃ ॥ ১০ ॥

কৃষ্ণের স্বরূপশক্তিই নামকীর্ত্তনকারী আচার্য্যের প্রাকট্যসাধিনী ঃ—

কলিকালের ধর্ম্ম—কৃষ্ণনাম-সঙ্কীর্ত্তন ।
কৃষ্ণ-শক্তি বিনা নহে তার প্রবর্ত্তন ॥ ১১ ॥

কৃষ্ণনাম প্রবর্ত্তনহেতু প্রভুকে স্বরূপশক্তিমান-জ্ঞান ঃ—

তাহা প্রবর্ত্তাইলা তুমি,—এই ত' 'প্রমাণ' ।
কৃষ্ণশক্তি ধর তুমি,—ইথে নাহি আন ॥ ১২ ॥

সেরোন্মুখের কৃষ্ণনামদাতা গৌরদর্শনে কৃষ্ণপ্রেমোদয় ঃ—

জগতে করিলা তুমি কৃষ্ণনাম প্রকাশে ।
যেই তোমা দেখে, সেই কৃষ্ণপ্রেমে ভাসে ॥ ১৩ ॥

স্বরূপশক্তি-প্রভাবে কৃষ্ণেরই কৃষ্ণপ্রেম-প্রকটন-সামর্থ্য ঃ—

প্রেম-পরকাশ নহে কৃষ্ণশক্তি বিনে ।
'কৃষ্ণ'—এক প্রেমদাতা, শাস্ত্র-প্রমাণে ॥ ১৪ ॥

লঘুভাগবতামৃতে (১।৫।৩৭) বিল্বমঙ্গল-বাক্য—

সন্তবতারা বহবঃ পঙ্কজনাভস্য সর্ব্বতোভদ্রাঃ ।
কৃষ্ণাদন্যঃ কো বা লতাস্বপি প্রেমদো ভবতি ॥" ১৫ ॥

ভগবানের দৈন্য ও ছলনা-চেষ্টা ঃ—

মহাপ্রভু কহে,—"শুন, ভট্ট মহামতি ।
মায়াবাদী সন্ন্যাসী আমি, না জানি কৃষ্ণভক্তি ॥ ১৬ ॥

ভগবানের ভক্তগুণ-বর্ণন ;—(১) মহাবিষ্ণু অদ্বৈতাচার্য্যের গুণাবলী ঃ—

অদ্বৈতাচার্য্য-গোসাঞি—'সাক্ষাৎ ঈশ্বর' ।
তাঁর সঙ্গে আমার মন হইল নির্ম্মল ॥ ১৭ ॥

'অদ্বিতীয় ভক্তিশাস্ত্রাচার্য্য'-নামের সার্থকতা ঃ—

সর্ব্বশাস্ত্রে কৃষ্ণভক্ত্যে নাহি যাঁর সম ।
অতএব 'অদ্বৈত-আচার্য্য' তাঁর নাম ॥ ১৮ ॥

স্বয়ং মহাবিষ্ণু হইয়া আচার্য্য—পরম কৃপালু ও পরম-বৈষ্ণব ঃ—

যাঁহার কৃপাতে ম্লেচ্ছের হয় কৃষ্ণভক্তি ।
কে কহিতে পারে তাঁর বৈষ্ণবতা-শক্তি?? ১৯ ॥

(২) নিত্যানন্দ-গুণাবলী ; কৃষ্ণের স্বরূপ-প্রকাশ হইয়াও কৃষ্ণপ্রেমসিন্ধু সেবক-বিগ্রহ ঃ—

নিত্যানন্দ-অবধূত—'সাক্ষাৎ ঈশ্বর' ।
ভাবোন্মাদে মত্ত কৃষ্ণপ্রেমের সাগর ॥ ২০ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১০। যাঁহাদিগের স্মরণমাত্রে মনুয্যের গৃহ-সকল পবিত্র হয়, তাঁহাদিগের দর্শন, স্পর্শন, পাদধৌতি ও আসনাদি প্রদানদ্বারা কত লাভ হয়, বলা যায় না।

অনুভাষ্য

দেহবান্) ভবেৎ, [তান্] চৈতন্যচরণাম্ভোজমকরন্দলিহঃ (চৈতন্যস্য ভগবতঃ গৌরস্য চরণৌ এব অম্ভোজে তয়োঃ মকরন্দান্ লিহন্তি যে তান্ গৌরভক্তান্) [অহং] ভজে।

৪। বল্লভভট্ট—মধ্য, ১৯শ পঃ ৬১ সংখ্যার অনুভাষ্য দ্রষ্টব্য।

১০। প্রায়োপবেশনরত রাজা পরীক্ষিৎ সমবেত ব্রহ্মজ্ঞ ঋষি-গণের নিকট মুমূর্ষু ব্যক্তির একমাত্র কর্ত্তব্য-বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলে, ব্রহ্মজ্ঞকুলতিলক শ্রীশুকদেবের তথায় আগমনে পরীক্ষিৎ সদৈন্যে সকলকেই অভিনন্দনপূর্ব্বক বলিতেছেন,—

যেষাং (সজ্জনানাং) সংস্মরণাৎ (সম্যগ্ মনোবিষয়ীকরণাৎ এব) পুংসাং (মানবানাং) গৃহাঃ (প্রাকৃতভোগায়তনাঃ অপি) সদ্যঃ (তৎক্ষণাৎ) শুদ্ধন্তি বৈ (পবিত্রা ভবন্তি এব), [তেষাং] দর্শন-স্পর্শনপাদশৌচাসনাদিভিঃ কিং পুনঃ?

১১। শ্রীমধ্বধৃত শ্রীনারায়ণ-সংহিতা-বচন,—"দ্বাপরীয়ৈ-র্জনৈর্বিষ্ণুঃ পঞ্চরাত্রৈস্তু কেবলৈঃ। কলৌ তু নামমাত্রেণ পূজ্যতে ভগবান্ হরিঃ।।"* কৃষ্ণের সাক্ষাৎ ইচ্ছা বা কৃপাশক্তি ব্যতীত কোন মানবই প্রাকৃত-মনোধর্ম্মবলে জগদ্গুরু আচার্য্যরূপে অপ্রাকৃত বৈকুণ্ঠ অধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণাভিন্ন শুদ্ধকৃষ্ণনাম কীর্ত্তন-পূর্ব্বক জগতে কৃষ্ণপ্রাকট্য সংস্থাপন করিয়া বদ্ধজীবের চিত্তদর্পণ-মার্জ্জন, ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণ ও শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণে সমর্থ নহে। কৃষ্ণাভিন্ন প্রকাশ-বিগ্রহ শুদ্ধনামৈককীর্ত্তননিষ্ঠ আচার্য্য—সাক্ষাৎ কৃষ্ণশক্তির অবতার কৃষ্ণালিঙ্গিতবিগ্রহ ; তিনি—চারি বর্ণাশ্রমীর গুরুদেব মহাভাগবত পরমহংসঠাকুর।

১৫। আদি ৩য় পঃ ২৭ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

** দ্বাপর-যুগীয় মানবগণের দ্বারা শ্রীবিষ্ণু কেবল পঞ্চরাত্রদ্বারা পূজিত হন, কিন্তু কলিযুগে ভগবান্ শ্রীহরি শ্রীনাম-দ্বারাই মাত্র পূজিত হইয়া থাকেন।*

(৩) বাসুদেব-সার্ব্বভৌমের গুণাবলী ঃ—

ষড়্দর্শন-বেত্তা ভট্টাচার্য্য-সার্ব্বভৌম ।
ষড়্দর্শনে জগদ্গুরু ভাগবতোত্তম ॥ ২১ ॥
তেঁহ দেখাইলা মোরে ভক্তিযোগ-পার ।
তাঁর প্রসাদে জানিলুঁ 'কৃষ্ণভক্তিযোগ' সার ॥ ২২ ॥

(৪) শ্রীরাম-রায়ের গুণাবলী ; রসিকেন্দ্রমুকুটমৌলি ও (ক) 'সম্বন্ধ'তত্ত্ব-বেত্তা ঃ—

রামানন্দ-রায়—কৃষ্ণ-রসের 'নিধান' ।
তেঁহ জানাইলা, কৃষ্ণ—স্বয়ং ভগবান্ ॥ ২৩ ॥

(খ) 'প্রয়োজন'-তত্ত্ববেত্তা, (গ) 'অভিধেয়'-তত্ত্ববেত্তা ঃ—

তাতে প্রেমভক্তি—'পুরুষার্থ-শিরোমণি' ।
রাগমার্গে কৃষ্ণভক্তি—'সর্ব্বাধিক' জানি ॥ ২৪ ॥

(ঘ) 'রস'-তত্ত্ববেত্তা ; কৃষ্ণপ্রেমাধিক্য-হেতু মধুর-রসের সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা ঃ—

দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, আর যে শৃঙ্গার ।
দাস, সখা, গুরু, কান্তা,—'আশ্রয়' যাহার ॥ ২৫ ॥

মধুর-রসে দ্বিবিধাবৃত্তি,—(ক) পুরে 'ঐশ্বর্য্যমিশ্রা', (খ) ব্রজে 'কেবলা'; যশোদানন্দন ব্রজের পারকীয়া কেবলাবৃত্তিতেই লভ্য, স্বকীয়া 'ঐশ্বর্য্যমিশ্রায়' নহে ঃ—

'ঐশ্বর্য্যজ্ঞানযুক্ত', 'কেবল'-ভাব আর ।
ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানে না পাই ব্রজেন্দ্রকুমার ॥ ২৬ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৯।২১)—

নায়ং সুখাপো ভগবান্ দেহিনাং গোপিকাসুতঃ ।
জ্ঞানিনাঞ্চাত্মভূতানাং যথা ভক্তিমতামিহ ॥ ২৭ ॥

শ্লোকের শব্দার্থ ; রাসক্রীড়ায় লক্ষ্মীর অনধিকার ঃ—

'আত্মভূত'-শব্দে কহে 'পারিষদগণ' ।
ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে লক্ষ্মী না পাইলা ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥ ২৮ ॥

শাস্ত্র-প্রমাণ ঃ—
শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৪৭।৬০)—

নায়ং শ্রিয়োঽঙ্গ উ নিতান্তরতেঃ প্রসাদঃ
স্বর্যোষিতাং নলিনগন্ধরুচাং কুতোঽন্যাঃ ।
রাসোৎসবেঽস্য ভুজদণ্ডগৃহীতকণ্ঠ-
লব্ধাশিষাং য উদগাদ্ব্রজসুন্দরীণাম্ ॥ ২৯ ॥

ব্রজবাসিগণের সখ্য ও বাৎসল্যরসে কেবলা বা শুদ্ধা রাগাত্মিকা ভক্তি ঃ—

শুদ্ধভাবে সখা করে স্কন্ধ-আরোহণ ।
শুদ্ধভাবে ব্রজেশ্বরী করেন বন্ধন ॥ ৩০ ॥
'মোর সখা', 'মোর পুত্র',—এই 'শুদ্ধ' মন ।
অতএব শুক-ব্যাস করে প্রশংসন ॥ ৩১ ॥

শাস্ত্র-প্রমাণ ঃ—
শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।১২।১১)—

ইত্থং সতাং ব্রহ্মসুখানুভূত্যা দাস্যং গতানাং পরদৈবতেন ।
মায়াশ্রিতানাং নরদারকেণ সার্দ্ধং বিজহ্রুঃ কৃতপুণ্যপুঞ্জাঃ ॥৩২॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৮।৪৫-৪৬)—

ত্রয্যা চোপনিষদ্ভিশ্চ সাঙ্খ্যযোগৈশ্চ সাত্বতৈঃ ।
উপগীয়মানমাহাত্ম্যং হরিং সাঽমন্যতাত্মজম্ ॥ ৩৩ ॥
নন্দঃ কিমকরোদ্ব্রহ্মন্ শ্রেয় এবং মহোদয়ম্ ।
যশোদা বা মহাভাগা পপৌ যস্যাঃ স্তনং হরিঃ ॥ ৩৪ ॥

ব্রজের 'কেবল'-ভাবে ঐশ্বর্য্যজ্ঞানাভাব, অতএব 'কেবল'-ভাবের সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব ঃ—

ঐশ্বর্য্য দেখিলেহ 'শুদ্ধের' নহে ঐশ্বর্য্য জ্ঞান ।
অতএব ঐশ্বর্য্য হইতে 'কেবল'-ভাব প্রধান ॥ ৩৫ ॥

রায়কে স্বীয় শিক্ষাগুরুরূপে প্রভুর প্রচার ঃ—

এ-সব শিখাইলা মোর রায়-রামানন্দ ।
সে-সব শুনিতে হয় পরম আনন্দ ॥ ৩৬ ॥

অনুভাষ্য

২৪। 'পুরুষার্থ' বলিলে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ,—এই চতুষ্টয়কে বুঝায় ; এই চারি পুরুষার্থ অপেক্ষা প্রেমভক্তি—সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পরমপুরুষার্থ বা পুরুষার্থ-শিরোমণি। বিধিমার্গে কৃষ্ণ-পূজা অপেক্ষা রাগানুগমার্গের ভক্তি বা সেবা—শ্রেষ্ঠ।

২৬। 'ঐশ্বর্য্যজ্ঞানযুক্ত' ও 'কেবল' বা 'শুদ্ধ'-ভেদে ভাব—দুইপ্রকার। ঐশ্বর্য্যজ্ঞানযুক্তভাবে ব্রজেন্দ্রনন্দনের পরম মহিমা জানিতে পারা যায় না। মধ্য, ১৯শ পঃ ১৯২ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

২৭। মধ্য, ৮ম পঃ ২২৭ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

২৮। লক্ষ্মী ঐশ্বর্য্যজ্ঞানময়ী হইয়াও ব্রজেন্দ্রকুমারের সেবা পাইলেন না। লক্ষ্মীদেবী এবং আত্মভূত পার্ষদগণ কৃষ্ণের সহিত অভিন্ন-শক্তি হইলেও ঐশ্বর্য্যভাবময়ত্বপ্রযুক্ত লক্ষ্মীদেবীর ব্রজেন্দ্র-নন্দনের মধুর সেবাধিকার-লাভ ঘটে নাই।

২৯। মধ্য, ৮ম পঃ ৮০ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

৩০। শুদ্ধভাবে—ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে মুগ্ধ বা বাধ্য না হইয়া নির্ম্মলা বা কেবলা রতির বশবর্ত্তিতা-ক্রমে।

৩২। মধ্য, ৮ম পঃ ৭৫ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

৩৩। মধ্য, ১৯শ পঃ ২০৩ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

৩৪। মধ্য, ৮ম পঃ ৭৭ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

৩৬। এই স্থানে পাঠবিশেষে, "অনর্গল রসবেত্তা প্রেমসুখানন্দ" দৃষ্ট হয়।

রামানন্দের গুণ ঃ—

কহন না যায় রামানন্দের প্রভাব ।
রায়-প্রসাদে জানিলুঁ ব্রজের 'শুদ্ধ' ভাব ॥ ৩৭ ॥

(৫) দামোদর-স্বরূপের গুণাবলী ; প্রেমরসবিগ্রহ ও গোপীতত্ত্ব-মাহাত্ম্যবেত্তা বা ব্রজমাধুর্য্যরসতত্ত্বাচার্য্য ঃ—

দামোদর-স্বরূপ—'প্রেমরস' মূর্ত্তিমান্ ।
যাঁর সঙ্গে হৈল ব্রজ-মধুর-রস-জ্ঞান ॥ ৩৮ ॥

কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তোষিণী গোপীর মাহাত্ম্য ঃ—

'শুদ্ধপ্রেম' ব্রজদেবীর—কামগন্ধহীন ।
'কৃষ্ণসুখতাৎপর্য্য',—এই তার চিহ্ন ॥ ৩৯ ॥

শাস্ত্র-প্রমাণ ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৩১।১৯)—

যত্তে সুজাতচরণাম্বুরুহং স্তনেষু
ভীতাঃ শনৈঃ প্রিয় দধীমহি কর্কশেষু ।
তেনাটবীমটসি তদ্ব্যথতে ন কিং স্বিৎ
কূর্পাদিভির্ভ্রমতি ধীর্ভবদায়ুষাং নঃ ॥ ৪০ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৩১।১৬)—

পতিসুতান্বয়ভ্রাতৃবান্ধবানতিবিলঙ্ঘ্য তেহন্ত্যচ্যুতাগতাঃ ।
গতিবিদস্তবোদ্‌গীতমোহিতাঃ কিতব যোষিতঃ কস্ত্যজেন্নিশি ॥৪১

গোপীপ্রেমের নিকট কৃষ্ণের ঋণ ঃ—

'সর্ব্বোত্তম ভজন এই সর্ব্বভক্তি জিনি' ।
অতএব কৃষ্ণ কহে,—'আমি তোমার ঋণী' ॥ ৪২ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৩২।২২)—

ন পারয়েহহং নিরবদ্যসংযুজাং
স্বসাধুকৃত্যং বিবুধায়ুষাপি বঃ ।
যা মাহভজন্ দুর্জ্জয়গেহশৃঙ্খলাঃ
সংবৃশ্চ্য তদ্বঃ প্রতিযাতু সাধুনা ॥ ৪৩ ॥

ব্রজের শুদ্ধ কেবলভাবের শ্রেষ্ঠতা, তদ্বিষয়ে উদ্ধবের প্রার্থনাই প্রমাণ ঃ—

ঐশ্বর্য্যজ্ঞান হৈতে কেবল-ভাব—প্রধান ।
পৃথিবীতে ভক্ত নাহি উদ্ধব-সমান ॥ ৪৪ ॥
তেঁহ যাঁর পদধূলি করেন প্রার্থন ।
স্বরূপের সঙ্গে পাইলুঁ এ সব শিক্ষণ ॥ ৪৫ ॥

(৬) মহাভাগবত আচার্য্য ঠাকুর হরিদাসের গুণাবলী ঃ—

হরিদাস ঠাকুর—মহাভাগবত-প্রধান ।
প্রতিদিন লয় তেঁহ তিনলক্ষ নাম ॥ ৪৬ ॥
নামের মহিমা আমি তাঁর ঠাঞি শিখিলুঁ ।
তাঁর প্রসাদে নামের মহিমা জানিলুঁ ॥ ৪৭ ॥

অন্যান্য নাম-প্রেম-প্রচারক গৌরভক্তগণ ঃ—

আচার্য্যরত্ন, আচার্য্যনিধি, পণ্ডিত-গদাধর ।
জগদানন্দ, দামোদর, শঙ্কর, বক্রেশ্বর ॥ ৪৮ ॥
কাশীশ্বর, মুকুন্দ, বাসুদেব, মুরারি ।
আর যত ভক্তগণ গৌড়ে অবতরি' ॥ ৪৯ ॥

শুদ্ধভক্তির আচার ও প্রচারকারী সাধুর সঙ্গেই জীবের কৃষ্ণভক্তি-লাভ ঃ—

কৃষ্ণ-নাম-প্রেম কৈলা জগতে প্রচার ।
ইঁহা সবার সঙ্গে কৃষ্ণভক্তি যে আমার ॥" ৫০ ॥

বল্লভের গর্ব্ব-হরণার্থ প্রভুর তদপেক্ষা অধিকগুণসম্পন্ন ভক্তগণের গুণ-বর্ণন ঃ—

ভট্টের হৃদয়ে দৃঢ় অভিমান জানি' ।
ভঙ্গী করি' মহাপ্রভু কহে এত বাণী ॥ ৫১ ॥

অনুভাষ্য

৪০। আদি, ৪র্থ পঃ ১৭৩ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

৪১। মধ্য, ১৯শ পঃ ২০৯ সংখ্যা দ্রষ্টব্য ; পাঠান্তরে,—"গোপীগণের শুদ্ধপ্রেম—ঐশ্বর্য্যজ্ঞানহীন। প্রেমেতে ভর্ৎসনা করে এই তার চিহ্ন।।"

৪৩। আদি ৪র্থ পঃ ১৮০ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

৪৫। এইস্থলে পাঠান্তরে—(ভাঃ ১০।৪৭।৬১)—"আসামহো চরণরেণুজুষামহং স্যাং বৃন্দাবনে কিমপি গুল্মলতৌষধীনাম্। যা দুস্ত্যজং স্বজনমার্য্যপথঞ্চ হিত্বা ভেজুর্মুকুন্দপদবীং শ্রুতিভির্বিমৃগ্যাম্।।" শ্লোক উদ্ধৃত দেখা যায়।

কৃষ্ণপ্রেরিত উদ্ধব ব্রজে আগমন করিয়া কয়েকমাস তথায় অবস্থানপূর্ব্বক কৃষ্ণকথার কীর্ত্তনদ্বারা ব্রজবাসিগণের হর্ষ উৎপাদন করিলেও কৃষ্ণবিরহতপ্তা গোপীগণের কৃষ্ণাধিকৃত-চিত্তের বৈক্লব্য দর্শন করিয়া তাঁহাদের ঐশ্বর্য্যজ্ঞানহীন গাঢ়তম কৃষ্ণপ্রেমাকে আদর্শজ্ঞানে বহুমাননপূর্ব্বক এই শ্লোকে তাঁহাদের চিরদাস্য প্রার্থনা করিতেছেন,—

যাঃ (গোপ্যঃ) [কৃষ্ণভজনায়] স্বজনং (পতিপুত্রাদীন্ আত্মীয়ান্) দুস্ত্যজং (দুষ্পরিহরম্) আর্য্যপথম্ (আর্য্যাণাং মার্গং ধর্ম্মং পাতিব্রত্যমিতি যাবৎ) চ হিত্বা (পরিত্যজ্য) শ্রুতিভিঃ (বেদৈঃ) বিমৃগ্যাম্ (অন্বেষ্টব্যাম্ উপাস্যাং) মুকুন্দপদবীং (কৃষ্ণসরণীং) ভেজুঃ (অন্বগচ্ছন্), অহো (ভাগ্যবর্ণনে) বৃন্দাবনে (অস্মিন্ ব্রজে) আসাং (তাসাং) চরণরেণুজুষাং (পদরেণুভাজাং) গুল্মলতৌষধীনাং (গুল্মাদীনাং মধ্যে যৎ) কিমপি অহং স্যাং (ভবেয়মিত্যাশংসা)।

যাহারা দুস্ত্যজ পতিপুত্রাদি নিজজন ও আর্য্যপথ পরিত্যাগ করিয়া বেদসমূহের অন্বেষণীয় মুকুন্দপাদপদ্ম ভজন করিয়াছেন, এই বৃন্দাবনস্থিত যে-সকল গুল্ম, লতা ও ওষধি সেই গোপীগণের

অধোক্ষজ-বিষয়ে অক্ষজজ্ঞানী বল্লভের প্রাকৃত অহঙ্কার-চেষ্টা, ভাগবতানুগত্য-ত্যাগপূর্ব্বক বল্লভের ভাগবতটীকা-রচনা ঃ—

"আমি সে বৈষ্ণব',—ভক্তিসিদ্ধান্ত সব জানি ।
আমি সে ভাগবত-অর্থ উত্তম বাখানি ॥" ৫২ ॥

প্রভুর কৃপায় বল্লভের দর্প-চূর্ণ ঃ—

ভট্টের মনেতে এই ছিল দীর্ঘ গর্ব্ব ।
প্রভুর বচন শুনি' সে হইল খর্ব্ব ॥ ৫৩ ॥

প্রভুমুখশ্রুত গৌরভক্ত বৈষ্ণবগণকে দর্শনেচ্ছা ঃ—

প্রভুর মুখে বৈষ্ণবতা শুনিয়া সবার ।
ভট্টের ইচ্ছা হৈল সবারে দেখিবার ॥ ৫৪ ॥
ভট্ট কহে,—"এ সব বৈষ্ণব রহে কোন্ স্থানে ?
কোন্ প্রকারে পাইমু ইঁহা-সবার দর্শনে ??" ৫৫ ॥

প্রভুকর্ত্তৃক তাঁহাদের অবস্থান-বর্ণন ঃ—

প্রভু কহে,—"কেহ গৌড়ে, কেহ দেশান্তরে ।
সব আসিয়াছে রথযাত্রা দেখিবারে ॥ ৫৬ ॥

ভট্টকে ভক্তদর্শন-প্রতীক্ষার্থ আশ্বাস-দান ঃ—

ইঁহাই রহেন সবে, বাসা—নানা-স্থানে ।
ইঁহাই পাইবা তুমি সবার দর্শনে ॥" ৫৭ ॥

ভট্টকর্ত্তৃক প্রভুকে নিমন্ত্রণ ঃ—

তবে ভট্ট কহে বহু বিনয় বচন ।
বহু যত্ন করি' প্রভুরে কৈল নিমন্ত্রণ ॥ ৫৮ ॥

প্রভুসমীপে ভক্তগণের আগমন ও ভট্টসহ মিলন ঃ—

আর দিন সব বৈষ্ণব প্রভুস্থানে আইলা ।
সবা-সনে মহাপ্রভু ভট্টে মিলাইলা ॥ ৫৯ ॥

ভাস্বর ভাস্করাগ্রে নিষ্প্রভ খদ্যোতবৎ গৌরভক্ত-সমীপে বল্লভভট্ট ঃ—

'বৈষ্ণবের' তেজ দেখি' ভট্টের চমৎকার ।
তাঁ-সবার আগে ভট্ট—খদ্যোত-আকার ॥ ৬০ ॥

সগণ প্রভুকে ভট্টের ভিক্ষা-প্রদান ঃ—

তবে ভট্ট বহু মহাপ্রসাদ আনাইল ।
গণ-সহ মহাপ্রভুরে ভোজন করাইল ॥ ৬১ ॥

পরমানন্দপুরীর সঙ্গে ভক্ত-সন্ন্যাসিগণের এক পঙ্‌ক্তিতে উপবেশন ঃ—

পরমানন্দ পুরী-সঙ্গে সন্ন্যাসীর গণ ।
একদিকে বৈসে সব করিতে ভোজন ॥ ৬২ ॥

মহাপ্রভুর দুইপার্শ্বে দুইপ্রভু ঃ—

অদ্বৈত, নিত্যানন্দ-রায়—পার্শ্বে দুইজন ।
মধ্যে মহাপ্রভু বসিলা, আগে-পাছে ভক্তগণ ॥ ৬৩ ॥

গৌড়ীয় ভক্তগণের শ্রেণীবদ্ধভাবে উপবেশন ঃ—

গৌড়ের ভক্ত যত কহিতে না পারি ।
অঙ্গনে বসিলা সব হঞা সারি সারি ॥ ৬৪ ॥

গৌরভক্তগণকে দর্শনপূর্ব্বক ভট্টের প্রণাম ঃ—

প্রভুর ভক্তগণ দেখি' ভট্টের চমৎকার ।
প্রত্যক্ষে সবার পদে কৈল নমস্কার ॥ ৬৫ ॥

ছয়জনের পরিবেশন ঃ—

স্বরূপ, জগদানন্দ, কাশীশ্বর, শঙ্কর ।
পরিবেশন করে, আর রাঘব, দামোদর ॥ ৬৬ ॥

বল্লভভট্টের ভক্তসহ প্রভুকে প্রসাদদ্বারা সন্তর্পণ ঃ—

মহাপ্রসাদ বল্লভ-ভট্ট বহু আনাইল ।
প্রভু-সহ সন্ন্যাসিগণ ভোজনে বসিল ॥ ৬৭ ॥

সমবেত-কণ্ঠে হরিধ্বনি ঃ—

প্রসাদ পায় বৈষ্ণবগণ বলে, 'হরি' 'হরি' ।
হরিধ্বনি উঠিল সব ব্রহ্মাণ্ড ভরি' ॥ ৬৮ ॥

আচমনান্তে সকলকে অভিনন্দন ঃ—

মালা, চন্দন, গুবাক, পান অনেক আনিল ।
সবা' পূজা করি' ভট্ট আনন্দিত হৈল ॥ ৬৯ ॥

রথযাত্রাকালে সপ্তসম্প্রদায়ের কীর্ত্তন-বর্ণন ঃ—

রথযাত্রাদিনে প্রভু কীর্ত্তন আরম্ভিলা ।
পূর্ব্ববৎ সাতসম্প্রদায় পৃথক্ করিলা ॥ ৭০ ॥

সপ্তসম্প্রদায়ে সপ্তকীর্ত্তনকারী ঃ—

অদ্বৈত, নিত্যানন্দ, হরিদাস, বক্রেশ্বর ।
শ্রীবাস, রাঘব, পণ্ডিত-গদাধর ॥ ৭১ ॥

অলাতচক্রপ্রায় প্রভুর কীর্ত্তনমধ্যে ভ্রমণ ঃ—

সাতজন সাত ঠাঞি করেন নর্ত্তন ।
'হরিবোল' বলি' প্রভু করেন ভ্রমণ ॥ ৭২ ॥

চৌদ্দ মৃদঙ্গ ঃ—

চৌদ্দ মাদল বাজে উচ্চ সঙ্কীর্ত্তন ।
এক এক নর্ত্তকের প্রেমে ভাসিল ভুবন ॥ ৭৩ ॥

বল্লভের বিস্ময় ও আনন্দাতিশয্য ঃ—

দেখি' বল্লভ-ভট্টের হৈল চমৎকার ।
আনন্দে বিহ্বল, নাহি আপন-সাম্ভাল ॥ ৭৪ ॥

অনুভাষ্য

চরণরেণু-সেবায় নিযুক্ত আছে, অহো আমি (মহাসৌভাগ্যান্বিত হইয়া) যেন উহাদের কোন একটীও হইতে পারি।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৭৪। সাম্ভাল—সামলান।

অনুভাষ্য

৫৩। দীর্ঘ গর্ব্ব—সুপুষ্ট, অত্যুচ্চ অভিমান।

নর্ত্তন-কীর্ত্তনান্তে প্রভুর প্রেমবৈভব-দর্শনে বল্লভের বিস্ময় ঃ—

তবে মহাপ্রভু সবার নৃত্য রাখিল ।
প্রভুর চরিত্রে ভট্টের চমৎকার হৈল ॥ ৭৫ ॥

প্রভুর সমীপে বল্লভের নিবেদন ঃ—

যাত্রান্তরে ভট্ট যায় মহাপ্রভু-স্থানে ।
প্রভু-চরণে কিছু কৈল নিবেদনে ॥ ৭৬ ॥

স্বীয় পূর্ব্বলিখিত টীকা শ্রবণার্থ প্রভুকে প্রার্থনা ঃ—

"ভাগবতের টীকা কিছু করিয়াছি লিখন ।
আপনে মহাপ্রভু যদি করেন শ্রবণ ॥" ৭৭ ॥

আপনাকে অনধিকারি-জ্ঞানে প্রভুর দৈন্য ও ছলনোক্তি ; কৃষ্ণকার্ষ্ণ-সুখ-তাৎপর্য্য ব্যতীত জড়বিদ্যা ও পাণ্ডিত্যে ভাগবতার্থ দুর্ব্বোধ্য ঃ—

প্রভু কহে,—"ভাগবতার্থ বুঝিতে না পারি ।
ভাগবতার্থ শুনিতে আমি নহি অধিকারী ॥ ৭৮ ॥

অবিশ্রান্ত নিরন্তর শুদ্ধকৃষ্ণনামগ্রহণে নিষ্ঠা ও রুচিতেই ভাগবত-পাঠ-শ্রবণের সাফল্য, ইন্দ্রিতর্পণপর জড়বিদ্যা ও পাণ্ডিত্য-প্রদর্শনমূলক শ্রবণ-পঠনাদি বৃথা সময়ক্ষেপণমাত্র ঃ—

বসি' কৃষ্ণনাম মাত্র করিয়ে গ্রহণে ।
সংখ্যা-নাম পূর্ণ মোর নহে রাত্রি-দিনে ॥" ৭৯ ॥

ভট্টের স্বকৃত-শ্রীকৃষ্ণনামব্যাখ্যা-শ্রবণার্থ প্রভুকে অনুরোধ ঃ—

ভট্ট কহে,—"কৃষ্ণনামের অর্থ-ব্যাখ্যানে ।
বিস্তার করিয়াছি, তাহা করহ শ্রবণে ॥" ৮০ ॥

অভিন্ন-চিদ্বিলাসী বাচক কৃষ্ণনাম ও বাচ্য গোকুলপতি কৃষ্ণবিগ্রহ ঃ—

প্রভু কহে,—"কৃষ্ণনামের বহু অর্থ না মানি ।
'শ্যামসুন্দর' 'যশোদানন্দন',—এইমাত্র জানি ॥ ৮১ ॥

কৃষ্ণনামের 'রূঢ়ি' অর্থ ঃ—
কৃষ্ণসন্দর্ভে ধৃত শ্রীলক্ষ্মীধর-কৃত নামকৌমুদী-শ্লোক—

তমালশ্যামলত্বিষি শ্রীযশোদাস্তনন্ধয়ে ।
কৃষ্ণনাম্নো রূঢ়িরিতি সর্ব্বশাস্ত্র-বিনির্ণয়ঃ ॥ ৮২ ॥

'রূঢ়ি' অর্থই সিদ্ধ ও স্বীকার্য্য ; অপর অর্থ অস্বীকার্য্য ঃ—

এই অর্থ আমি মাত্র জানিয়ে নির্দ্ধার ।
আর সর্ব্ব-অর্থে মোর নাহি অধিকার ॥" ৮৩ ॥

স্ব-সুখপর জড়বিদ্যা, বুদ্ধি বা মেধা-সাহায্যে কৃষ্ণনাম ও কৃষ্ণাভিন্ন ভাগবত-ব্যাখ্যাদিতে কৃষ্ণসুখাভাব বলিয়া প্রভুর ঘৃণা ঃ—

ফল্গুপ্রায় ভট্টের নামাদি সব ব্যাখ্যা ।
সর্ব্বজ্ঞ প্রভু জানি' তারে করেন উপেক্ষা ॥ ৮৪ ॥

দুঃখিতচিত্তে ভট্টের প্রস্থান ও গর্ব্ব-খর্ব্বতাহেতু প্রভুর ঐশ্বর্য্যোপলব্ধি ঃ—

বিমনা হঞা ভট্ট গেলা নিজ ঘর ।
প্রভু-বিষয়ে ভক্তি কিছু হইল অন্তর ॥ ৮৫ ॥

শ্রীগদাধরকে তোষামোদারম্ভ ঃ—

তবে ভট্ট গেলা পণ্ডিত-গোসাঞির ঠাঞি ।
নানা মতে প্রীতি করি' করে আসি-যাই ॥ ৮৬ ॥

প্রভুর উপেক্ষাহেতু ভক্তগণের তৎকৃত ব্যাখ্যায় অনীহা ঃ—

প্রভুর উপেক্ষায় সব নীলাচলের জন ।
ভট্টের ব্যাখ্যান কিছু না করে শ্রবণ ॥ ৮৭ ॥

ভট্টের লজ্জা ও গদাধরকে তোষামোদ ঃ—

লজ্জিত হৈল ভট্ট, হৈল অপমানে ।
দুঃখিত হঞা গেল পণ্ডিতের স্থানে ॥ ৮৮ ॥
দৈন্য করি' কহে,—"নিলুঁ তোমার শরণ ।
তুমি কৃপা করি' রাখ আমার জীবন ॥ ৮৯ ॥

গদাধরকে স্ব-কৃত কৃষ্ণনাম-ব্যাখ্যা-শ্রবণার্থ প্রার্থনা-জ্ঞাপন ঃ—

কৃষ্ণনাম ব্যাখ্যা যদি করহ শ্রবণ ।
তবে মোর লজ্জা-পঙ্ক হয় প্রক্ষালন ॥" ৯০ ॥

গদাধরের উভয় সঙ্কট ঃ—

সঙ্কটে পড়িলা পণ্ডিত, করয়ে সংশয় ।
কি করিবেন,—ইহা করিতে নারেন নিশ্চয় ॥ ৯১ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৭৬। যাত্রান্তরে—অন্যযাত্রায়, অন্যদিবসে।

৮২। তমাল-শ্যামলবর্ণ ও যশোদা-স্তনপায়ী—এই দুইটী কৃষ্ণনামে সর্ব্বশাস্ত্র-বিনির্ণীত রূঢ়ি অর্থাৎ মুখ্য অর্থ বর্ত্তমান।

৮৪। ফল্গুপ্রায়—তুচ্ছপ্রায়।

৮৫। প্রভুসম্বন্ধে তাঁহার যে ভক্তি ছিল, তাহা কিছু দূর হইল।

অনুভাষ্য

৮২। তমাল-শ্যামল-ত্বিষি (তমালবৃক্ষবৎ শ্যামলা ত্বিট্ কান্তিঃ যস্য তস্মিন্) শ্রীযশোদাস্তনন্ধয়ে (শ্রীযশোদায়াঃ স্তনন্ধয়ে স্তনপায়িনি শিশুস্বরূপে) কৃষ্ণনাম্নঃ (কৃষ্ণেতি নাম, তস্য) রূঢ়িঃ (মুখ্যা, প্রসিদ্ধা বৃত্তিঃ) ইতি সর্ব্বশাস্ত্রবিনির্ণয়ঃ (সর্ব্বেষাং শাস্ত্রাণাং বিশেষেণ নির্ণয়ঃ সকলশাস্ত্রসিদ্ধান্তঃ ইত্যর্থঃ)।

রূঢ়িঃ—প্রকৃতি-প্রত্যয়ের অর্থ অপেক্ষা না করিয়া সমুদায়ার্থ-বোধিকা শব্দশক্তি।

৮৪। পাঠান্তরে—'ফল্গু বল্গুপ্রায়' এবং 'ফল্গু বল্গনপ্রায়' 'ফল্গু—তুচ্ছ ; বল্গন বা বল্গু—বাগাড়ম্বর।

৮৫। শ্রীমহাপ্রভুর পাদপদ্মে তাহার গাঢ় ভক্তির হ্রাস হইল।

৮৬। পণ্ডিত-গোসাঞি—শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামী।

৮৯। নিলুঁ—পাঠান্তরে, 'লৈলুঁ'।

গদাধরের বল্লভকৃত ব্যাখ্যা-শ্রবণে প্রথমতঃ অসম্মতি, তথাপি ভট্টের নির্ব্বন্ধ ঃ—

যদ্যপি পণ্ডিত না কৈলা অঙ্গীকার ।
ভট্ট যাই, তবু পড়ে করি' বলাৎকার ॥ ৯২ ॥

মানদ ও উদ্বেগদানে অনিচ্ছুক গদাধরের উভয় সঙ্কটে কৃষ্ণকৃপা-যাচ্ঞা ঃ—

আভিজাত্যে পণ্ডিত করিতে নারে নিষেধন ।
"এ সঙ্কটে কৃষ্ণ রাখ, লইলাঙ শরণ ॥ ৯৩ ॥

অন্তরে অনিচ্ছুক হইয়াও ভট্টের মর্য্যাদানুরোধে প্রভুর উপেক্ষিত ব্যাখ্যা-শ্রবণ-হেতু অন্তর্যামিপ্রভুর বিচারে পণ্ডিতের বিশ্বাস, কিন্তু প্রভুর গণকে আশঙ্কা ঃ—

অন্তর্যামী প্রভু জানিবেন মোর মন ।
তাঁরে ভয় নাহি কিছু, 'বিষম' তাঁর গণ ॥" ৯৪ ॥

বল্লভকৃত ব্যাখ্যা-শ্রবণে অন্যায় না হইলেও পণ্ডিতসহ প্রভুর গণের প্রণয়-কলহ ঃ—

যদ্যপি বিচারে পণ্ডিতের নাহি দোষ ।
তথাপি প্রভুর গণ করে প্রণয়-রোষ ॥ ৯৫ ॥

আচার্য্যাদির সহিত বল্লভভট্টের কুতর্ক ঃ—

প্রত্যহ বল্লভ-ভট্ট আইসে প্রভু-স্থানে ।
'উদ্গ্রাহাদি' প্রায় করে আচার্য্যাদি-সনে ॥ ৯৬ ॥

অদ্বৈতাচার্য্যকর্তৃক বল্লভের সমস্ত অভক্তিসিদ্ধান্ত খণ্ডন ঃ—

যেই কিছু করে ভট্ট 'সিদ্ধান্ত' স্থাপন ।
শুনিতেই আচার্য্য তাহা করেন খণ্ডন ॥ ৯৭ ॥

গৌরভক্তগণ-মধ্যে ভট্ট—যেন হংসমধ্যে বক ঃ—

আচার্য্যাদি-আগে ভট্ট যবে যবে যায় ।
রাজহংস-মধ্যে যেন রহে বকপ্রায় ॥ ৯৮ ॥

প্রকৃতিরূপী জীবের পক্ষে তন্নিত্যপতি কৃষ্ণের নামোচ্চারণাধিকারে বল্লভের আপত্তি-জ্ঞাপন ঃ—

একদিন ভট্ট পুছিল আচার্য্যেরে ।
"জীব-'প্রকৃতি' 'পতি' করি' মানয়ে কৃষ্ণেরে ॥ ৯৯ ॥
পতিব্রতা হঞা পতির নাম নাহি লয় ।
তোমরা কৃষ্ণনাম-লহ,—কোন্ ধর্ম্ম হয় ??" ১০০ ॥

মীমাংসার্থ অদ্বৈতাচার্য্যকর্তৃক সাক্ষাৎ ধর্ম্মবিগ্রহ প্রভুকে প্রদর্শন ঃ—

আচার্য্য কহে,—"'আগে তোমার 'ধর্ম্ম' মূর্ত্তিমান ।
ইঁহারে পুছহ, ইঁহ করিবেন প্রমাণ ॥" ১০১ ॥

বল্লভকে কৃপা ও নিত্যমঙ্গলপ্রদর্শনার্থই প্রভুর তীব্র কঠোর অথচ সত্য উত্তর-দান ; পতিরূপি-কৃষ্ণোদ্দেশেই প্রকৃতিরূপি-জীবের সদা কৃষ্ণনামগ্রহণ-বিধি ঃ—

প্রভু কহেন,—"তুমি না জানহ ধর্ম্মাধর্ম্ম ।
স্বামি-আজ্ঞা পালে,—এই পতিব্রতা-ধর্ম্ম ॥ ১০২ ॥
পতির আজ্ঞা,—নিরন্তর তাঁর নাম লইতে ।
পতির আজ্ঞা পতিব্রতা না পারে লঙ্ঘিতে ॥ ১০৩ ॥

পতিরূপি-কৃষ্ণনামোচ্চারণ-ফলে কৃষ্ণপদে প্রেমোদয় ঃ—

অতএব নাম লয়, নামের 'ফল' পায় ।
নামের ফলে কৃষ্ণপদে 'প্রেম' উপজায় ॥" ১০৪ ॥

প্রতিষ্ঠা-ক্ষয়ে বল্লভ-ভট্ট অবাক ও চিন্তাকুল ঃ—

শুনিয়া বল্লভভট্ট হৈল নির্ব্বচন ।
ঘরে যাই' মনে দুঃখে করেন চিন্তন ॥ ১০৫ ॥

ভাবি জয়াশা-কল্পনায় প্রতিষ্ঠাশা-প্রিয় বল্লভের হর্ষ-স্বপ্ন ঃ—

'নিত্য আমার এই সভায় হয় কক্ষা-পাত ।
একদিন উপরে যদি হয় মোর বাত্ ॥ ১০৬ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৯৩। আভিজাত্যে—কৌলিন্য-হেতু অর্থাৎ পণ্ডিতকুলে বল্লভভট্টের সম্মান থাকায়।

৯৬। উদ্গ্রাহাদি—বিতর্কাদি।

অনুভাষ্য

৯১। শ্রীমহাপ্রভু বল্লভভট্টকে উপেক্ষা করিয়াছেন, আবার তাঁহার নিকট নামব্যাখ্যা-মূলক রচনাদি যদি শ্রবণ করি, তাহা হইলে তাঁহার মনে ক্লেশ হইবে ; এই দুইদিকের কোন্ দিক রক্ষা করিবেন, এই চিন্তা করিয়া পণ্ডিত গোস্বামী উভয়সঙ্কটে পড়িলেন।

৯২। পণ্ডিত-গোস্বামী প্রকাশ্যভাবে বল্লভের রচনা শ্রবণ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ না করিলেও বল্লভ তৎসহ প্রণয়সূত্র কল্পনা-পূর্ব্বক তাঁহার অনভিপ্রায়সত্ত্বেও তাঁহার নিকট পাঠ করিতে লাগিলেন।

অনুভাষ্য

৯৩। আভিজাত্যে—(১) লজ্জার খাতিরে, (২) নিতান্ত ভক্তিবিরোধি পাণ্ডিত্য না হওয়ায় ও (৩) সামাজিক-সম্মানের খাতিরে।

৯৪। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীমহাপ্রভুই সকলের অন্তরভাবসমূহের জ্ঞাতা ; গদাধর পণ্ডিতগোস্বামী কিরূপ অবস্থায় বল্লভের সহিত কিরূপ ব্যবহার করিতে বাধ্য হইয়াছেন, তাহা ভগবান্ গৌরসুন্দরের অবিদিত নাই। তজ্জন্য মহাপ্রভুর বিরাগভাজন হইবার সম্বন্ধে তাঁহার কোন আশঙ্কা ছিল না, পরন্তু মহাপ্রভুর আশ্রিত বৈষ্ণব-গণের কেহ কেহ ভিতরের সকল কথা না বুঝিয়া পাছে 'বল্লভের সঙ্গকারী' বলিয়া পণ্ডিত-গোস্বামীর প্রতিকূল কোন অভিপ্রায় প্রকাশ করেন,—ইহাই আশঙ্কার বিষয়।

৯৬। উদ্গ্রাহাদিপ্রায়—আক্রমণের ন্যায় অর্থাৎ বিদ্যাবিচার-

তবে সুখ হয়, আর সব লজ্জা যায় ।
স্ব-বচন স্থাপিতে আমি কি করি উপায় ??' ১০৭ ॥

একদিন সভায় সগণ প্রভুর সম্মুখে বল্লভের শ্রীধরস্বামি-নিন্দা ঃ—

আর দিন আসি' বসিলা প্রভুরে নমস্করি' ।
সভাতে কহেন কিছু মনে গর্ব্ব করি' ॥ ১০৮ ॥
"ভাগবতে স্বামীর ব্যাখ্যান করিয়াছি খণ্ডন ।
লইতে না পারি তাঁর ব্যাখ্যান-বচন ॥ ১০৯ ॥

শ্রীস্বামিপাদের পূর্ব্ব-পশ্চাদুক্তিতে সামঞ্জস্য বা সমন্বয়াভাব বর্ণনপূর্ব্বক পরীবাদ ঃ—

সেই ব্যাখ্যা করেন যাঁহা যেই পড়ে আনি' ।
একবাক্যতা নাহি, তাতে 'স্বামী' নাহি মানি ॥" ১১০ ॥

প্রভুকর্ত্তৃক 'ভক্ত্যেকরক্ষক' শ্রীধরস্বামিপাদের ভক্ত্যনুকূল ব্যাখ্যা সমর্থন ; শ্রীধরেরই চিৎসমন্বয়রূপ চিদেকবিষ্ণু-স্বামিত্ব, শ্রীধর-বিরোধীরই চিজ্জড়সমন্বয়-পোষণরূপ স্বৈরতা ঃ—

প্রভু হাসি' কহে,—"স্বামী না মানে যেই জন ।
বেশ্যার ভিতরে তারে করিয়ে গণন ॥" ১১১ ॥

প্রভুর বাক্যে সকলভক্তেরই আনন্দ ঃ—

এত কহি' মহাপ্রভু মৌন ধরিলা ।
শুনিয়া সবার মনে সন্তোষ হইলা ॥ ১১২ ॥

অবিদ্যা-নাশন ভুবনমঙ্গল পরমদয়ালু অবতারী অন্তর্যামী শ্রীগৌরসুন্দর ঃ—

জগতের হিত লাগি' গৌর-অবতার ।
অন্তরের অভিমান জানেন তাহার ॥ ১১৩ ॥

উপেক্ষাদ্বারাই অধোক্ষজপ্রভুকর্ত্তৃক অক্ষজজ্ঞানী অহঙ্কারী ভক্ত্যেক-রক্ষক-বিরোধীর অবিদ্যা-হরণরূপ কৃপা-বর্ণন ঃ—

নানা অবজ্ঞানে ভট্টে শোধেন ভগবান্ ।
কৃষ্ণ যৈছে খণ্ডিলেন ইন্দ্রের অভিমান ॥ ১১৪ ॥

অবিদ্যাগ্রস্ত অক্ষজজ্ঞানীর প্রেয়ঃকেই শ্রেয়োজ্ঞান এবং মনোধর্ম্ম-প্রতিকূল নিঃশ্রেয়স-কারণ ভগবৎকৃপাকে অমঙ্গল ও দুঃখ-জ্ঞান ঃ—

অজ্ঞ জীব নিজ-'হিতে' 'অহিত' করি' মানে ।
গর্ব্ব চূর্ণ হৈলে, পাছে উঘাড়ে নয়নে ॥ ১১৫ ॥

রাত্রিতে ভট্টের প্রভুর পূর্ব্ব কৃপা-ইতিহাস-স্মরণ ঃ—

ঘরে আসি' রাত্রে ভট্ট চিন্তিতে লাগিল ।
"পূর্ব্বে প্রয়াগে মোরে মহা-কৃপা কৈল ॥ ১১৬ ॥
স্বগণ-সহিতে মোর মানিলা নিমন্ত্রণ ।
এবে কেনে প্রভুর মোতে ফিরি' গেল মন ?? ১১৭ ॥

সর্ব্বজীবের নিত্যকল্যাণ-সম্পাদনই ঈশ্বরস্বভাব ঃ—

'আমি জিতি',—এই গর্ব্ব-শূন্য হউক ইঁহার চিত্ত ।
ঈশ্বর-স্বভাব,—করেন সবাকার হিত ॥ ১১৮ ॥

উপেক্ষা ও অপমানাদি ইন্দ্রিয়াসুখকর অনুষ্ঠানদ্বারাই বৈষম্যদর্শনহীন অধোক্ষজকর্ত্তৃক তদ্বিমুখ অক্ষজ-জ্ঞানীর মদ-মাৎসর্য্য-হরণ ঃ—

আপনা জানাইতে আমি করি অভিমান ।
সে-গর্ব্ব খণ্ডাইতে মোর, করেন অপমান ॥ ১১৯ ॥

আপাত-দুঃখদ, পরিণামে শিবদ কর্ম্মবিপাককে ভগবৎ-প্রসাদ-জ্ঞানই বুদ্ধিমত্তা ঃ—

আমার 'হিত' করেন,—ইহো আমি মানি 'দুঃখ' ।
কৃষ্ণের উপরে যেন কৈল ইন্দ্র মূর্খ ॥" ১২০ ॥

পরদিন প্রাতে বল্লভের প্রভুপদে শরণগ্রহণ ঃ—

এত চিন্তি' প্রাতে আসি' প্রভুর চরণে ।
দৈন্য করি' স্তুতি করি' লইল শরণে ॥ ১২১ ॥

বল্লভের আর্ত্তি, দৈন্য ও অনুতাপোক্তি ঃ—

"আমি অজ্ঞ জীব,—অজ্ঞোচিত কর্ম্ম কৈলুঁ ।
তোমার আগে মূর্খ আমি পাণ্ডিত্য প্রকাশিলুঁ ॥ ১২২ ॥

ভক্ত্যেকরক্ষক-শ্রীস্বামি-বিরোধীর প্রতি অবজ্ঞা ও উপেক্ষা-দ্বারাই প্রভুর মহা-কৃপা প্রদর্শন ঃ—

তুমি—ঈশ্বর, নিজোচিত কৃপা কৈলা ।
অপমান করি' সর্ব্ব গর্ব্ব খণ্ডাইলা ॥ ১২৩ ॥

ইন্দ্রের মূর্খতার দৃষ্টান্ত ; আপাতদুঃখরূপী নিত্যমঙ্গল-কারণ ভগবৎপ্রসাদে তাহার অনিষ্ট-ভ্রম ঃ—

আমি—অজ্ঞ, 'হিত'-স্থানে মানি 'অপমানে' ।
ইন্দ্র যেন কৃষ্ণের নিন্দা করিল অজ্ঞানে ॥ ১২৪ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১০৬। কক্ষা-পাত—পরাজয়।

১১০। যেখানে যেরূপ কথা পড়ে, শ্রীধরস্বামী সেইরূপ মানিয়া ব্যাখ্যা করেন। অতএব সর্ব্বত্র তাঁহার একবাক্যতা (অথবা সামঞ্জস্য) থাকে না ; সুতরাং আমি শ্রীধরস্বামীকে মানি না।

১১৫। উঘাড়ে নয়নে—চক্ষু খোলে (নেত্রোন্মীলন হয়)।

অনুভাষ্য

সদৃশ তর্কনিবন্ধ-প্রদর্শন। আচার্য্যাদি—অদ্বৈতাচার্য্য বা আচার্য্য দামোদরস্বরূপ প্রভৃতির সহিত।

১০৬। কক্ষাপাত—কক্ষা (প্রতিযোগিতা) + পাত (নাশ), পরাজয় ; উপরে হয়—সকলের উক্তি খণ্ডন করিয়া সংস্থাপিত হয়।

১১৪। কৃষ্ণেতর ইন্দ্রপূজার পরিবর্ত্তে ব্রজে গিরিরাজ গোবর্দ্ধনপূজা প্রবর্ত্তিত করিয়া কৃষ্ণ গোবর্দ্ধন ধারণপূর্ব্বক প্রাকৃত

ভগবৎপ্রসাদাঞ্জনে অহঙ্কার-তমোহন্ধতা-নাশ ঃ—

তোমার কৃপা-অঞ্জনে গর্ব্ব-আন্ধ্য গেল ।
তুমি এত কৃপা কৈলা,—এবে 'জ্ঞান' হৈল ॥ ১২৫ ॥

প্রভুচরণে বল্লভের শরণ-গ্রহণ ও ক্ষমা-ভিক্ষা ঃ—

অপরাধ কৈনু, ক্ষম, লইনু শরণ ।
কৃপা করি' মোর মাথে ধরহ চরণ ॥" ১২৬ ॥

মানদ প্রভুকর্ত্তৃক স্তুতিদ্বারা ভট্টকে সান্ত্বনা ঃ—

প্রভু কহে,—"তুমি 'পণ্ডিত' 'মহাভাগবত' ।
দুইগুণ যাঁহা, তাঁহা নাহি গর্ব্ব-পর্ব্বত ॥ ১২৭ ॥

বল্লভকে প্রভুর 'ভক্ত্যেকরক্ষক' সর্ব্বজগদ্‌গুরু শ্রীধরস্বামি-বিরোধ-হেতু ভর্ৎসনা ঃ—

শ্রীধরস্বামী নিন্দি' নিজ-টীকা কর!
শ্রীধরস্বামী নাহি মান',—এত 'গর্ব্ব' ধর!! ১২৮ ॥

প্রভুকর্ত্তৃক শ্রীধরের যথোচিত মর্য্যাদা-প্রচার ঃ—

শ্রীধরস্বামি-প্রসাদে 'ভাগবত' জানি ।
জগদ্‌গুরু শ্রীধরস্বামী, 'গুরু' করি' মানি ॥ ১২৯ ॥

'ভক্ত্যেকরক্ষক' শ্রীধরের অতিক্রম-ফলে লোকগর্হিত ভাগবতার্থ-বিপর্য্যয় ঃ—

শ্রীধর-উপরে গর্ব্বে যে কিছু লিখিবে ।
'অর্থব্যস্ত' লিখন সেই, লোকে না মানিবে ॥ ১৩০ ॥

চিদেকবিষ্ণু-স্বামী শ্রীধরের আনুগত্যে শুদ্ধাদ্বৈতপর অদ্বয়জ্ঞানানুকূল ভক্তিব্যাখ্যাই সর্ব্বমান্যা ঃ—

শ্রীধরের অনুগত যে করে লিখন ।
সব লোক মান্য করি' করিবে গ্রহণ ॥ ১৩১ ॥

কৃষ্ণৈকতৎপর শ্রীধরের আনুগত্যেই ভাগবত-ব্যাখ্যা-কর্ত্তব্যতা ঃ—

শ্রীধরানুগত কর ভাগবত-ব্যাখ্যান ।
অভিমান ছাড়ি' ভজ কৃষ্ণ ভগবান্ ॥ ১৩২ ॥

দশনামাপরাধ-বিহীন কৃষ্ণকীর্ত্তনফলে কৃষ্ণপদপ্রাপ্তি ঃ—

অপরাধ ছাড়ি' কর কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন ।
অচিরাৎ পাবে তবে কৃষ্ণের চরণ ॥" ১৩৩ ॥

ভট্টকর্ত্তৃক প্রভুকে নিমন্ত্রণ ঃ—

ভট্ট কহে,—"যদি মোরে হইলা প্রসন্ন ।
একদিন পুনঃ মোর মান' নিমন্ত্রণ ॥" ১৩৪ ॥

জীবের প্রতি ভুবনপাবন প্রভুর অহৈতুকী কৃপার নিদর্শন ঃ—

প্রভু অবতীর্ণ হৈলা জগৎ তারিতে ।
মানিলেন নিমন্ত্রণ, তারে সুখ দিতে ॥ ১৩৫ ॥

অক্ষজজ্ঞানী অভিমানীকে দণ্ডপ্রদানদ্বারা উদ্ধার-সাধন ঃ—

জগতের 'হিত' হউক,—এই প্রভুর মন ।
দণ্ড করি' করে তার হৃদয় শোধন ॥ ১৩৬ ॥

তদ্‌গৃহে সগণ প্রভুর ভিক্ষা-স্বীকার ঃ—

স্বগণ-সহিতে প্রভুর নিমন্ত্রণ কৈলা ।
মহাপ্রভু তারে তবে প্রসন্ন হইলা ॥ ১৩৭ ॥

সত্যভামার অবতার জগদানন্দের বৃত্তান্ত-বর্ণন ; তাঁহার বাম্যস্বভাব ও শুদ্ধ গাঢ় গৌরপ্রেম ঃ—

জগদানন্দ-পণ্ডিতের শুদ্ধ গাঢ় ভাব ।
সত্যভামা-প্রায় প্রেম 'বাম্য-স্বভাব' ॥ ১৩৮ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৩০। অর্থব্যস্ত—অর্থবিপরীত।

অনুভাষ্য

বিমূঢ়াত্মা কোপান্বিত ইন্দ্রের বর্ষণদ্বারা প্লাবিত গোকুলকে রক্ষা করিলেন ; তাহাতে ইন্দ্রের জড় অভিমান খণ্ডিত ও চূর্ণ হইল।

১২২। পাঠান্তরদ্বয়—"তোমার আগে আমি মূর্খ পাণ্ডিত্য প্রকাশিলুঁ" এবং "তোমার আগে মূর্খ হঞা পাণ্ডিত্য প্রকাশিলুঁ।" মূর্খ-পাণ্ডিত্য—বোকা-সেয়ানামি।

অনুভাষ্য

১৩৮। বৃহদ্ভাগবতামৃতে পূঃ খঃ ৭ম অঃ ৮৩ শ্লোকে, শ্রীসনাতন প্রভু,—"অতোহন্যাভিশ্চ দেবীভিরেতদেবানুমোদিতম্। সাত্রাজিতী পরং মানগেহং তদসহাবিশৎ।। শ্রীমদ্‌গোপীজন-প্রাণনাথঃ সক্রোধমাদিশৎ। সা সমানীয়তামত্র মূর্খরাজসুতা দ্রুতম্।। স্তম্ভেহন্তর্দ্ধাপ্য দেহং স্বং স্থিতা লজ্জাভয়ান্বিতা। অরে সাত্রাজিতি ক্ষীণচিত্তে মানো যথা ত্বয়া।। অবরে কিং না জানাসি মাং তদিচ্ছানুসারিণম্। তাসামভাবে পূর্ব্বং মে বসতো মথুরাপুরে। বিবাহকরণে কাচিদিচ্ছাপ্যাসীন্ন মানিনি।।"*

** (গোপীগণের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের প্রেমাধিক্য যুক্তিযুক্তই,—এইরূপ) শ্রীরুক্মিণীদেবীর বাক্যে অপর মহিষীগণ অনুমোদন করিলে অনন্তর সত্রাজিত-কন্যা শ্রীসত্যভামাদেবী উহা সহ্য করিতে না পারিয়া মান-গৃহে প্রবেশ করিলেন। (ইহা শ্রবণ করিয়া) শ্রীগোপীজন-প্রাণনাথ সক্রোধে আদেশ করিলেন,—'মহামূঢ় সত্রাজিত-রাজার কন্যাকে এইস্থানে সত্বর আনয়ন কর।' ইহাতে সত্যভামা লজ্জিতা ও ভীতা হইয়া স্তম্ভের অন্তরালে আত্মগোপন করিয়া রহিলেন। (শ্রীকৃষ্ণ তদুদ্দেশ্যে বলিলেন,—) 'অরে সত্যজিত-তনয়ে! সঙ্কীর্ণচিত্তে! তুমি মান করিয়াছ, কিন্তু তুমি কি জান না যে, আমি ব্রজবাসিগণের ইচ্ছানুবর্ত্তী। অয়ি মানিনি! পূর্ব্বে মথুরাপুরে অবস্থানকালে গোপীগণের সহিত বিচ্ছেদ হইলেও আমার কিন্তু বিবাহ করিবার ইচ্ছা ছিল না।*

জগদানন্দের প্রভুসহ প্রণয়-কলহ ঃ—

বার বার প্রণয়-কলহ করে প্রভু-সনে।
অন্যোহন্যে খট্‌মটি চলে দুইজনে ॥ ১৩৯ ॥

রুক্মিণীর অবতার গদাধরের দক্ষিণ-স্বভাব ও শুদ্ধ গাঢ় গৌরপ্রেম ঃ—

গদাধর-পণ্ডিতের শুদ্ধ গাঢ় ভাব।
রুক্মিণী-দেবীর যৈছে 'দক্ষিণ-স্বভাব' ॥ ১৪০ ॥

প্রভুর প্রতি গদাধরের স্বাভাবিক ঐশ্বর্য্যভাবমিশ্র প্রেমস্নিগ্ধ নম্রতাবশতঃ ক্রোধাভাব ঃ—

তাঁর প্রণয়-রোষ দেখিতে প্রভুর ইচ্ছা হয়।
ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানে তাঁর রোষ নাহি উপজয় ॥ ১৪১ ॥

বল্লভপ্রতি প্রীত্যুপলক্ষ্যে বাহ্যে কৃত্রিম ক্রোধ দেখাইয়া গদাধরের প্রেম পরীক্ষা ; গদাধরের ভীতি ঃ—

এই লক্ষ্য পাঞা প্রভু কৈলা রোষাভাস।
শুনি' পণ্ডিতের চিত্তে উপজিল ত্রাস ॥ ১৪২ ॥

দ্বাপরযুগে কৃষ্ণ ও রুক্মিণীর দৃষ্টান্ত ঃ—

পূর্ব্বে যেন কৃষ্ণ যদি উপহাস কৈল।
শুনি' রুক্মিণীর মনে ত্রাস উপজিল ॥ ১৪৩ ॥

বল্লভভট্টের পূর্ব্বে বাৎসল্য-রসে ভজন ঃ—

বল্লভভট্টের হয় বাৎসল্য-উপাসন।
বালগোপাল-মন্ত্রে তেঁহো করেন সেবন ॥ ১৪৪ ॥

গদাধরের সঙ্গ-ফলে মধুর-রসে ভজন-প্রবৃত্তি ঃ—

পণ্ডিতের সনে তার মন ফিরি' গেল।
কিশোরগোপাল-উপাসনায় মন দিল ॥ ১৪৫ ॥

গদাধরের নিকট মন্ত্রলাভেচ্ছা, গদাধরের অস্বীকার ঃ—

পণ্ডিতের ঠাঞি চাহে মন্ত্রাদি শিখিতে।
পণ্ডিত কহে,—"এই কর্ম্ম নহে আমা হৈতে ॥ ১৪৬ ॥

গৌরাঙ্গৈকগতি গদাধরের গৌর-বশ্যতা ঃ—

আমি—পরতন্ত্র, আমার প্রভু—গৌরচন্দ্র।
তাঁর আজ্ঞা বিনা আমি না হই 'স্বতন্ত্র' ॥ ১৪৭ ॥

অনুভাষ্য

১৪০-১৪১। বৃহদ্ভাগবতামৃতে পূঃ খঃ ৭ম অঃ ১১৭ শ্লোকে শ্রীসনাতনপ্রভু—'সর্ব্বা মহিষ্যঃ সহ সত্যভাময়া ভৈষ্ম্যাদয়ো দ্রাগভিসৃত্য মূর্দ্ধভিঃ। পাদৌ গৃহীত্বা রুদিতার্দ্রকাকুভিঃ সংস্তুত্য ভর্ত্তারমশীশমচ্ছনৈঃ।।'* দ্বারকায় একদা শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরুক্মিণীকে শ্লেষপূর্ব্বক অপর গুণবান্ পত্যন্তর-গ্রহণের উপদেশ দিলে রুক্মিণী ভীতা হইয়া দক্ষিণ-স্বভাববশতঃ পদতলে পতিতা হইয়াছিলেন। গৌরলীলায় জগদানন্দ পণ্ডিতগোস্বামী—বাম্যস্বভাব প্রণয়-কলহশীল সত্যভামার ভাববিশিষ্ট এবং গদাধর পণ্ডিতগোস্বামী —দক্ষিণা-স্বভাব রুক্মিণীর ন্যায় প্রণয়-কলহের পরিবর্ত্তে আশঙ্কিত হইয়া প্রভুর সর্ব্বদা অনুবর্ত্তী।

১৪৬। মন্ত্রাদি শিখিতে—দীক্ষা গ্রহণ করিতে।

অমৃতানুকণা—১৪০। এইস্থলে শ্রীল গদাধর পণ্ডিতের শুদ্ধ গাঢ় ভাবকে শ্রীরুক্মিণীদেবীর 'দক্ষিণ'-স্বভাবের সহিত তুলনা করা হইয়াছে দেখিয়া তাঁহাকে কৃষ্ণলীলায় রুক্মিণীস্বরূপা বলিয়া ভাবিতে হইবে না, যেহেতু শ্রীগৌরগণোদ্দেশ-দীপিকায় (১৪৭) তাঁহার সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে,—"শ্রীরাধাপ্রেমরূপা যা পুরা বৃন্দাবনেশ্বরী। সা শ্রীগদাধরো গৌরবল্লভঃ পণ্ডিতাখ্যকঃ।।" অর্থাৎ পূর্ব্বে যিনি সাক্ষাৎ প্রেমরূপা বৃন্দাবনেশ্বরী শ্রীমতী রাধা, তিনিই অধুনা শ্রীগৌরপ্রিয় গদাধর পণ্ডিত-নামে খ্যাত। সুতরাং শ্রীগদাধর পণ্ডিত—সর্ব্বভাবের আকরস্বরূপা শ্রীমতী রাধাঠাকুরাণী। তজ্জন্য তাঁহার মধ্যে শ্রীরুক্মিণীদেবীর 'দক্ষিণ-স্বভাব'ও অনুস্যূত আছে। গৌরলীলায় শ্রীগদাধর কদাপি তাঁহার স্বস্বরূপগত 'বাম্যভাব' প্রকাশ করেন না। কারণ, শ্রীরাধার বাম্যভাবের বিষয় একমাত্র ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ, অন্য কেহ নহেন—"গোপেন্দ্রসুত বিনা তেঁহো না স্পর্শে অন্যজন।" (মধ্য ৮।২৮৬)। সেক্ষেত্রে সেই কৃষ্ণ স্বয়ংই যখন নিজ বিষয়ভাব-ত্যক্ত হইয়া শ্রীরাধা-ভাবই অবলম্বন করিয়াছেন, তখন আর গদাধররূপী শ্রীরাধার বাম্যভাবের বিষয় থাকিল না। দ্বিতীয়তঃ স্বয়ং শ্রীরাধাই শ্রীকৃষ্ণকে নিজ রাধাভাব-আস্বাদন করাইতে গৌরলীলায় গদাধররূপে নিত্যসঙ্গী, যেহেতু "শক্তি-শক্তিমতোরভেদঃ।" সেক্ষেত্রে তিনি তাঁহার নিজ বাম্য-স্বভাব প্রকট করিলে, শ্রীগৌরের ছন্নাবতারত্ব না থাকিয়া ব্রজেন্দ্রনন্দন-স্বরূপ প্রকাশিত হইয়া পড়িবে এবং সেহেতু তাঁহার রাধাভাব-আস্বাদনও অসম্ভব হইয়া পড়িবে। তৃতীয়তঃ শ্রীগদাধর মহাপ্রভুকে 'গৌরনাগর'-রূপে স্থাপন করিবার কোনরূপ প্রয়াস করেন নাই। চতুর্থতঃ শ্রীগদাধর শ্রীরাধাভাব-সুবলিততনু শ্রীগৌরচন্দ্রের সর্ব্বদা বশ্যতা-ভাব প্রদর্শনদ্বারা শ্রীরাধাদাস্যুচিত-স্বভাবই প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

শ্রীজগদানন্দ প্রভু সত্যভামার ন্যায় 'বাম্য-স্বভাব'বিশিষ্ট হইয়া মহাপ্রভুর সেবার উদ্দেশ্যেই তাঁহার সহিত প্রণয়কলহে আবদ্ধ থাকিতেন। এইস্থলে শ্রীজগদানন্দের 'বাম্যস্বভাব'-হেতু তাঁহাকে শ্রীগদাধরাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ধারণা করিবার কারণ নাই। বরং বলা যায়, মহাপ্রভুর সন্ন্যাসাশ্রমোচিত কৃচ্ছসাধন দেখিয়া শ্রীগদাধরই তাহার সত্যভামারূপ-অবতার শ্রীজগদানন্দদ্বারা প্রণয়কলহ-মাধ্যমে মহাপ্রভুকে অতিকৃচ্ছসাধন হইতে বিরত রাখিতেন।

** শ্রীসত্যভামার সহিত ভীষ্মক-দুহিতা রুক্মিণী প্রভৃতি সকল মহিষী শীঘ্র সম্মুখে গমন করিয়া ভর্ত্তা (রোষাবিষ্ট) শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচরণযুগল মস্তকে ধারণপূর্ব্বক রোদনসহকারে বিনয়বচনে স্তুতি করত তাঁহাকে ধীরে ধীরে শান্ত করিলেন।*

বল্লভকে মন্ত্রদানের বিরুদ্ধে যুক্তি-প্রদর্শন ঃ—

তুমি যে আমার ঠাঞি কর আগমন ।
তাহাতেই প্রভু মোরে দেন ওলাহন ॥" ১৪৮ ॥

বল্লভের প্রভুকৃপা-লাভ ঃ—

এইমত ভট্টের কথেক দিন গেল ।
শেষে যদি প্রভু তারে সুপ্রসন্ন হৈল ॥ ১৪৯ ॥

ভিক্ষা-দিবসে প্রভুর কৃত্রিম-ক্রোধে সন্ত্রস্ত গদাধরকে প্রভুর স্নেহ-প্রেমভরে আহ্বান ঃ—

নিমন্ত্রণের দিনে পণ্ডিতে বোলাইলা ।
স্বরূপ, জগদানন্দ, গোবিন্দে পাঠাইলা ॥ ১৫০ ॥

পণ্ডিতকে স্বরূপের সান্ত্বনা-দান ও সর্ব্ববৃত্তান্ত-জ্ঞাপন ঃ

পথে পণ্ডিতেরে স্বরূপ কহেন বচন ।
"পরীক্ষিতে প্রভু তোমারে কৈলা উপেক্ষণ ॥ ১৫১ ॥

স্বরূপকর্ত্তৃক গদাধরকে প্রতিবাদকরণার্থ উত্তেজনা-চেষ্টাদ্বারা পরীক্ষা ঃ—

তুমি কেনে আসি' তাঁরে না দিলা ওলাহন?
ভীতপ্রায় হঞা কেনে করিলা সহন??" ১৫২ ॥

প্রভু-প্রেমস্নিগ্ধ পণ্ডিতের ঐশ্বর্য্যজ্ঞানময়ী বশ্যতা ঃ—

পণ্ডিত কহেন,—"প্রভু সর্ব্বজ্ঞ-শিরোমণি ।
তাঁর সনে 'হঠ' করি,—ভাল নাহি মানি ॥ ১৫৩ ॥

পণ্ডিতের তৎপ্রিয়তম প্রভুর সর্ব্ববিধ স্নেহাত্যাচার-সহনে স্বাভাবিকী প্রবৃত্তি ঃ—

যেই কহে, সেই সহি নিজ-শিরে ধরি' ।
আপনে করিবেন কৃপা গুণ-দোষ বিচারি' ॥" ১৫৪ ॥

পণ্ডিতের প্রভুসমীপে আগমন ও ক্রন্দন ঃ—

এত বলি' পণ্ডিত প্রভুর স্থানে আইলা ।
রোদন করিয়া প্রভুর চরণে পড়িলা ॥ ১৫৫ ॥

পণ্ডিতের প্রেমবশ প্রভুর স্নেহ-প্রেমভরে গদাধরকে আলিঙ্গন ও আশ্বাসন ঃ—

ঈষৎ হাসিয়া প্রভু কৈলা আলিঙ্গন ।
সবারে শুনাঞা কহেন মধুর বচন ॥ ১৫৬ ॥

স্বয়ং প্রভুকর্ত্তৃক গদাধরের অতুল স্নিগ্ধ সুদৃঢ় গৌরপ্রেম-বর্ণন ঃ—

"আমি চালাইলুঁ তোমা, তুমি না চলিলা ।
ক্রোধে কিছু না কহিলা, সকল সহিলা ॥ ১৫৭ ॥
আমার ভঙ্গীতে তোমার মন না চলিলা ।
সুদৃঢ় সরলভাবে আমারে কিনিলা ॥" ১৫৮ ॥

প্রভুর "গদাধর-প্রাণনাথ"-নাম ঃ—

পণ্ডিতের ভাব-মুদ্রা কহন না যায় ।
'গদাধর-প্রাণনাথ' নাম হৈল যায় ॥ ১৫৯ ॥

ভক্তগণের নিত্য 'গদাই-গৌরাঙ্গ' নাম-গান ঃ—

পণ্ডিতে প্রভুর প্রসাদ কহন না যায় ।
'গদাই-গৌরাঙ্গ' বলি' যাঁরে লোকে গায় ॥ ১৬০ ॥

অচিন্ত্য-চৈতন্যলীলাসিন্ধুর প্রতি-তরঙ্গে বহু উদ্দেশ্য-সম্পাদন ঃ—

চৈতন্যপ্রভুর লীলা কে বুঝিতে পারে?
একলীলায় বহে গঙ্গার শত শত ধারে ॥ ১৬১ ॥

প্রভুকর্ত্তৃক—(১) পণ্ডিতের গৌরপ্রেম প্রচার, (২) বল্লভের গর্ব্বনাশ ও উদ্ধার, (৩) অক্ষজজ্ঞানী জীবকে বাহিরে উপেক্ষাই তৎপ্রতি অধোক্ষজ-কৃপা এবং (৪) তাদৃশ দুঃখ-দণ্ডকে ভগবদনুকম্পা-জ্ঞানেই জীবের নিত্যমঙ্গল ও বুদ্ধিমত্তা-প্রচার ঃ—

পণ্ডিতের সৌজন্য, ব্রহ্মণ্যতা-গুণ ।
দৃঢ় প্রেমমুদ্রা লোকে করিলা ক্ষেপণ ॥ ১৬২ ॥
অভিমান-পঙ্ক ধুঞা ভট্টেরে শোধিলা ।
সেইদ্বারা আর সব লোকে শিখাইলা ॥ ১৬৩ ॥

বাহ্যদ্রষ্টা বহিরর্থমানীরই অধঃপতন ঃ—

অন্তরে 'অনুগ্রহ', বাহ্যে 'উপেক্ষার প্রায়' ।
বাহ্যার্থ যেই লয়, সেই নাশ যায় ॥ ১৬৪ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৪৮। ওলাহন—বাক্যদণ্ড।

১৬২। লোকে করিলা ক্ষেপণ—সকলের নিকট প্রভু বিস্তার করিলেন।

ইতি অমৃতপ্রবাহ-ভাষ্যে সপ্তম পরিচ্ছেদ।

অনুভাষ্য

১৫৭। চালাইলুঁ—সরোষ ব্যবহার প্রদর্শন করিলাম।

১৬৪। বল্লভভট্টের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হইয়া পরমদয়ালু পতিত-পাবন প্রভু তাঁহাকে বাহ্যে উপেক্ষা করিয়া তাঁহার পণ্ডিত-বৈষ্ণবাভিমান শোধন করেন ; গদাধর-পণ্ডিত বল্লভকে সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ না করায়, কয়েক দিবসের জন্য গদাধরকেও উপেক্ষা প্রদর্শন করেন ; বাস্তবিক মহাপ্রভু কোনদিনই তদীয় স্বরূপ-শক্তি-বিগ্রহ শ্রীল গদাধরের প্রতি অপ্রসন্ন-চিত্ত হন নাই, হইতে পারেন না। যিনি এই লীলার নিগূঢ়-ভাব বুঝিতে অক্ষম হইবেন, তিনি বাহিরের কথা লইয়া ব্যস্ত থাকায়, প্রকৃত অর্থ না বুঝিয়া শ্রীগদাধরের শ্রীচরণে শ্রদ্ধাহীন হইয়া নিরয়গামী হইবেন, সন্দেহ নাই।

ইতি অনুভাষ্যে সপ্তম পরিচ্ছেদ।

চৈতন্যে অচলা ভক্তিই চৈতন্যলীলা-তত্ত্ব-জ্ঞানের কারণ ঃ—

নিগূঢ় চৈতন্যলীলা বুঝিতে কা'র শক্তি?
সেই বুঝে, গৌরচন্দ্রে যাঁর দৃঢ় ভক্তি ॥ ১৬৫ ॥

গদাধরকর্ত্তৃক সগণ প্রভুকে ভিক্ষা-দান ঃ—

দিনান্তরে পণ্ডিত কৈল প্রভুর নিমন্ত্রণ ।
প্রভু তাঁহা ভিক্ষা কৈল লঞা ভক্তগণ ॥ ১৬৬ ॥

তথায় গদাধরের নিকট মধুররসে বল্লভের কিশোর-গোপালমন্ত্রে দীক্ষা-লাভ ঃ—

তাঁহাই বল্লভ-ভট্ট প্রভুর আজ্ঞা লৈল ।
পণ্ডিত-ঠাঞি পূর্ব্ব-প্রার্থিত সব সিদ্ধি হৈল ॥ ১৬৭ ॥

গদাধর-বল্লভ-মিলনে গৌরপ্রীতিলাভ ঃ—

এই ত' কহিলুঁ বল্লভ-ভট্টের মিলন ।
যাহার শ্রবণে পায় গৌরপ্রেমধন ॥ ১৬৮ ॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ১৬৯ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে বল্লভভট্টমিলনং নাম সপ্তমঃ পরিচ্ছেদঃ।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

কথাসার—এই পরিচ্ছেদে রামচন্দ্রপুরীর ইতিহাস বর্ণিত হইয়াছে। তিনি মাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য হইয়াও শুষ্কজ্ঞানীদিগের সম্প্রদায়সঙ্গে দূষিত সিদ্ধান্ত লইয়া অধর্ম্মের উপদেশ করিয়াছিলেন। তাহাতে পুরী-গোসাঞি তাঁহাকে 'অপরাধী' বলিয়া বর্জ্জন করেন ; সেই অবধি পরনিন্দা, পরদোষানুসন্ধান, শুষ্কজ্ঞানোপদেশ, —এইসকল কার্য্য করিয়া তিনি বৈষ্ণবদিগের দ্বারা উপেক্ষিত হন। অতঃপর মহাপ্রভুর ভোজনাদিতেও নিন্দা করায় মহাপ্রভু তাঁহাকে গুরুসম্বন্ধ-বুদ্ধিতে কিছু না বলিয়া মৌনভাবে কেবলমাত্র (স্বীয় আহার্য্য) প্রসাদান্ন সঙ্কোচ করিয়াছিলেন। রামচন্দ্রপুরী পুরুষোত্তম ত্যাগ করিলে প্রভু সেই সঙ্কোচ দূর করিলেন। (অঃ প্রঃ ভাঃ)

রামচন্দ্রপুরীভয়ে ভিক্ষান্ন-সঙ্কোচকারী প্রভুকে বন্দনা ঃ—

তং বন্দে কৃষ্ণচৈতন্যং রামচন্দ্রপুরীভয়াৎ ।
লৌকিকাহারতঃ স্বং যো ভিক্ষান্নং সমকোচয়ৎ ॥ ১ ॥
জয় জয় শ্রীচৈতন্য করুণাসিন্ধু-অবতার ।
ব্রহ্মা-শিবাদিক ভজে চরণ যাঁহার ॥ ২ ॥
জয় জয় শ্রীবাসাদি যত ভক্তগণ ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু—যাঁর প্রাণধন ॥ ৩ ॥

নীলাচলে ভক্তগণসহ গৌরের লীলা ঃ—

এইমত গৌরচন্দ্র নিজভক্ত-সঙ্গে ।
নীলাচলে ক্রীড়া করে কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গে ॥ ৪ ॥

রামচন্দ্রপুরীর আগমন ঃ—

হেনকালে রামচন্দ্রপুরী-গোসাঞি আইলা ।
পরমানন্দ-পুরীরে আর প্রভুরে মিলিলা ॥ ৫ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১। যিনি রামচন্দ্রপুরীর ভয়ে প্রাত্যহিক লৌকিক আহার ও স্বীয় ভিক্ষান্ন স্বল্প করিয়াছিলেন, সেই কৃষ্ণচৈতন্যকে আমি বন্দনা করি।

৫। রামচন্দ্রপুরী—শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য বলিয়া ইঁহাকে মহাপ্রভু এবং পরমানন্দপুরী সম্মান করিয়াছিলেন।

অনুভাষ্য

১। যঃ (কৃষ্ণচৈতন্যদেবঃ) রামচন্দ্রপুরীভয়াৎ (রামচন্দ্রপুরীত্যাখ্য-হরিগুরুবৈষ্ণবনিন্দকবাক্যজন্যলৌকিকাশঙ্কাপ্রদর্শনাৎ) লৌকিকাহারতঃ (লোকদর্শন-পরিমিত-ভোজ্যান্নাৎ) স্বং (নিজং) ভিক্ষান্নং (ভোজনপরিমাণং যুক্তাহার্য্যম্ অপি) সমকোচয়ৎ (খর্ব্বীচকার) তং কৃষ্ণচৈতন্যম্ [অহং] বন্দে।

৩। এইস্থানে পাঠান্তরে,—"জয় জয় অবধূতচন্দ্র নিত্যানন্দ। জগৎ বাধিল যেঁহো দিয়া প্রেম ফাঁদ।। জয় জয় শ্রীঅদ্বৈত ঈশ্বর-অবতার। কৃষ্ণ অবতারি' কৈলা জগৎ নিস্তার।।"

অমৃতানুকণা—৫। শ্রীগৌরগণোদ্দেশ-দীপিকায় শ্রীরামচন্দ্রপুরী-সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে,—"বিভীষণো যঃ প্রাগাসীদ্রামচন্দ্রপুরী স্মৃতঃ। জটিলা রাধিকা-শ্বশ্রূঃ কার্য্যতোঽবিশদেব তম্। অতো মহাপ্রভুর্ভিক্ষাসঙ্কোচাদি ততোঽকরোৎ।।" যিনি পূর্ব্বে বিভীষণ ছিলেন, তিনি গৌরলীলায় রামচন্দ্রপুরী-নামে খ্যাত। শ্রীরাধার শ্বশ্রূমাতা 'জটিলা' কার্য্যবশতঃ তাহাতে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তজ্জন্যই মহাপ্রভু তাঁহার ভয়ে ভিক্ষাসঙ্কোচাদি করিতেন।

পরমানন্দপুরী ও প্রভুর রামচন্দ্রপুরীকে যথোচিত পদমর্য্যাদা-দান ঃ—

পরমানন্দপুরী কৈল চরণ বন্দন ।
পুরী-গোসাঞি কৈল তাঁরে দৃঢ় আলিঙ্গন ॥ ৬ ॥

বৈষ্ণবসন্ন্যাসীর সাম্প্রদায়িক ব্যবহার ঃ—

মহাপ্রভু কৈলা তাঁরে দণ্ডবৎ নতি ।
আলিঙ্গন করি' তেঁহো কৈল কৃষ্ণস্মৃতি ॥ ৭ ॥

জগদানন্দের ভিক্ষা-দান ঃ—

তিনজনে ইষ্টগোষ্ঠী কৈলা কতক্ষণ ।
জগদানন্দ-পণ্ডিত তাঁরে কৈলা নিমন্ত্রণ ॥ ৮ ॥

স্বয়ং যথাতিরিক্ত ভোজনপূর্ব্বক ভিক্ষাদাতার বা পরিবেশন-কারীর নিন্দা ঃ—

জগন্নাথের প্রসাদ আনিলা ভিক্ষার লাগিয়া ।
যথেষ্ট ভিক্ষা করিলা তেঁহো নিন্দার লাগিয়া ॥ ৯ ॥

স্বয়ং জগদানন্দকে প্রচুর ভোজন করাইয়া 'অত্যাহারি'-জ্ঞানে গৌরগণের নিন্দা ঃ—

ভিক্ষা করি' কহে পুরী,—"শুন জগদানন্দ ।
অবশেষ প্রসাদ তুমি করহ ভক্ষণ ॥" ১০ ॥
আগ্রহ করিয়া তাঁরে বসি' খাওয়াইল ।
আপনে আগ্রহ করি' পরিবেশন কৈল ॥ ১১ ॥
আগ্রহ করিয়া পুনঃ পুনঃ খাওয়াইল ।
আচমন করি নিন্দা করিতে লাগিল ॥ ১২ ॥

যথার্থ শুদ্ধবৈরাগ্যবান্ গৌরগণের বৈরাগ্যহীন-জ্ঞানে নিন্দা ঃ—

"শুনি, চৈতন্যগণ করে বহুত ভক্ষণ ।
'সত্য' সেই বাক্য,—সাক্ষাৎ দেখিলুঁ এখন ॥ ১৩ ॥
সন্ন্যাসীরে এত খাওয়াঞা করে ধর্ম্মনাশ ।
বৈরাগী হঞা এত খায়, বৈরাগ্যের নাহি 'ভাস' ॥" ১৪ ॥

রামচন্দ্রপুরীর স্বভাব ঃ—

এই ত' স্বভাব তাঁর আগ্রহ করিয়া ।
পিছে নিন্দা করে, আগে বহুত খাওয়াঞা ॥ ১৫ ॥

গুরুত্যক্ত রামচন্দ্রপুরীর পূর্ব্ববৃত্তান্ত-বর্ণন ; গুরুদেব শ্রীমাধবেন্দ্র-পুরীর অপ্রকটকালে রামচন্দ্রের আগমন ঃ—

পূর্ব্বে যবে মাধবেন্দ্রপুরী করেন অন্তর্দ্ধান ।
রামচন্দ্রপুরী তবে আইলা তাঁর স্থান ॥ ১৬ ॥

শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীর অপ্রাকৃত বিপ্রলম্ভরসে-কৃষ্ণকীর্ত্তন ঃ—

পুরী-গোসাঞি করে কৃষ্ণনাম-সঙ্কীর্ত্তন ।
'মথুরা না পাইনু' বলি' করেন ক্রন্দন ॥ ১৭ ॥

শুষ্কজ্ঞানী রামচন্দ্রের মর্ত্ত্যজ্ঞানে গুরু-মর্য্যাদা-লঙ্ঘন ঃ—

রামচন্দ্রপুরী তবে উপদেশে তাঁরে ।
শিষ্য হঞা গুরুকে কহে, ভয় নাহি করে ॥ ১৮ ॥

রামচন্দ্রের চিদ্বিলাস-বিরোধ ঃ—

"তুমি—পূর্ণ-ব্রহ্মানন্দ, করহ স্মরণ ।
ব্রহ্মবিৎ হঞা কেনে করহ রোদন ??" ১৯ ॥

গুরুমাধবেন্দ্রপুরীর রামচন্দ্রকে অপরাধি-জ্ঞানে ক্রোধভরে উপেক্ষা ও ভর্ৎসনা ঃ—

শুনি' মাধবেন্দ্র-মনে ক্রোধ উপজিল ।
"দূর দূর, পাপী" বলি' ভর্ৎসনা করিল ॥ ২০ ॥
"কৃষ্ণকৃপা না পাইনু, না পাইনু 'মথুরা' ।
আপন-দুঃখে মরোঁ—এই দিতে আইল জ্বালা ॥ ২১ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৪। ভাস—আভাসমাত্রও।

অনুভাষ্য

৫-৬। রামচন্দ্রপুরী স্বভাবতঃ মৎসর ও হরিগুরুবৈষ্ণব-বিরোধী হইলেও বহির্দৃষ্টিতে ত্যক্তগৃহ বা সন্ন্যাসীর বেশধারী ছিলেন বলিয়াই লোকসমাজে তৎকালে 'গোসাঞি' (গোস্বামী) নামে অভিহিত হইতেন। বর্ত্তমানকালে সমাজে চলিত বিকৃত প্রথার ন্যায় জাতি, কুল বা বংশধারাক্রমেই এই ত্যক্তগৃহোচিত উপাধিটী যে ব্যবহৃত হইত না, তাহার প্রমাণ এস্থলে পাওয়া যায়।

অনুভাষ্য

৭। মহাপ্রভুকে ঈশ্বরপুরীর অনুগতজ্ঞানে আলিঙ্গন করিয়া বৈষ্ণব-সন্ন্যাসিমাত্রেরই যোগ্য-সম্ভাষণ 'কৃষ্ণ' স্মরণ করিলেন। সন্ন্যাসিগণকে অভিবাদন করিলে তাঁহারা 'ওঁ নমো ভগবতে নারায়ণায়' বলিয়া কৃষ্ণ স্মরণ করেন। সন্ন্যাসীর পক্ষে জীবকে আশীর্ব্বাদ ও নমস্কার করিবার বিধি নাই ; স্মৃতি বলিয়াছেন,—'সন্ন্যাসী—নিরাশীর্নির্নমস্ক্রিয়ঃ।'

২০। রামচন্দ্রপুরী স্বীয় গুরু শ্রীমাধবেন্দ্রকে শ্রীকৃষ্ণ-বিরহ-কাতর দেখিয়াও তাঁহার অপ্রাকৃত বিপ্রলম্ভস্ফূর্ত্তি বুঝিতে অসমর্থ

শ্রীমন্মহাপ্রভু বারাণসী অবস্থানকালে শ্রীরামচন্দ্রপুরীর মঠে কিছুকাল লুকাইয়া ছিলেন। "রামচন্দ্রপুরীর মঠেতে লুকাইয়া। রহিলেন দুইমাস বারাণসী গিয়া।।" (চৈঃ ভাঃ মঃ ১৯।১০৫)। শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ ইহার 'গৌড়ীয় ভাষ্যে' জানাইয়াছেন,—"শ্রীগৌরসুন্দর বারাণসীতে চন্দ্রশেখরের গৃহে অবস্থান করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যভাগবতের লেখক ঠাকুর বৃন্দাবন শ্রীমন্মহাপ্রভুর রামচন্দ্রপুরীর মঠে লুকাইয়া থাকিবার কথা অবগত আছেন। রামচন্দ্রপুরী—মাধবেন্দ্রপুরীর জনৈক কপট শিষ্য, তাঁহার মায়াবাদের প্রতি প্রচুর আগ্রহ ছিল। প্রকাশ্যভাবে রামচন্দ্রপুরীর মঠে অবস্থানের কথা প্রচার করিয়া তিনি কৃষ্ণভক্তগণের সহিত অন্যত্র বাস করিতেন। রামচন্দ্রপুরী সাম্প্রদায়িক সন্ন্যাসী, সুতরাং যতি-জীবনে সেই মঠে অবস্থানে বহির্জগতে দোষারোপের অবকাশ ছিল না।

মোরে মুখ না দেখাবি তুই, যাও যথি-তথি ।
তোরে দেখি' মৈলে মোর হবে অসদ্‌গতি ॥ ২২ ॥
কৃষ্ণ না পাইনু, মরোঁ আপনার দুঃখে ।
মোরে 'ব্রহ্ম' উপদেশে এই ছার মূর্খে ॥" ২৩ ॥

গুর্ব্ববজ্ঞারূপ অপরাধবশে বিষয়ভোগ বা সংসারবাসনা ঃ—

এই যে শ্রীমাধবেন্দ্র উপেক্ষা করিল ।
সেই অপরাধে ইঁহার 'বাসনা' জন্মিল ॥ ২৪ ॥

কৃষ্ণ-কার্ষ্ণ বা স্বরূপ-তদ্রূপবৈভবাদি চিদ্বিলাস-দর্শনবিহীন বিষ্ণুনিন্দারম্ভ ঃ—

শুষ্ক-ব্রহ্মেতে নাহি কৃষ্ণের 'সম্বন্ধ' ।
সর্ব্ব-লোক নিন্দা করে, নিন্দাতে নির্ব্বন্ধ ॥ ২৫ ॥

শ্রীল ঈশ্বরপুরীর ঐকান্তিকী গুরুভক্তি ঃ—

ঈশ্বরপুরী করে শ্রীপাদ-সেবন ।
স্বহস্তে করেন মলমূত্রাদি মার্জ্জন ॥ ২৬ ॥

আদর্শ গুরুসেবার নিদর্শন ঃ—

নিরন্তর কৃষ্ণনাম করয়ে স্মরণ ।
কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণলীলা শুনায় অনুক্ষণ ॥ ২৭ ॥

শ্রীঈশ্বরপুরীর গুরুপ্রসাদ-প্রাপ্তি ঃ—

তুষ্ট হঞা পুরী তাঁরে কৈলা আলিঙ্গন ।
বর দিলা—"কৃষ্ণে তোমার হউক প্রেমধন ॥" ২৮ ॥

গুরুর নিকট একের কৃপালাভের ফল, অপরের বঞ্চনালাভের ফলে তারতম্য ঃ—

সেই হৈতে ঈশ্বরপুরী—'প্রেমের সাগর' ।
রামচন্দ্রপুরী হৈল সর্ব্বনিন্দাকর ॥ ২৯ ॥

হরিগুরুবৈষ্ণবের কৃপা ও দণ্ডলাভের দৃষ্টান্তদ্বয়-দ্বারা লোকশিক্ষা ঃ—

মহদনুগ্রহ-নিগ্রহের সাক্ষী দুইজনে ।
এই দুইদ্বারে শিখাইলা জগজনে ॥ ৩০ ॥

অপ্রাকৃত বিপ্রলম্ভাবস্থায় মাধবেন্দ্রগোস্বামীর অপ্রাকট্য ঃ—

জগদ্‌গুরু মাধবেন্দ্র করি' প্রেমদান ।
এই শ্লোক পড়ি' তেঁহো কৈল অন্তর্দ্ধান ॥ ৩১ ॥

পদ্যাবলীতে (৩৩০) ধৃত শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী-বাক্য—

অয়ি দীনদয়ার্দ্রনাথ হে মথুরানাথ কদাবলোক্যসে ।
হৃদয়ং ত্বদলোককাতরং দয়িত ভ্রাম্যতি কিং করোম্যহম্ ॥৩২॥

শ্লোকের মর্ম্মার্থ বা তাৎপর্য্য-ব্যাখ্যা ঃ—

এই ত' শ্লোকে কৃষ্ণপ্রেম করে উপদেশ ।
কৃষ্ণের বিরহ, ভক্তের ভাববিশেষ ॥ ৩৩ ॥

মাধবেন্দ্র—কৃষ্ণপ্রেমকল্পবৃক্ষের অঙ্কুর, শ্রীচৈতন্য স্বয়ং অঙ্কুরোদ্গত পরিবর্দ্ধিত মূল-বিটপী ঃ—

পৃথিবীতে রোপণ করি' গেলা প্রেমাঙ্কুর ।
সেই প্রেমাঙ্কুরের বৃক্ষ—চৈতন্যঠাকুর ॥ ৩৪ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২৪। বাসনা—শুষ্কজ্ঞান-বাসনা, তাহা হইতে ভক্তদিগের নিন্দা।

অনুভাষ্য

হইয়া লৌকিক-বিচারক্রমে মর্ত্ত্যজ্ঞানে প্রাকৃত-অভাবজন্য শোক-কাতর জানিয়া নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মের অনুভূতি করাইবার জন্য ব্যস্ত হইলেন। তাহাতে মাধবেন্দ্রপুরী শিষ্যের মূর্খতা ও গুর্ব্ববজ্ঞা উপলব্ধি করিয়া তাহার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা হইতে বিরত হইলেন এবং তাহাকে ত্যাগ করিয়া তাড়াইয়া দিলেন।

২৪। এতদ্বিষয়ে ভক্তিসন্দর্ভে (১১১ সংখ্যায়) 'বাসনাভাষ্য'-ধৃত ভগবৎপরিশিষ্ট বচন—"জীবন্মুক্তা অপি পুনর্যান্তি সংসার-বাসনাম্। যদ্যচিন্ত্য-মহাশক্তৌ ভগবত্যপরাধিনঃ।।"* অথবা ভাঃ ১০।২।৩২ শ্লোকের শ্রীজীবগোস্বামি-কৃত লঘুতোষিণী টীকায় ঐ বাসনাভাষ্য-ধৃত ভগবৎপরিশিষ্টেরই পাঠান্তর,—"জীবন্মুক্তা অপি পুনর্ব্বন্ধনং যান্তি কর্ম্মভিঃ। যদ্যচিন্ত্য-মহাশক্তৌ ভগবত্য-পরাধিনঃ।।" এবং রথযাত্রাপ্রসঙ্গে শ্রীবিষ্ণুভক্তিচন্দ্রোদয়ধৃত পুরাণান্তর-বচন—"জীবন্মুক্তাঃ প্রপদ্যন্তে কচিৎ সংসারবাসনাম্। যোগিনো ন বিলিপ্যন্তে কর্ম্মভির্ভগবৎপরাঃ।।"* প্রভৃতি শাস্ত্র-বাক্য দ্রষ্টব্য।

২৫। নির্ব্বন্ধ—নিষ্ঠার সহিত পরনিন্দায় আসক্তি। নির্ব্বিশেষ মায়াবাদিগণ সম্বন্ধজ্ঞানে অপটু হইয়া কৃষ্ণসম্বন্ধ গ্রহণ করিতে পারে না ; জড়ীয়বিতর্কবলে ব্রহ্ম-বিষয়ে জড়তর্ক প্রয়োগ করে এবং কৃষ্ণভক্তিকে মোক্ষ-সাধকের ফলভোগ-পিপাসামূলক কর্ম্ম-কাণ্ডের অন্যতম ব্যাপার বলিয়া জ্ঞান করে এবং ভগবদ্ভক্তকে ও তাঁহার অপ্রাকৃত ভক্ত্যনুশীলনকে চতুর্ব্বর্গপ্রাপক কর্ম্মসাধনমাত্র জ্ঞান করিয়া নিন্দা করে। অধোক্ষজ গুরু বা ভক্তের চরণে অপরাধ হইলেই জীব এতাদৃশ ভয়ানক অজ্ঞানের মধ্যে পতিত হয়।

২৬। শ্রীপাদ-সেবন—শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী-পাদের সেবা।

৩০। মহাত্মা শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীর নিকট ঈশ্বরপুরী প্রচুর অনু-গ্রহ পাইয়াছিলেন, আর রামচন্দ্রপুরী কেবলমাত্র নিগ্রহ পাইলেন।

** অচিন্ত্য মহাশক্তিসম্পন্ন শ্রীভগবানের নিকট অপরাধ হইলে জীবন্মুক্তগণও পুনরায় সংসারবাসনা-প্রাপ্ত হন (পাঠান্তরে—কর্ম্মদ্বারা পুনরায় বন্ধনপ্রাপ্ত হন)। *—জীবন্মুক্তগণ কোন কোন সময়ে সংসারবাসনা-প্রাপ্ত হন, কিন্তু ভগবৎপরায়ণ ঐকান্তিক যোগিগণ কখনও কর্ম্মবাসনায় বিলিপ্ত হন না।*

মাধবেন্দ্রের অন্তর্দ্ধান-শ্রবণে জীবের কৃষ্ণবিরহোত্থ সেবা-শিক্ষা ঃ—

প্রস্তাবে কহিলুঁ পুরী-গোসাঞির নির্যাণ ।
যেই ইহা শুনে, সেই বড় ভাগ্যবান্ ॥ ৩৫ ॥

রামচন্দ্রপুরীর শুষ্কবৈরাগ্য ঃ—

রামচন্দ্রপুরী ঐছে রহিলা নীলাচলে ।
বিরক্ত স্বভাব, কভু রহে কোন স্থলে ॥ ৩৬ ॥

পরচ্ছিদ্রান্বেষী রামচন্দ্রপুরী ঃ—

অনিমন্ত্রণ ভিক্ষা করে, নাহিক নির্ণয় ।
অন্যের ভিক্ষার স্থিতির লয়েন নিশ্চয় ॥ ৩৭ ॥

প্রভুর দৈনিক ভিক্ষা-বিবরণ—প্রভুসহ শ্রীঈশ্বরপুরীশিষ্য গোবিন্দ ও কাশীশ্বরের একত্র ভিক্ষা ঃ—

প্রভুর নিমন্ত্রণে লাগে কৌড়ি চারি পণ ।
কভু কাশীশ্বর, গোবিন্দ খায় তিনজন ॥ ৩৮ ॥
প্রত্যহ প্রভুর ভিক্ষা ইতি-উতি হয় ।
কেহ যদি মূল্য আনে, চারিপণ-নির্ণয় ॥ ৩৯ ॥

স্বয়ং প্রভুকেও মর্ত্ত্যজ্ঞানে তদ্দোষান্বেষণ ঃ—

প্রভুর স্থিতি, রীতি, ভিক্ষা, শয়ন, প্রয়াণ ।
রামচন্দ্রপুরী করে সর্ব্বানুসন্ধান ॥ ৪০ ॥

অধোক্ষজ স্বয়ং ভগবান্ পূর্ণ ও নির্দ্দোষ ঃ—

প্রভুর যতেক গুণ স্পর্শিতে নারিল ।
ছিদ্র চাহি' বুলে, কাঁহা ছিদ্র না পাইল ॥ ৪১ ॥

সন্ন্যাসীর বিধি ও নিষেধ ঃ—

'সন্ন্যাসী হঞা করে মিষ্টান্ন-ভক্ষণ ।
এই ভোগে হয় কৈছে ইন্দ্রিয়-বারণ ?' ৪২ ॥

সর্ব্বত্র প্রভুনিন্দা, অথচ প্রত্যহ প্রভুদর্শন ঃ—

এই নিন্দা করি' কহে সর্ব্বলোক-স্থানে ।
প্রভুরে দেখিতেহ অবশ্য আইসে প্রতিদিনে ॥ ৪৩ ॥

প্রভুর মর্য্যাদা-প্রদান, রামচন্দ্রের নিন্দা বিষোদ্গার ঃ—

প্রভু গুরুবুদ্ধ্যে করেন সম্ভ্রম, সম্মান ।
তেঁহো ছিদ্র চাহি' বুলে,—এই তার কাম ॥ ৪৪ ॥

স্বনিন্দা-শ্রবণেও প্রভুর পুরীকে পদোচিত সম্মান-দানপূর্ব্বক বঞ্চনা ঃ—

যত নিন্দা করে, তাহা প্রভু সব জানে ।
তথাপি আদর করে বড়ই সম্ভ্রমে ॥ ৪৫ ॥

একদা প্রাতে প্রভুগৃহে পিপীলিকা-শ্রেণী-দর্শনে স্বয়ং ভগবান্ প্রভুর বৈরাগ্যনিন্দনান্তে প্রস্থান ঃ—

একদিন প্রাতঃকালে আইলা প্রভুর ঘর ।
পিপীলিকা দেখি' কিছু কহেন উত্তর ॥ ৪৬ ॥

রামচন্দ্রপুরী-বাক্য—

"রাত্রাবত্র ঐক্ষবমাসীৎ, তেন পিপীলিকাঃ সঞ্চরন্তি । অহো! বিরক্তানাং সন্ন্যাসিনামিয়মিন্দ্রিয়লালসেতি ব্রুবন্নুত্থায় গতঃ ॥৪৭॥"

স্বকর্ণে প্রভুর পুরীকর্ত্তৃক অনৃত-নিন্দা-শ্রবণ ঃ—

প্রভু পূর্ব্ব পূর্ব্ব নিন্দা করিয়াছেন শ্রবণ ।
এবে সাক্ষাৎ শুনিলেন 'কল্পিত' নিন্দন ॥ ৪৮ ॥

বিবর্ত্তবুদ্ধিবশেই ভগবানে দোষারোপ ঃ—

সহজেই পিপীলিকা সর্ব্বত্র বেড়ায় ।
তাহাতে তর্ক উঠাঞা দোষ লাগায় ॥ ৪৯ ॥

স্বনিন্দা-শ্রবণে জগদ্গুরু আচার্য্যরূপী প্রভুর ভয় ও লজ্জা ঃ—

শুনি' তাহা প্রভুর সঙ্কোচ-ভয় মনে ।
গোবিন্দে বোলাঞা কিছু কহেন বচনে ॥ ৫০ ॥

স্বীয় দৈনিকভিক্ষা-সঙ্কোচন ও গোবিন্দের নিকট তৎপরিমাণ-নির্দ্ধার ঃ—

"আজি হৈতে ভিক্ষা আমার এই ত' নিয়ম ।
পিণ্ডাভোগের এক চৌঠি, পাঁচগণ্ডার ব্যঞ্জন ॥ ৫১ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৩৫। নির্যাণ—অপ্রকট।

৩৭। অন্যের ভিক্ষার স্থিতির—অন্যলোকে যাহা ভিক্ষা করেন, তাহার নিয়ম বুঝিয়া লয়েন।

অনুভাষ্য

৩২। মধ্য, ৪র্থ পঃ ১০৭ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

৩৩। ভাববিশেষ—বিপ্রলম্ভ-ভাবস্ফূর্ত্তি ; প্রাকৃতসহজিয়া-সম্প্রদায়ে সম্ভোগের নামে সাধকের মধ্যে নানাপ্রকার দৌরাত্ম্য আসিয়া বিপ্রলম্ভের স্বরূপানুভূতির ব্যাঘাত করে।

৩৭। 'অপর সন্ন্যাসী কোথায় কি পরিমাণ ভিক্ষা করে, কোথায় বা বাস করে, ইত্যাদি পরের চর্চ্চা বা হিসাব লইয়া রামচন্দ্রপুরী দিনপাত করেন। নিশ্চয়—হিসাব।

৪৭। প্রাকৃত-হেয়ত্বাদি গুণের অতীত পূর্ণনির্দ্দোষ-বিগ্রহ স্বয়ং

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৪৭। "রাত্রিকালে এইস্থানে ইক্ষুজাত গুড় ছিল, সেইকারণে পিপীলিকাসকল বেড়াইতেছে! অহো, বিরক্ত সন্ন্যাসিদিগের এইরূপ ইন্দ্রিয়লালসা!'—এই কথা বলিয়া তিনি উঠিয়া গেলেন।

৪৮। কল্পিত-নিন্দন—মিথ্যা-আরোপিত নিন্দা।

অনুভাষ্য

ভগবান্ মহাপ্রভুর কোন না কোন ছিদ্র পাইবার আশায় রামচন্দ্র অনেক যত্ন করিয়া কৃতকার্য্য না হওয়ায় এবং প্রভুর গৃহে কোন প্রকার মিষ্টদ্রব্য তাঁহার দৃষ্টিগোচর না হইলেও বহু পিপীলিকা বেড়াইতে দেখিয়া রাত্রিকালে তথায় গুড় ছিল, অনুমান করিলেন; উদ্দেশ্য,—কোন ছিদ্র উল্লেখপূর্ব্বক নিজ-মাহাত্ম্য বর্দ্ধন করিবেন।

৫১। জগন্নাথদেবের প্রসাদান্ন মাটীর হাঁড়িতে পাওয়া যায়। 'প্রমাণ'-হাঁড়ির চতুর্থভাগকে 'একচৌঠি' বলে।

পরিমাণাতিরিক্ত-গ্রহণে স্থানত্যাগ-ভয়প্রদর্শন ঃ—

ইহা বই অধিক আর কিছু না লইবা ।
অধিক আনিলে আমা এথা না দেখিবা ॥" ৫২ ॥

সর্ব্বভক্তকে প্রভুর কঠোরাদেশ-জ্ঞাপন, সকলের দারুণ দুঃখ ঃ—

সকল বৈষ্ণবে গোবিন্দ কহে এই বাত্ ।
শুনি' সবার মাথে যৈছে হৈল বজ্রাঘাত ॥ ৫৩ ॥

দুরাত্মা রামচন্দ্রপুরীকে প্রাণাধিক প্রভুর বিরোধি-জ্ঞানে ভক্তগণের নিন্দা ঃ—

রামচন্দ্রপুরীকে সবায় দেয় তিরস্কার ।
"এই পাপিষ্ঠ আসি' প্রাণ লইল সবার ॥" ৫৪ ॥

এক বিপ্রের প্রভুকে নিমন্ত্রণ ঃ—

সেইদিন একবিপ্র কৈল নিমন্ত্রণ ।
এক-চৌঠি ভাত, পাঁচ-গণ্ডার ব্যঞ্জন ॥ ৫৫ ॥

প্রভুর জন্য গোবিন্দের যথানির্দ্দিষ্ট-পরিমাণ প্রসাদ-গ্রহণ, প্রভুর সামান্যাহারে বিপ্রের দুঃখ ঃ—

এইমাত্র গোবিন্দ কৈল অঙ্গীকার ।
মাথায় ঘা মারে বিপ্র, করে হাহাকার ॥ ৫৬ ॥

প্রভুর অর্দ্ধ-ভোজন, গোবিন্দের অবশিষ্টার্দ্ধ-প্রাপ্তি, ভক্তগণের অন্ন-জল-ত্যাগ ঃ—

সেই ভাত-ব্যঞ্জন প্রভু অর্দ্ধেক খাইল ।
যে কিছু রহিল, তাহা গোবিন্দ পাইল ॥ ৫৭ ॥
অর্দ্ধাশন করেন প্রভু, গোবিন্দ অর্দ্ধাশন ।
সব ভক্তগণ তবে ছাড়িল ভোজন ॥ ৫৮ ॥

গোবিন্দ ও কাশীশ্বরকে অন্যত্র ভিক্ষা-গ্রহণে আদেশ ঃ—

গোবিন্দ-কাশীশ্বরে প্রভু কৈলা আজ্ঞাপন ।
"দুঁহে অন্যত্র মাগি' কর উদর ভরণ ॥" ৫৯ ॥

প্রভুর ভোজনসঙ্কোচ-ফলে ভক্ত-দুঃখশ্রবণে রামচন্দ্রের প্রভুসমীপে আগমন ঃ—

এইরূপ মহাদুঃখে দিন কত গেল ।
শুনি' রামচন্দ্রপুরী প্রভুপাশ আইল ॥ ৬০ ॥

মানদ আচার্য্যরূপী প্রভুর সর্ব্বদাই রামচন্দ্রকে মান-দান ঃ—

প্রণাম করি' প্রভু কৈলা চরণ-বন্দন ।
প্রভুরে কহয়ে কিছু হাসিয়া বচন ॥ ৬১ ॥

প্রভুকে যতিধর্ম্ম শিক্ষা-দান ঃ—

"সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম নহে 'ইন্দ্রিয়-তর্পণ' ।
যৈছে তৈছে করে মাত্র উদর ভরণ ॥ ৬২ ॥

শুষ্কবৈরাগ্যকে সন্ন্যাস অর্থাৎ ভক্তির বিরুদ্ধ বলিয়া কেবল মুখেই প্রচার ঃ—

তোমারে ক্ষীণ দেখি, শুনি,—কর অর্দ্ধাশন ।
এই 'শুষ্ক-বৈরাগ্য' নহে সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম ॥ ৬৩ ॥

সর্ব্বাবস্থায় যুক্তবৈরাগ্যেই সিদ্ধিলাভ ঃ—

যথাযোগ্য উদর ভরে, না করে 'বিষয়'-ভোগ ।
সন্ন্যাসীর তবে সিদ্ধ হয় জ্ঞানযোগ ॥ ৬৪ ॥

সর্ব্বত্র যুক্তবৈরাগ্যযুক্ ভক্তিযোগেই অনর্থ-নাশ ঃ—
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (৬।১৬-১৭)—

নাত্যশ্নতোঽপি যোগোঽস্তি ন চৈকান্তমনশ্নতঃ ।
ন চাতিস্বপ্নশীলস্য জাগ্রতো নৈব চার্জ্জুন ॥ ৬৫ ॥
যুক্তাহার-বিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্ম্মসু ।
যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা ॥" ৬৬ ॥

অমানি-ধর্ম্মের আদর্শ প্রভুর দৈন্যোক্তি ঃ—

প্রভু কহে,—"অজ্ঞ বালক মুই, 'শিষ্য' তোমার ।
মোরে শিক্ষা দেহ',—এই ভাগ্য আমার ॥" ৬৭ ॥

প্রভুর ভক্তগণের অর্দ্ধভোজন-শ্রবণ ঃ—

এত শুনি' রামচন্দ্রপুরী উঠি' গেলা ।
ভক্তগণ অর্দ্ধাশন করে,—গোসাঞি শুনিলা ॥৬৮॥

একদিন পরমানন্দপুরীপ্রমুখ ভক্তগণের প্রভুকে পরিমিতান্ন-গ্রহণে অনুরোধ ও তৎসমীপে রামচন্দ্রপুরীর স্বভাব ও ব্যবহার-নিন্দা ঃ—

আর দিন ভক্তগণসহ পরমানন্দপুরী ।
প্রভু-পাশে নিবেদিলা দৈন্য-বিনয় করি' ॥ ৬৯ ॥
"রামচন্দ্রপুরী হয় নিন্দুক-স্বভাব ।
তার বোলে অন্ন ছাড়ি' কিবা হবে লাভ ?? ৭০ ॥
পুরীর স্বভাব,—যথেষ্ট আহার করাঞা ।
যে না খায়, তারে খাওয়ায় যতন করিয়া ॥ ৭১ ॥
খাওয়াঞা পুনঃ তারে করয়ে নিন্দন ।
'এত অন্ন খাও'—তোমার কত আছে ধন ?? ৭২ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৬৫-৬৬। হে অর্জ্জুন, অনেক ভোজনে 'যোগ' হয় না ; একান্ত ভোজনশূন্য হইলেও 'যোগ' হয় না এবং অধিক নিদ্রা বা নিদ্রা-ত্যাগদ্বারাও 'যোগ' হয় না। আহার-বিহার-কর্ম্মসকলে চেষ্টা, নিদ্রা, জাগরণাদি উপযুক্তরূপে নিয়মিত হইলে দুঃখ-নাশক 'যোগ' হয়।

অনুভাষ্য

৬৫। হে অর্জ্জুন, অত্যশ্নতঃ (অত্যধিকভোজনশীলস্য) তু যোগঃ ন অস্তি, ন চ একান্তম্ অনশ্নতঃ (স্বল্পাহারনিরতস্য নিরাহারিণঃ), ন চ অতিস্বপ্নশীলস্য (অধিকনিদ্রাশীলস্য) ন চ জাগ্রতঃ (অনিদ্রস্য) এব যোগঃ অস্তি।

৬২। যুক্তাহারবিহারস্য (পরিমিতভোজনশয়নাদিপরস্য)

সন্ন্যাসীকে এত খাওয়াঞা কর ধর্ম্ম নাশ!
অতএব জানিনু,—তোমার কিছু নাহি 'ভাস' ॥ ৭৩ ॥
কে কৈছে ব্যবহারে, কেবা কৈছে খায়।
এই অনুসন্ধান তেঁহো করয় সদায় ॥ ৭৪ ॥

হিংসার্থ পরের ছল বা ছিদ্রান্বেষণ—শাস্ত্রবিরুদ্ধ ও নিষিদ্ধ ঃ—

শাস্ত্রে যেই দুই ধর্ম্ম করিয়াছে বর্জ্জন।
সেই কর্ম্ম নিরন্তর ইঁহার করণ ॥ ৭৫ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।২৮।১)—

পরস্বভাবকর্ম্মাণি ন প্রশংসেন্ন গর্হয়েৎ।
বিশ্বমেকাত্মকং পশ্যন্ প্রকৃত্যা পুরুষেণ চ ॥ ৭৬ ॥

পূর্ব্ববর্ত্তী প্রশংসা-বিধি অপেক্ষা পরবর্ত্তী নিন্দা-নিষেধরূপ বিধিই শাস্ত্রোদ্দেশ্য ঃ—

তার মধ্যে পূর্ব্ববিধি 'প্রশংসা' ছাড়িয়া।
পরবিধি 'নিন্দা' করে 'বলিষ্ঠ' জানিয়া ॥ ৭৭ ॥

পরবিধিরই অধিকতর গুরুত্ব ঃ—

ন্যায়বচন ঃ—

পূর্ব্বপরয়োর্মধ্যে পরবিধির্বলবান্ ॥ ৭৮ ॥

রামচন্দ্রপুরীর মক্ষিকা-বৃত্তি ঃ—

যাঁহা গুণ শত আছে, না করে গ্রহণ।
গুণমধ্যে ছলে করে দোষ-আরোপণ ॥ ৭৯ ॥

রামচন্দ্রের ব্যবহার ও স্বভাবে ভক্তগণের মর্ম্মন্তুদ দুঃখ ঃ—

ইঁহার স্বভাব ইঁহা কহিতে না যুয়ায়।
তথাপি কহিয়ে কিছু মর্ম্ম-দুঃখ পায় ॥ ৮০ ॥

রামচন্দ্রবাক্যকে তুচ্ছ-জ্ঞানে প্রভুকে অন্নগ্রহণে অনুরোধ ঃ—

ইঁহার বচনে কেনে অন্ন ত্যাগ কর?
পূর্ব্ববৎ নিমন্ত্রণ মান',—সবার বোল ধর ॥" ৮১ ॥

জগদ্গুরু লোকশিক্ষক প্রভুকর্ত্তৃক যতিধর্ম্মবিধি-নির্ণয় ; বিধির অতীত ঈশ্বর ও অধীন বদ্ধজীবে সমবুদ্ধিকারীই 'প্রাকৃত-সহজিয়া' ; আবার স্বয়ং ঈশ্বর হইয়াও আপনাকে বৈরাগ্য-বাধ্য জীবজ্ঞানে যতিবেষী আচার্য্যকে নৈরপেক্ষ্য-শিক্ষা-দান ঃ—

প্রভু কহে,—"সবে কেনে পুরীরে কর রোষ?
'সহজ' ধর্ম্ম কহে তেঁহো, তাঁর কিবা দোষ?? ৮২ ॥
যতি হঞা জিহ্বা-লাম্পট্য,—অত্যন্ত অন্যায়।
যতির ধর্ম্ম,—প্রাণ রাখিতে আহারমাত্র খায় ॥" ৮৩ ॥

ভক্তগণের আগ্রহে প্রভুর অর্দ্ধ-স্বীকার ঃ—

তবে সবে মেলি' প্রভুরে বহু যত্ন কৈলা।
সবার আগ্রহে প্রভু অর্দ্ধেক রাখিলা ॥ ৮৪ ॥
দুইপণ কৌড়ি লাগে প্রভুর নিমন্ত্রণে।
কভু দুইজন ভোক্তা, কভু তিনজনে ॥ ৮৫ ॥

অভক্ত বর্ণ-ব্রাহ্মণ ও পাঙ্‌ক্তেয়-ব্রাহ্মণের গৃহে প্রভুর ভিক্ষা-গ্রহণ-রীতি-বৈশিষ্ট্য ঃ—

অভোজ্যান্ন বিপ্র যদি করেন নিমন্ত্রণ।
প্রসাদ-মূল্য লইতে লাগে কৌড়ি দুইপণ ॥ ৮৬ ॥
ভোজ্যান্ন বিপ্র যদি নিমন্ত্রণ করে।
কিছু 'প্রসাদ' আনে, কিছু পাক করে ঘরে ॥ ৮৭ ॥

গদাধর, ভগবান্ ও সার্ব্বভৌমের গৃহে ভক্তাধীন ভগবানের ভোজন ঃ—

পণ্ডিত-গোসাঞি, ভগবান্-আচার্য্য, সার্ব্বভৌম।
নিমন্ত্রণের দিনে যদি করে নিমন্ত্রণ ॥ ৮৮ ॥
তাঁ সবার ইচ্ছায় প্রভু করেন ভোজন।
তাঁহা প্রভুর স্বাতন্ত্র্য নাই, যৈছে তাঁর মন ॥ ৮৯ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৭৬। প্রকৃতি ও পুরুষের মিলনে বিশ্বকে একস্বরূপ দেখিয়া পরের স্বভাব ও কর্ম্ম কখনও প্রশংসা বা গর্হণ করিবেন না।

৭৮। পূর্ব্ব ও পরবিধির মধ্যে পরবিধিই বলবান্।

অনুভাষ্য

কর্ম্মসু (সাধনানুষ্ঠানাদিষু) যুক্তচেষ্টস্য (পরিমিতারম্ভপরস্য) যুক্তস্বপ্নাববোধস্য (পরিমিতনিদ্রা-জাগরণনিষ্ঠস্য) দুঃখহা (সর্ব্ব-দুঃখ-নিবৃত্তিহেতুঃ) যোগঃ ভবতি।

৭৬। শ্রীউদ্ধবের নিকট শ্রীভগবান্ শুদ্ধজ্ঞানীর আচরণ-বিধি বর্ণন করিতেছেন,—

প্রকৃত্যা পুরুষেণ চ সহ একাত্মকং বিশ্বং পশ্যন্ পরস্বভাব-কর্ম্মাণি (পরেষাং হিংসার্থং স্বভাবান্ কর্ম্মাণি গুণকৃত-নৈসর্গিক-বৃত্ত্যাদ্যনুষ্ঠানানি) ন প্রশংসেৎ, ন গর্হয়েৎ (ন নিন্দেৎ)।

৭৭। 'পরস্বভাব'-শ্লোকে পূর্ব্ববিধি "প্রশংসা করিবে না" এবং পরবিধি "নিন্দা করিবে না" পাওয়া যায়। পূর্ব্ববিধি অপেক্ষা পরবিধি বলবান্ হইলে ইহাই বুঝা যায় যে, লোকের প্রশংসা করা তাদৃশ দোষাবহ নহে ; পরন্তু নিন্দা নিশ্চয়ই করিবে না। কিন্তু এক্ষেত্রে রামচন্দ্র পূর্ব্ববিধি "অপরের প্রশংসা করিবে না" পালন করিয়াছেন ; পরবিধি "অন্যের নিন্দা করিবে না" পালন করেন নাই। সুতরাং রামচন্দ্র পরবিধির সূত্রানুসারে কার্য্য করেন নাই। ইহার অর্থ শ্লেষোক্তিপর বলিয়া ব্যাখ্যাত হইতে পারে।

৭৮। পূর্ব্বপরয়োঃ (প্রাক্-পরয়োর্বিধয়োঃ) মধ্যে পরবিধিঃ (উত্তর-নির্দ্দেশঃ) বলবান্,—পূর্ব্ববিধিং ত্যক্ত্বা পরবিধিঃ গ্রাহ্যঃ ইত্যর্থঃ।

৮০। পায়—পাইয়া।

ইতি অনুভাষ্যে অষ্টম পরিচ্ছেদ।

প্রভুর অবতারের উদ্দেশ্য ও ব্যবহার-রীতি ঃ—

ভক্তগণে সুখ দিতে প্রভুর 'অবতার'।
যাঁহা যৈছে যোগ্য, তাঁহা করেন ব্যবহার ॥ ৯০ ॥

প্রভুর কখনও প্রাকৃত জীবের ন্যায় আচরণদ্বারা বঞ্চনা, কখনও পরমেশ্বররূপে পূর্ণকৃপা ঃ—

কভু লৌকিক রীতি,—যেন 'ইতর' জন।
কভু স্বতন্ত্র, করেন 'ঐশ্বর্য্য' প্রকটন ॥ ৯১ ॥

কখনও রামচন্দ্রপুরীকে লৌকিকী মর্য্যাদা-দান, কখনও তৃণবৎ উপেক্ষা ঃ—

কভু রামচন্দ্রপুরীর হয় ভৃত্যপ্রায়।
কভু তারে নাহি মানে, দেখে তৃণ-প্রায় ॥ ৯২ ॥

অচিন্ত্য ঈশ্বরের সকল আচরণই নিত্য, শিবদ ও সুন্দর ঃ—

ঈশ্বর-চরিত্র প্রভুর—বুদ্ধি-অগোচর।
যবে যেই করেন, সেই সব মনোহর ॥ ৯৩ ॥

ভগবদাশ্রয়পরিত্যাগপূর্ব্বক রামচন্দ্রের তীর্থ-যাত্রা ঃ—

এইমত রামচন্দ্রপুরী নীলাচলে।
দিন কত রহি' গেলা 'তীর্থ' করিবারে ॥ ৯৪ ॥

তাহাতে ভক্তগণের হৃদয়-ভার লাঘব ও রুদ্ধশ্বাস-মোচন ঃ—

তেঁহো গেলে প্রভুর গণ হৈল হরষিত।
শিরের পাথর যেন পড়িল আচম্বিত ॥ ৯৫ ॥

প্রাকৃত শুষ্ক বৈরাগ্যবিধি ত্যাগপূর্ব্বক গৌরগতপ্রাণ ভক্তগণের সর্ব্বাত্মদ্বারা প্রভু-সন্তোষণ ঃ—

স্বচ্ছন্দে নিমন্ত্রণ, প্রভুর কীর্ত্তন-নর্ত্তন।
স্বচ্ছন্দে করেন সবে প্রসাদ-ভোজন ॥ ৯৬ ॥

গুর্ব্ববজ্ঞাহেতু গুরুর উপেক্ষা-ফলে জীবের বিষ্ণুবিরোধ বা পাষণ্ডিত্ব ঃ—

গুরু উপেক্ষা কৈলে, ঐছে ফল হয়।
ক্রমে ঈশ্বর-পর্য্যন্ত অপরাধে ঠেকয় ॥ ৯৭ ॥

অপরাধী রামচন্দ্রের ব্যবহারদ্বারা প্রভুর লোকশিক্ষা ঃ—

যদ্যপি গুরুবুদ্ধ্যে প্রভু তার দোষ না লইল।
তার ফলদ্বারা লোকে শিক্ষা করাইল ॥ ৯৮ ॥

শ্রবণপুটে চৈতন্যচরিতামৃতপান-ফলে হৃৎকর্ণ-রসায়নতা ঃ—

চৈতন্যচরিত্র—যেন অমৃতের পূর।
শুনিতে শ্রবণে মনে লাগয়ে মধুর ॥ ৯৯ ॥

চৈতন্যচরিত-শ্রবণেই কৃষ্ণপ্রেম-লাভ ঃ—

চৈতন্যচরিত্র লিখি, শুন একমনে।
অনায়াসে পাবে প্রেম শ্রীকৃষ্ণচরণে ॥ ১০০ ॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ১০১ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে ভিক্ষাসঙ্কোচো নাম অষ্টমঃ পরিচ্ছেদঃ।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৮৬। অভোজ্যান্ন বিপ্র—যে বিপ্রের গৃহে অন্ন খাওয়া যায় না।

৯৫। শিরের পাথর—মাথায় যে পাথরের বোঝা ছিল, তাহা অকস্মাৎ পড়িয়া গেলে যেরূপ হাল্কা (লঘু) হয়, সেইরূপ হইল।

ইতি অমৃতপ্রবাহ-ভাষ্যে অষ্টম পরিচ্ছেদ।

নবম পরিচ্ছেদ

কথাসার—এই পরিচ্ছেদে ভবানন্দ-রায়ের পুত্র গোপীনাথ-পট্টনায়ক রাজার অর্থ নষ্ট করার ফলে বড়জানার অকৃপা ও তজ্জন্য তাঁহাকে প্রথমে চাঙ্গে উত্তোলন ও পরে প্রভুর কৃপা-চ্ছলে তাঁহার উদ্ধার ও উন্নতি বর্ণিত হইয়াছে। (অঃ প্রঃ ভাঃ)

গৌরভক্তের কৃপায় অধম বিষয়িগণেরও কৃষ্ণপ্রেম-লাভ ঃ—

অগণ্যধন্যচৈতন্যগণানাং প্রেমবন্যয়া।
নিন্যেঽধন্যজনস্বান্তমরুঃ শশ্বদনূপতাম্ ॥ ১ ॥
জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দয়াময়।
জয় জয় নিত্যানন্দ করুণ-হৃদয় ॥ ২ ॥
জয়াদ্বৈতাচার্য্য জয় জয় দয়াময়।
জয় গৌরভক্তগণ সব রসময় ॥ ৩ ॥

ভক্তসঙ্গে প্রভুর নীলাচল-লীলা ঃ—

এইমত মহাপ্রভু ভক্তগণ সঙ্গে।
নীলাচলে বাস করেন কৃষ্ণপ্রেমরঙ্গে ॥ ৪ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১। অগণ্য-চৈতন্যভক্তের প্রেমবন্যাদ্বারা অধন্য-জনগণের অন্তঃকরণরূপ মরুদেশ জলময় হইয়াছিল।

অনুভাষ্য

১। অগণ্যধন্যচৈতন্যগণানাং (অগণ্যাঃ গণয়িতুমশক্যাঃ অসংখ্যাঃ ধন্যাঃ লব্ধসিদ্ধয়শ্চ যে চৈতন্যগণাঃ চৈতন্যপাদাশ্রিতাঃ

প্রভুর অন্তরে ও বাহিরে কৃষ্ণবিরহপ্রেম ঃ—

অন্তরে-বাহিরে কৃষ্ণবিরহ-তরঙ্গ ।
নানা-ভাবে ব্যাকুল মন আর অঙ্গ ॥ ৫ ॥

দিবাভাগে নর্ত্তন, কীর্ত্তন ও দর্শন, রাত্রিভাগে স্বরূপ ও রায়সহ রসাস্বাদন ঃ—

দিনে নৃত্য-কীর্ত্তন, জগন্নাথ-দরশন ।
রাত্র্যে রায়-স্বরূপ-সনে রস-আস্বাদন ॥ ৬ ॥

প্রভুদর্শক-মাত্রেরই উদ্ধার ও কৃষ্ণপ্রেম-লাভ ঃ—

ত্রিজগতের লোক আসি' করেন দরশন ।
যেই দেখে, সেই পায় কৃষ্ণপ্রেম-ধন ॥ ৭ ॥

মানববেশে অনন্তব্রহ্মাণ্ডবাসীর প্রভু-দর্শন ঃ—

মনুষ্যের বেশে আসি' গন্ধর্ব্ব-কিন্নর ।
সপ্তপাতালের যত দৈত্য বিষধর ॥ ৮ ॥
সপ্তদ্বীপে নবখণ্ডে বৈসে যত জন ।
নানা-বেশে আসি' করে প্রভুর দরশন ॥ ৯ ॥

বৈষ্ণবগণের প্রভুদর্শন ঃ—

প্রহ্লাদ, বলি, ব্যাস, শুক আদি মুনিগণ ।
আসি' প্রভু দেখি' প্রেমে হয় অচেতন ॥ ১০ ॥

গৃহাভ্যন্তরস্থিত প্রভুর দর্শনার্থ বহির্দ্দেশে লোক-কোলাহল, প্রভুর দর্শন-দান, সকলকেই কৃষ্ণকথা-কীর্ত্তনে আদেশ ঃ—

বাহিরে ফুকারে লোক, দর্শন না পাঞা ।
"কৃষ্ণ কহ" বলেন প্রভু বাহিরে আসিয়া ॥ ১১ ॥

প্রভুদর্শনে সকলের কৃষ্ণপ্রেম ঃ—

প্রভুর দর্শনে সব লোক প্রেমে ভাসে ।
এইমত যায় প্রভুর রাত্রি-দিবসে ॥ ১২ ॥

প্রভুকে প্রতাপরুদ্রপুত্রকর্ত্তৃক ভবানন্দপুত্র গোপীনাথের হত্যা-সংবাদ-জ্ঞাপন ঃ—

একদিন লোক আসি' প্রভুরে নিবেদিল ।
"গোপীনাথেরে 'বড় জানা' চাঙ্গে চড়াইল ॥ ১৩ ॥

প্রভুর কৃপা বিনা রক্ষা পাইবার উপায়াভাব ঃ—

তলে খড়্গ পাতি' তারে উপরে ডারিবে ।
প্রভু রক্ষা করেন যবে, তবে নিস্তারিবে ॥ ১৪ ॥

সেবক-রক্ষণার্থ প্রভুকৃপা-যাচ্ঞা ঃ—

সবংশে তোমার সেবক—ভবানন্দ রায় ।
তাঁর পুত্র—তোমার সেবকে রাখিতে যুয়ায় ॥" ১৫ ॥

প্রভুর প্রশ্নোত্তরে সংবাদ-দাতার গোপীনাথের হত্যা-বৃত্তান্ত-বর্ণন ঃ—

প্রভু কহে,—"রাজা কেনে করয়ে তাড়ন?"
তবে সেই লোক কহে সব বিবরণ ॥ ১৬ ॥
"গোপীনাথ-পট্টনায়ক—রামানন্দ-ভাই ।
সর্ব্বকাল হয় সেই 'রাজবিষয়ী' তাই ॥ ১৭ ॥
'মালজাঠ্যা-দণ্ডপাটে' তার অধিকার ।
সাধি' পাড়ি' আনি' দ্রব্য দিল রাজদ্বার ॥ ১৮ ॥
দুইলক্ষ কাহন তার ঠাঞি বাকী হইল ।
দুইলক্ষ কাহন কৌড়ি রাজা ত' মাগিল ॥ ১৯ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৩। বড়জানা—উড়িষ্যার মহারাজার বড়পুত্র অর্থাৎ যুবরাজ। চাঙ্গ—হত্যা-প্রক্রিয়া-বিশেষে ব্যবহৃত মঞ্চ,—যাহার নিম্নভাগে নিষ্কোষিত খড়্গসকল রক্ষিত থাকে। মঞ্চের উপর হইতে দণ্ড্য-লোককে খড়্গের উপর ফেলিয়া দিয়া তাহার প্রাণনাশ করা হইত।

অনুভাষ্য

ভক্তাঃ তেষাং) প্রেমবন্যয়া (প্রেমরূপনদীগর্ভাতিরিক্তজল-প্রবাহেণ) অধন্যজনস্বান্তমরুম্ (অধন্যানাম্ অধমানাং জনানাং ভক্তিরহিতানাং স্বানাম্ অন্তঃকরণরূপং মরুং নির্জ্জলপ্রদেশং) শশ্বৎ (নিরন্তরং) অনূপতাং (জলপ্রায়তাং) নিন্যে (প্রাপিতঃ)।

৮। বিষধর—নাগলোক।

৯। অন্ত্য ২য় পঃ ১০ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১০। প্রহ্লাদ—কোন কোন ঐতিহাসিক-মতে ইনি ত্রেতা-যুগে পঞ্জাব-প্রদেশের মূলতান-নামক রাজধানীতে কশ্যপবংশীয় রাজা হিরণ্যকশিপুর বৈষ্ণব-পুত্ররূপে প্রাদুর্ভূত হন। পিতা হিরণ্যকশিপুর বিষ্ণুবিদ্বেষফলে পুত্র প্রহ্লাদের নানাবিধ ক্লেশ সহ্য

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৮। মালজাঠ্যা-দণ্ডপাট—তন্নামক রাজ্যখণ্ডে তহ্‌শীলদার গোপীনাথ পট্টনায়ক যত টাকা রাজাকে দিয়াছিলেন, তাহাতে দুইলক্ষ কাহন কৌড়ি বাকী পড়িল।

অনুভাষ্য

করিতে হইয়াছিল, পরে ভগবান্ নৃসিংহদেব উদিত হইয়া বৈষ্ণব-বিদ্বেষী অসুর-সম্রাট্‌কে নিহত করেন।

বলি—প্রহ্লাদের পুত্র বিরোচন, তাঁহার তনয়ই 'বলি' ; ভগবান্ বামনরূপে অবতীর্ণ হইয়া ত্রিপাদ-ভূমির প্রার্থনাচ্ছলে আত্মসমর্পণকারী বলিকে কৃপা করিয়াছিলেন। ইঁহার শতপুত্রের মধ্যে বাণ—সর্ব্বজ্যেষ্ঠ।

ব্যাস—পরাশরের তনয়, সাত্যবতেয় বা কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বাদরায়ণ-মুনি ; ইনি বেদ বিভাগ করিয়া 'বেদব্যাস'-নামে অভিহিত এবং অষ্টাদশ মহাপুরাণ এবং ব্রহ্মসূত্র ও তদ্ভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থ প্রণয়ন করেন ; ইনি ব্রহ্ম-সম্প্রদায়ভুক্ত শ্রীনারদ-ঋষির শিষ্য ছিলেন।

শুক—ব্যাস-তনয়, আকুমার ব্রহ্মজ্ঞানী ও নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারি-

তেঁহ কহে,—'স্থূলদ্রব্য নাহি যে দিব ।
ক্রমে-ক্রমে বেচি' কিনি' দ্রব্য ভরিব ॥ ২০ ॥
ঘোড়া দশ-বার হয়, লহ' মূল্য করি' ।'
এত বলি' ঘোড়া আনে রাজদ্বারে ধরি' ॥ ২১ ॥
এক রাজপুত্র ঘোড়ার মূল্য ভাল জানে ।
তারে পাঠাইল রাজা পাত্র-মিত্র-সনে ॥ ২২ ॥
সেই রাজপুত্র মূল্য করে ঘাটাঞা ।
গোপীনাথের ক্রোধ হৈল মূল্য শুনিয়া ॥ ২৩ ॥
সেই রাজপুত্রের স্বভাব,—গ্রীবা ফিরায় ।
ঊর্দ্ধমুখে বারবার ইতি-উতি চায় ॥ ২৪ ॥
তারে নিন্দা করি' কহে সগর্ব্ব বচনে ।
রাজা কৃপা করে তারে, ভয় নাহি মানে ॥ ২৫ ॥
'আমার ঘোড়া গ্রীবা উঠায় ঊর্দ্ধে নাহি চায় ।
তাতে ঘোড়ার মূল্য ঘাটি করিতে না যুয়ায় ॥' ২৬ ॥
শুনি' রাজপুত্র-মনে ক্রোধ উপজিল ।
রাজার ঠাঞি যাই' বহু লাগানি করিল ॥ ২৭ ॥
'কৌড়ি নাহি দিবে এই, বেড়ায় ছদ্ম করি' ।
আজ্ঞা কর,—চাঙ্গে চড়াঞা লই কৌড়ি ॥' ২৮॥
রাজা বলে,—'যেই ভাল, কর সেই যায় ।
যে উপায়ে কৌড়ি পাই, কর সে উপায় ॥' ২৯ ॥
রাজপুত্র আসি' তারে চাঙ্গে চড়াইল ।
খড়্গ-উপরে ফেলাইতে তলে খড়্গ পাতিল ॥" ৩০ ॥

প্রভুর নিরপেক্ষতা প্রদর্শন ও গোপীনাথকে তিরস্কার ঃ—

শুনি' প্রভু কহে কিছু করি' প্রণয়-রোষ ।
"রাজ-কৌড়ি দিতে নারে, রাজার কিবা দোষ ?? ৩১ ॥
রাজ-বিলাত্ সাধি' খায়, নাহি রাজ-ভয় ।
দারী-নাটুয়ারে দিয়া করে নানা ব্যয় ॥ ৩২ ॥
যেই চতুর, সেই করে রাজার বিষয় ।
রাজ-দ্রব্য শোধি' পায়, তাহা করে ব্যয় ॥" ৩৩ ॥

তৎকালে প্রভুর সগোষ্ঠী ভবানন্দাদির বন্ধন-সংবাদ প্রাপ্তি ঃ—

হেনকালে আর লোক আইল ধাঞা ।
"বাণীনাথাদি সবংশে লঞা গেল বান্ধিয়া ॥" ৩৪ ॥

সন্ন্যাসধর্ম্মের আদর্শরূপে প্রভুর প্রাকৃত বিষয়কথায়
ঔদাসীন্য বা নৈরপেক্ষ্য-প্রদর্শন ঃ—

প্রভু কহে,—"রাজা আপনে লেখার দ্রব্য লইব ।
আমি—বিরক্ত সন্ন্যাসী, তাহে কি করিব ??" ৩৫ ॥

স্বরূপ-দামোদরাদি ভক্তগণের প্রভুকে ঔদাসীন্য ছাড়িয়া
রামানন্দের স্বজন-রক্ষণার্থ প্রার্থনা ঃ—

তবে স্বরূপাদি গোসাঞির ভক্তগণ ।
প্রভুর চরণে সবে কৈলা নিবেদন ॥ ৩৬ ॥
"রামানন্দ-রায়ের গোষ্ঠী, সব—তোমার 'দাস' ।
তোমার উচিত নহে করিতে উদাস ॥" ৩৭ ॥

প্রভুর ক্রোধ ও ভর্ৎসনা ঃ—

শুনি' মহাপ্রভু কহে সক্রোধ বচনে ।
"মোরে আজ্ঞা দেহ' সবে, যাঙ রাজস্থানে!! ৩৮ ॥
তোমা সবার এই মত,—রাজ-ঠাঞি যাঞা ।
কৌড়ি মাগি' লই আঁচল পাতিয়া ॥ ৩৯ ॥

সন্ন্যাসীর বিষয়-কথায় অযোগ্যতা ঃ—

পাঁচগণ্ডার পাত্র হয় সন্ন্যাসী ব্রাহ্মণ ।
মাগিলে বা কেনে দিবে দুইলক্ষ কাহন ??" ৪০ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২৬। যে রাজপুত্র ঘোড়ার দর স্থির করিতেছিলেন, তাঁহার গ্রীবা উঠাইয়া ঊর্দ্ধে চাওয়া স্বভাব ছিল। সেই বিষয়ে পরিহাস করিবার জন্য গোপীনাথ কহিলেন,—আমার ঘোড়া ঘাড় উঠায় বটে, কিন্তু উপরদিকে চায় না ; অতএব ইহার মূল্য কম হইতে পারে না।' পরিহাস-তাৎপর্য্য এই যে,—'তোমা অপেক্ষা আমার ঘোড়ার মূল্য কম নয়।'

২৯। যায়—গিয়া।

অনুভাষ্য

লীলা দেখাইয়া ইনি একান্তভাবে কৃষ্ণের 'কীর্ত্তনাখ্যা' ভক্তি আশ্রয় করেন।

১৪। ডারিবে—ফেলিয়া দিবে।

১৭। রাজবিষয়ী—রাজার সম্পত্তি-রক্ষক।

২০। স্থূলদ্রব্য—মূল্যবান্ দ্রব্য বা মোটা টাকা অর্থাৎ একে-

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৩২। রাজ-বিলাত্—বাহির হইতে রাজপ্রাপ্য অর্থ (রাজার ভাণ্ডার বা সম্পত্তি) ; দারী-নাটুয়ারে—বেশ্যা ও নর্ত্তককে। এইসকল লোককে দিয়া টাকা ব্যয় করে, রাজার টাকা যে দিতে হইবে,—এরূপ ভয় করে না।

অনুভাষ্য

বারেই পরিশোধিত হয়, এরূপ দ্রব্য ; দ্রব্য ভরিব—রাজার প্রাপ্য দ্রবিণ অর্থাৎ টাকা পরিশোধ করিব।

২৩। ঘাটাঞা—কম করিয়া।

২৭। লাগানি—মিথ্যা দোষারোপ বা অভিযোগ।

৩১। দিতে নারে—দিতে পারে না।

৩৫। লেখার দ্রব্য—হিসাবের টাকা।

৪০। সন্ন্যাসী ব্রাহ্মণ—অর্থহীন ত্যক্তবিষয় ভিক্ষু-বৃত্তি-জীবী।

প্রভুর গোপীনাথের নিধনোদ্‌যোগ-সংবাদ-প্রাপ্তি ঃ—

হেনকালে আর লোক আইল ধাঞা ।
খড়্গের উপরে গোপীনাথে দিতেছে ডারিয়া ॥ ৪১ ॥

ভক্তগণকর্ত্তৃক গোপীনাথকে রক্ষণার্থ প্রভুকে প্রার্থনা, তথাপি লোকশিক্ষার্থ প্রভুর কঠোর নিরপেক্ষতা ঃ—

শুনি' প্রভুর গণ প্রভুরে করে অনুনয় ।
প্রভু কহে,—"আমি ভিক্ষুক, আমা হৈতে কিছু নয় ॥৪২

তদর্থে জগন্নাথচরণে প্রার্থনা জানাইতে সকলকে উপদেশ ঃ—

তারে রক্ষা করিতে যদি হয় সবার মনে ।
সবে মিলি' যাহ জগন্নাথের চরণে ॥ ৪৩ ॥

জগন্নাথদেব স্বয়ং ঈশ্বর ও সর্ব্বপ্রভু ঃ—

ঈশ্বর জগন্নাথ,—যাঁর হাতে সর্ব্ব 'অর্থ' ।
কর্ত্তুমকর্ত্তুমন্যথা করিতে সমর্থ ॥" ৪৪ ॥

প্রতাপরুদ্রের নিকট হরিচন্দন-মহাপাত্রের গোপীনাথপ্রাণ-ভিক্ষা-যাচ্ঞা ঃ—

ইঁহা যদি মহাপ্রভু এতেক কহিলা ।
হরিচন্দন-পাত্র যাই' রাজারে কহিলা ॥ ৪৫ ॥

হত্যা বা প্রাণদণ্ড-বিধির অনুপযোগিতা ঃ—

"গোপীনাথ-পট্টনায়ক—সেবক তোমার ।
সেবকের প্রাণদণ্ড নহে ব্যবহার ॥ ৪৬ ॥
বিশেষ তাহার ঠাঞি কৌড়ি বাকী হয় ।
প্রাণ নিলে কিবা লাভ ? নিজ ধনক্ষয় ॥ ৪৭ ॥
যথার্থমূল্যে ঘোড়া লহ, যেবা বাকী হয় ।
ক্রমে ক্রমে দিবে অর্থ, প্রাণ কেনে লয় ॥" ৪৮ ॥

গোপীনাথের হত্যা-সম্বন্ধে রাজার সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞতা-জ্ঞাপন ঃ—

রাজা কহে,—"এই বাত্ আমি নাহি জানি ।
প্রাণ কেনে লইব, তার দ্রব্য চাহি আমি ॥ ৪৯ ॥

গোপীনাথকে তৎক্ষণাৎ রক্ষণার্থ আদেশ দান ঃ—

তুমি যাই' কর তাঁহা সর্ব্ব সমাধান ।
দ্রব্য যৈছে আইসে, আর রাখ তার প্রাণ ॥" ৫০ ॥

যুবরাজকে বলিয়া গোপীনাথের প্রাণ-রক্ষা ঃ—

তবে হরিচন্দন আসি' জানারে কহিল ।
চাঙ্গে হৈতে গোপীনাথে শীঘ্র নামাইল ॥ ৫১ ॥

রাজার অর্থ-শোধনার্থ উপায়-জিজ্ঞাসা, গোপীনাথের উত্তর ঃ—

'দ্রব্য দেহ'—রাজা মাগে, উপায় পুছিল ।
"যথার্থ-মূল্যে ঘোড়া লহ", তেঁহ ত' কহিল ॥ ৫২ ॥
"ক্রমে ক্রমে দিমু, আর যত কিছু পারি ।
অবিচারে প্রাণ লহ,—কি বলিতে পারি ??" ৫৩ ॥
যথার্থ মূল্য করি' ঘোড়া-মূল্যে লইল ।
আর দ্রব্যের মুদ্দতী করি' ঘরে পাঠাইল ॥ ৫৪ ॥

সংবাদদাতাকে প্রভুর বাণীনাথ-সংবাদ-জিজ্ঞাসা ঃ—

এথা প্রভু সেই মনুষ্যেরে প্রশ্ন কৈল ।
"বাণীনাথ কি করে, যবে বান্ধিয়া আনিল ??" ৫৫ ॥

বাণীনাথের করে সংখ্যানাম-গ্রহণ ঃ—

"বাণীনাথ নির্ভয়েতে লয় কৃষ্ণনাম ।
'হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ' কহে অবিশ্রাম ॥ ৫৬ ॥
সংখ্যা লাগি' দুই-হাতে অঙ্গুলীতে লেখা ।
সহস্রাদি পূর্ণ হৈলে, অঙ্গে কাটে রেখা ॥" ৫৭ ॥

তচ্ছ্রবণে প্রভুর আনন্দ ঃ—

শুনি' মহাপ্রভু হইলা পরম আনন্দ ।
কে বুঝিতে পারে গৌরের কৃপা-ছদ্মবন্ধ ?? ৫৮ ॥

কাশীমিশ্রের আগমন ; তাঁহাকে স্বীয় আলালনাথ-যাত্রা-জ্ঞাপন ঃ—

হেনকালে কাশীমিশ্র আইলা প্রভু-স্থানে ।
প্রভু তাঁরে কহে কিছু সোদ্বেগ-বচনে ॥ ৫৯ ॥
"ইঁহা রহিতে নারি, যামু আলালনাথ ।
নানা উপদ্রব ইঁহা, না পাই স্বাস্থ্য ॥ ৬০ ॥

ভবানন্দ-রায়ের বংশ্যগণের সম্বন্ধে অভিযোগ ঃ—

ভবানন্দ-রায়ের গোষ্ঠী করে রাজবিষয় ।
নানাপ্রকারে করে তারা রাজদ্রব্য-ব্যয় ॥ ৬১ ॥
রাজার কি দোষ ? রাজা নিজ-দ্রব্য চায় ।
দিতে নারে দ্রব্য, দণ্ড আমারে জানায় ॥ ৬২ ॥
রাজা গোপীনাথে যদি চাঙ্গে চড়াইল ।
চারিবারে লোকে আসি' মোরে জানাইল ॥ ৬৩ ॥

প্রভুর বিষয়-কথায় বীতস্পৃহা-জ্ঞাপন ঃ—

ভিক্ষুক সন্ন্যাসী আমি নির্জ্জনবাসী ।
আমায় দুঃখ দেয়, নিজ দুঃখ কহি' আসি' ॥ ৬৪ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৪৪। কর্ত্তুমকর্ত্তুমন্যথা করিতে সমর্থ—কিছু করিতে, কিছু না করিতে বা কিছু অন্যথা করিতে তাঁহারই সামর্থ্য আছে।

৫৪। মুদ্দতী করি'—টাকা দিবার (মেয়াদী বা ধার্য্য) সময় অঙ্গীকার করাইয়া।

অনুভাষ্য

৪৬। ব্যবহার—বিধিসঙ্গত, উচিত।

৫৬-৫৭। সংখ্যাগ্রহণে নির্ব্বন্ধ রক্ষা করিয়া "হরে কৃষ্ণ"-মহামন্ত্র (ষোলনাম বত্রিশ অক্ষর)-কীর্ত্তনের বিধি—একান্ত নামাশ্রিত প্রত্যেক সাধকেরই সুখে-দুঃখে, সম্পদে-বিপদে—সর্ব্বাবস্থায় সর্ব্বথা পালনীয়, জানা যাইতেছে।

আজি তারে জগন্নাথ করিলা রক্ষণ ।
কালি কে রাখিবে, যদি না দিবে রাজধন ?? ৬৫ ॥
বিষয়ীর বার্ত্তা শুনি' ক্ষোভ হয় মন ।
তাতে ইঁহা রহি' মোর নাহি প্রয়োজন ॥" ৬৬ ॥

কাশীমিশ্রের প্রভুকে আশ্বাসন ও স্তুতি ঃ—

কাশীমিশ্র কহে প্রভুর ধরিয়া চরণে ।
"তুমি কেনে এই বাতে ক্ষোভ কর মনে ?? ৬৭

বিষ্ণুপ্রীতিকামনা ব্যতীত স্বীয় জড়েন্দ্রিয়-তর্পণার্থ বিষ্ণুর নিকট ফলকামনা—মূর্খতা ও বাণিজ্যমাত্র ঃ—

সন্ন্যাসী বিরক্ত তোমার কা-সনে সম্বন্ধ ?
ব্যবহার লাগি' তোমা ভজে, সেই জ্ঞান-অন্ধ ॥ ৬৮ ॥
তোমার ভজন-ফলে তোমাতে 'প্রেমধন' ।
বিষয় লাগি' তোমায় ভজে, সেই মূর্খ জন ॥ ৬৯ ॥

প্রভুপ্রীতিকামী নিষ্কিঞ্চন শুদ্ধভক্তগণ ঃ—

তোমা লাগি' রামানন্দ রাজ্য ত্যাগ কৈলা ।
তোমা লাগি' সনাতন 'বিষয়' ছাড়িলা ॥ ৭০ ॥
তোমা লাগি' রঘুনাথ সকল ছাড়িল ।
হেথায় তাহার পিতা বিষয় পাঠাইল ॥ ৭১ ॥
তোমার চরণ-কৃপা হঞাছে তাহারে ।
ছত্রে মাগি' খায়, 'বিষয়' স্পর্শ নাহি করে ॥ ৭২ ॥

রামানন্দানুজ গোপীনাথ সকাম বণিক্ নহেন ঃ—

রামানন্দের ভাই গোপীনাথ-মহাশয় ।
তোমা হৈতে বিষয়-বাঞ্ছা, তার ইচ্ছা নয় ॥ ৭৩ ॥

প্রভুর একান্ত শরণাগত গোপীনাথের নিধনোদ্‌যোগ-দর্শনে তৎহিতৈষিগণের প্রভুকৃপা-যাচ্ঞা ঃ—

তার দুঃখ দেখি' তার সেবকাদিগণ ।
তোমারে জানাইল,—যাতে 'অনন্যশরণ' ॥ ৭৪ ॥

শুদ্ধভক্তের সংজ্ঞা ঃ—

সেই 'শুদ্ধভক্ত', যে তোমা ভজে তোমা লাগি' ।
আপনার সুখ-দুঃখে হয় ভোগ-ভাগী ॥ ৭৫ ॥

শুদ্ধভক্তের আচার-ব্যবহার ঃ—

তোমার অনুকম্পা চাহে, ভজে অনুক্ষণ ।
অচিরাৎ মিলে তাঁরে তোমার চরণ ॥ ৭৬ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।১৪।৮)—

তত্তেঽনুকম্পাং সুসমীক্ষ্যমাণো ভুঞ্জান এবাত্মকৃতং বিপাকম্ ।
হৃদ্বাগ্বপুর্ভির্বিদধন্নমস্তে জীবেত যো মুক্তিপদে স দায়ভাক্ ॥৭৭

নীলাচলে থাকিবার জন্য প্রভুকে কাশীমিশ্রের প্রার্থনা ঃ—

তুমি বসি' রহ, কেনে যাবে আলালনাথ ?
কেহ তোমা না শুনাবে বিষয়ীর বাত্ ॥ ৭৮ ॥

প্রভুকৃপাতেই ভাবিকালে গোপীনাথের স্ব-রক্ষায় নিশ্চয়তা ঃ—

যদি তোমার তারে রাখিতে হয় মন ।
আজি যে রাখিল, সেই করিবে রক্ষণ ॥" ৭৯ ॥

প্রতাপরুদ্রের স্বীয় গুরু মিশ্র-গৃহে গমন ঃ—

এত বলি' কাশীমিশ্র গেলা স্ব-মন্দিরে ।
মধ্যাহ্নে প্রতাপরুদ্র আইলা তাঁর ঘরে ॥ ৮০ ॥

রাজার গুরুসেবা-নিয়ম ঃ—

প্রতাপরুদ্রের এক আছয়ে নিয়মে ।
যত দিন রহে তেঁহ শ্রীপুরুষোত্তমে ॥ ৮১ ॥

অনুভাষ্য

৫৮। কৃপাছদ্ম-বন্ধ—অনুগ্রহ-ব্যাজে দৈব-সংঘটন।

৬৮-৬৯। ভাঃ ৭।১০।৪ দ্রষ্টব্য।

৬৮। ব্যবহার—জীবিকা বা প্রাকৃতভোগ ; বিষয়িগণ নিজ নিজ বিষয়লাভের জন্য ফলভোগকামনাময়ী চিত্তবৃত্তি লইয়া বিষ্ণু বা বৈষ্ণবের সাহায্যপ্রার্থী হয়। সপ্তশতী-গ্রন্থে দেবীর উপাসনামূলে তাদৃশ ভক্তিহীন-চিত্তবিশিষ্ট জনগণের জন্য নানা-প্রকার ব্যবহারিক কামসিদ্ধিই ফলরূপে কথিত হয়। এইসকল সকাম চেষ্টা—জ্ঞানচক্ষুরহিত নির্ব্বোধের প্রয়াসমাত্র। বিষয়িগণ ঈশ্বরের নির্ম্মল উপাসনা করিতে গিয়াও ধর্ম্মার্থকামমোক্ষরূপ নিজের প্রাকৃত স্বার্থদ্বারা চালিত হইয়া ব্রহ্মজ্ঞানপ্রাপ্য 'মুক্তি', স্বর্গাদি ভোগ ও ব্যবহারিক অদ্বন্দ্বের আশা করিয়া কৃষ্ণ ও কার্ষ্ণের শুদ্ধসেবাবিমুখ হইয়া পড়ে।

৬৯। আজকাল স্ত্রীপুত্র-প্রতিপালন, নিজের উদর-ভরণ, নিজের স্ত্রী-পুত্রের বসন-ভূষণাদি-সংগ্রহকল্পে মন্ত্র-ব্যবসায়ি-গণ ও ধর্ম্মবেষজীবী বিষয়িগণ নামপ্রচারের ছলনা আশ্রয় করিয়াছেন। তাহারা শ্রীবৃন্দাবন ও নবদ্বীপে বাস, গ্রন্থ-বিক্রয়-দ্বারা নিজের গ্রাসাচ্ছাদন ও স্ত্রীপুত্র-প্রতিপালন, শাস্ত্র-পাঠ-কথকতা ও বক্তৃতা, শ্রীবিগ্রহ-সেবা, দীক্ষাদান, ভিক্ষাকরণ, আত্মীয়লোকের ব্যাধি-নিরসন, ভেকগ্রহণ, দরিদ্রপূজা, সামাজিক উন্নতিসাধন প্রভৃতি নানাপ্রকার ছলনা বিস্তার করিয়া ভক্তিতত্ত্বজ্ঞানহীন মূর্খলোককে ঠকাইয়া অর্থাদি-অর্জ্জনদ্বারা বিষয়েরই ভজন করিতেছে, কিন্তু তোমার শুদ্ধ নির্হেতুক অকৈতব ভজন-ফলেই যে তোমাতে ব্রহ্মাদির দুর্ল্লভ প্রেমধন-লাভ হয়, ইহা বুঝিয়া উঠিতে পারে না।

৭৭। মধ্য, ৬ষ্ঠ পঃ ২৬১ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

নিত্য আসি' করে মিশ্রের পাদ-সম্বাহন।
জগন্নাথ-সেবার করে ভিয়ান শ্রবণ ॥ ৮২ ॥
রাজা মিশ্রের চরণ যবে চাপিতে লাগিলা।
তবে মিশ্র তাঁরে কিছু ভঙ্গীতে কহিলা ॥ ৮৩ ॥

মিশ্রকর্ত্তৃক রাজাকে প্রভুর পুরীত্যাগ-সংবাদ-দান ঃ—

"দেব, শুন, আর এক অপরূপ বাত্!
মহাপ্রভু ক্ষেত্র ছাড়ি' যাবেন আলালনাথ!!" ৮৪ ॥

রাজার দুঃখ ও তৎকারণ-জিজ্ঞাসা, উত্তরে মিশ্রের গোপীনাথ-বৃত্তান্ত-বর্ণন ঃ—

শুনি' রাজা দুঃখী হৈলা, পুছিলেন কারণ।
তবে মিশ্র কহে তাঁরে সব বিবরণ ॥ ৮৫ ॥
"গোপীনাথ-পট্টনায়কে চাঙ্গে চড়াইলা।
তার সেবক আসি' প্রভুরে কহিলা ॥ ৮৬ ॥

রাজবিত্তাপহারক গোপীনাথকে ধর্ম্মবিগ্রহ ও ধর্ম্মগোপ্তা প্রভুর তীব্র ভর্ৎসনা ; লৌকিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বা শুক্লবিত্তার্জ্জন-বিধি-বর্ণন ঃ—

শুনিয়া ক্ষোভিত হৈল মহাপ্রভুর মন।
ক্রোধে গোপীনাথে কৈলা বহুত ভর্ৎসন ॥ ৮৭ ॥
'অজিতেন্দ্রিয় হঞা করে রাজবিষয়।
নানা অসৎপথে করে রাজদ্রব্য ব্যয় ॥ ৮৮ ॥
ব্রহ্মস্ব-অধিক এই হয় রাজধন।
তাহা হরি' ভোগ করে মহাপাপী জন ॥ ৮৯ ॥
রাজার বর্ত্তন খায়, আর চুরি করে।
রাজদণ্ড্য হয় সেই শাস্ত্রের বিচারে ॥ ৯০ ॥
নিজ-কৌড়ি মাগে, রাজা নাহি করে দণ্ড।
রাজা—মহাধার্ম্মিক, এই হয় পাপী ভণ্ড !! ৯১ ॥
রাজ-কড়ি না দেয়, আমারে ফুকারে।
এই মহাদুঃখ ইঁহা কে সহিতে পারে ?? ৯২ ॥

নির্জ্জনবাসেচ্ছা অর্থাৎ বিষয়কথা-মুখরিত স্থানরূপ দুঃসঙ্গ-ত্যাগ ঃ—

আলালনাথ যাই' তাঁহা নিশ্চিন্তে রহিমু।
বিষয়ীর ভাল মন্দ বার্ত্তা না শুনিমু ॥" ৯৩ ॥

পুরীতে প্রভুর অবস্থানার্থ রাজার সর্ব্বস্বত্যাগের প্রতিজ্ঞা ঃ—

এত শুনি' কহে রাজা পাঞা মনে ব্যথা।
"সব দ্রব্য ছাড়োঁ, যদি প্রভু রহেন এথা ॥ ৯৪ ॥

ক্ষণকাল প্রভুদর্শনও পরম লোভনীয় ঃ—

একক্ষণ প্রভুর যদি পাইয়ে দরশন।
কোটিচিন্তামণি-লাভ নহে তার সম ॥ ৯৫ ॥
কোন্ ছার পদার্থ এই দুইলক্ষ কাহন?
প্রাণ-রাজ্য করোঁ প্রভুপদে নির্ম্মঞ্ছন ॥" ৯৬ ॥

ভক্তদুঃখে প্রভুর দুঃখ ঃ—

মিশ্র কহে,—"কৌড়ি ছাড়িবা,—নহে প্রভুর মন।
তারা দুঃখ পায়,—এই না যায় সহন ॥" ৯৭ ॥

রাজার গোপীনাথের শাস্তি-লাভ-বিষয়ে অনভিজ্ঞতা-জ্ঞাপন ঃ—

রাজা কহে,—"তারে আমি দুঃখ নাহি দিয়ে।
চাঙ্গে চড়া, খড়্গে ডারা, আমি না জানিয়ে ॥ ৯৮ ॥
পুরুষোত্তম-জানারে তেঁহ কৈল পরিহাস।
সেই 'জানা' তারে দেখাইল মিথ্যা ত্রাস ॥ ৯৯ ॥

মিশ্রকে প্রভুতোষণার্থ ও ভবানন্দবংশ্যগণের প্রতি স্বীয় স্বাভাবিক প্রীতি-জ্ঞাপনার্থ রাজার অনুরোধ ঃ—

তুমি যাহ, প্রভুরে রাখহ যত্ন করি'।
এই মুই তাহারে ছাড়িনু সব কৌড়ি ॥" ১০০ ॥
মিশ্র কহে,—"কৌড়ি ছাড়িবা, নহে প্রভুর মনে।
কৌড়ি ছাড়িলে প্রভু কদাচিৎ সুখ মানে ॥" ১০১ ॥
রাজা কহে,—"কৌড়ি ছাড়িমু,—ইহা না কহিবা।
সহজে মোর প্রিয় তা'রা,—ইহা জানাইবা ॥ ১০২ ॥
ভবানন্দ-রায়—আমার পূজ্য-গর্ব্বিত।
তাঁর পুত্রগণে আমার সহজেই প্রীত ॥" ১০৩ ॥

গোপীনাথকে যুবরাজের অনুগ্রহপ্রদর্শন ও বিদায়-দান ঃ—

এত বলি' মিশ্রে নমস্করি' ঘরে গেলা।
গোপীনাথে 'বড় জানা' ডাকিয়া আনিলা ॥ ১০৪ ॥
রাজা কহে,—"সব কৌড়ি তোমারে ছাড়িলুঁ।
সেই মালজাঠ্যা-পাট তোমারে ত' দিলুঁ ॥ ১০৫ ॥
আর বার ঐছে না খাইহ রাজধন।
আজি হৈতে দিলুঁ তোমায় দ্বিগুণ বর্ত্তন ॥" ১০৬ ॥
এত বলি' নেতধটী তারে পরাইল।
"প্রভু-আজ্ঞা লঞা যাহ, বিদায় তোমা দিল ॥" ১০৭ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৮২। ভিয়ান—পরিপাট্য অভিনয়।

৯৬। নির্ম্মঞ্ছন—(আরাত্রিক বা পূজাকালে) অর্ঘ্যোপহার, অর্পণ-বিশেষ।

১০৩। পূজ্য-গর্ব্বিত—পূজ্য ও গৌরবস্থল।

১০৭। নেতধটী—পট্টবস্ত্র।

অনুভাষ্য

৯২। ফুকারে—উচ্চৈঃস্বরে রোদন করে।

গোপীনাথের শাস্তিবর্ণন-প্রসঙ্গে প্রভুকৃপা-ফলে ব্যবহারিক ও পারমার্থিক উন্নতি বা শ্রেয়োবৈশিষ্ট্য-বর্ণন ঃ—

পরমার্থে প্রভুর কৃপা, সেহ রহু দূরে ।
অনন্ত তাহার ফল, কে বলিতে পারে ?? ১০৮ ॥
'রাজ্য-বিষয়' ফল এই—কৃপার 'আভাসে' !
তাহার গণনা করোঁ, মনে নাহি আইসে !! ১০৯ ॥
কাঁহা চাঙ্গে চড়াঞা লয় ধন-প্রাণ !
কাঁহা সব ছাড়ি' সেই রাজ্যাদি-প্রদান !! ১১০ ॥
কাঁহা সর্ব্বস্ব বেচি' লয়, দেয়া না যায় কৌড়ি !
কাঁহা দ্বিগুণ বর্ত্তন, পরায় নেতধড়ি !! ১১১ ॥
প্রভুর ইচ্ছা নাহি, তারে কৌড়ি ছাড়াইবে ।
দ্বিগুণ বর্ত্তন করি' পুনঃ 'বিষয়' দিবে ॥ ১১২ ॥
তথাপি তার সেবক আসি' কৈল নিবেদন ।
তাতে ক্ষুব্ধ হৈল যবে মহাপ্রভুর মন ॥ ১১৩ ॥
বিষয়-সুখ দিতে প্রভুর নাহি মনোবল ।
নিবেদন-প্রভাবেহ তবু ফলে এত ফল ॥ ১১৪ ॥

প্রভুর অদ্ভুত ঐশ্বর্য্যময় স্বভাব ঃ—

কে কহিতে পারে গৌরের আশ্চর্য্য স্বভাব ?
ব্রহ্মা-শিব আদি যাঁর না পায় অন্তর্ভাব ॥ ১১৫ ॥

প্রভু ও কাশীমিশ্রের গোপীনাথপ্রতি রাজব্যবহার-বিষয়ে কথোপকথন ঃ—

এথা কাশীমিশ্র আসি' প্রভুর চরণে ।
রাজার চরিত্র সব কৈলা নিবেদনে ॥ ১১৬ ॥
প্রভু কহে,—"কাশীমিশ্র, কি তুমি করিলা ?
রাজ-প্রতিগ্রহ তুমি আমা' করাইলা ??" ১১৭ ॥
মিশ্র কহে,—"শুন, প্রভু, রাজার বচনে ।
অকপটে রাজা এই কৈলা নিবেদনে ॥ ১১৮ ॥
'প্রভু যেন নাহি জানেন,—রাজা আমার লাগিয়া ।
দুইলক্ষ কাহন কৌড়ি দিলেক ছাড়িয়া ॥ ১১৯ ॥
ভবানন্দের পুত্র সব—মোর প্রিয়তম ।
ইঁহা-সবাকারে আমি দেখি আত্মসম ॥ ১২০ ॥
অতএব যাঁহা তাঁহা দেই অধিকার ।
খায়, পিয়ে, লুটে, বিলায়, না করোঁ বিচার ॥ ১২১ ॥

পূর্ব্বে প্রতাপরুদ্রের অনুগ্রহে রাজমহীন্দ্রীর ভূম্যধিকারি-রূপে রাম-রায়ের নিয়োগ ঃ—

রাজমহীন্দ্রে 'রাজা' কৈনু রাম-রায় ।
যে খাইল, যেবা দিল, নাহি লেখা-দায় ॥ ১২২ ॥
গোপীনাথ এইমত 'বিষয়' করিয়া ।
দুইচারি-লক্ষ কাহন রহে ত' খাঞা ॥ ১২৩ ॥
কিছু দেয়, কিছু না দেয়, না করি বিচার ।
'জানা'-সহিত অপ্রীত্যে দুঃখ পাইল এইবার ॥ ১২৪ ॥
'জানা' এত কৈলা,—ইহা মুই নাহি জানোঁ ।
ভবানন্দের পুত্র-সবে আত্মসম মানোঁ ॥ ১২৫ ॥
তাঁহা লাগি' দ্রব্য ছাড়ি,—ইহা মাৎ মানে ।
সহজেই মোর প্রীতি হয় তাহা-সনে ॥" ১২৬ ॥

রাজার দৈন্য-শ্রবণে প্রভুর হর্ষ, সপুত্র রায়-ভবানন্দের আগমন, সদৈন্যে প্রভুকৃপা-মাহাত্ম্য-জ্ঞাপন ঃ—

শুনিয়া রাজার বিনয় প্রভুর আনন্দ ।
হেনকালে আইলা তথা রায়-ভবানন্দ ॥ ১২৭ ॥
পঞ্চপুত্র-সহিতে আসি' পড়িলা চরণে ।
উঠাঞা প্রভু তাঁরে কৈলা আলিঙ্গনে ॥ ১২৮ ॥
রামানন্দ-রায় আদি সবাই মিলিলা ।
ভবানন্দ-রায় তবে বলিতে লাগিলা ॥ ১২৯ ॥

সবংশে ভবানন্দের প্রভুপদে আত্মবিক্রয়োক্তি ঃ—

"তোমার কিঙ্কর এই সব মোর কুল ।
এ বিপদে রাখি' প্রভু, পুনঃ নিলা মূল ॥ ১৩০ ॥

পঞ্চপাণ্ডবের বিপদুদ্ধারণের উপমা দিয়া প্রভুর ভক্তবাৎসল্য-বর্ণন ঃ—

ভক্তবাৎসল্য এবে প্রকট করিলা ।
পূর্ব্বে যেন পঞ্চপাণ্ডবে বিপদে তারিলা ॥" ১৩১ ॥

গোপীনাথের উদ্ধারহেতু কৃতজ্ঞতা-জ্ঞাপন, প্রভুর মহিমা-গান ঃ—

'নেতধটী'-মাথে গোপীনাথ চরণে পড়িলা ।
রাজার কৃপা-বৃত্তান্ত সকল কহিলা ॥ ১৩২ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১১৯। আমি যে মহাপ্রভুর জন্য অর্থ ত্যাগ করিলাম, ইহা যেন তিনি মনে না করেন, এইরূপভাবে কথা কহিবেন।

১২৬। মাৎ—(হিন্দী-শব্দ) নাই।

১৩০। নিলা মূল—পুনরায় মূল্য দিয়া ক্রয় করিয়া লইলে।

অনুভাষ্য

১১৭। প্রভুর খাতিরে কাশীমিশ্রের কথায় রাজা গোপীনাথের প্রদেয় স্বপ্রাপ্য অর্থ ছাড়িয়া দেওয়ায় প্রভুর মতে—উহাতে প্রভুকর্ত্তৃক রাজার্থ-প্রতিগ্রহ সাধিত হইল।

১২২। বর্ত্তমান রাজমহেন্দ্রী-নগর—গোদাবরীর উত্তরতটে অবস্থিত। রামানন্দরায়ের সময়ের রাজধানী 'বিদ্যানগর'—গোদাবরীর দক্ষিণ-তটে। বিদ্যানগর বা বিদ্যাপুর গোদাবরী-নদীর সাগর-সঙ্গমে অর্থাৎ কোটদেশে ছিল। ঐ প্রদেশ তৎকালে 'রাজ-

"বাকী কৌড়ি বাদ, আর দ্বিগুণ বৰ্ত্তন কৈলা ।
পুনঃ 'বিষয়' দিয়া 'নেতধটী' পরাইলা ॥ ১৩৩ ॥
কাঁহা চাঙ্গের উপর সেই মরণ-প্রমাদ!
কাঁহা 'নেতধটী' পুনঃ,—এ সব প্রসাদ!! ১৩৪ ॥
চাঙ্গের উপর তোমার চরণ ধ্যান কৈলুঁ ।
চরণ-স্মরণ-প্রভাবে এই ফল পাইলুঁ ॥ ১৩৫ ॥
লোকে চমৎকার মোর এ সব দেখিয়া ।
প্রশংসে তোমার কৃপা-মহিমা গাঞা ॥ ১৩৬ ॥

গৌরস্মরণের মুখ্যফল—গৌরপ্রীতি, গৌণফল—বিষয়-সুখ ঃ—

কিন্তু তোমার স্মরণের নহে এই 'মুখ্যফল' ।
'ফলাভাস' এই,—যাতে 'বিষয়' চঞ্চল ॥ ১৩৭ ॥

গৌরকৃপা-ফলে রামানন্দ ও বাণীনাথের নিষ্কিঞ্চনতা ঃ—

রাম-রায়ে, বাণীনাথে কৈলা 'নির্ব্বিষয়' ।
সেই কৃপা আমাতে নাহি, যাতে ঐছে হয়!! ১৩৮ ॥

বিষয়বৃদ্ধিদর্শনে প্রভুসেবা-সৌভাগ্যাভাবাশঙ্কায় প্রভুচরণে গোপীনাথের অমায়া-কৃপা ও বিষয়ভোগবুদ্ধিমুক্তি-প্রার্থনা ঃ—

শুদ্ধ কৃপা কর, গোসাঞি, ঘুচাহ 'বিষয়' ।
নির্ব্বিণ্ণ হইনু, মোতে 'বিষয়' না হয় ॥" ১৩৯ ॥

বাহ্য সন্ন্যাস-বেষের প্রতি প্রভুর অনাদর, গোপীনাথকে তদধিকারি-জ্ঞানে গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়াই হরিভজনে আদেশ ঃ—

প্রভু কহে,—"সন্ন্যাসী যবে হইবা পঞ্চজন ।
কুটুম্ব-বাহুল্য তোমার কে করে ভরণ?? ১৪০ ॥

সিদ্ধ গৌরদাসগণের গৃহস্থ ও সন্ন্যাস-বেষে নিরপেক্ষ হইয়া সর্ব্বাবস্থায় কৃষ্ণভজন-শিক্ষা-দান ঃ—

মহাবিষয় কর, কিবা বিরক্ত উদাস ।
জন্মে জন্মে তুমি পঞ্চ—মোর 'নিজদাস' ॥ ১৪১ ॥

গোপীনাথকে রাজপ্রতি কর্ত্তব্যতা ও শুল্কার্থার্জ্জনপূর্ব্বক ব্যয়াদির জন্য নৈতিক-ধর্ম্মোপদেশ ঃ—

কিন্তু মোর করিহ এক 'আজ্ঞা'-পালন ।
'ব্যয় না করিহ কিছু রাজার মূলধন ॥' ১৪২ ॥
রাজার মূলধন দিয়া যে কিছু লভ্য হয় ।
সেই ধন করিহ নানা ধর্ম্মে-কর্ম্মে ব্যয় ॥ ১৪৩ ॥
অসদ্ব্যয় না করিহ,—যাতে দুই লোক যায় ।"
এত বলি' সবাকারে দিলেন বিদায় ॥ ১৪৪ ॥

বিষয়বৰ্দ্ধনের সহিত প্রভুর অমন্দোদয়-দয়াই কৃপা-বিবৰ্ত্ত ; তাহাতে প্রভুর ভক্তবশ্যতা-জ্ঞাপন ঃ—

রায়ের ঘরে প্রভুর 'কৃপা-বিবৰ্ত্ত' কহিল ।
ভক্তবাৎসল্য-গুণ যাতে ব্যক্ত হৈল ॥ ১৪৫ ॥

ভক্তগণকে প্রভুর বিদায়-দান ঃ—

সবায় আলিঙ্গিয়া বিদায় যবে দিলা ।
হরিধ্বনি করি' সব ভক্ত উঠি' গেলা ॥ ১৪৬ ॥

প্রভুর ব্যবহার না বুঝিয়া সকলের বিস্ময় ঃ—

প্রভুর কৃপা দেখি' সবার হৈল চমৎকার ।
তাহারা বুঝিতে নারে প্রভুর ব্যবহার ॥ ১৪৭ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৩৭। তোমার পাদপদ্ম-স্মরণের মুখ্যফল—তোমাতে প্রীতি; জীবন, মান ও ধনের রক্ষা—সেই সৎকর্ম্মের (তোমার পদ-সেবার) ফলাভাস-মাত্র ; যেহেতু জড়বিষয়—স্বয়ংই চঞ্চল, সুতরাং তৎসম্বন্ধি ফল 'মুখ্য' নয়।

১৪৫। কৃপা-বিবৰ্ত্ত—বিষয়-মঙ্গল (উন্নতি) রূপ কৃপা যথার্থ কৃপা নয়, কিন্তু বিষয়-বুদ্ধিতে তাহা এক-বস্তুতে অন্যবস্তু-প্রতীতিরূপ 'বিবৰ্ত্ত' প্রতীত হইল।

ইতি অমৃতপ্রবাহ-ভাষ্যে নবম পরিচ্ছেদ।

অনুভাষ্য

মহেন্দ্রী' বলিয়া খ্যাত ছিল। করিঙ্গ-দেশের উত্তরাংশ উৎকলিঙ্গ বা উৎকল-দেশ। উৎকলিঙ্গ-রাজ্যের দক্ষিণ-প্রাদেশিক রাজধানীই 'রাজমহেন্দ্রী'। বৰ্ত্তমানকালে 'রাজমহেন্দ্রী'-নগরের স্থান-পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে।

১৩৭। শ্রীমহাপ্রভুর স্মরণে সর্ব্বসিদ্ধি হইতে পারে ; ত্রিবর্গ—ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও অপবর্গ—মোক্ষপ্রভৃতি গৌণফলই চঞ্চল বিষয়-পিপাসুর লভ্য 'ফলাভাস' ; উহারা—পরিপূর্ণ নিত্যসিদ্ধফল কৃষ্ণপ্রেম-লাভের তুলনায় নিতান্ত হেয় ও অল্পলাভমাত্র।

১৪১। 'আমি—ভগবানের নিত্য-নিজদাস' এইরূপ শুদ্ধ অভিমান হইলে—বাহ্য সন্ন্যাস-গ্রহণ বা বাহ্য বৃহদ্বিষয়-সেবা,—কিছুই জীবের বাহ্য অমঙ্গল সাধন করিয়া উঠিতে পারে না ; কেননা, কৃষ্ণসুখ বিস্মৃত হইয়া প্রাকৃত নিজভোগ-তাৎপর্য্যপর হইলেই জীবের বন্ধন ঘটে এবং কৃষ্ণসেবাপর অপ্রাকৃত হইলেই গৃহে থাকিয়াও মহাসন্ন্যাস হয় ; তদবস্থায় সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণাবেশ-হেতু লোকভয়ঙ্কর মহামহাবিষয়েও কিছুই অসুবিধা করিতে সমর্থ হয় না, সর্ব্বাবস্থাতেই তিনি—সমভাবে কৃষ্ণসেবক।

১৪২। অপ্রাকৃত ভগবদ্দাসাভিমান বিস্মৃত হইয়া প্রাকৃত-বিষয়ভোগী হইলেই জীব ধৰ্ম্ম ও নীতি-বিরুদ্ধ পাপে প্রবৃত্ত হয় ; তাহা নিষেধ করিতেছেন।

১৪৪। জীব পাপে প্রবৃত্ত হইলে প্রাকৃত-মঙ্গল এবং অপ্রাকৃত অনুভব—উভয় বস্তুলাভেই তাহার অসুবিধা ঘটে।

গোপীনাথোদ্ধারলীলায় প্রভুর গূঢ় আচরণ-রহস্য ও তাৎপর্য্য-বর্ণন—(১) আদৌ গোপীনাথোদ্ধারে অসম্মতি, (২) গোপীনাথোদ্ধারান্তে তাহাকে অশুক্লবিত্তার্জ্জন-জন্য তিরস্কার, (৩) বিরক্ত সন্ন্যাসী বৈষ্ণবের আদর্শ-রূপে বিষয়কথারূপ নির্জ্জনতা বা দুঃসঙ্গ-ত্যাগেচ্ছা, (৪) গোপীনাথের বিষয়-বর্দ্ধন, (৫) বিষয়ভোগ-ভীত গোপীনাথকে গৃহে অবস্থান বা গৃহত্যাগ, সর্ব্বাবস্থাতেই কৃষ্ণভজন-যোগ্যতা-শিক্ষা-দান ঃ—

তারা সবে যদি কৃপা করিতে সাধিল ।
'আমা হৈতে কিছু নহে'—প্রভু তবে কহিল ॥ ১৪৮ ॥
গোপীনাথের নিন্দা, আর আপন-নির্ব্বেদ ।
এইমাত্র কহিল,—ইহার না বুঝিল ভেদ ॥ ১৪৯ ॥
কাশীমিশ্রে না সাধিল, রাজারে না সাধিল ।
উদ্‌যোগ বিনা এতসব ফল দিল ॥ ১৫০ ॥

কামভোগে অচঞ্চল চৈতন্যাকৃষ্টেরই চৈতন্যচরিত-মর্ম্মার্থানুভবে যোগ্যতা ঃ—

চৈতন্যচরিত্র এই পরম গম্ভীর ।
সেই বুঝে, তাঁর পদে যাঁর মন 'ধীর' ॥ ১৫১ ॥

ভগবানের ভক্তবাৎসল্য-বৃত্তান্ত-শ্রবণে অনর্থনিবৃত্তি ও ভগবানে প্রেমোদয় ঃ—

যেই ইঁহা শুনে প্রভুর বাৎসল্য-প্রকাশ ।
প্রেমভক্তি পায়, তাঁর বিপদ যায় নাশ ॥ ১৫২ ॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ১৫৩ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে গোপীনাথপট্টনায়কোদ্ধারো নাম নবমঃ পরিচ্ছেদঃ।

অনুভাষ্য

১৪৯। জীব হইয়া গোপীনাথ বিষয়ের সেবা করিলে তাহার অমঙ্গল অনিবার্য্য। প্রাকৃত-মঙ্গল-সাধন—ভগবানের গৌণকৃপা বলিয়া বুঝিতে হইবে।

শ্রীগৌরসুন্দর স্বয়ং বিরক্তভক্ত-সজ্জায় বিষয়ীর উপকার করিতে গেলে প্রভুর তাদৃশ চরিত্রানুসরণফলে বিরক্ত-বৈষ্ণবের আদর্শ খর্ব্বীকৃত ও ঘৃণিত হইয়া পড়ে ; সুতরাং নিরপেক্ষ ত্যাগিবেষী ভাগবত ব্যক্তি কখনও বিষয়ীর কার্য্যে ব্রতী হইবেন না।

ইতি অনুভাষ্যে নবম পরিচ্ছেদ।

দশম পরিচ্ছেদ

কথাসার—রথযাত্রার উদ্দেশে গৌড়ীয়ভক্তগণ পুরুষোত্তমে যাত্রা করিলেন। রাঘব-পণ্ডিত তাঁহার ভগিনী দময়ন্তীর প্রদত্ত ঝালিতে বহুবিধ খাদ্য সামগ্রী লইয়া চলিলেন। পানিহাটি-নিবাসী মকরধ্বজ-করও রাঘবের ঝালির 'মুন্সিব' হইয়া চলিলেন। ভক্তগণ যেদিন পুরুষোত্তমে পৌঁছিলেন, সেইদিন নরেন্দ্রের জলে কেলি করিতে শ্রীশ্রীগোবিন্দজীউ নৌকায় চড়িয়াছিলেন। মহাপ্রভু ভক্তগণ লইয়া জলক্রীড়া করিলেন। পূর্ব্ববৎ গুণ্ডিচা-মার্জ্জনাদি হইল। শ্রীমন্দির-মধ্যে জগমোহন-পরিমুণ্ডা-কীর্ত্তন হইয়াছিল। কীর্ত্তন-বিশ্রামের পর প্রসাদ সেবা করিয়া মহাপ্রভু গম্ভীরার দ্বারে শয়ন করিলে গোবিন্দ কোনপ্রকারে নিকটস্থ হইয়া পাদসম্বাহন করিলেন ; বাহির হইতে না পারায় তাঁহার সে-দিবস প্রসাদ-সেবা হয় নাই। গোবিন্দের এই চরিত্রের দ্বারা—সেবার জন্য অপরাধ স্বীকার করা উচিত, কিন্তু নিজের ভোগের নিমিত্ত অপরাধের আভাস পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করা উচিত'—এই শুদ্ধ-বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তটী স্থাপিত হইল। গৌড়ীয় ভক্তগণ মহাপ্রভুর সেবা করিবার জন্য যাহা যাহা দিয়াছিলেন, গোবিন্দ প্রভুকে তাহা খাওয়াইলেন। বৈষ্ণবগণ ঘরে ঘরে প্রভুকে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইলেন। শিবানন্দের পুত্র চৈতন্যদাসের নিমন্ত্রণে স্নেহ-পূর্ব্বক দধিভাত ভোজন করিয়াছিলেন। (অঃ প্রঃ ভাঃ)

ভক্তদ্রব্যে তুষ্ট ভক্তগণজুষ্ট গৌরের বন্দনা ঃ—

বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যং ভক্তানুগ্রহকারকম্ ।
যেন কেনাপি সন্তুষ্টং ভক্তদত্তেন শ্রদ্ধয়া ॥ ১ ॥

জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ২ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১। ভক্তের শ্রদ্ধা-দত্ত যে-কিছু বস্তুতে সন্তুষ্ট, ভক্তের অনুগ্রহ-কারক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে বন্দনা করি।

অনুভাষ্য

১। শ্রদ্ধয়া ভক্তদত্তেন (ভক্তেন দত্তেন অর্পিতেন) যেন কেন অপি (সামান্যেন) সন্তুষ্টং [তং] ভক্তানুগ্রহকারকং (ভক্তেষু অনুগ্রহবিধায়কং) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যম্ অহং বন্দে।

গৌড়ীয় ভক্তগণের প্রভু-দর্শনার্থ রথযাত্রা উপলক্ষে পুরী-যাত্রা ঃ—

বর্ষান্তরে সব ভক্ত প্রভুরে দেখিতে ।
পরম-আনন্দে সবে নীলাচল যাইতে ॥ ৩ ॥

অদ্বৈতপ্রমুখ গৌড়ীয়-ভক্তগণ ঃ—

অদ্বৈত-আচার্য্য-গোসাঞি—সব-অগ্রগণ্য ।
আচার্য্যরত্ন, আচার্য্যনিধি, শ্রীবাস আদি ধন্য ॥ ৪ ॥

গৌরের নিষেধসত্ত্বেও প্রভু-প্রেমিক নিত্যানন্দের যাত্রা ঃ—

যদ্যপি প্রভুর আজ্ঞা গৌড়ে রহিতে ।
তথাপি নিত্যানন্দ প্রেমে চলিলা দেখিতে ॥ ৫ ॥

নিত্যানন্দের গৌরাজ্ঞা-লঙ্ঘন বিচার, অনুরাগের লক্ষণ ঃ—

অনুরাগের লক্ষণ এই,—'বিধি' নাহি মানে ।
তাঁর আজ্ঞা ভাঙ্গে তাঁর সঙ্গের কারণে ॥ ৬ ॥

তাহার দৃষ্টান্ত—রাসে গোপীগণের কৃষ্ণসেবা ঃ—

রাসে যৈছে ঘর যাইতে গোপীরে আজ্ঞা দিলা ।
তাঁর আজ্ঞা ভাঙ্গি' তাঁর সঙ্গে সে রহিলা ॥ ৭ ॥

বিধি ও অনুরাগমার্গে বিষ্ণু ও কৃষ্ণতোষণ-বৈচিত্র্য ঃ—

আজ্ঞা-পালনে কৃষ্ণের যৈছে পরিতোষ ।
প্রেমে আজ্ঞা ভাঙ্গিলে হয় কোটিসুখ-পোষ ॥ ৮ ॥

পুরীযাত্রী-গৌড়ীয়-ভক্তগণ ঃ—

বাসুদেব-দত্ত, মুরারি-গুপ্ত, গঙ্গাদাস ।
শ্রীমান্ সেন, শ্রীমান্-পণ্ডিত, অকিঞ্চন কৃষ্ণদাস ॥ ৯ ॥
মুরারি, গরুড়-পণ্ডিত, বুদ্ধিমন্ত-খাঁন ।
সঞ্জয়-পুরুষোত্তম, পণ্ডিত-ভগবান্ ॥ ১০ ॥
শুক্লাম্বর, নৃসিংহানন্দ আর যত জন ।
সবাই চলিলা, নাম না যায় লিখন ॥ ১১ ॥

কুলীনগ্রাম, খণ্ড ও কুমারহট্ট (কাঞ্চনপল্লী) হইতে ভক্তগণের যাত্রা ঃ—

কুলীনগ্রামী, খণ্ডবাসী মিলিলা আসিয়া ।
শিবানন্দ-সেন আইলা সবারে লঞা ॥ ১২ ॥

দময়ন্তী-প্রস্তুত প্রভুপ্রিয়-দ্রব্যপূর্ণ ঝালিসহ রাঘবের যাত্রা ঃ—

রাঘব-পণ্ডিত চলে ঝালি সাজাইয়া ।
দময়ন্তী যত দ্রব্য দিয়াছে করিয়া ॥ ১৩ ॥

রাঘবের ঝালির বিবরণ ঃ—

নানা অপূর্ব্ব ভক্ষ্যদ্রব্য প্রভুর যোগ্য ভোগ ।
বৎসরেক প্রভু যাহা করেন উপযোগ ॥ ১৪ ॥
আম্র-কাশন্দি, আদা-ঝাল-কাশন্দি নাম ।
নেম্বু-আদা-আম্রকলি বিবিধ সন্ধান ॥ ১৫ ॥
আম্‌সি, আমখণ্ড, তৈলাম্র, আমসত্তা ।
যত্ন করি' গুণ্ডা করি' পুরাণ সুখ্‌তা ॥ ১৬ ॥
'সুখ্‌তা' বলি' অবজ্ঞা না করিহ চিত্তে ।
সুখ্‌তায় যে সুখ হয়, নহে পঞ্চামৃতে ॥ ১৭ ॥

অপ্রাকৃত ভাবগ্রাহী ভগবান্ ঃ—

ভাবগ্রাহী মহাপ্রভু স্নেহমাত্র লয় ।
সুখ্‌তাপাতা-কাশন্দিতে মহাসুখ হয় ॥ ১৮ ॥

দময়ন্তীর শুদ্ধা স্বারসিকী অতীব গাঢ় গৌরপ্রীতির নিদর্শন ঃ—

'মনুষ্য'-বুদ্ধি দময়ন্তী করে প্রভুর পায় ।
গুরু-ভোজনে উদরে কভু 'আম' হঞা যায় ॥ ১৯ ॥
সুখ্‌তা পাইলে সেই আম হইবেক নাশ ।'
এই স্নেহ মনে ভাবি' প্রভুর উল্লাস ॥ ২০ ॥

প্রেমার্পিতবস্তুই মহাগুণযুক্ত, প্রেমে প্রদত্ত বস্তুর বাহ্য দোষগুণ-বিচার নাই ঃ—

ভারবী-কৃত কিরাতার্জ্জুনীয়ে (৮।২০)—

প্রিয়েণ সংগ্রথ্য বিপক্ষ-সন্নিধা-
বুপাহিতাং বক্ষসি পীবরস্তনে ।
স্রজং ন কাচিদ্বিজহৌ জলাবিলাং
বসন্তি হি প্রেম্‌ণি গুণা ন বস্তুনি ॥ ২১ ॥

ধনিয়া-মৌহরীর তণ্ডুল গুণ্ডা করিয়া ।
নাড়ু বান্ধিয়াছে চিনি-পাক করিয়া ॥ ২২ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৪। উপযোগ—ব্যবহার, গ্রহণ।

১৬। পুরাণ সুখ্‌তা—শুখান (শুষ্কীকৃত) তিক্ত পাটশাক।

২১। কোন প্রিয়ব্যক্তি মালা গাঁথিয়া বিপক্ষ (সপত্নী)-সন্নিধানে কোন পীবরস্তনীর বক্ষে দিলে তিনি পঙ্কিল বলিয়া উহা পরিত্যাগ করেন নাই, কেননা, বস্তুতে গুণসকল থাকে না, প্রেমেই থাকে।

অনুভাষ্য

৪। আচার্য্যরত্ন—চন্দ্রশেখর ; আচার্য্যনিধি—বিদ্যানিধি, প্রেমনিধি পুণ্ডরীক।

৭। ভাঃ ১০।২৯।১৮-২৭ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

৮। কোটিসুখপোষ—কোটিগুণ সুখপুষ্ট।

১৩-৩৯। ইহাদ্বারা গ্রন্থকারের বিচিত্র কৃষ্ণনৈবেদ্য প্রস্তুত করিবার নৈপুণ্য প্রকাশ পাইতেছে ; মধ্য ১৪শ পঃ ২৬-৩৪, মধ্য ১৫শ পঃ ৬৮-৯১, ২০৭-২১৮ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১৬। তৈলাম্র—সর্ষপতৈলে রক্ষিত আমের আচার ; গুণ্ডা,—গুঁড়ো, চূর্ণ।

১৮। ভাব—অপ্রাকৃত অহৈতুক-কৃষ্ণেন্দ্রিয়তোষণপরা শুদ্ধ-সত্ত্বময়ী হৃদয়বৃত্তি ; প্রাকৃত-সহজিয়াগণের নিজসুখপরা ঘৃণ্যা চিত্তবৃত্তি নহে।

শুণ্ঠিখণ্ড, নাড়ু, আর আমপিত্তহর ।
পৃথক্ পৃথক্ বান্ধি' বস্ত্রের কুথলী-ভিতর ॥ ২৩ ॥
কোলিশুণ্ঠি, কোলিচূর্ণ, কোলিখণ্ড আর ।
কত নাম লইব, আর শতপ্রকার 'আচার' ॥ ২৪ ॥
নারিকেল-খণ্ড, আর নাড়ু গঙ্গাজলি ।
চিরস্থায়ী খণ্ডবিকার করিলা সকলি ॥ ২৫ ॥
চিরস্থায়ী ক্ষীরসার, মণ্ডাদি-বিকার ।
অমৃত-কর্পূর আদি অনেকপ্রকার ॥ ২৬ ॥
শালিকাচটি-ধান্যের 'আতপ' চিড়া করি' ।
নূতন-বস্ত্রের বড় কুথলী সব ভরি' ॥ ২৭ ॥
কতেক চিড়া হুড়ুম্ করি' ঘৃতেতে ভাজিয়া ।
চিনি-পাকে নাড়ু কৈলা কর্পূরাদি দিয়া ॥ ২৮ ॥
শালি-ধান্যের তণ্ডুল-ভাজা চূর্ণ করিয়া ।
ঘৃতসিক্ত চূর্ণ কৈলা চিনি-পাক দিয়া ॥ ২৯ ॥
কর্পূর, মরিচ, লবঙ্গ, এলাচি, রসবাস ।
চূর্ণ দিয়া নাড়ু কৈলা পরম সুবাস ॥ ৩০ ॥
শালি-ধান্যের খই পুনঃ ঘৃতেতে ভাজিয়া ।
চিনি-পাক উখ্ড়া কৈলা কর্পূরাদি দিয়া ॥ ৩১ ॥
ফুট্‌কলাই চূর্ণ করি' ঘৃতে ভাজাইলা ।
চিনি-পাকে কর্পূর দিয়া নাড়ু কৈলা ॥ ৩২ ॥

সুখাদ্য-নির্ম্মাণে পরম নিপুণ হইয়াও গ্রন্থকারের দৈন্য ঃ—

কহিতে না জানি নাম এ-জন্মে যাহার ।
ঐছে নানা ভক্ষ্যদ্রব্য সহস্রপ্রকার ॥ ৩৩ ॥

রাঘব ও দময়ন্তীর গাঢ় প্রভুপ্রীতি ঃ—

রাঘবের আজ্ঞা, আর করেন দময়ন্তী ।
দুঁহার প্রভুতে স্নেহ পরম-ভকতি ॥ ৩৪ ॥
গঙ্গা-মৃত্তিকা আনি' বস্ত্রেতে ছানিয়া ।
পাঁচকুড়ি করিয়া দিলা গন্ধদ্রব্য দিয়া ॥ ৩৫ ॥
পাতল মৃৎপাত্রে চন্দনাদি ভরি' ।
আর সব বস্তু ভরে বস্ত্রের কুথলী ॥ ৩৬ ॥
সামান্য ঝালি হৈতে দ্বিগুণ ঝালি কৈলা ।
পরিপাটি করি' সব ঝালি ভরাইলা ॥ ৩৭ ॥
ঝালি বান্ধি' মোহর দিলা আগ্রহ করিয়া ।
তিন বোঝারি ঝালি বহে ক্রম করিয়া ॥ ৩৮ ॥

তজ্জন্যই 'রাঘবের ঝালি'-নাম ঃ—

সংক্ষেপে কহিলুঁ এই ঝালির বিচার ।
'রাঘবের ঝালি' বলি' খ্যাতি যাহার ॥ ৩৯ ॥

মকরধ্বজের সযত্নে ঝালি-রক্ষা ঃ—

ঝালির উপর 'মুন্সিব' মকরধ্বজ-কর ।
প্রাণরূপে ঝালি রাখে হঞা তৎপর ॥ ৪০ ॥

গৌড়ীয়গণের পুরীতে উপস্থিতি-দিনে নরেন্দ্র-সরোবরে শ্রীগোবিন্দ-দেবের জলক্রীড়োৎসব-সংঘটন ঃ—

এইমতে বৈষ্ণব সব নীলাচলে আইলা ।
দৈবে জগন্নাথের সে দিন জল-লীলা ॥ ৪১ ॥
নরেন্দ্রের জলে 'গোবিন্দ' নৌকাতে চড়িয়া ।
জলক্রীড়া করে সব ভক্তগণ লঞা ॥ ৪২ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২৩। কুথলী—ছোট ছোট থলী।

২৪। কোলশুণ্ঠি—শুষ্ককুল।

২৫। নাড়ু-গঙ্গাজলি—সাদা নাড়ু।

২৭। শালিকাচটি ধান্যের—(একপ্রকার) শুষ্ক ধান্যের।

৩১। উখ্ড়া— মুড়্‌কি।

অনুভাষ্য

১৯। মনুষ্যবুদ্ধি—গৌড়-ব্রজবাসীর শুদ্ধসত্ত্বময় ঐশ্বর্য্যজ্ঞান-হীন চিত্তে নরবপু গৌর-কৃষ্ণকে স্বীয় শুদ্ধ কেবল প্রেমবশ বলিয়া জ্ঞান ; আম—অগ্নিমান্দ্যহেতু অজীর্ণতাবশতঃ অম্লপিত্ত-ব্যাধি।

২১। কাচিৎ (কান্তা) প্রিয়েণ (প্রেমপাত্রেণ বল্লভেন) সংগ্রথ্য (স্বয়মেব রচয়িত্বা) বিপক্ষসন্নিধৌ (সপত্নীজনসমীপে) পীবর-স্তনে (সমুন্নতপয়োধরে) বক্ষসি (উরসি) উপাহিতাম্ (অর্পিতাং যোজিতাং) জলাবিলাং (কর্দ্দমাদিযুক্তামপি) স্রজং (মালাং) ন বিজহৌ (ন ত্যক্তবতী) ; হি (যস্মাৎ) গুণাঃ প্রেম্ণি বসন্তি, ন বস্তুনি [প্রেমার্পিতমেব বস্তু গুণবৎ, অন্যৎ তু গুণবদপি গুণ-হীনং দোষযুক্তমেব, প্রেম তু বস্তুপরীক্ষাং নাপেক্ষতে ইতি ভাবঃ]।

২৫। চিরস্থায়ী খণ্ডবিকার—কদ্মা, কাটাফেণী, ওলা, মঠ, তিলে-খাজা, দম্‌দম্-মিশ্রি, রেশমী মিঠাই ইত্যাদি।

২৮। হুড়ুম্—(পূর্ব্ববঙ্গে কথিত) মুড়ি, (পশ্চিমবঙ্গে, 'হুড়ুম্-চাউল'-নামে একপ্রকার পৃথক্ তণ্ডুলই প্রস্তুত হয়)।

৩২। ফুট্‌কলাই—ভাজা মটর।

৩৫। পাঁচকুড়ি—পাঠান্তরে, 'পাকৌড়ি' ; পাঠান্তরে, 'পাঁপড়ি' অর্থাৎ দলা অথবা 'পর্পটী'।

৩৬। পাতল—পাতলা, হালকা, লঘু ; কাহারও মতে পাথর (প্রস্তর)।

৩৮। মোহর দিল—অন্য লোক কেহ খুলিতে না পারে, এরূপভাবে শীলমোহর আঁটিয়া দিল ; বোঝারি—বোঝার (ভারের) অরি (লাঘবকারী)—ভারবাহী, 'মুটিয়া' বা 'বুঝিয়া'।

তৎকালে প্রভুরও পুরীবাসী ভক্তগণসহ কৃষ্ণের জলকেলিদর্শন ঃ—

সেইকালে মহাপ্রভু ভক্তগণ-সঙ্গে।
নরেন্দ্রে আইলা দেখিতে জলকেলি-রঙ্গে ॥ ৪৩ ॥

তৎকালেই প্রভুসহ গৌড়ীয়-ভক্তগণের মিলন ঃ—

সেইকালে সব গৌড়ের ভক্তগণ।
নরেন্দ্রেতে প্রভু-সঙ্গে হইল মিলন ॥ ৪৪ ॥

ভক্তগণের প্রণাম, প্রভুর আলিঙ্গন ঃ—

ভক্তগণ পড়ে আসি' প্রভুর চরণে।
উঠাঞা প্রভু সবারে কৈলা আলিঙ্গনে ॥ ৪৫ ॥

গৌড়ীয়-ভক্তগণের কীর্ত্তন-গান, ভক্তগণের ক্রন্দন ঃ—

গৌড়ীয়-সম্প্রদায় সব করেন কীর্ত্তন।
প্রভুর মিলনে উঠে প্রেমের ক্রন্দন ॥ ৪৬ ॥

ভক্তগণসহ গোবিন্দদেবের জলক্রীড়া ঃ—

জলক্রীড়া, বাদ্য, গীত, নর্ত্তন, কীর্ত্তন।
মহাকোলাহল তীরে, সলিলে খেলন ॥ ৪৭ ॥

কীর্ত্তন ও ক্রন্দন-ধ্বনির একত্র মিশ্রণোত্থ মহাধ্বনি ঃ—

গৌড়ীয়া-সঙ্কীর্ত্তনে আর রোদন মিলিয়া।
মহাকোলাহল-শব্দ হৈল ব্রহ্মাণ্ড ভরিয়া ॥ ৪৮ ॥

ভক্তগণসহ প্রভুর জলক্রীড়া ঃ—

সব ভক্ত লঞা প্রভু নামিলেন জলে।
সবা লঞা জলক্রীড়া করেন কুতূহলে ॥ ৪৯ ॥

চৈতন্যভাগবতে প্রভুর জলক্রীড়া বর্ণিত ঃ—

প্রভুর এই জলক্রীড়া দাস-বৃন্দাবন।
'চৈতন্যমঙ্গলে' বিস্তারি' করিয়াছে বর্ণন ॥ ৫০ ॥

গ্রন্থবাহুল্যভয়ে পুনরুক্তি-বিরাম ঃ—

পুনঃ ইঁহা বর্ণিলে পুনরুক্তি হয়।
ব্যর্থ লিখন হয়, মোর গ্রন্থ বাড়য় ॥ ৫১ ॥

স্ব-স্ব-ভক্তগণসহ গোবিন্দদেব ও প্রভুর স্বস্থানে প্রস্থান ঃ—

জললীলা করি' গোবিন্দ চলিলা আলয়।
নিজগণ লঞা প্রভু গেলা দেবালয় ॥ ৫২ ॥

জগন্নাথ-দর্শনান্তে ভক্তগণের ভোজন সম্পাদন-পূর্ব্বক স্বস্থানে প্রেরণ ঃ—

জগন্নাথ দেখি' পুনঃ নিজ-ঘরে আইলা।
প্রসাদ আনাঞা ভক্তগণে খাওয়াইলা ॥ ৫৩ ॥
ইষ্টগোষ্ঠী সবা লঞা কতক্ষণ কৈলা।
নিজ-নিজ-পূর্ব্ব-বাসায় সবায় পাঠাইলা ॥ ৫৪ ॥

রাঘবকর্ত্তৃক গোবিন্দসমীপে স্বীয় ঝালি-রক্ষণ ঃ—

গোবিন্দ-ঠাঞি রাঘব ঝালি সমর্পিলা।
ভোজন-গৃহের কোণে ঝালি রাখিলা ॥ ৫৫ ॥
পূর্ব্ব-বৎসরের ঝালি আজাড় করিয়া।
দ্রব্য ভরিবারে রাখে অন্য গৃহে লঞা ॥ ৫৬ ॥

একদিন প্রাতে প্রভুর ভক্তসহ জগন্নাথ দর্শন ঃ—

আর দিন মহাপ্রভু নিজগণ লঞা।
জগন্নাথ দেখিলেন শয্যোত্থানে যাঞা ॥ ৫৭ ॥

সাত-সম্প্রদায়ে বেড়া-সঙ্কীর্ত্তন-বর্ণন ঃ—

বেড়া-সঙ্কীর্ত্তন তাঁহা আরম্ভ করিলা।
সাত-সম্প্রদায়ে তবে গাইতে লাগিলা ॥ ৫৮ ॥
সাত-সম্প্রদায়ে নৃত্য করে সাত জন।
অদ্বৈত-আচার্য্য, আর প্রভু নিত্যানন্দ ॥ ৫৯ ॥
বক্রেশ্বর, অচ্যুতানন্দ, পণ্ডিত-শ্রীবাস।
সত্যরাজ-খাঁন, আর নরহরিদাস ॥ ৬০ ॥

প্রভুর মহৈশ্বর্য্য-প্রকাশ ঃ—

সাত-সম্প্রদায়ে প্রভু করেন ভ্রমণ।
'মোর সম্প্রদায়ে প্রভু'—ঐছে সবার মন ॥ ৬১ ॥

মহাসঙ্কীর্ত্তন-ধ্বনি ঃ—

সঙ্কীর্ত্তন-কোলাহলে আকাশ ভেদিল।
সব জগন্নাথবাসী দেখিতে আইল ॥ ৬২ ॥

মহিষীগণসহ রাজার সঙ্কীর্ত্তন-দর্শন ঃ—

রাজা আসি' দূরে দেখে নিজগণ লঞা।
রাজপত্নী সব দেখে অট্টালী চড়িয়া ॥ ৬৩ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৫০। চৈতন্যমঙ্গলে—চৈতন্যভাগবতে, অন্ত্য, ৯ম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

অনুভাষ্য

৪৯। মুন্সিব—(আরবী ভাষায়) 'মন্সিফ্', পরিদর্শক, পরিচালক ; মকরধ্বজ-কর—পাণিহাটি গ্রামবাসী, রাঘবপণ্ডিতের অনুগত গৌরভক্ত ; অদ্যাপি পানিহাটিতে তাঁহার গৃহ-ভিত্তি প্রদর্শিত হইয়া থাকে।

৫২। জগন্নাথ-মন্দিরে বিজয়মূর্ত্তি শ্রীগোবিন্দদেব-বিগ্রহ আছেন ; তিনিই নরেন্দ্রে জলক্রীড়া করিতে যান।

৫৬। আজাড়—খালি, শূন্য।

৫৮। বেড়া-কীর্ত্তন—মধ্য, ১১শ পঃ ২১৫-২৩৮ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

মহাসঙ্কীর্ত্তন-বেগ ঃ—

কীর্ত্তন-আবেশে পৃথিবী করে টলমল ।
'হরিধ্বনি' করে লোক, হৈল কোলাহল ॥ ৬৪ ॥

প্রভুর নৃত্য-বাঞ্ছা ঃ—

এইমত কতক্ষণ করাইলা কীর্ত্তন ।
আপনে নাচিতে তবে প্রভুর হৈল মন ॥ ৬৫ ॥

সপ্তসম্প্রদায়ের মধ্যে প্রভুর নৃত্য ঃ—

সাত-দিকে সাত-সম্প্রদায় গায়, বাজায় ।
মধ্যে প্রেমাবেশে নাচে গৌর-রায় ॥ ৬৬ ॥

স্বরূপকে উড়িয়া-গানের পদ গাইতে আজ্ঞা ঃ—

উড়িয়া-পদ মহাপ্রভুর মনে স্মৃতি হৈল ।
স্বরূপেরে সেই পদ গাইতে আজ্ঞা দিল ॥ ৬৭ ॥

যথা পদম্—

"জগমোহন-পরিমুণ্ডা যাঙ্ ॥" ৬৮ ॥ ধ্রু ॥

প্রেমাবেশে প্রভুর নর্ত্তনে সকলের আনন্দ ঃ—

এই পদে নৃত্য করেন আপন-আবেশে ।
সবলোক চৌদিকে প্রভুর প্রেমে ভাসে ॥ ৬৯ ॥

প্রভুর বদনে কেবল 'হরিবোল' ধ্বনি ঃ—

'বোল্' 'বোল্' বলেন প্রভু শ্রীবাহু তুলিয়া ।
হরিধ্বনি করে লোক আনন্দে ভাসিয়া ॥ ৭০ ॥

প্রভুর সাত্ত্বিক বিকারসমূহ ঃ—

প্রভু পড়ি' মূর্চ্ছা যায়, শ্বাস নাহি আর ।
আচম্বিতে উঠে প্রভু করিয়া হুঙ্কার ॥ ৭১ ॥
সঘন পুলক,—যেন শিমুলের তরু ।
কভু প্রফুল্লিত অঙ্গ, কভু হয় সরু ॥ ৭২ ॥
প্রতি রোমে হয় প্রস্বেদ, রক্তোদ্গম ।
'জজ' 'গগ' 'পরি' 'মুমু'—গদ্গদ বচন ॥ ৭৩ ॥

দন্তান্দোলন ঃ—

এক এক দন্ত সব পৃথক্ পৃথক্ নড়ে ।
ঐছে নড়ে দন্ত—যেন ভূমে খসি' পড়ে ॥ ৭৪ ॥

আনন্দাম্বুধি-বর্দ্ধন ঃ—

ক্ষণে ক্ষণে বাড়ে প্রভুর আনন্দ-আবেশ ।
তৃতীয় প্রহর হইল, নৃত্য নহে শেষ ॥ ৭৫ ॥

সকলেরই দেহ ও বাহ্য জগদ্বিস্মৃতি ঃ—

সব লোকের উথলিল আনন্দ-সাগর ।
সব লোক পাসরিল দেহ-আত্ম-ঘর ॥ ৭৬ ॥

নিত্যানন্দকর্ত্তৃক কীর্ত্তন-ভঙ্গের উপায়-উদ্ভাবন ঃ—

তবে নিত্যানন্দ প্রভু সৃজিলা উপায় ।
ক্রমে-ক্রমে কীর্ত্তনীয়া রাখিল সবায় ॥ ৭৭ ॥

স্বরূপাদির মৃদুস্বরে গান ঃ—

প্রধান প্রধান যেবা হয় সম্প্রদায় ।
স্বরূপের সঙ্গে সেই মন্দস্বর গায় ॥ ৭৮ ॥

প্রভুর অর্দ্ধবাহ্যদশায় আগমন ঃ—

কোলাহল নাহি, প্রভুর কিছু বাহ্য হৈল ।
তবে নিত্যানন্দ সবার শ্রম জানাইল ॥ ৭৯ ॥

নিত্যানন্দের কথায় ভক্তশ্রম জানিয়া কীর্ত্তন-সমাপ্তি ও সকলের সমুদ্রস্নান ঃ—

ভক্তশ্রম জানি' কৈলা কীর্ত্তন সমাপন ।
সবা লঞা আসি' কৈলা সমুদ্রে স্নপন ॥ ৮০ ॥

সকলের প্রসাদ-সম্মান ঃ—

সব লঞা প্রভু কৈলা প্রসাদ-ভোজন ।
সবারে বিদায় দিলা করিতে শয়ন ॥ ৮১ ॥

প্রভুর শয়ন, গোবিন্দের পাদ-সম্বাহন ঃ—

গম্ভীরার দ্বারে করেন আপনে শয়ন ।
গোবিন্দ আসিয়া করে পাদ-সম্বাহন ॥ ৮২ ॥

প্রত্যহ মৃদুপাদসম্বাহন-ফলে প্রভুর নিদ্রাগমনে গোবিন্দের প্রভুচ্ছিষ্ট-প্রাপ্তি রীতি ঃ—

সর্ব্বকাল আছে এই সুদৃঢ় 'নিয়ম' ।
'প্রভু যদি প্রসাদ পাঞা করেন শয়ন ॥ ৮৩ ॥
গোবিন্দ আসিয়া করে পাদসম্বাহন ।
তবে যাই' প্রভুর 'শেষ' করেন ভোজন ॥' ৮৪ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৬৮। জগন্নাথের মন্দিরের মধ্যে একটী বৃহৎ গৃহকে 'জগমোহন' বলে। তাহার একদিকে (একান্তে) 'গরুড়স্তম্ভ' আছে। সেই জগমোহনের যেস্থলে ভক্তগণ নৃত্য করেন, তাহাকে 'পরিমণ্ডল' বলে ; পরিমণ্ডলের উৎকলদেশীয় অপভ্রংশ—'পরিমুণ্ডা' ; উড়িয়া-পদটী এস্থলে সম্পূর্ণ না দেওয়ায় ভাল অর্থ হয় না ; এরূপ পদ এক্ষণে উৎকলে প্রসিদ্ধ নাই,—অবশ্যই কোন বিশেষভাবেরই সূচকমাত্র।

অনুভাষ্য

৬৪। কীর্ত্তনাবেশে—পাঠান্তরে, 'কীর্ত্তনাটোপে'—কীর্ত্তনের বেগ বা সংরম্ভ-বশতঃ।

৬৮। জগমোহন—জগমোহন-নামক শ্রীজগন্নাথদেবের নাটমন্দির ; পরি—প্রতি ; মুণ্ডা—মস্তক ; যাউ—অর্পিত হউক, প্রেরিত হউক।

৮২। গম্ভীরা—ঘরের ভিতরের কোঠা।

শ্রান্ত প্রভুর সর্ব্বদ্বার ব্যাপিয়া শয়ন ঃ—

সব দ্বার যুড়ি' প্রভু করিয়াছেন শয়ন ।
ভিতরে যাইতে নারে, গোবিন্দ করে নিবেদন ॥ ৮৫ ॥

পাদসম্বাহনার্থ গোবিন্দের প্রভুকে পার্শ্ব-পরিবর্ত্তন করিতে প্রার্থনা, প্রভুর স্বীয় অঙ্গসঞ্চালনে অসামর্থ্যতা জ্ঞাপন ঃ—

"একপাশ হও, মোরে দেহ' ভিতরে যাইতে ।"
প্রভু কহে,—"শক্তি নাহি অঙ্গ চালাইতে ॥" ৮৬ ॥

গোবিন্দের পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা-সত্ত্বেও প্রভুর একই উত্তর ঃ—

বার বার গোবিন্দ কহে একদিক্ হইতে ।
প্রভু কহে,—"অঙ্গ আমি নারি চালাইতে ॥" ৮৭ ॥

গোবিন্দের পাদসম্বাহন-সেবনেচ্ছা, শ্রান্তিহেতু প্রভুর ঔদাসীন্য ঃ—

গোবিন্দ কহে,—"করিতে চাহি পাদ-সম্বাহন ।"
প্রভু কহে,—"কর বা না কর, যেই তোমার মন ॥"৮৮॥

প্রভু-দেহোপরি স্বীয় বহির্ব্বাস রাখিয়া তদুল্লঙ্ঘন ঃ—

তবে গোবিন্দ তার বহির্ব্বাস উপরে দিয়া ।
ভিতর-ঘরে গেলা গোবিন্দ প্রভুরে লঙ্ঘিয়া ॥ ৮৯ ॥

গোবিন্দের মৃদু-মধুর সম্মর্দ্দনে প্রভুর শ্রান্তি-রাহিত্য ঃ—

পাদ-সম্বাহন কৈল, কটি-পৃষ্ঠ চাপিল ।
মধুর-মর্দ্দনে প্রভুর পরিশ্রম গেল ॥ ৯০ ॥

প্রভুর প্রায় একঘণ্টা-ব্যাপী নিদ্রা ঃ—

সুখে নিদ্রা হৈল প্রভুর, গোবিন্দ চাপে অঙ্গ ।
দণ্ড-দুই বই প্রভুর হৈল নিদ্রা-ভঙ্গ ॥ ৯১ ॥

নিদ্রাভঙ্গের পরও অনাহারে গোবিন্দের প্রতীক্ষাদর্শনে প্রভুর ভর্ৎসনা ঃ—

গোবিন্দে দেখিয়া প্রভু বলে ক্রুদ্ধ হঞা ।
"আজি কেনে এতক্ষণ আছিস্ বসিয়া ?? ৯২ ॥

প্রভুকর্ত্তৃক গোবিন্দের শুদ্ধসেবাপ্রবৃত্তি-পরীক্ষা ; প্রভু নিদ্রিত হইলেও গোবিন্দের প্রসাদ-সম্মানার্থ না যাইবার কারণ-জিজ্ঞাসা ঃ—

মোর নিদ্রা হৈলে কেনে না গেলা প্রসাদ লৈতে ?"
গোবিন্দ কহে,—"দ্বারে শুইলা, যাইতে নাহি পথে ॥"৯৩

গমনকালে আগমনোপায় অবলম্বন না করিবার কারণ-জিজ্ঞাসা ঃ—

প্রভু কহে,—"ভিতর তবে আইলা কেমনে ?
তৈছে কেনে প্রসাদ লৈতে না কৈলা গমনে ??" ৯৪ ॥

শুদ্ধ অনুরাগী গৌর-কৃষ্ণসেবকেরই সর্ব্বোত্তম সেবার আদর্শ বর্ণন ; গৌর-কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণেচ্ছাই সেবকের একমাত্র লক্ষিতব্য ঃ—

গোবিন্দ কহে—"আমার সেবা সে 'নিয়ম' ।
অপরাধ হউক, কিবা নরকে গমন ॥ ৯৫ ॥

গৌরকৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণে বিন্দুমাত্র আত্মেন্দ্রিয়তর্পণেচ্ছাতেও শুদ্ধভক্তের ঘৃণা ও অপরাধাশঙ্কা ঃ—

'সেবা' লাগি' কোটি 'অপরাধ' নাহি গণি ।
স্ব-নিমিত্ত 'অপরাধাভাসে' ভয় মানি ॥" ৯৬ ॥

মহাপ্রসাদে সাক্ষাৎ ব্রহ্ম-বস্তু ও তদীয়-বুদ্ধি থাকিলেও ব্যক্তিগত নিজ-সম্বন্ধহেতু আত্মেন্দ্রিয়প্রীতি-বাঞ্ছাশঙ্কায় গোবিন্দের প্রভুর নিদ্রাভঙ্গ পর্য্যন্ত প্রতীক্ষা ঃ—

এত সব মনে করি' গোবিন্দ রহিলা ।
প্রভু যে পুছিলা, তার উত্তর না দিলা ॥ ৯৭ ॥

অন্যদিবস প্রভুর নিদ্রা-গমনে গোবিন্দের প্রসাদ-সম্মানার্থ-গমন ঃ—

প্রত্যহ প্রভুর নিদ্রায় যান প্রসাদ লইতে ।
সে দিবসের শ্রম দেখি' লাগিলা চাপিতে ॥ ৯৮ ॥

সেই দিবস প্রসাদ-সম্মানার্থ গমনের অসুবিধার কারণ ঃ—

যাইতেহ পথ নাহি, যাইবেন কেমনে ?
মহা-অপরাধ হয় প্রভুর লঙ্ঘনে ॥ ৯৯ ॥

চৈতন্য-কৃপা-পাত্রেরই শুদ্ধভক্তিরহস্য-জ্ঞান ঃ—

এই সব হয় ভক্তিশাস্ত্র-সূক্ষ্মমর্ম্ম ।
চৈতন্যের কৃপায় জানে এই সব ধর্ম্ম ॥ ১০০ ॥

স্ব-ভক্তের শুদ্ধভক্তি-মাহাত্ম্য-প্রকাশকারী প্রভু ঃ—

ভক্ত-গুণ প্রকাশিতে প্রভু বড় রঙ্গী ।
এই সব প্রকাশিতে কৈলা এত ভঙ্গী ॥ ১০১ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৯৬। প্রভুর সেবার জন্য কোটী কোটী অপরাধকেও আমি গণনা করি না ; কিন্তু নিজের ভোগের নিমিত্ত অপরাধের আভাসকেও ভয় করি।

অনুভাষ্য

৯৬। আদি ৪র্থ পঃ ২০১ সংখ্যা দ্রষ্টব্য—'নিজ-প্রেমানন্দে কৃষ্ণসেবানন্দ বাধে। সে আনন্দের প্রতি ভক্তের হয় মহা-ক্রোধে।।"

১০০। কর্ম্মিগণ ভক্তিশাস্ত্রের সূক্ষ্ম মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া অনুষ্ঠান-মাত্রকেই ভক্তির ন্যায় জ্ঞান করে ; কিন্তু যাহাতে ভগবৎসেবা সাধিত হয়, তাহার নাম—'ভক্তি' এবং যাহাতে নিজের ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ প্রভৃতি প্রাকৃত-ফল-লাভ ঘটে, তাহাই 'কর্ম্ম'। প্রাকৃতসহজিয়া কর্ম্মিগণ বিশ্রম্ভ-সখ্য, বাৎসল্য ও মধুরভাবের সেবা-মর্য্যাদা বুঝিতে না পারিয়া শ্রীচৈতন্যকৃপা-লাভে বঞ্চিত হয়।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১০২। পরিমুণ্ডা-নৃত্য—পরিমণ্ডল-নৃত্য।

গৌরভক্তের নিত্য-গেয় প্রভুর পরিমুণ্ডা-নৃত্য ঃ—

সঙ্ক্ষেপে কহিলুঁ এই পরিমুণ্ডা-নৃত্য ।
অদ্যাপি গায় যাহা চৈতন্যের ভৃত্য ॥ ১০২ ॥

ভক্তগণসহ গুণ্ডিচা-মার্জ্জন ঃ—

এইমত মহাপ্রভু লঞা নিজগণ ।
গুণ্ডিচা-গৃহে কৈলা ক্ষালন, মার্জ্জন ॥ ১০৩ ॥

আইটোটায় প্রসাদ-সেবন ঃ—

পূর্ব্ববৎ কৈলা প্রভু কীর্ত্তন, নর্ত্তন ।
পূর্ব্ববৎ টোটায় কৈলা বন্য-ভোজন ॥ ১০৪ ॥

রথাগ্রে নর্ত্তন ও হেরাপঞ্চমী-দর্শন ঃ—

পূর্ব্ববৎ রথ-আগে করিলা নর্ত্তন ।
হেরাপঞ্চমী-যাত্রা কৈলা দরশন ॥ ১০৫ ॥

চাতুর্ম্মাস্য পর্য্যন্ত গৌড়ীয়ভক্তগণের পুরীতে অবস্থান ঃ—

চারিমাস বর্ষায় রহিলা সব ভক্তগণ ।
জন্মাষ্টমী-আদি যাত্রা কৈলা দরশন ॥ ১০৬ ॥

গৌড় হইতে ভক্তগণ-সংগৃহীত নৈবেদ্য ঃ—

পূর্ব্বে যদি গৌড় হইতে ভক্তগণ আইল ।
প্রভুরে কিছু খাওয়াইতে সবার ইচ্ছা হৈল ॥ ১০৭ ॥

প্রভুর সেবনার্থ গোবিন্দসমীপে তদ্দ্রব্যাদি-প্রদান ঃ—

কেহ কোন প্রসাদ আনি' দেয় গোবিন্দ-ঠাঞি ।
"ইহা যেন অবশ্য ভক্ষণ করেন গোসাঞি ॥" ১০৮ ॥

নৈবেদ্য-বৈচিত্র্য ঃ—

কেহ পেড়া, কেহ নাড়ু, কেহ পিঠাপানা ।
বহুমূল্য উত্তম-প্রসাদ, প্রকার যার নানা ॥ ১০৯ ॥

প্রভু ভোজন না করায়, নৈবেদ্যরাশি পুঞ্জীভূত ঃ—

"অমুক্ এই দিয়াছে" গোবিন্দ করে নিবেদন ।
"ধরি' রাখ" বলি' প্রভু না করেন ভক্ষণ ॥ ১১০ ॥
ধরিতে ধরিতে ঘরের ভরিল এক কোণ ।
শত-জনের ভক্ষ্য যত হৈল সঞ্চয়ন ॥ ১১১ ॥

স্ব-স্ব-দত্ত-নৈবেদ্য-সেবন-বিষয়ে ভক্তগণের গোবিন্দকে জিজ্ঞাসা ঃ—

গোবিন্দেরে সবে পুছে করিয়া যতন ।
"আমা-দত্ত প্রসাদ প্রভুরে কি করাইলা ভক্ষণ ??"১১২॥

ছলবাক্যে নৈবেদ্যদাতাকে গোবিন্দের সান্ত্বনা ঃ—

কাঁহা কিছু কহি' গোবিন্দ করেন বঞ্চন ।
আর দিন প্রভুরে কহে নির্ব্বেদ-বচন ॥ ১১৩ ॥

প্রভুসমীপে গোবিন্দের নিবেদন ঃ—

"আচার্য্যাদি মহাশয় করিয়া যতনে ।
তোমারে খাওয়াইতে বস্তু দেন মোর স্থানে ॥ ১১৪ ॥
তুমি সে না খাও, তাঁরা পুছে বার বার ।
কত বঞ্চনা করিমু, কেমনে আমার নিস্তার ??" ১১৫ ॥

প্রভুকর্ত্তৃক ভক্তগণের দুঃখ-কারণ-জিজ্ঞাসা ঃ—

প্রভু কহে,—'আদিবস্যা' দুঃখ কাঁহে মানে ?
কেবা কি দিয়াছে, তাহা আনহ এখানে ॥" ১১৬ ॥

প্রভুর ভোজনে উপবেশন ; গোবিন্দের প্রত্যেক নৈবেদ্যদাতা গৌড়ীয়-ভক্তের নামোল্লেখপূর্ব্বক নৈবেদ্য-পরিবেশন ঃ—

এত বলি' মহাপ্রভু বসিলা ভোজনে ।
নাম ধরি' গোবিন্দ করে নিবেদনে ॥ ১১৭ ॥
"আচার্য্যের এই পৈড়, পানা-রস-পূপী ।
এই অমৃত-গুটিকা, মণ্ডা, কর্পূর-কুপী ॥ ১১৮ ॥
শ্রীবাস-পণ্ডিতের এই অনেক প্রকার ।
পিঠা, পানা, অমৃতমণ্ডা, পদ্ম-চিনি আর ॥ ১১৯ ॥
আচার্য্যরত্নের এই সব উপহার ।
আচার্য্যনিধির এই, অনেক প্রকার ॥ ১২০ ॥
বাসুদেব-দত্তের, মুরারিগুপ্তের আর ।
বুদ্ধিমন্ত-খাঁনের এই বিবিধ প্রকার ॥ ১২১ ॥
শ্রীমান্-সেন, শ্রীমান্-পণ্ডিত, আচার্য্যনন্দন ।
তাঁ-সবার দত্ত এই করহ ভোজন ॥ ১২২ ॥
কুলীনগ্রামের এই আগে দেখ যত ।
খণ্ডবাসী লোকের এই দেখ তত ॥" ১২৩ ॥

প্রভুর সকলেরই প্রদত্ত নৈবেদ্য-ভোজন ঃ—

ঐছে সবার নাম লঞা প্রভুর আগে ধরে ।
সন্তুষ্ট হঞা প্রভু সব ভোজন করে ॥ ১২৪ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১১৬। আদিবস্যা—পূর্ব্ব হইতে যাঁহার বাস, তাঁহাকে 'আদি-বস্যা' বলে। প্রভু কহিলেন,—যাঁহারা 'আদিবস্যা' অর্থাৎ আমার সহিত একত্রে পূর্ব্ব হইতে আছেন, তাঁহাদের ইহাতে কোন দুঃখ নাই ; কেননা, আপাততঃ যাঁহারা গৌড় হইতে আসিয়াছেন, তাঁহারাই এইসকল সুখাদ্য আনিয়াছেন।

১১৮। পৈড়—(উৎকল-শব্দ) নারিকেল।

অনুভাষ্য

১০৯। পাঠান্তরে—'পৈড়' ; 'বহুমূল্য প্রসাদ সব, পদ্মচিনি ছানা।'

১১৬। আদিবস্যা—কাহারও মতে 'ভাগ্যহীন' অথবা অবুঝ বা নির্ব্বোধ, চঞ্চলমতি বা আ-দেখ্‌লা (অতিব্যগ্র, 'কাঙ্‌লা') প্রভৃতি অর্থে প্রযুক্ত।

১১৮। পূপী—পিষ্টক ; কুপী—মৃন্ময় পাত্র (?)

পর্য্যুষিত হইলেও সদ্য নির্ম্মিতের ন্যায় প্রসাদসমূহ—
স্বাদু ও সুগন্ধি ঃ—

যদ্যপি মাসেকের বাসি মুকুতা নারিকেল।
অমৃত-গুটিকাদি, পানাদি সকল ॥ ১২৫ ॥
তথাপি নূতনপ্রায় সব দ্রব্যের স্বাদ।
'বাসি' বিস্বাদ নহে, সেই প্রভুর প্রসাদ ॥ ১২৬ ॥
শত-জনের ভক্ষ্য প্রভু দণ্ডেকে খাইলা!
"আর কিছু আছে?" বলি' গোবিন্দে পুছিলা ॥ ১২৭ ॥

সর্ব্বনৈবেদ্য ভোজনান্তে রাঘবের ঝালি অবশিষ্ট ঃ—

গোবিন্দ বলে,—"রাঘবের ঝালি মাত্র আছে।"
প্রভু কহে,—"আজি রহু, তাহা দেখিমু পাছে ॥"১২৮॥

অন্যদিন প্রভুর একাকী ভোজনকালে রাঘবের ঝালিস্থিত
উত্তম নৈবেদ্যরাশি-ভোজন ও তৎপ্রশংসা ঃ—

আর দিন প্রভু যদি নিভৃতে ভোজন কৈলা।
রাঘবের ঝালি খুলি' সকল দেখিলা ॥ ১২৯ ॥
সব দ্রব্যের কিছু কিছু উপযোগ কৈলা।
স্বাদু, সুগন্ধি দেখি' বহু প্রশংসিলা ॥ ১৩০ ॥

একবৎসর পরেও রাঘবের ঝালির বিকাররহিত
নৈবেদ্য-ভোজন ঃ—

বৎসরেক তরে আর রাখিলা ধরিয়া।
ভোজনকালে স্বরূপ পরিবেশে খসাঞা ॥ ১৩১ ॥

ভক্তের শ্রদ্ধা-দত্ত নৈবেদ্য-স্বীকার ঃ—

কভু রাত্রিকালে কিছু করায় উপযোগ।
ভক্তের শ্রদ্ধার দ্রব্য অবশ্য করেন উপভোগ ॥ ১৩২ ॥

স্বীয় ভক্তগণসহ প্রভুর কৃষ্ণকথায় চাতুর্ম্মাস্য-যাপন ঃ—

এইমত মহাপ্রভু ভক্তগণ-সঙ্গে।
চাতুর্ম্মাস্য গোঙাইলা কৃষ্ণকথা-রঙ্গে ॥ ১৩৩ ॥

স্ব-স্ব-গৃহে অদ্বৈতাচার্য্যাদির নিমন্ত্রণ ঃ—

মধ্যে মধ্যে আচার্য্যাদি করেন নিমন্ত্রণ।
ঘরে ভাত রান্ধে আর বিবিধ ব্যঞ্জন ॥ ১৩৪ ॥

প্রভুপ্রিয় বিচিত্র নৈবেদ্য-বর্ণন ঃ—

মরিচের ঝাল, আর মধুরাম্ল আর।
আদা, লবণ, লেম্বু, দুগ্ধ, দধি, খণ্ডসার ॥ ১৩৫ ॥
শাক দুই চারি, আর সুখ্‌তার ঝোল।
নিম্ব-বার্ত্তাকী, আর ভৃষ্ট-পটোল ॥ ১৩৬ ॥
ভৃষ্ট-ফুলবড়ি, আর মুদ্গ-ডালি-সূপ।
বিবিধ ব্যঞ্জন রান্ধে প্রভুর অনুরূপ ॥ ১৩৭ ॥

প্রভুর প্রসাদসহ নৈবেদ্য-ভোজন ঃ—

জগন্নাথের প্রসাদ আনে করিতে মিশ্রিত।
কাঁহা একা যায়েন, কাঁহা গণের সহিত ॥ ১৩৮ ॥

অপর নিমন্ত্রণকারী গৌড়ীয় ভক্তগণ ঃ—

আচার্য্যরত্ন, আচার্য্যনিধি, নন্দন, রাঘব।
শ্রীবাস-আদি যত ভক্ত, বিপ্র সব ॥ ১৩৯ ॥
এইমত নিমন্ত্রণ করেন যত্ন করি'।
বাসুদেব, গদাধর, গুপ্ত-মুরারি ॥ ১৪০ ॥
কুলীনগ্রামী, খণ্ডবাসী, আর যত জন।
জগন্নাথের প্রসাদ আনি' করেন নিমন্ত্রণ ॥ ১৪১ ॥

শিবানন্দপুত্র চৈতন্যদাসের বৃত্তান্ত-বর্ণন ঃ—

শিবানন্দ-সেনের শুন নিমন্ত্রণাখ্যান।
শিবানন্দের বড়-পুত্রের 'চৈতন্যদাস' নাম ॥ ১৪২ ॥
প্রভুরে মিলাইতে তাঁরে সঙ্গেই আনিলা।
মিলাইলে, প্রভু তাঁর নাম ত' পুছিলা ॥ ১৪৩ ॥

নিজ-দাস্যসূচক নাম-শ্রবণে প্রভুর আত্মগোপন
ও অজ্ঞতার ভাণ ঃ—

'চৈতন্যদাস' নাম শুনি' কহে গৌররায়।
"কি নাম ধরাঞাছ, বুঝন না যায় ॥" ১৪৪ ॥

শিবানন্দের উত্তর ও প্রভুকে নিমন্ত্রণ ঃ—

সেন কহে,—"যে জানিলুঁ, সেই নাম ধরিল।"
এত বলি' মহাপ্রভুরে নিমন্ত্রণ কৈল ॥ ১৪৫ ॥
জগন্নাথের বহুমূল্য প্রসাদ আনাইলা।
ভক্তগণে লঞা প্রভু ভোজনে বসিলা ॥ ১৪৬ ॥

প্রভুর প্রচুর ভোজনহেতু অপ্রসন্নতা ঃ—

শিবানন্দের গৌরবে প্রভু করিলা ভোজন।
অতিগুরু-ভোজনে প্রসন্ন নহে মন ॥ ১৪৭ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১২৫। মুকুতা—মুখছোলা।

ইতি অমৃতপ্রবাহ-ভাষ্যে দশম পরিচ্ছেদ।

অনুভাষ্য

১৩০। উপযোগ—স্বীকার, গ্রহণ।

১৩৫-১৩৭। এইস্থানে গ্রন্থকারের রন্ধন-নৈপুণ্য প্রকাশিত।

১৪১। কুলীনগ্রামী—সত্যরাজ-খাঁন, রামানন্দ বসু প্রভৃতি; খণ্ডবাসী—মুকুন্দদাস, নরহরি-দাস, রঘুনন্দনাদি।

১৪২। চৈতন্যদাস—ইঁহারই কৃত কৃষ্ণকর্ণামৃতের সংস্কৃত-টীকা ; কেহ কেহ বলেন যে, চৈতন্যচরিতামৃত-মহাকাব্যেরও ইনিই রচয়িতা।

প্রভুর অভিপ্রায় বুঝিয়া শিবানন্দপুত্র চৈতন্যদাসের অগ্নি-মান্দনাশক দ্রব্যদ্বারা 'স্বারসিকী' সেবা ঃ—

আর দিন চৈতন্যদাস কৈলা নিমন্ত্রণ ।
প্রভুর 'অভীষ্ট' বুঝি' আনিলা ব্যঞ্জন ॥ ১৪৮ ॥
দধি,লেম্বু, আদা, আর ফুলবড়া-লবণ ।
সামগ্রী দেখি' প্রভুর প্রসন্ন হৈল মন ॥ ১৪৯ ॥

অন্তর্যামি-প্রভুর চৈতন্যদাসের যথার্থ শুদ্ধসেবা-প্রবৃত্তিতে আনন্দ ঃ—

প্রভু কহে,—"এ বালক আমার মত জানে ।
সন্তুষ্ট হইলাঙ্ আমি ইহার নিমন্ত্রণে ॥" ১৫০ ॥

স্বীয় দাসকে প্রভুর স্বোচ্ছিষ্ট-প্রদান ঃ—

এত বলি' দধি-ভাত করিলা ভোজন ।
চৈতন্যদাসেরে দিলা উচ্ছিষ্ট-ভোজন ॥ ১৫১ ॥

চারিমাস ধরিয়া ভক্তগণের প্রভুকে নিমন্ত্রণ ঃ—

চারিমাস এইমত নিমন্ত্রণে যায় ।
কোন কোন বৈষ্ণব 'দিবস' নাহি পায় ॥ ১৫২ ॥

গদাধর ও সার্ব্বভৌমের প্রভুনিমন্ত্রণে নির্দ্দিষ্ট নিয়ম ঃ—

গদাধর-পণ্ডিত, আচার্য্য-সার্ব্বভৌম ।
ইঁহা সবার আছে ভিক্ষার দিবস-নিয়ম ॥ ১৫৩ ॥

মধ্যে মধ্যে নিমন্ত্রণকারী ভক্তগণ ঃ—

গোপীনাথাচার্য্য, জগদানন্দ, কাশীশ্বর ।
ভগবান্, রামভদ্রাচার্য্য, শঙ্কর, বক্রেশ্বর ॥ ১৫৪ ॥
মধ্যে মধ্যে ঘর-ভাতে করে নিমন্ত্রণ ।
অন্যের নিমন্ত্রণে প্রসাদে কৌড়ি দুইপণ ॥ ১৫৫ ॥

রামচন্দ্রপুরীর ভয়ে অর্দ্ধভোজন ঃ—

প্রথমে আছিল 'নির্ব্বন্ধ' কৌড়ি চারিপণ ।
রামচন্দ্রপুরী-ভয়ে ঘাটাইলা নিমন্ত্রণ ॥ ১৫৬ ॥

গৌড়ীয়ভক্তগণের গৌড়ে গমন, পুরীবাসিগণের পুরীতে অবস্থান ঃ—

চারিমাস রহি' গৌড়ের ভক্তে বিদায় দিলা ।
নীলাচলের সঙ্গী ভক্ত সঙ্গেই রহিলা ॥ ১৫৭ ॥

প্রভুর ভিক্ষারীতি, ভক্তদ্রব্য ও পরিমুণ্ডা-নৃত্যাদি বর্ণিত ঃ—

এই ত' কহিলুঁ প্রভুর ভিক্ষা-নিমন্ত্রণ ।
ভক্ত-দত্ত বস্তু যৈছে কৈলা আস্বাদন ॥ ১৫৮ ॥
তার মধ্যে রাঘবের ঝালি-বিবরণ ।
তার মধ্যে পরিমুণ্ডা-নৃত্য-কথন ॥ ১৫৯ ॥

কৃষ্ণচৈতন্য-কথা-শ্রবণে গৌরকৃষ্ণচরণে প্রেমোদয় ঃ—

শ্রদ্ধা করি' শুনে যেই চৈতন্যের কথা ।
চৈতন্যচরণে প্রেম পাইবে সর্ব্বথা ॥ ১৬০ ॥

গৌরকথা—জীবের হৃৎকর্ণরসায়ন ঃ—

শুনিতে অমৃত-সম জুড়ায় কর্ণ-মন ।
সেই ভাগ্যবান্, যেই করে আস্বাদন ॥ ১৬১ ॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ১৬২ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে ভক্তদত্তাস্বাদনং নাম দশমঃ পরিচ্ছেদঃ।

অনুভাষ্য

১৫১। ভাজন—ভাক্, পাত্র।

১৫৬। ঘাটাইলা—কমাইল।

১৫৮। শৌক্র-ব্রাহ্মণগণের গৃহে পক্ব অন্ন এবং অভোজ্যান্ন

অনুভাষ্য

শৌক্র-ব্রাহ্মণ ও অপরাপর ব্যক্তিগণের নিমন্ত্রণে দুইপণ বা চারিপণ-কৌড়ির মূল্যের মহাপ্রসাদ স্বীকার করিতেন।

ইতি অনুভাষ্যে দশম পরিচ্ছেদ।

একাদশ পরিচ্ছেদ

কথাসার—এই পরিচ্ছেদে ব্রহ্ম-হরিদাসঠাকুর মহাপ্রভুর আজ্ঞা লইয়া দেহত্যাগ করিলে মহাপ্রভু তাঁহাকে বিশেষ ভক্তি ও সমারোহের সহিত লইয়া গিয়া সমুদ্রতীরে সমাধিস্থ করিলেন। স্বহস্তে বালি দিয়া চৌতারা বাঁধিয়া দিলেন, পরে সমুদ্রস্নান করিয়া স্বয়ং ভিক্ষা করত হরিদাসের বিজয়মহোৎসব করিলেন। (অঃ প্রঃ ভাঃ)

অঙ্কে হরিদাস-দেহগ্রহণপূর্ব্বক নৃত্যকারী গৌরের প্রণাম ঃ—

নমামি হরিদাসং তং চৈতন্যং তঞ্চ তৎপ্রভুম্ ।
সংস্থিতামপি যন্মূর্ত্তিং স্বাঙ্কে কৃত্বা ননর্ত্ত যঃ ॥ ১ ॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় দয়াময় ।
জয়াদ্বৈতপ্রিয় নিত্যানন্দপ্রিয় জয় ॥ ২ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১। আমি হরিদাসকে নমস্কার করি এবং তাঁহার প্রভু সেই

অনুভাষ্য

১। যঃ (চৈতন্যদেবঃ) যন্মূর্ত্তিং (যস্য হরিদাসস্য মূর্ত্তিং)

জয় শ্রীনিবাসেশ্বর হরিদাসনাথ ।
জয় গদাধরপ্রিয় স্বরূপ-প্রাণনাথ ॥ ৩ ॥
কাশীশ্বর-প্রিয় জগদানন্দ-প্রাণেশ্বর ।
জয় রূপ-সনাতন-রঘুনাথেশ্বর ॥ ৪ ॥
জয় গৌরদেহ কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্ ।
কৃপা করি' দেহ' প্রভু, নিজ-পদ-দান ॥ ৫ ॥
নিত্যানন্দচন্দ্র জয় চৈতন্যের প্রাণ ।
তোমার চরণারবিন্দে ভক্তি দেহ' দান ॥ ৬ ॥
জয় জয়াদ্বৈতচন্দ্র চৈতন্যের আর্য্য ।
স্বচরণে ভক্তি দেহ' জয়াদ্বৈতাচার্য্য ॥ ৭ ॥
জয় গৌরভক্তগণ—গৌর যাঁর প্রাণ ।
সব ভক্ত মিলি' মোরে ভক্তি দেহ' দান ॥ ৮ ॥
জয় রূপ, সনাতন, জীব, রঘুনাথ ।
রঘুনাথ, গোপাল,—ছয় মোর প্রাণনাথ ॥ ৯ ॥

গ্রন্থকারের দৈন্যোক্তি, আত্মশোধনার্থ চৈতন্যগুণলীলা-বর্ণন ঃ—

এ-সব প্রসাদে লিখি চৈতন্য-লীলা-গুণ ।
যৈছে তৈছে লিখি, করি আপন পাবন ॥ ১০ ॥

ভক্তগণসহ প্রভুর নীলাচলে কীর্ত্তনবিলাস ঃ—

এইমত মহাপ্রভুর নীলাচলে বাস ।
সঙ্গে ভক্তগণ লঞা কীর্ত্তন-বিলাস ॥ ১১ ॥

দিবসে নামসঙ্কীর্ত্তন ও জগন্নাথদর্শন, রাত্রিতে স্বরূপ-রামানন্দসহ শ্রীরাধার কৃষ্ণপ্রেম-রসাস্বাদন ঃ—

দিনে নৃত্য-কীর্ত্তন, ঈশ্বর-দরশন ।
রাত্রে রায়-স্বরূপ-সনে রস-আস্বাদন ॥ ১২ ॥

কৃষ্ণবিরহে প্রভুদেহে সাত্ত্বিকভাবোদয় ঃ—

এইমত মহাপ্রভুর সুখে কাল যায় ।
কৃষ্ণের বিরহ-বিকার অঙ্গে নানা হয় ॥ ১৩ ॥
দিনে দিনে বাড়ে বিকার, রাত্রে অতিশয় ।
চিন্তা, উদ্বেগ, প্রলাপাদি যত শাস্ত্রে কয় ॥ ১৪ ॥

অপ্রাকৃত বিপ্রলম্ভ-লীলায় নিত্যসঙ্গিদ্বয় ঃ—

স্বরূপ গোসাঞি, আর রামানন্দ রায় ।
রাত্রি-দিনে করে দোঁহে প্রভুর সহায় ॥ ১৫ ॥

হরিদাসের বৃত্তান্ত-বর্ণন ; হরিদাসকে গোবিন্দের প্রসাদ দিতে গমন ঃ—

একদিন গোবিন্দ মহাপ্রসাদ লঞা ।
হরিদাসে দিতে গেলা আনন্দিত হঞা ॥ ১৬ ॥

হরিদাসঠাকুরের অপ্রকট-কালের অবস্থা ঃ—

দেখে,—হরিদাস-ঠাকুর করিয়াছেন শয়ন ।
মন্দ মন্দ করিতেছেন সংখ্যা-সঙ্কীর্ত্তন ॥ ১৭ ॥

গোবিন্দকর্ত্তৃক প্রসাদ-গ্রহণে অনুরোধ, হরিদাসের লঙ্ঘনেচ্ছা ঃ—

গোবিন্দ কহে,—"উঠ আসি' করহ ভোজন ।"
হরিদাস কহে,—"আজি করিমু লঙ্ঘন ॥ ১৮ ॥

হরিদাসকর্ত্তৃক নামাশ্রিত সাধকের প্রসাদসম্মান-বিষয়ে আদর্শ ব্যবহার-প্রদর্শন ঃ—

সংখ্যা-কীর্ত্তন পূরে নাহি, কেমতে খাইমু ?
মহাপ্রসাদ আনিয়াছ, কেমতে উপেক্ষিমু ??" ১৯ ॥
এত বলি' মহাপ্রসাদ করিলা বন্দন ।
এক রঞ্চ লঞা তার করিলা ভক্ষণ ॥ ২০ ॥

একদিন প্রভুর হরিদাস-সমীপে আগমন ও কুশল জিজ্ঞাসা —

আর দিন মহাপ্রভু তাঁর ঠাঞি আইলা ।
"সুস্থ হও, হরিদাস"—বলি' তাঁরে পুছিলা ॥ ২১ ॥

হরিদাসের দৈন্যোক্তি ঃ—

নমস্কার করি' তেঁহো কৈলা নিবেদন ।
"শরীর সুস্থ হয় মোর, অসুস্থ বুদ্ধি-মন ॥" ২২ ॥

প্রভুপ্রশ্নোত্তরে সংখ্যানাম-কীর্ত্তনাভাবজনিত স্বীয় দুঃখজ্ঞাপন ঃ—

প্রভু কহে,—"কোন্ ব্যাধি, কহ ত' নির্ণয় ?"
তেঁহো কহে,—"সংখ্যা-কীর্ত্তন না পূরয় ॥" ২৩ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

চৈতন্যদেবকে নমস্কার করি,—যিনি হরিদাসের পরিত্যক্তদেহ কোলে করিয়া নৃত্য করিয়াছিলেন।

২০। রঞ্চ—কণা।

অনুভাষ্য

সংস্থিতাং (সমাধিপ্রাপ্তাম্) অপি স্বাঙ্কে (স্বস্য ক্রোড়ে) কৃত্বা ননর্ত্ত, তং হরিদাসং তৎপ্রভুং তং চৈতন্যং চ নমামি।

৫। গৌরদেহ—গৌরবর্ণকান্তি-দেহধারী।

৭। চৈতন্যের আর্য্য—মহাপ্রভুর মান্য।

২৩। এস্থলেও সংখ্যা-গ্রহণপূর্ব্বক নির্ব্বন্ধের সহিত ঠাকুর হরিদাসের অনুগমনে (ষোল নাম বত্রিশ অক্ষর) "হরে কৃষ্ণ"-মহামন্ত্রের উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন-বিধিই প্রত্যেক নামাশ্রিত সাধকের একমাত্র পালনীয়, জানা যাইতেছে ; অন্ত্য, ৩য় পঃ ৯৯, ১১৩-১১৫, ১২০, ১২৩-১২৪, ১২৯, ১৭৫, ২২৩, ২২৭, ২৩৮-২৪২ প্রভৃতি সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

প্রভুকর্ত্তৃক অপ্রাকৃত সিদ্ধদেহ হরিদাসকে সাধনাভিনয় হ্রাস করিতে আদেশ ঃ—

প্রভু কহে,—"বৃদ্ধ হইলা 'সংখ্যা' অল্প কর ।
সিদ্ধ-দেহ তুমি, সাধনে আগ্রহ কেনে কর ?? ২৪ ॥

স্বয়ং প্রভুর বাক্য—"নামের আচার্য্য ও প্রচারকরূপে হরিদাস অবতীর্ণ" ঃ—

লোক নিস্তারিতে এই তোমার 'অবতার' ।
নামের মহিমা লোকে করিলা প্রচার ॥ ২৫ ॥
এবে অল্প সংখ্যা করি' কর সঙ্কীর্ত্তন ।"
হরিদাস কহে,—"শুন মোর নিবেদন ॥ ২৬ ॥

হরিদাসের পাষাণদ্রাবক দৈন্যবাক্য ও প্রভুমহিমা-কীর্ত্তন ঃ—

হীন-জাতি জন্ম মোর নিন্দ্য-কলেবর ।
হীনকর্ম্মে রত মুঞি অধম পামর ॥ ২৭ ॥
অদৃশ্য, অস্পৃশ্য মোরে অঙ্গীকার কৈলা ।
রৌরব হইতে মোরে বৈকুণ্ঠে চড়াইলা ॥ ২৮ ॥
স্বতন্ত্র ঈশ্বর তুমি হও ইচ্ছাময় ।
জগৎ নাচাও, যারে যৈছে ইচ্ছা হয় ॥ ২৯ ॥
অনেক নাচাইলা মোরে প্রসাদ করিয়া ।
বিপ্রের শ্রাদ্ধপাত্র খাইনু 'ম্লেচ্ছ' হঞা ॥ ৩০ ॥

প্রভুসমীপে নিজাভিপ্রায়-জ্ঞাপন ঃ—

এক বাঞ্ছা হয় মোর বহু দিন হৈতে ।
লীলা সম্বরিবে তুমি,—লয় মোর চিত্তে ॥ ৩১ ॥

প্রভুর অপ্রকটের পূর্ব্বেই স্বীয় লীলাসম্বরণেচ্ছা ঃ—

সেই লীলা প্রভু মোরে কভু না দেখাইবা ।
আপনার আগে মোর শরীর পাড়িবা ॥ ৩২ ॥

কায়মনোবাক্যে গৌর-কৃষ্ণসেবাসুখপর স্বাভিলাষসহ অপ্রকটেচ্ছা-জ্ঞাপন ঃ—

হৃদয়ে ধরিমু তোমার কমল-চরণ ।
নয়নে দেখিমু তোমার চাঁদ-বদন ॥ ৩৩ ॥
জিহ্বায় উচ্চারিমু তোমার 'কৃষ্ণচৈতন্য'-নাম ।
এইমত মোর ইচ্ছা,—ছাড়িমু পরাণ ॥ ৩৪ ॥
মোর এই ইচ্ছা যদি তোমার প্রসাদে হয় ।
এই নিবেদন মোর কর, দয়াময় ॥ ৩৫ ॥
এই নীচ দেহ মোর পড়ুক তব আগে ।
এই বাঞ্ছা-সিদ্ধি মোর তোমাতে লাগে ॥" ৩৬ ॥

প্রভুকর্ত্তৃক হরিদাসের বাঞ্ছা-পূরণ ঃ—

প্রভু কহে,—"হরিদাস, যে তুমি মাগিবে ।
কৃষ্ণ কৃপাময় তাহা অবশ্য করিবে ॥ ৩৭ ॥

লীলা-পরিকরের বিচ্ছেদ-স্মরণে প্রভুর অতি মর্ম্মস্পর্শী ও করুণ বাক্য ঃ—

কিন্তু আমার যে কিছু সুখ, সব তোমা লঞা ।
তোমার যোগ্য নহে,—যাবে আমারে ছাড়িয়া ॥" ৩৮ ॥

হরিদাসকর্ত্তৃক প্রভুর নিষ্কপট কৃপা-যাচ্ঞা ঃ—

চরণে ধরি' কহে হরিদাস,—"না করিহ 'মায়া' ।
অবশ্য মো-অধমে, প্রভু, কর এই 'দয়া' ॥ ৩৯ ॥

পুনর্দৈন্যোক্তি ঃ—

মোর শিরোমণি কত কত মহাশয় ।
তোমার লীলার সহায় কোটিভক্ত হয় ॥ ৪০ ॥
আমা-হেন যদি এক কীট মরি' গেল ।
পিপীলিকা মৈলে পৃথিবীর কাঁহা হানি হৈল ??৪১ ॥

ভক্তবৎসল প্রভুসমীপে হরিদাসের আপনাকে তদ্দাসাভাস-বর্ণন ও স্বাভীষ্ট-সিদ্ধিবিষয়ে আশাবন্ধ ঃ—

'ভকতবৎসল' তুমি, মুই 'ভক্তাভাস' ।
অবশ্য পূরিবে, প্রভু, মোর এই আশ ॥" ৪২ ॥

প্রভুর প্রস্থান ও পরদিবস প্রভুর আগমন-বিষয়ে আশ্বাসন ঃ—

মধ্যাহ্ন করিতে প্রভু চলিলা আপনে ।
ঈশ্বর দেখিয়া কালি দিবেন দরশনে ॥ ৪৩ ॥
তবে মহাপ্রভু তাঁরে করি' আলিঙ্গন ।
মধ্যাহ্ন করিতে সমুদ্রে করিলা গমন ॥ ৪৪ ॥

পরদিবস প্রাতে ভক্তগণসহ জগন্নাথদর্শনান্তে হরিদাসকে দর্শনার্থ প্রভুর আগমন ঃ—

প্রাতঃকালে ঈশ্বর দেখি' সব ভক্ত লঞা ।
হরিদাসে দেখিতে আইলা শীঘ্র করিয়া ॥ ৪৫ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৩২। সেই লীলা—তোমার অন্তর্দ্ধান-লীলা।

অনুভাষ্য

২৫। তোমার অবতার—ভগবদ্ভক্ত ও পার্ষদগণ ভগবানের ইচ্ছাক্রমে তাঁহার সেবার্থে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন।

৩০। শ্রাদ্ধপাত্র—বিষ্ণু-স্মৃতিতে—'ব্রাহ্মণাপসদা হ্যেতে কথিতাঃ পঙ্‌ক্তিদূষকাঃ। এতান্ বিবর্জ্জয়েদ্‌যত্নাৎ শ্রাদ্ধকর্ম্মণি পণ্ডিতঃ।।" শৌক্রব্রাহ্মণ-জন্ম-লাভ ঘটিলেও স্মৃতিকথিত পঙ্‌ক্তি-দূষক 'অপসদাখ্য' বিপ্রকে শ্রাদ্ধপাত্র দিবে না। এক্ষেত্রে শুদ্ধ-বিপ্রের প্রাপ্য শ্রাদ্ধপাত্র দৈক্ষবিপ্র হরিদাসকে প্রদত্ত হইয়াছে। ম্লেচ্ছ-কুলোদ্ভূত হইলেও 'হরিজন' বলিয়া তাঁহার অধিকার আছে।

হরিদাসের নির্য্যাণ-বর্ণন, হরিদাসের ভক্ত ও ভগবানের চরণ-বন্দন ঃ—

হরিদাসের আগে আসি' দিলা দরশন।
হরিদাস বন্দিলা প্রভুর আর বৈষ্ণব-চরণ ॥ ৪৬ ॥

প্রভুকর্ত্তৃক হরিদাসের কুশল-জিজ্ঞাসা ; হরিদাসের গোলোকগমনোদ্‌যোগ ঃ—

প্রভু কহে,—"হরিদাস, কহ সমাচার।"
হরিদাস কহে,—"প্রভু, যে-আজ্ঞা তোমার ॥" ৪৭ ॥

হরিদাস-কুটীর-সম্মুখে ভক্তগণসহ প্রভুর মহাকীর্ত্তনারম্ভ ঃ—

অঙ্গনে আরম্ভিলা প্রভু মহাসঙ্কীর্ত্তন।
বক্রেশ্বর-পণ্ডিত তাঁহা করেন নর্ত্তন ॥ ৪৮ ॥
স্বরূপ-গোসাঞি আদি যত প্রভুর গণ।
হরিদাসে বেড়ি' করে নাম-সঙ্কীর্ত্তন ॥ ৪৯ ॥

সকলের সম্মুখে প্রভুর মহানন্দে ভক্তহরিদাসের গুণবর্ণন ঃ—

রামানন্দ, সার্ব্বভৌম, সবার অগ্রেতে।
হরিদাসের গুণ প্রভু লাগিলা কহিতে ॥ ৫০ ॥
হরিদাসের গুণ কহিতে হইলা পঞ্চমুখ।
কহিতে কহিতে প্রভুর বাড়ে মহাসুখ ॥ ৫১ ॥

সকল ভক্তের বিস্ময় ও হরিদাসের পদ-বন্দন ঃ—

হরিদাসের গুণে সবার বিস্মিত হয় মন।
সর্ব্বভক্ত বন্দে হরিদাসের চরণ ॥ ৫২ ॥

নিজ-সম্মুখে প্রভুকে দর্শন ও প্রভুর নাম-কীর্ত্তনমুখে ঠাকুরের নির্য্যাণ বা উৎক্রান্তি ঃ—

হরিদাস নিজাগ্রেতে প্রভুরে বসাইলা।
নিজ-নেত্র—দুই ভৃঙ্গ—মুখপদ্মে দিলা ॥ ৫৩ ॥
স্ব-হৃদয়ে আনি' ধরি' প্রভুর চরণ।
সর্ব্বভক্ত-পদরেণু মস্তক-ভূষণ ॥ ৫৪ ॥
'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু' বলেন বার বার।
প্রভুমুখ-মাধুরী পিয়ে, নেত্রে জলধার ॥ ৫৫ ॥
'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য'-শব্দ করিতে উচ্চারণ।
নামের সহিত প্রাণ করিলা উৎক্রামণ ॥ ৫৬ ॥

সকলের দ্বাপরযুগের ভীষ্মের ইচ্ছা-মৃত্যু-স্মরণ ঃ—

মহাযোগেশ্বর-প্রায় স্বচ্ছন্দে মরণ।
'ভীষ্মের নির্য্যাণ' সবার হইল স্মরণ ॥ ৫৭ ॥

মহাকীর্ত্তন-কোলাহল, প্রভুর প্রেমবিহ্বলতা ঃ—

'হরি' 'কৃষ্ণ'-শব্দে সবে করে কোলাহল।
প্রেমানন্দে মহাপ্রভু হইলা বিহ্বল ॥ ৫৮ ॥

অঙ্কে হরিদাসের অপ্রাকৃত দেহ লইয়া প্রভুর নৃত্য ঃ—

হরিদাসের তনু প্রভু কোলে উঠাঞা।
অঙ্গনে নাচেন প্রভু প্রেমাবিষ্ট হঞা ॥ ৫৯ ॥

সকলের প্রেমাবেশে কীর্ত্তন ও নর্ত্তন ঃ—

প্রভুর আবেশে অবশ সর্ব্বভক্তগণ।
প্রেমাবেশে সবে নাচে, করেন কীর্ত্তন ॥ ৬০ ॥
এইমতে নৃত্য প্রভু কৈলা কতক্ষণ।
স্বরূপ-গোসাঞি প্রভুরে কৈলা নিবেদন ॥ ৬১ ॥

ভক্তগণসহ প্রভুর কীর্ত্তনমুখে ঠাকুর হরিদাসকে সমুদ্রে আনয়ন ঃ—

হরিদাস-ঠাকুরে তবে বিমানে চড়াঞা।
সমুদ্রে লঞা গেলা কীর্ত্তন করিয়া ॥ ৬২ ॥
আগে মহাপ্রভু চলেন নৃত্য করিতে করিতে।
পাছে নৃত্য করে বক্রেশ্বর ভক্তগণ-সাথে ॥ ৬৩ ॥

হরিদাসকে সমুদ্রে স্নপন, তদবধি তৎস্পর্শে সমুদ্রের 'মহাতীর্থ'ত্ব ঃ—

হরিদাসে সমুদ্র-জলে স্নান করাইলা।
প্রভু কহে,—"সমুদ্র এই 'মহাতীর্থ' হইলা ॥" ৬৪ ॥

ভক্তগণকর্ত্তৃক অপ্রাকৃত-বপু হরিদাসের পাদোদক-পান ঃ—

হরিদাসের পাদোদক পিয়ে ভক্তগণ।
হরিদাসের অঙ্গে দিলা প্রসাদ-চন্দন ॥ ৬৫ ॥

কীর্ত্তনমুখে সমাধি-প্রদান-রীতি ঃ—

ডোর, কড়ার, প্রসাদ, বস্ত্র অঙ্গে দিলা।
বালুকার গর্ত্ত করি' তাহে শোয়াইলা ॥ ৬৬ ॥

ভক্তগণের কীর্ত্তন ও নর্ত্তন ঃ—

চারিদিকে ভক্তগণ করেন কীর্ত্তন।
বক্রেশ্বর-পণ্ডিত করেন আনন্দে নর্ত্তন ॥ ৬৭ ॥

প্রভুর শ্রীহস্তে ঠাকুরকে সমাধিস্থকরণ ঃ—

'হরিবোল' 'হরিবোল' বলেন গৌররায়।
আপনি শ্রীহস্তে বালু দিলা তাঁর গায় ॥ ৬৮ ॥

সমাধিপীঠ নির্ম্মাণ ঃ—

তাঁরে বালু দিয়া উপরে পিণ্ডা বাঁধাইলা।
চৌদিকে পিণ্ডের মহা-আবরণ কৈলা ॥ ৬৯ ॥

ভক্তগণসহ কীর্ত্তন-নর্ত্তনান্তে সমুদ্রস্নানান্তে সমাধিপীঠ-প্রদক্ষিণপূর্ব্বক মন্দিরে আগমন ঃ—

তবে মহাপ্রভু কৈলা কীর্ত্তন, নর্ত্তন।
হরিধ্বনি-কোলাহলে ভরিল ভুবন ॥ ৭০ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৫৬। উৎক্রামণ—বাহির, নির্গমন।

অনুভাষ্য

৫৭। ভীষ্মের নির্য্যাণ—ভাঃ ১।৯।২৯-৪৩ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

৬৬। ডোর—শ্রীজগন্নাথের প্রসাদী পট্টডোরী ; কড়ার—প্রসাদী চন্দন।

তবে মহাপ্রভু সব ভক্তগণ-সঙ্গে ।
সমুদ্রে করিলা স্নান জলকেলি রঙ্গে ॥ ৭১ ॥
হরিদাসে প্রদক্ষিণ করি' আইল সিংহদ্বারে ।
হরিকীর্ত্তন-কোলাহল সকল নগরে ॥ ৭২ ॥

হরিদাসের বিরহ-মহোৎসবার্থ সিংহদ্বারে বিপণিকারের নিকট স্বয়ং প্রভুর প্রসাদ-ভিক্ষা ঃ—

সিংহদ্বারে আসি' প্রভু পসারির ঠাঁই ।
আঁচল পাতিয়া প্রসাদ মাগিলা তথাই ॥ ৭৩ ॥
"হরিদাস-ঠাকুরের মহোৎসবের তরে ।
প্রসাদ মাগিয়ে ভিক্ষা দেহ ত' আমারে ॥" ৭৪ ॥

বিপণিকারগণের সমস্ত প্রসাদ দিতে ইচ্ছা ঃ—

শুনিয়া পসারি সব চাঙ্গড়া উঠাঞা ।
প্রসাদ দিতে আসে তারা আনন্দিত হঞা ॥ ৭৫ ॥

স্বরূপের তাহাদিগকে নিষেধ ঃ—

স্বরূপ-গোসাঞি পসারিকে নিষেধিল ।
চাঙ্গড়া লঞা পসারি পসারে বসিল ॥ ৭৬ ॥

প্রভুকে গৃহে পাঠাইয়া স্বয়ং স্বরূপের মহোৎসব-কার্য্যভার স্বহস্তে গ্রহণ ঃ—

স্বরূপ-গোসাঞি প্রভুরে ঘর পাঠাইলা ।
চারি বৈষ্ণব, চারি পিছাড়া সঙ্গে রাখিলা ॥ ৭৭ ॥
স্বরূপ-গোসাঞি কহিলেন সব পসারিরে ।
"এক এক দ্রব্যের এক এক পুঞ্জা দেহ' মোরে ॥"৭৮ ॥

প্রচুর প্রসাদ-সংগ্রহ ঃ—

এইমতে নানাপ্রসাদ বোঝা বান্ধাঞা ।
লঞা আইলা চারি-জনের মস্তকে চড়াঞা ॥ ৭৯ ॥

বাণীনাথ ও কাশীমিশ্রের প্রসাদ-সংগ্রহ ঃ—

বাণীনাথ-পট্টনায়ক প্রসাদ আনিলা ।
কাশীমিশ্র অনেক প্রসাদ পাঠাইলা ॥ ৮০ ॥

বিরহ-মহোৎসবে বৈষ্ণবগণকে প্রভুর শ্রীহস্তে প্রচুর প্রসাদ পরিবেশন ঃ—

সব বৈষ্ণবে প্রভু বসাইলা সারি সারি ।
আপনে পরিবেশে প্রভু লঞা জনা চারি ॥ ৮১ ॥
মহাপ্রভুর শ্রীহস্তে অল্প না আইসে ।
এক এক পাতে পঞ্চজনার ভক্ষ্য পরিবেশে ॥ ৮২ ॥

প্রভুকে বিরত করিয়া স্বরূপের ভক্তত্রয়সহ পরিবেশন ঃ—

স্বরূপ কহে,—"প্রভু, বসি' করহ দর্শন ।
আমি ইঁহা-সবা লঞা করি পরিবেশন ॥" ৮৩ ॥
স্বরূপ, জগদানন্দ, কাশীশ্বর, শঙ্কর ।
চারিজন পরিবেশন করে নিরন্তর ॥ ৮৪ ॥

ভক্তগণের প্রভুর ভোজনাপেক্ষা, প্রভুকে কাশীমিশ্রের প্রসাদ-ভিক্ষা-দান ঃ—

প্রভু না খাইলে কেহ না করে ভোজন ।
প্রভুরে সে দিনে কাশীমিশ্রের নিমন্ত্রণ ॥ ৮৫ ॥
আপনে কাশীমিশ্র আইলা প্রসাদ লঞা ।
প্রভুরে ভিক্ষা করাইলা আগ্রহ করিয়া ॥ ৮৬ ॥

সন্ন্যাসিগণসহ প্রভুর প্রসাদ-সম্মান ঃ—

পুরী-ভারতীর সঙ্গে প্রভু ভিক্ষা কৈলা ।
সকল বৈষ্ণব তবে ভোজন করিলা ॥ ৮৭ ॥

সকল ভক্তের আকণ্ঠভোজন-সম্পাদন ঃ—

আকণ্ঠ পূরাঞা সবায় করাইলা ভোজন ।
দেহ' দেহ' বলি' প্রভু বলেন বচন ॥ ৮৮ ॥

সকলের আচমনান্তে প্রভুদত্ত মাল্যচন্দন-পরিধান ঃ—

ভোজন করিয়া সবে কৈলা আচমন ।
সবারে পরাইলা প্রভু মাল্য-চন্দন ॥ ৮৯ ॥

প্রেমাবেশে প্রভুর ভক্তগণকে বরদান ঃ—

প্রেমাবিষ্ট হঞা প্রভু করেন বর-দান ।
শুনি' ভক্তগণের জুড়ায় মনস্কাম ॥ ৯০ ॥

হরিদাসের বিরহোৎসবে যে কোনপ্রকারে যোগদান-কারীরই কৃষ্ণপ্রাপ্তি-বরলাভ ঃ—

"হরিদাসের বিজয়োৎসব যে কৈল দর্শন ।
যে ইঁহা নৃত্য কৈল, যে কৈল কীর্ত্তন ॥ ৯১ ॥
যে তাঁরে বালুকা দিতে করিল গমন ।
তার মধ্যে মহোৎসবে যে কৈল ভোজন ॥ ৯২ ॥
অচিরে সবাকার হবে 'কৃষ্ণপ্রাপ্তি' ।
হরিদাস-দরশনে হয় ঐছে 'শক্তি' ॥ ৯৩ ॥

প্রিয়ভক্তবিরহে ভগবানের বিলাপোক্তি ঃ—

কৃপা করি' কৃষ্ণ মোরে দিয়াছিলা সঙ্গ ।
স্বতন্ত্র কৃষ্ণের ইচ্ছা,—কৈলা সঙ্গ-ভঙ্গ ॥ ৯৪ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৭৭। পিছাড়া—পশ্চাদ্গামী লোক (মতান্তরে 'ঝুড়ি' বা 'ঝোলা'—৭৯সংখ্যা দ্রষ্টব্য)।

৭৮। পুঞ্জা—চারি চারি করিয়া এক ভাগ।

অনুভাষ্য

৭৫। চাঙ্গড়া—বড় ঝুড়ি।

৯১। বিজয়োৎসব—বিরহ-মহোৎসব।

হরিদাসের ইচ্ছা যবে হইল চলিতে ।
আমার শকতি তাঁরে নারিল রাখিতে ॥ ৯৫ ॥
ইচ্ছামাত্রে কৈলা নিজপ্রাণ নিষ্ক্রামণ ।
পূর্ব্বে যেন শুনিয়াছি ভীষ্মের মরণ ॥ ৯৬ ॥

ঠাকুর হরিদাসের গুণ-বর্ণন ঃ—

হরিদাস আছিল পৃথিবীর 'শিরোমণি' ।
তাহা বিনা রত্ন-শূন্যা হইল মেদিনী ॥ ৯৭ ॥

হরিদাসের জয়ধ্বনি ও প্রভুর নৃত্য ঃ—

'জয় জয় হরিদাস' বলি' কর হরিধ্বনি ।"
এত বলি' মহাপ্রভু নাচেন আপনি ॥ ৯৮ ॥
সবে গায়,—"জয় জয় জয় হরিদাস ।
নামের মহিমা যেঁহ করিলা প্রকাশ ॥" ৯৯ ॥

ভক্তগণকে বিদায়দান এবং ভক্তের বিরহ ও বিজয়ৈশ্বর্য্য-দর্শনে হর্ষবিষাদসহ প্রভুর বিশ্রাম ঃ—

তবে মহাপ্রভু সব ভক্তে বিদায় দিলা ।
হর্ষ-বিষাদে প্রভু বিশ্রাম করিলা ॥ ১০০ ॥

ভক্তশ্রেষ্ঠ নামাচার্য্য হরিদাসের তিরোভাব-বৃত্তান্ত শ্রবণে কৃষ্ণভক্তিলাভ ঃ—

এই ত' কহিলুঁ হরিদাসের বিজয় ।
যাহার শ্রবণে কৃষ্ণে দৃঢ়ভক্তি হয় ॥ ১০১ ॥

ভক্তবাঞ্ছা-পূরক ভক্তবৎসল গৌর-ভগবান্ ঃ—

চৈতন্যের ভক্তবাৎসল্য ইহাতেই জানি ।
ভক্তবাঞ্ছা পূর্ণ কৈলা ন্যাসি-শিরোমণি ॥ ১০২ ॥

গোলোকগমনকালে হরিদাসকে সাক্ষাৎ কৃপা দান ঃ—

শেষকালে দিলা তাঁরে দর্শন-স্পর্শন ।
তাঁরে কোলে করি' কৈলা আপনে নর্ত্তন ॥ ১০৩ ॥
আপনে শ্রীহস্তে কৃপায় তাঁরে বালু দিলা ।
আপনে প্রসাদ মাগি' মহোৎসব কৈলা ॥ ১০৪ ॥

মহাভাগবত বিদ্বৎসন্ন্যাসী পরমহংসবর ঠাকুর-হরিদাস ঃ—

মহাভাগবত হরিদাস—পরম-বিদ্বান্ ।
এ সৌভাগ্য লাগি' আগে করিলা প্রয়াণ ॥ ১০৫ ॥

চৈতন্যচরিতসিন্ধুর বিন্দুও হৃৎকর্ণরসায়ন ঃ—

চৈতন্যচরিত্র এই—অমৃতের সিন্ধু ।
কর্ণ-মন তৃপ্ত করে যার একবিন্দু ॥ ১০৬ ॥

মায়া পার হইয়া কৃষ্ণসেবনেচ্ছুর চৈতন্যচরিতশ্রবণ-কর্ত্তব্যতা ঃ—

ভবসিন্ধু তরিবারে আছে যার চিত্ত ।
শ্রদ্ধা করি' শুন সেই চৈতন্যচরিত্র ॥ ১০৭ ॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ১০৮ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে শ্রীহরিদাস-নির্যাণ-বর্ণনং নাম একাদশঃ পরিচ্ছেদঃ।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১০১। হরিদাসের বিজয়—শ্রীপুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে টোটা-গোপীনাথ হইতে সমুদ্রতীরে গেলে সমুদ্রের উপরেই ঠাকুর হরিদাসের সমাধি এখনও বর্ত্তমান। প্রতিবৎসর 'অনন্তচতুর্দ্দশী'-দিবসে ঠাকুর হরিদাসের বিজয়োৎসব হইয়া থাকে।

ইতি অমৃতপ্রবাহ-ভাষ্যে একাদশ পরিচ্ছেদ।

অনুভাষ্য

১০৩-১০৪। হরিদাস-ঠাকুরের সমাধি-ক্ষেত্রে কিঞ্চিদধিক একশত বর্ষপূর্ব্বে শ্রীগৌর, নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতের মূর্ত্তিত্রয়ের সেবা স্থাপিত হইয়াছে। কেন্দ্রাপাড়ার 'ভ্রমরবর'-নামক জনৈক উৎকলবাসী ভক্তের আনুকূল্যে পুরীর স্বর্গদ্বারে স্থায়ী শ্রীমন্দির গঠিত হয়। এই সেবা—টোটা-গোপীনাথের সেবায়েত গোস্বামি-গণের পর্য্যবেক্ষণাধীন ছিল। এক্ষণে ঐ সম্পত্তি বিক্রীত হইয়া অন্যের হস্তগত হইয়াছে এবং তাঁহারাই সেবা চালাইতেছেন। হরিদাসের সমাধিবাটীর সন্নিহিত-প্রদেশে শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর স্বীয় ভজন-স্থান 'ভক্তিকুটী' নির্ম্মাণ করেন। বঙ্গাব্দ ১৩২৯ সালে ঐ ভক্তিকুটীতে শ্রীপুরুষোত্তম মঠ সংস্থাপিত হইয়াছেন। ভক্তি-রত্নাকরে তৃতীয় তরঙ্গে—"শ্রীনিবাস শীঘ্র সমুদ্রের কূলে গেলা। হরিদাস-ঠাকুরের সমাধি দেখিলা ।। ভূমিতে পড়িয়া কৈলা প্রণতি বিস্তর। ভাগবতগণ শ্রীসমাধি-সন্নিধানে। শ্রীনিবাসে স্থির কৈলা সস্নেহ-বচনে।। পুনঃ শ্রীনিবাস শ্রীসমাধি প্রণমিয়া । যে বিলাপ কৈলা, তা শুনিতে দ্রবে হিয়া।।"

১০৫। পরম বিদ্বান্—যাহাদ্বারা অবিদ্যারূপ সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া অপ্রাকৃত অক্ষর বস্তু বিষ্ণু, অচ্যুত বা অধোক্ষজ-বিষয়ক অভিজ্ঞতা লাভ হয়, তাহাই 'বিদ্যা'। হরিদাস ঠাকুর সর্ব্বোত্তমা কৃষ্ণবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন, কেননা, তিনি বিদ্যাবধূ-জীবন শ্রীহরিনামসঙ্কীর্ত্তনের আচার্য্য ও প্রচারকরূপে অবতীর্ণ ; বিশেষতঃ "ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নব-লক্ষণা। ক্রিয়েত ভগবত্যদ্ধা তন্মন্যেঽধীতমুত্তমম্।।" এই (ভাঃ ৭।৫।২০) ভাগবত-বাক্যে কৃষ্ণের নববিধা ভক্তির মধ্যে সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠাঙ্গ কীর্ত্তনানুশীলনকারীকেই 'সর্ব্বশাস্ত্রাধীতী' বলিয়া জানা যায়।

ইতি অনুভাষ্যে একাদশ পরিচ্ছেদ।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

কথাসার—মহাপ্রভুর রাত্রে প্রেমবিকার এবং দিবসেও তাহার আলোচনা চলিতে লাগিল। এদিকে (ভক্তগণের সহিত) গৌড়দেশ হইতে শিবানন্দ-সেন তাঁহার পত্নী ও পুত্রত্রয়কে লইয়া যাত্রা করিলেন। পথে নিত্যানন্দপ্রভুর বাসা পাইতে বিলম্ব হওয়ায় তিনি শিবানন্দের প্রতি প্রেমকোপ দেখাইয়া লাথি মারিয়াছিলেন। শিবানন্দ তাহাতে কৃতার্থ হইলেও তাঁহার ভাগিনেয় শ্রীকান্ত-সেন দুঃখিত হইয়া অগ্রেই মহাপ্রভুর নিকট চলিয়া গেলেন। সেই বৎসর পরমেশ্বরদাস-মোদক সপরিবারে মহাপ্রভু-দর্শনে গিয়াছিলেন। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় ভক্তগণ মহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণ করিলেন। তাহাদের বিদায়কালে মহাপ্রভু অনেক বিনয়বাক্য প্রকাশ করিলেন। পূর্ব্ববর্ষে জগদানন্দ-পণ্ডিত শ্রীশচী-মাতার জন্য প্রসাদবস্ত্রের সহিত প্রেরিত হইয়াছিলেন। তিনি শিবানন্দের গৃহ হইতে 'চন্দনাদি' নামক সুগন্ধি-তৈল এক কলসী প্রস্তুত করিয়া আনিয়া মহাপ্রভুর মস্তকে দিবার জন্য গোবিন্দকে প্রার্থনা করিয়াছিলেন। মহাপ্রভু সেই তৈল অঙ্গীকার না করায়, জগদানন্দ সেই তৈল-সহিত কলসী ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া দুইদিবস উপবাস করিলেন। মহাপ্রভু তাঁহাকে শীতল করিবার জন্য তাঁহার নিকট ভিক্ষা প্রার্থনা করায়, জগদানন্দ পণ্ডিত অন্নব্যঞ্জন পাক করত মহাপ্রভুকে সেবা করাইয়া প্রসাদাদি লইলেন। (অঃ প্রঃ ভাঃ)

ভক্তগণকে সর্ব্বদা চৈতন্যচরিতামৃত শ্রবণ, কীর্ত্তন
ও স্মরণার্থ অনুরোধ ঃ—

শ্রূয়তাং শ্রূয়তাং নিত্যং গীয়তাং গীয়তাং মুদা ।
চিন্ত্যতাং চিন্ত্যতাং ভক্তাশ্চৈতন্যচরিতামৃতম্ ॥ ১ ॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় দয়াময় ।
জয় জয় নিত্যানন্দ কৃপাসিন্ধু জয় ॥ ২ ॥

জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় করুণা সাগর ।
জয় গৌরভক্তগণ কৃপা-পূর্ণান্তর ॥ ৩ ॥

প্রভুর কৃষ্ণবিরহ-স্ফূর্ত্তি ঃ—

অতঃপর মহাপ্রভু বিষণ্ণ-অন্তর ।
কৃষ্ণের বিয়োগ-দশা স্ফুরে নিরন্তর ॥ ৪ ॥

প্রভুর কৃষ্ণসঙ্গ-ব্যাকুলতা ঃ—

"হা হা কৃষ্ণ প্রাণনাথ ব্রজেন্দ্রনন্দন!
কাঁহা যাঙ, কাঁহা পাঙ মুরলীবদন!!" ৫ ॥

দিবারাত্রি কৃষ্ণবিরহজ্বালা ঃ—

রাত্রিদিন এই দশা, স্বস্তি নাহি মনে ।
কষ্টে রাত্রি গোঙায় স্বরূপ-রামানন্দ-সনে ॥ ৬ ॥

প্রতিবর্ষের ন্যায় গৌড়ীয়ভক্তগণের প্রভুদর্শনার্থ
পুরী-গমনোদ্‌যোগ ঃ—

এথা গৌড়দেশে প্রভুর যত ভক্তগণ ।
প্রভু দেখিবারে সবে করিলা গমন ॥ ৭ ॥

সকল ভক্তের নবদ্বীপে আগমন ঃ—

শিবানন্দ-সেন আর আচার্য্য-গোসাঞি ।
নবদ্বীপে সব ভক্ত হৈলা একঠাঞি ॥ ৮ ॥

কুলীনগ্রামবাসী আর যত খণ্ডবাসী ।
একত্র মিলিলা সব নবদ্বীপে আসি' ॥ ৯ ॥

প্রভুর নিষেধসত্ত্বেও নিত্যানন্দের যাত্রা ঃ—

নিত্যানন্দ-প্রভুরে যদ্যপি আজ্ঞা নাই ।
তথাপি দেখিতে চলেন চৈতন্য-গোসাঞি ॥ ১০ ॥

সপরিবার গৌরভক্ত গৃহস্থগণের যাত্রা ঃ—

শ্রীবাসাদি চারি ভাই, সঙ্গেতে মালিনী ।
আচার্য্যরত্নের সঙ্গে তাঁহার গৃহিণী ॥ ১১ ॥

শিবানন্দ-পত্নী চলে তিন-পুত্র লঞা ।
রাঘবপণ্ডিত চলে ঝালি সাজাঞা ॥ ১২ ॥

দত্ত, গুপ্ত, বিদ্যানিধি, আর যত জন ।
দুই-তিন শত ভক্ত করিলা গমন ॥ ১৩ ॥

শচীকে প্রণামপূর্ব্বক কীর্ত্তনমুখে সকলের যাত্রা ঃ—

শচীমাতা দেখি' সবে তাঁর আজ্ঞা লঞা ।
আনন্দে চলিলা কৃষ্ণকীর্ত্তন করিয়া ॥ ১৪ ॥

সম্পন্ন শিবানন্দের পথকর-প্রদান ও ভক্তগণের
পরিচালনপূর্ব্বক ভক্তগণেরই সেবা ঃ—

শিবানন্দ-সেন করে ঘাটী-সমাধান ।
সবারে পালন করি' সুখে লঞা যান ॥ ১৫ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১। হে ভক্তগণ, এই চৈতন্যচরিতামৃত নিত্য শ্রবণ কর, গান কর এবং আনন্দে চিন্তা কর।

অনুভাষ্য

১। হে ভক্তাঃ, মুদা (আনন্দেন) চৈতন্যচরিতামৃতং নিত্যং (পুনঃ পুনঃ) শ্রূয়তাং শ্রূয়তাং, (পুনঃ পুনঃ) গীয়তাং গীয়তাং, (পুনঃ পুনঃ) চিন্ত্যতাং, চিন্ত্যতাম্।

৬। পাঠান্তরে—'স্বাস্থ্য নাহি মানে।'

১০। অন্ত্য, ১০ম পঃ ৫-৮ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

শিবানন্দের উড়িষ্যা-পথাভিজ্ঞতা ঃ—

সবার সব কার্য্য করেন, দেন বাসস্থান ।
শিবানন্দ জানে উড়িয়া-পথের সন্ধান ॥ ১৬ ॥
একদিন সবলোক ঘাটীতে রাখিলা ।
সবা ছাড়াঞা শিবানন্দ একেলা রহিলা ॥ ১৭ ॥
সবে গিয়া রহিলা গ্রাম-ভিতর বৃক্ষতলে ।
শিবানন্দ বিনা বাসস্থান নাহি মিলে ॥ ১৮ ॥

নিত্যানন্দের অপ্রাকৃত ব্রজ-গোপবালকবেশে ক্ষুন্নিবৃত্তির অভাবে শিবানন্দকে কৃত্রিম রোষাভাস-প্রদর্শন ঃ—

নিত্যানন্দপ্রভু ভোকে ব্যাকুল হঞা ।
শিবানন্দে গালি পাড়ে বাসা না পাঞা ॥ ১৯ ॥
"তিন পুত্র মরুক শিবার, এখন না আইল ।
ভোকে মরি' গেনু, মোরে বাসা না দেওয়াইল ॥" ২০ ॥

নিত্যানন্দশাপ-শ্রবণে শিবানন্দপত্নীর ক্রন্দন ও শিবানন্দকে শাপবৃত্তান্ত-বর্ণন ঃ—

শুনি' শিবানন্দের পত্নী কান্দিতে লাগিলা ।
হেনকালে শিবানন্দ ঘাটী হৈতে আইলা ॥ ২১ ॥
শিবানন্দের পত্নী তাঁরে কহেন কান্দিয়া ।
"পুত্রে শাপ দিছেন গোসাঞি বাসা না পাঞা ॥" ২২ ॥

পত্নীকে শিবানন্দের আশ্বাসন ঃ—

তেঁহো কহে,—"বাউলি, কেনে মরিস্ কান্দিয়া ?
মরুক আমার তিন পুত্র তাঁর বালাই লঞা ॥" ২৩ ॥

শিবানন্দের নিত্যানন্দ-পদাঘাত-সৌভাগ্যপ্রাপ্তি ঃ—

এত বলি' প্রভু-পাশে গেলা শিবানন্দ ।
উঠি' তাঁরে লাথি মাইলা প্রভু-নিত্যানন্দ ॥ ২৪ ॥
আনন্দিত হৈলা শিবাই পাদপ্রহার পাঞা ।
শীঘ্র বাসা-ঘর কৈলা গৌড়-ঘরে গিয়া ॥ ২৫ ॥

নিত্যানন্দকে নির্ব্বাচিত গৃহে আনয়নপূর্ব্বক স্তুতি ঃ—

চরণে ধরিয়া প্রভুরে বাসায় লঞা গেলা ।
বাসা দিয়া হৃষ্ট হঞা কহিতে লাগিলা ॥ ২৬ ॥

নিজজন-জ্ঞানেই সেবকের প্রতি প্রভুর ভর্ৎসনা —

"আজি মোরে ভৃত্য করি' অঙ্গীকার কৈলা ।
যেমন অপরাধ ভৃত্যের, যোগ্য ফল দিলা ॥ ২৭ ॥

ঈশ্বরপ্রদত্ত শাস্তি বা দুঃখই প্রচ্ছন্ন পরমকৃপা ও সুখ ঃ—

'শাস্তি'-ছলে কৃপা কর,—এ তোমার 'করুণা' ।
ত্রিজগতে তোমার চরিত্র বুঝে কোন্ জনা ?? ২৮ ॥

সাক্ষাৎ সর্ব্বেশ্বরেশ্বর নিত্যানন্দ-পদধূলি-লাভেই পুরুষার্থ কৃষ্ণভক্তিলাভ ঃ—

ব্রহ্মার দুর্ল্লভ তোমার শ্রীচরণ-রেণু ।
হেন-চরণ স্পর্শ পাইল মোর অধম তনু ॥ ২৯ ॥
আজি মোর সফল হৈল জন্ম, কুল, ধর্ম্ম ।
আজি পাইনু কৃষ্ণভক্তি, অর্থ, কাম, ধর্ম্ম ॥" ৩০ ॥

স্ব-স্তুতি-শ্রবণে প্রভুর আনন্দ ঃ—

শুনি' নিত্যানন্দপ্রভুর আনন্দিত মন ।
উঠি' শিবানন্দে কৈলা প্রেম-আলিঙ্গন ॥ ৩১ ॥
আনন্দিত শিবানন্দ করে সমাধান ।
আচার্য্যাদি-বৈষ্ণবেরে দিলা বাসস্থান ॥ ৩২ ॥

নিত্যানন্দের (গুরুর) ক্রোধাভাসই প্রচ্ছন্ন পরম-কৃপা ও নিত্যকল্যাণসূচক ঃ—

নিত্যানন্দপ্রভুর সব চরিত্র—'বিপরীত' ।
ক্রুদ্ধ হঞা লাথি মারি' করে তার হিত ॥ ৩৩ ॥

শ্রীকান্ত-সেনের বৃত্তান্ত-বর্ণন ঃ—

শিবানন্দের ভাগিনা,—শ্রীকান্ত-সেন নাম ।
মামার অগোচরে কহে করি' অভিমান ॥ ৩৪ ॥

মাতুলের নিত্যানন্দ-পদাঘাত-দর্শনে বিষণ্ণ হইয়া একাকী পুরীতে গিয়া প্রভুদর্শন ঃ—

"চৈতন্যের পারিষদ মোর মাতুলের খ্যাতি ।
'ঠাকুরালি' করেন গোসাঞি, তাঁরে মারে লাথি ॥"৩৫॥
এত বলি' শ্রীকান্ত-বালক আগে চলি' যান ।
সঙ্গ ছাড়ি' আগে গেলা মহাপ্রভুর স্থান ॥ ৩৬ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৯। ভোকে—ক্ষুধা।

অনুভাষ্য

১৫। ঘাটী-সমাধান—জমিদারের মহালের মধ্যে যাত্রী বা পথিকগণ গমনাগমন করিলে, কর আদায় হইত। পূর্ব্বকালে পথকর প্রভৃতি আদায় না হওয়ায়, রাস্তাঘাটের মালিকগণ এই কর পাইতেন। শিবানন্দ-সেন জগন্নাথ-যাত্রিগণের প্রদেয় পথকর স্থানে-স্থানে ঘাটোয়ালগণের নিকট সরবরাহ করিতেন।

১৬। উড়িয়া-পথের—উড়িষ্যায় যাইবার পথের।

অনুভাষ্য

১৭। ঘাটোয়ালগণ অত্যাচার করিয়া যাত্রিগণের নিকট হইতে অধিক মাশুল আদায় করিত এবং তাহাদের প্রাপ্য হইতে অতিরিক্ত আদায় করিবার জন্য যাত্রিগণকে ঘাটীতে আটকাইয়া রাখিত। শিবানন্দ সকলযাত্রীর পক্ষে স্বয়ং 'জামিন' হইয়া তাহাদিগকে ছাড়াইয়া দিলেন।

২৩। 'বাউলী'—'বাতুলী' বা 'পাগলী' ; পাঠান্তরে, বাউনী,—ব্রাহ্মণী ; শৌক্র-ব্রাহ্মণ না হইলেও তৎকালে ভদ্রমহিলাবর্গকে তাদৃশ সম্ভাষণ বিহিত ছিল।

শ্রীকান্তকে গোবিন্দকর্ত্তৃক ভগবদ্বিগ্রহ-বিষয়ে মর্য্যাদা-বিধির উপদেশ ঃ—

পেটাঙ্গি-গায় করে দণ্ডবৎ-নমস্কার ।
গোবিন্দ কহে,—"শ্রীকান্ত, আগে পেটাঙ্গি উতার ॥"৩৭॥

অন্তর্য্যামী প্রভুর শ্রীকান্তের মনোভাব-জ্ঞাপন ঃ—

প্রভু কহে,—"শ্রীকান্ত আসিয়াছে পাঞা মনোদুঃখ ।
কিছু না বলিহ, করুক, যাতে ইহার সুখ ॥" ৩৮ ॥

প্রভুর গৌড়ীয়-ভক্তগণের সংবাদ-জিজ্ঞাসা ও উত্তর ঃ—

বৈষ্ণবের সমাচার গোসাঞি পুছিলা ।
একে একে সবার নাম শ্রীকান্ত জানাইলা ॥ ৩৯ ॥
'দুঃখ পাঞা আসিয়াছে'—এই প্রভুর বাক্য শুনি' ।
জানিলা 'সর্ব্বজ্ঞ প্রভু'—এত অনুমানি' ॥ ৪০ ॥

স্বীয় মনোভাব-জ্ঞাতা প্রভুকে অন্তর্যামি-জ্ঞানে পদাঘাত-সংবাদ-গোপন ঃ—

শিবানন্দে লাথি মারিলা,—ইহা না কহিলা ।
এথা সব বৈষ্ণবগণ আসিয়া মিলিলা ॥ ৪১ ॥

গৌড়ীয়গণের আগমন ও নারীগণের দূর হইতে প্রভুদর্শন ঃ—

পূর্ব্ববৎ প্রভু কৈলা সবার মিলন ।
স্ত্রী-সব দূর হইতে কৈলা প্রভুর দরশন ॥ ৪২ ॥

সকলকে গৃহাদি-প্রদান ঃ—

বাসাঘর পূর্ব্ববৎ সবারে দেওয়াইলা ।
মহাপ্রসাদ-ভোজনে সবারে বোলাইলা ॥ ৪৩ ॥

সপুত্রক শিবানন্দকে প্রভুর কৃপা ঃ—

শিবানন্দ তিনপুত্রে গোসাঞিরে মিলাইলা ।
শিবানন্দ-সম্বন্ধে সবায় বহুকৃপা কৈলা ॥ ৪৪ ॥

প্রশ্নোত্তরে কনিষ্ঠপুত্রের পরমানন্দপুরী-দাস নাম-শ্রবণ ঃ—

ছোটপুত্রে দেখি' প্রভু নাম পুছিলা ।
'পরমানন্দদাস'-নাম সেন জানাইলা ॥ ৪৫ ॥

পরমানন্দপুরী-দাস-নামের আদিকারণ-বৃত্তান্ত-বর্ণন ; প্রভুর আজ্ঞায় নামকরণ ঃ—

পূর্ব্বে যবে শিবানন্দ প্রভুস্থানে আইলা ।
তবে মহাপ্রভু তাঁরে কহিতে লাগিলা ॥ ৪৬ ॥
"এবার তোমার যেই হইবে কুমার ।
'পুরীদাস' বলি' নাম ধরিহ তাহার ॥" ৪৭ ॥
তবে মায়ের গর্ভে হয় সেই ত' কুমার ।
শিবানন্দ ঘরে গেলে, জন্ম হৈল তার ॥ ৪৮ ॥
প্রভু-আজ্ঞায় ধরিলা নাম—'পরমানন্দ-দাস' ।
'পুরীদাস' করি' প্রভু করেন উপহাস ॥ ৪৯ ॥

পরমানন্দ (পুরী)-দাসের প্রভুর পাদাঙ্গুষ্ঠ-চোষণ ঃ—

শিবানন্দ যবে সেই বালকে মিলাইলা ।
মহাপ্রভু পাদাঙ্গুষ্ঠ তার মুখে দিলা ॥ ৫০ ॥

শিবানন্দের পরম সৌভাগ্য ঃ—

শিবানন্দের ভাগ্যসিন্ধু কে পাইবে পার ?
যাঁর সব গোষ্ঠীকে প্রভু কহে 'আপনার' ॥ ৫১ ॥
তবে সব ভক্ত লঞা করিলা ভোজন ।
গোবিন্দেরে আজ্ঞা দিলা করি' আচমন ॥ ৫২ ॥

সপরিবার শিবানন্দকে প্রভুর নিজজন-জ্ঞানে সাক্ষাৎ কৃপা ঃ—

"শিবানন্দের 'প্রকৃতি', পুত্র—যাবৎ এথায় ।
আমার অবশেষ-পাত্র তারা যেন পায় ॥" ৫৩ ॥

শ্রীমায়াপুরবাসী পরমেশ্বর-মোদকের বৃত্তান্ত ঃ—

নদীয়াবাসী মোদক, তার নাম—'পরমেশ্বর' ।
মোদক বেচে, প্রভুর বাটীর নিকট তার ঘর ॥ ৫৪ ॥

প্রভুর বাল্যলীলা ও পরমেশ্বর ঃ—

বালক-কালে প্রভু তার ঘরে বার বার যান ।
দুগ্ধ, খণ্ড মোদক দেয়, প্রভু তাহা খান ॥ ৫৫ ॥
প্রভু-বিষয়ে স্নেহ তার বালক-কাল হৈতে ।
সে বৎসর সে আইল প্রভুরে দেখিতে ॥ ৫৬ ॥

পরমেশ্বরের আত্মপরিচয় দিয়া প্রণাম ও পত্নীর আগমন-জ্ঞাপন ঃ—

"পরমেশ্বর্যা মুঞি" বলি' দণ্ডবৎ কৈল ।
তারে দেখি' প্রভু প্রীতে তাহারে পুছিল ॥ ৫৭ ॥
"পরমেশ্বর কুশল হও, ভাল হৈল, আইলা ।"
"মুকুন্দার মাতা আসিয়াছে," প্রভুরে কহিলা ॥৫৮॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৩৭। পেটাঙ্গি—অঙ্গরাখা, জামা।

৫৩। শিবানন্দের 'প্রকৃতি'—শিবানন্দের স্ত্রী।

অনুভাষ্য

২৫। গৌড়-ঘরে—গোয়ালার বাড়ীতে।

৩৭। তন্ত্রবাক্য—"বস্ত্রেণাবৃত-দেহস্তু যো নরঃ প্রণমেদ্ধরিম্। শ্বিত্রী ভবতি মূঢ়াত্মা সপ্ত জন্মনি ভাবিনি।।" *

৫০। পরবর্ত্তিকালে পিতৃদেবসহ পুরীতে আগমন এবং প্রভু-কর্ত্তৃক কৃষ্ণোচ্চারণার্থ বহু সাধ্যসাধনার পর অবশেষে তাঁহার কৃষ্ণলীলা-শ্লোক-রচনা—অন্ত্য, ১৬শ পঃ ৬৫-৭৫ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

---

* *হে ভাবিনি, বস্ত্রাবৃত-দেহ হইয়া যে-মানব শ্রীহরিকে প্রণাম করে, সেই মূঢ় ব্যক্তি সপ্তজন্মকাল ধবলরোগী হইয়া থাকে।*

মাতৃতুল্যা বয়স্কা হইলেও স্ত্রীলোকের নাম-শ্রবণে জগদ্‌গুরু লোক-শিক্ষক সন্ন্যাসিলীলাভিনয়কারী প্রভুর সঙ্কোচ-বোধ ঃ—

মুকুন্দার মাতার নাম শুনি' প্রভু সঙ্কোচ হৈলা ।
তথাপি তাহার প্রীতে কিছু না বলিলা ॥ ৫৯ ॥

সরলস্নেহে বহিঃশিষ্টাচার বা বাহ্যমর্য্যাদা-জ্ঞানাভাব-দোষসত্ত্বেও ভাবগ্রাহী প্রভুর নিষ্কপট ব্যবহার-গুণে সন্তোষ ঃ—

প্রশ্রয়-প্রাগল্‌ভ্য শুদ্ধ-বৈদগ্ধী না জানে ।
অন্তরে সুখী হৈলা প্রভু তার সেই গুণে ॥ ৬০ ॥

গুণ্ডিচা-মার্জ্জন ও রথাগ্রে নর্ত্তন ঃ—

পূর্ব্ববৎ সবা লঞা গুণ্ডিচা-মার্জ্জন ।
রথ-আগে পূর্ব্ববৎ করিলা নর্ত্তন ॥ ৬১ ॥

ঈশ্বরের যাত্রাদি-দর্শনান্তে শ্রীবাসপত্নীর প্রভুকে ভিক্ষাদান ঃ—

চাতুর্ম্মাস্য সব যাত্রা কৈলা দরশন ।
মালিনী প্রভৃতি প্রভুরে কৈলা নিমন্ত্রণ ॥ ৬২ ॥
প্রভুর প্রিয় নানা দ্রব্য আনিয়াছে দেশ হৈতে ।
সেই ব্যঞ্জন করি' ভিক্ষা দেন ঘর-ভাতে ॥ ৬৩ ॥

দিবসে সগোষ্ঠী সঙ্কীর্ত্তন, রাত্রিতে নির্জ্জনে কৃষ্ণবিরহ ঃ—

দিনে নানা ক্রীড়া করে লঞা ভক্তগণ ।
রাত্র্যে কৃষ্ণ-বিচ্ছেদে প্রভু করেন রোদন ॥ ৬৪ ॥

চাতুর্ম্মাস্যান্তে গৌড়-গমনের পূর্ব্বে ভক্তগণ-প্রতি প্রভুর উক্তি ঃ—

এইমত নানা লীলায় চাতুর্ম্মাস্য গেল ।
গৌড়দেশে যাইতে তবে ভক্তে আজ্ঞা দিল ॥ ৬৫ ॥
সব ভক্ত করেন মহাপ্রভুর নিমন্ত্রণ ।
সর্ব্বভক্তে কহেন প্রভু মধুর বচন ॥ ৬৬ ॥

ভক্ত-দুঃখে ভগবানের দুঃখ ঃ—

"প্রতিবর্ষে আইস সবে আমারে দেখিতে ।
আসিতে যাইতে দুঃখ পাও বহুমতে ॥ ৬৭ ॥

ভক্তদুঃখহেতু প্রভুর তদ্দর্শনে নিষেধাজ্ঞা, অথচ ভক্তসঙ্গ-লোভ ঃ—

তোমা-সবার দুঃখ জানি' চাহি নিষেধিতে ।
তোমা-সবার সঙ্গসুখে লোভ বাড়ে চিত্তে ॥ ৬৮ ॥

ভগবানের ভক্তগুণ-কীর্ত্তন ঃ—

নিত্যানন্দে আজ্ঞা দিলুঁ গৌড়েতে রহিতে ।
আজ্ঞা লঙ্ঘি' আইলা, কি পারি বলিতে ?? ৬৯ ॥
আইলেন আচার্য্য-গোসাঞি মোরে কৃপা করি' ।
প্রেম-ঋণে বদ্ধ আমি, শুধিতে না পারি ॥ ৭০ ॥
মোর লাগি' স্ত্রী-পুত্র-গৃহাদি ছাড়িয়া ।
নানা দুর্গম পথ লঙ্ঘি' আইসেন ধাঞা ॥ ৭১ ॥

ভক্তগণের প্রভুপ্রীতি-তুলনায় স্বীয় ভক্তপ্রীত্যভাব-রূপ দৈন্য-জ্ঞাপন ঃ—

আমি এই নীলাচলে রহি যে বসিয়া ।
পরিশ্রম নাহি মোর সবার লাগিয়া ॥ ৭২ ॥

ভক্তসমীপে স্বীয় অপরিশোধ্য ঋণ ঃ—

সন্ন্যাসী মানুষ মোর, নাহি কোন ধন ।
কি দিয়া তোমার ঋণ করিমু শোধন ?? ৭৩ ॥

ঋণ-শোধের উপায়-বর্ণন ঃ—

দেহমাত্র ধন তোমায় কৈলুঁ সমর্পণ ।
তাঁহা বিকাই, যাঁহা বেচিতে তোমার মন ॥" ৭৪ ॥

ভগবানের দৈন্যবিলাপোক্তি-শ্রবণে ভক্তগণের ক্রন্দন ঃ—

প্রভুর বচনে সবার প্রীত হৈল মন ।
অঝোর-নয়নে সবে করেন ক্রন্দন ॥ ৭৫ ॥

ভক্তগণকে ভগবানের আলিঙ্গন ঃ—

প্রভু সবার গলা ধরি' করেন রোদন ।
কান্দিতে কান্দিতে সবায় কৈলা আলিঙ্গন ॥ ৭৬ ॥

বিরহ-দুঃখভারহেতু সকলের গমনে বিলম্ব ঃ—

সবাই রহিল, কেহ চলিতে নারিল ।
আর দিন পাঁচ-সাত এইমতে গেল ॥ ৭৭ ॥

নিত্যানন্দাদ্বৈতের প্রভুবাৎসল্য-বর্ণন ঃ—

অদ্বৈত-অবধূত কিছু কহে প্রভু-পায় ।
"সহজে তোমার গুণে জগৎ বিকায় ॥ ৭৮ ॥

ভগবদ্‌বাৎসল্য-প্রেমে ভক্ত আবদ্ধ ঃ—

আবার তাতে বান্ধ'—ঐছে কৃপা-বাক্য-ডোরে ।
তোমা ছাড়ি' কেবা কাঁহা যাইবারে পারে ??" ৭৯ ॥

সকলকে সান্ত্বনা ও বিদায় দান ঃ—

তবে প্রভু সবাকারে প্রবোধ করিয়া ।
সবারে বিদায় দিলা সুস্থির হঞা ॥ ৮০ ॥

নিত্যানন্দের প্রতি আজ্ঞা ঃ—

নিত্যানন্দে কহিলা—"তুমি না আসিহ বারবার ।
তথাই আমার সঙ্গ হইবে তোমার ॥" ৮১ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৬০। 'মুকুন্দার মাতা আসিয়াছে'—এই কথা সন্ন্যাসীর নিকটে বলা—কেবল পূর্ব্বপ্রশ্রয়-প্রাগল্‌ভ্য-মাত্র। প্রশ্রয়-প্রাগল্‌ভ্য কখনই শুদ্ধ-বৈদগ্ধী অর্থাৎ শুদ্ধবাক্‌চাতুর্য্য জানে না।

অনুভাষ্য

৬০। পাঠান্তরে—'প্রশ্রয়-পাগল শুদ্ধ-বৈদগ্ধী না জানে'; 'প্রশ্রয়'-শব্দে স্নেহ, স্নেহযুক্ত সম্মান, বিনয়, বিশ্বাস, আব্দার। 'প্রাগল্‌ভ্য'-শব্দে প্রগল্‌ভতা, ঔদ্ধত্য, তেজস্বিতা ; 'বৈদগ্ধী'-শব্দে চতুরতা, রসিকতা, শোভা, পটুতা, পাণ্ডিত্য, কৌশল, ভঙ্গী।

ভক্ত ও ভগবান্—পরস্পর প্রেমবদ্ধ, উভয়ের বিচ্ছেদে উভয়ের বিষাদ ঃ—

চলে সব ভক্তগণ রোদন করিয়া ।
মহাপ্রভু রহিলা ঘরে বিষণ্ণ হঞা ॥ ৮২ ॥

ভগবানের বাৎসল্য-ঋণও ভক্তবিশেষের অপরিশোধ্য ঃ—

নিজ-কৃপাগুণে প্রভু বান্ধিলা সবারে ।
মহাপ্রভুর কৃপা-ঋণ কে শোধিতে পারে ?? ৮৩ ॥

সর্ব্বেশ্বরেশ্বর প্রভুই পরিচালক, ভক্তই পরিচালিত ঃ—

যারে যৈছে নাচায় প্রভু স্বতন্ত্র ঈশ্বর ।
তাতে তাঁরে ছাড়ি' লোক যায় দেশান্তর ॥ ৮৪ ॥
কাষ্ঠের পুতলী যেন কুহকে নাচায় ।
ঈশ্বর-চরিত্র কিছু বুঝন না যায় ॥ ৮৫ ॥

জগদানন্দের নবদ্বীপে শচীসকাশে আগমন ও প্রণামান্তে প্রভুদত্ত দ্রব্যাদি-প্রদান ঃ—

পূর্ব্ববর্ষে জগদানন্দ 'আই' দেখিবারে ।
প্রভু-আজ্ঞা লঞা আইলা নদীয়া-নগরে ॥ ৮৬ ॥
আইর চরণ যাই' করিলা বন্দন ।
জগন্নাথের বস্ত্র-প্রসাদ কৈলা নিবেদন ॥ ৮৭ ॥
প্রভুর নামে মাতারে দণ্ডবৎ কৈলা ।
প্রভুর বিনতি-স্তুতি মাতারে কহিলা ॥ ৮৮ ॥

জগদানন্দ-সমীপে শচীর পুত্রকথা-শ্রবণ ঃ—

জগদানন্দে পাঞা মাতা আনন্দিত মনে ।
তেঁহো প্রভুর কথা কহে, শুনে রাত্রি-দিনে ॥ ৮৯ ॥

শচীর নিকট মধ্যে মধ্যে প্রভুর হর্ষভরে মাতৃপাচিতান্ন-ভোজন-সংবাদ-জ্ঞাপন ঃ—

জগদানন্দ কহে,—"মাতা, কোন কোন দিনে ।
তোমার এথা আসি' প্রভু করেন ভোজনে ॥ ৯০ ॥
ভোজন করিয়া কহে আনন্দিত হঞা ।
'মাতা আজি খাওয়াইলা আকণ্ঠ পূরিয়া ॥ ৯১ ॥

বাৎসল্যভরে প্রভুর সাক্ষাদ্ভোজনকে শচীর স্বপ্ন-বোধ ঃ—

আমি যাই' ভোজন করি—মাতা নাহি জানে ।
সাক্ষাতে খাই আমি, তেঁহো 'স্বপ্ন' হেন মানে ॥" ৯২ ॥

শচীর পরম বাৎসল্যোক্তি ঃ—

মাতা কহে,—"কত রান্ধি উত্তম ব্যঞ্জন ।
নিমাঞি ইঁহা খায়,—ইচ্ছা হয় মোর মন ॥ ৯৩ ॥
নিমাঞি খাঞাছে,—ঐছে হয় মোর মন ।
পাছে জ্ঞান হয়,—মুঞি দেখিনু 'স্বপন' ॥" ৯৪ ॥

শচীমাতা ও গৌড়ীয়-ভক্তগণসহ পণ্ডিতের চৈতন্যকথায় পরমসুখে দিন-যাপন ঃ—

এইমত জগদানন্দ শচীমাতা-সনে ।
চৈতন্যের সুখ-কথা কহে রাত্রি-দিনে ॥ ৯৫ ॥
নদীয়ার ভক্তগণে সবারে মিলিলা ।
জগদানন্দে পাঞা সবে আনন্দিত হৈলা ॥ ৯৬ ॥
আচার্য্য মিলিতে তবে গেলা জগদানন্দ ।
জগদানন্দে পাঞা হৈলা আচার্য্য আনন্দ ॥ ৯৭ ॥
বাসুদেব, মুরারি-গুপ্ত জগদানন্দে পাঞা ।
আনন্দে রাখিলা ঘরে, না দেন ছাড়িয়া ॥ ৯৮ ॥

জগদানন্দ-মুখে চৈতন্যকথায় সকলেই আত্মহারা ঃ—

চৈতন্যের মর্ম্মকথা শুনে তাঁর মুখে ।
আপনা পাসরে সবে চৈতন্য-কথা-সুখে ॥ ৯৯ ॥
জগদানন্দ মিলিতে যায় যেই ভক্ত-ঘরে ।
সেই সেই ভক্ত সুখে আপনা পাসরে ॥ ১০০ ॥

জগদানন্দের গুণাবলী ঃ—

চৈতন্যের প্রেমপাত্র জগদানন্দ ধন্য ।
যারে মিলে সেই মানে,—'পাইলুঁ চৈতন্য' ॥ ১০১ ॥

কাঞ্চনপল্লী হইতে চন্দন-তৈল সংগ্রহ এবং পুরীতে গিয়া প্রভুর ব্যবহারার্থ গোবিন্দকে প্রদান ঃ—

শিবানন্দসেন-গৃহে যাঞা রহিলা ।
'চন্দনাদি' তৈল তাঁহা একমাত্রা কৈলা ॥ ১০২ ॥
সুগন্ধি করিয়া তৈল গাগরী ভরিয়া ।
নীলাচলে লঞা আইলা যতন করিয়া ॥ ১০৩ ॥
গোবিন্দের ঠাঁঞি তৈল ধরিয়া রাখিলা ।
"প্রভু-অঙ্গে দিহ' তৈল"—গোবিন্দে কহিলা ॥ ১০৪ ॥

প্রভুকে গোবিন্দের জগদানন্দেচ্ছা-জ্ঞাপন ঃ—

তবে প্রভু-ঠাঁঞি গোবিন্দ কৈল নিবেদন ।
"জগদানন্দ চন্দনাদি-তৈল আনিয়াছেন ॥ ১০৫ ॥

জগদানন্দের অপ্রাকৃত নরবপু প্রভুর প্রতি অপ্রাকৃত অতুল-প্রেম ঃ—

তাঁর ইচ্ছা,—প্রভু অল্প মস্তকে লাগায় ।
পিত্ত-বায়ু-ব্যাধি-প্রকোপ শান্ত হঞা যায় ॥ ১০৬ ॥
এক-কলস সুগন্ধি তৈল গৌড়ে করিয়া ।
ইঁহা আনিয়াছেন বহু যতন করিয়া ॥" ১০৭ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১০২। একমাত্রা—ষোল সের।

১০৩। গাগরী—কলসী।

অনুভাষ্য

১০৭। গৌড়দেশে সুগন্ধি তৈল প্রস্তুত করিয়া শ্রীক্ষেত্রে আনিয়াছেন।

জগদ্‌গুরু লোকশিক্ষক আচার্য্যরূপী প্রভুর আদর্শ-আচার-প্রদর্শন ঃ—

প্রভু কহে,—"সন্ন্যাসীর তৈলে নাহি অধিকার ।
তাহাতে সুগন্ধি তৈল,—পরম ধিক্কার!! ১০৮ ॥

পণ্ডিতকে উপলক্ষ্য করিয়া জগদ্‌গুরু প্রভুকর্ত্তৃক সাধককে সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপকরণদ্বারা একমাত্র ভোক্তা ঈশ্বরেরই স্বারসিকী সেবা-কর্ত্তব্যোপদেশ ; তাহাতেই জীবের সেবা-শ্রম-সার্থকতা ঃ—

জগন্নাথে দেহ' তৈল,—দীপ যেন জ্বলে ।
তার পরিশ্রম হবে পরম-সফলে ॥" ১০৯ ॥

জগদানন্দকে গোবিন্দের প্রভুর আদেশ-বাণী-জ্ঞাপন, জগদানন্দের প্রণয়াভিমান-ক্রোধ ঃ—

এই কথা গোবিন্দ জগদানন্দেরে কহিল ।
মৌন করি' রহিল পণ্ডিত, কিছু না কহিল ॥ ১১০ ॥

পরে গোবিন্দের পুনরায় প্রভুকে জগদানন্দেচ্ছা-জ্ঞাপন ঃ—

দিন দশ গেলে গোবিন্দ জানাইল আরবার ।
"পণ্ডিতের ইচ্ছা,—তৈল করুন অঙ্গীকার ॥" ১১১ ॥

জগদ্‌গুরু লোকশিক্ষক প্রভুর সাধক বা আচার্য্যকে আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণার্থ ভোগচেষ্টার অনৌচিত্য-শিক্ষা-দান ঃ—

শুনি প্রভু কহে কিছু সক্রোধ-বচন ।
"মর্দ্দনিয়া এক রাখ করিতে মর্দ্দন!! ১১২ ॥
এই সুখ লাগি' আমি করিলুঁ সন্ন্যাস!
আমার 'সর্ব্বনাশ'—তোমার 'পরিহাস' ॥ ১১৩ ॥

নিজেন্দ্রিয়তর্পণ-সম্ভোগপ্রিয় যতিবেষীকে গর্হণ ঃ—

পথে যাইতে তৈলগন্ধ মোর যেই পাবে ।
'দারী সন্ন্যাসী' করি' আমারে কহিবে ॥" ১১৪ ॥

প্রভুর রোষহেতু গোবিন্দ নির্ব্বাক ঃ—

শুনি' প্রভুর বাক্য গোবিন্দ মৌন করিলা ।
প্রাতঃকালে জগদানন্দ প্রভু-স্থানে আইলা ॥ ১১৫ ॥

স্বয়ং সর্ব্ববস্তুর ভোক্তা হইয়াও জগদানন্দের আগমনে লোক-শিক্ষক আচার্য্যরূপে প্রভুর সাধক বা আচার্য্যকে ইন্দ্রিয়সুখ-ত্যাগ বা আদর্শ-বৈরাগ্যাচার-প্রদর্শন ঃ—

প্রভু কহে,—"পণ্ডিত, তৈল আনিলা গৌড় হইতে ।
আমি ত' সন্ন্যাসী,—তৈল না পারি লইতে ॥ ১১৬ ॥

পণ্ডিতকে উপদেশচ্ছলে সর্ব্বচিদুপকরণ-ভোক্তা ভগবানের সর্ব্বোৎকৃষ্ট-দ্রব্যদ্বারা সেবাতেই জীবের সেবা-সাফল্য-শিক্ষাদান ঃ—

জগন্নাথে দেহ' লঞা দীপ যেন জ্বলে ।
তোমার সকল শ্রম হইবে সফলে ॥" ১১৭ ॥

প্রভুপ্রেমিক পণ্ডিতের প্রভুপ্রতি প্রণয়াভিমান-রোষ ঃ—

পণ্ডিত কহে,—"কে তোমারে কহে মিথ্যাবাণী?
আমি গৌড় হৈতে তৈল কভু নাহি আনি ॥" ১১৮ ॥

প্রভু-সম্মুখে তৈলপাত্র-ভঙ্গ ঃ—

এত বলি' ঘর হৈতে তৈল-কলস আনিয়া ।
প্রভুর আগে আঙ্গিনাতে ফেলিলা ভাঙ্গিয়া ॥ ১১৯ ॥

স্বগৃহে আপনাকে আবদ্ধকরণ ঃ—

তৈল ভাঙ্গি' সেই পথে নিজ-ঘর গিয়া ।
শুইয়া রহিলা ঘরে কপাট খিলিয়া ॥ ১২০ ॥

ভক্তপ্রেমবশ ভগবানের ভক্তমানভঞ্জন বা কৃপা-যাজ্ঞা ঃ—

তৃতীয় দিবসে প্রভু তাঁর দ্বারে যাঞা ।
"উঠহ পণ্ডিত"—করি' কহেন ডাকিয়া ॥ ১২১ ॥

ভক্তগৃহে ভগবানের স্বয়ং উপযাচকরূপে ভিক্ষাঙ্গীকার ঃ—

"আজি ভিক্ষা দিবা আমায় করিয়া রন্ধনে ।
মধ্যাহ্নে আসিমু, এবে যাই দরশনে ॥" ১২২ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১১৪। দারী সন্ন্যাসী—সস্ত্রীক সন্ন্যাসী।

১২২। যাই দরশনে—শ্রীজগন্নাথ-দর্শনে যাই।

অনুভাষ্য

১০৮। "প্রাতঃস্নানে ব্রতে শ্রাদ্ধে দ্বাদশ্যাং গ্রহণে তথা। মদ্যলেপসমং তৈলং তস্মাত্তৈলং বিবর্জ্জয়েৎ।।"* এই 'ব্রত'-শব্দে কেহ কেহ 'যতিব্রত' ব্যাখ্যা করেন। তিথি-তত্ত্বে স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য রঘুনন্দন লিখিয়াছেন,—"ঘৃতঞ্চ সার্ষপং তৈলং যত্তৈলং পুষ্পবাসিতম্। অদুষ্টং পক্বতৈলঞ্চ তৈলাভ্যঙ্গে চ নিত্যশঃ।।" অর্থাৎ ঘৃত, সার্ষপতৈল, পুষ্পতৈল এবং পক্বতৈল মাখিলে 'গৃহস্থে'র পক্ষে দোষাবহ হয় না।

১১২। সহায়হীন ভিক্ষুর অর্থাৎ সন্ন্যাসীর অন্যের সাহায্য গ্রহণ করিতে নাই। এক্ষেত্রে বিলাস-সহচর সুগন্ধি-তৈল মাখাইবার জন্য বিলাসপরায়ণ ভোগিগণের ন্যায় কিঙ্করতুল্য লোক নিযুক্ত করিলে বিশেষ সুখের বিষয় হয়,—ইহা শ্লেষোক্তি।

১১৪। দারী সন্ন্যাসী—স্ত্রীসম্ভোগী, মিথ্যাচার-ভ্রষ্ট, তান্ত্রিক যতি।

১২০। জগদানন্দ সমুদ্রকূলে হরিদাস ঠাকুরের সমাধিস্থানের নিকটবর্ত্তী বর্ত্তমান-কালের 'সাত-আসন' নামক ভজন-কুটীর-সমূহের অন্যতম 'গিরিধারী'-আসনে থাকিতেন,—ইহা শ্রীরঘুনাথবৈদ্য-লিখিত গ্রন্থ হইতে জানা যায়।

** প্রাতঃস্নানকালে, যে কোন ব্রতে, দ্বাদশী-তিথিতে (অথবা দ্বাদশী-ব্রতে) এবং সূর্য্য-চন্দ্রগ্রহণকালে তৈল-ব্যবহার মদ্যলেপন তুল্য, অতএব তৎকালে তৈল বর্জ্জনীয়।*

প্রভুপ্রেমিক পণ্ডিতের প্রভুর জন্য ভোগ-রন্ধন ও সমর্পণ ঃ—

এত বলি' প্রভু গেলা, পণ্ডিত উঠিলা ।
স্নান করি' নানা ব্যঞ্জন রন্ধন করিলা ॥ ১২৩ ॥
মধ্যাহ্ন করিয়া প্রভু আইলা ভোজনে ।
পাদপ্রক্ষালন করি' বসিলা আসনে ॥ ১২৪ ॥
সঘৃত শাল্যন্ন কলাপাতে স্তূপ কৈলা ।
কলার ডোঙ্গা ভরি' ব্যঞ্জন চৌদিকে ধরিলা ॥ ১২৫ ॥
অন্ন-ব্যঞ্জনোপরি তুলসী-মঞ্জরী ।
জগন্নাথের পিঠা-পানা আগে আনে ধরি' ॥ ১২৬ ॥

অভিন্নাত্মা প্রণয়পাত্র ভক্তসহ ভক্তপ্রেমবশ ভগবানের একত্র আহারেচ্ছা ঃ—

প্রভু কহে,—"দ্বিতীয়-পাতে বাড়' অন্ন-ব্যঞ্জন ।
তোমায় আমায় আজি একত্র করিমু ভোজন ॥" ১২৭ ॥
হস্ত তুলি' রহেন প্রভু, না করেন ভোজন ।
তবে পণ্ডিত কহেন কিছু সপ্রেম বচন ॥ ১২৮ ॥

পণ্ডিতের প্রভুপ্রীত্যুক্তি ; পশ্চাৎ উপবেশনাঙ্গীকার ঃ—

"আপনে প্রসাদ লহ, পাছে মুঞি লইমু ।
তোমার আগ্রহ আমি কেমনে খণ্ডিমু ??" ১২৯ ॥

প্রভুকর্ত্তৃক পণ্ডিতের প্রেমপাচিতান্ন-প্রসাদের স্তুতিপূর্ব্বক তদ্ভাগ্য-প্রশংসা ঃ—

তবে মহাপ্রভু সুখে ভোজনে বসিলা ।
ব্যঞ্জনের স্বাদ পাঞা কহিতে লাগিলা ॥ ১৩০ ॥
"ক্রোধাবেশের পাকের হয় ঐছে স্বাদ!
এই ত' জানিয়ে তোমায় কৃষ্ণের 'প্রসাদ' ॥ ১৩১ ॥
আপনে খাইবে কৃষ্ণ, তাহার লাগিয়া ।
তোমার হস্তে পাক করায় উত্তম করিয়া ॥ ১৩২ ॥
ঐছে অমৃত-অন্ন কৃষ্ণে কর সমর্পণ ।
তোমার ভাগ্যের সীমা কে করে বর্ণন ??" ১৩৩ ॥

গৌর-সর্ব্বস্ব, গৌরগতপ্রাণ পণ্ডিতের প্রভুকেই সর্ব্বকর্ত্তৃ-স্বরূপে জ্ঞান ঃ—

পণ্ডিত কহে,—"যে খাইবে, সেই পাককর্ত্তা ।
আমি সব,—কেবলমাত্র সামগ্রী-আহর্ত্তা ॥" ১৩৪ ॥

ভক্তের অভিমান-ভয়ে ভগবানের প্রচুর ভোজন ঃ—

পুনঃ পুনঃ পণ্ডিত নানা ব্যঞ্জন পরিবেশে ।
ভয়ে কিছু না বলেন প্রভু, খায়েন হরিষে ॥ ১৩৫ ॥
আগ্রহ করিয়া পণ্ডিত করাইলা ভোজন ।
আর দিন হৈতে ভোজন হৈল দশগুণ ॥ ১৩৬ ॥
বারবার প্রভু উঠিতে করেন মন ।
সেইকালে পণ্ডিত পরিবেশে ব্যঞ্জন ॥ ১৩৭ ॥
কিছু বলিতে নারেন প্রভু, খায়েন তরাসে ।
না খাইলে জগদানন্দ করিবে উপবাসে ॥ ১৩৮ ॥

পরিবেশন-বিরামার্থ পণ্ডিতকে কাতরভাবে অনুরোধ ঃ—

তবে প্রভু কহেন করি' বিনয়-সম্মান ।
"দশগুণ খাওয়াইলা, এবে কর সমাধান ॥" ১৩৯ ॥

আচমনান্তে প্রভুর পণ্ডিতকে স্বসম্মুখে ভোজনে অনুরোধ ঃ—

তবে মহাপ্রভু উঠি' কৈলা আচমন ।
পণ্ডিত আনিল, মুখবাস, মাল্য, চন্দন ॥ ১৪০ ॥
চন্দনাদি লঞা প্রভু বসিলা সেই স্থানে ।
"আমার আগে আজি তুমি করহ ভোজনে ॥' ১৪১ ॥

বাম্যস্বভাব পণ্ডিতের ঐশ্বর্য্য-বুদ্ধিতে প্রভুর মর্য্যাদা-সংরক্ষণ, প্রভুকে বিশ্রামে গমনার্থ-প্রার্থনা ঃ—

পণ্ডিত কহে,—"প্রভু যাই' করুন বিশ্রাম ।
মুই, এবে প্রসাদ লইমু করি' সমাধান ॥ ১৪২ ॥

গোবিন্দের সঙ্গী প্রভুভৃত্য রামাই ও রঘুনাথভট্টের সেই ভোগ-রন্ধনান্তে প্রভু-প্রসাদ-প্রাপ্তি ঃ—

রসুইর কার্য্য করিয়াছে রামাই, রঘুনাথ ।
ইঁহা-সবায় দিতে চাহি কিছু ব্যঞ্জন-ভাত ॥" ১৪৩ ॥

পণ্ডিতের ভোজন-সংবাদ-জ্ঞাপনার্থ গোবিন্দকে আদেশ দিয়া প্রভুর গৃহে গমন ঃ—

প্রভু কহেন,—"গোবিন্দ, তুমি ইঁহাই রহিবা ।
পণ্ডিত ভোজন কৈলে, আমারে কহিবা ॥" ১৪৪ ॥

প্রভুসুখৈকনিষ্ঠ পণ্ডিতের আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছা না করিয়া গোবিন্দকে প্রভু-সেবনার্থ প্রেরণ ঃ—

এত কহি' মহাপ্রভু করিলা গমন ।
গোবিন্দেরে পণ্ডিত কিছু কহেন বচন ॥ ১৪৫ ॥
"তুমি শীঘ্র যাহ করিতে পাদসম্বাহনে ।
কহিহ,—'পণ্ডিত এবে বসিল ভোজনে ॥' ১৪৬ ॥

প্রভুর নিদ্রান্তে প্রভূচ্ছিষ্ট-সম্মানার্থ আসিতে অনুরোধ ঃ—

তোমার প্রভুর 'শেষ' রাখিমু ধরিয়া ।
প্রভু নিদ্রা গেলে, তুমি খাইহ আসিয়া ॥" ১৪৭ ॥

সকলের বণ্টনপূর্ব্বক প্রভূচ্ছিষ্ট-সম্মান ঃ—

রামাই, নন্দাই, আর গোবিন্দ, রঘুনাথ ।
সবারে বাঁটিয়া দিলা প্রভুর ব্যঞ্জন-ভাত ॥ ১৪৮ ॥

অনুভাষ্য

১৩৯। সমাধান—নিষ্পত্তি, সমাপন, অবসান, শেষ।

অনুভাষ্য

ইতি অনুভাষ্যে দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

স্বয়ং প্রভুচ্ছিষ্ট-গ্রহণ ঃ—

আপনে প্রভুর 'শেষ' করিলা ভোজন।
তবে গোবিন্দেরে প্রভু পাঠাইলা পুনঃ ॥ ১৪৯ ॥

ভক্তপ্রেমবশ ভগবানেরও স্ব-সুখার্থ চেষ্টা ছাড়িয়া ভক্তের সন্তোষানুসন্ধান ঃ—

"দেখ,—জগদানন্দ প্রসাদ পায় কি না পায়।
শীঘ্র আসি' সমাচার কহিবে আমায় ॥" ১৫০ ॥

পণ্ডিতের ভোজনান্তে প্রভুর শয়ন ; ভক্তের তৃপ্তি বা সন্তোষেই প্রভুর নিজকার্য্য-সমাধান-জ্ঞান ও সুখ ঃ—

গোবিন্দ আসি' দেখি' কহিল পণ্ডিতের ভোজন।
তবে মহাপ্রভু করিলা স্বচ্ছন্দে শয়ন ॥ ১৫১ ॥

গৌরবশকারী পণ্ডিত ও প্রভুর প্রেমের সহিত দ্বাপরে সত্যভামা ও বাসুদেবের প্রেমোপমা ঃ—

জগদানন্দে-প্রভুতে প্রেম চলে এইমতে।
সত্যভামা-কৃষ্ণে যৈছে শুনি ভাগবতে ॥ ১৫২ ॥
জগদানন্দের সৌভাগ্যের কে কহিবে সীমা?
জগদানন্দের সৌভাগ্যের তেঁহ সে উপমা ॥ ১৫৩ ॥

পণ্ডিতের 'প্রেমবিবর্ত্ত'-শ্রবণে গৌরকৃষ্ণে প্রেমোদয় ঃ—

জগদানন্দের 'প্রেমবিবর্ত্ত' শুনে যেই জন।
প্রেমের 'স্বরূপ' জানে, পায় প্রেমধন ॥ ১৫৪ ॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ১৫৫ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে জগদানন্দ-তৈল-ভঞ্জনং নাম দ্বাদশঃ পরিচ্ছেদঃ।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৫৪। 'প্রেমবিবর্ত্ত'—এক অর্থ এই যে, প্রেমের 'বিবর্ত্ত' অর্থাৎ প্রেমকার্য্যে রোষভ্রম হয়, এরূপ ব্যবহার ; দ্বিতীয়ার্থ এই যে, জগদানন্দ মহাপ্রভুর চরিত্র যে স্ব-কৃত 'প্রেমবিবর্ত্ত'-নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন, তাহা।

ইতি অমৃতপ্রবাহ-ভাষ্যে দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

কথাসার—মহাপ্রভু কলার শরলায় শয়ন করিলে তাঁহার বড় কষ্ট হয় বলিয়া জগদানন্দ লেপ-বালিস ইত্যাদি তৈয়ার করিলে মহাপ্রভু তাহা অঙ্গীকার করিলেন না। স্বরূপ গোস্বামী কলার পেটো চিরিয়া চিরিয়া যে লেপ-বালিসের মত তৈয়ার করিয়া দিলেন, তাহা অনেক আপত্তির সহিত মহাপ্রভু স্বীকার করিলেন। জগদানন্দ মহাপ্রভুর আজ্ঞা লইয়া বৃন্দাবনে গমন করত সনাতনের সহিত বহুবিধ ভক্তি আস্বাদন করিলেন। মুকুন্দ সরস্বতীর বহির্ব্বাস-সম্বন্ধে আচার্য্যাভিমানরূপ পরমোপায় নির্দ্ধারিত করিয়াছিলেন। জগদানন্দ সনাতনের ভেট মহাপ্রভুকে দিলে তাহাতে পিলু-ফল-ভক্ষণের রহস্য উঠিল। দেবদাসীর গান-শ্রবণে মহাপ্রভু কাঁটাবন ভাঙ্গিয়া, গায়ক যে স্ত্রীলোক ইহা না জানিয়া তাহার দিকে দৌড়িতেছিলেন। গোবিন্দ তাঁহাকে অবরোধ করায়, তিনি 'স্ত্রীলোক' নাম শুনিয়া গোবিন্দকে ধন্যবাদ দিলেন। সন্ন্যাসীর বা বৈষ্ণবের পক্ষে পরস্ত্রীর মুখে কৃষ্ণগীত সাক্ষাৎ শ্রবণ করা যে অযুক্ত—ইহা এই আখ্যায়িকায় পাওয়া যায়। রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী কাশী হইতে শ্রীপুরুষোত্তমে আসিবার সময় কায়স্থ রামদাস-বিশ্বাস-পণ্ডিতকে পথে সঙ্গে পাইয়াছিলেন। বিশ্বাস-পণ্ডিতের হৃদয়ে বিদ্যাগর্ব্বহেতু মুক্তি-বাঞ্ছা থাকায় মহাপ্রভু তাহাকে বিশেষ কৃপা করিলেন না। ভট্টগোস্বামীর আংশিক জীবনী এই পরিচ্ছেদ-শেষে সংক্ষেপে কথিত হইয়াছে। (অঃ প্রঃ ভাঃ)

কৃষ্ণবিরহকৃশ অথচ ভাবপ্রফুল্ল প্রভুর আশ্রয়গ্রহণ ঃ—

কৃষ্ণবিচ্ছেদজাতার্ত্ত্যা ক্ষীণে চাপি মনস্তনূ।
দধাতে ফুল্লতাং ভাবৈর্যস্য তং গৌরমাশ্রয়ে ॥ ১ ॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ২ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১। কৃষ্ণ-বিচ্ছেদজাত আর্ত্তিক্রমে মন ও তনু ক্ষীণ হইলেও ভাবোদয়-সময়ে যিনি প্রফুল্লতা ধারণ করিতেন, সেই গৌরচন্দ্রকে আমি আশ্রয় করি।

অনুভাষ্য

১। যস্য (চৈতন্যদেবস্য) মনঃ তনূঃ কৃষ্ণবিচ্ছেদজাতার্ত্ত্যা (কৃষ্ণবিরহজনিতপীড়য়া) ক্ষীণে অপি চ ভাবৈঃ (সাত্ত্বিকাদিভিঃ) ক্বচিৎ ফুল্লতাং (স্ফীততাং) দধাতে (ধারয়তঃ), তং গৌরম্

হেনমতে মহাপ্রভু জগদানন্দ-সঙ্গে ।
নানামতে আস্বাদয় প্রেমের তরঙ্গে ॥ ৩ ॥

উক্ত শ্লোকার্থ ঃ—

কৃষ্ণবিচ্ছেদে দুঃখে ক্ষীণ মন-কায় ।
ভাবাবেশে প্রভু কভু প্রফুল্লিত হয় ॥ ৪ ॥

প্রভুর কঠোর বৈরাগ্য ঃ—

কলার শরলাতে শয়ন, অতি ক্ষীণ কায় ।
শরলাতে হাড় লাগে, ব্যথা হয় গায় ॥ ৫ ॥

তদ্দর্শনে প্রভুসুখতৎপর ভক্তগণের কষ্ট ; জগদানন্দের প্রভুসুখবিধানে চেষ্টা ঃ—

দেখি' সব ভক্তগণ মহাদুঃখ পায় ।
সহিতে নারে জগদানন্দ, সৃজিলা উপায় ॥ ৬ ॥

প্রভুর জন্য গেরুয়া ওয়াড় দিয়া তোষক ও বালিশ তৈয়ার ঃ—

সূক্ষ্ম বস্ত্র আনি' গেরি দিয়া রাঙ্গাইলা ।
শিমূলীর তুলা দিয়া তাহা পূরাইলা ॥ ৭ ॥

প্রভুর ব্যবহারে নিয়োগার্থ গোবিন্দকে অনুরোধ ঃ—

এক তুলি-বালিশ গোবিন্দের হাতে দিলা ।
'প্রভুরে শোয়াইহ ইহায়'—তাহারে কহিলা ॥ ৮ ॥

শ্রীস্বরূপকেও অনুরোধ ঃ—

স্বরূপ-গোসাঞিকে কহে জগদানন্দ ।
"আজি আপনে যাঞা প্রভুরে করাইহ শয়ন ॥" ৯ ॥

স্বরূপ ও গোবিন্দের তদ্দ্বারা শয্যা-রচনা, তদ্দর্শনে প্রভুর ক্রোধ ঃ—

শয়নের কালে স্বরূপ তাঁহাই রহিলা ।
তুলি-বালিশ দেখি' প্রভু ক্রোধাবিষ্ট হইলা ॥ ১০ ॥

প্রভুর তন্নির্ম্মাণকারীর নাম-জিজ্ঞাসা ; পণ্ডিতের নাম-শ্রবণে প্রভুর ভয় ঃ—

গোবিন্দেরে পুছেন,—'ইহা করাইল কোন্ জন ?"
জগদানন্দের নাম শুনি' সঙ্কোচ হৈল মন ॥ ১১ ॥

তৎক্ষণাৎ সেই শয্যা দূরে নিক্ষেপ ও কদলীপত্রে শয়ন ঃ—

গোবিন্দেরে কহি' সেই তুলি দূর কৈলা ।
কলার শরলা-উপর শয়ন করিলা ॥ ১২ ॥

স্বরূপকর্ত্তৃক জগদানন্দের দুঃখপ্রাপ্তির সম্ভাবনা-জ্ঞাপন ঃ—

স্বরূপ কহে,—"তোমার ইচ্ছা, কি কহিতে পারি ?
শয্যা উপেক্ষিলে পণ্ডিত দুঃখ পাবে ভারী ॥" ১৩ ॥

আপনাকে বিরক্ত যতি-অভিমানে প্রভুর কৃত্রিম ক্রোধপূর্ব্বক অনুযোগ ঃ—

প্রভু কহেন,—"খাট এক আনহ পাড়িতে ।
জগদানন্দ চাহে আমায় বিষয় ভুঞ্জাইতে ॥ ১৪ ॥
সন্ন্যাসী মানুষ আমার ভূমিতে শয়ন ।
আমারে খাট-তুলি-বালিশ—মস্তক-মুণ্ডন !!" ১৫ ॥

জগদানন্দকে স্বরূপের প্রভুবাক্য-জ্ঞাপন, পণ্ডিতের ক্লেশ ঃ—

স্বরূপ-গোসাঞি আসি' পণ্ডিতে কহিলা ।
শুনি' জগদানন্দ মনে মহাদুঃখ পাইলা ॥ ১৬ ॥

সেবা-চতুর শ্রীস্বরূপের প্রভু-সেবার্থ শয্যা-দ্রব্য নির্ম্মাণ ঃ—

স্বরূপ-গোসাঞি তবে সৃজিলা প্রকার ।
কদলীর শুষ্কপত্র আনিলা অপার ॥ ১৭ ॥
নখে চিরি' চিরি' তাহা অতি সূক্ষ্ম কৈলা ।
প্রভুর বহির্ব্বাসেতে সে-সব ভরিলা ॥ ১৮ ॥

অতিকষ্টে প্রভুর তদ্গ্রহণে সম্মতি-প্রদান ঃ—

এইমত দুই কৈলা ওড়ন-পাড়নে ।
অঙ্গীকার কৈলা প্রভু অনেক যতনে ॥ ১৯ ॥

প্রভুর শয়নে সকলে সুখী, কেবলমাত্র জগদানন্দের দুঃখ ঃ—

তাতে শয়ন করেন প্রভু,—দেখি' সবে সুখী ।
জগদানন্দ—ভিতর-বাহিরে মহাদুঃখী ॥ ২০ ॥

পণ্ডিতের বৃন্দাবন-গমনেচ্ছা ; পূর্ব্বে ইচ্ছা-সত্ত্বেও প্রভুর বিনাদেশে গমনে অসামর্থ্য ঃ—

পূর্ব্বে জগদানন্দের ইচ্ছা বৃন্দাবন যাইতে ।
প্রভু আজ্ঞা না দেন তাঁরে, না পারে চলিতে ॥ ২১ ॥

অধুনা প্রভুর শয়ন-ব্যাপারে দুঃখিত হইয়া মথুরা-গমনে প্রভুর আজ্ঞা-যাচ্ঞা ঃ—

ভিতরের দুঃখ বাহ্যে প্রকাশ না কৈলা ।
মথুরা যাইতে প্রভু-স্থানে আজ্ঞা মাগিলা ॥ ২২ ॥

প্রভুর মধুর বাক্যে সান্ত্বনা ঃ—

প্রভু কহে,—"মথুরা যাইবা আমায় ক্রোধ করি' ।
আমায় দোষ লাগাঞা হইবা ভিখারী ॥" ২৩ ॥

বাম্যস্বভাব হইয়াও প্রভুপদে জগদানন্দের সসম্ভ্রমে কাতর-নিবেদন ঃ—

জগদানন্দ কহে প্রভুর ধরিয়া চরণ ।
"পূর্ব্ব হইতে ইচ্ছা মোর যাইতে বৃন্দাবন ॥ ২৪ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৫। কলার শরলাতে—কদলীর বল্কলে।

১৫। মস্তক-মুণ্ডন—লজ্জা দিবার কথা।

অনুভাষ্য

[অহম্] আশ্রয়ে (শরণং প্রপদ্যে)।

অনুভাষ্য

৮। তুলি—তুলার তোষক, গদী।

১৯। ওড়ন-পাড়ন—ওতঃপ্রোত ; কাহারও মতে—বালিশ ও তোষক।

প্রভু-আজ্ঞা নাহি, তাতে না পারি যাইতে ।
এবে আজ্ঞা দেহ', অবশ্য যাইমু নিশ্চিতে ॥" ২৫ ॥

ভক্তবৎসল প্রভুর নিষেধ, পণ্ডিতের নির্ব্বন্ধ ঃ—

প্রভু প্রীতে তাঁর গমন না করেন অঙ্গীকার ।
তেঁহো প্রভুর ঠাঞি আজ্ঞা মাগে বার বার ॥ ২৬ ॥

শ্রীস্বরূপকে পণ্ডিতের নিবেদন, প্রভুর পণ্ডিতের গমন-বিষয়ে অসম্মতি ঃ—

স্বরূপ-গোসাঞিরে পণ্ডিত কৈলা নিবেদন ।
"পূর্ব্ব হৈতে বৃন্দাবন যাইতে মোর মন ॥ ২৭ ॥
প্রভু-আজ্ঞা বিনা তাঁহা যাইতে না পারি ।
এবে আজ্ঞা না দেন মোরে, 'ক্রোধে যাহ' বলি' ॥২৮॥

স্বীয় গমন-বিষয়ে প্রভুর সম্মতি-গ্রহণার্থ স্বরূপকে অনুরোধ ঃ—

সহজেই মোর তাঁহা যাইতে মন হয় ।
প্রভু-আজ্ঞা লঞা দেহ', করিয়ে বিনয় ॥" ২৯ ॥

স্বরূপের তজ্জন্য প্রভুপদে নিবেদন ও আজ্ঞা-যাচ্ঞা ঃ—

তবে স্বরূপ গোসাঞি কহে প্রভুর চরণে ।
"জগদানন্দের ইচ্ছা বড় যাইতে বৃন্দাবনে ॥ ৩০ ॥
তোমার ঠাঞি আজ্ঞা তেঁহো মাগে বার বার ।
আজ্ঞা দেহ',—মথুরা দেখি' আইসে একবার ॥ ৩১ ॥
আইরে দেখিতে যৈছে গৌড়দেশে যায় ।
তৈছে একবার বৃন্দাবন দেখি' আয় ॥" ৩২ ॥

স্বরূপের অনুরোধে জগদানন্দকে ডাকিয়া তথাকার কর্ত্তব্যোপদেশ ঃ—

স্বরূপ-গোসাঞির বোলে প্রভু আজ্ঞা দিলা ।
জগদানন্দে বোলাঞা তাঁরে শিখাইলা ॥ ৩৩ ॥

পথবিষয়ে উপদেশ-দান ঃ—

"বারাণসী পর্য্যন্ত স্বচ্ছন্দে যাইবা পথে ।
আগে সাবধানে যাইবা ক্ষত্রিয়াদি-সাথে ॥ ৩৪ ॥
কেবল গৌড়ীয়া পাইলে 'বাটপাড়' করি' বান্ধে ।
সব লুটি' বাঁধি' রাখে, যাইতে বিরোধে ॥ ৩৫ ॥

মথুরা-গমনান্তে কর্ত্তব্যোপদেশ ; ঐশ্বর্য্যজ্ঞানহীন রাগমার্গীয় ভক্তের সহিত সঙ্গ-বিষয়ে সতর্কীকরণ ঃ—

মথুরা গেলে সনাতন-সঙ্গে রহিবা ।
মথুরার স্বামী-সবের চরণ বন্দিবা ॥ ৩৬ ॥
দূরে রহি' ভক্তি করি' সঙ্গে না রহিবা ।
তাঁ-সবার আচার-চেষ্টা লইতে নারিবা ॥ ৩৭ ॥

সর্ব্বদা সনাতন-সঙ্গে অবস্থান-জন্য উপদেশ ঃ—

সনাতন-সঙ্গে করিহ বন দরশন ।
সনাতনের সঙ্গ না ছাড়িবা একক্ষণ ॥ ৩৮ ॥

কৃষ্ণাভিন্ন গোবর্দ্ধনে আরোহণ করিতে নিষেধ ঃ—

শীঘ্র আসিহ, তাঁহা না রহিহ চিরকাল ।
গোবর্দ্ধনে না চড়িহ দেখিতে 'গোপাল' ॥ ৩৯ ॥

সনাতনকে প্রভুর আগমন-সংবাদ-জ্ঞাপন ও ভজন-স্থান নির্ব্বাচন করিতে আদেশ —

আমিহ আসিতেছি,—কহিহ সনাতনে ।
আমার তরে একস্থান করে বৃন্দাবনে ॥" ৪০ ॥

পণ্ডিতকে বিদায়ালিঙ্গন, পণ্ডিতের প্রভুপদ-বন্দন ঃ—

এত বলি' জগদানন্দে কৈলা আলিঙ্গন ।
জগদানন্দ চলিলা প্রভুর বন্দিয়া চরণ ॥ ৪১ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৩৬। মথুরার স্বামী-সবের—মথুরাবাসী 'চৌবে'গণের।

৩৭। কৃষ্ণের প্রতি শুদ্ধবাৎসল্যভাবে তাঁহারা যে-সকল আচার করিয়া থাকেন, তাহা—স্মার্ত্তমতের বিরুদ্ধ ; ইহা দেখিয়া (ঐশ্বর্য্যভাবরত) তোমার মনে অশ্রদ্ধা হইতে পারে। কিন্তু ব্রজমণ্ডলবাসীর প্রতি এরূপ অশ্রদ্ধা না হওয়াই আবশ্যক ; কেননা, তাঁহাদের ভক্তি—রাগাত্মিকা। অতএব (তোমার ন্যায় ঐশ্বর্য্যভাবপ্রিয় ভক্ত রাগমার্গীয় তাঁহাদের সঙ্গে না থাকিয়া) দূরে থাকিয়াই তাঁহাদের প্রতি ভক্তি করিবে।

৩৯। অধিক দিন ব্রজে রহিলে ব্রজবাসীদিগের দোষাদি দর্শন করিয়া শ্রদ্ধা লঘু হয়। অতএব যাঁহারা রাগমার্গ প্রাপ্ত হন নাই, তাঁহাদের ব্রজে বাস করা উচিত নয়, ব্রজদর্শনপূর্ব্বক শীঘ্র চলিয়া আসাই ভাল। শ্রীগোপাল-দর্শনের জন্য গোবর্দ্ধনে চড়িবে না ; যেহেতু গোবর্দ্ধন—সাক্ষাদ্ভগবন্মূর্ত্তি ; তাঁহার উপর চড়া ভাল

অনুভাষ্য

২৮। 'ক্রোধে যাহ' বলি'—'ক্রোধের সহিত যাও' বলিয়া।

৩৪। ক্ষত্রিয়াদি-সাথে—দস্যুহস্ত হইতে রক্ষাকারী ক্ষত্রিয়-গণের সঙ্গে।

৩৫। গৌড়ীয়া অর্থাৎ গৌড় বা বঙ্গদেশীয় মনুষ্য—স্বভাবতঃ অস্থূলকায় ও দুর্ব্বলপ্রতিম। একাকী পাইলে নিঃসহায় দুর্ব্বল-গণকে বাটপাড় অর্থাৎ পথদস্যুগণ বান্ধিয়া রাখিয়া সমস্ত কাড়িয়া লয় এবং গমনবিষয়ে বিরোধ করে অর্থাৎ যাইতে দেয় না। কাহারও মতে,—গৌড়ীয়দিগকে 'সুচতুর' দেখিয়া পথদস্যু-কার্য্যে নিযুক্ত করে এবং দস্যুকার্য্যে নিযুক্ত করিয়া কোথাও ছাড়িয়া দেয় না।

৪০। প্রভুর পুনর্ব্বার বৃন্দাবন-গমনের কথা কোন প্রামাণিক গ্রন্থে দেখা যায় না ; পরবর্ত্তী ৭০ সংখ্যায় সনাতন-প্রভুকর্ত্তৃক মহাপ্রভুর বাসস্থান-রূপে নির্ব্বাচিত-স্থান-সংস্কারদ্বারা অনুমিত হয় যে, মহাপ্রভু পরে পুনর্ব্বার বৃন্দাবন গমন করিতেও পারেন।

ভক্তগণ হইতে বিদায় লইয়া কাশী-আগমন ঃ—

সব ভক্তগণ-ঠাঞি আজ্ঞা মাগিলা ।
বনপথে চলি' চলি' বারাণসী আইলা ॥ ৪২ ॥

তপনমিশ্র ও বৈদ্য চন্দ্রশেখর-সহ সাক্ষাৎকার ও সংলাপ ঃ—

তপনমিশ্র, চন্দ্রশেখর,—দোঁহারে মিলিলা ।
তাঁর ঠাঞি প্রভুর কথা সকল শুনিলা ॥ ৪৩ ॥

মথুরায় সনাতনসহ মিলন ও উভয়ের আনন্দ ঃ—

মথুরাতে আসি' মিলিলা সনাতনে ।
দুইজনের সঙ্গে দুঁহে আনন্দিত মনে ॥ ৪৪ ॥

সনাতনানুগত্যে পণ্ডিতের দ্বাদশবন-দর্শন ঃ—

সনাতন করাইলা তাঁরে দ্বাদশবন-দরশন ।
গোকুলে রহিলা দুঁহে দেখি' মহাবন ॥ ৪৫ ॥

উভয়ের একত্র অবস্থান, কিন্তু পৃথক্ অভ্যাস-মত পৃথক্ খাদ্য-গ্রহণ ঃ—

সনাতনের গোফাতে দুঁহে রহে একঠাঞি ।
পণ্ডিত পাক করেন দেবালয়ে যাই' ॥ ৪৬ ॥
সনাতন ভিক্ষা করেন যাই' মহাবনে ।
কভু দেবালয়ে, কভু ব্রাহ্মণ-সদনে ॥ ৪৭ ॥

মানদ সনাতনকর্ত্তৃক পণ্ডিতের সেবা ঃ—

সনাতন পণ্ডিতের করে সমাধান ।
মহাবনে দেন আনি' মাগি' অন্ন-পান ॥ ৪৮ ॥

একদিন পণ্ডিতের সনাতনকে নিমন্ত্রণ ও রন্ধন ঃ—

একদিন সনাতনে পণ্ডিত নিমন্ত্রিলা ।
নিত্যকৃত্য করি' তেঁহ পাক চড়াইলা ॥ ৪৯ ॥

মস্তকে সন্ন্যাসিদত্তবস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক সনাতনের পণ্ডিতের গৃহে আগমন ঃ—

'মুকুন্দ সরস্বতী' নাম সন্ন্যাসী মহাজনে ।
এক বহির্ব্বাসে তেঁহো দিল সনাতনে ॥ ৫০ ॥
সনাতন সেই বস্ত্র মস্তকে বান্ধিয়া ।
জগদানন্দের বাসা-দ্বারে বসিলা আসিয়া ॥ ৫১ ॥

সনাতনের বস্ত্রকে প্রভুদত্ত-বস্ত্রজ্ঞানে পণ্ডিতের প্রেম ঃ—

রাতুল বস্ত্র দেখি' পণ্ডিত প্রেমাবিষ্ট হইলা ।
'মহাপ্রভুর প্রসাদ' জানি' তাঁহারে পুছিলা ॥ ৫২ ॥

সনাতনের বস্ত্রপ্রাপ্তির কারণ-জিজ্ঞাসা ঃ—

"কাঁহা পাইলা তুমি এই রাতুল বসন?"
"মুকুন্দ-সরস্বতী দিল",—কহেন সনাতন ॥ ৫৩ ॥

প্রভু ব্যতীত অন্য সন্ন্যাসীর দান-গ্রহণে পণ্ডিতের ক্রোধ ঃ—

শুনি' পণ্ডিতের মনে ক্রোধ উপজিল ।
ভাতের হাণ্ডি হাতে লঞা মারিতে আইল ॥ ৫৪ ॥

সনাতনের লজ্জা ঃ—

সনাতন তাঁরে জানি' লজ্জিত হইলা ।
বলিতে লাগিলা পণ্ডিত, হাণ্ডি চুলাতে ধরিলা ॥ ৫৫ ॥

সনাতনকে পণ্ডিতের ভর্ৎসনা ঃ—

"তুমি মহাপ্রভুর হও পার্ষদ-প্রধান ।
তোমা-সম মহাপ্রভুর প্রিয় নাহি আন ॥ ৫৬ ॥
অন্য সন্ন্যাসীর বস্ত্র তুমি ধর শিরে ।
কোন্ ঐছে হয়,— ইহা পারে সহিবারে ??" ৫৭ ॥

অমানী মানদ মহাধীর সনাতন-গোস্বামীর আত্মদৈন্য ও পণ্ডিতের গৌরপ্রেম-নিষ্ঠা-প্রশংসা ঃ—

সনাতন কহে,—"সাধু পণ্ডিত-মহাশয়!
তোমা-সম চৈতন্যের প্রিয় কেহ নয় ॥ ৫৮ ॥
ঐছে চৈতন্যনিষ্ঠা যোগ্য তোমাতে ।
তুমি না দেখাইলে ইহা শিখিমু কেমতে?? ৫৯ ॥

পণ্ডিতের প্রেমপরীক্ষণ ও প্রত্যক্ষ তদ্দর্শন ঃ—

যাহা দেখিবারে বস্ত্র মস্তকে বান্ধিলুঁ ।
সেই অপূর্ব্ব প্রেম এই প্রত্যক্ষ দেখিলুঁ ॥ ৬০ ॥

রাগমার্গীয় পরমহংসের কাষায়বস্ত্রপরিধান-বিষয়ে নিষিদ্ধতা ঃ—

রক্তবস্ত্র 'বৈষ্ণবের' পরিতে না যুয়ায় ।
কোন প্রবাসীরে দিমু, কি কায উহায়??" ৬১ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

নয়। গোপাল যখন যখন অন্যাশ্রমে যান, সে-সময় দর্শন করাই ভাল।

৪৬। সনাতন তখন মাধুকরী-ভিক্ষায় প্রাপ্ত রুটির টুক্রা খাইয়া জীবন নির্ব্বাহ করিতে অভ্যাস করিয়াছিলেন। ভাত না খাইলে নিজের প্রতিদিন চলিবে না বলিয়া জগদানন্দ-পণ্ডিত দেবালয়ে গিয়া পাক করিতেন ; ব্রজের দেবালয়ে ভাত-ডাল প্রসাদ হইত না।

অনুভাষ্য

৪৮। সমাধান—সর্ব্বকার্য্য সম্পাদন বা সেবন।

৫৫। জানি—জানাইয়া অথবা গৌরপ্রেমময় জানিয়া।

৬১। বৈষ্ণবগণ—পরমহংস ও অকিঞ্চন ; সুতরাং বৈধ-সন্ন্যাসিগণের পরিধেয় গৈরিক-বসন পরিধান করিয়া তাঁহাদিগকে স্বীয় পারমহংস্যাশ্রম নির্দ্দেশ বা প্রদর্শন করিতে হয় না। বিশেষতঃ, অদ্বিতীয় পরমেশ্বর শ্রীগৌরহরি একদণ্ডীর বেশ স্বীকার করায় তাঁহার পদাশ্রিত কিঙ্করগণ তদ্দাসাভিমানে অপ্রাকৃত

অমৃতানুকণা—৬১। শ্রীসনাতন-গোস্বামীর শিরোধৃত 'রাতুল-বস্ত্র' 'শ্রীমুকুন্দ-সরস্বতী'-নামক কোন একদণ্ডী সন্ন্যাসীর প্রদত্ত জানিয়া

শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিত শ্রীসনাতন-প্রতি যে ভর্ৎসনা করিয়াছিলেন এবং তদনন্তর শ্রীসনাতন গোস্বামী তদুত্তরে যে "রক্তবস্ত্র বৈষ্ণবের পরিতে না যুয়ায়" বলিয়াছিলেন—ইহাতে কেহ কেহ বৈষ্ণবস্থানে শাস্ত্রাধ্যয়ন না করায় বিবর্ত্তগ্রস্ত হইয়া বিচার করিয়া থাকেন যে, 'গৈরিকবসন-ব্যবহার বৈষ্ণবের পক্ষে সঙ্গত নহে।' 'রাতুল-বস্ত্র' বা 'রক্ত-বস্ত্র' বলিতে মুখ্যতঃ কাষায় বসন বা গৈরিক-বস্ত্রই উদ্দিষ্ট হইয়া থাকে, ইহাতে সন্দেহ নাই। শ্রীজগদানন্দ-পণ্ডিত কখনই 'গৈরিক বস্ত্র' প্রতি বীতরাগ ছিলেন না, যে তদ্দর্শনে তিনি ক্ষিপ্ত হইয়া শ্রীসনাতনকে ভর্ৎসনা করিয়াছিলেন। তিনি স্বয়ং মহাপ্রভুর জন্য তোষক বালিশ তৈয়ার করিতে বস্ত্র গৈরিকবর্ণে রঞ্জিত করিয়াছিলেন,—"সুক্ষ্ম বস্ত্র আনি' গেরি দিয়া রাঙ্গাইলা। শিমুলির তুলা দিয়া তাহা পূরাইলা।।" (অন্ত্য ১৩।৭) ; এবং তিনি শ্রীসনাতন গোস্বামীর মস্তকে ধৃত গৈরিকবস্ত্র-দর্শনে প্রথমে উহা মহাপ্রভুর প্রসাদী বস্ত্র-জ্ঞানেই প্রেমাবিষ্ট হইয়াছিলেন,—"রাতুল বস্ত্র দেখি' পণ্ডিত প্রেমাবিষ্ট হইলা।" কিন্তু যাঁহাকে তিনি মহাপ্রভুর প্রধান পার্ষদগণের মধ্যে গণ্য করিতেন ("তুমি মহাপ্রভুর হও পার্ষদ-প্রধান। তোমা-সম মহাপ্রভুর প্রিয় নাহি আন।।"), সেই শ্রীসনাতনপ্রভুর মস্তক একমাত্র মহাপ্রভুর উপভুক্ত বস্ত্রেই ভূষিত হওয়ার যোগ্য,—সেস্থলে কোন একদণ্ডী সন্ন্যাসীর বসন ধৃত হইলে মহাপ্রভুর 'নিজ ধন'-রূপ শ্রীসনাতনের অবমাননাই হইয়া থাকে এবং তাহা শ্রীজগদানন্দ-পক্ষে নিতান্ত অসহনীয় বলিয়াই তিনি শ্রীসনাতনকে ঐরূপ প্রণয়-ভর্ৎসনা করিয়াছিলেন। ইহাতে তাঁহার গৈরিক-বসন-বিরোধিতা কিরূপে প্রকাশ পাইল? বস্তুতঃ এতদ্দ্বারা শ্রীজগদানন্দের শ্রীমহাপ্রভু এবং তাঁহার প্রধান সেবক শ্রীসনাতন—উভয়ের প্রতিই প্রণয়াতিশয্য প্রকাশিত হইতেছে।

"রক্তবস্ত্র বৈষ্ণবের পরিতে না যুয়ায়"—এইবাক্যে গৈরিকবসন তথা যতিবেষ-ধারণ অর্থাৎ পক্ষান্তরে সন্ন্যাসগ্রহণ বৈষ্ণবগণের কখনও কর্ত্তব্য নহে, ইহাই যদি শ্রীসনাতন গোস্বামীর অভিপ্রায় হইত, তবে তদনুসারে শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু এবং তাঁহার সন্ন্যাসি-সঙ্গিগণের যতিবেষও অবৈধরূপে বিচারিত হইত। ধর্ম্মসংস্থাপনার্থ অবতীর্ণ 'স্বয়ং ভগবানের' সন্ন্যাসগ্রহণ এবং তদুচিত বেষধারণ অবৈধ!—এইরূপ অশাস্ত্রীয় বিচার নিখিলশাস্ত্রবেত্তা শ্রীসনাতন গোস্বামীর নিকট হইতে কখনও সম্ভব নহে। সকল বেদ, উপনিষৎ, পুরাণ, সংহিতা, এমনকি সর্ব্বশাস্ত্রশিরোমণি শ্রীমদ্ভাগবত এবং শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু যাঁহাকে ভাগবতের যথার্থ ব্যাখ্যাতা বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন, সেই শ্রীল শ্রীধরস্বামীর 'ভাবার্থ-দীপিকা' (১০।৮৬।৩) "পূজ্যতম-ত্রিদণ্ডি-বেষম্"—সর্ব্বত্র যেস্থলে ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাসগ্রহণের বিধি ও মহিমা ব্যক্ত হইয়াছে, সেস্থলে সর্ব্বপণ্ডিতকুল-চূড়ামণি শ্রীসনাতন গোস্বামীর ঐরূপ বাক্যের অর্থ-অনুধাবন যে কোন শাস্ত্রানভিজ্ঞ 'মাটিয়া-বুদ্ধি'র কার্য্য নহে, তাহা সহজেই অনুমেয়।

শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃতের (২।৭।১৪) দিগ্দর্শিনী-টীকায় শ্রীল সনাতন গোস্বামী জানাইয়াছেন,—"যে শ্রীভগবচ্চরণারবিন্দাশ্রয়াস্তে যতয় এব নোচ্যন্তে, কিন্তু পরমভক্তা এব, সর্ব্বপরিত্যাগেন তচ্চরণারবিন্দাশ্রয়ণাৎ, কেবলং গৃহাদিপরিত্যাগনিষ্ঠার্থমেব সন্ন্যাসগ্রহণাৎ, বেষমাত্রেণ যতি-সাদৃশ্যং তেষাম্।" অর্থাৎ, 'যাঁহারা ভগবানের পাদপদ্ম আশ্রয় করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে (বেষচিহ্নদ্বারা) কেবল 'যতি' বলা যাইতে পারে না,—সমস্ত কিছু পরিত্যাগ করিয়া ভগবৎচরণকমল আশ্রয়হেতু তাঁহারা প্রকৃতপক্ষে ভক্তই। কেবল গৃহাদি-পরিত্যাগে নিষ্ঠার জন্যই সন্ন্যাস-গ্রহণহেতু বেষমাত্রদ্বারা তাঁহাদের (ভক্তগণের) 'যতি'-সাদৃশ্য।' শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুও তাহাই বলিয়াছেন,—'পরাত্মনিষ্ঠা-মাত্র বেষধারণ। মুকুন্দসেবায় হয় সংসার-তারণ।।" (মধ্য ৩।৮)—সন্ন্যাসগ্রহণপূর্ব্বক যে গৈরিকবেষাদি ধারণ হইয়া থাকে, তাহা কেবল গৃহত্যাগাদি-নিষ্ঠা তথা পরাত্ম-শ্রীভগবানের প্রতি নিষ্ঠার জন্য। বেষধারণ করিলেই 'সংসারতারণ' হয়, এরূপ নহে, তাহা কেবল মুকুন্দসেবা-দ্বারাই ঘটিয়া থাকে—ইহাই গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত। সুতরাং 'গৈরিকবেষ-ধারণ বৈষ্ণবগণের সঙ্গত নহে'—এইরূপ বিচার যাঁহারা করিয়া থাকেন, তাঁহারা তত্ত্বদর্শী নহেন, মাৎসর্য্য-কুপিত হওয়ায়—তত্ত্বান্ধ।

"রক্তবস্ত্র বৈষ্ণবের পরিতে না যুয়ায়"—এই সনাতন-উক্তি প্রথমে উক্ত প্রসঙ্গানুসারেই বুঝিতে হইবে। বৈষ্ণব—কাষায়-পরিহিত 'অহং ব্রহ্মাস্মি' তথা 'আমিই নারায়ণ', এইরূপ মননকারী একদণ্ডী সন্ন্যাসী অপেক্ষা সর্ব্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ। তজ্জন্য তাঁহার কাষায়বসন-ধারণে বৈষ্ণবের উচ্চাসন খর্ব্বই হইয়া থাকে। দ্বিতীয়তঃ, রাগমার্গীয় পরমহংস বৈষ্ণব—কাষায়-বসন পরিহিত বৈধমার্গীয় বর্ণাশ্রমান্তর্গত সন্ন্যাসী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, সেক্ষেত্রে তিনি গৈরিকবস্ত্র-ধারণবিধির ঊর্দ্ধে হওয়ায় তাঁহার পক্ষে উক্ত বস্ত্র 'পরিতে না যুয়ায়'। "জ্ঞাননিষ্ঠো বিরক্তো বা মদ্ভক্তো বানপেক্ষকঃ। সলিঙ্গানাশ্রমাংস্ত্যক্ত্বা চরেদবিধিগোচরঃ।।" (ভাঃ ১১।১৮।২৮)—যিনি বহির্বিষয়ে বিরক্ত হইয়া মোক্ষকামনায় জ্ঞাননিষ্ঠ হন অথবা মোক্ষবিষয়ে অপেক্ষাশূন্য হইয়া আমার (শ্রীকৃষ্ণের) ভক্ত হন, তিনি 'সলিঙ্গ-আশ্রম' অর্থাৎ সন্ন্যাসাদি আশ্রমের চিহ্নস্বরূপ গৈরিকবসন, ত্রিদণ্ডাদি ত্যাগ করিয়া বিধি-নিষেধের অনধীন হইয়া বিচরণ করিবেন। এস্থলে ইহা লক্ষণীয় যে, কেবল বৈষ্ণবেরই নহে, জ্ঞানীরও তদ্রূপ সন্ন্যাসোচিত রক্তবস্ত্র 'পরিতে না যুয়ায়'। তবে তাহা কোন্ অধিকারে?—ইহার সদুত্তর উক্ত শ্লোকের শ্রীমদ্বিশ্বনাথ-চক্রবর্ত্তিপাদ-কৃত টীকায় স্পষ্ট দেখা যায়,—"পরিপক্ব-জ্ঞানিনো নিষ্কাম-স্বভক্তস্য চ বর্ণাশ্রমনিয়মাভাবমাহ,—জ্ঞাননিষ্ঠঃ পরিপক্বজ্ঞানবান্ ** অত্র সর্ব্বথা নৈরপেক্ষ্যম-জাতপ্রেম্ণো ভক্তস্য ন সম্ভবেদত উৎপন্নপ্রেমৈব ভক্তঃ সলিঙ্গানাশ্রমাংস্ত্যজেৎ, অনুৎপন্নপ্রেমা তু নির্লিঙ্গাশ্রমধর্ম্মাংস্ত্যজেদিত্যর্থো লভ্যতে।" অর্থাৎ, 'পরিপক্বজ্ঞানীর এবং নিষ্কাম নিজভক্তের (শ্রীকৃষ্ণভক্তের) বর্ণাশ্রম-নিয়ম অপ্রয়োজন, ইহাই এস্থলে উক্ত হইয়াছে। জ্ঞাননিষ্ঠ—যিনি পরিপক্ব-জ্ঞানবান্। সর্ব্ববিষয়ে নিরপেক্ষতা অজাতপ্রেম-ভক্তের সম্ভব নহে, অতএব উৎপন্নপ্রেম-ভক্তই কেবল চিহ্নসমূহ-সহ 'আশ্রম' ত্যাগ করিবেন, (এতদ্দ্বারা) অজাতপ্রেম-ভক্ত কিন্তু 'নির্লিঙ্গ-আশ্রমধর্ম্ম' ত্যাগ করিবেন, এই অর্থই লাভ হইতেছে।'

অতএব দেখা যাইতেছে, যিনি জ্ঞানমার্গাবলম্বী হইয়া "ব্রহ্মভূত প্রসন্নাত্মা" (গীতা ১৮।৫৪) হইয়াছেন এবং যিনি আত্মধর্ম্মোচিত শুদ্ধভক্তি-যোগে প্রেমাবস্থা লাভ করিয়াছেন, তাদৃশ পারমহংস্য-ধর্ম্মে উন্নীত ব্যক্তির পক্ষেই মাত্র গৈরিকবস্ত্র-দণ্ডাদি চিহ্নসহ সন্ন্যাসাদি আশ্রম পরিত্যাগের কথা বলা হইয়াছে, সর্ব্ব অধিকার-নির্ব্বিশেষে নহে। অজাতপ্রেম-ভক্ত 'নির্লিঙ্গ-আশ্রমধর্ম্ম' অর্থাৎ পারমহংস্য-আশ্রম, যে-আশ্রমের নির্দ্দিষ্ট

প্রভুকে ভোগসমর্পণ ও উভয়ের একত্র প্রসাদসম্মান ঃ—

পাক করি' জগদানন্দ চৈতন্যে সমর্পিলা ।
দুইজন বসি' তবে প্রসাদ পাইলা ॥ ৬২ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৫২। রাতুল—রাঙ্গা (কাষায়, গেরুয়া)।

অনুভাষ্য

চিদ্বিলাস-ভেদবুদ্ধিতে বেষগ্রহণ-বিষয়ে তাঁহার সহিত সাম্যব্যবহার যোগ্য বা বিধেয় বলিয়া মনে করেন না। সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া

প্রভুবিরহে উভয়ের ক্রন্দন ঃ—

প্রসাদ পাই দুইজনে কৈলা আলিঙ্গন ।
চৈতন্যবিরহে দুঁহে করিলা ক্রন্দন ॥ ৬৩ ॥

অনুভাষ্য

পরমহংস বৈষ্ণবগুরুর আশ্রয়ে থাকিয়া বৈষ্ণবদাসগণ আপনাদিগকে বর্ণাশ্রমাতীত পরমহংস-বৈষ্ণবাসনে অধিষ্ঠিত বলিবার অযোগ্য-জ্ঞানে অনেক সময় দৈন্য-জ্ঞাপনোদ্দেশে গুরু-বৈষ্ণবের অযোগ্য তুর্য্যাশ্রমোচিত গৈরিক (কাষায়) বসনাদি পরিয়াও থাকেন।

কোন চিহ্ন নাই, তাহা ত্যাগ করিয়া নিজ অধিকারানুযায়ী বর্ণাশ্রম-নিয়মানুসারে আশ্রমোচিত চিহ্নাদি গ্রহণ করিবেন—এই ইঙ্গিতও যে উক্ত শ্লোকে যুগপৎ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা রসিকভক্ত-শেখর শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ তাঁহার টীকায় অঙ্গুলীনির্দ্দেশদ্বারা দেখাইয়া দিয়াছেন।

বস্তুতঃ রাগমার্গীয় পরমহংস-বৈষ্ণবগণের মর্য্যাদামার্গোচিত কাষায় বস্ত্রপরিধানের বা পরিবর্জ্জনের বাধ্য-বাধকতা নাই—তাঁহারা গুণাতীত হওয়ায়, "ন দ্বেষ্টি সংপ্রবৃত্তানি ন নিবৃত্তানি কাঙ্ক্ষতি।" (গীতা ১৪।১২)। তজ্জন্য দেখা যায়,—ভক্তিকল্পবৃক্ষের অঙ্কুরস্বরূপ শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীপাদ ও তৎশিষ্য শ্রীঈশ্বরপুরী এবং উক্তবৃক্ষের নয়টী মূলস্বরূপ—শ্রীপরমানন্দ পুরী, শ্রীকেশবভারতী, শ্রীব্রহ্মানন্দপুরী, শ্রীব্রহ্মানন্দ ভারতী, শ্রীবিষ্ণুপুরী, শ্রীকেশবপুরী, শ্রীকৃষ্ণানন্দ পুরী, শ্রীনৃসিংহতীর্থ এবং শ্রীসুখানন্দপুরী প্রভৃতি কৃষ্ণপ্রেমসিন্ধুতে নিত্যনিমগ্ন ভগবৎপার্ষদগণ, তাঁহারা বহির্দৃষ্টিতে 'রক্তবস্ত্র' পরিত্যাগের কোন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন নাই। সুতরাং কাষায়-বসনাদিদ্বারা সর্ব্বস্থলেই 'অজাতপ্রেমত্ব' বা বর্ণাশ্রমাধীনত্ব সূচিত হয় না, ইহাও লক্ষিতব্য। বিশেষতঃ রক্তবস্ত্র-মাধ্যমে একদিকে যেরূপ তাঁহারা দৈন্যবশতঃ নিজদিগকে লোকসমক্ষে বর্ণাশ্রমান্তর্গতরূপে চিহ্নিত করাইয়া তাঁহাদিগের হৃদয়স্থ সহজ অনুরাগ গোপন রাখিতে প্রয়াস করিতেন, অপরদিকে উক্ত 'রক্তবস্ত্র' তাঁহাদিগের জন্য এক বিশেষ উদ্দীপন-স্বরূপ হইয়া পরম ভজনানুকূল-বিচারে তাহা অপরিত্যাজ্য হওয়াও অসম্ভব কিছু নহে—"কনকনিবহশোভানিন্দি-পীতং নিতম্বে, তদুপরি নব-**রক্তবস্ত্র**-মিত্থং দধানঃ। **প্রিয়মিব কিল বর্ণং রাগযুক্তং প্রিয়ায়াঃ**, প্রণয়তু মম নেত্রাভীষ্টপূর্ত্তিং মুকুন্দঃ।।" (শ্রীরূপগোস্বামিকৃত 'শ্রীমুকুন্দাষ্টকম্')—যিনি নিতম্বদেশে কনকরাশি বিনিন্দিত পীতবসন এবং তদুপরি '**রক্তবস্ত্র**' এইপ্রকারে ধারণ করিয়াছেন, যেন তাহাতে প্রিয়তমা শ্রীরাধার প্রিয় রাগযুক্ত বর্ণ বলিয়া নিশ্চয় বোধ হইতেছে, সেই মুকুন্দ আমার নেত্রের অভীষ্ট পূর্ণ করুন। সুতরাং বিদ্বদ্রূঢ়িবিচারে 'রক্তবস্ত্রে'ও যে মহিমা অনুস্যূত থাকে, তাহা কেবল ভজনচতুর ব্যক্তিগণেরই অনুভবনীয়।

আবার যে-কারণে শ্রীগৌরভৃত্যবর্গ কাষায়-বস্ত্রধারী একদণ্ডীর বেশে অবস্থিত ভগবানের ন্যায় বেষগ্রহণপ্রথার আদর না করিয়া দীনজনোচিত পুরাতন মলিন বসনাদি গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই শুদ্ধবিচার অবলম্বন করিয়াই শ্রীগোপাল-ভট্টাদি রূপানুগগণ স্বাভাবিক দৈন্যবশতঃ শ্রীরূপাদি গুরুদেবের পারমহংস্য-বেষ গ্রহণ না করিয়া ভাগবত-বিধিমতে একান্ত গৌরভৃত্য শ্রীপ্রবোধানন্দ ত্রিদণ্ডিপাদের আনুগত্যপ্রভাবে কাষায় বসন ও শিখাসূত্র ধারণাদি করিয়াছিলেন। শ্রীগোপালভট্ট আকুমার বৃহদ্‌ব্রতী ছিলেন, তজ্জন্য কাষায়-বসন পরিহার করিয়া তাঁহাকে সমাবর্ত্তন করিতে হয় নাই। তদবধি গৌড়ীয় সমাজে উক্ত শ্রীচৈতন্যশিক্ষার আদর চলিয়া আসিতেছে। অনেকে (নিজ স্থূলবুদ্ধি প্রমাণ করিতে) বলিয়া থাকেন, শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু স্বয়ং কাষায় বস্ত্রধারী হইলেও তিনি কাহাকেও উক্ত বস্ত্র ধারণের উপদেশ করেন নাই। যিনি "আপনি আচরি ভক্তি শিখামু সবারে। আপনি না কৈলে ধর্ম্ম শিখান না যায়। এই ত' সিদ্ধান্ত গীতা-ভাগবতে গায়।।" (আদি ৩।২০-২১) এই বিচারাবলম্বনে ভক্তভাব অঙ্গীকারপূর্ব্বক অবতীর্ণ হইয়াছেন,—যিনি "মর্য্যাদা-পালন হয় সাধুর ভূষণ", "মর্য্যাদা রাখিলে তুষ্ট হয় মোর মন", "মর্য্যাদা-লঙ্ঘন আমি না পাঁরো সহিতে।" (অন্ত্য ৪র্থ) ইত্যাদিরূপে শ্রীসনাতনপ্রভু-মাধ্যমে সাধকভক্তগণকে মর্য্যাদা-মার্গ অবলম্বনের উপদেশ করিয়াছেন, তৎসত্ত্বেও তাঁহার সেই সাক্ষাৎ আচরণ ও বাণী হইতে যদি কেহ তাদৃশ শিক্ষা লাভ না করেন, তবে তাহা দুর্ভাগ্যই বলিতে হইবে।

সাধকগণের তথা সিদ্ধগণের কাষায় বস্ত্র-ধারণের ইতিহাস সত্যযুগ হইতে পরিলক্ষিত হয়। বড় বড় ত্রিকালদর্শী মহানুভব ঋষি-মহর্ষিগণ উক্ত বস্ত্র ধারণ করিতেন। শ্রীকৃষ্ণলীলায় ভগবতী পৌর্ণমাসী দেবী—নিত্যই কাষায়বসনা—'পৌর্ণমাসীভগবতী সর্ব্বসিদ্ধি-বিধায়িনী। কাষায়বসনা গৌরী কাশকেশীদরায়তা।।" (শ্রীরাধাকৃষ্ণগণোদ্দেশ-দীপিকা) ইত্যাদি। কলিযুগেও শ্রীরামানুজাচার্য্য, শ্রীমধ্বাচার্য্য, শ্রীবিষ্ণুস্বামী, শ্রীল শ্রীধরস্বামী, শ্রীমন্মাধবেন্দ্রপুরী, শ্রীঈশ্বরপুরী, স্বয়ংভগবান্ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু, শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী, শ্রীবল্লভাচার্য্য প্রভৃতি সাম্প্রদায়িকবৈষ্ণবগণ সন্ন্যাসগ্রহণপূর্ব্বক কাষায়বস্ত্র-ধারণের যে শাশ্বতধারা অব্যাহত রাখিয়াছেন, তাহা পারমহংস্য-আচরণের অনুকরণপ্রবৃত্তি-বিশিষ্ট ও অনুরাগের আবরণে কিছু বেদবিরোধী অপসম্প্রদায়ের দৌরাত্ম্যে লুপ্ত হইয়া যাইতে পারে না। রাগানুগাভিমানী হইয়া যাঁহারা প্রকৃতপ্রস্তাবে বাহ্যাভ্যন্তরে শ্রীরূপানুগ না হইতে পারিয়া বাহ্যিক বেষাদিতেই মাত্র রূপানুগত্যকে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহেন, তাঁহাদের তাদৃশ চেষ্টা শুদ্ধবৈষ্ণবগণ সর্ব্বতোভাবে গর্হণপূর্ব্বক শাস্ত্রসঙ্গত-বিচারানুসারে মর্য্যাদা-সংরক্ষণদ্বারা শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর তুষ্টিবিধানেই ব্রতী হন।

উভয়ের গৌরবিরহানুভূতি ঃ—

এইমত মাস দুই রহিলা বৃন্দাবনে ।
চৈতন্যবিরহ-দুঃখ না যায় সহনে ॥ ৬৪ ॥

প্রভুর ভাবি আগমন-সংবাদ-জ্ঞাপন, তজ্জন্য স্থান-নির্ব্বাচনার্থ আজ্ঞা ঃ—

মহাপ্রভুর সন্দেশ কহিলা সনাতনে ।
'আমিহ আসিতেছি, রহিতে করিহ একস্থানে ॥' ৬৫ ॥

জগদানন্দের বিদায়-গ্রহণ ও প্রভুর জন্য সনাতনপ্রদত্ত দ্রব্যাদি গ্রহণ ঃ—

জগদানন্দ-পণ্ডিত তবে আজ্ঞা মাগিলা ।
সনাতন প্রভুরে কিছু ভেটবস্তু দিলা ॥ ৬৬ ॥
রাসস্থলীর বালু, আর গোবর্দ্ধনের শিলা ।
শুষ্ক পক্ক পিলুফল আর গুঞ্জামালা ॥ ৬৭ ॥

পণ্ডিতের পুরী-যাত্রা, পণ্ডিতকে সনাতনের কষ্টে বিদায়-দান ঃ—

জগদানন্দ-পণ্ডিত চলিলা সব লঞা ।
ব্যাকুল হৈলা সনাতন তাঁরে বিদায় দিয়া ॥ ৬৮ ॥

প্রভুর অবস্থান-জন্য দ্বাদশাদিত্য-টিলায় মঠ-নির্ব্বাচন ও সংস্কার-সাধন ঃ—

প্রভুর নিমিত্ত একস্থান মনে বিচারিলা ।
দ্বাদশাদিত্য-টিলায় এক 'মঠ' পাইলা ॥ ৬৯ ॥
সেই স্থান রাখিলা গোসাঞি সংস্কার করিয়া ।
মঠের আগে রাখিলা এক চালি বান্ধিয়া ॥ ৭০ ॥

পণ্ডিতের পুরী-গমন ও সগণ প্রভুসহ সাক্ষাৎকার ঃ—

শীঘ্র চলি' নীলাচলে গেলা জগদানন্দ ।
ভক্তসহ গোসাঞি হৈলা পরম আনন্দ ॥ ৭১ ॥
প্রভুর চরণ বন্দি' সবারে মিলিলা ।
মহাপ্রভু তাঁরে দৃঢ় আলিঙ্গন কৈলা ॥ ৭২ ॥

প্রভুকে সনাতনের দণ্ডবৎ-জ্ঞাপন ও তদ্দত্ত দ্রব্যাদি-দান ঃ—

সনাতনের নামে পণ্ডিত দণ্ডবৎ কৈলা ।
রাসস্থলীর ধূলি আদি সব ভেট দিলা ॥ ৭৩ ॥

ভক্তগণের পীলুফল-ভোজন-লীলা ঃ—

সব দ্রব্য রাখিলেন, পীলু দিলেন বাঁটিয়া ।
'বৃন্দাবনের ফল' বলি' খাইলা হৃষ্ট হঞা ॥ ৭৪ ॥
যে কেহ জানে, আঁটি চুষিতে লাগিল ।
যে না জানে গৌড়ীয়া, পীলু চাবাঞা খাইল ॥ ৭৫ ॥
মুখে তার ঝাল গেল, জিহ্বা করে জ্বালা ।
বৃন্দাবনের 'পীলু' খাইতে এই এক লীলা ॥ ৭৬ ॥

বৃন্দাবন হইতে জগদানন্দের আগমনে সকলের হর্ষ ঃ—

জগদানন্দের আগমনে সবার উল্লাস ।
এইমতে নীলাচলে প্রভুর বিলাস ॥ ৭৭ ॥

প্রভুর ও গুর্জ্জরী-রাগিণীতে গায়িকা দেবদাসীর বৃত্তান্ত-বর্ণন ; কৃষ্ণ-বিষয়ক পদশ্রবণে প্রভুর অর্দ্ধবাহ্যদশায় প্রেমাবেশে অপ্রাকৃত কৃষ্ণসেবা-বুদ্ধিতে তৎসহ মিলনার্থ ধাবন ঃ—

একদিন প্রভু যমেশ্বর-টোটা যাইতে ।
সেইকালে দেবদাসী লাগিলা গাইতে ॥ ৭৮ ॥
গুর্জ্জরীরাগিণী লঞা সুমধুর-স্বরে ।
'গীতগোবিন্দ'-পদ গায় জগমোহনেরে ॥ ৭৯ ॥
দূরে গান শুনি' প্রভুর হইল আবেশ ।
স্ত্রী, পুরুষ, কে গায়,—না জানি' বিশেষ ॥ ৮০ ॥
তারে মিলিবারে প্রভু আবেশে ধাইলা ।
পথে 'সিজের বাড়ী' হয়, ফুটিয়া চলিলা ॥ ৮১ ॥

আত্মহারা প্রভুর রক্ষার্থে গোবিন্দের পশ্চাদ্ধাবন ঃ—

অঙ্গে কাঁটা লাগিল, কিছু না জানিলা!
আস্তে-ব্যস্তে গোবিন্দ তাঁর পাছেতে ধাইলা ॥ ৮২ ॥

গোবিন্দের প্রভুকে সাবধান করিয়া বাহ্যদশায় আনয়ন ঃ—

ধাঞা যায়েন প্রভু, স্ত্রী আছে অল্পদূরে ।
"স্ত্রী-গান" বলি' গোবিন্দ প্রভুরে কৈলা কোলে ॥৮৩॥

আশ্রয়জাতীয়-ভাবযুক্ত প্রভুর জগদ্‌গুরুত্ব আচার্য্যত্ব ; 'গৌরনাগরী'-বাদ-নিরাস ; প্রভুর প্রত্যাবর্ত্তন ঃ—

স্ত্রী-নাম শুনি' প্রভুর বাহ্য হইলা ।
পুনরপি সেই পথে বাহুড়ি' চলিলা ॥ ৮৪ ॥

যোষিৎস্পর্শ বা সঙ্গ—আচার্য্য বা প্রচারকের মৃত্যুকারণ, অতএব সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাজ্য বলিয়া গোবিন্দসমীপে কৃতজ্ঞতা-প্রকাশচ্ছলে শিক্ষাদান ঃ—

প্রভু কহে,—"গোবিন্দ, আজি রাখিলা জীবন ।
স্ত্রী-পরশ হৈলে আমার হইত মরণ ॥ ৮৫ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৬৯। দ্বাদশাদিত্য-টিলা—শ্রীমদনমোহনের পুরাতন ভগ্ন-মন্দির যে-উচ্চটিলার উপর বর্ত্তমান, তাহাকেই 'দ্বাদশাদিত্য-টিলা' বলে। কৃষ্ণলীলায় সময় দ্বাদশাদিত্য সেইস্থলে উদিত হইয়াছিলেন।

৮১। সিজের বাড়ী—উৎকল-দেশে পুষ্পোদ্যানকে 'ফুল-বাড়ী' বলে। সেখানে সিজের গাছ অর্থাৎ মনসা-সিজ ও কাঁটা-সিজ থাকে ; তাহাকে 'সিজের বাড়ী' বলে। 'বাড়ি' অর্থে—বেড়া।

অনুভাষ্য

৬৯। মঠ—দেবালয়।

গোবিন্দের নিকট অপরিশোধ্য ঋণ, প্রপন্ন গোবিন্দের জগন্নাথকেই রক্ষক-জ্ঞান ঃ—

এ-ঋণ শোধিতে আমি নারিমু তোমার ।"
গোবিন্দ কহে,—"জগন্নাথ রাখেন, মুই কোন্ ছার ?"৮৬

গোবিন্দকে প্রভুর সর্ব্বক্ষণ সঙ্গে থাকিতে অনুরোধ ঃ—

প্রভু কহে,—"গোবিন্দ, মোর সঙ্গে রহিবা ।
যাঁহা তাঁহা মোর রক্ষায় সাবধান হইবা ॥" ৮৭ ॥

সংবাদ-শ্রবণে ও প্রভুর অবস্থা-স্মরণে স্বরূপাদির আশঙ্কা ঃ—

এত বলি' লেউটি' প্রভু গেলা নিজ-স্থানে ।
শুনি' মহা-ভয় পাইলা স্বরূপাদি মনে ॥ ৮৮ ॥

রঘুনাথ ভট্টগোস্বামীর বৃত্তান্ত ; তাঁহার আকুমার নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী বা বৃহদ্‌ব্রতী-লীলা ঃ—

এথা তপনমিশ্র-পুত্র রঘুনাথ-ভট্টাচার্য্য ।
প্রভুরে দেখিতে চলিলা ছাড়ি' সর্ব্ব কার্য্য ॥ ৮৯ ॥

সেবকসহ রঘুনাথের গৌড়-পথে পুরী-যাত্রা ঃ—

কাশী হৈতে চলিলা তেঁহো গৌড়-পথ দিয়া ।
সঙ্গে সেবক চলে তাঁর ঝালি সাজাঞা ॥ ৯০ ॥

পথে পুরীযাত্রী রামদাস-বিশ্বাসের মিলন ঃ—

পথে তারে মিলিলা বিশ্বাস-রামদাস ।
বিশ্বাসখানার কায়স্থ তেঁহো রাজার বিশ্বাস ॥ ৯১ ॥

রামদাস—রামানন্দীসম্প্রদায়ভুক্ত (রামায়েৎ) ঃ—

সর্ব্বশাস্ত্রে প্রবীণ, কাব্যপ্রকাশ-অধ্যাপক ।
পরমবৈষ্ণব, রঘুনাথ-উপাসক ॥ ৯২ ॥
অষ্টপ্রহর রামনাম জপেন রাত্রিদিনে ।
সর্ব্ব ত্যজি' চলিলা জগন্নাথ-দরশনে ॥ ৯৩ ॥

রামদাসকর্ত্তৃক রঘুনাথভট্টপ্রভুর সেবা ঃ—

রঘুনাথ-ভট্টের সনে পথেতে মিলিলা ।
ভট্টের ঝালি মাথে করি' বহিয়া চলিলা ॥ ৯৪ ॥
নানাসেবা করি' করে পাদসম্বাহন ।
তাতে রঘুনাথের হয় সঙ্কুচিত মন ॥ ৯৫ ॥

রঘুনাথের পণ্ডিত-প্রদত্ত-সেবা-গ্রহণে আপত্তি ঃ—

"তুমি বড় লোক, পণ্ডিত, মহাভাগবত ।
সেবা না করিহ, সুখে চল মোর সাথ ॥" ৯৬ ॥

রামদাসের দৈন্যোক্তি ও বৈষ্ণব-বিপ্রদাস্যে আনন্দ ঃ—

রামদাস কহে,—"আমি শূদ্র অধম !
'ব্রাহ্মণের সেবা',—এই মোর নিজ-ধর্ম্ম ॥ ৯৭ ॥
সঙ্কোচ না কর তুমি, আমি—তোমার 'দাস' ।
তোমার সেবা করিলে হয় হৃদয় উল্লাস ॥" ৯৮ ॥

রামদাসের অনুক্ষণ রামনাম-জপ ঃ—

এত বলি' ঝালি বহেন, করেন সেবনে ।
রঘুনাথের তারকমন্ত্র জপেন রাত্রিদিনে ॥ ৯৯ ॥

রঘুনাথের পুরী-গমন ও প্রভুকে প্রণাম, প্রভুর আলিঙ্গন ঃ—

এইমতে রঘুনাথ আইলা নীলাচলে ।
প্রভুর চরণে যাঞা মিলিলা কুতূহলে ॥ ১০০ ॥
দণ্ড-প্রণাম করি' ভট্ট পড়িলা চরণে ।
প্রভু 'রঘুনাথ' বলি' কৈলা আলিঙ্গনে ॥ ১০১ ॥

প্রভুপদে তপনমিশ্র ও চন্দ্রশেখরের প্রণতি-জ্ঞাপন, ভগবানের স্বভক্তকুশল-জিজ্ঞাসা ঃ—

মিশ্র আর শেখরের দণ্ডবৎ জানাইলা ।
মহাপ্রভু তাঁ-সবার বার্ত্তা পুছিলা ॥ ১০২ ॥

রঘুনাথকে প্রভুর জগন্নাথদর্শনার্থ আজ্ঞা ও নিজগৃহে নিমন্ত্রণ ঃ—

"ভাল হইল আইলা, দেখ 'কমললোচন' ।
আজি আমার এথা করিবা প্রসাদ ভোজন ॥" ১০৩ ॥

বাসস্থান-দান ও স্বরূপাদি ভক্তসহ মিলন ঃ—

গোবিন্দেরে কহি' এক বাসা দেওয়াইলা ।
স্বরূপাদি ভক্তগণ-সনে মিলাইলা ॥ ১০৪ ॥

আটমাস প্রভুসঙ্গে অবস্থান ও প্রভুর স্নেহকৃপা-লাভ ঃ—

এইমত প্রভু-সঙ্গে রহিলা অষ্টমাস ।
দিনে দিনে প্রভুর কৃপা বাড়য়ে উল্লাস ॥ ১০৫ ॥

স্বগৃহে রঘুনাথের প্রভুকে নিমন্ত্রণ ঃ—

মধ্যে মধ্যে মহাপ্রভুর করেন নিমন্ত্রণ ।
ঘর-ভাত করেন, আর বিবিধ ব্যঞ্জন ॥ ১০৬ ॥

অমৃতনিন্দি নৈবেদ্য-রন্ধন-বিদ্যায় পারদর্শী রঘুনাথ ঃ—

রঘুনাথ ভট্ট—পাকে অতি সুনিপুণ ।
যেই রান্ধে, সেই হয় অমৃতের সম ॥ ১০৭ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৯১। বিশ্বাসখানার কায়স্থ—গৌড়েশ্বরের হিসাব-কার্য্যালয়কে 'বিশ্বাসখানা' বলিত ; কায়স্থগণই তথায় কার্য্য করিতেন, কেননা, তাঁহারা রাজবিশ্বাসী ছিলেন।

৯২। পরম বৈষ্ণব—যিনি হৃদয়ে 'মুমুক্ষু', তিনি শুদ্ধবৈষ্ণব-মধ্যে পরিগণিত নন। বস্তুতঃ রামোপাসক থাকায় রামদাসকে 'বৈষ্ণবপ্রায়' বলা যায়। কিন্তু সেকালে শুদ্ধ-বৈষ্ণবের শ্রেণী-ভেদ করিতে অনেকেই অশক্ত ছিলেন বলিয়া কায়স্থ-কুলোদ্ভব শ্রীরামদাসও জগতে 'পরমবৈষ্ণব' বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন।

অনুভাষ্য

৯২। কাব্যপ্রকাশ—মম্মথভট্ট-বিরচিত স্বনামখ্যাত অলঙ্কার-গ্রন্থবিশেষ।

১০২। মিশ্র আর শেখরের—তপনমিশ্র ও চন্দ্রশেখরের।

ভট্টগোস্বামীর প্রভূচ্ছিষ্ট-লাভ ঃ—

পরম সন্তোষে প্রভু করেন ভোজন।
প্রভুর অবশিষ্ট পাত্র ভট্টের ভক্ষণ ॥ ১০৮ ॥

রামদাসসহ সাক্ষাৎকার হইলেও অন্তর্যামী প্রভুর তৎপ্রতি ঔদাসীন্য ঃ—

রামদাস যদি প্রথম প্রভুরে মিলিলা।
মহাপ্রভু অধিক তাঁরে কৃপা না করিলা ॥ ১০৯ ॥

ঔদাসীন্যের কারণ ঃ—

অন্তরে মুমুক্ষু তেঁহো, বিদ্যা-গর্ব্ববান্।
সর্ব্বচিত্ত-জ্ঞাতা প্রভু—সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্ ॥ ১১০ ॥

রামদাসের কাব্যশাস্ত্রাধ্যাপনা ঃ—

রামদাস কৈলা তবে নীলাচলে বাস।
পট্টনায়ক-গোষ্ঠীকে পড়ায় 'কাব্যপ্রকাশ' ॥ ১১১ ॥

রঘুনাথকে উপলক্ষ্য করিয়া প্রভুকর্ত্তৃক সংসারে প্রবেশানিচ্ছুক ও অপ্রবিষ্ট সাধককে স্বস্থানে থাকিয়া যোষিৎসঙ্গদ্বারা ইন্দ্রিয়সুখ-স্পৃহা-মূলে অত্যাহার, প্রয়াস বা লৌল্যাদি-নিষেধ ঃ—

অষ্টমাস রহি' প্রভু ভট্টে বিদায় দিলা।
"বিবাহ না করিহ" বলি' নিষেধ করিলা ॥ ১১২ ॥

কাশীতে গিয়া বৈষ্ণব-সেবার্থে আদেশ এবং অনর্থমুক্ত কৃষ্ণসুখতৎপর-ভাগবতসমীপেই কৃষ্ণসেবার্থে চিন্ময়-ভাগবতাধ্যয়নার্থ আদেশ ঃ—

"বৃদ্ধ মাতা-পিতার যাই' করহ সেবন।
বৈষ্ণব-পাশ ভাগবত কর অধ্যয়ন ॥ ১১৩ ॥

পুরীতে একবার আসিতে আদেশ, কণ্ঠমালা-প্রসাদ-দান ঃ—

পুনরপি একবার আসিহ নীলাচলে।"
এত বলি' কণ্ঠমালা দিলা তাঁর গলে ॥ ১১৪ ॥

ভট্টকে বিদায়-দান, প্রভুবিরহে ভট্টের ক্রন্দন ঃ—

আলিঙ্গন করি' প্রভু বিদায় তাঁরে দিলা।
প্রেমে গর গর ভট্ট কান্দিতে লাগিলা ॥ ১১৫ ॥

ভক্তাজ্ঞা লইয়া রঘুনাথের কাশীতে আগমন ঃ—

স্বরূপ-আদি ভক্ত-ঠাঞি আজ্ঞা মাগিয়া।
বারাণসী আইলা ভট্ট প্রভুর আজ্ঞা পাঞা ॥ ১১৬ ॥

কাশীতে বৈষ্ণবপণ্ডিত-সমীপে ভাগবতাধ্যয়ন ঃ—

চারিবৎসর ঘরে পিতা-মাতার সেবা কৈলা।
বৈষ্ণব-পণ্ডিত-ঠাঞি ভাগবত পড়িলা ॥ ১১৭ ॥

পিতামাতার ধামপ্রাপ্তির পর বিরক্ত হইয়া পুরীতে প্রভু-সকাশে আগমন ঃ—

পিতা-মাতা কাশী পাইলে উদাসীন হঞা।
পুনঃ প্রভুর ঠাঞি আইলা গৃহাদি ছাড়িয়া ॥ ১১৮ ॥

পূর্ব্ববৎ রঘুর অষ্টমাস অবস্থানান্তে প্রভুর ব্রজে রূপ-সনাতনের সঙ্গী হইতে আদেশ ঃ—

পূর্ব্ববৎ অষ্টমাস প্রভু-পাশ ছিলা।
অষ্টমাস রহি' পুনঃ প্রভু আজ্ঞা দিলা ॥ ১১৯ ॥
"আমার আজ্ঞায়, রঘুনাথ, যাহ বৃন্দাবনে।
তাঁহা যাঞা রহ রূপ-সনাতন-স্থানে ॥ ১২০ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১১০। মুক্তি-বাঞ্ছা ও বিদ্যা-গর্ব্ব—এই দুই দোষে রামদাসকে 'শুদ্ধবৈষ্ণব' হইতে দেয় নাই।

ইতি অমৃতপ্রবাহ-ভাষ্যে ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

অনুভাষ্য

১১১। পট্টনায়ক-গোষ্ঠীকে—ভবানন্দের অধস্তনগণকে।

১১২। শ্রীমহাপ্রভু রঘুনাথভট্টকে সংসারে অপ্রবিষ্ট-অবস্থায়ই কৃষ্ণপরায়ণ হইতে দেখিয়া তাঁহাকে 'অত্যাহার'রূপ দারপরিগ্রহ করিয়া ভোগায়তন মায়াময় সংসারে প্রবিষ্ট হইতে নিষেধ করিলেন। বিষয়ী স্ত্রৈণ সাংসারিকগণ গৃহব্রত-ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া ভোক্তা পুরুষাভিমান ও ভোগবুদ্ধিবশতঃ অনেক সময় কৃষ্ণসেবাবিমুখ, তজ্জন্য তাহাদের হরিভক্তির সম্ভাবনা অল্প।

অনুভাষ্য

১১৩। এস্থানে জগদ্‌গুরু লোকশিক্ষক আচার্য্য শ্রীরঘুনাথ-ভট্টকে উপলক্ষ্য করিয়া সাধককে একান্ত পরমগৌরভক্ত বৈষ্ণব পিতামাতাকে স্বীয় হরিসেবার অনুকূলভাবে সেবা করিবার জন্যই আদেশ দিয়াছেন ; কৃষ্ণভজনার্থী সেবকমাত্রকেই হরিগুরু-বৈষ্ণব-বিমুখ পিতামাতার সেবা করিতে আদেশ দেন নাই। এতৎপ্রসঙ্গে (ভাঃ ৫।৫।১৮)—"গুরুর্ন স স্যাৎ স্বজনো ন স স্যাৎ পিতা ন স স্যাজ্জননী না সা স্যাৎ। দৈবং ন তৎ স্যান্ন পতিশ্চ স স্যাৎ ন মোচয়েদ্ যঃ সমুপেতমৃত্যুম্।।"* এবং "লৌকিকী বৈদিকী বাপি যা ক্রিয়া ক্রিয়তে মুনে। হরিসেবানুকূলৈব সা কার্য্যা ভক্তি-মিচ্ছতা।।"* শ্লোকদ্বয় আলোচ্য।

অবৈষ্ণব-বৈয়াকরণের নিকট ভাগবত পাঠ করিতে গেলে জড়ীয়কাব্যগ্রন্থেরই পাঠ-শ্রবণ হয় ; যেহেতু ঐ সকল পাঠক

** ভগবৎসম্বন্ধজ্ঞান-উপদেশদ্বারা যিনি সমুপস্থিত মৃত্যুরূপ সংসার হইতে মোচন করিতে না পারেন, তিনি —'গুরু' নহেন, তিনি—'স্বজন' নহেন, তিনি—'পিতা' নহেন, তিনি—'জননী' নহেন, তিনি—'দেবতা' নহেন, তিনি—'পতি' নহেন।*

** হে মুনে! জগতে লৌকিকী অথবা বৈদিকী যে-সকল ক্রিয়া কৃত হইয়া থাকে, ভক্তিলাভেচ্ছু ব্যক্তি সেইসকল ক্রিয়া হরিসেবার অনুকূলেই অনুষ্ঠান করিবেন।*

বৃন্দাবনে নিত্যকৃত্য-কর্ত্তব্যোপদেশ ঃ—

ভাগবত পড়, সদা লহ কৃষ্ণনাম ।
অচিরে করিবেন কৃপা কৃষ্ণ-ভগবান্ ॥" ১২১ ॥

প্রভুর কৃপালিঙ্গন ; রঘুনাথের কৃষ্ণপ্রেম-মত্ততা ঃ—

এত বলি' প্রভু তাঁরে আলিঙ্গন কৈলা ।
প্রভুর কৃপাতে কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত হৈলা ॥ ১২২ ॥

জপের তুলসী-মালাদি প্রদান ঃ—

চৌদ্দ-হাত জগন্নাথের তুলসীর মালা ।
ছুটা-পান-বিড়া মহোৎসবে পাঞাছিলা ॥ ১২৩ ॥

রঘুনাথের প্রত্যহ মালিকা-সেবা ঃ—

সেই মালা, ছুটা-পান প্রভু তাঁরে দিলা ।
'ইষ্টদেব' করি' মালা ধরিয়া রাখিলা ॥ ১২৪ ॥

বৃন্দাবনে আসিয়া রূপ-সনাতনের সঙ্গে অবস্থান ঃ—

প্রভুর ঠাঞি আজ্ঞা লঞা গেলা বৃন্দাবনে ।
আশ্রয় করিলা আসি' রূপ-সনাতনে ॥ ১২৫ ॥

শ্রীরূপপ্রভুর নিকট রূপানুগবর রঘুনাথের ভাগবত-পাঠ ঃ—

রূপ-গোসাঞির সভায় করেন ভাগবত-পঠন ।
ভাগবত পড়িতে প্রেমে আউলায় তাঁর মন ॥ ১২৬ ॥

রঘুনাথের অষ্টসাত্ত্বিক ভাব ঃ—

অশ্রু, কম্প, গদ্‌গদ প্রভুর কৃপাতে ।
নেত্র রোধ করে বাষ্প, না পারেন পড়িতে ॥ ১২৭ ॥

অতীব সুকণ্ঠ ভট্টগোস্বামী ঃ—

পিকস্বর-কণ্ঠ, তাতে রাগের বিভাগ ।
একশ্লোক পড়িতে ফিরায় তিন-চারি রাগ ॥ ১২৮ ॥

কৃষ্ণস্মরণে আত্মহারা রঘুনাথ ঃ—

কৃষ্ণের সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য যবে পড়ে, শুনে ।
প্রেমেতে বিহ্বল তবে, কিছুই না জানে ॥ ১২৯ ॥

গোবিন্দৈকপ্রাণ রঘুনাথ ঃ—

গোবিন্দ-চরণে কৈলা আত্মসমর্পণ ।
গোবিন্দ-চরণারবিন্দ—যাঁর প্রাণধন ॥ ১৩০ ॥

স্বীয় শিষ্যদ্বারা গোবিন্দ-মন্দির ও বিগ্রহভূষণাদি-নির্ম্মাণ ঃ—

নিজ শিষ্যে কহি' গোবিন্দের মন্দির করাইলা ।
বংশী, মকর, কুণ্ডলাদি 'ভূষণ' করি' দিলা ॥ ১৩১ ॥

মহাভাগবতশ্রেষ্ঠ বিরক্তকুলচূড়ামণি শ্রীরঘুনাথভট্ট গোস্বামী ঃ—

গ্রাম্যবার্ত্তা না শুনে, না কহে জিহ্বায় ।
কৃষ্ণকথা-পূজাদিতে অষ্টপ্রহর যায় ॥ ১৩২ ॥

রঘুনাথের অন্য-নিন্দাদিশূন্যতা, সর্ব্বত্র কৃষ্ণকার্ষ্ণ-
দর্শন ও অনুভূতি ঃ—

বৈষ্ণবের নিন্দ্য-কর্ম্ম নাহি পাড়ে কাণে ।
সবে কৃষ্ণ ভজন করে,—এইমাত্র জানে ॥ ১৩৩ ॥

রঘুনাথের কৃষ্ণস্মরণ-প্রক্রিয়া ঃ—

মহাপ্রভুর দত্ত মালা মননের কালে ।
প্রসাদ-কড়ার-সহ বান্ধি লেন গলে ॥ ১৩৪ ॥

রঘুনাথের অব্যবহিত কৃষ্ণপ্রেম ঃ—

মহাপ্রভুর কৃপায় কৃষ্ণপ্রেম অনর্গল ।
এই ত' কহিলুঁ তাতে চৈতন্য-কৃপাফল ॥ ১৩৫ ॥

পরিচ্ছেদে বর্ণিত -বিষয়ের সংক্ষেপে পুনরুক্তি ঃ—

জগদানন্দের কহিলুঁ বৃন্দাবন-গমন ।
তার মধ্যে দেবদাসীর গান-শ্রবণ ॥ ১৩৬ ॥
মহাপ্রভুর রঘুনাথে কৃপা-মহাফল ।
এক পরিচ্ছেদে তিন কথা কহিলুঁ সকল ॥ ১৩৭ ॥

গৌর ও গৌরভক্তকথা-শ্রবণে গৌরকৃপায় কৃষ্ণপ্রেমোদয় ঃ—

যে এইসকল কথা শুনে শ্রদ্ধা করি' ।
তাঁরে কৃষ্ণপ্রেমধন দেন গৌরহরি ॥ ১৩৮ ॥

অনুভাষ্য

আপনারাই ভাগবতের তাৎপর্য্য বুঝিতে সমর্থ হয় না বলিয়া সংসার ভোগ করে, অপরকে কিরূপে অনর্থনির্ম্মুক্ত করিতে সমর্থ হইবে? মহাভাগবত বৈষ্ণবগণ—মুক্ত-গৃহবন্ধ, সুতরাং তাঁহারাই স্বয়ং 'ভাগবত' হইয়া ভাগবতের প্রকৃত অর্থ অবগত এবং ভক্তিপ্রভাবে সংসারমুক্ত।

১২৩। ছুটা-পান-বিড়া—মশলাদি উপাদান-রহিত পৃথক্-কৃত তাম্বূল।

১২৬। আউলায়—অলগ্ন, শ্লথ, আকুল, অস্থির, উন্মত্ত হয়।

১৩৩। বৈষ্ণবের নিন্দ্যকর্ম্ম—যে অনুষ্ঠানদ্বারা বৈষ্ণবত্বের হানি হয় অর্থাৎ কৃষ্ণভজনবিমুখতা এবং যোষিৎসঙ্গরূপ শুদ্ধ-বৈষ্ণবতার বিরুদ্ধ বা বৈষ্ণবের পক্ষে দূষণীয় বিষয়দ্বয়। বৈষ্ণবাচার্য্যের কর্ত্তব্য এই যে, যাহাতে কোনপ্রকারেই তদাশ্রিত হরি-ভজনোন্মুখ বৈষ্ণব বা কৃপাপাত্রকে পূর্ব্বোক্ত কদাচারদ্বয় ভজন-বিমুখ না করাইতে পারে, তজ্জন্য উপদেশপ্রদানপূর্ব্বক তাহা হইতে রক্ষা করিবার প্রয়াস করা। রঘুনাথ-ভট্টের মধ্যমাধিকারী ভাগবতের ন্যায় অশ্রদ্ধালু কাহারও নিন্দ্যচরিত্র-শোধনে প্রয়াস ছিল না। তিনি জানিতেন যে, সকলেই কৃষ্ণভজন করেন অর্থাৎ "কেহ মানে, কেহ না মানে, সব—তাঁর দাস। যে না মানে, তার হয় সেই পাপে নাশ।।"

১৩৪। মননের কালে—স্মরণ-সময়ে।

ইতি অনুভাষ্যে ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ১৩৯ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে জগদানন্দ-বৃন্দাবন-গমনং নাম ত্রয়োদশঃ পরিচ্ছেদঃ।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

কথাসার—মহাপ্রভুর কৃষ্ণবিরহে অধিরূঢ়-দিব্যোন্মাদ প্রলাপ বর্ণিত হইতেছে। যে-সময়ে তিনি গরুড়-স্তম্ভের নিকট দাঁড়াইয়া জগন্নাথ দর্শন করিতেছিলেন, কোন উড়িয়া বৃদ্ধা স্ত্রীলোক তাঁহার স্কন্ধের উপর পদ দিয়া মহা-আর্ত্তির সহিত দেখিতে লাগিলে, গোবিন্দ তাহাকে নিবারণ করিবার উদ্‌যোগ করিতে লাগিলেন। মহাপ্রভু তাহার আর্ত্তি প্রশংসা করিয়া মহাপ্রেম-প্রকাশ করিতে লাগিলেন। প্রেমের সময় কৃষ্ণদর্শন হইয়াছিল, আবার এই স্ত্রীলোকের ব্যাপার ঘটিতেই বাহ্যদশা হওয়ায়, প্রভু কৃষ্ণ না দেখিয়া জগন্নাথ, বলদেব ও সুভদ্রা দেখিতে লাগিলেন। স্বপ্নে প্রাপ্ত কৃষ্ণদর্শন হারাইয়া প্রভুর রাগোদয় হইল ; তাহাতে আপনাকে যোগীর সহিত উপমা দিলেন ; আর সেই যোগিভাবে কিরূপে বৃন্দাবন-বাস হইতেছে, তাহার বর্ণনা করিলেন। সময় সময় প্রসিদ্ধ দশটী দশাই প্রভুতে উপস্থিত হইতে লাগিল। একদিন প্রভু তিনদ্বার বন্ধ করিয়া রাত্রে ভিতর প্রকোষ্ঠে শুইয়াছিলেন, কিয়ৎক্ষণ পরে গোবিন্দ ও স্বরূপ দেখেন,—দ্বার সব বন্ধ আছে, কিন্তু প্রভু অদৃশ্য! ইহা দেখিয়া স্বরূপাদি ভক্তগণ মহাপ্রভুকে সিংহদ্বারের উত্তরে অস্থিসন্ধি-শিথিলতাপ্রযুক্ত মহা-দীর্ঘাকার ও অচেতন অবস্থায় পাইলেন ; কৃষ্ণনাম করিতে করিতে প্রভুর জ্ঞান হইলে পুনরায় ঘরে লইয়া গেলেন। আবার কোন সময় চটক-পর্ব্বতে গোবর্দ্ধন-ভ্রমবশতঃ দ্রুতগতি যাইতে যাইতে স্তম্ভিত হইয়া কদম্বের ন্যায় মহাপ্রভুর রোমোদ্গম ইত্যাদি মহাভাবযুক্ত একটী দশা দেখা গিয়াছিল ; তখন ভক্তগণ হরিনাম-কীর্ত্তনপূর্ব্বক তাঁহাকে শীতল করিয়া গৃহে আনিলেন। (অঃ প্রঃ ভাঃ)

প্রভুর বিপ্রলম্ভরসে অধিরূঢ় মহাভাব-বশে দিব্যোন্মাদ (উদ্‌ঘূর্ণা ও চিত্রজল্পাদি) বর্ণন ঃ—

কৃষ্ণবিচ্ছেদবিভ্রান্ত্যা মনসা বপুষা ধিয়া ।
যদ্‌যদ্ব্যধত্ত গৌরাঙ্গস্তল্লেশঃ কথ্যতেঽধুনা ॥ ১ ॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য স্বয়ং ভগবান্ ।
জয় জয় গৌরচন্দ্র ভক্তগণ-প্রাণ ॥ ২ ॥

জয় জয় নিত্যানন্দ চৈতন্য-জীবন ।
জয়াদ্বৈতাচার্য্য জয় গৌরপ্রিয়তম ॥ ৩ ॥

গৌরভক্ত-সমীপে চৈতন্যচরিত-বর্ণনে কৃপা-যাচ্ঞা ঃ—

জয় স্বরূপ, শ্রীবাসাদি প্রভুভক্তগণ ।
শক্তি দেহ',—করি যেন চৈতন্যবর্ণন ॥ ৪ ॥

গৌরকৃপা ব্যতীত মহাবিদ্বান্ ব্যক্তিরও প্রভুর অপ্রাকৃত দিব্যোন্মাদ-বোধে অসামর্থ্য ঃ—

প্রভুর বিরহোন্মাদ-ভাব—গম্ভীর ।
বুঝিতে না পারে কেহ, যদ্যপি হয় 'ধীর' ॥ ৫ ॥

প্রভুকৃপা-বলেই প্রভুর অপ্রাকৃত-লীলোপলব্ধি ঃ—

বুঝিতে না পারি যাহা, বর্ণিতে কে পারে?
সেই বুঝে, বর্ণে, চৈতন্য শক্তি দেন যাঁরে ॥ ৬ ॥

স্বরূপ ও রঘুনাথপ্রভুদ্বয়ের কড়চাই গৌরলীলা-বর্ণনে আকর-গ্রন্থ ঃ—

স্বরূপ-গোসাঞি আর রঘুনাথ-দাস ।
এই দুইর কড়চাতে এ-লীলা প্রকাশ ॥ ৭ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১। শ্রীগৌরাঙ্গচন্দ্র কৃষ্ণবিচ্ছেদ-বিভ্রমক্রমে মন, বুদ্ধি ও শরীরের দ্বারা যে-যে-কার্য্য করিয়াছিলেন, তাহার কিছু কিছু এখন বলিতেছি।

অনুভাষ্য

১। গৌরাঙ্গঃ কৃষ্ণবিচ্ছেদবিভ্রান্ত্যা (কৃষ্ণস্য বিচ্ছেদেন বিরহেণ যা বিভ্রান্তিঃ ভ্রমময়ী চেষ্টা তয়া সঙ্কল্পবিকল্পাত্মকেন) মনসা বপুষা (দেহেন) ধিয়া (নিশ্চয়াত্মিকয়া বুদ্ধ্যা) যৎ যৎ (অনুষ্ঠানং) ব্যধত্ত (চেষ্টাদিকং চকার), অধুনা (সাম্প্রতং) তল্লেশঃ (যৎকিঞ্চিৎ) কথ্যতে (উচ্যতে)।

৫। শ্রীমহাপ্রভুর কৃষ্ণবিচ্ছেদ-জনিত অপ্রাকৃত অলৌকিক গম্ভীর উন্মাদভাব বুদ্ধিমন্তব্যক্তিগণ স্ব-স্ব-অক্ষজজ্ঞানে বুঝিতে পারিবেন না। বর্ত্তমানকালে নব্য ভক্তাভিমানিগণের ভক্তিসিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ রঙ্গিণ 'নদীয়া-নাগরী'-ভাব ও বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর অভিনব কল্পিত উপাসনা গৌরলীলার মধ্যে প্রবেশাভাবই জ্ঞাপন করে।

৭। শ্রীদামোদরস্বরূপ ও শ্রীরঘুনাথদাস-গোস্বামীর কড়চা অর্থাৎ নিদর্শনজ্ঞাপিকা টিপ্পনীসমূহেই মহাপ্রভুর এই গম্ভীর-লীলার উদ্দেশ সূচিত হইয়াছে। যাঁহারা এই গৌরপার্ষদদ্বয়ের শ্রীচরণ পরিত্যাগ করিয়া স্ব-স্ব-ইন্দ্রিয়সুখলালসায় মায়াময়

স্বরূপ ও রঘুনাথপ্রভুদ্বয়ের প্রামাণ্যের কারণ ঃ—

সেকালে এ দুই রহেন মহাপ্রভুর পাশে ।
আর সব কড়চা-কর্ত্তা রহেন দূরদেশে ॥ ৮ ॥
ক্ষণে ক্ষণে অনুভবি' এই দুই জন ।
সংক্ষেপে বাহুল্যে করেন কড়চা-গ্রন্থন ॥ ৯ ॥
স্বরূপ—'সূত্রকর্ত্তা', রঘুনাথ—'বৃত্তিকার' ।
তার বাহুল্য বর্ণি—পাঁজি-টীকা-ব্যবহার ॥ ১০ ॥

অপ্রাকৃত শ্রদ্ধার সহিত অপ্রাকৃত বিপ্রলম্ভ-ভাব-শ্রবণে তদনুসরণেই প্রেমলাভ ঃ—

তাতে বিশ্বাস করি' শুন ভাবের বর্ণন ।
হইবে ভাবের জ্ঞান, পাইবা প্রেমধন ॥ ১১ ॥

অন্তর্দশায় প্রভুহৃদয়ে কৃষ্ণবিরহিণী রাধাদি-গোপীভাবোদয় ; শেষ সপ্তপরিচ্ছেদেই 'গৌরনাগরবাদ'-নিরাস ঃ—

কৃষ্ণ মথুরায় গেলে গোপীর যে-দশা হৈল ।
কৃষ্ণবিচ্ছেদে প্রভুর সে-দশা উপজিল ॥ ১২ ॥
উদ্ধব-দর্শনে যৈছে রাধার বিলাপ ।
ক্রমে ক্রমে হৈল প্রভুর সে উন্মাদ-বিলাপ ॥ ১৩ ॥

কৃষ্ণবিরহিণী শ্রীরাধাভাবেই বিভাবিত প্রভু, সুতরাং তাঁহাতে কৃষ্ণের সম্ভোগাকাঙ্ক্ষা-বৃত্তির অভাব ঃ—

রাধিকার ভাবে প্রভুর সদা 'অভিমান' ।
সেই ভাবে আপনাকে হয় 'রাধা'-জ্ঞান ॥ ১৪ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৯। সংক্ষেপে বাহুল্যে—স্বরূপ-গোস্বামী সংক্ষেপে এবং রঘুনাথদাস-গোস্বামী বাহুল্যে কড়চা রচনা করিয়াছেন।

১০। স্বরূপ গোস্বামী সূত্র এবং রঘুনাথ তাঁহার বৃত্তি লিখিয়াছেন ; সেই দুইটী বর্ণনাই একটু বাহুল্য করিয়া পাঁজি-টীকার (প্রস্তাবনার) ন্যায় আমি লিখিতেছি। 'পাঁজিটীকা' বা 'পঞ্জিটীকা'র অর্থ এই যে, বৃত্তিকারের মূল আকর-গ্রন্থের বিচারগুলি তুলার ন্যায় পিঁজিয়া কিছু বৃদ্ধি করিয়া বলেন।

অনুভাষ্য

সংসারে, গৌরভক্তির নাম লইয়া মনোধর্ম্মচালিত হইয়া 'রং-বেরং'-মতে ঘুরিয়া বেড়ান, তাঁহারা শ্রীমহাপ্রভুর লীলা বুঝিতে অক্ষম হইয়া গৌরসেবাবিমুখ হন।

৮। এই পদ্যে জানা যায় যে, শ্রীরঘুনাথ ও অপর অনেকেই মহাপ্রভুর শেষ দিব্যোন্মাদ-লীলা সম্বন্ধে অনেক কথা স্ব-স্ব-রচিত কড়চা-গ্রন্থে লিখিয়া রাখিয়াছেন ; তদ্দ্বারা জগতে অনেক মঙ্গল সাধিত হইত। দুঃখের বিষয়, সেই সকল কড়চা আজ পর্য্যন্ত লোকলোচনের অগোচরীভূত অবস্থায় রহিয়া জীবের দুর্ভাগ্যের পরিচয় দিতেছেন।

৯। এই দুই গোস্বামী শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলাসমূহ সর্ব্বক্ষণ অনুভব করিয়া উহা অল্পবিস্তর কড়চাকারে রচনা করেন, পরন্তু যথারীতি গ্রন্থ রচনা করেন নাই।

১০। সূত্র—"স্বল্পাক্ষরমসন্দিগ্ধং সারবদ্ বিশ্বতোমুখম্। অস্তোভমনবদ্যঞ্চ সূত্রং সূত্রবিদো বিদুঃ।।" বৃত্তি—কারিকা ; "কারিকা যাতনা-বৃত্ত্যোঃ" ইত্যমরঃ ; তট্টীকায়—"সংক্ষেপেণ শ্লোকৈর্ব্বিবরণং বৃত্তিঃ।।"*

১২। যে দশা হইল—সুদীর্ঘ বিপ্রলম্ভ।

১৩। শ্রীরাধার বিলাপ—ভাঃ ১০।৪৭।১২-২১ শ্লোকে ভ্রমরগীতা দ্রষ্টব্য।

১৪। অভিমান—(উঃ নীঃ)—"অভিমানো নিজপ্রেমোৎ-কর্ষাখ্যানং তু ভঙ্গিতঃ। সন্তু রম্যাণি ভূরীণি প্রার্থ্যং স্যাদিদমেব সঃ। ইতি যো নির্ণয়ো ধীরৈরভিমানঃ স উচ্যতে।।"*

সদা অভিমান—সর্ব্বদা অপ্রাকৃত সেবকাভিমান। যদিও শ্রীগৌরসুন্দর—স্বয়ং কৃষ্ণ, তথাপি শ্রীমতী রাধিকা-সম্মিলিত তনু বলিয়া সর্ব্বদা শ্রীমতীর ভাবে অভিন্নভাবে নিমগ্ন ছিলেন। সম্ভোগময় কৃষ্ণভাবে অবস্থিত হইলে তাঁহার নিজের উদ্দেশ্য-সিদ্ধির বাধা হয়। বর্ত্তমানকালে গৌরবিদ্বেষী অবৈষ্ণবগণ বিবর্ত্তবুদ্ধিক্রমে তাঁহার আচরিত ও প্রচারিত ভজন-প্রণালীকে উল্টা বুঝিয়া শ্রীগৌরসুন্দরকে স্বকপোল-কল্পিত 'প্রাকৃত নাগর' সাজাইয়া আপনাদিগকে 'রঙ্গের নদীয়ানাগরী' করিয়া কৃষ্ণ-ভক্তি হইতে বিচ্যুত হইতেছে। বর্ত্তমানকালে 'থিয়সফিষ্ট'-সম্প্রদায়ের কেহ কেহ মনে করেন যে, শ্রীগৌরসুন্দর জীবের মঙ্গলের জন্য 'বিপ্রলম্ভ-সাধনকেই সিদ্ধির একমাত্র পথ' বলিয়া প্রদর্শন করিলেও তিনি স্বয়ং ভগবান্ বলিয়া জীবের পক্ষে দুর্ল্লভ, সুতরাং জীবমাত্রেরই যাহার যাহা ইচ্ছা, তদ্রূপ উপাদানে তাঁহাকে গড়াইয়া ও সাজাইয়া ইন্দ্রিয়তর্পণপর স্ব-স্ব-মনঃকল্পিত উপাদানে অর্থাৎ যে কোন উপায়ে ভজন করিতে পারিবে ; তাহার প্রতিষেধ-কল্পে গৌরসুন্দর অপ্রাকৃত-বিপ্রলম্ভভাবে কৃষ্ণ-সেবার পরম চমৎকারিতা প্রদর্শন করিয়া জগতের মঙ্গল বিধান করিয়াছেন।

** সূত্র—স্বল্প অক্ষরবিশিষ্ট, সন্দেহশূন্য, সারবান্, সর্ব্বতোগামী, সফল এবং নির্দ্দোষ বাক্যই 'সূত্র' বলিয়া পণ্ডিতগণ কহিয়া থাকেন। অমরকোষে 'কারিকা'র অর্থ নরক-যাতনা, শ্লোক বলা হইয়াছে। উহার টীকা,—সংক্ষেপে শ্লোকসমূহদ্বারা বিবরণই 'বৃত্তি'।*

** ভঙ্গিতে নিজ-প্রেমের উৎকর্ষ-খ্যাপনই 'অভিমান' বলিয়া কথিত—(উঃ নীঃ ৯।২৩)। বহু মনোজ্ঞ বস্তু থাকুক, কিন্তু ইহাই আমার প্রার্থনীয়—এইরূপ যে নির্ণয় হইয়া থাকে, তাহাই পণ্ডিতগণকর্ত্তৃক 'অভিমান' বলিয়া কথিত হয়—(উঃ নীঃ ১৪।১৯)।*

প্রভুর অধিরূঢ়-মহাভাবে দিব্যোন্মাদ ঃ—

দিব্যোন্মাদে ঐছে হয়, কি ইহা বিস্ময়?
অধিরূঢ়-ভাবে দিব্যোন্মাদ-প্রলাপ হয় ॥ ১৫ ॥

দিব্যোন্মাদের সংজ্ঞা ও তাহার প্রকারভেদ ঃ—
উজ্জ্বলনীলমণিতে স্থায়িভাব-প্রকরণে (১৯০)—

এতস্য মোহনাখ্যস্য গতিং কামপ্যুপেয়ুষঃ ।
ভ্রমাভা কাপি বৈচিত্রী দিব্যোন্মাদ ইতীর্য্যতে ।
উদ্‌ঘূর্ণা-চিত্রজল্পাদ্যাস্তদ্ভেদা বহবো মতাঃ ॥ ১৬ ॥

শ্রীরাধার কিঙ্করী-অভিমানে প্রভুর দিব্যোন্মাদ (উদ্‌ঘূর্ণা)-দৃষ্টান্ত ঃ—

একদিন মহাপ্রভু করিয়াছেন শয়ন ।
কৃষ্ণ রাসলীলা করে,—দেখিলা স্বপন ॥ ১৭ ॥
ত্রিভঙ্গ-সুন্দর-দেহ, মুরলীবদন ।
পীতাম্বর, বনমালা, মদনমোহন ॥ ১৮ ॥
মণ্ডলীবন্ধে গোপীগণ করেন নর্ত্তন ।
মধ্যে রাধাসহ নাচে ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥ ১৯ ॥
দেখি' প্রভু সেই রসে আবিষ্ট হৈলা ।
'বৃন্দাবনে কৃষ্ণ পাইনু'—এই জ্ঞান কৈলা ॥ ২০ ॥

জাগ্রদবস্থায় (বাহ্যদশায়) প্রভুর কৃষ্ণবিচ্ছেদে দুঃখ ঃ—

প্রভুর বিলম্ব দেখি' গোবিন্দ জাগাইলা ।
জাগিলে 'স্বপ্ন'-জ্ঞান হৈল, প্রভু দুঃখী হৈলা ॥ ২১ ॥

অভ্যাসে নিত্যকৃত্য-সম্পাদন ঃ—

দেহাভ্যাসে নিত্যকৃত্য করি' সমাপন ।
কালে যাই' কৈলা জগন্নাথ-দরশন ॥ ২২ ॥

গরুড়স্তম্ভ হইতে প্রভুর জগন্নাথ-দর্শন ঃ—

যাবৎকাল দর্শন করেন গরুড়ের আগে ।
প্রভুর আগে দর্শন করে লোক লাখে লাখে ॥ ২৩ ॥

এক উড়িয়া স্ত্রীলোকের অজ্ঞাতসারে প্রভুস্কন্ধে পদার্পণপূর্ব্বক জগন্নাথ-দর্শন ঃ—

উড়িয়া এক স্ত্রী ভীড়ে দর্শন না পাঞা ।
গরুড়ে চড়ি' দেখে প্রভুর স্কন্ধে পদ দিয়া ॥ ২৪ ॥

তদ্দর্শনে গোবিন্দের সেই স্ত্রীলোককে অবরোপণ ঃ—

দেখিয়া গোবিন্দ ব্যস্তে সেই স্ত্রীরে বর্জ্জিলা ।
তারে নামাইতে প্রভু গোবিন্দে নিষেধিলা ॥ ২৫ ॥

কৃষ্ণদর্শনদ্বারা কৃষ্ণের সেবাসুখ-বিধানহেতু স্ত্রীমূর্ত্তিকে অপ্রাকৃত কার্ষ্ণজ্ঞান ঃ—

" 'আদিবস্যা' এই স্ত্রীরে না কর বর্জ্জন ।
করুক যথেষ্ট জগন্নাথ-দরশন ॥" ২৬ ॥

সেই স্ত্রীলোকের তৎক্ষণাৎ অবতরণ ও প্রভুকে প্রণাম-পূর্ব্বক স্বদৈন্যোক্তি-জ্ঞাপন ঃ—

আস্তে-ব্যস্তে সেই নারী ভূমেতে নামিলা ।
মহাপ্রভুরে দেখি' তাঁর চরণ বন্দিলা ॥ ২৭ ॥

তৎপ্রেমার্ত্তিদর্শনে প্রভুর স্বদৈন্যোক্তিপূর্ব্বক গুরুজ্ঞানে স্তুতি ঃ—

তার আর্ত্তি দেখি' প্রভু কহিতে লাগিলা ।
"এত আর্ত্তি জগন্নাথ মোরে নাহি দিলা!! ২৮ ॥

অক্ষজজ্ঞানে কৃষ্ণসেবককে 'স্ত্রী-পুরুষাদি' বাহ্য-পরিচয়ে দর্শননিষেধ-শিক্ষা-দান ঃ—

জগন্নাথে আবিষ্ট ইহার তনু-মন-প্রাণে ।
মোর স্কন্ধে পদ দিয়াছে, তাহা নাহি জানে ॥ ২৯ ॥
অহো ভাগ্যবতী এই, বন্দি ইহার পায় ।
ইহার প্রসাদে ঐছে আর্ত্তি আমার বা হয়!! ৩০ ॥
পূর্ব্বে আমি যবে কৈলুঁ জগন্নাথ-দরশন ।
জগন্নাথে দেখি—সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥ ৩১ ॥

কৃষ্ণাবিষ্টচিত্ত গোপীভাবময় প্রভুর সর্ব্বত্র কৃষ্ণদর্শন ঃ—

স্বপ্নের দর্শনাবেশে তদ্রূপ হৈল মন ।
যাঁহা তাঁহা দেখি সর্ব্বত্র মুরলী-বদন ॥" ৩২ ॥

প্রভুর বাহ্যদশায় অবতরণ ঃ—

এবে যদি স্ত্রীরে দেখি' প্রভুর বাহ্য হৈল ।
জগন্নাথ-সুভদ্রা-বলরামের স্বরূপ দেখিল ॥ ৩৩ ॥

কুরুক্ষেত্রে বাসুদেব-দর্শনে শ্যামবিরহিণী গোপীভাবময় প্রভু ঃ—

কুরুক্ষেত্রে দেখি' কৃষ্ণে ঐছে হৈল মন ।
'কাঁহা কুরুক্ষেত্রে আইলাঙ, কাঁহা বৃন্দাবন??' ৩৪ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৬। মোহনাখ্য-ভাবের কোনপ্রকার গতিক্রমে ভ্রমাভা হইলে 'বৈচিত্রী'-নামে দিব্যোন্মাদের উদয় হয়। উদ্‌ঘূর্ণা ও চিত্রজল্পাদি —দিব্যোন্মাদের বহুভেদ-বিশেষ।

অনুভাষ্য

১৬। কামপি (অনির্ব্বচনীয়াং) গতিম্ (অবস্থাম্) উপেয়ুষঃ (প্রাপ্তস্য) সতঃ এতস্য মোহনাখ্যস্য (মোহনম্ আখ্যা যস্য তস্য) ভ্রমাভা (ভ্রমস্য ইব আভা যস্যাঃ সা) কাপি (অপূর্ব্বা) বৈচিত্রী (চমৎকারিতা-প্রতিপাদিকা-বৃত্তিবিশেষরূপা) দিব্যোন্মাদঃ ইতি ঈর্য্যতে (কথ্যতে); উদঘূর্ণাচিত্রজল্পাদ্যাঃ বহবঃ তদ্ভেদাঃ (দিব্যোন্মাদভেদাঃ) মতাঃ (কথিতাঃ)।

২০। রসে আবিষ্ট হৈলা—তন্ময়তা লাভ করিল।

২৫। গরুড়ে চড়ায় বৈষ্ণবাপরাধ এবং প্রভুর স্কন্ধে পদ দেওয়ায় ভগবচ্চরণে অপরাধ—এই আশঙ্কায় ব্যস্ততার সহিত গোবিন্দ সেই স্ত্রীলোককে বর্জ্জন অর্থাৎ নামাইয়া দিলেন।

২৬। আদিবস্যা—অন্ত্য, ১০ম পঃ ১১৬ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

২৮। আর্ত্তি—দর্শনাগ্রহ; জগন্নাথদর্শনের আগ্রহে হিতাহিত-

কৃষ্ণসঙ্গ-বঞ্চিতা গোপীভাবে কাতর প্রভু ঃ—

প্রাপ্তরত্ন হারাঞা ঐছে ব্যগ্র হইলা ।
বিষণ্ণ হঞা প্রভু নিজ-বাসা আইলা ॥ ৩৫ ॥

কৃষ্ণবিরহে প্রভুর মহাভাব-চেষ্টা ঃ—

ভূমির উপর বসি' নিজ-নখে ভূমি লিখে ।
অশ্রুগঙ্গা নেত্রে বহে, কিছুই না দেখে ॥ ৩৬ ॥
"পাইনু বৃন্দাবননাথ, পুনঃ হারাইনু ।
কে মোর নিলেক কৃষ্ণ? কাঁহা মুই আইনু??" ৩৭ ॥

অর্দ্ধবাহ্যদশার লক্ষণ ঃ—

স্বপ্নাবেশে প্রেমে প্রভুর গর গর মন ।
বাহ্য হৈলে হয়—যেন হারাইনু ধন ॥ ৩৮ ॥

দিব্যোন্মাদগ্রস্ত প্রভুর অভ্যাসে নিত্যকৃত্যাদি-সম্পাদন ঃ—

উন্মত্তের প্রায় প্রভু করেন গান-নৃত্য ।
দেহের স্বভাবে করেন স্নান-ভোজন-কৃত্য ॥ ৩৯ ॥

রাত্রিতে স্বরূপ-রামানন্দের নিকট বিলাপ ঃ—

রাত্রি হৈলে স্বরূপ-রামানন্দে লঞা ।
আপন মনের ভাব কহে উঘাড়িয়া ॥ ৪০ ॥

গোস্বামিপাদোক্ত শ্লোক—

প্রাপ্তপ্রণষ্টাচ্যুতবিত্ত আত্মা যযৌ বিষাদোজ্ঝিত-দেহগেহঃ ।
গৃহীতকাপালিকধর্ম্মকো মে বৃন্দাবনং সেন্দ্রিয়শিষ্যবৃন্দঃ ॥৪১॥

কৃষ্ণসঙ্গবঞ্চিত প্রভুর দিব্যোন্মাদ (চিত্রজল্প) ঃ—

প্রাপ্তরত্ন হারাঞা, তার গুণ সঙরিয়া,
মহাপ্রভু সন্তাপে বিহ্বল ।
রায়-স্বরূপের কণ্ঠ ধরি', কহে—"হাহা হরি হরি",
ধৈর্য্য গেল, হইলা চপল ॥ ৪২ ॥

কৃষ্ণমাধুর্য্যের আকর্ষণশক্তির বলে দশদশাপ্রাপ্তি-বর্ণন ঃ—

"শুন, বান্ধব, কৃষ্ণের মাধুরী ।
যার লোভে মোর মন, ছাড়িলেক বেদধর্ম্ম,
যোগী হঞা হইল ভিখারী ॥ ৪৩ ॥ ধ্রু ॥
কৃষ্ণলীলা-মণ্ডল, শুদ্ধ শঙ্খকুণ্ডল,
গড়িয়াছে শুক কারিকর ।
সেই কুণ্ডল কাণে পরি', তৃষ্ণা-লাউ-থালী ধরি',
আশা-ঝুলি কান্ধের উপর ॥ ৪৪ ॥

চিন্তা, মলিনাঙ্গতা ও প্রলাপ-দশা ঃ—

চিন্তা-কান্থা উড়ি' গায়, ধূলি-বিভূতি-মলিন-কায়,
'হাহা কৃষ্ণ' প্রলাপ-উত্তর ।
উদ্বেগ দ্বাদশ হাতে, লোভের ঝুলি নিল মাথে,
ভিক্ষাভাবে ক্ষীণ কলেবর ॥ ৪৫ ॥

তানব-দশা ঃ—

ব্যাস, শুকাদি যোগিগণ, কৃষ্ণ আত্মা নিরঞ্জন,
ব্রজে তাঁর যত লীলাগণ ।
ভাগবতাদি শাস্ত্রগণে, করিয়াছে বর্ণনে,
সেই তর্জ্জা পড়ে অনুক্ষণ ॥ ৪৬ ॥

উন্মাদ-দশা ঃ—

দশেন্দ্রিয়ে শিষ্য করি', 'মহা-বাউল' নাম ধরি',
শিষ্য লঞা করিল গমন ।
মোর দেহ স্বসদন, বিষয়-ভোগ মহাধন,
সব ছাড়ি' গেলা বৃন্দাবন ॥ ৪৭ ॥
বৃন্দাবনে প্রজাগণ, যত স্থাবর-জঙ্গম,
বৃক্ষ-লতা গৃহস্থ-আশ্রমে ।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৪১। আমার আত্মা কৃষ্ণরূপ বিত্তকে একবার প্রাপ্ত হইয়া পুনঃ হারাইয়া বিষাদক্রমে দেহগেহ পরিত্যাগপূর্ব্বক কাপালিক-যোগীর ধর্ম্ম গ্রহণ করত স্বীয় ইন্দ্রিয়রূপি-শিষ্যবৃন্দের সহিত বৃন্দাবন গমন করিয়াছিলেন। ইহাতে 'উপমালঙ্কার' দ্রষ্টব্য।

৪৩-৫১। মহাপ্রভু কহিলেন,—কৃষ্ণমাধুরীতে লোভ করিয়া বেদধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক আমার মন যোগী হইয়া ভিখারী হইয়াছে। মন যোগী হইয়া, যোগিগণ যেরূপ শঙ্খকুণ্ডল ধারণ করে, সেইরূপ কৃষ্ণলীলা-মণ্ডলকে শুদ্ধ শঙ্খমণ্ডলরূপে ধারণ করিয়াছে। সামান্য যোগিদিগের শঙ্খকুণ্ডল শঙ্খারিগণই প্রস্তুত করে, কিন্তু আমার মনোরূপ যোগীর কৃষ্ণলীলামণ্ডলরূপ ভাগবতকুণ্ডল সাক্ষাৎ বাদরায়ণ শ্রীশুকরূপ কারিকর গঠন

অনুভাষ্য

বিবেচনারহিত হইয়া পরম-বন্দনীয় মহাপ্রভুর উত্তমাঙ্গে অজ্ঞাত-সারে পদক্ষেপ করিয়াছিল।

৪১। প্রাপ্ত-প্রণষ্টাচ্যুতবিত্তঃ (আদৌ প্রাপ্তং নয়নসরণীলব্ধং, পশ্চাৎ প্রণষ্টং পুনঃ নষ্টম্ অদৃষ্টম্ চ, অচ্যুতবিত্তম্ অচ্যুতরূপবিত্তং যেন সঃ) বিষাদোজ্ঝিতদেহগেহঃ (বিষাদেন কৃষ্ণবিরহজ-ক্লেশেন উজ্ঝিতঃ ত্যক্তপ্রায়ঃ দেহ এব গেহঃ যেন সঃ) গৃহীত-কাপালিক-ধর্ম্মকঃ (গৃহীতঃ অঙ্গীকৃতঃ কাপালিকস্য যোগিবিশেষস্য ধর্ম্মঃ নৈসর্গিকস্বভাবাদিকঃ যেন সঃ) মে (মম) আত্মা (শুদ্ধমনঃ) সেন্দ্রিয়শিষ্যবৃন্দঃ (ইন্দ্রিয়াণ্যেব শিষ্যবৃন্দানি তৈঃ সহ বর্ত্তমানঃ) বৃন্দাবনং যযৌ।

৪৫। পাঠান্তরে—'লোভের ঝুল্নী মাথে'; 'ঝুল্নী'-শব্দে শিরোদেশস্থ আবরণযোগ্য বসন।

৪৬। তর্জ্জ—(আরবী ভাষায় তর্জ্জা) দুই দলের মধ্যে সঙ্গীতে পরস্পরের উত্তর-খণ্ডন ; কবি-গান ও ঝুমুরের সম-জাতীয়।

তার ঘরে ভিক্ষাটন, ফল-মূল-পত্রাশন,
এই বৃত্তি করে শিষ্যগণে ॥ ৪৮ ॥
কৃষ্ণগুণ রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ,পরশ,
সে সুধা আস্বাদে গোপীগণ ।
তা-সবার গ্রাস-শেষে, আনি' পঞ্চেন্দ্রিয় শিষ্যে,
সে ভিক্ষায় রাখেন জীবন ॥ ৪৯ ॥

জাগর দশা ঃ—

শূন্যকুঞ্জমণ্ডপ-কোণে, যোগাভ্যাস কৃষ্ণধ্যানে,
তাঁহা রহে লঞা শিষ্যগণ ।
কৃষ্ণ আত্মা নিরঞ্জন, সাক্ষাৎ দেখিতে মন,
ধ্যানে রাত্রি করে জাগরণ ॥ ৫০ ॥

ব্যাধি, মোহ ও মৃত্যু (প্রলয়)-দশা ; চিত্রজল্প ঃ—

মন কৃষ্ণবিয়োগী, দুঃখে মন হৈল যোগী,
সে বিয়োগে দশ দশা হয় ।
সে দশায় ব্যাকুল হঞা, মন গেল পলাঞা,
শূন্য মোর শরীর আউলায় ॥" ৫১ ॥

কৃষ্ণবিচ্ছেদে প্রোষিতভর্ত্তৃকা গোপীর দশদশাযুক্ত কৃষ্ণবিরহী প্রভু ঃ—

কৃষ্ণের বিয়োগে গোপীর দশ দশা হয় ।
সেই দশ দশা হয় প্রভুর উদয় ॥ ৫২ ॥

উজ্জ্বলনীলমণিতে শৃঙ্গারভেদকথনে (১৬৭)—

চিন্তাত্র জাগরোদ্বেগৌ তানবং মলিনাঙ্গতা ।
প্রলাপো ব্যাধিরুন্মাদো মোহো মৃত্যুর্দশা দশ ॥ ৫৩ ॥

এই দশ-দশায় প্রভু ব্যাকুল রাত্রি-দিনে ।
কভু কোন দশা উঠে, স্থির নহে মনে ॥ ৫৪ ॥

রায়কর্ত্তৃক প্রভুর বিপ্রলম্ভ-ভাবোপযোগি-কালোচিত শ্লোকপাঠ ঃ—

এত কহি' মহাপ্রভু মৌন করিলা ।
রামানন্দ-রায় শ্লোক পড়িতে লাগিলা ॥ ৫৫ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

করিয়াছেন। যোগী যাহা যাহা চায়, আমার মনরূপ যোগী তাহা তাহা স্বীকার করিয়াছে। সামান্য যোগীর অলাবু-নির্ম্মিত কমণ্ডলু ও স্থালী (ভিক্ষাপাত্র) থাকে, আমার মনরূপ যোগী কৃষ্ণতৃষ্ণা-রূপ লাউর থালি করিয়াছে,—'কৃষ্ণ পাইব', এই আশারূপ ঝুলি কাঁধের উপর ঝুলাইয়াছে,—আর, 'কি উপায়ে কৃষ্ণ পাইব', এই চিন্তারূপ কাঁথা গায় পরিয়াছে। যোগিগণ পাংশু-বিভূতি ধারণ করেন, আমার মনরূপ যোগী ধূলিবিভূতিদ্বারা মলিনাকার হইয়াছে, সকল কথায় 'হা হা কৃষ্ণ' এইরূপ প্রলাপবাক্যে উত্তর দিয়া থাকে। সামান্য-যোগিগণ দ্বাদশটী বলয় হাতে পরিয়া থাকেন, আমার মনরূপ যোগীর হাতে অষ্টসাত্ত্বিক বিকার, মনের বেগ, কম্প-বিকার, নিশ্বাস, চাপল্য ও চিন্তা,—এই দ্বাদশটী বলয় শোভা পাইতেছে ; কৃষ্ণমাধুর্য্যে লোভরূপ ঝুলি মস্তকে বাঁধি-য়াছে ; উহা আবার ভিক্ষা না পাইয়া ক্ষীণ-কলেবর। ব্যাস-শুকাদি যে-সকল যোগী নির্ম্মলাত্মরূপ কৃষ্ণের ব্রজলীলাসকল ভাগবতাদিশাস্ত্রে বর্ণন করিয়াছেন, আমার মনরূপ যোগী তাঁহাদের কৃত তরজা-সকল সতত পাঠ করিয়া থাকে। বাউল যোগিগণ যেরূপ দশদশটী শিষ্য করেন, আমার মনরূপ যোগী 'মহাবাউল' নাম ধরিয়া দশটী ইন্দ্রিয়কে শিষ্য করত আমার দেহরূপ নিজালয়ে বিষয়-ভোগরূপ মহাধন পরিত্যাগ করিয়া বৃন্দাবন গিয়াছে। শিষ্যগণ বৃন্দাবনে স্থাবর-জঙ্গমরূপ সমস্ত প্রজাবর্গ এবং বৃক্ষলতা প্রভৃতি গৃহস্থাশ্রমিগণের ঘরে ভিক্ষাটন করত ফল-মূলপত্র-সেবনরূপ বৃত্তি আচরণ করিতেছেন। ব্রজগোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের গুণ, রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ ও স্পর্শ,—এই সকল সুধা সর্ব্বদা আস্বাদন করেন, তাঁহাদের ভোজনাবশেষ আনিয়া জ্ঞানে-ন্দ্রিয়রূপ পঞ্চশিষ্য সেই প্রসাদভক্ষণদ্বারা জীবন রক্ষা করেন। সামান্য যোগিগণ যেরূপ এক-কোণে বসিয়া ধ্যান করেন, আমার মনরূপ যোগীও কৃষ্ণশূন্য কুঞ্জমণ্ডপের কোণে শিষ্যগণের সহিত কৃষ্ণধ্যানে যোগ অভ্যাস করে। কৃষ্ণ—নির্ম্মলাত্মস্বরূপ ; আমার মনযোগী তাঁহাকে সাক্ষাৎ দেখিতে চায়, না পাইয়া ধ্যানে রাত্রি জাগরণ করে। মন কৃষ্ণ-বিয়োগী হইয়া অতি-দুঃখে এই যোগি-দশা লাভ করত সেই কৃষ্ণবিচ্ছেদ-অবস্থায় দশ-দশা প্রাপ্ত হয়, সেই দশায় নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া মন আর যোগী হওয়া বিফল দেখিয়া পলায়ন করিল ; আমার শরীর শূন্য হইয়া রহিল। এই শেষ আলঙ্কারিক-প্রয়োগে প্রলয়াবস্থা পর্য্যন্ত বর্ণিত হইল।

৫৩। চিন্তা, জাগরণ, উদ্বেগ, তনুক্ষীণতা, মলিনাঙ্গতা, প্রলাপ, ব্যাধি, উন্মাদ, মোহ ও মৃত্যু,—এই দশটী দশা।

অনুভাষ্য

৫১। কাপালিকগণ—যোগিবিশেষ ; তাহারা নরকপাল অর্থাৎ মস্তকের খুলি লইয়া বিচরণ করে। তাহাদের তান্ত্রিক অনুষ্ঠানাবলীর সহিত সাদৃশ্য রাখিয়া এই অংশ বর্ণিত হইয়াছে। কাপালিকগণ—অবৈদিক ও অস্পৃশ্য, সুতরাং অবৈষ্ণব ; তাহাদের ব্যবহারেরই উপমা-মাত্র গৃহীত হইয়াছে।

৫৩। [অত্র প্রবাসাখ্যে বিপ্রলম্ভে দশ দশাঃ কথিতাঃ]—চিন্তা (অভীষ্টলাভোপায়ধ্যানং), জাগরঃ (নিদ্রারাহিত্যঃ), উদ্বেগঃ (মনঃকম্পবিশেষঃ), তানবং (কৃশতা), মলিনাঙ্গতা (অঙ্গমালিন্যং), প্রলাপঃ (অসম্বদ্ধবচনং), ব্যাধিঃ, উন্মাদঃ (বিভ্রম-চেষ্টাসম্পন্নঃ) মোহঃ (চিত্তবিভ্রান্তিঃ), মৃত্যুঃ (স্পন্দনাভাবঃ)।

উদাহরণ-মালা-লিখিত হইতেছে ; তন্মধ্যে—

(১) 'চিন্তা'—যথা হংসদূতে—"যদা যাতো গোপীহৃদয়-

অনুভাষ্য

মদনো নন্দসদনান্মুকুন্দো গান্দিন্যাস্তনয়মনুরুন্ধন্ মধুপুরীম্। তদামাঙ্ক্ষীচ্চিন্তাসরিতি ঘনঘূর্ণাপরিচয়ৈরগাধায়াং বাধাময়-পয়সি রাধা বিরহিণী।।"

অর্থাৎ, অক্রূরের অনুরোধে নন্দগৃহ হইতে। গোপীহৃদানন্দ যবে গেল মথুরাতে।। তবে বিরহিণী রাধা উদ্‌ঘূর্ণিতমনা। তীব্র-পীড়া-জলরূপা উৎকট ভাবনা।। নিজের বিনাশ-চিন্তা-ব্যাকুলতা-ফলে। ডুবিল অতলস্পর্শ-চিন্তানদী-তলে।। 'আমার সন্ধান লাগি' প্রিয়তম কৃষ্ণ। ভাবিকালে ব্রজে আসি' হইয়া সতৃষ্ণ।। আমার মরণ-কথা যবে লোকমুখে। শুনিবে, হৃদয়ে কভু না পাইবে সুখে।। দয়িতের দুঃখ-ভার বিচার করিয়া। কভু মৃত্যু-বাঞ্ছা নাহি করে মোর হিয়া।।'

(২) 'জাগরঃ'—যথা পদ্যাবলীতে—"যাঃ পশ্যন্তি প্রিয়ং স্বপ্নে ধন্যাস্তাঃ সখি যোষিতঃ। অস্মাকন্তু গতে কৃষ্ণে গতা নিদ্রাপি বৈরিণী।।"

অর্থাৎ, প্রিয়সখী বিশাখাকে রাধা-ঠাকুরাণী। নিজে ভাগ্য-হীনা জানি কহিলেন বাণী।। 'প্রিয়তম-দরশন স্বপনের কালে। যে নারীর ঘটে, তার ধন্য লিখে ভালে।। কৃষ্ণের গমন হলে নিদ্রা-রূপা অরি। ছাড়িয়াছে মম সঙ্গ সাধিতেছে বৈরী।।'

(৩) 'উদ্বেগঃ'—যথা হংসদূতে—"মনো মে হা কষ্টং জ্বলতি কিমহং হন্ত করবৈ ন পারং নাবারং সুমুখি কলয়াম্যস্য জলধেঃ। ইয়ং বন্দে মূর্দ্ধ্না সপদি তমুপায়ং কথয় মে, পরামৃশ্যে যস্মাদ্ধৃতি-কণিকয়াপি ক্ষণিকয়া।।"

অর্থাৎ, ললিতাকে কহে রাধা,—'সুমুখি ললিতে। দহিছে হৃদয় মম, না পারি বলিতে।। হায় কি করিবে, দেখি,—জলধি অপার। নমি আমি তব পদে, করহ বিচার।। উপদেশ দাও মোরে,—কিবা আমি করি। ক্ষণেকের তরে কিছু ধৈর্য্য কিসে ধরি।।'

(৪) 'তানবং', যথা—"উদঞ্চদ্বক্ত্রাম্ভোরুহবিকৃতিরন্তঃকলুষিতা, সদাহারাভাবগ্লপিতকুচকোকা যদুপতে। বিশুষ্যন্তি রাধা তব বিরহতাপাদনুদিনং, নিদাঘে কুল্যেব ক্রশিম পরিপাকং প্রথয়তি।।"

অর্থাৎ, উদ্ধব ফিরিয়া যবে কৃষ্ণ-সন্নিধানে। রাধিকা-বিশাখা-বার্ত্তা কৃষ্ণ তার স্থানে।। জিজ্ঞাসিল, তদুত্তরে উদ্ধব কহিল। মথুরায় কৃষ্ণচন্দ্র সাগ্রহে শুনিল।। 'যদুপতে, কি বলিব সেই সব কথা। তোমার বিরহে রাধা পায় যে যে ব্যথা।। মলিন বিবর্ণ তাঁর বদন-কমল। সুবিষাদ-দৈন্যে ঢাকা অন্তরের স্থল।। আহার-অভাবে বক্ষশ্চকোরিকাদ্বয়। গ্লানিযুক্ত দেখিয়াছি, শুন রসময়।। নিদাঘে সলিল যেন শুকাইয়া যায়। তোমার বিরহতাপে রাধা ক্ষীণকায়।।'

(৫) 'মলিনাঙ্গতা', যথা—"হিমবিসরবিশীর্ণাম্ভোজতুল্যানন-

অনুভাষ্য

শ্রীঃ, খরমরুদপরজ্যদ্বন্ধুজীবোপমৌষ্ঠী। অঘহর শরদর্কোত্তাপিতেন্দীবরাক্ষী তব বিরহবিপত্তিম্লাপিতাসীদ্বিশাখা।।"

অর্থাৎ, উদ্ধব কহেন,—'শুন, অঘহর মম। খরতর-বায়ুভরে বন্ধুতরু-সম।। বিশাখার ওষ্ঠ শুষ্ক বিরহ-কাতরা। হিমপুঞ্জশীর্ণ-পদ্মতুল্য-বিম্বাধরা।। বিরহ-বিপত্তিবশে বিশাখা সুদীনা। শারদীয়-রবিতপ্ত-কুমুদনয়না।।'

(৬) 'প্রলাপঃ', যথা ললিতমাধবে—"ক্ব নন্দকুলচন্দ্রমাঃ ক্ব শিখিচন্দ্রকালঙ্কৃতিঃ, ক্ব মন্দমুরলীরবঃ ক্ব নু সুরেন্দ্রনীলদ্যুতিঃ। ক্ব রাসরসতাণ্ডবী ক্ব সখি জীবরক্ষৌষধির্নিধির্ম্মম, সুহৃত্তমঃ ক্ব তব হন্ত হা ধিগ্বিধিঃ।।"

অর্থাৎ, প্রোষিতভর্ত্তৃকা রাধা বিলাপ-কাতর। বলে,—'সখি, কোথা নন্দকুলশশধর।। শিখিচন্দ্র-অলঙ্কার কোথা গেল বল। গম্ভীরমুরলী-রবকারী কোথা গেল।। ইন্দ্রনীলমণিদ্যুতি পুরুষ উত্তম। রাসরসতাণ্ডবী বা তব সুহৃত্তম।। মম প্রাণরক্ষৌষধিনিধি কোথা বল। ধিগ্ বিধি, ভাগ্যে লিখেছিলে এই ফল??

(৭) 'ব্যাধিঃ',—যথা ললিতমাধবে—"উত্তাপী পুটপাকতোঽপি গরলগ্রামাদপি ক্ষোভণো দম্ভোলেরপি দুঃসহঃ কটুরলং হৃন্মগ্নশূল্যাদপি। তীব্রঃ প্রৌঢ়বিসূচিকানিচয়তোঽপ্যুচ্চৈর্ম্মমায়ং বলী মর্ম্মাণ্যদ্য ভিনত্তি গোকুলপতের্বিশ্লেষজন্মা জ্বরঃ।।"

অর্থাৎ, বিরহিণী রাধা কহে,—'শুন গো ললিতে। কৃষ্ণের বিরহ-জ্বর না পারি বর্ণিতে।। মৃণ্ময় সম্পুটে তপ্ত যেরূপ কনক। গরলাদি হইতেও ক্ষোভের জনক।। বজ্র হইতে সুদুঃসহ বিদ্ধ শল্য। যেন যন্ত্রণায় তীব্রবিসূচিকাতুল্য।। সজনি, আমার মর্ম্ম ভেদিতেছে যেই। অতিশয় পরাক্রমবলে বলী সেই।।

(৮) 'উন্মাদঃ', যথা—"ভ্রমতি ভবনগর্ভে নির্নিমিত্তং হসন্তী প্রথয়তি তব বার্ত্তাং চেতনাচেতনেষু। লুঠতি চ ভুবি রাধা কম্পিতাঙ্গী মুরারে বিষমবিরহখেদোদ্গারিবিভ্রান্তচিত্তা।।"

অর্থাৎ, উদ্ধব কহেন,—'তব বিরহ-কাতরা। হে মুরারে, রাধা অকারণে হাস্যপরা।। গৃহমধ্যে ভ্রাম্যমাণা প্রশ্ন যারে তারে। সচেতন-অচেতনে কিছু না বিচারে।। বিষম বিরহ-খেদে বিধুরা রাধিকা। বিভ্রান্তের বশে এবে লুটিছে মৃত্তিকা।।'

(৯) 'মোহঃ', যথা—"নিরুন্ধে দৈন্যাব্ধিং হরতি গুরুচিন্তা, পরিভবং বিলুম্পত্যুন্মাদং স্থগয়তি বলাদ্বাষ্পলহরীম্। ইদানীং কংসারে কুবলয়দৃশঃ কেবলমিদং বিধত্তে সাচিব্যং তব বিরহমূর্চ্ছা সহচরী।।"

অর্থাৎ, ললিতা কৃষ্ণের স্থানে লিখিল পত্রিকা। 'তব সুবিচ্ছেদে মূর্চ্ছা লভিয়া রাধিকা।। হে কংসারে, সাচিব্যের বিধাতা হইয়া। দৈন্যসিন্ধু হরে, চিত্ত-বিকার শমিয়া।। বলে বাষ্প-তরঙ্গের স্তম্ভন করিয়া। রাধা আছেন তব গুরুচিন্তা লইয়া।। নারীবধরূপ

স্বরূপের তত্তদ্ভাবকালীয় গানদ্বারা প্রভুর চেতন-সম্পাদন ঃ—

স্বরূপ-গোসাঞি করে কৃষ্ণলীলা-গান ।
দুই জনে কিছু কৈলা প্রভুর বাহ্য-জ্ঞান ॥ ৫৬ ॥

গৃহমধ্যে প্রভু শায়িত ঃ—

এইমত অর্দ্ধরাত্রি কৈলা নির্যাপণ ।
ভিতর-প্রকোষ্ঠে প্রভুরে করাইলা শয়ন ॥ ৫৭ ॥

সকলের নির্দ্দিষ্ট স্থানে শয়ন ঃ—

রামানন্দ-রায় তবে গেলা নিজ ঘরে ।
স্বরূপ-গোবিন্দ দুঁহে শুইলেন দ্বারে ॥ ৫৮ ॥

সমস্ত রাত্রি জাগিয়া প্রভুর কৃষ্ণনাম-কীর্ত্তন ঃ—

সব রাত্রি মহাপ্রভু করে জাগরণ ।
উচ্চ করি' কহে কৃষ্ণনাম-সঙ্কীর্ত্তন ॥ ৫৯ ॥

কীর্ত্তন ও শব্দের অভাবে প্রভুকে সকলের অন্বেষণ ও অপ্রাপ্তি ঃ—

শব্দ না পাঞা স্বরূপ কপাট কৈলা দূরে ।
তিনদ্বার দেওয়া আছে, প্রভু নাহি ঘরে!! ৬০ ॥
চিন্তিত হইল সবে প্রভুরে না দেখিয়া ।
প্রভু চাহি' বুলে সবে ব্যাকুল হঞা ॥ ৬১ ॥

প্রভুকে অচেতনাবস্থায় প্রাপ্তি ঃ—

সিংহদ্বারের উত্তর-দিশায় আছে এক ঠাঞি ।
তার মধ্যে পড়ি' আছেন চৈতন্য-গোসাঞি ॥ ৬২ ॥

স্বরূপাদি ভক্তের হর্ষ ও বিষাদ ঃ—

দেখি' স্বরূপ-গোসাঞি আদি আনন্দিত হৈলা ।
প্রভুর দশা দেখি' পুনঃ চিন্তিতে লাগিলা ॥ ৬৩ ॥

তদবস্থ প্রভুর বর্ণন ঃ—

প্রভু পড়ি' আছেন দীর্ঘ হাত পাঁচ-ছয় ।
অচেতন দেহ, নাসায় শ্বাস নাহি বয় ॥ ৬৪ ॥
এক এক হস্ত-পাদ—দীর্ঘ তিন হাত ।
অস্থিগ্রন্থি ভিন্ন, চর্ম্মে আছে মাত্র তাত ॥ ৬৫ ॥
হস্ত, পাদ, গ্রীবা, কটি, অস্থি, সন্ধি যত ।
এক এক বিতস্তি ভিন্ন হঞাছে তত ॥ ৬৬ ॥
চর্ম্মমাত্র উপরে, সন্ধি আছে দীর্ঘ হঞা ।
দুঃখিত হইলা সবে প্রভুরে দেখিয়া ॥ ৬৭ ॥
মুখে লালা-ফেন প্রভুর উত্তান-নয়ন ।
দেখিয়া সকল ভক্তের দেহ ছাড়ে প্রাণ ॥ ৬৮ ॥

স্বরূপের উচ্চৈঃস্বরে প্রভুকর্ণে কৃষ্ণনামোচ্চারণ ঃ—

স্বরূপ-গোসাঞি তবে উচ্চ করিয়া ।
প্রভুর কাণে কৃষ্ণনাম কহে ভক্তগণ লঞা ॥ ৬৯ ॥

প্রভুর বাহ্যদশায় অবতরণ ঃ—

বহুক্ষণে কৃষ্ণনাম হৃদয়ে পশিলা ।
'হরিবোল' বলি' প্রভু গর্জ্জিয়া উঠিলা ॥ ৭০ ॥
চেতন পাইতে অস্থি-সন্ধি লাগিল ।
পূর্ব্বপ্রায় যথাবৎ শরীর হইল ॥ ৭১ ॥

রঘুনাথকর্ত্তৃক স্ব-গ্রন্থে এই বৃত্তান্ত-বর্ণন ঃ—

এই লীলা মহাপ্রভুর রঘুনাথদাস ।
'চৈতন্যস্তবকল্পবৃক্ষে' করিয়াছে প্রকাশ ॥ ৭২ ॥

কাশীমিশ্র-গৃহে কৃষ্ণবিরহগ্রস্ত প্রভুর দশা ঃ—
স্তবাবলীতে চৈতন্যস্তবকল্পবৃক্ষ-স্তবে (৪)—

ক্বচিন্মিশ্রাবাসে ব্রজপতিসুতস্যোরুবিরহাৎ
শ্লথচ্ছ্রীসন্ধিত্বাদ্দধদধিকদৈর্ঘ্যং ভুজপদোঃ ।
লুঠন্ ভূমৌ কাক্বা বিকলবিকলং গদ্গদবচা
রুদন্ শ্রীগৌরাঙ্গো হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি ॥ ৭৩ ॥

প্রভুর অর্দ্ধবাহ্যদশায় লোকসমাগম-কারণ-জিজ্ঞাসা ঃ—

সিংহদ্বারে দেখি' প্রভুর বিস্ময় হইলা ।
"ক্যা কর, কিবা"—এই স্বরূপে পুছিলা ॥ ৭৪ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৬৮। উত্তান-নয়ন—চক্ষু উপরের দিকে উঠিয়াছে।

৭৩। কোন সময়ে কাশীমিশ্রের বাটীতে কৃষ্ণবিরহে প্রভুর সন্ধিসকল শ্লথ হইয়া হস্তপদের দৈর্ঘ্য অধিক হইয়াছিল। ভূমিতে কাকুস্বরে বিকলভাবে গদ্গদ-বচনে লুটিতে লুটিতে রোদনকারী সেই গৌরাঙ্গ আমার হৃদয়ে উদিত হইয়া আমাকে উন্মত্ত করিতেছেন।

অনুভাষ্য

মহানিধি আশা করি। শ্রীরাধা-বিষয়ে তুমি চিন্তা পরিহরি'।। আজি বা আগামী কল্য লভিবে সন্দেশ। সুখে অবস্থান কর, আনন্দে বিশেষ।।'

(১০) 'মৃত্যুঃ',—যথা হংসদূতে—"অয়ে রাসক্রীড়ারসিক মম সখ্যং নবনবা, পুরা বদ্ধা যেন প্রণয়লহরী হন্ত গহনা। স চেন্মুক্তাপেক্ষস্ত্বমসি ধিগিমাং তুলশকলং, যদেতস্যা নাসানিহিত-মিদমদ্যাপি চলতি।।"

অর্থাৎ, মথুরা-প্রবাসী কৃষ্ণে তিরস্কার করি'। হংসদ্বারে কহে দেবী ললিতা-সুন্দরী।। 'রাসক্রীড়া-রসময়, রসের কারণে। বেঁধে-ছিলে রাধিকারে প্রণয়বন্ধনে।। মম প্রিয় সখী-প্রতি নিরপেক্ষ কেন। রাধিকা এসব কথা সদা স্মরে যেন।। নাসারন্ধ্রে তুলাখণ্ড পরীক্ষা করিব। শ্বাস বহিলেই ধিক্ তাহাকে জানিব।।'

৬৫। তাত—জীবনের অস্তিত্ব-জ্ঞাপক উষ্ণভাব।

স্বরূপকর্ত্তৃক প্রভুকে গৃহে আনয়ন ও সর্ব্ববৃত্তান্ত বর্ণন ঃ—

স্বরূপ কহে,—"উঠ, প্রভু, চল নিজ-ঘরে ।
তথাই তোমারে সব করিমু গোচরে ॥" ৭৫ ॥
এত বলি' প্রভুরে ধরি' ঘরে লঞা গেলা ।
তাঁহার অবস্থা সব কহিতে লাগিলা ॥ ৭৬ ॥

বাহ্যদশায় আসিয়া প্রভুর বিস্ময় ও নিজাবস্থা-বর্ণন ঃ—

শুনি' মহাপ্রভু বড় হৈলা চমৎকার ।
প্রভু কহে,—"কিছু স্মৃতি নাহিক আমার!! ৭৭ ॥
সবে দেখি—হয় মোর কৃষ্ণ বিদ্যমান ।
বিদ্যুৎপ্রায় দেখা দিয়া হয় অন্তর্দ্ধান ॥" ৭৮ ॥

প্রভুর জগন্নাথ-দর্শন ঃ—

হেনকালে জগন্নাথের পাণি-শঙ্খ বাজিলা ।
স্নান করি' মহাপ্রভু দরশনে গেলা ॥ ৭৯ ॥

প্রভুর মহাভাব-বিকার বিস্ময়জনক ঃ—

এই ত' কহিলুঁ প্রভুর অদ্ভুত বিকার ।
যাহার শ্রবণে লোকে লাগে চমৎকার ॥ ৮০ ॥

প্রভুর অদৃষ্টাশ্রুতপূর্ব্ব মহাভাব ঃ—

লোকে নাহি দেখে ঐছে, শাস্ত্রে নাহি শুনি ।
হেন ভাব ব্যক্ত করে ন্যাসি-চূড়ামণি ॥ ৮১ ॥

অপ্রাকৃত অধোক্ষজ-ভাবমুদ্রা—অক্ষজজ্ঞানীর বোধাতীত ঃ—

শাস্ত্রলোকাতীত যেই যেই ভাব হয় ।
ইতর-লোকের তাতে না হয় নিশ্চয় ॥ ৮২ ॥

অপ্রাকৃত অনুভূতিতে শ্রৌতপন্থায় গ্রন্থকারের বর্ণন ঃ—

রঘুনাথ-দাসের সদা প্রভুসঙ্গে স্থিতি ।
তাঁর মুখে শুনি' লিখি করিয়া প্রতীতি ॥ ৮৩ ॥

প্রভুর গোবর্দ্ধন-জ্ঞানে চটকপর্ব্বতাভিমুখে মহাভাবাবেশে দ্রুতধাবন ঃ—

একদিন মহাপ্রভু সমুদ্রে যাইতে ।
'চটক'-পর্ব্বত দেখিলেন আচম্বিতে ॥ ৮৪ ॥
গোবর্দ্ধন-শৈল-জ্ঞানে আবিষ্ট হইলা ।
পর্ব্বত-দিশাতে প্রভু ধাঞা চলিলা ॥ ৮৫ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।২১।১৮)—

হন্তায়মদ্রিরবলা হরিদাসবর্য্যো
যদ্রামকৃষ্ণচরণ-স্পর্শ-প্রমোদঃ ।
মানং তনোতি সহ-গোগণয়োস্তয়োর্যৎ
পানীয়-সুযবস-কন্দর-কন্দমূলৈঃ ॥ ৮৬ ॥

সঙ্গী গোবিন্দের তৎপশ্চাদ্ধাবন ঃ—

এই শ্লোক পড়ি' প্রভু চলেন বায়ুবেগে ।
গোবিন্দ ধাইল পাছে, নাহি পায় লাগে ॥ ৮৭ ॥

কোলাহলপূর্ব্বক লোকের পশ্চাদ্ধাবন ঃ—

ফুকার পড়িল, মহা-কোলাহল হইল ।
যেই যাঁহা ছিল, সেই উঠিয়া ধাইল ॥ ৮৮ ॥

সকল ভক্তের তথায় আগমন ঃ—

স্বরূপ, জগদানন্দ, পণ্ডিত-গদাধর ।
রামাই, নন্দাই আর পণ্ডিত-শঙ্কর ॥ ৮৯ ॥
পুরী-ভারতী-গোসাঞি আইলা সিন্ধুতীরে ।
ভগবান্-আচার্য্য—খঞ্জ, চলিলা ধীরে ধীরে ॥ ৯০ ॥

পথে স্তম্ভাদি-বিকার বর্ণন ঃ—

প্রথমে চলিলা প্রভু,—যেন বায়ুগতি ।
স্তম্ভভাব পথে হৈল, চলিতে নাহি শক্তি ॥ ৯১ ॥
প্রতি রোমকূপে মাংস—ব্রণের আকার ।
তার উপরে রোমোদ্গম—কদম্বপ্রকার ॥ ৯২ ॥
প্রতি-রোমে প্রস্বেদ পড়ে রুধিরের ধার ।
কণ্ঠে ঘর্ঘর, নাহি বর্ণের উচ্চার ॥ ৯৩ ॥
দুই নেত্রে ভরি' অশ্রু বহয়ে অপার ।
সমুদ্রে মিলিলা যেন গঙ্গা-যমুনা-ধার ॥ ৯৪ ॥
বৈবর্ণ্য শঙ্খপ্রায়, শ্বেত হৈল অঙ্গ ।
তবে কম্প উঠে,—যেন সমুদ্রে তরঙ্গ ॥ ৯৫ ॥

প্রভুর পতন ঃ—

কাঁপিতে কাঁপিতে প্রভু ভূমেতে পড়িলা ।
তবে ত' গোবিন্দ প্রভুর নিকটে আইলা ॥ ৯৬ ॥

অনুভাষ্য

৭৩। কচিৎ মিশ্রাবাসে (কাশীমিশ্রগৃহে) ব্রজপতিসুতস্য (নন্দনন্দনস্য) উরুবিরহাৎ (অত্যন্তবিচ্ছেদাৎ) শ্লথচ্ছ্রীসন্ধিত্বাৎ (শ্লথন্ নিজনিজাশ্রয়ং ত্যজন্ শ্রীঃ শোভা সন্ধিশ্চ যয়োঃ) ভুজপদোঃ (বাহুচরণয়োঃ) অধিকদৈর্ঘ্যং দধৎ (ধারয়ন্) ভূমৌ লুঠন্ কাক্বা (কাতরয়া বাণ্যা) গদ্গদবচা বিকল-বিকলম্ (অতিশয়েন বিকলং) রুদন্ সঃ গৌরাঙ্গঃ মম হৃদয়ে উদয়ন্ (প্রকটয়ন্) সন্ মাং মদয়তি (হর্ষয়তি)।

অনুভাষ্য

৭৪। ক্যা কর, কিবা—কেয়া করো, কেঁও।

৭৯। পাণিশঙ্খ—হস্তে ধারণযোগ্য বাদ্যমান শঙ্খ ; অথবা দ্বারোদ্ঘাটন-কালে করতালি শব্দ ; পাঠান্তরে—'পানী-শঙ্খ', (আচমনীয়) শঙ্খ।

৮৪। চটক-পর্ব্বত—বালুকার পর্ব্বত-সদৃশ উচ্চ স্তূপ ; বালির চড়াই।

৮৬। মধ্য, ১৮শ পঃ ৩৪ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

গোবিন্দের জল-সেচন ও ব্যজনপূর্ব্বক প্রভুর চৈতন্য-সম্পাদন-চেষ্টা ঃ—

করঙ্গের জলে করে সর্ব্বাঙ্গ সিঞ্চন ।
বহির্ব্বাস লঞা করে অঙ্গ সংবীজন ॥ ৯৭ ॥

প্রভুর অবস্থা-দর্শনে সকলের রোদন ঃ—

স্বরূপাদিগণ তাঁহা আসিয়া মিলিলা ।
প্রভুর অবস্থা দেখি' কান্দিতে লাগিলা ॥ ৯৮ ॥

প্রভুর অষ্টসাত্ত্বিক বিকার-দর্শনে সকলের বিস্ময় ঃ—

প্রভুর অঙ্গে দেখে অষ্টসাত্ত্বিক বিকার ।
আশ্চর্য্য সাত্ত্বিক দেখি' হৈলা চমৎকার ॥ ৯৯ ॥

সকলের উচ্চসঙ্কীর্ত্তন ও গোবিন্দাদির জলসেচন ঃ—

উচ্চ সঙ্কীর্ত্তন করে প্রভুর শ্রবণে ।
সুশীতল জলে করে প্রভুর অঙ্গ সম্মার্জ্জনে ॥ ১০০ ॥

প্রভুর বাহ্যদশায় অবতরণ ঃ—

এইমত বহুবার কীর্ত্তন করিতে ।
'হরিবোল' বলি' প্রভু উঠে আচম্বিতে ॥ ১০১ ॥

হর্ষভরে সকলের হরিধ্বনি ঃ—

সানন্দে সকল বৈষ্ণব বলে 'হরি' 'হরি' ।
উঠিল মঙ্গলধ্বনি চতুর্দ্দিক ভরি' ॥ ১০২ ॥

প্রভুর অর্দ্ধবাহ্যদশা ঃ—

উঠি' মহাপ্রভু বিস্মিত, ইতি উতি চায় ।
যে দেখিতে চায়, তাহা দেখিতে না পায় ॥ ১০৩ ॥
'বৈষ্ণব' দেখিয়া প্রভুর অর্দ্ধবাহ্য হইল ।
স্বরূপ-গোসাঞিরে কিছু কহিতে লাগিল ॥ ১০৪ ॥

শ্রীরাধাকিঙ্করী-অভিমানে প্রভুর স্বীয় অবস্থা-বর্ণন ঃ—

"গোবর্দ্ধন হৈতে মোরে কে ইঁহা আনিল ?
পাঞা কৃষ্ণের লীলা দেখিতে না পাইল ॥ ১০৫ ॥
ইঁহা হৈতে আজি মুঞি গেনু গোবর্দ্ধনে ।
দেখোঁ,—যদি কৃষ্ণ করেন গোধন-চারণে ॥ ১০৬ ॥
গোবর্দ্ধনে চড়ি' কৃষ্ণ বাজাইলা বেণু ।
গোবর্দ্ধনের চৌদিকে চরে সব ধেনু ॥ ১০৭ ॥
বেণুনাদ শুনি' আইলা রাধাঠাকুরাণী ।
সব সখীগণ-সঙ্গে করিয়া সাজনি ॥ ১০৮ ॥
রাধা লঞা কৃষ্ণ প্রবেশিলা কন্দরাতে ।
সখীগণ চাহে কেহ ফুল উঠাইতে ॥ ১০৯ ॥
হেনকালে তুমি-সব কোলাহল কৈলা ।
তাঁহা হৈতে ধরি' মোরে ইঁহা লঞা আইলা ॥ ১১০ ॥

কৃষ্ণসঙ্গবঞ্চিত প্রভুর ক্রন্দন, ভক্তগণেরও ক্রন্দন ঃ—

কেনে বা আনিলা মোরে বৃথা দুঃখ দিতে ।
পাঞা কৃষ্ণের লীলা, না পাইনু দেখিতে !!" ১১১ ॥
এত বলি' মহাপ্রভু করেন ক্রন্দন ।
তাঁর দশা দেখি' বৈষ্ণব করেন রোদন ॥ ১১২ ॥

প্রভুর বাহ্যদশায় মর্য্যাদা-প্রদর্শন ঃ—

হেনকালে আইলা পুরী, ভারতী,—দুইজন ।
দুঁহে দেখি' মহাপ্রভুর হইল সম্ভ্রম ॥ ১১৩ ॥
নিপট্ট-বাহ্য হইলে প্রভু দুঁহারে বন্দিলা ।
মহাপ্রভুরে দুইজন প্রেমালিঙ্গন কৈলা ॥ ১১৪ ॥

প্রভুর তদাগমন-কারণ জিজ্ঞাসা ও পুরীর উত্তর ঃ—

প্রভু কহে,—"দুঁহে কেনে আইলা এত দূরে ?"
পুরীগোসাঞি কহে,—"তোমার নৃত্য দেখিবারে ॥"১১৫

প্রভুর লজ্জা ও ভক্তগণসহ সমুদ্রস্নানান্তে প্রসাদ-সম্মান ঃ—

লজ্জিত হইলা প্রভু পুরীর বচনে ।
সমুদ্রঘাট আইলা সব বৈষ্ণব-সনে ॥ ১১৬ ॥
স্নান করি' মহাপ্রভু ঘরেতে আইলা ।
সবা লঞা মহাপ্রসাদ ভোজন করিলা ॥ ১১৭ ॥

প্রভুর অপ্রাকৃত দিব্যোন্মাদ—ব্রহ্মার অগোচর ঃ—

এই ত' কহিলুঁ প্রভুর দিব্যোন্মাদ-ভাব ।
ব্রহ্মাও কহিতে নারে যাহার প্রভাব ॥ ১১৮ ॥

রঘুনাথদাস-কর্ত্তৃক স্বগ্রন্থে প্রভুর এই লীলা বর্ণিত ঃ—

'চটক'-গিরি-গমন-লীলা রঘুনাথদাস ।
'চৈতন্যস্তবকল্পবৃক্ষে' করিয়াছেন প্রকাশ ॥ ১১৯ ॥

স্তবাবলীতে চৈতন্যস্তবকল্পবৃক্ষ-স্তবে (৮)—

সমীপে নীলাদ্রেশ্চটকগিরিরাজস্য কলনা-
দয়ে গোষ্ঠে গোবর্দ্ধনগিরিপতিং লোকিতুমিতঃ ।
ব্রজন্নস্মীত্যুক্ত্বা প্রমদ ইব ধাবন্নবধৃতো
গণৈঃ স্বৈর্গৌরাঙ্গো হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি ॥ ১২০ ॥

অমৃতপ্রবাহ

১০৯। কন্দরাতে—গুহাতে।

১১৪। নিপট্ট বাহ্য হইলে—অনাচ্ছাদিত বাহ্য অর্থাৎ সম্পূর্ণ বাহ্যদশায় আসিলে।

অনুভাষ্য

৯৯। অষ্টসাত্ত্বিকবিকার—স্তম্ভ, স্বেদ, রোমাঞ্চ, স্বরভেদ, বেপথু, বৈবর্ণ্য, অশ্রু ও প্রলয়।

১০০। শ্রবণে—কর্ণের নিকট।

১০৪। অর্দ্ধবাহ্য—সম্পূর্ণ বাহ্য সংজ্ঞা না পাইয়া।

১০৮। করিয়া সাজনি—সজ্জিতা হইয়া।

১২০। নীলাদ্রেঃ (নীলাচলস্য) সমীপে (নিকটে) চটক-গিরিরাজস্য (সৈকতস্তূপরূপ-পর্ব্বতস্য) কলনাৎ (ঈক্ষণাৎ) অয়ে

প্রভুর অলৌকিক লীলা ঃ—

এবে প্রভু যত কৈলা অলৌকিক-লীলা ।
কে বুঝিতে পারে সেই মহাপ্রভুর খেলা ?? ১২১ ॥

প্রভুর কৃষ্ণবিচ্ছেদানুসরণেই জীবের কৃষ্ণপদ-লাভ ঃ—

সংক্ষেপে কহিয়া করি দিক্ দরশন ।
যে ইহা শুনে, পায় কৃষ্ণের চরণ ॥ ১২২ ॥

শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ১২৩ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে চটকগিরি-গমনরূপ-দিব্যোন্মাদবর্ণনং নাম চতুর্দ্দশঃ পরিচ্ছেদঃ।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১২০। নীলাচলের নিকট সমুদ্র-বালুকা-পর্ব্বতরূপ চটক-গিরি দেখিয়া 'ব্রজে গোবর্দ্ধনগিরিরাজকে দর্শন করিব' বলিয়া মহাপ্রভু দ্রুতবেগে চলিতে লাগিলেন। বৈষ্ণবগণ-বেষ্টিত সেই গৌরাঙ্গদেব আমার হৃদয়ে উদিত হইয়া আমাকে উন্মত্ত করিতেছেন।

ইতি অমৃতপ্রবাহ-ভাষ্যে চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

অনুভাষ্য

ইতঃ (ক্ষেত্রাৎ) গোষ্ঠে গোবর্দ্ধনগিরিপতিং লোকিতুং (দ্রষ্টুং) ব্রজন্ অস্মি (ব্রজামি) ইতি উক্ত্বা প্রমদঃ (প্রমত্তঃ) ইব ধাবন্ স্বৈঃ গণৈঃ (স্বরূপাদিভিঃ) অবধৃতঃ (পশ্চাদনুসৃতঃ), স গৌরাঙ্গঃ মম হৃদয়ে উদয়ন্ মাং মদয়তি (আনন্দয়তি)।

ইতি অনুভাষ্যে চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

কথাসার—উপলভোগের পর মহাপ্রভুর বিলাপ উপস্থিত হইল ; কৃষ্ণ-রূপের ভাব উদিত হইল। কৃষ্ণের অদর্শনে রাস-রাত্রিতে গোপীগণ যেরূপ বনে বনে কৃষ্ণ-অন্বেষণ করিয়া-ছিলেন, প্রভুরও সেইসকল ভাব উদিত হইতে লাগিল। স্বরূপ-গোস্বামী গীতগোবিন্দ হইতে একটী গান করিলে মহাপ্রভুর ভাবোদয়, ভাবসন্ধি, ভাবশাবল্য ও অষ্টসাত্ত্বিক বিকারাদি উদিত হইয়া পরমাস্বাদের বিষয় হইয়া উঠিল। সমুদ্রতীরস্থ উপবন দর্শনে বৃন্দাবন-স্মৃতি উদিত হওয়ায় এইসকল ভাব প্রবলরূপে উঠিল। (অঃ প্রঃ ভাঃ)

কৃষ্ণবিরহ-মহাভাবসাগরে নিমগ্ন প্রভু ঃ—

দুর্গমে কৃষ্ণভাবাব্ধৌ নিমগ্নোন্মগ্নচেতসা ।
গৌরেণ হরিণা প্রেমমর্য্যাদা ভূরি দর্শিতা ॥ ১ ॥
জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য অধীশ্বর ।
জয় নিত্যানন্দ পূর্ণানন্দ-কলেবর ॥ ২ ॥
জয়াদ্বৈতাচার্য্য কৃষ্ণচৈতন্য-প্রিয়তম ।
জয় শ্রীবাস-আদি প্রভুর ভক্তগণ ॥ ৩ ॥

অপ্রাকৃত কৃষ্ণবিরহপ্রেমাবেশে অচৈতন্য ঃ—

এইমত মহাপ্রভু রাত্রি-দিবসে ।
আত্মস্ফূর্ত্তি নাহি কৃষ্ণভাবাবেশে ॥ ৪ ॥

অন্তর্দশা, অর্দ্ধবাহ্যদশা ও বাহ্যদশা ঃ—

কভু ভাবে মগ্ন, কভু অর্দ্ধ-বাহ্যস্ফূর্ত্তি ।
কভু বাহ্যস্ফূর্ত্তি,—তিন রীতে প্রভুস্থিতি ॥ ৫ ॥

স্বভাব ও অভ্যাসক্রমে নিত্যনৈমিত্তিক-ক্রিয়ানুষ্ঠান ঃ—

স্নান, দর্শন, ভোজন দেহ-স্বভাবে হয় ।
কুমারের চাক যেন সতত ফিরয় ॥ ৬ ॥

জগন্নাথরূপী কৃষ্ণাকৃষ্ট প্রভুর হৃষীকদ্বারা গোবিন্দ-সেবা ঃ—

একদিন করেন প্রভু জগন্নাথ-দরশন ।
জগন্নাথে দেখে সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥ ৭ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১। দুর্গম কৃষ্ণভাবসমুদ্রে নিমগ্ন হইয়া উন্মগ্নচিত্ত গৌরহরি অনেকপ্রকার প্রেমমর্য্যাদা দেখাইয়াছিলেন।

অনুভাষ্য

১। দুর্গমে (ব্রহ্মাদীনাং সূরীণামপি অক্ষজজ্ঞানবশাৎ দুর্ব্বি-গাহ্যে) কৃষ্ণভাবাব্ধৌ (কৃষ্ণভাবরূপসিন্ধৌ) নিমগ্নোন্মগ্নচেতসা (নিমগ্নম্ উন্মগ্নঞ্চ চেতো যস্য তেন) গৌরেণ হরিণা (গৌর-হরিণা কৃষ্ণচৈতন্যেন) প্রেমমর্য্যাদা (প্রেম্ণঃ মর্য্যাদা) ভূরি (সুবহুলং) দর্শিতা (প্রকটীকৃতা)।

৬। কুমারের চাক—ঘটাদি-নির্ম্মাণকালে যেরূপ কুম্ভকারের চক্র পূর্ব্বপ্রদত্ত-বলে আপনা হইতে ঘুরিতে থাকে, সর্ব্বদা তাহাতে

একবারে স্ফুরে প্রভুর কৃষ্ণের পঞ্চগুণ ।
পঞ্চগুণে করে পঞ্চেন্দ্রিয় আকর্ষণ ॥ ৮ ॥
একমন পঞ্চদিকে পঞ্চগুণ টানে ।
টানাটানি প্রভুর মন হৈল অগেয়ানে ॥ ৯ ॥

ভক্তগণের প্রভুকে গৃহে আনয়ন ঃ—

হেনকালে ঈশ্বরের উপলভোগ সরিল ।
ভক্তগণ মহাপ্রভুরে ঘরে লঞা আইল ॥ ১০ ॥
স্বরূপ, রামানন্দ—এই দুইজন লঞা ।
বিলাপ করেন দুঁহার কণ্ঠেতে ধরিয়া ॥ ১১ ॥
কৃষ্ণের বিয়োগে রাধার উৎকণ্ঠিত মন ।
বিশাখারে কহে আপন উৎকণ্ঠা-কারণ ॥ ১২ ॥
সেই শ্লোক পড়ি' আপনে করে মনস্তাপ ।
শ্লোকের অর্থ শুনায় দুঁহারে করিয়া বিলাপ ॥ ১৩ ॥

কৃষ্ণের বিগ্রহ-মাধুর্য্য-বলের আকর্ষণ-ক্ষমতা ঃ—

গোবিন্দলীলামৃতে (৮।৩) বিশাখার প্রতি শ্রীরাধা-বাক্য ঃ—

সৌন্দর্য্যামৃতসিন্ধুভঙ্গললনা-চিত্তাদ্রিসংপ্লাবকঃ
কর্ণানন্দি-সনর্ম্মরম্যবচনঃ কোটীন্দুশীতাঙ্গকঃ ।
সৌরভ্যামৃতসংপ্লবাবৃতজগৎ পীযূষরম্যাধরঃ
শ্রীগোপেন্দ্রসুতঃ স কর্ষতি বলাৎ পঞ্চেন্দ্রিয়াণ্যালি মে ॥ ১৪ ॥

গোপীকর্ত্তৃক অপ্রাকৃত পুষ্পবাণের মাধুর্য্যবল-বর্ণন (চিত্রজল্প) ঃ—

"কৃষ্ণ-রূপ-শব্দ-স্পর্শ, সৌরভ অধর-রস,
যার মাধুর্য্য কহন না যায় ।
দেখি' লোভে পঞ্চজন, এক অশ্ব—মোর মন,
চড়ি' পঞ্চ পাঁচদিকে ধায় ॥ ১৫ ॥

পুষ্পাবাণাকৃষ্ট গোপীন্দ্রিয়গণ ঃ—

সখি হে, শুন, মোর দুঃখের কারণ ।
মোর পঞ্চেন্দ্রিয়গণ, মহা-লম্পট দস্যুগণ,
সবে কহে,—হর' পরধন ॥ ১৬ ॥ ধ্রু ॥

গোপীর কৃষ্ণাধীন অবস্থা ঃ—

এক অশ্ব একক্ষণে, পাঁচ পাঁচ দিকে টানে,
এক মন কোন্ দিকে ধায় ?
এককালে সবে টানে, গেল ঘোড়ার পরাণে,
এই দুঃখ সহন না যায় ॥ ১৭ ॥

কৃষ্ণের রূপ-মাধুর্য্যের বল ঃ—

ইন্দ্রিয়ে না করি রোষ, ইঁহা-সবার কাঁহা দোষ,
কৃষ্ণরূপাদির মহা আকর্ষণ ।
রূপাদি পাঁচ, পাঁচে টানে, গেল ঘোড়ার পরাণে,
মোর দেহে না রহে জীবন ॥ ১৮ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৮-৯। পঞ্চগুণ—চক্ষে রূপ, কর্ণে গীত, নাসায় ঘ্রাণ, জিহ্বায় রস, ত্বকে স্পর্শ,—কৃষ্ণের এই পাঁচটী অপ্রাকৃত গুণ অপ্রাকৃত পাঁচটী ইন্দ্রিয়ে যুগপৎ স্ফূর্ত্তি লাভ করিল। মনকে এই পাঁচ বিষয়ে এক সময় টানিলে মন অজ্ঞান হইয়া পড়িল।

১৪। যিনি সৌন্দর্য্যের অমৃতসিন্ধুপ্রবাহে নারীদিগের চিত্ত-পর্ব্বতের সংপ্লাবক, যিনি কর্ণের আনন্দজনক নর্ম্ম-রম্য-বচনযুক্ত হইয়া কোটিচন্দ্রের ন্যায় শীতল এবং যিনি সৌরভ্যরূপ অমৃত-প্লবদ্বারা জগৎকে আবৃত করিয়াছেন এবং পীযূষপূর্ণ অধর-যুক্ত, হে সখি, সেই গোপেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণ আমার পঞ্চেন্দ্রিয়কে বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিতেছেন।

অনুভাষ্য

হস্তস্পর্শ করিয়া থাকিতে হয় না, তদ্রূপ প্রভুর দৈহিক ক্রিয়াসমূহ, বাহ্য সংজ্ঞা না থাকাকালেও স্বভাবক্রমে সম্পন্ন হইত। মুক্ত, সিদ্ধ অর্থাৎ উত্তমাধিকারী মহাভাগবতের প্রপঞ্চে প্রকট-থাকা-কালে তাঁহার প্রাত্যহিক কৃত্যাদির সুন্দর উপমা-স্থলে ব্রহ্মসূত্র ও তদ্ভাষ্যশ্রেষ্ঠ ভাগবতে এই বিষয়ে প্রচুর কথা আছে।

১৪। হে আলি, (সখি,) যঃ সৌন্দর্য্যামৃতসিন্ধুভঙ্গললনাচিত্তাদ্রিসংপ্লাবকঃ (সৌন্দর্য্যম্ এব অমৃতসিন্ধুঃ তস্য সুধার্ণবস্য ভঙ্গৈস্তরঙ্গরূপৈঃ জলচ্ছটাভিঃ ললনানাং চিত্তরূপাদ্রিং সং সম্যক্ প্লাবয়িতুং শীলং যস্য সঃ) কর্ণানন্দিসনর্ম্মরম্যবচনঃ (কর্ণম্ আনন্দয়িতুং শীলং যস্য তত্তেন নর্ম্মে স্মিতেন চ সহ রম্যং বচনং যস্য সঃ) কোটীন্দুশীতাঙ্গকঃ (কোটীচন্দ্রাৎ অপি শীতং সুশীতলম্ অঙ্গং যস্য সঃ) সৌরভ্যামৃতসংপ্লবাবৃতজগৎ (সৌরভ্যমেব অমৃতং তস্য সংপ্লবঃ সাগরঃ তেন আবৃতম্ আচ্ছাদিতং জগৎ যেন সঃ) পীযূষরম্যাধরঃ (পীযূষতঃ অমৃতাদপি রম্যঃ অধরো যস্য সঃ) সঃ শ্রীগোপেন্দ্রসুতঃ (ব্রজেন্দ্রনন্দনঃ) বলাৎ (প্রসভেন) মে (মম) পঞ্চেন্দ্রিয়াণি (চক্ষুকর্ণনাসাজিহ্বাত্বগাদীনি) কর্ষতি (স্ব-রূপ-বংশীধ্বনি-সৌরভ্যাস্বাদ-স্পর্শাদিষু নয়তি)।

১৬। কৃষ্ণাকৃষ্ট আমার পঞ্চদস্যুরূপ পঞ্চ-ইন্দ্রিয়গণ পরস্পর সকলেই যুক্তি করে,—'চল, সকলে মিলিয়া এই পরধন মনরূপ অশ্বটীকে অপহরণ করি, অর্থাৎ চুরি করা যাউক।'

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৫-২৩। কৃষ্ণের রূপ, বচন, মুরলীধ্বনি ইত্যাদি রূপ, শব্দ, স্পর্শ, সৌরভ ও অধররস,—এই পাঁচটী মহামাধুর্য্যে পরিপূর্ণ ; আমার পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় শ্রীকৃষ্ণের তত্তদ্বিষয়-দর্শনে লুব্ধ হইয়া প্রত্যেকেই আমার মনরূপ একটীমাত্র অশ্বের উপর চড়িয়া যুগপৎ পাঁচদিকে দৌড়িতে চায় ; সখি গো, দুঃখের কথা কি বলিব? আমার পাঁচটী জ্ঞানেন্দ্রিয়—নিতান্ত বিষয়লম্পট ও দস্যুপ্রায়। কৃষ্ণ যে পরপুরুষ, তাহা জানিয়াও সেই সেই কৃষ্ণবিষয় হরণ করিতে প্রবৃত্ত। আমার মনও একটীমাত্র অশ্ব ; চক্ষুরাদি প্রত্যেক

কৃষ্ণরূপামৃতসিন্ধু, তাহার তরঙ্গবিন্দু,
একবিন্দু জগৎ ডুবায় ।
ত্রিজগতে যত নারী, তার চিত্ত-উচ্চগিরি,
তাহা ডুবাই আগে উঠি' ধায় ॥ ১৯ ॥

কৃষ্ণের বচন-মাধুর্য্যের বল ঃ—

কৃষ্ণের বচন-মাধুরী, নানা-রস নর্ম্মধারী,
তার অন্যায় কহন না যায় ।
জগতের নারীর কাণে, মাধুরীগুণে বান্ধি' টানে,
টানাটানি কাণের প্রাণ যায় ॥ ২০ ॥

কৃষ্ণাঙ্গ-মাধুর্য্যের বল ঃ—

কৃষ্ণ-অঙ্গ সুশীতল, কি কহিমু তার বল,
ছটায় জিনে কোটীন্দু-চন্দন ।
সশৈল নারীর বক্ষ, তাহা আকর্ষিতে দক্ষ,
আকর্ষয়ে নারীগণ-মন ॥ ২১ ॥

কৃষ্ণগন্ধ-মাধুর্য্যের বল ঃ—

কৃষ্ণাঙ্গ—সৌরভ-ভর, মৃগমদ-মনোহর,
নীলোৎপলের হরে গর্ব্ব-ধন ।
জগৎ-নারীর নাসা, তার ভিতর পাতে বাসা,
নারীগণে করে আকর্ষণ ॥ ২২ ॥

কৃষ্ণাধর-স্পর্শ-মাধুর্য্যের বল ঃ—

কৃষ্ণের অধরামৃত, তাতে কর্পূর মন্দস্মিত,
স্ব-মাধুর্য্যে হরে নারীর মন ।
অন্যত্র ছাড়ায় লোভ, না পাইলে মনে ক্ষোভ,
ব্রজনারীগণের মূলধন ॥" ২৩ ॥

প্রভুর কৃষ্ণবিরহে সঙ্গিদ্বয়ের নিকট বিলাপ ঃ—

এত কহি' গৌরহরি, দুইজনার কণ্ঠ ধরি',
কহে,—"শুন, স্বরূপ-রামরায় ।
কাঁহা করোঁ, কাঁহা যাঙ, কাঁহা গেলে কৃষ্ণ পাঙ,
দুঁহে মোরে কহ সে উপায় ॥" ২৪ ॥
এইমত গৌরপ্রভু প্রতি দিনে-দিনে ।
বিলাপ করেন স্বরূপ-রামানন্দ-সনে ॥ ২৫ ॥

প্রভুর বিরহে স্বরূপ ও রামরায়ের সান্ত্বনা ঃ—

সেই দুইজন প্রভুরে করে আশ্বাসন ।
স্বরূপ গায়, রায় করে শ্লোক পঠন ॥ ২৬ ॥

প্রভুর ভাবোপযোগি-প্রিয়গ্রন্থসমূহ ঃ—

কর্ণামৃত, বিদ্যাপতি, শ্রীগীতগোবিন্দ ।
ইহার শ্লোক-গীতে প্রভুর করায় আনন্দ ॥ ২৭ ॥

গোপীর কিঙ্করী-অভিমানে প্রভুর সর্ব্বত্র কৃষ্ণলীলা-দর্শন ও তদন্বেষণ ঃ—

একদিন মহাপ্রভু সমুদ্র যাইতে ।
পুষ্পের উদ্যান তথা দেখেন আচম্বিতে ॥ ২৮ ॥
বৃন্দাবন-ভ্রমে তাঁহা পশিলা ধাঞা ।
প্রেমাবেশে বুলে তাঁহা কৃষ্ণ অন্বেষিয়া ॥ ২৯ ॥
রাসে রাধা লঞা কৃষ্ণ অন্তর্দ্ধান কৈলা ।
পাছে সখীগণ যৈছে চাহি' বেড়াইলা ॥ ৩০ ॥
সেই ভাবাবেশে প্রভু প্রতি-তরুলতা ।
শ্লোক পড়ি' চাহি' বুলে যথা তথা ॥ ৩১ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

জ্ঞানেন্দ্রিয় সেই অশ্বটীকে লইয়া (রূপাদি) পাঁচপাঁচ (বিষয়ের) দিকেই টানাটানি করে, এরূপ যুগপৎ টানিতে গেলে লাভের মধ্যে ঘোড়ারই প্রাণ যায়,—তাহা কিরূপে সহিতে পারি? যদি বল, তোমার ইন্দ্রিয়গণকে তুমি দমন কর না কেন? সখি গো, ইন্দ্রিয়গণকেই বা কিরূপে দোষ দিব? কৃষ্ণরূপাদি পাঁচটী বিষয়—স্বভাবতঃ মহা-আকর্ষণযুক্ত ; রূপাদি পাঁচজন পাঁচটী ইন্দ্রিয়কে আপন-আপন দিকে টানিতে থাকে, মনরূপ অশ্বারোহী সেই পঞ্চ-জ্ঞানেন্দ্রিয় সেই দিকেই আকৃষ্ট হইয়া ধাবিত হয় ; ফলে ঘোড়ার প্রাণনাশ হইলে আমারও প্রাণ যায়। ত্রিজগতে যত নারী আছে, তাহাদের চিত্ত উচ্চগিরির ন্যায় বটে, কৃষ্ণরূপামৃতসিন্ধুর তরঙ্গ-বিন্দু সেই উচ্চগিরিকে ডুবাইয়া ফেলিতেছে। কৃষ্ণের রসনর্ম্ম (পরিহাস)-রূপ বচনচাতুরী নারীদিগের প্রতি এরূপ অন্যায় আচরণ করে যে, উহা আর বলা যায় না ; নারীগণের কর্ণপ্রবিষ্ট হইয়া উহা মাধুরীগুণে বন্ধন করত টানাটানি করায় কাণের প্রাণ যায়। কৃষ্ণের অঙ্গ অতিশয় সুশীতল, তাঁহার শীতল কিরণ কোটী কোটী ইন্দু ও চন্দনকে পরাজয় করে। কৃষ্ণাঙ্গ—নারী-গণের শৈলবক্ষ-আকর্ষণে অতিশয় দক্ষ এবং নারীগণের মন আকর্ষণ করে। কৃষ্ণের অঙ্গ-সৌরভ-মনোহর মৃগমদ ও নীলোৎ-পলের গর্ব্ব নাশ করে—জগতের নারীগণের নাসিকায় প্রবেশ করত তথায় বাসা করিয়া নারীগণকে আকর্ষণ করে। কৃষ্ণের অধরামৃত মন্দহাস্যরূপ কর্পূরসহ মিশ্রিত হইয়া স্বীয় মাধুর্য্যে নারীগণের মন হরণ করে; তাহা কৃষ্ণব্যতীত অন্য বিষয়ে লোভ ছাড়াইয়া দেয়, কিন্তু স্বয়ং দুর্ল্লভতাবশতঃ অপ্রাপ্য হইয়া মনের ক্ষোভ উৎপত্তি করে, সেই অধরামৃতই ব্রজনারীগণের মূলধন।

কৃষ্ণবিরহিণী গোপীগণের সর্ব্বত্র চেতনময়ী কৃষ্ণ-কার্য্য প্রতীতি-বশে কৃষ্ণান্বেষণ (উদঘূর্ণা) ; প্রতিবৃক্ষকে কৃষ্ণসন্ধান-জিজ্ঞাসা ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৩০।৯, ৭, ৮)—

চূতপ্রিয়াল-পনসাসনকোবিদার-
জম্ব্বর্কবিল্ববকুলাম্রকদম্বনীপাঃ ।
যেঽন্যে পরার্থভবকা যমুনোপকূলাঃ
শংসন্তু কৃষ্ণপদবীং রহিতাত্মনাং নঃ ॥ ৩২ ॥

শ্রীতুলসীকে কৃষ্ণসন্ধান-জিজ্ঞাসা ঃ—

কচ্চিত্তুলসি কল্যাণি গোবিন্দচরণপ্রিয়ে ।
সহ ত্বালিকুলৈর্বিভ্রদ্দৃষ্টস্তেঽতিপ্রিয়োঽচ্যুতঃ ॥ ৩৩ ॥

পুষ্পগণকে কৃষ্ণসন্ধান-জিজ্ঞাসা ঃ—

মালত্যদর্শি বঃ কচ্চিন্মল্লিকে জাতি যূথিকে ।
প্রীতিং বো জনয়ন্ যাতঃ করস্পর্শেন মাধবঃ ॥ ৩৪ ॥

শ্লোকার্থ ; কৃষ্ণে তন্ময়ী বিরহিণী গোপীগণের কৃষ্ণান্বেষণপূর্ব্বক বিলাপ ঃ—

"আম্র, পনস, পিয়াল, জম্বু, কোবিদার ।
তীর্থবাসী সবে, কর পর-উপকার ॥ ৩৫ ॥
কৃষ্ণ তোমার ইঁহা আইলা, পাইলা দরশন ?
কৃষ্ণের উদ্দেশ কহি' রাখহ জীবন ॥" ৩৬ ॥
উত্তর না পাঞা পুনঃ করে অনুমান ।
'এই সব—পুরুষ-জাতি, কৃষ্ণের সখার সমান ॥ ৩৭ ॥
এ কেনে কহিবে কৃষ্ণের উদ্দেশ আমায় ?
এ—স্ত্রীজাতি লতা, আমার সখীপ্রায় ॥ ৩৮ ॥
অবশ্য কহিবে,—পাঞাছে কৃষ্ণের দর্শনে ।'
এত অনুমানি' পুছে তুলস্যাদি-গণে ॥ ৩৯ ॥
"তুলসি, মালতি, যূথি, মাধবি, মল্লিকে ।
তোমার প্রিয় কৃষ্ণ আইলা তোমার অন্তিকে ?? ৪০ ॥
তুমি-সব হও আমার সখীর সমান ।
কৃষ্ণোদ্দেশ কহি' সবে রাখহ পরাণ ॥" ৪১ ॥
উত্তর না পাঞা পুনঃ ভাবেন অন্তরে ।
'এহ—কৃষ্ণদাসী, ভয়ে না কহে আমারে ॥' ৪২ ॥
আগে মৃগীগণ দেখি' কৃষ্ণাঙ্গ-গন্ধ পাঞা ।
তার মুখ দেখি' পুছেন নির্ণয় করিয়া ॥ ৪৩ ॥

হরিণীকে কৃষ্ণসন্ধান-জিজ্ঞাসা ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৩০।১১)—

অপ্যেণ-পত্ন্যুপগতঃ প্রিয়য়েহ গাত্রৈ-
স্তন্বন্ দৃশাং সখী সুনির্ব্বৃতিমচ্যুতো বঃ ।
কান্তাঙ্গসঙ্গকুচকুঙ্কুম-রঞ্জিতায়াঃ
কুন্দস্রজঃ কুলপতেরিহ বাতি গন্ধঃ ॥ ৪৪ ॥

শ্লোকার্থ ঃ—

"কহ, মৃগি, রাধা-সহ শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বথা ।
তোমায় সুখ দিতে আইলা ? না কর অন্যথা ॥ ৪৫ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৩২। হে চূত (আম্রজাতিবিশেষ), পিয়াল, কাঁঠাল, আসন, কোবিদার, জম্বু, অর্ক, বিল্ব, বকুল, আম্র, কদম্ব, নীপ (কদম্ব-বিশেষ ইত্যাদি তরুগণ,) এবং হে অন্যান্য যমুনোপকূলবাসী পরমঙ্গলচিত্তক (পরহিতব্রত) বৃক্ষসকল, রহিতাত্মস্বরূপ (শূন্য-মনাঃ) আমাদিগকে, কৃষ্ণ কোথায় আছে, তাহা বল।

৩৩। ওগো কল্যাণি, গোবিন্দচরণ-প্রিয়ে তুলসি, তুমি—অচ্যুতের অতিপ্রিয় ; তুমি কি কৃষ্ণকে অলিকুলের সহিত তোমাকে ধারণপূর্ব্বক যাইতে দেখিয়াছ?

৩৪। হে মালতি, হে মল্লিকে, হে জাতি, হে যূথিকে, তোমরা কি তোমাদিগকে করস্পর্শপূর্ব্বক তোমাদের আনন্দ জন্মাইয়া কৃষ্ণকে যাইতে দেখিয়াছ?

অনুভাষ্য

৩২। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণের সহিত রাসক্রীড়া করিতে করিতে হঠাৎ অন্তর্দ্ধান করায় তদদর্শনে একান্ত কৃষ্ণময়চিত্তা গোপীগণ তাঁহার অন্বেষণ করিতেছেন,—

চূতপ্রিয়ালপনসাসনকোবিদারজম্ব্বর্কবিল্ববকুলাম্রকদম্বনীপাঃ (সমীপবর্ত্তিনঃ ফলবৃক্ষাদীন্ আহুঃ—হে আম্র, হে প্রিয়াল, হে

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৪৪। কান্তার অঙ্গসঙ্গদ্বারা কুচকুঙ্কুমরঞ্জিত কুন্দমালাধারি-কৃষ্ণের গন্ধ এই দিক্ হইতে আসিতেছে। হে মৃগি, রাধিকার সহিত কৃষ্ণ তোমাদের চক্ষের আনন্দ বৃদ্ধি করিয়া কি এইপথে গিয়াছেন ?

অনুভাষ্য

কণ্টক, হে পীতশাল, হে কোবিদার, হে জম্বো, হে অর্ক, হে বিল্ব, হে বকুল, হে আম্র, হে কদম্ব, হে নীপ, যূয়ং) যে অন্যে (তে চ হে বৃক্ষাঃ), পরার্থভবকাঃ, (পরার্থমেব ভবঃ জন্ম যেষাং তে,) যমুনোপকূলাঃ, (যমুনায়াঃ কালিন্দ্যাঃ উপকূলে তটভূমৌ বর্ত্তমানাঃ তরবঃ তে ভবন্তঃ) রহিতাত্মনাং (শূন্য-মনসাং) নঃ (অস্মাকং) কৃষ্ণপদবীং (কৃষ্ণমার্গং) শংসন্তু (কথয়ন্তু)।

৩৩। হে কল্যাণি, (সৌভাগ্যশালিনি,) গোবিন্দচরণপ্রিয়ে, (গোবিন্দস্য চরণপ্রিয়ে,) তুলসি, অলিকুলৈঃ সহ ত্বা (ত্বাং) বিভ্রৎ তে (তব) অতিপ্রিয়ঃ অচ্যুতঃ (গোবিন্দঃ) কচ্চিৎ [ত্বয়া কিং] দৃষ্টঃ ?

৩৪। হে মালতি, হে মল্লিকে, হে জাতি, হে যূথিকে, কর-স্পর্শেন বঃ (যুষ্মাকং) প্রীতিং জনয়ন্ যাতঃ (প্রস্থিতঃ) মাধবঃ বঃ (যুষ্মাভিঃ) কচ্চিৎ অদর্শি (দৃষ্টম্) ?

রাধা-প্রিয়সখী আমরা, নহি বহিরঙ্গ ।
দূর হৈতে জানি তার যৈছে অঙ্গ-গন্ধ ॥ ৪৬ ॥
রাধা-অঙ্গ-সঙ্গে কুচকুঙ্কুম-ভূষিত ।
কৃষ্ণ-কুন্দমালা-গন্ধে বায়ু—সুবাসিত ॥ ৪৭ ॥
কৃষ্ণ ইঁহা ছাড়ি' গেলা, ইঁহ—বিরহিণী ।
কিবা উত্তর দিবে এই—না শুনে কাহিনী ॥" ৪৮ ॥

বৃক্ষগণকে কৃষ্ণসন্ধান-জিজ্ঞাসা ঃ—

আগে বৃক্ষগণ দেখে পুষ্পফলভরে ।
শাখা বড় পড়িয়াছে পৃথিবী-উপরে ॥ ৪৯ ॥
কৃষ্ণে দেখি' এই সব করেন নমস্কার ।
কৃষ্ণগমন পুছে তারে করিয়া নির্দ্ধার ॥ ৫০ ॥

শাস্ত্রদৃষ্টান্ত ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৩০।১২)—

বাহুং প্রিয়াংস উপধায় গৃহীতপদ্মো
রামানুজস্তুলসিকালিকুলৈর্মদান্ধৈঃ ।
অন্বীয়মান ইহ বস্তরবঃ প্রণামং
কিংবাভিনন্দতি চরন্ প্রণয়াবলোকৈঃ ॥ ৫১ ॥

শ্লোকার্থ ঃ—

"প্রিয়া-মুখে ভৃঙ্গ পড়ে, তাহা নিবারিতে ।
লীলাপদ্ম চালাইতে হৈল অন্যচিত্তে ॥ ৫২ ॥
তোমার প্রণামে কি করিয়াছেন অবধান ?
কিবা নাহি করেন, কহ বচনপ্রমাণ ॥ ৫৩ ॥
কৃষ্ণের বিয়োগে এই সেবক দুঃখিত ।
কিবা উত্তর দিবে ? ইহার নাহিক সম্বিৎ ॥" ৫৪ ॥

কৃষ্ণরূপদর্শন-লাভ ঃ—

এত বলি' আগে চলে যমুনার কূলে ।
দেখে,—তাঁহা কৃষ্ণ হয় কদম্বের তলে ॥ ৫৫ ॥
কোটিমন্মথমোহন মুরলীবদন ।
অপার সৌন্দর্য্যে হরে জগন্নেত্র-মন ॥ ৫৬ ॥

কৃষ্ণদর্শনে প্রভুর মূর্চ্ছা ও ভক্তগণের চৈতন্য-সম্পাদন ঃ—

সৌন্দর্য্য দেখিয়া ভূমে পড়ে মূর্চ্ছা পাঞা ।
হেনকালে স্বরূপাদি মিলিলা আসিয়া ॥ ৫৭ ॥
পূর্ব্ববৎ সর্ব্বাঙ্গে সাত্ত্বিকভাবসকল ।
অন্তরে আনন্দ-আস্বাদ, বাহিরে বিহ্বল ॥ ৫৮ ॥
পূর্ব্ববৎ সবে মিলি' করাইলা চেতন ।
উঠিয়া চৌদিকে প্রভু করেন দর্শন ॥ ৫৯ ॥

কৃষ্ণদর্শন-বঞ্চিত প্রভুর বিলাপ ঃ—

"কাঁহা গেলা কৃষ্ণ ? এখনি পাইনু দরশন !
যাঁহার সৌন্দর্য্য মোর হরিল নেত্র-মন !! ৬০ ॥
পুনঃ কেনে না দেখিয়ে মুরলী-বদন !
তাঁহার দর্শন-লোভে ভ্রময় নয়ন ॥" ৬১ ॥

বিশাখাপ্রতি কৃষ্ণদর্শন-তৃষ্ণার্ত্তা শ্রীরাধার বাক্য ঃ—

বিশাখারে রাধা যৈছে শ্লোক কহিলা ।
সেই শ্লোক মহাপ্রভু পড়িতে লাগিলা ॥ ৬২ ॥

চিত্রজল্পোক্তি ঃ—

গোবিন্দলীলামৃতে (৮।৪) শ্রীরাধিকা-বাক্য—

নবাম্বুদ-লসদ্দ্যুতির্নবতড়িন্মনোজ্ঞাম্বরঃ
সুচিত্রমুরলীস্ফুরচ্ছরদমন্দচন্দ্রাননঃ ।
ময়ূরদলভূষিতঃ সুভগতারহারপ্রভঃ
স মে মদনমোহনঃ সখি তনোতি নেত্রস্পৃহাম্ ॥ ৬৩ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৫১। হে তরুসকল, বল, রামানুজ কৃষ্ণ রাধিকার স্কন্ধে বাহু ন্যাসকরত হস্তে পদ্মধারণপূর্ব্বক তুলসিকার মদান্ধ অলিগণের দ্বারা অন্বিত (অনুসৃত বা পশ্চাদ্ধাবিত) হইয়া চলিতে চলিতে প্রণয়াবলোকনদ্বারা তোমাদের প্রণাম গ্রহণপূর্ব্বক তিনি কি অভিনন্দন করিয়াছেন ?

৬৩। হে সখি, নবীন-মেঘ-শোভি নববিদ্যুতের ন্যায় মনোজ্ঞ পীতবস্ত্র-পরিধানপূর্ব্বক, সুন্দর-মুরলীবদন, ফুল্ল-শরৎশোভিচন্দ্র-

অনুভাষ্য

৪৪। গোপীগণসহ রাসক্রীড়া করিতে করিতে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্হিত হইলে একান্ত কৃষ্ণগতচিত্তা গোপীগণ বিরহে তাঁহার অন্বেষণ করিতেছেন,—

হে সখি, এণপত্নি, (হরিণি,) অচ্যুতঃ (কৃষ্ণঃ) প্রিয়য়া [সহ বর্ত্তমানঃ] গাত্রৈঃ (অঙ্গসঙ্গৈ) বঃ (যুষ্মাকং) দৃশাং (নয়নানাং) সুনির্বৃতিং (সুখং) তন্বন্ (বর্দ্ধয়ন্) ইহ অপি [কিম্] উপগতঃ ? [যতঃ] কুলপতেঃ (কৃষ্ণস্য) কান্তাঙ্গসঙ্গকুচকুঙ্কুমরঞ্জিতায়াঃ (কান্তাঙ্গসঙ্গোত্থ-বক্ষঃস্থ-কুঙ্কুমরাগেণ বিভূষিতায়াঃ) কুন্দস্রজঃ (কুন্দপুষ্পমালায়াঃ) গন্ধঃ ইহ বাতি (প্রবহতি)।

৫১। হে তরবঃ, (বৃক্ষাঃ,) প্রিয়াংসে (প্রিয়ায়াঃ স্কন্ধে) বাহুং (বাম-ভুজম্) উপধায় (সংন্যস্য) গৃহীতপদ্মঃ (দক্ষিণভুজধৃত-লীলাকমলঃ) মদান্ধৈঃ (রসপানমদেন অন্ধৈঃ) তুলসিকালিকুলৈঃ (তুলসিকায়াঃ অলিকুলৈঃ) অন্বীয়মানঃ (অনুগম্যমানঃ) রামানুজঃ (কৃষ্ণঃ) ইহ চরন্ প্রণয়াবলোকৈঃ বঃ (যুষ্মাকং) প্রণামং কিম্ অভিনন্দতি বা ?

৫৪। সম্বিৎ—জ্ঞান, চৈতন্য।

৬৩। হে সখি, নবাম্বুদ-লসদ্দ্যুতিঃ (নবাম্বুদাৎ নবমেঘাদপি লসন্তী শোভমানা দ্যুতিঃ কান্তিঃ যস্য সঃ) নবতড়িন্মনোজ্ঞাম্বরঃ

শ্লোকার্থ ; কৃষ্ণরূপ-বর্ণন (চিত্রজল্প)—

"নবঘনস্নিগ্ধবর্ণ, দলিতাঞ্জন-চিক্কণ,
ইন্দীবর-নিন্দি সুকোমল ।
জিনি' উপমার গণ, হরে সবার নয়ন,
কৃষ্ণকান্তি পরম প্রবল ॥ ৬৪ ॥
কহ, সখি, কি করি উপায় ?
কৃষ্ণাদ্ভুত বলাহক, মোর নেত্র-চাতক,
না দেখি' পিয়াসে মরি' যায় ॥ ৬৫ ॥ ধ্রু ॥

কৃষ্ণরূপের উপমা ঃ—

সৌদামিনী পীতাম্বর, স্থির নহে নিরন্তর,
মুক্তাহার বকপাঁতি ভাল ।
ইন্দ্রধনু-শিখিপাখা, উপরে দিয়াছে দেখা,
আর ধনু বৈজয়ন্তী-মাল ॥ ৬৬ ॥
মুরলীর কলধ্বনি, মধুর গর্জ্জন শুনি',
বৃন্দাবনে নাচে ময়ূরচয় ।
অকলঙ্ক পূর্ণকল, লাবণ্য-জ্যোৎস্না ঝলমল,
চিত্রচন্দ্র তাহাতে উদয় ॥ ৬৭ ॥

কৃষ্ণদর্শন-সুখ-বঞ্চিত শ্রীরাধার স্বীয় দুর্ভাগ্য-বর্ণন ঃ—

লীলামৃত-বরিষণে, সিঞ্চে চৌদ্দ ভুবনে,
হেন মেঘ যবে দেখা দিল ।
দুর্দ্দৈব-ঝঞ্ঝাপবনে, মেঘে নিল অন্যস্থানে,
মরে চাতক, পিতে না পাইল ॥" ৬৮ ॥

রামানন্দের প্রভুর ভাবোপযোগি-শ্লোকপাঠ ;
স্বয়ং প্রভুর তদ্ব্যাখ্যা ঃ—

পুনঃ কহে,—"হায় হায়, পড় পড় রামরায়",
বলে প্রভু গদ্গদ আখ্যানে ।
রামানন্দ পড়ে শ্লোক, শুনি' প্রভুর হর্ষ-শোক,
আপনে প্রভু করেন ব্যাখ্যানে ॥ ৬৯ ॥

চিত্রজল্পোক্তি ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।২৯।৩৯)—

বীক্ষ্যালকাবৃতমুখং তব কুণ্ডলশ্রি-
গণ্ডস্থলাধরসুধং হসিতাবলোকম্ ।
দত্তাভয়ঞ্চ ভুজদণ্ডযুগং বিলোক্য
বক্ষঃ শ্রিয়ৈকরমণঞ্চ ভবাম দাস্যঃ ॥ ৭০ ॥

শ্লোকার্থ ; গোপীর প্রতি কৃষ্ণের রূপ-মাধুর্য্যের
বল-প্রয়োগ-বর্ণন (চিত্রজল্প) ঃ—

"কৃষ্ণ জিনি' পদ্ম-চান্দ, পাতিয়াছে মুখ-ফান্দ,
তাতে অধর মধুস্মিত চার ।
ব্রজনারী আসি' আসি', ফান্দে পড়ি' হয় দাসী,
ছাড়ি' লাজ-পতি-ঘর-দ্বার ॥ ৭১ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

মুখ ময়ূরদল (পিচ্ছ)-ভূষিত, সুভগ-তার (মুক্তা)-হারপ্রভাযুক্ত সেই মদনমোহন আমার নেত্রস্পৃহা বিস্তার করিতেছেন।

৬৪। শ্রীকৃষ্ণকান্তি—দলিত (পিষ্ট বা মর্দ্দিত) অঞ্জনের চিক্কণতা পরাজয়পূর্ব্বক নবীন-মেঘের ন্যায় স্নিগ্ধবর্ণ, ইন্দীবর (নীলপদ্ম) অপেক্ষা সুকোমল এবং সকল উপমানের অতীত।

৬৫-৬৮। হে সখি, শ্রীকৃষ্ণ—অদ্ভুতমেঘস্বরূপ ; আমার নেত্রচাতক সেই মেঘ না দেখিয়া পিপাসায় মরিয়া যাইতেছে। কৃষ্ণের যে পীতবসন, তাহা সেই মেঘে সৌদামিনীস্বরূপ ; কিন্তু তাহা—অস্থির। তাঁহার গলায় যে মুক্তাহার আছে, তাহা মেঘের (শুভ্র) নিম্নভাগে বকশ্রেণীর ন্যায় শোভা পাইতেছে। তাঁহার যে শিখিপুচ্ছ, তাহা—মেঘস্থিত ইন্দ্রধনুর ন্যায় ; তাঁহার (পঞ্চবর্ণযুক্ত) বৈজয়ন্তীমালা—ইন্দ্রধনুসদৃশ। কৃষ্ণের মুখে যে মুরলীর কলধ্বনি, তাহা—কৃষ্ণরূপ মেঘের মধুর গর্জ্জনস্বরূপ ; তাহা শুনিয়া বৃন্দাবনের ময়ূরগণ নাচিতেছে। কৃষ্ণের লাবণ্য-জ্যোৎস্না অকলঙ্ক পূর্ণ (ষোড়শ)-কল অপূর্ব্বচন্দ্রের ন্যায় উদিত হইয়াছে। কৃষ্ণমেঘের লীলামৃত-বর্ষণ চৌদ্দভুবনকে সেচন করিতেছে। সেই কৃষ্ণরূপ মেঘ যখন দেখা দিল, তখন আমার দুর্দ্দৈবরূপ ঝঞ্ঝাবায়ু সেই মেঘকে স্থানান্তরিত করিয়া ফেলিল। এখন মেঘ না দেখিয়া আমার নেত্র-চাতক—জলাভাবে মৃতপ্রায়।

৬৫। বলাহক—মেঘ।

৬৭। অকলঙ্ক পূর্ণ-কল—কলঙ্কহীন এবং পরিপূর্ণ ষোল-কলায় উদিত বিচিত্র চন্দ্র।

৬৮। ঝঞ্ঝা-বাত—ঘূর্ণী বাতাস।

অনুভাষ্য

(নবতড়িতঃ নবীনসৌদামিন্যাঃ অপি মনোজ্ঞে রুচিরে অম্বরে বসনে যস্য সঃ) সুচিত্রমুরলীস্ফুরচ্ছরদমন্দচন্দ্রাননঃ (সুষ্ঠু চিত্রয়া মনোজ্ঞয়া মুরল্যা স্ফুরৎ শোভমানং শরদি অমন্দঃ অক্ষীণচন্দ্রঃ ইব আননং যস্য সঃ) ময়ূরদলভূষিতঃ (শিখিপিচ্ছশোভিতঃ) সুভগতারহারপ্রভঃ (সুভগাঃ সুদীপ্তা তারাঃ ইব হারস্য প্রভা যস্মিন্ সঃ) সঃ মদনমোহনঃ (মদয়তি সম্ভোগরসপুষ্ট্যর্থং বিপ্রলম্ভাংশে গ্লাপয়িত্বা সম্ভোগপুষ্টিং করোতি চ ইতি মদনঃ তাভ্যাং স্ববশীকরোতি ইতি মোহনঃ স চাসৌ স চ ইতি) মে (মম) নেত্রস্পৃহাং (নয়নদিদৃক্ষাং) তনোতি (বর্দ্ধয়তি)।

৬৪-৬৬। মধ্য, ২১শ পঃ ১০৯ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

৬৯। হর্ষ-শোক—কৃষ্ণমাধুর্য্যশ্রবণে 'হর্ষ', তদ্বিরহে 'শোক'।

৭০। মধ্য, ২৪শ পঃ ৪৮ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

বান্ধব কৃষ্ণ করে ব্যাধের আচার ।
নাহি মানে ধর্ম্মাধর্ম্ম, হরে নারী-মৃগী-মর্ম্ম,
করে নানা উপায় তাহার ॥ ৭২ ॥ ধ্রু ॥
গণ্ডস্থল ঝলমল, নাচে মকর-কুণ্ডল,
সেই নৃত্যে হরে নারীচয় ।
সস্মিত কটাক্ষ-বাণে, তা-সবার হৃদয়ে হানে,
নারী-বধে নাহি কিছু ভয় ॥ ৭৩ ॥
অতি উচ্চ সুবিস্তার, লক্ষ্মী-শ্রীবৎস-অলঙ্কার,
কৃষ্ণের যে ডাকাতিয়া বক্ষ ।
ব্রজদেবী লক্ষ লক্ষ, তা-সবার মনোবক্ষ,
হরিদাসী করিবারে দক্ষ ॥ ৭৪ ॥
সুললিত দীর্ঘার্গল, কৃষ্ণের ভুজযুগল,
ভুজ নহে,—কৃষ্ণসর্পকায় ।
দুই শৈল-ছিদ্রে পৈশে, নারীর হৃদয়ে দংশে,
মরে নারী সে বিষজ্বালায় ॥ ৭৫ ॥
কৃষ্ণ-কর-পদতল, কোটিচন্দ্র-সুশীতল,
জিনি' কর্পূর-বেণামূল-চন্দন ।
একবার যার স্পর্শে, স্মরজ্বালা-বিষ নাশে,
যার স্পর্শে লুব্ধ নারী-মন ॥" ৭৬ ॥

কৃষ্ণবিরহী প্রভুর শ্লোক-পাঠ ঃ—

এতেক বিলাপ করি', বিষাদে শ্রীগৌরহরি,
এই অর্থে পড়ে এক শ্লোক ।
সেই শ্লোক পাঞা রাধা, বিশাখারে কহে রাধা,
উঘাড়িয়া হৃদয়ের শোক ॥ ৭৭ ॥

শ্রীরাধার কৃষ্ণদর্শন-তৃষ্ণা ঃ—

গোবিন্দলীলামৃতে (৮।৭)—

হরিন্মণিকবাটিকাপ্রততহারিবক্ষঃস্থলঃ
স্মরার্ত্ততরুণীমনঃকলুষহারিদোরর্গলঃ ।
সুধাংশুহরিচন্দনোৎপলসিতাভ্রশীতাঙ্গকঃ
স মে মদনমোহনঃ সখি তনোতি বক্ষঃস্পৃহাম্ ॥ ৭৮ ॥

কৃষ্ণদর্শনবঞ্চিত প্রভুর বিলাপ ঃ—

প্রভু কহে,—"কৃষ্ণ মুঞি এখনি দেখিনু ।
আপনার দুর্দ্দৈবে পুনঃ হারাইনু ॥ ৭৯ ॥
চঞ্চলস্বভাব কৃষ্ণের, না রয় একস্থানে ।
দেখা দিয়া মন হরি' করে অন্তর্দ্ধানে ॥" ৮০ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৭১-৭৬। চন্দ্র ও পদ্মকে পরাজয়পূর্ব্বক (গোপীরূপ) মৃগী ধরিবার জন্য কৃষ্ণ মুখ-ফাঁদ পাতিয়াছেন। সেই ফাঁদে মধুর হাসি-রূপ 'চার' অর্থাৎ (গোপীরূপ) মৃগীকে ভুলাইবার কপট-খাদ্য রাখা হইয়াছে। ঘর, দ্বার ও লজ্জা পরিত্যাগ করিয়া ব্রজনারীরূপা মৃগীগণ সেই ফাঁদে পড়িয়া দাসী হইতেছে। ওগো, আমাদের বান্ধব শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ ব্যাধের আচারই করিয়া থাকেন। সেই ব্যাধ ধর্ম্মাধর্ম্ম মানে না,—ব্রজরমণীরূপ মৃগীগণের মর্ম্ম হরণ করিবার নানা উপায় সৃষ্টি করে ; গণ্ডস্থলে মকরকুণ্ডল ঝলমল করিয়া নাচিয়া নারীগণের মন হরণ করে ; তাহাদের হৃদয়ে সহাস্য কটাক্ষবাণ বিদ্ধ করিয়া নারীবধের কোন ভয় করে না। কৃষ্ণের যে (দস্যুর ন্যায় লুণ্ঠনপ্রবণ) প্রশস্ত বক্ষ, যাহাতে লক্ষ্মী ও শ্রীবৎস (দক্ষিণাবর্ত্ত রোমাবলী)-চিহ্নদ্বয় অলঙ্কারস্বরূপে আছে, তাহা লক্ষ লক্ষ ব্রজদেবী এবং তাহাদের মন ও বক্ষকে বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিয়া সেই হরিরই দাসী করিয়া ফেলে। কৃষ্ণের অতি-সুন্দর, সুদীর্ঘ অর্গলস্বরূপ কৃষ্ণসর্পকায়-প্রায় ভুজদ্বয় নারীদিগের দুই পর্ব্বতরূপ স্তনের ছিদ্রে (মধ্যস্থলে) প্রবেশ করিয়া হৃদয় দংশন করে। (গোপী সেই স্পর্শরূপ দংশনবিষে কাম-জ্বালায় জ্বলিতে থাকে) ; কৃষ্ণের কর-পদতল কর্পূর, বেণামূল ও চন্দনকে পরাজয় করিয়া কোটীচন্দ্র-সুশীতল হইয়াছে। উহারা একবার যাহাকে স্পর্শ করে, তাহার কন্দর্প-জ্বালা-বিষ নষ্ট হইয়া যায়।

৭৪। ডাকাতিয়া বক্ষ—ডাকাতের ন্যায় (কৃষ্ণের) যে বক্ষ সকল (ব্রজ-) নারীকে বলপূর্ব্বক টানিয়া লয়।

৭৫। শৈল-ছিদ্রে—হৃদয়স্থ স্তনদ্বয়ের ছিদ্রে (মধ্যস্থলে)।

৭৮। হে সখি, যাঁহার বক্ষঃস্থল—ইন্দ্রনীলমণি-নির্ম্মিত কবাটের ন্যায় বিস্তৃত ও মনোহর, যাঁহার ভুজদ্বয় কামার্ত্ত তরুণীগণের মনঃকলুষ (কাম-তাপ) হরণ করে, যাঁহার অঙ্গ সুধাংশু, হরিচন্দন, উৎপল ও কর্পূরের শীতলতা ধারণ করে, সেই মদনমোহন আমার বক্ষঃস্পৃহা বিস্তার করিতেছেন।

অনুভাষ্য

৭৪। লক্ষ্মী—বক্ষোবামে স্বর্ণরেখা-চিহ্ন ; শ্রীবৎস—বক্ষো-দক্ষিণে শ্রীবৎসচিহ্ন বা দক্ষিণাবর্ত্ত রোমাবলী।

৭৬। বেণামূল—সুগন্ধি খসখস।

৭৮। হে সখি, হরিন্মণিকবাটিকা-প্রততহারিবক্ষঃস্থলঃ (হরি-ণ্মণিভিঃ ইন্দ্রনীলমণিভিঃ রচিতায়াঃ কবাটিকায়া প্রততিঃ বিস্তৃতিঃ তাং হর্ত্তুং শীলং যস্য তথাভূতং চ বক্ষস্থলং যস্য সঃ) স্মরার্ত্ত-তরুণীমনঃ-কলুষহারিদোরর্গলঃ (স্মরার্ত্তানাং মদনপীড়িতানাং তরুণীনাং যুবতীনাং মনঃকলুষং মনস্তাপং হর্ত্তুং ভুজরূপার্গলঃ যস্য সঃ) সুধাংশুহরিচন্দনোৎপলসিতাভ্রশীতাঙ্গকঃ (সুধাংশুঃ শশধরঃ চ হরিচন্দনং চ উৎপলং কুবলয়ং পদ্মং কমলং চ সিতাভ্রঃ কর্পূরঃ চ এভ্যোঽপি শীতলম্ অঙ্গং যস্য সঃ) মদনমোহনঃ মে (মম) বক্ষঃস্পৃহাং তনোতি।

গোপীপ্রেমবর্দ্ধনার্থ কৃষ্ণের রাস হইতে অন্তর্দ্ধান ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।২৯।৪৮)—

তাসাং তৎসৌভগমদং বীক্ষ্যমাণঞ্চ কেশবঃ।
প্রশমায় প্রসাদায় তত্রৈবান্তরধীয়ত ॥ ৮১ ॥

স্বরূপকে গান গাইতে আজ্ঞা ঃ—

স্বরূপ-গোসাঞিরে কহেন,—"গাও এক গীত।
যাতে আমার হৃদয়ের হয়ে ত' 'সম্বিৎ' ॥" ৮২ ॥

স্বরূপ-গোসাঞি তবে মধুর করিয়া।
গীতগোবিন্দের পদ গায় প্রভুরে শুনাঞা ॥ ৮৩ ॥

গোপীর রাসরসিক কৃষ্ণকে স্মরণ ঃ—

গীতগোবিন্দে (২।৩)—

রাসে হরিমিহ বিহিতবিলাসম্।
স্মরতি মনো মম কৃতপরিহাসম্ ॥ ৮৪ ॥

গানশ্রবণে প্রভুর প্রেমাবেশে নৃত্য ঃ—

স্বরূপ-গোসাঞি যবে এই পদ গাহিলা।
উঠি' প্রেমাবেশে তবে নাচিতে লাগিলা ॥ ৮৫ ॥

প্রভুর শ্রীঅঙ্গে অষ্টসাত্ত্বিক বিকার ও সর্ব্বভাবের যুগপৎ উদয় ঃ—

'অষ্টসাত্ত্বিক' ভাব অঙ্গে প্রকট হইল।
হর্ষাদি 'ব্যভিচারী' সব উথলিল ॥ ৮৬ ॥

ভাবোদয়, ভাবসন্ধি, ভাব-শাবল্য।
ভাবে-ভাবে মহাযুদ্ধে সবার প্রাবল্য ॥ ৮৭ ॥

সেই পদের গান, আস্বাদন ও নর্ত্তন ঃ—

সেই পদ পুনঃ পুনঃ করায় গায়ন।
পুনঃ পুনঃ আস্বাদয়ে, করেন নর্ত্তন ॥ ৮৮ ॥

স্বরূপের কীর্ত্তন-সমাপন ঃ—

এইমত নৃত্য যদি হৈল বহুক্ষণ।
স্বরূপ-গোসাঞি পদ কৈলা সমাপন ॥ ৮৯ ॥

প্রভুর অবস্থা-দর্শনে স্বরূপের গানে বিরতি ঃ—

'বল্' 'বল্' বলি প্রভু কহেন বার বার।
না গায় স্বরূপ-গোসাঞি প্রেম দেখি তাঁর ॥ ৯০ ॥

সকলের হরিধ্বনি ঃ—

'বল্', 'বল্' প্রভু বলেন, ভক্তগণ শুনি'।
চৌদিকেতে সবে মেলি' করে হরিধ্বনি ॥ ৯১ ॥

রায়কর্ত্তৃক প্রভুর শ্রান্তি-অপনোদন ঃ—

রামানন্দ-রায় তবে প্রভুরে বসাইলা।
ব্যজনাদি করি' প্রভুর শ্রম ঘুচাইলা ॥ ৯২ ॥

প্রভুর স্নান ও ভোজনান্তে শয়ন ঃ—

প্রভুরে লঞা গেলা তবে সমুদ্রের তীরে।
স্নান করাঞা পুনঃ তাঁরে লঞা আইলা ঘরে ॥ ৯৩ ॥

ভোজন করাঞা প্রভুরে করাইলা শয়ন।
রামানন্দ-আদি সবে গেলা নিজ-স্থান ॥ ৯৪ ॥

গোপীকিঙ্করী-অভিমানে প্রভুর বৃন্দাবনলীলোদ্দীপনরূপ দিব্যোন্মাদ (উদঘূর্ণা ও চিত্রজল্প) ঃ—

এই ত' কহিলুঁ প্রভুর উদ্যান-বিহার।
বৃন্দাবন-ভ্রমে যাঁহা প্রবেশ তাঁহার ॥ ৯৫ ॥

বিলাপ-সহিত এই উন্মাদ-বর্ণন।
শ্রীরূপ-গোসাঞি ইহা করিয়াছেন লিখন ॥ ৯৬ ॥

বৃন্দাবনোদ্দীপনায় প্রেমাবেশে কৃষ্ণনামোচ্চারণকারী প্রভু ঃ—

স্তবমালায় প্রথম চৈতন্যাষ্টকে (৬)—

পয়োরাশেস্তীরে স্ফুরদুপবনালীকলনয়া
মুহুর্বৃন্দারণ্যস্মরণজনিতপ্রেমবিবশঃ।
ক্বচিৎ কৃষ্ণাবৃত্তিপ্রচলরসনো ভক্তিরসিকঃ
স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদম্ ॥ ৯৭ ॥

অনন্ত চৈতন্যলীলা না যায় লিখন।
দিঙ্মাত্র দেখাঞা তাহা করিয়ে সূচন ॥ ৯৮ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৮১। তাহাদিগের সৌভাগ্যাহঙ্কার দেখিয়া কৃষ্ণ তাহা প্রশমন করিবার জন্য ও তাহাদিগের প্রতি প্রসাদ করিবার জন্য সেইস্থানে অন্তর্দ্ধান করিলেন।

৮৪। এই রাসে বহুবিলাসযুক্ত এবং পরিহাসকারী হরিকে আমার মন স্মরণ করিতেছে।

৯৭। সমুদ্রতীরে সুন্দর উপবনশ্রেণী দর্শন করত প্রভু মুহুর্ম্মুহু

অনুভাষ্য

৮১। মহাভাগবত শ্রীশুকদেব শুশ্রূষু পরীক্ষিৎকে শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা বর্ণন করিতেছেন,—

কেশবঃ (কশ্চ ঈশশ্চ তৌ বশয়তীতি তথা সঃ কৃষ্ণঃ) তাসাং (গোপীনাং) তৎসৌভগমদং (তেষাং সৌভাগ্যমূলগর্ব্বং) মানং (গর্ব্বং) চ বীক্ষ্য, তস্য প্রশমায় প্রসাদায় তত্র (রাসস্থল্যাম্) এব অন্তরধীয়ত (অন্তর্হিতঃ বভূব)।

৮২। সম্বিৎ—ব্যাকুলচিত্তে স্থিরজ্ঞান-লাভ।

৮৪। হে সখি, ইহ রাসে (রাসক্রীড়ায়াং) মম মনঃ বিহিত-বিলাসং (বিহিতঃ সম্পাদিতঃ বিলাসঃ যেন তং) কৃতপরিহাসং (কৃতঃ বিহিতঃ পরিহাসঃ যেন তং) হরিং স্মরতি।

৮৭। ভাবোদয়—অষ্টসাত্ত্বিক-ভাবের উদয় ; ভাবসন্ধি—তুল্য অথবা পৃথক্ ভাবদ্বয়ের মিলন ; ভাবশাবল্য—ভাবসমূহের পরস্পর সংমর্দ্দ।

শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ৯৯ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

বৃন্দারণ্যস্মরণ-প্রযুক্ত প্রেমবিবশ হইলেন ; প্রচল (চঞ্চল) রসনায় ভক্তিরসিক গৌরাঙ্গ 'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' বলিতেছেন—এবম্ভূত চৈতন্য-দেব কি আমার দর্শনপথে পুনরায় আসিবেন?

ইতি অমৃতপ্রবাহভাষ্যে পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

অনুভাষ্য

৯৭। ক্বচিৎ যঃ পয়োরাশেঃ (সমুদ্রস্য) তীরে (তটে বালুকা-খণ্ডে) স্ফুরদুপবনালি-কলনয়া (স্ফুরন্তীনাং সুশোভিতানাং উপবনালীনাং উপবনপুঞ্জানাং কলনয়া অবলোকনেন) মুহুঃ (অনুক্ষণং) বৃন্দারণ্য-স্মরণজনিত-প্রেমবিবশঃ (বৃন্দাবন-চিন্তো-দয়াৎ প্রেম্ণা কৃষ্ণপ্রেমলালসয়া বিবশঃ) অভূৎ, কৃষ্ণাবৃত্তি-প্রচলরসনঃ (কৃষ্ণেতি নাম্নঃ সদাকীর্ত্তনেন প্রচলা চঞ্চলা রসনা যস্য সঃ) ভক্তিরসিকঃ সঃ চৈতন্যঃ মে (মম) দৃশোঃ (নয়নয়োঃ) পদং (মার্গং) পুনরপি কিং যাস্যতি (প্রাপ্স্যতি)?

ইতি অনুভাষ্যে পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে উদ্যানবিহারো নাম পঞ্চদশঃ পরিচ্ছেদঃ ।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

কথাসার—গৌড়ীয় ভক্তগণ পুনরায় শ্রীক্ষেত্রে আসিলেন। তাঁহাদের সঙ্গে রঘুনাথদাসের জ্ঞাতি-খুড়া কালিদাস আসিয়া-ছিলেন। কালিদাস গৌড়দেশস্থ সমস্ত বৈষ্ণবের অধরামৃত লাভ করিয়াছিলেন ; ঝড়ুঠাকুরের অধরামৃত পর্য্যন্ত পাইয়াছিলেন। সেই সুকৃতিবলে নীলাচলে মহাপ্রভুর পদজল ও প্রসাদ পাইলেন। সপ্তবর্ষবয়সে কবিকর্ণপূর মহাপ্রভুর নিকট আসিয়া হরিনাম-মহামন্ত্র প্রাপ্ত হইলেন এবং তাঁহার কবিত্বের পরিচয়ও দিয়া-ছিলেন। বল্লভভোগ প্রাপ্ত হইয়া মহাপ্রভু ফেলামৃতের মাহাত্ম্য বর্ণন করিলেন এবং সমস্ত বৈষ্ণবকে ফেলামৃত সেবন করাইয়া স্বয়ং কৃষ্ণের অধরামৃত-পানে নিমগ্ন হইলেন। (অঃ প্রঃ ভাঃ)

স্বয়ং আচরণপূর্ব্বক ভক্তিশিক্ষা-দাতা গৌরের প্রণাম ঃ—

বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যং কৃষ্ণভাবামৃতং হি যঃ ।
আস্বাদ্যাস্বাদয়ন্ ভক্তান্ প্রেমদীক্ষামশিক্ষয়ৎ ॥ ১ ॥
জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ২ ॥

নীলাচলে ভক্তগণসহ প্রভুর লীলা ঃ—

এইমত মহাপ্রভু রহেন নীলাচলে ।
ভক্তগণ-সঙ্গে সদা প্রেম-বিহ্বলে ॥ ৩ ॥

পরবর্ষে রথযাত্রোপলক্ষে গৌড়ীয় ভক্তগণের পুরীতে আগমন ঃ—

বর্ষান্তরে আইলা সব গৌড়ের ভক্তগণ ।
পূর্ব্ববৎ আসি' কৈল প্রভুর মিলন ॥ ৪ ॥

গৌড়ীয় ভক্তগণের সহিত কালিদাসের আগমন ঃ—

তাঁ-সবার সঙ্গে আইল কালিদাস নাম ।
কৃষ্ণনাম বিনা তেঁহো নাহি জানে আন ॥ ৫ ॥

কালিদাসের গুণ ঃ—

মহাভাগবত তেঁহো, সরল উদার ।
কৃষ্ণনাম 'সঙ্কেতে' চালায় ব্যবহার ॥ ৬ ॥
কৌতুকেতে তেঁহো যদি পাশক খেলায় ।
'হরে কৃষ্ণ' 'হরে কৃষ্ণ' করি' পাশক চালায় ॥ ৭ ॥

বৈষ্ণবোচ্ছিষ্টভাক্ কালিদাসের পূর্ব্ব পরিচয় ঃ—

রঘুনাথদাসের তেঁহো হয় জ্ঞাতি-খুড়া ।
বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট খাইতে তেঁহো হৈল বুড়া ॥ ৮ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১। যিনি কৃষ্ণভাবামৃত স্বয়ং আস্বাদন করিয়া এবং ভক্ত-গণকে আস্বাদন করাইয়া প্রেম-দীক্ষা-বিষয়ক দিব্যজ্ঞান শিক্ষা দিয়াছিলেন, সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে আমি বন্দনা করি।

অনুভাষ্য

১। যঃ (মহাপ্রভুঃ) কৃষ্ণভাবামৃতং (উন্নতোজ্জ্বলরসং) স্বয়ম্ আস্বাদ্য ভক্তান্ (নিজাশ্রিতান্) আস্বাদয়ন্ প্রেমদীক্ষাং (শুদ্ধ-প্রীতিমূলাং ভজনপ্রণালীং) চ অশিক্ষয়ৎ (উপদিদেশ), তং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যম্ [অহং] বন্দে।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৬। 'কৃষ্ণনাম সঙ্কেতে চালায় ব্যবহার'—কৃষ্ণনামের সঙ্কেতের সহিত (স্বীয়) ব্যবহারিক কার্য্যাদি নির্ব্বাহ করেন।

অনুভাষ্য

৭। কোন অনর্থযুক্ত জীব যদি বিষ্ণু-বৈষ্ণবে সমর্পিতাত্ম,

মহাসৌভাগ্যবান্ কালিদাসের বৈষ্ণবে অদ্বিতীয় সেবাপ্রবৃত্তি-হেতু মহামহাপ্রসাদে বিশ্বাস ঃ—

গৌড়দেশে হয় যত বৈষ্ণবের গণ ।
সবার উচ্ছিষ্ট তেঁহো করিল ভোজন ॥ ৯ ॥
ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব যত—ছোট, বড় হয় ।
উত্তম বস্তু ভেট লঞা তাঁর ঠাঞি যায় ॥ ১০ ॥
তাঁর ঠাঞি শেষ-পাত্র লয়েন মাগিয়া ।
কাঁহা না পায়, তবে রহে লুকাঞা ॥ ১১ ॥
ভোজন করিলে পাত্র ফেলাঞা যায় ।
লুকাঞা সেই পাত্র আনি' চাটি' খায় ॥ ১২ ॥

কালিদাসের বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি-রাহিত্য ঃ—

শূদ্র-বৈষ্ণবের ঘরে যায় ভেট লঞা ।
এইমত তাঁর উচ্ছিষ্ট খায় লুকাঞা ॥ ১৩ ॥

কালিদাস ও ঝড়ু-ঠাকুরের বৃত্তান্ত ঃ—

ভুঁইমালি-জাতি, 'বৈষ্ণব'—'ঝড়ু' তাঁর নাম ।
আম্রফল লঞা তেঁহো গেলা তাঁর স্থান ॥ ১৪ ॥
আম্র ভেট দিয়া তাঁর চরণ বন্দিলা ।
তাঁর পত্নীরে তবে নমস্কার কৈলা ॥ ১৫ ॥
পত্নী-সহিত তেঁহো আছেন বসিয়া ।
বহু সম্মান কৈলা কালিদাসেরে দেখিয়া ॥ ১৬ ॥
ইষ্টগোষ্ঠী কতক্ষণ করি' তাঁর সনে ।
ঝড়ুঠাকুর কহে তাঁরে মধুর-বচনে ॥ ১৭ ॥

ঝড়ুঠাকুরের দৈন্যমূলে বঞ্চন-চেষ্টা, অমানিত্ব ও মানদত্ব ঃ—

"আমি নীচজাতি, তুমি—অতিথি সর্ব্বোত্তম ।
কোন্ প্রকারে করিমু তোমার সেবন ?? ১৮ ॥
আজ্ঞা দেহ',—ব্রাহ্মণ-ঘরে অন্ন লঞা দিয়ে ।
তাঁহা তুমি প্রসাদ পাও, তবে আমি জীয়ে ॥" ১৯ ॥

কালিদাসের দৈন্যোক্তি ও বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি-রাহিত্য ঃ—

কালিদাস কহে,—"ঠাকুর, কৃপা কর মোরে ।
তোমার দর্শনে আইনু মুই পতিত পামরে ॥ ২০ ॥
পবিত্র হইনু মুই, পাইনু দরশন ।
কৃতার্থ হইনু, মোর সফল জীবন ॥ ২১ ॥
এক বাঞ্ছা হয়,—যদি কৃপা করি' কর ।
পাদরজ দেহ', পাদ মোর মাথে ধর ॥" ২২ ॥

অমানী মানদ ঝড়ুঠাকুরের দৈন্যোক্তি ঃ—

ঠাকুর কহে,—"ঐছে বাত্ কহিতে না যুয়ায় ।
আমি—নীচ জাতি, তুমি—সুসজ্জন রায় ॥" ২৩ ॥

ঝড়ুঠাকুরের নিকট কালিদাসের বৈষ্ণব-মাহাত্ম্যসূচক শ্লোকপাঠ ঃ—

তবে কালিদাস শ্লোক পড়ি' শুনাইল ।
শুনি' ঝড়ুঠাকুরের বড় সুখ হইল ॥ ২৪ ॥

হরিভক্তিবিলাসে (১০।৯১)—

ন মেঽভক্তশ্চতুর্ব্বেদী মদ্ভক্তঃ শ্বপচঃ প্রিয়ঃ ।
তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং স চ পূজ্যো যথাহ্যহম্ ॥ ২৫ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (৭।৯।১০)—

বিপ্রাদ্দ্বিষড়্‌গুণযুতাদরবিন্দনাভ-
পাদারবিন্দবিমুখাৎ শ্বপচং বরিষ্ঠম্ ।
মন্যে তদর্পিত-মনোবচনেহিতার্থ-
প্রাণং পুনাতি স কুলং ন তু ভূরিমানঃ ॥ ২৬ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (৩।৩৩।৭)—

অহো বত শ্বপচোঽতো গরীয়ান্ যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ত্ততে নাম তুভ্যম্ ।
তেপুস্তপস্তে জুহুবুঃ সস্নুরার্য্যা ব্রহ্মানূচুর্নাম গৃণন্তি যে তে ॥২৭॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৪। ভুঁইমালী—হড্ডী ('হাঁড়ি') তুল্য জাতিবিশেষ।

অনুভাষ্য

অনন্যভাক্ ও অপ্রাকৃত শ্রদ্ধাবিশিষ্ট শ্রীকালিদাসের কৃষ্ণনাম-নিষ্ঠার অনুসরণ না করিয়া স্বীয় ইন্দ্রিয়তর্পণার্থ অক্ষজ বহির্দ্দর্শনে তাঁহার বঞ্চনলীলার অনুকরণপূর্ব্বক কখনও পাশা (দ্যূত)-ক্রীড়াদি বৃথা ব্যসনে আসক্ত হয়, তাহা হইলে (ভাঃ ১।১৮।৩৮-৪১ শ্লোকানুসারে) তাহার কলির দাসত্বহেতু পাপ বা অধর্ম্মপ্রবৃত্তি বৃদ্ধি পাইবে। বাহিরে তাহার নামোচ্চারণ-অনুকরণ ও চেষ্টা থাকিলে সেই নামোচ্চারণানুকরণ-চেষ্টাই নাম-বলে পাপ প্রবৃত্তিহেতু নামাপরাধেই পর্য্যবসিত হইবে এবং জগতের শিক্ষিত, সংযত ও সচ্চরিত্র ব্যক্তিমাত্রেই ধর্ম্মের নামে তাহার ঐ প্রকার ভণ্ডামী বা দুর্নীতিমূলক কাপট্যের নিন্দা করিবে।

১০। ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব—শৌক্রব্রাহ্মণ-কুলোৎপন্ন বৈষ্ণব।

অনুভাষ্য

১৩। শূদ্র-বৈষ্ণব—শৌক্রশূদ্রকুলোদ্ভূত বৈষ্ণব।

৫-১৪। কালিদাস ও ঝড়ুঠাকুর—ইঁহাদের উভয়ের শ্রীপাট-বাটী 'ভেদো' বা 'ভাদুয়া' গ্রামে ছিল। শ্রীল দাস গোস্বামীর প্রকটভূমি 'কৃষ্ণপুর' গ্রাম হইতে তিনমাইল দক্ষিণে ও ই-আই-আর লাইনে ব্যাণ্ডেল-জংশন হইতে প্রায় এক মাইল পশ্চিমে অবস্থিত, ডাকঘর—দেবানন্দপুর। ঝড়ুঠাকুরের সেবিত শ্রীমদন-গোপাল-বিগ্রহ এইস্থানে শ্রীরামপ্রসাদ দাস নামক জনৈক রামায়েৎ দ্বারা পূজিত হইতেছেন। শুনা যায়, কালিদাসের সেবিত-বিগ্রহ সরস্বতী-নদীতীরবর্ত্তী শঙ্খ-নগরে এতাবৎকাল কোনপ্রকারে সেবিত হইয়া আসিতেছিলেন। সম্প্রতি কিঞ্চিদধিক বিশ-বৎসর পূর্ব্বে ত্রিবেণীর অধিবাসী মতিলাল চট্টোপাধ্যায় নামক জনৈক ব্যক্তি লইয়া গিয়া নিজগৃহে সেবা করিতেছেন।

২৫। মধ্য, ১৯শ পঃ ৫০ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

কৃষ্ণভক্তের পদবী নির্ণয় ঃ—

শুনি' ঠাকুর কহে,—"শাস্ত্র, এই সত্য হয় ।
সেই নীচ নহে,—যাঁতে কৃষ্ণভক্তি হয় ॥ ২৮ ॥

কৃষ্ণভক্তের জড়াভিমানশূন্য অপ্রাকৃত-অভিমানময় অমানিত্ব ও মানদত্ব ঃ—

আমি—নীচজাতি, আমার নাহি কৃষ্ণভক্তি ।
অন্য ঐছে হয়, আমায় নাহি ঐছে শক্তি ॥" ২৯ ॥

মানদ ঝড়ুঠাকুরের কালিদাসানুব্রজ্যা, স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন ঃ—

তাঁরে নমস্করি' কালিদাস বিদায় মাগিলা ।
ঝড়ুঠাকুর তবে তাঁর অনুব্রজি' আইলা ॥ ৩০ ॥

তাঁরে বিদায় দিয়া ঠাকুর যদি ঘরে আইল ।
তাঁর চরণ-চিহ্ন যেই ঠাঞি পড়িল ॥ ৩১ ॥

কালিদাসের প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক স্বীয় সর্ব্বাঙ্গে বৈষ্ণব-জ্ঞানে ঝড়ুঠাকুরের ধূলি-মৃক্ষণ ঃ—

সেই ধূলি লঞা কালিদাস সর্ব্বাঙ্গে লেপিলা ।
তাঁর নিকট একস্থানে লুকাঞা রহিলা ॥ ৩২ ॥

সর্ব্বব্রাহ্মণ-গুরু ঝড়ুঠাকুরের মনোময়ী অর্চ্চার মানস-পূজান্তে কৃষ্ণোচ্ছিষ্ট-জ্ঞানে আম্রভোজন ঃ—

ঝড়ুঠাকুর ঘর যাই' দেখি' আম্রফল ।
মানসেই কৃষ্ণচন্দ্রে অর্পিলা সকল ॥ ৩৩ ॥

অনুভাষ্য

২৬। মধ্য, ২০শ পঃ ৫৯ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

২৭। মধ্য, ১১শ পঃ ১৯২ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

২৮। মহাভারতে বনপর্ব্বে ১৮০ অঃ—"শূদ্রে তু যদ্ভবেল্লক্ষং দ্বিজে তচ্চ ন বিদ্যতে। ন বৈ শূদ্রো ভবেচ্ছূদ্রো ব্রাহ্মণো ন চ ব্রাহ্মণঃ।।" ঐ বনপর্ব্বে ২১১ অঃ—"শূদ্রযোনৌ হি জাতস্য সদ্‌গুণানুপাতিষ্ঠতঃ। আর্জ্জবে বর্ত্তমানস্য ব্রাহ্মণ্যমভি-জায়তে।।"* ঐ অনুশাসন-পর্ব্বে ১৬৩ অঃ—"স্থিতো ব্রাহ্মণ-ধর্ম্মেণ ব্রাহ্মণ্য-মুপজীবতি। ক্ষত্রিয়ো বাথ বৈশ্যো বা ব্রহ্মভূয়ঃ স গচ্ছতি।। এভিস্তু কর্ম্মভির্দ্দেবি শুভৈরাচরিতৈস্তথা। শূদ্রো ব্রাহ্মণতাং যাতি বৈশ্যঃ ক্ষত্রিয়তাং ব্রজেৎ।। ন যোনির্নাপি সংস্কারো ন শ্রুতং ন চ সন্ততিঃ। কারণানি দ্বিজত্বস্য বৃত্তমেব তু কারণম্।।"✣ ভাঃ ৪।২১।১২—"সর্ব্বত্রাস্খলিতাদেশঃ সপ্তদ্বীপৈক-দণ্ডধৃক্। অন্যত্র ব্রাহ্মণকুলাদন্যত্রাচ্যুতগোত্রতঃ।।" ভাঃ ৭।১১।৩৫—"যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং পুংসো বর্ণাভিব্যঞ্জকম্। যদন্যত্রাপি দৃশ্যেত তত্তেনৈব বিনির্দ্দিশেৎ।।"⋆ পাদ্মে—"ন শূদ্রা ভগবদ্ভক্তাস্তে তু ভাগবতা মতাঃ। সর্ব্ববর্ণেষু তে শূদ্রা যে ন ভক্তা জনার্দ্দনে।। শ্বপাকমিব নেক্ষেত লোকে বিপ্রমবৈষ্ণবম্। বৈষ্ণবো বর্ণ-বাহ্যোঽপি পুনাতি ভুবনত্রয়ম্।।" 'শূদ্রং বা ভগবদ্ভক্তং নিষাদং শ্বপচং তথা। বীক্ষ্যতে জাতিসামান্যাৎ স যাতি নরকং ধ্রুবম্।।"✱ গারুড়ে,—"ভক্তিরষ্টবিধা হ্যেষা যস্মিন্ ম্লেচ্ছেঽপি বর্ত্ততে। স বিপ্রেন্দ্রো মুনিশ্রেষ্ঠঃ স জ্ঞানী স চ পণ্ডিতঃ।।" তত্ত্বসাগরে—"যথা কাঞ্চনতাং যাতি কাংস্যং রসবিধানতঃ। তথা দীক্ষা-বিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাম্।।"✱ প্রভৃতি শাস্ত্রবাক্যে বৈষ্ণবে অপ্রাকৃত-ব্রাহ্মণতা নিত্য অনুস্যূত জানা যায়। অতএব নীচ-কুলোদ্ভব ব্যক্তিও কৃষ্ণভক্তিমান্ হইলে আর তাঁহার নীচজাতিত্ব থাকিতে পারে না।

২৯। 'বৈষ্ণব' নহি,—ইহা ঝড়ুঠাকুরের বৈষ্ণবোচিত উদারতা এবং আপনার নিরভিমানিত্ব-জ্ঞাপকমাত্র, 'আমা-ব্যতীত অন্য সমুদয় কৃষ্ণভক্তেরই শাস্ত্রীয়-সত্যানুসারে উত্তমাধিকার ; আর কেবলমাত্র আমিই ভক্তিহীন এবং নীচকুলোদ্ভূত ; আমার উচ্চাধিকার লাভের শক্তি নাই',—ইত্যাদি শুদ্ধভক্তোচিত দৈন্যোক্তিই বাস্তবিক দেহাত্মবুদ্ধিমুক্ত মহাভাগবতগণের স্বভাব।

✱ মহাভারতে বনপর্ব্বে—'শূদ্রে যদি বিপ্রলক্ষণ দৃষ্ট হয় এবং ব্রাহ্মণে সে-লক্ষণ না থাকে, তাহা হইলে সেই শূদ্রকুলোদ্ভূত ব্যক্তি শূদ্র নহেন এবং ব্রাহ্মণ-বংশোৎপন্ন জনও ব্রাহ্মণ নহেন।' 'শূদ্রযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া যদি সদ্‌গুণসমূহ তাঁহাতে বিরাজমান থাকে, সেস্থলে 'সরলতা'-নামক গুণ থাকিলে তাঁহার ব্রাহ্মণতা হইয়া থাকে।' ✣ মহাভারতে অনুশাসনপর্ব্বে—'ব্রাহ্মণ-ধর্ম্মদ্বারা ব্রাহ্মণতা হইয়া থাকে—সেই ধর্ম্মে স্থিত কোন ক্ষত্রিয় অথবা বৈশ্য ব্রহ্মত্ব লাভ করেন। হে দেবি! এইসকল আচরিত শুভকর্ম্মসমূহদ্বারা শূদ্র ব্রাহ্মণতা লাভ করেন এবং বৈশ্য ক্ষত্রিয়তা প্রাপ্ত হন। জন্ম, সংস্কার, বেদাধ্যয়ন ও সন্ততি—দ্বিজত্বের কারণ কহে, বৃত্তই (স্বভাবই) একমাত্র কারণ।' ⋆ শ্রীমদ্ভাগবতে (৪।২১।১২)—'সপ্তদ্বীপবতী পৃথিবীর একচ্ছত্র দণ্ডমুণ্ডবিধাতা সম্রাট্ পৃথু মহারাজের আজ্ঞা ঋষিকুল ব্রাহ্মণ ও অচ্যুতগোত্রীয় বৈষ্ণবগণ-ভিন্ন অন্য সর্ব্বত্রই অপ্রতিহতা ছিল। ভাঃ ৭।১১।৩৫—মানবগণের বর্ণাভিব্যঞ্জক যে-সকল লক্ষণ কথিত হইল, সেই সেই লক্ষণ যে-স্থানে লক্ষিত হইবে, সেই লক্ষণদ্বারাই সেই বর্ণত্বে তাঁহাকে নির্দ্দেশ করিতে হইবে। ✱ পদ্মপুরাণে—'ভগবদ্ভক্তগণ 'শূদ্র' নহেন, তাঁহারা 'ভাগবত' বলিয়া অভিহিত হন। সর্ব্ববর্ণ-মধ্যে তাহারাই শূদ্র, যাহারা শ্রীজনার্দ্দনের ভক্ত নহেন।' 'জগতে কুক্কুরভোজী চণ্ডালগণকে যেমন দর্শন করিতে নাই, তদ্রূপ বিপ্র অবৈষ্ণব হইলে তাঁহাকে দর্শন করা নিষিদ্ধ ; কিন্তু বৈষ্ণব বর্ণবহির্ভূত হইলেও ত্রিভুবন পবিত্র করেন।' 'যিনি ভগবদ্ভক্তকে 'শূদ্র' অথবা 'নিষাদ' বা 'শ্বপচ' ইত্যাদিরূপে সাধারণ জাতি-বুদ্ধিক্রমে দর্শন করেন, তিনি নিশ্চিতই নরকগমন করেন।' ✣ গরুড়পুরাণে—'এই অষ্টবিধা ভক্তি যে-ম্লেচ্ছকুলোৎপন্ন ব্যক্তিতেও বর্ত্তমান থাকে, তিনি—বিপ্রপ্রধান, মুনিশ্রেষ্ঠ, জ্ঞানী এবং পণ্ডিত বলিয়া জানিতে হইবে।' তত্ত্বসাগরে—'যেরূপ, 'কাংস্য'-ধাতু রসবিধানহেতু স্বর্ণতা লাভ করে,সেরূপ মানবগণের দীক্ষাবিধানদ্বারা দ্বিজত্ব লাভ হইয়া থাকে।'

কলার পাটুয়া খোলা হৈতে আম্র নিকাশিয়া ।
তাঁর পত্নী তাঁরে দেন, খায়েন চুষিয়া ॥ ৩৪ ॥

বৈষ্ণব-পত্নীর বৈষ্ণব-পত্যুচ্ছিষ্ট সম্মান ঃ—

চুষি' চুষি' চোষা আঠি ফেলিলা পাটুয়াতে ।
তাঁরে খাওয়াঞা তাঁর পত্নী খায় পশ্চাতে ॥ ৩৫ ॥
আঠি-চোষা সেই পাটুয়া-খোলাতে ভরিয়া ।
বাহিরে উচ্ছিষ্ট-গর্ত্তে ফেলাইলা লঞা ॥ ৩৬ ॥

মহাসৌভাগ্যবান্ কালিদাসের মহানন্দে অপ্রাকৃত-বুদ্ধিতে বৈষ্ণবোচ্ছিষ্ট-সম্মান ঃ—

সেই খোলা, আঠি, চোকলা চুষে কালিদাস ।
চুষিতে চুষিতে হয় প্রেমেতে উল্লাস ॥ ৩৭ ॥

গৌড়দেশস্থ সকল বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট-সম্মানকারী কালিদাস ঃ—

ঐইমত যত বৈষ্ণব বৈসে গৌড়দেশে ।
কালিদাস ঐছে সবার নিলা অবশেষে ॥ ৩৮ ॥

পুরী আসিলে কালিদাসপ্রতি প্রভুর নিষ্কপট মহাকৃপা ঃ—

সেই কালিদাস যবে নীলাচলে আইলা ।
মহাপ্রভু তাঁর উপর মহাকৃপা কৈলা ॥ ৩৯ ॥

প্রভুর কমণ্ডলু-বাহক গোবিন্দ ঃ—

প্রতিদিন প্রভু যদি যান দরশনে ।
জল-করঙ্গ লঞা গোবিন্দ যায় প্রভু-সনে ॥ ৪০ ॥

সিংহদ্বারের নিকটে সোপানতলে গর্ত্তমধ্যে প্রভুর পাদপ্রক্ষালন ঃ—

সিংহদ্বারের উত্তরদিকে কপাটের আড়ে ।
বাইশ 'পহাচ'-তলে আছে এক নিম্ন গাড়ে ॥ ৪১ ॥
সেই গাড়ে করেন প্রভু পাদপ্রক্ষালনে ।
তবে করিবারে যায় ঈশ্বর-দরশনে ॥ ৪২ ॥

লোকশিক্ষক আচার্য্যরূপী প্রভুর কঠোর নিয়ম ঃ—

গোবিন্দেরে মহাপ্রভু কৈরাছে নিয়ম ।
"মোর পাদজল যেন না লয় কোনজন ॥" ৪৩ ॥

অতি অন্তরঙ্গ ভক্ত ব্যতীত অন্য সকলেরই প্রভুপাদোদকে অনধিকার ঃ—

প্রাণিমাত্র লইতে না পায় সেই জল ।
অন্তরঙ্গ ভক্ত লয় করি' কোন ছল ॥ ৪৪ ॥

কালিদাসের প্রভু-পাদোদকগ্রহণার্থ প্রভুসমীপে হস্তপ্রসারণ ঃ—

একদিন প্রভু তাঁহা পাদ প্রক্ষালিতে ।
কালিদাস আসি' তাঁহা পাতিলেন হাতে ॥ ৪৫ ॥

তিনবার করপুটে প্রভু-পাদোদকপানান্তে প্রভুর নিবারণ ঃ—

এক অঞ্জলি, দুই অঞ্জলি, তিন অঞ্জলি পিলা ।
তবে মহাপ্রভু তাঁরে নিষেধ করিলা ॥ ৪৬ ॥

প্রভুর স্বীয় পাদোদকপ্রদানান্তে পুনর্গ্রহণে নিষেধ ঃ—

"অতঃপর আর না করিহ পুনর্ব্বার ।
এতাবতা বাঞ্ছা পূরণ করিলুঁ তোমার ॥" ৪৭ ॥

অন্তর্যামী পরমেশ্বর গৌরসুন্দর ঃ—

সর্ব্বজ্ঞ-শিরোমণি চৈতন্য ঈশ্বর ।
বৈষ্ণবে তাঁহার বিশ্বাস জানেন অন্তর ॥ ৪৮ ॥

বৈষ্ণবে অপ্রাকৃত শ্রদ্ধা-হেতু কালিদাসকে ব্রহ্মাদিরও দুর্ল্লভ কৃপা-প্রদর্শন ঃ—

সেই গুণ লঞা প্রভু তাঁরে তুষ্ট হইলা ।
অন্যের দুর্ল্লভ প্রসাদ তাঁহারে করিলা ॥ ৪৯ ॥

প্রভুর শ্রীনৃসিংহ-প্রণাম ঃ—

বাইশ 'পহাচ'-পাছে উপর দক্ষিণ-দিকে ।
এক নৃসিংহ-মূর্ত্তি আছেন উঠিতে বামভাগে ॥ ৫০ ॥
প্রতিদিন তাঁরে প্রভু করেন নমস্কার ।
নমস্করি' এই শ্লোক পড়ে বার বার ॥ ৫১ ॥

শুদ্ধভক্তি-প্রচারক-ভক্তৈকরক্ষক, পাষণ্ড-মর্দ্দন, ভক্তপ্রিয় শ্রীনৃসিংহের প্রণাম ঃ—

নৃসিংহ-পুরাণ-বচনদ্বয়—

নমস্তে নরসিংহায় প্রহ্লাদাহ্লাদদায়িনে ।
হিরণ্যকশিপোর্বক্ষঃশিলাটঙ্ক-নখালয়ে ॥ ৫২ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৪১। বাইশ পহাচ—বাইশ 'পাহাচ'; উড়িয়াগণ সিঁড়ির এক এক ধাপকে 'পাহাচ' বলে। সিংহদ্বার দিয়া উঠিতে হইলে বাইশ 'পাহাচ' দিয়া উঠিতে হয়।

অনুভাষ্য

৩০। অনুব্রজি'—পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিয়া।

৩৪। পাটুয়া-খোলা—পাতা ও বাকল; নিকাশিয়া—বাহির করিয়া।

৩৭। চোকলা—খোলা।

৪১। আড়ে—আড়ালে, অন্তরালে; বর্ত্তমানকালে এইসকল স্থান পতিতাবস্থায় আর নাই, তথায় গৃহাদি নির্ম্মিত হইয়াছে। গাড়ে—গর্ত্তে।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৫২। প্রহ্লাদের আহ্লাদদায়ক নরসিংহকে নমস্কার; হিরণ্যকশিপুর বক্ষঃশিলা-ছেদক-নখধারী নৃসিংহকে নমস্কার।

অনুভাষ্য

৪৭। এতাবতা—এই পর্য্যন্ত।

৫২। হিরণ্যকশিপোঃ (কশ্যপতনয়স্য প্রহ্লাদপিতুঃ বিষ্ণু-বৈষ্ণব-বিরোধিনঃ দৈত্যরাজস্য) বক্ষঃশিলাটঙ্কনখালয়ে (বক্ষঃ এব শিলাঃ তস্যাঃ টঙ্কঃ পাষাণ-বিদারকাস্ত্রবিশেষঃ, টঙ্কঃ এব

শুদ্ধভক্তিপ্রচারকের সর্ব্বত্রই অধোক্ষজ শ্রীনৃসিংহদেবকে
স্ব-রক্ষকরূপে দর্শন ঃ—

ইতো নৃসিংহঃ পরতো নৃসিংহো যতো যতো যামি ততো নৃসিংহঃ।
বহির্নৃসিংহো হৃদয়ে নৃসিংহো নৃসিংহমাদিং শরণং প্রপদ্যে ॥৫৩॥

প্রভুর প্রসাদান্ন-ভোজন ঃ—

তবে প্রভু করিলা জগন্নাথ দরশন ।
ঘরে আসি' করিলা মধ্যাহ্ন-ভোজন ॥ ৫৪ ॥

উচ্ছিষ্টলাভ-প্রতীক্ষায় দণ্ডায়মান কালিদাসকে প্রভুর
ইচ্ছামতে তদুচ্ছিষ্টদান ঃ—

বহির্দ্বারে আছে কালিদাস প্রত্যাশা করিয়া ।
গোবিন্দেরে ঠারে প্রভু কহেন জানিয়া ॥ ৫৫ ॥
প্রভুর ইঙ্গিতে গোবিন্দ সব জানে ।
কালিদাসেরে দিল প্রভুর শেষপাত্র দানে ॥ ৫৬ ॥

প্রভুর চরম কৃপালাভের একমাত্র কারণ ঃ—

বৈষ্ণবের শেষ-ভক্ষণের এতেক মহিমা ।
কালিদাসে পাওয়াইল প্রভুর কৃপা-সীমা ॥ ৫৭ ॥

সকল সাধককে গ্রন্থকারের উপদেশ ঃ—

তাতে 'বৈষ্ণবের ঝুটা' খাও ছাড়ি' ঘৃণা-লাজ ।
যাহা হৈতে পাইবা বাঞ্ছিত সব কাজ ॥ ৫৮ ॥

কৃষ্ণোচ্ছিষ্ট ও ভক্তোচ্ছিষ্টের সংজ্ঞা ঃ—

কৃষ্ণের উচ্ছিষ্ট হয় 'মহাপ্রসাদ'-নাম ।
'ভক্তশেষ' হৈলে মহা-মহাপ্রসাদাখ্যান ॥ ৫৯ ॥

সাধকের চিদ্বলাধানকারী অপ্রাকৃত বস্তুত্রয় ঃ—

ভক্তপদধূলি আর ভক্তপদ-জল ।
ভক্তভুক্ত-শেষ,—এই তিন সাধনের বল ॥ ৬০ ॥

উক্ত বস্তুত্রয়-সেবনই পরমপুরুষার্থরূপ প্রয়োজনলাভের
সর্ব্বশাস্ত্রসম্মত একমাত্র উপায় ঃ—

এই তিন-সেবা হৈতে কৃষ্ণপ্রেমা হয় ।
পুনঃ পুনঃ সর্ব্বশাস্ত্রে ফুকারিয়া কয় ॥ ৬১ ॥

পরমপুরুষার্থ প্রেম-লাভেচ্ছু নিখিল সাধককে
গ্রন্থকারের সনির্ব্বন্ধ উপদেশ ঃ—

তাতে বার বার কহি,—শুন, ভক্তগণ ।
বিশ্বাস করিয়া কর এ তিন-সেবন ॥ ৬২ ॥

উক্ত সাধনত্রয়ই কৃষ্ণনাম-প্রেম-কৃপালাভের একমাত্র উপায় ঃ—

তিন হৈতে কৃষ্ণনাম-প্রেমের উল্লাস ।
কৃষ্ণের প্রসাদ, তাতে 'সাক্ষী' কালিদাস ॥ ৬৩ ॥

পুরীতে ভক্তোচ্ছিষ্টে বিশ্বাস-হেতুই কালিদাসকে
ভগবানের কৃপা ঃ—

নীলাচলে মহাপ্রভু রহে এইমতে ।
কালিদাসে মহাকৃপা কৈলা অলক্ষিতে ॥ ৬৪ ॥

রথযাত্রোপলক্ষে শিবানন্দের পরমানন্দপুরীদাস-
পুত্রসহ পুরীগমন ঃ—

সে বৎসর শিবানন্দ পত্নী লইয়া আইলা ।
'পুরীদাস'-ছোটপুত্রে সঙ্গেতে আনিলা ॥ ৬৫ ॥

পুরীদাসের প্রভুপদে প্রণাম ঃ—

পুত্রসঙ্গে লঞা তেঁহো আইলা প্রভু-স্থানে ।
পুত্রেরে করাইলা প্রভুর চরণ বন্দনে ॥ ৬৬ ॥

কৃষ্ণনামোচ্চারণার্থ তাহাকে আদেশ, বালকের মৌনভাব ঃ—

'কৃষ্ণ কহ' বলি' প্রভু বলেন বার বার ।
তবু কৃষ্ণনাম বালক না করে উচ্চার ॥ ৬৭ ॥

তদর্থে শিবানন্দের ব্যর্থ যত্ন ঃ—

শিবানন্দ বালকেরে বহু যত্ন করিলা ।
তবু সেই বালক কৃষ্ণনাম না কহিলা ॥ ৬৮ ॥

তদ্দর্শনে স্বয়ং প্রভুর বিস্ময়োক্তি ঃ—

প্রভু কহে,—"আমি নাম জগতে লওয়াইলু ।
স্থাবরে পর্য্যন্ত কৃষ্ণনাম কহাইলুঁ ॥ ৬৯ ॥
ইহারে নারিলুঁ কৃষ্ণনাম কহাইতে!"
শুনিয়া স্বরূপ গোসাঞি লাগিলা কহিতে ॥ ৭০ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৫৩। এদিকে নৃসিংহ, ওদিকে নৃসিংহ, যেখানে যেখানে যাই, সেইখানে নৃসিংহ, বাহিরে নৃসিংহ, আর হৃদয়ে নৃসিংহ,—এবম্বিধ সেই আদি-নৃসিংহের আমি শরণাপন্ন হইলাম।

অনুভাষ্য

নখানাং আলিঃ শ্রেণী যস্য তস্মৈ) প্রহ্লাদাহ্লাদ-দায়িনে (হিরণ্যকশিপোঃ তনয়স্য শুদ্ধবৈষ্ণবপ্রবরস্য আনন্দদাত্রে) নরসিংহায় (নৃসিংহদেবায়) তে (তুভ্যং) নমঃ।

৫৩। ইতঃ (অস্মিন্ স্থানে দেবীধাম্নি) নৃসিংহঃ, পরতঃ (পরব্যোম্নি) নৃসিংহঃ, যতঃ যতঃ (যত্র যত্র) [প্রতি-] যামি, ততঃ (তত্র) নৃসিংহঃ ; বহিঃ (প্রপঞ্চ) নৃসিংহঃ ; হৃদয়ে (অন্তর্জ্জগতি) নৃসিংহঃ [স্ফুরতি] ; অতঃ আদিম্ (আদিদেবং সর্ব্বমূলং) নৃসিংহম্ [অহং] শরণং প্রপদ্যে (আশ্রয়ে ইত্যর্থঃ)।

৫৫। ঠারে—ইশারায়, সঙ্কেতে।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৬০। তিন সাধনের বল—ভক্তের পদধূলি গ্রহণ, ভক্তের পদজল গ্রহণ এবং ভক্তের অধরামৃত গ্রহণ—এই তিনটীই সর্ব্ব সাধনের বলস্বরূপ।

স্বরূপকর্ত্তৃক পুরীদাসের মৌনাবস্থান-তাৎপর্য্য-ব্যাখ্যা ঃ—

"তুমি কৃষ্ণনাম-মন্ত্র কৈলা উপদেশে ।
মন্ত্র পাঞা কার আগে না করে প্রকাশে ॥ ৭১ ॥
মনে মনে জপে, মুখে না করে আখ্যান ।
এই ইহার মনঃকথা করি অনুমান ॥" ৭২ ॥

অন্যদিন প্রভুর আদেশে বালক পুরীদাসের মৌনভঙ্গ ও শ্লোক-পঠন ঃ—

আর দিন কহেন প্রভু,—"পড়, পুরীদাস ।"
এই শ্লোক করি' তেঁহো করিলা প্রকাশ ॥ ৭৩ ॥

গোপীহৃদয়-ভূষণ কৃষ্ণের জয় ঃ—
কবিকর্ণপূর-কৃত আচার্য্যশতকে (১)—

শ্রবসোঃ কুবলয়মক্ষ্ণোরঞ্জনমুরসো মহেন্দ্রমণিদাম ।
বৃন্দাবনরমণীনাং মণ্ডলমখিলং হরির্জয়তি ॥ ৭৪ ॥

শিশুর শ্লোকরচনায় সকলের বিস্ময় ঃ—

সাত বৎসরের শিশু, নাহি অধ্যয়ন ।
ঐছে শ্লোক করে,—লোকে চমৎকার মন ॥ ৭৫ ॥

প্রভুকৃপা-মাহাত্ম্য-বর্ণন ঃ—

চৈতন্যপ্রভুর এই কৃপার মহিমা ।
ব্রহ্মাদি-দেব যার নাহি পায় সীমা ॥ ৭৬ ॥

গৌড়ীয়গণকে গৌড়ে যাইতে আদেশ ঃ—

ভক্তগণ প্রভুসঙ্গে রহে চারিমাসে ।
প্রভু আজ্ঞা দিলা সবে গেলা গৌড়দেশে ॥ ৭৭ ॥

গৌড়ীয়-ভক্তসঙ্গে বাহ্যদশায় কৃত্য কৃষ্ণকথাকীর্ত্তন-প্রচার ছাড়িয়া অন্তর্দশায় কৃষ্ণবিরহিণী গোপীভাবে উন্মাদ ঃ—

তাঁ-সবার সঙ্গে প্রভুর ছিল বাহ্যজ্ঞান ।
তাঁরা গেলে পুনঃ হৈলা উন্মাদ প্রধান ॥ ৭৮ ॥

অনুক্ষণ কৃষ্ণবিরহে কৃষ্ণসঙ্গানুভূতি বা স্ফূর্ত্তি ঃ—

রাত্রি দিনে স্ফুরে কৃষ্ণের রূপ-গন্ধ-রস ।
সাক্ষাদনুভবে,—যেন কৃষ্ণ-উপস্পর্শ ॥ ৭৯ ॥

প্রভুর উদঘূর্ণোক্তি ও জগন্নাথরূপী শ্যামসুন্দর-দর্শন ঃ—

এক দিন প্রভু গেলা জগন্নাথ-দরশনে ।
সিংহদ্বারে দলই আসি' করিল বন্দনে ॥ ৮০ ॥
তারে বলে,—"কোথা কৃষ্ণ, মোর প্রাণনাথ ?
মোরে কৃষ্ণ দেখাও" বলি' ধরে তার হাত ॥ ৮১ ॥
সেহ কহে,—"ইঁহা হয় ব্রজেন্দ্রনন্দন ।
আইস তুমি মোর সঙ্গে, করাঙ দরশন ॥" ৮২ ॥
"তুমি মোর সখা, দেখাহ,—কাঁহা প্রাণনাথ ?"
এত বলি' জগমোহন গেলা ধরি' তার হাত ॥ ৮৩ ॥
সেহ বলে,—"এই দেখ শ্রীপুরুষোত্তম ।
নেত্র ভরিয়া তুমি করহ দরশন ॥" ৮৪ ॥
গরুড়ের পাছে রহি' করেন দরশন ।
দেখেন,—জগন্নাথ হয় মুরলীবদন ॥ ৮৫ ॥

রঘুনাথকর্ত্তৃক স্ব-গ্রন্থে প্রভুর জগন্নাথ-দর্শন বর্ণিত ঃ—

এই লীলা নিজ-গ্রন্থে রঘুনাথ দাস ।
চৈতন্যস্তবকল্পবৃক্ষে করিয়াছেন প্রকাশ ॥ ৮৬ ॥

স্তবাবলীতে চৈতন্যস্তবকল্পবৃক্ষ-স্তবে (৭)—

ক্ব মে কান্তঃ কৃষ্ণস্ত্বরিতমিহ তং লোকয় সখে
ত্বমেবেতি দ্বারাধিপমভিবদন্নুন্মদ ইব ।
দ্রুতং গচ্ছন্ দ্রষ্টুং প্রিয়মিতি তদুক্তেন ধৃত তদ্-
ভুজান্তর্গৌরাঙ্গো হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি ॥ ৮৭ ॥

জগন্নাথের বাল্য-ভোগ ঃ—

হেনকালে 'গোপাল-বল্লভ'-ভোগ লাগাইল ।
শঙ্খ-ঘণ্টা আদি সহ আরতি বাজিল ॥ ৮৮ ॥

জগন্নাথ-সেবকগণের প্রভুকে মহাপ্রসাদ-দান ঃ—

ভোগ সরিলে জগন্নাথের সেবকগণ ।
প্রসাদ লঞা প্রভু-ঠাঞি কৈল আগমন ॥ ৮৯ ॥
মালা পরাঞা প্রসাদ দিল প্রভুর হাতে ।
আস্বাদ রহু, যার গন্ধে মন মাতে ॥ ৯০ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৭৪। যিনি—শ্রবণযুগলের নীলকমল, চক্ষের অঞ্জন, বক্ষের মহেন্দ্রমণিদাম, বৃন্দাবন-রমণীদিগের অখিলভূষণ, সেই হরি জয়যুক্ত হইতেছেন।

৮০। দলই—দ্বারপাল।

৮৭। 'হে সখে দ্বারপাল, আমার প্রাণনাথ কৃষ্ণ কোথায়? তুমি তাঁহাকে এখানে শীঘ্র দেখাও',—দ্বারপালকে উন্মত্তের ন্যায় এইরূপ বলিয়া, তাহার হাত ধরিয়া কৃষ্ণ দেখিবার জন্য দ্রুত চলিলেন! এবম্ভূত গৌরাঙ্গ আমার হৃদয়ে উদিত হইয়া আমাকে উন্মত্ত করুন।

৮৮। বল্লভভোগ—যাহাকে এ প্রদেশে 'বালভোগ' বলে।

অনুভাষ্য

৭১। শ্রীগুরুদেবের নিকট প্রাপ্তমন্ত্র অন্যের নিকট প্রকাশ করিলে মন্ত্রের বীর্য্য থাকে না ; শ্রীগদাধর-পণ্ডিতের আখ্যায়িকায় আমরা পূর্ব্বেই তাহা জানিয়াছি।

৭৪। শ্রবসোঃ (কর্ণয়োঃ) কুবলয়ঃ (নীলোৎপলং) তথা অক্ষ্ণোঃ (চক্ষুষোঃ) অঞ্জনং (কজ্জ্বলশোভনম্) উরসঃ (বক্ষসঃ) মহেন্দ্রমণিদাম (ইন্দ্রনীলমণিমালা) বৃন্দাবনরমণীনাং (ব্রজললনানাম্) অখিলং (সর্ব্ববিধং) মণ্ডনম্ (অলঙ্কাররূপঃ) হরিঃ জয়তি।

৮২। ইঁহা হয়—হিঁয়া হ্যায়, (হিন্দী)—এখানে আছেন।

৮৭। হে সখে, মে (মম) কান্তঃ (কৃষ্ণঃ) ক্ব (কুত্র)? ত্বম্ এব ইহ (অস্মিন্ স্থানে সময়ে বা) তং (কান্তং কৃষ্ণং) ত্বরিতং

প্রভুকে প্রসাদ-গ্রহণার্থ পাণ্ডাগণের যত্ন ঃ—

বহুমূল্য প্রসাদ সেই বস্তু সর্ব্বোত্তম ।
তার অল্প খাওয়াইতে সেবক করিল যতন ॥ ৯১ ॥

প্রভুর কিঞ্চিৎ মহাপ্রসাদ-গ্রহণ ঃ—

তার অল্প লঞা প্রভু জিহ্বাতে যদি দিলা ।
আর সব গোবিন্দের আঁচলে বান্ধিলা ॥ ৯২ ॥

মহাপ্রসাদাস্বাদনে প্রভুর বিস্ময় ও সাত্ত্বিক বিকার ঃ—

কোটিঅমৃত-স্বাদ পাঞা প্রভুর চমৎকার ।
সর্ব্বাঙ্গে পুলক, নেত্রে বহে অশ্রুধার ॥ ৯৩ ॥

কৃষ্ণের অধরামৃত-জ্ঞানে প্রেমাবেশ ; ঐশ্বর্য্যাশ্রিত-সেবক-দর্শনে সঙ্গোপন ঃ—

'এই দ্রব্যে এত স্বাদ কাহাঁ হৈতে আইল?
কৃষ্ণের অধরামৃত ইথে সঞ্চারিল ॥' ৯৪ ॥
এই বুদ্ধ্যে মহাপ্রভুর প্রেমাবেশ হৈল ।
জগন্নাথের সেবক দেখি' সম্বরণ কৈল ॥ ৯৫ ॥

ভক্ত্যুন্মুখী মহাসুকৃতিফলে মহাপ্রসাদ লাভ ; অজ্ঞ জগন্নাথ-সেবকের প্রশ্ন ঃ—

"সুকৃতি-লভ্য ফেলা-লব" বলেন বারবার ।
ঈশ্বর-সেবক পুছে,—"কি অর্থ ইহার ??" ৯৬ ॥

প্রভুর কৃষ্ণোচ্ছিষ্ট বা মহাপ্রসাদ-মাহাত্ম্য-ব্যাখ্যা ঃ—

প্রভু কহে,—"এই যে দিলা কৃষ্ণাধরামৃত ।
ব্রহ্মাদি-দুর্ল্লভ এই নিন্দয়ে 'অমৃত'!! ৯৭ ॥

ফেলা বা মহাপ্রসাদের সংজ্ঞা ঃ—

কৃষ্ণের যে ভুক্ত-শেষ, তার 'ফেলা'-নাম ।
তার এক 'লব' যে পায়, সেই ভাগ্যবান্ ॥ ৯৮ ॥

কর্ম্মোন্মুখী ও ভক্ত্যুন্মুখী-সুকৃতির ফল-বৈশিষ্ট্য বর্ণন ঃ—

সামান্য ভাগ্য হৈতে তার প্রাপ্তি নাহি হয় ।
কৃষ্ণের যাঁতে পূর্ণ কৃপা, সেই তাহা পায় ॥ ৯৯ ॥

(ভক্ত্যুন্মুখী) সুকৃতি-শব্দের অর্থ ঃ—

'সুকৃতি'-শব্দে কহে 'কৃষ্ণকৃপা-হেতু পুণ্য' ।
সেই যাঁর হয়, 'ফেলা' পায় সেই ধন্য ॥" ১০০ ॥

উপলভোগ-দর্শনান্তে প্রভুর স্বগৃহে আগমন ঃ—

এত বলি' প্রভু তা-সবারে বিদায় দিলা ।
উপল-ভোগ দেখিয়া প্রভু নিজ-বাসা আইলা ॥ ১০১ ॥

কৃষ্ণোচ্ছিষ্ট-মাধুর্য্য-স্মৃতি ঃ—

মধ্যাহ্ন করিয়া কৈলা ভিক্ষা নির্ব্বাহণ ।
কৃষ্ণাধরামৃত সদা অন্তরে স্মরণ ॥ ১০২ ॥

প্রেমাবেশ ও কষ্টে তৎসম্বরণ ঃ—

বাহ্য-কৃত্য করেন, প্রেমে গর-গর মন ।
কষ্টে সম্বরণ করেন, আবেশ সঘন ॥ ১০৩ ॥

সন্ধ্যার পর ভক্তগণসহ কৃষ্ণকথালাপ ঃ—

সন্ধ্যা-কৃত্য করি' পুনঃ নিজগণ-সঙ্গে ।
নিভৃতে বসিলা নানা কৃষ্ণকথা-রঙ্গে ॥ ১০৪ ॥

পুরী, ভারতী, স্বরূপ, রায় ও ভট্টাচার্য্যাদি ভক্তগণকে গোবিন্দের মহাপ্রসাদ দান ঃ—

প্রভুর ইঙ্গিতে গোবিন্দ প্রসাদ আনিলা ।
পুরী-ভারতীরে প্রভু কিছু পাঠাইলা ॥ ১০৫ ॥
রামানন্দ-সার্ব্বভৌম-স্বরূপাদি-গণে ।
সবারে প্রসাদ দিল করিয়া বণ্টনে ॥ ১০৬ ॥

অলৌকিক প্রসাদাস্বাদনে সকলের বিস্ময় ঃ—

প্রসাদের সৌরভ্য-মাধুর্য্য করি' আস্বাদন ।
অলৌকিক আস্বাদে সবার বিস্ময় হৈল মন ॥ ১০৭ ॥

প্রভুকর্ত্তৃক বদ্ধজীবের প্রাকৃত ভোগ্যদ্রব্য ও কৃষ্ণের চিদিন্দ্রিয়-ভোগ্য অপ্রাকৃত চিদুপকরণ-নৈবেদ্যের গুণ-ভেদ-বর্ণন ঃ—

প্রভু কহে,—"এই সব হয় প্রাকৃত দ্রব্য ।
ঐক্ষব, কর্পূর, মরিচ, এলাইচ, লবঙ্গ, গব্য ॥ ১০৮ ॥
রসবাস, গুড়ত্বক-আদি যত সব ।
'প্রাকৃত' বস্তুর স্বাদ সবার অনুভব ॥ ১০৯ ॥
এই দ্রব্যে এত আস্বাদ, গন্ধ লোকাতীত ।
আস্বাদ করিয়া দেখ,—সবার প্রতীত ॥ ১১০ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১০০। যে পবিত্র কর্ম্মে কৃষ্ণকৃপা জন্মায়, তাহাকে (ভক্ত্যুন্মুখী) 'সুকৃতি' বলে।

অনুভাষ্য

(শীঘ্রং) লোকয় (দর্শয়) ইতি (এবম্ভূতেন বাক্যেন) উন্মদঃ (উন্মত্তঃ) ইব দ্বারাধিপম্ অভিবদন্ (কথয়ন্) প্রিয়ং (কৃষ্ণং) দ্রষ্টুং দ্রুতং গচ্ছ (আগচ্ছ) তদুক্তেন (দ্বারাধিপ-বাক্যেন) ধৃততদ্ভুজান্তঃ (ধৃতঃ তদ্ভুজান্তং তস্য করপ্রান্তং যেন সঃ) গৌরাঙ্গঃ মম হৃদয়ে উদয়ন্ মাং মদয়তি (আনন্দয়তি)।

অনুভাষ্য

৯৬-১০০। মহাভারতে ও স্কান্দে উৎকল-খণ্ডে,—"মহাপ্রসাদে গোবিন্দে নামব্রহ্মণি বৈষ্ণবে। স্বল্পপুণ্যবতাং রাজন্ বিশ্বাসো নৈব জায়তে।।"

৯৯। সামান্য ভাগ্য—কর্ম্মফলজন্য সৌভাগ্য।

১০৮। ঐক্ষব—ইক্ষুজাত গুড় বা চিনি ; গব্য—দুগ্ধ ঘৃতাদি।

১০৯। রসবাস—সুগন্ধ ও রসযুক্ত এলাচি ও লবঙ্গ ; গুড়ত্বক—দারুচিনি বা জৈত্রী ; প্রাকৃত—বদ্ধজীবের স্ব-সুখ-

কৃষ্ণোচ্ছিষ্ট মহাপ্রসাদের চিহ্বল ঃ—

আস্বাদ দূরে রহু, গন্ধে মাতে মন ।
আপনা বিনা অন্য মাধুর্য্য করায় বিস্মরণ ॥ ১১১ ॥

কৃষ্ণাধরস্পর্শ-মহিমা ঃ—

তাতে এই দ্রব্যে কৃষ্ণাধরস্পর্শ হৈল ।
অধরের গুণ সব ইহাতে সঞ্চারিল ॥ ১১২ ॥

কৃষ্ণোষ্ঠ-স্পৃষ্ট চিদুপকরণ—ভক্তের চিদিন্দ্রিয়োন্মাদক ঃ—

অলৌকিক-গন্ধ-স্বাদ অন্য-বিস্মারণ ।
মহা-মাদক হয় এই কৃষ্ণাধরের গুণ ॥ ১১৩ ॥

সকলকে অপ্রাকৃত শ্রদ্ধাসহ প্রসাদ-সম্মানার্থ আদেশ ঃ—

অনেক 'সুকৃতে' ইহা হঞাছে সম্প্রাপ্তি ।
সবে এই আস্বাদ কর করি' মহাভক্তি ॥" ১১৪ ॥

কৃষ্ণাধরামৃত-আস্বাদনে সকলের প্রেমাবেশ ঃ—

হরিধ্বনি করি' সবে কৈলা আস্বাদন ।
আস্বাদিতে প্রেমে মত্ত হইল সবার মন ॥ ১১৫ ॥

প্রভুর আজ্ঞায় রায়ের শ্লোক-পাঠ ঃ—

প্রেমাবেশে মহাপ্রভু যবে আজ্ঞা দিলা ।
রামানন্দ-রায় শ্লোক পড়িতে লাগিলা ॥ ১১৬ ॥

গোপীগণের কৃষ্ণাধরামৃত-যাচ্ঞা (চিত্রজল্প) ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৩১।১৫)—

সুরতবর্দ্ধনং শোকনাশনং স্বরিতবেণুনা সুষ্ঠুচুম্বিতম্ ।
ইতররাগবিস্মারণং নৃণাং বিতর বীর নস্তেঽধরামৃতম্ ॥ ১১৭ ॥

স্বয়ং প্রভুর তৎসূচক শ্লোকপাঠ ঃ—

শ্লোক শুনি' মহাপ্রভু মহাতুষ্ট হৈলা ।
রাধার উৎকণ্ঠা-শ্লোক পড়িতে লাগিলা ॥ ১১৮ ॥

কৃষ্ণসেবনোন্মুখ চিদ্জিহ্বার লোভবর্দ্ধক
কৃষ্ণ-ফেলা-লবামৃত ঃ—

গোবিন্দলীলামৃতে (৮।৮) বিশাখার প্রতি শ্রীরাধা-বাক্য—

ব্রজাতুলকুলাঙ্গনেতর-রসালিতৃষ্ণাহর-
প্রদীব্যদধরামৃতঃ সুকৃতিলভ্য-ফেলালবঃ ।
সুধাজিদহিবল্লিকা-সুদলবীটিকা-চর্ব্বিতঃ
স মে মদনমোহনঃ সখি তনোতি জিহ্বা-স্পৃহাম্ ॥ ১১৯ ॥

প্রভুকর্ত্তৃক শ্লোকদ্বয়-ব্যাখ্যা ঃ—

এত কহি' গৌরপ্রভু ভাবাবিষ্ট হঞা ।
দুই শ্লোকের অর্থ করে প্রলাপ করিয়া ॥ ১২০ ॥

প্রথম শ্লোক-ব্যাখ্যা ; কৃষ্ণাধরামৃতের চিহ্বল-বর্ণন ঃ—

যথা রাগ—

"তনু-মন করায় ক্ষোভ, বাড়ায় সুরত-লোভ,
হর্ষ-শোকাদি-ভার বিনাশয় ।
পাসরায় অন্য রস, জগৎ করে আত্মবশ,
লজ্জা, ধর্ম্ম, ধৈর্য্য করে ক্ষয় ॥ ১২১ ॥
নাগর, শুন তোমার অধর-চরিত ।
মাতায় নারীর মন, জিহ্বা করে আকর্ষণ,
বিচারিতে সব বিপরীত ॥ ১২২ ॥ ধ্রু ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১১৭। হে বীর, তোমার প্রেমবর্দ্ধক, জগতের শোকনাশক, স্বরযুক্ত বেণুদ্বারা সুন্দররূপে চুম্বিত, চিদিতর-রাগবিস্মারক তোমার যে অধরামৃত, তাহা আমাদিগকে দেও।

অনুভাষ্য

বিধানেচ্ছামূলে যে-সকল বস্তু—তাহা ইন্দ্রিয়ভোগ্য, সেই সকল খণ্ড, সীমাবিশিষ্ট, নশ্বর বা কালক্ষোভ্য জড়দ্রব্য।

১১৭। রাসক্রীড়াকালে কৃষ্ণ হঠাৎ অন্তর্হিত হওয়ায় কৃষ্ণৈক-প্রাণা গোপীগণ কৃষ্ণবিরহে নিতান্ত কাতরা হইয়া রাসস্থলী হইতে যমুনাতটে আসিয়া এইরূপ বিলাপ করিতেছেন,—

হে বীর (দানবীর,) সুরতবর্দ্ধনং (সম্ভোগেচ্ছাং বর্দ্ধয়তি যত্তৎ) শোকনাশনং (অপ্রাপ্তিজন্যদুঃখধ্বংসকং) স্বরিতবেণুনা (স্বরিতেন নাদিতেন বেণুনা) সুষ্ঠুচুম্বিতং (নাদামৃত-বাসিতং) নৃণাম্ ইতররাগবিস্মারণম্ (ইতরেষু কৃষ্ণেতর-বিষয়সুখেষু যঃ রাগঃ ইচ্ছা, তৎ বিস্মারয়তি বিলোপয়তি ইতি তথা তৎ) তে (তব) অধরামৃতম্ (অধর এব অমৃতং) নঃ (অস্মাকং) বিতর (দেহি)।

১১৯। হে সখি, যঃ ব্রজাতুলকুলাঙ্গনেতররসালিতৃষ্ণাহর-

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১১৯। হে সখি, যাঁহার অধরামৃত—ব্রজের অতুলনীয়া কুলাঙ্গনাদিগের ইতর রসসমূহে তৃষ্ণাহরণকারী, যাঁহার ফেলা-কণ—সুকৃতিলভ্য, সুধাজয়কারিণী পর্ণবীটিকা চর্ব্বণশীল সেই মদনমোহন আমার জিহ্বাস্পৃহা বিস্তার করিতেছেন।

১২১-১৩৩। হে নাগর, তোমার অধরের চরিত্র বর্ণন করিতেছি, তুমি শুন। তিনি লোকের তনু ও মনকে ক্ষোভিত

অনুভাষ্য

প্রদীব্যদধরামৃতঃ (ব্রজে যা অতুলাঃ নিরূপমাঃ কুলাঙ্গনাঃ ব্রজবধ্বঃ তাসাম্ ইতরেষু রসালিষু যা তৃষ্ণা তাং হর্ত্তুং শীলং যস্য তৎ প্রদীব্যৎ প্রকৃষ্টরূপেণ সর্ব্বোপরি শোভমানম্ অধরামৃতং যস্য সঃ) সুকৃতিলভ্য-ফেলা-লবঃ (সুকৃতিভিঃ সৌভাগ্যবদ্ভিঃ লভ্যঃ প্রাপ্যঃ ফেলায়াঃ অধরসুধায়াঃ লবঃ স্বল্পাংশঃ যস্য সঃ) সুধা-জিদহিবল্লিকা-সুদলবীটীকা-চর্ব্বিতঃ (সুধাজিৎ অমৃতনিন্দিতং তথা অহিবল্লিকা তাম্বূলবল্লী তস্যাং সুদলৈঃ শোভনপত্রৈঃ নির্ম্মিতা যা বীটীকাঃ তাসাং চর্ব্বিতং চর্ব্বণং যস্য সঃ) মদন-মোহনঃ [স্ব-ফেলয়া] জিহ্বা-স্পৃহাং (সেবোন্মুখী-জিহ্বালৌল্যং) তনোতি (বর্দ্ধয়তি)।

আছুক নারীর কায, কহিতে বাসিয়ে লাজ,
তোমার অধর বড় ধৃষ্ট-রায় ।
পুরুষে করে আকর্ষণ, আপনা পিয়াইতে মন,
অন্যরস সব পাসরায় ॥ ১২৩ ॥

কৃষ্ণের বেণুর প্রতি শ্রীরাধার ঈর্ষা ঃ—

সচেতন রহু দূরে, অচেতন সচেতন করে,
তোমার অধর—বড় বাজিকর ।
তোমার বেণু শুষ্কেন্ধন, তার জন্মায় ইন্দ্রিয়-মন,
তারে আপনা পিয়ায় নিরন্তর ॥ ১২৪ ॥
বেণু ধৃষ্ট-পুরুষ হঞা, পুরুষাধর পিয়া পিয়া,
গোপীগণে জানায় নিজ-পান ।
'ওহে, শুন, গোপীগণ, বলে পিঙো তোমার ধন,
তোমার যদি থাকে অভিমান ॥ ১২৫ ॥
তবে মোরে ক্রোধ করি', লজ্জা, ভয়, ধর্ম্ম ছাড়ি',
ছাড়ি' দিমু, কর আসি' পান ।
নহে পিমু নিরন্তর, তোমায় মোর নাহিক ডর,
অন্যে দেখোঁ তৃণের সমান ॥' ১২৬ ॥

বেণু ও অধরামৃতের সম্মিলিত বলপ্রয়োগ-ফল ঃ—

অধরামৃত নিজ-স্বরে, সঞ্চারিয়া সেই বলে,
আকর্ষয় ত্রিজগৎ-জন ।
আমরা ধর্ম্মে ভয় করি', রহি যদি ধৈর্য্য ধরি',
তবে আমায় করে বিড়ম্বন ॥ ১২৭ ॥
নীবি খসায় গুরু-আগে, লজ্জা-ধর্ম্ম করায় ত্যাগে,
কেশে ধরি' যেন লঞা যায় ।
আনি' কথায় তোমার দাসী, শুনি' লোক করে হাসি,
এই মত নারীরে নাচায় ॥ ১২৮ ॥

শ্রীরাধাদির তুষ্ণীম্ভাব ঃ—

শুষ্ক বাঁশের লাঠিখান, এত করে অপমান,
এই দশা করিল গোসাঞি ।
না সহি' কি করিতে পারি, তাহে রহি মৌন ধরি',
চোরার মাকে ডাকি' কান্দিতে নাই ॥ ১২৯ ॥

দ্বিতীয় শ্লোকের ব্যাখ্যা ; কৃষ্ণের অধরামৃতের মাহাত্ম্য-বর্ণন ঃ—

অধরের এই রীতি, আর শুন কুনীতি,
সে অধর-সনে যার মেলা ।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

করেন, কন্দর্পলোভকে বৃদ্ধি করেন, হর্ষশোকাদির ভার বিনাশ করেন, অন্য রস ভুলাইয়া দেন, জগৎকে আত্মবশ করেন, লজ্জা, ধর্ম্ম ও ধৈর্য্যকে ক্ষয় করেন, নারীগণের মন মত্ত করেন ও জিহ্বার লালসা বৃদ্ধি করাইয়া আকর্ষণ করেন, বিচার করিবার সময় তাঁহার সকলই আমি বিপরীত দেখিতেছি। হে কৃষ্ণ,—তুমি পুরুষ, তোমার অধরামৃতে নারীর মন আকর্ষণ করিবে,—ইহাই নিয়ম ; কিন্তু তাহা পুরুষরূপ বেণুকে আকর্ষণ করিয়া আপনাকে পান করাইয়া অন্য যাবতীয় রস ভুলাইয়া দেয় ; সচেতন দূরে থাকুক, অচেতনকে সচেতন করে, অতএব তোমার অধর—একটী মহা-বাজিকর। আরও বিপরীত দেখ,—তোমার যে বেণু, সে—শুষ্ক কাষ্ঠমাত্র ; তোমার অধরামৃত আপনাকে পান করাইয়া তাহার ইন্দ্রিয় ও মন প্রস্তুত করত (চেতনবৃত্তিযুক্ত করিয়া) তাহাকে সুখ দেয়। সেই বেণু ধৃষ্টপুরুষরূপে স্বয়ং পুরুষাধর (পুনঃ পুনঃ) পান করিয়া নিজ-পান বিজ্ঞাপন করে, আর এই কথা বলে,—'ওহে গোপীগণ, তোমাদের যদি 'স্ত্রী' বলিয়া অভিমান থাকে, তাহা হইলে পুরুষাধরামৃতরূপ তোমাদের নিজ-ধন পান কর।' রাধিকা কহিতেছেন,—"সেই বেণু আমার প্রতি ক্রোধ করিয়া বলে, তুমি লজ্জা-ভয় ছাড়িয়া ইহা পান কর, তাহা হইলেই আমি (তোমাকে এই অধর) ছাড়িয়া দিব ; আর তুমি যদি লজ্জা-ভয় না ছাড়, তাহা হইলে আমিই নিরন্তর পান করিব ; কৃষ্ণাধরামৃতে তোমার বিশেষ অধিকার দেখিয়া আমার একটু ভয় হয় ; অন্যসকলকেই আমি তৃণের সমান দেখি।' সেই বেণু নিজের স্বরে অধরামৃত সঞ্চার করিয়া অর্থাৎ তাহার সহিত একতা করিয়া (একযোগে বলপূর্ব্বক) এইরূপ ত্রিজগৎকে আকর্ষণ করে। আমরা গোপীগণ যদি ধর্ম্মভয় করিয়া ধৈর্য্যধারণ করিয়া থাকি, তাহা হইলে আমাদিগকে বিশেষ বিড়ম্বনা করে ; এমন কি, আমাদের লজ্জা-ধর্ম্ম ছাড়াইয়া গুরুজনের সম্মুখে নীবি অর্থাৎ কটিবন্ধ খসাইয়া দেয়,—আমাদিগকে যেন কেশে ধরিয়া লইয়া যায়,—আমাদিগকে তোমার দাসী করিয়া দেয় ; লোকে তাহা শুনিয়া হাস্য করিয়া থাকে (এইরূপভাবে গোপীকে স্বেচ্ছামত চালিত করে)। বাঁশি শুষ্কবাঁশের কাঠিমাত্র হইয়াও (প্রভুরূপে) আমাদিগকে অপমান করিয়া এইরূপ দশাগ্রস্ত করে। আমরা ইহা সহ্য না করিয়া আর কি করিতে পারি? চোরকে দণ্ড করিলে তাহার মা যেরূপ (পরিত্রাণ বা নিরপেক্ষ বিচারের জন্য) ডাকিয়া চিৎকার করিয়া কাঁদিতে পারে না (অর্থাৎ তাহার পক্ষে ডাকিয়া কাঁদিতে নাই অথবা কাঁদা উচিত নয়,) আমিও সেইরূপ

অনুভাষ্য

১২১। 'ভার বিনাশয়'—পাঠান্তরে 'ভাব বিলাসয়' ও 'ভাব বিনাশয়'।

১২৩। ধৃষ্ট-রায়—প্রগল্‌ভ বা উদ্ধত-প্রধান।

১২৮। নীবি—কটিবন্ধ, বস্ত্রবন্ধন ; খসায়—উন্মোচন করে।

সেই ভক্ষ্য-ভোজ্য-পান, হয় অমৃত-সমান,
নাম তার হয় 'কৃষ্ণ-ফেলা' ॥ ১৩০ ॥
সে ফেলার এক লব, না পায় দেবতা সব,
এ দম্ভে কেবা পাতিয়ায়?
বহু জন্ম পুণ্য করে, তার 'সুকৃতি' নাম ধরে,
সে 'সুকৃতে' তার লব পায় ॥ ১৩১ ॥
কৃষ্ণ যে খায় তাম্বুল, কহে তার নাহি মূল,
তাহে আর দম্ভ-পরিপাটী।
তার যেবা উদ্গার, তারে কয় 'অমৃত-সার',
গোপীর মুখ করে 'আলবাটী' ॥ ১৩২ ॥
এসব—তোমার কুটিনাটী, ছাড় এই পরিপাটী,
বেণুদ্বারে কাঁহে হর প্রাণ।
আপনার হাসি লাগি', নহ নারীর বধভাগী,
দেহ' নিজাধরামৃত দান ॥" ১৩৩ ॥

প্রভুর উৎকণ্ঠা ঃ—

কহিতে কহিতে প্রভুর মন ফিরি' গেল।
ক্রোধ মন শান্ত হৈল, উৎকণ্ঠা বাড়িল ॥ ১৩৪ ॥

প্রভুকর্ত্তৃক কৃষ্ণাধরামৃতের পরম-মহিমা-কীর্ত্তন ঃ—

"পরম দুর্ল্লভ এই কৃষ্ণাধরামৃত।
তাহা যেই পায়, তার সফল জীবিত ॥ ১৩৫ ॥
যোগ্য হঞা কেহ করিতে না পায় পান।
তথাপি সে নির্ল্লজ্জ, বৃথা ধরে প্রাণ ॥ ১৩৬ ॥
অযোগ্য হঞা তাহা কেহ সদা পান করে।
যোগ্য জন নাহি পায়, লোভে মাত্র মরে ॥ ১৩৭ ॥
তাতে জানি,—কোন তপস্যার আছে বল।
অযোগ্যেরে দেওয়ায় কৃষ্ণাধরামৃত-ফল ॥ ১৩৮ ॥

প্রভুর আদেশে রায়ের শ্লোক-পঠন ঃ—

কহ রাম রায়, কিছু শুনিতে হয় মন।"
ভাব জানি' পড়ে রায় গোপীর বচন ॥ ১৩৯ ॥

গোপীগণের কৃষ্ণাধরস্পর্শসুখী বেণুর প্রশংসা ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।২১।৯)—

গোপ্যঃ কিমাচরদয়ং কুশলং স্ম বেণু-
র্দামোদরাধরসুধামপি গোপিকানাম্।
ভুঙ্‌ক্তে স্বয়ং যদবশিষ্টরসং হ্রদিন্যো
হৃষ্যত্ত্বচোঽশ্রু মুমুচুস্তরবো যথার্য্যাঃ ॥ ১৪০ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

মৌন ধরিয়া থাকি;—অধরের এইরূপই রীতি। অধরের সহিত যাহার মিলন, তাহার আবার কুনীতি শ্রবণ কর;—সেই অধর-স্পৃষ্ট ভক্ষ্য, ভোজ্য ও পানীয় দ্রব্য অমৃত-সমান হইয়া 'কৃষ্ণফেলা' নাম ধরে। দেবতাগণ আরাধনা করিয়াও সেই ফেলার এক-লবও পান না। ফেলার আবার এরূপ দম্ভ যে, তাহা সাধারণে বিশ্বাস করিতে পারে না; কেননা, বহুজন্মের পুণ্যক্রমে যে ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতি লাভ হয়, সেই 'সুকৃতি'বলেই সেবক কৃষ্ণফেলার লব বা কণ পাইয়া থাকে। কৃষ্ণের চর্ব্বিত তাম্বূল-প্রসাদের উদ্গারকে 'অমৃতসার' বলে; গোপীগণের মুখ—তাহা রাখিবার আলবাটী অর্থাৎ পিকদানী-সদৃশ। অতএব হে শ্যাম, তোমার এই কুটীনাটী-পরিপাটী (কৌশল) পরিত্যাগ কর, বেণুদ্বারা গোপীদিগের আর প্রাণ নাশ করিও না; তুমি হাসিয়া হাসিয়া নারীর বধভাগী হইও না, আমাদিগকে নিজের অধরামৃত দান কর।

অনুভাষ্য

১৩০। মেলা—মিলন।

১৩১। পাতিয়ায়—প্রতীতি হয়।

১৩২। আলবাটী—আলের (লালার) বাটী, পিকদানী।

১৩৩। কুটিনাটী—কপটতা; পরিপাটী—কারিগরি, নৈপুণ্য, কৌশল।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৩৩। 'আপনার হাসি লাগি'—'প্রথমার্থ' এই যে, নারীর বধভাগী হইলে আপনারই নিন্দা হইবে, সেরূপ না করিয়া নিজাধরামৃত দেও; দ্বিতীয়ার্থ এই যে, নিজের কৌতুকের জন্য নারীবধ করিও না।

১৪০। হে গোপীগণ, এই বেণু কি সুকৃতি করিয়াছিল যে, গোপিকাদিগের লভ্য কৃষ্ণাধরসুধা ভোগ করিতেছে? আর্য্য-ব্যক্তিগণ যেরূপ (কোন ভগবদ্ভক্ত) মহৎসন্তানের (জন্ম দেখিয়া তজ্জন্য আনন্দে অশ্রু বিসর্জ্জন) করিয়া থাকেন, সেইরূপ এই বেণু যে-(সকল নদীর) জলে পুষ্ট হইয়াছে, (সেই সকল নদী স্ব-স্ব উপরিভাগস্থিত বিকশিত পদ্মনিচয়রূপ রোমসমূহদ্বারা হৃষ্ট হইতেছে) এবং যে তরু হইতে ইহার জন্ম হইয়াছে, তজ্জাতীয় সকলেই আনন্দে মধুধারা-রূপ অশ্রু মোচন করিতেছে।

অনুভাষ্য

১৪০। ব্রজে শরৎকাল উপস্থিত হইলে শ্রীকৃষ্ণ বনে গোচারণপূর্ব্বক বংশীধ্বনি করায় গোপীগণ কৃষ্ণসঙ্গ-কামাতুরা হইয়া কৃষ্ণের মনোহর গুণাবলী গান করিয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে কৃষ্ণবেণুর সৌভাগ্য বর্ণন করিতেছেন,—

অন্যা অন্যা ঊচুঃ,—হে গোপ্যঃ, অয়ং বেণু কিং কুশলং (পুণ্যম্) আচরৎ (অনুষ্ঠিতবান্) স্ম, যৎ (যস্মাৎ) গোপিকানাম্ (এব ভোগ্যাং সতীমপি) দামোদরাধরসুধাং (কৃষ্ণাধরামৃতং) স্বয়ং

প্রভুর ভাবাবেশে প্রলাপ-ব্যাখ্যা ঃ—

এই শ্লোক শুনি' প্রভু ভাবাবিষ্ট হঞা ।
উৎকণ্ঠাতে অর্থ করে প্রলাপ করিয়া ॥ ১৪১ ॥

শ্লোকার্থ ; বেণুর কৃষ্ণাধরামৃতপানসৌভাগ্য-দর্শনে গোপীগণের ঈর্ষা অথচ স্তুতি-বাক্য (চিত্রজল্প) ঃ—

"অহো, ব্রজেন্দ্রনন্দন, ব্রজের কোন কন্যাগণ,
অবশ্য করিব পরিণয় ।
সে-সম্বন্ধে গোপীগণ, যারে জানে নিজধন,
সে সুধা অন্যের লভ্য নয় ॥ ১৪২ ॥
গোপীগণ, কহ সব করিয়া বিচারে ।
কোন তীর্থ, কোন তপ, কোন সিদ্ধমন্ত্র-জপ,
এই বেণু কৈল জন্মান্তরে ॥ ১৪৩ ॥ ধ্রু ॥
হেন কৃষ্ণাধর-সুধা, যে কৈল অমৃত মুদা,
যার আশায় গোপী ধরে প্রাণ ।
এই বেণু অযোগ্য অতি, স্থাবর 'পুরুষজাতি',
সেই সুধা সদা করে পান ॥ ১৪৪ ॥
যার ধন, না কহে তারে, পান করে বলাৎকারে,
পিতে তারে ডাকিয়া জানায় ।
তার তপস্যার ফল, দেখ ইহার ভাগ্য-বল,
ইহার উচ্ছিষ্ট মহাজনে খায় ॥ ১৪৫ ॥
মানসগঙ্গা, কালিন্দী, ভুবন-পাবনী নদী,
কৃষ্ণ যদি তাতে করে স্নান ।
বেণু-ঝুটাধর রস, হঞা লোভে পরবশ,
সেইকালে হর্ষে করে পান ॥ ১৪৬ ॥
এত নদী রহু দূরে, বৃক্ষ সব তার তীরে,
তপ করে পর-উপকারী ।
নদীর শেষ-রস পাঞা, মূলদ্বারে আকর্ষিয়া,
কেনে পিয়ে, বুঝিতে না পারি ॥ ১৪৭ ॥
নিজাঙ্কুরে পুলকিত, পুষ্পে হাস্য বিকসিত,
মধু-মিষে বহে অশ্রুধার ।
বেণুরে মানি' নিজ জাতি, আর্য্যের যেন পুত্র-নাতি,
'বৈষ্ণব' হৈলে আনন্দ-বিকার ॥ ১৪৮ ॥
বেণুর তপ জানি যবে, সেই তপ করি তবে,
এ—অযোগ্য, আমরা—যোগ্যা নারী ।
যাহা না পাঞা দুঃখে মরি, অযোগ্য পিয়ে সহিতে নারি,
তাহা লাগি' তপস্যা বিচারি ॥" ১৪৯ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৪২-১৪৯। কোন গোপী অন্য গোপীদিগকে বলিতেছেন,—'ব্রজেন্দ্রনন্দনের একি আশ্চর্য্যলীলা দেখ। ইনি অবশ্য ব্রজের কন্যাগণকে পরিণয় করিবেন, অতএব গোপীগণ জানেন যে, কৃষ্ণের অধরামৃত—তাঁহাদেরই নিজধন এবং সেই অধরামৃত অপরের লভ্য নয়।' হে গোপীগণ, বিচার করিয়া দেখ যে, এই কৃষ্ণবেণু জন্মান্তরে অবশ্য কোন তীর্থ, কোন তপ, কোন সিদ্ধ-মন্ত্র জপ করিয়াছিল, যদ্দ্বারা সে এরূপ কৃষ্ণাধরসুধা,—যাহার জন্য গোপীগণ প্রাণ ধারণ করিতেছে, তাহা—নিজের 'অমৃত-মুদ্রা' করিয়া লইয়াছে। এই বেণু—অতিশয় অযোগ্য, স্থাবর বংশ-জাতি ; তাহাতে আবার, 'পুরুষজাতি' হইয়া কৃষ্ণাধর-সুধা সর্ব্বদা পান করিয়া থাকে। উহা গোপীদিগের স্বকীয় ধন হইলেও সে তাহাদিগকে না বলিয়া উহা বলাৎকারে পান করে এবং গোপী-দিগকে উচ্চরবে পান করিতে আহ্বান করে। আবার, এই বেণুর তপস্যাফল এবং ভাগ্যবলও দেখ,—ইহার উচ্ছিষ্ট মহাজনগণ পর্য্যন্ত খাইতেছেন ; কৃষ্ণ যখন ভুবনপাবনী কলিন্দ-নন্দিনী ও মানসগঙ্গাতে স্নান করেন, তখন তাহারা (যমুনা ও মানসগঙ্গা-রূপ মহাজনগণ) লোভপরবশ হইয়া বেণুর উচ্ছিষ্ট অধররস হর্ষভরে পান করেন। নদীর কথা দূরে থাকুক, সেই নদীতীরস্থ তাপসসদৃশ পরোপকারী বৃক্ষ-সকলও কি জন্য যে মূলদ্বারা নদীর উপভুক্ত 'শেষরস' আকর্ষণ করিয়া পান করে, তাহা বুঝিতে পারি না। সেইসকল বৃক্ষ নিজ নিজ অঙ্কুরে পুলকিত এবং পুষ্প-বিকাশরূপে হাস্যবিকশিত হইয়া 'মধুমিষে' অর্থাৎ মধুচ্ছলে অশ্রুধারা নিক্ষেপ করে ; মনে হয়, আর্য্যপুরুষদিগের পুত্রপৌত্র বৈষ্ণব হইলে তাহারা যেরূপ আনন্দ-বিকার লাভ করেন, বৃক্ষ-গণ স্ব-বংশীয় বৃক্ষজাতিরূপ বেণুকে সেইরূপ মানিয়া কার্য্য করিতেছেন। এখন কথা এই যে, বেণু—নিতান্ত অযোগ্য, কিন্তু আমরা—যোগ্যা নারী ; বেণুর যে কি তপস্যা, তাহা জানিতে পারিলে আমরাও সেইরূপ তপস্যা করিব। আমাদের মনের কথা

অনুভাষ্য

(স্বাতন্ত্র্যেণ) অবশিষ্টরসং (কেবলমবশিষ্টরসমাত্রং যথা ভবতি, তথা) ভুঙ্ক্তে ; হ্রদিন্যঃ (যাসাং পয়সা পুষ্টঃ তাঃ মাতৃতুল্যাঃ নদ্যঃ) হৃষ্যত্ত্বচঃ (জাত-রোমহর্ষাঃ বিকসিতকমলবন-মিষেণ রোমাঞ্চিতাঃ) [লক্ষ্যন্তে] ; আর্য্যাঃ (কুলবৃদ্ধাঃ) যথা [স্ববংশে ভগবৎসেবকং দৃষ্ট্বা পুলকিতাঃ সন্তঃ অশ্রু মুঞ্চন্তি, তদ্বৎ] তরবঃ (যেষাং বংশে স জাতঃ তে) অশ্রু (মধুধারা-মিষেণ আনন্দাশ্রু) মুমুচুঃ।

১৪৪। 'যে কৈল অমৃতমুদা'—কাহারও মতে, অমৃতকেও যাহা স্বমাধুর্য্যবলে আচ্ছাদন (পরাভূত) করে।

১৪৮। মধু-মিষে—মধুধারা-ছলে (শ্রীধরস্বামি-টীকা দ্রষ্টব্য)।

ইতি অনুভাষ্যে ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

প্রভুর গোপীভাবে কৃষ্ণপ্রেমোন্মাদ ঃ—

এতেক বিলাপ করি', প্রেমাবেশে গৌরহরি,
সঙ্গে লঞা স্বরূপ-রামরায় ।
কভু নাচে, কভু গায়, ভাবাবেশে মূর্চ্ছা যায়,
এইরূপে রাত্রি-দিন যায় ॥ ১৫০ ॥

স্বরূপ, রূপ, সনাতন, রঘুনাথের শ্রীচরণ,
শিরে ধরি' করি যার আশ ।
চৈতন্যচরিতামৃত, অমৃত হৈতে পরামৃত,
গায় দীনহীন কৃষ্ণদাস ॥ ১৫১ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে কালিদাসপ্রসাদ-বিরহোন্মাদ-প্রলাপো নাম ষোড়শঃ পরিচ্ছেদঃ।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

এই যে, অযোগ্য বেণু যে কৃষ্ণাধরামৃত পান করিতেছে, তাহা দেখিয়া আমরা দুঃখে মরিতেছি ; এইজন্যই বেণুর তপস্যা বিচার করিতেছি।

১৪৫। মহাজনে—মানসগঙ্গা ও যমুনা ; ইহারা 'পুণ্য-নদী' বলিয়া 'মহাজন'।

১৪৭। পবিত্র নদী হইলেও ইহারা—নদী, অতএব তাহাদের এই কার্য্য (অর্থাৎ বেণুর উচ্ছিষ্ট কৃষ্ণাধরামৃতরস-পান) সম্ভব হইতে পারে।

১৪৯। এ অযোগ্য—এই বেণু স্থাবর-বস্তু, সুতরাং কৃষ্ণের অধরামৃত পাইতে অযোগ্য।

ইতি অমৃতপ্রবাহ-ভাষ্যে ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

কথাসার—নানারূপ প্রেমোন্মাদের মধ্যে রাত্রিতে দ্বার উদ্ঘাটন না করিয়া তিনটী প্রাচীর উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক মহাপ্রভু যে তৈলঙ্গী-গাভীর মধ্যে কমঠাকারে পড়িয়াছিলেন, তাহাই এই পরিচ্ছেদে বর্ণিত হইয়াছে। (অঃ প্রঃ ভাঃ)

গুরু-মুখে শ্রৌতপন্থায় গৌরের অপ্রাকৃত লীলা-বর্ণন ঃ—

লিখ্যতে শ্রীলগৌরস্য অত্যদ্ভুতমলৌকিকম্ ।
যৈর্দৃষ্টং তন্মুখাচ্ছ্রুত্বা দিব্যোন্মাদ-বিচেষ্টিতম্ ॥ ১ ॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ২ ॥

প্রভুর উন্মাদ ও প্রলাপ ঃ—

এইমত মহাপ্রভু রাত্রি-দিবসে ।
উন্মাদের চেষ্টা প্রলাপ করে প্রেমাবেশে ॥ ৩ ॥

প্রভুর তৎকালীন নিত্যসঙ্গী ঃ—

একদিন প্রভু স্বরূপ-রামানন্দ-সঙ্গে ।
অর্দ্ধরাত্রি গোঞাইলা কৃষ্ণকথা-রঙ্গে ॥ ৪ ॥

স্বরূপের ভাবোপযোগি-গানদ্বারা প্রভুর সেবন ঃ—

যবে যেই ভাব প্রভু করয়ে উদয় ।
ভাবানুরূপ গীত গায় স্বরূপ-মহাশয় ॥ ৫ ॥

প্রভুপ্রিয় গ্রন্থ হইতে রায়ের শ্লোকপাঠ ঃ—

বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, শ্রীগীতগোবিন্দ ।
ভাবানুরূপ শ্লোক পড়েন রায়-রামানন্দ ॥ ৬ ॥

স্বয়ং প্রভুর শ্লোক-পাঠ ও বিলাপোক্তি ঃ—

মধ্যে মধ্যে আপনে প্রভু শ্লোক পড়িয়া ।
শ্লোকের অর্থ করেন প্রভু বিলাপ করিয়া ॥ ৭ ॥

প্রভুর শয়নান্তর উভয়ের প্রস্থান ঃ—

এইমতে নানাভাবে অর্দ্ধরাত্রি হৈল ।
গোসাঞিরে শয়ন করাই' দুঁহে ঘরে গেল ॥ ৮ ॥

প্রভুর উচ্চ নামসঙ্কীর্ত্তন ঃ—

গম্ভীরার দ্বারে গোবিন্দ করিলা শয়ন ।
অর্দ্ধরাত্রিতে প্রভু করেন উচ্চসঙ্কীর্ত্তন ॥ ৯ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১। শ্রীগৌরাঙ্গের অতিশয় অদ্ভুত অলৌকিক দিব্যোন্মাদ-চেষ্টা যাঁহারা (স্বচক্ষে) দেখিয়াছেন, তাঁহাদের মুখ হইতে শ্রবণ করিয়াই লিখিতেছি।

অনুভাষ্য

১। যৈঃ (সৌভাগ্যবদ্ভির্দামোদর-রঘুনাথ-প্রমুখৈঃ অন্তরঙ্গৈঃ ভক্তৈঃ) শ্রীলগৌরেন্দোঃ (গৌরচন্দ্রস্য) অদ্ভুতম্ (অশ্রুতচরম্) অলৌকিকম্ (অদৃষ্টচরং) দিব্যোন্মাদ-বিচেষ্টিতং (মহাভাবান্মত্তে-হিতং) দৃষ্টং (প্রত্যক্ষীকৃতং) তন্মুখাৎ (তেষাং শ্রীগুরূণাং কীর্ত্তন-কারিণাং শ্রীমুখাদেব) তৎ শ্রুত্বা [ময়া] লিখ্যতে।

প্রভুর দিব্যোন্মাদ ঃ—

আচম্বিতে শুনেন প্রভু কৃষ্ণবেণু-গান ।
ভাবাবেশে প্রভু তাঁহা করিলা প্রয়াণ ॥ ১০ ॥
তিনদ্বারে কপাট ঐছে আছে ত' লাগিয়া ।
ভাবাবেশে প্রভু গেলা বাহির হৈঞা ॥ ১১ ॥
সিংহদ্বার-দক্ষিণে আছে তৈলঙ্গী-গাভিগণ ।
তাঁহা যাই' পড়িলা প্রভু হঞা অচেতন ॥ ১২ ॥

প্রভুর শব্দ না শুনিয়া সকলের প্রভু-অন্বেষণ ও প্রাপ্তি ঃ—

এথা গোবিন্দ প্রভুর শব্দ না পাঞা ।
স্বরূপেরে বোলাইল কপাট খুলিয়া ॥ ১৩ ॥
তবে স্বরূপ-গোসাঞি সঙ্গে লঞা ভক্তগণ ।
দেউটি জ্বালিয়া করেন প্রভুর অন্বেষণ ॥ ১৪ ॥
ইতি-উতি অন্বেষিয়া সিংহদ্বারে গেলা ।
গাভিগণ-মধ্যে যাই' প্রভুরে পাইলা ॥ ১৫ ॥

প্রভুর অবস্থা ঃ—

পেটের ভিতর হস্ত-পাদ—কূর্ম্মের আকার ।
মুখে ফেন, পুলকাঙ্গ, নেত্রে অশ্রুধার ॥ ১৬ ॥
অচেতন পড়িয়াছেন,—যেন কুষ্মাণ্ড-ফল ।
বাহিরে জড়িমা, অন্তরে আনন্দ-বিহ্বল ॥ ১৭ ॥
গাভি-সব চৌদিকে শুঁকে প্রভুর শ্রীঅঙ্গ ।
দূর কৈলে নাহি ছাড়ে প্রভুর শ্রীঅঙ্গ-সঙ্গ ॥ ১৮ ॥

প্রভুর চৈতন্যসম্পাদনে বহুযত্ন ও গৃহে আনয়ন ঃ—

অনেক করিলা যত্ন, না হয় চেতন ।
প্রভুরে উঠাঞা ঘরে আনিলা ভক্তগণ ॥ ১৯ ॥

উচ্চসঙ্কীর্ত্তনে প্রভুর চেতন ও অর্দ্ধবাহ্যদশায় আগমন ঃ—

উচ্চ করি' শ্রবণে করে নামসঙ্কীর্ত্তন ।
অনেকক্ষণে মহাপ্রভু পাইলা চেতন ॥ ২০ ॥
চেতন হইলে হস্ত-পাদ বাহিরে আইল ।
পূর্ব্ববৎ যথাযোগ্য শরীর হইল ॥ ২১ ॥

স্বরূপকে নিজাবস্থা-বর্ণন ঃ—

উঠিয়া বসিলেন প্রভু, চাহেন ইতি-উতি ।
স্বরূপে কহেন,—'তুমি আমা আনিলা কতি ?? ২২ ॥
বেণু-শব্দ শুনি' আমি গেলাঙ বৃন্দাবন ।
দেখি,—গোষ্ঠে বেণু বাজায় ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥ ২৩ ॥
সঙ্কেতে বেণুনাদে রাধা গেলা কুঞ্জ-ঘরে ।
কুঞ্জেরে চলিলা কৃষ্ণ ক্রীড়া করিবারে ॥ ২৪ ॥
তাঁর পাছে পাছে আমি করিনু গমন ।
তাঁর ভূষণ-ধ্বনিতে আমার হরিল শ্রবণ ॥ ২৫ ॥
গোপীগণ-সহ বিহার, হাস-পরিহাস ।
কণ্ঠধ্বনি-উক্তি শুনি' মোর কর্ণোল্লাস ॥ ২৬ ॥
হেনকালে তুমি কোলাহল করি' ।
আমা লঞা আইলা বলাৎকার করি' ॥ ২৭ ॥

কৃষ্ণধ্বনিশ্রবণ-বঞ্চিত প্রভুর বিলাপ ঃ—

শুনিতে না পাইনু সেই অমৃতসম বাণী ।
শুনিতে না পাইনু ভূষণ-মুরলীর ধ্বনি ॥" ২৮ ॥
ভাবাবেশে স্বরূপে কহেন গদ্গদ-বাণী ।
"কর্ণ-তৃষ্ণায় মরি, পড় 'রসামৃত' শুনি ॥" ২৯ ॥

গৌরাদেশে স্বরূপের শ্লোকপাঠ ঃ—

স্বরূপ-গোসাঞি প্রভুর ভাব জানিয়া ।
ভাগবতের শ্লোক পড়ে মধুর করিয়া ॥ ৩০ ॥

কৃষ্ণবেণুমাধুর্য্যে সর্ব্ববিধ সেবকই মুগ্ধ ও আকৃষ্ট ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।২৯।৩৭)—

কাস্ত্র্যঙ্গ তে কলপদামৃতবেণুগীত-
সম্মোহিতার্য্যচরিতান্ন চলেৎ ত্রিলোক্যাম্ ।
ত্রৈলোক্য-সৌভগমিদঞ্চ নিরীক্ষ্য রূপং
যদ্‌গোদ্বিজদ্রুমমৃগাঃ পুলকান্যবিভ্রম্ ॥ ৩১ ॥

গোপীভাবাবিষ্ট প্রভুর চিত্রজল্প ঃ—

শুনি' প্রভু গোপীভাবে আবিষ্ট হইলা ।
ভাগবতের শ্লোকার্থ করিতে লাগিলা ॥ ৩২ ॥

কৃষ্ণের প্রতি গোপীর স্বীয় ভাব-বর্ণন (চিত্রজল্প) ঃ—

যথা রাগ—

"হৈল গোপী ভাবাবেশ, কৈল রাসে পরবেশ,
কৃষ্ণের শুনি' উপেক্ষা-বচন ।
কৃষ্ণের মুখ-হাস্য বাণী, ত্যাগে তাহা সত্য মানি',
রোষে কৃষ্ণে দেন ওলাহন ॥ ৩৩ ॥

শ্লোকার্থ বর্ণনারম্ভ ঃ—

'নাগর, কহ, তুমি করিয়া নিশ্চয় ।
এই ত্রিজগৎ ভরি', আছে যত যোগ্যা নারী,
তোমার বেণু কাঁহা না আকর্ষয় ?? ৩৪ ॥ ধ্রু ॥

বেণুমাধুর্য্য-বল-বর্ণন ঃ—

কৈলা জগতে বেণুধ্বনি, সিদ্ধমন্ত্রা যোগিনী,
দূতী হঞা মোহে নারী-মন ।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২৯। কর্ণতৃষ্ণায়—কৃষ্ণগুণ-শ্রবণ-পিপাসায়।

৩৩-৩৮। গোপীগণ ভাবে আবিষ্ট হইয়া রাসলীলায় প্রবেশ-

অনুভাষ্য

১৪। দেউটি—দীপকাষ্ঠ।

৩১। মধ্য, ২৪শ পঃ ৫২ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

মহোৎকণ্ঠা বাড়াঞা, আর্য্যপথ ছাড়াঞা,
আনি' তোমায় করে সমর্পণ ॥ ৩৫ ॥

অপ্রাকৃত নবীন-মদন বা কামদেব অনঙ্গ ঃ—

ধর্ম্ম ছাড়ায় বেণুদ্বারে, হানে কটাক্ষ-কামশরে,
লজ্জা ভয় সকল ছাড়ায় ।
এবে আমায় করি' রোষ, কহি' 'পতিত্যাগে দোষ',
ধার্ম্মিক হঞা ধর্ম্ম শিখাও ॥ ৩৬ ॥
অন্যকথা, অন্যমন, বাহিরে অন্য আচরণ,
এই সব শঠ-পরিপাটি ।
তুমি জান পরিহাস, হয় নারীর সর্ব্বনাশ,
ছাড় এই সব কুটীনাটী ॥ ৩৭ ॥
বেণুনাদ-অমৃত-ঘোলে, অমৃত-সমান মিঠা-বোলে,
অমৃত-সমান ভূষণ-শিঞ্জিত ।
তিন অমৃতে হরে কাণ, হরে মন, হরে প্রাণ,
কেমনে নারী ধরিবেক চিত ??" ৩৮ ॥

রাধাভাবে প্রভুর কৃষ্ণমাধুর্য্যাস্বাদন ঃ—

এত কহি' ক্রোধাবেশে, ভাবের তরঙ্গে ভাসে,
উৎকণ্ঠা-সাগরে ডুবে মন ।
রাধার উৎকণ্ঠা-বাণী, পড়ি' আপনে বাখানি,
কৃষ্ণমাধুর্য্য করে আস্বাদন ॥ ৩৯ ॥

মধুরবিগ্রহ মদনমোহন ঃ—

গোবিন্দলীলামৃতে (৮।৫)—

নদজ্জলদনিস্বনঃ শ্রবণকর্ষিসচ্ছিঞ্জিতঃ
সনর্ম্মরসসূচকাক্ষরপদার্থভঙ্গ্যুক্তিকঃ ।
রমাদিক-বরাঙ্গণা-হৃদয়হারি-বংশীকলঃ
স মে মদনমোহনঃ সখি তনোতি কর্ণস্পৃহাম্ ॥ ৪০ ॥

শ্লোকার্থ ; কৃষ্ণের কণ্ঠধ্বনিমাধুর্য্য-বর্ণন ঃ—

পুনর্যথা রাগ—

"কণ্ঠের গম্ভীর ধ্বনি, নবঘন-ধ্বনি জিনি',
যার গানে কোকিল লাজ পায় ।
তার এক শ্রুতি-কণে, ডুবায় জগতের কাণে,
পুনঃ কাণ বাহুড়ি' না আয় ॥ ৪১ ॥
কহ সখি, কি করি উপায় ?
কৃষ্ণের সে শব্দ-গুণে, হরিলে আমার কাণে,
এবে না পায়, তৃষ্ণায় মরি' যায় ॥ ৪২ ॥ ধ্রু ॥

কৃষ্ণের নূপুরধ্বনি মাধুর্য্য-বর্ণন ঃ—

নূপুর-কিঙ্কিণী-ধ্বনি, হংস-সারস জিনি',
কঙ্কন-ধ্বনি চটকে লাজায় ।
একবার যেই শুনে, ব্যাপি' রহে তার কাণে,
অন্যশব্দ সে কাণে না যায় ॥ ৪৩ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

পূর্ব্বক কৃষ্ণের উপেক্ষা-বচন অর্থাৎ ঔদাসীন্য-বাক্য শ্রবণ করত 'কৃষ্ণ তাঁহাদিগকে ত্যাগ করিলেন'—ইহা সত্য মানিয়া কৃষ্ণকে সরোষ বাক্য কহিতেছেন,—"ওহে নাগর, বল দেখি, এই ত্রিজগতে যত যোগ্যা নারী আছে, তোমার বেণু কাহাকে না আকর্ষণ করে? জগতে তুমি বেণুধ্বনি করিলে, উহা মন্ত্রাদি-সিদ্ধা যোগিনীরূপে দূতী হইয়া নারীগণের মন মোহিত (প্রলোভিত) করে এবং তাহাদের মহা-উৎকণ্ঠা বাড়াইয়া (পতিগুরুজন প্রভৃতির সেবারূপ) বেদবিহিত পথ পরিত্যাগ করাইয়া (পরকীয়া-কান্তাভাবে) তোমার নিকট সমর্পণ করে। সেই বেণু ও কটাক্ষরূপ কামশরদ্বারা আমাদিগকে বিদ্ধ করত ধর্ম্মপথ ও লজ্জা-ভয় ছাড়াইয়া তোমার নিকট আনিয়াছ। কিন্তু পতিত্যাগাদি দোষ দেখাইয়া ও করাইয়া এখন তুমি ধার্ম্মিকের ন্যায় আমাদিগকে ধর্ম্মশিক্ষা দিতেছ! তোমার মন—একপ্রকার, কথা —অন্যপ্রকার ও আচরণ—তৃতীয় প্রকার। এই সব—শঠতা-পারিপাট্য (কৌশলমাত্র) ; তুমি পরিহাস জান, তাহাতে নারীর সর্ব্বনাশ হয়, অতএব এইসব কপটতা ছাড়। একে বেণুনাদরূপ অমৃত-ঘোল, তাহাতে আবার বাক্যামৃতরূপ মিষ্ট-বুলি, তাহাতে আবার অমৃত সমান ভূষণধ্বনি,—এই তিনপ্রকার অমৃত মিলিয়া আমাদের কাণ, মন ও প্রাণ হরণ করিতেছে।

৩৮। শিঞ্জিত—ধ্বনি।

৪০। হে সখি, যাঁহার কণ্ঠস্বর মেঘের ন্যায় গম্ভীর, যাঁহার ভূষণের শব্দ কর্ণকে আকর্ষণ করে, যাঁহার নর্ম্মবাক্যে অনেক ভঙ্গী আছে, যাঁহার মুরলীধ্বনি লক্ষ্মীপ্রভৃতি স্ত্রীগণের হৃদয় আকর্ষণ করে, সেই মদনমোহন আমার কর্ণের স্পৃহা বৃদ্ধি করিতেছেন।

অনুভাষ্য

৩৮। ঘোলে—চলিত-কথায়, 'ঘোল খাওয়ায়' অর্থাৎ আচ্ছাদন বা পরাভব করে ; পাঠান্তরে 'রোলে' অর্থাৎ রবে, শব্দে ; পাঠান্তরে 'উগারে' উদ্গীরণ করে।

৪০। হে সখি, নদজ্জলদনিস্বনঃ (নদতঃ গর্জ্জনশীলস্য জলদস্য মেঘস্য নিস্বনঃ ইব গম্ভীরকণ্ঠধ্বনিঃ যস্য সঃ) শ্রবণকর্ষিসৎ-শিঞ্জিতঃ (গোপীকর্ণস্য কর্ষণে শীলং যস্য তৎ সচ্ছিঞ্জিতঃ সুমধুরং ভূষণানাং ধ্বনিঃ যস্য সঃ) সনর্ম্মরসসূচকাক্ষরপদার্থ-ভঙ্গ্যুক্তিকঃ (নর্ম্মণা সহ বর্ত্তমানৈঃ রসসূচকৈঃ অক্ষরৈঃ পদার্থানাং ভঙ্গী পরিপাটী যস্যাং তথাভূতা উক্তিঃ যস্য সঃ) রমাদিকবরাঙ্গণাহৃদয়-হারী-বংশীকলঃ (রমাদিক-বরাঙ্গণানাং লক্ষ্ম্যাদি-শ্রেষ্ঠরমণীনাং হৃদয়হারিহৃদয়াকর্ষী বংশ্যাঃ কলঃ শব্দঃ যস্য সঃ) মদনমোহনঃ মে (মম) কর্ণস্পৃহাং (শ্রবণাভিলাষং) তনোতি (বর্দ্ধয়তি)।

কৃষ্ণের বচন-মাধুর্য্য-বর্ণন ঃ—

সে শ্রীমুখ-ভাষিত, অমৃত হৈতে পরামৃত,
স্মিত-কর্পূর তাহাতে মিশ্রিত ।
শব্দ, অর্থ,—দুই শক্তি, নানা রস করে ব্যক্তি,
প্রত্যক্ষর—নর্ম্ম-বিভূষিত ॥ ৪৪ ॥

সে অমৃতের এককণ, কর্ণ-চকোর জীবন,
কর্ণ-চকোর জীয়ে সেই আশে ।
ভাগ্যবশে কভু পায়, অভাগ্যে কভু না পায়,
না পাইলে মরমে পিয়াসে ॥ ৪৫ ॥

বেণুধ্বনি-মাধুর্য্য-বর্ণন ঃ—

যেবা বেণু-কলধ্বনি, একবার তাহা শুনি',
জগন্নারী-চিত্ত আউলায় ।
নীবি-বন্ধ পড়ে খসি', বিনা-মূলে হয় দাসী,
বাউলী হঞা কৃষ্ণপাশে ধায় ॥ ৪৬ ॥

লক্ষ্মীরও কৃষ্ণমাধুর্য্যাস্বাদনে লোভ কিন্তু অসামর্থ্য ঃ—

যেবা লক্ষ্মীঠাকুরাণী, তেঁহো যে কাকলী শুনি',
কৃষ্ণ-পাশ আইসে প্রত্যাশায় ।
না পায় কৃষ্ণের সঙ্গ, বাড়ে তৃষ্ণা-তরঙ্গ,
তপ করে, তবু নাহি পায় ॥ ৪৭ ॥

কৃষ্ণসেবাবিহীন কর্ণের গর্হণ ঃ—

এই শব্দামৃত চারি, যার হয় ভাগ্য ভারি,
সেই কর্ণে ইহা করে পান ।
ইহা যেই নাহি শুনে, সে কাণ জন্মিল কেনে,
কাণাকড়ি-সম সেই কাণ ॥" ৪৮ ॥

প্রভুর ভাবশাবল্য ঃ—

করিতে ঐছে বিলাপ, উঠিল উদ্বেগ, ভাব,
মনে কাহো নাহি আলম্বন ।
উদ্বেগ, বিষাদ, মতি, ঔৎসুক্য, ত্রাস, ধৃতি, স্মৃতি,
নানাভাবে হইল মিলন ॥ ৪৯ ॥

কৃষ্ণ বিরহোন্মাদ ঃ—

ভাবশাবল্যে রাধার উক্তি, লীলাশুকে হৈল স্ফূর্ত্তি,
সেই ভাবে পড়ে এক শ্লোক ।
উন্মাদের সামর্থ্যে, সেই শ্লোকের করে অর্থে,
যেই অর্থ নাহি জানে লোক ॥ ৫০ ॥

শ্রীরাধার উক্তি ঃ—

বিল্বমঙ্গল-কৃত কৃষ্ণকর্ণামৃতে (৪২)—

কিমিহ কৃণুমঃ কস্য ব্রূমঃ কৃতং কৃতমাশয়া
কথয়ত কথমন্যাং ধন্যামহো হৃদয়েশয়ঃ ।
মধুরমধুরস্মেরাকারে মনোনয়নোৎসবে
কৃপণকৃপণা কৃষ্ণে তৃষ্ণা চিরং বত লম্বতে ॥ ৫১ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৪১-৪৮। নবীনমেঘের ধ্বনিকে পরাজয় করিয়া যাঁহার কণ্ঠের গভীর ধ্বনি বিরাজমান ; যাঁহার মিষ্ট গানে কোকিল লজ্জা পায়,—যাঁহার সামান্য কিছুমাত্র কর্ণগত হইলেই জগতের (অন্যান্য) কাণকে (শব্দকে) এমন নিমগ্ন (পরাভূত) করে, যে সেই কাণ আর ফিরিয়া আসিতে পারে না ; হে সখি, কৃষ্ণের সেই শব্দগুণে আমার কর্ণ অপহৃত হইয়াছে, এখন তাহা না পাইয়া আমাকে তৃষ্ণায় মরিতে হইতেছে। তাঁহার নূপুর-কিঙ্কিণী-ধ্বনি হংস-সারস-স্বরকে পরাজয় করে, তাঁহার কঙ্কণধ্বনি চটক-পক্ষীকে লজ্জা দেয়। যাহার কাণে একবার উহা প্রবেশ করে, সে অন্য কোন শব্দকেই কাণে প্রবেশ করিতে দেয় না। কৃষ্ণের বচন-মাধুরী—অমৃত অপেক্ষাও পরম অমৃতময়ী ; তাহা আবার হাস্যরূপ কর্পূর মিশ্রিত ; তাহা শব্দশক্তি, অর্থশক্তি ও শৃঙ্গারাদি নানারসের ব্যঞ্জনা করে এবং তাহার প্রতি-অক্ষর—নর্ম্ম অর্থাৎ পরিহাস-ভূষিত। সেই অমৃতের এককণ (বিন্দু)—কর্ণরূপ চকোরের জীবনস্বরূপ ; তাহার আশাতেই কর্ণচকোর জীবিত থাকে ; কখনও ভাগ্যবশতঃ উহা প্রাপ্ত হয়, কখনও অভাগ্যবশে উহা পায় না ; যখন পায় না, তখন পিপাসায় সে মরণাপন্ন হয়; আবার তাঁহার বেণুকলধ্বনি একবার শুনিলে জগন্নারীর চিত্ত এলাইয়া (শিথিল হইয়া) পড়ে, নীবিবন্ধ খসিয়া পড়ে এবং তাহারা বিনামূল্যের দাসী হইয়া বাতুলিনীর ন্যায় কৃষ্ণের নিকট ধাবমানা হয়। আবার লক্ষ্মীঠাকুরাণী তাঁহার কাকলী-রব শ্রবণ করত প্রত্যাশাপূর্ব্বক কৃষ্ণের নিকট আসিয়াও কৃষ্ণসঙ্গ না পাওয়ায় তাঁহার তৃষ্ণা-তরঙ্গ বৃদ্ধি পায় ; সেই আশায় তিনি তপস্যা করিয়াও কৃষ্ণকে লাভ করিতে পারেন না। এই চারি-প্রকার শব্দামৃত অর্থাৎ বচন, নূপুরকঙ্কন-শব্দ, কণ্ঠধ্বনি ও মুরলীধ্বনি ভাগ্যবান্ লোকেরই কর্ণে প্রবেশ করে। যাঁহার কর্ণে এই শব্দামৃতচতুষ্টয় প্রবেশ করে নাই, সেই কাণের জন্মই বৃথা ; কাণাকাড়ির ন্যায় তাহা—নিরর্থক।

৪৩। চটক—পক্ষিবিশেষ।

৪৪। 'শব্দ, অর্থ, দুই শক্তি'—'অভিধা' ও 'লক্ষণা', এই দুই শব্দশক্তি ; তন্মধ্যে অর্থালঙ্কার প্রভৃতিই অর্থশক্তি।

৫০। লীলাশুক—বিল্বমঙ্গল গোস্বামী।

৫১। হায়, আমি কি করিব! কাহাকেই বা বলিব! তাঁহার

অনুভাষ্য

৫০। পাঠান্তরে—লীলাসুখ।

৫১। হে সখ্যঃ, [তৎ] ইহ (বিপ্রলম্ভে বৈশসে) কিং কৃণুমঃ

শ্লোকার্থ ; শ্রীমতীর কৃষ্ণবিরহ-ব্যাকুলতা-বর্ণন ঃ—

যথা রাগ—

"এই কৃষ্ণের বিরহে, উদ্বেগে মন স্থির নহে,
প্রাপ্ত্যুপায় চিন্তন না যায় ।
যেবা তুমি সখীগণ, বিষাদে বাউল মন,
কারে পুছোঁ, কে কহে উপায়!! ৫২ ॥
হাহা সখি, কি করি উপায়!
ক্যা করোঁ, কাঁহা যাঙ, কাঁহা গেলে কৃষ্ণ পাঙ,
কৃষ্ণ বিনা প্রাণ মোর যায় ॥" ৫৩ ॥

নৈরাশ্যের আকাঙ্ক্ষা ও আদর ঃ—

ক্ষণে মন স্থির হয়, তবে মনে বিচারয়,
বলিতে হইল ভাবোদগম ।
পিঙ্গলার বচন-স্মৃতি, করাইল ভাব-মতি,
তাতে করে অর্থ নির্দ্ধারণ ॥ ৫৪ ॥

কৃষ্ণ-বিস্মরণ-চেষ্টা ঃ—

"দেখি এই উপায়ে, কৃষ্ণ-আশা ছাড়ি দিয়ে,
আশা ছাড়িলে সুখী হয় মন ।
ছাড়ি' কৃষ্ণকথা অধন্য, কহ অন্যকথা ধন্য,
যাতে হয় কৃষ্ণবিস্মরণ ॥" ৫৫ ॥

কৃষ্ণকর্ত্তৃক অপ্রাকৃত কামদেবস্বরূপে হৃদয়াধিকার ঃ—

কহিতে হইল স্মৃতি, চিত্তে হৈল কৃষ্ণস্ফূর্ত্তি,
সখীরে কহে হঞা বিস্মিতে ।
"যারে চাহি ছাড়িতে, সে শুঞা আছে চিত্তে,
কোন রীতে না পারি ছাড়িতে ॥ ৫৬ ॥
রাধাভাবের স্বভাব আন, কৃষ্ণে করায় 'কাম'-জ্ঞান,
কাম-জ্ঞানে ত্রাস হৈল চিত্তে ।
কহে, যে জগৎ মারে, সে পশিল অন্তরে,
এই বৈরী না দেয় পাসরিতে ॥" ৫৭ ॥

কৃষ্ণার্থে ঔৎসুক্য ঃ—

ঔৎসুক্যের প্রাধান্য, জিনি' অন্য ভাব-সৈন্য,
উদয় হৈল নিজ রাজ্য-মনে ।
মনে হইল লালস, না হয় আপন-বশ,
দুঃখে মনে করেন ভর্ৎসনে ॥ ৫৮ ॥

শ্রীমতীর কৃষ্ণপরতন্ত্রতা ঃ—

"মন মোর বাম-দীন, জল বিনা যেন মীন,
কৃষ্ণ বিনা ক্ষণে মরি' যায় ।
মধুর হাস্য বদনে, মন-নেত্র-রসায়নে,
কৃষ্ণতৃষ্ণা দ্বিগুণ বাড়ায় ॥ ৫৯ ॥

কৃষ্ণ-বিরহে বিলাপ ঃ—

হাহা কৃষ্ণ প্রাণধন, হাহা পদ্মলোচন,
হাহা দিব্য সদ্‌গুণ-সাগর ।
হাহা শ্যামসুন্দর, হাহা পীতাম্বরধর,
হাহা রাসবিলাস নাগর!! ৬০ ॥

বিরহিণী রাধার ভাবে প্রভুর ধাবন ঃ—

কাঁহা গেলে তোমা পাই, তুমি কহ,—তাঁহা যাই,"
এত কহি' চলিলা ধাঞা ।
স্বরূপ উঠি' কোলে করি', প্রভুরে আনিল ধরি',
নিজ স্থানে বসাইলা নিয়া ॥ ৬১ ॥

স্বরূপের চেষ্টায় চৈতন্য-লাভ ; স্বরূপের ভাবোপযোগি-গান ঃ—

ক্ষণেকে প্রভুর বাহ্য হৈলা, স্বরূপেরে আজ্ঞা দিলা,
"স্বরূপ, কিছু কর মধুর গান ।"

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

আশায় যাহা করিয়াছি, সেই পর্য্যন্ত থাকুক, এখন অন্য ধন্য (ভাল) কথা বল। (কামরূপে) তিনি আমার হৃদয়ে শয়ন করিয়াছেন, অতএব তাঁহার কথা কিরূপেই বা ছাড়িব? সেই মধুর-হাস্য-মূর্ত্তি মনোনয়নোৎসবরূপ কৃষ্ণে আমার দৈন্যভাবময়ী (দীনা) তৃষ্ণা সর্ব্বদা বৃদ্ধি অবলম্বন করিতেছে (বাড়িতেছে)।

৫৪। পিঙ্গলার বচন-স্মৃতি,—পিঙ্গলা-বেশ্যা যে বলিয়াছিল, "আশা হি পরমং দুঃখং, নৈরাশ্যং পরমং সুখম্‌" সেই কথা স্মরণ করিয়া তাহাতে ভাবোদয় করাইয়া অর্থ নির্দ্ধারণ করিতে লাগিলেন।

৫৭। 'কৃষ্ণে করায় কামজ্ঞান'—কৃষ্ণকে কন্দর্পবোধ করায়।

৫৯। বাম-দীন—বাম্যভাবপ্রযুক্ত দীন ; মন ও নেত্রের রসায়নস্বরূপ মধুরহাস্যবদনযুক্ত কৃষ্ণে দ্বিগুণ তৃষ্ণা বাড়ায়।

অনুভাষ্য

[যেন তদ্দর্শনং স্যাৎ?] কস্য ভ্রমঃ [যূয়ম্‌ অপি তুল্যাবস্থাঃ এব, তস্য] আশয়া (কৃষ্ণলাভাশয়া) যৎকৃতম্‌ (অনুষ্ঠিতং), তৎ কৃতম্‌; অন্যাং (কামপি) ধন্যাং (পুণ্যাং) কথাং কথয়ত ; অহো (কষ্টম্‌) হৃদয়েশয়ঃ (কামঃ শত্রুঃ মম হৃদয়মধ্যে বসতীতি ন ত্যাজ্যঃ অতঃ অয়মেব মাং মারয়তীতি কিং কুর্ম্মঃ?) বত (খেদে) মধুর-মধুরস্মেরাকারে (মধুরাদপি মধুরঃ স্মেরঃ মদনমদাদিভিঃ উৎফুল্লশ্চ আকারঃ আকৃতিঃ যস্য তস্মিন্‌) মনোনয়নোৎসবে (মনো-নয়নয়োঃ উৎসব যস্মাৎ তস্মিন্‌) কৃষ্ণে কৃপণকৃপণা (কৃপণা-দপি কৃপণা উৎকণ্ঠয়া সুকাতরা) তৃষ্ণা চিরম্‌ (অনুক্ষণং) লম্বতে (বর্দ্ধতে)।

৫৪। পিঙ্গলোপাখ্যান ;—ভাঃ ১১।৮।২২-৪৪ সংখ্যা এবং মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত মোক্ষধর্ম্ম-পর্ব্বে ১৭৪ অঃ দ্রষ্টব্য।

স্বরূপ গায় বিদ্যাপতি, গীতগোবিন্দ-গীতি,
শুনি' প্রভুর জুড়াইল কাণ ॥ ৬২ ॥

প্রভুর দিব্যোন্মাদাদি মহাভাব—মর্ত্ত্যবুদ্ধিতে অপরিমেয় ঃ—

এইমত মহাপ্রভু প্রতিরাত্রি-দিনে ।
উন্মাদ-চেষ্টিত হয় প্রলাপ-বচনে ॥ ৬৩ ॥
একদিনে যত হয় ভাবের বিকার ।
সহস্র মুখেতে বর্ণে যদি, নাহি পায় পার ॥ ৬৪ ॥
জীব দীন কি করিবে, তাহার বর্ণন ।
শাখা-চন্দ্র-ন্যায় করি' দিগ্‌দরশন ॥ ৬৫ ॥

প্রভুর দিব্যোন্মাদ-শ্রবণে প্রেমতত্ত্বজ্ঞানোদয় ঃ—

ইহা যেই শুনে, তার জুড়ায় মন-কাণ ।
অলৌকিক গূঢ়প্রেম চেষ্টা হয় জ্ঞান ॥ ৬৬ ॥

শ্রীমতীর ভাবে প্রভুর স্বয়ং কৃষ্ণপ্রেমাস্বাদন ও জীবে তদ্বিতরণ ঃ—

অদ্ভুত নিগূঢ় প্রেমের মাধুর্য্য-মহিমা ।
আপনি আস্বাদি' প্রভু দেখাইলা সীমা ॥ ৬৭ ॥

মহাবদান্য ও কৃষ্ণপ্রেম-প্রদাতা ঃ—

অদ্ভুত-দয়ালু চৈতন্য—অদ্ভুত-বদান্য ।
ঐছে দয়ালু দাতা লোকে শুনে নাহি অন্য ॥ ৬৮ ॥

চৈতন্য-ভজনেই কৃষ্ণপ্রেমলাভ ঃ—

সর্ব্বভাবে ভজ, লোক, চৈতন্য-চরণ ।
যাহা হৈতে পাইবা কৃষ্ণপ্রেমামৃত-ধন ॥ ৬৯ ॥

প্রভুর দিব্যোন্মাদ (উদ্‌ঘূর্ণা ও চিত্রজল্প) বর্ণিত ঃ—

এই ত' কহিলুঁ প্রভুর 'কূর্ম্মাকৃতি'-ভাব ।
উন্মাদ-চেষ্টিত তাতে উন্মাদ-প্রলাপ ॥ ৭০ ॥

রঘুনাথকর্ত্তৃক স্ব-গ্রন্থে প্রভুলীলা-বর্ণিত ঃ—

এই লীলা স্বগ্রন্থে রঘুনাথ-দাস ।
চৈতন্যস্তবকল্পবৃক্ষে করিয়াছেন প্রকাশ ॥ ৭১ ॥

স্তবাবলীতে চৈতন্যস্তবকল্পবৃক্ষ-স্তবে (৫)—

অনুদ্ঘাট্য দ্বারত্রয়মুরু চ ভিত্তিত্রয়মহো
বিলঙ্ঘ্যোচ্চৈঃ কালিঙ্গিকসুরভিমধ্যে নিপতিতঃ ।
তনূদ্যৎসঙ্কোচাৎ কমঠ ইব কৃষ্ণোরুবিরহাৎ
বিরাজন্ গৌরাঙ্গো হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি ॥ ৭২ ॥

শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ৭৩ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে কূর্ম্মাকারানুভাবোন্মাদ-প্রলাপো নাম সপ্তদশঃ পরিচ্ছেদঃ।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৭২। বদ্ধ দ্বারত্রয় খোলা হয় নাই, অথচ সেই ঘর হইতে বাহির হইয়া তিনটী প্রাচীর উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক তৈলঙ্গী-গাভী-দিগের মধ্যে নিপতিত শরীর সমস্ত সঙ্কোচপূর্ব্বক কৃষ্ণবিরহে কমঠাকৃতি হইয়া যে শ্রীগৌরাঙ্গদেব বিরাজ করিয়াছিলেন, তিনি আমার হৃদয়ে উদিত হইয়া আমাকে উন্মত্ত করিতেছেন।

ইতি অমৃতপ্রবাহ-ভাষ্যে সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

অনুভাষ্য

৫৭। মারে—'মার' অর্থাৎ কামদেবরূপে পরাজয় করে।

৬৫। শ্রীগৌরাঙ্গের দিব্যোন্মাদ-চেষ্টাবিষয়িণী লীলা বর্ণন করিতে সহস্রমুখে অনন্ত-শক্তিমান্ অনন্তদেবও সমর্থ নহেন ; আমি—দীন শক্তিহীন, নিতান্ত অসমর্থ জীব, সুতরাং সম্যগ্‌ভাবে গৌরলীলা বর্ণন করিতে সমর্থ হই নাই ; তথাপি দিক্ নিরূপণ করিবার জন্য শাখাচন্দ্রন্যায়-মাত্র অবলম্বন করিয়াছি।

অনুভাষ্য

৬৯। সর্ব্বভাবে—সর্ব্বতোভাবে, একান্তভাবে।

৭২। অহো, [কাশীমিশ্রগৃহে] দ্বারত্রয়ম্ অনুদ্ঘাট্য (অনুন্মুচ্য) উরু (উন্নতং) ভিত্তিত্রয়ং (প্রাচীরত্রয়ং) চ উচ্চৈঃ বিলঙ্ঘ্য (উল্লঙ্ঘ্য) কালিঙ্গিকসুরভিমধ্যে (ত্রৈলঙ্গদেশান্তর্গত করিঙ্গ-দেশোদ্ভব-গোষু মধ্যে) নিপতিতঃ কৃষ্ণোরুবিরহাৎ (কৃষ্ণস্য বিষমবিচ্ছেদাৎ) তনূদ্যৎসঙ্কোচাৎ (তনৌ শরীরে উদ্যন্ যঃ সঙ্কোচঃ খর্ব্বত্বং তস্মাৎ) কমঠঃ (কূর্ম্মঃ) ইব বিরাজন্ গৌরাঙ্গঃ মম হৃদয়ে উদয়ন্ মাং মদয়তি (আনন্দয়তি)।

গোদাবরীনদী যে-স্থানে সমুদ্রে সঙ্গতা হইয়াছে, তথায় তৈলঙ্গদেশের রাজধানী 'করিঙ্গ' বা 'দক্ষিণ কলিঙ্গ' অবস্থিত ছিল। তৈলঙ্গী গাইকে সংস্কৃতভাষায় 'কালিঙ্গিক-সুরভি' বলিয়া লিখিত হইয়াছে।

ইতি অনুভাষ্যে সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

কথাসার—শরজ্জ্যোৎস্না-রাত্রিতে কোনদিবস মহাপ্রভু আইটোটা হইতে সমুদ্র দর্শনপূর্ব্বক তাহাতে যমুনা-ভ্রমবশতঃ জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িলেন ;—রাধাকৃষ্ণের জলকেলি-লীলা-স্বাদনই এই লীলার তাৎপর্য্য। এইরূপে ভাসিতে ভাসিতে প্রভু কোণার্কের দিকে চলিলেন। কোন জালিয়া 'বড়মাছ' বলিয়া তাঁহাকে জালদ্বারা টানিয়া দেখিল যে, অচৈতন্যাবস্থায় প্রভুর আকৃতি অত্যন্ত বিকৃত হইয়াছে। তাঁহাকে স্পর্শ করিবা-মাত্র তাহার প্রেমাবেশ হইল। সে ভয় করিল যে, আমার

(স্কন্ধে) এই ভূতটা পাইয়া বসিয়াছে। এই মনে করিয়া সে ওঝার নিকট যাইতেছিল, এমত সময় মহাপ্রভুকে নানাস্থানে নানাপ্রকারে অন্বেষণ করিয়া স্বরূপগোস্বামী প্রভৃতি তীরে তীরে আসিতে তাহার সহিত দেখা হইল। তাঁহাদের জিজ্ঞাসাক্রমে সে আপনার সমস্ত বৃত্তান্ত বলায় স্বরূপ-

যমুনা-জ্ঞানে সমুদ্রে ভাসমান কৃষ্ণবিরহী প্রভুর কৃপা-যাচ্ঞা ঃ—

শরজ্জ্যোৎস্না-সিন্ধোরবকলনয়া জাতযমুনা-
ভ্রমাদ্ধাবন্ যোঽস্মিন্ হরিবিরহতাপার্ণব ইব।
নিমগ্নো মূর্চ্ছানঃ পয়সি নিবসন্ রাত্রিমখিলাং
প্রভাতে প্রাপ্তঃ স্বৈরবতু স শচীসূনুরিহ নঃ ॥ ১ ॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ২ ॥

প্রভুর তীব্র কৃষ্ণবিরহ ঃ—

এইমতে মহাপ্রভু নীলাচলে বৈসে।
রাত্রি-দিনে কৃষ্ণবিচ্ছেদার্ণবে ভাসে ॥ ৩ ॥

শারদীয় জ্যোৎস্নারাত্রিতে রাসলীলার উদ্দীপন ঃ—

শরৎকালের রাত্রি, সব চন্দ্রিকা-উজ্জ্বল।
প্রভু নিজগণ লঞা বেড়ান রাত্রিসকল ॥ ৪ ॥
উদ্যানে উদ্যানে ভ্রমেন কৌতুক দেখিতে।
রাসলীলার গীত-শ্লোক পড়িতে শুনিতে ॥ ৫ ॥
কভু প্রেমাবেশে করেন গান, নর্ত্তন।
কভু প্রেমাবেশে রাসলীলানুকরণ ॥ ৬ ॥
কভু ভাবোন্মাদে প্রভু ইতি-উতি ধায়।
ভূমে পড়ি' কভু মূর্চ্ছা, কভু পড়ি' যায় ॥ ৭ ॥
রাসলীলার এক শ্লোক যবে পড়ে, শুনে।
পূর্ব্ববৎ তবে অর্থ করেন আপনে ॥ ৮ ॥

সমগ্র রাসপঞ্চাধ্যায়ের পাঠ ও ব্যাখ্যায় প্রভুর যুগপৎ হর্ষ ও বিষাদ ঃ—

এইমত রাসলীলায় হয় যত শ্লোক।
সবার অর্থ করে, পায় কভু হর্ষ-শোক ॥ ৯ ॥

গোস্বামী দেখিলেন যে, সেই জালিয়া প্রভুকে তীরে তুলিয়াছে। কৃষ্ণনামের চাপড় দিয়া জালিয়ার ভয়রূপ ভূত ছাড়াইলেন। পরে মহাপ্রভুকে নামকীর্ত্তনের দ্বারা সচেতন করত উঠাইয়া তাঁহার লীলা শ্রবণ করত তাঁহাকে গৃহে আনিলেন। (অঃ প্রঃ ভাঃ)

গ্রন্থবাহুল্য-ভয়ে তদ্বর্ণনা-বিরতি ঃ—

সে-সব শ্লোকের অর্থ, সে-সব 'বিকার'।
সে-সব বর্ণিতে গ্রন্থ হয় অতি বিস্তার ॥ ১০ ॥
দ্বাদশ বৎসরে যে যে লীলা ক্ষণে-ক্ষণে।
অতি বাহুল্য-ভয়ে গ্রন্থ না কৈলুঁ লিখনে ॥ ১১ ॥

পূর্ব্বে কেবল দিঙ্মাত্র নির্দ্দিষ্ট ঃ—

পূর্ব্বে যেই দেখাঞাছি দিক্‌দরশন।
তৈছে জানিহ 'বিকার' 'প্রলাপ'-বর্ণন ॥ ১২ ॥

ভগবান্ শেষেরও প্রভুর লীলা-পরিমাণে অসামর্থ্য ঃ—

সহস্র-বদনে যবে কহয়ে 'অনন্ত'।
একদিনের লীলার তবু নাহি পায় অন্ত ॥ ১৩ ॥

স্বর্গের লেখকশ্রেষ্ঠ গণেশের পক্ষে উহা নিতান্তই অসম্ভব ঃ—

কোটিযুগ পর্য্যন্ত যদি লিখয়ে গণেশ।
একদিনের লীলার তবু নাহি পায় শেষ ॥ ১৪ ॥

গোপীর প্রেমদর্শনে স্বয়ং কৃষ্ণেরও বিস্ময় ঃ—

ভক্তের প্রেম-বিকার দেখি' কৃষ্ণের চমৎকার।
কৃষ্ণ যার না পায় অন্ত, কেবা ছার আর ?? ১৫ ॥

গোপীপ্রেম-নির্দ্ধার ও আস্বাদন-পরিমাণার্থ কৃষ্ণের গোপীভাব-স্বীকার ঃ—

ভক্ত-প্রেমার যে-দশা, যে-গতি-প্রকার।
যত দুঃখ, যত সুখ, যতেক বিকার ॥ ১৬ ॥
কৃষ্ণ তাহা সম্যক্ না পারে জানিতে।
ভক্তভাব অঙ্গীকারে, তাহা আস্বাদিতে ॥ ১৭ ॥

কৃষ্ণপ্রেমার অদ্ভুত বিক্রম ঃ—

কৃষ্ণেরে নাচায় প্রেমা, ভক্তেরে নাচাই'।
আপনে নাচয়ে—তিনে নাচে একঠাঞি ॥ ১৮ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১। যিনি শরজ্জ্যোৎস্না-রাত্রিতে সমুদ্রকে দেখিয়া যমুনা-ভ্রমে হরিবিরহ-তাপার্ণবে নিমগ্ন হইয়া জলমধ্যে পড়িয়া সমস্ত রাত্রি মূর্চ্ছিত ছিলেন এবং প্রভাতে (স্বরূপাদি নিজ-অন্তরঙ্গ-গণকর্ত্তৃক) প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেই শচীনন্দন নিজ-লীলাদ্বারা আমাদিগকে পালন করুন।

অনুভাষ্য

১। যঃ (শচীনন্দনঃ) শরজ্জ্যোৎস্না-সিন্ধোঃ (শরদি শরৎ-কালীয়মেঘরহিতে ব্যোম্নি বা জ্যোৎস্না তয়া বিভাবিতঃ যঃ সিন্ধুঃ তস্য) অবকলনয়া (সন্দর্শনেন) জাতযমুনা-ভ্রমাৎ (জাতঃ যঃ যমুনায়াঃ ভ্রমঃ তস্মাৎ হেতোঃ) ধাবন্ হরিবিরহতাপার্ণবে (কৃষ্ণবিচ্ছেদক্লেশসমুদ্রে) ইব অস্মিন্ (পয়সি) মূর্চ্ছানঃ (নিমগ্নঃ সন্) অখিলাং (সমস্তাং) রাত্রিং নিবসন্ প্রভাতে স্বৈঃ (স্বীয়ৈঃ অন্তরঙ্গভক্তৈঃ) প্রাপ্তঃ, সঃ শচীসূনুঃ (গৌরঃ) ইহ নঃ (অস্মান্) অবতু (রক্ষতু)।

কৃষ্ণমাধুর্য্যাস্বাদনরূপ প্রেমা—স্বয়ং ভগবানেরও বর্ণন-ক্ষমতাতীত ঃ—

প্রেমার বিকার বর্ণিতে চাহে যেই জন।
চান্দ ধরিতে চাহে, যেন হঞা 'বামন' ॥ ১৯ ॥

চিৎপরমাণু-কণ জীবের অপ্রাকৃত কৃষ্ণপ্রেমসিন্ধুর বিন্দুমাত্র-স্পর্শেই অধিকার ঃ—

বায়ু যৈছে সিন্ধুজলের হরে এক 'কণ'।
কৃষ্ণপ্রেম-কণ তৈছে জীবের স্পর্শন ॥ ২০ ॥
ক্ষণে ক্ষণে উঠে প্রেমার তরঙ্গ অনন্ত।
জীব ছার কাঁহা তার পাইবেক অন্ত?? ২১ ॥

স্বরূপ ও রামরায়াদি কৃষ্ণশক্তিবর্গেরই প্রভুর ভাবানুভূতিতে অধিকার ঃ—

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য যাহা করেন আস্বাদন।
সবে এক জানে তাহা স্বরূপাদি 'গণ' ॥ ২২ ॥
জীব হঞা করে যেই তাহার বর্ণন।
আপনা শোধিতে তার ছোঁয়ে এক 'কণ' ॥ ২৩ ॥

গোপীসহ কৃষ্ণের জলকেলি-শ্লোক পাঠ ঃ—

এইমত রাসের শ্লোক সকল পড়িলা।
শেষে জলকেলির শ্লোক পড়িতে লাগিলা ॥ ২৪ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৩৩।২৩)—

তাভির্যুতঃ শ্রমমপোহিতুমঙ্গসঙ্গ-
ঘৃষ্টস্রজঃ স কুচকুঙ্কুমরঞ্জিতায়াঃ।
গন্ধর্ব্বপালিভিরণুদ্রুত আবিশদ্বাঃ
শ্রান্তো গজীভিরিভরাড়িব ভিন্নসেতুঃ ॥ ২৫ ॥

যমুনাজ্ঞানে সমুদ্রে প্রভুর ঝম্প ও মূর্চ্ছা ঃ—

এইমত মহাপ্রভু ভ্রমিতে ভ্রমিতে।
আইটোটা হৈতে সমুদ্র দেখেন আচম্বিতে ॥ ২৬ ॥
চন্দ্রকান্ত্যে উথলিল তরঙ্গ উজ্জ্বল।
ঝলমল করে,—যেন 'যমুনার জল' ॥ ২৭ ॥
যমুনার ভ্রমে প্রভু ধাঞা চলিলা।
অলক্ষিতে যাই' সিন্ধুজলে ঝাঁপ দিলা ॥ ২৮ ॥
পড়িতেই হৈল মূর্চ্ছা, কিছুই না জানে।
কভু ডুবায়, কভু ভাসায় তরঙ্গের গণে ॥ ২৯ ॥
তরঙ্গে বহিয়া ফিরে,—যেন শুষ্ক কাষ্ঠ।
কে বুঝিতে পারে এই চৈতন্যের নাট?? ৩০ ॥

মূর্চ্ছিতাবস্থায় ভাসিয়া কোণার্কাভিমুখে গমন ঃ—

কোণার্কের দিকে প্রভুরে তরঙ্গে লঞা যায়।
কভু ডুবাঞা রাখে, কভু ভাসাঞা লঞা যায় ॥ ৩১ ॥

ভাবে নিমগ্ন গোপী-কিঙ্করী-অভিমানী প্রভুর উদ্‌ঘূর্ণা ঃ—

যমুনাতে জলকেলি গোপীগণ-সঙ্গে।
কৃষ্ণ করেন, মহাপ্রভু মগ্ন সেই রঙ্গে ॥ ৩২ ॥

স্বরূপাদিকর্ত্তৃক প্রভুর অন্বেষণ ঃ—

ইঁহা স্বরূপাদিগণ প্রভু না দেখিয়া।
'কাঁহা গেলা প্রভু?' কহে চমকিত হঞা ॥ ৩৩ ॥

নিরঙ্কুশ ইচ্ছাশক্তি-পরিচালক প্রভুকে স্বতন্ত্র-জ্ঞান ঃ—

মনোবেগে গেলা প্রভু, দেখিতে নারিলা।
প্রভুরে না দেখিয়া সংশয় করিতে লাগিলা ॥ ৩৪ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২৫। গজীগণসহ গজরাজ যেরূপ জলক্রীড়া করে, তদ্রূপ লোক-ধর্ম্মাতীত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণের সহিত রাসলীলায় শ্রান্ত হইয়া গন্ধর্ব্বপতিগণের ন্যায় অলিগণের দ্বারা অনুগত (পশ্চাৎ পশ্চাৎ অনুসৃত) হইয়া শ্রম অপনোদন করিবার আশায় জলে প্রবেশ করিলেন। সে-সময়ে গোপীর কুচকুঙ্কুম-রঞ্জিত মালা তাহাদের অঙ্গসঙ্গদ্বারা ঘৃষ্ট (মর্দ্দিত) হইয়াছিল।

৩১। কোণার্ক—'অর্কতীর্থ', যাহাকে আজকাল 'কোণারক' বলে।

অনুভাষ্য

৯। কৃষ্ণের সম্ভোগ-লীলায় 'হর্ষ' আর গোপীগণের বিপ্রলম্ভ-লীলায় 'বিষাদ'।

২৫। শুদ্ধচিত্ত পরীক্ষিতের নিকট মহাভাগবত পরমহংসকুল-চূড়ামণি শ্রীশুকদেব অপ্রাকৃত গোপীগণসহ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত রাসক্রীড়া বর্ণন করিতেছেন,—

শ্রান্তঃ, সঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) শ্রমং (ক্রীড়া-ক্লান্তিম্) অপোহিতুম্ (অপনেতুম্) অঙ্গসঙ্গঘৃষ্টস্রজঃ (অঙ্গসঙ্গেন ঘৃষ্টা সম্মর্দ্দিতা স্রক্ কুন্দমালা তস্যাঃ অতএব) কুচকুঙ্কুমরঞ্জিতায়াঃ (কুচকুঙ্কুমেন রঞ্জিতায়াঃ সম্বন্ধিভিঃ) গন্ধর্ব্বপালিভিঃ (গন্ধর্ব্বপাঃ গন্ধর্ব্বপতয়ঃ ইব গায়ন্তি যে অলয়ঃ তৈঃ) অনুদ্রুতঃ (অনুসৃতঃ সন্ তাভিঃ যুতঃ) ভিন্নসেতুঃ (বিদারিতবপ্রঃ স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণস্তু অতিক্রান্ত-লোকমর্য্যাদঃ) গজীভিঃ ইভরাট্ (গজেন্দ্রঃ ইব) বাঃ (জলম্) আবিশৎ।

৩১। কোণার্ক—উত্তর-অক্ষাংশ ১৯° ৫৩' ২৫''; পুরী হইতে ১৯ মাইল উত্তরে সমুদ্রতটে স্থিত। ত্রয়োদশ-শক-শতাব্দীর প্রারম্ভে এস্থানে স্থাপত্য নৈপুণ্যের উৎকৃষ্ট নিদর্শন কৃষ্ণ-প্রস্তরময় সূর্য্য-মন্দির-নির্ম্মাণের প্রয়াস হয়।

৩২। অন্ত্য ১৮শ পঃ ৮০-৮২ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

মনে মনে বিতর্ক ঃ—

'জগন্নাথ দেখিতে, কিবা দেবালয়ে গেলা?
অন্য উদ্যানে কিবা উন্মাদে পড়িলা?? ৩৫ ॥
গুণ্ডিচা-মন্দিরে গেলা, কিবা নরেন্দ্রেরে?
চটক-পর্ব্বতে গেলা, কিবা কোণার্কেরে??' ৩৬ ॥

সমুদ্রতীরে গমন ঃ—

এত বলি' সবে ফিরে প্রভুরে চাহিয়া।
সমুদ্রের তীরে আইলা কতজন লঞা ॥ ৩৭ ॥

প্রভুর অপ্রাপ্তিতে তদন্তর্দ্ধানানুমান ঃ—

চাহিয়ে বেড়াইতে ঐছে রাত্রি শেষ হৈল।
'অন্তর্দ্ধান হইলা প্রভু',—নিশ্চয় করিল ॥ ৩৮ ॥

মনে মনে ভক্তগণের অমঙ্গলাশঙ্কা ঃ—

প্রভুর বিচ্ছেদে কার দেহে নাহি প্রাণ।
অনিষ্টাশঙ্কা বিনা কার মনে নাহি আন ॥ ৩৯ ॥

প্রিয়হৃদয়ে প্রিয়ের অদর্শন-জন্য অমঙ্গলাশঙ্কা ঃ—
অভিজ্ঞানশকুন্তল-নাটকে (৪) শকুন্তলার প্রতি প্রিয়ম্বদা-বাক্য—

অনিষ্টাশঙ্কীনি বন্ধুহৃদয়ানি ভবন্তি হি ॥ ৪০ ॥

সকলে মিলিয়া প্রভুর অন্বেষণ ঃ—

সমুদ্রের তীরে আসি' যুকতি করিলা।
চিরায়ু-পর্ব্বত-দিকে কতজন গেলা ॥ ৪১ ॥
পূর্ব্ব দিশায় চলে স্বরূপ লঞা কতজন।
সিন্ধু-তীরে-নীরে করেন প্রভুর অন্বেষণ ॥ ৪২ ॥
বিষাদে বিহ্বল সবে, নাহিক 'চেতন'।
তবু প্রেমে বুলে করি' প্রভুর অন্বেষণ ॥ ৪৩ ॥

অদ্ভুত-ভাবাবিষ্ট এক ধীবরসহ সাক্ষাৎকার ঃ—

দেখেন, এক জালিয়া আইসে কান্ধে জাল করি'।
হাসে, কান্দে, নাচে, গায়, বলে 'হরি' 'হরি' ॥ ৪৪ ॥

ধীবরকে তাহার ভাবাবেশের কারণ জিজ্ঞাসা ঃ—

জালিয়ার চেষ্টা দেখি' সবার চমৎকার।
স্বরূপ-গোসাঞি তারে পুছেন সমাচার ॥ ৪৫ ॥

গ্রহাবিষ্ট ধীবরকর্ত্তৃক প্রভুর সংবাদ ও অবস্থা-বর্ণন ঃ—

"কহ জালিয়া, এই দিকে দেখিলা একজন?
তোমার এই দশা কেনে,—কহ ত' কারণ??" ৪৬ ॥
জালিয়া কহে,—"ইঁহা এক মনুষ্য না দেখিল।
জাল বাহিতে এক মৃত মোর জালে আইল ॥ ৪৭ ॥
বড় মৎস্য বলি' আমি উঠাইলুঁ যতনে।
মৃতক দেখিতে মোর ভয় হৈল মনে ॥ ৪৮ ॥
জাল খসাইতে তার অঙ্গ-স্পর্শ হইল।
স্পর্শমাত্রে সেই ভূত হৃদয়ে পশিল ॥ ৪৯ ॥
ভয়ে কম্প হৈল, মোর নেত্রে বহে জল।
গদ্গদ বাণী মোর উঠিল সকল ॥ ৫০ ॥
কিবা ব্রহ্মদৈত্য, কিবা ভূত, কহনে না যায়।
দর্শনমাত্রে মনুষ্যের পশে সেই কায় ॥ ৫১ ॥
শরীর দীঘল তার—হাত পাঁচ-সাত।
এক হস্ত পদ তার, তিন তিন হাত ॥ ৫২ ॥
অস্থি-সন্ধি ছুটি' চর্ম্ম করে নড়বড়ে।
তাহা দেখি' প্রাণ কার নাহি রহে ধড়ে ॥ ৫৩ ॥
মড়া রূপ ধরি' রহে উত্তান-নয়ন।
কভু গোঁ গোঁ করে, কভু দেখি অচেতন ॥ ৫৪ ॥
সাক্ষাৎ দেখেছোঁ,—মোরে পাইল সেই ভূত।
মুই মৈলে মোর কৈছে জীবে স্ত্রী-পুত ॥ ৫৫ ॥
সেই ত' ভূতের কথা কহন না যায়।
ওঝা ঠাঞি যাইছোঁ,—যদি সে ভূত ছাড়ায় ॥ ৫৬ ॥

শ্রীনৃসিংহ-স্মরণে সকল বিপদবিনাশ ঃ—

একা রাত্র্যে বুলি' মৎস্য মারিয়ে নির্জ্জনে।
ভূত-প্রেত আমার না লাগে 'নৃসিংহ'-স্মরণে ॥ ৫৭ ॥
এই ভূত নৃসিংহ-নামে চাপয়ে দ্বিগুণে।
তাহার আকার দেখিতে ভয় লাগে মনে ॥ ৫৮ ॥
ওথা না যাইহ, আমি নিষেধি তোমারে।
তাঁহা গেলে সেই ভূত লাগিবে সবারে ॥" ৫৯ ॥

স্বরূপের প্রভুসন্ধানপ্রাপ্তি-বিষয়ে যথার্থানুমান ঃ—

এত শুনি' স্বরূপ-গোসাঞি সব তত্ত্ব জানি'।
জালিয়ারে কিছু কয় সুমধুর বাণী ॥ ৬০ ॥

স্বরূপের ধীবরকে আশ্বাসন ও ভয়াপনোদন ঃ—

"আমি—বড় ওঝা, জানি ভূত ছাড়াইতে।"
মন্ত্র পড়ি' শ্রীহস্ত দিলা তাহার মাথাতে ॥ ৬১ ॥
তিন চাপড় মারি' কহে,—"ভূত পলাইল।
ভয় না পাইহ" বলি' সুস্থির করিল ॥ ৬২ ॥
একে প্রেম, আরে ভয়,—দ্বিগুণ অস্থির।
ভয়-অংশ গেল,—সে হৈল কিছু ধীর ॥ ৬৩ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৪০। বন্ধু-হৃদয় সর্ব্বদা বন্ধুর অনিষ্টে আশঙ্কা করে।

অনুভাষ্য

৪০। মূলগ্রন্থে—"সিণেহো পাবসঙ্কী" অথবা "সিণেহো পাবমাসঙ্কাদি"—এইরূপ পাঠ দৃষ্ট হয়।

৪১। চিরায়ু-পর্ব্বত—চটক-পর্ব্বত।

৫৫। জীবে—বাঁচিবে।

স্বরূপকর্ত্তৃক প্রভুর পরিচয়-দান ঃ—

স্বরূপ কহে,—"যাঁরে তুমি কর 'ভূত'-জ্ঞান ।
ভূত নহে, তেঁহো—কৃষ্ণচৈতন্য ভগবান্ ॥ ৬৪ ॥
প্রেমাবেশে পড়িলা তেঁহো সমুদ্রের জলে ।
তাঁরে তুমি উঠাইলা আপনার জালে ॥ ৬৫ ॥
তাঁর স্পর্শে হৈল তোমার কৃষ্ণপ্রেমোদয় ।
ভূত-প্রেত-জ্ঞানে তোমার হৈল মহাভয় ॥ ৬৬ ॥

স্বরূপকর্ত্তৃক ধীবরকে প্রভু-প্রদর্শনার্থ আদেশ ঃ—

এবে ভয় গেল, তোমার মন হৈল স্থিরে ।
কাঁহা তাঁরে উঠাঞাছ, দেখাহ আমারে ॥" ৬৭ ॥

বুদ্ধিবিভ্রম ঃ—

জালিয়া কহে,—"প্রভুরে দেখ্যাছোঁ বারবার ।
তেঁহো নহেন এই অতিবিকৃত আকার ॥" ৬৮ ॥

স্বরূপের প্রভুপ্রেম-বর্ণন ঃ—

স্বরূপ কহে,—"তাঁর হয় প্রেমের বিকার ।
অস্থি-সন্ধি ছাড়ে, হয় অতি দীর্ঘাকার ॥" ৬৯ ॥

ধীবরকর্ত্তৃক সকলকে প্রভু-প্রদর্শন ; প্রভুর অবস্থা ঃ—

শুনি' সেই জালিয়া আনন্দিত হইল ।
সবা লঞা গেল, মহাপ্রভুরে দেখাইল ॥ ৭০ ॥
ভূমিতে পড়িয়া আছেন দীর্ঘ সব কায় ।
জলে শ্বেত-তনু, বালু লাগ্যাছে গায় ॥ ৭১ ॥
অতিদীর্ঘ শিথিল তনু-চর্ম্ম নট্‌কায় ।
দূর পথ উঠাঞা আনান না যায় ॥ ৭২ ॥

প্রভুর চৈতন্যসম্পাদনার্থ বহু যত্ন ও সেবা ঃ—

আর্দ্র কৌপীন দূর করি' শুষ্ক পরাঞা ।
বহির্ব্বাসে শোয়াইলা বালুকা ছাড়াঞা ॥ ৭৩ ॥

সকলের উচ্চ-সঙ্কীর্ত্তন ঃ—

সবে মেলি' উচ্চ করি' করেন সঙ্কীর্ত্তনে ।
উচ্চ করি' কৃষ্ণনাম কহেন প্রভুর কাণে ॥ ৭৪ ॥

প্রভুর অর্দ্ধবাহ্যদশায় আগমন ঃ—

কতক্ষণে প্রভুর কাণে শব্দ পরশিল ।
হুঙ্কার করিয়া প্রভু তবহিঁ উঠিল ॥ ৭৫ ॥
উঠিতেই অস্থি সব লাগিল নিজ-স্থানে ।
'অর্দ্ধবাহ্যে', ইতি-উতি করেন দরশনে ॥ ৭৬ ॥

প্রভুর দশাত্রয়ের পরিচয় ঃ—

তিন-দশায় মহাপ্রভু রহেন সর্ব্বকাল ।
'অন্তর্দ্দশা', 'বাহ্যদশা', 'অর্দ্ধবাহ্য' আর ॥ ৭৭ ॥

আপনাকে গোপীর কিঙ্করী-জ্ঞানকারী প্রভুর অর্দ্ধবাহ্য-দশা-বর্ণন (চিত্রজল্প) ঃ—

অন্তর্দ্দশার কিছু ঘোর, কিছু বাহ্য-জ্ঞান ।
সেই দশা কহেন ভক্ত 'অর্দ্ধবাহ্য' নাম ॥ ৭৮ ॥
'অর্দ্ধবাহ্যে' কহেন প্রভু প্রলাপ-বচনে ।
আভাসে কহেন প্রভু, শুনেন ভক্তগণে ॥ ৭৯ ॥
"কালিন্দী দেখিয়া আমি গেলাঙ বৃন্দাবন ।
দেখি,—জলক্রীড়া করেন ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥ ৮০ ॥
রাধিকাদি গোপীগণ-সঙ্গে এক মেলি' ।
যমুনার জলে মহারঙ্গে করেন কেলি ॥ ৮১ ॥
তীরে রহি' দেখি আমি সখীগণ-সঙ্গে ।
একসখী সখীগণে দেখায় সেই রঙ্গে ॥ ৮২ ॥

আপনাকে গোপী-কিঙ্করীজ্ঞানে প্রভুকর্ত্তৃক কৃষ্ণের শ্রীরাধাদি গোপীগণসহ জলক্রীড়া-বর্ণন (চিত্রজল্প) ঃ—

যথা রাগ—

পট্টবস্ত্র, অলঙ্কারে, সমর্পিয়া সখী করে,
সূক্ষ্ম-শুক্লবস্ত্র পরিধান ।
কৃষ্ণ লঞা কান্তাগণ, কৈলা জলাবগাহন,
জলকেলি রচিলা সুঠাম ॥ ৮৩ ॥
সখি হে, দেখ কৃষ্ণের জলকেলি রঙ্গে ।
কৃষ্ণ-মত্ত করিবর, চঞ্চল কর-পুষ্কর,
গোপীগণ করি' নিজ সঙ্গে ॥ ৮৪ ॥ ধ্রু ॥
আরম্ভিলা জলকেলি, অন্যোহন্যে জল ফেলাফেলি,
হুড়াহুড়ি, বর্ষে জলধার ।
সবে জয়-পরাজয়, নাহি কিছু নিশ্চয়,
জলযুদ্ধ বাড়িল অপার ॥ ৮৫ ॥
বর্ষে স্থির তড়িদ্ঘন, সিঞ্চে শ্যাম নবঘন,
ঘন বর্ষে তড়িৎ-উপরে ।
সখীগণের নয়ন, তৃষিত চাতকীগণ,
সেই অমৃত সুখে পান করে ॥ ৮৬ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৮৪। করপুষ্কর—করকমল ; (মতান্তরে, শুণ্ডাগ্র)।

৮৬। স্থির তড়িতের ন্যায় গোপীগণ নবঘনশ্যামরূপ কৃষ্ণকে জলবর্ষণপূর্ব্বক সেচন করিতে লাগিল, আবার শ্যামরূপ নবঘনও পুনরায় (গোপীরূপী) তড়িদ্‌গণের উপর জল বর্ষণ করিতে লাগিলেন।

অনুভাষ্য

৮২। নিজ নিজ যূথেশ্বরীর সেবানন্দ-সুখতৎপরা আমি ও আমার ন্যায় অন্যান্য নবীনা লাল্যা কিঙ্করী (মঞ্জরীগণ) ;—এতদ্দ্বারা আত্মেন্দ্রিয়সম্ভোগ-বাঞ্ছামূলে সাধকের অহংগ্রহোপাসনা নিষিদ্ধ হইল ; মধ্য, ৮ম পঃ ২০২-২০৫ সংখ্যার অনুভাষ্য দ্রষ্টব্য।

প্রথমে যুদ্ধ 'জলাঞ্জলি', তবে যুদ্ধ 'করাকরি',
তার পাছে যুদ্ধ 'মুখামুখি'।
তবে যুদ্ধ 'হৃদাহৃদি', তবে হৈল 'বাদাবাদি',
তবে হৈল যুদ্ধ 'নখানখি' ॥ ৮৭ ॥

সহস্র-করে জল-সেকে, সহস্র-নেত্রে গোপী দেখে,
সহস্রপাদ নিকটে গমনে।
সহস্রমুখ-চুম্বনে, সহস্রবপু-সঙ্গমে,
গোপীমর্ম্ম শুনে সহস্র-কাণে ॥ ৮৮ ॥

কৃষ্ণ রাধা লঞা বলে, গেলা কণ্ঠলগ্ন-জলে,
ছাড়িলা তাঁহা, যাঁহা অগাধ পানী।
তেঁহো কৃষ্ণকণ্ঠ ধরি', ভাসে জলের উপরি,
গজোদ্ঘাতে যৈছে কমলিনী ॥ ৮৯ ॥

যত গোপসুন্দরী, কৃষ্ণ তত রূপ ধরি',
সবার বস্ত্র করিলা হরণে।
যমুনা-জল নির্ম্মল, অঙ্গ করে ঝলমল,
সুখে করে কৃষ্ণ দরশনে ॥ ৯০ ॥

পদ্মিনীলতা—সখীচয়, কৈল কারো সহায়,
তার হস্তে পত্র সমর্পিল।
কেহ মুক্ত-কেশপাশ, আগে কৈল অধোবাস,
হস্তে কেহ কঞ্চুলি ধরিল ॥ ৯১ ॥

কৃষ্ণের কলহ রাধা-সনে, গোপীগণ সেইক্ষণে,
হেমাব্জ-বনে গেলা লুকাইতে।
আকণ্ঠ-বপু জলে পশে, মুখমাত্র জলে ভাসে,
পদ্মে-মুখে না পারি চিনিতে ॥ ৯২ ॥

এথা কৃষ্ণ রাধা-সনে, কৈলা যে আছিল মনে,
গোপীগণে অন্বেষিতে গেলা।
তবে রাধা সূক্ষ্মমতি, জানিয়া সখীর স্থিতি,
সখীমধ্যে আসিয়া মিলিলা ॥ ৯৩ ॥

যত হেমাব্জ জলে ভাসে, তত নীলাব্জ তার পাশে,
আসি' আসি' করয়ে মিলন।
নীলাব্জে হেমাব্জে ঠেকে, যুদ্ধ হয় প্রত্যেকে,
কৌতুকে দেখে তীরে গোপীগণ ॥ ৯৪ ॥

চক্রবাক-মণ্ডল, পৃথক্ পৃথক্ যুগল,
জল হৈতে করিল উদ্গম।
উঠিল পদ্মমণ্ডল, পৃথক্ পৃথক্ যুগল,
চক্রবাকে কৈল আচ্ছাদন ॥ ৯৫ ॥

উঠিল বহু রক্তোৎপল, পৃথক্ পৃথক্ যুগল,
পদ্মগণের কৈল নিবারণ।
'পদ্ম' চাহে লুটি' নিতে, 'উৎপল' চাহে রাখিতে,
'চক্রবাক লাগি' দুঁহার রণ ॥ ৯৬ ॥

পদ্মোৎপল—অচেতন, চক্রবাক—সচেতন,
চক্রবাক পদ্মে আস্বাদয়।
ইঁহা দুঁহার উল্টা স্থিতি, ধর্ম্ম হৈল বিপরীতি,
কৃষ্ণের রাজ্যে ঐছে অন্যায় হয় ॥ ৯৭ ॥

মিত্রের মিত্র সহবাসী, চক্রবাকে লুটে আসি',
কৃষ্ণের রাজ্যে ঐছে ব্যবহার।
অপরিচিত শত্রুর মিত্র, রাখে উৎপল,—এ বড় চিত্র,
এই বড় 'বিরোধ-অলঙ্কার' ॥ ৯৮ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৯১। অঙ্গাবরণের জন্য হস্তরূপ পদ্মিনীপত্র; কেহ কেশপাশ মুক্ত করিয়া অধোবসন কল্পনা করিলেন; কেহ কেহ হস্তকে 'কঞ্চুলী' করিলেন।

৯৪। হেমাব্জ—গোপী; নীলাব্জ—কৃষ্ণ; সেবাপরা গোপীগণ তীরে থাকিয়া উভয়ের ক্রীড়া দেখিতে লাগিলেন।

৯৫-৯৮। গোপীগণের স্তনসকল—চক্রবাকমণ্ডল; সকলই যখন পৃথক্ পৃথক্ যুগলরূপে জল হইতে উঠিল, সেই সময় পৃথক্ পৃথক্ কৃষ্ণের নীলপদ্মস্বরূপ করদ্বয় চক্রবাকগুলিকে

অনুভাষ্য

৮৭। পাঠান্তরে—'রদা-রদি'।

৯১। পাঠান্তরে—'স্বস্তিকে কাঁচুলি রচিল'।

৯৮। সূর্য্যোদয়ে পদ্মের বিকাশ হওয়ায় সূর্য্য—পদ্মের মিত্র; সূর্য্যের উদয়ে চক্রবাকের মিলন হয়। কিন্তু এস্থলে পদ্ম সূর্য্যের মিত্র হইয়াও নিজ-মিত্র সূর্য্যের মিত্র চক্রবাককে লুণ্ঠন করিতেছে। চক্রবাক—চেতন, আর পদ্ম—অচেতন পদার্থ। কিন্তু এস্থলে কৃষ্ণকররূপ পদ্ম অচেতন হইয়াও গোপীবক্ষোরূপ সচেতন চক্রবাককে আক্রমণ করিতেছে,—ইহাই 'বিরোধাভাসালঙ্কার'।

অমৃতানুকণা—৮৮। "সহস্রপাদ নিকটে গমন"—সহস্রপাদ অর্থাৎ সূর্য্য—সিঞ্চিত জলের অতিবেগ-হেতু সূর্য্য-নিকটে অর্থাৎ অতি উচ্চে গমন; পাঠান্তরে "সহস্র-পদে নিকটে গমন"। এস্থলে 'সহস্র'-অর্থে অসংখ্য; শ্রীকৃষ্ণ ও গোপীগণের জলযুদ্ধ-ব্যপদেশে প্রেমাত্মক-মিলনে পরস্পর অপরিমিত অনুরাগের প্রকাশরূপে 'সহস্র'-শব্দের ব্যবহার—যেমন, "তুণ্ডে তাণ্ডবিনী-রতিং বিতনুতে তুণ্ডাবলী লব্ধয়ে" (বিদগ্ধমাধব)। ৯১। জলে ভাসমানা 'পদ্মিনীলতা' সখীরূপে সাহায্যার্থে কোন কোন গোপীগণের হস্তে পত্রসমর্পণ করিলে, তদ্দ্বারা তাঁহারা বক্ষো-আবরণ রচনা করিলেন। কেহ কেশপাশ মুক্ত করিয়া অগ্রে বিস্তার করত অধোবাস নির্ম্মাণ করিলেন, কেহ কেহ নিজ হস্তকে 'কঞ্চুলী' অর্থাৎ বক্ষো-আবরণরূপে ধারণ করিলেন।

অতিশয়োক্তি বিরোধাভাস, দুই অলঙ্কার প্রকাশ,
করি' কৃষ্ণ প্রকট দেখাইল।
যাহা করি' আস্বাদন, আনন্দিত মোর মন,
নেত্র-কর্ণ-যুগ্ম জুড়াইল ॥ ৯৯ ॥

অপ্রাকৃত মঞ্জরীগণের গোপীগণসহ শ্রীকৃষ্ণের সেবন-বৈচিত্র্য ঃ—

ঐছে বিচিত্র ক্রীড়া করি', তীরে আইলা শ্রীহরি,
সঙ্গে লঞা সব কান্তাগণ।
গন্ধ-তৈল-মর্দ্দন, আমলকী-উদ্বর্ত্তন,
সেবা করে তীরে সখীগণ ॥ ১০০ ॥
পুনরপি কৈল স্নান, শুষ্কবস্ত্র পরিধান,
রত্ন-মন্দিরে কৈলা আগমন।
বৃন্দা-কৃত সম্ভার, গন্ধ-পুষ্প-অলঙ্কার,
বন্যবেশ করিল রচন ॥ ১০১ ॥
বৃন্দাবনে তরুলতা, অদ্ভুত তাহার কথা,
বারমাস ধরে ফুল-ফল।
বৃন্দাবনে দেবীগণ, কুঞ্জদাসী যত জন,
ফল পাড়ি' আনিয়া সকল ॥ ১০২ ॥
উত্তম সংস্কার করি', বড় বড় থালী ভরি',
রত্ন-মন্দিরে পিণ্ডার উপরে।
ভক্ষণের ক্রম করি', ধরিয়াছে সারি সারি,
আগে আসন বসিবার তরে ॥ ১০৩ ॥
এক নারিকেল নানা জাতি, এক আম্র নানা ভাতি,
কলা, কোলি—বিবিধপ্রকার।
পনস, খর্জ্জুর, কমলা, নারঙ্গ, জাম, সন্তারা,
দ্রাক্ষা, বাদাম, মেওয়া যত আর ॥ ১০৪ ॥
খরমুজা, ক্ষীরিকা, তাল, কেশুর, পানীফল, মৃণাল,
বিল্ব, পীলু, দারিম্বাদি যত।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

আচ্ছাদন করিল। গোপীদিগের হস্তগুলি—রক্তোৎপল ; উহারা যুগলে যুগলে উঠিয়া নীলপদ্মগুলিকে নিবারণ করিতে লাগিল। নীলপদ্মগুলি চক্রবাকগুলিকে লুটিতে চায় আর রক্তোৎপল-গুলি তাহাদিগকে রক্ষা করিতে চায়, সুতরাং উভয়ের মধ্যে বিবাদ হইতে লাগিল। নীলপদ্ম ও রক্তোৎপল—প্রেমে অচেতন; চক্রবাকগুলি সচেতন হইলেও নীলপদ্ম চক্রবাকগুলিকে আস্বাদন করিতে লাগিল। ইহাতে বিপরীত ধর্ম্ম এই যে, সাধারণতঃ চক্রবাক-পক্ষীই পদ্ম আস্বাদন করে ; কৃষ্ণের এই লীলায় অচেতন পদ্মই সচেতন চক্রবাককে আস্বাদন করিল। সূর্য্যমিত্র পদ্ম সহজে চক্রবাকের সহবাসী, কিন্তু মিত্র হইয়াও উহা চক্রবাককে লুণ্ঠন করে। উৎপল অর্থাৎ কুমুদ রাত্রে ফোটে বলিয়া চক্রবাকের অপরিচিত শত্রু হইলেও গোপীর হস্তরূপ সেই কুমুদ স্বীয় স্তনরূপ চক্রবাককে রক্ষা করে ;—ইহা বড়ই বিচিত্র, অতএব এ-স্থলে 'বিরোধালঙ্কার'।

ইতি অমৃতপ্রবাহ-ভাষ্যে অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

অনুভাষ্য

সূর্য্যোদয়ে উৎপল মুদ্রিত হয় বলিয়া সূর্য্য—উৎপলের শত্রু। রাত্রে উৎপল প্রস্ফুটিত হয় বলিয়া উহা—চক্রবাকের অপরিচিত। এস্থলে সূর্য্য—উৎপলের শত্রু এবং চক্রবাক—সেই শত্রুর মিত্র। গোপীবক্ষোরূপ চক্রবাকই এস্থলে গোপীকররূপ উৎপলকর্ত্তৃক রক্ষিত,—ইহাও বিচিত্র 'বিরোধালঙ্কার'।

৯৯। অতিশয়োক্তি—উপমেয় পদার্থের পরিবর্ত্তে উপ-মানকে অভিন্ন-নিশ্চয়ে (জ্ঞানে) ব্যবহার করায় তাহা—'অতি-শয়োক্তি-অলঙ্কার' ; যথা সাহিত্যদর্পণে (১০ম পঃ ৬৯৩ কারিকায়)—"সিদ্ধত্বেঽধ্যবসায়স্যাতিশয়োক্তির্নিগদ্যতে।"*

বিরোধাভাস—যথা কাব্যপ্রকাশে (১০ম উঃ ২৪ কারিকায়)—'বিরোধঃ সোঽবিরোধেঽপি বিরুদ্ধত্বেন যদ্বচঃ। জাতিশ্চতু-র্ভির্জাত্যাদ্যৈর্বিরুদ্ধাঃ স্যাদ্‌গুণস্ত্রিভিঃ। ক্রিয়াদ্বাভ্যামপি দ্রব্যঃ দ্রব্যেণৈবেতি তে দশ।"*

১০০। উদ্বর্ত্তন—আবাটা, যদ্দ্বারা অঙ্গ মার্জ্জিত হয়।

১০১। সম্ভার—পুষ্পগন্ধ, সজ্জাবেশাদি উপায়নসমূহ।

১০৩। সংস্কার—ভোজনোপযোগি অস্থিত্বগাদি-বিশ্লেষণ, গ্রাসোপযোগি ধৌতকরণ, খণ্ডখণ্ডকরণ ইত্যাদি।

১০৪। কোলি—কুল, বদরী ; পনস—কাঁঠাল ; নারঙ্গ—কমলা-নেবু-জাতীয় নেবু ; দ্রাক্ষা—আঙ্গুর ; সন্তারা—বাতাবি-নেবু-জাতীয় বৃহৎ নেবু (পূর্ব্ববঙ্গে চট্টগ্রাম-বিভাগে এই নামে

** অধ্যবসায়ের (অভেদ-প্রতিপত্তির) অর্থাৎ উপমেয় ও উপমানের একীভাবের সিদ্ধি হইলে, সেস্থলে 'অতিশয়োক্তি'-অলঙ্কার কথিত হয় (অর্থাৎ উপমেয়-রূপ গোপীবক্ষের উপমান—'চক্রবাক' ও উপমেয়-রূপ শ্রীকৃষ্ণহস্তের উপমান—'নীলপদ্ম' এবং উপমেয়-রূপ গোপী-হস্তের উপমান—'রক্তোৎপল'। উপমেয়-বিষয়ের নির্দ্দেশ না করিয়া উপমানকেই অভিন্ন-বিচারে উপমেয়-রূপে স্থাপন করাকে অতিশয়োক্তি অলঙ্কার বলে। এস্থলে উপমান—'চক্রবাক', 'নীলপদ্ম' ও 'রক্তোৎপল'কে যথাক্রমে উপমেয়—গোপীবক্ষ, শ্রীকৃষ্ণহস্ত ও গোপীহস্তের সহিত অভেদ প্রতিপন্ন করাইয়া শ্রীকৃষ্ণ 'অতিশয়োক্তি'-অলঙ্কার সাক্ষাৎ প্রকট করিয়া দেখাইলেন)।*

** অবিরোধেও বিরুদ্ধত্বরূপে যে বাক্য, তাহা 'বিরোধ' ; চতুর্ব্বিধ জাতি, ত্রিবিধ গুণ, দ্বিবিধ ক্রিয়া ও দ্রব্য—এই ভেদে বিরোধ দশপ্রকার।*

কোন দেশে কার খ্যাতি, বৃন্দাবনে সব প্রাপ্তি,
সহস্রজাতি লেখা যায় কত ?? ১০৫ ॥
গঙ্গাজল, অমৃতকেলি, পীযূষগ্রন্থি, কর্পূরকেলি,
সরপুরী, অমৃতি, পদ্মচিনি ।
খণ্ডক্ষিরিসার-বৃক্ষ, ঘরে করি' নানা ভক্ষ্য,
রাধা যাহা কৃষ্ণ-লাগি' আনি ॥ ১০৬ ॥
ভক্ষ্যের পরিপাটী দেখি', কৃষ্ণ হৈলা মহাসুখী,
বসি' কৈল বন্য-ভোজন ।
সঙ্গে লঞা সখীগণ, রাধা কৈলা ভোজন,
দুঁহে কৈলা মন্দিরে শয়ন ॥ ১০৭ ॥
কেহ করে ব্যজন, কেহ পাদসম্বাহন,
কেহ করায় তাম্বূল ভক্ষণ ।
রাধাকৃষ্ণ নিদ্রা গেলা, সখীগণ শয়ন কৈলা,
দেখি' আমার সুখী হৈল মন ॥ ১০৮ ॥

প্রভুর কৃষ্ণসুখ-বাঞ্ছা ঃ—

হেনকালে মোরে ধরি', মহাকোলাহল করি',
তুমি সব ইঁহা লঞা আইলা ।
কাঁহা যমুনা, বৃন্দাবন, কাঁহা কৃষ্ণ, গোপীগণ,
সেই সুখ ভঙ্গ করাইলা !!" ১০৯ ॥

অর্দ্ধবাহ্য হইতে বাহ্যদশায় আগমন, স্বরূপকে কারণ-জিজ্ঞাসা, স্বরূপের উত্তর ঃ—

এতেক কহিতে প্রভুর কেবল 'বাহ্য' হৈল ।
স্বরূপ-গোসাঞিরে দেখি' তাঁহারে পুছিল ॥ ১১০ ॥
"ইঁহা কেনে তোমরা আমারে লঞা আইলা ?"
স্বরূপ-গোসাঞি তবে কহিতে লাগিলা ॥ ১১১ ॥
"যমুনার ভ্রমে তুমি সমুদ্রে পড়িলা ।
সমুদ্রের তরঙ্গে আসি' এতদূর আইলা !! ১১২ ॥
এই জালিয়া জালে করি' তোমা উঠাইল ।
তোমার পরশে এই প্রেমে মত্ত হইল ॥ ১১৩ ॥
সব রাত্রি সবে বেড়াই তোমারে অন্বেষিয়া ।
জালিয়ার মুখে শুনি' পাইনু আসিয়া ॥ ১১৪ ॥
তুমি মূর্চ্ছা-ছলে বৃন্দাবনে দেখ ক্রীড়া ।
তোমার মূর্চ্ছা দেখি' সবে মনে পায় পীড়া ॥ ১১৫ ॥
কৃষ্ণনাম লইতে তোমার 'অর্দ্ধবাহ্য' হইল ।
তাতে যে প্রলাপ কৈলা, তাহা যে শুনিল ॥" ১১৬ ॥

প্রভুকর্ত্তৃক স্বীয় বৃত্তান্ত-বর্ণন ঃ—

প্রভু কহে,—"স্বপ্নে দেখি, গেলাঙ বৃন্দাবনে ।
দেখি,—কৃষ্ণ রাস করেন গোপীগণ সনে ॥ ১১৭ ॥
জলক্রীড়া করি' কৈলা বন্য-ভোজনে ।
দেখি' আমি প্রলাপ কৈলুঁ, হেন লয় মনে ॥" ১১৮ ॥

স্বরূপের মহাপ্রভুকে স্নানান্তে গৃহে আনয়ন ঃ—

তবে স্বরূপ-গোসাঞি তাঁরে স্নান করাঞা ।
প্রভুরে লঞা ঘর আইলা আনন্দিত হঞা ॥ ১১৯ ॥

প্রভুর এই মহাভাব-শ্রবণে অচৈতন্যেরও কৃষ্ণোন্মুখতারূপ চৈতন্য-লাভ ঃ—

এই ত' কহিলুঁ প্রভুর সমুদ্র-পতন ।
ইহা যেই শুনে, পায় চৈতন্য-চরণ ॥ ১২০ ॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ১২১ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে সমুদ্রপতনং নাম অষ্টাদশঃ পরিচ্ছেদঃ।

অনুভাষ্য

কথিত হয়) ; মেওয়া—পেস্তা, বাদাম ইত্যাদি শীতপ্রধানদেশে উৎপন্ন উপাদেয় সুস্বাদু ফলসমূহ ; খরমুজা—তরমুজা-জাতীয় ক্ষুদ্রতর ফল (কোন কোন অঞ্চলে 'ফুটি' বা 'বাঙ্গী' নামেও কথিত) ; ক্ষীরিকা—'ক্ষীরাই' ; তাল—তালশাঁস বা ফোপল; কেশুর,—মুথা-জাতীয় তৃণমূলবিশেষ, 'কশেরু—রু', 'কসেরু—রু', ইত্যাদি নামেও পরিচিত ; পানীফল—শৈবালাচ্ছাদিত সুপুরাতন সরসী বা নদীর জলে উৎপন্ন ফলবিশেষ, শৃঙ্গাটক ; মৃণাল—পদ্মনাল বা পদ্মমূল (?) ; দাড়িম্ব—মস্কট ও বেদানা জাতীয় ফল, 'ডালিম'।

১০৬। এস্থলে 'গঙ্গাজল' ইত্যাদি সমস্তই 'নাড়ু' ও গরুর দুগ্ধের ছানার সহিত শর্করা-সহযোগে প্রস্তুত বিবিধ 'পিষ্টক'-জাতীয় খাদ্য ; খণ্ডক্ষীরিসার,—শর্করানির্ম্মিত বৃক্ষাকৃতি নানাবিধ মিষ্টদ্রব্য।

ইতি অনুভাষ্যে অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

কথাসার—মাতৃভক্তিদ্বারা উত্তেজিত হইয়া প্রভু প্রতি-বৎসর জগদানন্দ-পণ্ডিতকে প্রসাদী বস্ত্র ও মিষ্টান্ন দিয়া শ্রীনবদ্বীপে পাঠাইতেন। জগদানন্দ সেইরূপ একবৎসর নবদ্বীপ গিয়া অদ্বৈতাচার্য্যের লিখিত তর্জ্জাপ্রহেলী লইয়া আসিলেন। তাহা পাঠ করিয়া মহাপ্রভুর দশা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল এবং ভক্তগণ বিচার করিতে লাগিলেন যে, 'মহাপ্রভু বুঝি শীঘ্রই অপ্রকট হইবেন' ; (প্রভুর অবস্থা) এমন হইল যে, রাত্রিতে মুখঘর্ষণ করায় প্রভুর ক্ষতাঙ্গে রক্তপাত হইতে লাগিল। স্বরূপ-গোস্বামী তন্নিবারণার্থ শঙ্কর-পণ্ডিতকে প্রভুর গৃহে শয়ন করাইলেন। কোন সময়ে বৈশাখ-পূর্ণিমা-রাত্রিতে শ্রীজগন্নাথ-বল্লভ-উদ্যানে প্রবেশপূর্ব্বক নানাভাব প্রকাশ করিতে করিতে অশোক-বৃক্ষের তলে হঠাৎ কৃষ্ণকে দর্শন করিলেন ; তাহাতে তিনি কৃষ্ণের অঙ্গগন্ধে উন্মত্ত হইয়া ভাব প্রকাশ করিতে লাগিলেন। (অঃ প্রঃ ভাঃ)

মাতৃরূপি-ভক্তে অতুল স্নেহময় এবং জগন্নাথবল্লভোদ্যানে মহাভাবাবিষ্ট প্রভুর বন্দনা ঃ—

বন্দে তং কৃষ্ণচৈতন্যং মাতৃভক্তশিরোমণিম্ ।
প্রলপ্য মুখসংঘর্ষী মধূদ্যানে ললাস যঃ ॥ ১ ॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ২ ॥

প্রভুর দিব্যোন্মাদ ঃ—

এইমতে মহাপ্রভু কৃষ্ণপ্রেমাবেশে ।
উন্মাদ-প্রলাপ করে রাত্রি-দিবসে ॥ ৩ ॥

পণ্ডিত জগদানন্দের গুণ ঃ—

প্রভুর অত্যন্ত প্রিয় পণ্ডিত-জগদানন্দ ।
যাহার চরিত্রে প্রভু পায়েন আনন্দ ॥ ৪ ॥

প্রতিবর্ষের ন্যায় সেইবারও প্রভুকর্ত্তৃক নবদ্বীপে স্বীয় মাতৃসমীপে অতুল বাৎসল্যোক্তি-জ্ঞাপনার্থ পণ্ডিত প্রেরিত ঃ—

প্রতি বৎসর প্রভু তাঁরে পাঠান নদীয়াতে ।
বিচ্ছেদ-দুঃখিতা জানি' জননী আশ্বাসিতে ॥ ৫ ॥

"নদীয়া চলহ, মাতারে কহিহ নমস্কার ।
আমার নামে পাদপদ্ম ধরিহ তাঁহার ॥ ৬ ॥

কহিহ তাঁহারে,—তুমি করহ স্মরণ ।
নিত্য আসি' তোমার বন্দিয়ে চরণ ॥ ৭ ॥

যে-দিনে তোমার ইচ্ছা করাইতে ভোজন ।
সে-দিনে অবশ্য আমি করিয়ে ভক্ষণ ॥ ৮ ॥

ভক্তবৎসল ভগবানেরও ভক্তসেবায় আপনাকে অযোগ্য-জ্ঞানে দৈন্যোক্তি ও ক্ষমা-যাচ্ঞা ঃ—

তোমার সেবা ছাড়ি' আমি করিলুঁ সন্ন্যাস ।
'বাউল' হঞা আমি কৈলুঁ ধর্ম্মনাশ ॥ ৯ ॥

এই অপরাধ তুমি না লইহ আমার ।
তোমার অধীন আমি—পুত্র সে তোমার ॥ ১০ ॥

শচীদেবীর আদেশেই প্রভুর পুরী-বাস ঃ—

নীলাচলে আছি আমি তোমার আজ্ঞাতে ।
যাবৎ জীব, তাবৎ আমি নারিব ছাড়িতে ॥" ১১ ॥

পরমানন্দপুরীর অনুরোধে শচীদেবীকে নবদ্বীপে বস্ত্র ও প্রসাদ-প্রেরণ ঃ—

গোপ-লীলায় পাইলা যেই প্রসাদ-বসনে ।
মাতারে পাঠান তাহা পুরীর বচনে ॥ ১২ ॥

জগন্নাথের উত্তম প্রসাদ আনিয়া যতনে ।
মাতারে পৃথক্ পাঠান, আর ভক্তগণে ॥ ১৩ ॥

অপ্রাকৃত বাৎসল্য-প্রেমবশ ভগবান্ ঃ—

মাতৃভক্তগণের প্রভু হন শিরোমণি ।
সন্ন্যাস করিয়া সদা সেবেন জননী ॥ ১৪ ॥

পণ্ডিতের নবদ্বীপে গিয়া শচীদেবীকে প্রভুপ্রদত্ত সন্দেশাদি-প্রদান ঃ—

জগদানন্দ নদীয়া গিয়া মাতারে মিলিলা ।
প্রভুর যত নিবেদন, সকল কহিলা ॥ ১৫ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১। যিনি—মাতৃভক্ত-শিরোমণি এবং প্রলাপ করিতে করিতে গৃহ-ভিত্তিতে মুখ ঘর্ষণ করিয়াছিলেন এবং যিনি কৃষ্ণপ্রেমলালসা-প্রদর্শনার্থ জগন্নাথবল্লভরূপ মধূদ্যানে লীলা করিয়াছিলেন, সেই কৃষ্ণচৈতন্যকে আমি বন্দনা করি।

অনুভাষ্য

১। মুখসঙ্ঘর্ষী (মুখং সঙ্ঘর্ষয়িতুং শীলং যস্য সঃ) যঃ (কৃষ্ণ-চৈতন্যদেবঃ) প্রলপ্য (প্রলাপবচনাদিকম্ উচ্চার্য্য) মধূদ্যানে (জগন্নাথবল্লভাখ্যে বাসন্তিকবিহারকাননে) ললাস (বিলসিতবান্), তং মাতৃভক্তশিরোমণিং (মাতৃভক্তেষু শিরোমণিঃ তং মস্তকভূষণং পরম-শ্রেষ্ঠং কৃষ্ণচৈতন্যম্) অহং বন্দে।

১২। শ্রীজগন্নাথদেবের গোপবেশ-সম্বন্ধীয় প্রসাদ-বস্ত্র।

১৪। মাতার প্রদত্ত, লালিত ও পুষ্ট জড়-শরীর ধারণ করিয়া উহা কৃষ্ণভজনে নিযুক্ত করিলেই হরিভজনদ্বারা শুদ্ধভাবে অতি উত্তম মাতৃসেবাই হয়।

নবদ্বীপ ও শান্তিপুরে অবস্থানান্তে বিদায়-যাত্রা ঃ—

আচার্য্যাদি-ভক্তগণে মিলিলা প্রসাদ দিয়া ।
মাতা-ঠাঞি আজ্ঞা লইলা মাসেক রহিয়া ॥ ১৬ ॥
আচার্য্যের ঠাঞি গিয়া আজ্ঞা মাগিলা ।
আচার্য্য-গোসাঞি প্রভুরে সন্দেশ কহিলা ॥ ১৭ ॥

পণ্ডিতদ্বারে মহাপ্রভুর নিকট শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর প্রহেলিকা-প্রেরণ ঃ—

তরজা-প্রহেলী আচার্য্য কহেন ঠারে-ঠোরে ।
প্রভুমাত্র বুঝেন, কেহ বুঝিতে না পারে ॥ ১৮ ॥
"প্রভুরে কহিহ আমার কোটী নমস্কার ।
এই নিবেদন তাঁর চরণে আমার ॥ ১৯ ॥

মহাপ্রভুর অবতারোদ্দেশ্য-সিদ্ধি এবং লীলা-সঙ্গোপনার্থ ইঙ্গিত ঃ—

বাউলকে কহিহ,—লোক হইল বাউল ।
বাউলকে কহিহ,—হাটে না বিকায় চাউল ॥ ২০ ॥
বাউলকে কহিহ,—কাযে নাহিক আউল ।
বাউলকে কহিহ,—ইহা কহিয়াছে বাউল ॥" ২১ ॥

তচ্ছ্রবণে জগদানন্দের হাস্য ও পুরীতে আসিয়া প্রভুকে তদ্বর্ণন ঃ—

এত শুনি' জগদানন্দ হাসিতে লাগিলা ।
নীলাচলে আসি' তবে প্রভুরে কহিলা ॥ ২২ ॥

তচ্ছ্রবণে প্রভুর হাস্য ও তূষ্ণীম্ভাব ঃ—

তরজা শুনি' মহাপ্রভু ঈষৎ হাসিলা ।
"তাঁর যেই আজ্ঞা"—বলি' মৌন ধরিলা ॥ ২৩ ॥

শ্রীস্বরূপকর্ত্তৃক অর্থ-জিজ্ঞাসা ঃ—

জানিয়া স্বরূপ-গোসাঞি প্রভুরে পুছিল ।
"এই তরজার অর্থ বুঝিতে নারিল ॥" ২৪ ॥

প্রভুকর্ত্তৃক প্রহেলিকার ব্যাখ্যা-সঙ্কেত ঃ—

প্রভু কহেন,—'আচার্য্য হয় পূজক প্রবল ।
আগম-শাস্ত্রের বিধি-বিধানে কুশল ॥ ২৫ ॥
উপাসনা লাগি' দেবের করেন আবাহন ।
পূজা লাগি' কতকাল করেন নিরোধন ॥ ২৬ ॥
পূজা-নির্ব্বাহণ হৈলে পাছে করেন বিসর্জ্জন ।
তরজার না জানি অর্থ, কিবা তাঁর মন ॥ ২৭ ॥

মহাযোগেশ্বর্য্যশালী অদ্বৈতপ্রভু ঃ—

মহাযোগেশ্বর আচার্য্য—তরজাতে সমর্থ ।
আমিহ বুঝিতে নারি তরজার অর্থ ॥" ২৮ ॥

ভক্তগণের বিস্ময়, স্বরূপের বিমর্ষ ঃ—

শুনিয়া বিস্মিত হইলা সব ভক্তগণ ।
স্বরূপ-গোসাঞি কিছু হইলা বিমন ॥ ২৯ ॥

প্রভুর কৃষ্ণবিরহ-দশা বৃদ্ধি ঃ—

সেই দিন হৈতে প্রভুর আর দশা হইল ।
কৃষ্ণের বিরহ-দশা দ্বিগুণ বাড়িল ॥ ৩০ ॥
উন্মাদ-প্রলাপ-চেষ্টা করে রাত্রি-দিনে ।
রাধা-ভাবাবেশে বিরহ বাড়ে অনুক্ষণে ॥ ৩১ ॥

প্রভুর উদ্‌ঘূর্ণা ও প্রলাপ ঃ—

আচম্বিতে স্ফুরে কৃষ্ণের মথুরা-গমন ।
উদ্‌ঘূর্ণা দশা হৈল উন্মাদ-লক্ষণ ॥ ৩২ ॥
রামানন্দের গলা ধরি' করেন প্রলাপন ।
স্বরূপে পুছেন জানি' নিজ-সখীগণ ॥ ৩৩ ॥
পূর্ব্বে যেন বিশাখারে রাধিকা পুছিলা ।
সেই শ্লোক পড়ি' প্রলাপ করিতে লাগিলা ॥ ৩৪ ॥

শ্রীরাধার কৃষ্ণবিরহে কৃষ্ণসন্ধান-জিজ্ঞাসা (চিত্রজল্প) ঃ—
ললিতমাধবে (৩।২৫) বিশাখার প্রতি শ্রীরাধার উক্তি—

ক্ব নন্দকুলচন্দ্রমাঃ ক্ব শিখিচন্দ্রকালঙ্কৃতিঃ
ক্ব মন্দমুরলীরবঃ ক্ব নু সুরেন্দ্রনীলদ্যুতিঃ ।
ক্ব রসরাসতাণ্ডবী ক্ব সখি জীবরক্ষৌষধি-
নিধির্ম্মম সুহৃত্তমঃ ক্ব বত হা ধিগ্বিধিম্ ॥ ৩৫ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২০-২১। (শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু পণ্ডিত-জগদানন্দকে দিয়া এই বলিয়া পাঠাইলেন,—) মহাপ্রভুকে কহিও যে, লোক প্রেমে উন্মত্ত হইয়াছে, আর প্রেমের হাটে প্রেমরূপ চাউল-বিক্রয়ের স্থল নাই। মহাপ্রভুকে কহিও যে, আউল অর্থাৎ প্রেমোন্মত্ত বাউল আর সাংসারিক-কার্য্যে নাই। মহাপ্রভুকে কহিও যে, প্রেমোন্মত্ত হইয়াই অদ্বৈত একথা কহিয়াছে। তাৎপর্য্য এই যে, প্রভুর আবির্ভাব হইবার যে তাৎপর্য্য ছিল, তাহা সম্পূর্ণ হইল, এখন প্রভুর যাহা ইচ্ছা, তাহাই হউক।

২৬। আবাহন—পূজা করিবার পূর্ব্বে দেবতাকে আহ্বান, নিরোধন—যে-কাল পর্য্যন্ত পূজা হইতে থাকে, সে-কাল পর্য্যন্ত দেবতাকে রাখা।

২৭। বিসর্জ্জন—পূজা সমাপ্তি হইলে দেবতাকে স্থানান্তর-করণ।

৩৫। হে সখি, সেই নন্দকুলচন্দ্রমা কোথায়? সেই শিখিচন্দ্র-

অনুভাষ্য

২০। পাঠান্তরে,—'বাউলকে কহিও, লোক হইল আউল।' আউল-শব্দে আতুর অর্থাৎ প্রেমপূর্ণ। কেহ কেহ উহার 'শিথিল', 'অসংলগ্ন' অর্থও করেন ; আউল-শব্দে 'নিষ্কিঞ্চন', 'আর্ত্ত' ও 'আতুর' প্রভৃতিও বুঝায়।

২১। 'কাযে নাহিক আউল'—কেহ ব্যাখ্যা করেন, প্রেম-প্রচার-কার্য্যে আর উচ্ছৃঙ্খলতা নাই।

৩৫। হে সখি (বিশাখে,) নন্দকুলচন্দ্রমাঃ (নন্দয়তি ইতি

শ্লোকার্থ ; কৃষ্ণবিরহ-বিধুরা শ্রীরাধার ব্রজবাসি-জীবন কৃষ্ণের গুণ-বর্ণন ঃ—

যথা রাগ—

"ব্রজেন্দ্রকুল—দুগ্ধসিন্ধু, কৃষ্ণ—তাহে পূর্ণ ইন্দু,
জন্মি' কৈলা জগৎ উজোর ।
কান্ত্যমৃত যেবা পিয়ে, নিরন্তর পিয়া জিয়ে,
ব্রজ-জনের নয়ন-চকোর ॥ ৩৬ ॥

কৃষ্ণদর্শন-তৃষ্ণার্ত্তা শ্রীরাধা ঃ—

সখি হে, কোথা কৃষ্ণ, করাহ দরশন ।
ক্ষণেকে যাহার মুখ, না দেখিলে ফাটে বুক,
শীঘ্র দেখাহ, না রহে জীবন ॥ ৩৭ ॥ ধ্রু ॥

গোপীপ্রাণধন কৃষ্ণচন্দ্র ঃ—

এই ব্রজের রমণী, কামার্কতপ্ত-কুমুদিনী,
নিজ-করামৃত দিয়া দান ।
প্রফুল্লিত করে যেই, কাঁহা মোর চন্দ্র সেই,
দেখাহ, সখি, রাখ মোর প্রাণ ॥ ৩৮ ॥

কৃষ্ণবিরহে কৃষ্ণরূপ-বর্ণন ঃ—

কাঁহা সে চূড়ার ঠাম, শিখীপিঞ্ছের উড়ান,
নব-মেঘে যেন ইন্দ্রধনু ।
পীতাম্বর—তড়িদ্দ্যুতি, মুক্তামালা—বকপাঁতি,
নবাম্বুদ জিনি' শ্যামতনু ॥ ৩৯ ॥
একবার যার নয়নে লাগে, সদা তার হৃদয়ে জাগে,
কৃষ্ণতনু—যেন আম্র-আঠা ।
নারী-মনে পশি' যায়, যত্নে নাহি বাহিরায়,
তনু নহে—সেয়াকুলের কাঁটা ॥ ৪০ ॥
জিনিয়া তমাল-দ্যুতি, ইন্দ্রনীলসম কান্তি,
সে কান্তিতে জগৎ মাতায় ।
শৃঙ্গার রসসার ছানি', তাতে চন্দ্র-জ্যোৎস্না ছানি',
জানি' বিধি নিরমিলা তায় ॥ ৪১ ॥

কৃষ্ণকান্তি-বর্ণন ঃ—

কাঁহা সে মুরলীধ্বনি, নবাম্বুদ-গর্জ্জিত জিনি',
জগৎ আকর্ষে শ্রবণে যাহার ।
উঠি' ধায় ব্রজ-জন, তৃষিত চাতকগণ,
আসি' পিয়ে কান্ত্যমৃত-ধার ॥ ৪২ ॥
মোর সেই কলানিধি, প্রাণরক্ষা মহৌষধি,
সখি, মোর তেঁহো সুহৃত্তম ।
দেহ জীয়ে তাঁহা বিনে, ধিক্ এই জীবনে,
বিধি করে এত বিড়ম্বন !!" ৪৩ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

কার (ময়ূরপুচ্ছের) দ্বারা (অলঙ্কৃতি বা অলঙ্কৃত কৃষ্ণই) বা কোথায়? সেই মন্দমুরলীধর (ধ্বনিকারী কৃষ্ণই) বা কোথায়? ইন্দ্রনীলমণি কৃষ্ণ বা ইন্দ্রদ্যুতি কোথায়? রাসরসে সেই নর্ত্তনকারীই বা কোথায়? আমার জীবনরক্ষার ঔষধি (স্বরূপ শ্যামই) বা কোথায়? আমার সেই সুহৃত্তম নিধিই বা কোথায়? হায়! হায়! বিধাতাকে ধিক্।

৩৬। নন্দের কুল—ক্ষীরসমুদ্রসদৃশ, তাহাতে পূর্ণচন্দ্ররূপী কৃষ্ণ উৎপন্ন হইয়া জগৎকে আলোকিত করিয়াছেন। যে ব্রজ-জনের নয়ন-চকোর-প্রাপ্য কৃষ্ণকান্তিরূপ অমৃত নিরন্তর পান করে, সেই জীবিত থাকে।

৩৬। উজোর—আলোকিত (উজ্জ্বল)।

অনুভাষ্য

নন্দঃ ক্ষীরসিন্ধুঃ ইব তৎতস্মিন্ কুলে জাতঃ চন্দ্রমাঃ নন্দবংশ-শশধরঃ) ক্ব (কুত্র বর্ত্ততে)? শিখিচন্দ্রকালঙ্কৃতিঃ (শিখিচন্দ্রকং ময়ূরপিচ্ছকম্ অলঙ্কৃতিঃ ভূষণং যস্য সঃ) ক্ব তিষ্ঠতি? মন্দমুরলী-রবঃ (মন্দঃ অনুচ্চঃ অস্ফুটঃ মুরলীরবঃ যস্য সঃ) ক্ব বর্ত্ততে? সুরেন্দ্রনীলদ্যুতিঃ (সুরেন্দ্র ইব ইন্দ্রনীলমণিরিব নীলা দ্যুতিঃ কান্তিঃ যস্য সঃ) ক্ব? রাসরসতাণ্ডবী (রাসে ক্রীড়ায়াং রসেন তাণ্ডবং নৃত্যং যস্য সঃ) ক্ব? জীবরক্ষৌষধিঃ (জীবস্য জীবনস্য রক্ষায়ৈঃ পরিত্রাণায় ঔষধিস্বরূপঃ যঃ সঃ) ক্ব? মম সুহৃত্তমঃ (পরম-

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৩৮। কামরূপ সূর্য্যোত্তপ্তকুমুদিনীরূপ ব্রজরমণীদিগকে নিজ করামৃত অর্থাৎ কিরণামৃত দিয়া।

৪০। 'তনু নহে সেয়াকুলের কাঁটা'—কৃষ্ণতনুকে সেয়া-কুলের কাঁটার সহিত তুলনা করা যায় ; তাহার ধর্ম্ম এই যে, তাহা একবার লাগিলে ছাড়ান দুষ্কর।

৪১। ছানি'—মিশাইয়া, (নিংড়াইয়া)।

৪৩। 'দেহ জীয়ে তাহা বিনে'—তাঁহাকে ছাড়িয়া দেহ যে এতক্ষণ জীবিত আছে (তজ্জন্য)।

অনুভাষ্য

প্রিয়তমঃ) নিধিঃ (সর্ব্বসম্পৎপ্রসূঃ) ক্ব? বত (খেদে) হা হন্ত, বিধিং (বিধাতারং) ধিক্।

৩৮। গোপীগণের কাম—অর্কতুল্য ; গোপীহৃদয়—কুমুদিনী-তুল্য ; কৃষ্ণকামতাপিত-গোপীহৃদয়—অর্ককিরণতপ্তকুমুদিনী-রূপ। 'নিজ'-শব্দে কৃষ্ণের 'কর' অর্থাৎ কিরণ, অথবা হস্ত, সেই অমৃততুল্য কিরণ অথবা পাণি-প্রদাতা কৃষ্ণচন্দ্র (চন্দ্রোপম কৃষ্ণ)।

৩৯। বকপাঁতি—বক-পঙ্ক্তি বা শ্রেণী।

৪০। আম্র-আঠা—আম্র-বৃক্ষের আঠা একবার কোথাও লাগিলে তাহা ছাড়ান কঠিন ; যে-স্থানে লাগে, তথায় ক্ষত-পর্য্যন্ত হইবার সম্ভাবনা।

৪২। নবাম্বুদ—নবীন মেঘ।

বিধি-নিন্দা ঃ—

'যে-জন জীতে নাহি চায়, তারে কেনে জীয়ায়',
বিধিপ্রতি উঠে ক্রোধ-শোক ।
বিধিরে করে ভর্ৎসন, কৃষ্ণে দেন ওলাহন,
পড়ি' ভাগবতের এক শ্লোক ॥ ৪৪ ॥

কৃষ্ণবিরহ-সংঘটক বিধির নিন্দা ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৩৯।১৭)—

অহো বিধাতস্তব ন ক্বচিদ্দয়া
সংযোজ্য মৈত্র্যা প্রণয়েন দেহিনঃ ।
তাংশ্চাকৃতার্থান্ বিযুনঙ্ক্ষ্যপার্থকং
বিচেষ্টিতং তেঽর্ভকচেষ্টিতং যথা ॥ ৪৫ ॥

শ্লোকার্থ ; চিত্রজল্পোক্তি ঃ—

যথা রাগ—

"না জানিস্ প্রেম-মর্ম্ম, ব্যর্থ করিস্ পরিশ্রম,
তোর-চেষ্টা—বালক-সমান ।
তোর যদি লাগ্ পাইয়ে, তবে তোরে শিক্ষা দিয়ে,
এমন যেন না করিস্ বিধান ॥ ৪৬ ॥

অরে বিধি, তুই বড়ই নিষ্ঠুর ।
অন্যোঽন্য দুর্ল্লভ জন, প্রেমে করাঞা সম্মিলন,
অকৃতার্থা কেনে করিস দূর ?? ৪৭ ॥ ধ্রু ॥

অরে বিধি অকরুণ, দেখাঞা কৃষ্ণানন,
নেত্র-মন লোভাইলা মোর ।
ক্ষণেকে করিতে পান, কাড়ি' নিলা অন্যস্থান,
পাপ কৈলি 'দত্ত-অপহার' ॥ ৪৮ ॥

'অক্রূর করে তোর দোষ, আমায় কেনে কর রোষ,'
ইহা যদি কহ 'দুরাচার' ।
তুই অক্রূর-মূর্ত্তি ধরি', কৃষ্ণ নিলি চুরি করি',
অন্যের নহে ঐছে ব্যবহার ॥ ৪৯ ॥

আপনার দুরদৃষ্ট-ধিক্কার (চিত্রজল্প) ঃ—

আপনার কর্ম্মদোষ, তোরে কিবা করি রোষ,
তোর আমার সম্বন্ধ বিদূর ।
যে—আমার প্রাণনাথ, একত্র রহি যার সাথ,
সেই কৃষ্ণ হইলা নিষ্ঠুর !! ৫০ ॥

কৃষ্ণের প্রতি প্রণয়রোষপূর্ব্বক দোষারোপ ঃ—

সব ত্যজি' ভজি যাঁরে, সেই আপন-হাতে মারে,
নারীবধে কৃষ্ণের নাহি ভয় ।
তাঁর লাগি' আমি মরি, উলটি' না চাহে হরি,
ক্ষণমাত্রে ভাঙ্গিল প্রণয় ॥ ৫১ ॥

পুনর্নিজাদৃষ্ট-ধিক্কার ঃ—

কৃষ্ণে কেনে করি রোষ, আপন দুর্দ্দৈব-দোষ,
পাকিল মোর এই পাপফল ।
যে কৃষ্ণ—মোর প্রেমাধীন, তারে কৈল উদাসীন,
এই মোর অভাগ্য প্রবল ॥" ৫২ ॥

গোপীভাবে দিব্যোন্মাদগ্রস্ত প্রভু ঃ—

এইমত গৌর-রায়, বিষাদে করে হায় হায়,
"হাহা কৃষ্ণ, তুমি গেলা কতি ?"
গোপীভাব হৃদয়ে, তার বাক্যে বিলাপয়ে,
'গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি ॥' ৫৩ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৪৫। হে বিধাতঃ, তোমার দয়া নাই! মৈত্রী ও প্রণয়দ্বারা দেহিদিগকে সংযোগ করত অকৃতার্থ অবস্থাতেই তাহাদিগকে পুনরায় পৃথক্ করিয়া দেও। তোমার এইরূপ চেষ্টাগুলিকে শিশুচেষ্টার ন্যায় বলিতে হইবে।

৪৭। যাহাদের পরস্পর মিলন—দুর্ল্লভ, প্রেমের দ্বারা তাহাদের মিলন করাইয়া, মিলন করার যে তাৎপর্য্য, তাহা না হওয়ার পূর্ব্বেই পুনরায় পরস্পরকে কেন দূরে রাখ?

অনুভাষ্য

৪৩। কলানিধি—চতুঃষষ্টি কলার আধার ; পক্ষে, ষোড়শ-কলায় পূর্ণ ; বিড়ম্বন—ছলনা, প্রতারণা।

৪৬। কৃষ্ণগতপ্রাণা কৃষ্ণবল্লভা ব্রজগোপীগণ যখন শুনিলেন যে, শ্রীঅক্রূর রাম ও কৃষ্ণকে মথুরায় লইয়া যাইবার জন্যই ব্রজে আসিয়াছেন, তখন তাঁহারা কৃষ্ণের ভাবি-বিরহাশঙ্কায় অতিশয় শোক-কাতর হইয়া ক্রন্দন ও বিলাপ করিতেছেন,—

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৪৯। 'ওহে দুরাচার বিধে, তুমি যদি একথা বল যে, 'অক্রূর দোষ করিয়াছে, আমার প্রতি কেন ক্রোধ কর?' তবে বলি।

৫০। বিদূর—অতি দূরে।

অনুভাষ্য

অহো (খেদে) বিধাতঃ, তব ক্বচিৎ দয়া ন [অস্তি, যতঃ] মৈত্র্যা (হিতাচরণেন) প্রণয়েন (স্নেহেন) দেহিনঃ (শরীরধারিণঃ জীবস্য) [অন্যোঽন্যান্] সংযোজ্য অকৃতার্থান্ (অপ্রাপ্তভোগান্ অপি) তান্ চ বিযুনঙ্ক্ষি (বিয়োগং বিঘটয়সি) ; তে (তব) বিচেষ্টিতং (কর্ম্ম) অর্ভক-চেষ্টিতং (মৌঢ্যাৎ বালকেহিতং) যথা (তথা) অপার্থকং (হেতুরহিতম্)।

৪৬। পরিশ্রম—সৃষ্টি-কার্য্যাদি।

৪৮। 'দত্ত-অপহার'—কোন দ্রব্য কাহাকেও দিয়া পুনরায় উহা কাড়িয়া লইলে দত্তাপহার হয় ; ইহা প্রায়শ্চিত্তার্হ পাপের অন্যতম।

ভাবোপযোগি-গানদ্বারা প্রভুকে স্বরূপের আশ্বাসন ঃ—

তবে স্বরূপ রামরায়, করি' নানা উপায়,
মহাপ্রভুর করে আশ্বাসন ।
গায়েন মঙ্গলগীত, প্রভুর ফিরাইলা চিত,
প্রভুর কিছু স্থির হৈল মন ॥ ৫৪ ॥

গম্ভীরায় প্রভুর শয়ন ঃ—

এইমত প্রলাপিতে অর্দ্ধরাত্রি গেল ।
গম্ভীরাতে স্বরূপ-গোসাঞি প্রভুরে শোয়াইল ॥ ৫৫ ॥
প্রভুরে শোয়াঞা রামানন্দ গেলা ঘরে ।
স্বরূপ, গোবিন্দ শুইলা গম্ভীরার দ্বারে ॥ ৫৬ ॥

নামকীর্ত্তনে রাত্রিযাপন ঃ—

প্রেমাবেশে মহাপ্রভু গরগর মন ।
নামসঙ্কীর্ত্তন করি' করেন জাগরণ ॥ ৫৭ ॥

প্রভুর মুখসংঘর্ষণরূপ দিব্যোন্মাদ (উদ্‌ঘূর্ণা) ঃ—

বিরহে ব্যাকুল প্রভু উদ্বেগে উঠিলা ।
গম্ভীরা-ভিতরে মুখ ঘষিতে লাগিলা ॥ ৫৮ ॥
মুখে, গণ্ডে, নাকে ক্ষত হইল অপার ।
ভাবাবেশে না জানেন প্রভু, পড়ে রক্তধার ॥ ৫৯ ॥
সর্ব্বরাত্রি করেন ভাবে মুখ সংঘর্ষণ ।
গোঁ-গোঁ শব্দ করেন,—স্বরূপ শুনিলা তখন ॥ ৬০ ॥

প্রভুকে স্বরূপের গৃহে আনয়ন ঃ—

দীপ জ্বালি' ঘর গেলা, দেখি' প্রভুর মুখ ।
স্বরূপ, গোবিন্দ দুঁহার হৈল বড় দুঃখ ॥ ৬১ ॥

স্বরূপকর্ত্তৃক প্রভুর অবস্থা-জিজ্ঞাসা, প্রভুর উত্তর ঃ—

প্রভুরে শয্যাতে আনি' শয়ন করাইলা ।
"কাঁহে কৈলা এই তুমি?"—স্বরূপ পুছিলা ॥ ৬২ ॥
প্রভু কহেন,—"উদ্বেগে ঘরে না পারি রহিতে ।
দ্বার চাহি' ফিরি শীঘ্র বাহির হইতে ॥ ৬৩ ॥
দ্বার নাহি পাঞা মুখ লাগে চারিভিতে ।
ক্ষয় হয়, রক্ত পড়ে, না পাই যাইতে ॥" ৬৪ ॥

প্রভুর দিব্যোন্মাদ-লক্ষণ ঃ—

উন্মাদ-দশায় প্রভুর স্থির নহে মন ।
যেই করে, যেই বোলে,—উন্মাদ-লক্ষণ ॥ ৬৫ ॥

ভক্তগণসহ যুক্তির পর স্বরূপের প্রভুপাদোপাধানরূপে শঙ্কর-পণ্ডিতকে নির্ব্বাচন ঃ—

স্বরূপ গোসাঞি তবে চিন্তা পাইলা মনে ।
ভক্তগণ লঞা বিচার কৈলা আর দিনে ॥ ৬৬ ॥
সব ভক্ত মেলি' তবে প্রভুরে সাধিল ।
শঙ্কর-পণ্ডিতে প্রভুর সঙ্গে শোয়াইল ॥ ৬৭ ॥
প্রভু-পাদতলে শঙ্কর করেন শয়ন ।
প্রভু তাঁর উপর করেন পাদ প্রসারণ ॥ ৬৮ ॥

দ্বাপরযুগে বিদুরের সদৃশ শঙ্করের ভগবৎসেবা ঃ—

'প্রভু-পাদোপাধান' বলি' তাঁর নাম হইল ।
পূর্ব্বে বিদুরে যেন শ্রীশুক বর্ণিল ॥ ৬৯ ॥

কৃষ্ণপাদোপাধানরূপী বিদুরের প্রতি মৈত্রেয়ের কীর্ত্তন ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবতে (৩।১৩।৪)—

ইতি ব্রুবাণং বিদুরং বিনীতং সহস্রশীর্ষ্ণশ্চরণোপাধানম্ ।
প্রহৃষ্টরোমা ভগবৎকথায়াং প্রণীয়মানো মুনিরভ্যচষ্ট ॥ ৭০ ॥

শঙ্করের প্রভু-সেবা ঃ—

শঙ্কর করেন প্রভুর পাদ-সম্বাহন ।
ঘুমাঞা পড়েন, তৈছে করেন শয়ন ॥ ৭১ ॥
উঘাড়-অঙ্গে পড়িয়া শঙ্কর নিদ্রা যায় ।
প্রভু উঠি' আপন- কাঁথা তাহারে জড়ায় ॥ ৭২ ॥
নিরন্তর ঘুমায় শঙ্কর শীঘ্র-চেতন ।
বসি' পাদ চাপি' করে রাত্রি-জাগরণ ॥ ৭৩ ॥

তদুপস্থিতি-হেতু প্রভুর উন্মাদ-বিরাম ঃ—

তাঁর ভয়ে নারেন প্রভু বাহিরে যাইতে ।
তাঁর ভয়ে নারেন ভিত্ত্যে মুখাব্জ ঘষিতে ॥ ৭৪ ॥

শ্রীরঘুনাথকর্ত্তৃক স্ব-কৃত গ্রন্থে প্রভুর উন্মাদদশা-বর্ণন ঃ—

এই লীলা মহাপ্রভুর রঘুনাথ দাস ।
চৈতন্যস্তবকল্পবৃক্ষে করিয়াছেন প্রকাশ ॥ ৭৫ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৭০। সহস্রশীর্ষপুরুষ কৃষ্ণের চরণোপাধানস্বরূপ বিনীত বিদুর যখন এই কথা বলিতেছিলেন, তখন মৈত্রেয়মুনি ভগবৎ-কথায় আনন্দবশতঃ হৃষ্টরোম হইয়া বলিতে লাগিলেন।

৭২। উঘাড়-অঙ্গে—অনাবৃত-শরীরে।

অনুভাষ্য

৭০। মহাভাগবত মৈত্রেয় ঋষির নিকট মহাত্মা বিদুর হরিভক্তশ্রেষ্ঠ স্বায়ম্ভুব মনু ও শতরূপার কার্য্যকলাপ জিজ্ঞাসা করায়, শ্রীশুকদেব পরীক্ষিৎকে বিদুরের প্রশ্নোত্তরে মৈত্রেয়-কর্ত্তৃক হরিকথা-কীর্ত্তন বর্ণন করিতেছেন,—

(শ্রীশুক উবাচ,—) ভগবৎকথায়াং (শ্রীহরিগুণানুবর্ণনে) প্রণীয়মানঃ (বিদুরেণ প্রবর্ত্তমানঃ) প্রহৃষ্টরোমা (প্রহৃষ্টানি রোমাণি যস্য সঃ) মুনিঃ (মৈত্রেয়ঃ) ইতি ব্রুবাণং পৃচ্ছন্তং সহস্রশীর্ষ্ণঃ (সহস্রশীর্ষা শ্রীকৃষ্ণঃ তস্য) চরণোপাধানং (চরণৌ উপাধীয়েতে যস্মিন্ তং—শ্রীকৃষ্ণঃ প্রীত্যা যস্যোৎসঙ্গে চরণৌ প্রসারয়-

কৃষ্ণবিরহে প্রলাপোন্মাদময় প্রভু ঃ—

স্তবাবলীতে চৈতন্যস্তবকল্পবৃক্ষ-স্তবে (৬)—

স্বকীয়স্য প্রাণার্ব্বুদসদৃশ-গোষ্ঠস্য বিরহাৎ
প্রলাপানুন্মাদাৎ সততমতিকুর্ব্বন্ বিকলধীঃ ।
দধদ্ভিত্তৌ শশ্বদ্বদনবিধুঘর্ষেণ রুধিরং
ক্ষতোত্থং গৌরাঙ্গো হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি ॥ ৭৬ ॥

বিপ্রলম্ভ-প্রেমরসাস্বাদক প্রভু ঃ—

এইমত মহাপ্রভু রাত্রি-দিবসে ।
প্রেমসিন্ধু-মগ্ন রহে, কভু ডুবে, ভাসে ॥ ৭৭ ॥

একদিন জগন্নাথবল্লভোদ্যানে প্রভুর মহাভাবাবেশে দশপ্রকার চিত্রজল্প-বর্ণন ঃ—

এককালে বৈশাখের পৌর্ণমাসী-দিনে ।
রাত্রিকালে মহাপ্রভু চলিলা উদ্যানে ॥ ৭৮ ॥
'জগন্নাথবল্লভ' নাম উদ্যান-প্রধানে ।
প্রবেশ করিলা প্রভু লঞা ভক্তগণে ॥ ৭৯ ॥
প্রফুল্লিত বৃক্ষবল্লী—যেন বৃন্দাবন ।
শুক, শারী, পিক, ভৃঙ্গ করে আলাপন ॥ ৮০ ॥
পুষ্পগন্ধ লঞা বহে মলয়-পবন ।
'গুরু' হঞা তরুলতায় শিখায় নাচন ॥ ৮১ ॥
পূর্ণচন্দ্র-চন্দ্রিকায় পরম উজ্জ্বল ।
তরুলতাদি জ্যোৎস্নায় করে ঝলমল ॥ ৮২ ॥
ছয় ঋতুগণ যাঁহা বসন্ত প্রধান ।
দেখি' আনন্দিত হৈলা গৌর ভগবান্ ॥ ৮৩ ॥
"ললিত লবঙ্গলতা" পদ গাওয়াঞা ।
নৃত্য করি' বুলেন প্রভু নিজগণ লঞা ॥ ৮৪ ॥
প্রতিবৃক্ষবল্লী ঐছে ভ্রমিতে ভ্রমিতে ।
অশোকের তলে কৃষ্ণে দেখেন আচম্বিতে ॥ ৮৫ ॥
কৃষ্ণ দেখি' মহাপ্রভু ধাঞা চলিলা ।
আগে দেখি' হাসি' কৃষ্ণ অন্তর্দ্ধান হইলা ॥ ৮৬ ॥
আগে পাইলা কৃষ্ণে, তাঁরে পুনঃ হারাঞা ।
ভূমেতে পড়িলা প্রভু মূর্চ্ছিত হঞা ॥ ৮৭ ॥
কৃষ্ণের অঙ্গগন্ধে ভরিছে উদ্যানে ।
সেই গন্ধ পাঞা প্রভু হৈলা অচেতনে ॥ ৮৮ ॥
নিরন্তর নাসায় পশে কৃষ্ণ-পরিমল ।
গন্ধ আস্বাদিতে প্রভু হইলা পাগল ॥ ৮৯ ॥

প্রভুর চিত্রজল্প ঃ—

কৃষ্ণগন্ধ-লুব্ধা রাধা সখীরে যে কহিলা ।
সেই শ্লোক পড়ি' প্রভু অর্থ করিলা ॥ ৯০ ॥

কৃষ্ণগন্ধাকৃষ্টা শ্রীরাধার উক্তি ঃ—

গোবিন্দলীলামৃতে (৮।৬) বিশাখার প্রতি শ্রীরাধিকা-বাক্য—

কুরঙ্গমদজিদ্বপুঃপরিমলোর্ম্মিকৃষ্টাঙ্গনঃ
স্বকাঙ্গনলিনাষ্টকে শশিযুতাব্জগন্ধপ্রথঃ ।
মদেন্দুবরচন্দনাগুরুসুগন্ধিচর্চ্চার্চ্চিতঃ
স মে মদনমোহনঃ সখি তনোতি নাসাস্পৃহাম্ ॥ ৯১ ॥

শ্লোকার্থ ; কৃষ্ণাঙ্গগন্ধ-মাধুর্য্যবল-বর্ণন ঃ—

যথা রাগ—

"কস্তুরিকা-নীলোৎপল, তার যেই পরিমল,
তাহা জিনি' কৃষ্ণ-অঙ্গ-গন্ধ ।
ব্যাপে চৌদ্দ-ভুবনে, করে সর্ব্ব আকর্ষণে,
নারীগণের আঁখি করে অন্ধ ॥ ৯২ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৭৬। নিজের অসংখ্য প্রাণসদৃশ ব্রজবিরহক্রমে প্রলাপোন্মাদ জন্মিলে সর্ব্বদা সেই চেষ্টা অধিক বৃদ্ধি পাওয়ায় বিকলবুদ্ধি গৌরচন্দ্র অনুদিন স্বীয় চন্দ্রবদন ভিত্তিতে ঘর্ষণপূর্ব্বক ক্ষতোত্থ রুধির ধারণ করিতেন। এবম্বিধ গৌরাঙ্গদেব আমার হৃদয়ে উদিত হইয়া আমাকে উন্মাদিত করিতেছেন।

৯১। যিনি মৃগমদজয়ী স্বীয় বপুগন্ধের ঊর্ম্মিদ্বারা স্ত্রীগণের চিত্ত আকৃষ্ট করেন, যিনি নিজের অষ্ট অঙ্গে অষ্টপদ্মযুক্ত এবং কর্পূরযুক্ত পদ্মগন্ধ প্রচার করেন, এবং যিনি—মৃগনাভি-কর্পূর-চন্দন-অগুরু-সুগন্ধদ্বারা চর্চ্চিত, হে সখি, সেই মদনমোহন আমার নাসাস্পৃহা বিস্তার করিতেছেন।

অনুভাষ্য

তীত্যর্থঃ) বিনীতং (বিনয়ান্বিতম্) বিদুরম্ অভ্যাচষ্ট (অভ্যভাষত)।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বিদুরের গৃহে আসিয়া তৎ-ক্রোড়ে পদযুগল স্থাপনপূর্ব্বক নিদ্রা গিয়াছিলেন বলিয়া কথিত আছে (সারার্থ-দর্শিনী টীকা দ্রষ্টব্য)।

৭৬। স্বকীয়স্য (আত্মনঃ) প্রাণার্ব্বুদসদৃশ-গোষ্ঠস্য (প্রাণার্ব্বুদ-সদৃশস্য অসংখ্যপ্রাণতুল্যস্য গোষ্ঠস্য ব্রজস্য) বিরহাৎ (উন্মাদাৎ দিব্যোন্মাদাৎ হেতোঃ) সততং (নিরন্তরম্) অতিপ্রলাপান্ কুর্ব্বন্ বিকলধীঃ (ব্যগ্রমতিঃ সন্) ভিত্তৌ শশ্বৎ (নিরন্তরং) বদনবিধুঘর্ষেণ (মুখচন্দ্রসঙ্ঘর্ষণেন) ক্ষতোত্থং রুধিরং দধৎ (ধারয়ন্) গৌরাঙ্গঃ হৃদয়ে উদয়ন্ মাং মদয়তি।

৮১। মলয়পবন স্বয়ং পুষ্প-গন্ধবহ হইয়া আবার নটনগুরু (নৃত্যশিক্ষক)-রূপে বৃক্ষ-লতাকে নৃত্য-শিক্ষা প্রদান করিতেছিল।

৯১। হে সখি, কুরঙ্গমদজিদ্বপুঃপরিমলোর্ম্মিকৃষ্টাঙ্গনঃ (মৃগমদকস্তুরিকাবিজয়িবপুষঃ অঙ্গস্য সুগন্ধপ্রবাহেণ কৃষ্টা আকৃষ্টা অঙ্গনা ব্রজাঙ্গনা যেন সঃ) স্বকাঙ্গনলিনাষ্টকে (স্বকানাং অঙ্গনলিনানাং নিজাঙ্গপদ্মনাম্ অষ্টকে মুখনাভিনেত্রদ্বয়করদ্বয়পদযুগ-

গোপীবশকারক কৃষ্ণাঙ্গ-গন্ধ ঃ—

সখি হে, কৃষ্ণগন্ধ জগৎ মাতায় ।
নারীর নাসাতে পশে, সর্ব্বকাল তাঁহা বসে,
কৃষ্ণপাশ ধরি' লঞা যায় ॥ ৯৩ ॥ ধ্রু ॥

পদ্মসদৃশ কৃষ্ণাঙ্গসমূহের গন্ধমাধুর্য্য-বর্ণন ঃ—

নেত্র, নাভি, বদন, কর-যুগ-চরণ,
এই অষ্টপদ্ম কৃষ্ণ-অঙ্গে ।
কর্পূরলিপ্ত কমল, তার যৈছে পরিমল,
সেই গন্ধ অষ্টপদ্ম-সঙ্গে ॥ ৯৪ ॥
হেম-কীলিত চন্দন, তাহা করে ঘর্ষণ,
তাহে অগুরু, কুঙ্কুম, কস্তুরী ।
কর্পূর-সনে চর্চ্চা অঙ্গে, পূর্ব্বঅঙ্গের গন্ধ সঙ্গে,
মিলি' তারে যেন কৈল চুরি ॥ ৯৫ ॥

গোপীচিত্তোন্মাদী কৃষ্ণাঙ্গগন্ধ ঃ—

হরে নারীর তনু-মন, নাসা করে ঘূর্ণন,
খসায় নীবি, ছুটায় কেশবন্ধ ।
করিয়া আগে বাউরী, নাচায় জগৎ-নারী,
হেন ডাকাতিয়া কৃষ্ণাঙ্গগন্ধ ॥ ৯৬ ॥

কৃষ্ণাঙ্গগন্ধ-আস্বাদনার্ত্ত গোপীচিত্ত ঃ—

সেই গন্ধবশ নাসা, সদা করে গন্ধের আশা,
কভু পায়, কভু নাহি পায় ।
পাইলে পিয়া পেট ভরে, পিঙ পিঙ তবু করে,
না পাইলে তৃষ্ণায় মরি' যায় ॥ ৯৭ ॥

চিত্রজল্পোক্তি ঃ—

মদনমোহন-নাট, পসারি চাঁদের হাট,
জগন্নারী-গ্রাহকে লোভায় ।
বিনা-মূল্যে দেয় গন্ধ, গন্ধ দিয়া করে অন্ধ,
ঘর যাইতে পথ নাহি পায় ॥" ৯৮ ॥

প্রভুর উন্মাদাবস্থা ঃ—

এইমত গৌরহরি, গন্ধে কৈল মন চুরি,
ভৃঙ্গপ্রায় ইতি-উতি ধায় ।
যায় বৃক্ষলতা-পাশে, কৃষ্ণ স্ফুরে সেই আশে,
কৃষ্ণ না পায়, গন্ধমাত্র পায় ॥ ৯৯ ॥

স্বরূপ ও রায়ের চেষ্টায় প্রভুর বাহ্যদশায় আগমন ঃ—

স্বরূপ-রামানন্দ গায়, প্রভু নাচে, সুখ পায়,
এইমতে প্রাতঃকাল হৈল ।
স্বরূপ-রামানন্দরায়, করি নানা উপায়,
মহাপ্রভুর বাহ্যস্ফূর্ত্তি কৈল ॥ ১০০ ॥

প্রভুর মাতৃভক্তি-প্রদর্শন, কৃষ্ণবিরহে উদ্‌ঘূর্ণা-চিত্রজল্প বর্ণিত ঃ—

মাতৃভক্তি, প্রলাপন, ভিত্ত্যে মুখ-ঘর্ষণ,
কৃষ্ণগন্ধ-স্ফূর্ত্ত্যে দিব্যনৃত্য ।
এই চারিলীলা-ভেদে, গাইল এই পরিচ্ছেদে,
কৃষ্ণদাস রূপগোসাঞি-ভৃত্য ॥ ১০১ ॥
এইমত মহাপ্রভু পাঞা চেতন ।
স্নান করি' কৈল জগন্নাথ-দরশন ॥ ১০২ ॥

অপ্রাকৃত অধোক্ষজ কৃষ্ণ ও কার্ষ্ণলীলা—অক্ষজ-জ্ঞানী জড়-বিদ্যা-মত্ত পণ্ডিতাভিমানী তর্কপন্থীর অগম্যা ঃ—

অলৌকিক কৃষ্ণলীলা, দিব্য শক্তি তার ।
তর্কের গোচর নহে চরিত্র যাহার ॥ ১০৩ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৯৫। হেমকীলিত—স্বর্ণনিবদ্ধ ; চুরি—গোপন, (আচ্ছাদন)।

৯৬। বাউরী—উন্মত্তা।

১০১। 'কৃষ্ণদাস রূপগোসাঞি-ভৃত্য'—এই পদ্য পাঠ করিয়া অনেকের মনে হয়, শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী—রূপ-গোস্বামীর মন্ত্র-শিষ্য। কিন্তু অন্যান্য স্থান পাঠ করিলে এরূপ সিদ্ধান্ত করা দুষ্কর। এস্থলে শ্রীরূপকৃত ভক্তিরসামৃত-সিন্ধুর শিক্ষা অবলম্বন করিয়া রস বিস্তার করিতেছেন বলিয়া, শ্রীল কবিরাজ-প্রভু শ্রীরূপের কেবলমাত্র নাম লইয়া থাকিতে পারেন ; অথবা গোস্বামিভৃত্য কৃষ্ণদাসরূপ এই লেখক এই পদ্য রচনা করিলেন,—এ অর্থও হইতে পারে।

ইতি অমৃতপ্রবাহ-ভাষ্যে ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

অনুভাষ্য

কমলাষ্টকে) শশিযুতাব্জগন্ধপ্রথঃ (কর্পূরযুতস্য পদ্মগন্ধস্য প্রথা বিস্তারো যস্মিন্ সঃ) মদেন্দুবরচন্দনাগুরুসুগন্ধচর্চ্চার্চ্চিতঃ (কস্তুরী-কর্পূরশুভ্রচন্দনানাং সুগন্ধচর্চ্চাভিঃ অর্চ্চিতঃ বিলেপিতঃ সঃ) মদনমোহনঃ মে (মম) নাসাস্পৃহাং তনোতি (বর্দ্ধয়তি)।

৯৪। দুইচক্ষু, নাভি, মুখ, দুই হস্ত, দুই পদ,—এই অষ্টাঙ্গ।

৯৫। চর্চ্চা—লেপন ; পাঠান্তরে—'মিলি ডাকা যেন কৈল চুরি' ও 'কামদেবের মন কৈল চুরি'।

৯৮। 'জগন্নারী-গ্রাহকে লোভ—জগতে ব্রজনারী-গোপী-গণকে ক্রেতারূপে প্রলোভিত করায়।

এই প্রেম সদা জাগে যাহার অন্তরে ।
পণ্ডিতেহ তার চেষ্টা বুঝিতে না পারে ॥ ১০৪ ॥

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু (১।৪।১৭)—

ধন্যস্যায়ং নবপ্রেমা যস্যোন্মীলতি চেতসি ।
অন্তর্ব্বাণীভিরপ্যস্য মুদ্রা সুষ্ঠু সুদুর্গমা ॥ ১০৫ ॥

অপ্রাকৃত শ্রদ্ধার সহিত প্রভুর অধোক্ষজ-লীলায় বিশ্বাস সংস্থাপনার্থ অনুরোধ ঃ—

অলৌকিক প্রভুর 'চেষ্টা', 'প্রলাপ' শুনিয়া ।
তর্ক না করিহ, শুন, বিশ্বাস করিয়া ॥ ১০৬ ॥

ভ্রমরগীতায় শ্রীরাধার প্রলাপ ও মহিষীগণের গীতে দশপ্রকার চিত্রজল্পোক্তি ঃ—

ইহার সত্যত্বে প্রমাণ শ্রীভাগবতে ।
শ্রীরাধার প্রলাপ 'ভ্রমর-গীতা'তে ॥ ১০৭ ॥

অনুভাষ্য

১০৫। মধ্য ২৩শ পঃ ৩৬ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১০৭। (ক) 'শ্রীরাধার প্রলাপ ভ্রমর-গীতাতে'—ভাঃ ১০ম স্কঃ, ৪৭ অঃ, ১২-২১ শ্লোক দ্রষ্টব্য ; যথা—

"মধুপ কিতব-বন্ধো মা স্পৃশাঙ্ঘ্রিং সপত্ন্যাঃ কুচবিলুলিত-মালাকুঙ্কুমশ্মশ্রুভির্নঃ। বহতু মধুপতিস্তন্মানিনীনাং প্রসাদং যদুসদসি বিড়ম্ব্যং যস্য দূতস্ত্বমীদৃক্।। ১।।"

উদ্ধবের আগমনে ব্রজে ব্রজবালা। কৃষ্ণকথা গাহি' কাঁদি' ত্যজে অশ্রুমালা।। সেইকালে গোপী এক ভৃঙ্গে লক্ষ্য করি'। উদ্ধবেরে 'দূত'জ্ঞানে বলে প্রিয় স্মরি'।। গোপী কহে,—হে ভ্রমর, তুমি ধূর্ত্তমিত্র। পদস্পর্শ-কার্য্য তব বড়ই বিচিত্র।। তব নমস্কারে কভু না হব প্রসন্ন। তব শ্মশ্রুপ্রান্তে দেখি কুঙ্কুমের চিহ্ন।। সপত্নীর বক্ষোদ্বয়ে কৃষ্ণ-বনমালা। মর্দ্দিত-কুঙ্কুম দেখি' হয় মম জ্বালা।। মানিনীর প্রসন্নতা-সংগ্রহে মাধব। ব্যস্ত আছে সেই কার্য্যে মাথুর-বান্ধব।। ব্রজজনে যার কভু নাই প্রয়োজন। গোপীতুষ্টি-তরে তাঁর নাহিক কারণ।। তুমি—যদুপতি-দূত, তোমার কি কায? তোমা' তরে সভামধ্যে কৃষ্ণ পাবে লাজ।। ১।।

"সকৃদধরসুধাং স্বাং মোহিনীং পায়য়িত্বা সুমনস ইব সদ্যস্তত্যজেঽস্মান্ ভবাদৃক্। পরিচরতি কথং তৎপাদপদ্মং নু পদ্মা অপি বত হৃতচেতা হ্যুত্তমঃশ্লোকজল্পৈঃ।।" ২।।

গোপীস্থানে করে কৃষ্ণ কিবা অপরাধ? যাহা লাগি গোপী-চিত্তে হয় এই বাধ?? হেতু শুন,—কৃষ্ণচন্দ্র স্বকীয় মোহিনী। অধরের সুধা পান করাইয়া যিনি।। সদ্য ত্যাগ করি' হরি' গোপীকার মন। যেরূপ তোমার মত অর্ব্বাচীন জন।। সুকুসুম ত্যাগ করি' যায় অন্য-মনে। তদ্রূপ কৃষ্ণের কার্য্য আমাদের সনে।। অচতুরা পদ্মা কৃষ্ণপাদপদ্ম কেন। ত্যাগ নাহি করি' এবে যতনে সেবেন?? কৃষ্ণ-মিথ্যাবাক্যে পদ্মা ক'রেছে প্রত্যয়। পদ্মাসম অবিদগ্ধা গোপী কভু নয়।। ২।।

"কিমিহ বহু ষড়ঙ্ঘ্রে গায়সি ত্বং যদূনামধিপতিমগৃহাণামগ্রতো নঃ পুরাণম্। বিজয়সখসখীনাং গীয়তাং তৎপ্রসঙ্গঃ ক্ষয়িতকুচরুজস্তে কল্পয়ন্তীষ্টমিষ্টাঃ।।" ৩ ।।

গোপীতুষ্টি-হেতু ভৃঙ্গ করে কৃষ্ণগান। এই বুঝি' কহে গোপী শুনিয়া সুতান।। শুন হে ভ্রমর, কৃষ্ণ—ভবনরহিত। যদুপতি আমাদের চিরপরিচিত।। শুনিয়াছি তার কথা মোরা বহুবার। তাঁরে জানিয়াছি, গান শুনিব না আর।। কৃষ্ণ-নিজপ্রিয় জন যাঁহারা এখন। তাঁদের নিকটে গিয়া করহ গায়ন।। কৃষ্ণ-আলিঙ্গন যাঁরা লভেছে সুমতি। বক্ষোরোগ হ'তে মুক্ত কৃষ্ণপ্রেমবতী।। সেই ধনী প্রিয়বরা তব কৃষ্ণগান। শুনিয়া আদর করি' দিবে তব মান।। ৩।।

"দিবি ভুবি চ রসায়াং কাঃ স্ত্রিয়স্তদ্দুরাপাঃ কপটরুচির-হাসভ্রূবিজৃম্ভস্য যাঃ স্যুঃ। চরণরজ উপাস্তে যস্য ভূতির্ব্বয়ং কা অপি চ কৃপণপক্ষে হ্যুত্তমঃশ্লোকশব্দঃ।।" ৪।।

হে মধুপ, কৃষ্ণচন্দ্র গোপীকে স্মরিয়া। অনঙ্গ-বেদনাখিন্ন ব্যাকুল হইয়া।। পাঠায়েছে দূতরূপে মম তুষ্টি তরে। বলিও না এই কথা আমার গোচরে।। স্বরগ-মরত-তলে আছে যত নারী। সবেই কৃষ্ণের প্রাপ্য, তা বলিতে পারি।। কপট রুচির হাস্য কৃষ্ণের ভ্রূদ্বয়। বিরাজিত দেখি' লক্ষ্মী সদাই সেবয়।। লক্ষ্মীদেবী-তুলনায় আমরা—সামান্য। কপট হ'লেও কৃষ্ণ সহসা বদান্য।। বোলো তাঁরে, দীনপ্রতি অনুগ্রহ যাঁর। 'উত্তমঃশ্লোকাখ্য'-শব্দে পরিচয় তাঁর।। ৪।।

"বিসৃজ শিরসি পাদং বেদ্ম্যহং চাটুকারৈরনুনয়বিদুষস্তেঽভ্যেত্য দৌত্যৈর্মুকুন্দাৎ। স্বকৃত ইহ বিসৃষ্টাপত্যপত্যন্যলোকা ব্যসৃজদকৃতচেতাঃ কিং নু সন্ধেয়মস্মিন্।।" ৫।।

ভ্রমরে দেখিয়া গোপী নিজ-পাদমূলে। ক্ষমাইছে অপরাধ পশি' পদাঙ্গুলে।। ত্যজ' শির পদ হ'তে ভ্রমর কুশল। মুকুন্দ কি শিখায়েছে, মোরে তাহা বল।। মিষ্টবাক্য-প্রার্থনায় আর দৌত্য-ধর্ম্মে। চতুরতা আছে, ভৃঙ্গ, জানিলাম মর্ম্মে।। মুকুন্দের অপরাধ কিবা আছে বল? বলিও না এই কথা, তুমি ভৃঙ্গ-খল।। পতিপুত্র ছাড়ি' আর পরলোক-ধর্ম্ম। কৃষ্ণসেবা বিনা মোর নাহি কোন কর্ম্ম।। অসংযত-চিত্ত কৃষ্ণ অনায়াসে ভুলি'। কায নাই কথা তার, সন্ধান না তুলি।। ৫।।

"মৃগয়ুরিব কপীন্দ্রং বিব্যধে লুব্ধধর্ম্মা স্ত্রিয়মকৃত বিরূপাং স্ত্রীজিতঃ কামযানাম্। বলিমপি বলিমত্ত্বাবেষ্টয়দ্ধ্বাঙ্ক্ষবদ্‌যস্তদলমসিতসখ্যৈর্দুস্ত্যজস্তৎকথার্থঃ।।" ৬।।

নিজেন্দ্রিয়তর্পণপর মহামহা-অক্ষজজ্ঞানী পণ্ডিতম্মন্য জড়বিদ্যা-মত্তেরও অপ্রাকৃত বিপ্রলম্ভরস-বোধে অসামর্থ্য ঃ—

মহিষীর গীত যেন 'দশমে'র শেষে ।
পণ্ডিতে না বুঝে তার অর্থবিশেষে ॥ ১০৮ ॥

অনুভাষ্য

কৃষ্ণ-পূর্ব্বজন্মকথা যবে উঠে মনে। ওহে ভৃঙ্গ, ভয় হয় গোপিকার গণে।। রাম-অবতারে যবে ব্যাধবৎ হরি। অবিচারে ক্রূর হই' বালি বধ করি'।। কামপরা শূর্পণখা যবে রাম-স্থানে। যায়, তবে সীতা-বাধ্য কাটে নাক-কাণে।। বলিরাজ হ'তে হরি বামনমূর্ত্তিতে। পূজা-উপহার লভি' তাহাকে বঞ্চিতে।। কাকবৎ বান্ধিলেন সেই গুণধর। তার সহ সখ্য ভাল নয়, হে ভ্রমর।। তার কথারূপ অর্থ সুদুস্ত্যজ জানি'। সে-কারণে ত্যাগ-কার্য্যে বলহীন মানি।। ৬।।

"যদনুচরিতলীলাকর্ণপীযূষবিপ্রুট্‌সকৃদদনবিধূতদ্বন্দ্বধর্ম্মা বিনষ্টাঃ সপদি গৃহকুটুম্বং দীনমুৎসৃজ্য দীনা বহব ইহ বিহঙ্গা ভিক্ষুচর্য্যাং চরন্তি।।" ৭।।

ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-লতা-ত্রিবর্গ-নাশিনী। কৃষ্ণকথা এত বল ধরে মোরা জানি।। কৃষ্ণলীলামৃতকণ কর্ণে পান করি'। রাগদ্বেষমুক্ত-ধর্ম্মী সর্ব্ব পরিহরি'।। ভোগহীন পক্ষিতুল্য ভিক্ষাজীবি-জন। দুঃখময় গৃহ আর কুটুম্ব-ভবন।। সহসা সকল ত্যজি' সর্ব্বতো-ভাবেতে। উচিত হইলেও মোরা অসমর্থ তাতে।। ৭।।

"বয়মৃতমিব জিহ্মব্যাহৃতং শ্রদ্দধানা কুলিকরুতমিবাজ্ঞাঃ কৃষ্ণবধ্বো হরিণ্যঃ দদৃশুরসকৃদেতৎ তন্নখস্পর্শতীব্রস্মররুজ উপমন্ত্রিন্ ভণ্যতামন্যবার্ত্তাঃ।।" ৮।।

ওহে দূত, মূঢ়পক্ষী ব্যাধের সঙ্গীতে। যেরূপ বিশ্বাস করি' বাণ-বিদ্ধ-চিতে।। ক্লেশ ভোগ করে যথা,আমরা তেমন। কৃষ্ণকথা বিশ্বাসিয়া পেয়েছি বেদন।। কৃষ্ণনখস্পর্শে পীড়া সুতীব্র মদন। জারিতেছে মোরে, বল অপর বচন।। ৮।।

"প্রিয়সখ পুনরাগাঃ প্রেয়সা প্রেষিতঃ কিং বরয় কিমনুরুন্ধে মাননীয়োঽসি মেঽঙ্গ। নয়সি কথমিহাস্মান্ দুস্ত্যজদ্বন্দ্বপার্শ্বং সততমুরসি সৌম্য শ্রীর্বধূঃ সাকমাস্তে।।" ৯।।

এই সব কথা শুনি' ভ্রমরে ফিরিতে। দেখিয়া গোপিকা কহে বিচারিয়া চিতে।। তুমি—প্রিয়কৃষ্ণ-সখা, কৃষ্ণের আজ্ঞায়। তথা হ'তে আসিয়াছ এথা পুনরায়।। তুমি তবে পূজনীয় মম, দূতবর। প্রার্থনা বলহ মোরে,—কিবা ইচ্ছা ধর।। শ্রীকৃষ্ণ যুগল-ভাব কভু না ছাড়িবে। গোপিকায় তুমি এবে কেন বা লইবে?? শ্রীকৃষ্ণের বধূ লক্ষ্মী প্রভুবক্ষে রহি'। সতত সেবিছে এবে, তব পাশে কহি।। ৯।।

"অপি বত মধুপুর্য্যামার্য্যপুত্রোঽধুনাস্তে স্মরতি স পিতৃগেহান্ সৌম্যবন্ধূংশ্চ গোপান্। ক্বচিদপি স কথা নঃ কিঙ্করীণাং গৃণীতে ভুজমগুরুসুগন্ধং মূর্দ্ধ্যধাস্যৎ কদা নু।।" ১০।।

গুরু (নিত্যানন্দ)-গৌরাঙ্গ-সেবকের কৃপাবলেই প্রভুর অপ্রাকৃত বিপ্রলম্ভলীলায় বিশ্বাসোদয় ঃ—

মহাপ্রভু-নিত্যানন্দ, দোঁহার দাসের দাস ।
যারে কৃপা করেন, তার হয় ইথে বিশ্বাস ॥ ১০৯ ॥

অনুভাষ্য

'সৌম্য' সম্বোধিয়া বলে গোপী হর্ষভরে। গুরুকুল হ'তে এবে মথুরা-নগরে।। সুখে বসে আর্য্যপুত্র ভুলি' ব্রজাঙ্গনা। পিতার আবাস-কথা মনে কি পড়ে না?? কিঙ্করী ছিলাম মোরা, আমাদের কথা। মুখে আনে কভু কিবা ভুলিয়া সর্ব্বথা?? ক্ষেমাস্পদ মোরে জানি' কবে পরশিবে? অগুরু-সুগন্ধি-কর গোপীশিরে দিবে??১০।।

১০৮। (খ) মহিষীর গীত যেন দশমের শেষে,—ভাঃ ১০ম স্কঃ, ৯০ অঃ, ১৫-২৪ শ্লোক দ্রষ্টব্য ; যথা—

'কুররি বিলপসি ত্বং বীতনিদ্রা ন শেষে স্বপিতি জগতি রাত্র্যামীশ্বরো গুপ্তবোধঃ। বয়মিব সখি কচ্চিদ্গাঢ়নির্ব্বিদ্ধচেতা নলিন-নয়নহাসোদারলীলেক্ষিতেন।।" ১।।

জলক্রীড়া সমাপিয়া, কৃষ্ণচিন্তা-পর হিয়া, চিন্তামগ্ন মহিষীর গণ। হে সখি কুররি, এবে, নিশায় নিদ্রিত দেবে, মোরা করি' কৃষ্ণে জাগরণ।। তাঁর নিদ্রাসুখ-ভঙ্গ, আমাদের দেখি' রঙ্গ, তুমি করিতেছ বিলাপন। নাই কেন নিদ্রা তোর, কৃষ্ণচিন্তা সুবিভোর, কিবা বিঁধিয়াছে হাস্যেক্ষণ?? কৃষ্ণের মধুর স্মিত, কৃষ্ণদৃষ্টিবিদ্ধ-চিত, মহিষীগণের ভাবচয়। আমাদের মত তব, অবস্থা ঘটেছে সব, মহিষীর ততি তারে কয়।। ১।।

"নেত্রে নিমীলয়সি নক্তমদৃষ্টবন্ধুস্ত্বং রোরবীষি করুণং বত চক্রবাকি। দাস্যং গতা বয়মিবাচ্যুতপাদজুষ্টাং কিংবা স্রজং স্পৃহয়সে কবরেণ বোঢুম্।।" ২।।

রাত্রে বন্ধু না দেখিয়া, চক্ষুর্দ্বয় না মেলিয়া, চক্রবাকি, তুমি দুঃখভরে। কারুণ্যে রোদন কর, কিবা তুমি কিবা স্মর, স্পৃহা কর ধরিবার তরে।। অচ্যুতচরণজুষ্ট, মহিষী যাহাতে তুষ্ট, সেই মালা শিরেতে ধরিতে। রোদন-কারণ তব, স্পষ্ট করি' কহ সব, চক্রবাকি, মহিষী বুঝিতে।। ২।।

"ভো ভোঃ সদা নিষ্টনসে উদন্বন্নলব্ধনিদ্রোঽধিগতপ্রজাগরঃ। কিম্বা মুকুন্দাপহৃতাত্মলাঞ্ছনঃ প্রাপ্তাং দশাং তঞ্চ গতো দুরত্যয়াম্।।"৩।।

জলনিধে, রাত্রিকালে, না লিখেছে তব ভালে, নিরন্তর নিদ্রা-সুখসঙ্গ। জাগিয়া রোদন-কর্ম্ম, পাইয়াছ এইধর্ম্ম, আমাদের মত চিত্তভঙ্গ।। কুঙ্কুমাদি-চিহ্ন-নাশ, মুকুন্দের সুপ্রয়াস, মহিষীবৃন্দের প্রতি যথা। পাইয়া সে ব্যবহার, সমদশা কি তোমার, জলধি কি লভিয়াছ তথা?? ৩।।

"ত্বং যক্ষ্মণা বলবতা নিগৃহীত ইন্দো ক্ষীণস্তমো ন নিজদীধি-

প্রভুর কৃষ্ণবিরহজ বিপ্রলম্ভভাবানুসরণেই অনর্থনিবৃত্তি ও কৃষ্ণপ্রেমলাভ ঃ—

শ্রদ্ধা করি' শুন ইহা, শুনিতে মহাসুখ ।
খণ্ডিবে আধ্যাত্মিকাদি সকল-দুঃখ ॥ ১১০ ॥

নিত্য নবনবায়মান হৃৎকর্ণরসায়ন চৈতন্যলীলামৃত ঃ—

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—নিত্য নূতন ।
শুনিতে শুনিতে জুড়ায় হৃদয়-শ্রবণ ॥ ১১১ ॥

শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ১১২ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে বিরহ-প্রলাপ-মুখ-সঙ্ঘর্ষণাদিবর্ণনং নাম ঊনবিংশঃ পরিচ্ছেদঃ।

অনুভাষ্য

তিভিঃ ক্ষিণোষি। কচ্চিন্মুকুন্দগদিতানি যথা বয়ং ত্বং বিস্মৃত্য ভোঃ স্থগিতগীরুপলক্ষ্যসে নঃ।।" ৪।।

অতিশয় যক্ষ্মাক্রান্ত, অশক্ত নাশিতে ধ্বান্ত, শশধর স্বীয় কান্তিবলে। কিবা কৃষ্ণ-গানে ভ্রান্ত, বাক্য-ব্যয়ে রহ ক্ষান্ত, দেখি' মোরা আমাদের দলে।। ৪।।

"কিং ত্বাচরিতমস্মাভির্মলয়ানিল তেঽপ্রিয়ম্। গোবিন্দাপাঙ্গ-নির্ভিন্নে হৃদীরয়সি নঃ স্মরম্।।" ৫।।

আমাদের আচরণ, অনুচিত কি এমন, শুন, হে মলয়-সমীরণ। গোবিন্দকটাক্ষবিদ্ধ, কন্দর্প-প্রেরণে সিদ্ধ, প্রতিশোধ-গ্রহণ-কারণ।। ৫।।

"মেঘ শ্রীমংস্ত্বমসি দয়িতো যাদবেন্দ্রস্য নূনং শ্রীবৎসাঙ্কং বয়-মিব ভবান্ ধ্যায়তি প্রেমবদ্ধঃ। অত্যুৎকণ্ঠঃ শবলহৃদয়োঽস্মদ্বিধো বাষ্পধারাঃ স্মৃত্বা স্মৃত্বা বিসৃজসি মুহুর্দুঃখদস্তৎপ্রসঙ্গঃ।।" ৬।।

শুন, মেঘ, কৃষ্ণমিত্র, চিন্তিছ শ্রীবৎস-চিত্র, প্রেমবদ্ধ মহিষীর ন্যায়। কৃষ্ণসঙ্গ ধ্যান করি', উৎকণ্ঠায় দুঃখে মরি', সিঞ্চিতেছ বাষ্পধারা-প্রায়।। ৬।।

"প্রিয়রাবপদানি ভাষসে মৃতসঞ্জীবিকয়ানয়া গিরা। করবাণি কিমদ্য তে প্রিয়ং বদ মে বল্গিতকণ্ঠ কোকিল।।" ৭।।

সুকণ্ঠ কোকিল, শুন, অনুকারে সুনিপুণ, মৃতসঞ্জীবনী তব কথা। তব প্রিয়-আচরণ, মহিষীর সুকরণ, সেইরূপ সাধি, বল তথা।। ৭।।

" ন চলসি ন বদস্যুরদারবুদ্ধে ক্ষিতিধর চিন্তয়সে মহান্তমর্থম্। অপি বত বসুদেবনন্দনাঙ্ঘ্রিং বয়মিব কাময়সে স্তনৈর্বিধর্তুম্।।"৮।।

উদারধী ক্ষিতিধর, অচঞ্চল মৌনবর, মহদর্থ-চিন্তায় মগন। তুমি আমাদের মত, হৃদয়ে রাখিতে ব্রত, বসুদেব-তনয়-চরণ।।৮।।

"শুষ্যদ্হ্রদাঃ করশিতা বত সিন্ধুপত্ন্যঃ সম্প্রত্যপাস্তকমলশ্রিয় ইষ্টভর্তুঃ। যদ্বদ্বয়ং মধুপতেঃ প্রণয়াবলোকমপ্রাপ্য মুষ্টহৃদয়াঃ পুরুকর্শিতাঃ স্ম।।" ৯।।

সিন্ধুপত্নী নদী সব, শুষ্কনীর দেখি' তব, অরবিন্দ-শোভা নাই আর। কৃশাঙ্গ হয়েছে তারা, নিদাঘে আনন্দ-হারা, সিন্ধুসুখ করে না বিস্তার।। মহিষীসকল দীনা, শুষ্কচিত্ত তনুক্ষীণা, মধুপতি—প্রণয়-রহিত। তোমরা কি সেইমত, তোয়হীন শোভা-হত, তাঁর প্রেমদৃষ্টি-বিবর্জ্জিত ?? ৯।।

"হংস স্বাগতমাস্যতাং পিব পয়ো ব্রূহ্যঙ্গ শৌরেঃ কথাং দূতং ত্বাং নু বিদাম কচ্চিদর্জিতঃ স্বস্ত্যাস্ত উক্তং পুরা। কিং বা নশ্চল-সৌহৃদঃ স্মরতি তং কস্মাদ্ভজামো বয়ং ক্ষৌদ্রালাপয় কামদং শ্রিয়মৃতে সৈবৈকনিষ্ঠা স্ত্রিয়াম্।।" ১০।।

সুখে আসিয়াছ, হংস, এস সমাদরি। কৃষ্ণের সন্দেশ বল, দুগ্ধ পান করি'।। 'কৃষ্ণদূত' বলি' তোমা মোরা সদা জানি। হরি কিছু আমাদের বলিয়াছে বাণী ?? সুখে ত' আছেন কৃষ্ণ?—জানিবারে চাই। আমাদের কথা কি তাঁর মনে কিছু নাই ?? একা লক্ষ্মী সেবে তাঁরে, আমরা—কিঙ্করী। অ-কামদ-বাক্যব্যয়ি-জনে কিসে বরি ??

ইতি অনুভাষ্যে ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

বিংশ পরিচ্ছেদ

কথাসার—দৈন্যোদ্বেগাদি-উৎকণ্ঠার সহিত শিক্ষাষ্টকের আস্বাদনে স্বরূপ-রামানন্দের সহিত মহাপ্রভু রাত্রি যাপন করিতেন। সময়ে সময়ে প্রভু (জয়দেব-কৃত) শ্রীগীতগোবিন্দ, শ্রীমদ্ভাগবত, (শ্রীরায়-রামানন্দ-কৃত) শ্রীজগন্নাথবল্লভনাটক, (শ্রীবিল্বমঙ্গল-কৃত) শ্রীকর্ণামৃত হইতে শ্লোক পাঠ করিয়া ভাবাবিষ্ট হইতেন,—ইত্যাদি এই পরিচ্ছেদে বর্ণিত আছে।

এইপ্রকারে দ্বাদশ বৎসর রসাস্বাদনপূর্ব্বক ৪৮ বৎসর বয়সে শ্রীমন্মহাপ্রভু লীলা সমাপ্ত করেন বলিয়া গ্রন্থকার আভাস দিয়াছেন। অতঃপর তিনি অন্ত্যলীলার বিবরণের সংক্ষিপ্ত অনুবাদ দিয়া এই গ্রন্থ সমাপ্ত করিলেন। (অঃ প্রঃ ভাঃ)

জাতপ্রেম ভক্তেরই প্রভুর বিপ্রলম্ভভাবানুসরণে যোগ্যতা ঃ—

প্রেমোদ্ভাবিতহর্ষের্ষোদ্বেগদৈন্যার্ত্তিমিশ্রিতম্ ।
লপিতং গৌরচন্দ্রস্য ভাগ্যবদ্ভির্নিষেব্যতে ॥ ১ ॥

জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ২ ॥

পুরীতে অনুক্ষণ বিপ্রলম্ভভাব-ব্যাকুল প্রভু ঃ—

এইমত মহাপ্রভু বৈসে নীলাচলে ।
রজনী-দিবসে কৃষ্ণবিরহে বিহ্বলে ॥ ৩ ॥

প্রভুর পরমপ্রেষ্ঠ অন্তরঙ্গ নিত্য-সঙ্গিদ্বয় ঃ—

স্বরূপ, রামানন্দ,—এই দুইজন-সনে ।
রাত্রি-দিনে রস-গীত-শ্লোক আস্বাদনে ॥ ৪ ॥

আটটী সাত্ত্বিক ও তেত্রিশটী ব্যভিচারি-ভাবোদয় ঃ—

নানা-ভাব উঠে প্রভুর—হর্ষ, শোক, রোষ ।
দৈন্যোদ্বেগাদি, উৎকণ্ঠা, সন্তোষ ॥ ৫ ॥

স্বয়ং বা ভক্তদ্বয়-সহ তত্তদ্ভাবোদ্দীপক শ্লোক-পাঠ বা শ্রবণ ঃ—

সেই সেই ভাবে নিজ-শ্লোক পড়িয়া ।
শ্লোকের অর্থ আস্বাদয়ে দুই বন্ধু লঞা ॥ ৬ ॥

কোন দিনে, কোন ভাবে শ্লোক-পঠন ।
সেই শ্লোক আস্বাদিতে রাত্রি-জাগরণ ॥ ৭ ॥

প্রভুকর্ত্তৃক সাধ্য-সাধন বা উপেয়-উপায়ের অভেদ-বর্ণন ; সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট চরম অভিধেয় বা শাব্দিকাবতার শ্রীনাম-কীর্ত্তন-মাহাত্ম্য-বর্ণন ঃ—

হর্ষে প্রভু কহেন,—"শুন, স্বরূপ-রামরায় ।
নামসঙ্কীর্ত্তন—কলৌ পরম উপায় ॥ ৮ ॥

কৃষ্ণকীর্ত্তনকারীই একমাত্র সুবুদ্ধিমান্ ঃ—

সঙ্কীর্ত্তনযজ্ঞে কলৌ কৃষ্ণ-আরাধন ।
সেই ত' সুমেধা পায় কৃষ্ণের চরণ ॥ ৯ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।৫।৩০)—

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাঽকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্ ।
যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ ॥ ১০ ॥

শুদ্ধনামের ফল—নিঃশ্রেয়স ও কৃষ্ণপ্রেমোদয় ঃ—

নামসঙ্কীর্ত্তনে হয় সর্ব্বানর্থ-নাশ ।
সর্ব্ব-শুভোদয়, কৃষ্ণে প্রেমের উল্লাস ॥ ১১ ॥

শ্রীমুখনিঃসৃত ***শ্রীশিক্ষাষ্টক*** (বা শ্রীভাগবত-নির্য্যাস) ; নামাভাস ও নামের ফল ঃ—

পদ্যাবলীতে (১০) ধৃত শিক্ষাষ্টকের ১ম শ্লোক—

চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নিনির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্ ।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনম্ ॥ ১২ ॥

শ্লোকার্থ-ব্যাখ্যা ঃ—

সঙ্কীর্ত্তন হৈতে পাপ-সংসার নাশন ।
চিত্তশুদ্ধি, সর্ব্বভক্তিসাধন-উদ্গম ॥ ১৩ ॥

কৃষ্ণপ্রেমোদ্গম, প্রেমামৃত-আস্বাদন ।
কৃষ্ণপ্রাপ্তি, সেবামৃত-সমুদ্রে মজ্জন ॥" ১৪ ॥

অশোক, অভয়, অমৃতাধার শ্রীনাম ঃ—

উঠিল বিষাদ, দৈন্য, পড়ে আপন-শ্লোক ।
যাহার অর্থ শুনি' সব যায় দুঃখ-শোক ॥ ১৫ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১। ভাগ্যবান্ ব্যক্তিগণই গৌরচন্দ্রের প্রেমোদ্ভাবিত হর্ষ, ঈর্ষা, উদ্বেগ, দৈন্য ও আর্ত্তি-মিশ্রিত বিলাপ নিষেবণ করেন।

১২। চিত্তরূপ দর্পণের মার্জ্জনকারী, ভবরূপ মহাদাবাগ্নির নির্ব্বাণকারী, জীবের মঙ্গলরূপ কৈরবচন্দ্রিকা-বিতরণকারী, বিদ্যাবধূর জীবনস্বরূপ, আনন্দসমুদ্রের বর্দ্ধনকারী, পদে পদে পূর্ণামৃতাস্বাদনস্বরূপ এবং সর্ব্বস্বরূপের শীতলকারী শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তন বিশেষরূপে জয়যুক্ত হউন।

অনুভাষ্য

১। ভাগ্যবদ্ভিঃ (প্রেমসম্পন্নৈঃ মহাত্মভিঃ এব) গৌরচন্দ্রস্য প্রেমোদ্ভাবিতহর্ষের্ষোদ্বেগদৈন্যার্ত্তিমিশ্রিতং (প্রেম্নঃ উদ্ভাবিতা জাতাঃ চিত্তোল্লাসাসহিষ্ণুতাস্থিরতা-নিজক্ষুদ্রমননকাতরাদিভাবাঃ তাভিঃ মিশ্রিতং) লপিতং (প্রলাপং) নিষেব্যতে (আস্বাদ্যতে)।

৯। আদি ৩য় পঃ ৭৬-৭৭ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১০। আদি ৩য় পঃ ৫১ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১২। চেতোদর্পণমার্জ্জনং (চেতঃ এব দর্পণঃ আদর্শঃ তস্য মার্জ্জনং মালিন্যস্য অপাকরণং যস্মাৎ তৎ) ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং (ভবঃ সংসারঃ এব মহাদাবাগ্নিঃ তস্য নির্ব্বাপণং যস্মাৎ তৎ) শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং (শ্রেয়াংসি এব কৈরবাণি কুমুদানি তেষাং চন্দ্রিকা জ্যোৎস্না তস্যাঃ বিতরণং যস্মাৎ তৎ) বিদ্যাবধূজীবনং (বিদ্যা এব বধূঃ পত্নী তস্যাঃ জীবনং প্রাণধারণং যস্মাৎ তৎ) আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং (আনন্দঃ প্রেমা এব অম্বুধিঃ সমুদ্রঃ তস্য বর্দ্ধনং যস্মাৎ তৎ) প্রতিপদং (প্রতিক্ষণং) পূর্ণামৃতাস্বাদনং (পূর্ণামৃতস্য আস্বাদনং যস্মাৎ তৎ) সর্ব্বাত্মস্নপনং (সর্ব্বেষাম্ আত্মনাং সর্ব্বতোভাবেন আত্মনো বা স্নপনং যস্মাৎ তৎ) পরং (কেবলমদ্বিতীয়ং) শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনং বিজয়তে (সর্ব্বোৎকর্ষেণ বর্ত্ততে)।

নামসাধনের সুলভত্বের কারণ বা কৃষ্ণের মহাবদান্যতা ;
দুর্দ্দৈবরূপ অপরাধাবস্থায় জীবের
শুদ্ধনামোচ্চারণাভাব ঃ—
পদ্যাবলীতে (১৯) ধৃত শিক্ষাষ্টকের ২য় শ্লোক—

"নাম্নামকারি বহুধা নিজসর্ব্বশক্তি-
স্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ ।
এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্মমাপি
দুর্দ্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ ॥ ১৬ ॥

শ্লোকার্থ-ব্যাখ্যা ঃ—

অনেক লোকের বাঞ্ছা অনেক প্রকার ।
কৃপাতে করিল অনেক-নামের প্রচার ॥ ১৭ ॥
খাইতে শুইতে যথা তথা নাম লয় ।
কাল, দেশ, নিয়ম নাহি, সর্ব্বসিদ্ধি হয় ॥ ১৮ ॥
সর্ব্বশক্তি নামে দিলা করিয়া বিভাগ ।
আমার দুর্দ্দৈব,—নামে নাহি অনুরাগ !! ১৯ ॥

প্রেমলাভার্থ নামকীর্ত্তন-লক্ষণ-বর্ণন ঃ—

যেরূপে লইলে নাম, প্রেম উপজয় ।
তার লক্ষণ-শ্লোক শুন, স্বরূপ-রামরায় ॥ ২০ ॥

সাধ্যনাম-প্রেমলাভার্থ নামসাধনের প্রণালী বা সর্ব্বাপরাধমূলক
দেহাত্মবুদ্ধির নিষেধ ও নৈরন্তর্য্যের বিধি ঃ—
পদ্যাবলীতে (২০) ধৃত শিক্ষাষ্টকের ৩য় শ্লোক—

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা ।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ ॥ ২১ ॥

শ্লোকার্থ-ব্যাখ্যা ঃ—

উত্তম হঞা আপনাকে মানে তৃণাধম ।
দুই প্রকারে সহিষ্ণুতা করে বৃক্ষসম ॥ ২২ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৬। হে ভগবন্, তোমার নামই জীবের সর্ব্বমঙ্গল বিধান করেন, এইজন্য তোমার 'কৃষ্ণ', 'গোবিন্দাদি' বহুবিধ নাম তুমি বিস্তার করিয়াছ। সেই নামে তুমি স্বীয় সর্ব্বশক্তি অর্পণ করিয়াছ এবং সেই নাম-স্মরণের কালাদি নিয়ম (বিধি বা বিচার) কর নাই। প্রভো, জীবের পক্ষে এরূপ কৃপা করিয়া তুমি তোমার নামকে সুলভ করিয়াছ, তথাপি আমার নামাপরাধরূপ দুর্দ্দৈব এরূপ করিয়াছে যে, তোমার সুলভ নামেও আমার অনুরাগ জন্মিতে দেয় না।

অনুভাষ্য

২১। হে ভগবন্, (প্রভো কৃষ্ণ,) [ভবতা অহৈতুক্যা কৃপয়া] নাম্নাং বহুধা (বহুপ্রকারঃ) অকারি (প্রকটিতবান্) তত্র (নাম্নি) নিজসর্ব্বশক্তিঃ (আত্মনঃ অনন্তা শক্তিঃ) অর্পিতা (নিহিতা), [অতঃ তস্য] স্মরণে কালঃ অপি ন নিয়মিতঃ (ন বিহিতঃ, অপেক্ষিতঃ; সর্ব্বকালেঽপি ন কোঽপি বিধিঃ)—তব এতাদৃশী কৃপা ; [কিন্তু তথাপি] মম অপি ঈদৃশং দুর্দ্দৈবং যৎ ইহ (নাম্নি) অনুরাগঃ ন অজনি (ন জাতঃ)।

২১। আদি ১৭শ পঃ ৩১ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

অমৃতানুকণা—২১। শ্রীগৌরসুন্দরের মুখোদ্গীর্ণ উপদেশ বা শিক্ষাষ্টক ব্রহ্মসূত্র তথা শ্রুতিমন্ত্রসমূহের পল্লবিত, মঞ্জরিত ও পুষ্পিত ফলোদ্যান। আলোচ্য শিক্ষাশ্লোকের প্রথম পাদের 'তৃণাদপি সুনীচেন' মহাবাক্যটী "অহং ব্রহ্মাস্মি"-শ্রুতিমন্ত্রেরই প্রকৃত তাৎপর্য্য জ্ঞাপন করে। যদিও 'অহং ব্রহ্মাস্মি' ও 'তৃণাদপি সুনীচেন' বাক্যদ্বয়ের মধ্যে পরস্পর আপাতবিরোধ দৃষ্ট হয়, তথাপি তাহাতে অতীব সুন্দর সমন্বয় শ্রীরূপানুগ গৌরজনের কৃপায় দৃষ্ট হয়। 'তৃণাদপি সুনীচ' অর্থাৎ "অহং গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ"—এই বিজ্ঞানই স্বরূপজ্ঞান বা সম্বন্ধজ্ঞান, তাহাই 'অহং ব্রহ্মাস্মি' মন্ত্রের পরিস্ফুট তাৎপর্য্য। আমি মায়াশক্তিজাত জড়বস্তু নহি বা জড়ের ভোক্তা নহি, আমি চেতন—আমি স্বরূপে পূর্ণচেতনেরই আলিঙ্গিত বস্তু—তৎক্রোড়ীভূত বস্তু। জড়ের সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্রাভিমান—যাহা তৃণের মধ্যে অনুস্যূত রহিয়াছে, আমি তাহাও নহি ; তাহা হইতেও আমি কেশাগ্রের শত-সহস্রভাগরূপ অনুচেতনময় স্বরূপকে পৃথক্ করিয়া রাখিব, যাহাতে জড়ের সহিত সমন্বয়-চেষ্টা কখনও না ঘটে। শ্রুতি ভূতশুদ্ধির যে 'অহং ব্রহ্মাস্মি' মন্ত্র শিখাইয়াছেন, তাহাই 'তৃণাদপি সুনীচ' মহাবাক্য সুষ্ঠুতা লাভ করিয়াছে।

উক্ত শ্লোকের দ্বিতীয়-পাদের 'তরোরপি সহিষ্ণুনা' মহাবাক্যটী "তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো" (ছাঃ ৬।৮।৭) অর্থাৎ হে শ্বেতকেতো, তুমি তাহাই—এই শ্রুতিমন্ত্রের পরিব্যক্ত-রূপ। যিনি পরব্রহ্মের বস্তু বা যিনি পরব্রহ্ম-জাতীয় বস্তু, তিনি পার্থিব কোন ক্ষুদ্র অবাস্তব-বস্তুতে অসহিষ্ণু হইয়া পড়েন না। জড়বস্তু জড়ের দ্বারা ক্ষুব্ধ ও লুব্ধ হয়, তাই তাহাতে অসহিষ্ণুতা আসিয়া পড়ে ; আর চেতনবস্তু জড় হইতে কোন প্রতিদান চায় না, কেবল চেতনের নিকট অসকৃৎ চেতনের বার্ত্তা বহন করে।

শিক্ষাশ্লোকের তৃতীয়-পাদে "অমানিনা মানদেন" মহাবাক্যে "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" (ছাঃ ৩।১৪।১), "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন" (বৃঃ ৪।৪।১৯, কঠ ২।১।১১) অর্থাৎ এই পরিদৃশ্যমান জগৎ সমস্তই ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন, ব্রহ্মস্বরূপে কোন জড়ীয় ভেদ নাই—এই শ্রুতিমন্ত্রেরই পরিবর্দ্ধিত রূপ। যিনি সমস্ত বস্তুতে পরব্রহ্মের অধিষ্ঠান দর্শন করেন—"বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি" (গীতা ৭।১৯), যিনি ব্রহ্মস্বরূপে জড়ভেদ দর্শন করেন না, তিনি সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বত্র অমানী ও মানদানকারী হইতে পারেন।

চতুর্থ-পাদের "কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ" মহাবাক্য "প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম" (ঐতঃ ১।৫।৩) অর্থাৎ প্রেমভক্তি অপ্রাকৃত ব্রহ্মস্বরূপ—এই শ্রুতিমন্ত্রকে পুষ্পিত করিয়াছে এবং ব্রহ্মসূত্রের ফলাধ্যায়ের 'উপক্রম'-সূত্র "আবৃত্তিরসকৃদুপদেশাৎ" হইতে 'উপসংহার'-সূত্রে "অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ"—এই ব্রহ্মসূত্রসমূহের সার্থকতা সম্পাদনা করিয়াছে। "প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম"—হরিকীর্ত্তনই বস্তুতঃ প্রকৃত প্রজ্ঞা, যেহেতু হরি ও হরিকীর্ত্তন উভয়ই অভিন্ন, অপ্রাকৃত ব্রহ্মস্বরূপ। ব্রহ্মসূত্রের অকৃত্রিম ভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—"যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তন-প্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ।।" (ভাঃ

বৃক্ষ যেন কাটিলেহ কিছু না বোলয় ।
শুকাঞা মৈলেহ কারে পানী না মাগয় ॥ ২৩ ॥
যেই যে মাগয়ে, তারে দেয় আপন-ধন ।
ঘর্ম্ম-বৃষ্টি সহে, আনের করয়ে রক্ষণ ॥ ২৪ ॥

সর্ব্বত্র কৃষ্ণদর্শনরূপ সম্বন্ধজ্ঞানযোগে নামসাধনে প্রেমলাভ ঃ—

উত্তম হঞা বৈষ্ণব হবে নিরভিমান ।
জীবে সম্মান দিবে জানি 'কৃষ্ণ'-অধিষ্ঠান ॥ ২৫ ॥
এইমত হঞা যেই কৃষ্ণনাম লয় ।
শ্রীকৃষ্ণচরণে তাঁর প্রেম উপজয় ॥" ২৬ ॥

শুদ্ধা অধোক্ষজ-কৃষ্ণভক্তি-কামনা ঃ—

কহিতে কহিতে প্রভুর দৈন্য বাড়িলা ।
'শুদ্ধভক্তি' কৃষ্ণ-ঠাঞি মাগিতে লাগিলা ॥ ২৭ ॥

প্রেমভক্তের লক্ষণ বা স্বভাব ঃ—

প্রেমের স্বভাব, যাঁহা প্রেমের সম্বন্ধ ।
সেই মানে,—'কৃষ্ণে মোর নাহি ভক্তিগন্ধ ॥' ২৮ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২৮। প্রেমের এই এক স্বভাব যে, যে-ব্যক্তিতে প্রেমের সত্য সম্বন্ধ ঘটিয়াছে, তিনি দৈন্যসহকারে মনে করেন যে, 'আমার কৃষ্ণে ভক্তিগন্ধও হয় নাই'।

অনুভাষ্য

২৮। যাহারা—প্রেমধনে দরিদ্র, তাহারা কপটতা-বশে প্রেম না পাইয়াই জগতের নিকট আপনাদিগের প্রেমপ্রাপ্তির কথা মিথ্যা করিয়া প্রচার করে, বস্তুতঃ লোকের নিকট বহিঃপ্রকাশ

১১।৫।৩২)—যাঁহারা সঙ্কীর্তনাত্মক যজ্ঞের দ্বারা "মহান্ প্রভুর্বৈ পুরুষঃ"—এই শ্রুতি-প্রতিপাদ্য রুক্মবর্ণ পরব্রহ্মের উপাসনা করেন, তাঁহারাই প্রকৃত প্রস্তাবে সুমেধা—প্রাজ্ঞ।

"আবৃত্তিরসকৃদুপদেশাৎ,"—শ্রীভগবন্নাম-রূপ শব্দব্রহ্মের আরাধনা—'অসকৃৎ' অর্থাৎ মুহুর্মুহুঃ 'আবৃত্তি' তথা কীর্ত্তনদ্বারাই করিতে হইবে, যেহেতু সমগ্র শাস্ত্রে তাহাই উপদিষ্ট হইয়াছে। এই ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যায় আচার্য্য শঙ্কর যাহা বলিয়াছেন, তাহার মর্ম্মার্থ এই,—"আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ" (বৃঃ আঃ ৪।৫।৬), "তমেব ধীরো বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুর্ব্বীত ব্রাহ্মণঃ" (বৃঃ আঃ ৪।৪।২১) প্রভৃতি শ্রুতিতে এই সন্দেহ উপস্থিত হয় যে, আত্মবিষয়ক অনুশীলনাদি একবারই করিতে হইবে, না পুনঃ পুনঃ করিতে হইবে? কোন কোন অনুষ্ঠান একবার পালন করিলেই শাস্ত্রার্থ পালন হইতে পারে, পুনঃ পুনঃ পালন করা অনর্থক—বরং পুনঃ পুনঃ পালন করিলে শাস্ত্রোল্লঙ্ঘন-দোষেরই সম্ভাবনা হয়। সেইরূপ একবার শ্রবণাদি করিলে পুনঃ পুনঃ করিতে হইবে না—ইহাই কি শাস্ত্রের উদ্দেশ্য? না, যেমন, যে-পর্য্যন্ত ধান্য হইতে তণ্ডুল নির্গত না হয়, সে-পর্য্যন্ত মুষলাবঘাত করণীয়—তেমনই যে-পর্য্যন্ত আত্মদর্শন না হয়, সেই পর্য্যন্ত পুনঃ পুনঃ শ্রবণ করিতে হইবে। শিষ্য গুরুর উপাসনা করিতেছে, প্রার্থী রাজার চিন্তা করিতেছে, বিরহিণী স্ত্রী পতির ধ্যান করিতেছে ইত্যাদি স্থলে 'উপাসনা', 'ধ্যান', 'চিন্তা' প্রভৃতি শব্দে একই বিষয়ের বার বার সংঘটনই লক্ষিত হইতেছে। যদি কেহ প্রোষিতভর্ত্তৃকাকে অনুক্ষণ উৎকণ্ঠার সহিত পতির চিন্তা করিতে দেখে, তাহা হইলেই বলিয়া থাকে—'অমুকী পতি-চিন্তা করিতেছে।' এইসকল কারণে বেদও 'উপাসিতব্য' প্রভৃতি শব্দে একবার-মাত্র উপাসনার উপদেশ করেন নাই।

কেহ পূর্ব্বপক্ষ করিতে পারেন,—যে-শাস্ত্র, যে-যুক্তি, কিম্বা যে-উপদেশ একবার প্রয়োগে বিশেষ জ্ঞান জন্মায় না, তাহা যে শতবার প্রয়োগে জ্ঞান জন্মাইবে, তাহার কি আশ্বাস আছে? সূত্রকার পরবর্ত্তী "লিঙ্গাচ্চ" সূত্রে তাহা নিরাস করিয়া বলিয়াছেন,—ছান্দোগ্যোপনিষদে শ্বেতকেতুর পিতা শ্বেতকেতুকে বারম্বার উপদেশ করিয়াছিলেন, তবেই শ্বেতকেতু ফল লাভ করিতে পারিয়াছিলেন। অনেক সময়ই দেখা যায়, একবার শুনিয়া সম্যক্ বুঝিতে অসমর্থ হইলে লোকে অন্যবারে তাহা বুঝিতে পারে। কারণ, বাক্যার্থ-বোধ পদার্থবোধপূর্ব্বকই উৎপন্ন হয়। পদার্থবিজ্ঞান না হইলে বাক্যার্থজ্ঞান লাভ হয় না। এই পদার্থবিজ্ঞান উৎপত্তির জন্যই পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি আবশ্যক।

শ্রীগীতায়ও দেখা যায়,—"**সততং কীর্ত্তয়ন্তো** মাং যতন্তশ্চ দৃঢ়ব্রতাঃ।" (গীতা ৯।১৪)। "মচ্চিত্তা মদ্গতপ্রাণাঃ ** **কথয়ন্তশ্চ** মাং নিত্যম্" (গীতা ১০।৯) ইত্যাদি।

আচার্য্য শঙ্কর যে প্রোষিতনামা বিরহিণীর উৎকণ্ঠাময়ী আবৃত্তির উদাহরণ দিয়াছেন, তাহা ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দরের শিক্ষাষ্টকের শিক্ষায় সুষ্ঠুভাবে সংরক্ষিত হইয়াছে। প্রোষিতভর্ত্তৃকা পতিকে সম্মুখে পাইয়াও অর্থাৎ সম্ভোগের মধ্যেও বিপ্রলম্ভে বিভাবিত হইয়া থাকে। এই বিপ্রলম্ভ সম্ভোগকে পরিপুষ্ট করে, আবার সম্ভোগ বিপ্রলম্ভের অধিকতর উদ্দীপনা করিয়া পতির স্মৃতিকে অবিশ্রান্ত করিয়া রাখে।

উপক্রম, উপসংহার, অভ্যাস, অপূর্ব্বতা-ফল, অর্থবাদ ও উপপত্তি দর্শন করিয়া শাস্ত্রতাৎপর্য্য নির্ণয় করা হয়। তদনুসারে ব্রহ্মসূত্রে ফলাধ্যায়েরও তাৎপর্য্য নির্ণয় করিতে পারা যায়। উহার প্রবৃত্তি বা উপক্রম-সূত্রে 'আবৃত্তি'-শব্দ এবং নিবৃত্তি বা উপসংহার-সূত্রে 'অনাবৃত্তি'-শব্দের প্রয়োগ আছে—অর্থাৎ যিনি অভিধেয় পরাবিদ্যার অসকৃৎ (পুনঃ পুনঃ) আবৃত্তি করিবেন, তাঁহারাই অনাবৃত্তি সম্ভব, অপরের নহে। আবৃত্তি সকৃৎ বা স্তব্ধ হইলে জগতে পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি হইবে—অনাবৃত্তি বা অনর্থ-নিবৃত্তি সম্ভব হইবে না। তাই উপসংহার-সূত্রে অনাবৃত্তির কথা বলিয়াও আপনার উপদেশকে অসকৃৎ আবৃত্তি করিয়াছেন অর্থাৎ "অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ"—এইরূপ একাধিকবার বলিয়া "কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ"—এই ভগবৎমুখোদ্গীর্ণ-বাক্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।—("আবৃত্তিরসকৃদুপদেশাৎ"—গৌড়ীয়, ১২শ খণ্ড)

এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর শ্রীশিক্ষাষ্টক-অবলম্বনে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি হইতে প্রকাশিত শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-কৃত 'সন্মোদিনী-ভাষ্য', উক্ত ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ এবং শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ-কৃত 'বিবৃতি'-সম্বলিত 'শ্রীচৈতন্য-শিক্ষাষ্টক'-গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

নিষ্কপট সাধকের একমাত্র নিত্য ও শুদ্ধ কাম্য 'শুদ্ধভক্তির স্বরূপ' ঃ—

পদ্যাবলীতে (৮৫) ধৃত শিক্ষাষ্টকের ৪র্থ শ্লোক—

"ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে ।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি ॥ ২৯ ॥

শ্লোকার্থ-ব্যাখ্যা ঃ—

ধন, জন নাহি মাগোঁ কবিতা সুন্দরী ।
'শুদ্ধভক্তি' দেহ' মোরে, কৃষ্ণ কৃপা করি' ॥" ৩০ ॥

দীনতা ও কৃষ্ণসেবা-প্রবৃত্তির অবিচ্ছেদ্য সংযোগ ঃ—

অতি দৈন্যে পুনঃ মাগে দাস্যভক্তি-দান ।
আপনারে করে সংসারী জীব-অভিমান ॥ ৩১ ॥

সাধকের স্ব-স্বরূপে চিদ্বিলাসী অধোক্ষজ-সমীপে কৃপা-যাচ্ঞা ঃ—

পদ্যাবলীতে (১৩) ধৃত শিক্ষাষ্টকের ৫ম শ্লোক—

"অয়ি নন্দতনুজ কিঙ্করং পতিতং মাং বিষমে ভবাম্বুধৌ ।
কৃপয়া তব পাদপঙ্কজস্থিতধূলীসদৃশং বিচিন্তয় ॥ ৩২ ॥

শ্লোকার্থ-ব্যাখ্যা ঃ—

তোমার নিত্য দাস মুই, তোমা পাসরিয়া ।
পড়িয়াছোঁ ভবার্ণবে মায়াবদ্ধ হঞা ॥ ৩৩ ॥
কৃপা করি' কর মোরে পদধূলি-সম ।
তোমার সেবক, করোঁ তোমার সেবন ॥" ৩৪ ॥

নামসঙ্কীর্ত্তনের সিদ্ধি-প্রার্থনা ঃ—

পুনঃ অতি উৎকণ্ঠা, দৈন্য হইল উদ্গম ।
কৃষ্ণ-ঠাঞি মাগে প্রেম-নামসঙ্কীর্ত্তন ॥ ৩৫ ॥

সিদ্ধি বা সাধ্যভক্তির বাহ্যলক্ষণ ঃ—

পদ্যাবলীতে (৮৪) ধৃত শিক্ষাষ্টকের ৬ষ্ঠ শ্লোক—

"নয়নং গলদশ্রুধারয়া বদনং গদ্গদ রুদ্ধয়া গিরা ।
পুলকৈর্নিচিতং বপুঃ কদা তব নাম-গ্রহণে ভবিষ্যতি ॥ ৩৬ ॥

শ্লোকার্থ-ব্যাখ্যা ঃ—

প্রেমধন বিনা ব্যর্থ দরিদ্র জীবন ।
'দাস' করি' বেতন মোরে দেহ' প্রেমধন ॥" ৩৭ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২৯। হে জগদীশ, আমি ধন, জন বা সুন্দরী কবিতা কামনা করি না ; আমি মনে এই কামনা করি যে, জন্মে জন্মে আপনাতেই আমার অহৈতুকী ভক্তি হউক।

৩২। ওহে নন্দনন্দন, আমি তোমার নিত্যকিঙ্কর হইয়াও স্বকর্ম্ম-বিপাকে বিষম ভবসমুদ্রে পড়িয়াছি, তুমি কৃপা করিয়া তোমার পাদপদ্মস্থিত ধূলীসদৃশ করিয়া আমাকে চিন্তা কর।

৩৬। হে নাথ, তোমার নামগ্রহণে কবে আমার নয়নযুগল গলদশ্রুধারায় শোভিত হইবে? বাক্যনিঃসরণ-সময়ে বদনে গদ্গদ্-স্বর বাহির হইবে এবং আমার সমস্ত শরীর পুলকাঞ্চিত হইবে?

অনুভাষ্য

বা ঘোষণাদ্বারা কপট কৃষ্ণপ্রেমসম্পত্তিহীন দরিদ্রগণের প্রেম-প্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই। প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায় নিজের সৌভাগ্য-জ্ঞাপনের জন্য কপটতাশ্রয়ে অনেকস্থলে বাহ্য-প্রেমের চিহ্ন পরস্পর প্রকাশ করে। শুদ্ধভক্তগণ এই কপট সহজিয়া-গণকে 'প্রেমিক' বলা দূরে থাকুক, তাহাদের সঙ্গকে পর্য্যন্ত ভক্তি-নাশের কারণ জানিয়া বর্জ্জন করেন ; কপটতাপূর্ব্বক তাহাকে 'ভক্ত' আখ্যা দিয়া শুদ্ধভক্তের সহিত তাহাকে সমজ্ঞান করিতে উপদেশ দেন না। যথার্থ প্রেমের উদয় হইলে, জীব নিজের মহিমা গোপনপূর্ব্বক কৃষ্ণভজনের জন্যই প্রয়াস করেন। কপট প্রাকৃত-সহজিয়াদল কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাদি-লোভে শুদ্ধভক্ত-গণকে 'দার্শনিক পণ্ডিতপ্রবর', 'তত্ত্ববিৎ', 'সূক্ষ্মদর্শী' প্রভৃতি সংজ্ঞায় গর্হণপূর্ব্বক আপনাদিগকে 'রসিক', 'ভজনানন্দী', 'ভাগবতোত্তম', 'লীলারস-পানোন্মত্ত', 'রাগানুগীয়-সাধকাগ্রগণ্য', 'রসজ্ঞ', 'রসিকচূড়ামণি' প্রভৃতি ভূষণে সমলঙ্কৃত করে। বস্তুতঃ তাহারা স্ব-স্ব-চিত্তের প্রাকৃত-ভাবরঙ্গে ভজন-প্রণালীকে কলুষিত করিয়া দুষ্ক্রিয়াসক্ত হইয়া আপনাদিগের মিছা-বৈষ্ণবত্বেরই বহুমানন করে। এই শ্রেণীর লেখকগণ অপ্রাকৃত-রসের কথা লিখিতে গিয়া নিজ-নিজ প্রাকৃত ভাব-সমূহকে কৃষ্ণসেবার অঙ্গীভূত করে। তাহারা অপ্রাকৃত বিপ্রলম্ভ-রসের স্বরূপ না জানিয়া বৈরস্যাত্মক প্রাকৃত-সম্ভোগকেই 'রস' বলিয়া জানে।

২৯। হে জগদীশ, জগন্নাথ, অহং ধনং ন, জনং ন, সুন্দরীং কবিতাং বা (ইত্যাদি কৈতবাত্মক ত্রিবর্গমূলং কর্ম্ম) ন কাময়ে (ন প্রার্থয়ে কিন্তু) মম জন্মনি জন্মনি (অতঃ অপৌনর্ভবরূপং জ্ঞানমপি ন কাময়ে, অপি তু) ত্বয়ি (অধোক্ষজে) অহৈতুকী (নিষ্কামা ব্যবধানরহিতা) ভক্তিঃ ভবতাৎ (ভূয়াৎ,—অহং ধর্ম্মার্থ-কামাত্মিকাং ভুক্তিং ভববন্ধমোচনাত্মিকাং মুক্তিং ন প্রার্থয়ে, কেবলাং শুদ্ধামেব সেবাং ত্বচ্চরণে অহং যাচে ইত্যর্থঃ)।

৩২। অয়ি নন্দতনুজ, (সেবানন্দলীলারসবিগ্রহ ব্রজেন্দ্রসুত) বিষমে ভবাম্বুধৌ (সংসার-সমুদ্রে) পতিতং কিঙ্করং কৃপয়া (অনু-কম্পয়া) তব পাদপঙ্কজস্থিতধূলীসদৃশং (পাদঃ এব পঙ্কজং পদ্মং তস্মিন্ স্থিতা অধিষ্ঠিতা সংলগ্না যা ধূলী তস্যাঃ সদৃশং নিজচির-ক্রীতদাসমেব) মাং বিচিন্তয় (ভাবয়)।

৩৬। হে প্রভো, তব নামগ্রহণে (নাম-ভজনকালে) মম গলদশ্রুধারয়া (গলন্তী যা অশ্রুধারা তয়া সহ) নয়নং, গদ্গদ-রুদ্ধয়া (গদ্গদেন স্বরভেদেন রুদ্ধয়া) গিরা (বচসা) বদনং, পুলকৈঃ (রোমাঞ্চৈঃ সহ) নিচিতং (ব্যাপ্তং) বপুঃ কদা ভবিষ্যতি?

সিদ্ধি বা সাধ্যভক্তির অন্তর্লক্ষণ ; অপ্রাকৃত বিপ্রলম্ভ (কৃষ্ণবিরহ)-মূলক-ভজন ঃ—

রসান্তরাবেশে হইল বিয়োগ-স্ফুরণ ।
উদ্বেগ, বিষাদ, দৈন্যে করে প্রলাপন ॥ ৩৮ ॥

পদ্যাবলীতে (৩২৭) ধৃত শিক্ষাষ্টকের ৭ম শ্লোক—

"যুগায়িতং নিমেষেণ চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতম্ ।
শূন্যায়িতং জগৎ সর্ব্বং গোবিন্দ-বিরহেণ মে ॥" ৩৯ ॥

শ্লোকার্থ-ব্যাখ্যা ঃ—

উদ্বেগে দিবস না যায়, 'ক্ষণ' হৈল 'যুগ' সম ।
বর্ষার মেঘপ্রায় অশ্রু বর্ষে নয়ন!! ৪০ ॥
গোবিন্দ-বিরহে শূন্য হইল ত্রিভুবন!
তুষানলে পোড়ে,—যেন না যায় জীবন ॥ ৪১ ॥
কৃষ্ণ উদাসীন হৈলা করিতে পরীক্ষণ ।
সখী সব কহে,—'কৃষ্ণে কর উপেক্ষণ ॥' ৪২ ॥
এতেক চিন্তিতে রাধার নির্ম্মল হৃদয় ।
স্বাভাবিক প্রেমার স্বভাব করিল উদয় ॥ ৪৩ ॥

একান্ত কৃষ্ণপরতন্ত্রা-শিরোমণি শ্রীরাধাভাবময় প্রভু ঃ—

হর্ষ, উৎকণ্ঠা, দৈন্য, প্রৌঢ়ি, বিনয় ।
এতভাব এক-ঠাঞি করিল উদয় ॥ ৪৪ ॥
এতভাবে রাধার মন অস্থির হৈলা ।
সখীগণ-আগে প্রৌঢ়ি-শ্লোক যে পড়িলা ॥ ৪৫ ॥
সেই ভাবে প্রভু সেই শ্লোক উচ্চারিলা ।
শ্লোক উচ্চারিতে তদ্রূপ আপনে হইলা ॥ ৪৬ ॥

সিদ্ধি বা সাধ্যভক্তির নিষ্ঠা অর্থাৎ একান্ত কৃষ্ণপরতন্ত্রতা ঃ—

পদ্যাবলীতে (১৩৪) ধৃত শিক্ষাষ্টকের ৮ম শ্লোক—

"আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মামদর্শনান্মর্ম্মহতাং করোতু বা ।
যথা তথা বিদধাতু লম্পটো মৎপ্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ ॥৪৭॥

শ্লোকার্থ-ব্যাখ্যা ; "আমি ত' তোমার, তুমি ত' আমার, কি কাজ অপর ধনে?" ঃ—

আমি—কৃষ্ণপদ দাসী, তেঁহো—রসসুখরাশি,
আলিঙ্গিয়া করে আত্মসাথ ।
কিবা না দেয় দরশন, না জানে মোর তনু-মন,
তবু তেঁহো—মোর প্রাণনাথ ॥ ৪৮ ॥
সখি হে, শুন মোর মনের নিশ্চয় ।
কিবা অনুরাগ করে, কিবা দুঃখ দিয়া মারে,
মোর প্রাণেশ্বর—কৃষ্ণ, অন্য নয় ॥ ৪৯ ॥

মদীয়ত্ব ও তদীয়ত্ব-স্নেহ, বা মধু ও ঘৃত স্নেহ-মাধুর্য্য-বৈচিত্র্য-বর্ণন ; তৎসঙ্গে আমার সুখকালেও কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণেচ্ছু আমি তৎপরতন্ত্রা ঃ—

ছাড়ি' অন্য নারীগণ, মোর বশ তনুমন,
মোর সৌভাগ্য প্রকট করিয়া ।
তা-সবারে দেয় পীড়া, আমা-সনে করে ক্রীড়া,
সেই নারীগণে দেখাঞা ॥ ৫০ ॥

তদ্বিরহে আমার দুঃখকালেও কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণেচ্ছু আমি তৎপরতন্ত্রা ঃ—

কিবা তেঁহো লম্পট, শঠ, ধৃষ্ট, সকপট,
অন্য নারীগণ করি' সাথ ।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৩৯। হে গোবিন্দ, তোমার অদর্শনে আমার 'নিমেষ'-সকল 'যুগ'বৎ বোধ হইতেছে ; চক্ষু হইতে বর্ষার ন্যায় জল পড়িতেছে; সমস্ত জগৎ শূন্যপ্রায় বোধ হইতেছে!

অনুভাষ্য

ভক্তিসন্দর্ভে ৬৯ সংখ্যায় ধৃত প্রভুক্তি—"শ্রুতমপ্যৌপ-নিষদং দূরে হরিকথামৃতাৎ। যন্ন সন্তি দ্রবচ্চিত্তকম্পাশ্রু-পুলকাদয়ঃ।।"*

৩৯। গোবিন্দবিরহেণ (ব্রজেন্দ্রনন্দনস্য বিচ্ছেদেন) মে (মম) নিমেষেণ (ত্রুটিলবপরিমিতকালেন অত্যল্পেন) যুগায়িতং (যুগ-পরিমিত-কালবৎ তদ্বৎ আচরিতং) চক্ষুষা (নয়নেন) প্রাবৃষায়িতং (বর্ষাকালীন-মেঘবৎ আচরিতং) সর্ব্বং জগৎ শূন্যায়িতং (শূন্যবৎ আচরিতম্—আভাতীত্যর্থঃ)।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৪৭। এই পাদরতা দাসীকে কৃষ্ণ আলিঙ্গনপূর্ব্বক পেষণ করুন, অথবা অদর্শনদ্বারা মর্ম্মাহতাই করুন, তিনি—লম্পট পুরুষ, আমার প্রতি যেরূপেই বিধান করুন না কেন, তিনি অপর কেহ নন, আমারই প্রাণনাথ।

৫০। 'মোর বশ তনুমন'—কায় ও মনের একান্ত বাধ্য।

অনুভাষ্য

৪৭। সঃ পাদরতাং (চরণ-সেবৈকপরায়ণাং কিঙ্করীং) মাং (রাধাম্) আশ্লিষ্য (গাঢ়তরং সমালিঙ্গ্য) বা পিনষ্টু (আত্মসাৎ করোতু) বা অদর্শনাৎ (বিচ্ছেদাৎ) মাং মর্ম্মহতাং (মর্ম্মসু প্রপীড়িতাং) করোতু বা, সঃ লম্পটঃ (নিজেন্দ্রিয়তর্পণসুখাভি-নিবিষ্টঃ) যথা তথা বিদধাতু (যদৃচ্ছয়া অন্যাভিঃ বল্লভাভিঃ সহ বিহরতু বা) তু (তথাপি) সঃ (কৃষ্ণঃ) এব মৎপ্রাণনাথঃ (মদ্দয়িতঃ এব), অপরঃ ন।

** হরিকথামৃত হইতে শুদ্ধজীবহৃদয়ে যে চিত্তদ্রবতা, কম্প, অশ্রু, পুলকাদি অপ্রাকৃত সাত্ত্বিকভাব প্রকটিত হয়, সেই সব লক্ষণ উপনিষদ্-উক্ত ব্রহ্মজ্ঞান-শ্রবণে হয় না, অতএব উহা দূরে থাকুক।*

মোরে দিতে মনঃপীড়া, মোর আগে করে ক্রীড়া,
তবু তেঁহো—মোর প্রাণনাথ ॥ ৫১ ॥

ঐকান্তিকী কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছা—'তোমার সেবায়, দুঃখ হয় যত, সেও ত' পরম সুখ" ঃ—

না গণি আপন দুঃখ, সবে বাঞ্ছি তাঁর সুখ,
তাঁর সুখ—আমার তাৎপর্য্য ।
মোরে যদি দিয়া দুঃখ, তাঁর হৈল মহাসুখ,
সেই দুঃখ—মোর সুখবর্য্য ॥ ৫২ ॥

নিরন্তর অনুক্ষণ কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণ বা কৃষ্ণসুখবর্দ্ধন-চেষ্টা ঃ—

যে নারীরে বাঞ্ছে কৃষ্ণ, তার রূপে সতৃষ্ণ,
তারে না পাঞা হয় দুঃখী ।
মুই তার পায়ে পড়ি', লঞা যাঙ হাতে ধরি',
ক্রীড়া করাঞা তাঁরে করোঁ সুখী ॥ ৫৩ ॥
কান্তা কৃষ্ণে করে রোষ, কৃষ্ণ পায় সন্তোষ,
সুখ পায় তাড়ন-ভর্ৎসনে ।
যথাযোগ্য করে মান, কৃষ্ণ তাতে সুখ পান,
ছাড়ে মান অল্প-সাধনে ॥ ৫৪ ॥

কৃষ্ণের সম্ভোগ-কামিনীকে তিরস্কার ঃ—

সেই নারী জীয়ে কেনে, কৃষ্ণ-মর্ম্ম নাহি জানে,
তবু কৃষ্ণে করে গাঢ় রোষ ।
নিজ-সুখে মানে লাভ, পড়ুক তার শিরে বাজ,
কৃষ্ণের মাত্র চাহিয়ে সন্তোষ ॥ ৫৫ ॥

কৃষ্ণসুখবিধায়িনী স্বপ্রতিকূলা কৃষ্ণসেবিকাকেও আদর ঃ—

যে-গোপী মোর করে দ্বেষে, কৃষ্ণের করে সন্তোষে,
কৃষ্ণ যারে করে অভিলাষ ।
মুই তার ঘরে যাঞা, তারে সেবোঁ দাসী হঞা,
তবে মোর সুখের উল্লাস ॥ ৫৬ ॥

কুষ্ঠরোগি-বিপ্রপত্নীর পাতিব্রত্য-ধর্ম্ম-বর্ণন ঃ—

কুষ্ঠী-বিপ্রের রমণী, পতিব্রতা-শিরোমণি,
পতি লাগি' কৈল বেশ্যার সেবা ।
স্তম্ভিল সূর্য্যের গতি, জীয়াইল মৃত পতি,
তুষ্ট কৈল মুখ্য তিন দেবা ॥ ৫৭ ॥

"কৃষ্ণপ্রেমভাবিত-চিত্তেন্দ্রিয়কায়া" ঃ—

কৃষ্ণ—মোর জীবন, কৃষ্ণ—মোর প্রাণধন,
কৃষ্ণ—মোর প্রাণের পরাণ ।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৫৭। কথিত আছে যে, কোন কুষ্ঠযুক্ত ব্রাহ্মণের পতিব্রতা স্ত্রী পতির তুষ্টির জন্য পতির প্রিয় বেশ্যাকে সেবা করিয়াছিলেন; পতির মরণ-সময়ে পাতিব্রত্য-বলে সূর্য্যের গতি রোধপূর্ব্বক ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর, এই তিন দেবতাকে সন্তুষ্ট করিয়া আপনার মৃতপতিকে জীবিত করিয়াছিলেন। তাৎপর্য্য এই যে, দৃঢ়-পাতিব্রত্যই কৃষ্ণের শৃঙ্গার-রসোদ্গত জীবের উত্তমধর্ম্ম।

অনুভাষ্য

৫২। ভক্ত নিজের সুখ-দুঃখ গণনা করেন না ; যাহাতে কৃষ্ণের সুখোদয় হয়, তজ্জন্যই অখিল চেষ্টাবিশিষ্ট। কৃষ্ণের সুখোদয় ব্যতীত ভক্তের নিজের স্বতন্ত্র সুখ আর কিছুই নাই। ভক্তকে কৃষ্ণ দুঃখ দিয়া মহাসুখী হইলে ভক্ত তাদৃশ দুঃখকেই সর্ব্বোত্তম নিজ-সুখ মনে করেন। প্রাকৃত রসিকাভিমানী অতত্ত্বজ্ঞ সহজিয়া-সম্প্রদায়ে কেহ কেহ নিজ সুখাভিলাষকেই কাম্যফল মনে করে, কেহ বা প্রাকৃতসুখ অপেক্ষা কৃষ্ণসেবার উপলক্ষণে 'স্বয়ংই অধিকতর সুখভোগ করিব',—ইত্যাদি নানাপ্রকার স্ব-সুখভোগতাৎপর্য্যময় কর্ম্মকাণ্ডকেই তাহাদের ভজন-চেষ্টার 'ফল' বলিয়া মনে করে ; বস্তুতঃ তাহাদের ঐ প্রকার চেষ্টা ও কল্পনা—শুদ্ধভজন-বিষয়ে কাপট্যমূলক অনভিজ্ঞতার ফলমাত্র।

৫৫। যে ভক্ত নিজসুখে আপনাকে কৃতার্থ বলিয়া মনে করে, তাহার সর্ব্বনাশ হয় ; সে প্রাকৃতসম্ভোগপরায়ণ সহজিয়া 'অভক্ত' হইয়া যায়।

অনুভাষ্য

৫৭। আদিত্য-পুরাণে ও মার্কণ্ডেয়-পুরাণে (১৫।১৯) এবং পদ্মপুরাণে উল্লিখিত আছে যে, কোন কুষ্ঠরোগাপন্ন ব্রাহ্মণের পতিব্রতাললামভূতা পত্নী স্বীয় অযোগ্য কুষ্ঠরোগগ্রস্ত পতির বাসনা-পরিতৃপ্তির জন্য পাপনিকেতন বেশ্যাভবন সংস্কার করিয়া বেশ্যার সহিত নিজের অকর্ম্মণ্য কামুক স্বামীর সম্মিলন প্রয়াস করেন। বেশ্যা স্বীকৃত হওয়ায় পতিব্রতা ব্রাহ্মণী স্বীয় কুষ্ঠরোগী ভর্ত্তাকে তাহার ইচ্ছানুসারে বেশ্যাগৃহে লইয়া গেলেন। সেই কুষ্ঠী পাপিষ্ঠ বিপ্রবন্ধু পতিব্রতার নিষ্ঠা অবলোকনপূর্ব্বক অব-শেষে পাপ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া স্ব-গৃহে রাত্রিতে প্রত্যা-গমনকালে মাণ্ডব্যঋষির গাত্রে তাহার পদস্পৃষ্ট হওয়ায় অভিশপ্ত হন। পতিব্রতা ব্রাহ্মণী যখন শুনিলেন যে, তাঁহার পতির অজ্ঞান-কৃত-কর্ম্মে ঋষি তদীয় সমাধিভঙ্গহেতু ক্রুদ্ধ হইয়া 'সূর্য্যোদয়ের পরেই তাঁহার প্রাণবিয়োগ হইবে' বলিয়া অভিশাপ দিয়াছেন এবং তৎফলে পাতিব্রত্য-সত্ত্বেও তাঁহার বৈধব্য—অবশ্যম্ভাবী, তখন তৎপ্রতিষেধকল্পে সূর্য্যোদয় বন্ধ করিবার প্রতিজ্ঞা করিলেন। তাঁহার এই প্রয়াস-দর্শনে, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব,—এই প্রধান দেবত্রয় তৎসমীপে আগমনপূর্ব্বক পতিব্রতার পতিপরায়ণতায় সন্তুষ্ট হইয়া পতির পুনরায় নিরাময়তা ও নবজীবন-লাভের ব্যবস্থা করিলেন। তাৎপর্য্য এই যে, এইরূপ নিজস্বার্থবর্জ্জিত হইয়া কেবল-পাতিব্রত্যই (কেবল-সেব্যসুখবাঞ্ছাই) শুদ্ধভক্তজনোচিত।

হৃদয়-উপরে ধরোঁ, সেবা করি' সুখী করোঁ,
এই মোর সদা রহে ধ্যান ॥ ৫৮ ॥

সর্ব্বেন্দ্রিয়দ্বারা কৃষ্ণসুখবিধান ও নিরন্তর কৃষ্ণকৈঙ্কর্য্যাভিমান ঃ—

মোর সুখ—সেবনে, কৃষ্ণের সুখ—সঙ্গমে,
অতএব দেহ দেঙ দান ।
কৃষ্ণ মোরে 'কান্তা' করি', কহে মোরে 'প্রাণেশ্বরি',
মোর হয় 'দাসী'-অভিমান ॥ ৫৯ ॥

সম্ভোগ অপেক্ষা সেবনেই সেবিকার অসীম প্রীতি ঃ—

কান্ত-সেবা-সুখপূর, সঙ্গম হৈতে সুমধুর,
তাতে সাক্ষী—লক্ষ্মী ঠাকুরাণী ।
নারায়ণ-হৃদি স্থিতি, তবু পাদসেবায় মতি,
সেবা করে 'দাসী'-অভিমানী ॥" ৬০ ॥

শ্রীরাধা-ভাবময় প্রভুর কেবল প্রেম-আস্বাদন ঃ—

এই রাধার বচন, শুদ্ধ প্রেম-লক্ষণ,
আস্বাদয়ে শ্রীগৌর-রায় ।
ভাবে মন নহে স্থির, সাত্ত্বিকে ব্যাপে শরীর,
মন-দেহ ধারণ না যায় ॥ ৬১ ॥

কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছায় আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছাভাব ; স্বভজন-বিভজন-প্রয়োজনাবতার মহাবদান্য গৌরের শিক্ষাষ্টক-দ্বারা জীবকে সম্বন্ধাভিধেয়প্রয়োজনাত্মক শ্রীমদ্ভাগবত-ফল-নির্য্যাস-বিতরণ ঃ—

ব্রজেশ্বর-শুদ্ধপ্রেম,— যেন জাম্বুনদ-হেম,
আত্মসুখের যাঁহা নাহি গন্ধ ।
স্ব-প্রেম জানা'তে লোকে, প্রভু কৈলা এই শ্লোকে,
পদ কৈলা অর্থের নির্ব্বন্ধ ॥ ৬২ ॥
এইমত মহাপ্রভু ভাবাবিষ্ট হঞা ।
প্রলাপ করিলা কিছু শ্লোক পড়িয়া ॥ ৬৩ ॥

এই শিক্ষাষ্টকের স্বয়ংই আস্বাদক ও স্বয়ংই প্রচারক ঃ—

পূর্ব্বে অষ্ট-শ্লোক করি' লোকে শিক্ষা দিলা ।
সেই অষ্ট-শ্লোক আপনে আস্বাদিলা ॥ ৬৪ ॥

'শ্রীশিক্ষাষ্টক'-শ্রবণ-কীর্ত্তনে নিশ্চয়ই কৃষ্ণপ্রেম-লাভ ঃ—

প্রভুর 'শিক্ষাষ্টক'-শ্লোক যেই পড়ে, শুনে ।
কৃষ্ণে প্রেমভক্তি তা'র বাড়ে দিনে দিনে ॥ ৬৫ ॥

পূর্ণচন্দ্রোদয়ে সমুদ্রোদ্বেলনের ন্যায় অতুল-গাম্ভীর্য্য সত্ত্বেও বিপ্রলম্ভোত্থ দিব্যোন্মাদ-মহাভাবে প্রভুর সর্ব্বদা অস্থিরতা ঃ—

যদ্যপি প্রভু—কোটীসমুদ্র-গম্ভীর ।
নানা-ভাব-চন্দ্রোদয়ে হয়েন অস্থির ॥ ৬৬ ॥

মহাভাগবত, মুক্ত, পরমহংসগণের নিত্য আস্বাদ্য ও বিপ্রলম্ভ-ভাবাবিষ্ট প্রভুর প্রিয় গ্রন্থাবলী ঃ—

যেই যেই শ্লোক জয়দেব, ভাগবতে ।
রায়ের নাটকে, যেই আর কর্ণামৃতে ॥ ৬৭ ॥
সেই সেই ভাবে শ্লোক করিয়া পঠনে ।
সেই সেই ভাবাবেশে করেন আস্বাদনে ॥ ৬৮ ॥

শেষ দ্বাদশবর্ষে অন্ত্যলীলায় অনুক্ষণ কৃষ্ণপ্রেমাস্বাদন ঃ—

দ্বাদশ বৎসর ঐছে দশা—রাত্রি-দিনে ।
কৃষ্ণরস আস্বাদয়ে দুইবন্ধু-সনে ॥ ৬৯ ॥

সাক্ষাৎ ভগবান্ শেষ-বিষ্ণুরও প্রভুর কৃষ্ণপ্রেমদশা-বর্ণনে অসামর্থ্য ঃ—

সেই রস-লীলা সব আপনে অনন্ত ।
সহস্র-বদনে বর্ণি' নাহি পা'ন অন্ত ॥ ৭০ ॥

মহাসুকৃতিফলে জীব সেই সিন্ধুর বিন্দুস্পর্শে ধন্য ঃ—

জীব ক্ষুদ্রবুদ্ধি কোন্ তাহা পারে বর্ণিতে ?
তার এক কণা স্পর্শি আপনা শোধিতে ॥ ৭১ ॥

গ্রন্থ-বাহুল্য-ভয়ে প্রভুর প্রেমচেষ্টা-বর্ণন-বিরাম ঃ—

যত চেষ্টা, যত প্রলাপ,—নাহি পারাবার ।
সে-সব বর্ণিতে গ্রন্থ হয় সুবিস্তার ॥ ৭২ ॥

চৈতন্যভাগবতে বিস্তৃত বর্ণনহেতু এইগ্রন্থে সংক্ষেপে বর্ণিত, তথায় সংক্ষেপে বর্ণন-হেতু এস্থলে বিস্তৃত বর্ণিত ঃ—

বৃন্দাবন-দাস প্রথম যে লীলা বর্ণিল ।
সেইসব লীলার আমি সূত্রমাত্র কৈল ॥ ৭৩ ॥
তাঁর ত্যক্ত 'অবশেষ' সংক্ষেপে কহিল ।
লীলার বাহুল্যে গ্রন্থ তথাপি বাড়িল ॥ ৭৪ ॥
অতএব সেইসব লীলা না পারি বর্ণিবারে ।
সমাপ্ত করিলুঁ লীলা করি' নমস্কারে ॥ ৭৫ ॥
যে কিছু কহিলুঁ এই দিক্‌দরশন ।
এই অনুসারে হবে তার আস্বাদন ॥ ৭৬ ॥

স্বয়ং শ্রীচৈতন্যেচ্ছা-পরিচালিত হইয়াও গ্রন্থকারের দৈন্যোক্তি ঃ—

প্রভুর গম্ভীর লীলা না পারি বুঝিতে ।
বুদ্ধি-প্রবেশ নাহি, তাতে না পারি বর্ণিতে ॥ ৭৭ ॥

মানদ-গ্রন্থকারের শ্রোতৃবর্গকে বন্দনা ঃ—

সব শ্রোতা-বৈষ্ণবের বন্দিয়া চরণ ।
চৈতন্যচরিত্র-বর্ণন কৈলুঁ সমাপন ॥ ৭৮ ॥

অনুভাষ্য

৬২। পাঠান্তরে, 'ব্রজের বিশুদ্ধপ্রেম' ; পাঠান্তরে, 'সে-প্রেম'।

৬৭। 'জয়দেব'—অর্থাৎ তৎকৃত অষ্টপদী বা গীতগোবিন্দ।

অলৌকিক অধোক্ষজ গৌরলীলা-সিন্ধু—বদ্ধজীবের স্পর্শাতীত, জীবাভিমানে দৈন্যভরে গ্রন্থকারের তদ্বিন্দুস্পর্শচেষ্টা-মাত্র ঃ—

আকাশ—অনন্ত, তাতে যৈছে পক্ষীগণ ।
যার যত শক্তি, তত করে আরোহণ ॥ ৭৯ ॥
ঐছে মহাপ্রভুর লীলা নাহি ওর-পার ।
'জীব' হঞা কেবা সম্যক্ পারে বর্ণিবার ?? ৮০ ॥
যাবৎ বুদ্ধির গতি, ততেক বর্ণিলুঁ ।
সমুদ্রের মধ্যে যেন এক কণ ছুঁইলুঁ ॥ ৮১ ॥

ঠাকুর বৃন্দাবনের মাহাত্ম্য ও গৌরলীলা ঃ—

নিত্যানন্দ-কৃপাপাত্র—বৃন্দাবন-দাস ।
চৈতন্যলীলায় তেঁহো হয়েন 'আদিব্যাস' ॥ ৮২ ॥
তাঁর আগে যদ্যপি সব লীলার ভাণ্ডার ।
তথাপি অল্প বর্ণিয়া ছাড়িলেন আর ॥ ৮৩ ॥
যে কিছু বর্ণিলুঁ, সেহ সংক্ষেপ করিয়া ।
লিখিতে না পারেন, তবু রাখিয়াছেন লিখিয়া ॥ ৮৪ ॥

বিষ্ণু, বৈষ্ণব ও শুদ্ধবিষ্ণুভক্তি-সম্বন্ধে চূড়ান্ত গ্রন্থ চৈতন্যভাগবতই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ ঃ—

চৈতন্য-মঙ্গলে তেঁহো লিখিয়াছে স্থানে স্থানে ।
সেই বচন শুন, সেই পরম-প্রমাণে ॥ ৮৫ ॥
"সংক্ষেপে কহিলুঁ, বিস্তার না যায় কথনে ।
বিস্তারিয়া বেদব্যাস করিবেন বর্ণনে ॥ ৮৬ ॥
চৈতন্যমঙ্গলে ইহা লিখিয়াছে স্থানে-স্থানে ।
সত কহেন,—'আগে ব্যাস করিলা বর্ণনে ॥' ৮৭ ॥

অমানী ও মানদ-গ্রন্থকারের আপনাকে ঠাকুর-বৃন্দাবনের উচ্ছিষ্টভোজি-জ্ঞান ঃ—

চৈতন্যলীলামৃত-সিন্ধু—দুগ্ধাব্ধি-সমান ।
তৃষ্ণানুরূপ ঝারী ভরি' তেঁহো কৈলা পান ॥ ৮৮ ॥
তাঁর ঝারী-শেষামৃত কিছু মোরে দিলা ।
ততেকে ভরিল পেট, তৃষ্ণা মোর গেলা ॥ ৮৯ ॥

পুনর্দৈন্যোক্তি ঃ—

আমি—অতি ক্ষুদ্র জীব, পক্ষী রাঙ্গাটুনি ।
সে যৈছে তৃষ্ণায় পিয়ে সমুদ্রের পানী ॥ ৯০ ॥
তৈছে আমি এক কণ ছুঁইলুঁ লীলার ।
এই দৃষ্টান্তে জানিহ প্রভুর লীলার বিস্তার ॥ ৯১ ॥

প্রাকৃত কবি ও সাহিত্যিকের ন্যায় অপ্রাকৃত কবিসম্রাট্ গ্রন্থকার অহঙ্কার-বিমূঢ়াত্মা না হইয়া সম্পূর্ণ কৃষ্ণপরতন্ত্র ও চৈতন্যেচ্ছা-পরিচালিত ঃ—

'আমি লিখি',—ইহ মিথ্যা করি অনুমান ।
আমার শরীর—কাষ্ঠপুতলী-সমান ॥ ৯২ ॥

আপনাকে যন্ত্রজ্ঞানে স্বীয় অযোগ্যতা-জ্ঞাপন ঃ—

বৃদ্ধ-জরাতুর আমি অন্ধ, বধির ।
হস্ত হালে, মনোবুদ্ধি নহে মোর স্থির ॥ ৯৩ ॥
নানা-রোগগ্রস্ত,—চলিতে বসিতে না পারি ।
পঞ্চরোগ-পীড়া-ব্যাকুল, রাত্রি-দিনে মরি ॥ ৯৪ ॥
পূর্ব্বে গ্রন্থে ইহা করিয়াছি নিবেদন ।
তথাপি লিখিয়ে, শুন ইহার কারণ ॥ ৯৫ ॥

স্বীয় উপাস্যবিগ্রহগণের বর্ণন ঃ—

শ্রীগোবিন্দ, শ্রীচৈতন্য, শ্রীনিত্যানন্দ ।
শ্রীঅদ্বৈত, শ্রীভক্ত, আর শ্রীশ্রোতৃবৃন্দ ॥ ৯৬ ॥
শ্রীস্বরূপ, শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন ।
শ্রীরঘুনাথ-দাস শ্রীগুরু, শ্রীজীবচরণ ॥ ৯৭ ॥

মদনমোহন-কৃপা-লাভরূপ স্ব-সৌভাগ্য-প্রখ্যাপন ঃ—

ইঁহা-সবার চরণ-কৃপায় লেখায় আমারে ।
আর এক হয়—তেঁহো অতিকৃপা করে ॥ ৯৮ ॥
শ্রীমদনগোপাল মোরে লেখায় আজ্ঞা করি' ।
কহিতে না যুয়ায়, তবু রহিতে না পারি ॥ ৯৯ ॥
না কহিলে হয় মোর কৃতঘ্নতা-দোষ ।
দম্ভ করি' বলি, শ্রোতা, না করিহ রোষ ॥ ১০০ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৯০। রাঙ্গাটুনী—ক্ষুদ্র টুণ্টুনীপক্ষী।

৯২। আমি কাষ্ঠপুত্তলীর ন্যায় অকর্ম্মণ্য ; আমি যে এই গ্রন্থ লিখিয়াছি,—ইহা অনুমান করা বৃথা। তাৎপর্য্য এই যে, ভগবান্ ও ভক্তগণই আমাকে এই গ্রন্থ লিখাইতেছেন।

অনুভাষ্য

৭৯। ভাঃ ১।১৮।২৩ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

৮২। কেহ কেহ বলেন,—পরবর্ত্তী শুদ্ধ গৌরলীলা-লেখক আচার্য্যগণও 'আদিব্যাস' শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের আনুগত্যে তদভিন্ন অঙ্গ বা 'প্রকাশ-ব্যাস'-শব্দবাচ্য।

অনুভাষ্য

৮৭। পাঠান্তরে,—'আগে ব্যাস করিবেন বর্ণনে' অর্থাৎ চৈতন্যভাগবতে ১ম অঃ—"শেষখণ্ডে চৈতন্যের অনন্ত বিলাস। বিস্তারিয়া বর্ণিতে আছেন বেদব্যাস।।" ইত্যাদি বহু বচন শ্রীল কবিরাজগোস্বামিপ্রমুখ পরবর্ত্তী গৌরলীলা-লেখক শুদ্ধবৈষ্ণবাচার্য্যগণকে উদ্দেশ করিয়া লিখিত হইয়াছে,—এইরূপ ব্যাখ্যাও কেহ কেহ করিয়া থাকেন।

৯৭। 'শ্রীরঘুনাথদাস শ্রীগুরু'—গ্রন্থকার শ্রীকবিরাজ গোস্বামিপ্রভুর ভজনশিক্ষাগুরুই শ্রীরূপানুগশ্রেষ্ঠ শ্রীরঘুনাথদাস-গোস্বামিপ্রভু। পরবর্ত্তী ১৪৫ সংখ্যা ও আদি ১ম পঃ সর্ব্বপ্রথমে অনুভাষ্যে শ্রীরূপানুগ-আম্নায় বা গুরুপারম্পর্য্য দ্রষ্টব্য।

শ্রোতৃগণকে বন্দনা ঃ—

তোমা-সবার চরণ-ধূলি করিনু বন্দন।
তাতে চৈতন্য-লীলা হৈল যে কিছু লিখন ॥ ১০১ ॥

ভাগবতে ব্যাসরীত্যনুসরণে সংক্ষেপে অন্ত্যলীলার পরিচ্ছেদ-সমূহের বর্ণনমুখে পুনরাবৃত্তি ঃ—

এবে অন্ত্যলীলাগণের করি অনুবাদ।
'অনুবাদ' কৈলে পাই লীলার 'আস্বাদ' ॥ ১০২ ॥
প্রথম পরিচ্ছেদে—রূপের দ্বিতীয়-মিলন।
তার মধ্যে দুই নাটকের বিধান-শ্রবণ ॥ ১০৩ ॥
তার মধ্যে শিবানন্দ-সঙ্গে কুক্কুর আইলা।
প্রভু তারে কৃষ্ণ কহাঞা মুক্ত করিলা ॥ ১০৪ ॥
দ্বিতীয়ে—ছোট হরিদাসে করাইলা শিক্ষণ।
তার মধ্যে শিবানন্দের আশ্চর্য্য দর্শন ॥ ১০৫ ॥
তৃতীয়ে—হরিদাসের মহিমা প্রচণ্ড।
দামোদর-পণ্ডিত কৈলা প্রভুরে বাক্যদণ্ড ॥ ১০৬ ॥
প্রভু 'নাম' দিয়া কৈলা ব্রহ্মাণ্ড-মোচন।
হরিদাস করিলা নামের মহিমা-স্থাপন ॥ ১০৭ ॥
চতুর্থে—শ্রীসনাতনের দ্বিতীয়-মিলন।
দেহত্যাগ হৈতে তাঁর করিলা রক্ষণ ॥ ১০৮ ॥
জ্যৈষ্ঠ-মাসে প্রভু তাঁরে কৈলা পরীক্ষণ।
শক্তি সঞ্চারিয়া পুনঃ পাঠাইলা বৃন্দাবন ॥ ১০৯ ॥
পঞ্চমে—প্রদ্যুম্নমিশ্রে প্রভু কৃপা করিলা।
রায়-দ্বারা কৃষ্ণকথা তাঁরে শুনাইলা ॥ ১১০ ॥
তার মধ্যে 'বাঙ্গাল'-কবির নাটক-উপেক্ষণ।
স্বরূপ-গোসাঞি কৈলা বিগ্রহের মহিমা-স্থাপন ॥১১১॥
ষষ্ঠে—রঘুনাথ-দাস প্রভুরে মিলিলা।
নিত্যানন্দ-আজ্ঞায় চিড়া-মহোৎসব কৈলা ॥ ১১২ ॥
দামোদর-স্বরূপ ঠাঞি তাঁরে সমর্পিল।
'গোবর্দ্ধন-শিলা', 'গুঞ্জামালা' তাঁরে দিল ॥ ১১৩ ॥
সপ্তম-পরিচ্ছেদে—বল্লভ-ভট্টের মিলন।
নানা-মতে কৈলা তাঁর গর্ব্ব-খণ্ডন ॥ ১১৪ ॥
অষ্টমে—রামচন্দ্রপুরীর আগমন।
তাঁর ভয়ে কৈলা প্রভু ভিক্ষা-সঙ্কোচন ॥ ১১৫ ॥
নবমে—গোপীনাথ পট্টনায়ক-মোচন।
ত্রিজগতে লোক প্রভুর পাইল দরশন ॥ ১১৬ ॥
দশমে—কহিলুঁ ভক্তদত্ত-আস্বাদন।
রাঘব-পণ্ডিতের তাঁহা ঝালির সাজন ॥ ১১৭ ॥
তার মধ্যে গোবিন্দের কৈলা পরীক্ষণ।
তার মধ্যে পরিমুণ্ডা-নৃত্যের বর্ণন ॥ ১১৮ ॥
একাদশে—হরিদাস-ঠাকুরের নির্য্যাণ।
ভক্ত-বাৎসল্য যাঁহা দেখাইলা গৌর-ভগবান্ ॥ ১১৯ ॥
দ্বাদশে—জগদানন্দের তৈল-ভঞ্জন।
নিত্যানন্দ কৈলা শিবানন্দেরে তাড়ন ॥ ১২০ ॥
ত্রয়োদশে—জগদানন্দ মথুরা যাই' আইলা।
মহাপ্রভু দেবদাসীর গীত শুনিলা ॥ ১২১ ॥
রঘুনাথ-ভট্টাচার্য্যের তাঁহাই মিলন।
প্রভু তাঁরে কৃপা করি' পাঠাইল বৃন্দাবন ॥ ১২২ ॥
চতুর্দ্দশে—দিব্যোন্মাদ-আরম্ভ বর্ণন।
'শরীর' এথা প্রভুর, মন গেলা বৃন্দাবন ॥ ১২৩ ॥
তার মধ্যে প্রভুর সিংহদ্বারে পতন।
অস্থি-সন্ধি-ত্যাগ, অনুভাবের উদ্গম ॥ ১২৪ ॥
চটক-পর্ব্বত দেখি' প্রভুর ধাবন।
তার মধ্যে প্রভুর কিছু প্রলাপ-বর্ণন ॥ ১২৫ ॥
পঞ্চদশ-পরিচ্ছেদে—উদ্যান-বিলাসে।
বৃন্দাবনভ্রমে যাঁহা করিলা প্রবেশে ॥ ১২৬ ॥
তার মধ্যে প্রভুর পঞ্চেন্দ্রিয়-আকর্ষণ।
তার মধ্যে করিলা রাসে কৃষ্ণ-অন্বেষণ ॥ ১২৭ ॥
ষোড়শে—কালিদাসে প্রভু কৃপা করিলা।
বৈষ্ণবোচ্ছিষ্ট খাইবার ফল দেখাইলা ॥ ১২৮ ॥
শিবানন্দের বালকে শ্লোক করাইলা।
সিংহদ্বারের দ্বারী প্রভুরে কৃষ্ণ দেখাইলা ॥ ১২৯ ॥
মহাপ্রসাদের তাঁহা মহিমা বর্ণিলা।
কৃষ্ণাধরামৃতের ফল-শ্লোক আস্বাদিলা ॥ ১৩০ ॥
সপ্তদশে—গাভী-মধ্যে প্রভুর পতন।
কূর্ম্মাকার-অনুভাবের তাঁহাই উদ্গম ॥ ১৩১ ॥
কৃষ্ণের শব্দগুণে প্রভুর মন আকর্ষিলা।
"কাস্ত্র্যঙ্গ তে" শ্লোকের অর্থ আবেশে করিলা ॥১৩২॥
ভাব-শাবল্যে পুনঃ কৈলা প্রলাপন।
কর্ণামৃত-শ্লোকের অর্থ কৈলা বিবরণ ॥ ১৩৩ ॥
অষ্টাদশ-পরিচ্ছেদে—সমুদ্রে পতন।
কৃষ্ণ-গোপী-জলকেলি তাঁহা দরশন ॥ ১৩৪ ॥
তাঁহাই দেখিলা কৃষ্ণের বন্যভোজন।
জালিয়া উঠাইল, প্রভু আইলা স্ব-ভবন ॥ ১৩৫ ॥
ঊনবিংশে—ভিত্ত্যে প্রভুর মুখসঙ্ঘর্ষণ।
কৃষ্ণের বিরহ-স্ফূর্ত্তি-প্রলাপ-বর্ণন ॥ ১৩৬ ॥

অনুভাষ্য

১০৯। পাঠান্তরে—"জ্যৈষ্ঠমাসে ধূপে তাঁরে।"

বসন্ত-রজনীতে পুষ্পোদ্যানে বিহরণ ।
কৃষ্ণের সৌরভ্য-শ্লোকের অর্থ-বিবরণ ॥ ১৩৭ ॥
বিংশতি-পরিচ্ছেদে—নিজ-'শিক্ষাষ্টক' পড়িয়া ।
তার অর্থ আস্বাদিলা আবিষ্ট হঞা ॥ ১৩৮ ॥
ভক্তে শিখাইতে যেই শিক্ষাষ্টক কহিলা ।
সেই শ্লোকাষ্টকের অর্থ পুনঃ আস্বাদিলা ॥ ১৩৯ ॥

অনুবাদ, পুনরালোচন বা পুনরাবৃত্তি-ফলেই লীলা-স্মরণোদয় ঃ—

মুখ্য-মুখ্য-লীলার অর্থ করিলুঁ কথন ।
'অনুবাদ' হৈতে স্মরে গ্রন্থ-বিবরণ ॥ ১৪০ ॥

বাহুল্যভয়ে প্রধান প্রধান ঘটনামাত্র বর্ণিত ঃ—

এক এক পরিচ্ছেদের কথা—অনেক প্রকার ।
মুখ্য-মুখ্য কহিলুঁ, কথা না যায় বিস্তার ॥ ১৪১ ॥

গ্রন্থকারের স্বোপাস্য-বিগ্রহ সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজনাধিদেব গৌড়ীয়েশ্বর শ্রীরাধা-মদনমোহন-গোবিন্দ-গোপীনাথ ঃ—

শ্রীরাধা-সহ 'শ্রীমদনমোহন' ।
শ্রীরাধা-সহ 'শ্রীগোবিন্দ'-চরণ ॥ ১৪২ ॥
শ্রীরাধা-সহ শ্রীল 'শ্রীগোপীনাথ' ।
এই তিন ঠাকুর হয় 'গৌড়ীয়ার নাথ' ॥ ১৪৩ ॥

সপরিকর গৌরের প্রণাম ঃ—

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, শ্রীযুক্ত, নিত্যানন্দ ।
শ্রীঅদ্বৈত-আচার্য্য, শ্রীগৌরভক্তবৃন্দ ॥ ১৪৪ ॥

গ্রন্থকারের গৌরশক্তিস্বরূপ গুরুবর্গের প্রণাম ঃ—

শ্রীস্বরূপ, শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন ।
গুরু শ্রীরঘুনাথ, শ্রীজীবচরণ ॥ ১৪৫ ॥

তাঁহাদিগের নমস্কারেই অভীষ্টসিদ্ধি ঃ—

নিজ-শিরে ধরি' এই সবার চরণ ।
যাহা হৈতে হয় সব বাঞ্ছিত-পূরণ ॥ ১৪৬ ॥

চৈতন্যময়ী নিত্যানন্দ-কৃপার আনুগত্যেই জিহ্বা বা বাক্যের চৈতন্যলীলা-কীর্ত্তনে সামর্থ্য ঃ—

সবার চরণ-কৃপা—গুরু 'উপাধ্যায়ী' ।
তার বাণী—শিষ্যা, তারে বহুত নাচাই ॥ ১৪৭ ॥
শিষ্যার শ্রম দেখি' গুরু নাচান রাখিলা ।
'কৃপা' না নাচায়, 'বাণী' বসিয়া রহিলা ॥ ১৪৮ ॥
অনিপুণা বাণী আপনে নাচিতে না জানে ।
যত নাচাইলা, নাচি' করিলা বিশ্রামে ॥ ১৪৯ ॥

শ্রোতৃগণের বন্দনা ও কৃপা-প্রার্থনা ঃ—

সব শ্রোতাগণের করি চরণ-বন্দন ।
যাঁ-সবার চরণ-কৃপা—শুভের কারণ ॥ ১৫০ ॥
চৈতন্যচরিতামৃত যেই জন শুনে ।
তাঁর চরণ ধুঞা করোঁ মুঞি পানে ॥ ১৫১ ॥
শ্রোতার পদরেণু করোঁ মস্তক-ভূষণ ।
তোমরা এ-অমৃত পিলে সফল হৈল শ্রম ॥ ১৫২ ॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ১৫৩ ॥

গ্রন্থকারের দৈন্যোক্তি ঃ—

চরিতমমৃতমেতচ্ছ্রীলচৈতন্যবিষ্ণোঃ
শুভদমশুভনাশি শ্রদ্ধয়াস্বাদয়েদ্ যঃ ।
তদমলপদপদ্মে ভৃঙ্গতামেত্য সোঽয়ং
রসয়তি রসমুচ্চৈঃ প্রেমমাধ্বীকপূরম্ ॥ ১৫৪ ॥

কৃষ্ণপ্রীত্যর্থে শ্রীচৈতন্যে এই গ্রন্থামৃতার্পণ ঃ—

শ্রীমন্মদনগোপাল-গোবিন্দদেব-তুষ্টয়ে ।
চৈতন্যার্পিতমস্ত্বেতচ্চৈতন্যচরিতামৃতম্ ॥ ১৫৫ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৫৪। যিনি শ্রদ্ধাপূর্ব্বক ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেবের এই অমৃতসদৃশ শুভদ এবং অশুভনাশি চরিত্র আস্বাদন করেন, এই লেখক তাঁহার অমলপাদপদ্মের ভৃঙ্গ হইয়া প্রেমমাধ্বীকপূর্ণ এই রস অতিশয় আস্বাদন করেন।

অনুভাষ্য

১৪৭। উপাধ্যায়ী,—'উপেত্য অধীয়তে অস্মাৎ' ; "একদেশন্তু বেদস্য বেদাঙ্গান্যপি বা পুনঃ। যোঽধ্যাপয়তি বৃত্ত্যর্থমুপাধ্যায়ঃ স উচ্যতে ।।" *—(মনু সং) ; কলাবিদ্যা-শিক্ষক। পাঠান্তরে—'মোর বাণী শিষ্যা।

১৫৪। যঃ শ্রদ্ধয়া শ্রীলচৈতন্যবিষ্ণোঃ এতৎ অশুভনাশি শুভদং চরিতম্ আস্বাদয়েৎ, সঃ অয়ং তদমলপদপদ্মে ভৃঙ্গতাম্ এত্য (প্রাপ্য) প্রেমমাধ্বীকপূরং (প্রেমমদিরাপূর্ণং) রসম্ উচ্চৈঃ (অতিশয়েন) রসয়তি (আস্বাদয়তি)।

১৫৫। শ্রীমন্মদনগোপাল-গোবিন্দদেব-তুষ্টয়ে এতৎ

** উপাধ্যায়ী—নিকট গমন করিয়া, ইঁহা হইতে অধ্যয়ন করা হয়। মনুসংহিতা—'যিনি জীবনধারণের জন্য বেদের একদেশ, আবার বেদের ষড়অঙ্গ (শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ ও জ্যোতিষ) অধ্যাপন করিয়া থাকেন, তিনি উপাধ্যায় বলিয়া কথিত হন।*

অমৃতানুকণা—১৫৫। শ্রীরাধাসহ শ্রীমদনগোপাল ও শ্রীগোবিন্দদেবের প্রীতিবিধানের জন্য এই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-গ্রন্থ শ্রীচৈতন্যদেবে সমর্পিত হউক্।

কৃষ্ণপাদপদ্মই অপ্রাকৃত অনন্ত-রসাধার ঃ—

পরিমলবাসিতভুবনং
স্বরসোন্মাদিত-রসিকালম্বম্ ।
গিরিধরচরণাম্ভোজং কঃ
খলু রসিকঃ সমীহতে হাতুম্ ॥ ১৫৬ ॥

নিজাভীষ্টদেব শ্রীরাধাগোবিন্দে প্রপত্তি ঃ—

মৎপ্রাণসর্ব্বস্বপদাব্জরেণো-
র্মদীশ্বরী-শ্রীযুতরাধিকায়াঃ ।
প্রাণোরুসর্ব্বস্বপদাব্জরেণুং
শ্রীশ্রীল-গোবিন্দমহং প্রপদ্যে ॥ ১৫৭ ॥

গ্রন্থসমাপ্তির কাল-নির্দ্দেশ ঃ—

শাকে সিন্ধ্বগ্নিবাণেন্দৌ জ্যৈষ্ঠে বৃন্দাবনান্তরে ।
সূর্য্যাহেঽসিতপঞ্চম্যাং গ্রন্থোঽয়ং পূর্ণতাং গতঃ ॥১৫৮॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে শিক্ষাশ্লোকার্থাস্বাদনং নাম বিংশ পরিচ্ছেদঃ।

ইতি অন্ত্যলীলা সমাপ্তা

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৫৬। কৃষ্ণের যে চরণকমল পরিমলের দ্বারা ভুবনকে সৌরভিত করিয়া, স্বীয় রসে উন্মাদিত করিয়া, রসিকদিগের আলম্বনস্বরূপ হইয়াছেন, তাহা কোন্ রসিক ব্যক্তি পরিত্যাগ করিতে চেষ্টা করেন?

১৫৭। আমার প্রাণসর্ব্বস্বের পদাব্জরেণুর বলে মদীশ্বরী শ্রীমতী রাধিকার প্রাণের অধিক ও সর্ব্বস্বরূপ পদাব্জরেণুকে ধ্যানপূর্ব্বক শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবে প্রপত্তি করি।

১৫৮। ১৫৩৭ শকাব্দায় জ্যৈষ্ঠমাসে রবিবারে কৃষ্ণপঞ্চমী-তিথিতে শ্রীবৃন্দাবনে এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইল।

বিপিনবিহারী হরি, তাঁর শক্তি অবতরি',
বিপিনবিহারী প্রভুবর ।
শ্রীগুরুগোস্বামি-রূপে, দেখি' মোরে ভবকূপে,
উদ্ধারিল আপন-কিঙ্কর ॥
তদাজ্ঞা-পালনকামে, 'অমৃতপ্রবাহ'-নামে,
চৈতন্যচরিতামৃত-অর্থ ।
রচিলাম সযতনে, অর্পিলাম ভক্তগণে,
পাঠ করি' ঘুচাও অনর্থ ॥
যে-সব আত্মজ মম, করিয়াছে পরিশ্রম,
এই গ্রন্থ প্রস্তুত-কারণে ।
নির্ব্বিঘ্ন-জীবনে সবে, সাধুসঙ্গ-মহোৎসবে,
করুক ভক্তি শ্রীহরিচরণে ॥
বৈষ্ণব-চরণে ধরি', সদৈন্য প্রার্থনা করি,
এ দাসের জীবনাবশেষে ।
শ্রীগোদ্রুমে সাধুসঙ্গে, চিদানন্দ-রসরঙ্গে,
যায় দিন কৃষ্ণনামাবেশে ॥
এ সংসার—সারহীন, এতে মজে অর্ব্বাচীন,
ইহাতে বিরক্ত মহাশয় ।
সাধুসঙ্গে কৃষ্ণে ভজে, রাধাকৃষ্ণে সেবে ব্রজে,
নিরন্তর কৃষ্ণনামাশ্রয় ॥

অনুভাষ্য

চৈতন্যচরিতামৃতং গ্রন্থং চৈতন্যার্পিতং (শ্রীচৈতন্যে সমর্পিতম্) অস্তু।

১৫৬। কঃ রসিকঃ (রসজ্ঞঃ কৃষ্ণভজনশীলঃ) পরিমল-বাসিতভুবনং (সুগন্ধেন সুরভিতং ভুবনং যেন তং) স্বরসো-ন্মাদিত-রসিকালম্বং (শৃঙ্গাররসোন্মাদিত-রসিকাবলম্বনং) গিরি-ধরচরণাম্ভোজং হাতুং (পরিত্যক্তুং) সমীহতে (সংচেষ্টতে)?

১৫৮। অয়ং (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাখ্যঃ) গ্রন্থঃ বৃন্দাবনান্তরে জ্যৈষ্ঠে অসিতপঞ্চম্যাং (কৃষ্ণপঞ্চম্যাং) সূর্য্যাহে (রবিবারে) সিন্ধ্বগ্নিবাণেন্দৌ ('অঙ্কস্য বামা গতিঃ' ইতি ন্যায়েন, ১৫৩৭ শকাবনীপতেরতীতাব্দে) পূর্ণতাং গতঃ।

১৫৬ হইতে ১৫৮ পর্য্যন্ত শ্লোক অনেক পাঠে দৃষ্ট হয় না।

চারিশত ঊনত্রিংশে, জ্যৈষ্ঠে দিন একত্রিংশে,
চৈতন্যাব্দে, মাস—ত্রিবিক্রম ।
শ্রীব্রজপত্তনে থাকি', 'গৌরহরি' বলি' ডাকি,
দয়িতদাসিয়া নরাধম ॥ ১ ॥
নবদ্বীপ-মায়াপুরে, প্রভুগৃহ নাতিদূরে,
অনুভাষ্য কৈল সমাপন ।
শ্রীগৌরকিশোর-দাস, সম্প্রতি কুলিয়া বাস,
যাঁর ভৃত্য—এই অভাজন ॥ ২ ॥
আজি এই সুখ-দিনে, ভকতিবিনোদ বিনে,
সুখবার্ত্তা জানাব কাহারে?
'অনুভাষ্য' শুনি' যেই, পরম প্রফুল্ল হই',
উরুকৃপা বিতরিল মোরে ॥ ৩ ॥
তাঁহার করুণা-কথা, মাধব-ভজন-প্রথা,
তুলনা নাহিক ত্রিভুবনে ।
তাঁর সম অন্য কেহ, ধরিয়া এ নরদেহ,
নাহি দিল কৃষ্ণপ্রেমধনে ॥ ৪ ॥
সেই প্রভু-শক্তি পাই', এবে 'অনুভাষ্য' গাই,
ইহাতে আমার কিছু নাই ।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

গৌর চারিশত-দশে, মেষ-শুক্ল-একাদশে,
শ্রীসুরভিকুঞ্জ-বনান্তরে ।
সম্পূর্ণ হইল ভাষ্য, ইহাতে পূরিল দাস্য,
দোষ-ক্ষমা মাগি অতঃপরে ॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-গ্রন্থের **অমৃতপ্রবাহ-ভাষ্য** সমাপ্ত।

অনুভাষ্য

যাবৎ জীবন রবে, তাবৎ স্মরিব ভবে,
নিত্যকাল সেই পদ চাই ॥ ৫ ॥
গদাধর-মিত্রবর, শ্রীস্বরূপ-দামোদর,
সদা কাল গৌর-কৃষ্ণ যজে ।
জগতের দেখি' ক্লেশ, ধরিয়া ভিক্ষুক-বেশ,
অহরহঃ কৃষ্ণনাম ভজে ॥ ৬ ॥

অনুভাষ্য

শ্রীগৌর-ইচ্ছায় দুই, মহিমা কি কব মুই,
অপ্রাকৃত-পারিষদ-কথা ।
প্রকট হইয়া সেবে, কৃষ্ণ-গৌরাভিন্ন-দেবে,
অপ্রকাশ্য কথা যথা তথা ॥ ৭ ॥
শ্রীগৌরাঙ্গ-নিজজন, ভকতিবিনোদ-গণ,
অপ্রাকৃত-ভাবে যাঁর স্থিতি ।
'অনুভাষ্য' সযতনে, পাঠ কর ভক্ত-সনে,
লাভ কর যুগল-পীরিতি ॥ ৮ ॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-গ্রন্থের **অনুভাষ্য** সমাপ্ত।